১০ মিনিটের মধ্যে হাজীরা

বোম্বাই চীফ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেটের বিচারে রামকৃষ্ণ জনার্দ্দন নামক একজন কংগ্রেস কর্ম্মীর প্রতি ১৫ মাসের সশ্রম কারাদণ্ড এবং ৫০৲ টাকা অর্থদণ্ড অনাদায়ে তিন মাসের অতিরিক্ত কারাদণ্ডের আদেশ হইয়াছে। কমিশনার তাঁহাকে দশ মিনিটের মধ্যে পুলিশের নিকট হাজীরা দিবার আদেশ প্রদান করেন, এই আদেশ অমান্য করায় তাঁহার উপর ঐ দণ্ডাদেশ প্রদত্ত হয়। আসামী নিজকে নির্দ্দোষ বলেন। কংগ্রেসকর্ম্মতৎপরতার সম্পর্কে তিনি ইতিপূর্ব্বে ৬ বার দণ্ডিত হইয়াছিলেন।

গত রবিবার মুলজী জেঠা মার্কেট বিদেশী বস্ত্রের দোকানে পিকেটিং করার অভিযোগে জি, এন প্যাটেল নামক অপর একজন কংগ্রেসকর্ম্মীর প্রতি ৬ মাসের কঠোর কারাদণ্ড এবং ৫০৲ টাকা অর্থদণ্ড, অনাদায়ে ৬ সপ্তাহের অতিরিক্ত কারাদণ্ডের আদেশ প্রদান করা হয়।

ইংরেজ মহিলাদের প্রশংসা

ভারত-যাত্রার প্রাক্কালে বেগম শাহনেওয়াজ ব্রিটেনের নারীসঙ্ঘ ও মহিলাদিগকে ধন্যবাদ প্রদান করিয়া একটি বিবৃতি দিয়াছেন। তিনি অনুরোধ করিয়াছেন যে, ব্রিটেনের নারীগণ ভারতের নারীগণের প্রতি যে স্নেহ ও সহানুভূতি প্রদর্শন করিয়াছেন, ভবিষ্যতে পার্লামেণ্টে এই আলোচনা আরম্ভ হইলে, তাঁহারা যেন অনুরূপ বন্ধুত্ব প্রদর্শন করেন। তিনি স্যার স্যামুয়েল হোরকে তাঁহার খোলাখুলি উত্তরের জন্য প্রশংসা করিয়াছেন।

বঙ্গে অতিবৃষ্টি ও ঘূর্ণাবর্ত্ত

ঢাকার উত্তর সহরতলী মাণিপুরে সেদিন প্রাতঃকালে ঘূর্ণাবর্ত্তের ফলে বহু ঘর বাড়ী পড়িয়া গিয়াছে ও বহু বৃক্ষ উৎপাটিত হইয়াছে। অথচ ঢাকা সহরে ঝড় হয় নাই।

চুঁচুড়ায় অতিবৃষ্টি

গত ৪০ ঘণ্টা ধরিয়া অনবরত বৃষ্টিপাতের ফলে অনেক বাড়ী ধ্বসিয়া পড়িয়াছে। সেদিন রাত্রি আড়াইটার সময় চৌমাথা অঞ্চলে একখানা দোতলা বাড়ী ধ্বসিয়া এক বৃদ্ধা চাপা পড়ে, কিন্তু প্রতিবেশীরা তৎক্ষণাৎ তাহাকে উদ্ধার করে। সহরের সমস্ত পুকুরের পাড় জলে ভাসিয়া গিয়াছে এবং রাস্তাঘাটে জল জমিয়া গিয়াছে।

মেহেরপুরে বন্যার আশঙ্কা

গত কয়েকদিন যাবৎ অনবরত বৃষ্টি হইতেছে। ভৈরব নদের জল একরূপ বৃদ্ধি পাইয়াছে যে, আর কিছু বৃষ্টি পাইলেই বন্যা হইবে।

তারের ঠিকানা— 'শ্রীপ্রাম' নবদ্বীপ
ডাকের ঠিকানা—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

দৈ নি ক

Reg No C 1544

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩৷৹
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার স্বতন্ত্র।

নদীয়া-প্রকাশ
THE NADIA-PRAKASH

সাহায্যের হার
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৷৹
মাসিক ৷৹
নগদ
প্রতি সংখ্যা ৵৫

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার- নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৮ম খণ্ড । সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বেদান্তবাচস্পতি [১৫২শ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর—১১ই ভাদ্র সোমবার ১৩৪০, ২৭শে আগষ্ট ১৯৩৩

বন্যা

নবদ্বীপে বর্ত্তমান বৎসরে ভীষণ বন্যা দৃষ্টিগোচর হইতেছে; ভাগীরথী, খড়িয়া নদী এবং গুড়গুড়ের খাল এক হইয়া গিয়াছে। গ্রামগুলি দ্বীপে পরিণত হইয়াছে; ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডের রাস্তার উপর [illegible]য়া বড় বড় নৌকা যাইতেছে মাঠের ফসল [illegible] হইয়া গিয়াছে; লোকের কষ্টের অবধি [illegible]াই। অনেকে গবাদি পশু ভিন্ন স্থানে [illegible]াঠাইয়া দিয়াছেন। এত ভীষণ বন্যা এ [illegible]ঞ্চলে খুব কম দেখা যায়। বীরভূম, মেদিনীপুর, বারাসত প্রভৃতি অঞ্চলেও [illegible] বেশী বন্যা হইয়াছে।

নূতন বিল

ব্যবস্থা পরিষদের শীতকালীন অধিবেশনের সময় যখন অর্ডিন্যান্স বিল সম্বন্ধে আলোচনা চলিতেছিল তখন দেশীয় রাজ্যগুলিকে সংবাদপত্রের বা অপপ্রভাবের আক্রমণ হইতে রক্ষা করিবার জন্য একটা ধারা সংযোজিত করিয়া দেওয়ার কথা হইয়াছিল, বর্ত্তমান সময়ে জানা গিয়াছে যে, সরকার বর্ত্তমান অধিবেশনে একটা বিল উপস্থিত করিতে চাহিতেছেন। বিলের মধ্যে উল্লেখ থাকিবে যে, দেশীয় রাজ্যগুলিকে আক্রমণ করিবার জন্য কোনও প্রতিষ্ঠান গঠন করা চলিবে না, যখন কাশ্মীর আন্দোলন চলিয়াছিল, তখন সরকার দেখিতে পাইলেন যে, এই সম্পর্কিত আইনে ত্রুটি [illegible]হিয়া গিয়াছে, তজ্জন্যই বড়লাটকে একটা বিশেষ অর্ডিন্যান্স জারী করিতে হইয়াছিল।

সর্পদংশনে মৃত্যু

হুগলীর কোন্নগর মুস্তাফিকা ইউনিয়ন [illegible]র্ডের এলাকায় ভয়ানক সর্পভয় হইয়াছে প্রায়ই সর্পাঘাতের সংবাদ পাওয়া যাইতেছে এবং কুকুর, গরু বাছুর, মানুষ, কেহই বাদ যাইতেছে না। গ্রাম্য বিষ চিকিৎসা বা ডাক্তারী ঔষধাদি ব্যবহারে সকলেই যে মৃত্যুর হাত এড়াইতে পারিতেছে তাহা নহে; গত ১৩।৮।৩৩ তারিখে গোবিন্দপুর গ্রামে ২০।২২ বৎসর বয়স্কা একজন মহিলার সর্পাঘাতে মৃত্যু হইয়াছে। প্রকাশ যে, ধান ছাঁটিবার ঢেঁকির গড় পরিষ্কার করিবার সময় স্ত্রীলোকটির হস্তে একটী প্রকাণ্ড খরিশ সাপ (সাপটী পাওয়া গিয়াছে) দর্শন করে এবং আঘাত পাইবার ২।৩ ঘণ্টা মধ্যে তাহার মৃত্যু হয়।

১৫।২০ বৎসর পূর্ব্বে যখন বহু গোসাপ ও নেউল দেখা যাইত, তখন এ অঞ্চলে সর্প দংশন অতি বিরল ছিল। কিন্তু সম্প্রতি কোন বিশেষ কারণে গোসাপ, নেউল প্রভৃতির বংশ ধ্বংস হওয়াতে সর্প ভয় অত্যন্ত বাড়িয়া যাইতেছে। গোসাপ নেউল প্রভৃতি রক্ষার জন্য অবিলম্বে বিধি ব্যবস্থা না করিলে সর্পের অত্যাচারে বসবাস করা ভয়াবহ হইয়া পড়িবে।

রিষ্ট্যাগে আগুন

"জসিজে ভিটুং" নামক সংবাদপত্রের বলা হইয়াছে, রিষ্ট্যাগে (জার্ম্মাণীর পার্লামেণ্ট ভবন) আগুন সম্পর্কে মিঃ রোঁলা সর্ব্ব সাধকে যে সকল প্রমাণ উপস্থিত করিতে চাহিয়াছেন, তাহাতে পাব্লিক প্রসিকিউটার রাজী হইবেন না।

রিষ্ট্যাগে আগুন সম্পর্কে তিনজন বুলগেরিয়ানকে অভিযুক্ত করা হইয়াছে। বিগত জুন মাসে রোঁমাঁ রোঁলা এক বিবৃতিতে বলিয়াছেন, তদন্তের ফলে তিনি নিশ্চিতভাবে জানিয়াছেন, যে, অভিযুক্ত বুলগেরিয়ানরা সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ।

শ্রমিক নেতার কারাদণ্ড

বোম্বাইএ প্রধান প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট সেদিন শ্রমিক নেতা ও গিরনী কামগড় ইউনিয়নের সেক্রেটারী মিঃ মতিরামানন্দ পোটকারকে রাজদ্রোহের অপরাধে দোষী সাব্যস্ত করিয়া তাঁহার প্রতি ১ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড ও ২০০৲ অর্থদণ্ড অন্যথায় আরও তিনমাস কারাদণ্ডের আদেশ দিয়াছেন।

মিঃ পোটকার গত ৫ই জুন ধনিক-সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালাইবার জন্য মিল শ্রমিকদিগকে উপদেশ দিয়া যে বক্তৃতা প্রদান করিয়াছিলেন, সেই সম্পর্কেই তাঁহার প্রতি উক্ত দণ্ডাদেশ হইয়াছে প্রকাশ, বক্তৃতা প্রসঙ্গে তিনি নাকি বলিয়াছেন যে, শ্রমিক আন্দোলন ধ্বংস করিবার জন্য গবর্ণমেণ্ট মিল কর্ত্তৃপক্ষকে প্ররোচনা দিতেছেন।

সন্দেহজনক হত্যা

জামালপুর (ময়মনসিংহ) এক রহস্যময় হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়। বগাবাইদ নামক গ্রামে ধীরেন দের (২৫) মৃতদেহ খেলার মাঠের নিকটস্থ পথিপার্শ্বে পড়িয়া থাকিতে দেখা যায়। ঐস্থানটী পুলিশের ব্যারাকের অতি সন্নিকটে অবস্থিত। শবদেহে অন্যূন ৭টী আঘাতের চিহ্ন দেখা যায়। ঐ চিহ্ন সকল রিভলভারের গুলির আঘাত বলিয়াই সন্দেহ হয়।

একটী গুলি যুবকটির ললাট ভেদ করিয়া গিয়াছে বলিয়া প্রকাশ। সেদিন ভোরে পুলিশ সংবাদ পাইয়া ঐস্থানে গিয়া একটী গুলি দেখিতে পায়।

নিহত যুবকটী পূর্ব্বে লবণ আইন অমান্য করায় কারাদণ্ড ভোগ করিয়াছিল। কয়েকটী ডাকাতি মামলা সম্পর্কেও তাহাকে পূর্ব্বে গ্রেপ্তার করা হয়। যুবকটি ভাল ফুটবল খেলোয়ার ছিল সেদিন সে সহরে এক ফুটবল প্রতিযোগিতায় খেলিতে আসিয়াছিল।

নবজাত সন্তানকে হত্যা করিবার অভিযোগ

বোম্বাইএ একটি খোজা বালিকাকে ১৪ ঘণ্টা পর কবর হইতে তুলিয়া লওয়া হইয়াছে। বালিকার মাতা সকিনী বাইকে গত ৩০শে জুলাই রাত্রিতে নবজাত শিশুকে হত্যা করিবার অভিযোগ অভিযুক্ত করা হইয়াছে। সেদিন অপরাহ্ণে ৬ষ্ঠ ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ থেকার তাহাকে দায়রায় সোপর্দ্দ করিয়াছেন।

আসামীকে ও তাহার স্বামীকে তাহাদের কন্যার মৃত্যু সম্পর্কে নিরপেক্ষতা অবলম্বনের জন্য অভিযুক্ত করা হইয়াছিল। এই অভিযোগ হইতে তাহাদিগকে খালাস দেওয়া হয়।

কৃত্রিম রেশম শিল্পের প্রতিনিধিগণ

ব্রিটেন হইতে ভারত অভিমুখে ল্যাঙ্কেশায়ার বস্ত্রশিল্পের পক্ষ হইতে যে প্রতিনিধিদল যাত্রা করিবে, তাহাতে কৃত্রিম রেশম শিল্পের পক্ষ হইতে মিঃ এইচ এল হ্যাম্পডেন এবং মিঃ মারস স্পিনম্যান থাকিবেন।

দুঃসাহসিক ডাকাতি

চুঁচুড়া হরিপাল থানার বলরাম গ্রামে এক দুঃসাহসিক ডাকাতি হইয়া গিয়াছে।

প্রকাশ, পনের জন লোক অস্ত্রশস্ত্র লইয়া রাত্রি ৩ ঘটিকার সময় সুবোধবালা দাসী নাম্নী এক স্ত্রীলোকের বাড়ীতে হানা দেয় এবং তাহার উপর মারপিট করে ও তাহার নিকট হইতে জোর করিয়া চাবি আদায় করিয়া লয়। অতঃপর ডাকাতেরা নগদ টাকা পয়সা ও অলঙ্কারপত্র লইয়া সরিয়া পড়ে।

নীলাম ইস্তাহার

মোকাম কৃষ্ণনগর

প্রথম মুন্সেফ আদালত

নীলামের দিন ৮ই সেপ্টেম্বর ১৯৩৩

(১)

৬৫২ মনিজারী ৩৩ দাবী ৩৮৶০

ডিঃ নলীনচন্দ্র গড়াই সাং আনন্দবাস

দেঃ শিবদাস বন্দ্যোপাধ্যায় সাং বামুনপাড়া পোঃ নবদ্বীপ

নবদ্বীপ থানায় সিমুলগাছি গ্রামে রণজিৎ পালচৌধুরী অধীন ৮০।৮১।৮৩ খতিয়ানের ১-৩৭শঃ নিষ্কর ব্রহ্মত্তর জমি মূল্য ২০৲

(২)

৬১৪ মনিজারী ৩৩ দাবী ৫৮২৸৴৯

ডিঃ বিজয়কৃষ্ণ ঠাকুরা সাং ১০ নং আহিড়িটোলা ষ্ট্রীট কলিকাতা

দেঃ নরেন্দ্রনাথ দাস দিং সাং গোয়াড়ী পোঃ কৃষ্ণনগর

কোতয়ালি থানায় গোয়াড়ী বাজার মোকামে বিনাপানি দেবী দিং সেরেস্তার ১২৭।১২৮ খতিয়ানের ১৬শঃ জমি ৬৲ জমা মায় একতলা পাকা বাড়ী সাজসরঞ্জাম, ইট, কাঠ, কড়ি, বরগা, দুয়ার, জানালা, পায়খানা ইত্যাদি মূল্য ৫০০৲

(৩)

১৯৫ মনিজারী ৩৩ দাবী ১৬৪১॥/৩

ডিঃ জিতেন্দ্রগতি মুস্তফী সাং সুখুড়িয়া জেলা হুগলী

দেঃ শশীভূষণ মুস্তফী সাং ঐ পোঃ বলাগড়, হুগলী

আলমডাঙ্গা থানায় পোলবাসুন্দা গং গ্রামে সুকুমারী দেবী দিং অধীন ৭।২।৩-১২৪।১।৬০।৯১৭ খতিয়ানের ৯২৪৸৴০ মায় অধিনস্থ দরপত্তনী স্বত্ব সমেত দেঃ ।৶২২৮ দন্তী অংশ—

(৪)

১৯৬ মনিজারী ৩৩ দাবী ১৮১৶

ডিঃ চাঁদমণি দাসী সাং মীড়া

দেঃ খোকাই সেখ সাং ছোটকুলবেড়ে পোঃ কালীগঞ্জ

কালীগঞ্জ থানায় পলাশী গ্রামে পাঁচু দত্তিদাসী দিং অধীন ১৮৪ খতিয়ানে ৩-৬৫শঃ জমীর ৸০ নিরিখে ওটবন্দিজোত জমা মূল্য আঃ ৪৪৲

(৫)

৮৪৬ মনিজারী ৩৩ দাবী ৯৯৸৴০

ডিঃ রাধাকৃষ্ণ বিশ্বাস সাং তেজনগর

দেঃ বটকৃষ্ণ মণ্ডল সাং তেজনগর পোঃ কালীগঞ্জ

কালীগঞ্জ থানায় সেজুয়া গ্রামে সরোজরঞ্জন পালচৌধুরী দিং অধীন ২৯৬।২৭৯ খতিয়ানে ২ ৪৬শঃ জমীর ১১৶০ জমা দেঃ ॥০ অংশ, মূল্য আঃ ৪০৲

(৬)

৯০৩ মনিজারী ৩৩ দাবী ১৪৯৫।৶৩

ডিঃ অনুকূল চন্দ্র কর্ম্মকার সাং ঘূর্ণী

দেঃ নগেন্দ্রনাথ প্রামাণিক সাং ঐ পোঃ কৃষ্ণনগর

কোতয়ালি থানায় গোবিন্দসড়ক গ্রামে রাধারমন চৌধুরী অধীন ৪৮৯-৪৯২।৪৯৩। ৪৯৫ খতিয়ানে ২৬শঃ জমীর ২৸০ জমা মায় সুরকীর কল ঘর ২টা ও বৃক্ষাদি সহ মূল্য আঃ ৫০০৲

২। ঐ থানায় ঐ গ্রামে মহারাজা অধীন ৭শঃ জমি ১/৬ জমা মায় উপর নীচে ৪ কুঠারী ও বাটীর ভিতর ৩ কুঠারী, ইন্দারা পায়খানা, মায় কোফা প্রজা সমেত মূল্য ৫০০৲

৩। ঐ থানায় রাধানগর গ্রামে নদীয়া মহারাজাধীন ১০/ বিঘা মোরশী জমি মধ্যে পেল্লিনামক পুষ্করিণী সমেত পাহাড়, ইটের পোড়া পাজা ১টা ঐ জমির খাজনা ফণিভূষণ শুকুল দিং সেরেস্তায় ২০৶৩ মূল্য ১০০৲

৪। ঐ থানায় গোয়াড়ী বাজারে চেৎলাঙ্গিয়া অধীন ২।৶১০ জমা মায় ১ কুটারী কোঠাঘর সহ মূল্য ১০০৲

৫। ঐ থানায় গোয়াড়ী গোলাপটী মধ্যে তেলিনীপাড়া জমিদার অধীন ১৪৩ গং ১।৶০ জমা মূল্য ১০০৲

৬। ঐ থানায় কাঠালপোতা গ্রামে ৪৫।৪৭ খতিয়ানের ৬৲ জমা মূল্য ৫০৲

(৭)

৩৯৭ মনিজারী ৩৩ দাবী ১৭২৸/১৯

ডিঃ উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য সাং নূতনপাড়া

দেঃ রহমতুল্লা মণ্ডল সাং গোকুলনগর পোঃ কৃষ্ণনগর

কৃষ্ণনগর থানায় গোকুলনগর গ্রামে বদরীনারায়ণ চেৎলাঙ্গিয়া অধীন ৮৯ খতিয়ানে ১৮শঃ জমীর ১৸৶১ রায়তী মোকররী জমা মায় ঘরদুয়ার সাজ সরঞ্জামসহ দেঃ ॥০ অংশ. মূল্য আঃ ২৫৲

(৮)

২৪০ দেঃজারী ৩৩ দাবী ৪৯৫/০

ডিঃ নিস্তার বালা দাসী সাং রামপাড়া

দেঃ শরৎ গোপাল মল্লিক সাং কৃষ্ণনগর আনন্দময়ীতলা পোঃ কৃষ্ণনগর

কোতয়ালী থানায় কৃষ্ণনগর আনন্দময়ী তলা মধ্যে বিপ্রদাস পালচৌধুরী অধীন ২৮৪৮ খতিয়ানে ৮শঃ জমীর ৪।৶৮ জমা মায় পাকা ২ কুঠারী বশতবাটী প্রাচীর কূপ পায়খানা সমেত মূল্য আঃ ১০০৲

২। ঐ থানায় ঐ গ্রামে ২৮৪৯ খতিয়ানে বিপ্রদাস পালচৌধুরী অধীন ২৶৪ জমা মূল্য ৫০৲

(৯)

৩২০ দেঃজারী ৩৩ দাবী ৪২৪।৶৯

ডিঃ দাক্ষ্যায়ণী দেবী সাং গোয়াড়ী

দেঃ কাশীনাথ ভট্টাচার্য্য সাং ঘূর্ণী পোঃ কৃষ্ণনগর

কোতয়ালী থানায় ঘূর্ণী গ্রামে ফণিভূষণ বাগচি অধীন ৩৮১ খতিয়ানে ৫৫শঃ জমীর ১৸০ জমা মায় কোঠাঘর আম্র, কাটাল, প্রাচীর ইত্যাদি সহ

২। চাপড়া থানায় দক্ষিণপাড়া গ্রামে ১৯৭।১৯৯।২০০-২০৩।২০৫ খতিয়ানের ৩২/ বিঘা নিষ্কর লাখরাজ জমি। দেঃ ॥০ অংশ নীলাম হইবে।

(১০)

৬১৫ দেঃজারী ৩৩ দাবী ৮ ৬॥০

ডিঃ হেমনলিনী দাসী সাং বেলপুকুর

দেঃ খেপাচাঁদ ঘোষ সাং ঐ পোঃ ঐ

কোতয়ালি থানায় বেলপুকুর গ্রামে রাজা ক্ষিতিশ চন্দ্র রায় অধীন ১৭৩ বি, ৮ খতিয়ানে ৯।০ জমীর ১০/০ রায়তী মোকররী জমা দেঃ।/৬॥০ অংশ, মূল্য আঃ ৫০৲

২। ঐ থানায় ঐ গ্রামে পূর্ণচন্দ্র সিংহ বাহাদুর সেরেস্তায় ৬.১৫ জমা নীলাম হইবে।

৩। ঐ থানায় চরবেহালা গ্রামে পূর্ণ চন্দ্র সিংহ বাহাদুর অধীন ৪৭ খতিয়ানে ১৫৶০ জমা দেঃ ॥০ অংশ, মূল্য আঃ ৫০৲

(১১)

৯১৯ দেঃজারী ৩৩ দাবী ৯৭॥৶১৫

ডিঃ মাখন লাল গড়াই সাং পাঁচবেড়িয়া

দেঃ ফরিদ সেখ সাং ভাণ্ডারকোলা পোঃ কৃষ্ণনগর

কোতয়ালি থানায় ভাণ্ডারকোলা গ্রামে ১০৬ ১০৮ খতিয়ানে ১-৩৬শঃ ব্রহ্মত্তর জমি মূল্য আঃ ২৫৲

(১২)

১০২৯ দেঃজারী ৩৩ দাবী ৫৩৬॥৶০

ডিঃ গোষ্ঠবিহারী মণ্ডল সাং কলিকাতা

দেঃ মহিম সেখ মণ্ডল সাং দেওরাতলা পোঃ কালীগঞ্জ

কালীগঞ্জ থানায় হাটগাছা গ্রামে হিরন্ময় কুমার সাহা অধীন ২৬৪ খতিয়ানে ১-১১ শঃ জমীর ওটবন্দী জমা মূল্য আঃ ১০৲

২। কালীগঞ্জ থানায় হাটগাছা মৌজায় রাসবিহারী মণ্ডল সেরেস্তায় ১১০ খতিয়ানের ১৫শঃ জমি ওটবন্দি জমা মূল্য ১০৲

৩। ঐ থানায় ঐ গ্রামে হিরন্ময় কুমার সাহা অধীন ৩২ খতিয়ানের ৫৯শঃ জমি ওটবন্দী জোত মূল্য ১৫৲

৪। ঐ থানায় দেওরাতলা মৌজায় রাসবিহারী মণ্ডল অধীন ১৭৯ খতিয়ানের ৬৩শঃ জমি ওটবন্দি জোত মূল্য ১০৲

৫। ঐ থানায় ঐ মৌজায় হিরন্ময় কুমার সাহা অধীন ৯৪ খতিয়ানের জমি ওটবন্দী জমা মূল্য ১২৲

৬। ঐ থানায় ঐ মৌজায় ঐ মালিক অধীনে ৯৪ খতিয়ানের জমি মূল্য ১০৲

৭। ঐ থানায় ঐ মৌজায় ঐ মালিক অধীন ৯৩ খতিয়ানের জমি ৬।/০ জমা মূল্য ২৫৲

(১৩)

১০৩০ দেঃজারী ৩৩ দাবী ৪৮৮।৫

ডিঃ রাসবিহারী মণ্ডল সাং কলিকাতা

দেঃ মোহিনীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় সাং বড়ইটুনা পোঃ কালীগঞ্জ

কালীগঞ্জ থানায় আকন্দবেড়িয়া গ্রামে রামরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় অধীন ৮৫ খতিয়ানে ২-১৪শঃ জমীর ৩।৶৩ জমা মূল্য আঃ ২৫৲

২। ঐ থানায় বড়ইটুনা গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ১৬০ খতিয়ানে ৬-৫৪শঃ জমীর ১৫৸৶১০ জমা মূল্য আঃ ৬০৲

(১৪)

১০৩৩ দেঃজারী ৩৩ দাবী ২০৮৯৸৶৯

ডিঃ কৃষ্ণবিহারী বিশ্বাস দিং সাং শিবপুর

দেঃ ফণিভূষণ ঘোষ চৌধুরী সাং বাণিয়া পোঃ জিৎট্ট

জিৎট্ট থানায় বাণিয়া গং গ্রামে নদীয়া কালেকটরীর অধীন ৩ খতিয়ানে ১৯৭৸৵০ জলকর জমা দেঃ ১০।/৭।/ অংশ, নীলাম হইবে।

২। ঐ থানায় বিলকোহানে গ্রামে নদীয়া কালেকটরী অধীন ১ খতিয়ানে ৬৸৶১৫ জলকর জমা দেঃ।০ অংশ, নীলাম হইবে।

(১৫)

১০৫২ দেঃজারী ৩৩ দাবী ২২০৶১০

ডিঃ লেফাজাদ্দন সেখ সাং কৃষ্ণনগর চাঁদসড়ক

দেঃ তেতুল সেখ সাং ঐ পোঃ কৃষ্ণনগর

কোতয়ালি থানায় চাঁদসড়ক গ্রামে নগেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী অধীন ৪৮শঃ জমীর ২৸/৯ জমা দেঃ সাড়ে তিন আনা অংশ, মূল্য আঃ ৪০৲

২। ঐ থানায় ঐ গ্রামে ঐ অধীন ৪৩শঃ জমীর ৫৶০ জমা দেঃ।৶০ অংশ, মূল্য আঃ ১৫৲

(১৬)

৬২৫ খাংজারী ৩৩ দাবী ৩২৲

ডিঃ শরৎ চন্দ্র বিশ্বাস সাং কৃষ্ণনগর

দেঃ বিজলীবালা দেবী সাং ঐ পোঃ কৃষ্ণনগর

কোতয়ালি থানায় কৃষ্ণনগর গ্রামে মন্মথনাথ চৌধুরী অধীন ২৮৮৮ খতিয়ানে ০৫শঃ জমীর ৪॥৴১ জমা মূল্য আঃ ২০৲

২। ঐ থানায় ঐ গ্রামে ৪১১০ খতিয়ানে ১-৯৫শঃ নিষ্কর মধ্যস্বত্ব চিরস্থায়ী জমা মূল্য আঃ ৫৲

(অতঃপর ৭ম পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

শ্রীশ্রী

48, Malakari-

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক
—পারমার্থিক পত্র—
শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশ
তনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনম্
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং
প্রেমা পুমর্থো মহান্
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং
তত্রাদরো নঃ পরঃ॥

৮ম বর্ষ } ২৩ হৃষীকেশ গৌরাব্দ ৪৪৭, ১২ই ভাদ্র বঙ্গাব্দ ১৩৪০, ২৮শে আগষ্ট ইং ১৯৩৩, সোমবার { ১৫২শ সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

বিগত ১লা ভাদ্র বৃহস্পতিবার শ্রীশ্রী ক্তিসিদ্ধান্তবাণীসেবকসমিতিতে সাপ্তাহিক ধিবেশনে গুরুবৈষ্ণব-বন্দনা ও গীতের পর মদ্ভাগবত হইতে নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ লোচিত হইয়াছিল।

———

মহারাজ পরীক্ষিৎ শ্রীশুকদেব গোস্বামীকে লিলেন,—ভগবন্, আপনি চন্দ্র ও সূর্য্য-শের পুত্রাদির অধস্তনক্রম এবং উভয় শীয় নৃপতিগণের অতীব বিস্ময়াবহ দিগ্বি-য়াদি চরিত্রও কীর্ত্তন করিয়াছেন। অতি-য় সদ্ধর্মপরায়ণ যদুর বংশও বর্ণন করিয়া-হেন; এক্ষণে সেই যদুবংশে বলদেবের হিত প্রপঞ্চে অবতীর্ণ ভগবান্ বিষ্ণুর ক্রমপর লীলাদি আমাদের নিকট বর্ণন রুন।

———

প্রাণি-পোষক বিশ্বাত্মা অন্তর্যামী ভগ-বান্ কৃষ্ণ যাদবকুলে স্বয়ং প্রকটিত হইয়া -সমস্ত লীলা প্রকাশ করিয়াছেন, সেই মস্ত লীলা-কথা আমাদের শ্রবণের জন্য নুপূর্ব্বিক বর্ণন করুন।

———

শ্রৌতপারম্পর্য্যে উত্তমঃ-শ্লোক শ্রীহরির ণানুকীর্ত্তন হয়। অর্থাৎ অগ্রে শ্রীগুরু-দেবের শ্রীমুখবিগলিত বাণী শ্রবণ করিয়া চাতে সেই শ্রৌতবাণী কীর্ত্তন করিলে স্বার্থবিরুদ্ধ অশ্রৌত শব্দসামান্য মাত্র হির হইয়া জগজ্জঞ্জাল বুদ্ধির অবকাশ কে না। সেই শ্রৌতবাণীই কৃষ্ণেতর-বিষয়-ারহিত মুক্তকুলের দ্বারা সুষ্ঠুরূপে কীর্ত্তিত এই সংকীর্ত্তন মুমুক্ষুগণের ভবরোগের— য়ের ভোগ ও ত্যাগেচ্ছার ঔষধ স্বরূপ, চিপর ভক্তের হৃৎকর্ণরসায়ন কথা।

স্বর্গ সুখাভিলাষী কর্ম্মী, পশুঘাতী ব্যাধ অথবা আত্মঘাতী অপরাধী ব্যতীত আর কোন্ বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিই বা এই হরিকীর্ত্তন হইতে বিরত হন। কর্ম্মাসক্ত বক্তা বা শ্রোতা কেহই শ্রৌতবাণীর আদর করিতে জানেন না। তাঁহারা বেদের মধুপুষ্পিত বাণীর আপাত-সুখৈষণায় নানাবিধ কর্ম্ম আবাহন করিয়া তাহাই পরম ধর্ম্ম বলিয়া কল্পনা করিয়া থাকেন। তাঁহাদিগের সেই সেই কাল্পনিক ফললাভের হেয়তা উপলব্ধি করিবার অবকাশ তাঁহারা পান না বলিয়াই শ্রৌতপথে হরিকীর্ত্তনে অনাদর প্রকাশ করেন। ইহাই তাঁহাদের পশুঘাত বা আত্মঘাত অপরাধ। শ্রীগুরুদেবের কৃপায় শ্রীমদ্ভাগবত হইতে ইহা অবগত হওয়া যায়।

পরীক্ষিৎ মহারাজ আরও বলিলেন,—অর্জ্জুন-প্রমুখ আমার পিতামহ পাণ্ডবগণ যে শ্রীকৃষ্ণ-পাদপদ্ম-তরণীকে সম্যগ্‌রূপে আশ্রয় করিয়া কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধে দেব-বিজয়ী ভীষ্মাদিরূপ তিমিঙ্গিল সকুল দুষ্পার বিপুল কুরুবাহিনী সমুদ্রকে গোষ্পদের ন্যায় তুচ্ছ করিয়া অবলীলাক্রমে উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন, যে-শ্রীকৃষ্ণ সুদর্শন চক্র ধারণ পূর্ব্বক মদীয় জননী উত্তরার গর্ভে প্রবেশ করিয়া কুরু-পাণ্ডু কুলের অধস্তন-বর্গের নিদানস্বরূপ দ্রোণ-পুত্র অশ্বত্থামার অস্ত্রে জর্জ্জরিত আমার এই শরীরকে রক্ষা করিয়াছিলেন, যিনি ইচ্ছা-শক্তিদ্বারা স্বরূপভূত নরবপু প্রকট করেন, যিনি নিখিল দেহীর অন্তরে ও বাহ্যে 'পুরুষ' ও 'কাল'রূপে অবস্থিত হইয়া সংসার ও অপবর্গ-প্রদাতা, সেই শ্রীহরির লীলা চরিত বর্ণন করুন।

উত্তর আগামীতে প্রকাশিত হইবে।

"মনে পড়ে কই!"

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

এমন দুর্লভ মানব জন্ম
দেবতা-বাঞ্ছিত দেহ রে।

পাইয়া এমন হেলায় কেমন
বৃথা কি হারাব দেহ রে?

আহার বিহার নিদ্রা ব্যবহার
জন্মে জন্মে জীব লভে রে।

শ্রীকৃষ্ণ চরণ চিন্তামণি-ধন
অন্য জন্মে নাহি পাবে রে॥

যদিও অনিত্য এই দেহ সত্য
দু'দিনের তরে ধরি' রে।

তথাপি সুখদ পরমার্থ-প্রদ
হরি-পদে দেহ বরি' রে॥

মন্দ ভাগ্য হায় বৃথা দিন যায়
এমন জনম পেয়ে' রে।

পশ্বাদির মত করি জন্ম গত
ইন্দ্রিয়-তর্পণে যেয়ে রে॥

জননী-জঠরে জন্ম প্রতি বারে
অসহ্য যন্ত্রণা সহি' রে।

অন্ধকারময় কৃমি কীট ভয়
সে যন্ত্রণা কত কহি রে॥

পূতি-গন্ধময় পাশে বদ্ধ রয়
হেঁট মুণ্ডে ঊর্দ্ধ পদে রে।

কেঁদে কেঁদে কত ডাকি অবিরত
খুঁজি হৃদয়ের চাঁদে রে॥

হৃদয়ের নাথ দেখি' প্রণিপাত
কৃপা দৃষ্টিপাত করি রে।

দেখা দিলা মোরে জননী-জঠরে
কাঁদিনু চরণ ধরি রে॥

হাসি প্রভু ক'ন তুমি মম জন
মোর সেবা কেন ভুলি রে।

তাই মায়া-ফাঁদে বন্দী অষ্টপাশে
চির দুঃখ মাগি' নিলি রে॥

কহিনু তখন প্রাক্তন ভীষণ
এবার ভজিব হরি রে।

জনম হইল মোহেতে ঘেরিল
পিতা মাতা স্নেহে পড়ি' রে॥

খেলা ধূলা খেলা গত বাল্যবেলা
পাঠেতে কৈশোর গেল রে।

যৌবন আসিলে পত্নী পুত্র সনে
ভুলে সে কাটি' কাল রে॥

থাকি উচ্চ শিরে বিদ্যা অহঙ্কারে
ধন জন রূপে মাতি' রে।

না মানিনু শাস্ত্র চরণে জ্ঞানীর
সাধু ভক্তে হেরি জাতি রে॥

(মোর) দিন কর্ম্মপাক নেহারি বিপাক
দুঃখে ডাকে কোন বন্ধু রে।

'আয়! আয়!! আয়!!! সব সাধু পায়
সাধু ভক্ত গুণাসক্ত রে॥

কহে বন্ধুবর ধরি তুমি কর
বল বল হরি হরি রে।

তুমি যে হরির হরি যে তোমার
ভবসিন্ধু চল তরি' রে॥

শ্রীহরির আজ্ঞা গর্ভের প্রতিজ্ঞা
এখন স্মরণ কর রে।

নহে পরিণাম শান্তি আরাম
আসে সোজা পথ ধর রে।

হিতের বচন শুনিয়া তখন
সন্দেহ জাগিল মনে রে।

এ কেমন কথা এর কেন ব্যথা
ভুলে গেল মায়া ক্ষণে রে॥

গৃহ সুখ ছাড়ি ভজিল যে হরি
[illegible] সদা রহি রে।

কহিনু সজ্জনে বন্ধু মহাজনে
দূর! মনে পড়ে কই রে॥

—শ্রীভবদেব চট্টোপাধ্যায়

সেই সে বিদ্যার ফল জানিহ নিশ্চয়। কৃষ্ণপাদপদ্মে যদি চিত্ত বিত্ত রয়॥

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

২৩ হৃষীকেশ সর্ব্বশিব সঙ্কর্ষণ

শ্রীশ্রীবৃষভানুসুতা

শ্রীরাধিকার তত্ত্ব ও গুণ

অদ্বয়জ্ঞান পরমতত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণ-লীলারস আস্বাদনের নিমিত্ত বিষয়-বিগ্রহ ও আশ্রয়-বিগ্রহ-রূপে অপ্রাকৃত বৃন্দাবনে নিত্য প্রকাশিত। বিষয়-বিগ্রহ—শ্যামসুন্দর যশোদা-নন্দন, আর আশ্রয়-বিগ্রহ—শ্রীমতী বৃষভানু-সুতা। আশ্রয়-বিগ্রহ নিরন্তর বিষয়-বিগ্রহের বাঞ্ছাপূর্ত্তি আরাধনা করেন বলিয়া 'রাধিকা', বাহিরে ভিতরে সর্ব্বত্র কৃষ্ণদর্শন ব্যতীত অপর দর্শন নাই বলিয়া 'কৃষ্ণময়ী', কৃষ্ণ-নয়নানন্দিদ্যুতিবিশিষ্টা পরমা সুন্দরী বলিয়া 'দেবী', সমস্ত ভক্ত ও ভক্তির পূষিকা ও মূল আকর-স্বরূপিণী বলিয়া 'পরদেবতা', বৈকুণ্ঠের যাবতীয় লক্ষ্মীগণের অংশিনী অথবা কৃষ্ণের অধিষ্ঠাতৃ-শক্তি বলিয়া 'সর্ব্বলক্ষ্মীময়ী', লক্ষ্মীগণের কান্তির মূল আকর অথবা শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্বেচ্ছাকান্তি পূর্ণা বলিয়া 'সর্ব্ব-কান্তি', ভুবন-মোহন শ্রীকৃষ্ণের মনও হরণ করেন বলিয়া 'ভুবনমোহনমনোমোহিনী' এবং সমগ্র পাতিব্রত্যধর্ম্মের মূল উৎস বলিয়া 'পতিব্রতাশিরোমণি'-সংজ্ঞায় সংজ্ঞিতা। তাই বৃহদ্-গৌতমীয়-তন্ত্র বলিতেছেন—

"দেবী কৃষ্ণময়ী প্রোক্তা রাধিকা পরদেবতা।
সর্ব্বলক্ষ্মীময়ী সর্ব্বকান্তিঃ সম্মোহিনী পরা॥"

শ্রীমতী রাধারাণী কৃষ্ণের প্রিয়তমা

বিষয়-জাতীয় ভগবানের গুণ আশ্রয়-জাতীয় ভগবান্ ব্যতীত অপর কেহ সম্যগ্-রূপে জানে না বা জানিতে পারে না, আবার আশ্রয়-জাতীয় ভগবানের গুণও বিষয়-জাতীয় ভগবান্ ব্যতীত অপর কেহ সম্যগ্-রূপে অবগত নহেন; একমাত্র পূর্ণতম বিষয়-বিগ্রহই পূর্ণতম আশ্রয়-বিগ্রহের স্বরূপ পূর্ণ-ভাবে বর্ণন করিতে সমর্থ। তাই বিষয়-জাতীয় ভগবান্ আশ্রয়-জাতীয়গণের মধ্য হইতে আশ্রয়-জাতীয় ভগবান্‌কে হৃদয়ে ধারণ পূর্ব্বক অন্তর্হিত হইয়া আশ্রয়-জাতীয়গণের মধ্যে যে কেহই শ্রীমতী বৃষভানুসুতার সমকক্ষ নহেন তাহা স্বয়ং প্রতিপন্ন করিলেন এবং এই বিষয়টী অজনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রাজ্যে অবস্থিতা ব্রজরামাগণের মুখ হইতে প্রকাশ করিলেন, যথা শ্রীমদ্ভাগবতে বর্ণিত শ্রীগোপী-গণের উক্তি—

অনয়ারাধিতো নূনং ভগবান্ হরিরীশ্বরঃ।
যন্নো বিহায় গোবিন্দঃ প্রীতো যামনয়দ্রহঃ॥

—"হে সখি, আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ যাঁহাকে নিভৃতে লইয়া গেলেন, তিনি ঈশ্বর-হরিকে অবশ্যই অধিক আরাধনা করিয়াছেন।"

শ্রীগৌরাবতারের মুখ্য কারণ

শ্রীকৃষ্ণ শ্রীমতী বার্ষভানবী দেবীর গুণ এই প্রকারে প্রকাশ করিয়াও সন্তুষ্ট থাকিতে পারিলেন না। শ্রীমতীর সেবার সৌন্দর্য্যে নিজকে তাঁহার নিকট এত ঋণী জ্ঞান করিলেন যে, সেই ঋণ পরিশোধের নিমিত্ত ঔদার্য্য-বিগ্রহ শ্রীগৌরাঙ্গ-রূপ প্রকাশ করিয়া সর্ব্বত্র শ্রীমতী রাধারাণীর গুণ বর্ণন ও তাঁহার মহাভাব প্রকাশ করিতে লাগিলেন।

শ্রীমতী রাধারাণীর রূপ

শ্রীল রূপ গোস্বামি-পাদ-বিরচিত 'বিদগ্ধ-মাধব' নাটকে দেখিতে পাই শ্রীমতী রাধিকার রূপ বর্ণন করিয়া পৌর্ণমাসী বলিতেছেন—

বলাদক্ষোর্লক্ষ্মীঃ কবলয়তি নব্যং কুবলয়ং
মুখোল্লাসঃ ফুল্লং কমলবনমুল্লঙ্ঘয়তি চ।
দশাং কষ্টামষ্টাপদমপি নয়ত্যাঙ্গিকরুচি-
র্বিচিত্রং রাধায়াঃ কিমপি কিল রূপং
বিলসতি॥

—যাঁহার নয়নশোভা নবীন-নীলপদ্মের শোভাকে বলপূর্ব্বক গ্রাস করে, যাঁহার প্রফুল্ল মুখোল্লাস কমল-বনকে উল্লঙ্ঘন করে, যাঁহার অঙ্গকান্তি সুন্দর জাম্বুনদকে কষ্টদশায় নীত করায়, এবম্ভূত শ্রীরাধিকার বিচিত্ররূপ আশ্চর্য্যরূপে বিলাস অর্থাৎ স্ফূর্ত্তিলাভ করিতেছে।

শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং স্বগতঃ বলিতেছেন—

প্রমদরসতরঙ্গস্মেরগণ্ডস্থলায়াঃ
স্মরধনুরনুবন্ধিভ্রূলতা-লাস্যভাজঃ।
মদকলচলভৃঙ্গীভ্রান্তিভঙ্গীং দধানো
হৃদয়মিদমদাঙ্ক্ষীৎ পক্ষ্মলাক্ষ্যাঃ কটাক্ষঃ॥

—"যাঁহার মন্দমন্দ-হাস্যযুক্ত গণ্ডস্থল প্রমদরসতরঙ্গযুক্ত হইয়াছে, মদকলচঞ্চলা ভৃঙ্গীর ভ্রান্তিরূপা ভঙ্গী ধারণপূর্ব্বক কামধনুর ন্যায় যাঁহার ভ্রূ-লতা নৃত্য করিতেছে, তাঁহার নেত্র-পক্ষ্মবিনিঃসৃত কটাক্ষ আমার হৃদয়কে দংশন করিতেছে।

শ্রীকৃষ্ণ শ্রীমতী রাধারাণীর গুণ বর্ণন করিয়া সখা মধুমঙ্গলকে বলিতেছেন—

বিধুরেতি দিবা বিরূপতাং
শতপত্রং বত শর্ব্বরীমুখে।
ইতি কেন সদাশ্রিয়োজ্জ্বলং
তুলনামর্হতি মৎপ্রিয়াননম্॥

—"চন্দ্রশোভা রাত্রিতে সুন্দর হইয়াও দিবাভাগে বিরূপতা প্রাপ্ত হয়, পদ্মও দিবা-ভাগে সুন্দর হইয়াও রাত্রিতে মলিন (মুদিত) হয়, কিন্তু হে সখে, আমার প্রিয়তমা রাধিকার বদন দিবারাত্র সর্ব্বদাই শোভায় উজ্জ্বল; সুতরাং কাহার সহিত তাহার তুলনা হইতে পারে?"

'শ্রীললিত-মাধব'-নাটকে দেখিতে পাই, শ্রীকৃষ্ণ শ্রীমতী বৃষভানুসুতার দর্শনে নিজে নিজে বলিতেছেন—

বিহারসুরদীর্ঘিকা মম মনঃকরীন্দ্রস্য যা
বিলোচন চকোরয়োঃ শরদমন্দচন্দ্রপ্রভা।
উরোঽম্বরতটস্য চাভরণচারুতারাবলী
ময়োন্নতমনোরথৈরিয়মলম্ভি সা রাধিকা॥

—"যে রাধিকা আমার মনঃকরীন্দ্রের নিকট বিহার-গঙ্গা-স্বরূপা, আমার চক্ষু-চকোরের নিকট শরচ্চন্দ্রের অতিশয় প্রভা-রূপা এবং আমার বক্ষঃরূপ আকাশের নিকট ভূষাভরণ-স্বরূপ সুন্দর তারাবলীর ন্যায়, অদ্য আমি সেই রাধিকাকে উন্নত-মনোরথের সহিত প্রাপ্ত হইলাম।

শ্রীমতী রাধিকার মাহাত্ম্য

নমস্কার মুখে শ্রীমতী বৃষভানুসুতার মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়া কৃষ্ণলীলার তুঙ্গবিদ্যা শ্রীল প্রবোধানন্দ ত্রিদণ্ডিপাদ 'রাধারস-সুধানিধি'-গ্রন্থে লিখিয়াছেন—

যস্যাঃ কদাপি বসনাঞ্চলখেলনোত্থ-
ধন্যাতিধন্য-পবনেন কৃতার্থমানী।
যোগীন্দ্র দুর্গমগতির্মধুসূদনোঽপি
তস্যা নমোঽস্তু বৃষভানুভুবোঽপি॥

—যোগীন্দ্রগণ বহু কৃচ্ছ্র-সাধন যোগাদি-দ্বারা যে মধুসূদন শ্রীহরির পাদপদ্ম লাভ করিতে পারেন না, সেই শ্রীহরি যাঁহার বসনাঞ্চল-স্পর্শে ধন্য পবনের সংস্পর্শে আপনাকে কৃতার্থ মনে করেন সেই বৃষভানু-সুতা শ্রীমতী রাধারাণীর শ্রীচরণে আমার নমস্কার বিহিত হউক, অর্থাৎ আমার যাবতীয় প্রাকৃত অহঙ্কার বিসর্জ্জন দিয়া আমি যেন সেই শ্রীরাধা-পাদপদ্ম একান্তভাবে আশ্রয় করিতে পারি।

আমার ভরসা

মহাভাবময়ীর যে-সেবাতে শ্রীকৃষ্ণ আপনাকে ঐপ্রকার কৃতার্থ মনে করেন, যে-সেবা সর্ব্বমনোহারী শ্রীহরির মন ঐ প্রকার হরণ করিয়া থাকে, এক্ষণে সেই সেবা সম্বন্ধে কিছু আলোচনাদ্বারা আত্ম-শোধনের প্রয়াস পাইব। প্রাকৃত ভোগ-সুখাদির ভূমিকায় আবদ্ধ থাকা পর্য্যন্ত—অপ্রাকৃত-সেবাভূমিকায় না পৌঁছান পর্য্যন্ত সেই মহাভাবময়ী সেবার কিছুমাত্র বোধগম্য হইবেন না। গুরুবর্গের শ্রীমুখ হইতে শ্রৌতপারম্পর্য্যে শ্রবণপুটে যাহা অবতীর্ণ হইয়াছেন, তাঁহাই কীর্ত্তনের প্রয়াস পাইব। মাদৃশ সেবাবিমুখ দ্বারা সেই সেবার শৃঙ্গার-সাধন কখনও সম্ভব নহে; পরন্তু অনিপুণ হস্ত তাহা সাজাইতে যাইয়া যে ভ্রান্তি করিয়া বসিবে, সাধু বৈষ্ণবগণ তাহা সংশোধনপূর্ব্বক আমাকে কৃতার্থ করিলে আমি পরমোপকৃত হইব। এই ভরসায়ই আমার অনধিকার-চর্চ্চা; বৈষ্ণবগণ আমাকে ক্ষমা করিবেন।

শ্রীরূপানুগত্যেই রাধা-ভাবের স্বরূপোপলব্ধি

কর্ম্ম জ্ঞান-যোগাদি অন্যাভিলাষময়-চেষ্টা প্রাকৃত ভূমিকায়ই আবদ্ধ; সুতরাং তাঁহারা বৃষভানুসুতার মাহাত্ম্য কিছুই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন না। শ্রীমতী রাধারাণীর সেবা-সৌধে উপস্থিত হইবার বর্ত্ম শ্রীল রূপগোস্বামিপাদ-বিরচিত 'ভক্তি-রসামৃত সিন্ধু'তে প্রদর্শিত হইয়াছে। শ্রীরূপ-পাদের পাদপদ্ম আশ্রয় ব্যতীত সেই বর্ত্ম-লাভের আর দ্বিতীয় বর্ত্ম নাই, কারণ শ্রীগৌরসুন্দর বিষয়-বিগ্রহ হইয়াও আশ্রয়-বিগ্রহ শ্রীমতী রাধারাণীর ভাবে বিভাবিত হইয়া তাঁহার মহাভাবময়ী সেবা অন্তরঙ্গ ভক্তগণকে প্রদর্শন করিলে জগদ্বাসীর হিতার্থে সেই ভাব সংরক্ষণ পূর্ব্বক শ্রীচৈতন্যমনোঽভীষ্ট স্থাপন করিয়াছেন এক-মাত্র শ্রীরূপপ্রভু।

ভজন-বিচার

অন্যাভিলাষিতাশূন্য, জ্ঞান-কর্ম্মাদিদ্বারা অনাবৃত অবস্থায় যে আনুকূল্যে কৃষ্ণানুশীলন তাহাই শুদ্ধভক্তি। ভক্তির তিনটী সোপান—সাধন-ভক্তি, ভাব-ভক্তি ও প্রেমভক্তি। সাধন ভক্তি বৈধী ও রাগানুগা ভেদে দ্বিবিধা। শ্রীভগবানের সহিত সুষ্ঠু সম্বন্ধ স্থাপিত হইবার পূর্ব্বে শাস্ত্র শাসনানুসারে যে সেবা, তাহা বৈধী ভক্তি; আর বৈধী-ভক্তি সুষ্ঠুরূপে আচরণের ফলে শ্রীভগবানের সহিত সু সম্বন্ধ স্থাপিত হইলে কথায় কথায় শাস্ত্র বাণীর প্রতি দৃষ্টিপাত না করিয়া ব্রজরামাগণে আনুগত্যে সর্ব্বক্ষণ সর্ব্বেন্দ্রিয়ে কৃষ্ণসুখ সম্পাদনের যে-চেষ্টা, তাহাই রাগানুগা ভক্তি রাগানুগা ভক্তির আচার্য্য রূপানুগ শ্রীল রঘু দাস গোস্বামী মনঃশিক্ষায় গাহিয়াছেন,—

ন ধর্ম্মং নাধর্ম্মং শ্রুতিগণ-নিরুক্তং কিল কু
ব্রজে রাধাকৃষ্ণপ্রচুর-পরিচর্য্যামিহ তনু।
শচীসূনুং নন্দীশ্বরপতিসুতত্বে গুরুবরং
মুকুন্দ-প্রেষ্ঠত্বে স্মর পরমজস্রং ননু মনঃ॥

—হে মন, তুমি বেদ-বিহিত ধর্ম্ম বেদ-নিষিদ্ধ অধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিও ন পরন্তু ইহলোকে ব্রজধামে অবস্থান পূর্ব্ব শ্রীরাধাকৃষ্ণের প্রভূত সেবা বিস্তার কর এ শ্রীশচীনন্দনকে শ্রীকৃষ্ণজ্ঞানে ও শ্রীগুরুদেবে শ্রীকৃষ্ণপ্রেষ্ঠজ্ঞানে নিরন্তর স্মরণ কর।

এই রাগানুগা ভক্তি গাঢ়তর অবস্থা 'ভাব-ভক্তি' এবং গাঢ়তম অবস্থায় 'প্রে ভক্তি' নামে অভিহিত। অন্যের কথা বি যাঁহারা মাত্র বৈধী ভক্তিকে সম্বল করি বসিয়া আছেন সেই 'শ্রী'-বৈষ্ণবগণ পর্য 'ভাব-ভক্তি' বা 'প্রেমভক্তি'র সৌন্দর্য্য-দর্শ অসমর্থ।

রসপঞ্চকের বিচার

রাগমার্গ আশ্রয়ের অধিকারিগণ দাস সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর—এই রস

সকল জন্মে পিতামাতা সবে পায়। গুরুকৃষ্ণ নাহি মিলে ভজহ হিয়ায়॥

শ্রীকৃষ্ণের উপাসনা করেন। এই প্রকার আশ্রয়-তত্ত্বগণ প্রত্যেকেই নিজ নিজ ভাবে শ্রীকৃষ্ণ-সুখাস্বাদনকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে করেন। নিরপেক্ষভাবে বিচার করিলে দেখিতে পাওয়া যায়, দাস্য অপেক্ষা সখ্যের এবং সখ্য অপেক্ষা বাৎসল্যের শ্রেষ্ঠতা আছে। আর মধুর-রসের মাধুরী সর্ব্বোপরি, তাই ইহাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। কারণ ব্যোম, মরুৎ, তেজঃ, অপঃ ও ক্ষিতি—এই পঞ্চভূতের পর পরটীতে যে-প্রকার পূর্ব্ব পূর্ব্বটীর গুণ ও তদতিরিক্ত এক একটী করিয়া গুণ আছে, তদ্রূপ শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর—এই পাঁচ রসের পর পরটীতে পূর্ব্ববর্ত্তীটীর গুণ ত' আছেই, তদতিরিক্ত এক একটী করিয়া গুণও আছে। সুতরাং শৃঙ্গার-রসে উক্ত পাঁচটী রসের গুণই পূর্ণমাত্রায় রহিয়াছে; কিন্তু অপর কিছুতেই তাহা সম্ভব নহে। মধুর-রস আবার স্বকীয় ও পারকীয়-ভেদে দ্বিবিধ। তন্মধ্যে—

পারকীয়-ভাবে অতি রসের উল্লাস।
ব্রজ বিনা ইহার অন্যত্র নাহি বাস॥
ব্রজবধূগণের এই ভাব নিরবধি।
তা'র মধ্যে শ্রীরাধার ভাবের অবধি॥
প্রৌঢ়-নির্ম্মলভাব প্রেম সর্ব্বোত্তম।
কৃষ্ণের মাধুর্য্যরস-আস্বাদ-কারণ॥

নিত্য ব্রজে নিত্য পারকীয়-ভাবে লীলা

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের ঐ সিদ্ধান্ত হইতে আমরা জানিতে পারি, পারকীয়-ভাবে মধুররসের উল্লাস সর্ব্বাধিক এবং ব্রজ বিনা অন্যত্র এই রসের স্থিতি নাই। অনেকে মনে করেন যে, শ্রীকৃষ্ণ নিত্যগোলোক-বিহারী; তিনি স্বল্পকালের জন্য ব্রজে উদিত হইয়া এই পারকীয়-ভাবে লীলা করিয়াছেন। ইহা গোস্বামিপাদগণের মত নহে। শ্রীগোস্বামিচরণগণের মতে শ্রীকৃষ্ণের ব্রজ-বিহারও নিত্যই। নিত্য চিন্ময়ধাম গোলোকের নিতান্ত অন্তরঙ্গ নামই 'ব্রজ'। যেরূপ প্রপঞ্চাবতারে শ্রীকৃষ্ণের লীলা হইয়াছে, নিত্যধাম ব্রজেও সেইরূপ লীলা নিত্য বিরাজমান। ব্রজে পারকীয়-রসের নিত্য অবস্থান। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত আদি-লীলা তৃতীয় পরিচ্ছেদে লিখিয়াছেন—

"অষ্টবিংশ চতুর্যুগে দ্বাপরের শেষে।
ব্রজের সহিত হয় কৃষ্ণের প্রকাশে॥"

'ব্রজের সহিত'—এই কথায় স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, 'ব্রজ' বলিয়া একটি চিন্ময়-ধামে অচিন্ত্য পীঠ আছে; সেই পীঠের সহিত শ্রীকৃষ্ণ নিজ-চিচ্ছক্তি বলে প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। গোলোকান্তঃপুর সেই নিত্য ব্রজ ব্যতীত পারকীয়-রসের অন্যত্র স্থিতি নাই; কেন না, তথায় গোলোক-রস অপেক্ষা অনন্ত গুণে উৎকৃষ্ট রসের অবস্থান। শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছায় প্রকট-ব্রজে অপ্রকটব্রজের বিচিত্রতা জীবের চক্ষে লক্ষিত হইয়াছে, এই মাত্র।

পূর্ব্বপক্ষের সমাধান

এক্ষণে প্রশ্ন হইতে পারে, অপ্রকট-ব্রজে একমাত্র শ্রীকৃষ্ণই পুরুষ, আর সকলেই প্রকৃতি; সুতরাং তথায় পারকীয়-রসের আস্বাদ কিরূপে সম্ভব? এই প্রশ্নের সহজ উত্তর এই যে, প্রপঞ্চাবতীর্ণ ব্রজে ও নিত্য ব্রজে সর্ব্বত্রই কৃষ্ণই একমাত্র পুরুষ, আর সেবক-বিগ্রহগণ সকলেই প্রকৃতি-সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত। নিত্য ব্রজে কি দাস্য, সখ্য ও বাৎসল্য-রসের সেবকগণের অবস্থান নাই? তবে কৃষ্ণ-ভোগ্যার ভোগাভিলাষী অভিমন্যাদির স্থান তথায় না থাকিলেও শ্রীকৃষ্ণেচ্ছায় যোগমায়াকর্ত্তৃক লীলার চমৎকারিতা বর্দ্ধনের নিমিত্ত গোপীগণের হৃদয়ে পারকীয়-ভাবের আবির্ভাব হয়।

শ্রীরাধার প্রেম সর্ব্বোত্তম কেন

ব্রজবধূগণের ভাবের চরম সীমা শ্রীমতী রাধারাণীতে বিদ্যমানা। পরিপক্ক-বিমল-ভাব-রূপ শ্রীরাধার বস্তুগত-প্রেমই সর্ব্বোত্তম। কৃষ্ণের মাধুর্য্যরসের যতদূর আস্বাদন সম্ভব, তাহা শ্রীরাধারাণীর প্রেমেই লব্ধ হইয়া থাকে।

রাধিকা হয়েন কৃষ্ণের প্রণয়-বিকার।
স্বরূপ-শক্তি 'হ্লাদিনী' নাম যাঁহার॥
হ্লাদিনী করায় কৃষ্ণে আনন্দাস্বাদন।
হ্লাদিনীর দ্বারা করে ভক্তের পোষণ॥

* * * * *

হ্লাদিনীর সার 'প্রেম', প্রেম-সার 'ভাব'।
ভাবের পরমকাষ্ঠা নাম 'মহাভাব'॥
মহাভাব-স্বরূপা শ্রীরাধা-ঠাকুরাণী।
সর্ব্বগুণখনি সর্ব্বকান্তা-শিরোমণি॥
কৃষ্ণপ্রেম-ভাবিত যাঁ'র চিত্তেন্দ্রিয়কায়।
কৃষ্ণ-নিজশক্তি রাধা ক্রীড়ার সহায়॥

—শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত।

আমার নিবেদন

শ্রীমতী রাধারাণীর অনন্ত মাহাত্ম্যের অতি সামান্য দিগ্দর্শন করা হইল মাত্র। যে মাহাত্ম্য বর্ণন করিয়া স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণও শেষ করিতে পারেন না, সেই মাহাত্ম্য সম্যগ্-রূপে বর্ণন করে কাহার সাধ্য? অন্যের কথা কি, যাঁহার অংশের অংশের দৃষ্টিতে অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ড ও প্রাণিবৃন্দের সৃষ্টি হয়, সেই মূল-সঙ্কর্ষণ শ্রীবলদেবও যাঁহার অধীনে কৃষ্ণ-সেবা লাভের নিমিত্ত অনুজা অনঙ্গমঞ্জরী-রূপে প্রকাশিত হন, সেই রাধারাণীর মাহাত্ম্য-কীর্ত্তনই যাঁহাদের জীবনের একমাত্র কৃত্য তাঁহাদের ন্যায় সৌভাগ্যশালী আর কে? তাঁহাদের দাসের দাসানুদাসগণের শ্রীচরণ-ধূলি সর্ব্বাঙ্গে ম্রক্ষণ করিবার সৌভাগ্য লাভ করিলে ধন্য হইব।

শ্রীমতী রাধিকার শুদ্ধপ্রেম

শ্রীমতী রাধারাণীর শুদ্ধ সেবা বর্ণন করিয়া শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর স্বয়ং গাহিয়াছেন—

আশ্লিষ্য বা পাদরতাং পিনষ্টু মা-
মদর্শনান্মর্ম্মহতাং করোতু বা।
যথা তথা বা বিদধাতু লম্পটো
মৎপ্রাণনাথস্তু স এব নাপরঃ॥

শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী শ্রীমতীর ঐ ভাবটী বর্ণন করিয়া লিখিতেছেন—

"কৃষ্ণ মোর জীবন, কৃষ্ণ মোর প্রাণধন
কৃষ্ণ মোর প্রাণের পরাণ।
হৃদয় উপরে ধরোঁ, সেবা করি' সুখী করোঁ
এই মোর সদা রহে ধ্যান॥
মোর সুখ—সেবনে, কৃষ্ণের সুখ—সঙ্গমে
অতএব দেহ দেও দান।
কৃষ্ণ মোরে কান্তা করি' কহে মোরে প্রাণেশ্বরী
মোর হয় দাসী-অভিমান॥
আমি—কৃষ্ণ পদদাসী তেঁহো—রস সুখরাশি
আলিঙ্গিয়া করে আত্মসাথ
কিবা না দেয় দরশন না জানে মোর তনুমন
তবু তেঁহো—মোর প্রাণনাথ॥
সখি হে, শুন মোর মনের নিশ্চয়।
কিবা অনুরাগ করে কিবা দুঃখ দিয়া মারে
মোর প্রাণেশ্বর কৃষ্ণ, অন্য নয়॥
ছাড়ি' অন্য নারীগণ, মোর বশ তনুমন,
মোর সৌভাগ্য প্রকট করিয়া।
তা-সবারে দেয় পীড়া, আমা সনে করে ক্রীড়া
সেই নারীগণে দেখাঞা॥
কিবা তেঁহো লম্পট, শঠ, ধৃষ্ট, সকপট
অন্য নারীগণ করি' সাথ।
মোরে দিতে মনঃপীড়া, মোর আগে করে ক্রীড়া
তবু তেঁহো—মোর প্রাণনাথ।

গৌড়ীয়গণের ভজন—রাধার আনুগত্য

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণ শ্রীমতী রাধারাণীর বা তদীয় সখীগণের আনুগত্যেই কৃষ্ণভজন করেন; কৃষ্ণের সহিত রাধার মিলনেই তাঁহাদের আনন্দ। রাধাকে বাদ দিয়া তাঁহারা কখনও কৃষ্ণের সম্মুখীন হইতে ইচ্ছা করেন না। শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী প্রভুর 'স্বনিয়ম দশকে'র তৃতীয় ও চতুর্থ শ্লোক পাঠে আমরা দেখিতে পাই, রাধাবিহীন অবস্থায় শ্রীকৃষ্ণও যদি ভক্তকে আহ্বান করেন, তাহা হইলে প্রেমিক ভক্ত তাঁহার সম্মুখীন হইতে অনিচ্ছুক; পক্ষান্তরে শ্রীকৃষ্ণ রাধার সহিত মিলিত আছেন, এই সংবাদ শ্রবণে তিনি উদ্ধত-চিত্তে মন অপেক্ষা দ্রুতগামী, গরুড় হইতেও অধিক বেগে উড্ডীন হইয়া শ্রীকৃষ্ণ-সকাশে গমনের নিমিত্ত ধাবিত হন। বস্তুতঃ প্রেমিক ভক্তের দর্শনে রাধাবিহীন কৃষ্ণের অবস্থিতিই অসম্ভব। তিনি জানেন, কৃষ্ণ-রাধার, রাধা—কৃষ্ণের।

মৃগমদ, তার গন্ধ—যৈছে অবিচ্ছেদ।
অগ্নি, জ্বালাতে যৈছে কভু নাহি ভেদ॥
রাধাকৃষ্ণ ঐছে সদা একই স্বরূপ।
লীলা-রস আস্বাদিতে ধরে দুই রূপ॥

শ্রীরাধাষ্টমী-বাসরে প্রার্থনা

আজ শ্রীশ্রীরাধাষ্টমী-বাসরে শ্রীশ্রীগুরু-বৈষ্ণবগণের পাদপদ্ম বন্দনা করিয়া এই আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করিতেছি, প্রয়োজনতত্ত্বাচার্য্য শ্রীল দাস গোস্বামী প্রভুর আনুগত্যে কোন জন্মে যেন নিম্নলিখিতরূপে প্রার্থনা করিবার যোগ্যতা হয়—

মহাভাবোজ্জ্বলচিন্তারত্নোদ্ভাবিতবিগ্রহাম্।
সখীপ্রণয়সদ্গন্ধবরোদ্বর্ত্তন-সুপ্রভাম্॥
কারুণ্যামৃতবীচিভিস্তারুণ্যামৃতধারয়া।
লাবণ্যামৃতবন্যাভিঃ স্নপিতাং গ্লপিতেন্দিরাম্॥
হ্রীপট্টবস্ত্রগুপ্তাঙ্গীং সৌন্দর্য্যঘুসৃণাঞ্চিতাম্।
শ্যামলোজ্জ্বলকস্তূরীবিচিত্রিতকলেবরাম্॥
কম্পাশ্রুপুলকস্তম্ভস্বেদগদ্গদরক্ততা।
উন্মাদো জাড্যমিত্যেতৈ রত্নৈর্নবভিরুত্তমৈঃ॥
ক্লৃপ্তালঙ্কৃতিসংশ্লিষ্টাং গুণালীপুষ্পমালিনীম্।
ধীরাধীরাত্বসদ্বাসপট্টবাসৈঃ পরিষ্কৃতাম্॥
প্রচ্ছন্নমানধম্মিল্লাং সৌভাগ্যতিলকোজ্জ্বলাম্।
কৃষ্ণনামযশঃশ্রাবাবতংসোল্লাসিকর্ণিকাম্॥
রাগতাম্বূলরক্তোষ্ঠীং প্রেমকৌটিল্যকজ্জলাম্।
নর্ম্মভাষিতনিঃস্যন্দস্মিত-কর্পূরবাসিতাম্॥
সৌরভান্তঃপুরে গর্ব্বপর্য্যঙ্কোপরি লীলয়া।
নিবিষ্টাং প্রেম-বৈচিত্ত্যবিচলত্তরলাঞ্চিতাম্॥
প্রণয়ক্রোধসচ্চোলী বন্ধগুপ্তীকৃতস্তনাম্।
সপত্নীবক্ত্রহৃচ্ছোষিযশঃশ্রী কচ্ছপী-রবাম্॥
মধ্যতাত্মসখীস্কন্ধলীলান্যস্তকরাম্বুজাম্।
শ্যামাং শ্যামস্মরামোদমধুলী পরিবেশিকাম্॥
ত্বাং নত্বা যাচতে ধৃত্বা তৃণং দন্তৈরয়ং জনঃ।
স্বদাস্যামৃতসেকেন জীবয়ামুং সুদুঃখিতম্॥
ন মুঞ্চেচ্ছরণায়াতমপি দুষ্টং দয়াময়ঃ।
অতো গান্ধর্ব্বিকে, হা হা মুঞ্চৈনং
নৈব তাদৃশম্।

প্রণাম

তপ্তকাঞ্চন-গৌরাঙ্গি রাধে বৃন্দাবনেশ্বরি।
বৃষভানুসুতে দেবি প্রণমামি হরিপ্রিয়ে॥

'বেদান্ত' বিষয়ে বক্তৃতা

গতকল্য অপরাহ্নে কলিকাতা বাগবাজারস্থ শ্রীগৌড়ীয়মঠের সুবৃহৎ সারস্বত নাট্যমন্দিরে প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর 'বেদান্ত' বিষয়ে একটী অতিসুন্দর বক্তৃতা দিয়াছেন; বক্তৃতাটী "Vedant; Its Morphology & Ontology" নামক গ্রন্থরূপে মুদ্রিত হইয়াছে। এই গ্রন্থ পূর্ব্বাকাশে উদিত বেদান্ত-সূর্য্যের নির্ম্মল প্রভা জগতে বিস্তৃত হইয়া অচিরেই চক্ষুষ্মানগণের আনন্দবর্দ্ধন করিবেন সন্দেহ নাই। পাশ্চাত্য মনীষিবৃন্দ পোড়োর এই মহাসম্পৎ অতি সত্বর গ্রহণ করুন।

শরণ লঞা করে কৃষ্ণে আত্মসমর্পণ। কৃষ্ণ তারে করে তৎকালে আত্মসম॥

শুদ্ধভক্তি গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। ভাষ্যসহ বিরাট শ্রীচৈতন্যভাগবত ৫৲
২। শ্রীমদ্ভাগবতম্—সমগ্র ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্যন্ত ২৮৲
একাদশ স্কন্ধ হইতে প্রতিখণ্ড ।৵০
৩। ভাষ্যসমেত শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (৪র্থ সংস্করণ) ৫৲
৪। ভক্তিবিবেককুসুমাঞ্জলি (বাঁধা) ১৲
৫। গৌড়ীয়-গৌরব ।৵০
৬। গৌড়ীয়-সাহিত্য ।৵০
৭। ভজনরহস্য ॥০
শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও
শ্রীনবদ্বীপশতকম (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৯। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ)
ঐ (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
১০। গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি টীকাসহ)
ঐ (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
১১। গীতার কেবল মাধ্ব-ভাষ্য
১২। যুক্তিমল্লিকা গুণসৌরভঃ সানুবাদ (মাধ্ব) ১৲
১৩। বেদান্ততত্ত্বসার সানুবাদ (রামানুজীয়) ॥০
১৪। জৈবধর্ম্ম ২৲
১৫। শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৬। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১৭। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ ॥৵০
ঐ (বাঁধা) ৸০
১৮। দ্বীপ-দিগ্‌দর্শন ৵০
১৯। সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ) ।৵০
২০। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ॥০
ঐ (আবাঁধা) ।৵০
২১। নবদ্বীপধাম গ্রন্থমালা ৸০
২২। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৵০
২৩। গীতমালা ৶১০
২৪। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৵০
২৫। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৵০
২৬। নবদ্বীপ পঞ্জিকা (৪৪৭ গৌরাব্দ) ৵০
২৭। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
২৮। [illegible] ।০
২৯। শরণাগতি ৶০
৩০। গীতাবলী ৶০
৩১। চিত্রে নবদ্বীপ ॥০
৩২। সাধনকণা ৶০
৩৩। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৶০
৩৪। নবদ্বীপশতক ৶০
৩৫। অর্থপঞ্চক ৶০
৩৬। সদাচারস্মৃতিঃ ৶০
৩৭। কল্যাণকল্পতরু (৫ম সংস্করণ) ৶১০
৩৮। অর্চনকণ ৶০
৩৯। সাধককণ্ঠমালা (বাঁধা) ৷০
ঐ (আবাঁধা) ।৵০
৪০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (প্রথম চারিখণ্ড) ৩
৪১। ব্রহ্মসংহিতা ।০
৪২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৪৩। মণিমঞ্জরী সানুবাদ ।০
৪৪। গৌরকৃষ্ণোদয় ৸০
৪৫। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ।০
৪৬। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৪৭। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
৪৮। গৌড়ীয়মঠ কি করেন? ৶০
৪৯। ঈশোপনিষৎ (বলদেব ও মাধ্ব-ভাষ্য এবং বিবৃতি ও অনুবাদসহ) ।০
৫০। শ্রীভুবনেশ্বর ৵০
৫১। সিদ্ধান্তদর্পণ ৵০
৫২। সাংখ্যবাণী ৶০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৫৩। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী দিগ্বিজয়ঃ ॥০
৫৪। সটীক-শিক্ষাদশমূলম্ ।০
৫৫। তত্ত্ব-সূত্রম ।০
৫৬। সানুবাদ-শিক্ষাষ্টকম্ ৵০
৫৭। গৌড়ীয়মঠস্য পরিচয়ঃ ৶০
৫৮। সারাংশবর্ণনম্ ৵০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৫৯। রায় রামানন্দ ॥০
৬০। নামভজন ।০
৬১। বিলেটীও ওয়ান্ড স ।৵০
৬২। লাইফ য়্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।০
৬৩। বৈষ্ণবীজম ।০
৬৪। হোয়াট গৌড়ীয়মঠ ইজ্ ডুইং ৶০
৬৫। দি ভাগবত ।০
৬৬। ইরোটিক প্রিন্সিপল্ য়্যাণ্ড আনেলয়েড্ ডিভোসন ।০
৬৭। ব্রহ্ম-সংহিতা ১৲০
৬৮। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (ভলুম ওয়ান) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৬৯। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ॥
৭০। সাধন পথ ।০
৭১। কল্যাণ-কল্পতরু ৶১০
৭২। গীতাবলী ৶০
৭৩। শরণাগতি ৶০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৭৪। শরণাগতি

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া

নদীয়া-প্রকাশপ্রাপ্তির স্থান

১। শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম-মায়াপুর, নদীয়া
২। শ্রীযোগপীঠ ঐ
৩। শ্রীবাস অঙ্গন ঐ
৪। অদ্বৈত-ভবন ঐ
৫। কাজীর সমাধি পাট ঐ
৬। স্বানন্দ-সুখদ কুঞ্জ শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ নদীয়া।
৭। শ্রীভাগবত আসন কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
৮। শ্রীএকায়ন মঠ গোবিন্দপুর, হাঁসখালী।
৯। দ্বাদশগোপাল পাট—পোঃ চাকদহ,
১০। শ্রীগৌর গদাধরমঠ—চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড়, বর্দ্ধমান
১১। শ্রীমোদদ্রুমছত্র মাউগাছি, বর্দ্ধমান
১২। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম, আমলাযোড়া, পোঃ বারবাগ বর্দ্ধমান
১৩। শ্রীগৌড়ীয়মঠ বাগবাজার, কলিকাতা
১৪। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাজু, হাওড়া,
১৫। শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয়মঠ, ২০নং নবাবপুর রোড্, ঢাকা
১৬। শ্রীগোপালজী মঠ কমলাপুর, ঢাকা।
১৭। শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ পোঃ বালিয়াটী,
১৮। শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয়মঠ ময়মনসিংহ।
১৯। শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ চিকালগা, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর
২০। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম গোয়ালপাড়া, আসাম।
২১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ রায়পেট্টা, মাদ্রাজ।
২২। শ্রীরামানন্দগৌড়ীয় মঠ কব্বুর, জিঃ পশ্চিম গোদাবরী
২৩। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ উড়িয়াবাজার, পোঃ বক্সীবাজার, কটক।
২৪। শ্রীত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয় মঠ ভুবনেশ্বর।
২৫। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ স্বর্গদ্বার, পুরী।
২৬। শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ আলালনাথ পোঃ ব্রহ্মগিরি, পুরী।
২৭। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ ডুমুরকুণ্ডা, পোঃ চিরকুণ্ডা, মানভূম।
২৮। শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ—কাশী।
২৯। শ্রীরূপগৌড়ীয় মঠ—এলাহাবাদ।
৩০। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ পুরাণবাজার, সরকার ঠাকুরের কুঞ্জ, বৃন্দাবন
৩১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ ৪৩ নং হনুমান রোড, নিউদিল্লী
৩২। শ্রীপরমহংসমঠ—নৈমিষারণ্য,
৩৩। শ্রীসারস্বত গৌড়ীয় মঠ—হরিদ্বার।
৩৪। শ্রীব্যাস-গৌড়ীয়মঠ—কুরুক্ষেত্র, পঞ্জাব
৩৫। শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাবুলনাথ রোড, পোঃ গ্রাণ্ট রোড, বোম্বে।
৩৬। লণ্ডন গৌড়ীয়মঠ, ৩৯৫ ব্রেটন গার্ডেন্স, কেনসিংটন লণ্ডন, (এস্, ডব্লিউ—১০)।

শুদ্ধভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-মহারাজ সম্পাদিত ইংরেজী মাসিক। শ্রীধাম-মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲।

২। **গৌড়ীয়**—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১।০ টাকা মাত্র।

৩। **ভাগবত** - হিন্দি ভাষায় একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি হৃদয় বন মহারাজ সম্পাদিত ও নৈমিষারণ্য শ্রীপরমহংস মঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ১।০ দেড় টাকা মাত্র।

৪। **পরমার্থী**—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১।০ দেড় টাকা মাত্র।

৫। **কীর্ত্তন**—মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ নিমানন্দ সেবাতীর্থ বি-এজি, বি-টি, সম্পাদিত। আসাম গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম হইতে প্রকাশিত আসামী ভাষায় মাসিক। ভিক্ষা সডাক ১।০ দেড় টাকা মাত্র।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

আদিকবি শ্রীল বৃন্দাবন দাস প্রণীত সমগ্র গ্রন্থ

গ্রন্থের মূল বোল্ড অক্ষরে এবং তন্নিম্নে বিশ্ববিশ্রুত গৌড়ীয়মঠের প্রতিষ্ঠাতা ও আচার্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের রচিত বিস্তৃত ভাষ্য উত্তম কাগজে সৌষ্ঠবের সহিত মুদ্রিত হইয়াছেন। ডবল ক্রাউন আটপেজি আকারে ১০৯৬ পৃষ্ঠায় কেবল মূল ও ভাষ্য সম্পূর্ণ হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত শ্লোকসূচী, পদ্যসূচী, স্থানসূচী, পাত্রসূচী, বিষয়সূচী, শব্দসূচী প্রভৃতি বিস্তৃত সূচীপত্রেও একটী গ্রন্থ হইবে। সত্যই শ্রীচৈতন্যভাগবতের এরূপ উৎকৃষ্ট ও অমূল্য বিরাট সংস্করণ জগতের কোথায়ও আজ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হন নাই, ইহা নিরপেক্ষ পাঠক-মাত্রকেই একবাক্যে স্বীকার করিতে হইবে। শ্রীগৌড়ীয়মঠের উৎসব-কালে গ্রন্থের ভিক্ষা ১২৲ বারটাকা স্থলে—৫৲ পাঁচটাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীচৈতন্যমঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

(১৭)

৭৬২ খাংজারী ৩৩ দাবী ১৬৩:৶৩

ডিঃ সুকুমারী দেবী সাং শান্তিপুর

দেঃ হরিনলিনাক্ষ ভৌমিক সাং ক্ষমিরদিয়াড় পোঃ গাংনী মোং কাছারী মুন্দী.

গাংনী থানায় বামুন্দি দিং গ্রামে ডিঃ অধীন ১৭২।০ পত্তনী জমা মূল্য আঃ ১০০৲

২। ঐ থানায় ষোলটাকা গ্রামে ডিঃ অধীন ১৭০৶০ পত্তনী জমা মূল্য ১০০৲

(১৮)

৮০৯ খাংজারী ৩৩ দাবী ১১।৶৬

ডিঃ কমলাবালা দাসী সাং ভাতজাঙ্গলা

দেঃ সর্ব্বমঙ্গলা দেবী সাং নবদ্বীপ পোঃ ঐ

কোতয়ালী থানায় পশ্চিম ভাতজাঙ্গলা গ্রামে নদীয়া মহারাজার অধীন ২৭৪ খতিয়ানে -১৬শঃ জমীর ১৲ জমা মায় আড়া, দরগা, দরজা, জানালা ইত্যাদি সহ মূল্য আঃ ১২৲

(১৯)

৮১৫ খাংজারী ৩৩ দাবী ২৫॥৶৯

ডিঃ নারায়ণ দাস চৌধুরী সাং কৃষ্ণনগর নেদের পাড়া

দেঃ এবাদৎ খাঁ দিং সাং কৃষ্ণনগর আমিনবাজার পোঃ কৃষ্ণনগর

কোতয়ালি থানায় কৃষ্ণনগর গ্রামে ডিঃ অধীন ৩০৫৮ খতিয়ানে -১৭শঃ জমীর ৩৲ টাকা জমা মায় কুড়েঘর মূল্য আঃ ১০৲

(২০)

৮২১ খাংজারী ৩৩ দাবী ১৬/৯

ডিঃ নৃসিংহপ্রসাদ সেন দিং সাং মাটিয়ারী

দেঃ আব্দুল বাহেদ সেথ সাং রাউতারা পোঃ কালীগঞ্জ

কালীগঞ্জ থানায় ছোট আটকী গ্রামে ডিঃ অধীন ১১—১৯ খতিয়ানে ৮-৪৬শঃ জমীর ১৯/৩ জমা মূল্য আঃ ১০৲

(২১)

১৪৬২ খাংজারী ৩২ দাবী ৪৬৶৬

ডিঃ নৃসিংহচন্দ্র পালচৌধুরী সাং চকহাতীশালা

দেঃ শ্যাম মণ্ডল সাং সেজুগা পোঃ কালীগঞ্জ

কালীগঞ্জ থানায় সেজুগা গ্রামে ডিঃ অধীন ৩৬৪ খতিয়ানে ৫-০৪শঃ জমীর ১০৸/৩ জমা মূল্য আঃ ২০৲

(২২)

১৯৯৭ খাংজারী ৩১ দাবী ২৩৭৯৶

ডিঃ নীলরতন সেন সাং ৬৩১ নং উল্টাডাঙ্গার ষ্ট্রীট কলিকাতা

দেঃ ভুজেন্দ্রনাথ বিশ্বাস দিং সাং ...ড়িয়া পোঃ বলাগড় (হুগলী)

পদ্মাবতী দাসী নামীর নদীয়া কালেক্টরীর ১৬৫।২ নং তৌজির মহাল ৩:১৲ টাকা জমা কালেক্টরীতে আদায় দিতে হয়। মূল্য আঃ ৫০০৲

দ্বিতীয় মুন্সেফ আদালত

নীলামের দিন ৮ই সেপ্টেম্বর

(১)

১২৬ মনিজারী ৩৩ দাবী ২৪৭।৶০

ডিঃ রাণাবন্দ কোঃ অপারেটীভ ব্যাঙ্ক

দেঃ রহিমবক্স মণ্ডল সাং রাণাবন্দ পোঃ বাঙ্গালঝি

চাপড়া থানায় রাণাবন্দ গ্রামে জয়দুর্গাদাসী দিং অধীন ১৯৯।৩১১ খতিয়ানে ৩-৯৩ শঃ জমীর ১০।১৯। জমা ।৪ অংশ মূল্য আঃ ২৫৲

(২)

৭১৮ মণিজারী ৩৩ দাবী ৯৯৭॥/০

ডিঃ যতীন্দ্রনাথ রায় সাং তেঘড়ি

দেঃ ছোরমান সেখ মণ্ডল দিং মোটাসুথনগর পোঃ নাকাশীপাড়া

নাকাশীপাড়া থানায় মোটা গ্রামে কানাইলাল সিংহরায় অধীন ৪০৭ খতিয়ানে ৬-৩৭ শঃ জমীর ২৯।১০ জমা মূল্য আঃ ১১৪৲

২। ঐ গ্রামের ৪০৮ খতিয়ানের ৩ ৫৭ শঃ জমি প্রতি [ঘা লাল ১৲ নিরিখে জমা মূল্য ৫৩৲

৩। ঐ গ্রামে ৪০৯ খতিয়ানের -৩৫শঃ জমি ১৲/৫ জমা মূল্য ৬৲

৪। ঐ থানায় ঐ গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ৭৭৪ খতিয়ানে ২-৯৬ শঃ জমীর ১৲ জমা মূল্য আঃ ৪৫৲

৫। ঐ গ্রামে ১১০৬ খতিয়ানের ১ ৭৪ শঃ জমি ৭।৶০ জমা মূল্য ৩২৲

৬। ঐ গ্রামে শরৎচন্দ্রসিংহ রায় সেরেস্তায় ৭২৪ খতিয়ানের ২-৬৭ শঃ জমি বাস্ত জমি ৫৲ নিরিখে জমা মূল্য ৪০৲

৭। ঐ গ্রামে পাঁচুরায় হালদানা দিং সেরেস্তায় ৩৩৭ খতিয়ানের ১-০৮ শঃ জমি ২৸৶/৭ জমা মূল্য ১০৲

(৩)

৭৪১ মনিজারী ৩৩ দাবী ৩১১॥৶০

ডিঃ নৃসিংহচন্দ্র পালচৌধুরী সাং চকহাতীশাল

দেঃ বরদারঞ্জন পালচৌধুরী সাং বেথুয়াডহরী পোঃ ঐ

নাকাশীপাড়া থানায় বেথুয়াডহরী গ্রামে শিবেন্দ্রনাথ সিংহ রায় দিং অধীন ৪১৪ খতিয়ানে ২১১৸/৬ পত্তনী জমা দেঃ /৮॥ = ৭ তিন অংশ মূল্য আঃ ২৫৲

২। ঐ গ্রামে ঐ মালিক অধীন ৫ খতিয়ানের ১০৯৲ টাকার পত্তনী জমা দেঃ /৮। = ৭ তিন মূল্য ২০৲

৩। ঐ গ্রামে ঐ মালিক অধীন ৭৭৸৶/৬ পত্তনী জমা দেঃ /৮। = ৭ তিন অংশ মূল্য ১০৲

৪। ঐ গ্রামে ঐ মালিক অধীন ৬৩৷৬ টাকার পত্তনী জমা দেঃ /৮। = ৭ তিন অংশ মূল্য ১৫৲

৫। ঐ গ্রামে ৪১৲ টাকার পত্তনী জমা দেঃ /৮। = ৭ তিন অংশ মূল্য ১০৲

৬। ঐ গ্রামে শিবকুমারী দেবীর অধীন ৯ খতিয়ানে ২১৲ টাকার পত্তনী জমা দেঃ /৮। = ৭ তিন অংশ মূল্য ৫৲

৭। ঐ মৌজায় ডিক্রীদার সেরেস্তায় ১০ খতিয়ানের ২০।০ পত্তনী জমা দেঃ /৮। = ৭ তিন অংশ মূল্য ৫৲

৮। ঐ মৌজায় শিবেন্দ্রনাথ সিংহ রায় অধীন ১২ খতিয়ানের ৫২৲ পত্তনী জমা দেঃ /৮। = ৭ তিন অংশ মূল্য ১০৲

৯। নাকাশীপাড়া থানায় চকহাতীশালা মৌজায় ৬১ খতিয়ানের মহাজাণ জমি দেঃ একের তৃতীয় অংশ মূল্য ২৫৲

১১। ঐ থানায় বগুলা মৌজায় ২৯ খতিয়ানের ৬০-৯৯ শঃ লাখরাজ জমি দেঃ /১৫॥১৪ তিন অংশ মূল্য ১০৲

১২। কোতয়ালি থানায় চরপানিনালার ৪৩ খতিয়ানের জমি দেঃ /৮। = ৭ তিন অংশ, ২৫।/৮ জমা মূল্য ১০৲

১৩। ঐ থানার রুকুনপুর মৌজার ৪৫৭ খঃ জমি ১৮৸/ জমা মূল্য ১০৲

(৪)

৭৭২ মনিজারী ৩৩ দাবী ৪৬২৸০

ডিঃ রিলায়েন্স মোটর ইলেক্ট্রীক কোং মোং গুয়াবাগান কলিকাতা

দেঃ শচীন্দ্র নাথ সিংহ রায় সাং নাকাশীপাড়া পোঃ ঐ

নাকাশীপাড়া থানায় রাধানগর গ্রামে নদীয়া কালেক্টরীর অধীন ১ থং ৯২॥/৮ জমিদারী স্বত্ব দেঃ ৶৮ অংশ মূল্য আঃ ১০০৲

২। ঐ থানায় ঐ গ্রামে কালেক্টরীর অধীন ১ খতিয়ানে ১৯/১১ জমিদারী স্বত্ব দেঃ ৶৮ অংশ মূল্য আঃ ১০০৲

(৫)

৭৪৪ মনিজারী ৩৩ দাবী ১০৭০

ডিঃ ত্রৈলোক্যনাথ কর্ম্মকার সাং বালীডাঙ্গা

দেঃ রাধাবল্লভ ঘোষ সাং ঐ পোঃ বাঙ্গালঝি

চাপড়া থানায় বালীডাঙ্গা গ্রামে সরোজরঞ্জন সিংহ দিং অধীন ৫১ খতিয়ানে ২-২১ শঃ জমীর ১ ৩ জমা দেঃ ॥৶১৩ — অংশ মূল্য আঃ ১০৲

২। ঐ থানায় বাদলাঙ্গি, পদ্মানালা মৌজার জয়দুর্গা দাসী দিং অধীন ৮৭ খং ১০ ৪৩ শঃ জমি ১।/০ নিরিখে জমা দেঃ ॥৶১৩: — অংশ মূল্য ২৫৲

৩। ঐ থানায় ঐ গ্রামে শ্যামসুদ্দিন বিশ্বাস অধীন ৪১৩ খতিয়ানে ১-১৬ শঃ জমীর ৪৲ জমা দেঃ ॥৶১৩। — অংশ মূল্য ৫৲

৪। ঐ থানায় ঐ মৌজায় কালীকুমারী দাসী অধীন ৫৭৯ খতিয়ানের ০৪৩ শঃ জমি ১।/০ জমা দেঃ ॥৶১৩। — অংশ মূল্য ৫৲

(৬)

৭৬২ মনিজারী ৩৩ দাবী ৪২।০

ডিঃ ফণীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য সাং চাপড়া

দেঃ অনন্ত স্বর্ণকার সাং হাট চাপড়া পোঃ বাঙ্গালঝি

চাপড়া থানায় চাপড়া গ্রামে রাখালদাস সিংহ দিং অধীন ৯ খতিয়ানে -১৬ শঃ জমীর ২৶/১০ চান্দিনা জমা মায় করগেট টিনের ঘর সাজসরঞ্জাম মূল্য ৫৲

(৭)

৭৯২ মনিজারী ৩৩ দাবী ৮১২।৶০

ডিঃ যোগেন্দ্র নাথ সরকার সাং গোয়াড়ী

দেঃ কানাই লাল সিংহ রায় সাং সোণাডাঙ্গা পোঃ নাকাশীপাড়া

কৃষ্ণনগর থানায় কৃষ্ণনগর গ্রামে মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী অধীন ১৫০৬ খতিয়ানে ২ ৯২ শঃ জমীর ৭৲ জমা মায় বাড়ী পাকা প্রাচির দেঃ ॥০ অংশ মূল্য আঃ ২০০৲

২। ঐ থানায় গোয়াড়ী গোবিন্দ সড়ক মধ্যে ঐ সেরেস্তায় ৮১০ খতিয়ানের -৩৩শঃ জমি ৯৶৪ জমা মায় পাকা দোতালা ঘর দেঃ ॥০ অংশ মূল্য ১৫০৲

(৮)

৪২৫ দেঃজারী ৩৩ দাবী ৫৭৪৸/৩

ডিঃ মহারাণী দাসী সাং মাধবপুর

দেঃ এনা কুব চৌধুরী দিং সাং ইছাপুর পোঃ বাঙ্গালঝি

চাপড়া থানায় ইছাপুর গ্রামে নদীয়া মহারাজ অধীন ৬ খতিয়ানে ৪০।০৸০ জমীর ২৮৶০ রায়তি মোকররী জমা দেঃ ৸০ অংশ মূল্য আঃ ২০০৲

(৯)

৮৫৮ দেঃজারী ৩৩ দাবী ১৪৩॥/৯

ডিঃ বৈদ্যনাথ বিশ্বাস সাং হৃদয়পুর

দেঃ ভোলানাথ বিশ্বাস সাং ঐ পোঃ বাঙ্গালঝি

চাপড়া থানায় হৃদয়পুর গ্রামে সতীশচন্দ্র রায় অধীন ৩৮২ খতিয়ানে ২-৯৮ শঃ জমীর ৫॥/৯ রায়তী মোকররী জমা মায় খড়ুয়াঘর সাজসরঞ্জাম সহ মূল্য ৩৫৲

(১০)

৮২৯ দেঃজারী ৩৩ দাবী [illegible]

ডিঃ ঐ

দেঃ ঐ

চাপড়া থানায় হৃদয়পুর গ্রামে সতীশচন্দ্র রায় অধীন ৩৮৪ খতিয়ানে ২-৭৭শঃ জমীর ৬টাকা জমা মূল্য আঃ ১৫৲

(১১)

৬২৫ খাংজারী ৩৩ দাবী ১৪।৶৯

ডিঃ শ্রীশচন্দ্র চৌধুরী মোং গোয়াড়ী

দেঃ মাতানি মণ্ডল দিং সাং পটিা

পোঃ বাঙ্গালাঝি

চাপড়া থানায় মহৎপুর গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ৩৮৩ খতিয়ানে -৩১ শঃ জমীর ৩৲ জমা মূল্য আঃ ৫৲

২। ঐ থানায় ঐ মৌজায় ডিক্রীদার অধীন ২১২ খাতিয়ানের -৫২ শঃ জমি ৩৲ জমা মূল্য ৫৲

৩। ঐ থানায় মথুরাপুর মৌজায় ডিঃ সেরেস্তায় ২৮৮ খতিয়ানের ৩-৬১ শঃ জমি ৯৶৬ জমা মূল্য ১০৲

(১২)

৬২৬ খাংজারী ৩৩ দাবী ২৪।৬

ডিঃ ঐ

দেঃ মোবারক মণ্ডল বিং সাং কাটগড়া

পোঃ বাঙ্গালাঝি

চাপড়া থানায় পটীয়া গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ৪২ খতিয়ানে ২-২৬শঃ জমীর ভটবান্দি জমা মূল্য আঃ ৫৲

(১৩)

৬২৯ খাংজারী ৩৩ দাবী ২১।৩

ডিঃ নৃসিংহকুমারী দাসী সাং গোয়াড়ী

দেঃ নিত্যানন্দ ঘোষ সাং বৃত্তিহুদা

পোঃ বাঙ্গালাঝি

চাপড়া থানায় লক্ষীগাছা গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ২৭৯।৭৬ খতিয়ানে ২-২০শতক জমীর ৪॥৶১ জমা

(১৪)

৬৭১ খাংজারী ৩৩ দাবী ৫৫৸৶০

ডিঃ ঐ

দেঃ দামাসুদাস ঘোষ সাং বৃত্তিহুদা

পোঃ বাঙ্গালাঝি

চাপড়া থানায় বৃত্তিহুদা গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ৭০।১৫২ খতিয়ানে ৭-৭১শঃ জমীর ১৬৲৯ জমা

(১৫)

৪৬৬ খাংজারী ৩৩ দাবী ৩১৲৩

ডিঃ গৌরীশঙ্কর চক্রবর্তী সাং গোয়াড়ী

দেঃ অক্রাম মণ্ডল দিং সাং কুলতলা

পোঃ বাঙ্গালাঝি

চাপড়া থানায় কুলতলা গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ১৩০ খতিয়ানে -০২২শঃ জমীর ৪॥৶০ জমা মায় খড়ুয়া ঘর ৪ খানা মূল্য আঃ ৫৲

(১৬)

৬৭৮ খাংজারী ৩৩ দাবী ১৫॥৶০

ডিঃ শ্রীশচন্দ্র চৌধুরী সাং গোয়াড়ী

দেঃ দুর্গাবালা দাসী দিং সাং মাধবপুর

পোঃ বাঙ্গালাঝি

চাপড়া থানায় পটী। গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ১৭ খতিয়ানে ৭-৮৫শঃ জমীর ১১৲ জমা দেঃ ।৶৩॥ অংশ, মূল্য আঃ ১০৲

কৃষ্ণনগর নবদ্বীপঘাট রেলওয়ে সময়

কৃষ্ণনগর হইতে নবদ্বীপঘাট

কৃষ্ণনগর সিটি —	৬-৪৫	১০-৪৪	১৩-২২	১৭-৩৮	২০-১৬
কৃষ্ণনগর রোড —	৬-৫৬	১০-৫৫	১৩-৩৩	১৭-৪৭	২০-২৫
আমঘাটা —	৭-১৫	১১-১৩	১৩-৫১	১-৩	২০-৪১
মহেশগঞ্জ —	৭-১৪	১১-২১	১৪-০	১৮-৯	২০-৪৭
নবদ্বীপঘাট —	৭-৩৩	১১-৩০	১৪-৯	১৮-১৬	২০-৫৫

বিশেষ দ্রষ্টব্য—নবদ্বীপঘাট ষ্টেশন অপেক্ষা মহেশগঞ্জ ষ্টেশন হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরের দূরত্ব অনেক কম। শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে যাহাদিগকে রাণাঘাটে ট্রেণ বদল করিতে হয়, তাহারা রাণাঘাটে প্রাতঃ ৫-৫০, ৯ ৪., ১৬-৪৮, ১৮-৪২ এবং ০-৭২ মিনিটের সময় গাড়ী পাইবেন।

শান্তিপুর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে ৫-৪০, ৯-২৯, ১২-২৫, ১৬-৪ এবং ১৮-৪১ মিনিটের সময় ট্রেণ পাওয়া যায়।

নবদ্বীপঘাট হইতে কৃষ্ণনগর

নবদ্বীপ ঘাট—	৫-৩৫	৯-২৫	১২-১০	১৫-৩৪	১৮-৪৫
মহেশগঞ্জ—	৫ ৪১	৯-৩০	১২-১৯	১৫-৪১	১৮-৫৬
আমঘাটা—	৫-৪৯	৯-৩৯	১২-২৬	১৫-৪৮	১৯-৫
কৃষ্ণনগর রোড—	৬-৫	৯-৫৫	১২-৪৩	১৬-৪	১৯-২৪
কৃষ্ণনগর সিটি—	৬-১৭	১০-৩	১২-৫১	১৬-১২	১৯-৩৫

তারের ঠিকানা— 'শ্রীধাম' নবদ্বীপ
ডাকের ঠিকানা—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

দৈনিক

Reg No C 1644

নদীয়া-প্রকাশ
THE
NADIA-PRAKASH

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩৷৹
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার স্বতন্ত্র।

সাহায্যের হার
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸৹
মাসিক ১৲
নগদ
প্রতি সংখ্যা ৫

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৮ম খণ্ড । সম্পাদক—শ্রীপ্রতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বেদান্তবাচস্পতি [১৫৩শ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর—১২ই ভাদ্র মঙ্গলবার ১৩৪০, ২৮শে আগষ্ট ১৯৩৩

গান্ধীজী

শরীরে আর কোনরূপ যন্ত্রণা নাই

২৫শে আগষ্ট রাত্রি গান্ধীজী নিরুপদ্রবে কাটান। ঐদিন অনশন ভঙ্গের পর প্রাতে তিনি প্রথম দুগ্ধ পান করেন। আর কোন ডাক্তার গান্ধীজীকে পরীক্ষা করেন নাই। তাঁহার স্বাস্থ্য সম্বন্ধে কোন বিবরণও প্রকাশিত হয় না। গান্ধীজী বেশ জোরে কথা বলিতে সমর্থ। তাঁহার শরীরের কোথায়ও আর যন্ত্রণা নাই।

মিঃ গাডগীলের সাক্ষাৎ

পুণার উকিল শ্রীযুত গাডগীল সম্প্রতি নাসিক জেল হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছেন। ২৫শে আগষ্ট অপরাহ্নে তিনি গান্ধীজীর সহিত সাক্ষাৎ করেন।

পূর্ণ কারাভোগের পূর্ব্বেই মুক্তিলাভ

পূর্ণ কারাদণ্ড ভোগ শেষ হইবার পূর্ব্বেই দমদম জেল হইতে পাঁচজন আইন অমান্য বন্দীকে মুক্তিদান করা হইয়াছে। তাঁহারা সকলেই রঙ্গপুরে দণ্ডিত হইয়াছিলেন।

পাহাড় বিদারণ

২৫শে আগষ্ট বেলা আন্দাজ ১০ টার সময় চ্যাম্পিয়ন রীফ মাইনের উত্তরাঞ্চলে অকস্মাৎ পাহাড় বিদীর্ণ হইবার ফলে ভীষণ দুর্ঘটনা ঘটে। চৌদ্দ জন শ্রমিক এবং স্মুথে নামক কন্ট্রাক্টারগণকে আহত অবস্থায় হাসপাতালে প্রেরণ করা হয়। অপর চারিজন নিরুদ্দেশ। একজনকে ধ্বংসস্তুপের মধ্যে হইতে মৃত অবস্থায় টানিয়া বাহির করা হয় এবং অপর সকলে পতনোন্মুখ পাহাড়ের ভগ্নস্তুপের নিম্নে প্রোথিত হইয়াছে। সন্ধানী দল জোর তদন্ত কার্য্য চালাইতেছে।

অপর এক স্থানে রাত্রি ১১টা ৪০ মিনিটের সময় এক প্রকাণ্ড পাহাড় বিদারণের শব্দ শুনা যায়। কিন্তু এখনও পর্য্যন্ত তাহার স্থান নির্দ্দেশ করা যায় নাই।

আরোগ্যের পথে গান্ধীজী

মহাত্মা গান্ধী সন্তোষজনক ভাবে আরোগ্যের পথে অগ্রসর হইতেছেন। তিনি দুগ্ধ পান করিয়া বেশ ভালই আছেন তিনি কয়েকখানি প্রয়োজনীয় পত্র লিখেন। শ্রীযুক্ত মহাদেব দেশাইয়ের অনুপস্থিতিতে শ্রীমতী মীরাবেন (মিস্ শ্লেড) এবং শ্রীযুত মথুরাদাস ত্রিকমজী তাঁহার অন্যান্য চিঠি পত্রের ব্যবস্থা করিবেন। সেদিন পর্ণকুটীতে দর্শকগণের মধ্যে একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি আসেন। তিনি সার প্রভাশঙ্কর পট্টনী। তিনি ইংলণ্ড হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন। বহুক্ষণ গান্ধীজীর সহিত কথাবার্ত্তা হয়। মহামতি মিঃ সি, এফ, এণ্ড্রুজ এবং শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু সেখানেই এখনও অবস্থান করিবেন।

কলিকাতায় রুমানিয়ার দূতাবাস

প্রকাশ, কলিকাতায় রুমানিয়ার দূতাবাস স্থাপন সম্পর্কে ভারত সরকার বাঙ্গলা সরকারের (রাজনৈতিক বিভাগ) নিকট এক সংবাদ প্রেরণ করিয়াছেন। প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট তদনুসারে বিভিন্ন বণিক সঙ্ঘের নিকট ঐ সম্পর্কে তাঁহাদের মত জানিতে চাহিয়া পত্র লিখিয়াছেন। রুমানিয়ার বাণিজ্য সংক্রান্ত স্বার্থ সম্বন্ধে ঐ সকল বণিক সঙ্ঘের পৃথক্ পৃথক্ মত জানিতে পারিলে কলিকাতায় রুমানিয়ার দূতাবাস স্থাপন সম্পর্কে বিবেচনা করা হইবে।

ইহা উল্লেখ করা হইয়াছে যে, ১৯৩১-৩২ সালে ৭২৭০৭৪৲ টাকা মূল্যের খনিজ তৈল ও লবণ রুমানিয়া হইতে ভারতে আমদানী করা হইয়াছিল এবং ঐ বর্ষেই ভারত হইতে ২০৭৬১১৲ টাকা মূল্যের চাউল, চামড়া প্রভৃতি এবং বস্ত্র ও পাট হইতে উৎপন্ন বিবিধ শিল্পজাত দ্রব্য রুমানিয়ায় রপ্তানি করা হইয়াছিল।

শোচনীয় মৃত্যু

হাওড়া-আমতার জনৈক স্কুল শিক্ষকের স্ত্রী মহামায়া দেবীকে (২০) বন্দুকের গুলীতে আহত অবস্থায় গত ১৭ই আগষ্ট মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্ত্তি করা হয়; গত ২০শে আগষ্ট তিনি মারা গিয়াছেন।

মহামায়ার মৃত্যুকালীন জবানবন্দীতে দেখা যায়, তিনি তাঁহার স্বামীর বন্দুক নাড়াচাড়া করিতেছিলেন। উহার ভিতর গুলী ভরা ছিল, ইহা তিনি জানিতেন না। হঠাৎ বন্দুকটি ছুটিয়া যাওয়ায় তিনি আহত হইয়াছিলেন। পুলিশ এই সম্পর্কে তদন্ত করিতেছে।

পুলিশ কর্ত্তৃক জনতা বিতাড়িত

২৪শে আগষ্ট রাত্রিতে ওয়াটারফোর্ডে বিষম চাঞ্চল্য পরিলক্ষিত হইয়াছিল। প্রায় দুইশত সিভিক গার্ড সিটি হল দখল করে ও ঘোষণা করিয়া দেয় যে উর্দ্দী পরা লালকোর্ত্তাধারী সৈন্যদিগকে সম্বন্ধেও জাতীয় গার্ডের উপর যে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হইয়াছে তাহা প্রযোজ্য। জেনারেল ও' ডাফের সভায় বক্তৃতা করিবার কথা ছিল। তিনি হোটেল হইতে সিটি হলে পৌঁছিলে তাঁহাকে সম্বর্দ্ধিত করা হয়। তিনি সমবেত জনতাকে জানান যে, জনসাধারণের সিভিক গার্ডের সহিত তাঁহার কোন প্রকার সংঘর্ষ হয় ইহা তাঁহার অভিপ্রায় নহে। অতঃপর তিনি সেই সভার কাজ মুলতুবী রাখেন। তারপর তিনি সকলকে শান্তভাবে বাড়ী যাইতে বলেন। তাঁহার বক্তব্য শেষ হইতে না হইতে বিরুদ্ধবাদীরা ভীষণভাবে গণ্ডগোল করিতে আরম্ভ করে। ফলে পুলিশকে বাধ্য হইয়া বেটনের সাহায্যে জনতা সরাইতে হয়।

সূর্য্য সেন, কল্পনা ও তারকেশ্বর

সম্রাটের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার অভিযোগে চট্টগ্রাম স্পেশাল ট্রাইবুনালে সূর্য্য সেন ও তারকেশ্বর দস্তিদার মৃত্যুদণ্ডে এবং কুমারী কল্পনা দত্ত যাবজ্জীবন নির্ব্বাসন দণ্ডে দণ্ডিত হয়। দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে তাঁহারা হাইকোর্টে আপীল করে। ১লা নভেম্বর তারিখে আপীলের শুনানী হইবে।

স্বরূপরাণী নেহরু হাসপাতালে

শ্রীযুক্তা স্বরূপরাণী নেহরু এলাহাবাদ হইতে লক্ষ্ণৌ ২৫শে আগষ্ট আসিয়া পৌঁছেন। তিনি কিং জর্জ মেডিকেল কলেজের হাসপাতালে ভর্ত্তি হইয়াছেন

শ্রীযুক্তা স্বরূপরাণী সাংঘাতিক রকমের জ্বরে ভুগিতেছেন। পক্ষাঘাত সেপ্টিক এবং জ্বরের জন্য রঞ্জনরশ্মির সাহায্যে তাঁহার পরীক্ষা করা হইয়াছে। শ্রীমতী কমলা নেহরু তাঁহার সেবা শুশ্রূষা করিতেছেন।

গোধূম চুক্তি

গোধূম সম্পর্কে চুক্তি হইয়াছে। রপ্তানীকারক দেশসমূহ এক কুইণ্টেল গমের মূল্য ১২ স্বর্ণ ফ্রাঙ্ক দামের প্রস্তাবে সম্মত হইয়াছেন।

ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

১৩ই ভাদ্র মঙ্গলবার ১৩৪০

ভারতের বিরুদ্ধে যাঁহারা প্রচার করিতেছেন লর্ড রদার মিয়ার তাঁহাদের মধ্যে একজন প্রধান পাণ্ডা। ইনি সম্প্রতি বিলাতী কাগজে প্রচার করিয়াছেন যে, যেহেতু বৃটিশ সৈন্য ভারতকে আক্রমণ ও বহিঃশত্রুর আক্রমণ হইতে রক্ষা করিতেছে, অতএব ভারতের লোক বিনা শুল্কে ভারতে বৃটিশ পণ্য আমদানীর সুযোগ দিতে বাধ্য। কিন্তু ভারতকে রক্ষা করিবার জন্য যে সামরিক ব্যয়ের প্রয়োজন হয়, তাহা ভারতই সম্পূর্ণরূপে বহন করে, ব্রিটেনকে তাহার জন্য এক পয়সাও দিতে হয় না, উপরন্তু ভারতই সাম্রাজ্য রক্ষার ব্যয়ের কিয়দংশ যোগাইয়া থাকে। সুতরাং লর্ড রদারমিয়ারের কথা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। লর্ড রদার মিয়ার কি এই সত্য অবগত নহেন অথবা জানিয়া শুনিয়াও অজ্ঞতার অভিনয় করিতেছেন?

বাঙ্গলায় বেকার সমস্যা যে অতি নিদারুণ হইয়া উঠিয়াছে, তাহা সালঙ্কারে বর্ণনা করিয়া বুঝাইবার আবশ্যক নাই। গত কয়েক বৎসর যাবৎ সভাসমিতিতে সংবাদপত্রে, চিন্তাশীল মনীষিগণের লিখিত পুস্তকে, কাউন্সিলে, এসেম্বলীতে—সর্বত্র ইহা লইয়া জল্পনাকল্পনা গবেষণা হইতেছে। কতকগুলি কমিটী গঠিত হইয়াছে, তাঁহারা বেকার সমস্যা সমাধানমূলক বড় বড় স্কীম দাখিল করিয়াছেন, উদ্দেশ্যে হাওয়ান চেম্বার অব কমার্স, বেঙ্গল ন্যাশনাল চেম্বার অব কমার্স প্রভৃতি হইতেও পুস্তিকাও প্রচারিত হইয়াছে।

স্কীমগুলি যে মন্দ তাহা নহে, তাহার মধ্যে চিন্তার পরিচয়, দূরদৃষ্টির পরিচয় আছে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এই সমস্ত স্কীমে ব্যর্থ হইয়াছে—কেননা, এগুলি কার্য্যে পরিণত করিবার কোনও চেষ্টা হয় নাই, করিতে হইলে যে কর্ম্মশক্তি ও অর্থসামর্থ্যের প্রয়োজন, তাহাও কোন ব্যক্তি বিশেষ বা প্রতিষ্ঠানবিশেষের আছে কি না সন্দেহ।

এই দেশব্যাপী বেকার সমস্যা সমাধানের জন্য ঐ সমস্ত স্কীম কার্য্যে পরিণত করিবার দায়িত্ব লইতে পারেন কেবল গবর্ণমেণ্ট। বর্ত্তমানে পৃথিবীর অন্যান্য দেশেও বেকার সমস্যা প্রবলভাবে দেখা দিয়াছে; কিন্তু সেই সব দেশের গবর্ণমেণ্ট নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়া নাই, বসিয়া থাকিবার উপায়ও তাঁহাদের নাই, দেশের জনমত তাঁহাদিগকে প্রতিকারের পথ সন্ধান করিতে বাধ্য করিতেছে। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের সমস্ত শাসননীতি এখন এই বেকার সমস্যাকে কেন্দ্র করিয়া পরিচালিত হইতেছে। ইংলণ্ডে বেকার সমস্যা সমাধানের সাফল্যের উপর গবর্ণমেণ্টের অস্তিত্ব নির্ভর করে; ইহা অত্যুক্তি নহে। জাপান গবর্ণমেণ্ট বেকার সমস্যা সমাধানের জন্য তাঁহাদের সমগ্রশক্তি কিভাবে নিয়োজিত করিয়াছেন; তাহা সুবিদিত।

কিন্তু এখানকার গবর্ণমেণ্ট বেকার সমস্যা সমাধানের চেষ্টা দূরে থাকুক, এপর্য্যন্ত দেশে বেকারের সংখ্যা কত এবং তাহার ব্যাপকতা কিরূপ, তাহা নির্দ্ধারণ করিবার জন্যও কোনও উপায় অবলম্বন করেন নাই। অবশ্য যেখানে দেশের অধিকাংশ লোকই বেকার, সেখানে বেকার সংখ্যা নির্ণয় করা খুব বেশী কঠিন কাজ নয়। হাওয়ান চেম্বার অব কমার্স ১৯৩১ সালের আদম সুমারীর উপর নির্ভর করিয়া একটা হিসাব করিয়া দেখাইয়াছেন যে, বাঙ্গলাদেশে বেকারের সংখ্যা মোটামুটি প্রায় ৮৫ লক্ষ, তন্মধ্যে শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা প্রায় একলক্ষ; কিন্তু আমাদের মনে হয় যে, বাঙ্গলায় বেকারের সংখ্যা ইহা অপেক্ষাও বেশী। সুতরাং অদূর ভবিষ্যতে এই বিরাট বেকার সমস্যা সমাধানের জন্য যদি কোন কার্য্যকরী উপায় অবলম্বন করা না যায়, তবে সমগ্র জাতিরই আর্থিক ধ্বংস অবশ্যম্ভাবী।

শ্রীযুক্ত আবেদকে মেদিনীপুর জেলে "সরকার সেলাম" করাইতে গিয়া সুপারের সম্মুখে বলপূর্ব্বক উঠা বসা করিতে বাধ্য করা হইয়াছিল কেন, এই প্রশ্নের উত্তরে স্বরাষ্ট্র সচিব পুনঃ পুনঃ একটা কথাই বলিয়াছেন যে, সকল প্রকার বন্দীই জেল আইন মানিয়া চলিতে বাধ্য। "সরকার সেলাম" নামক মধ্যযুগীয় বর্ব্বর প্রথাটা কি, তাহা স্যার হ্যারী হেগ জানেন না। আত্মসম্মানজ্ঞান-সম্পন্ন কোন ব্যক্তিই ঐ অপমানসূচক প্যারেডে রাজী হইতে পারেন না এবং তাহা পারেন না বলিয়াই জেল আইনেও "এ" ও "বি" শ্রেণীর বন্দীরা সুপারকে দেখিয়া শুধু উঠিয়া দাঁড়াইবেন, এইরূপ নিয়ম আছে।

১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে আমরা দেখিয়াছি, রাজনৈতিক অপরাধে দণ্ডিতদিগকে (যে শ্রেণীরই হউক) বলপূর্ব্বক "সরকার সেলাম" করান হইত না। এই "সরকার সেলাম" লইয়া কোন কোন জেলে অনর্থক অশান্তিরও সৃষ্টি হইয়াছে। এখনও কোন কোন অতিরিক্ত উৎসাহী জেল সুপার, বিশেষভাবে হিজলী জেলের কর্ত্তাটি "সরকার সেলামের" বিশেষ পক্ষপাতী হইয়া উঠিয়াছেন। ব্যবস্থা পরিষদের জনৈক সদস্য ব্যঙ্গ করিয়া বলিয়াছেন যে, জেল সুপার কি ইংলণ্ডের জাতীয় সঙ্গীতের প্রতীক যে, তাহাকে দেখা মাত্রই উঠা বসা করিতে হইবে। তিনি হয়ত জানেন না যে ঐ উঠা বসার পরিবর্ত্তে ভদ্ররীতিতে নমস্কার করিয়াও হিজলী জেলে কোন কোন বন্দীর ভাগ্যে 'ডাণ্ডাবেড়ী' শাস্তিলাভ হইয়াছে। শৃঙ্খলার দোহাই দিয়া এই বর্ব্বর প্রথা সমর্থন করিতে শাসকগণের লজ্জিত হওয়া উচিত।—আনন্দবাজার—

সকলসম্প্রদায়ের হিন্দুদিগের দেব-মন্দিরে অবাধে প্রবেশ করিবার অধিকার দানের জন্য মিষ্টার সি, এস, রঙ্গ আয়ার যে আইনের পাণ্ডুলিপিখানি ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদে উপস্থিত করিয়াছিলেন, সেই বিলখানির আলোচনা গত ২৪শে আগষ্ট পর্য্যন্ত ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদে স্থগিত রহিয়াছে। হিন্দুদিগের প্রচলিত সংস্কার বিবাহ-ব্যবস্থার সংস্কারসাধন উদ্দেশ্যে সরকার সারদা আইনের পাণ্ডুলিপিখানির প্রতি যেরূপ সহানুভূতি প্রকাশ করিয়াছিলেন, বর্ত্তমান সময়ে তাঁহারা এই মন্দির প্রবেশ পাণ্ডুলিপিখানিকে আইনে পরিণত করিবার জন্য সেরূপ আগ্রহ ও ব্যস্ততা দেখাইতেছেন না,—নিষ্ঠাবান হিন্দুদিগের পক্ষে ইহা অনেকটা সৌভাগ্যের বিষয় সে সম্বন্ধে সন্দেহ নাই। সারদা আইন প্রণীত হইলে আসমুদ্র হিমাচল ভারতে নিষ্ঠাবান বালক ও বালিকার বিবাহ জন্য তাহাদের পিতা মাতা এবং অভিভাবকগণ কিরূপ আগ্রহশীল হইয়া উঠিয়াছিলেন,—কিরূপ সন্ত্রস্ত হইয়া সর্ব্বশ্রেণীর হিন্দুরা তাহাদের শিশু কন্যাদিগকে বিবাহ দিয়াছিলেন, তাহা সেই সময়ে যে সকল রাজপুরুষ দেখিয়াছিলেন, তাঁহারাই স্বীকার করিবেন। যে সমাজের যে সম্প্রদায় পাশ্চাত্যভাবে বিভোর, সেই সম্প্রদায় হিন্দু-সমাজের প্রকৃত মনোভাব বুঝান বলিয়া যতই বড়াই করুন না কেন, তাঁহারা কখনই প্রকৃত হিন্দুদিগের, বিশ্বাসী এবং আনুষ্ঠানিক হিন্দুদিগের, মনোভাব বুঝিতে পারেন না,—ইহা নিশ্চিত। পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে ভারতের রাজ্য শিক্ষিত এবং তথাকথিত অশিক্ষিত হিন্দুদিগের মধ্যে যে একটা ব্যবধান গড়িয়া উঠিয়াছে তাহা কেহই অস্বীকার করিতে পারেন না। হিন্দুরা, ভারতীয়ভাবে শিক্ষিত, হিন্দুরা—ধর্ম্মকে মানবজীবনের—ইহকাল এবং পরকাল উভয় জীবনের—একমাত্র সম্বল বলিয়া যেরূপ মনে করেন,—তথাকথিত শিক্ষিত অর্থাৎ পাশ্চাত্যভাবে সুশিক্ষিত হিন্দুরা কখনই সেরূপ অনুভব করিতে পারেন না।—বসুমতি—

শাসন সংস্কার ও বাঙ্গলা

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

গভর্ণরের বিশেষ দায়িত্ব

(৬) গভর্ণর-জেনারেল আদেশ যাহাতে পালিত হয়, তাহার ব্যবস্থা করা।

(৭) যে সকল স্থান সাধারণ নিয়মে শাসিত হইবে না বলিয়া ঘোষণা করা হইবে, সেই সকল স্থান শাসন করা।

এই সকল বিশেষ অধিকার সম্বন্ধে নানারূপ আলোচনা হইয়াছে ও হইতেছে। কিন্তু বিবেচনা করিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারা যায়, এই সকল অধিকার গভর্ণরের না থাকিলে সংখ্যাল্প সম্প্রদায়সমূহ, রাজ-কর্ম্মচারীরা সামন্ত নৃপতিরা ও ব্যবসায়ীরা শঙ্কানুভব করিতে পারেন, এবং যদি দেশে শান্তিরক্ষার ও বড়লাটের আদেশ পালনের ব্যবস্থা না থাকে, তবে বিশৃঙ্খলা ঘটিতেও পারে। কিন্তু সকল সভ্য দেশেই দেখা যায়, অসাধারণ অবস্থার উদ্ভব না হইলে কখন এই সব ক্ষমতা প্রযুক্ত হয় না এবং শাসকের দায়িত্ব আইনে লিপিবদ্ধ থাকিয়া যায়। সাধারণ অবস্থায় কখন এই সকল বিশেষ দায়িত্বের জন্য ক্ষমতা ব্যবহারের প্রয়োজন হয় না।

অর্ডিনান্স

বিশেষ দায়িত্ব পালন জন্য গভর্ণর, প্রয়োজন হইলে, অর্ডিনান্স প্রবর্তন করিতে পারিবেন। অর্ডিনান্সে যে সকল নিয়ম থাকিবে, সাধারণতঃ ব্যবস্থাপক সভা সে সব নিয়ম (আইন) করিতে পারেন। গভর্ণর কোন অর্ডিনান্স জারি করিলে তাহা ৬ মাস বহাল থাকিবে। গভর্ণর যে কোন অর্ডিনান্স আবার ৬ মাসের জন্য জারি করিতে পারিবেন বটে, কিন্তু তাহা করিলে তাহাকে ঐ অর্ডিনান্স বিলাতে পার্লামেণ্টে উপস্থাপিত করিতে হইবে।

যদি কখন শাসন ব্যাপার বন্ধ হইবার মত ঘটনা ঘটে, তবে সেই অবস্থায় গভর্ণর ঘোষণার দ্বারা শাসন কার্য্য পরিচালিত করিবার উপযোগী ও সেই জন্য প্রয়োজন সব ক্ষমতা স্বয়ং গ্রহণ করিতে পারিবেন।

বড়লাটের আদেশ

বড়লাট কেবল নিম্নলিখিত বিষয়ে প্রাদেশিক গভর্ণরকে আদেশ করিতে পারিবেন:—

(১) প্রদেশ মধ্যে রাষ্ট্রসঙ্ঘ সম্বন্ধীয় ব্যাপার নির্ব্বাহ করা।

(২) রাষ্ট্রসঙ্ঘ সম্পর্কিত যে সব আইন প্রদেশে প্রযোজ্য সেই সকল আইনানুসারে কাজ করা।

(ক্রমশঃ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

নদীয়া-প্রকাশ

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক
— পারমার্থিক পত্র —
শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

আরাধ্যো ভগবান ব্রজেশ-
তনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনম্,
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং
প্রেমা পুমর্থো মহান্,
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং
তত্রাদরো নঃ পরঃ॥

৮ম বর্ষ } ২৪ হৃষীকেশ গৌরাব্দ ৪৪৭, ১৩ই ভাদ্র বঙ্গাব্দ ১৩৪০, ২৯শে আগষ্ট ইং ১৯৩৩, মঙ্গলবার { ১৫৩শ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যের বাণী প্রচার

—০—

লণ্ডনে গৌড়ীয়মঠের স্বামীদের সমাদর

বঙ্গবাণী (৭ই ভাদ্র, ১৩৪০। হইতে উদ্ধৃত]

লণ্ডন, (বিমান ডাকে প্রাপ্ত)

কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয় মঠের প্রচারকগণ ...ন শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাণী প্রচারকালে ...য় বহু সম্ভ্রান্ত ও উচ্চ শিক্ষিত ভদ্র মহো-...গণের সহিত শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও ...শিক্ষা সম্পর্কে আলোচনা করিয়াছেন। ...মধ্যে নিম্নলিখিত ভদ্র মহোদয়গণের নাম ...খযোগ্য,- -যুক্ত প্রদেশের গবর্ণর সার ...লকম্ হেলী, গভির মহামান্য মহারাজ, ...রাদার মহামান্য গাইকোয়ার, হাই কমি-...নার সার বি, এন, মিত্র, বঙ্গদেশের এড্-...ভোকেট জেনারেল সার এন, এন, সরকার, ...র্দ্ধমানের মহামান্য মহারাজ, কলিকাতা ...বিশ্বিদ্যালয়ের ভাইস্ চেনসেলার সার ...ন সুরাবর্দ্দী, ডাঃ হরিপ্রসাদ শাস্ত্রী অন্-...যা।

মাদ্রাজের ভূতপূর্ব্ব গবর্ণর ভাইকাউন্ট ...সেন লণ্ডনস্থ প্রচারকগণকে কয়েকবার ... করিয়া তাঁহাদের নিকট হইতে মহা-...ভুর কথা শ্রবণ করিয়া পরম প্রীতিলাভ ...। মিঃ এ, করন্নাথ প্রচারক-...কে বিশেষ আগ্রহের সহিত সাহায্য ...তেছেন। এতদ্ব্যতীত যুক্ত রাজ্যের ...অফ হোপ ইউনিয়ানের সেক্রেটারী ...পি, উইলসন, জে, পি উও চার্চ্চের ...রেও মিঃ এম, রকসবি, সার সামুয়েল ...মহোদয়ের প্রাইভেট সেক্রেটারী মিঃ ...লিউ, সি ক্রষ্ট, মিঃ গ্রান মেনেজার অব লেবার একচেঞ্জ প্রভৃতি বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি শ্রীগৌড়ীয় মঠের প্রচারিত শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষার কথা অবগত হইয়া বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করিয়াছেন ও তাঁহাদের সহানুভূতি প্রদর্শনে প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন।

এটনি মিঃ বেয়া লণ্ডনের বিখ্যাত ওয়ালডর্ফ হোটেলে একটী "এট হোম" পার্টি দিয়াছেন। উক্ত পার্টিতে স্বামীজীগণ নিমন্ত্রিত হইয়া শ্রীগৌড়ীয় মঠের প্রচার ও উদ্দেশ্য সম্বন্ধে একটী বক্তৃতা প্রদান করেন।

লর্ড ক্লয়েড লণ্ডন গৌড়ীয়মঠের বাগ্মী-প্রবর প্রচারক শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন মহারাজকে শ্রীচৈতন্যদেবের জীবনী ও শিক্ষার বিষয়ে লর্ড সভায় ও কমন্স সভায় বক্তৃতা দিবার জন্য নিমন্ত্রণ করিয়াছেন।

কেণ্টারবারীর মাননীয় ধর্ম্মযাজক ত্রিদণ্ডি-স্বামী বনমহারাজকে রাইট রেভারেণ্ড এইচ-এল প্যাজেট এবং লণ্ডনের বিশপের সহিত পরিচিত করিয়া দিয়াছেন, তাঁহারাও শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচার্য্য বিষয় অবগত হইয়া সহানুভূতি প্রকাশ করিয়াছেন।

ত্রিদণ্ডিস্বামী বন মহারাজ বেষ্টারের বিশপের দ্বারা নিমন্ত্রিত হইয়া টারপরহি অভিমুখে যাত্রা করিয়াছেন। আর্ক বিশপ অব কেণ্টারবেরী মহোদয় এই আয়োজন করিয়াছিলেন।

২৩শে আগষ্ট তারিখের 'য়্যাডভান্স'-পত্রিকায়ও এই সংবাদটী প্রকাশিত হইয়াছে

সাময়িক প্রসঙ্গ

তৃতীয় নগর-সংকীর্ত্তন

কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠের বার্ষিক মহা-মহোৎসবোপলক্ষে গত ১০ই ভাদ্র, ২৬শে আগষ্ট শনিবার অপরাহ্ণ ৪॥ ঘটিকার সময় বাগবাজার শ্রীগৌড়ীয়মঠের শ্রীমন্দির হইতে একটী বিরাট্ নগর সঙ্কীর্ত্তন-শোভাযাত্রা বাহির হইয়াছিল। পাঠকগণ অবগত আছেন, এক মাসাধিককালব্যাপী মহামহোৎ-সবোপলক্ষে ইতঃপূর্ব্বে আরও দুইটী বিরাট্ নগর-সঙ্কীর্ত্তন শ্রীমঠ হইতে বহির্গত হইয়া-ছিল। সুতরাং এইটী এবারের তৃতীয় নগর সংকীর্ত্তন। এই নগর সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার ষ্ট্রীট, কর্ণওয়ালীশ ষ্ট্রীট, শ্যামবাজার ষ্ট্রীট, রাজা নবকিষেণ ষ্ট্রীট, গ্রে ষ্ট্রীট, হরি-ঘোষ ষ্ট্রীট, নয়নচাঁদ দত্ত ষ্ট্রীট, বিডন ষ্ট্রীট, সেণ্ট্রাল এভিনিউ, মুক্তারামবাবু ষ্ট্রীট হইয়া পুনরায় কর্ণওয়ালীস ষ্ট্রীট, বাগ-বাজার ষ্ট্রীট ও কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট দিয়া শ্রীগৌড়ীয়মঠের শ্রীমন্দিরে প্রত্যা-বর্ত্তন করিয়াছে। শত শত ব্যক্তি বিপুল সঙ্কীর্ত্তন-ধ্বনিতে মহানগরী মুখরিত করিয়া শোভাযাত্রার সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিয়াছেন। সঙ্কীর্ত্তনের সহিত মৃদঙ্গ-করতালের ঐকতান দর্শকবৃন্দের শ্রবণ-বিবরে পরামৃত ঢালিয়া দিয়াছে। কোনও প্রকার নৈসর্গিক অসুবিধা কীর্ত্তনকারিগণকে স্পর্শ করিতে পারে নাই।

নানা উপলক্ষে নানা রং-বেরঙের শোভা-যাত্রা মহানগরীর বক্ষে নৃত্য করিয়া থাকে। তাহা নগরবাসীর ভোগ-পিপাসা বৃদ্ধি করিয়া মহানগরীর বক্ষে পাষাণ-চাপা দেয় মাত্র। এই পাষাণ অধিকাংশ স্থলেই ভোগোদ্দামের তাণ্ডবলীলা-রূপে প্রকাশিত হয়। আবার অপরের প্রশংসা-শ্রবণে কাতর কাহার কাহারো চিত্ত মাৎসর্য্য পাষাণের নীরস আঘাতে 'ত্রাহি ত্রাহি'-রবে গগন বিদীর্ণ করে। কিন্তু প্রেমের ঠাকুর শ্রীগৌরাঙ্গের নিজজন-কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত এই বিরাট্ নগর-সঙ্কীর্ত্তন কোনও প্রকার ভেদ্যতা উৎপাদন না করিয়া তত্ত্ব-জ্ঞান-পাণির সাহায্যে অপরের হৃদয় হইতে পূর্ব্বোল্লিখিত পাষাণরাশি উত্তোলন পূর্ব্বক তাহা শোধিত করেন, শোধিত করিয়া তাহা প্রেমময়ের প্রেম-সুধায় সঞ্জীবিত ও আনন্দপূর্ণ করিয়া থাকে। সুতরাং এই প্রকার সঙ্কীর্ত্তন-শোভাযাত্রা যতই প্রকাশিত হয়, ততই কর্ম্মকোলাহলাবদ্ধ কলিকাতাবাসীর আত্ম-মঙ্গলের সুবিধা করিয়া দেয়।

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতা

গত ১১ই ভাদ্র, ২৭শে আগষ্ট প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী ঠাকুর কলি-কাতা গৌড়ীয়মঠের সারস্বত নাটমন্দিরে আহুত বিরাট্ সভায় পূর্ব্ব বিজ্ঞাপিত Vedanta : its Morphology & Ontology সম্বন্ধে ইংরেজী ভাষায় একটী সারগর্ভ বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন। সভায় বহু উচ্চ শিক্ষিত শ্রোতা উপস্থিত ছিলেন। তাঁহারা সকলেই নিবিষ্টচিত্তে বক্তৃতাটী শ্রবণ করিয়াছেন। বিষয়টী সকলের বোধগম্য না হইলেও যাঁহারা কিছু কিছুও হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই একবাক্যে ইহার চমৎকারিতার ভূয়সী প্রশংসা করিয়া-ছেন। সভার বিস্তৃত বিবরণ আগামীতে প্রকাশিত হইবে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

২৭ হৃষীকেশ [illegible]

গর্ভস্তোত্র

পঞ্চম শ্লোক

ত্বয্যম্বুজাক্ষাখিলসত্ত্বধাম্নি
সমাধিনাবেশিতচেতসৈকে।
ত্বৎপাদপোতেন মহৎকৃতেন
কুর্ব্বন্তি গোবৎসপদং ভবাব্ধিম্॥

অনন্ত অবতারের মধ্যে বিশুদ্ধ সত্ত্ব গুণান্বিত যে ভগবদ্-বপু তাহাই জীবের পক্ষে একমাত্র অবলম্বনের বিষয়, ইহা নিশ্চয় করিয়া দেবগণ বলিলেন,—"হে অম্বুজাক্ষ, বিবেকী পুরুষগণ সমাধিযোগে বিশুদ্ধ সত্ত্ব গুণের ধাম-স্বরূপ তোমাতে চিত্ত সন্নিবিষ্ট করিয়া থাকেন। তদ্দ্বারা তাঁহারা মহদ্-গণের আদরণীয় ভবদীয় পাদ তরণী অবলম্বন-পূর্ব্বক ভবসাগরকে গোবৎস পদ জ্ঞান করিয়া অনায়াসে উত্তীর্ণ হ'ন।

'অম্বুজাক্ষ'-শব্দের অর্থ

এই স্থলে শ্রীভগবান্‌কে 'অম্বুজাক্ষ' নামে সম্বোধন করিবার অনেক কারণ আছে। ভগবান্ অখিল জগতের দ্রষ্টা, তাঁহাকে কেহই দৃষ্টি করিতে পারে না। তিনি সকলের সাক্ষী, অতএব কেহই তাঁহাকে যুক্তি অথবা বিচারের দ্বারা প্রমাণ করিতে পারে না। তবে যে কেহ তাঁহার শাস্ত্র যুক্তির ব্যাখ্যা করিবে, সে কেবল স্বীয় আত্মার তৃপ্তি ব্যতীত ভগবানের স্বরূপ-লক্ষণ বলিতে পারিবে না। ভগবানের জ্ঞান স্বরূপকে চক্ষুর সহিত তুলনা করিয়া উহার প্রেমময় স্বভাবের ব্যাখ্যায় পদ্মের সহিত উপমা দেওয়া হইয়াছে। তাঁহার সচ্চিদানন্দ ভাবই [illegible] [illegible]। বিশুদ্ধ সত্ত্ব গুণান্বিত বপুর ব্যাখ্যায় তাঁহার সচ্চিদানন্দ মূর্ত্তিকে প্রথমে [illegible] [illegible] প্রয়োজনে তাঁহাকে 'অম্বুজাক্ষ' বলিয়া দেবগণ সম্বোধন করিলেন।

ভৌতিক গুণ ও আত্মা

বিশুদ্ধসত্ত্ব ধামের প্রকৃত তত্ত্ব বিচার করা বৈষ্ণবগণের পক্ষে নিতান্ত কর্ত্তব্য, যেহেতু উহাই তাঁহাদের প্রাপ্য। প্রাকৃত জগতে যে তিনটী সন্ধগুণ দৃষ্ট হয়, তন্মধ্যে সত্ত্ব-গুণই শ্রেষ্ঠ। প্রাকৃত জগতের উৎকৃষ্টাংশকে সত্ত্বগুণ বলা হয়। যে-সকল লোক প্রাকৃত-ভাবে থাকে, তাঁহারা প্রথমে সত্ত্বগুণকে অবলম্বন করত রজঃ ও তমোগুণকে জয় করিবেন। কিন্তু প্রাকৃতিক সত্ত্বগুণই যে চরম [illegible] [illegible], যেহেতু তাহাতেও প্রাকৃত-ভাব প্রাপ্ত হওয়া যায়। পবিত্রতা, দয়া, বিচার, জ্ঞান, নিষ্পাপ-সুখ, জনসঙ্গ-লিপ্সা, প্রার্থনা, সদালোচনা, উপকার, বৈষ্ণব-সংসার, বৈষ্ণব-সেবা, দেহ, মন প্রভৃতির উন্নতি, ইন্দ্রিয় নিগ্রহ প্রভৃতি অনেক সাত্ত্বিক ব্যবহার আছে, কিন্তু এ সমুদয়ই প্রাকৃত। ভৌতিকভাবের সহিত যাহা কিছু আবদ্ধ আছে তাহাই প্রাকৃত। সংসারিক-কার্য্যে পূর্ব্বোক্ত বৃত্তি সমুদয়ের যত আলোচনা হইয়া থাকে সমুদয়ই ভৌতিক। পীড়িত-ব্যক্তিকে ঔষধ দান যদিও দয়ার কার্য্য, তথাপি ঐ দয়া ভৌতিক উপকার ব্যতীত আর কিছুই নহে। ভৌতিক কার্য্যের নির্গুণ ফল হইবার সম্ভাবনা নাই, যেহেতু কর্ম্মানুযায়ী ফল হইয়া থাকে। আকৃতি, বিস্তৃতি, আকর্ষণ, স্থিতি, স্থাপকতা প্রভৃতি ভৌতিক বিষয়ের গুণ। কিন্তু আত্মা যে কি বস্তু তাহা বিচার করিতে হইলে ভৌতিক গুণসকল হইতে বিচারকে প্রথমে নিস্মুক্ত করা প্রয়োজন। দুর্ভাগ্যের বিষয় এই যে, যত দিবস মানব দেহের সহিত সম্বন্ধ রাখেন তত দিবস তাহার অভৌতিক-ভাবের নির্ম্মল প্রকাশ সম্ভবে না; তাই সত্ত্ব-গুণই বিশেষরূপে সেব্য হইয়া দাঁড়ায়। কিন্তু তাহাই যে জীবের পক্ষে প্রাপ্য তাহা নহে।

কোন্ বৃত্তিদ্বারা আত্মা জ্ঞাতব্য

সকল প্রাকৃত-গুণের বিপরীত অবস্থাকে অপ্রাকৃত-তত্ত্ব বলা হয়। মানব যখন তত্ত্ব জিজ্ঞাসু হইয়া গুরুর নিকট অপ্রাকৃত তত্ত্বের বিষয় জ্ঞাত হন, গুরু তখন তাহাকে প্রাকৃতভাব বিবর্জ্জিত চিত্তে অনুমতি করিয়া থাকেন। এই সময় শ্রীগুরুদেব বলেন,—"হে শিষ্য! তুমি স্বয়ং অপ্রাকৃত, নির্গুণ ও ঈশ্বর দাস এবং জগদীশ্বর—অপ্রাকৃত নির্গুণ প্রভু।" শিষ্য পরিপ্রশ্ন করেন,—"গুরুদেব, ঈশ্বরের আকার কি এবং আমরা কোথায় অবস্থান করি?" গুরু তখন বিপদে পড়িয়া ভৌতিক ভাব নিরসনের জন্য বলিয়া থাকেন,—"তুমি ও ঈশ্বর উভয়েই নিরাকার, অতএব তোমার স্থানের প্রয়োজন নাই।" শিষ্য প্রথমে অতিশয় কষ্টের সহিত এই বিষয়ের আলোচনা করিতে করিতে দেখিতে পান যে আত্মতত্ত্ব সমুদয় ভৌতিক তত্ত্বের বিলক্ষণ অবস্থা নহে। মন আত্মবস্তুকে সন্ধান করিতে পারে না যেহেতু ইন্দ্রিয়জনিত ভাবনিচয়-দ্বারা মনের গঠন হইয়াছে। আত্মবস্তু অতীন্দ্রিয় ও গুণাতীত; মন কর্ত্তৃক গৃহীত হইতে গেলে তাহা ব্যভিচার-দোষে দূষিত হয়। কিন্তু আত্মবস্তু যে কি, ইহা জানা কর্ত্তব্য; তাহা হইলে কোন্ বৃত্তিদ্বারা উহা জানা যাইবে? এই প্রকার পূর্ব্ব-পক্ষ শিষ্যের হৃদয়কে ব্যাকুল করিয়া তুলিলে তিনি পুনরায় গুরুর নিকট প্রশ্ন করিয়া থাকেন, "হে গুরুদেব, আপনি বলিয়াছেন যে আত্মা নির্গুণ ও নিরাকার; তবে জীব কি-প্রকারে স্বীয় আত্মা ও আত্মার আত্মা পরমাত্মাকে উপলব্ধি করিতে পারিবেন? অপর গুণাভাবে উপলব্ধি অসম্ভব; সুতরাং ভৌতিক জগৎ হইতে জীবের স্ব-স্বরূপে অধিষ্ঠান কিরূপে সম্ভব?"

আত্মদর্শীর দর্শন

গুরু দেখিলেন যে, শিষ্য এই সময়ে আত্ম-তত্ত্ব জানিবার যোগ্য হইয়াছেন, যেহেতু তিনি ভৌতিক ভাব-সকলকে বিশেষরূপে অবগত হইয়া অভৌতিক ভাবের অনুসন্ধান করিতেছেন। তাই গুরু আহ্লাদভরেবলিলেন,—"হে উপযুক্ত শিষ্য, তোমাকে যে 'নির্গুণ' ও 'নিরাকার' এই দুইটী শব্দ বলিয়াছিলাম, তাহার অর্থ এই যে, আত্মা ও পরমেশ্বর ভৌতিক সমস্ত ভাবের অতীত কিন্তু অবস্তু নহেন, যেহেতু প্রাকৃতাতীত পদার্থ হইলে অপ্রাকৃত-শব্দ-বাচ্য হয়। আত্মা ও পরমেশ্বরে অপ্রাকৃত গুণসকল আছে, তন্মধ্যে জীবের বর্ত্তমান অবস্থায় জ্ঞান ও আনন্দ এই দুইটী প্রত্যক্ষ। আত্মা প্রাকৃত জগতে দ্রষ্টা; অতএব চক্ষু যেমন সমুদয় পদার্থ দৃষ্টি করিয়া আপনাকে আপনি দেখিতে সমর্থ হয় না, তদ্রূপ আত্মাও আপনাকে আপনি দেখিতে পায় না। চক্ষু দৃষ্ট-পদার্থের জ্ঞান ও তজ্জনিত আনন্দস্বরূপ আপনাকে জানে, তদ্রূপ আত্মাও সর্ব্বদৃক্ হইয়া স্বীয় জ্ঞান ও আনন্দকে অনুভব করে। এই অনুভাবটীই আত্মার পক্ষে প্রত্যক্ষ। বস্তুতঃ জ্ঞানানন্দই যে আত্মা, ইহা অনুভূত হয়। পরমেশ্বর ঐ জ্ঞানানন্দের পূর্ণস্বরূপ। অতএব হে শিষ্য, তোমাকে পূর্ব্বে যে ঈশ্বর ও তুমি নিরাকার ও নির্গুণ বলিয়াছিলাম তাহার বাস্তবিক অর্থ এই যে, তুমি ও ঈশ্বর নির্ম্মল জ্ঞান ও নির্ম্মলানন্দ গুণ-বিশিষ্ট। তোমরা বাস্তবিক নিরাকার নির্গুণ নহ, কেবল অপ্রাকৃত আকার ও অপ্রাকৃত গুণে তোমার বিচারকে আনিবার জন্য ঐরূপ বলিয়াছিলাম। তুমি অতিশয় ভাগ্যবান্, যেহেতু আমার ইঙ্গিত বুঝিতে পারিয়া পরম তত্ত্ব প্রাপ্ত হইবার যোগ্য হইলে। তুমি যদি মূর্খ হইতে, তবে আমার পূর্ব্ববাক্য হইতে তুমি আমাকে ও পরমেশ্বরকে অবস্তু জানিয়া ভৌতিক তত্ত্বকে প্রত্যক্ষানুমানদ্বারা পরমতত্ত্ব বোধ করিয়া অসত্য-বিষয়ে আবদ্ধ থাকিতে। ইন্দ্রিয়-জনিত ভাবনিচয়কে যে-মন প্রত্যক্ষ করিয়া বোধ করে, উহাকে আনন্দ-জ্ঞানে পর্য্যবসান কর; তাহা হইলে অপ্রাকৃত গুণ-সকলের কিছু কিছু অনুভব করিয়া ক্রমে ক্রমে বিমলানন্দের ধামকে প্রাপ্ত হইবে। আত্মানন্দের অনুভবই বিমলানন্দের দ্বার-স্বরূপ। এই পরমতত্ত্বের অনুভবকে 'সমাধি' বলে। ইন্দ্রিয়জনিত ক্ষুদ্র জ্ঞানাত্মক যে যুক্তি, তাহার ঐ বিষয়ে গতি না থাকায় তাহার দ্বারা এই পরমতত্ত্বের অনুভব-স্বরূপ আত্ম-প্রত্যয়ের বিশেষ কোন উপকার হইবার সম্ভাবনা নাই। অতএব আত্মপ্রত্যয়-সম্ভূত যে সমাধি, তাহাই কেবল আত্মতত্ত্ব-জ্ঞান-বিষয়ে কার্য্যকরী হয়। অনুভবানন্দই যে চরম প্রাপ্য তাহা নহে, উহা কেবল চরম-প্রাপ্য বিশুদ্ধসত্ত্ব-ধামের দ্বার-স্বরূপ। জীবাত্মা সমাধিদ্বারা ক্রমে ক্রমে ঐ বিশুদ্ধ সত্ত্ব-ধামের অভৌতিক দেশ ও তদাত্মক বস্তুসকল দেখিতে পান এবং আত্মাকে ক্রমে ক্রমে তথায় নীত করেন। হে শিষ্য, অভৌতিক দেশ-শব্দে ভাবের বিরোধ বোধ করিও না, কারণ বাক্যসকল ইন্দ্রিয়সম্ভূত মনের প্রকাশক মাত্র। অতএব ঐ অপ্রাকৃত ধামের আমি যত কিছু বর্ণন করিব, তাহা বাক্যের ব্যভিচার মনের দ্বারা দূষিত হইবে, কিন্তু তুমি অপ্রাকৃত সারভাগকে উপলব্ধি করিবে, এইটী আমার বিশেষ অনুরোধ।

আত্মদর্শনের ক্রম-বিকাশ

"দেশ-শব্দে ভৌতিকভাবে আকৃতি-বিস্তৃতি-বিশিষ্ট আধারকে উপলব্ধি হয়, কিন্তু আমি যখন 'অভৌতিক-দেশ' শব্দ ব্যবহার করিলাম, তখন তুমি আত্মার অনুভব-রূপ জ্ঞানের দ্বারা অপ্রাকৃত জগৎকে উপলব্ধি করিবে, আমার বাক্য মনকে লইবে না। হে শিষ্য, তুমি যখন সমাধিদ্বারা অপ্রাকৃত-ধামের অন্বেষণ করিবে, তখন ভৌতিক-ভাবকে পরিত্যাগ করিবামাত্র এক অপূর্ব্ব বিরজা নদী দেখিতে পাইবে। ঐ বিরজাতে স্নান করিয়া তুমি স্বয়ং অপ্রাকৃত কলেবর প্রাপ্ত হইবে। তদনন্তর 'পরব্যোম'—নামক এক অপূর্ব্ব বৈকুণ্ঠ-ধাম দেখিতে পাইবে। তথায় ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ পরমেশ্বর বিরাজ করেন, তৎদাস্যের বিমল দাস্য সুখই যে জীবের একমাত্র স্বভাব তাহা তথায় উত্তমরূপে উপলব্ধি করিতে পারিবে। ঐশ্বর্য্য, যশ, কৌশল, অজেয়তা, প্রফুল্লতা-আকর্ষণ, শোভা, ঐশ্বর্য্য, জ্ঞান, নিয়ম প্রভৃতি অপ্রাকৃত গুণ নিচয়ের মূর্ত্তিস্বরূপ, স্থানার্ণ, শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম, তুলসীগন্ধ, বনমালা, লক্ষ্মী, গরুড় ও বিশ্বক্সেন প্রভৃতি ভগবৎপারিষদ্ সমুদয় দেখিতে পাইবে। ইহাতে যদিও বহুতর আনন্দ প্রাপ্ত হবে, তথাপি ঐশ্বর্য্যজনিত আনন্দকে তুমি তৃপ্তিকর বোধ করিতে পারিবে না, যেহেতু তদ্দ্বারা তুমি কেবল আশ্চর্য্য-সম্ভূত আনন্দ ব্যতীত ভগবানের স্বরূপ-স্পর্শানন্দ পাইতে পারিবে না। তোমার আত্মা অধিকতর উন্নতির প্রার্থনা করিবে, অতএব তুমি অতি শীঘ্রই তদূর্দ্ধে উড্ডীয়মান হইয়া গোলোক নামক অন্তঃপুর ধামে প্রবেশ করিবে। গোলোক ধামের মহতী সীমায় প্রবেশমাত্র তোমার একটী আশ্চর্য্য অবস্থা হইবে। তুমি তখন নিজ পুরুষত্ব পরিত্যাগ করত আপনাকে স্ত্রীলোক জ্ঞান করিবে। ইহাতে আরও আশ্চর্য্য এই যে, তুমি যে কখনও পুরুষ ছিলে তাহা তোমার স্মরণ-গোচর হইবে না। তখন

সকল জন্মে পিতামাতা সবে পায়। গুরুকৃষ্ণ নাহি মিলে ভজহ হিয়ায়॥

শাসনরূপ কোন ব্যক্তির সহিত তোমার পূর্ব্বে পরিণয় হইয়াছিল, তুমি বহুকাল স্বীয় পতির সেবায় বিধি-অনুসারে নিযুক্ত থাকিয়া পতিব্রতা নাম প্রাপ্ত হইয়াছিলে, কিন্তু কোন সময় যমুনা-তটস্থ কদম্ব-কানন-মধ্য হইতে এক আশ্চর্য্য মধুর বংশীশব্দ তোমার কর্ণ-গোচর হইয়া তোমাকে অস্থির করায় জগদ্-রূপ চিত্রপটে কোন সখীকর্ত্তৃক তোমার আকর্ষকের বংশীবদন-মূর্ত্তি দেখিয়া তুমি আরও বিহ্বল হইলে। শাস্ত্ররূপ ভাটসকলও তোমার আকর্ষকের গান করিতেছিল। তাহাতে তোমার যে দুর্দ্দশা হইয়াছিল, তাহাই 'পূর্ব্বরাগ'। এই বৈরাগ্যরূপ পূর্ব্বরাগ হইতে তোমার পূর্ব্ব গৃহস্থধর্ম্ম বিসর্জ্জন ও আকর্ষকের অন্বেষণে যমুনাতটে বৃন্দাবনে তোমার অভিসারিকা বিভাবিত হইল। ঐ পূর্ব্বোক্ত গোলোক-ধামের সীমা প্রাপ্ত হইবামাত্র তোমার এই সমুদয় ভাবের উদয় হইয়া তুমি উন্মত্তবৎ ঐ অপ্রাকৃত বৃন্দাবনের বন হইতে বনেতে ভ্রমণ করিবে। তুমি তথায় একাকিনী থাকিবে না। তোমার অবস্থাপ্রাপ্তা অনেক সহচরীর সহিত সাক্ষাৎ হইবে। তখন তোমার মনে হইবে যে, তুমি যে-গ্রামের গোপবনিতা ছিলে, সেই গ্রামের অন্য সহচরীগণ তোমার সঙ্গী হইয়াছে; অতএব তাহারা চিরপরিচিতা ও তোমার মহৎ সুহৃদ্বর্গ। তুমি তথায় বিপ্রলম্ভ ও সম্ভোগরূপ দুই প্রকার পরমানন্দ প্রাপ্ত হইবে। ঐশ্বর্য্যবর্জ্জিত পরমেশ্বরের পরম-মাধুর্য্য তোমার প্রেমের উদ্দীপক ও আলম্বন-স্বরূপ হইবে। অবশেষে কৃষ্ণাঙ্গ-স্পর্শ রূপে কেবলাম্বুভবানন্দ প্রাপ্ত হওয়া প্রযাতেই তোমার মহাভাব পর্য্যন্ত উন্নতি হইবে।

ভগদ্ধ্যানের 'মহৎকৃত' বিশেষণ কেন

এই প্রকার উপদিষ্ট ব্যক্তিগণ সমাধি-যোগে ভগবদ্ধ্যান প্রাপ্ত হন। মহান্ ব্যক্তি-গণ এই অপ্রাকৃত ধামের আবিষ্কার করায় ইহাকে 'মহৎকৃত' বলিয়া উক্তি করা হই-য়াছে। এই সমাধি-স্বরূপ মহদুপায় অব-লম্বন করিলে আমরা অনায়াসে এই দুস্তর ভবসমুদ্র পার হইতে পারি। ভব সমুদ্র পার হইবার আর অন্য উপায় নাই। অতএব সমস্ত বিবেকী জীবের এই নির্ম্মল উপায় অবলম্বন করা কর্ত্তব্য। এই বিশুদ্ধ সত্ত্বধাম-স্বরূপ প্রেমই জীবের পক্ষে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ—এই পুরুষার্থ-চতুষ্টয়কে নিতান্ত ঘৃণা করিয়া থাকেন।

সাধারণ মহোৎসব

আগামী ১৭ই ভাদ্র ২রা সেপ্টেম্বর ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের প্রকটতিথি সম্মানোপলক্ষে শ্রীগৌড়ীয় মঠে সাধারণ মহোৎসব অনুষ্ঠিত হইবে। সকলকেই মহাপ্রসাদ দেওয়া হইবে।

শ্রীচৈতন্যদেবের বৈশিষ্ট্য

পাঠকগণ অবগত আছেন গত ২০শে আগষ্ট ৩রা ভাদ্র রবিবার সন্ধ্যা ৬ ঘটিকার সময় বাগবাজারস্থ শ্রীগৌড়ীয়মঠের সারস্বত নাট্যমন্দিরে ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরি-ব্রাজকাচার্য্য শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর "শ্রীচৈতন্যদেবের বৈশিষ্ট্য" বিষয়ে একটী সুগবেষণা ও শুদ্ধভক্তিতত্ত্বপূর্ণ বক্তৃতা কৃপা পূর্ব্বক প্রদান করিয়াছেন। নির্দ্দিষ্ট সময়ের বহুপূর্ব্ব হইতেই সভাস্থলটী কলিকাতা ও বহুদূরদেশবাসী উচ্চশিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণের দ্বারা পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছিল। গোস্বামী ঠাকুরের শ্রীমুখ-বিগলিত তত্ত্বকথা শ্রবণ করিয়া অনেক তত্ত্বপিপাসু ব্যক্তিগণ এক নূতন আলোক প্রাপ্ত হইয়া আনন্দে আত্মহারা হইয়াছেন।

গোস্বামী ঠাকুর 'শ্রীচৈতন্যদেবের বৈশিষ্ট্য' বিষয়টীকে মোটামটি ছয় ভাগে বিভক্ত করিয়া তৎসম্বন্ধে বিচার ও সিদ্ধান্ত প্রকাশ করেন। সেই ছয়টি বিষয়ের মর্ম্ম ধারা-বাহিক ভাবে যথাসাধ্য প্রকাশ করিতে যত্নপর হইতেছি।

(১)

গোস্বামী ঠাকুর প্রথমে মঙ্গলাচরণ-মুখে 'আনন্দলীলাময়বিগ্রহায়' শ্লোকটী উচ্চারণ পূর্ব্বক শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের শ্রীচরণে নমস্কার বিধানপূর্ব্বক বলেন যে, কৃষ্ণপ্রেমরসলাভই জীবের একমাত্র প্রয়োজন এবং সেই রস প্রদানের শক্তি একমাত্র রসিকশেখরেই প্রতিষ্ঠিত। স্বয়ংরূপেই বিলাসরূপের সমগ্রতা ও অবস্থান আছে। সেবানন্দ আশ্রয়ের রূপ গ্রহণ করিয়া মানবজাতির প্রতি যে দয়া প্রকাশ করিয়াছেন, মানবজাতি সেরূপ আর কাহারও নিকট প্রাপ্ত হন নাই। প্রয়োজনতত্ত্ববিজ্ঞান যাঁহার কৃপায় পূর্ণতম-ভাবে প্রকাশিত হইয়াছে তাঁহার অনুশীলনে সেবার দ্বারাই জীবের ভোক্তৃভাবের অহঙ্কার চিরতরে বিদূরিত হয়।

বিশ্বমানব জগতের স্পষ্ট ও প্রচ্ছন্ন ভোগি-কুলকেই বিশেষজ্ঞ বলিয়া ধারণা করিয়া নির্ব্বিশেষ জড়তাকেই নিত্যচিদানন্দ বস্তুর বৈশিষ্ট্য বলিয়া মনে করেন; কিন্তু আমি ঐ ঐ রাজ্যের বিশেষজ্ঞ বা পারদর্শী না হওয়ায় আমার নিকট ঐ রাজ্যের বর্ণন পাওয়া যাইবে না। তবে শ্রীচৈতন্যদেবের বৈশিষ্ট্য কীর্ত্তনে আপনাদিগের নিকট যে অধিকার লাভ করিতেছি সেই আশীর্ব্বাদই আমার সম্বল। শ্রীচৈতন্যদেবের বৈশিষ্ট্য কীর্ত্তন করিবার পক্ষে শ্রীল সনাতন গোস্বামী ও তাঁহার অনুগগণ যে অমৃত বর্ষণ করিয়া-ছেন, সেই সকলই আমার একমাত্র উপকরণ জ্ঞানে সেই সুধার ধারা ধারণ করিয়া আমি তাঁহার বৈশিষ্ট্যে প্রবেশ করিতেছি।

আমরা ভোক্তাভিমানে বদ্ধতাবাপন্ন হইলে শ্রীচৈতন্যবস্তুর স্বরূপ-দর্শনে আমাদের যোগ্যতা হয় না, কারণ প্রাকৃত কাম বা প্রাকৃত জ্ঞান আমাদিগকে অন্যাভিলাষী, কর্ম্মফলভোগী বা মায়াবাদী করিয়া তোলে। ভগবদ্বস্তুকে প্রকৃতি-জাত ভোগ্যবস্তুজ্ঞান করিলে তাঁহার সন্ধান পাওয়া যায় না; উহা আত্মবঞ্চনা মাত্র। প্রাকৃতবস্তুমাত্রই বদ্ধজীবভোগ্য, কিন্তু ভগবানের নাম, রূপ, গুণাদি ঐরূপ বদ্ধজীবভোগ্য নহেন। অপ্রা-কৃত বৈকুণ্ঠবস্তু স্বভাবতঃ নিরপেক্ষ ও বদ্ধ-জীবের ইন্দ্রিয়জজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত নহেন।

প্রাণি-জগৎকে বিশ্লেষণ করিলে এবং পারমার্থিকগণের 'আদমসুমারী' হইলে দেখা যায় যে, ভগবদ্ভক্তগণের সংখ্যা অত্যন্ত অল্প যে তথাকথিত কোটী জীবন্মুক্তগণের মধ্যে একজন ভগবদ্ভক্ত পাওয়া কঠিন।

আর্ত্ত, জিজ্ঞাসু, অর্থার্থী ও জ্ঞানী—এই চারি প্রকার মানবের মধ্যে সৌভাগ্য-বশে কেহ ভগবদ্ভক্তি লাভ করেন; কিন্তু সেই সেই অবস্থায় অবস্থিত হইলেই ভক্ত হওয়া যায় না। ধর্ম্মার্থ কাম-মোক্ষকামী সকলেই অশান্ত; ঐ বিষয় ভোগ-বাসনার হস্ত হইতে তাঁহাদের নিস্তার নাই। কিন্তু নির্ম্মল নিরপেক্ষ আত্মার স্বাভাবিকী বৃত্তিই ভগবৎসেবা; তাহাতে অশান্তি নাই।

জীবের কর্তৃত্বাভিমান উপস্থিত হইলেই গুণত্রয়ের দাস্য বরণ করিয়া বদ্ধাবস্থা লাভ করিতে হয় এবং স্বরূপবিস্মৃত হইয়া চৈতন্য-হীন হইতে হয়। আবার চৈতন্যহীন অবস্থায় এক বদ্ধজীব অপর বদ্ধজীবের ভোগ্য হইয়া পড়েন। নিরভিমান না হইলে তিনি বাচক-নামের সেবা করিতে পারেন না, আবার বাচক-নামের সেবা ব্যতীত বাচ্য নামীর-সেবা সান্নিধ্য লাভ অসম্ভব।

(৩)

পাশ্চাত্য দার্শনিকগণের কর্তৃ ও কর্ম্ম-সত্তাগত বিচারমূলক ধর্ম্ম হইতে [illegible] দেবের বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়। কর্তৃসত্তাগত বিচারে নীতির উচ্চাকাঙ্ক্ষা সংশ্লিষ্ট থাকায় তাহা জাগতিক নীতিবাধ্য; অপরটি কর্ম্ম-সত্তাগত সার্ব্বভৌমিক দৃশ্যের অন্তর্গত ভাবের অধীন। আবার জাগতিক নীতি-সমূহ ত্রিবিধ গুণাশ্রিত। সুতরাং গুণজাত জগৎ হইতে সম্পূর্ণরূপে বিমুক্ত না হইলে পরতম বাস্তববস্তু বিষ্ণুর একমাত্র সেবায় নিযুক্ত হইবার অবকাশ হয় না।

অকিঞ্চন বিষ্ণুভক্তের জাগতিক কোন কামনা না থাকায় তাঁহারা জাগতিক পাপ-পুণ্য ভোগের অধীন নহেন; তাঁহারা বাস্তব বস্তুর সেবা-নিরত থাকায় আধুনিক পাশ্চাত্য দার্শনিকের মনোভোক্তৃত্ব (Subjective) ও মনোভোগ্যত্বমূলক (Objective) ধর্ম্ম সমূহের অন্তর্ভুক্ত নহেন। শ্রীগৌরসুন্দর বদ্ধজীবভোগ্য 'প্রাকৃত' ও মুক্তজীবসেব্য ভাগবতের 'অপ্রাকৃত' বিচারের বৈশিষ্ট্য প্রদান করিয়াছেন।

জাগতিক মানবোচিত ব্যাপারের আরোপে ভোগবাদ সংশ্লিষ্ট Anthropomorphism তারপর Zoomorphism, Phytomorphism, Polyzoism, Hylozoism প্রভৃতি যে-সমস্ত আরোপবাদ দৃষ্ট হয়, তাহাদের সকলগুলিই প্রাকৃত বলিয়া ঐরূপ মানবকল্পিত মতবাদের দ্বারা অবর জগৎ হইতে বরণীয় নিত্য-জগতে লইয়া যাইবার প্রথাকে শ্রীচৈতন্যদেব আদর করেন নাই।

(৪)

ভগবদ্বিষয়ের ধারণা ঐতিহ্যমূলা নহে। যাহা প্রাকৃত নায়কপূজা, তাহা অপ্রাকৃত নায়ক ভগবানের স্বরূপের পূজা নহে। জাগতিক ও কালাধীন ধর্ম্মের অন্তর্গত যে ভগবান্ বা ধর্ম্মের ধারণা, তাহা শ্রীচৈতন্য-দেবের ধর্ম্ম হইতে পৃথক। অপ্রাকৃত বিষ্ণুকলেবরের শ্রৌতবাণীই ভগবদ্বস্তুর নিত্য অধিষ্ঠানের বিচিত্রতা-জ্ঞাপক ও ইহাই তাঁহার অনুমোদন বৈশিষ্ট্য। আবার জাগতিক ভাববিশেষ সমূহ পরিহার করিয়া জাগতিক অভাব নির্ব্বিশেষ স্থাপন-মূলে দৃশ্যজগতে মায়াবাদীর যে বিশ্বাস স্থাপনাভাব পরিলক্ষিত হয়, মহাপ্রভু তাহারও আদর করেন নাই।

মায়াবাদীর জড়ভোগ-প্রবণ অস্থিরা বুদ্ধি চিদ্বিচিত্রতা-বিরোধী হওয়ায় উহা আবৃত ও বিক্ষিপ্ত, তজ্জন্য আত্মার নিত্য বৃত্তি ভক্তি ঐ বুদ্ধির নিকট লুপ্ত ও [illegible]। ঐরূপ বুদ্ধিভ্রান্তি সেবোন্মুখতা বৃত্তিকে চির-তরে স্তব্ধ করিতেছে। উহাই [illegible] অপরাধের লক্ষণ। ভোগসাহিত্য ও [illegible] রাজ্যের বিচার হইতেই ভগবানে জাগতিক জড়ধর্ম্মারোপ [illegible] হয়। এই [illegible] অপরাধ সামান্য প্রায়শ্চিত্ত লাভ হয় [illegible] অজ্ঞানরাজ্যের [illegible] পাপের ক্ষতি [illegible] পূরণ হয় কিন্তু অপরাধ চিদ্রাজ্যে [illegible] প্রতিবন্ধক।

জাগতিক পাপ বা পুণ্য প্রবৃত্তি জীবের সেবাবিমুখ ভোগপ্রবৃত্তি হইতেই উদিত [illegible]। কিন্তু অপরাধ কেবল সেবাবিমুখতা মাত্র নহে, পরন্তু সেব্যের চরণে একেবারে [illegible] চেষ্টা। যে স্থানে জ্ঞাতৃত্ব, জ্ঞান ও [illegible] একীভূত হইয়া ভোগ নির্ব্বিশেষ হয়, সেখানে আত্মবধের [illegible] জনিত ভগবদ্বিদ্বেষ [illegible] এবং তাহার মূলে [illegible] নিত্যভোগের চিত্তবৃত্তি অবস্থিত।

[বক্তৃতার অবশিষ্ট মর্ম্ম আগামীকল্য প্রকাশিত হইবে। নঃ সঃ]

ফেরারী আশ্রয়দানের মামলা

২০শে আগষ্ট নোয়াখালির দায়রা-জজ শ্রীযুত কে, দে আই-সি-এস কর্ত্তৃক চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন মামলার ফেরারী আসামীকে আশ্রয়দান সম্পর্কে অপর এক মামলার আপীলের রায় প্রদত্ত হয়। তিনি গিরীন্দ্র ঘোষের দণ্ড বহাল রাখেন এবং ভৈরব ঘোষকে অব্যাহতি প্রদান করেন। আপীলকারীদ্বয় অস্ত্রাগার লুণ্ঠন মামলার ফেরারী আসামী সরোজকান্তি গুহকে আশ্রয়দানের অভিযোগে ভারতীয় দণ্ডবিধির ২১৬ ধারা অনুযায়ী জনৈক স্পেশাল ম্যাজিষ্ট্রেট কর্ত্তৃক দণ্ডিত হয়। সরোজকান্তি পরে অতিরিক্ত অস্ত্রাগার মামলায় যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছে। বিচারক সিদ্ধান্ত করেন, যে, ভৈরব ঘোষের মামলা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ভিত্তির উপর অবস্থিত অথবা অবস্থার উপর নির্ভর করে। ভৈরব ঘোষ সম্পূর্ণরূপে রাজভক্ত এবং কংগ্রেস অথবা অন্য কোনরূপ শান্তিভঙ্গকারী আন্দোলনের সহিত তাহার সংস্রব নাই বলিয়া তদন্তকারী পুলিশ কর্ম্মচারী স্বীকারোক্তি সম্বন্ধে বিবেচনা করেন।

সরকার পক্ষের মামলার প্রকাশ, কোনরূপ সংবাদ পাইয়া পুলিশ ১৯৩০ খৃষ্টাব্দে ৩রা আগষ্ট তারিখে অতি প্রত্যুষে সহর হইতে পাঁচ মাইল দূরবর্ত্তী ধরনপুর গ্রামে ৭০ বৎসর বয়স্ক বৃদ্ধ আসামী ভৈরব ঘোষের গৃহে হানা দিয়া সরোজকান্তি গুহকে আসামী গিরীন্দ্র ঘোষের (২৮) সহিত একই বিছানায় তাহার বৈঠকখানা ঘরে, এবং বঙ্কিমচন্দ্র সেন নামে অপর এক রাজনৈতিক সন্দেহভাজন ব্যক্তির সহিত নিদ্রা যাইতে দেখে। পুলিশ ভৈরব ঘোষ, গিরীন্দ্র ঘোষ, সরোজকান্তি গুহ এবং বঙ্কিম সেন সকলকেই গ্রেপ্তার করে। বঙ্কিমের বিষয় পরে বঙ্গীয় সংশোধিত ফৌজদারী আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা করা হয়। সদরের জনৈক স্পেশ্যাল ম্যাজিষ্ট্রেট কর্ত্তৃক ভৈরব এবং গিরীন্দ্র নামে দুই জন আসামীর বিচার হয় এবং ভৈরব ঘোষের প্রতি ছয়মাস সশ্রম কারাদণ্ডসহ ৫ শত টাকা জরিমানা অনাদায়ে আরও ছয় মাস কারাদণ্ড প্রদত্ত হয়। এবং গিরীন্দ্র ঘোষের প্রতি ছয় বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হয়।

সরকার পক্ষে সরকারী উকিল মৌলভী আবদুল গফরান এবং আসামী আপীলকারীদ্বয়ের কুমিল্লার এডভোকেট শ্রীযুত কামিনীকুমার দত্ত এবং শ্রীযুত নরেন্দ্রকুমার গুহ রায় মামলা চালান।

লাহোর জেলে চুরি

লাহোর সেন্ট্রাল জেল হইতে কুইনাইন চুরি যাওয়াতে পাঁচজন জেল কর্ম্মচারী সাময়িকভাবে কর্ম্মচ্যুত হয়। পুলিশ এই সম্পর্কে ভারপ্রাপ্ত জেলার-কম্পাউণ্ডারকে গ্রেপ্তার করিয়াছে। তদন্তের ফলে জানিতে পারা গিয়াছে যে, কুইনাইন ব্যতীত আরও অন্যান্য দ্রব্য জুয়াচুরির দ্বারা জেল হইতে সরান হইয়াছে।

তারের ঠিকানা— 'শ্রীধাম' নবদ্বীপ
ডাকের ঠিকানা—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

দৈ নি ক

Reg No C 1544

নদীয়া প্রকাশ

THE
NADIA-PRAKASH

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩৷৹
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র।

সাহায্যের হার
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸৹
মাসিক ৲
নগদ
প্রতি সংখ্যা ৴৫

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৮ম খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বেদান্তবাচস্পতি [১৫৪শ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর—১৪ই ভাদ্র বুধবার ১৩৪০, ৩০শে আগষ্ট ১৯৩৩

মধ্যপ্রদেশের গবর্ণর

সার হাইড্ ক্ল্যারেনডন গাউয়ান

সার হাইড্ ক্ল্যারেনডন্ গাউয়ান মধ্যপ্রদেশের গবর্ণর নিযুক্ত হইয়াছেন। তিনি বিলাত হইতে ভারত রওনা হইলেন।

আসিরিয়া গোষ্ঠিপতি মাসিমুনের লীগে দরখাস্ত

আসিরিয়ার গোষ্ঠীপতি মাসিমুন লীগে একখানি আবেদন করিয়াছেন আবেদনে তিনি ইরাক সরকারের উপর বিশেষ দোষারোপ করিয়া বলিয়াছেন, বৃটেনের সঙ্গে ইরাকের যে মিলন চুক্তি হইয়াছিল, ইরাক তাহা ভঙ্গ করিয়াছেন। লীগ মাসিমুনের আবেদন আইন সদস্য এবং অন্যান্য সদস্যদিগের গোচর করিয়াছেন।

গোধুম জমির পরিমাণ হ্রাস ঘোষণা স্থগিত

লণ্ডন বৈঠকের ফলাফল আসন্নবর্ত্তী হওয়ায় মিঃ ওয়ালেস যুক্তরাষ্ট্রে গোধুম জমির পরিমাণ হ্রাস সম্পর্কীয় ঘোষণা আগামী শুক্রবার অথবা শনিবার পর্য্যন্ত স্থগিত রাখিয়াছেন।

ডাঃ মেটার চিকিৎসা আরম্ভ

মহাত্মা গান্ধী আজ ভাল ছিলেন। জলচিকিৎসক ডাঃ মেটা অপরাহ্নে মহাত্মাজীর গাত্রমর্দ্দন করায় তাঁহার বিশ্রামলাভের পক্ষে অনেকটা সাহায্য হয়।

ডাক্তারেরা আর পরীক্ষা করেন নাই কিংবা সন্ধ্যাকালে কোন বুলেটিনও প্রকাশিত হয় নাই। ইহা হইতে স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে, মহাত্মাজী ক্রমেই স্বাস্থ্যলাভ করিতেছেন।

উরগাঁও খনি দুর্ঘটনা

২৬শে আগষ্ট প্রাতঃকালে যে খনিতে পাহাড় ধসিয়া পড়িয়াছে, সেই খনি হইতে আরও তিনজন কুলীর মৃতদেহ উদ্ধার করা হইয়াছে। একজন এখনও নিরুদ্দিষ্ট আছে। পোলজন আহত নারী ও হাসপাতালে আছে। কনট্রাক্টর ভয়াদো অক্ষম। ছয়জন সামান্য আঘাত পাইয়াছিল, তাহাদের আঘাত ব্যাণ্ডেজ করিয়া তাহাদিগকে হাসপাতাল হইতে বিদায় দেওয়া হইয়াছে।

শোলাপুরে সং কোঃ আইনের ৭ ধারা জারী

বোম্বাই গবর্ণমেণ্টের প্রকাশিত এক অতিরিক্ত গেজেটে প্রকাশ যে, হইতে শোলাপুর জেলায় সং কোঃ আইনের ৭ধারা জারী করা হইল। উক্ত ধারায় লিখিত আছে যে, যদি কেহ অপরকে কার্য্য করিতে বাধা প্রদান করে অথবা তাহার কার্য্যের ক্ষতি করে অথবা তাহার কার্য্যালয়ের নিকটে ঘুরিয়া বেড়ায় তাহা হইলে উক্ত আইন অনুসারে তাহার দণ্ড হইবে।

সীমান্ত যুদ্ধে স্ত্রীলোক সৈন্য

সীমান্তের অপর পার্শ্বের পার্ব্বত্য উপজাতির লোকেরা বলে যে, আপার মোমন্দগণ যুদ্ধের জন্য তাহাদের সমস্ত শক্তি সমবেত করিতেছে এবং তরুণী স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে যাহারা ইচ্ছুক তাহাদিগকে পর্য্যন্ত তাহাদের সঙ্গে সহযোগিতা করিতে বলা হইয়াছে। প্রথমে এই সব স্ত্রীলোককে রিজার্ভ সৈন্যদল-স্বরূপ রাখা হইবে এবং তাহাদের প্রধান কর্ত্তব্য হইবে পুরুষদিগকে সর্ব্বপ্রকার সাহায্য।

মহাজনী বিলের বৈশিষ্ট্য

শুক্রবার ব্যবস্থাপক সভায় যে বঙ্গীয় মহাজনী বিল পাশ হইয়াছে তাহা হাই কোর্টের সাধারণ আদিম বিভাগের ক্ষমতাভুক্ত বিষয় অতিক্রম না করিয়া বাঙ্গালার সর্ব্বত্র কার্য্যকরী হইবে এই নূতন আইনে নিম্নলিখিত রূপ বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান রহিয়াছে :—

(১) সম্পত্তি বন্ধক রাখিয়া যে টাকা কর্জ লওয়া হইবে বা ১৯১৮ খৃষ্টাব্দে হইতে যে টাকা কর্জ লওয়া হইয়াছে তাহার উপর শতকরা পনর টাকার অতিরিক্ত সুদ আদালত অযথা কঠোর বলিয়া অভিমত প্রকাশপূর্ব্বক তদনুযায়ী কার্য্য করিতে পারিবেন।

(২) যে কোনও পুরাতন ঋণের সুদের পরিমাণ আসল টাকার পরিমাণ অতিক্রম করিলে তাহা আদালত অগ্রাহ্য করিবেন। ভবিষ্যতে কোনও ঋণের আসল টাকা অপেক্ষা সুদের পরিমাণ অধিক হইলে ঐ আদালত হইতে ডিক্রী পাওয়া যাইবে না।

(৩) যে কোনও ঋণে চক্রবৃদ্ধি হারে সুদের ব্যবস্থা থাকিলে তাহার সুদের হার বার্ষিক দশ টাকার অধিক ধার্য্য করা যাইবে না।

(৪) দায়িকের দাবীমত প্রত্যেক মহাজন ঋণের যাবতীয় হিসাবের তালিকা দায়িককে প্রদান করিবেন। মহাজন উহা প্রদান না করিলে মধ্যবর্ত্তী সময়ের জন্য সুদ দাবী করিতে পারিবেন না। কোনও দায়িক হিসাবের তালিকা প্রাপ্তির প্রথম দাবীর পর ছয় মাস অতীত না হইবার পূর্ব্বে পুনরায় হিসাব চাহিতে পারিবেন না।

মানুষ অপহরণের সাজা মৃত্যু দণ্ডের বিধান জারী

নিউইয়র্ক রাষ্ট্র পরিষদ মানুষ অপহরণের অপরাধের জন্য মৃত্যুদণ্ড বিধানের প্রস্তাব সমর্থন করিয়াছে। যদি অপহৃত ব্যক্তিকে অভিযুক্ত লোকের বিচারকালের মধ্যেও ফিরাইয়া দেওয়া না হয়, তাহা হইলে মৃত্যুদণ্ডের বিধান হইবে। অন্যান্য স্থলে বিশ বৎসর হইতে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা চলিবে।

ছয় আনায় সন্তান বিক্রী

জনৈকা স্ত্রীলোক কি অবস্থায় তাহার ১টি শিশু সন্তান ছয় আনা মূল্যে বিক্রী করে, তৎসম্পর্কে সরুনচেড়া হইতে এক মর্ম্মস্পর্শী সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। উক্ত স্ত্রীলোকটি জাতিতে মুসলমান। সে সম্প্রতি হাসপাতাল হইতে বিদায়কালে পথিমধ্যে অর্থের প্রয়োজনে শিশু সন্তানটিকে বিক্রী করে। সে উক্ত হাসপাতালেই সন্তানটি প্রসব করে।

এম্পায়ার ইকনমিক অর্গেনাইজেশন

ব্যবস্থা পরিষদে মিঃ জে এন সিংএর প্রশ্নের উত্তরে স্যার যোসেফ ভোর বলেন ভারত সরকার এম্পায়ার ইকনমিক অর্গেনাইজেশনে বার্ষিক ২৮৮০ পাউণ্ড কাহারা দিতে সম্মত হইয়াছেন।

মিঃ এন এস যোশী—এই প্রতিষ্ঠানে ভারতবাসী নিয়োগ করা হয় কি ?

স্যার যোসেফ ভোর—অনুসন্ধান করিব।

মিঃ এস সি মিত্র—কার্য্যনির্ব্বাহক মণ্ডলীতে কোনও ভারতীয় আছে ?

স্যার যোসেফ ভোর—বোধ হয় হাই কমিশনার আছেন।

শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার পরিব্রাজকগণ

পরিব্রাজকগণের নাম	বর্ত্তমান ঠিকানা	পরিব্রাজকগণের	বর্ত্তমান ঠিকানা
১। শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ	শ্রীধাম মায়াপুর	৮। শ্রীভক্তিশ্রীরূপ পুরী	বৃন্দাবন
২। শ্রীভক্তিবিবেক ভারতী	কলিকাতা	৯। শ্রীভক্তিস্বরূপ পর্ব্বত	কলিকাতা
৩। শ্রীভক্তিবিশ্রান্তি আশ্রম	নৈমিষারণ্য	১০। শ্রীভক্তিবিলাস গভস্তি নেমি	কলিকাতা
৪। শ্রীভক্তিপ্রকাশ অরণ্য	কলিকাতা	১১ শ্রীভক্তিরক্ষক শ্রীধর	কলিকাতা
৫। শ্রীভক্তিহৃদয় বন	কলিকাতা	১২। শ্রীভক্তিভূদেব শ্রৌতী	কাশী
৬। শ্রীভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি	নৈনিতাল	১৩। শ্রীভক্তিপ্রসূন বোধায়ন	কলিকাতা
৭। শ্রীভক্তিকেবল সাগর	কলিকাতা		

শুদ্ধভক্তিমঠসমূহ

শ্রীচৈতন্য মঠ

আকর মঠরাজ

প্রাচীন নবদ্বীপ, ডাকঘর শ্রীমায়াপুর, নদীয়া, (টেলিগ্রাম—'শ্রীধাম' নবদ্বীপ)

সেব্যবিগ্রহ—শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-বিনোদপ্রাণ জিউ।

এই মঠরাজে পারমার্থিক দৈনিকপত্র সাত্বত-সম্প্রদায়ের অপ্রকাশিত ও সুপ্রাচীন গ্রন্থরাজি প্রচারকল্পে 'নদীয়া-প্রকাশ' যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন এখানে প্রতিবৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমানুষ্ঠান ও অগণিত ভক্তগোষ্ঠিসহ কীর্ত্তন প্রযোগমুখে জন্মোৎসবাদি ভক্তাঙ্গ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। প্রচারক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ। রক্ষক—সেবাবিগ্রহ শ্রীপাদ নরহরি ব্রহ্মচারী। সহকারী—ভক্ত্যালোক শ্রীপাদ মহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী, পণ্ডিত শ্রীপাদ গোরদাস ব্রহ্মচারী কাব্যব্যাকরণতীর্থ ভক্তিশাস্ত্রী উপদেশক, ডাঃ যোগেন্দ্রচন্দ্র মুখার্জি ভক্তিরত্ন, শ্রীপাদ নন্দগোপাল ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীপাদ শুভবিলাস দাসাধিকারী ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীপাদ বীরচন্দ্র ব্রহ্মচারী।

(২) শ্রীগৌড়ীয় মঠ

১৬ নং কালিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

টেলিফোন বি, বি, ৪১১৫

সেব্যবিগ্রহ—শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-বিনোদানন্দ জিউ।

মঠরক্ষক—আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ-ভক্তিশাস্ত্রী ভাগবতরত্ন। সহকারী—পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ বি-এ, শ্রীপাদ রাসবিহারী ব্রহ্মচারী ভক্তিজ্যোতিঃ, শ্রীপাদ জগদ্বন্ধু দাসাধিকারী ভক্তিবান্ধব বি-এ, ব্রহ্মচারী শ্রীকীর্ত্তনানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীপ্যারীমোহন, পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ পরবিদ্যালঙ্কার ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য, শ্রীঅপ্রাকৃত দাসাধিকারী ভক্তিশাস্ত্রী বি-এ, শ্রীকৃষ্ণকান্তি দাসাধিকারী ভক্তিশাস্ত্রী বি-এল, শ্রীপাদ জয়গোপাল দাসাধিকারী, শ্রীসুন্দরগোবিন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীপূর্ণানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীকবিভূষণ ব্রহ্মচারী।

(৩) যোগপীঠ শ্রীমন্দির

রক্ষক—শ্রীপাদ নিত্যানন্দ ব্রজবাসী সেবাকোদণ্ড, সহকারী—শ্রীপাদ বনমালি দাসাধিকারী। শ্রীসাধন দাস অধিকারী।

(৪) শ্রীবাস-অঙ্গন

রক্ষক—শ্রীপ্রভাতকুসুম ব্রহ্মচারী, সহকারী—শ্রীপাদ ব্রজেন্দ্র দাসাধিকারী।

(৫) অদ্বৈত-ভবন

রক্ষক—শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, শ্রীগোকুলদাস বাবাজী।

(৬) কাজীর সমাধিপীঠ

প্রাচীন মায়াপুর, বামনপুকুর (নদীয়া)

রক্ষক—শ্রীবিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী কৃতিরত্ন।

(৭) স্বানন্দ সুখদ-কুঞ্জ

শ্রীগোদ্রুম, স্বরূপগঞ্জ (নদীয়া)

রক্ষক—ডাক্তার কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম ভক্তিশাস্ত্রী এল, এম, এফ।

(৮) শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয় মঠ

ময়মনসিংহ।

রক্ষক—শ্রীসত্যব্রত ভক্তিশাস্ত্রী এম-এ, বি-এল, সহকারী—শ্রীউদ্ধবদাস ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীউরুক্রম দাসাধিকারী প্রভৃতি।

(৯) শ্রীগৌর-গদাধর-মঠ

চাপাহাটী, সমুদ্রগড়, (বর্দ্ধমান)

রক্ষক—শ্রীদীনদয়ার্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী।

(১০) শ্রীরূপগৌড়ীয়-মঠ

৮এ সাউথ মালাকা প্রয়াগ ষ্টট, পি

সেব্যবিগ্রহ—শ্রীশ্রীবিনোদকিশোর জিউ

রক্ষক—অতুলানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী।

(১১) শ্রীমোদদ্রুমছত্র

মাউগাছি, জান্নগর, বর্দ্ধমান।

রক্ষক—শ্রীনন্দবিহারী ব্রজবাসী।

(১২) ভাগবত আসন

শ্রীভাগবত প্রেস, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

রক্ষক—শ্রীপাদ যজ্ঞেশ্বর দাসাধিকারী, ভক্তিযজ্ঞ, সহকারী—শ্রীঅঘদমন ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী।

(১৩) শ্রীএকায়ন মঠ

গোবিন্দপুর, হাঁসখালী, নদীয়া।

রক্ষক—গোস্বামী ভট্টাচার্য্য প্রভু শ্রীরমানাথ, সহকারী—শ্রীকৃপাসিন্ধু দাসাধিকারী।

(১৪) শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয় মঠ

৯০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা।

সেব্যবিগ্রহ—শ্রীশ্রীবিনোদকান্ত জিউ

রক্ষক—শ্রীরাধাবল্লভ ব্রজবাসী, সহকারী—শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ, বি-এ,

(১৫) শ্রীগোপালজী মঠ

কমলাপুর, ঢাকা।

রক্ষক—শ্রীদয়ালদাস অধিকারী

(১৬) শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ

রক্ষক—নবগৌরাঙ্গ ব্রহ্মচারী,

(১৭) শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ

চিকালয়া, বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর।

রক্ষক—শ্রীভগবানদাস ব্রজবাসী ভক্তিব্রত,

(১৮) আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রম

পোঃ রাজবাঁধ বর্দ্ধমান।

সেব্যবিগ্রহ—শ্রীশ্রীবিনোদপ্রকাশ জিউ

রক্ষক—শ্রীহরিপদ ব্রহ্মচারী, ও ব্রহ্মচারী শ্রীফেনপানন্দ।

(১৯) শ্রীপুরুষোত্তম মঠ

স্বর্গদ্বার, পুরী, উড়িষ্যা।

সেব্যবিগ্রহ—শ্রীশ্রীবিনোদমাধব জিউ

রক্ষক—আচার্য্য শ্রীপরমানন্দ ব্রহ্মচারী বিদ্যারত্ন.

(২০) ত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয় মঠ

রক্ষক শ্রীপাদ পরমেশ্বরীপ্রসাদ দাসাধিকারী।

(২১) শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ

আলালনাথ, ব্রহ্মগিরি পোঃ, পুরী।

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীবিপিনবিহারী।

(২২) শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ

উড়িয়াবাজার, কটক।

সেব্যবিগ্রহ—শ্রীশ্রীবিনোদরমণ জিউ

রক্ষক—শ্রীগদাধর দাসাধিকারী

(২৩) শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ

১নং রামাপুরা কাশী।

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ।

সহকারী—শ্রীনৃসিংহানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীনবদ্বীপ ব্রহ্মচারী।

(২৪) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ

নরহরি সরকার ঠাকুরের কুঞ্জ, পুরাণবাজার শ্রীধাম বৃন্দাবন।

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিশ্রীরূপ পুরী, সহকারী—শ্রীগণপতিনাথ ব্রহ্মচারী।

(২৫) শ্রীপরমহংস মঠ

নৈমিষারণ্য, সীতাপুর

সেব্যবিগ্রহ—শ্রীশ্রীবিনোদবিলাস জিউ

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিশ্রান্তি আশ্রম

(২৬) শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ

ডুমুরকুণ্ডা, চিরকুণ্ডা, মানভূম।

রক্ষক—শ্রীরমানাথ অধিকারী।

(২৭) ব্যাসগৌড়ীয় মঠ

সেব্যবিগ্রহ—শ্রীশ্রীবিনোদরাম জিউ

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীমদনজী।

(২৮) ব্রাহ্মণপাড়া প্রপন্নাশ্রম-মঠ

ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাস্থ, কাবধা

এখানে ষড়্ভুজমূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা বর্ত্তমান। রক্ষক—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ ব্রজবাসী

(২৯) দিল্লী গৌড়ীয় মঠ-কার্য্যালয়

৪৩ নং হনুমান রোড, নিউ দিল্লী

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি। সহকারী—শ্রীভুবনেশ্বর ব্রহ্মচারী ভক্তিবিবেক।

(৩০) গোয়ালপাড়া-প্রপন্নাশ্রম

রক্ষক—ব্রহ্মচারী শ্রীরাধারমণ

(৩১) মাদ্রাজগৌড়ীয় মঠ

নং গোপালপুরম্, ক্যাথেড্রাল, মাদ্রাজ

রক্ষক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন

সহকারী—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ,

(৩২) শ্রীরামানন্দগৌড়ীয় মঠ

কভুর, ওয়েষ্ট গোদাবরী,

রক্ষক—শ্রীকৃষ্ণানন্দ ব্রহ্মচারী। সহকারী—শ্রীনিমাইচরণ দাসাধিকারী

(৩৩) বাদলগোপাল পাট

কাঠালপুল, চাকদা, নদীয়া

রক্ষক—শ্রীহরিকিশোর ব্রহ্মচারী

দৈনিক

নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক পত্র

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

সপ্তম বর্ষ, { ১৭ হৃষীকেশ গৌরাব্দ ৪৪৬, ১৭ই ভাদ্র বঙ্গাব্দ ১৩৩৯, ২রা সেপ্টেম্বর ইং ১৯৩২ শুক্রবার } ১৫৩তম সংখ্যা

কলিকাতায় বিরাট সংকীর্ত্তন

কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠের বার্ষিক উৎসব উপলক্ষে প্রতি বৎসরই কলিকাতা মহানগরীতে তিনটী বিরাট সঙ্কীর্ত্তন-শোভাযাত্রা বাহির হয়—এ সংবাদ পাঠকগণ বোধ হয় অবগত আছেন। এ বৎসরের প্রথম সঙ্কীর্ত্তন-শোভাযাত্রার বিবরণ ইতঃপূর্ব্বে নদীয়া-প্রকাশে প্রকাশিত হইয়াছে। দ্বিতীয় শোভাযাত্রাটী বাহির হইয়াছিল গত ২৭শে আগষ্ট, শনিবার। এই শোভাযাত্রার সেনানীগণ সঙ্কীর্ত্তন সেনাপতি আচার্য্যবর্য্যের আনুগত্যে শ্রীমঠ হইতে শ্রীগৌরাঙ্গ গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারী জিউর জয়ধ্বনিসহ মৃদঙ্গ-করতাল শঙ্খ-ঘণ্টার সুমঙ্গল-মন্ত্রে সঙ্কীর্ত্তন-তরঙ্গে নৃত্য করিতে করিতে বহির্গত হইয়া কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার ষ্ট্রীট, চিৎপুর রোড, শোভাবাজার ষ্ট্রীট, গ্রে ষ্ট্রীট, ট্রামরোড, দাঁন্দাহাটা ষ্ট্রীট, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, হ্যারিসন রোড, বারাণসী ঘোষের ষ্ট্রীট, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট পরিভ্রমণান্তে শ্রীমঠে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। চিৎপুর রোড দিয়া যাইবার সময় শোভাযাত্রা বাগবাজারের সুপ্রসিদ্ধ শ্রীমদনমোহনের শ্রীমন্দিরে প্রবেশ করিয়া শ্রীবিগ্রহের সম্মুখে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করেন এবং বারাণসী ঘোষের ষ্ট্রীট অতিক্রম করিবার সময় সুপ্রসিদ্ধ জমিদার পরম ভাগবত শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ ঘোষ মহাশয়ের ভবনে গমন করিয়া সঙ্কীর্ত্তন করিতে থাকেন। ভক্তবর নরেন বাবু তদীয় গৃহে শোভাযাত্রার শুভবিজয় বার্ত্তা পূর্ব্ব হইতেই অবগত হইয়া শুদ্ধভাগবতগণের সম্বর্দ্ধনার্থ স্বীয় ভবন হইতে রাজপথ পর্য্যন্ত সরণি সমূহ বস্ত্র-বিমণ্ডিত করিয়া রাখিয়াছিলেন। তাঁহার সেবা-চেষ্টা সর্ব্বতোভাবে প্রশংসনীয়।

———

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতা

গত ২০শে আগষ্ট রবিবার অপরাহ্ণ ৫॥ টার সময় কলিকাতা বাগবাজারস্থ শ্রীগৌড়ীয়-মঠের সারস্বত নাটমন্দিরে "আপেক্ষিক জগৎ" (Relative world) সম্বন্ধে একটী বক্তৃতার বিজ্ঞাপন কয়েক দিবস পূর্ব্বেই ঘোষিত হইয়াছিল। ঐ বক্তৃতার বক্তা ছিলেন বর্ত্তমান যুগাচার্য্য গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ৈকসংরক্ষক পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ। বক্তৃতাটী ইংরাজী ভাষাতে হইয়াছিল। বক্তৃতা আরম্ভ হইবার নির্দ্দিষ্ট সময়ের বহু পূর্ব্ব হইতেই সুবিস্তৃত নাটমন্দিরটী জাতি ও ধর্ম্মসম্প্রদায়-নির্ব্বিশেষে বহু শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত হিন্দু পারসী, খৃষ্টান প্রভৃতি সজ্জন ব্যক্তিগণের দ্বারা পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছিল। বক্তৃতা আরম্ভ হইবার সময় আর নাটমন্দিরে বসিবার স্থান না থাকায় অনেককেই অতি কষ্টে দণ্ডায়মান হইয়া বক্তৃতা শুনিবার সুযোগ করিয়া লইতে হইয়াছিল।

সভার প্রারম্ভে শ্রীযুক্ত হরিপদ বিদ্যারত্ন এম এ, বি এল্-মহোদয় "মন তব কেন এ সংশয়!" এই মহাজন পদাবলীটী মৃদঙ্গ করতালের সহিত কীর্ত্তন করেন। কীর্ত্তন সমাপ্ত হইলে পর পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ সভামহোদয়গণকে সাদরে আহ্বান করত বলেন,—"অদ্যকার সভায় বক্তৃতাটী ইংরাজী ভাষায় হইবার সম্বন্ধে একটা কৈফিয়ৎ প্রদান করা আবশ্যক মনে করি। কারণ, অনেকেই হয়ত মনে করিতে পারেন যে, শ্রীগৌড়ীয় মঠের সভায় এইরূপ ইংরাজী ভাষায় বক্তৃতার ব্যবস্থা কেন? ইহার উত্তরে আমি বলি যে, শ্রীগৌড়ীয়মঠ যে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের চৈতন্যবাণী প্রচার করিতেছেন, তাহা কেবলমাত্র বঙ্গদেশে সীমাবদ্ধ নহে। শ্রীচৈতন্যদেব জগতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন সমস্ত অচৈতন্য বিশ্বকে চেতনবাণীদ্বারা উদ্বুদ্ধ করিবার জন্য। তাঁহার সেই চেতনবাণী আজ তাঁহারই নিজজন ও প্রকাশবিগ্রহ বর্ত্তমান যুগাচার্য্য শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ সমগ্র বিশ্বে প্রচার করিয়া তাঁহারই মনোহভীষ্ট সম্পাদন করিতেছেন। শ্রীমন্ মহাপ্রভুর বাণী ছিল "পৃথিবীতে আছে যত নগরাদি গ্রাম। সর্ব্বত্র প্রচার হইবে মোর নাম॥" শ্রীশ্রীগৌরকরুণাশক্তি শ্রীল প্রভুপাদ আজ তাঁহার সেই মনোহভীষ্ট পূরণোদ্দেশে জাতি, বর্ণ ও সম্প্রদায়-নির্ব্বিশেষে সমস্ত জীবের দ্বারে দ্বারে সেই চেতনবাণীর পসরা লইয়া অযাচিতভাবে নিখিল জীবের কল্যাণের নিমিত্ত চেষ্টা করিতেছেন। ভারতবর্ষের অনেক সম্প্রদায় বঙ্গভাষা না জানিলেও ইংরাজী ভাষায় অভিজ্ঞ। ইংরাজী ভাষার দ্বারা বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে এই চেতনবাণী প্রচারিত হইতে পারে, এইরূপ আশায় অদ্যকার বক্তৃতাটী ইংরাজী ভাষায় হইবার ব্যবস্থা হইয়াছে। শ্রীগৌড়ীয় মঠের প্রচার কোন সম্প্রদায়-বিশেষে আবদ্ধ নহে, অধিকন্তু ইহা সার্ব্বজনীন এবং ইহা সমস্ত সম্প্রদায়কে ক্রোড়ীকৃত করিবার সামর্থ্য রাখেন।"

———

শ্রীপাদ বন মহারাজের কৈফিয়ৎ প্রদানমুখে সংক্ষিপ্ত বক্তৃতাটি সমাপ্ত হইবার পর আচার্য্যপ্রবর শ্রীল প্রভুপাদ ইংরাজী ভাষায় প্রায় এক ঘণ্টাকাল তাঁহার বক্তৃতাটী প্রদান করেন। এত সুবৃহৎ ও জনাকীর্ণ সভাতেও বক্তৃতাকালে সকলেই নিশ্চল, নিষ্পন্দ ও তন্ময় হইয়া প্রভুপাদের চেতনময়ী বক্তৃতা শ্রবণ করিতে থাকেন। প্রায় দেড়ঘণ্টা কাল সভাস্থলে বিন্দুমাত্র গোলমাল শুনা যায় নাই। শ্রীল প্রভুপাদ যে বক্তৃতা প্রদান করেন, তাহা পুস্তিকাকারে ছাপান হইয়াছে। শ্রীল প্রভুপাদ যে বক্তৃতা করেন, তাহা গভীর সুদার্শনিক তত্ত্বের গবেষণাপূর্ণ। নিষ্কিঞ্চন মহাভাগবতগণের পাদপদ্মে প্রাণপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবাবৃত্তির অভাববশতঃ মাদৃশ ঈশবিমুখ ব্যক্তির তাহা উপলব্ধি করিবার সামর্থ্য হয় নাই। কেননা আরোহপন্থার বিদ্যা বুদ্ধি বা অভিজ্ঞতার দ্বারা শ্রৌতবাণী বুঝিবার যোগ্যতা কাহারও নাই। শাস্ত্র বলেন, "বক্ত বেদে

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

২৫ হৃষীকেশ ভূত অনিরুদ্ধ

গর্ভস্তোত্র

ষষ্ঠ-শ্লোক

স্বয়ং সমুত্তীর্য্য সুদুস্তরং দ্যুমন্
ভবার্ণবং ভীমমদভ্রসৌহৃদাঃ।
ভবৎপদাম্ভোরুহনাবমত্র তে
নিধায় যাতাঃ সদনুগ্রহো ভবান্॥

—হে দ্যুমন, অর্থাৎ হে স্বপ্রকাশ! আত্মপ্রত্যয়ানুভূত ভক্তিমার্গের আবিষ্কর্ত্তা মহোদয়গণ সদ্ভক্তের প্রতি দয়া বশতঃ তোমার পাদপদ্মতরী স্পর্শ করিয়া স্বয়ং ভয়ানক ভবার্ণব উত্তীর্ণ হইয়াছেন, আবার ঐ অপূর্ব্ব তরী এই জগতে রাখিয়া গিয়াছেন, যেহেতু তুমি সমস্ত সাধুলোকের প্রতি অনুগ্রহ করিয়া থাক।

'দ্যুমন্'-শব্দে সম্বোধনের তাৎপর্য্য

'দ্যুমন্' বা 'স্বপ্রকাশ'-শব্দে সম্বোধনের বিশেষ তাৎপর্য্য এই যে, পরমেশ্বরকে আবিষ্কার করার প্রয়োজন হয় না, আত্মপ্রত্যয়-রূপ দর্শনে তিনি অনায়াসে দৃষ্ট হন। যুক্তি গর্দ্দভ ব্যক্তিগণ সহসা ঐ স্বতঃপ্রত্যয়রূপ আত্মপ্রত্যয়কে স্বীকার করিতে চাহে না। ঐসমস্ত ব্যক্তিগণের উপকারার্থ আত্মপ্রত্যয়-বৃত্তিকে যে-সমস্ত মহোদয় স্থাপন করিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদিগকে উহার আবিষ্কার-কর্ত্তা বলা যায়। ঐসকল মহোদয় যে পরম দয়ালু, ইহাতে আর সন্দেহ কি?

ভগবৎপাদপদ্মাশ্রয়-তরীর বৈশিষ্ট্য

এই পরম রমণীয় ভক্তিমার্গ আবিষ্কার করত আবিষ্কর্ত্তা জগদীশ্বরের আশ্রয়রূপ তরণীযোগে ভয়ানক ভবসমুদ্র পার হইয়াছেন কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, তাঁহারা ঐ তরণী এই পারেই অন্যান্য জীবগণের জন্য রাখিয়া গিয়াছেন। এই ব্যাখ্যার দ্বারা একটি বিশেষ তত্ত্বের প্রকাশ হইতেছে। আবিষ্কৃত সত্যসমুদয় দুই প্রকার অর্থাৎ স্বরূপ সত্য ও সাপেক্ষিক সত্য। আবিষ্কর্ত্তৃগণ কোন একটি উপায় নির্ণয় করিয়া নিজ নিজ কার্য্য উদ্ধার করেন; এই উপায়টি তাঁহাদের পক্ষেই ফলদায়ক কিন্তু অন্যের পক্ষে তদ্রূপ হয় না। কোন কোন মহাত্মা জগৎ-কৌশল-দৃষ্টে যুক্তিপন্থাবলম্বন পূর্ব্বক ঈশ্বরের পদাশ্রয় করত শান্তিপ্রাপ্ত হইয়াছেন। কিন্তু ঐ যুক্তিপথ অবলম্বন করিয়া অনেকানেক ব্যক্তি নিরাশ্রয় হইয়া উঠেন। অতএব যুক্তি ভগবৎপদ-প্রাপ্তির পক্ষে স্বরূপ সত্য নহে অর্থাৎ সাপেক্ষিক সত্য মাত্র। ইহাতে তুলনাস্থলে বলিতে হইবে যে, যুক্তিমার্গরূপ-তরী অবলম্বন করিয়া যে সকল মহোদয় ভবসমুদ্র পার হন, তাঁহারা স্বার্থপর হইয়া তরীখানি সঙ্গে লইয়া চলিয়া যান। কিন্তু আত্মপ্রত্যয়রূপ স্বরূপসত্য তদ্রূপ নহে। জীব যৎকালে ঐ আত্মপ্রত্যয়সম্ভূত ভক্তি-মার্গ অবলম্বন করেন তখন তাঁহার ভগবৎ-পাদপদ্ম ব্যতীত আর কিছুই প্রাপ্তি হইবে না। অতএব এই স্বরূপ-সত্যের আবিষ্কর্ত্তা নিঃস্বার্থরূপে দয়ালু। এই সত্য যে চির-কাল জীবের একমাত্র অবলম্ব্য হইবে ইহাতে সন্দেহ কি?

কল্পনার তাণ্ডব-নৃত্য

এই ভবার্ণবকে সুদুস্তর ও ভয়ানক বলিয়া বর্ণন করা হইয়াছে। ভব-সংসার যে কতদূর ভয়ানক তাহা বর্ণন করা দুঃসাধ্য। অনেক অদূরদর্শী এই সংসারকে ঈশ্বরের প্রিয় ক্ষেত্র বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন। তাঁহারা কহিয়া থাকেন যে, এই সংসারটী ঈশ্বরের উদ্যান স্বরূপ এবং জীবসকল ইহার রক্ষক ও পরিপালকরূপে নিযুক্ত আছেন। বৈদিক কর্ম্মকাণ্ডে যাঁহাদের চরম ফলপ্রাপ্তির আশা, তাঁহারা বলেন—"জীবের বৈরাগ্য অকর্ম্মণ্য, যেহেতু ঈশ্বরের দাস্যরূপ সংসার-কার্য্য নির্ব্বাহ না করিলে কেবল ভক্তিদ্বারা কিছুই হইতে পারে না।" এই যুক্তিদ্বারা কর্ম্মকাণ্ডের মাহাত্ম্য প্রকাশ করিয়া প্রবৃত্তি-মার্গের স্থাপন করিয়া থাকেন। অনেক ইন্দ্রিয়পরতন্ত্র তার্কিক বলিয়া থাকেন যে, সমুদয় জীব যদি বৈরাগ্যাশ্রম গ্রহণ করে, তবে জীবের বংশরক্ষারূপ সুবৃহৎ কার্য্য কাহা কর্ত্তৃক সম্পন্ন হইবে এবং অতি স্বল্পকালের মধ্যে সংসাররূপ ঈশ্বরের ক্ষেত্র উচ্ছেদ হইয়া যাইবে। তাঁহাদের সংসার-সাপেক্ষ-যুক্তি এই যে, এই ব্রহ্মাণ্ড রচনা করায় ঈশ্বরের কোন একটি মহান্ উদ্দেশ্য আছে। মানব অসভ্য অবস্থা হইতে ক্রমশঃ সভ্য ও পণ্ডিত অবস্থা প্রাপ্ত হইতেছেন এবং কালক্রমে নানাবিধ শিল্প ও বিজ্ঞানের আবিষ্কার করিয়া এই জগৎকে এক উৎকৃষ্ট প্রদেশ করিবেন। তৎকালে জগদীশ্বরের কোন একটি মহান্ হইবে। বৈরাগ্যের দ্বারা যদি এই জগৎকে উচ্ছেদ করা যায় তবে ঈশ্বর কদাচ আমাদের প্রতি সন্তুষ্ট হইতে পারিবেন না।

ভক্তিই জীবের স্বভাব, কর্ম্ম—বন্ধন

পূর্ব্বোক্ত অগম্ভীর যুক্তির দ্বারা তাঁহারা স্থাপন করিতে চাহেন যে, জগদীশ্বর আমা-দিগকে যত প্রকার বৃত্তি দিয়াছেন ও ঐসকল বৃত্তির বিষয় প্রদান করিয়াছেন ঐ সমুদয়কে সদ্ব্যবহার করিয়া মানবের পক্ষে সংসারের উন্নতি করা উচিত। এই সমুদয় প্রবৃত্তি-মার্গীয় পুরুষেরা ভক্তির আস্বাদনে ও নিত্যা-নিত্যের বিচারে কখনও প্রবৃত্ত হন না। তাঁহারা যদি গম্ভীর-যুক্তি অবলম্বন করেন তবে এই মতকে নিকৃষ্ট বলিয়া বোধ হয়। পরমেশ্বর সর্ব্বশক্তিমান্ ও সত্যসঙ্কল্প। এই ব্রহ্মাণ্ড-রচনায় তাঁহার কোন গৌণ উদ্দেশ্য থাকা স্বীকার করিতে পারা যায় না। তাঁহার উদ্দেশ্যসকল অগৌণে বিনা উপায়ে সিদ্ধ হয়, যেহেতু তিনি সিদ্ধসঙ্কল্প। সামান্য মানবগণের ন্যায় বিদ্যাভ্যাস করিয়া তাঁহার জ্ঞান সংগ্রহ করা সম্ভবে না। সামান্য শিল্পকার যেরূপ যন্ত্র নির্ম্মাণ করিয়া উদ্দেশ্য সফল করে তদ্রূপ ঈশ্বরকে চিন্তা করিলে তাঁহার স্বরূপের অজ্ঞতা প্রকাশ হয়। এই পরিদৃশ্য-জগদ্রচনায় যদি কোন উদ্দেশ্য থাকিত তাহা হইলে ঐ উদ্দেশ্য এত দিবস অপেক্ষা না করিয়া সঙ্কল্পমাত্র সিদ্ধ হইত। অতএব প্রবৃত্তিমার্গ যে মানবের পক্ষে কেবল স্বার্থপর, ইহাই স্বীকার করিতে হইবে। পরমার্থ হইতে ভ্রষ্ট হইবার নাম স্বার্থ; অতএব পণ্ডিতেরা নিঃস্বার্থ হইয়া বৈরাগ্যযুক্ত ভক্তিই অবলম্বন করিবেন। বৈরাগ্যযুক্ত ভক্তিই জীবের স্বভাব এবং সংসারই জীবের বন্ধন।

কর্ম্মী ও ভক্তের দ্রব্য-প্রয়োগে প্রভেদ

এই ভব-সংসারে ইন্দ্রিয়সুখ ব্যতীত আর কিছুই হইতে পারে না। শিল্পবিদ্যার ফল স্বরূপ ধূম্রযান ও তড়িৎ-বার্ত্তাবহ প্রভৃতি যত কিছু হইতে পারে এবং বিজ্ঞানশাস্ত্রের আবিষ্কৃত ক্ষেত্রতত্ত্ব, ভূতত্ত্ব, পশুতত্ত্ব, জলতত্ত্ব, তড়িত্তত্ত্ব, ধাতুতত্ত্ব, জ্যোতিষতত্ত্ব, ইতিহাস প্রভৃতি যাহা কিছু দেখিতে পাওয়া যায় ও পাওয়া যাইতে পারে এসমুদয়ই কেবল ইন্দ্রিয় ও ইন্দ্রিয় বর্দ্ধিত মনের সুখকর হইবে, আত্মার পক্ষে বিশেষ উপকার করিবে না। এই সমুদয় অনিত্য পদার্থের জ্ঞান নিত্য পদার্থ জীবের কি বিশেষ উপকার করিতে পারে? অনিত্য পদার্থে জড়িত হইলে নিত্য বিচারের ব্যাঘাত হয়, যে-হেতু তদ্বিষয়ে সময় থাকে না। কিন্তু জগদীশ্বর করুণাময়, এজন্য তিনি জীবের প্রতি মহৎকৃপা করত সমুদয় অনর্থ হইতেও অর্থ প্রাপ্ত হইবার উপায় করিয়া দেন। প্রাকৃত তত্ত্ববাদী পাষণ্ডেরা প্রযুক্ত স্বীয় পরিশ্রমের ফলস্বরূপ প্রাকৃত তত্ত্বই অন্বেষণ করিয়া থাকেন, কিন্তু তাহাতে অপ্রাকৃত তত্ত্ববাদীর গৌণ ফল হইয়া থাকে। শোভা, অর্থ-সংগ্রহ ও রাজ্য-পালনের জন্য সৈন্যচালনা প্রভৃতি নিতান্ত সংসারিক উদ্দেশ্যে যে ধূম্রযানের সৃষ্টি হইয়াছে তদ্দ্বারা অপ্রাকৃত পণ্ডিতেরা সাধু দর্শন, উৎকৃষ্ট ভক্তির উদ্দীপক স্থান-দর্শন প্রভৃতি উত্তম উত্তম কার্য্য করিয়া থাকেন। বস্তুতঃ প্রাকৃত বিষয়ের উন্নতিতে এই সমুদয় উপকারই হইয়া থাকে

সংসার কাহাকে বলে?

শাস্ত্র, যুক্তি, ঐতিহ্য ও অনুমান—এই সমুদয় প্রমাণের দ্বারা ভবসংসারকে নিকৃষ্ট বলা যায়। ইহাই জীবের কারাগার। জীবের স্বরূপ অপ্রাকৃত অতএব দেহযোগটি কেবল বিড়ম্বনা বই আর কি বলা যাইতে পারে? অদূরদর্শিগণ এই মীমাংসার যদিও প্রতিবাদ করিতে পারিবেন না, তথাপি ইহাতে সম্মতি প্রকাশ করাও তাঁহাদিগের পক্ষে কঠিন। অকল্যাণ শীঘ্র মানবকে পরিত্যাগ করিতে চায় না। যত দিবস কর্ম্ম-জনিত বন্ধ ক্ষয় হইবার সময় উপস্থিত না হয়, তত দিবস জীব সংসার-গতির প্রতি আসক্ত থাকে, যেহেতু নিত্য-বিষয়ে প্রেম জন্মিবামাত্রই অনন্ত কল্যাণ উপস্থিত হয়। পরমেশ্বর-দত্ত স্বাধীনতার অসদ্ব্যবহারই এই দুরন্ত অমঙ্গলের একমাত্র কারণ। সংসার যদিও অমঙ্গল-স্বরূপ, তথাপি ইহার উদ্দেশ্য—জীবের মঙ্গল সাধন ব্যতীত আর কিছুই নহে। রাজাদিগের কারাগার স্থাপনের কি উদ্দেশ্য? প্রজার কল্যাণ ব্যতীত আর কিছুই নহে। দণ্ডবিধিও মঙ্গল জনক। জগদীশ্বরের নির্ম্মল দাসত্বই জীবের যথার্থ স্বভাব। ঐ স্বভাবকে উজ্জ্বল করিবার জন্য তিনি জীবকে স্বাধীনতারূপ একটী রত্ন প্রদান করিয়াছিলেন। যাঁহারা ঐ স্বাধীনতার অপব্যবহার করিয়া স্বীয় ভোগেচ্ছায় রত হইয়াছেন, তাঁহারাই বদ্ধ এবং তাঁহাদের অবস্থাকে 'সংসার' বলা হয়। এই সংসারের উৎকৃষ্ট অংশই ইহা হইতে বিরাগ।

জীবের অভিধেয় তত্ত্ব কি?

পরন্তু বৈরাগ্যও শুষ্ক হইলে অনর্থপ্রদ। ভোগ পরিত্যাগই জীবের স্বভাব, এমত নহে। জীবের স্বভাব এই যে স্বয়ং ঈশ্বরের ভোগ্য হইয়া তাঁহার দাসত্বামৃত পান করিতে করিতে পরমেশ্বরের পূর্ণানন্দের বিষয় হয়। অনেকে বৈরাগ্যের যথার্থ অর্থ বুঝিতে না পারিয়া দেহকে নানাবিধ দণ্ড দিয়া থাকেন। দেহকে অনিত্য বোধ করিয়া দেহের ক্রিয়া-সকল দেহের জন্য এবং আত্মার কার্য্যসকল নিজ কার্য্য, এরূপ স্থির করিয়া অনুষ্ঠান-তৎপর হইলেই বৈরাগ্য হয়। দেহেতে বিরক্ত হইয়া যদি কেহ উহাকে ত্যাগ করিতে বাঞ্ছা করেন তবে বৈরাগ্যের বিপরীত হইয়া উঠে। রাজা কর্ত্তৃক কারারুদ্ধ কোন ব্যক্তি উপযুক্ত কালের পূর্ব্বেই যদি পলায়নপর হয়, তবে সে অধিক দণ্ডের যোগ্য হয় বলিতে হইবে। অতএব বৈষ্ণব ধৈর্য্য অবলম্বন পূর্ব্বক আপন নিরূপিত কালকে অতিবাহিত করিতে যত্ন করিবেন। বিষয়সকলে আসক্তি না করিয়া দেহের জন্য নিয়মিতরূপে কার্য্যাদি করিয়া কৃতজ্ঞতারূপ ভগবৎপাদপদ্মে চিত্ত ও আত্মাকে অর্পণ করিয়া রাখিবেন। তাহা হইলে তাঁহার কর্ম্ম ক্ষয় হইবে এবং তিনি অবশেষে স্ব-স্বভাবে অবস্থান করিতে সমর্থ হইবেন সন্দেহ নাই। এই বৈরাগ্যযুক্ত ভক্তিযোগই জীবের অভিধেয় তত্ত্ব।

শ্রীচৈতন্যদেবের বৈশিষ্ট্য

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ১৫৩ সংখ্যার পর]

(৫)

• অনর্থযুক্ত জীবের জন্য সাধনভক্তির এবং জীবন্মুক্তের জন্য অনুক্ষণ কীর্ত্তনময় ভগবদনুশীলনই শ্রীচৈতন্যের ধর্ম্মের বৈশিষ্ট্য।

মায়াবাদবিচারে ইহজগতে সেবাকালে সেবা, সেবক ও সেব্যের অনিত্যতা পরিকল্পিত হয়। সেবকাভিমানের পরিবর্ত্তে সেব্যাভিমানই অনর্থের প্রকারভেদ। অতএব প্রয়োজন-সাধনে সাধনবিচারে সাধনভক্তি ব্যতীত অনর্থ-নিবৃত্তির আর উপায়ান্তর নাই। চেতনের বৃত্তিতে আনন্দ লাভই উদ্দিষ্ট। সেই সাধন কিরূপে সম্পাদ্য তাহা নির্ণয়মুখে শ্রীচৈতন্যদেব যে ভজনের কথা ব'লেছেন, তাহাতে তিনি ভগবন্নামসংকীর্ত্তনরূপ ভজন-প্রারম্ভ, তৎরূপকীর্ত্তন, গুণকীর্ত্তন, পরিকরবৈশিষ্ট্য-কীর্ত্তন ও লীলাকীর্ত্তন যে চিন্ময় শব্দাত্মক শব্দীর সহিত নিত্য অভিন্নভাবে অবস্থিত তাহা জানাইয়াছেন।

কর্ম্মেন্দ্রিয়ের সুষ্ঠু পরিচালনাই অপ্রাকৃত শব্দের আবাহন করিতে সমর্থ। অপ্রাকৃত শব্দের শব্দীর সহিত কোন ভেদ নাই, তাহা নশ্বর শব্দের ন্যায় নহে। শব্দের ভোগ বা ত্যাগ-মূলা বিভিন্ন-ধারণার সংযোগই স্ফোটবাদের অপব্যবহার। তজ্জন্য অপ্রাকৃত আকর বৈকুণ্ঠ-শব্দ 'নামই' জড়শব্দের শ্রবণ-প্রণালী হইতে বদ্ধজীবকে বিমুক্ত করে। ভোগপর কর্ণ অপর ভোগপর ইন্দ্রিয়ের সুষ্ঠুবৃত্তি পরিচালন কামনায় 'কর্ত্তাঽহম্' বুদ্ধিতে সেবোন্মুখতা-রূপ নিত্য-ধর্ম্মকে নিদ্রিত করিয়া দেয়। দীক্ষা বা চিন্ময় কর্ণবেধ সংস্কারই দিব্যজ্ঞান লাভের প্রারম্ভ। ঐ শ্রবণ সংস্কারের সাফল্য লাভে বিভিন্ন ভাষায় বিভিন্ন শব্দের উদ্দিষ্ট ভোগ্য-বিশ্বের অন্তমতায় তিমিরাবরণ বিনষ্ট হয়।

অপ্রাকৃত রূপানুশীলনেও রূপনামানুশীলন ধর্ম্ম অবস্থিত; গুণ সেবনকালেও গুণাভিন্ন নামের সঙ্গ অপরিহার্য্য।

জীব চিরদিনই সেবক; সেব্যের অভিমানই তাঁহার সর্ব্বনাশের কারণ। কাল্পনিক জড়নির্গুণতা প্রবল হইয়া চিদ্‌গুণ-রাহিত্যে রুচি উদিত হইলেই চরম-কল্যাণের আলেয়ায় ভোগপরতা জীবকে প্রলুব্ধ করিয়াছে বুঝিতে হইবে।

অতঃপর গোস্বামী ঠাকুর সাধ্যলাভের পথদ্বয়—বিধি ও রাগের বৈশিষ্ট্য প্রদর্শন-পূর্ব্বক বলেন যে, বিধিপথে সম্ভ্রম সখ্য পর্য্যন্ত নিত্যসেবাধিকার লাভ হইলে জড়জগতের বিশ্রম্ভসখ্য, বাৎসল্য ও মধুর রস তাঁহাকে আক্রমণ করে না। যাঁহারা ঐরূপ ভাবে আক্রান্ত হন, তাঁহারা বিষ্ণু উপাসনায় ছলনা দেখাইতে গিয়া গুণ-প্রতারিত হন, ভোগরূপ অমঙ্গল আবাহন করেন, বৈকুণ্ঠের উন্নতপ্রদেশ—গোলোকের উপলব্ধি হইতে বঞ্চিত হন। তজ্জন্য কৃষ্ণের নিত্যসেবারত জনগণ চতুর্ব্বিধ মুক্তি গ্রহণ না করিয়াও গোলোকে কৃষ্ণপাদপদ্ম-সৌন্দর্য্য দর্শনার্থ অভিসার করেন।

(৬)

মানবের ইন্দ্রিয়গুলিতে রূপরসাদি বিষয়সংগ্রহের স্ব-স্ব শক্তি থাকায় তত্তৎ পরিচালনায় 'সুখ' নামক উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়া থাকে। এই ফল লাভ অধিকক্ষণ স্থায়ী করিবার জন্য বা উহাকে সুষ্ঠুভাবে লইবার জন্য বিধি-নিষেধের বশবর্ত্তী হইতে হয়। কিন্তু এই ফল-ভোগ আমার নিজের প্রাপ্য হওয়ায় অন্যের অধিকারকে প্রায়শঃ বঞ্চনা করিতে হয়।

নিত্যত্বের বিচার উপস্থিত হইলে আমরা ভোগপথ পরিহারপূর্ব্বক জ্ঞানপথে অগ্রসর হইতে গিয়া দেখি যে, ভোগকারক কর্ত্তা নিজ-চেষ্টায় বিরাম লাভ না করাইলে ভোগের ক্লেশ হইতে উদ্ধার পাওয়া কঠিন। ঐরূপ বিচার জাগতিক পাঁচটী বিষয় হইতে ইন্দ্রিয়গণকে বিরত হইবার উপদেশ দেয়। তাহাতে রজঃ, সত্ত্ব, তমঃ, কাল ও ক্রিয়াগত ব্যাপারকে স্তব্ধ করিবার চেষ্টা হয়। তখন 'গুণত্রয়ই চেতনের বৃত্তিকে গুণজাত জগতের ক্রীড়া-পুত্তলী করিবার ফলভোগকামী কর্ত্তা সাজাইয়াছে' বিচারে বুদ্ধিবৃত্তির জড়তা সম্পাদন করিয়া নির্ব্বিশেষবাদীর নির্ভেদজ্ঞানই চরমফল বলিয়া সিদ্ধান্তিত হয়।

জ্ঞানকাণ্ডের প্রকারভেদ উল্লেখে গোস্বামী ঠাকুর বিবর্ত্তবাদ ও বিকারবাদের বিচার এবং চিচ্ছক্তি, অচিচ্ছক্তি ও তটস্থশক্তির বিচার প্রদর্শন করেন এবং শক্তিপরিণামবাদই যে বিবর্ত্তবাদের অলাতচক্র 'রজ্জুতে সর্পভ্রান্তি', এবং বিকারবাদের দুগ্ধকে দধিত্বে বিকৃত হইবার উদাহরণে পরমেশ্বর বস্তুকে জীব ও জগদ্রূপে বিকৃত করিবার আশঙ্কার হস্ত হইতে রক্ষা করিয়াছে তদ্বিষয়ক বিচার সুষ্ঠুভাবে প্রদর্শন করেন।

কৈতবময় জ্ঞানে তর্কনিষ্ঠ হৃদয়ে অব্যভিচারিণী ভক্তির কথা উদয়ের যোগ্যতা নাই। শ্রৌতপথেই ঐসকল অমঙ্গল হইতে পরিত্রাণ লাভের উপায় আবিষ্কৃত হইয়া থাকে।

চিদ্‌বিলাসভূমিকা-বিচার এবং অচিদ্‌বিলাসজ্ঞানে চিদ্‌বিলাস-সেবায় অযোগ্যতা প্রভৃতি বিচারের কথা বলিয়া গোস্বামী ঠাকুর অদ্বয়জ্ঞানের চিদ্‌বিলাস-স্থানের তারতম্য বিচারপ্রদর্শনপূর্ব্বক বলেন যে—

(ক) ভগবানের পূর্ণা দ্বারকা-লীলা জীবের বহুভোক্তৃত্ব নিরসনী। এই দ্বারকাকে শ্রীহরির পূর্ণাভিব্যক্তি বলা হয়। ইহাতে অন্যাভিলাষীর সংহার ও কর্ম্মিকুলের অকিঞ্চিৎকরতা প্রদর্শন করিয়া একমাত্র বিষয় ভগবান্ কৃষ্ণের সেবায় জ্ঞানবিমুক্ত ভক্তিনিষ্ঠ ভক্তগণের পূর্ণাভিব্যক্তি প্রকাশিত হয়।

দ্বারকেশের লীলার কথায় অসুর-বিনাশ ও ভগবদ্‌-বিরোধ চেষ্টায় ভোগী কর্ম্মীকে অসমোর্দ্ধ ভগবৎসহ সমোর্দ্ধ-বিচারের অচিৎশক্তি পরিণামের কথা জানাইয়া দেয়। এই জন্যই ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দর অর্চ্চাত্ব-লীলা প্রভৃতি প্রকটিত করিয়া বদ্ধজীবের দ্বারকা-লীলারই পূর্ণ-প্রাকট্য সংস্থাপন করিয়াছেন। ইহাই তাঁহার জীবোদ্ধার-লীলার মহাবদান্যতার পরিচয়।

(ক ২) অদ্বয়জ্ঞানের চিদ্‌বিলাসস্থানের তারতম্য বিচারে, তাঁহার পূর্ণতর মাথুর লীলার তাৎপর্য্য-বিচার। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব মাথুরলীলাকে 'পূর্ণতরপ্রকাশ' বলিয়াছেন। মথুরা জ্ঞানভূমিকা প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হইয়াছেন। এই জ্ঞানভূমিকার প্রকৃতিবাদীর অধস্তনগণ বৌদ্ধ ও জৈন বিচারের বিবিধ বৈচিত্র্যের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া পুরুষোত্তম-বিচারকে সংকীর্ণ ও অপ্রয়োজনীয় বলিবার অবকাশ পান নাই। মাথুর লীলায় শ্রীকৃষ্ণ অগ্রজ বলদেবের সহিত জড়নির্ব্বিশেষ জ্ঞানরঙ্গমঞ্চে অচিচ্ছক্তি-পরিণত আদর্শ-বীর কংসের সংহারে উদ্যত হইয়াছেন। এতৎপ্রসঙ্গে শ্রীমদ্ভাগবতের (১০।৪৩।১৭) "মল্লানামশনির্ণাং···সাগ্রজঃ" শ্লোকটী বিচার্য্য। এই মাথুরভূমিতে স্বয়ংরূপ ও স্বয়ংপ্রকাশতত্ত্ব মায়াবাদ নিরসনের স্বীয় পুরুষোত্তম-বিচারের নিত্য-প্রতিষ্ঠা জানাইয়াছেন।

(ক ৩) অদ্বয়জ্ঞানের পূর্ণতম গোকুল-লীলার ও লীলা-বিরোধী অসুর নাশের তাৎপর্য্য বিচার। অচিদ্‌ভোগবিলাসে অহঙ্কৃত অন্যাভিলাষী অভক্তের বিনাশ প্রাপ্তি—গোকুলে বিংশ অসুর হননের আদর্শ। অখিলরসামৃতমূর্ত্তি পুরুষোত্তমের কামকৈবল্য-বিরোধী অন্যাভিলাষের প্রতীকস্বরূপ ভৌম-ব্রজে অঘ, বক, পূতনা প্রভৃতি অসুরবধলীলা প্রকাশিত হইয়াছে। আবার কৃষ্ণজ্ঞান-বিরোধী নির্ভেদজ্ঞানীর প্রতীক কংস, চাণূর, মুষ্টিক, কুব্জা, রজক প্রভৃতি অসুরবধ জ্ঞান-ভূমিকা মথুরায় অনুষ্ঠিত হইয়াছিল।

(খ) অদ্বয়জ্ঞানের পূর্ণ, পূর্ণতর ও পূর্ণতমলীলার আশ্রয়বর্গের তারতম্যবিচার জ্ঞানভূমিকা মথুরায় কৃষ্ণের জন্ম বা প্রাকট্য। মথুরা-লীলায় যেরূপ মুমুক্ষু নির্ভেদজ্ঞানী অসুরগণের বধ হইয়াছিল, দ্বারকালীলায় তেমনি কৃষ্ণ-কর্ম্ম অর্থাৎ কৃষ্ণৈশ্বর্য্যের বিরোধী বুভুক্ষু কর্ম্মী অসুরগণের বধ হইয়াছে। এই সকল শ্রীল রূপগোস্বামী প্রভুর 'কর্ম্মিভ্যঃ পরিতো হরে···কঃ কৃতিঃ॥" শ্লোকে সুষ্ঠু-ভাবে বিচারিত হইয়াছে।

অধিকার-বিচারে জীবের সেবোন্মুখতায় জীব কনিষ্ঠ, মধ্যম ও উত্তম-অধিকারী নামে বিদিত। শ্রীচৈতন্যদেব বিবর্ত্তবাদ ও বাস্তব-বিকারবাদ হইতে বদ্ধজীবকে উদ্ধার করিয়া কৃষ্ণপ্রেমাবিষ্ট করিয়া থাকেন, ইহাই তাঁহার বৈশিষ্ট্য।

শ্রীচৈতন্যদেবের মহাবদান্যতার বৈশিষ্ট্য কোথায়, জানাইতে গিয়া গোস্বামী ঠাকুর বলেন যে অজের জন্ম মথুরা ভূমিতে কিরূপে হয় এবং মথুরা মণ্ডলে নিত্য পূর্ণতম প্রাকট্য ও অখিলরসামৃত-মূর্ত্তিত্বের পারমার্থিক বিচার হইতে বঞ্চিত হইয়া জীব কিরূপে অন্যাভিলাষ, কর্ম্ম, জ্ঞান ও যোগাদির আবরণে নিজ-শুদ্ধচেতন ধর্ম্মের অপব্যবহারপূর্ব্বক আত্মমঙ্গল ধ্বংস করে, তাহা জানাইবার নিমিত্তই শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যদেব মহামহাবদান্য হইয়া স্বভক্তিশ্রীক উজ্জ্বলরসের প্রাকট্যবিধানপূর্ব্বক অন্যান্য রসের ক্ষীণপ্রভার কথা প্রচার করিয়া বৈশিষ্ট্য প্রদর্শন করিয়াছেন। • কৃষ্ণপ্রসাদ লাভের দ্বারাই জীবের সমস্ত অমঙ্গল বিদূরিত হয়। আবার কৃষ্ণপ্রেমই যে কৈবল্য-প্রয়োজন, এই শ্রীমদ্ভাগবতের বিচার-প্রণালী প্রদর্শন করিয়াছেন—"যাবানহং যথা ভাবো ···মদনুগ্রহাৎ॥"

অতঃপর গোস্বামী ঠাকুর 'বদন্তি তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং ··· শব্দ্যতে" শ্লোক উল্লেখ করিয়া ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবত্তায় অভেদ—এই সুষ্ঠু অদ্বয়জ্ঞানাত্মক অভেদবাদের বিচার প্রদর্শন করেন। শ্রীচৈতন্যদেবের কথিত বাস্তববস্তু বা সম্বন্ধজ্ঞান কিরূপে লভ্য হয়, অদ্বয়জ্ঞান পরমতত্ত্বের চতুর্দ্দশাবস্থান তাৎপর্য্য প্রভৃতি বিচার প্রদর্শন করেন এবং শ্রীভগবানের নাম, কাম, ধাম ও শ্রীচৈতন্যদেবের অচিন্ত্যভেদাভেদ সিদ্ধান্ত-সৌন্দর্য্যের বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করেন।

সর্ব্বশেষে গোস্বামী ঠাকুর প্রত্যক্ষ, পরোক্ষ, অপরোক্ষ ও অধোক্ষজ বিচারের কথার আলোচনাপূর্ব্বক তাঁহার বক্তৃতা সমাপন করেন। বক্তৃতার পর মৃদঙ্গ-করতাল সংযোগে সুমধুর হরিসঙ্কীর্ত্তনান্তে সভা ভঙ্গ হয়।

শুদ্ধভক্তি গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। ভাষ্যসহ বিরাট্ শ্রীচৈতন্যভাগবত ৫৲
২। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ১৮৲
একাদশ স্কন্ধ হইতে প্রতিখণ্ড ।৶০
৩। ভাষ্যমণ্ডিত শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (নব্য সংস্করণ) ৫৲
৪। ভক্তিবিবেককুসুমাঞ্জলি (বাঁধা) ১৲
৫। গৌড়ীয়-গৌরব ।৶০
৬। গৌড়ীয়-সাহিত্য ।৶০
৭। ভজনরহস্য ॥০
শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম ও
শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৯। গীতা (শ্রীবলদেব টীকা সহ)
ঐ (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
১০। গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি টীকাসহ)
ঐ (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
১১। গীতার কেবল মাধ্ব-ভাষ্য ৷০
১২। যুক্তিমল্লিকা গুণসৌরভঃ সানুবাদ (মাধ্ব) ২৲
১৩। বেদান্ততত্ত্বসার সানুবাদ (রামানুজীয়) ॥০
১৪। জৈবধর্ম্ম ২৲
১৫। শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸
১৬। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১৭। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ॥৶০
ঐ (বাঁধা) ৸০
১৮। দ্বীপ-দিগ্ দর্শন ৶০
১৯। সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ) ।৶০
২০। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ॥০
ঐ (আবাঁধা) ।৶০
২১। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
২২। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৶০
২৩। গীতমালা ১০
২৪। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৵০
২৫। ঐ প্রমাণ খণ্ড ৵০
২৬। নবদ্বীপ পঞ্জিকা (৪৪৭ গৌরাব্দ) ৶০
২৭। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
২৮। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা-দর্পণ ।০
২৯। শরণাগতি ১০
৩০। গীতাবলী ১০
৩১। চিত্রে নবদ্বীপ ।॥০
৩২। সাধনকণা ১০
৩৩। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ১০
৩৪। নবদ্বীপশতক ১০
৩৫। অর্থপঞ্চক ১০
৩৬। সদাচারস্মৃতিঃ ১০
৩৭। কল্যাণকল্পতরু (৫ম সংস্করণ) ১১০
৩৮। অর্চ্চনকণা ১১০
৩৯। সাধককণ্ঠমালা (বাঁধা) ॥০
ঐ (আবাঁধা) ।৵০
৪০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (প্রথম চারিখণ্ড) ৩.
৪১। ব্রহ্মসংহিতা ॥০
৪২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৪৩। মণিমঞ্জরী সানুবাদ ।০
৪৪। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৪৫। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ।০
৪৬। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৪৭। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
৪৮। গৌড়ীয়মঠ কি করেন? ১০
৪৯। ঈশোপনিষৎ (বলদেব ও মাধ্ব-ভাষ্য এবং বিবৃতি ও অনুবাদসহ) ।০
৫০। শ্রীভুবনেশ্বর ৵০
৫১। সিদ্ধান্তদর্পণ ৶০
৫২। সাংখ্যবাণী ১০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৫৩। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী দিগ্বিজয়ঃ ॥০
৫৪। সটীক-শিক্ষাদশমূলম্ ।০
৫৫। তত্ত্ব-সূত্রম ।০
৫৬। সানুবাদ-শিক্ষাষ্টকম্ ৶০
৫৭। গৌড়ীয়মঠস্য পরিচয়ঃ ১০
৫৮। সারাংশবর্ণনম্ ৵০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৫৯। রায় রামানন্দ ॥০
৬০। নামভজন ।০
৬১। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ডস্ ।৶০
৬২। লাইফ্ য়্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু, ।০
৬৩। বৈষ্ণবীজম্ ।০
৬৪। হোয়াট্ গৌড়ীয়মঠ ইজ্ ডুইং ১০
৬৫। দি ভাগবত ।০
৬৬। হিরোটিক প্রিন্সিপ্ল য়্যাণ্ড আনেলয়েড্ ডিভোসন ।০
৬৭। ব্রহ্ম-সংহিতা ২॥০
৬৮। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (ভলুম ওয়ান) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৬৯। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ॥০
৭০। সাধন পথ ।০
৭১। কল্যাণ-কল্পতরু ১১০
৭২। গীতাবলী ১০
৭৩। শরণাগতি ১০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৭৪ শরণাগতি

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

নদীয়া-প্রকাশপ্রাপ্তির স্থান

১। শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম-মায়াপুর, নদীয়া
২। শ্রীযোগপীঠ ঐ
৩। শ্রীবাস-অঙ্গন ঐ
৪। অদ্বৈত-ভবন ঐ
৫। কাজীর সমাধি পাট ঐ
৬। স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ, নদীয়া।
৭। শ্রীভাগবত আসন কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
৮। শ্রীএকায়ন মঠ গোবিন্দপুর, হাসখালী।
৯। দ্বাদশগোপাল পাট—পোঃ চাকদহ,
১০। শ্রীগৌর গদাধরমঠ—চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড় বৰ্দ্ধমান
১১। শ্রীমোদদ্রুমছত্র মাউগাছি, বৰ্দ্ধমান
১২। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম, আমলাযোড়া, পোঃ রাজবাঁধ বৰ্দ্ধমান
১৩। শ্রীগৌড়ীয়মঠ বাগবাজার, কলিকাতা
১৪। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাজু, হাওড়া,
১৫। শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয়মঠ, ৯০নং নবাবপুর রোড্, ঢাকা
১৬। শ্রীগোপালজী মঠ কমলাপুর, ঢাকা।
১৭। শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ পোঃ বালিয়াটী.
১৮। শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয়মঠ ময়মনসিংহ।
১৯। শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ চিরুলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর
২০। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম গোয়ালপাড়া, আসাম।
২১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ রায়াপেট্টা, মাদ্রাজ।
২২। শ্রীরামানন্দগৌড়ীয় মঠ কব্বুর, জিঃ পশ্চিম গোদাবরী
২৩। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ উড়িয়াবাজার, পোঃ বক্সীবাজার, কটক।
২৪। শ্রীত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয় মঠ ভুবনেশ্বর।
২৫। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ স্বর্গদ্বার, পুরী।
২৬। শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ আলালনাথ পোঃ ব্রহ্মগিরি, পুরী।
২৭। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ ডুমুরকুণ্ডা, পোঃ চিরকুণ্ডা, মানভূম।
২৮। শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ—কাশী।
২৯। শ্রীরূপগৌড়ীয় মঠ—এলাহাবাদ।
৩০। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ পুরাণবাজার, সরকার ঠাকুরের কুঞ্জ, বৃন্দাবন
৩১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ ৪৩ নং হনুমান রোড, নিউদিল্লী
৩২। শ্রীপরমহংসমঠ—নৈমিষারণ্য,
৩৩। শ্রীসারস্বত গৌড়ীয় মঠ—হরিদ্বার।
৩৪। শ্রীব্যাসগৌড়ীয়মঠ—কুরুক্ষেত্র, পঞ্জাব
৩৫। শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাবুলনাথ রোড, পোঃ গ্র্যান্ট রোড, বোম্বে।
৩৬। লণ্ডন গৌড়ীয়মঠ, ৩৯নং গ্লেডেন্ গার্ডেন্স, কেনসিংটন্ লণ্ডন, (এস্, ডব্লিউ—১০)।

শুদ্ধভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীলভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী মাসিক। শ্রীধাম-মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲।

২। **গৌড়ীয়**—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিকভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১॥০ টাকা মাত্র।

৩। **ভাগবত**—হিন্দি ভাষায় একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি হৃদয় বন মহারাজ সম্পাদিত ও নৈমিষারণ্য শ্রীপরমহংস মঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ১॥০ দেড় টাকা মাত্র।

৪। **পরমার্থী**—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥০ দেড় টাকা মাত্র।

৫। **কীর্ত্তন**—মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ নিমানন্দ সেবাতীর্থ বি-এজি, বি-টি, সম্পাদিত। আসাম গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম হইতে প্রকাশিত আসামী ভাষায় মাসিক। ভিক্ষা সডাক ১॥০ দেড় টাকা মাত্র।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

আদিকবি শ্রীল বৃন্দাবন দাস প্রণীত সমগ্র গ্রন্থ

গ্রন্থের মূল বোল্ড অক্ষরে এবং তন্নিম্নে বিশ্ববিশ্রুত গৌড়ীয়মঠের প্রতিষ্ঠাতা ও আচার্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ **শ্রীশ্রীল ভক্তি-সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভু-পাদের** রচিত বিস্তৃত ভাষ্য উত্তম কাগজে সৌষ্ঠবের সহিত মুদ্রিত হইয়াছেন। ডবল ক্রাউন আটপেজি আকারে ১০৯৬ পৃষ্ঠায় কেবল মূল ও ভাষ্য সম্পূর্ণ হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত শ্লোকসূচী, পদ্যসূচী, স্থানসূচী, পাত্রসূচী, বিষয়সূচী, শব্দসূচী প্রভৃতি বিস্তৃত সূচীপত্রেও একটী গ্রন্থ হইবে। সভাষ্য শ্রীচৈতন্যভাগবতের এরূপ উৎকৃষ্ট ও অমূল্য বিরাট্ সংস্করণ জগতের কোথায়ও আজ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হন নাই, ইহা নিরপেক্ষ পাঠক-মাত্রকেই একবাক্যে স্বীকার করিতে হইবে। শ্রীগৌড়ীয়মঠের উৎসব-কালে গ্রন্থের ভিক্ষা ১২৲ বারটাকা স্থলে—৫৲ পাঁচটাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীচৈতন্যমঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

কালকাতা বাজার দর

লৌহ হার্ডওয়ার

২৫শে আগষ্ট ১৯৩৩

টাটার তৈয়ারী— প্রতি হন্দর।

লোহার কড়ি (জয়েষ্ট বা বীম)

মার্কা ৫।০—৫।৵০

ঐ বে-মার্কা হাল্কা ওজন ৪।৵০—৪॥/০

বরগা (টী আয়রণ) ৬৵০—৬॥০

এঙ্গেল আয়রণ (কোনা) ৫৸৵০—৬।৵০

গ্যালভানাইজড করগেট টীন—

২২ গেজ ৬ হইতে ১০ ফুট ১১॥০

২৪ গেজ ,, ,, ১১৸০

২৬ গেজ ,, ,, ১২॥০

২৮ গেজ আর, পি, ডি, মার্কা ১২৸০

২৪ গেজ গাঃ প্লেন শীট— ১১।৵০

২৬ গেজ ,, ,, ১২॥০

২৮ গেজ ও ৩০ গেজ ঐ— ১৩৲—১৬৲

বাগান ঘেরা কাঁটাতার ১০০

পাউণ্ড বাঃ ৮৸০

ষ্টীল পাটী ৬৲—৬৵

,, গোলটু (গোল) ৯৲—৬।০

,, গরাদে (চৌকা) ৫৸৵০—৬৲

,, গোল বড় ৵০—।৵০ সুতা ৪৸৵---৫॥৵

টানা রড-

চৌকা ৵০--।৵০ ঐ —৫॥১৭

,, নাড়িল তাল ৭৲—৭৸০

,, প্লেট—তিন সুতা মোটা

বাগান্ত ৭৲—৭।০

,, চাদর ৩-১৬ থানা বাণ্ডল ॥৵—১০৲

স্প্রীং ষ্টীল ৮।০—৯৲

ষ্ট্যাফ রাউণ্ড ৫৸০—৬৲

তারের পেরেক ১—৬ ইঞ্চি ৯।০—৯৸০

প্যাটেন্ট পেরেক ২—৮ ইঞ্চি ১২॥০—১৫॥০

গালাই কড়া ১ হইতে ১০ নং ২॥০ মাট

কোদাল ৪, ৫, ৬, ৭৸৵০ ৮৸৵০ ৯৸৵০ডঃ

ঐ তিন পাউণ্ড ৬৲ দেঃ বিঃ ৬।৵০ ,,

গাঃ প্লেন বালতি ৭—১২ ইঞ্চি ১।৵--৬।৵

রিভিট ,, ৭—১২ ইঞ্চি ২৲--৭৲ ,,

লোহার চেয়ার রডের গোল ও

চৌকা ৮॥০— ,,

তালের লোহার সিট ১৫৲ ,,

ভেনেস্তা (কাঠের সিট) ১৮৲ ,,

লোহার স্ক্রুপ ॥—১ ইঞ্চি /১০--॥৵০ গ্রোস

কব্জা ৭৩ নং

॥—৪ ইঞ্চি ।১০—৸৵১০ পেঃ ডজন

গাঃ তার ১৬—২২ নং

(গেজ) ১২৲---১৭৲ হন্দর

গাঃ রিভিং (মটকা)

ইঞ্চি ।৵৫ - ॥৵০ পীস

গাঃ গাটারিং বা ডোঙ্গা

ইঞ্চি ॥০—৸৵০ ,,

গাঃ স্ক্রুপ ১॥০--২॥০ ইঞ্চি ২৩৲--২৯৲ হন্দর

গ্যাঃ ওয়াসার চাক্তি ১১॥০—১৭৲ ,,

গ্যাঃ বোল্ট-নাট ৮—৩ ইঞ্চি

॥৵১০—১৵০ গ্রোস

ঢালাই রেলিং ৩॥০--৭॥০ হন্দর

ঐ রেন ওয়াটার পাইপ

৩ ইঞ্চি ৵১০ ৭ ৪ ইঞ্চি ।১০ ফুট

টিউব ওয়েলের জন্য গ্যাঃ

পাইপ১॥ ইঞ্চি ।৵৫ ফুট

পাম্প ৪নং ১২॥০ ৫নং ১৪৲ ৬নং ১৬৲

৬০--৮০ বাটখারা ৵১৫ মাট ২।০-২॥০ মণ

সন্তোষকুমার মল্লিক এণ্ড সন্স লিঃ

লৌহ ও হার্ডওয়ার বিক্রেতা।

মীরবহর ঘাট লোহাপটী, বড়বাজার,

টেলি--"**লোহার মালিক**"কলিকাতা

কেরোসিন

শ্লোক্রেক প্রত্যেক বাক্স (২ টিন) ৯৲৬

সূর্য্য মার্কা ,, ৬॥০

ভিক্টোরিয়া ,, ৬৲

সোণার দর

পাকা সোণা ৩০৸৵

বড়াল ৩০৸

চিনা পাত ৩১।০

রূপার দর

রূপা প্রায় ১০০ ভরি ৫৫৵০

ঐ খুচরা ৫৵০

কোম্পানীর কাগজ

৩॥০ সুদের কাগজ ৮১৶

৩॥০ নূতন ঋণ (১৯৪৭-৫০) ৯১।০

৪৲ ,, ঋণ (১৯৬০-৭০) ৯৭৲

৫৲ ,, বণ্ড (১৯৭৫ ১০৪॥/০

ডিবেঞ্চার

৫৲ সুদের (১৯৫৬-৮৬) কলিকাতা পোর্ট-

ট্রাষ্ট ডিবে :— ১০২॥৵০

ব্যাঙ্ক

ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক (কর্ণট্রি) ২৯৪॥০

সেণ্ট্রাল ঐ ২২৲

কাপড় ও সূতার কল

এলগিন মিল ৪৫৲

পাট কল

হাওড়া ৫০৲

অকল্যাণ্ড ১৯৫৲

বালী ১৬২৲

বরানগর ১৫০৲

ক্লেবজ ৩৭০৲

ডয়াট ২৪৩৲

ক্লাইভ ২৮।০

ডালহাউসী ৪০৮॥০

ডেল্টা ৪০৫৲

কৃষ্ণনগর নবদ্বীপঘাট রেলওয়ে সময়

কৃষ্ণনগর হইতে নবদ্বীপঘাট

কৃষ্ণনগর সিটি —	৬-৪৫	১০-৪৪	১৩-২২	১৭-৩৮	২০-১৬
কৃষ্ণনগর রোড —	৬-৫৬	১০-৫৫	১৩-৩৩	১৭-৪৭	২০-২৫
আমঘাটা —	৭-১৫	১১-১৩	১৩ ৫১	১-৩	২০ ৪১
মহেশগঞ্জ —	৭-২৪	১১-২১	১৪-০	১৮-৯	২০-৪৭
নবদ্বীপঘাট —	৭-৩৩	১১-৩০	১৪-৯	১৮-১৬	২০-৫৫

বিশেষ দ্রষ্টব্য—নবদ্বীপঘাট ষ্টেশন অপেক্ষা মহেশগঞ্জ ষ্টেশন হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরের দূরত্ব অনেক কম। শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে যাঁহাদিগকে রাণাঘাটে ট্রেণ বদল করিতে হয়, তাঁহারা রাণাঘাটে প্রাতঃ ৫-৫০, ৯ ৪১, ১৬-৫৮, ৩৮-৪১ এবং ০-৩২ মিনিটের সময় গাড়ী পাইবেন।

শান্তিপুর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে ৫-৪০, ৯-২৯, ১২-২৫, ১৬-৪ এবং ১৮-৪১ মিনিটের সময় ট্রেণ পাওয়া যায়।

নবদ্বীপঘাট হইতে কৃষ্ণনগর

নবদ্বীপ ঘাট —	৫-৩৫	৯-২৫	১২-১০	১৫-৩৪	১৮-৪০
মহেশগঞ্জ —	৫-৪২	৯-৩৩	১২ ১৯	১৫-৪২	১৮ ২৭
আমঘাট —	৫-৪৯	৯-৩৯	১২ ২৬	১৫ ৪৮	[illegible]
কৃষ্ণনগর রোড —	৬-৫	৯-৫৫	১২-৪২	১৬-৮	১৯-২৬
কৃষ্ণনগর সিটি —	৬-১৩	১০-৩	১২ ৫১	১৬-১২	১৯-৩৫

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে—ডাঃ কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম ভক্তিশাস্ত্রী এল. এম. এফ কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

তারের ঠিকানা— 'শ্রীধাম' নবদ্বীপ
ডাকের ঠিকানা—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

দৈনিক

Reg No C 1544

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩৷৹
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার স্বতন্ত্র।

নদীয়াপ্রকাশ
THE
NADIA-PRAKASH

সাহায্যের হার
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষান্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৷৷৹
মাসিক ৸৹
নগদ
প্রতি সংখ্যা ৵

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৮ম খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বেদান্তবাচস্পতি [১৫৫শ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর—১৫ই ভাদ্র বৃহস্পতিবার ১৩৪০, ৩১শে আগষ্ট ১৯৩৩

ল্যাঙ্কাশায়ারের বাণিজ্য বৃদ্ধির জন্য চেষ্টা

বস্ত্র ও কৃত্রিম রেশম শিল্পের প্রতিনিধিগণ ২১শে আগষ্ট বেলা ১০টা ২০ মিনিটের সময় লণ্ডন হইতে ভারতের দিকে যাত্রা করেন। তাঁহারা টিলবেরী হইতে "মালোজা" নামক জাহাজে আরোহণ করিবেন।

স্যার উইলিয়াম ক্লেয়ার লীস্ অন্যান্য প্রতিনিধিদের সহিত একসঙ্গে না যাইয়া পৃথক ভ্রমণ করিবেন মার্সেলিস সহরে তিনি প্রতিনিধিদলের সহিত সম্মিলিত হইবেন।

প্রতিনিধিদলের নেতা স্যার উইলিয়াম ক্লেয়ার লীস্ রয়টারের প্রতিনিধির নিকট বলেন যে, ভারতে যাইয়া তাঁহারা কতটা কাজ করিতে পারিবেন, তাহা ঠিক বলা যায় না। তবে যাহাতে ভবিষ্যতে ভারতীয় ও অন্যান্য বাজারে ল্যাঙ্কাশায়ারের রপ্তানী বৃদ্ধি করিতে পারা যায় তাঁহারা এরূপ প্রস্তাবের পরিকল্পনা সঙ্গে করিয়া আনিতে চেষ্টা করেন। ভারতের বাহিরের অন্যান্য বাজারে যাহাতে ইংলণ্ড ও ভারত উভয়েরই রপ্তানী বৃদ্ধি হয় সেই চেষ্টা করা হইবে। জাপানী প্রতিযোগিতা সম্পর্কে যে স্পেশ্যাল কমিটী নিযুক্ত হইয়াছে তাহার সম্বন্ধে তাঁহাদের আলোচনা হইয়াছে এবং তাঁহারা কয়েকটী উপায় স্থির করিয়াছেন। তবে ভারতের অবস্থা ঠিকমত না জানা পর্য্যন্ত কোন্ উপায় শেষ পর্য্যন্ত অবলম্বন করা হইবে, তাহা সঠিক বলা যাইবে না। তবে ইহা স্থির যে, জাপানী প্রতিযোগিতা সম্পর্কে ভারতে যে সমস্যার উৎপত্তি হইয়াছে তাহার একটা স্থায়ী মীমাংসা অবশ্য প্রয়োজন। এই বিষয়ে ভারতীয় কলের মালিকগণ ও ল্যাঙ্কাশায়ারের স্বার্থ অভিন্ন। যদি ইহাতে ভারতীয়দের সহিত সহযোগিতার সম্পর্ক স্থাপন করা যায় তাহা হইলে তাঁহাদের এই ভারত যাত্রা সফলই হইবে। কয়েক বৎসর হইতে ব্যবসা সম্পর্কে ভারতীয়দের সহিত মন কষাকষি চলিতেছে এবং এক পক্ষ অপর পক্ষের মনোভাব বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছে না। যদি তাঁহারা এই মনোভাব দূর করিয়া সহযোগিতার সম্পর্ক স্থাপন করিতে পারেন তাহা হইলে ইহাকে একটি উল্লেখযোগ্য ব্যাপার বলা চলিবে। অতঃপর স্যার উইলিয়ম বলেন যে, তাঁহাদের যেন এমন কোন কথা না বলেন, যাহাতে তাঁহাদের উপর বিশ্বাসের অভাব সূচিত হয়।

গমের আন্তর্জ্জাতিক মূল্য ধার্য্য কমিটী নিয়োগ

বিশ্ব গম সম্মেলনের প্রতিনিধিগণ সাময়িকভাবে কতকগুলি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়া এক চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করিয়াছেন। চুক্তিপত্রের একখণ্ড রাষ্ট্রসঙ্ঘে দাখিল করা হইবে।

একশো পাউণ্ড (মণ ১।৹ সের) গমের দাম ১২ ফ্রাঙ্ক (প্রায় দুই টাকা) ধার্য্য হইয়াছে। এই দাম স্বর্ণমুদ্রায় প্রদান করিতে হইবে। রপ্তানীকারক দেশসমূহ এই সর্ত্তে রাজী হইয়াছেন।

চুক্তিপত্রের সর্ত্ত অনুসারে রপ্তানীকারক দেশসমূহ ১৯৩৩-৩৪ সালে ৫৬ কোটি বুসেলের অধিক রপ্তানী করিতে পারিবেন না। (এক বুসেল প্রায় ৯৷৷৹ সের)

(২) সোভিয়েট রুশিয়া ও দানিয়ুব তীরস্থ প্রদেশসমূহ ব্যতীত অন্যান্য রপ্তানীকারক দেশসমূহ গম বপনের জমি অর্দ্ধেক পরিমাণ হ্রাস করিবেন।

(৩) আমদানীকারক দেশসমূহ রপ্তানী হ্রাসের সুবিধা লইয়া দেশে গমের উৎপাদন বাড়াইতে পারিবেন না। যখন প্রতি বুসেল গমের দাম ১২ ফ্রাঙ্ক হইয়া দাঁড়াইবে, তখন আমদানীকারক দেশসমূহ তদনুসারে স্ব স্ব দেশের শুল্কের সমতা বিধান করিবেন।

ফলাফল দেখিবার জন্য কমিটী

এই চুক্তির ফলাফল পর্য্যবেক্ষণ করিবার জন্য একটী কমিটি নিযুক্ত হইয়াছে। ইহাতে ব্রিটেন, জার্ম্মাণী, ফ্রান্স, ইটালী, সুইজারল্যাণ্ড ও স্পেনের প্রতিনিধিগণ থাকিবেন। উত্তর ইউরোপের জন্য আরও একজন প্রতিনিধি গ্রহণ করা হইবে।

রপ্তানীকারক দেশসমূহের জন্য পৃথক প্রতিনিধিত্বের বিধান করা হইয়াছে; সোভিয়েট ও দানিয়ুব তীরস্থ দেশসমূহের প্রতিনিধিগণও ইহার অন্তর্ভুক্ত। শেষোক্ত দেশগুলি হইতে দুইজন প্রতিনিধি গ্রহণ করা হইবে।

জার্ম্মাণ-পণ্য বয়কট

দক্ষিণ আফ্রিকার প্রধান মন্ত্রী হার্টজগ প্রস্তাবিত বয়কট (জার্ম্মাণ-পণ্য বয়কট) সম্পর্কে এক ইস্তাহার জারি করিয়াছেন। ইহাতে তিনি বলিয়াছেন যে, জার্ম্মাণীতে বিপ্লবের ফলে যাহারা ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে তাহাদের দুর্দ্দশা দূর করা যাঁহারা কর্ত্তব্যের মধ্যে গণ্য করেন, তাঁহারা অবস্থার গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া কথায় বা কাজে এমন কিছু করিবেন না, যাহাতে দক্ষিণ আফ্রিকা-ইউনিয়নের কোন প্রকার ক্ষতি ঘটে

জাপানের সহিত বাণিজ্য চুক্তি

জাপানের সহিত বাণিজ্য চুক্তি সম্পর্কে জাপ গবর্ণমেণ্ট প্রেরিত প্রতিনিধিদলকে বে-সরকারী ব্যক্তিবর্গ পরামর্শ প্রদান করিয়া সাহায্য করিবেন তাঁহাদের নাম ইতিমধ্যেই প্রকাশিত হইয়াছে। অনুরূপভাবে ভারত সরকারের প্রতিনিধি স্যার জোসেফ ভোর এবং স্যার ফ্রাঙ্ক নয়েসকেও ব্যবসা বাণিজ্য সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিবৃন্দ ও ব্যবসায়িগণ সাহায্য করিবেন বলিয়া ভারত সরকার স্থির করিয়াছেন। তদনুযায়ী ফেডারেশন অব ইণ্ডিয়ান চেম্বার্স এসোসিয়েটেড চেম্বার্স এবং অন্যান্য ব্যবসা বাণিজ্য সম্পর্কিত প্রতিষ্ঠান সমূহের নিকট অনুমান ১২ জন প্রতিনিধি মনোনয়ন করিবার নিমিত্ত অনুরোধ জানান হইবে।

হরিজনদিগকে বয়কট

আমেদাবাদ গুজরাটী দৈনিক "গুজরাট সমাচারে" প্রকাশ, কাইরা জেলার বীণা গ্রামের বর্ণ হিন্দুরা তত্রত্য হরিজনদিগকে বয়কট করিয়াছে। প্রকাশ, হরিজনেরা মৃত জীবজন্তু সরাইবে না বলিয়া সঙ্কল্প করে, কারণ তাহারা বলে, ঐ কার্য্যের জন্য তাহাদিগকে উপযুক্ত পারিশ্রমিক দেওয়া হয় না। ইতিমধ্যে একদিন গ্রামের সাহুকারের বাড়ীতে একটি বাছুর মারা গেলে উহা সরাইবার জন্য একজন হরিজনকে ডাকা হয়। সে তাহাতে অসম্মত হইলে তাহাকে নাকি প্রহার করা হয়। সেই ব্যক্তি আদালতে নালিশ করে।

প্রকাশ, ঐ ঘটনার পর হইতে বর্ণ হিন্দুরা প্রস্তাব গ্রহণ করে যে, তাহারা হরিজনদের নিকট কোনও জিনিষ বিক্রয় করিবে না এবং হরিজনদিগকে মাঠের কাজেও নিযুক্ত করিবে না। তাহারা নাকি আরও প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছে যে, কোনও বর্ণহিন্দু এই সিদ্ধান্ত লঙ্ঘন করিলে পঞ্চায়েতে তাহার ১০১৲ টাকা জরিমানা হইবে

শ্রী নমো ভগবতে বাসুদেবায়

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

১৫ই ভাদ্র বৃহস্পতিবার, ১৩৪০

রাজসাহী বিভাগের কমিশনার মিঃ ড্রামণ্ডের সভাপতিত্বে মালদহে একটী দরবার হয়। এই দরবারে মিঃ ড্রামণ্ড নিম্নলিখিত বক্তৃতা প্রদান করেন :—

ভদ্রমহোদয়গণ,

আজিকার দরবারের প্রধান বিষয় প্রেসিডেন্ট মহাশয়দিগকে পুরস্কার ও প্রশংসাপত্র বিতরণ ; যাঁহারা গত বৎসর ইউনিয়ন বোর্ডের কার্য্য উত্তমরূপে পরিচলনা করিয়া এই সম্মান অর্জ্জন করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে আমি অভিনন্দন করিতেছি। এবং তাঁহাদের গ্রামবাসীদের পক্ষ হইতে ধন্যবাদ দিতেছি।

এই উপলক্ষে রাষ্ট্রের কথা ও গবর্ণমেন্টের নীতি সম্বন্ধে কিছু বলা নিয়ম।

গতবারে যখন আমরা মিলিত হই সে সময় আপনাদের ভূতপূর্ব্ব ম্যাজিষ্ট্রেট পেড্ডী সাহেব এবং আরও উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারীর নিষ্ঠুর হত্যার স্মরণে আমরা অভিভূত এবং আমার বক্তৃতা প্রসঙ্গে বিভীষিকাবাদ সম্বন্ধে অনেক কথাই বলিয়াছিলাম।

কয়েক মাস হইতে বাঙ্গলার রাজনৈতিক হত্যা বা হত্যার প্রচেষ্টা ঘটে নাই। পুলিশ বিভাগের অদ্ভুত কার্য্যকারিতাই অবশ্য এত উন্নতির মূল। আমার মনে হয়, জনমতের ক্রমিক বিরোধিতাও ইহার আংশিক কারণ; বিপ্লবীর দল কোন কোন স্থলে পূর্ব্বে সহানুভূতি পাইত, এখন আর তাহা পায় না। ইহাতে তাহারা আরও অধঃপাতে গিয়াছে, সন্দেহ নাই।

কিন্তু মনে ভাবিবেন না যে বিভীষিকাবাদ একেবারে ধ্বংস হইয়াছে। ইহার পূর্ণ ধ্বংস করিতে হইলে অবিরাম ও একান্ত চেষ্টার প্রয়োজন। অতএব আমি আপনাদিগকে বলি যে এই হীন কর্ম্মীদের বিষয়ে যে কোনও সংবাদ আপনাদের কাহারও গোচরে আসিলে সেই মুহূর্ত্তেই বড় সাহেবকে জানাইয়া দিবেন। কিন্তু তাহাতেই কর্ত্তব্যের শেষ নহে। যাহাতে জনমত এই ধ্বংসবাদীদের প্রতি আরও কঠোর ভাবে বিরোধী হয় সে বিষয়ে সকলেরই চেষ্টা করা সমাজের প্রতি কর্ত্তব্য। দুষ্টদিগকে বুঝাইয়া দেওয়া চাই যে, তাহাদের দলের বাহিরে তাহাদের কেহ সহায় নাই এবং প্রকৃত স্বদেশপ্রেমিক শান্তিপ্রিয় দেশবাসী তাহাদের বিপক্ষে।

আমাদের দেশে শীঘ্র নূতন শাসনতন্ত্র প্রচলিত হইবে আশা করা যায়। এই সংস্কারের ফলে যে ব্যবস্থাপক সভা গঠিত হইবে, তাহাতে ভোট দিবার অধিকারীর সংখ্যা বিশেষ বর্দ্ধিত হইবে, সভ্যের সংখ্যাও অনেক বাড়িবে। দেশবাসীর দ্বারা নির্ব্বাচিত এই ব্যবস্থাপক সভার প্রতি পূর্ণদায়িত্বশীল মন্ত্রিমণ্ডলী গবর্ণমেণ্টের শাসননীতি পরিচালিত করিবেন।

সম্প্রতি ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায় হইতে গৃহীত সভ্যের সংখ্যা নির্দ্দেশ লইয়া বহু বাদানুবাদ চলিতেছে।

যদি সাম্প্রদায়িক বিবাদই বাঙ্গলার ভবিষ্যৎ জাতীয় জীবনের মূল মন্ত্র হয়, তাহা হইলে এই বিভাগ লইয়া কোনও কোনও পক্ষের মনঃক্ষোভ থাকিয়া যাওয়া সম্ভব। কিন্তু আমার আশা যে, সকলে মতভেদ বিসর্জ্জন দিয়া দেশের ও দশের কল্যাণ সাধনে সচেষ্ট হইবেন। তাহা হইলে কোন সম্প্রদায় কত আসন পাইল ইহা অতি তুচ্ছ বিষয় বলিয়া পরিগণিত হইবে।

এই প্রসঙ্গে আমরা অনুন্নত জাতির উন্নতি বিধান সম্পর্কে অনেক কথাই আজকাল শুনিতে পাই। ধর্ম্মসংক্রান্ত ব্যাপারে গবর্ণমেণ্ট নিরপেক্ষ থাকিতে বাধ্য। কিন্তু অবজ্ঞাত সম্প্রদায়ের মধ্যে শিক্ষা, জ্ঞান ও আত্মসম্মান বিস্তারের অনুপন্থী যে কোন অনুষ্ঠানে গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারিগণ যোগ দিয়া উৎসাহিত করিতে সর্ব্বদাই উন্মুখ। গবর্ণমেণ্টও অনুচ্চ জাতির উন্নতি সাধনের জন্য যথাসম্ভব ব্যবস্থা করিতেছেন।

মালদহের সাঁওতাল সম্প্রদায়ের কথা এই প্রসঙ্গে আপনাদিগকে বিশেষ করিয়া স্মরণ রাখিতে বলি। এবং আশা করি, যে সব সম্প্রদায় তাহাদিগের অপেক্ষা শিক্ষায় ও সামাজিক হিসাবে উন্নত, তাঁহারা সাঁওতালদের প্রতি সদয় ব্যবহার ও সুবিচার করিবেন। সাঁওতালরা সচ্চরিত্র ও পরিশ্রমী। কিন্তু আমি শুনিয়াছি যে, তাহারা সব সময়ে যে সুব্যবহার তাহাদের পাওয়া উচিত তাহা পায় নাই এবং অনেকে ইহাদের অজ্ঞতার সুযোগ লইয়া এই নিরীহদিগকে বিবিধভাবে উৎপীড়িত করিয়াছে।

ষ্ট্যাটুটারী রেলওয়ে বোর্ডের রিপোর্টও প্রকাশিত হইয়াছে। দেশ এই সম্পর্কে যে সমস্ত চরম আশঙ্কা করিয়াছিল তাহাই কার্য্যে পরিণত হইয়াছে। সরকার এই ব্যাপারে রাজনৈতিক প্রতিপত্তির ভয়ে বোর্ডকে কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক সভার হাত হইতে দূরে সরাইয়া রাখিয়াছেন। ভাবী ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের ব্যবস্থাপক সভার এই ব্যাপারে হাত না থাকায় দেশের শিল্প ও বাণিজ্যে ক্ষতি হইবার বহু সম্ভাবনা রহিয়াছে। প্রস্তাবিত ব্যবস্থায় রেলওয়ে ব্যয় সংক্রান্ত ব্যাপারে কোন ভোটাধিকার থাকিবে না। ইহা হইতে কি ক্ষমতা বা দায়িত্ব হস্তান্তর ব্যাপারে সরকার কোন প্রগতিশীল প্রস্তাব করিতেছেন বলিয়া মনে হয় ?

রেলওয়ে ব্যাপারে ক্ষমতা হস্তান্তরের অর্থ হইতেছে এই যে, বৃটিশ রাজনীতির একাধিপত্য এবং কেন্দ্রীয় সরকারের এই ব্যাপারে ন্যায্য ক্ষমতা অপহরণ। এই বিষয়ে বণিকসভার সুস্পষ্ট অভিমত এই যে, প্রস্তাবিত রেলওয়ে বোর্ডকে কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক সভার নিকট দায়ী থাকিতে হইবে এবং রেলওয়ে কর্ত্তৃপক্ষ শাসন সংস্কার আইন দ্বারা গঠিত না হইয়া ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার একটী আইন দ্বারা গঠিত হইবে।

উদয়ন।—আমরা উদয়নের ভাদ্র সংখ্যা পাঠ করিয়া অতিশয় তৃপ্তি লাভ করিলাম। আচার্য্য শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র রায়, ডাঃ সুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত, শ্রীভুজঙ্গধর রায় চৌধুরী, শ্রীরাধাকমল মুখোপাধ্যায়, শ্রীপ্রমথ চৌধুরী প্রমুখ মনীষিবৃন্দের একত্র সমাবেশ হওয়ায় উদয়ন সাহিত্যপ্রেমিকগণের পরম উপাদেয় হইয়াছে। কুরুচির প্রশ্রয় না দিয়াও মাসিক সকল শ্রেণীর পাঠকের মনোরঞ্জন করিতে পারে—উদয়ন তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। গানের কথা, সুর ও স্বরলিপি অনিন্দনীয় হইয়াছে। আমরা উদয়নের উন্নতি কামনা করি।

উদয়নের বার্ষিক মূল্য সডাক ৪৷৷০ টাকা প্রতি সংখ্যা ।৵০। টাকাকড়ি পাঠাইবার ঠিকানা—কর্ম্মাধ্যক্ষ, উদয়ন—৭৯।১ লোয়ার সারকুলার রোড, কলিকাতা।

ডাফির দৃপ্ত বাণী

ডবলিনে ২৪শে আগষ্ট রাত্রে কুটসভিলে ন্যাশনাল গার্ডের একটী সভা হইয়াছিল। এই সভায় গার্ডের আশী জন নীলকোর্ত্তা পরিয়া উপস্থিত ছিল। দলের কর্ত্তা জেনারেল ও'ডাফ বলিয়াছেন—"রবিবার আমি কর্ক সহরে শোভাযাত্রা বাহির করিবই।

শাসন সংস্কার প্রস্তাব ও বাঙ্গালা

১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে বিলাতে **ইংরাজ সরকার** ঘোষণা **করিয়াছিলেন—"ভারতবর্ষে** শাসনের সকল বিভাগে **ভারতবাসীর সহিত** ক্রমবর্দ্ধনশীল যোগ **স্থাপিত করিয়া এবং** ভারতবর্ষে ক্রমে ক্রমে **স্বায়ত্ত-শাসনশীল** প্রতিষ্ঠানের পুষ্টিসাধন **করিয়া ইংরাজ** সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত রাখিয়া **ভারতে ক্রমশঃ** দায়িত্বপূর্ণ শাসন প্রতিষ্ঠা **করাই ইংরাজ** শাসনের উদ্দেশ্য। * * * ক্রমে ক্রমে এই নীতি অনুসারে উন্নতি সাধিত **হইতে** পারে।"

এই ঘোষণাকে ভিত্তি **করিয়া** মণ্টেগু-চেমসফোর্ড শাসন-সংস্কার প্রবর্ত্তিত **হইয়াছিল**। "দায়িত্বশীল" শাসন যে বিলাতের পার্লামেণ্টের কর্ত্তৃত্বাধীন শাসন ব্যতীত আর কিছুই নহে, তাহা লর্ড রোণাল্ডসে তাঁহার রচিত লর্ড কার্জ্জনের জীবনচরিতে বলিয়াছেন। তাহার পর বিলাত হইতে ফিরিয়া আসিয়া বড়লাট লর্ড **আরউইন** ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দের ৩১শে অক্টোবর তারিখে যে ঘোষণা করেন, তাহাতে তিনি **বলেন**, বিলাতের মন্ত্রিমণ্ডলের পক্ষ হইতে তিনি জানাইতেছেন—ভারতবর্ষ পূর্ণকালে সাম্রাজ্যের অন্যান্য স্বায়ত্ত-শাসনশীল দেশের সমান অধিকার লাভ করিবে, ইহাই ইংরাজ শাসনের উদ্দেশ্য।

এবার শাসন-সংস্কারের যে প্রস্তাব হইয়াছে, তাহাতে বর্ত্তমান অর্থাৎ মণ্টেগু-চেমসফোর্ড শাসন-সংস্কারে প্রবর্ত্তিত শাসন-পদ্ধতি হইতে এদেশ স্বায়ত্ত-শাসনের পথে কতদূর অগ্রসর হইবে, তাহাই এখন বিবেচনার বিষয়। অনেকে সংবাদ পত্রাদিতে প্রস্তাবিত শাসন-সংস্কারের নানারূপ সমালোচনা করিয়াছেন বটে, কিন্তু শাসন-পদ্ধতির রূপ কি হইবে এবং তাহাতে স্বায়ত্ত-শাসনের দিকে কতটা অগ্রসর হওয়া যাইবে, তাহা প্রায় আলোচিত হয় নাই।

শাসন সংস্কার-প্রস্তাবে বাঙ্গালার শাসন ব্যবস্থাদি কিরূপ হইবে, আমরা তাহারই আলোচনা করিব।

প্রাদেশিক স্বায়ত্ত-শাসন

বর্ত্তমান শাসন-পদ্ধতিতে অন্যান্য প্রদেশেরই মত বাঙ্গালার কোন মৌলিক বা স্বাধীন ক্ষমতা নাই। শাসন ও রাজস্ব সম্বন্ধীয় সব ব্যাপারই ভারত-সচিবের হস্তগত এবং বাঙ্গালা সরকারের যে কিছু ক্ষমতা আছে তাহা ভারত-সচিবের প্রদত্ত। শাসন বিষয়ে বাঙ্গালা সরকার সপার্ষদ বড়লাটের নিয়ন্ত্রণ ও কর্ত্তৃত্বের অধীন।

(ক্রমশঃ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক
— পারমার্থিক পত্র —
শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশ
তনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনং,
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং
প্রেমা পুমর্থো মহান্,
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং
তত্রাদরো নঃ পরঃ॥

৮ম বর্ষ } ২৬ হৃষীকেশ গৌরাব্দ ৪৪৭, ১৫ই ভাদ্র বঙ্গাব্দ ১৩৪০, ৩১শে আগষ্ট ইং ১৯৩৩, বৃহস্পতিবার { ১৫৫শ সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

শ্রীচৈতন্যমঠে শ্রীশ্রীরাধাষ্টমী উৎসব

গত ১২ই ভাদ্র ২৮শে আগষ্ট সোমবার সমস্ত দিন শ্রীধাম-মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠে পাঠ, কীর্ত্তন, বক্তৃতা, ভাষণ ও মহাপ্রসাদ-বিতরণ মধ্যে সমারোহে শ্রীশ্রীরাধাষ্টমী-তিথির পালন করা হইয়াছে। ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে অগুর্তি শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর মঙ্গল আরাত্রিকের সুমধুর-ধ্বনি চতুর্দ্দিকের সুপ্ত জনমণ্ডলীর কর্ণে জাগরণী মহামন্ত্র প্রদান করেন। অন্যান্য দিবস শেষরাত্রে ও প্রাতে বৃষ্টি থাকিলেও বোধ হয় সেবার পূর্ণতমা অধিশ্বরী শ্রীমতী বৃষভানুসুতার আবির্ভাব-তিথির প্রতি সম্মান প্রদর্শনার্থ এই দিবস আকাশ নির্ম্মল ও সুনীল ছিল। মঙ্গলারাত্রিকের সময় জাহ্নবীর বীচিমালা ও অনিল-হিল্লোলও যেন ভক্তগণের সহিত মহামন্ত্র-কীর্ত্তনে যোগদান করিয়া চতুর্দ্দিকে জাগরণী মন্ত্র বহন করিয়া লইয়া যাইতেছিল, আর গগন চন্দ্রাতপে আসীন তারকারাজি নির্নিমেষ নেত্রে তাহা দর্শন করিতেছিল। নভোমণ্ডলে দৃষ্টিপাত করিয়া মনে হইল, নক্ষত্ররাজি যেন হাররূপে সজ্জিত হইয়া শ্রীশ্রীরাধারাণীর সেবা প্রার্থনা করিতেছেন।

মঙ্গলারাত্রিকের পর উষঃকীর্ত্তন। শ্রীচৈতন্যমঠের সেবকগণ সমস্বরে "গুর্ব্বষ্টক", "জীব জাগ, জীব জাগ, গোরাচাঁদ বলে" কীর্ত্তন করেন, তৎপর "জয় রাধে জয় কৃষ্ণ, জয় বৃন্দাবন, শ্রীগোবিন্দ গোপীনাথ মদন-মোহন" গীতিটী কীর্ত্তন করিতে করিতে শ্রীমন্দির, শ্রীতুলসীমঞ্চ ও 'শ্রীভক্তিবিজয় ভবন' পরিক্রমা করেন। এই সুমধুর কীর্ত্তন যাহারই শ্রবণের সৌভাগ্য হইয়াছে, তিনিই অনুভব করিয়াছেন, উহা বাস্তবিকই—

"সুধার সুধারা ঢালে শ্রবণ-বিবরে"

এই সুধা জড়কবির জাত সুধা বা জড়-ধারণাগত সুধা নহে, ইহা অপ্রাকৃত জগতে নিত্য-সেবানন্দে সঞ্জীবিত রাখিবার সুধা, যে সুধাপানে প্রাকৃত কেহ বা আর হৃদয়ে কখনও স্থান লাভ করে না।

উষ কীর্ত্তনান্তে 'শ্রীশ্রীগুরুপরম্পরা', "ভজ রে ভজ রে মন, শ্রীনন্দ-নন্দন", "নিতাইপদ-কমল কোটিচন্দ্র সুশীতল", "গৌরাঙ্গের দু'টি পদ, যার ধন সম্পদ", "পীতবরণ, কলিপাবন গোরা", "রাধিকা-চরণ-পদ্ম সকল শ্রেয়ের সদ্ম", "ভোজন-লালসে রসনে আমার, শুনহ বিধান মোর", "রাধাভজনে যদি মতি নাহি ভেল, কৃষ্ণভজন তবে অকারণে গেল" প্রভৃতি কীর্ত্তন হয়। তৎপর মধ্যাহ্ন সময়ে শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ রাধা-বিনোদ-প্রাণজিউর ভোগরাগ, ভোজন কীর্ত্তন ও ভোগারাত্রিক-কীর্ত্তন হয়। তৎপরে সমবেত সকলকেই বিচিত্র মহাপ্রসাদ প্রদান করা হইয়াছে। বহু দূরদেশাগত যাত্রীও এই সময় মহাপ্রসাদ সম্মান করিয়াছেন। বেলা প্রায় ২॥ ঘটিকার সময় মহাপ্রসাদ বিতরণ-কার্য্য শেষ হয়।

অপরাহ্ণ ৫ ঘটিকায় সময় শ্রীচৈতন্যমঠের অবিশ্রান্তকরণ নাট্যমন্দিরে একটী মহতী সভার অধিবেশন হয়। সভায় বর্ত্তমান ৮ম বর্ষ নদীয়া-প্রকাশের ১৫২ সংখ্যায় সম্পাদকীয় স্তম্ভে প্রকাশিত "শ্রীশ্রীবৃষভানুসুতা" প্রবন্ধটী পাঠ করা হয়। পাঠের পূর্ব্বে ও পরে শ্রীশ্রীরাধাষ্টমী তিথির মাহাত্ম্য, শ্রীশ্রীরাধারাণীর সেবার অসমোর্দ্ধ সৌন্দর্য্য, শ্রীশ্রীরাধিকার আবির্ভাব স্থান মাহাত্ম্য, যাঁহারা রাধারাণীকে তাঁহাদের তনয়া-রূপে প্রাপ্ত হইবার সৌভাগ্যলাভ করিয়াছেন সেই 'বৃষভানুরাজ ও কীর্ত্তিকাদেবীর মাহাত্ম্য প্রভৃতি বিষয়-সমূহ সরল সহজ ভাষায় বক্তৃতাদ্বারা ব্যাখ্যা করা হইয়াছে।

পাঠ ও বক্তৃতার পর সুকণ্ঠ-গায়ক শ্রীপাদ মুকুন্দবিনোদ ভক্তিমধুর প্রভু শ্রীশ্রীরাধাষ্টকের কতিপয় অংশ ও কল্যাণকল্পতরু হইতে "বিষয় বাসনা-রূপ চিত্তের বিকার", "আমার সমান হীন নাহি এসংসারে" প্রভৃতি দৈন্যময়ী প্রার্থনা কীর্ত্তন করেন। তৎপর অপরাহ্ণে সমাগত যাত্রিগণকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

মহাপ্রসাদ বিতরণান্তে সন্ধ্যারাত্রিক হয়। তৎপর পুনরায় পাঠ হয়। পাঠের আদিতে ও অন্তে মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তন হইয়াছে।

সুরধুনীর প্লাবনে শ্রীচৈতন্যমঠের দৃশ্য অতীব মনোরম হইয়াছে। দূর হইতে দেখিলে স্বতঃই মনে হয়, পবিত্র গঙ্গোদকের উপর দাড়াইয়া সুপবিত্র শ্রীচৈতন্যমঠ পূর্ণতম-চেতনের বিকাশকারী পূর্ণতম শ্রীচৈতন্যদেবের পবিত্রতমা বাণী প্রচার করিতেছেন আর আনন্দে নৃত্য করিতেছেন। সন্ধ্যার পর বৈদ্যুতিক আলোক-মালা প্রজ্বলিত হইলে দূর হইতে মনে হয়, একটী সুউজ্জ্বল আলোক-ঝাড় সকলের হৃদয়কে শ্রীচৈতন্যদেবের উপদেশামৃত গ্রহণের নিমিত্ত আকর্ষণ করিতেছে। সেই আলোক-মালা চতুর্দ্দিকে সুরধুনীবক্ষে সহস্র-ব্যূহ রচনা করিয়া যখন নৃত্য করে, তখনকার সেই সুমধুর দৃশ্য সম্যক্ বর্ণন ত' দূরের কথা, কল্পনার তুলিতে আঁকাও অসম্ভব। চতুর্দ্দিক হইতে অনেক যাত্রী সেই দৃশ্য দেখিতে দেখিতে সন্ধ্যার পর শ্রীচৈতন্য মঠে আসিয়া উপস্থিত হন এবং অপূর্ব্ব শৃঙ্গারযুক্ত শ্রীশ্রীবিনোদপ্রাণজিউর দর্শন লাভ করিয়া বিস্ময়ে আপ্লুত হন।

শ্রীস্বানন্দসুখদকুঞ্জে শ্রীশ্রীরাধাষ্টমী মহোৎসব

গত ১২ই ভাদ্র সোমবার গৌরনিজজন শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের ভজনস্থলী গোদ্রুমস্থ শ্রীস্বানন্দসুখদকুঞ্জে শ্রীশ্রীরাধাষ্টমী মহোৎসব যথারীতি অনুষ্ঠিত হইয়াছে। এতদুপলক্ষে মঠবাসী ভক্তবৃন্দ শ্রীগুরুবৈষ্ণবের আনুগত্যে গোস্বামী মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন ও হরিকথা আলোচনামুখে উপস্থিতদিগের দ্বারা মানবীভক্তি পালন করেন। দ্বিপ্রহরান্তে কীর্ত্তনমুখে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের নানাবিধ বিচিত্র ভোগরাগান্তে ভক্তগণকে চতুর্ব্বিধ রসসমন্বিত মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়। এই উৎসবটিকে সাফল্যমণ্ডিত করণে শ্রীপাদ শুদ্ধভক্তিদাস দাসাধিকারী ভক্তিশাস্ত্রী ও শ্রীউপেন্দ্রনাথ দাসাধিকারীর আপ্রাণ সেবাচেষ্টা বিশেষ প্রশংসার্হ।

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ জন্মাষ্টমীদিবস প্রাতঃকালে শ্রীগৌড়ীয়মঠে একাদিক্রমে আট ঘণ্টাকাল এবং অপরাহ্ণে আরও সাত ঘণ্টাকাল অনর্গল শ্রীকৃষ্ণলীলার সর্ব্বোত্তমত্ব ও শ্রীচৈতন্যদেবের বৈশিষ্ট্যের বিষয় কীর্ত্তন করেন। কলিকাতার অনেক বিশিষ্ট শিক্ষিত ব্যক্তি শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের বাণী শ্রবণের সৌভাগ্য লাভ করিয়াছেন।

গত ৩০শে শ্রাবণ শ্রীবলদেবের আবির্ভাব দিবস ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ গান্ধর্ব্বিকা গিরিধারীর সন্ধ্যারাত্রিকের পর শ্রীগৌড়ীয়মঠের নাট্যমন্দিরে একটী বিদ্বজ্জন-মণ্ডিত মহতী সভায় "শ্রীবলদেবতত্ত্ব" বিষয়ে প্রায় ২ ঘণ্টাকাল শাস্ত্রযুক্তিপূর্ণ একটী বক্তৃতা প্রদান করেন।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

২৬ হৃষীকেশ, আদি কারণোদশায়ী

গর্ভস্তোত্র

সপ্তম শ্লোক

যেঽন্যেঽরবিন্দাক্ষ বিমুক্তমানিন-
স্ত্বয্যস্তভাবাদবিশুদ্ধবুদ্ধয়ঃ।
আরুহ্য কৃচ্ছ্রেণ পরং পদং ততঃ
পতন্ত্যধোঽনাদৃতযুষ্মদঙ্ঘ্রয়ঃ॥

হে অরবিন্দলোচন! অন্য যে-সকল ব্যক্তি তোমার দাস্যরূপ স্বভাবকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক অবিশুদ্ধবুদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া আপনাদিগকে বৃথা বিমুক্ত অভিমান করত বহু কষ্টে তোমার প্রদত্ত পদ পাইয়াও তোমার পাদপদ্মকে অনাদর করে, তাহারা অধোগতি প্রাপ্ত হয়।

স্বপদ ও স্বভাবে প্রভেদ

কর্ম্ম যোগ ও জ্ঞানদ্বারা যে-সকল লোককে প্রাপ্ত হয়, তাহা স্থির থাকে না। [illegible] জীবের প্রাপ্য পদ [illegible] সহিত সম্বন্ধ রাখিয়াছে কে পদ নাম বলা যায়। উহাই জীবের স্বপদ, [illegible] নহে। [illegible] দাস্যই জীবের স্বভাব। [illegible] মানী ব্যক্তি [illegible] পোষণ করেন।

বেদপ্রতিপাদ্য বিষয়

অখিল বেদে কর্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তি—এই তিন প্রকার বিষয় [illegible]। কর্ম্ম [illegible] সমুদয়ই কর্ম্ম। [illegible] বেদে [illegible] এই সকল [illegible] প্রকার প্রোজ্জ্বল ব্যাখ্যা আছে, [illegible] জীবের [illegible]।

[illegible] হইতে চ্যুতি

কর্ম্মী [illegible] উন্নতি পাইয়া ক্রমে ক্রমে [illegible] প্রাপ্ত হন। ঐ ব্রহ্মা দ্বিপরার্দ্ধ [illegible] পুনরায় [illegible] হইয়া ঐ ব্রহ্মা যখন [illegible] হন তখন ঐ মনুষ্য কর্ম্মফল-প্রাপ্ত [illegible] প্রলয়ে [illegible] করিয়া [illegible]। [illegible] কর্ম্মী যদিও [illegible] পরম পদ প্রাপ্ত করেন, [illegible] নিত্যস্বরূপে [illegible] অধঃপতন পাইয়া থাকে। পক্ষান্তরে [illegible] ব্যক্তি জ্ঞানযোগ দ্বারা জগতের মায়িক [illegible] হইতে আপনাকে বিলক্ষণ জানিয়া বৃহদ্ব্রহ্ম পক্ষে আপনাদিগকে লয় করিয়া থাকেন, তাঁহারাও হিরণ্যগর্ভের সহিত প্রলয়াবসানে সংসারে পুনরাগত হন। অতএব লব্ধ জ্ঞান-রূপ ব্রহ্মসাধনেও পরমপদ হইতে চ্যুত হইবার আশঙ্কা আছে।

দৈব-বিপাকে সংসার-গতি

পরব্যোমের বাহিরে যে একটি জ্যোতির্ম্ময় মণ্ডল আছে, তাহাই ব্রহ্মলোক। জ্ঞানী লোকেরা তথায় উপস্থিত হইয়া কিছুক্ষণ আত্মানন্দ ভোগ করত উহাতে ভাবরহিত হইবামাত্র অধোগতি প্রাপ্ত হন। অতএব কর্ম্মী ও জ্ঞানী - ইঁহারা যদিও আপনাদিগকে বিমুক্ত জ্ঞান করেন তথাপি ফলতঃ তাহা হইতে পারেন না। ইঁহাদের অভিমান [illegible] মাত্র। জ্ঞান ও কর্ম্মের দ্বারা [illegible] না পাইবার বিশেষ কারণ এই যে, যদিও জ্ঞান ও কর্ম্ম কষ্টে [illegible] ও বহুকালে জীবের বৈরাগ্যরূপ স্বপদকে প্রাপ্ত করান, তথাপি ঐ স্বপদাশ্রিত ব্যক্তিকে তথায় দৃঢ় রাখিতে সমর্থ হন না, যেহেতু জীবের স্বপদে উপস্থিত হইবামাত্র তাহার মধ্যে জ্ঞান ও কর্ম্মের অবসান হইয়া যায়, বৈরাগ্য হইলে আর কর্ম্ম ও জ্ঞানের আবশ্যক হয় না, যেহেতু ফলপ্রাপ্তি হইলে [illegible] প্রয়োজন কি? নদী পার হইয়া গেলে নৌকার আবশ্যক কি? কিন্তু [illegible] কামনা [illegible] পড়িয়া উঠে। [illegible] হইয়া [illegible] অবস্থান করিতে পারে না। [illegible] স্বপদস্থ জীব [illegible] হইয়া পুনরায় [illegible] জ্ঞান ও কর্ম্মের [illegible] বাসনা করে। বাসনার নাম কাম, [illegible] ফল কর্ম্ম [illegible] করণের নাম দৈব। ঐ দৈববিপাকে [illegible] সংসার গতি [illegible]।

জীব কখন স্বপদে প্রতিষ্ঠিত হয়

শ্লোকে যে "অস্তভাবাৎ" শব্দ বেদব্যাস প্রয়োগ করিয়াছেন, তাহার অর্থ এই যে, তোমার প্রকাশত্ব [illegible] এবং অস্তত্ব অভাবের [illegible]। জীবকে [illegible] তুলনা করিয়া উহার স্বভাব। [illegible] প্রকাশের সহিত ও ভগবদ্বিমুখতাকে অস্তের সহিত উপমা দেওয়া হইয়াছে। যে-সকল জীব ঈশ্বরপ্রাপ্তি ও স্বাধীনভাব [illegible] করত ভগবদ্বিমুখতারূপ অস্ত [illegible] প্রকাশ করিয়া নিজ নিজ বুদ্ধিকে অবিশুদ্ধ করিয়াছেন তাঁহারাই কর্ম্ম ও জ্ঞানের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া আপনাদিগকে বিমুক্ত অভিমান করিয়া থাকেন কিন্তু যদি ঐসকল ব্যক্তি [illegible] ভগবৎপাদাশ্রয়রূপ জীব স্বভাবকে অবলম্বন করেন, তবে পুনরায় সংসারগতি প্রাপ্ত হন না। অনেকানেক বিমুক্তাভিমানী ব্যক্তি চতুরতা পূর্ব্বক ভক্তির সংস্থাপন করত উৎপত্তি জ্ঞানের প্রক্রিয়া করিয়া থাকেন। তাহারা বলেন যে, ভক্তি করিতে করিতে জ্ঞান হইয়া থাকে। এই বাক্যটি নিতান্ত অকর্ম্মণ্য। ভক্তিই জীবের স্বভাব, নিত্য-মুক্ত জীবসকল ভক্তি ব্যতীত আর কিছুই জানেন না। নিত্যানিত্য জ্ঞানের দ্বারা জীবের বৈরাগ্যরূপ স্বপদ প্রাপ্তি হইলে তাঁর ভগবৎপাদপদ্মসেবারূপ স্বভাবে নিযুক্ত থাকে।

চন্দ্রশর্ম্মা-উপাখ্যান

পুরাকালে অবন্তীনগরে চন্দ্রশর্ম্মা নামক এক বেদপারগ ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। তিনি পরম শিবভক্ত ছিলেন, শিব ব্যতীত অন্য কোন দেবতা বা স্বয়ং ভগবানেরও কখন সেবা করেন নাই। শৈবব্রত ভিন্ন অপর কোন যজ্ঞ ব্রতাদির অনুষ্ঠান করিতেন না। একমাত্র শিবচতুর্দ্দশী-ব্রত ব্যতীত তিনি হরিবাসরোপবাস বা হরিবাসরাদি অন্য কোন ব্রতাদি কদাপি করিতেন না। যেখানে যেখানে শিবক্ষেত্র, শিবতীর্থ আছে সেই সেই স্থানে গমন করিতেন। বৈষ্ণব ক্ষেত্রে কদাচ গমন করিতেন না। প্রতি বৎসরে তিনি সোমনাথ দর্শনে যাইতেন, কখন বৈষ্ণবধাম [illegible] করিতেন না। এইরূপে তাঁহার নবসপ্ততি বৎসর অতিক্রম হইলে কদাচিৎ কতিপয় ব্রাহ্মণ বালক-সমভিব্যাহারে সোমনাথ ক্ষেত্রে আগমন করিয়াছিলেন। চন্দ্রশর্ম্মার সহিত তাঁহাদের মিলন, পরিচয় হইলে যে ব্রাহ্মণগণ চন্দ্রশর্ম্মাকে তাঁহাদের সহিত [illegible] পুরী দ্বারকায় যাইতে অনুরোধ করিলে তিনি ব্রাহ্মণদিগকে সদর্পে বলিতে লাগিলেন, -"শৈবক্ষেত্র অপেক্ষা উৎকৃষ্ট স্থান এবং শিব হইতে শ্রেষ্ঠ দেবতা ত্রিজগতে আছে বলিয়া আমি মনে করি না।" ব্রাহ্মণগণ চন্দ্রশর্ম্মার এই প্রকার মর্ম্মঘাতক উক্তিতে কিঞ্চিৎ ক্ষুব্ধ হইয়া [illegible] বলিয়া অবধারণ করিলেন এবং চন্দ্রশর্ম্মা যাহাতে সত্য সত্য শ্রীশম্ভুর প্রকৃত তত্ত্ব অবগত হইতে পারেন এবং স্বয়ং ভগবান্ বাসুদেবে সেবানিষ্ঠ হন, তজ্জন্য বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ শম্ভুর চরণে এই প্রার্থনা করিতে করিতে শ্রীদ্বারকাক্ষেত্রাভিমুখে গমন করিলেন।

এদিকে চন্দ্রশর্ম্মা গৃহে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া সেই রাত্রেই ভয়ঙ্কর মহাকায় কঙ্কাল অতি ভীষণ স্বীয় পিতৃগণকে স্বপ্নে দর্শন করিলেন। তিনি এই প্রকার স্বপ্ন দর্শন করিয়া অত্যন্ত ভীত হইয়া প্রেতাদিগকে কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতে লাগিলেন,—কে তোমরা বিকটাকার, জগতের ভয়প্রদ, পৃথিবীতে তোমাদের ন্যায় জীব আমি কখনও দেখি নাই। তখন প্রেতগণ বলিতে লাগিলেন,—হে চন্দ্রশর্ম্মন্! ভীত হইও না; আমরা তোমার পূর্ব্ব পিতামহ; মহাদুঃখে পীড়িত হইয়া আমরা তৎসমীপে আগমন করিয়াছি। চন্দ্রশর্ম্মা বলিলেন,- আপনারা আমার পিতামহ; আপনারা ভগবান্ শিবের কায়মনোবাক্যে আরাধনা করিয়াছেন, তাঁহাকেই স্বয়ং ভগবান্ বলিয়া জানিতেন। দান, শিবযজ্ঞ, তপস্যা এ সমুদয়ই করিয়াছেন; কিন্তু তথাপি আপনাদের প্রেতত্ব লাভের কারণ কি? আপনাদের প্রেতত্ব দর্শনে আমি পরম বিস্মিত হইয়াছি এবং নিজের পারলৌকিক গতি কি-প্রকার হইবে তাহা চিন্তা করিয়া চিন্তান্বিত হইতেছি।

প্রেতগণ বলিল,—অয়ি পুত্র! শ্রবণ কর, আমাদের প্রেতত্বের কারণ বলিতেছি; হে পুত্র! আমরা পূর্ব্বে ভগবান্ হরিকে অবজ্ঞা পূর্ব্বক ভগবদ্দীন শিবকেই স্বয়ং ভগবান্ বলিয়া আরাধনা করিয়াছিলাম এবং শৈবগণের প্ররোচনায় তামসিক স্মৃতি বিধানানুসারে দশমী-বিদ্ধা একাদশী ব্রত করিয়াছি, দ্বাদশীব্রত কখন পালন করি নাই, তাহার ফলেই আমাদের এই প্রেতগতি লাভ হইয়াছে এবং অচিরকাল মধ্যে তোমার সহিত মহা ঘোর নরকে বাস করিতে হইবে, সংশয় নাই।

চন্দ্রশর্ম্মা বলিলেন, হে পিতৃদেবগণ! আপনারা [illegible] লোকদিগের [illegible] পূজাতেও কি প্রেতত্ব নষ্ট হয় না? [illegible] দ্বারা সন্তুষ্ট হইয়া যে ত্রিপুরনাশন শম্ভু কি গতি প্রদান করেন না? নিশ্চয়ই কি এরূপ অনুষ্ঠানে প্রেতমুক্তি হয় না? প্রেতগণ বলিলেন, হে পুত্র! দশমী-বিদ্ধা একাদশী ব্রত পালনে জীব পাপভাগী হয়, প্রায়শ্চিত্তার্হ ব্যক্তি সদা শম্ভুর পূজা করিলেও অচ্যুত ভগবান কেশবের পূজা ব্যতীত তাহাকে নরকভাক্ হইতে হয়।

সর্ব্বাগ্রে সর্ব্বেশ্বরেশ্বর কেশবের, তৎপশ্চাৎ মহেশ্বর এবং অনন্তর অন্যান্য দেবগণের পূজা বিধেয়। যাহা হইতেই শাখাপ্রশাখার বহুধা বিস্তৃত হইয়া থাকে, ভগবান্ বাসুদেবই সেই সর্ব্বাদি মূলপুরুষ। তাঁহা হইতেই এই চরাচর জগৎ সমুদ্ভূত, অতএব মূল পরিত্যাগ করিয়া মেধাবী ব্যক্তি কখনই শাখার সেবা করিবেন না।

উপরিউক্ত উপাখ্যানটী স্কন্দপুরাণোক্ত। স্কন্দপুরাণ তামস পুরাণের অন্তর্গত, মনুষ্যের অধিকার ভেদে সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক পুরাণের বিভিন্ন প্রবৃত্তি। রাজসিক ও তামসিক প্রকৃতির ব্যক্তিসকল গুরুকৃপায় ক্রমশঃ সাত্ত্বিক পুরাণের উপদিষ্টাধিকারে উন্নীত হইতে পারেন। পরম কারুণিক ব্যাসদেব রাজস ও তামস প্রকৃতির লোক,

শুদ্ধভক্তি গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। আকারে বিরাট শ্রীচৈতন্যভাগবত ৫৲
২। শ্রীমদ্ভাগবতম,—সমগ্র ৪৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২৮৲
একাদশ স্কন্ধ হইতে প্রকাশিত ।৶০
৩। অনুভাষ্যসহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত
(৪র্থ সংস্করণ) ৫৲
৪। শ্রীকাব্যবেদকুসুমাঞ্জলি (বাঁধা) ১৲
৫। গৌড়ীয়-গৌরব ।৶০
৬। গৌড়ীয়-গীতিকা ।৶০
৭। কৃষ্ণরহস্য ॥০
শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম ও
শ্রীনবদ্বীপশতকম (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৯। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ)
ঐ (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
১০। গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি টীকাসহ)
ঐ (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
১১। গীতার কেবল মাধ্ব-ভাষ্য ।০
১২। যুক্তিমল্লিকা গুণসৌরভঃ সানুবাদ
(মাধ্ব) ২৲
১৩। বেদান্ততত্ত্বসার সানুবাদ
(রামানুজীয়) ॥০
১৪। জৈবধর্ম্ম ২৲
১৫। শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৬। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১৭। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ॥৶০
ঐ (বাঁধা) ৸০
১৮। শ্রীগীত-দিগ্‌দর্শন ৶০
১৯। সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ) ।৶০
২০। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ॥০
ঐ (আবাঁধা) ।৶০
২১। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
২২। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৶০
২৩। গীতমালা ⁄১০
২৪। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৵০
২৫। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৵০
২৬। নবদ্বীপ পঞ্জিকা (৪৪৭ গৌরাব্দ) ৶০
২৭। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
২৮। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা-দর্পণ ।০
২৯। শরণাগতি ⁄০
৩০। গীতাবলী ⁄০
৩১। চিত্রে নবদ্বীপ ১॥০
৩২। সাধনকণ ⁄০
৩৩। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ⁄০
৩৪। নবদ্বীপশতক ⁄০
৩৫। অর্থপঞ্চক ⁄০
৩৬। সদাচারস্মৃতিঃ ⁄০
৩৭। কল্যাণকল্পতরু (৫ম সংস্করণ) ⁄১০
৩৮। কৃষ্ণনকণ [illegible]
৩৯। সাধককণ্ঠমালা (বাঁধা) ॥০
ঐ (আবাঁধা) ।⁄০
৪০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি
(প্রথম চারিখণ্ড) ৩
৪১। ব্রহ্মসংহিতা ।০
৪২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৪৩। মণিমঞ্জরী সানুবাদ ।০
৪৪। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৪৫। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ।০
৪৬। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৪৭। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
৪৮। গৌড়ীয়মঠ কি করেন ? ⁄০
৪৯। ঈশোপনিষৎ (বলদেব ও মাধ্ব-ভাষ্য এবং বিবৃতি ও অনুবাদসহ) ।০
৫০। শ্রীভুবনেশ্বর ৵০
৫১। সিদ্ধান্তদর্পণ ৶০
৫২। সাধ্যবাণী ⁄০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৫৩। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী দিগ্বিজয়ঃ ॥০
৫৪। সটীক-শিক্ষাদশমূলম্ ।০
৫৫। তত্ত্ব-সূত্রম্ ।০
৫৬। সানুবাদ-শিক্ষাষ্টকম ৶০
৫৭। গৌড়ীয়মঠস্য পরিচয়ঃ ⁄০
৫৮। সারার্থবর্ষিণী ৵০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৫৯। রায় রামানন্দ ॥০
৬০। নামভজন ।০
৬১। রিলেটীভ ওয়ার্ল্ড স্ ।৶০
৬২। লাইফ য়্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।০
৬৩। বৈষ্ণবীজম্ ।০
৬৪। হোয়াট গৌড়ীয়মঠ ইজ ডুইং ⁄০
৬৫। দি ভাগবত ।০
৬৬। ইরোটিক প্রিন্সিপ্‌ল য়্যাণ্ড আনেলয়েড ডিভোসন ।০
৬৭। ব্রহ্ম-সংহিতা ২॥০
৬৮। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (ভলুম ওয়ান) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৬৯। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ॥০
৭০। সাধন পথ ।০
৭১। কল্যাণ-কল্পতরু ⁄১০
৭২। গীতাবলী ⁄০
৭৩। শরণাগতি ⁄০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৭৪। শরণাগতি

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

নদীয়া-প্রকাশপ্রাপ্তির স্থান

১। শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম-মায়াপুর, নদীয়া
২। শ্রীযোগপীঠ ঐ
৩। শ্রীবাস অঙ্গন ঐ
৪। অদ্বৈত-ভবন ঐ
৫। কাজীর সমাধি পাট ঐ
৬। স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ, নদীয়া।
৭। শ্রীভাগবত আসন কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
৮। শ্রীএকায়ন মঠ গোবিন্দপুর, চাঁদখালী।
৯। দ্বাদশগোপাল পাট—পোঃ চাকদহ,
১০। শ্রীগৌর গদাধরমঠ—চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড়, বর্দ্ধমান
১১। শ্রীমোদদ্রুমছত্র মাউগাছি, বর্দ্ধমান
১২। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম, আমলাযোড়া, পোঃ রাজবাধ বর্দ্ধমান
১৩। শ্রী গৌড়ীয়মঠ বাগবাজার, কলিকাতা
১৪। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাজু, হাওড়া,
১৫। শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয়মঠ, ৩০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা
১৬। শ্রীগোপালজী মঠ কমলাপুর, ঢাকা।
১৭। শ্রীনদাই-গৌরাঙ্গ মঠ পোঃ বালিয়াটী
১৮। শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয়মঠ ময়মনসিংহ।
১৯। শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ চিকালিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর
২০। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম গোয়ালপাড়া, আসাম।
২১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ রায়াপেট্টা, মাদ্রাজ।
২২। শ্রীরামানন্দগৌড়ীয় মঠ কব্বুর, জিঃ পশ্চিম গোদাবরী
২৩। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ উড়িয়াবাজার, পোঃ বক্সীবাজার, কটক।
২৪। শ্রীত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয় মঠ ভুবনেশ্বর।
২৫। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ স্বর্গদ্বার, পুরী।
২৬। শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ আলালনাথ পোঃ ব্রহ্মগিরি, পুরী।
২৭। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ ডুমুরকুণ্ডা, পোঃ চিরকুণ্ডা, মানভূম।
২৮। শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ—কাশী।
২৯। শ্রীরূপগৌড়ীয় মঠ—এলাহাবাদ।
৩০। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ পুরাণবাজার, সরকার ঠাকুরের কুঞ্জ, বৃন্দাবন
৩১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ ৪৩ নং হনুমান রোড, নিউদিল্লী
৩২। শ্রীপরমহংসমঠ—নৈমিষারণ্য,
৩৩। শ্রীসারস্বত গৌড়ীয় মঠ—হরিদ্বার।
৩৪। শ্রীব্যাসগৌড়ীয়মঠ—কুরুক্ষেত্র, পঞ্জাব
৩৫। শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাবুলনাথ রোড, পোঃ গ্রাণ্ট রোড, বোম্বে।
৩৬। লণ্ডন গৌড়ীয়মঠ, ৩৯নং গ্রেটন গার্ডেন্স, কেনসিংটন লণ্ডন, (এস্, ডবলিউ—১০)।

শুদ্ধভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীলভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী মাসিক। শ্রীধাম-মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲।

২। **গৌড়ীয়**—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা গৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিকভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৸০ টাকা মাত্র।

৩। **ভাগবত**—হিন্দি ভাষায় একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি হৃদয় বন মহারাজ সম্পাদিত ও নৈমিষারণ্য শ্রীপরমহংস মঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ১॥০ দেড় টাকা মাত্র।

৪। **পরমার্থী**—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥০ দেড় টাকা মাত্র।

৫। **কীর্ত্তন**—মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ নিমানন্দ সেবাতীর্থ বি-এজি, বি-টি, সম্পাদিত। আসাম গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম হইতে প্রকাশিত আসামী ভাষায় মাসিক। ভিক্ষা সডাক ১॥০ দেড় টাকা মাত্র।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

আদিকবি শ্রীল বৃন্দাবন দাস প্রণীত সমগ্র গ্রন্থ

গ্রন্থের মূল গোল্ড অক্ষরে এবং তন্নিম্নে বিশ্ববিশ্রুত গৌড়ীয়মঠের প্রতিষ্ঠাতা ও আচার্য্য ও বিষ্ণুপাদ **শ্রীশ্রীল ভক্তি-সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভু-পাদের** রচিত বিস্তৃত ভাষ্য উত্তম কাগজে সৌষ্ঠবের সহিত মুদ্রিত হইয়াছেন। ডবল ক্রাউন আটপেজি আকারে ১০৯৬ পৃষ্ঠায় কেবল মূল ও ভাষ্য সম্পূর্ণ হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত শ্লোকসূচী, পদ্যসূচী, স্থানসূচী, পাত্রসূচী, বিষয়সূচী, শব্দসূচী প্রভৃতি বিস্তৃত সূচীপত্রেও একটী গ্রন্থ হইবে। সভাষ্য শ্রীচৈতন্যভাগবতের এরূপ উৎকৃষ্ট ও অমূল্য বিরাট সংস্করণ জগতের কোথায়ও আজ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হন নাই, ইহা নিরপেক্ষ পাঠক-মাত্রকেই একবাক্যে স্বীকার করিতে হইবে। শ্রীগৌড়ীয়মঠের উৎসব-কালে গ্রন্থের ভিক্ষা ১২৲ বারটাকা স্থলে—৫৲ পাঁচটাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীচৈতন্যমঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

কালকাতা বাজার দর

লৌহ হার্ডওয়ার

২৫শে আগষ্ট ১৯৩৩

দ্রব্য	দর
টাটার তৈয়ারী—	প্রতি হন্দর।
লোহার কড়ি (জয়েষ্ট বা বীম)	
মার্কা	৫।০—৫।৵০
ঐ বে-মার্কা হাল্কা ওজন	৪।৵০—৪॥৴০
বরগা (টী-আয়রণ)	৬৵০—৬॥০
এঙ্গেল আয়রণ (কোনা)	৫৸৵০—৬।৵০
গ্যালভ্যানাইজড করগেট টীন—	
২২ গেজ ৬ হইতে ১০ ফুট	১১॥০
২৪ গেজ ,, ,,	১১৸০
২৬ গেজ ,, ,,	১২॥০
২৪ গেজ আর, পি, ডি, মার্কা	১২৸০
২৪ গেজ গাঃ প্লেন শীট—	১১।৵০
	১২॥০
২৮ গেজ ও ৩০ গেজ ঐ—	১৩৲—১৬৲
বাগান ঘেরা কাঁটাতার ১০০	
পাউণ্ড বাঃ	৮৸০
ষ্টীল পাটী	৬৲—৬৵
,, বোল্টু (গোল)	৬৲—৬।০
,, গরাদে (চৌকা)	৫৸৵০—৬৲
,, গোল বড় ৴০—।৴০ সূতা	৪৸৵—৫॥৵
,, টানা রড-	
মোটা ৴০—।৵০ ঐ	৫।৴০—৫॥৵০
শাড়াস চাল	৭৲—৭৸০
,, গেট—তিন সূতা মোটা	
পাতা	৭৲—৭।০
,, চাদর ৩-১৬ খানা বাণ্ডিল	৯॥৵—১০৲
টিন ষ্টীল	৮।০—৯৲
হাফ রাউণ্ড	৫৸০—৬৲
তারের পেরেক ১—৬ ইঞ্চি	৯।০—৯৸০
প্যাটেন্ট পেরেক ২—৮ ইঞ্চি	১২॥০—১৫॥০
ঢালাই কড়া ১ হইতে ১০ নং ২॥০	সাট
কোদাল ৪, ৫, ৬, ৭৸৵০ ৮৸৵০ ৯৸৵০	ডঃ
ঐ ৭নং পাউণ্ড ৬৲ দেঃ বিঃ	৬।৵০ ,,
গাঃ প্লেন বালতি ৭—১২ ইঞ্চি	১।৵—৬।৵
ঐ রিভিট ,, ৭—১২ ইঞ্চি	২৲—৭৲ ,,
লোহার চেয়ার রডের গোল ও	
চৌকা	৮॥০—
ঐ থালের লোহার সিট	১৫
ঐ শেনেস্তা (কাঠের সিট)	১৮৲ ,,
লোহার স্ক্রুপ ॥—৩ ইঞ্চি ⁄১০—॥৴০	গ্রোস
ঐ কব্জা ১৭ নং	
॥—৪ ইঞ্চি ।১০—৸৵১০	পেঃ ডজন
গাঃ তার ১৬—২২ নং	
(গেজ) ১২৲—১৩৲	হন্দর
গাঃ রিজিং (মটকা)	
২ ইঞ্চি	।৵৫—॥৴০ পীস
গাঃ গাটার্‌ং বা ডোঙ্গা	
হাঙ্ক	॥০—৸৴০ ..
গাঃ স্ক্রুপ ১॥০—২॥০ ইঞ্চি	২৩৲—২৯৲ হন্দর
গাঃ ওয়াসার চাকি	১১॥০—১৭৲ ,,
গাঃ বোল্ট-নাট ৸—৩ ইঞ্চি	
	॥৵১০—১৵০ গ্রোস
ঢালাই রেলিং	৩॥০—৪॥০ হন্দর
ঐ রেন ওয়াটার পাইপ	
৩ ইঞ্চি ৵১০ ৭	৪ ইঞ্চি ।১০ ফুট
টিউব ওয়েলের জন্য গ্যাঃ	
পাইপ ১॥ ইঞ্চি	।৵৫ ফুট
পাম্প ৪নং ১২॥০ ৫নং ১৪৲ ৬নং ১৬৲	
৬০- ৮০ বাটখারা ৵১৫ সাট	২।০-২॥০ মণ

কেরোসিন

দ্রব্য		দর
স্নোফ্লেক প্রত্যেক বাক্স (২ টিন)		৯৲৬
সূর্য্য মার্কা	,,	৬॥০
ভিক্টোরিয়া	,,	৬৲

সোণার দর

দ্রব্য	দর
পাকা সোণা	৩০৸৵
বড়াল	৩০৸
চিনা পাত	৩২।০

রূপার দর

দ্রব্য	দর
রূপা প্রতি ১০০ ভরি	৫৫৵০
ঐ খুচরা	৫৵০

কোম্পানীর কাগজ

দ্রব্য	দর
৩॥০ সুদের কাগজ	৮১৴
৩॥০ নূতন ঋণ (১৯৪৭-৫০)	৯১।০
৪৲ ,, ঋণ (১৯৬০-৭০)	৯৭৲
৫৲ ,, বণ্ড (১৯৩৫	১০৪॥৴০

ডিবেঞ্চার

দ্রব্য	দর
৫৲ সুদের (১৯৫৬-৮৬) কলিকাতা পোর্ট-ট্রাষ্ট ডিবে :—	১০২॥৵০

ব্যাঙ্ক

দ্রব্য		দর
ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক (কন্ট্রি)		২৯৪॥০
সেন্ট্রাল	ঐ	২২৲

কাপড় ও সূতার কল

দ্রব্য	দর
এলগিন মিল	৪৫৲

পাট কল

দ্রব্য	দর
হাওড়া	৫০৲
অকল্যাণ্ড	১৯৫৲
বালী	১৬২৲
বরানগর	১৫০৲
ক্লেবর	৩৭০৲
ভয়ষ্ট	২৪৩৲
ক্লাইভ	২৮।০
ডালহাউসী	৪০৮॥০
ডেল্টা	৪০৫৲

কৃষ্ণনগর নবদ্বীপঘাট রেলওয়ে সময়

কৃষ্ণনগর হইতে নবদ্বীপঘাট

স্টেশন					
কৃষ্ণনগর সিটি—	৬-৪৫	১০-৪৪	১৩-২২	১৭-২৮	২০-১৬
কৃষ্ণনগর রোড—	৬-৫৬	১০-৫৫	১৩-৩৩	১৭-৪৭	২০-২৫
আমঘাটা—	৭-১৫	১১-১৩	১৩-৫১	১-৩	২০-৪১
মহেশগঞ্জ—	৭-২৪	১১-২১	১৪-০	১৮-৯	২০-৪৭
নবদ্বীপঘাট—	৭-৩৩	১১-৩০	১৪-৯	১৮-১৮	২০-৫৫

বিশেষ দ্রষ্টব্য—নবদ্বীপঘাট ষ্টেশন অপেক্ষা মহেশগঞ্জ ষ্টেশন হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরের দূরত্ব অনেক কম। শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে যাঁহাদিগকে রাণাঘাটে ট্রেণ বদল করিতে হয়, তাঁহারা রাণাঘাটে প্রাতঃ ৫-৫০, ৯-৪১, ১৬-৪৮, ১৮-৪২ এবং ০-১২ মিনিটের সময় গাড়ী পাইবেন।

শান্তিপুর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে ৫-৪০, ৯-২৯, ১২-২৫, ১৬-৪ এবং ১৮-৪১ মিনিটের সময় ট্রেণ পাওয়া যায়।

নবদ্বীপঘাট হইতে কৃষ্ণনগর

স্টেশন					
নবদ্বীপ ঘাট—	৫-৩৫	৯-২৫	১২-১০	১৫-৩৪	১৮-৪৫
মহেশগঞ্জ—	৫-৪২	৯-৩৩	১২-১৯	১৫-৪২	১৮-৫৩
আমঘাটা—	৫-৪৯	৯-৭৯	১২-২৬	১৫-৪৮	৯-৫
কৃষ্ণনগর রোড—	৬-৫	৯-৫৫	১২-৪৩	১৬-৪	১৯-২৪
কৃষ্ণনগর সিটি—	৬-১৩	১০-৩	১২-৫১	১৬-১২	১৯-৩৫

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্ট ওয়ার্কস হইতে—ডাঃ কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম ভক্তিশাস্ত্রী এল, এম, এফ কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

প্রেসিডেণ্টের মৃত্যুভয়

কিউবার ভূতপূর্ব প্রেসিডেণ্টের জেনেরেল মাকাডোর মৃত্যুভয় হইয়াছে। কিউবানগণ কখন কে তাঁহাকে হত্যা করে এই ভয়ে তিনি সর্ব্বদা সশঙ্কিত হইয়া রহিয়াছেন। মাকাডো এখন একটি হোটেলে অবস্থান করিতেছেন। হোটেলের চতুর্দ্দিকে বাহিরের হস্তে পুলিশ-পাহারা মোতায়েন। সঙ্গে একজন অশ্বপৃষ্ঠে ইনস্পেক্টার। হোটেল বাড়ীর ভিতর রাত্রির পুলিশ ঘেরাও করিয়া রহিয়াছে। শুনা যাইতেছে, মাকাডো তাঁহার পুত্রের নিকট আশু বিপদের কথা শুনিয়াছেন। এদিকে গুজব উঠিয়াছে, হাভানা হইতে একখানি বিমান হত্যাকারীর দল লইয়া উড্ডীয়মান হইয়াছে।

মৎস্যব্যবসায়ীর বিমান

এক নূতন কথা, যে বিমান হাভানা হইতে মাকাডোর ভাবী হত্যাকারী লইয়া বাহির হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ সে বিমান একদল মৎস্য ব্যবসায়ীর বিমান।

মুসোলিনী আসন্ন মৃত্যুর হাত হইতে

পারেসানো (পাইডমণ্টতে) যে সময় সৈন্যগণ কাওয়াজ করিয়া কৃত্রিম রণকৌশল প্রদর্শন করিতেছিল, সেই সময় সিনর মুসোলিনীর কোন রকমে প্রাণ বাঁচিয়া গিয়াছে। একটী পাকদণ্ডা রাস্তা দিয়া সতেজে তাঁহার মোটর চলিবার সময় সৈন্যপূর্ণ একখানি লরীর সম্মুখে আসিয়া পড়ে। যে সময় মুসোলিনীর গাড়ী লরীখানিকে অতিক্রম করিয়া যাইবার চেষ্টা করিতেছিল, সেই সময় তাঁহার গাড়ীর সম্মুখের চাকা পাহাড়ের উপর দিয়া পড়ে। মুসোলিনী তৎক্ষণাৎ গাড়ী হইতে লাফাইয়া পড়েন এবং গাড়ীখানি সত্বর রাস্তার উপর আনীত হয়। মুসোলিনীর গায়ে আঘাত লাগে নাই।

ইরাক গবর্ণমেণ্টের কৈফিয়ৎ

ইরাকে মাসম্যানের নেতৃত্বে এসিরিয়ানগণের সশস্ত্র বিদ্রোহ সম্পর্কে ইরাক গবর্ণমেণ্ট, জেনেভায় রাষ্ট্র সঙ্ঘের নিকট এক তার প্রেরণ করিয়াছেন। তাহাতে বলা হইয়াছে যে, ইরাকের ব্যাপার সম্পর্কে অতিরঞ্জিত এবং মিথ্যা সংবাদ প্রচারিত হইয়াছে, ইহার প্রতিবাদ করা কর্ত্তব্য।

ইরাক গবর্ণমেণ্ট বলেন, বলিসিদিয়াতে ৭জন হতাহত হইয়াছিল। ইহারা সকলেই যুদ্ধে নিযুক্ত সশস্ত্র বিদ্রোহী। যাহারা সংগ্রামে প্রবৃত্ত হয় নাই, এমন অধিবাসীকে কখনও উৎপীড়ন করা হয় নাই।

গবর্ণমেণ্টের সৈন্যদল কোন অন্যায় করে নাই, এই দাবী জানাইয়া ইরাক গবর্ণমেণ্ট বলেন, বিদ্রোহীগণ নিজেরাই নিহত এবং আহত ব্যক্তিগণকে কাটিয়া বিকৃত করিয়াছিল তবে অধিকাংশ এসিরিয়ানই বর্ত্তমান ইরাক গবর্ণমেণ্টকে সমর্থন করে। ইরাক গবর্ণমেণ্ট তাই চুরি ও লুণ্ঠন নিবারণের জন্য উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন।

পরিশেষে ইরাক গবর্ণমেণ্ট বলিয়াছেন, এখন—শান্তি স্থাপিত হইয়াছে এবং সৈন্যগণকে স্থায়ী শিবিরে সরাইয়া আনা হইয়াছে।

গত সোমবার রাত্রিতে কাশ্মীর গেট থানায় হেড কনেষ্টবল ভগবান দাস একটি মেয়েকে ছোট বাজারের এক পথে শুইয়া থাকিতে দেখিয়া তাহার নামধামাদি জিজ্ঞাসা করে। লোকটী ভালমত জবাব দিতে না পারায় সে ধৃত হয়। থানায় আনিলে জানা যায় যে, সে স্ত্রী-হত্যাকারী পলাতক স্বামী।

আসামীকে আগ্রায় চালান দেওয়া হইয়াছে।

গত শনিবার ২১নং আর, জী কর রোডের এক ভীষণ দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে। প্রকাশ, কারনী নামক ৫৫ বৎসর বয়স্ক জনৈক কুলী, এক চাউলের দোকানে ঘুমাইতেছিল, এমন সময় হঠাৎ দুই মণ ওজনের একটি বস্তা তাহার উপর পড়ে। ফলে তাহার পাঁজড়ার হাড়ী ভাঙ্গিয়া যায়। তাহাকে কারমাইকেল মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠান হয়। সেখানে একটু পরেই তাহার মৃত্যু হইয়াছে।

রাষ্ট্র সভায় অগ্নি প্রদান

এতদিনে জার্ম্মাণীর পার্লামেণ্ট ভবনে অগ্নি প্রদান মামলার কিনারা হইল। আগামী ২১শে সেপ্টেম্বর লিপজিগের সুপ্রীম আদালতে উক্ত মামলার আসামীর বিচার আরম্ভ হইবে।

ব্যক্তিগত আইন অমান্য

বাহেরকে ব্যক্তিগত আইন অমান্য আন্দোলন করার অভিপ্রায় ব্যক্ত করার জন্য সত্যাশ্রমের শ্রীযুত সুরেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, চন্দ্রবিনোদ ঘোষ ও রমণীমোহন পাল নশঙ্করে গ্রেপ্তার হন।

পুবায় গাঁজা ও মদের দোকানে পিকেটিং করার জন্য সত্যাশ্রমের শ্রীযুত অধীরকুমার ভাওয়াল, জগদীশ পাল, প্রিয়নাথ বসু, বিভূতিকান্ত দে ও সুরেন্দ্রনাথ সাহা বিভিন্ন তারিখে গ্রেপ্তার হন। তাঁহারা প্রত্যেকে ৬মাস সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন। তাঁহাদিগকে ঢাকা সেন্‌ট্রাল জেলে পাঠান হইয়াছে।

নশঙ্কর মহিলা-শিবিরে মহিলাকর্ম্মী শ্রীযুক্তা সরযুবালা সেন, কমলা দেবী ও আশালতা দেবী এবং গ্যারিয়া-সমিতির শ্রীযুক্তা বাসন্তী দাসগুপ্তা ব্যক্তিগত আইন অমান্য আন্দোলনে যোগদান করার অভিপ্রায় প্রকাশ করার জন্য ৬ মাস করিয়া কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন। তাঁহারা ঢাকা সেন্‌ট্রাল জেলে প্রেরিত হইয়াছেন।

কংগ্রেসের অস্থায়ী সভাপতিপদ

রহিত করা হইল

মিঃ এম এস আণের পর সর্দ্দার শার্দ্দূল সিং কংগ্রেসের অস্থায়ী সভাপতি হইয়াছিলেন ধৃত হইবার পূর্ব্বে তিনি নিম্নলিখিত মর্ম্মে এক বিবৃতি প্রচার করিয়াছেন :—

"পুণার আলোচনা সম্পর্কে মহাত্মা গান্ধী তাঁহার বিবৃতিতে যে অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার বিষয় বিবেচনা করিয়া আমি মনে করি, এখন আর অস্থায়ী কংগ্রেস সভাপতি নিয়োগ করিবার কোন প্রয়োজন নাই। তাই জেলে যাইবার প্রক্কালে আমি আর কোন ব্যক্তিকেই অস্থায়ী কংগ্রেস সভাপতির পদে নিয়োগ করিলাম না। এই অবস্থায় কংগ্রেস সভাপতির সমস্ত ক্ষমতাই মূল সভাপতি সর্দ্দার বল্লভভাই প্যাটেলের হাতে ফিরিয়া গেল। সর্দ্দার প্যাটেল করাচী কংগ্রেসের সভাপতি ছিলেন। অতঃপর আর কোন সভাপতি নির্ব্বাচিত হন নাই। যেভাবে অস্থায়ী কংগ্রেস সভাপতির পদ-রহিত করা হইল সেইভাবে প্রদেশ, জেলা অথবা অন্যান্য কংগ্রেস কমিটির ডিক্টেটরের পদও তুলিয়া দেওয়া হইল।

প্রাইভেট পড়ান বন্ধ

প্রকাশ যে, আসামের শিক্ষা বিভাগীয় কর্ত্তৃপক্ষ সমস্ত গবর্ণমেণ্ট হাইস্কুলে সার্কুলার জারী করিয়া জানাইয়া দিয়াছেন যে, কোন শিক্ষক ভবিষ্যতে কোন প্রাইভেট টিউশন করিতে পারিবেন না। যাঁহাদের এখন প্রাইভেট টিউশন আছে, তাঁহাদিগকে অনতিবিলম্বে তাহার সম্পর্ক ত্যাগ করিতে বলা হইয়াছে এখন হইতে শিক্ষকগণ স্কুলে পড়ান ব্যতীত আর কোন দিকে মনোযোগ দিতে পারিবেন না

পশ্চিম অষ্ট্রেলিয়া

পশ্চিম অষ্ট্রেলিয়ার প্রধান মন্ত্রী মিঃ পি, কহিয়ার পার্লিয়ামেণ্ট সভায় এই মর্ম্মে এক প্রস্তাবের নোটীশ দিয়াছেন যে, অষ্ট্রেলিয়ার রাষ্ট্র হইতে পশ্চিম অষ্ট্রেলিয়াকে পৃথক্ করার উদ্দেশ্যে আইন প্রণয়ন জন্য বৃটিশ নৃপতি ও পার্লিয়ামেণ্টের নিকট আবেদন প্রেরণ করা হউক। পশ্চিম অষ্ট্রেলিয়ার বিচ্ছেদের অনুকূলে সম্প্রতি অপেক্ষাকৃত অধিক লোক মত প্রকাশ করিয়াছেন।

জেনারেল ও'ডাফি কোর্ত্তার

ডবলিনে জেনারেল ও'ডাফির নীল-কোর্ত্তা'র উপর সরকারের কুট-নজর পড়িয়াছে, তাই সরকার উহাকে বে-আইনী প্রতিষ্ঠান বলিতেও পশ্চাৎপদ হন নাই। বে-আইনী ঘোষণা হইবার পর সরকার কিন্তু এ পর্য্যন্ত কোন দণ্ড বিধান করেন নাই। সরকার মনে করিয়াছিলেন ঘোষণা জারী হইলেই জেনারল ডাফি সমঝিয়া যাইবেন, কিন্তু তাহা হইবে না। জেনারল ডাফির মত নেতাবৃন্দের স্মৃতি রক্ষার দিবস কর্ক অঞ্চলের বেয়োলনাবন্নায় যদি নীল-কোর্ত্তার ইউনিফরম পরা আন্দোলন বাহির করেন, তাহা হইলে রবিবার সরকার কি মূর্ত্তি ধরিবেন তাহা বলা যায় না। হয় তো আইনানুসারেই কার্য্য করিবেন।

নাগরিক সাজিয়া যদি শোভাযাত্রা বাহির হয় তাহা হইলে সরকার সে অভিযানে হস্তক্ষেপ করিবেন না। কিন্তু জেনরেল ও'ডাফির যখন সে ইচ্ছা নাই তখন সরকার তাঁহাকে অভিযানের পূর্ব্বে বা অভিযানের সময় গ্রেপ্তার করিতে পারেন।

জার্ম্মাণ ইহুদীদের জন্য বাসস্থান

জার্ম্মাণ ইহুদী কমিটীর সভাপতি এবং ধাতুশাস্ত্রবিশারদ ডাঃ আর্থার রুপিন ইহুদী কংগ্রেসের অধিবেশনে এই মর্ম্মে এক প্রস্তাব উপস্থাপিত করিয়াছেন যে, আগামী ৫ বৎসরে জাতিসংঘের সাহায্যে জার্ম্মাণীর ২ লক্ষ ইহুদীকে পেলেষ্টাইন, যুক্তরাষ্ট্র, দক্ষিণ আমেরিকা, কেনেডা এবং দক্ষিণ আফ্রিকায় বসবাসের জন্য প্রেরণ করিবার বন্দোবস্ত করা হউক।

আমেরিকার শিল্প সংস্কার

ভাবী বিপদের আশঙ্কা

চিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রোফেসর লেনার্ড ক্রুগার দ্বিতীয় আন্তর্জ্জাতিক সমাজবাদী সঙ্ঘের একজন প্রতিনিধি। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র হইতে ক্রুগার ডেলিগেশনে আসিয়াছেন। প্রোফেসার ক্রুগার যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় শিল্প সংস্কারের নিন্দাবাদ করিয়াছেন।

সঙ্ঘ-সভায় বিশ্বের ত্রিশটি জাতির প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। প্রোফেসার ক্রুগার তাঁহাদিগের সকলকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছেন, আমেরিকার শিল্প-সংস্কার সাতিশয় বিপজ্জনক হইয়াছে, কারণ ইহাতে শিল্প-শাখার সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। এই সংস্কার আইনের মতে কার্য্য হইলে দারুণ গোলযোগ উপস্থিত হইবে।

দৈনিক

Reg No C 1544

বিজ্ঞাপনের হার

প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩।০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার স্বতন্ত্র।

নদীয়াপ্রকাশ

THE NADIA-PRAKASH

মূল্যের হার
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸০
মাসিক ১৲
নগদ
প্রতি সংখ্যা ৴৫

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার-নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৮ম খণ্ড | সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বেদান্তবাচস্পতি | [১৫৬শ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর—১৬ই ভাদ্র শুক্রবার ১৩৪০, ১লা সেপ্টেম্বর ১৯৩৩

গবর্ণমেণ্টের সকল আয়োজন ব্যর্থ

বাণ্ডনের নিকটবর্ত্তী এক চলু পর্ব্বত গাত্রের উপর সমবেত "লাল কোর্ত্তা"দের সভায় বিনা বাধা বিপত্তিতে জেনারেল ও'ডাফি যখন বক্তৃতা দিয়া যাইতেছিলেন ঐ সময় ঐ স্থান হইতে অনুমান ১০ মাইল দূরে ৫ শতাধিক পুলিশ নীল কোর্ত্তাদের সন্ধানে হয়রাণ হইয়া ফিরিতেছিল। প্রকাশ যে, পুলিশ যখন সাঁজোয়া গাড়ী, মেসিন গান প্রভৃতি হাঁক করিয়া লইয়া বিদ্রোহীদের চারিপাশে ব্যূহ রচনা করিয়া ফেলিতেছিল ঐ সময় জেনারেল ও'ডাফি দ্রুতগামী মোটরের অগ্রবর্ত্তী থানায় চাপিয়া বাণ্ডন হইতে সরিয়া পড়েন—দুইগাড়ী ভর্ত্তি ডিটেকটিভ তাহাকে পিছু পিছু তাড়া করিয়া যায়, কিন্তু সঙ্কীর্ণ পার্ব্বত্য পথের মুখে আসিলে দ্রুতগামী মোটর দুইখানার পশ্চাৎবর্ত্তীখানা গতিবেগ শ্লথ করিয়া দিয়া রাস্তা অবরোধ করিয়া রাখে অপরদিকে জেনারেল ও'ডাফি বায়ুবেগে গাড়ী হাঁকাইয়া অদৃশ্য হইয়া যান; ডিটেক্টিভগণ জনশূন্য প্রান্তর মধ্যে জেনারেলের ব্যর্থ অনুসন্ধানে ঘুরিয়া মরে। জেনারেল ও'ডাফি অপর দিক দিয়া বাণ্ডনে আসিয়া উপনীত হন।

আইরিশ রিপাব্লিকান আর্ম্মীর হেড কোয়ার্টারের জেনারেল সিয়েনরাশেল মিডলটনে এক বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে, আইরিশ রিপাব্লিকান আর্ম্মি এই প্রতিশ্রুতিতেই ফায়ানাফেলের পক্ষে ভোট দিয়াছেন যে; ডি ভ্যালেরা সোস্যালিষ্ট সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় মনোনিবেশ করিবেন। আইরিশ রিপাব্লিকান আর্ম্মি সাধারণতন্ত্রী গবর্ণমেণ্ট ব্যতীত অপর কাহারও নিকট অস্ত্র সমর্পণ করিবে না

পাঁচ হাজার "নীলকোর্ত্তা"র গুপ্ত সভায় বক্তৃতা

গত ২৭শে আগষ্ট সমগ্র দিনই শান্তিতে অতিবাহিত হইয়াছে। তবে গোলযোগ বাধিতে পারে, এরূপ আশঙ্কায় সকলেই উৎকণ্ঠিত ছিলেন। দাক্ষিণ অঞ্চলের সংবাদ পাইবার জন্য উৎকণ্ঠা দেখা দিয়াছিল।

জেনারেল ও'ডাফি যেভাবে কাজ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন তাহাতে মনে হয়, তিনি অতঃপর আয়ল্যাণ্ডের "মুসোলিনী" বলিয়া খ্যাতিলাভ করিবেন

জ্বলন্ত চিতা হইতে উদ্ধার

ডায়মণ্ডহারবার মহকুমার অন্তর্গত সুলতানপুরের জনৈক মাহিষ্য যুবকের ষোড়শী পত্নী তাহার স্বামীর জ্বলন্ত চিতায় দেহত্যাগ করিবার চেষ্টা করে।

আশুতোষ সরকারের চতুর্বিংশতি বর্ষ বয়স্ক পুত্র শ্রীকান্ত সরকার কালাজ্বর রোগে মারা যায়। শ্রীকান্তের কোন সন্তান না থাকায় তাহার বিধবা পত্নী শবদেহের সহিত শ্মশান ঘাটে যায়। শেষ কৃত্যাদি সমাপনান্তে চিতায় আগুন ধরিয়া উঠিলে শবদাহকারীরা চিতার নিকট হইতে কিঞ্চিৎ দূরে বসিয়া ধূমপানে রত হয়। এই সুযোগে বিধবা সহসা জ্বলন্ত চিতায় লাফাইয়া পড়ে। দাহকারিগণ বহু চেষ্টা সত্ত্বেও প্রথমে ষোড়শীকে শবদেহ হইতে বিচ্ছিন্ন করিতে না পারিয়া আগুন নিভাইয়া দেয় এবং বিধবার জ্ঞানশূন্য দেহ টানিয়া বাহির করে। তাহার এখনও জ্ঞান ফিরিয়া আসে নাই। সমস্ত দেহটী পুড়িয়া ঘা হইয়াছে।

গৃহ পতনে দুইজনের মৃত্যু

কান্দী—সোনিয়াদ রাধাকৃষ্ণ মণ্ডল নামক জনৈক ব্যক্তির মাতা এবং কান্দীর অন্তর্গত সেরপুরের জনৈক মুসলমান তাহাদের নিজ নিজ গৃহপতনের ফলে জীবন্ত সমাহিত হয়।

ভরতপুর থানার অন্তর্গত কয়েকটি গ্রামে গ্রামবাসিগণের চরম দুর্দ্দশা হইয়াছে। প্রায় ২০০ শত লোক এখনও উচ্চস্থানে অবস্থান করিতেছে। বানের জল এখনও নামিয়া যায় নাই। সাহায্য সমিতি উক্ত অঞ্চল পরিদর্শন করিতেছেন। স্থানীয় মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট বন্যাপীড়িত অঞ্চল পরিদর্শনে বাহির হইয়াছেন। আলগ্রাম ও ভরতপুরের সার্কেল অফিসারগণ আভ্যন্তরীণ স্থান সমূহে ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন। পাঁচথুপীতে সাহায্য কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে। বন্যাপীড়িত ব্যক্তিগণের জন্য খাদ্য ও বস্ত্র সরবরাহ হইতেছে।

শুদ্ধি

নাগলিঙ্গম নামক একজন মাদ্রাজী ব্রাহ্মণ কয়েক বৎসর পূর্ব্বে মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। গত ২৩শে আগষ্ট গৌহাটী হিন্দু সভার উদ্যোগে দরং জেলার রঙ্গপাড়ায় শুদ্ধি ক্রিয়া সম্পন্ন করিয়া নাগলিঙ্গমকে পুনরায় হিন্দুধর্ম্মে গ্রহণ করা হইয়াছে। বাবু যোগেশ চন্দ্র গাঙ্গুলী পৌরোহিত্যের কার্য্য করিয়াছিলেন। শুদ্ধিকার্য্য শেষ হইলে পর তেজপুরের উকিল শ্রীযুত যতীন্দ্র চন্দ্র এবং গৌহাটির উকিল শ্রীযুত উপেন্দ্রনাথ সেন ও উপস্থিত অপরাপর কয়েকজন বর্ণহিন্দুকে নাগলিঙ্গম মিষ্টান্ন পরিবেশন করিয়াছেন। জানা যায়, এই অঞ্চলে ইহাই প্রথম শুদ্ধি ক্রিয়া।

আন্দামান বন্দীদের সম্বন্ধে প্রশ্ন

কিছুদিন পূর্ব্বে আন্দামানে রাজনৈতিক বন্দিগণ যে অনশন ধর্ম্মঘট করিয়াছিল তৎসম্বন্ধে ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদে শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্র চন্দ্র মিত্র কতকগুলি প্রশ্ন করেন। উহার উত্তরে স্বরাষ্ট্র সচিব স্যার হ্যারী হেগ বলেন যে, গবর্ণমেণ্টের ব্যবস্থা ঠিকই হইয়াছিল। তিনি আরও বলেন যে, ১৯৩২ সালে আন্দামানে নিউমোনিয়ায় ২৩ জন কয়েদীর মৃত্যু হইয়াছিল। ভারতীয় জেলসমূহ সমগ্রভাবে ধরিলে তাহার তুলনায় তথায় নিউমোনিয়া কম। বাঙ্গলার তুলনায়ও কম। বর্ত্তমান নীতি পরিবর্ত্তন করিবার ইচ্ছা গবর্ণমেণ্টের নাই। উক্ত নীতি অনুযায়ী বন্দীদের জীবন রক্ষার জন্য জেল কর্ম্মচারীগণ যাহা করিতে পারেন, তাহা করা তাঁহাদের কর্ত্তব্য।

সর্দ্দার ভূপং সিংহের প্রশ্নের উত্তরে স্যার হ্যারী হেগ বলেন যে, আন্দামানে কয়েদীর সংখ্যা ৬৫৩৭; তন্মধ্যে ১২২ জন বিপ্লবী।

সীমান্তে ফরাসী দুর্গ

ফরাসী ও জার্ম্মাণ সীমান্তে ফরাসীরা আত্মরক্ষার্থে যে সকল দুর্গাদি নির্ম্মাণ করিয়াছে, তাহা শত্রু আক্রমণ প্রতিরোধ করিতে সম্পূর্ণ সমর্থ কিনা পরীক্ষা করিয়া দেখিবার জন্য মিঃ দালাদিয়ের (ফরাসীর প্রধান মন্ত্রী) সীমান্তের দিকে যাত্রা করিয়াছেন। যাইবার পূর্ব্বে তিনি "পেটিট প্যারিসিয়েন" সংবাদপত্রের প্রতিনিধিকে জানান যে তাঁহারা অস্ট্রিয়ার স্বাধীনতা রক্ষাকল্পে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়াছেন।

ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

১০ই ভাদ্র শুক্রবার, ১৩৪০

কলিকাতা পোর্টট্রাষ্ট সম্প্রতি সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, তাঁহাদের প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র কিনিবার সময় তাঁহারা স্বদেশীয় জিনিষকে কোন রকম সুযোগ ও সুবিধা দিবেন না, অর্থাৎ স্বদেশী দ্রব্যের প্রতি অনুরাগ দেখাইতে তাঁহারা প্রস্তুত নহেন। পোর্টট্রাষ্টের ভারতীয় সদস্যেরা অবশ্য এই সিদ্ধান্তের প্রস্তাবের তীব্র বিরোধিতা করেন কিন্তু সংখ্যায় অনেক ইউরোপীয় সদস্যেরাই ভোটে জয়লাভ করেন। ইউরোপীয় সদস্যেরা তাঁহাদের প্রস্তাবের সমর্থনকল্পে বলেন যে, তাঁহারা অর্থনীতির দিক হইতেই বিষয়টি বিচার করিবেন এবং যেহেতু পোর্টট্রাষ্টের আয় বিদেশী পণ্যের উপর বহুল পরিমাণে নির্ভর করে, অতএব ট্রাষ্ট দেশী ও বিদেশী পণ্যের মধ্যে কোনরূপ পার্থক্য করিতে পারেন না।

পোর্টট্রাষ্টের ইউরোপীয় সদস্যদের এই যুক্তি বর্ত্তমান যুগে একেবারেই অদ্ভুত ও অস্বাভাবিক। প্রত্যেক সভ্য দেশেরই বন্দরের আয় বিদেশী পণ্যের উপর কিয়ৎ-পরিমাণে নির্ভর করে, তৎসত্ত্বেও ঐ সব দেশের পোর্টট্রাষ্ট স্বদেশী পণ্যকেই উৎসাহ দিয়া থাকে। এদেশের গবর্ণমেণ্টের শুল্ক বিভাগের আয়ও বিদেশী পণ্যের আমদানীর উপরেই প্রধানতঃ নির্ভর করে; তৎসত্ত্বেও গবর্ণমেণ্ট লর্ড মিণ্টোর সময় হইতে কাগজে-কলমে স্বদেশী পণ্যকে উৎসাহ দিবার নীতি সমর্থন করিয়া আসিতেছেন। আসল কথা ইউরোপীয় সদস্যেরা একটা ভারতীয় পোর্টট্রাষ্টের সদস্য হইলেও, ভারতের স্বার্থের দিক হইতে ব্যাপারটা বিবেচনা করিতে পারেন নাই। নিজেদের দেশের স্বার্থ-রক্ষার জন্যই তাঁহারা অধিকতর উৎকণ্ঠিত এবং যতদিন ভারতের পোর্টট্রাষ্ট ভারতীয় সদস্যদের দ্বারা পরিচালিত না হইবে, ততদিন এইরূপ বিসদৃশ ব্যাপারই চলিবে।

বাঙ্গলার সম্মুখে আবার একটা সমূহ বিপদ উপস্থিত। দেশের চারিদিক হইতেই প্রবল বন্যার সংবাদ আসিতেছে মুর্শিদাবাদ, চট্টগ্রাম, নদীয়া, রাজসাহী, মেদিনীপুর— সর্ব্বত্রই অতিবৃষ্টির ফলে বন্যা দেখা দিয়াছে। **বহু গ্রাম জলমগ্ন হইয়াছে, ঘরবাড়ী পড়িয়া** গিয়াছে, গো মহিষাদি পশুর মৃত্যু হইয়াছে, ফসল নষ্ট হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। মেদিনীপুর— কাঁথি অঞ্চলের অবস্থা সর্ব্বাপেক্ষা শোচনীয়। বন্যাপীড়িতদের সাহায্যের জন্য সেবাসমিতি গঠিত হইয়াছে, কিন্তু দেশব্যাপী এই আর্থিক দুরবস্থার দিনে লোকে যে বেশী কিছু সাহায্য করিতে পারিবে, এ আশা করা যায় না; তবুও আমরা দেশের সহৃদয় ও ধনী ব্যক্তিদিগকে মুক্তহস্তে দান করিবার জন্য আহ্বান করিতেছি। বন্যাপীড়িত অঞ্চলে দুর্গতদের রক্ষা করিবার জন্য গবর্ণমেণ্ট কি ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন, তাহা আমরা জানি না। গবর্ণমেণ্ট অবিলম্বে এ সম্বন্ধে তাঁহাদের কর্ম্মপদ্ধতি প্রকাশ করিবেন কি?

উৎসব, অর্থাভাব! অন্যান্য বৎসর অপেক্ষা বাজার মন্দা, তবুও চিরাচরিত রীতি অনুসারে পূজার সময় নূতন অসংখ্য মনোহারী দ্রব্যসম্ভারে বড় বিপণিগুলি ভরিয়া উঠিবে। নব বস্ত্র ধনী দরিদ্র সকলেই ক্রয় করিবেন। সস্তা জাপানী পণ্যের চাকচিক্য এবং বিদেশী পণ্যের শোভা অতি সহজে আমাদের চিত্ত হরণ করে — আমাদের রুচি ও স্বভাবের পরানুকরণপ্রিয়তা স্বদেশী ব্রতকে আজিও দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠা করিতে পারে নাই।

অর্থসঙ্কট ও বেকার সমস্যায় বাঙ্গলা বিপন্ন। নিরন্নের অন্ন ও কর্ম্মহীনের উপজীবিকা সৃষ্টি করিতে হইবে, চাকরী আর মিলিবে না, ব্যবসায়, বাণিজ্য, শিল্প প্রতিষ্ঠা ব্যতীত বাঙ্গালী জীবন সংগ্রামে টিকিতে পারিবে না—এই শ্রেণীর কথা আমরা নিত্য শুনিতেছি। কাঁচামাল পণ্যের মূল্য কমিয়া যাওয়ায় বাঙ্গলার কৃষককুল দুর্দ্দশার শেষ সীমায় আসিয়াছে, পক্ষান্তরে মধ্যবিত্ত ভদ্রশ্রেণী ইংরাজী শিক্ষিত বুদ্ধিজীবী আজ শত শত নহে, সহস্র সহস্র, কর্ম্মের জন্য কাঙ্গাল হইয়া পথে পথে বিচরণ করিতেছে।

এই দুরবস্থা একদিনে আসে নাই। জাতীয় ঔদাসীন্য ধীরে ধীরে এই মহাসঙ্কট সৃষ্টি করিয়াছে। ইহা দুর্ভিক্ষ বা মড়কের মত আকস্মিক অপ্রত্যাশিত নহে, ইহা ক্ষয়রোগের মত ধীরে ধীরে জাতিদেহকে দুর্ব্বল করিয়াছে। ইহার প্রতিকার একদিনে হইবে না, দীর্ঘকালের চেষ্টা আবশ্যক। দীর্ঘকাল ধরিয়া বহুলোকের সমবেত উদ্যমের উপরই আজ ক্ষুধার্ত্ত কর্ম্মহীন জাতির উদ্ধার নির্ভর করিতেছে।

সকলেই কিছু ব্যবসা বাণিজ্য করিতে পারে না। ক্ষুদ্র বা বৃহৎ শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তোলাও সকলের কাজ নয় ইহার জন্য প্রথম চাই অর্থ, দ্বিতীয় চাই অভিজ্ঞতা এবং সর্ব্বোপরি চাই সাহসের জোর।

বাঙ্গলাদেশে ধনী বা ধনের অভাব নাই বাঙ্গলার ধনীদের অর্থ হয় বন্ধ্যা, নয় সুদ-প্রসবিনী। শিল্প প্রতিষ্ঠানে তাঁহারা টাকা খাটাইতে বিমুখ— কেননা, অনিশ্চিত লাভ অপেক্ষা নিশ্চিত সুদের উপর তাঁহাদের পুরুষানুক্রমিক আকর্ষণ অধিক।

বাঙ্গলার ধনীদের এই সর্ব্বনাশাত্মক জড়ত্ব ঘুচাইতে পারে একমাত্র সর্ব্বসাধারণের স্বদেশী পণ্যানুরাগ। বহু বর্ষের প্রচার কার্য্যে আমরা স্বদেশীকে যৎকিঞ্চিৎ সফল করিতে পারিয়াছি, তাহার ফলেই বাঙ্গলায় কাপড়, সাবান, ঔষধ ও অন্যান্য অনেক ছোটবড় কারখানা গড়িয়া উঠিয়াছে। স্বদেশী কাপড়ের প্রতি সাধারণের অনুরাগ বৃদ্ধি হইয়াছে দেখিয়াই বাঙ্গলায় কয়েকটি কাপড়ের কল স্থাপনের উদ্যোগ চলিতেছে কেবল কাপড় কেন, দেশলাই হইতে কল কব্জা পর্য্যন্ত অনেক কারখানাই প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। কতকগুলি সাফল্যলাভ করিয়াছে, কতকগুলি তীব্র বিদেশী প্রতিযোগিতায় মাথা তুলিতে পারিতেছে না।

কুটীর শিল্পই হউক, আর বড় বড় কারখানাজাতই হউক, দেশের নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য দেশে তৈয়ারী হইলে শত শত বেকার অন্ন পাইবে, বাঙ্গালার ঘরে আবার লক্ষ্মী ফিরিয়া আসিবে। কিন্তু ভবিষ্যতের এই সুখসম্পদের গোড়ার "স্বদেশী ব্রত।"

পুষ্পপাত্র। আমরা পুষ্পপাত্রের ভাদ্র সংখ্যা পাঠ করিয়া সন্তোষ লাভ করিলাম। পুষ্পপাত্র কয়েক বৎসর যাবৎ সাহিত্য সমাজে বিশেষ আদরের বস্তু হইয়াছে। বর্ত্তমান সংখ্যায় দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন এবং বুদ্ধদেব সাহিত্যসম্বন্ধে অনেক তথ্য উদ্ঘাটিত হইয়াছে। মূল্য প্রতি সংখ্যা ।০ আনা। সডাক বার্ষিক ৩।০ টাকা। দেখিলাম পূজা বার্ষিকী এবার মহিলা সংখ্যা হইবে। মূল্য মাত্র ৷৷০ আনা। এই সংখ্যায় খ্যাতনামা লেখকদিগের গল্প উপন্যাসাদি থাকিবে। প্রাপ্তিস্থান ১২ নারকেল বাগান কলিকাতা।

মাদ্রাজ জামাল সাড়ণা হইতে এক সংবাদে প্রকাশ যে, প্রবল বারিপাতের ফলে একটি দেওয়াল ধ্বসিয়া পড়িবার ফলে ৪ জনের সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যু হয় উহাদের মধ্যে একজন স্ত্রীলোক ও একটি শিশু ছিল।

শাসন সংস্কার প্রস্তাব ও বাঙ্গালা

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

প্রাদেশিক স্বায়ত্ত-শাসন

এই এক কেন্দ্রী সরকারের পরিবর্ত্তে বৃটিশ শাসিত ভারতের সকল প্রদেশ ও দেশীয় রাজ্যগুলি লইয়া এক রাষ্ট্রসঙ্ঘ গঠিত করিবার প্রস্তাব হইয়াছে। পৃথিবীর অন্যান্য দেশে যে রাষ্ট্রসঙ্ঘ গঠিত হইয়াছে তাহাতে কতকগুলি ভিন্ন ভিন্ন শাসকের অধীন বা স্বায়ত্ত-শাসনশীল দেশ বা প্রদেশ তাহাদিগের সামঞ্জস্যে সৃষ্ট কেন্দ্রী সরকারের অধীনতা স্বীকার করিতেছে এবং সেই কেন্দ্রী সরকার সঙ্ঘের প্রত্যেক ভাগে ও সমগ্র সঙ্ঘে একই রূপ ক্ষমতা ব্যবহার করিয়া থাকে।

কাজেই রাষ্ট্রসঙ্ঘ গঠিত করিতে হইলে প্রথমেই তাহার অংশ বা প্রদেশগুলিকে স্বায়ত্ত-শাসনশীল করিতে হয় এবং তাহাদিগকে শাসন বিষয়ে কতকগুলি ব্যাপারে কর্ত্তৃত্ব দিতে হয়।

এবার নিম্নলিখিতরূপ করা হইবে, প্রস্তাব করা হইয়াছে:—

(১) ব্যবস্থাপক সভার নিকট দায়ী মন্ত্রীদিগকে সকল বিষয়ের কর্ত্তৃত্ব প্রদান করা হইবে।

(২) কতকগুলি বিষয় প্রদেশসমূহের অধীন করা হইবে এবং সে সকল বিষয়ে শাসন ও শান্তি রক্ষার ব্যবস্থার জন্য প্রাদেশিক সরকারই আইন করিতে পারিবেন।

(৩) গবর্ণর নিজ প্রদেশে সম্রাটের প্রতিনিধি হইবেন।

সকল বিভাগ হস্তান্তরিত হইবে

বর্ত্তমান ব্যবস্থায় প্রদেশের সরকার দুই ভাগে বিভক্ত অর্থাৎ কতকগুলি বিভাগ সপারিষদ গবর্ণরের অর্থাৎ শাসন পরিষদের সদস্যদিগের অধীন এবং আর কতকগুলি মন্ত্রীদিগের অধীন। প্রথমোক্ত বিভাগগুলিকে "সংরক্ষিত" ও অপরগুলিকে "হস্তান্তরিত" বলা হয়। এইরূপ ব্যবস্থার কারণ কি? দ্বৈত শাসনের সমর্থনে মণ্টেগু-চেমসফোর্ড রিপোর্টে বলা হইয়াছিল, বর্ত্তমান অবস্থায় অবিলম্বে প্রাদেশিক সরকারকে সম্পূর্ণ দায়িত্ব দিলে বিশৃঙ্খলার [illegible]

[illegible] তাঁহারা মনে করিয়াছিলেন—অনভিজ্ঞ ও অনেক ক্ষেত্রে অশিক্ষিত ভোটদাতাদিগের নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিরা যে ব্যবস্থাপক সভায় সংখ্যায় অধিক হইবেন সেই সভার ও নূতন ভোটাধিকারপ্রাপ্ত লোকের নিকট সর্ব্বতোভাবে দায়ী, শাসনকার্য্যে স্বল্প অভিজ্ঞতাসম্পন্ন মন্ত্রীদিগকে পুলিস, রাজস্ব প্রভৃতি সকল বিভাগের ভার দেওয়া যায় না।

(ক্রমশঃ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক
— পারমার্থিক পত্র —
শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশ
তনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনং
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং
প্রেমা পুমর্থো মহান্
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং
তত্রাদরো নঃ পরঃ॥

৮ম বর্ষ ২৭ হৃষীকেশ গৌরাব্দ ৪৪৭, ১৬ই ভাদ্র বঙ্গাব্দ ১৩৪০, ১লা সেপ্টেম্বর ইং ১৯৩৩, শুক্রবার ১৫৬শ সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

পাঠকগণ অবগত আছেন, গত ২৭শে আগষ্ট, ১১ই ভাদ্র রবিবার সন্ধ্যা ৬ ঘটিকার সময় শ্রীগৌড়ীয় মঠের সারস্বত নাট্যমন্দিরে বর্ত্তমান যুগাচার্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর বেদান্ত বিচার সম্বন্ধে সাধারণের ভ্রান্ত ধারণা অপনোদন করিবার উদ্দেশ্যে "বেদান্ত, তাহার তত্ত্ব ও প্রস্থান" সম্বন্ধে তাঁহার স্বরচিত ও পুস্তিকাকারে মুদ্রিত বক্তৃতাটী পাঠ করেন। নাট্যমন্দিরটী অতি সুন্দররূপে পত্র, পুষ্প, বিচিত্র বস্ত্রাদি, পতাকায়, বিজলী আলোকমালায় সুশোভিত হইয়া এক অপূর্ব্ব রূপ ধারণ করিয়াছিল। সমাগত ব্যক্তিগণের সংখ্যা এত অধিক হইয়াছিল যে স্থানাভাবে অনেককে দণ্ডায়মান থাকিতে হইয়াছিল।

———

বক্তৃতাটী ইংরাজী ভাষায় হইবে, একথাটী পূর্ব্ব হইতে বিজ্ঞাপিত হওয়া সত্ত্বেও ইংরাজী-অনভিজ্ঞ বহু সজ্জন নরনারী আচার্য্যের শ্রীমুখ-বিগলিত বৈকুণ্ঠবাণীর পিযুষধারা তৃষিত কর্ণে পান করিয়া কৃতকৃতার্থ হইবার জন্য দলে দলে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন। আচার্য্যের অসীম কৃপায় এই সমস্ত ব্যক্তিকে সভায় যোগদান করিয়া আজ ব্যর্থ-মনোরথ হইতে হয় নাই। ইংরেজী ভাষায় অভিভাষণ প্রদানের পর ইংরেজী ভাষায় অনভিজ্ঞ জনগণের বিষয় চিন্তা করিয়া শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ বঙ্গ ভাষায়ও বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন।

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ সভায় আগমন করিলে সকলেই দণ্ডায়মান হইয়া উচ্চৈঃস্বরে তাঁহার জয়ধ্বনি করত যুগাচার্য্যের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করেন এবং মহোপদেশক অতুলচন্দ্র ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী মহোদয় প্রণামান্তে শ্রীল প্রভুপাদের গলদেশে পুষ্পমাল্য প্রদান করিয়া পুনরায় প্রণাম করেন।

সভার প্রারম্ভে গুরুবৈষ্ণব-বন্দনা গান করিবার পর শ্রীপাদ হরিপদ বিদ্যারত্ন এম এ, বি-এল মহোদয় 'তুয়া পদে রহু মতি মোর' এই উদ্বোধন গীতিটী অন্যান্য ভক্তগণসহ মিলিত কণ্ঠে মৃদঙ্গ খোল-করতাল-সংযোগে সুমধুর সুললিত পিককণ্ঠে কীর্ত্তন করেন।

———

সভারম্ভে মহোপদেশক শ্রীপাদ অতুলচন্দ্র ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী মহোদয় সভাস্থ সমস্ত বিদ্বজ্জনমণ্ডলীকে অভ্যর্থনা পূর্ব্বক ইংরাজী ভাষায় বলেন যে, অদ্য গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ৈক-সংরক্ষক যুগাচার্য্য শ্রীল প্রভুপাদ কৃপা পূর্ব্বক বেদান্ত সম্বন্ধে একটী বক্তৃতা দিবেন, অদ্যকার এই শুভবাসরে আমি সভার পক্ষ হইতে উপস্থিত সভ্য-মণ্ডলীকে আমার আন্তরিক অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করিতেছি।

———

আমাদের অদ্যকার কৃত্য হচ্ছে, যাহাতে জগতে ভগবদ্ভক্তি প্রসার লাভ করে, তৎসম্বন্ধে চেষ্টা। আমাদের ইচ্ছা যে, এই পরমার্থের কথা, শুধু বাঙ্গালা-দেশে বা ভারতে নয়, সমস্ত পৃথিবীতে প্রসারতা প্রাপ্ত হউক। এই মহদুদ্দেশ্যে শ্রীল প্রভুপাদ ইউরোপে যে গৌড়ীয় পরিব্রাজকগণকে পাঠাইয়াছেন, তাহা আপনারা অবগত আছেন। ঐসমস্ত সেবকগণ জগতের বাস্তব উপকার সাধন করিবার জন্য তাঁহাদের জীবন উৎসর্গ ক'রেছেন এবং শ্রীচৈতন্যের বাণী প্রচার জন্য আজ কালাপানি অতিক্রম করিতেও দ্বিধা বোধ করেন নাই। অদ্যকার এই বক্তৃতা সম্বন্ধে আমি একটী ইঙ্গিত করিতেছি। এই জগতে আমরা তিন মানের পর্য্যন্ত কথা নিজ চেষ্টাদ্বারা জানিতে পারি। এই জগতের যতকিছু বস্তু সমস্তই তিন মানের অন্তর্গত, যাহা আমরা আমাদের অক্ষজ জ্ঞানের দ্বারা বুঝিয়া লইতে পারি। কিন্তু আমাদের সমুদয় অক্ষজ-জ্ঞানই অসম্পূর্ণ; তদ্দ্বারা আমরা তিন মানের অতীত রাজ্যের কথা বুঝিয়া লইতে পারি না। সেই তুরীয় বা অপ্রাকৃত রাজ্যের কথা জানতে হ'লে হঠাৎ আমাদের একটা সিদ্ধান্তে লম্ফ প্রদান করা উচিত নয়, কিন্তু সেই অপ্রাকৃত রাজ্যের মহাজন বা সাধুগণের মুখবিগলিত বৈকুণ্ঠবাণী শ্রবণ জন্য কর্ণ প্রদান করিতে হইবে। সাধুগণের ঐসমস্ত বাণী প্রাকৃত জগতের সমস্ত মনোধর্ম্মকে অতিক্রম করিয়া অপ্রাকৃত জগতের সংবাদ বহনে সমর্থ। সেই জন্যই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব আমাদিগকে সাধুগুরুর পাদপদ্মে শুদ্ধচিত্তে শরণ-গ্রহণের উপদেশ দিয়াছেন। বাস্তব বস্তুর স্বরূপ নিজ চেষ্টায় জানবার চেষ্টা না ক'রে শরণাগতিমূলে তাঁহার নিকট অগ্রসর হ'তে হবে, কিন্তু বাস্তববস্তুকে আমাদের অভিজ্ঞতার কবলে কবলিত করতে হ'বে না। এই কথাই বেদান্ত বল্‌তে ব'সেছেন, ইহাই শ্রৌত-প্রস্থান। এই কথাটাই সুষ্ঠুভাবে বুঝাইবার জন্য আচার্য্যদেব অদ্যকার এই বক্তৃতার ব্যবস্থা করেছেন। বক্তৃতা শ্রবণে সকলে উপকৃত হইলেই আমাদের আনন্দ।

———

অতঃপর শ্রীল প্রভুপাদ তাঁহার অভিভাষণটী পাঠ করেন। তাঁহার পাঠের পর সভামধ্য হইতে কলিকাতাবাসী ধনাঢ্য ব্যবসায়ী ও জমিদার শ্রীযুত ডব্লিউ, সি, ব্যানার্জ্জি দণ্ডায়মান হইয়া বলেন যে, আমি করযোড়ে জানাইতেছি যে, শ্রীল প্রভুপাদের ইংরাজী ভাষায় অভিভাষণ ইংরাজী অনভিজ্ঞ উপস্থিত নরনারী বুঝিতে পারেন নাই। অতএব তাঁহারা দুঃখ প্রকাশ করিতেছেন। যদি প্রভুপাদ কৃপাপূর্ব্বক তাঁহার বক্তৃতার সারমর্ম্ম সহজ সরল বাঙ্গালা ভাষায় বুঝাইয়া দেন, তবে অনেকেরই মহদুপকার সাধিত হইতে পারে, নচেৎ তাঁহারা নিরাশ হইয়া গৃহে ফিরিবেন। শ্রীল প্রভুপাদের বঙ্গ ভাষায় প্রদত্ত বক্তৃতা আগামী কল্য প্রকাশিত হইবে।

———

উক্ত মহতী সভায় চৌব্বিশের স্বনামধন্য জমিদার রায় শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ চৌধুরী বাহাদুর, কলিকাতা হাইকোর্টের সুপ্রসিদ্ধ য়্যাডভোকেট শ্রীযুক্ত কে, সি চক্রবর্ত্তী, প্রেসিডেন্সী বিভাগের সমূহের সেকেণ্ড ইন্সপেক্টর শ্রীযুক্ত জে, সেন, সুপ্রসিদ্ধ সওদাগর ও ভূম্যধিকারী শ্রীযুক্ত ডব্লিউ সি ব্যানার্জ্জি, এটর্নি শ্রীযুক্ত নবীন প্রকাশ গাঙ্গুলী, ব্যারিষ্টার শ্রীযুক্ত জে, এম মজুমদার, ব্যারিষ্টার শ্রীযুক্ত এস, এন ভট্টাচার্য্য, এটর্নি শ্রীযুক্ত এস কে মুখার্জ্জি, রায় তারকেশ্বর ভট্টাচার্য্য বাহাদুর, বিবেকানন্দ-মিশনের সম্পাদক শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত এম্-আর-এ-এস, ব্রাহ্ম বালিকাবিদ্যালয়ের সর্ব্বপ্রধান শিক্ষয়িত্রী শ্রীযুক্তা পূর্ণিমা বসাক, ব্যাণ্ডো এণ্ড কোম্পানীর শ্রীযুক্ত এম্ এন ব্যাণ্ডো, আমেরিকার ধর্ম্মযাজক রেভারেণ্ড ফ্রাঙ্ক ব্যানক্রফ্‌ট, আলিপুরের সব ডিভিসনাল ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ ভূম্যধিকারী শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ, সলিসিটর শ্রীযুক্ত এন্ কে রায় চৌধুরী, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত এস্ কে রায়, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত এস সি ঘোষ, কায়স্থ সভার সম্পাদক শ্রীযুক্ত মাখনলাল বিশ্বাস বর্ম্মা প্রভৃতি বহু বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত হইয়াছিলেন।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

২৭ [illegible]

গর্ভস্তোত্র

অষ্টম শ্লোক

তথা ন তে মাধব তাবকাঃ ক্বচিদ্‌-
ভ্রশ্যন্তি মার্গাত্ত্বয়ি বদ্ধসৌহৃদাঃ।
ত্বয়াভিগুপ্তা বিচরন্তি নির্ভয়া
বিনায়কানীকপমূর্দ্ধসু প্রভো॥

হে মাধব! হে প্রভো! তোমাতে বদ্ধসৌহৃদ তোমার দাসসকল স্বপথ অর্থাৎ স্বভাব হইতে ভ্রষ্ট হন না বরং তোমাকর্ত্তৃক পরিরক্ষিত হইয়া বিঘ্নকারিগণের পালক সমূহের মস্তকের উপর পদ প্রদান করত নির্ভয়ে বিচরণ করেন।

জীবের স্বভাব—চারিটী রস

কর্ম্ম ও জ্ঞানের দ্বারা যে বৈরাগ্যের উদয় হয়, তাহা ক্ষণিক হইলেও শান্তরসের মধ্যে গণনা হইবে। অতএব কর্ম্ম ও জ্ঞানের দ্বারা শান্তরস [illegible] পাইবার সম্ভাবনা। কিন্তু ভক্তিমার্গে তাহা অপেক্ষা অনন্ত গুণে উৎকৃষ্ট। ভক্তিমার্গে চারিটি অপূর্ব্ব রস আছে অর্থাৎ শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর। বস্তুতঃ বৈষ্ণবধর্ম্মে শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর—এই পাঁচটী রসের অবস্থিতি। শান্তরস জীবের স্বপদ, অপর চারিটী রস জীবের স্বভাব।

শান্তরস জীবের চরম ভাব নহে

আত্মতত্ত্ব বিচারের দ্বারা আত্মাকে সমুদয় শারীরিক অর্থাৎ অনিত্য পদার্থ হইতে পৃথক্‌করণকে শান্তি কহে। শান্তরসে সমুদয় অনিত্য বিষয়ের তৃষ্ণা রহিত হয়। কিন্তু শান্তরসের অধিকারী পুরুষ যদি আবদ্ধ থাকেন, তবে শুষ্ক বৈরাগ্য হইয়া উঠে। স্বপদ পরিত্যাগ অতিশয় মহৎ বটে কিন্তু পরমার্থের জন্য না হইলে ঐ উৎকৃষ্ট পদের যোগ্য হয় না। অন্যভাবে মর্কটবৈরাগ্য, [illegible] লোকের প্রতারণাক্রমে ও গৃহক্লেশের [illegible] বশতঃ যে সকল দুর্ভাগা ব্যক্তি বৈরাগ্য গ্রহণ করিয়া কিছুই না করে, তাহাদের বৈরাগ্য নিতান্ত শুষ্ক ও নিষ্ফল। অতএব শান্তরস জীবের চরমভাব নহে।

মধুর প্রেম সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কেন

যৎকালে [illegible] শান্তরসে অবস্থিত করেন তখন তিনি স্বপদস্থ হইয়াছেন ইহাই বলিতে হইবে। কিন্তু [illegible] স্বভাব এখনও তাহার [illegible] নাই, ইহা স্বীকার করিতে হইবে। স্বপদস্থ [illegible] সকল [illegible] দাস্যরূপ [illegible] অবলম্বন করেন। যদিও বৈরাগ্যই [illegible] প্রথম সোপান বলা যায়, তথাপি উহাতে কোন সাক্ষাৎ রস না থাকায় দাস্যপ্রেমকেই মহাপুরুষগণ ভক্তিমার্গের প্রারম্ভ বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। এই দাস্যপ্রেম বিশুদ্ধ হইলে সখ্যপ্রেম হয়। সখ্যপ্রেম গাঢ় হইলে বাৎসল্য হইয়া উঠে। ঐ বাৎসল্য প্রেমের অকুণ্ঠত্ব নিবৃত্তি হইলে মধুর প্রেম। মধুর প্রেম পুনরায় অনন্তরূপিণী হইয়া অনন্ত উন্নতি প্রাপ্ত করান।

ভগবানকে 'মাধব' ও 'প্রভু' বলিয়া সম্বোধন কেন

এই সমন্বয় তত্ত্বের ব্যাখ্যা এস্থলে দুঃসাধ্য ও নিষ্প্রয়োজন। এই শ্লোক কেবল দাস্যপ্রেমাবলম্বী মহাত্মা বৈষ্ণবগণের উল্লেখ। ঐ দাস্যপ্রেমের অধিকারী পুরুষেরা জগদীশ্বরকে পরব্যোমে লক্ষ্মীপতিরূপে দৃষ্টি করেন ও দাস্যসম্বন্ধ সংস্থাপনার্থে প্রভু বলিয়া তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া থাকেন। এ নিমিত্ত দেবগণ এই শ্লোকে ভগবান্‌কে মাধব ও প্রভু বলিয়া সম্বোধন করিলেন। তাঁহারা কহিলেন, "হে কৃষ্ণ! তোমার সখা, পিতা, পুত্র বনিতাগণের কথা কি, তোমার দাসগণও বিঘ্ন জয়পূর্ব্বক স্ব স্বভাবে অবস্থিতি করিতে সমর্থ হয়। অর্থাৎ তোমার ঐশ্বর্য্য দৃষ্টে যাহারা প্রেম করিয়া থাকে তাহারাও ভ্রষ্ট হয় না। যাহারা উচ্চ স্বভাব প্রাপ্ত হইয়া তোমার সহিত সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর সম্বন্ধ স্থাপন করে, তাহাদের তো কথাই নাই। অর্থাৎ লক্ষ্মীনারায়ণের সেবকসকলও বিঘ্ন বিজয় করিতে সমর্থ হয়। ব্রজভাবাপন্ন মহাত্মগণের যে কোন বিঘ্ন হইতে পারে না ইহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। মাধবদাসেরাও সমস্ত বিঘ্ন দূর করিতে সমর্থ হন।

পাঁচটী বিরোধী

'বিনায়ক' অর্থাৎ অসংখ্য বিঘ্ন। তাহাদিগের পালনকর্ত্তা পাঁচটী। এই পাঁচটী বিরোধীকে ভগবদ্দাস-প্রেমাবলম্বিগণও জয় করিতে সম্পূর্ণ সমর্থ হন। এই পাঁচটী বিরোধীর নাম—স্বরূপবিরোধী, পরত্ববিরোধী, পুরুষার্থবিরোধী, উপায়বিরোধী ও প্রাপ্তি-বিরোধী

স্বরূপবিরোধী

দেহাত্মাভিমান ও স্ব-স্বাতন্ত্র্য—এই দুইটী স্বরূপ বিরোধী। সংসারী জীবসকল দেহে আত্মবোধ করিয়া অনিত্য বিষয়ে প্রেম করে ও তজ্জনিত সুখদুঃখবশতঃ আত্মার নিত্যতা বিস্মৃত হয়। ঈশ্বর পারতন্ত্র্যই যে জীবের কর্ত্তব্য তাহা না বুঝিয়া ভোগেচ্ছায় ভগবদ্-দত্ত স্বতন্ত্রতাকে স্ব স্বাতন্ত্র্যে বরণ করিয়া জীবের সংসারগতি হয়

"পরত্ব-বিরোধী"

পরত্ব বিরোধই জীবের দ্বিতীয় বিরোধী। ভগবান্ ব্যতীত অন্য কোন জীব বা গুণ বা ভাগকে দেবতা-বোধে প্রতিপত্তি করাকে পরত্ব-বিরোধী বলা যায়। ভগবদবতারে প্রাকৃত জ্ঞানকেও পরত্ব-বিরোধী বলা যায়। অনেকানেক পাষণ্ড লোক ভগবদবতারের গুণ, জন্ম, কর্ম্মসকল প্রাকৃত ইতিহাসের ন্যায় ব্যাখ্যা করিয়া জগৎকে অপবিত্র করেন, যেহেতু তাঁহারা পরত্বস্বরূপ অবগত নহেন। অর্চ্চাবতারে অর্থাৎ শ্রীবিগ্রহগণকে স্থাবর বোধে অর্চ্চনাকেও পরত্ব বিরোধী বলা যায়। যাঁহাদের প্রতিমা দর্শনমাত্রেই অপ্রাকৃত ভগবদ্ধ্যান উপস্থিত হয়, তাঁহারাই পরত্বস্বরূপ জানেন।

"পুরুষার্থ-বিরোধী"

পুরুষার্থান্তরে ইচ্ছা ও স্বতন্ত্র দাস্যে অনিচ্ছাকে 'পুরুষার্থ-বিরোধী' বলা যায়। ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ ও প্রেম এই পাঁচটী পুরুষার্থ। প্রেমই জীবের যথার্থ পুরুষার্থ। অপর চারিটী কৈতব। ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ চারিটীর মধ্যে যে কোনটীর ইচ্ছাকে পুরুষার্থ বিরোধী বলা যায়। জড়ভাব পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্বাধীনতার পরিচালনার সহিত ভগবানের যে অপ্রাকৃত সেবা তাহাতে অনিচ্ছাকেও পুরুষার্থ বিরোধী বলা যায়।

"উপায়-বিরোধী"

উপায় বিরোধী দুই প্রকার অর্থাৎ ভক্তি ব্যতীত উপায়ান্তর বোধ ও পবিত্র অপ্রাকৃত ভাব পরিত্যাগ করত প্রাকৃত ভগবৎ সাধন। বৈদিক কর্ম্মকাণ্ডকে ভগবৎ প্রাপ্তির উপায় বলিয়া বোধ করিলে উপায়-বিরোধী হয়। কর্ম্মকাণ্ডের ফল ভোগ, দাস্য হইতে পারে না, অতএব কর্ম্মকাণ্ডের সাধনের দ্বারা জীব ভগবান হইতে দূরীভূত হন। কিন্তু ভগবদ্দাস্যজনিত যে ভজন ক্রিয়া উহাকে কর্ম্মকাণ্ড বলা যায় না। পবিত্র অপ্রাকৃত-ভাবেই ভগবৎসাধন হইতে পারে। অনেকানেক অপণ্ডিত লোকে প্রাকৃত দ্রব্যসকলকে ঈশ্বরোপাসনার উপকরণ মনে করেন, কিন্তু স্বরূপবেত্তাগণ প্রেমকেই একমাত্র উপকরণ জানেন এবং তজ্জনিত ক্রিয়া যোগে প্রাকৃত বস্তু ভগবানকে উৎসর্গ করিয়া দেন, স্নান দিতে অন্তঃশুদ্ধি হইতে পারে না অতএব বাহ্য শৌচদ্বারা যাঁহারা অন্তরের শুচি বোধ করেন, তাঁহাদের উপায়স্বরূপ বোধ হয় নাই বলিতে হইবে।

"প্রাপ্তি-বিরোধী"

প্রাপ্তি-বিরোধী বহুবিধ। জন্মবশতঃ শারীরিক শ্রেষ্ঠত্ব ও নীচত্ব বোধ, অনুতাপ শূন্য প্রায়শ্চিত্ত, বিচার না করিয়া গুরু-স্তব-করণ, ক্ষুদ্র দেবতাকে ভগবজ্জ্ঞান, ভণ্ডকে বৈষ্ণবজ্ঞান, ভুক্তি ও মুক্তিতে অর্থজ্ঞান, ভ্রমাত্মক বিচারকে সত্য জ্ঞান, এই প্রকার অনেক প্রাপ্তিবিরোধী জ্ঞান হয়। জগতের অধিকাংশ লোকই জাত্যভিমানে মত্ত হইয়া একে অপরকে নীচ জ্ঞান করত তাহাদিগকে বেদোক্ত ঈশ্বর-জ্ঞানের অধিকার প্রদান করে না এবং পক্ষান্তরে নীচকুলে জন্ম ভাণ করিয়া অনেকানেক পুরুষ পরম-ব্রহ্মের বিমল জ্ঞানে আপনাদিগকে অধিকারী বোধ না করিয়া প্রাপ্তি-বিরোধীর পূজা করিয়া থাকে। গোবধ করিয়া অনেকানেক ব্যক্তি কপর্দ্দক ও গাভী ইত্যাদি দান ও চান্দ্রায়ন প্রভৃতি আচরণ করিয়া নিষ্পাপ ভাণ করিয়া প্রাপ্তিবিরোধীর উপাসনা করে। পরন্তু ভক্তিজনিত অনুতাপ ব্যতীত প্রায়শ্চিত্ত সফল হইতে পারে না। অনেকেই কুলগুরুকে গুরু বোধ করত গুরুসেবা করিয়াছি এমত বোধ করেন, ইহাও প্রাপ্তি-বিরোধী। অপ্রাকৃত তত্ত্ব-ব্যাখ্যা-কর্ত্তাই যথার্থ গুরু, যেহেতু কৃষ্ণতত্ত্ব যিনি অবগত নহেন, তিনি যথার্থ জ্ঞান প্রদর্শক গুরু হইতে সমর্থ হন না। অপদার্থে পদার্থ বোধ করিলে কোন উৎকৃষ্ট ফল হইবার সম্ভাবনা নাই। ক্ষুদ্র দেবতায় ভগবদ্‌বুদ্ধি করাও অনর্থপ্রদ; পরমেশ্বর অদ্বিতীয়, অতএব দেবান্তর অসম্ভব। যে কোন দেবতার উপাসনা করা যায়, তাহাতেই পরমেশ্বরের উপাসনা হয় কিন্তু উপাসনা অনির্ম্মল হওয়া প্রযুক্ত সুখকর হয় না। বিশুদ্ধ সত্ত্বের উপাসনাই প্রয়োজন, অতএব অন্যান্য গুণাধিষ্ঠিত ঈশ্বরের উপাসনায় সদ্গতি সম্ভবে না। ভণ্ডকে বৈষ্ণব জ্ঞানও বিরোধি-স্বরূপ। কোন এক ব্যক্তিকে তুলসীমালায় ভূষিত ও গোপীচন্দনে চিত্রিত দেখিয়াই যদি বৈষ্ণব বলিয়া গ্রহণ করা যায়, তবে প্রকৃত বৈষ্ণবের অপমান হয়। সাধুসঙ্গের যে অপূর্ব্ব ফল তাহাও প্রাপ্ত হওয়া যায় না। শত শত তুলসীমালায় আবৃত ও সর্ব্বাঙ্গে নামাঙ্কিত পুরুষও হরি-ভক্তি-বিহীন হইলে 'বৈষ্ণব'-আখ্যা পাইবার যোগ্য হয় না, বরং বৈষ্ণবগণকর্ত্তৃক সতর্কতা সহকারে পৃথককৃত হয়। কালনেমি ও হনুমান সংবাদই ইহার উৎকৃষ্ট উদাহরণ। পক্ষান্তরে ভক্ত যদিও মালা ও তিলক প্রভৃতি বাহ্যিক লক্ষণ পরিত্যাগ করেন, তথাপি তাঁহাকে বৈষ্ণব সাধু বলিয়া আখ্যা দিয়া থাকেন। বাহ্য বৈষ্ণবতা নিতান্ত অকর্ম্মণ্য। বাহ্য বৈষ্ণবের সহবাসে সাধুসঙ্গ হয় না। ভুক্তি ও মুক্তিকে পুরুষার্থ জ্ঞানও প্রাপ্তি-বিরোধী। কর্ম্মকাণ্ড-প্রিয় ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ ভুক্তিকে জীবনের উদ্দেশ্য বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন। কর্ম্মফল-ভোগকে ভুক্তি কহে, জ্ঞানকাণ্ডে যাঁহারা আবদ্ধ, তাঁহারা মুক্তিকে পুরুষার্থ বলেন। মুক্তি কখনও পুরুষার্থ হইতে পারে না। সালোক্য, সারূপ্য, সার্ষ্টি, সামীপ্য, সাযুজ্য—এই পঞ্চ প্রকার মুক্তি; ইহার মধ্যে সাযুজ্য মুক্তি অগ্রাহ্য। অন্য চারি প্রকার মুক্তি লাভ করিয়াও যদি ভগবৎপ্রেম না পাওয়া যায়, তবে জীবের কি হইল? মুক্তি জীবের স্বপদ কিন্তু স্বভাব নহে। যতক্ষণ জীব

দীয় স্বভাবকে পুনঃ প্রাপ্ত না হয়, ততক্ষণ পুরুষার্থ প্রাপ্ত হইয়াছে এমত বলা যাইতে পারে না। অতএব ভগবৎপ্রেমই পুরুষার্থ। তদিতর বস্তু ভুক্তি ও মুক্তিকে অর্থ বলিয়া বোধ করিলে মূর্খতা প্রকাশ হয়।

তাৎপর্য্য

এই সমস্ত বিরোধিগণকে জয় করা কেবল বৈষ্ণবের কার্য্য। জ্ঞানী ও কর্ম্মনিরত ব্যক্তিগণ ইহাদিগের কর্ত্তৃক পরাজিত হন। অতএব ব্রহ্মাদি দেবগণ কহিলেন, হে প্রভো! যখন উদ্ধবের ন্যায় তোমার দাসেরাও এই সমস্ত বিঘ্ননিকরের মস্তকে পদার্পণ করিয়া বিচরণ করেন, তখন উদ্ধবের পূজ্য তোমার ব্রজবাসী সখাগণ ও তাঁহাদের অপেক্ষা উৎকৃষ্টাধিকারীসকল যে ঐসমস্ত বিঘ্নকে তৃণবৎ জানিবে ইহাতে আর আশ্চর্য্য কি?

অন্ধের নয়ন

(শ্রীযুক্ত ভবদেব চট্টোপাধ্যায়)

দৃষ্টিশক্তি-রহিত ব্যক্তির নাম অন্ধ। অন্ধ ব্যক্তিকে এই জগতে অত্যন্ত দুঃখ-যন্ত্রণা ও অসুবিধা ভোগ করিতে হয়। যে স্থানে বহুলোক সমাগত হয় সেই স্থানেই ইহাদের অধিকাংশ সময়ই স্থিতি। এতদ্দেশে কাশী, বৃন্দাবন, প্রয়াগ, মথুরা, হরিদ্বার, পুরী দ্বারকা প্রভৃতি প্রসিদ্ধ তীর্থস্থানসমূহে বহু অন্ধের সমাগম হয়। ট্রেণে, ষ্টীমারঘাটে, পান্থশালায়, ধনীর দরজায় ও ক্রিয়াকাণ্ডাদি স্থলে ইহাদিগকে অন্ন, বস্ত্র, অর্থাদির জন্য ঘুরিয়া বেড়াইতে দেখা যায়।

যাঁহারা এই অন্ধগণের দুর্গতি, দুঃখের অবসান জন্য অন্ন, বস্ত্র, অর্থাদি বিতরণ করেন তাঁহাদিগকে জগদ্বাসী কর্ম্মবীর, দানবীর, জ্ঞানবীর, ধর্ম্মাত্মা, পুণ্যাত্মা, মহাত্মা, দেশবন্ধু, সমাজবন্ধু, অন্ধের নয়ন প্রভৃতি মহিমমণ্ডিত নামে অভিহিত করেন। উপকার-প্রাপ্ত জনগণও উপযুক্ত গৌরবান্বিত বাক্যে সম্বোধন করিয়া কায়মনোবাক্যে আনন্দে দুই হস্ত উত্তোলন করিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়া থাকে। বাস্তবিকই যাঁহারা দুঃখীর দুঃখ-দুর্গতি বিমোচন জন্য নিজের সুখভোগ-বাসনা অকূল প্রশান্ত মহাসাগরের অন্তস্তলে বিসর্জ্জন দিতে কায়মনোবাক্যে বদ্ধ-পরিকর তাঁহারাই উপরি উক্ত মহিমমণ্ডিত সম্বোধনে অভিহিত হইবার যোগ্য। অন্য কেহ নহে।

সজ্জনগণের এবম্বিধ প্রতিষ্ঠা পরিদর্শন করিয়া প্রতিষ্ঠা লাভাশায় আমি বাহিরে 'দুঃখীজনে দয়া' করিবার একটী মুখোস পরিধান করিলাম। প্রতিষ্ঠা সুন্দরী মোহিনী-মূর্ত্তিতে 'এই আছে এই নাই' ভাবে বক্র-নেত্রে—হাসির ফোয়ারা ছুটাইয়া সম্মুখে নৃত্য করিতে লাগিল। আমিও মোহিনী-মুগ্ধ মহেশের মত সোহহং-মন্ত্রের দীপক রাগিণীতে হুঙ্কার দিয়া রুদ্রতানে শিঙা ফুঁকিতে ফুঁকিতে বিবস্ত্র দিগম্বর হইয়া ধাবিত হইলাম। সংসারের আর কোন দিকে দিক্‌পাত নাই—কেবল মোহিনী। কতবার পড়ি, কতবার উঠি, কত ঝোপ, কত জঙ্গল, কত নদ, কত নদী, কত গিরিশৃঙ্গ মরুপ্রান্তর অতিক্রম করিয়া দেখি, মোহিনী কাহারও ভোগের বস্তু নয়, কোন যাদুকরের মন্ত্র চালিত ছায়াবাজী। মোহিনীর রূপে অন্ধ আমি পাদদেশস্থিত অন্ধকারাচ্ছন্ন গভীর খাতে পতিত হইলাম এবং জন্মের মত জীবন বিসর্জ্জন করিলাম। আবার কেহ কেহ এই প্রতিষ্ঠানটীর স্পর্শ-সুখভোগাশায় বায়সের শিখি-সজ্জার মত অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া উভকুল নষ্ট করিয়া মানব-জন্মরূপ দুর্ল্লভ বস্তু হেলায় হারাইতেছেন। কনক কামিনীর হাতে যদিও কোন প্রকারে নিস্তার আছে কিন্তু প্রতিষ্ঠা বাঘিনীর কবলে জীবের নিস্তার নাই।

'অন্ধজনে দয়া কর' বলিয়া একটী বাক্য পাঠশালার পণ্ডিত মহাশয় হইতে আরম্ভ করিয়া বিশ্ববিদ্যালয়সমূহেও প্রচলিত রহিয়াছে। কিন্তু ইহার যথার্থ অর্থ কোন দিন বিচার করিবার অবকাশ হয় নাই। জগতের ব্যক্তিগণ অন্ধ হয় কেন? প্রকৃত অন্ধ কাহারা? সেই অন্ধজনে দয়াটী কি প্রকার? তাহার তথ্য অবগত না হইয়াই 'দয়া দয়া' করিয়া চীৎকার করিতেছি।

অস্থিমাংসদ্বারা গঠিত স্থূল শরীরের বিকলাঙ্গ অংশবিশেষের নাম পঙ্গু, মূক, খঞ্জ, অন্ধ নহে। যেহেতু দেহ কখন জীব নহে। যদি দেহকে জীব বলা যায় তবে মৃত দেহ কেন কম্পমান হয় না? ইহা অবগত হইতে হইলে আয়ুর্ব্বেদিক, দার্শনিকের অনুগমন করিতে হইবে। বদ্ধজীবের স্থূল দেহের মূল্য এক কপর্দ্দকও নয় যদি তাহা জীবের নিত্য উপকারের জন্য নিযুক্ত না হয়। হরিসেবায় নিযুক্ত না হইলে তাহা কৃমিকীট মলমূত্র-ভাণ্ডার অথবা ভস্মস্তূপ। 'আমার দেহ' বলিতে যখন দেহ ব্যতীত 'আমি' আর একটী পৃথক্ বস্তুর সত্তা পরিলক্ষিত হয় এবং যে আমি না থাকিলে এই স্থূল দেহটি অচল জড়বস্তু হইয়া পড়ে সেই চৈতন্য বস্তু 'আমি'টি মূক, পঙ্গু, খঞ্জ, অন্ধ প্রভৃতি অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে কিনা তাহা শ্রীনিত্যানন্দ হাসপাতালে কবিরাজ গোস্বামী মহাশয়ের নিদানের লক্ষণ নির্ণয় করিয়া চিকিৎসা করান একান্ত প্রয়োজন। আমি নিজে দুঃখী অন্ধ কিনা তাহাই যখন অবগত নই তখন অপর ব্যক্তি অন্ধ না চক্ষুষ্মান্ তাহা কিরূপে নির্ণয় করিব?

আজ আমরা স্বরূপে অন্ধ হইয়া মাতালের স্বপ্ন চক্ষে 'ডুমুর ফুল' সাপের পাঁচ পা' দর্শন করিতেছি। 'অন্ধ কে?' এই প্রশ্নের সূক্ষ্ম সমাধান হইলেই অন্ধ জনে দয়াটী কি তখন সহজেই উপলব্ধি হইবে।

যদ্দ্বারা বস্তুর প্রকৃত দর্শন হয় তাহার নাম চক্ষু। যে চক্ষুতে বস্তুর সম্যক্ দর্শন না হইয়া কেবল অবস্তুর রূপ, অনুভূতি হয় তাহা ময়ূরপুচ্ছে অঙ্কিত চক্ষুর ন্যায় দেহের শোভা-দর্শনসৌষ্ঠব ব্যতীত আর কিছুই নয়। অবাস্তব-বস্তু দর্শনকারী মানব-চক্ষু যদি বাস্তব বস্তুর স্বরূপদর্শন হইতে বঞ্চিত থাকে তাহা হইলে সেই নেত্র-ব্যাধির নিদানে শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু বলিয়াছেন।

বংশী গানামৃত ধাম লাবণ্যামৃত জন্মস্থান
যে না দেখে সে চাঁদবদন।
সে নয়নে কিবা কাজ পড়ুক তার মুণ্ডে বাজ
সে নয়ন রহে কি কারণ॥

যে নয়নে শ্রীভগবানের লীলা-বৈচিত্র্য দর্শন না হয়,—যে নয়নে ভক্ত ও ভগবানের শ্রীপদনখ-শোভা দর্শন না হয়—যে নয়ন পদ্মপলাশলোচন সুদর্শনধারীকে কুদর্শনে দর্শন করিয়া কেবল ইন্দ্রিয় তর্পণোদ্দেশ্যে কামিনীময় বিশ্ব পরিদর্শন করে যে নয়নে দর্শন করিয়া জীব মূর্ত্তিমান প্রজ্জ্বলিত হুতাশনশিখা আলিঙ্গন জন্য ধাবমান হয়, সে নয়ন থাকা অপেক্ষা অন্ধ হওয়া শতগুণে শ্রেয়ঃ। সে মস্তক ত্রিদশাধীশ সহস্রলোচনের কঠোর কুলীশপ্রহারে চূর্ণ বিচূর্ণ রেণু রেণু হইয়া যাওয়া সহস্রগুণে কোটিগুণে—অনন্তগুণে মঙ্গলজনক।

অনন্ত কোটি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের দণ্ডমুণ্ডের বিধানকর্ত্তা একমাত্র বৈকুণ্ঠ বৃন্দাবননাথ ব্রজেন্দ্রনন্দন বংশীবদন শ্রীকৃষ্ণ। তিনিই একমাত্র পালক—শাসক—রক্ষক। তাঁহারই নির্দেশানুসারে অদৃশ্য-পরিদৃশ্যমান জগতের যাবতীয় কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন হইতেছে। তবে এই জগতে একজন অন্ধ, একজন চক্ষুষ্মান, একজন খঞ্জ, একজন পদশোভা-যুক্ত, একজন মূক, একজন বাচাল, একজন পঙ্গু, একজন বেগবান্ একজন উচ্চ, একজন নীচ, একজন ধনী, একজন নির্ধন, একজন সবল, একজন দুর্ব্বল, একজন ব্রাহ্মণ, একজন চণ্ডাল প্রভৃতি রূপে জীবের দেহের সৃষ্টি হয় কেন? এ সমস্ত বিচার না করিয়াই দ্রুতগতি অস্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়াই কি বুদ্ধিমানের কার্য্য?

শ্রীভগবানের নিরঙ্কুশ ইচ্ছার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়া যদি আমরা তাঁহাকে সিংহাসন সহ কোন শ্বাপদসঙ্কুল গহনের গভীরকূপে উল্টাইয়া 'হেঁট কাঁটা উপর কাঁটা' দিয়া জগতের উচ্চাবচগুলি ভাঙ্গিয়া চুরিয়া গড়িয়া পিটিয়া একাকার করিতে পারি, পিতৃদেব ও শ্যালক মহাশয়কে সমান করিয়া 'সোদর বাবার' পদে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারি, সাধ্বী জননীর একনিষ্ঠ পতিভক্তিকে সঙ্কীর্ণতা ও সাম্প্রদায়িকতা বলিয়া উদারতা মুখোস-পরিহিত স্বৈরিণী রমণীকে 'মা মা' বলিয়া প্রাণভরে ডাকিতে পারি, মেথরের চর্ম্ম-পাদুকাকে উন্নত বংশদণ্ডের শীর্ষদেশে উঠাইয়া চন্দ্র সূর্য্যের সঙ্গে পাল্লা দেওয়াইতে পারি, তাহা হইলেই বহির্ম্মুখ ম্যালেরিয়াগ্রস্ত গণরুচির চ্যুত বদরীফলের চাটনী বলিয়া মুখপ্রিয় হওয়া যায়। ম্যালেরিয়ারোগী জিহ্বায় 'টোক্কার' দিতে দিতে দুর্ব্বলের বল, অন্ধের নয়ন, পিপাসার্ত্ত পান্থ-পাদপ, দানবীর, ধর্ম্মবীর, কর্ম্মবীর, জ্ঞানবীর, পুণ্যাত্মা, মহাত্মা, দেশবন্ধু সমাজবন্ধু, দীনের বন্ধু প্রভৃতি কত কি 'ডিক্রী' বা উপাধি দিয়া থাকে।

কিন্তু ভগবান্ কখন গহনকাননে মৃত্তিকাভ্যন্তরে হেঁট-কাঁটা উপর কাঁটা হইয়া নির্ব্বাসিত থাকিবার বস্তু নহেন। জীবের যাবতীয় চেষ্টা তাঁহার নিকট প্রতিহত হয়। তিনি মৃত্তিকা-বিদীর্ণ করিয়া ভীষণ নরকেশরী-মূর্ত্তিতে আবির্ভূত হইয়া প্রতিষ্ঠা-হিরণ্য-কশিপু ভোগ-পিপাসু দানব হৃদয় ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করিয়া প্রহ্লাদ-আহ্লাদ বৃদ্ধি করেন।

যে নয়ন পাইলে জীব জড়চক্ষুর অসারতা উপলব্ধি করে, যে নয়ন পাইয়া ভক্তশ্রেষ্ঠ কুরেশ সহাস্যবদনে পাষণ্ডী কৃমিকণ্ঠের হস্তে জড়নয়ন উৎপাটন করিয়া প্রদান করেন—যে নয়ন পাইয়া শ্রীবিল্বমঙ্গল স্বামী জীবের পরমধন জড়নয়নকে একমাত্র শত্রু বলিয়া পরমসুখে সূচিকাবিদ্ধ করিয়াছিলেন সেই নয়ন না হইলে জীবের জীবনধারণই বৃথা। সেই নয়ন অধোক্ষজ বস্তু নরকেশরী শ্রীগুরুপাদপদ্মই প্রদানে সমর্থ, অন্য কেহ নহে। এতদ্ব্যতীত জগতে যে অপর তিন জন অন্ধজনে দয়াভক্ত নিত্যানন্দ-প্রাণাশয় অপর তিনটী আপাততঃ সুখের সরণি দেখাইতেছেন তাহাতে জীবের প্রাণনাশ অবশ্যম্ভাবী।

সদয়ক্ত শ্রীনিত্যানন্দদেব ঐ সমস্ত মাতৃরূপ পুতনার কবল হইতে উদ্ধার জন্য কলি-কোলাহল বিশ্বে কান্দন করিতেছেন এক দিকে ভোগ-ত্যাগময় সংসার ভীষণ শন—অন্যদিকে কৃষ্ণ অজগরের বিস্তারিত বদন-গহ্বর—অপর দিকে ধনবণিক গৃহের কবলে আত্মসমর্পণ ব্যতীত আর কিছুই নয়। চতুর্থ দিকের—পূর্ব্ব দিকের পথই অনাবিল শান্তিনিকেতন নিত্যানন্দ-ধাম।

হায়—যে অজ্ঞানতায় অন্ধ হইয়া আমরা জগৎকে কামলারোগীর মত পীতবর্ণ দেখিতেছি—যে অজ্ঞানতায় অন্ধ হইয়া ভগবানের উপরে কর্ত্তৃত্ব করিবার ঔদ্ধত্য পোষণ করিতেছি—যে অজ্ঞানতায় অন্ধ হইয়া ভগবদ্ধামে গমনের পথ নিরূপণে অক্ষম—যে অজ্ঞানতায় অন্ধ হইয়া জীব 'আমি

(অতঃপর ৩পৃষ্ঠা ৩য় কলমের পর)

শরণ লঞা করে কৃষ্ণে আত্মসমর্পণ। কৃষ্ণ তারে করে তৎকালে আত্মসম॥

শুদ্ধভক্তি গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। সম্পূর্ণ বিরাট শ্রীচৈতন্যভাগবত ৫৲
২। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ১৮৲
একাদশ স্কন্ধ হইতে শেষ পর্য্যন্ত ।৶০
৩। অনুভাষ্যসহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (২য় সংস্করণ)
৪। [illegible]কৃষ্ণনামাবলি (বাঁধা) ৲
৫। গৌড়ীয় গৌরব ।৶০
৬। গৌড়ীয়-সাহিত্য ।৶০
৭। ভজনরহস্য ॥০
শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও
শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৯। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা সহ)
ঐ (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
১০। গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি টীকাসহ)
ঐ (বাঁধা)
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
১১। গীতার কেবল মাধ্ব-ভাষ্য ॥০
১২। ধাতুমালিকা [illegible]ঃ সানুবাদ (মাধ্ব) ২৲
১৩। বেদান্ততত্ত্বসার সানুবাদ (রামানুজীয়) ॥০
১৪। জৈবধর্ম্ম ২৲
১৫। শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸
১৬। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১৭। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ ॥৶০
ঐ (বাঁধা)
১৮। দ্বীপ-দিগ্দর্শন ৶০
১৯। সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ) ।৶০
২০। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ॥০
ঐ (আবাঁধা) ।৶০
২১। নবদ্বীপধাম গ্রন্থমালা ৸০
২২। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৶০
২৩। গীতমালা /১০
২৪। নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য ৵০
২৫। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৵০
২৬ নবদ্বীপ পঞ্জিকা (৪৪৭ গৌরাব্দ) ৶০
২৭। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
২৮। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা-দর্পণ ।০
২৯। শরণাগতি /০
৩০। গীতাবলী /০
৩১। চিত্রে নবদ্বীপ ১॥০
৩২। সাধনকণ /০
৩৩। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা /০
৩৪। নবদ্বীপশতক /০
৩৫। অর্থপঞ্চক /০
৩৬। [illegible] /০
৩৭। কল্যাণকল্পতরু (৫ম সংস্করণ) /১০
৩৮। অর্চ্চনকণ বৃদ্ধি হইলে .০
৩৯। সাধককণ্ঠমালা (বাঁধা) ।০
ঐ (আবাঁধা) ।/০
৪০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি
(প্রথম চারিখণ্ড) ৩৲
৪১। ব্রহ্মসংহিতা ॥০
৪২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৪৩। মণিমঞ্জরী সানুবাদ ।০
৪৪। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৪৫। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ।০
৪৬। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৪৭। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
৪৮। গৌড়ীয়মঠ কি করেন ? /০
৪৯। ঈশোপনিষৎ (বলদেব ও মাধ্ব-ভাষ্য এবং বিবৃতি ও অনুবাদসহ) ।০
৫০। শ্রীভুবনেশ্বর ৵০
৫১। সিদ্ধান্তদর্পণ ৶০
৫২। সাধ্যবাণী /০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৫৩। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী-দিগ্বিজয়ঃ ॥০
৫৪। সটীক-শিক্ষাদশমূলম্ ।০
৫৫। তত্ত্ব-সূত্রম্ ।০
৫৬। সানুবাদ-শিক্ষাষ্টকম ৶০
৫৭। গৌড়ীয়মঠস্য পরিচয়ঃ /০
৫৮। সারাংশবর্ণনম্ ৵০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৫৯। রায় রামানন্দ ॥০
৬০। নামভজন ।০
৬১। রিলেটিভ্ ওয়ার্ল্ড্স ।৶০
৬২। লাইফ্ য়্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।০
৬৩। বৈষ্ণবীজম্ ।০
৬৪। হোয়াট্ গৌড়ীয়মঠ ইজ্ ডুইং /০
৬৫। দি ভাগবত ।০
৬৬। ইরোটিক্ প্রিন্সিপ্ল য়্যাণ্ড আনেলয়েড্ ডিভোসন ।০
৬৭। ব্রহ্ম-সংহিতা
৬৮। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (ভলুম ওয়ান) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৬৯। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ॥০
৭০। সাধন পথ ।০
৭১। কল্যাণ-কল্পতরু /১০
৭২। গীতাবলী /০
৭৩। শরণাগতি /০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৭৪। শরণাগতি

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

নদীয়া-প্রকাশপ্রাপ্তির স্থান

১। শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া
২। শ্রীযোগপীঠ ঐ
৩। শ্রীবাস অঙ্গন ঐ
৪। অদ্বৈত-ভবন ঐ
৫। কাজীর সমাধি পাট ঐ
৬। স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ নদীয়া।
৭। শ্রীভাগবত আসন কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
৮। শ্রীএকায়ন মঠ গোবিন্দপুর [illegible]।
৯। দ্বাদশগোপাল পাট—পোঃ চাকদহ,
১০। শ্রীগৌর গদাধরমঠ—চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড়, বর্দ্ধমান
১১। শ্রীমোদদ্রুমছত্র মাউগাছি, বর্দ্ধমান
১২। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম, আমলাযোড়া, পোঃ রাজবাঁধ বর্দ্ধমান
১৩। শ্রীগৌড়ীয়মঠ বাগবাজার, কলিকাতা
১৪। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাজু, হাওড়া।
১৫। শ্রীমাধব গৌড়ীয়মঠ, ৯০নং নবাবপুর রোড্, ঢাকা
১৬। শ্রীগোপালজী মঠ কমলাপুর, ঢাকা।
১৭। শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ পোঃ বালিয়াটী.
১৮। শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয়মঠ ময়মনসিংহ।
১৯। শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ চিরুলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর
২০। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম গোয়ালপাড়া, আসাম।
২১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ রায়পেট্টা, মাদ্রাজ।
২২। শ্রীরামানন্দগৌড়ীয় মঠ কব্বুর, জিঃ পশ্চিম গোদাবরী
২৩। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ উড়িয়াবাজার, পোঃ বক্সীবাজার, কটক।
২৪। শ্রীএকদণ্ডি-গৌড়ীয় মঠ ভুবনেশ্বর।
২৫। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ স্বর্গদ্বার, পুরী।
২৬। শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ আলালনাথ পোঃ ব্রহ্মগিরি, পুরী।
২৭। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ ডুমুরকুণ্ডা, পোঃ চিরকুণ্ডা, মানভূম।
২৮। শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ—কাশী।
২৯। শ্রীরূপগৌড়ীয় মঠ—এলাহাবাদ।
৩০। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ পুরাণবাজার, সরকার ঠাকুরের কুঞ্জ, বৃন্দাবন
৩১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ ৪৩ নং হনুমান রোড, নিউদিল্লী
৩২। শ্রীপরমহংসমঠ—নৈমিষারণ্য,
৩৩। শ্রীভাগবত গৌড়ীয় মঠ—হরিদ্বার।
৩৪। শ্রীব্যাসগৌড়ীয়মঠ—কুরুক্ষেত্র, পঞ্জাব
৩৫। শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাবুলনাথ রোড, পোঃ গ্রান্ট রোড, বোম্বে।
৩৬। লণ্ডন গৌড়ীয়মঠ, ৩৯নং ড্রেটন্ গার্ডেন্স, কেন্সিংটন লণ্ডন, (এস্, ডব্লিউ—১০)।

আমার' দর্শনে বঞ্চিত—সেই অজ্ঞানতার পর্দাখানি জ্ঞানাঞ্জন-শলাকা দ্বারা অপসারিত করিয়া যিনি দিব্যদর্শনের যোগ্যতা প্রদান করেন—ভক্তি-বিলোচন তাঁরা যিনি পদ্মপলাশলোচনের মোহনমূর্ত্তি নিত্য দর্শন করান, সেই গুরুপাদপদ্মই আমার বিশ্বের যাবতীয় মহিমমণ্ডিত সম্বোধনে জয়যুক্ত হউন। আর সব ভুয়ো—ফাঁকা—মেকী। শ্রীগুরুদেবই, দুর্বলের বল, বলদেব অন্ধের নয়ন—পদ্মপলাশ-নয়ন দর্শনের একমাত্র দ্বার।

ওঁ অজ্ঞান-তিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জন-শলাকয়া চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥

শুদ্ধভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীলভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী মাসিক। শ্রীধাম-মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৸০ টাকা মাত্র।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

আদিকবি শ্রীল বৃন্দাবন দাস প্রণীত সমগ্র গ্রন্থ

গ্রন্থের মূল বোল্ড অক্ষরে এবং তন্নিম্নে বিশ্ববিশ্রুত গৌড়ীয়মঠের প্রতিষ্ঠাতা ও আচার্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ **শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের** রচিত বিস্তৃত ভাষ্য উত্তম কাগজে সৌষ্ঠবের সহিত মুদ্রিত হইয়াছেন। ডবল ক্রাউন আটপেজি আকারে ১০৯৬ পৃষ্ঠায় কেবল মূল ও ভাষ্য সম্পূর্ণ হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত শ্লোকসূচী, পদ্যসূচী, স্থানসূচী, পাত্রসূচী, বিষয়সূচী, শব্দসূচী প্রভৃতি বিস্তৃত সূচীপত্রেও একটী গ্রন্থ হইবে। সভাষ্য শ্রীচৈতন্যভাগবতের এরূপ উৎকৃষ্ট ও অমূল্য বিরাট্ সংস্করণ জগতের কোথায়ও আজ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হন নাই, ইহা নিরপেক্ষ পাঠক-মাত্রকেই একবাক্যে স্বীকার করিতে হইবে। শ্রীগৌড়ীয়মঠের উৎসব-কালে গ্রন্থের ভিক্ষা ১২৲ বারটাকা স্থলে—৫৲ পাঁচটাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীচৈতন্যমঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

তারের ঠিকানা— 'শ্রীধাম' নবদ্বীপ

ডাকের ঠিকানা—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

দৈ নি ক

Reg No C 1544

নদীয়া-প্রকাশ
THE NADIA-PRAKASH

বিজ্ঞাপনের হার

প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩৷০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার স্বতন্ত্র।

সাহায্যের হার
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸০
মাসিক ১৲
নগদ
প্রতি সংখ্যা ৵৫

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৮ম খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বেদান্তবাচস্পতি [১৫৭শ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর—১৭ই ভাদ্র শনিবার ১৩৪০, ২রা সেপ্টেম্বর ১৯৩৩

সতীত্ব রক্ষায় নারী

ময়মনসিংহের অতিরিক্ত দায়রা জজ মিঃ ন, কে, নন্দী জামালপুর মহকুমার নওটিলা গ্রাম নিবাসী তমরউন্নেসা বিবি নাম্নী এক বিবাহিতা মুসলমান যুবতী ও তাহার স্বামী চান্দমুদ্দীন শেখকে উক্ত গ্রামের হাতি শখকে হত্যার অভিযোগ হইতে অব্যাহতি দিয়াছেন।

ফরিয়াদী পক্ষের বিবরণে প্রকাশ, হাতকে চাঁন্দমুদ্দীনের বাড়ীতে ডাকিয়া লইয়া গিয়া বাবার সাহায্যে তাহাকে হত্যা করা হয়। ঐ সময় হাতি নাকি গৃহে ফিরিতেছিল, তমরউন্নেসা বলে যে, স্বীয় সতীত্ব রক্ষার্থে সে হাতকে আঘাত করে। কারণ, তাহার স্বামীর অনুপস্থিতির সুযোগ পাইয়া হাত তাহার শয়ন কক্ষে প্রবেশ-পূর্ব্বক তাহার সম্ভ্রম হানির চেষ্টা করে।

দায়রা আদালতেও তমরুন্নেসা একরূপ জবানবন্দী পেশ করে। জুরীরা সকলেই একযোগে তমরুন্নেসা ও তাহার স্বামীকে নির্দ্দোষ বলিয়া স্থির করেন।

জজ জুরীদের সহিত একমত হইয়া স্বামী-স্ত্রী উভয়কে হত্যার দায় হইতে অব্যাহতি দেন। যাহাতে উক্ত নারী তাহার সাহসিক কার্য্যের জন্য পুরস্কার পান, তজ্জন্য জজ জিলা ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট সুপারিশ করিয়াছেন।

মাঞ্চুকু সীমান্ত আক্রমণ

রুশিয়ার অশ্বারোহী সৈন্যগণ কর্ত্তৃক সীমান্ত অতিক্রম করিয়া মাঞ্চুকু রাষ্ট্র আক্রমণ করা সম্পর্কে মাঞ্চুকু সরকার সোভিয়েট কনসাল জেনারেলের নিকট এক প্রতিবাদপত্র প্রেরণ করিয়াছেন। ইহা অমঙ্গলের সূচনা করিতেছে।

প্রতিবাদ পত্রে বলা হইয়াছে যে, যদি এই সকল আক্রমণ অবিলম্বে না থামে, তবে "ব্যাপার গুরুতর আকার ধারণ করিবে।"

প্রতিবাদ পত্রে 'তাংহো'র উত্তর পশ্চিমে মাঞ্চুকু রাষ্ট্র মধ্যে ১৭টি বিভিন্ন স্থানের উল্লেখ করিয়া বলা হইয়াছে যে, ইহার ফলে ডাকাতি, নরহত্যা এবং গৃহদাহ প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হইয়াছে।

বৃষ্টি

দিল্লীতে এরূপ বর্ষা বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভ হইতে পরিলক্ষিত হয় নাই বলিয়া প্রকাশ। গত ১লা জুন হইতে প্রবলভাবে বর্ষণ হইতেছে। এযাবৎ অন্যূন ৬০ ইঞ্চ পরিমাণ জল হইয়াছে। গত বৎসর এই সময় যে বৃষ্টি হইয়াছিল তদপেক্ষা ৫ গুণ এবং ১৯১১ সালের ঠিক এই সময়ে যে বৃষ্টি হইয়াছিল তাহাঅপেক্ষা বর্ত্তমান বর্ষে ৩ গুণ বেশী বর্ষণ হইয়াছে। গত শুক্রবার হইতে আকাশ সর্ব্বদাই মেঘাচ্ছন্ন আছে এবং প্রবল বর্ষণ হইতেছে। ফলে সেইদিন সহরের বিভিন্ন স্থান হইতে ৫টী গৃহপতনের সংবাদ পাওয়া গিয়াছে; ১জন স্ত্রীলোক গৃহ পতনে মারা গিয়াছে। তাহার শিশুটী কোনওরূপে রক্ষা পাইয়াছে। এক বৃদ্ধ মুসলমানও গৃহ পতনের ফলে গুরুতররূপে জখম হইয়াছে।

ডাকাতি

হুগলীর কোতলপুর মুগুলিকা ইউনিয়ন বোর্ডের এলাকায় বড়ই চোর ডাকাতের উপদ্রব আরম্ভ হইয়াছে। গত সপ্তাহে সীতাপুর হাটে, ২দিন উপর্য্যুপরি চুরি হইয়া গিয়াছে এবং গত ১৮।৮।৩৩তাং সুবলপুর গ্রামে একটি ভীষণ ডাকাতী হইয়া গিয়াছে। প্রকাশ যে ৮।১০ জন লোক মশাল ও অস্ত্রাদিসহ রাত্রি অনুমান ১১॥ ঘটিকার সময় শশী সাধুখার বাড়ী হানা দেয় এবং কপাট ভাঙ্গিয়া ঘরে প্রবেশ করে। শশী ডাকাতদিগকে বাধা দিবার চেষ্টা করিতে যাইয়া আঘাত প্রাপ্ত হয় এবং কোন রকমে বাটীর বাহিরে পলায়ন করিয়া আত্মরক্ষা করে। ডাকাতরা স্ত্রীলোকদিগের নিকট হইতে জোর করিয়া গহনা পত্রাদি কাড়িয়া লয় এবং লোহ সিন্দুকের চাবি চায়, কিন্তু চাবি না পাওয়াতে বাটীর লোকদিগের উপর অযথা নির্য্যাতন ও অত্যাচার করে এবং কুড়ালী দ্বারা লৌহ-সিন্দুক ভাঙ্গিবার চেষ্টা করে। অবশেষে অকৃতকার্য্য হইয়া অলঙ্কার ও অন্যান্য মূল্যবান জিনিষ পত্রাদি লইয়া পলায়ন করে। জোর পুলিশ তদন্ত চলিতেছে এবং কয়েকজন ডাকাত ধরা পড়িয়াছে।

মরক্কো দেশে ফরাসীর রাজ্য বিস্তার

মরক্কো দেশের সর্ব্বশেষে রিফ নেতা আউস কাউন্টির সেখ এতদিন পরে ফরাসী সৈন্যের নিকট আত্মসমর্পণ করিয়াছেন। ফরাসী বাহিনী কর্ত্তৃক বিতাড়িত হইয়া তিনি জলহীন এটলাস দুর্গে আশ্রয় লইয়াছিলেন। পরিশেষে তাঁহার অবস্থা এরূপ দাড়ায় যে, হয় এই দুর্গমধ্যে অবরুদ্ধ থাকিয়া ক্ষুধা তৃষ্ণায় মৃত্যু বরণ করিতে হইবে, না হয় যে অল্পসংখ্যক সৈন্য অবশিষ্ট রহিয়াছে তাহাদের লইয়া আত্মসমর্পণ করিতে হইবে। অনেক চিন্তার পর তিনি আত্ম-সমর্পণ করিয়াছেন। ইহার ফলে মরক্কো দেশে ফরাসীর রাজ্য বিস্তার একরূপ সম্পূর্ণ হইয়াছে। তবে একান্ত দক্ষিণ সীমায় একটি এটলাস অঞ্চল আয়ত্ত করা এখনও বাকী আছে।

সুইজারল্যাণ্ডের সীমান্তে গোলযোগ

তিনজন জার্ম্মাণ পুনরায় সুইস সীমান্ত অতিক্রম করিয়া সুইজারল্যাণ্ডের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিল। পুনঃপুনঃ এইরূপে সীমান্ত অতিক্রম করায় সুইসরা আতঙ্কায় চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে। সুইস সরকার জার্ম্মাণ সরকারের নিকটে এই ব্যাপারের প্রতিবাদ করিয়া এক পত্র প্রেরণ করিয়াছেন।

ঘটনাটি এই যে, তিনজন জার্ম্মাণ, পুলিশ কর্ম্মচারী বলিয়া আত্মপরিচয় প্রদান করিয়া একটি লোককে গ্রেপ্তার করিবার জন্য সাফ হাউসেনের নিকট সুইস এলাকার মধ্যে প্রবেশ করে। সীমান্ত হইতে লোকটি তখনও তিনশতগজ দূরে ছিল। জার্ম্মাণরা তাহাকে টানা হেঁচড়া করিয়া জার্ম্মাণ এলাকার মধ্যে লইয়া যায় এবং লোকটি হাতে আহত হওয়ায় তাহার আহত স্থান হইতে প্রচুর রক্তপাত হয়। সুইস শুল্ক অফিস হইতে লোকটিকে সাহায্য করিবার জন্য চেষ্টা করা হয় বটে কিন্তু উহারা জার্ম্মাণদের সঙ্গে পারিয়া উঠে নাই। আক্রান্ত লোকটী নাকি শুল্ক বিভাগকে ফাঁকি দিয়া বে-আইনী ভাবে জার্ম্মানীতে চিনি আমদানী করিত।

ইমামবারার নূতন মাতোয়ালী

ডাঃ এস, এ, এইচ জাফরী বি, এ, পি, এইচ, ডি, মহম্মদ সৈয়দ আসরাফ হোসেনের নিকট হইতে হুগলী ইমামবারায় মাতোয়ালী পদের ভার গ্রহণ করেন। স্মরণ থাকিতে পারে যে হুগলী জিলা মুসলমান যুবক সমিতি পূর্ব্বের মাতোয়ালীকে কর্ম্মচ্যুত করিবার জন্য এক আন্দোলন করে।

ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

১৫ই ভাদ্র শনিবার, ১৩৪০

কলিকাতা কর্পোরেশনের চীফ ইঞ্জিনিয়ার ডাঃ দে'র ইলেকট্রিক স্কীম আজ দুই বৎসরের উপরে গবর্ণমেণ্টের অনুমোদনের অপেক্ষায় চাপা পড়িয়া আছে। ইহার মধ্যে দুর্বোধ্য এমন কি আছে যাহার জন্য গবর্ণমেণ্ট একদম মাথায় হাত দিয়া কেবলই চিন্তা করিতেছেন? স্কীমটীর মধ্যে সত্যকার কোন বস্তু আছে কিনা তাহা পরীক্ষা করিবার জন্য বিশেষজ্ঞদের মতের যদি প্রয়োজন হয় হোক; কিন্তু সে জন্য যদি এত সময় ব্যয় করিতে হয় তবে এমন বিশেষজ্ঞগণের প্রয়োজন কি?

সীমান্তে বোমা বর্ষণ সম্পর্কে আলোচনার জন্য মৌলবী সাফ দাযুদীর নেতৃত্বে ব্যবস্থা পরিষদের কয়েকজন মুসলমান প্রতিনিধি বড়লাটের সহিত সাক্ষাৎ প্রার্থনা করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার প্রাইভেট সেক্রেটারী সাক্ষাৎপ্রার্থীদিগকে জানাইয়াছেন বড়লাট বর্ত্তমানে নানা কাজে ব্যস্ত, সুতরাং এখন তাঁহাদের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইতে পারে না। আগামী ৩০শে আগষ্ট ব্যবস্থা পরিষদে বড়লাট এ সম্পর্কে যে বক্তৃতা দিবেন, মুসলমান সদস্যগণ প্রয়োজন মনে করিলে যেন তাহার পরে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ প্রার্থনা করেন। বড়লাট কর্ম্মব্যস্ত বলিলে অবশ্য তাহার উপর আর কথা চলে না। কিন্তু বিষয়টি যাঁহাদের নিকট বিশেষ জরুরী বলিয়া মনে হইয়াছিল, তাঁহারা ইহাতেই নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন না।

ইষ্টার্ণ বেঙ্গল রেলের পরামর্শ সমিতির এক সভায় গত ২৫শে আগষ্ট তারিখ ট্রাফিক ম্যানেজার বলিয়াছেন, গত ১লা এপ্রিল হইতে ১২ই আগষ্ট পর্য্যন্ত সময় মধ্যে ই বি রেলের আয় গত বৎসরের ঐ সময়ের তুলনায় পৌনে ষোল লক্ষ টাকা বাড়িয়াছে। প্রধানতঃ পাট চালানের জন্যই এই আয় বৃদ্ধি পাইয়াছে।

ভারতীয় রাষ্ট্র পরিষদ সভার সদস্য সিংহের প্রশ্নের উত্তরে স্যার জোসেফ ভোর অটোয়া চুক্তির ফলাফল সম্বন্ধে একখানি বিবৃতি দাখিল করেন। ১৯৩২ সালের জানুয়ারী হইতে মে পর্য্যন্ত সময়ের তুলনায় ১৯৩৩ সালে ঐ সময়ে গ্রেট বৃটেনে কোন জিনিষের রপ্তানি কিরূপ হ্রাস বৃদ্ধি হইয়াছে তাহার হিসাব এই বিবরণে প্রদত্ত হইয়াছে।

এই হিসাব হইতে দেখা যায় যে, ১৯৩২ বা ১৯৩৩ সালে এই সময় গোধুমের রপ্তানি মোটেই হয় নাই। অন্যান্য পণ্যের মধ্যে তৈলবীজ, পাট, পাটের থলিয়া, কফি, লোহ, চর্ম্মের রপ্তানি হ্রাস পাইয়াছে। কাঁচা পাট, চট, চা, চাউল, কাঁচা তুলা, কাঁচা চর্ম্মের রপ্তানি বৃদ্ধি পাইয়াছে।

চায়ের রপ্তানি পূর্ব্ব বৎসরের তুলনায় শতকরা ২৫ ভাগ বৃদ্ধি পাইয়াছে। চাউলের রপ্তানি ৩৬৭৬৭ টন হইতে ২১১৯৮৮ টনে উঠিয়াছে। কাঁচা তুলার রপ্তানি ১০৯০৯ টন হইতে ২২৮৬৭ টনে উঠিয়াছে।

স্যার জোসেফ ভোর আরও বলেন যে, উক্ত পাঁচ মাসে (১৯৩৩ সালের জানুয়ারী হইতে মে মাস পর্য্যন্ত) গ্রেট বৃটেন হইতে বৃটিশ ভারতে তুলাজাত বস্ত্রের আমদানী শতকরা ২৫ ভাগ বাড়িয়াছে। পূর্ব্ব বৎসরের ঐ সময়ের তুলনায় আমদানী মোটর গাড়ীর সংখ্যা ৯৮২ হইতে বাড়িয়া ২৫৩৮ হইয়াছে। চলচ্চিত্রের ফিল্মের আমদানী প্রায় দ্বিগুণ হইয়াছে। পক্ষান্তরে পশমী বস্ত্রের আমদানীর পরিমাণ শতকরা ৫০ ভাগ বাড়িয়াছে, তবে যন্ত্রপাতির আমদানী কমিয়াছে। অটোয়া চুক্তির ফলে বিদেশসমূহে রপ্তানির ফল কিরূপ হইয়াছে, তৎসম্বন্ধেও বিবৃতিতে বিস্তৃত বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে।

বরিশালের পরলোকগত মিঃ এন গুপ্ত সি আই ই, বার এ্যাটল মহাশয়ের স্মৃতিরক্ষাকল্পে তদীয় ভ্রাতা মিঃ বি বি গুপ্ত ও আই বি গুপ্ত কারমাইকেল কলেজ হাসপাতালে রেডিয়াম চিকিৎসা ব্যবস্থার জন্য "নলিনী গুপ্ত রেডিয়াম বিভাগ" নামে একটী রেডিয়াম চিকিৎসা বিভাগ প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে তাঁহাদের ব্যক্তিগত তহবিল হইতে ৫০০০০ টাকা দান করিয়াছেন। এবং সম্পর্কে ইহা উল্লেখযোগ্য যে, রোগিগণ ও চিকিৎসকগণ এতাবৎ রেডিয়াম চিকিৎসা ব্যবস্থার অভাব বিশেষ ভাবে বোধ করিতেছিলেন। রেডিয়াম চিকিৎসা ব্যবস্থা চিকিৎসা বিজ্ঞানের এক অপরিহার্য্য অঙ্গ বলিয়া বিবেচিত হইতেছে। কলিকাতার মত মহানগরীতে রেডিয়াম চিকিৎসা প্রতিষ্ঠান যত বেশী পরিমাণে থাকে তাহাই মঙ্গল। কারমাইকেল মেডিকেল কলেজ ধন্যবাদের সহিত এই দান গ্রহণ করিয়াছেন। দানপত্রটী গত শুক্রবার স্বাক্ষরিত হইয়াছে।

যুক্ত-প্রদেশ সরকারের এই ইস্তাহারে প্রকাশ, অনুন্নতদের উন্নয়নকল্পে কি ব্যবস্থা অবলম্বন করা যায়, সরকার সে বিষয়ে চিন্তা করিতেছেন অনুন্নত উন্নয়ন কার্য্যের সহিত প্রত্যক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের মতামত গ্রহণ জন্য সরকার অনুন্নত সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিদের এক সম্মেলন আহ্বানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন। শিক্ষাদান মারফৎ কি ভাবে অনুন্নতদের উন্নয়ন করা যায়, সে বিষয়ে অনুন্নত সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিদের সহিত আলোচনা হইবে। ৯ই ও ১০ই সেপ্টেম্বর বেরিলিতে বেরিলী কলেজে সম্মেলন বসিবে। অনুমান দুইশত প্রতিনিধি যোগদান করিবেন। শিক্ষা মন্ত্রী মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিবেন।

বিষ্ণুপুরে রিভলভার প্রাপ্তি সম্পর্কে ধৃত শ্রীমান্ সুধাংশুকুমার দাশগুপ্ত শ্রীমান্ দেবীদাস বিশ্বাস, শ্রীমান্ শম্ভুনাথ কর্ম্মকার শ্রীমান্ করুণা সরকার ও শ্রীমান বঙ্কিমচন্দ্র চৌধুরীকে বিষ্ণুপুর মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট পুলিশের তদন্ত শেষ না হওয়ায় ৩১শে আগষ্ট পর্য্যন্ত হাজতে আটক রাখিবার আদেশ দিয়াছেন। উহাদের মধ্যে শ্রীমান্ দেবীদাস বিশ্বাস ৬০০ টাকার জামিনে মুক্ত আছে।

ভারতীয় ছাত্রগণের মধ্যে যাঁহারা শিক্ষালাভের জন্য ইউরোপে গমন করেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই বার্লিনে গিয়া থাকে। মহাযুদ্ধের পর বার্লিনে থাকার খরচ অনেক কমিয়া গিয়াছিল। তাই সেখানে ভারতীয় ছাত্রের সংখ্যা আরও বাড়িয়াছিল। সেই সময় প্রবাসী ভারতবাসীর স্বার্থরক্ষার জন্য "মধ্য ইউরোপের হিন্দুস্থান এসোসিয়েশন" নামক একটী সমিতি গঠন করা হয়। অতঃপর পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু বার্লিনে গিয়া দেখিলেন যে, তথায় ভারতীয় সংবাদ সরবরাহকারী একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা আবশ্যক। ভারতীয় কংগ্রেসের আনুকূল্যে এবং মিঃ এ, সি, এন, নাম্বেয়ারের পরিচালনাধীনে একটি বুরো স্থাপন করা হয়। অতঃপর ইহার কার্য্য বেশ সুচারুরূপে চলিতে থাকে। কিন্তু অকস্মাৎ মিঃ নাম্বেয়ারকে গ্রেপ্তার করিয়া জার্ম্মাণী হইতে বিতাড়িত করা হয়। ফলে এই বুরোর কার্য্যও বন্ধ হইয়া যায়।

নানা কারণে হিন্দুস্থান এসোসিয়েশন বিলুপ্ত হওয়ার পর আর একটি ভারতীয় সমিতি গঠিত হয়। কিছু দিন ইহার কার্য্য বেশ আশাজনকভাবে চলিয়াছিল। কিন্তু মিঃ চম্পকরাম পিলাই সম্পাদক হওয়ার পর হইতে সমিতির অবস্থা মন্দ হইয়াছে; এই সমিতি কেবল কাগজপত্রেই অস্তিত্ব রক্ষা করিতেছে—কার্য্যক্ষেত্রে ইহার কোন পরিচয় পাওয়া যায় না।

শাসন সংস্কার প্রস্তাব ও বাঙ্গালা

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

সকল বিভাগ হস্তান্তরিত হইবে

যদি ব্যবস্থাপক সভার নির্ব্বাচিত সদস্যদিগের মধ্য হইতে মন্ত্রী নিযুক্ত করিতে হয়, তবে কতকগুলি বিভাগের ভার তাঁহাদিগকে দিয়া অবশিষ্ট বিভাগগুলি আমলাতন্ত্র সরকারের অভিজ্ঞ কর্ম্মচারীদিগের অধীন রাখিতে হইবে। তদনুসারে বাঙ্গালার রাজনৈতিক, পুলিস, কারাগার, বিচার, কর্ম্মচারী নিয়োগ, অর্থ, বাণিজ্য, ভূমি রাজস্ব, আইন, সেচ ও বন বিভাগগুলি "সংরক্ষিত" করিয়া কৃষি, শিল্প, পাবলিক্ ওয়ার্কস্, শিক্ষা, রেজিষ্ট্রেশন, স্থানীয় স্বায়ত্ত-শাসন ও আবকারী বিভাগগুলি "হস্তান্তরিত" করিয়া মন্ত্রীদিগের অধীন করা হইয়াছে।

প্রস্তাবিত ব্যবস্থায় প্রদেশে পুলিস প্রভৃতি সকল বিভাগই আমলাতন্ত্রের কর্ম্মচারীদিগের হস্ত হইতে লইয়া ব্যবস্থাপক সভার নিকট দায়ী মন্ত্রীদিগকে প্রদান করা হইবে।

প্রাদেশিক বিষয়

প্রস্তাবিত ব্যবস্থায় প্রাদেশিক বিষয়ে প্রদেশসমূহই আইন প্রণয়নের ক্ষমতা সম্ভোগ করিবেন। অর্থাৎ শিক্ষা, কৃষি, স্থানীয় স্বায়ত্ত-শাসন, ভূমি রাজস্ব, স্বাস্থ্য ও বন, সমবায় সমিতি, পাবলিক্ ওয়ার্কস্ ও পূর্ত্ত, বিচার, রেজিষ্ট্রেশন, ষ্ট্যাম্প প্রভৃতি বিষয়ে প্রাদেশিক সরকারই আইন করিবেন। ফৌজদারী আইনবিধি, দেওয়ানী কার্য্যবিধি, ব্যবসায়সঙ্ঘ, সংবাদপত্র নিয়ন্ত্রণ প্রভৃতি কতকগুলি বিষয়ে প্রাদেশিক সরকার ও কেন্দ্রী সরকার একযোগে অধিকার সম্ভোগ করিবেন। এইরূপ ব্যবস্থা করিবার উদ্দেশ্য এই যে—এই সব বিষয়ে ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের অবস্থানুরূপ ব্যবস্থা করিয়া সকল প্রদেশে যথাসম্ভব একই রূপ ব্যবস্থা করিবার চেষ্টা হইবে। তদ্ভিন্ন সঙ্কটকালে ভারতরক্ষা, সামরিক ব্যবস্থা প্রভৃতি কতকগুলি বিষয়ে কেন্দ্রী সরকার প্রাদেশিক সরকারের পক্ষ হইতে কাজ করিবেন।

প্রদেশে সম্রাটের প্রতিনিধি

বর্ত্তমানে যে আইন অনুসারে ভারতবর্ষ শাসিত হয়, অর্থাৎ ভারত সরকারে যে কার্য্য-পদ্ধতি নির্দ্ধারিত আছে তাহা পরিবর্ত্তিত হইবে এবং ভারত সরকার এখন যে সব অধিকার সম্ভোগ করিতেছেন সে সব সম্রাটের হইবে। কেন্দ্রী সরকারে রাষ্ট্রসঙ্ঘের জন্য বড়লাট এবং প্রাদেশিক সরকারে গভর্ণর সম্রাটের প্রতিনিধিরূপে সেই সব ক্ষমতা পরিচালন করিবেন।

(ক্রমশঃ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

নদীয়া-প্রকাশ

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক
— পারমার্থিক পত্র —
শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশ
তনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনম্,
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং
প্রেমা পুমর্থো মহান্,
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং
তত্রাদরো নঃ পরঃ॥

৮ম বর্ষ | হৃষীকেশ গৌরাব্দ ৪৪৭, ১৭ই ভাদ্র বঙ্গাব্দ ১৩৪০, ২রা সেপ্টেম্বর ইং ১৯৩৩, শনিবার | ১৫৭শসংখ্যা

ংলণ্ডের পল্লীতে পল্লীতে শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচার

A BENGALEE SWAMI IN ENGLISH VILLAGES

Picture of Ideal Rural Life And Simplicity

Reception To Vaishnava Preacher

[FROM ADVANCE 29, 1933]

London, (By Air Mail)

On the introduction of the Arch Bishop of Canterbury Swami B. H. Bon of the London Gaudiya Math started on the 10th instant for Tarporley with a view to rural propaganda of the religion of Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhu and was received at the Buston Castle Station by Rev. R.H. Dodd B. A. (Cant.) as arranged previously. Tarporley being 4 miles from the station is an ideal English village in Chestershire and unlike Indian villages possesses asphaltum roads, electric lights, telephones and other facilities of a town yet rich with rural charms of green verdure, quietness, neatness, plain habits and outstanding simplicity of the villagers. The people are mild and hospitable.

The host and hostess Rev. Dodd and Mrs. Dodd being the leading persons of the village, the Swamiji was received and listened to by one and all with particular respect and reverence. Even the poorest villager felt proud to invite Swamiji to his cottage which is remarkably neat and clean specially to an Indian eye. The villagers are found to be so much keenly interested in the religion of Sri Chaitanya Mahaprabhu that they always thronged round the Swamiji to listen with rapt attention more and more about his unique religion.

From Tarporley the Swamiji was invited to Blackpool on the West coast about 67 miles off. It was a place worth visiting to understand the solicitude of the Government for the people as well as to see the unreserved habits of the people for the culture of their future generation. The Swamiji delivered a lecture before an appreciative audience after which he was invited to visit a local dairy farm where cows are used to be milched with electric machines. The people are all along busy in presenting the Swamiji with sufficient quantities of fruits and milk. They were highly satisfied to learn many things about the sublime religion of Sri Chaitanya Mahaprabhu whose name, they hand no occasion previously to hear even.

মর্ম্মানুবাদ

বিলাতের সর্ব্বপ্রধান ধর্ম্মযাজক, কাণ্টারবেরির আর্কবিশপ মহোদয়ের উদ্যোগে লণ্ডন গৌড়ীয় মঠের স্বামী বি,এইচ্, বন ১০ই আগষ্ট তারিখে তার্পলী যাত্রা করেন। স্বামীজীর উদ্দেশ্য—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর ধর্ম্মপ্রচার। বাষ্টন ক্যাসল্ ষ্টেসনে পূর্ব্ব বন্দোবস্ত মত রেভারেণ্ড আর, এইচ্, ডড্, বি-এ (কাণ্টার) স্বামীজীকে অভ্যর্থনা করেন। ষ্টেসন হইতে তার্পলী গ্রামের দূরত্ব চার মাইল। গ্রামটী চেষ্টার-শায়ারের আদর্শ পল্লী। ভারতীয় গ্রামের সহিত ইহার কিছুমাত্র সাদৃশ্য নাই, এখানে এস্ফল্টে বাঁধান সুন্দর পাকা রাস্তা, বৈদ্যুতিক আলোক, টেলিফোন এবং নগরীসুলভ অন্যান্য সুখ সুবিধা আছে, অথচ পল্লী-সুলভ মনোরম শ্যামল-ক্ষেত্র, নিস্তব্ধতা, পরিচ্ছন্নতা, আড়ম্বর-হীন পোষাক, গ্রাম্য সরলতা প্রভৃতি বিরাজিত। স্থানীয় লোকেরা শান্ত এবং অতিথি-সৎকার-পরায়ণ।

স্বামীজী গ্রামের প্রধান ব্যক্তি রেভারেণ্ড ডড্ ও তৎপত্নীর অতিথি ছিলেন। সকলেই তাঁহাকে সসম্মানে অভ্যর্থনা করেন এবং বিশেষ সম্মান ও ভক্তি সহকারে তাঁহার বাণী শ্রবণ করেন। গ্রামের দরিদ্রতম ব্যক্তিও স্বামীজীকে নিজ কুটীরে নিমন্ত্রণ করিয়া নিজকে ধন্য মনে করেন। ভারতীয়ের চক্ষে তাঁহাদের কুটীরগুলি বিশেষ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন বোধ হয়। গ্রামবাসীরা শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর কথায় এত আগ্রহান্বিত হইয়াছিলেন যে তাঁহারা এই অদ্বিতীয় ধর্ম্মের বিষয় বিশেষ মনোযোগের সহিত শ্রবণ করিবার উদ্দেশ্যে সর্ব্বদাই স্বামীজীর চতুষ্পার্শ্বে সমবেত হইতেন।

তার্পলী হইতে স্বামীজী ৬৭ মাইল দূরবর্ত্তী পশ্চিম উপকূলস্থিত ব্ল্যাকপুল নামক স্থানে নিমন্ত্রিত হন। সরকার বাহাদুর প্রজাবর্গের জন্য কত যত্ন ও চিন্তা করেন তাহা যাঁহারা বুঝিবার চেষ্টা করেন; তাঁহাদের পক্ষে এই স্থানটী বিশেষ দর্শনযোগ্য।

ভবিষ্যদ্ বংশের কৃষ্টির উৎকর্ষ চেষ্টা এবং জনগণের অকুণ্ঠ ভাব এখানকার দ্রষ্টব্য বিষয়। স্বামীজী এখানে একটী বক্তৃতা প্রদান করেন। শ্রোতৃমণ্ডলী তাহা বিশেষ আদরের সহিত শ্রবণ করেন। তাহার পর তাঁহাকে একটী গোশালায় নিমন্ত্রণ করা হয়; সেখানে বৈদ্যুতিক যন্ত্রের সাহায্যে গাভী দোহন করা হয়। সকলেই সাগ্রহে স্বামীজীকে ফল এবং দুগ্ধ উপহার প্রদান করেন। তাঁহারা শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অতিমর্ত্ত্য বাণী শ্রবণে বিশেষ সন্তোষ লাভ করেন। তাঁহারা ইতঃপূর্ব্বে কখনও যাঁহার নাম পর্য্যন্ত শ্রবণের সুযোগ পান নাই।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

২৮ হৃষীকেশ অবতার ক্ষীরোদশায়ী

ঠাকুরের প্রকট

ভারতের প্রদেশে, প্রদেশে, জিলায়, জিলায় গ্রামে গ্রামে, এমন কি ভারতের বহির্ভাগে কালাপানির পরপারে সুদূর ইংলণ্ডদেশে পর্য্যন্ত শুদ্ধভক্তির প্রচারকেন্দ্রসমূহে রজনী-প্রভাতের পূর্ব্ব হইতেই আনন্দের তরঙ্গ প্রবাহিত হইতেছে। অরুণোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে সর্ব্বত্রই আনন্দ-লহরী বৃদ্ধি পাইতেছে; পাইবারই কথা, কারণ শ্রীগৌরাঙ্গমহাপ্রভু যে বিমল প্রেম সিন্ধুর সন্ধান প্রদান করিয়াছেন, সেই সিন্ধুতীর 'বেদ না মানা নাস্তিকাবাদ', মায়াবাদিগণের 'বেদাশ্রয়ে বৌদ্ধাদিক নাস্তিক্যবাদ', 'রঘুনন্দনীয় বৈষ্ণববিরোধী স্মার্ত্তবাদ', তন্মূলে জাত পঞ্চোপাসনা, ভগবানের চিদ্বিগ্রহের অবমাননাকারী অক্ষজসমাজী, সগুণ ব্রহ্মবাদ, পাঁচমিশালি ভোগ ব্রহ্মবাদ, মাকড়-বন্ধন-একাকারী চিজ্জড়সমন্বয়বাদ, প্রাকৃত সহজিয়া, আউল, বাউল, কর্ত্তাভজা, নেড়া, দরবেশ, সাঁই, সখীভেকী, অতিবাড়ী, চূড়াধারী, গৌরাঙ্গনাগরী প্রভৃতি কণ্টক দ্বারা আবৃত হইলে যে মহাপুরুষ তাহা পরিষ্কার করিয়া সেই সিন্ধু-প্রবাহে সকলকে সহজভাবে অবগাহন করিবার সুযোগ প্রদানার্থ প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, সেই মহাপুরুষের সর্ব্বসন্তাপহারী আবির্ভাব-তিথি আজ বৎসরান্তরে বিশ্বের দ্বারে অতিথি হইয়াছেন।

পাঠকগণ অবগত আছেন, শ্রীগৌরাঙ্গের বাণীগঙ্গায় জগদ্বাসীকে নিমজ্জিত করিবার নিমিত্ত মূল সঙ্কর্ষণ শ্রীল বলদেব প্রভু শ্রীশ্রীনিত্যানন্দরূপে জগতে প্রকট লীলা আবিষ্কার করিয়াছিলেন গৌর-ত্রয়োদশী-তিথিতে। আর শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর মাহাত্ম্য প্রকাশার্থ বর্ত্তমান সময়ের শুদ্ধভক্তিস্রোতের মূল মহাপুরুষ ঠাকুর শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ প্রভুও আবির্ভূত হইয়াছেন গৌর-ত্রয়োদশী তিথিতে। উভয়েই গৌর বাণী প্রচারার্থ গৌর-পক্ষে 'আবির্ভাব-লীলা' আবিষ্কার করিয়াছেন। জগাই মাধাইকে উদ্ধার করিবার শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভুরই আছে; সেই নিত্যানন্দ প্রভুকে আক্রমণ করিবার নিমিত্ত যাহাদের হীন চেষ্টা, ভক্তির অস্ত্র 'তৃণাদপি সুনীচ' শ্লোক ও ভক্তির সৌন্দর্য্য প্রেম-দ্বারা তাহাদিগকে শাসন ও শোধন করিবার ক্ষমতা ধারণ করেন ঠাকুর ভক্তিবিনোদ। তাই প্রভুর সেবার নিমিত্ত প্রভুর আবির্ভাব তিথির প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিয়া ঠাকুর ভক্তিবিনোদ সেই তিথিতেই আবির্ভূত হইলেন।

শ্রীল নিত্যানন্দ প্রভুর আবির্ভাব মাঘ মাসে, যখন জগদ্বাসী ক্ষুদ্র দিবাভাগ কোনও প্রকারে অতিবাহিত করিয়া শীতের জাড্যে নিশীথ-কাল আরাম সজ্জায় অতিবাহিত করে, আর দরিদ্রগণ শীতের দংশনে অজ্ঞান-প্রায় হয়। এই সময়ে প্রকট-লীলা প্রকাশ করিয়া শ্রীশ্রীল নিত্যানন্দ প্রভু জগদ্বাসীকে ইঙ্গিতে ইহাই জ্ঞাপন করিতেছেন—"হে জগদ্বাসী, মাঘমাসের এই ক্ষুদ্র দিন গুলি দেখিয়াও কি তোমাদের স্বল্পায়ুষ্কের বিষয় চিন্তা করিবার অবকাশ হয় না? এই প্রকার শীতের দংশনে জাড্যভাবাপন্ন হইয়াও কি তোমাদের অবিদ্যা-জাড্য পরিত্যাগের নিমিত্ত হৃদয় ব্যাকুল হয় না? আর কত কষ্ট পাইবে? আর কতকাল মোহ-নিদ্রায় অভিভূত থাকিবে; এস, অতি ত্বরায় ছুটিয়া এস, এসে শ্রীগৌরাঙ্গ সুন্দরের পাদপদ্ম আশ্রয় কর, তাহা হইলে তোমাদের যাবতীয় হৃদয়-সন্তাপ দূরীভূত হইবে, যাবতীয় ক্লেশ চিরতরে নিবারিত হইবে, নিত্য নব-নব-আনন্দে ভাসমান থাকিতে পারিবে। ঠাকুর শ্রীল ভক্তিবিনোদের আবির্ভাব সুন্দর শরতের ভরা ভাদ্রে, যখন স্রোতস্বিনীর কুলকুল নাদ, পাদপশ্রেণীর সু-উজ্জ্বল শ্যামল দৃশ্য, কোকিলের কুহু কুহু-রব, জলাশয়ের প্রস্ফুটিত কমলদল প্রভৃতিতে বিশ্ব অতি মনোরমভাবে সুসজ্জিত। এই সকল সুন্দর সুন্দর জিনিস সর্ব্ব সুন্দর শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের সেবায় শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর আনুগত্যে কি-প্রকারে নিযুক্ত করিতে হয়, তাহা প্রদর্শনের নিমিত্তই এই সুন্দর দৃশ্যের মধ্যে ঠাকুর ভক্তিবিনোদের আবির্ভাব। তাঁহার আবির্ভাব-তিথি ইঙ্গিত করিতেছে—"ওহে বিশ্ববাসিগণ, এই বিশ্বের সুন্দর সুন্দর দ্রব্যগুলি স্বয়ং উপভোগ করিতে প্রধাবিত হইয়া পতঙ্গের রূপোপভোগ দশা বরণ করিও না। এই সকল দ্রব্যসহ শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর পাদপদ্মে উপস্থিত হও, দেখিবে তিনি এই সকল দ্রব্য ভগবৎ-সেবায় নিযুক্ত করিবার কৌশল শিক্ষা দিয়া তোমার আত্মবৃত্তির সৌন্দর্য্যকে কি সুন্দর রূপে প্রস্ফুটিত করেন। এই সৌন্দর্য্যে বিমণ্ডিত হইলে দেখিতে পাইবে, তোমার শুদ্ধহৃদয় ব্রজবনে নিত্য নব নব কুসুম প্রস্ফুটিত হইয়া স্বগণ শ্যামসুন্দরের কেমন অফুরন্ত আনন্দোৎস সৃষ্টি করে; সেই আনন্দোৎস দেখিতে দেখিতে তুমিও আনন্দে ভাসিয়া বেড়াইবে, তখন কোন কোন সময় হয় ত' আনন্দাধিক্যে নির্দ্দিষ্ট সেবা বিস্মৃত হইবে, কিন্তু পরমুহূর্ত্তেই তাহা জানিতে পারিয়া সেবার বাধক বলিয়া ঐ আনন্দকেই আবার তিরস্কার করিবে কিন্তু শ্যামসুন্দরের সেবায় এমনই চমৎকারিতা বিদ্যমানা যে, তিরস্কৃত হইয়াও আনন্দ তোমাকে পরিত্যাগ করিতে পারিবে না, তোমার চিরসঙ্গী হইয়া থাকিবে। এই জগতে আনন্দের আশায় কত ছুটাছুটি করিতেছ; কিন্তু প্রকৃত-প্রস্তাবে বিন্দুমাত্রও আনন্দ পাইতেছ কি? যাহা 'আনন্দ' বলিয়া আঁকড়াইয়া ধরিতেছ, তাহাই তোমাকে নিরানন্দের অকূল পাথারে নিক্ষেপ করিতেছে। সুতরাং হে বুদ্ধিমান্ মানব, জানিয়া রাখ—নিত্যানন্দের পাদপদ্ম ব্যতীত কোথাও প্রকৃত আনন্দ নাই; ছুটিয়া যাও সেই নিত্যানন্দের পাদপদ্মে, আর গান কর—

নিতাই-পদ কমল কোটিচন্দ্র সুশীতল
যে ছায়ায় জগৎ জুড়ায়
হেন নিতাই বিনে ভাই, রাধাকৃষ্ণ পাইতে নাই
দৃঢ় করি' ধর নিতাই'র পায় ॥
সে সম্বন্ধ নাহি যার বৃথা জন্ম গেল তার
সেই পশু বড় দুরাচার
নিতাই না বলিল মুখে মজিল সংসার সুখে
বিদ্যা-কুলে কি করিবে তার

নদীয়া জেলার অন্তর্গত শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের আবির্ভাব স্থান শ্রীধাম-মায়াপুরের প্রায় ৮ ক্রোশ দূরে বীরনগর নামক একটি সুপ্রসিদ্ধ জনপদ বিদ্যমান। এই স্থানেই আমাদের পরম পূজ্যপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদঠাকুর ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দের ১৮ই ভাদ্র গৌরত্রয়োদশী-তিথিতে আবির্ভাব-লীলা আবিষ্কার করেন। চিদ্বলের আকর শ্রীশ্রীবলদেবপ্রভুর দয়ার কথা জগতে জানাইতে আসিয়াছেন, ইহাই তাঁহার বীরনগরে আবির্ভাব লীলারহস্য।

ভগবানের বা ভগবদ্ভক্তের পরিচয় বাহ্য বিচারে জানিবার সম্ভাবনা নাই। আমরা যদি শ্রীকৃষ্ণকে সাধারণ গোপের তনয়, শ্রীগৌরসুন্দরকে ব্রাহ্মণ কুল-তিলক এবং ঠাকুর হরিদাসকে যবন বিবেচনা করি, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে আমরা প্রকৃত তত্ত্বের কিছুই সন্ধান পাই নাই এবং মানুষ বলিয়া পরিচয় প্রদানের মত কোন গুণই আমরা লাভ করিতে পারি নাই। ভাগবতের নিকট না গেলে ভগবান্ ও ভাগবতের তত্ত্ব জানিতে পারা যায় না। যাঁহারা ঠাকুর শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদকে দেখিয়াছেন বলিয়া অভিমান করেন অথবা ঠাকুরের রাজ-কার্য্যাদির বিষয় অবগত আছেন এই প্রকার অভিমত ব্যক্ত করেন, তাঁহাদের কেহ হয়ত ঠাকুরকে মেধাবী পুরুষ, কেহ অক্লান্ত পরিশ্রমী কর্ম্মী, কেহ বা কায়স্থ সমাজের মুখোজ্জ্বলকারী বলিয়া মনে করেন। প্রকৃত প্রস্তাবে ইঁহারা কেহই ঠাকুরকে দেখিতে পান নাই। ঠাকুর কর্ম্মী ছিলেন না, তিনি কোন জাতি বা কুলের অন্তর্গত নহেন। বৈষ্ণব জগৎ পবিত্র করিবার নিমিত্ত যে কোন কুলে আবির্ভূত হইতে পারেন, এইটী প্রদর্শন-কল্পে তিনি কায়স্থ-কুলে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। ঠাকুরের চরিত্র আলোচনা করিলে আমরা দেখিতে পাই, তিনি শুদ্ধভক্তির দ্বারা শ্রীগৌরসুন্দরের চিত্ত-বিনোদন-শিক্ষা প্রদর্শন করিয়াছেন বলিয়া **ভক্তিবিনোদ** নামে অভিহিত।

জগতের অনেক ব্যক্তিই জগৎকে অনেক জিনিস উপহার দিয়াছেন। অনেকে অনেক কথা বলিয়াছেন ও বলিতেছেন, কিন্তু ঠাকুর শ্রীল ভক্তিবিনোদ নৃদেহ প্রকটিত করিয়া যে বস্তু যে দান যে শিক্ষা যে দীক্ষা—যে দয়া বিতরণ করিয়াছেন ইতিহাস তাহা ভাষায় ব্যক্ত করিতে পারে না, কোটিকণ্ঠ তাহা কীর্ত্তন করিয়া শেষ করিতে পারে না, মানবের ক্ষুদ্রবুদ্ধি তাহার ইয়ত্তা করিতে পারে না, জগতের কোন বস্তুর দ্বারা তাঁহার অতুল দানের ঋণ শোধ করা যায় না। ইহা অসমর্থা লেখনীর অতিস্তুতি নহে—ইহা উচ্ছ্বাসময়ী অতিরঞ্জিত কথা নহে। সত্য বলিতে হইলে বলিতে হইবে মানবের ভাষা অতিস্তুতিদ্বারাও ঠাকুরের দানের কিয়দংশও প্রকাশ করিতে পারে না।

জগতের লোভনীয় বস্তু যে ইন্দ্রের ইন্দ্রত্ব—ব্রহ্মার ব্রহ্মত্ব সার্ব্বভৌম পদ—সাংখ্যের ত্রিতাপ-নিবৃত্তি—জৈমিনীয় ধারণার ধর্ম্মলাভ পতঞ্জলির কৈবল্য—ব্রহ্মবাদের মুক্তি, এই সকলকেও নরকসদৃশ অনুভব করাইতে পারে যে দান—যে দয়া—যে মহানুভবতা, তাহাই ঠাকুর ভক্তিবিনোদের সমগ্র জীবের প্রতি একমাত্র দান। জগতের দানে ভয়, ভোগ, হিংসা, শোক, মোহ, ভীতি প্রভৃতি আছে, কিন্তু ঠাকুর ভক্তিবিনোদের দান অভয়—অশোক—অমৃত।

ভক্তিবিনোদের গান যে কর্ণ শ্রবণ করিয়াছে, সে কর্ণ জগতের কোন গান বা কোন কথা শুনিতে পারে না। নিরন্তর সাধুমুখ-বিগলিত কৃষ্ণকথা—শ্রৌতবাণী ভক্তি-সিদ্ধান্ত ব্যতীত অন্য কথা তাঁহার কর্ণে তপ্ততরল সীসক ঢালিয়া দেয়। ভক্তিবিনোদের পদনখ-সৌন্দর্য্য যিনি দর্শন করিয়াছেন, জগতের এমন কোন সৌন্দর্য্য নাই, যাহা তাঁহাকে মুহূর্ত্তের জন্যও মুগ্ধ করিতে পারে। ভক্তিবিনোদের পাদস্পর্শের অধিকার যাঁহার হইয়াছে, জগতে এমন কোন স্পর্শ-যোগ্য বস্তু নাই, যাহা তাঁহাকে আকর্ষণ করিতে পারে।

শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর-প্রচারিত শুদ্ধভক্তির ধারায় জাগতিক চিন্তাস্রোতের যে আবর্জ্জনা কালক্রমে বাধা প্রদান করিতে অগ্রসর হইয়াছিল সেই আবর্জ্জনা দূরীভূত করিয়া শুদ্ধভক্তি-মন্দাকিনীর অবাধ প্রবাহে জগৎ প্লাবিত করিবার নিমিত্তই ঠাকুরের জগতে আবির্ভাব। তাঁহার প্রতিকার্য্য—প্রতি চিন্তা—প্রতিপদবিক্ষেপ শুদ্ধভক্তি-প্রচারের অনুকূল ছিল। কি গৌরমণ্ডল, কি ক্ষেত্রমণ্ডল, কি ব্রজমণ্ডল সর্ব্বত্রই তিনি শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের কীর্ত্তিত শুদ্ধভক্তি প্রচারের জন্য অনুক্ষণ

করিয়াছেন। শ্রীগৌরজন্মভূমি প্রকাশ, ভক্তিশাস্ত্র প্রণয়ন ও লুপ্ত গ্রন্থের উদ্ধার, শ্রীবিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা, ভক্তিশাস্ত্র-পঠন-পাঠনমূলে গৌড়মণ্ডল পরিক্রমা প্রবর্ত্তন, গৌড়মণ্ডলের বিবিধ স্থানে শুদ্ধভক্তি-কেন্দ্র স্থাপনের প্রস্তাব, ক্ষেত্রমণ্ডলে মহাপ্রভুর লুপ্ত স্মৃতির পুনরুদ্ধার ব্রজমণ্ডলে শুদ্ধপ্রেমধর্ম্ম পুনঃ প্রবর্ত্তন করিবার জন্য তিনি বিশেষ সচেষ্ট ছিলেন। তাঁহার অভিলাষ অনুসারেই অস্মদীয় আচার্য্যদেব বৈষ্ণবসাহিত্য-ভাণ্ডারের বিবিধ লোপা গ্রন্থ প্রকাশ, জগতের বিভিন্ন কেন্দ্রে ভক্তিমঠ স্থাপনপূর্ব্বক আচারবান্ প্রচারক-দ্বারা মহাপ্রভুর বাণী প্রচার, বিভিন্ন ভাষায় পত্রিকা প্রকাশ করিয়া বিশ্বের দ্বারে দ্বারে গৌরসুন্দরের উপদেশামৃত প্রদান, শ্রীনবমণ্ডল, ক্ষেত্রমণ্ডল, ভারতমণ্ডল, নবদ্বীপ-ধাম, ব্রজমণ্ডল প্রভৃতি পরিক্রমা, ভারতের বিভিন্ন স্থানে গৌরপাদপীঠ স্থাপন, প্রদর্শনী-দ্বারা শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের উপদেশাবলী প্রদর্শন, আলোক-চিত্রের সাহায্যে বক্তৃতার ব্যবস্থা প্রভৃতি নিত্য নব নব পন্থা আবিষ্কার করিয়া শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের মনোঽভীষ্ট স্থাপন করিতে-ছেন। ঠাকুর অপ্রকট ব্রজে অবস্থান করিয়া যদিও শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের যাবতীয় প্রচার প্রচেষ্টা দর্শন করিয়া আনন্দিত হইতেছেন, তথাপি আজ তাঁহার প্রকট বাসরে আমরা শ্রীল প্রভুপাদের সংকীর্ত্তন-সেনানী-ত্রয়—শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রদীপতীর্থ, শ্রীমদ্ ভক্তিহৃদয় বন ও শ্রীযুক্ত সম্বিদানন্দদাস অধি-কারীদ্বারা বিশ্বের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নগরী লণ্ডনে ও ইংলণ্ডের পল্লীতে পল্লীতে গৌরসুন্দরের প্রচার-সাফল্যের সংবাদ তাঁহার চরণে জ্ঞাপন না করিয়া থাকিতে পারিতেছি না। এই প্রচারকত্রয়ের মধ্যে শ্রীপাদ তীর্থ-মহারাজ ঠাকুরের নিকট হইতে দীক্ষা গ্রহণ করিয়া ঠাকুরের প্রকট কালেই ঠাকুরের ইচ্ছানুসারে সেবা কার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়া সর্ব্ব-প্রকারে ঠাকুরের আনন্দ-বিধান করিয়া-ছেন। ঠাকুর অপ্রকট ব্রজে প্রবেশ করিলে শ্রীমৎ তীর্থ মহারাজ ঠাকুরেরই প্রকাশ-বিগ্রহ শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের আশ্রয় গ্রহণ-পূর্ব্বক ঠাকুরের মনোঽভীষ্ট প্রচারের জন্য নিযুক্ত হন।

ঠাকুরের দুইটি ভবিষ্যদ্-বাণীর কথা আমরা অবগত আছি; একটি—অনতিবিলম্বে কোন শক্ত্যাবেশ মহাপুরুষের দ্বারা বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের প্রকাশ, অপরটী—সেই মহাপুরুষের দ্বারাই পাশ্চাত্য ভূ-খণ্ডে মহাপ্রভুর বাণী প্রচার। আজ তাঁহার এই প্রকট-তিথিতে সেই শক্ত্যাবিষ্ট মহাপুরুষ শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ কর্ত্তৃক তাঁহার ভবিষ্যদ্বাণীর সাফল্য সম্পাদন-সংবাদ তাঁহার শ্রীচরণে জ্ঞাপন করিয়া আমরা নিজদিগকে কৃতার্থ জ্ঞান করিতেছি। আজ আমাদের আর একটী আনন্দের সংবাদ এই যে, কোন অনাচার-কুজ্ঝটিকা ঠাকুরের ভজন-স্থলী স্বানন্দ-সুখদকুঞ্জে প্রবেশের চেষ্টা করিয়াও শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের সেবা-বৈশিষ্ট্যে পলায়ন করিতে বাধ্য হই-য়াছে। শ্রীকুঞ্জ আজ বিনোদ-বিহিত কীর্ত্তনে মুখরিত হইয়া কীর্ত্তনাখ্য গোদ্রুমদ্বীপের বৈশিষ্ট্য প্রদর্শন করিতেছেন।

আমরা গত ৯৬ সংখ্যা নদীয়া-প্রকাশে ঠাকুরের পবিত্র চরিত্র সম্বন্ধে যাহা আলোচনা করিয়াছি, তাহাতে ঠাকুর-রচিত অমূল্য গ্রন্থরাজির কিঞ্চিৎ দিগ্ দর্শন করি-য়াছি। তদ্রচিত অসংখ্য গ্রন্থের মধ্যে শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত, মহাপ্রভুর শিক্ষা, জৈব-ধর্ম্ম, হরিনাম-চিন্তামণি, ভজনরহস্য, নবদ্বীপ-ধামগ্রন্থমালা, প্রেমপ্রদীপ, নবদ্বীপ-ভাব-তরঙ্গ, নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য, প্রেমাণখণ্ড, শ্রীহরিনাম, শরণাগতি, গীতাবলী, গীতমালা, কল্যাণকল্পতরু, নবদ্বীপশতক, শ্রীভাগবতার্ক মরীচিমালা, তত্ত্বসূত্র, Life & Precepts of Mahaprabhu, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের অমৃত-প্রবাহ-ভাষ্য, গীতার রসিকরঞ্জন ভাষ্য, শ্রীশিক্ষাষ্টকের সম্মোদন ভাষ্য ও গীতি, শ্রীউপ দেশামৃতের পীযূষবর্ষিণী বৃত্তি, ব্রহ্মসংহিতার প্রকাশিনী বৃত্তি প্রভৃতি শ্রীল প্রভুপাদের ইচ্ছায় শ্রীগৌড়ীয়মঠের চেষ্টায় প্রকাশিত হইয়াছে। অপর গ্রন্থসমূহও প্রকাশদ্বারা শীঘ্রই বৈষ্ণব-সাহিত্য-ভাণ্ডার আরও সমৃদ্ধ হউক, ইহাই আমাদের আন্তরিক ইচ্ছা। এবার আমরা ঠাকুরের শ্রীচরণে 'জৈবধর্ম্মে'র পঞ্চম-সংস্করণ ও 'শ্রীহরিনামে'র তৃতীয়-সংস্কার প্রকাশের সংবাদ জ্ঞাপন করিতে পারিয়া অতিশয় আনন্দিত হইতেছি।

যাঁহারা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত ঠাকুর-কৃত জৈবধর্ম্মে সম্পাদক-কৃত উপোদ্ঘাত পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা জানেন—

কৃপালু, অকৃতদ্রোহ, সত্যসার, সম।
নির্দ্দোষ, বদান্য, মৃদু, শুচি, অকিঞ্চন ॥
সর্ব্বোপকারক, শান্ত, কৃষ্ণৈকশরণ।
অকাম, নিরীহ, স্থির, বিজিত-ষড়্ গুণ ॥
মিতভুক্, অপ্রমত্ত, মানদ, অমানী।
গম্ভীর, করুণ, মৈত্র, কবি, দক্ষ, মৌনী ॥

—এই ষড়্ বিংশতি গুণ যেন মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াই ঠাকুরের শ্রীচরণ আশ্রয় করিয়া আছে।

আজ ঠাকুরের প্রকট-তিথির প্রতি যথাশক্তি সম্মান প্রদর্শন করিয়া ঠাকুরের শ্রীচরণে ঠাকুরের প্রকাশ-বিগ্রহ শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের কৃপাদেশ কায়-মনোবাক্যে পালন-যোগ্যতা লাভের নিমিত্ত প্রার্থনা জ্ঞাপন-পূর্ব্বক প্রণাম মন্ত্র গাহিতেছি—

"নমো ভক্তিবিনোদায় সচ্চিদানন্দনামিনে।
গৌরশক্তি-স্বরূপায় রূপানুগবরায় তে ॥"

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-প্রকট-বাসরে

হৃদয়োচ্ছ্বাস

(১)

শ্রীগৌর নিতাই, সূর্য্য চন্দ্র দুই,
এক কালে উদি গৌড় নভে।
পাপ তমঃ নাশি, স্বরূপ প্রকাশি
প্রেমকর দোঁহে দানিল সভে ॥

(২)

সে প্রেম আলোক, পাইয়া ভূলোক,
হ'য়েছিল প্রায় গোলোক সম।
কিন্তু ক্রমে হায়! পুনঃ এ ধরায়,
বাড়িল জীবের অজ্ঞান তমঃ ॥

(৩)

অধর্ম্ম বিধর্ম্ম, দেহ মনোধর্ম্ম,
কুধর্ম্মরূপ কুহেলী তিমির।
জীবের নয়ন, কৈল আচ্ছাদন,
কে করে সন্ধান গৌর রবির ॥

(৪)

অবসর পেয়ে, এল ত্বরা ধেয়ে,
যতেক কলির অনুচর।
সে সব দুর্ম্মতি, নরকের ভীতি,
জাগাইয়া তুলে বিকট স্বর ॥

(৫)

নেড়া নেড়ী সাঁই, সে জাতগোসাই,
সখি ভেকী আর গৌরনাগরী।
পেয়ে গেল মজা, নব্য কর্ত্তাভজা,
ভণ্ড বাউল স্মার্ত্ত চূড়াধারী ॥

(৬)

হোয়ে হৃষ্টমন, নৃত্যে ভীষণ,
ব্যভিচার-স্রোতে ডুবিল ধরা।
পথিক সরল ভ্রান্ত কেবল
দিন দুপুরে হয় পথহারা ॥

(৭)

হেন দুর্দ্দিনেতে আসিলে মরতে
ঘন তমঃ সেই করিয়া দূর।
হে পথিক-বন্ধো ওহে দয়া-সিন্ধো!
হইলে উদয় কে তুমি শূর ॥

(৮)

গৌরশক্তি-ধর আচার্য্যপ্রবর
গৌরাদেশে উদি গৌড়দেশে।
নাশি কুসিদ্ধান্ত, শ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত
বিলাইলে অকিঞ্চনের বেশে ॥

(৯)

শ্রীভক্তিবিনোদ ভক্ত-প্রাণামোদ
জয় সর্ব্বসদ্গুণের খনি।
আপ্রতীচ্য আজি সেই গুণে মজি
কোটি কণ্ঠে করে তব জয়ধ্বনি ॥

(১০)

বিশ্ববাসিগণ আনন্দে মগন
প্রকট-বাসরে আজি তোমার।
(শুধু) আমিই বঞ্চিত কুকর্ম্মেতে রত
তাই কাঁদে আজ অধম ছার ॥

(১১)

কর কৃপাশিস্ যেন অহর্নিশ
শ্রীগুরু-গৌরের শুদ্ধনাম।
গুর্ব্বাশ্রয়ে রহি নির্ভয়েতে গাহি
সাধি তব প্রীতিপূর্ণকাম ॥

—শ্রীরামানন্দ গৌড়ীয়মঠ

শ্রীগৌড়ীয়মঠে

শ্রীশ্রীরাধাষ্টমী মহোৎসব

গত ২৮শে আগষ্ট সোমবার কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠে মহাসমারোহে শ্রীরাধাষ্টমী উৎসব সম্পন্ন হইয়াছে। পরমারাধ্যতম শ্রীল প্রভুপাদ প্রাতঃ ৭টা হইতে বেলা ১২টা পর্য্যন্ত এবং বেলা ২টা হইতে সন্ধ্যা ৭টা পর্য্যন্ত সমাগত শুশ্রূষুগণের নিকট অনর্গল হরিকথামৃত-মন্দাকিনী প্রবাহিত করিয়া জীবের সন্তপ্ত হৃদয়ে সুশীতল শান্তিবারি সিঞ্চন এবং শ্রীরাধাতত্ত্ব ও শ্রীমতীর মহিমা শ্রবণের উপযোগিতা সম্বন্ধে তন্ময়ভাবে বহু শ্রেয়ঃ কথার অবতারণা করেন। শুশ্রূষু-ব্যক্তিগণ শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমুখ-বিগলিত অমৃতধারা তৃষিত কর্ণে পান করিয়া আপনা-দিগকে ধন্যাতিধন্য মনে করেন। মঠবাসী ও মঠস্থ সমস্ত ভক্তগণ বেলা ২ ঘটিকা পর্য্যন্ত উপবাসী থাকিয়া শ্রীমতী বার্ষভানবীর আবির্ভাব-বাসরে নিরন্তর পাঠ কীর্ত্তনাদি করেন। বেলা ১২ টার পর হইতে ১॥টা পর্য্যন্ত শ্রীল প্রভুপাদের আদেশে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ হইতে শ্রীমতী বার্ষভানবীর আবির্ভাব লীলা-রহস্য সারস্বত নাট্যমন্দিরে বহু শুশ্রূষু ব্যক্তিগণের নিকট পাঠ করেন।

সন্ধ্যার পর আরাত্রিক সমাপনান্তে নাট্য মন্দিরে একটী সভা হয়। সেই সভায় প্রথমে শ্রীমদ্ ভারতী মহারাজ, তৎপরে শ্রীমদ্ নেমী মহারাজ এবং সর্ব্বশেষে শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীরাধাতত্ত্ব সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান করেন। বক্তৃতা শেষ হইবার পর ভক্তগণ মিলিত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে সংকীর্ত্তন করেন। তৎপরে সহস্রাধিক ব্যক্তিকে রাত্রি ১॥ ঘটিকা পর্য্যন্ত খেচরান্ন, পুষ্পান্ন, ছানার ডালনা, রাধাবল্লভী, রসগোল্লা প্রভৃতি বিচিত্র মহা-প্রসাদ প্রচুর পরিমাণে বিতরণ করা হইয়া-ছিল। আচার্য্য শ্রীপাদ পরমানন্দ বিদ্যারত্ন মহোদয় শ্রীমতী রাধারাণীর বেশের পারিপাট্য বিধান করিয়া হরিগুরুবৈষ্ণবের প্রীতি আকর্ষণ করিয়াছেন।

শুদ্ধভক্তি গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। ভাষ্যসহ বিরাট শ্রীচৈতন্যভাগবত ৫৲
২। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২৮৲
একাদশ স্কন্ধ হইতে দ্বাদশ ১৷৵০
৩। অনুভাষ্যসহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত
(৪র্থ সংস্করণ) ৫৲
৪। [illegible] (বাঁধা) ১৲
৫। [illegible] ।৵০
৬। গৌড়ীয়-সাহিত্য ।৵০
৭। ভজনরহস্য ॥০
শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও
শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৯। গীতা (শ্রীবলদেব টীকা-সহ)
ঐ (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
১০। গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি টীকাসহ)
ঐ (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
১১। গীতার কেবল মাধ্ব-ভাষ্য ॥০
১২। সূক্তিমালিকা গুণসৌরভঃ সানুবাদ
(মাধ্ব) ২৲
১৩। বেদান্ততত্ত্বসার সানুবাদ
(রামানুজীয়) ॥০
১৪। জৈবধর্ম্ম ২৲
১৫। শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৬। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১৭। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ॥৵০
ঐ (বাঁধা) ৸০
১৮। ধাম-দিগ দর্শন ৵০
১৯। সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ) ।৵০
২০। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ॥০
ঐ (আবাঁধা) ।৵০
২১। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
২২। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৵০
২৩। গীতমালা /১০
২৪। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶০
২৫। ঐ প্রমাণ খণ্ড ৶০
২৬ নবদ্বীপ পঞ্জিকা (৪৪৭ গৌরাব্দ) ৵০
২৭। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ
২৮। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা-দর্পণ ।০
২৯। শরণাগতি /০
৩০। গীতাবলী /০
৩১। চিত্রে নবদ্বীপ ১॥০
৩২। সাধনকণা /০
৩৩। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা /০
৩৪। নবদ্বীপশতক /০
৩৫। অর্থপঞ্চক /০
৩৬। সদাচারস্মৃতিঃ /০
৩৭। কল্যাণকল্পতরু (৫ম সংস্করণ) /১০
৩৮। অর্চ্চনকণ /১০
৩৯। সাধককণ্ঠমালা (বাঁধা) ॥০
ঐ (আবাঁধা) ।/০
৪০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি
(প্রথম চারখণ্ড) ৩৲
৪১। ব্রহ্মসংহিতা ॥০
৪২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৪৩। মণিমঞ্জরী সানুবাদ ।০
৪৪। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৪৫। পুরুষার্থ-নির্ণয় ।০
৪৬। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৪৭। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
৪৮। গৌড়ীয়মঠ কি করেন ? ৴০
৪৯। ঈশোপনিষৎ (বলদেব ও মাধ্ব-ভাষ্য এবং বিবৃতি ও অনুবাদসহ) ।০
৫০। শ্রীভুবনেশ্বর ৶০
৫১। সিদ্ধান্তদর্পণ ৵০
৫২। সাধ্যবাণী /০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৫৩। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী দিগ্বিজয়ঃ ॥০
৫৪। সটীক-শিক্ষাদশমূলম্ ।০
৫৫। তত্ত্ব-সূত্রম্ ।০
৫৬। সানুবাদ-শিক্ষাষ্টকম ৵০
৫৭। গৌড়ীয়মঠস্য পরিচয়ঃ /০
৫৮। সারাংশানয়ম ৶০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৫৯। রায় রামানন্দ ॥০
৬০। নামভজন ।০
৬১। বিলেটীভ ওয়ার্লড্স ।৵০
৬২। লাইফ্ য্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব
শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।০
৬৩। বৈষ্ণবীজম ।০
৬৪। হোয়াট গৌড়ীয়মঠ ইজ ডুইং /০
৬৫। দি ভাগবত ।০
৬৬। ইরোটিক প্রিন্সিপল্ য্যাণ্ড
আনেলয়েড ডিভোসন ।০
৬৭। ব্রহ্ম-সংহিতা ২৸০
৬৮। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (ভলুম ওয়ান) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৬৯। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ॥০
৭০। সাধন পথ ।০
৭১। কল্যাণ-কল্পতরু /১০
৭২। গীতাবলী /০
৭৩। শরণাগতি /০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৭৪। শরণাগতি

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

নদীয়া-প্রকাশপ্রাপ্তির স্থান

১। শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম-মায়াপুর, নদীয়া
২। শ্রীযোগপীঠ ঐ
৩। শ্রীবাস অঙ্গন ঐ
৪। অদ্বৈত-ভবন ঐ
৫। কাজীর সমাধি পাট ঐ
৬। স্বানন্দ-সুখদ কুঞ্জ শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ, নদীয়া।
৭। শ্রীভাগবত আসন কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
৮। শ্রীএকায়ন মঠ গোবিন্দপুর, হালসাগী।
৯। দ্বাদশগোপাল পাট—পোঃ চাকদহ,
১০। শ্রীগৌর-গদাধরমঠ—চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড়, বর্দ্ধমান
১১। শ্রীমোদদ্রুমছত্র-মাউগাছি, বর্দ্ধমান
১২। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম, আমলাযোড়া, পোঃ বাকবাধ বর্দ্ধমান
১৩। শ্রীগৌড়ীয়মঠ বাগবাজার, কলিকাতা
১৪। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাজু, হাওড়া,
১৫। শ্রীমাধ্ব গৌড়ীয়মঠ, ৯০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা
১৬। শ্রীগোপালজী মঠ কমলাপুর, ঢাকা।
১৭। শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ পোঃ বালিয়াটী.
১৮। শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয়মঠ ময়মনসিংহ।
১৯। শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ চিরুলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর
২০। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম গোয়ালপাড়া, আসাম।
২১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ রায়াপেট্টা, মান্দ্রাজ।
২২। শ্রীরামানন্দগৌড়ীয় মঠ কব্বুর, জিঃ পশ্চিম গোদাবরী
২৩। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ উড়িয়াবাজার, পোঃ বক্সীবাজার, কটক।
২৪। শ্রীত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয় মঠ ভুবনেশ্বর।
২৫। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ স্বর্গদ্বার, পুরী।
২৬। শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ আলালনাথ পোঃ ব্রহ্মগিরি, পুরী।
২৭। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ ডুমুরকুণ্ডা, পোঃ চিরকুণ্ডা, মানভূম।
২৮। শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ—কাশী।
২৯। শ্রীরূপগৌড়ীয় মঠ —এলাহাবাদ।
৩০। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ পুরাণবাজার, সরকার ঠাকুরের কুঞ্জ, বৃন্দাবন
৩১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ ৪৩ নং হনুমান রোড, নিউদিল্লী
৩২। শ্রীপরমহংসমঠ—নৈমিষারণ্য,
৩৩। শ্রীসারস্বত গৌড়ীয় মঠ—হরিদ্বার।
৩৪। শ্রীব্যাসগৌড়ীয়মঠ—কুরুক্ষেত্র, পঞ্জাব
৩৫। শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাবুলনাথ রোড, পোঃ গ্র্যাণ্ট রোড, বোম্বে।
৩৬। লণ্ডন গৌড়ীয়মঠ, ৩৯নং ড্রেটন্ গাডেন্স, কেনসিংটন লণ্ডন, (এস্, ডব্লিউ—১০)।

শুদ্ধভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীলভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-মহারাজ সম্পাদিত ইংরেজী মাসিক। শ্রীধাম-মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲।

২। **গৌড়ীয়**—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিকভিক্ষা সডাক ৩৲, যাণ্মাসিক ১॥০ টাকা মাত্র।

৩। **ভাগবত**—হিন্দি ভাষায় একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি হৃদয় বন মহারাজ সম্পাদিত ও নৈমিষারণ্য শ্রীপরমহংস মঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ১॥০ দেড় টাকা মাত্র।

৪। **পরমার্থী**—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥০ দেড় টাকা মাত্র।

৫। **কীর্ত্তন**—মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ নিমানন্দ সেবাতীর্থ বি-এজি, বি-টি, সম্পাদিত। আসাম গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম হইতে প্রকাশিত আসামী ভাষায় মাসিক। ভিক্ষা সডাক ১॥০ দেড় টাকা মাত্র।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

আদিকবি শ্রীল বৃন্দাবন দাস প্রণীত সমগ্র গ্রন্থ

গ্রন্থের মূল বোল্ড অক্ষরে এবং তন্নিম্নে বিশ্ববিশ্রুত গৌড়ীয়মঠের প্রতিষ্ঠাতা ও আচার্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ **শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের** রচিত বিস্তৃত ভাষ্য উত্তম কাগজে সৌষ্ঠবের সহিত মুদ্রিত হইয়াছেন। ডবল ক্রাউন আটপেজি আকারে ১০৯৬ পৃষ্ঠায় কেবল মূল ও ভাষ্য সম্পূর্ণ হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত শ্লোকসূচী, পদ্যসূচী, স্থানসূচী, পাত্রসূচী, বিষয়সূচী, শব্দসূচী প্রভৃতি বিস্তৃত সূচীপত্রেও একটী গ্রন্থ হইবে। সভাষ্য শ্রীচৈতন্যভাগবতের এরূপ উৎকৃষ্ট ও অমূল্য বিরাট সংস্করণ জগতের কোথায়ও আজ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হন নাই, ইহা নিরপেক্ষ পাঠক-মাত্রকেই একবাক্যে স্বীকার করিতে হইবে। শ্রীগৌড়ীয়মঠের উৎসব-কালে গ্রন্থের ভিক্ষা ১২৲ বারটাকা স্থলে—৫৲ পাঁচটাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীচৈতন্যমঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

কালকাতা বাজার দর

লৌহ হার্ডওয়্যার

২৫শে আগষ্ট ১৯৩৩

টাটার তৈয়ারী—	প্রতি হন্দর।
লোহার কড়ি (জয়েষ্ট বা বীম)	
মার্কা	৫।০—৫।৵০
ঐ বে-মার্কা হাল্কা ওজন	৪।৵০—৪॥/০
বরগা (টী-আয়রণ)	৬৵০—৬॥০
এঙ্গেল আয়রণ (কোনা)	৫৸৵০—৬।৵০
গ্যালভানাইজড করগেট টীন—	
২২ গেজ ৬ হইতে ১০ ফুট	১১॥০
২৪ গেজ ,, ,,	১১৸০
২৬ গেজ ,, ,,	১২॥০
২৪ গেজ আর, পি, ডি, মার্কা	১২৸০
২৪ গেজ গ্যাঃ প্লেন শীট—	১১।৵০
২৬ গেজ ,, ,,	১২॥০
২৮ গেজ ও ৩০ গেজ ঐ—	১৩৲—১৬৲
গ্যালভানাইজড কাঁটাতার ১০০ পাউণ্ড বাঃ	৮৸০
ষ্টীল পাটী	৬৲—৬৵
,, বোল্ট (গোল)	৬৲—৬।০
,, পতাদে (চৌকা)	৫৸৵০—৬৲
,,গোল রড ৵০—।৶০ সূতা ৪৸৵—৫॥৵	
,, টানা রড-	
চৌকা ৶০—।৵০ ঐ	৫।/০—৫॥৵০
,, বাণ্ডল হাল	৭৲—৭৸০
,, প্লেট—তিন সূতা মোটা	
পর্য্যন্ত	৭৲—৭।০
,, চাদর ৩-১৬ খানা বাণ্ডিল	৯॥৵—১০৲
স্প্রীং ষ্টীল	৮।০—৯৲
হাফ রাউণ্ড	৫৸০—৬৲
তারের পেরেক ১—৬ ইঞ্চি	৯।০—৯৸০
প্যাটেণ্ট পেরেক ২—৮ ইঞ্চি	১২॥০—১৫॥০
ঢালাই কড়া ১ হইতে ১০ নং	২॥০ সাট
কোদাল ৪, ৫, ৬, ৭৸৵০ ৮৸৵০ ৯৸৵০ডঃ	
ঐ তিন পাউণ্ড ৬৲ দেঃ বিঃ	৬।৵০ ,,
গ্যাঃ প্লেন বালতি ৭—১২ ইঞ্চি	১।৵—৬।৵
ঐ রিভিট ,, ৭—১২ ইঞ্চি	২৲—৭৲ ,,
লোহার চেয়ার রডের গোল ও চৌকা	৮॥০— ”
ঐ চালের লোহার সিট	১৫৲ ,,
ঐ জেনেস্তা (কাঠের সিট)	১৮৲ ,,
লোহার ক্রুপ ॥—৩ ইঞ্চি	/১০—॥৶০ গ্রোস
ঐ কব্জা ৭৩ নং	
১॥—৪ ইঞ্চি	।১০—৸৵১০ পেঃ ডজন
গ্যাঃ তার ১৬—২২ নং (গেজ)	১২৲—১৩৲ হন্দর
গ্যাঃ রিভেং (মটকা)	
১২ ইঞ্চি	।৵৫ ॥৶০ পীস
গ্যাঃ গাটারিং বা ডোঙ্গা	
৬ ইঞ্চি	॥০—৸/০ ,,
গ্যাঃ ক্রুপ ১॥০—২॥০ ইঞ্চি	২৩৲—২৯৲ হন্দর
গ্যাঃ ওয়াসার চাকি	১১॥০—১৬৲ ,,
গ্যাঃ বোল্ট-নাট ৸—৩ ইঞ্চি	॥৵১০—১৵০ গ্রোস
ঢালাই রেলিং	৩॥০—৪॥০ হন্দর
ঐ রেন ওয়াটার পাইপ	
৩ ইঞ্চি ৵১০ ঐ	৪ ইঞ্চি ।১০ ফুট
টিউব ওয়েলের জন্য গ্যাঃ	
পাইপ১॥ ইঞ্চি	।৵৫ ফুট
পাম্প ৪নং ১২॥০ ৫নং ১৪৲ ৬নং ১৬৲	
৬০—৮০ বাটখারা ৵১৫ সাট ২।০—২॥০ মণ	

কেরোসিন

ষ্টোক্রেক প্রত্যেক বাক্স (২ টিন)		৯৲৬
সূর্য্য মার্কা	,,	৬॥০
ভিক্টোরিয়া	,,	৬৲

সোণার দর

পাকা সোণা	৩০৸/
বড়াল	৩০৸
চিনা পাত	৩২।০

রূপার দর

রূপা প্রতি ১০০ ভরি	৫৫৵০
ঐ খুচরা	৫৵০

কোম্পানীর কাগজ

৩॥০ সুদের কাগজ	৮১৶
৩॥০ নূতন ঋণ (১৯৪৭-৫০)	৯১।০
৪৲ ,, ঋণ (১৯৬০-৭০)	৯৭৲
৫৲ ,, বণ্ড (১৯৩৫	১০৪॥/০

ডিবেঞ্চার

৫৲ সুদের (১৯৫৬-৮৬) কলিকাতা পোর্ট-ট্রাষ্ট ডিবে :—	১০২॥৵০

ব্যাঙ্ক

ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক (কর্নট্রি)		২৯৪॥০
সেণ্ট্রাল	ঐ	২২৲

কাপড় ও সূতার কল

এলগিন মিল	৪৫৲

পাট কল

হাওড়া	৮০৲
অকল্যাণ্ড	১৯৫৲
বালী	১৬২৲
বরানগর	১৫০৲
ডেবজ	৩৭০৲
ভারত	২৪৩৲
ক্লাইভ	২৮।০
ডালহাউসী	৪০৮॥০
ডেল্টা	৪০৫৲

কৃষ্ণনগর নবদ্বীপঘাট রেলওয়ে সময়

কৃষ্ণনগর হইতে নবদ্বীপঘাট

কৃষ্ণনগর সিটি—	৬-৪৫	১০-৪৪	১৩-২২	১৭-৩৮	২০-১৩
কৃষ্ণনগর রোড—	৬-৫৬	১০-৫৫	১৩-৩৩	১৭-৫৭	২০-২৫
আমঘাটা—	৭-১৫	১১-১৩	১৩-৫১	১৮-৩	২০-৪১
মহেশগঞ্জ—	৭-২৪	১১-২১	১৪-০	১৮-৯	২০-৪৭
নবদ্বীপঘাট—	৭-৩৩	১১-৩০	১৪-৯	১৮-১৬	২০-৫৫

বিশেষ দ্রষ্টব্য—নবদ্বীপঘাট ষ্টেশন অপেক্ষা মহেশগঞ্জ ষ্টেশন হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরের দূরত্ব অনেক কম। শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে যাঁহাদিগকে রাণাঘাটে ট্রেণ বদল করিতে হয়, তাঁহারা রাণাঘাটে প্রাতঃ ৫-৫০, ৯ ৪১, ১৬-৫৮, ১৮-৪২ এবং ০-৩২ মিনিটের সময় গাড়ী পাইবেন।

শান্তিপুর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে ৫-৪০, ৯-২৯, ১২-২১, ১৬-৪ এবং ১৮-৪১ মিনিটের সময় ট্রেণ পাওয়া যায়।

নবদ্বীপঘাট হইতে কৃষ্ণনগর

নবদ্বীপ ঘাট—	৫-৩৫	৯-২৫	১২-১০	১৫-৩৪	১৮-৪১
মহেশগঞ্জ—	৫-৪২	৯-৩২	১২-১৯	১৫-৪২	১৮-৪৯
আমঘাটা—	৫-৪৯	৯-৩৯	১২-২৬	১৫-৪৮	১৯-০
কৃষ্ণনগর রোড—	৬-৫	৯-৫৫	১২-৪৩	১৬-৬	১৯-২৪
কৃষ্ণনগর সিটি—	৬-১৩	১০-৩	১২-৫১	১৬-১২	১৯-৩৫

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে—ডাঃ কৃষ্ণকান্ত ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম ভক্তিশাস্ত্রী এল, এম, এফ কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

টিটাগড়ে নৃশংস হত্যা

রাত্রিকালে পথিমধ্যে আক্রমণ

ব্যারাকপুর মহকুমার অন্তর্গত, টিটাগড় হইতে একটি চাঞ্চল্যকর খুনের সংবাদ আসিয়াছে। ঘটনার বিবরণে প্রকাশ যে, গত শনিবার রাত্রিকালে রঘুবীর নামক জনৈক ব্যক্তি স্টেশনগামী রাস্তা দিয়া যাইতেছিল। সেই সময় জনৈক ব্যক্তি তাহাকে ছোরার অস্ত্রের দ্বারা আঘাত করে। অল্পক্ষণের অল্পকাল পরেই সে মারা যায়। প্রকাশ যে, সে প্রধানতঃ ঘাড়ে ও গলায় আঘাত পাইয়াছিল। পথিপার্শ্বে লোকটিকে এইরূপভাবে আহত হইয়া জীবন্মৃত অবস্থায় দেখিয়া অনেকেই বিস্মিত হয়। তাহার গলার কণ্ঠনালী কাটিয়া যাওয়াতে সে তাহার আক্রমণকারীর নাম বলিবার চেষ্টা করিয়াও বলিতে পারে না।

পুলিশ এই বিষয় তদন্ত করিতেছে এবং রামচরণ নামক এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করিয়াছে।

বরিশালে ডাকাতি

বরিশাল [illegible] নদী বাগদার শ্রীযুত কেদারনাথ [illegible] বাড়ীতে এক ডাকাতি হইয়া গিয়াছে। প্রকাশ যে, ডাকাতেরা নগদ ও অলঙ্কারে [illegible] লইয়া গিয়াছে। জানা যায় [illegible] কেদার বাবুর স্ত্রী পুলিশের নিকট [illegible] বলিয়াছেন যে তিনজন যুবক [illegible] আদেশ করিয়াছিল এবং আর [illegible] অবস্থান করিতেছিল। তাহাদের কাছে বৈদ্যুতিক মশাল আলো ছিল, মুখে মুখোশ ছিল। তাহারা বিশুদ্ধ বাংলা ভাষায় কথাবার্তা বলিয়াছে [illegible] ব্যবহার করিয়াছে [illegible] নিকট অলঙ্কার চাহিয়া [illegible] অলঙ্কার দিতে [illegible] আরও বলেন যে, যুবকেরা [illegible] যায়, তখন তাহারা [illegible] জীবিত [illegible] বায় [illegible] পুলিশ [illegible] করা [illegible] গিয়াছে।

[illegible]

[illegible] থানা [illegible]পুর, [illegible] বাড়ী [illegible] ভাসিয়া গিয়াছে। [illegible] গ্রামবাসী [illegible] নাই। [illegible] সমস্ত পথ-ঘাট জলমগ্ন। নিকটস্থ বর্দ্ধমান জেলার গুজাপুর [illegible] গ্রামের অবস্থাও অনুরূপ।

প্রায় ত্রিশ বৎসর পর এইরূপ বন্যা দেখা গেল।

নদীয়ায় দুর্দ্দশা

নদীয়া জেলার থানা মীরপুর কৃষ্ণা ইউনিয়ন বোর্ডের গ্রামগুলি প্রায় এক পক্ষকাল ধরিয়া অতিবৃষ্টির ফলে জলপ্লাবিত হইয়াছে। এদেশের দেশবাসীর অবস্থা অতীব শোচনীয়। বহু গ্রামবাসীর ঘরবাড়ী জলমগ্ন হইয়া গিয়াছে এবং অনেকের বাড়ীঘর ভূমিসাৎ হওয়ায় তাহারা নিরাশ্রয় হইয়াছে। আউশ ধান্যের সমূহ ক্ষতি হইয়াছে, আমন ধান্যের অবস্থাও আশাজনক নহে। অধিকন্তু এই অঞ্চলের লোকের মধ্যে ম্যালেরিয়া এবং নানারূপ সংক্রামক ব্যাধি ভীষণাকারে দেখা দিয়াছে।

স্ত্রীকে বাঁচাইতে গিয়া মৃত্যুবরণ

পাবনা জেলার অন্তর্গত আরিচাঘাট? পাহাড়পুর গ্রামে বেড়ার নিকটস্থ কোন ধীবরের কন্যার বিবাহ হইয়াছে। বিবাহের কিছুদিন পরে উক্ত ধীবর সস্ত্রীক জামাতার বাড়ী গিয়া কন্যা ও জামাতা সহ নৌকাযোগে বাড়ী ফিরিতেছিল। নৌকাখানি নদীর মাঝখানে আসিলে পশ্চিমাকাশে ভীষণ মেঘ দেখা দেখা দেয়। আরোহীগণ প্রমাদ গণে। তাড়াতাড়ি নৌকাখানি তীরের দিকে বাহিয়া আনিতে থাকিল। কিছুদূর অগ্রসর হইবার পরেই নৌকাখানি ঝটিকাবর্তে পড়িয়া আরোহীগণ সহ অতল জলে ডুবিয়া যায়। তীরভূমি ঐ স্থান হইতে মাত্র একশত গজ ব্যবধান। তীরে কয়েকখানি নৌকাও ছিল। কিন্তু কেহই নিমজ্জমান বিপন্ন ব্যক্তিগণকে সাহায্য করিতে সাহস করিল না। ইতিমধ্যে নববধূটী ব্যতীত অন্যান্য সকলেই সন্তরণ করিয়া তীরে আসিয়া উঠিল। তখন পর্যন্তও বধূটী জীবিতা ছিল এবং হাবুডুবু খাইতেছিল। নববধূর স্বামী তখন নিজ জীবনকে বিপন্ন করিয়া স্ত্রীকে উদ্ধার করিবার আশায় জলে ঝাঁপাইয়া পড়িল এবং বহু কষ্টে তাহার সমীপবর্তী হইল। বালিকাটি তখন আশ্রয় পাইয়া স্বামীকে জড়াইয়া ধরিল। যুবকটি কিছুদূর স্ত্রীকে বহন করিয়া অগ্রসর হইল বটে, কিন্তু ক্রমশঃ তাহার দেহও অবসন্ন হইয়া পড়ায় উভয়েই ডুবিয়া যায়। সেখানেই নবদম্পতির সলিল সমাধি হয়।

মেদিনীপুরে ভীষণ প্লাবন

অতিরিক্ত বৃষ্টির ফলে এবং জল নিকাশের সুবিধা না থাকায় কাঁথি মহকুমা ও মেদিনীপুর জেলার অন্য কতকাংশে ১৯শে জুলাই বন্যা দেখা দেয়। একমাস অতীত হইয়া গিয়াছে কিন্তু জল অতি সামান্য মাত্র কমিয়াছে। মাঠে এখনও ৪ হইতে ৬ ফুট পর্যন্ত জল দাঁড়াইয়া আছে। গ্রামগুলি সমুদ্রের মধ্যে দ্বীপের ন্যায় ভাসমান। সমস্ত গ্রাম্য পথ এখনও জলমগ্ন—এক বাড়ী হইতে অন্য বাড়ী যাইবার উপায় নাই। প্রায় প্রতি গৃহের মেঝে পর্যন্ত জল লাগিয়াছে। দেওয়ালের উপরের অংশ ভাঙ্গিয়া দিয়া অথবা বন্যার প্রকোপে পতিত দেওয়ালের মাটি বিছাইয়া মেঝে উঁচু করিয়া তাহার উপর মানুষ বাস করিতেছে ও গরুগুলিকে বাঁধা হইয়াছে। কোন কোন স্থানে বাঁশের মাচা বাঁধিয়া তাহার উপর বাস করিতে হইতেছে। সমস্ত তরকারী, ধান, খড়, ঘাস জলে পচিয়া নষ্ট হইয়া গিয়াছে।

দুইদল শিখে দাঙ্গা

গত সোমবার? ২৩শে আগষ্ট রাত্রি প্রায় ৮ঘটিকার সময় ভবানীপুর? মন্দিরে দুইজন শিখের দাঙ্গার ফলে ৮জন আহত হয়। আহতদের মধ্যে ১ জনের আঘাত খুব গুরুতর।

প্রকাশ, মন্দির প্রবেশ সমস্যা লইয়া দুইদলে শিখের মধ্যে গুরুতর ঝগড়া বাধে। একদল অপরদলকে মন্দির প্রবেশের অনুপযুক্ত ও পংক্তি ভোজনেও তাহাদের নীচ স্থিতি বলায় দাঙ্গা বাধে।

মারামারির সময় উভয় দলই কৃপাণ চালাইয়াছিল বলিয়া প্রকাশ। শেষ পর্যন্ত চারজন আহত হয়, তন্মধ্যে একজনের দেহে অনেকগুলি আঘাত লাগে। তাহাকে হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হইয়াছে। তথায় তাহার অবস্থা খুব গুরুতর।

পদত্যাগের পর অধ্যাপক মোলি

নিউইয়র্কে অধ্যাপক মোলি [illegible] প্রেসের প্রতিনিধির নিকট বলেন যে, স্বরাষ্ট্র-সচিব মিঃ কর্ডেল হলের সহিত বিরোধের ফলে তিনি সহকারী স্বরাষ্ট্র-সচিবের পদত্যাগ করিয়াছেন, এইরূপ সংবাদ সত্য নহে। তিনি রাজনীতি সম্বন্ধে একখানি সাপ্তাহিক পত্র প্রকাশ করার পরিকল্পনা করিয়াছেন।

অতঃপর তিনি বলেন যে, গত ফেব্রুয়ারী মাসে সরকারের যে কার্য্যনীতি স্থির হইয়াছিল এবং তাহা যাঁহারা সমর্থন করিয়াছিলেন তাঁহারাই এই প্রস্তাবিত সংবাদপত্রের উদ্যোক্তা।

(বিভিন্ন ব্যাপারে তাঁহাকে সাহায্য করার জন্য প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট যে-সকল বুদ্ধিদাতাগণকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন, অধ্যাপক মোলি তাহাদিগের শীর্ষস্থানীয় ছিলেন। আমেরিকার রাজনীতিক্ষেত্রে তাঁহার অসামান্য প্রভাব ছিল। যখন মতবিরোধের ফলে লণ্ডনে বিশ্ব অর্থনৈতিক সম্মেলন ভাঙ্গিয়া যাইবার উপক্রম হইয়াছিল, প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্টের নিকট হইতে এক বিশেষ বার্ত্তা লইয়া অধ্যাপক মোলি ইংলণ্ডে আসেন। অধ্যাপক মোলির মারফৎ প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট বিশ্ব অর্থনৈতিক সম্মেলন সম্পর্কিত সংবাদ গ্রহণ করিতেন। একবার গুজব রটিয়াছিল যে মার্কিণ প্রতিনিধিদের নায়ক স্বরাষ্ট্র-সচিব মিঃ কর্ডেল হলের সহিত তাঁহার নাকি মতবিরোধ ঘটিয়াছে অনেকে মনে করেন যে, বিশ্ব অর্থনৈতিক সম্মেলনে মুদ্রার দর বাঁধা সম্পর্কে আমেরিকা যে মনোভাব প্রকাশ করে তাহা অধ্যাপক মোলির পরামর্শেই। ইংলণ্ডে অবস্থানকালে তাঁহার যে খরচপত্র হয়, সে সম্পর্কেও স্বরাষ্ট্র সচিবের সহিত তাহার বিরোধ হইয়াছিল বলিয়া প্রকাশ।

সে যাহা হউক এই পদত্যাগ যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তাহাতে সন্দেহ নাই। অর্থনৈতিক ব্যাপারে প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট তাঁহার পরামর্শ না লইয়া কোন কাজই করিতেন না। সুতরাং তাঁহার এই পদত্যাগের ফলে অর্থনীতিক্ষেত্রে এক নূতন অধ্যায়ের সূচনা হওয়াও অসম্ভব নহে।)

চীৎপুরে দাঙ্গার উপক্রম

সময়মত পুলিশের উপস্থিতির ফলে মঙ্গলবার দিন চীৎপুরে এক দাঙ্গা নিবারিত হইয়াছে।

প্রকাশ, চীৎপুরের গোলাবাড়ী পাটকলের একজন কেরাণী শীতল প্রসাদ নামক কলের "যাচনদারের" কাজে দোষ ধরায় উভয়ের মধ্যে বচসা হয়। পরে শ্রমিকদের এক সভায় শীতল প্রসাদ উক্ত কেরাণীকে ক্ষতিপূরণ স্বরূপ ১০৲ টাকা দিবে বলিয়া সাব্যস্ত হয়। শীতল ইহাতে অসন্তুষ্ট হইয়া শুক্রবার কল হইতে চলিয়া যায় সোমবার দিন সে ফিরিয়া আসিলে তাহাকে বরখাস্ত করা হইয়াছে বলিয়া জানান হয়। সে তখন বাকী বেতন চাহিলে তাহাকে কাজ শেষ করিয়া দিতে বলা হয়।

আরও জানা যায়, শীতল এই কথার পর বাহিরে গিয়া আরও লোক সংগ্রহ করে এবং নিকটস্থ পানের দোকান হইতে সোডাওয়াটারের বোতল লইয়া পাটকলের দিকে ছুঁড়িতে থাকে। অবস্থার গুরুত্ব বুঝিয়া লালবাজার থানা ও শ্যামপুকুর থানায় ফোন করা হয়। শীঘ্রই ঘটনাস্থলে পুলিশ আসিয়া শীতল ও অপর ৩ জনকে গ্রেপ্তার করে। তাহাদিগকে উত্তর বিভাগের ডেপুটি পুলিশ কমিশনারের সম্মুখে উপস্থিত করা হইলে আরও তদন্ত সাপেক্ষে তিনি তাহাদের প্রত্যেককে ২৫০৲ টাকার জামিনে ছাড়িয়া দিয়াছেন।

তারের ঠিকানা— 'শ্রীধাম' নবদ্বীপ।
ডাকের ঠিকানা—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

দৈনিক

Reg No C 1544

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩।০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার স্বতন্ত্র।

নদীয়া প্রকাশ
THE NADIA-PRAKASH

সাহায্যের হার
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸০
মাসিক ১৲
নগদ প্রতি সংখ্যা ৫

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৮ম খণ্ড । সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বেদান্তবাচস্পতি [১৫৮শ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর—১৯শে ভাদ্র সোমবার ১৩৪০, ৪ঠা সেপ্টেম্বর ১৯৩৩

কারামুক্ত পণ্ডিত জওহরলাল

পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু মুক্ত মাত্রেই লক্ষ্ণৌ অভিমুখে রওনা হইয়াছেন। পণ্ডিতজী যখন বাবু পুরুষোত্তম দাস ট্যাণ্ডনের বাড়ী হইতে ফিরিয়া আসিতেছিলেন ঐ সময় এক বিপুল জনতা তাঁহার অনুগমন করে। পণ্ডিতজী খদ্দর ভাণ্ডারের নিকট এক জনসভায় কয়েক মিনিট কাল বক্তৃতা দান করেন। বক্তৃতা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, পুনরায় বন্ধুগণের দর্শন লাভ করিয়া আমি আত্মমাত্রায় সন্তোষলাভ করিয়াছি। আমার মুক্তিতে আমাকে অভিনন্দিত করার জন্য আমি সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।

পণ্ডিত জওহরলালকে সম্পূর্ণ সুস্থ ও প্রফুল্ল দেখা গেল।

অধ্যাপক মোলির পদে কিউবার রাজদূত

কিউবার রাজদূত মিঃ সামার ওয়ালেস বিগত বিদ্রোহের সময় শান্তি প্রতিষ্ঠাতা হিসাবে খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছেন। ইহাকে প্রফেসার রেমণ্ড মোলির স্থলে সহকারী রাষ্ট্রসচিব পদে নিয়োগ করা হইয়াছে।

চীনে দস্যুর উপদ্রব

পিকিংয়ের মার্কিণ রাজদূতের নিকট হইতে এক সংবাদ পাইয়া মার্কিণ সরকার এক ঘোষণা করিয়াছেন যে, চীনে যে-সকল মার্কিণ নাগরিকের ধনপ্রাণ দস্যুদিগের রক্ষার্থ অবিলম্বে ফুচৌতে রণপোত প্রেরণ করা হইতেছে।

ভারতে মোটর

ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদে মিঃ মাসুদ আমাদের প্রশ্নের উত্তরে বাণিজ্য সচিব বলেন যে, ১৯৩২-৩৩ সালে ৬২০১ খানি মোটর গাড়ী এবং ২৬৭৬ খানি মোটর বাস আমদানী হইয়াছে। ইহা হইতে শুল্ক বাবদ যথাক্রমে ৪৫৭৪০০০৲ টাকা এবং ১০০৫৯৯০৲ টাকা আদায় হইয়াছে।

ট্রেণ ধ্বংসের প্রচেষ্টা

কয়েকদিন পূর্ব্বে এম, এণ্ড, এস, এম রেলওয়ের পাকালা ষ্টেশনের নিকট একখানি প্যাসেঞ্জার ট্রেণ ধ্বংস করিবার চেষ্টা সম্পর্কে রেল পুলিশ ৪ জনকে গ্রেপ্তার করিয়াছে। এতৎসম্পর্কে স্বয়ং তদন্ত করিবার জন্য রেল পুলিশ সুপার পাকালা অভিমুখে রওনা হইয়াছেন।

গাছে ঝুলান মৃতদেহ

বাঘমারী ময়দানে কোন গাছের ডালে ঝুলান এক যুবকের মৃতদেহ পাওয়া যায়। মৃতব্যক্তি বাঙ্গালী বলিয়াই মনে হয়। পুলিশ তদন্ত করিতেছে; কিন্তু শব দেহ সনাক্ত করা হয় নাই। মৃতদেহ শবব্যবচ্ছেদ পরীক্ষার জন্য পাঠান হইয়াছে।

ডাকাতের স্বীকারোক্তি

কয়েকদিন হইল মেহেরপুর থানার অন্তর্গত সোনাপুর গ্রামে শ্রীযুত অনুকূল চন্দ্র বিশ্বাস নামক একব্যক্তির বাড়ীতে ডাকাতি হইয়া গিয়াছে। ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, মধ্যরাত্রে প্রায় ১০।১২ জন লোক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হইয়া শ্রীযুত বিশ্বাসের বাড়ী ঘেরাও করে ও গৃহস্বামী ও অন্যান্য লোককে প্রহার করিয়া বলপূর্ব্বক বাক্স ইত্যাদি ভাঙ্গিয়া নগদ টাকা ও গহনাপত্র লইয়া পলায়ন করিবারকালে ঐ বাড়ীরই একব্যক্তি বন্দুক লইয়া ডাকাত দলকে তাড়া করে এবং একজন ডাকাতকে আহতাবস্থায় ধৃত করে। অন্যান্য ডাকাতগণ ধৃত হইবার আশঙ্কায় সমস্ত লুণ্ঠিত সামগ্রী ফেলিয়াই পলায়ন করে; তবে যৎকিঞ্চিত লইয়া গিয়াছে বলিয়া প্রকাশ। পুলিশে খবর দেওয়া হইলে ধৃত ব্যক্তিকে মেহেরপুরে চালান দেওয়া হয়। কিন্তু আহত হওয়ায় মেহেরপুর হাসপাতালে চিকিৎসা করিবার জন্য ভর্ত্তি করা হইয়াছে। পরে ঐ ধৃত ব্যক্তি এক জবানবন্দীতে তাহার সঙ্গী ডাকাতগণের নাম বলিয়া দিলে পুলিশ অপর মোট ১১জনকে তদন্তের পর গ্রেপ্তার হইয়াছে এবং শুনা যাইতেছে তাহাদের মধ্যে আবার ৪ জন তাহাদের দোষ স্বীকার করিয়াছে। ডাকাতগণকে মেহেরপুর জেলে পাঠান হইয়াছে। তদন্ত চলিতেছে।

সশস্ত্র দস্যুদল

বারাণসী গোডাউলিয়া রোডে (হাউজ কাঠোরার নিকট) একখানি ট্যাক্সিতে ৫ জন দস্যুকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। ট্যাক্সীর ড্রাইভার সমেত উহাদিগকে আটক রাখা হইয়াছে। তরবারী, ভোজালী, বর্শা প্রভৃতি এবং ১টা জাম্মাণ এয়ার পিস্তল ও ঐ পিস্তলের ২০টি ক্যাপ পুলিশের হস্তগত হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ।

পুলিশ পূর্ব্বে সংবাদ পাইয়াছিল যে, রোহনিয়া পুলিশ থানার এলাকায় একটী গ্রামে এ ডাকাতদল যাইতেছিল। ঐ স্থান বারাণসী হইতে ১০ মাইল দূরে। পুলিশ ডাকাতদের উদ্দেশ্য ব্যর্থ করিয়া দিয়াছে। তদন্ত চলিতেছে।

স্বর্ণ মজুতের শাস্তি; দশ বৎসর কারাদণ্ড ও জরিমানা

প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট স্বর্ণ উৎপাদকদিগকে করিবার অনুমতি প্রদান করিয়াছেন। ইহার ফলে উৎপাদকরা বিদেশে স্বর্ণ বিক্রয় করিয়া অধিক মূল্য পাইবেন। এই বিক্রয় ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাঙ্কের মারফৎ সম্পন্ন করিতে হইবে।

ফেডারেল রিজার্ভ ব্যতীত অপরাপর প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তিকে স্বর্ণ মজুত করিতে হইলে লাইসেন্স লইতে হইবে। একমাস পরে কেহই আর স্বর্ণ মজুত রাখিতে পারিবে না। এই আদেশ অমান্য করিলে দশ হাজার ডলার জরিমানা এবং দশবৎসর পর্য্যন্ত কারাদণ্ডের শাস্তি বিধান হইতে পারিবে।

বেলজিয়ামের সমরসচিব মিঃ ডিভেজের কথায় জানা যায় যে অতর্কিত আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করে ফরাসীর দৃষ্টান্ত অনুসারে বেলজিয়ামও দেশের পূর্ব্ব সীমান্ত রক্ষার আয়োজন করিতেছে। কাজ অনবরত অগ্রসর হইতে থাকিলেও বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক দুর্গতির জন্য উহা মন্থর গতিতে চলিয়াছে। লিজ নামুরের স্বাভাবিক অবস্থানের দ্বারাই হাতে অধিকাংশ রক্ষিত হইতে পারে দেখিয়া এই দুইটী স্থানে বর্ত্তমান কালোপযোগী দুর্গ নির্ম্মাণের ব্যবস্থা হইয়াছে। ইহার কাজ প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে; ব্রুসেলে যে দুর্গাদি নির্ম্মিত হইতেছে তাহাও অচিরে শেষ হইবে। সমরসচিব বলেন যে, এই অত্যাবশ্যক কাজের জন্য অতিরিক্ত অর্থ মঞ্জুর করা উচিত। সরকারের উপযুক্ত অর্থ হইলেই সীমান্ত রক্ষার জন্য একটী সুচিন্তিত পরিকল্পনা কার্য্যে পরিণত করা হইবে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

ওঁ [illegible] সঙ্কর্ষণ

গর্ভস্তোত্র

সত্ত্বং বিশুদ্ধং শ্রয়তে ভবান্ স্থিতৌ
শরীরিণাং শ্রেয়উপায়নং বপুঃ।
বেদক্রিয়াযোগতপঃসমাধিভি-
স্তবার্হণং যেন জনঃ সমীহতে॥

[illegible] অপ্রাকৃত কৃষ্ণবপুই [illegible] ভগবানের নিজ রূপ হয়, তবে পরব্যোম [illegible] নারায়ণ রূপের প্রয়োজন [illegible] আশঙ্কা দূর করিবার জন্য [illegible] কহিলেন, "হে ভগবন্! আপনি [illegible] নারায়ণে শরীর [illegible] (বদ্ধজীবদিগের) শ্রেয়ঃ-প্রাপ্তির উপায়স্বরূপ বিশুদ্ধ সত্ত্বময় বপু গ্রহণ করেন যেহেতু ঐ মূর্ত্তির [illegible] দ্বারা বেদক্রিয়া, যোগ, তপস্যা ও সমাধিযোগে তাহারা তোমারই অর্চ্চনা করিয়া থাকে।

[illegible] মানবগণ গৃহস্থ হইয়া ধর্ম্ম অর্জ্জন করে, আপনার বেদরূপী গরুড়ই গৃহস্থ [illegible] আপনাকে সেবা করিতেছেন। যাহাকে গৃহস্থগণ বহন করে [illegible] ভগবদর্চ্চন [illegible] প্রাপ্ত হন না। গৃহস্থের বৈদিক কর্ম্মের [illegible] বহন ক্রিয়াতে তুলনা দৃষ্ট হয়। [illegible] শরীরের যোগ সাধন [illegible] বৈষ্ণবকে পূজা করিয়া থাকেন। অতএব যোগদ্বারাও আপনার ঐশ্বর্য্য [illegible] থাকে। বানপ্রস্থ মুনিগণও মানসিক তপস্যাদ্বারা আপনার ঐশ্বর্য্যের ধ্যান করেন। কৃতজ্ঞতারূপ বৃত্তির দ্বারা আপনার [illegible] দানের অনুশীলন করত আপনাকে ধন্যবাদ দেন ও ধ্যান করেন [illegible] আপনার [illegible] আবিষ্টচিত্ত হইয়া [illegible] ব্রহ্মের উপাসনা [illegible] দ্বারা সম্পন্ন [illegible] বর্ণ ও আশ্রম ধর্ম্ম [illegible] কাম ও মোক্ষ—এই চতুর্বিধ পুরুষার্থ [illegible] ভগবদৈশ্বর্য্যের [illegible] করেন। যদিও উহা [illegible] নহে, তথাপি কৃষ্ণপ্রেমরূপ [illegible] আগমনের সোপান-স্বরূপ [illegible] সন্দেহ নাই।

[illegible] ঐ চতুর্বিধ আশ্রম [illegible] উপায় লক্ষ্য করিয়া- [illegible] কর্ম্ম, জ্ঞান, ভক্তি, প্রপত্তি ও [illegible] যজ্ঞ, দান, তপ, ধ্যান [illegible] এই পঞ্চ প্রকার কর্ম্মের [illegible] তীর্থযাত্রা, পুণ্যক্ষেত্রবাস, কৃচ্ছ্রচান্দ্রায়ণ, প্রাণদানাদি, ব্রত, চাতুর্ম্মাস্য, শাস্ত্রাভ্যাস, আরাধন, জপ, তর্পণ, উপবাস, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও সমাধি—এই সমুদয় কর্ম্মের প্রত্যঙ্গ।

নারায়ণমূর্ত্তি উপলব্ধি ও আলোচনাকে জ্ঞান বলা যায়। তৈলধারাবদবিচ্ছিন্ন অনুশীলনকে ভক্তিযোগ বলা যায়। ঐ ভক্তির পরিণামের নাম প্রপত্তি। এই প্রপত্তি দুই প্রকার অর্থাৎ আর্ত্তরূপ প্রপত্তি ও দৃপ্তরূপ প্রপত্তি। উত্তম আচার্য্যের উপদেশক্রমে শাস্ত্রাভ্যাসদ্বারা নির্হেতুক ভগবৎ-প্রসাদে যে ভক্তির উৎপত্তি হয়, তাহাকে আর্ত্তরূপ প্রপত্তি কহে। উত্তম আচার্য্যের উপদেশক্রমে সংসারযন্ত্রণা ভীত হইয়া বিপরীত প্রবৃত্তি নিবৃত্তিদ্বারা যে ভক্তির উদয় হয়, তাহাকে দৃপ্ত-প্রপত্তি বলা যায়।

প্রপত্তিদ্বারা ইহা স্বীকৃত হয় যে, ঈশ্বর—প্রভু, জীব—দাস; ঈশ্বর—নিয়ন্তা, জীব—নিয়াম্য, ঈশ্বর—প্রাণ, জীব—দেহ; ঈশ্বর—স্বামী, জীব—সত্তা; ঈশ্বর—ব্যাপক, জীব—ব্যাপ্য; ঈশ্বর—ধারক, জীব—ধার্য্য; ঈশ্বর—রক্ষক, জীব—রক্ষ্য; ঈশ্বর—ভোক্তা, জীব—ভোগ্য; ঈশ্বর—সর্ব্বজ্ঞ, জীব—অজ্ঞ, ঈশ্বর—সর্ব্বশক্তিমান্, জীব—অশক্ত; ঈশ্বর—পূর্ণ, জীব—অপূর্ণ।

ভবরোগ নিবৃত্তির উচিতোপায় প্রদর্শক মহাভাগবত কোন মহাপুরুষকে অবলম্বন করত তাঁহাকে প্রভু বোধ করাকে আচার্য্য অভিমান কহে। নারায়ণদাসকর্ত্তৃক এই সমস্ত উপায় অবলম্বিত হয়। ইহাতে অধিকার ভেদ আছে। জ্ঞানী কর্ম্মী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, ভক্ত জ্ঞানী ও কর্ম্মী এতদুভয় অপেক্ষা উৎকৃষ্ট এবং আচার্য্যাভিমানী প্রপন্ন ঐ সমুদয় অপেক্ষা উচ্চ। কিন্তু সকলেই নারায়ণের দাস। কেবল প্রেমরূপ যে কৃষ্ণদাসত্ব, তাহা এসমুদয় হইতে ভিন্ন, যেহেতু ভাবের চরম অবস্থায় ঐ ভাবের প্রাপ্তি হয়। ঐশ্বর্য্য-প্রেম কদাচ বিমল হইতে পারে না, যেহেতু তটস্থ-বিচারে ঐশ্বর্য্য প্রেমের নির্ম্মলতা দুষ্ট হয় না। যেসকল ব্যক্তি প্রার্থনায় কৃতজ্ঞতা বৃত্তির ব্যবহার করেন, তাঁহারা বস্তুতঃ স্বার্থপর। প্রার্থনায় যদি এরূপ বলা যায়,—"হে ভগবন্! তুমি আমার প্রতি অশেষ কৃপা করিয়াছ, তুমি আমার শৈশব অবস্থায় আমার রক্ষার্থ জননীর স্তনে দুগ্ধ সঞ্চার করিয়াছ, তুমি আমাদের কল্যাণ করিবার অভিপ্রায়ে বৃত্তিসকল ও তাহাদের বিষয়সকল ব্যবস্থা করিয়াছ, তুমি এই জগতে অনেক প্রকার মঙ্গল বিধান করিয়াছ এবং আমার জন্য অনন্ত সুখ রাখিয়াছ। তুমি অনন্ত জ্ঞান-সত্য স্বরূপ ও সর্ব্বশক্তিমান্। তাহা হইলে এরূপ বুঝা যায় যে, ভগবান্ যদি এই সমস্ত না করিতেন ও তিনি যদি এতদূর ঐশ্বর্য্যবান্ না হইতেন, তাহা হইলে তিনি আমাদের উপাস্য হইতেন না। এই প্রকার প্রার্থনা কতদূর দূষণীয় তাহা ভাষায় ব্যক্ত করা যায় না। কৃষ্ণদাসেরাও যদিও এ সমুদয় বিষয় অবগত আছেন, তথাপি ঐ সমুদয় বৃত্তি অর্থাৎ বিষয়, কৃতজ্ঞতা, ভয় প্রভৃতি বৃত্তিদ্বারা কদাচ চালিত হন না। তাঁহারা কেবল পরমেশ্বরের মাধুর্য্যেই স্বভাবোত্তম প্রেমকে নিয়োগ করেন। ঐশ্বর্য্য ও কৃপা কৃষ্ণমূর্ত্তিতে থাকিলেও তন্মূর্ত্তি মাধুর্য্যালোকে গুপ্ত হইয়া আছে।

যদিও কৃষ্ণ ইচ্ছা করিলেই অগণ্য কোটি গোপবালক ও গাভীগণ সৃষ্ট হয়, তথাপি ঐ শক্তি বংশীর নিকট কিছুমাত্র নহে। যদিও কৃষ্ণ ইচ্ছা করিবামাত্র অবলীলাক্রমে বকাসুররূপী পাপ বিনষ্ট হইয়া যায় তথাপি গোচারকবেশের উৎকৃষ্টতা ঐ শক্তি অপেক্ষা মহত্তর আকর্ষণীয়। যদিও অনুতাপকারী ঐশ্বর্য্যভক্ত ব্রহ্মা ও ঐশ্বর্য্যভোক্তা ইন্দ্র শ্রীকৃষ্ণের পাদপীঠে স্বীয় স্বীয় রত্নমুকুটকে প্রণিপাত করত অপূর্ব্ব শব্দের প্রকাশ করে, তথাপি গোপীদত্ত নূপুরের নিকট ঐ ঐশ্বর্য্যের মাহাত্ম্য কি? মাধুর্য্যানন্দের নিকট ঐশ্বর্য্যানন্দের কিছুমাত্র প্রভুত্ব নাই। অতএব দেবতাগণ কহিলেন, হে ভগবন্! যদিও কৃষ্ণবপু সর্ব্বোৎকৃষ্ট—তথাপি নারায়ণবপু ব্রহ্ম অপেক্ষা উৎকৃষ্ট, যেহেতু ব্রহ্ম ক্লীব নীরস নিষ্ফল-স্বরূপ। অরসজ্ঞ কাকই কেবল উহার চোষণকর্ত্তা, যেহেতু উহাতে প্রেম নাই। শুষ্ক জ্ঞানের দ্বারা শান্তপদপ্রাপ্ত পুরুষেরা উহার সেবা করেন। কিন্তু পরব্রহ্ম যে নারায়ণরূপী আপনি, আপনাতে দাস্যরূপ একটি আনন্দময় রস আছে। এই নারায়ণ রূপ আম্রমুকুলবৎ আকর্ষক, রসিক কোকিল ঐ মুকুলের আস্বাদন করিয়া দাস্যরস লাভ করেন। যিনি কাকত্ব পরিত্যাগ করিয়া কোকিলত্ব গ্রহণ করিতে সমর্থ হন তিনি অনন্ত উন্নতির সোপানে আরূঢ় হইয়া থাকেন। তিনি কেবল মুকুলেই আবদ্ধ থাকেন না; পরে ঐ মুকুল ফলরূপ হইলে উহার মধুর রসকেও আস্বাদন করিতে পান। অতএব নারায়ণদাসেরাও ধন্য, যেহেতু তাঁহারা ব্রহ্মজ্ঞান হইতে মুক্ত হইয়াছে।

শ্লোকে যে "শ্রয়তে" শব্দ আছে, তাহাতে অদূরদর্শী ব্যক্তিগণ বোধ করিতে পারেন, ভগবানের বিশুদ্ধসত্ত্ব রূপও নিত্য নহে; এই আশঙ্কা অকর্ম্মণ্য। ভগবানের অপ্রাকৃত কৃষ্ণমূর্ত্তি অনাদি ও অনন্ত, যেহেতু ইহা সচ্চিদানন্দ ব্যতীত আর কিছুই নহে। সচ্চিদানন্দ-মূর্ত্তিকে ভগবান্ যে কোনকালে গ্রহণ করেন ও কোন কালে পরিত্যাগ করেন এরূপ বিচার করা যাইতে পারে না যেহেতু ভগবান্ আপনাকে আপনি কিরূপে ধ্বংস করিবেন; সচ্চিদানন্দ কলেবর নিত্য এবং প্রাকৃত সমুদয় অবস্থা হইতে বিলক্ষণ। সমুদয় ঐশ্বর্য্যরহিত হইলেও ভগবানের অস্তিত্ব রহিত হয় না। এই জন্য প্রলয়াবসানে গোলোক বৃন্দাবনের অস্তিত্ব স্বীকার করা যায়; যেহেতু অপ্রাকৃত তত্ত্বের নিত্যতা স্বীকৃত হইয়াছে। কিন্তু পরব্যোমধাম ঐ অচিন্ত্য অপ্রাকৃত ধামের পরিণাম অতএব উহার পর্য্যবসান গোলোকধামেই সম্ভবে। অতি মহাপ্রলয় যদি কখনও ভগবানের ইচ্ছা হয়, তবে এই অসৎ ব্রহ্মাণ্ড সমুদয় ও সৎস্বরূপ পরব্যোমধাম লুপ্ত হইয়া এক অপ্রাকৃত পরম তত্ত্ব অবশিষ্ট থাকিবে। চতুঃশ্লোকীই ইহার প্রমাণ। মহাপ্রলয়েও পরব্যোমধামের পরিণাম সম্ভবে না। অতএব পরব্যোমধামকে শ্লোকে স্থিতি শব্দে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে এবং উহাতে যে নারায়ণমূর্ত্তি তাহাতে শ্রয়তে শব্দের উদ্দেশ্য স্বীকার করিতে হইবে। সমস্ত বেদকর্ত্তা ব্রহ্মা ও আগমতন্ত্রাদির বক্তা মহাদেব যে ভগবানের অপ্রাকৃত দেহকে অনিত্য কহিবেন, ইহা কে স্বীকার করিবে?

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতা

'বেদান্তের তত্ত্ব ও প্রস্থান' সম্বন্ধে ইংরেজী ভাষায় বক্তৃতা প্রদানের পর শ্রীল প্রভুপাদ সাধারণের আর্ত্তি অবগত হইয়া বাঙ্গালা ভাষায় উক্ত দিবস (২৭শে আগষ্ট ১৯৩৩) শ্রীগৌড়ীয়মঠে যে সারগর্ভ বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন, তাহার যতটুকু লেখনী-সাহায্যে সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি, তাহার মর্ম্ম নিম্নে প্রকাশিত হইতেছে। অনেক কথাই অনুসরণ করিতে পারি নাই। তাই পাঠকগণকে সেই সকল কথা প্রদান করিতে অসমর্থ হইয়া ক্ষমা ভিক্ষা করিতেছি।

শ্রীচৈতন্যদেবের বেদান্তের যে বিচার ব'লেছেন, আজ সেই কথাই বলা হ'চ্ছে। ভগবান্ পুরুষোত্তম পদার্থ, তাঁকে নির্বিশেষ বলা উচিত নয়। চক্ষু দ্বারা রূপ দর্শন, নাসিকাদ্বারা ঘ্রাণ গ্রহণ, কর্ণদ্বারা শব্দ শ্রবণ করিয়া আমরা আমাদের ঐ সমস্ত ইন্দ্রিয় দ্বারা এই জগতের বিষয় গ্রহণ ক'রে থাকি। গ্রীক দেশের বিচার এক রকম, আবার চীন দেশের বিচার অন্য প্রকার। কেহ বা অগ্নিকে, কেহ বা সূর্য্যকে সেব্য-বস্তু ব'লে বিচার করেছেন, আবার কেহ কেহ ভগবানে মানবের কোন কথা আরোপ করা উচিত নয়, ব'লেছেন।

শ্রীমদ্ভাগবত 'অধোক্ষজ' ব'লে একটা কথা ব'লেছেন। ভগবান্ যিনি, তিনি আমাদের অক্ষজ জ্ঞানকে অতিক্রম ক'রে অবস্থান ক'রছেন। তিনি যদি আমার ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হন, তা'হ'লে তিনি আমার সেব্য না হ'য়ে আমার ভোগ্য হ'য়ে গেলেন, তিনি তা'হ'লে আমার সেবা ক'রবেন। জগতের বস্তুমাত্রেই আমার সেবা করুক, অর্থাৎ আমার ইন্দ্রিয় চরিতার্থ করুক, এই-টাই জগদ্বাসী চাচ্ছে।

আমরা দেবতাদিগের উপাসনা করি কেন? তাঁদের সেবা বা তাঁদের সুখ বিধান করবার জন্যে কি? না, তাঁরা আমাদের সেবা করবে, আমাদের খিদ্‌মদ্‌গিরি বা নকুরী করবে বলে? মার্কণ্ডেয় পুরাণে 'বরং দেহি, ধনং দেহি' প্রভৃতি প্রার্থনা দেখ্‌তে পাই। আমরা সকলে দেবতাদের দিয়ে নিজেদের সুখটা পাইয়ে নিতে চাই, তাঁদের সুখবিধান করাটা আমাদের উদ্দেশ্য নয়। কিন্তু তা'তে কি হচ্ছে? আমরা চিরকাল থাকবো না বটে, কিন্তু আমাদের চেষ্টাটা হচ্ছে, বাদবাকী লোকের চামড়া তুলে নিয়ে আমাদের জুতো তৈরী ক'রে আমরা সুখী হ'ব। আমাদের ইন্দ্রিয়ের সুবিধার জন্যে কেবল চেষ্টা হচ্ছে।

জৈমিনীর দর্শনে নানা দেবদেবীর পূজার কথা আছে; ইহকালে ও পরকালে ইন্দ্রিয় তৃপ্তির ব্যবস্থা আছে। একজন যদি আর একজনের ইন্দ্রিয়তৃপ্তি করতে না পারে, তা'হলে অপর ব্যক্তি পূর্ব্বোক্ত ব্যক্তির নিকট যায় না। ইন্দ্রিয়তৃপ্তির জন্য ব্যস্ত হচ্ছি বটে, কিন্তু যাঁ'র কাছ থেকে ইন্দ্রিয় গুলো পেয়েছি, তাঁর কথাটা একবারও ভাবি না। ইন্দ্র এবং বায়ুরও একদিন অহঙ্কার হ'য়েছিল। তাঁ'রা মনে করে ছিলেন যে, তাঁ'রাও স্বতন্ত্র শক্তিমান্। মূল বস্তু যাঁ'র কাছ থেকে ঐ শক্তি পেয়েছেন, তাঁ'র কথাটা ভুলে গিয়ে ঐ রূপ অবস্থাটা হ'য়েছিল। তাই ভগবান্ এক গাছি তৃণকে বায়ুকে দিয়ে না উড়িয়ে দিয়ে ব'লে তাঁদের শক্তির পরীক্ষা ক'রেছিলেন, কিন্তু ইন্দ্রাদি তাঁ'দের সমস্ত শক্তি প্রয়োগ ক'রেছিলেন। তাতে ইন্দ্রদেব বা পবনদেব ঐ তৃণটিকে পুড়িয়ে দিতে বা উড়িয়ে দিতে পারেন নি। মূল আধার থেকে যদি শক্তি না আসে, তবে সব ফাঁকা। যেমন দেখুন, মূল আকর থেকে বিজলী আসছে, তাই এই আলো জ্বলছে, পাখা চলছে, কিন্তু মূলে উহা বন্ধ হইলেই সব ফাঁকা। তাই মূল বস্তুর যদি ইন্দ্রিয়তৃপ্তি করি, তবে সঙ্গে সঙ্গে সকলের ইন্দ্রিয় তৃপ্তি হ'বে।

নানান্ দেশের মতবাদ মীমাংসা করা আবশ্যক। আর সেই সব মীমাংসাদ্বারা মানবজাতির উপকার করা দরকার, তাতে আমাদেরও স্বার্থপরতা আছে। অশোক রাজার সময় পশুদিগের রক্ষণাবেক্ষণের চেষ্টা হ'য়েছিল—প্রাণীদিগের প্রতি দয়া করবার চেষ্টা হয়েছিল। মানুষের রক্ত খাইয়ে ছাড়পোকা পোষাবারও ব্যবস্থা দেখ্‌তে পাওয়া যায়; কিন্তু ঐ সব ব্যাপারের মধ্যে মনুষ্যজাতির স্বার্থপরতা প্রচ্ছন্নভাবে লুকানো আছে। জন্তুর মাংস দিয়ে মানুষের শরীর পুষ্ট করবারও ব্যবস্থা আছে, কিন্তু কোন্ শক্তিবশে আমরা কার্য্য করি, তাহার কোন ধার ধারি না—"যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে" ইত্যাদির কোন চিন্তা আমাদের নাই।

সকলেরই চেষ্টা কেবল সুখান্বেষণ; কিন্তু ইহাতে খুব যথেচ্ছাচারিতা আছে। কিন্তু আমাদের সব সুবিধা হ'য়ে যা'বে যখন আমাদের আলোচ্য হবে—"আম্নায়ঃ প্রাহ তত্ত্বং হরিমিহ পরমং সর্ব্বশক্তিং রসাব্ধিং তদ্ভিন্নাংশাংশ্চ জীবান্ প্রকৃতি-কবলিতান্ তদ্বিমুক্তাংশ্চ ভাবাৎ। ভেদাভেদ-প্রকাশং সকলমপি হরেঃ সাধনং শুদ্ধভক্তিং সাধ্যং তৎপ্রীতিমেবেত্যুপদিশতি জনান্ গৌরচন্দ্রঃ স্বয়ং সঃ। সেই বস্তুটী পরিপূর্ণ, তাঁ থেকে আমরা সমস্ত শক্তি লাভ ক'রেছি। সাকারবাদ বা নিরাকারবাদ একই জিনিষ। সাকার নিরাকারবাদের বস্তু যদি তিনি হন, তবে তিনি আমাদের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য প্রকারান্তরে আমাদের ভোগ্য বস্তুর সামিল হ'য়ে যান। তিনি মূল বস্তু, আমি তাঁর অংশ এই বিচার হ'লে তাঁর সেবা করা যাক্ এই রকম বিচার এসে যায়।

ইন্দ্রিয়গুলো সর্ব্বদাই ভোগপ্রবণ, অন্য লোকের কাছ থেকে ভোগ্‌টা নেবার জন্যে যায়। যিনি আমাদের ভোগ করবার বাসনাটা হরণ করতে পারেন তিনিই হচ্ছেন 'হরি'। আমাদের এই ভোগ-বাসনাটাই অনর্থ, এই অনর্থটা যাবে কিসে? এই অনর্থ বা অমঙ্গলের হস্ত থেকে কিসে ছুটি পাওয়া যায়? ভাগবত ইহার উত্তর দিয়েছেন, 'অবিস্মৃতিঃ কৃষ্ণপদারবিন্দয়োঃ ক্ষিণোত্যভদ্রাণি চ শং তনোতি। সত্ত্বস্য শুদ্ধিং পরমাত্মভক্তিং জ্ঞানঞ্চ বিজ্ঞান-বিরাগ যুক্তম্॥" ভগবান্ কৃষ্ণের স্মৃতি যদি হয়, তবে অমঙ্গলের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়, নচেৎ নহে।

কিন্তু কোন কৃষ্ণের স্মৃতি দরকার? কৃষ্ণ-বস্তুটা ঐতিহাসিক নায়ক-বিশেষ, এ রকম বিচার এলে মঙ্গল হ'বে না। বঙ্কিম বাবুর 'কৃষ্ণ চরিত্র' পড়ে কৃষ্ণকে নায়ক মনে করলে মঙ্গল হ'বে না। অতীত দেশ দেখে তা'র বিচার করতে গেলে আংশিক বিচার এসে যাবে। ঐ রকম চিন্তাস্রোতের মধ্য থেকে পূর্ণতত্ত্বের বিচারে আসতে হ'বে। সেই আকরবস্তুটী হচ্ছেন অখিলরসামৃতমূর্ত্তি; তাঁ'তে পাঁচ প্রকার সম্বন্ধ আছে—শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর। আংশিকভাব অপনোদন করবার জন্য হরিই একমাত্র আরাধ্য বস্তু। যাঁ'তে সর্ব্বপ্রকার রসই লাভ হতে পারে, তাঁ'তে সব রকমের রসই আছে।

'রসের' সংজ্ঞাটা কি?
ব্যতীত্য ভাবনাবর্ত্ম যশ্চমৎকারভারভূঃ।
হৃদি সত্ত্বোজ্জ্বলে বাঢ়ং স্বদতে স রসো মতঃ॥"

সমস্ত মনোধর্ম্মকে অতিক্রম ক'রে যেটা নির্ম্মল চিত্তে আস্বাদিত হ'তে পারে, বহির্জ্জগতের কোন চিন্তাস্রোত এসে বাধা দিতে না পারে সেই নির্ম্মল চিত্তটা এ রকম ইন্দ্রিয় নয়। সেই বস্তুটী আবার 'সর্ব্বশক্তিবিশিষ্ট' ও রসাব্ধি। কাব্য-রস প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আংশিক রস, গরুর ক্ষুরের পরিমিত জলগুলি। সমস্ত রসটা সেইখানে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছে।

"তদ্ভিন্নাংশাংশ্চ জীবান্"—তাহা হ'তে আমরা ভিন্ন হ'য়ে পড়েছি। যদি তাঁ'কে জাগতিক ব্যাপারের মধ্যে এনে ফেলি, তাহ'লে তাঁকে আমাদের সেবক ক'রে ফেলা হ'য়ে যায়। আমরা ক্ষুদ্র জীব যদি বড় হ'বার চেষ্টা করি, বৃহৎ বস্তুর সমকক্ষ হ'তে চেষ্টা করি, তা হ'লে গোলকের (বঙ্গের) মত ফেটে যাবার চেষ্টা করা হয় মাত্র। অভেদবাদীর বিচার তাঁর সঙ্গে মিশে যাব। এ রকম বিচারে অসুবিধার মধ্যে পড়তে হয়। ঘটাকাশ মহাকাশের বিচারে ঘটটা ভেঙ্গে দিয়ে ঘটাকাশ মহাকাশে মিশে, এ রকম বিচার থেকে অবসর পাবার দরকার হয়েছে।

একটা উদাহরণ দেই; সূর্য্যের উজ্জ্বল পরিধি রশ্মি,ছায়া বা ছায়াভাস—এসব সূর্য্য না থাকলে কিছুই থাকে না। একটা রশ্মিকে যদি জিজ্ঞাসা করা যায়, 'তুমি কি সূর্য্য'সে বল্‌বে 'না'। সূর্য্য না থাকলে ঐগুলো থাকে না। চৈতন্যদেবের বিচারে সেই বস্তুর সঙ্গে জীবের ভেদও বটে অভেদও বটে। জীবের মধ্যেও আবার তারতম্য আছে, কেহ উন্মুখ, কেহ বিমুখ, কেউ পরোপকারী হ'য়েছে, কেউ হয়নি। এখন আমাদের যে সব কাজ পড়ে গিয়েছে, তা'তে মানুষের বুদ্ধির প্রশংসা করতে পারা যায় না। মানুষ কখন Zoomorphic কখনও phytomorphic হচ্ছে, সেটা ভুলে যাচ্ছে।

আমি যদি শ্রীবিগ্রহ দেখ্‌ছি বলি, তাহ'লে শ্রীবিগ্রহ দেখা হয় না। আমি তাঁ'কে দেখ্‌ছি যখন বলি, তখন তিনি আমার সেবক হ'য়ে যান্। শ্রীবিগ্রহ আমাকে দর্শন করবেন, এই বুদ্ধিতে তাঁ'র কাছে আমার আসা দরকার; এ রকম বিচারে ভগবানের কাছে যাওয়া যায়। জীবের মধ্যে কেউ বদ্ধ, কেউ মুক্ত; মুক্ত যাঁরা, তাঁরা ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ২৪ ঘণ্টা ভগবানের সেবা করেন।

অভেদ প্রকাশ কি? এতে দরিদ্র নারায়ণ বলে একটা কথা এসে পড়েছে। দরিদ্রতাকে নারায়ণ বলা, বা নারায়ণ বস্তুতে দরিদ্রতা আরোপ করা খুবই পাষণ্ডতা। বৈকুণ্ঠ-জগৎ সম্বন্ধে ইহজগতের কোন আরোপবাদ ক'রতে হ'বে না সেখানে সকল বিচিত্রতা আছে, এখানে তার বিকৃত প্রকাশটা দেখা যাচ্ছে।

'সাধন—শুদ্ধভক্তি"। শরণাগতির ভাবটা আমাদের নিতে হ'বে। সেবা-প্রবৃত্তি হ'তে নির্ম্মলা ভক্তির উদয়; 'অতঃ শ্রীকৃষ্ণনামাদি ন ভবেদ্ গ্রাহ্যমিন্দ্রিয়ৈঃ। সেবোন্মুখে হি জিহ্বাদৌ স্বয়মেব স্ফুরত্যদঃ॥' কৃষ্ণবস্তুটী পূর্ণতার জ্ঞাপক, ব্রহ্ম বস্তুটী যদি ঐ রকম হয়, তাতে কোন বাধা নাই।

'প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা হরিসম্বন্ধি-বস্তুনঃ'। সমস্ত বস্তুর সহিত ভগবানের সম্বন্ধ নিরূপণ (trace) করা উচিত। পুষ্প বাসের সেবায় লাগ্‌তে পারে, তা'র উচ্ছিষ্ট বোধে গ্রহণ করা যেতে পারে, আবার নিজের ভোগেও লাগ্‌তে পারে। ভগবদ-অনুরাগক্রমে ইতর বস্তুতে বিরাগ উপস্থিত হ'তে পারে, নচেৎ হয় না। সমস্ত অর্থই ভগবানের কার্য্যে নিযুক্ত করা দরকার। প্রত্যেক বস্তুর সম্বন্ধটা জানতে হ'বে। আমাদের ঠিক গৃহপালিত পশুর মত থাকতে হ'বে; তিনি যদি খাওয়ান, তবে খাবো, নইলে নয়।

ব্রাহ্মী, খরোষ্ঠী প্রভৃতি ভাষায় শব্দের উদ্দিষ্ট বিষয় আমরা বুঝে নিতে পারি, কিন্তু 'কৃষ্ণ' শব্দটি সেরূপ নয়। তাঁ'কে নিজ চেষ্টায় বুঝে নেবার চেষ্টা না করে, সেবোন্মুখ হ'য়ে তাঁ'র কাছে অগ্রসর হ'তে হ'বে। আমরা প্রভু, আমরা সেবকভাবে (Twist করবো) তাঁ'কে আকার দেবো, তিনি সেই রকম হবেন এ ভাবে আমাদের সুবিধা হ'বে না। 'তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন' বিচার গ্রহণ ক'রতে হ'বে, কৃষ্ণের অনুশীলন করতে হবে। ইতর বস্তুর অনুশীলন করলে চলবে না। মহাপ্রভুর মতে সমস্ত জিনিসটা তাঁ'তে নিবদ্ধ করতে হ'বে। ভগবান অচেতন পদার্থ নন, তাঁ'কে ডাকলে পরে সব সুবিধা হ'য়ে যা'বে। তিনি যদি নায়ক মাত্র হন, তাহ'লে তাঁকে ডাকলে কি সুবিধা হ'বে? অতএব শুদ্ধভক্তিই একমাত্র পথ। ব্রহ্ম বস্তুর যদি আংশিক, খণ্ডিত রূপ গ্রহণ করা হয় তাহ'লে মঙ্গল হবে না। ঐ রকম বস্তুর 'প্রীতিমেব চ' অর্থাৎ তার যদি ইন্দ্রিয় চরিতার্থ করি, তার কথাটা চরিতার্থ করি, তা হ'লে মঙ্গল হবে। ঐ ব্যাপারটাই বেদান্তের বিচার্য্য বিষয় এবং মহাপ্রভুর সিদ্ধান্ত ঐ। চৈতন্যদেবকে যদি ৪০০ বৎসরের পূর্ব্বের একটা মানুষ ব'লে মনে করি, তা'হ'লে বিপদ হ'বে।

কালকাতা বাজার দর

লৌহ হার্ডওয়্যার

২৫শে আগষ্ট ১৯৩৩

টার তৈয়ারী— প্রতি হন্দর।
লাহার কড়ি (জয়েষ্ট বা বীম)
ার্কা ৫।০—৫।৵০
বে-মার্কা হালকা ওজন ৪।৵০ ৪॥/০
রগা (টী-আয়রণ) ৬৵০—৬॥০
জেল আয়রণ (কোনা) ৫৸৵০—৬।৵০
গ্যাল-ভানাইজড করগেট টীন—
২ গেজ ৬ হইতে ১০ ফুট ১১॥০
৪ গেজ ,, ,, ১১৸০
৬ গেজ ,, ,, ১২॥০
৪ গেজ আর, পি, ডি, মার্কা ১২৸০
৮ গেজ গাঃ প্লেন শীট— ১১।৵০
৬ গেজ ,, ,, ১২॥০
৮ গেজ ও ৩০ গেজ ঐ— ১৩৲—১৬৲
গান ঘেরা কাঁটাতার ১০০
উণ্ড বাঃ ৮৸০
ল পাটী ৬৲—৬৵
গোলটু (গোল) ৬৲—৬।০
গরাদে (চৌকা) ৫৸৵০ ৬৲
গোল বড় ৵০—।৵০ সূতা ৪৸৵—৫॥৵
, টানা বড়
চৌকা ৵০—।৵০ ঐ ৫।/০—৫॥৵০
, বাণ্ডল তার ৭৲—৭৸০
, প্লেট—তিন সুতা মোটা
দাম ৭৲—৭।০
, চাদর ৩-১৬ খানা বাণ্ডিল ৯॥৵—১০৲
ঃ ষ্টীল ৮।০—৯৲
াফ রাউণ্ড ৫৸০—৬৲
হারের পেরেক ১—৬ ইঞ্চি ৯।০—৯৸০
প্যাটেণ্ট পেরেক ২—৮ ইঞ্চি ১২॥০—১৫॥০
লাই কড়া ১ হইতে ১০ নং ২॥০ সাট
কাদাল ৪, ৫, ৬, ৭৸৵০ ৮৸৵০ ৯৸৵০ ডঃ
পাউণ্ড ৬৲ দেঃ বিঃ ৬।৵০ ,,
াাঃ প্লেন বালতি ৭—১২ ইঞ্চি ১।৵—৬।৵
ঐ রিভিট ,, ৭—১২ ইঞ্চি ২৲—৭৲ ,,
লাহার চেয়ার রডের গোল ও
চৌকা ৮॥০— ,,
চালের লোহার সিট ১৫৲ ,,
নেস্তা (কাঠের সিট) ১৮৲ ,,
লাহার স্ক্রুপ ॥—৩ ইঞ্চ /১০—॥৵০ গ্রোস
ঐ কব্জা ১৩ নং
-৪ ইঞ্চি ।১০—৸৵১০ পেঃ ডজন
াঃ তার ১৬—২২ নং
গেজ) ১২৲—১৩৲ হন্দর
াাঃ রিজিং (মটকা)
১২ ইঞ্চি ।৵৫ ॥৵০ পীস
াাঃ গাটারিং বা ডোঙ্গা
ইঞ্চি ॥০—৸৵০ ,,
াাঃ স্ক্রুপ ১॥০—২॥০ ইঞ্চি ২৩৲—২৯৲ হন্দর
গ্যাঃ ওয়াসার চাকি ১১॥০—১৬৲ ,,
গ্যাঃ বোল্ট-নাট ৸—৩ ইঞ্চি
॥৵১০—১৵০ গ্রোস
ঢালাই রেলিং ৩॥০—৪॥০ হন্দর
ঐ রেন ওয়াটার পাইপ
৩ ইঞ্চি ৵১০ ও ৪ ইঞ্চি ।১০ ফুট
টিউব ওয়েলের জন্য গ্যাঃ
পাইপ১॥ ইঞ্চি ।৵৫ ফুট
পাম্প ৪নং ১২॥০ ৫নং ১৪৲ ৬নং ১৬৲
৬০—৮০ বাটখারা ৵১৫ সাট ২।০—২॥০ মণ

সন্তোষকুমার মল্লিক এণ্ড সন্স লিঃ
লৌহ ও হাডওয়ার বিক্রেতা।
মীরবহর ঘাট লোহাপটী, বড়বাজার.
টেলি—"**লোহার মালিক**" কলিকাতা

কেরোসিন

স্নোক্রেক প্রত্যেক বাক্স (২ টিন) ৯৲৬
সূর্য্য মার্কা ,, ৬॥০
ভিক্টোরিয়া ,, ৬৲

সোণার দর

পাকা সোণা ৩০৸৵
বড়াল ৩০৸
চিনা পাত ৩১।০

রূপার দর

রূপা প্রতি ১০০ ভরি ৫৫৵০
ঐ খুচরা ৫৵০

কোম্পানীর কাগজ

৩॥০ সুদের কাগজ ৮১৶
৩॥০ নূতন ঋণ (১৯৪৭-৫০) ৯১।০
৪৲ ,, ঋণ (১৯৬০-৭০) ৯৭৲
৫৲ ,, বণ্ড (১৯৩৫ ১০৪॥/০

ডিবেঞ্চার

৫৲ সুদের (১৯৫৬-৮৬) কলিকাতা পোর্ট-
ট্রাষ্ট ডিবে :— ১০২॥৵০

ব্যাঙ্ক

ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক (কর্ন ট্রি) ২৯৪॥০
সেণ্ট্রাল ঐ ২২৲

কাপড় ও সূতার কল

এলগিন মিল ৪৫৲

পাট কল

হাওড়া ৫০৲
অকল্যাণ্ড ১৯৫৲
বালী ১৬২৲
বরানগর ১৫০৲
কেবজ ৩৭০৲
ভয়ট ২৪৩৲
ক্লাইভ ২৮।০
ডালহাউসী ৪০৮॥০
ডেল্টা ৪০৫৲

কৃষ্ণনগর নবদ্বীপঘাট রেলওয়ে সময়

কৃষ্ণনগর হইতে নবদ্বীপঘাট

কৃষ্ণনগর সিটি —	৬-৪৫	১০-৪৪	১৩-২২	১৭-৩৮	২০-১৬
কৃষ্ণনগর রোড —	৬-৫৬	১০-৫৫	১৩-৩৩	১৭-৪৭	২০-২৫
আমঘাটা —	৭-১৫	১১-১৩	১৩-৫১	১-৩	২০-৪১
মহেশগঞ্জ —	৭-২৪	১১-২১	১৪-০	১৮-৯	২০-৪৭
নবদ্বীপঘাট —	৭-৩৩	১১-৩০	১৪-৯	১৮-১৬	২০-৫৫

বিশেষ দ্রষ্টব্য—নবদ্বীপঘাট ষ্টেশন অপেক্ষা মহেশগঞ্জ ষ্টেশন হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরের দূরত্ব অনেক কম। শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে যাঁহাদিগকে রাণাঘাটে ট্রেণ বদল করিতে হয়, তাঁহারা রাণাঘাটে প্রাতঃ ৫-৫০, ৯ ৪১, ১৬-৪৮, ১৮-৪২ এবং ০-১২ মিনিটের সময় গাড়ী পাইবেন।

শান্তিপুর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে ৫-৪০, ৯-২৯, ১২-২৫, ১৬-০ এবং ১৮-৪১ মিনিটের সময় ট্রেণ পাওয়া যায়।

নবদ্বীপঘাট হইতে কৃষ্ণনগর

নবদ্বীপ ঘাট—	৫-৩৫	৯-২৫	১২-১০	১৫-৩৪	১৬-৪৫
মহেশগঞ্জ—	৫-৪১	৯-৩১	১২-১৯	১৫-৪১	[illegible]
আমঘাটা —	৫-৪৯	৯-৫৯	১২-২৬	১৫-৪৮	[illegible]
কৃষ্ণনগর রোড-	৬-৫	৯ ৫৫	১২-৪৩	১৬ ৪	[illegible]
কৃষ্ণনগর সিটি -	৬-১৭	১০-৭	১২-৫১	১৬-১২	১৯-৩৫

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস হইতে—ডাঃ কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম ভক্তিশাস্ত্রী, এল. এম. এফ কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

ফরাসীর আত্মরক্ষার ব্যবস্থা

মিঃ দালাদিয়ার ফ্রান্সের পূর্ব্ব সীমান্তের দুর্গাদি পরিদর্শনার্থ বহির্গত হইয়া প্রথম দিনের পরিদর্শনের পর আলসেস লোরেনের একটি গ্রামে এক বক্তৃতা করিয়াছেন।

তিনি বলেন, "ফরাসীর অপরের প্রতি প্রভুত্ব বিস্তারের কোনও ইচ্ছা নাই বরং সে শান্তিকামী। তবে দেশের নিরাপত্তা রক্ষা করে আমরা কৃতসঙ্কল্প সেদিনকার পরিদর্শনের পর আমি সম্পূর্ণরূপে আশ্বস্ত হইয়াছি এবং প্রকাশ্যভাবে ঘোষণা করিতেছি যে, আমাদের এই পুনঃপ্রাপ্ত প্রদেশটি (আলসেস্ লোরেণ) আর আমাদের হস্তচ্যুত হইবে না।"

চারি বৎসর পূর্ব্বে ফরাসীর পূর্ব্বসীমান্তে চারি বৎসরকালের মধ্যে দুর্গ নির্ম্মাণ সম্পূর্ণ করার জন্য সাড়ে তিন মিলিয়ার্ড ফ্র্যাঙ্ক (সাড়ে তিনশত কোটী) বরাদ্দ হইয়াছিল। এইবার দুর্গ নির্ম্মাণ কার্য্য সমাপ্ত হইয়াছে

মীরাট বন্দিগণের মুক্তি চাই

ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস, শ্রমিকদল এবং পার্লামেন্টারী শ্রমিকদলের সদস্য লইয়া গঠিত ন্যাশনেল কাউন্সিল স্থির করিয়াছেন,—মীরাট মামলার আপীলের রায় প্রকাশিত হইবার পর যে অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে, তৎসম্পর্কে আলোচনা করিবার জন্য ভারত সচিব স্যার স্যামুয়েল হোরকে অনুরোধ করা হইবে, তিনি যেন একটা ডেপুটেশন গ্রহণ করেন।

ন্যাশনেল কাউন্সিলের পক্ষ হইতে প্রচারিত বিবৃতি পাঠে জানা যায়, ডেপুটেশন এই দাবী করিবেন যে, আপীলে মুক্তি প্রাপ্ত ব্যক্তিগণকে যথোচিত ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হউক এবং আপীলে যাহাদের যাহাদের দণ্ড হ্রাস হইয়াছে তাহাদিগকে অবিলম্বে মুক্তিদান করা হউক।

কাউন্সিলের পক্ষ হইতে আরও স্থির করা হইয়াছে যে, বোম্বাইয়ে মীরাট বন্দীদের সাহায্যের জন্য যে কমিটি গঠিত হইয়াছে, সেই কমিটিকে ৫০ পাউণ্ড অর্থ সাহায্য করা হইবে।

অষ্ট্রিয়ার সৈন্য সংখ্যা বৃদ্ধি। বিশেষ রাজদূতের রোমে আগমন

ফ্রান্স ও বেলজিয়ামের সীমান্তে দুর্গাদি নির্ম্মাণে প্রতিপন্ন হয় যে ইউরোপ এক "সশস্ত্র শিবিরে" পরিণত হইতেছে। ভিয়েনা হইতে মিঃ ডলফাসের বার্ত্তা বহন করিয়া এখানে প্রিন্স ভন ষ্টারেমবার্গ এবং হার রাইফেলের আগমন হওয়ায় রণসজ্জার আন্দোলন আর এক ধাপ অগ্রসর হইয়াছে। অষ্ট্রিয়ার হাইমওয়ার (সৈন্য বাহিনী) ফ্যাসিষ্ট আদর্শ অনুসারে পুনর্গঠন করার আলোচনা করিবার জন্যই বিশেষ রাজদূত এখানে আসিয়াছেন। হাইমওয়ার বাহিনী তো শক্তিশালী করা হইবেই তাহা ছাড়া অষ্ট্রিয়ার সঙ্কল্প এই যে, সন্ধিসর্ত্ত অনুসারে তাহাদের যে ত্রিশ হাজার সৈন্য রাখিবার অধিকার আছে, তাহা কার্য্যতঃ প্রয়োগ করিবেন।

ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

২০শে ভাদ্র মঙ্গলবার, ১৩৪০

বড়লাট বলেন,—ভারতের সাধারণ অবস্থা এখন অনেকটা সন্তোষজনক। বহু দিনের মধ্যে এরূপ সন্তোষজনক অবস্থা পরিদৃষ্ট হয় নাই। ফলে আমি দেখিতেছি যে, আর বিতর্কমূলক অতি অল্প বিষয়ই ব্যবস্থাপক সভায় আপনাদের নিকট উপস্থিত করিবার আছে।

পররাষ্ট্র সংক্রান্ত ব্যাপারের কথা উল্লেখ করিয়া বড়লাট বলেন,—চীনের সিংকিয়াং প্রদেশে বিদ্রোহের ফলে কয়েকজন বৃটিশ প্রজা নিহত হইয়াছে এবং কিছু ধনসম্পত্তি লুণ্ঠিত হইয়াছে। তবে কাসগড়ে বৃটিশ গবর্ণমেন্টের প্রতিনিধির উপস্থিতিতে বৃটিশ ভারতীয় প্রজার বিপদের আশঙ্কা অনেকটা হ্রাস পাইয়াছে। যাহারা অপরাধ করিয়াছে, তাহাদের গ্রেপ্তার এবং সমুচিত দণ্ডবিধানের জন্য আমি সর্ব্বপ্রকারে চেষ্টা করিতেছি।

বহুদিন ধরিয়া খুরাম সীমান্তে আফগান ও বৃটিশ ভারতীয় উপজাতির মধ্যে যে বিরোধ চলিতেছিল, তাহার সন্তোষজনক মীমাংসা হইয়াছে। সীমান্তের অবস্থা সম্পর্কে বড়লাট বলেন,—আমরা যে উপায় অবলম্বন করিয়াছি, তাহাতে আন্তর্জ্জাতিক আইন এবং মানবতার নীতি লঙ্ঘন করা হয় নাই। বিগত ১২বৎসর ধরিয়া এরূপভাবে আকাশ হইতে বোমা নিক্ষেপের ব্যবস্থা চলিয়া আসিতেছে তাহাতে তেমন কোন বাদানুবাদ কিম্বা সমালোচনা হয় নাই।

সম্প্রতি সীমান্তে যে বোমা নিক্ষেপ করা হইয়াছে তাহাতে কাহারও প্রাণহানি হয় নাই, কেবলমাত্র একজন লোক আহত হইয়াছে। তবে আবাসস্থল বিনষ্ট হইয়াছে এবং দৈনন্দিন জীবনযাত্রা প্রণালীর বিঘ্ন ঘটিয়াছে। এতদ্দ্বারা যে আর্থিক ক্ষতি হইয়াছে, তাহাতেই পার্ব্বত্য জাতি প্রভাবান্বিত হইবে। আমি আর একবার আপনাকে নিশ্চয় করিয়া বলিতেছি, সীমান্ত অঞ্চলে শান্তি ও মৈত্রীর সম্পর্ক রক্ষা করাই গবর্ণমেন্টের উদ্দেশ্য কারণ আমি মনে করি যে, সমগ্র দেশের সুনিয়ন্ত্রিত উন্নতির পক্ষে শান্তি ও মৈত্রী অত্যাবশ্যক।

কৃষি সম্পর্কিত গবেষণা সমিতির উদ্যম কার্য্য এবং হুইটলী কমিশনের সুপারিশ অনুসারে আনীত বিলগুলির কথা আলোচনা করিয়া বড়লাট, ভারতের দেশীয় রাজ্য রক্ষা বিষয়ক বিলটির কথা উত্থাপন করেন। তিনি বলেন, ভারতে বৃটিশ শাসনের বিরোধী যে সকল আন্দোলন দেশীয় রাজ্যে দেখা দিয়াছিল তাহা দমন করিয়া দেশীয় রাজ্যের নরপতিগণ সর্ব্বদা আমাদের সহিত সহযোগিতা করিয়াছেন। সুতরাং এখন যদি বৃটিশ ভারতে দেশীয় রাজ্যের বিরোধী কোন আন্দোলন এবং কোন উপায় অবলম্বিত হয়, তবে তাহা দমন করা গবর্ণমেন্টের কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ এখন আমরা ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের পরিকল্পনা করিতেছি। যুক্তরাষ্ট্রীয় গবর্ণমেণ্ট ভবিষ্যতে প্রত্যেক শাখা রাষ্ট্রের (যথা দেশীয় রাজ্য এবং বৃটিশ ভারতে প্রদেশ) স্বার্থরক্ষা করিতে বাধ্য হইবেন। প্রবাসী ভারতবাসীর অবস্থা সম্পর্কে বড়লাট বলেন,—দক্ষিণ আফ্রিকার ইউনিয়ন গবর্ণমেন্টের নিকট আবেদন করা হইয়াছিল তাহার ফলে ডারবান ও পিটার মেরিটজবার্গের বেকার ভারতবাসীকে সাহায্য দান করা হইতেছে। উগাণ্ডা ব্যবস্থাপক সভায় শীঘ্রই আর একজন ভারতীয় সদস্য মনোনীত করা হইবে।

মহাত্মাজী এখনও পূর্ণ স্বাস্থ্য ফিরিয়া পান নাই। এখনও অল্প পরিশ্রমেই তিনি ক্লান্ত হইয়া পড়েন। বর্ত্তমানে হরিজন সেবাকার্য্য সম্পর্কে পরামর্শ ও প্রবন্ধাদি লেখা ব্যতীত রাজনৈতিক বিষয়ও আলোচনা করিতেছেন। মহাত্মাজী প্রতিষ্ঠার জন্য নিশ্চয়ই ব্যাকুল। কিন্তু বড়লাটের বক্তৃতায় সেরূপ কোন আভাস না থাকায় কি অবস্থা দাঁড়াইবে, কিছুই বুঝা যাইতেছে না।

হোয়াইট পেপারের প্রস্তাবানুযায়ী শাসন সংস্কারের পথ পরিষ্কার করিবার জন্য ভারতের বিভিন্ন রাজনৈতিক দলগুলি উৎসাহের সহিত কার্য্য করিতেছে—অতএব কংগ্রেস গান্ধী ঘটিত নিরুপদ্রব প্রতিরোধকারীরা কোন বাধা দিতে পারিবে না—এই উল্লাসে সিমলা মশগুল হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু শাসন সংস্কারের শুভ সম্বর্দ্ধনার জন্য অনুকূল অবস্থা সৃষ্টি করিতে উদ্‌গ্রীব বড়লাট, গান্ধীজী ও কংগ্রেসের সহিত অন্ততঃ আলোচনা করিতেও অনিচ্ছুক কেন, এ প্রশ্নের কোন উত্তর বড়লাটের বক্তৃতায় পাওয়া যায় নাই।

ব্যবস্থা পরিষদের সদস্য মিঃ বি দাস বড়লাটের বক্তৃতার উপর মন্তব্য করিয়াছেন যে, "লর্ড উইলিংডন ভবিষ্যতের জন্য অনুকূল অবস্থা চাহেন, আমরাও চাই; কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দ ও মহাত্মাজীও তাহাই চাহেন। কিন্তু বড়লাট যে কেন মহাত্মাজীর সহিত কথাবার্ত্তা বলিতে ভীত, তাহা বুঝিয়া উঠা কঠিন।" বিষয়টি মিঃ দাসের নিকট যত কঠিন মনে হইতেছে, উহা তত কঠিন নহে। লণ্ডন হইতে ফিরিয়া অনেকে বলিতেছেন যে, কম্যুনাল এওয়ার্ড হইতে হোয়াইট পেপারের সমস্ত প্রস্তাবগুলির কোনটার পরিবর্ত্তনের কোন আশা নাই রক্ষাকবচগুলির প্রকৃতি আরও কঠোর হইতে পারে, ওগুলি সংখ্যায় বাড়িতে পারে, কিন্তু উহার কোন অংশ প্রত্যাহার করিবার মতলব রক্ষণশীলদলের নাই। মডারেটেরাও কেহ কেহ বলিতেছেন যে, ঐরূপ শাসন সংস্কার প্রসন্নচিত্তে গ্রহণ করা আত্মাবমাননার নামান্তর মাত্র। মডারেটদের যখন এইরূপ মনোভাব, তখন কংগ্রেসের মনোভাব সহজেই অনুমেয়। এই সব ভাবিয়া চিন্তিয়াই হয়ত বড়লাট মহাত্মাজীর সহিত রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্বন্ধে আলোচনায় কোন উৎসাহ বোধ করিতেছেন না।

আয়র্লণ্ডের পুলিশ ১২ ঘণ্টার মধ্যে ৩৮বার নীলকোর্ত্তার দলের প্রধান আড্ডায় হানা দিয়াছিল। তল্লাসীর ফলে পুলিশ কতকগুলি দলিলপত্র হস্তগত করিয়াছে। জেনারেল ও'ডাফির ডেস্ক ভাঙ্গিয়া দলিলপত্রাদি বাহির করা হইয়াছিল।

সরকার পক্ষের এরূপ ব্যবস্থার অন্তরালে গবর্ণমেন্ট বিরোধী প্রধান দলগুলিকে একত্র করিয়া একটি জাতীয় দল গঠনের বিশেষ চেষ্টা চলিতেছে। এই প্রচেষ্টা যাঁহারা সমর্থন করেন, তাঁহারা বলেন, গত ৭ মাসের মধ্যে আয়র্লণ্ডের মধ্যে ব্যবসা বাণিজ্য মোটের উপর এক কোটী পাউণ্ড কম হইয়াছে। ইহাতে বর্ত্তমান গবর্ণমেন্টের অত্যন্ত অসুবিধা হইবে; অনেকে মনে করেন, বিরুদ্ধবাদীরা সাধারণ নির্ব্বাচনের বন্দোবস্ত করিবার পূর্ব্বে মিঃ ডি' ভ্যালেরা নিজেই একটি সাধারণ নির্ব্বাচনের সম্মুখীন হইবেন।

এনোফিলস জাতীয় মশক মিউনিসিপাল সীমা অতিক্রম করিয়া বেলিয়াঘাটা অঞ্চলে আসিয়া পৌঁছিয়াছে! ষ্টেটসম্যান পত্রিকায় প্রকাশিত এই ধরণের একটি খবরের সম্পর্কে মিঃ কে, ডি বাঁড়ুয্যের একটী প্রশ্নের উত্তরে চিফ এক্সিকিউটীভ অফিসার বলেন যে, কলিকাতা কর্পোরেশনের অন্তর্ব্বর্ত্তী ঐ অঞ্চলে কিছু কিছু মশক দেখা দিয়াছে, স্বাস্থ্য বিভাগ এজন্য প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন। কর্পোরেশন সীমার অন্তর্ব্বর্ত্তী মশক উৎপাদক স্থানগুলিতে সপ্তাহে একবার করিয়া প্যারিস গ্রীণ মিকচার দেওয়া হয়। বিনামূল্যে কুইনাইনও বিতরণ করা হইতেছে।

শাসন সংস্কার প্রস্তাব ও বাঙ্গালা

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

ব্যবস্থাপক সভার প্রকৃতি

নিম্ন সভা। নিম্ন সভায় কেবল নির্ব্বাচিত সভ্যরাই স্থান পাইবেন। কোন সরকারী কর্ম্মচারী সভ্য হইতে পারিবেন না। সুতরাং কেবল বে-সরকারী ব্যক্তিরাই নিম্ন সভার নির্দ্ধারণের জন্য দায়ী হইবেন। বর্ত্তমান সভায় মন্ত্রীদিগকে বাদ দিলে সদস্যদিগের এক-দশমাংশ সরকারী সভ্য। এ বিষয়ে প্রস্তাবিত পরিবর্ত্তন যে বিশেষ এই তালিকায় নিম্নলিখিত বিষয়গুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য—

(১) হিন্দুর তুলনায় মুসলমান সভ্যের সংখ্যা বৃদ্ধি,

(২) নির্দ্দিষ্ট জাতিগুলি হইতে ৩০ জন সভ্য নির্ব্বাচন,

(৩) পাঁচজন স্ত্রীলোক নির্ব্বাচন,

(৪) শ্রমিকদিগের জন্য স্বতন্ত্র নির্ব্বাচন কেন্দ্র সৃষ্টি ও সেই কেন্দ্র হইতে ৮ জন সভ্য নির্ব্বাচন।

উচ্চ সভা।—উচ্চ সভায় সভ্য বিভাগ এইরূপ হইবে :—

(১) গভর্ণর কর্ত্তৃক তাঁহার ইচ্ছামত মনোনীত (কোন সরকারী চাকরীয়া মনোনীত হইতে পারিবেন না)	১০
(২) নিম্ন সভা হইতে নির্ব্বাচিত	২৭
(৩) মুসলমান নির্ব্বাচন কেন্দ্র হইতে নির্ব্বাচিত	১৭
(৪) য়ুরোপীয় নির্ব্বাচন কেন্দ্র হইতে নির্ব্বাচিত	১
(৫) সাধারণ নির্ব্বাচন কেন্দ্র হইতে নির্ব্বাচিত (এই কেন্দ্রে মুসলমান ও য়ুরোপীয়রা ভোট দিতে পারিবেন না)	১০
মোট	৬৫

ভোট প্রদানের অধিকার বিস্তার।

ভোট প্রদানের অধিকারই প্রতিনিধিমূলক সরকারের ভিত্তি। লোথিয়ান কমিটি বলিয়াছিলেন,—'দায়িত্বশীল সরকারে দুইটি বিষয় অনিবার্য্য। প্রথমতঃ, সরকারের কার্য্যপরিচালক মন্ত্রীরা ব্যবস্থাপক সভা হইতে গৃহীত হইবেন এবং সেই সভার নিকট কাজের জন্য দায়ী থাকিবেন—অর্থাৎ সেই সভার সমর্থন ব্যতীত আর পদস্থ থাকিতে পারিবেন না। নির্দ্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে অথবা তাহারও পূর্ব্বে সরকারের নীতি কি হইবে বা কোন্ দল প্রাধান্য সম্ভোগ করিবেন সে সম্বন্ধে দেশের লোকের মত জানিবার জন্য নূতন নির্ব্বাচনের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

(ক্রমশঃ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক
— পারমার্থিক পত্র —
শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশ-
তনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনম্,
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং
প্রেমা পুমর্থো মহান্,
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং
তত্রাদরো নঃ পরঃ॥

৮ম বর্ষ } ১ পদ্মনাভ গৌরাব্দ ৪৪৭, ২০শে ভাদ্র বঙ্গাব্দ ১৩৪০, ৫ই সেপ্টেম্বর ইং ১৯৩৩, মঙ্গলবার } ১৫৯শসংখ্যা

মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠে

শ্রীরাধাষ্টমী উৎসব

মাদ্রাজ ২৯।৮।৩৩

মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠে শ্রীশ্রীরাধাষ্টমীতিথি যথাবিধি উদ্‌যাপিতা হইয়াছেন। এতদুপলক্ষে অরুণোদয় কীর্ত্তন, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে শ্রীল রায় রামানন্দবর্ণিত শ্রীমতী বার্ষভানবী দেবীর মহাভাব-স্বরূপ ও মহিমা-কীর্ত্তন প্রভৃতি অংশ পাঠ, বিচিত্র পুষ্পমাল্য-চন্দনাদিদ্বারা শ্রীবিগ্রহের শৃঙ্গার, চতুর্ব্বিধ বিবিধ সামগ্রীদ্বারা ভোগরাগ এবং মৃদঙ্গ-করতালাদি সংযোগে সুবৃহৎ নাট্যমন্দিরে সুমধুর কীর্ত্তন প্রভৃতি ভক্ত্যঙ্গসমূহ অনুষ্ঠিত হইয়াছেন।

একটী অত্যাশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, মাদ্রাজে যাঁহারা কৃষ্ণভক্ত বলিয়া পরিচয় দেন, তাঁহারাও শ্রীমতী রাধারাণীর তত্ত্ব-সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ। তাই তাঁহারা শ্রীবার্ষভানবী দেবীকে নিত্যারাধ্যা বলিয়া স্বীকার করেন না। তাঁহারা শ্রীশ্রীরাধাষ্টমীর উৎসব না করিয়া 'রুক্মিণী কল্যাণ্যাদি' উৎসব মহা-সমারোহে করিয়া থাকেন। আর একটী আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এ স্থানের বৈষ্ণব-পরিচয়-প্রদান-কারিগণ পর্য্যন্ত সপ্তমী-বিদ্ধা অষ্টমীতে শ্রীকৃষ্ণ-জয়ন্তী উপবাস করিয়া থাকেন।

[ইহাতে আশ্চর্য্যান্বিত হইবার কিছুই নাই; কারণ একমাত্র গৌড়ীয়-সম্প্রদায় ব্যতীত অপর কেহই রাধা-কৃষ্ণ যে একই অদ্বয়তত্ত্ব, কেবল লীলারস আস্বাদনের নিমিত্ত দুই বপু ধারণ করেন, তাহা হৃদয়ঙ্গম করিবার মত সৌভাগ্য লাভ করেন নাই। কাল-ক্রমে বৈষ্ণব-পরিচয়ে পরিচিত জনগণের অনেকেই বৈষ্ণব-স্মৃতির কোন সন্ধান না রাখিয়া স্মার্ত্ত-স্রোতে ভাসিয়া গিয়াছেন; তাই তাঁহারা 'বিদ্ধা'কেই 'শুদ্ধা' বলিয়া ভ্রম করিতেছেন। তত্ত্বানভিজ্ঞতাবশতঃ পঞ্চোপাসকীয় বৈষ্ণব যে শুদ্ধ-বৈষ্ণব হইতে পৃথক্ তাহা অনেকেই সন্ধান রাখেন না। আশা করি মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠের প্রচার ফলে শীঘ্রই সাধারণের ভ্রান্ত ধারণা বিদূরিত হইবে
নঃ সঃ]

"নন্দোৎসব"

[গত ২৯শে শ্রাবণ নন্দোৎসব-বাসরে কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠে প্রদত্তা শ্রীমদ্ভক্তি-বিবেক ভারতীর বক্তৃতার মর্ম্ম]

(মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ মহোদয়ের বক্তৃতার পর নাট্যমন্দিরে ভয়ানক গোলমাল হইতে থাকায় স্বামীজী বক্তৃতা-মঞ্চে দণ্ডায়মান হইয়া তাঁহার স্বভাবসুলভ জলদ-গম্ভীর-স্বরে বলিতে থাকেন আজ যে নন্দোৎসব, তা'র বেশ প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে। এত আনন্দ হচ্ছে যে, নন্দের কথাই ভুলে গেছি। সংসারে যদি কোন আনন্দ কর্‌তে হয়, তবে আনন্দের জিনিষটাই ভুলে যাই। এই রকম আনন্দ বেশী হ'লে আর মহোৎসব হ'বে না।

(স্বামীজীর বাক্য-শ্রবণে গোলমাল সম্পূর্ণ-রূপে বন্ধ হয়। তখন তিনি তাঁহার বক্তৃতা আরম্ভ করেন) গতকল্য ভগবানের জন্ম হ'য়েছে। ভগবান্ অজ বস্তু, তাঁ'র এই রকম যে জন্মলীলা, এ লীলাটী কা'দের জন্য। ভগবান্ যাঁ'দের প্রেমে বাধ্য, তাঁ'দের জন্য। যিনি স্বাধীন, স্বতন্ত্র ও স্বরাট্ পুরুষ, তাঁ'র জন্মলীলা আবিষ্কার, তাঁ'র প্রেমিক ভক্ত-গণের জন্য। ভক্তের আনন্দবিধান করা ব্যতীত ভগবানের অন্য কার্য্য নাই। আবার ভক্তেরও ভগবানের আনন্দবিধান ব্যতীত অন্য কৃত্য থাকিতে পারে না।

ভগবান্‌কে কেউ সাকার, কেউ বা নিরাকার বলেছেন। সাকার ও নিরাকার একই কথা, নিরাকার বল্‌তে প্রাকৃত আকার যাঁর নাই, তাঁ'কেই বুঝায়। 'নিরাকার শব্দের এই অর্থ না হইলে গীতায় ভগবানের কথা গুলো মিথ্যা হ'য়ে যায়। গীতায় তিনি ব'লেছেন "পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি তদহং ভক্ত্যুপহৃতম্ অশ্নামি প্রযতাত্মনঃ।" তিনি নিজে বল্‌ছেন —খেয়ে থাকি—'অশ্নামি'। তবে তাঁ'র মুখ নেই কি করে বলা যায়? আবার তিনি 'নিষ্ক্রিয়'—তাহাও বলা যায় না; কারণ তিনি বলেছেন 'অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ পর্য্যুপাসতে। তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্॥" তিনি যখন 'বহামি' কথাটা ব্যবহার করেছেন।' তখন তাঁ'কে, নিষ্ক্রিয় কি করে বলা যায়?

প্রভু কি রকম প্রেম বাধ্য দেখুন, তাঁ'কে পত্র, পুষ্প প্রভৃতি যা দেওয়া যায়, তাই তিনি খান্। কিন্তু তিনি কোন্ জিনিষটা গ্রহণ করেন? বাতাসে খই উড়ে যাচ্ছে, সেটা আর আমার ভোগে লাগ্‌বে না, অতএব 'উড়ো খই গোবিন্দায় নমঃ' বিচারে যে খই ভগবান্‌কে দেওয়া হচ্ছে, সেরকম জিনিষটা তিনি গ্রহণ করেন না। তাই বল্‌ছেন যে জিনিষটা 'ভক্ত্যুপহৃতম্' সেই জিনিষটা তিনি গ্রহণ করেন। ভগবান্ একমাত্র ভক্তিরই বশ, ভক্তিতে আহৃত বস্তুই তাঁহার সেবার উপযোগী। ইহাতে ধনী দরিদ্রের বিচার নাই। ভক্তির অভাবে দুর্য্যোধনের চর্ব্ব্য, চূষ্য প্রভৃতি প্রচুর খাদ্য ভগবান্ স্পর্শ করেন নাই। কিন্তু আদরের সহিত বিদুরের খুদ গ্রহণ করিয়াছিলেন।

—

আজ ভগবান্ কৃষ্ণ নন্দের আলয়ে উপস্থিত হ'য়েছেন, তাই আজ নন্দালয়ে মহোৎসবের দিন। বাস্তব তত্ত্ব-বস্তু উপলব্ধির দ্বারা সন্ধান পাওয়া যায়, কিন্তু নিজের আরোহ-চেষ্টায় তাঁহার সন্ধান পাওয়া যায় না। জীবন্ত শাস্ত্র যে সাধু—ভগবানের প্রতিনিধি, তাঁর আশ্রয় গ্রহণ না করলে শ্রীভগবান্‌কে জানা যায় না। শাস্ত্র যে বাক্য বলেন, তার আচরণ করবার সামর্থ্য কি আমাদের আছে? সদ্‌গুরু ব্যতীত শাস্ত্র প'ড়ে বোঝবার অধিকার আমাদের নাই। গুরু বাদ দিয়ে শাস্ত্র পড়্‌বার একটা উদাহরণ দেই। বাড়ীতে চণ্ডীপাঠ হবে; ছেলে বাবাকে বল্‌ছে, আমি নিজেই চণ্ডীপাঠ করব, নিজে নিজে বুঝে নেব। ছেলে নিজে নিজে চণ্ডী প'ড়ে বুঝে নিল। কিছুদিন পরে ছেলে চণ্ডী থেকে 'সর্ব্বামাপোময়ং জগৎ' পড়ে বল্‌লে যে, যখন এই চণ্ডীর বাক্যে 'মা' ও 'পো' অর্থাৎ মাতা আর পুত্রের কথা আছে, কিন্তু 'বাবা'র কোন কথা নাই, অতএব বাবা আপনি বাড়ী থেকে চলে যান্।

— ——

তাই বল্‌ছিলাম যে নন্দোৎসব বুঝ্‌তে হ'লে নন্দের অনুগত হ'তে হ'বে, নিজে নন্দ হতে গেলে নির্ব্বিশেষবাদী হ'য়ে যেতে হবে। নিজে গোপী বা সখী হ'তে হ'বে না কিন্তু গোপীর আনুগত্য বুঝ্‌তে হবে, তবে মঙ্গল হ'বে। আমার পূর্ব্ববর্ত্তী বক্তা তত্ত্বকথা ব'লে গিয়েছেন, আমি সেই তত্ত্ববস্তু পাবার উপায়টা জানিয়ে দেই।

আচার্য্য ধর্ম্মং পরিচর্য্য বিষ্ণুং
বিচর্য্য তীর্থানি বিচার্য্য বেদান্।
বিনা ন গৌরপ্রিয়পাদ-সেবাং
বেদাদিদুষ্প্রাপ্যপদং বিদন্তি।'

'বিনা ন মহৎপাদরজোঽভিষেকং' উক্তি দ্বারা ঐ কথাই জানিয়েছেন।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১লা পদ্মনাভ স্থান প্রচার

গর্ভস্তোত্র

দশম শ্লোক

সত্ত্বং ন চেদ্ধাতরিদং নিজং ভবেদ্
বিজ্ঞানমজ্ঞানভিদাপমার্জ্জনম্।
গুণপ্রকাশৈরনুমীয়তে ভবান্
প্রকাশতে যস্য চ যেন বা গুণঃ

অজ্ঞান-নিবর্ত্তক বিজ্ঞান-স্বরূপ তোমার নারায়ণ মূর্ত্তি যদিও তোমার নিজ মূর্ত্তি নয়, এরূপ বিতর্কিত হয়, তথাপি হে ধাতঃ! হে গুণসকলের নিয়ামক! তোমাতে পণ্ডিতেরা অবিশ্বাস করিতে পারেন না। তোমার বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণ-প্রকাশেও তোমার বিশুদ্ধ অপ্রাকৃত বপু অনুভূত হইতেছে, যেহেতু ঐ সত্ত্বগুণ নিজ আধার অথবা প্রকাশককে প্রকাশ করে।

নারায়ণ-দাস্যাধিকার

জগতে যত ভাব আছে, ঐ সকলের, উৎকৃষ্টভাবকে সত্ত্বগুণ কহা যায়। শাসন কর্ত্তৃত্ব একটি মহান্ ভাব তাহাতে ক্ষমতা ঐশ্বর্য্য, যশঃ, শ্রী, জ্ঞান এই প্রকার সমস্ত গুণ নিহিত আছে। ঐ সমস্ত গুণই কিছু না কিছু নরপতিগণের শাসনকার্য্যে দৃষ্ট হয়। যখন ঐগুলিকে পূর্ণভাবে চিন্তা করা যায়, তখন সমস্ত রাজাগণের রাজা পরমেশ্বরের একটী ভাবের আবির্ভাব হয়। পার্থিব পদার্থ সমুদয়ই প্রাকৃত, অতএব এই রাজ-রাজেশ্বর ভাবকে অপ্রাকৃতভাবে দেখিতে গেলেই এই ব্রহ্মাণ্ডস্থ বিপুল ধ্যান হয়। বিপুল রাজরাজেশ্বর, যেহেতু তিনি ব্যতীত আর পালনকর্ত্তা কেহ নাই। এই প্রকার প্রাকৃত ভাবের সাধনও অজ্ঞানজনিত। অতএব জ্ঞানযোগের দ্বারা মানবগণ ঐ রাজরাজেশ্বর বিপুল অপ্রাকৃত স্বরূপ চিন্তা করিতে করিতে পরমযোগস্থ হইয়া নারায়ণ দর্শন করেন। এই মায়াময় ব্রহ্মাণ্ডে তিনটি লোক আছে অর্থাৎ ব্রহ্মলোক, বৈকুণ্ঠলোক ও শিবলোক। রজঃ, সত্ত্ব ও তমঃ এই গুণত্রয়ই ঐ তিনটী লোকের প্রকাশক। ব্রহ্মাণ্ড অনন্ত, অতএব প্রতি ব্রহ্মাণ্ডের সহিত তিন তিনটি লোকের অবস্থা [illegible] কিন্তু সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডকে সমষ্টি [illegible] একটি পালনকর্ত্তার অবস্থা [illegible] ঐ পালনকর্ত্তার ধাম। [illegible] ঐশ্বর্য্যের স্বরূপ লইয়া [illegible] বৈকুণ্ঠবাসী [illegible] বাস হইতে [illegible] নারায়ণদাস [illegible] অজ্ঞান দূরীভূত হইলে [illegible] মায়া [illegible] অবজ্ঞাজনিত অতএব বিরজা [illegible] দ্বারা জ্ঞানময় হন। এই অবস্থাটিকে বিজ্ঞান-অবস্থা কহা যায়। নারায়ণ দাসত্বই জীবের অজ্ঞান-নাশক বিজ্ঞান-স্বরূপ অবস্থা বলিতে হইবে। এই অবস্থাই জীবের মুক্ত অবস্থা।

পরমেশ্বরকে 'ধাতা' বলিয়া সম্বোধনের তাৎপর্য্য

পূর্ব্ব শ্লোকে এরূপ নির্ণীত হইয়াছে যে, কৃষ্ণদাস্যই জীবের চরম স্বরূপ, অতএব নারায়ণ দাসেরাও ক্রমে ক্রমে কৃষ্ণদাস হইবার যোগ্য হন। ইহাতে কোন তার্কিক এরূপ কহিতে পারে যে, যদি কৃষ্ণদাস্যই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পদ হয় তবে জীবের নারায়ণ-দাসত্ব স্বীকার করার প্রয়োজন কি? সকলেই একেবারে কৃষ্ণদাস হইবার যোগ্য হউন। দেবগণ এই আশঙ্কা নিরসনার্থে বর্ত্তমান শ্লোকের দ্বারা ভগবানকে স্তব করিয়াছেন। এই শ্লোকে দেবতারা ভগবানকে ধাতা সম্বোধন করত কহিলেন যে তুমি জগতের নিয়ামক। তোমার নিয়ম কেহই অতিক্রম করিতে পারে না। ক্রমশঃ উন্নতিই তোমার অলঙ্ঘ্য বিধি। জীব যখন স্বপদ পরিত্যাগ পূর্ব্বক অধোগমন করিয়াছে, তখন তাহাকে তোমার বিধির অনুগামী হইয়া পুনরায় উঠিতে হইবে। বিধি লঙ্ঘন পূর্ব্বক কার্য্য করিতে গেলে জীবের সাফল্য হইবে না। এই জড় দেহে বহুকাল থাকিয়া বিমল ধামের যোগ্য কিরূপে হইবে? প্রথমতঃ অনিত্য পদার্থের প্রীতি ক্রমে দূর হইবে। দ্বিতীয়তঃ সৃষ্টি স্থিতি-প্রলয়কর্ত্তা-স্বরূপ তোমাকে স্বীকার করিবে। তৃতীয়তঃ তোমার সহিত যে সম্বন্ধ তাহা জানিতে পারিবে। চতুর্থতঃ তোমার প্রতি যে কর্ত্তব্য তাহা স্বভাবের দ্বারা তোমার প্রতি অনুষ্ঠান করিবে। এই মত ক্রমে ক্রমে যে জীবের অনন্তকাল পর্য্যন্ত উন্নতি হইবে, তাহা তোমারই বিধি। পরমেশ্বর কোন বিধির বাধ্য নন যেহেতু তিনি স্বতন্ত্র পুরুষ কিন্তু ব্রহ্মাদি স্থাবর পর্য্যন্ত সকলেই ঐ বিধির বশবর্ত্তী। এই জন্য দেবতারা পরমেশ্বরকে 'ধাতা'-শব্দে সম্বোধন করিলেন।

শুদ্ধ-বৈষ্ণবগণের শ্রেষ্ঠ বিচার ও যুক্তিবাদিগণের হেয় বিচার

পণ্ডিতেরা সাধ্যভক্তি ও সিদ্ধভক্তি লইয়া অনেক বিবাদ করিয়া থাকেন। কেহ কেহ কহেন যে, কর্ম্ম ও জ্ঞানের অনুষ্ঠান করিতে করিতে যে ভক্তির আবির্ভাব হয়, তাহাই সাধ্যভক্তি এবং সমুদয় মানবের পক্ষেই সাধ্য ভক্তিই প্রসিদ্ধ। সিদ্ধভক্তি অসম্ভব যেহেতু পরমেশ্বরকে সিদ্ধভক্তির নিয়ামক বলিলে পক্ষপাতী বলা যায়। পক্ষান্তরে কোন কোন পণ্ডিত কহিয়া থাকেন যে, জগদীশ্বর স্বতন্ত্র অতএব তিনি স্বীয় বিধির বাধ্য নন। এ প্রযুক্ত কোন কোন ব্যক্তিকে সিদ্ধভক্তি প্রদান করায় তাঁহার পক্ষপাতিত্ব হইতে পারে না। কোন কোন শ্রীসাম্প্রদায়িক পণ্ডিতেরা সহেতুক ও নির্হেতুক উপাধি প্রদানের দ্বারা ভক্তিকে বিভাগ করেন। নিগূঢ় বিচার করিলে এই সমুদয় তর্কের পর্য্যবসান হয়। ভক্তিই জীবের স্বভাব ও জীবের সহিত সৃষ্ট হইয়াছে, জীব স্বতন্ত্রতার অসদ্ব্যবহার করত যখন পতিত হয়, তখন নিজ স্বভাব গুপ্ত হইয়া যায়। স্ব-স্বভাবের প্রতি অমনোযোগ ঘটিলেই জীবের অনিত্য বিষয়ে ঐ ভক্তি ন্যস্ত হইয়া যায়। জীব তখন অহঙ্কার, মদ, ইন্দ্রিয়সুখ প্রভৃতি বিষয়ে প্রেম করিতে থাকে। কখনও সাধু-সঙ্গবশতঃ যদি ঐ পতিত জীবের জ্ঞানোদয় হয়, তখন জীব স্ব-স্বভাব পরিত্যাগের জন্য অনুতাপ করত স্বীয় প্রেমকে সমুদয় অনিত্য বস্তু হইতে আকর্ষণ করিয়া নিত্য সত্যস্বরূপ পরমেশ্বরে অর্পণ করেন। ইহাতে দৃষ্ট হইতেছে যে, ভক্তি জীবের সহিত উৎপত্তি হইয়াছে। জ্ঞান ইহাকে উৎপত্তি করিতে সমর্থ নহে। তবে জ্ঞান ইহাকে জাগ্রত করে এই মাত্র। জ্ঞান ভক্তির দাস-স্বরূপ। যখন জ্ঞান ভক্তির পরিচর্য্যায় নিযুক্ত থাকে, তখন জ্ঞানের যথার্থ কর্ত্তব্য অনুষ্ঠিত হয়। ভক্তি যদি পতিত না হইত, তবে জ্ঞানের কোন প্রয়োজন হইতে পারিত না। স্বীয় স্বাতন্ত্র্যের সদ্ব্যবহার জীব জ্ঞানের দ্বারাই করিয়া থাকেন অতএব জ্ঞান ভক্তির অনুরক্ষক ও সেবক। ভক্তি সর্ব্বকালেই সিদ্ধ কিন্তু যখন ভক্তি পতিত হইয়া জ্ঞানের সাহায্যে পুনরুত্থিত হয়, তখন তাহাকে সাধ্য-ভক্তি কহি। ফলতঃ সিদ্ধ ও সাধ্য ভক্তির প্রকার ভেদ নহে, কেবল অবস্থা ভেদ মাত্র। যে প্রকারেই বিচার করা যায় ঈশ্বরের নিয়মই বলবান্ হইয়া উঠে। তরণী-যোগে নদী পার হইলে যেমন নিয়মাবলম্বন হয়, কোন উপায়দ্বারা আকাশপথে নদী উল্লঙ্ঘন করিলেও ঈশ্বরের নিয়ম প্রতিপালিত হইয়া থাকে। উপায় সাধন পূর্ব্বক ভক্তি অবলম্বন করাকে সাধ্য-ভক্তি বলি অতএব ইহাও সত্য এবং ভক্তি স্বতঃসিদ্ধ বৃত্তি ইহাতে ইহাকে সিদ্ধও বলা যায়। অতএব বৈষ্ণবগণ যাহা কহিয়াছেন তাহা সমুদয়ই সত্য। বৈষ্ণব বাক্য মিথ্যা হইবার সম্ভাবনা নাই এবং বৈষ্ণব-বাক্য যতদূর বিরোধী বোধ হউক না কেন, উহাতে তটস্থ বিচার করিলে বিবাদ নাই। তবে যে অজ্ঞাত লোকে বৈষ্ণবগণের বিবিধ সম্প্রদায় দৃষ্টি করিয়া মতের বিরোধ থাকা প্রকাশ করেন সে কেবল অজ্ঞতার ফল মাত্র। বৈষ্ণবধর্ম্ম অনাদি ও অচ্যুত, বিশ্বাস ও আত্মপ্রত্যয়ান্ভব-সম্ভূত। অতএব প্রকৃত প্রস্তাবে বৈষ্ণবদিগের কোন শাখাভেদ বা মতভেদ স্বীকার করা যায় না। তবে ভাবভেদ বা চিন্তার প্রণালী ভেদ বশতঃ কয়েকটী সম্প্রদায় দৃষ্ট হয়। বৈষ্ণবেরা যখন শ্রুতি, প্রত্যক্ষ, ঐতিহ্য ও অনুমান এই চারিটী প্রমাণের দ্বারা সমস্ত তত্ত্বের বিচার করিয়া কার্য্য করেন ও মত নির্ণয় করেন, তখন তাঁহাদের মতে স্বরূপ সত্যের অবস্থান স্বীকার করিতে-হইবে। সাম্বন্ধিক সত্যকে তাঁহারা স্থান দান করেন না। কেবলমাত্র ধর্ম্মশাস্ত্র অথবা যুক্তির দ্বারা যাঁহারা আচরণ করেন, তাঁহাদের সহিত বৈষ্ণবদিগের বিশেষ ভেদ আছে। যেহেতু কেবল শাস্ত্রবাদী অথবা কেবল যুক্তিবাদীকে খণ্ড জ্ঞানী কহা যায়, তাহার সমস্ত বিচার খণ্ড-জ্ঞান দোষে সর্ব্বদাই দূষিত থাকে।

অপ্রাকৃত প্রেম

এই সমুদয় প্রমাণ অবলম্বন পূর্ব্বক জীব যখন বিচার করেন, তখন তাঁহার অনিত্য বিষয়ে প্রেম দূরীভূত হয়। প্রথমে সত্ত্বগুণের সেবা অর্থাৎ স্বীয় স্বভাবকে সত্ত্ব-গুণান্বিত করিয়া রজঃ ও তমঃ গুণকে জয় করেন। এই কার্য্যেই বৈষ্ণবতায় প্রবেশ বলিয়া স্বীকার করা যায়। সত্ত্বগুণ অবলম্বন পূর্ব্বক যখন ঐ সত্ত্বকে নিত্যানিত্য বিচারের দ্বারা নির্ম্মল করা যায় তখন বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণেও ঐশ্বর্য্য বীর্য্য, যশঃ, শ্রী প্রভৃতি গুণে ভূষিত ঈশ্বরকে দৃষ্টি করা যায়; তৎকালে নির্ম্মল সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর ভাবের আস্বাদন সম্ভব হয় না। তখন ঈশ্বরের বৃহত্ত্ব ও স্বীয় ক্ষুদ্রত্ব আলোচনা জীবকে সংযত করিয়া তোলে। জীব ভয়ে ভয়ে যৎকিঞ্চিৎ প্রেমের সহিত ঈশ্বরের দাস্য করিতে থাকেন। এই প্রকার সেবা করিতে করিতে জীবের উন্নতিকাল উপস্থিত হইলে ঐশ্বর্য্য, বীর্য্য, যশঃ ও শ্রী-বিহীন এক পরম শান্ত মূর্ত্তিদ্বারা পরমেশ্বর জীবের সাক্ষাতে প্রাদুর্ভূত হন। ঐ পরম রমণীয় মূর্ত্তিই জগদীশ্বরের স্ব স্বরূপ। তদ্দর্শনে জীব তন্মাধুর্য্যে আকৃষ্ট হইয়া তাঁহার সেবা করিতে থাকেন। ভয়, কৃতজ্ঞতা ও সম্মান প্রভৃতি বৃত্তি-সকল তিরোহিত হইল। পরম সখ্যের উদয় হইয়া জীব পরমেশ্বরকে স্বীয় সখা বলিয়া জানিতে পারেন। এই প্রকার সখ্যভাবে জীব কিয়দ্দিবস থাকিতে থাকিতে উন্নতির যোগ্য হন। পরে সখ্যরসেও যে ভাবী বিচ্ছেদের আশঙ্কা থাকে, তাহা দূরীভূত হইয়া যায়। বাৎসল্যরূপ পরম সখ্যরসের উদয় হয়। তখন জীব দেখেন যে, পরমেশ্বর নিতান্ত আপনার। এই রসটিতে জীবের তৃপ্তি হইলে সার-রসরূপ মধুর ভাবের উদয় হয়। তখন জীব জগদীশ্বরের নিরন্তর স্পর্শানন্দ ও অকুণ্ঠ প্রেম প্রাপ্ত হন। এই প্রেমে অনন্ত ভাব বর্ত্তমান থাকায় চরমত্ব সম্ভব হয় না। উন্নতি, মহোন্নতি এই প্রকার ভাবে অনন্তকাল পর্য্যন্ত থাকিতে হয়।

জগদীশ্বরের অলঙ্ঘ্য নিয়ম

কৃষ্ণস্বরূপই এই মহাভাব পর্য্যন্ত রাগানুগা ভক্তির অবলম্বন। যেহেতু কৃষ্ণস্বরূপই জগদীশ্বরের স্বরূপ। ঐ স্বরূপে ঐশ্বর্য্যরূপ

বৃক্ষের আশ্রয় হইলেই নারায়ণ-স্বরূপ হইয়া থাকে। অধিকারী ভেদে নারায়ণও জীবের উপাস্য যেহেতু তিনি পরব্যোমস্থিত পরব্রহ্ম। ঐ নারায়ণ ধামের বহির্ভাগে অপ্রাকৃত জ্যোতির্ম্ময়-স্বরূপ এক ব্রহ্মধাম আছে। ব্রহ্মকে যাঁহারা উপাসনা করিয়া থাকেন তাঁহারা অরসিক যেহেতু পার্থিব ঐশ্বর্য্যের ভাবে মুগ্ধ হইয়া পরম-জ্যোতিঃর অন্বেষণ করত ঐ জ্যোতিঃতে পার্থিব ভাবের সাধনা করেন। ফলতঃ তাঁহাদের ভগবৎ সাধনা হয় না সুতরাং সংসার-পরিত্যাগরূপ স্বপদত্ব তাঁহাদের পক্ষে সুদুর্ল্লভ। তবে ভাগ্যবান্ পুরুষেরা ব্রহ্মকে ভেদ করিয়া পরব্যোমধামে প্রবেশ করত নারায়ণের উপাসনা করিয়া থাকেন। যদিও পরমেশ্বর একমাত্র অদ্বিতীয় বস্তু, এ বিধায় তাঁহার ধামসকল এবং রূপসকলের ভেদ অযুক্ত বোধ হয় তথাপি বিচার করিলে এই ধাম ও রূপ সকলের ভেদ দৃষ্ট হইবে। মানব যতই উন্নত হইতে থাকেন তাঁহার সহিত তাঁহার আত্মারাম ঈশ্বরও কলেবর পরিবর্ত্তন করেন, ইহাই স্বরূপ সত্য। আত্মাই চিন্তামণি ধাম, ঐ ধামের রূপ পরিবর্ত্তনের সহিত ঐ ধামস্থ ঈশ্বরের রূপ পরিবর্ত্তন হইতে হইতে যখন অত্যুচ্চ ধামকে প্রাপ্ত হওয়া যায় তখন কৃষ্ণবপুই দৃষ্ট হয়। মানব যতই জ্ঞানের চালনা করিতে থাকে, ততই ঈশ্বরভাবের নিয়ামক হইয়া উঠে। অতএব সত্ত্বগুণাধিষ্ঠিত বিষ্ণু হইতে মহাভাবের আলম্বন শ্রীকৃষ্ণের পরম অপ্রাকৃত রূপ পর্য্যন্ত চিন্তার নিয়ামক হইতে পারে। যাঁহারা আত্মপ্রত্যক্ষ অনুভব আনন্দকে উপলব্ধি ও বিচার করিতে সক্ষম হন, তাঁহারা ক্রমে ক্রমে কৃষ্ণতত্ত্ব অবগত হইতে পারেন। ইহাই জগদীশ্বরের অলঙ্ঘ্য নিয়ম। এই নিয়ম অতিক্রম কাহারও সাধ্য নহে। যাঁহারা এই নিয়মের অতিক্রম করিয়াছেন তাঁহারা অধোগমন করিয়াছেন ইহাই বলিতে হইবে। ইহার উদাহরণ অসংখ্য। প্রাকৃতাপ্রাকৃত ভেদ বিচার করিতে সক্ষম না হইয়া যাহারা শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব সাধনে প্রবৃত্ত হয়, তাহারা লম্পট চরিত্র হইয়া নিতান্ত অপকৃষ্ট পদ প্রাপ্ত হয়। সংসার হইতে বিরাগী না হইয়াই যদি পরব্রহ্মের সাধনে প্রবৃত্ত হয়, সে কেবল বর্ণাশ্রমের ব্যাঘাত করিয়া ভাক্ত ব্রাহ্মসংজ্ঞা প্রাপ্ত হয়। কিন্তু প্রাকৃত ব্রাহ্মেরা নারায়ণদাস হইতে যদিও স্বভাবত হীনপদস্থ তথাপি তাঁহারা স্বীয় অধিকারে পূজ্য হন।

শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীনারায়ণ

দেবতারা এই সমস্ত বিচারের দ্বারা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে বিশুদ্ধ-সত্ত্ব নারায়ণবপু যদিও সাক্ষাৎ কৃষ্ণবপু নহে যেহেতু উহা ঐশ্বর্য্য প্রভৃতির দ্বারা আচ্ছাদিত, তথাপি জগদীশ্বরের ক্রমোন্নতি নিয়মাবলম্বন করার প্রয়োজনে নারায়ণবপু ও জগতের পূজ্য যেহেতু উহাতেই অজ্ঞান-নিবর্ত্তক বিজ্ঞান সাধিত হয়। ঐ অপূর্ব্ব নারায়ণবপুও পরমেশ্বর কৃষ্ণকে প্রকাশ করে যেহেতু গুণ-প্রকাশের দ্বারা জগদীশ্বর অনুভূত হন। নারায়ণ দর্শনে ইহাই প্রতিপন্ন হয় যে নারায়ণ-স্বরূপ বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণও শ্রীকৃষ্ণের গুণ বই আর কিছুই নহে অথবা শ্রীকৃষ্ণ ঐশ্বর্য্য প্রভৃতি গুণারূঢ় হইয়া নারায়ণরূপে বিলাস করিতেছেন।

দীনেশ নির্য্যাণে

ভাই দীনেশ,

তুমি আসিয়াছিলে শ্রীধাম-মায়াপুরে পরবিদ্যাপীঠে অধ্যয়নের নিমিত্ত। পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত সুকৃতি ও তন্নিমিত্ত বৈষ্ণব-গৃহে জন্মগ্রহণ-জনিত সৌভাগ্য কৃষ্ণেতর শিক্ষাগারের প্রতি তোমার বিতৃষ্ণা জন্মাইয়া তোমাকে চৈতন্যমঠের পরবিদ্যালয়ের প্রতি প্রলুব্ধ করিয়াছিল পরবিদ্যাপীঠে যোগদান করিয়া ভক্ত্যুন্মুখি-সুকৃতিজনিত হরি-কীর্ত্তন-স্পৃহা চরিতার্থ করিতে পারিয়াছ শ্রীশ্রীল জীব গোস্বামি-চরণ-বিরচিত শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ অধ্যয়ন করিয়া। তুমি কতই না আহ্লাদভরে গাহিয়াছ—

"কৃষ্ণমুপাসিতুমস্য স্রজমিব
নানাবলিং তনবৈ।
স্ফুরিতং বিতরেদেষা
তৎসাহিত্যাদিজামোদম্ ॥
আহৃতজল্পিতজটিতং দৃষ্ট্বা
শব্দানুশাসনস্তোমম্ ॥
হরিনামাবলিবলিতং ব্যাকরণং
বৈষ্ণবার্থনাচিন্মঃ ॥
ব্যাকরণে মরুনীরাতিজীবনলুব্ধাঃ
সদাপসংবিগ্নাঃ।
হরিনামামৃতমেতৎ পিবন্তু শতধানবাহস্রাম্ ॥
সাঙ্কেত্যং পরিহাস্যং বা স্তোভং
হেলনমেব বা।
বৈকুণ্ঠনামগ্রহণমশেষাঘহরং বিদুঃ ॥"

আলোর পশ্চাতে অন্ধকার চিরকালই বিদ্যমান। আনুকরণিক-তিমির মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া আলোকে আচ্ছাদন করিতে চায়, তাহার প্রচেষ্টায় আলোর উজ্জ্বল্যই অধিক তররূপে প্রকাশিত হয়। তুমি অবশ্য জান, অচৈতন্য জনগণ শ্রীচৈতন্যমঠস্থ পরবিদ্যাপীঠের প্রতিভা মলিন করিবার জন্য নানাবিধ অনুকরণ করিতেছে, কিন্তু তুমি দেখিয়া আনন্দিত হইয়াছ যে আনুকরণিকগণের ঐ প্রকার হীনচেষ্টায় আমাদের পরবিদ্যাপীঠের গৌরব রশ্মি আরও সহস্রগুণে উদ্দীপ্ত হইতেছে, যাহার ফলে আজ সমগ্র পৃথিবীর জনগণ শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষালাভের নিমিত্ত চেষ্টা-বিশিষ্ট।

ভাই দীনেশ, তোমার পরবিদ্যাপীঠে অধ্যয়ন সার্থক হইয়াছে। ভারতের বিভিন্নস্থানে হরিনামামৃত-ব্যাকরণ পড়ান হয়; কিন্তু তাহার অধিকাংশ পড়ানই প্রকৃত পড়ান নহে; কারণ অধিকাংশ অধ্যাপক-নামধারী ব্যক্তিই গ্রন্থকর্ত্তার উদ্দেশ্য হইতে বিপথে যাইয়া শ্রীহরিনাম-আশ্রয়ের পরিবর্ত্তে শ্রীহরিনামকে জীবিকোপায়রূপে নিযুক্ত করিতে চেষ্টাপর হইয়া নামাপরাধ-বিষে জর্জ্জরিত, তাই তাঁহাদের ছাত্রগণও ঐ বিষ-সংগ্রহপূর্ব্বক নিজ নিজ প্রাণ এবং আরও বহু প্রাণ বিনাশ করিতেছে। অবশ্য নামাপরাধ-বিষ বিস্তার কলির প্রচেষ্টায়ই হইতেছে। কিন্তু তোমার সুকৃতির নিমিত্ত কলির বিক্রম ব্যর্থ হইয়াছে; তাই কোন প্রলোভন তোমাকে শ্রীচৈতন্যমঠাশ্রয় হইতে বিচ্যুত করিতে পারে নাই।

কেন বলিতেছি, তোমার পরবিদ্যাপীঠ আশ্রয়—হরিনামামৃত ব্যাকরণ অধ্যয়ন সার্থক হইয়াছে, তাহার কারণ—পরবিদ্যাপীঠ আশ্রয়ের ফল সদ্গুরুর পাদপদ্মে প্রপত্তি স্বীকারপূর্ব্বক নিরন্তর হরিনাম গ্রহণমুখে শ্রীহরিনামামৃত-ব্যাকরণ অধ্যয়ন। শ্রীহরিনামের আদর শিক্ষা করিতে না পারিলে শ্রীহরিনামামৃত-ব্যাকরণ পড়া হয় না—শ্রীহরিনামামৃত-ব্যাকরণ পাঠের ছলনা হইতে পারে মাত্র। তুমি শ্রীহরিনামামৃত-ব্যাকরণ অধ্যয়নের সঙ্গে সঙ্গে আচার্য্যচরণ আশ্রয়পূর্ব্বক নিরপরাধে হরিনাম-গ্রহণে চেষ্টাবিশিষ্ট হইয়াছ। তুমি যখন শুনিতে পাইলে—

অতঃ শ্রীকৃষ্ণনামাদি ন ভবেদ্ গ্রাহ্যমিন্দ্রিয়ৈঃ।
সেবোন্মুখে হি জিহ্বাদৌ স্বয়মেব স্ফুরত্যদঃ ॥

—তখন গুরু-বৈষ্ণবের নির্দ্দেশানুসারে সেবাকার্য্যের সহিত শ্রীহরিনাম গ্রহণ করিতে আরম্ভ করিলে; তদ্দ্বারা তুমি যে শ্রীল জীবপাদকৃত 'সেবোন্মুখে'র ব্যাখ্যা—"ভগবৎস্বরূপতন্নামগ্রহণায় প্রবৃত্তঃ" হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছ তাহা বেশ প্রমাণিত হইয়াছে। ভগবৎস্বরূপ ও তন্নাম গ্রহণ-প্রবৃত্তিই সেবোন্মুখতা। এই প্রবৃত্তিই আমাদিগকে সম্পূর্ণভাবে গুরু-বৈষ্ণবের পাদ-নির্দ্দেশানুযায়ী সেবায় নিযুক্ত করে; আর সেই সেবার সহিত শ্রীনাম-গ্রহণের ফলে শুদ্ধনামের কৃপা হয়। গুরু-বৈষ্ণবের আদেশের প্রতি লক্ষ্য না করিয়া নাম-স্বরূপ-জ্ঞানের প্রতি উদাসীন হইয়া সেবার ছলনা দেখাইলে, সেবা হয় না—কর্ম্ম হইয়া যায়। কর্ম্মের কবল হইতে নিষ্কৃতি লাভের নিমিত্তই শ্রীগুরুদেবের নিকট স্বরূপের সন্ধান লইয়া সেবোন্মুখ-চিত্তে শ্রীনামগ্রহণ করা কর্ত্তব্য। একদিকে কর্ম্ম প্রবৃত্তি, অপরদিকে নাম-গ্রহণ-ছলনায় জাড্য সাধকের উন্নতির পথ রুদ্ধ করিয়া বসে। এই দুইটীর কোনটাই তোমাকে স্পর্শ করিতে পারে নাই। তুমি সেবোন্মুখচিত্তেই নামগ্রহণ করিয়াছ। তাহারই ফলে চাতুর্ম্মাস্য-ব্রতপালন-কালে উপবাসমুখে শ্রীহরির পার্শ্বপরিবর্ত্তনতিথি ও শ্রীবামনদেবের আবির্ভাব-তিথির প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিয়া শুভ বামন-দ্বাদশীতে (১৬ই ভাদ্র ১৩৪০, ১লা সেপ্টেম্বর ১৯৩৩) শ্রীধাম-মায়াপুরস্থ শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের ব্রজ-লীলার স্থান শ্রীচৈতন্যমঠে (শ্রীচন্দ্রশেখর আচার্য্য-ভবনে) শ্রীশ্রীরাধাকুণ্ডতীরে—যে-স্থানে বসিয়া স্বয়ং শ্রীল প্রভুপাদ ব্রহ্মচারীর লীলাভিনয় করিয়া শিষ্যগণকে ভজন-শিক্ষা দিতেন সেই পূততম ক্ষেত্রে শুদ্ধবৈষ্ণবগণের শ্রীমুখে তোমার হৃদয়ের ধন শ্রীনাম-কীর্ত্তন-শ্রবণ করিতে করিতে সায়াহ্ন-কালে জীবন-সায়াহ্নের অভিনয় দেখাইয়া নিত্য-অপ্রকট-ধামে মহাপ্রস্থান করিলে। মহাপ্রয়াণের সময় হইয়াছে বলিয়াই কি তুমি পূর্ব্বাহ্নেই সেবাবিগ্রহপ্রভু ও অন্যান্য বৈষ্ণবগণের সহিত কীর্ত্তন করিতে করিতে শ্রীচৈতন্য-লীলার ব্যাস ঠাকুর শ্রীল বৃন্দাবনের শ্রীপাট ও বর্ত্তমান যুগের শুদ্ধভক্তিপ্রচারের মূল মহাপুরুষ ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের গোদ্রুমস্থ ভজনস্থলী স্বানন্দসুখদকুঞ্জ দর্শন করিয়া আসিয়াছ? ধন্য তোমার সৌভাগ্য! ধন্য তোমার সাধনা! তোমার সেবার ফলে তোমার জন্মস্থান 'মাজিহাটা' (ময়মনসিংহ সদরের অধীন) বাস্তবিকই ধন্য হইয়াছে।

শ্রীচৈতন্যমঠের প্রত্যেক সেবকই তোমার গুণে মুগ্ধ। শ্রীনবদ্বীপ-পরিক্রমা-কালে দেখিয়াছি, ভগবৎসেবার দ্রব্য যাহাতে চোরাদি অসুর প্রকৃতির লোক অপহরণ না করিতে পারে, তন্নিমিত্ত তুমি বালক হইলেও বালক-সুলভ ভ্রমণ-স্পৃহা পরিত্যাগ করিয়া শ্রীচৈতন্যমঠে অবস্থান করিয়া নাম-গ্রহণপূর্ব্বক প্রহরীর কার্য্য করিয়াছ; তাহাতেই বেশ প্রমাণিত হইয়াছে যে তুমি আচার্য্যের নির্ঘোষ—"আসক্তিরহিত সম্বন্ধ-সহিত বিষয়-সমূহ সকলই মাধব" সুষ্ঠুরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছ। গত ব্রজ-মণ্ডল পরিক্রমার সময় তুমি যেরূপ অহর্নিশি

করিয়াছ, তাহাতে বেশ জানা গিয়াছে যে তুমি মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিয়াছিলে—"এই সকল যাত্রী আমার আচার্য্যদেবের আহ্বানে ব্রজমণ্ডল পরিক্রমায় যোগদান করিয়াছেন। করুণার বরুণালয় আমার আচার্য্য আমার, তাঁহাদের যাহাতে কোনও প্রকার অসুবিধা না হয় তাহাই ইচ্ছা করেন। সুতরাং আমার কর্ত্তব্য প্রাণ দিয়াও তাঁহাদের শুশ্রূষা করা। আমার সেবার ত্রুটীর নিমিত্ত যদি কাহারো কোনও প্রকার

[অতঃপর ৬ষ্ঠ পৃষ্ঠার ৩য় ও ৪র্থ কলমে দ্রষ্টব্য]

ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

২১শে ভাদ্র বুধবার, ১৩৪০

বেগম শা নওয়াজ "কাইসারই হিন্দ" জাহাজ যোগে ভারতে পদার্পণ করিয়াছেন। তিনি শ্বেত প্রস্তাব বোর্ডের প্রভূত প্রশংসা করিয়া বলেন, ভারত সচিবের প্রস্তাবের সঙ্গে সঙ্গে রাজনৈতিক আবহাওয়া পরিবর্তন হইয়া গিয়াছে। তিনি আরও বলেন যে, ১৯৩৫ সালে প্রদেশে স্বায়ত্তশাসন প্রবর্তিত হইবে এবং রিজার্ভ ব্যাঙ্ক বিল পরিষদে উপস্থাপিত হওয়ার আর দেরী নাই; এরূপ অবস্থায় নিখিল ভারত যুক্তরাষ্ট্র প্রবর্তনেরও বেশী দেরী নাই।

বেগম শাহ নওয়াজ আরও বলেন যে, তাঁহার দেশবাসী মহিলাদের মধ্যে কেহ কেহ একথাও সিলেক্ট কমিটিতে বলেন যে, নারীদিগের ভোটাধিকার ও প্রতিনিধিত্বের জন্য ভারতের অতি অল্প সংখ্যক শিক্ষিত মহিলার একটী দল দাবী করিতেছেন। এই সম্পর্কে তিনি বলেন যে, ভারতের নারী জাগরণ যে বেশ ব্যাপক ভাবেই আরম্ভ হইয়াছে তাহা জানাইবার জন্য তাঁহাদিগকে তাঁহাদের ন্যায্য অধিকার ও স্বার্থ রক্ষা সম্বন্ধে উঠিয়া পড়িয়া চেষ্টা করিতে হইবে।

তিনি ভারতের নারীগণকে সম্বোধন করিয়া বলেন যে, দেশের আইন সভাগুলিতে যথেষ্ট পরিমাণে ভোট দানের শক্তি পাইবার জন্য আজ সকলকেই একযোগে দাবী উত্থাপন করিতে হইবে। পার্লিয়ামেন্টে ঐ বিষয়ে একটা সিদ্ধান্ত গৃহীত হওয়ার পূর্ব্বেই আমরা যাহাতে আমাদের ন্যায্য অধিকার সম্বন্ধে দাবী জানাইতে পারি তজ্জন্য দেশবাসী বন্ধুবর্গ আমাদিগকে প্রাণপণে সাহায্য করিবেন বলিয়া আশা করি।

জয়েন্ট কমিটীর সাক্ষী খাঁ সাহেব হাজি রসিদ আমেদও ভারতে ফিরিয়াছেন। তিনি বলেন, পরস্পর বিবাদ বিসম্বাদ ভুলিয়া বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে সহযোগিতা সম্পাদন পূর্ব্বক শাসনসংস্কারকে সফল করিবার জন্য সকলেরই উদ্যোগী হইতে হইবে। তিনি ইংরাজ জাতির সহিত সহযোগিতা রক্ষাপূর্ব্বক কার্য্য করিতে সকলকেই অনুরোধ করেন। কারণ তাঁহার মতে সাম্রাজ্য বৃদ্ধির উহাই একমাত্র নিশ্চিত উপায়।

বর্ত্তমান অবস্থা অনিশ্চিত। ভারত সরকারের শুল্কনীতি ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা আশাপ্রদ নহে। অটোয়া চুক্তির ফলে বৃটিশ বাণিজ্যের কিছু সুবিধা হইলেও ভারতের শিশু শিল্পগুলির অবৈধ বৈদেশিক প্রতিযোগিতা হইতে আত্মরক্ষা করাই কঠিন হইয়া উঠিয়াছে। কৃষিজাত পণ্যের মূল্য বৃদ্ধি পাইতেছে না। সরকারী বাট্টা ও বিনিময় নীতি, পাউণ্ডের সহিত টাকার দাম কৃত্রিম উপায়ে স্থির রাখা, অবাধ স্বর্ণ রপ্তানি, ভারতীয় অর্থনৈতিকদের প্রতিবাদ সত্ত্বেও অব্যাহত রহিয়াছে। ভারতীয় অর্থনীতিক্ষেত্রে সকল প্রকার ব্যবস্থাই ভারত গবর্ণমেণ্ট জনমতকে উপেক্ষা করিয়াই করিতেছেন। এমন কি রিজার্ভ ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠার সরকারী ব্যবস্থাও ভারতের আশা আকাঙ্ক্ষার বিপরীত। অর্থনীতিক্ষেত্রে ভারত সরকারের নীতি, মুসোলিনী বা হিটলারী ব্যবস্থার মতই অব্যাহত ও অলঙ্ঘ্য। অথচ এই নীতির ফলে গত তিন বৎসর যাবৎ ভারতের শিল্পবাণিজ্য অধোগতি প্রাপ্ত হইয়াছে, কৃষকের দুর্দ্দশা চরমে উঠিয়াছে, বেকার সমস্যা অতি নিদারুণ ও ভয়াবহ হইয়া দেখা দিয়াছে।

সরকার পক্ষ হইতে বলা হইয়াছে যে, আইন অমান্য আন্দোলনের রেশ পর্য্যন্ত বিদ্যমান থাকিতে কংগ্রেসের সহিত সহযোগিতা সম্ভব নয়। কংগ্রেসের পক্ষ হইতে সমষ্টিগত আইন অমান্য আন্দোলন প্রত্যাহৃত হইয়াছে। এই প্রত্যাহারের কারণ মহাত্মাজী স্পষ্টভাবেই বলিয়াছেন, জাতীয় ভীরুতা এবং কষ্ট সহ্য করিবার অক্ষমতা। বাকী রহিল ব্যক্তিগত নিরুপদ্রব প্রতিরোধ। বড়লাট উহাকে অকিঞ্চিৎকর বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। এক শ্রেণীর সংবাদপত্র ও রাজনৈতিকও বর্ত্তমান অবস্থায় উহাকে অপ্রয়োজনীয় বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেছেন। যদি তর্কের খাতিরে ধরিয়া লওয়া যায় যে, মহাত্মাজী এবং কংগ্রেস নেতৃবৃন্দও বর্ত্তমান অবস্থায় উহা নিস্ফল বলিয়া স্থগিত রাখেন, তাহা হইলেই কি সহযোগিতার পথ উন্মুক্ত হইবে? কলিকাতা ও লাহোর কংগ্রেসের পূর্ব্ব হইতে কংগ্রেসী আন্দোলনের গতি প্রকৃতি কি কার্য্যকারণশৃঙ্খলারক্ষা করিয়া উদ্ভব হয় নাই? তাহারও পূর্ব্বে সাইমন কমিশন বয়কটও কি সরকারী অদূরদর্শী নীতির ফল নহে। সম্মানজনক ভাবে শাসনপদ্ধতি প্রণয়নে সহযোগিতা করার সুযোগ কি ১৯৩১এ কংগ্রেস গ্রহণ করে নাই? বহুজনের দুঃখপ্রসূত এই আন্দোলন ছেলেখেলা নহে। কত বড় নৈরাশ্য হইতে কংগ্রেস একান্ত অনিচ্ছার সহিত এই আন্দোলন করিতে বাধ্য হইয়াছিল, সে কথা আজ ভুলিলে চলিবে না।

জাতীয় আদর্শবিরোধী কহিবেন—কি লাভ হইল? ইংরাজ তো তাহার ইচ্ছামত একটা শাসনপদ্ধতি প্রবর্ত্তন করিবেই। তোমাদের সম্মতি থাকুক আর নাই থাকুক, একদল ভারতবাসীর দ্বারা তাহা চলিবে। তখন তোমরা করিবে কি? কংগ্রেস হয়ত উত্তর দিবে, অন্ততঃ এমন কিছু আমরা করিব না, যাহাতে ভারতের জাতীয়তা অপমানিত হয়, এমন কিছু গ্রহণ করিব না, যাহাতে আদর্শ ভ্রষ্টতার গ্লানি জাতীয় ঐক্যকে বিনষ্ট করিয়া ফেলিবে।

হঠাৎ প্রশ্ন এবং এই প্রশ্নের সমাধান করিতে ভারত গবর্ণমেণ্ট তথা বিটিশ গবর্ণমেণ্ট অনিচ্ছুক এবং তাঁহারা শান্তির পথে নহে, সংঘর্ষের পথেই ভারতকে চালিত করিতেছেন। কংগ্রেস ঘটনাচক্রে নিরুপদ্রব প্রতিরোধ নীতি সাময়িক ভাবে গ্রহণ করিলেও কংগ্রেসের মধ্যে গঠনমূলক প্রতিভা নাই, ইহা বাতুলের কল্পনা।

ব্যবস্থা পরিষদের সদস্য মিঃ সাদিক হাসান সংবাদপত্রের প্রতিনিধির নিকট বলেন যে, সীমান্তে কোটাই অঞ্চলে বিমানপোত হইতে বোমা বর্ষণ সম্পর্কে বড়লাটের নিকট যে ডেপুটেশন প্রেরণ করিবার মনস্থ করা হইয়াছিল তাহা ত্যাগ করা হইয়াছে। কারণ পরিষদে বড়লাটের বক্তৃতার পর উহাতে আর কোন কাজ হইবে না। যেসকল মুসলমান সদস্য ডেপুটেশন প্রেরণের প্রয়োজনীয়তা মনে করিয়াছিলেন তাঁহাদের অধিকাংশই উপরোক্ত মত পোষণ করেন। অতঃপর মিঃ সাদিক হাসান বলেন যে, প্রেসিডেণ্ট পরিষদে তাঁহার মুলতুবী প্রস্তাব অগ্রাহ্য করাতে তিনি দুঃখিত।

ভারত গবর্ণমেণ্টের স্বরাষ্ট্র সচিব ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদে যে রাজন্যরক্ষা বিল পেশ করিয়াছেন, তাহা একদিকে দেশীয় রাজ্যের প্রজাসমূহ ও তাহাদের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন বৃটিশ ভারতের অধিবাসিগণ, অন্যদিকে বৃটিশ ভারতের সংবাদপত্রসমূহ—সকলের পক্ষেই নূতন বিপদের সূচনা করিতেছে, এই প্রস্তাবিত আইনের উদ্দেশ্য, বৃটিশ ভারতে দেশীয় রাজ্যসমূহের বিরুদ্ধে যাহাতে কোন 'রাজদ্রোহকর' আন্দোলন না হয় বা তাহাদের শাসনকার্য্যের বিরুদ্ধে কোন অসন্তোষ সৃষ্টি করা না হয় তাহার ব্যবস্থা করা। জরুরী প্রেস আইনের শৃঙ্খলে ভারতীয় সংবাদপত্রসমূহকে আষ্টেপৃষ্ঠে বন্ধন করা হইয়াছে, প্রস্তাবিত রাজন্য রক্ষা আইনে সেই শৃঙ্খল আর একগুণ বাড়িবে। দেশীয় রাজ্যসমূহের শাসন প্রণালীর বিরুদ্ধে বা সেখানকার প্রজাদের দুঃখ দুর্দ্দশা অভাব অভিযোগ সম্বন্ধে যে সব বৃটিশ ভারতের সংবাদপত্রে আলোচনা করা হইত, তাহা করা অসম্ভব হইবে। বৃটিশ ভারতের যে সব সভাসমিতি, সঙ্ঘ, প্রতিষ্ঠান দেশীয় রাজ্যের ব্যাপার লইয়া আন্দোলন করিত, তাহাদিগকেও ঐ সব প্রচেষ্টা বন্ধ করিতে হইবে। অর্থাৎ দেশীয় রাজ্যগুলি সম্পর্কে বৃটিশ ভারতে কেহ যাহাতে টুঁ শব্দটী পর্য্যন্ত করিতে না পারে, তাহারই আয়োজন হইতেছে। ভারত গবর্ণমেণ্টের কি অপার করুণা।

শাসন সংস্কার প্রস্তাব ও বাঙ্গালা

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

ভোট প্রদানের অধিকার বিস্তার।

যদি দায়িত্বশীল সরকার গঠন ও রক্ষা করিতে হয়, তবে এমনভাবে নির্ব্বাচন-ব্যবস্থা করিতে হইবে যে, শাসনকার্য্য পরিচালিত করিবার জন্য স্থায়ী মন্ত্রিমণ্ডল গঠিত হইতে পারে এবং সঙ্গে সঙ্গে মন্ত্রিমণ্ডলের কার্য্যের সমলোচনা ও প্রয়োজন হইলে নূতন মন্ত্রিমণ্ডল গঠন করিবার মত আর একটী দলও থাকিতে পারে। নূতন নির্ব্বাচনকালে সরকারের নীতি কি হইবে বা কোন দল মন্ত্রিমণ্ডল গঠিত করিবেন তাহা নির্দ্ধারণ করিবার ক্ষমতা ভোটারদিগের থাকা প্রয়োজন। পূর্ব্বোক্ত অবস্থা ব্যতীত সরকার অচল হইতে পারে এবং সরকার অচল হইলে গণতান্ত্রিকভাবে শান্ত শাসন এবং সামাজিক ও আর্থিক উন্নতি অসম্ভব হইয়া দাঁড়ায়। দ্বিতীয়তঃ দায়িত্বশীল সরকারে আইন প্রণয়নের ও শাসনের ব্যবস্থা দেশের লোকমত হইতে উদ্ভূত হইবে। লোকমত ভোটারদিগের ও তাহাদিগের নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিদিগের কার্য্যে আত্মপ্রকাশ করিবে। কাজেই প্রধান মন্ত্রী যথার্থই বলিয়াছেন, দায়িত্বশীল সরকারে ভোট দিবার অধিকার এমনভাবে বিস্তৃত করিতে হইবে যে, ব্যবস্থাপক সভাকে জনগণের প্রতিনিধি সভা বলা যাইতে পারে। কোন উল্লেখযোগ্য সম্প্রদায় যাহাতে ব্যবস্থাপক সভায় তাহার মত ও অভাব অভিযোগ উপস্থাপিত করিবার অধিকারে বঞ্চিত না হয়, সে দিকে লক্ষ্য করিতে হইবে। কারণ, গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় যাহারা ব্যবস্থাপক সভার প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত করে, তাহাদিগের স্বার্থে লোকের মনোযোগ আকৃষ্ট হইবার এবং যাহারা সে অধিকার পায় না তাহাদিগের স্বার্থ নির্ব্বাচনকালে ও তাহার পরে উপেক্ষিত হইবার সম্ভাবনা প্রবল। যদি জনগণের সেবাতৎপর ব্যক্তিরা সামাজিক ও রাজনৈতিক উন্নতিসাধনে আগ্রহশীল হইয়া ব্যবস্থাপক সভার সাহায্যে উদ্দেশ্য সিদ্ধির উপায় করিতে কৃতসঙ্কল্প হয়েন, তবেই দায়িত্বশীল শাসন সার্থক ও সফল হয় নহিলে নহে। দায়িত্বশীল সরকার যদি স্থায়ী করিতে হয়, তবে ব্যবস্থাপক সভাগুলি বর্ত্তমানে যেরূপ প্রতিনিধিত্বের দাবি করিতে পারে সেগুলিকে তদপেক্ষা অধিক প্রতিনিধিত্বের সুযোগ দিতে হইবে।

(ক্রমশঃ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক
—পারমার্থিক পত্র—
শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

আরাধ্যো ভগবান ব্রজেশ
তনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনম,
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং
প্রেমা পুমর্থো মহান্,
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং
তত্রাদরো নঃ পরঃ॥

৮ম বর্ষ | ২ পদ্মনাভ | গৌরাব্দ ৪৪৭, ২১শে ভাদ্র বঙ্গাব্দ ১৩৪০, ৬ই সেপ্টেম্বর ইং ১৯৩৩, | বুধবার | ১৬০শ সংখ্যা

শ্রীশ্রীরাধাষ্টমী উৎসব

কব্বুর রামানন্দগৌড়ীয়মঠে

গত ১২ই ভাদ্র ২৮শে আগষ্ট শ্রীশ্রী-রাধাষ্টমী বাসরে পুণ্যসলিলা গোদাবরীতীরে শ্রীশ্রীমহাপ্রভু রায়রামানন্দ সম্মিলনস্থলী শ্রীশ্রীরামানন্দ গৌড়ীয়মঠে পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধর শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে শ্রীরায়রামানন্দের মাহাত্ম্য পাঠ-মুখে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। শ্রীমঠের শ্রীশ্রী-রাধাষ্টমী মহোৎসব উপলক্ষে স্থানীয় বহু ভদ্র মহোদয় ও মহিলাগণ আহূত এবং অনাহূত ভাবে শ্রীমঠে আগমন করিয়াছিলেন। তাঁহারা সকলেই শুদ্ধভাগবতের শ্রীমুখে ভাগবত শ্রবণ ও সজ্জন নয়ন-মনোভিরাম শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের শৃঙ্গারবেশ সন্দর্শন করিয়া ভক্ত্যনুকূল সুকৃতি অর্জ্জন করিয়াছেন।

উক্ত দিবস শ্রীমৎ স্বামীজী কব্বুর সংস্কৃত কলেজের সেক্রেটারী ও প্রিন্সিপ্যাল মহোদয়দ্বয়ের সশ্রদ্ধ আহ্বান রক্ষাপূর্ব্বক শুভাগমন করিয়া অপরাহ্ণ সাড়ে চারি ঘটিকার সময় উক্ত কলেজে শুভবিজয় করেন। তথায় শ্রীমৎ স্বামীজীর শুভাগমনোপলক্ষে অন্ধ্র-দেশের বিদ্বন্মণ্ডলীর দ্বারা মণ্ডিত একটী বিরাট সভার অধিবেশন হয়। সভার পক্ষ হইতে প্রিন্সিপ্যাল মহোদয় শ্রীমৎ স্বামীজীর শ্রীচরণে সশ্রদ্ধ অভিনন্দন জ্ঞাপন করিলে পর শ্রীমৎ স্বামীজী অপরাহ্ণ পাঁচ ঘটিকা হইতে ছয় ঘটিকা পর্য্যন্ত প্রাঞ্জল ইংরাজী ভাষায় "অচিন্ত্যভেদাভেদবাদ" সম্বন্ধে দার্শনিক তত্ত্বপূর্ণ একটী সুদীর্ঘ বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন। সমাগত বহু সাধু ও শ্রীবৈষ্ণব, অধ্যাপক ও ছাত্রমণ্ডলী, রাজবিদ্বৎপণ্ডিত, কালেক্টর, লীডার, ক্লার্ক, ব্যবসায়ী ও অন্ধ্র-দেশবাসী বহু বহু সম্ভ্রান্ত ও উচ্চপদস্থ ব্যক্তিগণ শ্রীমৎ স্বামীজীর দর্শন ও তাঁহার শ্রীমুখে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত অচিন্ত্যভেদাভেদ সিদ্ধান্তের কথা শ্রবণ করিয়া আশ্চর্য্যান্বিত ও কৃতকৃতার্থ হইয়াছেন।

উক্ত বিরাট সভায় সমাগত বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের মধ্যে—বি, সূর্য্যনারায়ণ রাও, এডভোকেট, মাদ্রাজ হাইকোর্ট ও সেক্রেটারী সংস্কৃত কলেজ, রায়বাহাদুর শ্রীরামমূর্ত্তি গারু বেদবিশারদ, জে, পুরুষোত্তম গারু বি, এ প্রিন্সিপ্যাল, এম, বি, সুব্বা রাও পান্তলু গারু লেক্চারার, আই, সায়েনা পান্তলু গারু রিটায়ার্ড ডেপুটী কালেক্টর, ই, বি, শেষাচলম গারু শ্রীচান, কে, রামানুজাচারী গারু লীডার, সি, এস, সত্যমূর্ত্তি শাস্ত্রী, এন, ভি, কোটি রাও পান্তলু গারু টি. চার, সি, এন, নরভদ্র রাও পান্তলু গারু আদ্রু, সাব্‌রিজিস্ট্রার, ভোগী, কোণ্ডা রাও পান্তলু গারু কমিশনার, এন্, বেঙ্কটেশ্বর পান্তলু গারু ডি, সত্যনারায়ণ রাও, প্রমুখ ভদ্রমহোদয়গণের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

চাঁপাহাটী গৌরগদাধর মঠে

গত ১২ই ভাদ্র সোমবার দিবস শ্রীশ্রী-রাধাষ্টমী উপলক্ষে অত্র চাঁপাহাটী শ্রীশ্রীগৌরগদাধর মঠে মহামহোৎসব সুষ্ঠুরূপে সুসম্পন্ন হইয়াছে; এতদুপলক্ষে বেলা ১টা হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত প্রায় ২০০ শত স্ত্রী-পুরুষ বিচিত্র মহাপ্রসাদ পাইয়া সুকৃতি সঞ্চয় করিয়াছেন, তন্মধ্যে ডাক্তার শ্রীযুক্ত নন্দদুলাল চক্রবর্ত্তী, পোষ্টমাষ্টার শ্রীযুক্ত রাধাচরণ বাবু, শ্রীযুক্ত ভোলানাথ চক্রবর্ত্তী প্রভৃতির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। শ্রীশ্রীগুর্ব্বষ্টক, পঞ্চতত্ত্ব প্রভৃতি কীর্ত্তনান্তে শ্রীযুক্ত নৃসিংহানন্দ চক্রবর্ত্তী শ্রীশ্রীরাধাষ্টমী-মাহাত্ম্য, পরমারাধ্যা শ্রীমতী রাধারাণীর কৃষ্ণসেবার সর্ব্বোত্তমতা, রাধিকা শব্দের ব্যুৎপত্তি, আবির্ভাবের কারণ, শ্রীরাধাষ্টমীর মাহাত্ম্য, শ্রীকৃষ্ণের শ্রীমতীর ঋণ পরিশোধার্থ শ্রীগৌরাঙ্গরূপে আবির্ভাব প্রভৃতি বিষয় ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তদ্ব্যতীত শ্রীল প্রভুপাদের প্রচার বৈশিষ্ট্যও বিশেষরূপে বর্ণন করা হইয়াছে।

ঠাকুর শ্রীল ভক্তিবিনোদ
আবির্ভাব মহোৎসব

কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠে

গত ২রা সেপ্টেম্বর ১৭ই ভাদ্র শনিবার শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের আবির্ভাব-তিথি উপলক্ষে কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠে সাধারণ মহোৎসব মহা-সমারোহে সম্পন্ন হইয়াছে। এতদুপলক্ষে ভোর ৪ ঘটিকা হইতে সারস্বত নাট্যমন্দিরে সঙ্কীর্ত্তন আরম্ভ হয়। পরে প্রাতঃ ৭টা হইতে ৮॥টা পর্য্যন্ত শ্রীপাদ সিদ্ধস্বরূপ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী প্রভু শ্রীমদ্ভাগবত হইতে নবযোগেন্দ্র-সংবাদ পাঠ করিয়া অতি সহজ সরল ও মর্ম্মস্পর্শী ভাষায় সকলকে বুঝাইয়া দেন। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের আবির্ভাব-উৎসবে ভোর ৪টা হইতে রাত্রি ১০ ঘটিকা পর্য্যন্ত নাট্যমন্দিরে সঙ্কীর্ত্তন চলিতে থাকে।

প্রাতে ৮টা হইতে রাত্রি ১টা পর্য্যন্ত সমাগত সহস্র সহস্র পুরুষ ও মহিলাগণকে চতুর্ব্বিধ রস সমন্বিত বিচিত্র মহাপ্রসাদ হরিকথা কীর্ত্তনমুখে বিতরিত হইয়াছে। বেলা ১॥টা হইতে ৪টা পর্য্যন্ত সহস্রাধিক দীন-দরিদ্রকে উক্ত মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হইয়াছে। শ্রীগৌড়ীয়মঠের আচার্য্যবর্গের কৃপায় তত্ত্ব ও মহাপ্রসাদ সুলভ হওয়ায় সমাগত ব্যক্তিমাত্রেই পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের জয়ধ্বনি করিতে করিতে মহাপ্রসাদ সম্মান করিয়াছেন এবং বহু ব্যক্তি আদরের সহিত উহা মাগিয়া আত্মীয়-স্বজনদিগের মঙ্গলার্থ গৃহে লইয়া গিয়াছেন।

সন্ধ্যা হইতে লোকসমাগম এত অধিক হইয়াছিল যে, মন্দির প্রাঙ্গণে, অলিন্দে, জগমোহনে, নাট্যমন্দিরে, উপরের বারান্দায় দাঁড়াইবার পর্য্যন্ত স্থান হয় নাই। বন্দোবস্ত এত সুন্দর হইয়াছিল যে, দলে দলে লোক আসিয়া মাত্র তাঁহাদিগকে মহাপ্রসাদ দিবার ব্যবস্থা হয়; তাই কাহারও কোন প্রকার অসুবিধা ভোগ করিতে হয় নাই। মঠরক্ষক আচার্য্যত্রিক প্রভু সর্ব্বক্ষণ সমস্ত বিষয় স্বয়ং পর্য্যবেক্ষণ পূর্ব্বক সমাগত সজ্জনগণকে আদর, আপ্যায়ণ ও অভ্যর্থনা করেন এবং তাঁহার উৎসাহে ও সুনিষ্ঠ বাক্যে ব্রহ্মচারী ও গৃহস্থভক্ত সকলেই সেবাকার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়া উৎসবটীকে সুন্দরভাবে সাফল্যমণ্ডিত করিয়াছেন।

শ্রীচৈতন্যমঠে

গত ১৭ই ভাদ্র, ২রা সেপ্টেম্বর গৌর-ত্রয়োদশী তিথিতে বর্ত্তমান যুগের শুদ্ধভক্তি-প্রচারের মূল মহাপুরুষ ঠাকুর শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ প্রভুর প্রকটোৎসব পাঠ, কীর্ত্তন ও বক্তৃতামুখে সমারোহে সম্পন্ন হইয়াছে। নিয়মিত কীর্ত্তন ও ভোগরাগাদি ব্যতীত সন্ধ্যার পর বক্তৃতা, শ্রীনদীয়া প্রকাশ ১৫৭ সংখ্যা হইতে 'ঠাকুরের প্রকট-ত্রয়োদশী' শীর্ষক প্রবন্ধ পাঠ ও ব্যাখ্যায় ঠাকুরের পরমার্থশিক্ষাপ্রদ চরিত্র আলোচিত হইয়াছে, শুদ্ধভক্তির স্বরূপ প্রকাশ পূর্ব্বক তাহার সুপ্রচার, শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের আবির্ভাব-স্থলী শ্রীধাম-মায়াপুর আবিষ্কার ও শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থ প্রণয়ন, বিশেষরূপে এই তিনটীর জন্যই ঠাকুরের আবির্ভাব।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

২ পদ্মনাভ ভৃত্য অনিরুদ্ধ

গর্ভস্তোত্র

একাদশ শ্লোক

ন নামরূপে গুণজন্মকর্ম্মভি-
র্নিরূপয়িতব্যে তব তস্য সাক্ষিণঃ।
মনোবচোভ্যামনুমেয়বর্ত্মনো
দেব ক্রিয়ায়াং প্রতিযন্ত্যথাপি হি॥

বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণের দ্বারা নির্গুণ অর্থাৎ অপ্রাকৃত-গুণবিশিষ্ট শ্রীকৃষ্ণ প্রকাশিত হন, এরূপ পূর্ব্ব শ্লোকে ব্যাখ্যাত হইয়াছে; ইহাতে গুণময় নারায়ণরূপকে শ্রেষ্ঠ জ্ঞান হইবার সম্ভাবনা, এই আশঙ্কা দূর করিবার নিমিত্ত দেবগণ কহিলেন,—হে দেব! হে নিয়ন্তা! গুণ, জন্ম ও কর্ম্মের দ্বারা তোমার নাম ও রূপের নিরূপণ হয় না যেহেতু গুণ, জন্ম ও কর্ম্মের দ্বারা যে আধার প্রকাশিত হয়, তুমি তাহারও সাক্ষী। তুমি মন ও বচনের অনুমেয় মাত্র, প্রত্যক্ষ নহ। ক্রিয়া-সমূদয়ে তুমি নিশ্চিতরূপে প্রতীত হও, অতএব গুণের দ্বারা তোমার উপাসনা হইলেও নির্গুণ-স্বরূপ তুমি গুণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

শ্রীকৃষ্ণের প্রকাশ

বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণ-প্রকাশের দ্বারা পরমেশ্বর নারায়ণরূপ গ্রহণ করেন। কিন্তু বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণও গুণ; অতএব গুণাধার পরম-পুরুষ নহে। অতএব নারায়ণের দ্বারাও পরমেশ্বরের নাম ও রূপ নিরূপিত হয় না যেহেতু নারায়ণ-রূপ-গুণেরও সাক্ষী ভগবান্‌কে বলিতে হইবে। নারায়ণকে মনের দ্বারা কল্পনা ও ধ্যান করা যায় ও বাক্যের দ্বারা ব্যাখ্যা করা যায়। যেহেতু বেদ সকল ভগবানের অপ্রাকৃত ভাবের কল্পনা অথবা চিন্তা অথবা ব্যাখ্যা করিতে না পারিয়া নারায়ণকেই প্রতিষ্ঠা ও গান করিয়াছেন। বস্তুতঃ ভগবানের নাম ও রূপ নাই এই জন্য শ্রীশুকদেব গোস্বামী তাঁহার কোন নাম না পাইয়া তাঁহাকে 'আকর্ষক অর্থাৎ কৃষ্ণ কহিলেন।' 'তাঁহার কোন রূপ না পাইয়া চরাচরের রক্ষকরূপ গোপালবেশে তাঁহাকে [illegible]ভূত করিলেন। কোনপ্রকার অস্ত্রের দ্বারা তাঁহার স্বরূপ-স্বভাব ব্যাখ্যা করিতে না পারিয়া তাঁহার করে বংশী দৃষ্টি করিলেন। কোন প্রকার অলঙ্কারের দ্বারা তাঁহার সৌন্দর্য্য প্রকাশ করিতে না পারিয়া 'আনন্দ-প্রকাশক ময়ূরপুচ্ছ ও শান্তিবাদক নূপুর তদীয় চরণে লক্ষ্য করিয়াছেন। কোন প্রকার বর্ণের দ্বারা তাঁহার রূপ ব্যাখ্যা করিতে অশক্ত হইয়া স্নিগ্ধতার প্রকাশক শ্যামবর্ণে তাঁহাকে উপলব্ধি করিয়াছেন। এই সমস্ত রূঢ়ি ভাবকে ব্যাখ্যা করিয়া ভগবানের স্ব-স্বরূপ দৃষ্টি করিয়াছেন। মন ও বাক্যের অনুমেয় যে-পুরুষ তাঁহার অনন্ত ঐশ্বর্য্য থাকিলেও ঐ সমুদয় ঐশ্বর্য্যের দ্বারা তাঁহার স্বরূপ প্রকাশ হয় না বরং আচ্ছাদিত হইবার সম্ভাবনা। তাঁহার স্বরূপের প্রতি যাঁহাদের ঐকান্তিক প্রেম জন্মে তাঁহারা তদীয় ঐশ্বর্য্যে কদাচ লুব্ধ বা আশ্চর্য্যান্বিত হন না। বরং ঐশ্বর্য্য দৃষ্টি করিলে স্বরূপকে দূরে জ্ঞান করিয়া ঐশ্বর্য্যকে পরিত্যাগ করত অন্যত্র স্বরূপ অন্বেষণ করেন। শ্রীকৃষ্ণ কৌতুক করিবার জন্য নারায়ণের রূপ ধারণ করিলে গোপীগণ বিস্মিত হইয়া তাঁহার সহিত সম্বন্ধ স্বীকার করিলেন না; যাঁহাদের স্বরূপ মাধুর্য্যে প্রেম হয়, তাঁহারা গুণ, জন্ম ও কর্ম্মের দ্বারা প্রকাশিত যে ভগবদ্‌-রূপ তাহাতেও আদর করেন না।

ভগবৎস্বরূপ-তত্ত্বই শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব

কৃষ্ণতত্ত্বই ভগবানের স্বরূপতত্ত্ব যেহেতু মন ও বচনের দ্বারা প্রকাশিত নহে, অনুমেয় মাত্র। এই কৃষ্ণতত্ত্ব গুণ, জন্ম ও কর্ম্মদ্বারা লক্ষিত হন না। গুণ, জন্ম ও কর্ম্মদ্বারা কৃষ্ণের রূপ ও নাম নিরূপিত হয় না। দেবকীর গর্ভে চতুর্ভুজ নারায়ণের জন্ম হয়, অতএব জন্মের দ্বারা কেবল নারায়ণেরই বাসুদেব নাম হয়, শ্রীকৃষ্ণের নামকরণ হয় না। শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য্য প্রকাশকেই নারায়ণ বলা যায়, এ প্রযুক্ত শ্রীকৃষ্ণের অংশ নারায়ণ যেহেতু স্বরূপ হইতে অন্যরূপ ক্ষুদ্র। নারায়ণও কৃষ্ণের অংশ হওয়ায় তাঁহাকে বস্তুতঃ কৃষ্ণস্থ হইতে হয়, এজন্য কৃষ্ণকে বাসুদেব নাম দেওয়া যায়, নতুবা নহে। চতুর্ভুজমূর্ত্তি অতি শীঘ্রই প্রাকৃত শিশুর ন্যায় প্রকাশ পায় যেহেতু চতুর্ভুজেরও পরিণাম স্বরূপে অবস্থিতি স্বীকার করা যায়। কৃষ্ণস্থ নারায়ণই জগতে বৃহৎ বৃহৎ কার্য্য করিয়া থাকেন। কৃষ্ণ ঐ সমুদয় কার্য্যের দ্বারা উপাধিপ্রাপ্ত হন না। অসুরবধ প্রভৃতি কার্য্যসকলের দ্বারা কৃষ্ণের যত নামকরণ হইয়াছে ঐ সমুদয় নাম নারায়ণের প্রাপ্য। অতএব গুণ, জন্ম ও কর্ম্ম-সমুদয় নারায়ণের, কৃষ্ণের নহে। জন্মকালে ও অন্তর্দ্ধানকালে চতুর্ভুজমূর্ত্তিই প্রকাশ পায়। যেহেতু আবির্ভাব ও তিরোভাব নারায়ণেই সম্ভবে, নির্গুণ অর্থাৎ অপ্রাকৃত গুণবিশিষ্ট শ্রীকৃষ্ণের সম্ভব হয় না। যেহেতু কৃষ্ণ—মন, বচন, গুণ, জন্ম, কর্ম্ম প্রভৃতি যতপ্রকার প্রকাশ-ভাব আছে তাহার অতীত।

অদূরদর্শিগণের কৃষ্ণ-ব্যাখ্যা

এই কৃষ্ণতত্ত্বকে অদূরদর্শিগণ দুই প্রকারে ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন। কেহ কেহ কহিয়া থাকেন যে, গোলকপুরী হইতে সনক, সনাতন প্রভৃতির অভিশাপক্রমে কৃষ্ণ জগতে আসিয়া জন্ম গ্রহণ করত বৃহৎ বৃহৎ কার্য্য সমাধান পূর্ব্বক পুনরায় স্ব-স্বরূপে অবস্থান করেন। এই প্রকার বক্তারা ব্যাসদেবের অপ্রাকৃত তত্ত্ব সুন্দররূপে উপলব্ধি না করিয়া কৃষ্ণতত্ত্বকে প্রাকৃততত্ত্ব বলিয়া ব্যাখ্যা করেন। পরমেশ্বরের স্থান নিরূপণ ও তাঁহার শাপভয় প্রভৃতি প্রাকৃত-বাক্য-মাত্র। ইহাতে যে বাক্যমল আছে তাহা পরিষ্কার করত যে পুরুষ অনু-বানন্দ-স্বরূপ কৃষ্ণ দর্শন করেন তাঁহার অমৃতত্ব সম্ভব নতুবা প্রাকৃত জ্ঞানে এই সমুদয় ব্যাখ্যা দৃষ্টি করিলে অকল্যাণ হইবার সম্ভাবনা। 'সত্যং পরং ধীমহি' এই প্রকার বলা যে ব্যাসদেব, তাঁহার লিখিত সাত্ত্বিক পুরাণ-সমুদয়ে যে সমস্ত কথা আছে তাহা অপ্রাকৃতভাবে পরিপূর্ণ অতএব ঐ সমস্ত হইতে যিনি প্রাকৃতভাবকে অর্জ্জন করেন তাঁহার মঙ্গল কোথায়?

দ্বিতীয়-প্রকার অদূরদর্শী

দ্বিতীয় প্রকার ব্যবস্থা এই যে, কৃষ্ণলীলা কল্পিত বিবরণ মাত্র। জীবগণের আধ্যাত্মিক জ্ঞানোন্মীলন-ইচ্ছায় বাদরায়ণ ঋষি আধ্যাত্মিক তত্ত্ব সুলভ করিবার জন্য এই কৃষ্ণলীলা কল্পনা করত লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। ইহা বাস্তবিক ঐতিহাসিক ঘটনা নহে। এই প্রকার ব্যাখ্যাও অযুক্ত। কল্পনা-শক্তিও প্রাকৃত যেহেতু ইন্দ্রিয়ভাবজনিত মনই কল্পনা করে। আত্মপ্রত্যয়রূপ অচ্যুতবিশ্বাস, যাহাকে অনুভব শক্তি কহা যায় তাহার সহিত মনের কোন সম্বন্ধ নাই। মন প্রাকৃত কিন্তু অনুভব-শক্তি অপ্রাকৃত। মনের দ্বারা যাহা কিছু কল্পিত হয় সকলই প্রাকৃত। অতএব কৃষ্ণলীলা যদি কল্পিত হইত তবে কি প্রকারে অপ্রাকৃত তত্ত্বের ব্যাখ্যা হইতে পারিত। কল্পনা দ্বারা স্বর্গ নরক ও অনেকপ্রকার লোকের চিত্রপট মানবগণের নিকট উপস্থিত হয়। কিন্তু ইন্দ্রিয়সকল যাহার সহিত কখন সাক্ষাৎ করে নাই তাহার কল্পনা কিরূপে হইতে পারে? ব্যাসদেব যদি প্রাকৃত বস্তু হইতে অপ্রাকৃত তত্ত্ব কল্পনা করিতেন তবে কৃষ্ণতত্ত্বও কল্পনা ও প্রাকৃত হইত। কিন্তু তিনি তাহা করেন নাই; চতুঃশ্লোকী প্রাপ্তির বিবরণেই ইহার বিশেষ ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। ব্রহ্মা যখন সমুদয় প্রাকৃত বস্তুতে কৃষ্ণদর্শন পাইলেন না তখন তিনি স্বীয় আত্মায় ভগবদ্ভাবকে প্রত্যক্ষ দর্শন করিলেন। ভগবানের নিকট হইতে যে অপ্রাকৃত জ্ঞান প্রাপ্ত হইলেন, তাহাই ব্যাসের নিকট প্রেরণ করেন। ব্যাসদেব ঐ জ্ঞানের দ্বারা ভগবত্তত্ত্ব ব্যাখ্যা করিয়াছেন। আত্মপ্রত্যয়-অনুভূত যে জ্ঞান তাহা কদাচ প্রাকৃত কল্পনাবাচ্য হইতে পারে না এবং তল্লক্ষিত কৃষ্ণতত্ত্বও প্রাকৃত হইতে পারে না। কৃষ্ণতত্ত্ব প্রত্যক্ষ সত্য ইহাতে কিছুমাত্র কল্পনা নাই, তবে যাঁহারা কৃষ্ণ-লীলাকে কল্পিত বলিয়া বিশ্বাস করেন তাঁহারা প্রাকৃতভাব হইতে স্বীয় জ্ঞানকে উদ্ধার করিতে পারেন নাই।

"অপ্রাকৃত তত্ত্ব নহে প্রাকৃত গোচর"

দেবতারা এই জন্য কহিলেন, যে-যে ব্যক্তি পরমেশ্বরের গুণ, জন্ম, কর্ম্মকে প্রাকৃত ঐতিহাসিক বিবরণ বোধ করিয়া তদ্দ্বারা তাঁহার নাম ও রূপের ব্যবস্থা করে তাহারা মূঢ় এবং যাহারা কৃষ্ণবিবরণ কল্পিত বোধ করিয়া তদ্দ্বারা উপাসনার প্রণালী পাওয়া গিয়াছে এইরূপ বোধ করে তাহারাও তদ্রূপ। যেহেতু অপ্রাকৃত ভগবান্ প্রাকৃত গুণ, জন্ম, কর্ম্ম, মন ও বচনের সাক্ষীমাত্র, তদ্গত নহেন। তাহারা তাঁহার যে কিছু নাম ও রূপ প্রদান করিবে, তাহা নিশ্চয়ই প্রাকৃত হইয়া উঠিবে। তাঁহার স্বরূপ, নাম ও রূপ কহিতে পারিবে না। কেবল সম্বন্ধীয় নাম ও রূপ প্রকাশ করিবে, এই মাত্র। কিন্তু তাহাতে জীবের পরম তৃপ্তি নাই। জীব যখন এই প্রকার তৃপ্তিরহিত হইয়া ব্রহ্মার ন্যায় ব্যাকুল হন তখন ক্রিয়াতে ভগবানের প্রত্যক্ষতা দৃষ্টি করেন।

অপ্রাকৃত উপাসনা

শ্রীধর স্বামী 'ক্রিয়া' শব্দের অর্থ উপাসনা কহিয়াছেন। উপাসনা-শব্দেও সম্পূর্ণ বোধগম্য নহে, এই জন্য ক্রিয়া-শব্দের অর্থ প্রকাশ করা কর্ত্তব্য। প্রাকৃতবিভাগে মানবের মধ্যে তিনটী বস্তু আছে অর্থাৎ দেহ, মন ও বাক্য। দেহে যে-সকল ইন্দ্রিয় আছে তাহারা প্রাকৃত বিষয় উপলব্ধি করেন, এজন্য জগদীশ্বরকে অতীন্দ্রিয় উপাধি প্রদত্ত হইয়াছে। মনও ইন্দ্রিয়জনিত ভাবসকলের চালনা করিয়া থাকে অতএব উহারও ক্রিয়া সকল প্রাকৃত। বাক্য মনকে প্রকাশ করে, অতএব উহাও প্রাকৃত। দেহ, মন ও বাক্য ভগবানের কিছুই জানে না। দেহ, মন ও বাক্য এই তিনটী বস্তুর বিলক্ষণ যে তত্ত্ব তাহাই জীব, এবং তাহাকেই আত্মা কহে। ঐ আত্মার দুইটি লক্ষণ অর্থাৎ জ্ঞান ও আনন্দ। এই জ্ঞান ও আনন্দই পরমেশ্বরকে উপলব্ধি করে। যেহেতু অপ্রাকৃত পদার্থই অপ্রাকৃত পদার্থকে জানিতে পারে। এই অপ্রাকৃত জীবের অপ্রাকৃত ঈশ্বরের প্রতি যে ভক্তি তাহাই ইহার ক্রিয়া। ঐ ক্রিয়াকে উপাসনা কহা যায় এবং তদ্‌যোগেই ঈশ্বরের সাক্ষাৎকার লাভ হয়। জীব যেকাল পর্য্যন্ত এই প্রাকৃত দেহে আবদ্ধ আছেন, তত দিবস উপাসনা ক্রিয়াও দেহে ব্যক্ত হইতে থাকিবে। আত্মা ভক্তিযোগে যখন উপাসনা করেন তখন বাক্য ঐ ভক্তির সহকারে স্তবরূপে ব্যক্ত হয়। মন ভগবদ্ভাবের ধ্যান করিতে থাকে। দেহ হাস্য, পুলক, অশ্রু, নৃত্য, স্তম্ভ, স্বেদ এই সকল প্রকাশ করিতে

থাকে। ইন্দ্রিয়-সকল ব্যাকুল হইয়া নিজ নিজ বিষয়ের মধ্যে ভগবান্‌কে দৃষ্টি করিতে থাকে। হস্ত যাহা কিছু আহরণ করিতে পারে তন্মধ্যে প্রিয়-বস্তুসকল জগদীশ্বরকে দান করিয়া তৃপ্ত হয়। পদ নৃত্য করত ও সাধুপ্রতিষ্ঠিত স্থান-সকলে বিচরণ করত তৃপ্ত হয়। চক্ষু ভগবত্তা-স্মারক প্রতিমা সকল দেখিয়া তৃপ্ত হয়। এই সমুদয় বাহ্যিক ক্রিয়াকে উপাসনা কহা যায় না কিন্তু আত্মাতে যে-সকল ভাবের উদয় হয় ঐসকল ভাব দেহযোগে স্বভাবতঃ প্রকাশ পাইয়া থাকে। আত্মা ব্যাকুল হইয়া অপ্রাকৃত বৃন্দাবন-ধামের প্রতি ধাবমান হইলে দেহ মথুরার নিকটবর্ত্তী হয়। আত্মা ভগবদ্রূপ দর্শনার্থে যতই ব্যাকুল হয় তত শীঘ্র অর্চ্চাবতারের দর্শনার্থে চক্ষু ধাবমান হয়। আত্মা প্রিয়বস্তু প্রেম জগদীশ্বরকে দান করিতে ব্যাকুল হইলেই হস্ত পুষ্প চন্দনাদি ও ভোগ-নৈবেদ্যাদি ভগবান্‌কে দিবার জন্য ব্যস্ত হয়। এই সমস্ত কার্য্য অপ্রাকৃত উপাসনা-ক্রিয়ার প্রকাশিকা মাত্র, মুখ্য ক্রিয়া নহে। এই প্রকার অপ্রাকৃত উপাসনা ক্রিয়ায় জীব ও ভগবান্‌কে প্রত্যক্ষ দর্শন করেন।

শ্লোকের তাৎপর্য্য

এই শ্লোকে কৃষ্ণ-লীলা যে অপ্রাকৃত-ভাবে প্রত্যক্ষ, ইহাই কথিত হইল। এই লীলা যে ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষ অথবা কল্পনা-যোগে মনের প্রত্যক্ষ এরূপ যাঁহারা স্থির করেন তাঁহারা কৃষ্ণলীলার অর্থ অবগত নহেন। কৃষ্ণলীলা অনাদি, অনন্ত ও স্বতঃ-প্রত্যক্ষ। ইহাই সমস্ত বিষয়ের সাক্ষী অতএব কোন বস্তু ইহাকে চিত্রিত করিতে সমর্থ নহে। ইহা অপ্রতিম। আত্মপ্রত্যয়রূপ অপ্রাকৃত বিভাগে ইহার সত্ত্ব অবস্থিতি। ইহাকে ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষ বা মন-কল্পিত বিষয় বোধ করিলে অত্যন্ত অধমতা প্রকাশ হয়। অতএব জীবের অবস্থা সকল সমাপ্তি হইলে অবস্থারহিত এই অপ্রাকৃত বিলাস প্রত্যক্ষ হইয়া পড়ে। যতকাল জীব নানাবিধ অবস্থায় বিচরণ করেন ততদিবস সম্বন্ধীয় সত্যস্বরূপ ব্রহ্মাণ্ডস্থ বিষ্ণু অথবা ক্ষীরোদক-শায়ী বিষ্ণু অথবা কারণাব্ধিশায়ী পুরুষ অথবা পরব্যোমস্থিত মাধবকে দৃষ্টি করিয়া উপাসনা করেন। অবস্থার সমাপ্তি হইলে কৃষ্ণতত্ত্ব প্রাপ্ত হন। জড়দেহে জড়ীভূততা হইতে স্বরূপ-অবস্থা প্রাপ্ত হওয়া পর্য্যন্ত যত প্রকার ভাবের উদয় হয় ঐসকলকে অবস্থা কহা যায়। স্বরূপ-দেহ-প্রাপ্তির নাম অবস্থা।

শ্রীধামে যাত্রী সমাগম

পূর্ণিমা উপলক্ষে আজ কয়েকদিন যাবত শ্রীধাম-মায়াপুরে খুব যাত্রি-সমাগম হইতেছে।

দীনেশ-বিরহে বিজ্ঞপ্তি

হে দিনেশ, তব কেন ক্ষীণপ্রভা,
নেহারি আজিকে বিমলিন আভা,
বুঝি কুক্ষণেতে পোহায়েছ বিভা,
তাই তব আজ বিষণ্ণ বদন।

দীপ্তিছটা আজ কালিমা দিনেশ,
বিহনে ভকত রতন 'দীনেশ'
বিষাদ তিমিরে ভক্ত চিত দেশ,
আবরিল আজি একি কুঘটন॥

ফুল্ল শশধর মলিন হইয়া,
অস্তমিত হ'ল বিশ্ব আঁধারিয়া,
নিরদয় কাল দংশিল আসিয়া
গৌড়গগনের উজ্জ্বল রতন।

গৌরবনে নদী তড়াগাদি যত,
তরুলতা পশুপক্ষী শোকহত,
ভকত বিরহে সব বিক্ষোভিত
বিস্ময়ে বিস্মিত সবাকার মন॥

কে গো মহাজন ধরি বাল-বেশ,
পরিহরি সর্ব্ব কপটতা লেশ,
'দীনেশ' রূপেতে বৈষ্ণব দীনেশ,
আসি শিক্ষা দিলে শ্রীগুরু-সেবন।

সরল সুস্নিগ্ধ প্রশান্ত বদন,
গুরু-সেবানন্দে সতত মগন,
মিষ্ট ভাষে তুমি সবাকার মন,
সতত অর্জ্জিতে কৃষ্ণ-সেবা ধন॥

শ্রীহরি সেবায় যত দুঃখ হয়,
পরসুখ বলি' বরিয়া নিশ্চয়,
আপ্রাণ সেবায় করি দিন ক্ষয়,
কোথা গেলে আজি ওহে গৌরজন।

মান দানি' সবে রহিতে অমানী,
সহিষ্ণুতা আদি সর্ব্বগুণে গুণী,
তৃণাধিক হীন দিবস রজনী
আচরি' দেখালে গৌর-শিক্ষা ধন।

নহ তুমি ক্ষুদ্র সামান্য বালক,
বৃদ্ধ হ'তে যিনি বৃদ্ধের পালক,
তুমি যে তাঁহার হে চির সেবক,
ভূলোকেতে ছিলে গোলোকের জন।

নারিনু চিনিতে অক্ষজ নয়নে,
দীনেশের দাস ও দীনেশ ধনে,
কত অপরাধ ক'রেছি চরণে,
নিরবধি তোমা' ভাবি শিশুজন।

জড়চক্ষে হেরি আসি কালফণী,
দংশিল চরণে তব মহাজ্ঞানী,
অভিনয়ে এই ত্যজিলে অবনী
করিলে গমন নিত্য নিকেতন।

কাল তব কেশ না পারে স্পর্শিতে,
কালাতীত তুমি কহে শাস্ত্র-মতে,
মহাকাল তোমা' সেবে দিবারাতে,
কাল-কাল তব সে কাল বরণ॥

মানব জীবন দুদিনের তরে,
নিশ্বাসে বিশ্বাস কখন নাহিরে,
নশ্বর শরীর জীবে জানাবারে
লীলায় শিখালে করিয়া যতন।

গুরুদেব সনে যবে ব্রজবনে
ভ্রমিনু সকলে কৃষ্ণ-সংকীর্ত্তনে,
মূরতি তোমার পড়ে আজি মনে,
দীনহীন বেশ দয়ার গঠন॥

ব্যস্ত মোরা সবে ভোজনে শয়নে,
মহা প্রাণ তব রত নিশিদিনে,
'অন্ধযষ্টি ধরি' প্রতি লীলাস্থানে,
অন্ধে দেখাইতে ব্রজের কানন।

দেহ গেহ সুখ সর্ব্ব পরিহরি,
কণ্টকের পথে অন্ধযষ্টি ধরি'
দেখালে' শিখালে ব্রজবন ঘুরি'
ব্রজজন-সেবা জীবের সাধন॥

অন্ধযষ্টি তুমি অন্ধের নয়ন,
গৌরবন ছাড়ি' গেলে ব্রজবন,
মোদের 'দীনেশ' গৌরজন-জন,
অসংখ্য প্রণতি করহ গ্রহণ।

হে দীনেশ ভক্ত ! আমি দীন জন ;
মহাঅন্ধ সদা ভ্রমি ভববন,
দেখাও আলোকে সেবা বৃন্দাবন,
সর্ব্ব অপরাধ করিয়া মার্জ্জন॥

—শ্রীভবদেব চট্টোপাধ্যায়

শ্রীকৃষ্ণভজন করিব কেন ?

(লেখিকা—কুমারী অসীমা বসু)

(২)

সর্ব্বোপাধি-বিনির্ম্মুক্তং তৎপরত্বেন নির্ম্মলম্।
হৃষীকেণ হৃষীকেশ-সেবনং ভক্তিরুচ্যতে॥

শ্রীনারদ-পঞ্চরাত্রে ভক্তির যে এই সূত্র দিয়াছেন, তাহার বিচারে দেখিতে পাওয়া যায়, জীবের সর্ব্বেন্দ্রিয়ের তৃপ্তি পুরুষোত্তমের সেবাতেই পরিপূর্ণতা লাভ করে

হৃষীকের দ্বারা একমাত্র হৃষীকেশই সেব্য।

জগতে আমরা পাঁচ প্রকার সম্বন্ধের কথা জানিতে পারি—শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর, পরজগতেও এই সম্বন্ধ-গুলি বিদ্যমান ; তবে সে-গুলি সমুন্নত-উজ্জ্বল ও মধুরভাবে প্রকাশিত এবং সর্ব্বতোভাবে সর্ব্বপ্রকার হেয়তা ও ক্ষুদ্রতা-বর্জ্জিত।

একল পুরুষোত্তমের সেবা-বিচার গ্রহণ করিয়া জগন্নাথদেবের সেবা করিতে গেলে আমরা দেখিতে পাই, তাঁহাতে সর্ব্বেন্দ্রিয়ের দ্বারা সেবা সম্ভবপর হয় না। বৈকুণ্ঠপতির বিচারে হৃষীক-দ্বারা সেবা আছে বটে, কিন্তু তাহা সর্ব্বাঙ্গীন নহে, আংশিক মাত্র। নারায়ণ শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য্য-প্রকাশ। বৈকুণ্ঠে ঐশ্বর্য্যদ্বারা মাধুর্য্য শিথিলতা-প্রাপ্ত, সেখানে শান্ত, দাস্য এবং গৌরব সখ্য এই আড়াই প্রকার সেবা-মাত্র বর্ত্তমান। ইহা মাত্র উত্তমাঙ্গের সেবা, সর্ব্বাঙ্গের সেবা নহে। ঐশ্বর্য্যের প্রাবল্য-হেতু সেবক সেখানে অপ্রতিহত বা সহজভাবে অগ্রসর হইতে পারেন না, সম্ভ্রম-বুদ্ধি দ্বারা বাধা-প্রাপ্ত হন। ঐশ্বর্য্যহেতু বিশ্রম্ভ-সখ্য, অজত্ব হেতু বিশ্রম্ভ-বাৎসল্য এবং লক্ষ্মী ব্যতীত অন্য কান্তা অঙ্গীকার না করায় মধুর রসের অবস্থান বৈকুণ্ঠে নাই।

শ্রীরামচন্দ্রের সেবা-বিচার গ্রহণ করিলে সেবা আর একটু সুষ্ঠুভাবে হয়, রামচন্দ্র জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, সেই হেতু তাঁহাতে বাৎসল্য-রসের অবস্থান আছে।

কিন্তু একপত্নীব্রত বলিয়া সেখানেও সেবা ঠিক সর্ব্বেন্দ্রিয় দ্বারা সর্ব্বাঙ্গীন-ভাবে হইতেছে না। এইজন্য কিশোর রাজ-কুমারের রূপ-দর্শনে মুগ্ধ হইয়া দণ্ডকারণ্য-বাসী ঋষিগণ তাঁহাকে কান্তভাবে ভজন করিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু পান নাই, তজ্জন্য তাঁহাদিগকে এক যুগ অপেক্ষা করিতে হইয়াছিল।

দ্বারকেশ শ্রীকৃষ্ণ বহুপত্নী স্বীকার করিয়াছেন বটে, কিন্তু তাঁহাকে বিবাহাদি কতকগুলি বিধিদ্বারা আবদ্ধ হইতে হইয়াছে। ভগবানের নিরঙ্কুশতা সেখানে পরিস্ফুট নহে, কাজেই সেবাও নিরঙ্কুশ-বৃত্তিতে অগ্রসর হইতে পারে না, বিধিকর্ত্তৃক বাধা-প্রাপ্ত হয়।

এইরূপ তটস্থ-বিচারে তর-তম ভেদে আমরা দেখিতে পাই, একমাত্র ব্রজেন্দ্র-নন্দন শ্রীকৃষ্ণেই সমস্ত রসের পরিপূর্ণতা বিদ্যমান। শ্রীকৃষ্ণের সেবাতেই সেবকের সমস্ত ইন্দ্রিয় চরম সার্থকতা লাভ করিয়া থাকে।

"স বৈ পুংসঃ পরো ধর্ম্মঃ
যতো ভক্তিরধোক্ষজে।
অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি॥"

একমাত্র অধোক্ষজ ভগবানের সেবা-দ্বারাই আত্মা পরিতৃপ্তি লাভ করেন, তাহাই জীবের একমাত্র ধর্ম্ম, অন্তর্ম্মুখী বিচারেও আমরা দেখিতে পাই, উপাধি-রহিত হইয়া জীব যখন স্বরূপে অবস্থিত হন, তখন কৃষ্ণদাস্য ব্যতীত তাঁহার আর কোন কৃত্য থাকিতে পারে না।

"জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্যদাস।
কৃষ্ণের তটস্থা-শক্তি ভেদাভেদ-প্রকাশ॥"

শাস্ত্রে কৃষ্ণনামকে মুক্ত-কুলের উপাস্য বলিয়া কীর্ত্তন করা হইয়াছে। শ্রুতিও সর্ব্বত্র রসময়ের উপাসনার কথাই বলিয়াছেন।

গীতায় ভগবান্ স্বয়ং সমস্ত কর্ম্ম পরি-ত্যাগপূর্ব্বক কেবল তাঁহারই শরণ লইবার কথা বলিলেন এবং কৃষ্ণ সেবা ছাড়িয়া অন্য দেবতার পূজা করা যে অবিধিপূর্ব্বক ভজন, শুদ্ধভজন নহে, তাহাই জানাইলেন।

শুদ্ধভক্তি গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। ভাষ্যসহ বিরাট শ্রীচৈতন্যভাগবত ৫৲
২। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র ৪৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২৮৲
একাদশ স্কন্ধ হইতে শেষখণ্ড ।৶৹
৩। ভাষ্যসহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত
(৪র্থ সংস্করণ) ৮৲
৪। ভক্তিবিবেককুসুমাঞ্জলি (বাঁধা) ১৲
৫। গৌড়ীয় গৌরব ।৶৹
৬। গৌড়ীয়-সাহিত্য ।৶৹
৭। ভজনরহস্য ॥৹
শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম ও
শ্রীনবদ্বীপশতকম (বাঁধা)
ঐ (আবাঁধা) ৸৹
৯। গীতা (শ্রীবলদেব টীকা-সহ)
ঐ (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸৹
১০। গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি টীকাসহ)
ঐ (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸৹
১১। গীতার কেবল মাধ্ব-ভাষ্য ॥৹
১২। প্রমেয়রত্নাবলী ও প্রেমাম্ভোজমরন্দাখ্য স্তবরাজ সানুবাদ (মাধ্ব) ২৲
১৩। বেদান্ততত্ত্বসার সানুবাদ (রামানুজীয়) ॥৹
১৪। জৈবধর্ম্ম ২৲
১৫। শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸৹
১৬। গৌড়ীয় কণ্ঠহার ৲
১৭। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ ॥৶৹
ঐ (বাঁধা) ৸৹
১৮। দ্বীপ দিগ্ দর্শন ৶৹
১৯। সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ ।৶৹
২০। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ॥৹
ঐ (আবাঁধা) ।৶৹
২১। নবদ্বীপধাম গ্রন্থমালা ৸৹
২২। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৶৹
২৩। গীতমালা ৴১৹
২৪। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶৹
২৫। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶৹
২৬। নবদ্বীপ পঞ্জিকা (৪৪৭ গৌরাব্দ) ৶৹
২৭। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।৹
২৮। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা-দর্পণ ।৹
২৯। শরণাগতি ৴৹
৩০। গীতাবলী ৴৹
৩১। চিত্রে নবদ্বীপ ১॥৹
৩২। সাধনকণ ৴৹
৩৩। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৴৹
৩৪। নবদ্বীপশতক ৴৹
৩৫। অর্থপঞ্চক ৴৹
৩৬। সদাচারস্মৃতিঃ ৴৹
৩৭। কল্যাণকল্পতরু (৫ম সংস্করণ) ৴১৹
৩৮। অর্চ্চনকণ ৴১৹
৩৯। সাধককণ্ঠমালা (বাঁধা) ॥৹
ঐ (আবাঁধা) ।৴৹
৪০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (প্রথম চারিখণ্ড)
৪১। ব্রহ্মসংহিতা
৪২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ৸৹
৪৩। মণিমঞ্জরী সানুবাদ ।৹
৪৪। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸৹
৪৫। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ।৹
৪৬। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।৹
৪৭। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸৹
৪৮। গৌড়ীয়মঠ কি করেন ? ৴৹
৪৯। ঈশোপনিষৎ (বলদেব ও মাধ্ব-ভাষ্য এবং বিবৃতি ও অনুবাদসহ) ।৹
৫০। শ্রীভুবনেশ্বর ৶৹
৫১। সিদ্ধান্তদর্পণ ৶৹
৫২। সাধ্যবাণী ৴৹

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৫৩। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী-দিগ্বিজয়ঃ ॥৹
৫৪। সটীক-শিক্ষাদশমূলম্ ।৹
৫৫। তত্ত্ব-সূত্রম ।৹
৫৬। সানুবাদ-শিক্ষাষ্টকম ৶৹
৫৭। গৌড়ীয়মঠস্য পরিচয়ঃ ৴৹
৫৮। সারাংশবর্ণনম্ ৶৹

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৫৯। রায় রামানন্দ ॥৹
৬০। নামভজন ।৹
৬১। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ডস ।৶৹
৬২। লাইফ য়্যাণ্ড প্রিসেপ্টস অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।৹
৬৩। বৈষ্ণবীজম্ ।৹
৬৪। কোয়াট গৌড়ীয়মঠ ইজ ডুইং ৴৹
৬৫। দি ভাগবত ।৹
৬৬। ইরোটিক প্রিন্সিপল য়্যাণ্ড আনেলয়েড ডিভোসন ।৹
৬৭। ব্রহ্ম-সংহিতা ২॥৹
৬৮। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (ভলুম ওয়ান) ১৫

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৬৯। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ॥৹
৭০। সাধন পথ ।৹
৭১। কল্যাণ-কল্পতরু ৴১৹
৭২। গীতাবলী ৴৹
৭৩। শরণাগতি ৴৹

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৭৪। শরণাগতি

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

নদীয়া-প্রকাশপ্রাপ্তির স্থান

১। শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম-মায়াপুর, নদীয়া
২। শ্রীযোগপীঠ ঐ
৩। শ্রীবাস-অঙ্গন ঐ
৪। অদ্বৈত-ভবন ঐ
৫। কাজীর সমাধি-পাট ঐ
৬। স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ, নদীয়া।
৭। শ্রীভাগবত আসন কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
৮। শ্রী একায়ন মঠ গোবিন্দপুর, কালনা।
৯। দ্বাদশগোপাল পাট—পোঃ চাকদহ,
১০। শ্রীগৌর-গদাধরমঠ—চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড়, বর্দ্ধমান
১১। শ্রীমোদদ্রুমছত্র মাউগাছি, বর্দ্ধমান
১২। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম, আমলাযোড়া, পোঃ রাজবাঁধ বর্দ্ধমান
১৩। শ্রীগৌড়ীয়মঠ বাগবাজার, কলিকাতা
১৪। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাজু, হাওড়া,
১৫। শ্রীমাধব-গৌড়ীয়মঠ, ৯০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা
১৬। শ্রীগোপালজী মঠ কমলাপুর, ঢাকা।
১৭। শ্রীনিতাই-গৌরাঙ্গ মঠ পোঃ বালিয়াটী,
১৮। শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয়মঠ ময়মনসিংহ।
১৯। শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ চিরুলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর
২০। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম গোয়ালপাড়া, আসাম।
২১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ রায়পেট্টা, মাদ্রাজ।
২২। শ্রীরামানন্দগৌড়ীয় মঠ কব্বুর, জিঃ পশ্চিম গোদাবরী
২৩। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ উড়িয়াবাজার, পোঃ বক্সীবাজার, কটক।
২৪। শ্রীত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয় মঠ ভুবনেশ্বর।
২৫। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ স্বর্গদ্বার, পুরী।
২৬। শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ আলালনাথ পোঃ ব্রহ্মগিরি, পুরী।
২৭। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ ডুমুরকুণ্ডা, পোঃ চিরকুণ্ডা, মানভূম।
২৮। শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ—কাশী।
২৯। শ্রীরূপগৌড়ীয় মঠ—এলাহাবাদ।
৩০। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ পুরাণবাজার, সরকার ঠাকুরের কুঞ্জ, বৃন্দাবন
৩১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ ৪৩ নং হনুমান রোড, নিউদিল্লী
৩২। শ্রীপরমহংসমঠ—নৈমিষারণ্য,
৩৩। শ্রীসারস্বত গৌড়ীয় মঠ—হরিদ্বার।
৩৪। শ্রীব্যাসগৌড়ীয়মঠ—কুরুক্ষেত্র, পঞ্জাব
৩৫। শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাবুলনাথ রোড, পোঃ গ্র্যাণ্ট রোড, বোম্বে।
৩৬। লণ্ডন গৌড়ীয়মঠ, ৩৯নং ড্রেটন্ গার্ডেন্স, কেনসিংটন্ লণ্ডন, (এস্, ডব্লিউ—১০)।

শুদ্ধভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীলভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী মাসিক। শ্রীধাম-মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲।

২। **গৌড়ীয়**—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিকভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১॥৹ টাকা মাত্র।

৩। **ভাগবত**—হিন্দি ভাষায় একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি হৃদয় বন মহারাজ সম্পাদিত ও নৈমিষারণ্য শ্রীপরমহংস মঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ১॥৹ দেড় টাকা মাত্র।

৪। **পরমার্থী**—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥৹ দেড় টাকা মাত্র।

৫। **কীর্ত্তন**—মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ নিমানন্দ সেবাতীর্থ বি-এজি, বি-টি, সম্পাদিত। আসাম গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম হইতে প্রকাশিত আসামী ভাষায় মাসিক। ভিক্ষা সডাক ১॥৹ দেড় টাকা মাত্র।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

আদিকবি শ্রীল বৃন্দাবন দাস প্রণীত সমগ্র গ্রন্থ

গ্রন্থের মূল বোল্ড অক্ষরে এবং তন্নিম্নে বিশ্ববিশ্রুত গৌড়ীয়মঠের প্রতিষ্ঠাতা ও আচার্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ **শ্রীশ্রীল ভক্তি-সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভু-পাদের** রচিত বিস্তৃত ভাষ্য উত্তম কাগজে সৌষ্ঠবের সহিত মুদ্রিত হইয়াছেন। ডবল ক্রাউন আটপেজি আকারে ১০৯৬ পৃষ্ঠায় কেবল মূল ও ভাষ্য সম্পূর্ণ হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত শ্লোকসূচী, পদ্যসূচী, স্থানসূচী, পাত্রসূচী, বিষয়সূচী, শব্দসূচী প্রভৃতি বিস্তৃত সূচীপত্রও একটী গ্রন্থ হইবে। সভাষ্য শ্রীচৈতন্যভাগবতের এরূপ উৎকৃষ্ট ও অমূল্য বিরাট সংস্করণ জগতের কোথাও আজ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হন নাই, ইহা নিরপেক্ষ পাঠক মাত্রকেই একবাক্যে স্বীকার করিতে হইবে। শ্রীগৌড়ীয়মঠের উৎসব-কালে গ্রন্থের ভিক্ষা ১২৲ বারটাকা স্থলে—৫৲ পাঁচটাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীচৈতন্যমঠ

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

লকাতা বাজার দর

লৌহ হাডওয়ার

১লা সেপ্টেম্বর ১৯৩৩

র তৈয়ারী— প্রতি হন্দর।

াঁর কাড় (জয়েষ্ট বা বীম)

া	৫।০—৫।৶০
ের মার্কা হাল্কা ওজন	৪।৵০—৪।৶০
া (টী আয়রণ)	৬৵০—৬।০
ল আয়রণ (কোনা)	৫৸৵০—৬।৵০

াালভানাইজড করগেট টীন—

গেজ ৬ হতে ১০ ফুট	১১।৵০
গেজ ,, ,,	১০৸৵০
গেজ ,, ,,	১২
গেজ আর, পি, ডি, মার্কা	১২৸৶০
গেজ গাঃ প্লেন শীট—	১১।৵০
গেজ .. ,,	১২।০
গেজ ও ৩০ গেজ ঐ	১৩৲—১৬৲

াান পেরা কাঁটাতার ১০০

উণ্ড গাঃ	৮৸০
পানি	৬৲৵—৬।০
বোল্ড (গোল)	৬৲৵—৬।০
চৌকা (চৌকা)	৬৵০—৬৲।০
৶০—।৶০ সূতা	৪৸৵—৫॥৵

টানা বড়

৶০—।৵০ ঐ	৫৵০—৫॥০
গদল চাল	৭৲—৭৸০

পেট—ডন সূতা মোটা

র	৭৲—৭।০
৩-১৬ থানা বাণ্ডিল	৯॥৵—১০৲
ষ্টীল	৮।০—৯৲
র উড়	৫৸৵—৬৲৵০
র পেরেক ১—৬ ইঞ্চি	৯—৯৸০
টেন্ট পেরেক ২—৮ ইঞ্চি	১২।০—১৫॥০
হ কড়া ১ হইতে ১০ নং	২॥০ সাট
ল ৪, ৫, ৬, ৭৸৵০ ৮৸৵০ ৯৸৵০ডঃ	
ন পাউণ্ড ৬৲ বেঃ বিঃ	৬।৵০ ,,
প্লেন বালতি ৭—১২ ইঞ্চি	১॥/০ ৬॥/০
রিভট ,, ৭—১২ ইঞ্চি	২৲—৭৲ ,,

র স্কোয়ার রডের গোল ও

কা	৮॥০— ,,
গের লোহার সিট	১৫৲ ,,
ভনেস্তা (কাঠের সিট)	১৮৲ ,,
র স্ক্রুপ ॥—৩ ইঞ্চি	/১০—॥৶০ গ্রোস

কড়া ১৭ নং

—৪ ইঞ্চি	।১০—৸৵১০ পেঃ ডজন

তার ১৬—২২ নং

১২৲—১৩৲ হন্দর

বিজিং (মটকা)

।৵৫— ॥৶০ পীস

টালিং বা ডোঙ্গা

॥০—৸৵০ ,,

স্ক্রুপ ১॥০—২॥০ ইঞ্চি ২৩৲—২৯৲ হন্দর

গাঃ ওয়াসার চাকি	১১॥০—১৩৲ ,,
গাঃ বোল্ট-নাট ৮—৩ ইঞ্চি	॥৵১০—১৵০ গ্রোস
ঢালাই রেলিং	৩॥০—৭॥০ হন্দর

ঐ রেন ওয়াটার পাইপ

৩ ইঞ্চি ৵১০ ৭   ৪ ইঞ্চি ।১০ ফুট

টিউব ওয়েলের জন্ম গাঃ

পাইপ১॥ ইঞ্চি	।৵৫ ফুট

পাম্প ৪নং ১৭॥০ ৫নং ১৪৲ ৬নং ১৬৲

৬০—৮০ বাটখারা ৵১৫ সাট ২।০—২॥০ মণ

কেরোসিন

শ্লোক্রেক প্রত্যেক বাক্স (২ টিন)		৯৲৬
সুর্য্য মার্কা	,,	৬॥০
ভিক্টোরিয়া	,,	৬৲

সোণার দর

পাকা সোণা	৩০৸৵
বড়াল	৩০৸
চিনা পাত	৩২।০

রূপার দর

রূপা প্রতি ১০০ ভরি	৫৫৵০
ঐ খুচরা	৫৵০

কোম্পানীর কাগজ

৩॥০ সুদের কাগজ	৮১৶
৩॥০ নূতন ঋণ (১৯৪৭-৫০)	৯১।০
৪৲ ,, ঋণ (১৯৬০-৭০)	৯৭৲
৫৲ ,, বণ্ড (১৯৩৫	১০৪॥/০

ডিবেঞ্চার

৫৲ সুদের (১৯৫৬-৮৬) কলিকাতা পোর্ট-ট্রাষ্ট ডিবে :— ১০২॥৵০

ব্যাঙ্ক

ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক (কনট্রি)	২৯৪॥০
সেণ্ট্রাল ঐ	২২৲

কাপড় ও সূতার কল

এলগিন মিল	৪৫৲

পাট কল

হাওড়া	৫০৲
অকল্যাণ্ড	১৯৫৲
বালী	১৬২৲
বরানগর	১৫০৲
জেবক	৩৭০৲
ভরট	২৪৩৲
ক্লাইভ	২৮।০
ডালহাউসী	৪০৮॥০
ডেল্টা	৪০৫৲

কৃষ্ণনগর নবদ্বীপঘাট রেলওয়ে সময়

কৃষ্ণনগর হইতে নবদ্বীপঘাট

কৃষ্ণনগর সিটি—	৬-৪৫	১০-৪৪	১৩-২২	১৭-৩৮	২০-১৬
কৃষ্ণনগর রোড—	৬-৫৬	১০-৫৫	১৩-৩৩	১৭-৪৭	২০-২৫
আমঘাটা—	৭-১৫	১১-১৩	১৩ ৫১	১-৩	২০-৪১
মহেশগঞ্জ—	৭-১৪	১১-২১	১৪-০	১৮-৯	২০ ৪৭
নবদ্বীপঘাট—	৭-৩৩	১১-৩০	১৪-৯	১৮-১৬	২০-৫৫

বিশেষ দ্রষ্টব্য—নবদ্বীপঘাট ষ্টেশন অপেক্ষা মহেশগঞ্জ ষ্টেশন হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরের দূরত্ব অনেক কম। শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে যাঁহাদিগকে রাণাঘাটে ট্রেণ বদল করিতে হয়, তাঁহারা রাণাঘাটে প্রাতঃ ৫-৫০, ৯ ৪১, ১৬-৪৮, ১৮-৪২ এবং ০-৩২ মিনিটের সময় গাড়ী পাইবেন।

শান্তিপুর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে ৫-৪০, ৯-২৯, ১২-২৫, ১৬-৪ এবং ১৮-৪১ মিনিটের সময় ট্রেণ পাওয়া যায়।

নবদ্বীপঘাট হইতে কৃষ্ণনগর

নবদ্বীপ ঘাট—	৫-৩৫	৯-২৫	১২-১০	১৫-৩৪	১৮-৪৫
মহেশগঞ্জ—	৫-৪৩	৯-৩০	১২-১৯	১৫-৪২	১৮-৫৩
আমঘাট—	৫-৪৯	৯-৩৯	১২-২৬	১৫-৪৮	১৯-৫
কৃষ্ণনগর রোড—	৬-৫	৯-৫৫	১২-৪৩	১৬-৪	১৯-২৪
কৃষ্ণনগর সিটি—	৬-১৭	১০-৩	১২-৫১	১৬-১২	১৯-৩৫

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে—ডাঃ কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম ভক্তিশাস্ত্রী এল, এম, এফ, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

তারের ঠিকানা— 'শ্রীধাম' নবদ্বীপ
ডাকের ঠিকানা— পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

দৈ নি ক

Reg No C 1544

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩৷৹
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র।

নদীয়া-প্রকাশ
THE
NADIA-PRAKASH

সাহায্যের হার
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষান্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸৹
মাসিক ১৲
নগদ
প্রতি সংখ্যা ৫ ৹

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৮ম খণ্ড । সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বেদান্তবাচস্পতি [১৬১শ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর—২০শে ভাদ্র বৃহস্পতিবার ১৩৪০, ৭ই সেপ্টেম্বর ১৯৩৩

ম্যাজিষ্ট্রেট হত্যা

আততায়ী বলিয়া আহত ব্যক্তি অপরাহ্নে হাসপাতালে মারা গিয়াছে। ৩রা সেপ্টেম্বর মেদিনীপুরের নিহত জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ বি-ই-জে বার্জ্জের মৃতদেহ প্রাতঃকালে গোরাচাঁদে সমাহিত করা হয়। প্রায় একমাইল দীর্ঘ একটি শোভাযাত্রা শবের ধারণের সহিত হাসপাতাল হইতে সমাধিক্ষেত্রে গমন করে। মিসেস্ বার্জ্জ শবাধারবাহী শকটে ছিলেন। এতদ্ভিন্ন বহু সামরিক ও অসামরিক কর্ম্মচারী, বিশিষ্ট বেসরকারী ব্যক্তি, খড়্গপুর হইতে আগত ইউরোপীয় শোভাযাত্রায় যোগদান করিয়াছিলেন। শোভাযাত্রার সহিত পুলিশ ও সৈন্যগণ ছিল। রোমান ক্যাথলিক সম্প্রদায়ক সমাধির সময় প্রার্থনা করেন। মেদিনীপুরের নিহত ভূতপূর্ব্ব ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ জেমস্ পেডির সমাধির পাশে মিঃ বার্জ্জের দেহ সমাহিত করা হইয়াছে।

টাউন ক্লাবের সদস্যগণ এবং মেদিনীপুর কলেজের "গভর্ণিং বডি" মিঃ বার্জ্জের মৃত্যু উপলক্ষে একটি শোকসভা করেন। মিসেস বার্জ্জ উভয় প্রতিষ্ঠানের সভানেত্রী ছিলেন।

বর্দ্ধমান বিভাগের কমিশনার এখানে পৌঁছিয়াছেন। পুলিশের তদন্তের ফলে ত্রিশ জনকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। যে আততায়ী আহত হইয়াছে তাহার অবস্থা সঙ্কটাপন্ন বলিয়া প্রকাশ। সে দেহের দুইটী স্থানে আহত হইয়াছে। তাহার তলপেট হইতে একটি গুলী বাহির করা হইয়াছে।

প্রকাশ, যে দুইজনকে হাজতে আটক রাখা হইয়াছে তাহাদের নিকট একটি রিভলভার ও একটি অটোমেটিক পিস্তল পাওয়া গিয়াছে।

নারী শিক্ষা সমিতি। মিঃ জি এম বটমলি কর্ত্তৃক বিদ্যাসাগর বাণীভবন পরিদর্শন

বাংলার ডিরেক্টর অব পাব্লিক ইনষ্ট্রাকসন মিঃ জি এম বটমলি গত ২৮শে আগষ্ট বিদ্যাসাগর বাণীভবন পরিদর্শনান্তে নিম্ন লিখিত মন্তব্য করেন—

"লেডি বসু আমাকে সেদিন বাণীভবন পরিদর্শনের জন্য এবং তথায় কি কাজ হইতেছে তাহা দেখাইবার জন্য তথায় লইয়া যান। আমি ছাত্রীদিগের সদা প্রফুল্লভাব এবং শিক্ষয়িত্রীদিগের সদাশয়তা ও নিষ্ঠা এবং কর্ম্মকুশলতা দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছি।

বালিকাদিগকে স্কুল কার্য্যের জন্য গ্রামে পাঠাইবার ব্যবস্থা এবং ট্রেনিং স্কুলে যাইবার পূর্ব্বে বৎসরের সমস্ত কাজ শেষ করিবার জন্য প্রত্যাবর্ত্তনের যে ব্যবস্থা তাহা আমার নিকট কৌতুকজনক প্রচেষ্টা বলিয়া মনে হইল এবং এই প্রচেষ্টার ফল ভাল হইবে বলিয়াই আমি মনে করি। এখানে যে সব শিক্ষয়িত্রী শিক্ষা কার্য্যে দক্ষতা লাভ করিবেন বাংলার গ্রামগুলি তাঁহাদিগকে স্থান দিতে পারিবে। এই কর্ম্ম-প্রচেষ্টার ভিতরে সদাশয়তার ভাব দেখিয়া আমি অত্যন্ত সুখী হইয়াছি।

"বাণীভবন এবং নারীশিক্ষা সমিতি শিক্ষা বিভাগ হইতে যে সাহায্য পায় সেই সম্বন্ধে লেডী বসু আমাকে দুটী ক্ষুদ্র অসুবিধার কথা জানাইলেন। তাহা দূর করা যায় কি না তাহা দেখিব।"

ভারতের সমস্যা প্রধানতঃ অর্থনৈতিক—রাজনৈতিক নহে

পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু প্রেস প্রতিনিধির সহিত সাক্ষাৎকারকালে বলেন,—"কথাবার্ত্তা কহিতে সক্ষম হইলে হৃদয়ে স্বস্তি অনুভূত হয়, কারণ আপনারা জানেন যে, জেলে কথাবার্ত্তা কহিবার বেশী সুবিধা নাই। জেলে পুস্তকসমূহই ছিল আমার আশ্রয়। একসঙ্গে আমি ছয়খানি পুস্তক লইতে পারিতাম এবং রাজনীতি, অর্থনীতি ও আমার নিজ পাঠ্য বিষয় বিজ্ঞান এরূপভাবে পড়িয়াছি যে, আমার শিক্ষা সম্পূর্ণ বলিতে না পারিলেও উহার মধ্যে যে সকল ত্রুটি ছিল তাহা আমি এখন বুঝিতে পারিতেছি। বিশ্ব সমস্যা সমূহ সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা লাভ এবং জার্ম্মেনী, আমেরিকা ও অন্যান্য স্থানে সম্প্রতি যে সকল নূতন অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে তৎসম্বন্ধে ও ভারতের উপর তাহার সম্ভাবিত ফল সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা লাভ ছিল আমার লক্ষ্য; কারণ ভারতের বিষয় যদিও স্বতন্ত্র, তথাপি ভারত পৃথিবীর অন্তর্ভুক্ত এবং পৃথিবীর অন্যান্য স্থানে যে সকল ঘটনা ঘটিতেছে ভারতের ভবিষ্যতের উপর নিশ্চয়ই তাহার প্রভাব পড়িবে।"

বৃটিশ প্রতিনিধিদের ভারতাভিমুখে যাত্রা

তুলা ও রেশম শিল্পের প্রতিনিধি স্যার উইলিয়াম প্লেয়ার লীজ মিঃ ধামাবসলে, মিঃ এনগাস ক্যাম্বেল এবং মিঃ স্পিলম্যান ভারতাভিমুখে যাত্রা করিয়াছেন।

বৈদেশিক বাণিজ্য বিভাগের কণ্ট্রোলার স্যার এডওয়ার্ড ক্রু ভিক্টোরিয়া ষ্টেশনে প্রতিনিধিদিগকে বিদায় সম্ভাষণ জ্ঞাপন করেন।

স্যার উইলিয়ম ক্রেয়ার রয়টারের প্রতিনিধির নিকট বলেন, তিনি গত ২৮শে মঙ্গলবার যে বিবৃতি প্রদান করিয়াছেন, তদতিরিক্ত তাঁহার অন্য কোন বক্তব্য নাই। সম্মেলনের সাফল্য সম্বন্ধে বড়লাট যে আশ্বাস প্রদান করিয়াছেন, তাহা তিনি উল্লেখ করেন এবং বলেন, এই সম্মেলনের মধ্য দিয়া একটী বন্ধুত্ব প্রতিষ্ঠা হওয়ার সম্ভাবনা আছে।

উত্তর-পশ্চিম-সীমান্তে পার্ব্বত্য জাতিদের উপর বিমানমার্গ হইতে বোমাবর্ষণ সম্বন্ধে ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদে, সমর বিভাগের সচিব মিঃ টটেনহাম যে কৈফিয়ৎ দিয়াছেন, তাহা মোটেই সন্তোষজনক নহে। কোটকাইয়ের খাঁর উপর ভারত গবর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে এই নোটীশ জারী করা হয় যে, জনৈক বিরুদ্ধ আন্দোলনকারী নেতা যদি ১লা আগষ্টের মধ্যে আত্মসমর্পণ না করে, তবে গবর্ণমেণ্ট প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করিবেন। ৩০শে জুলাই তারিখে বিমান হইতে কতকগুলি ইস্তাহার ঐ গ্রামে নিক্ষেপ করা হয়। তাহাতে বলা হয় যে, ১লা আগষ্ট হইতে ঐ গ্রামে বোমাবর্ষণ করা হইবে এবং তদনুযায়ী ১লা আগষ্ট হইতে আরম্ভ হয়। বুঝা গেল, গবর্ণমেণ্ট পূর্ব্বে নোটীশ দিয়া ভদ্রলোকের মত বোমাবর্ষণ করিয়াছিলেন। কিন্তু সামান্য একজন আন্দোলনকারী নেতাকে পাকড়াও করিবার জন্য এই সভ্যজগতের এরূপ নিষ্ঠুর উপায় কেন অবলম্বন করা হইল, তাহার কোন কারণই মিঃ টটেনহাম প্রদর্শন করিতে পারেন নাই। কোটকাইয়ের পার্ব্বত্য জাতিরা অর্দ্ধ সভ্য, অনুন্নত—এ ছাড়া আর বোধ হয় কোন কারণও নাই।

ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

২২শে ভাদ্র বৃহস্পতিবার, ১৩৪০

অত্যন্ত দুঃখের বিষয়, নানাকারণে সংবাদ সরবরাহ প্রতিষ্ঠান ফ্রী প্রেসের সংবাদ বন্ধ হইয়াছে। কিন্তু নিরপেক্ষ সংবাদ প্রচারের জন্য একটা জাতীয় প্রতিষ্ঠান থাকা উচিত বিবেচনা করিয়া, কলিকাতার প্রসিদ্ধ সংবাদপত্রগুলির কর্ত্তৃপক্ষ মণ্ডলী একত্র হইয়া "ইউনাইটেড প্রেস অফ ইণ্ডিয়া" নামক একটি সংবাদ সরবরাহ কোম্পানী প্রতিষ্ঠা করিতেছেন। ফ্রী প্রেসের কলিকাতা শাখার ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক এবং অভিজ্ঞ সংবাদিক শ্রীযুক্ত বিধুভূষণ সেনগুপ্ত ইহার ভার গ্রহণ করিয়াছেন। জাতীয়তাবাদী জননায়ক ও সংবাদপত্রগুলির কর্ত্তৃপক্ষ এই কোম্পানীর শীঘ্রই সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া তুলিতে সক্ষম হইবেন, আমরা ইহাই আশা করি। দেশবাসীরও এই প্রতিষ্ঠানটিকে সর্ব্বতোভাবে সাহায্য করা কর্ত্তব্য সন্দেহ নাই। ভারতবর্ষে জাতীয় সংবাদপত্রসমূহ পরিচালিত যদি একটা নিজস্ব সংবাদ সরবরাহ প্রতিষ্ঠান না থাকে, তাহা হইলে তাহা ভারতবাসীর লজ্জা ও কলঙ্কের স্থল হইয়া থাকিবে। এই কারণে আমরা "ইউনাইটেড প্রেস অফ ইণ্ডিয়ার" প্রতিষ্ঠা কামনা করি।

ইতঃমধ্যে রয়টারের মারফৎ একটী ক্ষুদ্র সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে, যাহার প্রতি অনেকেই হয়ত বিশেষ মনোযোগ দেন নাই। কিন্তু সংবাদটী ক্ষুদ্র হইলেও, ইহার গুরুত্ব অসাধারণ—এমন কি ইহা ইউরোপের আসন্ন বিপদ সূচনা করিতেছে। কয়েকদিন পূর্ব্বে দক্ষিণ প্রুসিয়ার সার প্রদেশের ৫০ হাজার অধিবাসী নিউবারবন্ডে অভিযান করে এবং (ফাদারল্যাণ্ড) জার্ম্মাণীর প্রতি তাহাদের প্রীতি ও আনুগত্য প্রদর্শন করে। এরূপ প্রকাশ যে, সার প্রদেশের শতকরা ৪৫ হইতে শতকরা ৭৫ জন অধিবাসী নাৎসীদলের প্রভাবান্বিত। সুতরাং সার প্রদেশের অধিবাসীরা যে জার্ম্মাণীর সঙ্গে মিলিত হইবার জন্য ব্যগ্র তাহা স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে এই সার প্রদেশ লইয়াই জার্ম্মাণী ও ফ্রান্সের মধ্যে তীব্র বিরোধের ভাব বর্ত্তমান এবং 'সার সমস্যার' সমাধানের উপরই ফ্রান্স জার্ম্মাণীর সম্বন্ধ এবং ইউরোপের শান্তি নির্ভর করিতেছে।

কথাটা আর একটু পরিষ্কার করিয়া বলা প্রয়োজন। সার প্রদেশের আয়তন ১৮৮০ বর্গ কিলোমেটার এবং ইহার লোক সংখ্যা প্রায় পৌনে আট লক্ষ। বহু কয়লার খনি থাকাতে প্রদেশটা ঐশ্বর্য্যশালী এবং শিল্পবাণিজ্যের অন্যতম কেন্দ্র। মহাযুদ্ধের পর ফ্রান্স ক্ষতিপূরণস্বরূপ জার্ম্মাণীর নিকট হইতে এই প্রদেশটী কাড়িয়া নেয়। ভার্সাই সন্ধির সর্ত্ত অনুসারে ব্যবস্থা হয় যে, বিশ্বরাষ্ট্র সঙ্ঘের নিযুক্ত পাঁচজন কমিশনার ১৫ বৎসরকাল সার প্রদেশ শাসন করিবেন এবং তাহার পর প্রদেশটী ফ্রান্স বা জার্ম্মাণীর কাহার অন্তর্ভুক্ত হইবে, অথবা বিশ্বরাষ্ট্র সঙ্ঘের শাসনাধীনে থাকিবে, তাহা অধিবাসীদের ভোটের দ্বারা নির্ণীত হইবে। এই ভোট লওয়ার সময় যতই নিকটবর্ত্তী হইতেছে, অধিবাসীদের মধ্যে ততই চাঞ্চল্যের লক্ষণ বৃদ্ধি পাইতেছে। ফ্রান্সপক্ষীয় দল এবং জার্ম্মাণপক্ষীয় দল উভয়েই নিজেদের প্রচারকার্য্য চালাইতেছে। ভোটে ফ্রান্স বা জার্ম্মাণী যেই জিতুক,—পরাজিত পক্ষ কখনই প্রতিদ্বন্দ্বীকে ক্ষমা করিবে না এবং তাহা উপলক্ষ করিয়া যুদ্ধ বিগ্রহ অনিবার্য্য। সার্ভিয়ার একটি ঘটনা হইতে বিগত ইউরোপীয় মহাযুদ্ধের আরম্ভ হইয়াছিল, আর সার প্রদেশের সমস্যা আল্‌সাস্‌-লরেনের মত আর একবার বিশ্বব্যাপী সমরানল প্রজ্বলিত করিয়া তুলিবে, ইহা কিছুই আশ্চর্য্যের বিষয় নহে।

সিসিরো রোমের প্রধান সেনাপতি ছিলেন। তাঁহাকে সিসিলির শাসন কর্ত্তা নিযুক্ত করা হয়। অনেকে আশা করিয়াছিলেন যে, তিনি সেখানে অনেক যুদ্ধবিগ্রহ করিবেন; কিন্তু পাঁচ বৎসরের মধ্যেও যখন তিনি কোন যুদ্ধে নিযুক্ত হইলেন না, অপরন্তু সে স্থানে শিক্ষা বিস্তারাদির দ্বারা স্থায়ী শান্তিস্থাপন করিলেন তখন কর্ত্তৃপক্ষ তাঁহার নিকট কৈফিয়ৎ তলব করিলেন—কেন তিনি পাঁচ বৎসর যাবৎ কোন যুদ্ধ করেন নাই।

সিসিরো উত্তর দিলেন যে, ঐ পাঁচ বৎসরে তিনি রোমীয় শিক্ষা বিস্তার দ্বারা সিসিলির লোকেদের জাতীয়ত্ব, দেশাত্মবোধ প্রভৃতি সদ্‌গুণ নষ্ট করিয়া দিয়াছেন। এ দেশের অভ্যুত্থানের পথ একমাত্র বিদেশীয় শিক্ষার ফলে রুদ্ধ হইয়াছে।

ভারতের অবস্থাও অনুরূপ; কার্য্যকরী শিক্ষার দুর্ভিক্ষ এবং বৈদেশিক শিক্ষার প্রভাবে আমাদের জাতীয়তা এবং মনুষ্যত্ব বিকৃত। স্কুল সমূহ মিথ্যা, জাল, জোচ্চুরির আড্ডায় পরিণত। শিক্ষকগণ বাধ্য হইয়া মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করেন; তাঁহাদের মনুষ্যত্ব অন্তর্হিত; নৈতিক শক্তি তিরোহিত; তাঁহাদের হাতে কিরূপ জীব প্রস্তুত হইতেছে, তাহা সহজেই অনুমেয়।

জেলার শাসন কর্ত্তৃপক্ষ স্কুলসমূহের কর্ত্তা-বিধাতা; শিক্ষাবিভাগের কর্ম্মচারীরা তাঁহাদের সহকারী মাত্র। ছাত্রও শিক্ষকগণকে নীচ চয়ের কাজ করিতে বলা হয়।

উদয়ন—ভাদ্র সংখ্যা 'উদয়ন' রচনা সম্ভারে পূর্ব্ববর্ত্তী সংখ্যা অপেক্ষা যথেষ্ট উন্নত। প্রারম্ভেই সুকবি শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন বাগচী মহাশয়ের লিখিত পরলোকগত জননায়ক দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তের উদ্দেশে শ্রদ্ধাঞ্জলি অতি সময়োচিত হইয়াছে। দেশপূজ্য আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের "ব্যবসা-বাণিজ্য ও বিদ্যাশিক্ষা", শ্রীযুক্তা শান্তাদেবীর "শিশু-সাহিত্য" এবং শ্রীযুক্ত কাশীনারায়ণ দীক্ষিতের "মারাঠী ও বাংলা ভাষায় সংস্কৃত হইতে শব্দ গ্রহণ" প্রভৃতি অতি সারগর্ভ রচনা। ডক্টর সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্তের "জড়, জীব ও ধাতুপুরুষ" লেখকের উচ্চ দার্শনিক জ্ঞানের পরিচায়ক। ডক্টর নৃপেন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী লিখিত "কথা-সাহিত্যের কথা" সুলিখিত ও সময়োচিত; আধুনিক সাহিত্যিকগণের এই প্রবন্ধটি পড়িয়া দেখা কর্ত্তব্য। ডক্টর রাধাকমল মুখোপাধ্যায়ের "বাঙালীর বিলোপ" একটি শ্রেষ্ঠ রচনা—একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়। বাঙলা দেশের উচ্চ শ্রেণীর হিন্দুজাতি কেমন করিয়া দ্রুতবেগে ধ্বংস পাইতেছে, আগামী অর্দ্ধশতাব্দী পরে ধরাপৃষ্ঠ হইতে তাহাদের বিলুপ্তির সম্ভাবনা কত অধিক, তাহা লেখক এই প্রবন্ধে বিশেষ গবেষণাদ্বারা জনসাধারণকে 'চোখে আঙ্গুল' দিয়া দেখাইয়া দিয়াছেন। এরূপ প্রবন্ধ যে কোন পত্রিকার গোরব বিশেষভাবে বৃদ্ধি করিতে পারে। এই প্রবন্ধটি পড়িয়া দেখিতে আমরা জনসাধারণকে বিশেষভাবে অনুরোধ করি। প্রবীণ লেখক শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরীর "ঘরে বাইরে" আগের মতই সুখপাঠ্য হইয়াছে। তাঁহার ন্যায় লব্ধপ্রতিষ্ঠ লেখকের সম্বন্ধে লেখাই অনাবশ্যক।

ইহাছাড়া, শ্রীযুক্ত রামপদ মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রলাল রায়, শ্রীযুক্তা শৈলবালা ঘোষজায়া, শ্রীযুক্ত সতীপতি বিদ্যাভূষণ প্রভৃতি খ্যাতনামা লেখক-লেখিকার গল্প, কবিশেখর কালিদাস রায়, কপিঞ্জল, বন্দে-আলী মিঞা, শ্রীযুক্ত রমেন্দ্রদত্ত প্রভৃতির সুলিখিত কবিতা বিশেষ চিত্তাকর্ষক হইয়াছে। শ্রীযুক্তা অনুরূপা দেবী ও শ্রীযুক্ত শৈলজানন্দের লিখিত উপন্যাস দুইখানি পাঠকের কৌতূহল ক্রমশঃই বৃদ্ধি করিতেছে।

শ্রীযুক্ত গগনেন্দ্রনাথ ও শ্রীযুক্তা হাসিরাশি দেবীর অঙ্কিত ছবি দুইখানি শিল্পাদর্শের চরমোৎকর্ষ, স্বর্গীয় দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহনের চিত্রখানিও তদনুরূপ। মুদ্রণ—বৈশিষ্ট্য ও গঠন-পারিপাট্য পূর্ব্ববৎ অক্ষুণ্ণ আছে।

এই পত্রিকাখানি ক্রমশঃই উন্নত হইতেছে। আমরা ইহার দীর্ঘজীবন কামনা করি।

শাসন সংস্কার প্রস্তাব ও বাঙ্গালা

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

ভোট প্রদানের অধিকার বিস্তার।

এ কথা বলাই বাহুল্য যে, বর্ত্তমান ব্যবস্থায় প্রদেশগুলিতে লোকসমূহের শতকরা ৩ জন বা প্রাপ্তবয়স্কদিগের শতকরা ১০ জন এবং ব্যবস্থা পরিষদের নির্ব্বাচনে জনসংখ্যার শতকরা মাত্র ১ জন ভোট দিবার অধিকারী এবং এরূপ অবস্থা কখনই দায়িত্বশীল সরকার গঠনের ভিত্তি হইতে পারে না।" প্রস্তাবিত ব্যবস্থায় এই অভিযোগের কারণ বহু পরিমাণে দূর হইবে।

নূতন ব্যবস্থায় লোকের ভোট প্রদানের অধিকার বিস্তৃত হইবে। বিশেষ নির্ব্বাচন কেন্দ্র ব্যতীত অন্যান্য নির্ব্বাচন কেন্দ্রে ভোট দিবার অধিকার, বর্ত্তমানে কিরূপে অর্জ্জিত হয় ও প্রস্তাবিত ব্যবস্থায় কিরূপে হইবে, তাহা নিম্নে দেখান হইল:—

বর্ত্তমান ব্যবস্থায়।

(১) সাধারণতঃ অন্যূন ২ টাকা চৌকিদারী ট্যাক্স বা ইউনিয়ন বোর্ড রেট বা ১ টাকা সেস্ বা ১ টাকা ৮ আনা মিউনিসিপ্যাল ট্যাক্স এবং কাশীপুর চিৎপুর ও হাওড়া মিউনিসিপ্যালটীতে বার্ষিক অন্যূন ৩ টাকা ট্যাক্স প্রদান।

(২) শিক্ষালাভে বর্ত্তমানে ভোট দিবার অধিকার জন্মে না।

(৩) আয়কর প্রদান।

(৪) বর্ত্তমান ব্যবস্থায় স্ত্রীলোকদিগের ভোট দিবার অধিকার অর্জ্জনের বিশেষ অর্থাৎ স্বতন্ত্র কোন নিয়ম নাই।

প্রস্তাবিত ব্যবস্থায়।

(১) অন্যূন ৬ আনা চৌকিদারী ট্যাক্স বা ইউনিয়ন বোর্ড রেট অথবা ৮ আনা সেস্ বা মিউনিসিপ্যাল ট্যাক্স বা ফী প্রদান।

(২) ম্যাট্রিকুলেশন বা স্কুল লিভিং সার্টিফিকেট পরীক্ষায় বা বাঙ্গালা সরকারের মতে সেইরূপ কোন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া।

(৩) আয়কর প্রদান।

(৪) বর্ত্তমানে যেরূপ সম্পত্তি থাকিলে পুরুষের ভোটদানের অধিকার লাভ হয়, সেইরূপ সম্পত্তিসম্পন্ন ব্যক্তির পত্নী ভোট দিবার অধিকার লাভ করিবেন। এই রূপে স্বামী ব্যতীত মাত্র একজন স্ত্রীলোক অধিকার লাভ করিবেন। কিন্তু কোন স্ত্রীলোকের নাম একবার তালিকাভুক্ত হইলে তিনি যতদিন বিধবা থাকিবেন, ততদিন অধিকারচ্যুত হইবেন না। পুনরায় বিবাহ করিলে তিনি স্বামীর অধিকারে লব্ধ অধিকারে বঞ্চিত হইবেন।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বঙ্গে একমাত্র দৈনিক

—পারমার্থিক পত্র—

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশ
তনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনম্,
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং
প্রেমা পুমর্থো মহান্,
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং
তত্রাদরো নঃ পরঃ॥

৮ম বর্ষ } ৩ পদ্মনাভ গৌরাব্দ ৪৪৭, ২২শে ভাদ্র বঙ্গাব্দ ১৩৪০, ৭ই সেপ্টেম্বর ইং ১৯৩৩, বৃহস্পতিবার ১৬১শ সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

গত ১৭ই ভাদ্র সন্ধ্যার পর কলিকাতা বাগবাজারস্থ শ্রীগৌড়ীয় মঠের সারস্বত নাটমন্দিরে একটী সভা হয়। নাটমন্দিরে শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের আলেখ্যমূর্ত্তি বহুমূল্য বস্ত্রাদি-বিমণ্ডিত উচ্চ আসনের উপর সংস্থাপিত করা হয় এবং বিচিত্র পত্র, পুষ্প, বস্ত্র, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাদপসমূহ দ্বারা আলেখ্যমূর্ত্তি পরিবেষ্টিত করিয়া আসনের চতুর্দ্দিক সুন্দরভাবে সজ্জিত করা হয়।

— —

সভায় ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রকাশ অরণ্য ও শ্রীমন্ নেমী মহারাজ ঠাকুরের আবির্ভাবের কারণ, শুদ্ধভক্তি-মন্দাকিনীর স্রোতের পুনঃ-প্রবর্ত্তন, তাঁহার আদর্শ-জীবন প্রভৃতি উল্লেখ করিয়া বলেন যে, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ শ্রীভগবানের পার্ষদ, শ্রীভগবানের আদেশে তিনি এই প্রপঞ্চ জগতের এক অন্ধকার যুগে আবির্ভূত হ'ন। লোক সব যখন মায়ামোহাচ্ছন্ন হইয়া মহাপ্রভুর শুদ্ধ ভাগবধর্ম্মের কথা ভুলিয়া গিয়াছিল, এমন কি মহাপ্রভুর নাম পর্য্যন্ত জগৎ হইতে লুপ্ত হইয়া যাইতেছিল, স্মার্ত্তধর্ম্ম-প্রাবল্যে লোকসকল দেহধর্ম্ম ও মনোধর্ম্মে আবদ্ধ হইয়া একমাত্র নিত্যমঙ্গলের পথ—আত্মধর্ম্মের কথা একেবারে বিস্মৃত হইয়াছিল, ঠিক সেই সন্ধিক্ষণে ঠাকুর ভক্তিবিনোদ আবির্ভূত হইয়া জগতের মোহান্ধকার নাশ করিয়া শুদ্ধভক্তি ও আত্মধর্ম্মের পুনঃ প্রবর্ত্তন করিয়া জগতের যে পরম কল্যাণ বিধান করিয়াছেন, তাহা ভাষার দ্বারা ব্যক্ত করা যায় না। সমস্ত শাস্ত্র মন্থন করিয়া শাস্ত্রের সার-সিদ্ধান্ত পুস্তকাকারে প্রকাশ করিয়া শিক্ষিত জগতের যে কি উপকার করিয়াছেন তাহা বর্ত্তমানে সজ্জন ভাগ্যবান্ ব্যক্তিগণ-মাত্রেই অন্তরে অন্তরে উপলব্ধি করিতেছেন। আজ ঠাকুর ভক্তিবিনোদ যদি জগতের ভাগ্যে আবির্ভূত না হইতেন, তাহা হইলে শ্রীচৈতন্যদেবের কথা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের কথা জানিবার কয়জনের সৌভাগ্য হইত বলা যায় না। ঠাকুর ভক্তিবিনোদ যে ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন, তাহা আজ তাঁহারই অভিন্ন বিগ্রহ মদীয় শ্রীগুরুদেবের দ্বারা কার্য্যে পরিণত হইতে চলিয়াছে। পাশ্চাত্যদেশে যে আজ শ্রীচৈতন্যবাণী বিপুলভাবে প্রচারিত হইতে চলিয়াছে, তাহা আপনারা সকলেই অবগত আছেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমুখনিঃসৃতবাণী 'পৃথিবীতে আছে যত নগরাদি গ্রাম। সর্ব্বত্র প্রচার হইবে মোর নাম॥' আজ তাঁহারই প্রেরণায় শ্রীল প্রভুপাদ সমস্ত জীবের নিত্যমঙ্গল চিন্তা করিয়া সমস্ত জগৎকে প্রেমবন্যায় ভাসাইয়া দিবার সংকল্প করিয়াছেন এবং মহাপ্রভুর আদেশ 'যারে দেখ তারে কহ কৃষ্ণ উপদেশ' গ্রহণ করিয়া জীবের দ্বারে দ্বারে ত্রিদণ্ডিপাদ ও ব্রহ্মচারিগণকে পাঠাইয়া চৈতন্যশিক্ষা প্রদান করিতেছেন। সৌভাগ্যবান্ ব্যক্তিগণ গুরু-কৃষ্ণ প্রসাদে ভক্তিলতার বীজ প্রাপ্ত হইয়া আপনাদিগকে কৃতকৃতার্থ মনে করিতেছেন। ঠাকুর ভক্তিবিনোদের মহিমা কীর্ত্তন করি এমন সাধ্য আমাদের নাই। বৈষ্ণবের গুণানুবাদ কীর্ত্তন-দ্বারাই আমাদের নিত্যমঙ্গল সাধিত হইতে পারে এবং বৈষ্ণবপূজার দ্বারাই আমাদের চরম কল্যাণ লাভ। কারণ শাস্ত্র বলেন, 'আরাধনানাং সর্ব্বেষাং বিষ্ণোরারাধনং পরং। তস্মাৎ পরতরং দেবি তদীয়ানাং সমর্চ্চনম্॥' তাই আজ আসুন, আমরা সকলে ঠাকুর ভক্তিবিনোদের আরাধনায় প্রবৃত্ত হই। তদীয় বস্তুর সেবার দ্বারাই আমরা সেই সৎ বস্তু পাইবার অধিকারী হইব।

এলাহাবাদ হইতে শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রমোহন ঘোষ লিখিয়াছেন -

গত ১২ই ভাদ্র ২৮শে আগষ্ট সোমবার প্রয়াগধামস্থ শ্রীরূপগৌড়ীয় মঠে শ্রীশ্রীরাধাষ্টমী মহোৎসব যথারীতি সুসম্পন্ন হইয়াছে। প্রত্যূষে শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের মঙ্গলারাত্রিক সমাপন করিয়া শ্রীমঠের সেবকবৃন্দ, শ্রীগৌড়ীয় মঠের অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-স্বরূপ পর্ব্বত মহারাজের আনুগত্যে, ঊষাকীর্ত্তন, শ্রীগুরুবন্দনা, গুর্ব্বষ্টক, মহাজন পদাবলী ও শ্রীনামমন্ত্র কীর্ত্তন করেন। পরে যথাসময়ে শ্রীবিগ্রহের অর্চ্চন, ভোগরাগ এবং ভোগারাত্রিক অনুষ্ঠিত হয়। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত আদিখণ্ড হইতে শ্রীমতী রাধারাণীর মাহাত্ম্যসূচক চতুর্থ পরিচ্ছেদ পাঠ হয়। শ্রীবিগ্রহের অপরূপ শৃঙ্গার-শোভা-দর্শনে সকলেই পরিতৃপ্ত হইয়াছেন। পাঠের শেষে ভোগারতি কীর্ত্তনান্তে সমাগত আহূত ও অনাহূত সকলকেই বিচিত্র মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হইয়াছিল। তাঁহারা সকলেই মহাপ্রসাদ সম্মান করিয়া কৃতকৃতার্থ হইয়াছেন।

গত ১৭ই ভাদ্র (১৩৪০) গৌর-ত্রয়োদশী দিবস শ্রীধাম মায়াপুর যোগপীঠ শ্রীমন্দিরে বর্ত্তমান যুগের শুদ্ধভক্তি-প্রচারের মূল মহাজন শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের আবির্ভাব-তিথি যথাবিহিত সম্মানিত হইয়াছেন। সেবকগণ শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর মঙ্গলারাত্রিকের পর যোগপীঠের মন্দিরসমূহ সংকীর্ত্তন-মুখে পরিক্রমা করেন। প্রাতে ও অপরাহ্ণে শ্রীচৈতন্য-ভাগবত পাঠ করা হয়।

— —

বিষ্ণুপাদোদ্ভূতা শ্রীজাহ্নবী দেবী অতীতের সেবাস্মৃতি বক্ষে ধারণ করিয়া প্রায় প্রতি বৎসরই এই সময়ে আনন্দোৎফুল্ল হইয়া মহাযোগপীঠ-ক্ষেত্রের পাদমূলধৌত-সেবা করিয়া থাকেন; তিনি এবার কিছু অধিককাল শ্রীধামে প্রকট-লীলা করিতেছেন। তাহাতে যাত্রিগণের বিশেষ সুবিধা হইতেছে। তাহারা অক্লেশে শ্রীধামে আসিয়া শুদ্ধভক্তি-ধর্ম্মের কথা শ্রবণ করিতে পারিয়াছেন। শ্রীযুক্ত ভবদেব চট্টোপাধ্যায় মহাশয় ঠাকুর শ্রীল ভক্তিবিনোদের অভিমন্ত্য দানের কথা সকলকে বিশদভাবে বুঝাইয়া দিয়াছেন। ষষ্ঠ-বর্ষীয় বালক শ্রীমান্ বিষ্ণুদাস সান্যাল ও শ্রীমান্ শশাঙ্ক সান্যাল সুমিষ্টস্বরে আবেগভরে একটি কীর্ত্তন করেন। তাহাদের কীর্ত্তন শ্রবণ করিয়া যাত্রিগণ সকলেই বিস্মিত ও মুগ্ধ হইয়াছেন। পরে শ্রীজয়দেব-কৃত দশাবতারস্তোত্র ও মহামন্ত্র কীর্ত্তনান্তে সমবেত বহু ব্যক্তিকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

গত ১৫ই ভাদ্র বেলা ১-৩০ মিনিটের সময় শ্রীচৈতন্যমঠের মঠরক্ষক শ্রীপাদ নরহরি ব্রহ্মচারী সেবাবিগ্রহ প্রভু, বিরক্ত ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ স্বাধিকারানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ মহানন্দ ভক্তিশাস্ত্রী ভক্ত্যালোক, ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ বীরচন্দ্র ভক্তিশাস্ত্রী ভক্তিকুশল প্রমুখ দ্বাদশমূর্ত্তি বৈষ্ণব সঙ্কীর্ত্তন-সহযোগে শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে ঠাকুর শ্রীল বৃন্দাবন দাসের শ্রীপাট মোদদ্রুম-ক্ষেত্রাভিমুখে যাত্রা করেন।

পাঠকগণ অবগত আছেন, ঠাকুরের জন্ম-ভিটায় জগদ্গুরু শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের ইচ্ছায় একটী সুরম্য পাকা মন্দির প্রস্তুত হইয়াছে। যাঁহার অমৃতময়ী লেখনী জগদ্বাসীর প্রতি কৃপাপরবশ হইয়া শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের অপ্রাকৃত-প্রেমরসপূর্ণ চরিত গাথা সংরক্ষণ করিয়াছে, কালের কুচক্রে সেই মহানুভব

(অতঃপর ৫ম পৃষ্ঠার শেষ কলমে দ্রষ্টব্য)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

৩ পদ্মনাভ আদি কারণোদশায়ী

গর্ভস্তোত্র

দ্বাদশ শ্লোক

শৃণ্বন্ গৃণন্ সংস্মরয়ংশ্চ চিন্তয়ন্
নামানি রূপাণি চ মঙ্গলানি তে।
ক্রিয়াসু যুষ্মচ্চরণারবিন্দয়ো-
রাবিষ্টচিত্তো ন ভবায় কল্পতে॥

গুণ, জন্ম ও কর্ম্মের দ্বারা যে সকল নাম ও রূপ নিরূপিত হয় তাহা নারায়ণের উদ্দেশেই হইয়া থাকে, কৃষ্ণের উদ্দেশে হয় না—এরূপ পূর্ব্ব শ্লোকে ব্যাপ্ত হওয়ায় ঐসমস্ত নাম ও রূপকে অনেকেই অগ্রাহ্য করিতে পারে; তন্নিরসনকল্পে দেবগণ কহিলেন,—"হে কৃষ্ণ! তোমার পরম মঙ্গলময় নাম ও রূপসকল যাঁহারা শ্রবণ, উচ্চারণ ও চিন্তন করিতে করিতে ও অন্যকে স্মরণ করাইতে করাইতে তোমার চরণারবিন্দে উপাসনাযোগে আবিষ্টচিত্ত হন, তাঁহাদের সংসারের সংকল্প থাকে না।"

শ্রবণ-কীর্ত্তনই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাধন

উপাসনা যদিও আত্মারই ক্রিয়া বলিয়া নিশ্চিত আছে তথাপি জীব যত দিবস দেহের মধ্যে আবদ্ধ আছেন তত দিবস দেহ ও মন উপাসনার সহকারী হয়। দেহে শ্রবণ ও কীর্ত্তন এবং মনে চিন্তা ও নিদিধ্যাসন এই দুই প্রকার উপাসনা প্রসিদ্ধ। যদিও দেহযোগ জীবের পক্ষে বাস্তবিক কারাবাস, তথাপি এই অবস্থাকে সাধক সুব্যবহার করিবেন। ইন্দ্রিয়সকল বিষয়-উদ্দেশে চালিত হইতে পারে কিন্তু বুদ্ধিমান্ জীব নিজ স্বভাব-পরিচালনায় তদ্দ্বারা ভগবৎ সাধন করিয়া লইবেন। শ্রবণ কীর্ত্তনই দেহীদিগের পক্ষে সর্ব্বোৎকৃষ্ট ঔষধ যেহেতু শ্রবণ-কীর্ত্তনের দ্বারা দেহের চরিতার্থতা সাধিত হয়। কোটি চান্দ্রায়ণও জীবকে ততদূর শুদ্ধ ও নিষ্পাপ করিতে পারে না, যে-প্রকার হরিকথা-শ্রবণ ও কীর্ত্তনের দ্বারা হইয়া থাকে। পূজা ও নৈবেদ্যাদি জীবের ততদূর প্রয়োজনীয় বোধ হয় না, যতদূর হরিকীর্ত্তন আবশ্যক। বহুবিধ উপচারের সহিত কোন বিপ্র পরমেশ্বরের সাধনা করিলেও ঈশ্বরের ততদূর প্রসাদ সম্ভব হয় না, যতদূর ভক্তিসহকারে কোন চণ্ডাল হরিকীর্ত্তন করিয়া প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। যতপ্রকার সাধনপ্রণালী জগতে দৃষ্ট হয় সমুদয় অপেক্ষা হরিকীর্ত্তনই শ্রেষ্ঠ। শ্রবণ কীর্ত্তনের মাহাত্ম্যের অবধি নাই।

শ্রবণ-কীর্ত্তন-ফলে শ্রীকৃষ্ণচরণ-কল্পবৃক্ষ লাভ

দেহযোগে শ্রবণ-কীর্ত্তন, মনের দ্বারা ধ্যান ও আত্মায় ভক্তিরসের চালনা—ইহাই জীবের বিশেষ কর্ত্তব্য। শ্রবণ, কীর্ত্তন ও ধ্যান নারায়ণেরই হইয়া থাকে, যেহেতু নাম ও রূপ সমুদয় নারায়ণের, শ্রীকৃষ্ণের নহে। অনুভবপ্রেমই শ্রীকৃষ্ণের সাধন। অতএব দেহী যৎকালে শ্রবণ-কীর্ত্তন করিতে থাকেন তখন তাঁহার আত্মা যদি ভক্তিসহকারে শ্রীকৃষ্ণের চরণারবিন্দে আবিষ্ট হয় তবে ঐ দেহীর অধোগতি কখনই সম্ভব হয় না অর্থাৎ ক্রমশঃ ঊর্দ্ধগতি হইতে হইতে শ্রীকৃষ্ণ-চরণ-কল্পবৃক্ষ পর্য্যন্ত প্রাপ্ত হয়। ভক্তিলতা শ্রবণ কীর্ত্তন-জল-সেচনের দ্বারা বৃদ্ধি হইয়া ক্রমে বৈকুণ্ঠ, ব্রহ্মলোক, পরব্যোম ভেদ করিয়া বৃন্দাবনস্থ শ্রীকৃষ্ণের পদ-কল্পতরু প্রাপ্ত হয়। তথায় প্রেমফল ফলিতে থাকে, যতদিবস জীব দেহী থাকেন, ততদিবস শ্রবণ-কীর্ত্তন জল-সেচনের দ্বারা ঐ লতাকে পুষ্ট করিবেন।

ত্রয়োদশ শ্লোক

দিষ্ট্যা হরেঽস্যা ভবতঃ পদো ভুবো
ভারোঽপনীতস্তব জন্মনেশিতুঃ।
দিষ্ট্যাঙ্কিতাং ত্বৎপদকৈঃ সুশোভনৈ-
র্দ্রক্ষ্যাম গাং দ্যাঞ্চ তবানুকম্পিতাম্॥

হে হরে! পরমভাগ্য যে, এই ধরণী তোমার চরণ-ভূতা, তোমার জন্মমাত্রে ইহার ভার অপনীত হইল। আমাদের পরমভাগ্য অদ্য তোমার সুশোভন চরণের ধ্বজ,বজ্র, অঙ্কুশাদি শুভ লক্ষণ দ্বারা অবনীকে অঙ্কিতা এবং সুরলোককে তোমাকর্ত্তৃক অনুকম্পিত দেখিতে পাইব।

নিত্যতত্ত্বের আবিষ্কারই শ্রীকৃষ্ণজন্ম

প্রথমে ধরণী, চরণ ও জন্ম এই তিনটি প্রাকৃত শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। এই শ্লোকে কোনপ্রকার সম্বন্ধীয় বৃত্তান্ত নাই, কেবল স্বরূপতত্ত্ব সম্বন্ধে কথিত হইয়াছে। তবে যে প্রাকৃত শব্দের ব্যবহার দৃষ্ট হয়, সে কেবল বাক্যের সনোদোষ মাত্র। শ্লোকের ভাবটি অতিশয় উৎকৃষ্ট ও নিগূঢ়। ভগবানের জন্ম নাই। জীবের অপ্রাকৃত বিভাগে ভগবানের আবির্ভাবমাত্র স্বীকার করা যায়। ধরণী শব্দে এস্থলে পৃথিবীস্থ জীবসমুদয়কে বুঝায়। নিত্যতত্ত্বের আবিষ্কারই কৃষ্ণ-জন্ম। কৃষ্ণ যখন জীবের আত্মায় পাদ শব্দে আশ্রয় প্রদান করেন, তখন আত্মার ভার অপনীত হয়। ইহাই ভগবানের ঈশিতা। আত্মার ভার কি? জীব যৎকালে ঈশ্বরের সেবা পরিত্যাগ-পূর্ব্বক স্বাতন্ত্র্যের অসদ্ব্যবহার করত ভোগেচ্ছাকে গ্রহণ করে, তখনই মায়া তাহার গলগ্রহ হইয়া ভারস্বরূপ হইয়া উঠে। মায়াগুণই জীবের যথার্থ ভার। ঐ ভারের দ্বারা আক্রান্ত হইয়া জীব ক্রমে ক্রমে ব্যাকুল হইয়া পড়ে। তখন ঔষধের অন্বেষণ করিতে করিতে আত্মতত্ত্বরূপ ঔষধি প্রাপ্ত হয়। কিন্তু ইহাতেও ভার উত্তমরূপে যায় না। যতক্ষণ কৃষ্ণতত্ত্বরূপ মহৌষধি না প্রাপ্ত হয়, ততক্ষণ রোগের সম্পূর্ণ শান্তি হইতে পারে না। আত্মপ্রত্যয়রূপ চক্ষের দ্বারা যখন কৃষ্ণের স্বরূপতত্ত্ব অবগত হয় তখন ভগবানের কৃপায় ঐ দুঃসহ ভার একেবারে বিগত হইয়া যায়। জীবের আত্মায় কৃষ্ণতত্ত্বের প্রকাশ দৃষ্টি করিয়া সমুদয় দেবগণ জীবকে ধন্য কহিলেন। শ্রীকৃষ্ণের পাদ-স্পর্শ হওয়ায় জীবের আর কোন প্রকার দুঃখ রহিল না। যখন ভগবদ্বিষয়ে স্বরূপ-সত্য প্রকাশিত হইল তখন জীবের আর দুঃখ কি? জীব যথার্থই চরিতার্থ হইলেন। ভগবানের পাদপদ্ম জীবের আত্মায় প্রদত্ত হওয়ায় ধ্বজ, বজ্র ও অঙ্কুশ এই তিনটী আশ্চর্য্য অঙ্ক দৃষ্ট হইল। স্বরূপ-সত্য সমুদয় সম্বন্ধী-সত্যকে জয় করে অতএব ভগবানের আশ্রয়ে সমস্ত জয় হয়। ধ্বজ জয়ের চিহ্ন। কাঠিন্য প্রকাশ করিবার জন্য বজ্রের চিহ্ন প্রদত্ত হয়। ভগবানের স্বরূপ সত্যের আশ্রয় করিলে তাহা হইতে অন্যত্র যাইতে হয় না অতএব কৃষ্ণতত্ত্ব অটল। কৃষ্ণ-পাদাশ্রিত ব্যক্তির সত্য হইতে পাদ-স্খলিত হইবার আশঙ্কা নাই। কৃষ্ণতত্ত্বাশ্রিত ব্যক্তি স্বরূপ-সিদ্ধিরূপ অঙ্কুশ প্রাপ্ত হয়েন অতএব বিপথ-গতি তাহার পক্ষে অসম্ভব। কৃষ্ণতত্ত্ব-প্রাপ্ত জীব ধ্বজবজ্রাঙ্কুশ অঙ্কিত হইয়া শোভা প্রাপ্ত হ'ন। অতএব জগতের মধ্যে তিনিই ধন্য। জীব কৃষ্ণতত্ত্ব প্রাপ্ত হইলে সুরলোকও ভগবানের দ্বারা অনুকম্পিত হন। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, সুরলোকস্থিত দেবতারাও জীব কিন্তু কর্ম্মকাণ্ডের বলে তাঁহারা ভোগাধিকার প্রাপ্ত হইয়া দেবতা পদবী প্রাপ্ত হইয়াছেন। কোন ভোগই অক্ষয় নহে। ঐসকল দেবতা ভোগাবসানে নর-গতি প্রাপ্ত হন। যৎকালে সুরলোকে তাঁহারা দেবত্ব ভোগ করিতেছেন সেই সময়ে পৃথিবীতে যে কৃষ্ণতত্ত্ব প্রকাশিত হইয়াছে তাহা তাঁহাদের ভোগক্ষয় হইবামাত্র তাঁহারা পাইতে পারিবেন। কৃষ্ণতত্ত্ব প্রাপ্ত হইলে ভোগরূপ যে বিড়ম্বনা তাহা দূরীভূত হয়, অতএব কৃষ্ণতত্ত্বের প্রকাশের দ্বারা দেবতারা আপনাদিগকে অনুকম্পিত বোধ করিলেন।

কৃষ্ণতত্ত্বই স্বরূপতত্ত্ব

কৃষ্ণতত্ত্বই জগতে পরমতত্ত্ব। ইহাতে কোন প্রকার প্রাকৃত গুণের গন্ধও নাই। পণ্ডিত এই পরমতত্ত্বের আশ্রয় পরিত্যাগ করিয়া থাকিতে পারেন না। যতদিবস এই কৃষ্ণতত্ত্বের প্রকাশ হয় নাই, ততদিবস পণ্ডিতেরা কল্পনা অথবা যুক্তির দ্বারা প্রাকৃত গুণের বিশুদ্ধভাবকে অবলম্বন-পূর্ব্বক ক্ষুদ্রোন্নতি সাধন করিতেন। যতক্ষণ চন্দ্রোদয় না হয়, ততক্ষণ নক্ষত্রালোকই শ্রেষ্ঠ বোধ হয়। যতদিবস কৃষ্ণতত্ত্ব অপ্রকাশিত ছিল ততদিবস মানবগণ গুণাবতার, অংশাবতার ও যুগাবতারের সাধনে কিছু কিছু উন্নতি সাধন করিতেন। কিন্তু কৃষ্ণতত্ত্ব অবতারতত্ত্ব নহে, ইঁহাই স্বরূপতত্ত্ব। অবতার-বীজ যে পরব্যোমস্থিত নারায়ণ তিনিও কৃষ্ণের ঐশ্বর্য্যাংশ মাত্র। অতএব দেবতারা যে কৃষ্ণতত্ত্ব অবগত হইয়া ধন্য হইবেন ইহাতে সন্দেহ কি?

শ্রীকৃষ্ণ ও নারায়ণ

(শ্রীপাদ প্যারীমোহন ব্রহ্মচারী)

আমরা শাস্ত্র আলোচনা করিলে দেখিতে পাই বৈকুণ্ঠবাসী সর্ব্বৈশ্বর্য্যপূর্ণ শ্রীনারায়ণ ও মাধুর্য্যময়-বিগ্রহ বৃন্দাবনবাসী শ্রীকৃষ্ণ উভয়েই একতত্ত্ব। উভয়ের মধ্যে তত্ত্বতঃ কোন ভেদ নাই কেবলমাত্র লীলারসগত পার্থক্য। একটি ঐশ্বর্য্যযুক্ত, চারি-হস্ত-বিশিষ্ট, শঙ্খ-চক্র গদা-পদ্মধারী; অপরটি মাধুর্য্যময়, দুই-হস্ত-যুক্ত, ত্রিভঙ্গভঙ্গিমারূপ মুরলীবদন। এখন বিচার্য্য কোন্‌টি মূল-বিগ্রহ। শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বলেন,—"কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্" অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণই স্বয়ং ভগবান্। কৃষ্ণ হইতেই নারায়ণ, চতুর্ব্যূহ, পুরুষাদি অবতারত্রয়, বলদেব শম্ভু, দশরথ-তনয় রাম, বৈকুণ্ঠে মহাসঙ্কর্ষণ, সমস্ত অবতার ও দশাবতারগণ। কৃষ্ণই মূলপুরুষ বা অবতারী। আরও দেখিতে পাই, নারায়ণ হইতে শ্রীকৃষ্ণের চারিটি অধিক অসাধারণ গুণ। যথা, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে—

সৌন্দর্য্য, ঐশ্বর্য্য মাধুর্য্য, বৈদগ্ধ-বিলাস।
ব্রজেন্দ্রনন্দনে ইহার অধিক উল্লাস॥

শ্রীল রূপ গোস্বামীপ্রভু নিজকৃত ভক্তি-রসামৃত-সিন্ধুতে লিখিয়াছেন,—

সিদ্ধান্ততস্ত্বভেদেঽপি শ্রীশ-কৃষ্ণস্বরূপয়োঃ।
রসেনোৎকৃষ্যতে কৃষ্ণরূপমেষা রসস্থিতিঃ॥

নারায়ণ ও কৃষ্ণের স্বরূপদ্বয়ের সিদ্ধান্তে কোন ভেদ নাই, তথাপি শৃঙ্গার-রস-বিচারে শ্রীকৃষ্ণস্বরূপ রসের দ্বারা উৎকর্ষ লাভ করিয়াছেন। একটি সরল-ভাষায় উদাহরণ দিলে এই বিষয়টি সহজেই বেশ বুঝিতে পারা যাইবে। যদিও উদাহরণটি সর্ব্বতোভাবে সামঞ্জস্য হইবে না তথাপি দিগ্‌দর্শন নিমিত্ত দেওয়া হইতেছে। আশা করি সুধী পাঠকগণ ইহার ভাবার্থ যথাযথ গ্রহণ করিবেন। যেমন আমাদের সম্রাট্ তাঁহার প্রজাদিগের নিকট দণ্ড, মুণ্ড বিধাতা বলিয়া প্রতীয়মান হন এবং প্রজা বা সেবকগণ সর্ব্বদা সম্ভ্রমে দূরে দণ্ডায়মান থাকিয়া তাঁহার সেবা প্রার্থনা করেন, আবার সেই রাজাই তাঁহার বন্ধু-বান্ধবের

...ত সহকারে আলাপাদি করেন এবং ...ই রাজা তাঁহার পিতা-মাতার নিকট ...হের পাত্র বলিয়া বিবেচিত হন ও সেই ...ক ব্যক্তিই তাঁহার স্ত্রীর নিকট স্বামী ...লিয়া পরিচিত হন এবং তাঁহার স্ত্রী বা মাতা-...পিতা, তিনি সমগ্র পৃথিবীর সম্রাট্ হইলেও যেমন তাহা স্বীকার না করিয়া ঐ সম্রাট্কে নিজ-পুত্র বা স্বামী-জ্ঞানে তাড়ন ভৎর্সন করেন, তদ্রূপ সেই একই কৃষ্ণ সেবকের সেবা ও ভাব-অনুযায়ী তৎতৎ বিষয়রূপে উদিত হইয়া তাঁহার প্রিয় সেবকের আনন্দ বিধান করেন। বোধ করি পাঠকগণ এখন সহজেই বুঝিতে পারিবেন কোন্‌টি সর্ব্বোপরি ও পূর্ণানন্দদায়ক।

নারায়ণ আড়াইটী রসের উপাস্য বস্তু আর শ্রীকৃষ্ণ রসপঞ্চকের ভজনীয় ধন। নারায়ণের পিতা মাতা নাই। যাঁহার মাতা-পিতা আছে তিনি কিরূপে বড় বা মূল হইতে পারেন? তাহা হইলে ত মাতা-পিতাই মূল বা বড় হইয়া গেল এরূপ পূর্ব্বপক্ষ হইতে পারে। তাহার উত্তর এই—প্রেমের বশ, সেই নিমিত্ত তিনি স্বয়ং অনাদির আদি হইয়াও তাঁহার প্রেমময় ভক্তের নিকট বশ্যতা স্বীকার করেন। বস্তুতঃ তাঁহা হইতে কেহ বড় হইতে পারে না। যশোমতী যখন মনে করিলেন আমি কৃষ্ণকে দড়ি দিয়া বাঁধিতে পারি তখন লীলাময় কৃষ্ণ তাঁহাকে দেখাইলেন যে আমি দড়ির দ্বারা বন্ধনের বস্তু নহি অর্থাৎ কৃষ্ণকে একমাত্র নির্ম্মল-প্রেমযুক্ত ভক্তি ব্যতীত বাঁধা যায় না। কৃষ্ণ নিত্যকালই সবচেয়ে বড় হইতেও দুই আঙ্গুল বড়। কৃষ্ণ সবচেয়ে বড় শয়তান অপেক্ষা দুই আঙ্গুল বড় শয়তান। কৃষ্ণ সবচেয়ে বড় বুদ্ধিমান্ অপেক্ষা দুই আঙ্গুল বেশী বুদ্ধিমান্। তাহার প্রমাণ এই—অতি বুদ্ধিমান্ হিরণ্যকশিপু মনে করিয়াছিলেন যে তাহাকে কেহ মারিতে পারিবে না, তিনি অমর। অতএব তিনি যাহা খুসী অবিচার করিতে পারেন। তখন ভক্ত-বৎসল শ্রীকৃষ্ণ দুষ্টের দমন ও ভক্তের পালন-নিমিত্ত অতি বুদ্ধিমান্ হিরণ্যকশিপুর বুদ্ধির অগোচর রূপ ধারণ করিয়া এক মুহূর্ত্তে তাহার বক্ষঃ বিদীর্ণ করিয়া জগৎকে তাঁহার সর্ব্বশ্রেষ্ঠতা জানাইয়া দিলেন। এক সময় শিবভক্ত এক ব্যক্তি উপাসনার দ্বারা ভোলানাথ শিবকে সন্তুষ্ট করিলে শিব সেই প্রিয় সেবককে এমন একটী বর দিলেন যে, উক্ত বরলাভকারী যাহার মস্তকে হাত দিবে, সে তৎক্ষণাৎ ভস্মীভূত হইয়া যাইবে। এই বর পাইয়া সেই ব্যক্তি গুরুকে উপযুক্ত দক্ষিণা দিবার নিমিত্ত ঐ বরের প্রকৃত ফল পরীক্ষার উদ্দেশ্যে শিবেরই মস্তকে হাত দিতে গেলেন। শিব দেখিলেন উপায় নাই, তখন তিনি মনে করিলেন—কি অন্যায় কার্য্যই না করিয়াছি? চিন্তাকুল চিত্তে ঊর্দ্ধশ্বাসে বিষ্ণুর নিকট ছুটিলেন। উপযুক্ত শিষ্যও পাছে পাছে মস্তকে হস্ত দিবার জন্য ছুটিতেছেন। এমন সময়ে কৃষ্ণ এক ব্রাহ্মণের বেশ ধরিয়া উপস্থিত। জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমাদের এরূপ দৌড়াইবার কারণ কি? তখন সেই ব্যক্তি সমস্ত ঘটনা বলিল। ব্রাহ্মণ-বেশধারী শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—আরে পাগল! তাও কি কখন হয়! তুমি বুদ্ধিমান্ হইয়া এই শ্মশানবাসী শিবের কথা সত্য বলিয়া মনে কর? তুমি ত' অনায়াসে উহা নিজের উপরই পরীক্ষা করিতে পার। এই বলিলে সেই ব্যক্তি ভাবিল, বটেইত আমিত অত্যন্ত বোকা এবং ঐ কথামত যেমনি সে নিজ মস্তকে হাত দিল অমনি একেবারে ভস্মসাৎ হইয়া গেল। তাই বলি শ্রীকৃষ্ণ সকলের চেয়ে দুই আঙ্গুল বড়।

শ্রীমন্মহাপ্রভু দক্ষিণ-ভ্রমণে বেঙ্কট ভট্টের গৃহে অবস্থানকালে হাস্য-পরিহাসচ্ছলে ঐ লক্ষ্মীনারায়ণ-উপাসক ভট্টকে জিজ্ঞাসা করিলেন—ভট্ট, তোমার পতিব্রতা লক্ষ্মী ঠাকুরাণী আমার ঠাকুর কৃষ্ণ-গোপের সঙ্গম করিবার জন্য চিরকাল সুখ-ভোগ ছেড়ে ব্রত তপ করে থাকেন, ইহার কারণ কি? ভট্ট কহিলেন, কৃষ্ণ ও নারায়ণ স্বরূপতঃ এক হইলেও কৃষ্ণেতে অধিক মাধুর্য্যময়-লীলা বর্ত্তমান। সে-কারণে লক্ষ্মী কৃষ্ণের সঙ্গম চাহেন. ইহাতে কি দোষ। কৃষ্ণসঙ্গে লক্ষ্মীর পতিব্রতা-ধর্ম্ম নাশ হয় না, আরও রাস-বিলাসরূপ অধিক লাভ হয়। ইহাতে আপনি কেন পরিহাস করিতেছেন? প্রভু উত্তরে বলিলেন,—দোষ নাই তাহা আমি জানি, তবে শাস্ত্রে শুনা যায় তিনি রাস পান নাই। লক্ষ্মী রাস পাইল না, আর শ্রুতিগণ তপ করিয়া কিরূপে রাস পাইল? ভট্ট বলিলেন, ইহা আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে প্রবেশ করিতেছে না। আপনি কৃপা করিয়া ইহার কি কারণ বলুন। তখন মহাপ্রভু বলিলেন,—

কৃষ্ণের এক সজীব লক্ষণ।
স্বমাধুর্য্যে সর্ব্বচিত্ত করে আকর্ষণ॥
ব্রজলোকের ভাবে পাইয়ে তাঁহার চরণ।
তাঁরে ঈশ্বর করি' নাহি জানে ব্রজজন॥
কেহ তাঁরে পুত্র-জ্ঞানে উদুখলে বাঁধে।
কেহ সখা-জ্ঞানে জিনি' চড়ে তাঁর কাঁধে॥
শ্রুতিগণ গোপীগণের অনুগত হঞা।
ব্রজেশ্বরী-সুত ভজে গোপীভাব লঞা॥
বাহ্যান্তরে গোপীদেহ ব্রজে যবে পাইল।
সেই দেহে কৃষ্ণসঙ্গে রাসক্রীড়া কৈল॥
গোপজাতি কৃষ্ণ, গোপী প্রেয়সী তাঁহার।
দেবী বা অন্য স্ত্রী কৃষ্ণ না করে অঙ্গীকার॥
লক্ষ্মী চাহে সেই দেহে কৃষ্ণের সঙ্গম।
গোপী রাগানুগা হইয়া না কৈল ভজন॥
অন্য দেহে না পাইয়ে রাস-বিলাস।
অতএব 'নায়ং' শ্লোক কহে বেদব্যাস॥

নারায়ণ কৃষ্ণের বিলাস-বিগ্রহ। গোপীগণ নারায়ণকে দেখিলে দণ্ডবৎ, স্তুতি করিয়া আপন প্রিয়তম কৃষ্ণকে মিলাইয়া দিবার জন্য প্রার্থনা করেন। নারায়ণ গোপীগণের মন হরণ করিতে পারেন না। নারায়ণের কথা দূরে থাকুক, শ্রীকৃষ্ণ পরিহাস করিয়া স্বয়ং নারায়ণরূপে প্রকাশ পাইলেও গোপীগণের তাহাতে অনুরাগ হয় নাই। ঐশ্বর্য্য যেখানে প্রবল সেখানে প্রীতি সঙ্কুচিত। সেজন্য গোপীগণ কৃষ্ণের লেশমাত্র ঐশ্বর্য্যও স্বীকার করিতে চান না অর্থাৎ নিজের কোন সম্বন্ধ স্বীকার করেন না।

'শ্রী'-সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণ এই বিষয়টী আদৌ বুঝিয়া উঠিতে পারেন না। তাঁহারা বলেন, সেব্য বস্তু কিরূপে সেবকের নিকট ছোট সাজিয়া সেবকের সেবা গ্রহণ করিতে পারেন? সেব্য বস্তু নিত্যকাল সেবক হইতে উচ্চে অবস্থান করিবেন এবং আমরা সেবকগণ তাঁহাকে সম্ভ্রমযুক্ত হইয়া নিত্যকাল তাঁহার সেবা করিব। সেজন্য তাঁহারা দাস্য ও গৌরবসখ্যের অধিক আর বুঝিতে পারেন না। এজন্য শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য বাল-গোপাল উপাসনার দ্বারা দেখাইলেন যে, শ্রীকৃষ্ণের মর্য্যাদারস অপেক্ষা বৎসলরসের মধুরিমা অত্যন্ত অধিক, সেখানে ভজনীয় বস্তুটি নিজ অচিন্ত্যশক্তিক্রমে প্রেমভক্ত সেবকের নিকট পুত্র সাজিয়া দাস্য ও গৌরব-সখ্য হইতে আরও অধিক ভালবাসাযুক্ত হওয়ায় সম্বন্ধটী ঘনিষ্ঠ হইয়া পড়িয়াছে। নন্দ-যশোদার শুদ্ধ বৎসলরসের কৃষ্ণসেবা ও নারায়ণ-সেবকের গৌরবযুক্ত দাস্যরসে নারায়ণ-পূজা এই দুইটীর মধ্যে কোন্‌টি অধিক আনন্দযুক্ত তাহা এখন সহজেই অনুমেয়। শ্রীমন্মহাপ্রভু এজন্য মধ্ব সম্প্রদায়কে বিশেষভাবে স্বীকার করিলেন ও বৎসল-রস হইতে আরও উচ্চ রস বা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রস জগৎকে বিলাইবার জন্য স্বয়ং অবতারী শ্রীকৃষ্ণ হইয়াও আশ্রয়ের ভাব ও অঙ্গকান্তি গ্রহণ-পূর্ব্বক জীবের দ্বারে দ্বারে সেই প্রেমধন অযাচকে বিলাইয়াছিলেন।

শ্রীকৃষ্ণভজন করিব কেন?

(লেখিকা—কুমারী অসীমা বসু)

(৩)

কৃষ্ণ-ভজনই জীবের সহজ ধর্ম্ম। কৃষ্ণেতর বিষয়ের সেবা জীবের সহজাত বা নিত্য ধর্ম্ম নহে, কোন না কোন হেতু-মূলক। পঞ্চোপাসকগণের উপাসনামূলে আমরা দেখিতে পাই, তাহা নিষ্কাম সেবা-মূলা নহে, পরন্তু হেতু-ধর্ম্মে অবস্থিত। কোন না কোন জাগতিক অভীষ্ট সাধনের জন্যই এই সকল বিবিধ উপাসনার (?) অবতারণা। যথা, জীব যখন জাগতিক সুখের ক্ষণভঙ্গুরতা-দর্শনে জাগতিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি বিমুখ হইয়া তদপেক্ষা দীর্ঘকালস্থায়ী সুখের জন্য লালায়িত হন, তখন স্বর্গভোগের আশায় পুণ্য সঞ্চয় করিবার জন্য সূর্য্যপূজার আবাহন করেন। যখন জাগতিক কোন কর্ম্মের সিদ্ধি অথবা অর্থ-লাভের বাসনা হয়, তখন গণেশের পূজা করেন। যখন কামনার বশবর্ত্তী হইয়া পড়েন, তখন বাসনা চরিতার্থ করিবার জন্য শক্তি (?) পূজায় নিযুক্ত হন, আবার স্বর্গাদি সুখও নিত্যকাল স্থায়ী হয় না দেখিয়া এই সকল ধর্ম্ম অথবা অর্থলাভের আকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করিয়া মোক্ষ-লাভের আশায় শিবের শরণাপন্ন হন। এ সমস্ত উপাসনাই হেতুমূলক, অহৈতুকী নহে, এবং যে সকল আকাঙ্ক্ষার বশবর্ত্তী হইয়া এই সকল পূজার আবাহন, সে সকল বস্তু লাভ হইয়া গেলে, পূজার আর কোন প্রয়োজনীয়তা থাকে না বলিয়া তাহা অপ্রতিহত নহে। এইরূপ হেতুপ্রযুক্ত ও সীমাবদ্ধ ধর্ম্ম পরধর্ম্ম বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে না। কৃষ্ণই স্বয়ং ভগবান্। তিনিই সকলের প্রভু এবং আর সকলেই তাঁহার দাস। তাঁহার সেবা করিলেই সকলের সেবা করা হয়, স্বতন্ত্রভাবে অন্য দেবতার পূজা করিতে গেলে, তাহা অবিধিপূর্ব্বক পূজা হইয়া পড়ে।

"যথা তরোর্ম্মূলনিষেচনেন
তৃপ্যন্তি তৎস্কন্ধভুজোপশাখাঃ।
প্রাণোপহারাচ্চ যথেন্দ্রিয়াণাং
তথৈব সর্ব্বার্হণমচ্যুতেজ্যা।"
(ভাঃ ৪।৩১।১৪)

অর্থাৎ বৃক্ষের মূলে বারি সেচন করিলে যেমন তাহার শাখা-প্রশাখা সমস্তই তৃপ্ত হয়, সেইরূপ মূল-পুরুষ যে কৃষ্ণ তাঁহার সেবা করিলে সকলেরই তৃপ্তি হইয়া থাকে।

সুতরাং কৃষ্ণভজনই জীবের নিত্য বৃত্তি। নিখিল জীবাত্মা তাহাতেই পরিতৃপ্তি লাভ করেন।

সাময়িক প্রসঙ্গ

(তৃতীয় পৃষ্ঠার পর)

ঠাকুরের শ্রীপাট জঙ্গলে পরিপূর্ণ হইয়াছিল। মানুষ কৃতজ্ঞতার বড়ই বড়াই করে, ইহাতেই তাহার কৃতজ্ঞতার নমুনা পাওয়া গিয়াছে। আজ যদি শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের প্রকট-লীলা না হইত, তাহা হইলে ঠাকুরের আবির্ভাব-স্থান লোক লোচনের সম্পূর্ণ বহির্ভাগেই থাকিত।

বৈষ্ণবগণ যখন সুরধুনীর বক্ষে সুর-তাল-মান-লয়-সংযোগে কীর্ত্তন আরম্ভ করেন, তখন গঙ্গাদেবী আনন্দে নৃত্য করিতে থাকেন। পবিত্রা জাহ্নবীর উচ্ছসিত-ভাবে বৈষ্ণব চরণধারী তরণীখানি যেন স্থির থাকিতে না পারিয়া ইতস্ততঃ টলমল করিতে থাকে। এই প্রকারে সুরধুনীর তরঙ্গের সহিত কীর্ত্তন-তরঙ্গের সংযোগদ্বারা এক অনির্ব্বচনীয় দৃশ্যের সৃষ্টি করিয়া বৈষ্ণবগণ শ্রীমোদদ্রুম-ছত্রে উপস্থিত হন। তথায় ছত্ররক্ষক শ্রীপাদ বঙ্কবিহারী ব্রজবাসী বৈষ্ণবগণের যথোচিত সম্মান প্রদর্শন করেন। ছত্রে অনেকক্ষণ কী... হইয়াছে।

শুদ্ধভক্তি গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। সাম্যস বিরাট শ্রীচৈতন্যভাগবত ৫৲
২। শ্রীমদ্ভাগবতম,—সমগ্র ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২৮৲
একাদশ স্কন্ধ হইতে প্রান্তখণ্ড ৷৶০
৩। অনুভাষ্যসহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত
(৪র্থ সংস্করণ) ৫৲
৪। ভক্তিবিবেককুসুমাঞ্জলি (বাঁধা) ১৲
৫। গৌড়ীয়-গৌরব ৷৶০
৬। গৌড়ীয়-সাহিত্য ৷৶০
৭। ভজনরহস্য ৷৷০
শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম ও
শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৯। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ)
ঐ (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা)
১০। গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি টীকাসহ)
ঐ (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
১১। গীতার কেবল মাধ্ব-ভাষ্য ৷৷০
১২। বৃক্তিমল্লিকা ভগসৌরভঃ সানুবাদ
(মাধ্ব) ২৲
১৩। বেদান্ততত্ত্বসার সানুবাদ
(রামানুজীয়) ৷৷০
১৪। জৈবধর্ম্ম ২৲
১৫। শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸
১৬। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১৭। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ৷৷৶০
ঐ (বাঁধা) ৸০
১৮। দ্বীপ-দিগ্‌দর্শন ৶০
১৯। সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ) ৷৶০
২০। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ৷৷০
ঐ (আবাঁধা) ৷৶০
২১। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
২২। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৶০
২৩। গীতমালা ⁄১০
২৪। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৴০
২৫। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৴০
২৬। নবদ্বীপ পঞ্জিকা (৪৪৭ গৌরাব্দ) ৶০
২৭। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ৷০
২৮। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা-দর্পণ ৷০
২৯। শরণাগতি ⁄০
৩০। গীতাবলী ⁄০
৩১। চিত্রে নবদ্বীপ ৷৷০
৩২। সাধনকণা ⁄০
৩৩। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ⁄০
৩৪। নবদ্বীপশতক ⁄০
৩৫। অর্থপঞ্চক ⁄০
৩৬। সদাচারস্মৃতিঃ ⁄০
৩৭। কল্যাণকল্পতরু (৫ম সংস্করণ) ⁄১০
৩৮। অর্চ্চনকণা ⁄১০
৩৯। সাধককণ্ঠমালা (বাঁধা) ৷৷০
ঐ (আবাঁধা) ৷⁄০
৪০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি
(প্রথম চারিখণ্ড) ৩৲
৪১। ব্রহ্মসংহিতা ৷৷০
৪২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৪৩। মণিমঞ্জরী সানুবাদ ৷০
৪৪। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৪৫। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ৷০
৪৬। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ৷০
৪৭। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
৪৮। গৌড়ীয়মঠ কি করেন? ⁄০
৪৯। ঈশোপনিষৎ (বলদেব ও মাধ্ব-ভাষ্য এবং বিবৃতি ও অনুবাদসহ) ৷০
৫০। শ্রীভুবনেশ্বর ৴০
৫১। সিদ্ধান্তদর্পণ ৶০
৫২। সাংখ্যবাণী ⁄০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৫৩। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী-দিগ্বিজয়ঃ ৷৷০
৫৪। সটীক-শিক্ষাদশমূলম্ ৷০
৫৫। তত্ত্ব-সূত্রম্ ৷০
৫৬। সানুবাদ-শিক্ষাষ্টকম ৶০
৫৭। গৌড়ীয়মঠস্য পরিচয়ঃ ⁄০
৫৮। সারাংশবর্ণনম্ ৴০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৫৯। রায় রামানন্দ ৷৷০
৬০। নামভজন ৷০
৬১। রিলেটীভ্ ওয়ার্ল্ডস্ ৷৶০
৬২। লাইফ্ য়্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ৷০
৬৩। বৈষ্ণবীজম্ ৷০
৬৪। হোয়াট্ গৌড়ীয়মঠ ইজ্ ডুইং ⁄০
৬৫। দি ভাগবত ৷০
৬৬। ইরোটিক্ প্রিন্সিপ্ল য়্যাণ্ড আনেলয়েড্ ডিভোসন
৬৭। ব্রহ্ম-সংহিতা ২৷৷০
৬৮। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (ভলুম ওয়ান) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৬৯। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ৷৷০
৭০। সাধন পথ ৷০
৭১। কল্যাণ-কল্পতরু ⁄১০
৭২। গীতাবলী ⁄০
৭৩। শরণাগতি ⁄০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৭৪। শরণাগতি

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

নদীয়া-প্রকাশপ্রাপ্তির স্থান

১। শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম-মায়াপুর, নদীয়া
২। শ্রীযোগপীঠ ঐ
৩। শ্রীবাস অঙ্গন ঐ
৪। অদ্বৈত-ভবন ঐ
৫। কাজীর সমাধি পাট ঐ
৬। স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ, নদীয়া।
৭। শ্রীভাগবত আসন কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
৮। শ্রীএকায়ন মঠ গোবিন্দপুর, হাঁসখালী।
৯। দ্বাদশগোপাল পাট—পোঃ চাকদহ,
১০। শ্রীগৌর গদাধরমঠ—চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড়, বর্দ্ধমান
১১। শ্রীমোদদ্রুমছত্র মাউগাছি, বর্দ্ধমান
১২। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম, আমলাযোড়া, পোঃ রাজবাধ বর্দ্ধমান
১৩। শ্রীগৌড়ীয়মঠ বাগবাজার, কলিকাতা
১৪। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাজু, হাওড়া,
১৫। শ্রীমাধব গৌড়ীয়মঠ, ৯০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা
১৬। শ্রীগোপালজী মঠ কমলাপুর, ঢাকা।
১৭। শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ পোঃ বালিয়াটী,
১৮। শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয়মঠ ময়মনসিংহ।
১৯। শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ চিরুলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর
২০। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম গোয়ালপাড়া, আসাম।
২১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ রায়াপেট্টা, মাদ্রাজ।
২২। শ্রীরামানন্দগৌড়ীয় মঠ কব্বুর, জিঃ পশ্চিম গোদাবরী
২৩। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ উড়িয়াবাজার, পোঃ বক্সীবাজার, কটক।
২৪। শ্রীত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয় মঠ ভুবনেশ্বর।
২৫। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ স্বর্গদ্বার, পুরী।
২৬। শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ আলালনাথ পোঃ ব্রহ্মগিরি, পুরী।
২৭। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ ডুমুরকুণ্ডা, পোঃ চিরকুণ্ডা, মানভূম।
২৮। শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ—কাশী।
২৯। শ্রীরূপগৌড়ীয় মঠ—এলাহাবাদ।
৩০। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ পুরাণবাজার, সরকার ঠাকুরের কুঞ্জ, বৃন্দাবন
৩১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ ৪৩ নং হনুমান রোড, নিউদিল্লী
৩২। শ্রীপরমহংসমঠ—নৈমিষারণ্য,
৩৩। শ্রীসারস্বত গৌড়ীয় মঠ—হরিদ্বার।
৩৪। শ্রীব্যাসগৌড়ীয়মঠ—কুরুক্ষেত্র, পঞ্জাব
৩৫। শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাবুলনাথ রোড, পোঃ গ্র্যাণ্ট রোড, বোম্বে।
৩৬। লণ্ডন গৌড়ীয়মঠ, ৩৯নং ড্রেটন্ গার্ডেন্স, কেন্‌সিংটন্ লণ্ডন, (এস্, ডবলিউ—১০)।

শুদ্ধভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী মাসিক। শ্রীধাম-মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲।

২। **গৌড়ীয়**—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৷৷০ টাকা মাত্র।

৩। **ভাগবত**—হিন্দি ভাষায় একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি হৃদয় বন মহারাজ সম্পাদিত ও নৈমিষারণ্য শ্রীপরমহংস মঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ১৷৷০ দেড় টাকা মাত্র।

৪। **পরমার্থী**—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷৷০ দেড় টাকা মাত্র।

৫। **কীর্ত্তন**—মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ নিমানন্দ সেবাতীর্থ বি-এজি, বি-টি, সম্পাদিত। আসাম গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম হইতে প্রকাশিত আসামী ভাষায় মাসিক। ভিক্ষা সডাক ১৷৷০ দেড় টাকা মাত্র।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

আদিকবি শ্রীল বৃন্দাবন দাস প্রণীত সমগ্র গ্রন্থ

গ্রন্থের মূল বোল্ড অক্ষরে এবং তন্নিম্নে বিশ্ববিশ্রুত গৌড়ীয়মঠের প্রতিষ্ঠাতা ও আচার্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ **শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের** রচিত বিস্তৃত ভাষ্য উত্তম কাগজে সৌষ্ঠবের সহিত মুদ্রিত হইয়াছেন। ডবল ক্রাউন আটপেজি আকারে ১০৯৬ পৃষ্ঠায় কেবল মূল ও ভাষ্য সম্পূর্ণ হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত শ্লোকসূচী, পদ্যসূচী, স্থানসূচী, পাত্রসূচী, বিষয়সূচী, শব্দসূচী প্রভৃতি বিস্তৃত সূচীপত্রেও একটী গ্রন্থ হইবে। সভাষ্য শ্রীচৈতন্যভাগবতের এরূপ উৎকৃষ্ট ও অমূল্য বিরাট্ সংস্করণ জগতের কোথায়ও আজ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হন নাই, ইহা নিরপেক্ষ পাঠক মাত্রকেই একবাক্যে স্বীকার করিতে হইবে। শ্রীগৌড়ীয়মঠের উৎসব-কালে গ্রন্থের ভিক্ষা ১২৲ বারটাকা স্থলে—৫৲ পাঁচটাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীচৈতন্যমঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

কালকাতা বাজার দর

লৌহ হার্ডওয়্যার

১লা সেপ্টেম্বর ১৯৩৩

টাটার তৈয়ারী— প্রতি হন্দর।

লোহার কড়ি (জয়েষ্ট বা বীম)

মার্কা ৫।০—৫।৶০

ঐ বে-মার্কা হাল্‌কা ওজন ৪।৵০—৪॥৶০

বরগা (টী-আয়রণ) ৬৵০—৬।০

এঙ্গেল আয়রণ (কোনা) ৫৸৵০—৬।৵০

গ্যালভানাইজড করগেট টীন—

২২ গেজ ৬ হইতে ১০ ফুট ১১।৵০

২৪ গেজ ,, ,, ১০৸৵০

২৬ গেজ ,, ,, ১২

২৪ গেজ আর, পি, ডি, মার্কা ১২৸৶০

২৪ গেজ গাঃ প্লেন শীট— ১১।৵০

২৬ গেজ ,, ,, ১২।০

২৮ গেজ ও ৩০ গেজ ঐ— ১৩৲—১৬৲

বাগান ঘেরা কাঁটাতার ১০০

পাউণ্ড বাঃ ৮৸০

ষ্টীল পাটী ৬৲৵—৬।০

,, বোল্টু (গোল) ৬৲৵—৬।০

,, গরাদে (চৌকা) ৬৵০—৬৲।০

,,গোল রড ৶০—।৶০ সুতা ৪৸৵---৫॥৵

,, টানা রড-

চৌকা ৶০-- ।৵০ ঐ ৫৵০—৫॥০

,, বাণ্ডিল তার ৭৲—৭৸০

,, প্লেট—তিন সুতা মোটা

পর্য্যন্ত ৭৲—৭।০

,, চাদর ৩-১৬ থানা বাণ্ডিল ৯॥৵—১০৲

ষ্টীঃ ষ্টীল ৮।০—৯৲

হাফ রাউণ্ড ৫৸৵—৬৲৵০

তারের পেরেক ১—৬ ইঞ্চি ৯—৯৸০

প্যাটেণ্ট পেরেক ২—৮ ইঞ্চি ১২।০—১৫॥০

ঢালাই কড়া ১ হইতে ১০ নং ২॥০ সাট

কোদাল ৪, ৫, ৬, ৭৸৵০ ৮৸৵০ ৯৸৵০ডঃ

ঐ তিন পাউণ্ড ৬৲ দেঃ বিঃ ৬।৵০ ,,

গ্যাঃ প্লেন বালতি ৭—১২ ইঞ্চি ১॥/০ ৬॥/০

ঐ রিভিট ,, ৭—১২ ইঞ্চি ২৲--৭৲ ,,

লোহার চেয়ার রডের গোল ও

চৌকা ৮॥০—

ঐ ঢালের লোহার সিট ১৫৲ ,,

ঐ ভেনেস্তা (কাঠের সিট) ১৮৲ ,,

লোহার স্ক্রুপ ॥—৩ ইঞ্চি /১০--॥৶০ গ্রোস

ঐ কব্জা ৭৩ নং

১॥—৪ ইঞ্চি ।১০—৸৵১০ পেঃ ডজন

গ্যাঃ তার ১৬—২২ নং

(গেজ) ১২৲---১৩৲ হন্দর

গ্যাঃ রিজিং (মটকা)

১২ ইঞ্চি ।৵৫ - ॥৶০ পীস

গ্যাঃ গাটারিং বা ডোঙ্গা

৬ ইঞ্চি ॥০—৸৵০ ,,

গ্যাঃ স্ক্রুপ ১॥০--২॥০ ইঞ্চি ২৩৲--২৯৲ হন্দর

গ্যাঃ ওয়াসার চাকি ১১॥০—১৬৲ ,,

গ্যাঃ বোল্ট নাট ৸—৩ ইঞ্চি

॥৵১০—১৵০ গ্রোস

ঢালাই রেলিং ৩॥০--৪॥০ হন্দর

ঐ রেন ওয়াটার পাইপ

৩ ইঞ্চি ৵১০ ও ৪ ইঞ্চি ।১০ ফুট

টিউব ওয়েলের জন্য গ্যাঃ

পাইপ১॥ ইঞ্চি ।৵৫ ফুট

পাম্প ৪নং ১১॥০ ৫নং ১৪৲ ৬নং ১৬৲

৬০--৮০ বাটখারা ৵১৫ সাট ২।০-২॥০ মণ

কেরোসিন

স্নোক্রেক প্রত্যেক বাক্স (২ টিন) ৯৲৬

সূর্য্য মার্কা ,, ৬॥০

ভিক্টোরিয়া ,, ৬৲

সোণার দর

পাকা সোণা ৩০৸৶

বড়াল ৩০৸

চিনা পাত ৩২।০

রূপার দর

রূপা প্রতি ১০০ ভরি ৫৫৵০

ঐ খুচরা ৫৵০

কোম্পানীর কাগজ

৩॥০ সুদের কাগজ ৮১৶

৩॥০ নূতন ঋণ (১৯৪৭-৫০) ৯১।০

৪৲ ,, ঋণ (১৯৬০-৭০) ৯৭৲

৫৲ ,, বণ্ড (১৯৩৫ ১০৪॥/০

ডিবেঞ্চার

৫৲ সুদের (১৯৫৬-৮৬) কলিকাতা পোর্ট-

ট্রাষ্ট ডিবে :— ১০২॥৵০

ব্যাঙ্ক

ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক (কনট্রি) ২৯৪॥০

সেণ্ট্রাল ঐ ২২৲

কাপড় ও সুতার কল

এলগিন মিল ৪৫৲

পাট কল

হাওড়া ৮০৲

অকল্যাণ্ড ১৯৫৲

বালী ১৬২৲

বরানগর ১৫০৲

জেবজ ৩৭০৲

ভয়ট ২৪৩৲

ক্লাইভ ২৮।০

ডালহাউসী ৪০৮॥০

ডেল্টা ৪০৫৲

কৃষ্ণনগর নবদ্বীপঘাট রেলওয়ে সময়

কৃষ্ণনগর হইতে নবদ্বীপঘাট

কৃষ্ণনগর সিটি—	৬-৪৫	১০-৪৪	১৩-২২	১৭-৩৮	২০-১৬
কৃষ্ণনগর রোড—	৬-৫৯	১০-৫৫	১৩-৩৩	১৭-৪৭	২০-২৫
আমঘাটা—	৭-১৫	১১-১৩	১৩-৫১	১-৩	২০-৪১
মহেশগঞ্জ—	৭-২৪	১১-২১	১৪-০	১৮-৯	২০-৪৭
নবদ্বীপঘাট—	৭-৩৩	১১-৩০	১৪-৯	১৮-১৬	২০-৫৫

বিশেষ দ্রষ্টব্য—নবদ্বীপঘাট ষ্টেশন অপেক্ষা মহেশগঞ্জ ষ্টেশন হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরের দূরত্ব অনেক কম। শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে যাঁহাদিগকে রাণাঘাটে ট্রেণ বদল করিতে হয়, তাঁহারা রাণাঘাটে প্রাতঃ ৫-৫০, ৯ ৪১, ১৬-৪৮, ১৮-৪২ এবং ০-৩২ মিনিটের সময় গাড়ী পাইবেন।

শান্তিপুর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে ৫-৪০, ৯-২৯, ১২-২৫, ১৬-৪ এবং ১৮-৪১ মিনিটের সময় ট্রেণ পাওয়া যায়।

নবদ্বীপঘাট হইতে কৃষ্ণনগর

নবদ্বীপ ঘাট—	৫-৩৫	৯-২৫	১২-১০	১৫-৩৪	১৮-৪৫
মহেশগঞ্জ—	৫-৪৩	৯-৩৩	১২-১৯	১৫-৪২	১৮-৫৩
আমঘাট—	৫-৪৯	৯-৩৯	১২-২৬	১৫-৪৮	১৯-৫
কৃষ্ণনগর রোড—	৬-৫	৯-৫৫	১২-৪৩	১৬ ৪	১৯-২৪
কৃষ্ণনগর সিটি—	৬-১৩		১২-৫১	১৬-১২	১৯-৩৫

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে—ডাঃ কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম ভক্তিশাস্ত্রী এল. এম. এফ কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

একটী নরহত্যা

করিমগঞ্জ হইতে পাঁচ মাইল পশ্চিমে ছালিগ্রাম গ্রাম হইতে একটি মুসলমানের মৃতদেহ থানায় আনা হইয়াছে। লোকটীকে জবাই করিয়া হত্যা করা হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। মৃত ব্যক্তির স্ত্রী প্রথমে স্বীকার করে যে, সেই তাহার স্বামীকে হত্যা করিয়াছে কিন্তু পরিশেষে আবদুল করিম নামক এক ব্যক্তিকে এবং মোটর ড্রাইভার আবদুল ওয়াহেদ ওরফে কটনকে জড়িত করিয়া সে বিবৃতি প্রদান করিয়াছে। তাহারা উভয়ে নাকি মোটরযোগে মৃত ব্যক্তির বাড়ীতে রাত্রিকালে গিয়া এই কাণ্ড করিয়াছে। ড্রাইভারকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। আবদুল করিম পলাতক; জোর পুলিশ তদন্ত চালাইতেছে।

ফেরারীদের অস্থাবর সম্পত্তি হস্তগত করিবার আদেশ

পাঁচগাঁও (শ্রীহট্ট) এ বঙ্গীয় সংশোধিত ফৌজদারী আইনানুযায়ী ফেরারী শ্রীযুক্ত অনিলচন্দ্র দাস ও সুধীরচন্দ্র নাথের অস্থাবর সম্পত্তি হস্তগত করিবার জন্য একটা সমন জারী করা হইয়াছে। এতৎসম্পর্কে সেদিন সকালে রাজনগর পুলিশ ডাঃ অবিনাশচন্দ্র দাস ও রায় বাহাদুর গিরীশচন্দ্র নাগের বাড়ীতে হানা দেয়। প্রকাশ, প্রথমোক্ত ব্যক্তির বাড়ীতে কিছু পাওয়া যায় নাই, কিন্তু রায় বাহাদুরের অস্থাবর সম্পত্তি হস্তগত করা হইয়াছে।

আন্দামান প্রেরণ

শ্রীযুক্ত হারপদ চৌধুরী গত বৎসর কলিকাতার অস্ত্র আইন মামলায় দশ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়া রাজসাহী জেলে আছেন। তাঁহার মাতা তিন দিন পূর্ব্বে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া জানিয়াছেন যে, শ্রীযুক্ত চৌধুরীকে সেপ্টেম্বর মাসে আন্দামান পাঠান হইবে। প্রায় দুইমাস পূর্ব্বে শ্রীযুক্ত চৌধুরী উদর ক্ষীতের যন্ত্রণায় সাংঘাতিকরূপে আক্রান্ত হইয়াছিল। প্রকাশ যে, এখনও তিনি আরোগ্যলাভ করেন নাই।

অজয়ের বন্যা

অজয় নদের বন্যায় বোলপুর থানার অনেক গ্রামবাসী বিপন্ন। বাঁধ ভাঙ্গিয়া যাওয়ায় হরিহরপুর, করিমপুর, সুলতানপুর ও রসুলপুর প্রভৃতি গ্রামে অধিকাংশ ঘরবাড়ী পড়িয়া গিয়াছে। বহুলোক গৃহহীন হইয়াছে; শত শত বিঘা জমি বালুকাস্তূপে পরিণত হইয়া কত লোককে সর্ব্বস্বান্ত করিয়াছে। বোলপুর বন্যা সাহায্য সমিতির তরফ হইতে হটগ্রায় একটী কেন্দ্র খুলিয়া সাহায্য বিতরণ আরম্ভ হইয়াছে। চাউল, বস্ত্র ও অর্থ আবশ্যক। বন্যাপীড়িতদের জন্য যথাসাধ্য দান করিবেন ইহাই আমাদের বিনীত প্রার্থনা। হংসেশ্বর রায়, সম্পাদক. বোলপুর বন্যা সাহায্য সমিতি

তিস্তানদীর ভাঙ্গন

কাকিনার নিকটবর্ত্তী বিনবিনা গ্রাম তিস্তা নদীর গর্ভে বিলীন হইতেছে বহুকালের বাড়ী ঘর, পুরাণ ফলের গাছ সমস্ত ভাঙ্গিয়া যাইতেছে এবং বাড়ী সরানরও সময় পাওয়া যাইতেছে না। কাকিনা রাজবাড়ী রক্ষা পাইবে কিনা সন্দেহ! উক্ত গ্রামের লোকের যে কি দুর্দ্দশা হইয়াছে তাহা বর্ণনা করা যায় না।

শ্রীহট্টে বন্যা

অতিরিক্ত বৃষ্টির ফলে নদীর কিনারা ছাপাইয়া চতুর্দ্দিক প্লাবিত করিয়া দিয়াছে। আউশ ধান্যের বিশেষ ক্ষতি হইয়াছে। অঞ্চলের পুলিশ থানা, দাতব্য চিকিৎসালয় প্রভৃতি স্থানগুলি ভাসিবার উপক্রম হইয়াছে। যাহাতে জল আর অগ্রসর না হইতে পারে তজ্জন্য সর্ব্বাধিক চেষ্টা করা হইতেছে।

করিমগঞ্জে বন্যার প্রকোপ

দেখিতে দেখিতে দেশ জলমগ্ন হইয়া গিয়াছে। আশু ধান্য কাটা সমাপ্ত না হইতেই মাঠ জলে ভাসিয়া গিয়াছে। কোন কোন স্থলে পাকাধান জলের নীচে। নৌকা করিয়া বা ভেলায় ভাসাইয়া অতি কষ্টে ধান কাটিতেছে। নূতন রোপিত ধান্য ডুবিয়াছে, ধানের বীজ ফুরাইয়া গিয়াছে। পুনরায় যে বীজ সংগ্রহ করিতে পারিবে কৃষকদের এরূপ সম্বল নাই। সহর ও বাজারের চারিপাশে জল প্রবেশ করিয়াছে। অনেক বাসা ও দোকান ঘর জলে মগ্ন। কোন কোন রাস্তায় পদব্রজে চলা দুষ্কর। মাঠের মধ্যস্থ গ্রামগুলি জলে ভাসিতেছে অনেক বাড়ীর আঙ্গিনায় জল উঠিয়াছে খাদ্যাভাবে গরু মহিষের কষ্ট হইতেছে।

কাশীতে বন্যাসাহায্য সমিতি

বাঙ্গলা-উড়িষ্যার বন্যাপীড়িত নরনারীগণকে সাহায্য করিবার জন্য কাশীধামে অর্থ বস্ত্রাদি সংগৃহীত হইতেছে। এতদুপলক্ষে ঐ স্থানে প্রতিষ্ঠাসম্পন্ন ভদ্রলোক ও ভদ্র মহিলাগণকে লইয়া "বাঙ্গলা ও উড়িষ্যা বন্যা সাহায্য সমিতি" নামে একটি সমিতিও গঠিত হইয়াছে। কোষাধ্যক্ষা হইয়াছেন, শ্রীযুক্তা আশোকা দেবী। সমিতির উদ্যম প্রশংসনীয়

পিতার গুলীতে পুত্র নিহত

বানর ভ্রমে গুলী নিক্ষেপ

গত ২রা ভাদ্র শুক্রবার শ্রীহট্ট জেলার খিলছড়া গ্রামের মুন্সী নুরুল হক শূকরের ভয়ে রাত্রে স্বয়ং বন্দুকটী ভরিয়া রাখেন; ঐ অঞ্চলে শূকর বানর প্রভৃতি বন্য জন্তুর অত্যাচার বড়ই বেশী। পরদিন আন্দাজ দশটার সময় মুন্সী সাহেব শুইয়া আছেন এমন সময় বানরের পাল পেয়ারা খাইয়া ফেলিতেছে বলিয়া তাহার স্ত্রী তাঁহাকে ডাকিয়া দেন। তিনি তখন গুলীভরা বন্দুকসহ বানর বধ করিতে ধাবমান হন। ঐ সময় তাঁহার আট বৎসর বয়স্ক একমাত্র পুত্র আবদুল রহিম ভাত খাইতেছিল। মুন্সী সাহেবকে বন্দুক হস্তে আসিতে দেখিতে বানরের পাল চকিতে চম্পট দেয়। তখন তিনি নিকটবর্ত্তী দেওয়ালের আড়ালে ওৎ পাতিয়া বানরের প্রতীক্ষায় বসিয়া থাকেন। দুর্ভাগ্যবশতঃ একটু পরে তাহার পুত্র আবদুল রহিম মুন্সী সাহেবের অগোচরে একটী পেয়ারা গাছে উঠিয়া ডালের ঝোপের মধ্যে পেয়ারা পাড়িবার চেষ্টা করে। শাখা ও পত্রের নড়া দেখিয়া তিনি গুপ্তস্থান হইতে গুলী ছুটিবামাত্র বানরের পরিবর্ত্তে তাহার একমাত্র পুত্রের দেহ পেয়ারা বৃক্ষ হইতে ধরাশায়ী হয়। যথাসময়ে ঘটনার সংবাদ থানায় পৌছিলে পুলিশ উক্ত নুরুল হককে গ্রেপ্তার করিয়া শ্রীহট্ট প্রেরণ করেন। তিনি শ্রীহট্টের ডেপুটি বাবু জ্যোতিষ্ময় দত্তের নিকট এক বর্ণন দিয়াছেন বর্ত্তমানে মুন্সী সাহেব ৫০০৲ টাকার জামিনে মুক্ত আছেন।

ডাকাতে পুলিশে ধ্বস্তাধ্বস্তি

সময় মত পুলিশে সংবাদ দেওয়ার ফলে দিনাজপুর-পার্ব্বতীপুর থানার অন্তর্গত গোবিন্দপুর গ্রামের আজি মহম্মদ প্রামাণিকের বাড়ীতে যে ডাকাতির চেষ্টা হইয়াছিল তাহা ব্যর্থ হইয়াছে।

সংবাদ পাইয়া পার্ব্বতীপুর থানার দারোগা শ্রীযুত জিতেন্দ্রচন্দ্র মুখুয্যে একদল কনেষ্টবল ও কয়েকজন কুলি সহ উক্ত গ্রামে গিয়া আজি মহম্মদের বাড়ীতে অবস্থান করেন। রাত্রি দুই প্রহরের পর ৭ জন ডাকাত আসিয়া উপস্থিত হয়। পুলিশ ও ডাকাতদের মধ্যে তখন ভীষণ ধ্বস্তাধ্বস্তি হয়; ফলে ১জন ডাকাত কাবু হইয়া পড়ে ও তাহাকে গ্রেপ্তার করা হয়। দারোগা বাবু ডাকাত কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া ৩ বার রিভলভার ছোড়েন। কেহই আহত হয় নাই। প্রকাশ ডাকাতদিগকে তাড়া করিয়া রাত্রেই আর

গ্রেপ্তার করা হইয়াছে এবং পরের দিন এই সম্পর্কে তিনজনকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে

দুর্ঘটনা

মাদ্রাজ ইলোর রোমান ক্যাথলিক চার্চ্চের সংশ্লিষ্ট মিশন বাংলাতে রিভলভারের গুলিতে জ্ঞানম নামক জনৈক খৃষ্টান যুবকের শোচনীয় মৃত্যু সম্পর্কে ইলোরের সংবাদদাতার বিস্তারিত বিবরণ 'মাদ্রাজ মেলে' প্রকাশিত হইয়াছে।

উক্ত সংবাদপত্রের বিবরণে প্রকাশ যে, রোমান ক্যাথলিক মিশনের রেভারেণ্ড ফাদার এ. ব্লাঙ্ক সম্প্রতি ইলোরে বদলী হইয়াছেন। বাংলাতে তাঁহার জিনিষপত্র গুটাইবার সময় উক্ত যুবক তাঁহাকে সাহায্য করিতে থাকে, এবং বাক্স হইতে একটী রিভলবার বাহির করিবার সময় হঠাৎ উহা হইতে একটী গুলী বাহির হইয়া তাহার গণ্ডে বিদ্ধ হয়। তাহাকে তৎক্ষণাৎ হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয় কিন্তু ভর্ত্তি হইবার অব্যবহিত পরেই তাহার মৃত্যু হয়।

পুলিশ ঘটনাস্থলে আসিয়া তদন্ত আরম্ভ করে।

নদীয়ায় জলপ্লাবন

স্বরূপগড়ের নিকটবর্ত্তী বাঁধ ভাঙ্গিয়া জলের প্লাবনে স্বরূপগড় চর, হরিপুর চর এবং নিকটবর্ত্তী গ্রামের আউশ ধান্য এবং পাট সম্পূর্ণরূপ জলমগ্ন হইয়া গিয়াছে। সাহেবডাঙ্গা, মহিষডাঙ্গা, নূতনপাড়া, পানপাড়া, গয়েসপাড়া, লক্ষ্মীনাথপুর, বালুবডাঙ্গা প্রভৃতি গ্রামের অধিবাসিগণের আজ দুঃখভোগের অন্ত নাই। তাহাদের ফসল সম্পূর্ণরূপে জলমগ্ন. বহু গৃহ ভূতলশায়ী এবং গৃহ প্রাঙ্গণে ৪ ফুট উচ্চ জল দাঁড়াইয়া আছে। যাহাদের গৃহ পড়িয়াছে তাহারা মাচা তৈয়ারী করিয়া তাহার উপর বাস করিতেছে, অপরেরা তাহাদের গরু, বাছুর এবং দ্রব্যাদি ফেলিয়া জীবন রক্ষার্থে অনত্র চলিয়াছে। বন্যার জল কমিবার কোন চিহ্ন দেখা যাইতেছে না।

চট্টগ্রামে বন্যা

গত দুই সপ্তাহ যাবৎ মুষলধারে বর্ষণের ফলে জিলার হাসিমপুর, ফটিকছড়ী এবং এবং ভাটীখাইন সমেত আরও কয়েকটি অঞ্চল প্লাবিত হইয়া গিয়াছে। অঞ্চলগুলির মধ্যে হাসিমপুরের বিশেষ অনিষ্ট হইয়াছে ঐ গ্রামের কয়েকটী বাড়ী পড়িয়া গিয়াছে প্রকাশ রেলওয়ে লাইনের জন্য জল নিকাশের বাধা ঘটিতেছে এবং তজ্জন্যই নাকি বৃদ্ধি হইয়াছে। জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ এস হাগুস এবং সদর মহকুমা হাকিম রা সাহেব এস এন রায় ঐ অঞ্চলগুলি পরিদর্শন করিয়াছেন। প্রকাশ, তাঁহারা বি রেলওয়েকে ঐসকল অঞ্চলের অধিবাসিগণের অভিযোগ মিটাইবার জন্য এক পত্র প্রেরণ করিয়াছেন। মিঃ হাগুস এবং রা সাহেব উভয়েই বন্যাপীড়িত অধিবাসিগণের সাহায্যার্থে চাঁদা সাগ্রহ করিতেছেন

তারের ঠিকানা— 'শ্রীগ্রাম' নবদ্বীপ
ডাকের ঠিকানা—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

দৈনিক

Reg No C 1544

নদীয়া প্রকাশ

THE NADIA-PRAKASH

সাহায্যের হার
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষান্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸৹
মাসিক ১৲
নগদ
প্রতি সংখ্যা ৴৫

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৮ম খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বেদান্তবাচস্পতি [১৬২শ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর—২৩শে ভাদ্র শুক্রবার ১৩৪০, ৮ই সেপ্টেম্বর ১৯৩৩

বজ্রাঘাতে মৃত্যু

এগেন্দ্র পাল পানের বোঝা লইয়া কাগ্রাম হাটে যাইতেছিল। মহরৎপুর গ্রাম ছাড়িয়া বাছড়া মাঠের মধ্যে সে যখন গিয়াছে তখন বৃষ্টি আরম্ভ হয় এবং হঠাৎ তাহার উপর বজ্রপতিত হওয়ায় তাহাতে সে অজ্ঞান হয় ও কিছুক্ষণ পরে মারা যায়।

ব্যক্তিগত আইন অমান্য

কর্ত্তৃপক্ষকে নোটিশ দিয়া শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস কৃষ্ণগোপাল সাহা, সুধীর কুমার চক্রবর্ত্তী কৃষ্ণচন্দ্র ব্যানার্জ্জি; রমেশচন্দ্র গোস্বামী, জীবনকৃষ্ণ দাস রহাপাত্র প্রত্যেকে আইন অমান্য করে। নওদা থানার (মুর্শিদাবাদ) পুলিশ তাহাদিগকে গ্রেপ্তার করিয়া বহরমপুর সদরে বিচারার্থ আনয়ন করিয়াছে।

স্বগৃহে অন্তরীণ

ঢাকার রাজবন্দী শ্রীযুক্ত অমূল্যরতন বহরমপুর বন্দীশালা হইতে মুক্তি পাইয়া নিজ গৃহে অন্তরীণ হইয়াছে।

দীর্ঘজীবী মহিলা

মুর্শিদাবাদ জিলার অন্তর্গত পাটকাবাড়ী নিবাসী শ্রীযুক্তা স্বর্ণকামিনী দেবীর বর্ত্তমান বয়স আনুমানিক ১০৮। তাঁহার মত বয়স্ক মহিলা কিম্বা ভদ্রলোক ঐ অঞ্চলে নাই। বয়োবৃদ্ধগণ বলিয়া থাকেন—ছোটবেলা হইতেই আমরা উঁহাকে ঐরূপ দেখিতেছি। তিনি লাঠি ভর দিয়া দেড় মাইল হাটিতে পারেন। বিবাহ, উপনয়ন, অন্নপ্রাশন প্রভৃতি মাঙ্গলিক কার্য্যের পরামর্শ দিয়া থাকেন। গ্রামের আবাল বনিতা তাঁহাকে শ্রদ্ধার চক্ষে দেখেন।

মৈমনসিংহে বন্যা

সদর মহকুমার উত্তরাঞ্চল হইতে প্রবল বন্যার দারুণ ক্ষতির সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। ভাদ্রের প্রথমভাগে গারো পাহাড় অঞ্চলে খুব বৃষ্টিপাত হইয়াছে এবং ঐ জল ৩রা ভাদ্র পর্য্যন্ত সমতল ভূমিতে আসিয়া পৌঁছায়। ফলে সকল গ্রাম জলমগ্ন হইয়া পড়িয়াছে। বন্যার জল ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইয়া ৬ই ভাদ্র পর্য্যন্ত ধানক্ষেতের উপর ১০ ফুট পর্য্যন্ত জল হয়। এই অঞ্চলে আমন ধান্যই প্রধান শস্য। উহা একেবারে বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে। চণ্ডীকান্দা, সনগুাখালী, গোচাবালী, নয়নকান্দি, করিয়াবাসা, নিশ্চিন্তপুর, সোনারকান্দা, জিগাগাছিকান্দা প্রভৃতি গ্রামসহ প্রায় ৩০ বর্গ মাইল স্থান ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। জল বর্ত্তমানে কিছু পরিমাণে কমিয়া গেলেও ধান্য ক্ষেত্র অঞ্চলে এখনও বন্যা হ্রাস হয় নাই।

বন্যা পীড়িত উড়িষ্যা

পুরী অমর মঠের মোহান্তের সভাপতিত্বে বন্যাপীড়িত স্থান সমূহের প্রতিনিধিবর্গের এক অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। সভায় নিম্নলিখিত মর্ম্মে প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে:—(১) বন্যার দারুণ ক্ষতির বিষয় বিবেচনা করিয়া গবর্ণমেণ্ট খাজানা, চৌকিদারী ট্যাক্স, এবং বাকী খাজানার জন্য যে সব ডিক্রী হইয়াছে, তাহা আদায় বর্ত্তমানে বন্ধ রাখুন (২) প্রাদেশিক দুর্ভিক্ষ ফণ্ড হইতে ৫ লক্ষ টাকা সাহায্য মঞ্জুর করা হউক। (৩) যাঁহাদের শস্য আছে তাঁহারা বর্ত্তমান দরে তাহা বিক্রয় করুন (৪) বিনা সুদে তাকাবী ঋণ দেওয়া হউক এবং স্থানীয় প্রতিষ্ঠানাদি ও গবর্ণমেণ্ট নদীর বাঁধ বন্ধ করিবার কাজে শ্রমিকদিগকে সাহায্যের ব্যবস্থা করুন।

পাঞ্জাবে বহু ঘর বাড়ী জলমগ্ন

অতি বৃষ্টির ফলে পাঞ্জাবে শস্য এবং সম্পত্তির যথেষ্ট ক্ষতি হইয়াছে, অনেকের প্রাণ নাশেরও সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। সেখপুরায় বহু ঘরবাড়ী ধ্বসিয়া পড়িয়াছে। এখনো অনেক বাড়ী জলের তলায় আছে। কুলহাটী গ্রাম হইতে গৃহপতনের এবং অনেক মৃত্যুর খবর আসিয়াছে। গুজরাণওয়ালা জেলার কারিয়াল নামক স্থানে এক অতি শোচনীয় দুর্ঘটনার কতকটা রক্ষা হইয়াছে—একটি স্কুলঘরের দেওয়াল ভাঙ্গিয়া পড়িয়া দুইজন বালকের মৃত্যু হইয়াছে এবং তিনজন সাংঘাতিক আঘাত পাইয়াছে। মাত্র অর্দ্ধঘণ্টা পূর্ব্বে ক্লাস রুমের ভিতর ৬০ জন বালক ছিল; তাহারা সমস্তই চলিয়া যায়। উক্ত পাঁচটি বালক মাত্র সেখানে থাকে।

হোসিয়ারপুর হইতেও প্রায় অনুরূপ সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। লাহোর এবং তৎপার্শ্বস্থ স্থান সমুহে প্রাতঃকালে খুব বৃষ্টি হইয়াছে।

অভয় আশ্রমপ্রবেশের জের

বিগত ৩১শে আগষ্ট কুমিল্লার সদর মহকুমার হাকিম সংশোধিত ফৌজদারী ও ভারতীয় দণ্ডবিধি আইন অনুসারে ডাঃ প্রফুল্ল ঘোষ, ডাঃ নৃপেন্দ্রনাথ বসু, শ্রীযুক্ত মিহিরলাল চট্টোপাধ্যায় ও মহেন্দ্র চন্দ্র হাজারিকা প্রত্যেককে ১৮ মাস করিয়া সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন।

ডাঃ ঘোষ ও ডাঃ বসুকে প্রথম শ্রেণী ও অপরাপর দণ্ডিত ব্যক্তিদের দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত করা হইয়াছে। সরকারী আদেশ লঙ্ঘন করিয়া উঁহারা অভয় আশ্রমে প্রবেশ করিতে গিয়া ৩জন মহিলাসহ গ্রেপ্তার হন। মহিলাগণ এখনও বিচারের অপেক্ষায় হাজতে আছেন।

মেড্ডা ডাকাতির জের

ব্রাহ্মণবাড়িয়ার চুণীলাল দেব ও অপর কয়েক ব্যক্তি মেড্ডা ডাকাতি সম্পর্কে দণ্ডিত হয়। প্রকাশ, তাঁহাদিগকে শীঘ্র আন্দামানে লইয়া যাওয়া হইবে। আন্দামানে যাইবার পূর্ব্বে তাহাদের অভিভাবকদিগকে তাহাদের সহিত সাক্ষাৎ করিতে দেওয়া হইবে।

জাপানের ভারতীয় তুলা বয়কট ইষ্ট ইণ্ডিয়া কটন এসোসিয়েশনের বিবৃতি

গত ৩১শে আগষ্ট সার জোসেফ ভোর পরিষদে জাপান কর্ত্তৃক ভারতীয় তুলা বয়কট সম্বন্ধে বিবৃতি প্রদানকালে বলেন যে, জাপানের বয়কটে কোন ফল হয় নাই এবং তুলার রপ্তানী বৃদ্ধি পাইয়াছে। ঐ বিবৃতি সম্পর্কে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কটন এসোসিয়েশন এসোসিয়েটেড প্রেসে একটি বিবৃতি প্রেরণ করিয়া জানাইয়াছেন যে, প্রকৃত ব্যাপার হইতেছে এই যে জাপানের তুলা বয়ন সমিতি কর্ত্তৃক ভারতীয় তুলা বয়কট ঘোষণার পূর্ব্বে বহুল পরিমাণে তুলা জাহাজযোগে জাপানে রপ্তানী হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ এইস্থানে ইহা উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, জাপান তুলা বয়ন সমিতির উপর জাপান প্রেরিত তুলার জাহাজ ভাড়া নির্দ্ধারণ করিবার ভার ছিল। বয়কট ঘোষিত হওয়া অবধি উক্ত সমিতি জাহাজযোগে জাপানে তুলা প্রেরণ করিবার ভাড়া নির্দ্ধারণ করেন নাই।

ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

৩১শে ভাদ্র শুক্রবার, ১৩৪০

গান্ধীজি যখন মুক্ত আছেন তখন আর একবার শান্তি স্থাপনের প্রয়াসের কথা স্বভাবতঃই উঠিয়াছে, এবং শুধু কথাই নয়, ইতিমধ্যে গান্ধীজির সহিত অনেকের দেখা-শুনা ও কথাবার্ত্তাও হইতেছে। অ-কংগ্রেসী নেতাদের সঙ্গে এবার বিশেষ করিয়া আলোচনা। তাঁহারা কি পাইতেছেন, কি পাইয়া ভবিষ্যতের আশায় বিভোর হইয়া উঠিয়াছেন তাহা জানা দরকার। তাহা ছাড়া কংগ্রেসওয়ালারা কিছু করিতে গেলেই যখন কর্ত্তারা চটিয়া খুন হইতেছেন তখন অ-কংগ্রেসওয়ালাদের একবার একটা সুযোগ দিয়া দেখা মন্দ নয়। এই উদ্দেশ্যেই বোধ করিয়া গান্ধীজী সার কয়াজী জাহাঙ্গীর, শ্রীনিবাস শাস্ত্রী, রামস্বামী আয়ার প্রভৃতির সহিত একবার আলাপ করিয়া দেখিতেছেন।

কংগ্রেসওয়ালাদের কাহারো সঙ্গে তাই বলিয়া এবার পরামর্শ করায় কোন প্রয়োজন নাই, এমন নয়; তবে অ-কংগ্রেসওয়ালাদের প্রভাব এবার কিঞ্চিৎ বেশী হইবে, ইহা মনে করা যাইতে পারে। কারণ, ভারতের এই অস্বাভাবিক অবস্থার প্রতীকার করিতে গেলে কংগ্রেসওয়ালা ও গবর্ণমেণ্ট এই উভয় পক্ষের একটা আপোষ হওয়া দরকার। কিন্তু সে আপোষের জন্য গান্ধীজির সাগ্রহ চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছে। কারণ, গান্ধীজি গবর্ণমেণ্টের প্রস্তাবিত সর্ত্তে বৃথা একটা জিদ দেখিয়া তাহাতে রাজী হইতে পারেন নাই। পরন্তু তজ্জন্য তাহার ফলভোগ করিতেও তিনি কুণ্ঠা বোধ করেন নাই। ওদিকে গবর্ণমেণ্টও তাঁহাকে কারাগৃহে রাখিয়া নিশ্চিন্ত হইতে পারিলেন না বলিয়া তাঁহাকে মুক্তি দিয়াছেন।

এই মুক্তিদানের মধ্যে গবর্ণমেণ্টের বুদ্ধিমত্তা ও সদিচ্ছা প্রকাশ পাইয়াছে। গান্ধীজিও শান্তির জন্য আগ্রহশীল। এই অবস্থায় তাঁহাকে যদি বড়লাটের সহিত সাক্ষাতের সুযোগ দেওয়া হয় তাহা হইলে হয়তো শান্তির পথ সুগম হইতে পারে। অ-কংগ্রেসওয়ালাদের মধ্যস্থতায় তাহা সম্ভব হইবে, এরূপ আশা করা যায়। আবার এই সঙ্গে ইহাও আশঙ্কা হইতেছে যে, সেই পুরাতন জিদের কথাই যদি প্রবল হয় তাহা হইলে পূর্ব্বের ন্যায়ই এবারকার চেষ্টাও নিষ্ফল হইতে পারে। আইন অমান্য করা বা না করার প্রশ্ন কেন আসে তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। আইন অমান্য গান্ধীজি যে করিতেছেন না, ইহা তো অস্বীকার করিবার উপায় নাই। তাঁহা যখন তিনি করিতেছেন না তখন শান্তির প্রয়াসে তাঁহাকে সুযোগ দিতে বাধা কি? ভবিষ্যতে তিনি কি করিবেন না করিবেন তজ্জন্য পূর্ব্ব হইতেই তাঁহাকে মাথার দিব্য দেওয়া কিংবা তাঁহাকে রক্তচক্ষু দেখাইয়া লাভ কি? গবর্ণমেণ্ট অতঃপর যদি মনে করেন যে তিনি বিপক্ষে যাইতেছেন তখন তাঁহাকে অনায়াসেই আবার যথাস্থানে রাখিয়া দিতে পারিবেন।

লর্ড আরউইন ভারতবাসীকে ঔপনিবেশিক শাসনাধিকারের স্বপন দেখাইয়াছিলেন এবং সে স্বপন যে কদাপি ফলিবার নয় তাহা সকলেই বুঝিয়াছে। কিন্তু তাহাতে লর্ড আরউইন তথা বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের কলঙ্ক ঘুচে নাই। ঐরূপ মিথ্যা আশ্বাস দেওয়ার জন্য প্রায়শঃই তাঁহাদিগকে গঞ্জনা সহিতে হইয়াছে। তাই লর্ড সল্সবেরী পূর্ব্ব হইতেই সাবধান হইতে চান এবং সেই হেতু লর্ড উইলিংডনের প্রতি তিনি মহা খাপ্পা হইয়াছেন। আমাদের বড়লাট সম্প্রতি এক লম্বা বক্তৃতা দিয়া তাহাতে হোয়াইট পেপার সম্পর্কে কিছু কিছু আলোচনা করিয়া ফেলিয়াছেন, ইহাই তাহার অপরাধ। হোয়াইট পেপার এখনও বিচারাধীন সুতরাং ঐ সম্পর্কে কিছু উল্লেখ করা এখন সমীচীন নয়, ইহাই হইল লর্ড সলসবেরীর কথা। রাষ্ট্রতন্ত্র সম্বন্ধে যাহা কিছু করিবার তাঁহারাই অর্থাৎ সিলেক্ট কমিটী ও পার্লামেণ্ট করিবেন।

সম্প্রতি কলিকাতা মিউনিসিপাল আইন সংশোধন বিল লইয়া বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় যে আলোচনা চলিয়াছে, তৎসম্পর্কে শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকার নিম্নলিখিত মর্ম্মে এক বিবৃতি প্রদান করিয়াছেন:—

বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার মিউনিসিপ্যাল সংশোধন বিলের আলোচনার ফল যে কি হইবে, তাহা পূর্ব্বাহ্ণেই অনুমান করা গিয়াছিল। বর্ত্তমানে এই সভায় জাতীয়তাবাদী সদস্য নাই বলিলেই চলে; কাজেই সভার সিদ্ধান্ত, জনসাধারণের প্রকৃত অভিমত বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে না। এই বিলের বিরুদ্ধে যাঁহারা ছিলেন, তাঁহাদের না ছিল মতের দৃঢ়তা, না ছিল বাধা প্রদানের শক্তি; পক্ষান্তরে গবর্ণমেণ্টের পক্ষে যাহারা ছিলেন তাঁহাদের মধ্যেও উদ্দেশ্য বিষয়ে একতার অভাব পরিলক্ষিত হইয়াছিল; তাহাদের বিভিন্ন রকমের মন্তব্যই ইহার প্রমাণ।

মনস্তত্ত্বের যাহারা অনুশীলন করেন তাঁহারা এই বিলের তর্কালোচনা হইতে লোকের মতিগতি জানিবার এক অতি সুন্দর সুযোগ পাইবেন। নানা কারণে গবর্ণমেণ্ট তাঁহাদের সমর্থন পাইয়াছেন। কংগ্রেসদলের বিরুদ্ধে অনেকের ব্যক্তিগত অভিযোগ আছে; কর্পোরেশনের প্রতি অনেকের আক্রোশের সীমা নাই। এই বিলের আলোচনায় সেই সকলই সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। যাহারা একই সময়ে কর্পোরেশনের এবং ব্যবস্থাপক সভার সদস্য আছেন, তাঁহাদের মনোভাব বিশেষভাবে লক্ষ্য করিবার আছে; কর্পোরেশনে তাঁহারা তাঁহাদের মনোমত কাজ করিতে না পারিয়াই যেন গবর্ণমেণ্টের সমর্থন করিয়াছেন।

মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় এই কয়দিনের মধ্যেও তাঁহার পক্ষে একটি প্রমাণ উপস্থিত করিতে পারেন নাই; তাঁহার যে সকল অভিযোগ অযৌক্তিক বলিয়া বার বার দেখাইয়া দেওয়া হইয়াছে,—সেইগুলির উপরই তিনি নির্ভর করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া আছেন। অন্য যে কোন সুসভ্য দেশে এইরূপ বিল অসম্ভব হইত।

কর্পোরেশনের অধিবেশনে গবর্ণমেণ্টের প্রত্যেকটি অভিযোগের বিস্তৃত এবং সংক্ষিপ্ত আলোচনা ও প্রতিবাদ করা হইয়াছে। তবে কর্পোরেশনের বিরুদ্ধে এইমাত্র বলা চলে যে, তাহার ২০ হাজার কর্মচারীর মধ্যে মুষ্টিমেয় কয়েকজন মাত্র আইন অমান্য আন্দোলনে যোগ দিয়াছিল। বস্তুতঃ গবর্ণমেণ্টের অভিযোগ কোথাও দোষ ও যুক্তি প্রমাণ শূন্য 'হত্যাকারী' এবং 'ডাকাত' প্রভৃতির উল্লেখ অতিরঞ্জিত।

সেই পুরাতন যুগে একজন কি দুইজনকে ষড়যন্ত্রকার্য্যে লিপ্ত বলিয়া দোষী করা হইয়াছিল; কিন্তু রাজক্ষমা পাইয়া তাহারা মুক্তি লাভ করিয়াছে এবং বহুকাল যাবৎ জীবনের গতি স্থির করিয়া কার্য্যে লিপ্ত আছে। বর্ত্তমান অর্ডিন্যান্সে ও গবর্ণমেণ্ট যেখানে তাহাদিগকে আবদ্ধ রাখা আবশ্যক মনে করেন না, সেই স্থলে তাহাদের কর্ম্ম-প্রদান কর্পোরেশনের পক্ষে কি অপরাধ? বলিতে কি, গবর্ণমেণ্টও এইরূপ ব্যক্তিকে কাজ দিয়াছেন। তারপর কর্ম্মপ্রাপ্তির পক্ষে আইন অমান্য আন্দোলনকে একটি অযোগ্যতা বলিয়া কিরূপে বা মনে করা যাইতে পারে? দেশের অন্যান্য অংশে ত' এইরূপ করা হয় না।

আইন অমান্য আন্দোলনে যাহারা যোগ দিয়াছিলেন, গান্ধী আরউইন চুক্তি দ্বারা তাঁহাদের কার্য্যকে ক্ষমা করা হইয়াছে।

শাসন সংস্কার প্রস্তাব ও বাঙ্গালা

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

প্রস্তাবিত ব্যবস্থায়।

(৫) পেন্‌সনপ্রাপ্ত বা কার্য্য হইতে অবসর প্রাপ্ত সরকারী কর্ম্মচারী বা সাধারণ সেনাদলের সৈনিক বা কর্ম্মচারী।

(৫) বর্ত্তমানে যেরূপ আছে সেইরূপ।

সুতরাং দেখা যাইতেছে, প্রস্তাবিত ব্যবস্থায় (১) অপেক্ষাকৃত অল্প সম্পত্তির অধিকারীও ভোট দিবার অধিকার লাভ করিবেন এবং (২) মহিলারা ভোট দিবার বিশেষ অধিকার লাভ করিবেন।

বর্ত্তমানে বাঙ্গালার মধ্যে শতকরা ২'৫ জন ভোট দিবার অধিকারী, কিন্তু প্রস্তাবিত ব্যবস্থায় শতকরা ১৫ জন ভোট দিতে পারিবেন।

যেরূপ যোগ্যতায় পুরুষের ভোট প্রদানের অধিকার অর্জ্জিত হয় স্ত্রীলোকদিগকে ও সেইরূপ যোগ্যতায় ভোট প্রদানের অধিকার দিলে যে অতি অল্পসংখ্যক স্ত্রীলোকই সে অধিকার লাভ করিতে পারিবেন, তাহা সাইমন কমিশন ও লোথিয়ান কমিটী বুঝাইয়া দিয়াছিলেন। লোথিয়ান কমিটী বলিয়াছিলেন, যাহাতে নির্ব্বাচন-প্রার্থীরা স্ত্রীলোকদিগের মত ও স্বার্থ সম্বন্ধে অবহিত হয়েন, যাহাতে রাজনৈতিক ব্যাপারে স্ত্রীলোকদিগের মনোযোগ আকৃষ্ট হয় এবং বিশেষভাবে স্ত্রীলোক ও শিশুদিগের সম্বন্ধীয় সংস্কারে স্ত্রীলোকদিগের মতের গুরুত্ব স্বীকৃত হয়, সেইজন্য উপযুক্ত সংখ্যক স্ত্রীলোককে ভোট প্রদানের অধিকার দেওয়া প্রয়োজন। বর্ত্তমানে যে স্থানে ২১ জন পুরুষ ভোট দিতে পারেন সে স্থানে মাত্র ১ জন স্ত্রীলোকের সে অধিকার আছে; প্রস্তাবিত ব্যবস্থায় যে স্থানে ৭ জন পুরুষ ভোট দিবেন সে স্থানে ১ জন স্ত্রীলোক ভোট দিতে পারিবেন।

মন্ত্রীর ক্ষমতা ও দায়িত্ব

সকল বিভাগ হস্তান্তরিত হইবে।— পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, প্রাদেশিক সরকারে সকল বিভাগই মন্ত্রীদিগের অধিকারভুক্ত হইবে। এ পর্য্যন্ত আইন ও শৃঙ্খলা, কারাগার, আয়-ব্যয়, ভূমি রাজস্ব, বাণিজ্য, সেচ প্রভৃতি যে সব বিভাগ সরকারী কর্ম্মচারীদিগের অধীন ছিল, মন্ত্রীরাই সে সকলের ভার পাইবেন।

মন্ত্রীনিয়োগ।— গভর্ণরকে সম্রাটের পক্ষ হইতে উপদেশ দেওয়া হইবে যে, তাঁহার বিবেচনায় যে ব্যক্তি ব্যবস্থাপক সভায় সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সভ্যের নেতৃত্ব লাভ করিতে পারেন, তিনি তাঁহারই সহিত পরামর্শ করিয়া মন্ত্রীদিগকে নিযুক্ত করিবেন।

(ক্রমশঃ)

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক
—পারমার্থিক পত্র—
শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশ
তনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনম্,
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং
প্রেমা পুমর্থো মহান্,
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং
তত্রাদরো নঃ পরঃ॥

৮ম বর্ষ ৪ পদ্মনাভ গৌরাব্দ ৪৪৭, ২৩শে ভাদ্র বঙ্গাব্দ ১৩৪০, ৮ই সেপ্টেম্বর ইং ১৯৩৩, শুক্রবার ১৬শ সংখ্যা

শ্রীরাধাষ্টমী-বাসরে বক্তৃতা

বক্তা —শ্রীপাদ ভক্তিবিবেক ভারতী
স্থান কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয় মঠ

বক্তৃতার মর্ম্ম

শ্রীশ্রীগুরুবন্দনা করিবার পর শ্রীমদ্ ভারতী মহারাজ বলেন, আজ আমাদের আনন্দের দিন। কেন? না, রাধারাণীর আজ আবির্ভাব-বাসর। যিনি কৃষ্ণপ্রেম-প্রদায়িনী, যাঁর কৃপা ব্যতীত কৃষ্ণকে জানা যায় না তাঁর আজ আবির্ভাব-বাসর। আবার যাঁর কৃপা ব্যতীত রাধাতত্ত্ব জানা যায় না, সেই অভিন্ন-বার্ষভানবী-তত্ত্ব শ্রীগুরুদেব স্বয়ং আজ রাধাতত্ত্ব সম্বন্ধে আমাদিগকে উপদেশ দিবেন, তাই আজ আমাদের বড়ই আনন্দের দিন। গত কল্য ইচ্ছা হ'য়েছিল যে, শ্রীল প্রভুপাদ যদি রাধাতত্ত্ব সম্বন্ধে অল্প কিছু বলেন তবে বড় ভাল হয় ও আনন্দ হয়।

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী পর্য্যন্ত যে শ্রীমতী রাধিকার কথা ভাগবতে স্পষ্ট ক'রে বলেন-নি, এমন যে গুহ্যাতিগুহ্য তত্ত্ব, যাঁর মহিমা কীর্ত্তন ক'রতে গিয়ে তুঙ্গবিদ্যাদেবী ত্রিদণ্ডিপাদ শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতী শ্রীবার্ষভানবীর স্তবে 'যস্যাঃ কদাপি বসনাঞ্চলখেলনোত্থ-ধন্যাতিধন্যপবনেন কৃতার্থমানী। যোগীন্দ্রদুর্গমগতির্মধুসূদনোঽপি তস্যা নমোঽস্তু বৃষভানুভুবো দিশেঽপি॥'' তাঁহার উদ্দেশে নমস্কার বিধান করিয়াছেন, (কোন সময়ে শ্রীমতী রাধিকার বস্ত্রাঞ্চল-সঞ্চালন-কালে পবনদেব ধন্যাতিধন্য হইয়া কৃষ্ণগাত্র স্পর্শ করায় যোগীন্দ্রগণেরও অতি সুদুর্লভ সেই শ্রীনন্দনন্দন পর্য্যন্ত আপনাকে কৃতকৃতার্থ মনে করিয়াছিলেন সেই শ্রীমতী বার্ষভানবীর উদ্দেশে আমাদের নমস্কার বিহিত হউক।) আপনারা বোধ হয় তাঁ'র গুরুত্ব এখন বেশ বুঝেছেন। তাঁরই অভিন্নবিগ্রহ হ'য়ে যিনি আচার্য্যরূপে অবতীর্ণ হ'য়েছেন, তিনিই সেই তত্ত্ব বুঝাতে পারেন। আচার্য্য কে? তিনি—আর কেহই নহেন; তিনি স্বয়ং আশ্রয়-বিগ্রহরূপে অবতীর্ণ হন—"আচার্য্যং মাং বিজানীয়াৎ ইত্যাদি"। আচার্য্যরূপটী হচ্ছেন শ্রীভগবানের প্রেম-প্রদাতৃরূপ।

শ্রীপাদ নেমি মহারাজের বক্তৃতার মর্ম্ম

শ্রীমদ্ নেমিমহারাজ শ্রীশ্রীগুরুবন্দনা করিবার পর বলেন, আমার সতীর্থ ভারতী মহারাজের নিকট আপনারা আজিকার আনন্দের দিনের কথা শুনেছেন, আমিও সেই কথারই অনুধ্বনি ক'রে বলছি যে, আজ আমাদের আনন্দের দিন। কেন? না, আজ সাক্ষাৎ হ্লাদিনী-শক্তির আবির্ভাবের দিন। যিনি সাক্ষাৎ কৃষ্ণের আনন্দ-দায়িনী, অনাদিরাদির্গোবিন্দ সর্ব্বকারণকারণ যিনি, যিনি পূর্ণতম তত্ত্ব, যাঁ'তে কোন প্রকার অবরতা, হেয়তা নাই, সেই পূর্ণতত্ত্বের আনন্দবিধান করেন যিনি, সেই বৃষভানু-নন্দিনীর আজ আবির্ভাবের দিন। আজ আমিও ধন্য যে, আমি সেই রাধাতত্ত্ব আমার শ্রীগুরুদেব-কর্ত্তৃক আদিষ্ট হ'য়ে শ্রবণ-কীর্ত্তন করবার অধিকার পেয়েছি। গোস্বামীজী ব'লেছেন যে, শ্রীমতী মহাভাবস্বরূপিণী, সাক্ষাৎ প্রেমরূপা, কৃষ্ণানন্দদায়িনী, যাঁহার প্রেমের বিষয় শ্রীরূপপাদ কীর্ত্তন ক'রেছেন। তাঁ'র তত্ত্ব অতি অপূর্ব্ব তত্ত্ব; তিনি কৃষ্ণ হ'তে অভিন্ন-তত্ত্ব, যাঁ'র শক্তিতে স্বয়ং ভগবান্ শক্তিমান্—"শক্তিশক্তিমতোরভেদঃ।" যেমন বহ্নি ও তাহার দাহিকা-শক্তি অভিন্ন বস্তু। দাহিকা শক্তিকে অগ্নি থেকে বিচ্ছিন্ন করলে, অগ্নির কোন সত্তা থাকে না সেই রকম রাধাতত্ত্বকে বিচ্ছিন্ন করলে কৃষ্ণের আর স্বতন্ত্র অস্তিত্ব থাকে না। শ্রীরাধার মহিমা বলতে গিয়ে ভাগবত বলেছেন,—"অনয়ারাধিতো নূনং ভগবান্ হরিরীশ্বরঃ। যন্নো বিহায় গোবিন্দঃ প্রীতো যামনয়দ্রহঃ॥'' আপনারা জানেন কূপোদকে গঙ্গাপূজা হয় না, গঙ্গাজলেই গঙ্গাপূজার বিধি। শ্রীমতী রাধিকার অভিন্ন-তত্ত্ব শ্রীগুরুদেব আজ রাধাতত্ত্বের বক্তা, তাই আজ আমাদের বড়ই আনন্দের দিন। শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতী ব'লেছিলেন,—"হে বৃষভানুনন্দিনি, তোমার কুঞ্জের সম্মার্জ্জনী ক'রে আমাকে রেখে দাও, যদি তাতে তোমার সেবার কিঞ্চিৎ অধিকার পাই। আমাদের আচার্য্য-দেব আজ সেই রাধাপ্রেমের অপূর্ব্ব মাধুর্য্যের কথা পৃথিবীর এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত সর্ব্বত্র দেশ-কাল-পাত্র নির্ব্বিশেষে বিতরণ করিবার জন্ত অবতীর্ণ হ'য়েছেন। পূর্ব্বাচার্য্য শ্রীল শ্রীনিবাস, শ্রীল শ্যামানন্দ প্রভৃতি রাধাতত্ত্বকে প্রচার ক'রেছেন, কিন্তু আমাদের আচার্য্যদেব যে-প্রকার ভূরি-প্রচারের আয়োজন করছেন এ রকম প্রচার বিস্তার আর কখনও হয় নাই। শ্রীচৈতন্যচন্দ্র সেই 'অনর্পিতচরীং চিরাৎ করুণয়াবতীর্ণঃ কলৌ' শিব-ব্রহ্মাদিরও দুর্ল্লভ প্রেম বিতরণ করবার জন্ত এই জগতে এসে-ছিলেন। শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর এ জগতে প্রথমে সেই রাধার প্রেমের কথাও প্রচার করে-ছেন স্বয়ং ভক্তভাব অঙ্গীকার ক'রে। শ্রীল রূপগোস্বামী প্রভৃতি মহাজনগণ এসম্বন্ধে অনেক গ্রন্থাদি রচনা ক'রে গিয়েছেন। অবশ্য এসব কথা তাঁহাদের গ্রন্থাদি মধ্যে প্রচুর পরিমাণে আছে, কিন্তু একথাটা জগৎকে এ রকমভাবে বিতরণ করবার জন্তে এরকম দয়া পূর্ব্বে আর কেহ প্রকাশ করেন নাই। আর ভবেরও দুর্ল্লভ বস্তু আজ আমাদের আচার্য্যদেব অকাতরে যাচিয়া যাচিয়া বিতরণ করবার জন্ত চেষ্টা করছেন।

[শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতা আগামীকল্য প্রকাশিত হইবে। নঃ সঃ]

গোদ্রুমে কীর্ত্তন

পাঠকগণ গত কল্য শ্রীনদীয়া-প্রকাশে পাঠ করিয়াছেন, শ্রীচৈতন্যমঠের কতিপয় সেবক গত ১৫ই ভাদ্র শ্রীমোদদ্রুমছত্রে সঙ্কীর্ত্তনসহ গমন করেন; তথা হইতে কীর্ত্তনমুখে বাহির হইয়া শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের ভজনস্থলী শ্রীস্বানন্দসুখদ-কুঞ্জে গমন করেন। সেখানে কীর্ত্তনমুখে সমাধিমন্দির পরিক্রমা করেন এবং কুঞ্জ হইতে বাহির হইয়া স্বরূপ-গঞ্জের বাজার পর্য্যন্ত নগর-সংকীর্ত্তন হয়। ফিরিবার সময় সুরভিকুঞ্জেও কীর্ত্তন হইয়া-ছিল। বাজারের বহুলোক নগর-কীর্ত্তনের সময় রাস্তার দুইপার্শ্বে দলবদ্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া-ছিলেন এবং অপূর্ব্ব কীর্ত্তন-শোভা দর্শন করিয়া তাঁহারা বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করিয়াছিলেন। তৎপর ভক্তগণ পুনরায় কুঞ্জে ফিরিয়া কীর্ত্তন করেন এবং শ্রীমহাপ্রসাদ-সম্মানান্তে নৌকাযোগে কীর্ত্তন করিতে করিতে শ্রীধাম মায়াপুরে রাত্রি প্রায় ১০ ঘটিকার সময় উপস্থিত হন।

শ্রীচৈতন্যমঠে শ্রীল প্রভুপাদ

গৌড়ীয়াচার্য্যবর্য্য প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তি-সিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর স্বগণসমভি-ব্যাহারে গত ২০শে ভাদ্র কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে শ্রীমঠের মোটর লঞ্চ-যোগে রওনা হইয়া ২১শে ভাদ্র অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকার সময় নির্ব্বিঘ্নে শ্রীচৈতন্যমঠে পৌঁছিয়াছেন। বিস্তৃত সংবাদ আগামীকল্য প্রকাশিত হইবে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

৪ পদ্মনাভ নিধি গর্ভোদশায়ী

গর্ভস্তোত্র

চতুর্দ্দশ শ্লোক

ন তেঽভবস্যেশ ভবস্য কারণং
বিনা বিনোদং বত তর্কয়ামহে।
ভবো নিরোধঃ স্থিতিরপ্যবিদ্যয়া
কৃতা যতস্ত্বয্যভয়াশ্রয়াত্মনি ॥

হে ঈশ! তুমি অসংসারী সুতরাং ক্রীড়া ব্যতীত তোমার অবস্থার কারণ আর কিছুই স্থির করিতে পারি না। অবিদ্যাকৃত জীবের জন্ম, স্থিতি, ভঙ্গ হইয়া থাকে; তাঁহা হইতে অভয় ও আশ্রয় কেবল তোমাতেই লক্ষ্য হয়, যেহেতু তুমি নিত্য-মুক্ত-স্বরূপ।

স্বতন্ত্রতাই ঈশ্বরের স্বভাব

কৃষ্ণতত্ত্বকে স্বরূপ-সত্য বলিয়া ব্যাখ্যা করত পুনরায় উঁহার আবির্ভাব প্রকাশ করায় উঁহাকে অবস্থার বশীভূত করা হয়, এই তর্ক দেবতাদের মনে উদিত হইল। স্বরূপসত্যে অবস্থা থাকিতে পারে না অতএব এপ্রকার অবস্থার ঘটনায় সত্যের স্বরূপতার ব্যাঘাত হয়। ইহা দ্বারা সত্য সম্বন্ধীয় হইয়া পড়ে। তর্কের দ্বারা ইহার কোন মীমাংসা হইতে পারে না। এজন্য দেবতারা স্থির করিলেন যে, জগদীশ্বর সর্ব্বশক্তিমান্ ও সকল বিধির বিধাতা অথচ কোন বিধির বাধ্য নহেন। বিধিসকলও তাঁহারই ক্রীড়া; বিধিসকলের বাধ্য হইয়া আমাদের পক্ষে মীমাংসায় যে কিছু কষ্ট বোধ হয়, তাহা ঈশ্বর সম্ভব হয়। যেহেতু তিনি কোন বিধির বশীভূত নহেন। আমাদের ক্ষুদ্র বিচারে যাহা অঘটনীয় বোধ হয় তাহা ঈশ্বরের ইচ্ছাক্রমে অনায়াসে ঘটিতে পারে। আবির্ভাব ও তিরোভাব যদিও অবস্থা বটে এবং অবরাধীন পদার্থে ঐসকল সম্ভবে না তথাপি ঈশ্বরের লীলাক্রমে তাহা অবশ্যই ঘটিতে পারে যেহেতু তিনি সর্ব্বশক্তিমান্। যদিও সকল বস্তুই অবস্থার বশীভূত হইলেই সংসারী হয় এবং বিধিবন্ধনে পতিত হয়, তথাপি জগদীশ্বর ক্রীড়াবশতঃ সকলই করিয়াও স্বীয় বিধিতে বদ্ধ হন না। স্বতন্ত্রতাই ঈশ্বরের স্বভাব। জীব মায়াকে স্বীকার করিলেই বদ্ধ হয়। বদ্ধ হইলে জন্ম-মরণরূপ বিধিবন্ধে পড়িয়া যায়। পুনরায় নিত্য-মুক্ত ঈশ্বরের আশ্রয় গ্রহণ করিলেই জীব মুক্ত হয়। অতএব অবস্থা-অবলম্বনেও ঈশ্বরের বদ্ধ হইবার কোন সম্ভাবনা নাই।

সর্ব্বশক্তিমান্ ভগবানের স্বেচ্ছাক্রমেই আত্মপ্রত্যয়-অনুভব সম্ভব

অনেক পণ্ডিত ব্যক্তি জগদীশ্বরকে অচিন্ত্য বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়া আত্ম-প্রত্যয়-অনুভবকে অস্বীকার করেন। তাঁহাদের যুক্তি এই যে, আত্মার দ্বারা ঈশ্বরের উপলব্ধি স্বীকার করিলে জগদীশ্বর চিন্তনীয় হইয়া পড়েন এবং অবস্থার বশীভূত হন। তাঁহাদের বিচারে স্বরূপসত্য জীবকর্ত্তৃক কখনই লব্ধ হয় না। এই সমস্ত পণ্ডিতাভিমানী ব্যক্তি এই সকল কুতর্কের দ্বারা স্বীয় স্বীয় আত্মাকে বঞ্চনা করেন। জীবের পক্ষে ঈশ্বর স্বভাবতঃই দুরূহ কিন্তু ঈশ্বর স্বেচ্ছাক্রমে জীবের প্রতি আত্মপ্রত্যয়ের দ্বারা প্রত্যক্ষ হন। ইহাতে কোন দোষ হইতে পারে না। পরমেশ্বর যে অচিন্তনীয় হইয়াছেন, তাহাও তাঁহারই ইচ্ছাক্রমে স্বীকার করিতে হইবে। সমস্ত বিধির বিধাতাই তিনি; অতএব যেসমস্ত বিধির দ্বারা ঈশ্বরের দুরবগাহ্য ব্যবস্থাপিত হইয়াছে, ঐ সমস্ত বিধির ঈশ্বর ব্যতীত আর কে বিধাতা হইতে পারেন? যে শক্তির পরিচালনায় পরমেশ্বর প্রাকৃত দেহ, বাক্য ও মনের অগোচর হইয়াছেন ঐ শক্তির কার্য্যক্রমে তিনি অপ্রাকৃত আত্মার অনুভূতবৃত্তির দ্বারা পরিগৃহীত হইয়া জীবকে চরিতার্থ করিয়াছেন। যাঁহারা বলেন, জগদীশ্বর স্বেচ্ছাক্রমেও আমাদের প্রত্যক্ষ হইতে পারেন না, তাঁহারা অতিশয় দুর্ভাগা। অতএব আত্মপ্রত্যয়ের দ্বারা ঈশ্বরের প্রত্যক্ষতাকে অবস্থা-দোষ কহা যাইতে পারে না। জীবের অবস্থা-ভেদে পরমেশ্বরের যে ধ্যান ভেদ, তাহাও ঈশ্বরের লীলামাত্র—অবস্থান্তর নহে। তবে জীবের অবস্থার সমাপ্তিতে যে স্বরূপ-সত্যরূপ কৃষ্ণতত্ত্বের প্রকাশ হয়, তাহাতে কি প্রকার অবস্থা হইবার সম্ভাবনা?

স্বরূপ-সত্যের লক্ষণ-সপ্তক

স্বরূপ-সত্য যে কি, ইহা লইয়া পণ্ডিতাভিমানী ব্যক্তিগণ অনেক কুতর্ক করিয়া থাকেন। তাঁহারা ঐ সমুদয় কুতর্কের দ্বারা কৃষ্ণতত্ত্বকে প্রাকৃত বলিয়া প্রকাশ করত জগৎকে কলুষিত করেন। ঐসকল কুতর্কের সমাধান করিবার অভিপ্রায়ে এই স্থলে স্বরূপ-সত্যের লক্ষণ ও ঐ লক্ষণ-সকল দ্বারা কৃষ্ণতত্ত্বের স্বরূপ ব্যাখ্যান করা গেল। স্বরূপ-সত্য নিম্নলিখিত সাতটী লক্ষণে লক্ষিত হয় যথা—

১। দেশ-কাল-ভেদে স্বরূপ-সত্যের পরিবর্ত্তন হয় না

২। সকলেই-স্বরূপ সত্যের অধিকারী।

৩। স্বরূপ-সত্য ঐতিহাসিক বা কল্পিত নহে।

৪। স্বরূপ-সত্য অতুল্য, অগোপ্য, স্বতঃপ্রকাশিত ও সুলভ।

৫। স্বরূপ-সত্য বিচারকালে সর্ব্ব প্রকার প্রমাণের দ্বারা স্থাপিত হইতে পারে।

৬। স্বরূপ-সত্য সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর, সর্ব্বাকর্ষক, কল্যাণপ্রদ ও স্নিগ্ধকর।

৭। স্বরূপ-সত্য নিজ সৌন্দর্য্যের দ্বারা শোভিত, কোন প্রকার অলঙ্কারে উহার সৌন্দর্য্য-বৃদ্ধি দূরে থাকুক, সৌন্দর্য্যের অভাব হইয়া যায়।

কৃষ্ণভক্তিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠা

কৃষ্ণতত্ত্বে এই সমুদয় লক্ষণ দৃষ্ট হয়। প্রথমতঃ কেবলানুভবানন্দ-স্বরূপ যে শ্রীকৃষ্ণ, তিনি সর্ব্বদেশে এবং সর্ব্বকালে স্বীকৃত। যে কেহ বৃহদ্‌ব্রহ্মকে ভাবনা করেন অথবা সর্ব্বগ পরমাত্মার চিন্তা করেন অথবা ষড়ৈশ্বর্য্য-পূর্ণ নারায়ণের স্মরণ করেন তিনি ঐ সমুদয় বৃত্তিতে কেবলানুভবানন্দের প্রতিষ্ঠা করেন। কেবলানুভবানন্দে ব্রহ্মত্ব, পরমাত্মত্ব অথবা নারায়ণের ঐশ্বর্য্য অনুভব করা যায় না। অতএব সমুদয় ঈশ্বরচিন্তার সারভাগকে কেবলানুভবানন্দ বলি। ইহাই স্বরূপ-সত্য, যেহেতু ইহা খণ্ড হইতে পারে না। ভক্তি কেবলানুভবানন্দের অনুগত; ব্রহ্ম বা পরমাত্মা ভক্তির বিষয় নহে অতএব কৃষ্ণভক্তিই সা। পরমাত্মা বা ব্রহ্মোপাসনা অযুক্ত পরিশ্রম মাত্র।

কৃষ্ণভক্ত ব্রাহ্মণ বা যোগী অপেক্ষা অনন্তগুণে শ্রেষ্ঠ

সকলেই স্বরূপ-সত্যের অধিকারী। মনুষ্যমাত্রেরই আত্মায় স্বরূপ-সত্যের আবির্ভাব দৃষ্ট হয়। কেবলানুভবানন্দ-স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ সকলেরই আত্মপ্রত্যয়ের প্রত্যক্ষ। যাঁহারা এই আত্মপ্রত্যয়কেই অস্বীকার করেন তাঁহারা বস্তুতঃ শ্রীকৃষ্ণকেও অস্বীকার করেন। ইহা কেবল তাঁহাদের পক্ষে বিড়ম্বনা। বৃহদ্বস্তু ব্রহ্ম বা সর্ব্বব্যাপী পরমাত্মা সকলের দ্বারা উপলব্ধ হন না। ব্রাহ্মণেরা ব্রহ্মকে এবং যোগীরা পরমাত্মাকে বুঝিতে পারেন। কিন্তু মনুষ্যমাত্রেই অনুভবানন্দ-স্বরূপ কৃষ্ণের অধিকারী। কৃষ্ণ-ভজনে ব্রাহ্মণত্ব অথবা যোগের প্রয়োজন নাই। যাহারা অধিক পরিশ্রমের দ্বারা যোগ সাধন করে তাহারাই দুরূহ পরমাত্মার কিঞ্চিন্মাত্র আভাস পায় কিন্তু সম্যক্ বুঝিতে পারে না। সাধারণে পরমাত্মা শব্দ শুনিবামাত্র কোন একটী জড়ীভূত পদার্থ থাকা স্বীকার করে; কিন্তু অধিক পরিশ্রম ব্যতীত ঐ পরমাত্মার উপলব্ধি প্রাপ্ত হয় না। ঐ প্রকার প্রাপ্তির ফলও সামান্য যেহেতু পরমাত্মা স্বরূপ নহে, অংশরূপ মাত্র। যাহারা মানস-বিজ্ঞানের অধিকতর চালনা করে তাহারা বৃহদ্‌ব্রহ্মকে জানিতে পারে এবং ঐ ব্রহ্মকে জানিলে ব্রাহ্মণ বা ব্রাহ্ম হয়। ঐ ব্রহ্ম-প্রাপ্তির ফলও সামান্য যেহেতু উহাদ্বারা স্বরূপ প্রাপ্ত হওয়া যায় না, কেবল স্বরূপের যে ঐশ্বর্য্য তাহাই উপলব্ধ হয়। ব্রাহ্মণ ও যোগী হওয়া যদিও কঠিন তথাপি কৃষ্ণভক্ত অপেক্ষা ঐ ব্রাহ্মণ ও যোগী অনন্ত গুণে ন্যূন। যদি এরূপ বিতর্ক হয় যে কেবলানুভবানন্দ কৃষ্ণ যদি সকলেরই প্রাপ্য তবে জীবের উচ্চতা ও নীচতা কি জন্য হইয়াছে। সকলেই কি জন্য বৈষ্ণব হইল না তবে তাহার উত্তর এই যে, কৃষ্ণ সকলেরই প্রত্যক্ষ কিন্তু কতকগুলি কুতর্ক-সহকারে অনুভবানন্দ অস্বীকার করত ব্রাহ্মণ অথবা যোগী হয়, কেহ কেহ মূর্খতা-বশতঃ ঈশ্বরপ্রেমে বিরক্ত হইয়া জড়বৎ অবিদ্যার সহিত ক্রীড়া করে ও কেহ কেহ কর্ম্মান্ধ-প্রায় হইয়া নাস্তিক হইয়া উঠে। সূর্য্য যদিও সকলের পক্ষে প্রত্যক্ষ তথাপি দিনান্ধ উলুক বা পেচক এবং চক্ষুকে যাহারা অবিশ্বাস করে তাহারা ঐ সূর্য্যের প্রকাশকে জানিতে পারে না। উলুক বা দৃষ্টিশক্তি-অবিশ্বাসকারী পুরুষের দোষে সূর্য্যের দোষ হইতে পারে না। কৃষ্ণভক্ত যদিও বৈষ্ণব-গুণে আপনাকে অতি ক্ষুদ্র জ্ঞান করিয়া থাকেন তথাপি ব্রাহ্মণ বা যোগী অপেক্ষা তিনি অনন্তগুণে উৎকৃষ্ট যেহেতু স্বরূপাধিকারী অংশরূপ অথবা বৃহদ্রূপ-অধিকারী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

কৃষ্ণেচ্ছা হইতে ব্রহ্ম ও পরমাত্মার শ্রীকৃষ্ণেই লয়

স্বরূপ-সত্য ঐতিহাসিক বা কল্পিত নহে। ঐতিহাসিক বৃত্তান্ত-সমুদয় দেশ ও কালে আবদ্ধ; প্রাকৃত রাজা হরিশ্চন্দ্র সমস্ত পৃথিবী দান করিয়াছিলেন, ইহা ঐতিহাসিক বৃত্তান্ত। হরিশ্চন্দ্র বিগত হইয়াছেন, তিনি পূর্ব্বকল্পেও ছিলেন না; অতএব হরিশ্চন্দ্রও নিত্য নহেন। হরিশ্চন্দ্রের জীবাত্মা যদিও পূর্ব্বে ছিল এবং এখনও ঈশ্বরেচ্ছায় অবস্থিতি করিতেছে, তথাপি ঐতিহাসিক বৃত্তান্তটী বিগত হইয়া গিয়াছে। কৃষ্ণতত্ত্ব তদ্রূপ নহেন। অনাদিকাল হইতে অনন্তকাল পর্য্যন্ত কৃষ্ণতত্ত্ব প্রত্যক্ষ। জীবাত্মা ও পরমাত্মরূপ জীব ও কৃষ্ণের যে অপ্রাকৃত রাস-লীলা তাহা সর্ব্বকালে বর্ত্তমান। অতএব কৃষ্ণতত্ত্ব ঐতিহাসিক না হওয়ায় স্বরূপ-সত্য বলিতে হইবে। কল্পনা মনের কার্য্য: অপ্রাকৃত পদার্থে মনের অধিকার নাই। অতএব কৃষ্ণতত্ত্বে সকল আত্মারই অধিকার। ব্রহ্মতত্ত্ব ও পরমাত্মতত্ত্ব ঐতিহাসিক ও কাল্পনিক। পরমেশ্বরের সৃষ্টির পূর্ব্বে সচ্চিদানন্দ কৃষ্ণই ছিলেন, তাঁহার কোন শক্তির তখন চালনা হয় নাই। যখন সৃষ্টি হইল, তখন বৃহদ্‌ব্রহ্মের প্রকাশ ও শক্তির চালনা হয়, ইহাই বেদের মধ্যে ঐতিহাসিক-রূপে বর্ণিত আছে। সৃষ্টি করত পরমেশ্বর সৃষ্ট পদার্থে ওতপ্রোত-ভাবে প্রবেশ করিয়া পরমাত্মার প্রকাশ করেন। ইহাও ঐতিহাসিক, যেহেতু ঈশ্বরের ইচ্ছা নিবৃত্তি হইলে

য়েরায় ব্রহ্ম ও পরমাত্মা অনুভবানন্দরূপ কৃষ্ণে বিলীন হয়। অনুসন্ধান ধারণা ও ধ্যান-এ সমুদয় মনের কার্য্য এবং এই মন ও বুদ্ধির দ্বারা যে ব্রহ্ম ও পরমাত্মার উপলব্ধি হয় তাহা কাল্পনিকের ন্যায় অনিত্য।

সুলভত্বই জীবের স্বভাব অতএব সুলভ

স্বরূপ-সত্য অতুল্য, অগোপ্য, স্বতঃ-প্রকাশিত ও সুলভ। পূর্ব্ববিচারেই কৃষ্ণতত্ত্ব যে অতুল্য তাহা প্রদর্শিত হইয়াছে, যেহেতু ব্রহ্মতত্ত্ব ও পরমাত্মতত্ত্ব ইহার তুল্য হইতে পারে না। সকলেই যখন কৃষ্ণতত্ত্বে অধিকারী, তখন ইহাকে অগোপ্য কহিতে হইবে। কৃষ্ণতত্ত্ব সমুদয়-তত্ত্বের শ্রেষ্ঠ হইলেও উচ্চরবে পরিকীর্ত্তিত হয় যেহেতু পদার্থই লোকে গোপন করিয়া থাকে। অতএই বৈদিক ও তান্ত্রিক মন্ত্রসকল অপেক্ষা কৃষ্ণতত্ত্বের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদিত হইল। ইহা স্বতঃ প্রকাশিত, যেহেতু দেহেন্দ্রিয়গণ অথবা ... বাক্য, এই সকলকে কৃষ্ণতত্ত্ব প্রকাশ করিতে হয় না। জীবাত্মা কেবল সুলভ-বিশ্বাসের দ্বারাই অনায়াসে কৃষ্ণতত্ত্ব প্রাপ্ত হয়। তর্ক ও বিচার করিতে গেলে দুরূহ হইয়া উঠে। অতএব ইহা নিতান্ত সুলভ। কৃষ্ণভক্ত হইতে কিছুমাত্র পরিশ্রম নাই। ব্রহ্মতত্ত্ব বা পরমাত্মতত্ত্ব অধিক বিচারের দ্বারা সংগৃহীত হয় অতএব নিকৃষ্ট হইলেও সুলভ হয় না। জীবের স্বভাব যত সুলভ হয় উহার বিপরীতাচরণ তত সুলভ নহে। কৃষ্ণদাসত্ব জীবের স্বভাব, এ প্রযুক্ত

সর্ব্বপ্রকার প্রমাণদ্বারাই সচ্চিদানন্দ শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব স্থিরীকৃত

স্বরূপ সত্য বিচারকালে সর্ব্বপ্রকার প্রমাণের দ্বারা স্থাপিত হইতে পারে। স্বরূপ সত্য স্বতঃপ্রকাশিত হওয়ায় বিচারের প্রয়োজন হয় না। কিন্তু বিচার করিলেও স্বরূপে স্থাপিত হয়। প্রমাণ চারি প্রকার অর্থাৎ শ্রুতি, প্রত্যক্ষ, ঐতিহ্য ও অনুমান। শ্রুতিসকল যদিও ব্রহ্মের গান করিয়া থাকে তথাপি তাহাতে শ্রীকৃষ্ণ ভিন্ন আর কোন উপাস্য বস্তু নাই ইহা প্রকাশ করে। ব্রহ্মকে উপাদান কারণরূপে ব্যক্ত করিয়া ব্রহ্মাতীত কোন এক পরম-পুরুষের উল্লেখ করিয়া থাকে। এ সম্বন্ধে বেদস্তুতিতে দেখা যায়, শ্রুতিসকল শ্রীকৃষ্ণ গোপীদেহ-প্রাপ্তির অর্থ-নির্ণয়ে অহঙ্কারে কালযাপন করিয়াছিল তত-দিন তাহারা শুষ্ক-ব্রহ্মজ্ঞানে আবদ্ধ ছিল ... ঐ তর্ক ও জ্ঞানকে পরিত্যাগপূর্ব্বক যখন আনুগত্যকে স্বীকার করিল তখন তাহারা কৃষ্ণতত্ত্বের অধিকারী হইয়া কৃষ্ণসেবা ... অতএব নারায়ণ-উপনিষৎ ও গোপালতাপনী ও সাধারণতঃ সমুদয় উপ-নিষদই কৃষ্ণতত্ত্ব ব্যাখ্যা করে। প্রত্যক্ষ দ্বিতীয় প্রমাণ; আত্মার যে প্রত্যক্ষতা তাহাই ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষতা অপেক্ষা অনন্ত গুণে শ্রেষ্ঠ। যেহেতু জীবের উহাই সাক্ষাৎ দর্শন। শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব তাহাতেই প্রত্যক্ষ হওয়ায় প্রত্যক্ষ-প্রমাণের দ্বারা স্থিরীকৃত হয়। ঐতিহ্য তৃতীয় প্রমাণ। সমস্ত ইতিহাস ও মহাজন-প্রসিদ্ধিকে ঐতিহ্য কহা যায়। সর্ব্বদেশের ইতিহাস আলো-চনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে অনু-ভবানন্দ ব্যতীত মহাজনেরা আর কোন পদার্থকেই ঈশ্বর-স্বরূপ বলেন নাই। অনুভবানন্দ স্বীকার করত যে-সকল পুরুষ ভক্তিপথকে অবলম্বন করিয়াছেন, তাঁহারাই দেশ-দিদেশে গুরুপদাভিষিক্ত হইয়া কৃষ্ণ-তত্ত্বের উপাসনা করেন। ভাষাভেদে ও নামভেদে পদার্থভেদ হইতে পারে না। অনুমানই চতুর্থ প্রমাণ। দৃষ্ট পদার্থ হইতে গুহ্য সত্যের আবিষ্করণ-শক্তিকে অনুমান কহা যায়। যুক্তিই ফলতঃ আত্মার পক্ষে অনুমান, যেহেতু আত্মার প্রত্যক্ষ যে আত্ম-প্রত্যয় তাহা যুক্তির পক্ষে অবশ্য গুহ্য। ঐ গুহ্যকে যুক্তিও বহুযত্নে স্থাপন করিয়াছেন। যুক্তি সমস্ত পদার্থ বিচার করত তন্ন তন্ন করিয়া অবশেষে এক আনন্দকেই লক্ষ্য করে। যদিও যুক্তি আনন্দকে বুঝিতে পারে না তথাপি উহা সংস্থাপন করিয়া থাকে। সচ্চিদানন্দ শ্রীকৃষ্ণতত্ত্বই সমস্ত প্রমাণের দ্বারা স্থিরীকৃত হয়।

স্বরূপ-তত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণের প্রধান ক্রিয়া সর্ব্বাকর্ষকত্ব

স্বরূপ-সত্য সর্ব্বাঙ্গসুন্দর, সর্ব্বাকর্ষক, কল্যাণপ্রদ ও স্নিগ্ধকর। কৃষ্ণতত্ত্ব সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর যেহেতু দেশ, কাল, গুণসমুদয় ও তটস্থ-বিচারে ইহা বিকৃত নহে। কোন প্রমাণের দ্বারা ইহা দূষিত নহে। সমুদয় তত্ত্ব ইহার অধীন তত্ত্ব, সিংহ-তত্ত্বরূপে ইহাই পুরুষ। সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দরতার দ্বারা ইহার পুরুষত্ব প্রতিপাদন হয়। ইহাতে যত প্রকার গুণই থাকুক না কেন সমুদয় বিপরীত হইলেও অবিরোধী। ইহাতেও ইহার পুরুষত্ব প্রতিপাদন হইতেছে। সমস্ত গুণ ও ঐশ্বর্য্যের একমাত্র আশ্রয় কৃষ্ণ। তাহাতে ঐসকল গুণ ও ঐশ্বর্য্য স্ত্রীত্ব ভাবাপন্ন হইয়া কৃষ্ণকে একমাত্র পুরুষরূপে বরণ করিয়াছে। গুণ ও গুণাধার-কৃষ্ণে অধীন ও অধীশ্বর সম্বন্ধ। অন্যত্র বিপরীত গুণের সামঞ্জস্য সম্ভবে না কিন্তু যথার্থ পুরুষ-রূপ কৃষ্ণে কোন প্রকার বিরোধ উৎপত্তি করিতে বিপরীত গুণদিগের ক্ষমতা নাই; যেহেতু জড়গুণ-সমুদয় সচ্চিদানন্দের অবশ্যই বশীভূত। সৌন্দর্য্যই সমস্ত গুণের চরম। সৌন্দর্য্যপ্রযুক্ত কৃষ্ণ সর্ব্বাকর্ষক। ইহাই স্বরূপতত্ত্বরূপ কৃষ্ণের প্রধান ক্রিয়া। অতএব সেই পুরুষ যথার্থই বংশীধারী। ঐ বংশী-ধারী পুরুষই সংসাররূপ অকল্যাণ হইতে জীবকে উদ্ধার করায় কল্যাণপ্রদ। অতএব ঐ বংশীধারী মহাপুরুষই ত্রিভঙ্গ-ভঙ্গিম হইয়া সংসারী জীবগণকে বৃন্দাবনে আকর্ষণ করেন। স্নিগ্ধতাই তাঁহার পরম কল্যাণ অতএব ঐ পুরুষের উজ্জ্বল স্নিগ্ধকর শ্যামবর্ণই প্রত্যক্ষ। সর্ব্বাঙ্গসুন্দরতা, সর্ব্বাকর্ষকতা, কল্যাণ প্রদতা ও স্নিগ্ধকরতা ব্রহ্মে বা পরমাত্মায় নাই। অতএব কৃষ্ণতত্ত্বই স্বরূপ-তত্ত্ব। যেহেতু এই সমুদয় লক্ষণই কেবলানু-ভবানন্দ ব্যতীত আর কিছুতেই নাই।

শ্রীকৃষ্ণ স্বরূপ-সত্য কেন

স্বরূপ-সত্য নিজ সৌন্দর্য্যের দ্বারা শোভিত, কোন প্রকার অলঙ্কারের দ্বারা উহার সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি হওয়া দূরে থাকুক, সৌন্দর্য্যের অভাব হইয়া যায়। বৃহত্ত্ব ও অণুত্ব এই দুইটী অলঙ্কারের মধ্যে পরিগণিত হয়। অনুভবানন্দকে বৃহত্ত্বের দ্বারা অলঙ্কৃত করিলে ব্রহ্ম হয় ও অণুত্বে অলঙ্কৃত করিলে পরমাত্মা হয়। অতএব ব্রহ্মে ও পরমাত্মায় স্বরূপ-সৌন্দর্য্য-রহিত হইয়া অল-ঙ্কার-সৌন্দর্য্য প্রকাশ পায়। জীব ঈশ্বরের স্বরূপ-সৌন্দর্য্যের অধিকারী, অলঙ্কার-সৌন্দর্য্যে আবদ্ধ থাকিতে না পরিয়া আত্ম-প্রত্যয়ের দ্বারা কৃষ্ণতত্ত্বরূপ স্বরূপ সৌন্দর্য্যের উপাসক হয়। ব্রহ্মোপাসকগণ বৃহত্ত্বকেই স্বরূপ কহিয়া উহাতে জড়িত আনন্দাভাসকে প্রাপ্ত হন। যোগিগণ বৃহত্ত্বকে ক্লীবত্ব জানিয়া ঈশ্বরকে অণু হইতেও অণু বিচার করিয়া হৃদয়-মধ্যে সূক্ষ্ম সর্ব্বব্যাপী ঈশ্বরের চিন্তা করেন। কিন্তু উভয়েই যথার্থ স্বরূপ প্রাপ্ত হন নাই বলিতে হইবে; যেহেতু ঈশ্বরকে অণু হইতে অণু ও মহৎ হইতে মহৎ কহিয়া-ছেন। অণুত্ব ও মহত্ত্ব ঈশ্বরের ঐশ্বর্য্যমাত্র; স্বয়ং ঈশ্বর নহে। এই প্রকার ঈশ্বরের এক একটী অবলম্বন করিয়া উপাসনা করতঃ কেহ ব্রাহ্ম, কেহ শৈব, কেহ যোগী নাম দিয়া এক একটী সম্প্রদায় সংস্থাপন করিয়া থাকেন। কিন্তু স্বরূপ-সত্য কেবলানুভবানন্দ-স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ-তত্ত্বে সম্প্রদায় সম্ভবে না। সাম্প্রদায়িকেরা শ্রীকৃষ্ণের অলঙ্কারাচ্ছাদিত ও গুণ-বিবৃত ভাবনিচয়ের উপাসক, সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণের উপাসক হইতে পারেন না। অন্যান্য সাম্প্রদায়িকদিগের ভাব দূরে থাকুক, শ্রীসম্প্র-দায়ভুক্ত বিশুদ্ধ বৈষ্ণবগণও ঈশ্বরের অখিল ঐশ্বর্য্য ও গুণসকল দ্বারা অলঙ্কৃত অর্থাৎ স্বরূপাচ্ছাদিত মহারাজ-রাজেশ্বর-ভাব গ্রহণ করিয়াও সাক্ষাৎ কেবল-অনুভবানন্দরূপ শ্রীকৃষ্ণোপসনায় বিলম্ব প্রাপ্ত হন।

অতএব দেবগণ কহিলেন,- 'হে কৃষ্ণ! তুমি স্বরূপ-সত্য। যেহেতু কৃষ্ণতত্ত্ব তোমার ক্রীড়াবশত সাক্ষাৎ অনুভূত হয়, অন্যান্য তত্ত্বের ন্যায় বদ্ধভাব-মলযুক্ত নহে। এই কৃষ্ণতত্ত্বই জীবের বৈষ্ণবস্বরূপ কোন সম্প্রদায়-নির্ণীত গোপ্য বিষয় নহে। ইহাতেই জীবের চূড়ান্ত ভবনিরোধ সম্ভবে।

বৈষ্ণব—অকৃতদ্রোহ

(শ্রীযুক্ত গৌরাঙ্গপ্রভু ব্রহ্মচারী)

বৈষ্ণবের ছাব্বিশটী গুণের দ্বিতীয় গুণ অকৃতদ্রোহিতা. বৈষ্ণবই জগতে একমাত্র অকৃতদ্রোহ, তিনি পরের হিংসা করেন না; হিংসা দুই প্রকার দেখা যায়। প্রকাশ্য-ভাবে পর-হিংসার জন্য কায়মনোবাক্যে যত্ন করিলে এক প্রকার হিংসা হয়। অপর প্রকার জীবের প্রতি নিষ্ঠুর ব্যবহার করিবার সঙ্কল্পে অন্যায়কারী জীবকে প্রতিনিবৃত্ত না করা হিংসা। বৈষ্ণব জীবকে অন্যাভিলাষ, কর্ম্ম ও জ্ঞানাবরণ হইতে উন্মুক্ত হইয়া হরিসেবা করিতে বলেন; ইহাতে তাঁহার অকৃতদ্রোহিতা জানা যায়। অবোধ অপরিণামদর্শী জীব মনে করেন—বৈষ্ণব অন্যাভিলাষী, কর্ম্মী ও জ্ঞানীর বিদ্বেষ করিয়া থাকেন, কিন্তু তিনি পরম কৃপালু বলিয়া অত্যন্ত দয়া-পরবশ হইয়া জীবের কল্যাণ কামনা করেন, হিংসা করেন না। যিনি জীবের প্রতি করুণ হইয়া হরিসেবার উপ-দেশ করেন তিনি অকৃতদ্রোহ; রজোস্তমো-গুণের বাধ্য হইয়া যিনি অন্যের হিংসা করেন তাঁহাকে সকলেই হিংসাপর অবৈষ্ণব বলিয়া জানেন। বৈষ্ণব-স্বভাবে এই দুই প্রকার হিংসা স্থান পায় না।

অহিংসাই পরমধর্ম্ম। দুর্ব্বুদ্ধি-বিশিষ্ট-অবৈষ্ণব মৎস্য-মাংস-লোভী কোন কোন মনুষ্য ধর্ম্মের আবরণে নানাপ্রকার কুযুক্তির অবতারণায় হিংসাবৃত্তির সমর্থন করিতে থাকিলেও উহা নীতি-বিরুদ্ধ কার্য্য। জীব আত্মবিস্মৃত হইয়া দুর্ব্বল প্রাণীর প্রতি অত্যাচার করত নীতি অতিক্রম করেন। তাহাতে সমাজের অন্যান্য সভ্যের অসুবিধা ঘটে। কৃত্রিম উপায়ে হিংসাবৃত্তি প্রশমিত হয় না। কেবল হরিসেবাপর হইলে জীব হিংসা-রহিত হইতে পারেন।

অবৈষ্ণবগণ বৈষ্ণবের প্রতি হিংসা-পরবশ হইয়া তাঁহার চরণে ভীষণ অপরাধ করিলেও পরম-উদার বৈষ্ণব ঠাকুর তাহা-দের সেই অপরাধ অম্লানবদনে ও অবোধ শিশু-জ্ঞানে ক্ষমা করিয়া থাকেন। সেকালে রামচন্দ্র খাঁ নামক ধনী বিপ্র শ্রীহরিদাস ঠাকুরের প্রতি হিংসা করিতে গিয়া বার-বনিতা-প্রেরণে ক্লেশ দিতে প্রয়াস করিয়া ছিলেন, সেকালে মহাত্মা হরিদাস ঠাকুর রামচন্দ্র খাঁর সম্বন্ধে কোন প্রতিহিংসা করেন নাই। ইহাই বৈষ্ণবের অকৃত-দ্রোহিতা। কলিপাবনাবতারী শ্রীগৌরসুন্দর এই জন্যই বলিয়াছিলেন 'তরোরপি সহিষ্ণুনা'

—তরুসম সহিষ্ণুতা বৈষ্ণব করিবে।
ভর্ৎসনা তাড়নে কাকে কিছু না বলিবে॥

শরণ লঞা করে কৃষ্ণে আত্মসমর্পণ কৃষ্ণ তারে করে তৎকালে আত্মসম॥

অগ্নি কবলে ইটালীর বৈমানিক

নিউইয়র্কে ইটালীর প্রসিদ্ধ বৈমানিক মার্কুইস ডি পিনেডো বিমানপোতে সর্ব্বাপেক্ষা দীর্ঘপথ ভ্রমণের চেষ্টায় বাগদাদ যাত্রা করিবার সময়ে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন। তাঁহার বিমা পোত ভূমিতে ২ হাজার ফিট দৌড়িবার পর হঠাৎ বন্ধুর স্থানে উপস্থিত হয়। তিনি বিমানপোত পিছনে হটাইয়া লইয়া যাইবার চেষ্টা করিলে উহা শাসনবিভাগের অট্টালিকার সমান্তরাল এক বেড়ায় ধাকা খাইয়া জ্বলিয়া উঠে। মার্কুইস ডি পিনেডো তৎক্ষণাৎ বিমানপোত হইতে লাফাইয়া পড়িবার চেষ্টা করেন; কিন্তু তৎপূর্ব্বেই অগ্নি তাঁহাকে গ্রাস করিয়া ফেলে; তাঁহার আর্ত্তনাদ শুনা গিয়াছিল। মৃতদেহ বিমানপোতের ধ্বংসস্তূপের পার্শ্বে পাওয়া যায়। উহা পুড়িয়া বিকৃত হইয়াছিল।

রাজবন্দী রমেশচন্দ্র সেন

রাজবন্দী শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র সেন বহরমপুর বন্দিশালা হইতে স্থানান্তরিত হইয়া গত ২৯শে আগষ্ট নোয়াখালি পৌছিয়াছেন। পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট তাঁহাকে তাঁহার নূতন বাসস্থান রামগতি দ্বীপে যাত্রা করার হুকুম দিয়াছেন। এই রামগতিদ্বীপ বঙ্গোপসাগরে জেলার একেবারে শেষ অংশে অবস্থিত।

ইস্পাত-শিল্প তদন্ত

দেশের ইস্পাত-শিল্প অবস্থা তদন্ত করার জন্য নিযুক্ত টেরিফ বোর্ডে একজন বে-সরকারী সদস্য নিযুক্ত করার বিষয় ভারত গবর্ণমেণ্ট বর্ত্তমানে বিবেচনা করিয়াছেন। প্রথমে বাঙ্গলা হইতে উক্ত সদস্য নিযুক্ত করার প্রস্তাব করা হইয়াছিল, কিন্তু পরিশেষে রাষ্ট্রীয় পরিষদের সদস্য মিঃ জে-এ-নটেশনকে মনোনীত করা হইয়াছে। মিঃ নটেশন শীঘ্রই বোর্ডে যোগদান করিবেন।

ইটালী ও সোভিয়েটে চুক্তি
পাঁচ বৎসরের জন্য নিরপেক্ষতা রক্ষার অঙ্গীকার

সিনর মুসোলিনী ও সোভিয়েট দূত মিঃ পটেমকিন ইটালী ও সোভিয়েটের মধ্যে নিরপেক্ষতা রক্ষা ও পরস্পর আক্রমণ না করিবার জন্য পাঁচ বৎসরের চুক্তিতে স্বাক্ষর করিয়াছেন। ইহা অল্পদিন পূর্ব্বে স্বাক্ষরিত ফ্রাঙ্কো-সোভিয়েট চুক্তির অনুরূপ; একমাত্র প্রভেদ এই যে ইহাতে আক্রমণকারীর সংজ্ঞা নির্দ্দেশ করা নাই।

চুক্তিতে উভয় পক্ষ হইতে অঙ্গীকার করা হইয়াছে যে কোনও অবস্থায়ই অস্ত্রগ্রহণ করা হইবে না। উহাতে এইরূপ বিধান করা হইয়াছে যে, চুক্তিকারীদের মধ্যে কেহ অন্য কোনও রাষ্ট্রকে আক্রমণ করিলে চুক্তি নাকচ হইবে। উহাতে আরও বলা হইয়াছে যে, উভয়পক্ষের মধ্যে অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যসম্পর্কীয় ও বাণিজ্য বৈষম্যের সম্ভাবনা দূরীভূত হইল।

চুক্তিতে উভয়পক্ষ অঙ্গীকার করিয়াছেন যে, তাঁহারা কোন পক্ষের ক্ষতিজনক কোনও রাজনৈতিক কিংবা বাণিজ্য সম্পর্কীয় চুক্তিতে যোগদান করিবেন না। যে সমস্ত সমস্যা সাধারণ রাজনৈতিক পদ্ধতিতে মীমাংসিত না হইবে, তৎসমুদয়ের মীমাংসার পদ্ধতি স্থির করা হইয়াছে।

অপরাধীদের বহিষ্কার
বোম্বাই সহরের পুলিশদিগকে অতিরিক্ত ক্ষমতা প্রদান

বোম্বাই ব্যবস্থাপক সভায় বোম্বাই সহর এবং তাহার উপকণ্ঠস্থ পুলিশকে যাহারা পুনঃ পুনঃ অপরাধে অপরাধী তাহাদিগকে বহিস্কৃত করিবার ক্ষমতা অর্পণ করিয়া এক বিল পাশ হইয়া গিয়াছে।

স্বরাষ্ট্র সচিব এই বিল উত্থাপন করিয়া বলেন, যাহারা তিনবারের অধিক দণ্ড ভোগ করিয়াছে, তাহাদের উপরই এই বিল কার্য্যকরী হইবে।

বোম্বাই সহরের সদস্যগণ এই বিলের সমর্থন করিলেও মফঃস্বলের সদস্যগণ এই আপত্তি উত্থাপন করিয়াছিলেন যে, মফঃস্বলে পুলিশের তত বন্দোবস্ত নাই; কাজেই সেখানে দুর্দ্দান্ত অপরাধীদিগকে বহিষ্কার করিয়া দেওয়া সমীচীন হইবে না।

সিলেক্ট কমিটিতে বিলটি দিবার প্রস্তাব অগ্রাহ্য হইয়া যায়।

কান্দি প্লাবিত

ময়ূরাক্ষী ও কুইয়া নদীতে বন্যা হওয়ায় সম্প্রতি বেণ্টপুর পুলিশ থানার এলাকাধীন কতকগুলি গ্রামের খুবই অনিষ্ট হইয়াছে। ঐসকল অঞ্চলের প্রায় অধিকাংশ ঘরবাড়ীই পড়িয়া গিয়াছে। শস্যের সমূহ ক্ষতি হইয়াছে।

শত শত লোক গৃহহীন হইয়াছে। জল ধীরে ধীরে কমিতেছে।

শ্বশুর কর্ত্তৃক জামাতা হত্যা

জুরীদের সর্ব্বজনসম্মত সিদ্ধান্তের সহিত একমত হইয়া অতিরিক্ত দায়রা জজ মিঃ এ-ডি-খাঁ ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৬৪ এবং ১০৯ ধারানুসারে (হত্যার উদ্দেশ্যে চুরি) পটুয়াখালির বসিরুদ্দিন মোল্লার প্রতি দশ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ দিয়াছেন।

অভিযোগের বিবরণে এই যে, উক্ত মোল্লা আবদুল জলিল নামক জনৈক বালকের সহিত তাহার তিন মাস বয়স্কা কন্যার বিবাহের কয়েক বৎসর পরে উক্ত বালকের পিতা দরিদ্র হইয়া পড়ায় বালিকার পিতা তাহার কন্যার বিবাহ বিচ্ছেদের জন্য পীড়াপীড়ি করিতে থাকে। কিন্তু বালকের পিতা ঐ প্রস্তাবে সম্মত না হওয়ায় মোল্লা বালকটিকে ফুসলাইয়া লইয়া গিয়া হত্যা করে।

মিঃ ফোর্ডের নিজের বিধান
যুক্তরাজ্যে ইস্পাত উৎপাদন হ্রাস

শিল্প কেন্দ্র হইতে প্রাপ্ত সর্ব্বশেষ সংবাদে প্রকাশ যে, ওয়েষ্টার্ণ ইউনিয়ন টেলিগ্রাফ উলওয়ার্থস ও হামবার্গ, আমেরিকা মজুরী কাজের সময়ের পরিমাণ সম্পর্কীয় বিধান মানিয়া লইয়াছে।

এইরূপ গুজব শুনা যাইতেছে যে, মিঃ হেনরি ফোর্ড নিজেই এক বিধানের প্রস্তাব করিয়াছেন। উহাতে দৈনিক নূন্যতম মজুরী ৫ ডলার এবং সপ্তাহে কাজের সময়ের পরিমাণ ৪৪ ঘণ্টা করিতে হইয়াছে। প্রকাশ যে, মিঃ রুজভেল্ট স্বীকার করিয়াছেন যে, রেলওয়েসমূহ জাতীয় সমৃদ্ধি সাধন বিভাগের অধীন না করাই শ্রেয়ঃ। এক সপ্তাহে পূর্ব্বের তুলনায় ইস্পাত উৎপাদন শতকরা ৩ ভাগ এবং মোটরচালিত যান শতকরা ৭ ভাগ হ্রাস পাইয়াছে।

শ্বেতাঙ্গ সৈনিকের মৃত্যু

দানাপুরে অবস্থিত ব্যারাকের সৈন্যদলের ক্রম্পটন নামে একজন সৈন্য গত শনিবার রাত্রি ৮ ঘটিকার অব্যবহিত পরে দানাপুরে এক্সপ্রেস হইতে ভদ্রেশ্বর ও মানকুণ্ড নামক ষ্টেশনদ্বয়ের মধ্যে পড়িয়া মারা গিয়াছে।

ঘটনার বিবরণে প্রকাশ যে, মৃত সৈন্য অপরাপর সৈন্যদের সঙ্গে দানাপুর যাইতেছিল এবং দৈবাৎ গাড়ী হইতে পড়িয়া যায়। গাড়ী চন্দননগর পৌছিলে ক্রম্পটনকে পাওয়া যায় না। তৎক্ষণাৎ রেলওয়ে কর্ত্তৃপক্ষ ও পুলিশকে উহা জানান হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে চন্দননগর হইতে হাওড়ার দিকে রেলপথে অনুসন্ধান করা হয়। হাওড়া হইতে ১৬ মাইল দূরবর্ত্তী মাইল প্রস্তরের নিকটে মৃতদেহ পাওয়া যায়।

উক্ত হতভাগ্য সৈনিকের মাথার খুলি ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল এবং পা দুটি ও দক্ষিণ বাহু দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছিল। মৃতদেহ শ্রীরামপুর শবদেহাগারে প্রেরণ করা হয়। তথায় মহকুমা হাকিম মিঃ এল-এ চ্যাপম্যান আই-সি-এস এই দুর্ঘটনা সম্পর্কে সাময়িক তদন্ত করেন এবং স্থানীয় হাসপাতালের সার্জ্জন ক্যাপ্টেন এস-কে সরকার শবব্যবচ্ছেদ পরীক্ষা করেন। মৃত দেহটিকে তৎপর উহার বন্ধুগণ একখানা লোক্যাল ট্রেণের পশ্চাতে স্পেশাল সেলুন জুড়িয়া লইয়া কলিকাতায় আনয়ন করিয়াছেন।

তারের ঠিকানা— 'শ্রীধাম' মায়াপুর
ডাকের ঠিকানা—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

দৈ নি ক

Reg No C 1514

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩৷৷৹
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র।

নদীয়াপ্রকাশ

THE
NADIA-PRAKASH

সাহায্যের হার
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৷৷৹
মাসিক ১৲
নগদ
প্রতি সংখ্যা .৫

ভারতের সর্ব্বপ্রথম বহুল-প্রচার - নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৮ম খণ্ড । সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বেদান্তবাচস্পতি [১৬৩শ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর—২৫শে ভাদ্র শনিবার ১৩৪০, ৯ই সেপ্টেম্বর ১৯৩৩

হেজাজ ও ইমেনে বিরোধ

হেজাজ ও ইমেনের মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হইয়াছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। ইমেনের সুলতান ইমাম জাহায় যদি সংযম নীতি অবলম্বন না করেন তবে উভয় পক্ষে যুদ্ধ আরম্ভ হইবে।

বিরোধের কারণ সম্পর্কে প্রকাশ যে, রাষ্ট্রের মধ্যে মিত্রতা স্থাপনের উদ্দেশ্যে হইতে হেজাজ একদল প্রতিনিধি ইমেনের রাজধানী সানীয় গমন করেন। উভয়রাষ্ট্রের সীমা নির্দ্ধারণ সমস্যার মীমাংসা করাই তাঁহাদের অভিপ্রায় ছিল। ইমান জাহায়ার অসুস্থতার জন্য কোনও কাজ হয় নাই। তিনি আরোগ্য লাভ করিয়া হঠাৎ মনোভাব পরিবর্ত্তন করেন এবং হেজাজ হইতে আগত প্রতিনিধিগণকে তাঁহাদের গবর্ণমেণ্টের সহিত সংবাদ আদান প্রদান করিতে না দিয়া কার্য্যতঃ বন্দী অবস্থায় রাখেন।

অতঃপর ইমেনের সুলতান আরবের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা সমৃদ্ধ কতকস্থান দাবী করিয়া হেজাজ গবর্ণমেণ্টের নিকট এক চিঠি প্রেরণ করেন। ঐ দাবী অগ্রাহ্য হওয়ায়, ইমেন সৈন্যগণ হেজাজের কতকস্থান অধিকার করে।

———

আয়র্লণ্ডের পুনর্ম্মিলন

এইরূপ অনুমান করা হইতেছে যে, আগামী ৮ই সেপ্টেম্বর ষ্ট্রীটে মিঃ ডি'ভ্যালেরার বিরোধী সমস্ত দলের বৈঠকের ফলে সম্মিলিত আয়র্লণ্ডদল গঠিত হইবে। উহার নীতি নিম্নলিখিতরূপ হইবে (কেন্দ্রীয় দলের অভিমত)

আয়র্লণ্ডের পুনর্ম্মিলন শাসন পদ্ধতির সর্ব্বপ্রধান বিষয় হইবে; আয়র্লণ্ড বৃটিশ সাম্রাজ্যের অংশীদার থাকিবে কিনা তাহার তাহা স্থির করিবার অধিকার থাকিবে। এবং এই অধিকার অনুযায়ী অর্থনৈতিক সুবিধা ও উহার ফলে একতার সম্ভাবনা বর্দ্ধিত হইবে বলিয়া আয়র্লণ্ডকে সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত রাখা বৃটেনের সহিত মীমাংসা করিয়া আয়র্লণ্ডের সমৃদ্ধিসাধন; আয়র্লণ্ডের সমৃদ্ধির প্রধান উপায় কৃষির উন্নতি সাধন; সরকারী ব্যয় হ্রাস; পৌর যুদ্ধের স্মৃতিসমূহ সত্বর বিলুপ্ত করা এবং ব্যক্তিগত স্বাধীনতা রক্ষা করা।

———

বন্যা

গত ১৫ই অগষ্ট কাইতোয়া মৌজার দক্ষিণ ও উত্তর সীমানায় ভাঙ্গা ও পূর্ব্বহোরা ও উহার দেড় মাইল উত্তরে বুরবুড়িয়া গ্রামের নিকটবর্ত্তী স্থানে ১৭ই আগষ্ট রত্নাবতী গ্রামে সুমতী নদীর বাঁধ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। তাহার ফলে প্রায় ১৫০টী গ্রাম জলমগ্ন হইয়াছে। চারিদিকে জল থৈ থৈ করিতেছে।

২০০ বর্গ মাইল স্থানে বন্যার জলে অধিবাসীদের মাঠের ফসলাদি একেবারে জলমগ্ন হইয়া গিয়াছে। বহু লোকের বাড়ীঘর জলমগ্ন হইয়া বাড়ীতে বাস করা দুঃসাধ্য হইয়া গিয়াছে। লোকজন ও গৃহপালিত পশুগুলির চরম দুর্দ্দশা দেখিলে কেহই স্থির থাকিতে পারে না। মাঠে ফসল নাই, ঘরে খাদ্য নাই, থাকিবার স্থান নাই। মানুষ অন্নাভাবে ও পশুগুলি খাদ্যাভাবে মরিতে বসিয়াছে। বন্যাপ্লাবিত স্থানে কেবল হাহাকার।

———

বগুড়ায় বারিপাত

বিগত ২৪ ঘণ্টায় বগুড়ায় প্রায় ৮ ইঞ্চি বারিপাত হইয়াছে। রাস্তার পার্শ্ববর্ত্তী নর্দ্দমা সকল ভাঙ্গিয়া গিয়া সহরের বহু রাস্তা প্লাবিত হইয়া গিয়াছে মিউনিসিপালিটির চেয়ারম্যানের নির্দ্দেশক্রমে কুলীরা বৃষ্টির জল বহিয়া যাইবার জন্য রাস্তা কাটিয়া দিয়াছে। গৃহ-পতনের সংবাদও পাওয়া গিয়াছে। নদীর জল দ্রুত বাড়িতেছে এবং ১৯৩১ সালের বন্যার জলের চেয়ে মাত্র ২ ফুট বাকী আছে।

জেলার মফঃস্বল হইতে অনুরূপ সংবাদ পাওয়া যাইতেছে। আমন ধান্য ভাসিয়া গিয়াছে। ধান্যক্ষেত্রসকল সীমাহীন সমুদ্রের মত প্রতীয়মান হইতেছে।

———

রহস্যময় হত্যাকাণ্ড

নোয়াখালিতে হীরালাল সুর নামক ২৫ বৎসর বয়স্ক জনৈক যুবকের রহস্যজনক মৃত্যুসংবাদ আসিয়াছে। প্রকাশ, সে কিয়ৎকাল যাবৎ রোগ ভোগ করিতেছিল। রামগতি থানার এলাকাধীন চরজাঙ্গালিয়ার ভারত চন্দ্র দাস নামক এক ব্যক্তির বাটীতে থাকিয়া সে কবিরাজী করিত। আরও প্রকাশ যে, একদিন প্রাতঃকাল হইতে তাহার কোন সন্ধান পাওয়া যাইতেছিল না। খানাতল্লাস করিবার সময় ঘাড়ের উপর কয়েকটি দায়ের আঘাতের চিহ্ন সমেত একটি নরমুণ্ড একটি চরের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায় এবং তাহার শ্বশুর উহা হীরালালের বলিয়া সনাক্ত করেন।

এই সম্পর্কে স্থানীয় দুইজন লোক গ্রেপ্তার হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ। মুণ্ডটি ডাক্তারী পরীক্ষার জন্য সদর হাসপাতালে আনা হইয়াছে।

পলায়িত নাজী নেতা

রোমের এক সংবাদে জানা যায় যে, অষ্ট্রীয়া সরকার হার হোফার এবং তাহাদের দলবলকে তাঁহাদের হাতে সমর্পণের জন্য ইটালী সরকারকে অনুরোধ করিলেও ইটালী সরকার তাহাতে সম্মত হন নাই।

হার হোফার বর্ত্তমানে ত্রেসানর নামক স্থানে আছেন। হাঁটুতে বিদ্ধ গুলীটি বাহির করিবার জন্য তাঁহার পায়ে অস্ত্রোপচার করা হইয়াছে। সম্ভবতঃ অচিরেই তিনি বিমানযোগে মিউনিক গমন করিবেন।

অষ্ট্রীয়ার অন্তর্গত টাইরলের নাৎসীনেতা হার ক্যানাস বেতারযোগে প্রদত্ত এক বক্তৃতায় বলিয়াছেন যে, অষ্ট্রীয়া সরকার নোট জাল করিতেছে। সরকারী ছাপাখানা হইতে এই সকল "নোট" বাহির হইতেছে। কিন্তু এই "নোটে"র কোন আর্থিক ভিত্তি নাই।

———

অর্ডিন্যান্সে গ্রেপ্তার

বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি বিতরণ সভায় গবর্ণরকে গুলী মারার অভিযোগে দণ্ডিতা কুমারী বীণা দাসের ভগ্নী কুমারী কল্যাণী দাস বি-এ, ডায়োসেশন কলেজ হোষ্টেলে রিভলভার প্রাপ্তি সম্পর্কে গ্রেপ্তার হইয়াছিলেন। গত সোমবার তাঁহাকে চীফ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেটের কোর্টে হাজির করা হইলে প্রমাণাভাবে তাঁহাকে মুক্তি দেওয়া হয়। তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে বেঙ্গল অর্ডিন্যান্স অনুযায়ী গ্রেপ্তার করা হয়।

কুমারী কমলা দাশগুপ্তকেও এই সম্পর্কে গ্রেপ্তার করা হইয়াছিল। তাঁহাকে মুক্তি দিয়াই বেঙ্গল অর্ডিন্যান্সে গ্রেপ্তার করা হয়।

ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

২৪শে ভাদ্র শনিবার, ১৩৪০

বিহার ও উড়িষ্যা গভর্ণমেণ্টের ১৯৩২ সালের বার্ষিক কার্য্যবিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে। এই রিপোর্টে বিহার ও উড়িষ্যা প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্ট মন্তব্য করিয়াছেন—"আলোচ্য বৎসরে বৈপ্লবিক অনুষ্ঠান ১৯৩১ সাল অপেক্ষা কম হইয়াছিল; কিন্তু বিহারের যুবক সম্প্রদায় যে বিপ্লববাদের শক্তি ক্রমশঃ আকৃষ্ট হইয়া পড়িতেছে এবং তাহারা যে বাঙ্গলা দেশের বিপ্লববাদীদের পরামর্শ ও উপদেশের অপেক্ষা না রাখিয়াই আত্মচেষ্টায় বিপ্লবান্দোলন চালাইতে প্রস্তুত তাহার প্রমাণ ক্রমশঃ অধিক মাত্রায় পাওয়া যাইতেছে।"

রিপোর্টে আরও প্রকাশ, জানুয়ারী মাসের শেষ সপ্তাহে পাটনার কয়েক মাইলের মধ্যে দুইবার গাড়ী লাইনচ্যুত করা হইয়াছে; কিন্তু সৌভাগ্যের বিষয় কোনও প্রাণহানি হয় নাই। ট্রেন ধ্বংসের চেষ্টা সম্পর্কে পুলিশ চারজন জাতীয়তাবাদীর বিরুদ্ধে অভিযোগ সপ্রমাণ করিতে সমর্থ হইয়াছে। তাহাদের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল, সরকারী সম্পত্তি বিনষ্ট করা। উক্ত চারি জনের মধ্যে দুইজন যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডে ও একজন সাত বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছে এবং একজন রাজসাক্ষী হইয়াছে।

ভাগলপুরে দুইটি বৈপ্লবিক অপরাধ অনুষ্ঠিত হইয়াছে। উহার একটি রাজনৈতিক ডাকাতি। এই ডাকাতিতে একজন লোক নিহত হয়; ডাকাতি সম্পর্কে একজন বিপ্লববাদী যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডে দণ্ডিত হয়। অপর অপরাধটি সাবর পোষ্ট অফিসে ডাকাতির চেষ্টা। এই অপরাধ সম্পর্কে তদন্ত করিয়া পুলিশ একদল লোকের সন্ধান লাভ করে; তাহারা বিভিন্ন ডাকঘরে ডাকাতির ষড়যন্ত্র করিতেছিল। পুলিশ এই দলের দুইজন নেতাকে বোমা সহ গ্রেপ্তার করে এবং একটী ষড়যন্ত্রের মামলা দায়ের হয়।

আলোচ্য বৎসরের নবেম্বর মাসে লাহোর ষড়যন্ত্র মামলার রাজসাক্ষী ফণীন্দ্র নাথ ঘোষকে দুইজন বিপ্লবী আক্রমণ করে. আঘাতের ফলে ফণীন্দ্রনাথ ঘোষের মৃত্যু হয়। ঐ মাসেই যোগেন্দ্র শুকুলের দল বলিয়া পরিচিত ৪০ জন লোককে স্বভাবদুষ্ট সম্প্রদায়ভুক্ত লোক বলিয়া ঘোষণা করা হয়।

আলোচ্য বৎসরে বাঙ্গলা দেশের বহু বিখ্যাত পলাতক বিপ্লববাদী ঝরিয়া কয়লার খনি অঞ্চলে গিয়াছিল বলিয়া প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে।

২৪ পরগণার একজন অসন্তুষ্ট কনেষ্টবল একজন দারোগাকে ও একজন বেসরকারী লোককে গুলী করিয়া হত্যা করে এবং অতঃপর আত্মহত্যা করে।

আইন অমান্য আন্দোলন সম্পর্কে রিপোর্টে বলা হইয়াছে যে, জানুয়ারী মাসের প্রথম ভাগে আইন অমান্য আন্দোলন পুনঃ প্রবর্ত্তিত হইলে কালবিলম্ব না করিয়া স্থানীয় নেতাদের বিরুদ্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বিত হয় এবং ফলে কংগ্রেস পঙ্গু হইয়া পড়ে কিন্তু তথাপি তলে তলে আন্দোলন চলে এবং নানাস্থানে হাঙ্গামা হয়।

জানুয়ারী মাসের ২৬শে তারিখে (স্বাধীনতা দিবসে) মতিহারিতে সর্ব্ব প্রথম গুরুতর হাঙ্গামা হয়। পুলিশ একটী প্যাণ্ডাল দখল করিয়াছিল। ঐ দিন তথায় একদল লোক ঐ প্যাণ্ডাল পুনরধিকার করিবার জন্য প্রবল চেষ্টা করিতে থাকিলে পুলিশ তাহাদের উপর গুলী বর্ষণ করিতে বাধ্য হয়। দুইজন দাঙ্গাকারী নিহত এবং কয়েকজন আহত হয়। অতঃপর "বিদ্বেষমূলক, মিথ্যা ও বিকৃত বিবরণ" সম্বলিত ইস্তাহার মুদ্রণ ও বিলি করিবার জন্য এক সুদৃঢ়-প্রণালী প্রতিষ্ঠান গঠিত হয় এবং সমস্ত বৎসর ধরিয়া এই প্রতিষ্ঠান অস্বাভাবিক সাফল্য সহকারে আন্দোলন চালাইতে থাকে।

সরকারী ও বেসরকারী বাড়ীতে পতাকা উত্তোলন আন্দোলনকারীদের বিশেষ প্রিয় অনুষ্ঠান ছিল। তাহাদের এই চেষ্টা নানা স্থানে গুরুতর পরিণতি লাভ করিয়াছে দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, মুঙ্গের জেলার তারাপুরে এবং মজঃফরপুর জেলার শিউহরে পুলিশ বিল্ডিংএ পতাকা উত্তোলনের চেষ্টা হইলে বন্দুকের গুলী চালাইতে হয়। সর্ব্বসাকুল্যে ১৮ জন নিহত ও ৩২ জন আহত হয়। এই দুই ঘটনায় কংগ্রেস দলে বিশেষ উত্তেজনার সঞ্চার হয়; কিন্তু উহার পর হইতেই আন্দোলন ক্রমশঃ মন্দীভূত হয় এবং নেতারা সাদাকৎ আশ্রম ও অন্যান্য আশ্রম পুনরধিকারের চেষ্টা করিলে এবং কটক ও গয়াতে সম্মেলন আহ্বানের চেষ্টা করিলে অনায়াসেই সেই সব চেষ্টা ব্যর্থ করা হয়।

আলোচ্য বৎসরে ৩২ খানা পুস্তিকা বাজেয়াপ্ত করা হয়। ভারতীয় দণ্ডবিধির ১২৪ (ক) ধারা অনুসারে চারিটী মামলায় এবং ১৫৩ (ক) ধারা অনুসারে একটি মামলায় আসামীদের শাস্তি হয়।

কলিকাতায় পূজার বাজার জমিয়া উঠিয়াছে। কাপড়ের বাজারে এখনো বিদেশী বস্ত্রের প্রভাব দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়। বিশেষতঃ জাপানী সিল্ক—ভাগলপুরী, মাদ্রাজী, কাশ্মিরী প্রভৃতি নামের আবরণে বেশ বিকাইতেছে। দেশী ও বিদেশী কলের চটকদার শাড়ী, শান্তিপুর, ফরাসডাঙ্গা, টাঙ্গাইল, ঢাকাকে একেবারেই বিলুপ্ত করিয়াছে।

দেশী মিলের কাপড়ের যথেষ্ট চাহিদা আছে। কিন্তু অতি সস্তা জাপানী চটকদার ছিটের কাছে, দেশী ছিটের জামা দাঁড়াইতে পারিতেছে না। নকল রেশমের জেল্লা দেওয়া চকচকে ঝকঝকে জামা, ফ্রক, পিরান সহজেই বাঙ্গালীর চিত্তহরণ করে। পোষাক পরিচ্ছদে বাঙ্গালীর রুচি কত বিকৃত ও হাস্যকর হইয়া উঠিয়াছে, তাহা যে কোন দোকানের কাঁচের আলমারীতে স্পষ্ট। এই রুচির পরিবর্ত্তন ব্যতীত 'স্বদেশীর' পূর্ণ প্রতিষ্ঠা সম্ভব নহে।

কলিকাতায় নারীরক্ষা সপ্তাহ লইয়া একটু চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইয়াছে। বহুলোকের এই শোচনীয় সমস্যার প্রতি দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছে। বাঙ্গলাদেশে নারীদিগকে পাশবিক লাম্পট্যের হস্ত হইতে রক্ষা করার জন্য সম্ভাব্য উপায় অবলম্বন করা উচিত এ সম্বন্ধে কোন মতদ্বৈত নাই সত্য, কিন্তু এই লজ্জা যে তীক্ষ্ণ শায়কের মত বাঙ্গালীর মর্ম্মে বিদ্ধ হইয়াছে, তাহারও কোন পরিচয় পাইতেছি না। বঙ্গীয় প্রাদেশিক হিন্দুসভা নারীরক্ষা সমিতিতে এখনো উৎসাহী কর্ম্মীরা সমবেত হন নাই, আশানুরূপ অর্থ সাহায্য পাওয়া যায় নাই।

---

৪ জন শ্রমিক নেতা ধৃত

বোম্বাই লালবাগের এক প্রতিবাদ সভায় মীরাট ষড়যন্ত্র মামলায় অন্যতম আসামী শ্রীযুক্ত সি-এস-অধিকারী ও স্থানীয় আরও চারিজন শ্রমিক নেতা গ্রেপ্তার হন। তাঁহাদিগকে ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট হাজির করা হয় এবং অনাচরণের জন্য অভিযুক্ত করা হয়। স্থানীয় একটী কলে কতখানি তাঁত চালাইবার প্রথা প্রবর্ত্তনের প্রতিবাদে ঐ সভা হয়। উক্ত কলের হাজার শ্রমিক ধর্ম্মঘটে কার্য্য ত্যাগ করিয়াছে। সভায় প্রতিদ্বন্দ্বী শ্রমিকদলের মধ্যে সংঘর্ষ হয়। ফলে পুলিশ হস্তক্ষেপ করিতে বাধ্য হয় ও গ্রেপ্তার করে ধৃত ব্যক্তিগণকে পরে জামিনে মুক্তি দেওয়া হয়।

শাসন সংস্কার প্রস্তাব ও বাঙ্গালা

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

মন্ত্রীর ক্ষমতা ও দায়িত্ব

যাঁহারা যৌথভাবে ব্যবস্থাপক সভায় আস্থা সম্ভোগ করিতে পারিবেন, তিনি সেইরূপ লোক বাছিয়া মন্ত্রী নিযুক্ত করিবেন এবং সংখ্যাল্প সম্প্রদায়সমূহের সভ্যদের অধিকার বিশেষভাবে বিবেচনা করিয়া কাজ করিবেন। যিনি সর্ব্বাপেক্ষা অধিকসংখ্যক সভ্যের নেতৃত্ব করিতে পারিবেন, তাঁহার সহিত পরামর্শ করা ও সংখ্যাল্প সম্প্রদায়ের সভ্যদিগের মধ্য হইতে যথাসম্ভব মন্ত্রীনিয়োগ এই দুইটি ব্যবস্থাই নূতন ও বিশেষ উল্লেখযোগ্য বলা যাইতে পারে।

মন্ত্রীদিগের সহিত সরকারের সম্বন্ধ

বর্ত্তমান ব্যবস্থায় মন্ত্রীরা গভর্ণরকে পরামর্শ দিয়া থাকেন। ভারত শাসন আইনে (৫২ (৩) ধারা) বলা হইয়াছে, হস্তান্তরিত বিভাগসমূহের কার্য্যে মন্ত্রীদিগের মতবিরুদ্ধ কার্য্য করিবার বিশেষ কারণ না থাকিলে গভর্ণর তাঁহাদিগের মতানুসারে কাজ করিবেন। প্রস্তাবিত ব্যবস্থা এইরূপ হইবে যে, যে সকল বিষয়ে গভর্ণরের বিশেষ দায়িত্ব নির্দ্দিষ্ট থাকিবে, তাহার কোন ব্যাপারে মন্ত্রীর পরামর্শ তাঁহার কর্ত্তব্যবিরোধী বলিয়া মনে না হইলে গভর্ণর মন্ত্রীর পরামর্শানুসারেই কাজ করিবেন। অর্থাৎ বর্ত্তমান ব্যবস্থায় গভর্ণর প্রয়োজন মনে করিলেই যে কোন বিষয়ে মন্ত্রীর মত অগ্রাহ্য করিতে পারেন; আর প্রস্তাবিত ব্যবস্থায় তিনি প্রয়োজন মনে করিলেও কেবল যে সব বিষয়ে তাঁহার বিশেষ দায়িত্ব আছে সেই সকল বিষয়ে মন্ত্রীর মত উপেক্ষা করিতে পারিবেন। মন্ত্রীর "পরামর্শ" প্রকৃতপক্ষে তাঁহার "সিদ্ধান্ত" ব্যতীত আর কিছুই নহে। গভর্ণর সম্রাটের প্রতিনিধি বলিয়াই শিষ্টাচারের হিসাবে বলা হইয়াছে তিনি গভর্ণরকে পরামর্শ দিবেন।

মন্ত্রীর সহিত ব্যবস্থাপক সভার সম্বন্ধ

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, ব্যবস্থাপক সভার অধিকাংশ সভ্য যাঁহাদিগের নেতৃত্ব স্বীকার করিতে পারে তাঁহাদিগের সহিত পরামর্শ করিয়া গভর্ণর এমন লোককে মন্ত্রী নিযুক্ত করিবেন যে, তাঁহারা ব্যবস্থাপক সভার বিশ্বাসভাজন হইবেন। বর্ত্তমান ব্যবস্থায়ও মন্ত্রীরা যৌথভাবে "হস্তান্তরিত" বিভাগ সমূহ সম্বন্ধে ব্যবস্থাপক সভার নিকট কার্য্যের জন্য দায়ী বটে, কিন্তু কার্য্যতঃ নানা প্রদেশে, বিশেষ বাঙ্গালায়, যে ভাবে কাজ হইতেছে, তাহাতে সেই দায়িত্ব সপ্রকাশ হয় নাই। সাইমন কমিশন ইহার কারণ বিশ্লেষণ করিয়া নিম্নলিখিত কারণত্রয়ের উল্লেখ করিয়াছিলেন :—

(ক্রমশঃ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক
— পারমার্থিক পত্র —
শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশ-
তনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনম্,
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং
প্রেমা পুমর্থো মহান্
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং
তত্রাদরো নঃ পরঃ॥

৮ম বর্ষ | ৫ পদ্মনাভ গৌরাব্দ ৪৪৭, ২৪শে ভাদ্র বঙ্গাব্দ ১৩৪০, ৯ই সেপ্টেম্বর ইং ১৯৩৩, শনিবার | ৬৩তম সংখ্যা

শ্রীধামে শ্রীল প্রভুপাদ

বর্ত্তমান গৌড়ীয়-বৈষ্ণব বিশ্বের আচার্য্য-মুকুটমৌলি প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর মহামহোপদেশক পণ্ডিতপ্রবর শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যা-ভূষণ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিবিলাস গভস্তি-নেমি মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি মহারাজ, মহোপদেশক শ্রীপাদ অতুল-চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী ভক্তিসারঙ্গ, আচার্য্য শ্রীপাদ পরমানন্দ বিদ্যারত্ন ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীপাদ বিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী কৃতিরত্ন, শ্রীযুক্ত পঞ্চানন চট্টোপাধ্যায়, শ্রীপাদ সজ্জনা-নন্দ ব্রহ্মচারী প্রমুখ স্বীয় শিষ্যগণসহ সুরধুনী-বক্ষে শ্রীগৌড়ীয়মঠের মোটর-লঞ্চ 'সুরধুনী'তে সংকীর্ত্তন করিতে করিতে গত ২১শে ভাদ্র ৬ই সেপ্টেম্বর অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকার সময় শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠে শুভ পদার্পণ করিয়াছেন।

পাঠকগণ অবগত আছেন, কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠের বার্ষিক মহামহোৎসব শেষ হইয়াছে গত ১৯শে ভাদ্র সোমবার পূর্ণিমা তিথিতে। এই ভাদ্র পৌর্ণমাসীতেই অভিন্ন ব্রজেন্দ্র-নন্দন শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের অগ্রজ শ্রীল বিশ্বরূপ প্রভু সন্ন্যাস-গ্রহণ-লীলা প্রকাশ করিয়াছিলেন শ্রীবিশ্বরূপ-মহোৎসবই শ্রীশ্রীগৌড়ীয়মঠের মহামহোৎসবের শেষ উৎসব। সোমবার উৎসব সুচারুরূপে সম্পন্ন হইলে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ শ্রীধাম মায়াপুরের ভক্তবৃন্দের ঐকান্তিক আগ্রহে তৎপর দিবস অর্থাৎ ২০শে ভাদ্র, ৫ই সেপ্টেম্বর মঙ্গলবার অপরাহ্ণ ৫ ঘটিকার সময় কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে ভক্তগণসহ শুভযাত্রা করেন। মঠরক্ষক মহামহোপদেশক আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ প্রভুও শ্রীল প্রভুপাদের সহিত রওনা হইয়াছিলেন; কিন্তু বিশেষ প্রয়োজনবশতঃ নৈহাটীতে লঞ্চ হইতে অবতরণ করিয়া কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করেন। এই স্থানে আচার্য্য শ্রীপাদ পরমানন্দ বিদ্যারত্ন ও শ্রীযুক্ত পঞ্চানন চট্টোপাধ্যায় মহাশয়দ্বয় লঞ্চে শ্রীল প্রভুপাদের পাদপদ্মে উপস্থিত হন।

সঙ্কীর্ত্তন সাম্রাজ্যের একচ্ছত্র সম্রাট্ শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের দিগ্বিজয়ার্থ প্রেরিত অদ্বিতীয় সেনাপতি শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ যেস্থানে বিরাজ করেন, সেই স্থানই সঙ্কীর্ত্তনবন্যায় প্লাবিত হয়; সৌভাগ্যশালী শ্রোতা ও দর্শকমাত্রই তাহা দর্শনের অধিকার লাভ করিয়াছেন। 'সুরধুনী' যখন আচার্য্যচরণ বক্ষে ধারণ করিয়া বাগবাজার ঘাট হইতে নঙ্গর উত্তোলনপূর্ব্বক সুরধুনী-বক্ষে নৃত্য করিতে করিতে শ্রীধাম-অভিমুখে যাত্রা করিল তখন সঙ্কীর্ত্তন-সেনাপতির আনুগত্যে শুদ্ধ-ভক্তগণ শুদ্ধ গৌরবিহিত কীর্ত্তনে সুরধুনী-বক্ষ মুখরিত করিতে লাগিলেন। 'সুরধুনী' আজ ধন্যাতিধন্যা। পতিতপাবনী সুরধুনীর স্পর্শে 'সুরধুনী' ধন্যা, তৎফলে আচার্য্যচরণ বক্ষে ধারণ করিয়া ধন্যাতিধন্যা। সুরধুনীর তরঙ্গ ও 'সুরধুনী'র বক্ষঃস্থ সংকীর্ত্তনতরঙ্গ একত্র মহামিলনে শুদ্ধভক্তগণের হৃদয়-সুরধুনীতে যে আনন্দ-তরঙ্গের উদয় করাইল তাহা অনির্ব্বচনীয়। এই প্রকার আনন্দতরঙ্গে ৮ ঘণ্টাকাল নৃত্য করিয়া রাত্রি ১ ঘটিকার সময় 'সুরধুনী' নৈহাটীতে উপস্থিত হইল। এই স্থানে বৈষ্ণবগণ কিছুকাল বিশ্রাম করেন, তৎপর পুনরায় ভোর ৫টা হইতে 'সুরধুনী' সঙ্কীর্ত্তনের সহিত চলিতে আরম্ভ করেন। সুরধুনীবক্ষে 'সুরধুনী'র কীর্ত্তন-মুখরিত নৃত্য-দর্শনে সকলেই আনন্দিত হইয়া সতৃষ্ণনয়নে দৃষ্টিপাত করিতে থাকেন। অনন্তর শ্রীগুরু-বৈষ্ণববাহী সুরধুনী শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীচৈতন্য-মঠস্থ ভক্তিবিজয়-ভবনে উপস্থিত হইলে শ্রীমায়াপুর ষ্টেটের অন্যতম ম্যানেজার শ্রীযুক্ত মহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্ত্যালোক প্রভু শ্রীল প্রভুপাদের গলদেশে সুগন্ধি পুষ্পমালিকা প্রদান করেন। অতঃপর মঠবাসী ভক্তবৃন্দ সোল্লাসে গুরুগৌরাঙ্গের জয়ধ্বনি-সহকারে শ্রীগুরুপাদপদ্ম ও তদীয়গণের বন্দনাদি করেন।

সাময়িক প্রসঙ্গ

গত ১৫ই ভাদ্র বৃহস্পতিবার পার্শ্বৈকা-দশীতে শ্রীহরিবাসরে শ্রীশ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত সেবকসমিতির সাপ্তাহিক অধিবেশনে শ্রীশ্রী-গুরুগৌরাঙ্গ-বন্দনা-স্তোত্র পাঠ ও পঞ্চতত্ত্ব-নাম-কীর্ত্তনের পর পূর্ব্বসপ্তাহের আবৃত্তিসহ শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ আরম্ভ হয়।

ছল-রাজরূপধারী দর্পিত দৈত্যগণের অসংখ্য সেনার গুরুভারে আক্রান্তা হইয়া ধরণীদেবী ব্রহ্মার শরণাপন্না হইলেন। কাতরা পৃথ্বী গো-রূপ ধারণ পূর্ব্বক করুণস্বরে ক্রন্দন করিতে করিতে অশ্রুসিক্ত-বদনে ব্রহ্মার সমীপে উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহাকে স্বীয় দুর্ভাগ্যের কথা নিবেদন করিলেন।

অতঃপর ব্রহ্মা ধরিত্রীর ক্লেশ-বিবরণ শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে লইয়া ত্রিলোচন ও অন্যান্য দেবগণের সহিত ক্ষীরসাগরের তীরে গমন করিলেন। তাঁহারা সেই স্থানে ধীরচিত্তে বিঘ্নবিনাশন বাঞ্ছাকল্পতরু ক্ষীরোদকশায়ী পুরুষাবতারের উপাসনা করিলেন।

ব্রহ্মা সমাধি মধ্যে সমুচ্চারিতা আকাশ-বাণী শ্রবণ করিয়া দেবতাগণকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন—"অমরগণ! তোমরা আমার নিকট হইতে ক্ষীরোদশায়ী মহাপুরুষের বাণী শ্রবণ কর এবং অনতি-বিলম্বেই তদনুষ্ঠানে যত্নবান্ হও। আমাদের নিবেদন করিবার পূর্ব্বেই ভগবান্ ধরণীর দুঃখ জানিতে পারিয়াছেন। সেই নিখিলেশ্বর-পাদ স্বীয় কালনামক শক্তি বিশেষের দ্বারা যতদিন ধরার ভার হরণ করিবেন অর্থাৎ ভূভার-হরণার্থে ধরণীতে প্রকটিত থাকিবেন তাবৎকাল তোমরা ভগবদংশভূত পার্ষদ উদ্ধব সাত্যকি প্রভৃতির সহিত যদুদিগের (পাণ্ডবদিগেরও) পুত্র পৌত্রাদিরূপে আবির্ভূত হইয়া তাঁহার নিকট অবস্থান করিবে।

স্বয়ং ভগবান যখন অবতীর্ণ হন তখন তাঁহার সমস্ত শক্তি, সমস্ত পার্ষদ, সমস্ত ভক্ত, সমগ্র ঐশ্বর্য্য, তদীয় নাম, ধাম ও কালসহ অবতীর্ণ হইয়া লীলা-বিলাস করিয়া থাকেন। ভূভার-হরণ, অসুর-সংহার, অধর্ম্মবিনাশ ধর্ম্মসংস্থাপন প্রভৃতি কার্য্য আনুষঙ্গিকভাবে হইয়া থাকে মাত্র।

শ্রীসনাতন-গৌড়ীয়মঠে উৎসব

গত রাধাষ্টমী দিবস শ্রীসনাতন গৌড়ীয় মঠে মঙ্গলারাত্রিক সমাপনান্তে উদ্দণ্ড কীর্ত্তন, শ্রীরাধামহিমা পাঠ, ভোগরাগ ও আরাত্রি-কান্তে বহু ব্যক্তিকে ভগবৎ-প্রসাদ বিতরণ করা হইয়াছিল। পণ্ডিত শ্রীপাদ সর্ব্বেশ্বরানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে শ্রীরাধাতত্ত্ব পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

৫ পদ্মনাভ অব্দ ক্ষীরোদশায়ী

গর্ভস্তোত্র

পঞ্চদশ শ্লোক

মৎস্যাশ্বকচ্ছপনৃসিংহবরাহহংস-
রাজন্যবিপ্রবিবুধেষু কৃতাবতারঃ।
ত্বং পাসি নস্ত্রিভুবনঞ্চ যথাধুনেশ
ভারং ভুবো হর যদূত্তম বন্দনং তে॥

হে ঈশ! তুমি পূর্ব্বে মৎস্য, অশ্ব, কচ্ছপ, নৃসিংহ, হংস, ক্ষত্রিয়, বিপ্র, দেব—এই সকল অবতার গ্রহণ করিয়া আমাদিগকে এবং ত্রিভুবনকে যদ্রূপ পালন করিয়াছ, এক্ষণেও তদ্রূপ পালন কর। অধিকন্তু এই ভূমিভার হরণ কর। হে যদূত্তম! তোমাকে বন্দনা করি।

বিষ্ণুর অবতার

আত্মারাম অবতারের ব্যাখ্যায় ভগবানের অসংখ্য অবতারের বর্ণনা পূর্ব্বেই করা হইয়াছে। কিন্তু ঐসমুদয় অবতার তিনভাগে বিভক্ত হয়। রাজসিক ও তামসিক অবতারের বিষয় এস্থলে বক্তব্য নহে, যেহেতু ঐসকল অবতারের কোন প্রকার উপাসনা কর্ত্তব্য নহে। সত্ত্বগুণের যে অবতার, তাহাই সাধুগণকর্ত্তৃক সর্ব্বকালে বিচার্য্য। এজন্য মৎস্য প্রভৃতি অবতারের উল্লেখ এস্থলে করিয়াছেন। সত্ত্বনিধি সর্ব্বকালে এবং সর্ব্বাবস্থায় জীবের নিকট অবতাররূপে প্রত্যক্ষ হন।

জীবের ও অবতারের শ্রেণী বিভাগ

চৈতন্যবিশিষ্ট জীবের কীট হইতে সাধু মানবদেহ পর্য্যন্ত বহুবিধ অবস্থা। এই অবস্থা নানাবিধ হইলেও বিজ্ঞানশাস্ত্রের দ্বারা কতকগুলি লক্ষণানুসারে পণ্ডিতেরা শ্রেণীবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। জলকীটের মধ্যে অনেকগুলি নির্দ্দণ্ডী এবং কতকগুলি বক্রদণ্ডী; বিমানচর ও ভূচর জীবের মধ্যে অনেকগুলি মেরুদণ্ডী; এই প্রকার বহুবিধ লক্ষণের দ্বারা মৎস্য, কচ্ছপ, বরাহ প্রভৃতি অবস্থায় শ্রেণী প্রকাশক হয়। পুনরায় ক্ষুদ্রাকার হইতে বৃহদাকার মানব ও অসভ্য হইতে সুসভ্য মানব—এই প্রকারে অনেক প্রকার শ্রেণীবিভাগ হইয়াছে। জীবের সমস্ত অবস্থাতেই মঙ্গলস্বরূপ সত্ত্বনিধি বিশ্বব্যাপী বিষ্ণু জীবের সহচর। অতএব জীবের যত প্রকার শ্রেণী-বিভক্ত অবস্থা, বিষ্ণুর তত প্রকার আবির্ভাব—অবতার স্বীকার করা যায়। শ্রেণী বিভাগ-প্রণালীও ভিন্ন ভিন্ন। কেহ বা জীবের নির্দ্দণ্ডী অবস্থা হইতে শ্রেণী বিভাগ করিতে করিতে মৎস্যাবতার হইতে অবতারের ব্যাখ্যা করেন, কেহ বা মানবের আদিম অবস্থা হইতে বিচার করিয়া ঋষভদেব হইতে অবতারের আরম্ভ দৃষ্টি করেন। বিষ্ণু সর্ব্বকালেই পালনকর্ত্তা। জীবের যে অবস্থাতেই স্থিতি হয়, ঐ অবস্থার ভাবানুযায়ী ঈশ্বরভাব উদিত হইয়া পালন করেন। অবস্থা-বিচারই এই সকল তটস্থ অবতারের একমাত্র কারণ। মৎস্যাবতার হইতে শ্রীরামচন্দ্রের আবির্ভাব পর্য্যন্ত তটস্থাবতার বলিয়া স্বীকার করা যায়।

কৃষ্ণকে যদূত্তম বলিবার কারণ

শ্রীকৃষ্ণাবতার তটস্থ নহেন, স্বরূপতত্ত্ব। মানবের সমুদয় বিচার সিদ্ধান্ত হইলে আত্মপ্রত্যয়ে কৃষ্ণতত্ত্ব প্রকাশ পায়। কৃষ্ণতত্ত্ব বিচারের দ্বারা ও বহুদর্শিতার দ্বারা উদ্ভাবিত হয়, এমন নহে। এই তত্ত্ব জীবের চিরসঙ্গী কিন্তু জীব যতদিবস মূর্খতাবশতঃ আত্মপ্রত্যয়বৃত্তি স্বীকার না করে, ততদিবস কৃষ্ণতত্ত্ব অপ্রকাশিত থাকেন। সাত্বতবংশেই এই পরম-তত্ত্বের আবির্ভাব হয়। এই জন্য দেবগণ 'যদূত্তম' বলিয়া ভগবান্‌কে সম্বোধন করিলেন। সাত্বতগণই সার, যেহেতু তাঁহারা কুতর্কের দ্বারা আত্মপ্রত্যয়কে অস্বীকার করেন না।

কৃষ্ণের বিশেষ মাহাত্ম্য

জীবের নির্দ্দণ্ডাবস্থায় মৎস্যাবতার, বক্রদণ্ডাবস্থায় কচ্ছপাবতার ও মেরুদণ্ডাবস্থায় বরাহ অবতার বলা যায়। ঐ মেরুদণ্ডের দণ্ডায়মান অবস্থায় প্রথমে নৃসিংহ, পরে বামন, পরে পরশুরাম, পরে রামচন্দ্র, অবশেষে জ্ঞানের পূর্ণাবস্থায় পরব্যোমস্থিত দেবদেব নারায়ণ—এসমুদয় অবতার দৃষ্ট হয়। ইহাতে জীবের ক্রমশঃ উন্নতিই বিচারিত হইতে পারে। কিন্তু সাত্বতকুল যখন যুক্তির হস্ত হইতে বিচারকে উদ্ধার করত কেবলানুভবানন্দে নিযুক্ত করেন, তখন স্বরূপতত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব হয়। পূর্ব্ব পূর্ব্ব সমুদয় অবতার স্বীকার করত ভগবান্ জীবকে উন্নত ও পালন করিয়া থাকেন। কিন্তু ঐ সমস্ত অবতারের গৌণ-কার্য্যে যদিও ভারহরণ দেখিতে পাওয়া যায় তথাপি মায়াগুণগ্রহণে জীবের গলগ্রহরূপ ভার শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত কোন অবতারেই সাক্ষাৎ অপনীত হয় না। ইহাই কৃষ্ণের বিশেষ মাহাত্ম্য।

সকল প্রকার বিচারেই শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব সর্ব্বশ্রেষ্ঠ

মানবের আদিম অবস্থানুসারে যাঁহারা অবতার-প্রণালী বিচার করিয়াছেন, তাঁহারা ঋষভদেব হইতে আরম্ভ করেন। পৃথু-অবতারে মানবেরা কৃষিকর্ম্ম শিক্ষা করিয়াছিল; এই প্রকার চব্বিশ অবস্থায় চব্বিশটী অবতারও দৃষ্ট হয়; ক্রমে ক্রমে অবতারদিগের দ্বারা জীবের উৎকর্ষতাই দৃষ্ট হয়। নারদাবতারে ভক্তিমার্গ-সংস্থাপন ও ব্যাসাবতারে সমস্ত জ্ঞানের পরম-আধার যে শ্রীমদ্ভাগবত তাহা প্রকাশিত হন। এ প্রণালী-ক্রমেও কৃষ্ণতত্ত্ব সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

জ্ঞানহীন কেবলা ভক্তি

ফলতঃ সমস্ত উন্নতি ও জ্ঞানের ফলই শ্রীকৃষ্ণ-তত্ত্ব। ইহাই জীবের শেষ প্রাপ্য। শ্রবণই জ্ঞানের সংগ্রহ, কীর্ত্তন জ্ঞানের ব্যাখ্যা, বিষ্ণু-স্মরণই ধারণা, অর্চ্চনই পূজা ও প্রতিষ্ঠা এবং বন্দনই জীবের চরম কার্য্য। বন্দনার সহিত জ্ঞানের সমাধি হয়। বন্দনার পর দাস্য ও সখ্য, তৎপর বাৎসল্য ও মধুররূপ দ্বিবিধ আত্মনিবেদন। অতএব দাস্য, সখ্য ও আত্মনিবেদনই জ্ঞানশূন্য ভক্তিবাচ্য। দেবতারা এই জ্ঞানগর্ভস্তবে কেবল বন্দনা পর্য্যন্ত অধিকার দৃষ্টি করিলেন। জ্ঞানহীন যে ভক্তি, তাহার ব্যাখ্যা করিবার যোগ্য স্থল বোধ করিলেন, অতএব দেবগণ বলিলেন—"হে যদূত্তম, আমরা তোমাকে বন্দনা করি।"

ব্রজের উজ্জ্বল রসচতুষ্টয়

ব্রজের রস-চতুষ্টয় প্রথম শ্লোকে প্রপত্তি স্বীকার করায় যে দাস্য প্রকাশ করিয়াছিলেন তাহা উপাসনারূপ দাস্য নহে; কেবলানুভবানন্দরূপ স্বরূপতত্ত্বের ব্যাখ্যা ও সংস্থাপনরূপ যে কৃষ্ণদাস্য, তাহাই প্রথম শ্লোকের প্রপত্তির অর্থ। দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর এই চারিটী রস ব্রজলীলাতে পূর্ণরূপে অবস্থান করে।

প্রকাশকের নিবেদন

শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরকৃত এই টীকা পাঠ করিয়া ইহার মর্ম্ম যে ব্যক্তি হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হন, তাঁহার সম্বন্ধজ্ঞানের উদয় হয় এবং মায়াভাব উচ্ছিন্ন হইয়া যায়। অতএব বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রকাশিকাস্বরূপ এই টীকা সকল লোক পাঠ করিয়া অমৃতত্ব লাভ করুন এবং আমাকে আশীর্ব্বাদ করুন, যেন বৈষ্ণবগণের শ্রীচরণ-ধূলি মস্তকে ধারণ করিয়া কৃতার্থ হইতে পারি।

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতা

বিষয়—শ্রীশ্রীরাধাষ্টমী

স্থান—শ্রীগৌড়ীয়মঠের সারস্বত-নাট্যমন্দির
তারিখ—১২ ভাদ্র, ইং ২৮।৮।৩৩, সোমবার।

কার্য্যানুশীলনের প্রয়োজনীয়তা

অতি-স্তুতিমূলে কতকগুলি কথা শোনা বড়ই কষ্টের কথা। আমরা শুনেছি যে, আশ্রয়জাতীয় ভগবত্তার আশ্রয়ে বিষয়জাতীয় ভগবত্তার কথা বুঝতে পারা যায়। শ্রীকৃষ্ণধামে কদম্বের বৃক্ষ, যমুনার বালুকা, গোধন, বেত্র প্রভৃতি জিনিষসমূহ শ্রীকৃষ্ণের দর্শন-স্পর্শনাদিতে তাঁহার সেবার উপকরণরূপে ব্যবহৃত হচ্ছে, অর্থাৎ তাহাদের দ্বারা ভগবানের প্রীতির উদয় হচ্ছে, তাই তাহাদের সার্থকতা। যামুন-সৈকতলাভ আমাদের দুর্লভ পদার্থ; তথাপি উচ্চাভিলাষী হ'য়ে আমরা, যে বস্তু ভগবানের সেবা কর[…] সেই বস্তুর আলোচনায় প্রবৃত্ত হই। সে[…] আলোচনা-প্রভাবে তাঁ'র সেবা করতে কর[…] অনুশীলন-জন্য সেবা-প্রবৃত্তি উন্নতি লা[…] করে।

অপ্রাকৃত শান্তরসের জন্য লৌল্য

তারপর মনে হয় এগুলি যে-রকম সে[…] ক'রতে প্রস্তুত, তা'তে অচেতন হ'য়ে না গে[…] বা চেতনকে সঙ্কোচ করতে না পার[…] তাঁ'দের অনুগত হ'য়ে সেবা করতে [...] পারলে সেবা হয় না। অবশ্য ভক্তহৃদয়ে[…] আকাঙ্ক্ষা—শ্রীরাধাগোবিন্দ যে-কাননে, পূর্ণকুটীরে বা যে-কুঞ্জে থাকেন সেইস্থা[…] মার্জ্জনী হয়ে সেখানকার ধূলি কঙ্কর [...] করবার জন্য নিযুক্ত থাকি। সোজাসুজি ঝাঁ[…] —অচেতন পদার্থ হ'য়ে যাওয়াটা বা[…] নীয় নয়; প্রতিকূল-বিচার না ক'[…] প্রতিকূল-বিচার বর্জ্জন ক'রে এমন[…] অচেতন বস্তু হ'বার জন্যে আমা[…] আকাঙ্ক্ষা। সেই প্রেম-বিরোধী বস্তু[…] অপসারিত করার জন্য অচেতন বস্তু আম[…] হ'য়ে যাই, ঝাঁটা হ'তে পারবো—এ সু[…] উচ্চাকাঙ্ক্ষা আমাদের হয়।

অপ্রাকৃত দাস্যরসের জন্য প্রার্থনা

আবার কোন সময় মনে হয়, [...] ঝাঁটাকে যাঁ'রা চালনা করেন [...] ভৃত্যের সহকারী হ'য়ে তাঁ'র সেবায় [...] করি; আবার মনে হয়, যে গরুগুলি কৃষ্ণ চরান্ সেই গরুগুলির, তাদের গোষ্ঠে[…] গোয়ালের, তাদের মলমূত্র পরিষ্কা[…] অধিকার হউক, দোহনকার্য্যদ্বারা যে [...] পাওয়া যায়, তা' দিয়া ভগবানের সেবা হউ[…] এই বিচার অনেক সময় হৃদয়ে উদিত হ[…] এমন সৌভাগ্যবান্ কি আমরা হব যো[…] নন্দের বাড়ীতে গোষ্ঠ, গোয়াল, দু[…] দোহন প্রভৃতি কার্য্যে নিযুক্ত হব?

নন্দের গোয়ালের তাৎপর্য্য

'গো'-শব্দে বিদ্যা, যে-বিদ্যা আলোকি[…] করে অর্থাৎ সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ-[…] লাভ করায়। এ গোয়ালবাড়ী সাধা[…] ভোগ্য গোয়ালবাড়ী নয়, কৃষ্ণভোগ্য গো[…] বাড়ীর ঝাঁটা হ'বার সৌভাগ্য কবে হ'[…] এরূপ বিচার উপস্থিত হ'লে মুক্ত হ[…] যা'ব

অপ্রাকৃত সখ্যরসের বিচার

মুক্তি-লক্ষণে পাচ্ছি এই জগতে [...] উন্নত হ'তে চাই, তবে উন্নত হও[…] আকাঙ্ক্ষা হয়; আবার মনে হয়, যে কৃ[…] গরুগুলিকে চরাতে নিয়ে যাচ্ছে, [...] রাখালের কার্য্যে সহায়তা করি। "সা[…] হৃদয়ং মহ্যং সাধূনাং হৃদয়ন্ত্বহম্। মদ[…] ন জানন্তি নাহং তেভ্যো মনাগপি" অর্থাৎ সাধুগণ ভগবানের হৃদয়। ভগবদ্ভ[…] সেবা করা বিচারটা যদি আমাদের উপ[…] হয়, যাঁরা ভগবানের সেবা করেন তাঁ[…]

সেবা করার অবস্থা হ'লে, ভগবানের সহিত বন্ধুত্ব স্থাপিত হয়—ভগবানের সেবা বুঝতে পারা যায়। ভগবান্ নিত্যবস্তু, চেতনময়বস্তু, তিনি জড়-শরীরধারী নহেন। মনোধর্ম্মে গঠিত বা স্থূলশরীর-বিশিষ্ট আমাদের মত নন্। তাঁ'র বন্ধুর মত হ'বার বিচার উপস্থিত হ'লে, ভগবানের কার্য্যে অর্থাৎ গরুগুলিকে গোষ্ঠে নিয়ে যাওয়া, তা'দিগকে চরান, ফিরিয়ে আনা, আবার প্রদোষ-সময়ে তাঁর বৈঠকখানায় ব'সে ভগবদ্ভক্তের আলোচনা করবার ইচ্ছা হয়। ভক্তের আনন্দ-বিধান করা ছাড়া ভগবানের আর অন্য কাজ নাই, আবার সেই ভক্তের সেবা করাই আমাদের কাজ।

বাৎসল্যরসের বিচার

বাস্তব-বস্তু পেতে হ'লে, ভক্তসেবায় নিযুক্ত হ'তে পারলে, ভগবানের সেবায় যোগ্যতা হয়। আবার বাড়ী ফিরে এলে মাতাপিতা যে প্রকার পুত্রের শুভাকাঙ্ক্ষা করেন, যেখানে সেই পুত্রটী ভগবদ্বস্তু, তাঁ'কে বৎসল-রসে সেবা করবার প্রবৃত্তি হয়। নন্দ-যশোদা যে-প্রকার তাঁ'দের নন্দনের সেবা করেন, সেই প্রকার তাঁদের অনুগমনে সেবা করবার প্রবৃত্তি আমাদের হোক্। শ্রীগৌরসুন্দরের গুরুর গুরু শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরী এইরূপ ধরণের বিচার ক'রেছেন—"শ্রুতিমপরে স্মৃতিমিতরে ভারতমন্যে ভজন্তু ভবভীতাঃ। অহমিহ নন্দং বন্দে যস্যালিন্দে পরং ব্রহ্ম॥" আমি নন্দের বন্দনা করি। পুঁথি-পত্র পড়ে, বেদ পড়ে ভবভীত ব্যক্তিগণ যে প্রকার বেদ আলোচনা করেন, সে-প্রবৃত্তি আমার নাই, বেদকে (Standard) আদর্শ বুদ্ধি করা আমার প্রবৃত্তি নয়। স্মৃতি, পঞ্চরাত্র, পুরাণের সাধারণ আইন কানুন্গুলোকে ইহ জগতের প্রয়োজনীয় ক'রে পরজগতের জন্য স্মরণমূলক ক'রে রাখা হয়। ভোগী যিনি, যাঁ'র ভোগ থামে না, তাঁ'র সেগুলো আলোচনীয় হ'তে পারে। ভারত,মহাভারতে ঐতিহ্য বর্ণিত হচ্ছে, কি ক'রে সাংসারিক ক্লেশ হ'তে মুক্ত হ'তে পারা যায়। আমি কিন্তু 'নন্দং বন্দে'।

বাস্তবিক পারদর্শী (adept) তিনিই যিনি ভগবান্কে পুত্ররূপে প্রাপ্ত হ'য়ে তাঁর প্রাকট্যকাল হ'তে পুত্রের সর্ব্বস্বাচ্ছন্দ্য যে সেবা, সেই নিত্যসেবার সেবকসূত্রে পিতৃত্ব মাতৃত্ব নিত্যধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত হ'য়ে বৎসল-রসে বালকৃষ্ণের সেবা ক'রে থাকেন। তদ্দধিকারে নিত্য প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিকে আদর্শ-জ্ঞানে আমি তাঁহার অনুসরণ করি।

মধুর-রসে আশ্রয়গণের সেবা

আর একটী শ্লোক আমরা পাই—

আহুশ্চ তে নলিননাভ পদারবিন্দং
যোগেশ্বরৈর্হৃদি বিচিন্ত্যমগাধবোধৈঃ।
সংসার-কূপপতিতোত্তরণাবলম্বং
গেহংজুষামপি মনস্যুদিয়াৎ সদা নঃ॥"

সূর্য্যোপরাগে কুরুক্ষেত্রে বহুলোক এসে উপস্থিত হ'ন। সেই সময় দ্বারকেশ ওখানে আস্বেন জেনে সেখানে শান্তরস ব্যতীত দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর-রসের অধিকারী মথুরাবাসী ও ব্রজবাসী সব গিয়ে পৌছেছিলেন। বহুদিন ভগবানের সঙ্গে দেখা হয় নাই, তাই বিপ্রলম্ভভাবে বিভাবিত হয়ে, বিপ্রলম্ভের পুষ্টি সাধনার্থ তাঁরা কুরুক্ষেত্রে উপস্থিত হ'য়েছেন। মধুর-রসের অর্থাৎ কান্তভাবে যাঁ'রা ভজনপ্রয়াসী তাঁ'রা 'আহুশ্চ তে' ঐ শ্লোকটা বল্ছেন। গোপীগণ বিশুদ্ধ-কৃষ্ণসেবা-পরা, তাঁ'রা কৃষ্ণের ঐশ্বর্য্য-বিমুগ্ধ হ'য়ে সেবাপরা নহেন। সুতরাং কুরুক্ষেত্রের হাতী, ঘোড়া ও রাজ-বেশে তাঁ'দের রুচি নাই। তাঁ'রা ব্রজেন্দ্র-নন্দনকে বৃন্দাবনে রাখিয়া তাঁহার প্রীতি-সাধনেই সুখ লাভ করেন।

ব্রহ্মাণ্ড, বিরজা, ব্রহ্মলোক ও পরব্যোমের পরিচয়

জগতে দুই শ্রেণীর লোক আছে—আসক্ত ও বিরক্ত। আসক্ত যাঁ'রা তাঁ'রা সংসার-সুখের জন্য ব্যস্ত; বিরক্তগণ সংসার সুখ পরিত্যাগ ক'রে ত্যাগী হ'তে চাচ্ছেন। সুখকামী লোকের জন্য জগৎ। অপর শ্রেণীর ব্যক্তিগণের জন্য বিরজা-নদী—যেখানে সমস্ত গুণত্রয় পরিলক্ষিত হয় না, জন্ম-স্থিতি-ভঙ্গ অবস্থাত্রয় যেখানে ধুয়ে যায়; ইহাকে কারণার্ণবও বলা হয়। ব্রহ্মাণ্ড অর্থাৎ—সপ্ত ঊর্দ্ধ লোক এবং সপ্ত অধঃ লোক এই চতুর্দ্দশ ভুবন। ব্রহ্মাণ্ড অর্থাৎ অণ্ডের অভ্যন্তরে যাহা সৃষ্ট হয়—আগে ছিল না, পরে সৃষ্ট হয়,এই চিন্তার মধ্যে জগৎ—যাহা মানব চিন্তা করতে পারে। পার্শ্বে বিরজা-নদী গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থা। তারপর ব্রহ্মলোক—নির্ব্বিশেষ, সাকাররহিত জড়ধর্ম্ম-রহিত, চেতনাভাস, আলোকপূর্ণ, অথচ কোন জিনিসের সত্তা সেখানে নাই। এখানে বৃত্তিসমূহ সম্পূর্ণ নিবৃত্ত হ'য়েছে। বৃত্তি তিন প্রকার—জ্ঞান, ইচ্ছা ও আনন্দ-লাভের বৃত্তি। মনোধর্ম্মের মধ্যে তিন প্রকার বৃত্তি চেতনধর্ম্ম-বিশিষ্ট ব্যক্তিদিগের মধ্যে প্রচারিত আছে। অচেতন রাজ্যে চেতনের বৃত্তি বাধাপ্রাপ্ত হ'চ্ছে, চেতনের বিকাশ দিতে পারে না। প্রকাশ-মান অবস্থাটা অপ্রকাশিত অথচ প্রকাশিত, এপ্রকার ব্রহ্মধাম। ইহার পরে পরব্যোম-ধাম, সেখানে বস্তুর সন্ধান পাই। সেখানে বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধ চতুর্ব্যূহ-তত্ত্বের সন্ধান পাওয়া যায়। অপরোক্ষ-ভূমিকা—ইন্দ্রিয়-জ্ঞান সেখানে ক্রিয়া করে না—সেখানে অনিত্যতা, অচেতন পদার্থ কিছু নিয়ে যেতে পারা যায় না আনন্দের বাধা সেখানে দেওয়া যায় না—অভাব ব'লে সেখানে কোন জিনিষ নাই—সেটা স্বভাবের রাজ্য—অভাবের রাজ্য সেটা নয়। একে বৈকুণ্ঠ-ধামও বলে।

প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত-রসে প্রভেদ

আত্মার নিত্যধর্ম্ম যে-সেবা, সেটা এখানে বাধাপ্রাপ্ত হ'চ্ছে; সেজন্য জ্ঞান-পিপাসা আমাদের ব্যস্ত ক'রে তুল্ছে। দোষী হ'বার জন্যে আমরা এজগতে দ্বীপান্তরিত হ'য়েছি। চতুর্দ্দশ ভুবনকে যাঁরা অতিক্রম (Transcend) করতে পারছেন, তাঁরা পরব্যোমে পৌছাচ্ছেন। সেখানে ২॥ প্রকার রসের কথা আছে। বিশ্রম্ভ-সখ্যার্দ্ধ, বাৎসল্য ও মধুর-রসের কোন কথা সেখানে নাই। ইহ-জগতে দাঁড়িয়ে নিম্নার্দ্ধ দর্শন হয়, উন্নতার্দ্ধ দর্শন হয় না। চেতনের গোলোকে অর্দ্ধেকটা দেখা যাচ্ছে, তদূর্দ্ধপ্রদেশে বিশ্রম্ভ-সম্বন্ধ। এখানে রসের বিচ্ছেদ আছে, সেখানে কিন্তু রস নিরবচ্ছিন্ন। পূর্ণতম ভগবদ্বস্তুতে পূর্ণতম রস বিদ্যমান। যদি শেষার্দ্ধ ২॥ প্রকার রস স্বীকার না করি অর্থাৎ যদি সেগুলি আমাদের নিজের জন্য রেখে দিই তা'হলে আমরা তাঁ'কে বঞ্চনা ক'রতে যেয়ে নিজেরা বঞ্চিত হ'লাম।

বক্তার দৈন্য

এসব কথা জানাবার জন্যে মহাপ্রভু এসেছিলেন। "অনর্পিতচরীং চিরাৎ করুণয়াবতীর্ণঃ কলৌ সমর্পয়িতুমুন্নতোজ্জ্বল রসাং স্বভক্তিশ্রিয়ম্। হরিঃ পুরটসুন্দরদ্যুতি-কদম্বসন্দীপিতঃ সদা হৃদয়কন্দরে স্ফুরতু বঃ শচীনন্দনঃ॥" শ্রীচৈতন্যদেব পরজগতের কথা সুষ্ঠুভাবে আমাদের ন্যায় নির্ব্বোধকে বল্বার জন্য এসেছিলেন। আমি পুরীষের কীট হইতে লঘিষ্ঠ, অতএব স্তুতিমুখে এই সকল কথা আমার শ্রবণীয় নয়। ভগবানের সেবা পূর্ণমাত্রায় করবার প্রবৃত্তি আমার নাই, কারণ তা'হ'লে বল্তাম,—

'ন প্রেমগন্ধোঽস্তি দরাপি মে হরৌ
ক্রন্দামি সৌভাগ্যভরং প্রকাশিতুম্।
বংশীবিলাস্যানন-লোকনং বিনা
বিভর্ম্মি যৎপ্রাণ পতঙ্গকান্ বৃথা॥'

শুদ্ধ গৌড়ীয়ের প্রার্থনা

বিষ্ণুর সেবক জড়জগতের ভোগী নহেন। পূর্ণ-বস্তুর সেবার জন্য যাঁ'দের চেষ্টা আছে তাঁ'দের কথা শুনে ঠিক ক'রে নেওয়া উচিত। ভোগেচ্ছারহিত অবস্থাটা কৃত্রিম হয় না। যদি এক স্থানের প্রাপ্যটা অধিক হয়, তবেই অন্য স্থানের কম প্রাপ্যটা ছেড়ে দিতে পারা যায়। জড়েন্দ্রিয়াসক্ত ব্যক্তিগণের মধ্যে যে রস—যেমন নল-দময়ন্তী, সাবিত্রী-সত্যবান্ প্রভৃতির মধ্যে যে-রস সেই রকম রস-ভাবিত ব্যক্তিগণের মধ্যে যদি রাইকানুর গান হয়, তবে তা'দের বিপথগামী করাবে। কৃষ্ণের সহিত অভিন্ন বস্তু যিনি, তাঁ'র কথাটা বোঝ্বার জন্যে তাঁ'র অনুগত হ'তে হবে। যেমন তাঁ'র ঝাঁটা হয়ে, যমুনার বালি হ'য়ে থাকবার ইচ্ছা হয়। সেই আশায় পূর্ণতমতা লাভ হয়, যখন মধুর-রতিতে উপস্থিত হই। শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী ব'লেছেন,'আশাভরৈরমৃতসিন্ধুময়ৈঃ ইত্যাদি অর্থাৎ বার্ষভানবীর দয়া কোন দিন পাওয়া যেতে পারে কিনা অনেক দিন ধ'রে এই রকম আশায় দিন কাটিয়েছি, কিন্তু আর সহ্য হয় না। 'তুমি যদি আজ হৃদয়ে উদিত হ'য়ে তোমার দাস্যে নিযুক্ত কর, তবে জান্বো—জীবনটা সার্থক হয়েছে, নতুবা প্রাণ রেখেই বা কি কাজ? গোবিন্দানন্দিনীর কৃপা যদি আমার প্রতি না হয়, তবে আমার মরে যাওয়াই ভাল। যদি তোমার কৃপা না হয়, তা'হ'লে বকারি কৃষ্ণকেও আমার দরকার নেই। শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদ ঐ কথারই প্রতিধ্বনি ক'রে বলেছেন 'বৃন্দাবনাবলী······যাচে" অর্থাৎ আমার আর কোন প্রার্থনা নাই, তুমি দয়া ক'রে তোমার দাস্যে আমাকে নিযুক্ত কর।

বিপ্রলম্ভদ্বারা-সম্ভোগের পুষ্টি

জড়জগতে প্রভুত্ব করবার জন্য সৎকর্ম্মী ও কুকর্ম্মী হ'য়ে যে দুর্গতি লাভ করছি,তা' দূর করবার জন্য তোমার দাস্যে আমাকে নিযুক্ত কর। এই প্রকার বিচার হৃদয়ে উদিত হ'লে সর্ব্বার্থসিদ্ধি—সেবা-পরাকাষ্ঠা লাভ ক'রব। হাড়মাংসের থলে বা এই বহির্জ্জগৎ যে-পর্য্যন্ত আছে অথবা মনোধর্ম্মজীবী হ'য়ে থাকাকাল পর্য্যন্ত, আমাদের ঐ রকম দাস্য পাবার কোন সম্ভাবনা নাই। আমরা সেবক। আমরা সেব্য—এই বিচার ধ্বংস হ'য়ে যাক্। প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্ম্মাণি সর্ব্বশঃ।' নমস্কার ব'লে একটা শব্দ আছে; 'ন'—নিষেধ, 'ম' বল্তে অহঙ্কার অর্থাৎ নিরভিমানী হওয়ার কথা হচ্ছে। আমরা সেবক, আমরা দাস, এক প্রভুর সেবক সকলে আমরা। বিপ্রলম্ভে ক্লেশের অনুভূতি পরম আনন্দের বিষয়। বিপ্রলম্ভ-দ্বারা সম্ভোগের পুষ্টি লাভ হ'বে। পরজগতে অত্যন্ত মাধুর্য্যময়ী কথার স্রোত প্রবাহিত। সেই কথায় আকাঙ্ক্ষা কার না হয়?

শ্রীমতী বার্ষভানবীর তত্ত্ব

শ্রীল রূপ গোস্বামীপ্রভু একটী শ্লোক ব'লেছেন,—"কর্ম্মিভ্যঃ পরিতো হরেঃ প্রিয়তয়া ব্যক্তিং যযুর্জ্ঞানিনস্তেভ্যো জ্ঞানবিমুক্ত-ভক্তিপরমাঃ প্রেমৈকনিষ্ঠাস্ততঃ। তেভ্যস্তাঃ পশুপালপঙ্কজদৃশস্তাভ্যোঽপি সা রাধিকা প্রেষ্ঠা তদ্বদিয়ং তদীয়সরসী তাং নাশ্রয়েৎ কঃ কৃতী॥" প্রত্যক্ষ-জ্ঞানের অনুভূতি আমরা পরজগতে নিয়ে যেতে চাই,

[অতঃপর ৬ষ্ঠ পৃষ্ঠার ৩য় ও ৪র্থ কলমে দ্রষ্টব্য]

শুদ্ধভক্তি গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। ভাষ্যসহ বিরাট শ্রীচৈতন্যভাগবত ৫৲
২। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২৮৲
একাদশ স্কন্ধ হইতে শেষখণ্ড ।৶০
৩। ভাষ্যসহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত
(চতুর্থ সংস্করণ) ৫৲
৪। ভক্তিবিবেককুসুমমাল (বাঁধা) ২৲
৫। গৌড়ীয় গৌরব ।৶০
৬। গৌড়ীয়-সাহিত্য ।৶০
৭। ভজনরহস্য ॥০
শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও
শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৯। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ)
ঐ (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
১০। গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি টীকাসহ)
ঐ (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
১১। গীতার কেবল মাধ্ব-ভাষ্য ॥০
১২। যুক্তিমল্লিকা গুণসৌরভঃ সানুবাদ
(মাধ্ব) ২৲
১৩। বেদান্ততত্ত্বসার সানুবাদ
(রামানুজীয়) ॥০
১৪। জৈবধর্ম্ম ২৲
১৫। শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸
১৬। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১৭। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ॥৵০
ঐ (বাঁধা) ৸০
১৮। দ্বীপ-দিগ্‌দর্শন ৵০
১৯। সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ) ।৵০
২০। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ॥০
ঐ (আবাঁধা) ।৵০
২১। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
২২। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৵০
২৩। গীতমালা /১০
২৪। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶০
২৫। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶০
২৬ নবদ্বীপ পঞ্জিকা (৪৪৭ গৌরাব্দ) ৵০
২৭। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
২৮। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা-দর্পণ ।০
২৯। শরণাগতি /০
৩০। গীতাবলী /০
৩১। চিত্রে নবদ্বীপ ১॥০
৩২। সাধনকণ /০
৩৩। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা /০
৩৪। নবদ্বীপশতক /০
৩৫। অর্থপঞ্চক /০
৩৬। সদাচারস্মৃতি /০
৩৭। কল্যাণকল্পতরু (৫ম সংস্করণ) /১০
৩৮। অর্চ্চনকণ ৫১০
৩৯। সাধককণ্ঠমালা (বাঁধা) ॥০
ঐ (আবাঁধা) ।/০
৪০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি
(প্রথম চারিখণ্ড) ৩৲
৪১। ব্রহ্মসংহিতা ।০
৪২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৪৩। মণিমঞ্জরী সানুবাদ ।০
৪৪। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৪৫। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ।০
৪৬। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৪৭। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
৪৮। গৌড়ীয়মঠ কি করেন ? /০
৪৯। ঈশোপনিষৎ (বলদেব ও মাধ্ব-ভাষ্য এবং বিবৃতি ও অনুবাদসহ) ।০
৫০। শ্রীভুবনেশ্বর ৶০
৫১। সিদ্ধান্তদর্পণ ৵০
৫২। সাংখ্যবাণী /০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৫৩। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী দিগ্বিজয়ঃ ॥০
৫৪। সটীক-শিক্ষাদশমূলম্ ।০
৫৫। তত্ত্ব-সূত্রম ।০
৫৬। সানুবাদ-শিক্ষাষ্টকম্ ৵০
৫৭। গৌড়ীয়মঠস্য পরিচয়ঃ /০
৫৮। সারাংশবর্ণনম্ ৶০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৫৯। রায় রামানন্দ ॥০
৬০। নামভজন ।০
৬১। রিলেটীভ্ ওয়ার্ল্ড্‌স্ ।৵০
৬২। লাইফ্ য়্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব
শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।০
৬৩। বৈষ্ণবীজম্ ।০
৬৪। হোয়াট্ গৌড়ীয়মঠ ইজ্ ডুইং /০
৬৫। দি ভাগবত ।০
৬৬। ইরোটিক্ প্রিন্সিপ্‌ল্ য়্যাণ্ড
অনেলয়েড্ ডিভোসন ।০
৬৭। ব্রহ্ম-সংহিতা ২॥০
৬৮। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (ভলুম ওয়ান) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৬৯। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ॥০
৭০। সাধন পথ ।০
৭১। কল্যাণ-কল্পতরু /১০
৭২। গীতাবলী /০
৭৩। শরণাগতি /০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৭৪। শরণাগতি

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

নদীয়া-প্রকাশপ্রাপ্তির স্থান

১। শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম-মায়াপুর, নদীয়া
২। শ্রীযোগপীঠ ঐ
৩। শ্রীবাস অঙ্গন ঐ
৪। অদ্বৈত-ভবন ঐ
৫। কাজীর সমাধি পাট ঐ
৬। স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ শ্রীগোদ্রুম,
পোঃ স্বরূপগঞ্জ নদীয়া।
৭। শ্রীভাগবত আসন কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
৮। শ্রী একায়ন মঠ গোবিন্দপুর, হাঁসখালী।
৯। দ্বাদশগোপাল পাট—পোঃ চাকদহ,
১০। শ্রীগৌর গদাধরমঠ—চাঁপাহাটী,
পোঃ সমুদ্রগড়, বর্দ্ধমান
১১। শ্রীমোদদ্রুমছত্র মাউগাছি, বর্দ্ধমান
১২। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম, আমলাযোড়া.
পোঃ রাজবাধ বর্দ্ধমান
১৩। শ্রীগৌড়ীয়মঠ বাগবাজার, কলিকাতা
১৪। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম বাঙ্গালপাড়া,
পোঃ মাজু, হাওড়া,
১৫। শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয়মঠ,
৯০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা
১৬। শ্রীগোপালজী মঠ কমলাপুর, ঢাকা।
১৭। শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ পোঃ বালিয়াটী.
১৮। শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয়মঠ ময়মনসিংহ।
১৯। শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ চিরুলিয়া,
পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর
২০। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম গোয়ালপাড়া, আসাম।
২১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ রায়াপেট্টা, মান্দ্রাজ।
২২। শ্রীরামানন্দগৌড়ীয় মঠ কব্বুর,
জিঃ পশ্চিম গোদাবরী
২৩। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ উড়িয়াবাজার,
পোঃ বক্সীবাজার, কটক।
২৪। শ্রীত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয় মঠ ভুবনেশ্বর।
২৫। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ স্বর্গদ্বার, পুরী।
২৬। শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ আলালনাথ
পোঃ ব্রহ্মগিরি, পুরী।
২৭। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ ডুমুরকুণ্ডা.
পোঃ চিরকুণ্ডা, মানভূম।
২৮। শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ—কাশী।
২৯। শ্রীরূপগৌড়ীয় মঠ—এলাহাবাদ।
৩০। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ পুরাণবাজার,
সরকার ঠাকুরের কুঞ্জ, বৃন্দাবন
৩১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ ৪৩ নং হনুমান রোড,
নিউদিল্লী
৩২। শ্রীপরমহংসমঠ—নৈমিষারণ্য,
৩৩। শ্রীসারস্বত গৌড়ীয় মঠ—হরিদ্বার।
৩৪। শ্রীব্যাসগৌড়ীয়মঠ—কুরুক্ষেত্র, পঞ্জাব
৩৫। শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাবুলনাথ রোড.
পোঃ গ্র্যাণ্ট রোড, বোম্বে।
৩৬। লণ্ডন গৌড়ীয়মঠ, ৩৯নং গ্লেডন্
গার্ডেন্স. কেন্‌সিংটন্ লণ্ডন,
(এস্, ডব্‌লিউ—১০)।

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতা

[৫ম পৃষ্ঠার পর]

এই বিচারে আমরা কর্ম্ম-জগতে কার্য্য ক'রে অবিবেচনার রাজ্যের অসুবিধা ঘটাই। যেখানে আমি ভোক্তা থাকতে চাই সেটা কর্ম্মের রাজ্য। এই কার্য্য হ'তে অবসর লাভ ক'রে অর্থাৎ বিরাগবিশিষ্ট হ'য়ে 'আবার অধিকতর উদ্যমে (invigorated হ'য়ে) ভোগ ক'রবো এইরূপ বিচার প্রয়োজনীয় নয়। ভোগ-কার্য্যটা 'অল্পকাল-স্থায়ী ; ভোগ-রাজ্যের অতীত রাজ্যে যে কথা আছে, সেটা জ্ঞানীদের আলোচ্য বিষয়। কর্ম্মিকুল অপেক্ষা জ্ঞানিকুল কিছু শ্রেষ্ঠ। ভোগে ক্লিষ্ট ব্যক্তিকে সাহায্য ক'রে পুনরায় তা'দের নিকট থেকে আমরা সাহায্য পাবার প্রয়াসী। ভোগ্‌টা পরিত্যাগ ক'রে নির্ভোগটা করবার জন্য আত্মহত্যা করাটা বুদ্ধিমানের কথা নয় ; এটা 'খট্টাভঙ্গে ভূমি শয্যার' মত। Pantheistic school, Idealistic schoolএর বিচার ভোগ-ত্যাগ। সে বিচার হ'তে মুক্ত হওয়া দরকার। ভগবানের সঙ্গে সেবাসেবকভাবে সম্বন্ধিত হ'য়ে আমরা বাস করব। অণুচিৎ আমি, আমার ভোগ-গন্ধ না থাকে। ব্রজবাসীদের মধ্যে কান্ত-বিচারে যাঁ'রা ভগবানের সেবা করেন, তাঁ'দের সেবাটা সেবার পূর্ণতম অবস্থা ; তাঁদের সেবা করবার জন্য প্রপত্তিবিশিষ্ট হ'লে আমাদের মঙ্গল। আবার কান্তাগণ যত সেবা করতে পারেন, সব সেবা একা শ্রীমতী রাধিকা ক'রে থাকেন। কৃষ্ণ বল্‌লে যা বুঝায়, রাধিকা বল্‌লেও তাই বুঝায়। তিনি অনুকের কন্যা এমন কোন কথা নয়। তিনি নিত্যকাল কৃষ্ণবাঞ্ছাপূর্ত্তিকারিণী, তাঁ'র ন্যায় অব্যভিচারিণী সেবা মনুষ্যজাতি কল্পনা করতে পারেনি ও পারবে না। জড়শরীরে সে-প্রকার সেবার সম্ভাবনা নাই। তাঁ'র দাস্য করতে পারলে আমাদেরও মঙ্গল হ'য়ে যাবে। ভগবানে মিশে যাওয়া-রূপ মুক্তি-বাঞ্ছা বর্জ্জন ক'রে তাঁহার সেবায় প্রতিষ্ঠিত হওয়া দরকার, কারণ সেইটাই আত্মবৃত্তি। গোবিন্দলীলায় প্রবেশ করুন, আমার মত ক্ষুদ্র জীবের তাহাতে প্রবেশের অধিকার নাই। তবে উচ্চকথা শুনে রাখা ভাল, লোভের বশবর্ত্তী হ'য়ে আমরা কোন দিন তজ্জন্য প্রবৃত্তিবিশিষ্ট হ'বার সৌভাগ্য পাব। ভগবান্ তাই বিষয়জাতীয় হ'য়েও আশ্রয়ের বেষে এই সকল কথা শব্দের দ্বারা বলেছেন। আজ আমরা বৃষভানুনন্দিনীর উদ্দেশে তাঁ'র চরণে নমস্কার করি।

কলিকাতা বাজার দর

লৌহ হার্ডওয়্যার

১লা সেপ্টেম্বর ১৯৩৩

টার বৈয়ারী— প্রতি হন্দর।

তার কাড (কয়েন্ট বা নীম)

কা ৫।০—৫।৵০

বে-মার্কা হালকা ওজন ৪।৵০—৪॥৵০

গা (টী-আয়রণ) ৬৵০—৬।০

জল আয়রণ (কোনা) ৫৸৵০—৬।৵০

গাল-ভ্যানাইজড করগেট টীন—

গেজ ৬ হইতে ১০ ফুট ১১।৵০

গেজ ,, ,, ১০৸৵০

গেজ ,, ,, ১২

গেজ আর, পি, ডি, মার্কা ১২৸৵০

গেজ গাঃ প্লেন শীট— ১১।৵০

গেজ ,, ,, ১২।০

গেজ ও ৩০ গেজ ঐ— ১৩৲–১৬৲

ান ঘেরা কাঁটাতার ১০০

ডজ বাঃ ৮৸০

। পাটী ৬৲৵—২।০

বোলটু (গোল) ৬৲৵—৬।০

গৱাদে (চৌকা) ৬৵০—৬৲।০

গাম বড় ৵০—৶০ সূতা ৪৸৵—৫॥৵

টাল রড-

কা ৶০—।৵০ ঐ ৫৵০ ৫॥০

বাণ্ডল চাল ৭৲—৭৸০

প্লেট—ইন সূতা মোটা

৭৲—৭।০

চাদর ৩-১৬ খানা বাণ্ডিল ৯॥৵—১০৲

ষ্টীল ৮।০—৯৲

র উড ৫৸৵—৭৲৵০

রের পেরেক ১—৬ ইঞ্চি ৯—৯৸০

টেন্ট পেরেক ২—৮ ইঞ্চি ১২।০—.৫॥০

ইট কড়া ১ হইতে ১০ নং ২॥০ সাট

দাগ ৪, ৫, ৬, ৭৸৵০ ৮৸৵০ ৯৸৵০ ডঃ

িন পাউণ্ড ৬৲ দেঃ বিঃ ৬।৵০ ,,

ঃ প্লেন বালাতি ৭—১২ ইঞ্চি ২॥৵০ ৬॥৵০

রিভিট ,, ৭—১২ ইঞ্চি ২৲—৭৲ ,,

তাব নেয়ার রডের গোল ও

কা ৮॥০

ালের লোহার সিট ১৫৲ ,,

ভেনেস্তা (কাঠের সিট) ১৮৲ ,,

ড়ার ক্রুপ॥—৩ ইঞ্চি /১০—॥৶০ গ্রোস

কজা ১৩ নং

—৪ ইঞ্চি ।১০—৸৵১০ পেঃ ডজন

ঃ তার ১৬—২২ নং

গজ) ১২৲—১৩৲ হন্দর

ঃ রিভেং (মটকা)

ইঞ্চি ।৵৫—॥৶০ পাঁস

ঃ গাটারিং বা ডোঙ্গা

ইঞ্চি ॥০—৸৵০ ,,

১॥০—২॥০ হাফ ২৩৲—২৯৲ হন্দর

গাঃ ওয়াসার চাকি ১১॥০—১৬৲ ,,

গাঃ বোল্ট নাট ৮—১ ইঞ্চি

॥৵১০—১৵০ গ্রোস

ঢালাই রেলিং ৩॥০—৪॥০ হন্দর

ঐ রেন ওয়াটার পাইপ

৩ ইঞ্চি ৵১০ ফ ৪ ইঞ্চি ।১০ ফুট

টিউব ওয়েলের জন্য গাঃ

পাইপ১॥ ইঞ্চি ।৵৫ ফুট

পাম্প ৪নং ১২॥০ ৫নং ১৪৲ ৬নং ১৬৲

৬০-৮০ বাটখারা ৵.৫ সাট ২।০-২॥০ মণ

কেরোসিন

শ্রোফ্রক প্রত্যেক বাক্স (২ টিন) ৯৲৬

সূর্য্য মার্কা ,, ৬॥০

ভিক্টোরিয়া ,, ৬৲

সোণার দর

পাকা সোণা ৩০৸৵

গিনি ৩০৸

চিনা পাত ৩১।০

রূপার দর

রূপা প্রাঃ ১০০ ভরি ৫৫৵০

ঐ খুচরা ৫৵০

কোম্পানীর কাগজ

৩॥০ সুদের কাগজ ৮১৶

৩॥০ নূতন ঋণ (১৯৪৭-৫০) ৯১।০

৪৲ ,, ঋণ (১৯৬০-৭০) ৯৭৲

৫৲ ,, ঋণ (১৯৩৫) ১০৪॥৵০

ডিবেঞ্চার

৫৲ সুদের (১৯৫৬-৮৬) কলিকাতা পোর্ট-

ট্রাষ্ট ডিবে :— ১০২॥৵০

ব্যাঙ্ক

ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক (কনাট্ট) ২৯৪॥০

সেন্ট্রাল ঐ ২২৲

কাপড় ও সূতার কল

এলাগিন মিল ৪৫৲

পাট কল

হাওড়া ৫০৲

অকল্যাণ্ড ১৯৫৲

বালী ১৬২৲

বরানগর ১৫০৲

কেলভিন ৩৭০৲

ভিক্টোরিয়া ২৪৩৲

ক্লাইভ ২৮।০

ডালহাউসী ২০৮॥০

ডেল্টা ৪০৫৲

কৃষ্ণনগর নবদ্বীপঘাট রেলওয়ে সময়

কৃষ্ণনগর হইতে নবদ্বীপঘাট

কৃষ্ণনগর সিটি —	৬-৪৫	১০-৪৪	১৩-২২	১৭-৩৮	২০-১৬
কৃষ্ণনগর রোড —	৬-৫৬	১০-৫৫	১৩-৩৩	১৭-৪৭	২০-২৫
আমঘাটা —	৭-১৫	১১-১৩	১৩-৫১	১-৩	২০-৪১
মহেশগঞ্জ —	৭-২৪	১১-২১	১৪-০	১৮-৯	২০-৪৭
নবদ্বীপঘাট —	৭-৩৩	১১-৩০	১৪-৯	১৮-১৬	২০-৫৫

বিশেষ দ্রষ্টব্য—নবদ্বীপঘাট ষ্টেশন অপেক্ষা মহেশগঞ্জ ষ্টেশন হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরের দূরত্ব অনেক কম। শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে যাঁহাদিগকে রাণাঘাটে ট্রেণ বদল করিতে হয়, তাঁহারা রাণাঘাটে প্রাতঃ ৫-৫০, ৯ ৪১, ১৬-৪৮, ১৮-৪১ এবং ০-৩২ মিনিটের সময় গাড়ী পাইবেন।

শান্তিপুর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে ৫-৪০, ৯-২৯, ১২-২৫, ১৬-৪ এবং ১৮-৪১ মিনিটের সময় ট্রেণ পাওয়া যায়।

নবদ্বীপঘাট হইতে কৃষ্ণনগর

নবদ্বীপ ঘাট—	৫ ৩৫	৯-২৫	১২-১০	১৫-৩৪	১৮-৪৫
মহেশগঞ্জ—	৫ ৪২	৯-৩৩	১২-১৯	১৫-৪২	১৮ ৫৬
আমঘাট —	৫-৪৯	৯-৩৯	১২-২৬	১৫-৪৮	১৯-৫
কৃষ্ণনগর রোড—	৬-৫	৯-৫৫	১২-৪৩	১৬-৬	১৯-২৬
কৃষ্ণনগর সিটি—	৬-১৭	১০-৩	১২-৫১	১৬-১২	১৯-৩৫

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে—ডাঃ কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম ভক্তিশাস্ত্রী এল, এম, এফ, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

নীলাম.ইস্তাহার

মোকাম কৃষ্ণনগর

সার্টিফিকেট আদালত

নীলামের দিন ১৩ই অক্টোবর ১৯৩৩

(১)

৮১৯ এন, আর, ১৯৩১।৩২ দাবি ১২।৶৯

বাদী নদীয়া রাজএষ্টেট সাং কৃষ্ণনগর

প্রতিবাদী কিয়ামদ্দি সেখ সাং ভেঘরি

নবদ্বীপ থানায় ভেঘার মৌজায় ১৯২ খতিয়ানের -১১শঃ জমি ১০ জমা মূল্য ১৩৲

(২)

নীলামের দিন ১৪ই অক্টোবর

২২ এম, এন, আর, ১৯৩২।৩৩

দাবি ২০৸৴৩

বাদী ঐ

প্রতিবাদী রাখালদাস সরকার সাং বাঁকা

জীবননগর থানায় প্রতাপপুর মৌজায় ১২৬ খতিয়ানের -১৯শঃ জমি ১।৴৩ জমা মূল্য ২১৲

(৩)

নীলামের দিন ১৬ই অক্টোবর

৪২১ এম, এন আর, ১৯৩২।৩৩

দাবি ১৫।৴০

বাদী ঐ

প্রতিবাদী রহিম সেখ সাং কৃষ্ণনগর নূতন গ্রাম

কৃষ্ণনগর থানায় কৃষ্ণনগর মৌজায় ৫৭৮৯ খতিয়ানের -১৫ শঃ জমি ২।৩ জমা মূল্য ১৯৲

(৪)

৪৮৬ এন, আর ১৯৩১।৩২ দাবি ৮।৶০

বাদী ঐ

প্রতিবাদী এরশাদ মণ্ডলদিং সাং বিরহী

হরিণঘাটা থানায় বিরহী মৌজায় ৬৩২ খতিয়ানের -৫০শঃ জমি ৵৬ সেস্ জমা মূল্য ১০৲

(৫)

৭২৯ এন, আর, ১৯৩১।৩২ দাবি ৮৸৴৯

বাদী ঐ

প্রতিবাদী পূর্ণ ঘোষ দি সাং বেলপুকুর

কৃষ্ণনগর থানায় বেলপুকুর মৌজায় ১৫ খতিয়ানের -১৩শঃ জমি মায় ঘরদুয়ার সমেত মূল্য ১১৲ "

(৬)

নীলামের দিন ১৭ অক্টোবর

৯২১ এন, আর ১৯৩১।৩২ দাবি ৬১৸৵৬

বাদী ঐ

প্রতিবাদী মনোরঞ্জন মুখোপাধ্যায়দিং সাং ঘোষপাড়া

শান্তিপুর থানায় গোবিন্দপুর মৌজায় ৫২-৫৫, ৬০-৬১ খতিয়ানের ২৩-১১শঃ জমি মূল্য ৭০৲

(৭)

নীলামের দিন ১৮ই অক্টোবর

২৮৯ এম, এন, আর, ১৯৩১।৩২

দাবি ২৬৷৴৬

বাদী ঐ

প্রতিবাদী সত্যচরণ ভট্টাচার্য্য

কৃষ্ণনগর থানায় কৃষ্ণনগর ও সোন্দা মৌজায় ৬।৪৮৪।৪৮৬।৪৮৭ খতিয়ানের ৩ ৭১শঃ জমি মায় বাড়ীঘর ইত্যাদী সহ মূল্য ৩০৲

(৮)

নীলামের দিন ২৩ অক্টোবর

৪৭৯ এন, আর ১৯৩১।৩২ দাবি ১৩৸৩

বাদী ঐ

প্রতিবাদী সত্যেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় সাং বেলেডাঙ্গা

শান্তিপুর থানায় সূত্রাগড় মৌজায় ৭১২ খতিয়ানের -১২শঃ জমি ৸৵৫ জমা মায় বাড়ীঘর সমেত মূল্য ১৪৲

(৯)

নীলামের দিন ২৪ অক্টোবর

২০৩ এন, আর ১৯৩১।৩২ দাবি ১০৵৩

বাদী ঐ

প্রতিবাদী মাদার সাহা সাং কুলগাছি

কৃষ্ণনগর থানায় চকদিগনগর মৌজায় ১৭-১৯ খতিয়ানের ১-২১শঃ জমি ৴০ সেস্ জমা মূল্য ১২৲

(১০)

৫০৭ এন, আর, ১৯৩১।৩২ দাবি ৫।৶৯

বাদী ঐ

প্রতিবাদী নিখিলেশ্বর বন্দোপাধ্যায় সাং মোল্যাবেড়িয়া

হরিণঘাটা থানায় জুলকরমপুর মৌজায় ১৮১-১৮৩ খতিয়ানের ১-৭০ শঃ জমি ৴৬ সেস্ জমা নীলাম হইবে।

(১১)

৫২৩ এন, আর ১৯৩১।৩২ দাবি ৬৸৯

বাদী ঐ

প্রতিবাদী নন্দলাল মুখোপাধ্যায় সাং গুপ্তীপাড়া

হরিণঘাটা থানায় জুগকরমপুর মৌজায় ১৯৮।২০০ খতিয়ানের -৬৯শঃ জমি মূল্য ৭৲

(১২)

৬৩৮ এন, আর ১৯৩১।৩২ দাবি ১৪৷৶৮

বাদী ঐ

প্রতিবাদী হাজারী দাসী সাং চন্দননগর

কৃষ্ণগঞ্জ থানায় চন্দননগর মৌজায় ৮০৮ খতিয়ানের -৪৫শঃ জমি ১৷০ জমা নীলাম হইবে।

(১৩)

নীলামের দিন ২৫শে অক্টোবর

২৩৯ এন, আর, ১৯৩০।৩১ দাবি ১৭৷৴

বাদী ঐ

প্রতিবাদী বসন্তকুমারী দাসী সাং তাঁতিপাড়

কোতয়ালি থানায় কৃষ্ণনগর মৌজায় ৫৫৫৫ খতিয়ানের -৬৪ শঃ জমি ২।৵২ জমা নীলাম হইবে।

ম্যাজিষ্ট্রেটের বিরুদ্ধে মামলা

দীর্ঘ দুই বৎসর যাবৎ শুনানীর পর শিওনীর অতিরিক্ত জিলা জজের এজলাসে অঙ্গুষ্ঠের ছাপের মামলার সওয়াল আরম্ভ হইয়াছে। রায়পুরের খ্যাতনামা আইন ব্যবসায়ী পণ্ডিত রবিশঙ্কর সুকুলা শিওনীর জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ সি-কে সম্যান এবং তাঁহার সহকারী মিঃ পন্ধারকারের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেন।

ইহা বোধ হয় সকলের স্মরণ থাকিতে পারে যে, পণ্ডিত রবিশঙ্কর এই মর্ম্মে অভিযোগ আনয়ন করেন যে, তিনি আইন অমান্য আন্দোলন সম্পর্কে দণ্ডিত হইয়া শিওনী জেলে আটক ছিলেন। তিনি আঙ্গুলের ছাপ দিতে অস্বীকার করায় জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের আদেশে বলপূর্ব্বক তাঁহার আঙ্গুলের ছাপ লওয়া হয়। জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের সহকারী মিঃ পেন্ধারকার ঐ কার্য্যে তাঁহাকে সাহায্য করেন। কারামুক্তির পর মিঃ সুকলা ১৯৩১ সালের আগষ্ট মাসে মিঃ সম্যান এবং তাঁহার সহকারী মিঃ পেন্ধারকারের নিকট ১৫ হাজার টাকার দাবী করিয়া এক মামলা দায়ের করেন। গবর্ণমেণ্ট প্রতিবাদীদ্বয়ের পক্ষাবলম্বন করেন তাঁহারা মিঃ সুকুলার উপর বল প্রয়োগের অভিযোগ সঙ্গত হইয়াছে বলিয়া সমর্থন করেন এবং বন্দীর সনাক্তকরণ আইনের ধারানুসারে অভিযোগের দায় হইতে নিষ্কৃতি লাভের দাবী করেন।

বাদীর পক্ষ হইতে মিঃ মেটা নির্দ্দেশ করেন যে, প্রতিবাদীদিগকে এরূপ ক্ষমতা প্রদত্ত হয় নাই। মিঃ সুকুলা তখন অসহায় বন্দী হিসাবে জেলের ভারপ্রাপ্ত কর্ত্তৃপক্ষীয়দের নিকট নিরাপদে অবস্থানের দাবী করিতে পারেন।

অতঃপর মিঃ ভার্গব প্রতিবাদীদের পক্ষে তাঁহার সওয়াল শেষ হইবার পূর্ব্বেই আসামী পক্ষ হইতে সওয়াল আরম্ভ করেন। আদালতের কার্য্য শেষ হয়।

মেল ধ্বংসের চেষ্টা

নীলফামারির নিকটস্থ রেলওয়ে লাইন তুলিয়া ফেলিয়া দার্জ্জিলিং মেল ধ্বংস করিবার অভিযোগে বাবর আলি নামক ১৫ বৎসর বয়স্ক জনৈক বালক রঙ্গপুরের দায়রা জজ এজলাসে অভিযুক্ত হয়। জজ জুরীদের সিদ্ধান্তের সহিত একমত হইতে না পারিয়া মামলা হাইকোর্টে প্রেরণ করেন।

অভিযোগের বিবরণে প্রকাশ যে, বাবর আলি আরও ৭।৮ জন লোকের সহিত রেলওয়ে লাইনের মধ্যবর্ত্তী কিছুর নিক্ষেপ এবং প্রস্তর তুলিয়া ফেলিয়া আবরণ প্লেট গুলি বাহির করিবার চেষ্টা করে। বাবর আলি স্বীকারোক্তি করে।

হাইকোর্টের বিচারপতি মিঃ কর্ট উই লিয়ামস এবং বিচারপতি মিঃ হেণ্ডার স… মামলার বিচার করেন। আসামী পক্ষে… এডভোকেট বলেন যে, প্রত্যক্ষদর্শীদের মৌখিক বিবরণ বিশ্বাস যোগ্য নহে… বিচারপতিদ্বয় আসামী পক্ষের এডভোকেটের এই যুক্তি গ্রহণ করিয়া অভিমত প্রকাশ করেন যে বাবর আলিকে রাজ সা… করিবার উদ্দেশ্যে তাহাকে স্বীকারোক্তি করিতে প্ররোচিত করা হইয়াছিল। সুতরাং তাঁহারা আসামীকে অব্যাহতি দিয়াছেন।

বেলডাঙ্গা দাঙ্গা মামলা

বেলডাঙ্গা দাঙ্গা সম্পর্কে উদ্ভূত মামলা গুলির বিচার করার জন্য ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ জে-এ-বিল বহরমপুর প্রেরিত হইয়াছেন। মিঃ বিল ঐসকল মামলার বিচার ৭ই সেপ্টেম্বর আরম্ভ করিয়াছেন। পাব্লিক প্রসিকিউটার মিঃ মনোমোহন সে… অপর একজন সহ সরকার পক্ষে মামলা পরিচালন করিবেন।

চলন্ত ট্রেণে ভীষণ চুরি। ৮ হাজার টাকার সোণা অপহৃত

শ্রীযুক্ত রামপ্রীতরাম নামক জনৈক স্বর্ণকার ডাউন দিল্লী এক্সপ্রেসে কলিকাতা অভিমুখে গমন করিতেছিলেন। তাঁহার কোমরে জড়ান একটি কাপড়ের থলিয়া… প্রায় ৮ হাজার টাকা মূল্যের তিনটি সোণা… পাত ছিল। পাটনা জংসনে উক্ত সোণা… পাত অপহরণে বিষম চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়…

প্রকাশ, শ্রীযুক্ত রামপ্রীতরাম তাহা… গোমস্তাকে সঙ্গে লইয়া যাইতেছিলেন… অপর এক ব্যক্তিও ছাপরা ষ্টেশনে ঐ ট্রেনে আরোহণ করে। চুরির বিষয় জানিতে পারিয়া শ্রীযুক্ত রামপ্রীতরাম তাহা… গোমস্তাকে সঙ্গে লইয়া ষ্টেশনে গবর্ণমেণ্ট রেলওয়ে পুলিশের নিকট যাইয়া তাহা… দিগকে ঘটনার বিষয় জানান। সাবইন… স্পেক্টার এস, সি, লাহিড়ী পাঞ্জাব মে… আরোহণ করিয়া রাত্রি ৭টা ১৫ মিনিটে… সময় পাটনা ত্যাগ করেন এবং ডাউন দিল্লী… এক্সপ্রেস আসানসোলে পৌঁছিবার পূর্ব্বে… তথায় উপনীত হন। প্রকাশ রামপ্রী… বাবুর সাহায্যে তাহাকে খুঁজিয়া বাহির ক… হয়। শেষোক্ত দুইজন সোমপুরে প্রথমো… ব্যক্তির সহিত মিলিত হয়। আরও প্রকা… যে, যে দুইজন সোমপুরে ট্রেণে আরোহ… করিয়াছিল, সেই দুইজনও বড় ব… ব্যবসায়ী। তাহাদের সঙ্গেও প্রায় ৪ হাজার টাকা মূল্যের কয়েকটি সোণার পা… ছিল। এই সম্পর্কে জোর পুলিশের তদন্ত চলিতেছে।

তারের ঠিকানা— 'শ্রীধাম' নবদ্বীপ
ডাকের ঠিকানা— পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

দৈ নি ক

Reg No C 1544

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩।৹
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার স্বতন্ত্র।

THE
NADIA-PRAKASH

সাহায্যের হার
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষান্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸৹
মাসিক ১৲
নগদ
প্রতি সংখ্যা ৫

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার— নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৮ম খণ্ড । সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বেদান্তবাচস্পতি [১৬৪শ সংখ্যা।

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর—২৫শে ভাদ্র সোমবার ১৩৪০, ১১ই সেপ্টেম্বর ১৯৩৩

নদীয়ায় নূতন পুলিশ সাহেব

গত ৭ই সেপ্টেম্বরের কলিকাতা গেজেটে প্রকাশ, নদীয়ার পুলিশ সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট মিঃ সি জে মিনষ্টার বাখরগঞ্জের পুলিশ সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট নিযুক্ত হইয়াছেন এবং প্রেসিডেন্সী রেঞ্জের অস্থায়ী ডেপুটী পুলিশ ইন্‌স্পেক্টর জেনারেল মিঃ ই বি জোন্স নদীয়ার পুলিশ সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট নিযুক্ত হইয়া আসিতেছেন।

জেলখানায় হাঙ্গামা

ইরাক সিভিল জেলে কর্ত্তৃপক্ষ কয়েদীগণের উপর গুলী চালনা করায় সাতজন নিহত ও কুড়িজন আহত হইয়াছে। কয়েদীরা রক্ষীদিগকে টিন ও বোতল লইয়া আক্রমণ করিয়াছিল এবং কয়েকজনকে অভিভূত করিয়া তাহাদিগের বন্দুকগুলি কাড়িয়া নিয়াছিল।

মাদ্রাজ কংগ্রেসগৃহ প্রত্যর্পণ

আইন অমান্য আন্দোলন পুনরায় বাহেন্ত করিবার পর বিগত ১৯৩২ সালের জানুয়ারী মাসে গবর্ণমেণ্ট কংগ্রেস গৃহ ও জমি দখল করেন ; দুই এক দিনের মধ্যেই উক্ত গৃহ ও জমি কংগ্রেসের নিকট প্রত্যর্পণ করা হইবে। প্রকাশ যে, উক্ত গৃহের মালিকগণকে উহা প্রত্যর্পণ করা হইবে বলিয়া গবর্ণমেণ্ট সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। উক্ত কংগ্রেস গৃহটি মাদ্রাজের মধ্যে একটি অতি মনোরম ভবন। মাদ্রাজ কংগ্রেসের অভ্যর্থনা সমিতির উদ্বৃত্ত ...,০০০ টাকার দ্বারা উক্ত গৃহটি নির্ম্মাণ করা হয়। গত এক বৎসর কাল ধরিয়া উক্ত গৃহটি পোড়ো বাড়ীর ন্যায় জনমানব শূন্য ছিল। সারাদিনের মধ্যে সময় সময় কেবলমাত্র দুই একজন পুলিশকে উক্ত গৃহে দেখা যাইত।

ওকালতির সনদ দিতে আপত্তি

সুনামগঞ্জের উকীল শ্রীযুক্ত চন্দ্রবিনোদ দাস এম-এ, বি-এল আইন অমান্য আন্দোলন সম্পর্কে ১বৎসর ৮মাস কাল কারাদণ্ড ভোগ করিয়া সম্প্রতি মুক্তি লাভ করিয়াছেন। তিনি তাঁহার ওকালতি সনদের জন্য দরখাস্ত করায় সুনামগঞ্জের মুন্সেফ জানিতে চাহেন ভবিষ্যতে আইন অমান্য আন্দোলনে যোগদান করিবেন না—এই মর্ম্মে চন্দ্রবিনোদ বাবু কেন প্রতিশ্রুতি দিবেন না। তদুত্তরে চন্দ্রবিনোদ বাবু জানান, এরূপ আদেশ দেওয়া মুন্সেফের ক্ষমতা-বহির্ভূত, তিনি দরখাস্ত প্রেরণকারী কর্ম্মচারী মাত্র। মুন্সেফ চন্দ্রবিনোদ বাবুর দরখাস্ত শ্রীহট্টের জেলাজজের নিকট প্রেরণ করিয়াছেন।

ষ্টিমলঞ্চ জলমগ্ন

গত ১লা সেপ্টেম্বর শুক্রবার প্রাতে ৬-৪৫ মিনিটের সময় 'বজরঙ্গী' ষ্টিমলঞ্চ ভাটার মধ্যে বড়বাজার শিবতলার দিকে অগ্রসর হয়। যাত্রা করার পরই উত্তরদিক হইতে দুইখানা ছোট নৌকা আসিতে দেখা যায়। নৌকা দুইটী দেখিয়া সারেং বাম দিকে হাইল ঘুরাইয়া দেয়, ফলে হাওড়া পুলের উত্তরে এক বয়ার মধ্যে লঞ্চটির ধাক্কা লাগে; পরে সেখান হইতে লঞ্চটি জলমগ্ন হয়।

মাত্র কয়েকদিন হইল লঞ্চটি ব্যবহার করা হইতেছে। কোনরূপেই ইহার যন্ত্রগত গণ্ডগোল থাকার কথা নয়। সারেং যদি লঞ্চটি বয়ার সহিত ধাক্কা খাওয়ার সময় নোঙ্গর করিতে পারিত তবে বোধ হয় এই দুর্ঘটনা হইত না।

সিপাহীর অত্যাচার

বরিশাল বি, এম কলেজের কয়েকজন প্রফেসার চক বাজারের সেতুর নিকট একজন গুর্খা সিপাহী কর্ত্তৃক প্রহৃত হওয়ায় গত শনিবার সহরের চকবাজার অঞ্চলে বিশেষ চাঞ্চল্যের সঞ্চার হয় বলিয়া প্রকাশ।

প্রকাশ যে, ঐদিন অনুমান সন্ধ্যা ৭॥ ঘটিকার সময় প্রফেসার রমেশচন্দ্র সেন, দীনেন্দ্রনাথ মুখুয্যে, কামিনী কুমার দে ও ভূপেন্দ্রনাথ বাঁড়ুয্যে কয়েকজন ছাত্রসহ চকবাজার রাস্তা দিয়া কীর্ত্তন শুনিবার জন্য প্রফেসার জ্ঞানচন্দ্র সেনের বাড়ী যাইতেছিলেন; উঁহারা সেতুটীর পাদদেশে আসিয়া পৌঁছিলেই দুইজন গুর্খা উঁহাদের দিকে আগাইয়া আসিয়া উঁহাদের একজনকে ধাক্কা দেয়; প্রফেসারগণ ইহাতে প্রতিবাদ করায় ক্রুদ্ধ হইয়া একজন গুর্খা নাকি হাণ্টার দিয়া বেপরোয়াভাবে উঁহাদিগকে প্রহার করিতে থাকে। প্রফেসার ধীরেন্দ্র বড়ুয্যে সর্ব্বাপেক্ষা বেশী পরিমাণ প্রহৃত হইয়াছেন এবং তাঁহার আঘাতই গুরুতর হইয়াছে। কিছুকাল ধ্বস্তাধ্বস্তি চলিবার পর হাণ্টারটী লওয়া হইয়াছিল। গুর্খারা পরে কাটপট্টি রোডের দিকে দৌড়াইয়া যায়, স্থানীয় লোকেরা উহাদের পিছু পিছু তাড়া করিয়া যায়। এই সময় ডি, আই, বি, বিভাগের জনৈক দারোগা আসিয়া উপস্থিত হন। তিনি গুর্খাদিগকে নিকটবর্ত্তী একটি বাড়ীতে আশ্রয় দানের ব্যবস্থা করেন। তদনুযায়ী অধ্যাপকগণ বি, এস্, সি'র চতুর্থ বার্ষিক শ্রেণীর দ্বিজেন্দ্রনাথ রায় নামক জনৈক ছাত্রকে তাঁহারা যাহাতে অভিযোগ দায়ের করিতে পারেন তজ্জন্য অপরাধকারী গুর্খার নাম জানিবার জন্য উক্ত সহকারী দারোগার নিকট প্রেরণ করেন। এরূপ অভিযোগ করা হইয়াছে যে, দ্বিজেন্দ্রকে বাড়ীর ভিতরে ডাকিয়া লইয়া যাওয়া হয় এবং খুব একচোট মারপিট করিয়া ছাড়িয়া দেওয়া হয়। কলেজের প্রিন্সিপ্যাল ও উক্ত ব্যাপারের সহিত সংশ্লিষ্ট অধ্যাপকগণ এই বিষয়ে পুলিশ সুপারিন্টেণ্ডেণ্টের সহিত সাক্ষাৎ করিলে তিনি নাকি এই বিষয়ে ব্যক্তিগতভাবে তদন্ত করিবেন বলিয়া আশ্বাস দেন।

কংগ্রেসের নীতি

মহাত্মা গান্ধী গোলটেবিল বৈঠকের সদস্যগণের সহিত সাক্ষাৎ করিবেন বলিয়া যে সংবাদ প্রচারিত হইয়াছে তৎসম্পর্কে পণ্ডিত জহরলাল নেহেরু সংবাদপত্রের প্রতিনিধির নিকট বলিয়াছেন, তিনি ঐ খবর কিছুই শোনেন নাই। কিন্তু পর-মুহূর্ত্তেই তিনি এক অপূর্ব্ব উত্তর দেন— "কংগ্রেস সদস্য ও গোলটেবিল বৈঠকের সদস্যদের আদর্শ আকাশ পাতাল পার্থক্য"।

কংগ্রেসের বর্ত্তমান অবস্থা সম্পর্কে তিনি বলেন, ১৯৩১ সালে যখন গান্ধী-আরুইন চুক্তির কথাবার্ত্তা চলিতেছিল। তখনও এইরূপ অবস্থার উদ্ভব হইয়াছিল। কিন্তু ১৯৩২ সালে যখন পুনরায় আইন অমান্য আন্দোলন প্রবর্ত্তিত হয়, তখন নূতন কর্ম্মকর্ত্তা নির্ব্বাচন করা হয় নাই। তিনি দৃঢ়তাসহকারে বলেন লাহোর অধিবেশনে কংগ্রেস যে নীতি গ্রহণ করিয়াছেন, তাহা অপরিবর্ত্তিত আছে।

ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

ভাদ্র, সোমবার, ১৩৪০

সেদিন ইংলণ্ডের 'ইনষ্টিটিউট অব জার্ণালিষ্ট' বা সংবাদপত্র-সেবী সঙ্ঘের বার্ষিক সভার অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। এই সভার 'ম্যাঞ্চেষ্টার গার্ডিয়ান' পত্রের মিঃ ক্রো আবশ্যকই সংবাদপত্রের স্বাধীনতা সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান করেন। বক্তা বলেন, উনবিংশ শতাব্দী সভ্যতার উন্নতি এবং স্বাধীনতা যুগ বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। মনে করা গিয়াছিল যে এই শতাব্দীতে জগতের সর্ব্বত্র সংবাদপত্রের স্বাধীনতা সুপ্রতিষ্ঠিত হইবে। কিন্তু সম্প্রতি যে সব ব্যাপার ঘটিতে আরম্ভ করিয়াছে, তাহাতে আমাদের সে আশা চূর্ণ হইবার উপক্রম হইয়াছে। বহু দেশে সংবাদপত্রসমূহের উপর যরূপ কঠোরতা অবলম্বিত হইতেছে, অষ্টাদশ শতাব্দীতেও সংবাদপত্রের স্বাধীনতা সেরূপভাবে হরণ করা হয় নাই।

সঙ্ঘের সভাপতি স্যার এমেরিকার বলেন, যুদ্ধের সময় শত্রুপক্ষ যাহাতে সামরিক বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ সংবাদাদি অবগত না হইতে পারে, 'প্রেস সেন্সরে'র মূল উদ্দেশ্য ছিল ইহাই এবং কেবল যুদ্ধের সময়ই সংবাদ প্রকাশের সম্বন্ধে সংবাদপত্রের উপর ঐরূপ সব কঠোর ব্যবস্থা প্রযুক্ত হইত, কিন্তু এখন সরকারী ভুল ত্রুটি চাপা দেওয়ার উদ্দেশ্যেই প্রেস সেন্সরের নীতি সর্ব্বত্র অবলম্বিত হইতেছে।

"স্যার এমেরিকার আরও বলেন—জনমতের অভিব্যক্তির অপেক্ষা দমননীতির দ্বারাই অধিক অনিষ্ট সাধিত হইতেছে। অর্ডিন্যান্সের অপেক্ষা জনমতের শক্তি অধিক এবং সাধারণ যে সমস্ত আইন আছে, জনসাধারণের স্বার্থরক্ষার পক্ষে সেইগুলিই যথেষ্ট।"

ভারতের 'সংবাদপত্রসমূহের অবস্থা সম্বন্ধে স্যার এমেরিকারের কোন অভিজ্ঞতা আছে কিনা আমরা বলিতে পারি না। ভারতবর্ষের সংবাদপত্রের স্বাধীনতার জন্য বিলাতের সংবাদপত্রসেবীদের যে কোন আগ্রহ আছে তাহাও আমাদের মনে হয় না। পক্ষান্তরে, কিছুদিন হইল, বিলাতের সংবাদপত্রসমূহ ভারতের রাষ্ট্রনৈতিক পরিস্থিতি বিশেষভাবে মহাত্মা গান্ধীর সম্পর্কে তাঁহাদের সংবাদ-দাতাদের মারফতে যেরূপ বিকৃতভাবে সংবাদ এবং মন্তব্য প্রকাশ করিতেছেন, তাহাতে ভারতের জনমতকে যে তাঁহারা কোনরূপ মর্য্যাদা প্রদান করেন না, আমাদের মনে এরূপ ধারণাই সৃষ্টি হয়।

সে যাহা হউক, স্যার এমেরিকার যে কয়েকটি কথা বলিয়াছেন ভারতের সংবাদপত্রসমূহের বর্ত্তমান অবস্থা তাহাতে অনেকটা প্রতিফলিত হইয়াছে। জনমতের অভিব্যক্তি অপেক্ষা দমননীতিতেই অধিক অনিষ্ট ঘটিয়া থাকে, অর্ডিন্যান্সের অপেক্ষা জনমত অধিক শক্তিশালী এবং সাধারণ আইনসমূহই দেশের লোকের স্বার্থ রক্ষার পক্ষে যথেষ্ট—তাঁহার এই মন্তব্য যে কতটা ভ্রমপূর্ণ, স্বাধীন দেশ ইংলণ্ডে বসিয়া তিনি তাহা উপলব্ধি করিতে পারিবেন না।

শক্তি অথবা আন্তরিকতা না থাকিলেও যাহারা স্পর্দ্ধা প্রকাশের প্রলোভন ত্যাগ করিতে পারে না, তাহাদের অবস্থা চিরকাল যাহা হইয়া থাকে, পরিষদে সামান্য সংখ্যা লইয়া সভাস্থগিত প্রস্তাবকারী বীরদলের অবস্থাও তাহাই হইয়াছে। মৌলানা সফি দাউদী বটাগঞ্জ অঞ্চলে বোমা মামলা সম্পর্কে সরকারী জবাব অসন্তোষজনক বলিয়া পরিষদের অধিবেশন স্থগিতের যে প্রস্তাব উপস্থিত করিয়াছিলেন তাহা আলোচনা মাত্রে পরাবাসিত হইয়াছে। সদস্যবৃন্দের আন্তরিকতা এবং ক্ষমতা উভয়ের অভাবেই যে এই ব্যাপারটি এখন চাপাচাপা পড়িয়াছে তাহাতে কাহারো সংশয় নাই। জাতীয় দল ও স্বতন্ত্র দলের সকলে এবং মুসলমান সদস্যগণ যদি একযোগে সভাস্থগিতের প্রস্তাব সমর্থন করিতেন, তাহা হইলে উহা অতি সহজেই গৃহীত হইতে পারিত।

গৌহাটী মিউনিসিপ্যালিটী গান্ধীজীর নিকট একখানা টেলিগ্রাম করিবার জন্য কুড়ি টাকা চার আনা ব্যয় করিয়া ফেলিয়াছিলেন। ইহা যে নিতান্তই অপব্যয় তাহা কর্ত্তৃপক্ষ কেহই তখন মনে করিতে পারেন নাই। কাজেই এখন বিপদে পড়িয়া গিয়াছেন, কারণ, কর্ত্তার উপরেও কর্ত্তা আছেন। কোনটি সদ্ব্যয় এবং কোনটি অপব্যয় তাহা গবর্ণমেণ্ট বিচার করিবেন এবং বিচার করার পর তবে মঞ্জুর না-মঞ্জুর করার কথা উঠিবে। আসাম গবর্ণমেণ্ট সেই অধিকার বলে উক্ত মিউনিসিপ্যালিটীকে বলিয়াছেন যে, গান্ধীজীর নিকট টেলিগ্রামের জন্য যাহা ব্যয় করা হইয়াছে তাহা আইনসিদ্ধ নয় সুতরাং তাহার পূরণ করা চাই। স্বায়ত্ত-শাসনের এই ফটকা বাজী তো নিত্যই দেখিতেছি। সুতরাং ইহাতে বিস্মিত হইবার কি আছে?

বাঙ্গলা, বিহার-উড়িষ্যা ও আসামের এই বর্ষে উৎপন্ন পাটের শেষ হিসাব জারী করা হইয়াছে। এই হিসাব পাঠে বাঙ্গলার চাষী ও ভদ্রলোক সকলের গৃহে যে হাহাকার উঠিবে তাহা নিঃসন্দেহে বলা যায়। হিসাবে প্রকাশ, এবার গতবর্ষ অপেক্ষা প্রায় ষাট হাজার একর অধিক জমীতে পাট চাষ হইয়াছে এবং তাহার ফলে গত বৎসর অপেক্ষা এবার প্রায় সাড় আট লক্ষ 'গাঁইট' পাট অধিক উৎপন্ন হইবে দেখা যাইতেছে। এই হিসাব হইতে স্পষ্টই প্রমাণিত হইল যে, পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের ন্যায় এবারও পাটের চাহিদার তুলনায় উৎপন্ন পাটের পরিমাণ অনেক অধিক হইয়াছে। ইহার ফলে পাটের দর অনেক কমিয়া যাইবে। চাহিদা থাকিবে না বলিলেই হয় এবং তজ্জন্য বাঙ্গলার সর্ব্বত্র আর্থিক জগতে যে কি দুরবস্থার সৃষ্টি হইবে তাহা সহজেই অনুমেয়।

প্রতিবার আমরা এই সরকারী হিসাবের নিন্দাবাদ করিয়া থাকি। আমরা বলি প্রতিবৎসরই কর্ত্তৃপক্ষ অকারণ বাড়তি পাটের হিসাব দিয়া বাজার নষ্ট করিয়া ফেলেন—এর জন্য দর কমিয়া যায়। কিন্তু ইহা সত্ত্বেও প্রতিবৎসরই যে চাহিদা অপেক্ষা পাট অধিক উৎপন্ন হয় তাহা বাজারের অবস্থা দেখিয়া বেশ বুঝা যায়। প্রতিবারই বর্ষশেষে অনেক গাঁইট পাট অবশিষ্ট পড়িয়া থাকে এবং তাহা হইতেই বুঝা যায়—সরকারী বিবরণ সম্পূর্ণ না হইলেও আংশিক সত্য।

এরূপক্ষেত্রে পাট ব্যবসায়কে দুর্গতি হইতে উদ্ধার করিতে হইলে পাট চাষ নিয়ন্ত্রণ একান্ত প্রয়োজন। ইহা সরকারী সাহায্য ব্যতীত সাধন করা একেবারেই অসম্ভব। ইতিমধ্যে চা বপন নিয়ন্ত্রণ এবং চায়ের উচ্চমূল্য সুরক্ষণের জন্য সরকারপক্ষ চা বপনের জন্য লাইসেন্স ব্যবস্থা করিয়া ব্যবসায়কে দুর্গতি হইতে উদ্ধারের যে নীতি অবলম্বন করিয়াছেন উহা পাটবপনক্ষেত্রেও প্রয়োগের জন্য আমরা একাধিকবার কর্ত্তৃপক্ষকে অনুরোধ করিতেছি। চা বপন করে ইংরাজ ব্যবসায়ী আর পাট বপন করে বাঙ্গলার চাষী। কর্ত্তৃপক্ষ যদি এখনও পাট-বপন নিয়ন্ত্রণ সম্বন্ধে অবহিত না হন তবে বাঙ্গলার এই একচেটিয়া সম্পত্তি যে শুধু নষ্ট হইবে তাহা নহে—পাটকল মালিকগণের দুরবস্থারও শেষ থাকিবে না।

শাসন সংস্কার প্রস্তাব ও বাঙ্গালা

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

মন্ত্রীর সহিত ব্যবস্থাপক সভার সম্বন্ধ

(১) ব্যবস্থাপক সভায় নির্ব্বাচিত সভ্যদিগের মধ্যে মন্ত্রীদিগের দলের লোকের সংখ্যাধিক্যের অভাব।

(২) ব্যবস্থাপক সভার সদস্যদিগের পক্ষে সমালোচনাকালে "সংরক্ষিত" ও "হস্তান্তরিত" বিভাগে প্রভেদ করিবার অসুবিধা।

(৩) ব্যবস্থাপক সভায় সরকারী কর্ম্মচারীদিগের সভ্যরূপে অবস্থিতি।

অর্থাৎ বিলাতে যেমন রাজনৈতিক দলভেদ থাকায় কোন্ দলের সভ্যসংখ্যা অধিক হইল তাহা বুঝিতে পারা যায় এবং সেই দলের দলপতিকে মন্ত্রিমণ্ডল গঠিত করিতে আহ্বান করা হয়, এদেশে সেরূপ দল বিভাগ নাই, সেই জন্যই মন্ত্রীরা সংখ্যাধিক দলের সমর্থন লাভ করিতে পারেন না। ব্যবস্থাপক সভার সভ্যগণ সচরাচর সরকারের সকল বিভাগই এক-পর্য্যায়ভুক্ত মনে করিয়া থাকেন। শাসন পরিষদের সদস্য প্রভৃতি ২২ জন সরকারের লোক ব্যবস্থাপক সভায় সভ্য থাকায় তাঁহাদিগের ভোটেই অনেক প্রস্তাব গৃহীত হয়।

সাইমন কমিশন মত প্রকাশ করেন, সরকারী ২২ জন সভ্য ব্যবস্থাপক সভায় থাকায় দল গঠনের পথ বিঘ্নবহুল হয়, ইহাই অনেকের ধারণা। এই ধারণা সত্য কি না বলা যায় না। তবে ইহাতে আর সন্দেহ নাই যে, সরকারী দল থাকায় অনেক সময় বিচ্ছিন্ন ও সংখ্যাল্প দলগুলি সেই দলের সহিত একযোগে কাজ করেন এবং ফলে ব্যবস্থাপক সভায় রাজনৈতিক দলগুলির স্থায়িত্ব হ্রাস হয় ও মন্ত্রীদিগের স্থিতিকাল অপেক্ষাকৃত অল্প অনিশ্চিত হয়। * * * অধিকাংশ স্থলেই মন্ত্রীরা নির্ব্বাচিত সভ্যদিগের মধ্যে সংখ্যাধিক লোকের সমর্থন লাভ না করায় অর্থাৎ আত্মরক্ষার জন্য, মন্ত্রিমণ্ডলকে সরকারী দলের সাহায্য গ্রহণ করিতে বাধ্য হওয়ায় সেই দলের গুরুত্ব বর্দ্ধিত হইয়াছে। বর্ত্তমান ব্যবস্থায় ব্যবস্থাপক সভাগুলিকে দুইটি কঠিন ও বিভিন্ন কাজ করিতে হয়। প্রথমতঃ সভা সরকারের অনুসৃত নীতির নিয়ন্ত্রণ করেন এবং দ্বিতীয়তঃ সভা সরকারের কাজের সমালোচনা করিবার ও কাজের জন্য টাকা দিতে অস্বীকার করিবার অধিকার সম্ভোগ করিলেও সভার কোন দায়িত্ব নাই। এই সূক্ষ্ম প্রভেদ মান্য করিয়া কাজ করা এমনই দুষ্কর যে, প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভাসমূহে সভ্যরা প্রায়ই দ্বৈত শাসনের বৈশিষ্ট্য উপেক্ষা করিয়া শাসন পরিষদের সদস্য ও মন্ত্রীদিগকে একইরূপ মনে করেন। (ক্রমশঃ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক
— পারমার্থিক পত্র —
শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশ
তনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনম্,
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং
প্রেমা পুমর্থো মহান্।
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং
তত্রাদরো নঃ পরঃ॥

৮ম বর্ষ } ৭ পদ্মনাভ গৌরাব্দ ৪৪৭, ২৬শে ভাদ্র বঙ্গাব্দ ১৩৪০, ১১ই সেপ্টেম্বর ইং ১৯৩৩, সোমবার ১৬৪শ সংখ্যা

লণ্ডনে গৌড়ীয়-মঠের স্বামী বন

সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ কর্ত্তৃক অভ্যর্থিত

লণ্ডন শ্রীগৌড়ীয় মঠের স্বামী বন 'বার-নমে' গ্রামে অবস্থান করিতে থাকা-কালীন অনারেবল ক্যাপ্টেন এইচ, আর, বেলী হ্যামিলটন আবডেন্ এবং তাঁহার ভগিনীগণ-কর্ত্তৃক তাঁহাদের "আবডেন্ হলে" নিমন্ত্রিত সম্ভ্রমের সহিত অভ্যর্থিত হইয়াছেন। স্বামীজীর নিকট হইতে শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভুর প্রচারিত ধর্ম্মের বিষয় শ্রবণে তাঁহারা অত্যন্ত আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন। ইহার পরবর্ত্তী সময়ে স্বামীজী অনারেবল মার্শাল ব্রুকস্ ও তাঁহার সহধর্ম্মিণী-কর্ত্তৃক এবং ভারতের রাজপ্রতিনিধি লর্ড উইলিংডনের ভগিনী-কর্ত্তৃক নিমন্ত্রিত হইয়াছেন। ইহাদের সহিত স্বামিজী মহোদয়ের শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা-সম্বন্ধে দীর্ঘকাল ধরিয়া বহু কথোপকথন হইয়াছে। মিসেস্ ব্রুকস্ ভারতীয় ছাত্রগণের অত্যধিক সুবিধা ও সুযোগের জন্য বন্দোবস্তের কথা বলিয়াছেন। স্বামিজী লণ্ডনে ফিরিয়া আসিলে লণ্ডনগৌড়ীয়-মঠের প্রচারকগণ তাঁহার যথোচিত অভ্যর্থনা করিয়াছেন।

গত ২৫শে আগষ্ট তারিখে রে-ারেণ্ড বিশপ এইচ, আর প্যাজেট ও তাঁহার সহধর্ম্মিণী ৩৯নং ড্রেটন্ গার্ডেনস্থিত লণ্ডন গৌড়ীয়মঠ দর্শনার্থ আসিয়াছিলেন। মিসেস্ প্যাজেট লণ্ডনের ভারতীয় সেক্রেটারী স্যার স্যামুয়েল হোরের জ্যেষ্ঠা ভগিনী। লণ্ডন গৌড়ীয় মঠের প্রচারকগণের সহিত শ্রীগৌড়ীয় মঠের উদ্দেশ্য, লক্ষ্য ও প্রচার্য্য বিষয় লইয়া তাঁহারা বহুক্ষণ যাবৎ আলাপ ও কথোপকথন করিয়াছেন এবং মিশনের কার্য্য-সম্বন্ধে প্রচুর সহানুভূতি প্রদর্শন করিয়াছেন।

রেভারেণ্ড আর, এইচ, ডড্ বি-এ, (ক্যাটার) আগামী ১৭ই ও ১৮ই সেপ্টেম্বর তারিখে শ্রীমৎ বন মহারাজের "ভারতবর্ষ ও হিন্দুধর্ম্ম" সম্বন্ধে দুইটী বক্তৃতার ব্যবস্থা করিয়াছেন। ম্যানচেষ্টার সহরের কেণ্টন ওয়াটার মিলফ্ স্থানে যে ধর্ম্মযাজকগণের একটী বার্ষিক মিলন সভা হইবে, সেখানে ঐ বক্তৃতা দুইটী প্রদত্ত হইবে। ঐ সভায় মহাদেশের বহু শিক্ষিত ব্যক্তির এবং ধর্ম্মযাজকগণের উপস্থিত হওয়ার সম্ভাবনা।

বিলাতের যেসকল ব্যক্তি স্বামীজী মহারাজগণের সহিত ঘনিষ্ঠতা করিয়া ধৈর্য্যসহকারে শ্রীচৈতন্যদেবের অপূর্ব্ব ধর্ম্মের কথা শ্রবণ করিতেছেন, তাঁহারাই অধিকতরভাবে উহার শ্রবণেচ্ছা প্রকাশ করিতেছেন। মিঃ আরলণ্ড করসুথ লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন গ্রাজুয়েট এবং স্বাধীন-চিন্তা-বিশিষ্ট উন্নতশীল যুবক, তিনি শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা সম্বন্ধে বিশেষ মনোযোগ প্রদান করিতেছেন এবং আগ্রহের সহিত শ্রীমঠ হইতে প্রকাশিত ইংরাজী গ্রন্থসমূহ ধৈর্য্যসহকারে পাঠ করিতেছেন। মঠের প্রচারকগণের সহিত অহর্নিশ সঙ্গ রাখিবার যত্ন করিতেছেন।

– বঙ্গবাণী, ২১শে ভাদ্র ১৩৪০

মোদদ্রুম-ছত্রে সপার্ষদ শ্রীল প্রভুপাদ

গৌড়ীয়াচার্য্যবর্য্য প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর গত ৬ই সেপ্টেম্বর বুধবার শ্রীধাম-মায়াপুরে সপার্ষদে পৌঁছিয়া তৎপর দিবস বেলা প্রায় ১১॥০ ঘটিকার সময় 'সুরধুনী' যোগে শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুরের আবির্ভাব স্থান মামগাছি-গ্রামস্থ শ্রীমোদদ্রুম-ছত্রাভিমুখে যাত্রা করেন। ঠাকুরের কৃপাভাষিক্ত শিষ্যগণ ব্যতীত আরও কয়েক ব্যক্তি সঙ্কীর্ত্তন-শ্রবণ-মানসে তাঁহার সহিত গমন করেন। তন্মধ্যে 'নদীয়ার কাহিনী' লেখক শ্রীযুক্ত কুমুদবিহারী মল্লিক মহাশয়ের ভ্রাতা শ্রীযুক্ত ভুজঙ্গভূষণ মল্লিক ও শ্রীধাম-মায়াপুরান্তর্গত বল্লাল দীঘি-গ্রামের ভূম্যধিকারী শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার সরকার মহাশয়ের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

— — –

শ্রীল প্রভুপাদের সহিত তাঁহার যেসকল শিষ্য গমন করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে মহামহোপদেশক পণ্ডিতপ্রবর শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ, শ্রীচৈতন্যমঠের অন্যতম ট্রাষ্টি শ্রীপাদ পরমানন্দ বিদ্যারত্ন, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিলাস গভস্তিনেমি মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি মহারাজ, শ্রীমায়াপুর ষ্টেটের অস্থায়ক ম্যানেজার শ্রীপাদ মহানন্দ ব্রহ্মচারী কাব্যালোক, শ্রীপাদ বিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী কৃতিরত্ন, শ্রীযুক্ত ভবদেব চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত শম্ভুনাথ পাণ্ডা, শ্রীযুক্ত সজ্জনানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীযুক্ত রেবতী-রমণ ব্রহ্মচারী প্রমুখ বৈষ্ণবগণের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

নঙ্গর তুলিবার পর হইতেই 'সুরধুনী'তে কীর্ত্তন-বন্যা প্রবাহিত হইতে থাকে। স্রোতস্বিনীর বেগ দেখিয়া মনে হইল, প্রাণ ভরিয়া শুদ্ধগৌরবিহিত কীর্ত্তন শ্রবণ ও সঙ্কীর্ত্তন-গৌরবের দর্শনমাত্রই যেন সুরধুনী ছলে বলে কৌশলে সপার্ষদ আচার্য্য চরণ বক্ষে ধারণকারী 'সুরধুনী'র প্রতি মনীভূত অন্তরে চেষ্টা করিতেছিলেন; কখনও বা প্রেম-ভাবের আবেগে ভাগীরথী 'সুরধুনী'কে আলিঙ্গন করিতেছিলেন। এতদ্ব্যতীত সকল সময়ই কল-কল-নাদে কীর্ত্তনের দোহার এবং 'সুরধুনী'র সৌভাগ্যদর্শনে আনন্দাশ্রু বিসর্জ্জন করিতেছিলেন। এই প্রকারে আচার্য্যের আনুগত্যে সঙ্কীর্ত্তন করিতে করিতে ভক্তগণ প্রায় ১২॥ টার সময় মামগাছি গ্রামে উপস্থিত হন এবং গঙ্গাতীর হইতে কীর্ত্তন সহ পদব্রজে শ্রীমোদদ্রুম-ছত্রে উপস্থিত হন। ছত্ররক্ষক শ্রীপাদ বঙ্কবিহারী ব্রজবাসী আচার্য্যের আগমনবার্ত্তা পূর্ব্ব হইতেই অবগত ছিলেন। তাই তিনি একটী সুরম্য যানসহ সপার্ষদ শ্রীল প্রভুপাদকে সম্বর্দ্ধনার্থ গঙ্গাতটে আগমন করিয়াছিলেন।

— —

ভক্তগণ শ্রীমোদদ্রুম-ছত্রে উপস্থিত হইয়া আচার্য্যানুগত্যে সঙ্কীর্ত্তনসহ শ্রীছত্রের নবনির্ম্মিত মন্দিরটী পরিক্রমা করেন। ধন্য সঙ্কীর্ত্তন-সেনাপতি, ধন্য তাঁহার সহস্রমুখে-গৌরাঙ্গকীর্ত্তনলীলা। আচার্য্যপ্রবরের অপরিসীম-করুণায়ই আজ জগদ্বাসিগণ গৌরনিজ-জন শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুরের আবির্ভাব-স্থান দর্শন ও বন্দনাদি করিয়া কৃতার্থ হইবার সুযোগ পাইতেছেন। তাঁহারা শীঘ্রই ঐ সব মন্দিরে ঠাকুর শ্রীল বৃন্দাবন-প্রতিষ্ঠিত শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দ বিগ্রহও দর্শনের সুযোগ

(অতঃপর ৫ম পৃষ্ঠার শেষ কলমে দ্রষ্টব্য)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

৭ পদ্মনাভ সর্ব্বাশিব সঙ্কর্ষণ •

শ্রীরামানুজ ও গৌড়ীয়-বৈষ্ণবের ভজন-বৈশিষ্ট্য

আচার্য্য শ্রীরামানুজপাদ, ভগবদ্বস্তুর সহিত জীবাত্মার সম্বন্ধ-বিচারে মর্য্যাদা-পথে কেবল মাত্র সার্দ্ধদ্বিবিধ রতির কথা আমাদিগকে জানাইয়াছেন। শান্ত দাস্য ও সখ্যার্দ্ধ বা গৌরব-সখ্য রতিদ্বারা সেব্য বিষ্ণুবস্তু তত্তৎ-রসে সেবিত হয়েন সত্য। প্রাকৃত জগতে এক দেহাত্মনিষ্ঠ জীবের সহিত অপর জীবের প্রাকৃত-সম্বন্ধমূলে আমরা পঞ্চবিধ প্রাকৃত রতি লক্ষ্য করিয়া থাকি, কিন্তু প্রাকৃত রতিদ্বারা সম্বন্ধান্বিত জীবসমূহ পরস্পর ভোক্তৃ-ভোগ্য-সূত্রে আবদ্ধ বাহ্যদৃষ্টিতে এরূপ প্রতীত হইলেও, তটস্থ হইয়া বিচার করিলে দেখা যাইবে যে ঐপ্রকার বাহ্য সম্বন্ধের অন্তরালে ন্যূনাধিক সকলেই ভোক্তৃত্ব-ভাবাবিষ্ট। এখানে কর্ত্তৃত্বাভিমানী অহঙ্কার বিমূঢ় জীব নিজে ভোক্তা সাজিয়া যাহাকে ভোগ্য বা বশ্য জ্ঞান করিতেছে, অপর দিকে তাহার সেই কল্পিত-ভোগ্য বা বশ্য আবার নিজেকে ভোক্তা জ্ঞান করত তাহার পূর্ব্ব ভোক্তাকে নিজের ভোগ্য বা বশ্য জ্ঞান করিতেছে। সুতরাং প্রাকৃত জগতে সম্বন্ধ মূলে রসপঞ্চকের আভাস বা বিকৃতভাব বর্ত্তমান থাকিলেও, ভোক্তৃত্বাভিমানীর বক্তব্য প্রযুক্ত তাহাদের সম্বন্ধের ভিতর একটা বিরোধের ভাব দৃষ্ট হয়।

মায়াবদ্ধ জীব-মাত্রেই গুণ-মায়াকর্ত্তৃক চালিত হওয়ায় প্রত্যেকেই নিজেকে 'ভোক্তা' অভিমান করিতেছে, উহা সেবাধর্ম্মের সম্পূর্ণ বিরুদ্ধভাব এবং সেই কারণে এক ভোক্তা অপর কোন ভোক্তৃত্বাভিমানীকে নিজ ভোগ্যত্বে বা সেবকত্বে প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিলেও, সে যখন বুঝিতে পারে যে তাহার কল্পিত ভোগ্যরূপে নিজেকে স্থাপন করিলেও স্বীয় ভোক্তৃত্বের গৌরব রক্ষিত হইবে, তখনই সে তাহার সহিত ঐপ্রকার বাহ্য সম্বন্ধ-বিশিষ্ট হয় কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে নিরপেক্ষ চিন্তা করিলে দেখা যাইবে যে, ঐ সম্বন্ধমূলে একজন নিরবচ্ছিন্ন ভোক্তা এবং অপরে নিরবচ্ছিন্ন ভোগ্য এভাব বর্ত্তমান নাই পরন্তু উভয়েই উভয়ের নিকট হইতে রূপ, রস, শব্দ, গন্ধ, স্পর্শ সুখানুভূতি স্ব-স্ব ইন্দ্রিয়দ্বারে লাভ করিতে ব্যস্ত এবং সেই কারণ দেখা যায়, যখন একব্যক্তি তাহার কল্পিত ভোগের ভোক্তৃত্বে বাধা প্রদান করিয়া কেবলমাত্র তাহার দ্বারা স্বীয় ইন্দ্রিয়তর্পণ করাইতে চায় তখনই সে তাহার সহিত বিরোধ সৃষ্টি করে এবং তৎফলেই প্রভু-ভৃত্যে, পিতা বা মাতা-পুত্রে, বন্ধুতে বন্ধুতে, স্বামী-স্ত্রীতে কলহ উপস্থিত হয় এবং পূর্ব্ব-স্থাপিত সম্বন্ধের সৌন্দর্য্য রক্ষা করিতে অক্ষম হয়। কামই এই প্রকার বিরোধ সৃষ্টির একমাত্র জনক। ত্রিগুণতাড়িত কর্ত্তৃত্বা-ভিমানী মায়াবদ্ধ জীব এই কামের করাল-কবল হইতে স্বীয় চেষ্টায় মুক্তিলাভ করিতে পারে না। শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মের অহৈতুকী কৃপায় স্বরূপোপলব্ধিক্রমে কাম-মুক্ত হইলেই জীব জানিতে পারে যে তাহার সত্তায় ভোক্তৃত্ব-ধর্ম্ম নাই, অপ্রাকৃত নবীন মদন ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণই একমাত্র কামদেব—অপ্রতিদ্বন্দ্বী নায়ক—তিনিই একমাত্র ভোক্তা এবং চতুর্দ্দশভুবনের চিৎ ও জড়নির্ব্বিশেষে সকলেই শুদ্ধস্বরূপে সেই অপ্রাকৃত কামদেবের পঞ্চবিধ-রসের কোন না কোন রসের নিত্য সেবক।

প্রাকৃত জগৎ বৈকুণ্ঠ বা অপ্রাকৃত জগতেরই বিকৃত প্রতিফলন। আদর্শে বা বিম্বে যাহা নাই ছায়া বা প্রতিবিম্বে তাহা থাকিতে পারে না; বিম্ব ও প্রতিবিম্বে মাত্র স্বরূপ ও বিরূপ গত ভেদ বর্ত্তমান। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, অপ্রাকৃত জগতে রসপঞ্চক পরিপূর্ণ এবং অবিকৃতভাবে বর্ত্তমান না থাকিলে ছায়া স্বরূপ প্রাকৃত জগতে আংশিক ও বিকৃত রসপঞ্চকের অস্তিত্ব হেয়বৃত্তিতে পরিস্ফুট হইত না।

যেখানে সেব্যের একত্ব ও স্বরাট্ত্ব নিরঙ্কুশভাবে প্রতিষ্ঠিত এবং সেবকের বহুত্বের নিত্যতা বর্ত্তমান কেবলমাত্র সেই ক্ষেত্রেই সেবকের শুদ্ধ-স্বভাবে পঞ্চবিধ রস প্রকাশিত হইয়া রতি-আখ্যা প্রাপ্ত হয়। যে-রসে যে-রতি প্রকটিত সেই রসের বিষয়-বিগ্রহকে আশ্রয় না করিয়া রতি স্বাধীনা থাকিতে পারে না। রত্যাশ্রিত সেবক-সম্প্রদায় বিষয়বিগ্রহের আশ্রয়কালে 'নিজের দাড়ে ছোলা' খোঁজেন না অর্থাৎ সেখানে প্রাকৃত জগতের ন্যায় আত্মেন্দ্রিয় প্রীতি-বাঞ্ছামূলক কোন ব্যভিচার বা বিরোধ-চেষ্টা নিহিত নাই।

আত্মেন্দ্রিয় প্রীতিবাঞ্ছা তারে বলি কাম।
কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতিবাঞ্ছা ধরে প্রেম নাম॥

(চৈঃ চঃ)

সেবা ধর্ম্মে ইন্দ্রিয়তর্পণ উদ্দেশ্য নিহিত থাকিতে পারে না। কর্ম্মী, জ্ঞানী, ভোগী, যোগী, মোক্ষকামী সকলেই স্থূল বা সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়তর্পণে ব্যস্ত সুতরাং তাহারা কখন ভক্ত হইতে পারে না।

পঞ্চবিধ-রসাশ্রিত ভক্ত পঞ্চবিধ রতি-দ্বারে একমাত্র সেব্যের সেবা করিয়া ধন্য হন। সেব্যের ইন্দ্রিয়তর্পণ ব্যতীত সেবকের অন্য কোন প্রয়োজন নাই।

"নাহি গণি আপন দুঃখ
সবে বাঞ্ছি তার সুখ।"

একমাত্র অপ্রাকৃত বিষয়-বস্তুর সেবায় সমস্ত সেবকেরই একই স্বার্থ জড়িত, সে-স্বার্থ সেব্যের সুখানুসন্ধান সুতরাং সে যে রসাশ্রিত হউন না কেন, সকলের সেবাবৃত্তি একই বিষয়ে কেন্দ্রীভূত হওয়ায় সেখানে বিরোধ উপস্থিত হয় না। প্রাকৃত-জগতে রস ও সম্বন্ধ-বিচারে প্রাকৃত-নীতিমূলে বৈধভাবে পঞ্চবিধ বিকৃত রসের আংশিক উপযোগিতা এবং দুর্নীতিমূলে অবৈধভাবে দাম্পত্য-রসের (!) হেয়তা প্রাকৃত-নীতিবাদিগণের বিচারের বিষয় হয়।

সেবা বস্তুতে গৌরব বা মর্য্যাদাধিক্য প্রদর্শিত হইলে তাঁহার সেবায় গোলোকের নিম্নাঙ্কে অবস্থিত সার্দ্ধ-দ্বিবিধ রসের ভক্তগণ অধিকার প্রাপ্ত হয়েন। সেব্যে মর্য্যাদাধিক্য-প্রদর্শনে মমত্ব-বুদ্ধি ক্ষুণ্ণ হয়। যে সকল সেবকের সেব্যে মমত্ব-বুদ্ধির প্রাবল্য এবং ঐশ্বর্য্যবুদ্ধির শৈথিল্য দৃষ্ট হয় কেবলমাত্র তাঁহারাই রসগোলোকের উচ্চাঙ্কে অবস্থিত অপর সার্দ্ধ-দ্বিবিধ রসে সেবাধিকার প্রাপ্ত হয়েন। পূর্ণে অংশ অনুস্যূত থাকে বলিয়া নিম্নাঙ্কের রসসমূহ উচ্চাঙ্কে অবস্থিত রসে সম্মিলিত আছে বুঝিতে হইবে। বৈকুণ্ঠের সেবক-সম্প্রদায় গোলোকের সেবা-সৌভাগ্য লাভ করিতে পারেন না, কারণ সেখানে 'ঐশ্বর্য্যশিথিল প্রেম'; ব্রজরামাগণের সেব্য-সৌন্দর্য্য-দর্শনে স্বয়ং লক্ষ্মীর লোভ উপস্থিত হইলেও ব্রজগোপীর আনুগত্য ব্যতীত তিনি সেই সেবাসুখ লাভ করিতে যোগ্যা বিবেচিত হন নাই।

আচার্য্য শ্রীরামানুজপাদ সেব্যের গৌরব ও মর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ হইবার আশঙ্কায় নীতিমূলে বৈধ-বিচারে প্রতিষ্ঠিত অপ্রাকৃত রসপঞ্চকের দ্বারা পুরুষোত্তম শ্রীনারায়ণের সেবা সৌন্দর্য্য প্রকাশ করিতে পারেন নাই। সেব্যবস্তুকে সেবকাপেক্ষা সম বা হীন-(এই শব্দদ্বয় কেবল সম্বন্ধে প্রযুক্ত হইয়াছে) জ্ঞানমূলেই বিশ্রম্ভ-সখ্য, বাৎসল্য ও মধুররসে অবস্থিতি। পরম-পুরুষ নারায়ণ পরম-মর্য্যাদা বিশিষ্ট সেব্য ভগবান্; তিনি—শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী, তাঁহাকে সম বা হীন জ্ঞান করিলে সেব্যের মর্য্যাদার লাঘব হয় এই বিচার বা নীতিমূলে আচার্য্যপাদ শ্রীনারায়ণ-সেবায় শান্ত, দাস্য ও গৌরব-সখ্য—এই সার্দ্ধ-দ্বিবিধ রস ব্যতীত বিশ্রম্ভ সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর রতিদ্বারা ভগবৎ সেবা অনুমোদন করেন নাই, এমন কি মর্য্যাদা বোধ হইতে উহাকে ভগবচ্চরণে অপরাধ বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন।

অবশ্য ভক্তিরাজ্যের প্রথম সোপানের কথা রামানুজপাদ জগতে প্রচার পূর্ব্বক জীবকে ভগবৎ সেবায় নিযুক্ত করত মায়াবাদরূপ পিশাচীর হস্ত হইতে উদ্ধার করিয়া জগৎপূজ্য হইয়াছেন এবং তজ্জন্য বিষ্ণুসেবক-সম্প্রদায়মাত্রেই তাঁহার নিকট 'চিরকৃতজ্ঞ' আছেন। এখানে বিচার্য্য এই যে, কেবল-মাত্র মর্য্যাদা-পথে আচার্য্য-উপদিষ্ট সার্দ্ধ দ্বিবিধ রসে সেব্যবস্তুর সেবাই কি পরিপূর্ণ সেবা বলিয়া বিবেচিত হইবে? যখন 'ওঁ রসো বৈ সঃ ওঁ' এই শ্রুতিমন্ত্রে সেব্যবস্তু যে পরিপূর্ণ-রসস্বরূপ তাহা জানিতে পারা যাইতেছে, তখন সেই রসিক-শেখরের সেবা পঞ্চবিধ রসে না হইলে কি প্রকারে সেবার পরিপূর্ণত্ব স্বীকৃত হইতে পারে? আংশিক রতিতে অংশের সেবাই কি পূর্ণতম বস্তুর সেবা বলিয়া সত্য সত্য স্বয়ং লক্ষ্মীর চিত্তহারী অখিলরসামৃতমূর্ত্তি "গোপবেশ বেণুকর নবকিশোর নটবর" ব্রজেন্দ্রনন্দনের সেবা-সৌভাগ্য-লাভে বঞ্চিত থাকিব? জীবের চিদ্বৃত্তিতে যে অপর সার্দ্ধ দ্বিবিধ রস বর্ত্তমান রহিয়াছে তাহা কি প্রকৃতি-জাতবস্তু-ভোগ-কামনায় রতি বিস্তার করিবে? পঞ্চবিধ রসকে পঞ্চবিধ রতিতে ভগবৎসেবায় সম্পূর্ণ-রূপে নিযুক্ত করিয়া কি অহঙ্কার-বিমূঢ়তার হস্ত হইতে চিরতরে নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারিব না? বিশ্রম্ভ-সখ্যরস কি বিকৃতভাবে প্রাকৃত বন্ধুর সখ্যে, বাৎসল্যরস কি বিকৃতভাবে প্রাকৃত পুত্রের জননীত্বে এবং মধুর রস কি প্রাকৃত নায়কের বৈধ বা অবৈধ যোষিদত্বে আবদ্ধ থাকিবে? যদি শ্রীনারায়ণ সেবকসম্প্রদায় আপেক্ষিক বিচারে আবদ্ধ হইয়া উক্ত রসাশ্রিত সেবকগণের ভগবৎ সেবার অবৈধতা কল্পনা করেন, তাহা হইলে উহা কোন্ বিষয়বিগ্রহের সেবায় নিযুক্ত হইয়া সাফল্য লাভ করিবে? সে বিষয়বিগ্রহ ত' শ্রীনারায়ণ বা সীতানাথ রামচন্দ্র হইতে পারেন না, কারণ তাহাতে সেব্যের মর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ হইবে। পঞ্চবিধ রসাশ্রিত সেবক সম্প্রদায় পঞ্চবিধ রসে একমাত্র অদ্বয়জ্ঞান ব্রজেন্দ্রনন্দনের সেবা করিয়া সেবা পরিপূর্ত্তি লাভ করিতে পারেন। মর্য্যাদাসিংহাসনারূঢ় শ্রীনন্দনন্দনের অপর কোন অংশ বা প্রকাশ-বিগ্রহের সেবায় পঞ্চবিধ রসের প্রয়োগ হইতে পারে না সুতরাং শ্রীনারায়ণ বা শ্রীরামচন্দ্রের সেবায় সেবার পরিপূর্ণতা লাভ হয় না।

একমাত্র শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্ম সেবাতেই সর্ব্বপ্রকার রত্যাশ্রিত ভক্ত সেবা-পরিপূর্ণতা লাভ করিয়া ধন্য হন। শ্রীনারায়ণের সেবক-সম্প্রদায় বিশ্রম্ভ-সখ্যে আবদ্ধ হইয়া তাঁহার স্কন্ধে পদার্পণ করিতে, তাঁহাকে উচ্ছিষ্ট ফল ভোজন করাইতে পারেন না, এমন কি ঐপ্রকার সেবার কল্পনাও তাঁহারা করিতে পারেন না, বাৎসল্য-রসে তাঁহাকে পুত্রজ্ঞান এবং মধুররসে তাঁহাকে কান্তজ্ঞানও করিতে পারেন না; ইহাদ্বারা

াহাদের সেবাবস্তুতে মমত্ববুদ্ধি বা প্রীতি-ৈদন্য লক্ষিত হইতেছে। শ্রীরামচন্দ্রের দবক-সম্প্রদায়ও একপত্নী-ব্রতধর সীতা-তিকে কান্তত্বে স্থাপন করিয়া মধুর রসে দবা করিতে পারেন না, তাহা গর্গ-সংহিতা হইতে জানিতে পারা যায়। নৈমিষক্ষেত্রে বদূর্বাদলশ্যাম শ্রীরামচন্দ্র আগমন করিলে ঋষির দেশে শ্রুতিসকল তাঁহাকে কান্ত-রূপে ভজনা করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন াহাতে শ্রীরামচন্দ্র তাঁহাদিগকে ব্রজে াপীজন্ম লাভ করিয়া তাঁহার অংশী স্বয়ং-ভগবান্ শ্রীনন্দনন্দনের উপাসনায় তাঁহাদের বাসনা পূর্ণ হইবে এইরূপ বলিয়াছিলেন; াতএব নিরপেক্ষ বিচারে প্রতিপন্ন ইতেছে যে, শ্রীনারায়ণ ও শ্রীরামচন্দ্রের বিষয়বিগ্রহত্বে সেব্যের পরিপূর্ণতা অর্থাৎ দব্যের নিরঙ্কুশ শ্রেষ্ঠত্ব এবং সেবকের ঞ্চবিধ রসে সেবা-সৌন্দর্য্য প্রকাশিত হয় াই। একমাত্র নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণই পরি-র্ণতম বিষয়বিগ্রহ, কারণ কেবলমাত্র তিনিই ঞ্চবিধ রত্যাশ্রিত ভক্তের পরিপূর্ণ সেবা-গ্রহণে সমর্থ এবং নন্দনন্দনের সেবক-সম্প্রদায়ই পঞ্চবিধ রসে পরিপূর্ণরূপে তাঁহার সেবা করিতে যোগ্য বিবেচিত হইয়াছেন। হাই শ্রীরামানুজপাদ ও গৌড়ীয়বৈষ্ণব-গণের ভজনবৈশিষ্ট্য। স্বয়ং-ভগবান্ শ্রীগৌর-সুন্দর সেবকের ভাব গ্রহণ করিয়া সেব্যের ই সেবা-চমৎকারিতা প্রদর্শন করিয়াছেন —যাহা চতুর্দ্দশব্রহ্মাণ্ডের জীবের, এমন কি কুণ্ঠবাসী ভগবৎ-সেবকগণেরও কখন ানিবার সৌভাগ্য হয় নাই। ইহাই গৌরসুন্দরের অনর্পিতচর-মহাবদান্য-তা। অবশ্য বলা বাহুল্য যে এই সেবা-তান-বিচারে বিষয়ের প্রকাশ-তারতম্যে বং আশ্রয়ের সেবা-তারতম্যে প্রাকৃত গতের উচ্চাবচভাব আরোপিত হইতে ারিবে না; তাহা অত্যন্ত অপরাধজনক। শ্রীগৌরসুন্দরের এই অনর্পিতচর দানের থা গোস্বামিপাদগণ প্রবলভাবে প্রচার রিলেও তাহা কালপ্রভাবে কর্ম্মী, জ্ঞানী, াগী, মায়াবাদী, স্মার্ত্ত ও প্রাকৃত সহজিয়া-কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইতে থাকিলে পরম-ণাবতারী শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর তদীয় শক্তি-গ্রহ ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী াস্বামী প্রভুপাদকে গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সম্প্র-য়ের একমাত্র আচার্য্যরূপে জগতে প্রকট রাইয়া তাহার সেই মহাবদান্যতার বার্ত্তা ীড়ীয় ভজন-বৈশিষ্ট্যের কথা আচার ও চারমুখে পুনঃ সংস্থাপন করিতেছেন। ীল প্রভুপাদপদ্ম জগতে আবির্ভূত না লে বর্ত্তমান জগতে বিভিন্ন মনঃকল্পিত নির্ত্তিক দেহমনোধর্ম্মযাজনকারী, 'যত মত পথ'-এর ধূয়াগানকারী মনোবৃত্তিকে আত্ম-ভক্তি বলিয়া স্থাপনকারী প্রাকৃত সহ-ায়াগণের নিকট নির্ভীক-চিত্তে বজ্রনির্ঘোষে সুসিদ্ধান্তসুদর্শনাস্ত্রপ্রয়োগে তাহাদের বিভিন্ন মতবাদ ছিন্ন ভিন্ন করিয়া একমাত্র পরম-মুক্তকুলের পরমোপাস্য, নিখিল-শ্রুতি-মৌলিরত্নমালাদ্যুতি দ্বারা যাঁহার পাদপদ্ম নিরন্তর নিরাজিত হইতেছে সেই নামী-অভিন্ন নাম-প্রভুর সেবা-সৌন্দর্য্যের পুনঃ-প্রকাশ কে করিত?

আমরা কি সেই আচার্য্যবর্য্যের শ্রীপাদ-পদ্মে কায়মনোবাক্যে প্রণতি-বিধানপূর্ব্বক তাঁহার শ্রীমুখ-বিগলিত শ্রৌতবাণী-শ্রবণে কর্ণেন্দ্রিয়কে নিযুক্ত করিয়া কর্ণবেধসংস্কার লাভ করত নানামতবাদরূপ মনোধর্ম্মের হস্ত হইতে রক্ষা পাইবার যত্ন করিব না?

দুই বন্ধু

[শ্রীনিতাইদাস ব্রহ্মচারী]

এক সময় দুই বাল্যবন্ধুর, বহুদিন পর সাক্ষাৎ হইলে, উভয়েই আনন্দিত হইয়া পরস্পর কিছুক্ষণ আলাপের পর একত্রে ভ্রমণার্থ বহির্গত হইলেন। তাঁহারা উভয়েই ব্রাহ্মণকুলে উদ্ভূত ছিলেন; কিন্তু তন্মধ্যে একজন গৌড়ীয়-পত্রিকার নিয়মিত পাঠক ছিলেন। দুইবন্ধু যাইতে যাইতে সম্মুখে একটি পুষ্পোদ্যান দর্শন করিলেন। পুষ্পো-দ্যানটি দেখিয়া এক বন্ধু বলিলেন, বন্ধো! ঐ বাগানটীতে যাই চল, একটু বিশ্রাম করিগে। এরূপভাবে দুই বন্ধু বাগানটীতে প্রবেশ করিলেন। ভিতরে প্রবেশ করিয়া উভয়েই বাগানটীর চতুর্দ্দিকে নিরীক্ষণ করিলেন এবং দেখিতে পাইলেন, বিভিন্ন রংয়ের ফুল বিভিন্ন গাছেতে ফুটিয়া রহিয়াছে, সুগন্ধে স্থানটী আমোদিত করিয়া তুলিয়াছে। সেই বন্ধু পুনরায় বলিলেন "দেখ দেখি বন্ধো, কি মনোরম স্থান! এখানে আসিয়াই যেন একটা আনন্দ বোধ হচ্ছে, এই আনন্দেই তো ভগবান্ আনন্দিত? এই বাগানটী যদি আমাদের হইত, তাহা হইলে নিত্যই এরূপ আনন্দ লাভ করিতে পারিতাম। কেমন বন্ধো! তোমার কি মনে হয়?

(অন্য বন্ধুর উত্তর)—দেখ বন্ধু! তোমার এই বিচারগুলি আমার মনে তত ভাল লাগ্‌লো না; কেন লাগ্‌ল না তাহা বলি, শোন।

দেখ, তুমি আমার বাল্যবন্ধু, সেই জন্য বন্ধুর প্রতি কর্ত্তব্য বিচারে, আমি শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা পাঠ করে যেটুকু বুঝেছি তাহা কিছু বল্‌বো। একটু মনোযোগের সহিত শ্রবণ কর। আমরা এই পরিদৃশ্যমান জগতে যে বস্তুসমূহ দর্শন করি, এইগুলি সমস্তই অনিত্য। অর্থাৎ পূর্ব্বে ছিল না বর্ত্তমানে কিছুকাল দৃষ্ট হইতেছে এবং কিছুকাল পরে বিনাশ প্রাপ্ত হইবে। সুতরাং চঞ্চল বস্তুতে নিত্য আনন্দলাভ কখনই হইতে পারে না। যে-সমস্ত ইন্দ্রিয়ের দ্বারা আমরা আনন্দলাভ করতে চাচ্ছি, তাহারাও চিরস্থায়ী নহে।

এই যে আমাদের দেহেতে পঞ্চ কর্ম্মে-ন্দ্রিয় আর পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় রহিয়াছে, ইহারা প্রত্যেকেই জড়বিষয়ের দিকে ধাবিত হইতেছে। চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক্, এই পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু, উপস্থ আর মন—এই একাদশ ইন্দ্রিয়, ইহারা সকলেই রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ, স্পর্শাদি মায়িক বিষয়েতে মত্ত রহি-য়াছে। মায়াবদ্ধ জীবের দেহাত্মবুদ্ধিবশতঃ জড়াভিনিবেশতাই স্বভাবে পরিণত হয়।

কোন ভক্ত আমাদের মঙ্গলের জন্য বলিয়াছেন :—

জিহ্বৈকতোঽচ্যুত বিকর্ষতি মাবিতৃপ্তা
শিশ্নোঽন্যতস্ত্বগুদরং শ্রবণং কুতশ্চিৎ।
ঘ্রাণোঽন্যতশ্চপলদৃক্ ক্ব চ কর্ম্মশক্তি-
র্বহ্ব্যঃ সপত্ন্য ইব গেহপতিং লুনন্তি।
(ভাঃ ৭।৯।৪০)

জিহ্বা টানে রস প্রতি, উপস্থ কদর্থে।
উদর ভোজনে টানে বিষম অনর্থে॥
চর্ম্ম টানে শয্যাদিতে, শ্রবণ কথায়।
ঘ্রাণ টানে সুরভিতে, চক্ষু দৃশ্যে যায়॥
কর্ম্মেন্দ্রিয়ে কর্ম্ম টানে, বহু পত্নী যথা।
গৃহপতি আকর্ষয় মোর মন তথা॥

সৎসঙ্গ প্রভাবে জীব-স্বরূপে অর্থাৎ আত্মাতেই আত্মোপলব্ধি করিতে পারে। তখন মুক্ত-জীব আত্মচক্ষুদ্বারা সেই পর-মাত্মা অর্থাৎ ভগবানেতে নিত্য বিষয় বৈচিত্র্য দর্শন করেন; তখনই আমরা উপনিষদুক্ত মন্ত্রের সেবা করিতে পারি। অর্থাৎ বর্ত্তমানে যে আমাদের আত্মভোগের প্রবৃত্তি, তাহা আর থাকে না, তখন আমরা এইমন্ত্রে দীক্ষিত হই—

ঈশাবাস্যমিদং সর্ব্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ।
তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্য স্বিদ্ধনম্॥

পরিদৃশ্যমান জগতের সমগ্র বস্তুই শ্রীভগবানের সেবোপকরণ, এই বিচার হলে সেই বস্তুসমূহ ভোগ কর্‌বার এবং ত্যাগ কর্‌বার দুর্ব্বুদ্ধি আমাদের আর থাকে না। এই শ্রীভগবানের সেবোপকরণেতে যে জীবের ভোগাকাঙ্ক্ষা এবং ত্যাগস্পৃহা—দুইটীকেই শাস্ত্রে কাম বলিয়াছেন।

আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতিবাঞ্ছা তারে বলি কাম।
কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতিবাঞ্ছা ধরে প্রেম নাম॥

আমরা কামকেই প্রেম মনে করি। অর্থাৎ মনে করি আমার ইন্দ্রিয়তৃপ্ত হইলেই, ভগবান্ সন্তুষ্ট হইবেন। কিন্তু তাহা সম্পূর্ণ ভুল বিচার। দেখ, চৈতন্য চরিতামৃত কি বলিয়াছেন—

কাম-প্রেম দোঁহাকার বিভিন্ন লক্ষণ।
লৌহ আর হেম যৈছে স্বরূপে বিলক্ষণ॥
কামের তাৎপর্য্য নিজ-সম্ভোগ কেবল।
কৃষ্ণসুখতাৎপর্য্য মাত্র প্রেমত প্রবল॥

তোমাকে আমি বন্ধু ব'লে এত কথা বল্লাম, আর একটী কথা—দেখ, সদ্‌গুরু অর্থাৎ কৃষ্ণতত্ত্ববিদ্ গুরু ব্যতীত এসব তত্ত্ব কিছুতেই স্ফূর্ত্তি পায় না। যা হোক্ তুমি সময়মত কিছু দিন শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা পাঠ কর, তাহা হইলে সমস্ত তত্ত্বজ্ঞান ক্রমশঃ তোমার হৃদয়ে স্ফূর্ত্তি পাইবে।"

(তখন সেই বন্ধু বলিলেন :—) আঃ বন্ধো! তুমি আমাকে মস্ত বড় একটা জ্ঞানের আলোক দিলে। ওঃ, আমি কি ঘোর অন্ধকারে যাচ্ছি! আচ্ছা চল এখন বাড়ী যাই, আজ হ'তে আমিও তোমার সঙ্গে গৌড়ীয় আলোচনা করিব, এবং সাধুসঙ্গ করিব।

মোদদ্রুমচ্ছত্রে শ্রীল প্রভুপাদ

[১ম পৃষ্ঠার পর]

পাইবেন। আজ যদি আচার্য্যপ্রবর অবতীর্ণ না হইতেন, তাহা হইলে ঐ পূত-স্থান শ্বাপদাদি হিংস্রজন্তুর আবাস-স্থানরূপে বিদ্যমান থাকিতেন। ঐ সুপবিত্র স্থানটী কিছু দিন কালের কুপ্রভাবে জঙ্গলাকীর্ণ থাকিলেও শ্রীল প্রভুপাদের ঐকান্তিকী চেষ্টায়ই আজ তাহা তাহার পূর্ব্ব গৌরব সংরক্ষণ করিয়া সুরম্য-মন্দির বিজয়-মুকুট রূপে শিরে ধারণপূর্ব্বক উজ্জ্বল-শ্রী ধারণ করিয়াছেন। জয়, আচার্য্য-পাদপদ্ম কি জয়!

আজ ছত্ররক্ষক শ্রীপাদ ব্রজবাসী প্রভুর আনন্দের সীমা নাই। তিনি অধিকাংশ সময়ই একাকী অবস্থান করিয়া ভজন করেন, আজ সপার্ষদ শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীছত্রে উপস্থিত হইয়া সঙ্কীর্ত্তন করিতেছেন; তাই ব্রজবাসী প্রভু আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া বিবিধ উপকরণসহ সপার্ষদ আচার্য্যচরণ বন্দন আরম্ভ করিলেন এবং বিবিধ উপায়ে সকলের সেবা করিতে লাগিলেন। কীর্ত্তনান্তে ভক্তগণ সকলেই বিশ্রম্ভ-সখ্যভাবে তাঁহার সহিত বিবিধ রঙ্গ করিতে লাগিলেন। কেহ কেহ তাঁহার মিছরী-জল পান করিতে লাগিলেন, কেহ কেহ তাঁহার কদলী গ্রহণ করিলেন, কেহ কেহ বা ভক্তগণেরই উদ্দেশ্যে স গৃহীত মিষ্টান্নাদি তাঁহার সহস্তে প্রদানের অপেক্ষা না করিয়া তাহা গলাধঃকরণ করিতে লাগিলেন। এই প্রকারে কিছু-কাল অতিবাহিত করিয়া ভক্তগণ পুনরায় কীর্ত্তন-সহযোগে আচার্য্যানুগমনে প্রত্যা-বর্ত্তন করিতে লাগিলেন। ভক্তগণ সকলেই চলিয়া যাইতেছেন, তাই শ্রীপাদ ব্রজবাসী প্রভুর অন্তঃকরণ বিষাদ-কালিমায় আচ্ছন্ন হইল। তিনি তাঁহাদের সহিত অনেকক্ষণ অনুগমন করিলেন।

অবশিষ্টাংশ আগামী কল্য প্রকাশিত হইবে।

শুদ্ধভক্তি গ্রন্থমালা

বাঙ্গালাভাষায় প্রকাশিত

১। ভাষ্যসহ বিরাট শ্রীচৈতন্যভাগবত ৬৲
২। শ্রীমদ্ভাগবতম্, —সম্পূর্ণ ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ৩৮৲
একাদশ স্কন্ধ হইতে শেষ পর্য্যন্ত ।৶০
৩। অনুভাষ্যসহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (৪র্থ সংস্করণ) ৫৲
৪। ভক্তিবিবেককথামালা (বাঁধা) ২৲
৫। গৌড়ীয়-গৌরব ।৵০
৬। গৌড়ীয়-সাহিত্য ।৶০
৭। ভজনরহস্য ।।০
শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও
শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৯। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ)
ঐ (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
১০। গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি টীকাসহ)
ঐ (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
১১। গীতার কেবল মাধ্ব-ভাষ্য ।।০
১২। যুক্তিমল্লিকা গুণসৌরভঃ সানুবাদ (মাধ্ব) ২৲
১৩। বেদান্ততত্ত্বসার সানুবাদ (রামানুজীয়) ।।০
১৪। জৈবধর্ম্ম ২৲
১৫। শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৬। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১৭। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ।৶০
ঐ (বাঁধা) ৸০
১৮। দীপ-দিগ্দর্শন
১৯। সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ) ।৶০
২০। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ।।০
ঐ (আবাঁধা) ।৶০
২১। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
২২। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৵০
২৩। গীতমালা ৴১০
২৪। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶০
২৫। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶০
২৬। নবদ্বীপপঞ্জিকা (৪৪৭ গৌরাব্দ) ৶০
২৭। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
২৮। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা-দর্পণ ।০
২৯। শরণাগতি ৴০
৩০। গীতাবলী ৴০
৩১। চিত্রে নবদ্বীপ ।।০
৩২। সাধনকণ ৴০
৩৩। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৴০
৩৪। নবদ্বীপশতক ৴০
৩৫। অর্থপঞ্চক ৴০
৩৬। সদাচার ৴০
৩৭। কল্যাণকল্পতরু (৫ম সংস্করণ) ৴১০
৩৮। অর্চ্চনপদ্ধতি ৴১০
৩৯। সাধক কণ্ঠমালা (বাঁধা) ।০
ঐ (আবাঁধা) ।৴০
৪০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (প্রথম চারিখণ্ড) ৩
৪১। ব্রহ্মসংহিতা ।০
৪২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৪৩। মণিমঞ্জরী সানুবাদ ।০
৪৪। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৪৫। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ।০
৪৬। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৪৭। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
৪৮। গৌড়ীয়মঠ কি করেন? ৴০
৪৯। ঈশোপনিষৎ (বলদেব ও মাধ্ব-ভাষ্য এবং বিবৃতি ও অনুবাদসহ) ।০
৫০। শ্রীভুবনেশ্বর ৶০
৫১। সিদ্ধান্তদর্পণ ৵০
৫২। সাত্বতবাণী ৴০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৫৩। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী দিগ্বিজয়ঃ ।।০
৫৪। সটীক-শিক্ষাদশমূলম্ ।০
৫৫। তত্ত্বসূত্রম্ ।।০
৫৬। সানুবাদ-শিক্ষাষ্টকম্ ৵০
৫৭। গৌড়ীয়মঠস্থ পরিচয়ঃ ৴০
৫৮। সারাংশবর্ণনম্ ৶০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৫৯। রায় রামানন্দ ।।০
৬০। নামভজন ।০
৬১। রিলেটিভ্ ওয়ার্ল্ড্স ।৶০
৬২। লাইফ্ অ্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।০
৬৩। বৈষ্ণবীজম্ ।০
৬৪। হোয়াট গৌড়ীয়মঠ ইজ্ ডুইং ৴০
৬৫। দি ভাগবত ।০
৬৬। থিয়োটিক্ প্রিন্সিপল্ অ্যাণ্ড অ্যাপ্লায়েড্ ডিভোসন ।০
৬৭। ব্রহ্ম-সংহিতা ২।।০
৬৮। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (ভলুম ওয়ান) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৬৯। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ।।০
৭০। সাধন পথ ।০
৭১। কল্যাণ-কল্পতরু ৴১০
৭২। গীতাবলী ৴০
৭৩। শরণাগতি ৴০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৭৪। শরণাগতি

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

নদীয়া-প্রকাশপ্রাপ্তির স্থান

১। শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম-মায়াপুর, নদীয়া
২। শ্রীযোগপীঠ ঐ
৩। শ্রীবাস অঙ্গন ঐ
৪। অদ্বৈত-ভবন ঐ
৫। কাজীর সমাধি পাট ঐ
৬। স্বানন্দ সুখদ-কুঞ্জ শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ নদীয়া।
৭। শ্রীভাগবত আসন কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
৮। শ্রীএকায়ন মঠ গোবিন্দপুর, হাবাখালী।
৯। দ্বাদশগোপাল পাট—পোঃ চাকদহ,
১০। শ্রীগৌর গদাধরমঠ—চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড়, বর্দ্ধমান
১১। শ্রীমোদদ্রুমছত্র মাউগাছি, বর্দ্ধমান
১২। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম, আমলাযোড়া, পোঃ রাজবাঁধ বর্দ্ধমান
১৩। শ্রীগৌড়ীয়মঠ বাগবাজার, কলিকাতা
১৪। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাজু, হাওড়া,
১৫। শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয় মঠ, ২০।২ নবাবপুর রোড, ঢাকা
১৬। শ্রীগোপালজী মঠ কমলাপুর, ঢাকা।
১৭। শ্রীসদাত-গৌরাঙ্গ মঠ পোঃ বালিয়াটী।
১৮। শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয়মঠ ময়মনসিংহ।
১৯। শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ চিরুলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর
২০। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম গোয়ালপাড়া, আসাম।
২১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ রায়াপেট্টা, মাদ্রাজ।
২২। শ্রীরামানন্দগৌড়ীয় মঠ কব্বুর, জেঃ পশ্চিম গোদাবরী
২৩। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ উড়িয়াবাজার, পোঃ বক্সীবাজার, কটক।
২৪। শ্রীত্রিদণ্ড-গৌড়ীয় মঠ ভুবনেশ্বর।
২৫। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ সতাসন, পুরী।
২৬। শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, পুরী।
২৭। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ ডুমুরকুণ্ডা, পোঃ চিরকুণ্ডা, মানভূম।
২৮। শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ—কাশী।
২৯। শ্রীরূপগৌড়ীয় মঠ—এলাহাবাদ।
৩০। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ পুরাণবাজার, সরকার ঠাকুরের কুঞ্জ, বৃন্দাবন
৩১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ ৪৩ নং হনুমান রোড, নিউদিল্লী
৩২। শ্রীপরমহংসমঠ—নৈমিষারণ্য,
৩৩। শ্রীসারস্বত গৌড়ীয় মঠ—হরিদ্বার।
৩৪। শ্রীব্যাস গৌড়ীয়মঠ—কুরুক্ষেত্র, পঞ্জাব
৩৫। শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাবুলনাথ রোড, পোঃ গ্র্যাণ্ট রোড, বোম্বে।
৩৬। লণ্ডন গৌড়ীয়মঠ, ৩৯।২ ব্রেটন গার্ডেন্স, কেনসিংটন্ লণ্ডন, (এস্, ডব্লিউ—১০)।

শুদ্ধভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী মাসিক। শ্রীধাম-মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিকভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১।।০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—তিনি ভাষায় একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি হৃদয় বন মহারাজ সম্পাদিত ও নৈমিষারণ্য শ্রীপরমহংস মঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ১।।০ দেড় টাকা মাত্র।

৪। **পরমার্থী**—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১।।০ দেড় টাকা মাত্র।

৫। **কীর্ত্তন**—মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ নিত্যানন্দ সেবাতীর্থ বি-এজি, বি-টি, সম্পাদিত। আসাম গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম হইতে প্রকাশিত আসামী ভাষায় মাসিক। ভিক্ষা সডাক ১।।০ দেড় টাকা মাত্র।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

আদিকবি শ্রীল বৃন্দাবন দাস প্রণীত সমগ্র গ্রন্থ

গ্রন্থের মূল বোল্ড অক্ষরে এবং তন্নিম্নে বিশ্ববিশ্রুত গৌড়ীয়মঠের প্রতিষ্ঠাতা ও আচার্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ **শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের** রচিত বিস্তৃত ভাষ্য উত্তম কাগজে সৌষ্ঠবের সহিত মুদ্রিত হইয়াছেন। ডবল ক্রাউন আটপেজি আকারে ১০৯৬ পৃষ্ঠায় কেবল মূল ও ভাষ্য সম্পূর্ণ হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত শ্লোকসূচী, পদ্যসূচী, স্থানসূচী, পাত্রসূচী, বিষয়সূচী, শব্দসূচী প্রভৃতি বিস্তৃত সূচীপত্রও একটী গ্রন্থ হইবে। সভাষ্য শ্রীচৈতন্যভাগবতের এরূপ উৎকৃষ্ট ও অমূল্য বিরাট্ সংস্করণ জগতের কোথাও আজ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হন নাই, ইহা নিরপেক্ষ পাঠকমাত্রকেই একবাক্যে স্বীকার করিতে হইবে। শ্রীগৌড়ীয়মঠের উৎসব-কালে গ্রন্থের ভিক্ষা ১২৲ বারটাকা স্থলে—৫৲ পাঁচটাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীচৈতন্যমঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

মারাত্মক প্রলোভন

বিগত ব্রহ্ম বিদ্রোহ সম্পর্কে পলাতকদের গোপ্তদের সুনাম অর্জ্জন ও পুরস্কার লাভের মতলবে ব্রহ্ম বিদ্রোহ দমন সম্পর্কে দুই একটি সেনাদলের কতিপয় লোক কি ভাবে একটা লোককে হত্যা করিয়াছিল হাইকোর্টের বিচারপতি মায়া বু ও বিচারপতি এস, সি, সেনের এজলাসে দায়ের করা নরহত্যার মামলা সম্পর্কিত একটী আপীলে তাহা প্রকাশ পাইয়াছে।

অবসর প্রাপ্ত জনৈক জেলা পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের পুত্র আর পি, আক্ত-ওয়ার্থ, পো-মিন, চট-টি মো গান্ট নায়ো-পি'র পক্ষ হইতে এই আপীল দায়ের করা হইয়াছে। নরহত্যার অপরাধিগণের অপরাধ ঢাকিবার উদ্দেশ্যে মিথ্যা সংবাদ দানের অভিযোগে প্রথমোক্ত ব্যক্তি প্রোমের সেসন জজের বিচারে ৭ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিলেন পো-মিন ২০ বৎসরের সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিল এবং অপর তিন ব্যক্তি ২৪শে নবেম্বর তারিখে পেনাহর হত্যা সম্পর্কে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিল।

ঘটনার বিবরণে এই যে, ১৯৩২ সালের জানুয়ারী মাসে আক্তওয়ার্থকে উক্ত সংগৃহীত সেনা বাহিনীর নায়ক পদে নিযুক্ত করা হইয়াছিল। ইহার কার্য্যকালের মধ্যেই নেতৃত্বের জন্ম পুরস্কার ঘোষিত অনেক বিদ্রোহীকে পাকড়াও করিয়া খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছিলেন। গত বৎসর এ, এস, পি আইনের হত্যার জন্য আক্তওয়ার্থকে নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছিল। আক্তওয়ার্থের সেনা বাহিনীর মধ্যে পো-মিন ও টিন-গেথ নামে দুইজন সেনাও ছিল। টিন-গেথ সেখানে খালাস পায়। আক্তওয়ার্থকে গোয়েন্দা সকলকে নিয়োগের জন্যও নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছিল। আবেদনকারীদের মধ্যে তিনজনকে গোয়েন্দা হিসাবে নিযুক্ত করা হইয়াছিল। পো মিন আক্তওয়ার্থকে পে-কাইনের হত্যার কথা জানায় পে-কাইনের মৃতদেহ সনাক্ত করা হইবার পর উহা সমাহিত করা হয়। ডেপুটী কমিশনার সনাক্ত করণ সন্তোষজনক হয় নাই মনে করায় মৃতদেহটী সমাধি হইতে তোলা হয়, তখন দেখা যায় মৃতদেহটী পা কাইনের নহে—উহা পেন-হর মৃতদেহ। পেন-হর অঙ্গুলের ছাপ হইতে এই সত্য প্রকাশ পায়। তখন গোয়েন্দা তিনজনকে গ্রেপ্তার করা হয় ও তাহাদের স্বীকারোক্তি ডি এস পি মংকুমা হাকিম ও হেড কোয়ার্টারের ম্যাজিষ্ট্রেট কর্ত্তৃক গৃহীত হয় এবং আক্তওয়ার্থকে গ্রেপ্তার করা হয়। সেসন জজ প্রমাণ পান, কোরে নিহত ব্যক্তির মিথ্যা বিবরণ গোয়েন্দা তিনজন দিয়াছেন। আক্তওয়ার্থ ডি এস পির নিকট উহাই সত্য বলিয়া অংশতঃ মানিয়াছিলেন। শুনানী চলিতেছে।

নিহত মিঃ বার্জ্জের প্রসঙ্গ

সোমবার মিঃ এফ জেমসের প্রশ্নের উত্তরে স্বরাষ্ট্র সচিব মেদিনীপুরের জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ বার্জ্জের হত্যা সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ প্রদান করেন। তিনি বলেন যে, তিনজন আততায়ীর মধ্যে একজন নিহত হয়। দ্বিতীয় মৃগেন্দ্র দত্ত আহত হইয়াছিল—সে রবিবার প্রাতঃকালে হাসপাতালে মারা গিয়াছে এবং তৃতীয় ব্যক্তি অনাথ পাঁজাকে ধরা হইয়াছে। মিঃ বার্জ্জকে যখন হত্যা করা হয় তখন মিসেস বার্জ্জ উপস্থিত ছিলেন না।

মিঃ জেমস—মিঃ বার্জ্জকে লইয়া মেদিনীপুরে তিনজন ম্যাজিষ্ট্রেটকে হত্যা করা হইল কি না? এবং মিঃ বার্জ্জের পরিবারের জন্য কোন ব্যবস্থা করা হইয়াছে কি না?

সার হারি হেগ—হ্যাঁ মিঃ বার্জ্জকে লইয়া তিনজনকে হত্যা করা হইয়াছে। মিঃ বার্জ্জের পরিবারের জন্য যথোপযুক্ত ভাতার ব্যবস্থা করা হইবে।

সোমবার বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার অধিবেশন আরম্ভ হইলে প্রেসিডেণ্ট মেদিনীপুরের ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ বার্জ্জের হত্যার বিষয় উল্লেখ করেন। প্রেসিডেণ্ট বলেন, "পেডি ও ডগলাসের হত্যা ব্যাপারে মেদিনীপুরকে ইতিপূর্ব্বেই কলঙ্কিত করিয়াছে. মিঃ বার্জ্জের হত্যাকাণ্ডে মেদিনীপুর চিরকালের জন্য কলঙ্কিত হইল। বাঙ্গলার আবালবৃদ্ধবনিতার এই কার্য্যের নিন্দা করা এবং বাঙ্গলার দেহ হইতে এই দুষ্ট ব্রণ তিরোহিত করিতে চেষ্টা করা উচিত। আমাদের স্বার্থের জন্যই বিপ্লববাদী দেশ হইতে দূর হওয়া বিধেয়। আমাদের ইতিহাসের গরিমা, আমাদের প্রাচীন সভ্যতা ও সংস্কারকে রক্ষা করিতেই হইবে। বৃটেনের সাহায্যে দেশের মুক্তি সাধন করিতে আমরা যেন ভগবানের অভিশাপ আহ্বান না করি। কর্ত্তব্য সম্পাদনের সময় একজন বৃটিশ কর্ম্মচারীকে হত্যা করা হইয়াছে। আমাদের এই কার্য্যের তীব্র নিন্দা করা উচিত। মানুষের বিরুদ্ধে, ভগবানের বিরুদ্ধে পাপ কার্য্যে আমরা যথাসাধ্য নিন্দা করিব। ধর্ম্ম ও কৃষ্টিকে বিসর্জ্জন দিয়া কোন জাত উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে পারে না।"

অতঃপর প্রেসিডেণ্ট মিঃ বার্জ্জের শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করেন এবং তিনি যে ব্যবস্থাপক সভার সদস্য ছিলেন তাহার উল্লেখ করেন

মিঃ বার্জ্জের মৃত্যুতে দুঃখ প্রকাশ করিয়া মিসেস বার্জ্জের নিকট সহানুভূতি জ্ঞাপন করা হয়। সভায় সকলে দাঁড়াইয়া মৃতের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করেন।

বিশিষ্ট নেতৃবৃন্দের বিবৃতি

তারেঙর বহু বিশিষ্ট নেতা ও নেত্রী "ইউনাইটেড প্রেসের" মারফৎ নিম্নলিখিত বিবৃতি প্রচার করিয়াছেন :—

"আন্দামান সেলুলার জেলের অনশন ব্রতী বন্দী শ্রীযুত মহাবীর সিং, শ্রীযুত মানকৃষ্ণ নমঃদাস ও শ্রীযুত মোহিত মৈত্রের মৃত্যুতে জনসাধারণের মনে দারুণ শঙ্কা ও সংশয় জাগিয়াছে। বন্দীত্রয়ের মৃত্যুসম্পর্কে গবর্ণমেণ্ট অবশ্যই একটী কৈফিয়ৎ দিয়াছেন, কিন্তু গবর্ণমেণ্ট তাঁহাদের মৃত্যুসম্পর্কে তদন্তের ব্যবস্থা না করিলে জনসাধারণের আশঙ্কা ও উৎকণ্ঠা দূর হইবে না। অধিকন্তু সরকারী ইস্তাহার এবং সংবাদপত্রে প্রকাশিত বিবরণ হইতে বুঝা যায়, যে কারণে বন্দীগণ গত মে মাসে অনশন ধর্ম্মঘট করিয়াছিলেন তাহা সম্পূর্ণ বৈধ। সেলে রাত্রিতে আলো সরবরাহ, উপযুক্ত সাক্ষাৎকারের অনুমতি এবং আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি ক্রয় করিবার নিমিত্ত আত্মীয় স্বজনের নিকট হইতে টাকা আনাইবার অনুমতি দাবী করিয়া বন্দীগণ অনশন ধর্ম্মঘট করিয়াছিলেন। এই দাবী নিশ্চয়ই ন্যায়সঙ্গত। জনসাধারণের বিশ্বাস এই যে, বন্দীদের অভাব ও অভিযোগ দূর করিবার ব্যবস্থা হইবে বলিয়া প্রতিশ্রুতি প্রদত্ত হওয়ায় ৪৫ দিন পর তাঁহারা অনশন ধর্ম্মঘট ভঙ্গ করেন। সংবাদপত্রে প্রকাশ, স্বরাষ্ট্র সচিব ব্যবস্থা পরিষদে প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন যে বন্দীদের সমস্ত অভিযোগ দূর করা আবশ্যক।

"আরও প্রকাশ যে, কারাগারে বন্দীদের ব্যবহার কিরূপ ছিল, তাহা বিবেচনা না করিয়াই ভারতবর্ষের বিভিন্ন জেল হইতে বন্দী বাছিয়া আন্দামান প্রেরণ করা হইয়াছে। নির্ব্বাসিত বন্দীদের অধিকাংশই নাকি দ্বীপান্তর দণ্ডে দণ্ডিত নহেন। তাঁহাদের অধিকাংশই নাকি চারি বৎসর ও তদূর্দ্ধকাল সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত। কেহ কেহ চারি বৎসরের কম মেয়াদেও দণ্ডিত হইয়াছেন এই সংবাদেও জনসাধারণ ভীত হইয়া পড়িয়াছেন। যে-সকল বন্দী তাঁহাদের দণ্ডকালের অধিকাংশ ভারতবর্ষের জেলে কাটাইয়াছেন, তাঁহাদিগকেও কেন মেয়াদ শেষ করিবার জন্য আন্দামানে প্রেরণ করা হইবে তাহার কারণও বুঝা যায় না। অনেক বন্দী সুদীর্ঘকাল ভারতবর্ষের জেলে কারাদণ্ড ভোগ করিয়াছেন। মাত্র তিনচারি বৎসরের জন্য তাঁহাদিগকে আন্দামান প্রেরণ করা হইয়াছে।

১৯১৯ সালের ভারতীয় কারাকমিটির রিপোর্ট প্রকাশিত হয়। অতঃপর ১৯২৬ সালে ভারত গবর্ণমেণ্ট ঘোষণা করেন, যে সকল বন্দী আন্দামান যাইতে সুস্পষ্ট সম্মতি দান করিবে, কেবল তাহাদিগকেই আন্দামান প্রেরণ করা হইবে, বর্ত্তমানে রাজনৈতিক বন্দীদিগকে প্রেরণ করায় গবর্ণমেণ্টের সেই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধাচরণ করা হইয়াছে।

তারের ঠিকানা— 'শ্রীধাম' নবদ্বীপ
Reg No. C1514
পত্রের ঠিকানা—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

দৈ নি ক

নদীয়া-প্রকাশ

THE NADIA-PRAKASH

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩৷৹
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র।

সাহায্যের হার
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸৹
মাসিক ১৲
নগদ •
প্রতি সংখ্যা ৵৫

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৮ম খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বেদান্তবাচস্পতি [১৬৫শ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর—২৭শে ভাদ্র মঙ্গলবার ১৩৪০, ১২ই সেপ্টেম্বর ১৯৩৩

বিমানপোত দুর্ঘটনা

এক্ষণে জানা গিয়াছে যে, বিমানপোত দুর্ঘটনায় দুই ব্যক্তির মৃত্যু হইয়াছে। উহারা করাচীর ইণ্ডিয়ান এয়ার ফোর্স স্কোয়াড্রণের দুইজন ভারতীয় শিখ কর্ম্মচারী। উহারা সারগোধা হইতে আসিয়াছিলেন। করাচী হইতে কোয়েটা অভিমুখে অগ্রসর হইবার সময় ঐরূপ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত শিখ কর্ম্মচারিদ্বয়ের নাম অমরজিৎ সিং এবং বি, সিং। ফ্লাইট লেফটেনাণ্ট সমেত ৮ জন কর্ম্মচারী ৬ই সেপ্টেম্বর আম্বালা পাঞ্জাব মেলযোগে ঘটনাস্থলে রওনা হইয়াছেন। ভগ্নপোতখানা সম্বন্ধে তদন্ত করাই তাহাদের উদ্দেশ্য। বুধবারের মধ্যে তাঁহাদের ফিরিবার কথা। অতঃপর সরকারী তদন্ত হইবে।

বিমানপোত বিপন্ন

জব্বলপুরের জনৈক ব্যারিষ্টারের পুত্র মিঃ এরিক দত্ত তাঁহার পিতাকে জানাইয়াছেন যে, পারস্যের মরুভূমিতে একটি বিমানপোত বিপন্ন হওয়ায়, উহার কর্ম্মচারী ও আরোহীদিগকে অত্যন্ত কষ্ট ভোগ করিতে হইতেছে। মিঃ এরিক দত্তও উক্ত বিমানপোতের আরোহী ছিলেন।

মিঃ দত্ত জানাইয়াছেন যে, বিমানপোতের পেট্রল নিঃশেষ হইয়া যাওয়ায়, বেলা ৩টার সময় উহা অবতরণ করিবার চেষ্টা করে; ঐ সময়ে হঠাৎ উল্টাইয়া যায়। খাদ্য ও পানীয় জল প্রায় নিঃশেষ হইয়া যাওয়ায়, বিমানপোতের একজন মিস্ত্রী সাহায্য প্রার্থনার জন্য ৪৫ মাইল দূরবর্ত্তী লাহবা নামক স্থানে হাঁটিয়া যাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করে। একজন আরোহী ও তাঁহার সঙ্গে গমন করেন। মিস্ত্রী ২৯ মাইল হাটিয়া অবশেষে গন্তব্যে প্রত্যাবর্তন করে; কিন্তু তাহার সঙ্গী গন্তব্য স্থান অভিমুখে অগ্রসর হইতে থাকেন।

মিস্ত্রীর প্রত্যাবর্ত্তনের এক ঘণ্টা পর একদল সশস্ত্র লোক আসিয়া বিমানপোতের বিপন্ন ব্যক্তিগণকে বেষ্টন করে। পরে রাত্রিতে গ্রামের একজন মোড়ল তথায় উপস্থিত হইয়া বিমানপোতের চতুর্দ্দিকে ১৪ জন সশস্ত্র লোক মোতায়েন করে, আরোহীদিগকে সারারাত্রি ঐ স্থানে থাকিতে বলে। সৌভাগ্যবশতঃ পরদিন প্রাতঃকালে পূর্ব্বোক্ত আরোহী তাঁহার সঙ্গীদের উদ্ধারের জন্য একদল লোকসহ প্রত্যাবর্ত্তন করেন। তিনি মরুভূমির ভিতর দিয়া ৪৫ মাইল গমন করিয়া উদ্ধারকারী দলকে লইয়া আসেন।

আরোহীদের মধ্যে মিঃ এরিক দত্তের পত্নীও ছিলেন। মিঃ দত্ত জানাইয়াছেন যে, উহা বৃটিশ বিমানপোত নহে।

ডাবলিন অস্ত্রাগারে বিস্ফোরণ

ফিনিক্স পার্ক দুর্গের অস্ত্রাগারে এক রহস্যজনক বিস্ফোরণ হইয়া গিয়াছে। ফলে একটী দালানের পশ্চাৎ অংশ ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়াছে। সহরের সর্ব্বত্র একটা চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইয়াছে। দুর্গে অস্ত্রশস্ত্র গোলাবারুদ ভর্ত্তি ছিল। দালানের চতুষ্পার্শস্থ ঘাসে আগুন ধরিলে ডাবলিন সহরের দমকলগুলি ঘটনা স্থলে ছুটিয়া আসে।

সঙ্গীনধারী সৈন্যগণ অগ্নিদগ্ধ দালানের নিকট লোকজনকে আসিতে বাধা দিয়াছিল, বিস্ফোরণের ফলে দুর্গের নিকটবর্ত্তী একটা ছোট পাহাড় ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। একজন সৈন্য আহত হইয়াছে। দমকলের লোকগণ আগুন নিবাইতে চেষ্টা করিয়াছিল।

জলপ্লাবন

গত তিন সপ্তাহ অবিশ্রান্ত বৃষ্টির ফলে কুমিল্লার ডাউনে গোমতী নদীর দক্ষিণ পাড়ের বাঁধটী চারি স্থানে ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। প্রায় ৫০ খানি গ্রাম সম্পূর্ণ রূপে জলমগ্ন হইয়াছে। বহু গৃহ পতন হইয়াছে। জল গোয়ালঘর পর্য্যন্ত প্রবেশ করিয়াছে। গৃহপালিত পশুগুলি জলের উপর দাঁড়াইয়া আছে। শস্যগুলি সমস্ত নষ্ট হইয়া গিয়াছে। ক্ষতির পরিমাণ নিরূপণ করা শক্ত। বাঁধ শীঘ্রই বাঁধান প্রয়োজন।

শ্রীযুক্ত উপেন্দ্র মোহন মিত্রকে সভাপতি এবং হবিবর রহমান চৌধুরী এবং বীরেন দত্তকে সম্পাদক করিয়া একটি সাহায্য সমিতি গঠিত হইয়াছে। প্রথম দল দুঃস্থগণকে সাহায্য করিবার জন্য জলপ্লাবিত অঞ্চলে চলিয়া গিয়াছেন। তথাকার নিকট সাহায্যকারীদের একখানি নৌকা উল্টাইয়া যায়। তাহারা বাধের মধ্য দিয়া যাইবার সময় এই ঘটনা ঘটিয়াছে। কাহারও প্রাণ নষ্ট হয় নাই।

প্রায় এক হাজার লোককে সাহায্য দেওয়া হইতেছে। সমিতির হাতে যে টাকা আছে তাহা প্রয়োজনের দিক দিয়া অতি সামান্য। প্রকাশ বাঁধ বাধাইয়া দিবার জন্য কর্ত্তৃপক্ষের নিকট যাওয়া হইবে।

সীমান্তে বোমা বর্ষণের ফল

ভারতীয় ব্যবস্থাপরিষদে মিঃ আজহর আলীর প্রশ্নের উত্তরে মিঃ টটেনহাম বলেন, কোটকাইতে বোমাবর্ষণের ৪৮ ঘণ্টা পূর্ব্বে নোটিশ দেওয়া হইয়াছিল। যখন বোমা বর্ষণ হয়, তখন গ্রামখানা লোকজন পরিত্যক্ত হইয়াছিল বলিয়া বোধ হইয়াছিল। যতদূর সংবাদ পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে প্রকাশ, কেহ নিহত হয় নাই। একটি ছোট মসজিদের ক্ষতি হইয়াছে। কিন্তু মসজিদের কোরাণ যে দগ্ধ হয় নাই তাহা বিশ্বাস করিবার কারণ আছে।

ভ্রাতৃহত্যা

চুঁচুড়ার ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুত এন, চৌধুরী বলাগড়ের নূর সেখকে তাহার ভ্রাতা নেপালের মৃত্যুর কারণ ঘটাইবার জন্য বিচারার্থ চুঁচুড়ার দায়রা আদালতে প্রেরণ করিয়াছেন।

অভিযোগের বিবরণে প্রকাশ যে উভয় ভ্রাতাই একই বাটীর অন্তর্গত স্বতন্ত্র কুটীরে বাস করিত। গত ১৫ জুন সন্ধ্যাকালে মৃত নেপালের একটি গাভী আসামী নূরের খড়ের গাদা নষ্ট করে বলিয়া প্রকাশ। ইহাতে দুই ভ্রাতার মধ্যে কলহ বাধে। তাহাদের মাতা এবং মৃত নেপালের স্ত্রীর চেষ্টায় ঝগড়া থামিয়া যায়। কিন্তু নেপাল স্ত্রীর সহিত তাহাদের ঘরের মধ্যে যখন বিশ্রাম করিতে যাইতে ছিল, সেই সময় সে নূরকে গালাগালি দেয় এবং নূর একখানি বাঁশ লইয়া নেপালকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করে। পুনরায় দুই ভ্রাতার মধ্যে কলহ বাধিয়া যায় প্রকাশ, নূর বাঁশের দ্বারা নেপালের মস্তকের খুলিতে সাঙ্ঘাতিক রূপে আঘাত করে। ফলে সে কয়েক ঘণ্টার মধ্যে মারা যায়।

তল্লাস

প্রকাশ বরিশাল ওয়াজিরপুর পুলিশ শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র ঘোষের বাটীতে ওয়াজিরপুর উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের প্রবীণ শিক্ষক শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ দত্তের দ্রব্যাদি তল্লাস করে। শ্রীযুক্ত দত্ত গোপাল বাবুর বাটীতে অবস্থান করেন।

ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

২৭শে ভাদ্র মঙ্গলবার, ১৩৪০

মিঃ টটেনহ্যাম পরিষদে সামান্ত-নীতির যে গুণকীর্ত্তন করিয়াছেন তাহা পড়িয়া মনে হয় কটকাই-এ যে ঘটনা ঘটিয়াছে, তাহা অহিংস বোমাবর্ষণ ব্যতীত আর কিছুই নয়। মূর্খ ভারতবাসীই কেবল ইহার মাহাত্ম্য উপলব্ধি করিতে পারিতেছে না। সেনাবিভাগের সেক্রেটারী পরিষদের সদস্যদিগকে আশ্বস্ত করিয়া বলিয়াছেন, শুধু যে বে-পরোয়াভাবে বোমা বর্ষিত হয় নাই তাহা নহে, বোমাবর্ষণের সময় বিমান-সেনা এত নীচু হইতে লক্ষ্য করিয়া বোমা ছাড়িয়াছিল যে তাহাতে লক্ষ্যভ্রষ্ট হইবার আশঙ্কা ছিল না। এতদ্ব্যতীত উপর হইতে ফটো পর্য্যন্ত লওয়া হইয়াছে। সুতরাং অহিংস-নীতির আর বাকী রহিল কি? মিঃ টটেন-হ্যাম আরও বলিয়াছেন, সীমান্ত রক্ষার জন্য স্থলপথে সামরিক আয়োজন থাকিবেই, কিন্তু বিমানপথেও সামরিক সজ্জার পরিত্যাগ করা সমীচীন হইবে না। ভবিষ্যতে সীমান্ত প্রদেশ রক্ষা করিতে স্থলপথ ও আকাশ-পথের সহযোগিতাই হইবে। একমাত্র অব্যর্থ পন্থা মিঃ উ প্রসাহেব জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, যাহাদের উপর বোমা বর্ষিত হইল, তাহারা কি বৃটিশ সরকারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতেছিল? মিঃ মূর্ত্তজা সাহেব বলিলেন, অপর পক্ষ যদি ইউরোপীয় হইত, তাহা হইলে কি সরকার এই পন্থা অবলম্বন করিতেন? মিঃ পুরী জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, সভ্যই হউক আর অসভ্যই হউক, যাহারা ভারত সরকারের প্রজা নহে, কর্ত্তৃপক্ষ কি তাহাদের আত্মসমর্পণ দাবী করিতে পারেন? কিন্তু এ সব প্রশ্নে লাভ নাই। কারণ মিঃ টটেনহ্যাম বলিয়াছেন তিনি উপদ্রুত অঞ্চলের লোকদের সম্পর্কে বিশদ বিবরণ প্রকাশ করিবেন না, সীমান্তের বৈদেশিক সম্পর্কেরও সকল কথা প্রকাশ্য নহে, অতএব আলোচনাই কর, প্রতিবাদই কর সীমান্ত নীতি যাহা বর্ত্তমান আছে তাহাই অব্যাহত থাকিবে।

———

পণ্ডিত জওহরলাল মহাত্মাজীর সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য পুণা যাত্রা করিতেছেন। যাত্রার পূর্ব্বে তিনি যুক্ত প্রদেশের কংগ্রেস কর্ম্মীদের সহিত পরামর্শ করিতেছেন। মহাত্মাজীর সহিত জওহরলালের সাক্ষাতের নিশ্চয়ই রাজনৈতিক গুরুত্ব আছে। বর্ত্তমান রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে পণ্ডিতজী যে অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন, তাহাতে বোঝা যায় যে, তিনি কোন গঠনমূলক কার্য্য প্রণালীর পক্ষপাতী।

মহাত্মাজী কংগ্রেসের বাহিরের অর্থাৎ মডারেট নেতাদের সহিতও পরামর্শ করিবেন। এই সংবাদে অনেকে মনে করিতেছেন যে, মহাত্মাজী হয়তো মডারেটদের মধ্যস্থতায়, আর একবার ভারত গবর্ণমেণ্টের সহিত আপোষের চেষ্টা করিবেন। এই কথা কতদূর সত্য তাহা আমরা জানি না, তবে তিনি শান্তির জন্য সর্ব্বদাই লালায়িত রহিয়াছেন। কিন্তু গবর্ণমেণ্টের বর্ত্তমান মনোভাব যেরূপ তাহাতে কংগ্রেসের সহিত আপোষের কোন সম্ভাবনাই দেখা যাইতেছে না।

———

রাষ্ট্রপরিষদে রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তির প্রস্তাব করিয়া শ্রীযুত মেহেতা সম্ভাবের আবহাওয়া সৃষ্টির জন্য গবর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করিয়াছিলেন। তাহার উত্তরে স্বরাষ্ট্র বিভাগের খাস মুন্সী মিঃ হ্যালেট এবং মিঞা স্যার ফজলী হোসেন যে সুরে কংগ্রেসের ও তাহার আন্দোলন সম্পর্কে অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন, তাহা হইতেই সরকারী মনোভাব স্পষ্টভাবে বোঝা যায়। আধাজঙ্গী শাসনপ্রণালীই যাহারা শ্রেয়স্কর বলিয়া মানিয়া লইয়াছেন, তাঁহারা যে পথে যে শান্তি চাহেন; কংগ্রেস ও জাতির পক্ষে ক্ষমতার সেই অযৌক্তিক দাবী পূরণ করা অসাধ্য।

———

দেশে একদল লেখকের আবির্ভাব হইয়াছে, যাঁহারা মহাত্মাজীর কোন কোন কথার ছল ধরিয়া প্রমাণ করিতেছেন, তিনিই শান্তির অন্তরায়। কংগ্রেস ভারত-সরকারের পদানত হইয়া হোয়াইট পেপার গ্রহণ করুক, পাকে চক্রে এই কথা বলাই ঐ সকল 'শান্তিকামীর' অভিপ্রায়।

———

নূতন দামোদর খাল উদ্বোধন করিবার সময় স্যার আবদুল করিম গজনবী বলিয়াছেন যে, অনাবৃষ্টি ও জলাভাবের ফলে এবং নদীগুলি হাজিয়া মজিয়া যাওয়াতে পশ্চিম বঙ্গের বর্ত্তমান দুর্দ্দশা ঘটিয়াছে। একদিকে যেমন জমি অনুর্ব্বর হইয়াছে, অন্যদিকে তেমনি ম্যালেরিয়াতে গ্রামগুলি উচ্ছন্ন হইতে বসিয়াছে। বাঙ্গলা গবর্ণমেণ্টের সেচ বিভাগের উদ্দেশ্য, এই শোচনীয় অবস্থার প্রতিকার। নূতন দামোদর খাল, সেই বৃহৎ পরিকল্পনারই একটা অংশ মাত্র।

স্যার আবদুল করিম গজনবী এই সব কথা বলিবার সময় বোধ হয় ভাবিয়া দেখেন নাই, ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলপথ এবং দামোদরের বাঁধই পশ্চিমবঙ্গের এই শোচনীয় অবস্থার জন্য প্রধানতঃ দায়ী। দামোদরের যে পলিমাটি মিশ্রিত লাল জল প্রবাহিত হইয়া পশ্চিমবঙ্গের বহুস্থানকে, বিশেষভাবে বর্দ্ধমান জেলার ভূমিকে উর্ব্বরা করিত, তাহাকে স্বাস্থ্য ও সম্পদ দান করিত, ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলপথ ও দামোদর বাঁধই তাহার পক্ষে প্রধান বাধা স্বরূপ হইয়া উঠে। ফলে যে স্থান এককালে স্বাস্থ্যকর ও ঐশ্বর্য্যশালী ছিল, তাহাই ম্যালেরিয়ার আবাসভূমি, জনহীন অরণ্যে পরিণত হইতে চলিয়াছে।

———

ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলপথ নির্ম্মিত হইবার অব্যবহিত পরেই ১৮৬২ সালে বর্দ্ধমান জেলায় প্রথম ম্যালেরিয়া আরম্ভ হয় এবং এই ভীষণ ব্যাধিতে ঐ জেলায় বহু লোকের মৃত্যু হয়। সেইজন্য তখন ইহার নাম হয় "বর্দ্ধমান জ্বর"। তারপর এই ম্যালেরিয়া ক্রমে ভাগীরথীর দুইকূলে বিস্তৃত হইয়া পড়ে এবং আজ অর্দ্ধশতাব্দীরও অধিককাল ধরিয়া সমগ্র পশ্চিম ও মধ্যবঙ্গকে এই ব্যাধি বিধ্বস্ত করিতেছে।

ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলপথ যে ভাবে নির্ম্মিত হইয়াছিল, তাহাতে দেশের জলপ্রবাহের স্বাভাবিক পথ অনেকস্থলে রুদ্ধ হইয়াছে এবং তাহার ফলে একদিকে দেশ ম্যালেরিয়া পূর্ণ, অন্যদিকে ভূমি অনুর্ব্বর হইয়া উঠিয়াছে। ভূমির অনুর্ব্বরতা, দারিদ্র্য ও ম্যালেরিয়ার মধ্যে যে ঘনিষ্ঠ যোগ, তাহাতে সন্দেহমাত্র নাই।

———

বন্যার সঙ্গেও ইহার ঘনিষ্ঠ যোগ আছে। কেননা স্বাভাবিক জল নিকাশের পথ রুদ্ধ হওয়াতেই বর্ষার জল বাহির হইতে না পারিয়া বন্যার সৃষ্টি হয়। পশ্চিমবঙ্গে দামোদরের বাঁধও বন্যা সৃষ্টিতে কম সহায়তা করে না। আজও এই বন্যার ভীষণ পরিণাম মেদিনীপুরে আমরা প্রত্যক্ষ করিতেছি।

———

পশ্চিম ও মধ্যবঙ্গে ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলপথ যে সর্ব্বনাশের সৃষ্টি করিয়াছে, উত্তর বঙ্গে ই, বি, রেলওয়ে তাহাই করিয়াছে। উত্তর বঙ্গে যে কয়েকটী প্রবল বন্যা হইয়াছে, তাহার কারণ এই রেলপথ এবং সঙ্গে সঙ্গে ভূমির অনুর্ব্বরতা ও ম্যালেরিয়ারও যে আবির্ভাব হইয়াছে, তাহাতেও সন্দেহ নাই।

শাসন সংস্কার প্রস্তাব ও বাঙ্গালা

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

মন্ত্রীর সহিত ব্যবস্থাপক সভার সম্বন্ধ

ফলে সভায় "হস্তান্তরিত" বিভাগসমূহে তাঁহাদিগের কাজ করিবার সুযোগ যেমন ভুলিয়া থাকেন, তেমনই "সংরক্ষিত" বিভাগসমূহে তাঁহাদিগের সীমাবদ্ধ ক্ষমতা সম্বন্ধে ভ্রান্ত ও অতিরঞ্জিত ধারণা মনে পোষণ করেন। এক দিকে যেমন আত্মরক্ষার জন্য মন্ত্রীরা সরকারী কর্ম্মচারীদিগের সাহায্যের উপর নির্ভর করেন, অপর দিকে সরকারী কর্ম্মচারীরা তেমনই যাহাতে ব্যবস্থাপক সভা কর্ত্তৃক প্রত্যাখ্যাত ব্যবস্থা পুনঃপ্রবর্ত্তিত করিবার জন্য গভর্ণরের বিশেষ ক্ষমতা ব্যবহার করিতে না হয় সেইজন্য ভোট পাইবার উদ্দেশ্যে মন্ত্রীদিগের সাহায্যের উপর নির্ভর করেন। এইরূপে বিভাগ ভাগ করিয়া শাসনকার্য্য পরিচালিত করা অসম্ভব বলিয়া এবং ব্যবস্থাপক সভায় পরস্পরের সাহায্যের প্রয়োজনহেতু সরকারের দুই ভাগ অর্থাৎ শাসন পরিষদের সদস্যরা ও মন্ত্রীরা পরস্পরের আলিঙ্গনবদ্ধ হইয়া থাকেন। ইহাতে একযোগে সকল বিভাগের কার্য্য-পরিচালনের সুবিধা হইয়াছে বটে, কিন্তু দ্বৈত শাসনের মূলনীতি—কতকগুলি বিভাগে মন্ত্রীদিগের সম্পূর্ণ দায়িত্ব—অবজ্ঞাত হইয়াছে। প্রস্তাবিত পরিবর্ত্তনে ব্যবস্থাপক সভায় সরকারী কর্ম্মচারীরা সভ্য থাকিবেন না এবং বিভাগ ভাগও রহিবে না। কাজেই মন্ত্রীদিগকে সর্ব্বতোভাবে ব্যবস্থাপক সভার উপরই নির্ভর করিতে হইবে এবং যে সকল বিষয়ে গভর্ণরের বিশেষ দায়িত্ব থাকিবে সে সকল বিষয় ব্যতীত সকল বিষয়ে মন্ত্রীদিগের কর্ত্তৃত্ব থাকায় ব্যবস্থাপক সভাও স্বীয় ক্ষমতা সম্বন্ধে অধিক অবহিত হইবেন।

আইন প্রণয়ন

প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভায় কোন আইনে সম্মতি প্রদান করা না করা ও তাহার আলোচনা করিতে দেওয়া না দেওয়া সম্বন্ধে বর্ত্তমানে গভর্ণরের, বড়লাটের ও রাজার যে ক্ষমতা আছে প্রায় তাহাই থাকিবে, কেবল গভর্ণর বা গভর্ণর-জেনারল যে আইনে সম্মতি দিয়াছেন, তাহাও দ্বাদশ মাসের মধ্যে সপার্ষদ রাজার ইচ্ছায় ত্যক্ত হইতে পারিবে।

উচ্চ ও নিম্ন উভয় ব্যবস্থাপক সভাতেই আইনের পাণ্ডুলিপি পেশ করা যাইবে। কেবল, অর্থসম্বন্ধীয় আইন নিম্ন সভাতেই পেশ হইবে।

(ক্রমশঃ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

নদীয়া-প্রকাশ

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক
—পারমার্থিক পত্র—
শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশ
তনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনম্,
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং
প্রেমা পুমর্থো মহান্
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং
তত্রাদরো নঃ পরঃ॥

৮ম বর্ষ ৮ পদ্মনাভ গৌরাব্দ ৪৪৭, ২৭শে ভাদ্র বঙ্গাব্দ ১৩৪০, ১২ই সেপ্টেম্বর ইং ১৯৩৩, মঙ্গলবার ১৬৫শ সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

গত ৭ই সেপ্টেম্বর শ্রীমোদদ্রুমছত্রে [illegible] পর সপার্ষদ শ্রীল প্রভুপাদ প্রায় আ[illegible] সময় মোদদ্রুমদ্বীপ হইতে শ্রীগোদ্রুম[illegible] ঠাকুর ভক্তিবিনোদের ভজনস্থলী ও [illegible] শ্রীস্বানন্দসুখদকুঞ্জাভিমুখে যাত্রা [illegible]। ভাগীরথী কাঞ্চনবাহিনীকে পুনরায় [illegible] অতিশয় আনন্দিত হন। ‘সুরধুনী’ মাত্র [illegible] মিনিটের মধ্যে মামগাছি হইতে স্বরূপ[illegible] উপস্থিত হন। গঙ্গার প্রবল স্রোত ও [illegible] পবন যেন কীর্ত্তন-কুঞ্জে অতি [illegible] ব্যবস্থা করিয়া দিবার [illegible] ‘সুরধুনী’র গতিকে প্রাণপণ সাহায্য [illegible]তে লাগিলেন। শ্রীকুঞ্জে উপস্থিত হইয়া [illegible] আচার্য্যের অনুগমনে সঙ্কীর্ত্তনসহ [illegible] পরিক্রমা ও দণ্ডবৎ প্রণামাদি [illegible]। এই স্থানে শ্রীকুঞ্জের সেবক শ্রীযুক্ত [illegible]নাথ ব্রহ্মচারী বিবিধ উপায়ে সপার্ষদ [illegible]পাদের সেবা করেন।

শ্রীকুঞ্জে যাইবার সময় ‘সুরধুনী’ যখন [illegible] ও সরস্বতীর সঙ্গম স্থানে উপস্থিত [illegible] তখন উভয়ের এত আনন্দ হইয়াছিল [illegible] তাহারা সমীরণ-হিল্লোলে উদ্দণ্ড নৃত্য [illegible]তে আরম্ভ করিলেন। তাঁহাদের ঐ [illegible] ভাবাবেগ দর্শন করিয়া ‘সুরধুনী’ [illegible] স্থির থাকিতে পারিলেন না, আনন্দে [illegible] করিতে লাগিলেন। ভক্তগণ উচ্চৈঃ[illegible] হরিধ্বনি করিতে লাগিলেন। হরিধ্বনি[illegible] ‘সুরধুনী’ অতি সত্বর গন্তব্য স্থানে [illegible]ত হইলেন।

প্রত্যাবর্ত্তনের সময় কোলদ্বীপে (সহর-দ্বীপে) কেরোসীন সংগ্রহের নিমিত্ত ‘সুরধুনী’ কিছুকাল বিশ্রাম লাভ করেন। এই সময় অসংখ্য লোক আসিয়া আচার্য্য-দর্শনাভিলাষী হন; দর্শকবৃন্দের মধ্যে কেহ কেহ লঞ্চে আসিয়া আচার্য্যপাদপদ্ম বন্দনা করেন। সন্ধ্যার অব্যবহিত পরেই লঞ্চখানা শ্রীচৈতন্যমঠের ভক্তিবিজয়-ভবনের দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হয়।

বৃন্দাবন ২।৯।৩৩

গত ১২ই ভাদ্র সোমবার শ্রীশ্রীরাধাষ্টমী উপলক্ষে শ্রীশ্রীবৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমঠের মঠরক্ষক শ্রীপাদ যজ্ঞেশ্বর ব্রজবাসী মহাশয়ের সেবাপ্রাণতায় পাঠ, কীর্ত্তন এবং দ্বিপ্রহরে পুরী, কচুরী, লাড্ডু, রসগোল্লা, দধি, পায়স ইত্যাদি বিচিত্রতাপূর্ণ মহাপ্রসাদ ৫০ জন ব্রজবাসী ও বঙ্গদেশীয় ভক্তগণকে বিতরণ করা হইয়াছে। সকলেই পরম পরিতোষ-সহকারে মহাপ্রসাদ গ্রহণ করিয়াছেন।

কটক হইতে শ্রীযুক্ত সারদাকান্ত চৌধুরী গত ৩।৯।৩৩ তারিখে লিখিয়াছেন, কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠে নিত্যলীলা-প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের বার্ষিক প্রকটোৎসব মহাসমারোহের সহিত অনুষ্ঠিত হইয়াছেন। ন্যূনাধিক দুই শত নগরবাসী এই অনুষ্ঠানে যোগদান করিয়া শ্রীমঠে বিচিত্র মহাপ্রসাদ সম্মান করিয়াছেন। কটকের সুপ্রসিদ্ধ জমিদার শ্রীযুক্ত লছিমানারায়ণ ভগত, স্বনামধন্য শ্রীযুক্ত গণেশ লাল ভগত ও শ্রীমহাদেব প্রসাদ ভগত প্রমুখ সম্ভ্রান্ত ভদ্রমহোদয়গণ সমাগত হইয়াছিলেন। সমাগত জনগণ আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল এম-এ, ভক্তিশাস্ত্রী ভক্তিসুধাকর অধ্যাপক মহোদয়ের ও শ্রীপাদ বিলাসবিগ্রহ দাসাধিকারী মহাশয়ের নিকট শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের আবির্ভাবের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে শাস্ত্র-যুক্তিমূলে প্রামাণিক বিবরণ শ্রবণ করিয়া শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠের সেবা-প্রচার বৈশিষ্ট্য হৃদয়ঙ্গম করিয়াছেন এবং শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রকৃত শিক্ষার প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হইয়াছেন। শ্রীসচ্চিদানন্দমঠের নবনির্ম্মীয়মান শ্রীমন্দিরের নির্ম্মাণকার্য্য দ্রুতবেগে হইতেছে। এই কার্য্য এই মাস মধ্যেই সম্পূর্ণ হইবার সম্ভাবনা। ইংলণ্ডে শ্রীগৌড়ীয় মঠের প্রচার-সাফল্য শ্রবণ করিয়া উৎকলবাসী জনগণ অতিশয় আনন্দিত হইয়াছেন। ভক্তগণ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের “বিবদ্‌বাণী সর্ব্ব ব্যক্তিকে জানাইয়া বাণীর সার্থকতার বিষয় কীর্ত্তন করিতেছেন। পরমহংস ঠাকুর শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের দ্বারা যে শ্রীমন্মহাপ্রভুর মনোহভীষ্ট পূর্ণ হইতেছে, তাহা সকলেই হৃদয়ঙ্গম করিতেছেন। গোস্বামী ঠাকুরের আবির্ভাবস্থান নীলাচল-ক্ষেত্র—শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারক্ষেত্র। তাই “উৎকলে পুরুষোত্তমাৎ।” বাণীর সার্থকতা দৃষ্ট হইতেছে।

গত ২২শে ভাদ্র বৃহস্পতিবার, শ্রীশ্রীভক্তিসিদ্ধান্তবাণীসেবকসমিতির সাপ্তাহিক অধিবেশনে শ্রীমদ্ভাগবত হইতে নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ পাঠ ও কীর্ত্তন হইয়াছে।

বিষ্ণোর্মায়া ভগবতী যয়া
সংমোহিতং জগৎ।
আদিষ্টা প্রভুনাংশেন কার্য্যার্থে সম্ভবিষ্যতি॥
(ভাঃ ১০।১।২৫)

যে মায়াদ্বারা অপ্রাকৃত ও প্রাকৃত এই উভয় জগৎ মুগ্ধ, সেই ভগবচ্ছক্তি বিষ্ণুমায়া ভগবানের আদেশে স্বাংশভূতা বহিরঙ্গা মায়াশক্তির সহিত কার্য্যার্থে অর্থাৎ উন্মুখ-মোহিনী যোগমায়া-স্বরূপের দ্বারা দেবকীর সপ্তমগর্ভ আকর্ষণ, যশোদার নিদ্রানয়ন প্রভৃতি কার্য্য এবং বিমুখমোহিনী জড়মায়া-স্বরূপের দ্বারা কংসাদি বঞ্চনরূপ কার্য্য সাধনার্থ প্রাদুর্ভূত হইবেন।

আমরা, বিমুখমোহিনী-মায়ার কথাই অবগত আছি। উন্মুখ-মোহিনী মায়া যোগমায়া; আর বিমুখমোহিনী মায়া মহামায়া। অদ্বয়-জ্ঞান-তত্ত্ব ভগবানের একই মায়াশক্তি বিভূমায়া হইলেও স্বরূপভেদে বিভিন্ন তত্ত্ব। এই উভয়বিধ মায়াতত্ত্বে অনভিজ্ঞ থাকায় প্রাকৃত-জগন্মোহিনী মহামায়াকেই পরাশক্তি বলিয়া শক্তিমত্তত্ত্বকে হেয় বা নিঃশক্তিক অথবা শক্ত্যধীন মনে করিয়া থাকে।

উন্মুখ-মোহিনী মায়া গোকুলেশ্বরী, অন্তরঙ্গা-শক্তি যোগমায়া নামে খ্যাতা। ইনি কৃষ্ণের নিত্যলীলার সহায়কারিণী, কৃষ্ণসঙ্গে যোগ-ঘটনক্রিয়া দ্বারা কৃষ্ণোন্মুখগণকে কৃষ্ণ বিষয়ে মোহন করেন। অর্থাৎ কৃষ্ণ-সম্বন্ধিনী ক্রিয়া ব্যতীত ইঁহার অন্য কার্য্য নাই।

বিমুখমোহিনী মায়া অখিলেশ্বরী ‘জড়মায়া’ নামে কীর্ত্তিতা। ইনি স্বরূপ-বিস্মৃত কৃষ্ণ-সেবাবিমুখ অপরাধী জীবের অধঃপতনের স্থান চতুর্দ্দশ-ভুবনের অধিষ্ঠাত্রী দেবী মহামায়া বা দুর্গাদেবী—ভবকারাগার বা সংসার দুর্গের কারাকর্ত্রী। যাহারা দেহে আত্মবুদ্ধি করিয়া দেহ-ধারণোপযোগী কার্য্যে মনোনিবেশ পূর্ব্বক শুধু সংসারোন্নতি আকাঙ্ক্ষা করে, দুর্গাদেবী তাহাদিগকে বড় স্নেহ করেন; তাহারাও তৎস্নেহে ভুলিয়া ধনদ্রব্যে ও জীবাদি-বলিদানে তাঁহার পূজায় তৎপর হয়।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

৮ পদ্মনাভ স্বামী প্রণীত

শুদ্ধা ভক্তির স্বরূপ

নন্দনন্দন অধোক্ষজ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের সম্বন্ধ-বিশিষ্ট বা শ্রীকৃষ্ণের নিমিত্ত কায়িক, বাচিক ও মানসিক অনুকূল ভাবময় অনুশীলনকেই শুদ্ধা ভক্তি বলা যায় এবং উহা কৃষ্ণপ্রসাদে বা কৃষ্ণভক্তের প্রসাদেই জীবের আত্ম বৃত্তিতে প্রকাশিত হইয়া থাকে। এই অনুকূল ভাবময় ভগবদনুশীলন-বৃত্তিটী আবার শ্রীভগবানের স্বরূপভূতা শক্তিবিশেষের বৃত্তিরূপা। শ্রীভগবানের একই স্বরূপ শক্তির ত্রিবিধ প্রকাশ—সন্ধিনী, সম্বিদ্ ও হ্লাদিনী। ভক্তি-বৃত্তির প্রারম্ভিক স্ফুরণে জীবাত্মায় সম্বিদ্-শক্তির বৃত্তিই প্রকাশিত হয় এবং সেই শক্তিদ্বারে জীব আত্ম স্বরূপের পরিচয় লাভ করেন এবং কৃষ্ণের সহিত আত্মার যে নিত্য সম্বন্ধ সেই সম্বন্ধ-জ্ঞানেরও উদয় হয়। এই স্ব-স্বরূপ জ্ঞানোদয়ে ও সম্বন্ধ জ্ঞানোদয়ে আত্মার যে আনুকূল্যময় সেবাবৃত্তির প্রাথমিক অনুশীলন তাহা সাধন-পর্য্যায়ে অবস্থিত এবং তাহাকে বৈধভক্তি বলা হয়।

শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মের শুদ্ধ-সেবাক্রমে সাধন-পরিপক্কতায়, আনুকূল্যময় প্রারম্ভিক সেবা-চেষ্টায় সম্বিদ্-শক্ত্যনুগ্রহে যে সম্বন্ধ-জ্ঞানোদয় হইয়াছিল তাহা পুনরায় হ্লাদিনী-শক্ত্যনুগ্রহে অর্থাৎ আত্মায় হ্লাদিনী-শক্তির বৃত্তি-স্ফুরণে, শ্রীকৃষ্ণের সহিত জীবের কেবল সম্বিদ্-শক্ত্যনুগ্রহে যে সম্বন্ধ-জ্ঞানোদয় হইয়াছিল তাহাতে অধিক পরিমাণে মমত্ব-বুদ্ধির যোগ হয়। হ্লাদিন্যনুগ্রহে অচ্যুত ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণে অধিক মমত্বভাব-যোগক্রমে জীবাত্মা যখন স্বাভাবিক প্রীতিবশতঃ কৃষ্ণানুশীলন করেন তখন সেই ভক্তি ভাবভক্তি আখ্যা প্রাপ্ত হয়েন। এই ভাব-ভক্ত্যনুশীলনেই ক্রমশঃ শ্রীকৃষ্ণে স্থায়ি-ভাব রতি ও আসক্তি প্রকাশ পায় এবং এই আসক্তি পরমোৎকর্ষতা প্রাপ্ত হইলে প্রেমাবির্ভাব হইয়া থাকে। ইহা শুদ্ধভক্তি যাজনের মুখ্য ফল, শুদ্ধ-ভক্তির সৌন্দর্য্য-পরাকাষ্ঠা এই প্রেমাবির্ভাবেই পর্য্যবসিত।

এখন প্রশ্ন হইতেছে এই যে, উল্লিখিত ভক্তি যদি স্বরূপ শক্তির বৃত্তিরূপাই হয়েন তাহা হইলে সেই অপ্রাকৃত ভক্তিকে জীব কি-প্রকারে কায়িক, বাচিক ও মানসিক চেষ্টাসমূহ অর্থাৎ প্রাকৃত-ইন্দ্রিয় বৃত্তির দ্বারে অনুষ্ঠান বা অনুশীলন করিতে সমর্থ হইবে? জীবের যখন ইন্দ্রিয়-সমুদয় ব্যতীত অন্য কোন উপকরণ নাই যাহা দ্বারা অধোক্ষজ ভগবানের সেবা করে, তখন তাহার পক্ষে কর্ম্মী, জ্ঞানী, মায়াবাদী ও মিছাভক্ত হওয়া ব্যতীত আর শুদ্ধভক্তি-যাজনের উপায় কি? এরূপ সন্দেহ প্রাপ্তিতে বলা যায় যে, শ্রীভগবানের স্বরূপশক্তির বৃত্তিরূপ শুদ্ধ-ভক্তি যাজন জীবগণের পক্ষে সম্ভবপর না হইলেও অর্থাৎ আধ্যক্ষিক জ্ঞানাবলম্বনে প্রত্যক্ষ, পরোক্ষ ও অপরোক্ষ ভূমিকাকে অতিক্রম করিয়া অপ্রাকৃত ও অধোক্ষজ ভূমিকায় যে বস্তুর অবস্থান সেই ভগবদ্বস্তুর অনুশীলন সম্ভবপর না হইলেও উক্ত ভক্তি জীবের কায়মনোবাক্যাদির বৃত্তির সহিত তাদাত্ম্যরূপে বা একীভূতরূপে স্বয়ংই আবির্ভূতা হইয়া থাকেন।

লোহিত-বর্ণতা ও দহনকারিতা-ধর্ম্ম একমাত্র অগ্নিতেই বর্ত্তমান, উহা লৌহের ধর্ম্ম নয়; কিন্তু ঐ লৌহ যখন অগ্নির সংস্পর্শে আসে, তখন অগ্নি তাহাকে তাহার কৃষ্ণতা ও শীতলতারূপ ধর্ম্ম পরিত্যাগ করাইয়া উহার সহিত একীভূতরূপে প্রকাশ পায় এবং লৌহকে লোহিতবর্ণতা ও দহনকারিতারূপ নিজ ধর্ম্মে আত্মসাৎ করে। এস্থলে দহনকারিতা ও লোহিত বর্ণতারূপ ধর্ম্ম যেমন অগ্নি হইতেই লৌহে তাদাত্ম্যরূপে সংক্রামিত হয়, ভক্তিও তদ্রূপ শ্রীভগবানের স্বরূপশক্তির বৃত্তিরূপা হইয়াও, জীব যখন গুর্ব্বানুগত্য ফলে স্বরূপ-শক্তির আশ্রিতাভিমানে আনুগত্যময় জীবন যাপনে প্রস্তুত হন, তখন সেই সম্বন্ধজ্ঞান-বিশিষ্ট সেবোন্মুখ জীবের মনোবাক্যাদির বৃত্তির সহিত তাদাত্ম্যরূপে আবির্ভূত হয়েন। গুণময়ি-দৈবমায়াবদ্ধ অহঙ্কার-বিমূঢ় জীব কর্তৃত্বাভিমানে মত্ত থাকা-কালে, আধ্যক্ষিক-জ্ঞানাবলম্বনে কেবল মনোবাক্যাদির বৃত্তিদ্বারে তৃতীয়মানের ভূমিকার মধ্যে, ভগবদ্বস্তুর অবস্থিতি বিবেচনা পূর্ব্বক তাঁহাকে ইন্দ্রিয়-ভোগ্যবস্তু-সমূহের অন্যতম বিবেচনা করিয়া যে ভক্তি (!) অনুশীলন করেন তাহা বাহ্য দৃষ্টিতে ভক্তিসাম্য বলিয়া দৃষ্ট হইলেও উহা কখনই ভক্তি-শব্দবাচ্য নহে; পরন্তু উহা কর্ম্ম-বিদ্ধা, যোগবিদ্ধা বা জ্ঞানবিদ্ধা ভক্ত্যাভাস মাত্র। ভক্ত্যাভাসের অপর নাম ছায়া ভক্তি, মিছাভক্তি বা ছলভক্তি। জড়ানুভূতি-চালিত মনোধর্ম্মী জীব বর্ত্তমানে অতীন্দ্রিয় ভগবদ্বস্তুকে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য কল্পনা করিয়া ইন্দ্রিয়বৃত্তি-দ্বারে অধোক্ষজ ভগবানের সেবার যে অভিনয় করেন, তদ্রূপ সেবা (!) প্রাকৃত-সাহজিক-ধর্ম্মে অবস্থিত। প্রাকৃত সহজিয়া-সম্প্রদায় ঐপ্রকার ধর্ম্মে অবস্থিত থাকা-কালে, অপ্রাকৃত রসপঞ্চকের বিকৃত-প্রতিফলনমূলে জাত প্রাকৃত শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর প্রভৃতি বিকৃত রসাভাসের ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া এবং প্রাকৃত নায়ক-নায়িকার কামবিলাসোত্থ মিলন-বিচ্ছেদাদির অভিজ্ঞান-প্রসূত ভাবসমূহ অপ্রাকৃত রাজ্যে বহন করিয়া লইয়া যাইবার ধৃষ্টতা প্রদর্শন পূর্ব্বক, জড়রসোত্থিত বিকৃত-ভাবকে, অতিক্রান্ত-ভাবনাবর্ত্ম বিশুদ্ধ চমৎকার ভাব-ভূমিকায় স্বরূপ-শক্তির পাদপদ্মে আত্মনিবেদন-ক্রমে শুদ্ধ জীবাত্মায় তাদাত্ম্যরূপে আবির্ভূতা শুদ্ধ-ভক্তি বলিয়া লোক-বঞ্চনা করেন মাত্র। স্বরূপ শক্তির আনুগত্য ক্রমে তাদাত্ম্যভাবে জীবাত্মায় যে ভক্তির প্রাকট্য এবং জড়শক্তির আনুগত্য-ফলে তাদাত্ম্যরূপে চিদাভাস-মনে যে ভক্ত্যাভাসোদয় হয়, এতদুভয় কখনই সমজাতীয় বস্তু নয়। সদ্গুরু পাদপদ্মাশ্রয়ে দিব্যজ্ঞান-লাভে মনোধর্ম্ম হইতে পরিত্রাণ পাইবার ইচ্ছাবিশিষ্ট নহে, এই প্রকার যমদণ্ড্য কপট প্রাকৃত-সহজিয়া-সম্প্রদায় কখনই জ্ঞান-কর্ম্মাদ্যনাবৃত শুদ্ধভক্তির স্বরূপ অবগত নহে। "অথাতো ভক্তি-জিজ্ঞাসা" এই শাণ্ডিল্য ভক্তি-সূত্রের প্রথম সূত্রেই জানিতে পারা যায় যে - কর্ম্মমল, জ্ঞানমল বর্ত্তমান থাকা কালে ভক্তি জিজ্ঞাসায় প্রবৃত্তি হয় না; কারণ শ্রীশাণ্ডিল্য ঋষি পর সূত্রেই জিজ্ঞাসিত ভক্তির স্বরূপ-নির্ণয়ে বলিয়াছেন "সা পরানুরক্তিরীশ্বরে"। এই সূত্র হইতে স্পষ্টই জানা যাইতেছে ভক্তি কখনই কর্ম্ম বা জ্ঞানাদি-মিশ্রা হইতে পারেন না। সুতরাং ভক্তিজিজ্ঞাসু আত্মমঙ্গলেচ্ছু জীব মাত্রেরই কর্ত্তব্য—শব্দ ও পরব্রহ্মে নিষ্ণাত তত্ত্বদর্শী সর্ব্বশোক-মোহ-ভয়াপহ অধোক্ষজ শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্ম আশ্রয় পূর্ব্বক তাঁহার আনুকূল্যময় সেবা-চেষ্টায় নিযুক্ত থাকিয়া তাদাত্ম্যভাব প্রাপ্ত হইলে, অভিন্না স্বরূপ শক্তি শ্রীশ্রীগুরুদেবের স্বরূপভূতা বৃত্তিরূপা যে ভক্তি আশ্রিত জীবের নির্ম্মলাত্মায় প্রকাশিত হন সেই শুদ্ধভক্তি গ্রহণ করা। লৌহে অগ্নির স্বধর্ম্ম সংক্রামিত হওয়ায় লৌহ যে-প্রকার অগ্নির স্বধর্ম্ম প্রাপ্ত হয় তদ্রূপ শ্রীশ্রীগুরুদেবের কৃষ্ণ-সেবাবৃত্তি (ইহাই স্বরূপশক্তির বৃত্তি) জীবাত্মায় তাদাত্ম্যরূপে আবির্ভূত হন। সেই আবির্ভাবের প্রথম-অবস্থায় যে আনুকূল্যময় অনুশীলন হয় তাহা "সাধনভক্তি" এবং শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মে পূর্ণ-প্রপত্তিক্রমে সম্বন্ধজ্ঞানে মমতাধিক্য উদয়ে আত্মার স্বতঃসিদ্ধ-বৃত্তিদ্বারে আনুকূল্যময় যে কৃষ্ণানুশীলন-চেষ্টা তাহাই সাধ্য ভক্তি। এই সাধ্যভক্তি-আবির্ভাবই ভক্তির সীমা।

"যল্লব্ধ্বা পুমান্ সিদ্ধো ভবত্যমৃতো ভবতি
তৃপ্তো ভবতি।"
যৎপ্রাপ্য ন কিঞ্চিদ্ বাঞ্ছতি ন শোচতি
ন দ্বেষ্টি ন রমতে নোৎসাহী ভবতি॥"

নাঃ ভঃ সূঃ

পরস্পর আলাপ

[শ্রীপাদ প্যারীমোহন ব্রহ্মচারী]

(১)

কৃষ্ণদাস—আর ভাই ভাল লাগে না তোমাদের ওই রোজ রোজ একঘেয়ে কথা—কৃষ্ণ-সেবা, কৃষ্ণ-সেবা আর কৃষ্ণ-সেবা। তোমাদের কি ভাই আর অন্য কথা নাই দুনিয়ায়, যার দ্বারা দেশের ও দশের উপকার হয়। তোমাদের কথা শুনতে শুনতে তিক্ত-বিরক্ত হ'য়ে গেলাম। ঘাটে নাই, মাঠে নাই, ট্রেণে নাই, কাগজে নাই—সর্ব্বত্র ওই এক কথা। তোমরা কি ভাই কিছু যাদু-বিদ্যা জান?

গৌরদাস—কেন বন্ধো, তোমার ত' একথা সাজে না। তুমি যে নিজেই কৃষ্ণ-দাস। দাসের কাজ হচ্ছে প্রভুর গুণ-কীর্ত্তন, তা'র ত' এ'তে বিরক্তি হ'বে না বরং আরও শুনবার জন্য সে আগ্রহ প্রকাশ করবে। তবে কি জানতে হ'বে, তুমি এর দ্বারা আরও শুনবার জন্যে ইচ্ছা করছ?

কৃষ্ণদাস—বেশ ভাই বেশ, ধন্য তোমাদের ক্ষমতা, তোমরা এরকম ক'রে কথা-গুলিকে ঘুরিয়ে নিতে শিখলে কি ক'রে? আমি বললাম এক, আর তুমি তার মানে কল্লে আর এক। তাই ত' বলি—তোমরা কি যাদুবিদ্যা শিখেছ? আর যে তুমি ভাই আমার নামের কথা বলছ সে যদি আমি ভাই জানতাম সে সময়, তা'হলে কি আর ও-নাম রাখতে দিতাম? এখন থাক্ ওসব বাজে কথা ছেড়ে দিয়ে বল দেখি—তোমরা সত্যি সত্যি দেশের জন্যে কি কোরছ।

গৌরদাস—দেশ বলতে যেটাকে তোমরা বর্ত্তমানে ধোরে নিয়েছ সেটা কতদিনের জন্য বল দেখি? কথাটা একবারও ভেবে দেখবার অবসর হ'য়েছে কি? আজ না হয় তুমি নিজেকে বঙ্গবাসী, বঙ্গের সুসন্তান ব'লে নিজেকে গৌরব মনে কোরছ। সেটা ত' মাত্র ভাই পঞ্চাশ, ষাট বছর পর্য্যন্ত। এর চেয়ে ত' আর বেশী নয়। তার পর যে তোমাকে আবার কোথায় যেতে হ'বে তা'র কি কিছু ঠিক আছে? তোমরা যে জাতীয়তা জাতীয়তা ক'রে অস্থির হ'য়ে সমস্ত জীবনটাকে বিসর্জ্জন করছ, তা'র ফলে বাস্তবিক তোমরা কি সুবিধা পাচ্ছ বল দেখি? তাই বলি ভাই, তোমরা মানুষ হ'য়ে জন্মগ্রহণ ক'রেছ, বিচারশক্তি আছে, কোনটা ভাল, কোনটা মন্দ, বেশ বুঝতে পার, তবে কেন ভাই এ অসার ক্ষণস্থায়ী আলেয়ার পেছু পেছু ঘুরে মরছ? এ তো তোমাকে কোনদিন শান্তি দিবে না বরং দুঃখ হ'তে আরও অধিকতর দুঃখের মধ্যে নিয়ে যাবে।

কৃষ্ণদাস—ভাই, মনে কিছু ক'রো না, তোমাদের ঐ সব আধ্যাত্মিক কথাগুলো

সে আমার পিত্তি পর্য্যন্ত জ্বলে যায়। স্ দেখ্‌ছি লোক-সব না খেতে পেয়ে যাচ্ছে, দেশে সর্ব্বত্র দুর্ভিক্ষ—সমস্ত লোক মারী, বন্যায় অস্থির হ'য়ে উঠেছে, হা হা-অন্ন কো'রে ছুটে বেড়াচ্ছে. অঙ্গে নাই, পরণে জীর্ণ মলিন শত-ছিদ্র-যুক্ত ড়, বিদেশীর অত্যাচারে আজ মানব-ত্ত প্রপীড়িত আর তুমি কিনা বল্‌ছ—কম কোরে ঘুরে মরে কি হ'বে? ধ্য! ধন্য তোমরা ভাই! তোমাদের বান্ না জানি কি দিয়েই গড়ে-!! তোমাদের হৃদয়ে কি একটুও র লেশ-মাত্র নাই?

গৌরদাস পূর্ব্বেই বোলেছি ভাই, মরা মানুষ হ'য়ে জন্ম নিয়েছ, নিজেদের পেক্ষা বুদ্ধিমান্ ব'লে বড়াই কর কিন্তু থর বিষয় তোমরা এই সামান্য বিষয়টাকে টু তলিয়ে বুঝ্‌তে চাও না। এই যে মদের ত্রিতাপরূপ জ্বালা সর্ব্বক্ষণ কষ্ট চ্ছ এর কারণ কি? এবং এর কি রেই বা উপশান্তি হয়, সে কথা বার ভাল কোরে বিচার কোরেই দেখনা ? তোমার কথাগুলি ঠিক ঐ রোগ-স্থায় প্রলাপ বকার মত। যাঁরা সত্য ৷ ঐ রোগীর মঙ্গলকামী তাঁরা কখনও রোগীর কথামত চ'ল্‌বেন না। রোগী তে পারে—ডাক্তার বাবু, আমার বিষ-ড়া হোয়েছে আপনি দয়া কোরে ড়াটা না কেটে উপর উপর হাত বুলিয়ে ড় দিন, কাটবেন না। তা'হলে কষ্ট ব। কিন্তু যেমন সদ্‌বৈদ্য ত'ার কথা না ন রোগীর কাছে আপাত-নিষ্ঠুর সেজে ড়াটাকে বেশ কোরে কেটে সাফ্ কোরে ।, যাতে কোরে ভবিষ্যতে আর বিপদের বনা না থাকে এবং রোগী যাতে ভবিক শান্তি পায় তেমনি আমাদের সত্য । নিত্য মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী বৈষ্ণব দয়া কোরে মায়ার সংসারের ত্রিতাপ জ্বালা থেকে কালের মত শান্তি দেওয়ার জন্য লোকের র দ্বারে গিয়ে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে সেই শান্তি-াদ দিয়ে বেড়াচ্ছেন। কিন্তু হায়! মন্দভাগ্য আপাত-সুখান্বেষী মানব সে-সব কথায় বারও কর্ণপাত না কোরে মায়ার মিথ্যা-পব মোহে নিজেকে চিরতরে বিসর্জ্জন য় ঐ ক্ষণজীবী বাদলে পোকার মত গুনে ঝাঁপ দিয়ে পুড়ে মোরছে। ন্নর চোখের সাম্‌নে দেখ্‌ছে যে তার মত শত জীব ঐ মোহিনীরূপের আগোয় জেকে ডালি দিয়ে আর ফিরে আস্‌ছে তথাপি সে দৌড়ে ছুটে চ'লেছে ঐরূপ াগ করবার জন্য, কিন্তু জানে না মূর্খ ব, অবোধ প্রাণী, এ যে তার ভোগের নয়, এ যে সাক্ষাৎ যম।

"সুরধুনীতে কীর্ত্তন-লহরী"

[শ্রীযুক্ত ভবদেব চট্টোপাধ্যায়]

(১)

বিপিনবিহারী শ্যাম বংশীধারী
নিজেরে করিতে দান,
উদি' গৌরবনে সাঙ্গোপাঙ্গ সনে
প্রচারিলা নাম গান।
করিতে সুগতি জীব-পরিণাম,
বিলাইলা বিশ্বে হরি-কৃষ্ণ-নাম,
গাহি' অবিরাম আপনার নাম,
ভ্রমি' সর্ব্বশক্তিমান্;
ধন্য হ'ল বিশ্ব, পূর্ণ আত্ম-কাম
পেয়ে নাম মহাদান॥

(২)

নাম—মহাজ্ঞান, নাম—মহাধ্যান,
নাম সম নাহি আর,
নাহি নাম-সম ব্রত, ত্যাগ, শম,
নাম—সর্ব্ব-সাধ্য-সার।
নাম-সম পুণ্য নাহি চরাচরে,
মুক্তি-গতি—নাম, সর্ব্বশক্তি ধরে,
ভক্তি-প্রীতি-মতি নামেতে বিহরে,
নাম-প্রভু জীবাধার,
নাম গুণধাম নাশে জীব-কাম
নাম কৃপা পারাবার॥

(৩)

যে নামেতে ভাসে পাষাণ সলিলে
হলাহল হয় সুধা,
যে নামেতে হরে অনন্তকালের
জীবের সকল ক্ষুধা;
নামী নাম কাম সাধিবার তরে,
গজা পূর্ব্ব শৈলে উদি' মায়াপুরে,
প্রবেশি' জীবের হৃদয়-কন্দরে,
নাশিলে সকল দ্বিধা।
কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগ ফেলাইয়া দূরে
দিলে ভক্তি নববিধা॥

(৪)

গৌর বাণী যবে হইলা ধ্বনিত
"কর নাম পরচার,
ব্রহ্মাণ্ড-গগন হউক কম্পিত
শুনি' কৃষ্ণ-নাম সার;
বিশ্ব-মাঝে যত নগরাদি গ্রাম
হো'ক প্রচারিত রাধা কৃষ্ণনাম"
সাধিবারে সেই গৌরবাণী-কাম,
আচার্য্যের অবতার।
উড়িল নামের বিজয়-নিশান
ধেয়ে গেল মহাসিন্ধু-পার।

(৫)

সুমেরু হইতে কুমেরু অবধি,
উঠে গৌরনাম রোল,
কোটীকণ্ঠ মিলি গায় একতানে
বলি হরি হরি বোল;
অযুত মৃদঙ্গ উঠিল বাজিয়া,
কৃষ্ণধ্বনি উঠে' ব্রহ্মাণ্ড ভেদিয়া,
ব্রাহ্মণ, যবন, খৃষ্টান মিলিয়া
প্রেমে দেয় নিজ কোল।
একতা-বন্ধনে বাঁধে বিশ্বজনে
মিটায়ে ভোগের গোল॥

(৬)

ইন্দ্রিয়তর্পণে যত ভোগী নর
ভোগে সদা মত্ত রয়,
ভোগের আগার নেহারি সংসার
ভোগবিষে হত হয়;
আচার্য্যের তা'র বিপরীতাচার,
ভোগাগার ভাঙ্গি' স্থাপে সেবাগার,
সদাচারে করে অস্পৃশ্য ভাগার
শুদ্ধ-সত্ত্ব দেবালয়।
ভোগানন্দ ভুলি' নিত্যানন্দ খুলি
সদা হরি-সেবা-ময়॥

(৭)

করিতে প্রচার প্রেমের কাহিনী,
সংকীর্ত্তন-সেনাপতি,
গঠিলা জগতে কীর্ত্তন-বাহিনী
সন্ত্রাসিত পাপমতি।
জগমাঝে যত চেতনাচেতন
সাজ সাজ রবে হ'ল সচেতন
ধাইল উড়ায়ে প্রেমের কেতন
দেহি যুদ্ধ রবে মাতি'।
নহে পরাজয় করিয়া স্বীকার
ভজ কৃষ্ণ প্রাণপতি॥

(৮)

বিপুল বাহিনী বেড়িল অবনী.
দামামা বাজায়ে পথে,
জল স্থল নভে ধায় দ্রুতবেগে,
বিজয় বিষাণ সাথে।
যন্ত্র-মন্ত্র-শক্তি লয়ে শক্তিধর,
বন উপবন প্রান্তর নগর,
শূন্য বিশূন্য ভূধর সাগর,
সবে নাম-রসে মাতে।
না দেখে নয়নে উলুকের গণে
ঘুরে মরে অমা'-রাতে॥

(৯)

আজি শুভক্ষণে প্রভাত রজনী
হাসিতেছে দশদিশি,
আনন্দিত অতি সুরধুনী দেবী
গৌরজন-পদে মিশি;
গৌর-কৃপা লভি' পতিত-পাবনী,
স্পর্শনে তারিতে পারে গো মেদিনী,
দর্শনে তরায় যেই মহাধনী
বক্ষ পাতি পাদস্পর্শি'।
পবিত্রসলিলা দেহ পবিত্রিলা,
নাশি' পাপমল-রাশি॥

(১০)

সুরধুনী-বক্ষে সুরধুনী কক্ষে
উঠিলা আচার্য্যবর,
সুরমুনিবন্দ্য রাম নিত্যানন্দ
জয়-দানে সুর নর;
সুরধুনী-বক্ষে ধায় 'সুরধনী',
সুরধুনী-মাঝে প্রেম-সুরধুনী,
প্রবাহিত হ'ল তুলি' হরিধ্বনি
যথা ব্যাস কবিবর।
গৌর-ভাগবত গায় অবিরত,
বসি মোদদ্রুম-পর॥

(১১)

গৌরবন-মাঝে মোদদ্রুম-ধাম,
দাস্যাখ্য ভকতিস্থান,
গৌর—নিত্য প্রভু, জীব—নিত্যদাস,
প্রদানে সম্বন্ধ-জ্ঞান,
সংকীর্ত্তন-স্রোত খরস্রোত আগে,
লয়ে সুরধুনী গোদ্রুমেতে মাগে,
'ওগো ধামবাসি লও মহাভাগে,
(ভক্তি) বিনোদের প্রাণধন;
কীর্ত্তনাখ্য-দ্বীপ শ্রীগোদ্রুম নাচে
পেয়ে গৌরনিজ-জন॥

(১২)

প্রেম-বন্যা তয়ে তরঙ্গ তুলিয়া
ধাইল বন্দনা-দ্বীপে,
শত শত জনে বন্দে বন্দ্যধনে
স্তব স্তুতি ধূপ দীপে।
লয়ে ভক্ত-জন নিত্যানন্দ রাম,
উপনীত হৈলা ভক্ত-সঙ্ঘারাম,
গুরু-গৌর-প্রিয় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধাম
মায়াপুর অন্তর্দ্বীপে।
শিখা'ল সাধন আত্মনিবেদন
নিত্যানন্দ গুরুরূপে॥

(১৩)

ওগো সুরধুনি তরল-তরঙ্গে,
পতিতপাবনী নাম,
চাহ মা পতিতে করুণা অপাঙ্গে,
দাও নিত্যানন্দ-ধাম;
কামের তরঙ্গে সদা ডুবে মরি,
মায়ার ভ্রূভঙ্গে ভব-বনে ঘুরি,
মহামায়া ধাম দূরে পরিহরি
দাও যোগমায়া-ধাম।
গাহি অবিরাম গুরুগৌর-নাম
পা'ব নব-ঘনশ্যাম॥

কিশোরগঞ্জে প্রচার

জঙ্গলবাড়ী হইতে প্রেরিত নিজস্ব সংবাদ দাতার পত্রে প্রকাশ, শ্রীল প্রভুপাদের অনুগৃহীত শ্রীযুক্ত হারেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয় কিশোরগঞ্জ সহরে শ্রীগৌরবাণী প্রচার করিতেছেন। তিনি দুই সপ্তাহ কাল শ্রীযুক্ত উপেন্দ্র দের বাটীতে শ্রীমদ্ভাগবত হইতে নিঃশ্রেয়ো লাভের উপায়, প্রহ্লাদ চরিত্র প্রভৃতি আলোচনা করিয়াছেন। বহু মুন্সেফ, উকীল, মোক্তার, ডাক্তার, শিক্ষক প্রভৃতি তাঁহার পাঠ শ্রবণ করিয়া আনন্দিত হইয়াছেন। ব্যাখ্যা গৌড়ীয়ভাষ্য ও শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলীর আলোক-সাহায্যে হওয়ায় প্রকৃত তত্ত্ব প্রকাশিত হইয়াছে।

শুদ্ধভক্তি গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। ভাষ্যসহ বিরাট শ্রীচৈতন্য ভাগবত ৬৲
২। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২৮৲
একাদশ স্কন্ধ হইতে প্রতিখণ্ড ।৵০
৩। ভাষ্যদ্বয়সহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত
(৪র্থ সংস্করণ) ৫৲
৪। ভক্তিবিবেককুসুমাঞ্জলি (বাঁধা) ১৲
৫। গৌড়ীয়-গৌরব ।৵০
৬। গৌড়ীয়-সাহিত্য ।৵০
৭। ভজনরহস্য ॥০
শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও
শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৯। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ)
ঐ (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
১০। গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি-টীকাসহ)
ঐ (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
১১। গীতার কেবল মাধ্ব-ভাষ্য ॥০
১২। মুক্তিমঞ্জিকা গুণলেশঃ সানুবাদ
(মাধ্ব) ২৲
১৩। বেদান্ততত্ত্বসার সানুবাদ
(রামানুজীয়) ॥০
১৪। জৈবধর্ম্ম ২৲
১৫। শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৬। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১৭। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ॥৵০
ঐ (বাঁধা) ৸০
১৮। দ্বীপ-দিগ্দর্শন ৵০
১৯। সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ) ।৵০
২০। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ॥০
ঐ (আবাঁধা) ।৵০
২১। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
২২। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পারক্রমা) ৵০
২৩। গীতমালা ⁄১০
২৪। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶০
২৫। ঐ. প্রমাণ-খণ্ড ৶০
২৬। নবদ্বীপ পঞ্জিকা (৪৪৭ গৌরাব্দ) ৶০
২৭। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
২৮। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা-দর্পণ ।০
২৯। শরণাগতি ⁄০
৩০। গীতাবলী ⁄০
৩১। চিত্রে নবদ্বীপ ১॥০
৩২। সাধনকণ ⁄০
৩৩। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ⁄০
৩৪। নবদ্বীপশতক ⁄০
৩৫। অথপঞ্চক ⁄০
৩৬। সদাচারস্মৃতিঃ ৵০
৩৭। কল্যাণকল্পতরু (৫ম সংস্করণ) ⁄১০
৩৮। অর্চ্চনকণ ,১০
৩৯। সাধককণ্ঠমালা (বাঁধা) ॥০
ঐ (আবাঁধা) ।৵০
৪০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি
(প্রথম চারিখণ্ড) ৩৲
৪১। ব্রহ্মসংহিতা ।০
৪২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৪৩। মণিমঞ্জরী সানুবাদ ।০
৪৪। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৪৫। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ।০
৪৬। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৪৭। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
৪৮। গৌড়ীয়মঠ কি করেন ? ⁄০
৪৯। ঈশোপনিষৎ (বলদেব ও মাধ্ব-ভাষ্য এবং বিবৃতি ও অনুবাদসহ) ।০
৫০। শ্রীভুবনেশ্বর ৶০
৫১। সিদ্ধান্তদর্পণ ৵০
৫২। সাংখ্যবাণী ⁄০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৫৩। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী-দিগ্বিজয়ঃ ॥০
৫৪। সটীক-শিক্ষাদশমূলম্ ।০
৫৫। তত্ত্ব-সূত্রম্ ।০
৫৬। সানুবাদ-শিক্ষাষ্টকম্ ৵০
৫৭। গৌড়ীয়মঠস্য পরিচয়ঃ ⁄০
৫৮। সারাংশবর্ণনম্ ৶০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৫৯। রায় রামানন্দ ॥০
৬০। নামভজন ।০
৬১। রিলেটিভ্ ওয়ার্ল্ড্স্ ।৵০
৬২। লাইফ্ য়্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব
শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।০
৬৩। বৈষ্ণবীজম্ ।০
৬৪। হোয়াট্ গৌড়ীয়মঠ ইজ্ ডুইং ⁄০
৬৫। দি ভাগবত ।০
৬৬। ইরোটিক প্রিন্সিপল্ য়্যাণ্ড
আনএলয়েড্ ডিভোসন ।০
৬৭। ব্রহ্ম-সংহিতা ২॥০
৬৮। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (ভলুম ওয়ান) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৬৯। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ॥০
৭০। সাধন পথ ।০
৭১। কল্যাণ-কল্পতরু ⁄১০
৭২। গীতাবলী ⁄০
৭৩। শরণাগতি ⁄০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৭৪। শরণাগতি

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

নদীয়া-প্রকাশপ্রাপ্তির স্থান

১। শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম-মায়াপুর, নদীয়া
২। শ্রীযোগপীঠ ঐ
৩। শ্রীবাস অঙ্গন ঐ
৪। অদ্বৈত ভবন ঐ
৫। কাজীর সমাধি পাট ঐ
৬। স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ, নদীয়া।
৭। শ্রীভাগবত আসন কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
৮। শ্রীএকায়ন মঠ গোবিন্দপুর, হাঁসখালী।
৯। দ্বাদশগোপাল পাট—পোঃ চাকদহ,
১০। শ্রীগৌর গদাধরমঠ—চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড়, বর্দ্ধমান
১১। শ্রীমোদদ্রুমছত্রমাদগাছি, বর্দ্ধমান
১২। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম, আমলাযোড়া, পোঃ রাজবাধ বর্দ্ধমান
১৩। শ্রীগৌড়ীয়মঠ বাগবাজার, কলিকাতা
১৪। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাজু, হাওড়া,
১৫। শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয়মঠ, ২০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা
১৬। শ্রীগোপালজী মঠ কমলাপুর, ঢাকা।
১৭। শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ পোঃ বালিয়াটি
১৮। শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয়মঠ ময়মনসিংহ।
১৯। শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ চিরুলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর
২০। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম গোয়ালপাড়া, আসাম।
২১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ রায়পেট্টা, মাদ্রাজ।
২২। শ্রীরামানন্দগৌড়ীয় মঠ কব্বুর, জিঃ পশ্চিম গোদাবরী
২৩। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ উড়িয়াবাজার, পোঃ বক্সীবাজার, কটক।
২৪। শ্রীত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয় মঠ ভুবনেশ্বর।
২৫। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ স্বর্গদ্বার, পুরী।
২৬। শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ আলালনাথ পোঃ ব্রহ্মগিরি, পুরী।
২৭। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ ভুমুরকুণ্ডা, পোঃ চিরকুণ্ডা, মানভূম।
২৮। শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ—কাশী।
২৯। শ্রীরূপগৌড়ীয় মঠ—এলাহাবাদ।
৩০। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ পুরাণবাজার, সরকার ঠাকুরের কুঞ্জ, বৃন্দাবন
৩১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ ৪৩ নং হনুমান রোড, নিউদিল্লী
৩২। শ্রীপরমহংসমঠ—নৈমিষারণ্য,
৩৩। শ্রীসারস্বত গৌড়ীয় মঠ—হরিদ্বার।
৩৪। শ্রীব্যাসগৌড়ীয়মঠ—কুরুক্ষেত্র, পঞ্জাব
৩৫। শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাবুলনাথ রোড, পোঃ গ্র্যাণ্ট রোড, বোম্বে।
৩৬। লণ্ডন গৌড়ীয়মঠ, ৩৯নং গ্লেডুন্ পার্ডেন্স, কেন্সিংটন্ লণ্ডন, (এস্, ডব্লিউ—১০)।

শুদ্ধভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীলভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী মাসিক। শ্রীধাম-মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲।

২। গৌড়ীয়—মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১॥০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দি ভাষায় একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি হৃদয় বন মহারাজ সম্পাদিত ও নৈমিষারণ্য শ্রীপরমহংস মঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ১॥০ দেড় টাকা মাত্র।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥০ দেড় টাকা মাত্র।

৫। কীর্ত্তন—মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ নিমানন্দ সেবাতীর্থ বি-এজি, বি-টি, সম্পাদিত। আসাম গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম হইতে প্রকাশিত আসামী ভাষায় মাসিক। ভিক্ষা সডাক ১॥০ দেড় টাকা মাত্র।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

আদিকবি শ্রীল বৃন্দাবন দাস প্রণীত সমগ্র গ্রন্থ

গ্রন্থের মূল বোল্ড অক্ষরে এবং তন্নিম্নে বিশ্ববিশ্রুত গৌড়ীয়মঠের প্রতিষ্ঠাতা ও আচার্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের রচিত বিস্তৃত ভাষ্য উত্তম কাগজে সৌষ্ঠবের সহিত মুদ্রিত হইয়াছেন। ডবল ক্রাউন আটপেজি আকারে ১০৯৬ পৃষ্ঠায় কেবল মূল ও ভাষ্য সম্পূর্ণ হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত শ্লোকসূচী, পদ্যসূচী, স্থানসূচী, পাত্রসূচী, বিষয়সূচী, শব্দসূচী প্রভৃতি বিস্তৃত সূচীপত্রেও একটী গ্রন্থ হইবে। সভাষ্য শ্রীচৈতন্যভাগবতের এরূপ উৎকৃষ্ট ও অমূল্য বিরাট সংস্করণ জগতের কোথায়ও আজ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হন নাই, ইহা নিরপেক্ষ পাঠক-মাত্রকেই একবাক্যে স্বীকার করিতে হইবে। শ্রীগৌড়ীয়মঠের উৎসব-কালে গ্রন্থের ভিক্ষা ১২৲ বারটাকা স্থলে—৫৲ পাঁচটাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীচৈতন্যমঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

[ক]লকাতা বাজার দর

লৌহ হার্ডওয়ার

১লা সেপ্টেম্বর ১৯৩৩

[লোহা]র তৈয়ারী—	প্রতি হন্দর।
লোহার কড়ি (জয়েষ্ট বা বীম)	
[মা]র্কা	৫।০—৫।৶০
বে-মার্কা হাল্কা ওজন	৪।৵০—৪॥৶০
বরগা (টী-আয়রণ)	৬৵০—৬০
এঙ্গেল আয়রণ (কোনা)	৫৸৵০—৬।৵০
গ্যাল-ভ্যানাইজড করগেট টীন—	
২২ গেজ ৬ হইতে ১০ ফুট	১১।৵০
২৪ গেজ „ „	১০৸৵০
২৬ গেজ „ „	১২
২০ গেজ আর, পি, ডি, মার্কা	১২৸৶০
২৪ গেজ গাঃ প্লেন শীট—	১১।৵০
২৬ গেজ „ „	১২।০
২৮ গেজ ও ৩০ গেজ ঐ—	১৩৲—১৬৲
[ব]াগান ঘেরা কাঁটাতার ১০০	
পাউণ্ড বাঃ	৮৸০
[ঢা]ল পাটী	৬৲৵—৬।০
„ গোলটু (গোল)	৬৲৵—৬।০
„ চৌকা (চৌকা)	৬৵০—৬৲।০
„ গোল রড ৶০—।৶০ সুতা	৪৸৵—৫॥৵
„ টানা রড-	
চৌকা ৶০—।৵০ ঐ	৫৵০ ৫॥০
„ বাণ্ডিল তার	৭৲—৭৸০
„ প্লেট—তিন সুতা মোটা	
[অ]ধিক	৭৲—৭।০
„ চাদর ৩-১৬ থানা বাণ্ডিল	৯॥৵—১০৲
স্ট্রী: ষ্টাল	৮।০ ৯৲
চাপ রাউণ্ড	৫৸৵—৬৲৵০
তারের পেরেক ১—৬ ইঞ্চি	৯—৯৸০
প্যাটেণ্ট পেরেক ২—৮ ইঞ্চি	১২।০—১৫॥
ঢালাই কড়া ১ হইতে ১০ নং	২॥০ সাট
কোদাল ৪, ৫, ৬, ৭৵০ ৮৸৵০ ৯৸৵০ডঃ	
ঐ তিন পাউণ্ড ৬৲ পেঃ বিঃ	৬।৵০ „
গ্যাঃ প্লেন বালতি ৭—১২ ইঞ্চি	২॥/০ ৬॥/০
ঐ রিভিট „ ৭—১২ ইঞ্চি	২৲—৭৲ „
লোহার স্কোয়ার রডের গোল ও	
চৌকা	৮॥০— „
ঐ চালের লোহার সিট	১৫৲ „
ঐ ভেনেস্তা (কাঠের সিট)	১৮৲ „
লোহার স্ক্রু ॥—৩ ইঞ্চি / ১০—॥৶০ গ্রোস	
ঐ কব্জা ১৩ নং	
১॥—৪ ইঞ্চি	।১০—৸৵১০ পেঃ ডজন
গ্যাঃ তার ১৬—২২ নং	
গেজ)	১২৲—১৭৲ হন্দর
গ্যাঃ রিজিং (মটকা)	
১২ ইঞ্চি	৹।৵৫—॥৶০ পীস
গ্যাঃ গাটারিং বা ডোঙ্গা	
৬ ইঞ্চি	॥০—৸৵০ „
গ্যাঃ ক্লুপ ১॥০—২॥০ ইঞ্চি	২৩৲—২৯৲ হন্দর
গ্যাঃ ওয়াশার চাকি	১১॥০—১৬৲ „
গ্যাঃ বোল্ট-নাট ৮—৭ ইঞ্চি	
	॥৵১০—১৵০ গ্রোস
ঢালাই রেলিং	৩॥০—৪॥০ হন্দর
ঐ রেন ওয়াটার পাইপ	
৩ ইঞ্চি ৵১০ ঐ	৪ ইঞ্চি ।১০ ফুট
টিউব ওয়েলের জন্য গ্যাঃ	
পাইপ ১॥ ইঞ্চি	।৵৫ ফুট
পাম্প ৪নং ১২॥০ ৫নং ১৪৲ ৬নং ১৬৲	
৬০—৮০ বাটখারা ৵১৫ সাট	২।০-২॥০ মণ

কেরোসিন

ক্রোক্রেক প্রত্যেক বাক্স (২ টিন)		৯৲৬
সুর্য্য মার্কা	„	৬॥০
ভিক্টোরিয়া	„	৬৲

সোণার দর

পাকা সোণা	৩০৸৵
বড়াল	৩০৸
চিনা পাত	৩২।০

রূপার দর

রূপা প্রতি ১০০ ভরি	৫৫৵০
ঐ খুচরা	৫৵০

কোম্পানীর কাগজ

৩॥০ সুদের কাগজ	৮১৶
৩॥০ নূতন ঋণ (১৯৪৭-৫০)	৯১।০
৪৲ „ ঋণ (১৯৬০-৭০)	৯৭৲
৫৲ „ বণ্ড (১৯৩৫	১০৪॥/০

ডিবেঞ্চার

৫৲ সুদের (১৯৫৬-৮৬) কলিকাতা পোর্ট-ট্রাষ্ট ডিবেঃ :—	১০২॥৵০

ব্যাঙ্ক

ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক (কন্ট্রি)	২৯৪॥০
সেণ্ট্রাল ঐ	২২৲

কাপড় ও সুতার কল

এল্গিন মিল	৪৫৲

পাট কল

হাওড়া	৫০৲
অকল্যাণ্ড	১৯৫৲
বালী	১৬২৲
বরানগর	১৫০৲
ক্লেবজ	৩৭০৲
ভারত	১৪৩৲
ক্লাইভ	২৮।০
ডালহাউসী	৪০৮॥০
ডেল্টা	৪০৫৲

কৃষ্ণনগর নবদ্বীপঘাট রেলওয়ে সময়

কৃষ্ণনগর হইতে নবদ্বীপঘাট

কৃষ্ণনগর সিটি—	৬-৪৫	১০-৪৪	১৩-২২	১৭-৩৮	২০-১৬
কৃষ্ণনগর রোড—	৬-৫৬	১০-৫৫	১৩-৩৩	১৭-৪৭	২০-২৫
আমঘাটা—	৭-১৫	১১-১৩	১৩-৫১	১-৩	২০-৪১
মহেশগঞ্জ—	৭-২৪	১১-২১	১৪-০	১৮-৯	২০-৪৭
নবদ্বীপঘাট—	৭-৩৩	১১-৩০	১৪-৯	১৮-১৬	২০-৫৫

বিশেষ দ্রষ্টব্য—নবদ্বীপঘাট ষ্টেশন অপেক্ষা মহেশগঞ্জ ষ্টেশন হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরের দূরত্ব অনেক কম। শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে যাঁহাদিগকে রাণাঘাটে ট্রেণ বদল করিতে হয়, তাঁহারা রাণাঘাটে প্রাতঃ ৫-৫০, ৯ ৪১, ১৬-৪৮, ১৮-৪১ এবং ০-৭২ মিনিটের সময় গাড়ী পাইবেন।

শান্তিপুর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে ৫-৪০, ৯-২৯, ১২-২৫, ১৬-৪ এবং ১৮-৪১ মিনিটের সময় ট্রেণ পাওয়া যায়।

নবদ্বীপঘাট হইতে কৃষ্ণনগর

নবদ্বীপ ঘাট—	৫-৩৫	৯-২৫	১২-১০	১৫-৩৪	১৮-৪৫
মহেশগঞ্জ—	৫ ৪২	৯-৩৩	১২-১৯	১৫-৪২	১৮-৫৬
আমঘাট—	৫-৪৯	৯-৩৯	১২-২৬	১৫-৪৮	১৯-৫
কৃষ্ণনগর রোড—	৬-৫	৯-৫৫	১২-৪৩	১৬-৪	১৯-২৪
কৃষ্ণনগর সিটি—	৬-১৭	১০-৩	১২-৫১	১৬-১২	১৯-৩৫

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে—ডাঃ কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম ভক্তিশাস্ত্রী এল, এম, এফ কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

পুলিশের কার্য্য

১৯৩২ সালের পুলিশ-রিপোর্ট সম্বন্ধে সপরিষদ আসামগবর্ণরের মন্তব্যে প্রকাশ যে, আলোচ্য বৎসরে পূর্ব্ব বৎসরের ন্যায় আসাম রাইফেলস হইতে সৈন্যবাহিনী চট্টগ্রামে প্রেরিত হইয়াছিল। সেখানে তাহারা অন্যান্য সৈন্যদলের সহযোগিতায় অত্যন্ত কার্য্য করিয়াছে। নাগা পাহাড় জেলা, উত্তর কাছাড় পাহাড় ও মণিপুরে কাচা নাগাগণ যে অশান্তি সৃষ্টি করে আসাম রাইফেল সৈন্যবাহিনী এই অশান্তি দমনে অতি গুরুত্বপূর্ণ কার্য্যাদি করিয়াছে তাহাদের কঠোর পরিশ্রমের ফলে বিদ্রোহী নায়িকা গাইডিলু নাম্নী রমণীকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছিল। এজন্য সপরিষদ গবর্ণর সৈন্যবাহিনী ও তাহাদের কাপ্তেনদিগকে আন্তরিক ধন্যবাদ প্রদান করিয়াছেন। আলোচ্য বর্ষে আসাম রাইফেলের চারিটি বেটেলিয়ানে ৩২৪০ রাইফেলস ছিল। চারিটী বেটেলিয়ান যথাক্রমে ১১, ১২, ১২ ও ২০টী প্লেটুনে বিভক্ত ছিল প্রত্যেক প্লেটুনে সাধারণতঃ ৬০জন লোক থাকে। মন্তব্যে আরও প্রকাশ যে, আসাম রাইফেলস সাধারণতঃ জঙ্গলী যুদ্ধে পারদর্শী হইলেও তাহাদিগকে এমন সমতল বিভাগে পুলিশের সাহায্যার্থ নিয়োগ করা যায়।

সিভিল পুলিশ সম্বন্ধে মন্তব্যে প্রকাশ যে, আলোচ্য বর্ষে এই বিভাগের কর্ম্মচারীর সংখ্যা ৪৩৮৯ জন্য হইলেও নূতন লোক নেওয়া সাময়িকভাবে বন্ধ করার দরুণ বৎসরের শেষে ১৮৪টী পদ খালি পড়িয়া যায় কয়েকটি জেলার আইন অমান্য আন্দোলন পুনরায় আরম্ভ হওয়ার ফলে পুলিশকে যে অতিরিক্ত পরিশ্রম করিতে হইয়াছে তজ্জন্য সপরিষদ গবর্ণর পুলিশের রাজভক্তি ও কর্ত্তব্য নিষ্ঠার প্রশংসা করিয়া তাহাদিগকে ধন্যবাদ প্রদান করিয়াছেন। আলোচ্য বর্ষে যে সমস্ত পুলিশ কর্ম্মচারী বিভাগীয় শাস্তি পাইয়াছেন তাহাদের সংখ্যা পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা অধিক একজন গেজেটেড অফিসার হাইকোর্ট কর্ত্তৃক অত্যন্ত গুরুতর অভিযোগে দণ্ডিত হওয়ার দরুণ ভারত সচিবের আদেশে কর্ম্মচ্যুত হইয়াছেন। ৯ জন কর্ম্মচারী আইনতঃ দণ্ডিত হইয়াছেন এবং ৮৪ জনের বিরুদ্ধে ফৌজদারী অভিযোগ আনা হইয়াছিল। আলোচ্য বৎসরে সাধারণ অপরাধ বৃদ্ধি পাইয়াছিল।

মহাত্মাজীকে অন্তরীণ

মহাত্মা গান্ধীকে [illegible] মাসের জন্য কারামুক্ত করিবামাত্র মিঃ সি, এফ, এণ্ড্রুজ তাঁহার লণ্ডনস্থ বন্ধুদের নিকট যেই সংবাদ প্রেরণ করেন এবং তাঁহারা তখন হইতেই এখানকার কর্ত্তৃপক্ষ মহলে মহাত্মাজী সম্পর্কে সরকারের ভবিষ্যৎ নীতির পরিবর্ত্তন সাধনের জন্য চেষ্টা করিতেছেন।

এখানে যে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে তাহা হইতে দেখা যায় যে, গান্ধীজী শান্তির জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছেন এবং মিঃ এণ্ড্রুজ এই সব আলাপ আলোচনায় সাহায্য করিতেছেন কিন্তু ভারত সরকার তাঁহাদের জিদ বিন্দুমাত্রও ত্যাগ করিবেন না এবং বড়লাট বা অপর কোনও উচ্চ সরকারী কর্ম্মচারী কেহই মহাত্মাজীর সহিত দেখা করিতে প্রস্তুত নহেন।

প্রকাশ যে, গতবার গবর্ণমেণ্টের সম্মুখে যে উভয় সঙ্কট উপস্থিত হইয়াছিল তাহার সম্মুখীন যাহাতে না হইতে হয় তাহার জন্য সরকার বড়জোর এই করিতে পারেন যে, গান্ধীজী যখন আবার আইন অমান্য করিবেন তখন তাঁহাকে একটি গৃহে অন্তরীণ রাখা হইবে এবং হরিজন কার্য্য ছাড়া তাঁহাকে আর কোনও কাজ করিতে দেওয়া হইবে না।

দিনাজপুর জলপ্লাবিত

অত্যধিক বারিপাতের ফলে দিনাজপুর সহরের অনেকাংশ জলমগ্ন হইয়াছে। সহরের বিভিন্ন অঞ্চলে অনেক গৃহ পড়িয়া গিয়াছে আকাশের মেঘ এখনও কাটে নাই। আরও বৃষ্টি হইবে বলিয়া মনে হয়।

ট্রেণ দুর্ঘটনা

নিউইয়র্ক-চিকাগো এক্সপ্রেসের সহিত অপর একখানি মালগাড়ীর সঙ্ঘর্ষের ফলে ১৪ জন নিহত ও ২০জন আহত হইয়াছে। রাত্রির ঘনান্ধকারে এই দুর্ঘটনা আরও ভয়াবহ হইয়া পড়ে। টর্চ্চ লাইটের দ্বারা সাহায্য কার্য্য আরম্ভ করা হয়। নিহত আরোহিগণের মধ্যে কয়েকজনের মৃতদেহ বাহির করা হয় একখানি অন্য কামরাকে আহত ব্যক্তিগণের অস্ত্রোপচার ও অঙ্গচ্ছেদের ব্যবস্থা করা হয় বৈদ্যুতিক টর্চ্চের সাহায্যে আহত ব্যক্তিগণের ক্ষতস্থান বাঁধিয়া দেওয়া হইতে থাকে।

বাত্যা

শেষ সংবাদে জানা যায় যে, বহামার ঘূর্ণিবাত্যায় কেবলমাত্র ব্রহ্মভাইলেই ৩২ জন নিহত ও ১৫০০০জন আহত হইয়াছে। বহু লক্ষ টাকার সম্পত্তি নাশ হইয়াছে।

বাহামা ও কিলবা দ্বীপের উপর দিয়া প্রবাহিত ঝড় ফ্লোরিডার (মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের উপর দিয়াও বহিয়া গিয়াছে টেকসাস প্রদেশের সমুদ্রবর্ত্তী স্থানসমূহে ঝটিকা ধ্বংস চিহ্ন আঁকিয়া দিয়া গিয়াছে দুইশত মাইল স্থান ব্যাপী উপকূলভাগে পর্ব্বত প্রমাণ তরঙ্গসমূহ আসিয়া আহত করিয়া জল প্রান্তবর্ত্তী প্রাসাদ সকল চূর্ণ করিয়া দিয়া গিয়াছে সমুদ্রের জল বৃদ্ধির ফলে তীরবর্ত্তী সহরসমূহ জলপ্লাবিত হইয়া গিয়াছিল এবং লোকজনকে নৌকার আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইয়াছিল।

কর্পাস ক্রিষ্টি সহর হইতে ত্রিশ মাইল দূরবর্ত্তী রকপোর্ট হইতে সংবাদ আসিয়াছে যে, সেখানে জাহাজে ও অন্যান্য সম্পত্তিতে মিলিয়া দুইলক্ষ পাউণ্ডের উপর ক্ষতি হইয়াছে স্যান এ্যাণ্টনিয়োতে একখানি নৌকা ডুবিয়া যাইয়া দুইজন লোক নিহত হইয়াছে সমুদ্র তরঙ্গ কর্পাসক্রিষ্টি সহরের ব্যবসা বাণিজ্যের অঞ্চলটি প্লাবিত করিয়া ফেলিয়াছিল নিউকাস উপসাগর ও কর্পাসক্রিষ্টির মধ্যে সমুদ্র তীরের বাসিন্দারা বাড়ীঘর পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছিল।

দারুণ বন্যা

বীরভূম বন্যা সাহায্য সমিতির সভাপতি শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ সরকার মহাশয় ইটণ্ডা কেন্দ্রের সমস্ত বিলি ব্যবস্থা সমাপন করিয়া অন্যান্য কতিপয় বন্যা পীড়িত গ্রামের জন্য অপর একটি সাহায্য কেন্দ্র খুলিবার উদ্দেশ্যে গত শনিবার প্রাতে তথা হইতে পদব্রজে রওনা হইয়া ইক্ষুধবা, শিরিশডাঙ্গা, বরডহা, মহাদেবপুর, যসড়া, ঘিড়হা প্রভৃতি গ্রামের অবস্থা পরিদর্শন করিয়া সিঙ্গাতে পৌছেন। এখানে সাহায্যের এখনও ভালরূপ ব্যবস্থা হয় নাই। বহু গ্রামবাসী পথিমধ্যে সরকার মহাশয়কে একটি সাহায্য কেন্দ্র খুলিবার জন্য বিশেষ অনুরোধ জানান, তিনি বলেন ২।১ দিনের মধ্যে কর্ম্মীগণ অত্র অঞ্চলে সাহায্য লইয়া উপস্থিত হইবে একথা শুনিয়া তাহারা বিশেষ সন্তোষ প্রকাশ করে। বোলপুর সাহায্য সমিতির সভাপতি উকীল শ্রীধূর্জ্জটি দাস চক্রবর্ত্তী বিশেষ কার্য্য ত্যাগ স্বীকার করিয়া ইটণ্ডা কেন্দ্রের অন্তর্গত সমস্ত গ্রাম পরিদর্শন করিয়াছেন। তাঁহার উপস্থিতিতে এই কেন্দ্রে এক সাড়ার সৃষ্টি হয় এবং বহুলোক সন্ধ্যার সময় তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাদের দুঃখদুর্দ্দশার কথা তাহাকে অবগত করায়। তিনি সকলকে আত্মনির্ভরশীল হইতে অনুরোধ করেন।

সিঙ্গা অঞ্চলে অজয়ের পুল মহাদেবপুর গ্রামের নিকট তিন জায়গায় ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। প্রথমটী আমড়া তলায় প্রায় ১৫ হাত লম্বা দ্বিতীয়টী মালাকাটিতে প্রায় ৬০ হাত লম্বা এবং তৃতীয়টী কামার পুষ্করিণীর নিকট প্রায় ১০০ হাত লম্বা। গ্রামবাসীগণের সহিত আলাপ করিয়া জানা গেল যে তাহারা এই বাঁধটা বরাবর সুদৃঢ় রাখিবার জন্য প্রতি ১০ হিসাবে বর্দ্ধমান ষ্টেটে খাজনা দেন। ইহা ছাড়া খাস কর বাৎসারিক ১২৲ টাকা এবং খেজুর রসের জন্য বাৎসারিক ৮৲ টাকা খাজনা দিতে হয়। আরও জানা যায় যে, বাঁধটী গত ২০ বৎসর যাবৎ কোনরূপ মেরামত হয় নাই।

এই তরফের ক্ষতি ইটণ্ডাকেন্দ্রের তুলনার অবশ্য কিছু কম। প্রায় ১০০ ঘর গৃহস্থ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছেন।

অজয়ের পুলের ভাঙ্গনের সংখ্যা মোট ৮টা। ৪০০ গৃহস্থের ঘরবাড়ী পড়িয়া গিয়াছে অনেক ঘর সাংঘাতিকরূপে ফাটিয়া গিয়াছে এবং শীঘ্র পড়িয়া যাইবে ৫০০০ বিঘা জমির ফসল নষ্ট হইয়াছে এবং ১৫০০ বিঘা জমি বালি পড়িয়া একেবারে নষ্ট হইয়াছে।

পুলের ভাঙ্গনগুলি বাঁধাইতে ৫।৭হাজার টাকা খরচ পড়িবে কিন্তু তাহা হইলেও বীরভূম নিরাপদ হইবে না; কারণ পুলের অন্যান্য স্থান এত দুর্ব্বল যে কোন দিন ভাঙ্গিয়া গিয়া পুনরায় এই অবস্থার সৃষ্টি করিবে। পুলটীর আমূল সংস্কার ছাড়া কোন গত্যন্তর নাই এবং তাহাতে প্রায় ৩০।৪০৲ হাজার টাকা খরচ পড়িবার সম্ভাবনা। বন্যা সাহায্য সমিতি এবিষয়ে গবর্ণমেণ্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছে। যে সকল জমির ফসল নষ্ট হইয়াছে, জল শুকাইলে তাহাতে অন্যান্য রবি শস্যের আবাদ করিবার বিষয়ে আলোচনা হইতেছে। কারণ প্রজাগণের অবস্থা আশ্বিন কার্ত্তিক মাসে ভীষণ শোচনীয় হইবে।

ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব বাহাদুর বন্যা সাহায্য ভাণ্ডার হইতে এই অঞ্চলে ২৫০৲ টাকা দান করিয়াছেন। তিনি নৌকাযোগে অজয় নদীর ভাঙ্গনগুলি পরিদর্শন করিয়া সিঙ্গী হইতে ইতিপূর্ব্বে বোলপুর প্রত্যাবর্ত্তন করেন। শুনিতে পাওয়া যাইতেছে যে তিনি ভাঙ্গন সব মেরামত করিবার জন্য জমিদারদিগকে পত্র লিখিয়াছেন।

---

১১৩ জনের ফাঁসী

ব্যবস্থা পরিষদে মিঃ ভূপৎ সিংহের প্রশ্নের উত্তরে স্বরাষ্ট্র সচিব বলেন যে, ব্রহ্ম বিদ্রোহ সম্পর্কে গুলীতে হত ব্যক্তিদের ঠিক সংখ্যা গবর্ণমেণ্টের হস্তগত হয় নাই, কিন্তু ব্রহ্ম গবর্ণমেণ্ট ক্ষমা করিবার অধিকার প্রয়োগের জন্য ১১৩৮টি মামলার দণ্ড সম্পর্কে সমালোচনা করিয়াছেন।

ব্রহ্ম বিদ্রোহ সম্পর্কে ১১৩ জনের ফাঁসি হইয়াছে। এই দুই দফার মধ্যে কোনও পার্থক্য নাই।

মিঃ ভূপৎ সিংহের অপর এক প্রশ্নের উত্তরে সার ফ্রাঙ্ক নয়েস বলেন যে, প্রিণ্টিং ও ষ্টেশনারীর কণ্ট্রোলার পুস্তক প্রকাশ বিভাগের দিল্লী শাখার বর্ত্তমান ম্যানেজারকে তাঁহার অফিস বাঙ্গালী কর্ম্মচারী-শূন্য করিতে বলিয়াছেন, এই সংবাদ সত্য নহে।

ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

২০শে ভাদ্র বুধবার, ১৩৪০

জেলা বোর্ডের প্রশংসনীয় কার্য্য

গত ২৬শে আগষ্ট নদীয়া-জেলা বোর্ডের একটী সাধারণ সভা আহূত হইয়াছিল। উক্ত সভায় সর্ব্বসম্মতিক্রমে মায়াপুর হুলোর-ঘাট রোডটী জেলা-বোর্ডের সিডিউল-ভুক্ত হইয়াছে শুনিয়া আমরা অতিশয় আনন্দিত হইলাম। শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের জন্মস্থান শ্রীধাম-মায়াপুর নদীয়ার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গৌরবের স্থান। এই পূততম স্থানকে বক্ষে ধারণ করিয়া নদীয়া বিশ্ব-বরেণ্য হইয়াছে। সহর নবদ্বীপ (কোলদ্বীপ) শান্তিপুর প্রভৃতি আর যে যে তীর্থস্থান নদীয়া জেলায় বিদ্যমান, তাহাদেরও গৌরবরশ্মি শ্রীমায়াপুর-চন্দ্র হইতেই নিঃসৃত। আজ বিশ্বের সুসভ্য জনমণ্ডলী প্রায় সকলেই শ্রীধাম-মায়াপুরের নাম বিশেষরূপে অবগত আছেন। তাই শুধু বঙ্গদেশের বিভিন্ন স্থান হইতে নহে, সমগ্র ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ হইতেও অসংখ্য যাত্রী প্রতি বৎসর শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের পদরজঃ প্রাপ্তির আশায় শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিয়া থাকেন। আমেরিকা ওহিও বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনা-মূলক ধর্ম্মশাস্ত্রের অধ্যাপক সাদার্স প্রমুখ বহু পাশ্চাত্য মনীষীও এই পূততম স্থান দর্শনের লোভ সম্বরণ করিতে পারেন নাই। এই শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিবার প্রশস্ত পথ—মায়াপুর-হুলোরঘাট রোড। জেলার গৌরব রক্ষা করাই জেলা-বোর্ডের প্রধানতম কার্য্য; তাই জেলার গৌরব-রক্ষাকল্পে জেলা-বোর্ডের সদস্যগণ সুযোগ্য চেয়ারম্যান রায় শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় বাহাদুর বি এল মহোদয়ের সহিত একমত হইয়া উক্ত রোডটী সিডিউল-ভুক্ত করায় আমরা চেয়ারম্যান মহোদয় ও বোর্ডের সকল সদস্যকেই আন্তরিক ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি এবং এই সঙ্গে আর একটী নিবেদন জানাইতেছি যে, জেলার গৌরব পূর্ণরূপে রক্ষাকল্পে এই রোডটী যাহাতে বর্ষান্তের পাকা হইতে পারে তাঁহারা যেন অবিলম্বে তাহার ব্যবস্থা করেন।

স্বভাবের পরিচয়

লোকের স্বভাবের পরিচয় পাওয়া যায় তাহার কার্য্যের দ্বারা। আমরা আমাদের জনৈক বন্ধুর নিকট একটী ঘটনা শুনিয়াছি। ঘটনাটী এই যে, কোন গোস্বামী প্রভু বর্ষাকালে নৌকাযোগে একটী কৌলিক ভৃত্যসহ শিষ্যবাড়ী গিয়াছিলেন। ঐ কৌলিক ভৃত্যটীর বাটী ঢাকা জেলার 'ধামরাই' নামক স্থানে। কেহ কোন নির্ব্বুদ্ধিতার কার্য্য করিলে, ভদ্রলোকগণ তাহাকে 'ধামরাইয়া তাঁত' বলিয়া গালি দেয়। দৈবচক্রে ঐ কৌলিক ভৃত্যটী গোস্বামী প্রভুর শিষ্যের নিকট যাইয়া এমন একটা কাণ্ড করিয়াছে যে, শিষ্য বাবু অসন্তুষ্ট হইয়া বলিয়া ফেলিয়াছেন "তোমার বাড়ী কি ধামরাই?" এখানে বলা আবশ্যক যে, ঐ লোকটী যে তন্তুবায় বা ধামরাই-নিবাসী তাহা শিষ্য বাবু মোটেই জানিতেন না। ভৃত্য ত' ঐ কথা শুনিয়াই ক্রোধান্ধ হইয়া গোস্বামীজীর নিকট উপস্থিত। সেখানে যাইয়াই অভিযোগ—প্রভো, আপনার শিষ্য আমাকে জাত তুলে গালি দিয়াছে, আমি আপনার নিকট থাকিব না, আপনি আমাকে আমার প্রাপ্য দিন, আমি এখনই চলিয়া যাইব। গোস্বামীজীর আর ভুল নাই; উপায়ান্তর না দেখিয়া তিনি শিষ্যকে ডাকাইয়া কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন, এবং সমস্ত বিবরণ শুনিয়া ভৃত্যকে বলিলেন—তোর কার্য্য তোর স্বভাবের পরিচয় প্রদান করে, আমি তাহার কি করিব?

হিতোপদেশ

আজ একটী ঘটনায় পূর্ব্বোক্ত গল্পটী আমাদের মনে পড়িল। শুনিলাম, শ্রীযুক্ত রণজিৎ পাল চৌধুরী নামক জেলাবোর্ডের জনৈক সদস্য নাকি অন্যান্য সকল সদস্যের মতের বিরুদ্ধে মায়াপুর-হুলোরঘাট রোডটী যাহাতে সিডিউল-ভুক্ত না হইতে পারে তজ্জন্য প্রথমতঃ চেষ্টা করিয়াছিলেন। শ্রীধাম-মায়াপুর তাঁহারই 'কুটীর' একক্রোশ ব্যবধানে অবস্থিত; অন্যান্য সকল সদস্য অপেক্ষা তিনি এই পূততম স্থান বিষয়ে অধিক সংবাদ রাখেন। তিনি ইহাও জানেন, তাঁহার পূজনীয় জ্যেষ্ঠতাত নদীয়ার সুপ্রসিদ্ধ ভূম্যধিকারী রাজর্ষি শ্রীযুক্ত নফরচন্দ্র পাল-চৌধুরী মহাশয় এই অশীতি-পর বৃদ্ধ বয়সেও শ্রীধাম মায়াপুরের উন্নতির জন্য প্রাণপণে যত্ন করিতেছেন। এমত অবস্থায় তাঁহার ঐপ্রকার মহৎ কার্য্যের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হওয়ায় অন্যান্য সুধী সদস্যগণ ও নিরপেক্ষ ব্যক্তিমাত্রেই তাঁহার চিত্তবৃত্তিসম্বন্ধে কি ধারণা করিবেন, তাহা চিন্তা করিয়া আমরা মর্ম্মাহত হইতেছি। জেলাবোর্ডে প্রবেশের সময় একবার তিনি শ্রীধাম-মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠের অন্যতম সেবক শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী কৃতিরত্ন মহোদয়ের সহিত প্রতিযোগিতায় পরাজিত হইয়াছেন বলিয়াই কি তাঁহার এই আক্রোশ? যদি তিনি বিনোদ বাবুকে তাঁহার শত্রুই ভাবেন, সেইজন্য কি ব্যক্তিগত শত্রুতাবশে যাহাতে নিজের পূজনীয় পিতৃব্যের সম্মান বৃদ্ধি পায়, নিজের জেলার গৌরব বৃদ্ধি পায় তাহার পথের অন্তরায় হইতে হয়? শ্রীযুক্ত রণজিৎ বাবু এখনও অল্পবয়স্ক যুবক, তাই আমরা তাঁহাকে বন্ধুভাবে স্মরণ করাইয়া দিতেছি যে, মানুষের মান-সম্ভ্রম অর্থে বৃদ্ধি পায় না, জমিদারীতে বৃদ্ধি পায় না, এমন কি অমিত বিক্রমেও বৃদ্ধি পায় না; বৃদ্ধি পায় হৃদয়ের সৌন্দর্য্যে। ধন প্রভাপাদি ভয় উৎপন্ন করিতে পারে, ভক্তি বা সুখ্যাতি অর্জ্জন করিতে পারে না। এখনও সময় আছে—তিনি তাঁহার পিতৃব্যের ও পরলোকগত পিতৃদেবের গুণ অর্জ্জন করিতে শিক্ষা করুন।

পুলিশ সাহেবের বিরুদ্ধে ডিক্রী

হবিগঞ্জ মাচুলিয়া গ্রামের শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র লাল দাসকে অন্যায়ভাবে প্রহার করিবার অভিযোগে তিনি সহকারী পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মিঃ জাফ্রইম্, ডেপুটি সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মিঃ মুবিত ও অপর একজন দারোগার বিরুদ্ধে ক্ষতিপূরণ দাবী করিয়া হবিগঞ্জের প্রথম মুন্সেফের আদালতে নালিশ রুজু করেন। দীর্ঘ দিন মামলা চলার পর অত্র প্রথম মুন্সেফ খরচসহ উক্ত মামলার ডিক্রি দেন। বাদীকে ৫০০৲ টাকা ক্ষতিপূরণ করার জন্য মুন্সেফ আদেশ প্রদান করেন।

বাদীর অভিযোগ এই যে, গত ১৯৩০ সালে আইন অমান্য আন্দোলনের সময় একদল কংগ্রেসকর্ম্মী নিষেধাজ্ঞা অমান্য করিয়া ফৌজদারী আদালতের সম্মুখস্থ রাস্তা দিয়া শোভাযাত্রা করিয়া যায়। বাদী তখন শোভাযাত্রার পশ্চাদ্ভাগে এম্বুলেন্স গাড়ীতে ছিল। ঐ সময় উপরি উক্ত তিনজন কর্ম্মচারীর নেতৃত্বে একদল পুলিশ শোভাযাত্রাকে বলপূর্ব্বক ছত্রভঙ্গ করিয়া দেয় এবং তৎপর এম্বুলেন্স গাড়ীকে আক্রমণ করিয়া বাদীকে গুরুতরভাবে জখম করে।

দুই বৎসর পূর্ব্বে এই মামলা দায়ের করা হইয়াছিল এবং গত ফেব্রুয়ারী মাস হইতে এই মামলার শুনানী আরম্ভ হয় ও গত চার মাস ধরিয়া প্রত্যেক দিন শুনানী চলিতে থাকে। বাদী পক্ষ বারজন সাক্ষীকে জেরা করে এবং বিবাদী পক্ষ ৬০ জন সাক্ষীকে জেরা করিয়াছিল।

———

হাসপাতালে আহত মহিলার মৃত্যু

ঝিনাইদহ কৈলাশপুরের ৺বিহারীলাল রুদ্রের বিধবা স্ত্রী কএকদিন পূর্ব্বে ঝিনাইদহ হাসপাতালে মারা গিয়াছেন। এরূপ প্রকাশ যে, উক্ত গ্রামের আব্বাস মণ্ডল তাঁহার শ্লীলতাহানি করিবার জন্য তাহার প্রতি পীড়ন ও দাও দ্বারা আঘাত করে। আহত অবস্থায় মহিলাটিকে হাসপাতালে প্রেরণ করা হয়। আব্বাসকে গ্রেপ্তার করিয়া বিচারার্থ প্রেরণ করা হইয়াছে। কয়েকদিন পরেই হাসপাতালে আহত মহিলার মৃত্যু হয়। স্থানীয় যুবকবৃন্দ তাঁহার দেহ শ্মশানে লইয়া যান।

শাসন সংস্কার প্রস্তাব ও বাঙ্গালা

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

আইন প্রণয়ণ

যদি এক সভায় গৃহীত কোন আইন তিন মাসের মধ্যে সভাকর্ত্তৃক স্বীকৃত পরিবর্ত্তন সহ বা অপরিবর্ত্তিত অবস্থায় অপর সভাকর্ত্তৃক গৃহীত না হয়, তবে সে সম্বন্ধে সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার জন্য গভর্ণর উভয় সভার সভ্যদিগকে এক যৌথ অধিবেশনে আহ্বান করিবেন। যৌথ অধিবেশনে পাণ্ডুলিপি যে ভাবে গৃহীত হইবে আইন সেই ভাবেই বিধিবদ্ধ হইবে। অর্থসম্বন্ধীয় আইনের পাণ্ডুলিপি বিচারের জন্য গভর্ণর সরাসরি যৌথ অধিবেশনের ব্যবস্থা করিতে পারিবেন।

বাঙ্গালার প্রতি আর্থিক অবিচার স্বীকার

নূতন শাসন পদ্ধতির প্রস্তাবে বাঙ্গালার প্রতি আর্থিক অবিচার স্বীকার করিয়া তাহার প্রতীকারের জন্য উপায়ের উল্লেখ করা হইয়াছে। কিন্তু গত কয় বৎসরে বাঙ্গালায় অর্থাভাবে প্রাথমিক, কারিগরি ও ব্যবসায়িক শিক্ষা, চিকিৎসা, স্বাস্থ্য প্রভৃতি "জাতিগঠন"-মূলক ব্যাপার যেরূপ উপেক্ষিত হইয়াছে, তাহাতে উপেক্ষাজনিত ক্ষতিপূরণ করিতেই প্রচুর অর্থের প্রয়োজন। আবার প্রস্তাবিত যে শাসন পদ্ধতিতে ভোটারদিগের সংখ্যা বর্ত্তমানের সাত গুণ হইবে, তাহাতে ব্যয়ও বাড়িবে। কাজেই কেবল বর্ত্তমানে বাজেটে ঘাটতি পূরণ করিবার জন্যই নহে, পরন্তু শাসনের বর্দ্ধিত ব্যয় ও "জাতিগঠন"-মূলক কাজের ব্যয় নির্ব্বাহ করিবার জন্যও অধিক রাজস্বের প্রয়োজন হইবে। প্রস্তাবিত ব্যবস্থায় বাঙ্গালাকে দুইটি নূতন রাজস্ব দিবার কথা বলা হইয়াছে :—

(১) পাটের রপ্তানী শুল্ক কেন্দ্রী সরকারের প্রাপ্য হইবে; কিন্তু তাহার অন্ততঃ অর্দ্ধাংশ উৎপাদক প্রদেশ পাইবে।

(২) কোম্পানীর আয় ও মূলধনের উপর নির্দ্দিষ্ট আয়কর ও কর্পোরেশন ট্যাক্স ব্যতীত অন্য সর্ব্ববিধ আয়ের উপর আদায়ী আয়করের অন্যূন শতকরা ৫০ টাকা ও অনধিক ৭৫ টাকা প্রদেশগুলিকে দেওয়া হইবে। কিন্তু যে অংশ প্রদেশগুলিকে দেওয়া হইবে তাহার কতক ভাগও কেন্দ্রী সরকার দশ বৎসর পর্য্যন্ত লইতে পারিবেন।

পাটের রপ্তানী শুল্ক।—বাঙ্গালার পক্ষে প্রস্তাবিত ব্যবস্থা দুই কারণে আপত্তিকর:-

(১) ইহা কেন্দ্রী সরকারের অধিকারভুক্ত করা হইয়াছে, অর্থাৎ বলা হইয়াছে, ইহা কেন্দ্রী সরকারেরই প্রাপ্য।

(ক্রমশঃ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে ॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক
— পারমার্থিক পত্র —
শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশ
তনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনম্,
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা ।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং
প্রেমা পুমর্থো মহান্,
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং
তত্রাদরো নঃ পরঃ ॥

৮ম বর্ষ } ৯ পদ্মনাভ গৌরাব্দ ৪৪৭, ২৮শে ভাদ্র বঙ্গাব্দ ১৩৪০, ১৩ই সেপ্টেম্বর ইং ১৯৩৩, বুধবার { ১৬৬শ সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী …স্বামী ঠাকুরের ইচ্ছানুসারে শ্রীরূপ-…ড়ীয়মঠের সেবকগণ শীঘ্রই এলাহাবাদে …কটী পারমার্থিক প্রদর্শনী উন্মুক্ত করিবেন।

…স্বামী শ্রীপাদ ভক্তিস্বরূপ পর্ব্বত মহা-…জ উক্ত মঠে থাকিয়া ইহার বন্দোবস্ত …রিতেছেন; ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তি-…দিব গিরি মহারাজও তাঁহার সহায়তার …নিমিত্ত শ্রীল প্রভুপাদের আদেশে কলিকাতা …গৌড়ীয়মঠ হইতে শীঘ্রই এলাহাবাদে রওনা …হইতেছেন। শ্রীমৎ স্বামী গিরি মহারাজ …যোপরাগ উপলক্ষে অনুষ্ঠিত শ্রীব্যাস-…গৌড়ীয়মঠের উৎসব ও প্রদর্শনীর কার্য্য …মাপ্ত করিয়া কয়েক দিনের জন্য কলিকাতা …গৌড়ীয়মঠের উৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন। …ৎপর শ্রীল প্রভুপাদের সহিত 'সুরধুনী …মোটরলঞ্চযোগে শ্রীধাম-মায়াপুরে আগমন …রেন। গত ৮ই সেপ্টেম্বর তিনি ও ত্রিদণ্ডি…স্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিলাস গভস্তি নেমি মহারাজ …শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়-…মঠে রওনা হইয়াছেন। শ্রীপাদ নেমি …মহারাজের ধানবাদ-অঞ্চলে প্রচারে যাইবার …কথা। শ্রীল প্রভুপাদ এলাহাবাদের উক্ত …প্রদর্শনীর দ্বারোদ্ঘাটন করিবেন।

— —

বন্যার জল কমিতে আরম্ভ করিয়াছে। …তাই নৌকাযোগে শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইবার …সুযোগ আর বেশী দিন থাকিবে না জানিয়া …ভিন্ন স্থানের যাত্রিগণ দলে দলে নৌকা-…যোগে দর্শনার্থে আসিতেছেন। আকাশ …পরিষ্কার হইয়াছে। তাই যাত্রিগণের …আসিতে কোনও প্রকার কষ্ট হইতেছে না। …শরতের সুনীল গগন-চন্দ্রাতপের নিম্নে বারি-…বেষ্টিত শ্যামল-পাদপ-শোভিত, বিহগ-কূজন-মুখরিত শ্রীধামের অপূর্ব্ব দৃশ্য যাত্রিগণের মনঃপ্রাণ হরণ করিতেছে। সন্ধ্যার সময় বৈদ্যুতিক আলোকমালা-সজ্জিত-দৃশ্য তাঁহা-দিগকে বিস্ময়ে আপ্লুত করিতেছে। সর্ব্বো-পরি শ্রীশ্রীগৌরবিনোদপ্রাণজিউর অপূর্ব্ব শৃঙ্গার ভাগ্যবান্ জনগণের হৃদয়ে সেবার লৌল্য উৎপাদন করিতেছে।

— —

আজ কয়েক দিবস যাবৎ শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীচৈতন্য-মঠে অবস্থান করিতেছেন। যাত্রি-গণের মধ্যে অনেকে শ্রীল প্রভুপাদের দর্শন লাভ করিয়া কৃতার্থ হইতেছেন। সৌভাগ্য-শালী জনগণ তাঁহার শ্রীমুখে হরিকথা-শ্রবণের সুযোগ পাইতেছেন। গত শুক্রবার ও শনিবার শ্রীল প্রভুপাদের দর্শনার্থী হইয়া কলিকাতা হইতে শ্রীযুক্ত গৌরচন্দ্র বন্দ্যো-পাধ্যায়, শ্রীযুক্ত কীর্ত্তনানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীযুক্ত ভূদেব ব্রহ্ম, শ্রীযুক্ত দুর্গামোহন মুখোপাধ্যায় প্রমুখ তাঁহার কতিপয় শিষ্য শ্রীধাম-মায়াপুরে আগমন করিয়াছিলেন

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি শ্রীরূপ পুরী মহা-রাজ গত ৯ই সেপ্টেম্বর কলিকাতা গৌড়ীয়মঠ হইতে রওনা হইয়া তৎপর দিবস প্রাতে কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠে উপস্থিত হইয়াছেন। কটকবাসিগণ এই প্রকার একজন আচারবান্ নিষ্কিঞ্চন সন্ন্যাসীর নিকট হরিকথা-শ্রবণের সুযোগ পাইয়া বাস্তবিকই ধন্য। তাঁহারা সকলেই ভগবদ্-গুণ-গাথা-শ্রবণের এই মহেন্দ্র-ক্ষণ সাদরে বরণ করুন, ইহাই আমাদের আন্তরিক ইচ্ছা।

পাঠকগণ অবগত আছেন, স্বামী শ্রীপাদ গিরি মহারাজের আহ্বানে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ গত সূর্য্যোপ-রাগ উপলক্ষে কাশী শ্রীসনাতন গৌড়ীয়-মঠ হইতে কুরুক্ষেত্র শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠে গমন করিয়াছিলেন। তথায় অন্যান্য মঠবাসিগণের সহিত তিনি সমাগত যাত্রিগণের নিকট অহর্নিশ হরিকথা কীর্ত্তন করিয়াছেন। এই সময় শ্রীব্যাসগৌড়ীয়মঠে গৌড়ীয়-প্রদর্শনী উন্মুক্ত থাকায় যাত্রিগণের পক্ষে স্বামিজীগণের উপদেশ-বাণী হৃদয়ঙ্গম করিবার সুবিধা হইয়াছে। উৎসবান্তে শ্রীমৎ স্বামী শ্রৌতী মহারাজ এলাহাবাদ, বৃন্দাবন, লক্ষ্ণৌ প্রভৃতি স্থান হইয়া কাশী শ্রীসনাতন-গৌড়ীয়মঠে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। তৎপর পুনরায় এলাহা-বাদ শ্রীরূপগৌড়ীয়মঠে গিয়াছেন। শীঘ্রই কাশীতে ফিরিবার কথা। যুক্তপ্রদেশে স্বামীজীর প্রচার সাফল্যমণ্ডিত হইতেছে।

বর্ত্তমান ১২ বর্ষ গৌড়ীয়ে 'শ্রীবৈষ্ণনাথ ভঞ্জ' শীর্ষক যে প্রবন্ধটী প্রকাশিত হইতেছে, তৎপাঠে কূপ-মণ্ডূক-বিচারে আবদ্ধ জনগণের বিশেষ উপকার সাধিত হইবে। পাঠকমাত্রেই বুঝিতে পারিবেন, মহাপ্রভুর বাণী প্রচারার্থ রাজা বা রাজপুরুষের সহিত সাক্ষাৎকারে মহাপ্রভুর আদেশই পালিত হয়, আদেশের বিরুদ্ধে কিছু করা হয় না; পক্ষান্তরে যাহারা প্রতিষ্ঠার আশায় নির্জ্জনে অবস্থান করিয়া মহাপ্রভুর মনোহভীষ্ট-প্রচারে পরাঙ্মুখ, তাহারা মহাপ্রভুর সেবা হইতে অনন্ত-কোটি-যোজন দূরে অবস্থিত। নিজের ব্যক্তিগত সুখ-সম্মানাদি লাভের নিমিত্ত রাজা বা রাজ পুরুষের সহিত সাক্ষাৎকার ভজনের অন্তরায় কিন্তু ভজনের অনুকূল-বিষয় পরিত্যাগে ফল্গু-বৈরাগ্যের আবাহন হয় মাত্র।

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহা-রাজ মাদ্রাজ প্রদেশের বিভিন্ন স্থানে পরমার্থ-বাণী প্রচার করিতেছেন। মধ্যে মধ্যে তিনি মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠে ও শ্রীরামানন্দ গৌড়ীয়-মঠে অবস্থান করিয়া পাঠ বক্তৃতাদি করেন। তাঁহার প্রাণস্পর্শি-বক্তৃতায় শ্রোতৃমণ্ডলী মুগ্ধ।

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহা-রাজ কলিকাতা গৌড়ীয়মঠে অবস্থান করিয়া প্রচার-কার্য্যে নিযুক্ত আছেন। স্বামীজীর সরল সহজ ভাষায় প্রাঞ্জল ব্যাখ্যা বহু শ্রোতার চিত্ত আকর্ষণ করিতেছে।

— —

শ্রীপাদ প্যারীমোহন ব্রহ্মচারী বোম্বে গৌড়ীয় মঠে অবস্থান করিয়া নগরীর বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের নিকট ইংরেজী ভাষায় শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভুর উপদেশ-বাণী প্রচার করিতেছেন।

ঢাকায় বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচার

প্রতি রবিবার সন্ধ্যা-আরাত্রিকের পর ঢাকা শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠে গৌড়ীয়-সম্পাদক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ মহো-দয় বৈষ্ণবধর্ম্ম সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান করিতে-ছেন। ধর্ম্মপিপাসু ব্যক্তিগণ ইহাতে যোগ-দান করিয়া পরম আনন্দ লাভ করিতেছেন। বক্তার বৈষ্ণব-ধর্ম্ম-সম্বন্ধীয় বিচার-নৈপুণ্যে সকলেই সন্তুষ্ট। মধুর হইতে সুমধুর বৈষ্ণব-ধর্ম্মের মহিমা জীবমাত্রকেই আনন্দ দিবে, ইহা ধ্রুব সত্য; বক্তার বিচার-কৌশলে তাহাই পরিস্ফুট হয়। এই গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সম্প্রদায় ধর্ম্ম-প্রচারার্থ সুদূর ইংলণ্ড পর্য্যন্ত তাঁহাদের প্রচারক প্রেরণ করিয়াছেন। তাঁহা-দের মুখে জীবের সনাতন-ধর্ম্ম-সম্বন্ধীয় বিষয় শ্রবণের জন্য ভারত-সম্রাট্ ও সম্রাজ্ঞী তাঁহা-দের নিজ বাকিংহাম প্রাসাদে প্রচারকদিগকে ডাকিয়াছিলেন। ঢাকা-মঠে এক্ষণে তাঁর বন্দোবস্ত হওয়ায় এতদঞ্চলের ধর্ম্মপিপাসু ব্যক্তিদের বিশেষ সুযোগ উপস্থিত হইয়াছে।

—স্বায়ত্ত-শাসন পত্রিকা, ১৬ই ভাদ্র।

সেই সে বিদ্যার ফল জানিহ নিশ্চয়। কৃষ্ণপাদপদ্মে যদি চিত্ত বিত্ত রয়॥

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

৯ পদ্মনাভ ভৃত্য অনিরুদ্ধ

সুরধুনী-বক্ষে কীর্ত্তন

জগতে কোন জিনিষ নূতন আবিষ্কৃত হইলে সকলেই আনন্দিত হন; সেই বিষয়-সম্বন্ধে সবিশেষ জানিবার ও তাহার সদ্ব্যবহার করিবার জন্য সকলেই কৌতূহলাক্রান্ত হন। কৌতূহল চরিতার্থতায় যে জ্ঞানের উদয় হয়, তাহা আনন্দদায়ক হইলেও, ভোগপর দৃষ্টিজাত জড়বস্তু-বিষয়ক জ্ঞান খণ্ডানন্দের গণ্ডী অতিক্রম করিতে পারে না। পতিতপাবন আচার্য্যগণের অহৈতুকী কৃপায় অভিনব, অনাবিষ্কৃত ও অফুরন্ত রত্নমালার আগার পরমার্থ-তত্ত্বের এক একটী অমূল্য রত্ন যখন জগতে অবতীর্ণ হন, তখন তজ্জ্ঞান অধিকারি-ব্যক্তিকে যে আনন্দ প্রদান করে তাহা খণ্ডের গণ্ডীকে ধুইয়া মুছিয়া অখণ্ড অদ্বয়-জ্ঞানানন্দ-সাগরে ভাসাইয়া লইয়া যায়।

'কাম' ও 'প্রেম'-শব্দদ্বয়ের পার্থক্য হৃদয়ঙ্গম হইলে পরমার্থ-তত্ত্ব বুঝিবার কষ্টি পাথর বেদোজ্জ্বলা বুদ্ধির অধিকারী হওয়া যায়। জড়-জগতে সাহিত্য-রাজ্যে যে 'প্রেম'-শব্দের প্রয়োগ, তাহা বস্তুতঃপক্ষে 'প্রেম'-শব্দের ধিক্কৃতা বিকৃত-পরিণতি 'কাম' ব্যতীত আর কিছুই নহে। কারণ ইহ জগতে যাবতীয় কার্য্যই বদ্ধজীবের ভোগকে কেন্দ্র করিয়া; শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী বলেন "আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতি-বাঞ্ছা তারে বলি কাম।" প্রকৃত প্রস্তাবে বদ্ধ-ভূমিকায় 'প্রেম' বলিয়া কোন বস্তু নাই, মায়াবদ্ধ জনগণ 'কাম'কেই প্রেম বলিয়া বরণ করেন; তাহার ফল পরিণামে অসহ্য যন্ত্রণা—চির অশান্তি

'প্রেম' শব্দের সংজ্ঞা-নিরূপণে শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী লিখিয়াছেন—"কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতিবাঞ্ছা ধরে 'প্রেম'-নাম॥" যিনি যাবতীয় বস্তুকে সর্ব্বভোক্তা শ্রীকৃষ্ণের ভোগের নিমিত্ত নিযুক্ত করিতে পারেন, তিনিই 'প্রেম' রাজ্যে প্রবেশের অধিকারী; জগতে কোন বস্তু আবিষ্কৃত হইলে যাদৃশ ভোগ-লালসা-লোলুপ ব্যক্তি প্রধাবিত হয় তাহা ভোগের নিমিত্ত, পক্ষান্তরে বৈষ্ণবগণের আনন্দ হয় [illegible] বস্তু কৃষ্ণসেবায় নিযুক্ত করিতে পারিবেন জানিয়া [illegible] স্থানেই বৈষ্ণব ও অবৈষ্ণবে প্রভেদ। তিলক-মালাদি ধারণ করিলেই বৈষ্ণব হওয়া যায় না যদি ভোগপরা বুদ্ধি হৃদয়কে অধিকার করিয়া [illegible]। আবার "লোকে কি বলিবে" - এই [illegible] মালা, শিখা প্রভৃতি পরিত্যাগ বদ্ধজীবের ভোগপরতারই পরিচয়। যে-কোন প্রকারেই হউক, ভোগ হৃদয়কে অধিকার করিলেই বৈষ্ণবতার আসন হইতে চ্যুত হইবার সম্ভাবনা। নিষ্কপট ভজন-পিপাসুগণ এখন নিজ নিজ হৃদয় ভাল করিয়া দেখিলেই নিজ উন্নতি বা অবনতির বিষয় উপলব্ধি করিতে পারিবেন। সুধী পাঠকগণ এখন সহজেই বুঝিতে পারিতেছেন যে, কৃষ্ণসেবা বাদ দিয়া নিজ শান্তির নিমিত্ত যে ত্যাগের আদর্শ, তাহা প্রকৃত-প্রস্তাবে বদ্ধ-দশার একটী বিকার ব্যতীত আর কিছুই নহে।

জগতে জলযানের অভাব নাই; কিন্তু তৎসমুদয়ই মনুষ্য-জাতির ভোগ চরিতার্থ করিবার নিমিত্ত নিযুক্ত। ক্বচিৎ খোল-করতাল-যোগে কীর্ত্তন সহযোগে দুই একখানা নৌকা ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে দেখা যায়. কিন্তু কীর্ত্তনকারিগণকে কীর্ত্তনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে উত্তর পাওয়া যায় "সুশীতল সমীরণ স্পর্শে সুস্নিগ্ধ মস্তিষ্কে একটু আনন্দ উপভোগ করা।" কৃষ্ণ কি বস্তু, কৃষ্ণসেবা কি বস্তু, কীর্ত্তনের মূল প্রয়োজনীয়তা কি, তদ্বিষয়ে তাঁহারা সম্পূর্ণ অজ্ঞ। ঐ অজ্ঞতা দূরীভূত করিবার নিমিত্তই শ্রীগৌড়ীয়মঠের 'সুরধুনী' ও 'লীনা' সংগ্রহ। বিজ্ঞ হইবার চেষ্টাহীন অজ্ঞগণ তাহা হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিয়া 'সর্ব্বজ্ঞতার' আসন গ্রহণ পূর্ব্বক অভিমত প্রকাশ করেন "শ্রীগৌড়ীয় মঠের প্রচুর অর্থ হইয়াছে, তাই তাঁহারা অর্থাদি দ্বারা মোটর যান, বাস, মোটর লঞ্চ প্রভৃতি সংগ্রহ করিয়া ঐশ্বর্য্য প্রকাশ করিতেছেন। সুতরাং তাঁহারাও আমাদেরই মত ভোগী।" গৌড়ীয়মঠের সেবকগণের আহার, বিহার, শয়ন, স্বপন, এমন কি শ্বাস-প্রশ্বাস-গ্রহণও যে শ্রীকৃষ্ণসেবা-সমৃদ্ধির জন্য তাহা তাঁহাদের হৃদয়ঙ্গম করিবার যোগ্যতার অভাব-প্রযুক্তই ঐ প্রকার প্রলাপোক্তি।

প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের লঞ্চযোগে শিষ্যগণ সমভিব্যাহারে কলিকাতা হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে শুভ-বিজয়, শ্রীধাম-মায়াপুরকে কেন্দ্র করিয়া মোদদ্রুমদ্বীপ, গোদ্রুমদ্বীপ প্রভৃতি স্থানে শুভ-বিজয়ের যেসকল বিবরণ আমরা পাঠ [illegible] তাহাতে দেখিতে পাইয়াছি—জলে, স্থলে, অন্তরীক্ষে সর্ব্বদাই শ্রীগৌরবাণী-প্রচারার্থই তিনি বাষ্পীয় যানাদি ব্যবহার করিয়া বিজ্ঞানকে ধন্য করিতেছেন। যাঁহারা লঞ্চে তাঁহার পাদমূলে অবস্থান করিয়াছেন, তাঁহারা নিরন্তর হরিকথা-শ্রবণের সৌভাগ্য পাইয়াছেন। বৈষ্ণবগণ আচার্য্যের আনুগত্যে 'সুরধুনী'তে খোলকরতালযোগে যে সংকীর্ত্তন করেন, অসংখ্য প্রাণী তাহা শ্রবণ করিয়া ধন্য হইতেছেন। গঙ্গাস্নানের ফল—হরি-কীর্ত্তন-লাভ; যদি হরিকীর্ত্তনের সম্বন্ধে উদাসীন থাকা যায়, তাহা হইলে গঙ্গাস্নানের প্রকৃত মাহাত্ম্য হৃদয়ঙ্গম হইবে না। কীর্ত্তন-সুরধুনীতে নিরন্তর স্নানের আদর্শ-শিক্ষাকল্পেই 'সুরধুনী' গুরুবৈষ্ণবপাদপদ্ম বক্ষে ধারণ করত সঙ্কীর্ত্তন-মুখরিত অবস্থায় সুরধুনীতে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতেছেন এবং সংকীর্ত্তন-সেনাপতি ঠাকুর শ্রীল বৃন্দাবন দাস, ঠাকুর শ্রীল ভক্তিবিনোদ প্রমুখ মহাজনগণের সন্ধান প্রদান পূর্ব্বক "মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ"-বাক্যোদ্দিষ্ট পথের পরিচয় প্রদান করিতেছেন

যে-সকল নদীমাতৃক স্থানে স্থলপথে গমনের সুগম পথ নাই, সেই সকল স্থানে যথাসম্ভব অল্পসময়ে শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচারের সুবিধা বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত যান-সমূহের মধ্যে মোটর-লঞ্চ যেপ্রকার করিতে পারিতেছে, অপর কোন যান তাহা পারে না। আর একটি কথা, বহির্ম্মুখতা মানবের মস্তিষ্কে এরূপভাবে প্রবেশ করিয়াছে যে, হরিকথা-শ্রবণের সুযোগ হইতেছে শুনিলেই সাধারণ জনগণ নিজেদের ভোগের কিছু পাইবে না বিবেচনা করিয়া দূরে পলায়ন করে। লঞ্চ-দর্শনের লোভে আকৃষ্ট হইয়া জনগণ বৈষ্ণবগণের নিকট আগমন করিতেছেন এবং সুচতুর ভগবদ্ভক্তগণ সেই সুযোগে তাঁহাদের নিকট হরিকথা কীর্ত্তন করিয়া তাঁহাদের যথার্থ উপকার করিতেছেন। তাই শ্রীগৌড়ীয়মঠ মোটরলঞ্চ সংগ্রহ পূর্ব্বক দ্রুতগতিতে প্রচার-কার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়া পরোপকারিতার যে আদর্শ প্রদর্শন করিতেছেন, জগদ্বাসী ভোগ ও ত্যাগ পরিত্যাগপূর্ব্বক তাহা অনুসরণপূর্ব্বক ধন্য হউন।

বর্ত্তমানে আকাশ-পথে ভ্রমণের জন্য এরোপ্লেন আবিষ্কৃত হইয়াছে; ইহাদের গতি সকল-প্রকার যানের গতি অপেক্ষা অধিক। দূরবর্ত্তী স্থানসমূহে, বিশেষতঃ যে সকল স্থানে স্থলপথে বা জলপথে গমনের অতি অল্প সুবিধা আছে সেই সকল স্থানে প্রচারের নিমিত্ত শ্রীগৌড়ীয় মঠ অতি সত্বর আকাশযান সংগ্রহ করিলে জগদ্বাসীর দ্বারে দ্বারে অতি সত্বর শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য মহাপ্রভুর বাণী পৌঁছিতে পারিবে। আশা করি, শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের ইচ্ছায় প্রচারার্থ এরোপ্লেনও অতি সত্বরই সংগৃহীত হইবে।

সকল বিশ্ববাসীকেই আমরা সাদরে আহ্বান করিতেছি। যাঁহার যাহা আছে বিদ্যা, বুদ্ধি, পাণ্ডিত্য, ধন, গুণ সকল সম্পত্তি কায়মনোবাক্যে শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের সেবায় নিযুক্ত করুন। জীবন ধন্য হইবে অপ্রাকৃত প্রেমরাজ্যের অধিবাসী হইতে পারিবেন।

পরস্পর আলাপ

(২)

কৃষ্ণদাস—তুমি কি বোলতে চাও, ভগবান্ এই বিশ্ব-সংসারটা বৃথা বৃথা সৃজন কোরেছেন? না, তা কখনই নয়, এর প্রত্যেক জিনিসটারই একটি ব্যবহার আছে। সেটা জেনে নিতে হ'বে। তুমি কি মনে কর, এ থেকে অতিরিক্ত একটা সুন্দর আলোকময় জগৎ আছে? না, তা নয়। মানুষের এখানেই স্বর্গ, আবার এখানেই নরক। ভগবান্ কোথায়? তুমি কি বিবেকানন্দের কথা আলোচনা করনি? "বহুরূপে সম্মুখে তোমার, ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর? জীবে প্রেম করে যেই জন, সেইজন সেবিছে ঈশ্বর।"—একথাটি কি তোমার জানা নাই? বিবেকানন্দ আরও বলেছেন—এই যত দরিদ্র ভিক্ষুক, ক্ষুধাগ্রস্ত মানব তোমার চোখের সামনে দেখ্‌চ এরাই দরিদ্র-নারায়ণ (?)। এদের সেবা করলেই তোমার মুক্তি। আমি ত ভাই আর কিছু বুঝি না। তোমাদের ও' কল্পনার মুক্তি বা ভগবানের সঙ্গে মিশে যাওয়া আমার দরকার নাই। এমন সুন্দর ভগবানের বন্দোবস্ত থাক্‌তে তোমার ঐ বৃথা আশার মোহে ঘুরে কোন লাভ নাই। দেখ ভগবান্ কেমন ছয়টি ঋতু দিয়েছেন, ঠিক সময়-মত তারা কেমন তাদের কাজ ক'রে যাচ্ছে যার দ্বারা আমাদের ফসল উৎপন্ন হোচ্ছে, আমরা খেতে পাচ্ছি। তা ছাড়া এই দেখ বড় বড় কবিরা কি গেয়ে গেছেন—

ধন ধান্যে পুষ্পে ভরা আমাদের এই বসুন্ধরা
তাহার মাঝে আছে দেশ এক
সকল দেশের সেরা।
স্বপ্ন দিয়ে তৈরী সে যে, স্মৃতি দিয়ে ঘেরা॥
এমন দেশটী কোথাও খুঁজে
পাবে নাক তুমি।
সকল দেশের রাণী সে যে
আমার জন্মভূমি॥
সে যে আমার জন্মভূমি॥
চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, তারা
কোথায় এমন উজল ধারা,
কোথায় এমন খেলে তড়িৎ
এমন কালো মেঘে।
ধানের উপর ঢেউ খেলে যায়
বাতাস কাহার দেশে॥
এমন দেশটি........................
ভাইয়ের মায়ের এত স্নেহ
কোথায় গেলে পাবে কেহ,
ওমা তোমার চরণ-দুটি বক্ষে আমার ধরি।
(আমার) এই দেশেতে জন্ম যেন
এই দেশেতে মরি।
এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে নাক?
সকল দেশের রাণী সে যে আমার জন্মভূ'

অতএব এর চেয়ে সুখের কথা আর কি থাক্‌তে পারে। আমার ত' ভাই

বুদ্ধিতেই বল, আর বড় বুদ্ধিতেই বল—র চেয়ে শ্রেষ্ঠ কথা থাকে থাকুক, আমি তে পারি না। তা' ব'লে তোমারটাও মি নিন্দা করি না। কেন না যাকে মন ভগবান্ মন দিয়েছেন সে সেইটাও ছে। আমার ও-রকম তোমাদের মত নও গোঁড়ামি নাই। আমি সকলকেই ল বলি। কারণ উদারতাই ভাল, সঙ্কীর্ণতা নও কাজের নয়।

গৌরদাস—তুমি কি ভাই আমাকে মার কথাগুলি বল্বার একবারও অবসর বে না? তুমি ত' দেখছি ঝড়্ ঝড়্ ক'রে নেক কথাই ব'লে গেলে। এখন তা'হলে ছু আমার কথা শুন্তে হয়।

কৃষ্ণদাস—বল, ভাই বল। এখন মার কোন আপত্তি নাই। আমি পূর্ব্বেই লেছি, আমি কাকেও ঘৃণা করি না; ব ভাল।

গৌরদাস—তা'হলে দয়া ক'রে একটু দিয়ে শোন। তুমি যে গোড়া থেকে পর্য্যন্ত কথাগুলি ব'লে আস্লে এর ত' থছি কোনটীরও সঙ্গে কা'রও মিল থাচ্ছে । এটা ঠিক যেন বিষয়গুলি গুলে ক'রে জম না হ'লে যে অবস্থা হয়, তাই হ'য়েছে। থমতঃ তুমি বল্লে মানুষ আজ দারিদ্র্যের ম সামায় উপনীত। বন্যা, দুর্ভিক্ষ, মহা-রী, ইত্যাদির ক্রোড়ে আজ মানবজাতি পেষিত হচ্ছে; তা'রা ক্ষুধায় কাতর, রোগে র্জ্জর, সেজন্যে নিজের প্রাণ পর্য্যন্ত আজ দিতে বিসর্জ্জন দিতেও কুণ্ঠাবোধ কচ্ছে না। বার এই মাত্র বল্লে এ জগৎটাই অতি খের আগার, শান্তির একমাত্র স্থান এবং এই লে ক কি মনের উচ্ছ্বাসে গান গেয়ে লে! আমি ত' এ দুটোর কোন সাম-স্য দেখি না। তার পর জ্ঞানীর মত কটা বেশ কথা বল্লে, 'ভগবান্ কি বৃথা এই জগৎটা সৃষ্টি ক'রেছেন (?), না, তা' , এর প্রত্যেকটিরই এক একটি বিশেষ বহার আছে; কিন্তু তুমি এর সমাধান তে যেয়ে একটা কিন্তুত-কিমাকার ক'রে লেছ। এই যা'কে বলে "উদোর পিণ্ডি ধোর ঘাড়ে। তাই শাস্ত্র ব'লেছেন—ভগ-ৎকথাগুলি সত্যি সত্যি ভক্তের মুখ থেকে ন্তে হবে। নামধারী বা নামজাদা ক্তদের কাছে শুনলে বাস্তবিক কোন ল দেবেনা, বরং উল্টো হবে। তুমি ল্‌ছ—এই জগতে যে-সকল জীব কষ্টে পীড়িত হচ্ছে তা'রাই ভগবান্। তা'দের বা কোরলেই ঈশ্বরের সেবা হ'য়ে যা'বে। বার বোল্‌ছ এরা সব দরিদ্র-নারায়ণ! ' কথা দুটির ত আমি মাথা-মুণ্ডুও খুঁজে ই না। জীব যদি নারায়ণ হোল তা লে তাঁ'র আবার কি কোরে দরিদ্রতা সতে পারে? আর তাঁ'র কি কোরেই দুঃখ কষ্ট আস্তে পারে? নারায়ণ বোল্‌তে—যাঁর ছয়টি ঐশ্বর্য্য আছে। দরিদ্রতা ও ঐশ্বর্য্য দুটি শব্দ কখনো এক পদ-বাচ্য হ'তে পারে না। ঐশ্বর্য্যে দরিদ্রতা নাই বা দরিদ্রতায় ঐশ্বর্য্য নাই। দুইটী শব্দ সম্পূর্ণ বিরোধাত্মক—ঠিক যেন সোনার পাথর-বাটী। যদি বলা যায় এই লোকটী ধনী দরিদ্র, ইহা যেমন ঠিক হয় না, তেমনি দরিদ্রকে নারায়ণ বলিলে তাহাই হয়। তা ছাড়া জীবকে এরূপ বলা মহদপরাধ। যদি বল নারায়ণই জীবরূপে মায়ার দ্বারা আবৃত হ'য়েছেন এবং সাধন কোরতে কোরতে মায়া যখন কেটে যাবে তখন জীবই আবার নারায়ণ হ'য়ে যাবেন। তোমার একথাও সঙ্গত হয় না। কারণ নারায়ণ কখনও মায়ার দ্বারা আবৃত হন না। মায়া নারায়ণের বহিরঙ্গা শক্তি। শক্তি কখনও শক্তিমানকে আবৃত করিতে সমর্থ হয় না। শক্তিমান্ স্বরাট্ বস্তু। তাঁহার ইচ্ছাতেই শক্তিসমূহ কার্য্য করিয়া থাকেন। বিশেষতঃ মায়াশক্তি অপাশ্রিত-ভাবে শক্তিমানের সেবা করিয়া থাকেন তাঁহার সম্মুখে যাইতে লজ্জা করেন। যথা—শ্রীমদ্ভাগবতে—২।৫।১৩—

"বিলজ্জমানয়া যস্য স্থাতুমীক্ষা-পথেঽমুয়া।
বিমোহিতা বিকত্থন্তে মমাহমিতি দুর্ধিয়ঃ॥"

শক্তি যদি শক্তিমান্‌কে ঢাকিয়া ফেলিতে পারিত তাহা হইলে শক্তি শক্তিমান্ অপেক্ষা বড় হইয়া যাইত। কিন্তু ঘটনা তাহা নয়। নারায়ণ কখনও মায়াবশ হন না। যদিও ভগবান্ ইহজগতে অর্থাৎ এই মায়িক জগতে অবতীর্ণ হন তথাপি তিনি কর্ম্মফলবাধ্য জীবের মত মায়ার বশীভূত হন না। ইহাই তাঁহার অচিন্ত্য-শক্তি বা ঈশ্বরতা। জীবগণ যদিও তাঁহার তটস্থা-শক্তি হইতেই সম্ভূত তথাপি অণুত্ব ও তটস্থধর্ম্ম প্রযুক্ত মায়ার দ্বারা অভিভাব্য। গীতা ও শ্রীমদ্ভাগবতে ইহার ভূরি ভূরি প্রমাণ পাইবে। এ সব আমার বা তোমার মনের খেয়ালের কথা নয়। যে-শাস্ত্রকে এই ত্রিভুবন ত্রিকাল ধ'রে মেনে আস্‌ছেন তাঁ'রই কথা।

এইত গেল তোমার দরিদ্র-নারায়ণের উত্তর। এখন তোমার মুক্তির কথা। মুক্তি বোল্‌তে তুমি কি বুঝে রেখেছ? আর এক কথা এই যে তুমি বোল্লে—'তোমাদের ঐরূপ ভগবানের সঙ্গে মিশে যাওয়া আমার দরকার নাই।' এ কথাটি তুমি কোথায় পেলে? সেই জন্যেই বলি কারও বিষয়ে কথা গুলি বোলবার পূর্ব্বে তার কথাগুলো আগে জানা দরকার। ভক্ত কখনও ভগবানের সঙ্গে মিশে যেতে চান না। এটা ঐ মায়াবাদী বা অদ্বৈতপন্থীদের আকাঙ্ক্ষনীয় বস্তু।

ভগবদ্ভক্তগণ ভুলেও তা প্রার্থনা করেন না। ভগবান্ সৎ, চিৎ ও আনন্দময় বস্তু। দুই বা ততোধিক বস্তুর অবস্থান-ব্যতিরেকে আনন্দ জিনিষটা সম্যগ্ উপভোগ করা যায় না। যেখানে ভক্তের পৃথক্ অবস্থান নাই, সেখানে ভক্তি বোলে কোন জিনিষ থাকতে পারে না। ভক্ত বোল্‌তেই—ভক্ত, ভক্তি, ভগবান্ এই তিনটির নিত্য অবস্থান বুঝায়। ভক্তিই জীবের নিত্য স্বাভাবিক বৃত্তি; ইহাই আত্মধর্ম্ম। ভক্তিহীন মানবের প্রাণ-ধারণ বৃথা। যেরূপ অজাগলস্তন। বাহিরের দিকে স্তন দেখাইলেও ফলকালে উহা বাস্তবিক কোনও কার্য্যকরী হয় না। যা হোক্, এ সব কথা তুমি একেবারে টপ্ কোরে বুঝে উঠতে পারবে না, একটু সময় লাগ্‌বে। কেন না তোমার মগজ এখন এই ব্রহ্মাণ্ডের কথাতেই পরিপূর্ণ। তোমার আজ আর বেশী সময় নোব না। কেবল-মাত্র তোমার শেষ কথাটীর জবাব দো'ব।

তুমি যে আলোকময় জগতের কথাটী বল্লে,—সে-সম্বন্ধে যে তোমার কি ধারণা তা' বেশ বোঝা গেল না—যতটা বোঝা যায়, ঐ নিঃশেষ, নিরাকার, নিরঞ্জন বেদের ও শ্রুতির একদেশিক বিচার—যা শঙ্কর এক সময়ে সাময়িক আবশ্যকবোধে প্রচার কোরেছিলেন তা'রই একটা বিকৃত ছায়া তোমার হৃদয়কে আশ্রয় কোরেছে। ভগবদ্ভক্তগণ তোমার ঐসকল চঞ্চল মনের কল্পনার রাজ্যের গল্প বলেন না। যেটা বলেন, সেটা এই জড়-ভোগময় জগতের কথা নয়, এই জগতের কথা তুমি তোমার ঐ চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক্ দ্বারা পরীক্ষা ক'রে নিতে পার এবং ঐসকল ইন্দ্রিয়ের অধিপতি মনের বিচার দ্বারা ঠিক কোরতে পার। কিন্তু বাস্তব-সত্যের উপাসকগণ সর্ব্বক্ষণ নিত্য বৈকুণ্ঠ জগতে বিচরণ কোচ্ছেন। সেটা তোমাদের এই জড়বিজ্ঞান-মন্দিরের সাহায্যে জানবার বস্তু নয়। সেই জিনিষটী তুরীয়। শ্রুতিতে বোলেছেন—"যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ।" তোমরা যেটাকে স্বর্গ বল সেটাও এই দুঃখময় ভোগময় জগতেরই আর একটা দিক্; যেমন লৌহ শৃঙ্খল আর স্বর্ণশৃঙ্খল। এই জগতে ভোগের কালটি কিছু অল্প এবং অত্যন্ত দুঃখকর, স্বর্গলোকে সেই ভয়যুক্ত ভোগ-কাল কিছু অধিক এবং সেই ভোগ-সুখ থাকার দরুণ ভগবানের কথা স্মরণ-পথে আসে না। মোটের উপর স্বর্গেও নিরবচ্ছিন্ন সুখ নাই, সেখান হইতেও পুণ্যক্ষয়ে এই জগতে পুনরায় আসিতে হইবে। অতএব যে সুখেতে ভয় আছে, সে সুখ বিজ্ঞ ব্যক্তিরা কখনও চান্ না। বৈকুণ্ঠে ঐ প্রকার কোন ভয়ের বা দুঃখের কথা নাই। সেই স্থান সর্ব্বক্ষণই আনন্দময়। সেখানে ভগবদ্ভক্তগণ প্রেমময় ভগবানের সহিত নিত্য-কাল লীলা বিলাস করিতেছেন। যেখানে লক্ষ্মীগণ দ্বারা সেই একমাত্র পরম-পুরুষ কৃষ্ণ সেবিত হইতেছেন, যেখানে বৃক্ষমাত্রই কল্পতরু, ভূমি চিন্তামণি, জলমাত্রই অমৃত, কথামাত্রই গান, গমনমাত্রই নাট্য, যে-স্থলে কোটী কোটী গাভী হইতে মহা ক্ষীর-সমুদ্র নিরন্তর আপনা হইতে নির্গত হইতেছে, আর যেখানে ভূত, ভবিষ্যৎ-কালের খণ্ডত্ব-রহিত চিন্ময়কাল নিত্য বর্ত্তমান সেই আনন্দময় বৈকুণ্ঠে কোন্ জীবের যাইবার জন্য প্রাণ উৎসুক না হয়? মনুষ্য ততদিনই গুড়ের আদর করিয়া থাকে, যতদিন না সে পরম উপাদেয় রসগোল্লার আস্বাদন পায়। ঠিক সেই প্রকার এই দুঃখময় ও হেয়তাপূর্ণ জগৎকে সে-পর্য্যন্তই ভাল বোধ হয়, যে-পর্য্যন্ত না সে আর একটী অত্যন্ত আনন্দপূর্ণ, দুঃখলেশ-হীন জগতের কথা জানে।

এক সময়ে স্বয়ং স্বর্গাধিপতি ইন্দ্রদেব নিজগুরু বৃহস্পতির অবজ্ঞাফলে শূকর-যোনি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এবং সেই শাপগ্রস্ত যোনি লাভ করিয়া ইন্দ্র শূকরী ও শাবক-গণের সহিত বিহারাদি আনন্দ উপভোগ করিতে লাগিল। সে এখন বিষ্ঠাকে অমৃত-জ্ঞানে ভোজন করিতে লাগিল এবং সে যে স্বর্গাধিপতি ইন্দ্র তাহা ভুলিয়া গেল ও তাহার ঐসকল শূকর-শাবকগণকে এবং শূকরীকে অত্যন্ত আত্মীয়বোধে এক মুহূর্ত্তও কোথাও ছাড়িয়া যাইতে কষ্ট বোধ হইতে লাগিল। একদিন জগৎপিতা ব্রহ্মা দেবরাজ ইন্দ্রের এইরূপ দুর্দ্দশা দেখিয়া দয়া করিয়া ঐ শূকররূপী ইন্দ্রের নিকট আসিয়া বলিলেন—"হে শূকর, তুমি বাস্তবিক শূকর নও তুমি স্বর্গের রাজা ইন্দ্র। তোমার অতুল ঐশ্বর্য্য আছে। তুমি সে-সব ছাড়িয়া এই অতিশয় জঘন্য শূকরীর সহিত বিলাস ও বিষ্ঠা ভোজন করিয়া নিজেকে আনন্দিত ও ধন্য মনে করিতেছ কেন? তুমি নিজ রাজ্যে ফিরিয়া চল।" কিন্তু হায়! মায়া-মোহিত ইন্দ্র ব্রহ্মার ঐসকল সদুপদেশ শুনিয়াও একটুকও কর্ণপাত করিলেন না। তখন ব্রহ্মা দেখিলেন যতক্ষণ না ইহার আসক্তির বস্তুগুলি নষ্ট করা যাইবে ততক্ষণ এই মায়ামুগ্ধের চেতন হইবে না। এই বলিয়া ব্রহ্মা ইন্দ্রের ঐ সকল পরমপ্রিয় শাবকগুলিকে এক একটি করিয়া উঁহার সম্মুখে কাহাকেও আছাড় দিয়া, কাহাকেও বা ত্রিশূলদ্বারা বিদ্ধ করিয়া মারিয়া ফেলিলেন। এতদ্দর্শনে ইন্দ্র অতিশয় কাতর হইলেন বটে কিন্তু তথাপি ঐ শূকরাদিক প্রিয় শূকরীর মায়ায় প্রাণ-ধারণ করিয়া রহিলেন। ব্রহ্মা তখন তাহার শেষ আসক্তির বস্তুটীকেও শেষ করিয়া ফেলিলেন। তখন ইন্দ্রের মোহনিদ্রা ভঙ্গ হইল এবং ব্রহ্মার চরণে প্রণিপাত করিয়া তিনি নিজ রাজ্যে চলিয়া গেলেন।

শুদ্ধভক্তি গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। ভাষ্যসহ বিরাট শ্রীচৈতন্যভাগবত ৫৲
২। শ্রীমদ্ভাগবতম্, —সমগ্র ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ৩৮৲
একাদশ স্কন্ধ হইতে প্রতিখণ্ড ১।৴০
৩। ভাষ্যদ্বয়সহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত
(৪র্থ সংস্করণ) ৫৲
৪। ভক্তিবিবেকুকুসুমাঞ্জলি (বাঁধা) ১৲
৫। গৌড়ীয়-গৌরব ১৷৴০
৬। গৌড়ীয়-সাহিত্য ১৷৴০
৭। ভজনরহস্য ৷০
শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও
শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৯। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ)
ঐ (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
১০। গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি টীকাসহ)
ঐ (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
১১। গীতার কেবল মাধ্ব-ভাষ্য ৷০
১২। মুক্তিমল্লিকা গুণসৌরভঃ সানুবাদ
(মাধ্ব) ৲
১৩। বেদান্ততত্ত্বসার সানুবাদ
(রামানুজীয়) ৷০
১৪। জৈবধর্ম
১৫। শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৬। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১৭। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ৷৷৴০
ঐ (বাঁধা) ৸০
১৮। দ্বীপ-দিগ্‌দর্শন ৶০
১৯। সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ) ৷৶০
২০। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ৷৷০
(আবাঁধা) ৷৶০
২১। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
২২। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৶০
২৩। গীতমালা ৴১০
২৪। নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য ৶০
২৫। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶০
২৬। নবদ্বীপ পঞ্জিকা (৪৪৭ গৌরাব্দ) ৶০
২৭। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ৷০
২৮। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা-দর্পণ ৷০
২৯। শরণাগতি ৴০
৩০। গীতাবলী ৴০
৩১। চিত্রে নবদ্বীপ ১৷০
৩২। সাধনকণা ৴০
৩৩। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৴০
৩৪। নবদ্বীপশতক ৴০
৩৫। অর্থপঞ্চক ৴০
৩৬। সদাচারস্মৃতিঃ ৴০
৩৭। কল্যাণকল্পতরু (৫ম সংস্করণ) ৴১০
৩৮। অর্চ্চনকণা ৴১০
৩৯। সাধককণ্ঠমালা (বাঁধা) ৷০
ঐ (আবাঁধা) ৷৴০
৪০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি
(প্রথম চারিখণ্ড) ৩৲
৪১। ব্রহ্মসংহিতা ৷৷০
৪২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৪৩। মণিমঞ্জরী সানুবাদ ৷০
৪৪। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৪৫। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ৷০
৪৬। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ৷০
৪৭। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
৪৮। গৌড়ীয়মঠ কি করেন ? ৴০
৪৯। ঈশোপনিষৎ (বলদেব ও মাধ্ব-ভাষ্য এবং বিবৃতি ও অনুবাদসহ) ৷০
৫০। শ্রীভুবনেশ্বর ৶০
৫১। সিদ্ধান্তদর্পণ ৶০
৫২। সাংখ্যবাণী ৴০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৫৩। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী-দিগ্বিজয়ঃ ৷০
৫৪। সটীক-শিক্ষাদশমূলম্ ৷০
৫৫। তত্ত্ব-সূত্রম্ ৷০
৫৬। সানুবাদ-শিক্ষাষ্টকম্ ৶০
৫৭। গৌড়ীয়মঠস্য পরিচয়ঃ ৴০
৫৮। সারাংশবর্ণনম্ ৶০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৫৯। রায় রামানন্দ ৷০
৬০। নামভজন ৷০
৬১। রিলেটিভ্ ওয়ার্ল্ড‌স্ ৷৶০
৬২। লাইফ্ অ্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব
শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ৷০
৬৩। বৈষ্ণবীজম্ ৷০
৬৪। হোয়াট্ গৌড়ীয়মঠ ইজ্ ডুইং ৴০
৬৫। দি ভাগবত ৷০
৬৬। ইরোটিক্ প্রিন্সিপ্‌ল্ অ্যাণ্ড
আনেলয়েড্ ডিভোসন ৷০
৬৭। ব্রহ্ম-সংহিতা ২৷০
৬৮। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (ভলুম ওয়ান) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৬৯। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ৷৷০
৭০। সাধন পথ ৷০
৭১। কল্যাণ-কল্পতরু ৴১০
৭২। গীতাবলী ৴০
৭৩। শরণাগতি ৴০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৭৪। শরণাগতি

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

নদীয়া-প্রকাশপ্রাপ্তির স্থান

১। শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম-মায়াপুর, নদীয়া
২। শ্রীযোগপীঠ ঐ
৩। শ্রীবাস অঙ্গন ঐ
৪। অদ্বৈত-ভবন ঐ
৫। কাজীর সমাধি পাট ঐ
৬। স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ, নদীয়া।
৭। শ্রীভাগবত আসন কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
৮। শ্রীএকায়ন মঠ গোবিন্দপুর, হাঁসখালী।
৯। দ্বাদশগোপাল পাট—পোঃ চাকদহ,
১০। শ্রীগৌর-গদাধরমঠ—চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড়, বর্দ্ধমান
১১। শ্রীমোদদ্রুমছত্র মাউগাছি, বর্দ্ধমান
১২। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম, আমলাযোড়া, পোঃ রাজবাঁধ বর্দ্ধমান
১৩। শ্রীগৌড়ীয়মঠ বাগবাজার, কলিকাতা
১৪। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাজু, হাওড়া,
১৫। শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয়মঠ, ৯০নং নবাবপুর রোড্, ঢাকা
১৬। শ্রীগোপালজী মঠ কমলাপুর, ঢাকা।
১৭। শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ পোঃ বালিয়াটী,
১৮। শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয়মঠ ময়মনসিংহ।
১৯। শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ চিরুলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর
২০। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম গোয়ালপাড়া, আসাম।
২১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ রায়পেট্টা, মাদ্রাজ।
২২। শ্রীরামানন্দগৌড়ীয় মঠ কভুর, জিঃ পশ্চিম গোদাবরী
২৩। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ উড়িয়াবাজার, পোঃ বক্সীবাজার, কটক।
২৪। শ্রীত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয় মঠ ভুবনেশ্বর।
২৫। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ স্বর্গদ্বার, পুরী।
২৬। শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ আলালনাথ পোঃ ব্রহ্মগিরি, পুরী।
২৭। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ ডুমুরকুণ্ডা, পোঃ চিরকুণ্ডা, মানভূম।
২৮। শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ—কাশী।
২৯। শ্রীরূপগৌড়ীয় মঠ—এলাহাবাদ।
৩০। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ পুরাণবাজার, সরকার ঠাকুরের কুঞ্জ, বৃন্দাবন
৩১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ ৪৩ নং হনুমান রোড, নিউদিল্লী
৩২। শ্রীপরমহংসমঠ—নৈমিষারণ্য,
৩৩। শ্রীসারস্বত গৌড়ীয় মঠ—হরিদ্বার।
৩৪। শ্রীব্যাসগৌড়ীয়মঠ—কুরুক্ষেত্র, পঞ্জাব
৩৫। শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাবুলনাথ রোড, পোঃ গ্র্যাণ্ট রোড, বোম্বে।
৩৬। লণ্ডন গৌড়ীয়মঠ, ৩৯নং গ্লেডেন্ গার্ডেন্‌স, কেন্‌সিংটন্ লণ্ডন, (এস্, ডব্‌লিউ—১০)।

শুদ্ধভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী মাসিক। শ্রীধাম-মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲।

২। **গৌড়ীয়**—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৷৷০ টাকা মাত্র।

৩। **ভাগবত**—হিন্দি ভাষার একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি হৃদয় বন মহারাজ সম্পাদিত ও নৈমিষারণ্য শ্রীপরমহংস মঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ১৷৷০ দেড় টাকা মাত্র।

৪। **পরমার্থী**—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷৷০ দেড় টাকা মাত্র।

৫। **কীর্ত্তন**—মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ নিমানন্দ সেবাতীর্থ বি-এজি, বি-টি, সম্পাদিত। আসাম গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম হইতে প্রকাশিত আসামী ভাষায় মাসিক। ভিক্ষা সডাক ১৷৷০ দেড় টাকা মাত্র।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

আদিকবি শ্রীল বৃন্দাবন দাস প্রণীত সমগ্র গ্রন্থ

গ্রন্থের মূল বোল্ড অক্ষরে এবং তন্নিম্নে বিশ্ববিশ্রুত গৌড়ীয়মঠের প্রতিষ্ঠাতা ও আচার্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তি-সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের রচিত বিস্তৃত ভাষ্য উত্তম কাগজে সৌষ্ঠবের সহিত মুদ্রিত হইয়াছেন। ডবল ক্রাউন আটপেজি আকারে ১০৯৬ পৃষ্ঠায় কেবল মূল ও ভাষ্য সম্পূর্ণ হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত শ্লোকসূচী, পদ্যসূচী, স্থানসূচী, পাত্রসূচী, বিষয়সূচী, শব্দসূচী প্রভৃতি বিস্তৃত সূচীপত্রেও একটী গ্রন্থ হইবে। সভাষ্য শ্রীচৈতন্যভাগবতের এরূপ উৎকৃষ্ট ও অমূল্য বিরাট সংস্করণ জগতের কোথায়ও আজ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হন নাই, ইহা নিরপেক্ষ পাঠক মাত্রকেই একবাক্যে স্বীকার করিতে হইবে। শ্রীগৌড়ীয়মঠের উৎসব-কালে গ্রন্থের ভিক্ষা ১২৲ বারটাকা স্থলে—৫৲ পাঁচটাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীচৈতন্যমঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

কিউবায় যুদ্ধজাহাজ

হাভানার উপর দিয়া প্রবল ঝটিকা বহিয়া যাওয়ার ফলে যে ক্ষতি সাধিত হইয়াছে, জনসাধারণ সেই সম্পর্কে যথাযথ বিহিত প্রতিকারে মনোযোগী হইয়াছে। এই সুযোগে সেনাদল তাহাদের প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য চেষ্টা করিতেছে। সার্জ্জেন্টগণই সমস্ত সরকারী কাজ নিয়ন্ত্রিত করিতেছে। সর্ব্বত্রই অবস্থা শান্ত বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে হাভানার পোতাশ্রয়ে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র হইতে প্রেরিত দুইখানি যুদ্ধজাহাজ উপস্থিত হইবার ফলে জনসাধারণ মনে করিতেছে যে, আর দাঙ্গা হাঙ্গামা বা রক্তপাত ঘটিবার সম্ভাবনা নাই। এইজন্য তাহারা তত উদ্বিগ্ন হইয়া উঠে নাই। বিদ্রোহীদের কাছে বুঝা যায় যে, তাহারা দেশের বর্ত্তমান অবস্থায় যথাযথ কাজ করিতে সমর্থ। যাহাতে মার্কিণ সরকার এই নূতন গবর্ণমেন্টকে স্বীকার করিয়া লন, তাহার জন্য চেষ্টা করা হইবে; কিন্তু মার্কিণ সরকার এখনও এ বিষয়ে কোন উৎসাহ দেন নাই।

ওয়াশিংটন হইতে প্রাপ্ত এক সংবাদে প্রকাশ যে, "মিসিসিপি" নামক রণপোতখানি হাভানায় প্রেরণ করা হইয়াছে। ভার্জ্জিনিয়ার কোয়ান্টিকো নামক স্থানে নিউইয়র্ক, ফিলাডেলফিয়া, ওয়াশিংটন, পোর্টসমাউথ প্রভৃতি স্থান হইতে সুসজ্জিত নৌ-সৈন্যগণ আসিয়া মিলিত হইতেছে। আগামী কল্য মধ্যাহ্নে এই স্থান হইতেই তাহারা হাভানা অভিমুখে যাত্রা করিবে। যুদ্ধজাহাজের এই সকল নাবিকদিগের ডাকনাম "দেশের নকীব"; শীঘ্রই যুদ্ধ করিতে পাইবে ভাবিয়া ইহাদের মধ্যে বিশেষ উল্লাসের সঞ্চার হইয়াছে। কিন্তু অন্যদিকে মার্কিণ সরকার কিউবার ব্যাপারে সশস্ত্র হস্তক্ষেপ করিবেন না। যদি উপায়ান্তর না থাকে তবেই তাঁহারা এই পন্থা গ্রহণ করিবেন। এই হস্তক্ষেপ করার কারণ এই যে, বর্ত্তমানে তাঁহারা দক্ষিণ আমেরিকার গণতন্ত্রের বাণিজ্য সম্পর্ক স্থাপনের জন্য চেষ্টা করিতেছেন। কিন্তু কিউবায় সশস্ত্র হস্তক্ষেপ করিলে ইহার প্রভাব ঐ দক্ষিণ আমেরিকার উপরও পড়িবে এবং তাহাদের অভীষ্ট সাধনের বিঘ্ন ঘটিবে।

দেউলীতে ১৯৬ রাজবন্দী

মিঃ গুপ্ত সেনের প্রশ্নের উত্তরে স্যার হ্যারি হেগ বলেন যে, দেউলী বন্দী নিবাসে ১৯৬ জন রাজবন্দীকে রাখা হইয়াছে। ১৯২ জন রাজবন্দীকে বিভিন্ন গ্রামে অন্তরীণ অবস্থায় রাখা হইয়াছে। বঙ্গ ফৌজদারী দণ্ডবিধি সংশোধন আইন অনুযায়ী ৮ জন বাঙ্গালীকে আটক রাখা হইয়াছে।

পিকেটিং

গত ১লা সেপ্টেম্বর সরিষাবাড়ীতে গাঁজার দোকানে পিকেটিং করিবার অপরাধে শ্রীযুক্ত রতনমণি দেবী, শৈলবালা দেবী, শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র মণ্ডল এবং অপর তিনজন গ্রেপ্তার হইয়াছেন। প্রকাশ, পুলিশ প্রথমতঃ পুরুষ পিকেটারদের তাড়াইয়া দিতে চাহিয়াছিল ধৃত বা ক্রুদ্ধ ভিড় মণ্ড হইবারে লইয়া যাওয়া হয়। সন্ধ্যার সময় তাঁহাদের ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে।

কারাদণ্ড

কংগ্রেস পতাকাসহ শোভাযাত্রা এবং বিদেশী বর্জ্জন প্রচার করিবার অপরাধে ফতেপুরে ১১ জন স্বেচ্ছাসেবক গ্রেপ্তার হন। তন্মধ্যে একজন মহিলা ছিলেন মহিলা ও অপর দুইজনকে ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে বাকী আটজনকে সিটি ম্যাজিষ্ট্রেটের আদালতে উপস্থিত করিলে তিনি তাহাদের প্রত্যেককে তিন টাকা করিয়া জরিমানা এবং ছয় মাসের সশ্রম কারাদণ্ড দণ্ডিত করেন। জরিমানা অনাদায়ে তাঁহাদের আরও এক মাস করিয়া কারাভোগ করিতে হইবে।

কি হইবে?

দেশপ্রাণ পণ্ডিত জহরলালের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া মহাত্মাজী ও গোল টেবিলওয়ালাদের প্রস্তাবিত সাক্ষাৎ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলেন যে, এ সম্বন্ধে তিনি কিছুই শোনেন নাই কিন্তু পর মুহূর্ত্তেই তিনি বলেন, "কংগ্রেসওয়ালা ও গোল টেবিলওয়ালাদের মতের মধ্যে অনেক তফাৎ।"

কংগ্রেসের বর্ত্তমান অবস্থা সম্বন্ধে পণ্ডিতজী বলেন যে, ১৯৩১ সালে গান্ধী আরউইন চুক্তির সময়েও কংগ্রেসের অবস্থা কতকটা এইরূপ হইয়াছিল। কিন্তু ১৯৩২ সালে যখন পুনরায় আন্দোলন আরম্ভ করা হয় তখন নূতন করিয়া কার্য্যকরী পরিষদ গঠন করা হয় নাই। পণ্ডিতজী বলেন যে, কংগ্রেসের অবস্থা যাহাই হউক না কেন লাহোর অধিবেশনের নীতি এখনও বর্ত্তমান রহিয়াছে।

বাঙ্গলা ও পাঞ্জাবে মুসলমান

মিঃ এস-সি-মিত্র জিজ্ঞাসা করেন যে বাঙ্গালায় ও পাঞ্জাবে মুসলমানের সংখ্যা, ভারতের মুসলমানের সংখ্যার কত অংশ? ভারত গবর্ণমেন্টের অধীন বিভিন্ন বিভাগে উচ্চপদে বাঙ্গলা, পাঞ্জাব ও অন্যান্য প্রদেশের কত জন মুসলমান আছেন?

স্বরাষ্ট্র সচিব প্রশ্নের প্রথম অংশের উত্তরে বলেন যে গত সেন্সাস অনুসারে বাঙ্গলা ও পাঞ্জাবে মুসলমানদের সংখ্যা ভারতের মুসলমানদের সংখ্যার শতকরা ৩৫ ও ১৭ ভাগ। উক্ত প্রশ্নের দ্বিতীয় অংশের উত্তরে স্বরাষ্ট্র সচিব বলেন যে, গবর্ণমেন্ট বিভিন্ন প্রদেশে সম্প্রদায় হিসাবে কর্ম্মচারীদের সংখ্যা নির্দ্ধারণের ব্যবস্থা করেন নাই।

জাল নোট চালাইবার ষড়যন্ত্র

শিয়ালদহের পুলিশ ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ এইচ দত্তের এজলাসে আবদুল মাজেদ ও অপর তিনজন কলিকাতা, পাবনা, মৈমনসিং ও অন্যান্য স্থানে ৫ শত টাকায় এক খানি জাল নোট আসল বলিয়া চালাইবার ষড়যন্ত্র করার জন্য অভিযুক্ত হয়। মামলার শুনানী মুলতুবী আছে। প্রথম আসামীর বিরুদ্ধে জাল নোট খানা ইটালী সাউথ রোডের একটি দোকানে আসল বলিয়া ভাঙ্গাইবার চেষ্টা করিবার অভিযোগে আনয়ন করা হইয়াছে।

গ্রেপ্তার

মিঃ বার্জ্জকে হত্যা করার সম্পর্কে যে-সকল যুবককে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে প্রকাশ যে, তন্মধ্যে ফকির মহম্মদকে জামীনে মুক্তি দেওয়া হইয়াছে এবং অক্ষয়কুমার বসু ও শৈলেন্দ্রনাথ দাসের পক্ষ হইতে জামীনের প্রার্থনা করিয়া দরখাস্ত করা হইয়াছে। সদর মহকুমা হাকিম আগামী ৭ই সেপ্টেম্বর ঐ সম্পর্কে আদেশ প্রদান করিবেন।

শ্রীযুক্ত শঙ্করী ভট্টাচার্য্য (প্রদ্যোৎ ভট্টাচার্য্যের ভ্রাতা) অপরাপর কয়েকজনের পক্ষ হইতে জামীন প্রার্থনা করিয়া দরখাস্ত করার ব্যবস্থা হইতেছে।

ইটালী ও সোভিয়েটে মৈত্রী

ইটালী ও সোভিয়েটের মধ্যে বন্ধুত্ব মূলক এক চুক্তি অনুষ্ঠিত হইয়াছে এই চুক্তি পত্রের সর্ত্ত অনুসারে দুই পক্ষ পরস্পরকে আক্রমণ করিতে বিরত থাকিবে এবং অন্যান্য স্থলে নিরপেক্ষতা অবলম্বন করিবে। এই চুক্তি ফ্রান্স ও সোভিয়েটের মধ্যে পূর্ব্বে যে চুক্তি সম্পাদিত হইয়াছে, তাহার অনুরূপ। পার্থক্য মাত্র এই যে এই চুক্তিতে "আক্রমণকারীর" সংজ্ঞা নির্দ্দিষ্ট হয় নাই।

আদালত বন্ধ

বাঁকুড়ার দেওয়ানী এবং ফৌজদারী আদালত মেদিনীপুরের নিহত জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ বার্ণার্ড বার্জ্জের স্মৃতিকল্পে বেলা দুই ঘটিকা পর্য্যন্ত ছিল।

মেদিনীপুরের জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট পরলোকগত মিঃ বার্জ্জের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য রাজসাহীর সমস্ত আদালত বন্ধ আছে।

কারাদণ্ড

শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র কালিতা ও শ্রীযুক্ত মাণিকচন্দ্র শর্ম্মা গৌহাটী কোর্টে কংগ্রেস পতাকা উত্তোলন করিতে চেষ্টা করায় তাঁহাদিগকে সংশোধিত ফৌজদারী আইনের ১৭ (১) ধারানুসারে ৬ মাস হিসাবে সশ্রম কারাদণ্ড এবং ভারতীয় দণ্ডবিধির ৪৪৭ ধারানুসারে ৩ মাস হিসাবে সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হইয়াছে। উভয় দণ্ডই একসঙ্গে চলিবে।

তারের ঠিকানা— 'শ্রীধাম' নবদ্বীপ
ডাকের ঠিকানা—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

দৈনিক

Reg No C 1544

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩৷০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার স্বতন্ত্র।

নদীয়াপ্রকাশ
THE NADIA-PRAKASH

সাহায্যের হার
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৷৷০
মাসিক ১৲
নগদ
প্রতি সংখ্যা ৫

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার - নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৮ম খণ্ড সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বেদান্তবাচস্পতি [১৬৭শ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর ২৯শে ভাদ্র বৃহস্পতিবার ১৩৪০, ১৪ই সেপ্টেম্বর ১৯৩৩

পিলসুদস্কির কক্ষে চোর

পোলাণ্ডের ডিক্টেটার মার্শাল পিলসুদস্কির জনৈক প্রাসাদ হইতে রাষ্ট্রসংক্রান্ত গোপনীয় কাগজপত্র অপহৃত হইয়াছে।

দিবা রাত্রি ৫০০ সৈন্য ও পুলিশ উক্ত প্রাসাদে পাহারা দেয়। যখন ডিক্টেটার নিদ্রিত ছিল এবং প্রহরীগণ সম্ভবতঃ ঝিমাইতেছিল তখন এক চোর জলের পাইপ বাহিয়া উঠিয়া ডিক্টেটারের খাস কামরার জানালা খুলিয়া ফেলে। অতঃপর সে ঐ ঘরে প্রবেশ করিয়া সিন্দুক ভাঙ্গিয়া ২০০০ পাউণ্ডের নোট ও সহস্রাধিক মূল্যবান রাষ্ট্রসংক্রান্ত গোপনীয় কাগজপত্র অপহরণ করে।

ঐ সময়ে ডিক্টেটার তাঁহার শয়ন-গৃহে গভীর নিদ্রামগ্ন ছিলেন। উভয় ঘরের মধ্যে মাত্র একটি দরজা ব্যবধান। সিন্দুক ভাঙ্গার শব্দে তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হয় নাই।

প্রাতঃকালে তাঁহার পার্শ্বচর কম্পিত কলেবরে তাঁহাকে এই সংবাদ জানাইলে তিনি বলেন,—"আমি আমার প্রহরীদের প্রত্যেককে বরখাস্ত করিব যদি ঐ সমস্ত কাগজপত্র উদ্ধার এবং চোরকে গ্রেপ্তার করা না হয়, তবে আমি সমস্ত পুলিশ বাহিনীকে বরখাস্ত করিব।

পুলিশ ৫ শতের অধিক বাড়ীতে খানাতল্লাস এবং শতাধিক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করিয়াছে। কিন্তু এখন পর্য্যন্ত চোর কিংবা অপহৃত দ্রব্যাদির কোনও সন্ধান পাওয়া যায় নাই।

পোলাণ্ডের সীমান্তে কড়া পাহারার ব্যবস্থা হইয়াছে। কারণ পুলিশ মনে করে যে, চোর পোলাণ্ড হইতে পলায়নের চেষ্টা করিতে পারে।

পর্দ্দানশীনদের ভোট সমস্যা

মাদ্রাজ ডিণ্ডিগুল জেলা বোর্ডের নির্ব্বাচনে নির্ব্বাচন-কমিশনার জনৈক মুসলমানের নির্ব্বাচন এই বলিয়া বাতিল করিয়া দেন যে, তিনি ভোটার 'গোমা' স্ত্রীলোকদিগকে সনাক্ত করিবার জন্য তাহাদের ঘোমটা খুলিতে জেদ করিয়াছিলেন। নির্ব্বাচন বাতিলের বিরুদ্ধে তিনি আপীল করিলে অস্থায়ী চীফ জাষ্টিস তাঁহার রায় প্রকাশ করিয়াছেন।

জেলার নির্ব্বাচন অফিসার এই মর্ম্মে এক সার্কুলার জারী করিয়াছিলেন যে, একজন নির্ব্বাচন প্রার্থী অথবা তাঁহার মহিলা এজেন্টগণ একজন ভোটার গোমা স্ত্রীলোককে তাহার পর্দ্দা উন্মোচন করিতে বলিতে পারে; কিন্তু কমিশনার এই সার্কুলার নাকচ করিয়া দেন। অতঃপর বর্ত্তমানে নির্ব্বাচন-প্রার্থী এই নাকচের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে আপীল করেন।

বিচারপতি তাঁহার রায়ে বলেন, এই দেশের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মুসলমান, ক্ষত্রিয় এবং অন্য হিন্দুদের মধ্যে 'গোমা' প্রথা প্রচলিত আছে। বর্ত্তমানে ইহারা ভোট দিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছে। যদি তাহারা ভোটের অধিকার পাইতে চায়, তাহা হইলে 'গোমা' প্রথা একটু শিথিল করিতে হইবে। 'গোমা' একেবারে পরিত্যাগ করিতে বলা হইতেছে না; নির্ব্বাচনের দিন যদি তাহাদিগকে যুক্তিসঙ্গত সুবিধা দেওয়া হয় এবং তাহাদিগকে পুরুষ ভোটারদের হইতে পৃথক করিয়া আলাদা স্থানে ভোট দিবার অধিকার দেওয়া হয় তবে তাহাদের ঘোমটা উন্মোচন করিয়া নির্ব্বাচনে প্রার্থীদের সনাক্তের সুবিধা করিয়া দেওয়া হয়।

"গোমা" প্রথা বজায় রাখিয়াই যাহাতে ভোট দেওয়া চলে এবং নির্ব্বাচন-প্রার্থীদের সনাক্ত করিতে অসুবিধা না হয় সেই ব্যবস্থা করা উচিত।

অগ্নিকাণ্ড

"রাইখষ্টাগে (জার্ম্মান পার্লামেণ্ট) অগ্নি প্রদানের জন্য গোয়েরিং দায়ী। আমার নিকট ইহার প্রমাণ আছে।" প্রসিদ্ধ ফরাসী ব্যবহারাজীবী মিঃ ডি মরো জিয়াফেরি এই উক্তি করিয়াছেন। গত ২৭শে সেপ্টেম্বর রাইখষ্টাগে অগ্নি প্রদানের অভিযোগে আগামী মাসে লিপজিগে যে সমস্ত কমিউনিষ্টের বিচার হইবে, তিনি তাহাদের পক্ষ সমর্থন করিতে চাহিয়াছেন।

রাইখষ্টাগের অগ্নিকাণ্ড সম্পর্কে তদন্ত করিবার জন্য যে আন্তর্জ্জাতিক ব্যবহারাজীব কমিশন নিযুক্ত করা হইয়াছিল, মিঃ ডি মরো জিয়াফেরি উহার একজন সদস্য। তিনি মামলার কাগজপত্র পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা করিয়া নিম্নলিখিত বিবৃতি প্রচার করিয়াছেন:—

"আমাকে রাইখষ্টাগ অগ্নিকাণ্ড মামলার হতভাগ্য আসামীদের পক্ষ সমর্থনে অনুমতি প্রদানের জন্য আমি লিপজিগ হাইকোর্টকে অনুরোধ করিয়াছি।

আমি যথারীতি আমার অনুরোধপত্র পেশ করিয়াছি। হাইকোর্ট কয়েক সপ্তাহ অতিবাহিত হইতে দিয়াছেন; সুতরাং এক্ষেণ আমি আপনাকে আসামীদের পক্ষের সরকারী ব্যবহারজীবী বলিয়া মনে করিতে পারি। কিন্তু আমি জানি যে, আমাকে কখনও আসামী পক্ষ সমর্থন করিতে দেওয়া হইবে না। হিটলারের শাসন সত্যকে অতি মাত্রায় ভয় করেন উহার ভয়ের কারণ এই যে, গোয়েরিংই ঐ কার্য্য করিয়াছেন। আইন ব্যবসায়ের দিক হইতে বিবেচনা করিয়া, মামলার কাগজপত্র পরীক্ষাকারী ব্যবহারাজীবী রূপে আমি আমার ও বিবেকের নিকট ঘোষণা করিতেছি যে গোয়েরিংই সমগ্র ব্যাপারের আয়োজন করিয়াছিলেন। তিনিই রাইখষ্টাগে অগ্নি প্রদানের আদেশ দিয়াছিলেন।

অগ্নিকাণ্ডের পরদিবস জার্ম্মাণ সংবাদপত্র সমূহ সপ্রমাণ করিয়াছে যে, রাইখষ্টাগ এবং উহার প্রেসিডেণ্টের বাসভবনের মধ্যবর্ত্তী ভূগর্ভস্থ পথ ব্যতীত পুলিশের দৃষ্টি এড়াইয়া রাইখষ্টাগে প্রবেশ করা সম্ভবপর নহে।

ক্ষমতার অপচয়

নিম্ন আদালতের উকীল শ্রীযুক্ত প্রফুল্লশঙ্কর গুহ এ্যাডভোকেট লিষ্টে নাম উঠিবার পূর্ব্বেই এ্যাডভোকেট রূপে পরিচয় দেন; এজন্য হাইকোর্ট তাঁহার আচরণের প্রতি অসন্তোষ প্রকাশ করেন, এবং তাঁহাকে ভবিষ্যতে এইরূপ না করিতে সাবধান করিয়া দেন।

তাঁহার বিরুদ্ধে অভিযোগ এই যে তিনি নিজকে এ্যাডভোকেট বলিয়া প্রকাশ করেন এবং কোন কোন মোকদ্দমায় তাঁহার সার্টিফিকেট অনুযায়ী যে সকল আদালতে যাইতে তিনি অধিকারী, তাহাও উচ্চ আদালতে যাইয়া মোকদ্দমা পরিচালন করেন।

ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

২৯শে ভাদ্র বৃহস্পতিবার, ১৩৪০

কলিকাতায় পূজার মরসুম লাগিয়া গিয়াছে। সন্ধ্যায় পথে বাহির হইবার উপায় নাই। দোকানে দোকানে ভীড় লাগিয়াছে। কাপড়, জামা, জুতা, ষ্টেশনারী দ্রব্যাদি—এগুলির চাহিদাই অত্যধিক। স্কুল কলেজ বন্ধ হইয়া আসিতেছে, আপিসগুলিরও ছুটী হয়। এ অবস্থায় উৎসুক ও উৎকণ্ঠিত ক্রেতার অভাব আর কোনও দোকানেই দেখা যাইতেছে না।

দুর্ভাগ্যের বিষয়, এই আনন্দের দিনেও নিরানন্দের সীমা নাই। সকল দ্রব্যের সকল প্রকার দোকানই সুসজ্জিত কিন্তু এ সকল দোকানের অধিকাংশ জিনিষই স্বদেশী নহে—জাপানী। এককালে জার্ম্মেণীর সস্তা জিনিষ আমাদের বাজার আক্রমণ করিয়াছিল—এখন জাপানী দ্রব্যাদি পূর্ব্বাপেক্ষা আরও ব্যাপকভাবে বাজার ছাইয়া ফেলিয়াছে। জুতা, জামা, শাড়ী, সিল্কের ছাপা কাপড়, ষ্টেশনারী দ্রব্যাদি—এই সকলই এত অধিক পরিমাণে এবং হুবহু দেশী দ্রব্যের নকল করিয়া জাপান হইতে আসিয়াছে যে সাধারণ ক্রেতার পক্ষে দেশী বিদেশী নির্দ্ধারণ করা সুখদুঃসহ ব্যাপার। একমাত্র দরের তারতম্য ব্যতীত সাধারণ চক্ষে আর কিছু পার্থক্যের নিদর্শন নাই। জাপানী দ্রব্য স্বদেশীর তুলনায় দেখিতে সুন্দর ও উজ্জ্বল অথচ টেকসই হউক বা না হউক কিন্তু দর সস্তা—প্রকৃতপক্ষে স্বদেশী বিদেশীর ইহাই নিয়ামক।

এতদ্ব্যতীত দোকানের পরিচয় হইতেও জিনিষের পরিচয় পাওয়া যাইতে পারে। কোন কোন দোকানে কেবলমাত্র খাঁটি স্বদেশী দ্রব্যই রাখা হয় অন্য কিছু নহে—এই সকল দোকান হইতে জিনিষ খরিদ কারলে ঠকিবার সম্ভাবনা নাই। আরও অনেকগুলি দোকান্ স্বদেশী ও বিদেশী উভয় প্রকার দ্রব্য রাখিলেও সুবিধার জন্য কেবলমাত্র স্বদেশী দ্রব্যেরই বিজ্ঞাপন প্রচার করে। প্রকৃতপক্ষে ক্রেতাগণকে ইহারাই প্রতারিত করে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক।

দেশের এই দারুণ দুর্দ্দিনে ক্রেতাগণ সতর্ক না হইলে স্বদেশী শিল্প-বাণিজ্যের সর্ব্বনাশ অবশ্যম্ভাবী। পরাধীন দেশের সহায়হীন ব্যবসায়ীগণের পক্ষে শক্তিশালী স্বাধীন দেশের ব্যবসায়ীর সহিত প্রতিযোগিতা করা সম্ভব নয়। দেশবাসীর সাহায্য, সহানুভূতি এবং দেশপ্রেমই তাঁহাদের একমাত্র ভরসা। আনন্দের দিনে আমরা যেন এই অতি প্রয়োজনীয় গুরু দায়িত্বের কথা বিস্মৃত না হই।

লীগ অফ-নেশনের অনুমোদনে ইংরাজ গবর্ণমেন্ট অল্পদিন পূর্ব্বে ইরাকের স্বাধীনতা স্বীকার করিয়াছেন। এতকাল বৃটিশ বাহুবলই রাজা ফয়জলের সিংহাসন রক্ষা করিয়াছে। আজিও ব্রিটিশ গোলাবর্ষণকারী বিমানপোতগুলিই ইরাক রাজ্য রক্ষার প্রধান সহায়। ইংরাজের সৌহার্দ্দ্য ও প্রসন্নতাই ইরাকের স্বাধীনতা ও রাজা ফয়জলের একমাত্র অবলম্বন ছিল। তাঁহার পুত্র সিংহাসন পাইয়া যদি এই বন্ধুত্ব অর্থাৎ আনুগত্য বজায় রাখিতে পারেন, তবে তাহার সিংহাসনও নিরাপদ হইবে। কিন্তু অসন্তুষ্ট আরব সরদারগণ, সীমান্তের কুর্দ্দীগণ ও আসিরীয় খ্রীষ্টানগণ লইয়া নবীন রাজা নিজেকে খুব নিরাপদ মনে করিবেন না। মসল সীমান্তে আসিরীয় খৃষ্টানদের বিদ্রোহ দমনের নামে ইরাকী সৈন্যগণ নির্দ্দোষীদের যে ভাবে হত্যা করিয়াছে এবং যে ভাবে ইরাকস্থ ব্রিটিশ রাজদূত বা কর্ম্মচারীদের নিকট হইতে তাহা গোপন করা হইতেছে; তাহার ফলে যে ইরাক ও ব্রিটেনের সম্পর্ক কিরূপ দাঁড়াইবে কেহই বলিতে পারে না। ইরাকের অতি সঙ্কটের দিনে বুদ্ধিমান্ ও কৌশলী রাজা ফয়জলের পরলোকপ্রাপ্তি ঘটিল।

মহাত্মা গান্ধীর অনশনে বিচলিত হইয়া পুণা সহরে ভারতীয় নেতৃবৃন্দ যে সাম্প্রদায়িক চুক্তিতে স্বাক্ষর করিয়াছিলেন, তাহাতে বাঙ্গলার প্রতি সুবিচার করা হয় নাই। যাঁহারা এই চুক্তিতে যোগদান করিয়াছিলেন, প্রত্যেক প্রদেশের খুটিনাটি বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখা সে সময়ে তাঁহাদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। কারণ, মহাত্মা গান্ধী তাঁহার অনশন দ্বারা এমন অবস্থার সৃষ্টি করিয়াছিলেন যে তখন নিরুদ্বেগে নিরপেক্ষ বিচার অথবা চিন্তার সুযোগ ছিল না। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথও বলিয়াছেন যে, প্রাদেশিক সুবিচার অপেক্ষা মহাত্মা গান্ধীকে বাঁচাইবার চিন্তাতেই তখন তাঁহারা অধিক বিচলিত হইয়া পড়িয়াছিলেন। তাই পুণা চুক্তিতে সম্মতি দানের সময় তাঁহাদের মনে সুবিচার অবিচারের প্রশ্ন জাগে নাই।

———

অনশনের এই পীড়ন যখন শেষ হইল, তখন সকলেই বুঝিলেন বাঙ্গলার সমস্যা সম্পর্কে যথোচিত বিবেচনা করা হয় নাই। নেতৃবৃন্দ এই ত্রুটি উপলব্ধি করিলেন বটে, কিন্তু তাহা সংশোধন করিতে সম্মত হইলেন না। আজও সেই অবস্থাই রহিয়াছে। 'মডার্ণ রিভিউ' পত্র মহাত্মা গান্ধীর অনশন ব্রত সমালোচনা করিয়া লিখিয়াছিলেন যে, যদিও এই সব উপবাস আত্মশুদ্ধি ও সান্ত্বনার জন্য অবলম্বিত হইয়া থাকে, তাহা হইলেও অনশনকারীর পক্ষে ইহা সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত ব্যাপার। প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে রাজনীতিক এবং সামাজিক সংস্কার সাধনের জন্য যে সব উপবাস করা হইয়া থাকে, জোর জবরদস্তির ইচ্ছা না থাকিলেও ইহার ফল পীড়নমূলক হইয়া থাকে। মহাত্মাজীর সেপ্টেম্বর মাসের এবং গত বারের অনশনও এমনি পীড়নমূলক।

গ্রেপ্তার

আজমীরে প্যারীচাঁদ ও মদনলাল নামক দুইজন স্বেচ্ছাসেবককে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। প্যারীচাঁদ আজমীর মেওয়ার ট্রেণে বিলাতী বর্জ্জন প্রচার করিতেছিলেন এবং মদনলাল নয়াবাজার বিলাতী বস্ত্রের দোকানে পিকেটিং করিতেছিলেন। আজ পর্য্যন্ত আজমীরে ৩২ জন পুরুষ ও ১৯ জন স্ত্রীলোককে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

মিথ্যা সংবাদ দিবার অপরাধে কারাদণ্ড

সরকারী কর্ম্মচারীর নিকট মিথ্যা সংবাদ দিবার অপরাধে সিনিয়র ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ এস কে আইচ্ট মুগত র আহম্মদকে ভারতীয় দণ্ডবিধির ১৮২ ধারা অনুসারে ছয় মাস সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন। দ্বিতীয় আসামী গোয়েন্দা মুক্তিলাভ করিয়াছে।

প্রকাশ একদিন রাত্রিতে আসামী ধানবাদের এডিশন্যাল পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের নিকট গিয়া বলে, কতকগুলি লোক বারিয়ার নিকটবর্ত্তী পাথারডী গ্রামের এক বাড়ীতে বোমা প্রস্তুত করিতেছে। তৎক্ষণাৎ পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট একদল পুলিশ লইয়া ঐ বাড়ীতে হানা দেয়; কিন্তু খানাতল্লাসী করিয়া বুঝা যায়, আসামী মিথ্যা সংবাদ দিয়াছে।

গ্রেপ্তার

ফরিদপুরের অন্তর্গত রাঘব শিলপাস রামের হেমচন্দ্র খাসনবিশ, দেবেন্দ্রনাথ ঘটক, কালীপদ মুখোপাধ্যায় ও চিত্তরঞ্জন বন্দোপাধ্যায় ব্যক্তিগত ভাবে আইন অমান্য করিবার জন্য চিকন্দী যাইবার পথে গ্রেপ্তার হন। ধৃত ব্যক্তিদিগকে ফরিদপুরে আনয়ন করিয়া বিচার সাপেক্ষ জেল হাজতে রাখা হইয়াছে।

শাসন সংস্কার প্রস্তাব ও বাঙ্গালা

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

বাঙ্গালার প্রতি আর্থিক অবিচার স্বীকার

(১) ইহার অর্দ্ধাংশমাত্র বাঙ্গালাকে দেওয়া হইবে। বলা হইয়াছে বটে, "অন্ততঃ" অর্দ্ধাংশ বাঙ্গালা পাইবে, কিন্তু কার্য্যকালে উহার অধিক আর দেওয়া হইবে বলিয়া মনে হয় না।

বিহারের ও আসামের সামান্য অংশ বাদ দিলে বলা যাইতে পারে, পাট বাঙ্গালার একচেটিয়া সম্পদ। গোলটেবিল কর্ত্তৃক গঠিত পীল কমিটীর যে সিদ্ধান্ত বৈঠকে গৃহীত হইয়াছিল তাহা এইরূপ—"যদি (ব্যয়ের) ভার সঙ্গতভাবে বিভক্ত করিতে হয় এবং শাসনকার্য্য অবাধে পরিচালিত করিতে হয়, তবে ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের ও সামন্তরাজ্যগুলির প্রজাদিগের নিকট হইতে কেন্দ্রী সরকার কর্ত্তৃক তুল্যরূপে সংগ্রহ করা যায় অথবা সহজে প্রয়োগ করা যায় এমন সর্ব্বসম্মত ব্যবস্থায় যে রাজস্ব সংগৃহীত হইতে পারে, তাহাই কেন্দ্রী সরকারের অধিকারভুক্ত করা কর্ত্তব্য।" যে দ্রব্য কেবল তিনটি প্রদেশে উৎপন্ন হয় ও যাহা প্রধানতঃ একটি প্রদেশের, এই সিদ্ধান্তে তাহা কেন্দ্রী সরকারের অধিকারভুক্ত করা যায় না।

আয়কর। ১৯২৯ ৩০ খ্রীষ্টাব্দে নিম্নলিখিত প্রদেশে নিম্নলিখিত টাকা আয়কর হিসাবে আদায় হইয়াছিল:—

প্রদেশ।	টাকা। (লক্ষ)
মাদ্রাজ	১-৪১
বোম্বাই	৩-৬৯
যুক্তপ্রদেশ	০-৯০
পঞ্জাব	০-৬৪
বাঙ্গালা	৬-১৮
মোট	১৭-০৬

অর্থাৎ সমগ্র ভারতে আয়করের যে টাকা আদায় হইয়াছে, তাহার শতকরা ৩৬ টাকারও অধিক বাঙ্গালায় আদায় হইয়াছে। কলিকাতা বিরাট বন্দর। এই বন্দরে যে মাল আমদানী হয় তাহা এবং অন্যান্য প্রদেশ হইতে আমদানী অনেক জিনিষ বাঙ্গালা হইতে বন্দরহীন কতকগুলি প্রদেশে যায়—সেইরূপ বাঙ্গালায় বন্দর হইতে অন্যান্য প্রদেশের মাল রপ্তানীও হয়। সেইজন্য সে সকল প্রদেশে ব্যবসার উপর আয়করও কতকটা বাঙ্গালায় আদায় হয়।

(ক্রমশঃ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক

— পারমার্থিক পত্র —

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশ-
তনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনম্,
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং
প্রেমা পুমর্থো মহান্,
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং
তত্রাদরো নঃ পরঃ॥

৮ম বর্ষ } ১০ পদ্মনাভ গৌরাব্দ ৪৪৭, ২৯শে ভাদ্র বঙ্গাব্দ ১৩৪০, ১৪ই সেপ্টেম্বর ইং ১৯৩৩, বৃহস্পতিবার } ১৬৭শ সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

লণ্ডন হইতে প্রেরিত নিজস্ব সংবাদদাতার পত্রে প্রকাশ, যে-সকল সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি লণ্ডন-গৌড়ীয় মঠে স্বামিজীদ্বয়ের শ্রীমুখে হরিকথা-শ্রবণার্থ আসিতেছেন তাঁহাদের সংখ্যা ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাইতেছে; তাই লণ্ডন-গৌড়ীয় মঠের অফিসটী শীঘ্রই একটী প্রশস্ততর স্থানে স্থানান্তরিত করিবার প্রস্তাব চলিতেছে। ইউরোপের জন সাধারণ শ্রীশ্রী-গৌরসুন্দরের প্রেম-বার্ত্তার বিবরণ শ্রবণার্থ ঔৎসুক্য প্রকাশ করায় লণ্ডন-গৌড়ীয়-মঠের প্রচারকগণ লণ্ডন হইতে ইংরেজী ভাষায় একটী পত্রিকা প্রকাশ করিবেন বলিয়া মনে করিতেছেন।

শ্রীযুক্ত সচ্চিদানন্দ দাস এম্-এ ভক্তিশাস্ত্রী মহাশয়ের যত্নে সমাগত সম্ভ্রান্ত মনীষিগণ বিচিত্র মহাপ্রসাদ প্রাপ্ত হন। এতদ্ব্যতীত ভক্তিশাস্ত্রীজী ভ্রমণ সময়ে ও অন্যান্য সময়ে অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তির নিকট আলাপ-ছলে হরিকথা কীর্ত্তন করেন। তাঁহার সুমধুর ব্যবহারে সকলেই সন্তুষ্ট।

———

যে সকল ব্যক্তি লণ্ডন-গৌড়ীয়-মঠে আগমন করেন, তাঁহাদের সহিত সাধারণতঃ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ আলাপ ও শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা-বৈশিষ্ট্য-বিষয়ে কীর্ত্তন করেন। স্বামীজীর সুযুক্তিপূর্ণ বিচার সকলেরই চিত্ত আকর্ষণ করিতেছে।

———

বাগ্মীপ্রবর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিহৃদয় বন মহারাজের নির্ভীক বক্তৃতায় লণ্ডনে একটা বিশেষ সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপাবলে সর্ব্বত্রই তাঁহার জয়-জয়-কার। তিনি ইংলণ্ডের বিভিন্ন স্থানে ভ্রমণ পূর্ব্বক বক্তৃতা প্রদান করিতেছেন। অনেক সুকোমল-মতি বালক স্বামীজী মহারাজের শ্রীমুখে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর নাম শিক্ষা করিয়া পরমানন্দিত-চিত্তে তাহা কীর্ত্তন করিতেছে। এই সকল বালকের ভাগ্যের প্রশংসা না করিয়া আমরা থাকিতে পারি না।

"সাঙ্কেত্যং পারিহাস্যং বা
স্তোভং হেলনমেব বা।
বৈকুণ্ঠনামগ্রহণমশেষাঘহরং বিদুঃ

— —

কয়েকদিন পূর্ব্বে শ্রীচৈতন্যমঠের 'অবিদ্যা-হরণ' নাট্যমন্দিরে শ্রীচৈতন্যভাগবত মধ্যলীলা সপ্তদশ অধ্যায় হইতে শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের নগর ভ্রমণ, মহাপ্রভুর প্রতি পাষণ্ডিগণের বিবিধ উক্তি ও মহাপ্রভুর প্রত্যুত্তর, ভক্তগণের আনন্দবর্দ্ধন ও সর্ব্বসাধারণের উপকারার্থ সঙ্কীর্ত্তনারম্ভ, কীর্ত্তনে মহাপ্রভুর প্রেমের অভাব ও তৎকারণ জিজ্ঞাসা, শ্রীঅদ্বৈত আচার্য্য কর্ত্তৃক কারণ বর্ণন ও নৃত্য, প্রেমাভাব নিমিত্ত মহাপ্রভুর শ্রীঅদ্বৈতের প্রতি প্রণয় কোপ ও গঙ্গায় ঝম্প-প্রদান, শ্রীনিত্যানন্দ ও শ্রীহরিদাস কর্ত্তৃক উত্তোলন, মহাপ্রভুর নন্দনাচার্য্যের গৃহে গোপনে অবস্থান এবং নিত্যানন্দ ও হরিদাসের প্রতি এই বার্ত্তা-প্রকাশে নিষেধ, মহাপ্রভুর অদর্শনে শ্রীঅদ্বৈতের দুঃখ ও উপবাস, মহাপ্রভুর নন্দনাচার্য্যদ্বারা শ্রীবাসকে আহ্বান ও তৎসমীপে অদ্বৈত-সংবাদ-গ্রহণ এবং আচার্য্য-সমীপে গমন পূর্ব্বক তাঁহাকে সান্ত্বনা, শ্রীঅদ্বৈতের গৌরদাস্য-প্রার্থনা ও কৃষ্ণদাস্যের মাহাত্ম্য প্রভৃতি বিষয়সমূহ ব্যাখ্যা করা হইয়াছে।

শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর যখন নগর-ভ্রমণ করিতেন, তখন সমস্ত লোক তাঁহাকে সাক্ষাৎ 'মদন'-রূপে দর্শন করিত। ব্যবহারিক জগৎ তাঁহাকে দাম্ভিকের ন্যায় দেখিত এবং তাঁহার বিদ্যা-প্রতিভা-দর্শনে পাষণ্ডিগণও ভীত হইত। যাঁহারা বিদ্যাদানের অধ্যাপক বলিয়া আত্মপ্রতিষ্ঠা খ্যাপন করিতেন, তাদৃশ ব্যক্তিগণকে মহাপ্রভু তৃণতুল্যও জ্ঞান করিতেন না

পাষণ্ডিগণ মহাপ্রভুর বিদ্যাপ্রতিভায় পরাস্ত হইয়া গোপনে তাঁহার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিতে লাগিল এবং বিদেশীয় শাসনকর্ত্তার নিকট মহাপ্রভুর বিরুদ্ধে অভিযোগ আনয়ন করিল। মহাপ্রভুর নগর-ভ্রমণকালে উক্ত পাষণ্ডিগণ তাঁহাকে শাসন-কর্ত্তার আগমনের ভয় দেখাইলে মহাপ্রভু রহস্যভরে উত্তর করিলেন "আমি অল্প বয়সে সকল শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছি কিন্তু 'বালক'-জ্ঞানে কেহ আমাকে জিজ্ঞাসাও করে না। সুতরাং আত্মপ্রতিষ্ঠা-লাভের জন্য আমার রাজদর্শনের বাঞ্ছা আছে। রাজা যদি দয়া করিয়া আসেন, তাহা হইলে ত' 'সোণায় সোহাগা' হয়।

মহাপ্রভু স্বগৃহে আগমন-পূর্ব্বক ভক্তগণের নিকট পাষণ্ডিগণের ঐপ্রকার চিত্তবৃত্তি জ্ঞাপন করিয়া সর্ব্বগণসহ সংকীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন কিন্তু কীর্ত্তন করিতে করিতে কীর্ত্তনে প্রেমাভাবের কথা পুনঃ পুনঃ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। শ্রীগৌর-প্রেমোন্মত্ত অদ্বৈতাচার্য্যপ্রভু মহাপ্রভুকে পরিহাসচ্ছলে জানাইলেন যে, শ্রীগৌরসুন্দর নিত্যানন্দ প্রভুকে প্রেমের ভাণ্ডারী করায় এবং অদ্বৈত ও শ্রীবাসকে বয়োজ্যেষ্ঠ বলিয়া সম্মান প্রদান-পূর্ব্বক সেবা হইতে বঞ্চিত করিয়া তিনি মালীকে পর্য্যন্ত প্রেম প্রদান করায় তিনি সমুদয় প্রেম শোষণ করিয়াছেন। প্রেম-প্রলাপে এতাদৃশী উক্তি করিতে করিতে শ্রীঅদ্বৈত প্রভু কৌতুকে নৃত্য করিতে লাগিলেন।

শ্রীঅদ্বৈতের বাক্য-শ্রবণে শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর প্রেমশূন্য দেহধারণের নিষ্ফলতা জ্ঞাপন করিয়া তাহা পরিত্যাগ করিবার বাসনায় গঙ্গায় ঝম্প প্রদান করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে শ্রীনিত্যানন্দ ও শ্রীহরিদাস ঝম্প প্রদান করিয়া তাঁহাকে গঙ্গা হইতে উত্তোলন করিলেন। মহাপ্রভু সঙ্গোপনে থাকিবার নিমিত্ত শ্রীনিত্যানন্দ ও শ্রীহরিদাসকে এই সংবাদ কাহারও নিকট প্রকাশ করিতে নিষেধ করিয়া নন্দনাচার্য্যের গৃহে অবস্থান করিতে লাগিলেন। তথায় প্রিয়ভক্ত নন্দনাচার্য্যকে কিছু সেবার সুযোগ দিয়া বলিলেন --

* * —' মোর বাক্য শুনহ নন্দন।
আজি তুমি আমারে করিবা সঙ্গোপন॥"

সুচতুর ভক্ত নন্দনাচার্য্য প্রত্যুত্তরে বলিলেন -

* * —"প্রভু, এ বড় দুষ্কর।
কোথা লুকাইবা তুমি সংসার-ভিতর?
হৃদয়ে থাকিয়া না পারিলা লুকাইতে।
বিদিত করিল তোমা ভক্ত তথা হইতে॥
যে নারিলা লুকাইতে ক্ষীরসিন্ধু মাঝে।
সে কেমনে লুকাইবে বাহির সমাজে॥

মহাপ্রভু কৃষ্ণকথারসে নন্দন-গৃহে রাত্রি অতিবাহিত করিলেন।

. . . .

এদিকে শ্রীনিত্যানন্দ ও শ্রীহরিদাস মহাপ্রভুর আদেশে ঘটনাটী গোপন রাখিলেন। ভক্তগণ মহাপ্রভুর কোনও সন্ধান না পাইয়া বিরহে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। শ্রীঅদ্বৈত প্রভু মহাপ্রভুর বিরহে অতিশয় কাতর হইয়া উপবাসী থাকিলেন। (ক্রমশঃ)

সেই সে বিদ্যার ফল জানিহ নিশ্চয়। কৃষ্ণপাদপদ্মে যদি চিত্ত বিত্ত রয়॥

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১০ পদ্মনাভ আদি কারণোদশায়ী

ভগবান্ সর্ব্বশক্তিমান্

খৃষ্টানগণ, মুসলমানগণ, ব্রাহ্মসমাজ ও আর্য্য-সমাজের অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিগণ ভগবদ্-বস্তুকে সর্ব্বশক্তিমত্তত্ত্ব বলিয়া স্বীকার করেন। বৈষ্ণবগণও ভগবান্‌কে সর্ব্বশক্তিমান্ বলিয়া জানেন। প্রথমোক্ত খৃষ্টান প্রভৃতি চারি প্রকার ব্যক্তিসকল ভগবান্‌কে নিরাকার বস্তু বলিয়া বুঝেন। শেষোক্ত বৈষ্ণবগণ কিন্তু প্রথমোক্ত চারি প্রকার ব্যক্তিগণের ন্যায় ভগবদ্‌বস্তুকে নিরাকার-তত্ত্ব না বুঝিয়া তাঁহাকে সাকার-বস্তু বলিয়া অবগত হইয়া থাকেন। একটু স্থির ভাবে চিন্তা করিলে প্রথমোক্ত চারি-শ্রেণীর মনুষ্যের বুদ্ধির অপক্কতা স্পষ্টীকৃত হইতে পারে। সর্ব্বশক্তিমত্তা-হেতু ভগবান্ 'ভুবনমোহন'-রূপ ধারণ করত দৃশ্যমান নশ্বর-বস্তু-সমন্বিত এই প্রাকৃত-জগৎ হইতে বিলক্ষণ অলৌকিক নিত্যবস্তুতে পরিপূর্ণ কোন এক অপ্রাকৃত-জগতে নিত্যকাল অবস্থান করিয়া থাকেন। এহেন ভুবনমোহনরূপ-ধৃক্ ভগবদ্‌বস্তুকে নিরাকার বলিয়া বিশ্বাস করিতে যাঁহারা উদ্যত, তাঁহারা তাঁহাকে মুখে সর্ব্বশক্তিমান্ ঘোষণা করিলেও প্রকৃতপক্ষে তাঁহার শক্তিতে ভুবনমোহনরূপ ধারণের অযোগ্যতা আরোপ করিয়া থাকেন এবং তাহার ফলে ভগবদ্‌বস্তুকে সীমাবদ্ধ-শক্তিমত্তত্ত্ব বলিয়া গৌণভাবে ঘোষণা করিবার পথ পরিষ্কার করিয়া দিতে বাধ্য হন। সর্ব্বশক্তিমত্তা-হেতু ভগবান্ যে আমাদের চর্ম্মচক্ষের অন্তরালে দিব্য ভুবনমোহন-মূর্ত্তিতে নিত্যধামে নিত্যকাল বিরাজমান থাকিতে পারেন এবং ইচ্ছা করিলে তিনি যে নিজ দিব্য শ্রীমূর্ত্তিকে যুগপৎ নিত্যধামে ও ইহধামে কাহারও প্রিয় তনয়রূপে প্রকট করিতে পারেন ইহা স্বীকার না করিলে ভগবদ্-বস্তুতে সর্ব্বশক্তিমত্তার হানি স্বীকৃত হইয়া পড়ে। আবার ইহধামে যশোদানন্দন বা শচীনন্দনরূপে প্রকটকালে কাহারও নিকট ভগবদ্‌বস্তু-বুদ্ধিতে এবং কাহারও নিকট সামান্য-নরমাত্র বুদ্ধিতে প্রতিভাত হইতে পারেন, ইহা যদি স্বীকৃত না হয় তাহা হইলে যে ভগবানের সর্ব্বশক্তি-মত্তার উপর সন্দেহ যুক্ত হইতে হয় ইহা কে অস্বীকার করিতে পারে? সর্ব্বশক্তিমান্ ভগবদ্‌বস্তুর সর্ব্বশক্তি-মত্তার উপর হস্তক্ষেপ করিবার শক্তি, অসমর্থ ও অল্পশক্তিমান্ জীবের সত্তায় থাকা সম্ভবপর নহে। সুতরাং ভগবান্‌কে মুখে সর্ব্বশক্তিমান্ বলা ও কার্য্যতঃ তাঁহাকে সীমাবদ্ধ শক্তি-বিশিষ্ট তত্ত্বরূপে দাঁড় করান ভাগ্যহীন স্থূল-চিন্তাশীল জনগণ ব্যতীত কোন সূক্ষ্মচিন্তা-পটু বৈষ্ণব-কর্ত্তৃক সম্ভবপর নহে। এই জন্যই নিজ বৈষ্ণবগণ ভগবান্‌কে সর্ব্বশক্তিমত্তত্ত্ব বলিয়া স্বীকার করেন এবং পাষণ্ডগণের চর্ম্মচক্ষের অন্তরালে ও ভক্তগণের চর্ম্মচক্ষের গোচরীভূত-রূপে ভগবদ্-মূর্ত্তির অবস্থান যে সুসম্ভবপর তাহা অবনত-মস্তকে ও মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করিয়া থাকেন। তাই বৈষ্ণবগণ বলিয়া থাকেন যে, ভগবান্ নিজ অবতার-লীলাকে পৃথিবী হইতে অপ্রকটভাবে সংস্থান করিলেও কোন কোন ভাগ্যবান্ ব্যক্তি তাঁহার সেই অপ্রকটীকৃত লীলাকে নিত্য-প্রকট-লীলারূপে এই পৃথিবীতে অবলোকন করিবার সুযোগ পান। ভগবানের সর্ব্বশক্তিমত্তার উপর সন্ধিহান-যুক্ত না হইলে ইহা যে সম্ভবপর উহা অস্বীকার করিবার ধৃষ্টতা কাহারও হৃদয়ে ফুটিয়া উঠিতে পারেন না। দ্বাপরান্তে ভাদ্র কৃষ্ণাষ্টমী তিথিতে শ্রীকৃষ্ণ পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। ভাগ্যবান্ ব্যক্তিসকল ভগবানের সর্ব্বশক্তিমত্তার উপর নির্ভর করিয়া তাঁহার অপ্রকটলীলাকেও প্রকটলীলার ন্যায় সন্দর্শন করিয়া পরমানন্দে আপ্লুত হইবেন। দুর্ভাগা পাষণ্ড, নাস্তিক এবং মুখে আস্তিক ও ভগবানের সর্ব্বশক্তিমত্তার উপর কথঞ্চিৎ অবিশ্বাস-স্থাপনকারী নিরাকারবাদী ব্যক্তি-সকল ভগবদাবির্ভাব-দর্শনে ও পরমানন্দরস আস্বাদনে বঞ্চিত থাকিবেন। হে পাঠক-বর্গ যদি ভগবানের দিব্য ভুবনমোহন-শ্রীমূর্ত্তি-দর্শনে ধন্য হইবার আকাঙ্ক্ষা থাকে তাহা হইলে তাঁহার সর্ব্বশক্তিমত্তার দ্বারা ইহা সম্ভবপর এইরূপ দৃঢ়-বিশ্বাস-সহকারে তাঁহার চিন্তায় নিমগ্ন থাকুন এবং তাঁহার কৃপায় তাঁহার শ্রীমূর্ত্তিদর্শনে হৃদ্‌গত অন্যাভিলাষকে চিরতরে বিদায় দিয়া ধন্য হউন। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃতের প্রথমবৃষ্টির প্রথম ধারায় বর্ত্তমানকালে শুদ্ধভক্তি-সিদ্ধান্তের মূলপুরুষ পরমারাধ্যতম শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর লিখিয়াছেন—"কৃষ্ণের অচিন্ত্যশক্তিক্রমে তিনি জড়-চক্ষের বিষয় হইতে পারেন, কিন্তু স্বভাবতঃ চক্ষু প্রভৃতি জড়েন্দ্রিয় সকল তাঁহার সাক্ষাৎকার লাভ করিতে পারে না।" এই মহাজন-বাক্য ধ্রুব সত্য এবং ইহা আমাদের হৃদয়ে প্রবিষ্ট হইয়া ভগবানের সর্ব্বশক্তি-মত্তার উপর আমাদের চিত্তকে বলাধান করিলে ভক্ত ও ভগবানের কৃপায় আমরা ভগবৎ-সাক্ষাৎকার-লাভে সমর্থ হইতে পারিব।

শ্রীঅদ্বৈত-তত্ত্ব

যে পুরুষ সৃষ্টি স্থিতি করেন মায়ায়।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করেন লীলায়॥
ইচ্ছায় অনন্ত মূর্ত্তি করেন প্রকাশ।
এক এক মূর্ত্ত্যে করেন ব্রহ্মাণ্ডে প্রবেশ॥
সে পুরুষের অংশ অদ্বৈত, নাহি কিছু ভেদ
শরীর বিশেষ তাঁর নাহিক বিচ্ছেদ॥

— চৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীল প্রভুপাদের করুণা

পূজনীয় সম্পাদক মহাশয়,

মাদৃশ দীনচেতা, গৃহমেধী ব্যক্তির আত্ম-কাহিনী প্রকাশ করিয়া 'নদীয়া-প্রকাশে'র স্তম্ভ কলঙ্কিত করা এই পত্রখানির উদ্দেশ্য নয়। তবে আমার মত সংসারাসক্ত ভগবদ্‌বহির্ম্মুখ, শাস্ত্রবাক্যে শ্রদ্ধাহীন কোন ব্যক্তি যদি জগতে থাকে, তবে তাহার যাহাতে উপকার সাধিত হয় এবং শাস্ত্রবাক্যে বিশ্বাস স্থাপন করাইয়া তাহাকে চরম-কল্যাণের পথে প্রধাবিত করা যায়—সেই উদ্দেশ্যে এই পত্রলিখিত ঘটনাটী প্রকাশ করা আবশ্যক বলিয়া মনে করি।

মোহিনী-মায়ার মোহে মুগ্ধ হইয়া সৎ-সঙ্গের অভাববশতঃ আমরা সাধুমুখবিগলিত বীর্য্যবতী বৈকুণ্ঠবাণী শ্রবণ করিবার অভিনয় করিয়াও তাহাতে শ্রদ্ধা স্থাপন করিতে পারি না। আমরা মনে করি, সাধুরা বুঝি তাঁহাদের নিজ নিজ কার্য্যোদ্ধার করিবার জন্য আমাদিগকে উপদেশ করিয়া থাকেন, তাহাতে আমাদের কোন মঙ্গলের কথা নাই। অনাদি-বহির্ম্মুখতার ফলে কুহকিনী মায়াই আমাদিগকে ঐরূপ দুর্ব্বুদ্ধির বশবর্ত্তী করিয়া দেয়।

বর্ত্তমানকালে আচার্য্যবর্য্য জগদ্‌গুরু ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর 'জীবেদয়া'র পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন পূর্ব্বক শ্রীমদ্ভাগবতের বৈকুণ্ঠবাণী জীবের দ্বারে দ্বারে অযাচিতভাবে শ্রদ্ধামূল্যে বিতরণ করিয়া আমাদের পরম মঙ্গল বিধান করিতেছেন। কিন্তু আমার এমনই দুর্ভাগ্য যে বহুদিন ধরিয়া সাধুমুখে ভাগবত-কথা শ্রবণ করিতে থাকিলেও তাহাতে পূর্ণ-শ্রদ্ধার অভাব দৃষ্ট হইতেছে।

ভাগবত বলেন – সাধুগণ দীনচেতা গৃহী-লোকদিগের নিত্যমঙ্গলের জন্য তাঁহাদের গৃহে গমন করিয়া থাকেন; তাঁহাদের নিজেদের কোন কার্য্য না থাকিলেও তাঁহারা জীবোদ্ধারকল্পে ঐরূপ কার্য্য করিয়া থাকেন।

"মহদ্বিচলনং নৃণাং গৃহিণাং দীনচেতসাম্।
নিঃশ্রেয়সায় ভগবন্নান্যথা কল্পতে কচিৎ॥"

(ভাঃ ১০।৮।৪)

—একথাটা বহুবার শুনিয়া থাকিলেও এই সিদ্ধান্তটী উপলব্ধি করিবার যোগ্যতা আমার হয় নাই। আমার মত দুর্ব্বুদ্ধিবিশিষ্ট ব্যক্তি মনে করে যে, মহাত্মগণ বুঝি আমাদের মত বৈষয়িক কার্য্যব্যপদেশে মনুষ্যের দ্বারে দ্বারে ভ্রমণ করিয়া থাকেন। হায়! আমাদের পোড়া কপাল!

মহাসমারোহে কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়-মঠের উৎসব আরম্ভ হইয়াছে। বহুদূরদেশ হইতেও সহস্র সহস্র ব্যক্তি শ্রীমঠের উৎসবে আসিয়া যোগদান করিতেছেন এবং সাধুমুখ-বিগলিত বৈকুণ্ঠবাণী শ্রবণ করিয়া ধন্য হইবার জন্য ক্ষণকালের জন্যও জাগতিক কার্য্য স্থগিত করিয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে মঠের দিকে ছুটিতেছেন। গতকল্য ২১শে শ্রাবণ রবিবার শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে মহাসমারোহে নগর-সংকীর্ত্তন বাহির হইবার কথা ধার্য্য হইয়াছিল। কিন্তু আমি কি করিতেছি? কলিকাতা শ্রীমঠ হইতে ১০।১২ মাইলের মধ্যে বাস করিয়া বিষয়-কার্য্যে ভোরপুর নিমগ্ন; শ্রীমঠে যাইয়া নগর-সঙ্কীর্ত্তনে যোগদান করিবার ইচ্ছা নাই, সাংসারিক-কার্য্যে বড়ই ব্যস্ত, আদৌ ফুরসুৎ নাই।

গৃহমেধীর সংসারে কৃষ্ণেতর-বিষয়-কার্য্যে আকণ্ঠ নিমজ্জিত থাকিয়া আমি অনন্ত নরকে চলিয়া যাইব, তাহাতে অন্যের কি মাথা ব্যথা? আমার মত পাষণ্ড ব্যক্তির তাহাতে কিছু আসে যায় না বটে, কিন্তু যিনি পতিতপাবন, পতিত জীবের উদ্ধার জন্য যিনি এই যুগে মর্ত্ত্যধামে আগমন করিয়াছেন তিনি ত' নিশ্চেষ্ট থাকিতে পারেন না।

রোগ উৎকট হইলে তাহার ব্যবস্থা[ও] উৎকট হইয়া থাকে; আসন্নমৃত্যু-ব্যক্তি[র] প্রতি যেমন মৃগনাভি, স্ট্রিক্‌নীন্ প্রভৃতি ঔষধের ব্যবস্থা দেখিতে পাওয়া যা[য়] আমার বহির্ম্মুখতা-ব্যাধিটাও এত উৎকটরূ[প] ধারণ করিয়াছে যে, সারা বৎসর ধরিয়া বিষ[য়]-কার্য্যে নিমজ্জিত থাকা-সত্ত্বেও আ[মার] শ্রীগৌড়ীয়-মঠের উৎসবে নগর-সংকীর্ত্তনে যোগদান করিবার একটু সময় নাই। তা[ই] আজ আচার্য্যপ্রবরের প্রাণ কাঁদিয়াছে শ্রীমঠে বসিয়া তিনি আমার দুর্ভাগ্যের ক[থা] চিন্তা করিয়াছেন। আমরা মনে করি আমাদের মঙ্গল অমঙ্গল আমরা কি বুঝি না আচার্য্যদেবই আমাদের মঙ্গল বুঝেন? তাঁ[র] কেন মাথা-ব্যথা? হায়রে দুরদৃষ্ট!

আমার মত ব্যক্তির এই প্রকারের চিন্তা-স্রোতকে ধ্বংস কর্‌বার জন্য শ্রীল প্রভুপা[দ] সেদিন জলদ-গম্ভীর-স্বরে কৃষ্ণনগর টাউন হলে ব'লেছেন,—"লোকে এমন দুর্ল্লভ মনুষ্য-জন্ম পে'য়ে হরিভজনের উপযোগী জন্মলা[ভ] ক'রে কেবল অমঙ্গলের পথে—অভক্তি[র] পথে ছুটবে, এটা দেখা যায় না, সহ্য কর্‌তে পারি না; তাই হরিভক্তির কথা লোককে ডেকে ডেকে বল্‌বার আবশ্যক হ'য়ে পড়ে[।] আমি শীঘ্রই স'রে যা'ব, আর কেউ আপনা[]দের ভোগে বাধা দিতে আস্‌বে না, আপ[]নারা তখন বেশ সুখে-স্বচ্ছন্দে ভোগ কর্‌তে পার্‌বেন" ইত্যাদি।

তাই মাদৃশ-পাষণ্ডোদ্ধার-মানসে গত-রবিবার, হুগলী নদীতে মোটরলঞ্চে ভ্রমণলীলার অভিনয় করিয়া মহামহোপ আচার্য্যত্রিক প্রভু, মহামহোপদেশক শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ প্রভু প্রভৃতি ভক্তগোষ্ঠী সঙ্গে লইয়া প্রাতঃ ৮টার সময় সপার্ষদে এই দীনচেতা সুহৃন্মেধীর বাটীতে অযাচিতভাবে অকস্মাৎ আসিয়া উপস্থিত হয়েন। আচার্য্যত্রিক প্রভু 'অদ্যকার নগরসঙ্কীর্ত্তনে যাইবেন না' জিজ্ঞাসা করিলে আমি লজ্জিত হইয়া কোন উত্তর দিতে পারিলাম না। অতঃপর অতি-কষ্টে বিষয়-কার্য্য সেদিনকার মত স্থগিত রাখিয়া শ্রীল প্রভুপাদের অনুগমনে সেই লঞ্চে করিয়া শ্রীমঠে আসিতে বাধ্য হই-

বিষয়-কার্য্য স্থগিত করিতে তাৎকালিক কষ্ট হইল বটে, কিন্তু শ্রীল প্রভুপাদের এই লীলায় ভাগবত-বাক্যে আমার যে অবিশ্বাস ছিল বা শ্রদ্ধার অভাব ছিল, তাহা সংশোধিত হইয়া গেল। তাই আজ প্রাণ-ভরিয়া জগদ্বাসী ভ্রাতৃবৃন্দকে উচ্চকণ্ঠে সম্বোধন করিয়া বলি, ভাই সব —"মহান্তের স্বভাব এই তারিতে পামর। নিজকার্য্য নাহি তবু যান পরের ঘর॥" ভাগবতের এই বাণীকে মূর্ত্তি প্রদান করিয়া আজ শ্রীল প্রভুপাদ আমাকে যে শিক্ষা প্রদান করিলেন এবং আমাকে ঘোর নরক হইতে উদ্ধার-জন্য যে চেষ্টা প্রদর্শন করিলেন তাহাতে আমি জগদ্গুরু-পাদপদ্মে সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবন্নতিপূর্ব্বক প্রাণ ভরিয়া বলি,—

"এমন নির্ঘৃণ্য মোরে কেবা কৃপা করে।
এক নিত্যানন্দ বিনু জগৎ ভিতরে॥"

দাসাভাস—শ্রীকিশোরীমোহন

পরস্পর আলাপ

[শ্রীপাদ প্যারীমোহন ব্রহ্মচারী]

(৩)

সেই প্রকার ঐ মায়ামোহিত ইন্দ্রের মত আমরা বর্ত্তমানে ইহ জগতের ভোগ-সুখকেই শান্তির আগার ভাবিয়া ত্রিগুণ-তাড়িত হইয়া চৌরাশী-লক্ষযোনি ভ্রমণ করিতেছি। আর মনে করিতেছি, ভগবান্ অতিশয় দয়ালু, কেন না তিনি এই সকল দ্রব্য আমাদের ভোগের নিমিত্ত দিয়াছেন কিন্তু আবার পরক্ষণেই সেই সব প্রীতিকর বস্তুগুলি নষ্ট হইয়া গেলে শোক করিতেছি এবং ভগবান্‌কে অত্যন্ত নিষ্ঠুর বলিয়া তাঁহার সুষ্ঠু বিচারে দোষ প্রতি-পাদন করিতেছি। দুঃখের বিষয় মূঢ় জীব আমরা বুঝিতেছি না যে তিনি কি প্রকার দয়ালু। তিনি সর্ব্বক্ষণ আমাদের জন্য চিন্তা করিতেছেন। তিনি পরম দয়ালু বলিয়াই আমাদিগকে স্বাধীনতা বলিয়া একটী পরম উপাদেয় বস্তু দান করিয়াছেন। দুঃখের বিষয় আমরা ঐ স্বাধীনতার অপ-ব্যবহার কোরে তাঁ'কে ভুলে গিয়ে অহ-ঙ্কারের ঊর্দ্ধ সীমায় আরোহণ কোরে ডিগ্রি ডিস্‌মিস্ করি, আর পাগলের মত বলি - ভগবান্ বোলে কিছু নাই, উলূক যেমন সূর্য্য নাই বোলে প্রতিপন্ন কোর্‌তে চায় এবং সেটা যেমন তার বৃথা হোয়ে যায়, তেম্‌নি আমাদেরও ঐ উলূকের মতই অবস্থা। কিন্তু ঐ সব লোক পাষণ্ড হো'লেও দয়াময় ভগবান্ সে-কথা ভুলে যেয়ে ঐ ভীষণ মায়ার কবল থেকে তা'দের উদ্ধার কোর্‌বার জন্য যুগে যুগে অবতীর্ণ হ'য়ে জানিয়ে দেন—"ওরে মূঢ় জীব, তুমি অমৃতের পুত্র—তুমি ম'রে যাওয়ার বস্তু নও। ফিরে চল সেই অমৃতের দেশে—যেখানে এ সব কষ্টদায়ক জরা, ব্যাধি, জন্ম, মৃত্যু ইত্যাদি নাই। সেখানে নিত্য আনন্দ; তোমার সে আনন্দের কথা এখন ধারণায়ই নাই। তুমি কেন তা' হোতে বঞ্চিত হ'বে।" কিন্তু হায়! ক্ষুদ্র-বুদ্ধিবিশিষ্ট আমরা সে কথা বুঝ্‌তে না পেরে ঐ অল্প-বুদ্ধি-বিশিষ্ট গুণ-টানা মাঝির কথা মনে করি। মাঝি যেমন মনে মনে ভেবেছিল—আমি যদি বড়লোক হো'তাম তা'হ'লে নদীর দুই পার্শ্বে বেশ কোরে তুলোর গদী বিছিয়ে দিয়ে তার উপর গুণ টান্‌তে টান্‌তে যেতে পার্‌তাম্ এবং আর আমার পায়ে কাঁটা খোঁচা ফুটতনা। কিন্তু ঐ বোকা মাঝি জানে না, সে ধনী হো'লে তার কি অবস্থা হ'বে। আমরাও ঠিক ঐ মাঝির মত অল্পবিত্তর বুদ্ধিমান্। আজ যদি ঘোড়া-জাতি, গাধা-জাতি, কুকুর-জাতি, ছাগ-জাতি, মৎস্য-জাতি বোলে উঠে—এস-ভাই সকল, আমরা আজ থেকে একটী সুন্দর যুক্তি করি, যাতে কোরে আমরা এই সংসারে বেশ সুখে স্বচ্ছন্দে জীবন কাটাতে পারি। কেননা এই যে দেখ্‌চ মনুষ্য-সম্প্রদায়—এরা বড়ই নিষ্ঠুর। কি কোরে এ'দের হাত থেকে পরিত্রাণ লাভ করা যায়, তার একটা উপায়ের কাল্‌চার করা আশু দরকার হোয়ে পোড়েছে। নতুবা এ'দের সঙ্গে বাস করা দায়। অতএব আর কালবিলম্ব না কোরো, কাপুরুষতা ত্যাগ কোরে কোমর বেঁধে লেগে পড়া যাক্। এই সব উপরিউক্ত বাক্যগুলি যেম্‌নি তাদের পক্ষে অসম্ভব হয় তেমনি মনুষ্য-জাতিও কখনও ঐ দুষ্পারা মায়ার হাত হ'তে নিষ্কৃতি পান না যতক্ষণ না সেই ভগবানের নিজজন সত্য সত্য নিষ্কিঞ্চন সাধু-বৈষ্ণবপদে লুটিয়ে যেয়ে বলেন—হে করুণাময় প্রভো! আমি অতিশয় দীন ও অপরাধী, আমায় অমায়ায় কৃপা করুন। আপনার কৃপা ব্যতীত এ দুরা-চারের আর গতি নাই। তখন ঐ দয়ার্দ্র-হৃদয় বৈষ্ণব ঠাকুর তার ঐ কাতরোক্তি শুনে দয়া কোরে সেই নিত্য আনন্দময় ধামে নিয়ে যান—যেখানে মানুষকে হা অন্ন হা কোরে ক্ষুধায় কাতর করে না, তৃষ্ণায় ছাতি ফেটে যায় না, কষ্টের কোন কথা নাই, কেবল আনন্দ—আনন্দ—আর—আনন্দ।

আর একটা কথা ভাই না বোলে থাক্‌তে পার্‌লাম না। তুমি যে ঐ উদারতা, সঙ্কীর্ণতা আর গোঁড়ামীর কথা বোল্লে তাঁ'র একটু বিচার শোন। তুমি বোল্লে,—সব ভাল। এটা কি ঐ 'পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ'র কথা? তাঁ'দের বিচার তোমার জানা নাই। তাঁ'দের ঐ কথা—আত্মদর্শনের কথা। তা না হ'লে তাঁ'রা কি কোরে হাতী আর পিঁপড়ে সমান দেখেন? তুমি কি বল, আলো—অন্ধকার, সতী স্ত্রী—বেশ্যা, দুধ—খড়িগোলাজল, মা—স্ত্রী, ভাই—সম্বন্ধী এদের এক মনে করার নাম উদারতা? না তা নয়. এটা উদারতা ত নয়ই বরং ঘোরতর পাপ ও যুক্তিহীন। বৈষ্ণবেরা কখনও গোঁড়ামীর কথা বলেন না। গোঁড়ামী কোন্‌টী। ভগবান্‌কে—ভগবান্, ভক্তকে—ভক্ত, দুর্গাকে—দুর্গা, কালীকে—কালী, শিবকে—শিব, এসব বলা গোঁড়ামী নয় বরং এদের সব এক কোরে খিচুড়ী তৈরী করার নামই সঙ্কীর্ণতা। কোন বিবাহিতা স্ত্রীলোক যদি বলেন—আমি অতিশয় উদার, যেহেতু আমি সকলকেই স্বামী ব'লে বলি, তা'হলে সেটী যেমন নীতি-বিগর্হিত, তেম্‌নি সব দেবতাকে যার যেটা প্রকৃত স্থান সেইখানে না বসালে ঐ স্ত্রীলোকের মত ভুল হ'য়ে যাবে। যে বস্তুটী যা ঠিক সেই বস্তুটীকে যদি তা না বোলে সব একাকার কোরে দিই তা'হলে জগতে ভীষণ জগজ্জঞ্জাল উপস্থিত হ'বে। সূর্য্যকে কখনও অন্ধকার বলা যাবে না এবং অমাবস্যা-রাত্রিকে আলোকময় বোলে উদারতা দেখালে কোন ফল হবে না। সত্যের সেবক হওয়ার নাম গোঁড়ামী নয় বরং কোনটাই মান্‌ব না অথচ সবটাকেই ভাল বোলে বেড়াব (অর্থাৎ সত্য—অসত্য সব ভাল) এইরূপ তথাকথিত উদারতাটি উদারতা নহে, উহা আত্মবঞ্চনেচ্ছারূপ কপ-টতা। এই কপটতার হাত হ'তে মানব-জাতি উদ্ধার-লাভ না কোর্‌লে তাদের বাস্তবিক কোন মঙ্গলের আশা নাই। প্রকৃত সৎ বা সাধুর সঙ্গ না হো'লে মানুষ এসব কথা জান্‌তে পারে না। অতএব প্রকৃত সাধুসঙ্গই আমাদের একমাত্র প্রয়োজনীয়।

দীনের নিবেদন

[শ্রীনৃসিংহপ্রসাদ দাস অধিকারী]

(১)

মূকং করোতি বাচালং
পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিম্।
যৎ-কৃপা তমহং বন্দে শ্রীগুরুং দীনতারণম্॥
অজ্ঞান-তিমিরে অতি অন্ধকার করি'।
আবরি রেখেছে পৃথ্বী মায়াবাদ অরি॥
ইতি কর্ত্তব্যতা সবে গিয়াছে ভুলিয়া।
ঈশিতায় মগ্ন এবে ভকতি ত্যজিয়া॥
উমানাথ-প্রবর্ত্তিত প্রচ্ছন্ন-বৌদ্ধবাদ।
ঊর্দ্ধরেতা হইলেও তাহাতেই সাধ॥
ঋদ্ধি সিদ্ধি চায়, নিত্যা ভক্তি নাহি চায়।
৯ সম কঠিন কেহ নাস্তিমার্গে ধায়॥
এইরূপ মোহ-মত্ত সকল সংসার।
ঐশ্বরিক-তত্ত্ব কেহ না বিচারে আর॥
ওগো দয়াময় গুরো! পতিত-পাবন!
ঔৎকণ্ঠা দেখিয়া ভবে তব আগমন॥
করিবারে কৃপাদান করুণাবতার।
খগাসন-তত্ত্ব ভবে করিতে প্রচার॥
গণ্ডগোলে মত্ত সবে না জানে বিহিত।
ঘন মায়া-অধিকারে হ'য়ে বিমোহিত॥
চঞ্চল হইল চিত্ত রহিতে না পারি।
ছলনা করিয়া এলে নররূপ ধরি॥
জগতের দুঃখে তব কাঁদিল পরাণ।
ঝঞ্ঝাবাত নাশ করি হরিগুণ গান॥
টলমল করে বিশ্ব দৈত্য-পদ ভরে।
ঠক্‌গণে অজ্ঞ-নরে কত ছল করে॥
ডঙ্কা দিয়া ভব-ভয় করিবারে নাশ।
ঢক্কা-নাদে সত্য-বাণী করিছ প্রকাশ॥
তপন-সমান তেজে ভূতপ্রেতগণ।
থর থর কাঁপি দূরে করে পলায়ন॥
দয়ার-সাগর দেব! সাক্ষান্নারায়ণ।
ধরণীরে ধন্যা করি' তব আগমন॥
নক্তন্দিব কিছুমাত্র নাহিক অলস।
পঞ্চম পুরুষার্থে সবে করিছ সরস॥
ফলতঃ তোমারে কেহ চিনিতে না পারে।
বহু ভাগ্যবান্ বিনে এ ভব-সংসারে॥
ভক্ত ভক্তি-ভ'রে হেরে ও রাতুল পদ।
মহিমা-মণ্ডিত যাহা জগত-সম্পদ॥
যজ্ঞেশ্বর তত্ত্ব যতীবর-রূপে নরে।
রক্ষা কর শিক্ষা দিয়া সুললিত-স্বরে॥
লব-মাত্র তব সঙ্গ যদি কেহ করে।
বন্দনীয় ব্রাহ্মণেরও সেই নরবরে॥
শঙ্কিত অধম আমি বড়ই বর্ব্বর।
ষড়রিপুগণ দ্বারা ব্যথিত অন্তর॥
সংযম নাহিক কিছু সদাই চঞ্চল।
সংসার-ভয়েতে ভীত হয়েছি বিহ্বল॥
হরিপদে মতি দাও প্রভো নিজগুণে।
ক্ষমা কর গুরুদেব! প্রণাম চরণে॥

শরণ লঞা করে কৃষ্ণে আত্মসমর্পণ। কৃষ্ণ তারে করে তৎকালে আত্মসম॥

শুদ্ধভক্তি গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। ভাষ্যসহ বিরাট্ শ্রীচৈতন্য ভাগবত ৫৲
২। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২৮৲
একাদশ স্কন্ধ হইতে প্রতিখণ্ড ।৶০
৩। ভাষ্যদ্বয়সহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত
(৪র্থ সংস্করণ) ৫৲
৪। ভক্তিবিবেককুসুমাঞ্জলি (বাঁধা) ১৲
৫। গৌড়ীয়-গৌরব ।৶০
৬। গৌড়ীয়-সাহিত্য ।৶০
৭। ভজনরহস্য ৷০
শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও
শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা)
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৯। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ)
ঐ (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
১০। গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি টীকাসহ)
ঐ (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
১১। গীতার কেবল মাধ্ব-ভাষ্য ৷০
১২। যুক্তিমল্লিকা গুণসৌরভঃ সানুবাদ
(মাধ্ব) ২৲
১৩। বেদান্ততত্ত্বসার সানুবাদ
(রামানুজীয়) ৷০
১৪। জৈবধর্ম্ম ২৲
১৫। শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৬। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ৲
১৭। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ৷৶০
ঐ (বাঁধা) ৸০
১৮। দ্বীপ-দিগ্দর্শন ৶০
১৯। সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ) ।৶০
২০। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ৷০
ঐ (আবাঁধা) ।৶০
২১। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
২২। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৶০
২৩। গীতমালা ⁄১০
২৪। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৵০
২৫। ঐ, প্রমাণ-খণ্ড ৵০
২৬। নবদ্বীপ পঞ্জিকা (৪৪৭ গৌরাব্দ) ৶০
২৭। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
২৮। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা-দর্পণ ।০
২৯। শরণাগতি ⁄০
৩০। গীতাবলী ⁄০
৩১। চিত্রে নবদ্বীপ ৷০
৩২। সাধনকণ ⁄০
৩৩। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ⁄০
৩৪। নবদ্বীপশতক ⁄০
৩৫। অর্থপঞ্চক ⁄০
৩৬। সদাচারস্মৃতিঃ ⁄০
৩৭। কল্যাণকল্পতরু (৫ম সংস্করণ) ⁄১০
৩৮। অর্চ্চনকণ ⁄১০
৩৯। সাধককণ্ঠমালা (বাঁধা) ।০
ঐ (আবাঁধা) ।⁄০
৪০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি
(প্রথম চারিখণ্ড) ৩৲
৪১। ব্রহ্মসংহিতা ৷০
৪২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৪৩। মণিমঞ্জরী সানুবাদ ।০
৪৪। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৪৫। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ।০
৪৬। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৪৭। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
৪৮। গৌড়ীয়মঠ কি করেন? ⁄০
৪৯। ঈশোপনিষৎ (বলদেব ও মাধ্ব-ভাষ্য এবং বিবৃতি ও অনুবাদসহ) ।০
৫০। শ্রীভুবনেশ্বর ৵০
৫১। সিদ্ধান্তদর্পণ ৶০
৫২। সাংখ্যবাণী ⁄০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৫৩। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী-দিগ্বিজয়ঃ ৷০
৫৪। সটীক-শিক্ষাদশমূলম্ ।০
৫৫। তত্ত্ব-সূত্রম্ ।০
৫৬। সানুবাদ-শিক্ষাষ্টকম্ ৶০
৫৭। গৌড়ীয়মঠস্য পরিচয়ঃ ⁄০
৫৮। সারাংশবর্ণনম্ ৵০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৫৯। রায় রামানন্দ ৷০
৬০। নামভজন ।০
৬১। রিলেটীভ্ ওয়ার্ল্ড্স্ ।৶০
৬২। লাইফ্ য়্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব
শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।০
৬৩। বৈষ্ণবীজম্ ।০
৬৪। হোয়াট্ গৌড়ীয়মঠ ইজ্ ডুইং ⁄০
৬৫। দি ভাগবত ।০
৬৬। ইরোটিক্ প্রিন্সিপ্ল য়্যাণ্ড
আনেলয়েড্ ডিভোসন ।০
৬৭। ব্রহ্ম-সংহিতা ২৷০
৬৮। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (ভলুম ওয়ান) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৬৯। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ৷০
৭০। সাধন পথ ।০
৭১। কল্যাণ-কল্পতরু ⁄১০
৭২। গীতাবলী ⁄০
৭৩। শরণাগতি ⁄০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৭৪। শরণাগতি

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

নদীয়া-প্রকাশপ্রাপ্তির স্থান

১। শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম-মায়াপুর, নদীয়া
২। শ্রীযোগপীঠ ঐ
৩। শ্রীবাস অঙ্গন ঐ
৪। অদ্বৈত-ভবন ঐ
৫। কাজীর সমাধি পাট ঐ
৬। স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ শ্রীগোদ্রুম,
পোঃ স্বরূপগঞ্জ, নদীয়া।
৭। শ্রীভাগবত আসন কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
৮। শ্রীএকায়ন মঠ গোবিন্দপুর, হাঁসখালী।
৯। দ্বাদশগোপাল পাট—পোঃ চাকদহ,
১০। শ্রীগৌর গদাধরমঠ—চাঁপাহাটী,
পোঃ সমুদ্রগড়, বর্দ্ধমান
১১। শ্রীমোদদ্রুমছত্র মাউগাছি, বর্দ্ধমান
১২। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম, আমলাযোড়া,
পোঃ বাজবাধ বর্দ্ধমান
১৩। শ্রীগৌড়ীয়মঠ বাগবাজার, কলিকাতা
১৪। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম ব্রাহ্মণপাড়া,
পোঃ মাজু, হাওড়া,
১৫। শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয়মঠ,
৯০নং নবাবপুর রোড্, ঢাকা
১৬। শ্রীগোপালজী মঠ কমলাপুর, ঢাকা।
১৭। শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ পোঃ বালিয়াটী,
১৮। শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয়মঠ ময়মনসিংহ।
১৯। শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ চিরুলিয়া,
পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর
২০। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম গোয়ালপাড়া, আসাম।
২১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ রায়াপেট্টা, মান্দ্রাজ।
২২। শ্রীরামানন্দগৌড়ীয় মঠ কব্বুর,
জিঃ পশ্চিম গোদাবরী
২৩। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ উড়িয়াবাজার,
পোঃ বক্সীবাজার, কটক।
২৪। শ্রীত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয় মঠ ভুবনেশ্বর।
২৫। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ স্বর্গদ্বার, পুরী।
২৬। শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ আলালনাথ
পোঃ ব্রহ্মগিরি, পুরী।
২৭। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ ডুমুরকুণ্ডা,
পোঃ চিরকুণ্ডা, মানভূম।
২৮। শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ—কাশী।
২৯। শ্রীরূপগৌড়ীয় মঠ—এলাহাবাদ।
৩০। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ পুরাণবাজার,
সরকার ঠাকুরের কুঞ্জ, বৃন্দাবন
৩১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ ৪৩ নং হনুমান রোড,
নিউদিল্লী
৩২। শ্রীপরমহংসমঠ—নৈমিষারণ্য,
৩৩। শ্রীসারস্বত গৌড়ীয় মঠ—হরিদ্বার।
৩৪। শ্রীব্যাসগৌড়ীয়মঠ—কুরুক্ষেত্র, পাঞ্জাব
৩৫। শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাবুলনাথ রোড,
পোঃ গ্র্যাণ্ট রোড, বোম্বে।
৩৬। লণ্ডন গৌড়ীয়মঠ, ৩৯নং ড্রেটন্
গার্ডেন্স, কেন্সিংটন্ লণ্ডন,
(এস্, ডবলিউ—১০)।

শুদ্ধভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী মাসিক। শ্রীধাম-মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৷০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দি ভাষায় একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি হৃদয় বন মহারাজ সম্পাদিত ও নৈমিষারণ্য শ্রীপরমহংস মঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ১৷০ দেড় টাকা মাত্র।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ দেড় টাকা মাত্র।

৫। কীর্ত্তন—মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ নিমানন্দ সেবাতীর্থ বি-এজি, বি-টি, সম্পাদিত। আসাম গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম হইতে প্রকাশিত আসামী ভাষায় মাসিক। ভিক্ষা সডাক ১৷০ দেড় টাকা মাত্র।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

আদিকবি শ্রীল বৃন্দাবন দাস প্রণীত সমগ্র গ্রন্থ

গ্রন্থের মূল বোল্ড অক্ষরে এবং তন্নিম্নে বিশ্ববিশ্রুত গৌড়ীয়মঠের প্রতিষ্ঠাতা ও আচার্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ **শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের** রচিত বিস্তৃত ভাষ্য উত্তম কাগজে সৌষ্ঠবের সহিত মুদ্রিত হইয়াছেন। ডবল ক্রাউন আটপেজি আকারে ১০৯৬ পৃষ্ঠায় কেবল মূল ও ভাষ্য সম্পূর্ণ হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত শ্লোকসূচী, পদ্যসূচী, স্থানসূচী, পাত্রসূচী, বিষয়সূচী, শব্দসূচী প্রভৃতি বিস্তৃত সূচীপত্রেও একটী গ্রন্থ হইবে। সভাষ্য শ্রীচৈতন্যভাগবতের এরূপ উৎকৃষ্ট ও অমূল্য বিরাট্ সংস্করণ জগতের কোথায়ও আজ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হন নাই, ইহা নিরপেক্ষ পাঠক মাত্রকেই একবাক্যে স্বীকার করিতে হইবে। শ্রীগৌড়ীয়মঠের উৎসব-কালে গ্রন্থের ভিক্ষা ১২৲ বারটাকা স্থলে—৫৲ পাঁচটাকা মাত্র

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীচৈতন্যমঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

ালকাতা বাজার দর

লৌহ হার্ডওয়ার

১লা সেপ্টেম্বর ১৯৩৩

টার তৈয়ারী—	প্রতি হন্দর।
াহার কাড়.(জয়েষ্ট বা বীম)	
র্কা	৫।০—৫।৶০
বে-মার্কা হালকা ওজন	৪।৵০—৪॥৶০
রগা (টী-আয়রণ)	৬৵০—৬০
ঙ্গেল আয়রণ (কোনা)	৫৸৵০—৬।৵০
গ্যালভানাইজড করগেট টীন—	
২ গেজ ৬ হইতে ১০ ফুট	১১।৵০
৪ গেজ ,, ,,	১০৸৵০
৬ গেজ ,, ,,	১২
৪ গেজ আর, পি, ডি, মার্কা	১২৸৶০
৪ গেজ গাঃ প্লেন শীট—	১১।৵০
৬ গেজ ,, ,,	১২।০
৮ গেজ ও ৩০ গেজ ঐ—	১৩৲—১৬৲
াগান ঘেরা কাঁটাতার ১০০	
াউণ্ড বাঃ	৮৸০
ল পাটী	৬৲৵—৬।০
বোল্টু (গোল)	৬৲৵—৬।০
গয়াদে (চৌকা)	৬৵০—৬৲।০
গোল রড ৶০—।৶০ সূতা	৪৸৵—৫॥৵
, টানা রড-	
চৌকা ৶০—।৵০ ঐ	৫৵০—৫॥০
, বাণ্ডিল তার	৭৲—৭৸০
প্লেট—তিন সূতা মোটা	
যাক্স	৭৲—৭।০
, চাদর ৩-১৬ থানা বাণ্ডিল	৯॥৵—১০৲
স্ট্রীং টীল	৮।০—৯৲
াক রাউণ্ড	৫৸৵—৬৲৵০
ারের পেরেক ১—৬ ইঞ্চি	৯—৯৸০
প্যাটেন্ট পেরেক ২—৮ ইঞ্চি	১২।০—১৫॥০
ালাই কড়া ১ হইতে ১০ নং ২॥০ সাট	
কাদাল ৪, ৫, ৬, ৭৸৵০ ৮৸৵০ ৯৸৵০ডঃ	
ই তিন পাউণ্ড ৬৲ দেঃ বিঃ	৬।৵০ ,,
াাঃ প্লেন বালতি ৭—১২ ইঞ্চি	১।৵০ ৬।৵০
ই রিভিট ,, ৭—১২ ইঞ্চি	২৲—৭৲ ,,
াহার চেয়ার রডের গোল ও	
চৌকা	৮॥০— ,,
ই কালের লোহার সিট	১৫৲ ,,
ই ভেনেস্তা (কাঠের সিট)	১৮৲ ,,
াহার স্ক্রুপ ॥—৩ ইঞ্চি /১০—।৶০ গ্রোস	
ই কব্জা ৭৩ নং	
॥—৪ ইঞ্চি ।১০—৸৵১০ পেঃ ডজন	
াাঃ তার ১৬—২২ নং	
গেজ)	১২৲—১৩৲ হন্দর
াাঃ রিজিং (মটকা)	
১২ ইঞ্চি	।৵৫ ॥৶০ পীস
াাঃ গাটারিং বা ডোঙ্গা	
০ ইঞ্চি	॥০—৸৵০ ,,
াাঃ স্ক্রুপ ১।০—২॥০ ইঞ্চি	২৩৲—২৯৲ হন্দর

গ্যাঃ ওয়াসার চাক্তি	১১॥০—১৯৲ ,,
গ্যাঃ বোল্ট-নাট ৮—৩ ইঞ্চি	
	॥৶১০—১৶০ গ্রোস
ঢালাই রেলিং	৩।০—৪॥০ হন্দর
ঐ রেন ওয়াটার পাইপ	
৩ ইঞ্চি ৶১০ ঐ	৪ ইঞ্চি ।১০ ফুট
টিউব ওয়েলের জন্য গ্যাঃ	
পাইপ১। ইঞ্চি	।৶৫ ফুট
পাম্প ৪নং ১২॥০ ৫নং ১৪৲ ৬নং	১৬৲
৬০—৮০ বাটখারা ৶১৫ সাট	২।০—২।০ মণ

সন্তোষকুমার মল্লিক এণ্ড সন্স লিঃ

লৌহ ও হার্ডওয়ার বিক্রেতা।

মীরবহর ঘাট লোহাপটী, বড়বাজার,
টেলি—"লোহার মালিক" কলিকাতা

কেরোসিন

স্নোক্রেক প্রত্যেক বাক্স (২ টিন)	৯৲৬
সূর্য্য মার্কা ,,	৬।০
ভিক্টোরিয়া ,,	৬৲

সোণার দর

পাকা সোণা	৩০৸/
বড়াল	৩০৸
চিনা পাত	৩২।০

রূপার দর

রূপা প্রতি ১০০ ভরি	৫৫৶০
ঐ খুচরা	৫৶০

কোম্পানীর কাগজ

৩॥০ সুদের কাগজ	৮১৶
৩॥০ নূতন ঋণ (১৯৪৭-৫০)	৯১।০
৪৲ ঋণ (১৯৬০-৭০)	৯৭৲
৫৲ ,, বণ্ড (১৯৩৫	১০৪॥৶০

ডিবেঞ্চার

৫৲ সুদের (১৯৫৬-৮৬) কলিকাতা পোর্ট-	
ট্রাষ্ট ডিবে :—	১০২॥৶০

ব্যাঙ্ক

ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক (ফর্লি ট্র)	২৯৪॥০
সেণ্ট্রাল ঐ	২২৲

কাপড় ও সুতার কল

এলগিন মিল	৪৫৲

পাট কল

হাওড়া	৫০৲
অকল্যাণ্ড	১৯৫৲
বালী	১৬২৲
বরানগর	১৫০৲
জেবজ	৩৭০৲
ডায়ট	২৪৩৲
ক্লাইভ	২৮।০
ডালহাউসী	৪০৮॥০
ডেল্টা	৪০৫৲

কৃষ্ণনগর নবদ্বীপঘাট রেলওয়ে সময়

কৃষ্ণনগর হইতে নবদ্বীপঘাট

কৃষ্ণনগর সিটি—	৬-৪৫	১০-৪৪	১৩-২২	১৭-৩৮	২০-১৬
কৃষ্ণনগর রোড —	৬-৫৬	১০-৫৫	১৩-৩৩	১৭-৪৭	২০-২৪
আমঘাটা—	৭-১৫	১১-১৩	১৩-৫১	১-৩	২০-৪১
মহেশগঞ্জ—	৭-২৪	১১-২১	১৪-০	১৮-৯	২০-৪৭
নবদ্বীপঘাট —	৭-৩৩	১১-৩০	১৪-৯	১৮-১৬	২০-৫৫

বিশেষ দ্রষ্টব্য—নবদ্বীপঘাট ষ্টেশন অপেক্ষা মহেশগঞ্জ ষ্টেশন হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরের দূরত্ব অনেক কম। শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে যাঁহাদিগকে রাণাঘাটে ট্রেণ বদল করিতে হয়, তাঁহারা রাণাঘাটে প্রাতঃ ৫-৫০, ৯ ৪১, ১৬-৪৬, ১৮-৪২ এবং ০-৩২ মিনিটের সময় গাড়ী পাইবেন।

শান্তিপুর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে ৫-৪০, ৯-২৯, ১২-২৫, ১৬-৪ এবং ১৮-৪১ মিনিটের সময় ট্রেণ পাওয়া যায়।

নবদ্বীপঘাট হইতে কৃষ্ণনগর

নবদ্বীপ ঘাট—	৫ ৩৫	৯-২৫	১২-১০	১৫-৩৪	১৮-৪৫
মহেশগঞ্জ—	৫-৪৩	৯-৩০	১২-১৯	১৫-৪২	১৮-৫৩
আমঘাটা—	৫-৪৯	৯-৩৯	১২-২৬	১৫-৪৮	১৯-৫
কৃষ্ণনগর রোড—	৬-৫	৯-৫৫	১২-৪৩	১৬-৪	১৯-২৪
কৃষ্ণনগর সিটি—	৬-১৩	১০-৩	১২-৫১	১৬-১২	১৯-৩২

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে—ডাঃ কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম ভক্তিশাস্ত্রী এল, এম, এফ কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

কমিশনারের বিবৃতির উত্তরে মিঃ জে, সি গুপ্ত

বর্দ্ধমান বিভাগের অস্থায়ী বিভাগীয় কমিশনার মিঃ এস, বি, বারোজের বিবৃতির উত্তর দান প্রসঙ্গে মিঃ জে, সি, গুপ্ত নিম্নোক্ত মর্ম্মের এক বিবৃতি দিয়াছেন :—

অন্যান্য সকলের ন্যায় মিঃ বার্জের নৃশংস হত্যাকাণ্ডে আমিও আন্তরিক দুঃখিত। তিনি বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সভ্য থাকা কালে এবং মেদিনীপুরের জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট থাকাকালে তাঁহার সহিত ব্যক্তিগতভাবে পরিচিত হইবার সুযোগ আমি পাইয়াছিলাম। মিঃ বার্জের বিধবা পত্নীর নিদারুণ শোকে আমি গভীর সহানুভূতি জ্ঞাপন করিতেছি। গত ৪ঠা সেপ্টেম্বর হইতে ৮ই সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত ব্যবসা সম্পর্কে আমাকে মেদিনীপুরে থাকিতে হইয়াছিল। ৮ই সেপ্টেম্বর তারিখের 'এ্যাডভান্সে' মেদিনীপুর খানাতল্লাসীর যে সংক্ষিপ্ত অথচ সম্পূর্ণ নির্ভুল রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে আমি উহা পাঠ করিয়াছি, সেদিন সকালে কলিকাতা প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া 'এ্যাডভান্সের' নিকট লিখিত মিঃ বারোজের পত্রখানিও আমি পাঠ করিয়াছি। মেদিনীপুরে খানাতল্লাসীর নামে যাহা করা হইয়াছে, তাহা অনেকটা তাতার [illegible] মত। খানাতল্লাসীর নামে মেদিনীপুরে যাহা করা হইয়াছে উহাকে ন্যায়-নীতির দিক দিয়া বা শাসনকার্য্য পরিচালনা ব্যবস্থার দিক দিয়া সমর্থন করা যায় না।

মেদিনীপুরে যখন যথেচ্ছ খানাতল্লাস ও মারপিট চলিতেছিল মিঃ বারোজ এ সময় মেদিনীপুরের বাহিরে ছিলেন, যে সকল বাড়ীতে তল্লাসী করা হইয়াছে আমি উহার কতকগুলি বাড়ীতে গমন করিয়াছি, কাজেই প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে আমি জনসাধারণকে কিছু জানাইতে পারি; আমি যতদূর জানিতে পারিয়াছি, তাহাতে ইহা নিঃসংশয়ে বলিতে পারি যে, তল্লাসীর ফলে কোন অস্ত্রশস্ত্র গোলাবারুদ বা পিস্তলাদি পাওয়া যায় নাই। পুলিশ ও সৈন্যগণ যে সকল বাড়ীতে গিয়াছিল, মিঃ বারোজ উহার কোন কোন বাড়ীতে "বাধাপ্রাপ্তির" কথা উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু তল্লাসী চালাইবার সময় কাহারও দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত না হইলেও কতকগুলি লোকের উপর মারপিট করা হইয়াছে। এইরূপ অনেকের দেহে আমি আঘাতের চিহ্ন দেখিয়াছি; এতৎসম্পর্কে আমি বিশেষভাবে বিমল দাসগুপ্ত ও বাবু যতীন্দ্রনাথ দাসের বাড়ীর কথা উল্লেখ করিতে পারি; যতীন্দ্র বাবুকে সশস্ত্র লোকেরা ঘিরিয়া রাখিয়াছিল ঐসময় উহার দুইটী ছেলেকে মাটির উপর ফেলিয়া মারপিট করা হইতেছিল। প্রসিদ্ধ সাব ইন্স্পেক্টর আক্রমণের মামলার ফণী দাসের ছোট ভাই বলিয়াই উহাদের উপর মারপিট করা হইতেছিল।

জিনিষ ক্ষতিকরা সম্পর্কে বলা যায় যে, উকিল বাবু যামিনী জীবন ঘোষের বাড়ীর একটা মাত্র আসবাব ও বাসন কোসনও বাদ যায় নাই, চা বা জলপান করিবার জন্য একটা মাত্র গ্লাস বা বাটীও অবশিষ্ট ছিল না। তল্লাসীর পর এক গাদা পরিমাণ ভাঙ্গা কাচ জড় করা গিয়াছিল।

কারাজীবনের অভিজ্ঞতা

পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু প্রকাশ করিতেছেন :—

"সম্প্রতি একখানা ইংরেজী সাময়িক পত্রের একজন লেখক লিখিয়াছেন যে, রাজনীতিক এবং কারাজীবনের চাপে আমার স্বাস্থ্য ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। তিনি কোন্ সূত্রে এই সংবাদ পাইয়াছেন আমি জানি না; কিন্তু আমার শরীর এবং মনের সম্বন্ধে আমার যে ঘনিষ্ঠ জ্ঞান আছে তাহা হইতে আমি বলিতে পারি যে, আমার শরীর ও মন উভয়ই বেশ সতেজ এবং সুস্থ আছে; অদূর ভবিষ্যতে তাহা ভাঙ্গিয়া পড়িবার কোন আশঙ্কাও নাই। আমার পক্ষে ইহা একটি সৌভাগ্যের বিষয় যে, আমি সর্ব্বদা শারীরিক স্বাস্থ্য এবং কর্ম্মক্ষমতার দিকে নজর রাখি এবং অনেক সময় শরীরের উপর অত্যাচার করিলেও, আমি শরীরকে বড় একটা অসুস্থ হইয়া পড়িতে দেই না। মানসিক স্বাস্থ্য অপেক্ষাকৃত অদৃশ্য বস্তু, তৎসম্বন্ধেও আমি যথেষ্ট যত্ন লইয়া থাকি এবং যাহারা কোন দিন কংগ্রেসের রাজনীতির অথবা নিষ্ক্রিয় কারাজীবনের চাপ সহ্য করেন নাই, তাঁহাদের অনেকের অপেক্ষা যে আমি অধিক পরিমাণে ঐ জিনিষের অধিকারী এটুকু গর্ব্ব আমি করিতে পারি।

কিন্তু আমার স্বাস্থ্য ভালই থাকুক, আর মন্দই থাকুক, সে বিষয়টি সামান্য, আমার বন্ধুগণ এবং সংবাদপত্রসমূহ অনুচিত ভাবে উহাকে গুরুত্ব প্রদান করিলেও আমি বলব যে, সেজন্য কাহারও উদ্বিগ্ন হওয়া উচিত নহে। ভারতের কারাগারসমূহের অবস্থা এবং ভারতের যে বিপুল জনসংখ্যা সেগুলিতে অবস্থান করে, তাহাদের শারীরিক এবং মানসিক অবস্থাই রাষ্ট্রীয় এবং সামাজিক দৃষ্টির দিক হইতে অনেক বেশী প্রয়োজনীয় বিষয় ইহা সর্ব্বজনবিদিত সত্য। সবল এবং সাহসী লোকেরা দীর্ঘ কারাজীবন এবং বন্দী অবস্থার ভয়াবহ চাপে পড়িয়া ভীষণ কষ্ট সহ্য করিয়াছেন এমন কি, তাঁহাদের শরীর উহাতে একেবারে ভাঙ্গিয়াও পড়িয়াছে। আমি আমার ঘনিষ্ঠস্বজন এবং প্রিয়জনদিগকে কারাগারে কষ্টভোগ করিতে দেখিয়াছি; ব্যক্তিগতভাবে আমার বন্ধু যাঁহারা কারাযন্ত্রণা ভোগ করিয়াছেন তাঁহাদের তালিকা দীর্ঘ এবং কষ্টদায়ক। এই সেদিন আমার একজন প্রিয় এবং প্রতিষ্ঠাবান সহকর্ম্মী মিঃ জে, এম সেনগুপ্ত বন্দী অবস্থায় মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিয়াছেন। পঁচিশ বৎসরের অধিককাল পূর্ব্বে কেম্ব্রিজে তাঁহার সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় ঘটে; আমাদের এই হতভাগ্য দেশে যে বীর সন্তান জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তিনি তাঁহাদের মধ্যে একজন শ্রেষ্ঠ পুরুষ।

যাঁহারা আমাদের সহকর্ম্মী এবং যাঁহারা আমাদের পরিচিত ব্যক্তি, সহস্র সহস্র অপরিচিত ব্যক্তিদের দুঃখ কষ্ট অপেক্ষা তাঁহাদের কষ্ট যে আমাদের প্রাণে অধিক বাজিবে,ইহা স্বাভাবিক। কিন্তু তথাপি,আমি তাঁহাদের জন্য আক্ষেপ করিতে বসি নাই। আমরা যাহারা, স্বেচ্ছায় কারাগারের নিষিদ্ধ তোরণ অতিক্রম করিয়া ভিতরে প্রবেশ করিতে চাহিয়াছিলাম আমাদের প্রতি কিরূপ আচরণ করা হইয়াছে তজ্জন্য অভিযোগ বা অনুযোগ করিবার ইচ্ছা আমাদের নাই। আমাদের স্বদেশবাসীদের মধ্যে কেহ যদি এ সম্বন্ধে আগ্রহশীল হন কিংবা ঐ প্রশ্ন উত্থাপন করিতে চাহেন, সে কাজ তাঁহাদের নিজেদের। ঐরূপ সব প্রশ্ন মাঝে মাঝেই উত্থাপন করা হইয়াছে। দেখা যায়, যে সব প্রশ্ন সুপরিচিত ব্যক্তিবিশেষরই সম্পর্কে এবং তাহাদের সামাজিক পদমর্য্যাদার যুক্তি দেখাইয়া তাঁহাদের জন্য বিশেষ আচরণদাবী করা হইয়াছে। এই চেঁচামেচি থামাইবার জন্য 'এ' 'বি'শ্রেণীর আচরণ বলিয়া মুষ্টি ভিক্ষা সামান্য কিছু দেওয়া হয়; কিন্তু বিপুল সংখ্যক অধিকাংশ বন্দী, সম্ভবতঃ শতকরা ৯৫ জন বন্দীই কারাজীবনের দুঃখকষ্ট পূর্ণ মাত্রায় ভোগ করে।

বিভিন্ন শ্রেণী নির্দ্দেশের দ্বারা আচরণের এই বৈষম্যের অনেক সমালোচনা হইয়াছে, এবং তাহা ঠিকই হইয়াছে। স্বাস্থ্যের দিক হইতে বিবেচনায় ঐ অবস্থার সঙ্গত কিছু থাকিতে পারে, কারণ ইহা খুব সম্ভব যে, যাহারা স্বতন্ত্র ধরণের খাদ্য গ্রহণে অভ্যস্ত, জেলের খাদ্যের দ্বারা তাহাদের স্বাস্থ্য গুরুতর রকমে বিপর্য্যস্ত হইয়া পড়িতে পারে, অনেকের পক্ষে সেরূপ ঘটিয়াছেও।

ইহাও সহজেই বোধগম্য হয় যে, কোন কোন ব্যক্তি শারীরিক অবস্থার দিক হইতে গুরুতর রকমের কায়িক পরিশ্রমের অযোগ্য। কিন্তু ইহা ছাড়া, অন্যান্য কয়েদীদিগকে যেসব তথাকথিত সুবিধা ভোগ করিতে দেওয়া হয়, তাহা হইতে 'সি'শ্রেণীর কয়েদীদিগকে বঞ্চিত করিবার মূলে কোন যুক্তি নাই। উচ্চতর সামাজিক পদমর্য্যাদা" এবং উচ্চতর জীবন যাত্রায় অভ্যস্ত [..]দিগকে নাকি উচ্চশ্রেণীর কয়েদী করা [..] আমার মনে হয়, কে কত ভূমি রাজস্ব [..] থাকেন, এই বিচার এক শ্রেণী বিভাগ [..]বার যে সব উপায় আছে, তন্মধ্যে অন্তত [..] অধিক ভূমি রাজস্ব হইতে কি সিদ্ধান্ত [..] হইয়া থাকে যে, সে ব্যক্তি তাঁহার পরিবারবর্গের প্রতি অধিক আসক্ত সুতরাং দেখা সাক্ষাৎ এবং চিঠি লিখিবার অধিক সুবিধা লাভ করিতে তিনি অধিকারী অথবা তাঁহাকে পড়িবার এবং লিখিবার অধিক সুবিধা প্রদান করা উচিত? যাঁহারা অধিক ভূমি রাজস্ব প্রদান করিয়া থাকেন, তাঁহারা যে অধিক মানসিক শক্তিসম্পন্ন সচরাচর ইহা কিন্তু দেখা যায় না।

অবশ্য, একথা বলা আমার উদ্দেশ্য নহে যে, যাঁহারা দেখা-সাক্ষাৎ করিবার চিঠি পত্র লিখিবার অথবা লেখাপড়া করিবার বিশেষ সুবিধা ভোগ করেন, তাঁহাদিগকে সে সব হইতে বঞ্চিত করা উচিত। তথাকথিত ঐসব সুবিধা অতি সামান্য এবং জগতের অধিকাংশ দেশেই হীনতম শ্রেণীর কয়েদীরাও ভারতের "এ" শ্রেণীর কয়েদীদিগকে যে সব সুবিধা প্রদান করা হইয়া থাকে, তদপেক্ষা অনেক বেশী সুবিধা ভোগ করিয়া থাকে। তথাপি, এত কম লোককে এই "এ" শ্রেণীর বা "বি" শ্রেণীর সুবিধা দেওয়া হইয়া থাকে যে, ভারতীয় কারা ব্যবস্থার সম্বন্ধে বিবেচনা করিবার বেলায় উহা উপেক্ষা করা যাইতে পারে। প্রকৃত পক্ষে জনমতকে তুষ্ট করিবার জন্য এই "এ" ক্লাশ "বি" ক্লাশ একটা দেখনাই ব্যাপার ছাড়া অন্য কিছুই নহে। অনেকেই প্রকৃত ব্যাপার জানে না, তাহারা উহাতে বিভ্রান্ত হয়।

"এ" শ্রেণীর বন্দীদের মধ্যে কোন কোন ব্যক্তিকে, বিশেষভাবে কোন অন্তরীণ অথবা রাজনীতিক বন্দীকে প্রায়ই এক প্রকার অভিজ্ঞতা লাভ করিতে হয়, উহা বিশেষভাবে কষ্টদায়ক; এক নাগাড়ে [illegible] সময় পর্য্যন্ত তাঁহাদিগকে একাকী সঙ্গীহীন অবস্থায় রাখা হয়। ডাক্তাররা প্রত্যেকেই বলিবেন যে, অধিকাংশ লোকের পক্ষেই এই নির্জ্জনতা অত্যন্ত খারাপ। কেবল যাঁহারা বিশেষভাবে চিত্ত সংযম করিতে সক্ষম এবং যাঁহারা তাঁহাদের মনকে অন্তর্ম্মুখী করিতে পারেন, ইহার কুফল এড়ান তাঁহাদের পক্ষেই সম্ভব। ইহা সত্য যে বন্দী অথবা অন্তরীণকে কারা কর্ম্মচারীদের কয়েকজনের সঙ্গে প্রত্যহ কয়েক মিনিট কথাবার্ত্তা বলিতে দেওয়া হয়। কিন্তু এ সুবিধা কেহ আনন্দ বা উল্লাসের সহিত গ্রহণ করেন না। ন্যূনাধিক পরিমাণে নির্জ্জন কারাবাসের এই যে নীতি, গভর্ণমেণ্টের পক্ষে ইহা সম্পূর্ণ স্বেচ্ছায় প্রবৃত্ত বলিয়াই মনে হয়।

তারের ঠিকানা— 'শ্রীধাম' নবদ্বীপ
ডাকের ঠিকানা -পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

দৈ নি ক

Reg No C 15

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩॥০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার স্বতন্ত্র।

নদীয়া প্রকাশ
THE
NADIA-PRAKASH

সাহায্যের হার
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষান্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৷০
মাসিক ১৲
নগদ
প্রতি সংখ্যা ৵

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার - নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৮ম খণ্ড | সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বেদান্তবাচস্পতি | ১৬৮শ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর- ৩০শে ভাদ্র শুক্রবার ১৩৪০, ১৫ই সেপ্টেম্বর ১৯৩৩

লাহোরে হুলস্থুল ব্যাপার

পাঞ্জাবের ডাইরেক্টর অব পাব্লিক হেল্থ মেজর মালহোত্রের দেড় বৎসর বয়স্ক শিশু সন্তান হঠাৎ তাঁহার চাম্বা লেনস্থ বাংলো হইতে অদৃশ্য হইয়া যাওয়াতে এখানে সরকারী মহলে মহা হুলস্থুল পড়িয়া গিয়াছে। এই ঘটনা সম্পর্কে সাধারণের ধারণা এই যে, ভয় প্রদর্শন করিয়া টাকা আদায় করিবার ফন্দীতেই উক্ত ছেলে অপহরণ করা হইয়াছে।

শিশুটির সন্ধানে পুলিশ জোর তদন্ত করিতেছে কিন্তু এ পর্য্যন্ত কোন সূত্র পাওয়া যায় নাই।

১৫ই সেপ্টেম্বর বিকালে লাহোরের লরেন্স গার্ডেন নামক সাধারণের সদাসর্ব্বদা গমনের স্থানের সন্নিকটে প্রায় দেড় বৎসর বয়স্ক একটি শিশু অপহৃত হয়।

প্রকাশ যে, শিশুটির নাম জগদীশ; ডাকনাম 'তিতি'; বয়স ১৩ মাস লাহোরের ২ চাম্বা লেনস্থ ইনকরপোরেটেড একাউণ্টাণ্ট মিঃ পুরণচাঁদ মালহোত্র তাহার পিতা। ঘটনার দিন শিশুটির আয়া তাহাকে একখানি ঠেলা গাড়ীতে বাড়ী লইয়া আসিতেছিল। সন্ধ্যা প্রায় ৭-৩০ মিনিটের সময় তাহারা যখন গৃহে পৌঁছিবে এমন সময় একজন খাকি পোষাক পরিহিত ব্যক্তি মোটর যোগে আসিয়া শিশুটিকে অপহরণ করে। লোকটির মাথায় টুপী ছিল না। আয়াটি যথাশক্তি প্রতিরোধ করে বলিয়া জানা যায়। মোটরখানি যখন চলিয়া যায় তখন উহাতে রক্তের চিহ্ন ছিল বলিয়া মনে হয়।

শিশুটির উদ্ধার সম্পর্কে সংবাদের জন্য ৫০০০ টাকা পুরস্কার ঘোষণা করা হইয়াছে।

মিঃ পুরণ চাঁদ মালহোত্র কার্য্যব্যপদেশে পূর্ব্বদিন দিল্লীতে রওনা হন। শিশুটির শোকার্ত্তা মাতা অবিলম্বে ডেপুটী পুলিশ কমিশনারকে সংবাদ দিলে তিনি প্রত্যেক থানায় খবর দেন এবং বর্ণিত মোটর গাড়ী আটক করিবার জন্য সর্ব্ব প্রকার ব্যবস্থা করেন।

মিঃ মালহোত্র লাহোরে পৌঁছিলে এসোসিয়েটেড প্রেসের প্রতিনিধির নিকট তিনি বলেন যে এই ঘটনা সম্পূর্ণ আশাতীত। তিনি কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িয়াছেন। অতঃপর তিনি বলেন যে, তাঁহার কোন শত্রু নাই; তাঁহার এবং তাঁহার শোকার্ত্তা স্ত্রীর প্রাণে এই নির্ম্মম মারাত্মক আঘাত করিবার কাহার কি অভিপ্রায় থাকিতে পারে তিনি কিছু বলিতে পারেন না।

ডাকলুঠ

শনিবার রাত্রি প্রায় চারি ঘটিকার সময় সামসেরনগর রেলওয়ে ষ্টেশনের সীমার মধ্যে একটি ডাকলুঠের সংবাদ পাওয়া গিয়াছে।

প্রকাশ, ১নং আপ সুরমা মেল হইতে মেল ব্যাগগুলি যখন সামসের নগর পোষ্ট আফিসে লইয়া যাওয়া হইতেছিল তখন কতিপয় অজ্ঞাতনামা ব্যক্তি ডাকবাহীদের রিভলবার দেখাইয়া ব্যাগগুলি লইয়া উধাও হয়। প্রকাশ, ব্যাগের মধ্যে প্রায় দুই হাজার টাকার ইন্সিওর করা ছিল।

গাড়ী তখনও ষ্টেশনের প্লাটফরমে ছিল। ডাকবাহীগণ চীৎকার করিয়া উঠিলে দুষ্কৃতগণ অন্ধকারে পলাইয়া যায়। তাহাদের আর কোন সন্ধান পাওয়া যায় নাই। অথচ ষ্টেশন হইতে পোষ্ট আফিস মাত্র পঞ্চাশ গজ দূরে।

আরও প্রকাশ যে, স্থানীয় পুলিশ এ সম্বন্ধে তদন্ত করিয়া কালিঘাটি চা বাগানের নিকট একটি ভাঙ্গা বন্দুক ও কয়েকটি খালি মেলব্যাগ কুড়াইয়া পাইয়াছে। এসম্বন্ধে জোর পুলিশ তদন্ত চলিতেছে।

হত্যার ষড়যন্ত্র

বেলিয়াঘাটা থানার সহকারী দারোগা মনোরঞ্জন বসুর দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী সুধামযীকে হত্যা করিবার নিমিত্ত ষড়যন্ত্র করিবার অভিযোগে মনোরঞ্জন বসুর ভ্রাতা সত্যরঞ্জন বসু, ভবরঞ্জন বসু ও শুভরঞ্জন বসু এবং তাহাদের বৌদিদি (হেমপ্রভা) আলীপুর দায়রায় সোপর্দ্দ হইয়াছে। আলীপুরের অতিরিক্ত দায়রা জজ মিঃ এস কে সেন জুরীসহ এই মামলার বিচার করিতেছেন।

মামলার বিবরণে প্রকাশ যে মনোরঞ্জন বসুর দুই স্ত্রী—হেমপ্রভা ও সুধারাণী। কিন্তু মনোরঞ্জন সুধাময়ীকে লইয়া কলিকাতায় থাকেন। গত কার্ত্তিক মাসে মনোরঞ্জনের পিতা অপর চারজন আসামীর সহিত কলিকাতায় আসেন এবং তাহাদিগকে মনোরঞ্জনের বাড়ীতে রাখিয়া চলিয়া যান। অভিযোগের বিবরণে আরো প্রকাশ যে, উক্ত আসামী চতুষ্টয় সুধাময়ীকে হত্যা করিবার নিমিত্ত ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইয়াছিল। গত ২০শে মে তারিখে সুধাময়ীকে তাহার ঘরে গলা কাটা অবস্থায় রক্তাক্ত কলেবরে দেখিতে পাওয়া যায়। শুনানী চলিতেছে।

নরহত্যা

নাগপুরে ১২ই সেপ্টেম্বর একটি চাঞ্চল্যকর নরহত্যার মামলার বিচার সমাপ্ত হইয়াছে।

মামলায় প্রকাশ, বিঠোবা মাহার নামক একব্যক্তি প্রত্যহ তুলসীগাছ পূজা করিত এবং পূজান্তে কর্পূর পোড়াইত। খালাসী লাইনের গুণ্ডু নামক একব্যক্তি সন্দেহ করিত যে, বিঠোবা যাদু বিদ্যা অভ্যাস করিতেছে। গুণ্ডুর স্ত্রী পীড়িতা হইয়া পড়িয়াছিল, সে সন্দেহ করিত যে, বিঠোবার যাদু বিদ্যার ফলেই তাহার স্ত্রীর পীড়া হইয়াছে। ইহা লইয়া গত ১৬ই মে তারিখে উভয়ের ঝগড়া হয়, এবং ঝগড়ার সংবাদ পুলিশে দেওয়া হয়।

যাহা হউক গুণ্ডু বিঠোবার তুলসী পূজায় বাধা দিতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হয়, কিন্তু বিঠোবা কিছুতেই নিরস্ত হয় না দেখিয়া সে পরদিন বিঠোবার বাড়ী গিয়া তাহাকে টানিয়া নীচে নামায় ও তাহাকে ছোরা মারিয়া হত্যা করে।

নাগপুরের অতিরিক্ত দায়রা জজ মিঃ এন, ডি, সহস্রবুদ্ধে গুণ্ডুকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন। এই দণ্ডাদেশ নাগপুরের জুডিসিয়াল কমিশনারের অনুমোদন সাপেক্ষ।

ডাকাতি

শ্রীহট্ট জিলার শমশেরনগর রেলওয়ে ষ্টেশন হইতে এক মেল ডাকাতির সংবাদ আসিয়াছে। প্রকাশ যে, গাড়ী হইতে ডাক নামাইয়া দিয়া গাড়ী রওনা হইয়া যাইবার পর ডাকবাহী যখন তাহার ডাক বাঁধিতেছিল তখন কতিপয় ব্যক্তি ডাকবাহককে ভয় দেখাইয়া ডাক নিয়া উধাও হইয়া যায়। কেহ ধৃত হইয়াছে বলিয়া জানা যায় নাই।

ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

৩০শে ভাদ্র শুক্রবার, ১৩৪০

রাজনৈতিক অপরাধে দণ্ডিতা নারী বন্দিনীদের আচরণে উন্নতি পরিলক্ষিত হইতেছে। সম্প্রতি নারীর দণ্ড হইয়াছে। তাঁহাদের মধ্যে অস্বাভাবিক রকমে কম সংখ্যাকেই 'এ' অথবা 'বি' শ্রেণীভুক্ত করা হয়। কারাগারে বন্দিনী নারীর অবস্থা, তাঁহারা রাজনৈতিক হউন বা না হউন; পুরুষদের অপেক্ষাও খারাপ পুরুষেরা জেলের ভিতর তাহাদের কাজ কর্ম্ম করিবার জন্য ঘুরিতে ফিরিতে পারে। তাহাদের চিত্ত বিনোদনে এইভাবে কতকটা সাহায্য হয়। স্ত্রীলোকদিগকে অপেক্ষাকৃত লঘু কার্য করিতে দেওয়া হইলেও ছোট একটু জায়গার ভিতর আবদ্ধ থাকিতে হয় এবং তাঁহাদিগকে অত্যন্ত একঘেয়ে জীবনযাপন করিতে হয়। পুরুষবন্দীদের অপেক্ষা নারীবন্দীর অধিক খারাপ ধরণের সঙ্গী পাইয়া থাকে। পুরুষ বন্দীদের মধ্যে অনেক এমন লোক থাকে, যাহারা অপরাধপ্রবণ প্রকৃতির লোক নহে, ভদ্রশ্রেণীর গ্রামবাসী; জমিজমা সম্পর্কিত কলহে হয়ত তাহাদের দীর্ঘ কারাদণ্ড হইয়াছে। স্ত্রীলোকদের মধ্যে দাগী অপরাধীর সংখ্যা অনুপাতে অধিক। রাজনৈতিক নারী বন্দীদের মধ্যে অনেকেই সুশিক্ষিতা তরুণী ছিলেন। তাঁহাদিগকে এইরূপ নিশ্বাসরুদ্ধকর আবহাওয়া সহ্য করিতে হইয়াছে।

স্যার ম্যালকম হেলী গত জানুয়ারী মাসে মথুরাতে বলিয়াছিলেন যে রাজনৈতিক আত্মদাতাস্বরূপে জেলে গমন করিবার জন্য তরুণী এবং বৃদ্ধা স্ত্রীলোকদিগকে ভাড়া করিয়া আনিবার অভ্যাস কংগ্রেসের আছে। নিজেদের বিরোধীদের মুখ বন্ধ করিয়া তাহাদের নানা রকমের পাপের ব্যাখ্যা করা খুবই আনন্দদায়ক হইতে পারে। ইহা সর্ব্বজনবিদিত একটী রাজনৈতিক কৌশল; বিগত মহাযুদ্ধের সময় নানা রকমের প্রচারকার্য্যের দ্বারা প্রতিপক্ষকে জব্দ করিবার এই কৌশল প্রয়োগে ইংরেজেরা অপ্রতিদ্বন্দ্বী প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করিয়াছিল। তথাপি আমাদের মধ্যে কেহ কেহ মনে করিয়াছিলেন যে, প্রাদেশিক গবর্ণরগণ অন্যভাবে বিষয়টি দেখিয়াছিলেন। আমাদের ঐ ধারণা ভুল হইয়াছিল।

অনশন ধর্ম্মঘট জিনিষটা বড় আমোদের বিষয় নহে; কিন্তু তথাপি কত লোককে এই ভয়াবহ প্রতীকার ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইয়াছে. এই সব ব্যাপারের জন্য ইংরেজ বা ভারতবাসী সরকারী কর্ম্মচারীদের উপর দোষারোপ করা নির্ব্বুদ্ধিতার পরিচায়ক হইবে। তাঁহারা কেহ আমাদের কাহা ও অপেক্ষা কঠোর হৃদয় নহেন। তাঁহারা যাহা করিয়াছেন, অবস্থার গতিকে বাধ্য হইয়াই তাঁহাদিগকে সে সব করিতে হইয়াছে। রুষ দেশে প্রবাদ আছে—ভয়ের বড় বড় চোখ আছে। ঐ বড় বড় চোখ দিয়া তাঁহারা যত রকম আতঙ্ক দেখিয়াছেন এবং মাথা ঠিক রাখিতে পারেন নাই।

শ্রীযুত সত্যেন্দ্র মিত্র ডি, কে, লাহিড়ী চৌধুরী, ক্ষিতিশ নিয়োগী এবং স্যার আবদুল্লা সুরাবর্দ্দি প্রমুখ কেন্দ্রীয় পরিষদে বাংলার সদস্যগণের এক ঘরোয়া বৈঠকে জয়েন্ট সিলেক্ট কমিটীর প্রতিনিধি মিঃ এ এইচ গজনবী বলেন "যদি পরস্পরের কল্যাণকর কোনও ব্যবস্থা অবলম্বন আমরা সম্মত হই তবে নূতন শাসনতন্ত্রে সাম্প্রদায়িক অবস্থা সম্বন্ধে বাঙ্গালার হিন্দু মুসলমানদের মধ্যে একটা আপোষ রফায় পৌঁছান এখনও সম্ভব হইতে পারে।" কি কি ব্যবস্থা অবলম্বন করিলে মিলন সম্ভব হইতে পারে সেই সম্পর্কে তিনি বলেন "প্রথমতঃ, ভবিষ্যতে বাংলার ব্যবস্থা পরিষদে হিন্দু ও মুসলমান সমান অংশে প্রতিনিধি পাঠাইতে পারিবে এবং চাকুরীও সমান অংশে ভাগ হইবে। অবশ্য প্রার্থী কর্ত্তৃপক্ষকে তাহার নূ্যনতম যোগ্যতা সম্পর্কে সন্তুষ্ট করিবে।

এইরূপ জানা গিয়াছে যে, এই দুইটী বিষয় সকলেই সম্মত হইয়াছে। নূতন শাসনতন্ত্রে এই দুইটী বিষয় সন্নিবেশিত করিবার জন্য গবর্ণমেন্টকে বাধ্য করা যাইতে পারে উপস্থিত ব্যক্তিবর্গ পরবর্ত্তী তারিখ পর্য্যন্ত তাঁহাদের সিদ্ধান্ত স্থগিত রাখিয়াছেন।

তৃতীয় শ্রেণীর কয়েদীরা কি পোড়া অদৃষ্ট করিয়া আসিয়াছিল তাহা বিধাতাই জানেন; কেন যে, কতকগুলি সুযোগ সুবিধা হইতে তাহারা বঞ্চিত তাহা বুঝিয়া উঠা প্রকৃতই কষ্টকর। প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর কয়েদীরা যেসব সুবিধা ভোগ করেন সেগুলিই কি যথেষ্ট? অন্যান্য দেশের তুলনায় আমাদের দেশের প্রথম শ্রেণীর কয়েদীদের সুবিধাগুলি অতীব অকিঞ্চিৎকর। অথচ সংখ্যার দিক দিয়া দেখিতে গেলে আমাদের দেশের প্রথম শ্রেণীর কয়েদী খুবই কম। কর্ত্তারা সংখ্যার অঙ্ক তার দেখাইয়া যে কার্পণ্য করিবেন, সে উপায়ও নাই। কাজেই শ্রেণীর মর্য্যাদা শুধু নামে মাত্র রাখিয়া সাধারণের চোখে ধূলা দিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

শুধু শারীরিক স্বাস্থ্যই মানুষের পক্ষে বড় জিনিষ নয়। মনের সহিত ইহার সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ। মানসিক স্বাস্থ্য হারাইলে শরীরও পঙ্গু হইয়া পড়িতে বাধ্য। প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর কয়েদী হইয়াও অনেককে কারাবাসকালে নির্জ্জন-কক্ষে বাস করিতে হয়। বন্দী অবস্থায় বিচ্ছিন্ন হইয়া থাকিলেই সকলের মন হইতে দুশ্চিন্তা একদম চলিয়া যাইবে ইহা মনে করা উচিত নয় কিংবা কতকগুলি লোক একসঙ্গে বাস করিলেই দুষ্টানীর ষড়যন্ত্র করিতে থাকিবে, ইহাও মনে করা ভুল। অথচ ইহার প্রতীকার হয় না। এ প্রতীকার করিতে হইলে জনমত প্রবল না হইলে কিছুতেই সম্ভব নয়।

কর্পোরেশান দমন আইন রচনার উপসংহারে মন্ত্রীবর বিজয় সিংহ আর একবার গর্জ্জন করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু সিংহ কণ্ঠ হইতে ভীত মূষিকের স্বর বাহির হইল। আমি বিবেকের নিকট নিরপরাধ। নিশ্চয়ই! যাহাদের 'নিমক' নিত্য মিলিতেছে, তাহাদের অতিপ্রিয় মানুষটী সাজিতে হইলে তাহা করিতে হইবে। যাহাদের অতিপ্রিয় মানুষটী সাজিতে তড়স্তুতঃ করিলেই বিবেক দংশন করিল সুরেন্দ্রনাথের মন্ত্রিত্বের সহিত তুলনার কথা তুলিয়া জনমতের বিচারালয়ের দোহাই দিতে সিংহজীর লজ্জা হওয়া উচিত ছিল। সুরেন্দ্রনাথের মন্ত্রিত্ব গ্রহণটাই দেশের নিকট ক্ষোভ ও লজ্জার বিষয় হইয়াছিল। সে মত দেশবাসী এখনো পরিবর্ত্তন করে নাই। কিন্তু সিংহজীর প্রতি দেশের লোকের কোনও ক্ষোভ নাই, তাহার মত ব্যক্তির কাযো জাতি লজ্জাবোধ করে না, অতি করুণাভরে একজন কৃতদাসকে অবজ্ঞা করিবার মত ক্ষমতা এখনো অভিজ্ঞাস জাতির নিকট হইতে কাড়িয়া লইতে পারে নাই।

স্মরণ থাকিতে পারে মাঞ্চুরিয়ার রাষ্ট্রে সোভিয়েট সীমান্তবাসীদের উপদ্রবের অভিযোগ করিয়া মাঞ্চুকু সরকার সোভিয়েট সরকারের নিকট এক প্রতিবাদ পত্র প্রেরণ করিয়াছিলেন। সোভিয়েট সরকার সেই সম্পর্কে কোন উত্তর প্রদান না করায় এই দুই রাষ্ট্রের মধ্যে বিরোধ বাঁধিবার উপক্রম হইয়াছে। সোভিয়েট সরকারের কাছে মাঞ্চুকু হইতে শেষ পত্র প্রদান করিয়া জানান হইয়াছে যে, যদি অবিলম্বে উত্তর না পাওয়া যায়, তাহা হইলে ব্যাপার সঙ্গীন হইয়া দাঁড়াইতে পারে তাঁহারা দাবী করিয়াছেন যে অপরাধী সোভিয়েট পুলিশকে ক্ষমা ভিক্ষা করিতে হইবে এবং তাহাদিগকে শাস্তি প্রদান করিতে হইবে।

শাসন সংস্কার প্রস্তাব

বাঙ্গালা

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

বাঙ্গালার প্রতি আর্থিক অবিচার স্বীকার

কিন্তু তাহা হইলেও একথা অবশ্য স্বীকার্য্য যে, অন্যান্য প্রদেশ অপেক্ষা বাঙ্গলায় অধিক পরিমাণ আয়কর সংগৃহীত হয়। এই প্রদেশের শিল্পের উপর যে আয়কর আদায় হয়, তাহাও হিসাবে ধরিতে হইবে। কাজেই নূতন ব্যবস্থা প্রবর্ত্তনের সময় হইতে এই আয়ের উল্লেখযোগ্য ভাগ বাঙ্গালার তহবিলে আসা সঙ্গত এবং কেন্দ্রী সরকার যে অংশ গ্রহণ করিবেন, তাহা যথাসম্ভব অল্প হওয়া প্রয়োজন। এই প্রসঙ্গে একথা বলাও প্রয়োজন যে, কি পরিমাণ টাকা ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের মধ্যে বণ্টন করা হইবে তাহা স্থির করিবার সময় ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের অধিবাসিসংখ্যার অনুপাতে অর্থের পরিমাণ স্থির না করিয়া কোন্ প্রদেশ হইতে কত টাকা আদায় হইয়াছে, তাহার বণ্টনের ভিত্তি করিলে সুবিচার হইবে। কিন্তু প্রস্তাব দেখিয়া মনে হয়, নূতন ব্যবস্থা প্রবর্ত্তনকালে আয়করের অতি অল্প টাকাই প্রদেশগুলিকে দেওয়া হইবে। কারণ, বলা হইয়াছে, এমনও হইতে পারে যে, নূতন শাসন-পদ্ধতি প্রবর্ত্তনের সময় কেন্দ্রী সরকারকে ও প্রাদেশিক সরকারসমূহকে স্বচ্ছল করিবার মত আবশ্যক অর্থ প্রদান করা দুষ্কর হইবে। যদি দেখা যায়, সে সম্ভাবনা বিদ্যমান তবে কেন্দ্রী সরকারের রাজস্ব-ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন প্রয়োজন হইতে পারে।

কিন্তু পারসী কমিটী যথার্থই বলিয়াছেন, অর্থাভাবে যদি আরম্ভকালেই সরকারগুলির অসুবিধা ঘটে, তবে লোক নূতন শাসন-পদ্ধতিতেই সন্তুষ্ট হইতে পারিবেন না।

দায়িত্বশীল শাসন ও রক্ষাকবচ

প্রস্তাবিত ব্যবস্থায় বাঙ্গালা কিরূপ দায়িত্বশীল শাসন লাভ করিবে, তাহা দেখান হইল। ৭৫ লক্ষ লোক ব্যবস্থাপক সভায় ২৫০ জন প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত করিবেন। যিনি ব্যবস্থাপক সভার অধিকাংশ লোকের বিশ্বাসভাজন, গভর্ণর তাঁহার সহিত পরামর্শ করিয়া মন্ত্রীদিগকে নিযুক্ত করিবেন এবং দেখিবেন যে, মন্ত্রীরা যৌথভাবে ব্যবস্থাপক সভার আস্থা সম্ভোগ করিতে পারেন। প্রাদেশিক সরকারে সকল বিভাগের ভারই মন্ত্রীরা পাইবেন এবং বিভাগসমূহের কার্য্যপরিচালন জন্য তাঁহারা অধিক অর্থ পাইবেন।

(ক্রমশঃ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

নদীয়া-প্রকাশ

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে ॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক
— পারমার্থিক পত্র —
শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশ-
তনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনম্,
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা ।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং
প্রেমা পুমর্থো মহান্,
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং
তত্রাদরো নঃ পরঃ ॥

৮ম বর্ষ } ১১ পদ্মনাভ গৌরাব্দ ৪৪৭, ৩০শে ভাদ্র বঙ্গাব্দ ১৩৪০, ১৫ই সেপ্টেম্বর ইং ১৯৩৩, শুক্রবার { ১৬৮শ সংখ্যা

লণ্ডনের বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের প্রশস্তি পত্র

লণ্ডনের পত্রাবলী

লণ্ডন হইতে শ্রীগৌড়ীয়-মঠের প্রচারক-বর্গের সম্বন্ধে যে-সকল পত্র শ্রীল প্রভুপাদের নিকট সমাগত হইয়াছে, তাহার দুইখানি অদ্যকার নদীয়া-প্রকাশে প্রকাশিত হইল। অপরগুলি ক্রমশঃ প্রকাশিত হইবে। পত্রগুলি পাঠ করিলে সহৃদয় পাঠক জানিতে পারিবেন, পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ কিরূপ সমাদরের সহিত লণ্ডনের বিশিষ্ট শিক্ষিত ভদ্রমহোদয়গণের নিকট আদৃত হইয়াছেন।

বোর্ড অব্ এডুকেশনের প্রেসিডেণ্ট, ভারতের ভূতপূর্ব্ব বড়লাট বাহাদুর লর্ড আরুইনের প্রাইভেট সেক্রেটারী W. Cleary শ্রীল প্রভুপাদের নিকট White Hall, S. W. 1 হইতে গত ৩রা জুলাই, ১৯৩৩ তারিখে লিখিয়াছেন—

Dear Sir,

Lord Irwin asks me to write to thank you for your letter of the 15th June. He was very glad to have the opportunity of meeting Tridandi Swami B. H. Bon and hopes that the result of his missoin here will fulfil his highest expectation.

প্রিয় মহাশয়,

আপনার ১৫ই জুন তারিখের পত্রের জন্য ধন্যবাদ প্রকাশার্থ আমি লর্ড আরউইনের নিকট আজ্ঞা-প্রাপ্ত হইয়াছি। ত্রিদণ্ডি-স্বামী বি, এইচ, বনের সহিত সাক্ষাৎকারের সুযোগ পাইয়া তিনি (লর্ড আরউইন) অতিশয় আনন্দিত হইয়াছেন এবং আশা করেন যে, তাঁহার (শ্রীপাদ বন মহারাজের) কার্য্যকলাপের ফল তাঁহার সর্ব্বোচ্চ আশা পূরণ করিবে।

শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার প্রেসিডেণ্ট শ্রীল প্রভুপাদের নিকট গত ৪ঠা জুলাই, ১৯৩৩ Seymour House 17, Waterloo Place S. W. 1. লণ্ডন হইতে শ্রীযুক্ত Marquess of Lothian যে পত্র দিয়াছেন, তাহা এই —

Dear Sir,

Many thanks for your kind letter of the 15th June. I greatly enjoyed my conversation with Tridandi Swami B. H. Bon of the Gaudiya Math and I have read the books, he left with me, with great interest.

প্রিয় মহাশয়,

আপনার ১৫ই জুন তারিখের অনুগ্রহ পত্রের জন্য বহু ধন্যবাদ। গৌড়ীয়মঠের ত্রিদণ্ডিস্বামী বি, এইচ, বনের সহিত কথাবার্ত্তায় আমি অতিশয় প্রীত হইলাম। তিনি আমাকে যে-সমস্ত গ্রন্থ দিয়াছেন তাহা বিশেষ আগ্রহের সহিত পাঠ করিলাম।

দীনের নিবেদন

[শ্রীনৃসিংহপ্রসাদ দাস অধিকারী]

(২)

দাও দাও দয়াময় ! অভয় চরণ।
সভয়ে কাতর দাস করে নিবেদন ॥
শ্রীশ্রীগুরুদেব তুমি সাক্ষাৎ সঙ্কর্ষণ।
নৃ-মণ্ডলে কৃপা-বারি করিছ বর্ষণ ॥
সিংহ-তেজে হুঙ্কারিয়া নাশ মায়াবাদ।
হরি-মায়া-মোহ নাশি' কর আশীর্ব্বাদ ॥
প্রসাদে তোমার প্রভো ! অসাধ্য বিষয়।
সাধে অবহেলা করি ভক্ত-মহাশয় ॥
দয়ার সাগর কু-সিদ্ধান্ত-ধ্বান্ত-হারী।
অধিকার দাও যেন হই তব-দ্বারী ॥
ধিক্ মোরে। ও চরণে না হইল মতি।
কারুণ্য বারিধি ! তোমা বিনে নাহি গতি ॥
রীতি-নীতি ভ্রষ্ট এই অধম পামরে।
নিজ-গুণে শ্রীচরণে রাখ কৃপা ক'রে ॥
বার বার জানাইছ সর্ব্ব-নরগণে।
সনির্ব্বন্ধে হরি বলি লহ মোরে কিনে ॥
কৈ, কোথা বিশ্ববাসি ! বৃথা দিন যায়।
থ হ'য়ে থে'ক না ব'সে ধর রাঙ্গা পায় ॥
নন্দ-নন্দনে দিতে ধরয়ে শকতি।
ঐ হের ভকতি-সিদ্ধান্ত সরস্বতী ॥
বহুস্থানে শ্রীমঠাদি করিয়া স্থাপন।
পৃথিবীতে শ্রৌতবাণী করেন জ্ঞাপন ॥
সৎ-প্রদর্শনী খুলি চ'খের আঁধার।
নাশিয়া জগৎ জনে দেন সুধাধার ॥
ভক্তগণে সঙ্গে ল'য়ে বলি হরি হরি।
নবদ্বীপ—বৃন্দাবন পরিক্রমা করি ॥
পাশ্চাত্য-দেশের মাঝেও শ্রীমঠ স্থাপিয়া।
প্রচার করেন সবে সত্য প্রদানিয়া ॥
ফাঁকি দিতে চাও যদি আদিত্য-আত্মজে।
আকুল হইয়া ধর ও পদ-পঙ্কজে ॥
দাব-দাহে-দগ্ধ-চিত্ত কে আছ কোথায়।
ভজ রাধা-কৃষ্ণ-পদ বেলা ব'য়ে যায় ॥

"কৃষ্ণভক্তের শুচি বিচার"

[শ্রীগৌরানুগ্রহ ব্রহ্মচারী]

রুচি-ভেদে শুচির ধারণা ভিন্ন ভিন্ন। যাহাকে কেহ শুচি বলিয়া আখ্যা দেন, তাহাই অপরের বিচারে অশুচি বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হয়। অন্যাভিলাষী যাহাকে পবিত্র-বোধে শুচি বলিয়া নির্ণয় করেন, তাহা ভগবদ্ভক্ত স্বীকার করিতে পারেন না। কর্ম্মিগণ যাহাকে শুচি বলিয়া নির্দ্দেশ করেন, তাহাও ভক্তের শুচি-সংজ্ঞার সহিত ঐক্য লাভ করে না। অহং-গ্রহোপাসক নির্ভেদ-ব্রহ্মজ্ঞানীর মতে যাহা শুচি, তাহাই ভক্তের বিচারে অপবিত্র বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হয়, কর্ম্ম ও জ্ঞান-শাস্ত্রের সদাচারকে কৃষ্ণৈকশরণ সজ্জনগণ 'শুচি' বলিতে বাধ্য নহেন, অন্যাভিলাষীর স্বার্থ, কর্ম্মীর ফলভোগ-পিপাসা, জ্ঞানীর ত্যজনেচ্ছা ভক্তের নিকট সমভাবে আদৃত হয় না, ভক্ত কখনও অসজ্জনের বা অভক্তের 'রুচির বশবর্ত্তী হইয়া তাঁহার শুচি-বিষয়ে নির্দ্দেশ করিতে বাধ্য নহেন। যেস্থানে হরিকথার প্রসঙ্গ নাই সেই স্থানই অশুচি, যেকালে হরির সেবন নাই সেই কালই অশুদ্ধ, যে পাত্র ভজনের অনুষ্ঠানে বিরত তিনিই অশুচি।

(অতঃপর ৫ম পৃষ্ঠার শেষ কলমে দ্রষ্টব্য)

সেই সে বিদ্যার ফল জানিহ নিশ্চয়। কৃষ্ণপাদপদ্মে যাঁর চিত্তবৃত্তি রয় ॥

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১১ পদ্মনাভ নিশি গর্ভোদশায়ী

মাৎসর্য্য

শ্রীল রূপগোস্বামিপাদের উপদেশামৃতে আমরা দেখিতে পাই,—অত্যাহার অর্থাৎ অধিক সঞ্চয় বা আহরণ, প্রয়াস অর্থাৎ ভক্তির প্রতিকূল চেষ্টা, প্রজল্প অর্থাৎ অনাবশ্যক গ্রাম্যকথা, নিয়মাগ্রহ অর্থাৎ স্বাধিকারগত-নিয়ম-বর্জ্জন ও অনধিকারগত নিয়ম-গ্রহণ, জনসঙ্গ অর্থাৎ বিষয়ী, স্ত্রীসঙ্গী, তত্তৎসঙ্গী, মায়াবাদী, ধর্ম্মধ্বজী প্রভৃতি কৃষ্ণাভক্ত-সঙ্গ এবং লৌল্য অর্থাৎ অসৎতৃষ্ণাময় মত-গ্রহণ-চাঞ্চল্য—এই ছয়টি ভক্তি বিনষ্ট করিয়া থাকে। যখন আমরা নিজদিগকে 'স্বাধীন'-জ্ঞানে ভোক্তার আসনে প্রতিষ্ঠিত করি, তখন ভজন বিসর্জন দিয়া এই ছয়টিকে পারিষদরূপে নিযুক্ত করিয়া থাকি। ভোক্তার আসনে উপবেশনকালে—স্বাধীনতা স্বপ্নরাজ্যে বিচরণকালে অপর এক দুর্দ্দান্ত অসুর ষট্‌-মূর্ত্তিতে বিভক্ত হইয়া যে আমাদের উপর কর্তৃত্ব করে, আমরা যে বস্তুতঃপক্ষে তাহার দাস হইয়া পড়ি তাহা আমাদের চিন্তার বিষয় হয় না। আমাদের চিন্তার বিষয় না হইলেও সে আমাদিগকে অধীনতা-পাশে আবদ্ধ না করিয়া ছাড়ে না। সেই অসুরের নাম 'রিপু'; আর তাহার মূর্ত্তি ষট্‌ক—কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ ও মাৎসর্য্য।

—

কর্ম্মী, জ্ঞানী, যোগী বা ভক্ত কেহই 'প্রভু'-হিসাবে ঐ রিপু-ষট্‌ককে বরণ করিতে প্রস্তুত নহেন। প্রথমোক্ত তিন শ্রেণী অর্থাৎ কর্ম্মী, জ্ঞানী ও যোগী তাহাদিগকে হৃদয়-রাজ্য হইতে নির্ব্বাসিত করিবার নিমিত্ত বিবিধ উপায় অবলম্বন করিয়া থাকেন; কিন্তু পরিণামে দেখিতে পাওয়া যায় যে তাঁহারা কেহই কৃতকার্য্য হন না। ভক্তগণ উহাদিগকে নির্ব্বাসন করিবার জন্য পৃথগ্‌রূপে চেষ্টা না করিলেও, ভক্তের কৃষ্ণসেবা প্রভাবে উহাদের প্রথম পাঁচটি অর্থাৎ কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ ও মদ সেবাকাঙ্ক্ষী হইয়া তাঁহার দাসত্ব প্রার্থনা করে। তখন ভক্ত সেবার অনুকূল বিচারে 'কাম'কে কৃষ্ণকর্ম্মে, 'ক্রোধ'কে ভক্তদ্বেষিজনের বিরুদ্ধে, 'লোভ'কে সাধুসঙ্গে হরিকথা-শ্রবণে, 'মোহ'কে যে স্থানে ইষ্ট-লাভ নাই সেই স্থানে ও 'মদ'কে কৃষ্ণগুণগানে নিযুক্ত করিয়া থাকেন। কিন্তু ষষ্ঠরিপু 'মাৎসর্য্য' কোন সেবার অনুপযুক্ত বলিয়া ভক্তের হৃদয়রাজ্য হইতে পলায়ন করে।

—

ভক্তের হৃদয়ের ধন শ্রীমদ্ভাগবত বস্তু-নির্দ্দেশকালে প্রথম স্কন্ধের প্রথম অধ্যায়ের দ্বিতীয় শ্লোকে বলিয়াছেন—

"ধর্ম্মঃ প্রোজ্ঝিতকৈতবোঽত্র
পরমো নির্ম্মৎসরাণাং সতাম্"

এই বাক্যে দেখা যাইতেছে, ভাগবত ধর্ম্মে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ এই কৈতব-চতুষ্টয়ের স্থান নাই এবং এই কৈতবশূন্য ধর্ম্মই নির্ম্মৎসর সাধুগণের ধর্ম্ম। শুদ্ধভক্তই নির্ম্মৎসর সাধু। তদ্ব্যতীত আর সকলেই অপরের উৎকর্ষ-দর্শনে অসহনশীলতার পরিচয় প্রদান করে বলিয়া মৎসর।

মৎসর ব্যক্তিগণের মধ্যে যাহারা স্থূল-বুদ্ধিসম্পন্ন, তাহারা সর্ব্বসমক্ষেই তাহাদের মাৎসর্য্যের বিক্রম প্রদর্শন করে, কিন্তু যাহারা একটু কূটবুদ্ধিসম্পন্ন, তাহারা বাহিরে উদারতার প্রলেপ দেখাইয়া গোপনে মাৎসর্য্য-জনিত কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া থাকে। তাহাদের এই অতি-বুদ্ধির পরিচয় শীঘ্রই প্রকাশিত হয়। বলা বাহুল্য, মাৎসর্য্যানলে দগ্ধহৃদয় জনগণ নিজদিগকে যত বড় বুদ্ধিমান্‌ই মনে করুন না কেন, কখনও শান্তির মুখ চক্ষে দেখিতে পান না।

মৎসর ব্যক্তিগণের মধ্যে যাহারা অপর মৎসর ব্যক্তিগণের সহিত মৎসরতা প্রয়োগ করেন, তাহাদের অন্যায়ের গুরুত্ব অপেক্ষা যাহারা মাৎসর্য্যবশে পূজ্যপাদ নির্ম্মৎসর সাধুগণের বিরুদ্ধাচরণ করে, তাহাদের অপরাধের গুরুত্ব কোটি-গুণে অধিক। সাধু-বিদ্বেষের বিষময়-ফল-সম্বন্ধে শাস্ত্র বলিতেছেন—

নিন্দাং কুর্ব্বন্তি যে মূঢ়া বৈষ্ণবানাং মহাত্মনাম্।
পতন্তি পিতৃভিঃ সার্দ্ধং মহারৌরব-সংজ্ঞিতে॥

অর্থাৎ যে-সকল মূঢ় ব্যক্তি মহাত্মা বৈষ্ণবগণের নিন্দা করে তাহারা পিতৃ-পুরুষগণ-সহ মহারৌরবে পতিত হয়

ইহাতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে যে, সাধু-বিদ্বেষকারী শুধু নিজের অনিষ্ট করে না, পক্ষান্তরে পিতৃপুরুষগণের পর্য্যন্ত অনিষ্ট করিয়া 'বংশের কুলাঙ্গার' আখ্যা প্রাপ্ত হয়। সাধুবিদ্বেষ-কারিগণের এই প্রকার দুরবস্থা প্রাপ্তির কারণ এই যে, সাধুগণ নির্ম্মৎসর বলিয়া অপরের অনিষ্ট না করিলেও শ্রীভগবান্ ভক্তবিদ্বেষকারীদিগকে চরম শাস্তি প্রদান না করিয়া ছাড়েন না। দুর্ব্বাসা মুনির দৃষ্টান্ত ও গোপাল-চাপালের প্রতি মহাপ্রভুর উক্তি হইতে ইহা বিশেষরূপে প্রমাণিত হয়।

মৎসরতার ভীষণ ছবি এখানে বিশেষরূপে প্রদর্শিত হইল না। ইতিহাসের প্রতি পৃষ্ঠায় ইহা উজ্জ্বলরূপে অঙ্কিত রহিয়াছে। ভগবদ্‌অবিশ্বাসী নাস্তিকগণও তাহা একটু বিশেষ-দৃষ্টির সাহায্যে দেখিলে শিহরিয়া না উঠিয়া থাকিতে পারিবেন না; কিন্তু তাঁহারা তাহা দেখিলেও মৎসরতার হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পান না, কারণ "কম্বলকে ছাড়িতে চাহিলেও কম্বল তাহাদিগকে কিছুতেই ছাড়িতে চাহে না।" নির্ম্মৎসর সাধুগণের পাদপদ্মাশ্রয়ই মৎসরতার কবল হইতে নিষ্কৃতি-লাভের একমাত্র পন্থা।

উপসংহারে বক্তব্য, ভক্তিপথের আশ্রয়-কারিগণ সর্ব্বদাই নিজেদের অন্তঃকরণের প্রতি লক্ষ্য করিয়া দেখিবেন মৎসরতার আসন ক্রমশঃ শিথিল হইতেছে কি না। বদ্ধ অবস্থায় 'মৎসরতা' থাকিবেই; যতদিন মৎসরতা রহিয়াছে ততদিন বদ্ধ অবস্থা দূরীভূত হয় নাই জানিতে হইবে। যদি মৎসরতার বন্ধন ক্রমশঃ শিথিল না হইয়া দৃঢ়তর হইতে থাকে তাহা হইলে বুঝিতে হইবে, সাধনের বিপরীত দিকে গতি হইতেছে; সুতরাং অতিশয় সতর্কতা অবলম্বন করিয়া ভজন-মার্গে অগ্রসর হইতে হইবে। নির্ম্মৎসর সাধুগণকে সর্ব্বদাই অনুসরণ করিতে হইবে, অনুকরণে বিপদ আছে। কৃষ্ণেতর বিষয়ে বিতৃষ্ণা সাধনের ফল; তাহাকে যেন কেহ মৎসরতার কার্য্য বলিয়া ভ্রম না করেন।

দীক্ষা

[ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রকাশ অরণ্য]

(পূর্ব্ব প্রকাশিত সংখ্যার পর)

যাঁহারা ভগবদ্‌বস্তুর গুরুত্ব, বিশেষত্ব বা বিলাস স্বীকার করেন না, তাঁহাদের নিকট হইতে যাহারা দীক্ষা গ্রহণ করেন তাঁহারা চিরদিনই ভগবদ্ভক্তি হইতে বঞ্চিত। চিল্লীলা-মিথুন অদ্বয়জ্ঞান পরব্রহ্মবস্তুর শক্তির পরিণাম-স্বীকারকারী শ্রীগুরুপাদপদ্মের সঙ্গে সৌভাগ্য ক্রমে যখন জীবের দেখা হয়, তখনই বেদ আশ্রয় করিয়া বা ভগবদ্‌ভক্তের মুখোস পরিয়া কপট ব্যক্তির তাণ্ডবনৃত্য বা নিজ সুখকামনার মূলে যে কপটতা, তাহা গুর্ব্বানুগত্যে অনায়াসে ধরা যায়। ভগবৎসম্বন্ধীয় বুদ্ধি থেকে চ্যুত হ'য়ে ইন্দ্রিয়জ জ্ঞানের দ্বারা প্রতারিত বদ্ধজীবের দুরবস্থা-দর্শনকারী শ্রীগুরুপাদপদ্ম বলেন শ্রীভগবান্‌ই একমাত্র সেব্য। তাঁহারই বিলাস করবার যোগ্যতা আছে, তিনি যাবতীয় বিলাসের মালিক। জীব ভোক্তা অভিমানে প্রকৃতি দ্বারা চালিত হইয়া প্রাকৃত অহঙ্কারের বশবর্ত্তী হইয়া মূঢ়ত্বের পরিচয় প্রদান করেন। মূঢ় ব্যক্তি-সকল দ্বিতীয় অভিনিবেশের দ্বারা চালিত হওয়ায় তাহাদের ভিতর ভীতি বা চঞ্চলতা উপস্থিত হয়। তাহার কারণ ভগবান্ ব্যতীত দ্বিতীয় বস্তু আছে এই প্রকার চিন্তাস্রোতের দ্বারা চালিত যে-সব ব্যক্তি, তাঁহারা দিব্যজ্ঞান-বিষয়ে উদাসীন।

ঈশ্বরভজন ব্যতীত জীবের আর কোন কৃত্য নাই। সেই ঈশ্বর-ভজন করিতে হইলেই জীবের সর্ব্বপ্রথমে সম্বন্ধ-জ্ঞানের প্রয়োজন। সম্বন্ধজ্ঞান ঠিক হইলে অভিধেয়-কার্য্য সুষ্ঠুরূপে হইয়া থাকে। যাঁহারা সম্বন্ধ-জ্ঞানে উদাসীন হইয়া অভিধেয়-কার্য্যাদি করেন, তাঁহারা চিরদিনই প্রয়োজন-লাভে বঞ্চিত। সুতরাং যাঁহারা ভগবদ্ভজন করিতে ইচ্ছুক তাঁহাদের সর্ব্বপ্রথমে সম্বন্ধজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হওয়া নিতান্ত দরকার। প্রাকৃত অভিমানে আমরা জগতের সঙ্গে যে সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া জীবন অতিবাহিত করি তদ্বিষয়ে আলোচনা করিলে উভয় বস্তুর ভিতরে নশ্বরত্ব দেখিতে পাই। সম্বন্ধ-জ্ঞান-হীন জন প্রাকৃত অভিমানে দেহে আত্মবুদ্ধি পূর্ব্বক যে-ব্যক্তির সঙ্গে সম্বন্ধ স্থাপন করেন তিনিও দেহে আত্মবুদ্ধি-বিশিষ্ট, সুতরাং উভয়ে প্রাকৃত অভিমানে প্রতিষ্ঠিত বলিয়া যাহাকে 'আমি' ও 'আমার' বলিতেছেন, উভয়েই পরিণাম-দর্শনে অসমর্থ বলিয়া পরমার্থ-রাজ্যের বিচারে 'অন্ধ' বলিয়া পরিচিত হন। ইঁহাদের জ্ঞান-চক্ষু বা চেতনের বৃত্তি শ্রীভগবানের মায়াশক্তি দ্বারা আবৃত হওয়ায় শ্রীভগবানের সঙ্গেই যে জীবের একমাত্র সম্বন্ধ তদ্বিষয়ে তাঁহারা অনভিজ্ঞ সুতরাং দেহাত্ম-অভিমানে প্রতিষ্ঠিত হইয়া যে-সব ক্রিয়াদি করেন, সেই ক্রিয়ার পরিণাম-দর্শনে অসমর্থ। প্রাকৃত অভিমানে বদ্ধজীবকুল মনোধর্ম্মের ধারায় চালিত। তাহাদের ভিতরে যে চেষ্টা-চতুষ্টয় অবস্থিত তদ্বিষয়েও তাহারা অনভিজ্ঞ। যখন শ্রীগুরুপাদপদ্ম অহৈতুকী-দয়া-পরবশ হইয়া বদ্ধজীবের দোষ-চতুষ্টয়ের বিষয় কীর্ত্তন করেন তখন সেই কথা শ্রবণ করিয়া সৌভাগ্যশালী জীব দোষ-চতুষ্টয়ের হাতথেকে মুক্তি পাইবার চেষ্টা করে। গুর্ব্বানুগত্যে আচারের সহিত শ্রুত বিষয়ের কার্য্যেনেই তাহারা অপনোদিত হয়, তখনই দোষ-চতুষ্টয়ে প্রতিষ্ঠিত বদ্ধজীবকুল যত প্রকারের কথা তাহার নিকট বলে, তাহাতে কোথাও কর্ণপাত না করিয়া শ্রীপ্রহ্লাদ মহারাজের মুখনিঃসৃত বা শ্রীমদ্ভাগবতের ৭ম স্কন্ধের বিচার বলতে বসেন।

—

প্রহ্লাদ মহারাজের বিচার অনুসারে এক অন্ধ আর এক অন্ধকে পথ দেখাইতে পারে না। মানুষের প্রাকৃত বিচারে চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ইন্দ্রিয়াদি থাকা সত্ত্বেও কি করিয়া নিজেকে অন্ধ বলিয়া জানে? তাই যখন চক্ষু ইন্দ্রিয় দর্শন করে, তখন মায়াবদ্ধ জীব নিজেকে দ্রষ্টা বলিয়া অভিমান করেন। কিন্তু অপ্রাকৃত বস্তু দর্শনের অভাব-প্রযুক্ত প্রাকৃত-দর্শনের গণ্ডীতে আবদ্ধ জনগণ পারমার্থিকগণ কর্তৃক 'অন্ধ' বলিয়া বিবেচিত হয়। অন্ধকারের সাহায্যে আলো দর্শন হয় না; আলোর সাহায্যে চক্ষুষ্মান্ ব্যক্তি

মাত্রেই আলো ও অন্ধকারের অভিজ্ঞতা লাভ করেন। শাস্ত্রেতে দেখিতে পাই—

দিব্যং জ্ঞানং যতো দদ্যাৎ কুর্য্যাৎ পাপস্য সংক্ষয়ম্।
তস্মাৎ দীক্ষেতি সা প্রোক্তা দেশিকৈস্তত্ত্বকোবিদৈঃ॥

পণ্ডিতগণ সেই প্রক্রিয়াকে দীক্ষা বলেন, যে-প্রক্রিয়ার দ্বারা পাপের সম্যক্ প্রকারে ক্ষয় হয় আর দিব্যজ্ঞানের উদয় হয়। জীব স্বতন্ত্রতার অসদ্ব্যবহার-হেতু বা নিজ সুখ-কামনার প্রয়াসী হওয়ার দরুণ শ্রীকৃষ্ণের দৈবী মায়া বা ত্রিগুণাত্মিকা মায়া কর্ত্তৃক উপাধি-প্রাপ্ত হইয়া থাকে। উপাধিগত অভিমানে ভগবৎ-সম্বন্ধীয় বুদ্ধি থেকে চ্যুত ঘটে। বস্তুতঃ ভগবান্ থেকে তাহারা কখনও চ্যুত হইতে পারে না। যখন নিজ সুখ কামনার বশবর্ত্তী হয়, তখন বিক্ষেপাত্মিকা মায়ার সঙ্গ-প্রভাবে স্বরূপ-বিস্মৃত হইয়া গুণজাত অভিমানে প্রকৃতির ভোক্তা-অভিমান করিয়া থাকে। প্রকৃতির ভোক্তা অভিমানে স্বরূপ-অনুভূতির অভাব হেতু স্বরূপের মালিক যে শ্রীভগবান্ তদ্বিষয়ে তাহারা অনভিজ্ঞ। তাই তাহারা হরি-সম্বন্ধীয় বস্তু বিষয়ে অনভিজ্ঞ হইয়া নানা প্রকার মত-ভেদের ভিতর পড়িয়া কতই না জল্পনা কল্পনা করিয়া থাকে। এটা তাদের ভগবদ্বিমুখতারই পরিচয়। ভগবদ্বিমুখ অবস্থায় যতপ্রকার বৈধ, অবৈধ চিন্তা-স্রোত আমরা জগতে দেখতে পাই তাহার মূলে সম্বন্ধ-জ্ঞানের অভাব। তখন বৈধজীবন যাপন করবার সুযোগ হয় যখন সম্বন্ধজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত শ্রীগুরুপাদপদ্মের অনুগতজনের আনুগত্যে বসবাস করি। তৎপূর্ব্বে ইন্দ্রিয়-গণ আমাদের উপর প্রভুত্ব বিস্তার করিয়া নানা প্রকার সুখের স্বপ্ন দেখাইলেও সেটা সুখ নহে কেবল দুঃখেরই আকর মাত্র। তাই বলি, হে আমার অন্ধ মন, একবার সম্বন্ধজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হইয়া ভগবদ্বস্তুর সেবা-অভিলাষী হও আর গান কর —

"কৃপা কর বৈষ্ণব ঠাকুর।
সম্বন্ধ জানিয়া ভজিতে ভজিতে
অভিমান হউ দূর॥
আমিত বৈষ্ণব এ বুদ্ধি হইলে
অমানী না হ'ব আমি।
প্রতিষ্ঠাশা আমি হৃদয় দূষিবে
হইব নিরয়গামী॥
তোমার কিঙ্কর আপনে জানিব
গুরু অভিমান ত্যজি'।
তোমার উচ্ছিষ্ট পদ-জল-রেণু
সদা নিষ্কপটে ভজি॥
নিজে শ্রেষ্ঠ জানি' উচ্ছিষ্টাদি দানে
হ'বে অভিমান ভার।
তাই শিষ্য তব থাকিয়া সর্ব্বদা
না লইব পূজা কার।
অমানী মানদ হইলে কীর্ত্তনে
অধিকার দিবে তুমি।
তোমার চরণে নিষ্কপটে আমি
কাঁদিয়া লুটিব ভূমি॥"

শ্রীমদ্ভাগবতের বিচার অনুসারে আমরা দেখিতে পাই, নিষ্কপট ব্যক্তি ভগবদ্ভজন করিতে সমর্থ। কপটতা-শূন্য হইলে শ্রীভগবান্ই আচার্য্যরূপে প্রকাশিত হইয়া সম্বন্ধ-জ্ঞানের বিষয়ে অভিজ্ঞতা দান করেন। তখনই আমরা সম্বন্ধজ্ঞান লাভ-আশায় শ্রীগুরুপাদ-পদ্মে আত্মনিবেদন করিয়া থাকি। তাই আমরা শাস্ত্রে দেখিতে পাই :—

দীক্ষাকালে ভক্ত করে আত্মসমর্পণ।
সেই কালে কৃষ্ণ তারে করে আত্মসম॥
সেই দেহ করে তার চিদানন্দময়।
অপ্রাকৃত দেহে তাঁর চরণ ভজয়॥

অপ্রাকৃত অধোক্ষজ ভগবদ্বস্তুর সেবক-বিগ্রহ শ্রীশ্রীগুরুদেব। তিনিও অপ্রাকৃত অধোক্ষজ—প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য নহেন। তাই আমরা দিব্যজ্ঞান-প্রয়াসী হইয়া যখন আত্ম-নিবেদন করি, তখন তিনি কৃপা করিয়া আত্মসম করিয়া লন। তখনই আমরা গুরুদাস-অভিমানে প্রতিষ্ঠিত হইয়া গুরুমুখ-নিঃসৃত ভগবদ্বিষয় শ্রবণ করিয়া থাকি। শ্রবণ-প্রভাবে হৃদয়মল বিদূরিত হইলে অপ্রাকৃত-অনুভূতি-দানকারী শ্রীগুরুপাদ-পদ্মের সেবা-পিপাসা হৃদয়ে প্রবলা হয়। তখনই আমরা শ্রীগুরুপাদপদ্মের সেবা-প্রভাবে বা সঙ্গ প্রভাবে আত্মবলে বলীয়ান্ হইয়া প্রাকৃত-অভিমান থেকে ছুটী লাভ করিয়া থাকি।

পৃথিবীতে বা চতুর্দ্দশ ব্রহ্মাণ্ডে যত প্রাণী আমরা দেখ্তে পাই, তাহাদের সকলের ভিতরই কাম বা মদন আছে। যেদিন থেকে তাহারা কামদেবের সেবা পরিত্যাগ করিয়া স্বতন্ত্রভাবে কাম উপভোগ করিতে ইচ্ছুক হইয়াছে সেই দিন থেকে তাহারা কামিনী-কুলের ক্রীড়ামৃগ হইয়া ভোক্তা-অভিমানে চতুর্দ্দশ-ব্রহ্মাণ্ডে ভ্রমণ করিতেছে। তাই তাহারা প্রকৃতি-দ্বারা চালিত হইয়া 'কর্ত্তা অহম্' বুদ্ধি করে বা প্রকৃতির ভোক্তা অভি-মান করে। প্রকৃতির ভোক্তা যাহারা, তাহারা মদনের দাস। যখন সৌভাগ্যক্রমে বা শ্রীগুরু-পাদপদ্মের অহৈতুকী কৃপা-প্রভাবে সম্বন্ধ-বিগ্রহ মদনমোহনের সঙ্গে সম্বন্ধ স্থাপন করি-বার সুযোগ হয় তখনই জীব গুর্ব্বানুগত্যে চরিতামৃতের এই শ্লোকটী উচ্চারণ করিয়া বা ইহার মর্ম্মার্থ উপলব্ধি করিয়া প্রাকৃত মদনের দাস্য হইতে ছুটি লাভ করিয়া থাকে—

জয়তাং সুরতৌ পঙ্গোর্মম মন্দমতের্গতী।
মৎসর্ব্বস্বপদাম্ভোজৌ রাধামদনমোহনৌ॥

আমরা আর একটী শ্রেষ্ঠ রসের আস্বাদন বা অনুসন্ধান না পাওয়া কাল পর্য্যন্ত যৌন-গত অনুভূতি বা যৌন-বিচারের হস্ত হইতে পরিত্রাণ লাভ করিতে পারি না। যে-সব মানব যৌনগত-অনুভূতির দ্বারা চালিত হইয়া প্রকৃতির সঙ্গে সম্বন্ধ স্থাপন পূর্ব্বক দিনাতিপাত করেন তাঁহারা একদিনের জন্যও ভাববার অবসর পান না—তাঁহারা কোন্ বস্তুর সঙ্গে সম্বন্ধ স্থাপন করিয়াছেন। তাই তাঁহারা জড়া প্রকৃতির নশ্বরত্ব-দর্শনে অসমর্থ হইয়া বা ভোগবাদে রত হইয়া যে প্রকৃতির শ্রেষ্ঠত্ব এবং লঘুত্ব কল্পনা করিয়া থাকেন তাহা তাঁহাদের অজ্ঞানতা-মূলক বা স্বরূপ-জ্ঞানের অভাব-সূচক। সুতরাং প্রকৃতি-জাত অভিমানে প্রকৃতি-জাত বস্তুর সঙ্গপ্রয়াসী যে-সব প্রাণিকুল, তাহাদের প্রতি দয়ার্দ্র হইয়াই বৈষ্ণব-মুকুটমণি শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু উক্ত শ্লোকের অবতারণা করিয়াছেন।

শ্রীরাধা-মদনমোহনের সেবা-সঙ্গ হইতে বঞ্চিত বদ্ধজীবকুল অনাদিকাল ধরিয়া এই চতুর্দ্দশ ব্রহ্মাণ্ডে কখনও আনন্দ উপভোগ করিতেছে, আনন্দ-ভোগের বাধা পড়িলে দুঃখ অনুভব করিতেছে। যে-সব জীবনে আনন্দ এবং দুঃখের বিষয় ব্যক্ত করিতে অসমর্থ হয় তখনই তাহারা প্রকৃতির স্বভাব-অনুসারে চালিত হইয়া থাকে। যখন পুণ্যফলে বা 'অজ্ঞাত সুকৃতিপ্রভাবে মনুষ্য-কুলে জন্মগ্রহণ করিবার সৌভাগ্য লাভ করে, তখন তাহাদের শাস্ত্রোচিত জীবন যাপনকারী বা বৈধ-জীবন-যাপনকারী ভক্ত-সঙ্গপ্রভাবে শাস্ত্রীয়-জ্ঞান লাভ করিবার সুযোগ হয়। আর্য্য-জগৎ চিরদিন শাস্ত্রের দ্বারায় শাসিত হইয়া আসিতেছে। যাহারা শাস্ত্র-শাসন স্বীকার করিতে অনিচ্ছুক তাহারা চিরদিনই পরমার্থ-লাভে বঞ্চিত। পরমার্থলাভেচ্ছু, যে-সব মানব, তাঁহারা চিরদিন শাস্ত্র ও শাস্ত্রোচিত জীবনযাপন-কারী মহাজন-কর্ত্তৃক শাসন স্বীকার করিয়া থাকেন। তাই তাঁহারা ইহজগতে শিষ্য নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। যাঁহারা সত্য সত্য নিষ্কপটে গুরু এবং শাস্ত্রের একত্ব অনুভব করিয়া শিষ্যত্ব স্বীকার করেন তাঁহাদের নিকটেই ভগবান্ আচার্য্য-রূপে প্রকাশিত হইয়া থাকেন।

জগদ্গুরু শ্রীগৌরসুন্দর যখন সন্ন্যাস-লীলার অভিনয় পূর্ব্বক কাশীধামে উপস্থিত হইয়াছিলেন, সেই সময়ে গৌরপ্রেষ্ঠ শ্রীগৌর-নিজজন সম্বন্ধ জ্ঞানাচার্য্য শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভু যাবতীয় জীবের প্রাকৃত অভিমান থেকে ছুটী করাইয়া সাধ্য, সাধক এবং সাধন এই তিনটীর নিত্যত্ব উপলব্ধি করাইবার জন্য যে প্রশ্নের অব-তারণা করিয়াছিলেন, সেই প্রকার প্রশ্ন জগতে আর আমরা কোথাও শুনিতে পাই না। কর্ম্মী, জ্ঞানী, সিদ্ধিকামী—ইহাদের ভিতরও ঐ প্রকার প্রশ্ন শুনিতে পাই না। যে কাশীধামেতে সাধ্য, সাধক ও সাধন-বিষয়ে উদাসীন হইয়া কেবল পাণ্ডিত্য-প্রতিভায় মত্ত জনগণ নিজের নিজত্ব, ভগবানের ভগবত্তা বিষয়ে উদাসীন হইয়া নিজেকে হারাইয়া ফেলিয়াছিল, সেই স্থানেই শুভ বিজয় করিয়াছিলেন যাবতীয় জীবের সাধ্যবস্তু যে শ্রীভগবান্ তিনিই স্বয়ং।

সম্বন্ধজ্ঞানাচার্য্য শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভু শ্রীগৌরসুন্দরের অভিপ্রায়ানুসারে যাবতীয় জীবের কি প্রণালীতে গুরু-সমীপে গিয়া পরমার্থ-বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিতে হয়, তাহা নিজে আচরণ করিয়া শিক্ষা দান করিয়াছিলেন। কিন্তু—

"দেখিয়া না দেখে যত অভক্তের গণ।
উলূকে না দেখে যথা সূর্য্যের কিরণ॥

মানবজাতির যদি চক্ষু থাকিত, তাহা হইলে তাহারা পরমার্থ-লাভে বঞ্চিত হইত না। সাধ্য ও সাধক বস্তু যে-প্রকার অভিনয় করিয়া পরমার্থ-বিষয়ে অভিজ্ঞতা দান করিয়াছিলেন, তাহা যদি আমরা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আলোচনা করি, তাহা হইলে দেখিতে পাই যে, স্বয়ংরূপ বস্তু যাবতীয় বিষয়ের ভোক্তা হইয়াও সেই ভাবটী গোপন করিয়া তাঁহার সেবকের পোষাকটী পরিয়া যে প্রকারে শ্রীগুরুর পাদপদ্মে উপস্থিত হইতে হয়, তাহা নিম্নলিখিত প্রার্থনাটীতে আমাদিগকে শিক্ষা দিতেছেন—

তবে সনাতন প্রভুর চরণে পড়িয়া।
দৈন্য বিনতি করে দন্তে তৃণ লইয়া॥
নীচ জাতি নীচ সঙ্গী পতিত অধম।
বিষয়-কূপে পড়ি গোয়াইনু জনম॥
আপনার হিতাহিত কিছুই না জানি।
গ্রাম্য-ব্যবহারে পণ্ডিত তাই সত্য মানি॥
কৃপা করি' যদি মোরে করিয়াছ উদ্ধার।
আপন কৃপাতে কহ কর্ত্তব্য আমার॥
কে আমি কেনে আমায় জারে তাপত্রয়।
ইহা নাহি জানি কেমনে হিত হয়॥

"কৃষ্ণভক্তের শুচি বিচার"

(তৃতীয় পৃষ্ঠার শেষ কলমের পর)

পরম-পবিত্র মহাভারতের, রামায়ণের ও বেদের আদি, মধ্য ও অন্ত্যভাগে শ্রীহরিই গীত হইয়াছেন। ঐসকল পবিত্র গ্রন্থে হরিগুণ-গানের কথা আছে বলিয়া ঐসকল শাস্ত্রই পবিত্র এবং ঐসকল শাস্ত্র পাঠ করিয়া জীবগণ ধন্য হয়। ভক্ত বলেন, যেস্থানে হরিকথার আদর নাই সেস্থান অশুচি; ভক্তগণ তাঁহাদের সকল চেষ্টায় হরিকে বিষয়রূপে বরণ করেন। যেস্থলে হরি বিষয় নহেন, সে-স্থলে ভক্তের দৃষ্টিতে শুচি

(অতঃপর ৬ষ্ঠ পৃষ্ঠার ৩য় কলমে দ্রষ্টব্য)

শরণ লঞা করে কৃষ্ণে আত্মসমর্পণ। কৃষ্ণ তারে করে তৎকালে আত্মসম॥

শুদ্ধভক্তি গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। ভাষ্যসহ বিরাট্ শ্রীচৈতন্যভাগবত ৫৲
২। শ্রীমদ্ভাগবতম্—সমগ্র ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ১৮৲
একাদশ স্কন্ধ হইতে প্রতিখণ্ড ।৶৹
৩। ভাষ্যদ্বয়সহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (৪র্থ সংস্করণ) ৫৲
৪। ভক্তিবিবেককুসুমাঞ্জলি (বাঁধা) ১৲
৫। গৌড়ীয়-গৌরব ।৶৹
৬। গৌড়ীয়-সাহিত্য ।৶৹
৭। ভজনরহস্য ॥৹
শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৷৹
৯। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ)
ঐ (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৷৹
১০। গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি-টীকাসহ)
ঐ (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৷৹
১১। গীতায় কেবল মাধ্ব-ভাষ্য ৷৹
১২। যুক্তিমল্লিকা গুণসৌরভঃ সানুবাদ (মাধ্ব) ২৲
১৩। বেদান্ততত্ত্বসার সানুবাদ (রামানুজীয়) ॥৹
১৪। বৈষ্ণবধর্ম্ম ২৲
১৫। শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৷
১৬। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১৭। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ॥৶৹
ঐ (বাঁধা) ৷৹
১৮ দ্বীপ-দিগ্দর্শন ৶৹
১৯। সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ) ।৶৹
২০। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ॥৹
ঐ (আবাঁধা) ।৶৹
২১। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৷৹
২২। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৶৹
২৩। গীতমালা ৴১০
২৪। নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য ৶৹
২৫। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶৹
২৬। নবদ্বীপ পঞ্জিকা (৪৪৭ গৌরাব্দ) ৶৹
২৭। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।৹
২৮। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা-দর্পণ ।৹
২৯। শরণাগতি ৴৹
৩০। গীতাবলী ৴৹
৩১। চিত্রে নবদ্বীপ ১॥
৩২। সাধনকণ ৴
৩৩। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৴৹
৩৪। নবদ্বীপশতক ৴৹
৩৫। অর্থপঞ্চক ৴৹
৩৬। সদাচারস্মৃতিঃ ৴৹
৩৭। কল্যাণকল্পতরু (৫ম সংস্করণ) ৴১০
৩৮। অর্চ্চনকণ ৴১০
৩৯। সাধককণ্ঠমালা (বাঁধা) ॥৹
ঐ (আবাঁধা) ।৴৹
৪০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (প্রথম চারিখণ্ড) ৩৲
৪১। ব্রহ্মসংহিতা ।৹
৪২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৷৹
৪৩। মণিমঞ্জরী সানুবাদ ।৹
৪৪। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৷৹
৪৫। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ।৹
৪৬। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।৹
৪৭। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৷৹
৪৮। গৌড়ীয়মঠ কি করেন? ৴৹
৪৯। ঈশোপনিষৎ (বলদেব ও মাধ্ব-ভাষ্য এবং বিবৃতি ও অনুবাদসহ) ।৹
৫০। শ্রীভুবনেশ্বর ৶৹
৫১। সিদ্ধান্তদর্পণ ৶৹
৫২। সাংখ্যবাণী ৴৹

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৫৩। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী-দিগ্বিজয়ঃ ॥৹
৫৪। সটীক-শিক্ষাদশমূলম্ ।৹
৫৫। তত্ত্ব-সূত্রম্ ।৹
৫৬। সানুবাদ-শিক্ষাষ্টকম্ ৶৹
৫৭। গৌড়ীয়মঠস্য পরিচয়ঃ ৴৹
৫৮। সারাংশবর্ণনম্ ৶৹

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৫৯। রায় রামানন্দ ॥৹
৬০। নামভজন ।৹
৬১। রিলেটীভ্ ওয়ার্ল্ড্স্ ।৶৹
৬২। লাইফ্ অ্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।৹
৬৩। বৈষ্ণবীজম্ ।৹
৬৪। হোয়াট্ গৌড়ীয়মঠ ইজ্ ডুইং ৴৹
৬৫। দি ভাগবত ।৹
৬৬। ইরোটিক্ প্রিন্সিপল্ অ্যাণ্ড আনেলয়েড্ ডিভোসন ।৹
৬৭। ব্রহ্ম-সংহিতা ২॥৹
৬৮। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (ভলুম ওয়ান) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৬৯। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ॥৹
৭০। সাধন পথ ।৹
৭১। কল্যাণ-কল্পতরু ৴১০
৭২। গীতাবলী ৴৹
৭৩। শরণাগতি ৴৹

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৭৪। শরণাগতি

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

নদীয়া-প্রকাশপ্রাপ্তির স্থান

১। শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম-মায়াপুর, নদীয়া
২। শ্রীযোগপীঠ ঐ
৩। শ্রীবাস অঙ্গন ঐ
৪। অদ্বৈত-ভবন ঐ
৫। কাজীর সমাধি পাট ঐ
৬। স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ, নদীয়া।
৭। শ্রীভাগবত আসন কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
৮। শ্রীএকায়ন মঠ গোবিন্দপুর, হাঁসখালী।
৯। দ্বাদশগোপাল পাট—পোঃ চাকদহ,
১০। শ্রীগৌর-গদাধরমঠ—চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড়, বর্দ্ধমান
১১। শ্রীমোদদ্রুমচ্ছত্র মাউগাছি, বর্দ্ধমান
১২। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম, আমলাযোড়া, পোঃ রাজবাঁধ বর্দ্ধমান
১৩। শ্রীগৌড়ীয়মঠ বাগবাজার, কলিকাতা
১৪। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাজু, হাওড়া,
১৫। শ্রীমাধব-গৌড়ীয়মঠ, ৯০নং নবাবপুর রোড্, ঢাকা
১৬। শ্রীগোপালজী মঠ কমলাপুর, ঢাকা।
১৭। শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ পোঃ বালিয়াটী.
১৮। শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয়মঠ ময়মনসিংহ।
১৯। শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ চিরুলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর
২০। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম গোয়ালপাড়া, আসাম।
২১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ রায়াপেট্টা, মাদ্রাজ।
২২। শ্রীরামানন্দগৌড়ীয় মঠ কব্বুর, জিঃ পশ্চিম গোদাবরী
২৩। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ উড়িয়াবাজার, পোঃ বক্সীবাজার, কটক।
২৪। শ্রীত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয় মঠ ভুবনেশ্বর।
২৫। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ স্বর্গদ্বার, পুরী।
২৬। শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ আলালনাথ পোঃ ব্রহ্মগিরি, পুরী।
২৭। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ ডুমুরকুণ্ডা, পোঃ চিরকুণ্ডা, মানভূম।
২৮। শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ—কাশী।
২৯। শ্রীরূপগৌড়ীয় মঠ—এলাহাবাদ।
৩০। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ পুরাণবাজার, সরকার ঠাকুরের কুঞ্জ, বৃন্দাবন
৩১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ ৪৩ নং হনুমান রোড, নিউদিল্লী
৩২। শ্রীপরমহংসমঠ—নৈমিষারণ্য,
৩৩। শ্রীসারস্বত গৌড়ীয় মঠ—হরিদ্বার।
৩৪। শ্রীব্যাসগৌড়ীয়মঠ—কুরুক্ষেত্র, পঞ্জাব
৩৫। শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাবুলনাথ রোড, পোঃ গ্রাণ্ট রোড, বোম্বে।
৩৬। লণ্ডন গৌড়ীয়মঠ, ৩৯নং গ্লেডন্ গার্ডেন্স, কেন্সিংটন্ লণ্ডন, (এস্, ডব্লিউ—১০)।

"কৃষ্ণভক্তের শুচি বিচার"

(পঞ্চম পৃষ্ঠা শেষ কলমের পর)

লক্ষিত হয় না। কৃষ্ণেতর বিষয়কে সাধুগণ সর্ব্বদা অশুচি-জ্ঞানে পরিত্যাগ করেন। একমাত্র ভগবান্ই সমস্ত শুচির আধার। কর্ম্মী জল, অগ্নি ও সূর্য্যের শুচিত্ব আরোপ করেন, বস্তুতঃ তাহাতে হরি-সম্বন্ধ না দেখিলে ঐগুলি কখনও শুচির বিষয় হইতে পারে না। কৃষ্ণই সকল শুচির কেন্দ্র এবং কৃষ্ণভক্তই বাস্তবিক শৌচ-গুণে পূর্ণ, জল, মৃদা, আতপ ও উষ্ণের শুচি অশুচি ধারণা প্রভৃতি নানাপ্রকার ভেদ শুচি-বিচারে অবতারিত হয়। ভক্তগণ হরি-সম্বন্ধি বস্তুতে শুচি এবং হরিসেবার প্রতিকূল বস্তুগুলিকে অশুচি বলিয়া জানেন। বর্ণের বিচারে, লৌকিক ব্যবহারের তারতম্যে শুচি অশুচির ধারণাগুলি তাৎকালিক, বৈষ্ণবের নিত্য ধারণা সর্ব্বতোভাবে শৌচাচারপুষ্ট।

শুদ্ধভা[illegible]-র অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীলভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী মাসিক। শ্রীধাম-মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

আদিকবি শ্রীল বৃন্দাবন দাস প্রণীত সমগ্র গ্রন্থ

গ্রন্থের মূল বোল্ড অক্ষরে এবং তন্নিম্নে বিশ্ববিশ্রুত গৌড়ীয়মঠের প্রতিষ্ঠাতা ও আচার্য্য ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তি-**সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের** রচিত বিস্তৃত ভাষ্য উত্তম কাগজে সৌষ্ঠবের সহিত মুদ্রিত হইয়াছেন। ডবল ক্রাউন আটপেজি আকারে ১০৯৬ পৃষ্ঠায় কেবল মূল ও ভাষ্য সম্পূর্ণ হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত শ্লোকসূচী, পদ্যসূচী, স্থানসূচী, পাত্রসূচী, বিষয়সূচী, শব্দসূচী প্রভৃতি বিস্তৃত সূচীপত্রেও একটী গ্রন্থ হইবে। সভাষ্য শ্রীচৈতন্যভাগবতের এরূপ উৎকৃষ্ট ও অমূল্য বিরাট্ সংস্করণ জগতের কোথাও আজ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হন নাই, ইহা নিরপেক্ষ পাঠক মাত্রকেই একবাক্যে স্বীকার করিতে হইবে। শ্রীগৌড়ীয়মঠের উৎসব-কালে গ্রন্থের ভিক্ষা ১২৲ বারটাকা স্থলে—৫৲ পাঁচটাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীচৈতন্যমঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

ালকাতা বাজার দর

লৌহ হার্ডওয়ার

১লা সেপ্টেম্বর ১৯৩৩

ায়টার বৈখাপী— প্রতি হন্দর।

াহার কাড় (অয়েষ্ট বা নীম)

াকা ৫।০—৫।৶০

। বে-মাকা কাল্কা ৬জন ৪।৵০—৪॥৶০

রগা (টী-আয়রণ) ৮৵০—৮০

াজেল আয়রণ (কোনা) ৫৸৵০—৬।৵০

গ্যাল-ভানাইজড করগেট টীন—

২ গেজ ৬ হইতে ১ ফুট ১১।৵০

৪ গেজ ,, ,, ১০৸৵০

৬ গেজ ,, ,, ১২

৪ গেজ আর, পি, ডি, মার্কা ১২৸৶০

২৪ গেজ গাঃ প্লেন শীট— ১১।৵০

৬ গেজ ,, ,, ১২।০

৮ গেজ ও ৩০ গেজ ঐ— ১৩৲—১৬৲

াগান ঘেরা কাঁটাতার ১০০

াউণ্ড বাঃ ৮৸০

পাটী ৬৲৵—৬।০

গোলক (গোল) ৬৲৵—৬।০

গরাদে (চৌকা) ৬৵০—৬৲।০

গোল বড় ৶০—।৶০ সূতা ৪৸৵—৫॥৵

টানা বড়-

কা ৶০ ।৵০ ঐ ৫৵০—৫॥০

বাণ্ডল চাল ৭৲—৭৸০

প্লেট—।০ন সূতা মোটা

ক্স ৭।০

চাদর ৩-১৬ খানা বাণ্ডল ৯॥৵—১০৲

ঃ ষ্টীল ৮।০—৯৲

ফ রাউণ্ড ৫৸৵—৬৲৵০

বের পেরেক ১—৬ ইঞ্চি ৯—৯৸০

াটেন্ট পেরেক ২—৮ ইঞ্চি ১২।০—১৫॥০

াই কড়া ১ হইতে ১০ নং ২॥০ মাট

াঘাল ৪, ৫, ৬, ৭৸৵০ ৮৸৵০ ৯৸৵০ডঃ

তিন পাউণ্ড ৬৲ দেঃ বিঃ ৬।৵০ ,,

ঃ প্লেন বালাত ৭—১২ ইঞ্চি ১॥/০ ৬॥/০

রিভিট ,, ৭—১২ ইঞ্চি ২৲—৭৲ ,,

ার দেয়ার রডের গোল ও

৮॥০— ,,

চালের লোহার সিট ১৫৲ ,,

ঃস্বদেশী (কাঠের সিট) ১৮৲ ,,

ার স্ক্রুপ ॥—৩ ইঞ্চি /১০—॥৶০ গ্রোস

গা ১৭ নং

-৪ ইঞ্চি ।১০—৸৵১০ পেঃ ডজন

তার ১৬—২২ [illegible]ং

১২৲—১৩৲ হন্দর

রিজিং (মটকা)

।৵৫ ॥৶০ পীস

গাটারিং বা ডোঙ্গা

॥০—৸৵০ ,,

স্ক্রুপ ১॥০—২॥০ ইঞ্চি ২৩৲—২৯৲ হন্দর

গ্যাঃ ওয়াশার চাকি ১১॥০—১৩৲ ,,

গ্যাঃ বোল্ট নাট ৸—৩ ইঞ্চি

॥৵১০—১৵০ গ্রোস

ঢালাই রেলিং ৩॥০—৪॥০ হন্দর

ঐ রেন ওয়াটার পাইপ

৩ ইঞ্চি ৵১০ ঐ ৪ ইঞ্চি ।১০ ফুট

টিউব ওয়েলের জন্য গ্যাঃ

পাইপ১॥ ইঞ্চি ।৵৫ ফুট

পাম্প ৪নং ১২॥০ ৫নং ১৪৲ ৬নং ১৬৲

৬০—৮০ বাটখারা ৵১৫ সাট ২।০—২॥০ মণ

কেরোসিন

প্লোফ্রেক প্রত্যেক বাক্স (২ টিন) ৯৲৬

সূর্য্য মার্কা ,, ৬॥০

ভিক্টোরিয়া ,, ৬৲

সোণার দর

পাকা সোণা ৩০৸৵

বড়াল ৩০৸

চিনা পাত ৩২।০

রূপার দর

রূপা প্রতি ১০০ ভরি ৫৫৵০

ঐ খুচরা ৫৵০

কোম্পানীর কাগজ

৩॥০ সুদের কাগজ ৮১৶

৩॥০ নূতন ঋণ (১৯৪৭-৫০) ৯১।০

৪৲ ,, ঋণ (১৯৬০-৭০) ৯০৲

৫৲ ,, বণ্ড (১৯৩৫ ১০৪॥/০

ডিবেঞ্চার

৫৲ সুদের (১৯৫৬-৮৬) কলিকাতা পোর্ট-

ট্রাষ্ট ডিবে :— ১০২॥৵০

ব্যাঙ্ক

ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক (কনট্রি) ২৯৪॥০

সেণ্ট্রাল ঐ ২২৲

কাপড় ও সূতার কল

এলগিন মিল ৪৫৲

পাট কল

হাওড়া ৫০৲

অকল্যাণ্ড ১৯৫৲

বালী ১৬২৲

বরানগর ১৫০৲

ক্লেবস্ত ৩৭০৲

ভারত ২৪৩৲

ক্লাইভ ২৮।০

ডালহাউসী ৪০৮॥০

ডেল্টা ৪০৫৲

কৃষ্ণনগর নবদ্বীপঘাট রেলওয়ে সময়

কৃষ্ণনগর হইতে নবদ্বীপঘাট

কৃষ্ণনগর সিটি —	৬-৪৫	১০-৪৪	১৩-২২	১৭-৩৮	২০-১৬
কৃষ্ণনগর রোড —	৬-৫৬	১০-৫৫	১৩-৩৩	১৭-৪৭	২০-২৫
আমঘাটা —	৭-১৫	১১-১৩	১৩-৫১	১-৩	২০-৪১
মহেশগঞ্জ —	৭-১৪	১১-২১	১৪-০	১৮-৯	২০-৪৭
নবদ্বীপঘাট —	৭-৩৩	১১-৩০	১৪-৯	১৮-১৬	২০-৫৫

বিশেষ দ্রষ্টব্য—নবদ্বীপঘাট ষ্টেশন অপেক্ষা মহেশগঞ্জ ষ্টেশন হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরের দূরত্ব অনেক কম। শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে যাঁহাদিগকে রাণাঘাটে ট্রেণ বদল করিতে হয়, তাঁহারা রাণাঘাটে প্রাতঃ ৫-৫০, ৯ ৪১, ১৬-৪৮, ১৮-৪২ এবং ০-৩২ মিনিটের সময় গাড়ী পাইবেন।

শান্তিপুর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে ৫-৪০, ৯-২৯, ১২-২৫, ১৬-৪ এবং ১৮-৪১ মিনিটের সময় ট্রেণ পাওয়া যায়।

নবদ্বীপঘাট হইতে কৃষ্ণনগর

নবদ্বীপ ঘাট—	৫ ৩৫	৯-২৫	১২-১০	১৫-৩৪	১৮-৪৫
মহেশগঞ্জ—	৫-৪৩	৯-৩৩	১২-১৯	১৫-৪২	১৮-৫৩
আমঘাট —	৫-৪৯	৯-৩৯	১২-২৬	১৫-৪৮	১৯-৫
কৃষ্ণনগর রোড—	৬-৫	৯-৫৫	১২-৪৩	১৬-৪	১৯-২৪
কৃষ্ণনগর সিটি—	৬-১৩	১০-৩	১২-৫১	১৬-১২	১৯-৩৫

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে—ডাঃ কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম ভক্তিশাস্ত্রী এল. এম. এফ. কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

কারাকক্ষের রঙ্গীন গবাক্ষ পথে

বহির্জ্জগৎ কেমন দেখায়

সদ্য-কারামুক্ত পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু একটী মনোরম প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। ভাবানুবাদ নিম্নে প্রদত্ত হইল:—

বন্দীশালার উচ্চপ্রাচীর বন্দীকে অবিরাম পরিবর্ত্তন ও গতিশীল বহির্জ্জগৎ হইতে একপ্রকার বিচ্ছিন্ন রাখে। বন্দীর সম্মুখের দৃষ্টি এই সমস্ত প্রাচীরের উপরিভাগ পর্য্যন্ত গিয়াই ব্যাহত হয়। মাথার উপরে বিবটি নীল আকাশ মাত্র সে নিস্তব্ধরূপে দেখিতে পায় কিন্তু মাঝে মাঝে সদয় ও সুবিবেচক গবর্ণমেণ্ট বন্দীর জন্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গবাক্ষের ব্যবস্থা করিয়া থাকেন, তাহার মধ্যে দিয়া সে বাহিরের বিরাট বিশ্বের উপর দৃষ্টিপাত করিতে সক্ষম হয়। কারাকক্ষের এই ক্ষুদ্র গবাক্ষগুলি অতি সঙ্কীর্ণ ও রঙ্গীন। সুতরাং যাহা দেখা যায় তাহা সঙ্কীর্ণ এবং সীমাবদ্ধ তথাপি কারাগারের বৈচিত্র্যহীন জীবনের মধ্যে উহাতে কতকটা চিত্তবিনোদন হয়।

উক্তরূপ গবাক্ষের মধ্যে একটির নাম 'ষ্টেটসম্যান'—সমগ্র ভারতে সর্ব্বাধিক প্রতিষ্ঠিত সংবাদপত্র" সোমবার ব্যতীত প্রত্যহই এই পত্রিকা আমরা পাইতাম। আমাদিগকে উৎসাহিত করিবার জন্য যেন একটা আশার বাণী লইয়াই উহা আমাদের নিকট উপস্থিত হইত। এই বহুবর্ণে রঞ্জিত গবাক্ষের মধ্য দিয়া দেখিতে পাইতাম—অর্থসঙ্কট সঙ্ঘর্ষ, সন্দেহ, অনিশ্চয়তার নাগপাশে আবদ্ধ হইয়া সমগ্র পৃথিবী যন্ত্রণায় ছটফট করিতেছে। এই যন্ত্রণাক্লিষ্ট পৃথিবীতে ভারতবর্ষ নামক একটি স্থান আছে, বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট তাহাকে সকলপ্রকার অমঙ্গল হইতে সযত্নে রক্ষা করিতেছেন এ যেন রূপকথার সেই আজবনামা দেশ, যেখানে সমস্ত কাকই ময়ূর, যেখানে বাসিন্দা মানুষ উজ্জ্বল পাখীর মত দিনে উন্মুক্তাকাশে স্বচ্ছন্দভাবে উড়িয়া বেড়ায় এবং মাঝে মাঝে মাটিতে নামিয়া কেবল অন্যান্য আনন্দের প্রাপ্তি বিনষ্ট করে, যেখানে পদমর্য্যাদাপ্রাপ্ত ব্যক্তিমাত্রই মহাজ্ঞানী এবং উপাধিপ্রাপ্ত মূর্খ ও রাজনীতিজ্ঞগণের কতকগুলি অশিষ্ট ও অকৃতজ্ঞ লোক যদি বদনাম না করিত তবে মনে করা যাইত যে, এখানে উৎকৃষ্টতম গবর্ণমেণ্টের অধীনে অতি চমৎকার অবস্থা বিরাজ করিতেছে। সমগ্র পৃথিবী যখন প্রান্ত প্রতিকারের উপায় সম্বন্ধে মনীষিগণ যখন হতাশ হইয়া পড়িয়াছেন ঠিক সেই সময়ে আমাদের এই ভারতবর্ষের শাসনকর্ত্তাদের মধ্যে যে আত্মবিশ্বাস ও আত্মপ্রশংসা দেখা যাইতেছে তাহা যেন মরুভূমে সবুজ উদ্যান—এখানে নূতন চিন্তা নূতন আদর্শ অনাবশ্যক এবং অনাবশ্যক। কারাগারের ক্ষুদ্র জানালার মধ্য দিয়া আমরা বহির্জ্জগতের এই রূপই দেখিতে পাইতাম।

আমাদের দুঃসহ জীবন মাঝে মাঝে কথঞ্চিৎ সরস হইয়া উঠিত গবর্ণরদের বক্তৃতা পাঠ করিয়া। গবর্ণররা এখন পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক বেশী ক্ষমতাশালী, কিন্তু পূর্ব্বের মত নীরব নহেন। তাঁহারা এখন অপরের কণ্ঠরোধ করিয়া রাখিয়া মনে করিতেছেন যে, তাঁহাদের কার্য্য অধিকতর চিত্তাকর্ষক হয় তখনই যখন তাঁহারা অর্থনীতি ও বর্ত্তমান সমাজ-সমস্যা সম্বন্ধে কিছু বলিতে যান,—তাঁহাদের প্রতি একটু সহানুভূতির উদ্রেক হয়, কারণ তাঁহারা এবিষয় কোন শিক্ষা লাভ করেন নাই, সুতরাং তাঁহাদের গুরু কর্ত্তব্যভার গুরুতর হইয়া উঠে। এই সহানুভূতি হয়তো অনর্থক কারণ তাঁহারা নিজেদের কার্য্য সুসম্পন্ন করিতে পারিয়াছেন মনে করিয়া একটা আত্মপ্রসাদ লাভ করেন।

লাটের গুরু

প্রস্তাব আমি একটা প্রস্তাব করি, স্যার ম্যালকম হেইলিকে একজন সফল বাগ্মী বলিয়া গণ্য করা হয়। কারণও আছে, কেননা গবর্ণরদের মধ্যে এবিষয়ে তাঁহার সমকক্ষ আর কেহ নাই। স্যার ম্যালকম হেলি এত বড় এবং এত জ্ঞানী যে তাঁহাকে এখন আর গবর্ণরের মত সামান্য পদে রাখা সঙ্গত নহে। আমি বলি যে লাটগিরির জন্য যাঁহাদিগকে প্রার্থী মনোনীত করা হয় তাঁহাকে তাঁহাদের শিক্ষাগুরু নিযুক্ত করা হউক। তিনি লাটপদপ্রার্থীদিগকে নিম্নলিখিত বিষয়সমূহে শিক্ষা দিবেন:—

ভাইস চ্যান্সেলরীর বক্তৃতা কি ভাবে দিতে হয়। কি ভাবে প্রাচীন গ্রন্থ হইতে বড় বড় বচন উদ্ধৃত করিতে হয়, রাজনীতি লইয়া মাথা ঘামাইলে কিভাবে ছাত্র শিক্ষক—উভয়ের ক্ষতি হয়। ইহাও বলিতে হইবে যে, সরকার পক্ষে কোন কার্য্য করা রাজনীতির অন্তর্ভুক্ত নহে।

মিউনিসিপ্যাল বোর্ডের মানপত্রের কিভাবে উত্তর দিতে হয়। কিভাবে মিউনিসিপ্যালিটির আয় ব্যয়ের সমালোচনা করিতে হয়। কিভাবে বলিতে হয় যে, নগরসেবা ও রাজনীতির সংমিশ্রণ অভিপ্রেত নহে—অবশ্য মিউনিসিপ্যালিটির শিক্ষকগণ এবং অন্যান্য কর্ম্মচারিগণ আইন সভা প্রভৃতিতে যোগ দিতে পারিবেন এবং কংগ্রেস প্রভৃতি বে-আইনী প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে কাজ করিতে পারিবেন তাহা রাজনীতি বলিয়া গণ্য হইবে না এবং এইরূপ কার্য্য প্রশংসনীয় বলিয়া বিবেচিত হইবে।

পুলিশকে রাজভক্তি, যোগ্যতা, আত্মত্যাগ, সেবা, কর্ত্তব্য, নম্রতা, অহিংসা, সৌজন্য, নিষ্কলঙ্ক ব্যবহার ইত্যাদির জন্য কি ভাবে প্রশংসা করিতে হয় এবং কিভাবে তাহাদিগকে বলিতে হয় যে, তাহারা রাজনীতির উর্দ্ধে, তাহাদের একমাত্র কর্ত্তব্য হইতেছে আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষা করা।

ব্যবস্থাপক সভায় কিভাবে বক্তৃতা করিতে হয়। গবর্ণমেণ্টকে সমর্থন করিলে যে রাজনীতিজ্ঞতার পরিচয় দেওয়া হয় তজ্জন্য তাঁহাদিগকে কিভাবে প্রশংসা করিতে হয় জনসাধারণের অসমর্থন সত্ত্বেও ব্যবস্থাপক সভার সদস্যপদে অটল থাকিলে যে প্রকৃত নৈতিক সাহস দেখান হয় তজ্জন্য তাঁহাদিগকে প্রশংসা করিতে হয়। অধিকন্তু তাঁহাদিগকে বলিতে হয় যে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট চিরকালই গণতন্ত্রের পক্ষপাতী ও স্বৈরতন্ত্রের বিরোধী ছিলেন ও আছেন। অবশ্য একথা স্পষ্ট উল্লেখ থাকিবে যে, অর্ডিন্যান্স প্রভৃতি করার যে ব্যাপক ক্ষমতা বড়লাট এবং প্রাদেশিক লাটদের আছে তাহা স্বৈরাচারমূলক নহে, বিশেষ দায়িত্ব পালনের জন্যই ঐগুলির প্রয়োজন।

দেশীয় নরপতির প্রদত্ত ভোজ সভায় যোগ দিতে হয় এবং খানা খাইয়া কিভাবে তাঁহার সুশাসনের প্রশংসা করিতে হয়। রাজা বাহাদুর একটি উচ্চ বিদ্যালয়, দুইটী দাতব্য চিকিৎসালয়, একটী চিড়িয়াখানা—তাহাতে বাঁদরের ঘর, শিকারের জন্য তিনটী জঙ্গল, দশটি মোটর গ্যারেজ, পলো খেলার ঘোড়ার জন্য পাঁচটি আস্তাবল, বহু সংখ্যক কুকুরের জন্য ঘর, বাদ্যশালা ইত্যাদি প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, শ্রমিকদিগকে কাজ দেওয়ার জন্য ছয়টী নূতন প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিয়াছেন এবং প্রজাদের মঙ্গলের যে অধিকাংশ সময়ই ইউরোপে কাটান ইত্যাকার কথা বলিতে হয়। দেশীয় নরপতির বক্তৃতার উত্তরে বলিতে হয় যে, স্বৈরতন্ত্রই ভারতে পক্ষে বিশেষ উপযোগী।

বণিক ও ব্যবসায়ীদের সভায় কি করিয়া বক্তৃতা করিতে হয়। তাঁহাদিগকে বলিতে হয় যে, রাজনীতির সঙ্গে বাণিজ্যনীতি মিশ্রিতব্য নহে, নিজ ব্যবসায়ে স্থির থাকিয়া গবর্ণমেণ্ট এবং লণ্ডনের সহিত সহযোগিতা করিলেই ব্যবসায়ে সাফল্য লাভ করা যায় ও ভারতের আর্থিক সুনাম বৃদ্ধি পায়।

জমীদার ও তালুকদারদের সভায় কিরূপ বক্তৃতা করিতে হয় তাঁহাদিগকে বলিতে হয় যে, তাঁহারাই হইতেছেন আসল ভারতবাসী। তাঁহাদিগকে সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া রাজনীতিতে যোগ দিতে উৎসাহিত করিতে হয়, যাহাতে ভারতের আদর্শ জমীদারী প্রথা বা অর্দ্ধসামন্ত প্রথা বলবৎ থাকিতে পারে।

স্যার ম্যালকম হেলি উপরিউক্ত বিষয়গুলি শিক্ষা দিতেন পারেন তালিকা দীর্ঘ হইয়া পড়িল বলিয়া এখানেই শেষ করিলাম। দেখা যাইতেছে যে এই তালিকার শেষ নাই এবং প্রত্যেকটা বিষয় পৃথক্ পৃথক্ ভাবে পৃথক্ পৃথক্ দিক হইতে দেখিতে হইবে।

তারের ঠিকানা— 'শ্রীধাম' নবদ্বীপ
ডাকের ঠিকানা—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

দৈনিক

Reg No C 1544

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩৷৹
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার স্বতন্ত্র।

নদীয়া-প্রকাশ

THE NADIA-PRAKASH

সাহায্যের হার
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸৹
মাসিক ১৲
নগদ
প্রতি সংখ্যা ৴৫

ভারতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বহুল-প্রচার-নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৮ম খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বেদান্তবাচস্পতি [১৬৯শ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর—৩১শে ভাদ্র শনিবার ১৩৪০, ১৬ই সেপ্টেম্বর ১৯৩৩

পুলিশের অমায়িকতা

ময়মনসিংহ শ্রীযুত শশিরকুমার ভাদুড়ী অভিনয় করিতে আসিলে এক অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটিয়াছে ও পুলিশের অশুভ আচরণের পরিচয় পাওয়া গিয়াছে।

স্থানীয় আর্য্য হলের টকী থিয়েটার শ্রীযুত ভাদুড়ীর দলকে অভিনয়ের জন্য আহ্বান করেন; ৬ই তারিখ হইতে তাঁহাদের অভিনয়ের কথা ছিল। সহরে এই কথা প্রচারিত হইতে থাকে ও সিট রিজার্ভ হইতে থাকে ৫ই তারিখে প্রাতঃকালে সহরে এমন কতকগুলি ইস্তাহার বিলি হয় যাহা টকী থিয়েটারের পরিচালকগণের স্বার্থ বিরোধী। তাঁহাদের দরখাস্ত ক্রমে উক্ত ইস্তাহার প্রচারকারীদের উপর পুলিশ বিভাগের সদর মহকুমা হাকিম ১৪৪ ধারা অনুসারে নিষেধাজ্ঞা জারী করেন যে, তাহারা ইস্তাহার বিলি করিতে পারিবে না আর্য্যহলের সম্মুখে সভা করিতে পারিবে না।

৬ই সেপ্টেম্বর তারিখে নরেশচন্দ্র গুহ ওরফে সান্টু নামক এক ব্যক্তি জেলা জজের নিকট দরখাস্ত করেন যে, ময়মনসিংহ টকী থিয়েটারের কর্ত্তৃপক্ষকে থিয়েটার করিতে নিষেধ করা হউক. কারণ আর্য্য হলের নাবালক মালিকের কোর্ট গার্জ্জিয়ান সর্ত্তে আর্য্য হল ইজারা দিয়াছিলেন, থিয়েটার করিলে তাহা লঙ্ঘন করা হইবে। জেলা জজ বলেন, তিনি পর দিন (৭ই) শুনিবেন।

৬ই তারিখ রাত্রি ৮টায় সময় অভিনয়ের কথা ছিল; সন্ধ্যাকালে বহু নরনারী হলের সম্মুখে জমায়েৎ হন। কিন্তু সন্ধ্যাকালে পুলিশের রিপোর্ট অনুসারে বিভাগের মহকুমা হাকিম শ্রীযুত ভাদুড়ী নাবালকের কোর্ট গার্জ্জিয়ান এবং টকী থিয়েটারের শ্রীযুত কালিদাস কর ও শ্রীযুত হেমচন্দ্র গাঙ্গুলীর উপর ১৪৪ ধারা জারি করিয়া অভিনয় করিতে নিষেধ করেন। ইহাতে অভিনয় দর্শনার্থী নরনারী নিরাশ ও মনঃক্ষুন্ন হন। থিয়েটারের কর্ত্তৃপক্ষ তৎক্ষণাৎ একজন উকিল লইয়া মহকুমা হাকিমের সহিত সাক্ষাৎ করিলে তিনি ঐ দিন অভিনয় করিতে অনুমতি দেন।

পর দিন সেসন জজ উভয় পক্ষের উকিলের বক্তব্য শ্রবণ করিয়া রায় দেন যে, থিয়েটার করিলে ইজারার সর্ত্তভঙ্গ হয় না। সদর মহকুমা হাকিম, শ্রীযুত ভাদুড়ী প্রভৃতির উপর যে নিষেধাজ্ঞা জারি করিয়াছিলেন, তাহাও তিনি (মহকুমা হাকিম) প্রত্যাহার করেন।

এস্থলে উল্লেখযোগ্য এই যে, পুলিশ প্রথমে থিয়েটারের কর্ত্তৃপক্ষের বিপক্ষে রিপোর্ট দিয়াছিল এবং পরে তাঁহাদের পক্ষে রিপোর্ট দেয় এবং তাঁহাদের পক্ষেও ১৪৪ ধারা জারী হইয়াছিল। আবার তাঁহাদের বিরুদ্ধেও ১৪৪ ধারা জারি হইয়াছিল।

ফাঁসীর বদলে দ্বীপান্তর

মুকুন্দমুরারি পাল নামক এক ব্যক্তির প্রাণদণ্ড মকুব করিয়া মঙ্গলবার মাননীয় বিচারপতি মিঃ আমীর আলী ও বিচারপতি মিঃ এম সি ঘোষ তাহাকে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন।

মামলার প্রকাশ, আসামী ও অপর এক ব্যক্তি গীতানাথ শীল নামক এক ব্যক্তির দোকানে ডাকাতি করিতে যায়। চৌকিদার ও গ্রামবাসীরা তাহাদিগকে তাড়া করিলে তাহারা বন্দুকের গুলী ছোড়ে। দুইজন লোক তাহাদের গুলীতে আহত হয় ও একজন পরে মারা যায়। মুকুন্দ মুরারি ধৃত হয়, ময়মনসিংহের সেসন জজ মিঃ আর এফ লজ জুরীদের সিদ্ধান্তক্রমে তাহাকে নরহত্যার সাহায্য করিবার অপরাধে দোষী সাব্যস্ত করিয়া প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করেন। মুকুন্দ বলে, সে অপরাধী নহে। ঐ অঞ্চলে সে অপরিচিত লোক; সুতরাং গ্রামবাসীরা "ডাকাত ডাকাত" চীৎকার করিয়া উঠিলে সে ভয়ে দৌড়াইতে থাকে এবং ডাকাত মনে করিয়া গ্রামবাসীরা তাহাকেই ধরিয়া ফেলে।

যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর

বরিশাল জেলার মালাও মগ ও শিয়ালাও মগের মধ্যে জমি লইয়া বিবাদ ছিল। একদা উভয়ের মধ্যে তুমুল ঝগড়া হয় এবং মালাও মগ শিয়ালাও মগকে দাও দিয়া কোপাইয়া হত্যা করে। মৃত ব্যক্তির পুত্র ও অন্যান্য লোক এই হত্যাকাণ্ড দেখিয়াছে। আসামী বলে, শিয়ালাও মগের পুত্র তাহার পিতাকে হত্যা করিয়াছে, কিন্তু আসামী অকুস্থলে উপস্থিত ছিল বলিয়া সে আসামীর উপর দোষ চাপাইয়াছে। জুরীরা তাহাকে দোষী সাব্যস্ত করিলে বরিশালের এডিশন্যাল সেসন জজ মিঃ মিঃ এ ডি খাঁ তাহাকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করেন। অতঃপর আসামী হাইকোর্টে আপীল করে। মাননীয় বিচারপতি মিঃ আমীর আলী ও বিচারপতি মিঃ এম সি ঘোষ তাহার দণ্ড হ্রাস করিয়া তাহাকে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডে দণ্ডিত করেন।

আইনষ্টাইন প্রসঙ্গ

"যদি অধ্যাপক আইনষ্টাইনের মাথার একগাছি কেশও স্পৃষ্ট হয় তাহা হইলে ফ্রান্সে যে সকল চিহ্নিত জার্ম্মাণ রহিয়াছে তাহাদিগকে প্রতিভূ স্বরূপ বিবেচনা করা হইবে এবং তাহাদিগকে এই আচরণের জন্য জবাবদিহি করিতে হইবে" সাল ওয়াগ্রাম নামক স্থানে জন-হল এক সাধারণ সভায় সভাপতি মিঃ বার্ণার্ড লিচ উল্লিখিত উক্তি করিয়াছেন। এই সভায় দুইজন প্রসিদ্ধ আইনজ্ঞ জার্ম্মাণীর পার্লামেণ্ট গৃহে অগ্নিপ্রদানের দায়ে অভিযুক্ত ব্যক্তিগণের পক্ষ সমর্থনের জন্য জনসাধারণের নিকট এক আবেদন করিয়াছেন। তাঁহারা ইতিপূর্ব্বে অভিযুক্ত ব্যক্তিদের পক্ষ সমর্থন করিবার অনুমতির জন্য আবেদন করিয়া ব্যর্থ হইয়াছেন।

সভাপতির উক্তির পর ঐ শ্রেণীর জার্ম্মাণদের নাম জানিবার জন্য সভায় কোলাহল উপস্থিত হইয়াছিল। কিন্তু সভাপতি নাম ব্যক্ত করিতে অস্বীকৃত হন।

সভাগৃহে স্থানাভাব হওয়ায় যাহারা ভিতরে প্রবেশ করিতে পারে নাই, তাহাদের মধ্যে মারামারির মত হইয়াছে। ফলে জনকুড়ি লোককে আটক রাখিতে হইয়াছিল।

ইংল্যাণ্ডে বাসকালে যাহাতে অধ্যাপক আইনষ্টাইনের কোন বিপদ না ঘটে তাহার জন্য ওখানকার একশত য়িহুদী বিজ্ঞান শিক্ষার্থী ছাত্র একটি দেহরক্ষী দল গঠন করিয়াছে।

শ্রী নমো ভগবতে বাসুদেবায়

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

৩১শে ভাদ্র শনিবার, ১৩৫০

পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু লিখিতেছেন :—

"উচ্চ পাকা দেওয়াল এবং লৌহ তোরণনিচয় কারাগারের ক্ষুদ্র জগৎটিকে বাহিরের বিশাল জগৎ হইতে বিচ্ছিন্ন রাখিয়াছে। এখানে এই কারা-জগতের সব জিনিষই ভিন্ন রকম; এখানে দীর্ঘ কারাদণ্ডভোগী—যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিতের পক্ষে কোন বর্ণবিন্যাস বৈচিত্র্য নাই, কোন পরিবর্তন নাই, কোন কর্মোদ্যম নাই, কোন আশা বা আনন্দ নাই দুর্বহ একঘেয়েভাবে জীবনের নিরুদ্যম গতি এখানে চলিতেছে। হতাশ মরুর সমভূমি, উঁচু জায়গা কোথায়ও এখানে নাই, তীব্র উত্তাপ হইতে আশ্রয়লাভের জন্য অথবা পিপাসার নিবৃত্তির জন্য এখানে কোন মরুদ্যান নাই। দিবস এখানে সপ্তাহে পরিণত হয়, সপ্তাহ মাসে পরিণত হয় এবং মাস বৎসরে পর্য্যবসিত হয়।—এইভাবে জীবনের গোণা দিন ফুরাইয়া যায়। সময়ের সম্বন্ধে কোন ধারণাই থাকে না, লোকে উদ্ভিদের ন্যায় জীবনযাপন করে; সম্পূর্ণ ভিন্নভাবে সে জীবনযাপন, কারণ মানুষের ভয় এবং বিভীষিকা বন্দীর চারদিক দিয়া ঘিরিয়া উঠে। কারাগারকক্ষে বন্দীর জীবন, তেমন অসহায় জীবন অপর কাহারও নাই। রাষ্ট্রের সমস্ত শক্তি তাহার বিরুদ্ধে; সে শক্তি যাহাতে সংযত থাকে, জেলের ভিতর এরূপ কিছুই নাই। বেদনার আর্ত্তস্বর পর্য্যন্ত সেখানে রুদ্ধ হয়। কারাগারের উচ্চ প্রাচীর অতিক্রম করিয়া সে আর্ত্ত চীৎকার শ্রুত হইতে পারে না। নিয়মকানুন হিসাবে কর্ত্তৃপক্ষের শক্তি সংযত করিবার কতকগুলি নিয়ম আছে বটে, দর্শকগণ এবং সরকারী কর্মচারীরা বাহির হইতে গিয়া কারাগার পরিদর্শন করিতে পারেন কিন্তু তাহাদের নিকট অভিযোগ করিবার সাহস বন্দীর পক্ষে বিরল। যাহারা তেমন সাহস দেখায়, তাহাদিগকে সে সাহসিকতার জন্য ভোগ পাইতে হয়। দর্শকেরা জেল দেখিয়া চলিয়া যান এবং কারাগারের সামান্য কর্মচারীরাই থাকে এবং এই সব কারা কর্মচারীদের সঙ্গেই বন্দীকে দিন কাটাইতে হয় সুতরাং সে যে দুঃখ কষ্ট অধিক না বাড়াইয়া সেগুলি সহ্য করাই শ্রেয়ঃ মনে করিবে, ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে।

———

বহুসংখ্যক রাজনৈতিক বন্দীদের কারাগমনে বা ভারতের ঘনান্ধকার কোণে কিঞ্চিৎ আলোক রেখার বিকাশ পায়। এই সঙ্গে সঙ্গে নূতন বাতাস কারাগারে প্রবেশ করে এবং দীর্ঘ দিনের মেয়াদের বন্দীদের অদৃষ্টে কিছু আশার সঞ্চার হয়। কিন্তু তাহাদের সংখ্যা অল্প, মোটের উপর নিয়ম পদ্ধতি যথাপূর্ব্বই বজায় থাকে। কখনও কখনও জেলের ভিতর দাঙ্গা হাঙ্গামার কথা শুনা যায়। প্রকৃত পক্ষে ঐ গুলি হইতে কি বুঝা যায়? সম্ভবতঃ দোষ কয়েদীদেরই ছিল, কিন্তু তথাপি নিরস্ত্র অবস্থায় উচ্চ কারাপ্রাচীরে অবরুদ্ধ বন্দীদের পক্ষে জেলের সশস্ত্র কর্মচারীদের সঙ্গে শক্তি পরীক্ষা করিতে যাওয়া পাগলামির বিষয়। বিশেষ উত্তেজনার কারণ না ঘটিলে কয়েদীরা এই ধরণের নির্ব্বুদ্ধিতা এবং নৈরাশ্যজনক কার্য্যে যে প্রবৃত্ত হইতে পারে না, লোকের মনে এই ধারণাই হয়।

হয়ত বিভাগীয় তদন্ত হয় অথবা জেলে ম্যাজিষ্ট্রেট তদন্ত করেন। এক পক্ষ পূর্ণরূপে প্রস্তুত এবং কর্মচারীদের দ্বারা সমর্থিত হন, এবং অসংখ্যক বন্দীও তাহাদের কার্য্য সমর্থন করিতে বাধ্য হয়; অপর পক্ষ ভীত কম্পমান, মানব সমাজ হইতে বিবর্জ্জিত, শৃঙ্খলাবদ্ধ ব্যক্তি, তাহার প্রতি কাহারও সহানুভূতি নাই এবং কেহ তাহাকে বিশ্বাসও করে না।

পুলিশ অথবা জেল কর্মচারীদের বিরুদ্ধে যখনই কোন অভিযোগ উত্থাপিত হয়, স্যার স্যামুয়েল হোর ক্রুদ্ধ হইয়া উঠেন। তিনি সর্ব্বপ্রকার সাধারণ অথবা নিরপেক্ষ তদন্তে বরাবর অস্বীকৃত হইয়া আসিতেছেন। আমার মনে হয় দুই বৎসর পূর্ব্বে হিজলীর ব্যাপার সম্বন্ধে একটী বিভাগীয় তদন্ত হইয়াছিল এবং তাহার কিছু পরে একটি সরকারী তদন্ত হয়। এই তদন্তে এই অভিমত প্রকাশিত হয় যে, ঘটনার সম্বন্ধে যে সরকারী বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছিল, তাহা সম্পূর্ণরূপে ভুল। কিন্তু তখন ঐ ব্যাপার অস্বাভাবিক ছিল। অধিকাংশ বিভাগীয় তদন্তের পরীক্ষা এভাবে হয় না।

আমি কাহারও নিকট নালিশ করিতেছি না, গবর্ণমেণ্টের কাছে তো নিশ্চয়ই নয়। কিন্তু কারাপ্রাচীরের ভিতরে কি ঘটে, আমার মনে হয়, জনসাধারণের তৎসম্বন্ধে কিছু ধারণা থাকা উচিত। জনমত জাগ্রত না হইলে প্রকৃত কোনরূপ সংস্কারই কোনদিন সম্ভব হয় না। আজকাল সদাসর্ব্বদাই দেখা যায় যে কারাগারে কোন কিছু ঘটিলে হোম মেম্বার অথবা অন্য কোন সরকারী কর্মচারী গাম্ভীর্য্যপূর্ণভাবে এবং সাড়ম্বরে ব্যবস্থাপক সভায় তৎসম্বন্ধে একটি বর্ণনা প্রদান করেন। সে বিবৃতির পশ্চাতে গবর্ণমেণ্টের সমগ্র শক্তি থাকে; কিন্তু যদি বিশেষভাবে আমরা উহার পরীক্ষা করি এবং তাহার পূর্ব্বে খোঁজ লই, তাহা হইলে আমরা উহার মূলে জেলের একজন সামান্য কর্মচারীকেই দেখি; ঐ কর্মচারীর প্রদত্ত বর্ণনাই নানা সূত্র ঘুরিয়া ঘুরিয়া পিরামিডের মাথায় গিয়া পৌছে। উহার কোন অবস্থাতেই কোন পরীক্ষার উপায় থাকে না; কারণ, বন্দীরাই উহার পরীক্ষা করিতে পারে, সে কার্য্যে তাহাদিগকে উৎসাহিত করা হয় না।

———

গত বৎসরে আমার একটী বিস্ময় অভিজ্ঞতা জন্মে, ঐ অভিজ্ঞতার কিছু ব্যাপক রকমের বিশিষ্টতা আছে। এলাহাবাদ ডিষ্ট্রিক্ট জেলের জেলার আমার মাতা ও স্ত্রীকে অপমানিত করে এবং তাঁহাদিগকে বাহির করিয়া দেয়। তাঁহারা আমার ভগিনীপতির সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলেন। আমি যখন উহা শুনিলাম তখন আমি ক্রোধান্ধ হইয়া উঠিলাম; কারণ, আমার মাতার অপমান আমার পক্ষে সহ্য করা অসম্ভব কিন্তু তথাপি আমি এই ব্যাপারকে বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করি নাই; কারণ একজন অশিক্ষিত সামান্য কর্মচারীর খারাপ ব্যবহার ব্যতীত উহাতে আর কিছুরই পরিচয় পাওয়া যায় না। কোন উর্দ্ধতন কর্মচারী দুঃখ প্রকাশ করিবেন আমি এরূপ আশা করিয়াছিলাম। তৎপরিবর্ত্তে কিছু সময়ের জন্য আমাকে আমার মাতা অথবা পত্নীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে না দিয়া সাজা দেওয়া হয়। আমি ইনস্পেক্টর জেনারেলের নিকট এ সম্বন্ধে খোঁজ লওয়াতে তাহার সংক্ষিপ্ত একটি জবাব পাই, তাহাতে অভদ্রোচিতভাবে আমার মাতার কথা উল্লেখ করা হইয়াছিল। এই সময় গবর্ণমেণ্ট আমার নিকট হইতে এবং মাতা এবং পত্নীর প্রদত্ত বিবৃতি হইতে প্রকৃত সত্য অবগত হন। ইহাতে সুস্পষ্ট হয় যে, তাঁহারা ভুল করিয়াছিলেন। আমি বারম্বার তাঁহাদিগকে বলা সত্ত্বেও তাঁহারা আমাদের প্রদত্ত বিবৃতি হইতে কোন ভুল বাহির করিতে পারেন নাই; সুতরাং আমি ইহাই ধরিয়া লইব যে, তাঁহারা আমাদের কথাই স্বীকার করিয়া লইয়াছিলেন যদি তাঁহারা তাহাই করিয়া থাকেন, তাহা হইলে প্রথমতঃ তাঁহারা অত্যন্ত নির্ব্বুদ্ধিতার কার্য্য করিয়াছিলেন এবং তাঁহাদের অন্ততঃ দুঃখ প্রকাশ করা উচিত ছিল। আমি এখনও তাঁহাদের নিকট হইতে সোজাসুজিভাবে সেই দুঃখ প্রকাশের প্রত্যাশা করিতেছি;

(ক্রমশঃ)

শাসন সংস্কার প্রস্তাব

বাঙ্গালা

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

দায়িত্বশীল শাসন ও রক্ষাকবচ

কিন্তু সম্পূর্ণ দায়িত্বের বিপদও আ[...] এবং প্রত্যেক সুচিন্তিত শাসন-পদ্ধতি[...] তাহা মনে রাখিয়া তাহার জন্য আবশ্য[...] ব্যবস্থা করিতে হয়। এদেশে জাতিগত[...] সম্প্রদায়গত যেরূপ প্রভেদ বিদ্যমান, সেরূ[প] অন্য কোন দেশে লক্ষিত হয় না। সং[...] সম্পূর্ণ দায়িত্ব প্রাপ্তির ফলে জাতিগত [...] সম্প্রদায়গত অবিচার ও অত্যাচারও [...] ঘটিতে পারে না, এমন নহে। সেরূ[প] অবস্থায় সংখ্যাল্প সম্প্রদায়সমূহের স্বার্থ রক্ষ[ার] জন্য গভর্ণরকে ক্ষমতা প্রদান করা হইয়া[ছে] এবং তাহাই তাঁহার 'বিশেষ দায়িত্ব' বলি[য়া] বিবেচিত হইয়াছে।

গভর্ণরের বিশেষ দায়িত্ব

বর্ত্তমান ব্যবস্থায় যেরূপ শাসনের কত[ক]গুলি বিভাগে অর্থাৎ "সংরক্ষিত" বিভাগ[...] সমূহে গভর্ণরের বিশেষ দায়িত্ব আ[ছে] প্রস্তাবিত ব্যবস্থায় সেরূপ থাকিবে না[...] কেবল নিম্নলিখিত বিষয়গুলিতে তাঁহা[র] বিশেষ দায়িত্ব থাকিবে :—

(১) প্রদেশে বা প্রদেশের কোন অং[শে] শান্তি ও শৃঙ্খলা নষ্ট হইবার বিশেষ সম্ভাব[না] নিবারণ;

(২) সংখ্যাল্প সম্প্রদায়সমূহের সঙ্গ[ত] অধিকার সংরক্ষণ;

(৩) শাসন-পদ্ধতিতে সরকারী কর্মচারী[...]দিগের যে সকল অধিকার স্বীকৃত হইবে[...] সে সকল ও তাঁহাদিগের ন্যায়সঙ্গত স্বা[র্থ] সংরক্ষণ;

(৪) ব্যবসাবাণিজ্যগত ব্যবহার-বৈষ[ম্য] নিবারণ;

(৫) সামন্তরাজ্যের অধিকার সং[...]রক্ষণ;

(৬) যে সব স্থান সাধারণভাবে শাসি[ত] হইবে না বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইবে, সে সব স্থা[নের] শাসন;

(৭) বড়লাট আইনতঃ যে সকল আদে[শ] করিবেন, সে সকল প্রতিপালন। কি[ন্তু] বড়লাট কেবল নিম্নলিখিত বিষয়সমূ[হে] প্রাদেশিক গভর্ণরকে আদেশ করিতে পারি[]বেন :—

(ক) প্রদেশমধ্যে কেন্দ্রী সরকারে[র] কার্য্যপরিচালন ও কেন্দ্রী সরকারের আই[ন] পালন;

(খ) ভারতবর্ষে বা দেশের কোন অংশে[] শান্তি ও শৃঙ্খলা নষ্ট হইবার সম্ভাবনা ঘটিলে[] তাহা নিবারণ।

(ক্রমশঃ)

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক
— পারমার্থিক পত্র —

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশ-
তনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনম্,
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং
প্রেমা পুমর্থো মহান্,
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং
তত্রাদরো নঃ পরঃ॥

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

৮ম বর্ষ ১২ পদ্মনাভ গৌরাব্দ ৪৪৭, ৩১শে ভাদ্র বঙ্গাব্দ ১৩৪০, ১৬ই সেপ্টেম্বর ইং ১৯৩৩, শনিবার ১৬৯শ সংখ্যা

লণ্ডনের পত্রাবলী

পার্লামেন্টের পক্ষে ভারত-গবর্ণমেন্টের সহকারী সচিব শ্রীযুক্ত আর, এ, বাটলার মহোদয় White Hall India Office হইতে ৩রা জুলাই ১৯৩৩ সালে শ্রীল প্রভুপাদের নিকট যে পত্র দিয়াছেন, তাহাতে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীযুক্ত ভক্তি হৃদয় বন মহারাজের প্রতি তাঁহার সহৃদয়তা প্রকাশিত হইয়াছে। পত্রটী এই —

Dear Sir,

I am grateful for your letter of 15th June about the Gaudiya Math and I would like to take this opportunity of telling you how much pleasure it has given me to meet Tridandi Swami B. H. Bon and to give him such assistance as I could by putting him in touch with various people in this country.

প্রিয় মহাশয়,

আপনি ১৫ই জুন তারিখে গৌড়ীয়মঠ সম্বন্ধে যে পত্র দিয়াছেন, তজ্জন্য আমি কৃতজ্ঞ। ত্রিদণ্ডিস্বামী বি, এইচ, বনের সহিত সাক্ষাৎকার এবং এদেশের বহুলোকের সহিত তাঁহার আলাপাদি করাইয়া আমি কত সুখী হইয়াছি তাহা প্রকাশ করিবার এই সুযোগ গ্রহণ করিয়া প্রীত হইলাম।

লণ্ডনের সুপ্রসিদ্ধ সাময়িকপত্র Times এর সম্পাদক Mr. F. H. Brown—Dil kusha West Bourne Road Forest Hill S. E. 23 লণ্ডন হইতে গত ১২ই জুলাই ১৯৩৩ শ্রীল প্রভুপাদের নিকট যে-পত্র লিখিয়াছেন, উহাতেও ত্রিদণ্ডিস্বামী বন মহারাজের ক্রিয়াকলাপে তাঁহার সহৃদয় সহায়তার কথা প্রকাশিত হইয়াছে।

Dear Sir,

I write to thank you for your letter recently received in which you express your gratification for the interest I have been able to take in the mission to this country of Tridandi Swami B. H. Bon as a representative of the Gaudiya Math, of which you are the President. It has been to me a great pleasure and privilege to come into contact with the Swami and to note his devotion to the cause of religion. He has recently presented to me a copy of the first volume of "Shree Krishna Chaitanya" which set out the general principles of the mission. At the present time I am very fully occupied with work connected with the enquiries of the Joint Select committee on India Reform but I hope to study the work in due course.

I need not say that I am grateful for your invocation of the mercy of God for myself and my family. You and I are not of the same faith but among my own convictions on religion there is none more strong than my acceptance of the teaching of one of the Apostles of Christ that in every age he that feareth God and worketh rightness is accepted of Him.

প্রিয় মহাশয়,

আপনার সভাপতিত্বাধীন গৌড়ীয়মঠের প্রতিনিধিস্বরূপে এদেশে আসিয়া ত্রিদণ্ডিস্বামী বি, এইচ, বন যে প্রচারকার্য্য করিতেছেন তাহাতে আমি যে আগ্রহ ও ঔৎসুক্য প্রকাশ করিতে পারিয়াছি তজ্জন্য আপনি পত্রদ্বারা আমাকে আপনার সন্তোষ জ্ঞাপন করায় আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিয়া এই পত্র লিখিতেছি।

স্বামীজীর সম্পর্কে আসিয়া তাঁহার ধর্ম্ম পালনতা-দৃষ্টির সুযোগ পাইয়া আমি অত্যন্ত সুখী হইলাম। তিনি সম্প্রতি আমাকে "শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"-গ্রন্থের প্রথম খণ্ড উপহার দান করিয়াছেন; তাহাতে সঙ্ঘের মত-সমূহ দেওয়া আছে। বর্ত্তমানে আমি ভারতীয়-সংস্কার-সম্বন্ধীয় জয়েন্ট-সিলেক্ট-কমিটীর তদন্ত-বিষয়ক কার্য্যে সম্পূর্ণভাবে নিযুক্ত আছি কিন্তু আমার আশা আছে যে, আমি যথাসময়ে পুস্তকখানি পাঠ করিব।

আপনি আমার এবং আমার পরিবার-বর্গের জন্য ভগবানের কৃপা প্রার্থনা করায় আমি কৃতজ্ঞ—একথা বলা বাহুল্য-মাত্র। আপনার ধর্ম্ম আমার ধর্ম্ম হইতে পৃথক্; খৃষ্টের একজন শিষ্য বলিয়াছেন—প্রতি যুগেই যিনি ভগবান্‌কে ভয় করেন এবং ন্যায়পরায়ণ থাকিয়া জীবন অতিবাহিত করেন তিনি ভগবানের দ্বারা আদৃত হন। আমি এই শিক্ষাটি যেরূপ দৃঢ়ভাবে গ্রহণ করিয়াছি আমার ধর্ম্মবিশ্বাসের মধ্যে কোনটিই সেরূপ ভাবে গ্রহণ করি নাই।

বঙ্গের ভূতপূর্ব্ব গবর্ণর শ্রীযুক্ত সার এফ ষ্টানলী জ্যাকসন ৩৩ নং পণ্ট ষ্ট্রীট এস ডব্লিউ ১ লণ্ডন হইতে ১লা আগষ্ট তারিখে শ্রীল প্রভুপাদের নিকট যে পত্র দিয়াছেন, তাহাতেও তাঁহার প্রচুর সহৃদয়তা প্রকাশ পাইয়াছে। তাঁহার পত্রখানিও নিম্নে প্রকাশিত হইল।

Dear Bhakti Sidhanta Saraswati,

I am very grateful for your letter of the 15th of June and was pleased to see the representatives of the Gaudiya Math in this country. I hope they have had a pleasant and profitable stay here. My wife and I greatly appreciated your good wishes and blessings.

yours sincerely

Sd /F. Stanley Jackson

প্রিয় ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী মহাশয়,

আপনার ১৫ই জুন তারিখের লিখিত পত্র পাইয়া অত্যন্ত কৃতজ্ঞ হইলাম এবং এদেশে গৌড়ীয়মঠের প্রতিনিধিবর্গকে দর্শন করিয়া প্রীত হইলাম। আশা করি, তাঁহারা সুখে অবস্থান করিয়া সার্থকতা লাভ করিতেছেন।

আমি এবং আমার স্ত্রী আপনার সদিচ্ছা এবং আশীর্ব্বাদ গ্রহণে প্রীত হইলাম।

আপনার নিষ্কপট

স্বাঃ এফ, ষ্টানলি জ্যাকসন

পরম গুরুদেবের সমাধিমন্দির

শ্রীধাম-মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠের শ্রীশ্রী-রাধাকুণ্ডতীরে পরমহংস শ্রীশ্রীল গৌরকিশোর দাস গোস্বামী মহারাজের সমাধিক্ষেত্রে যে সুন্দর মন্দিরটী নির্ম্মিত হইতেছে তাহার কার্য্য অতি দ্রুতবেগে চলিতেছে। ব্রহ্মচারী শ্রীযুক্ত রেবতীরমণ কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিতেছেন। শ্রীল প্রভুপাদ স্বয়ং উহার কার্য্য দেখিয়া সন্তুষ্ট হইয়াছেন। মন্দিরের সঙ্গে জগমোহনও নির্ম্মিত হইতেছে। বঙ্গদেশে অতি অল্প মন্দিরেই জগমোহন দৃষ্ট হয়।

সেই সে বিদ্যার ফল জানিহ নিশ্চয়। কৃষ্ণপাদপদ্মে যদি চিত্তবিত্ত রয়॥

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১২ পদ্মনাভ অবায় ক্ষীরোদশায়ী

ভাগবত-শ্রবণ

ভাগবত অর্থে 'ভগবানের'। ভাগবত বলিতে গ্রন্থ-ভাগবত ও ভক্ত ভাগবত বুঝায়। যে গ্রন্থরাজে শ্রীভগবানের নাম, রূপ, গুণ, লীলা, পরিকর-বৈশিষ্ট্যের সম্যক্ আলোচনা হইয়াছে তিনিই গ্রন্থ-ভাগবত। আর যিনি অনন্য চিন্তায়, অনন্য চেষ্টায় শ্রীভগবানের সেবায় সম্পূর্ণভাবে আত্মনিয়োগ করিয়া নিরন্তর গ্রন্থ ভাগবতের আস্বাদন করেন তিনি ভক্ত-ভাগবত। উভয় ভাগবতই তদীয় তত্ত্ব, তত্ত্ববস্তু স্বয়ং শ্রীভগবান্ হইতে অভিন্ন, সুতরাং ভাগবত-শ্রবণ আমাদের বিষয়-কর্ম্মের মধ্যে অন্যতম এক ব্যাপার হইতে পারে না। ভাগবত-পাঠ ও ভাগবত-শ্রবণ দ্বারা আমরা ভগবানের সেবা করিতে পারি। সেবাবুদ্ধির অভাবে পাঠ ও শ্রবণে ফল বিপর্যয় ঘটিয়া যায়। ভাগবত না হইলে কেহ ভাগবত-কীর্ত্তনে যোগ্য হইতে পারেন না, তাহা অনুকরণ করিতে গেলে তাহা বিষয়-কর্ম্মই হইয়া যায়। ভাগবতের নিকট ভাগবত শ্রবণ না করিলে শ্রবণের ছলনা [illegible] প্রভাবে [illegible] মাত্র, ভাগবত-শ্রবণ হয় না। শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমুখনিঃসৃত উপদেশ এই যে, "যাহ ভাগবত পড় বৈষ্ণবের স্থানে।" অবৈষ্ণবের নিকটে ভাগবত শ্রবণ করিলে ভাগবত-শ্রবণ হয় না, তাহার পরিবর্ত্তে অবৈষ্ণবের চিন্তাস্রোত আমাদের হৃদয়ে প্রবেশাধিকার পায়। তখন আমরা ভাগবত দাস হইতে না পারিয়া অবৈষ্ণবের আনুগত্যে মায়াবাদী বিবর্ত্ত হইয়া যাই, আমাদের দুর্দ্দশার সীমা থাকে না। শ্রীমদ্ভাগবত ভগবদ্ভক্তি-প্রতিপাদক শাস্ত্রশিরোমণি; ভাগবত রসামৃত দুগ্ধ প্রকাশ ভিন্ন অন্যে ইহার কি মর্ম্ম বুঝিবে? ভক্তি-রসামৃত-সিন্ধু-গ্রন্থে [illegible] রূপ গোস্বামী প্রভু চতুঃষষ্টি ভক্ত্যঙ্গের মধ্যে রসিক জনের সহিত ভাগবত-আস্বাদন ভক্তি সাধনোপায় বলিয়াছেন। এমন রসিক কে? যাঁহারা রসিক ভিন্ন অপরের সহিত ভাগবতালোচনা করিতে কেহ যান, তাহার ভাগবতাস্বাদন কিরূপে সম্ভবপর হইতে পারে? আজকাল রসিক বলিতে গেলে আমরা বুঝি—যাহারা স্ত্রীলোকবেষ্টিত হইয়া নায়ক নায়িকার পরস্পরের প্রতি ব্যবহারের বিষয় আলাপ করিতে অত্যন্ত আনন্দ পান, সভ্য সমাজের শিষ্টাচার উল্লঙ্ঘন করিয়া [illegible] লেখনীতে স্ব স্ব কামজ ভাবের প্রকাশ দ্বারা শ্রোতা ও পাঠকের তাহা উদ্দীপনে প্রয়াস পান তাহারাই আজ আমাদের অধঃপতনের দিনে রসিক আখ্যা পাইয়া থাকেন। আজকাল বলিয়া ইহা দু'দশ বৎসরের কথা নহে, আজ দুই শতাব্দী বা সার্দ্ধদ্বিশতাব্দী-গত সমাজের এইরূপ প্রবণতা হইয়াছে। প্রাচীন-কালে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ-লীলাকথা একমাত্র ভক্তোত্তমগণেরই আলোচ্য ছিল, সাধারণ শিক্ষিত ভদ্রলোকে উহার মধ্যে প্রবেশাধিকার না পাইয়া দাম্ভিকতা-বশে তদাধার গৃহরূপ গ্রন্থ বা গ্রন্থাংশগুলির অযথা বলপূর্ব্বক দ্বারোদ্ঘাটন করিয়া বিকৃত ভাবে রসাস্বাদনের জন্য ব্যস্ত হ'ন নাই।

শ্রীরাসপঞ্চাধ্যায়, শ্রীগীতগোবিন্দ, শ্রীবিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস প্রভৃতি রসাকরগুলির ভাণ্ডার-লুণ্ঠনে কেহ অযথা সাহস প্রকাশ করেন নাই। এ ভাণ্ডারের রসরাশি আস্বাদনের যোগ্যতা অতি উচ্চ অধিকার। সকলের সে অধিকার না থাকায় রসচর্চ্চা অত্যন্ত নিভৃত ছিল, সাধারণ লোকের উপাসনার মধ্যে রসের প্রাদুর্ভাব ছিল না। যে-সকল রসশাস্ত্রের উল্লেখ হইল উহাতে উজ্জ্বল রসের বিলাস, সেই উজ্জ্বল রস অপ্রাকৃত; তাহা প্রাকৃতরাজ্যের অতীত তত্ত্ব। "অপ্রাকৃত বস্তু নহে প্রাকৃত গোচর।" সেই অপ্রাকৃত রস আমাদের প্রাকৃত ইন্দ্রিয়, প্রাকৃত মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার, আধিপত্য থাকিতে উপলব্ধ হইতে পারে না। আমাদের প্রাকৃত-চেষ্টা সমূহ লইয়া অধিরোহ মার্গাশ্রয়ে যদি আমরা অপ্রাকৃত রস লইয়া ঘাঁটা ঘাঁটি করি, তাহা হইলে উহা দ্বারা আমাদের প্রাকৃত রসেরই আলোচনা হইবে। তদ্দ্বারা ইন্দ্রিয়চাঞ্চল্য-বর্দ্ধনই আমাদের লভ্য বিষয় হইয়া দাঁড়াইবে। তাহার উদাহরণ আমরা সাতিশয় দুঃখের সহিত সুধী পাঠকবর্গকে নিবেদন করিতে প্রস্তুত হইয়াছি। প্রাকৃত-দর্শনে অপ্রাকৃত রসতত্ত্বের আলাপ করিতে গিয়া কাব্যরসাস্বাদপর ব্যক্তিগণ শ্রীপাদ বিদ্যাপতি, শ্রীপাদ চণ্ডীদাস, শ্রীপাদ জয়দেবের নামে নানারূপ কুৎসা রটনা করিতেও পশ্চাৎপদ হ'ন না। তাঁহাদের বিশ্বাস, যাঁহারা জড়রসে মগ্ন নহেন তাঁহারা কিরূপে ঐরূপ রসগন্ধ রচনা করিতে পারেন? আবার কাহারও কাহারও পাষণ্ডতা এত অধিক যে, চরম ঔদার্য্যাবতার বিগ্রহ স্বয়ং অবতারী শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর সম্বন্ধেও অচিন্ত্য, অবাচ্য, অকথ্য কথার প্রস্তাব করিয়া তাহারা স্ব-স্ব ও অনুগত ব্যক্তির অনন্ত রৌরব আবাহন করিয়া বসিয়াছে। হায়, হায়, মাদৃশ স্বল্পবুদ্ধি জীবের কি দুর্ভাগ্য যে, ঐ সকল দুরাশার কল্পনা বাস্তব-রস-বিজড়িত হইয়া নিজ নিত্য মঙ্গলের পথ রোধ করিয়া বসে। অযথা অনধিকারকালে রসমাধুর্য্য দেখিতে গিয়া আমাদের এই দুর্দ্দশা। আরব্য-উপন্যাসে যেরূপ বাদ্শাকুমার [illegible] রাগণের নিষেধ-বাণী উল্লঙ্ঘন পূর্ব্বক নিষিদ্ধ গৃহ উদ্ঘাটন করিয়া পক্ষিরাজ অশ্ব দেখিতে পায় ও তাহার অযথা ব্যবহার করিতে গিয়া স্বীয় দুর্ভাগ্য আনয়ন করিয়াছিলেন, অনধিকারীর রস-ভাণ্ডারে হস্তক্ষেপও ঠিক তদ্রূপ দুর্ভাগ্যের লক্ষণ।

———

যতদিন না বঙ্গীয়-সমাজ রসশাস্ত্র ব্যবসায়ীর কবল হইতে মুক্ত না হইবে, যতদিন না সমাজ হইতে বেতনভোগী ভাগবতোপজীবীর সমাদর বিদূরিত হইবে, যতদিন ভাগবত শ্রবণব্যপদেশে স্ব-স্ব ইন্দ্রিয়-রসায়ন-সম্পদের অনুশীলনের বস্তু থাকিবে, ততদিন শুদ্ধ বৈষ্ণব ধর্ম্ম-প্রচার একরূপ অসম্ভব ব্যাপার হইয়া রহিবে। বেতন আশায় ভাগবতপাঠিগণ ভাগবত পাঠ করেন না। শ্রীমদ্ভাগবত সাক্ষাৎ ভগবদ্-বিগ্রহ; তাহা অর্থবিনিময়ে আদান-প্রদানের বস্তু নহে, অর্থলোলুপের ভাগবতাধিকার নাই, সুতরাং অর্থ ব্যয় করিয়া তাহার মুখে ভাগবত শ্রবণ করিয়া তাহার লোকরঞ্জনের ক্ষমতার প্রশংসা করাও যা, আর যাত্রা থিয়েটার শুনিয়া বাহবা দেওয়াও তাই। ইহার সহিত ভাগবত শ্রবণের ফল প্রেমোদয়ের সহিত কোন সাক্ষাৎকার নাই।

———

অনেকে অর্থ বিনিময়ে ভাগবত-পাঠ না করিলেও তাঁহাদের ভাগবতালোচনা পূতনার শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রকে বিষ-স্তন্য-প্রদানের ন্যায়। তাঁহারা ভাগবতের প্রচ্ছন্ন শত্রু। পাণ্ডিত্য-জাল বিস্তার করিয়া ভাগবতার্থ আচ্ছাদন পূর্ব্বক শ্রীশ্রীমদ্ভাগবতের স্ব-স্ব-মতপোষক ব্যাখ্যা করিয়া মায়াবাদ-প্রচারই তাঁহাদের উদ্দেশ্য; ইহাদের মধ্যেও বেতনভোগী আছে, অথবা কেহ কেহ সাধারণতঃ অপাপও থাকিতে পারেন; কিন্তু তাঁহাদের নিকট ভাগবত-শ্রবণ আমাদের সৌভাগ্য-অঙ্কুরিত প্রেমবীজ বিনষ্ট করিয়া আমাদিগকে প্রচ্ছন্ন মায়াবাদী করিয়া তুলে। এক পক্ষে এই সকল পণ্ডিতাভিমানী মায়াবাদিগণের, অপর পক্ষে চেতন লোলুপ অনধিকার রসালাপী পাঠকগণের নিকট ভাগবত-শ্রবণ নিষেধ করিয়া পরম-করুণাকর শ্রীশ্রীমহাপ্রভু আমার ন্যায় জীবকে সতর্ক করিয়া দিয়াছেন—"যাহ ভাগবত পড় বৈষ্ণবের স্থানে।" আমরা কিন্তু তাঁহার সেই আদেশবাণী উল্লঙ্ঘন করিয়া কি অধঃপাতেই না যাইতেছি; এস্থলে দেবানন্দ পণ্ডিতের আখ্যান আমাদের বক্তব্য আলোচ্য। পাঠকগণ আকর গ্রন্থ পাঠ করিয়া তৃপ্ত হইবেন।

———

শ্রীল রূপগোস্বামী প্রভু ভক্তিরসামৃতসিন্ধু গ্রন্থে রসের যে সংজ্ঞা দিয়াছেন তাদৃশ রসলাভ যাঁহারা করিয়াছেন তাঁহারাই রসিক শব্দ-বাচ্য। নতুবা প্রাকৃত-সহজিয়াগণ আপনাদিগকে ললনামোহন রসিক বলিয়া যে পরিচয় প্রদান করেন এবং তাদৃশ পরিচয়ে অর্থ উপার্জ্জন করিয়া নরকের পথে চলেন এবং আপনাদিগকে ব্যভিচারী বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে গিয়া স্ব-স্ব-ইন্দ্রিয়তর্পণে অযোগ্যতা হইতে মুক্ত মনে করেন তাহা তাহাদের ভ্রম মাত্র। উহা সহজিয়াদিগের আদর্শ হইতে হইতে পারে কিন্তু অপ্রাকৃত সহজ-ধর্ম্ম হইতে সুদূরে অবস্থিত। প্রাকৃত রসিকগণ বলেন, যাঁহারা ব্যভিচারে প্রবৃত্ত না হইয়া রসলাভের জন্য জড়ে সংযত মাত্র তাঁহাদের জড়েন্দ্রিয়-তর্পণে অধিকার না থাকায় জড়রসের উপলব্ধি ঘটে না সুতরাং তাহারা শাস্ত্রজ্ঞের বৈষ্ণবমাত্র কিন্তু প্রকৃত-প্রস্তাবে রস-শব্দের বিকৃত অর্থ করায় প্রাকৃতসহজিয়া এরূপ ভ্রমে পতিত। রসের সংজ্ঞায় আমরা দেখিতে পাই যে—

ব্যতীত্য ভাবনাবর্ত্ম যশ্চমৎকার ভারভূঃ।
হৃদি সত্ত্বোজ্জ্বলে বাঢ়ং স্বদতে স রসো মতঃ॥

আবার ব্যভিচারীর পাষণ্ডতায় বঞ্চিত হইয়া দুর্ব্বলচিত্ত ব্যক্তি স্বীয় ইন্দ্রিয়তর্পণে যোগ্যতা দেখাইতে গিয়া নিত্যকালের জন্য প্রাকৃত-অক্ষজ-ভোগের ভোক্তা হইয়া পড়েন।

পরম-ধর্ম্ম

[আচার্য্য শ্রীরাধাচরণ গোস্বামী ভক্তিরত্ন]

পরম-সত্য পরমাত্মা পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের চিদ্ধাম, চিদ্ধাম, চিৎকাম চিৎকণ আত্মার চিদনুশীলনই পরমধর্ম্ম বলিয়া কথিত। এই পরম-ধর্ম্মের একমাত্র আচার্য্য বা প্রচারক ধর্ম্মমূল ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু। শ্রীমদ্ভাগবতাদি সচ্ছাস্ত্র—"কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্", "ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দ বিগ্রহঃ। অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্ব্ব কারণ কারণম্" ॥ বলিয়া যাঁহাকে নির্দ্দেশ করিয়াছেন, সেই নন্দনন্দন যশোদা-সুত গোপীকান্ত বা শ্রীরাধাবল্লভই সর্ব্বধর্ম্মমূল ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু স্বয়ং অবতীর্ণ হইয়া স্বয়ং আচারে স্ব-ভক্তি-ধর্ম্ম শ্রীনাম সংকীর্ত্তনরূপ পরমধর্ম্ম জীবের দ্বারে দ্বারে যাইয়া প্রচার করিয়াছেন।

শ্রীচৈতন্যদেব সাময়িক কোন প্রচারক বা পূর্ব্ববর্ত্তী কোন আচার্য্য-বিশেষের প্রচার হইতে মক্ষিকা নীতি অবলম্বন করত সর্ব্বধর্ম্ম-সার সংগ্রহ করিয়া একটী মধুচক্র প্রস্তুত করেন নাই। যাহারা সর্ব্বধর্ম্ম-শাস্ত্র-চর্চ্চায় অলস হইয়া শ্রীচৈতন্যদেবকে সর্ব্বধর্ম্মের সার-সংগ্রাহক বা সর্ব্বধর্ম্ম-সমন্বয়কারী প্রচারক মনে করিয়া বিবর্ত্তে পড়িতেছেন, তাঁহারা তথা-কথিত বিজ্ঞব্রুব বা অজ্ঞ সমাজ কর্ত্তৃক প্রশংসিত হইলেও অজ্ঞ রাজ্যেই বিচরণ করিতেছেন।

———

ধর্ম্মের উদারত্ব, ধর্ম্মের সহজ সরলতা, ধর্ম্মের পবিত্রতা, ধর্ম্মের সুনৈতিক রত পন্থা, ধর্ম্মের বসুধৈবকুটুম্বিতা, ধর্ম্মের ত্মীয়তা সৌহৃদ্য, ধর্ম্মের অসাম্প্রদায়িকতা, র্ম্মের ভগবত্তত্ত্ব ও জীবতত্ত্ব বা আত্মতত্ত্ব-ক্ষা, ধর্ম্মের ভগবৎ-সম্বন্ধাভিধেয়-প্রয়োজন-র লাভ, একমাত্র শ্রীকৃষ্ণচৈতন্ত মহাপ্রভুর পাতেই সম্ভব।

ব্রহ্ম, আত্মা ও ভগবানের তত্ত্ব-দর্শন-ন্ধে আলোচনা করিতে যাইয়া অনেকেই রোহপথ অবলম্বন করিয়াছেন। কেহ চিত্তত্ত্বকে জড় হইতে পৃথক্ করিতে ইয়া শ্রীভগবান্‌কে কেবল নিরাকার জ্যোতির্ময় ভাবিয়া বসিয়া আছেন। কেহ বা ড়ের মিথ্যাত্বারোপ করিয়া চিৎকণাংশ দ দিয়া চিদ্ ব্রহ্ম-মাত্র-দর্শনে—মায়াবাদ-র্শনে দ্রষ্টব্য কল্পনা করিতেছেন। কেহ ভগবানে পিতৃত্বারোপ করিয়া ঐশ্বর্য্য-শ্রিত প্রেমাভাস-প্রাপ্তির অভিলাষ করিতে-ছেন।

ব্রহ্ম, আত্মা ও ভগবান্—ত্রিবিধ র্শনই স্বপ্রকাশ-সাপেক্ষ। অবরোহ পথে র্শন সম্ভব, আরোহপথে নহে। অবরোহ-থ বেদবাণী শ্রৌতবাণী, আম্নায়-পারম্পর্য্যে ংশ্যবাণী, প্রণিপাত পরিপ্রশ্ন ও সেবা-ত্তিসহ শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি ভক্ত্যঙ্গ-যাজনে হ্ম, আত্মা ও ভগবান্ ত্রিবিধ দর্শনাধিকার হু ঘটে।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব-প্রচারিত নাম-সংকীর্ত্তনা-শ্রয়ন দ্বারাই সর্ব্বতত্ত্ব পরিজ্ঞাত হওয়া য়। ইহাই পরমধর্ম্মের পরম-প্রয়োজন-প্ত্যুপায়। তাই এই ধন্য কলিকালে মেধাবী ব্যক্তিগণ একমাত্র নাম-সংকীর্ত্তন জ্ঞবৎসার পরমধর্ম্ম জানিয়া অন্য দেব-দেবী পূজা বা নিন্দা পরিত্যাগ করিয়া সংকীর্ত্তন যজ্ঞে কৃষ্ণ-আরাধনা করেন।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যতত্ত্ব-দর্শন শুধু এজগতে য়, পারমার্থিক পরম-ধামেও পরমো-দেয় সর্ব্বোত্তম দুরধিগম্য দর্শন। ইহা বেদ বা অনুস্বার-বিসর্গ-পারঙ্গতদিগের শ্রীগুরু-পাদপদ্মানুগত্যবিহীন করায়ত্ত বস্তু হে। জগতের যাবতীয় দার্শনিক-গের একমাত্র প্রণিধান-যোগ্য গ্রন্থরাজ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-ধৃত শ্রীসনাতন-শিক্ষা শ্রীচৈতন্যদেবের উপদেশ। শ্রীচৈতন্যদেব তদনুগজনের কৃপা-প্রসাদ-লাভ ব্যতীত হা বহু কাল ধরিয়া অনুশীলন করিলেও কত একটী শব্দের বাস্তবতা উপলব্ধি হইতে পারে না; তাহা নিরপেক্ষ সত্যানু-সন্ধিৎসু সর্ব্ব সম্প্রদায়ের সুধীমাত্রেই সাক্ষ্য দিতেছেন। অচিরেই পৃথিবীর সর্ব্বোচ্চ বিদ্বন্মণ্ডলী তারস্বরে শ্রীচৈতন্যতত্ত্ব-দর্শনের ভূয়সী প্রশংসা গান করিয়া সাম্প্রদায়িক-গণের তাণ্ডব নিরস্ত করিবেন বলিয়া সজ্জনমাত্রেই পূর্ণ আশায় বুক বাঁধিয়া আছেন।

শ্রীচৈতন্যবাণী সর্ব্বজগতে প্রচারিত হউক। সাম্প্রদায়িতা, অস্পৃশ্যতা শ্রীচৈতন্য-সদাচারে বিদূরিত হউক। অহিংসনীতি—চেতনের অনুশীলনীয় ধর্ম্ম শ্রীচৈতন্যের বাণী প্রেমধর্ম্ম সর্ব্বজীব-হৃদয়ে প্রবাহিত হউক। ইহাই পূর্ণ শান্তি, পরা শান্তি এবং শান্তিকামী সজ্জনগণের চিরাকাঙ্ক্ষিত।

সুখী কে?

[শ্রীপাদ মদনগোপাল ব্রহ্মচারী]

সর্ব্বশক্তিমান্ ভগবান্ অচিন্ত্য-শক্তি-দ্বারা অনন্ত জগৎ ও অনন্ত জীব প্রকাশ করিয়াছেন। প্রত্যেক জীবই সুখান্বেষী। চিজ্জগৎ ও মায়াজগতের মধ্যস্থ তটস্থা শক্তি জীব সুখান্বেষণ করিতে গিয়াই ভ্রমে বিবর্ত্ত-গর্ত্তে পতিত হইয়া থাকে।

প্রথমতঃ আমাদের সুখ জিনিষটা কি জেনে নেওয়া দরকার। সুখ বলিলেই জানতে হবে যে দুঃখ-মিশ্রিত কোনো একটা বস্তু নয়। দুঃখ মায়িক জগতেই লক্ষিত হয়; চিজ্জগতে দুঃখ বলিয়া কোনো বস্তু দেখা যায় না। সুখ চিজ্জগতের চিন্ময় বস্তু। অতএব সুখ জড়জগতে থাকতে পারে না। সুখ কৃষ্ণের সেবক। শ্রীকৃষ্ণই একমাত্র সুখের ভোক্তা। কৃষ্ণেচ্ছায় জীব সুখ লাভ করিয়া থাকেন। অক্ষজ-জ্ঞানদ্বারা আমরা জড়জগতে যেটা সুখ বলিয়া গ্রহণ কচ্ছি সেটা প্রকৃত সুখ নয়, সুখের ছায়া-মাত্র।

জীব স্বতন্ত্রেচ্ছায় মায়াবদ্ধ। মায়াবদ্ধ-জীব মায়ামোহে পতিত হইয়া ছায়া-সুখেতেই আবদ্ধ। তাহারা মনে করে যে দেহ ও মনের সুখ হইলেই সুখী হওয়া যায়। কিন্তু দেহ ও মন অনিত্য ও প্রাকৃত। মন যদিও চিদাভাস কিন্তু মন মায়ামুগ্ধ হওয়ায় জড় হইয়া পড়িয়াছে। জড় বস্তুগুলি অপ্রাকৃত বস্তু নয়। এবং অপ্রাকৃত বস্তু জড়বস্তুর দ্বারা লব্ধ হইতে পারে না। জড় বস্তু অনিত্য। অনিত্য বস্তু কিরূপে নিত্যবস্তুর ভোক্তা হয়? জড় বস্তুই জড় বস্তুর ভোক্তা সেজে ভোগ-বুদ্ধি করিয়া থাকে। শ্রীকৃষ্ণই একমাত্র নিত্য ও সমস্ত বস্তুর ভোক্তা। অতএব নিত্য-চেতন বস্তু ছাড়া জড় মায়াবদ্ধ জীব কখনও সুখ ভোগ করিতে পারিবে না।

পিত্তাধিক্যবতাং যথৈব রসনা
খণ্ডস্থিতাং মাধুরীং
শঙ্খস্থাং বিলকাচ কামলবতাং
নেত্রে যথা শুক্লতাম্।
মাত্রাচিন্তিতচেতসামিব মনঃ
স্বচ্ছং হরেঃ কীর্ত্তনং
জ্ঞাতুং দ্রষ্টুমবৈতুমত্র খলু নো
যাতা যথৈব ক্রমাৎ॥
(তত্ত্বমুক্তাবলী ৭২)

পিত্তাধিক্য বশতঃ জিহ্বা যেরূপ মিশ্রির মাধুরী-আস্বাদনে অসমর্থ, কাচ-কামলরোগ-পীড়িত ব্যক্তির নেত্রদ্বয় যেরূপ শঙ্খস্থ শুক্লতা-দর্শনে অসমর্থ, বিষয়মাত্রা চিন্তাযুক্ত চিত্ত যেমন বিশুদ্ধি-লাভে অসমর্থ, সেইরূপ মায়াবদ্ধজীব ভগবদ্ভজনসুখ-লাভে অসমর্থ।

ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির বকরূপী ধর্ম্মের চারিটি প্রশ্নের উত্তরে "সুখী কে?" প্রশ্নের উত্তরে এই বলিয়াছিলেন—

দিবসস্যাষ্টমে ভাগে শাকং পচতি যদ্‌গৃহে।
অঋণী চাপ্রবাসী চ স বারিচর মোদতে॥
(মহাভারত বনপর্ব্ব)

যদিও দিবসের শেষভাগে শাকান্ন খায়, কিন্তু সে যদি অঋণী, অপ্রবাসী হয় তাহলেই সে সুখী। এখন প্রশ্ন হইতে পারে যে—একটি লোক যদি দিবসের শেষভাগে শাক-অন্নই খায় এবং অঋণী, অপ্রবাসী হয় কিন্তু সে যদি জরা-রোগগ্রস্ত হয় তা'হলে সে কিরূপে সুখী হইবে?

এই প্রশ্নতে জড়বাদিগণ ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের ভুল ধরিয়া থাকেন। জড়বাদিগণের পক্ষে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের উত্তরটা ভুলই হইয়াছে বটে, কেননা দেহ ও মনে আমিত্ব বুদ্ধি থাকায় তাহারা মনে করে যে, অঋণী শব্দের অর্থে—টাকা পয়সার ঋণ-শূন্য, এবং অপ্রবাসী শব্দের অর্থে বিদেশে অতিথি না হওয়া। কিন্তু আত্মজ্ঞান-বিচারে এই বিচারটা নিতান্ত ভুল ও শাস্ত্রবিরুদ্ধ। আত্মজ্ঞানি-গণ বলেন অঋণী শব্দের অর্থে—যাবতীয় ঋণ-শূন্য। মানব জন্মিবামাত্রই ঋণী হইয়া থাকে। শ্রীমদ্ভাগবতে—

দেবর্ষিভূতাপ্তনৃণাং পিতৄণাং
ন কিঙ্করো নায়মৃণী চ রাজন্।
সর্ব্বাত্মনা যঃ শরণং শরণ্যং
গতো মুকুন্দং পরিহৃত্য কর্ত্তম্॥
(ভাঃ ১১।৫।৩৭)

মানব জন্মিবামাত্রই দেবঋণ, ঋষিঋণ, পিতৃঋণ, ভূতঋণ ও মনুষ্যঋণে ঋণী হইয়া থাকেন; কিন্তু যিনি সেই অখিল-লোক-শরণ্য শ্রীমুকুন্দ-পাদপদ্মে সর্ব্বান্তঃকরণে শরণ গ্রহণ করিয়াছেন তিনি সমস্ত-ঋণ মুক্ত হন। আর তাঁহাকে কাহারও নিকট ঋণ-পাশে বদ্ধ হইতে হয় না।

কাম ত্যজি' কৃষ্ণ-ভজে শাস্ত্র-আজ্ঞা মানি'
দেব-ঋষি পিতৃদিগের কভু নহে ঋণী॥
(চৈঃ চঃ মঃ ২২)

এখান থেকে বুঝা গেল যে—মায়াবদ্ধ জীবগণ ঋণ-মুক্ত হইতে পারে না; একমাত্র কৃষ্ণভক্ত-গণই ঋণ-মুক্ত।

অপ্রবাসী অর্থে—অস্থায়ী প্রবাসী না হওয়া। অর্থাৎ নিত্যভূমিতে নিত্যকাল অবস্থান করা। মায়াবদ্ধ জীব অপ্রবাসী হইতে পারে না। কারণ কৃষ্ণবহির্ম্মুখতা-বশতঃ মায়ার নফর হইয়া—

কভু রাজা, কভু প্রজা, কভু বিপ্র, শূদ্র।
কভু সুখী, কভু দুঃখী, কভু কীট, ক্ষুদ্র॥
কভু স্বর্গে, কভু মর্ত্ত্যে, নরকে বা কভু।
কভু দেব, কভু দৈত্য, কভু দাস, প্রভু॥
(প্রেমবিবর্ত্ত)

এইরূপ পুনঃ পুনঃ এই সংসার-কারা-গারে যাতায়াত করায় তাহাদের স্থিরতা নাই। অতএব পথিক অতিথিগণের ন্যায় মায়াবদ্ধজীব অপ্রবাসী হইতে পারে না।

জন্মমৃত্যুরহিত ভগবদ্ভক্তই একমাত্র অপ্রবাসী; গোলক-বৃন্দাবনই একমাত্র জন্ম-মৃত্যু রহিত স্থান। কৃষ্ণের অন্তরঙ্গ ভক্ত-গণই ঐ গোলক-বৃন্দাবনের নিত্য অধি-বাসী।

ধৌতাত্মা পুরুষঃ কৃষ্ণপাদমূলং ন মুঞ্চতি।
মুক্ত-সর্ব্ব-পরিক্লেশঃ পান্থঃ স্ব-শরণং যথা॥
(ভাঃ ২।৮।৬)

যখন কোনও পথিক পরিপূর্ণ অর্থ-সংগ্রহ করিয়া প্রবাস হৈতে নিজ গৃহে আগমন করেন, তখন তাহার সর্ব্ব আশা নিবৃত্ত হওয়াতে তিনি আর নিজ গৃহ-শান্তি ছাড়িয়া অন্যত্র যান না। তদনুরূপ কৃষ্ণ হইতে অভিন্ন কৃষ্ণকথা-শ্রবণ সংস্পর্শে যাঁহার অন্তঃকরণ পরিশুদ্ধ হইয়াছে, তিনি আর কৃষ্ণ-পাদমূল পরিত্যাগ ক'রে অন্যত্র যান না নিত্য-নবায়মান সেবা-সুখে মত্ত হইয়া থাকেন।

বৈষ্ণবগণই গৌরপ্রিয় শাক সেবন করিয়া পরমানন্দিত হন।

বৈষ্ণবগণ কৃষ্ণের ন্যায় চিদানন্দময়, এবং কৃষ্ণের ন্যায় চিদানন্দ সুখভোগ করিয়া থাকেন।

মর্ত্ত্যো যদা ত্যক্ত-সমস্ত-কর্ম্মা
নিবেদিতাত্মা বিচিকির্ষিতো মে।
তদামৃতত্বং প্রতিপদ্যমানো
ময়াত্মভূয়ায় চ কল্পতে বৈ॥
(ভাঃ ১১।২৯।৩২)

অর্থাৎ মরণশীল জীব যখন সমস্ত কর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক আপনাকে আমার (ভগবানের) প্রতি সম্পূর্ণরূপে নিবেদন করিয়া আমার ইচ্ছায় ক্রিয়া করিয়া থাকেন, তখন অমৃতত্ব লাভ করিয়া আমার সহিত এক যোগে চিৎস্বরূপ সুখভোগে যোগ্য হন।

এতৎ-প্রমাণদ্বারা জানা গেল যে সমস্ত বিশ্বের মধ্যে বৈষ্ণবগণই একমাত্র পরম সুখী।

শরণ লঞা করে কৃষ্ণে আত্মসমর্পণ। কৃষ্ণ তারে করে তৎকালে আত্মসম॥

শুদ্ধভক্তি গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। ভাষ্যসহ বিরাট্ শ্রীচৈতন্যভাগবত ৫৲
২। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২৮৲
একাদশ স্কন্ধ হইতে প্রতিখণ্ড ।৵০
৩। ভাষ্যদ্বয়সহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (৫ম সংস্করণ) ৫৲
৪। ভক্তিবিবেককুসুমাঞ্জলি (বাঁধা) ১৲
৫। গৌড়ীয়-গৌরব ।৵০
৬। গৌড়ীয়-সাহিত্য ।৵০
৭। ভজনরহস্য ।০
শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও
শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৯। গীতা (শ্রীবলদেব টীকা-সহ)
ঐ (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
১০। গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি টীকাসহ)
ঐ (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
১১। গীতার কেবল মাধ্ব-ভাষ্য ।০
১২। যুক্তিমল্লিকা গুণসৌরভঃ সানুবাদ (মাধ্ব) ২৲
১৩। বেদান্ততত্ত্বসার সানুবাদ (রামানুজীয়) ।০
১৪। জৈবধর্ম্ম ২৲
১৫। শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৮
১৬। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১৭। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ॥৵০
ঐ (বাঁধা) ৸০
১৮। দ্বীপ-দিগ্‌দর্শন ৵০
১৯। সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ) ।৵০
২০। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ॥০
ঐ (আবাঁধা) ।৵০
২১। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
২২। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৵০
২৩। গীতমালা /১০
২৪। নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য ৵০
২৫। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৵০
২৬। নবদ্বীপ পঞ্জিকা (৪৪৭ গৌরাব্দ) ৵০
২৭। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
২৮। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা-দর্পণ ।০
২৯। শরণাগতি /০
৩০। গীতাবলী /০
৩১। চিত্রে নবদ্বীপ ।১০
৩২। সাধনকণা /০
৩৩। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা /০
৩৪। নবদ্বীপশতক /০
৩৫। অর্থপঞ্চক /০
৩৬। সদাচারস্মৃতিঃ /০
৩৭। কল্যাণকল্পতরু (৫ম সংস্করণ) /১০
৩৮। অর্চ্চনকণ /১০
৩৯। সাধককণ্ঠমালা (বাঁধা) ।০
ঐ (আবাঁধা) ।/০
৪০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (প্রথম চারিখণ্ড) ৩
৪১। ব্রহ্মসংহিতা ।০
৪২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৪৩। মণিমঞ্জরী সানুবাদ ।০
৪৪। বেদার্কোদয়ঃ ৵০
৪৫। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ।০
৪৬। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৪৭। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
৪৮। গৌড়ীয়মঠ কি করেন? /০
৪৯। ঈশোপনিষৎ (বলদেব ও মাধ্ব-ভাষ্য এবং বিবৃতি ও অনুবাদসহ) ।০
৫০। শ্রীভুবনেশ্বর ৵০
৫১। সিদ্ধান্তদর্পণ ৵০
৫২। সাধুবাণী /০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৫৩। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী-দিগ্বিজয়ঃ ।০
৫৪। সটীক-শিক্ষাদশমূলম্ ।০
৫৫। তত্ত্বসূত্রম্ ।০
৫৬। সানুবাদ-শিক্ষাষ্টকম ৵০
৫৭। গৌড়ীয়মঠস্য পরিচয়ঃ /০
৫৮। সারাঙ্গবরণম্ ৵০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৫৯। রায় রামানন্দ ।০
৬০। নামভজন ।০
৬১। রিলেটিভ্ ওয়ার্লড্‌স্ ।৵০
৬২। লাইফ্ য়্যাণ্ড প্রেসেপ্টস্ অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।০
৬৩। বৈষ্ণবিজম্ ।০
৬৪। হোয়াট্ গৌড়ীয়মঠ ইজ্ ডুইং /০
৬৫। দি ভাগবত ।০
৬৬। থিয়োরেটিক্ প্রিন্সিপল্ য়্যাণ্ড আনেলেয়েড্ ডিভোসন ।০
৬৭। ব্রহ্ম-সংহিতা ২॥০
৬৮। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (ভলুম ওয়ান) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৬৯। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ।০
৭০। সাধন পথ ।০
৭১। কল্যাণ-কল্পতরু /১০
৭২। গীতাবলী /০
৭৩। শরণাগতি /০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৭৪। শরণাগতি

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

নদীয়া-প্রকাশপ্রাপ্তির স্থান

১। শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম-মায়াপুর, নদীয়া
২। শ্রীযোগপীঠ ঐ
৩। শ্রীবাস অঙ্গন ঐ
৪। অদ্বৈত-ভবন ঐ
৫। কাজীর সমাধি পাট ঐ
৬। স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ নদীয়া।
৭। শ্রীভাগবত আসন কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
৮। শ্রীএকায়ন মঠ গোবিন্দপুর, হাঁসখালী।
৯। দ্বাদশগোপাল পাট—পোঃ চাকদহ,
১০। শ্রীগৌর গদাধরমঠ—চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড়, বর্দ্ধমান
১১। শ্রীমোদদ্রুমছত্র মাউগাছি, বর্দ্ধমান
১২। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম, আমলাযোড়া, পোঃ রাজবাঁধ বর্দ্ধমান
১৩। শ্রীগৌড়ীয়মঠ বাগবাজার, কলিকাতা
১৪। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাজু, হাওড়া।
১৫। শ্রীমাধ্ব গৌড়ীয়মঠ, ২০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা
১৬। শ্রীগোপালজী মঠ কমলাপুর, ঢাকা।
১৭। শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ পোঃ বালিয়াটি
১৮। শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয়মঠ ময়মনসিংহ।
১৯। শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ চিরুলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর
২০। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম গোয়ালপাড়া, আসাম।
২১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ রায়পেট্টা, মান্দ্রাজ।
২২। শ্রীরামানন্দগৌড়ীয় মঠ কব্বুর, জেঃ পশ্চিম গোদাবরী
২৩। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ উড়িয়াবাজার, পোঃ বক্সীবাজার, কটক।
২৪। শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয় মঠ ভুবনেশ্বর।
২৫। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ স্বর্গদ্বার, পুরী।
২৬। শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ আলালনাথ পোঃ ব্রহ্মগিরি, পুরী।
২৭। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ ডুমুরকুণ্ডা, পোঃ চিরকুণ্ডা, মানভূম।
২৮। শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ—কাশী।
২৯। শ্রীরূপগৌড়ীয় মঠ—এলাহাবাদ।
৩০। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ পুরাণবাজার, সরকার ঠাকুরের কুঞ্জ, বৃন্দাবন
৩১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ ৪৩ নং হনুমান রোড, নিউদিল্লী
৩২। শ্রীপরমহংসমঠ-নৈমিষারণ্য,
৩৩। শ্রীসারস্বত গৌড়ীয় মঠ—হরিদ্বার।
৩৪। শ্রীব্যাস গৌড়ীয়মঠ—কুরুক্ষেত্র, পঞ্জাব
৩৫। শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাবুলনাথ রোড, পোঃ গ্র্যাণ্ট রোড, বোম্বে।
৩৬। লণ্ডন গৌড়ীয়মঠ, ৩৯নং গ্লেডন্ গার্ডেন্স, কেন্সিংটন্ লণ্ডন, (এস্, ডবলিউ—১০)।

শুদ্ধভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী মাসিক। শ্রীধাম-মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲।

২। **গৌড়ীয়**—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১॥০ টাকা মাত্র।

৩। **ভাগবত**—হিন্দি ভাষায় একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি হৃদয় বন মহারাজ সম্পাদিত ও নৈমিষারণ্য শ্রীপরমহংস মঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ১॥০ দেড় টাকা মাত্র।

৪। **পরমার্থী**—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥০ দেড় টাকা মাত্র।

৫। **কীর্ত্তন**—বঙ্গোদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ নিমানন্দ সেবাতীর্থ বি-এজি, বি-টি, সম্পাদিত। আসাম গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম হইতে প্রকাশিত আসামী ভাষায় মাসিক। ভিক্ষা সডাক ১॥০ দেড় টাকা মাত্র।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

আদিকবি শ্রীল বৃন্দাবন দাস
প্রণীত সমগ্র গ্রন্থ

গ্রন্থের মূল বোল্ড অক্ষরে এবং তন্নিম্নে বিশ্ববিশ্রুত গৌড়ীয়মঠের প্রতিষ্ঠাতা ও আচার্য্য ও বিষ্ণুপাদ **শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের** রচিত বিস্তৃত ভাষ্য উত্তম কাগজে সৌষ্ঠবের সহিত মুদ্রিত হইয়াছেন। ডবল ক্রাউন আটপেজি আকারে ১০৭৬ পৃষ্ঠায় কেবল মূল ও ভাষ্য সম্পূর্ণ হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত শ্লোকসূচী, পদ্যসূচী, স্থানসূচী, পাত্রসূচী, বিষয়সূচী, শব্দসূচী প্রভৃতি বিস্তৃত সূচীপত্রেও একটী গ্রন্থ হইবে। সভাষ্য শ্রীচৈতন্যভাগবতের এরূপ উৎকৃষ্ট ও অমূল্য বিরাট্ সংস্করণ জগতের কোথায়ও আজ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হন নাই, ইহা নিরপেক্ষ পাঠক মাত্রকেই একবাক্যে স্বীকার করিতে হইবে। শ্রীগৌড়ীয়মঠের উৎসব-কালে গ্রন্থের ভিক্ষা ১২৲ বারটাকা স্থলে—৫৲ পাঁচটাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীচৈতন্যমঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

হত্যা ও আত্মহত্যা

চাকদহের নিকটবর্তী গঙ্গাপ্রাসাদপুরে এক পর্ণ কুটীরে এক মাহিষ্য দম্পতি বাস করিত। অতি বর্ষায় এবার তাহাদের উঠানে গঙ্গার জল প্রবেশ করিয়াছিল; ৪দিন পূর্ব্বে রাত্রে তাহারা তাহাদের ২ বৎসরের একটি শিশুপুত্র লইয়া দাওয়ার উপর শয়ন করিয়াছিল। শিশুপুত্রটি রাত্রে দাওয়া হইতে উঠানের জলে পড়িয়া যায় এবং অল্পজল থাকায় তথায় খেলা করিতে থাকে। এই শব্দ শুনিয়া স্বামী তাহা মৎস্য মনে করিয়া মৎস্য মারিবার এক তীক্ষ্ণ অস্ত্রদ্বারা মৎস্যের পরিবর্ত্তে নিজ পুত্রকে বিদ্ধ করে। শিশু-পুত্রের তৎক্ষণাৎ প্রাণবায়ু বহির্গত হয়। পরে সে তাহার মারাত্মক ভ্রম বুঝিতে পারিয়া স্ত্রীকে কিছু না বলিয়া তাহার পরিচিত নিকটবর্ত্তী কয়েকটী ব্যক্তির নিকট চলিয়া যায় এবং ইহার প্রতীকারের উপায় জিজ্ঞাসা করে।

ইতিমধ্যে স্ত্রী উঠিয়া পুত্রকে দেখিতে না পাইয়া ইতস্ততঃ সন্ধান করে এবং পরে স্বামী মৎস্য ভ্রমে নিজের উঠানে পতিত পুত্রকে হত্যা করিয়াছে বুঝিতে পারে। ইহাতে মাতৃ হৃদয় হাহাকার করিয়া উঠে। সে কুটির মধ্যে গিয়া উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগ করে।

এমন সময় স্বামী কয়েকজন ব্যক্তির সহিত আসিয়া এই ব্যাপার দেখিয়া তৎক্ষণাৎ শক্ত কাটা এক হাসুলী নিজ গলদেশে বসাইয়া দিয়া তৎক্ষণাৎ প্রাণত্যাগ করে।

গুণ্ডার ভয়ে

লক্ষ্মী নাম্নী ২২ বৎসর বয়স্কা একটী হিন্দু যুবতী বমুনগাছি (সালখিয়া) যাইতেছিল। এমন সময় কয়েকজন মুসলমান গুণ্ডা বালিকার উপর অত্যাচার করিবার উদ্দেশ্যে তাহার অনুসরণ করে। বালিকা ভয়ে জঙ্গলে দৌড়িয়া গিয়া সমস্ত রাত্রি সেখানে লুক্কায়িত থাকে। পরদিন ভোরে শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রনাথ দাস নামক একব্যক্তি ঐ রাস্তা দিয়া যাইবার সময় বালিকার ক্রন্দন শুনিতে পাইয়া সেখান হইতে তাহাকে তাহার বাড়ীতে লইয়া আসে। কিন্তু তাহাকে ভয় প্রদর্শন করায় যে, বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য শ্রীযুক্ত অমূল্যরতন ঘোষের বাড়ীতে বালিকাকে রাখিতে বাধ্য হয়। অমূল্যবাবু নারীসভা সমিতিকে ফোন করেন, সমিতির একজন লোক যাইয়া বালিকাকে অবলা আশ্রমে লইয়া আসে।

শারদা আইনের মামলা

বরিশাল ঝালকাঠিপুর থানার এলাকাধীন ধামুর নিবাসী মধুসূদন পোদ্দার তাহার দুইটি প্রতিবেশীর বিরুদ্ধে অতিরিক্ত জিলা ম্যাজিষ্ট্রেটের আদালতে এক অভিযোগ আনয়ন করিয়াছে। উক্ত আবেদনে প্রকাশ, আবেদনকারীর প্রতিবেশী অনন্ত দত্ত বণিক তাহার ৯ বৎসর বয়স্কা কন্যার সহিত উক্ত গ্রামের নিবাসী বণিকের ভ্রাতা মোহনবাসী বণিক তাহার চতুর্দ্দশ বৎসর বয়স্ক পুত্রের সহিত মহেন্দ্র বণিকের ১১ বৎসরের কন্যা সৌদামিনীর বিবাহ দিয়াছে। ম্যাজিষ্ট্রেটের আদেশানুসারে তদন্ত শেষ হইয়াছে। ১৮ই সেপ্টেম্বর শুনানী আরম্ভ হইবে।

"পায়নীয়ার"কে সাহায্য

সরকার "পায়নীয়র" পত্রিকাকে সাহায্য করিবার জন্য কিরূপ চেষ্টা করিতেছেন তৎসম্বন্ধে লীডার পত্রিকায় একটী সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে।

সংযুক্ত প্রদেশের রেভিনিউ বোর্ডের সেক্রেটারী, জিলা অফিসার ও কোর্ট অব ওয়ার্ডসের পরিচালনাধীন এষ্টেট সমূহের স্পেশাল ম্যানেজারদিগের নিকট এই মর্ম্মে এক সার্কুলার প্রেরণ করিয়া জানাইয়াছেন যে, কোর্ট অব ওয়ার্ডস সেন্ট্রাল এডভাইসারী কমিটী কোর্ট অব ওয়ার্ডসের পায়নীয়ার'কে চাঁদা দ্বারা সাহায্য করা উচিত এই সুপারিশ করিয়া এক প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছেন। যে এষ্টেট সাহায্য প্রদান করিবে সেই এষ্টেট যদি বৃটিশ ইণ্ডিয়ান-এসোসিয়েসন কিম্বা আগ্রার জমীদার এসোসিয়েসনের সভ্য হয়, তাহা হইলে উক্ত রূপ সাহায্য প্রদানে গবর্ণমেণ্ট আপত্তি করিবেন না। যে এষ্টেট যে এসোসিয়েসনের সদস্য সেই এসোসিয়েসনের নিকট প্রত্যেক এষ্টেটকে "যথাসম্ভব কম দোষ" করিয়া সাহায্য প্রেরণ করিতে হইবে।

সর্পাঘাতে ৫ জনের মৃত্যু

বর্দ্ধমান জেলার বাবলাবেড়া গ্রামে গত ১লা সেপ্টেম্বর রাত্রিতে কেশবচন্দ্র ঘোষকে তাহার বিছানায় সর্পে দংশন করে। ফলে ২রা সেপ্টেম্বর তারিখে তাহার মৃত্যু হয়। শ্রীবিষ্ণুপদ কোঙারের কন্যাকে গত ১২ জুনের সন্ধ্যায় সর্পাঘাত করে ও এক ঘণ্টার মধ্যে মৃত্যু হয়। শ্রীবিহারীলাল বাগদীর পত্নী তাহার একমাত্র সন্তান ও একটী কন্যাকে লইয়া যখন তাহাদের শয্যায় গভীর নিদ্রায় অভিভূত ছিল, তখন তাহাদিগকে সর্পে দংশন করে পরদিন উক্ত তিনজনের মৃত্যু হইয়াছে। গত তিন মাসে মাসে ২৮টী গোখুরা শাবক ও ১২টী বৃহৎ গোখুরা সর্প নিহত হইয়াছে ৮জন সর্পদষ্ট ব্যক্তি আরোগ্য লাভ করিয়াছেন। এখানে এখনও মধ্যে মধ্যে সর্প দৃষ্ট হইতেছে। এই গ্রাম দামোদর নদের তীরে অবস্থিত বলিয়া বন্যায় নানাজাতীয় বিষধর সর্প আসিয়া আশ্রয় লইয়েছে, তাহাদের বংশধর বৃদ্ধি করিতেছে ও লোকজনের প্রাণনাশ করিতেছে।

ঘুমন্ত শিশুর জলে পড়িয়া মৃত্যু

পাবনার অনতিদূরে ইছামতী নদীর তীরে রামচন্দ্রপুর নামক একটী ক্ষুদ্র চরের উপর কয়েক ঘর বাসিন্দা বাস করে। জলপ্লাবনে সকলেরই বাড়ীতে জল দাঁড়াইয়াছে। প্রকাশ গত ৭ই সেপ্টেম্বর রাত্রিতে ঐ গ্রামের পাচু সেথ সাহার এক বৎসরের শিশু সন্তান সহ ঘরের ভিতর মাচানের উপর ঘুমাইতে ছিল, হঠাৎ কোন সময়ে শিশুটি মাচান হইতে জলে পড়িয়া ভাসিয়া গিয়াছে।

আপীল ডিসমিস

কালু সেথ, আসগর সেথ যোশী সেথকে ফৌজদারী দঃ বিঃ ৩৭২ ধারা অনুসারে টাঙ্গাইলের প্রথম শ্রেণী ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ পি, বি চক্রবর্ত্তী এক বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করেন। উক্ত দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে আসামিগণ ময়মনসিংহ দায়রা জজের এজলাসে আপীল দায়ের করিলে দায়রা জজ উক্ত আপীল সরাসরিভাবে ডিসমিস করেন।

অভিযোগে প্রকাশ যে, আবদুল গফুর মিঞা নামক জনৈক মুক্তা ব্যবসায়ী টাঙ্গাইল থানার অন্তর্গত দেলদুয়ার হইতে গত জানুয়ারী মাসে ১৫০৲ সঙ্গে নিয়া মুক্তা ক্রয় করিবার জন্য সহর হইতে দুই মাইল দূরবর্ত্তী বেলতা নামক গ্রামে যাইতেছিল। উক্ত গ্রামের প্রান্তসীমায় পৌঁছাইতেই প্রকাশ্য দিবালোকে ৪জন লোক তাহাকে আক্রমণ করিয়া সমস্ত টাকা লইয়া যায় প্রথমতঃ অপর একজন ম্যাজিষ্ট্রেট কেবল যোশীর বিরুদ্ধে বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠন করেন। পরে অতিরিক্ত জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট খালাস প্রাপ্ত আসামীদিগের বিরুদ্ধে মোকদ্দমা চালাইবার আদেশ দেন তদনুসারে মিঃ চক্রবর্ত্তীর এজলাসে মামলার বিচার হয়।

সরকার পক্ষের সরকারী পাব্লিক প্রসিকিউটার এবং আসামীপক্ষে উকিল শ্রীযুত কুলদাচরণ নিয়োগী মোকদ্দমা পরিচালনা করেন।

নির্ব্বাচনের জের

সেরপুর মিউনিসিপ্যালিটির গত নির্ব্বাচনে পরাজিত শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র চক্রবর্ত্তী ঘুস দেওয়া, ভয় প্রদর্শন করা এবং ভোট সংগ্রহের জন্য নানাবিধ কৌশল অবলম্বনের অভিযোগে নির্ব্বাচিত মিউনিসিপ্যাল কমিশনার শ্রীযুত গঙ্গাচরণ মৈত্র ও অপর তিনজন ভদ্রলোক, যাহারা তাঁহাকে সাহায্য করিয়াছিল, তাহাদিগকে সদর মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট খাঁ বাহাদুর মহম্মদ মামুদের এজলাসে অভিযুক্ত করে। ম্যাজিষ্ট্রেট গঙ্গাচরণ বাবুকে ১০০৲ অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করেন এবং অপর তিনজনকেও ১০০৲ হইতে ৩০৲ জরিমানা করেন।

গঙ্গাচরণ বাবুকে কমিশনারের পদ হইতে অপসারিত করিবার জন্য সদর মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট আবেদন করা হইতেছে বলিয়া প্রকাশ।

পাগলা হাতীর উপদ্রব

গৌহাটী শিলং রোডের উপর এক পাগলা হাতী পথিকদিগকে আক্রমণ করিয়া প্রায় ২১ মাইলের মধ্যে এক বিভীষিকার সৃষ্টি করিতেছে বলিয়া এক সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। প্রকাশ ঐ পাগলা হাতী বাকি রাস্তায় মোটরগাড়ীর সম্মুখে শয়ন করিয়া যাত্রীদিগের অবরোধ করিতেছে। এপর্যন্ত কোনরূপ হতাহতের সংবাদ পাওয়া যায় নাই। ঐ পাগলা হাতীকে যে মারিয়া ফেলিবে কর্ত্তৃপক্ষ তাহাকে ৫০৲ টাকা পুরস্কার দিবেন বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন।

ধর্ম্মঘট

নাগপুরে কিছুদিন পূর্ব্বে বোনাস সম্পর্কে শ্রমিক ও মিলমালিকদের সঙ্গে একটা রফা হইয়াছিল বটে, কিন্তু সম্প্রতি এম্প্রেস মিলের প্রায় নয় হাজার শ্রমিক ধর্ম্মঘট করিয়াছে। মনে হয় বোনাস সম্পর্কে শ্রমিকদের মনে একটা ভ্রান্ত ধারণা জন্মিয়াছে তাহারা বলে, বোনাস ঘটিত বিরোধের এইরূপ মীমাংসা করা হইয়াছে যে, উহাকে ধর্ম্মঘট বিরতির সর্ত্ত স্বরূপ ধরাও যায়, আবার না ধরা যায়।

যাহাতে কোনও হাঙ্গামা না হইতে পারে, তজ্জন্য এম্প্রেস মিলে পুলিশ মোতায়েন ছিল।

অন্যায় প্রতিযোগিতা

১১ই সেপ্টেম্বর ব্যবস্থা পরিষদে শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশ নিয়োগী বলেন, ভারতবর্ষের পশ্চিম উপকূলে ব্রিটিশ জাহাজ কোম্পানীগুলি ভারতীয় কোম্পানীগুলির সহিত অন্যায় প্রতিযোগিতা করিতেছে। তাহারা ভাড়া কমাইয়া ভারতীয় কোম্পানীগুলি ক্ষতি করিতেছে।

স্যার জোসেফ ভোর বলেন, ছোট ছোট কোম্পানীগুলির কথা তাঁহার স্মরণ আছে। ভারতীয় জাহাজ কোম্পানী হইতে অভিযোগ পাইয়াছেন এবং তিনি এই সম্বন্ধে তদন্ত করিতেছেন

তারের ঠিকানা— 'শ্রীধাম' নবদ্বীপ
কেন্দ্র ঠিকানা— পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

দৈ নি ক

Reg No C 1544

বিজ্ঞাপনের হার

প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩॥০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার স্বতন্ত্র।

THE
NADIA-PRAKASH

সাহায্যের হার
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸০
মাসিক ১৲
নগদ
প্রতি সংখ্যা ৫

ভারতের সর্ব্বপ্রথম বহুল-প্রচার— নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৮ম খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বেদান্তবাচস্পতি [১৭০শ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর—২রা আশ্বিন সোমবার ১৩৪০, ১৮ই সেপ্টেম্বর ১৯৩৩

পলাতক রাজবন্দী

বঙ্গীয় সং ফৌঃ আইনের ৬ ধারা অনুসারে হরিপদ সেনের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের হইয়াছিল বরিশাল সদর মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ বি, সি, সেনের এজলাসে তাহার শুনানী আরম্ভ হয়। সরকার পক্ষের আহবিত দারোগা শিশুপাল, পিরোজপুরের দারোগা দবিরুদ্দিন আমেদ, সহকারী দারোগা মহেন্দ্র ঘোষ এবং কলিকাতা প্রেসিডেন্সী জেলের কেরাণী প্রভৃতি বহু সাক্ষীর জবানবন্দী গৃহীত হইলে, এবং আসামী পক্ষে তাঁহাদিগকে জেরা করিলে সরকার পক্ষের সাক্ষ্য শেষ হয়। অতঃপর আসামীর বিরুদ্ধে ভারতীয় দঃ বিঃ র ২২৫খ ধারা অনুসারে চার্জ্জ গঠন করা হয়। আসামী নিজকে নির্দ্দোষ বলে এওয়াল জবাবের জন্য আগামী দিন ধার্য্য থাকে।

অভিযোগের বিবরণ এই যে, হরিপদ তাহার রুগ্ন পিতা কবিরাজ গুরুনাথ সেনকে দেখিবার জন্য ১৯৩০ সালের জুলাই মাসে এক সপ্তাহের ছুটী লইয়া বাড়ী আসে। হরিপদর পিতা এক সপ্তাহের মধ্যে মারা যান। হরিপদ ১৯৩০ সালের ১২ই জুলাই বাড়ী হইতে পলায়ন করে। ১৯৩১ সালের অক্টোবর মাসে সে পিরোজপুরে একবার ধরা পড়ে। কিন্তু পুনরায় সে জেল হইতে কোনও প্রকারে পলায়ন করে, অবশেষে ফরিদপুরের কোনও এক গ্রামে ধৃত হইলে তাহাকে গত ৬ই আগষ্ট এখানে বিচারার্থ আনা হয়। ভারতীয় দঃ বিঃ র ২২৪ ধারা অনুসারে পিরোজপুর জেল হইতে পলায়নের মামলা পৃথকভাবে চলিবে—

সরকার পক্ষে কোর্ট ইনস্পেক্টর শ্রীযুত সত্যেন্দ্রনাথ বাঁড়ুয্যে এবং আসামী পক্ষে উকীল শ্রীযুত বিপিনচন্দ্র সেন, হৃষীকেশ মুখুজ্যে, সিদ্ধেশ্বর কাঞ্জিলাল এবং মোক্তার পুলিন মুখুজ্যে, পরেশ মল্লিক উপস্থিত ছিলেন।

মাতাকে আঘাত

কিছুদিন পূর্ব্বে মেহেরপুরের অধীন যাদবপুর গ্রামের শ্রীরাখাল চন্দ্র মণ্ডল নামীয় একজন যুবক মস্তিষ্ক বিকৃতির দরুণ তাহার মাতাকে কুঠার দ্বারা ভীষণভাবে আঘাত করে ফলে উক্ত স্ত্রীলোকটী আহতাবস্থায় চিকিৎসার্থ মেহেরপুর হাসপাতালে রহিয়াছে। সংবাদ লইয়া জানা গেল উক্ত লোকটী প্রায় বৎসরাধিক কাল মস্তিষ্ক বিকৃতি রোগে ভুগিতেছিল। পরে ডাক্তারের চিকিৎসাধীনে থাকায় কিছুদিন হইতে সে আরোগ্যের পথে চলিতেছিল। কিন্তু ঘটনার দিন তাহার স্ত্রী তাহাকে জ্বালানি কাঠ কাটিয়া দিতে বলিলে সে একখানি কুঠার লইয়া কাঠ কাটিতে যাইবে এমন সময় হঠাৎ তাহার বুদ্ধিভ্রংশ ঘটে ও কুঠার লইয়া তাহার স্ত্রীকে আক্রমণ করে, সে পলাইয়া রক্ষা পায় সেই সময় তাহার মা তাহাকে মিষ্ট কথায় শান্ত করিতে গেলে আক্রান্ত ও আহত হয়। তাহার চীৎকার শুনিয়া প্রতিবেশীরা আসিয়া উপস্থিত হয় এদিকে রাখাল তখন তাহার মাকে ছাড়িয়া দিয়া পেঁপে গাছ কাটিয়া জ্বালানি কাঠের ব্যবস্থা করিতে থাকে। পুলিশ খবর পাইয়া তাহাকে গ্রেপ্তার করিয়া লইয়া যায়, পরে রাচির পাগলা গারদে পাঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে।

সীমান্ত সংবাদ

সীমান্তের অবস্থা সম্বন্ধে যে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে তাহা হইতে জানা যায় যে, গত ১১ই সেপ্টেম্বর কামলাইনহক্কি অঞ্চলে আপার মোমন্দের একদল লস্কর পুনরায় কেন্দ্রিভূত হয়। সাত্তিখেল এবং ইউসুফখেলের মধ্যবর্ত্তী রাস্তা নির্ম্মাণ কার্য্যে রত মজুরদের রক্ষার জন্য যে সব সৈন্য পাহারা দিতেছিল তাহাদিগের উপর উক্ত ৩০০ লস্কর গুলীবর্ষণ করিতে আরম্ভ করে।

শত্রুপক্ষকে যুদ্ধে হটাইয়া দেওয়া এবং তাহাদের মধ্যে অনুমান ১৫জন হতাহত হয়। সরকার পক্ষে একজন খাসাদার হত হয়, উক্ত রাস্তায় যে সব লোক কাজ করিতেছে তাহাদিগকে নির্বিঘ্নে রক্ষার জন্য সাত্তিখেলে একদল সৈন্য এবং একটী কামান পাঠান হয়।

রাত্রিকালে ঘালানাই শিবিরে মাঝে মাঝে গুলী বর্ষণ চলিতেছে।

ঢাকায় দুর্ভোগ

ঢাকা মিউনিসিপালিটীর হিন্দুবাসিন্দাদের উপর গত ফেব্রুয়ারী মাসে বঙ্গীয় বৈপ্লবিক অপরাধ দমন আইনানুসারে এই মর্ম্মের এক নোটিশ জারী করা হইয়াছিল যে, উহাদের কাহারও বাড়ীতে ১৪-৩৫ বৎসর বয়স্ক কোন নবাগত আসিলে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে পুলিশকে সেই খবর দিতে হইবে এবং ঐ বয়সের কোন পুরুষ কাহারও বাড়ী হইতে অন্যত্র গেলে সে খবরও পুলিশকে অনুরূপভাবে দিতে হইবে। এই ব্যবস্থা ২২শে সেপ্টেম্বর হইতে তুলিয়া লওয়া হইবে বলিয়া জানা গিয়াছে।

দাঙ্গা

গত সপ্তাহ হইতে "ফ্রণটিয়ার্স ফেয়ার" নামে একটি কার্ণিভাল দল আসিয়া মফঃস্বলপুরে দর্শ্মশালা মাঠে তাঁবু খাটাইয়া নানাবিধ ক্রীড়া কৌতুক দেখাইতেছে কার্ণিভালের প্রধান অঙ্গ জুয়াখেলাও নাকি উহাতে প্রবল বেগে চলিতেছে। গত রবিবার রাত্রে এই দলের লোকজনের সহিত দর্শকবৃন্দের ভয়ানক দাঙ্গা গিয়াছে। প্রায় ৫০ জন লোক অল্পবিস্তর আহত হইয়াছে। ঘটনার কারণ এইরূপ প্রকাশ যে, জনৈক গ্রাম্যব্যক্তি তাঁবুর ভিতর হইতে বাহির সময় প্রধান দরজা দিয়া বাহির না হইয়া তাঁবু উঠাইয়া বাহির হইয়া যাইতেছিল। সেই কারণে দলের অনেক ব্যক্তি দ্বারা নাকি উক্ত ব্যক্তি প্রহৃত হইতে থাকে। দর্শকবৃন্দ ঠেকাইতে যায়। এবং কথায় কথায় দাঙ্গার সৃষ্টি হয়। কোন সংবাদ পাইয়া পুলিশ আসিয়া পড়ায় দাঙ্গা বিস্তৃতি লাভ করিতে পারে নাই।

মোহান্ত দণ্ডিত

ঢাকা বুড়া শিবমন্দিরের মোহান্ত স্বামী ব্রহ্মানন্দ ভারতীয় দণ্ডবিধির ৪৯৭ ও ৪৯৮ ধারার অভিযোগে (ব্যভিচার ও অসদুদ্দেশ্যে একটী বিবাহিতা স্ত্রীলোককে আটকাইয়া রাখা। আজ ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ এস এন ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক,—প্রথমোক্ত ধারায় এক বৎসর এবং পরবর্ত্তী ধারায় ৬ মাস সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছে, উভয় দণ্ডভোগ এককালেই চলিবে।

ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

২রা আশ্বিন সোমবার, ১৩৪০

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু লিখিতেছেন :—

"আমার মাতা এবং স্ত্রীর প্রতি যদি এইরূপ আচরণ সম্ভব হইতে পারে, তাহা হইলে অপেক্ষাকৃত অপরিচিত অধিকাংশ বন্দীর সম্বন্ধে কিরূপ আচরণ হইতে পারে তাহা সহজেই অনুমেয়। আমাদের সমগ্র শাসনতন্ত্র উপর হইতে এরূপভাবে চালান হইয়াছে যে, দেশের লোকের ভিতর উহার মূল নাই, একটি পেরেক অপরটিকে সাহায্য করে, তবে উহা ঝুলে। যিনি আমাদের জেলের সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট ছিলেন, পরে ইনস্পেক্টর জেনারেল হইয়াছেন, আমি বহু বৎসর পূর্ব্বে তাঁহাদিগকে কারাগারের সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে লিখিয়াছিলাম। তিনি ঐ গুলি স্বীকার করেন এবং বলেন যে, কারা বিভাগে তিনি যখন প্রথম যোগদান করেন, তখন সংস্কারের জন্য তাঁহার খুব উৎসাহ ও আগ্রহ ছিল; কিন্তু পরে তিনি দেখিতে পান যে, এ সম্বন্ধে সামান্যই কাজ করা যাইতে পারে, এখন তিনি ঘটনার গতিকে পূর্ব্ববৎই চলিতে দিতেছেন। প্রকৃতপক্ষে অতি ভাল লোক যাঁহারা তাঁহারাও এ সম্বন্ধে সামান্যই করিতে পারেন এবং যাঁহারা ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী, তাঁহারা অনেকে যে খুব উজ্জ্বল প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তি,—এ কথা বলা যায় না। ভারতের কারাগৃহ প্রকৃতপক্ষে বৃহত্তর ভারতেরই একটি নমুনা এবং ভারতবর্ষ যতদিন পর্য্যন্ত বর্ত্তমান অবস্থায় থাকিবে, ভারতের জেলগুলির অবস্থাও ভাল করা কঠিন হবে। লক্ষ্য কি, ইহাই হইতেছে বিবেচ্য। সাজা কেন দেওয়া হয়? আমাদের জজেরা এবং আমাদের কারা কর্ম্মচারীরা কখনও কি এরূপ মনে করিয়া থাকেন যে, তাঁহাদের সম্মুখে যে হতভাগ্য জীব রহিয়াছে যখন সে জেল হইতে বাহির হইবে, তখন সে যাহাতে নিজের সমাজে যোগ্য স্থান লাভ করে, তাহাকে এরূপভাবে গড়িয়া তুলিতে হইবে। ঐসব প্রশ্ন তোলাই বোধ হয় এখানে ধৃষ্টতা, কারণ ভারতের কয়জন লোক এ সম্বন্ধে মাথা ঘামায়?

আমাদের জজেরা উদারহৃদয় ব্যক্তি হইবেন —আমরা এই আশা করি। তাঁহারা যে দীর্ঘ দণ্ডাদেশ প্রদান করিয়া থাকেন, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। এসোসিয়েটেড প্রেসের ১৯৩০ সালের ১৫ই ডিসেম্বরের পেশোয়ারের একটি খবরে প্রকাশ—সীমান্তের পুলিশের ইনস্পেক্টর জেনারেল এবং অন্যান্য উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীদের নিকট হুমকী চিঠি পাঠাইবার অভিযোগ একটা মামলা হয়। কোহাটস্থিত হত্যাকাণ্ডের পর এই ব্যাপার ঘটে। ভারতীয় দণ্ডবিধির ৫০০—৫০৭ ধারা অনুযায়ী কমলা দাসের প্রতি ৮ বৎসরের কারাদণ্ডের আদেশ হয়। কমলা দাস একজন বালক।

কারা সংস্কারের প্রশ্ন আমাদিগকে অনিবার্য্যভাবে আমাদের ফৌজদারী কার্য্য বিধি এবং ততোধিক আমাদের দেশের বিচারকদের মতিগতির সংস্কার সাধনের দিকে লইয়া যায়। এদেশের বিচারকগণ এখনও গত শতাব্দীর পূর্ব্বেকার চিন্তার ধারায় চিন্তা করিয়া থাকেন, এবং সংস্কারের আধুনিক চিন্তাধারার সম্বন্ধে অজ্ঞ থাকিয়া তাঁহারা একরকম ভালই আছেন। ইহার ফলে অন্য সব জিনিসেরই মত সমগ্র শাসনপদ্ধতির পরিবর্ত্তন সাধনের প্রয়োজনীয়তাই উপলব্ধ হয়।

যাউক সে কথা। কারাগারের কথাই বলি। বন্দীকে সাজা দেওয়া নহে, তাহার মতিগতির সংস্কার সাধন করা এবং তাহাকে ভদ্র নাগরিকে পরিণত করা—এই ধারণার উপরই এই দিককার সংস্কারের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হওয়া উচিত। আমি অবশ্য রাজনীতিকদের সম্বন্ধে বিবেচনা করিতেছি না; তাঁহারা অনেকেই এরূপ ভ্রান্তি সাগরে নিমজ্জিত যে, তাহাদিগকে সংস্কারের অতীতই মনে করিতে হইবে। বন্দীদের সম্বন্ধে ঐ নীতি যদি একবার স্বীকৃত হয়, তাহা হইলে তাহার ফলে কারাব্যবস্থার আমূল পরিবর্ত্তন সাধিত হইবে। আমার মনে আছে, যুক্তপ্রদেশের জেল ম্যানুয়েলে এইরূপ একটি বিধান ছিল যে, বন্দীদের কাজ যে ফলোপদায়ক বা প্রয়োজনীয় কাজ হইবে, এরূপ কোন কথা নাই, তাহাদিগকে খাটাইয়া লওয়াই উদ্দেশ্য। কারাগার কিরূপ হওয়া উচিত তৎসম্বন্ধে এই বিবৃতিকে একরূপ আদর্শ বিবৃতি বলা যাইতে পারে। এই বিধানটা তুলিয়া দেওয়া হইয়াছে, কিন্তু উহার মূলগত ভাব এখনও বজায় আছে। যুক্তপ্রদেশের জেল ম্যানুয়েলে যে সব কাজ কারাগারে অপরাধ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে, তাহা একটি লক্ষ্য করিবার বিষয়। কথাবার্ত্তা বলা গান করা, উচ্চহাস্য করা, ভ্রমণ করা কোনরূপ অসম্ভ্রম করা, নির্দ্দিষ্ট সময় ব্যতীত অন্য সময়ে পায়খানায় যাওয়া, প্রদত্ত খাদ্য গ্রহণ না করা প্রভৃতি অপরাধের মধ্যে। (ক্রমশঃ)

ইরাকের নূতন অধিপতি

রাজা ফৈজুলের ২১ বৎসর বয়স্ক পুত্র আমির গাজীকে ইরাকের নূতন রাজা বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে। অতঃপর ইঁহার সিংহাসনারোহণে কোন প্রকার জটিলতার উদ্ভব হইবে বলিয়া মনে হয় না। কারণ, ইনি ইরাকের অধিবাসীদের নিকট বিশেষ প্রিয়। ইনি ইংলণ্ডের হ্যারোতে শিক্ষালাভ করিয়াছেন। ইঁহার রীতিনীতি আদর্শ এবং স্বভাবচরিত্র ইত্যাদি অনেকটা ইংরাজী ধরণের।

প্রধান মন্ত্রীর ঘোষণা

রাজা প্রথম গাজী শাসন কর্ত্তৃত্ব হাতে লইয়া পুনরায় ভূতপূর্ব্ব প্রধান মন্ত্রী মিঃ রসিদ আলীকেই প্রধান মন্ত্রীর পদে নিয়োগ করিয়াছেন। ভূতপূর্ব্ব মন্ত্রীসভাও বজায় রাখা হইয়াছে। প্রধান মন্ত্রী রসিদ আলী এক বিবৃতি প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহাকে এবং তাঁহার সহকর্ম্মীদিগকে মন্ত্রী সভায় নিয়োগ করিবার জন্য নূতন রাজাকে ধন্যবাদ দিয়া মিঃ রসিদ আলী বলিয়াছেন —বৃটিশের ন্যায় বিশিষ্ট মিত্র শক্তিগণের সহিত বন্ধুত্ব অধিকতর দৃঢ় করাই ইরাকের ভবিষ্যৎ নীতি হইবে তিনি মনে করেন, ইরাকের পার্লামেণ্ট সভা কর্ত্তৃক অনুমোদিত এরূপ নীতিই তিনি এবং মন্ত্রিসভা অনুসরণ করিতে পারিবেন।

ইঙ্গ-ইরাক কথা

রাজা ফৈজুলের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করিয়া রাজা পঞ্চম জর্জ যে বার্ত্তা প্রেরণ করিয়াছিলেন, তদুত্তরে ইরাকের নূতন অধিপতি প্রথম গাজী যথারীতি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিয়াছেন। এই সঙ্গে তিনি এই আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন যে, ভবিষ্যতে ইঙ্গ-ইরাক মৈত্রী বন্ধন আরও দৃঢ়তর হইবে।

শোক প্রকাশ

দেশের প্রত্যেক গ্রামে ও সহরে রাজা ফৈজুলের মৃত্যু উপলক্ষে এক সপ্তাহ ব্যাপী শোক করা হইতেছে ফৈজুল সিরিয়ারও রাজা ছিলেন বলিয়া তথায়ও শোক প্রকাশ করা হইতেছে, আলেপ্পোতে মসজিদে এই ব্যাপার লইয়া একটু গণ্ডগোলের সৃষ্টি হইয়াছিল, ভবিষ্যতে যাহাতে কোন গণ্ডগোল হইতে না পারে, তজ্জন্য ফরাসী কর্ত্তৃপক্ষ সতর্কতা অবলম্বন করিতেছেন। বৃটিশ যুদ্ধজাহাজের অপেক্ষায় রাজা ফৈজুলের মৃতদেহ এখনও ব্রিণ্ডিসিতে আছে, জাহাজ আসিয়া পৌঁছিলে উহা হাইফা অভিমুখে লইয়া যাওয়া হইবে।

আসামী উদ্ধার

কাণপুরে এরূপ সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে, মহাব্বত সিং নামক জনৈক কনেষ্টবল কোনও এক রাজনৈতিক পলাতক আসামীকে গ্রেপ্তার করিবার চেষ্টা করিলে পলাতকের দলের কয়েকজন লোক আসিয়া উক্ত কনেষ্টবলকে আহত করিয়া ধৃত ব্যক্তিকে ছিনাইয়া লইয়া যায় আহত কনেষ্টবলকে চিকিৎসার্থ কাণপুর হাসপাতালে আনা হইয়াছে।

শাসন সংস্কার প্রস্তাব ও বাঙ্গালা

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

গভর্ণরের বিশেষ দায়িত্ব

মন্ত্রীদিগের মতানুসারে কাজ করিলে তাঁহার বিশেষ দায়িত্ব রক্ষিত হইবে না, এরূপ মনে করিবার কারণ না ঘটিলে গভর্ণর মন্ত্রীদিগের মতানুসারেই কাজ করিবেন। আর সেরূপ মনে করিবার কারণ ঘটিলে তিনি সেই দায়িত্বপালনোপযোগী কাজ করিতে পারিবেন। এরূপ রক্ষাকবচের প্রয়োজন কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না। যদি প্রদেশে বা প্রদেশের কোন অংশে শান্তি ও শৃঙ্খলাভঙ্গের কারণ ঘটে, তবে সম্রাটের প্রতিনিধিরূপে গভর্ণরের তাহা নিবারণের ক্ষমতা থাকাই প্রয়োজন। এদেশে সংখ্যাল্প সম্প্রদায়সমূহই তাঁহাদিগের সঙ্গত অধিকার রক্ষার বিশেষ ব্যবস্থা করিতে বলিয়াছেন। কর্ম্মচারীরা যাহাতে সন্তুষ্ট থাকেন এবং তাঁহাদিগের স্বার্থ রাজনৈতিক দলাদলির সীমা বহির্ভূত হয়, তাহার ব্যবস্থা থাকাও প্রয়োজন। এদেশে যে বৃটিশ ব্যবসায়ীরা দেশে শিল্প ও বাণিজ্যের উন্নতি সাধনে দীর্ঘকাল বিশেষ সাহায্য করিয়া আসিয়াছেন, তাঁহারা বিদেশী বলিয়া ব্যবস্থাপক সভা তাঁহাদিগের অধিকার ক্ষুণ্ণ করিলে যে তাঁহাদিগের সম্বন্ধে অন্যায় করা হইবে, তাহা গোল টেবিল বৈঠকে সকল দলের ভারতীয় প্রতিনিধিরাও স্বীকার করিয়াছেন। যখন বড়লাট সাধারণভাবে গভর্ণরদিগের বিশেষ দায়িত্বের বিষয়ের তত্ত্বাবধারণ করিতে পারিবেন এবং সমগ্র দেশে শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষার বিশেষ দায়িত্ব তাঁহার তখন তাঁহার আদেশ পালন করিতে যদি মন্ত্রীদিগের মতবিরুদ্ধ কাজ করিতে হয়, তবে সে ক্ষমতাও গভর্ণরের থাকা যে প্রয়োজন, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

বিশেষদায়িত্বের জন্য আবশ্যক ক্ষমতা

গভর্ণর তাঁহার বিশেষ দায়িত্ব পালন জন্য নিম্নলিখিত ক্ষমতা সম্ভোগ করিবেন :—

(১) তিনি নিজ দায়িত্বে আইন করিতে পারিবেন। সে আইনে যে মন্ত্রীদিগের বা ব্যবস্থাপক সভার কোন দায়িত্ব নাই, তাহা সুস্পষ্ট করিবার জন্য সে আইন "গভর্ণরের আইন" বলা হইবে। বর্ত্তমান ভারত শাসন আইনের ৭২ ই (১) ধারায় 'সংরক্ষিত বিভাগ" সম্বন্ধে আইন করিবার যে ক্ষমতা আছে, ইহা তাহারই অনুরূপ।

(২) কোন আইন পেশ হইলে বা পেশের প্রস্তাব হইলে—তাহার দ্বারা, তাহার কোন ধারার দ্বারা ও তাহার কোন সংশোধক প্রস্তাবে তাঁহার "বিশেষ দায়িত্ব" পরিচালনে কোনরূপ বিঘ্ন ঘটিবে মনে করিলে তিনি ঐ আইনের পাণ্ডুলিপি, ধারা বা সংশোধক প্রস্তাব প্রত্যাহৃত করাইতে পারিবেন।

(ক্রমশঃ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

নদীয়া-প্রকাশ

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক

— পারমার্থিক পত্র —

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশ
তনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনম্,
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং
প্রেমা পুমর্থো মহান্
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং
তত্রাদরো নঃ পরঃ॥

৮ম বর্ষ } ১৭ পদ্মনাভ গৌরাব্দ ৪৪৭, ২রা আশ্বিন বঙ্গাব্দ ১৩৪০, ১৮ই সেপ্টেম্বর ইং ১৯৩৩, সোমবার ১৭০শ সংখ্যা

শ্রীধাম-মায়াপুর দর্শনে ই, বি, রেলের এজেণ্ট

গত ১৫ই সেপ্টেম্বর দ্বিপ্রহর সময় বেঙ্গল রেলওয়ের সর্ব্বপ্রধান কর্ম্মচারি-গণ—এজেণ্ট রায় বি আর সিংহ বাহাদুর, চিফ মেডিকেল অফিসার, গবর্ণমেণ্ট ইন্সপেক্টর, চিফ ইঞ্জিনিয়ার, রেলের পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট, একজি কিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার, সাবডিভিসনাল অফিসার, ডিষ্ট্রিক্ট ট্রাফিক সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট, ডিভিসনাল সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট, পার্ম্মানেণ্ট ওয়ে ইন্সপেক্টর, ট্রাফিক ইন্সপেক্টর, এসিষ্টাণ্ট ট্রাফিক ইন্স-পেক্টর প্রভৃতি সকলেই শ্রীধাম-মায়াপুর-দর্শনে আসিয়াছিলেন। শ্রীধামের সুন্দর দৃশ্য দেখিয়া সকলেই অতিশয় আনন্দিত হইয়া-ছেন। তাঁহারা নবদ্বীপঘাট ষ্টেশন হইতে শ্রীচৈতন্যমঠের 'সুরধুনী' মোটর-লঞ্চযোগে আসিয়াছিলেন এবং শ্রীধামের মনোরম মন্দিরাদির সুন্দর দৃশ্য দর্শন করিয়া এই লঞ্চেই প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন।

গত ১৪ই সেপ্টেম্বর ইষ্টবেঙ্গলরেলওয়ের ডেপুটি এজেণ্ট ও এজেণ্ট সাহেবের পার্শনাল এসিষ্ট্যাণ্ট শ্রীধাম-মায়াপুর দর্শনে আগমন করিয়াছিলেন। সহর নবদ্বীপেও যাহা নাই, এইরূপ কোন কোন দ্রব্য শ্রীধাম-মায়াপুরে দর্শন করিয়া তিনি অতিশয় আনন্দিত হইয়াছেন। এই পূতক্ষেত্রে শীঘ্রই রেল-লাইন হইলে যাত্রিগণের শ্রীধামে আসিতে বিশেষ সুবিধা হইবে। যাত্রিগণ সর্ব্বপ্রথম আত্মনিবেদন-ক্ষেত্র শ্রীধাম-মায়াপুর-দর্শন ও অকিঞ্চন সাধুগণের নিকট শ্রীধাম-তত্ত্ব শিক্ষা করিয়া শ্রীনবদ্বীপ-মণ্ডলের অপরাপর স্থান-দর্শনের বিশেষ সুযোগ পাইবেন। আর পরিক্রমার সময় আসিলে সাধুসঙ্গে নবদ্বীপের নয়টি দ্বীপই পরিক্রমা করিতে পারিবেন।

শ্রীগোবিন্দদাস বাবাজী

শ্রীধাম মায়াপুরে বেষ-গ্রহণ

গত ৩০শে ভাদ্র ১৫ই সেপ্টেম্বর শুক্রবার শ্রীহরিবাসর-তিথিতে শ্রীচৈতন্যমঠের প্রবীণ ভক্ত শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ চ্যুত গোত্রীয় যাবতীয় সম্পর্ক পরিত্যাগ করিয়া শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের নিকট হইতে বেষ-গ্রহণ পূর্ব্বক অচ্যুত-গোত্রে প্রবেশ করিয়াছেন; তাঁহার নাম হইয়াছে শ্রীগোবিন্দদাস বাবাজী।

বেষ গ্রহণের তাৎপর্য্য, অচ্যুত শ্রীকৃষ্ণের সেবা হইতে বিন্দুমাত্রও চ্যুত না হইয়া নিরন্তর নব-নব উৎসাহে সেবা-কার্য্য সম্পাদন করা; যাহারা বেষ গ্রহণের ছলনা করিয়া স্ত্রীসঙ্গ করে, সেই বাবাজী ব্রুবদলের হীন-চরিত্র বৈষ্ণব জগতে যে অন্ধকার বিস্তার করিতেছে, মহাভাগবতের নিকট বেষ-প্রাপ্ত নিষ্কপট সেবাপরায়ণ বাবাজী মহাশয়গণের আদর্শ চরিত্র তাহা দূরীভূত করিয়া বৈষ্ণব-ধর্ম্মের উজ্জ্বল রশ্মি বিকীরণ করিবে, তদ্বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই।

অমর্ষি গৌড়ীয় মঠ

মেদিনীপুর জেলায় অমর্ষি নামক একটী বিশিষ্ট গ্রাম আছে। এই স্থানটী কাঁথি মহকুমার অন্তর্ভুক্ত। এখানে একটী ডাক-ঘর আছে। শ্রীগৌরসুন্দরের বাণী সুষ্ঠু প্রচারের জন্য এই স্থানে গৌড়ীয় মঠের একটী শাখা বিগত শ্রীজন্মাষ্টমী দিবস হইতে স্থাপিত হইয়াছে। পার্শ্ববর্ত্তী কয়েকটি গ্রামের গৌড়ীয়মঠাশ্রিত-শুদ্ধভক্তগণের চেষ্টায় এক মহা-ভাগ্যবান্ এই গৌড়ীয়মঠের শাখাটী স্থাপনে বিশেষ বদান্যতার পরিচয় দিয়াছেন। সেই পুণ্য-শ্লোক মহাত্মার পরিচয় আমরা শীঘ্রই পাঠকগণকে জানাইব। সম্প্রতি গৌড়ীয়মঠের ত্রিদণ্ডিস্বামী পরম-পূজ্যপাদ শ্রীল ভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম মহারাজ সেই মঠের রক্ষা-কার্য্যে ব্রতী হইয়াছেন। পাঠকগণের স্মরণ থাকিতে পারে, তিনি শ্রীস্বানন্দ সুখদকুঞ্জের সেবাকার্য্যের সুষ্ঠু ব্যবস্থা করিয়া শ্রীযুক্ত কল্যাণকল্পতরু দাস ব্রহ্মচারীর উপর তাৎকালিক সেবাকার্য্য অর্পণ করিয়া এই অমর্ষি গ্রামের সেবা-ভার গ্রহণ করিয়াছেন। গৌড়ীয় মঠের শ্রীমদ্‌ভক্তেশ্বর দাস অধিকারী তাঁহার সহায়ার্থ অমর্ষি গৌড়ীয়মঠে অবস্থান করিতেছেন।

শ্রীগৌড়ীয় মঠের কতিপয় শ্রদ্ধাবান্ শুদ্ধ সেবক কীর্ত্তনাদি ও কৃষ্ণ-সেবার বিষয় রক্ষাদি কার্য্যে আত্মনিবেদন করিয়াছেন জানিয়া আমরা সুখী হইলাম।

সেখানে সম্প্রতি শ্রীলক্ষ্মী-নারায়ণ শিলা শ্রীমূর্ত্তি সেবিত হইতেছেন।

সাময়িক প্রসঙ্গ

গত ১৩ই সেপ্টেম্বর বেলপুকুরের স্বনাম-প্রসিদ্ধ শ্রীযুক্ত ললিতমোহন মুখোপাধ্যায় মহাশয় শ্রীধাম-মায়াপুর-দর্শনে আগমন করিয়াছিলেন। সৌভাগ্যক্রমে শ্রীল প্রভুপাদের সহিত সাক্ষাৎকার হওয়ায় তাঁহার প্রায় দুই ঘণ্টাকাল হরিকথা-শ্রবণের সুযোগ হয়। হরিকথা শুনিয়া এবং শ্রীধামের ঔজ্জ্বল্য দর্শন করিয়া তিনি অতিশয় আনন্দিত হইয়াছেন।

গত ১৫ই সেপ্টেম্বর শুক্রবার নবদ্বীপ মিউনিসিপ্যালিটীর চেয়ারম্যান শ্রীযুক্ত পূর্ণ-চন্দ্র বাকৃচি, তদীয় জ্যেষ্ঠভ্রাতা শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্র নাথ বাকৃচি ও কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীধাম মায়াপুর দর্শনে আসিয়াছিলেন। তাঁহাদের অমায়িক ব্যবহারে শ্রীধাম মায়াপুরস্থিত বৈষ্ণবগণ আনন্দিত হইয়াছেন। ইঁহারা সহর নব-দ্বীপের সম্ভ্রান্ত ও প্রভাবযুক্তব্যক্তি। আমরা আশা করি, নবদ্বীপ সহরের তথাকথিত বাবাজি, ভাগবতপাঠক ও ভেট আদায়কারী-দের যে অশাস্ত্রীয় ব্যবহারে তথাকার কলঙ্ক আনয়ন করিতেছে উহা অপনোদনে তাঁহারা বিশেষ যত্নবান্ হইবেন।

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি শ্রীরূপ পুরী মহারাজ বর্ত্তমানে শ্রীসচ্চিদানন্দমঠে অবস্থান করিয়া কটকের বিভিন্ন স্থানে হরিকথা কীর্ত্তন করিতেছেন। মহামহোপদেশক অধ্যাপক আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল এম-এ, ভক্তিশাস্ত্রী ভক্তিসুধাকর মহোদয় স্বামীজীর প্রচারে বিশেষ সহায়তা করিতেছেন।

গত বৃহস্পতিবার শ্রীচৈতন্যমঠের অবিদ্যা-হরণ নাটমন্দিরে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ-কালে শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৈশোর-লীলা সম্বন্ধে আলোচনা হয়।

তিনি শিষ্যগণকে অপরূপ শাস্ত্র-ব্যাখ্যা শ্রবণ করাইতেন এবং তর্কনিষ্ঠ পণ্ডিতগণকে পরাস্ত করিবার সময় এরূপ বিনীতভাব প্রদর্শন করিতেন যে তাঁহারা সকলেই পরাস্ত হইলেও মনে ক্ষোভ রাখিতেন না।

তিনি শাস্ত্র অধ্যাপনা এবং নামসঙ্কীর্ত্তন করিয়া পূর্ব্ববঙ্গে ভ্রমণ করেন; এই সময় তপনমিশ্র তাঁহার অনুগ্রহ লাভ করিয়া তাঁহারই নির্দ্দেশে বারাণসীতে বাস করেন।

শ্রীযুক্ত রোহিণীকুমার মুখোপাধ্যায় বি, এল; শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী বি, এল; শ্রীযুক্ত আনন্দমোহন আঢ্য বি, এল; শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র দাস বি, এল; শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্রচন্দ্র দত্ত বি, এল; শ্রীযুত যতীন্দ্রমোহন চক্রবর্ত্তী বি, এল; শ্রীযুক্ত শশীভূষণ দত্ত, বি, এল; শ্রীযুক্ত শীতলচন্দ্র সেন বি, এল; শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র দত্ত বি, এল; শ্রীযুক্ত মোহিনীমোহন সাহা বি, এল; শ্রীযুক্ত জানকীনাথ গোস্বামী বি, এল; শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন চক্রবর্ত্তী (ষ্টেশনমাষ্টার, চাষাড়া) শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রনাথ সাহা (একাউণ্টেণ্ট, সিভিলকোর্ট), শ্রীযুক্ত সীতানাথ দে, শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন, কবিরাজ শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রমোহন সেন, শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র কর বি এ, শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র চক্রবর্ত্তী শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রচন্দ্র শীল, শ্রীযুক্ত শিবেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত বি-এ, ইত্যাদি ইত্যাদি।

শ্রীযুক্ত শিবেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত মহাশয়ের আন্তরিক চেষ্টা এবং শ্রীযুক্ত রোহিণীকুমার মুখোপাধ্যায় বি, এল মহাশয়ের উৎসাহ এতৎপ্রসঙ্গে বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

নারায়ণগঞ্জের জনসাধারণ ও ভক্তমণ্ডলী। আগ্রহে শ্রীমাধবগৌড়ীয়মঠের প্রচারকগণ তথায় মাঝে মাঝে গমন করিয়া [illegible] হরিকথা প্রচার করিতেছেন। অনেকেই [illegible] আগ্রহ প্রকাশ করিয়া [illegible], ঢাকা শ্রীমাধবগৌড়ীয়মঠে যেরূপ সাপ্তাহিক অধিবেশন হয়, তদ্রূপ নারায়ণগঞ্জে রামকানাইর আখড়ায় বা অন্য কোন সাধারণ স্থানে এরূপ একটি সাপ্তাহিক অধিবেশন নিয়মিতভাবে অনুষ্ঠিত হইলে এ প্রদেশবাসীর প্রভূত উপকার হয়।

আজ শ্রীচৈতন্যবাণী বিশ্বের সর্ব্বত্র সমাদৃত, অভিনন্দিত ও শ্রদ্ধায় বৃত হইতেছেন। [illegible] জনসাধারণ, এমন কি যাঁহারা পূর্ব্বে নানাপ্রকার অজ্ঞতামূলক কল্পনা পোষণ করিতেন, তাঁহারাও আজ সার্ব্বজনীন ভুবনমঙ্গল প্রতিষ্ঠান শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচারে আকৃষ্ট হইতেছেন।

শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ

গত ২৩শে ভাদ্র রবিবার সাপ্তাহিক অধিবেশন উপলক্ষে শ্রীমাধবগৌড়ীয়মঠে আচার্য্য অধ্যাপক মহোপদেশক শ্রীপাদ [illegible] ভক্তিশাস্ত্রী এম.এ, বি-এল মহাশয় কপিলদেবহূতি সংবাদ পাঠ করেন। পূর্ব্বাহ্নে বিজ্ঞাপন প্রচারিত হওয়ায় ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জের বহু শিক্ষিত ও সম্মানিত লোকের সমাগম হইয়াছিল। শ্রীমাধবগৌড়ীয়মঠে স্থান দিবার জায়গা ছিল না। শেষ পর্য্যন্ত বক্তার সরলিত শ্রৌতব্যাখ্যা শ্রবণ করিয়া অনেকেই শতমুখে শ্রীমাধবগৌড়ীয়মঠের প্রতিষ্ঠাতা জগদ্গুরু আচার্য্যের বর্ত্তমানযুগে অভূতপূর্ব্ব কৃপা-বিতরণের কথা বলিয়াছিলেন ও অনুভব করিয়াছিলেন। শ্রোতার মধ্যে ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট, উকীল, অধ্যাপক, পণ্ডিত, তদ্ব্যতীত স্থানীয় রামকৃষ্ণমিশনের ব্রহ্মচারী, কয়েকজন গোস্বামীবংশীয় ব্যক্তি, কয়েকজন প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী, বিদ্যালয়ের শিক্ষকমণ্ডলী এবং বহু সম্ভ্রান্ত মহিলা উপস্থিত ছিলেন।

প্রত্যহই জিজ্ঞাসু হইয়া মঠে অনেক উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তি আগমন করিতেছেন। মঠের গ্রন্থাগার হইতে অনেকেই শ্রীগৌড়ীয়মঠের পারমার্থিক সাহিত্যরাজি পাঠ করিতেছেন।

উপবাস

[শ্রীপাদ মদনগোপাল ব্রহ্মচারী]

গত জন্মাষ্টমী-তিথি উপলক্ষে সমস্ত ধর্ম্ম-পিপাসু ভারতবাসীই উপবাসাদি দ্বারা উক্ত তিথির পূজা করিয়া ধন্য হইয়াছেন। এই তিথিতেই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং বসুদেব ও দেবকীর শুদ্ধ হৃদয়ে আবির্ভূত হইয়া রূপমাধুর্য্য দ্বারা সমস্ত জগদ্বাসীকে আকৃষ্ট করিয়া তাঁহাকে প্রেমানন্দে নিমগ্ন করিয়াছিলেন। এই জন্যই ঐ তিথিতে সজ্জনগণ কৃষ্ণ-তুষ্টিবিধানার্থ উপবাসাদি করিয়া থাকেন।

মানবজ্ঞানের তারতম্য-হিসাবে উপবাসেরও তারতম্য দেখা যায়। উপবাস অর্থে—সমীপে বাস। দেহ-সম্পর্কীয় আত্মীয়গণের সমীপে থাকিয়া কেবলমাত্র দেহের সেবা না করিয়া বিষ্ণুজনের সমীপে গমন করিয়া, বৈষ্ণবগণের আহার, নিদ্রা ও যাবতীয় ইন্দ্রিয়সুখ পরিত্যাগ করিয়া বিষ্ণুর সেবা করাই একমাত্র উপবাস। উপবাসের দিন নিজের দেহেন্দ্রিয়ের সমস্ত সুখ-ভোগ পরিত্যাগ করিয়া কৃষ্ণের সুখেতেই সুখী হওয়া

দেহধর্ম্মী মানবগণ দেহ-সম্পর্কীয় বস্তুতেই আকৃষ্ট। অতএব তাঁহাদের জন্মাষ্টমী ও একাদশ্যাদি-উপবাসও দেহসম্পর্কীয়েই হইয়া থাকে, কৃষ্ণ-প্রীতিকর হয় না। নিজের দেহ ও দেহ-সম্পর্কীয় বস্তুতে প্রীতি থাকার জন্যই কৃষ্ণ-প্রীতি লাভ হয় না। স্বদেহেন্দ্রিয়ের সুখ চেষ্টা ত্যাগ না করিলে পরতত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণেন্দ্রিয়ের সুখ-চেষ্টায় মনোনিবেশ করা যায় না। কোনও দেহারামী স্বদেহেন্দ্রিয় সুখের (?) চেষ্টা দেখাইতে পারে কিন্তু দেহাত্মবুদ্ধি থাকা বশতঃ তাহা কৃষ্ণেন্দ্রিয় সুখকর না হইয়া আত্মেন্দ্রিয়-সুখার্থই হইয়া থাকে।

গত কল্য আমরা 'সুখী কে?' শীর্ষক প্রবন্ধে তত্ত্বমুক্তাবলীর 'পিত্তাধিক্যবতাং যথৈব' শ্লোকটী আলোচনা করিয়া দেখিয়াছি পিত্তাধিক্য দূষিত জিহ্বা যেরূপ মিশ্রির মাধুরী-আস্বাদনে অসমর্থ, কাচ-কামল-রোগীর নেত্রদ্বয় যেরূপ শঙ্খস্থ শুক্লতা-দর্শনে অসমর্থ, বিষয়মাত্রা-চিন্তাযুক্ত চিত্ত যেমন বিশুদ্ধি-লাভে অসমর্থ, সেইরূপ দেহাত্ম-বুদ্ধি-পরায়ণ মানবগণ দেহ-সুখ-রোগগ্রস্ত হইয়া ভগবদ্বিষয়ে সুখ প্রাপ্ত হয় না।

কৃষ্ণভক্তগণই একমাত্র কৃষ্ণ-প্রীত্যর্থে সমস্ত কার্য্য করিয়া থাকেন। কৃষ্ণ-প্রীতি-চেষ্টাই কৃষ্ণভক্তের সাধন, কৃষ্ণই সাধ্য ও কৃষ্ণপ্রেমই একমাত্র প্রয়োজন অতএব কৃষ্ণভক্তগণের উপবাসও কৃষ্ণ-প্রীত্যর্থেই হইয়া থাকে। কৃষ্ণ-প্রীত্যর্থে যে দুঃখ হয় কৃষ্ণভক্তগণ সেটা পরম-সুখ বলিয়া মনে করেন—"তোমার সেবায় দুঃখ হয় যত সেও ত' পরম সুখ" এই সেবা-সুখ পাইয়াই স্বরূপের বিরূপধর্ম্ম—দেহধর্ম্ম ভুলিয়া গিয়া স্বরূপধর্ম্মে—আত্মধর্ম্মে অবস্থিত হন। "পূর্ব্ব ইতিহাস ভুলিনু সকল সেবাসুখ পেয়ে মনে॥" আত্মজ্ঞানের উদয়ে কৃষ্ণ সেবা দ্বারা পরম প্রয়োজন-বস্তু কৃষ্ণ-প্রেমানন্দ লাভ হয় এবং ত্রিতাপ যন্ত্রণাকে পদদলিত করিয়া নিত্য শান্তিতে অবস্থান করা যায়।

কলিনিগড়াবদ্ধ ভোগকামিগণ ঐ কৃষ্ণপ্রিয়া উপবাস-তিথিতেও ভোগ বুদ্ধি ত্যাগ করিতে পারে না। অন্ন না খাইলেই উপবাস হয়, মনে করে। তাস, পাশা ও দাবা খেলায় মত্ত, গীতবাদ্যাদিতে মুগ্ধ ও পান, তামাক, বিড়ি, সিগারেট ইত্যাদি মাদকদ্রব্য সেবনেতেই উন্মত্ত হইয়া উপবাসের কষ্ট লাঘব করিয়া থাকে। ইহাতে কৃষ্ণপ্রীতিকর উপবাস-ফল লাভ হয় না, বরং কলি ভোগপ্রবণ হওয়ায় কৃষ্ণের অপ্রীতিই উৎপাদন করিয়া থাকে। কলিহত জীব কৃষ্ণভক্তি প্রদায়িনী হরিবাসরাদিতে অভক্তভাবে উপবাস করিয়া তুচ্ছ ফল ভোগ করিয়া থাকে মাত্র।

হরিভক্তিবিলাসে লিখেছেন যে, চক্রপানির তুষ্টির নিমিত্তই বিধিমত ব্রত-উপবাস করিবে। এখন জিজ্ঞাস্য, কৃষ্ণের তুষ্টি-সম্পাদন করিবেন কে? কৃষ্ণের অন্তরঙ্গ-ভক্ত বিনা এই কার্য্যে আর কাহারও অধিকার নাই। কৃষ্ণভক্তই একমাত্র কৃষ্ণের তুষ্টি সম্পাদন করিয়া থাকেন। অতএব কৃষ্ণভক্ত সঙ্গ করিয়া তাঁহার আনুগত্যে কৃষ্ণতুষ্টির জন্য উপবাস করিলেই উপবাস সফল হইবে। নিজের স্থূল বুদ্ধি দ্বারা কৃষ্ণ তুষ্টি সম্পাদন করা যায় না। সুন্দর সুন্দর অট্টালিকা-নির্ম্মাণে নিযুক্ত 'যোগালিয়া' মুনিগণ যেরূপ এত পরিশ্রম করিয়াও ভাঙ্গা কুঁড়ে ঘরেই দিন যাপন করিতে থাকে, তদ্রূপ অভক্ত-সম্প্রদায় কৃষ্ণভক্ত-সজ্জাভাবে উপবাসাদি করিয়াও কৃষ্ণপ্রীতি লাভ না করিয়া মায়িক-প্রীতিই লাভ করিয়া থাকে। তজ্জন্য বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিমাত্রই প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবা দ্বারা কৃষ্ণভক্তের সঙ্গ করিয়া কৃষ্ণ-সম্বন্ধীয় সমস্ত কার্য্যই সম্পাদন করিবেন। নচেৎ হস্তি-স্নানের ন্যায় পরিশ্রমই সার হইবে মাত্র।

দীনেশ বিরহ-গাথা

(১)

সংসার-উদ্যান-মাঝে কুসুম-শোভন,
হে দীনেশ! কি উদ্দেশ্যে শরৎ সময়,
অকালে কোরকে দুষ্টকীট নিরদয়,
দংশিয়া কোমল বৃন্ত করিল ছেদন।

(২)

প্রস্ফুটিত-পদ্ম-সম প্রফুল্ল-আনন,
পীযূষ পূরিত সদা মধুরতাময়,
তবে পুনঃ একি ভাব? স্মরণেতে ভয়
করে, সদা নিরখিয়া অশ্রুজ নয়ন।

(৩)

প্রভাত হইলে নিশি পর-বিদ্যাপীঠে,
সুসজ্জিত গৃহাঙ্গনে বেদিকার প'রে
অবগাহি হরিনাম অমৃত-সাগরে,
নিয়ত বৈষ্ণব সেবা করিতে গো সুখে।

(৪)

নিশাগমে নীলাকাশে হেরি শশধর,
আনন্দে কুমুদ যথা মেলয়ে নয়ন,
তেমতি নামক [illegible] করিয়া ধারণ,
শ্রীগুরু-বৈষ্ণব সেবা করিলে বিস্তর।

(৫)

হে দীনেশ! কে তুমি এলে ধরার বুকে,
হরিনাম সেবাফল করিতে সন্ধান,
পাইয়া সুধাস ফল করি আস্বাদন,
বিদায়ে সুমিষ্ট ফল সেতেছ কি সুখে?

(৬)

বৈষ্ণব-সেবাতে তুমি হলে অগ্রদূত,
ভ্রমণ করিলে ওগো প্রতি [illegible]স্থান,
বিসর্জ্জিয়া হায় এবে নিজ মন-প্রাণ,
পরমার্থ-যজ্ঞে তুমি হইলে আহুত।

(৭)

হে দীনেশ! প্রেমময় নামটি তোমার,
পীযূষ-পূরিত তব নাম উচ্চারণে,
কি-ব'লে শরণ লব [illegible] চরণে,
পাপী আমি তাই [illegible] হ'তেছে আমার।

(৮)

তোমার অপ্রিয় কার্য্য করেছি বিস্তর,
দয়ার সাগর তুমি হে বৈষ্ণব বর!
বিন্দু-মাত্র কৃপা মোরে কর বিতরণ,
সকলি ত' জান তুমি [illegible] অগোচর।

—শ্রী[illegible] দাস অধিকারী

শুদ্ধভক্তি গ্রন্থমালা

বাঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। ভাষ্যসহ বিরাট শ্রীচৈতন্যভাগবত ৬৲
২। শ্রীমদ্ভাগবতম্‌,—সমগ্র ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২৮৲
একাদশ স্কন্ধ হইতে আরম্ভ ।৶০
৩। ভাষ্যদ্বয়সহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত
(প্রথম খণ্ড) ৫৲
৪। নামাপরাধকুসুমাঞ্জলি (বাঁধা) ১৲
৫। গৌড়ীয়-গৌরব ।৶০
৬। গৌড়ীয়-সাহিত্য ।৶০
৭। ভজনরহস্য ৷৹
শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্‌ ও
শ্রীনবদ্বীপশতকম (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৯। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকাসহ)
ঐ (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
১০। গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি টীকাসহ)
ঐ (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
১১। গীতার কেবল মাধ্ব-ভাষ্য ৷০
১২। যুক্তিমল্লিকা গুণসৌরভঃ সানুবাদ
(মাধ্ব) ২৲
১৩। বেদান্ততত্ত্বসার সানুবাদ
(রামানুজীয়) ৷০
১৪। জৈবধর্ম্ম ২৲
১৫। শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸
১৬। গৌড়ীয় কণ্ঠহার ২৲
১৭। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ৷৶০
ঐ (বাঁধা) ৸০
১৮। দ্বীপ-দিগ দর্শন ৶০
১৯। সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ) ।৶০
২০। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ৷০
ঐ (আবাঁধা) ।৶০
২১। নবদ্বীপধাম গ্রন্থমালা ৸০
২২। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৶০
২৩। গীতমালা ⁄১০
২৪। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৴০
২৫। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৴০
২৬। নবদ্বীপ পঞ্জিকা (৪৪৭ গৌরাব্দ) ৶০
২৭। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
২৮। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা-দর্পণ ।০
২৯। শরণাগতি ⁄০
৩০। গীতাবলী ⁄০
৩১। চিত্রে নবদ্বীপ ১৷০
৩২। সাধনকণ ⁄০
৩৩। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ⁄০
৩৪। নবদ্বীপশতক ⁄০
৩৫। অর্থপঞ্চক
৩৬। সদাচারস্মৃতিঃ ⁄০
৩৭। কল্যাণকল্পতরু (৫ম সংস্করণ) ⁄১০
৩৮। অর্চ্চনকণ ⁄১০
৩৯। সাধককণ্ঠমালা (বাঁধা) ৷০
ঐ (আবাঁধা) ।⁄০
৪০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি
(প্রথম চারিখণ্ড) ৩
৪১। ব্রহ্মসংহিতা ।০
৪২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৪৩। মণিমঞ্জরী সানুবাদ ।০
৪৪। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৪৫। পুরুষার্থ বিনির্ণয় ।০
৪৬। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৪৭। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
৪৮। গৌড়ীয়মঠ কি করেন ? ⁄০
৪৯। ঈশোপনিষৎ (বলদেব ও মাধ্ব-ভাষ্য এবং বিবৃতি ও অনুবাদসহ) ।০
৫০। শ্রীভজনেশ্বর ৴০
৫১। সিদ্ধান্তদর্পণ ৶০
৫২। সাত্থাবাণী ⁄০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৫৩। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী দিগ্বিজয়ঃ ৷০
৫৪। সটীক-শিক্ষাদশমূলম্‌ ।০
৫৫। তত্ত্বসূত্রম ।০
৫৬। সানুবাদ-শিক্ষাষ্টকম ৶০
৫৭। গৌড়ীয়মঠস্য পরিচয়ঃ ⁄০
৫৮। সারাংশবর্ণনম্‌ ৴০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৫৯। রায় রামানন্দ ৷০
৬০। নামভজন ।০
৬১। রিলেটীভ ওয়ার্ল্ড স্‌ ।৶০
৬২। লাইফ্‌ য্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্‌ অব
শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।০
৬৩। বৈষ্ণবীজম্‌ ।০
৬৪। হোয়াট গৌড়ীয়মঠ ইজ্‌ ডুইং ⁄০
৬৫। দি ভাগবত ।০
৬৬। ইরোটিক্‌ প্রিন্সিপ্‌ল য্যাণ্ড
আনেলয়েড ডিভোসন ।০
৬৭। ব্রহ্ম-সংহিতা ২৷০
৬৮। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (ভলুম ওয়ান) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৬৯। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ৷০
৭০। সাধন পথ ।০
৭১। কল্যাণ-কল্পতরু ⁄১০
৭২। গীতাবলী ⁄০
৭৩। শরণাগতি ⁄০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৭৪। শরণাগতি

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

নদীয়া-প্রকাশপ্রাপ্তির স্থান

১। শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম-মায়াপুর, নদীয়া
২। শ্রীযোগপীঠ ঐ
৩। শ্রীবাস অঙ্গন ঐ
৪। অদ্বৈত-ভবন ঐ
৫। কাজীর সমাধি পাট ঐ
৬। স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ শ্রীগোদ্রুম,
পোঃ স্বরূপগঞ্জ নদীয়া।
৭। শ্রীভাগবত আসন কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
৮। শ্রীএকায়ন মঠ গোবিন্দপুর, হাঁসখালী।
৯। দ্বাদশগোপাল পাট—পোঃ চাকদহ,
১০। শ্রীগৌর গদাধরমঠ—চাঁপাহাটী,
পোঃ সমুদ্রগড়, বর্দ্ধমান
১১। শ্রীমোদদ্রুমছত্র মাউগাছি, বর্দ্ধমান
১২। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম, আমলাযোড়া,
পোঃ রাজবাধ বর্দ্ধমান
১৩। শ্রীগৌড়ীয়মঠ বাগবাজার, কলিকাতা
১৪। শ্রীপ্রদ্যুম্নাশ্রম ব্রাহ্মণপাড়া,
পোঃ মাজু, হাওড়া,
১৫। শ্রীমাধব গৌড়ীয়মঠ,
৯০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা
১৬। শ্রীগোপালজী মঠ কমলাপুর, ঢাকা।
১৭। শ্রীনিতাই-গৌরাঙ্গ মঠ পোঃ বালিয়াটী.
১৮। শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয়মঠ ময়মনসিংহ।
১৯। শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ চিরুলিয়া,
পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর
২০। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম গোয়ালপাড়া, আসাম।
২১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ রায়াপেট্টা, মাদ্রাজ।
২২। শ্রীরামানন্দগৌড়ীয় মঠ কব্বুর,
জিঃ পশ্চিম গোদাবরী
২৩। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ উড়িয়াবাজার,
পোঃ বক্সীবাজার, কটক।
২৪। শ্রীত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয় মঠ ভুবনেশ্বর।
২৫। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ স্বর্গদ্বার, পুরী।
২৬। শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ আলালনাথ
পোঃ ব্রহ্মগিরি, পুরী।
২৭। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ ডুমুরকুণ্ডা.
পোঃ চিরকুণ্ডা, মানভূম।
২৮। শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ—কাশী।
২৯। শ্রীরূপগৌড়ীয় মঠ—এলাহাবাদ।
৩০। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ পুরাণবাজার,
সরকার ঠাকুরের কুঞ্জ, বৃন্দাবন
৩১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ ৯৩ নং হনুমান রোড,
নিউদিল্লী
৩২। শ্রীপরমহংসমঠ—নৈমিষারণ্য,
৩৩। শ্রীসারস্বত গৌড়ীয় মঠ—হরিদ্বার।
৩৪। শ্রীব্যাসগৌড়ীয়মঠ—কুরুক্ষেত্র, পঞ্জাব
৩৫। শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাবুলনাথ রোড,
পোঃ গ্রাণ্ট রোড, বোম্বে।
৩৬। লণ্ডন গৌড়ীয়মঠ, ৩৯নং গ্লেটন্‌
গার্ডেন্স, কেনসিংটন্‌ লণ্ডন,
(এস্‌, ডবলিউ—১০)।

শুদ্ধভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী মাসিক। শ্রীধাম-মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৷০ টাকা মাত্র।

৩। **ভাগবত**—হিন্দি ভাষায় একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি হৃদয় বন মহারাজ সম্পাদিত ও নৈমিষারণ্য শ্রীপরমহংস মঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ১৷০ দেড় টাকা মাত্র।

৪। **পরমার্থী**—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ দেড় টাকা মাত্র।

৫। **কীর্ত্তন**—নবোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ নিনানন্দ সেবাতীর্থ বি-এজি, বি-টি, সম্পাদিত। আসাম গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম হইতে প্রকাশিত আসামী ভাষায় মাসিক। ভিক্ষা সডাক ১৷০ দেড় টাকা মাত্র।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

আদিকবি শ্রীল বৃন্দাবন দাস প্রণীত সমগ্র গ্রন্থ

গ্রন্থের মূল বোল্ড অক্ষরে এবং তন্নিম্নে বিশ্ববিশ্রুত গৌড়ীয়মঠের প্রতিষ্ঠাতা ও আচার্য্য ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তি**সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের** রচিত বিস্তৃত ভাষ্য উত্তম কাগজে সৌষ্ঠবের সহিত মুদ্রিত হইয়াছেন। ডবল ক্রাউন আটপেজি আকারে ১০৯৬ পৃষ্ঠায় কেবল মূল ও ভাষ্য সম্পূর্ণ হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত শ্লোকসূচী, পদ্যসূচী, স্থানসূচী, পাত্রসূচী, বিষয়সূচী, শব্দসূচী প্রভৃতি বিস্তৃত সূচীপত্রেও একটী গ্রন্থ হইবে। সম্ভাষ্য শ্রীচৈতন্যভাগবতের এরূপ উৎকৃষ্ট ও অমূল্য বিরাট সংস্করণ জগতের কোথায়ও আজ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হন নাই, ইহা নিরপেক্ষ পাঠক মাত্রকেই একবাক্যে স্বীকার করিতে হইবে। শ্রীগৌড়ীয়মঠের উৎসব-কালে গ্রন্থের ভিক্ষা ১২৲ বারটাকা স্থলে—৫৲ পাঁচটাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীচৈতন্যমঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

কালকাতা বাজার দর

লৌহ হার্ডওয়ার

১লা সেপ্টেম্বর ১৯৩৩

টার তৈয়ারী— প্রতি হন্দর।
াগার কাড় (জয়েষ্ট বা বীম)
ঙ্কা ৫।০—৫।৵০
বে-মার্কা হালকা ওজন ৪।৵০—৪॥৵০
রগা (টি-আয়রণ) ৬৵০—৬০
্গল আয়রণ (কোনা) ৫৸৵০—৬।৵০
গ্যাল-ভ্যানাইজড করগেট টীন—
২ গেজ ৬ হইতে ১০ ফুট ১১।৵০
৪ গেজ „ „ ১০৸৵০
৬ গেজ „ „ ১২
৪ গেজ আর, পি, ডি, মার্কা ১২৸৵০
২৪ গেজ গ্যাঃ প্লেন শীট— ১১।৵০
৬ গেজ „ „ ১২।০
৮ গেজ ও ৩০ গেজ ঐ— ১৩৲—১৬৲
গান বেরা কাঁটাতার ১০০
াউণ্ড বাঃ ৮৸০
ল পাটী ৬৲৵—৬।০
বোল্ট (গোল) ৬৲৵—৬।০
গয়াদে (চৌকা) ৬৵০—৬৲।০
গোল বড় ৵০—।৵০ সূতা ৪৸৵—৫॥৵
টানা বড়
চাকা ৵০—।৵০ ঐ ৫৵০—৫॥০
গাডার হাল ৭৲—৭৸০
প্লেট—১৬ন সূতা মোটা
যাস ৭৲—৭।০
চাদর ৩-১৬ থানা বাণ্ডিল ৯॥৵—০৲
শ্রী, ষ্টীল ৮।০—৯৲
ফ ওয়েল্ড ৫৸৵—৬৲৵০
তারের পেরেক ১—৬ ইঞ্চি ৯—৯৸০
প্যাটেণ্ট পেরেক ২—৮ ইঞ্চি ১২।০—১৫॥০
াদাই বড়া ১ হইতে ১০ নং ২॥০ সাট
কালাম ৪, ৫, ৬, ৭৸৵০ ৮৸৵০ ৯৸৵০ডঃ
ঐ টিন পাউণ্ড ৬৲ দেঃ বিঃ ৬।৵০ „
গ্যাঃ প্লেন বালতি ৭—১২ ইঞ্চি ১॥/০ ৬॥/০
ঐ রিকিট „ ৭—১২ ইঞ্চি ২৲—৭৲ „
লোহার চেয়ার রডের গোল ও
চৌকা ৮॥০—
ঐ পাতের লোহার সিট ১৫৲ „
ঐ ভেনেস্তা (কাঠের সিট) ১৮৲ ,
লোহার স্ক্রু ॥—৩ ইঞ্চি /১০—॥৵০ গ্রোস
ঐ কজা ১৩ নং
॥—৪ ইঞ্চি ।১০—৸৵১০ পেঃ ডজন
গ্যাঃ তার ১৬—২২ নং
(গেজ) ১২৲—১৩৲ হন্দর
গ্যাঃ রিভিং (মটকা)
১২ ইঞ্চি ।৵৫—॥৵০ পীস
গ্যাঃ গাটারিং বা ডোঙ্গা
৬ ইঞ্চি ॥০—৸/০ „
গ্যাঃ স্ক্রুপ ১॥০—২॥০ ইঞ্চি ২৩৲—২৯৲ হন্দর
গ্যাঃ ওয়াসার চাকি ১৫॥০—১৯৲ „
গ্যাঃ বোল্ট নাট দ—৩ ইঞ্চি
॥৵১০—১৵০ গ্রোস
ঢালাই রেলিং ৩॥০—৪॥০ হন্দর
ঐ রেন ওয়াটার পাইপ
৩ ইঞ্চি ৵১০ ঐ ৪ ইঞ্চি ।১০ ফুট
টিউব ওয়েলের জন্য গ্যাঃ
পাইপ১॥ ইঞ্চি ।৵৫ ফুট
পাম্প ৪নং ১২॥০ ৫নং ১৪৲ ৬নং ১৬৲
৬০—৮০ বাটখারা ৵.৫ সাট ২।০-২।০ মণ

সন্তোষকুমার মল্লিক এণ্ড সন্স লিঃ

লৌহ ও হাডওয়ার বিক্রেতা।
মীরবহর ঘাট লোহাপটী, বড়বাজার,
টেলি—"লোহার মালিক" কলিকাতা

কেরোসিন

চোক্রেক প্রত্যেক বাক্স (২ টিন) ৯,৬
সূর্য্য মার্কা „ ৬॥০
ভিক্টোরিয়া „ ৬৲

সোণার দর

পাকা সোণা ৩০৸/
বড়াল ৩০৸
চিনা পাত ৩২।০

রূপার দর

রূপা প্রতি ১০০ ভরি ৫৫৵০
ঐ খুচরা ৫৵০

কোম্পানীর কাগজ

৩॥০ সুদের কাগজ ৮১৴
৩॥০ নূতন ঋণ (১৯৪৭-৫০) ৯১।০
৫৲ ঋণ (১৯৬০-৭০)
„ বণ্ড (১৯৩৫ ১০৪॥/০

ডিবেঞ্চার

৫৲ সুদের (১৯৫৬-৮৬) কলিকাতা পোর্ট-
ট্রাষ্ট ডিবে :— ১০২॥৵০

ব্যাঙ্ক

ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক (কনট্রি) ২৯৪॥০
সেণ্ট্রাল ঐ ২২৲

কাপড় ও সূতার কল

এলগিন মিল ৪৫৲

পাট কল

হাওড়া ৫০৲
অকল্যাণ্ড ১৯৫৲
বালী ১৬২৲
বরানগর ১৫০৲
কেলভিন ৩৭০৲
ভারত ২৪৩৲
ক্লাইভ ২৮।০
ডালহাউসী ৪০৮॥০
ডেল্টা ৪০৫৲

কৃষ্ণনগর নবদ্বীপঘাট রেলওয়ে সময়

কৃষ্ণনগর হইতে নবদ্বীপঘাট

কৃষ্ণনগর সিটি—	৬-৪৫	১০-৪৪	১৩-২২	১৭-৩৮	২০-১৬
কৃষ্ণনগর রোড—	৬-৫৬	১০-৫৫	১৩-৩৩	১৭-৪৭	২০-২৫
আমঘাটা—	৭-১৫	১১-১৩	১৩-৫১	১-৩	২০-৪১
মহেশগঞ্জ—	৭-২৪	১১-২১	১৪-০	১৮-৯	২০-৪৭
নবদ্বীপঘাট—	৭-৩৩	১১-৩০	১৪-৯	১৮-১৬	২০-৫৫

বিশেষ দ্রষ্টব্য—নবদ্বীপঘাট ষ্টেশন অপেক্ষা মহেশগঞ্জ ষ্টেশন হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরের দূরত্ব অনেক কম। শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে যাঁহাদিগকে রাণাঘাটে ট্রেণ বদল করিতে হয়, তাঁহারা রাণাঘাটে প্রাতঃ ৫-৫০, ৯ ৪১, ১৬-৪৮, ১৮-৪২ এবং ০-৩২ মিনিটের সময় গাড়ী পাইবেন।

শান্তিপুর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে ৫-৪০, ৯-১৯, ১২-২৫, ১৬-৪ এবং ১৮-৪১ মিনিটের সময় ট্রেণ পাওয়া যায়।

নবদ্বীপঘাট হইতে কৃষ্ণনগর

নবদ্বীপ ঘাট—	৫-৩৫	৯-২৫	১২-১০	১৫-৩৪	১৮-৪৫
মহেশগঞ্জ—	৫-৪৩	৯-৩৩	১২-১৯	১৫-৪২	১৮-৫৬
আমঘাট—	৫-৪৯	৯-৩৯	১২-২৬	১৫-৪৮	১৯-৫
কৃষ্ণনগর রোড—	৬-৫	৯-৫৫	১২-৪৩	১৬-৬	১৯-২৪
কৃষ্ণনগর সিটি—	৬-১৭	১০-৩	১২-৫১	১৬-১২	১৯-৩৫

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস হইতে—ডাঃ কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম ভক্তিশাস্ত্রী এল. এম. এফ কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

নীলাম ইস্তাহার

মোকাম কৃষ্ণনগর
সার্টিফিকেট আদালত

নীলামের দিন ২০শে অক্টোবর ১৯৩৩

(১)

১২০ এন, আর ১৯৩১।৩২ দাবি ১৮৸৵০

বাদী নদীয়া রাজএষ্টেট সাং কৃষ্ণনগর

প্রতিবাদী চারুশীলা দাসী সাং কৃষ্ণনগর

কৃষ্ণনগর থানার কৃষ্ণনগর মৌজায় ৫৮৮০ খতিয়ানের -৮৪শঃ জমি ৪৲ জমা মূল্য ২০৲

নীলামের দিন ২৪ অক্টোবর

(২)

২৫৩ এম, এন, আর ১০৩২।৩৩

দাবি ৬৸৵১০

বাদী ঐ

প্রতিবাদী নাছের সেখ দিং সাং মাটীয়ারী

কৃষ্ণগঞ্জ থানায় মাটীয়ারী মৌজায় ৮৬০।৮৬১ খতিয়ানের -৩৭শঃ জমি ।৷৵০ জমা মূল্য ১০৲

(৩)

নীলামের দিন ৬ নভেম্বর

২৪ এম, এন, আর ১৯৩২।৩৩

দাবি ১০৯৭।২

বাদী ঐ

প্রতিবাদী অটলবিহারী বিশ্বাসদিং সাং মাটীয়ারী

জীবননগর থানার বিষ্ণুনাথজায় মৌজায় ১৯৮-২০২ খতিয়ানের ৬১-১০০ঃ জমি ১৬৩৷৵০ জমা মূল্য১১০০৲

(৪)

৪১ এম, এন, আর ১৯৩২ ৩৩

দাবি ২৩৮৵৩

বাদী ঐ

প্রতিবাদী সুরেন্দ্রনাথ নন্দী সাং বানপুর

কৃষ্ণগঞ্জ থানার বাণপুর মৌজায় ২২৭-২২৯ খতিয়ানের -৯৬শঃ জমি ২৸৵০ জমা মূল্য ২৫৲

নীলামের দিন ৭ নভেম্বর

(৫)

৪১ এম, এন, আর ১৯৩২।৩৩ দাবি ৩৭।৵৯

বাদী ঐ

প্রতিবাদী কুসুমকুমারী দেবী দিং সাং কৃষ্ণনগর

কৃষ্ণগঞ্জ থানায় বানপুর মৌজায় ৪৭১-৪৭৩ খতিয়ানের ১৩-৭২শঃ নিষ্কর ব্রহ্মত্তর জমি ।১০/৯ সেস্ জমা মূল্য ৪০৲

(৬)

নীলামের দিন ১৩ নভেম্বর

৪৫ এম, এন, আর ১৯৩২।৩৩

দাবি ২৩৮।/১০

বাদী ঐ

প্রতিবাদী ফকিরচাঁদ কালদাবাদ দিং সাং বাণপুর

কৃষ্ণগঞ্জ থানার বাণপুর মৌজায় ৩২১-৩২৯ খতিয়ানের ১৫-৫০শঃ জমি ৩৩৷৵৩ জমা মূল্য ২৫০৲

(৭)

৬৭ এন, আর, ১৯৩০।৩১ দাবি ১০৷৵৯

বাদী ঐ

প্রতিবাদী সতীশ সর্দার দিং সাং ফুলিয়া

শান্তিপুর থানার ফুলিয়া মৌজায় ১১১ খতিয়ানের -৩২শঃ লাখেরাজ জমি ৵৬ সেস্ জমা মূল্য ১৫৲

(৮)

১০৯ এন, আর ১৯৩০।৩১ দাবি ১০৬৸৵৩

বাদী ঐ

প্রতিবাদী অবনীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় সাং গুপ্তীপাড়া

শান্তিপুর থানার গোবিন্দপুর মৌজায় ২৪২-২৪৪ খতিয়ানের ২-২১শঃ জমি ।৬ সেস্ জমা মূল্য ১৫৲

(৯)

১৬৪ এন, আর, ১৯৩০।৩১ দাবী ৩১৵৩

বাদী ঐ

প্রতিবাদী কুসুমকুমারী দাসী সাং কৃষ্ণনগর

কৃষ্ণনগর থানার নিজ কৃষ্ণনগর মৌজায় ৯৯৭।৯৯৮।১০০১ খতিয়ানের -৫১ শঃ জমি ৪৸৵৬ জমা মূল্য ৫৫৲

(১০)

২১৯ এন, আর, ১৯৩০।৩১ দাবি ১০০৸৩

বাদী ঐ

প্রতিবাদী যোগেনবালা দাসী সাং গোয়াড়ী

কৃষ্ণনগর থানার কৃষ্ণনগর মৌজায় ৪০৬।১ খতিয়ানের ১৩-২০শঃ জমি ৪৪০/৬ জমা মূল্য ২৫০৲

(১১)

৩৫৮ এন, আর ১৯৩০।৩১ দাবি ২৫৵৭

বাদী ঐ

প্রতিবাদী জীবনহরি দে সাং কাটশালী

কৃষ্ণনগর থানায় কৃষ্ণনগর মৌজায় ৫৩০৪।৫৩০৫ ৫৩০৯ খতিয়ানের ১-৪৮শঃ জমি ৪০/২ জমা মূল্য ৩০৲

(১২)

৪০৪ এন, আর ১৯২৯।৩০ দাবি ১২।৷৵০

বাদী ঐ

প্রতিবাদী রাজেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী সাং নবদ্বীপ

নবদ্বীপ থানায় নবদ্বীপ মৌজায় ১৯৫৩-১৮৫৭ খতিয়ানের -৭৮শঃ জমি ৬৸৪ জমা মূল্য ১৫৲

(১৩)

৪১৫ এন, আর ১৯৩০।৩১ দাবি ১৫৸৵৩

বাদী ঐ

প্রতিবাদী নন্দগোপাল চক্রবর্ত্তী সাং কৃষ্ণনগর

কৃষ্ণনগর থানায় কৃষ্ণনগর মৌজায় ৪৬০১।৪৫১০-৪৬১২ খতিয়ানের -১২ শঃ ২৷৷০ জমা মূল্য ২০৲

(১৪)

৪২৬ এন, আর ১৯৩০।৩১ দাবি ১৩৭৵৯

বাদী ঐ

প্রতিবাদী সৌদামিনী দেবী সাং গোয়াড়ী

কৃষ্ণনগর থানায় কৃষ্ণনগর মৌজায় ৪৬৫১।১-৪৬৫১।৭, ৪৬৫২,২ খতিয়ানের ১-১৬শঃ জমি ২৭৫৭ জমা মূল্য ১৪০৲

(১৫)

৪৩০ এন, আর, ১৯২৯।৩০ দাবি ৯৫৭

বাদী ঐ

প্রতিবাদী ইন্দুভূষণ বক্সী দিং সাং নবদ্বীপ

নবদ্বীপ থানায় নবদ্বীপ মৌজায় ২৭৯৯ খতিয়ানের ৮শঃ জমি ১৵০ জমা মূল্য ১৫৲

(১৬)

৪৪৪ এন, আর, ১৯৩০।৩১ দাবি ১৩০৵৯

বাদী ঐ

প্রতিবাদী সৌদামিনী দেবী সাং গোয়াড়ী

কৃষ্ণনগর মৌজায় ডিক্রীদার অধীন ৬৩৪১।১ ৬৩৪।২, ৬৩৪১।৩, ৬৩৪১।৬, ৬৩৪১ ৭ খতিয়ানের ৮ ১৭শঃ জমি ২৫৷৷৵৯ জমা মূল্য ১৪০৲

(১৭)

৪৫৯ এন, আর ১৯৩০।৩১ দাবি ১৮৷৷৵৩

বাদী ঐ

প্রতিবাদী শেত্রমণি দেবী সাং বেলপুকুর

কৃষ্ণনগর থানার বেলপুকুর মৌজায় ২৫ খতিয়ানের -৩৬ শঃ জমি ।৷৵৬ জমা মূল্য ২০৲

(১৮)

৫৪৩ এন, আর ১৯৩০।৩১ দাবি ৮।৵৬

বাদী ঐ

প্রতিবাদী মন্মথনাথ পাল চৌধুরী সাং কৃষ্ণনগর

শান্তিপুর থানায় থলপী মৌজায় ১০-১১ খতিয়ানের -৬৪শঃ জমি ৵০ সেস্ জমা মূল্য ১০৲

(১৯)

৫৭২ এন, আর, ১৯৩০।৩১ দাবি ৩০৷৷

বাদী ঐ

প্রতিবাদী রাজ শ্রী দেবী সাং শাসন

শান্তিপুর থানায় ব্রহ্মশাসন মৌজায় ২৪৪-২৫১, ২৫০।১, ২৫২, ৩২০।৩৬ ৩৬৮, ৩৭১-৩৭৩ খতিয়ানের ২৩ ৮৫শঃ জমি ৬৷০ সেস জমা মূল্য ৮০৲

(২০)

৭৫৫ এন, আর ১৯৩০।৩১ দাবি ৮৷৵৯

বাদী ঐ

প্রতিবাদী ভোলানাথ চট্টোপাধ্যায় সাং গোয়ালপাড়া

শান্তিপুর থানার পাঁচপোতা মৌজায় ১৯৮।১৯৯ খতিয়ানের -৩৫শঃ জমি ১৵০ সেস্ জমা মূল্য ১০৲

(২১)

৮৭৯ এন, আর, ১৯৩০।৩১ দাবি ১২৬৵

বাদী ঐ

প্রতিবাদী দেবেন্দ্রনাথ চৌধুরী সাং জুনিয়াদহ

চুয়াডাঙ্গা থানায় হৃদয়পুর মৌজায় ১২৯ ১৪১ খতিয়ানের ৩২-৫০শঃ জমি ১, জমা নীলাম হইবে।

(২২)

৯৯৬ এন, আর ১৯৩০।৩১ দাবি ১৯।৵৩

বাদী ঐ

প্রতিবাদী এলাচা বিবি সাং সোনাডাঙ্গা পাড়া

কৃষ্ণনগর থানার সোন্দা মৌজায় ৮ ১৭৪।৮৭৬ ৮৫১।৮৫৬।৭৮ খতিয়ানের ৭ ৭৮শঃ জমি মূল্য ২০৲

তারের ঠিকানা— ‘শ্রীধাম’ নবদ্বীপ
ডাকের ঠিকানা—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

দৈ নি ক

Reg No C 1544

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩॥০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার স্বতন্ত্র।

নদীয়া-প্রকাশ

THE NADIA-PRAKASH

সাহায্যের হার
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸০
মাসিক ১৲
নগদ
প্রতি সংখ্যা ৫

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচার— নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৮ম খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বেদান্তবাচস্পতি [১৭১শ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর—৩রা আশ্বিন মঙ্গলবার ১৩৪০, ১৯ই সেপ্টেম্বর ১৯৩৩

বিপ্লবী ভ্রমে নিহত

গত মার্চ্চমাসে বাগমান গ্রামে জগীর মিঞা, আবদুল মিঞা নামক দুইজন মুসলমান সৈনিক গুলীতে নিহত হয়। প্রকাশ, উক্ত সৈনিকগণ ঐ মুসলমানদ্বয়কে বিপ্লবী ভ্রমে উহাদের উপর গুলী চালায়। গভর্ণমেণ্ট ক্ষতিপূরণের জন্য ঐ দুই নিহত মুসলমানের পরিবারবর্গ ও তাহাদের পোষ্যদিগের জন্য মাসিক ভাতার ব্যবস্থা করিয়াছেন।

নিহত জগীর মিঞার মাতা মাসিক আট টাকা করিয়া ভাতা পাইবে কিন্তু তাহার পুনর্বিবাহ বা মৃত্যু হইলে ঐ ভাতা বন্ধ হইবে। জগীরের দুইটি অপ্রাপ্ত বয়স্ক পুত্রের জন্য মাসিক ৩॥০ টাকা করিয়া ভাতা দেওয়া হইবে বালক দুইটী যোড়শবর্ষে পদার্পণ করিবল বা তৎপূর্ব্বে উহাদের মৃত্যু হইলে ঐ ভাতা বন্ধ করিয়া দেওয়া হইবে। জগীর মিঞার পিতাকে দুইশত টাকা গ্র্যাটুইটী হিসাবে দেওয়া হইবে।

নিহত আবদুল মিঞার বিধবাকে মাসিক ৫৲ টাকা করিয়া এবং উহার পিতাকে মাসিক ৮৲ টাকা পুনর্ব্বিবাহ বা মৃত্যু হইলে ভাতাবন্ধ হইবে) করিয়া দেওয়া হয়। আবদুল মিঞার অপ্রাপ্ত বয়স্ক বৈমাত্রেয় ভগ্নীর জন্ম মাসিক সাড়ে তিন টাকা করিয়া ধার্য্য করা হইয়াছে ঐ ভগ্নীদের বিবাহ হইলে বা বিবাহের পূর্ব্বে মৃত্যু হইলে ভাতাবন্ধ করিয়া দেওয়া হইবে। উহাদের বিবাহের সময় জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট উহাদিগকে এককালীন টাকা দিবেন। গত ৮ই মার্চ্চ তারিখে জগীর ও আবদুল নিহত হয়। ঐ তারিখ হইতে উপরোক্ত পরিমাণ ভাতা দেওয়া হইবে।

গ্রেপ্তার

গোয়েন্দা ষড়যন্ত্র মামলার পলাতক ও আসামী বেঙ্কটাচারীকে গ্রেপ্তার করিয়া বড়লাটকে হত্যা করিবার কল্পনা ব্যর্থ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। আসামীকে গত ১১ই সেপ্টেম্বর কাজিপেট ষ্টেসনে (নিজাম রাজ্য) গ্রেপ্তার করা হইয়াছে, প্রকাশ আসামী তৎপূর্ব্ব দিবস সেকেন্দ্রাবাদ হইতে মাদ্রাজ অভিমুখে রওনা হইয়াছিল। ঐ গাড়ীতে ইনস্পেক্টার সুবারাও মাদ্রাজ গোয়েন্দা বিভাগের অপর একজন কর্ম্মচারী যাইতেছিল। বেঙ্কটাচারীর অনুসন্ধানে উক্ত দুইব্যক্তি সেকেন্দ্রাবাদ হইতে মাদ্রাজ যাইতেছিল। আসামী যে সেই গাড়ীতে ছিল, কাজিপেট যাওয়ার পূর্ব্বে তাহারা তাহা জানিত না। গুরুতর বৃষ্টি হওয়াতে সেদিন মাদ্রাজের গাড়ী আসিতে দুইঘণ্টা দেরী হয়, তখন আসামী ফেজ মাথায় দিয়া হায়দ্রাবাদী সাজিয়া ষ্টেশন রেষ্টরেণ্টে চা পান করিতে গিয়াছিল, তখন ইনস্পেক্টর সুবারাও ও তাহার সহকর্ম্মী চা পান করিতে উক্ত রেষ্টরেণ্ট গিয়াছিল ইনস্পেক্টর তখন তাহাকে চিনিতে পারিয়া দ্বিধাহীন চিত্তে তাহার হাত ধরিয়া ফেলে এবং একটা রিভলভার বাহির করিয়া ফেলে বেঙ্কটাচারিও কোনপ্রকার ধস্তাধস্তি না করিয়া আত্মসমর্পণ করে, অতঃপর পুলিশ তল্লাসী করিয়া তাহার নিকট হইতে একটি পাঁচ ঘরা রিভলভার, চারটী বোমা এবং বড়লাটের আগমন উপলক্ষে যে স্থানে তিনি থাকিবেন, হায়দ্রাবাদ সহরের সেই স্থানটির নক্সা বাহির করে, বেঙ্কটাচারীকে মঙ্গলবার সেকেন্দ্রাবাদ লইয়া গিয়া প্রথম শ্রেণীর রেলওয়ে ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ পি, জে, এডোয়ার্ডসনের আদালতে হাজির করে। ম্যাজিষ্ট্রেট বিচারার্থ তাহাকে গোকোণ্ডা পাঠাইবার আদেশ প্রদান করিয়াছেন।

নৌকাডুবি

গত ২৪শে ভাদ্র ৮ঘটিকার সময় কুমিল্লা জেলায় কসবা থানার অন্তর্গত ধরকার গ্রামের নিকটবর্ত্তী তিতাস নদীতে একখানা নৌকা ডুবিয়া ১০ জন লোক জলমগ্ন হইয়াছে। ২৪ জন আরোহী নিয়া ডিঙ্গিখানা পাইল খাটাইয়া আমউরা হইতে কাইতলা যাইতেছিল হঠাৎ ঝড়ের মুখে পড়াতে অতিরিক্ত বোঝাইর দরুণ নৌকাখানা ডুবিয়া যায়। এই দুই ঘটনায় কয়েকটী অল্পবয়স্ক শিশু কচুরী পানার উপরে অতি আশ্চর্য্যভাবে রক্ষা পাইয়াছে। যাত্রীগণ সব এক পরিবারের লোকছিল সমস্ত লোকের সন্ধান এখনও পাওয়া যায় নাই।

কসবা থানার দেবপুর হইতে এক ভীষণ নৌকাডুবির খবর আসিয়াছে, প্রকাশ পুরুষ মেয়ে লোক ও শিশু সহ ১৪ জন লোক কাইতলা হইতে দেবপুর যাইতেছিল, আথাউরার নিকটবর্ত্তী তিতাস নদীতে হঠাৎ ঘূর্ণিবাত্যা আসে ফলে নৌকাখানি উল্টাইয়া গিয়া জলে ডুবিয়া যায় ১০ জনের মৃতদেহ পাওয়া গিয়াছে, উহাদিগকে কসবা থানায় প্রেরণ করা হইয়াছে অপর চারজনের এখন পর্য্যন্ত কোন খোঁজ খাওয়া যায় নাই।

পুলিশ ও জনতা

রংপুর কালিগঞ্জা থানার অন্তর্বর্ত্তী মহাতপউদ্দিন চৌধুরী ও অপর ৯ ব্যক্তি বে-আইনী জনতা গঠন, দাঙ্গা হাঙ্গামা ও অপরাপর অপরাধের অভিযোগে দুই বৎসর করিয়া সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছে ৬জন আসামী খালাস পাইয়াছে।

প্রকাশ যে, একদল পুলিশ উক্ত থানা কোন একটি স্থানে ১৪৫ ধারার একটা ফৌজদারী মামলা সম্পর্কে দখল দিতে গমন করিলে মহাতপ প্রমুখ বহু গ্রামবাসী উহাদিগকে বাধা দেয়, জনতা এত উত্তেজিত হইয়া উঠে যে, অতিরিক্ত পুলিশ সাহায্য চাহিয়া পাঠাইতে হয়। পুলিশ সুপারিণ্টেডেণ্ট ও জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটকেও ঐ স্থানে যাইতে হয় অবস্থা অতিশয় আশঙ্কাজনক হইয়া উঠিলে জনতাকে আয়ত্বের মধ্যে আনিবার জন্য পুলিশকে কয়েকবার গুলি চালাইতে হইয়াছিল।

সন্তানদিগকে পোড়াইয়া মারার অভিযোগ

গাগমারী রোডের শেখ ভোমা নামক জনৈক লোক গত বৃহস্পতিবারে শিয়ালদহের পুলিশ ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ এইচ দত্তের এজলাসে অভিযুক্ত হয়। ম্যাজিষ্ট্রেট তাহাকে দায়রায় সোপর্দ্দ করিয়াছেন। আসামীর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের বিবরণে প্রকাশ যে, ১৯৩২ সালের ১৮ই জুলাই রাত্রিতে আসামীর স্ত্রী তাহার ৬, ৩ ও ১বৎসর বয়স্ক সন্তান ত্রয়কে লইয়া নিদ্রা যাইতেছিল। ঐ সময় আসামী নাকি তাহার স্ত্রীর বিছানায় আগুন ধরাইয়া এবং কেরোসিন তৈল ঢালিয়া তাহার সন্তানত্রয়ের মৃত্যু ঘটায়। আসামীর মানসিক বিকৃতির লক্ষণ প্রকাশ পাওয়ায় তাহাকে ১৯৩২ সালের আগষ্ট মাসে রাচি মেণ্টাল হাসপাতালে প্রেরণ করা হয়।

ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

৬ই আশ্বিন মঙ্গলবার, ১৩৪০

পূজা আসিয়া পড়িল—বাঙ্গলা দেশের আর্থিক অবস্থার কোন উন্নতি দেখা যাইতেছে না সেদিন সিমলায় বড়লাট কৃষি-পণ্যের দাম বাড়িতেছে বলিয়া যে ভাবে হর্ষ প্রকাশ করিলেন, আজ তাহা বাঙ্গালীর কাণে ব্যাঙ্গের মত শুনাইতেছে। বাঙ্গলার প্রধান পণ্য পাটের মূল্য কমিয়া ৩৲ ৩।০ টাকায় দাঁড়াইয়াছে এ মূল্যে পাট বিক্রী করিলে পাট উৎপন্নের মজুরীও পোষায় না।

———

প্রতি বৎসর কি পরিমাণ জমীতে পাটের চাষ হয় এবং কত পাট উৎপন্ন হয়, গবর্ণমেণ্ট তাহার একটা হিসাব বাহির করেন। এই হিসাবে কেতাদুরস্তভাবে অঙ্কপাত করা হয় বটে, কিন্তু এই নির্ভুল বা প্রায় সত্যের কাছাকাছি সংবাদ কি-ভাবে সংগ্রহ করা হয়, তাহার কোন হিসাব রিপোর্টে থাকে না। গ্রাম্য চৌকিদারী দফাদার ও জমীদার কাছারীর পাইক, গোমস্তার মত দায়িত্ব জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিদের সূক্ষ্ম অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া এই হিসাব প্রতি বৎসরই রচিত হইতেছে। এই হিসাবের উপরই পাটের দরের "তেজী মন্দা" নির্ভর করে।

একরূপ হিসাব বাহির করিবার একটা সুবিধা আছে, বাঙ্গলা বিহার আসামে প্রতি বৎসরই, বাজারের চাহিদার বেশী পাট উৎপন্ন হয়। পাট চাষ কমাইবার প্রচার কার্য্য সফল হয় না নগদ মোটা টাকার আশায় কৃষক প্রতিবৎসরই পাট চাষ করিয়া থাকে। কাজেই কত গাঁট পাট উৎপন্ন হইয়াছে, সংখ্যার একটু হেরফের করিয়া এ অঙ্কে বেশ ফাঁকী মারা যায় আমরা বলিয়া দিলাম গত বৎসর ৬২, ১৩, ৫০০ গাঁট এবং বর্ত্তমান বৎসরে ৭০, ৯২, ১০০ গাঁট পাট উৎপন্ন হইয়াছে, তোমাদের বিশ্বাস না হয় গণিয়া দেখ। গণিবার কোন প্রয়োজন নাই, আমরা সাধারণ লোকও বুঝিতেছি, চাহিদার অতিরিক্ত পাট উৎপন্ন করিয়াও বাঙ্গলার কৃষক পাটের উপযুক্ত মূল্য পাইতেছে না।

———

আসাম ব্যবস্থাপক সভার উদ্বোধনী বক্তৃতায় গবর্ণর স্যার মাইকেল কীন আসাম প্রদেশের আর্থিক দুর্দ্দশার যে চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহা গভীর নৈরাশ্যজনক বলিয়াছেন,—"যেদিকেই চাহিয়া যাক না কেন, চরম আর্থিক দুরবস্থা দেখিয়া হতাশ হইয়া পড়িতে হয় এই বৎসরের শেষ ভাগে গবর্ণমেণ্টের নিকট আমাদের ঋণের পরিমাণ সওয়া কোটী টাকায় দাঁড়াইবে এবং তাহার চেয়ে আশঙ্কার কথা, আমাদের ঋণ ক্রমেই বাড়িয়া চলিয়াছে, অথচ আমাদের আর্থিক ক্ষতি পূরণের কোন উপায়ও আমরা দেখিতেছি না" ব্যয় সঙ্কোচ প্রসঙ্গে গবর্ণর বলিয়াছেন, যতদূর সম্ভবপর ব্যয়-সঙ্কোচ করা হইয়াছে, কিন্তু তাহাতে সমস্যার সমাধান হইতেছে না। এরূপ অবস্থায়, আসামকে দেউলিয়া অবস্থা হইতে বাঁচাইবার উপায় তাহার আয় বৃদ্ধি করা তাহার কি কোন সম্ভাবনা আছে।

গবর্ণর বলিতেছেন, আসামে তৈলের খনি আছে এবং তাহা হইতে প্রায় সওয়া কোটি টাকা বার্ষিক রাজস্ব আদায় হয়। এ টাকাটা যদি আসাম গবর্ণমেণ্ট পাইতেন, তাহা হইলে তাহার অর্থাভাব ঘুচিতে পারিত কিন্তু গবর্ণমেণ্টের তহবিলে যায়, আসাম গবর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে অনেক দরবার করা হইয়াছে, গোলটেবিল বৈঠক ও জয়েণ্ট-সিলেক্ট কমিটিতে আক্ষেপ হইয়াছে কিন্তু আসামের প্রতি সুবিচার হইবার সম্ভাবনা নাই সুতরাং দেখা যাইতেছে, আসামের আর্থিক দুর্দ্দশা অদূর ভবিষ্যতেও দূর হইবে না এবং নূতন শাসন-তন্ত্রে আসাম যদি "প্রাদেশিক স্বায়ত্ত-শাসন" পায়, তাহা হইলে তাহার পক্ষে ব্যয়সঙ্কুলান করা অসম্ভব হইবে।

———

সহজ বুদ্ধি সম্পন্ন সাধারণ লোকে বলিবে, আসামকে এই দেউলিয়া অবস্থা হইতে রক্ষা করিবার একমাত্র উপায়, নির্ম্মমভাবে ব্যয়সঙ্কোচ করা। গবর্ণর অবশ্য বলিয়াছেন যে, ব্যয়সঙ্কোচ যতদূর সম্ভব করা হইয়াছে, আর করিবার উপায় নাই,—কিন্তু দেশবাসী মনে করে, দরিদ্র আসামের জন্য এই ব্যয়-বহুল আড়ম্বরপূর্ণ শাসনতন্ত্র রাখা উচিত নহে। এমন বহু অনাবশ্যক মোটা মাহিনার পদ আছে, যাহা ছাঁটিয়া ফেলা যাইতে পারে। পুলিশ জেল ও সিভিল সার্ভিসের ব্যয় আরও কমানো যাইতে পারে কিন্তু তাহা করিতে গেলে আমলাতন্ত্রের স্বার্থে আঘাত লাগিবে এবং তাহাই সর্ব্বাপেক্ষা বড় বাধা। গবর্ণর স্যার মাইকেল কীন—সেই কথা ভাবিয়াই বোধ হয় হতাশ হইয়াছেন।

আবার মোমন্দদের আক্রমণ

একখানা সরকারী ইস্তাহারে প্রকাশ, আবার মোমন্দ উপজাতির একদল ১২ই সেপ্টেম্বর খুসায় হইতে ইউসুফ খেলে যাইবার রাস্তা নির্ম্মাণ কার্য্যে বাধা দিবার চেষ্টা করে ১১১ শিখ সৈন্যদল শত্রুদের আক্রমণে বাধা দেয় এবং শত্রুপক্ষ নাহাকা গিরিবর্ত্মের পূর্ব্ব দিকে এক উচ্চ স্থানে পশ্চাদপসরণ করে। অতঃপর বিমান-বাহিনী পদাতিক সৈন্যদলের সহিত এক-যোগে আক্রমণ চালায় সুতরাং মোমন্দ লস্কর দল ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়ে ও তাহাদের পর মেসিন গান ও ভারী কামান হইতে গোলা বর্ষণ করা হয়।

সরকার পক্ষে দুইজন ভারতীয় সৈনিক আহত হইয়াছে, শত্রুপক্ষের হতাহতের সংখ্যা জানা যায় নাই। কাটলাই ও গালা-নাই শিবের শত্রু দল রাত্রিযোগে গুলি বর্ষণ করে ছাউনীর দুইটী জানোয়ার মারা গিয়াছে।

গত দুইদিন শত্রু পক্ষ যে আক্রমণ চালাইয়াছে, তাহাতে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা কর্ত্তব্য নহে।

৫জন অপহৃত

এইরূপ সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে, সীমান্তের অপর প্রান্ত হইতে একদল আক্রমণকারী আসিয়া কোয়েটা হইতে প্রায় ১১ মাইল দূরে কোয়েটা-কালক রাস্তার উপর হইতে ৫ জন লোককে অপহরণ করিয়া লইয়া যায় এবং ১১টী উষ্ট্রও সঙ্গে লইয়া যায় আক্রমণকারীদল তাহাদের জিনিষপত্র কাড়িয়া লয় এবং তাহার পরিবর্ত্তে তাহাদিগকে ছেঁড়া কাপড় পরিতে দেয় আহার পর তাহারা অপহৃত লোকদিগকে মুক্তি প্রদান করে। অপহৃত লোকগুলি ফিরিয়া আসিয়াছে আক্রমণকারীদের অনুসন্ধানের জন্য সৈন্যদল প্রেরিত হইয়াছে এবং এ পর্য্যন্ত তাহাদের কোন সন্ধান পাওয়া যায় নাই।

———

বাঙ্গলা হইতে পাট রপ্তানী

১৯৩৩ সালের আগষ্ট মাসে বাঙ্গালা হইতে কত পাট রপ্তানী হইয়াছে, তৎসম্বন্ধে কমার্সিয়েল্ ও ষ্টেটিষ্টিকস বিভাগ হইতে যে খবর পাওয়া গিয়াছে তাহাতে জানা যায় যে উক্ত মাসে প্রায় পাঁচমণ ওজনের ২৬-৬৯৭৪ গাঁইট পাট রপ্তানী হইয়াছে। উহার মধ্যে চট্টগ্রাম হইতে ৩৯৪৭ গাঁইট পাট কলিকাতা হইতে ২৬৩০২৭ গাঁইট পাট রপ্তানী হইয়াছে ১৯৩১ ও ১৯৩২ সালে যথাক্রমে ১৮৬৭৪৩ গাঁইট এবং ১৫২০৭৪ গাঁইট পাট রপ্তানী হইয়াছিল।

শাসন সংস্কার প্রস্তাব ও বাঙ্গালা

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

বিশেষদায়িত্বের জন্য আবশ্যক ক্ষমতা

(৩) তিনি ব্যবস্থাপক সভায় গৃহীত যে কোন আইনে সম্মতি দিতে অস্বীকার করিতে বা তাহা বড়লাটের বিবেচনার জন্য স্থগিদ রাখিতে পারিবেন। এইরূপ ক্ষমতা বর্ত্তমান আইনেও (৮১ ধারা) আছে।

(৪) তাঁহার "বিশেষ দায়িত্বের" অন্তর্ভুক্ত কোন বিষয়ের জন্য প্রয়োজন বিবেচনা করিলে তিনি সেজন্য আবশ্যক অর্থ রাজস্ব হইতে দিবার ব্যবস্থা করিতে পারিবেন। বর্ত্তমান আইনেও গবর্ণর প্রয়োজন মনে করিলে "সংরক্ষিত বিভাগ" সম্বন্ধীয় ব্যয়ের কোন প্রস্তাব ব্যবস্থাপক সভার দ্বারা পরিত্যক্ত হইলে নিজ ক্ষমতায় মঞ্জুর করিতে পারেন এবং প্রদেশের রক্ষার জন্য বা কোন "হস্তান্তরিত বিভাগের" কার্য্য পরিচালন জন্য প্রয়োজন মনে করিলে আপৎকালে ব্যবস্থাপক সভা কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত কোন ব্যয়ের প্রস্তাব স্বয়ং মঞ্জুর করিতে পারেন।

(৫) "বিশেষ দায়িত্বাধীন" কোন বিষয়ের জন্য প্রয়োজন মনে করিলে তিনি অর্ডিনান্স প্রচার করিতে পারিবেন বটে, কিন্তু তাহা হইলে তাঁহাকে ঐ অর্ডিনান্স পার্লেমেণ্টের উভয় সভায় উপস্থাপিত করিতে হইবে।

বড় লাটের যখন এই সব ক্ষমতা থাকিবে তখন আবার গবর্ণরকে এই সব ক্ষমতা দিবার প্রস্তাবে কেহ কেহ আপত্তি উত্থাপিত করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার দুইটি বিষয় বিবেচনা করিলেই ইহার কারণ উপলব্ধি করিতে পারিবেন :—

(১) নূতন ব্যবস্থায় প্রদেশগুলি স্বায়ত্ত-শাসনশীল হইবে। সুতরাং প্রদেশে সম্রাটের প্রতিনিধি গভর্ণরের শাসনাধীন প্রদেশে শান্তি রক্ষার ও প্রদেশ সুশাসনের জন্য আবশ্যক ক্ষমতা থাকাই প্রয়োজন।

(২) বিশেষ ক্ষমতা বিশেষ কারণ ব্যতীত ব্যবহৃত হয় না। সাধারণ অবস্থায় গভর্ণরের বিশেষ দায়িত্ব পালনের কোন কারণ ঘটে না; সুতরাং অতিরিক্ত ক্ষমতার ব্যবহার হয় না। তাহা অস্ত্রাগারে রক্ষিত অব্যবহৃত অস্ত্রেরই মত থাকে। তদ্ভিন্ন দায়িত্বশীল শাসনাধীন সকল দেশেই রাজার বা রাজ-ক্ষমতা শাসনকার্য্য পরিচালন-ফলে সৃষ্ট কতকগুলি নিয়মের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। বিলাতে রাজাও সমগ্র মন্ত্রিমণ্ডলের সমর্থিত ব্যবস্থার বিরোধী হইতে পারেন না। লর্ড মর্লি যখন ভারতসচিব ছিলেন, তখন তিনি বড় লাটের শাসন পরিষদে একজন ভারতীয় সদস্য নিযুক্ত করিবার প্রস্তাব করিলে রাজা সপ্তম এডওয়ার্ড তাঁহার বিরোধী হইয়াছিলেন। কিন্তু মন্ত্রিমণ্ডল একযোগে সে প্রস্তাব সমর্থন করায় তিনি নিয়মের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া সেই প্রস্তাবে সম্মতি দেন।

(ক্রমশঃ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক
— পারমার্থিক পত্র —
শ্রীধাম-মায়াপুর

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশতনয়-
স্তদ্ধাম বৃন্দাবনম্,
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং
প্রেমা পুমর্থো মহান্,
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং
তত্রাদরো নঃ পরঃ॥

৮ম বর্ষ } ১৫ পদ্মনাভ গৌরাব্দ ৪৪৭, ৩রা আশ্বিন বঙ্গাব্দ ১৩৪০, ১৯শে সেপ্টেম্বর ইং ১৯৩৩, মঙ্গলবার { ১৭১শ সংখ্যা.

চম্পহট্টে শ্রীল প্রভুপাদ

সঙ্কীর্ত্তনসহ 'সুরধুনী'-যোগে গমন

শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার সভাপতি প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর গত ১৩ই সেপ্টেম্বর ২৮শে ভাদ্র বুধবার দ্বিপ্রহর সময় শ্রীচৈতন্যমঠের অন্যতম ভক্তি আচার্য্য শ্রীপাদ পরমানন্দ বিদ্যারত্ন, শ্রীচৈতন্যমঠের মঠরক্ষক শ্রীপাদ নরহরি ব্রহ্মচারী সেবাবিগ্রহ, শ্রীপাদ বিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী কৃতিরত্ন প্রমুখ প্রায় ৩৭ জন সেবকসহ সঙ্কীর্ত্তন-সহযোগে শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে চম্পহট্ট শ্রীগৌরগদাধর-মঠাভিমুখে যাত্রা করেন। কীর্ত্তন-তরঙ্গে 'সুরধুনী' বক্ষ চম্পহট্টাভিমুখে চলিতে থাকে এবং বেলা প্রায় ২ ঘটিকার সময় সমুদ্রগড় বাজারের নিম্নে উপস্থিত হয়। পূর্ব্ব হইতেই সংবাদ পাইয়া শ্রীযুক্ত নৃসিংহপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ও শ্রীযুক্ত রাধানন্দ ব্রহ্মচারী স্থানীয় বহু লোকসহ উক্ত স্থানে উপস্থিত হন এবং শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের পাদপদ্ম বন্দনা করিয়া গলদেশে মাল্য প্রদান করেন। এই স্থান হইতে পার্ষদ শ্রীল প্রভুপাদ সঙ্কীর্ত্তন-সহযোগে শ্রীক্ষেত্র চম্পহট্ট শ্রীশ্রীগৌরগদাধরের মন্দিরে উপস্থিত হন। পাঠকগণ বোধ হয় অবগত আছেন, শ্রীমন্দিরের শ্রীগৌরগদাধর-বিগ্রহদ্বয় শ্রীগৌরপার্ষদ শ্রীল দ্বিজ বাণীনাথ কর্ত্তৃক শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রকট-লীলা-কালেই স্থাপিত হইয়াছেন। কালক্রমে সেবার শৈথিল্য ও বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইলে শ্রীল প্রভুপাদ প্রায় দশ বৎসর পূর্ব্বে সেবা-ভার গ্রহণ করেন ও পাকা মন্দিরাদি নির্ম্মাণ করিয়া প্রাচীন সেবার উজ্জ্বল্য বিধান করেন।

মঠসেবকগণ ও স্থানীয় ভক্তগণ শ্রীল প্রভুপাদের তথায় পৌছিবার মাত্র ২ ঘণ্টা পূর্ব্বে সংবাদ পাইয়াও বিচিত্র মহাপ্রসাদের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। তাঁহাদের সেবায় উদ্যম, উৎসাহ ও তৎপরতা বিশেষ প্রশংসনীয়।

শ্রীমন্দিরে প্রায় ২ ঘণ্টা অবস্থানের পর শ্রীল প্রভুপাদ ভক্তবৃন্দসহ তথা হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া সন্ধ্যার প্রাক্কালে শ্রীচৈতন্যমঠে উপস্থিত হন।

সাময়িক প্রসঙ্গ

গত ৩১শে ভাদ্র ১৬ই সেপ্টেম্বর শনিবার শ্রীগৌড়ীয়মঠ-সম্পাদক মহামহোপদেশক আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউটের সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রকুমার ঘোষ বি-এ, উক্ত বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত কিশোরীমোহন পাল বি এ, বি এল, ভক্তিবান্ধব, শ্রীযুক্ত হরিপদ বিদ্যারত্ন এম-এ, বি-এল, শ্রীযুক্ত সখীচরণ রায় ভক্তিবিজয়, শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায় বিদ্যাবাচস্পতি ও শ্রীযুক্ত অয়স্কান্তি সান্যাল কলিকাতা হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে আগমন করিয়াছেন। শ্রীচৈতন্য-মঠের 'সুরধুনী' লঞ্চটী তাঁহাদিগকে বহন করিয়া নবদ্বীপঘাট ষ্টেশন হইতে শ্রীচৈতন্য-মঠের দ্বারদেশে আনয়ন করিয়াছে।

গত ১৭ই সেপ্টেম্বর রবিবার শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের সভাপতিত্বে ভক্তিবিজয়-ভবনে ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউটের ম্যানেজিং কমিটির একটী সাধারণ সভার অধিবেশন হইয়াছিল। অধিকাংশ সদস্যই সভায় উপস্থিত ছিলেন। ইহাতে অনেক প্রয়োজনীয় বিষয় মীমাংসিত হইয়াছে।

গৌড়ীয়াচার্য্য-ভাস্কর শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ—আচার্য্যত্রিক বিদ্যাভূষণ প্রভু, মহামহোপদেশক শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ, আচার্য্য শ্রীপাদ পরমানন্দ বিদ্যারত্ন, শ্রীপাদ বিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী কৃতিরত্ন, শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিসারঙ্গ, শ্রীযুক্ত সখীচরণ রায় ভক্তিবিজয়, শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত হরিপদ বিদ্যারত্ন এম্-এ, বি-এল, শ্রীযুক্ত যতীন্দ্র মোহন ঘোষ বি-এ, ভক্তিবান্ধব, শ্রীযুক্ত কিশোরীমোহন পাল বি-এ, বি-এল, ভক্তিবান্ধব প্রমুখ বৈষ্ণবগণ সহ গত ১লা আশ্বিন অপরাহ্নে মোদদ্রুমদ্বীপের নবনির্ম্মিত শ্রীমন্দিরটী দর্শনার্থ 'সুরধুনী' মোটরলঞ্চযোগে মামগাছি গিয়াছিলেন। তথা হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া রাত্রির গাড়ীতে আচার্য্যত্রিক প্রভু প্রমুখ বৈষ্ণবগণ কলিকাতা প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন।

সন্ধ্যার সময় বৈদ্যুতিক আলোক-মালা প্রজ্জ্বলিত হইলে শ্রীধামের দৃশ্য অতীব মনোরম হয়; তাই অনেক যাত্রী সন্ধ্যার পর নৌকাযোগে শ্রীধাম-মায়াপুর দর্শনে আগমন করেন। গত ১৪ই সেপ্টেম্বর শান্তিপুর হইতে নৌকাযোগে ১৭ জন যাত্রী দর্শনার্থ আসিয়াছিলেন। মুড়াগাছা, বহিরগাছি, স্বরূপগঞ্জ, সহর নবদ্বীপ, পূর্ব্বস্থলী প্রভৃতি স্থান হইতেও বহুসংখ্যক বিশিষ্ট ব্যক্তি দর্শনার্থ সন্ধ্যার পরে আসিয়া থাকেন। মহিলাগণসহ দর্শনের সুযোগ পাইয়া যাত্রিগণ বহুধার প্রশংসা করিতেছেন।

সদাচার বা বৈষ্ণবাচার

(৫ম পৃষ্ঠার পর)

মন্ত্রপ্রাপ্ত ব্যক্তির সদাচার অবশ্য পালনীয়:—

"লব্ধ্বা মন্ত্রন্তু যো নিত্যং নার্চ্চয়েন্মন্ত্র-দেবতাম্।
সর্ব্ব-কর্ম্মাফলং তস্যানিষ্টং যচ্ছতি দেবতা॥"

—যে ব্যক্তি মন্ত্র লাভ করিয়া প্রত্যহ মন্ত্র-দেবতাকে অর্চ্চন না করেন, তাঁহার (গৃহীর) সমস্ত কর্ম্ম নিষ্ফল হয় এবং অনিষ্ট-লাভ ঘটে। বিশেষতঃ গৃহী ব্যক্তির অর্চ্চন একান্ত কর্ত্তব্য বিধায় দীক্ষিত গৃহীর সদাচার সংরক্ষণ ব্যতীত গত্যন্তর নাই। "গৃহস্থেন সদাকার্য্যং আচার-পরিপালনম্।"

উপসংহার

আমরা গৃহী, গৃহাশ্রমে অবস্থান করি। অপর তিন আশ্রমী—ব্রহ্মচারী, বানপ্রস্থী ও সন্ন্যাসিগণের ন্যায় গুরুগৃহ, মঠাদিতে (তীর্থে বাস) সাধুসঙ্গে নিরন্তর বাস করিবার মত সুযোগ আমাদিগের নাই বলিলেই চলে। সুতরাং আমরা যদি বানপ্রস্থী বা সন্ন্যাসীদিগের মহাভাগবতাচার অনুকরণ করিয়া গৃহীর ধর্ম্ম-জীবন-গঠনোপায় অর্চ্চনাদি বৈষ্ণবাচার-সংরক্ষণে উদাসীন হইয়া এঁচড়ে পাকিয়া যাই, তাহা হইলে আমাদের দীক্ষা-লাভ (সম্বন্ধজ্ঞান) সুদূরপরাহত। অনন্য যাঁহারা গৃহস্থাশ্রমে অবস্থানের অভিনয় করিয়া—

"অনাসক্তস্য বিষয়ান্ যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥"
(ভঃ রঃ সিঃ)

- মহাবাণীর বাস্তবতা উপলব্ধি করত তদনুশীলনে নিযুক্ত আছেন, তাঁহারাও ভাগবতোত্তম—আমাদিগের পরম-বরেণ্য। তাঁহাদিগের আচারও সর্ব্বোপরি গৃহস্থের আদর্শ। আমার ন্যায় গৃহী বা গৃহব্রতের উহা ধারণার ভিতরে হইতে পারে না। শ্রীগুরূপদিষ্ট বৈষ্ণবাচার-পালনে বিরত থাকিলে, আমরা লৌকিক গুরু বা কুলগুরু বা জাতগোঁসাইর শিষ্যাভিমানীদিগের ন্যায় স্মার্ত্তাচারী, গৃহী-বাউল অথবা অতিবাড়ী হইয়া যাইব মাত্র।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১৫ পদ্মনাভ ভূত আনরুদ্ধ

ব্রহ্মার প্রার্থনা

'ব্রহ্মা'-শব্দ শ্রুতিগোচর হইলেই সাধারণ জনগণের হৃদয়ে সৃষ্টি-কর্ত্তার স্মৃতি উদিত হয়, কিন্তু বিজ্ঞ ভগবদ্ভক্তগণ ঐ শব্দটী শ্রবণ করিলে 'ব্রহ্ম মাধ্ব গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের আদি-গুরুকেই বুঝিয়া থাকেন। গুরুপরম্পরায় সর্ব্বপ্রথম শ্রীকৃষ্ণের নাম পাওয়া গেলেও তিনি বিষয় বিগ্রহ বলিয়া আশ্রয়-বিগ্রহগণের আদিতে শ্রীব্রহ্মার নাম। তিনি কি প্রকারে শ্রীকৃষ্ণের কৃপা লাভ করিয়াছিলেন, তাহাই আমাদের বর্ত্তমান প্রবন্ধে আলোচ্য। সত্য বটে শ্রীব্রহ্মা শ্রীকৃষ্ণের শক্তিতে শক্তিমান্ হইয়া সৃষ্টি-কার্য্যাদি করিয়া থাকেন, কিন্তু আচার্য্যরূপে তিনি জগতে যে ভগবত্তত্ত্ব-বিজ্ঞান শিক্ষা প্রদান করিয়াছেন, তাহাই তাঁহার মুখ্য কার্য্য।

সৃষ্টির প্রারম্ভে পদ্মযোনি ব্রহ্মা পদ্মাসনে উপবিষ্ট হইয়া সৃষ্টির উপায়-বিষয়ক চিন্তায় অভিনিবিষ্ট থাকিবার সময় 'তপ' এই শব্দটী শুনিতে পাইলেন। তখন তিনি শব্দকারীর দর্শন মানসে ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাত করিলেন, কিন্তু কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না। তখন তিনি অনুমান করিলেন, কেহ তাঁহাকে তপস্যা করিবার নিমিত্ত গুরুরূপে ঐ আদেশ প্রদান করিয়াছেন। তাই তিনি তপস্যায় নিযুক্ত হইলেন। এক দিন, দুই দিন নয় বা এক বৎসর, দুই বৎসর নয়, দিব্য সহস্র বৎসর তপস্যা করিলেন। দিব্য সহস্র বৎসরের ধারণা আমাদের খুব কম লোকেরই আছে। ব্রহ্মার একদিনে ৪২৯৬০৮০০০০ সৌর বৎসর। এখন সুধী পাঠক ব্রহ্মার সহস্র বৎসরের ধারণা করুন। আবার তিনি তপস্যার মার্গে মনোরথে ইতস্ততঃ ধাবিত হয়েন নাই; প্রাণ, মন ও ইন্দ্রিয়-সমূহকে সংযত করিয়া একাগ্রচিত্তে তপস্যা করিয়াছেন।

কলিপাবনাবতারী শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর মহামন্ত্র প্রদান করিয়া আমাদিগকে ভজনের সহজতম পন্থা প্রদর্শন করিয়াছেন। কিন্তু শ্রীগুরূপদেশক্রমে নিরপরাধে নাম করিবার ধৈর্য্য আমাদের নাই। কোটি কোটি জন্মের বাসনারূপ পাষাণ আমাদের হৃদয়ের উপর যে বাঁধ বসাইয়াছে তাহা একবারও আমাদের চিন্তার বিষয় হয় না। আসক্তির জিনিষ ত্যাগ করিব না, সরল সহজ-ভাবে অপরাধ স্বীকার করিব না, অথচ চঞ্চলতা-অহঙ্কার করিব—কৈ, এত বৎসরেও ত' কিছুই হইল না; তবে কি ভগবান্ বলিয়া কেহ নাই? 'ভজন কিছুমাত্র হইল না'—এই অনুভবটী ভজনের উন্নতির পরিচায়ক; কিন্তু ভগবানের দয়া নাই, শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপার ক্ষমতা নাই—এই প্রকার ধারণা নিরয়-গমনের পথ পরিষ্কার করে মাত্র। এই অবস্থায় আমাদের আদি-গুরু শ্রীব্রহ্মার ধৈর্য্য ও একাগ্রতা সম্যক্‌ভাবে আমাদের লক্ষ্যের বিষয় হউক, শ্রীল রূপপাদের "উৎসাহান্নিশ্চয়াদ্ধৈর্য্যাৎ" শ্লোক আমাদের আলোচ্য-বিষয় হউক। তাহা হইলে বাস্তবিকই আমাদের মঙ্গল হইবে। অভিনয়ের কথা বলিতেছি না, সত্য সত্য শ্রীগুরুপাদপদ্মে উপস্থিত হইলে অধোক্ষজ-ভগবৎসেবালাভের উজ্জ্বলা বুদ্ধির উদয় হইবেই; ইহা পরীক্ষিত সত্য কথা। যে-পর্য্যন্ত না হয়, সে-পর্য্যন্ত নিজের দুর্দ্দৈবের বিষয় চিন্তা করিয়া করুণালাভের জন্য আকুল-প্রাণে ক্রন্দন করিতে হইবে—"করুণা না হইলে, কাঁদিয়া কাঁদিয়া প্রাণ না রাখিব আর" শ্রীগুরুপাদপদ্ম শ্রীকৃষ্ণপ্রেম-প্রদান করিবার জন্যই জগতে অবতীর্ণ হইয়াছেন; তৎসত্ত্বেও যদি আমি সেই অমূল্য-ধনে বঞ্চিত হই তাহা হইলে আমার ন্যায় দুর্ভাগ্য বিশ্ব-মাঝে আর কে?

শ্রীভগবান্ ব্রহ্মার ঐপ্রকার তপস্যায় অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে নিজলোক প্রদর্শন করাইলেন। সেই পরম ভগবদ্-বৈকুণ্ঠ ধামে জাগতিক গুণত্রয়—তমঃ, রজঃ ও মিশ্র সত্ত্বের স্থান নাই, ক্লেশ বা ক্লেশ জনিত মোহ-ভয়াদির অধিষ্ঠান নাই। তথায় কালের বিক্রম নাই, অন্যান্য রাগদ্বেষাদির ত' দূরের কথা, তথায় লৌকিক সুখ-দুঃখাদি-হেতুভূতা মায়া পর্য্যন্ত নাই। তথায় সুরাসুর-বন্দিত ভগবৎপার্ষদগণ সর্ব্বদা বিরাজ করিতে-ছেন। সেই স্থান হইতে শ্রেষ্ঠ স্থান আর কিছুই নাই। পুণ্যবান্ মহাভাগ্যবান্ জনগণ সর্ব্বদা সেই স্থানের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়া থাকেন।

বৈকুণ্ঠস্থ ভগবৎ-পার্ষদগণ সকলেই উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ, তাঁহাদের নয়ন—কমল-দলের ন্যায়, বসন—পীতবর্ণ, অঙ্গ—অতি কমনীয় ও সুকুমার, তাঁহারা সকলেই চতুর্ভুজ, অত্যুত্তম প্রভা-শালী মণিখচিত-পদকাভরণে সমলঙ্কৃত; আবার কেহ কেহ বা প্রবাল, বৈদূর্য্য ও মৃণালের ন্যায় কান্তিবিশিষ্ট। বিদ্যুদ্দাম-শোভিত নিবিড়-নীরদ-মণ্ডিত আকাশ-মণ্ডল যেরূপ শোভাশালী, সেইরূপ মহাত্মগণের দেদীপ্যমান্ বিমানশ্রেণী দ্বারা ও বরাঙ্গনা-গণের পরমোজ্জ্বল কান্তিমালায় শ্রীবৈকুণ্ঠধাম উদ্ভাসিত।

শ্রীবৈকুণ্ঠধামে লক্ষ্মীদেবী প্রেয়সীরূপে সহচরী বিভূতিগণসহ বিপুলকীর্ত্তি শ্রীহরির চরণ পূজা করেন। লক্ষ্মীদেবী প্রেমভরে আন্দোলিতা এবং বসন্তানুচর মধুকরসমূহ-কর্ত্তৃক অনুগীতা হইয়া নিজ দয়িত শ্রীনারায়ণের লীলা গান করিয়া থাকেন।

ব্রহ্মা শ্রীবৈকুণ্ঠধামে উপস্থিত হইয়া দেখিতে লাগিলেন,—নিখিল-ভক্তজনবল্লভ, যজ্ঞপতি, জগৎপাতা, লক্ষ্মীপতি, বিভু ভগবান্ তথায় সুনন্দ, নন্দ, প্রবল ও অর্হণ প্রভৃতি পার্ষদবৃন্দের দ্বারা পরিবেষ্টিত পরিসেবিত হইয়া বিরাজ করিতেছেন। ভগবান্ শ্রীনারায়ণ তথায় ভৃত্যগণকে প্রসাদ-বিতরণের জন্য উদ্‌গ্রীব, তাঁহার বদনমণ্ডল হাস্যযুক্ত, সুপ্রসন্ন ও অরুণ-নয়ন-শোভিত, তাঁহার মস্তকদেশ কিরীট-শোভিত, তিনি চতুর্ভুজ, তাঁহার কর্ণে কুণ্ডল, পরিধানে পীত বসন এবং বক্ষের বামভাগ স্বর্ণ রেখাকার-শ্রীদ্বারা অলঙ্কৃত।

শ্রীভগবান্ শ্রেষ্ঠ সিংহাসনে উপবিষ্ট; তিনি চারি-ষোড়শ-পঞ্চশক্তিদ্বারা পরিবেষ্টিত শ্রীধরস্বামি পাদ বলেন—প্রকৃতি, পুরুষ, মহৎ ও অহঙ্কার এই চারি তত্ত্ব, একাদশ ইন্দ্রিয় ও পঞ্চ মহাভূত সাকল্যে ষোড়শ-তত্ত্ব, এবং পঞ্চতন্মাত্র—এই শক্তিসমূহে শ্রীভগবান্ পরিবৃত। শ্রীল জীবপাদ বলেন—পাদ্মোত্তর-খণ্ডে যোগপীঠ বর্ণনে কথিত ধর্ম্মাদি চতুর্ব্বিধ শক্তি—ঋক, যজুঃ, সাম ও অথর্ব্বরূপ ধর্ম্ম, জ্ঞান, ঐশ্বর্য্য ও বৈরাগ্য এই চতুষ্পাদ-বিগ্রহ সমূহের দ্বারা নিত্য আবৃত। চণ্ডাদি ষোড়শ শক্তি। ষোড়শ দ্বারপাল যথা—পূর্ব্বদ্বারে চণ্ড ও প্রচণ্ড, দক্ষিণদ্বারে ভদ্র ও সুভদ্রক, পশ্চিমদ্বারে জয় ও বিজয়, উত্তর-দ্বারে ধাতা ও বিধাতা, অগ্নিকোণে কুমুদ ও কুমুদাক্ষ, নৈঋত-কোণে পুণ্ডরীক ও বামন, বায়ুকোণে শঙ্কুকর্ণ ও সর্ব্বনেত্র এবং ঈশান কোণে সুমুখ ও সুপ্রতিষ্ঠিত। কূর্ম্মাদি পঞ্চশক্তি যথা কূর্ম্ম, নাগরাজ ও বৈনতেয় এই তিন জন এবং ছন্দসমূহ ও বেদমন্ত্রসমূহ পীঠরূপে অবস্থিত।

শ্রীব্রহ্মা ভগবান্‌কে ঐ শক্তিসমূহ কর্ত্তৃক পরিবেষ্টিত এবং স্বরূপভূত ঐশ্বর্য্যাদিযুক্ত দেখিতে পাইলেন। যোগিগণ কখনও কখনও ভগবৎ-প্রসাদলেশ হইতেই সেই সকল শক্তির আভাস পায় মাত্র। তিনি নিজ স্বরূপভূত ধামেই নিত্য-রমমাণ ও সর্ব্বশক্তিমান্ পরমেশ্বর। ভগবৎস্বরূপ-দর্শনমাত্রে ব্রহ্মার অন্তঃকরণ আনন্দে আপ্লুত ও অঙ্গ পুলকিত হইল। বিশ্বস্রষ্টা ব্রহ্মা প্রেমাশ্রুবিগলিত-নয়নে ভগবানের শ্রীচরণে পতিত হইলেন। ভাগবত পরমহংসগণের শ্রীচরণ আশ্রয় করিলেই সেই ভগবানের পাদপদ্ম লাভ হয়।

প্রেমপরবশ ভগবান্ সন্তুষ্ট হইয়া গ্রহণের যোগ্যপাত্র জ্ঞানে শ্রীব্রহ্মাকে সকল অমৃতবর্ষিণী বাণী উপদেশ করিয়াছিলে[ন] তাহাই আমাদিগের এখন আলোচ্য। শ্রীভগবান্ বলিলেন,—"হে বেদগর্ভ! তুমি সৃষ্টি করিবার জন্য বহুকাল তপস্যা করিয়া আমাকে পরিতুষ্ট করিয়াছ; মোক্ষাদি বাসনাযুক্ত কূটযোগিগণ আমার সন্তোষ বিধা[ন] করিতে পারে না। হে ব্রাহ্মণ! তোমা[র] মঙ্গল হউক, তুমি আমার নিকট অভীষ্ট ব[র] প্রার্থনা কর, কারণ বর-প্রদানের একমা[ত্র] কর্ত্তা আমি। লোকসকল শ্রেয়ো-লাভে[র] নিমিত্ত যাহা কিছু পরিশ্রম করিয়া থাকে আমার সাক্ষাৎকার-লাভই তাহার চরম ফল তুমি যে আমার এই বৈকুণ্ঠ লোক দর্শন করি[লে] তাহা আমার ইচ্ছাপ্রভাবেই জানিতে হইবে তুমি আমার আদেশ প্রাপ্ত হইয়াই নির্জ্জ[নে] তপস্যা করিয়াছ। তপস্যা আমার সাক্ষা[ৎ] হৃদয়; একমাত্র আমিই তপস্যার আশ্র[য়] আমি এই পরিদৃশ্যমান্ জগৎকে তপস্যাদ্বা[রা] সৃষ্টি করি, তপস্যার দ্বারাই পুনরায় সংহা[র] করি এবং তপস্যাদ্বারাই পালন করিয়া থাকি দুশ্চর তপস্যাই আমার শক্তি।"

পাঠক, যে তপস্যার এতাদৃশ কার্য্য, তপস্যার এতাদৃশ প্রভাব, সেই জিনিষটী [কি] তাহাই এখন আলোচ্য। আচার্য্যানুগম[নে] দেখিতে পাই—কৃষ্ণপ্রীত্যর্থে বিষয়ভোগ-ত্যা[গই] 'তপস্যা'। সুতরাং তপস্যা জিনিষটী ভক্তি[র] অনুকূল—প্রতিকূল নহে। ভক্তির অনু[কূল] না হইলে তপস্যা বন্ধনের কারণ হয়। [সে] তপস্যা বস্তুতঃপক্ষে তপস্যা-শব্দবাচ্য নহে তবে অভক্তগণ হরিভক্তিবিহীন কৃচ্ছ্র-সাধ[না]দিকেও তপস্যা-সংজ্ঞা প্রদান করেন ব[লিয়া] আমরা সাধারণের বোধগম্যের নিমি[ত্ত] তাহাকেও তপস্যা-সংজ্ঞায় অভিহিত ক[রি]তেছি। এই কৃষ্ণভক্তিহীন তপস্যার নিষ্ফল[তা] প্রতিপাদনকল্পেই বিষ্ণুভক্তিহীন তপস্যা[কারী] জনৈক ব্রহ্মচারীকে শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর বলি[য়া]ছেন—

> গজেন্দ্র, বানর, গোপ কি তপ করিল
> বল দেখি তা'রা মোরে কি তপে পাইল
> অসুরেও তপ করে, কি হয় তাহার?
> বিনে মোর শরণ লৈলে নাহি পার॥
> * * 'তপ' করি না করহ বল।
> বিষ্ণুভক্তি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জানিও কেবল॥

ভগবানের আশীর্ব্বচন লাভ করিয়া প্রার্থনা করিতে লাগিলেন, হে ভগবা[ন্] আপনি সকল প্রাণীরই অধ্যক্ষ এবং সক[লের] হৃদয়েই অন্তর্যামিরূপে অবস্থিত। আ[বার] আপনি স্বীয় অপ্রতিহত প্রজ্ঞা-প্র[ভাবে] সকলেরই অভীষ্ট অবগত হইতে পারে[ন] হে নাথ! তথাপি আমি আপনার আদেশ[ানু]সারে আমার প্রার্থনা জ্ঞাপন করিতে[ছি] আমার প্রার্থনা এই—আমি যেন প্রা[...]

রঞ্জিত আপনার পর ও অবর-রূপদ্বয় জানিতে পারি। হে মাধব, হে অমোঘসংকল্প, মাকড়সা যেরূপ নিজের হৃদয় হইতে সূত্র বিস্তার করিয়া নিজেই তাহাতে বিহার করে, কিন্তু নিজে জড়িত হয় না, তদ্রূপ আপনি আত্মমায়াপ্রভাবে ব্রহ্মাদির রূপ প্রকটিত করিয়া নানাশক্তি-সমন্বিত এই বিশ্বসংসারকে যেরূপে সৃষ্টি, পালন ও সংহার করিয়া ক্রীড়া করেন আমাকে তদ্বিষয়ক বুদ্ধি প্রদান করুন। হে ভগবন্, আমি আলস্য পরিবর্জ্জনপূর্ব্বক ভবদীয় উপদিষ্ট বিষয়সমূহ নিশ্চয় পালন করিব। আপনার তত্ত্বজ্ঞানরূপ অনুগ্রহ লাভ করিলে আমি প্রজা সৃষ্টি করিয়াও অহঙ্কারাদির দ্বারা বদ্ধ হইব না। হে ঈশ, সখা যেরূপ সখার সহিত ব্যবহার করিয়া থাকে, তদ্রূপ আপনিও অশেষ করুণা প্রদর্শনে কর-স্পর্শনাদির দ্বারা সেইরূপ ব্যবহার করিলেন। যখন আমি স্থিরচিত্তে উত্তম-মধ্যমাদি ভেদে লোক-সৃষ্টির পূর্ব্বে প্রভাসৃষ্টিরূপ ভবদীয় সেবায় নিযুক্ত থাকিব, তখন যেন আমার, 'আমিও আপনার ন্যায় স্বতন্ত্র ভগবান্, স্বরাট্ ও সমকক্ষ' এই প্রকার দুর্ব্বুদ্ধির উদয় না হয়।

শ্রীমায়াপুরে শারদ-সন্ধ্যায়

সুরধুনী-বন্দনা

[শ্রীযুক্ত ভবদেব চট্টোপাধ্যায়]

(১)

জয় গঙ্গে সুরধুনি হরশির-বিহারিণি,
নমি মা চরণে তব বিষ্ণুভক্তিপ্রদায়িনি,
বৈকুণ্ঠ হইতে এমর জগতে
জীবের কলুষ করিতে নাশিতে
অবতীর্ণা দ্রবময়ী পতিত-পাবনী।
প্রদানি' অমৃতধারা বাঁচালে অবনী॥

(২)

অমৃতের দেশ হ'তে অমৃত লইয়া,
অমৃত করিতে মৃতে শক্তি সঞ্চারিয়া,
সুরনর-ধ্যেয় বিষ্ণুপদ হ'তে
লভিয়া জনম জগত তারিতে
অমৃতের বার্ত্তা লয়ে নাচিয়া নাচিয়া।
এসেছ অমৃত-ধামে তরঙ্গ তুলিয়া॥

(৩)

বিরিঞ্চি-বাঞ্ছিত প্রেম করিবারে দান,
শিখা'ল শরণাগতি যথা ভগবান্;
উদি' বিপ্র-গৃহে সর্ব্বগুণধর
অমৃত আকর গৌর শশধর
অভিন্ন গোকুল এই মায়াপুর স্থান।
গাহিছ জাহ্নবী সদা গৌর-ধাম-গান॥

(৪)

নিরখি' অতীত-কথা পড়ে আজি মনে,
দিগ্বিজয়ী দর্পচূর্ণ হ'ল এই স্থানে;
তব পূতনীরে অতি সঙ্গোপনে
ক'রেছিল খেলা গোলোকের জনে
চৌদিকে তরঙ্গ তুলি গৌরজন সনে।
সেবেছিলে গৌরপদ পরম যতনে॥

(৫)

স্মৃতিপটে রাখি সেই অতীতের কথা,
কলিমল গন্ধে সদা পেয়ে হৃদে ব্যথা;
হে জাহ্নবি মাতঃ বৎসরের পরে
আসি গৌড়পুরে কল কল স্বরে
যোগপীঠ-পাদমূলে পাতি' দিয়ে মাথা।
মাগিছ চরণ সেবা গাহি গৌর-গাথা॥

(৬)

কোথা 'গৌর' 'কৃষ্ণ' বলি বিপ্রলম্ভভাবে,
শিখা'তে শ্রীগৌরগান সর্ব্ব বিশ্বজীবে;
এসেছি ছুটিয়া আবেগের ভরে
ভীষ্মের জননি ডাকিছ নিখেরে
ত্রিতাপ অনল হ'তে ছুটে আয় সবে।
শান্তি নিত্যানন্দ দেশে যদি কেউ যাবে॥'

(৭)

গৌরধাম বার্ত্তালয়ে সুরতরঙ্গিণি,
কহিলে সিন্ধুরে গিয়া গৌর-ইন্দুবাণী;
শুনি' সিন্ধুবর গুণ-সিন্ধুবরে
করায়ে প্রকট আপনার তীরে
মহাসিন্ধু পার করি' দীনবন্ধু-বাণী।
প্রচারিছে সর্ব্ববিশ্বে প্রেমের কাহিনী॥

(৮)

তব তটে বসি' মাতঃ শারদ-সন্ধ্যায়,
নিরখি' মণ্ডিত তুমি অপূর্ব্ব শোভায়;
মেখলা আকারে বেড়ি' গৌড়পুরে
শ্রীচরণ চুমি' পূজিছ ঈশ্বরে,
হিঙ্গুলে রঞ্জিত হ'য়ে অরুণ ছটায়।
বর্ণিতে না পারি শোভা জড়ের ভাষায়॥

(৯)

সাধক ভাবুক কবি আসিয়া হেথায়,
সাধনা ভাবনা স্রোতে মানসে ছুটায়;
আবেগের ভরে ঢেউ-গুলি তুলিয়া
সমীরণে নাচে তরঙ্গ তুলিয়া
বসিয়া তোমার তটে শারদ-সন্ধ্যায়।
কত গীত-কাব্য রচে সমাধি চিন্তায়॥

(১০)

শঙ্খ, ঘণ্টা, করতাল মৃদঙ্গের রোল,
নীরাজিছে গৌরপদ বলি হরিবোল
মহাযোগপীঠ শ্রীবাস-অঙ্গনে
শ্রীচৈতন্যমঠ অদ্বৈতভবনে,
নাহিক ভোগের বার্ত্তা কামক্রোধ গোল।
নিত্যানন্দ ল'য়ে ভক্ত আনন্দে বিভোল॥

(১১)

ঊর্দ্ধদিকে সতারকা সুনীল গগনে,
হাসিছে সুধাংশুদেব অতি ফুল্লমনে,
বেদ মন্ত্র কেহ করে উচ্চারণ
কেহ করে নাম- সংখ্যার পূরণ
মহানন্দে মা'তে কেহ হরি-সংকীর্ত্তনে।
প্রেমের সেবায় সব ভুলেছে আপনে।

(১২)

অস্ত গেল দিনমণি পরপারে দূরে,
আবরি' আসিল সন্ধ্যা গভীর তিমিরে;
হেন দিব্যধামে আসিরে একাকী
ভোগসুখ আশে মারি' উকি ঝুঁকি
না ভাবিনু দৈবে হায়, বারেকের তরে।
ডুবিল জীবন-রবি কালের তিমিরে॥

(১৩)

কি জন্য এসেছি ভবে নাহি চিন্তা করি,
ইন্দ্রিয়তর্পণোদ্দেশে অনুক্ষণ ফিরি:
দিন বয়ে গেল সমাগত কাল
শুধু যে আমার বাড়িল জঞ্জাল
সুধা নিতে এসে শেষে বিষ খেয়ে মরি।
ডুবিনু অতলতলে না ভজিনু হরি॥

(১৪)

শুনেছি মা' জন্মসূত্রে (তব) নীর-পরশনে,
মুক্ত হয় কর্ম্মফাঁস মায়ার বন্ধনে;
রক্ষ রক্ষ মাতঃ শমন-শাসনে
রক্ষ রক্ষ ভব- তরঙ্গ ভীষণে
ভক্তি-প্রীতি-মতি দাও গৌর-গৌরজনে।
শিখা মা' শরণাগতি প্রণমি চরণে॥

সদাচার বা বৈষ্ণবাচার

[আচার্য্য শ্রীরাধাচরণ গোস্বামী ভক্তিরত্ন]

সদাচারের প্রয়োজন

মানব-মাত্রেরই সদাচারের প্রয়োজন। বিশেষতঃ গৃহী ব্যক্তির সদাচার পালন করা একান্ত কর্ত্তব্য। ইহলোকে ও ও পরলোকে আচারহীনের কুত্রাপি সুখ নাই। যে-ব্যক্তি সদাচার লঙ্ঘনপূর্ব্বক কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়, যজ্ঞ দান ও তপস্যা ইহলোকে তাহার মঙ্গলের নিমিত্ত হয় না।

বেদসমূহ যদি ষড়ঙ্গসহিতও অধীত হয় তথাপি আচারহীন পুরুষকে পবিত্র করিতে সমর্থ হয় না। যেরূপ কুক্কুর-চর্ম্ম-নির্ম্মিত পাত্রস্থ জল বা দুগ্ধ দূষিত হয়, সেইরূপ সদাচার বর্জ্জিতের তীর্থ-ভ্রমণাদিতে পুণ্য-কর্ম্ম দূষিত হইয়া থাকে। আচারহীন ব্যক্তি কি ইহ, কি পর কোন লোকেই আনন্দ পাইতে পারে না।

সদাচার কি?

দোষহীন ব্যক্তিরাই সাধু। "সৎ" শব্দ সাধুবাচক; সাধুগণের আচরণই সদাচার বলিয়া অভিহিত। "সৎ"-বস্তু স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ। শ্রীকৃষ্ণ-পাদপদ্মে শরণাগত বৈষ্ণবগণই "সাধু"-নামে অভিহিত। সেই বৈষ্ণবগণের আচারই বৈষ্ণবাচার বা সদাচার।

"অসৎ-সঙ্গ-ত্যাগ এই বৈষ্ণবাচার।
স্ত্রীসঙ্গী এক অসাধু কৃষ্ণাভক্ত আর॥"

(চৈঃ চঃ)

অসৎ কি?

যাহা নিত্য বা সৎ নহে, অথবা সদ্বস্তু শ্রীকৃষ্ণসেবার অন্তরায়-স্বরূপ, তাহাই "অসৎ" নামে অভিহিত। কৃষ্ণ-কার্য্য-সেবার পরিপন্থী রিপুষট্ক ও বিষয়-গ্রাহক ইন্দ্রিয়বর্গ—ইহারা সকলেই "অসৎ"। ইহারাই সর্ব্বাগ্রে আমার সদাচার-পালনে বহু প্রকার বাধা-প্রদান করিয়া আমাকে অসদাচারী করিয়া তোলে। ইহারাই আমার পক্ষে মুখ্য অসৎসঙ্গ। এই অসৎ-সঙ্গত্যাগ মুখ্য বৈষ্ণবাচার।

গৌণ অসৎ কি?

সুতরাং দেখা যাইতেছে—কাম-ক্রোধাদির দাস হইয়া, ইন্দ্রিয়বর্গদ্বারা শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধাদি বিষয়গ্রহণে ব্যস্ত জনগণই "অসৎ"; আমরা যদি আত্মীয় বন্ধু-বান্ধব-জ্ঞানে তাহাদিগের সঙ্গ করি, তাহা হইলে আমরা লোক-দেখান-সদাচার গ্রহণ করিয়াও অসদাচারী সন্দেহ নাই। বরং তথাকথিত কপট-সদাচার-গ্রহণাভিনয় করিয়া অধিকতর বিপন্ন হইবার সম্ভাবনাই অত্যধিক।

কপটতা কোথায়

যদিও বা দীক্ষাদির ছল করিয়া ত্রিসন্ধ্যা মন্ত্র-জপ, অর্চ্চন, বিষ্ণু-নির্ম্মাল্যাদি গ্রহণ, মালা, তিলক-মুদ্রাদি ধারণ প্রভৃতি সদাচারের বাহিরের সবই করিতেছি, তথাপি সদাচার-বিরোধী হরি-গুরু-বৈষ্ণব-বিদ্বেষী সদাচার-ভ্রষ্ট জনগণের প্রতি আমার প্রীতি যথেষ্টরূপে থাকায়, আমি অতি বড় অসদাচারী—"অসৎ" হইয়া পড়িয়াছি। অসৎসঙ্গে প্রীতি, অসদ্বিষয়ে আগ্রহ প্রভৃতি সদাচারের অন্তরায়-রক্ষণ চেষ্টাই আমার বড় কপটতা।

দীক্ষিতের কর্ত্তব্য

"পুংসো গৃহীতদীক্ষস্য শ্রীকৃষ্ণং পূজয়িষ্যতঃ।

—দীক্ষিত ব্যক্তি শ্রীকৃষ্ণকে অর্চ্চনা করিবেন। অতএব এই অর্চ্চনাধিকার-রূপ সদাচার-সংরক্ষণ-কল্পে সর্ব্বপ্রকার অসৎ-সঙ্গ পরিবর্জ্জন করাই বিধেয়। বৈধ-স্ত্রীতেও অত্যাসক্তি "স্ত্রীসঙ্গ", অবৈধ স্ত্রীর প্রতি আসক্তির কথা ভজন প্রয়াসীর জন্য উত্থাপন না করাই ভাল; কারণ উহা মনুষ্যেতর পাশবিকাচার—মনুষ্যাচারের বহির্ভূত। এবম্বিধ স্ত্রীসঙ্গী বা স্ত্রীসঙ্গীর সঙ্গ সর্ব্বতোভাবে পরিবর্জ্জন না করিলে বৈষ্ণব-সদাচার সংরক্ষিত হইতে পারে না।

কাম-ক্রোধের দাস, ইন্দ্রিয়-সেবক বিষয়ী, স্ত্রী সঙ্গী, স্ত্রী-সঙ্গীর সঙ্গী, কৃষ্ণের অভক্ত, সকলেই "অসাধু"। এ হেন অসাধু বা অসৎসঙ্গ পরিত্যাগ দ্বারাই বৈষ্ণবাচার বা সদাচার রক্ষিত হয়। বৈষ্ণব-স্মৃতিরাজ শ্রীহরিভক্তিবিলাস প্রভৃতি সাত্বত-শাস্ত্রাদি আমাদিগকে সদাচারে প্রতিষ্ঠিত রাখিবার জন্য নিরন্তর এই শিক্ষাই দিতেছেন।

(অতঃপর ৩য় পৃষ্ঠার ৩য় কলমে দ্রষ্টব্য)

শরণ লঞা করে কৃষ্ণে আত্মসমর্পণ। কৃষ্ণ তারে করে তৎকালে আত্মসম

জেল হইতে পলায়নের অভিযোগ

১৯৩১ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে পিরোজপুর সাব জেল হইতে পলায়ন করিবার অভিযোগে হরিপদ সেনগুপ্তের বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধির ২২৪ ধারানুযায়ী দ্বিতীয় দফা মামলা রুজু করা হয়। সদর মহকুমা হাকিম মিঃ বি, সি, সেনের এজলাসে উক্ত মামলার এক দফা শুনানী হইয়া গিয়াছে। শুনানী উঠিলে পর প্রথমেই ভারতীয় দণ্ডবিধির ২২৪ ধারানুযায়ী আনীত অভিযোগ প্রত্যাহার করিয়া আসামীর বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধির ১২৫ ধ ধারানুযায়ী অভিযোগ গঠিত হয়। আসামী উক্ত দফা অভিযোগে অপরাধ অস্বীকার করে। কোর্ট ইন্সপেক্টর সত্যেন্দ্র নাথ বাড়ুয্যে ফরিয়াদী পক্ষের কয়েকজন সাক্ষীর সাক্ষ্যগ্রহণ করেন এবং আসামীপক্ষ হইতে সাক্ষীদিগকে জেরা করা হয়। সাক্ষীদিগের মধ্যে দারোগা দবিরুদ্দীন আমেদ (পূর্ব্বে পিরোজপুর থানায় ছিলেন) সাক্ষ্য প্রদান কালে ১৯৩১ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে পিরোজপুর সাব জেল হইতে হরিপদের পলায়নের ঘটনা বিবৃতি করেন। কাকিনা থানার দারোগা বীরেন্দ্রকুমার মুখুয্যে সাক্ষ্য প্রদানকালে বলেন যে, কোনক্রমে সংবাদ পাইয়া তিনি ডিক্রীর চরে যান এবং তথায় হরিপদ ধীরেন্দ্রনাথ গুহ নামে পরিচয় প্রদান করিয়া বসবাস করিতেছে বলিয়া দেখিতে পান তিনি হরিপদকে ডাঃ রণজিৎ রায়ের ডিস্পেন্সারীতে গ্রেপ্তার করেন। ফরিয়াদী পক্ষের সাক্ষ্য প্রদান শেষ হইবার পূর্ব্বেই সে'দনকার মত আদালত বন্ধ হইয়া যায়।

কারামুক্ত

গেণ্ডারিয়া মহিলা সমিতির শ্রীযুক্তা আশালতা সেন এবং পাইকপাড়া মহিলা সমিতির শ্রীযুক্তা কিরণবালা রুদ্র কুমারী হেনা মজুমদার গত ১৯ই সেপ্টেম্বর বহরমপুর জেল হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছেন। তাঁহাদের কারাবাসের কাল উত্তীর্ণ হইবার পূর্ব্বেই তাঁহাদিগকে ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। তাঁহারা বহরমপুর হইতে ঢাকা চলিয়া গিয়াছেন।

হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা

দিল্লীতে একদল হিন্দু দানা ব্যবসায়ী এবং মুসলমান ক্রেতাগণের মধ্যে একটী দাঙ্গা হইয়া গিয়াছে। ফলে একজন কনেষ্টবল এবং ১৫জন দাঙ্গাকারী আহত হইয়াছে

ব্রহ্মের বৃহত্তম সেতু

সাগা—ইঙ্গের নিকটস্থ ইরাবতী নদীর উপর "আভা" সেতুর নির্ম্মাণকার্য্য প্রায় শেষ হইয়া আসিল। আগামী জানুয়ারী মাসে প্রথম ভাগে মাননীয় গবর্ণর বাহাদুর উক্ত সেতুর উদ্বোধন ক্রিয়া সম্পন্ন করিবেন। স্মরণ থাকিতে পারে যে, অনুমান সাত বৎসরকাল পূর্ব্বে উক্ত সেতুর নির্ম্মাণকার্য্য আরম্ভ হয়; ইহা ব্রহ্ম দেশের বৃহত্তম সেতু। এই সেতুদ্বারা মান্দালয়ের সহিত সৈনিক সীমান্তের ভামো এবং মিৎ কিনা প্রভৃতি অন্যান্য স্থান সংযুক্ত হইবে।

তারের ঠিকানা— 'শ্রীধাম' নবদ্বীপ
চিঠির ঠিকানা—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

দৈনিক

Reg No C 1544

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩৷৹
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র।

নদীয়া-প্রকাশ

THE
NADIA-PRAKASH

সাহায্যের হার
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষান্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸৹
মাসিক ১৲
নগদ
প্রতি সংখ্যা ৵৫

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৮ম খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বেদান্তবাচস্পতি [১৭২শ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর—৪৭১ আশ্বিন বুধবার ১৩৪০, ২০শে সেপ্টেম্বর ১৯৩৩

বৃটিশ প্রতিনিধিমণ্ডলীর চেয়ারম্যানের বিবৃতি

বৃটিশ প্রতিনিধি মণ্ডলীর বস্ত্র-শিল্প চেয়ারম্যান স্যার উইলিয়াম ক্লেয়ার লীজ নিম্নলিখিত মর্ম্মে এক বিবৃতি প্রচার করেন :—

বৃটিশ বস্ত্র-শিল্প প্রতিনিধিমণ্ডলী গত দুই তিন সপ্তাহের বিশেষ কোন সংবাদ জানেন না ; সেই হেতু আমরা সমুদ্র-পথে থাকা কালে ভারতে মিলমালিকগণ কি ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহা না শুনা পর্য্যন্ত সংবাদপত্রে প্রকাশের জন্য বিশেষ কিছু বলিতে পারি না। ভারতের মিল-মালিকগণের সহিত আলোচনা করা আমাদের প্রথম কর্ত্তব্য হইবে। বৃটিশ ট্রেড কমিশনার স্যার টমাস এনসকাকের সহিত আমাদিগকে আলোচনা করিতে হইবে। আমাদের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য তিনি সিমলা হইতে আসিয়াছেন। আমি ইহা বলিতে পারি যে, ভারতীয় মিল মালিকগণের সহিত আমাদের বৈঠককে বৃটিশ মিলমালিকগণ খুব প্রয়োজনীয় বলিয়া বিবেচনা করেন।

ভারতীয় বস্ত্র-শিল্প প্রতিনিধিদের সহিত বিলাতের বস্ত্র-শিল্প প্রতিনিধিদের বৈঠক ইতিপূর্ব্বে কখনও হয় নাই ; সুতরাং বর্ত্তমান ক্ষেত্র সম্পূর্ণ অভিনব। বৎসরের মধ্যে এই সময়ে সমুদ্রপথে আগমন অত্যন্ত কষ্টকর। এইরূপ সময়ে ভারতবর্ষে বৈঠক করিবার জন্য আমাদের আগমনে ভারতীয় বন্ধু ভালভাবে বুঝিবার জন্য ও গত কয়েক বৎসরের কতকগুলি পারস্পরিক সংশয় দূর করিবার জন্য আমরা যে আগ্রহান্বিত, ভারতের প্রত্যেক ব্যক্তি তাহা উপলব্ধি করিবেন বলিয়া আমি আশা করি।

প্রত্যেক পক্ষ নিজ স্বার্থ কতকটা উপস্থিত ত্যাগ করিবেন, ইহা অনিবার্য্য হইলেও এইরূপ বৈঠক যে বর্জ্জনীয় নহে, আমি তাহা বিবেচনা করি না। আমি আরও বিবেচনা করি যে, উভয় পক্ষ নিজ নিজ স্বার্থের দিক হইতে কথা বলিলেও পারস্পরিক আপোষ-ব্যবস্থার দ্বারা তাহা কোনক্রমে সামঞ্জস্যবিহীন হইবে না এবং আমরা যদি সহযোগিতার ক্ষেত্র আবিষ্কার করিতে পারি, তাহা হইলে বর্ত্তমান দুর্দ্দিনে আমরা সকলেই সম্পদের পথে অগ্রসর হইবার পক্ষে শক্তিশালী হইব।

'কৃত্রিম রেশম শিল্প ব্যবসায়ীদের সমর্থন সহ ল্যাঙ্কাশায়ার বস্ত্র-শিল্পের প্রতিনিধিগণের এইভাবে ভারতবর্ষে আগমন, ইঙ্গ ভারতীয় সম্পর্কের ইতিহাসে কতকটা অভিনব ব্যাপার। ইহার অর্থ উপলব্ধি করা সহজ নহে সমগ্র বৃটেন এবং বিশেষ করিয়া ল্যাঙ্কাশায়ার উভয় দেশের মধ্যে পারস্পারিক বাণিজ্যের প্রসারের জন্য যে আগ্রহান্বিত তাহা আরও বিভিন্ন প্রকারে দেখাইতেছে অটোয়ায় আমরা যে প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলাম, তদনুযায়ী ভারতের তুলার জন্য ইংলণ্ডে বাজার পরীক্ষা কার্য্য সক্রান্ত-করেণ আরম্ভ করা হইতেছে। আমাদের এই বৈঠকের ফলে উভয় পক্ষেরই কিছু না কিছু মঙ্গল সাধিত হইবে বলিয়া আমি আশা করি। যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে ভবিষ্যতে ঐতিহাসিকগণ ইহাকে ইঙ্গ-ভারতীয় বস্ত্রশিল্প সম্পর্কের ইতিহাসে একটি যুগান্তকারী ঘটনা বলিয়া অভিহিত করিতে পারেন। এবং সাধারণভাবে ইঙ্গ ভারতীয় সম্পর্কের উপরও উহার ফল ভাল না হইয়া পারে না,—এইরূপ মনোভাব লইয়া আমরা ভারতে আসিয়াছি।

আমাদের নিমিত্ত যে সকল আয়োজন করা হইয়াছে তজ্জন্য আমরা কৃতজ্ঞতা আমাদের পক্ষ হইতে বলিতে পারি যে, ভারতে আমাদের বন্ধুদের ও ইংলণ্ডে আমাদের বস্ত্র প্রতিষ্ঠান সমূহের সম্মুখে যে সমস্যা বিদ্যমান, তাহার একটা স্থায়ী সমাধানকল্পে আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করিব।

"জাপানী বস্ত্রশিল্প প্রতিনিধিগণের সহিত আমাদের বৈঠকের জন্যও আমরা সাগ্রহে প্রতীক্ষা করিতেছি এবং আশা করি যে, যে সমস্যা অতীব জটিল বলিয়া সকলেই স্বীকার করেন, তাহার সমাধানের পথে এই বৈঠক যথেষ্ট সাহায্য করিবে।"

রিভলবার চুরি

বেঙ্গল পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগের ইনস্পেক্টর বাবু অমরেন্দ্রনাথ চাটুজ্যের ট্রাঙ্ক হইতে একটা ওয়েবলী রিভলভার, ১১টি কার্ত্তুজ, রিভলবার রাখিবার থাপ, বেল্ট এবং একটি বেল্টা চুরি করিবার এবং বিনা পাশে অস্ত্রশস্ত্র রাখিবার অভিযোগে বিনোদাবিহারী মুখুজ্যে এবং তাহার পত্নী তরুবালা দেবী অভিযুক্ত হয়। বৃহস্পতিবার তাহারা চীফ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেটের এজলাসে নিজেদের অপরাধ স্বীকার করে।

ইনস্পেক্টর চাটুজ্যে বলেন, তরুবালা দেবীর সহিত দূর সম্পর্কে তাঁহার আত্মীয়তা আছে। সে গত ১৩ই আগষ্ট তাঁহার মাতার সঙ্গে দেখা করিতে তাঁহার বাড়ীতে আসে। সে রাত্রিতে ঐ বাড়ীতে থাকে পরদিন সকালে চলিয়া যায় তিনি রিভলবার এবং অন্যান্য জিনিসগুলি তাঁহার মাতার ঘরে একটি ট্রাঙ্কের ভিতর রাখিয়াছিলেন, ঐ গুলি ঠিক আছে কিনা তিনি পূর্ব্বে খোঁজ করেন নাই। ১৮শে আগষ্ট তিনি দেখিতে পান যে, জিনিষগুলি নাই। কিছুদিন পরে রিভলবারের থাপ, থলিয়া এবং বেল্টটী হেডেন গার্ডেনে পতিত অবস্থায় পাওয়া যায়। [illegible] প্রথমে তরুবালাকে এবং পরে তাহার স্বামীকে গ্রেপ্তার করা হয়। তরুবালা একটি বিবৃতি প্রদান করে, তদনুসারে খানাতল্লাসী করিয়া রিভলভারটী তাহাদের সীতারাম ঘোষ ষ্ট্রীটের বাড়ীতে উনানের কাছে মাটিতে প্রোথিত অবস্থায় পাওয়া যায়।

নিজের দোষ স্বীকার করিয়া প্রথম আসামী বলে, সুরেন্দ্রনাথ শরখেল এবং তাহার দুইজন সঙ্গী ইনস্পেক্টারের বাড়ী হইতে ঐ রিভলভারটী চুরি করিয়া তাহাদিগকে আনিয়া দিবার জন্য আসামীকে দুই শত টাকা দিতে চাহে। সে গরীবলোক বলিয়া উহাতে রাজী হয় এবং তাহার স্ত্রীকে ঐ রিভলভারটী চুরি করিয়া আনিতে বলে তাহার স্ত্রী তাহাতে অস্বীকৃত হয়; কিন্তু সে তাহাকে ভীতি প্রদর্শন করিলে সে ইনস্পেক্টারের বাড়ীতে যায় এবং রিভলবার ও অপর কয়েকটি জিনিষ চুরি করে।

ট্রামের ধাক্কায় আহত

গত শুক্রবার সুবোধ চন্দ্র গুপ্ত নামক জনৈক যুবক অপার চীৎপুর রোড নূতন বাজারের নিকট ট্রামের ধাক্কায় পড়িয়া যাইয়া মাথায় এবং চক্ষুতে গুরুতর জখম হইয়াছে। এম্বুলেন্সের গাড়ীতে করিয়া তাহাকে মেয়ো হাসপাতালে পাঠান হইয়াছে। প্রকাশ যে, একব্যক্তি দৌড়াইয়া যাইতেছিল, তাহারই ধাক্কায় উক্ত যুবক ট্রামের সম্মুখে পড়িয়া যায় আরও প্রকাশ যে, উক্ত-ব্যক্তি একটি কনেষ্টবলকে ছোরা মারিয়া পালাইতেছিল, সে সময় যুবক সম্মুখে পড়ায় সে যুবককে ধাক্কা দেয়।

ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

৬ঠা আশ্বিন বুধবার, ১

পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু লিখিতেছেন।

অজ্ঞ ব্যক্তিরা মনে করে যে, সাজা যদি যথেষ্ট রকম কঠোর না হয়, তাহা হইলে অপরাধ অনুষ্ঠানের মাত্রা বাড়িবে; প্রকৃতপক্ষে সত্য ঠিক বিপরীত। শতাব্দী কাল পূর্বে ইংলণ্ডে ছিঁচকে চোরদিগকে ফাঁসী দেওয়া হইত, চৌর্য্যাপরাধের জন্য প্রাণদণ্ডের এই ব্যবস্থা তুলিয়া দিবার যখন প্রস্তাব করা হইল, তখন একটা মহা সোরগোল উঠে এবং লর্ড মহোদয়গণ লর্ড সভায় এইরূপ উক্তি করেন যে ইহার ফলে চোর-ডাকাতেরা যাহার যাহা পাইবে কাড়িয়া লইবে এবং বিভীষিকার রাজত্ব সৃষ্টি হইবে। প্রকৃতপক্ষে ঐ সংস্কার সাধনের ফল ঠিক বিপরীত রকমের হয় এবং অপরাধের মাত্রা কমিয়া যায়। ফৌজদারী আইন এবং কারা-ব্যবহার সংস্কার সাধনের সঙ্গে ইংলণ্ড এবং অন্যান্য দেশে অপরাধ হ্রাস

পাইয়াছে। ইংলণ্ডের অনেক পুরানো কয়েদী খানা এখন আর দরকার হয় না, সেগুলি আজকাল অন্য উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়। সকলেই জানেন, ভারতের কারাগারে লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে। (রাজনৈতিক) বন্দীদের ছাড়া এবং দীর্ঘ কঠোর কারাদণ্ড ব্যবস্থা দ্বারা এই অবস্থার সৃষ্টিতে সাহায্যই করা হইতেছে। অল্পবয়স্কদের কারাদণ্ড জগতের সর্ব্বত্রই নৈতিক অধোগতিজনক বলিয়া বিবেচিত হয় এবং উহা পরিত্যক্ত হইতেছে। ভারতের জেলাগুলি তরুণ-বয়স্কদের দ্বারা এবং বালকদের দ্বারা পূর্ণ; অনেক সময় তাহাদিগকে বেত্রদণ্ডেও দণ্ডিত করা হয়।

লোকের অপর একটি ভুল এই যে, কারাগারের অবস্থার যদি উন্নতি সাধিত হয়, তাহা হইলে ভিড় করিয়া জেলে যাইবে। মানবপ্রকৃতি সম্বন্ধে গভীর অনভিজ্ঞতার পরিচয়ই ইহাতে পাওয়া যায়।

আমার ইচ্ছা হয় যে, আমাদের দেশের কেহ কেহ নিজেরা বিদেশে গিয়া তথাকার কারাগারসমূহের অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করেন এবং এ সম্বন্ধে চর্চ্চা করেন। আমাদের কারাগারগুলি ঐ সব দেশের কত পিছনে পড়িয়া আছে, তাঁহারা দেখিতে পাইবেন।

প্রকৃত যাহারা অপরাধী, তাহারা শিশু ন্যায় জড়বুদ্ধি সম্পন্ন। বয়স্ক ব্যক্তিদের ন্যায় তাহাদের প্রতি আচরণ করা নিষ্ঠুরতার কার্য্য।

লাটাভিয়া একটী ক্ষুদ্র দেশ। আমরা শুনিতে পাই, এই ক্ষুদ্র দেশেও কারাগার-সমূহে যথাসম্ভব বাড়ীর আবহাওয়া সৃষ্টি করিবার চেষ্টা হয়; এখানকার কারাগৃহগুলি পত্রপুষ্প প্রভৃতিতে সুসজ্জিত। বহু কেতার বন্দীদের নিজেদের ব্যবহারের জিনিস, ফটোগ্রাফ, বেতার বার্ত্তার যন্ত্র সবই সেখানে থাকে। বন্দীদের কার্য্যের বিনিময়ে তাহারা পয়সা পায়, অৰ্দ্ধেক আয় জমা থাকে এবং অপরার্দ্ধ কয়েদীদের অতিরিক্ত খাদ্য, তামাক, সংবাদপত্র প্রভৃতিতে ব্যয়িত হয়।

সোভিয়েট-বিভীষিকাপূর্ণ রুষিয়া সম্ভবতঃ কারা ব্যবস্থা সংস্কারে আরও উন্নতি করিয়াছে। সম্প্রতি হাউয়ার্ড লীগের সভাপতি প্রসিদ্ধ ইংরেজ ব্যবহারাজীব ডি, এন প্রিট রুষিয়ার কারাগারসমূহ হইতে পিটুনী ব্যবস্থা একেবারে উঠিয়া গিয়াছে; চরিত্রের সংস্কার সাধনের দিকেই প্রধানভাবে লক্ষ্য রাখা হয়। রুষিয়ার কারাগারসমূহের অবস্থার উন্নতি সাধনের ফলে কারাগারগুলি লোকে পূর্ণ হইতেছে না। রুষেরা এই আশা করেন যে, তাহারা সত্বরই অধিকাংশ কারাগার বন্ধ করিয়া দিতে সমর্থ হইবে।

ভারতের জীবজন্তুদিগকে কিভাবে রক্ষা করা যাইতে পারে, তৎসম্বন্ধে বিবেচনার জন্য কিছু দিন পূর্ব্বে ইংলণ্ডের কমন্স সভা ভবনে একটী সভা হইয়াছিল। উদ্দেশ্য খুবই প্রশংসনীয়। কিন্তু ইহাও স্মরণ রাখা উচিত, যে, ভারতের দ্বিপদ জীবগণ যাহারা দীর্ঘ কারাজীবনের ক্লেশ ভোগ করে, এবং স্বাভাবিক কর্ম্মক্ষমতা হারাইয়া জেল হইতে বাহির হয়, তাহাদের রক্ষার ব্যবস্থা হওয়া আবশ্যক।

নরওয়ের প্রত্যেক কারাগারের প্রাচীর-গাত্রে বিখ্যাত নরওয়েবাসী কয়েদী লার্স অলেসেন স্ক্রেফস্রুডের বক্তৃতা মুদ্রিত থাকে। স্ক্রেফস্রুড চৌর্য্যাপরাধে দীর্ঘদিনের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিলেন। মুক্তিলাভ করিয়া তিনি ভারতে আগমন করেন। এবং স্কাণ্ডেনেভিয়ান সাঁওতাল মিশন প্রতিষ্ঠা করেন তিনি ১৭টী ভাষা শিক্ষা করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে সাঁওতালী ভাষাও ছিল। কারাগারে তাঁহার বক্তৃতার যে অংশটী মুদ্রিত থাকে তাহা এইরূপ:—

বন্দীর জীবন যে কিরূপ নিরুৎসাহ কোন দিন যে বন্দী না হইয়াছে, সে ব্যতীত অপর কেহ ধারণা করিতে পারে না। এসম্বন্ধে কিছু ধারণা করা যাইতে পারে; কিন্তু তাহাতে কারাগারের কক্ষে দুঃখময়ভাবে এবং সমাজবিবর্জ্জিতভাবে যে রহিয়াছে, তাহার মনের সম্পূর্ণ অবস্থা অভিব্যক্ত হয় না।

কারাগারের বাহিরে থাকিবার সৌভাগ্য যাঁহারা ভোগ করিতেছেন, কারারুদ্ধ ঐ ভ্রাতার সম্বন্ধেও কখনও কখনও তাঁহাদের চিন্তা করা উচিত।

বাঙ্গলা দেশের শোচনীয় বেকার সমস্যা সম্বন্ধে বর্ত্তমানে সংবাদপত্রে বহু আলোচনা হইতেছে। কিন্তু উহার প্রতিকার জন্য কেহ কোন কার্য্যকরী পন্থা নির্দ্দেশ করিতে সমর্থ হইতেছেন না। একটু তলাইয়া দেখিলে সকলেই উহা স্বীকার করিবেন যে, ভারতের অন্যান্য প্রদেশের শিল্পজাত দ্রব্য ক্রয় করিবার আগ্রহও বাঙ্গলা দেশে বেকারের সংখ্যা বৃদ্ধির জন্য আংশিকভাবে দায়ী। অবশ্য বেকারের সংখ্যাবৃদ্ধির জন্য বাঙ্গালী কিছুতেই স্বদেশী আন্দোলন পরিত্যাগ করিতে পারে না। কিন্তু বাঙ্গালীর স্বদেশী আন্দোলনের ফলে যাঁহারা লাভবান হইতেছেন তাঁহারা বাঙ্গালীর স্বার্থত্যাগের বিনিময়ে বাঙ্গলা দেশের পণ্যদ্রব্য ক্রয় করিয়া বাঙ্গালীর মধ্য হইতে বেকারের সংখ্যা হ্রাসে সাহায্য করিবেন—উহা বাঙ্গালী ন্যায়সঙ্গতভাবে দাবী করিতে পারে বোম্বাই ও আমেদাবাদের কলওয়ালাগণ বাঙ্গলা দেশে প্রতি বৎসরে পনর কোটি টাকার কাপড় বেচিয়া যাইতেছে অথচ বাঙ্গালীর খনির কয়লা কিনিতেছে না। আজ বিলাতী কাপড় বর্জ্জনের ফলে এই কলিকাতা সহরে আমদানী আফিসে, পোর্ট কমিশনারগণের জেটিতে ও আফিসে, ব্যাঙ্কগুলিতে ইন্সিওরেন্স কোম্পানীর আফিসগুলিতে খুব কম করিয়া ধরিলেও পাঁচ হাজার বাঙ্গালীর চাকুরী গিয়াছে। প্রত্যেকের চারিটী করিয়া পোষ্য ধরিলে অন্ততঃ পাঁচশ হাজার বাঙ্গালী স্ত্রী, পুরুষ, শিশু নিরন্ন হইয়া পড়িয়াছে; তাহা ছাড়া প্রত্যেক জোড়া কাপড়ে বিলাতীর তুলনায় দামে দুই তিন আনা বাঙ্গালী গৃহস্থ বেশী দিতেছে। এই সব কথা ভাবিয়া বোম্বাই ও আমেদাবাদের কলওয়ালারা যদি বাঙ্গালীর খনির কয়লা কিনিতে তাহা হইলে মাল বিক্রয়ের অভাবে যে শত শত খনি বন্ধ হইয়া গিয়াছে সেগুলি আবার চলিত ও তাহাতে বিদেশী বস্ত্র বর্জ্জন করিয়া বোম্বাই আমেদাবাদের কাপড় কেনার ফলে যে পাঁচ হাজার লোক অন্নহীন হইয়াছে, তাহাদের অন্ন সংস্থান হইবে।

শাসন সংস্কার প্রস্তাব ও বাঙ্গালা

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

বিশেষ দায়িত্বের জন্য আবশ্যক

যদি কোন কারণে শাসনযন্ত্র অচল হইবার উপক্রম হয়, তবে গভর্ণর যে দ্বারা শাসনকার্য্য পরিচালনের সব ক্ষমতা মন্ত্রণাপরিষদের হাত হইতে স্বয়ং গ্রহণ করিতে পারেন। ঐরূপ ঘোষণা পার্লামেন্টে উপস্থাপিত করিতে হইবে এবং পার্লামেন্টের উভয় সভায় প্রস্তাবদ্বারা গৃহীত না হইলে ছয় মাস পরেই উহার কাজ শেষ হইয়া যাইবে। পার্লামেন্ট যে কোন সময়ে (অর্থাৎ ছয় মাসের মধ্যেও) প্রস্তাব গ্রহণ দ্বারা ঐ ঘোষণা প্রত্যাহার করাইতে পারিবেন। তাহা হইলেও ঐ ব্যবস্থা নাচ হইলে সাধারণভাবে শাসনকার্য্য পরিচালিত হইবে।

দায়িত্বশীল শাসন ও বিশেষ দায়িত্ব

গভর্ণরকে যে কতকগুলি বিষয়ে বিশেষ দায়িত্ব প্রদান করা হইবে, তাহার প্রকৃত ফল কি হইবে? যাঁহারা বিশেষ বিবেচনা করিয়া না দেখেন, তাঁহারা হয়ত ভাবিবেন, "বিশেষ দায়িত্ব" সদাসর্ব্বদা পরিচালিত হইবে। কিন্তু তাহা নহে। প্রস্তাবের মুখবন্ধেও বলা হইয়াছে, সাধারণতঃ মন্ত্রীদিগের অধীন বিভাগে মন্ত্রীদিগেরই পূর্ণ কর্ত্তৃত্ব থাকিবে। আর সকল বিভাগই মন্ত্রীদিগের অধীন করা হইবে। ব্যবসা-বাণিজ্য সকলক্ষেত্রে ব্যবহারের সমতা ও সংখ্যাল্প সম্প্রদায়সমূহের অধিকার প্রভৃতিতে যখন সকলেই সম্মত তখন মন্ত্রীরাও যে ঐ সব ব্যবস্থায় সম্মত হইবেন, এরূপ অনুমান অসঙ্গত হইবে না। তাঁহারা অবশ্য গৃহীত নীতির বিরুদ্ধ কার্য্য করিবেন না—তাহা তাঁহাদিগের মতের ও স্বার্থের বিরোধী হইবে। পরন্তু যাহাতে সেই নীতি রক্ষিত হয়, তাঁহারা তাহাই করিতে সচেষ্ট হইবেন। তবে যদি কোন মন্ত্রী সেই নীতির বিরুদ্ধে কাজ করেন বা করিতে উদ্যত হন তবে অন্য মন্ত্রীরা সে কাজে অসম্মতি দিবেন—এমন কি সেই মন্ত্রীকে পদত্যাগ করিতে বলিতে পারেন। তাহা হইলে গভর্ণরকে আর সে ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিতে হইবে না। কিন্তু মন্ত্রিমণ্ডলের সকল মন্ত্রীই যদি সেই প্রস্তাব সমর্থন করেন, তবে গভর্ণর তাহা গ্রহণ করিতে অসম্মতি জ্ঞাপন করিয়া তাঁহাদিগকে তাহা প্রত্যাহার করিতে বলিতে পারেন। যদি তাঁহারা তাহা না করেন, তবে হয় তাঁহারা পদত্যাগ করিবেন নহে ত পদচ্যুত হইবেন। বলা বাহুল্য এরূপ ঘটনা ঘটিবার সম্ভাবনা অতি অল্প।

(ক্রমশঃ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক

– পারমার্থিক পত্র –

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশ
তনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনম্,
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং
প্রেমা পুমর্থো মহান্,
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং
তত্রাদরো নঃ পরঃ॥

৮ম বর্ষ ১৬ পদ্মনাভ গৌরাব্দ ৪৪৭, ৪ঠা আশ্বিন বঙ্গাব্দ ১৩৪০, ২০শে সেপ্টেম্বর ইং ১৯৩৩, বুধবার { ১৭২শ সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

বিগত ২৮শে ভাদ্র (১৩৪০) ১৩ই সেপ্টেম্বর (১৯৩৩) বুধবার দিবস বালিয়াটীর সুপ্রসিদ্ধ জমিদার শ্রীযুত মনোমোহন রায় চৌধুরী মহাশয়ের ঐকান্তিক আগ্রহে ও যত্নে বালিয়াটী গদাইগৌরাঙ্গ মঠের মঠরক্ষক শ্রীপাদ অনাদিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী মহোদয় ীয় বালিয়াটীস্থ ভবনে আহূত হইয়া শ্রীমদ্‌ভাগবত ৭ম স্কন্ধ হইতে প্রহ্লাদ-চরিত্র পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। পাঠের আদিতে ও অন্তে মহাজন পদাবলী কীর্ত্তন করা হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত মনোমোহন বাবুর ভাগবত-শ্রবণে আগ্রহ ও শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবের প্রতি ঐকান্তিকী শ্রদ্ধা প্রশংসনীয়।

প্রহ্লাদ কহিলেন— প্রাজ্ঞ ব্যক্তি মনুষ্য-জন্ম লাভ করিয়া কৌমার-বয়সেই ইন্দ্রিয়জ সুখ-লাভের চেষ্টা পরিত্যাগপূর্ব্বক ভাগবত-ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবেন, কারণ সংসারে মনুষ্যজন্ম অতি দুর্ল্লভ, তাহাতে আবার অনিত্য; কিন্তু তথাপি অর্থদ অর্থাৎ ইহ-জন্মেই পরমার্থ লাভ হয়। ইহা ক্ষণস্থায়ী হইলেও ক্ষণকাল ভক্তির অনুষ্ঠানেও সিদ্ধি-লাভ হইয়া থাকে। মনুষ্য-জন্ম ব্যতীত অপর জন্মে পরমার্থ-লাভের সম্ভাবনা অতি অল্প কারণ পশ্বাদি-জন্মে বিবেকের অভাব আর দেব-জন্মে ভোগের প্রাচুর্য্য-হেতু হরিভক্তিতে মতি যায় না। সুতরাং এই মনুষ্যজন্মেই মানবের শ্রীবিষ্ণুর পাদসেবনই কর্ত্তব্য; যেহেতু শ্রীবিষ্ণুই সর্ব্বভূতের প্রিয়, আত্মা, ও সুহৃদ্।

হে দৈত্য-বালকগণ, প্রাণিগণের দেহ-যোগ-বশতঃ ইন্দ্রিয় ও বিষয়-সম্বন্ধ-জন্য যে সুখ তাহা পূর্ব্বাদৃষ্ট অনুসারে যত্ন ব্যতীতই দুঃখের ন্যায় মনুষ্য ও পশ্বাদিতে বর্ত্তমান রহিয়াছে অতএব সুখের জন্য কোন প্রয়াস করা কর্ত্তব্য নহে, যেহেতু তাদৃশ প্রয়াস দ্বারা কেবল আয়ুঃক্ষয়ই হইয়া থাকে। ভগবান্ মুকুন্দের চরণারবিন্দ-ভজনে যেরূপ আত্যন্তিক শ্রেয়োলাভ হয়, বৈষয়িকসুখার্থ যত্ন করিলে কখনও তাদৃশ শ্রেয়োলাভ হয় না।

সেই কারণে বিবেকী পুরুষ সংসার-দুঃখ হইতে ভীত না হইয়া, যে-পর্য্যন্ত এই পরিপুষ্ট মানব শরীরটী বিপন্ন বা অসমর্থ না হয় শৈশব হইতেই তাবৎকাল পর্য্যন্ত ক্ষেম (মোক্ষ) লাভের জন্য যত্ন করিবেন।

পুরুষের আয়ুষ্কাল শতবর্ষ-পরিমিত, তন্মধ্যে আবার অজিতেন্দ্রিয় পুরুষের আয়ুষ্কাল উহার অর্দ্ধেক মাত্র অর্থাৎ পঞ্চাশৎ-বর্ষ-পরিমিত। তাহার এই আয়ু বৃথাই অতিবাহিত হয়, যেহেতু এই পুরুষ নিদ্রারূপ গাঢ় তমসাচ্ছন্ন হইয়া তুষ্ণীম্ভাবে রাত্রিতে শয়ন করিয়া থাকে

বাল্যকালে মুগ্ধাবস্থায় দশ বৎসর, কৌমার-অবস্থায় ক্রীড়ায় দশ বৎসর, এইরূপে বিশ বৎসর বিফলে যায়, আবার দেহ জরাক্রান্ত হওয়ায় লৌকিক কার্য্যে অসমর্থাবস্থায় আরও বিংশ বৎসর বৃথা অতিবাহিত হয়।

দুঃখজনক কামে ও বলবান্ মোহে গৃহাসক্ত থাকিয়া কর্ত্তব্যানুসন্ধান-শূন্যাবস্থায়ই অবশিষ্ট দশবৎসর পরমায়ু অতীত হইয়া যায়।

গৃহ অর্থাৎ পুত্র-দারাদিতে আসক্ত এবং দৃঢ়-স্নেহপাশে বদ্ধজীবকে কোন্ অজিতেন্দ্রিয় পুরুষ মুক্ত করিতে সমর্থ হয়?

যে অর্থ প্রাণাপেক্ষাও অভীষ্টতর সেই অর্থের তৃষ্ণা কোন্ অজিতেন্দ্রিয় পুরুষ ত্যাগ করিতে সমর্থ হয়? তস্কর, নীচসেবক বা বণিক্—ইহারা নিজের প্রিয়তম প্রাণকে বিপন্ন করিয়াও অর্থোপার্জ্জনের জন্য যত্ন করে

যে ব্যক্তি সুহৃজ্জনের প্রতি অনুরক্তচিত্ত সে কিরূপে তাঁহাদের সঙ্গ পরিত্যাগ করিবে, স্নেহশীলা প্রিয়ার নির্জ্জন-সঙ্গ স্মরণ করিলে, কে তাহাকে পরিত্যাগ করিতে পারে? শিশুগণের মধুরাক্ষর-যুক্ত মনোজ্ঞ আলাপ স্মরণ করিলে কে তাহাদের সঙ্গ পরিত্যাগ করিতে পারে? আর পুত্র, শ্বশুর-গৃহস্থিতা কন্যা, ভ্রাতা, ভগিনী, বৃদ্ধতা-প্রযুক্ত সামর্থ্য-রহিত মাতাপিতা, মনোজ্ঞ বহু পরিচ্ছদ ও অন্যান্য ভোগোপকরণ-যুক্ত গৃহ-সমূহ, কুলপরম্পরা-গত বৃত্তি, পশু ও ভৃত্য-বর্গাদিকে স্মরণ করিয়া কিরূপেই বা তাহা পরিত্যাগ করিতে পারে? কোশকার কীট যেমন নিজগৃহ নির্ম্মাণ করিতে করিতে নিজের নির্গমনের দ্বারও অবশিষ্ট রাখে না, সেইরূপ জীবও তত্তৎফল-লোভ-বশতঃ কর্ম্ম করিতে করিতে তাহাতে আবদ্ধ হইয়া পূর্ণকাম না হইয়াও শিশ্নোদর-জনিত সুখকেই অভীষ্ট বস্তু বলিয়া জ্ঞান করিয়া মোহে অভিভূত হয়। এই প্রকার জীব কিরূপে বিরক্ত হইতে পারে?

কুটুম্বাদিতে অতীব আসক্ত-চিত্ত ব্যক্তি সকল দেশে সকল কালে আধ্যাত্মিকাদি-তাপত্রয়ে ক্লিষ্ট হইয়াও নির্ব্বেদ-প্রাপ্ত হয় না। তাহারা কুটুম্বভরণ-পোষণেই যে নিজ আয়ুঃ-ক্ষয় হইতেছে তাহা জানিতে পারে না, আর ভগবদারাধনারূপ পরমার্থ নষ্ট হইয়া যাইতেছে তাহাও অবগত নহে, কিন্তু তুচ্ছ কপর্দ্দক-মাত্রের ব্যাঘাতও তীক্ষ্ণভাবে অনুভব করে।

অজিতেন্দ্রিয় কুটুম্বভরণপোষণকারী ব্যক্তি ধনাদিতে নিত্যাভিনিবিষ্ট-চিত্ত হইয়া পরবিত্ত-হরণকারীর মরণান্তর যম-যাতনা, আর ইহলোকে রাজদণ্ডাদিরূপ দোষ জানিয়াও অশান্তাভিলাষ-প্রযুক্ত পরবিত্ত হরণ করে।

হে দানবগণ, "ইহা আমার, আর ইহা অন্যের এইরূপ ভেদভাব পোষণ করিয়া পণ্ডিত ব্যক্তিও অত্যাসক্ত-নিবন্ধন কুটুম্বপালন করিতে করিতে আত্মবিষয়ক পরামর্শ লইতে সমর্থ হন না, কিন্তু মূঢ় হইয়া অজ্ঞানতা প্রাপ্ত হন

হে দৈত্যগণ, কোন দেশে বা কোনকালে জ্ঞানহীন ভগবদ্বিমুখ ব্যক্তি নিজকে মুক্ত করিতে পারে না, সেই কাম-লম্পট ব্যক্তিগণ বিহারার্থ স্ত্রীগণের ক্রীড়ামৃগতুল্য হইয়া পড়ে, পুত্র-পৌত্রাদিই তাহার বন্ধন-শৃঙ্খল-তুল্য হয়, অতএব বিষয়াসক্ত দৈত্যগণের সঙ্গ দূর হইতে পরিত্যাগ করিয়া আদিদেব শ্রীনারায়ণের শরণাপন্ন হও, তিনিই আসক্তি-রহিত ভগবদ্ভক্তগণের অভীষ্ট অপবর্গ-স্বরূপ।

হে অসুরনন্দনগণ, ভগবান্ শ্রীহরি সর্ব্ব-ভূতের আত্মা; তাঁহার আরাধনায় বাল্য বা বার্দ্ধক্যাদি কিছুরই অপেক্ষা নাই, তিনিই এসংসারে সর্ব্বদেশে ও সর্ব্বকালে প্রসিদ্ধ। এই অচ্যুতকে প্রসন্ন করা বহু আয়াসের কার্য্য নহে।

ওরে মন ভাল নাহি লাগে এ সংসার।
জন্ম মরণ জরা যে সংসারে আছে ভরা,
তাহে কিবা আছে বল আর।
ধন জন পরিবার কেহ নহে কভু কার,
কালে মিত্র অকালে অপর।
যাহা রাখিবারে চাই, তাহা নাহি থাকে ভাই,
অনিত্য সমস্ত বিনশ্বর॥

(ক্রমশঃ)

সেই সে বিদ্যার ফল জানিহ নিশ্চয়। কৃষ্ণপাদপদ্মে যদি চিত্তবিত্ত রয়॥

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১৬ পদ্মনাভ ভৃত্য অনিরুদ্ধ

ভক্ত-বালক দীনেশ

ভক্তবালক দীনেশের প্রয়াণে বৈষ্ণবগণ সকলেই তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রদান করিয়াছেন; কেহ কেহ অঞ্জলি সাজাইয়াছেন প্রবন্ধের ডালায়, কেহ কেহ পত্র-পাত্রে, কেহ কেহ বা হৃদয়ের গভীর নিঃশ্বাসে। ভক্তবিরহ-ব্যথা কি-প্রকার জিনিষ, তাহা বৈষ্ণবগণই জানেন। বৈষ্ণবগণের সেই বিরহ-মন্থনে যে সুধার উদয় হয়, তাহা প্রয়াণ-লব্ধ ভক্তের অমিয় গুণধারা। দেবগণের সমুদ্র-মন্থন আর ভক্তের বিরহসমুদ্র মন্থনে প্রভেদ এই—সমুদ্র-মন্থনে কালকূটেরও উদয় হইয়াছিল, কিন্তু ভক্ত-বিরহ-সাগরে পরামৃত ব্যতীত অপর কিছুরই স্থান নাই; ইহা মন্থনে নাগের প্রয়োজন হয় না, হৃদয়-দণ্ডে ইহা আপনি মথিত হয়, সুতরাং এই মন্থনে অমৃত ব্যতীত অপর কিছু উঠিতে পারে না।

মহাপ্রাণ দীনেশ মহাপ্রয়াণ করিয়াছেন [illegible] রাশির কোন্‌টী স্পর্শ করিব, তাহা চিন্তা করিতেই আমার এই সময়টা অতিবাহিত হইয়াছে! চিন্তা-সাগরে নিমগ্ন থাকা কালে, তাঁহার গুণগ্রাম সম্বন্ধে যে-সকল পত্র আমি বিভিন্ন বৈষ্ণবগণের নিকট হইতে পাইয়াছি, তাহা দেখিয়া ঠিক করিলাম, সেই সকল হইতে কিছু চয়ন ব্যতীত নিজে কিছু করিতে গেলে আমার অজ্ঞতাই প্রকাশ পাইবে, তাই ভক্ত বালকের পূজা করিতে বসিয়া বৈষ্ণবগণের অফুরন্ত ভাণ্ডার হইতে আমি যথাসাধ্য সংগ্রহ করিতেছি মাত্র।

স্বয়ং শ্রীল প্রভুপাদ বলিয়াছেন, দীনেশ—কৃষ্ণসখা, কৃষ্ণসেবা-শিক্ষা-প্রদানের নিমিত্ত আসিয়াছিল, কৃষ্ণের আহ্বানে কৃষ্ণ-সকাশে চলিয়া গিয়াছে। যিনি আশ্রয় বিগ্রহরূপে পরিপূর্ণ পঞ্চরসে নিরন্তর শ্রীকৃষ্ণের সেবা করিয়া বিষয়-বিগ্রহের প্রীতি উৎপাদন করিতেছেন, একমাত্র তিনিই বৈষ্ণবের নিত্য পরিচয় প্রদান করিতে পারেন; সুতরাং শ্রীল প্রভুপাদের অপরিসীম কৃপায় আমরা দীনেশের নিত্য পরিচয় পাইয়া আজ কৃতার্থ ধন্য। সেদিন শ্রীপাদ বিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী কৃতিরত্ন মহোদয় ঠিকই লিখিয়াছিলেন—The ideal service of Dinesh gives a lie to the proverb "One cannot please every body." কারণ যাঁহার সেবায় সকলের সেব্য-বস্তু শ্রীকৃষ্ণ সন্তুষ্ট, বৈষ্ণব-জগতে এমন কোন লোক থাকিতে পারেন না, যিনি তাঁহার ব্যবহারে সন্তুষ্ট না হইয়া পারেন। শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমুখ হইতে যে অমূল্যরত্ন নির্গত হইয়াছে, ইহা ব্যতীত দীনেশের পরিচয়-মালিকাটি আর কি দিয়া সাজাইব?

আমি নিতান্ত অযোগ্য হইলেও শ্রীল প্রভুপাদ আমাকে সেবার যোগ্য করিবার নিমিত্ত অনুগ্রহ পূর্ব্বক আমার উপর শ্রীপত্রের সম্পাদন-কার্য্যের যে ভার অর্পণ করিয়াছেন, তাহার দুইটা দিক্ আছে—একটী পাষণ্ড-দলন-বানার সম্মান-প্রদর্শন, অপরটী অন্বয়-মুখী সেবাদ্বারা বৈষ্ণবগণের পূত-চরিত্র প্রকাশ। দ্বিতীয় সেবাই মুখ্যসেবা; এই সেবার ঔজ্জ্বল্য-বিধানের নিমিত্তই পাষণ্ড-মতবাদের স্বরূপ প্রকাশপূর্ব্বক তাহাদের নিরাস প্রয়োজন। বৈষ্ণব—কৃপাময়; তিনি প্রকট-লীলা ও অপ্রকট-লীলা, উভয়বিধ লীলায়ই মাদৃশ বদ্ধজীবকে কৃপা করিয়া থাকেন। নিতান্ত স্থূলবুদ্ধি আমি প্রকট-কালে ভক্তবর দীনেশের গুণাবলী কিছুই সংগ্রহ করিয়া প্রকাশ করিতে পারি নাই; তাই বুঝি তিনি আমাকে তাঁহার সেবা রশ্মি দর্শনের সুযোগ প্রদানের দ্বারা কৃপা করিবার নিমিত্ত বালক-বয়সেই অপ্রকট-লীলার অভিনয় করিলেন। অথবা কৃষ্ণ সখার নিত্য বালকত্ব-প্রদর্শন-কল্পেই বালক-বয়সে প্রকট-লীলা সম্বরণ করিলেন। তাঁহার চরিত্রালোচনায় আমরা যে অন্বয়মুখী সেবার অধিকার লাভ করিলাম, তাহার ফলস্বরূপ পাইতেছি—দেহ ও মনের সুখ ও ভোগের বাঞ্ছা সম্পূর্ণরূপে বিসর্জ্জন দিয়া নিষ্কপটে, বিনা তর্কে, শ্রীগুরুপাদপদ্ম-সেবার প্রেরণা। এই প্রেরণা সর্ব্বদাই আমাদিগকে চালিত করুক। অলমিতি বিস্তরেণ।

"বিধবা-বিবাহ"

গণগড্ডলিকার কোন স্রোত যখন প্রবাহিত হইতে থাকে, তখন মায়াবদ্ধ মানবের যাবতীয় বিচার-শক্তি লোপ পায়। প্রতিষ্ঠা-তরঙ্গ সত্য-মিথ্যার যাথার্থ্য-নির্ণয়ের দৃষ্টিপাতকে আবর্ত্তের ভিতর নিমজ্জিত করিয়া ফেলে। আমরা চৈতন্যভাগবত-রচয়িতা ঠাকুর শ্রীল বৃন্দাবন দাসের পূত চরিত্র আলোচনার সময় দেখাইয়াছি, ঠাকুরের নিছক-সত্যের নির্ভীক প্রচার সহ্য করিতে না পারিয়া মৎসর স্মার্ত্তসমাজ ঠাকুরের নামে কুলগত নানাবিধ কুৎসা রটনা করিয়া স্ব স্ব হীন-চরিত্রের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। স্মার্ত্তের ধুর বাহী গোস্বামি-ব্রুবদল সেই সকল মিথ্যা অপবাদ নির্লজ্জভাবে চারিদিকে ছড়াইয়া দিতেছে। বর্ত্তমান সময়ে ভোগিদল 'বিধবা-বিবাহ'-নামে মাতিয়া উঠিয়াছেন, তাহাদের ভোগ-পিপাসা যে-পর্য্যন্ত নিবৃত্ত না হয়, সে-পর্য্যন্ত হিত-বচন শ্রবণ করিবার যোগ্যতা তাহাদের হইবে না, জানিয়াই আমরা, সমাজ-সংস্কার-নামে বর্ত্তমানে কুসংস্কারের যে প্রবাহ চলিতেছে—প্রকাশ্যভাবে বেশ্যাবৃত্তির সমর্থনের নিমিত্ত যে তাণ্ডবতা চলিতেছে, তদ্বিষয়ে বিশেষরূপে কিছুই বলি নাই। কিন্তু এই শ্রেণীর জনৈক দিগিন্দ্র-নারায়ণ ভট্টাচার্য্য বিদ্যাভূষণ মহাশয় তাঁহার 'বিধবা-বিবাহ' নামক চটি-পুস্তকের নবম পৃষ্ঠায় ঠাকুর বৃন্দাবনের জননী-সম্বন্ধে যে হীনা উক্তি প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা কোন্ প্রামাণিক গ্রন্থে পাইয়াছেন, তাহা তিনি বলিতে পারেন কি? না গণগড্ডলিকায় প্রতিষ্ঠা ও অর্থ-লোভের বশবর্ত্তী হইয়া খল-প্রকৃতির লোকের নিকট যাহা শুনিতে পাইয়াছেন, তাহাই বেদবাক্য-রূপে স্বীকার করিয়া লইয়াছেন? তা'র পর জিজ্ঞাস্য, উচ্চবর্ণের যে-সকল পাণ্ডারা 'বিধবা-বিবাহ'-নামে নাচিয়া উঠিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে কয়জন স্ব-স্ব বিধবা মাতা ভগ্নী প্রভৃতির বিবাহ দিতে প্রস্তুত আছেন? সয়তানও স্বীয়মতের পোষকতা-কল্পে শাস্ত্রের বাক্য উদ্ধার করে। কিন্তু শাস্ত্রের মর্ম্মার্থ কয়জন উপলব্ধি করে? 'ভোগ' ও 'ত্যাগ'—উভয় পন্থারই পরিত্যাগ সাত্বত-শাস্ত্রের উদ্দিষ্ট বিষয় হইলেও এবং 'ত্যাগ-ত্যাগের অর্থ সাধারণ জনগণ হৃদয়ঙ্গম করিতে অসমর্থ হইলেও ক্রমশঃ ভোগ-ত্যাগই যে শাস্ত্রের উদ্দিষ্ট বিষয় তাহা বোধ হয় সকলের মস্তিষ্কে প্রবেশ করে। 'ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি। হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয়ঃ এবাভিবর্দ্ধতে, এই বাক্যটী বোধ হয় কাহারও অজ্ঞাত নাই। তবে ভগবানের কৃপায় ভোগের সামগ্রী বর্জ্জিত হইলে কৃষ্ণভক্তির প্রবল বাধা-স্বরূপ ভোগাগ্নিতে মহিলাগণকে নিমজ্জনের চেষ্টা হয় কেন বুঝিতে পারি না। বরং ঐ বিধবা-বিবাহের জন্য শরীরের রক্ত জল না করিয়া কৃষ্ণভক্তি-যাজনপূর্ব্বক কৃষ্ণ-সেবার উপদেশ-সাহায্যে মৃতদারগণকেও পুনরায় ভোগাবর্ত্তে পতন হইতে রক্ষা করিতে পারিলে সমাজের বাস্তবিকই মঙ্গল হয়। যদি এই ক্ষমতা-গ্রহণের যোগ্যতা না থাকে, তাহা হইলে ভোগের 'ছিনি মিনি' খেলাতে ভক্তের পূত-চরিত্র লইয়া টানাটানি না করিলেও অন্ততঃ ভক্তচরণে অপরাধ সঞ্চয় হইতে আত্মরক্ষা হইতে পারে, এই বিষয়টী যেন পাণ্ডারা স্মরণ রাখেন। গায়ের জোরে না মানিতে চাহিলেও 'অপরাধ' কখনও অপরাধকারীকে ছাড়ে না। সম্প্রতি কথাগুলি চিন্তা করিবার বিষয় না হইলেও শেষ নিশ্বাসের প্রাক্কালে শমন-ডাক স্মরণ করাইয়া দেয়, কিন্তু তখন 'ঘা' লাভ ব্যতীত আর কিছুই সুবিধা হয় না।

মোহান্তের কীর্ত্তি

পাঠকগণ অবগত আছেন, ঢাকা বুড়া শিব বাড়ীর মোহান্ত স্বামী ব্রহ্মানন্দ ভারতীয় দণ্ডবিধির ৪৯৭ ও ৪৯৮ ধারায় অভিযুক্ত হইয়া ঢাকার ডিপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ এস্. ভট্টাচার্য্যকর্ত্তৃক যথাক্রমে এক বৎসর ও ৬ মাসের সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন। উভয় দণ্ডই এক সঙ্গে চলিবে।

অর্থ যথাক্রমে ব্যভিচার ও বিবাহিত স্ত্রীলোককে আটকাইয়া রাখা। সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণের সাক্ষ্যে মোহান্তজীর স্বরূপ প্রকাশিত হইয়াছে। আমাদের ঢাকার সংবাদ-দাতা জানাইয়াছেন, এই মোহান্তজীকে কেহ প্রণাম করিলে তিনি কেবল 'শিবোঽহং' 'শিবোঽহং' বলিতেন এবং হিন্দি ভাষায় কথাবার্ত্তা বলিতেন; বোধ হয় তিনি বাংলা-দেশের লোক। তিনি কোন্ দেশের লোক তাহা আমাদের বিচার্য্য বিষয় নহে। তাঁহার দৃষ্টান্তে আমাদের মনে পড়ে, ঢাকা-সৎশিক্ষা-প্রদর্শনীর সেই চিত্রটী, যাহাতে দেখান হইয়াছে—জল-গ্রহণকারিণী কামিনীর কঙ্কণ-শব্দে কুযোগীর যোগভঙ্গলীলা। ঐ চিত্রটী দেখিয়া কেহ কেহ কেমন কেমন একটু মত প্রকাশ করিয়াছিলেন। তাঁহারা এই মোহান্তজীর কীর্ত্তি দেখিয়া শ্রীমদ্ভাগবত-বাণীর সত্যতা উপলব্ধি করুন। এই মোহান্তের দৃষ্টান্তে আমাদের আরও মনে পড়ে ঠাকুর শ্রীল বৃন্দাবন-দাসের জীমূত-নির্ঘোষ—

মধ্যে মধ্যে মাত্র কত পাপিগণ গিয়া।
লোক নষ্ট করে আপনারে লওয়াইয়া॥
উদর-ভরণ লাগি' পাপিষ্ঠ সকলে।
'রঘুনাথ' করি' আপনারে কেহ বলে॥
কোন পাপিগণ ছাড়ি' কৃষ্ণ-সঙ্কীর্ত্তন।
আপনারে লওয়ায় বলিয়া "নারায়ণ"॥
দেখিতেছি দিনে তিন অবস্থা যাহার।
কোন্ লাজে আপনারে গাওয়ায় সে ছাড়?
সে পাপিষ্ঠ আপনারে বোলায় 'গোপাল'।
অতএব তা'রে সবে বলেন 'শিয়াল'॥

গোঁজামিল ধর্ম্ম নহে

বিশ্ব-দরবারের প্রচেষ্টার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে দেখিতে পাওয়া যায়, ভোগের বিপণি সুন্দররূপে সজ্জিত রাখিবার নিমিত্তই বিশ্ববাসীর যাবতীয় বুদ্ধি-বৃত্তি নিযুক্ত রহিয়াছে। প্রতি পদে পদে বিফল-মনোরথ হইয়াও তাঁহাদের শিক্ষা হইতেছে না, তাঁহারা কিছুতেই বুঝিতে পারিতেছেন না যে ভোগের মালিক যিনি, তাঁহার সেবায় নিযুক্ত না হইয়া ভোগের অপ-প্রয়োগ করিতে গেলে দুর্ভোগ অবশ্যম্ভাবী। বুদ্ধিমান্ মানব শত চেষ্টা-সত্ত্বেও দুর্ভোগের হস্ত হইতে উদ্ধার পাইতেছে না, অথচ সুখের আশায় জড়-সাম্যবাদের মরীচিকার পশ্চাৎ ধাবিত হইতেছে। সেদিন রয়টারের সংবাদে দেখা গেল, বিশ্ব-ধর্ম্ম-সম্মিলনের সভাপতিত্ব করিবার নিমিত্ত যিনি চিকাগোতে যাইতেছেন, তিনিও শান্তি-লাভের কৃত্রিম উপায় সৃষ্টি করিবার নিমিত্ত বলিয়াছেন, 'সকল ধর্ম্মের উদ্দেশ্য এক'—

সকল জন্মে পিতামাতা সবে পায়। গুরুকৃষ্ণ নাহি মিলে ভজহ হিয়ায়

এইরূপ একটী ভাব স্থাপিত হইলে অন্তর্নিহিত সহযোগিতায় যাহা মানুষের সুখবৃদ্ধির বিশেষ সাহায্য হইবে।" সত্য কথা বলিতে কি, প্রকৃত ধর্ম্ম কি তাহা না জানিয়া—প্রকৃত ধার্ম্মিক না হইয়া সুবিধা-বাদের রঙীন-নিশায় যাহা কিছু করা যাইবে, তাহাতে শান্তির পথ চিররুদ্ধ থাকিবে। অপ্রাকৃত তত্ত্ব বুঝিতে না পারিয়া প্রাকৃত চিন্তাস্রোতের সহিত তাহার সাম্যের নিমিত্ত যে গোঁজামিল আবিষ্কৃত হইতেছে তাহা পরম-ধর্ম্ম নহে।

'চাবী কাঠি আমার হাতে"

[শ্রীযুক্ত ভবদেব চট্টোপাধ্যায়]

আর কি ভয়! উৎপন্ন ফসলগুলি যখন গোলায় উঠেছে তখন আর কা চিন্তা। ছেলেটাকে সেখানে গোলাবাড়ীর ভার দিয়ে এসেছি। ছেলেটা যা'তে সেগুলো নষ্ট না করতে পারে, সেজন্য শস্যের গোলায় তালাবন্ধ ক'রে দিয়ে চাবী কাঠিটাও হাতে ক'রে নিয়ে এসেছি। সারা বছর আর কারও তোয়াক্কা রাখি না। এখন সিন্দুকে চাবী কাঠির তাড়া পূরে রেখে গ্যাঁট হ'য়ে বসে থাকি।

চাষার মনে আর আনন্দ ধরে না, এ বছর চাষে উৎকৃষ্ট ফসল হ'য়েছে, ছেলে পিলে নিয়ে সুখে ঘরকন্না করবে ব'লে। জ্ঞাতি-বন্ধুগণের নিকট কত বাহাদুরী দেখায়, আমারই যত্নে এবারের ফসল, যাই হোক এবার সুখে-স্বচ্ছন্দে চল্‌বে। সংসার-খরচ, রাজার খাজনা দেওয়া বাদেও কিছু উদ্বৃত্ত থাক্‌বে। ছোট মেয়েটীর বে'য়েতে কিছু খরচ কর্‌তে হবে, খুকু দাদা-মণির অন্নপ্রাশন আছে, বড় খুকীর সাধভক্ষণ-উপলক্ষে তা'র শ্বশুর-গ্রামে কিছু মিষ্টান্ন বিতরণ করতে হবে, তারপর আবার গিন্নীর অনেক দিনের সাধ আছে পর-কালের হিত কর্‌বার জন্য। হয় শ্রীক্ষেত্রে ঠাকুর দর্শন, না হয় একখানি পাকাসোণার গলার হার। চাষা যে কত রকম নক্সা মনের মধ্যে এঁকে রেখেছে তাহার কোন ইয়ত্তা নাই।

পাঁচ জন প্রতিবেশীর নিকট চাষা এক-দিন খোসগল্পে মত্ত, এমন সময় তাহার বড় ছেলেটা উর্দ্ধশ্বাসে গোলাবাড়ী হইতে উপ-স্থিত। ব্যস্ততায় তাহার সমস্ত কথাগুলি মুখ থেকে বে'র হয় না, কেবল এক কথা —বাবা গো! সর্ব্বনাশ! সকলেই অবাক্ হইয়া গেল, চাষা জিজ্ঞাসা করিল—কি হ'ল, কিরে? ছেলেটী হাঁপাইয়া হাঁপাইয়া বলিল—আগুন! আগুন!! আমাদের কপালে আগুন, গোলাবাড়ীর শস্যের গোলায় আগুন। সব পুড়ে ছারখার হ'য়ে গেল।

সকলে হায় হায় করিতে লাগিল। চাষা তখন এক মিনিটে ব্যাপারটা সম্বন্ধে নিয়ে চীৎকার ক'রে সঙ্গীদের বল্‌তে লাগ্‌ল, আরে থাম! তোমরা কেন ব্যস্ত হচ্ছ, ছেলেটার বোধ হয় বায়ুর ব্যারামে মাথা খারাপ হয়েছে, আমার ফসলের গোলা পুড়বে? তোমরা কি তাই মনে কচ্ছ? আমি সব দিক আঁটা ক'রে রেখেছি। অন্ত কেউ নষ্ট কর্‌বে ব'লে ছেলেটাকে সেখানে রক্ষণাবেক্ষণের ভার দিয়েছি। তাতেও যদি নষ্ট হয় এই ভেবে এই দেখুন—(বলিয়া চাষা তাড়াতাড়ি বাড়ীর ভিতর হইতে এক ছড়া চাবী কাঠি আনিয়া বলিল) এই চাবী কাঠি আমার হাতে। আমি কি যে সে চাষা, একেবারে মস্ত চাষা। আমার মাথার পাকা বুদ্ধির দৌড় কি কম? সর্ব্বনাশ কি হ'লেই হ'ল! ছেলে-টাকে ভূতে পেয়েছে।

চাষার এবম্বিধ প্রখর-বুদ্ধি-দর্শনে এই দুঃখ-সংবাদ শুনিয়াও সকলের মুখেই হাঁসির ফোয়ারা উঠিল। আরে বোকাষষ্ঠি! চাবী কাঠিতে কি ঘরের চালের আগুন রোধ করতে পারে? চাষা তখন অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হ'য়ে বল্‌ল, তোমাদের ভইসে বুদ্ধিতে আর এটা যোগায় না; আগুন লাগ্‌বে কোন্ দিকে, সবদিক যে আঁটা। ছেলে থাকে সেখানে, আর চাবী যে আমার হাতে।

আমাদের মত মূর্খ চাষার উর্ব্বর মস্তিষ্কে এ বুদ্ধিটা আর জাগে না, ভাগ্যে যখন আগুন লাগে, তখন কোন চাবী কাঠির দরকার হয় না। কোথা হ'তে উকো আগুন ছুটে এসে সোণার ঘরকন্না ছার-খার ক'রে দেয়। চাষার এবম্বিধ তীব্র-বুদ্ধিকে কোন্ বিশেষণে অলঙ্কৃত করা প্রয়োজন তাহা সকল ব্যক্তিই বোধ হয় অবগত আছেন।

হায়! আমাদেরও ঠিকই ঐ মূর্খ চাষার অনুরূপ গোবরবুদ্ধি, আমরাও ঠিক ভোগের গোলায় চাবী কাঠি বন্ধ ক'রে নিশ্চিন্ত হ'য়ে বসে আছি; কত রকমের সাধভক্ষণের মিষ্টান্ন-লালসা যে মনের মধ্যে উকি ঝুকি মারিতেছে তাহা ভাবনার কল্পনার গণ্ডীর ও বাহিরে।

শমনের প্রবেশ-নিষেধ-উদ্দেশ্যে তালা বন্ধ করিবার জন্য সূতিকাগার হইতে মৃত্যুর পূর্ব্ব মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত অনন্ত চেষ্টা করিতেছি। ষষ্ঠী, মঙ্গলচণ্ডী, শনিবার, রবিবার, সোমবার, দস্যি, দানা, ভূত, প্রেত, বৃক্ষ, নদী, পর্ব্বতাদি, কত গ্রাম্য দেবতার 'চরণ-পুষ্প' সহস্র সহস্র মাদুলীতে পুরিয়া বাহুতে, কণ্ঠে, কটিতে ঝুলাইতেছি, কিন্তু যখন কালের আগুন জ্বলে উঠে তখন ঐ সমস্ত রক্ষা-কবচের দফা ঠাণ্ডা হ'য়ে যায়।

আমরা যে দেহকে চিরদিনের 'আমি' বলে এত যত্ন করছি, দেহ-সুখ-ভোগ-লালসায় কত মনোরম প্রাসাদাদি নির্ম্মাণে চির বসবাসের কল্পনা করিতেছি, দেহ-সম্বন্ধীয় বস্তুকে 'আমার' ব'লে আঁকড়ে ধরে রক্ষা করবার আপ্রাণ চেষ্টা করিতেছি ইহা কেবল ঐ মূর্খ চাষার বাতুলতা মাত্র। ইহা কখন রক্ষা হয় না বা হইবার নয়। এ সমস্ত রক্ষার জন্য দশানন, হিরণ্যকশিপু, কংস প্রভৃতি ত্রিলোক-বিজয়িগণ কতই না চেষ্টা ক'রেছিল কিন্তু কাহারও চেষ্টা কার্য্য-করী হয় নাই।

দশানন তাহার ভোগের লঙ্কার চতুর্দ্দিক সুদৃঢ় প্রাকারে বেষ্টন করিয়া তালা বন্ধ ক'রেছিল, কিন্তু দশরথাত্মজ-সেবক বজ্রাঙ্গজী 'উকো' আগুনে সোণার লঙ্কা ছারখার ক'রে দিলেন, হিরণ্যকশিপু কৌশলে সব-দিক এটে রেখেছিল কিন্তু মাটী ফুটে তার সুখ-সাগরের ভোগতরঙ্গে বিশ্বধ্বংসী বাড়বানল জ্বলে উঠ্‌ল, কংসাসুর সশস্ত্র প্রহরী-বেষ্টনে কারা-দরজায় চাবী বন্ধ ক'রে-ছিল কিন্তু কারাগারে কালানল সৃষ্ট হ'য়ে চাবী খসে গিয়ে গোকুলে তার ভাগ্যের আগুন জমকিয়ে উঠ্‌ল। ইহা আমরা দেখিয়া শুনিয়াও চিন্তা করি না; হায়রে! আমাদের পোড়া কপাল।

কালের আগুন জাগতিক কোন তালা-চাবী-রক্ষা-কবচে রোধ হইবে না।

এ ত্রৈলোক্যে জীবের পক্ষে
রক্ষা-মন্ত্র আর কি আছে?
হরিনাম রক্ষামন্ত্র
ভজ সাধু গুরুর কাছে॥

'যো কিল পাকড়্‌কে রহে সব্ উো রহা ঐ' এতদ্ব্যতীত সব কালের আগুনে জ্বলে পুড়ে ছারখার হ'য়ে যাবে। কিন্তু আমি ঐ মূর্খ চাষার মত—গাধার মত বুদ্ধি নিয়ে বসে আছি। চাবী-কাঠি ধ'রে চীৎকার করছি, আর কি ভয়? চাবি কাঠি আমার হাতে।

বেশ ক'রে গৃহিণী ও গৃহকে সাজাচ্ছি। গুরুবৈষ্ণবগণের সঙ্গে বণিক্‌-বৃত্তিতে ইন্দ্রিয়-তর্পণে ব্যস্ত আছি। দেহ-গেহ-সুখান্বেষণে সর্ব্বদা ব্যস্ত। কিন্তু একি! ঐ যে দেহ পুড়্‌ছে কালের চিতা-বহ্নিতে—ঐ যে গেহ ভাসছে কালের ভীষণ প্লাবনে।

(আমি) সুখের আশায় এ ঘর বাঁধিনু
বানেতে বসিয়া গেল।
ভোগের নেশায় গৃহিণী সাজাতে
বিষ্ঠাদি ঘুচাতে হ'ল॥
সাধু-গুরু-সনে ব্যবসা করিতে
কপাল পুড়িয়া গেল।
অমৃত আশায় সংসার মথিতে
সকলি গরল ভেল॥
জড়সুখ ত্যজি' সাধু-গুরু ভজি'
বল ভাই সদা হরিবল।
নাহি কিছু আর বিনা নাম-ধন
হরিনাম জীবের সম্বল॥

আমার হরিভজন

[শ্রীযুক্ত গৌরাঙ্গপ্রহ ব্রহ্মচারী]

(১)

আমি যখন সংসারের ত্রিতাপ-জ্বালায় দগ্ধীভূত হ'য়ে 'ত্রাহি, ত্রাহি' ডাক আরম্ভ করিয়াছিলাম, সেই সময়ে বৈষ্ণবগণ পরম-কৃপা-পরবশ হইয়া আমাকে শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর সেবা-সুযোগ প্রদান করিলেন, তাঁহাদের এইরূপ অহৈ-তুকী কৃপা লাভ করিয়া আমি নিজেকে ধন্যাতিধন্য মনে করিলাম এবং বৈষ্ণবদের এই অহৈতুকী কৃপার কথা স্মরণ করিয়া মনে মনে তাঁহাদের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রদান করিলাম, কিন্তু অঘটনঘটনপটীয়সী মায়া তাঁহার অধিকার চ্যুত হইয়া যাইবার সম্ভাবনা দেখিয়া প্রতিষ্ঠা-চণ্ডালিনী-রূপে আমার হৃদয় অধিকার করিয়া বসিল এবং প্রতিষ্ঠা লাভ করিবার জন্য সর্ব্বদা আমাকে উৎসাহিত করিতে লাগিল। আমি একটী হিতাহিত-জ্ঞানশূন্য মূর্খ, সেই নিমিত্ত কনককামিনী প্রভৃতি ত্যাগ করিয়া আসিয়াও জড়প্রতিষ্ঠা, যাহা শূকরের বিষ্ঠা সদৃশ, তাহাই লাভের জন্য ইতস্ততঃ ধাবিত হইতে আরম্ভ করিলাম। যদি কোন বৈষ্ণব আমার প্রতি পরমকরুণা-পরবশ হইয়া আমার মঙ্গলের জন্য আমার কোন দোষ দেখাইয়া দেন বা সেই দোষ পুনরায় আর না হয় এইজন্য সাবধান করিয়া দেন, তবে আমি তাঁহার প্রতি খড়্গ-হস্ত হইয়া উঠি ও সেই মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী বৈষ্ণবের প্রতি কটুকথা প্রয়োগ করি এবং যাহাতে তাঁহার কখন কোন দোষ দর্শাইতে পারি সেই দোষ দর্শাইয়া অপর এক বৈষ্ণবের দ্বারা তাঁহার শাস্তি বিধান করিতে পারি তাহার সন্ধানে থাকি। যদি কোনও বৈষ্ণব আমাকে প্রশংসা-বাক্যদ্বারা ভূষিত করে অর্থাৎ যদি তিনি আমার হরিভজনে বিঘ্নোৎ-পাদনকারী দোষসমূহ উল্লেখ না করিয়া বঞ্চনাময়ী প্রশংসা-বাক্য প্রয়োগ করেন তবে আমি আহ্লাদে দিশে-হারা হ'য়ে যাই, কিন্তু আমি কাকের ন্যায় চতুর হওয়ায় বাহ্যিক আনন্দ প্রকাশ না করিয়া আমি আপনার এরূপ প্রশংসার অনুপযুক্ত ব্যক্তি, আমি অতিশয় হীন, আমি জগাই মাধাই হইতেও পাপিষ্ঠ, আমি হরি-গুরু-বৈষ্ণব-সেবা করিতে পারি না অতএব আমার জীবন ত্যাগ করা ভাল, আমি রিপুর দাস, আমি কনককামিনী-প্রতিষ্ঠা-লোলুপ প্রভৃতি বাক্য প্রয়োগ করি আরও কিছু প্রতিষ্ঠা লাভের আশায়।

শরণ লঞা করে কৃষ্ণে আত্মসমর্পণ। কৃষ্ণ তারে করে তৎকালে আত্মসম॥

শুদ্ধভক্তি গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। ভাষ্যসহ বিরাট শ্রীচৈতন্যভাগবত ৫৲
২। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ৩৮৲
একাদশ স্কন্ধ হইতে প্রতিখণ্ড ।৵০
৩। ভাষ্যদ্বয়সহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (৪র্থ সংস্করণ) ৫৲
৪। ভক্তিবিবেককুসুমাঞ্জলি (বাঁধা) ১৲
৫। গৌড়ীয়-গৌরব ।৵০
৬। গৌড়ীয়-সাহিত্য ।৵০
৭। ভজনরহস্য ॥০
শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও
শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৯। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ)
ঐ (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
১০। গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি টীকাসহ)
ঐ (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
১১। গীতার কেবল মাধ্ব-ভাষ্য ॥০
১২। যুক্তিমল্লিকা গুণসৌরভঃ সানুবাদ (মাধ্ব) ২৲
১৩। বেদান্ততত্ত্বসার সানুবাদ (রামানুজীয়) ॥০
১৪। জৈবধর্ম্ম ২৲
১৫। শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৬। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১৭। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ॥৵০
ঐ (বাঁধা) ৸০
১৮। দ্বীপ-দিগ্‌দর্শন ৵০
১৯। সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ) ।৵০
২০। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ॥০
ঐ (আবাঁধা) ।৵০
২১। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
২২। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৵০
২৩। গীতমালা ⁄১০
২৪। নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য ৶০
২৫। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶০
২৬। নবদ্বীপ পঞ্জিকা (৪৪৭ গৌরাব্দ) ৵০
২৭। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
২৮। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা-দর্পণ ।০
২৯। শরণাগতি ⁄০
৩০। গীতাবলী ⁄০
৩১। চিত্রে নবদ্বীপ ১॥০
৩২। সাধনকণ ⁄০
৩৩। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ⁄০
৩৪। নবদ্বীপশতক ⁄০
৩৫। অর্থপঞ্চক ⁄০
৩৬। সদাচারস্মৃতিঃ ⁄০
৩৭। কল্যাণকল্পতরু (৫ম সংস্করণ) ⁄১০
৩৮। অর্চ্চনকণ ⁄১০
৩৯। সাধককণ্ঠমালা (বাঁধা) ।০
ঐ (আবাঁধা) ।⁄০
৪০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (প্রথম চারখণ্ড) ৩৲
৪১। ব্রহ্মসংহিতা ॥০
৪২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৪৩। মণিমঞ্জরী সানুবাদ ।০
৪৪। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৪৫। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ।০
৪৬। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৪৭। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
৪৮। গৌড়ীয়মঠ কি করেন? ⁄০
৪৯। ঈশোপনিষৎ (বলদেব ও মাধ্ব-ভাষ্য এবং বিবৃতি ও অনুবাদসহ) ।০
৫০। শ্রীভুবনেশ্বর ৶০
৫১। সিদ্ধান্তদর্পণ ৵০
৫২। সাংখ্যবাণী ⁄০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৫৩। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী-দিগ্বিজয়ঃ ॥০
৫৪। সটীক-শিক্ষাদশমূলম্ ।০
৫৫। তত্ত্ব-সূত্রম্ ।০
৫৬। সানুবাদ-শিক্ষাষ্টকম্ ৵০
৫৭। গৌড়ীয়মঠস্য পরিচয়ঃ ⁄০
৫৮। সারাংশবর্ণনম্ ৶০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৫৯। রায় রামানন্দ ॥০
৬০। নামভজন ।০
৬১। রিলেটীভ্ ওয়ার্ল্ড্‌স ।৵০
৬২। লাইফ্ য়্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।০
৬৩। বৈষ্ণবীজম্ ।০
৬৪। হোয়াট্ গৌড়ীয়মঠ ইজ্ ডুইং ⁄০
৬৫। দি ভাগবত ।০
৬৬। ইরোটিক্ প্রিন্সিপ্‌ল্ য়্যাণ্ড আনেলয়েড্ ডিভোসন ।০
৬৭। ব্রহ্ম-সংহিতা ২॥০
৬৮। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (ভলুম ওয়ান) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৬৯। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ॥০
৭০। সাধন পথ ।০
৭১। কল্যাণ-কল্পতরু ⁄১০
৭২। গীতাবলী ⁄০
৭৩। শরণাগতি ⁄০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৭৪। শরণাগতি

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

নদীয়া-প্রকাশপ্রাপ্তির স্থান

১। শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম-মায়াপুর, নদীয়া
২। শ্রীযোগপীঠ ঐ
৩। শ্রীবাস অঙ্গন ঐ
৪। অদ্বৈত-ভবন ঐ
৫। কাজীর সমাধি পাট ঐ
৬। স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ, নদীয়া।
৭। শ্রীভাগবত আসন কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
৮। শ্রীএকায়ন মঠ গোবিন্দপুর, হাঁসখালী।
৯। দ্বাদশগোপাল পাট—পোঃ চাকদহ,
১০। শ্রীগৌর-গদাধরমঠ—চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড়, বর্দ্ধমান
১১। শ্রীমোদদ্রুমছত্র মাউগাছি, বর্দ্ধমান
১২। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম, আমলাযোড়া, পোঃ রাজবাধ বর্দ্ধমান
১৩। শ্রীগৌড়ীয়মঠ বাগবাজার, কলিকাতা
১৪। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাজু, হাওড়া,
১৫। শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয়মঠ, ৯০নং নবাবপুর রোড্, ঢাকা
১৬। শ্রীগোপালজী মঠ কমলাপুর, ঢাকা।
১৭। শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ পোঃ বালিয়াটী,
১৮। শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয়মঠ ময়মনসিংহ।
১৯। শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ চিরুলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর
২০। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম গোয়ালপাড়া, আসাম।
২১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ রায়াপেট্টা, মাদ্রাজ
২২। শ্রীরামানন্দগৌড়ীয় মঠ কব্বুর, জিঃ পশ্চিম গোদাবরী
২৩। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ উড়িয়াবাজার, পোঃ বক্সীবাজার, কটক
২৪। শ্রীত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয় মঠ ভুবনেশ্বর।
২৫। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ স্বর্গদ্বার, পুরী।
২৬। শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ আলালনাথ পোঃ ব্রহ্মগিরি, পুরী
২৭। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ ডুমুরকুণ্ডা, পোঃ চিরকুণ্ডা, মানভূম
২৮। শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ—কাশী।
২৯। শ্রীরূপগৌড়ীয় মঠ—এলাহাবাদ।
৩০। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ পুরাণবাজার, সরকার ঠাকুরের কুঞ্জ, বৃন্দাবন
৩১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ ৪৩ নং হনুমান রোড নিউদিল্লী
৩২। শ্রীপরমহংসমঠ—নৈমিষারণ্য,
৩৩। শ্রীসারস্বত গৌড়ীয় মঠ—হরিদ্বার
৩৪। শ্রীব্যাসগৌড়ীয়মঠ—কুরুক্ষেত্র, পঞ্জাব
৩৫। শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাবুলনাথ রোড, পোঃ গ্র্যাণ্ট রোড, বোম্বে
৩৬। লণ্ডন গৌড়ীয়মঠ, ৩৯নং ড্রেটন্ গাডেন্স, কেন্‌সিংটন্ লণ্ডন, (এস্, ডব্লিউ—১০)।

শুদ্ধভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীলভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী মাসিক। শ্রীধাম-মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲।

২। **গৌড়ীয়**—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিকভিক্ষা সডাক ৩৲, যাণ্মাসিক ১॥০ টাকা মাত্র।

৩। **ভাগবত**—হিন্দি ভাষায় একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি হৃদয় বন মহারাজ সম্পাদিত ও নৈমিষারণ্য শ্রীপরমহংস মঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ১॥০ দেড় টাকা মাত্র।

৪। **পরমার্থী**—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥০ দেড় টাকা মাত্র।

৫। **কীর্ত্তন**—মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ নিমানন্দ সেবাতীর্থ বি-এজি, বি-টি, সম্পাদিত। আসাম গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম হইতে প্রকাশিত আসামী ভাষায় মাসিক। ভিক্ষা সডাক ১॥০ দেড় টাকা মাত্র।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

আদিকবি শ্রীল বৃন্দাবন দা[স] প্রণীত সমগ্র গ্রন্থ

গ্রন্থের মূল বোল্ড অক্ষরে এবং তল্লি[ম্নে] বিশ্ববিশ্রুত গৌড়ীয়মঠের প্রতিষ্ঠাতা আচার্য্য ও বিষ্ণুপাদ **শ্রীশ্রীল ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভু পাদের** রচিত বিস্তৃত ভাষ্য উ[ৎকৃষ্ট] কাগজে সৌষ্ঠবের সহিত মুদ্রি[ত] হইয়াছেন। ডবল ক্রাউন আটপে[জী] আকারে ১০৯৬ পৃষ্ঠায় কেবল মূল ও ভা[ষ্য] সম্পূর্ণ হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত শ্লোকসূচী, পদ্যসূচী, স্থানসূচী, পাত্রসূচী, বিষয়সূচী, শব্দসূচী প্রভৃতি বিস্তৃত সূচীপত্রেও এ[ক] গ্রন্থ হইবে। সভাষ্য শ্রীচৈতন্যভাগবতে[র] এরূপ উৎকৃষ্ট ও অমূল্য বিরাট সংস্ক[রণ] জগতের কোথায়ও আজ পর্য্যন্ত প্রকাশি[ত] হন নাই, ইহা নিরপেক্ষ পাঠক মাত্রে[ই] একবাক্যে স্বীকার করিতে হইবে। শ্রীগৌড়ীয়মঠের উৎসব-কালে গ্রন্থের ভি[ক্ষা] ১২৲ বারটাকা স্থলে—৫৲ পাঁচট[াকা] মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীচৈতন্যমঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

কালকাতা বাজার দর

লৌহ হার্ডওয়্যার

১লা সেপ্টেম্বর ১৯৩৩

টাটার তৈয়ারী— প্রতি হন্দর।

লোহার কড়ি (জয়েষ্ট বা বীম)

মার্কা	৫।০—৫।৶০
ঐ বে-মার্কা হাল্কা ওজন	৪।৵০—৪॥৶০
বরগা (টী-আয়রণ)	৬৵০—৬৹০
এঙ্গেল আয়রণ (কোনা)	৫৸৵০—৬।৵০

গ্যালভানাইজড করগেট টীন—

২২ গেজ ৬ হইতে ১০ ফুট	১১।৵০
২৪ গেজ ,, ,,	১০৸৵০
২৬ গেজ ,, ,,	১২
২৪ গেজ আর, পি, ডি, মার্কা	১২৸৶০
২৪ গেজ গাঃ প্লেন শীট—	১১।৵০
২৬ গেজ ,, ,,	১২।০
২৮ গেজ ও ৩০ গেজ ঐ—	১৩৲—১৬৲
বাগান ঘেরা কাঁটাতার ১০০ পাউণ্ড বাঃ	৮৸০
ষ্টীল পাটী	৬৲৵—৬।০
,, বোল্‌ট (গোল)	৬৲৵—৬।০
,, গরাদে (চৌকা)	৬৵০—৬৲।০
,, গোল রড ৶০—।৶০ সূতা	৪৸৵—৫।৵
,, টিনা রড-চৌকা ৶০—।৵০ ঐ	৫৵০—৫॥০
,, সাণ্ডল চাল	৭৲—৭৸০
,, প্লেট—তিন সূতা মোটা পর্য্যন্ত	৭৲—৭।০
,, চাদর ৩-১৬ থানা বাণ্ডিল	৯॥৵—১০৲
স্প্রীং ষ্টীল	৮।০—৯৲
টাক রাউণ্ড	৫৸৵—৬৲৵০
তারের পেরেক ১—৬ ইঞ্চি	৯—৯৸০
প্যাটেণ্ট পেরেক ২—৮ ইঞ্চি	১২।০—১৫॥০
ঢালাই কড়া ১ হইতে ১০ নং ২॥০ সাট	
কোদাল ৪, ৫, ৬, ৭৸৵০ ৮৸৵০ ৯৸৵০	ডঃ
ঐ তিন পাউণ্ড ৬৲ দেঃ বিঃ	৬।৵০ ,,
গ্যাঃ প্লেন বালতি ৭—১২ ইঞ্চি ১॥/০ ৬।/০	
ঐ রিভিট ,, ৭—১২ ইঞ্চি	২৲—৭৲ ,,
লোহার চেয়ার রডের গোল ও চৌকা	৮॥০— ,,
ঐ ঢালের লোহার সিট	১৫৲ ,,
ঐ ভেনেস্তা (কাঠের সিট)	১৮৲ ,,
লোহার স্ক্রু ॥—৩ ইঞ্চি /১০—॥৶০ গ্রোস	
ঐ কব্জা ১৩ নং ১॥—৪ ইঞ্চি	।১০—৸৵১০ পেঃ ডজন
গ্যাঃ তার ১৬—২২ নং (গেজ)	১২৲—১৩৲ হন্দর
গ্যাঃ রিজিং (মটকা) ১১ ইঞ্চি	।৵৫ ॥৶০ পীস
গ্যাঃ গাটারিং বা ডোঙ্গা ৬ ইঞ্চি	॥০—৸৶০ ,,
গ্যাঃ স্ক্রুপ ১॥০—২॥০ ইঞ্চি	২৩৲—২৯৲ হন্দর
গ্যাঃ ওয়াসার চাকি	১১॥০—১৭৲ ,,
গ্যাঃ বোল্ট-নাট ৮—৩ ইঞ্চি	॥৵১০—১৵০ গ্রোস
ঢালাই রেলিং	৩॥০—৪॥০ হন্দর
ঐ রেন ওয়াটার পাইপ ৩ ইঞ্চি ৵১০ ও ৪ ইঞ্চি	।১০ ফুট
টিউব ওয়েলের জন্ম গ্যাঃ পাইপ ১॥ ইঞ্চি	।৵৫ ফুট
পাম্প ৪নং ১২॥০ ৫নং ১৪৲ ৬নং	১৬৲
৬০—৮০ বাটখারা ৵১৫ সাট	২।০—২॥০ মণ

কেরোসিন

প্লোক্রেক প্রত্যেক বাক্স (২ টিন)		৯৲৬
সূর্য্য মার্কা	,,	৬॥০
ভিক্টোরিয়া	,,	৬৲

সোণার দর

পাকা সোণা	৩০৸/
বড়াল	৩০৸
চিনা পাত	৩২।০

রূপার দর

রূপা প্রতি ১০০ ভরি	৫৫৵০
ঐ খুচরা	৫৶০

কোম্পানীর কাগজ

৩॥০ সুদের কাগজ	৮১৶
৩॥০ নূতন ঋণ (১৯৪৭-৫০)	৯১।০
৪৲ ,, ঋণ (১৯৬০-৭০)	৯৭৲
৫৲ ,, বণ্ড (১৯৩৫	১০৪॥/০

ডিবেঞ্চার

৫৲ সুদের (১৯৫৬-৮৬) কলিকাতা পোর্ট-ট্রাষ্ট ডিবে:—	১০২॥৵০

ব্যাঙ্ক

ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক (কর্ণট্র)	২৯৪॥০
সেণ্ট্রাল ঐ	২২৲

কাপড় ও সূতার কল

এলগিন মিল	৪৫৲

পাট কল

হাওড়া	৫০৲
অকল্যাণ্ড	১৯৫৲
বালী	১৬২৲
বরানগর	১৫০৲
জেগদল	৩৭০৲
ভরত	২৪৩৲
ক্লাইভ	২৮।০
ডালহাউসী	৪০৮॥০
ডেল্টা	৪০৫৲

কৃষ্ণনগর নবদ্বীপঘাট রেলওয়ে সময়

কৃষ্ণনগর হইতে নবদ্বীপঘাট

কৃষ্ণনগর সিটি —	৬-৪৫	১০-৪৪	১৩-২২	১৭-৩৮	২০-১৬
কৃষ্ণনগর রোড —	৬-৫৬	১০-৫৫	১৩-৩৩	১৭-৪৭	২০-২৫
আমঘাটা —	৭-১৫	১১-১৩	১৩-৫১	১-৩	২০-৪১
মহেশগঞ্জ —	৭-২৪	১১-২১	১৪-০	১৮-৯	২০-৪৭
নবদ্বীপঘাট —	৭-৩৩	১১-৩০	১৪-৯	১৮-১৬	২০-৫৫

বিশেষ দ্রষ্টব্য—নবদ্বীপঘাট ষ্টেশন অপেক্ষা মহেশগঞ্জ ষ্টেশন হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরের দূরত্ব অনেক কম। শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে যাঁহাদিগকে রাণাঘাটে ট্রেণ বদল করিতে হয়, তাঁহারা রাণাঘাটে প্রাতঃ ৫-৫০, ৯ ৪১, ১৬-৪৮, ১৮-৪২ এবং ০-৩২ মিনিটের সময় গাড়ী পাইবেন।

শান্তিপুর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে ৫-৪০, ৯-২৯, ১২-২৫, ১৬-৪ এবং ১৮-৪১ মিনিটের সময় ট্রেণ পাওয়া যায়।

নবদ্বীপঘাট হইতে কৃষ্ণনগর

নবদ্বীপ ঘাট—	৫ ৩৫	৯-২৫	১২-১০	১৫-৩৪	১৮-৪৫
মহেশগঞ্জ—	৫-৪১	৯-৩১	১২-১৯	১৫-৪২	১৮-৫৬
আমঘাটা —	৫-৪৯	৯-৩৯	১২-২৬	১৫-৪৮	১৯-৫
কৃষ্ণনগর রোড—	৬-৫	৯-৫৫	১২-৪৩	১৬-৬	১৯-২৪
কৃষ্ণনগর সিটি—	৬-১৩	১০-৩	১২-৫১	১৬-১২	১৯-৩৫

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে—ডাঃ কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম ভক্তিশাস্ত্রী এল. এম. এফ. কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

মধ্যপ্রদেশের নূতন গবর্ণর

স্যার মণ্টেগু বাটলারের স্থানে স্যার হাইড ক্লারেণ্ডন গোয়ান মধ্যপ্রদেশের গবর্ণরের কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াছেন স্যার হাইড ক্লারেণ্ডন গোয়ান একজন সিভিলিয়ান। ১৯২১ সালে যখন নাগপুরে পতাকা সত্যাগ্রহ আরম্ভ হয়, তখন তিনি নাগপুরের ডেপুটী কমিশনারের পদে ছিলেন। ১৯২৫ সালে তিনি মধ্যপ্রদেশের গবর্ণমেণ্টের চীফ সেক্রেটারী নিযুক্ত হন। ১৯৩২ সালের প্রথমে অবসরচিব স্যার আর্থার নেলসন অবসর গ্রহণ করিলে তিনি শাসন পরিষদের সদস্যপদে পাকা হন।

রোমাঞ্চকর ডাকাতি

লাহোরের এক সংবাদপত্রে আম্বালা হইতে প্রেরিত এক ভীষণ ডাকাতির সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। উহাতে প্রকাশ যে, গুলীর আঘাতে প্রায় দশজন নিহত ও প্রায় ৫০জন গুরুতররূপে আহত হইয়াছে ঘটনার বিবরণ এইরূপ। একদল ডাকাত গভীর রাত্রে এক গ্রামের জনৈক বেণিয়ার বাড়ী আক্রমণ করে; কিন্তু গ্রামবাসীরা তাহাদিগকে প্রতিরোধ করে। কয়েকজন গ্রামবাসীর নিকট বন্দুক ছিল। উভয় পক্ষে সংঘর্ষ হয়। প্রকাশ, ইহার ফলে ১০জন নিহত ও ৫০জন গুরুতররূপে আহত হয়; আহত ব্যক্তিদের মধ্যে ৫ জন পরে হাসপাতালে মারা গিয়াছে বলিয়া প্রকাশ। আরও প্রকাশ যে, ডাকাতরা বহু নগদ টাকাকড়ি ও মূল্যবান্ দ্রব্য লইয়া গিয়াছে।

দামোদর লালজীর সিমলা যাত্রা

নাথদ্বারের মহান্ত শ্রীগোবর্দ্ধনলালজীর পুত্র শ্রীদামোদর লালজীকে নাথদ্বারে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে রাজি করিবার জন্য কথাবার্ত্তা চলিতেছে বলিয়া প্রকাশ।

কয়েকদিন পূর্ব্বে শ্রীগোবর্দ্ধন লালজী দিল্লী আসিয়াছিলেন এবং তঁাহার পুত্রের সঙ্গে এই সম্পর্কে তাঁহার কথা হইয়াছিল। তারপর তিনি বড় লাটের সঙ্গে দেখা করিবার জন্য সিমলা গিয়াছেন। প্রকাশ যে, লর্ড উইলিংডন যখন বোম্বাইএর গবর্ণর ছিলেন, তখন হইতেই তাঁহার সঙ্গে শ্রীগোবর্দ্ধন লালজী বন্ধুত্বের দাবী করেন। শুনা যায় যে, গোবর্দ্ধনলালজী তখন ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন যে, লর্ড উইলিংটন বড়লাট হইবেন।

অনেকে মনে করেন, দামোদরলালজী যাহাতে নাথদ্বারে ফিরিয়া আসেন সেইজন্য বড়লাটের দিক হইতে তাঁহার উপর চাপ দেওয়া হইবে, এই সম্পর্কে ইহা উল্লেখযোগ্য যে, দামোদর লালজীও হংসবাঈ সহ সদল বলে সিমলা যাত্রা করিয়াছেন। খুব সম্ভব তাঁহার পিতা তাঁহাকে সেখানে যাইবার জন্য আহ্বান করিয়াছেন অনেকে আশা করেন যে, দামোদরলালজীও বড়লাটের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে পারেন।

তারের ঠিকানা— 'শ্রীধাম' নবদ্বীপ
ডাকের ঠিকানা—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

দৈ নি ক

Reg No C 1544

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি লাইন ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩৷৹
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার
পত্রে।

সাপ্তাহিকের হার
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৷৹
মাসিক ১৲
নগদ
প্রতি সংখ্যা ৫

নদীয়াপ্রকাশ

THE NADIA-PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৮ম খণ্ড। সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বেদান্তবাচস্পতি [১৭৩শ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর—৭ই আশ্বিন বৃহস্পতিবার ১৩৪০, ২১শে সেপ্টেম্বর ১৯৩

সাঁকোয় মৃত্যু

মেহেরপুরে কয়েক সপ্তাহ ব্যাপিয়া ভীষণ বৃষ্টিপাত হইতেছে। গাংনি থানার এলাকাধীন চরগাছি গ্রামের একজন দরিদ্র স্ত্রীলোক শাটিপুরে একটি পুল পার হইবার সময় ভাসিয়া যায়। তাহাকে আর পাওয়া যায় নাই। পুলটী জলে ডুবিয়া গিয়াছিল।

বিমান সঙ্ঘ

টাসন্স কন্টিনেন্টাল এয়ার ওয়েজ লিমিটেড করাচি হইতে সিঙ্গাপুর পর্য্যন্ত যে প্ল্যান করিতেছেন তাহার জন্য গবর্ণমেণ্ট সাহায্য দান করিবেন।

বিস্ফোরক প্রেসের মামলা

নকলেশ্বর ঠাকুর প্রেস আইনের মামলার অভিযুক্ত হইয়া কলিকাতায় অতিরিক্ত চিফ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট কর্ত্তৃক দণ্ডিত হয়। সে ঐ দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে শুক্রবার হাইকোর্টের বিচারপতি মি. আমীর আলী ও বিচারপতি মিঃ এম, সি, ঘোষের এজলাসে আপীল করে। আপীলকারী বলে যে, তাহার বয়স ৬০ বৎসর সে কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটের বিস্ফোরক প্রেসে কম্পোজিটরের কাজ করিত আমাদের অহিংস সংগ্রামের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে মন্তব্য এবং ইউনাইটেড সোসিয়ালিষ্ট-রিপাবলিকান পার্টি' নামক বে-আইনী ইস্তাহার প্রস্তুত করা এবং উহা রাখিবার অভিযোগে আপীলকারী অপর কয়েকজনের সহিত অভিযুক্ত হয় তাহারা দোষ স্বীকার করেন।

ম্যাজিষ্ট্রেটের বিরুদ্ধে অভিযোগ

লাহোরের প্রতিপত্তিশালী ব্যবসায়ী [illegible] চিরঞ্জীব লালের ফার্মের মিঃ আনন্দপ্রকাশ সেন, দেওয়ানী কার্য্যবিধির ৮০ ধারা অনুযায়ী ২০০০৲ টাকা দাবী করিয়া ভারত সচিবের উপর এই মর্ম্মে এক নোটিশ জারি করিয়াছেন যে, লাহোরের স্পেশ্যাল ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ রামনাথ লুথরা তাঁহার জামীননামা নাকচ করিয়া তাঁহাকে অন্যায়ভাবে আটক রাখায় তাঁহার আর্থিক নষ্ট, শারীরিক ও মানসিক যন্ত্রণা এবং ব্যবসায়ে ক্ষতি হইয়াছে।

আবেদনকারীর অভিযোগ এই যে, গত ১১ই আগষ্ট লাহোরের স্পেশ্যাল ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ লুথরা ক্ষমতা না থাকা সত্ত্বেও বিনা কারণে ইচ্ছাপূর্ব্বক আবেদনকারীর জামীননামা নাকচ করেন। ৬ই আগষ্ট তারিখে প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেট পাণ্ডিত কন্তাকিষণ ঐ জামীননামা গ্রহণ করিয়াছিলেন। জামীননামা নাকচ করিবারপর মিঃ লুথরা ক্ষমতা না থাকা সত্ত্বেও, আবেদনকারীকে অনির্দ্দিষ্ট কাল পুলিশের হেপাজতে রাখেন। ইহার পর লাহোরের দায়রা জজ আনন্দপ্রকাশকে পুনরায় জামীনে মুক্তি প্রদানের আদেশ দেন; কিন্তু মিঃ লুথরা পুনরায় তাঁহাকে মুক্তি প্রদানে অসম্মত হন। মিঃ লুথরা জেলাম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট রিপোর্ট করেন যে, আনন্দপ্রকাশকে সাময়িক ভাবে জামীনে মুক্তি প্রদান করা হইয়াছিল ইহা সত্য নহে।

নোটিশে ইহাও উল্লিখিত হইয়াছে যে, মিঃ লুথরার এই সমস্ত কার্য্য বিদ্বেষ প্রসূত।

ডাকাতি

ইন্দোর হইতে প্রকাশ্য দিবালোকে একটা চাঞ্চল্যকর ডাকাতির সংবাদ পাওয়া গিয়াছে।

প্রকাশ, ইন্দোর হইতে দশমাইল দূর ইন্দোর-সওয়ার রোড দিয়া ২ জন কৃষক ও একটী স্ত্রীলোক একখানি গরুর গাড়ীতে আসিতেছিল। পথিমধ্যে ৩ জন ডাকাত তাহাদের গতিরোধ করে এবং ছোড়া ও পিস্তল দেখাইয়া তাহাদের নিকট হইতে সমস্ত টাকা লইয়া পলায়ন করে। তখন লোক দুইটী ও স্ত্রীলোকটী চীৎকার করিয়া সাহায্য প্রার্থনা করিলে নিকটবর্ত্তী গ্রামবাসীরা দৌড়িয়া আসিয়া ডাকাতদের পশ্চাদ্ধাবন করে এবং দুইজনকে ধরিয়া ফেলে। অপর ১ ব্যক্তি পলায়ন করিয়াছে।

পুলিশ এই সংবাদ পাইবামাত্র তদন্ত আরম্ভ করে। এবং এই সম্পর্কে কয়েক জনকে গ্রেপ্তার করিয়াছে। ধৃত ব্যক্তি গণের মধ্যে একজন ইন্দোর রাজ্যের প্রসিদ্ধ বৈদ্য পণ্ডিত খেরালিরামের কর্ম্মচারী এবং একব্যক্তি ইন্দোর রাজ্যের সৈন্য বিভাগের লেপ্টেনাণ্ট। পুলিশ একটী পিস্তলও পাইয়াছে।

বন্দীদের শ্রেণী বিভাগ

ভারতীয় ব্যবস্থাপরিষদে বন্দীদের শ্রেণীবিভাগ সম্পর্কে ভাই পরমানন্দের প্রশ্নের উত্তরে স্বরাষ্ট্র-সচিব স্যার হ্যারিহেগ বলেন যে, দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর বন্দীর পর্য্যায়ভুক্ত করিবার সময় সামাজিক মর্য্যাদা শিক্ষা ও জীবনযাপন ধারা এই তিনটি মাপকাঠি বিবেচনা করা হয়। কিন্তু কোন বন্দীকে প্রথম শ্রেণীভুক্ত হইতে হইলে বন্দীর অপরাধের প্রকৃতির উপরেও তাহা নির্ভর করিবে এবং সে দাগী কয়েদী হইবে না। রাজনৈতিক বন্দীদের জন্য গবর্ণমেণ্ট কোন বিশেষ শ্রেণী স্বীকার করেন সাধারণতঃ এই সকল বন্দীকে অপর বন্দীদের সহিত কতকটা মেলামেশা করিতে দেওয়া হয় এবং যেখানে কোন নির্দ্দিষ্ট শ্রেণীর একজন মাত্র বন্দী থাকে তথায় তাহাকে মেলামেশার জন্য কিছু সুবিধা সাধারণতঃ দেওয়া হয়। পুস্তক বা সংবাদপত্র পাঠ সুবিধা প্রদানে বিপ্লববাদী বন্দীদের বিরুদ্ধে কোনরূপ বৈষম্য নাই।

জাপানী প্রতিনিধির ভারত আগমন

ইউনাইটেড প্রেসের প্রতিনিধি অবগত হইয়াছেন যে, জাপানী প্রতিনিধিগণ ২১শে সেপ্টেম্বর সিমলা পৌঁছবেন এবং ২২শে ও ২৩শে সেপ্টেম্বর তারিখে পরস্পরের মধ্যে রাজনৈতিক ভাবে আলাপ প্রদান হইবে। মীমাংসার কথাবার্ত্তা ২৫শে সেপ্টেম্বর আরম্ভ হইবে এবং সম্ভবতঃ ১০ই অক্টোবর পর্য্যন্ত চলিবে; ভারত-জাপান-ব্যাণিজ্য চুক্তি কাল অতিক্রান্ত হইবে বলিয়া যে নোটিশ দেওয়া হইয়াছিল, ঐ তারিখে ঐ নোটিশের মেয়াদ শেষ হইবে।

গবর্ণমেণ্ট সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, এসোসিয়েটেড চেম্বারস এবং ভারত বণিক সমিতি সঙ্ঘ হইতে নির্ব্বাচন করিয়া প্রতিনিধিকে নিমন্ত্রণ করিবেন; তাঁহারা ভারতের বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিদের সহিত আলোচনা করিতে পারিবেন।

এতদ্ব্যতীত কমিশনারের দুইজন প্রতিনিধি থাকিবেন; একজন হয়ত মিঃ বার্ট। তাঁত-শিল্প এবং শ্রমিক বিভাগেরও প্রতিনিধি নিমন্ত্রিত হইবেন।

ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় যে, জাপানী গবর্ণমেণ্ট এখনো আলোচনার বিষয় সম্পর্কে কোনও তালিকা [illegible] নাই।

ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

৫ই আশ্বিন বৃহস্পতিবার, ১৩৪০

বার বৎসর পূর্ব্বে যখন কয়লার বিশেষ দুর্দ্দশা হয় নাই, তখন শিক্ষিত বাঙ্গালীর ছেলে আই এস সি, বি এস সি, পাস করিয়া খনিতে গিয়া হাতে হাতুড়িতে কাজ শিখিয়া দুই বৎসর পরে যদি খনির দ্বিতীয় শ্রেণীর ম্যানেজার হইবার সরকারী পরীক্ষা পাস করিতে পারিত, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ বাঙ্গালী খনির মালিকের অধীনে দুই শত টাকা মাসিক বেতনের কাজ পাইত। খনিতে পাঁচ বৎসর থাকিয়া প্রথম শ্রেণীর ম্যানেজার হইবার পরীক্ষা উত্তীর্ণ হইতে পারিলে পাঁচশত হইতে হাজার টাকা অবধি বেতন হইত। এই ভাবে যে বাঙ্গালীর ছেলে ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট বা উকিল হওয়াই জীবনের একমাত্র লক্ষ্য স্থির করিয়াছিল, সে তাহার সামনে কায়িক ও মানসিক পরিশ্রম করিয়া বিপদসঙ্কুল অবস্থার মধ্যে থাকিয়া মানুষ হইবার ও দুপয়সা রোজগার করিয়া আত্মীয় স্বজন প্রতিপালন করিবার নূতন এক রাস্তা খুলিয়া গিয়াছিল আর সেই সব শিক্ষিত ম্যানেজারদের মধ্যে অধিকাংশই বেকার। কেহ কেহ কেরাণী গিরি চাকুরীর জন্য কলিকাতার রাস্তায় রাস্তায় ঘুরিতেছেন। যাঁহারা এখনও কাজ করিতেছেন তাঁহারা সামান্য পঞ্চাশ, এক-শত টাকা বেতনেই বাধ্য হইয়া পড়িয়া আছেন। বাঙ্গালীর মস্তিষ্কের অপব্যবহার এ যুগে যেমন হইল ইংরেজ আসিবার পূর্ব্বে ইহার সিকির সিকিও হয় নাই। অথচ দেশের নেতৃস্থানীয়েরা বাঙ্গালীর যুবকদিগকে কেবল গালভরা উপদেশ দিতেই ব্যস্ত—তাঁহারা একবার ভাবিয়া দেখেন না কেন একদল হাতে হাতুড়িতে কাজ করিতে অভ্যস্ত শিক্ষিত যুবক আবার কলম পিষিয়া জীবনযাপন করিতে চাহিতে-ছেন। বোম্বাইয়ের কলগুলি সমানই চলি-তেছে বরং সংখ্যায় বাড়িয়াছে।

যতদিন এমডেনের অত্যাচার ছিল, বাহির হইতে কয়লা আসিতে পারিত না, ততদিন বোম্বাইয়ের কলওয়ালারা বাঙ্গলা ও বিহারের কয়লা কিনিতেছিল। লড়াই মিটিবার পরও কিছুদিন এরূপ চলিয়াছিল। তারপর যে দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতবাসী পশু অপেক্ষাও নিকৃষ্ট ব্যবহার পায়, সেই-খানকার কয়লা এই সব স্বদেশী কল-ওয়ালারা আমদানী করিতে লাগিলেন। সেই সময় হইতে আমাদের কয়লার ব্যবসায়ে ভাঁটা পড়িতে লাগিল। তখনকার কয়লার ব্যবসায়ে অগ্রণী ৺নীলমণি চৌধুরী ৺নিবারণচন্দ্র সরকার ও শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এই সব কলওয়ালাদিগকে কত বুঝাইলেন, কিন্তু কে তাঁহাদের কথা শুনে? তাহার পর আজ এই সব কল বিদেশাগত ক্রুড অয়েল ব্যবহার করিতেছে, অথচ ভারতীয় কয়লাখনির মালিকদের সভা ইণ্ডিয়ান মাইনিং ফেডারেশন দেখাইতেছেন যে বাঙ্গলাবিহারের কয়লা ব্যবহার করিলে তাহাদের পড়তা বেশী হইবে না। আমেদাবাদের কলগুলি ভৌগোলিক অবস্থানের জন্য এখনও ভারতবর্ষীয় কয়লা ব্যবহার করিতেছে বটে, কিন্তু তাহারা টাকায় পনর আনা কয়লা কেনে অবাঙ্গালীর নিকট হইতে। আজকাল আর যৎসামান্য রেল-ভাড়ার সুবিধার অজুহাত দেখাইয়া তাঁহারা বাঙ্গলাবিহারের কয়লা কমাইয়া মধ্য-প্রদেশের কয়লা বেশী করিয়া কিনিতেছেন। অথচ বাঙ্গালার পনর কোটী টাকার তুলনায় মধ্যপ্রদেশ বোধ হয় এক কোটি টাকার কাপড়ও এই সব কল হইতে কেনে না। কলওয়ালারা কাপড় বেচিবেন বাঙ্গালীর নিকট, আর কয়লা কিনিবেন অপরের নিকট হইতে। বাঙ্গালী সমাজের মেরুদণ্ডস্বরূপ মধ্যবিত্ত ভদ্রশ্রেণীর পাঁচ হাজার লোক কাজ হারাইয়া রাস্তায় রাস্তায় হা অন্ন হা অন্ন করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, বাঙ্গালার চাষা, মজুর যোড়া পিছু বেশী দাম দিয়া কাপড় কিনিলে বৎসরে যত টাকা টাকা বাঙ্গলার বাহির হইয়া যাইত, তাহা অপেক্ষা দুই কোটি টাকা বেশী চলিয়া যাইতেছে—কিন্তু বোম্বাই ও আমেদাবাদ যেখানে দু'পয়সা সস্তা হয় সেখান হইতে জিনিস কিনিতেছে—তা সে দক্ষিণ আফ্রিকাই হউক আর মধ্যপ্রদেশই হউক অথচ এই সব কলওয়ালারা যদি বাঙ্গলা দেশ হইতে কয়লা ক্রয় করেন, তবে হাজার হাজার বাঙ্গলার বেকার যুবক বাঙ্গালীর কয়লার খনিতে কাজ পাইতে পারে। এই পূজার সময়ে সেকালের কয়লাওয়ালা ৺নীলমণি চৌধুরী প্রতি বৎসর গরীব দুঃখীকে দশ হাজার টাকার কাপড় বিলাই-তেন। কয়লা বাঁচিয়া উঠিলে অপর কোনও খনির মালিক এরূপ মুক্তহস্তে দান করিয়া আনন্দময়ীর আগমনে অনেক কাঙ্গালিনী মেয়ে অশ্রুমোচন করিয়া পারি-বেন।

সুতরাং বর্ত্তমানে এই বিষয়ে বোম্বাই ও আমেদাবাদের কাপড়ের কলওয়ালাদের সঙ্গে বাঙ্গলা দেশের একটা বুঝাপড়ার সময় আসিয়াছে। বাঙ্গালী স্বদেশী করিয়া চির-দিন চড়া দরে বোম্বাই আহম্মদাবাদের কাপড় কিনিবে, অথচ বাঙ্গলার দুর্দ্দশাগ্রস্ত বেকার লোকদিগকে সাহায্যের জন্য তাহারা বাঙ্গলা হইতে কয়লা পর্য্যন্ত ক্রয় করিবে না।—এই অন্যায় চিরদিন চলিতে পারে না।

আমরা আশা করি কলওয়ালাগণ সময় থাকিতে এই বিষয়ে ভাবিয়া চিন্তিয়া কাজ করিবেন।

ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদের অধিবেশনে শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রচন্দ্র মিত্র আন্দামান বন্দীদের সম্পর্কে বহু প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন।

উত্তরে হোম মেম্বার স্যার হ্যারি হেগ বলেন,—জেলে আবদ্ধ কয়েদীদিগকে ষ্টেটসম্যান, টাইমস অব ইণ্ডিয়া সঞ্জীবনী এবং বঙ্গবাসী পত্রিকার সাপ্তাহিক সংস্করণ-গুলি পড়িতে দেওয়া হয়। ইতিমধ্যে আন্দা-মানে আবদ্ধ বৈপ্লবিক অপরাধীদিগকে বাহিরের লোকের সহিত দুইবার দেখা করিতে দেওয়া হইয়াছে। প্রথমতঃ যে নিয়ম করা হইয়াছিল তাহাতে এই ব্যবস্থা ছিল যে, কয়েদীরা ছয় মাসের মধ্যে একবার করিয়া বাহিরের লোকের সহিত দেখা সাক্ষাৎ করিতে পারিবে এই নিয়ম পরি-বর্ত্তন করা হইয়াছে। বর্ত্তমান এরূপ বিধান করা হইয়াছে যে কয়েদীর প্রত্যেককে তিন মাসে একবার করিয়া বাহিরের লোকের সহিত দেখা সাক্ষাৎ করিতে দেওয়া হইবে।

ধর্ম্মঘটকারীর দণ্ড

আর একটী প্রশ্নের উত্তরে হোম মেম্বার বলেন,—বৈপ্লবিক কয়েদীদের মধ্যে কয়েক-জন অনশন ধর্ম্মঘট করিয়াছিল। ধর্ম্মঘট সমাপ্ত হইলে পর নিয়মানুবর্ত্তিতার জন্য তন্মধ্যে কয়েকজনকে শাস্তিরূপে দুই মাসের জন্য কোন কোন সুবিধা হইতে বঞ্চিত করা হইয়াছিল।

বন্দীদের আবেদন

হোম মেম্বার আরও বলেন,—১৯৩৩ সালের ৩১শে মে তারিখে ডাঃ ভূপাল বসু এবং শ্রীযুক্ত সতীশ পাকড়াশী একখানি আবেদন লিখিয়া ভারত গবর্ণমেণ্টের হোম মেম্বারের নিকট পাঠাইবার জন্য দিয়া ছিলেন। জেল সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট তাঁহার সাধা-রণ ক্ষমতা অনুসারে ইহা আটক করিয়া-ছিলেন।

প্রেস আইন অনুযায়ী দণ্ড

শিয়ালদহের পুলিশ ম্যাজিষ্ট্রেট সতীশ-চন্দ্র বসুকে ইটালী অঞ্চলে 'জেল ফেরত' নামক অননুমোদিত পত্রিকার কয়খানা প্রতিলিপি বিক্রয়ার্থ রাখার অভিযোগে আইন অনুযায়ী একমাস কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন।

প্রেস আইনের মামলা

পরমেশচন্দ্র রায় চৌধুরী বহরমপুরের মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট কর্ত্তৃক প্রেস আইন অনুসারে তিন মাসের কঠোর কারাদণ্ড এবং দুই শত টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হয়। ঐ দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে আপীল করা হইয়া-ছিল। হাইকোর্টের বিচারপতি মিঃ আমীর আলী এবং বিচারপতি মিঃ এম সি ঘোষের এজলাসে এই আপীলের শুনানী হয়। আপীলকারীর বয়স প্রায় ১৭ বৎসর। সে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতে-ছিল। বে-আইনী ইস্তাহার রাখা এবং উহা প্রকাশ করিবার অভিযোগে গত ১৬ই জুলাই সে অভিযুক্ত হয়। বিচারপতিগণ আপীলকারী যে সময় কারাদণ্ড ভোগ করিয়াছে তাহাই যথেষ্ট মনে করেন এবং জরিমানার পরিমাণ হ্রাস করিয়া মাত্র ১০ টাকা ধার্য্য করেন।

শাসন সংস্কার প্রস্তাব ও বাঙ্গালা

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

দায়িত্বশীল শাসন ও বিশেষ দায়িত্ব

সাধারণ পদ্ধতিতে কার্য্য পরিচালনের সকল উপায় নিঃশেষ ও ব্যর্থ না হইলে গভর্ণরের বিশেষ দায়িত্ব পরিচালনের কথাই উঠিতে পারে না। প্রথমতঃ, মন্ত্রীরা কথনই নূতন শাসন-পদ্ধতির মূলনীতির বিরোধী হইয়া কাজ করিবেন না। দ্বিতীয়তঃ গভর্ণর বিশেষ কারণ ব্যতীত মন্ত্রিমণ্ডলের পদত্যাগের দায়িত্ব গ্রহণ করিতে চাহিবেন না; কারণ, সাধারণতঃ ব্যবস্থাপক সভা মন্ত্রীদিগকে সমর্থন করিবেন।

সহযোগের প্রয়োজন

যাহা বলা হইল তাহা হইতে বুঝা যাইবে, কিভাবে নূতন শাসন-পদ্ধতি পরি-চালিত হইবে, তাহার উপর পদ্ধতির সাফল্য ও ভারতবাসীর রাজনৈতিক অধিকার-বিস্তৃতি বিশেষরূপে নির্ভর করিবে। যদি সহযোগের ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া কাজ করা হয়, যদি সকলে একযোগে আন্তরিক আগ্রহে কাজ করেন, তবে গভর্ণরের অতি-রিক্ত ক্ষমতা প্রয়োগের কোন কারণ ঘটিবে না। কিন্তু যদি তাহা না হয়, যাঁহারা পদ্ধতির পরিচালন করিবেন, তাঁহারা দায়িত্বজ্ঞান ক্ষুণ্ণ করেন বা জাতিগত ও সাম্প্রদায়িক স্বার্থ প্রবল করিয়া তুলেন, তবে নিরপেক্ষতা ও ন্যায়নিষ্ঠা রক্ষা করিবার জন্য গভর্ণরকে অতিরিক্ত ক্ষমতা ব্যবহার করিতে বাধ্য হইতে হইবে।

নূতন প্রস্তাবিত শাসন-পদ্ধতির স্বরূপ দেখান হইয়াছে। ইহা যে বাঙ্গালায় স্বায়ত্ত-শাসন সম্পূর্ণ করিবার উপযোগী ও উপায় তাহা অস্বীকার করা যায় না। সেই জন্যই বিবাদ-বিরোধ বর্জ্জন করিয়া ইহার পরিচালন করিয়া অদূর ভবিষ্যতে বাঙ্গালাকে সর্ব্বতোভাবে স্বায়ত্ত-শাসনশীল করা দেশের কল্যাণকামীদিগের কর্ত্তব্য।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক

— পারমার্থিক পত্র —

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশ-
তনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনম্,
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং
প্রেমা পুমর্থো মহান্
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং
তত্রাদরো নঃ পরঃ॥

৮ম বর্ষ ১৭ পদ্মনাভ গৌরাব্দ ৪৪৭, ৫ই আশ্বিন বঙ্গাব্দ ১৩৪০, ২১শে সেপ্টেম্বর ই. ১৯৩৩, বৃহস্পতিবার ১৭৩শ সংখ্যা

কালেক্টর সাহেবের শ্রীধাম দর্শন

নদীয়া জেলার সুযোগ্য ম্যাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর শ্রীযুক্ত হরিচরণ বসু মহোদয় গত ১৯শে সেপ্টেম্বর মঙ্গলবার সপরিবারে শ্রীধাম মায়াপুর দর্শনে আগমন করিয়াছিলেন। সৌভাগ্যক্রমে এই সময় শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীচৈতন্যমঠে অবস্থান করিতেছিলেন। তিনি কালেক্টর মহোদয়ের নিকট শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচারের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে অনেকক্ষণ হরিকথা কীর্ত্তন করিয়াছেন। দেহধর্ম্ম ও মনোধর্ম্মের অনুশীলনে যে আত্মধর্ম্মের কোন বিকাশ নাই, আত্মধর্ম্মের অনুশীলন করাই যে মনুষ্যজাতির একমাত্র কৃত্য তাহা শ্রীল সনাতন প্রভুর আচরণ দ্বারা শ্রীল প্রভুপাদ বিশেষরূপে প্রদর্শন করিয়াছেন। আমরা প্রভুপাদের হরিকথার যতটুকু সংরক্ষণ করিতে পারিয়াছি তাহা নদীয়া প্রকাশে প্রকাশ করিব। শ্রীল প্রভুপাদ কালেক্টর মহোদয়ের সহিত শ্রীচৈতন্যমঠের ট্রাষ্টিত্রয়—মহামহোপদেশক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ, মহামহোপদেশক শ্রীপাদ অনন্ত বাসুদেব বিদ্যাভূষণ বি-এ, আচার্য্য শ্রীপাদ পরমানন্দ বিদ্যারত্ন, শ্রীবৈষ্ণবরাজসভার সম্পাদক মহোপদেশক শ্রীপাদ অতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী ভক্তিসারঙ্গ, শ্রীযুক্ত হরিপদ সেন এম-এ, বি-এল, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন ঘোষ এম-এ, বি-এল, শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায় বিদ্যাবাচস্পতি, ডাঃ শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ভক্তিরত্ন প্রভৃতি মহোদয়গণের সহিত পরিচয় করিয়া দিয়াছেন। কালেক্টর সাহেব শ্রীধামের ও মন্দিরাদির মনোরম দৃশ্য দর্শন করিয়া ও শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমুখে হরিকথা শ্রবণ করিয়া অতিশয় আনন্দিত হইয়াছেন।

হংসক্ষেত্রে শ্রীল প্রভুপাদ

প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর গত ৩রা আশ্বিন ১৯শে সেপ্টেম্বর মঙ্গলবার বেলা আনুমানিক ৬ই ঘটিকার সময় শ্রীগৌড়ীয়মঠের সম্পাদক মহামহোপদেশক আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ, মহামহোপদেশক শ্রীপাদ অনন্ত বাসুদেব বিদ্যাভূষণ বি-এ, আচার্য্য শ্রীপাদ পরমানন্দ বিদ্যারত্ন, উকীল শ্রীযুক্ত হরিপদ বিদ্যারত্ন এম এ, বি-এল, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন ঘোষ এম-এ, বি-এল, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউটের প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত কিশোরীমোহন পাল বি-এ, বি-এল, ঐ বিদ্যালয়ের লোকাল সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী কৃতিরত্ন, শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায় বিদ্যা-বাচস্পতি, মাদ্রাজ প্রদেশের অন্তর্গত রাজমহেন্দ্রী নিবাসী পি, ভিজ্ঞাপট্টি নাইডু, শ্রীযুক্ত রাসবিহারী ব্রহ্মচারী ভক্তিজ্যোতিঃ প্রমুখ ভক্তগণসহ 'সুরধুনী' মোটর-যানযোগে শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে হংসক্ষেত্র গোবিন্দপুরস্থ শ্রীএকায়ন মঠাভিমুখে যাত্রা করিয়াছেন। তথায় ২।১ দিন থাকিয়াই কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠে শুভবিজয় করিবেন।

সাময়িক প্রসঙ্গ

বিগত ২৯শে ভাদ্র বৃহস্পতিবার শ্রীশ্রী-ভক্তিসিদ্ধান্ত-বাণী সেবক-সমিতির সাপ্তাহিক অধিবেশনে শ্রীশ্রীগুরু-বৈষ্ণব-বন্দনা ও গীতির পর শ্রীমদ্ভাগবত হইতে নিম্নলিখিত বিষয়-সমূহ পাঠ ও ব্যাখ্যা হইয়াছে।

ব্রহ্মা, ধরণীদেবীকে বিবিধ বাক্যে সান্ত্বনা করিয়া নিজধাম ব্রহ্মলোকে গমন করিলেন। অর্থাৎ স্বয়ং ভগবান্ স্বীয়ধাম ও পার্ষদসহ শীঘ্রই ধরায় অবতীর্ণ হইবেন। তাহাতে গোলোকের লীলা ভূগোলোক-ভূবৃন্দাবন প্রভৃতি ধামে প্রকটিত হইবেন এবং ভূভার-হরণাদি কার্য্য তদানুষঙ্গিকভাবে সম্পন্ন হইবে। ইহাই ধরণীদেবী ব্রহ্মার নিকট শুনিলেন।

পূর্ব্বকালে, যাদবেন্দ্র সুরসেন মথুরা-পুরীতে বাস করিয়া মাথুর ও সুরসেন নামক দেশসমূহ শাসন করিতেন। সেই কাল হইতে মথুরা নগরী যদুবংশীয় নৃপতিগণের রাজধানী নামে প্রসিদ্ধ। সেই মধুপুরীতে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ নিত্য বিরাজমান।

সেই সুরবংশীয় বসুদেব মথুরা নগরের দেবক-কন্যা দেবকীর পাণিগ্রহণ করিয়া নব পরিণীতা ভার্য্যার সহিত স্বগৃহে গমনার্থ রথে আরোহণ করিলেন। এমন সময় বর-বধূর যাত্রা-প্রারম্ভে নানাবিধ বাদ্যভাণ্ড সহিত মঙ্গলধ্বনি হইতে লাগিল। মহারাজ-নন্দন কংস স্বীয় ভগিনী দেবকীর সুখোৎপাদনেচ্ছায় স্বহস্তে অশ্বরজ্জু গ্রহণ করিয়া রথ চালনা করিতেছিলেন।

এমন আনন্দের সময়ে পথিমধ্যে হঠাৎ দৈববাণী হইল,"রে মূর্খ কংস! এই দেবকীর অষ্টম-গর্ভোৎপন্ন অষ্টম তনয় তোর প্রাণ সংহার করিবে।"

ভোজকুলপাংসনঃ সেই খল পাপমতি কংস ঐপ্রকার দৈববাণী শ্রবণ করিবামাত্রেই, ভগিনী দেবকীকে বিনাশ করিতে উদ্যত হইয়া খড়্গ উত্তোলন পূর্ব্বক দেবকীর কেশে ধরিলেন।

তখন মহাত্মা বসুদেব স্ত্রীহননরূপ নিন্দিত-কর্ম্মে উদ্যত, নির্লজ্জ, ক্রূর, কংসকে স্তুত্যাদি সামমার্গের দ্বারা সান্ত্বনা করিয়া কহিলেন—

"মৃত্যুর্জন্মবতাং বীর দেহেন সহ জায়তে।
অদ্য বাব্দশতান্তে বা মৃত্যুর্বৈ
প্রাণিনাং ধ্রুবঃ॥"
ভাঃ ১০।১।৩৮

দেহের সহিত মৃত্যুরও উৎপত্তি হইয়া থাকে। অদ্য কিম্বা শতবৎসর পরে দেহধারীর মৃত্যু অবধারিত।

দেহ পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলে দেহী স্বকর্ম্ম-বশে বিনা যত্নেই দেহান্তর লাভ করিয়া পূর্ব্ব শরীর পরিত্যাগ করে। যেমন গমনকালে একপদ ভূমিতে স্থাপন করিয়া অপর পদে ভূমি পরিত্যাগ করে, যেরূপ তৃণ জলৌকা (চিনা জোঁক) একতৃণ আশ্রয় করিয়া পূর্ব্বতৃণ পরিত্যাগ করে, সেই প্রকার দেহাভিমানী জীবও কর্ম্মযোগ্য শুভাশুভ দেহ গ্রহণ করিয়া পূর্ব্বদেহ পরিত্যাগ করিয়া থাকে।

গত ৭ই আগষ্ট মাদ্রাজনিবাসী শ্রীরাম-চন্দ্র আইয়ার এম-এ, পি-এইচ ডি মহোদয় শ্রীমাদ্রাজ-গৌড়ীয় মঠে আগমন করেন। তিনি মঠ-সেবক শ্রীগৌরানুগ্রহ ব্রহ্মচারীজীর নিকট হইতে শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণব সেবাই যে জীবের নিত্যমঙ্গলের নিদান তাহা বিশেষ মনোযোগের সহিত প্রায় অর্দ্ধঘণ্টা শ্রবণ করার পর অতি বিনয়-সহকারে নিত্য-ধর্ম্ম-লাভের উপায় শ্রবণের অভিলাষ জ্ঞাপন করেন। ব্রহ্মচারীজী তাঁহার এই প্রশ্ন শ্রবণ করিয়া অতীব আনন্দ সহকারে বলিতে লাগিলেন —"জীবের পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের বহু সুকৃতি থাকিলে অর্থাৎ জীব ইহ জন্মে বা পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মে জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে, বৈষ্ণবের সেবা করিলে জীবের সুকৃতি লাভ হয়।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১৭ পদ্মনাভ আদি কারণোদশায়ী

ব্রহ্মার প্রতি ভগবদুক্তি

গত পরশ্ব আমরা 'ব্রহ্মার প্রার্থনা' শীর্ষক প্রবন্ধে দেখিতে পাইয়াছি, ব্রহ্মা যখন দৈববাণী-অনুসারে সত্তপযুক্ত হইয়া দিব্য সহস্র বৎসর তপস্যা করিলেন, তখন ভগবৎ-প্রদত্ত বুদ্ধিযোগ প্রভাবে ভগবদ্ধাম ও ভগবান্‌কে দেখিতে পাইলেন। এই উদাহরণটীতে গীতার—

তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্ব্বকম্‌।
দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে॥

—এই শ্লোকটী অতি সুন্দররূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে।

এখন ব্রহ্মা প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবা-বৃত্তিসহ শ্রীভগবৎসমীপে উপস্থিত হইয়া তত্ত্বজিজ্ঞাসু হইয়াছেন। এখানে গুরু—স্বয়ং ভগবান্‌, আর শিষ্য—শ্রীব্রহ্মা। বস্তুতঃপক্ষে ঐ বৃত্তিত্রয়ের অভাব হইলে শ্রীগুরুপাদপদ্মে প্রকৃষ্টরূপে শরণাগত হওয়া যায় না। শিষ্যে ঐ বৃত্তিত্রয় লক্ষ্য করিলেই শ্রীগুরুপাদপদ্ম তৎসমীপে তত্ত্বজ্ঞান কীর্ত্তন করেন এবং শ্রীগুরুদেবের কৃপায় সেবোন্মুখ শিষ্যের হৃদয়েই শুদ্ধজ্ঞান প্রকাশিত হইয়া থাকে।

গত পরশ্ব যাহা আলোচনা করিয়াছি তাহাতে আরও দেখিতে পাইয়াছি, ব্রহ্মা নিজে নিজে বহু গবেষণা করিয়াও নিজ ও ভগবত্তত্ত্ব অবগত হইতে পারেন নাই। তাই তিনি ভগবানের নিকট সর্ব্বতোভাবে শরণাগত হইয়া ভগবৎপ্রীত্যনুরূপ সেবা ও তদ্বিষয়ক জ্ঞানলাভে ইচ্ছুক হইয়াছেন। গীতায়ও আমরা দেখিতে পাইয়াছি, যুদ্ধক্ষেত্রে আত্মীয়স্বজনাদি গুরুবর্গকে হনন করিতে হইবে, এই চিন্তায় যখন অর্জ্জুনের হৃদয়ে দৈন্য উপস্থিত হইল, তখন তিনি ধর্ম্মসংমূঢ়চিত্ত হইয়া 'কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া' সেই কথা প্রকাশ করিলেন। সম্মুখে সখা শ্রীকৃষ্ণ বিদ্যমান, কিন্তু তাঁহাকে আর 'সখা' বলিয়া সম্বোধন করিতে পারিতেছেন না; তিনি সর্ব্বতোভাবে শ্রীকৃষ্ণের শিষ্যত্ব স্বীকার করত বলিলেন—"শিষ্যস্তেঽহং শাধি মাং ত্বাং প্রপন্নম্‌"। পূর্ব্বে অর্জ্জুন অনেক প্রকার উপায় উদ্ভাবন করিয়াছিলেন কিন্তু যখন তৎসমুদয় পরিত্যাগ করিয়া সম্পূর্ণভাবে শ্রীকৃষ্ণের শরণাগত হইলেন, তখন শ্রীকৃষ্ণ গুরুরূপে তাঁহার নিকট তত্ত্বজ্ঞান প্রকাশ করিলেন। ব্রহ্মা বা অর্জ্জুনের পক্ষে আরোহবাদ আশ্রয় কখনও সম্ভবপর না হইলেও উহার ব্যর্থতা প্রদর্শন করেই তাঁহাদের ঐপ্রকার লীলা।

গত পরশ্ব আমরা দেখিয়াছি, ভগবান্‌ ব্রহ্মার সহিত করস্পর্শনাদি সখ্যভাব প্রদর্শন করিয়াছেন। ইহাতে 'আমি সৃষ্টিকর্ত্তা সুতরাং আমিও স্বতন্ত্র ভগবান্‌' এই প্রকার উৎকট মদ উপস্থিত হইবার সম্ভাবনা আছে বলিয়া উহার নিরাস-সাধনের নিমিত্ত শ্রীব্রহ্মা ভগবানের নিকট প্রার্থনা জ্ঞাপন করিলেন; কারণ তিনি বিশেষরূপে জানেন, আতস-কাচে সূর্য্যরশ্মি প্রতিফলিত হইলে তাহার দ্বারা বস্তুসকল দগ্ধ হইলেও সূর্য্যই যে-প্রকার মূল দহন-কারণ, তদ্রূপ তিনিও (ব্রহ্মাও) বিষ্ণুর শক্তিতে শক্তিমান্‌ হইয়া বিশ্বসৃষ্টি সামর্থ্য লাভ করেন, সুতরাং ভগবান্‌ বিষ্ণুই মূল সৃষ্টিকর্ত্তা।

"আমি কর্ত্তা' এইরূপ উৎকট মদ ভগবচ্চরণে প্রপত্তি স্বীকার ব্যতীত কিছুতেই অপনোদিত হইতে পারে না। নিত্য ভগবৎপ্রপত্তি নাই বলিয়া নির্ব্বিশেষবাদী ও অসুরকুল ঐ উৎকট রোগে চির-আক্রান্ত। আমাদের গুরুবর্গের আদর্শ সর্ব্বদা আমাদের হৃদয়মন্দিরে পূজিত হইয়া আমাদিগকে নিরন্তর প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবাবৃত্তির অধিকারী করুন।

ব্রহ্মার প্রার্থনায় সন্তুষ্ট হইয়া শ্রীভগবান্‌ তাঁহার নিকট চতুঃশ্লোকী ভাগবত বর্ণন করিলেন। শ্রীভগবান্‌ বলিলেন—

জ্ঞানং পরমগুহ্যং মে যদ্বিজ্ঞানসমন্বিতম্‌।
সরহস্যং তদঙ্গঞ্চ গৃহাণ গদিতং ময়া॥

—হে ব্রহ্মন্‌, বিজ্ঞানসমন্বিত প্রেমভক্তিরূপ রহস্য ও সাধন ভক্ত্যাদি তদঙ্গযুক্ত আমার পরম-জ্ঞান তোমাকে বলিতেছি, তাহা তুমি গ্রহণ কর।

অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব ব্রজেন্দ্রনন্দন— ব্রহ্মজ্ঞান, পরমাত্মযোগ ও ভগবজ্‌জ্ঞানের একমাত্র আধার। তাঁহা হইতেই পরমাত্মযোগ ও ব্রহ্মজ্ঞান উদিত হইয়া থাকে। পরমাত্মজ্ঞান ও ব্রহ্মজ্ঞান ভগবজ্‌জ্ঞানের সহিত অপৃথক্‌, কিন্তু অপৃথক্‌ হইলেও সাধারণ, গোপনীয় ও পরম-গোপনীয়-ভেদে জ্ঞানের ত্রিবিধত্ব। এই ত্রিবিধ জ্ঞান-স্বরূপের পরিচয়ে অজ্ঞান, দ্বৈতজ্ঞান বা অদ্বয়জ্ঞানাভাব লক্ষিত হয় না। যেখানে অদ্বয়জ্ঞানের অভাব সেই স্থানেই অজ্ঞান বা কৈতব, মায়া বা তমঃ ও অনিত্য নিরানন্দ অবস্থান করে।

অদ্বয়জ্ঞান সচ্চিদানন্দ-বৃত্তিত্রয়ে পরিপূর্ণ। যেখানে সচ্চিদানন্দানুভূতি ব্যতীত কৃত্রিম-ভেদজ্ঞান অদ্বয়জ্ঞানের ব্যাঘাত করে সেই স্থানেই সত্য পরমেশ্বর ভগবানের অনুভূতি আংশিক আবৃত হইয়া পড়ে। সাধারণ কেবল-জ্ঞানই যে অদ্বয়জ্ঞানকে লক্ষ্য করে, তাহা অপেক্ষা পরমাত্মযোগে অধিকতর সুষ্ঠুতা আছে। পরমাত্মযোগে শক্তি ও শক্তিমানের বিচার নিঃশক্তিক ব্রহ্মজ্ঞানের প্রতিকূলে অবস্থিত হইলেও, তাহাও অদ্বয়জ্ঞানাত্মক।

পরমাত্মার শক্তিবিচারে শক্তিমানের সর্ব্বাঙ্গে তিন প্রকার অঙ্গ বিচারিত হয়—পরমাত্মার 'অন্তরঙ্গ', পরমাত্মার 'বহিরঙ্গ' ও পরমাত্মার 'তটাঙ্গ'। অঙ্গীর অঙ্গ পরিচয়ে শক্তিত্রয় 'তদ্রূপ বৈভব', 'জীব' ও 'প্রধান'-সংজ্ঞায় প্রসিদ্ধি লাভ করে। পরমাত্মার অন্তরঙ্গ-শক্তি-প্রকটিত তদ্রূপ বৈভব 'ভক্তিযোগ-মায়াপাশব' প্রকটিত সংজ্ঞায় পরিচিত। পরমাত্মার বহিরঙ্গ-শক্তি-প্রকটিত প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ড প্রভৃতি গুণমায়া কাল-ক্ষুব্ধ হওয়ায় নশ্বর বিচিত্রতা-সম্পাদনে নিপুণা। আর পরমাত্মার অন্তরঙ্গা ও বহিরঙ্গা শক্তির সীমার অন্তরালে তটধর্ম্মগণ্য তটস্থাখ্যা জীবশক্তি। নিত্যকাল শক্তিমানের শক্তির আশ্রয়ত্ব প্রকটিত করাইয়া শক্তি ও শক্তিমানের অভেদত্ব যুগপৎ নিত্য এবং শক্তি ও শক্তিমানের লীলা-বৈচিত্র্য পরস্পর পৃথক্‌ ভেদযুক্ত হইয়াও পরমাত্মার অদ্বয়জ্ঞানের সাক্ষ্য প্রদান করিতেছেন।

শক্তি বিচার-রহিত হইয়া বস্তুর অদ্বয়জ্ঞান অবোধক হইয়াই 'নির্ব্বিশেষ'-ভাবে পরিণত হয়। যেখানে জ্ঞান ও বিজ্ঞান সংযুক্ত নহে, সেখানে জ্ঞাননিষ্ঠ নির্ব্বিশেষ ধারণা 'অযোগ' শব্দবাচ্য। জ্ঞান ও বিজ্ঞানের সংযোগ প্রাকৃত জ্ঞানাতীত নির্ব্বিশেষ জ্ঞান নাই। রজঃ গুণেই রজঃ ও সত্ত্ব বিনষ্ট হইয়া মায়া-শক্তিকে 'অজ্ঞ' বলিয়া নির্দ্দেশ করায়। নির্ব্বিশেষ জ্ঞান—জ্ঞান ও তদ্বিপরীত জ্ঞানের পার্থক্য স্থাপন করে না।

বহুজ্ঞান প্রভৃতি শক্তি-সম্পন্ন বিজ্ঞানের অনুভবনীয় বিষয়। চিন্মাত্র-জ্ঞানে ঐ বিজ্ঞান অনন্বিত নহে। কিন্তু অজ্ঞান বিজাতীয় ধর্ম্মের জ্ঞাপক। এইজন্য ভগবান্‌ ব্রহ্মাকে স্বীয় জ্ঞানের সর্ব্বোৎকর্ষ ও পরম চমৎকারময় স্বরূপ প্রকাশ বলিয়া অভিব্যক্ত করিয়াছেন।

জীবমায়া ও গুণমায়ার অভাবে সাধারণ নির্ব্বিশিষ্ট জ্ঞান ভগবত্তা নির্দ্দেশ করিতে না পারিয়া পরম গোপনীয় বলিয়া আখ্যাত হয় না। সেই জ্ঞান ও বিজ্ঞানের সংযোগে শক্তি ও শক্তিমানের লীলা-প্রাকট্য-হেতু, উহা রহস্যময়। রহস্যবিযুক্ত হইয়া ভগবজ্‌জ্ঞানের অসমগ্র ও আংশিক দর্শনে অদ্বয়জ্ঞানের বিভিন্ন প্রতীতি আসিয়া পড়ে। রহস্যের অঙ্গীভূত সামগ্রীসমূহ ও তদাস্থসঙ্গিক অপৃথক্‌ ভিন্ন ভিন্ন বিষয়গুলি জ্ঞান-বিজ্ঞান-রহস্য যুক্ত পূর্ণভাব সম্পূর্ণতা-সাধনে অযোগ্য নহে।

সম্বন্ধের আলোচনায় আমরা 'বিষয়' ও 'আশ্রয়' নামক 'আলম্বন'-বিভাব লক্ষ্য করি। 'উদ্দীপন'-বিভাবে তাহাদের পরস্পর সংযোগ। উদ্দীপন-বিভাব অভাবে উহাদের পরস্পর বিয়োগ। যেখানে বিয়োগ ধর্ম্মের প্রাকট্য তথায় 'সংবেত্তা,' 'সংবেদ্য,' ও সংবেদন ধর্ম্মের অভাব। ঐ সম্বন্ধ রহস্যময় ও পরম গোপনীয়। যেখানে অনুভবনীয় সংবিৎ জ্ঞেয় নহে, সেই স্থানেই বিজ্ঞানের অভাব।

বিজ্ঞান-সমন্বিত অদ্বয়জ্ঞান রহস্যকে জ্ঞেয়রূপে স্বীয় প্রয়োজন জানিলেই, সচ্চিদানন্দের লীলা-প্রাকট্য। সচ্চিদানন্দ-বস্তুর অঙ্গীত্ব সূত্রে লীলার অন্তর্গত সাধন 'অভিধেয়' সংজ্ঞা লাভ করিয়াছে। উহাই অঙ্গীর অঙ্গ। অদ্বয়জ্ঞান অঙ্গীর সহিত অবিচ্ছিন্ন। বিজ্ঞান ও রহস্য অভেদ-বিচারে যুগপৎ অঙ্গের সহিত সংযুক্ত হইয়াও রহস্যসহ ভেদ-ভাবাপন্ন। অঙ্গ অঙ্গী হইতে পৃথক্‌ নহেন। অঙ্গী ও অঙ্গে যে ভেদ বা বিশেষ বর্ত্তমান তাহা পরম গোপনীয় ভগবজ্‌জ্ঞানেই সুপ্রকাশিত। সেখানে বিজ্ঞানেরই অধিষ্ঠান পরিলক্ষিত হয়। বিজ্ঞান অভাবে অদ্বয়জ্ঞান বস্তুকে অঙ্গ ও রহস্য বিচ্যুত করিয়া যে কদর্য্য ভেদ উপস্থিত হয়, সেই দৌরাত্ম্য উপশমনের জন্য অপজ-বিচারে ভক্তিহীন জনগণের নিকট নির্ব্বিশেষবাদের অবতারণা। শ্রীভগবান্‌ বিজ্ঞানহীন রহস্যবর্জ্জিত অঙ্গের ধারণা রহিত ভক্তিবিবেকীর কাল্পনিক জ্ঞানরূপ মন্দ ধারণা অপনোদন করাইবার জন্য ব্রহ্মাকে ভগবজ্‌জ্ঞান-বিষয়ক অনুভব প্রদান করিয়াছেন।

ভগবান্‌ নিজ জ্ঞানস্বরূপের প্রদাতা। শ্রোতৃরূপে ব্রহ্মা ভগবৎকথিত সবিজ্ঞান, সরহস্য অদ্বয়জ্ঞান ও তদঙ্গ শ্রবণ করিলাছিলেন। এই শ্রুত-বিষয়ের ধারণা করিবার জন্য ভগবান্‌ তাঁহাকে (ব্রহ্মাকে) শক্তি সঞ্চার করিয়াছিলেন। কীর্ত্তন ও শ্রবণ-পথারে সম্বন্ধজ্ঞানের উদয়ে অভিধেয় অঙ্গ সাধনেই রহস্যের সহিত বিজ্ঞানময় অদ্বয়জ্ঞান উদিত হয়।

চতুঃশ্লোকীর চারিটী শ্লোকের প্রতিপাদ্য বিষয় চতুষ্টয় শ্রীভগবৎকথিত এই শ্লোকেই গ্রথিত হইয়াছে। 'জ্ঞানং মে পরমগুহ্যম্‌'— এই উক্তির প্রতিপাদ্য বিষয় 'অহমেবাসমেবাগ্রে' শ্লোক, 'যদ্বিজ্ঞানসমন্বিতম্‌'এর অর্থ 'ঋতেঽর্থং যৎ প্রতীয়েত'—শ্লোকে, 'সরহস্যং তদঙ্গঞ্চ'এর অর্থ 'যথা মহান্তি ভূতানি'-শ্লোকে এবং 'গৃহাণ গদিতং ময়া'-এর অর্থ 'এতাবদেব জিজ্ঞাস্যম্‌' শ্লোকে প্রকাশিত হইয়াছে। আমরা ক্রমশঃ তাহা আলোচনা করিব।

আমার হরিভজন

[শ্রীগৌরানুগ্রহ ব্রহ্মচারী কর্ত্তৃক সংগৃহীত]

(২)

যদিও বৈষ্ণবঠাকুর প্রতিষ্ঠালাভাকাঙ্ক্ষা-মিশ্রিত আমার বাক্যসমূহে উল্লিখিত দোষসমূহ সত্য বলিয়াই জানেন তথাপি আমার 'কপাল পুড়েছে' জানিয়া এবং আমি যে তাঁহার নিত্য মঙ্গলপ্রদবাণী অর্থাৎ তাঁহার হিতবাণী উপেক্ষা করিব ও তাঁহাকে আমার শত্রু মনে করিয়া তাঁহার শ্রীচরণে অপরাধ করিব তাহা হইতে রক্ষা করিবার জন্য আমার উল্লিখিত বাক্য-সমূহকে দৈন্যোক্তি বলিয়া আমাকে আরও অধিক পরিমাণে বঞ্চনাময়ী জড় প্রতিষ্ঠা দ্বারা আমার প্রতিষ্ঠাকাঙ্ক্ষী হৃদয়কে স্নিগ্ধ করিয়া দেন।

আমি বৈষ্ণবের ঐরূপ বঞ্চনা বুঝিতে না পারিয়া তাঁহার উল্লিখিত গুণে আমি ভূষিত এইরূপ অভিমানে স্ফীত হইয়া ধরাকে সরার ন্যায় জ্ঞান করি। তখন আমি গুরু-সেবকগণকে আমার পরিচর্য্যার উপকরণ বিচার করি, তাঁহাদের উপর হুকুম চালাই, আমার সেবার একটুকু ত্রুটী হইলে আর রক্ষা থাকে না। তখন আর আমাকে পায় কে? সকলে সভয়ে সর্ব্বদা আমার ভোগোপকরণ লইয়া আমার সম্মুখে দণ্ডায়-মান থাকুক, আমি অন্তরে এইভাব পোষণ করি। "আমার পদ-সেবায় অপরের হস্ত নিয়োজিত হউক আমার ভোগের জন্য উৎকৃষ্ট সামগ্রী যাচিত হউক" এই সকল প্রচ্ছন্ন আকাঙ্ক্ষা আগ্নেয়গিরির মত আমার হৃদয়টাকে অধিকার করে। যদি কেহ আমার মক্কেলের আদর যত্ন না করে তবে আমার হৃদয় বহ্নিতে ঘৃতাহুতির ন্যায় দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠে, কারণ আমি বুঝিয়া রাখিয়াছি যে, আমার মক্কেলকে বিশেষ আদর যত্ন করিয়া আমি যে রসদ যোগাব উহার লভ্যাংশ আমার; তাহা আমার প্রতিষ্ঠা বৃদ্ধি করিবে। অদ্বয়-জ্ঞান শ্রীকৃষ্ণের সেবাই যে পরমানন্দদায়ক এবং কৃষ্ণই যে সকল ফলের প্রাপক—শ্রীগুরুপাদ-পদ্ম হইতে এই কথা অহরহঃ শ্রবণ করিয়াও আমার অজ্ঞানতা দূরীভূত হইল না। আমি এমন হতভাগ্য যে হৃষীকেশের সেবা করিতে আসিয়া আমার জড় হৃষীকের সেবায় মত্ত হইয়া রহিলাম, বিমুখমোহিনী মায়ার হাত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য বৈষ্ণব-সঙ্গে থাকিয়াও নিজের স্বতন্ত্র-তার অপব্যবহারের ফলে বৈষ্ণবসঙ্গ হইতে বহু দূরে রহিয়া গেলাম ও মায়ার নকরি করিতে আরম্ভ করিলাম, আমি কখনও কখনও সরল বৈষ্ণবদের উপর ছড়ি ঘুরাইয়া 'আমি একজন মস্ত বড় সেবক' ইহা গুরুদেবকে জানাই এবং 'আমার চতুরতা অপরের চেয়ে অধিক' ইহা মনে মনে আলোচনা করি ও আনন্দে উৎফুল্ল হই। আমার হরিভজনের প্রকৃত অর্থ—লাভ, পূজা ও প্রতিষ্ঠা। যতদিন এই সমুদয় পাইব ততদিন আমি হরিভজনের নাম দিয়ে ঐ সকল সংগ্রহ করিব আর যখন এ সমুদয় পাইব না তখন আর আমার কেহ খোঁজ পাইবে না, অতএব আমার হরিভজন (?) ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তি করা, ইন্দ্রিয়ের একমাত্র অধীশ্বর যে কৃষ্ণ তাঁহার তৃপ্তি-বিধান করা আমার হরিভজন নহে।

অন্ধতামিস্র

[শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র রায়]

(১)

জগতে মায়াবদ্ধ জীবগণ অনিত্য-সুখ-কামনায় অতিশয় প্রয়াস ক'রে যে-সকল অর্থ উপার্জ্জন করে, "কাল"-তৎসমুদয় বিনষ্ট ক'রে ফেলে। তা'র জন্য জীবগণ সুগভীর শোক-সাগরে নিমজ্জিত হয়। কারণ, সংসারে যে-সব গৃহ, ক্ষেত্র, পুত্র ও দ্রব্যাদি আছে সে-সমুদয়কে "মোহগ্রস্ত জীব' দুর্ম্মতি-বশতঃ "নিত্য" ব'লে মনে করে সে দৈবী মায়াতে এত বিমোহিত হয় যে, মোহ-প্রযুক্ত জীবিতাবস্থায় ভীষণ নরক-যন্ত্রণা-ভোগ অনুভব করে এবং মৃত্যুর সময় নশ্বর, ক্ষণভঙ্গুর দেহের প্রতি মোহপ্রযুক্ত দেহ ত্যাগ করতে তা'র ইচ্ছাই হয় না; বলা বাহুল্য, যাহারা কখনও ভগবদারাধনা ও ভগবদ্-গুণানুকীর্ত্তন করে না, তাহারাই ঐরূপ ভীষণ দুর্গতি প্রাপ্ত হয়

শরীর, পুত্র, কলত্র, মিত্র, গৃহ ও পশু প্রভৃতিতে তা'র হৃদয় প্রসক্ত হওয়াতে তা'র নানাপ্রকার মনোরথ উৎপন্ন হয়; সে ঐসমস্ত পুত্র-কলত্রাদির ভরণ-পোষণ কি ক'রে করবে, এই প্রকার ভয়ঙ্কর জীবিত-মনুষ্যদেহ-দগ্ধকারী চিন্তাগ্নিতে মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে দগ্ধীভূত হ'তে থাকে। তখন সেই দুরাশয় মূঢ় বিবিধ প্রকার দুষ্কর্ম্মের দ্বারা স্বীয় অভীপ্সিত অর্থার্জ্জন ক'রতে প্রবৃত্ত হয়; এই কার্য্যে তাহার আর লোকলজ্জা বা ধর্ম্মভয় থাকে না। অপিচ তা'র আত্মা এবং ইন্দ্রিয়গণ বিষয়ে আক্ষিপ্ত হওয়াতে সে পুংশ্চলীদের বিরলে-রচিত সম্ভোগাদিরূপ মায়া তথা মধুরভাষী বালকদের মধুর আলাপ দ্বারা আপনাকে অতীব সুখী ব'লে গর্ব্বানুভব ক'রতে থাকে, এবং বিত্ত-শাঠ্যাদি কাপট্য-বহুল ও দুঃখ-প্রধান গৃহাশ্রমে আসক্ত হ'য়ে আলস্য পরিহারপূর্ব্বক দুঃখ-প্রতীকারার্থে বিশেষ-রূপে যত্নবান্ হ'য়ে থাকে। কিন্তু গুরুতর হিংসা স্বীকার ক'রেও ইতস্ততঃ স্থান হ'তে, অর্থ-সংগ্রহ ক'রে সেই অর্থদ্বারা এমন সকল লোকের পোষণ করে যা'দের ভরণে সে অননুভবনীয় অধোগতি পে'য়ে থাকে।

ঐ হতভাগ্য ব্যক্তি ঐ প্রকারে অর্থ-সংগ্রহ ক'রে স্বয়ং সম্পূর্ণ ভোগ করতে পায় না, সকলকে ভোগ করিয়ে যা' অবশিষ্ট থাকে তা'ই ভোগ করে। পরে যদি জীবিকা বিলুপ্তা হয় তবে অন্য জীবিকা অবলম্বনের জন্য পুনঃ পুনঃ যত্ন করে, কিন্তু যখন তা'ও নিষ্ফল হয় তখন সে "দুর্দ্দমনীয় লোভে" অভিভূত হ'য়ে পরের ধনে স্পৃহা করতে বাধ্য হয়। তা'র মন্দভাগ্য-প্রযুক্ত ধনার্জ্জনার্থ সমূহ উদ্যোগ যখন বিফল হয় তখন অতি দীন ও শ্রীহীনাবস্থায় কুটুম্ব-ভরণে অসমর্থ হ'য়ে অকুলচিন্তা-সাগরে মগ্ন হ'য়ে অস্থির হ'তে থাকে; এবং বুদ্ধি-বিমূঢ় হওয়াতে কেবল যত্ন-বৈফল্য-জনিত দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ ক'রে স্বীয় ভাগ্য-বিপর্য্যয় ও কর্ম্ম-বৈফল্যের কথা আত্মীয় স্বজনকে জানাবার বৃথা চেষ্টা করে।

আরও আশ্চর্য্য, ঐ ব্যক্তি ঐ প্রকারে যখন আত্মীয়-স্বজনের ভরণ-পোষণে অসমর্থ হয়, তখন নিষ্ঠুর কৃষকেরা বলীবর্দ্দ বৃদ্ধ হ'লে তা'কে যেমন আর আদর যত্ন করে না, সেইরূপ ঐ ব্যক্তির পুত্র-কলত্রাদি পূর্ব্ববৎ আর তা'কে আদর যত্ন করে না। পরন্তু তৎ-কালেও ঐ ব্যক্তির নির্ব্বেদ জন্মে না, যে-সকল ব্যক্তিকে এককালে সে স্বীয় অমিত-ক্ষমতার দ্বারা উপার্জ্জিত অর্থে পোষণ ক'রেছিল এখন অসমর্থাবস্থায় তা'দেরই কর্ত্তৃক পূয়মান ও লাঞ্ছিত হ'য়ে প্রতীকারে সমর্থহীন দুর্ব্বিসহ যাতনা ভোগ করতে করতে সকলের ঘৃণা-অশ্রদ্ধেয়ভাবে স্বগৃহে অবস্থান ক'রে তা'রই পোষ্যবর্গের অবজ্ঞা ও অযত্ন-প্রদত্ত অন্ন গৃহপালিত কুক্কুরের ন্যায় অকুণ্ঠিতচিত্তে ভোজন ক'রতে থাকে। ক্রমে জরাবিকৃতাকৃতি প্রাপ্ত হ'য়ে সুদীর্ঘ-কাল জীবিত থাকবার আশা পরিত্যাগ ক'রে শনৈঃ শনৈঃ মৃত্যুর করাল-কবলে প্রবেশ ক'রবার জন্য অগ্রসর হয় সে সময়ে তা'র মানসিক ও শারীরিক স্বাচ্ছন্দ্য বিন্দুমাত্রও থাকে না। অগ্নির তেজঃ না থাকার দরুণ সর্ব্বদা অজীর্ণ রোগে রুগ্ন, স্বল্পাহারী ও স্বল্পচেষ্ট হ'য়ে থাকে।

অনন্তর ঐ ব্যক্তির যখন মৃত্যুকাল উপস্থিত হয়, তখনও তা'র সুখ-শান্তি নাই, তা'র দেহস্থ বায়ুর উৎক্রমণারম্ভ হ'লে ঐ বায়ুর বর্ত্মরূপ নাড়ীসমূহ কফদ্বারা রুদ্ধ হ'য়ে যায়। "ঘুরঘুর" শব্দ হ'তে থাকে। সে ঐ অবস্থায় উত্থান-শক্তি-রহিত হ'য়ে শয্যায় প'ড়ে থাকে, তা'র আত্মীয় বন্ধুগণ চতুর্দ্দিকে বেষ্টন ক'রে শোক করে, তা'দের মধ্যে কেউ বা "বন্ধো" কেউ বা "তাত" ইত্যাদি সম্বোধনে আহ্বান ক'রলেও কালের বশবর্ত্তী হওয়াতে সে কিছুই উত্তর দিতে পারে না। অতএব যে অজিতেন্দ্রিয় পুরুষ সর্ব্বদা আত্মীয়-কুটুম্বাদির ভরণ-পোষণার্থে ব্যাপৃত থেকে মানবজীবনের প্রধান কর্ত্তব্য ভগবদ্‌গুণানুকীর্ত্তন পরিত্যাগ ক'রে মহা-মূল্য সময়ের অপব্যবহার করে, মৃত্যুকালেও তার সুখ শান্তি হয় না, রোরুদ্যমান আত্মীয়-স্বজনের কাতর ক্রন্দনে সে মোহপ্রযুক্ত হৃদয়ে গুরুতর বেদনা অনুভব করে, পরে জ্ঞান শূন্য হ'য়ে বিভীষিকাময় ভয়ঙ্কর মৃত্যুর করাল কবলে নিপতিত হয়।

এই প্রকারে কালের কবলে পতিত হ'লে পুণ্য ও পাপানুসারে তা'র দু'রকম গতি হয়; তা'র মধ্যে পাপগতির পরিণাম বড়ই ভীষণ, তা'রই বিবরণ প্রথমে ব'লব। তা'র মৃত্যু হওয়া মাত্র ক্রোধারক্ত-নয়নে দু'জন ভীম দর্শন যমকিঙ্কর সম্মুখে এ'সে উপস্থিত হয়। সেই যমকিঙ্করগণকে অব-লোকন ক'রেই সে ভীতান্তঃকরণে বিষ্ঠামূত্র পরিত্যাগ করে। রাজপুরুষেরা দণ্ডার্হ-ব্যক্তিকে যেরূপ ভাবে শৃঙ্খলিত করে, সেই-রূপ যমদূতগণ তা'র গলদেশে পাশ দিয়ে বেঁধে' সুদীর্ঘ কণ্টক ও কঙ্করময় পথে টেনে' টেনে' নিয়ে যায়। দূতদ্বয়ের হৃদয় বিদারক গভীর গর্জ্জনে ঐ ব্যক্তির হৃদয় বিদীর্ণ হ'তে থাকে এবং ভীতি জনিত অত্যন্ত কম্প উপস্থিত হয়। পথিমধ্যে রক্ত-মাংস-লোলুপ হিংস্র কুক্কুরগণ সুতীক্ষ্ণ দন্ত দ্বারা তার মাংস ছিঁড়ে খাওয়ার জন্য করাল বদন বিস্তার ক'রে তীব্রবেগে তা'র দিকে প্রধাবিত হয়। তখন সে ব্যক্তি স্বোপার্জ্জিত পুঞ্জী-ভূত পাপরাশির কথা স্মরণ ক'রে ভয়ে যারপরনাই ব্যাকুল হয়। অপিচ ক্ষুধা-তৃষ্ণাতুর ও ভীষণ কশাঘাতে জর্জ্জরিত হ'য়ে প্রতপ্ত বালুকাময় পথে কিরণমালীর প্রখর-কিরণোত্তপ্ত বায়ুদ্বারা সন্তাপিত হ'য়ে পরিভ্রমণ ক'রে। কোথাও সুশীতল জল অথবা সুস্নিগ্ধ তরুচ্ছায়া পেয়ে যে সন্তাপ দূর ক'রবে তারও বিন্দুমাত্র আশা নাই, সেই ভয়ঙ্কর পথ আশ্রয়স্থান ও উদক-বর্জ্জিত। এইরূপ প্রাণান্তকর বাধাপ্রদ 'বর্ত্ম' থেকে যে ফি'রে পালিয়ে আ'সবে তারও কোনও সুযোগ ও উপায় নাই; সামর্থ্য না থাকলেও দারুণ কশাঘাত-ভয়ে কষ্টে সৃষ্টে চ'লতে থাকে। কিন্তু শক্তি ব্যতিরেকে কি ক'রেই বা চলতে পারবে? শ্রান্তিবশতঃ বারবার প'ড়ে মূর্চ্ছা যায়। আবার মূর্চ্ছাপগমে আপনিই পুনরায় উঠে চলতে থাকে। এই প্রকারে অসহনীয় ক্লেশ ভোগ ক'রতে ক'রতে ঐ প্রকার ভয়ঙ্কর-পথ অতিক্রম ক'রে শমন-সদনে নীত হয়।

শরণ লঞা করে কৃষ্ণে আত্মসমর্পণ। কৃষ্ণ তারে করে তৎকালে আত্মসম ॥

শুদ্ধভক্তি গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। ভাষ্যসহ বিরাট্ শ্রীচৈতন্যভাগবত ৫৲
২। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২৮৲
একাদশ স্কন্ধ হইতে প্রাপ্তব্য ।৶০
৩। ভাষ্যদ্বয়সহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (৪র্থ সংস্করণ) ৫৲
৪। ভক্তিবিবেককুসুমাঞ্জলি (বাঁধা) ১৲
৫। গৌড়ীয়-গৌরব ।৶০
৬। গৌড়ীয়-গাথিকা ।৶০
৭। ভজনরহস্য ॥০
শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৯। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ)
ঐ (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
১০। গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি টীকাসহ)
ঐ (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
১১। গীতার কেবল মাধ্ব-ভাষ্য ॥০
১২। যুক্তিমল্লিকা গুণসৌরভঃ সানুবাদ (মাধ্ব) ২৲
১৩। বেদান্ততত্ত্বসার সানুবাদ (রামানুজীয়) ॥০
১৪। জৈবধর্ম্ম ২৲
১৫। শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৬। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১৭। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ॥৶০
ঐ (বাঁধা) ৸০
১৮। দ্বীপ-দিগ্ দর্শন ৶০
১৯। সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ) ।৶০
২০। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ॥০
ঐ (আবাঁধা) ।৶০
২১। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
২২। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৶০
২৩। গীতমালা ৴১০
২৪। নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য ৶০
২৫। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶০
২৬। নবদ্বীপ পঞ্জিকা (৪৪৭ গৌরাব্দ) ৶০
২৭। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
২৮। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা-দর্পণ ।০
২৯। শরণাগতি ৴০
৩০। গীতাবলী ৴০
৩১। চিত্রে নবদ্বীপ ১॥০
৩২। সাধনকণ ৴০
৩৩। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৴০
৩৪। নবদ্বীপশতক ৴০
৩৫। অর্থপঞ্চক ৴০
৩৬। সদাচারস্মৃতিঃ ৴০
৩৭। কল্যাণকল্পতরু (৫ম সংস্করণ) ৴১০
৩৮। অর্চ্চনকণ ৴১০
৩৯। সাধককণ্ঠমালা (বাঁধা) ।০
ঐ (আবাঁধা) ৴০
৪০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (প্রথম চারখণ্ড) ৩
৪১। ব্রহ্মসংহিতা ।০
৪২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৪৩। মণিমঞ্জরী সানুবাদ ।০
৪৪। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৪৫। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ।
৪৬। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৪৭। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
৪৮। গৌড়ীয়মঠ কি করেন? ৴০
৪৯। ঈশোপনিষৎ (বলদেব ও মাধ্ব-ভাষ্য এবং বিবৃতি ও অনুবাদসহ) ।০
৫০। শ্রীভুবনেশ্বর ৶০
৫১। সিদ্ধান্তদর্পণ ৶০
৫২। সাত্বতাবাণী ৴০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৫৩। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী দিগ্বিজয়ঃ ॥০
৫৪। সটীক-শিক্ষাদশমূলম্ ।০
৫৫। তত্ত্ব-সূত্রম ।০
৫৬। সানুবাদ-শিক্ষাষ্টকম্ ৶০
৫৭। গৌড়ীয়মঠস্য পরিচয়ঃ ৴০
৫৮। সারাংশবর্ণনম্ ৶০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৫৯। রায় রামানন্দ ॥০
৬০। নামভজন ।০
৬১। রিলেটিভ্ ওয়ার্ল্ড্স ।৶০
৬২। লাইফ্ য়্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।০
৬৩। বৈষ্ণবীজম ।০
৬৪। হোয়াট্ গৌড়ীয়মঠ ইজ্ ডুইং ৴০
৬৫। দি ভাগবত ।০
৬৬। ইরোটিক প্রিন্সিপ্ল্ য়্যাণ্ড আনেলয়েড্ ডিভোসন ।০
৬৭। ব্রহ্ম-সংহিতা ২।০
৬৮। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (ভলুম ওয়ান) ১৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৬৯। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ॥০
৭০। সাধন পথ ।০
৭১। কল্যাণ-কল্পতরু ৴১০
৭২। গীতাবলী ৴০
৭৩। শরণাগতি ৴০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৭৪। শরণাগতি

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

নদীয়া-প্রকাশপ্রাপ্তির স্থান

১। শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম-মায়াপুর, নদীয়া
২। শ্রীযোগপীঠ ঐ
৩। শ্রীবাস অঙ্গন ঐ
৪। অদ্বৈত-ভবন ঐ
৫। কাজীর সমাধি পাট ঐ
৬। আনন্দ-সুখদ-কুঞ্জ শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ নদীয়া
৭। শ্রীভাগবত আসন কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
৮। শ্রীএকায়ন মঠ গোবিন্দপুর, হাঁসখালী
৯। দ্বাদশগোপাল পাট —পোঃ চাকদহ,
১০। শ্রীগৌর গদাধরমঠ—চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড়, বর্দ্ধমান
১১। শ্রীমোদদ্রুমছত্র মাউগাছি, বর্দ্ধমান
১২। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম, আমলাযোড়া, পোঃ বাঙ্কবাধ বর্দ্ধমান
১৩। শ্রীগৌড়ীয় মঠ বাগবাজার, কলিকাতা
১৪। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাজু, হাওড়া,
১৫। শ্রীমাধব গৌড়ীয়মঠ, ৯০নং নবাবপুর রোড্, ঢাকা
১৬। শ্রীগোপালজী মঠ কমলাপুর, ঢাকা।
১৭। শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ পোঃ বালিয়াটী,
১৮। শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয়মঠ ময়মনসিংহ।
১৯। শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ চিরুলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর
২০। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম গোয়ালপাড়া, আসাম।
২১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ রায়াপেট্টা, মান্দ্রাজ।
২২। শ্রীরামানন্দগৌড়ীয় মঠ কব্বুর, জিঃ পশ্চিম গোদাবরী
২৩। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ উড়িয়াবাজার, পোঃ বক্সীবাজার, কটক।
২৪। শ্রীজিয়ড়-গৌড়ীয় মঠ ভুবনেশ্বর।
২৫। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ স্বর্গদ্বার, পুরী।
২৬। শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ আলালনাথ পোঃ ব্রহ্মগিরি, পুরী।
২৭। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ ডুমুরকুণ্ডা, পোঃ চিরকুণ্ডা, মানভূম।
২৮। শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ—কাশী।
২৯। শ্রীরূপগৌড়ীয় মঠ—এলাহাবাদ।
৩০। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ পুরাণবাজার, সরকার ঠাকুরের কুঞ্জ, বৃন্দাবন
৩১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ ৪৩ নং হনুমান রোড, নিউদিল্লী
৩২। শ্রীপরমহংসমঠ—নৈমিষারণ্য,
৩৩। শ্রীসারস্বত গৌড়ীয় মঠ—হরিদ্বার।
৩৪। শ্রীব্যাসগৌড়ীয়মঠ—কুরুক্ষেত্র, পঞ্জাব
৩৫। শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাবুলনাথ রোড, পোঃ গ্রাণ্ট রোড, বোম্বে।
৩৬। লণ্ডন গৌড়ীয়মঠ, ৩৯নং ড্রেটন্ গার্ডেন্স, কেন্সিংটন্ লণ্ডন, (এস্, ডব্লিউ—১০)।

শুদ্ধভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-মহারাজ সম্পাদিত ইংরেজী মাসিক। শ্রীধাম-মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲।

২। **গৌড়ীয়**—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১॥০ টাকা মাত্র।

৩। **ভাগবত**—হিন্দি ভাষায় একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি হৃদয় বন মহারাজ সম্পাদিত ও নৈমিষারণ্য শ্রীপরমহংস মঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ১॥০ দেড় টাকা মাত্র।

৪। **পরমার্থী**—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥০ দেড় টাকা মাত্র।

৫। **কীর্ত্তন**—মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ নিমানন্দ সেবাতীর্থ বি-এজি, বি-টি, সম্পাদিত। আসাম গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম হইতে প্রকাশিত আসামী ভাষায় মাসিক। ভিক্ষা সডাক ১॥০ দেড় টাকা মাত্র।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

আদিকবি শ্রীল বৃন্দাবন দাস প্রণীত সমগ্র গ্রন্থ

গ্রন্থের মূল বোল্ড অক্ষরে এবং তন্নিম্নে নিখিলবিশ্বব্যাপ্ত গৌড়ীয়মঠের প্রতিষ্ঠাতা ও আচার্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ **শ্রীশ্রীল ভক্তি-সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভু-পাদের** রচিত বিস্তৃত ভাষ্য উত্তম কাগজে সৌষ্ঠবের সহিত মুদ্রিত হইয়াছেন। ডবল ক্রাউন আটপেজি আকারে ১০৯৬ পৃষ্ঠায় কেবল মূল ও ভাষ্য সম্পূর্ণ হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত শ্লোকসূচী, পদ্যসূচী, স্থানসূচী, পাত্রসূচী, বিষয়সূচী, শব্দসূচী প্রভৃতি বিস্তৃত সূচীপত্রেও একটী গ্রন্থ হইবে। সভাষ্য শ্রীচৈতন্যভাগবতের এরূপ উৎকৃষ্ট ও অমূল্য বিরাট্ সংস্করণ জগতের কোথায়ও আজ পর্যন্ত প্রকাশিত হন নাই, ইহা নিরপেক্ষ পাঠক মাত্রকেই একবাক্যে স্বীকার করিতে হইবে। শ্রীগৌড়ীয়মঠের উৎসব-কালে গ্রন্থের ভিক্ষা ১২৲ বারটাকা স্থলে—৫৲ পাঁচটাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীচৈতন্যমঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

কলিকাতা বাজার দর

লৌহ হার্ডওয়্যার

১লা সেপ্টেম্বর ১৯৩৩

গার তৈয়ারী— প্রতি হন্দর।
তার কাড (জয়েষ্ট বা বীম)
টী ৫।০—৫।৶০
বে-মার্কা হাল্কা ওজন ৪।৵০—৪॥৶০
গা (টী-আয়রণ) ৺৵০—৬০
কল আয়রণ (কোণা) ৫৸৵০—৬।৵০
গ্যালভানাইজড করগেট টীন—
গেজ ৬ হইতে ১০ ফুট ১১।৵০
গেজ ,, ,, ১০৸৵০
গেজ ,, ,, ১২
গেজ আর, পি, ডি, মার্কা ১২৸৶০
গেজ গাঃ প্লেন শীট— ১১।৵০
গেজ ,, ,, ১২।০
গেজ ও ৩০ গেজ ঐ— ১৩৲—১৬৲
টান খেবা কাঁটাতার ১০০
চড় বাঃ ৮৸০
পাটী ৬৲৵—৬।০
বোলট্ (গোল) ৬৲৵—৬।০
চতুষ্কোণ (চৌকা) ৬৵০—৬৲।০
গাপ বড় ৶০—।৶০ সূতা ৪৸৵—৫।৵
টান বড়-
৶০—।৵০ ঐ ৫৵০—৫॥০
বাণ্ডিল হাল ৭৲—৭৸০
প্লেট —তিন সূতা মোটা
ক ৭৲—৭।০
চাদর ৩-১৬ খানা বাণ্ডিল ৯॥৵—১০৲
পাইপ ৮।০—৯৲
ইস্কুপ ৫৸৵—৬৲৵০
বের পেরেক ১—৬ ইঞ্চি ৯—৯৸০
পেটেণ্ট পেরেক ২—৮ ইঞ্চি ১২।০—১৫॥০
কড়া ১ হইতে ১০ নং ২॥০ লাট
দাগ ৪, ৫, ৬, ৭৸৵০ ৮৸৵০ ৯৸৵০ ডঃ
কেন পাউণ্ড ৬৲ পেঃ বিঃ ৬।৵০ ,,
প্লেন বাগান ৭—১২ ইঞ্চি ১॥/০ ৬।/০
রিভেট ,, ৭—১২ ইঞ্চি ২৲--৭৲ ,,
তার চেয়ার রডের গোল ও
কা ৮॥০— ,,
গালের লোহার সিট ১৫৲ ,,
প্লেনেস্তা (কাঠের সিট) ১৮৲ ,,
তার স্ক্রুপ ॥—৩ ইঞ্চি /১০--॥৶০ গ্রোস
কজা ১৩ নং
—৪ ইঞ্চি ।১০—৸৵১০ পেঃ ডজন
তার ১৬—২২ নং
গজ) ১২৲---১৩৲ হন্দর
রিভিং (মটকা)
ইঞ্চি ।৵৫ - ॥৶০ পীস
গাটারিং বা ডোঙ্গা
ইঞ্চি ॥০—৸/০ ,,
স্ক্রুপ ১॥০--২॥০ ইঞ্চি ২৩৲--২৯৲ হন্দর

গ্যাঃ ওয়াশার চাকি ১১॥০—১৭৲ ,,
গ্যাঃ নোল্ট নাট ৮—৩ ইঞ্চি
॥৵১০—১৵০ গ্রোস
ঢালাই বেলিং ৩॥০--৪॥০ হন্দর
ঐ রেন ওয়াটার পাইপ
৩ ইঞ্চি ০১০ ৭ ৪ ইঞ্চি ।১০ ফুট
টিউব ওয়েলের জন্য গ্যাঃ
পাইপ১॥ ইঞ্চি ।৵৫ ফুট
পাম্প ৪নং ১২॥০ ৫নং ১৪৲ ৬নং ১৬৲
৬০--৮০ বাটখারা ৵।৫ লাট ২।০-২॥০ মণ

সন্তোষকুমার মল্লিক এণ্ড সন্স লিঃ
লৌহ ও হাডওয়ার বিক্রেতা।
মীরবহর ঘাট লোহাপটী, বড়বাজার,
টেলি--"লোহার মালিক" কলিকাতা

কেরোসিন

প্লোক্রেক প্রত্যেক বাক্স (২ টিন) ৯৲৬
সূর্য্য মার্কা ,, ৬॥০
ভিক্টোরিয়া ,, ৬৲

সোণার দর

পাকা সোণা ৩০৸/
বড়াল ৩০৸
চিনা পাত ৩২।০

রূপার দর

রূপা প্রতি ১০০ ভরি ৫৫৵০
ঐ খুচরা ৫৵০

কোম্পানীর কাগজ

৩॥০ সুদের কাগজ ৮১৶
৩॥০ নূতন ঋণ (১৯৪৭-৫০) ৯১।০
৪৲ ,, ঋণ (১৯৬০-৭০) ৯৭৲
৫৲ ,, বণ্ড (১৯৩৫ ১০৪॥/০

ডিবেঞ্চার

৫৲ সুদের (১৯৫৬-৮৬) কলিকাতা পোর্ট-
ট্রাষ্ট ডিবে :— ১০২॥৵০

ব্যাঙ্ক

ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক (কণ্টি) ২৯৪॥০
সেণ্ট্রাল ঐ ২২৲

কাপড় ও সূতার কল

এলগিন মিল ৪৫৲

পাট কল

হাওড়া ৫০৲
অকল্যাণ্ড ১৯৫৲
বালী ১৬২৲
বরানগর ১৫০৲
কেলভিন ৩৭০৲
ভয়েট ২৪৩৲
ক্লাইভ ২৮।০
ডালহাউসী ৪০৮॥০
ডেল্টা ৪০৫৲

কৃষ্ণনগর নবদ্বীপঘাট রেলওয়ে সময়

কৃষ্ণনগর হইতে নবদ্বীপঘাট

কৃষ্ণনগর সিটি—	৬-৪৫	১০-৪৪	১৩-২২	১৭-৩৮	২০-১৬
কৃষ্ণনগর রোড—	৬-৫৬	১০-৫৫	১৩-৩৩	১৭-৪৭	২০-২৫
আমঘাটা —	৭-১৫	১১-১৩	১৩-৫১	১-৩	২০-৪১
মহেশগঞ্জ—	৭-১৪	১১-২১	১৪-০	১৮-৯	২০-৪৭
নবদ্বীপঘাট —	৭-৩৩	১১-৩০	১৪-৯	১৮-১৬	২০-৫৫

বিশেষ দ্রষ্টব্য—নবদ্বীপঘাট ষ্টেশন অপেক্ষা মহেশগঞ্জ ষ্টেশন হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরের দূরত্ব অনেক কম। শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে যাহাদিগকে রাণাঘাটে ট্রেণ বদল করিতে হয়, তাঁহারা রাণাঘাটে প্রাতঃ ৫-৫০, ৯ ৪১, ১৬-৪৮৩ ১৮-৪২ এবং ০-১২ মিনিটের সময় গাড়ী পাইবেন।

শান্তিপুর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে ৫-৪০, ৯-২৯, ১২-২৫, ১৬-৪ এবং ১৮-৪১ মিনিটের সময় ট্রেণ পাওয়া যায়।

নবদ্বীপঘাট হইতে কৃষ্ণনগর

নবদ্বীপ ঘাট—	৫-৩৫	৯-২৫	১২-১০	১৫-৩৪	১৮-৪৫
মহেশগঞ্জ—	৫-৪৩	৯-৩৩	১২-১৯	১৫-৪১	১৮-৫৬
আমঘাট—	৫-৪৯	৯-৩৯	১২-২৬	১৫-৪৮	১৯-৫
কৃষ্ণনগর রোড—	৬-৫	৯-৫৫	১২-৪৩	১৬-৪	১৯-২৪
কৃষ্ণনগর সিটি—	৬-১৩	১০-৩	১২-৫১	১৬-১২	১৯-৩৫

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে—ডাঃ কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম ভক্তিশাস্ত্রী এল. এম. এফ. কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

তারের ঠিকানা— 'শ্রীধাম' নবদ্বীপ
ডাকের ঠিকানা—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

দৈ নি ক

Reg No C 1544

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩॥০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার স্বতন্ত্র।

সাহায্যের হার
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸০
মাসিক ১৲
নগদ
প্রতি সংখ্যা ৵৫

নদীয়া-প্রকাশ

THE NADIA-PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৮ম খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীযতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বেদান্তবাচস্পতি [১৭৪শ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর—৬ই আশ্বিন শুক্রবার ১৩৪০, ২২শে সেপ্টেম্বর ১৯৩৩

[illegible]না

লেডি ক্লেটন বিমানপোতের রাগবস্থ আড্ডায় বিমানপোতখানি ছাড়িবার পরই পড়িয়া অজ্ঞান হন এবং কিছুকাল হাসপাতালে থাকিয়া মারা যান।

তাঁহার স্বামী সার রবার্ট ক্লেটন বিমান ও মোটরযোগে অতিরিক্ত ভ্রমণ করিয়া পীড়িত হইয়া মারা যান।

পিকেট

ভাগলপুরে কয়েকজন স্ত্রী ও পুরুষ পিকেটার বিদেশী দ্রব্যের দোকানে পিকেট করায় গ্রেপ্তার হইয়া কঠোর পরিশ্রমসহ কারাদণ্ড প্রাপ্ত হন।

সাহেবের গায়ে বেত

ফার্ণিয়াস নামক একজন শ্বেতাঙ্গকে পেচুয়ানাল্যাণ্ডের কালা সর্দ্দার কোন দোষের জন্য বেত্রাঘাত দণ্ড প্রদান করেন। এই ব্যাপার লইয়া শ্বেতাঙ্গ মহলে মহা হৈ চৈ বাধিয়া যায়।

কালা সর্দ্দারকে দোষী সাব্যস্ত করিবার জন্যই একটী কমিশন বসে এবং তাহার ফলে তাহাকে কিছুকালের জন্য রাজ্যচ্যুত করিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। কৃষ্ণাঙ্গ সর্দ্দার বলেন যে আসামী দুষ্ট প্রকৃতির লোক; কমিশও তাহাই মনে করেন কিন্তু তাহা হইলে কি হয়? কৃষ্ণাঙ্গ রাজা শ্বেতাঙ্গ অপরাধীকে শাস্তি দিবার কে?

ষড়যন্ত্র মামলা

ইন্দোর ষড়যন্ত্রমামলায় আসামীগণের কঠোর কারাদণ্ড হইয়াছে। তাহারা ডাকাতি, অস্ত্রশস্ত্র বে-আইনীভাবে সংগ্রহ প্রভৃতি অপরাধে অপরাধী সাব্যস্ত হইয়াছে।

ছেলেচুরি

পাঠক অবগত আছেন যে লাহোরে মিঃ মালহোত্রের ছেলে চুরি যায়। তাহাকে এখনও পাওয়া যায় নাই।

আইন অমান্য

মোরাদাবাদে জমায়েৎ উল উলেমার অধিবেশনে স্থির হয় যে কিছুকাল আইন অমান্য আন্দোলন স্থগিদ থাকিবে।

গবর্ণমেণ্ট পক্ষ হইতে বলা হয় যে এই আন্দোলন সম্পূর্ণভাবে পরিত্যক্ত হয় নাই; অতএব বন্দীদিগকে মুক্ত দেওয়া যাইতে পারে না

পুলিশ বাড়াও

মেদিনীপুরে এক বৎসরের জন্য একশত বেশী পুলিশ রাখা হইবে। সহরের লোকদিগকে খরচ বহন করিতে হইবে।

কিউবার গোলযোগ

কিউবার গোলযোগ থামে নাই। আবার বিদ্রোহ হয়; কিন্তু পরে বিদ্রোহীরা আত্মসমর্পণ করে।

গ্রেপ্তার

মেদিনীপুরের ম্যাজিষ্ট্রেট হত্যা সম্পর্কে ৩৮ জনকে এডিশনাল ডিষ্ট্রীক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকট হাজির করা হয়।

একঘরে কর

মেদিনীপুর হার্ডিঞ্জ স্কুলে একটী সভা আহূত হয়। তাহাতে স্থির হয় যে ম্যাজিষ্ট্রেট হত্যা সম্পর্কিত লোকদিগকে এক ঘরে করা হইবে।

মোটরে মৃত্যু

গত ১৪ই জুলাই তারিখের রাত্রিতে মহম্মদ মকবুল নামক এক ব্যক্তি কলিকাতা ডাফরিন রোডে ফিটন চালাইতেছিল। একখানি মোটর আসিয়া তাহাতে ধাক্কা লাগে। তাহাতে ফিটন ভাঙ্গিয়া যায় এবং মকবুল মারা যায়।

করোনারের বিচারে স্থির হয় যে উলার্ড নামক এক ব্যক্তি অসাবধানে মোটর চালানয় এই দুর্ঘটনা ঘটে। আদালতে তাহার বিরুদ্ধে প্রমাণ না পাওয়ায় সে মুক্ত পায়। বর্ত্তমানে ইয়াসিন নামক এক ব্যক্তিকে ঐ দোষে অভিযুক্ত করা হইয়াছে।

[illegible]া পেটা

জ্যোতিষ চক্রবর্ত্তী নামক হাওড়া নিবাসী একব্যক্তির বিরুদ্ধে হাওড়ার সাবডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট আদালতে নালিস হয় যে সে অধর চন্দ্র মণ্ডল নামক এক ব্যক্তিকে জুতা পেটা করে।

কারণ এই যে অধরের জ্যেষ্ঠ পুত্রের বাটীতে চুরি হয়। জ্যোতিষের উপর সন্দেহ হওয়ায় জ্যোতিষ অধরের বাটীতে বলপূর্ব্বক প্রবেশ করিয়া অধরের পুত্রকে প্রহার করিতে থাকে। বৃদ্ধ অধর আপত্তি করিলে আসামী তাহাকে জুতা পেটা করে।

আসামীর চল্লিশ টাকা জরিমানা ও অনাদায়ে এক মাস কারাবাসের আদেশ হয়। টাকা আদায় হইলে অধরকে ২০৲ টাকা ক্ষতিপূরণস্বরূপ দেওয়া হইবে।

সুদের আইন

আসাম ব্যবস্থাপক সভায় সুদখোরের দমন জন্য আইন প্রণয়নের চেষ্টা চলিতেছে। সম্প্রতি সিদ্ধান্ত হইয়াছে যে সাধারণের মত জানিবার জন্য আইনের খসড়াখানি প্রকাশিত হইবে।

আগ্নেয়াস্ত্র প্রসঙ্গ

মাদ্রাজ গবর্ণমেণ্ট ইস্তাহার জারি করিয়াছেন যে যাহাদের আগ্নেয়াস্ত্রের ছাড়পত্র নাই তাঁহারা দুই মাসের মধ্যে অস্ত্র সরকারে জমা দিলে তাহাদিগের শাস্তি হইবে না। উপযুক্ত লোকদিগকে লাইসেন্স দেওয়া হইবে।

মৃত্যু না হত্যা?

হিমাংশু বোস নামক এক ব্যক্তিকে ময়মনসিং পুলিশ ধরিয়া লইয়া যাইবার পরই সে মারা যায়। এসম্বন্ধে তদন্ত চলিতেছে। খুন না স্বাভাবিক মৃত্যু এখনও জানা যায় নাই।

বিস্ফোরক-প্রাপ্তি

কলিকাতা বড়বাজারে এক ঘরে খানাতল্লাসীর ফলে কিছু বিস্ফোরক পাওয়া যায়। তিন জনকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

দিনে চুরি

বোগড়ায় খুব দিনে চুরি হইতেছে। অজ্ঞাত চোরের দল বাড়ীর মালিকদের অনুপস্থিতিতে বেমালুম চুরি করিয়া পলাইয়া যায়। তাহাদের কার্য্যকলাপের চিহ্নমাত্র রাখিয়া যায় না।

ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

৬ই আশ্বিন শুক্রবার, ১৩৪০

ভারতীয় তুলার প্রধান বিদেশী খরিদ্দার জাপান। ভারত যদি অত্যধিক ট্যাক্স বসাইয়া জাপানী বস্ত্রবাণিজ্য রোধ করে, জাপানও পাল্টা জবাবে ভারতের তুলা বয়কট করিবে বলিয়া শাসাইয়া সত্য সত্যই জাপান তুলা খরিদ বন্ধ করিয়া দেওয়ায় ভারতীয় তুলার বাজারে হাহাকার উঠিয়াছে। পক্ষান্তরে ম্যাঞ্চেষ্টার ভারতীয় তুলার খরিদ্দার নহে। জাপান নিশ্চেষ্ট নহে। ইংলণ্ড আজ দায়ে পড়িয়া জাপানকে কিছু ক্ষুব্ধ করিলেও প্রাচ্যের এই শক্তিমান জাতির সহিত বহুদিনের মিত্রতা রক্ষার জন্য উৎসুক। জাপানের প্রতিনিধিগণ ইংলণ্ডের সহিত মিটমাট করিবার জন্য ইংলণ্ডে গিয়াছেন।

এদিকে ম্যাঞ্চেষ্টার হইতে বস্ত্র ব্যবসায়ীদের একদল প্রতিনিধি বোম্বাইএ পদার্পণ করিয়াছেন, অন্যদিকে জাপান হইতে মাননীয় সেৎসুজ গোমাদার নেতৃত্বে একদল প্রতিনিধি কলিকাতায় আসিয়াছেন। শীঘ্রই এই উভয় দল সম্মিলিত ভাবে ভারতীয় কলওয়ালা ও বণিক প্রতিনিধি এবং ভারত সরকারের প্রতিনিধিগণের সহিত সিমলার এক বৈঠকে সম্মিলিত হইবেন।

ইংলণ্ড ও জাপান উভয় দেশের প্রতিনিধিদের ব্যক্ত উদ্দেশ্য, ভারতের সদ্ভাব ও সদিচ্ছার উপর নির্ভর করিয়া বাণিজ্য করা। কিন্তু স্বার্থ অন্য বিধ, এবং যিনি যতই উদার ভাবে কথা বলুন না কেন, সকলেই নিজ নিজ কোলে ঝোল টানিবার চেষ্টা করিবেন। অর্থাৎ যদি আপোষে সম্ভব হয়, তবে একটা রফা করিয়া জাপানও ম্যাঞ্চেষ্টার হারাহারসূত্রে ভারতে বস্ত্র ব্যবসায় চালাইবেন, আর যদি তাহা সম্ভব না হয়, তাহা হইলে ম্যাঞ্চেষ্টার দাবী করিবেন, জাপানী কাপড়ের উপর অধিকতর শুল্ক বসান হউক।

সার পি, সি, রায় চিরকালই ছাত্রদিগের উপর মুরুব্বিয়ানা করিয়া আসিতেছেন; তিনি ছাত্রদিগের সম্বন্ধে যাহা বলেন তাহা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য; তাঁহার মতের বিরুদ্ধে কোন কথা বলিলে তাঁহার অসংখ্য চেলা চামুণ্ডারা খাপ্পা হইয়া উঠিবেন, তাহাতেও কোন সন্দেহ নাই; কিন্তু তিনি প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে যে-সমস্ত দোষ ছাত্রদের ঘাড়ে চাপাইতেছেন, তাহার জন্য দায়ী কে?

বর্ত্তমানে বাঙ্গালী গ্রাজুয়েটদিগের মধ্যে অন্নাভাব অত্যন্ত বেশী; কিন্তু তাহার জন্য সার পি, সি, রায় প্রমুখ মুরুব্বিরাই কি বেশী দায়ী নহেন? তাঁহারা এতকাল শিক্ষা-বিভাগের কর্ণধার থাকিয়া কি করিয়াছেন? তিনি নিজে কৃতী, সে সম্বন্ধে সন্দেহ নাই; কিন্তু গ্রাজুয়েটগণের মধ্যে যদি তিনি সেই কৃতিত্ব সঞ্চারিত করিতে না পারেন, তাহা হইলে তাঁহার কথার বিশেষ মূল্য অনেকেই দিবেন না।

তিনি যেসমস্ত কথা বলেন, তিনি ব্যতীত অপর কেহ যদি বলিত তাহা হইলে তাহার মূল্য কানা কড়িও হইত না; কারণ তাহার মধ্যে অনেকেই সত্য ও সার খুঁজিয়া পান না।

ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদে মিঃ চৌডের প্রশ্নের উত্তরে স্যার ফ্রাঙ্ক নয়েস বলেন যে, ভারতের বীমা কোম্পানীসমূহের পরিচালনমূলক প্রতিষ্ঠানসমূহের নিকট হইতে গবর্ণমেণ্ট এক আবেদন পাইয়াছেন। তাহাতে প্রকাশ পায় যে, পোষ্ট অফিস ইন্সিওরেন্স ফণ্ডের দ্বারা বীমা কোম্পানীসমূহের সহিত গবর্ণমেণ্টের প্রতিযোগিতায় বীমা কোম্পানীসমূহ অসন্তুষ্ট, কিন্তু গবর্ণমেণ্ট প্রচলিত ব্যবস্থা অন্যায় প্রতিযোগিতা বলিয়া বিবেচনা করেন না, কারণ পোষ্টাল ইন্সিওরেন্স শুধু সরকারী কর্ম্মচারীদের জন্য। যাঁহারা পোষ্টাল ইনসিওরেন্স করিবার অধিকারী তাহাদের ছাড়াও প্রাইভেট বীমা কোম্পানীসমূহের কাজ করিবার যথেষ্ট ক্ষেত্র রহিয়াছে। এরূপ অবস্থায় গবর্ণমেণ্ট এই বিষয়ে কিছু করিতে চাহেন না।

অষ্ট্রীয়ায় সাম্যবাদের ও ধনতান্ত্রিকতার যুগ উভয়ই চলিয়া গিয়াছে। এইবার খ্রীষ্টান ধর্ম্ম ও ব্যবসায় সঙ্ঘের ভিত্তিতে উপযুক্ত নেতার অধীনে নব যুগের সূত্রপাত হইবে"—সহস্র হাজার শ্রোতার সম্মুখে এক বক্তৃতায় মিঃ ডলফাস (অষ্ট্রীয়ার রাষ্ট্রনায়ক) এই মত প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি বক্তৃতায় বলেন, অষ্ট্রীয়াও অন্যতম জার্ম্মাণরাষ্ট্র। যদিও তাহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা তাহার মনোভাব বুঝিতে চাহিতেছে না জার্ম্মাণী ব্যতীত অপর কোন রাষ্ট্রের সহিত বিরোধিতা ঘটিলে অষ্ট্রীয়া কঠোরতর ব্যবস্থা অবলম্বন করিত।

ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদে রায় বাহাদুর সুখরাজ রায়ের প্রশ্নের উত্তরে অর্থ সচিব স্যার জর্জ সুষ্টার বলেন, বিনাপেট্রোলে চলিবে, এইরূপ ধরণের কোন মোটরগাড়ী জাপান হইতে কলিকাতায় আমদানী হয় নাই, অথবা ডায়মণ্ডহারবার বা কলিকাতায় জাহাজে পড়িয়া নাই। তাহা ছাড়া ডায়মণ্ডহারবার বন্দর নহে এবং আইনতঃ মালপত্র তথায় আমদানী হইতে পারে না। ঐরূপ মোটরগাড়ী যদি আমদানী হয়, তাহা হইলে অন্যান্য মোটরগাড়ীর সহিত সমান হারেই তাহার উপর শুল্ক ধার্য্য হইবে।

মুর্শিদাবাদ জেলা বোর্ডের চেয়ারম্যান রায় বাহাদুর এস এন সিংহের উদ্যোগে এই জিলায় পল্লী অঞ্চলের ২৪টী স্কুলে অবৈতনিক শিক্ষা প্রবর্ত্তন করা হইয়াছে। এইরূপ অবৈতনিক শিক্ষাদানের ব্যবস্থা যাহাতে আরও ব্যাপকভাবে প্রবর্ত্তিত করা যায় এই বোর্ড তাহা বিশেষভাবে বিবেচনা করিতেছে।

ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদে স্যার সুষ্টার শ্রীযুক্ত যাদবকে জানান যে ১৯১০ সাল হইতে ১৯৩৩ সালের জুন মাসের শেষ পর্য্যন্ত কোন স্বর্ণ বিক্রয় করা হয় নাই এবং কোন সোনা ক্রয় করা হয় নাই।

১৯২০ সাল হইতে ১৯৩৩ সালের মার্চ্চ মাস পর্য্যন্ত মোট ১৫১০ লক্ষ আউন্স রৌপ্য বিক্রয় করা হইয়াছে। এবং উহার মূল্য বাবদ প্রায় সাড়ে ষোল কোটি টাকা পাওয়া গিয়াছে।

বঙ্গদেশে জেলা ও লোকাল বোর্ডের কার্য্যবিবরণী পাঠে জানা যায় যে ১৯৩১।৩২ সালে নদীয়া জেলা বোর্ডেই সর্ব্বাপেক্ষা বেশী অনুপাতে সভ্যগণ সভায় সমাগত হন। সমস্ত জেলা বোর্ড নদীয়া জেলা বোর্ডের অনুকরণ করিলে টাকা কড়ি সম্বন্ধীয় ব্যাপারে অসুবিধা ভোগ করিতে হয় না। নদীয়া জেলা বোর্ডের কর্ত্তৃপক্ষ ভবিষ্যৎ ভাবিয়া মিতব্যয়িতা অবলম্বন করায় অনেক সুবিধা হয়।

নদীয়া জেলা বোর্ড চিকিৎসালয় চালাইবার জন্য সরকারি সাহায্যের উপর নির্ভর না করিয়া এবং দানশীল লোকগণের সাহায্যনিরপেক্ষ হইয়া কিছু কিছু চার্জ্জিং ফী আদায় করিয়া স্বাধীনভাবে চিকিৎসালয়সমূহ চালাইবার আদর্শ স্থাপন করিয়াছেন। সমস্ত জেলা বোর্ডেরই কর্ত্তৃপক্ষের এইরূপ করা কর্ত্তব্য; কিন্তু তাঁহাদের বিশ্বাস নাই যে এরূপে চিকিৎসালয় চলিতে পারে। সেই জন্য তাঁহারা সাহস করেন না। চট্টগ্রাম বিভাগে এ বিষয়ে সরকারী সাহায্যের উপর নির্ভর করা হয়। সেখানে কর্ত্তৃপক্ষ আত্মনির্ভরশীল নহেন।

সাধারণতঃ জেলা বোর্ডসমূহের কর্ত্তৃপক্ষ পশু চিকিৎসাগুলিকে পশু মড়ক নিবারক বিভাগরূপে চালান; কিন্তু নদীয়া জেলা বোর্ড এ বিষয়ে বিশেষ অগ্রসর; যাহাতে পশুগণের বংশোন্নতি সাধিত হয়, সে বিষয়ে এই জেলার কর্ত্তৃপক্ষ বিশেষ যত্ন করেন।

নদীয়া জেলা বোর্ডের এবং রাজসাহী বিভাগের কর্ত্তৃপক্ষ মেলা এবং সাধারণ প্রদর্শনীসমূহে মেজিক লণ্ঠন বক্তৃতাদির সাহায্যে জনসাধারণকে স্বাস্থ্য বিষয়ে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করিয়া জেলাগুলির বিশেষ উন্নতি সাধন করিতেছেন।

বঙ্গের অন্যান্য জেলার রাস্তা নির্ম্মাণ ও মেরামত বিভাগের খরচা কমান হইয়াছে, কিন্তু খুলনা ও নদীয়া জেলায় কমান হয় নাই। খুলনায় ঐ খরচা বাড়ান হইয়াছে। ঢাকা ও চট্টগ্রাম বিভাগে মেরামত খরচ কমিয়াছে; ফরিদপুর এবং ঢাকা জেলায় নূতন রাস্তা নির্ম্মাণে খরচ বাড়ান হইয়াছে।

মিয়ানী ধ্বসিয়া যাইবে

লুন মিয়ানী ঝেলাম নদীর তীরবর্ত্তী একটী সমৃদ্ধিশালী সহর। কিন্তু খেওড়ার ইঞ্জিনিয়ারিং ও লবণ বিভাগের বিশেষজ্ঞগণ বলেন যে, অদূর ভবিষ্যতে ইহা ভূগর্ভে বিলীন হইয়া একটী বিশাল জলাশয়ে পরিণত হইবে।

সহরটি একটি লবণ স্তরের উপর নির্ম্মিত হইয়াছিল। ঝেলুম নদীর স্রোতে সেই লবণ স্তর বহু বৎসর ধরিয়া ক্রমশঃ ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া এখন নিঃশেষ হইয়া গিয়াছে এবং সমস্ত সহরটিই ভূগর্ভে বিলীন হইয়া যাইবার আশঙ্কা দেখা দিয়াছে।

হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে যে, ছয় মাস হইতে এক বৎসরের মধ্যে ইহা ঘটিতে পারে। প্রকাশ যে, ইতিপূর্ব্বেই অধিবাসীদিগকে সহর ত্যাগ করিবার জন্য সতর্ক করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

ভূস্তর ধ্বসিয়া যাওয়ায় ইতিপূর্ব্বেই সহরে কম্পন অনুভূত হইতেছে সম্প্রতি এই কম্পন খুব ঘন ঘন হইতেছে এবং কখন কখন দিনে দুইবার তিনবার পর্য্যন্ত তাহা অনুভূত হইয়া থাকে।

কর্ত্তৃপক্ষের সতর্কবাণী অনুসারে অনেকেই সহর ত্যাগ করিয়া অন্যত্র যাইবার জন্য উদ্যোগ আয়োজন করিতেছে। কিন্তু গরীব লোকেরা কি করিবে ঠিক করিতে না পারিয়া গৃহেই রহিয়া যাইতেছে সুতরাং আশঙ্কা হয় যে, সহর ধ্বংস হওয়ার সঙ্গে বহু লোকও প্রাণ হারাইবে। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে খেওয়া সহর যখন ভূগর্ভে বিলীন হয় তখনও তাহাই হইয়াছিল।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক
— পারমার্থিক পত্র —
শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

আরাধ্যো ভগবান ব্রজেশ
তনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনম্,
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং
প্রেমা পুমর্থো মহান্,
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং
তত্রাদরো নঃ পরঃ॥

৮ম বর্ষ } ১৮ পদ্মনাভ গৌরাব্দ ৪৪৭, ৬ই আশ্বিন বঙ্গাব্দ ১৩৪০, ২২শে সেপ্টেম্বর ইং ১৯৩৩, শুক্রবার { ১৭৪শ সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ ইংরেজী দৈনিক 'য়্যাডভান্স' গত ১৭ই সেপ্টেম্বর রবিবার বাগ্মিপ্রবর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন মহারাজের আলেখ্য প্রকাশ করিয়া তন্নিম্নে লিখিয়াছেন—

SWAMIJI B. H BON MAHARAJ

His Holiness Tridandi Swami B. H. Bon Maharaj a highly cultured young mendicant disciple of His Divine Grace Paramhansa Sree Sreemad Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Maharaj Founder and Acharjyya of Sree-Gaudiya Math.

The Swamiji is a powerful orator and has created a sensation in the west. Now preaching in England to the great admiration of the nobility, scholars anb public.

—স্বামীজী শ্রীগৌড়ীয়মঠের আচার্য্য ও প্রতিষ্ঠাতা পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজের একজন উচ্চ-শিক্ষিত যুবক সন্ন্যাসী শিষ্য। স্বামীজী একজন শক্তিশালী বক্তা; তাঁহার প্রচারে পাশ্চাত্যদেশে একটী বিশেষ সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। তিনি সম্ভ্রান্তজনগণের, বিদ্বন্মণ্ডলীর ও সর্ব্বসাধারণের গভীর বিস্ময় উৎপাদন করিয়া এখন ইংলণ্ডে প্রচার করিতেছেন।

বাংলা, ইংরেজী, হিন্দি, উৎকল, তামিল তেলেগু প্রভৃতি বিভিন্ন ভাষায় বিভিন্ন দেশ বিদেশ হইতে প্রকাশিত শত শত পত্রিকায় স্বামীজীর প্রচারের প্রশংসা দেখিয়া আমরা বাস্তবিকই অতিশয় আনন্দিত হইয়াছি। বিশ্ববাসী সকলেই স্বামীজীর প্রচারে সাড়া দিয়া জীবন ধন্য করুন, ইহাই আমাদের আন্তরিক ইচ্ছা।

কটক রাভেন্সা কলেজের প্রবীণ অধ্যাপক মহামহোপদেশক আচার্য্য শ্রীযুক্ত নিশিকান্ত সান্যাল এম-এ, ভক্তিশাস্ত্রী, ভক্তিসুধাকর ও ময়মনসিংহ আনন্দমোহন কলেজের সংস্কৃত-অধ্যাপক মহোপদেশক আচার্য্য শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন ঘোষ এম-এ, বি-এল মহোদয়দ্বয় পূজার ছুটীতে কলিকাতা গৌড়ীয়-মঠে আগমন করিয়াছেন। এই অবকাশ-সময় তাঁহারা শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের নিকট অবস্থান করিয়া তাঁহার নির্দ্দেশানুসারে বিবিধ সেবাকার্য্যে নিযুক্ত থাকিবেন। ধুবড়ীর পত্রে প্রকাশ, আসাম-প্রদেশে শুদ্ধভক্তি-সিদ্ধান্তবাণী-প্রচারের দিক্‌পাল মহোপদেশক আচার্য্য শ্রীযুক্ত নিমানন্দ দাস সেবাতীর্থ বি-এজি, বি-টি মহোদয়ও শীঘ্রই শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের পাদপদ্ম-সমীপে উপস্থিত হইতেছেন। কর্ম্মক্লান্ত জনগণ ছুটির দিকে লোলুপ দৃষ্টি করে ভোগ-সুখ ও বিশ্রামে কাল অতিবাহিত করিবার নিমিত্ত, আর শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের একনিষ্ঠ সেবকগণ সেই সময়টা আরামে অতিবাহিত না করিয়া পূর্ণোদ্যমে সেবায় নিযুক্ত থাকেন। এই স্থানেই শ্রীগৌড়ীয়মঠের আশ্রিত জনগণের ও সাধারণ ব্যক্তিগণের বিশেষ পার্থক্য।

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ পশ্চিম গোদাবরী জেলার বিভিন্ন স্থানে প্রচার করিয়া কব্বুর শ্রীরামানন্দ গৌড়ীয়মঠের সেবার ঔজ্জ্বল্য বিধান করিতেছেন। শ্রীরামানন্দ-গৌড়ীয়মঠের মুখ্য সেবা—শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-মহাপ্রভুর সহিত শ্রীল রায় রামানন্দের পরমার্থ-তত্ত্ব সম্বন্ধে যে সর্ব্বোচ্চ দর্শনের আলাপ হইয়াছিল তাহাই সর্ব্বসাধারণের নিকট বিশেষরূপে প্রচার করা। যে-সন্দেশের কোটাংশের এক অংশ লাভ করিতে পারিলে কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড ধন্য হয়, সেই অমূল্য সন্দেশ যে-স্থানে অযাচিতভাবে প্রকাশিত হইয়াছিল, সেই স্থানের অধিবাসিগণ কালের আবর্ত্তে পড়িয়া তাহা সংরক্ষণের প্রয়োজন বোধ করেন নাই; এমন কি, সেই সন্দেশ-বিতরণকারী শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর নাম পর্য্যন্ত তাঁহারা বিস্মৃত হইয়াছিলেন। সৌভাগ্যক্রমে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর নিজ-জনের প্রাকট্যে আজ তাহা সমগ্র মাদ্রাজ প্রদেশে সুষ্ঠুভাবে প্রচারিত হইতেছে। শ্রীমৎ শ্রীধর স্বামী আচার্য্যবর্য্যের একজন প্রধান অঙ্গরূপে প্রচার-কার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়া রাজমহেন্দ্রী প্রভৃতি স্থানের জনগণের বিশেষ শ্রদ্ধার ও ভক্তির পাত্র হইয়াছেন জানিয়া আমরা অতিশয় আনন্দিত হইলাম।

গত ৭ই আগষ্ট শ্রীগৌরানুগ্রহ ব্রহ্মচারী মাদ্রাজ গৌড়ীয় মঠে নিত্য ও নৈমিত্তিক ধর্ম্ম সম্বন্ধে যে হরিকথা বলিয়াছিলেন তাহার মর্ম্ম এই —

ভক্ত্যুন্মুখী সুকৃতিই জীবকে বৈষ্ণব-সঙ্গ করায় এবং এই সুকৃতির ফলেই জীব ভগবদ্‌ভক্তি লাভ করিয়া জগতের হেয়তা, অবরতা ও নশ্বরত্ব উপলব্ধি করত প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবা এই তিনটী প্রবৃত্তি লইয়া সদ্‌গুরুর চরণ আশ্রয় করে এবং ক্রমে ক্রমে ভববন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করিয়া নিরন্তর শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর সেবায় নিয়োজিত থাকেন। তখন তিনি জড়জগতে পরিদৃষ্ট হইলেও বদ্ধজীবের সদৃশ জড় শরীর বিশিষ্ট নহেন বা তাহাদের ন্যায় মায়ার কবলে কবলিত নহেন। মায়া সর্ব্বদা বিষ্ণুভক্তের সেবা করিবার জন্য দণ্ডায়মানা থাকেন। কৃষ্ণের ইচ্ছায় যখন কোন বস্তু গঠিত হয়, তখন সেই গঠনের নিত্য-সঙ্গিরূপ একটী স্বভাব হয়, সেই স্বভাবই বস্তুর নিত্য ধর্ম্ম, কিন্তু যদি কোন কারণবশতঃ সেই বস্তুর বিকার হয় তখন সেই বস্তুর স্বভাবও বিকৃত বা পরিবর্ত্তিত হয়, পরিবর্ত্তিত স্বভাব কিছুদিন পরে নিত্য স্বভাবের ন্যায় সঙ্গী হইয়া পড়ে, কিন্তু এই পরিবর্ত্তিত স্বভাব—স্বভাব নহে, ইহার নাম নিসর্গ। নিসর্গ নিত্য নহে, নৈমিত্তিক; কারণ ইহা কোন নিমিত্ত হইতে উদিত হয়, এবং নিমিত্ত বিদূরিত হইলে ইহা নিত্য স্বভাব বা নিত্য ধর্ম্মের পরিচয় দেয়; যথা লৌহ একটী বস্তু, কাঠিন্যই ইহার নিত্য স্বভাব, কিন্তু লৌহে অগ্নি-সংযোগ করিলে ইহার নিত্য স্বভাব বিকৃত হয় অর্থাৎ তরল হয়, কিন্তু অগ্নির সংস্পর্শ পরিত্যাগ করিলেই ইহার নিত্য স্বভাবের পরিচয় দেয়, ঘটনাবশতঃ বা কারণ-বশতঃ স্বভাব বিকৃত হইলেও তাহা অনুস্যূত থাকে এবং কাল ও দুর্ঘটনাক্রমে স্বভাব অবশ্যই নিজ পরিচয় দিতে পারে। অতএব নিত্যধর্ম্ম নিত্য, পরম উপাদেয়, তাপত্রয়োন্মূলনকারী, অজর-অমর-অশোক-অভয়-পথপ্রদর্শক। অনিত্যধর্ম্ম বা মনোধর্ম্ম জীবকে পুনঃ পুনঃ ভব-বন্ধন-মুক্ত করায় এবং মায়াকে ভোগ করিবার বুদ্ধি প্রদান করিয়া অনন্ত কোটী কাল মায়ার কৃতদাসত্বের বন্দোবস্ত করিয়া দেয়।

ঐ সময়ে সন্ধ্যা-আরতি আরম্ভ হওয়ায় ব্রহ্মচারীজী কীর্ত্তনে প্রমত্ত হয় এবং ব্রহ্মচারীজীর মুখে ঐ সকল কথা শ্রবণ করিয়া শ্রীরামচন্দ্র আইয়ার মহোদয় অতীব আনন্দিত হন ও শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভুর এই অপূর্ব্ব অতিমর্ত্ত্য বাণীর বাহক শ্রীযুক্ত গৌরানুগ্রহ ব্রহ্মচারীজীর নিকট পুনঃ পুনঃ আসিয়া ঐ সকল বাণী শ্রবণ করত নিত্যমঙ্গলের পথ বরণ করিতে প্রতিশ্রুত হইয়া স্বগৃহে গমন করেন।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১৮ পদ্মনাভ নিধি গর্ভোদশায়ী

শ্রীভগবানের আশীর্ব্বাদ

যে-কাল পর্য্যন্ত জীব—ভ্রম, প্রমাদ, করণাপাটব, ও বিপ্রলিপ্সা এই দোষচতুষ্টয়ে দুষ্ট থাকে, সেই কালে সে তর্কপথের আশ্রয় গ্রহণ করে। ইহা বহিরঙ্গা মায়ার বিক্রম। সৌভাগ্যক্রমে যখন সে তর্কপথ পরিত্যাগ করিয়া সরলান্তঃকরণে প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবাবৃত্তিসহ সদ্গুরুর চরণে প্রপত্তি স্বীকার করে, তখন তাহার হৃদয়ে শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপায় তত্ত্ব স্ফূর্ত্তি লাভ করিয়া থাকে, তখন সে শ্রীব্রহ্মার প্রতি প্রদত্ত শ্রীকৃষ্ণের উপদেশাবলীর অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে, তখন ভাগ্যবান্ জীব জানিতে পারে যে, শ্রীকৃষ্ণ যে চারিটি শ্লোকে তত্ত্বোপদেশ প্রদান করিয়াছেন, তাহার প্রথম দুইটীতে সম্বন্ধ, তৃতীয় শ্লোকটীতে প্রয়োজন ও চতুর্থ শ্লোকে প্রয়োজনলাভের উপায় অভিধেয়-তত্ত্ব অতি সুন্দররূপে বর্ণিত হইয়াছে এবং সমস্ত বেদ-বেদান্ত-উপনিষদাদির সারকথা এই শ্লোক-চতুষ্টয়েই সংরক্ষিত হইয়াছে। সাধারণের বোধগম্যের নিমিত্ত দ্বাদশ স্কন্ধাত্মক শ্রীমদ্ভাগবত এই শ্লোকচতুষ্টয়েরই বিবৃতি। আমরা শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপা সম্বল করিয়া চতুঃশ্লোকী ভাগবত আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতেছি; পাঠকগণের নিকটও নিবেদন, তাঁহারা অনুগ্রহপূর্ব্বক তর্কমল সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করিয়া শুদ্ধ হৃদয়ে বিষয়টী অনুধাবন করুন।

চতুঃশ্লোকী ভাগবতের প্রথম শ্লোকটী এই—

'যাবানহং যথা ভাবো যদ্রূপ গুণ-কর্ম্মকঃ।
তথৈব তত্ত্ববিজ্ঞানমস্তু তে মদনুগ্রহাৎ॥'

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী ইহার অনুবাদে বলিয়াছেন—

যৈছে আমার স্বরূপ, যৈছে আমার স্থিতি।
যৈছে আমার গুণ, কর্ম্ম, ষড়ৈশ্বর্য্য শক্তি॥
আমার কৃপায় এসব স্ফুরুক তোমারে।
এত বলি' তিন তত্ত্ব কহিল তাঁহারে॥

শ্রীভগবান্ ব্রহ্মাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন—আমার কৃপায় আমার স্বরূপ, শক্তি ও লীলাদি তোমার হৃদয়ে স্ফূর্ত্তি লাভ করুক। শ্রীল জীব-পাদের টীকায় দেখিতে পাওয়া যায়—'যাবান্' অর্থে শ্রীভগবান্ যে পরিমাণ বিশিষ্ট, 'যথা ভাবঃ' অর্থে তিনি যেরূপ সত্তাযুক্ত অর্থাৎ যে-যে লক্ষণযুক্ত, 'যদ্রূপগুণকর্ম্মকঃ'-অর্থে তাঁহার যে-সমস্ত স্বরূপান্তরঙ্গ শ্যাম-চতুর্ভুজাদিরূপ, ভক্তবাৎসল্যাদি গুণ ও লীলাসমূহ তদ্বিশিষ্ট। "সেই তত্ত্ববিজ্ঞান অর্থাৎ যথার্থ অনুভব আমার কৃপায় সম্যগ্‌রূপে তোমার হৃদয়ে স্ফূর্ত্তিলাভ করুক।" —শ্রীভগবানের এই আশীর্ব্বাদে নির্ব্বিশেষবাদ সম্পূর্ণরূপে নিরস্ত হইল।

শ্রীল প্রভুপাদের বিবৃতি আলোচনা করিলে আমরা দেখিতে পাই, অদ্বয়জ্ঞান-স্বরূপ বস্তু—বিজ্ঞান ও রহস্যযুক্ত। বহির্দৃশ্য জগতের নাম, রূপ, গুণ ও ক্রিয়া যে প্রকার নশ্বরধর্ম্মযুক্ত, শ্রীভগবানের অঙ্গ তদ্রূপ নহে, তাহা—নিত্য। তত্ত্ব-বিজ্ঞানের অভাবে চেতনরহিত অজ্ঞানকে যাহাদের বিজ্ঞান বলিয়া ভ্রান্তি হয়, তাহারা ভগবানের আকার, রূপ, নিত্যলীলা ও নিত্যগুণের উপলব্ধি করিতে সম্পূর্ণ অসমর্থ। অণুচিৎ জীব বিজ্ঞানে অবস্থিত না হইলে, বিজ্ঞানে নিজের স্বরূপাধিষ্ঠান বুঝিতে না পারিলে নানা প্রকারে অসুবিধার মধ্যেই পতিত হয়।

ভগবদনুগ্রহ-ব্যতীত বিজ্ঞান-রহস্য সংযুক্ত অদ্বয়-জ্ঞান-স্বরূপের উপলব্ধি ঘটে না। গুণদ্বারা চালিত হইয়া গুণাতীত বস্তুর নাম, রূপ, গুণ ও লীলা-নির্দ্ধারণে যত্ন করা কৈতবযুক্ত অজ্ঞানেরই তাণ্ডব-নৃত্য। শ্রৌতপথ অতিক্রম করিলে ভগবজ্‌জ্ঞান-লাভ কখনও হয় না। ভগবজ্‌জ্ঞান লাভের নিদর্শনই ভজনকারীর ভজনীয় বস্তুর সেবা-প্রবৃত্তিতে অবস্থান। 'যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যঃ' এই শ্রুতিবচনের ব্যাখ্যা শ্রীমদ্ভাগবতের 'অস্তু তে মদনুগ্রহাৎ'-বাক্যে অতি সুন্দররূপে প্রদর্শিত হইয়াছে।

শ্রীভগবানের অনুগ্রহ হইতেই কৃষ্ণানুসন্ধ-জ্ঞানের উদয় হয়। ভগবৎকৃপা হইতেই 'বিজ্ঞানবিৎ' অস্মিতায় জীবের অভিধেয় ভজন-চেষ্টা, ভজন চেষ্টা-ফলেই ভগবৎপ্রেম-রূপ ভগবৎ-কৃপা-লাভ। সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন—এই ত্রিবিধ তত্ত্বের মূল বিষয় শ্রীভগবান্, তিনিই একমাত্র ভজনীয় বস্তু। যাঁহার ভজনীয় বস্তু, তাঁহারই তত্ত্ববিজ্ঞান ও সাধনভক্তির সন্ধান এবং তৎফলে প্রেমা বা হ্লাদিনী-শক্তির আনুগত্য-সিদ্ধি। সাধনভক্তি ও প্রেমভক্তি অভিধেয় বিচারে অবস্থাদ্বয়। প্রয়োজন-লক্ষণে প্রেমই উদ্দিষ্ট বিষয়।

বিষ্ণু-স্মরণ

নবধা ভক্তির তৃতীয় অঙ্গ 'স্মরণ'। নিরন্তর বিষ্ণুর স্মরণ করিতে থাকিলে আর কোন বিধি নিষেধের সংবাদ রাখিতে হয় না। বিষ্ণু-স্মরণ মুখে যাহা কিছু করা যায়, যাহা কিছু বলা যায়, যাহা কিছু চিন্তা করা যায়, সকলই বিধির অনুমোদিত। বিষ্ণুস্মরণকারী কখনও অবৈধক্রিয়া, উক্তি বা মনের প্রশ্রয় দিতে পারেন না। তাই শাস্ত্র উচ্চকণ্ঠে মূল-বিধি ঘোষণা করিতেছেন —

স্মর্ত্তব্যঃ সততং বিষ্ণুর্বিস্মর্ত্তব্যো ন জাতুচিৎ।
সর্ব্বে বিধি-নিষেধাঃ স্যুরেতয়োরেব কিঙ্করাঃ॥
—পদ্মপুরাণ ৭২।১০০

এই শ্লোকটীর তাৎপর্য্য এই যে, শাস্ত্রে যত প্রকার 'বিধি' ও 'নিষেধ'-এর সৃষ্টি হইয়াছে তাহা যথাক্রমে 'বিষ্ণু সর্ব্বদাই স্মর্ত্তব্য', 'বিষ্ণু কখনই বিস্মর্ত্তব্য নহেন'—এই দুইটী বাক্যের অনুগত। যাহা অবলম্বন করিলে শ্রীভগবান্ স্মরণ-পথে আসেন, তাহাই কর্ত্তব্য বলিয়া বিধি, আর যে-কার্য্য-দ্বারা ভগবানের বিস্মরণ হয় তাহাই নিষেধ।

এখন জিজ্ঞাস্য—বিষ্ণুর স্মরণ কি প্রকার? ইহা কি চক্ষু মুদ্রিত করিয়া শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী চতুর্ভুজ নারায়ণের ধ্যান করিয়া থাকা, না অন্য কিছু। কৈ আমি ত চেষ্টা করিতেছি, তাহাতে কেন সমর্থ হইতেছি না? তবে কি প্রথমে অষ্টাঙ্গযোগের সাহায্যে চিত্তবৃত্তি নিরুদ্ধ করিয়া লইতে হইবে, না তদ্ব্যতীত অন্য উপায় আছে? এই সকল প্রশ্নের উত্তর প্রদান ও গ্রহণের পূর্ব্বে আমাকে একটি বিষয়ের মীমাংসা করিয়া লইতে হইবে, 'আমার কি আবশ্যক?' আমার যদি আত্যন্তিক দুঃখ-নিবৃত্তিই প্রাপ্য ফল হয়, যদি ভক্তিই চরমফলরূপে স্বীকৃত না হয়, তাহা হইলে চিত্তবৃত্তি নিরোধ পূর্ব্বক বোধ-রাহিত্য হইলেই 'আমার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারে। এরূপস্থলে পতঞ্জলি ঋষির আনুগত্য স্বীকার পূর্ব্বক নানারূপ কসরতে জীবন পাত করিতে পারা যায়। অথবা তাঁহারই নির্দ্দেশানুসারে তৎপ্রাপ্ত্যুপায়স্বরূপ ঈশ্বর প্রণিধানও করিতে পারি। এই মতে বিষ্ণু স্মরণের একটী উপায় মাত্র স্বীকৃত হইয়াছে। ইহার উপেয়ত্ব স্বীকৃত না হওয়ায় স্মরণের নিত্যত্ব অস্বীকার করা হইয়াছে। যদি এই বিচার অবলম্বন করিয়া কেহ মনে করেন যে, শ্রীমদ্ভাগবতে প্রহ্লাদ মহারাজ আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তির নিমিত্ত চিত্তনিরোধ-জন্য বিষ্ণুর স্মরণ-পথ বিধান করিয়াছেন, তাহা হইলে তাঁহার বিচার সমীচীন নহে। তাঁহার প্রকৃত উপদেশ এই যে, বিষ্ণুস্মরণই জীবের নিত্য স্বরূপ; যেখানে বিষ্ণুস্মরণ নাই, সেখানে জীব স্বরূপভ্রষ্ট। কিন্তু তাহার পুনরায় স্বরূপে অধিষ্ঠিত হইবার যোগ্যতাও আছে; সেই জন্য 'স্মর্ত্তব্যঃ সততং বিষ্ণুঃ' এই শাস্ত্র-আদেশ। 'সতত' বলিলে কালের ব্যবধান তিরোহিত হইয়াছে। বিষ্ণুস্মরণের নিত্যত্ব প্রদর্শিত হইয়াছে। আর 'বিষ্ণোঃ স্মরণম্' বলাতে 'অবিষ্ণু'-বিষয়ের স্মরণকালে আমরা স্বরূপভ্রষ্ট—এইটী উদ্দিষ্ট হইয়াছে।

এখন বিবেচ্য, স্বরূপ-ভ্রান্তি অপনোদনের উপায় কি? উপায় অন্য কিছুই করিতে হইবে না। ভক্তিযোগের এমনই চমৎকারিতা যে, এখানে যাহাই উপায়, তাহাই উপেয়। পরম-কারুণিক ভগবান্ তাঁহাকে পাইবার পথ কত সুগম করিয়াছেন! কিন্তু আমরা তথাপি তদুন্মুখ হইবার জন্য আদৌ যত্ন করি না।

"জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্যদাস।"

যিনি যতটুকু কৃষ্ণ-সেবার জন্য যত্ন করেন, তিনি সেই পরিমাণে কৃষ্ণস্মরণক্ষম। যিনি গোখরের ন্যায় এই শোণিতাস্থিময় দেহটাকে আমি বুদ্ধি না করিয়া কৃষ্ণদাসরূপ আত্মজ্ঞান লাভ করিতে পারিয়াছেন এবং সেই সম্বন্ধে "কৃষ্ণ আমার সেব্য, সুতরাং তাঁহার সেবোপকরণসমূহ আমার ভোগ্য নহে, তদ্দ্বারা নিরন্তর কৃষ্ণ-সেবা করিতে হইবে" এইরূপ বুদ্ধি প্রবল করিতে পারিয়াছেন, তিনিই ধন্য। করুণার মহাবারিধি স্বয়ং অবতারী ভগবান্ শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর কৃষ্ণস্মৃতির চরম আদর্শ জীবকে প্রদর্শন করিয়া গাহিয়াছেন

"কাঁহা কৃষ্ণ প্রাণনাথ ব্রজেন্দ্রনন্দন।
কাঁহা যাও কাঁহা পাও মুরলীবদন॥"

এই যে তাঁহার বাণী, এই যে কৃষ্ণ-স্মৃতি, ইহার বিরাম ছিল না। তিনি সর্ব্বদাই কৃষ্ণান্বেষণে ব্যস্ত থাকিতেন। তিনি যখনই যাহা কিছু করিতেন, তাহার সকলই কৃষ্ণস্মৃতিময়।

তবে আমি বদ্ধজীব। শ্রীগৌরসুন্দর ঐ যে মহাভাগবতের লীলা প্রদর্শন করিলেন, তাহার অধিকারী আমি কি-প্রকারে হইব? এতৎকল্পে আমাকে সর্ব্বপ্রথম সাধুগুরুর পাদপদ্মে যাইতে হইবে। তিনি আমার হৃদয়ক্ষেত্র ভালরূপে কর্ষণ করিয়া 'আমি নিত্য কৃষ্ণদাস' এই বীজটী তাহাতে বপন করিবেন। ক্রমে তাঁহার উপদেশ লাভ করিতে করিতে, তাঁহার আদর্শে বল লাভ করিতে করিতে ঐ বীজ হইতে ক্রমে অঙ্কুরোদ্গম হইবে, তৎপর ক্রমে ক্রমে কলেবর বৃদ্ধি ও পুষ্ট হইবে। এইরূপে ক্রমশঃ সুষ্ঠু সম্বন্ধজ্ঞানের অধিকারী হওয়া যাইবে।

একটী কথা স্মরণ রাখিতে হইবে—তত্ত্বজ্ঞানান্ধ অসদ্ব্যক্তিকে গুরুপদে বরণ করিলে কোন সুবিধা হইবে না। সদ্গুরু নিজে সর্ব্বদাই কৃষ্ণের সেবা করেন এবং সুষ্ঠুরূপে বিহিতা শাস্ত্রে হরিমুদ্দিশ্য যা ক্রিয়া। সৈব ভক্তিরিতি প্রোক্তা যয়া ভক্তিঃ পরা ভবেৎ॥

—এই শাস্ত্রনির্দ্দেশানুসারে শিষ্যের ...ল কার্য্যেই কৃষ্ণসম্বন্ধ করিয়া দেন। শিষ্য নিজ-ভোগপিপাসা ছাড়িয়া পালন করিতে সমর্থ হন, তখন ...ার কর্ম্মবন্ধন ক্রমে ক্রমে শিথিল ...ইয়া আসিয়া পড়ে। তখন তিনি ...বিষ্ণু-স্মরণ ব্যতীত আর কিছুই করিতে ...পারেন না। তিনি হল-চালন করিতে ...াইতেছেন, কেন না তাঁহার সেব্যতত্ত্ব হরি-...াসগণের কৃষ্ণসেবার জন্য তণ্ডুল সংগ্রহ ...রিতে হইবে; তিনি বাণিজ্য করিতে ...াইতেছেন, কেন না তাঁহার প্রভু কৃষ্ণভক্ত-...গণের প্রচারাদি কার্য্যের জন্য অর্থ-সংগ্রহ ...রিতে হইবে। এইরূপ চিন্তা-প্রণোদিত ...ইয়া কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলে কৃষ্ণার্থে ...খিল-সেবার ব্যাঘাত হয় না, সুতরাং ...বিষ্ণুস্মরণের নৈরন্তর্য্য অক্ষুণ্ণই থাকে। ...াকদৃষ্টিতে এগুলি বিষয়-কর্ম্ম হইলেও ...ইগুলি বিষ্ণুস্মরণের সহায়ক হইয়া দাঁড়ায়, ...াব বুদ্ধিভেদে এইগুলিই জীবের বন্ধন-...কারণ, বিষ্ণু-স্মৃতির নিদান।

——

শ্রীল জীব গোস্বামিপাদ ভক্তিসন্দর্ভে লিখিয়াছেন—"নামকীর্ত্তনাপরিত্যাগেন স্মরণং ...ৰ্য্যাৎ।" যদি কেহ নামগ্রহণ পরিত্যাগ করিয়া বলেন—আমি রাত্রিদিন স্মরণে থাকি, আমাকে নাম করিতে হয় না, তাহা হইলে তাঁহার উক্তির মধ্যে সত্যের অনু-...ন্ধানে বিশেষ বেগ পাইতে হয়। কলিতে ...ত্তন ত্যাগ করিয়া স্মরণ হয় না। এই ...জন্য গোস্বামিপাদ স্পষ্টাক্ষরে উপদেশ প্রদান করিয়াছে—"যদপ্যন্যা ভক্তিঃ কলৌ ...র্ত্তব্যা তদা কীর্ত্তনাখ্যভক্তিসংযোগে-...নৈবেত্যুক্তম্। যজ্ঞৈঃ সঙ্কীর্ত্তনপ্রায়ৈর্যজন্তি ...হি সুমেধসঃ ইতি।" যে-প্রকার ভক্ত্যঙ্গ ...দিত হউক না কেন, তাহার সহিত কীর্ত্তনাখ্যা ভক্তির সহযোগ না থাকিলে বিবদমান কলিযুগে তাহার স্ফূর্ত্তি হয় না

বিষ্ণুর স্মরণ নামাদি-সম্বন্ধ-ভেদে বহু-...বিধ। নাম, রূপ, গুণ, পরিকরবৈশিষ্ট্য ও লীলার স্মরণ ক্রম-সাপেক্ষ। প্রথমে নামের স্মরণদ্বারা অন্তঃকরণ শুদ্ধ হয়। শুদ্ধান্তঃ-করণে রূপ-স্মরণে তাহার উদয়-যোগ্যতা হয়। রূপের উদয়ে গুণের স্ফুরণ হয়। গুণের স্ফুরণে পরিকর-বৈশিষ্ট্যের স্ফূর্ত্তি হয়। নাম, রূপ, গুণ, পরিকরসমূহ সম্যক্ স্ফূর্ত্তি লাভ করিলে লীলার স্ফূর্ত্তি সুষ্ঠুরূপে হইয়া থাকে, ইহাই সাধন-ক্রম।

অন্ধতামিস্র

[শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র রায়]

(২)

পরে যম-নিকেতনে উপনীত হওয়া-মাত্র ধর্ম্মরাজের অপক্ষপাতিত্ব-ধর্ম্ম ও ন্যায় বিচারে অপরাধী নির্ব্বাচিত হওয়ায় তাঁ'র দণ্ডাদেশে কুকুর ও শকুনি প্রভৃতি মাংসাশী প্রাণিগণ সুতীক্ষ্ণ দন্ত ও কঠিন চঞ্চুপুট দ্বারা তা'র অন্ত্রনাড়ী গ্রহণ ক'রতে থাকে। সপ্ত প্রাণ-সংহন্ত্রী নৃশংস বিষাক্ত এবং বৃশ্চিকাদি নিষ্ঠুররূপে দংশন করতে থাকে। তা'তে সে যারপর-নাই যন্ত্রণা-ভোগ করে। পরে তামিস্র, অন্ধতামিস্র রৌরবে পতিত হ'য়ে অননুভবনীয় যাতনা ভোগ করতে থাকে।

অতএব সংসার থে'কে আত্মীয়-কুটুম্ব-ভরণেই ব্যাপৃত হো'ক অথবা কেবল উদর-ভরণমাত্র কর্ম্মে নিয়ত রত হ'য়ে জীবন-যাপন করুক, মৃত্যুর পর ইহলোকে কুটুম্ব ও স্বদেহ পরিত্যাগ ক'রে পরলোকে কেবল আপনাকে ঐ সকল দুষ্কর্ম্মের ঐ প্রকারে ফল-ভোগ করতে হয়। সে ব্যক্তি পাপ-কার্য্য দ্বারা যে ধন অর্জ্জন ক'রে রেখে যায় সে ধন ভোগ করতে অনেক লোক থাকে কিন্তু তজ্জন্য নরকবাস কেবল তা'কেই করতে হয়। সে যা'কে প্রাণিদ্রোহ ক'রে পুষ্ট করে সেই কলেবরও ধনসম্পত্তির সঙ্গে এই দেবীধামেই পরিত্যাগ ক'রে একাকী পাপরূপ পাথেয় নিয়ে ঘোর অন্ধকারময় নরকে প্রবিষ্ট হয়। ঐ ব্যক্তির অন্যান্য সমস্ত বস্তু যেমন ইহলোকে পরিত্যক্ত হয় পাপ কখনও সেরূপভাবে পরিত্যক্ত হ'তে পারে না। তা'র ত ইচ্ছা, পাপকে পরি-ত্যাগ করে, কিন্তু সে ত্যাগ করতে চাইলে কি হ'বে, ভগবান্ তা'র অন্যায় পূর্ব্বক আত্মীয়-কুটুম্ব-পোষণের পাপ পরকালে উপস্থিত ক'রে দেন তা'তে সে ব্যক্তিকে আতুরের ন্যায় দ্রুতচিত্ত হ'য়ে নরকে সেই পাপের ফলভোগের জন্য দুর্ব্বিসহ যাতনা ভোগ করতে হয়।

যে-ব্যক্তি হরি-বহির্ম্মুখ হ'য়ে অধর্ম্মা-র্জ্জিতার্থে কেবল কুটুম্বাদির ভরণার্থ উৎসুক হয়, তা'কে নরকের চরমপদ অন্ধতামিস্রে গমন করতেই হ'বে। সেই নরক ভোগের পর সে পুনরায় পুরীষ-ভোজী ঘৃণ্য অস্পৃশ্য কুকুর-শূকরাদি যোনিতে যত যত যাতনা হ'তে পারে তৎসমুদয় ক্রমান্বয়ে ভোগ করতে থাকে।

"জীব নিত্য কৃষ্ণদাস" এ'কথা স্মরণ ক'রে নিত্যানন্দাভিন্ন শ্রীল গুরুদেবের আনুগত্যে হরিগুণানুকীর্ত্তনদ্বারা মায়ার সুদৃঢ় শৃঙ্খল ছিন্ন হ'তে পারে, সুতরাং অহৈতুকী-গুরুকৃপা-বলেই অন্ধতামিস্র হ'তে রক্ষা পে'য়ে হরি-গুরু-বৈষ্ণব-সেবার সুযোগ লাভ করতে পারা যায়।

নান্যপন্থাঃ বিদ্যতে অয়নায়।

———

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ

[শ্রীমদনগোপাল ব্রহ্মচারী]

(১)

বিভিন্ন জগতে বিভিন্ন সাময়িক-পত্রের একটি ঢেউ উঠিয়াছে। মানবগণ এই তরঙ্গে পতিত হইয়া অসীম সংসার-সমুদ্রে নিঃসহায়ভাবে ভাসিতেছে। জড়-বিদ্যাসম্পন্ন ব্যক্তির জড় বিদ্যার দ্বারা জড় বস্তুর সংবাদ প্রকাশিত হওয়ায় সংবাদ-পত্রিকাও জড়। এই জড় পত্রিকালোচনা-কারী মানবগণও জড়তা-প্রাপ্ত হইয়া পড়ে। মানব এই জড়তা-বশতঃই ভগবদ্-বহির্ম্মুখ। চেতনজ্ঞানাভাবই ভগবদ্বহির্ম্মুখতার মূল-কারণ। চেতনজ্ঞান চেতনবাণী হইতে প্রস্ফুটিত। চৈতন্যের বাণীই চেতনবাণী। এই চৈতন্যবাণীই শ্রীনদীয়া-প্রকাশ। নদীয়া-প্রকাশ কোনো জড় বস্তু নয় অর্থাৎ জড়-জ্ঞানীর জড়বিদ্যার দ্বারা প্রকাশিত নয়। চেতনরাজ্যের চেতনবাণী ও চেতনের দ্বারাই প্রকাশিত হওয়ায় নদীয়া-প্রকাশ চেতন। চেতনবস্তু চৈতন্যের সেবা-যুক্ত। এই চৈতন্যের সেবা-যুক্ত চেতনবাণী আলোচনা-কারী জীবও চেতন এবং চৈতন্যের সেবাযুক্ত হইয়া থাকে।

মায়িক জগতের জড়জ্ঞানী মানবগণ শ্রীনদীয়াপ্রকাশের স্বরূপ বুঝিতে না পারিয়া জড়-পত্রিকা-বিশেষ মনে করে। বস্তুতঃ শ্রীনদীয়া-প্রকাশ কোনো মায়িক জড় বস্তু নন, চিন্ময় জগতের অপ্রাকৃত বস্তু বলিয়াই সকলের সেবা ও আরাধ্য।

শ্রীনদীয়াপ্রকাশ অর্থে—ঔদার্য্য-বিগ্রহ মহাপ্রভুকে বুঝায়। নদীয়াকে প্রকাশ করলেন যিনি বা নদীয়াতে প্রকাশিত হইলেন যিনি তিনিই শ্রীনদীয়া প্রকাশ।

যিনি এক সময় সমস্ত বিশ্বে প্রত্যেক জীবের দ্বারে চেতনধর্ম্মের ভগবৎ-প্রীতিকর আচার দ্বারা সমস্ত জীবকে চেতনময় ও আচারবান্ করিয়া চৈতন্যের সেবা-প্রাণ করিয়াছিলেন এবং অনুগত ব্যক্তিকে দেব-দুর্ল্লভ ভগবদ্প্রেম-ফল আস্বাদন করা-ইয়াছিলেন আজ সেই মহাবদান্য রাধাকৃষ্ণ-মিলিততনু শ্রীচৈতন্যদেবই ভক্তের আহ্বান—কাতর-প্রার্থনায় ভক্তের শুদ্ধ-হৃদয়ে শব্দ-বাণীরূপে প্রকটিত হইয়া সমস্ত বিশ্বের—সমস্তজীবের দ্বারে দ্বারে নদীয়া-প্রকাশ-রূপ ধারণ ক'রে জীবকে ভগবদ্-বিষয়িণী কথা শিক্ষা দিচ্ছেন। কিন্তু অজ্ঞান নির্ব্বোধ ব্যক্তি তাহা বুঝিতে অক্ষম। তাই শ্রীচৈতন্যাষ্টকে বলিয়াছেন—

নিজপ্রণয়বিস্ফুরন্নটনরঙ্গ বিস্মাপিত-
ত্রিনেত্র! নতমণ্ডলপ্রকটিতানুরাগামৃত।
অহঙ্কৃতি কলঙ্কিতোদ্ধ-অনাদি-দুর্ব্বোধহে
শচীসুত! ময়ি প্রভো! কুরু মুকুন্দ!
মন্দে কৃপাম্!!

শ্রীকৃষ্ণের প্রণয়-ভাব-বিশেষ মহারঙ্গে নর্ত্তনকারী শ্রীগৌরসুন্দরকে একমাত্র প্রণত ভক্তই জানিতে পারেন। ধনৈশ্বর্য্য-শ্রুতশ্রী-অভিমানে আত্মহারা ব্যক্তি কখনও বুঝতে পারে না। তাহাদের সমক্ষে তাঁহার স্বরূপ প্রচ্ছন্ন থাকে। গৌরসুন্দরের কৃপা ব্যতীত গৌরসুন্দরকে বুঝা যায় না। একমাত্র গৌরসুন্দরের সেবাদ্বারাই গৌরসুন্দরকে বুঝা যাইবে।

তদনুরূপ শ্রীনদীয়া-প্রকাশকেও ভোগান্ধ আত্মাভিমানিগণ বুঝতে পারে না। এক-মাত্র নদীয়া-প্রকাশের সেবালব্ধ কৃপাদ্বারাই নদীয়া-প্রকাশকে বুঝা যাইবে। নদীয়া-প্রকাশ সেবার অর্থ—নদীয়া-প্রকাশ অধ্যয়ন করা। কিন্তু, "যাহ, ভাগবত পড় বৈষ্ণবের স্থানে। একান্ত আশ্রয় কর চৈতন্য-চরণে॥" এই বাণীই আমাদের শাস্ত্র-অধ্যয়নের নিয়ম বর্ণন করিতেছেন। নিজের বুদ্ধি বা পাণ্ডিত্য দ্বারা শ্রীনদীয়া-প্রকাশ বুঝিতে চেষ্টা না করিয়া বৈষ্ণব-চরণাশ্রয় করিয়া বৈষ্ণবের আনুগত্যে শ্রীনদীয়া-প্রকাশ চন্দ্রের সেবা করিলেই শ্রীনদীয়া-প্রকাশ বুঝা যাইবে। ইহার অন্যথায় হস্তিস্নানের ন্যায় নিরর্থক হইবে।

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ বিশুদ্ধ বৈকুণ্ঠ বস্তু এবং জড়জগতে অসমোর্দ্ধ রাজ্যের অসমোর্দ্ধ ভগবৎ-কথা-প্রকাশক। কেহ কেহ বলেন, জড়জগতে যখন ইহা প্রকাশিত হইয়াছে তখন নিশ্চয় জাগতিক জ্ঞানে আবদ্ধ হইবে। তদ্ব্যতীত আর কি হইবে? এই কথা প্রত্যক্ষ সত্য বটে, কিন্তু তাহাদের এই বিচারটা নিতান্ত ভুল ও অজ্ঞতার পরি-চায়ক। যেরূপ মাকড়সার জালে অন্যান্য কীট পতঙ্গ আবদ্ধ হয় কিন্তু মাকড়সা তাহাতে আবদ্ধ হয় না, তদ্রূপ ভগবান্ ও ভক্ত মায়াতীত, অপ্রাকৃত ও চেতনবস্তু। তাঁহারা জড় জগতে প্রকটিত হইয়াও জড়তা প্রাপ্ত হন না অর্থাৎ জড়-জ্ঞানে আবদ্ধ হন না। যেরূপ আলোতে অন্ধকার প্রবেশ করিতে পারে না তদনুরূপ চিদ্জ্ঞানীর নিকট অজ্ঞান অন্ধকার অর্থাৎ জড়জ্ঞান প্রবেশ করিতে পারে না। তাঁহারা নিত্য-মুক্ত। নিত্যমুক্ত কখনও ক্ষণিক কালের জন্যও বদ্ধ হয় না। নিত্যমুক্ত-বাণী-শ্রবণ-দ্বারাই নিত্যমুক্ত হওয়া যায়। শ্রীনদীয়া-প্রকাশই একমাত্র নিত্যজগতের নিত্য শুদ্ধবাণী প্রচার করিতেছেন। অতএব শ্রীনদীয়া-প্রকাশ কখনও জড়জগতের জড়-বাণী-প্রচারক হইতে পারেন না।

শুদ্ধভক্তি গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। ভাষ্যসহ বিরাট্ শ্রীচৈতন্যভাগবত ৫৲
২। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২৮৲
একাদশ স্কন্ধ হইতে প্রতিখণ্ড ।৶০
৩। ভাষ্যদ্বয়সহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (৪র্থ সংস্করণ) ৫৲
৪। ভক্তিবিবেককুসুমাঞ্জলি (বাঁধা) ১৲
৫। গৌড়ীয়-গৌরব ।৵০
৬। গৌড়ীয়-সাহিত্য ।৵০
৭। ভজনরহস্য ॥০
৮। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৯। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ)
ঐ (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
১০। গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি-টীকাসহ)
ঐ (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
১১। গীতার কেবল মাধ্ব-ভাষ্য ॥০
১২। যুক্তিমল্লিকা গুণসৌরভঃ সানুবাদ (মাধ্ব) ২৲
১৩। বেদান্ততত্ত্বসার সানুবাদ (রামানুজীয়) ॥০
১৪। জৈবধর্ম্ম ২৲
১৫। শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৬। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১৭। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ॥৵০
ঐ (বাঁধা) ৸০
১৮। দ্বীপ-দিগ্দর্শন ৵০
১৯। সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ) ।৵০
২০। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ॥০
ঐ (আবাঁধা) ।৵০
২১। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
২২। ভক্তিরত্নাকের (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৵০
২৩। গীতমালা ⁄১০
২৪। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶০
২৫। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶০
২৬। নবদ্বীপ পঞ্জিকা (৪৪৭ গৌরাব্দ) ৵০
২৭। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
২৮। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা-দর্পণ ।০
২৯। শরণাগতি ⁄০
৩০। গীতাবলী ⁄০
৩১। চিত্রে নবদ্বীপ ১॥০
৩২। সাধনকণ ⁄০
৩৩। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ⁄০
৩৪। নবদ্বীপশতক ⁄০
৩৫। অর্থপঞ্চক ⁄০
৩৬। সদাচারস্মৃতিঃ ⁄০
৩৭। কল্যাণকল্পতরু (৫ম সংস্করণ) ⁄১০
৩৮। অর্চ্চনকণ ⁄১০
৩৯। সাধককণ্ঠমালা (বাঁধা) ।০
ঐ (আবাঁধা) ।⁄০
৪০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (প্রথম চারিখণ্ড) ৩৲
৪১। ব্রহ্মসংহিতা ।০
৪২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৪৩। মণিমঞ্জরী সানুবাদ ।০
৪৪। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৪৫। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ।০
৪৬। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৪৭। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
৪৮। গৌড়ীয়মঠ কি করেন? ⁄০
৪৯। ঈশোপনিষৎ (বলদেব ও মাধ্ব-ভাষ্য এবং বিবৃতি ও অনুবাদসহ) ।০
৫০। শ্রীভুবনেশ্বর ৶০
৫১। সিদ্ধান্তদর্পণ ৵০
৫২। সাংখ্যবাণী ⁄০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৫৩। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী-দিগ্বিজয়ঃ ॥০
৫৪। সটীক-শিক্ষাদশমূলম্ ।০
৫৫। তত্ত্ব-সূত্রম্ ।০
৫৬। সানুবাদ-শিক্ষাষ্টকম্ ৵০
৫৭। গৌড়ীয়মঠস্য পরিচয়ঃ ⁄০
৫৮। সারাংশবর্ণনম্ ৶০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৫৯। রায় রামানন্দ ॥০
৬০। নামভজন ।০
৬১। রিলেটীভ্ ওয়ার্ল্ড্‌স্ ।৵০
৬২। লাইফ্ য়্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।০
৬৩। বৈষ্ণবীজম্ ।০
৬৪। কোয়াট্ গৌড়ীয়মঠ ইজ্ ডুইং ⁄০
৬৫। দি ভাগবত ।০
৬৬। ইরোটিক্ প্রিন্সিপ্ল্ য়্যাণ্ড আনেলয়েড্ ডিভোসন ।০
৬৭। ব্রহ্ম-সংহিতা ২॥০
৬৮। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (ভলুম ওয়ান) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৬৯। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ॥০
৭০। সাধন পথ ।০
৭১। কল্যাণ-কল্পতরু ⁄১০
৭২। গীতাবলী ⁄০
৭৩। শরণাগতি ⁄০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৭৪। শরণাগতি

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

নদীয়া-প্রকাশপ্রাপ্তির স্থান

১। শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম-মায়াপুর, নদীয়া
২। শ্রীযোগপীঠ ঐ
৩। শ্রীবাস অঙ্গন ঐ
৪। অদ্বৈত-ভবন ঐ
৫। কাজীর সমাধি পাট ঐ
৬। স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ, নদীয়া।
৭। শ্রীভাগবত আসন কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
৮। শ্রীএকায়ন মঠ গোবিন্দপুর, হাঁসখালী।
৯। দ্বাদশগোপাল পাট—পোঃ চাকদহ,
১০। শ্রীগৌর-গদাধরমঠ—চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড়, বর্দ্ধমান
১১। শ্রীমোদদ্রুমছত্র মাউগাছি, বর্দ্ধমান
১২। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম, আমলাযোড়া, পোঃ রাজবাধ বর্দ্ধমান
১৩। শ্রীগৌড়ীয়মঠ বাগবাজার, কলিকাতা
১৪। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাজু, হাওড়া,
১৫। শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয়মঠ, ৯০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা
১৬। শ্রীগোপালজী মঠ কমলাপুর, ঢাকা।
১৭। শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ পোঃ বালিয়াটী.
১৮। শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয়মঠ ময়মনসিংহ।
১৯। শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ চিরুলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর
২০। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম গোয়ালপাড়া, আসাম।
২১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ রায়াপেট্টা, মাদ্রাজ।
২২। শ্রীরামানন্দগৌড়ীয় মঠ কব্বূর, জিঃ পশ্চিম গোদাবরী
২৩। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ উড়িয়াবাজার, পোঃ বক্সীবাজার, কটক।
২৪। শ্রীত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয় মঠ ভুবনেশ্বর।
২৫। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ স্বর্গদ্বার, পুরী।
২৬। শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ আলালনাথ পোঃ ব্রহ্মগিরি, পুরী।
২৭। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ ডুমুরকুণ্ডা, পোঃ চিরকুণ্ডা, মানভূম।
২৮। শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ—কাশী।
২৯। শ্রীরূপগৌড়ীয় মঠ—এলাহাবাদ।
৩০। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ পুরাণবাজার, সরকার ঠাকুরের কুঞ্জ, বৃন্দাবন
৩১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ ৪৩ নং হনুমান রোড, নিউদিল্লী
৩২। শ্রীপরমহংসমঠ—নৈমিষারণ্য,
৩৩। শ্রীসারস্বত গৌড়ীয় মঠ—হরিদ্বার।
৩৪। শ্রীব্যাসগৌড়ীয়মঠ—কুরুক্ষেত্র, পঞ্জাব
৩৫। শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাবুলনাথ রোড, পোঃ গ্র্যাণ্ট রোড, বোম্বে
৩৬। লণ্ডন গৌড়ীয়মঠ, ৩৯নং ড্রেটন্ গার্ডেন্স, কেন্‌সিংটন্ লণ্ডন, (এস্, ডব্‌লিউ—১০)।

শুদ্ধভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী মাসিক। শ্রীধাম-মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিকভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১॥০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দি ভাষায় একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি হৃদয় বন মহারাজ সম্পাদিত ও নৈমিষারণ্য শ্রীপরমহংস মঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ১॥০ দেড় টাকা মাত্র।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥০ দেড় টাকা মাত্র।

৫। কীর্ত্তন—মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ নিমানন্দ সেবাতীর্থ বি-এজি, বি-টি, সম্পাদিত। আসাম গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম হইতে প্রকাশিত আসামী ভাষায় মাসিক। ভিক্ষা সডাক ১॥০ দেড় টাকা মাত্র।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

আদিকবি শ্রীল বৃন্দাবন দাস প্রণীত সমগ্র গ্রন্থ

গ্রন্থের মূল বোল্ড অক্ষরে এবং তন্নিম্নে বিশ্ববিশ্রুত গৌড়ীয়মঠের প্রতিষ্ঠাতা ও আচার্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ **শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের** রচিত বিস্তৃত ভাষ্য উত্তম কাগজে সৌষ্ঠবের সহিত মুদ্রিত হইয়াছেন। ডবল ক্রাউন আটপেজি আকারে ১০৯৬ পৃষ্ঠায় কেবল মূল ও ভাষ্য সম্পূর্ণ হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত শ্লোকসূচী, পদ্যসূচী, স্থানসূচী, পাত্রসূচী, বিষয়সূচী, শব্দসূচী প্রভৃতি বিস্তৃত সূচীপত্রেও একটী গ্রন্থ হইবে। সভাষ্য শ্রীচৈতন্যভাগবতের এরূপ উৎকৃষ্ট ও অমূল্য বিরাট্ সংস্করণ জগতের কোথায়ও আজ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হন নাই, ইহা নিরপেক্ষ পাঠক মাত্রকেই একবাক্যে স্বীকার করিতে হইবে। শ্রীগৌড়ীয়মঠের উৎসব-কালে গ্রন্থের ভিক্ষা ১২৲ বারটাকা স্থলে—৫৲ পাঁচটাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীচৈতন্যমঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

[ক]লকাতা বাজার দর

লৌহ হার্ডওয়ার

১লা সেপ্টেম্বর ১৯৩৩

[ট]াটার তৈয়ারী— প্রতি হন্দর।

লোহার কড়ি (জয়েষ্ট বা বীম)

[মা]র্কা ৫।০—৫।৶০

[ট]েম-মার্কা হাল্‌কা ওজন ৪।৵০—৪॥৶০

[ব]রগা (টী-আয়রণ) ৬৵০—৬৴০

[এ]ঞ্জেল আয়রণ (কোনা) ৫৸৵০—৬।৵০

গ্যালভানাইজড করগেট টীন—

[২]২ গেজ ৬ হইতে ১০ ফুট ১১।৵০

২৪ গেজ " " ১০৸৵০

২৬ গেজ " " ১২

২৪ গেজ আর, পি, ডি, মার্কা ১২৸৶০

২৪ গেজ গাঃ প্লেন শীট— ১১।৵০

২৬ গেজ " " ১২।০

২৮ গেজ ও ৩০ গেজ ঐ— ১৩৲—১৬৲

[ব]াগান ঘেরা কাঁটাতার ১০০

[প]াউণ্ড বাঃ ৮৸০

[ক]ল পাটী ৬৲৵—৬।০

পোস্ট (গোল) ৬৲৵—৬।০

চয়াদে (চৌকা) ৬৵০—৬৲।০

[ল]োহা গোল রড ৶০—।৶০ সূতা ৪৸৵---৫॥৵

টানা রড-

[চ]ৌকা ৶০---।৵০ ঐ ৫৵০—৫॥০

বাণ্ডিল চাল ৭৲—৭৸০

প্লেট—তিন সূতা মোটা

[ম]াত্র ৭৲—৭।০

[ঢ]েউ চাদর ৩-১৬ খানা বাণ্ডিল ৯॥৵—১০৲

[গ]াঃ ষ্টীল ৮।০—৯৲

[র]ক রাউণ্ড ৫৸৵—৬৲৵০

[ত]ারের পেরেক ১—৬ ইঞ্চি ৯—৯৸০

[প]্যাটেন্ট পেরেক ২—৮ ইঞ্চি ১২।০—১৫॥০

[ক]লাই কড়া ১ হইতে ১০ নং ২॥০ সাট

[স]াদাল ৪, ৫, ৬, ৭৸৵০ ৮৸৵০ ৯৸৵০ ডঃ

[ত]িন পাউণ্ড ৬৲ দেঃ বিঃ ৬।৵০ "

[গ]াঃ প্লেন বালতি ৭—১২ ইঞ্চি ১॥৴০ ৬॥৴০

রিভিট " ৭—১২ ইঞ্চি ২৲--৭৲ "

[ল]োহার চেয়ার রডের গোল ও

[চ]ৌকা ৮॥০— "

[ক]াঠালের লোহার সিট ১৫৲ "

[ক]েনেস্তা (কাঠের সিট) ১৮৲ "

[ল]োহার স্ক্রুপ ॥—৩ ইঞ্চি ৴১০--॥৶০ গ্রোস

কব্জা ১৩ নং

[১]—৪ ইঞ্চি ।১০—৸৵১০ পেঃ ডজন

[গ]াঃ তার ১৬—২২ নং

[গ]জ) ১২৲---১৩৲ হন্দর

[গ]াঃ রিজিং (মটকা)

[ইঞ্চি] ।৵৫—॥৶০ পীস

[গ]াঃ গাটারিং বা ডোঙ্গা

[ইঞ্চি] ॥০—৸৴০ "

স্ক্রুপ ১॥০--২॥০ ইঞ্চি ২৩৲--২৯৲ হন্দর

গ্যাঃ ওয়াসার চাকি ১১॥০—১৬৲ "

গ্যাঃ বোল্ট নাট ৸—৩ ইঞ্চি

॥৵১০—১৵০ গ্রোস

ঢালাই রেলিং ৩॥০--৪॥০ হন্দর

ঐ রেন ওয়াটার পাইপ

৩ ইঞ্চি ৵১০ ঐ ৪ ইঞ্চি ।১০ ফুট

টিউব ওয়েলের জন্য গ্যাঃ

পাইপ১॥ ইঞ্চি ।৵৫ ফুট

পাম্প ৪নং ১২॥০ ৫নং ১৪৲ ৬নং ১৬৲

৬০- ৮০ বাটখারা ৵১৫ সাট ২।০-২॥০ মণ

সন্তোষকুমার মল্লিক এণ্ড সন্স লিঃ

লৌহ ও হাডওয়ার বিক্রেতা।

মীরবহর ঘাট লোহাপটী, বড়বাজার,

টেলি--"**লোহার মালিক**" কলিকাতা

কেরোসিন

প্লোক্রেক প্রত্যেক বাক্স (২ টিন) ৯৲৬

সূর্য্য মার্কা " ৬॥০

ভিক্টোরিয়া " ৬৲

সোণার দর

পাকা সোণা ৩০৸৴

বড়াল ৩০৸

চিনা পাত ৩২।০

রূপার দর

রূপা প্রতি ১০০ ভরি ৫৫৵০

ঐ খুচরা ৫৵০

কোম্পানীর কাগজ

৩॥০ সুদের কাগজ ৮১৶

৩॥০ নূতন ঋণ (১৯৪৭-৫০) ৯১।০

৪৲ " ঋণ (১৯৬০-৭০) ৯৭৲

৫৲ " বণ্ড (১৯৩৫ ১০৪॥৴০

ডিবেঞ্চার

৫৲ সুদের (১৯৫৬ ৮৬) কলিকাতা পোর্ট-

ট্রাষ্ট ডিবে:— ১০২॥৵০

ব্যাঙ্ক

ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক (কনট্রি) ২৯৪॥০

সেণ্ট্রাল ঐ ২২৲

কাপড় ও সূতার কল

এলগিন মিল ৪৫৲

পাট কল

হাওড়া ৫০৲

অকল্যাণ্ড ১৯৫৲

বালী ১৬২৲

বরানগর ১৫০৲

কেলভিন ৩৭০৲

ভারত ২৪৩৲

ক্লাইভ ২৮।০

ডালহাউসী ৪০৮॥০

ডেল্টা ৪০৫৲

কৃষ্ণনগর নবদ্বীপঘাট রেলওয়ে সময়

কৃষ্ণনগর হইতে নবদ্বীপঘাট

কৃষ্ণনগর সিটি —	৬-৪৫	১০-৪৪	১৩-২২	১৭-৩৮	২০-১৬
কৃষ্ণনগর রোড —	৬-৫৬	১০-৫৫	১৩-৩৩	১৭-৪৭	২০-২৫
আমঘাটা —	৭-১৫	১১-১৩	১৩-৫১	১-৩	২০-৪১
মহেশগঞ্জ—	৭-১৪	১১-২১	১৪-০	১৮-৯	২০-৪৭
নবদ্বীপঘাট —	৭-৩৩	১১-৩০	১৪-৯	১৮-১৬	২০-৫৫

বিশেষ দ্রষ্টব্য—নবদ্বীপঘাট ষ্টেশন অপেক্ষা মহেশগঞ্জ ষ্টেশন হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরের দূরত্ব অনেক কম। শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে যাঁহাদিগকে রাণাঘাটে ট্রেণ বদল করিতে হয়, তাঁহারা রাণাঘাটে প্রাতঃ ৫-৫০, ৯ ৪১, ১৬-৪৮, ১৮-৪২ এবং ০-৩২ মিনিটের সময় গাড়ী পাইবেন।

শান্তিপুর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে ৫-৪০, ৯-২৯, ১২-২৫, ১৬-৪ এবং ১৮-৪১ মিনিটের সময় ট্রেণ পাওয়া যায়।

নবদ্বীপঘাট হইতে কৃষ্ণনগর

নবদ্বীপ ঘাট—	৫-৩৫	৯-২৫	১২-১০	১৫-৩৪	১৮-৪৫
মহেশগঞ্জ—	৫ ৪৩	৯-৩৩	১২-১৯	১৫-৪৩	১৮-৫৬
আমঘাট—	৫-৪৯	৯-৩৯	১২-২৬	১৫-৪৮	১৯-৫
কৃষ্ণনগর রোড—	৬-৫	৯-৫৫	১২-৪৩	১৬-৪	১৯-২৪
কৃষ্ণনগর সিটি—	৬-১৩	১০-৩	১২-৫১	১৬-১২	১৯-৩৫

মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে—ডাঃ কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম ভক্তিশাস্ত্রী এল, এম, এফ কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

অস্পৃশ্যতা ও মহারাজা

এবার ঝালোয়ারের মহারাজা অস্পৃশ্যতা মোচনের চমৎকার দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছেন। "জল বিহার" উৎসবে প্রতি বৎসর সহরের প্রত্যেক মন্দিরের বিগ্রহ সিংহাসনে করিয়া দুর্গ প্রাঙ্গণে আনিয়া শোভাযাত্রা করা হয়, কিন্তু চামারদের বিগ্রহ তথায় আনিতে দেওয়া হইত না এবার মহারাজা অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে ইস্তাহার প্রচার করায় চামারেরাও তাহাদের বিগ্রহ দুর্গ প্রাঙ্গণে লইয়া আসে। উচ্চশ্রেণীর হিন্দুরা ইহাতে অসন্তুষ্ট হইয়া মিছিল হইতে সরিয়া দাঁড়ায়। মহারাজা এই কথা শুনিয়া তাঁহার নিজ ইষ্টদেবতা "শ্রীকৃষ্ণ" দেবের বিগ্রহ চামারদের বিগ্রহের সন্নিকটে লইয়া যাইতে আদেশ দান করেন, সুতরাং উচ্চবর্ণের হিন্দুরাও তাহাদের বিগ্রহ লইয়া শোভাযাত্রায় যোগদান করে। অতঃপর শোভাযাত্রা চন্দ্র সরোবরে যায় এবং তথায় পূজা ও আরাত্রিকের পর সমস্ত বিগ্রহ "রাজ ভবনে" লইয়া আসা হয়। মহারাজা বক্তৃতাপ্রসঙ্গে বলেন যে, তিনি তাঁহার নিজের অথবা তাহার কর্ম্মচারীগণের অপমান অসহ্য করিতে পারেন, কিন্তু দেবতার অপমান সহ্য যে পরমেশ্বর উচ্চশ্রেণীর হিন্দুদের বিগ্রহে অধিষ্ঠান করেন, সেই পরমেশ্বরই বিগ্রহেও চামারদের অধিষ্ঠিত আছেন।

জুয়ার আড্ডায়

[illegible] পুলিশ সংবাদ পায় যে, স্থানীয় ক্যাণ্টনমেণ্ট বোর্ডের মোটর লরীর ড্রাইভার গণেশ সিং তাহার বাড়ীতে জুয়ার একটী আড্ডা বসাইয়াছে, সাব-ইন্‌স্পেক্টার মিঃ আনসারী ও সুখল একদল পুলিশ লইয়া অতর্কিত ভাবে তাহার বাড়ীতে হানা দেয়। তথায় ১৫জন জুয়াড়ীকে গ্রেপ্তার করা হয়। ধৃত ব্যক্তিগণের মধ্যে রিজার্ভ লাইনের পাঁচজন কনেষ্টবল ছিল। কনেষ্টবলদের সম্বন্ধে পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টকে জানান হইয়াছে। ধৃত ব্যক্তিগণের মধ্যে ৫০৲ টাকার জামিনে ১০ জনকে ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে।

জয়েণ্ট সিলেক্ট কমিটিতে অরুচি

জয়েণ্ট সিলেক্ট কমিটির ভবিষ্যৎ অধিবেশনে দেশীয় রাজন্যবর্গের পক্ষ হইতে কেবল স্যার আকবর হায়দরী (হায়দরাবাদ) এবং স্যার মনুভাই মেটা (বিকানীর) ব্যতীত আর কেহ যোগদান করিবেন না। স্যার লিয়াকৎ হায়াৎ খাঁ, স্যার সি, পি রামস্বামী আয়ার, স্যার ভি, টি, কৃষ্ণমাচারী, স্যার মীর্জ্জা ইসমাইল ও স্যার প্রভাশঙ্কর পট্টনী লণ্ডন যাইবেন না। প্রকাশ, হোয়াইট পেপারের কোনও উন্নতি আশা নাই বলিয়াই তাঁহারা জয়েণ্ট সিলেক্ট কমিটীতে যোগদান করিবেন না। স্যার ভি টি কৃষ্ণমাচারী, স্যার লিয়াকৎ হায়াৎ খাঁ ও সি পি রামস্বামী আয়ার বর্ত্তমান বিলাতে আছেন স্যার ভি টি কৃষ্ণমাচারী বড়লাটের সহিত সাক্ষাৎ করেন।

তারের ঠিকানা— 'শ্রীধাম' নবদ্বীপ
ডাকের ঠিকানা—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

দৈনিক

Reg No C 1514

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩।৹
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার স্বতন্ত্র।

সাহায্যের হার
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸
মাসিক ১৲
নগদ
প্রতি সংখ্যা ৵৫

নদীয়া-প্রকাশ

THE NADIA-PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৮ম খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বেদান্তবাচস্পতি [১৭৫শ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর—৭ই আশ্বিন শনিবার ১৩৪০, ২৩শে সেপ্টেম্বর ১৯৩৩

আন্দামানে বন্দীদের প্রতি ব্যবহার

পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু সংবাদপত্রের মারফৎ নিম্নলিখিত বিবৃতি প্রদান করিয়াছেন :—

"স্যার হেনরি হেগ মহাত্মা কৌতুকপূর্ণ রাষ্ট্রীয় পরিষদে আমার নাম উল্লেখ করিয়া আমার গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, কারাগার হইতে মুক্তি লাভের পর আমার প্রথম কাজই হইয়াছে, আন্দামান দ্বীপে রাজবন্দীদের অবস্থা সম্বন্ধে যে বিবৃতি বাহির হইয়াছে, তাহাতে আমার নাম স্বাক্ষর করা। স্যার হেনরি হেগ নিশ্চয়ই মনে করিয়াছিলেন যে, বহুকাল ভারতের কারাগারে বাস করিবার ফলে আমার কোমল হৃদয়বৃত্তিগুলি অসাড় হইয়া পড়িয়াছে এবং মানবের দুঃখকষ্ট আর আমাকে অভিভূত করিবে না। আমি তাঁহাকে আশ্বাস দিতেছি যে, গবর্ণমেণ্ট আমার জন্য সময় সময় যে চিকিৎসার ব্যবস্থাই করুন না কেন আমি ঐসব বৃত্তিগুলিকে পূর্ব্বের মতই বাঁচাইয়া রাখিতে সক্ষম হইয়াছি। প্রকৃত প্রস্তাবে, আন্দামান বন্দীদিগের সম্পর্কে বিবৃতিতে যে হৃদয়াবেগ প্রকটিত হইয়াছে, তাহা আমার অনুভূতির তুলনায় অতি ক্ষীণ।

মানবতার স্থান নাই

যুক্তির দিক হইতে কিম্বা মানবতার দিক হইতে ঐ সব দাবী যতই সুস্পষ্ট হউক না কেন, ব্যক্তিগত ভাবে আমি ঐরূপ যুক্তির দ্বারা গবর্ণমেন্টের নিকট কোনও দাবী উপস্থিত করিতে মোটেই ইচ্ছুক নহি। আমি বহুদিনের অভিজ্ঞতা হইতে আমি এই শিক্ষালাভ করিয়াছি যে, সরকারী উচ্চ কর্ম্মচারীদিগের মনে যুক্তি অথবা মানবতার কোনও স্থান নাই।

আমার এক অপ্রকাশিত চিঠিতে ইহা আমি ঐ বিবৃতির মূল রচয়িতাদিগকে লিখিয়াছিলাম। অন্য সব কারণ ভিন্নও যে নামের তালিকায় পূজ্যপাদ ডাঃ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং আচার্য্য পি সি, রায়ের নাম উল্লেখ আছে, সেই নামের তালিকায় আমার নাম যুক্ত দেখিয়া আমি নিজকে অত্যন্ত সুখী মনে করিতেছি।

গিলবার্টের নীতি

আমি গিলবার্ট এবং সুলিভানের অপেরার অত্যন্ত অনুরাগী বটে, কিন্তু ইহাদের অপরাধ ও শাস্তি সম্বন্ধে তাঁহাদিগের যে ধারণা, তাহা আমি সমর্থন করি না। স্যার হেরি হেগ অবশ্য সেই সম্রাট মিকাডো—যাহার সকল উদ্দেশ্যই ভাল এবং যিনি মহৎ অপরাধের অনুরূপ শাস্তি দিতেই অভ্যস্ত—তাঁহার নিকট হইতেই অনুপ্রেরণা লাভ করিয়া থাকবেন। সেই জন্যই হয়ত ভারতীয় বিশেষতঃ আন্দামান বন্দীদিগের প্রতি এইরূপ গিলবার্টি নীতি অবলম্বন করিয়াছেন।

আমি বিশ্বাস করি যে যদি আমরা তাঁহার ঐরূপ রাজকীয় দৃষ্টান্ত উপলব্ধি করিতে অক্ষম হইয়া এখনও মানবতার আদর্শ লইয়া থাকি এবং যদি এখনও বিশ্বাস করি যে, মানুষের প্রতি মানুষের মতই ব্যবহার করিতে হইবে এবং কারাদণ্ডের উদ্দেশ্য বর্ব্বরোচিত প্রতিহিংসামূলক ও শাস্তিমূলক না হইয়া সংশোধনাত্মক হওয়াই উচিত তাহা হইলে স্যার হারি হেগ আমাদিগকে নিশ্চয়ই ক্ষমা করিবেন।

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক বিল

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক বিল ও ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক আইন সংশোধন বিল সম্বন্ধে বিবেচনা করিবার জন্য ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদের ১৪জন ও রাষ্ট্রীয় পরিষদের ১৪জন, মোট ২৮জন সদস্য লইয়া আগামী ২০শে নবেম্বরের মধ্যে রিপোর্টদানের নির্দ্দেশ সহ একটি জয়েণ্ট সিলেক্ট কমিটি নিয়োগের যে প্রস্তাব ইতিপূর্ব্বে গৃহীত হইয়াছে, তদনুযায়ী গত ১৮ই সেপ্টেম্বর ব্যবস্থা পরিষদে অর্থ সচিব স্যার জর্জ্জ সুষ্টার জয়েণ্ট সিলেক্ট কমিটির জন্য ব্যবস্থা পরিষদে নিম্নলিখিত ১৪জন সদস্যের মনোনয়ন মঞ্জুর করিবার নিমিত্ত প্রস্তাব করেন—

স্যার কাওয়াসজী জাহাঙ্গীর, শ্রীযুত সত্যেন্দ্রচন্দ্র মিত্র, মিঃ আজহর আলী, শ্রীযুক্ত বিদ্যাসাগর পাণ্ডে, শ্রীযুক্ত গয়াপ্রসাদ সিংহ, শ্রীযুক্ত ভূপৎ সিং, শ্রীযুক্ত বি দাস, সর্দ্দার বসন্ত সিং, রায় বাহাদুর এস আর পণ্ডিত, স্যার লেসলী হাডসন, মিঃ ইয়ামিন খান, স্যার আবদুল্লা সুরাবর্দ্দী, সর্দ্দার নিহাল সিংহ ও স্যার জর্জ্জ সুষ্টার।

জয়েণ্ট সিলেক্ট কমিটি কিরূপ কার্য্যপদ্ধতি অবলম্বন করিবেন, তৎসম্বন্ধে কতিপয় সদস্য প্রশ্ন উত্থাপন করিলে অর্থসচিব বলেন, কমিটিই উহা নির্দ্ধারণ করিবেন। প্রস্তাবটি গৃহীত হয়।

রাষ্ট্রীয় পরিষদের ১৪জন সদস্য

ভারতীয় রাষ্ট্রীয় পরিষদে অনারেবল মিঃ জে বি. টেলর প্রস্তাব করেন যে, রিজার্ভ ব্যাঙ্ক বিল ও ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক আইন সংশোধন বিল সম্বন্ধে বিবেচনা করিবার জন্য ১৪ জন সদস্যকে মনোনীত করা হউক,—

আয়র্ল্যাণ্ডের পরিস্থিতি

কর্ক সহরে ২০ হাজার লোকের এক সভায় বক্তৃতাপ্রসঙ্গে মিঃ ডি ভ্যালেরা বলিয়াছেন যে, প্রধান প্রধান বিষয়সমূহে গবর্ণমেণ্টের সহিত শ্রমিকদলের মতের মিল হইয়াছে; সুতরাং বর্ত্তমান রাষ্ট্রসভার আয়ুষ্কাল পর্য্যন্ত নূতন নির্ব্বাচনের কোনও সম্ভাবনা নাই।

ইউনাইটেড আয়র্ল্যাণ্ড পার্টি সম্পর্কে মতামত প্রকাশ করিয়া মিঃ ডি ভ্যালেরা বলেন যে, ন্যাশনাল গার্ড এই দলের সামরিক শাখা, গবর্ণমেণ্ট রাজনৈতিক দলের আশ্রয়ে এইরূপ সামরিক আন্দোলন গড়িয়া উঠিতে দিবেন না।

মিঃ ডি ভ্যালেরা নিজ দলের সমর্থকদিগকেও নিন্দা করিতে ছাড়েন নাই। তিনি বিলাতী মদের দোকানের উপর উপদ্রবের কথা উল্লেখ করিয়া বলেন যে, এই কার্য্য অত্যন্ত নিন্দনীয়। এই কার্য্যের অনুষ্ঠাতাদিগকে সাবধান করিয়া দিয়া তিনি বলেন যে, উহা ব্রিটিশকেই উৎসাহিত এবং দেশভক্ত আইরিশদিগকেই নিন্দনীয় করিতেছেন।

গ্রেপ্তার

চাঁদপুর মহকুমার পুলিশ থানার এলাকাধীন হাসিমপুর গ্রামের কয়েকজন লোক জাল টাকা তৈয়ারী করিতেছে এই সংবাদ পাইয়া উক্ত থানার ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী কয়েকজন সশস্ত্র পুলিশসমেত নির্দ্দিষ্ট বাড়ীতে উপস্থিত হইয়া খানাতল্লাস করেন। ফলে বহুসংখ্যক এক আনি দু'আনি ও সিকি এবং এই সকল মুদ্রা প্রস্তুত করিবার যন্ত্রপাতি পাওয়া গিয়াছে। দুইজন নারী সমেত ১১ জনকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। ঐ স্ত্রীলোক দুইটিকে জামিনে মুক্তি দেওয়া হইয়াছে। পুলিশ তদন্ত চলিতেছে।

ওঁ নমো ভগবতে শম্ভুদেবায়

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

৭ই আশ্বিন শনিবার, ১৩৪০

মহাত্মা গান্ধী ও পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরুর মধ্যে যে পত্র ব্যবহার হইয়াছে, পণ্ডিতজী তাহা সংবাদপত্রে প্রকাশার্থ দিয়াছেন।

পণ্ডিতজী কর্ত্তৃক মহাত্মার নিকট
লিখিত পত্র

প্রিয় বাপু,

আপনার নিশ্চয়ই স্মরণ আছে যে, সম্প্রতি আপনার ও আমার মধ্যে যে আলোচনা হইয়াছে, সেই আলোচনায় আমি বলিয়াছি—আমাদের উদ্দেশ্যের স্পষ্টতর সংজ্ঞা নির্দ্দেশ করিয়া তাহা পুনরায় ঘোষণা করা কর্ত্তব্য। কংগ্রেস চূড়ান্তভাবে নির্দ্দেশ করিয়াছে যে, রাজনৈতিক স্বাধীনতাই আমাদের চরম লক্ষ্য; আমি স্বীকার করি, ইহার কোনও অংশ পরিবর্জ্জন অথবা ইহার সহিত নূতন কিছু সংযোজন অসম্ভব। পূর্ণ স্বাধীনতাই আমাদের লক্ষ্য। অস্পষ্ট ভাষা-বিন্যাস এবং বিরুদ্ধবাদীদের প্রচার কার্য্যের ফলে অনেক সময় বিভ্রম ঘটিয়া থাকে; এই বিভ্রম অপনোদন কল্পে আমাদের রাজনৈতিক দাবী পুনরায় সুস্পষ্ট ভাষায় প্রকাশ করা আবশ্যক। "স্বাধীনতা" শব্দটিও নানা অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। একথা বলা অনাবশ্যক যে, সৈন্যবিভাগ ও পররাষ্ট্র বিভাগের উপর পূর্ণ অধিকার এবং অর্থনৈতিক পূর্ণ স্বাতন্ত্র্য আমাদের 'স্বাধীনতার' অন্তর্ভুক্ত; কংগ্রেসও সুস্পষ্ট সুনির্দ্দিষ্ট ভাষায় তাহা ব্যক্ত করিয়াছে।

করাচী কংগ্রেস "মৌলিক অধিকার ও অর্থনৈতিক পরিবর্ত্তন" সম্পর্কে যে প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে, তাহাতেই কংগ্রেস অর্থনৈতিক আন্দোলনের সূচনা করিয়াছে, এবং আমাদের কর্ত্তব্য পথ নির্দ্দেশ করিয়াছে। আমি ঐ প্রস্তাবের উপর সবিশেষ গুরুত্ব আরোপ করি, কিন্তু আমি তদপেক্ষাও অধিক অগ্রসর হইতে এবং আমাদের লক্ষ্য আরও স্পষ্টতর ভাষায় নির্দ্দেশ করিতে চাই।

আমার দৃঢ় বিশ্বাস এই যে, আমরা যদি জনসাধারণের আর্থিক উন্নতি সাধন করিয়া তাহাদিগকে স্বাধীনতা দান করিতে চাই, তাহা হইলে বিশিষ্ট স্বার্থ সমন্বিত সম্প্রদায় সমূহের বিশেষ বিশেষ স্বার্থ ও অধিকার পরিত্যাগ করিতে হইবে। এতদ্‌ব্যতীত আর কি উপায়ে জনসাধারণের শোচনীয় অবস্থার প্রতিকার হইতে পারে, তাহা আমার কল্পনাতীত। সুতরাং স্বাধীনতা লাভের সমস্যা এবং বিশিষ্ট স্বার্থ বিলোপের সমস্যা অবিচ্ছিন্ন হইয়া দাড়ায়। বিশিষ্ট স্বার্থ বিলোপ প্রচেষ্টায় আমরা যতদূর অগ্রসর হইব, স্বাধীনতা অর্জ্জনের পথেও ততদূর অগ্রসর হইতে পারিব। ভারতবর্ষে বিশিষ্ট কায়েমী স্বার্থ সমন্বিত সম্প্রদায় সমূহের মধ্যে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের স্থান সর্ব্বোপরি, অতঃপর দেশীয় রাজন্যবর্গ এবং তারপর অন্যান্য সকলে। কোনও সম্প্রদায় বা মণ্ডলীর ক্ষতি সাধন আমাদের উদ্দেশ্য নহে এবং যতদূর সম্ভব মৃদুতার সহিত অন্যায় স্বার্থের বিলোপ সাধন করিতে হইবে; কিন্তু জনসাধারণকে তাহাদের ন্যায্য স্বার্থে বঞ্চিত করিয়া যাহারা অন্যায় সুবিধা ও অধিকার ভোগ করিতেছে, তাহাদের কিছু না কিছু ক্ষতি হইবেই হইবে। জনসাধারণের দুর্দ্দশা চরমে উঠিয়াছে; সুতরাং যতদূর সম্ভব ত্বরায় ঐ অন্যায় অধিকার ও সুবিধার বিলোপ সাধন করিতে হইবে, তাহা বলা নিষ্প্রয়োজন। বস্তুতঃ পক্ষে, অর্থনৈতিক শক্তি সমূহ অতি দ্রুত কাজ করিতেছে এবং প্রাচীন সমাজবিন্যাস বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইতেছে। যুক্তপ্রদেশের বড় বড় জমিদারী ও তালুকদারীগুলি ইতিমধ্যেই প্রায় বিধ্বস্ত হইয়া গিয়াছে। বাহিরের লোকের সাহায্যে আরও কিয়ৎকাল উহাদের ঠাট বজায় রাখা সম্ভব বটে, কিন্তু উহাদের ধ্বংস অনিবার্য্য। জমিদারের অবস্থাও শোচনীয় বটে, কিন্তু কৃষকগণের অবস্থা অধিকতর শোচনীয়।

গোলটেবিল বৈঠক ও উহার আনুষঙ্গিক কমিটিগুলির দ্বারা যে ভারতের একটী মাত্র সমস্যাও মীমাংসিত হইবে না, সেই বিষয়ে আমরা সকলেই একমত। আমি যতদূর বুঝিতে পারিয়াছি, তাহাতে আমার বিশ্বাস ভারতবর্ষে যে প্রবল জাতীয় ও অর্থনৈতিক আন্দোলন বিশিষ্ট স্বার্থসমূহ বিপন্ন করিয়া তুলিয়াছে, ঐ আন্দোলন প্রতিরোধ করিয়া ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের আনুকূল্যে ঐ সকল বিশিষ্ট স্বার্থ সুরক্ষিত করাই গোলটেবিল বৈঠক প্রভৃতির উদ্দেশ্য। আন্তর্জ্জাতিক পরিভাষায় বলা যায় যে, ফ্যাসিষ্ট উপায়ে বিশিষ্ট ও কায়েমী স্বার্থাধিকারী সমস্ত সম্প্রদায়কে সঙ্ঘবদ্ধ করিয়া ভারতবর্ষের জাতীয় আন্দোলন দমনের আয়োজন হইতেছে। কিন্তু শুধু স্বার্থ সুরক্ষিত করিলেই মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অথবা জনসাধারণের অর্থনৈতিক অভাব ও অভিযোগ দূর করা সম্ভব নহে, সুতরাং এই আয়োজনের ব্যর্থতা যে অনিবার্য্য, তাহা পূর্ব্বাহ্ণেই বলা যায়। গণতান্ত্রিক রাজনীতির দিক হইতে বিচার করিলেও বুঝা যায়, গণতান্ত্রিকতা এবং স্বেচ্ছাচারতন্ত্র পাশাপাশি চলিতে পারে না ঠিক এই কথাই আপনি গোলটেবিল বৈঠকে বলিয়াছিলেন।

আর একটী কথা স্মরণ রাখিতে হইবে ভারতের স্বাধীনতা অর্জ্জনের সমস্যাটিকে আন্তর্জ্জাতিক ক্ষেত্রের গুরুতর সমস্যা হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখিবার উপায় নাই। বর্ত্তমানে জগতে যে ঘোরতর সঙ্কট চলিয়াছে ভারতবর্ষে তাহারই জের চলিতেছে মাত্র। যে কোনও মুহূর্ত্তে এই সঙ্কটের অবসান ঘটিতে পারে, আবার যে কোনও মুহূর্ত্তে ইহার ফলে সমগ্র পৃথিবীতে দাবাগ্নি জ্বলিয়া উঠিতে পারে। প্রগতি ও জনসাধারণের উন্নতি প্রচেষ্টার সহিত অন্যায় স্বার্থ সংরক্ষণ প্রচেষ্টার জগতের সর্ব্বত্র ঘোরতর সংগ্রাম চলিতেছে। এই সংগ্রামের সহিত আমরাও ওতপ্রোতভাবে জড়িত; সুতরাং আমরা ইহার চিত্রার্পিতবৎ নিশ্চেষ্ট সাক্ষী স্বরূপ অবস্থান করিতে পারি না। আমার দৃঢ় বিশ্বাস আমাদের স্বার্থের খাতিরেও বটে এবং আন্তর্জ্জাতিক প্রগতির খাতিরেও বটে—আমাদিগকে প্রগতিশীল প্রাণশক্তির সহিত যোগদান করিতেই হইবে। তবে বর্ত্তমানে আমাদের পক্ষে ঐ পক্ষ সমর্থনের অর্থ যে উহার আদর্শ অনুমোদন, তাহা আমি স্বীকার করি। যে সকল বৃহত্তর সমস্যা আমার মানসপটে ভাসিয়া উঠিতেছে, পূর্ব্বোক্ত সমস্যা তন্মধ্যে অন্যতম। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, উহা অপেক্ষা করিলে আমাদের গুরুতর ক্ষতি অনিবার্য্য, এবং আমরা যদি উহার স্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারি, তাহা হইলে আমাদের আন্দোলনের মূলতত্ত্ব স্পষ্টতর হইয়া উঠিবে।

বৃহত্তর সমস্যাগুলি অবশ্যই অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ; কিন্তু আপনি অবশ্যই জানেন আমাদের অগণিত দেশবাসী আপাততঃ আমাদের আধুনিক জাতীয় সমস্যা লইয়াই বিব্রত। দেশবাসীর কর্ত্তব্য নির্দ্দেশপূর্ব্বক আপনি ও শ্রীযুত আণে কিছুদিন পূর্ব্বে যে বিবৃতি প্রচার করিয়াছেন, আমার মনে হয় উহার কোনও কোনও বিষয়ে অসন্তোষ—এমন কি বিক্ষোভ উপস্থিত হইয়াছে কিন্তু কংগ্রেসের গঠনতন্ত্র অনুসারে উহা কিছুতেই অগ্রাহ্য দেখা যায় না। আপনি ও শ্রীযুত আণে যে নির্দ্দেশ দিয়াছেন, আমি ধরিয়া লইতেছি, তদ্দ্বারা কয়েকটি সমস্যা মীমাংসার উপায় নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে মাত্র। কংগ্রেস পূর্ব্ববৎ বর্ত্তমান আছে। গবর্ণমেণ্ট যখন কংগ্রেস কমিটিগুলি অবৈধ ঘোষণা করিয়াছেন, তখন কংগ্রেস স্বাভাবিকভাবে কাজ চালাইতে পারে না। নিয়মতান্ত্রিক অফিসও খোলা যাইতে পারে না এবং প্রকাশ্যতঃ কোনও কাজ করা যাইতে পারে না।

ভারত গবর্ণমেণ্ট

ব্যবস্থা পরিষদ বিভাগ

নিম্নলিখিত আইনের পাণ্ডুলিপি ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দের ২৪শে মার্চ্চ তারিখে ব্যবস্থা পরিষদে উপস্থাপিত করা হইয়াছিল :—

ব্যবস্থা পরিষদের ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দের
১৩নং আইনের পাণ্ডুলিপি।

তথাকথিত অবনত জাতিদিগের হিন্দু মন্দিরে প্রবেশ বিষয়ে অযোগ্যতাসমূহ দূরীকরণার্থ আইনের পাণ্ডুলিপি।

যেহেতু হিন্দু সম্প্রদায় দিন দিন ইহা অধিক পরিমাণে অনুভব করিতেছেন যে, তাহাদের মন্দিরে প্রবেশ বিষয়ে কোন কোন শ্রেণীর হিন্দুদিগের উপর সামাজিক আচার-ব্যবহার ও প্রথা দ্বারা যে সকল অযোগ্যতা চাপান হইয়াছে তাহা দূর করা প্রয়োজন;

এবং যেহেতু এইরূপ মন্দিরসকলের পরিচালনের ভারপ্রাপ্ত ন্যাসধারী ব্যক্তিদিগের, এবং অপর ব্যক্তিগণের, প্রচলিত আচার ব্যবহার ও প্রথার বিরুদ্ধ নূতন কিছু প্রবর্ত্তন করিবার ক্ষমতা আছে কি না সে সম্বন্ধে সন্দেহ পোষণ করা হইয়া থাকে;

এবং যেহেতু ইহা সঙ্গত যে, কোন ন্যাসধারীর পরিচালনাধীন কোন মন্দিরে কোন শ্রেণীর হিন্দুদের প্রবেশ নিষিদ্ধ থাকিলে, যদি স্থানীয় হিন্দু সম্প্রদায় সাধারণতঃ উহাদের প্রবেশ দানে ইচ্ছুক হন, তাহা হইলে এরূপ মন্দিরে ঐ সকল হিন্দুদিগকে প্রবেশ করিতে দিতে ন্যাসধারীর পক্ষে আর অধিক কাল আদালতের বিচারঘটিত আইন অমলে কোন বাধা থাকা উচিত নয়;

অতএব এতদ্দ্বারা নিম্নলিখিতমত বিধান করা গেল :—

১। (ক) এই আইনটিকে হিন্দু মন্দিরে প্রবেশের অযোগ্যতা দূরীকরণ বিষয়ক ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দের আইন নামে অভিহিত করা যাইতে পারিবে।

(খ) ইহা সমগ্র ব্রিটিশ ভারতবর্ষে প্রচলিত হইবে।

২। বিষয়। পূর্ব্বাপর কথায় বিরুদ্ধভাবের কোন কিছু না থাকিলে এই আইনে—

(১) "বোর্ড" বলিতে মাদ্রাজ হিন্দু দেবোত্তর বিষয়ক ১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দের আইনের ১০ ধারা অনুযায়ী গঠিত বোর্ড অব কমিশনার্স (কমিশনারগণের বোর্ড) বুঝাইবে।

(২) "নিষিদ্ধ জাতি" বলিতে, প্রচলিত আচার-ব্যবহার বা প্রথার জন্য হিন্দু সম্প্রদায়ের যে জাতি বা শ্রেণীর পক্ষে মন্দিরে প্রবেশ নিষিদ্ধ হইয়াছে তাহাকে বুঝাইবে।

(ক্রমশঃ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক

— পারমার্থিক পত্র —

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশ
তনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনং,
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং
প্রেমা পুমর্থো মহান্,
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং
তত্রাদরো নঃ পরঃ॥

৮ম বর্ষ } ১৯ পদ্মনাভ গৌরাব্দ ৪৪৭, ৭ই আশ্বিন বঙ্গাব্দ ১৩৪০, ২৩শে সেপ্টেম্বর ইং ১৯৩৩, শনিবার ১৭৫শ সংখ্যা

শ্রীএকায়নমঠের পথে

[শ্রীপাদ কিশোরী-মোহন ভক্তিবান্ধব]

হংসক্ষেত্র ২০।৯।৩৩

'সুরধুনি'! তোমার আজ ভাগ্যের প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারিতেছি না। এতদিন ত' কাটাইলে, কিন্তু "অসৎসঙ্গ ত্যাগ, এই বৈষ্ণব আচার। স্ত্রীসঙ্গী এক অসাধু, কৃষ্ণাভক্ত আর॥" এই ধরণের কথা কোন দিন তোমার শোন্‌বার সৌভাগ্য হয় নাই। এযাবৎ বহু কৃষ্ণাভক্ত ও মায়াবদ্ধ, কৃষ্ণেতর-বিষয়াভিনিবিষ্ট ব্যক্তিগণের সঙ্গ করিবার এবং তাহাদের সেবা করিতে গিয়া তোমার দেহ লাভ করিয়াছ, কিন্তু জানি না, কোন্ সুকৃতিবলে আজ তুমি কৃষ্ণের অভিন্ন-বিগ্রহ আচার্য্যচরণ বক্ষে ধারণ করিয়া নদী-মাতৃক দেশসমূহে সংকীর্ত্তন-বন্যা প্রবাহিত করিবার সহায়কারিরূপে তোমার দেহতরী নিযুক্ত করিয়া দিয়াছ! "প্রাণৈরর্থৈর্ধিয়া বাচা শ্রেয়ঃ আচরণং সদা' এই ভাগবতবাণীকে যে তুমি আজ হৃদয়ঙ্গম করিয়া তোমার নিজের জীবনে তাহা কার্য্যে পরিণত করিতে পারিয়াছ, এহেতু তোমার আর সৌভাগ্যের সীমা নাই। "নৃদেহমাদ্যং সুলভং সুদুর্ল্লভং প্লবং সুকল্পং গুরুকর্ণধারম্। ময়ানুকূলেন নভস্বতেরিতং পুমান্ ভবাব্ধিং ন তরেৎ স আত্মহা॥" ভাগবতে আমরা এই একটি শ্লোক দেখ্‌তে পাই। তোমার জীবনে তুমি আজ তোমার দেহতরীকে শ্রীগুরুপাদপদ্মরূপ কর্ণধারের হস্তে সঁপিয়া দিয়া কিরূপ অবলীলাক্রমে সংসারসমুদ্রে ভাসাইয়া দিয়া পার হইয়া যাইতেছ তাহা দেখিয়া তোমার নিকট হইতে এক মহাশিক্ষা লাভ করিয়া আমরা কৃতকৃতার্থ হইতেছি।

———

গতকল্য মঙ্গলবার ১৯।৯।৩৩ তারিখে বেলা ২-১৫ টার সময় তুমি সপার্ষদ প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের শ্রীপাদ-পদ্ম বক্ষে ধারণ করিয়া শ্রীধাম মায়াপুর হইতে রওনা হইতেছ দেখিয়া মহতের সঙ্গ-লাভাকাঙ্ক্ষায় আমিও তোমার অনুগমন করিবার লোভ সম্বরণ করিতে পারি নাই। শ্রীল প্রভুপাদের সঙ্গে আচার্য্যত্রিক প্রভু প্রমুখ ষোড়শ মূর্ত্তি ছিলেন।

———

শ্রীধাম হইতে শ্রীল প্রভুপাদের তোমার কক্ষে উঠিবার সময় শ্রীধামবাসী বহু নর-নারী এবং শ্রীধামাগত বহু যাত্রী তাঁহাদের হৃদয়ের অভিনন্দন প্রদান করিবার জন্য তোমার সন্নিধানে উপস্থিত হন এবং দণ্ডবন্নতিপূর্ব্বক তথায় বহুক্ষণ যাবৎ দণ্ডায়মান থাকেন। তুমি যখন সপার্ষদ আচার্য্যকে পাইয়া তাঁহাদের হৃদয়ের দিকে দৃক্‌পাত না করায় আনন্দে গমন করিতে লাগিলে, তখন তাঁহারা বিষাদ-কালিমা-লিপ্তবদনে স্ব স্ব ভবনে গমন করিলেন।

———

স্রোতের অনুকূলে খুব দ্রুতগতিতে সুরধুনী প্রায় ৩৬ মাইল পথ অতিক্রম করিয়া গোধূলি-সময়ে চূর্ণি নদীর মোহনায় প্রবেশ পূর্ব্বক রাত্রি ৯টার সময় রাণাঘাটে উপস্থিত হয়। সেখানে শ্রীভগবানের ভোগ প্রদান পূর্ব্বক সকলে মহাপ্রসাদ সম্মান করেন। ঐ স্থানে আচার্য্যত্রিকপ্রভু শ্রীপাদ হরিপদ বিদ্যারত্ন ও শ্রীপাদ রাসবিহারী ব্রহ্মচারী ভক্তিজ্যোতিঃ ট্রেণে কলিকাতা যাইবার জন্য অবতরণ করিয়া গেলেন। তাঁহারা চলিয়া যাইবার পর রাত্রি ১০টার সময় লঞ্চ ছাড়িল এবং চূর্ণির প্রবল স্রোতে উজান বাহিয়া চলিতে লাগিল। শ্রীল প্রভুপাদের সঙ্গে সঙ্গে সকলেই বিশ্রাম লাভার্থ শয়ন করিলেন। আকাশের কোন দুর্যোগ ছিল না, সকলেই নিশ্চিন্ত মনে শয়ন করিলেন।

———

অমাবস্যার রাত্রি। রাত্রি ১টার সময় সকলের অলক্ষিতভাবে আকাশ ঘোর ঘন-ঘটাচ্ছন্ন হইয়া অকস্মাৎ প্রবল ঝটিকা ও বৃষ্টি আরম্ভ হইয়া সকলের বিশ্রাম ও নিদ্রা ভঙ্গ করিয়া দিল, মুষলধারে বৃষ্টি হইতে থাকিল এবং লঞ্চখানিকে ইতঃস্ততঃ বিক্ষিপ্ত করিয়া অন্ধকারে তীরে আট্‌কাইয়া দিল, কিন্তু অত্যল্প সময় মধ্যেই তাহারা পলায়ন করিল সুতরাং লঞ্চ পুনরায় পূর্ণোদ্যমে চলিতে লাগিল।

দ্বাপরে শ্রীকৃষ্ণাবতারে শ্রীকৃষ্ণ-লীলা বুঝিতে না পারিয়া তাঁহাকে সামান্য-মানব-জ্ঞানে ইন্দ্রের মোহপ্রাপ্তি, কলিযুগে শ্রীমন্‌মহাপ্রভুর লীলা-কালে চাঁদকাজী প্রভৃতির মোহপ্রাপ্তি এবং বর্ত্তমান ক্ষেত্রেও ইন্দ্রদেবের মোহ ভাগবত-বাণীর নিত্যত্ব প্রদর্শন করিতেছে। "আচার্য্যং মাং বিজানীয়াৎ নাবমন্যেত কর্হিচিৎ" এ কথাটী ইন্দ্রদেবের জানা ছিল কিনা বলিতে পারি না, কিন্তু জানা থাকিলেও মনে হয়, বিস্মৃতি-বশতঃ তিনি সেই আচার্য্যচরণ বক্ষে ধারণকারী 'সুরধুনীকে' সামান্য অচেতন জলযান মনে করিয়া বিধ্বস্ত করিবার জন্য রাত্রি ১টার সময় তাঁহার শক্তিকে নিয়োজিত করিলেন। কিন্তু হাতে হাতে ফল, সেই দ্বাপরযুগের গোবর্দ্ধন-ধারণ-লীলার সময়কালীন লীলার মত অনুরূপ আর একটী লীলার অভিনয় হইয়া গেল! ইন্দ্রদেব লজ্জিত হইয়া শান্তমূর্ত্তি ধারণ করিলেন।

———

'সুরধুনী' আচার্য্যচরণে শরণাগত জনের মহিমা এবং গীতোক্ত 'ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি, বাণীর মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতে করিতে রাত্রি ৩টার সময় হংসক্ষেত্র শ্রীএকায়ন মঠে আসিয়া উপস্থিত হইলে শ্রীমঠের ভক্তবৃন্দ শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের জয়ধ্বনিসহকারে শ্রীল প্রভুপাদের গলদেশে পুষ্পমালা প্রদান পূর্ব্বক তাঁহার পাদপদ্ম বন্দনা করিলেন।

———

কটকে প্রচার

শ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীল ভক্তিশ্রীরূপ পুরী মহারাজ কয়েক দিবস হইল শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠে পদার্পণ করত বহু সজ্জন ও সুকৃতিশালী ব্যক্তির নিকট শ্রীহরিকথা কীর্ত্তন করিতেছেন এবং শ্রীমঠে প্রত্যহ সত্যানুসন্ধিৎসু সজ্জনমণ্ডলীর যাবতীয় প্রশ্নের শাস্ত্রপ্রমাণসহ সমাধান করিতেছেন।

স্বামীজী গত ১৬ই সেপ্টেম্বর প্যারীমোহন একাডেমীতে "শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর শিক্ষা" সম্বন্ধে প্রায় ১॥ ঘণ্টাকাল একটী সারগর্ভ বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন।

———

স্বামীজী মহারাজ বক্তৃতামুখে বলেন যে, জীব কৃষ্ণ বহির্ম্মুখতাবশতঃ চতুর্দ্দশ ব্রহ্মাণ্ডে ভ্রমণ করিতেছে। কখনও জলচর, কখনও খেচর, কখন স্থাবর-যোনি লাভ করিয়া অনন্তকাল জন্ম-মরণমালা বরণ করিতেছে। ঐ প্রকারে চৌরাশি-লক্ষ যোনি ভ্রমণ করিয়া ত্রিতাপে জর্জ্জরিত হইতেছে। কখন আরোহবাদী হইয়া রাবণের ন্যায় স্বর্গে সিঁড়ি বাঁধিতে দৃঢ়-পরিকর হইয়া বিফল-মনোরথ হইতেছে। ক্ষণিক দুঃখ-নিবৃত্তির জন্যে পরোপকারী (?) সাজিয়া অভাব-গ্রস্তের অভাব মোচন করিবার অভিমান করিতেছে। ঐ পুণ্যফলে ঊর্দ্ধসপ্ত-লোকে স্বর্গসুখ ভোগ করিতেছে, কিন্তু "গীতা" বলিতেছেন "ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্ত্যলোকং বিশন্তি। পুণ্য শেষ হইলে, আবার নিম্ন-লোকে পাপফল-স্বরূপ নরক-যন্ত্রণা ভোগ করে।

———

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১৯ পদ্মনাভ অব্যয় ক্ষীরোদশায়ী

ভগবানের স্বরূপ

গত কল্য আমরা 'শ্রীভগবানের আশীর্ব্বাদ' শীর্ষক-প্রবন্ধে দেখিতে পাইয়াছি, তাঁহার পরিমাণ ও সত্তা এবং রূপ, গুণ, পরিকর-বৈশিষ্ট্য ও লীলা তাঁহার কৃপায় শ্রীব্রহ্মার হৃদয়ে স্ফূর্ত্তি-প্রাপ্ত হউক, এইরূপ ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন। এখন তাঁহার পরিমাণাদি কি তাহাই নিম্নলিখিত শ্লোকে ব্যক্ত করিয়া বলিতেছেন–

অহমেবাসমেবাগ্রে নান্যদ্ যৎ সদসৎপরম্।
পশ্চাদহং যদেতচ্চ যোঽবশিষ্যেত
সোঽস্ম্যহম্॥

—সৃষ্টির পূর্ব্বে একমাত্র আমিই ছিলাম; স্থূল, সূক্ষ্ম ও এতদুভয়ের কারণভূত প্রধান বা প্রকৃতি পর্য্যন্ত আমা হইতে পৃথগ্-রূপে অন্য কিছুই ছিল না; সৃষ্টির পরেও একমাত্র আমিই আছি এবং প্রলয়েও একমাত্র আমিই অবশিষ্ট থাকিব।

এই 'অহমেব' শ্লোকটীর বক্তা শ্রীভগবান্ যে মূর্ত্তবিগ্রহ, তিনি যে অজ্ঞেয় নির্ব্বিশেষ 'ব্রহ্ম' মাত্র নহেন তাহাই বিশেষরূপে বলা হইয়াছে, কেন না আত্মজ্ঞানতাৎপর্য্য বিষয়ে 'তত্ত্বমসি' এই বেদবাক্যে যেমন 'তুমি আছ' অর্থাৎ তোমার পৃথক্ মূর্ত্তিমত্তা আছে, ইহা বলা উপযুক্ত, তদ্রূপ শ্রীভগবানেরও স্বতন্ত্র-বিগ্রহবত্তা নিশ্চিত। শ্রীভগবানের স্বতন্ত্র অধিষ্ঠান আছে বলিয়া তদীয় রূপে অণুচিৎ জীবের প্রাকট্য। বেদের 'তত্ত্বমসি' কথায় 'জীবই ভগবান্'—এইরূপ পাষণ্ড মতবাদ বর্ণিত হয় নাই, 'তত্ত্বমসি' শব্দের অর্থ 'তস্য ত্বম্ অসি অর্থাৎ 'জীব ভগবানের' এই ভাবই প্রস্ফুটিত হইয়াছে। সুতরাং 'তত্ত্বমসি' বাক্য 'অহমেব' শ্লোকের বিরোধী নহে, ইহার সহিত এক-তাৎপর্য্যপর।

বস্তুর পরিচয়ে আমরা দেশ ও কালের সাহায্য গ্রহণ করি। যে পাত্রের নির্দ্দেশ করিতে হয়, তাহার দিক্, দেশ ও কালান্তরে কোথায় অবস্থিতি তাহার নিরূপণ আবশ্যক হয়। ভগবদ্বস্তু কোন্ কালে উদিত, কত কাল অবস্থিত এবং কোন্ কালে তাঁহার অপ্রাকট্য তাহা জানিবার জন্য আমরা ব্যস্ত হই।

কালই 'বর্ত্তমানে'র পূর্ব্বে 'ভূত' এবং বর্ত্তমানের পরে 'ভবিষ্যৎ' বা 'ভাবী' আখ্যা প্রাপ্ত হয়। কালের এই ত্রিবিধ বিভাগ সাধারণতঃ আমাদের ধারণার বিষয় হয়। প্রারম্ভ, স্থিতি ও ভঙ্গ—এই কার্য্য তিনটী যথাক্রমে প্রকৃতির রজঃ, সত্ত্ব ও তমোগুণের ক্রীড়া। খণ্ডকালের অতি সূক্ষ্মাংশ নিমেষ, কাষ্ঠ, পলাদির দ্বারা পরিমিত হয়। বিপল-পলাদি সূক্ষ্মকাল হইতে দণ্ড, অহোরাত্র, মাস, বর্ষ, যুগ, মহাযুগ, কল্প, পরার্দ্ধ প্রভৃতি উত্তরোত্তর বৃহৎ খণ্ডকালের পরিমাণ করা হয়।

ভগবদ্বস্তু খণ্ড কালের পরিচয়ে পরিমিত হইলে তাহা প্রকৃতির অধীন বস্তু-বিশেষ হইয়া পড়ে। কিন্তু সেই বস্তু প্রকৃতি-জাত না হওয়ায় খণ্ডকালের অধীনে তাঁহার জন্ম, স্থিতি ও ভঙ্গ হইতে পারে না। ভগবান্ ব্রহ্মাকে তাঁহার স্বরূপ জানাইতে গিয়া বলিতেছেন—"আমি কাল-প্রতীতি উদিত হইবার পূর্ব্বেই অবস্থিত ছিলাম, কাল বিচারে বর্ত্তমানে আমি আছি এবং কাল-বিচার অপগত হইলে যাহা কিছু থাকিবে তাহাও আমিই। আমি কালদ্বারা পরিচ্ছিন্ন, মায়িক, নশ্বর বস্তু বিশেষ নহি। আমি নির্ব্বিশেষবাদীর ধারণানুযায়ী অখণ্ড কাল নহি, আমি কালেরও আশ্রয়। কাল আমাকে সীমাবিশিষ্ট করিয়া মায়িক বস্তু-বিশেষে পরিণত করিতে অসমর্থ। কালধর্ম্মে আমি সেই শক্তি অর্পণ করি নাই। আমি যাহা তাহাতে কালধর্ম্ম আমাকে ছেদন করিতে পারে না।"

দিক্ হইতে দেশ নিরূপিত হয়। পূর্ব্ব ও তদ্বিপরীত পশ্চাৎ—দিঙ্ নিরূপণের আদি বিভাগ। সম্মুখ, প্রাক্, অগ্র প্রভৃতি ধারণার দ্বারা পূর্ব্বদিক নিরূপিত হয়। তাহার বিপরীত বা প্রতিকূল বৃত্তি পশ্চিম দিকে অধিষ্ঠিত। প্রাক্ ও পশ্চিম দিকের বিভাগ হইয়া গেলেই দক্ষিণ ও উত্তর দিকের পরিচয় আবশ্যক। দক্ষিণকে প্রাথমিক স্থানে তৎপশ্চাৎ নিরূপণ করিতে গিয়াই উত্তরের ধারণা। কালগত বিচার দেশ-নিরূপণের ভাষায় ন্যূনাধিক আশ্রয় করে। প্রাক্, পশ্চিম, উত্তর ও দক্ষিণ প্রভৃতির সহিত কালগত ধারণা সম্বন্ধ-বিশিষ্ট। পূর্ব্ব ও দক্ষিণ দিক্দ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী প্রদেশ 'বিদিক্' নামে প্রসিদ্ধ। পূর্ব্বকথিত চারিটী দিকের মধ্যবর্ত্তী চারিটী বিদিক্। সুতরাং দেখা যাইতেছে 'দিক্' ও 'বিদিকের' সংখ্যা ৮টী। এতদ্ব্যতীত দেশের ধারণায় ঊর্দ্ধ ও অধঃদেশ-বিচারে দিকের সংখ্যা সাধারণতঃ ১০টী। খণ্ড অবকাশের অণুত্ব-বিচারে ত্রসরেণু, রেণু, যব প্রভৃতি সংজ্ঞা মানব-ধারণার সহায়। এই অণুপ্রদেশ উত্তরোত্তর বিতস্তি, ক্রোশ, যোজন প্রভৃতি সংখ্যাগত ভাব অবলম্বনে বৃদ্ধি লাভ করিয়া শান্ত হইতে পরার্দ্ধের মধ্য দিয়া অনন্তে প্রবিষ্ট হয়। দিকের ধারণা ত্রাসরেণু-যোজনাদির ন্যায় নহে। পরিমাণের অবকাশ প্রদান করে বলিয়া দেশকে 'আকাশ' বলা হয়। এই আকাশেই দেশগত পরিমিতি আবদ্ধ। দিকের সংখ্যাগত পরিমাণ সাধারণতঃ চারিভাগে ও তাহার প্রত্যেককে তিন ভাগে একুনে দ্বাদশ ভাগে বৃত্ত বিভক্ত করিয়া চক্রাকারে নির্দ্দিষ্ট হয়। চক্রের সংস্থান উত্তরোত্তর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া ক্ষিতিজ-বৃত্তে (চক্রবালে) দ্রষ্টার সীমা লক্ষিত হয়। আকাশের অনন্তত্ব বিচারে বৃত্ত-ব্যাসার্দ্ধ স্থূলভাবে ৭ ভাগের ২২ ভাগ হইলেও অনন্ত সম্বন্ধে ৭ ভাগের ২২ ভাগের পরিবর্ত্তে যেখানে ২২ অনন্ত, সেখানে ৭এর পরিমাণও অনন্ত।

দেশ-বিচারে ভগবদ্ধাম, ভগবত্তনু প্রভৃতির মাপ করিবার কৌতূহল উপস্থিত হইলে, কেহ বা সান্ত-বস্তুকে, কেহ বা অনন্ত বস্তুকে ভগবত্তা বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। প্রকৃতির অন্তরালে যে সান্ত ও অনন্ত নিহিত, ভগবদ্ধাম বৈকুণ্ঠ হওয়ায় তদ্দ্বারা পরিমিত হইবার যোগ্য নহেন। ভগবদ্ধাম প্রাকৃত-দিগ্-দেশের ন্যায় ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তু নহেন। বদ্ধ জীবগণকর্ত্তৃক ইন্দ্রিয় যে বস্তু গ্রহণ করিতে পারে তাহাই 'সৎ' এবং ইন্দ্রিয় যাহা গ্রহণ করিতে পারে না তাহাই 'অসৎ' বলিয়া কথিত। ভগবান্ প্রাকৃত-ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য বা প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের অগ্রাহ্য নির্ব্বিশেষ বস্তু-বিশেষ নহেন। তিনি তদপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বস্তু। তাঁহা হইতেই ইন্দ্রিয়-জ্ঞানোত্থ বস্তু-সমূহের কল্পসত্তাগত অধিষ্ঠান হইয়াছে। সুতরাং তাহারা সর্ব্বকারণ-কারণ বস্তুকে অবজ্ঞা করিয়া স্ব স্ব পৃথক্ অস্তিত্ব স্থাপন করিতে অসমর্থ। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সৎ ও অসৎ ভগবদ্বস্তুও নহেন, ভগবান্ হইতে স্বতন্ত্রও নহেন। সুতরাং ভগবদ্বস্তুকে প্রাকৃত জ্ঞান করাও উচিত নহে এবং প্রাকৃত বস্তুমাত্রই ভগবানের সহিত যে অসংবদ্ধ, এরূপ বিবেচনা করাও উচিত নহে।

অদ্বয়-জ্ঞানের বৈশিষ্ট্য পরিত্যক্ত হইলে কেবলাদ্বৈত বিচার অবশিষ্ট থাকে। কেবলাদ্বৈতবাদিগণ জড়জগতে দ্বৈতের পরিচয় নিরূপণ করিতে গিয়া যাবতীয় ভেদনিরাস-তাৎপর্য্যপর হইয়া নির্ব্বিশেষকেই ভেদবিরুদ্ধ অদ্বয়জ্ঞান মনে করেন। কিন্তু তাহারা একবারও ভাবিয়া দেখেন না যে, তাদৃশ ভেদ-রহিত অদ্বয়জ্ঞান এই জড়জগতেরই একটি প্রকারভেদ মাত্র—উহা বাস্তব অদ্বয়জ্ঞান নহে। বিশেষরহিত হইলেই যে অবস্থা লাভ হয়, তাহাও বিশেষ বৈশিষ্ট্যের অন্যতম। এই বিচারটি অনুধাবন করিলে নির্ব্বিশেষবাদিগণ তাহাদের কুতর্কের অকর্ম্মণ্যতা নিজেরাই উপলব্ধি করিতে পারিবেন। যদি 'বুঝিয়াও বুঝিব না' নীতি অবলম্বন করেন, সে-কথা স্বতন্ত্র।

জড়ীয় দেশ, কাল ও পাত্র প্রকৃতিপুষ্ট জড়দ্রব্যবিশেষ। সেই জন্য যে-বস্তু স্বতঃ-ইচ্ছা-প্রণোদিত হইয়া আপনার অধিষ্ঠান স্থাপন করিতে অক্ষম তাহা জড় দ্রব্যবিশেষ—অচিৎ বা জড়ের ন্যায় তাহার অস্মিতার ধারণা নাই। প্রকৃতি সমগ্রজড়ের একমাত্র প্রসূতি বলিয়া তিনিও অদ্বয়জ্ঞানের অধিষ্ঠানে নিজের নিজত্ব স্থির করিয়া জানাইতে অসমর্থা, এজন্য তাহাকে অচিৎ প্রকৃতি বলা হয়। চিৎপ্রকৃতির অধিনায়ক-সূত্রে শ্রীচৈতন্যদেব 'আমি'-শব্দে আত্মপরিচয় দিতে পারেন। সেই শ্রীচৈতন্যদেবই স্বীয় কৃষ্ণলীলায় অথবা অন্যান্য ভগবল্লীলায় যে 'আমি'-শব্দ প্রয়োগ করেন, তদ্দ্বারা তিনি অচিদ্বস্তু-মাত্র ও অদ্বয়জ্ঞানেতর তত্ত্ব বলিয়া বিদিত হন না। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, এই শ্লোকে যে 'অহম্'-পদের প্রয়োগ, তদ্দ্বারা এই পদের বক্তা 'মূর্ত্ত' বা রূপবিশিষ্ট। 'মূর্ত্ত' বলিলেই প্রকৃতির অন্তর্গত নশ্বর-রূপবিশিষ্ট ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তু মনে করিতে হইবে না। তিনি অধোক্ষজ-মূর্ত্ত, অক্ষজ-মূর্ত্তের সহিত তাঁহার সকল-বিষয়ে সাদৃশ্য থাকিলেও তিনি অক্ষজ-মূর্ত্তমাত্র নহেন। তিনি নিত্য মূর্ত্ত এবং যুগপৎ কালক্ষুব্ধ, অনিত্য, অমূর্ত্ত, দেশাবচ্ছিন্ন খণ্ডিত বস্তুর সহিত বিলক্ষণধর্ম্মবিশিষ্ট। এই জন্যই এই শ্লোকে সকল আকার এবং সকল অঙ্গের অঙ্গিস্বরূপ যে ভগবানের নিত্য রূপ, তাহা সান্ত জড়-রূপ হইতে বিলক্ষণ জানাইবার জন্যই তাহার সবিশেষ-রূপত্ব কথিত।

শ্রীভগবান্ সকলের আশ্রয় বলিয়া প্রাকৃত গুণ-বিশেষ হইতে পৃথক্ হইয়া অনন্ত গুণবিশিষ্ট। তিনি অনন্তরূপের রূপী ও অনন্তগুণের গুণী বস্তু। তিনি অনন্ত নশ্বর কর্ম্মের কর্ত্তা হইতে বিলক্ষণ হইয়া আত্মকর্ম্মেরই কর্ত্তা। তাঁহার অহংতা তাঁহার সংজ্ঞা, তাঁহার রূপ, গুণ ও লীলা, অন্যান্য সাধারণ তাদৃশ বৃত্তিবিশেষের সহিত সমপর্য্যায়ে দৃষ্ট হইলেও তিনি প্রাকৃত-ধারণা হইতে বৈলক্ষণ্য-বিশিষ্ট। অক্ষজ-ধারণা এই বৈলক্ষণ্য নির্দ্দেশ করিতে অসমর্থ।

মায়ার ভোক্তা বদ্ধজীব যে অপ্রাকৃত 'অহং'-জ্ঞানে বিমূঢ় থাকে, তাহা তাহার জড়ভোগকামনারই পরিচায়ক। এজন্য সে 'অহঙ্কার'-তত্ত্ব বলিয়া আপনাকে নির্দ্দেশ করিয়া ফেলে। স্বরূপ-বিস্মৃতি-ফলেই এই প্রকার দুষ্প্রবৃত্তির উদয়। শক্তিমানের শক্তি, পরমাত্মার আত্মা প্রভৃতি শব্দ-ধারণা-রহিত হইলেই জীব এই প্রকার তমসাচ্ছন্ন গৌণ-প্রতীতির অধীন হন। তখন ভগবত্তার-স্বরূপ, তদ্রূপবৈভব, জীব ও প্রধান এই চতুর্ব্বিধ ভেদাধিষ্ঠানে যুগপৎ অভেদবাদের অচিন্ত্যত্ব বুঝিতে পারেন না। অচিন্ত্য-ভেদাভেদ তত্ত্ব-বোধের অভাব হইলেই জীব মায়া-মোহিত হয়।

সকল জন্মে পিতামাতা সবে পায়। গুরুকৃষ্ণ নাহি মিলে ভজহ হিয়ায়॥

আমি ও আমার

[শ্রীযুক্ত গৌরাঙ্গনুগ্রহ ব্রহ্মচারী]

যখন জীব বহির্জ্জগতের চিন্তাস্রোত ।। চালিত হয়, সেই সময় ভগবদ্-বিমুখ ের দণ্ডপ্রদায়িনী দশভুজবিশিষ্টা শ্রীদুর্গা- ী জীবকে তাঁহার প্রকৃত আমি ও প্রকৃত ন্ধীয় বস্তু হইতে পৃথক্ করিয়া অপর টী জড়বস্তুকে আমি ও তৎসম্বন্ধীয় বস্তুকে মার বলিয়া জীবের ভ্রম উৎপাদন ায়। জড়বস্তুকে আমি বলা ও তৎ- ন্ধীয় বস্তুসমূহকে আমার বলাই জীবের বন্ধনের প্রধান কারণ, জীবের ভোক্তৃত্ব ভিমান সূত্রেই স্থূল জড়দেহকে আমি ও জড়-দেহ-সম্বন্ধীয় অপর জড়বস্তুসমূহকে ামার বলিয়া ভ্রম বা বিবর্ত্ত হয়, এই ভ্রম- ত্যই জীব অনন্তকোটী কাল ধরিয়া মায়ার তাকলে নিষ্পেষিত হইতেছে। মায়া বা মি-সংসর্গই জীবের পতনের একমাত্র রণ হইলেও যোষিতের সঙ্গলাভ করিবার জীব সর্ব্বদা উদ্গ্রীব। ভববন্ধনযুক্ত ব যোষিতের ভোক্তৃত্ব অভিমান করিয়া হাকে ভোগ করিতে গমন করে ও তৎ- ক ভক্ষিত হয়। ক্ষণিক মনের আনন্দের শায় জীব বাস্তব আমি ও বাস্তব আমার তুসমূহকে ভুলিয়া যায়। এইভাবে জীব াপন-নির্ম্মিত জালে আপনি আবদ্ধ হইয়া াহি ত্রাহি বলিয়া আর্ত্তনাদ করিতে থাকে। য়া তখন তার ক্রীড়া কন্দুক-সদৃশ ই জীবকে তাহার ভোগ-আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ রবার নিমিত্ত পদধাক্কা নিষ্পেষিত করিতে াকে, জীব সেই অসহ্য যন্ত্রণায় উন্মাদের ায় ইতস্ততঃ ধাবিত হইতে থাকে, প্রথমে য়ার প্রভু হইতে যাইয়া জীব ক্রমে ক্রমে য়ার কৃতদাস হইয়া যায় ও নির্ম্মম যন্ত্রণা ভাগ করে। এই মর্ম্মান্তিক তাপ বা যন্ত্রণার বল হইতে চির পরিত্রাণ লাভের আশায় ীব শুভকর্ম্মকে আবাহন করে ও সেই ভ কর্ম্মের ফলে স্বর্গে গমন করে, কিন্তু সখানেও মায়ার দশভুজ-মূর্ত্তি দেখিয়া জ্ঞানের দ্বারা ব্রহ্মের সহিত মিশিয়া যাইতে । ব্রহ্ম-সাযুজ্য-লাভে চেষ্টিত হয় এবং আত্মনাশ-মন্ত্রে আত্মঘাতী বাণকে আবাহন করে; কিন্তু সে-স্থানেও অনলসদৃশ মায়ার লকলকি জিহ্বার দর্শনে জীব যোগদ্বারা অণিমা লঘিমাদি মুক্তি আকাঙ্ক্ষা করে, কিন্তু সে-স্থানেও অসীম পরাক্রম-শালিনী মায়ার কবলে পড়িয়া যোগ-ভ্রষ্ট হয় ও চতুর্দ্দশ ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমণ করিতে থাকে। এইরূপে সংসার ভ্রমণ করিতে করিতে কোন ভাগ্যবান্ জীব অধোক্ষজ-জ্ঞান-বিশিষ্ট কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ গুরুর সঙ্গ পায়। পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের সুকৃতির ফলে, সেই গুরুপাদপদ্মের অহৈতুকী কৃপা-বলেই জীব আত্মতত্ত্ব উপলব্ধি করিতে পারে। তখন সে বুঝিতে পারে যে আমি এই শৃগাল-কুক্কুর-ভক্ষ্য মলমূত্র-পূর্ণ পচা জড় হাড়মাংসের থলি নহি। আমি আত্মা, আমি চেতনবস্তু, চৈতন্য আমার গঠন এবং জগতের সর্ব্ব চেতনের একমাত্র অধীশ্বর বিভু-চৈতন্য শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র ও তাঁহার প্রিয় সেবক বৈষ্ণবগণই আমার। আমি কৃষ্ণদাস এবং শ্রীকৃষ্ণই আমার একমাত্র প্রাণবল্লভ বস্তু, এই উপলব্ধিকে স্বরূপ উপলব্ধি এবং আমি এই দেহ বা মন এবং জাগতিক সমুদয় বস্তুই আমার ভোগ্য, এই উপলব্ধিকে বিরূপ বা মায়িক উপলব্ধি বলে।

এই স্বরূপোপলব্ধি উত্তম-পুরুষের সঙ্গেই পুরুষোত্তম বস্তুর ঘনিষ্ট সম্বন্ধ। এই সম্বন্ধই অদ্বয়জ্ঞানের সম্বন্ধ; যতদিন পর্য্যন্ত এই অদ্বয়জ্ঞানের মধ্যে আপনাকে সম্পূর্ণ-রূপে সংশ্লিষ্ট করিতে না পারা যায় ততদিন পর্য্যন্ত প্রীতি বলিয়া কোন ব্যাপার প্রকাশিত হয় না বা হইতে পারে না। তুমি বা আপনি, তিনি বা সে দূরের কথা—অত্যন্ত সান্নিধ্য বা ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধযুক্ত নহে। যে ভৃত্য, যে বন্ধু, যে মাতাপিতা বা যে কান্তা আপনাকে তাঁহার প্রভু, তাঁহার সখা, তাঁহার পুত্র বা তাঁহার পতির সহিত প্রগাঢ়ভাবে বা প্রগাঢ় প্রীতিতে আকৃষ্ট হইয়াছেন, তিনিই বা তাঁহারাই প্রভু, সখা, পুত্র বা প্রাণবল্লভ পতিকে ও তাঁহার সহিত সম্বন্ধযুক্ত বস্তুকে 'আমার' বলিতে পারেন। এই 'আমার' বস্তুর অর্থাৎ অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব মদনমোহনের চিদিন্দ্রিয় তোষণে 'আমি' বস্তুকে সম্পূর্ণরূপে নিয়োজিত করার নামই আত্মনিবেদন, ইহাই "হৃষীকেণ হৃষীকেশ-সেবনম্ ভক্তিরুত্তমা"।

এই উত্তম পুরুষের শ্রীগাঢ় মধ্যেই অচিমন্ত্য চমৎকারিতার সহিত ফুটিয়া রহিয়াছে অদ্বয়জ্ঞানের মধ্যে পুরুষকে সংশ্লিষ্ট করিবার কথা—"অহং ব্রহ্মাস্মি," শ্রুতির মন্ত্রটী। আবার এই "অহং ব্রহ্মাস্মি" মন্ত্রটীই মহাবদান্য কলিপাবনাবতারী শ্রীমন্মহাপ্রভুর "তৃণাদপি সুনীচেন" শ্লোকের মধ্যে প্রস্ফুটিত হইয়া উঠিয়াছে।

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ

[শ্রীমদনগোপাল ব্রহ্মচারী]

(২)

ভগবানের অন্তরঙ্গ ভক্তগণই একমাত্র ভগবৎকথা বুঝিতে পারেন। ভগবৎ-কথা জড়জ্ঞানীর উপলব্ধির বস্তু নন। শ্রীনদীয়া-প্রকাশের একমাত্র সেবক গৌর-প্রেষ্ঠ শ্রীগুরু পাদপদ্মে আশ্রয় ক'রে তাঁহার আনুগত্যে নদীয়া-প্রকাশের সেবা করিলেই আমাদের হৃদয় শুদ্ধ হইবে এবং ঐ শুদ্ধ হৃদয়ে শ্রীনদীয়া-প্রকাশ প্রকাশিত হইয়া তাঁহার সেবায় আমাদের আনন্দবর্দ্ধন করিবেন। তখন আমাদের অজ্ঞান-অন্ধকার-রাশি দূরীকৃত হইয়া চিদ্জ্ঞান উদিত হইবে। এই চিদ্জ্ঞান-প্রভাবেই আমরা ভগবদ্-রাজ্যের কথা আলোচনা করিতে পারিব ও ভগবৎকথা বুঝিতে পারিব।

কেহ কেহ পাণ্ডিত্য-লাভের জন্য ও কেহ কেহ কোনরূপ সুবিধা পাইবার জন্য নদীয়া-প্রকাশ পাঠ করিয়া থাকেন, ইহাও এক অপরাধের বিষয়। ইহাতেও নদীয়া-প্রকাশ স্ফূর্ত্তি হইবেন না। একমাত্র সেবা-বুদ্ধিদ্বারা শ্রদ্ধা সহকারে নদীয়া-প্রকাশ অধ্যয়ন করিলে নদীয়া-প্রকাশ-অধ্যয়ন-ফল কৃষ্ণ-সেবা লাভ হইবে। নচেৎ শুকের পঠনের ন্যায় অধ্যয়নই সার হইবে।

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ সাক্ষাৎ ভগবদভিন্ন-বিগ্রহ। ইহাতে যাঁহাদের ভেদজ্ঞান আছে তাঁহাদের নিশ্চয় অপরাধ-জনিত ঘোর নরকে পতিত হইতে হইবে।

মুই, মোর ভক্ত, আর গ্রন্থ ভাগবতে
যার ভেদ আছে তার নাশ ভালমতে।
(চৈঃ ভা.)

ভাগবত-গ্রন্থে যাহাদের সাক্ষাৎ ঈশ্বর জ্ঞান আছে তাহারাই ভাগবত-শাস্ত্র বুঝিতে পারেন।

ভাগবতে অচিন্ত্য ঈশ্বর বুদ্ধি যাঁর।
সে জানয় ভাগবত অর্থ ভক্তিসার॥
(চৈঃ ভাঃ)

বৈষ্ণবের প্রিয় গ্রন্থই ভাগবত। অতএব শ্রীনদীয়া-প্রকাশ যে ভাগবত, ইহাতে কোনো সন্দেহ নাই। সুধীমাত্রেই এই ভাগবত-সেবাদ্বারা কৃষ্ণের প্রিয় হইয়া থাকেন। কৃষ্ণ প্রীতি-লাভেচ্ছু ব্যক্তি-মাত্রেই শ্রীনদীয়া-প্রকাশকে সামান্য বুদ্ধি করিয়া অচিন্ত্য ঈশ্বরবুদ্ধি করিলেই শ্রীনদীয়া-প্রকাশের গূঢ় উদ্দেশ্য কৃষ্ণসেবা ও কৃষ্ণ-প্রেমফল লাভ করিতে পারিবেন।

চলন্তিধর্ম্ম-নিরাস

[শ্রীপাদ রাধাচরণ গোস্বামী, ভক্তিরত্ন]

(১)

কর্ম্ম-জড়-স্মার্ত্ত ও প্রাকৃত-সহজিয়া-সম্প্রদায়ের ধারণা—শৌক্র-ব্রাহ্মণ, অদীক্ষিত, আচার-ভ্রষ্ট, অসদাচারী, মৎস্য-মাংস-ভোজী, পরদারগামী হইলেও তিনি ভগবদর্চ্চনের অধিকারী বা তাঁহার পক্কান্নে ভগবানের ভোগ হয়; উহাই মহাপ্রসাদ। শৌক্র-ব্রাহ্মণেতর বর্ণে জাত ব্যক্তি দীক্ষিত সদাচারী হইলেও তাঁহার ভগবদর্চ্চনের অধিকার নাই। তিনি স্বপক্কান্নে ভগবানের ভোগ দিতে পারেন না; দিলেও তিনি বা তৎসমবর্ণ অথবা তন্নিম্নবর্ণ ব্যতীত তদুচ্চ-বর্ণের কেহ ঐ মহাপ্রসাদ গ্রহণ করিলে, তিনি জাতি-ভ্রষ্ট ও পতিত হইবেন। এমন কি পূর্ব্বোক্ত শৌক্র-ব্রাহ্মণ-প্রদত্ত ভগবন্নৈবেদ্য যদি নিম্ন-বর্ণ স্পর্শ করেন, তাহাও স্পর্শ-দোষদুষ্ট হইয়া তথাকথিত উচ্চ বর্ণাভিমানিগণের অগ্রাহ্য হইয়া পড়ে।

(২)

প্রাকৃত-সহজিয়াগণ বলিয়া থাকেন, একমাত্র শ্রীধাম-পুরী জগন্নাথক্ষেত্রে, মহাপ্রসাদ স্পর্শ-দোষে দুষ্ট হয় না; তাহা ঐ স্থান-মাহাত্ম্যে। আর জগন্নাথের মহাপ্রসাদ অতি পবিত্র খুব বড়, 'অপ্রাকৃত বস্তু; উহা স্পর্শ দোষে নষ্ট হইতে পারে না। তথায় ছত্রিশ জাতির এক পাত্রে ভোজনেও জাতি-নাশ হয় না। সেই পুরীধামের সীমানার বাহিরে, সর্ব্ব বর্ণে একত্রে আনন্দ-বাজারের ন্যায় প্রসাদ-গ্রহণ করা হইতে পারে না; যদি কেহ করেন, তবে তিনি নিশ্চয়ই প্রায়শ্চিত্তার্হ সন্দেহ নাই।

(৩)

এই সকল অপরাধ-জনক প্রজল্পের কোনই মূল্য নাই। ইহারা কোন শাস্ত্রীয় প্রমাণমূলে তাহাদের কথা সমর্থন করিতে পারেন না; শুধু গায়ের জোরে কুতর্কানুসরণ করিয়া থাকেন। তাহারা শব্দ-বিজ্ঞানে এত দীনাতিদীন যে "জগন্নাথ" জগতের নাথ নহেন, শুধু পুরীর নাথ, স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ, হরি, গৌরাঙ্গ হইতে একটী পৃথক্ ভগবান্ তাঁহারা এইরূপ মনে করেন। অন্যান্য স্থানের আর আর শ্রীবিগ্রহ অপেক্ষা জগন্নাথ ভিন্ন বিগ্রহ এবং স্থান-মাহাত্ম্য ঠাকুরের মাহাত্ম্য ও মহাপ্রসাদ-মাহাত্ম্য অনেক বেশী। ইহারা ভগবান্ জগন্নাথকে দেশকাল পাত্রে আবদ্ধ করিয়া মায়াধীশকে মায়াবশ-যোগ্য প্রমাণ করিবার জন্য প্রাণপণে সচেষ্ট

সারগ্রাহিগণের সার বিচার:—

"নৈবেদ্যং জগদীশস্য অন্ন-পানাদিকঞ্চ যৎ।
ভক্ষ্যাভক্ষ্যবিচারশ্চ নাস্তি তদ্ভক্ষণে দ্বিজাঃ॥
ব্রহ্মবন্নির্বিকারং হি যথা বিষ্ণুস্তথৈব তৎ।
বিকারং যে প্রকুর্ব্বন্তি ভক্ষণে তদ্দ্বিজাতয়ঃ॥
কুষ্ঠ-ব্যাধি-সমাযুক্তাঃ পুত্র-দার-বিবর্জ্জিতাঃ।
নিরয়ং যান্তি তে বিপ্রা তস্মান্নাবর্ত্ততে পুনঃ"॥
(হঃ ভঃ বিঃ ৯।১৩৩ শ্লোকধৃত বিষ্ণু-পুরাণ বচন)

হে বিপ্রগণ! শ্রীহরির নৈবেদ্য ও অন্ন-পানাদি যে কিছু দ্রব্য সেবন করিতে কোন প্রকার খাদ্যাখাদ্য বিচার করিবে না। শ্রীহরির নৈবেদ্য ব্রহ্মের ন্যায় নির্বিকার ও সদৃশ। বিষ্ণুর নৈবেদ্যাদি সেবন করিতে যাহার সংশয়াদি চিত্ত-বিকার উপস্থিত হয়, তাহাকে কুষ্ঠব্যাধিযুক্ত ও পুত্র-কলত্রাদিহীন হইয়া নিরয়গামী হইতে হয়, তথা হইতে আর তাহাকে পুনরাগমন করিতে হয় না।

শুদ্ধভক্তি গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। ভাষ্যসহ বিরাট শ্রীচৈতন্যভাগবত ২৲
২। শ্রীমদ্ভাগবতম,—সমগ্র ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ৮৲
একাদশ স্কন্ধ হইতে শেষখণ্ড ।৵০
৩। ভাষ্যদ্বয়সহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত
(৮ম সংস্করণ) ৫৲
৪। শ্রীভাক্তিবিবেককুসুমাঞ্জলি (বাঁধা) ১৲
৫। গৌড়ীয়-গৌরব ।৵০
৬। গৌড়ীয়-সাহিত্য ।৵০
৭। ভজনরহস্য ॥০
শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম ও
শ্রীনবদ্বীপশতকম (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৯। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ)
ঐ (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
১০। গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি টীকাসহ)
ঐ (বাঁধা) ৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
১১। গীতার কেবল মাধ্ব-ভাষ্য ॥০
১২। যুক্তিমল্লিকা গুণসৌরভঃ সানুবাদ
(মাধ্ব) ২৲
১৩। বেদান্ততত্ত্বসার সানুবাদ
(রামানুজীয়) ॥০
১৪। জৈবধর্ম্ম ২৲
১৫। শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৬। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ৲
১৭। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ॥৵০
ঐ (বাঁধা) ৸০
১৮। দ্বীপ-দিগ্ দর্শন ৵০
১৯। সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ) ।৵০
২০। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ॥০
ঐ (আবাঁধা) ।৵০
২১। নবদ্বীপধাম গ্রন্থমালা ৸০
২২। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৵০
২৩। গীতমালা /১০
২৪। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶০
২৫। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶০
২৬। নবদ্বীপ পঞ্জিকা (৪৪৭ গৌরাব্দ) ৵০
২৭। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
২৮। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা-দর্পণ ।০
২৯। শরণাগতি /০
৩০। গীতাবলী /০
৩১। চিত্রে নবদ্বীপ ১॥০
৩২। সাধনকণ /০
৩৩। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা /০
৩৪। নবদ্বীপশতক /০
৩৫। অর্থপঞ্চক /০
৩৬। সদাচারস্মৃতিঃ /০
৩৭। কল্যাণকল্পতরু (৫ম সংস্করণ) /১০
৩৮। অর্চ্চনকণ ৶০
৩৯। সাধককণ্ঠমালা (বাঁধা) ।০
ঐ (আবাঁধা) ।/০
৪০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি
(প্রথম চারিখণ্ড) ৩.
৪১। ব্রহ্মসংহিতা ।০
৪২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৪৩। মণিমঞ্জরী সানুবাদ ।০
৪৪। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৪৫। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ।০
৪৬। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৪৭। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
৪৮। গৌড়ীয়মঠ কি করেন ? ৵০
৪৯। ঈশোপনিষৎ (বলদেব ও মাধ্ব-ভাষ্য এবং বিবৃতি ও অনুবাদসহ) ।০
৫০। শ্রীভুবনেশ্বর ৶০
৫১। সিদ্ধান্তদর্পণ ৵০
৫২। সাংখ্যবাণী /০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৫৩। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী-দিগ্বিজয়ঃ ॥০
৫৪। সটীক-শিক্ষাদশমূলম্ ।০
৫৫। তত্ত্ব-সূত্রম্ ।০
৫৬। সানুবাদ-শিক্ষাষ্টকম্ ৵০
৫৭। গৌড়ীয়মঠস্য পরিচয়ঃ /০
৫৮। সারাংশবর্ণনম্ ৶০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৫৯। রায় রামানন্দ ॥০
৬০। নামভজন ।০
৬১। রিলেটীভ্ ওয়ার্ল্ড্স্ ।৵০
৬২। লাইফ্ য়্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।০
৬৩। বৈষ্ণবীজম্ ।০
৬৪। হোয়াট্ গৌড়ীয়মঠ ইজ্ ডুইং /০
৬৫ দি ভাগবত ।০
৬৬ ইরোটিক্ প্রিন্সিপ্ল য়্যাণ্ড আনেলয়েড্ ডিভোসন ।০
৬৭। ব্রহ্ম-সংহিতা ২॥০
৬৮। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (ভলুম ওয়ান) ১৫

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৬৯। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ॥০
৭০। সাধন পথ ।০
৭১। কল্যাণ-কল্পতরু /১০
৭২। গীতাবলী /০
৭৩। শরণাগতি /০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৭৪। শরণাগতি

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

নদীয়া-প্রকাশপ্রাপ্তির স্থান

১। শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম-মায়াপুর, নদীয়া
২। শ্রীযোগপীঠ ঐ
৩। শ্রীবাস অঙ্গন ঐ
৪। অদ্বৈত-ভবন ঐ
৫। কাজীর সমাধি পাট ঐ
৬। স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ, নদীয়া।
৭। শ্রীভাগবত আসন কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
৮। শ্রীএকায়ন মঠ গোবিন্দপুর, হাঁসখালী।
৯। দ্বাদশগোপাল পাট—পোঃ চাকদহ,
১০। শ্রীগৌর গদাধরমঠ—চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড়, বর্দ্ধমান
১১। শ্রীমোদদ্রুমছত্র মাউগাছি, বর্দ্ধমান
১২। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম, আমলাজোড়া, পোঃ রাজবাঁধ বর্দ্ধমান
১৩। শ্রীগৌড়ীয়মঠ বাগবাজার, কলিকাতা
১৪। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাজু, হাওড়া,
১৫। শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয়মঠ, ৯০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা
১৬। শ্রীগোপালজী মঠ কমলাপুর, ঢাকা।
১৭। শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ পোঃ বালিয়াটী.
১৮। শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয়মঠ ময়মনসিংহ।
১৯। শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ চিরুলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর
২০। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম গোয়ালপাড়া, আসাম।
২১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ রায়াপেট্টা, মাদ্রাজ।
২২। শ্রীরামানন্দগৌড়ীয় মঠ কব্বুর, জিঃ পশ্চিম গোদাবরী
২৩। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ উড়িয়াবাজার, পোঃ বক্সীবাজার, কটক।
২৪। শ্রীত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয় মঠ ভুবনেশ্বর।
২৫। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ স্বর্গদ্বার, পুরী।
২৬। শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ আলালনাথ পোঃ ব্রহ্মগিরি, পুরী
২৭। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ ডুমুরকুণ্ডা, পোঃ চিরকুণ্ডা, মানভূম।
২৮। শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ—কাশী।
২৯। শ্রীরূপগৌড়ীয় মঠ—এলাহাবাদ।
৩০। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ পুরাণবাজার, সরকার ঠাকুরের কুঞ্জ, বৃন্দাবন
৩১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ ৪৩ নং হনুমান রোড, নিউদিল্লী
৩২। শ্রীপরমহংসমঠ—নৈমিষারণ্য,
৩৩। শ্রীসারস্বত গৌড়ীয় মঠ—হরিদ্বার।
৩৪। শ্রীব্যাসগৌড়ীয়মঠ—কুরুক্ষেত্র, পঞ্জা
৩৫। শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাবুলনাথ রোড, পোঃ গ্র্যাণ্ট রোড, বোম্বে।
৩৬। লণ্ডন গৌড়ীয়মঠ, ৩৯নং ড্রেটন্ গার্ডেন্স, কেন্সিংটন্ লণ্ডন, (এস্, ডব্লিউ—১০)।

শুদ্ধভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST— প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী মাসিক। শ্রীধাম-মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲।

২। **গৌড়ীয়**—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিকভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১॥০ টাকা মাত্র।

৩। **ভাগবত** -হিন্দি ভাষায় একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি হৃদয় বন মহারাজ সম্পাদিত ও নৈমিষারণ্য শ্রীপরমহংস মঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা ।ডাক ১॥০ দেড় টাকা মাত্র।

৪। **পরমার্থী**—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥০ দেড় টাকা মাত্র।

৫। **কীর্ত্তন**—মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ নিমানন্দ সেবাতীর্থ বি-এজি, বি-টি, সম্পাদিত। আসাম গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম হইতে প্রকাশিত আসামী ভাষায় মাসিক। ভিক্ষা সডাক ১॥০ দেড় টাকা মাত্র।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

আদিকবি শ্রীল বৃন্দাবন দাস প্রণীত সমগ্র গ্রন্থ

গ্রন্থের মূল বোল্ড অক্ষরে এবং তন্নিম্নে বিশ্ববিশ্রুত গৌড়ীয়মঠের প্রতিষ্ঠাতা ও আচার্য্য ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল **ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের** রচিত বিস্তৃত ভাষ্য উত্তম কাগজে সৌষ্ঠবের সহিত মুদ্রিত হইয়াছেন। ডবল ক্রাউন আটপেজি আকারে ১০৯৬ পৃষ্ঠায় কেবল মূল ও ভাষ্য সম্পূর্ণ হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত শ্লোকসূচী, পদ্যসূচী, স্থানসূচী, পাত্রসূচী, বিষয়সূচী, শব্দসূচী প্রভৃতি বিস্তৃত সূচীপত্রেও একটী গ্রন্থ হইবে। সভাষ্য শ্রীচৈতন্যভাগবতের এরূপ উৎকৃষ্ট ও অমূল্য বিরাট্ সংস্করণ জগতের কোথায়ও আজ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হন নাই, ইহা নিরপেক্ষ পাঠক মাত্রকেই একবাক্যে স্বীকার করিতে হইবে। শ্রীগৌড়ীয়মঠের উৎসব-কালে গ্রন্থের ভিক্ষা ১২৲ বারটাকা স্থলে—৫৲ পাঁচটাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীচৈতন্যমঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

কালকাতা বাজার দর

লৌহ হাডওয়ার

১৩শে সেপ্টেম্বর ১৯৩০

টাটার তৈয়ারী— প্রতি হন্দর।

লোহার কড়ি (জয়েষ্ট বা বীম)

মার্কা ৫।০—৫।৵০

ঐ বে-মার্কা হাল্কা ওজন ৪।৶০—৪॥৵০

বরগা (টী-আয়রণ) ৬৶০—৬০

এঙ্গেল আয়রণ (কোনা) ৫৸৶০—৬।৶০

গ্যাল-ভানাইজড করগেট টীন—

২২ গেজ ৬ হইতে ১০ ফুট ১১।৶০

২৪ গেজ ,, ,, ১০৸৶০

২৬ গেজ ,, ,, ১২

২৮ গেজ আর, পি, ডি, মার্কা ১২৸৵০

২৪ গেজ গাঃ প্লেন শীট— ১১।৶০

২৬ গেজ ,, ,, ১২।০

২৮ গেজ ও ৩০ গেজ ঐ— ১৩৲—১৬৲

পান ঘেরা কাঁটাতার ১০০

পাউণ্ড বাঃ ৮৸০

চাল পাটী ৬৲৶—৬।০

,, বোলট্ (গোল) ৬৲৶—৬।০

গয়াদে (চৌকা) ৬৶০—৬৲।০

,, গোল রড ৵০—।৵০ সূতা ৪৸৶---৫॥৶

,, টানা রড-

চৌকা ৵০--।৶০ ঐ ৫৶০—৫॥০

,, সাঁতুল চাল ৭৲—৭৸০

,, গেট—তিন সূতা মোটা

পাতা ৭৲—৭।০

,, চাদর ৩-১৬ থানা বাণ্ডিল ৯॥৶—১০৲

স্প্রীং ষ্টীল ৮।০—৯৲

কাঁক ব উণ্ড ৫৸৶—৬৲৶০

তারের পেরেক ১—৬ ইঞ্চি ৯—৯৸০

প্যাটেণ্ট পেরেক ২—৮ ইঞ্চি ১২।০—১৫॥০

ঢালাই কড়া ১ হইতে ১০ নং ২॥০ সাট

কোদাল ৪, ৫, ৬, ৭৸৶০ ৮৸৶০ ৯৸৶০ডঃ

ঐ তিন পাউণ্ড ৬৲ পেঃ বিঃ ৬।৶০ ,,

গ্যাঃ প্লেন বালতি ৭—১২ ইঞ্চি ১॥৵০ ৮॥৵০

রিভিট ,, ৭—১২ ইঞ্চি ২৲--৭৲ ,,

লোহার চেয়ার রডের গোল ও

চৌকা ৮॥০— ,,

চাঁদের লোহার সিট ১৫৲ ,,

ফেনেস্তা (কাঠের সিট) ১৮৲ ,,

লোহার স্ক্রুপ ॥—৩ ইঞ্চি /১০--॥৵০ গ্রোস

ঐ কব্জা ১৭ নং

১॥—৪ ইঞ্চি ।১০—৸৶১০ পেঃ ডজন

গ্যাঃ তার ১৬—২২ নং

(গেজ) ১২৲---১৭৲ হন্দর

গ্যাঃ রিভিং (মটকা)

১২ ইঞ্চি ।৶৫ ॥৵০ পীস

গ্যাঃ গাটারিং বা ডোঙ্গা

ইঞ্চি ॥০—৸৵০ ,,

গ্যাঃ স্ক্রুপ ১॥০--২॥০ ইঞ্চি ২৩৲--২৯৲ হন্দর

গ্যাঃ ওয়াসার চাকি ১১॥০—১৬৲ ,,

গ্যাঃ বোল্ট নাট ৸—১ ইঞ্চি

॥৶১০—১৶০ গ্রোস

ঢালাই রেলিং ৩॥০--৭॥০ হন্দর

ঐ রেন ওয়াটার পাইপ

৩ ইঞ্চি ৶১০ ব ৪ ইঞ্চি ।১০ ফুট

টিউব ওয়েলের জন্য গ্যাঃ

পাইপ১॥ ইঞ্চি ।৶৫ ফুট

পাম্প ৪নং ১২॥০ ৫নং ১৪৲ ৬নং ১৬৲

৬০--৮০ বাটখারা ৶১৫ সাট ২।০-২॥০ মণ

সন্তোষকুমার মল্লিক এণ্ড সন্স লিঃ

লোহ ও হাডওয়ার বিক্রেতা।

মীরবহর ঘাট লোহাপটী, বড়বাজার.

টেলি--"লোহার মালিক" কলিকাতা

কেরোসিন

শ্লোক্রেক প্রত্যেক বাক্স (২ টিন) ৯৲৬

সূর্য্য মার্কা ৬॥০

ভিক্টোরিয়া ৬৲

সোণার দর

পাকা সোণা ৩০৸৵

বড়াল ৩০৸

চিনা পাত ৩২।০

রূপার দর

রূপা প্রতি ১০০ ভরি ৫৫৶০

ঐ খুচরা ৫৶০

কোম্পানীর কাগজ

৩॥০ সুদের কাগজ ৮১৵

৩॥০ নূতনঋণ (১৯৪৭-৫০) ৯১।০

৪৲ ,, ঋণ (১৯৬০-৭০) ৯০৲

৫৲ ,, বণ্ড (১৯৩৫ ১০৪॥৵০

ডিবেঞ্চার

৫৲ সুদের (১৯৫৬-৮৬) কলিকাতা পোর্ট-

ট্রাষ্ট ডিবেঃ— ১০২॥৶০

ব্যাঙ্ক

ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক (কনট্রি) ২৯৪॥০

সেণ্ট্রাল ঐ ২২৲

কাপড় ও সূতার কল

এলগিন মিল ৪৫৲

পাট কল

হাওড়া ৫০

অকল্যাণ্ড ১৯৫

বালী ১৬২

বরানগর ১৫০

ক্লেবক ৩৭০৲

ভয়ই ২৪৩৲

ক্লাইভ ২৮।০

ডালহাউসী ৪০৮॥০

ডেল্টা ৪০৫

কৃষ্ণনগর নবদ্বীপঘাট রেলওয়ে সময়

কৃষ্ণনগর হইতে নবদ্বীপঘাট

কৃষ্ণনগর সিটি—	৬-৪৫	১০-৪৪	১৩-২২	১৭-৩৮	২০-১৬
কৃষ্ণনগর রোড—	৬-৫৬	১০-৫৫	১৩-৩৩	১৭-৪৭	২০-২৫
আমঘাটা—	৭-১৫	১১-১৩	১৩-৫১	১৮-৩	২০-৪১
মহেশগঞ্জ—	৭-২৪	১১-২১	১৪-০	১৮-৯	২০-৪৭
নবদ্বীপঘাট—	৭-৩৩	১১-৩০	১৪-৯	১৮-১৬.	২০-৫৫

বিশেষ দ্রষ্টব্য—নবদ্বীপঘাট ষ্টেশন অপেক্ষা মহেশগঞ্জ ষ্টেশন হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরের দূরত্ব অনেক কম। শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে যাহাদিগকে রাণাঘাটে ট্রেণ বদল করিতে হয়, তাঁহারা রাণাঘাটে প্রাতঃ ৫-৫০, ৯ ৪১, ১৬-৪৮, ১৮-৪২ এবং ০-৩২ মিনিটের সময় গাড়ী পাইবেন।

শান্তিপুর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে ৫-৪০, ৯-২৯, ১২-২৫, ১৬-৪ এবং ১৮-৪১ মিনিটের সময় ট্রেণ পাওয়া যায়।

নবদ্বীপঘাট হইতে কৃষ্ণনগর

নবদ্বীপ ঘাট—	৫-৩৫	৯-২৫	১২-১০	১৫-৩৪	১৮-৪৫
মহেশগঞ্জ—	৫-৪৩	৯-৩৩	১২-১৯	১৫-৪২	১৮-৫৩
আমঘাটা—	৫-৪৯	৯-৩৯	১২-২৬	১৫-৪৮	১৯-৫
কৃষ্ণনগর রোড—	৬-৫	৯-৫৫	১২-৪৩	১৬-৪	১৯-২৪
কৃষ্ণনগর সিটি—	৬-১৩	১০-৩	১২-৫১	১৬-১২	১৯-৩৫

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস হইতে—ডাঃ কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম ভক্তিশাস্ত্রী এল, এম, এফ, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

ভারত রক্ষার জন্য উদ্বেগ

লণ্ডন "ভারত-রক্ষা সমিতি"র পক্ষ হইতে সংবাদপত্রে এক বিবৃতি প্রকাশ করা হইয়াছে। ইহাতে জেনারেল স্যার জর্জ ব্যারো, স্যার জর্জ ম্যাকমুন প্রমুখ পাঁচজন লেপ্টেন্যান্ট জেনারেল এবং দুইজন মেজর জেনারেল নাম স্বাক্ষর করিয়াছেন। বিবৃতিতে বলা হইয়াছে যে. "যদি আমাদের হাতে পুলিশবাহিনী থাকে এবং জলে ও স্থলে যথেষ্ট সামরিক শক্তি থাকে, তাহা হইলে বহিঃস্থ ও আভ্যন্তরীণ বিপদের হাত হইতে আমরা ভারত-রক্ষা করিতে সমর্থ। অতঃপর বলা হইয়াছে যে, এমন অনেক লোক আছে যাহারা হোয়াইট পেপার পছন্দ না করিলেও প্রকাশ্যতঃ তাহার বিরুদ্ধতা করে না। কেননা তাহারা এইরূপ আশঙ্কা করে যে, ভারত রক্ষার উপযুক্ত সামরিক শক্তি আমাদের হাতে নাই।"

মাদ্রাজ ষড়যন্ত্রের মামলা

রাজসাক্ষী পট্টাভিরাম রেড্ডী সাক্ষ্য-প্রদান কালে বলে যে, গত ৩রা জুলাই তারিখে সাক্ষী ও দশরথ রাম রেড্ডী (আসামীর) ভিক্ষুকের ছদ্মবেশে বেলোরের নিকটবর্ত্তী একটী গ্রামে ডাকাতির উদ্দেশ্যে গ্রাম্য মুন্সেফের বাড়ী পর্য্যবেক্ষণ করিবার জন্য যায়। এই সময় তাহারা সন্দেহক্রমে ধৃত হয়। তল্লাসীর পর উক্ত গ্রাম্য মুন্সেফ তাহাদের নিকট হইতে দুইটী পিস্তল হস্তগত করেন।

দশরথ রাম উক্ত বাড়ীতে গৃহ শিক্ষক ছিল। সে জিজ্ঞাসিত হইয়া মুন্সেফকে বলে যে, মুন্সেফের স্ত্রী তাহাকে আত্মরক্ষার্থ পিস্তল দুইটি দিয়াছিলেন। সাক্ষীও উক্ত মুন্সেফের সহিত কথাবার্ত্তা বলে এবং তাহাদের আগমনের প্রকৃত উদ্দেশ্য বিবৃত করে। যাহা হউক তাহাদিগকে ঐ দিন রাত্রেই ছাড়িয়া দেওয়া হয় কিন্তু পিস্তল দুইটা আর তাহাদিগকে ফিরাইয়া দেওয়া হয় না। সাক্ষী গত ১০ই জুলাই তারিখে মাদ্রাজের স্কুল অব ইণ্ডিয়ান মোড়াসনে যোগদান করে এবং ২১শে জুলাই তারিখে গ্রেপ্তার হয়।

বহু লোক নিহত

মাঙ্কুর স্থল বাহিনী এবং যুদ্ধারী নদীতে কামানবাহী জাহাজ সহরের দক্ষিণ ভাগে দস্যু দলের প্রধান শিবির আক্রমণ করিয়াছে। বহু নিহত হইয়াছে একস্থানে অনেকগুলি গোলা-বারুদ গোপনভাবে জমা করা ছিল তাহা তাহা ফাটিয়া গিয়াছে। ৪০খানা বাড়ীতে লাগিয়াছে।

কারাদণ্ড

সেদিন সদর মহকুমা হাকিম মিঃ বি সি সেন রাজবন্দী হারপদ সেনগুপ্তকে জেল হইতে পলাইয়া যাইবার অভিযোগে ভারতীয় দণ্ডবিধির ২২৫ ধারানুসারে ছয় মাস সশ্রম কারাদণ্ড ও ১০০৲ অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন এবং তাঁহাকে তৃতীয় শ্রেণীর কয়েদীভুক্ত করিবার জন্য নির্দেশ প্রদান করিয়াছেন।

সীমান্তে চোরাগুলী

একটী ইস্তাহারে প্রকাশ যে, গত ১৪ই সেপ্টেম্বর তারিখে শত্রু পক্ষীয় উপজাতিদের কয়েকটী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দল নওশেরা বাহিনীকে বাধা দেয়। সমস্ত দিন ধরিয়া চোরাগুলী চালাইয়াছিল এবং চারজন ভারতীয় আহত হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ। বিমানবাহিনীও যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছে কাটসাই ও ঘালানাই শিবিরেও রাত্রিকালে ঐদিন চোরাগুলী চলিয়াছিল কিন্তু কোন ফল হয় নাই। সেদিন শত্রুপক্ষের গতিবিধি পর্য্যবেক্ষণ করিবার সময় বিমানবাহিনীর একটী বিমানপোত (২০নং এ সি) ইউসুফ খেলে নামিয়া আসিতে বাধ্য হয় নাই।

ধর্ম্মঘট

সুলতানের পুরাতন সেন্ট্রাল জেলে কয়েকজন রাজনৈতিক বন্দী আজ তের দিন যাবৎ অনশন ধর্ম্মঘট চালাইতেছেন উক্ত ধর্ম্মঘটকারীদের মধ্যে বাবা হরনাম সিং, জ্ঞানী হরনাম (আহম্মদনগর ট্রেণ ডাকাতি মামলার আসামী), পণ্ডিত কিশোরীলাল (ভগৎ সিং ষড়যন্ত্র মামলার আসামী) এবং ভাই ঠাকুর সিং, পিয়ারা সিং, এই কয়েকজনের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। উহাদের মধ্যে ৪ জনের অবস্থা গুরুতর বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। তাহাদিগকে জেল হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হইয়াছে।

প্রকাশ, যৎসামান্য দোষের জন্যও সেলে নির্জ্জনবাসের ব্যবস্থা করার জন্য জেল কর্ত্তৃপক্ষ কতকগুলি নিয়ম প্রবর্ত্তন করিয়াছেন এবং ঐসকল নূতন নিয়ম-কানুনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের জন্য ঐরূপ অনশন ধর্ম্মঘট করা হইয়াছে।

বড় ঘরের কথা

নাথ ইমাম বনাম মেহেদী ইমাম গং মধ্যে যে মামলা চলিতেছিল সদর মহকুমার হাকিম উক্ত মামলার রায় দিয়াছেন।

স্মরণ আছে যে, পরলোকগত মিঃ সৈয়দ হাসন ইমামের পাটনাস্থ সুপ্রসিদ্ধ বাড়ী 'রিজোয়ান' লইয়া ফৌজদারী কার্য্যবিধি ১৪৫ ধারানুসারে একটা অভিযোগ দায়ের করা হইয়াছিল। সৈয়দ হাসান ইমামের মিসেস নাথ ইমাম নাম্নী এংলো ইণ্ডিয়ান দ্বিতীয় পত্নী এই মর্ম্মে এক আবেদনে অভিযোগ করিয়াছেন যে, পরলোকগত মিঃ হাসান ইমামের প্রথম পক্ষের পুত্র ও কন্যাগণ তাঁহাকে উক্ত বাড়ীর স্বত্ব হইতে বঞ্চিত করিয়াছে।

ম্যাজিষ্ট্রেট রায়ে বলেন যে, মিঃ হাসান ইমামের পুত্র ও কন্যাগণ শান্তিজনকভাবে উক্ত বাড়ীতে বাস করিতেছে এবং তথায় শান্তিভঙ্গের কোন আশঙ্কা নাই। তজ্জন্য তিনি তাঁহাদিগকে উক্ত বাড়ীতে থাকিতে বলিয়াছেন এবং মিসেস নাথ ইমাম যেন কোন প্রকার শান্তিভঙ্গ করিতে না পারেন, তাহার ব্যবস্থা করিতে নির্দেশ প্রদান করিয়াছেন।

ডাকাতির মামলা

পাটনার অতিরিক্ত দায়রা জজ সেদিন চাঞ্চল্যকর নৌবতপুর মামলার রায় প্রদান করিয়াছেন উক্ত মামলায় সর্ব্বশুদ্ধ ২৩জন আসামী ছিল এবং তন্মধ্যে ১ ব্যক্তি পরিশেষে রাজসাক্ষী হয়।

জুরীগণ ৬জনকে নির্দ্দোষ ও অবশিষ্ট ১৬জনকে দোষী বলিয়া অভিমত প্রদান করেন বিচারক জুরীগণের অভিমত গ্রহণ করিয়া ৩জন আসামীকে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ড ও বাকী ১৩ জনকে ১০ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করেন।

মামলার বিবরণে প্রকাশ যে, উক্ত ডাকাতগণ নৌবতপুর গ্রামে রামনারায়ণ নামক এক ব্যক্তির দোকান ঘরে গভীর রাত্রে হানা দিয়া 'কাফন' (মৃতদেহ আচ্ছাদিত করা হয়) এর জন্য কিছু কাপড় চাহে রামনারায়ণ এত রাত্রে দোকান খুলিতে অসম্মত হওয়ায় উহারা সভাই কাঁদিতে থাকে তখন উহারা সত্যই কাফন-এর জন্য কাপড় চাহিতেছে এই বিশ্বাস করিয়া রামনারায়ণ তাহার দোকান খুলে সঙ্গে সঙ্গে ডাকাতগণ উহাকে আক্রমণ করিয়া এবং মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্র দ্বারা ভয় দেখাইয়া সিন্দুকের চাবী আদায় করিয়া লয় ঐসময় দোকানের মালিক রামনারায়ণ কোন ছলে বাহিরে গিয়া তাহার প্রতিবেশীদের সংবাদ দেয় যে, ডাকাতদল তাহার দোকান লুঠ করিতেছে এই সংবাদ পাইয়া গ্রামবাসীগণ দলবদ্ধ হইয়া ডাকাতদলকে আক্রমণ করে এবং ফলে উভয়দলের কয়েক ব্যক্তি আহত হয় ও দস্যুদল পলায়ন করে। পরে পুলিশ তদন্তে ডাকাতদলের সন্ধান পাওয়া যায় এবং তাহাদিগকে গ্রেপ্তার করা হয়।

লাটের বক্তৃতা

১৮ই সেপ্টেম্বর বোম্বাইয়ের লাট পুণায় পুলিশ প্যারেডে বক্তৃতাদানকালে এই বলিয়া সন্তোষ জ্ঞাপন করেন যে, এবৎসর তবু পুলিশ সপ্তাহ ও ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হইয়াছে কিন্তু বিগত ২৩ বৎসর যাবৎ আইন অমান্য আন্দোলনের জন্য এইরূপ প্যারেড অনুষ্ঠিত হইতে পারে নাই। অতঃপর তিনি বলেন যে, তাঁহার কার্য্যকালে বোম্বাই পুলিশের উপর যে খুব বেশী খাটুনী পড়ে তাহা তিনি উপলব্ধি করিয়াছেন। তাহাদের প্রত্যেককে তাঁহাদের কার্য্যের জন্য আজ এই প্যারেডে প্রশংসা করিবার সুযোগ পাইয়া তিনি গর্ব্ব অনুভব করিতেছেন। অতঃপর তিনি বলেন যে, আইন-অমান্য আন্দোলন দমন করা সম্পর্কে পুলিশ কর্ত্তব্য পরায়ণতা ও অবিচলিত রাজভক্তি প্রদর্শন করিয়াছে। তাহাতে তাহারা সমস্ত জগতের প্রশংসাভাজন হইয়াছে।

অন্তরীণ দণ্ডিত

হরিপদ সেনকে অন্তরীণে আবদ্ধ রাখা হইয়াছিল, সে ১৯৩০ সালে তাহার মুমূর্ষু পিতাকে দেখিবার জন্য ছুটিতে বাড়ী আসিয়া পলায়ন করে। তাহাকে ফরিদপুর জেলায় ডিক্রিচরে গ্রেপ্তার করা হয়। ১৯৩১ সালে পিরোজপুরে তাহাকে গ্রেপ্তার করিয়া পিরোজপুর জেলে আটক রাখা হইয়াছিল, তথা হইতে সে পুনরায় পলায়ন করে। ডিক্রিচরে গ্রেপ্তার করিবার পর তাহাকে বিচারার্থ বরিশালে আনয়ন করা হয়। প্রত্যেক দফা অপরাধের জন্য তাহার প্রতি ৬ মাসের কারাদণ্ড এবং ১ শত টাকা অর্থদণ্ড অনাদায়ে আরও সপ্তাহের কারাদণ্ডের আদেশ হইয়াছে। দণ্ডভোগ পর পর চলিবে।

উপদ্রব

ভাইস চান্সেলর উইঙ্কলারের 'ন্যাশনেল ফ্রন্ট' দল কেম্নানে সমবেত হইয়া আন্দোলন করিতেছিল। দুইশত নাজী তাহাদিগকে ছত্রভঙ্গ করিয়া দিবার নিমিত্ত এক ডজন ধূম বোমা নিক্ষেপ করে। ফলে ২জন পুরুষ এবং ১জন নারী পুড়িয়া যায় তাহাদের মধ্যে আট জনকে হাসপাতালে পাঠাইতে হইয়াছে। উন্মত্ত জনতা দশজন নাজীকে ধরিয়া সঙ্গে সঙ্গে সাবেস্তা করিয়া দিবার উপক্রম করিয়াছিল। পুলিশ তাহাদিগকে উদ্ধার করিয়া গ্রেপ্তার করে। মোটমাট শতাধিক লোককে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

অষ্ট্রীয়ার জাতীয় সঙ্গীত গীত হইবার সময় নাজীদের মনোযোগ আকৃষ্ট হয়। জার্ম্মেণীর জাতীয় সঙ্গীতের সুর ও সকাষ্ট্রী সঙ্গীতের সুর এক। নাজীরা হিটলারী ধরণে হাত তুলিয়া অষ্ট্রীয়ার সুরে সুর মিলাইয়া নিজেদের জাতীয় সঙ্গীত গাহিতে আরম্ভ করিয়া দেয়। তাহার পরেই বোমা ফাটা আরম্ভ হয়। অতঃপর সওয়ার পুলিশ চড়াও করিয়া নাজীদিগকে ছত্রভঙ্গ করিয়া দেয়।

গ্রাজ ষ্টিরিয়ার রাজধানী এবং অষ্ট্রীয়ার নাজীদলের প্রধান কেন্দ্র

ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

৯ই আশ্বিন সোমবার, ১৩৪০

আগামী ৩০শে সেপ্টেম্বর এবং ১লা অক্টোবর তারিখে বাঁকীপুরে যে নিখিল ভারত মুসলিম কনফারেন্সের অধিবেশন হইবে, উহার সেক্রেটারী মৌলবী সৈয়দ জমিরুদ্দীন আহম্মদ মুসলমান সম্প্রদায়কে উপলক্ষ্য করিয়া এক আবেদন পত্র প্রচার করিয়াছেন। সেই আবেদন পত্রে তিনি বলিয়াছেন:—

"হিন্দু মহাসভা এবং হিন্দু নেতৃবর্গ বিশেষতঃ কেন্দ্রীয় পরিষদের হিন্দু সদস্যগণ প্রধান মন্ত্রীর সাম্প্রদায়িক সিদ্ধান্তের পরিবর্তন সাধনের নিমিত্ত প্রবল চেষ্টা আরম্ভ করায় এক অভিনব পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছে। ইতিমধ্যেই তাঁহারা কিয়দংশে সফলতা লাভ করিয়াছেন। তাঁহাদের প্রচেষ্টায় জয়েণ্ট সিলেক্ট কমিটিতে সাম্প্রদায়িক সমস্যা পুনরুত্থাপিত হইয়াছে। জয়েণ্ট সিলেক্ট কমিটীতে পুনরায় বহু সাম্প্রদায়িক সমস্যা আসিয়া জুটিবে। সুতরাং এই বিষয়ে মুসলমান সম্প্রদায়ের আবহিত হওয়া আবশ্যক।

———

"এযাবৎ আমরা যাহা লাভ করিয়াছি তাহা রক্ষা করিবার জন্য এবং যাহা আজিও লাভ করিতে পারি নাই তাহা লাভ করিবার জন্য এই সময় আমাদের প্রবল চেষ্টা করা কর্তব্য। এই সঙ্কট সময়ে আমাদের অন্তর্বিরোধের অর্থ আমাদের রাজনৈতিক মৃত্যু—পৃথক সম্প্রদায়রূপে আমাদের রাজনৈতিক ও সামাজিক অস্তিত্বের বিনাশ।

"সুতরাং সমস্ত বিভিন্ন রাজনৈতিক মতাবলম্বী মুসলমান নেতাদের নিকট—বিশেষতঃ ১৯২৯ সালের ১লা জানুয়ারী তারিখে যাঁহারা ১৪ দফা দাবী উদ্ভাবন করিয়াছিলেন, তাঁহাদের নিকট আমার সনির্বন্ধ অনুরোধ, তাঁহারা প্রত্যেকে পাটনায় নিখিল ভারত মুসলিম কনফারেন্সের অধিবেশনে সমবেত হইয়া মুসলমান সম্প্রদায়ের স্বার্থ রক্ষার চেষ্টা করিবেন।'

———

কিউবা দ্বীপে আবার গৃহবিবাদ আরম্ভ হইয়াছে। ভূতপূর্ব সভাপতি মোসপোর্ডেসের পক্ষপাতী তিনশত বিদ্রোহী কেমাগুয়ে প্রদেশের মরণ নামক স্থান হইতে কিউবার রাজধানী হেভানা অভিমুখে যাত্রা করিয়াছে বিখ্যাত যোদ্ধা কাপ্তেন হারনাণ্ডিস (ইনি কিউবার স্যাণ্ডিনো বলিয়া পরিচিত) ইহাদের নেতৃত্ব করিতেছেন। যে বিদ্রোহের ফলে প্রেসিডেণ্ট ম্যাচাডো পদত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছেন সেই বিদ্রোহ পুনরায় আরম্ভ করাই হারনাণ্ডিস ও তাঁহার দলবলের উদ্দেশ্য।

———

বিদ্রোহীদের অভিযানের সংবাদ পাইয়া সান মার্টিনের গবর্ণমেণ্ট কেমাগুয়ে অভিমুখে সৈন্য প্রেরণ করিতেছেন। ইহারা পথিমধ্যে বিদ্রোহীদলকে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করিবে।

আর একটি সংবাদে প্রকাশ যে, যে সামরিক নেতারা মিলিত হইয়া সান মার্টিনকে সভাপতি পদে মনোনীত করিয়াছিলেন, তাঁহাদের হস্তে সান মার্টিন পদত্যাগ পত্র প্রদান করিয়াছেন।

———

অশরীরী জীববিশেষের মুখে 'রাম নাম' শুনিলে যেমন বিস্ময় অবাক হইতে হয়, এসেম্বলীতে স্যার ফজলী হোসেনের মুখে নিম্নলিখিত উক্তি শুনিয়াও আমরা তেমনি বিস্ময় অনুভব করিতেছি।

"প্যান ইসলাম আন্দোলনের এককণা ভস্মও অবশিষ্ট নাই। মুসলমানগণ যদি ভারতবর্ষে ভারতবাসীরূপে নিজের পায়ে ভর দিয়া দাড়ান, তবেই তাঁহাদের কল্যাণ হইবে।" স্যার ফজলী হোসেনকে প্যান-ইসলামিক আন্দোলনের অন্যতম পাণ্ডা বলিয়াই লোকে জানিত। এতকাল পরে সহসা তাঁহার এই মত পরিবর্তন দেখিয়া আমরা কেবল বিস্মিত হয় নাই—আনন্দিতও হইয়াছি।

———

প্যান-ইসলামিক আন্দোলন ভারতীয় মুসলমানদের নিজের দেশ ও জাতির প্রতি মমত্ববোধে বাধা ঘটাইয়াছে। তাহারা যে ভারতবাসী, ভারতের অন্যান্য লোকদের সঙ্গেই তাহাদের ভাগ্য এক সূত্রে গ্রথিত, অন্যান্য সম্প্রদায়ের ন্যায় ভারতের স্বাধীনতা তাহাদেরও কাম্য, একথা প্যান-ইসলামবাদী মুসলমানেরা চিন্তা করিতে পারে নাই। তাহাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল আরব ও হেজাজের দিকে—মিশর, তুরস্ক ও আফগানীস্থানের প্রতি। বিশ্ব মুসলমানের সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপনই তাহাদের চরম আকাঙ্ক্ষা ছিল। এই কারণে ভারতের জাতীয়তা আন্দোলনে তাহারা কল্পনা করিয়াছে লাহোর হইতে কাবুল পর্য্যন্ত এক বিরাট মুসলমান সাম্রাজ্য। সেদিনও 'পাকস্থানে'র স্বপ্ন তাহারা দেখিয়াছে। স্যার মহম্মদ ইকবাল সেদিনও ভারতের বুকের উপর পাঁচটী স্বতন্ত্র "মোসলেম ষ্টেট" প্রতিষ্ঠা করিবার আকাঙ্ক্ষা জ্ঞাপন করিয়াছেন। আজ যদি স্যার ফজলী হোসেনের কথায় প্যান-ইসলামবাদীদের মোহভঙ্গ হয়, যদি তাহারা স্বদেশ ও স্বজাতিকে ভালবাসিতে শিখে তবে ভারতের রাজনৈতিক আন্দোলনের ইতিহাসে এক নবযুগের সূচনা হইবে।

ভারত গবর্ণমেণ্টের এমন একটি বিভাগ আছে, যাহা অতি গুহ্য রহস্যময়। ভারতবাসীদের সেখানে প্রবেশাধিকার নাই। উহা পররাষ্ট্র ও রাজনৈতিক বিভাগের অন্তর্গত "সাইফার ব্যুরো" বা সাঙ্কেতিক লিপি বিভাগ। এখান হইতে ভারত সচিব প্রভৃতির নিকট সাঙ্কেতিক ভাষায় গোপনীয় সংবাদ প্রেরিত হয় এবং বাহির হইতে আগত ঐ শ্রেণীর সংবাদ গৃহীত হয়। এইরূপ একটী গোপনীয় বিভাগ যে আছে, কয়েক বৎসর পূর্বেও পররাষ্ট্র বিভাগ তাহা স্বীকার পর্য্যন্ত করিতে চাহেন নাই।

ভারত গবর্ণমেণ্ট

ব্যবস্থা পরিষদ বিভাগ

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

(৩) "মন্দির" বলিতে যে স্থান, উহা যে নামেই পরিচিত হউক না কেন, নিষিদ্ধ জাতিসমূহ বাদে হিন্দু জনসাধারণ নিজ অধিকারবলে সাধারণের পূজার স্থানরূপে ব্যবহার করে সেই স্থানকে বুঝাইবে।

(৪) "ন্যাসধারী" বলিতে যে ব্যক্তির উপর মন্দির পরিচালনার ভার ন্যস্ত থাকে, ঐ ব্যক্তি যে নামেই পরিচিত থাকুন না কেন, তাঁহাকে বুঝাইবে।

(৫) এবং ভোটদাতা বলিতে—

(ক) যে স্থলে উহা বার্ষিক ৫০০৲ টাকা বা তাহার অধিক আয়ের মন্দির সম্পর্কে ব্যবহৃত হইবে সে স্থলে, ঐ মন্দির যে সহরের কর্পোরেশন বা যে মিউনিসিপ্যালিটী অথবা লোকাল বোর্ড বিষয়ক আইন অনুযায়ী গঠিত জেলা বোর্ড বা তালুক বোর্ড বা ঐরূপ অন্য কোন স্থানীয় প্রতিষ্ঠানের এলাকায় অবস্থিত সেই কর্পোরেশন মিউনিসিপ্যালিটী, জেলা বোর্ড বা তালুক বোর্ড বা স্থানীয় প্রতিষ্ঠানের ভোটদাতাগণের তালিকাভুক্ত হিন্দু ভোটদাতাগণকে বুঝাইবে, এবং

(খ) যখন উহা বার্ষিক ৫০০৲ টাকার কম আয়ের মন্দির সম্পর্কে ব্যবহৃত হইবে, তখন ঐ মন্দির, সহরে যে মিউনিসিপাল বিভাগে, মফঃস্বলে মিউনিসিপাল এলাকার যে মিউনিসিপাল ওয়ার্ডে বা যে পঞ্চায়তের এলাকার মধ্যে অবস্থিত সেই মিউনিসিপ্যাল বিভাগ মিউনিসিপ্যাল ওয়ার্ড বা পঞ্চায়েতের ভোটদাতাগণের তালিকাভুক্ত হিন্দু ভোটদাতাগণকে বুঝাইবে।

৩। (১) এই আইন প্রচলিত হইবার পর, অন্যূন ৫০ জন ভোটদাতা কর্তৃক স্বাক্ষরিত একখানি লিখিতপত্র মন্দিরের ন্যাসধারীর নিকট এই বলিয়া পাঠান যাইতে পারিবে যে, কোন নিষিদ্ধ জাতিকে মন্দিরে প্রবেশ করিতে দিবার বিষয়টি মীমাংসার জন্য সাধারণ ভোটদাতাগণের নিকট পাঠান হউক।

(২) এইরূপ পত্র পাইবামাত্র ন্যাসধারী বিষয়টি নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে মীমাংসার জন্য ভোটদাতাগণের নিকট পাঠাইয়া দিবেন।

(৩) যে সকল ভোটদাতা নিজেদের মতামত লিপিবদ্ধ করেন তাঁহাদের অধিকাংশের যে সিদ্ধান্ত হয়, তাহা মন্দিরের ন্যাসধারীগণ ও যাঁহারা সেখানে পূজা দেন তাঁহাদের সকলের উপর বাধ্যতামূলক হইবে।

(৪) যে ক্ষেত্রে কোন নিষিদ্ধ জাতিকে মন্দিরে প্রবেশ করিতে দিবার অনুকূলে সিদ্ধান্ত হয়, সে ক্ষেত্রে ন্যাসধারীগণ নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে এক আদেশ প্রচারিত করিবেন যে, ঐ নিষিদ্ধ জাতির উক্ত মন্দিরে প্রবেশ করিবার অধিকার থাকিবে।

৪। (১) প্রতিকূল কোন আইন, আচার-ব্যবহার বা প্রথা যাহাই থাকুক না কেন, কোন হিন্দু মন্দিরের ন্যাসধারী নিজেই নির্দ্ধারিত প্রণালীতে এই মর্ম্মে একটি নোটীশ প্রচারিত করিতে পারিবেন যে, উক্ত নোটীশ প্রচারিত হইবার তারিখ হইতে এক মাসের মধ্যে যদি কোন আপত্তি তাঁহার নিকট প্রেরিত না হয়, তবে তিনি তাঁহার নোটীশে উল্লিখিত নিষিদ্ধ জাতিকে ঐ মন্দিরে প্রবেশ করিতে দেওয়ার জন্য এক আদেশ দিবেন।

(২) কোন ন্যাসধারী কর্তৃক এইরূপ নোটীশ প্রচারিত হইবার পর এক মাসের মধ্যে, ঐরূপ প্রবেশে আপত্তি করিয়া অন্যূন ৫০ জন ভোটদাতা কর্তৃক স্বাক্ষরিত একখানি লিখিত আপত্তিপত্র ন্যাসধারীর নিকট দাখিল করা যাইতে পারিবে। এইরূপ আপত্তি দাখিল হইলে, এতৎসম্পর্কিত নিষিদ্ধ জাতিকে মন্দিরে প্রবেশ করিতে দেওয়া হইবে কি না, এই বিষয়টি ৩ ধারার (২) প্রকরণমতে ভোটদাতাগণের নিকট মীমাংসার জন্য পাঠাইতে হইবে, যেন উক্ত ধারার (১) প্রকরণ অনুসারেই ঐরূপ মতামত আহ্বান করা হইয়াছে।

(৩) যে সকল ভোটদাতা মতামত লিপিবদ্ধ করেন তাঁহাদের অধিকাংশের যে সিদ্ধান্ত হয় তাহা মন্দিরের ন্যাসধারী ও যাহারা সেখানে পূজা দেন তাঁহাদের উপর বাধ্যতামূলক হইবে।

(ক্রমশঃ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

নদীয়া-প্রকাশ

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক
— পারমার্থিক পত্র —
শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশ
তনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনম্,
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং
প্রেমা পুমর্থো মহান্,
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং
তত্রাদরো নঃ পরঃ॥

৮ম বর্ষ } ২১ পদ্মনাভ গৌরাব্দ ৪৪৭, ৯ই আশ্বিন বঙ্গাব্দ ১৩৪০, ২৫শে সেপ্টেম্বর ইং ১৯৩৩, সোমবার ১৭৬শসংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

গত ১৯শে সেপ্টেম্বর মঙ্গলবার সন্ধ্যা-আরাত্রিক ও কীর্ত্তনের পর শ্রীচৈতন্য-মঠের অবিদ্যাহরণ-নাট্যমন্দিরে শ্রীচৈতন্য-ভাগবত মধ্য ১৮শ অধ্যায় হইতে শ্রীশ্রীগৌর-সুন্দরের ব্রজলীলাভিনয় পাঠ ও ব্যাখ্যা হইয়াছে। পাঠকগণ বোধ হয় অবগত আছেন, শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভু তদীয় পার্ষদ শ্রীচন্দ্রশেখর আচার্য্যের শ্রীধাম-মায়া-পুরস্থ ভবনে 'ব্রজলীলা' প্রদর্শন করিয়াছেন বলিয়া উক্ত স্থান এক্ষণেও 'ব্রজপত্তন' নামে প্রসিদ্ধ। এই ব্রজপত্তনেই শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণব রাজসভার আকর মঠরাজ 'শ্রীচৈতন্যমঠ' স্থাপিত হইয়াছেন, একথাও আজ বিশ্বের সুধীবৃন্দের নিকট অজ্ঞাত নহে।

পাঠকগণ শুনিয়া সন্তুষ্ট হইবেন, এই ব্রজপত্তনে শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের নিজজন শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের ইচ্ছায় শীঘ্রই শ্রীশ্রীগৌরলীলা ও শ্রীশ্রীকৃষ্ণলীলার অভিনয় হইবে; তন্নিমিত্ত শ্রীঅবিদ্যাহরণ-নাট্যমন্দিরের সংলগ্ন পরনাট্য-মঞ্চ নির্ম্মিত হইতেছেন। ব্রজপত্তনে মহা-প্রভুর ব্রজলীলার অভিনয়-বিবরণাদি শ্রবণ করিয়া শ্রোতৃমণ্ডলী অতিশয় আনন্দিত হইয়াছেন, আর শুদ্ধভক্তগণকর্ত্তৃক অভিনীত সেই সকল লীলা দর্শনের সুযোগ পাইলে সৌভাগ্যবন্ত জনগণের হৃদয়ে তাহা চির-অঙ্কিত থাকিবে সন্দেহ নাই।

একদিন মহাপ্রভু ভক্তগণসমীপে ব্রজ-লীলাভিনয়ের অভিপ্রায় প্রকাশ পূর্ব্বক সদা-শিব বুদ্ধিমন্ত খানকে শঙ্খ, কাঁচুলী, পট্টসাড়ী, অলঙ্কার প্রভৃতি যথাযোগ্য বেশ সংগ্রহ ও সজ্জিত করিতে আদেশ করিয়া কে কি বেশ গ্রহণ করিবেন, তাহা বলিয়া দিলেন। মহা-প্রভুর আদেশক্রমে বুদ্ধিমন্ত খান সমস্ত অতি সুন্দররূপে সজ্জিত করিলে, তদ্দর্শনে শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া পার্ষদ-গণকে বলিলেন যে তিনি স্বয়ং লক্ষ্মীবেশে নৃত্য করিবেন কিন্তু জিতেন্দ্রিয় ব্যতীত অপর কাহারো সেই নৃত্য-দর্শনের অধিকার থাকিবে না। তচ্ছ্রবণে ভক্তগণ অতিশয় দুঃখিত হইলেন। শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু ও শ্রীবাস পণ্ডিত আপনাদিগকে অসংযত ও নৃত্যদর্শনের অনধিকারী বলিয়া জ্ঞাপন করিলেন। তখন মহাপ্রভু ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন, তাঁহার আশীর্ব্বাদে সেই দিন দর্শকগণ সকলেই মহা-যোগেশ্বরত্ব লাভ করিবেন সুতরাং নৃত্য-দর্শনের অধিকার সকলকেই প্রদত্ত হইল

মহাপ্রভুর ঐপ্রকার উক্তি হইতে আমরা যেন মনে না করি যে, গৌরপার্ষদগণ অজিতেন্দ্রিয় ছিলেন। একমাত্র একনিষ্ঠ গৌরভক্তগণই জিতেন্দ্রিয়, আর সকলেই অজিতেন্দ্রিয়। এমন কি অষ্টাঙ্গযোগাদি যাঁহারা অভ্যাস করেন, তাঁহাদেরও কেহ কেহ অনেক সময় ঘৃণিতরূপে ইন্দ্রিয়চাঞ্চল্য প্রকাশ করিয়া থাকেন। ইন্দ্রিয়গণকে সর্ব্বদাই কৃষ্ণসেবায় নিযুক্ত রাখিয়া গৌরভক্ত-গণ ইন্দ্রিয়জয়ের আদর্শ সুষ্ঠুরূপে প্রদর্শন করেন। যদি কেহ প্রশ্ন করেন, গৌরভক্ত না হইয়া অপর বৈষ্ণবসম্প্রদায় কি ভগবদ্-ভক্তি-যাজন দ্বারা জিতেন্দ্রিয় হইতে পারেন না, তাহার উত্তর এই যে শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর সর্ব্বেশ্বরেশ্বর; শ্রীনারায়ণ তাঁহার ঐশ্বর্য্য-প্রকাশ-বিগ্রহ, শ্রীশঙ্কর তাঁহার ভক্ত; শ্রীগৌরসুন্দর অভিন্ন ব্রজেন্দ্রনন্দন। সুতরাং যে-কোন সম্প্রদায়ের বৈষ্ণব হউন না কেন, তিনি বস্তুতঃপক্ষে শ্রীগৌরভক্ত; সুতরাং তাঁহার জিতেন্দ্রিয়ত্ব-লাভের সম্ভাবনা আছে।

এখন জিজ্ঞাস্য, গৌরভক্তগণের ঐপ্রকার উক্তির তাৎপর্য্য কি? তাৎপর্য্য এই যে, কেহ নিজের চেষ্টায় জিতেন্দ্রিয় হইতে পারে না। শ্রীভগবান্ যখন মোহিনী-মূর্ত্তিতে প্রকাশিত হইয়াছিলেন, তখন শঙ্করের পর্য্যন্ত রেতঃ-স্খলনের বিবরণ শ্রীমদ্ভাগবতে দেখিতে পাই। শ্রীভগবানের মায়া দুষ্পারা; যাঁহারা ভগবৎসমীপে প্রপন্ন হন, মাত্র তাঁহারাই সেই মায়া জয় করিতে পারেন; যাহারা দাম্ভিক, তাহারা কখনও ঐ মায়া অতিক্রম করিতে পারে না। গৌর-পার্ষদগণের ঐপ্রকার উক্তিদ্বারা এবং শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের আশী-র্ব্বাদ দ্বারা ইহাই প্রমাণিত হইল যে, যাঁহারা দাম্ভিকতার মস্তকে লগুড়াঘাত করিয়া 'তৃণাদপি সুনীচ' হইয়া ভগবচ্চরণে প্রপত্তি স্বীকার করেন, একমাত্র তাঁহারাই শ্রীভগ-বানের আশীর্ব্বাদে জিতেন্দ্রিয় হইতে পারেন। গৌর-পার্ষদগণ ঐপ্রকার দৈন্যোক্তি প্রকাশ করিয়া আমাদিগকে কৌশলে এই শিক্ষাসার উপদেশ করিলেন।

আগামী কল্য মহাপ্রভুর ব্রজলীলা বর্ণন করিবার ইচ্ছা রহিল।

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রকাশ অরণ্য মহারাজ বারাকপুরে দিবসদ্বয় শুদ্ধভক্তি-সিদ্ধান্তবাণী প্রচার করেন; তথায় ছায়াচিত্র-যোগে শ্রীগৌরাঙ্গলীলা প্রদর্শিত হইয়াছিল। তৎপর স্বামীজী 'রাজবাড়ী' গমন করেন; তথায় রেলওয়ে ইনষ্টিটিউট হলে একদিন শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করেন, এবং পরবর্ত্তী দিন থিয়েটার হলে ছায়াচিত্র-যোগে বক্তৃতা দেন। এই স্থানে রাজবাড়ীর স্পেশাল ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত তারানাথ গুপ্ত মহাশয় স্বামীজীর প্রচারে বিশেষ উৎসাহ প্রদর্শন করিয়া স্বীয় স্বভাব সুলভ সৌজন্যের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। উচ্চ-পদস্থ রাজকর্ম্মচারিগণ প্রায় অধিকাংশই স্বামীজীর বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া অতিশয় আনন্দিত হইয়াছেন। রেলওয়ে ইঞ্জিনিয়ার শ্রীযুক্ত এন্, কে, রায় মহাশয় ১॥ ঘণ্টাকাল স্বামীজীর শ্রীমুখে হরিকথা শ্রবণ করিয়া বিশেষ প্রীতি-লাভ করিয়াছেন। রাজবাড়ী হইতে স্বামীজী গত ১৯শে সেপ্টেম্বর লৌহজঙ্গে শুভবিজয় করিয়াছেন। এই স্থানে স্বামীজী কয়েক-দিন পরম ভাগবত শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রমোহন রায় চৌধুরী মহাশয়ের বাটীতে অবস্থান করিয়া বিভিন্ন স্থানে পাঠ ও বক্তৃতাদি করিয়াছেন। বিস্তৃত বিবরণ পরে প্রকাশিত হইবে।

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি শ্রীরূপ পুরী মহারাজের কটক প্যারীমোহন একাডেমীতে বক্তৃতার কিয়দংশ গত কল্য প্রকাশিত হইয়াছে। অবশিষ্টাংশ নিম্নে প্রদত্ত হইল।

"চতুর্দ্দশ ব্রহ্মাণ্ডে পরমশান্তির আশা বিড়ম্বনা মাত্র।" ইহা বলিয়া স্বামীজী ব্ল্যাকবোর্ডে অঙ্কিত "রূপ-শিক্ষার" চিত্র হইতে বিরজা ও ব্রহ্মলোকের বিষয় বর্ণনা করেন। অনন্তর ক্রমপথে শ্রবণ-কীর্ত্তন-মূলে নবধা ভক্তির কথা আলোচিত হয়।

মহামহোপদেশক শ্রীপাদ নারায়ণ দাস ভক্তিশাস্ত্রী ভক্তিসুধাকর মহোদয় উক্ত সভায় যোগদান করিয়া সকলের আনন্দবর্দ্ধন করিয়াছিলেন।

স্বনামধন্য হেডমাষ্টার শ্রীযুক্ত বনমালী মিশ্র বি-এ মহোদয় স্বামীজী মহারাজকে অভ্যর্থনা করিয়া উপস্থিত চারশত ছাত্র ও শিক্ষকবর্গের নিকট স্বামীজীর পরিচয় করাইয়া দিয়াছিলেন। সভার আদি ও অন্তে গৌরবিহিত কীর্ত্তন হইয়াছিল। ঐ বিষয় স্থানীয় দৈনিক "সমাজ" পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

২১ পদ্মনাভ সর্ব্বশিব সঙ্কর্ষণ

মায়ার স্বরূপ

গতকল্য আমরা চতুঃশ্লোকী ভাগবতের প্রথম-শ্লোক—'অহমেবাসমেবাগ্রে' শ্লোকে শ্রীভগবৎস্বরূপতত্ত্বের বিষয় আলোচনা করিয়াছি; কিন্তু স্বরূপ হইতে ইতর তত্ত্বের জ্ঞানদ্বারা স্বরূপ-তত্ত্বের জ্ঞানকে যতক্ষণ দৃঢ় না করা যায়, ততক্ষণ বিজ্ঞান হয় না। স্বরূপ-তত্ত্ব হইতে ইতর তত্ত্বের নাম 'মায়া'। শ্রীভগবান্ সেই 'মায়া'-তত্ত্ব চতুঃশ্লোকী ভাগবতের দ্বিতীয় শ্লোকে বর্ণন করিতেছেন—

"ঋতেঽর্থং যৎ প্রতীয়েত
ন প্রতীয়েত চাত্মনি।
তদ্বিদ্যাদাত্মনো মায়াং
যথাভাসো যথা তমঃ॥"

—"বাস্তব-প্রয়োজন তত্ত্ব ব্যতীত যাহা কিছু প্রতীয়মান হয়, সত্তাবিশিষ্ট হইলেও আমার অধিষ্ঠানে যাহার প্রতীতি নাই, তাহাকেই আমার মায়া বলিয়া জানিবে। দৃষ্টান্ত—যে-প্রকার দুইটী চন্দ্রের অধিষ্ঠান না থাকিলেও কাচাদিতে দ্বিচন্দ্রাদির প্রতিচ্ছবি দৃষ্ট হয়, অথবা যেপ্রকার রাহু গ্রহমণ্ডলে থাকিলেও তাহা দৃষ্ট হয় না তদ্রূপ।"

উক্ত শ্লোকটীর ভাবার্থ এই যে, আভাস ও অন্ধকার-দর্শন কিছু জ্যোতির্ম্ময় বস্তুর দর্শনকালে ঘটে না এবং জ্যোতির্ম্ময় বস্তুর দর্শনও আভাস ও অন্ধকারের দর্শনকালে ঘটে না। অথচ, আভাস ও অন্ধকারের কর্তৃসত্তায় জ্যোতির্ম্ময় বস্তু ব্যতীত স্বতন্ত্রত্ব নাই। তদ্রূপ শ্রীভগবান্ ও তাঁহার মায়া। ভগবান্ জ্যোতির্ম্ময় বস্তু; তাঁহার মায়া দ্বিবিধা— আভাস-স্থানীয়া জীব-মায়া ও তমঃ-স্থানীয়া গুণ-মায়া। উভয়েই ভগবদাশ্রিত হইলেও শ্রীভগবানের অন্তরঙ্গপ্রতীতিতে জীব ও মায়া প্রতীতির অভাব, আবার জীব ও মায়ার প্রতীতিতেও ভগবৎপ্রতীতি নাই।

ঠাকুর শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ মহোদয়ের 'ভাগবতার্ক-মরীচিমালা'য় বিষয়টি সংক্ষেপে অতি সুন্দররূপে বর্ণিত হইয়াছে। বিভিন্ন মতবাদিগণ শ্রীভগবানের অচিন্ত্য-শক্তিকে বুঝিতে না পারিয়া তৎসম্বন্ধে 'অস্তি', 'নাস্তি' ইত্যাদি নানা প্রকার জল্পনা করেন, তাহাও শ্রীভগবানেরই প্রভাব। এক পরা-শক্তি মায়াই শ্রীভগবানের 'অচিন্ত্য-শক্তি'। তাহাতে দুইটী অবস্থা আছে—স্বরূপ-অবস্থা ও তটস্থ-অবস্থা। জগৎসৃষ্টিতে তটস্থ-অবস্থায় 'অণু' ও 'ছায়া'-রূপে দ্বিপ্রকার। অণু তটস্থশক্তিকে কোন কোন শাস্ত্রে 'জীব শক্তি' বলিয়াছেন, কিন্তু তাহা প্রকৃত-প্রস্তাবে পরা প্রকৃতির অন্তর্গত। 'ছায়া'-তটস্থশক্তি অচিন্মাত্র-শক্তি বলিয়া বিখ্যাত। তাহার এক নাম 'বহিরঙ্গা শক্তি'।

চিদ্ধামাদি-প্রকাশক স্বরূপশক্তিকে চিৎ-শক্তি বা অন্তরঙ্গশক্তি বলা হয়। 'মায়া' বলিলে প্রধানতঃ শ্রীভগবানের পরা-শক্তিকেই বুঝায়। এই মায়িক-সংসারে স্বরূপ-শক্তির পরিচয় গূঢ়। অচিন্মায়াশক্তির পরিচয় ব্যাপ্ত বলিয়া 'মায়া' বলিতে অচিন্মায়া অর্থাৎ ছায়া ও তটস্থ-শক্তিকেই বুঝায়।

এখন মূল মায়াশক্তির বিষয় বর্ণিত হইতেছে। শ্রীভগবান্ চৈতন্যস্বরূপ আত্মা পুরুষ। অষ্টবিংশতি-তত্ত্বের মধ্যে পুরুষ, প্রকৃতি ও অর্থ—তিন প্রকার তত্ত্ব-বিভাগ। আত্মা ও প্রকৃতি ছাড়া ষড়্বিংশতি সমস্ত তত্ত্বকেই 'অর্থ' বলা হয়। 'অর্থ'কে ছাড়িয়া দিলে যাহা আমা হইতে পৃথক্ চিন্তনীয় হয় অথচ আত্মতত্ত্বে তাহার স্বরূপ-প্রতীতি হয় না, তাহাই মায়া। আত্মবস্তু ও মায়া ব্যতীত আর যতগুলি তত্ত্ব আছে সকলই বস্তুপ্রায়। কিন্তু মায়া বস্তু নহে—বস্তু যে আত্মা, তাহার প্রতীতি মাত্র। বস্তুমধ্যে ইহার দুই প্রকার পরিচয়—'আভাস' ইহার প্রথম পরিচয় এবং 'তমঃ' ইহার দ্বিতীয় পরিচয়। জীবই আভাস-পরিচয়। চিচ্ছক্তি অণু বা তটস্থ-অবস্থায় আভাস রূপ জীব। সুতরাং তাহার চিৎপরিচয়। অচিন্মায়ার তমঃপরিচয়, তাহাতে জড়জগৎ। এই প্রকার শক্তিতত্ত্বের উপলব্ধিক্রমে পরব্রহ্মস্বরূপ তত্ত্ব-জ্ঞানের নাম 'বিজ্ঞান'।

এখন শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিপাদের টীকা হইতে কিছু আলোচনা করিতেছি। জীবের পরমাত্মজ্ঞান ও পরমাত্মবিজ্ঞানের প্রতি মায়া কিছু অনুকূলা ও কিছু প্রতিকূলা। কিন্তু পরমাত্মরূপী শ্রীভগবানের বিজ্ঞান-লাভ হইলে যোগমায়াই জীবকে অধিকার করেন এবং তাহার অনুকূলেই থাকেন। মায়া যখন জীবের কৃষ্ণসেবার উন্মুখ ও সহায়-কারিণী তখনই তিনি যোগমায়া, আর জীবকে আবৃত ও কৃষ্ণসেবা হইতে বিক্ষিপ্ত করিলেই তাঁহার মহামায়া সংজ্ঞা।

এখন যোগমায়া ও মহামায়ার স্বরূপ বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হইতেছে। 'অর্থ' অর্থাৎ সত্য বস্তু ব্যতীত যাহার স্বতন্ত্রপ্রতীতি হয় না বা নাই কিন্তু সত্যবস্তুরূপেই যাহা প্রতীত হয়, আবার 'অর্থ' (বিষ্ণু)-প্রতীতি না হইয়া যাহার অনর্থ প্রতীতি হয়, তাহাকে মুক্ত ও বদ্ধ—উভয় জীবের নিজ-স্বরূপে পরমাত্মরূপী শ্রীভগবানের বিদ্যা ও অবিদ্যা, এই দ্বিবিধা বৃত্তিময়ী শক্তি বলিয়া জানা উচিত। তন্মধ্যে বিদ্যার দৃষ্টান্ত—যেমন আভাস অর্থাৎ দীপের প্রকাশ। দীপালোক-জন্য যেমন গৃহস্থিত ঘটপটাদিকে বস্তু বলিয়াই প্রতীত হয় কিন্তু দীপ আনয়নের পূর্ব্বে ঘটপটাদির অভাব সম্ভবে না, তদ্রূপ সর্প-বৃশ্চিকাদি আগমনশীল হিংস্রপদার্থ ও ভয়ের কারণ অনর্থ বলিয়া প্রতীত হয়। এইরূপ বিদ্যার জন্যই মুক্ত জীবের নিজ-স্বরূপে সম্বন্ধ-জ্ঞান জ্ঞানানন্দাদিরই প্রতীতি হয়—অবিদ্যা-দশার ন্যায়, জ্ঞানাভাব প্রতীতি হয় না, আর স্বরূপে সম্বন্ধহীন দেহ ও দৈহিক শোকমোহাদিরও প্রতীতি ঘটে না।

অবিদ্যার দৃষ্টান্ত—যেমন তমঃ অর্থাৎ অন্ধকার। স্বগৃহস্থিত ঘটপটাদিকে অন্ধকারের জন্য যেমন বস্তু বলিয়া বুঝা যায় না, কিন্তু সর্প, চোর প্রভৃতি অনিষ্টকারী বস্তু না থাকিলেও তাহাদের আকার সম্ভাবনা-হেতু ভয়ের কারণ অনর্থ বলিয়া মনে হয়, ঠিক তদ্রূপ বদ্ধজীবের অবিদ্যার জন্য নিত্য-সম্বন্ধিরূপে বর্ত্তমান জ্ঞানানন্দাদিরও প্রতীতি ঘটে না, কিন্তু স্বরূপে না থাকিলেও বদ্ধজীব-সম্বন্ধিরূপে বর্ত্তমান দেহ ও দেহ সম্পর্কিত শোকমোহাদিরই প্রতীতি ঘটে। তন্নিমিত্ত পুষ্প শৃঙ্গাদির অস্তিত্ব থাকিলেও আকাশ-শশকাদির যেমন তৎসহ সম্বন্ধাভাবহেতু আকাশকুসুম ও শশকশৃঙ্গ মিথ্যা বলিয়া কথিত হয়, তদ্রূপ দেহেরও শোক-মোহ-সুখ দুঃখাদি দৈহিকধর্ম্ম প্রভৃতির প্রধান (দেহ) সম্বন্ধীয় বলিয়া আস্তত্ব থাকিলেও জীব স্বরূপের সহিত সম্বন্ধাভাব-হেতু শাস্ত্র-সমূহে দেহাদি মিথ্যাভূত বলিয়া কথিত হয়। জীবের পক্ষে দেহ-সম্বন্ধ মিথ্যাভূত হইলেও উহা অবিদ্যাদ্বারা কল্পিত এবং বিদ্যাদ্বারা বিনষ্ট হয়—ইহাই বিদ্যা ও অবিদ্যার দৃষ্টান্তদ্বয় আভাস ও তমঃ। অষ্টম-স্কন্ধের (৫।২৭) নিম্নলিখিত শ্লোকে ইহার দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইয়াছে—

বিপশ্চিতং প্রাণমনোধিয়াত্মনা-
মর্থেন্দ্রিয়াভাসমনিদ্রমব্রণম্।
ছায়াতপৌ যত্র ন গৃধ্রপক্ষৌ
তমক্ষরং খং ত্রিযুগং ব্রজামহে॥

—যিনি প্রাণ, মন, বুদ্ধি ও আত্মার জ্ঞাতা, অর্থেন্দ্রিয়-প্রকাশক, অজ্ঞানরহিত, কর্ম্মায়ত্ত, শরীরশূন্য, যাঁহাতে জীব-পক্ষপাতিনী ছায়া (অবিদ্যা) ও আতপ (তন্নিবর্ত্তিকা বিদ্যা) কিছুই নাই, যিনি ত্রিযুগেই আবির্ভূত হন আমরা সেই নিত্য ও আকাশবৎ সর্ব্ব-ব্যাপী ত্রিযুগ্ শ্রীভগবানের শরণাপন্ন হই।

কেহ কেহ বলেন, তমের এই দৃষ্টান্ত আবরণাংশমাত্র, আবরণ ও বিক্ষেপের দৃষ্টান্ত—সর্প, ব্যাঘ্র ও ভূতাবেশ প্রভৃতি জানিতে হইবে। অপরে বলেন, উহাদিগের তামসত্ব-হেতু তমঃ-শব্দে গ্রহণ করিতে হইবে। এইরূপ জীবপক্ষে সর্ব্বত্র বিদ্যমান বস্তুর অপ্রত্যাগমন ও অবিদ্যমান বস্তুর অপ্রত্যাগমন—অবিদ্যারই আবরণ ও বিক্ষেপ শব্দদ্বয়ে কথিত।

'অর্থ' শব্দের ধন-বাচকত্বহেতু, শ্লেষতঃ তদ্দ্বারা বহুভাগ্যবলে স্বীয় প্রচুর অর্থপ্রাপ্ত বণিকের ন্যায় বিদ্যাবলে লব্ধজ্ঞানানন্দ মুক্ত-পুরুষ ধনবান্ বলিয়া নিরূপিত হন, আর ভাগ্যহীনতাবশতঃ অপ্রাপ্ত-ধন বণিকের ন্যায় বদ্ধজীবের জ্ঞানানন্দ অবিদ্যাদ্বারা আবৃত হওয়ায় তাহাকে দরিদ্র বলিয়া জানিতে হইবে। এইরূপ বিদ্যাদ্বারা 'ত্বম্'-পদার্থ জীবাত্মারই অনুভব হয়, কিন্তু 'তৎ'-পদার্থ পরমাত্মার অনুভব হয় না। তাঁহার নির্গুণত্ব হেতু নির্গুণা ভক্তিদ্বারাই অপরোক্ষানুভব হয়, যথা শ্রীভগবদুক্তি (ভাঃ ১১।১৪।২১)—

ভক্ত্যাহমেকয়া গ্রাহ্যঃ শ্রদ্ধয়াত্মা
প্রিয়ঃ সতাম্।
ভক্তিঃ পুনাতি মন্নিষ্ঠা শ্বপাকানপি
সম্ভবাৎ॥

—"শ্রদ্ধাজনিত অনন্য ভক্তি-প্রভাবেই পরমাত্মা ও প্রিয়স্বরূপ আমি সাধুগণের লভ্য হইয়া থাকি। একাগ্রভাব-সম্পন্না ভক্তি চণ্ডালগণকেও পবিত্র করিয়া থাকেন।"

এতদ্ব্যতীত শ্রীমদ্ভাগবতের (১১।২৫।২৪) "কৈবল্যং সাত্ত্বিকং জ্ঞানম্" এই ভগবদুক্তি-হেতু দেহাদির ব্যতিরিক্ত আত্মজ্ঞানরূপিণী যে এই বিদ্যা, তাহার সত্ত্বগুণ থাকায় তদ্দ্বারা গুণাতীত পরমাত্মার অনুভব হয় না, প্রত্যুত ঐ বিদ্যার লোপই সাধিত হয়। শ্রীভগবান্ও ভাগবতে তাহাই বলিয়াছেন, যথা (ভাঃ ১১।২৫।৩০-৩২)—

দ্রব্যং দেশঃ ফলং কালো জ্ঞানং
কর্ম্ম চ কারকঃ।
শ্রদ্ধাবস্থাকৃতির্নিষ্ঠা ত্রৈগুণ্যঃ সর্ব্ব এব হি॥
সর্ব্বে গুণময়া ভাবাঃ পুরুষা ব্যক্তধিষ্ঠিতাঃ।
দৃষ্টং শ্রুতমনুধ্যাতং বুদ্ধ্যা বা পুরুষর্ষভ॥
এতাঃ সংসৃতয়ঃ পুংসো গুণকর্ম্মনিবন্ধনাঃ।
যেনেমে নির্জ্জিতাঃ সৌম্য গুণা জীবেন
চিত্তজাঃ।
ভক্তিযোগেন মন্নিষ্ঠো মদ্ভাবায় প্রপদ্যতে॥

—"আমাতে নির্গুণা ভক্তি ও শ্রদ্ধাদি ব্যতিরেকে পবিত্র হিতকর দ্রব্য, বন ও গ্রাম প্রভৃতি দেশ, সাত্ত্বিক-সুখ প্রভৃতি ফল, নিরপেক্ষভাবে নিজ-কর্ম্মদ্বারা কর্ম্মমিশ্রা ভক্তির সহিত আমার ভজনদ্বারা সত্ত্বগুণ-কর্ত্তৃক রজস্তমোগুণের ক্রিয়া তিরোহিত হইলে জ্ঞান, শম, দম ও সুখাদি সংবৃদ্ধির কাল, সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক এই ত্রিবিধ জ্ঞান আমাতে অর্পণরূপ কর্ম্ম, সঙ্গ-বিরহিত সাত্ত্বিক কর্ত্তা, সাত্ত্বিকী রাজসী ও তামসী—ত্রিবিধা শ্রদ্ধা, জাগরণ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি—ত্রিবিধ অবস্থা, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়,

বৈশ্য ও শূদ্র প্রভৃতি স্থাবর-পর্য্যন্ত আকৃতি, সত্ত্বাদি এক এক গুণের আধিক্য-প্রযুক্ত স্বর্গ, নরক প্রভৃতি গতি—ইত্যাদি সমুদয়ই ত্রিগুণাত্মক। হে প্রিয়দর্শন, পুরুষের গুণকর্ম্ম-নিবন্ধন এই সকল কামক্রোধাদি-রূপ সংসারে কারণসমূহ দেদীপ্যমান রহিয়াছে। যে-জীব আমাতে ঐকান্তিক-নিষ্ঠাবশতঃ কেবলভক্তি-যোগদ্বারা ঐ চিত্ত-সমুত্থিত গুণসকলকে জয় করিতে সমর্থ হন, সেই জীব আমার পার্ষদত্ব রূপ মোক্ষলাভে সমর্থ হইয়া থাকেন।”

যদি বল, তাহা হইলে মুক্ত-জীব পরমাত্মার অপরোক্ষানুভবের জন্য কোথায় ভক্তিলাভ করিবে? তদুত্তরে বলিতেছেন—জ্ঞানাধিকারীর ভক্তিমিশ্র সাংখ্যযোগতপাদি-জনিত অবিদ্যাবিনাশিনী বিদ্যাদ্বারা প্রথমে ‘ত্বম্’-পদার্থের অনুভব হয়। তৎপর ইন্ধনাভাবে অগ্নি যেমন নির্ব্বাপিত হয় তদ্রূপ সেই অবিদ্যাবিনাশকের বিদ্যাও নিবৃত্ত হইয়া যায়। সেই নিবৃত্ত-তারতম্যক্রমে গ্রহণ-নির্মুক্ত চন্দ্রকলার উদ্গমের ন্যায় পূর্ব্ব-সিদ্ধ ভক্তির ক্রমশঃ বৃদ্ধি ঘটে। পুনঃ পুনঃ অনুশীলনে সেই ভক্তিদ্বারাই ‘তৎ’-পদার্থ পরমাত্মার অনুভব-তারতম্য ঘটে। গীতার অষ্টাদশ অধ্যায়ের ৫৪ ও ৫৫ শ্লোকদ্বয়ে এই বিষয়টী সুন্দররূপে বিবৃত রহিয়াছে।

আগামী কল্য বিষয়টী আরও আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল।

মহাপ্রসাদ মাহাত্ম্য

[শ্রীপাদ রাধাচরণ গোস্বামী, ভক্তিরত্ন]

মহাপ্রসাদ স্পর্শ-দোষ-যোগ্য নহেন :—

‘কুক্কুরস্য মুখাদ্ ভ্রষ্টং তদন্নং পততে যদি।
ব্রাহ্মণেনাপি ভোক্তব্যং সর্ব্বপাপাপনোদনম্॥
অশুচির্ব্বাপ্যনাচারো মনসা পাপমাচরন্।
প্রাপ্তিমাত্রেণ ভোক্তব্যং
নাত্র কার্য্যা বিচারণা॥”

(স্কন্দপুরাণ, উৎকলখণ্ড ৩৮।১৯-২০)

মহাপ্রসাদ-সেবনে সর্ব্বপাপ বিনষ্ট হয়। উহা যদি কুক্কুরের মুখ হইতে ভ্রষ্ট হইয়া মাটিতে পতিত হয়, তথাপি উহা ব্রাহ্মণগণেরও ভোজনীয়। কি অশুচি, কি অনাচারী ও মনে মনে পাপাচারী সকলেরই উহা প্রাপ্তিমাত্রেই ভোজন করা কর্ত্তব্য। এবিষয়ে কোন প্রকার বিচার করা উচিত নহে।

আচার্য্যগণের কৃপা :—

পূর্ব্ব পূর্ব্ব আচার্য্যগণ, আমাদিগকে অপরাধ হইতে রক্ষা করিবার নিমিত্ত উপরি-উক্ত ভক্তিসিদ্ধান্ত-পূর্ণ বাণীর অবতারণা করিয়া রাখিয়াছেন এবং বর্ত্তমানেও সেই ভক্তিপ্রচারের মূলপুরুষ বা আচার্য্যরূপে ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ পূর্ব্ব মহাজনের আচরিত ও প্রচারিত ধর্ম্ম প্রকৃষ্টরূপে উপদেশ করিয়া আমাদিগের অপরাধপঙ্কে নিমজ্জিত না হইবার পন্থা আবিষ্কার করিয়াছেন।

স্বল্পপুণ্যে বিশ্বাস হয় না :—

মহাপ্রসাদে গোবিন্দে নাম-ব্রহ্মণি বৈষ্ণবে।
স্বল্পপুণ্যবতাং রাজন্ বিশ্বাসো নৈব জায়তে॥”

মহাপ্রসাদে, গোবিন্দ-নামে, বৈষ্ণবে, স্বল্পপুণ্য অর্থাৎ কৃষ্ণ-কার্ষ্ণ-কৃপা-হেতু কৃষ্ণ-কার্ষ্ণ-সেবা-সঙ্গজনিত জ্ঞাত বা অজ্ঞাত সুকৃতি না থাকিলে জীবের বিশ্বাস উদিত হয় না। এই নিমিত্ত জন্মৈশ্বর্য্য-শ্রুতশ্রী অভিমান পরিহার করিয়া শুদ্ধভক্ত-সঙ্গে শ্রীভাগবতামৃতরস পান করিতে হয়। নতুবা অপরাধ পদে পদে।

“কৃষ্ণের উচ্ছিষ্ট হয় মহাপ্রসাদ নাম।
ভক্ত-শেষ হৈলে মহা-মহাপ্রসাদাখ্যান॥
ভক্ত-পদ-ধূলি আর ভক্ত-পদ-জল।
ভক্তভুক্ত-শেষ এই তিন সাধনের বল॥
এই তিন-সেবা হইতে কৃষ্ণপ্রেমা হয়।
পুনঃ পুনঃ সর্ব্বশাস্ত্রে ফুকারিয়া কয়॥
তাতে বার বার কহি শুন ভক্তগণ।
বিশ্বাস করিয়া কর এ তিন সেবন॥

(চৈঃ চঃ অন্ত্য ১৬।৫৯-৬২)

“সুকৃতি-লভ্য ফেলালব”

আমি ও আমার প্রভু

হৃদয়ের আবেগ

সকাল হইতেই আজ কখনও ঝর্ ঝর্ করিয়া, কখনও টিপ্ টিপ্ করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছে, হুড়্ হুড়্ করিয়া মেঘ ডাকিতেছে, গুড়ুম্ গুড়ুম্ করিয়া বাজ পড়িতেছে, চিড়িক্, চিড়িক্ করিয়া বিদ্যুৎ চমকাইতেছে, সন্ সন্ করিয়া বায়ু বহিতেছে। বড় দুর্য্যোগ, তাই ভাবনা হইতে লাগিল—‘আজ বুঝি প্রভুর নিকট যাইতে পারিব না, তাঁহার সুমধুর উপদেশ শুনিয়া হৃদয় ও কর্ণের আবেগ ও পিপাসার উপশম করিতে পারিব না, কেনই বা আজ দেবগণ আমার প্রতি এত বিরূপ হইলেন? গতকল্য আকাশের অবস্থা কত সুন্দর ছিল, আজ বা কি হইল, এত দূর পরিবর্ত্তন, হায় এ জগৎ আশ্চর্য্যরূপে পরিবর্ত্তনশীল। হে ভগবান্, এ অধমের হৃদয়ের পিপাসা কি হৃদয়ে থাকিয়াই যন্ত্রণা দিবে। আমার প্রাণ যে ‘যায়’ ‘যায়’ হইয়া গিয়াছে। প্রভুর শ্রীচরণ-দর্শন ও তাঁহার প্রাণ-মাতোয়ারা করা উপদেশ-সুধা পান না করিয়া কিরূপে উপর্য্যুপরি দুইটা দিন কাটাইব? এ দীনের প্রতি একটু কৃপা-কটাক্ষ কর ঠাকুর।’

জনার্দ্দনের কৃপা

ভাবগ্রাহী জনার্দ্দন আমার হৃদয়ের ভাব বুঝিলেন, বেলা তৃতীয় প্রহরের পর হইতেই দক্ষিণ হইতে বাতাস বহিতে লাগিল, আকাশ ক্রমশঃ পরিষ্কার হইতে লাগিল, বৃষ্টি থামিয়া গেলে মেঘের নাদ, বজ্রধ্বনি ও বিদ্যুৎ-চমকানি সমস্তই অন্তর্হিত হইল। দেখিতে দেখিতে পশ্চিমাকাশে সূর্য্যদেব প্রকাশিত হইলেন, চারিদিক্ প্রখর সূর্য্য-রশ্মিতে উদ্ভাসিত হইয়া পড়িল। আমিও হৃদয়ে যে কি আনন্দ অনুভব করিতে লাগিলাম তাহা প্রকাশ করা কঠিন। কিছুক্ষণ পরে রওনা হইয়া প্রভুর নিকট চলিলাম। চলিতে চলিতে প্রভুর নিকটে যাইয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিলাম এবং তাঁহার শ্রীচরণের ধূলি লইয়া মস্তকে ও সর্ব্বাঙ্গে লেপন করিলাম।

আমার পরিপ্রশ্ন

অনন্তর আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম,—“প্রভো, আজ চারি পাঁচদিন পূর্ব্বে আপনি বেদ-বিহিত দীক্ষাদান-পদ্ধতি বলিয়া অবশেষে কলিকালের নিমিত্ত শাস্ত্রোপদিষ্ট দীক্ষাদান-পদ্ধতি-বিষয়ে এ অধীনকে উপদেশ আরম্ভ করিতে না করিতেই হঠাৎ চুপ করিয়া গিয়াছিলেন। অদ্য কৃপা পূর্ব্বক সে-সম্বন্ধে উপদেশ করিয়া এদীনের হৃদয়-পিপাসা মিটাইয়া কৃতার্থ করুন।”

আমার প্রতি প্রভুর আশীর্ব্বাদ

দীনদয়াল প্রভু তখন বলিতে আরম্ভ করিলেন,—“বাবা গৌরদাস, তোমার যেমন স্মৃতি-শক্তি তেমনি তোমার সুন্দর সুন্দর প্রশ্ন, তুমি নিশ্চয়ই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের কৃপা প্রাপ্ত হইয়াছ। তাঁহার কৃপা ব্যতিরেকে কাহারও এরূপভাবে শাস্ত্রোপদেশ-সম্বন্ধে অভিজ্ঞান-লাভের জন্য আন্তরিক যত্ন ও আগ্রহ দৃষ্ট হয় না এবং আপাত-মধুর বিষয় ব্যাপার ছাড়িয়া এতদ্সম্বন্ধে মস্তিষ্ককে এতদূর আলোড়িত করিবারও অবসর ঘটে না। বাবা, তুমিই ধন্য। বর্ষার বারিধারার ন্যায় শ্রীভগবানের কৃপা-বারিধারায় তুমি স্নাত হও। পরম-মঙ্গলময় শ্রীশ্রীরাধাবিনোদ-প্রাণজিউর আদেশ-পালনে এ দাস সদাই উদ্যোগী আছে।

বর্ণ-বিভাগ

বাবা তুমি যে, প্রশ্ন করিয়াছ তাহা ভাল করিয়া বুঝাইতে হইলে সর্ব্বপ্রথমে মানবের ‘বর্ণভেদ ও তাহার ত্রিবিধ জন্ম’ এই সম্বন্ধে তোমাকে বলা দরকার। মনোযোগ পূর্ব্বক শ্রবণ কর।

সৃষ্টির প্রথমে মানবগণের মধ্যে কোনরূপ বর্ণভেদ ছিল না। মহাভারত বলিতেছেন :—

“ন বিশেষোঽস্তি বর্ণানাং সর্ব্বব্রাহ্মমিদং জগৎ।
ব্রহ্মণা পূর্ব্বসৃষ্টং হি কর্ম্মভির্ব্বর্ণতাং গতম্॥”

অর্থাৎ অতি পুরাকালে ব্রহ্মাকর্ত্তৃক সৃষ্ট সমগ্র জগৎই ব্রাহ্মণময় ছিল। মানবগণের মধ্যে বর্ণগত কোন বিভেদ ছিল না। পরে তাহাদের রুচির অনুকূলে কর্ম্ম-বিভাগদ্বারা বর্ণভেদ নিরূপিত হইয়াছে। শ্রীমদ্ভাগবতও বলিতেছেন :—

আদৌ কৃতযুগে বর্ণো নৃণাং হংস ইতি স্মৃতঃ।
কৃতকৃত্যাঃ প্রজা জাত্যা তস্মাৎ কৃতযুগংবিদুঃ॥
ত্রেতাযুগে মহাভাগ প্রাণান্ মে হৃদয়াত্ত্রয়ী।
বিদ্যা প্রাদুরভূৎ তস্যা অহমাসং ত্রিবৃন্মখঃ॥
বিপ্র-ক্ষত্রিয়-বিট্-শূদ্রা মুখবাহূরুপাদজাঃ।
বৈরাজাৎ পুরুষাজ্জাতা য আত্মাচারলক্ষণাঃ॥

অর্থাৎ ভগবান্ বলিতেছেন—“সত্যযুগের আদিতে নরগণের ‘হংস’ নামে একমাত্র বর্ণ ছিল। হে মহাভাগ, ত্রেতাযুগের প্রথমে আমার প্রাণ ও হৃদয় হইতে বেদত্রয়ের আবির্ভাব হয়। এবং আমার বিরাট্ ব্রহ্ম-রূপের মুখ, বাহু, উরু ও পাদদেশ হইতে যথাক্রমে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্র নিজ নিজ আচার ও স্বভাব-ভেদে উৎপন্ন হয়।” শ্রীমদ্ভগবদ্-গীতাতেও শ্রীভগবান্ বলিতেছেন—“চাতুর্ব্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণ-কর্ম্ম-বিভাগশঃ।” অর্থাৎ গুণ ও কর্ম্মের বিভাগানুযায়ী আমি চারিবর্ণ সৃষ্টি করিয়াছি। শ্রীমদ্ভাগবতের অন্যত্র দৃষ্ট হয় :—‘গুণৈ বিপ্রাদয়ঃ পৃথক্।” অর্থাৎ গুণ এবং কর্ম্মাদির বিভাগানুসারেই ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারিবর্ণ নিরূপিত হইয়া থাকে।

বর্ণ-নিরূপণের উপায়

যে-যে-কর্ম্ম ও স্বভাবভেদে বর্ণ-চতুষ্টয় নিরূপণ করিতে হইবে, তৎসম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবতের যে আদেশ তাহা বলিতেছি শ্রবণ কর।

ব্রাহ্মণের লক্ষণ যথা :—

“শমোদমস্তপঃ শৌচং সন্তোষং ক্ষান্তিরার্জ্জবম্।
জ্ঞানং দয়াচ্যুতাত্মত্বং সত্যঞ্চ ব্রহ্মলক্ষণম্॥”

অর্থাৎ শম, দম, তপ, শুচাচার, সন্তোষ, ক্ষমা, সরলতা, জ্ঞান, দয়া, অচ্যুতাত্মতা এবং সত্য—এই একাদশটি গুণ সম্পন্ন মানবকে ব্রাহ্মণ বলিয়া জানিবে।

ক্ষত্রিয় লক্ষণ যথা :—

শৌর্য্যং, বীর্য্যং, ধৃতিস্তেজস্ত্যাগশ্চাত্মজয়ঃ ক্ষমা।
ব্রহ্মণ্যতা প্রসাদশ্চ সত্যঞ্চ ক্ষত্রলক্ষণম্॥

অর্থাৎ শৌর্য্য, বীর্য্য, ধৃতি, তেজঃ, ত্যাগ, জিতেন্দ্রিয়ত্ব, ক্ষমা, ব্রহ্মণ্যতা, প্রসাদ ও সত্য—এই দশটী গুণযুক্ত মানবকে ক্ষত্রিয় বলিয়া জানিবে।

অন্যান্য বর্ণের লক্ষণ আগামী কল্য বলিব।

শুদ্ধভক্তি গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। ভাষ্যসহ বিরাট্ শ্রীচৈতন্যভাগবত ৫৲
২। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ৩৮৲
একাদশ স্কন্ধ হইতে প্রাকখণ্ড ।৶
৩। ভাষ্যদ্বয়সহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (৩য় সংস্করণ) ৲
৪। ভক্তিবিবেকপুষ্পমাঞ্জলি (বাঁধা) ১৲
৫। গৌড়ীয় গৌরব ।৵০
৬। গৌড়ীয়-সাহিত্য ।৵০
৭। ভজনরহস্য ॥০
শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৯। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ)
ঐ (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
১০। গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি টীকাসহ)
ঐ (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
১১। গীতার কেবল মাধ্ব-ভাষ্য ॥০
১২। যুক্তিমল্লিকা গুণসৌরভঃ সানুবাদ (মাধ্ব) ২৲
১৩। বেদান্ততত্ত্বসার সানুবাদ (রামানুজীয়) ॥০
১৪। জৈবধর্ম্ম ২৲
১৫। শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৬। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১৭। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ॥৵০
ঐ (বাঁধা) ৸০
১৮। দ্বীপ-দিগ্‌দর্শন ৶০
১৯। সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ) ।৵০
২০। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ॥০
ঐ (আবাঁধা) ।৵০
২১। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
২২। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৵০
২৩। গীতমালা ৴১০
২৪। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶০
২৫। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶০
২৬। নবদ্বীপ পঞ্জিকা (৪৪৭ গৌরাব্দ) ৵০
২৭। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
২৮। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা-দর্পণ ।০
২৯। শরণাগতি ৴০
৩০। গীতাবলী ৴০
৩১। চিত্রে নবদ্বীপ
৩২। সাধনকণ ৴০
৩৩। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৴০
৩৪। নবদ্বীপশতক ৴০
৩৫। অর্থপঞ্চক ৴০
৩৬। সদাচারস্মৃতিঃ ৴০
৩৭। কল্যাণকল্পতরু (৫ম সংস্করণ) ৴১০
৩৮। অর্চ্চনকণ ৴১০
৩৯। সাধককণ্ঠমালা (বাঁধা) ॥০
ঐ (আবাঁধা) ।৴০
৪০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (প্রথম চারিখণ্ড) ৩৲
৪১। ব্রহ্মসংহিতা ॥০
৪২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৪৩। মণিমঞ্জরী সানুবাদ ।০
৪৪। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৪৫। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ।০
৪৬। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৪৭। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
৪৮। গৌড়ীয়মঠ কি করেন? ৴০
৪৯। ঈশোপনিষৎ (বলদেব ও মাধ্ব-ভাষ্য এবং বিবৃতি ও অনুবাদসহ) ।০
৫০। শ্রীভুবনেশ্বর ৶০
৫১। সিদ্ধান্তদর্পণ ৵০
৫২। সাংখ্যবাণী ৴০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৫৩। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী-দিগ্বিজয়ঃ ॥০
৫৪। সটীক-শিক্ষাদশমূলম্ ।০
৫৫। তত্ত্ব-সূত্রম্ ।০
৫৬। সানুবাদ-শিক্ষাষ্টকম্ ৵০
৫৭। গৌড়ীয়মঠস্য পরিচয়ঃ ৴০
৫৮। সারাংশবর্ণনম্ ৶০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৫৯। রায় রামানন্দ ॥০
নামভজন ।০
৬১। রিলেটিভ্ ওয়ার্ল্ড্স্ ।৵০
৬২। লাইফ্ য়্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।০
৬৩। বৈষ্ণবীজম্ ।০
৬৪। হোয়াট্ গৌড়ীয়মঠ ইজ্ ডুইং ৴০
৬৫। দি ভাগবত ।০
৬৬। ইরোটিক্ প্রিন্সিপল্ য়্যাণ্ড আনেলয়েড্ ডিভোসন ।০
৬৭। ব্রহ্ম-সংহিতা ২॥০
৬৮। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (ভলুম ওয়ান) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৬৯। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ॥০
৭০। সাধন পথ ।০
৭১। কল্যাণ-কল্পতরু ৴১০
৭২। গীতাবলী ৴০
৭৩। শরণাগতি ৴০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৭৪। শরণাগতি

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

নদীয়া-প্রকাশপ্রাপ্তির স্থান

১। শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম-মায়াপুর, নদীয়া
২। শ্রীযোগপীঠ ঐ
৩। শ্রীবাস অঙ্গন ঐ
৪। অদ্বৈত-ভবন ঐ
৫। কাজীর সমাধি পাট ঐ
৬। স্বানন্দ সুখদ-কুঞ্জ শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ, নদীয়া।
৭। শ্রীভাগবত আসন কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
৮। শ্রীএকায়ন মঠ গোবিন্দপুর, হাঁসখালী।
৯। দ্বাদশগোপাল পাট—পোঃ চাকদহ,
১০। শ্রীগৌর গদাধরমঠ—চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড়, বর্দ্ধমান
১১। শ্রীমোদদ্রুমছত্র মাউগাছি, বর্দ্ধমান
১২। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম, আমলাযোড়া, পোঃ রাজবাঁধ বর্দ্ধমান
১৩। শ্রীগৌড়ীয়মঠ বাগবাজার, কলিকাতা
১৪। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাজু, হাওড়া,
১৫। শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয়মঠ, ২০নং নবাবপুর রোড্, ঢাকা
১৬। শ্রীগোপালজী মঠ কমলাপুর, ঢাকা।
১৭। শ্রীনদাই-গৌরাঙ্গ মঠ পোঃ বালিয়াটী,
১৮। শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয়মঠ ময়মনসিংহ।
১৯। শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ চিরুলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর
২০। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম গোয়ালপাড়া, আসাম।
২১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ রায়াপেট্টা, মাদ্রাজ।
২২। শ্রীরামানন্দগৌড়ীয় মঠ কবর্, জিঃ পশ্চিম গোদাবরী
২৩। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ উড়িয়াবাজার, পোঃ বক্সীবাজার, কটক।
২৪। শ্রীত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয় মঠ ভুবনেশ্বর।
২৫। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ স্বর্গদ্বার, পুরী।
২৬। শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ আলালনাথ পোঃ ব্রহ্মগিরি, পুরী।
২৭। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ ডুমুরকুণ্ডা, পোঃ চিরকুণ্ডা, মানভূম
২৮। শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ—কাশী।
২৯। শ্রীরূপগৌড়ীয় মঠ—এলাহাবাদ।
৩০। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ পুরাণবাজার, সরকার ঠাকুরের কুঞ্জ, বৃন্দাবন
৩১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, নিউদিল্লী
৩২। শ্রীপরমহংসমঠ—নৈমিষারণ্য,
৩৩। শ্রীসারস্বত গৌড়ীয় মঠ—হরিদ্বার।
৩৪। শ্রীব্যাসগৌড়ীয়মঠ—কুরুক্ষেত্র, পঞ্জাব
৩৫। শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাবুলনাথ রোড, পোঃ গ্র্যাণ্ট রোড, বোম্বে।
৩৬। লণ্ডন গৌড়ীয়মঠ, ৩৯নং ব্রেটন্ গার্ডেন্স, কেন্সিংটন্ লণ্ডন, (এস্, ডব্‌লিউ—১০)।
৩৭। অমরি গৌড়ীয়মঠ—মেদিনীপুর

শুদ্ধভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীলভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী মাসিক। শ্রীধাম-মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৷৷০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দি ভাষায় একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি হৃদয় বন মহারাজ সম্পাদিত ও নৈমিষারণ্য শ্রীপরমহংস মঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ১৷৷০ দেড় টাকা মাত্র।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷৷০ দেড় টাকা মাত্র।

৫। কীর্ত্তন—মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ নিমানন্দ সেবাতীর্থ বি-এজি, বি-টি, সম্পাদিত। আসাম গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম হইতে প্রকাশিত আসামী ভাষায় মাসিক। ভিক্ষা সডাক ১৷৷০ দেড় টাকা মাত্র।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

আদিকবি শ্রীল বৃন্দাবন দাস প্রণীত সমগ্র গ্রন্থ

গ্রন্থের মূল বোল্ড অক্ষরে এবং তন্নিম্নে বিশ্ববিশ্রুত গৌড়ীয়মঠের প্রতিষ্ঠাতা ও আচার্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের রচিত বিস্তৃত ভাষ্য উত্তম কাগজে সৌষ্ঠবের সহিত মুদ্রিত হইয়াছেন। ডবল ক্রাউন আটপেজি আকারে ১০৯৬ পৃষ্ঠায় কেবল মূল ও ভাষ্য সম্পূর্ণ হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত শ্লোকসূচী, পদ্যসূচী, স্থানসূচী, পাত্রসূচী, বিষয়সূচী, শব্দসূচী প্রভৃতি বিস্তৃত সূচীপত্রেও একটি গ্রন্থ হইবে। সত্যই শ্রীচৈতন্যভাগবতের এরূপ উৎকৃষ্ট ও অমূল্য বিরাট্ সংস্করণ জগতের কোথায়ও আজ পর্যন্ত প্রকাশিত হন নাই, ইহা নিরপেক্ষ পাঠক মাত্রকেই একবাক্যে স্বীকার করিতে হইবে। শ্রীগৌড়ীয়মঠের উৎসব-কালে গ্রন্থের ভিক্ষা ১২৲ বারটাকা স্থলে—৫৲ পাঁচটাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীচৈতন্যমঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

কালকাতা বাজার দর

লৌহ হার্ডওয়্যার

২৩শে সেপ্টেম্বর ১৯৩৩

টাটার তৈয়ারী— প্রতি হন্দর।

লোহার কড়ি (জয়েষ্ট বা বীম)

মার্কা ৫।০—৫৶০

ঐ বে-মার্কা হালকা ওজন ৪।৵০—৪॥৶০

বরগা (টী-আয়রণ) ৬৵০—৬০

এঞ্জেল আয়রণ (কোনা) ৫৸৵০—৬।৵০

গ্যালভানাইজড করগেট টীন—

২২ গেজ ৬ হইতে ১০ ফুট ১১।৵০

২৪ গেজ „ „ ১০৸৵০

২৬ গেজ „ „ ১২

২৪ গেজ আর, পি, ডি, মার্কা ১২৸৶০

২৪ গেজ গাঃ প্লেন শীট— ১১।৵০

২৬ গেজ „ „ ১৭।০

২৮ গেজ ও ৩০ গেজ ঐ— ১৩৲—১৬৲

বাগান ঘেরা কাঁটাতার ১০০

পাউণ্ড বাঃ ৮৸০

ষ্টীল পাটী ৬৲৵—৬।০

„ বোলটু (গোল) ৬৲৵—৬।০

„ চৌকো (চৌকা) ৬৵০—৬৲।০

„ গোল রড ৶০—৷৶০ সুতা ৪৸৵—৫॥৵

„ টানা রড-

চৌকা ৶০— ৷৵০ ঐ ৫৵০—৫॥০

„ নাগুল হাল ৭৲—৭৸০

„ প্লেট—তিন সুতা মোটা

পর্য্যন্ত ৭৲—৭।০

„ চাদর ৩-১৬ খানা বাণ্ডিল ৯॥৵—১০৲

স্প্রীং ষ্টীল ৮।০—৯৲

হাফ রাউণ্ড ৫৸৵—৬৲৵০

তারের পেরেক ১—৬ ইঞ্চি ৯—৯৸০

প্যাটেন্ট পেরেক ২—৮ ইঞ্চি ১২।০—১৫॥০

ঢালাই কড়া ১ হইতে ১০ নং ২॥০ সাট

কোদাল ৪, ৫, ৬, ৭৸৵০ ৮৸৵০ ৯৸৵০ডঃ

ঐ তিন পাউণ্ড ৬৲ দেঃ বিঃ ৬।৵০ „

গ্যাঃ প্লেন বালতি ৭—১২ ইঞ্চি ২॥/০ ৬॥/০

ঐ রিভিট „ ৭—১২ ইঞ্চি ২৲—৭৲ „

লোহার চেয়ার রডের গোল।

চৌকা ৮॥০— „

গালের লোহার সিট ১৫৲ „

ভেনেস্তা (কাঠের সিট) ১৮৲ „

লোহার স্ক্রুপ ॥—৩ ইঞ্চি /১০—॥৶০ গ্রোস

কব্জা ১৭ নং

॥—৪ ইঞ্চি ।১০—৸৵১০ পেঃ ডজন

গ্যাঃ তার ১৬—২২ নং

গেজ ১২৲—১৭৲ হন্দর

গ্যাঃ রিভিং (মটকা)

১২ ইঞ্চি ৷৵৫ - ॥৶০

গ্যাঃ গাটারিং বা ডোঙ্গা

১ ইঞ্চি ।০—৸৵০ „

স্ক্রুপ ১।০—২॥০ ইঞ্চি ২৩৲—২৯৲ হন্দর

গ্যাঃ ওয়াসার চাকি ১১॥০—১৩৲ „

গ্যাঃ বোল্ট নাট ৮—৩ ইঞ্চি

॥৵১০—১৵০ গ্রোস

ঢালাই রেলিং ৩॥০—৪॥০ হন্দর

ঐ রেন ওয়াটার পাইপ

৩ ইঞ্চি ৷১০ ঐ ৪ ইঞ্চি ।১০ ফুট

টিউব ওয়েলের জন্য গ্যাঃ

পাইপ১॥ ইঞ্চি ৷৵৫ ফুট

পাম্প ৪নং ১৭॥০ ৫নং ১৪৲ ৬নং ১৬৲

৬০-৮০ বাটখারা ৵.৫ সাট ২।০—২॥০ মণ

সন্তোষকুমার মল্লিক এণ্ড সন্স লিঃ

লৌহ ও হাডওয়ার বিক্রেতা।

মীরবহর ঘাট লোহাপটী, বড়বাজার,

টেলি—"লোহার মালিক" কলিকাতা

কেরোসিন

ল্লোক্রেক প্রত্যেক বাক্স (২ টিন)		৯,৬
সূর্য্য মার্কা	„	৬॥০
ভিক্টোরিয়া	„	৬৲

সোণার দর

পাকা সোণা	৩০৸/
বড়াল	৩০৸
চিনা পাত	৩২।০

রূপার দর

রূপা প্রতি ১০০ ভরি	৫৫৵০
ঐ খুচরা	৫৵০

কোম্পানীর কাগজ

৩॥০ সুদের কাগজ	৮১৶
৩॥০ নূতন ঋণ (১৯৪৭-৫০)	৯১।০
৩৲ „ ঋণ (১৯৬০-৭০)	৯৭৲
৫৲ „ বণ্ড (১৯৩৫	১০৪॥/০

ডিবেঞ্চার

৫৲ সুদের (১৯৫৬-৮৬) কলিকাতা পোর্ট-ট্রাষ্ট ডিবে:—	১০২॥৵০

ব্যাঙ্ক

ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক (ফর্নট্রি)		২৯৪॥০
সেণ্ট্রাল	ঐ	২২৲

কাপড় ও সূতার কল

এলগিন মিল	৪৫৲

পাট কল

হাওড়া	৫০৲
অকল্যাণ্ড	১৯৫৲
বালী	১৬২৲
বরানগর	১৫০৲
ক্লাইভ	৩৭০৲
ভারত	২৪৩৲
ক্লাইভ	২৮।০
ডালহাউসী	৪০৮॥০
ডেল্টা	৪০৫৲

কৃষ্ণনগর নবদ্বীপঘাট রেলওয়ে সময়

কৃষ্ণনগর হইতে নবদ্বীপঘাট

কৃষ্ণনগর সিটি—	৬-৪৫	১০-৪৪	১৩-২২	১৭-৩৮	২০-১৬
কৃষ্ণনগর রোড—	৬-৫৬	১০-৫৫	১৩-৩৩	১৭-৪৭	২০-২৫
আমঘাটা—	৭-১৫	১১-১৩	১৩-৫১	১-৩	২০-৪১
মহেশগঞ্জ—	৭-১৪	১১-২১	১৪-০	১৮-৯	২০-৪৭
নবদ্বীপঘাট—	৭-৩৩	১১-৩০	১৪-৯	১৮-১৬	২০-৫৫

বিশেষ দ্রষ্টব্য—নবদ্বীপঘাট ষ্টেশন অপেক্ষা মহেশগঞ্জ ষ্টেশন হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরের দূরত্ব অনেক কম। শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে যাঁহাদিগকে রাণাঘাটে ট্রেণ বদল করিতে হয়, তাঁহারা রাণাঘাটে প্রাতঃ ৫-৫০, ৯ ৪১, ১৬-৪৮, ১৮-৪১ এবং ০-৩২ মিনিটের সময় গাড়ী পাইবেন।

শান্তিপুর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে ৫-৪০, ৯-২৯, ১২-২৫, ১৬-৪ এবং ১৮-৪১ মিনিটের সময় ট্রেণ পাওয়া যায়।

নবদ্বীপঘাট হইতে কৃষ্ণনগর

নবদ্বীপ ঘাট—	৫-৩৫	৯-২৫	১২-১০	১৫-৩৪	১৮-৪৫
মহেশগঞ্জ—	৫-৪৩	৯-৩০	১২-১৯	১৫-৪২	১৮-৫৬
আমঘাটা—	৫-৪৯	৯-৩৯	১২-২৬	১৫-৪৮	১৯-৫
কৃষ্ণনগর রোড—	৬-৫	৯-৫৫	১২-৪৩	১৬-৪	১৯-২৪
কৃষ্ণনগর সিটি—	৬-১৩	১০-৩	১২-৫১	১৬-১২	১৯-৩৫

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে—ডাঃ কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম ভক্তিশাস্ত্রী এল, এম, এফ্, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

বিক্রমপুর ষড়যন্ত্র মামলা

ঢাকায় ১১ই সেপ্টেম্বর স্পেশ্যাল ম্যাজিষ্ট্রেটের আদালতে বিক্রমপুর ষড়যন্ত্র আরম্ভ হয়। এই মামলায় হাসাইলের নিকটস্থ এক স্থানে ডাকাতি করার ষড়যন্ত্র সম্পর্কে দণ্ডবিধির ৩৯৪ ধারার সহিত পঠিত ১২০ বি ধারানুসারে প্রফুল্লকুমার দত্ত এবং উপেন্দ্র চৌধুরীর বিরুদ্ধে চার্জ্জ গঠন করা হয়।

ঢাকার জিলা গোয়েন্দা বিভাগের ইন্‌স্পেক্টার বাবু প্রফুল্লচন্দ্র সেনগুপ্তকে (ফরিয়াদী পক্ষের প্রথম সাক্ষী) জেরা করা হইলে তিনি বলেন, এক সংবাদ পাওয়ার পর সাক্ষী স্বয়ং ঢাকার গোয়েন্দা বিভাগের সাব ইন্‌স্পেক্টার বাবু মনোরঞ্জন দত্ত এবং সহকারী সাব-ইন্‌স্পেক্টরকে ঢাকার পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মিঃ গ্র্যাসবি হাসাইল বা তন্নিকটবর্ত্তী গ্রামসমূহে ডাকাতি নিবারণের জন্য প্রেরণ করেন এবং সন্দেহজনক লোকজনের উপর নজর রাখিতে আরম্ভ করেন। গত ১১ই মে সাক্ষী স্বয়ং হাসাইল পোষ্ট আফিসে যান এবং গাড়ুরগাঁও নিবাসী প্রফুল্লকুমার দত্তের নামের চিঠিগুল লক্ষ্য করিতে থাকেন। সাক্ষী গত ১২ই মে তারিখে আসামী প্রফুল্ল দত্তের হাতে লেখা লইয়াছিলেন। গত ১৫ই মে তারিখে তারিখে প্রফুল্ল দত্তের নামে একটি পার্শ্বেল হাসাইল পোষ্ট অফিসে আসে এবং প্রফুল্ল দত্ত তথায় যাইয়া পার্শ্বেলটি গ্রহণ করে তখন সাক্ষী প্রফুল্ল দত্তকে আটক করিয়া পার্শ্বেলটি খুলিয়া ফেলেন, উহাতে একখানি পত্র একখানি ছোরা, একটি চামড়ার কার্টার এবং কোনও তরল পদার্থে ভরা একটি শিশি পাওয়া যায়। অতঃপর প্রফুল্লকে গ্রেপ্তার করিয়া ঢাকায় চালান দেওয়া হয়। প্রফুল্লকে অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের আদালতে হাজির করা হয়। সাক্ষী সংবাদের প্রথম রিপোর্ট আদালতে পেশ করেন।

কলিকাতার গোয়েন্দা বিভাগের স্পেশ্যাল ব্রাঞ্চের সহকারী সাব-ইন্‌স্পেক্টর বাবু নলিনীমোহন বাড়ুর্য্যে বলেন যে, তিনি আসামী উপেন্দ্র চৌধুরীকে জানেন এবং কলিকাতায় ৯নং কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীটস্থ চিত্তরঞ্জন সিল্ক এণ্ড খদ্দর ষ্টোর্সে তিনি উপেন্দ্র চৌধুরীকে দেখিয়াছিলেন। সাক্ষী উপেন্দ্রের পত্রাদিও আটক করেন।

গত ২১শে এপ্রিল তারিখের উপেন্দ্র চৌধুরীর নামযুক্ত এক পত্র আটক করিয়া পত্রখানির ফটো চিত্র লওয়া হয়। গত ৩০শে এপ্রিলও উপেন্দ্রের নামের আর একখানি পত্রের ফটো চিত্র গ্রহণ করা হয়। উপেন্দ্র এসময় ৯নং কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীটে অবস্থান করিতেছিল। হস্তলিপি-বিশেষজ্ঞ বাবু জিতেন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত, প্রফুল্লের হাতের লেখার সহিত ঐ ফটোচিত্রের তুলনা করিয়া উহা প্রফুল্লের হাতের লেখা বলিয়া মত প্রকাশ করেন।

অপর তিনজন সাক্ষীকে জেরা করার পর আদালত বন্ধ হয়।

দাঙ্গার মামলা

বেলডাঙ্গা মামলা সম্পর্কে ধৃত পাঁচজন মুসলমানকে ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট হাজির করিলে ম্যাজিষ্ট্রেট তাহাদিগকে জামীনে খালাস দেন।

জানকী হাজরা চৌকিদারী পুলিশকে খবর দেন যে, নপুকুরিয়াতে কয়েকজন ওমর শেখ নামক একজন মুসলমানকে খুন করিয়াছে। কয়েকদিন আগে শবদেহ পাওয়া যায় এবং শবব্যবচ্ছেদের জন্য উহা বহরমপুর আনা হয়। তিনজন লোক উহাকে ওমর শেখের দেহ বলিয়া সনাক্ত করিয়াছে। পুলিশ তদন্ত করিয়া উহার শেষ রিপোর্ট প্রদান করিলে ওমরের স্ত্রী জমিলা খাতুন উকীলের মারফৎ উহার সত্যতার সন্দেহ প্রকাশ করে।

বিচারকারী ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ জে এ বিল বিচার বিভাগীয় তদন্তের নির্দ্দেশ দিয়া ৫ই অক্টোবর তদন্তের দিন ধার্য্য করিয়াছেন।

বেলডাঙ্গা দাঙ্গা সম্পর্কে বাসুরাপাড়া মামলার শুনানী আরম্ভ হয়। আরও তিন-সরকারী সাক্ষীকে জেরা হয়। এপর্য্যন্ত সরকার পক্ষে ১৫ জনের সাক্ষ্য গৃহীত হইয়াছে। আগামী সোমবার আরও অনেকের সাক্ষ্য গ্রহণ করা হইবে।

যুদ্ধ জাহাজ

কিউবা দ্বীপ সম্পর্কে আমেরিকার অধিবাসীদের মধ্যে যে আশঙ্কা দেখা দিয়াছিল, তাহা দূর হয় নাই। প্রয়োজন হইলেই কিউবা দ্বীপে সৈন্য পাঠাইবার জন্য আমেরিকার কর্তৃপক্ষ প্রস্তুত হইয়া আছেন।

সামরিক বিভাগের একজন পদস্থ কর্ম্মচারী প্রকাশ করিয়াছেন, প্রয়োজন হইলে কিউবায় সৈন্য পাঠাইতে হইবে মনে করিয়া আমেরিকার কর্তৃপক্ষ প্রাথমিক বন্দোবস্ত করিয়া রাখিয়াছেন তবে যদি কোন প্রকারে সৈন্য না পাঠাইলেও কাজ চলে, তাহা হইলে আমেরিকার কর্তৃপক্ষ সেইরূপ ব্যবস্থাই করিবেন।

হেভানায় আন্দোলন

আমেরিকার গবর্ণমেণ্ট এখনও কিউবায় সান মার্টিন গবর্ণমেণ্টকে অনুমোদন করে নাই, তবে মেক্সিকোর গবর্ণমেণ্ট ইতিমধ্যেই নূতন গবর্ণমেণ্টকে স্বীকার করিয়া লইয়াছেন এই উপলক্ষে আনন্দ প্রকাশ করিবার জন্য হেভানার রাজপথে এক প্রকাণ্ড মিছিল বাহির হইয়াছিল। ৮০০০জন লোক তাহাতে যোগদান করিয়াছিল ইহারা আমেরিকার দূত ওয়েলিসকে ধিক্কার দিয়াছিল এবং "আমেরিকার সাম্রাজ্যবাদ নিপাত যাউক" বলিয়া চীৎকার করিয়াছিল।

পক্ষান্তরে কিউবা দ্বীপের বিশিষ্ট ব্যবসায়ীরা মিলিত হইয়া সভাপতির সহিত দেখা করিয়াছিলেন, তাঁহারা এরূপ মার্কিণ বিরোধী প্রচার কার্য্যের প্রতিবাদ করেন। নূতন প্রেসিডেণ্টকে তাঁহারা এই অনুরোধ করেন যে বিদ্রোহীদলের সকপ্রকার মতাবলম্বী লোকদের লইয়া গঠিত একটি গবর্ণমেণ্টের বশ্যতা স্বীকার করা তাহার কর্ত্তব্য।

ঘূর্ণীবাত্যা

মেক্সিকো টমপিকো হইতে প্রাপ্ত সংবাদে জানা যায় যে, মাক্সিকো উপসাগরের উপকূল দিয়া ভীষণ ঘূর্ণীবাত্যা প্রবাহিত হইয়াছিল উত্তর দিকে যুক্তরাষ্ট্রের সহরগুলির দিকে এই বাত্যার গতিবেগ পরিলক্ষিত হইয়াছিল প্রায় ৫০ জন লোক মারা গিয়াছে। টেমস নদীর তীরবর্ত্তী স্থান অপেক্ষা নিম্নভূমিতে যাহারা বাস করে, তাহাদের মধ্যে অনেকেরই ঘরবাড়ী বিনষ্ট হইয়াছে এবং অনেক গ্রামগুলি নদীতে আসিয়া পড়িয়াছে এই অঞ্চলেই মৃত্যু সংখ্যা অধিক প্রায় তিনহাজার লোক গৃহহীন হইয়াছে। সামরিক এবং বে-সামরিক কর্তৃপক্ষ, বিপন্ন অধিবাসীগণের সাহায্যের জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতেছেন।

অন্তিম শয্যা

ডাঃ বেশান্ত বেলা ২০শে সেপ্টেম্বর ৪ ঘটিকার সময় চক্ষুদ্বয় মুদ্রিত করিয়া তাঁহার শয্যায় শুইয়াছিলেন। এই সময় মৃত্যু হয়। মৃত্যুর সময় তিনি একটী কথাও বলেন নাই কিম্বা তাঁহার দেহে মৃত্যুর কোন লক্ষণও প্রকাশ পায় নাই। সেই সময় তিনি ঘুমাইতেছিলেন বলিয়া মনে হইয়াছিল।

রাজবন্দী কাহিনী

শ্রীযুত ভূপেন্দ্রচন্দ্র সরকার হাসনাবাদ গ্রামে অন্তরীণ থাকাকালীন দূষিত ম্যালেরিয়া রোগে আক্রান্ত হন। কৃষ্ণনগর সদর হাসপাতালে চিকিৎসার ফলে কিছু সুস্থ হইলে ৬ই মে তাঁহাকে কুমিল্লার বাসায় আনিয়া পুনরায় অন্তরীণ অবস্থায় রাখা হয় এবং এই রকম রোগীর কুমিল্লা আসিয়া অর্থাভাবে রীতিমত পথ্য চিকিৎসা না চলায় পুনরায় রোগের আক্রমণ হয়। অতি সামান্য গণ্ডীর ভিতর তাঁহাকে থাকিতে হয়, কিন্তু চিকিৎসকেরা তাঁহাকে প্রচুর নির্ম্মল বায়ু সেবনের জন্য খোলা জায়গায় ভ্রমণ করিতে বলেন।

ভূপেন বাবু বারবার রাজনৈতিক বিভাগের সেক্রেটারী ও স্থানীয় ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট মাসিক ভাতা, চিকিৎসার জন্য খরচ চাহি। কোন জবাবই পাইতেছেন না। বর্ত্তমানে অর্শ্বরোগে ভূপেন বাবু লিভার বৃদ্ধি ও এনেমিয়া রোগে ভুগিতেছেন।

তারের ঠিকানা- 'শ্রীধাম' নবদ্বীপ
ডাকের ঠিকানা—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

দৈ . নি ক

Reg No C 1544

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩৷৹
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার স্বতন্ত্র।

সাহায্যের হার
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸৹
মাসিক ১৲
নগদ
প্রতি সংখ্যা ৫

নদীয়া-প্রকাশ

THE
NADIA-PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৮ম খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বেদান্তবাচস্পতি [১৭৭শ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর—১০ই আশ্বিন মঙ্গলবার ১৩৪০, ২৬শে সেপ্টেম্বর ১৯৩৩

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক বিল

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক বিল সংক্রান্ত জয়েণ্ট সিলেক্ট কমিটির প্রথম অধিবেশন হয়। স্যার কাওয়াসজী জাহাঙ্গীরের প্রস্তাব ক্রমে স্যার জর্জ সুষ্টার কমিটির সভাপতি নির্ব্বাচিত হন। লালা রামশরণ দাস (ইনি বর্ত্তমানে ইংলণ্ডে রহিয়াছেন), শ্রীযুক্ত বি, কে, বসু ও রাজা স্যার আন্নামলাই চেট্টিয়ার ব্যতীত অপর সকল সদস্যই উপস্থিত ছিলেন।

স্থির হইয়াছে যে, আগামী ১৩ই নবেম্বর হইতে ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদের বিশেষ অধিবেশন আরম্ভ হইবে। ২৩শে অক্টোবর হইতে দৈনিক ৪ ঘণ্টা হিসাবে কাজ আরম্ভ করিবেন বলিয়া কমিটি সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

কমিটি সাময়িকভাবে যে আলোচ্য তালিকা নির্দ্ধারিত করিয়াছেন, তন্মধ্যে নিম্নলিখিতগুলি উল্লেখযোগ্য,—

১। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কাজকর্ম্মের প্রকৃতি এবং অন্যান্য ব্যাঙ্ক ও কো অপরাটেড ব্যাঙ্কসমূহের সহিত তাহার সম্পর্ক।

২। গবর্ণমেণ্ট সিকিউরিটির রিজার্ভের প্রকৃতি, স্বর্ণ মজুত রাখা, ব্যাঙ্কের হেড কোয়াটারের স্থান ইত্যাদি বিষয়।

(৩) রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অংশীদারী ব্যাঙ্ক হইবে, কি সরকারী ব্যাঙ্ক হইবে, তৎসম্বন্ধে বিবেচনা।

(৪) সম্প্রদায়গত স্বার্থের প্রাধান্য হইতে ব্যাঙ্ককে নিরাপদ করিবার জন্য রক্ষাকবচ;

আগামী ১০ই অক্টোবরের মধ্যে ব্যাঙ্কিং ও কারেন্সী বিষয়ে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের অভিমত গ্রহণ করিবার সিদ্ধান্ত হইয়াছে। কমিটির সম্মুখে সাক্ষ্য প্রদান জন্য ১২জন সাক্ষীকে আমন্ত্রণ করা হইবে বলিয়াও সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে।

আতঙ্ক

পণ্ডিত জওহরলালের অর্থনৈতিক কর্ম্মতালিকা প্রকাশিত হওয়ার পর জমিদারদের মধ্যে একটি চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইয়াছে। কাশীতে কমিশনারের সভাপতিত্বে জমিদারদের এক জরুরী সভা হয়। সভায় বক্তৃতাপ্রসঙ্গে সকলকে পণ্ডিত জওহরলালের কর্ম্মতালিকার বিপদ উপলব্ধি করিবার জন্য বিশেষভাবে বলা হয়। কমিশনার এক উপদেশপূর্ণ বক্তৃতাপ্রসঙ্গে বলেন যে, খাঁটি গণতন্ত্রকে ভিত্তি করিয়া নূতন শাসনতন্ত্র রচিত হইতেছে। এমতাবস্থায় প্রজাদের সহিত ভ্রাতৃত্বভাব প্রতিষ্ঠা করাই জমীদারদের কর্ত্তব্য হইবে।

ষড়যন্ত্রের মামলা

মাদ্রাজ ষড়যন্ত্র মামলার রাজসাক্ষী কৃষ্ণন তাহার জবানবন্দীতে বলে যে, সে গত ১৯২৯ সালে বি, এ পাশ করিয়া আসামী রঙ্গরাজনের সহিত বন্ধুত্ব করে। রঙ্গরাজন ডিসেম্বর মাসে জেল হইতে মুক্তিলাভ করিয়া তাহাকে হিন্দুস্থান সাম্যবাদী সঙ্ঘের বিষয় বলে। সাক্ষী উহা বিপ্লবী সঙ্ঘ বলিয়া জানিতে পারে। প্রবল আন্দোলন দ্বারা সমাজতন্ত্র বাদের আদর্শে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করাই উক্ত সঙ্ঘের উদ্দেশ্য ছিল বলিয়া সাক্ষী বলে। সাক্ষী এবং সরকার উক্ত বিপ্লবী দলের সভ্য ছিল। সাক্ষী আরও বলে যে সরকার তাহাকে উগ্রপন্থী ট্রেড ইউনিয়ন প্রতিষ্ঠান স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে বুঝাইয়া দেয়। সাক্ষী বন্দীয় বিপ্লবীদলের জন্য রিভলভার সংগ্রহ করিতে পারিবে কিনা। সরকার তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলে সে তাহাতে সম্মতি জানায়। কিন্তু বাঙ্গলা হইতে টাকা না পাওয়ার দরুণ সে অস্ত্রশস্ত্র প্রেরণ করে না।

পুলিশের হামা

অমৃতসরে জনৈক রাজনৈতিক সন্দেহভাজনকে ধরিবার ব্যর্থ চেষ্টা বেশ চাঞ্চল্যের সঞ্চার করিয়াছে।

প্রকাশ যে, বাঙ্গালীর ন্যায় পোষাক পরিহিত এক যুবক মধ্য রাত্রির গাড়ীযোগে অমৃতসর আসিয়া নামিতেই গোয়েন্দা পুলিশ তাহার পিছু লয়, ইহাতে উক্ত যুবকটি রেলওয়ে রোডের উপর অবস্থিত একটি হোটেলে প্রবেশ করে। গোয়েন্দাগণ সন্দেহভাজন লোকটীর উপর নজর রাখিবার ব্যবস্থা করিয়া হেড কোয়াটারে খবর দিতে যায়। তথা হইতে কয়েকজন অফিসার কতিপয় পুলিশ সহ আসিয়া গভীর রাত্রেই হোটেলটী ঘিরিয়া ফেলে ও তন্ন তন্ন করিয়া তল্লাসী করে কিন্তু দেখা যায় যে, সকলের চোখে ধূলি দিয়া পাখি পালাইয়াছে।

পুলিশ সমস্তরাত্রি ধরিয়া খানাতল্লাসীর চোটে সহরটী ওলট পালট করিয়া তোলে কিন্তু সমস্তই বৃথা। হোটেলের ভৃত্য ও কর্ম্মচারীদের বিবৃতি লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে।

বিমানযোগে চিকিৎসক

কলিকাতা ও লণ্ডনের মধ্যে অধুনা প্রতিষ্ঠিত বেতার টেলিফোনযোগে সংবাদ পাইয়া হাল ষ্ট্রীটের সুপ্রসিদ্ধ সার্জ্জন ডাঃ এইচ, এস, সুটার, ডাঃ জে, এইচ, চার্লস ও নার্স এম. এ, ব্রাডফোর্ডের সহিত হেষ্টর বিমান পোতের ঘাঁটী হইতে ভারত অভিমুখে যাত্রা করিয়াছেন। নেপাল রাজপরিবার হইতে ডাঃ এইচ, এস, সুটারকে নেপালের যুবরাজ ও লুজুরিয়া জেনারেলের মহিষী মাননীয়া বাহাদুর সাহেবের জন্য বাহাদুর রাণার চিকিৎসার্থ আহ্বান করা হইয়াছে। রোগ নির্ণীত হইলে পর উক্ত ডাক্তার ও তাঁহার সহকর্ম্মীগণ যাহাতে যথাসম্ভব সত্বর বোম্বাই রওনা হইতে পারেন তাহার বন্দোবস্ত করা হয়। তদনুযায়ী একটী বিমানপোতের জন্য চার্টার লওয়া হয়। উক্ত বিমানপোত এক্ষণে ভারতের দিকে যাত্রা করিয়াছে। সুপ্রসিদ্ধ বৈমানিক ক্যাপ্টেন নেভিল ষ্টাক উক্ত বিমানপোত পরিচালনা করিতেছেন। তিনি একটী মথ্ এরোপ্লেন যোগে সর্ব্ব প্রথমে ভারতে আসিয়াছিলেন। ইতোমধ্যে যুবরাজমহিষী ও তাঁহার পরিবারের অন্যান্য সকলে বোম্বাই গিয়া উক্ত সার্জ্জনের আগমন প্রতীক্ষা করিতেছেন। যথাসম্ভব সত্বর অস্ত্রোপচার সম্পন্ন হইবে বলিয়া অনুমিত হয়।

ডাকাতি ও হত্যা

কুষ্টিয়ায় ডাকাতি, হত্যা ও অপহৃত দ্রব্যাদি রাখার অভিযোগে জহের আলী দাই ও অপর ৬ জন আসামীকে দণ্ডবিধির ৩৯৬ ৭৫ এবং ৪১২ ধারানুসারে মহকুমা হাকিম রায় সাহেব অবৈতনিক সামস্ত দায়রায় সোপর্দ্দ করিয়াছেন।

প্রকাশ, গত ১৯শে জুন আসামীরা মীরপুর থানায় সদরপুর গ্রামের ভুবনী দাসীর বাড়ীতে প্রবেশ পূর্ব্বক তাহাকে হত্যা করিয়া নগদ ৫৮ টাকা ও কয়েকখানি বস্ত্র লইয়া পলায়ন করে।

ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

১০ই আশ্বিন মঙ্গলবার, ১৩৪০

প্রকাশ, কিছুদিন পূর্ব্বে আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীটের একটি বাড়ীতে কোন বাঙ্গালী যুবকের নিকট একটি রিভলভার পাওয়া যায়। স্বামী জ্ঞানানন্দকে ঐ সম্পর্কে পুলিশ গ্রেপ্তার করে। গত সোমবার চীফ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেটের আদালতে তাঁহাকে উপস্থিত করা হইলে ম্যাজিষ্ট্রেট প্রমাণাভাবে মুক্তি দেন। কিন্তু চীফ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট তাঁহাকে মুক্তি দিলেও পুলিশ তাঁহাকে মুক্ত দিল না, তাহারা সংশোধিত ফৌজদারী আইনের ধারা অনুসারে পুনরায় তাঁহাকে গ্রেপ্তার করিল! অবশ্য বাঙ্গলা দেশে এরূপ ব্যাপার নিত্যই ঘটিতেছে। আদালত যাহাকে নির্দ্দোষ বলিয়া খালাস দিতেছে, পুলিশের হাতে তাহাদেরও নিষ্কৃতি নাই। সংশোধিত ফৌজদারী আইন পুলিশকে যে কিরূপ সর্ব্বশক্তিমান করিয়া তুলিয়াছে,—কেবলমাত্র পুলিশের সন্দেহে কোন ব্যক্তিকে কারারুদ্ধ বা অন্তরীণ করিবার পক্ষে যথেষ্ট, এই সমস্ত ঘটনার দ্বারা তাহাই প্রমাণ হইতেছে। আইনের অপব্যবহার হইবার সম্ভাবনা এমন আর কোথাও নাই। স্বামী জ্ঞানানন্দ কিছুকাল যাবৎ আন্দামান বন্দীদের অভাব অভিযোগ দূর করিবার জন্য আন্দোলন করিতেছিলেন, এই উদ্দেশ্যে জনসাধারণের নিকট সাহায্য ভিক্ষা করিবার জন্য তিনি কোন কোন জেলায় গিয়াছিলেন। খুব সম্ভব পুলিশের চক্ষে ইহাই গুরুতর "অপরাধ" এবং তাঁহার বিরুদ্ধে কোন সত্যকার অপরাধের প্রমাণ না থাকিলেও, এই কারণেই তাঁহাকে নিগ্রহ ভোগ করিতে হইবে। বাঙ্গলা গবর্ণমেণ্টের স্বরাষ্ট্র সচিব স্বামী জ্ঞানানন্দের ব্যাপার যদি ভাল করিয়া তদন্ত করেন, তবে পুলিশ, সংশোধিত ফৌজদারী আইন কিভাবে প্রয়োগ করিতেছে, তৎসম্বন্ধে অনেক রহস্য অবগত হইতে পারিবেন।

নূতন সরকারী বৎসর আরম্ভ হইবার পর এপ্রিল, মে, জুন—এই তিন মাসে ভারতবর্ষে কি পরিমাণ মোটর গাড়ী আমদানী হইয়াছে, তৎসম্বন্ধে সরকারী বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে। এই বিবরণ অনুসারে জানা যায় যে, এই তিন মাসে ৩৫৮৪২৩৮ টাকা মূল্যের ১৮৯৩ খানি মোটর গাড়ী ও ট্যাক্সি ভারতবর্ষে আমদানী হইয়াছে ১৯৩২ সালের এই তিন মাসে ১৮৫৫৯৬২ টাকা মূল্যের ৮৭৬টি এবং ১৯৩১ সালের এই তিন মাসে ৪৬৭৮১৭৯ টাকা মূল্যের ২৩২১টি মোটর গাড়ী আমদানী হইয়াছিল।

এই তিনমাসে ৯০২২১ টাকা মূল্যের ১৯৮টি মোটর সাইকেল আমদানী হয়। ১৯৩২ সালের এই তিনমাসে ৯৯৯৪৫ টাকা মূল্যের ২৩৮টী এবং ১৯৩১ সালে ১৮৪৮৯৭ টাকা মূল্যের ৩৭১টী মোটর সাইকেল আমদানী হইয়াছিল।

এই তিন মাসে ১৫১৯০৯৬টাকা মূল্যের ১১৩২টি মোটর বাস ও লরী আমদানী হয়। ১৯৩২ সালের এই তিন মাসে ৯১৭৪১৪ টাকা মূল্যের ৫১৯টী এবং ১৯৩১ সালে ২১৯৯৬১৮ টাকা মূল্যের ১৭৩৩টি মোটর বাস ও লরী আমদানী হইয়াছিল।

শ্রীযুক্তা বেশান্ত ১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন আগামী ১লা অক্টোবর তারিখে তাঁহার ৮৬ বৎসর বয়ঃক্রম পূর্ণ হইত। ১৯০৭ সালে কর্ণেল অলকটের মৃত্যুর পর তিনি থিওসোফিক্যাল সোসাইটীর সভানেত্রী নির্ব্বাচিত হন এবং তৎপরে আরও তিনবার উক্ত পদে নির্ব্বাচিতা হইয়াছিলেন। তিনি ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দের নবেম্বর মাসে সর্ব্বপ্রথম ভারতে পদার্পণ করেন। শ্রীযুক্তা বেশান্ত ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে কাশী সেন্ট্রাল হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন এবং ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে তিনি রাজনীতি ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন। ১৯১৪ সালের জানুয়ারী মাসে তিনি 'কমনউইল' নামক একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। কয়েকমাস পরে তিনি 'মাদ্রাজ ষ্ট্যাণ্ডার্ড' নামক দৈনিক পত্রিকা ক্রয় করেন এবং পরে উহার নাম পরিবর্ত্তন করিয়া 'নিউ ইণ্ডিয়া' এই নামকরণ করেন।

বিগত মহাসমর আরম্ভ হইবার কিছুকাল পরেই ডাঃ বেশান্ত অল ইণ্ডিয়া হোমরুল লীগ প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯১৬ সালে বোম্বাই গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে বহিষ্কারের আদেশ দেন এবং মাদ্রাজ গবর্ণমেণ্ট ১৯১৭ সালে তাঁহাকে অন্তরীণ করেন। মুক্তির পর তিনি ১৯১৭ সালে ভারতের জাতীয় মহাসভার কলিকাতা অধিবেশনের সভানেত্রী নির্ব্বাচিতা হন। মণ্টেগু-চেমসফোর্ড শাসন সংস্কার প্রবর্ত্তিত হওয়ার কিছু পরই তিনি একটি আন্দোলন আরম্ভ করেন ফলে ১৯২৫ সালে ভারতের জন্য পূর্ণ ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত শাসনের দাবী জানাইয়া ন্যাশনাল কনভেনশন এবং কমনওয়েলথ অব ইণ্ডিয়া বিল নামক একটী বিলের খসড়া প্রস্তুত হয়। বৃটীশ শ্রমিক দল উক্ত বিলটী সরকারীভাবে গ্রহণ করেন এবং উক্ত দলের জনৈক সদস্য উক্ত বিলটী পার্লামেণ্টে উপস্থিত করেন। উহা প্রথম বার পঠিত হয়। কিন্তু দ্বিতীয়বার পঠিত না হওয়ায় উহা বাতিল হইয়া যায়। তৎপরে তিনি জনসেবা হইতে অবসর গ্রহণ করেন। অনুমান দুই বৎসর পূর্ব্বে ১৯৩১ সালের ডিসেম্বর মাসে তিনি থিওসোফিক্যাল কনভেনসনে একটী বক্তৃতা প্রদান করেন। উহাই তাঁহার জনসভায় শেষ বক্তৃতা।

শ্রীযুক্তা বেশান্তকে বোম্বাই প্রদেশে প্রবেশ করিতে নিষেধ করিয়া ১৯১৬ সালের ১০ই জুলাই তারিখে তাঁহার উপর এক হুকুম জারী হয়।

১৯১৬ সালের সেপ্টেম্বর মাসে মধ্য প্রদেশের গবর্ণমেণ্টও তাঁহার উপর অনুরূপ নিষেধাজ্ঞা জারী করেন তিনি "নিউ ইণ্ডিয়া" পত্রে উহার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ করিয়া লিখেন যে, রাজনৈতিক শান্তি ভঙ্গ করার উদ্দেশ্য তাঁহার ছিল না; তিনি তথায় থিয়োসফিক্যাল সম্মেলনে সভানেতৃত্ব করিতে যাইতেন।

মহাযুদ্ধে ভারতবর্ষে জনসাধারণ ও নৃপতিগণ বিবাদের সময় সাম্রাজ্যকে যেরূপ সাহায্য করিয়াছিলেন। তাহাতে বৃটিশ জনসাধারণের মনোভাব পরিবর্ত্তিত হয়। ইংলণ্ডের বিভিন্ন সংবাদপত্রে এই মর্ম্মে অভিমত প্রকাশিত হইতে থাকে যে, ভারতবর্ষকে অধীন দেশ বলিয়া বিবেচনা করা উচিত নহে উহাকে বৃটিশ সাম্রাজ্যের অংশীদার বলিয়াই বিবেচনা করা উচিত। ইহাতে শ্রীযুক্তা বেশান্ত ভাবেন যে বৃটিশের এই উৎসাহ হ্রাস পাইবার পূর্ব্বেই ভারতের জন্য স্বায়ত্তশাসনের দাবী জোর করিয়া করা উচিত। তিনি লেখনী ও বাগ্মিতা দ্বারা এবং অসংখ্য পুস্তিকা প্রচার দ্বারা ভারতের জন্য হোমরুলের দাবী জ্ঞাপন করেন। তিনি নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির বিভিন্ন সভায় যোগদান করেন। লক্ষ্ণৌয়ে কংগ্রেসের অধিবেশনে ও মুসলিম লীগের অধিবেশনেও তিনি যোগদান করিয়াছিলেন। তথায় উভয় প্রতিষ্ঠান কর্ত্তৃক শাসন সংস্কারের একটি পরিকল্পনা গৃহীত হয়। লক্ষ্ণৌ কংগ্রেসে স্বায়ত্তশাসন প্রস্তাবের সমর্থন করিয়া শ্রীযুক্তা বেশান্ত এক ওজস্বিনী বক্তৃতা করেন।

অতঃপর কংগ্রেস ও মুসলিম পরিকল্পনার প্রচারকার্য্যের নিমিত্ত শ্রীযুক্তা বেশান্ত প্রাণপণ চেষ্টা করেন। তিনি বহুস্থানে সভা করিয়া ও সংবাদপত্রে প্রবন্ধ লিখিয়া উক্ত পরিকল্পনার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বর্ণনা করেন।

ভারত গবর্ণমেণ্ট

ব্যবস্থা পরিষদ বিভাগ

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

(৪) যে ক্ষেত্রে (২) প্রকরণমতে কোন আপত্তি দাখিল করা হইয়াছে এবং যে সকল ভোটদাতা মতামত লিপিবদ্ধ করেন তাঁহাদের অধিকাংশের সিদ্ধান্ত নিষিদ্ধ জাতকে মন্দিরে প্রবেশ করিতে দেওয়ার অনুকূলে হয় অথবা, যে ক্ষেত্রে (১) প্রকরণমতে প্রদত্ত নোটিশে উল্লিখিত সময় অতিক্রান্ত হইবার পরও কোন আপত্তি উত্থাপিত না হয়, সে ক্ষেত্রে ন্যাসধারী নির্দ্দিষ্ট পদ্ধতিতে এই মর্ম্মে এক আদেশ প্রকাশ করিবেন যে, ঐ নিষিদ্ধ জাতীয় মন্দিরে প্রবেশ করিবার অধিকার থাকিবে।

৫। ন্যাসধারী কর্ত্তৃক ৩ ধারার (৪) প্রকরণ অনুযায়ী নির্দ্দিষ্ট পদ্ধতিতে আদেশ প্রকাশিত হইবার পর, মন্দিরে শৃঙ্খলা ও পরিচ্ছন্নতা রক্ষার জন্য এবং ধর্ম্মসম্বন্ধীয় অনুষ্ঠানসমূহ যথাযথ পালনের জন্য ন্যাসধারীগণ যে সকল সাধারণ নিয়মাবলী প্রণয়ন করেন তাহা বজায় রাখিয়া, ঐ আদেশে উল্লিখিত নিষিদ্ধ জাতির যে কোন ব্যক্তির পক্ষে পূজা দিবার জন্য মন্দিরে প্রবেশ করা আইনসঙ্গত হইবে।

৬। যে ক্ষেত্রে ৩ ধারার (২) প্রকরণ অথবা ৪ ধারার (২) প্রকরণ অনুযায়ী বিবাদটি ভোটদাতাগণের নিকট মীমাংসার জন্য প্রেরণ করা হয়, এবং অধিকাংশ ভোটদাতা, কোনও নিষিদ্ধ জাতিকে মন্দিরে প্রবেশ করিতে দেওয়ার বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করেন, সে ক্ষেত্রে যে তারিখে ঐ প্রকার মীমাংসার জন্য প্রেরণ করা হইয়াছিল সেই তারিখ হইতে এক বৎসর মধ্যে ৩ ধারা অনুযায়ী কোন লিখিত আহ্বানপত্র দেওয়া অথবা ৪ ধারা অনুযায়ী কোন নোটিশ প্রচারিত করা যাইবে না।

৭ ১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দের মাদ্রাজ হিন্দু দেবোত্তরবিষয়ক আইনের ৪০ ধারার প্রারম্ভে নিম্নলিখিত কথাগুলি বসাইয়া দিতে হইবে:—

"হিন্দু মন্দিরে প্রবেশের অযোগ্যতা দূরীকরণবিষয়ক ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দের আইনের বিধানসমূহ বজায় রাখিয়া।"

৮। কোনও মন্দিরের ন্যাসধারীগণ পূর্ব্বে বোর্ডের সম্মতি গ্রহণ করিয়া—

(১) মন্দিরে শৃঙ্খলা ও পরিচ্ছন্নতা রক্ষার জন্য, এবং

(২) মন্দিরে প্রচলিত ধর্ম্মবিষয়ক অনুষ্ঠানসকল যথাযথ পালনের জন্য, নিয়মাবলী প্রণয়ন করিতে পারিবেন।

৯। (১) এই আইনের বিধানসকল কার্য্যে পরিণত করিবার উদ্দেশ্যে স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের নিয়মাবলী প্রণয়ন করিবার ক্ষমতা থাকিবে।

(২) পূর্ব্বোল্লিখিত ক্ষমতার সাধারণ ভাবে কোন প্রকার হানি না করিয়া স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট নিম্নলিখিত বিষয়ে নির্দ্দেশ প্রদান করিয়া নিয়মাবলী প্রণয়ন করিতে পারিবেন:—

(ক) সাধারণের মতামত গ্রহণার্থ ভোটদাতাগণকর্ত্তৃক আবেদনপত্রের ফারম এবং যে ভাবে তাহা ন্যাসধারীর নিকট দাখিল করা হইবে, তাহা;

(ক্রমশঃ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে

বঙ্গে একমাত্র দৈনিক
— পারমার্থিক পত্র —
শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশ
তনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনম্,
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং
প্রেমা পুমর্থো মহান্
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং
তত্রাদরো নঃ পরঃ॥

৮ম বর্ষ } ২২ পদ্মনাভ গৌরাব্দ ৪৪৭, ১০ই আশ্বিন বঙ্গাব্দ ১৩৪০, ২৬শে সেপ্টেম্বর ইং ১৯৩৩, মঙ্গলবার ১৭৭শসংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

পাঠকগণ অবগত আছেন, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তি শ্রীরূপ পুরী মহারাজ কটক সচ্চিদানন্দ মঠে অবস্থান করিতেছেন। কটকের সংবাদদাতা জানাইতেছেন, প্রত্যহ স্বামীজী মহারাজের নিকট সজ্জনের বিভিন্নস্থান হইতে পাঠ-কীর্ত্তনের আহ্বান আসিতেছে। গত ১৮ই সেপ্টেম্বর কটকের বিখ্যাত ব্যবসায়ী ও মহাজন শ্রীযুক্ত জনার্দন আউর বাস-ভবনে স্বামীজী মহারাজ পদার্পণ করিয়া শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর নীলাচল-অভিযান-কালীন শ্রীপাদ মাধবেন্দ্র-পুরীর আরাধ্য গোবর্দ্ধন-বাসী শ্রীগোপালের আখ্যান ও তত্ত্ব অতি সরল ও প্রাঞ্জল ভাষায় কীর্ত্তন করিয়াছেন। সমাগত সজ্জন-মণ্ডলী স্বামীজীর শ্রীমুখে হরিকথা শুনিয়া ভক্ত্যুন্মুখী সুকৃতি অর্জ্জন করিয়াছেন।

গত ২০শে ও ২১শে সেপ্টেম্বর দিবসদ্বয় শ্রীচৈতন্যমঠের অবিদ্যা-হরণ-নাট্যমন্দিরে,— শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিত্যানন্দ-সহ ভক্তমন্দিরে ভ্রমণ, গৌরসুন্দরের অদ্বৈত প্রতি ভক্তি-প্রদর্শন হেতু অদ্বৈতের দুঃখ ও তদ্ভাব-অপনোদনার্থ কৌশল, গৌরসুন্দরের নগর-ভ্রমণ ও নিত্যানন্দ-সহ শান্তিপুরের পথে ললিতপুর গ্রামে বামাচারী সন্ন্যাসীর গৃহে গমন, তদ্গৃহে ফলাহার, অদ্বৈতাচার্য্যের গৃহে গৌরনিত্যানন্দের গমন, অদ্বৈতের জ্ঞান-যোগ-ব্যাখ্যা, তচ্ছ্রবণে মহাপ্রভুর শ্রীঅদ্বৈতকে প্রহার ও নিজতত্ত্ব-প্রকাশ, অদ্বৈতাচার্য্যের আনন্দ ও প্রতিজ্ঞা, সদৃষ্টান্ত দেবান্তর-ভজনের কুফল; বৈষ্ণব-নিন্দা-বিষয়ে প্রভুর সকলকে সাবধান-করণ, প্রভুর অদ্বৈত-গৃহে ভোজন, অদ্বৈতের ক্রোধবাক্যে নিত্যানন্দ-মহিমা-কীর্ত্তন প্রভৃতি পাঠ ও ব্যাখ্যা হইয়াছে।

— —

শ্রীমন্মহাপ্রভু নিত্যানন্দ-সহ নবদ্বীপে সকল ভক্তের মন্দিরে ভ্রমণ করেন। প্রভুর আনন্দে সকল ভক্তই আনন্দে মত্ত। তন্মধ্যে শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য সর্ব্বাপেক্ষা অধিক আনন্দিত, প্রেমাবেশে তাঁহার বাহ্য নাই তবে শ্রীগৌরসুন্দর তাঁহার গৌরববুদ্ধি করিয়া যে পদধূলি-গ্রহণাদি করিয়া থাকেন, তাহাতে তিনি বিশেষ দুঃখিত হইয়া মনে মনে নিজ প্রতি প্রভুর ক্রোধ উৎপাদনার্থ ভক্তি অপেক্ষা জ্ঞানের শ্রেষ্ঠতা-স্থাপন নয় অভিনয়ে যোগবাশিষ্ঠ ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন।

মহাপ্রভু একদিন নিত্যানন্দের সহিত নগর-ভ্রমণ করিতে থাকিলে দেবগণ উভয়কে দুই চন্দ্রের সদৃশ দর্শন করিতে লাগিলেন। তৎপ্রসঙ্গে স্বর্গলোককে নরলোক, আপনাদিগকে নর এবং পৃথিবীকে স্বর্গ বলিয়া মনে করিতে লাগিলেন, আর তদ্‌বিষয় লইয়া পরস্পর নানাপ্রকার কল্পনা করিতে লাগিলেন।

শ্রীনিত্যানন্দ ও শ্রীগৌরসুন্দর উভয়ে শান্তিপুর অদ্বৈতাচার্য্য-ভবনে গমন-কালে পথিমধ্যে ললিতপুর নামক গ্রামে এক দারী সন্ন্যাসীর গৃহে গমন করিলেন। মহাপ্রভু সন্ন্যাসীকে প্রণাম করিলে দারী সন্ন্যাসী মহাপ্রভুর ভুবনমোহন-রূপ-দর্শনে মুগ্ধ হইয়া ঐহিক ঐশ্বর্য্যপ্রাপ্তির আশীর্ব্বাদ করিলেন। মহাপ্রভু তাঁহার তাদৃশ আশীর্ব্বাদের হেয়ত্ব ও নশ্বরত্ব প্রতিপাদন করিলে দারী সন্ন্যাসী ভোগবুদ্ধি-বশতঃ ধন-পুত্রাদি-সহকারে ইন্দ্রিয়তর্পণ-পরতাকেই বহুমানন করিলেন। মহাপ্রভু তখন সন্ন্যাসীকে বুঝাইয়া দিলেন যে, ধন কুলাদির জন্য প্রার্থনা অনাবশ্যক এবং তাহা নশ্বর। নিজ নিজ অদৃষ্টবশে সকলেই সুখ-দুঃখ লাভ করে। লোকে বেদের তাৎপর্য্য না বুঝিয়া ধর্ম্ম-অর্থ-কামকে বেদ-প্রতিপাদ্য বলিয়া মনে করে—ধন পুত্রাদি-লাভকেই গঙ্গাস্নান হরিনাম কীর্ত্তনাদির ফল বলিয়া মনে করে। কিন্তু পরোক্ষবাদী বেদের প্রকৃত তাৎপর্য্য তাহা নহে ভক্তিই বেদ-প্রতিপাদ্য বস্তু। তদ্‌ব্যতীত অপর কোন প্রার্থনা বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক নহে।

— — —

মহাপ্রভুর কথা শুনিয়া দারী সন্ন্যাসী গৌরসুন্দরকে বিকৃত-মস্তিক বালক এবং সর্ব্বতীর্থ-ভ্রমণকারী নিজকে পরমজ্ঞানী মনে করিল। নিত্যানন্দ প্রভু দারী সন্ন্যাসীর বাক্যে হাস্য করিয়া তাহাকে প্রতিষ্ঠা প্রদান পূর্ব্বক নিরস্ত করিলেন এবং কার্য্য-বশতঃ নিজেদের অন্যত্র গমনের কথা জানাইয়া কিছু ভোগ্য প্রার্থনা করিলেন। দারী সন্ন্যাসী প্রভুদ্বয়কে নিজগৃহে ভোজনের জন্য অনুরোধ করিলে শ্রীগৌরনিত্যানন্দ গঙ্গায় স্নান করিয়া সন্ন্যাসীর ঘরে দুগ্ধফলাদি ভোজনে বসিলেন। দারী সন্ন্যাসী নিত্যানন্দপ্রভুকে ইঙ্গিতে মদ্য-সেবনের কথা জিজ্ঞাসা করিলে তাহাকে বামাচারী সন্ন্যাসী জানিয়া উভয়ে আচমন করত তদ্গৃহ পরিত্যাগ করিলেন এবং জলপথে সন্তরণ করিয়া শান্তিপুরে অদ্বৈতাচার্য্যের গৃহে উপস্থিত হইলেন।

— —

অদ্বৈত প্রভু মহাপ্রভুর আগমন জানিতে পারিয়া জ্ঞান যোগ-মহিমা ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন। মহাপ্রভু অদ্বৈত প্রভুকে 'ভক্তি ও জ্ঞানের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কি, তদ্‌বিষয় জিজ্ঞাসা করিলে আচার্য্য প্রভু জ্ঞানকে বড় বলিয়া জানাইলেন। মহাপ্রভু তাহা শুনিয়া অদ্বৈত প্রভুর পৃষ্ঠদেশে মুষ্টির আঘাত করিতে করিতে তর্জ্জন গর্জ্জন করিয়া নিজতত্ত্ব প্রকাশপূর্ব্বক প্রহার হইতে বিরত হইলেন। তখন অদ্বৈত প্রভু আনন্দে নৃত্য করিতে করিতে মহাপ্রভুর পূর্ব্বপ্রদত্ত সম্মানের কথা উল্লেখ করিয়া জন্মে জন্মে গৌরদাস্যই প্রার্থনা করিলেন এবং মহাপ্রভুর পদধূলি গ্রহণ করিয়া সর্ব্বাঙ্গে লেপন করিলেন। অদ্বৈতগৃহে প্রেমাশ্রু-বন্যা বহিতে লাগিল। মহাপ্রভু অদ্বৈতকে বর প্রদান করিলেন যে, যাঁহারা তিলার্দ্ধকালও অদ্বৈতপ্রভুর চরণাশ্রয় করিবেন, গৌরকৃপা তাঁহাদেরই নিকট সুলভ হইবে। তখন অদ্বৈতপ্রভু শৈবরাজা সুদক্ষিণের দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিয়া বলিলেন যে, যদি কেহ মহাপ্রভুকে উপেক্ষা করিয়া কেবল অদ্বৈতাচার্য্যের উপাসনা করে তাহা হইলে তাহার সেই ভক্তিই তাহাকে সংহার করিবে। মহাপ্রভু অদ্বৈতবাক্য-শ্রবণে বলিলেন যে, তাঁহার ভক্তকে উপেক্ষা করিয়া কেহ তাঁহার পূজা করিলে তিনি কখনই তাহার পূজা গ্রহণ করেন না, পরন্তু তাদৃশী ভক্তি যেন প্রভুঅঙ্গে অস্ত্রপ্রয়োগ করিয়া থাকে।

— — —

বিশেষ দ্রষ্টব্য

দুর্গা-পূজা উপলক্ষে নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ এক সপ্তাহ বন্ধ থাকিবে বলিয়া শ্রীনদীয়া-প্রকাশ আগামী কল্য হইতে এক সপ্তাহ প্রকাশিত হইবেন না। তৎপর আগামী ১লা দামোদর ৪ঠা অক্টোবর বুধবার হইতে নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হইবেন।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

২২ পদ্মনাভ স্বামী প্রত্যয়

দুর্গোৎসব

আজ দুর্গোৎসব, তাই বঙ্গবাসী হিন্দুগণের হৃদয়ে আনন্দ আর ধরে না। বৎসরান্তে দুর্গতি-নাশিনী দুর্গাদেবীর চরণে অঞ্জলি-প্রদানের নিমিত্ত তাঁহারা পুষ্পাদি বিবিধ উপায়ন সংগ্রহ করিয়াছেন। পূজা-মণ্ডপ পুরোহিতের চণ্ডীপাঠে ও ঢাক-ঢোল-শঙ্খ ঘণ্টা কাসরাদি বাদ্যযন্ত্রের ঐকতানে মুখরিত। প্রত্যেকেই নব-বস্ত্রে নব ভূষণে ভূষিত; রঙ্-তামাসার বিবিধ সামগ্রী ও নানা প্রকার আলোরও অভাব নাই। হাটে, ঘাটে, মাঠে সর্ব্বত্রই আজ আনন্দের উৎস। আনন্দময়ীর আগমনে কার না আনন্দ হয়? কবির কবিত্বে আনন্দ ধারা সহস্রমুখিনী হইয়া প্রবাহিত হইতেছে।

প্রতি বৎসরই দেখিতে পাই, এই আনন্দধারার গতি রোধ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকে কত দুর্দ্দশা-লাঞ্ছিত জন, তাহার ইয়ত্তা নাই। এই লাঞ্ছিতগণের জন্য ক্রন্দন করিয়া সাময়িক পত্রগুলি কত উচ্ছ্বাস প্রকাশ করিতেছেন, কিন্তু কৈ, তাহাদের লাঞ্ছনা ত হ্রাস পাইতেছে না, বরং উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে। ইহার কারণ কি? তাহা হইলে কি প্রার্থনা আনন্দময়ীর কর্ণে পৌঁছিতেছে না, না আনন্দময়ী বলিয়া কেহ নাই।

গড্ডলিকা-প্রবাহিত জনগণের হৃদয়ে কত কথা উঠে, কত ভাবের তরঙ্গ উদিত হয়, আবার দেখিতে না দেখিতেই সব মিলিয়া যায়। কোন হিত বচন বলিলে গণ-গড্ডলিকার তাহা গ্রহণের মত ধৈর্য্য আছে কি? তাঁহারা 'দুর্গা'-তত্ত্ব কি, পূজা কাহাকে বলে, এবং দুর্গার পূজা কি প্রকারে হয় তাহা একটু চিন্তা করিয়া দেখিবেন কি? পূজার নামে এই যে উচ্ছৃঙ্খলতার স্রোত প্রবাহিত হইতেছে, ইহা পূজার অঙ্গ কি না, তাহা বিচার করিবেন কি? দুর্গাকে সকলেই দুর্গতি-নাশিনী বলিতেছেন, এই 'দুর্গতি' কি তাহা তাঁহারা একবার ভাবিবেন কি?

প্রথমেই আমরা আলোচনা করিব, এই যে পূজার আড়ম্বর, ইহা কি পূজা, না পূজার নামে 'ঘুষ' প্রদানের চেষ্টা। পূজা করিতেছি —কেন, না তুমি আমার আপদ, বিপদ, জরা, মৃত্যু প্রভৃতি বিনষ্ট করিবে, যদি জানিতে পারি তুমি তাহা পারিবে না, তবে তোমার পূজা করিব না। তাহা হইলে পূজ্যা দেবীর সহিত আমার সম্বন্ধ বেতন-ভোগী ভৃত্যের ন্যায়। ইহাতে পূজা হয় না। আত্মভোগের জন্য যাহা কিছু করা যায় তাহাতে নিজের পূজা হইতে পারে, পূজ্যের পূজা হয় না। নিজের সুখ-দুঃখের জন্য বিন্দুমাত্রও চিন্তা না করিয়া অহৈতুক-ভাবে পূজ্যের আনন্দ-বিধানের যে চেষ্টা তাহাই 'পূজা' শব্দবাচ্য। এখন কয়জন পূজার ঠিক ঠিক পূজারী তাহা এখন ভাবিয়া ঠিক করুন।

এখন যাঁহার পূজায় আমরা প্রবৃত্ত হইতেছি, সেই দুর্গাদেবীর স্বরূপ-সম্বন্ধে আমরা কিছু আলোচনা করিব। গতকল্য আমরা 'মায়ার স্বরূপ' প্রবন্ধে যাহা আলোচনা করিয়াছি তাহাতে 'দুর্গা'-তত্ত্ব বর্ণিত হইয়াছে। মায়াদেবী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণেরই শক্তি ও সেবিকা। কার্য্যভেদে তিনি যোগমায়া ও মহামায়া বা দুর্গা নামে অভিহিতা। যখন তিনি অন্বয়ভাবে জীবকে কৃষ্ণসেবায় সাহায্য ও কৃষ্ণলীলার পুষ্টিবিধান করেন তখন তিনি যোগমায়া' নামে খ্যাতা, আর জীব কৃষ্ণবহির্ম্মুখ হইয়া আত্মভোগের নিমিত্ত লালায়িত হইলে তাহাকে নানাবিধ লাঞ্ছনাগ্রস্ত করিয়া যখন তিনি ব্যতিরেকভাবে তাহার ভগবদ্ভজনে সাহায্য করেন তখন তিনি 'মহামায়া' বা 'দুর্গা' নামে পরিচিতা। সংসার-দুর্গের রক্ষয়িত্রী বলিয়া তাঁহার নাম 'দুর্গা'। দুর্গাদেবী স্বীয় আবরণ ও বিক্ষেপাত্মিকা বৃত্তিদ্বারা সংসার রক্ষা করেন। তাই বোধ হয়, সংসারী জনগণের দুর্গাপূজায় এত আনন্দ। কিন্তু দুর্গার অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য অনুধাবন করিয়া তাঁহার আনন্দ-বিধান করিলে প্রকৃত প্রস্তাবে দুর্গার সুষ্ঠু পূজা হয়।

এখন 'দুর্গতি' সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা যা'ক। 'দুর্গতি' বলিতে আমরা শারীরিক অসুস্থতা, মানসিক পীড়া ও অর্থ-কৃচ্ছ্রতাকেই লক্ষ্য করি। কিন্তু এই স্থূল শরীর ও মন বুদ্ধি অহঙ্কাররূপ সূক্ষ্ম-শরীর যে আমাদের 'দুর্গতি'র নিদর্শন তাহা কয়জন অনুধাবন করি? ভগবদ্ভজন ছাড়িয়া দিয়া নিজ ভোগ-কামনাই 'দুর্গতি'। এই দুর্গতিতে বা বদ্ধ ভূমিকায় পতিত হইয়াই আমরা স্থূল সূক্ষ্ম দেহদ্বয় লাভ করিয়াছি। সুতরাং দেখা যাইতেছে, মুখে দুর্গতি-বিনাশের নিমিত্ত প্রার্থনা করিলেও দুর্গতাবস্থা হইতে মুক্ত হইবার জন্য অতি অল্পসংখ্যক ব্যক্তিই কামনা করেন। দুর্গাদেবী দুর্গতিনাশিনী তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই, কারণ জীবগণের দুর্গত অবস্থা হইতে মুক্ত [illegible] নিমিত্তই তিনি সংসারদুর্গে তাঁহাদিগকে নানাবিধ লাঞ্ছনা প্রদান করিয়া থাকেন। যাঁহারা ভোগ-কামনায় চালিত হইয়া অতিশয় যন্ত্রণা ভোগ করিতেছেন, তাঁহাদের প্রতিই দুর্গাদেবীর করুণা অধিক। অনেকে অজ্ঞতাপ্রযুক্ত তাহা বুঝিতে না পারিয়া ঐ শাস্তিপ্রদানের নিমিত্ত দুর্গার প্রতি দোষারোপ করিয়া থাকেন।

যখন জীব ভোগবাঞ্ছা পরিত্যাগ করিয়া যাবতীয় ভোগের দ্রব্য অহৈতুক ভাবে অপ্রাকৃত নবীন-মদনের সেবায় নিযুক্ত করিতে শিক্ষা করিবেন, তখন তাঁহার হৃদয়ে আনন্দময়ী যোগমায়ার আবির্ভাব হইবে, তখন আনন্দ না চাহিলেও আনন্দধারা হৃদয়ে আপ্লুত হইবে। সেই আনন্দ দুই চারি দিনের জন্য হয়, সেই আনন্দ নিত্যকাল অবস্থিত থাকে। আনন্দলীলাময়-বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের সেবাতেই আনন্দময়ীর আনন্দ। সুতরাং আনন্দময়ীর সুখ, আনন্দময়ীর আনন্দ, আনন্দময়ীর পূজা করিতে চাহিলে আনন্দলীলাময়বিগ্রহের পূজাই করিতে হইবে। তাহাতে কখনও আনন্দময়ীর বিসর্জ্জন হইবে না, নিত্যকালই তাঁহার পূজা হইবে। তদ্ব্যতীত আনন্দময়ীর পূজা হইবে না, পূজার নামে আর কিছু হইয়া যাইবে।

মুক্তি, ভক্তি ও মায়া

শ্রীকপিলদেব মাতা দেবহূতিকে বলিয়াছেন (ভাঃ ৩।২৫।৩২-৩৩) -

দেবানাং গুণলিঙ্গানামানুশ্রবিককর্ম্মণাম্।
সত্ত্ব এবৈকমনসো বৃত্তিঃ স্বাভাবিকী তু যা॥
অনিমিত্তা ভাগবতী ভক্তিঃ সিদ্ধের্গরীয়সী।
জরয়ত্যাশু যা কোশং নিগীর্ণমনলো যথা॥

ইন্দ্রিয় ও ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাতৃ দেবতাগণের শ্রীগুরুপাদিষ্ট বেদবিহিত কর্ম্মানুষ্ঠানক্রমে শুদ্ধসত্ত্বমূর্ত্তি শ্রীভগবান্ হরিতে যে অহৈতুকী বৃত্তি তাহাই ভাগবতী ভক্তি। অধিকন্তু চিত্তশুদ্ধসত্ত্ব পুরুষের পক্ষে ঐ ভক্তি মুক্তি হইতেও গরীয়সী। পুরুষের স্বপ্রাপ্ত বা অপ্রাপ্ত জঠরাগ্নি যেরূপ অজ্ঞাতসারেই ভুক্ত অন্নকে জীর্ণ করিয়া ফেলে, তদ্রূপ ভক্তিও অবিদ্যা জনিত বাসনাময় লিঙ্গ-শরীরকে ক্ষয় করিয়া ফেলে।

যেমন, সন্তান তেজোময় চক্ষুষ্মান্ ব্যক্তি অমলতেজোবিশিষ্ট এবং বিশেষভাবে মুখ নাসিকা-চক্ষু কর্ণ প্রভৃতি অঙ্গসৌষ্ঠবভূষিত সৌন্দর্য্যমূর্ত্তি সাক্ষাৎভাবেই দর্শন করে, তদ্রূপ অহৈতুকী-ভক্তিবলেই অনন্তচিদ্বিলাসময় শ্রীভগবানের অপরোক্ষানুভব হয়। এই ভক্তি দ্বিবিধা নির্গুণা ও গুণময়ী। তন্মধ্যে পূর্ব্বোক্ত নির্গুণা-ভক্তির সিদ্ধ দশায় 'প্রেম-ভক্তি' সংজ্ঞা; এই প্রেমভক্তি দ্বারাই শ্রীভগবানের বশীকরণ হয় ও সচ্চিদানন্দময় ভগবানের রূপ-গুণ-লীলামাধুর্য্যের অনুভব। দ্বিতীয়োক্তা গুণময়ী সাত্ত্বিকী ভক্তি সত্ত্বগুণ-বিমুক্ত হইলে তদ্দ্বারা নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম সুখানুভব-মাত্র লাভ। তজ্জন্য ব্রহ্মসুখানুভব-দশার পূর্ব্ব পূর্ব্ব দশায়ই জীবগণের উপর মায়ার অধিকার অর্থাৎ মুক্তির পূর্ব্বেই বদ্ধাবস্থা সিদ্ধ।

"যে-কারণে সত্যের ন্যায় অসত্যেরও প্রতীতি হয় তাহাকে আমার (ভগবানের) আভাসরূপা ও তমোরূপা মায়া বলিয়া জানিবে" —এই প্রকার উক্তি না থাকায় 'চতুঃশ্লোকী' ভাগবতে 'ঋতে অর্থং'-শ্লোকে ইহা ছাড়া অন্য অর্থেরও অভিপ্রায় দেখা যায়, কেন না, 'ঋতে' ও 'অর্থ'-শব্দ 'পরিবৃত্তি'সহ নহে বলিয়া প্রদত্ত হইয়াছে। নানাবিধ ব্রহ্মাণ্ডভবগীন জনের মধ্যেও যে-শক্তি স্পষ্টভাবে স্বীয় অধিকার স্থাপন করেন, ভগবানের যে স্বরূপভূতা-শক্তি ভগবদিচ্ছাক্রমে ভগবানের স্বরূপ, রূপ-গুণ-লীলার প্রকাশ ও আবরণের একমাত্র অধিকারিণী সেই যোগমায়ারও লক্ষণ 'ঋতে অর্থং' শ্লোকে বিস্তৃতভাবে বলিতেছেন।

'ঋ'-ধাতুর গত্যর্থহেতু জ্ঞানার্থেও ব্যবহার হয়। আক্ষেপহেতু গত্যর্থক 'ঋ' ধাতু 'শতৃ'-প্রত্যয়ান্ত হইয়া 'ঋৎ' পদ নিষ্পন্ন। সেই অর্থে আত্মা অর্থাৎ পরমাত্মরূপী শ্রীভগবান 'ঋতে অর্থাৎ পরিজ্ঞাত হইলে বা সাক্ষাৎ অনুভূত হইলে 'যৎ' অর্থাৎ যে শক্তিবশতঃ অর্থই প্রয়োজন বা প্রাপ্য বস্তু তাহা অপ্রাকৃত ও প্রাকৃত বলিয়া প্রতীত হয়। অর্থাৎ যে-শক্তি কর্তৃক প্রকাশিত হইয়া প্রয়োজন-সমবেত বস্তুকে পরমাত্মার সাক্ষাৎকারকারী ব্যক্তি সাক্ষাৎ অনুভব করেন এবং যে-শক্তির নিকট আবার ঐ প্রয়োজন-বস্তুর প্রতীতি নাই অর্থাৎ যে-শক্তি দ্বারা আবৃত হওয়ার সেই সময় বা অন্য সময় প্রয়োজন-বস্তুর প্রতীতি হয় না, তাহা মায়া। এই স্থলে বিবেচ্য এই যে, মহামায়া-দ্বারা যে আবরণ, তাহা প্রয়োজন বিনাই ঘটে, আর যোগমায়াদ্বারা যে আবরণ তাহা প্রয়োজনকে উদ্দেশ্য করিয়াই ঘটে। আভাস অর্থাৎ দীপাদিদ্বারা প্রকাশিত ঘট-পটাদির যেরূপ প্রতীতি হয় তমসাবৃত হইলে উহাদের তাদৃশ প্রতীতি হয় না। তদ্রূপ সেই মায়াও ভগবানের ইচ্ছাবশে আভাসতমোদ্বয়বিশিষ্ট যোগমায়া। দৃষ্টান্ত ঐশ্বর্য্য দর্শনেও প্রেম-সঙ্কোচ না জানাইবার জন্য শ্রীমতী যশোদা মায়ামোহিতা হইয়াই ভগবৎকুক্ষিতে মায়া-প্রকটিত বিশ্ব এবং অপ্রাকৃত গোকুল, যশোদা ও কৃষ্ণাদির স্বরূপ সাক্ষাৎ অনুভব করিয়াছিলেন, আবার অল্পকাল পরে উহার আবরণে অনুভব করিতে পারেন নাই। আবার ঐশ্বর্য্যানুভবক্রমে প্রেমসঙ্কোচ-ভাব জানাইবার জন্য অর্জ্জুন মায়াপ্রকটিত বিশ্বরূপে ও পরমাত্মস্বরূপ সাক্ষাৎ অনুভব করিয়াছিলেন, কিন্তু মায়ার

সকল জন্মে পিতামাতা সবে পায়। গুরুকৃষ্ণ নাহি মিলে ভজহ হিয়ায়॥

আবরণহেতু শ্রীকৃষ্ণস্বরূপকে ঠিক সেই স্থানে বর্ত্তমান দেখিয়াও অনুভব করিতে পারেন নাই। আবার অন্য সময়ে মায়াচ্ছাদিত বিশ্বরূপকে অনুভব করিতে না পারিয়া কেবলমাত্র দ্বিভুজ-শ্রীকৃষ্ণকেই অনুভব করিয়াছিলেন। এস্থলে এককালেই এক-স্বরূপের প্রকাশ-কার্য্য অন্য স্বরূপের যে আবরণ, তাহাই পূর্ব্ব হইতে পরের বিশেষত্ব। যেমন, শ্রীভগবানের মধুর মহিমা-দর্শনের দ্বারা ব্রহ্মার ঈশ্বরাভিমান দূর করিবার নিমিত্ত মায়া-মোহিত পরমেষ্ঠী ব্রহ্মাকে মায়ার আবরণ ও প্রকাশ, এই উভয়-কার্য্য দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের লীলা-পরিকর বৎস-বালকদিগের অদর্শন, কৃষ্ণ-স্বরূপভূত বৎস বালকদিগের দর্শন, তাহাদের অদর্শন এবং অবশেষে শ্রীকৃষ্ণ স্বরূপের দর্শন লাভ করাইয়াছিলেন। এস্থানে বিশেষত্ব এই যে, এক ব্রহ্মার মধ্যেই বিবিধ-স্বরূপাবরণ ও প্রকাশ-কার্য্যের পুনঃ পুনঃ অনুষ্ঠান। আবার একদিকে যেমন ভগবচ্ছরীর স্বরূপতঃ পরিচ্ছিন্ন, অপরিচ্ছিন্ন ও অবিতর্ক্য—ইহা জানাইবার জন্য, তদ্রূপ অপরদিকে শুদ্ধস্য ভজনানুশীলন ও তজ্জনিত ভগবৎ কৃপা—এই উভয়ের দ্বারা যে ভগবান্ বশীভূত হন, তাহা জানাইবার জন্য কৃষ্ণের দামবন্ধন লীলায় যোগমায়ার দুইটী কার্য্য কৃষ্ণের বিভুতার আবরণ ও প্রকাশ কার্য্য-দ্বারা কটিবেষ্টনী কিঙ্কিণী হইতে দুই অঙ্গুলি পরিমিত রজ্জু কম হওয়ায় তদ্দ্বারা যে বেষ্টন হইতেছে না, তাহাতে যুগপৎ যশোদা ও কৃষ্ণের অভীপ্সিত বন্ধন-অবন্ধন-লীলা সূচিত হইতেছে তাহা দেখাইতে গিয়াও বস্তুতঃ কৃষ্ণের বন্ধন-বশীভূত না হইবার অভিপ্রায় সাধন করিতে গিয়া মায়া-মোহিতা যশোদা অনেককাল বিস্ময়রস অনুভব করিয়াছিলেন, পরে কৃষ্ণসম্মতিক্রমে তাঁহারও অভিপ্রায় সাধন করিবার জন্য যে শক্তির দ্বারা বিভুতা আচ্ছাদিত হইয়াছিল বলিয়া যশোদা কৃষ্ণকে বন্ধন করিতে পারিয়াছিলেন বুঝা যায়। এককালেই একই বস্তুর যে বিভুত্বের আবরণ ও প্রকাশ-কার্য্য—ইহাতে পূর্ব্ব-পূর্ব্বাপেক্ষা বৈশিষ্ট্য; আবার সেই মায়াশক্তির আবরণ ও প্রকাশ-কার্য্যদ্বারা নিজের প্রতি নিমন্ত্রণাদি সিদ্ধির জন্য শ্রুতদেব-বহুলাশ্ব-রুক্মিণী ও সত্যভামাদির গৃহে বহুরূপে অধিষ্ঠিত কৃষ্ণের সেই সব স্বরূপে সেই সব স্থলে লীলা সিদ্ধি ব্যাখ্যা করা যাইবে। এস্থলে বিশেষত্ব এই যে, শ্রুতদেব-বহুলাশ্বাদি বিভিন্ন ব্যক্তিকে অপেক্ষা করিয়াই মায়ার আবরণ ও প্রকাশ কার্য্য যুগপৎভাবে পূর্ব্বোল্লিখিত যশোদাতেই দেখা যায়। তিনি যোগমায়া—মায়া নহেন, কেন না, এই মায়া-মোহিত হইয়াও পুরুষগণের কেবলমাত্র পরমাত্মারই সাক্ষাৎকার দর্শনলাভ ঘটে। ভক্তিমিশ্র জ্ঞান পণ্ডিতগণের অবিদ্যা ও বিদ্যার নিবৃত্তি হইলে পর ভগবদবতারকালে প্রীতির সহিত তদ্দর্শনকারিগণ তাঁহার কৃপার পাত্র হওয়ায় কেবলমাত্র, তাঁহার প্রতি প্রীতিরহিত ব্যক্তিগণেরই সেই পরমাত্ম-সাক্ষাৎকার ঘটে, অন্য সময়ে কিন্তু সেই সাক্ষাৎকারকে ভাগবত-মতে প্রেমময় ভক্তগণের রাম-কৃষ্ণাদির সহিত সাক্ষাৎকার বুঝাইয়া থাকে। তাঁহাদের প্রতি যোগমায়ারই অধিকার, মায়ার নাই।

মহাপ্রভুর ব্রজলীলা

আজ শ্রীধাম-বাসী বৈষ্ণবগণের আনন্দের সীমা নাই। স্বয়ং শ্রীমন্মহাপ্রভু অভিনয়ার্থ পার্ষদগণসহ শ্রীচন্দ্রশেখর আচার্য্যের গৃহে উপস্থিত হইয়াছেন। সংবাদ পাইয়া বৈষ্ণব-পরিবারবর্গ জগন্মাতা শচীদেবীর সহিত অভিনয়-দর্শনার্থ তথায় উপস্থিত হইয়াছেন।

ভক্তগণ মহাপ্রভুর শ্রীমুখ হইতে নিজ নিজ বেশ-ধারণের আদেশ-বাণী-শ্রবণে আনন্দে বিহ্বল হইয়া পড়িলেন। শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য মহা-বিদূষকের ন্যায় সর্ব্ব-ভাবে নৃত্য, মুকুন্দ কৃষ্ণকীর্ত্তনারম্ভ এবং হরিদাস কোটাল-বেশে হস্তে দণ্ড লইয়া প্রভুর লক্ষ্মীবেশে নৃত্য-দর্শনে সকলকে সাবধান করিতে লাগিলেন। শ্রীবাস নারদ-সাজে সজ্জিত হইয়া নিজ পরিচয় প্রদানস্থলে বলিতে লাগিলেন,—কৃষ্ণদর্শনোদ্দেশ্যে বৈকুণ্ঠে গিয়া দেখিলেন যে, তথাকার গৃহদ্বার জনশূন্য রহিয়াছে। অনন্তর কৃষ্ণের নদীয়া-আগমন-বার্ত্তা-শ্রবণে তিনি তথা হইতে প্রত্যাবর্ত্তন পূর্ব্বক নবদ্বীপে স্বীয় প্রভুর লক্ষ্মীবেশে নৃত্য-লীলা-অভিনয় মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছেন।

———

সমস্ত বৈষ্ণব-গৃহিণী-সহ শচীমাতা কৃষ্ণ প্রেমানন্দে বিভোর হইয়া শ্রীবাসের এই অপূর্ব্ব লীলাভিনয় দর্শন করিতেছিলেন। শচীমাতা শ্রীবাসের মূর্ত্তি দর্শনে আনন্দে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলে পতিব্রতা নারীগণ তদীয় কর্ণে কৃষ্ণনাম শ্রবণ করাইয়া মূর্চ্ছা ভঙ্গ করিলেন। এইরূপে গৃহের অন্তর-বাহিরে সর্ব্বত্রই সকলে প্রেমানন্দে বিভোর হইয়া আত্মহারা হইলেন। এদিকে গৃহান্তরে প্রভু বিশ্বম্ভর রুক্মিণীর বেশ ধারণ পূর্ব্বক তদ্ভাবে বিভাবিত হইয়া নিজকে 'বিদর্ভসুতা'-জ্ঞানে কৃষ্ণসমীপে রুক্মিণীর পত্র-বিষয়ে শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত শ্লোক পাঠ করিতে করিতে অশ্রুপূর্ণ-লোচনে ভূমিতে অঙ্গুলিদ্বারা পত্রাঙ্কন করিতে থাকিলেন। বৈষ্ণবগণ তাহা শ্রবণ করিয়া প্রেমে ক্রন্দন ও হরিধ্বনি করিতে লাগিলেন। প্রথম-প্রহরে এইরূপ অভিনয় হইলে দ্বিতীয়-প্রহরে গদাধর ব্রহ্মানন্দ-সহ ব্রজবনিতার সাজ গ্রহণপূর্ব্বক তত্তদ্ভাবে বিহ্বল হইয়া প্রেমবিহ্বল-চিত্তে রসাবেশে নৃত্য করিতে লাগিলেন। ইত্যবসরে মহাপ্রভু আদ্যশক্তি ও নিত্যানন্দ বড়াই বুড়ীর বেশ ধারণ পূর্ব্বক রঙ্গস্থলে উপস্থিত হইলেন। প্রভুকে কেহ কমলা, কেহ বা লক্ষ্মী, কেহ সীতা, কেহ বা মহামায়া নিজ নিজ ভাব-অনুরূপ দর্শন করিতে লাগিলেন। যাঁহারা আজন্ম ধরিয়া প্রভুকে দর্শন করিয়াছেন, তাঁহারাও প্রভুকে দেখিয়া চিনিতে পারিলেন না। অন্যের কথা দূরে থাকুক, শচীমাতারও প্রভুকে চিনিবার সামর্থ্য ছিল না। তখন প্রভুর কৃপায় সকলের অন্তরে জননীভাব উদিত হওয়ায় সকলেই প্রেমানন্দে বিহ্বল হইয়া পড়িলেন।

মহাপ্রভু কোন্ প্রকৃতির ভাবে নৃত্য করিতেছেন, তাহা কেহ বুঝিতে পারেন নাই, তবে তাঁহার ভাবাবেশে বিবিধ উক্তি শ্রবণে কখনও রুক্মিণী, কখনও মহাচণ্ডী, কখনও বা শ্রীরাধা মনে করিতে লাগিলেন। এতদ্দ্বারা তিনি তাঁহার সকল শক্তির যথাযোগ্য স্বরূপ ও সম্মানের বিষয় সকলকে শিক্ষা দিলেন। প্রভুর আদ্যা-শক্তি-বেশে নৃত্যকালে নিত্যানন্দ মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া গেলেন এবং ভক্তগণ প্রেমাবেশে উচ্চরোদন করিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পরে বিশ্বম্ভর গোপীনাথ-বিগ্রহকে কোলে করিয়া মহালক্ষ্মী-ভাবে খট্টায় আরোহণ করিলে ভক্তগণ তাঁহার স্তব-কীর্ত্তনমুখে তদীয় শুভদৃষ্টি প্রার্থনা করিতে লাগিলেন, হঠাৎ রাত্রি প্রভাত হওয়ায় বৈষ্ণববৃন্দ ও পতিব্রতাগণ সকলকেই বিষাদে ধৈর্য্য ধারণ করিতে পারিলেন না। প্রভু বৈষ্ণবগণের ক্রন্দন দর্শনে জগজ্জননী-ভাবে সকলকে স্তন-পান করাইতে থাকিলে তাঁহাদের সব দুঃখ দূরীভূত হইল এবং সকলে প্রেমরসে মত্ত হইলেন

প্রভুর অচিন্ত্য-শক্তি-বলে সপ্তদিবস পর্য্যন্ত চন্দ্রশেখর আচার্য্যের গৃহে অদ্ভুত তেজ বিদ্যমান ছিল। লোকে তৎপ্রভাবে চক্ষু উন্মীলন করিতে পারিত না। লোকে তৎকারণ জিজ্ঞাসা করিলে বৈষ্ণবগণ মনে মনে হাস্য করিতেন, কিছুই প্রকাশ করিতেন না।

আমি ও আমার প্রভু

(২)

আমার প্রভু আমাকে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের লক্ষণ-সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহা গতকল্য বর্ণন করিয়াছি। তিনি বৈশ্য ও শূদ্রের লক্ষণ এবং বর্ণ-সম্বন্ধে আর যাহা যাহা উপদেশ করিয়াছেন তাহা নিম্নে বর্ণিত হইতেছে।

বৈশ্যলক্ষণ যথা :—

"দেব-গুর্ব্বচ্যুত-ভক্তিস্ত্রিবর্গ-পরিপোষণম্।
আস্তিক্যমুদ্যমো নিত্যং নৈপুণ্যং বৈশ্য-লক্ষণঃ॥"

অর্থাৎ দেবতা, গুরু ও ভগবানে ভক্তি, ত্রিবর্গ-পোষণ, আস্তিক্য, উদ্যম ও শিল্প-নৈপুণ্য—এই সাতটি গুণ-সমন্বিত জনকে বৈশ্য বলিয়া জানিবে।

এবং শূদ্র-লক্ষণ যথা :—

শূদ্রস্য সন্নতি শৌচং সেবা স্বামিন্যমায়য়া।
অমন্ত্রযজ্ঞোহস্তেয়ং সত্যং গোবিপ্ররক্ষণম্॥

অর্থাৎ সাধুদিগকে প্রণতি, শুদ্ধাচার, প্রভুর নিষ্কপট সেবা, মন্ত্রহীনতা যজ্ঞহীনতা অচৌর্য্য, সত্য এবং গো-বিপ্রের রক্ষা' এই আটটি গুণোপেত নরগণকে শূদ্র বলিয়া জানিবে।

যদি কোন লোক উপরিউক্ত কোন বর্ণের গুণযুক্ত না হয়, তবে তাহাকে ম্লেচ্ছ বা অন্ত্যজ বলিয়া জানিতে হইবে।

অতঃপর এই সকল কথিত লক্ষণ-দ্বারাই বর্ণ নিরূপণ অবশ্য কর্ত্তব্য এবং অন্য উপায়ে অর্থাৎ শৌক্রপদ্ধতিক্রমে বর্ণ-নিরূপণ নিতান্ত অন্যায় এই ধারণা দৃঢ় করিবার উদ্দেশে শ্রীনারদ বলিলেন,—

"যস্য যল্লক্ষণং প্রোক্তং পুংসো
বর্ণাভিব্যঞ্জকম্।
যদন্যত্রাপি দৃশ্যেত তত্তেনৈব বিনির্দ্দিশেৎ॥"

অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র প্রভৃতি বর্ণ-নির্ণায়ক যে সমস্ত লক্ষণ বলিলাম সেই সমস্ত লক্ষণযুক্ত মানব যে কোন গৃহে জন্মগ্রহণ করুক না কেন, লক্ষণ অনুসারে তাহার বর্ণ-নিরূপণ করিবে। অর্থাৎ ব্রাহ্মণ-গৃহে যদি ক্ষত্রিয়, বৈশ্য বা শূদ্রস্বভাব-সম্পন্ন লোক জন্মগ্রহণ করে তবে তাহার লক্ষণ-অনুযায়ী বর্ণ-নিরূপণ কর্ত্তব্য, এবং শূদ্রের গৃহে যদি অন্য ত্রিবর্ণের লক্ষণোপেত লোকের জন্ম হইয়া থাকে, তবে তাহারও বর্ণ-নিরূপণ তাহার লক্ষণ অনুসারেই করিতে হইবে। এইরূপ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের ঘরে জাত নরগণেরও বর্ণ-নিরূপণ কর্ত্তব্য। 'বিনির্দ্দিশেৎ' শব্দটি বিধিলিঙের প্রয়োগ। সুতরাং ঐ সকল লক্ষণানুসারে বর্ণ-নিরূপণ না করিলে অর্থাৎ ঐ সকল বিধি-লঙ্ঘন করিলে বর্ণ-নিরূপণকারী আচার্য্যের প্রত্যবায় হইবে এবং তজ্জন্য আচার্য্য প্রায়শ্চিত্তাহ হইবেন।

শুদ্ধভক্তি গ্রন্থমালা

বাঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। ভাষ্যসহ বিরাট্ শ্রীচৈতন্যভাগবত ৫৲
২। শ্রীমদ্ভাগবতম্—সমগ্র ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২৮৲
একাদশ স্কন্ধ হইতে শেষপর্য্যন্ত ।৶০
৩। ভাষ্যদ্বয়সহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (৪র্থ সংস্করণ)
৪। ভক্তিবিবেককুসুমাঞ্জলি (বাঁধা) ১৲
৫। গৌড়ীয় গৌরব ।৶০
৬। গৌড়ীয়-সাহিত্য ।৶০
৭। ভজনরহস্য ॥০
শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম ও
শ্রীনবদ্বীপশতকম (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৯। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ)
ঐ (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
১০। গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি টীকাসহ)
ঐ (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
১১। গীতার কেবল মাধ্ব-ভাষ্য ॥০
১২। যুক্তিমল্লিকা গুণসৌরভঃ সানুবাদ (মাপ্ন) ২৲
১৩। বেদান্ততত্ত্বসার সানুবাদ (রামানুজীয়) ॥০
১৪। জৈবধর্ম্ম ২৲
১৫। শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৬। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১৭। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ॥৶০
ঐ (বাঁধা) ৸০
১৮। দ্বীপ-দিগ দর্শন ৶০
১৯। সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ) ।৶০
২০। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ॥০
ঐ (আবাঁধা) ।৶০
২১। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
২২। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৶০
২৩। গীতমালা ৴১০
২৪। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶০
২৫। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶০
২৬। নবদ্বীপ পঞ্জিকা (৪৪৭ গৌরাব্দ) ৶০
২৭। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
২৮। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা-দর্পণ ।০
২৯। শরণাগতি ৴০
৩০। গীতাবলী ৴০
৩১। চিত্রে নবদ্বীপ ১॥০
৩২। সাধনকণ ৴০
৩৩। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৴০
৩৪। নবদ্বীপশতক ৴০
৩৫। অর্থপঞ্চক ৴০
৩৬। সদাচারস্মৃতিঃ ৴০
৩৭। কল্যাণকল্পতরু (৫ম সংস্করণ) ৴১০
৩৮। অর্চ্চনকণ ৴১০
৩৯। সাধককণ্ঠমালা (বাঁধা) ।০
ঐ (আবাঁধা) ।৴০
৪০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (প্রথম চারিখণ্ড) ৩
৪১। ব্রহ্মসংহিতা ॥০
৪২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৪৩। মণিমঞ্জরী সানুবাদ ।০
৪৪। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৪৫। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ।০
৪৬। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৪৭। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
৪৮। গৌড়ীয়মঠ কি করেন? ৴০
৪৯। ঈশোপনিষৎ (বলদেব ও মাধ্ব-ভাষ্য এবং বিবৃতি ও অনুবাদসহ) ।০
৫০। শ্রীভুবনেশ্বর ৶০
৫১। সিদ্ধান্তদর্পণ ৶০
৫২। সাপ্তাবাণী ৴০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৫৩। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী-দিগ্বিজয়ঃ ॥০
৫৪। সটীক-শিক্ষাদশমূলম্ ।০
৫৫। তত্ত্ব-সূত্রম্ ।০
৫৬। সানুবাদ-শিক্ষাষ্টকম ৶০
৫৭। গৌড়ীয়মঠস্য পরিচয়ঃ ৴০
৫৮। সারাংশবর্ণনম্ ৶০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৫৯। রায় রামানন্দ ॥০
৬০। নামভজন ।০
৬১। রিলেটীভ্ ওয়ার্ল্ড্স্ ।৶০
৬২। লাইফ্ য়্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।০
৬৩। বৈষ্ণবীজম্ ।০
৬৪। হোয়াট্ গৌড়ীয়মঠ ইজ্ ডুইং ৴০
৬৫। দি ভাগবত ।০
৬৬। ইরোটিক প্রিন্সিপ্ল য়্যাণ্ড আনেলয়েড্ ডিভোসন ।০
৬৭। ব্রহ্ম-সংহিতা ২৸০
৬৮। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (ভলুম ওয়ান) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৬৯। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ॥০
৭০। সাধন পথ ।০
৭১। কল্যাণ-কল্পতরু ৴১০
৭২। গীতাবলী ৴০
৭৩। শরণাগতি ৴০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৭৪। শরণাগতি

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

নদীয়া-প্রকাশপ্রাপ্তির স্থান

১। শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া
২। শ্রীযোগপীঠ ঐ
৩। শ্রীবাস অঙ্গন ঐ
৪। অদ্বৈত-ভবন ঐ
৫। কাজীর সমাধি পাট ঐ
৬। স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ, নদীয়া।
৭। শ্রীভাগবত আসন কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
৮। শ্রীএকায়ন মঠ গোবিন্দপুর, হাঁসখালী।
৯। দ্বাদশগোপাল পাট—পোঃ চাকদহ,
১০। শ্রীগৌর গদাধরমঠ—চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড়, বর্দ্ধমান
১১। শ্রীমোদদ্রুমচ্ছত্র মাউগাছি, বর্দ্ধমান
১২। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম, আমলাযোড়া, পোঃ রাজবাধ বর্দ্ধমান
১৩। শ্রীগৌড়ীয়মঠ বাগবাজার, কলিকাতা
১৪। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাজু, হাওড়া,
৫। শ্রীমাধব-গৌড়ীয়মঠ, ৯০নং নবাবপুর রোড্, ঢাকা
১৬। শ্রীগোপালজী মঠ কমলাপুর, ঢাকা।
১৭। শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ পোঃ বালিয়াটি
১৮। শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয়মঠ ময়মনসিংহ।
১৯। শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ চিরুলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর
২০। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম গোয়ালপাড়া, আসাম।
২১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ রায়পেট্টা, মাদ্রাজ।
২২। শ্রীরামানন্দগৌড়ীয় মঠ কব্বুর, জিঃ পশ্চিম গোদাবরী
২৩। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ উড়িয়াবাজার, পোঃ বক্সীবাজার, কটক।
২৪। শ্রীত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয় মঠ ভুবনেশ্বর।
২৫। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ স্বর্গদ্বার, পুরী।
২৬। শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ আলালনাথ পোঃ ব্রহ্মগিরি, পুরী।
২৭। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ ডুমুরকুণ্ডা, পোঃ চিরকুণ্ডা, মানভূম।
২৮। শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ—কাশী।
২৯। শ্রীরূপগৌড়ীয় মঠ—এলাহাবাদ।
৩০। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ পুরাণবাজার, সরকার ঠাকুরের কুঞ্জ, বৃন্দাবন
৩১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, নিউদিল্লী
৩২। শ্রীপরমহংসমঠ—নৈমিষারণ্য,
৩৩। শ্রীসারস্বত গৌড়ীয় মঠ—হরিদ্বার।
৩৪। শ্রীব্যাসগৌড়ীয়মঠ—কুরুক্ষেত্র, পঞ্জাব
৩৫। শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাবুলনাথ রোড, পোঃ গ্র্যাণ্ট রোড, বোম্বে।
৩৬। লণ্ডন গৌড়ীয়মঠ, ৩৯নং ড্রেটন গার্ডেন্স, কেন্সিংটন্ লণ্ডন, (এস্, ডব্লিউ—১০)।
৩৭। অমরাবতী গৌড়ীয়মঠ—মেদিনীপুর

শুদ্ধভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী মাসিক। শ্রীধাম-মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১॥০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দি ভাষায় একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি হৃদয় বন মহারাজ সম্পাদিত ও নৈমিষারণ্য শ্রীপরমহংস মঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ১॥০ দেড় টাকা মাত্র।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥০ দেড় টাকা মাত্র।

৫। কীর্ত্তন—মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ নিত্যানন্দ সেবাতীর্থ বি-এজি, বি-টি, সম্পাদিত। আসাম গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম হইতে প্রকাশিত আসামী ভাষায় মাসিক। ভিক্ষা সডাক ১॥০ দেড় টাকা মাত্র।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

আদিকবি শ্রীল বৃন্দাবন দাস প্রণীত সমগ্র গ্রন্থ

গ্রন্থের মূল বোল্ড অক্ষরে এবং তন্নিম্নে বিশ্ববিশ্রুত গৌড়ীয়মঠের প্রতিষ্ঠাতা ও আচার্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ **শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের** রচিত বিস্তৃত ভাষ্য উত্তম কাগজে সোষ্ঠবের সহিত মুদ্রিত হইয়াছেন। ডবল ক্রাউন আটপেজি আকারে ১০৯৬ পৃষ্ঠায় কেবল মূল ও ভাষ্য সম্পূর্ণ হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত শ্লোকসূচী, পদ্যসূচী, স্থানসূচী, পাত্রসূচী, বিষয়সূচী, শব্দসূচী প্রভৃতি বিস্তৃত সূচীপত্রেও একটী গ্রন্থ হইবে। সভাষ্য শ্রীচৈতন্যভাগবতের এরূপ উৎকৃষ্ট ও অমূল্য বিরাট্ সংস্করণ জগতের কোথায়ও আজ পর্যন্ত প্রকাশিত হন নাই, ইহা নিরপেক্ষ পাঠক-মাত্রকেই একবাক্যে স্বীকার করিতে হইবে। শ্রীগৌড়ীয়মঠের উৎসব-কালে গ্রন্থের ভিক্ষা ১২৲ বারটাকা স্থলে—৫৲ পাঁচটাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীচৈতন্যমঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

কালকাতা বাজার দর

লৌহ হার্ডওয়্যার

২৩শে সেপ্টেম্বর ১৯৩৩

|টার তৈয়ারী— প্রতি হন্দর।

দাতার কাড়ি (জয়েষ্ট বা বীম)

|কা ৫|০—৫।৶০

বে-মার্কা হাল্‌কা ওজন ৪|৵০—৪॥৶০

রগা (টী-আয়রণ) ৬৵০—৬০

রেল আয়রণ (কোনা) ৫৸৵০—৬৸৵০

গ্যালভ্যানাইজড করগেট টীন—

২ গেজ ৬ হইতে ১০ ফুট ১১।৵০

৪ গেজ ,, ,, ১০৸৵০

৬ গেজ ,, ,, ১২

৪ গেজ আর, পি, ডি, মার্কা ১২৸৶০

৪ গেজ গ্যাঃ প্লেন শীট— ১১।৵০

৬ গেজ ,, ,, ১২।০

৮ গেজ ও ৩০ গেজ ঐ— ১৩৲—১৬৲

|গান ঘেরা কাঁটাতার ১০০

|ডিও বাঃ ৮৸০

ল পাটী ৬৲৵—৬।০

বোলট্‌ (গোল) ৬৲৵—৬।০

গরাদে (চৌকা) ৬৵০—৬৲।০

গোল রড ৶০—।৶০ সূতা ৪৸৵—৫॥৵

, টানা রড

|চা ৶০--।৵০ ঐ ৫৵০—৫॥০

, নাভিল চাল ৭৲—৭৸০

. প্লেট—|ঙন সূতা মোটা

থাক ৭৲— ৭।০

, চাদর ৩-১৬ খানা বাণ্ডিল ৯॥৵—১০৲

নীঃ ষ্টীল ৮|০—৯৲

ফি রাউণ্ড ৫৸৵—৬৲৵০

|রের পেরেক ১—৬ ইঞ্চি ৯—৯৸০

প্যাটেণ্ট পেরেক ২—৮ ইঞ্চি ১২|০—১৫॥০

|লাই কড়া ১ হইতে ১০ নং ২॥০ সাট

কাদাল ৪, ৫, ৬, ৭৸৵০ ৮৸৵০ ৯৸৵০ডঃ

|তেন পাউণ্ড ৬৲ পেঃ বিঃ ৬।৵০ ,,

|||ঃ প্লেন বাপতি ৭—১২ ইঞ্চি ১॥/০ ৬॥/০

|রিভিট ,, ৭—১২ ইঞ্চি ২৲--৭৲ ,,

লাহার স্কোয়ার রডের গোল ও

চৌকা ৮॥০— ,,

চালের লোহার সিট ১৫৲ ,,

ভেনেস্তা (কাঠের সিট) ১৮৲ ,,

লাহার স্ক্রুপ ॥—৩ ইঞ্চি /১০--॥৶০ গ্রোস

কব্জা ১৩ নং

||—৪ ইঞ্চি |১০—৸৵১০ পেঃ ডজন

|||ঃ তার ১৬—২২ নং

হন্দর

/০ পীস

৸৵০ ,,

৯৲ হন্দর

গ্যাঃ ওয়াসার চাকি ১১॥০—১৩৲ ,,

গ্যাঃ বোল্ট-নাট ৸—৩ ইঞ্চি

॥৵১০—১৵০ গ্রোস

ঢালাই রেলিং ৩॥০--৭॥০ হন্দর

ঐ রেন ওয়াটার পাইপ

৩ ইঞ্চি ৵১০ ঐ ৪ ইঞ্চি ।১০ ফুট

টিউব ওয়েলের জন্য গ্যাঃ

পাইপ১॥ ইঞ্চি ।৵৫ ফুট

পাম্প ৪নং ১১॥০ ৫নং ১৪৲ ৬নং ১৬৲

৬০--৮০ বাটখারা ৵১৫ সাট ২।০-২॥০ মণ

সন্তোষকুমার মল্লিক এণ্ড সন্স লিঃ

লৌহ ও হাডওয়ার বিক্রেতা।

মীরবহর ঘাট লোহাপটী, বড়বাজার,

টেলি--"লোহার মালিক" কলিকাতা

কেরোসিন

ফ্লোক্রেক প্রত্যেক বাক্স (২ টিন) ৯৲৬

সূর্য্য মার্কা ,, ৬॥০

ভিক্টোরিয়া ,, ৬৲

সোণার দর

পাকা সোণা ৩০৸/

বড়াল ৩০৸

চিনা পাত ৩২।০

রূপার দর

রূপা প্রতি ১০০ ভরি ৫৫৵০

ঐ খুচরা ৫৵০

কোম্পানীর কাগজ

৩॥০ সুদের কাগজ ৮১৶

৩॥০ নূতন ঋণ (১৯৪৭-৫০) ৯১|০

৪৲ ,, ঋণ (১৯৬০-৭০) ৯৩৲

৫৲ ,, বণ্ড (১৯৩৫ ১০৪॥/০

ডিবেঞ্চার

৫৲ সুদের (১৯৫৬-৮৬) কলিকাতা পোর্ট-

ট্রাষ্ট ডিবে :— ১০২॥৵০

ব্যাঙ্ক

ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক (কনট্রি) ২৯৪॥০

সেণ্ট্রাল ঐ ২২৲

কাপড় ও সুতার কল

এলগিন মিল ৪৫৲

পাট কল

হাওড়া ৫০৲

অকল্যাণ্ড ১৯৫৲

বালী ১৬২৲

বরানগর ১৫০৲

ক্লেবক ৩৭০৲

ভয়ট ২৪৩৲

ক্লাইভ ২৮।০

ডালহাউসী ৪০৮॥০

ডেল্টা ৪০৫৲

কৃষ্ণনগর নবদ্বীপঘাট রেলওয়ে সময়

কৃষ্ণনগর হইতে নবদ্বীপঘাট

কৃষ্ণনগর সিটি—	৬-৪৫	১০-৪৪	১৩-২২	১৭-৩৮	২০-১৬
কৃষ্ণনগর রোড—	৬-৫৬	১০-৫৫	১৩-৩৩	১৭-৪৭	২০-২৫
আমঘাটা—	৭-১৫	১১-১৩	১৩ ৫১	১-৩	২০-৪১
মহেশগঞ্জ—	৭-১৪	১১-২১	১৪-০	১৮-৯	২০-৪৭
নবদ্বীপঘাট—	৭-৩৩	১১-৩০	১৪-৯	১৮-১৬	২০-৫৫

বিশেষ দ্রষ্টব্য---নবদ্বীপঘাট ষ্টেশন অপেক্ষা মহেশগঞ্জ ষ্টেশন হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরের দূরত্ব অনেক কম। শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে যাঁহাদিগকে রাণাঘাটে ট্রেণ বদল করিতে হয়, তাঁহারা রাণাঘাটে প্রাতঃ ৫-৫০, ৯ ৪১, ১৬-৪৮,.১৮-৪২ এবং ০-৭২ মিনিটের সময় গাড়ী পাইবেন।

শান্তিপুর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে ৫-৪০, ৯-২৯, ১২-২৫, ১৬-৪ এবং ১৮-৪১ মিনিটের সময় ট্রেণ পাওয়া যায়।

নবদ্বীপঘাট হইতে কৃষ্ণনগর

নবদ্বীপ ঘাট—	৫-৩৫	৯-২৫	১২-১০	১৫-৩৪	১৮-৪৫
মহেশগঞ্জ—	৫-৪৩	৯-৩০	১২-১৯	১৫-৪১	১৮-৫৩
আমঘাটা—	৫-৪৯	৯-৩৯	১২-২৬	১৫-৪৮	১৯-৫
কৃষ্ণনগর রোড—	৬-৫	৯-৫৫	১২-৪৩	১৬-৪	১৯-২৪
কৃষ্ণনগর সিটি—	৬-১৩	১০-৩	১২-৫১	১৬-১২	১৯-৩৫

|প্রিণ্টিং ওয়ার্কস হইতে—ডাঃ কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম ভক্তিশাস্ত্রী এল, এম, এফ কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

ফরাসী ও জার্ম্মাণী

মিঃ পল বাঁকুর এবং মিঃ স্থালাদিয়ে মিঃ নরম্যান ডেভিসের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছেন। সিনর মুসোলিনি রোমে ফরাসী রাজদূতকে অভ্যর্থনা করিয়া লইয়াছেন।

ইতোপূর্ব্বে সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল যে, রাইনল্যাণ্ডে (সন্ধিসর্ত্ত অনুসারে এখানে কোনও সামরিক ঘাটি স্থাপন করা চলিতে পারে না) জার্ম্মাণী সন্ধিসর্ত্ত উল্লঙ্ঘন করিয়া কার্য্য করায় ফরাসী তাহার প্রতিবিধান করিতে চাহে। যদি ফরাসী এই ব্যাপারে ইংলণ্ড বা ইটালীর সাহায্য নাও পায় তথাপি একাই ইহার প্রতিকারে অগ্রসর হইবে। আধা সরকারী ভাবে পূর্ব্বোক্ত সংবাদের প্রতিবাদ করা হইয়াছে।

ঝঞ্ঝাবাত্যা

গত বুধবার প্রায় দশঘণ্টা যাবৎ কলিকাতাতে ঝঞ্ঝাবাত্যা প্রবাহিত হয়। বিকালের দিকে উক্ত বাত্যার গতি আলীপুর মানমন্দিরের ৩২ হইতে ৩৫ মাইল পর্য্যন্ত লক্ষিত হয়।

সংবাদপত্রের প্রতিনিধির নিকট আবহাওয়া বদি ডাক্তার সেন বলেন যে, বুধবার বেলা ২টার সময় সাগর দ্বীপের উপকূলের উপর দিয়া বাত্যা যাইতে আরম্ভ করে। উক্ত বাত্যা মেদিনীপুরের দিকে প্রবাহিত হইতে পারে বলিয়া মনে হয়। এতৎ পক্ষে কলিকাতা পোর্ট কর্ত্তৃপক্ষগণ বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করিয়াছেন।

নোটিশ

মেদিনীপুরের এ টি গো বাগানের মালিক ভূপেন্দ্রনাথ বসু ওরফে কেদার বাবুর প্রতি জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট ১২ ঘণ্টার মধ্যে মেদিনীপুর জেলা ত্যাগ করিবার আদেশ দিয়াছেন।

মামলা

একটি লাইসেন্স বিহীন ছয়ঘরা গুলী-ভরা রিভলভার এবং আরও তিনটী তাজা কার্ত্তুজ রাখিবার অভিযোগে অভিযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ সরখেলের বিরুদ্ধে অস্ত্র আইনের ২৯।ক ও ২০ ধারা অনুসারে গত বুধবার চীফ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট চার্জ্জ গঠন করিয়াছেন।

গ্রেপ্তার

কিছুদিন পূর্ব্বে পটুয়াটোলা লেনস্থিত অমিয় নিবাসে ডিনামাইট প্রাপ্তি সম্পর্কে ঝাড়গ্রামের প্রফুল্ল আচার্য্য ও কাঁথির বিভূতি মুখার্জ্জির সন্ধান চলিতেছিল। তাহাদিগকে কলিকাতায় গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। এই সম্পর্কে ইহাও স্মরণ থাকিতে পারে যে, পুলিশ অমিয় নিবাসে মায়া দেবী নাম্নী জনৈকা বাঙ্গালী স্ত্রীলোকের ঘরে হানা দিয়া কিছু পরিমাণ ডিনামাইট ষ্টিক পায় এবং উক্ত স্ত্রীলোকটীকে গ্রেপ্তার করে। বিচারে তাহার বিস্ফোরক পদার্থ রাখার অভিযোগে দণ্ড হয়।

মুচলেকা

শ্রীযুত বিজেন্দ্রলাল গাঙ্গুলীকে মুন্সীগঞ্জ শ্রীনগর পুলিশ ষ্টেশনের অন্তর্গত কেওটখালি গ্রামে স্বগৃহে অন্তরীণ রাখা হইয়াছিল। কথা ছিল যে, তিনি প্রতি সপ্তাহে একবার করিয়া শ্রীনগর থানায় হাজিরা দিবেন। এই আদেশ অমান্য করার জন্য তাঁহাকে বঙ্গীয় সংশোধিত ফৌজদারী আইনের ৬ (১) ধারা অনুসারে গ্রেপ্তার করা হয়। অভিযোগের উত্তরে তিনি অপরাধ স্বীকার করেন এবং বলেন যে, গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে নৌকা ভাড়ার খরচা দেন নাই। তাই তিনি নিজে খরচা দিয়া নৌকা ভাড়া করিয়া থানায় যাইতে পারেন নাই। অতঃপর তাঁহাকে ফৌজদারী কার্য্যবিধির ৫৬২ ধারা অনুসারে এক মুচলেকা লইয়া মুক্ত দেওয়া হইয়াছে।

গ্রেপ্তার

"সার্চ্চ লাইট" পত্রিকার সহকারী সম্পাদক ও "কাকোরী ষড়যন্ত্র মামলা" প্রণেতা শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রনারায়ণ রায় বন্দী-নিবাসে রাজবন্দী ছিলেন। গত আগষ্ট স্বগ্রাম ধামরাইতে তাঁহাকে অন্তরীণ বিধি লঙ্ঘন করিবার জন্য তাঁহাকে গ্রেপ্তার করিয়া ঢাকা কোর্টে উপস্থিত করা হইয়াছিল। তাঁহাকে পুলিশ হাজতে রাখিবার আদেশ দেওয়া হইয়াছে।

প্রকাশ যে, মণিবাবু তাঁহার পরিবারের মাসিক ভাতার জন্য গবর্ণমেণ্টের নিকট অনেকবার আবেদন করিয়াছিলেন।

তিনি কর্ত্তৃপক্ষকে জানাইয়াছিলেন যে, তাঁহার পরিবারের জন্য মাসিক ভাতা না পাইলে তাঁহাকে বাধ্য হইয়া জীবিকার্জ্জনের জন্য অন্যত্র যাইতে হইবে। ঐ আবেদনের কোনরূপ উত্তর না পাইয়া তিনি গত ১৫ই সেপ্টেম্বর নির্দ্দিষ্ট স্থান ত্যাগ করিয়াছিলেন।

কারাদণ্ড

বর্দ্ধমান মহকুমা হাকিম রায় বাহাদুর এস পি ঘোষ সরকারী টাকা আত্মসাৎ করিবার অভিযোগে বর্দ্ধমান হেড পোষ্ট আফিসের মেল ক্লার্ক নন্দলাল সেনকে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৪০৯ ধারানুসারে দেড় বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড ও ১০০৲ টাকা অর্থদণ্ড অনাদায়ে আরও ছয় মাস সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন।

হত্যাকাণ্ড

চুঁচুড়া পাটল গ্রামে এক সন্দেহজনক হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে হুগলীর চণ্ডীতলার পুলিশ তদন্ত করিতেছে।

প্রকাশ, গুণ মিত্র নামক এক ব্যক্তির বাড়ীতে এক বিধবা বাস করে। প্রতিবেশীরা সকাল হইতে দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত তাহার ঘরের দরজা বন্ধ দেখিয়া বাহির হইতে দ্বার ভাঙ্গিয়া ঘরে প্রবেশ করিয়া দেখে বিধবা রক্তাক্ত অসাড় দেহে ঘরের মেঝের উপর পড়িয়া আছে। সম্ভবতঃ ডাকাতী করার জন্যই বিধবাকে হত্যা করা হইয়াছে।

প্রতিবাদ

বর্ত্তমান বৎসরের গত ১৮ই জুলাই তারিখে হাইকোর্ট ১৭নং জেনারেল সার্কুলার দ্বারা উকিলের মোক্তারগণের অধিকার বিষয়ে যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন তাহার প্রতিবাদকল্পে বিভিন্ন স্থানে মোক্তারগণ সভা করিয়া প্রতিবাদ জ্ঞাপক প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছেন। খুলনা, সিউড়ি, করিমগঞ্জ এবং কুমিল্লায় এইরূপ সভা হইয়া গিয়াছে।

ঐসকল সভায় গৃহীত প্রস্তাবে মোক্তারগণ বলিয়াছেন যে, হাইকোর্টের অযথা দোষারোপে মোক্তারগণ লোকচক্ষে হীন প্রতিপন্ন হইয়াছেন এবং তাঁহারা ইহার জন্য গভীর ক্ষোভ প্রকাশ করেন। হাইকোর্টে উক্ত সার্কুলার দ্বারা মোক্তারগণের প্রতি ঘোরতর অবিচার করিয়াছেন এবং উহাতে অন্যের অপরাধে তাঁহাদের শাস্তির সম্ভাবনা প্রকাশ পাইয়াছে।

নূতন জজ

বিচারপতি এ বি ব্রডওয়ে কোর্ট এবং বিচারপতি এম এন হ্যারিসন, আই সি এস অবসর গ্রহণ করিবার ফলে লাহোর হাইকোর্টে যে দুটী জজের পদ শূন্য হয় সেই পদে বর্ত্তমানে লাহোর হাইকোর্টের অতিরিক্ত জজ বিচারপতি মর্ণার বার এট ল এবং বিচারপতি এফ ডবলিউ স্কেম্প আই সি এসকে লাহোর হাইকোর্টের স্থায়ী জজের পদে নিয়োগ করা হইয়াছে। সম্রাট বাহাদুর উক্ত নিয়োগ অনুমোদন করিয়াছেন।

গ্রেপ্তার

প্রকাশ, গত ১৬ই সেপ্টেম্বর রাত্রি প্রায় দেড়টার সময় নয় দশজন ডাকাত লাঠি প্রভৃতি লইয়া তারকেশ্বর থানার অধীন বৈদ্যপুর গ্রামের এক বাড়ীতে হানা দেয়। পুলিশ পূর্ব্বেই সংবাদ পাইয়াছিল যে, ঐ বাড়ীতে ডাকাতি হইবে সুতরাং তাহারা তথায় লুকাইয়া থাকে। ডাকাত পড়িবামাত্র পুলিশ তাহাদের কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করে। কয়েকজন ডাকাত পলাইবার উদ্দেশ্যে নিকটবর্ত্তী পুকুরে ঝাঁপাইয়া পড়ে। এই পর্য্যন্ত পাঁচজন লোক গ্রেপ্তার হইয়াছে

মুন্সীগঞ্জে নোটিশ

বৈপ্লবিক অনাচার দমন আইন অনুসারে আন্দাজ ৮০ খানি নোটিশ মুন্সীগঞ্জ মহকুমার সদর ও মফঃস্বলের কতিপয় উকীল মোক্তার এবং অন্যান্য ভদ্র লোকের উপর জারী করা হইয়াছে। এই নোটিশের মধ্যে বলা হইয়াছে যে, ১৬ বৎসর হইতে ৩৫ বৎসর বয়স্ক কোন ব্যক্তি যদি কোথা হইতে আসিয়া তাঁহাদের বাড়ীতে ২৪ ঘণ্টার অধিককাল থাকে, কিম্বা তাঁহাদের বাড়ীর কোন লোক (যাহার বয়স ১৬ হইতে ৩৫ বৎসর) যদি অন্যত্র গিয়া ২৪ ঘণ্টার অধিক কাল বাড়ী হইতে অনুপস্থিত থাকে, তাহা হইলে সেই ব্যক্তির নাম, ডাকনাম এবং জ্ঞাতব্য বিষয় নিকটবর্ত্তী পুলিশ ষ্টেশনে জানাইতে হইবে। কেহ যদি এই নোটিশ অমান্য করে, তাহা হইলে তাহার জরিমানাসহ কিম্বা জরিমানা বিনা ছয়মাস পর্য্যন্ত কারাদণ্ড হইতে পারিবে।

মোটর দুর্ঘটনা

আরা হইতে প্রাপ্ত সংবাদে প্রকাশ যে, সাহাবাদের জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ আর, এ, ই, উইলিয়ামস সাসারাম হইতে ফিরিয়া আসিতেছিলেন। এই সময় তাঁহার মোটর গাড়ীখানি সহসা আরা সাসারাম লাইট রেলওয়ের হাসালবাজার ষ্টেশনের নিকটবর্ত্তী কাডার নামক স্থানের নিকটে উল্টাইয়া যায়। ফলে চালক ও চাপরাশী তৎক্ষণাৎ মৃত্যুমুখে পতিত হয় এবং ম্যাজিষ্ট্রেট গুরুতররূপে আহত হন। ম্যাজিষ্ট্রেটকে হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। তিনি ক্রমে ক্রমে আরোগ্যলাভ করিতেছেন বলিয়া প্রকাশ।

গ্রেপ্তার

নদীয়া জেলায় দৌলতপুর থানার হরিণগাছী গ্রাম নিবাসী বাদল শেখ নামে এক ব্যক্তিকে হত্যার অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। প্রকাশ সাধু জোদ্দার নামক ঐ গ্রামের একব্যক্তির ১৯ বৎসর বয়স্ক পুত্র আজরদ্দী জোদ্দারকে হত্যা করিবার অভিযোগে বাদল শেখকে গ্রেপ্তার করা হয়। সাধু জোদ্দারের বিবৃতি হইতে জানা যে, গত ১৩ই সেপ্টেম্বর যখন সে গ্রামান্তর হইতে ফিরিতেছিল, তখন সে তাহার বাড়ীর নিকট গণ্ডগোল শুনিতে পাইয়া সত্বর ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়। সে ঐস্থানে দেখে যে তাহারা ভায়রা বাদল শেখ ও বাদল শেখের স্ত্রী সাধুর পুত্রকে ভীষণভাবে প্রহার করিতেছে এবং তাহার পুত্র নিদারুণ যন্ত্রণায় চীৎকার করিতেছে। সাধুকে দেখিয়াই আসামীরা পলাইয়া যায়।

প্রায় নয় ঘণ্টা পরে সাধুর পুত্র মারা যায়। তদন্তে সে জানিতে পারে যে, আসামীর পুত্রের সহিত তাহার (সাধুর) পুত্র তামাক খাইতে যাইয়া এক কলহের সৃষ্টি হয় এবং ফলে উক্ত ঘটনা ঘটে আজরদ্দীর শবব্যবচ্ছেদের ব্যবস্থা হইয়াছে।

বাণিজ্য চুক্তি

জাপানী প্রতিনিধি দলের সহিত আলোচনায় সরকারী প্রতিনিধিদিগকে পরামর্শ দানের নিমিত্ত ভারত গবর্ণমেণ্ট ফেডারেশন অব ইণ্ডিয়ান চেম্বার্স এণ্ড ইণ্ডাষ্ট্রীকে তাঁহাদের প্রতিনিধি নির্ব্বাচন করিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন, তদনুসারে ফেডারেশন শ্রীযুত নলিনীরঞ্জন সরকার, মিঃ ডি পি খৈতান এবং দিল্লীর লাল শ্রীরামকে তাঁহাদের প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত করিয়াছেন।

তারের ঠিকানা—

ডাকের ঠিকানা—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

নি ক

Reg No C 1544

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩৷০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার স্বতন্ত্র।

নদীয়া প্রকাশ

THE NADIA-PRAKASH

সাহায্যের হার
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸০
মাসিক ১৲
নগদ
প্রতি সংখ্যা ৵৫

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার · নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৮ম খণ্ড | সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বেদান্তবাচস্পতি | [১৭৮শ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর—১৮ই আশ্বিন বুধবার ১৩৪০, ৪ঠা অক্টোবর ১৯৩৩

ভারত সরকারের ও জাপানের বিবৃতি

সিমলার ৩০শে সেপ্টেম্বরের সংবাদে প্রকাশ, ভারত গবর্ণমেণ্টের বাণিজ্য বিভাগের সেক্রেটারী এবং জাপানী প্রতিনিধিদলের সেক্রেটারী জেনারেল নিম্নলিখিত মর্ম্মে এক বিবৃতি প্রচার করিয়াছেন—

৩০শে সেপ্টেম্বর ব্যবস্থা পরিষদের দ্বারে ভারতীয় ও জাপানী প্রতিনিধিদের মধ্যে আলোচনা হয়। স্যার জর্জ্জ রেনি ব্যতীত প্রতিনিধিদলের সকল সদস্যই উপস্থিত ছিলেন স্যার জর্জ্জ সেন সাময়িকভাবে সিমলায় অনুপস্থিত আছেন।

নূতন বাণিজ্য সন্ধির খসড়া কি ভাবে রচিত হইবে, তাহা নির্দ্ধারিত না হওয়া পর্য্যন্ত বর্ত্তমান বাণিজ্য সম্পর্ক রক্ষা করা সম্ভবপর কিনা, তৎসম্বন্ধে প্রথমেই আলোচনা হয়। উভয় পক্ষই এইরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করেন যে, যাহাতে দুই দেশের মধ্যে বাণিজ্য সম্পর্ক লইয়া বিরোধ না হয়. তজ্জন্য সম্ভবপর হইলে বর্ত্তমান সন্ধির স্থলে একটী নূতন সন্ধি হওয়া উচিত কারণ বর্ত্তমান সন্ধি বাতিল নোটিশের কার্য্যকাল ১০ই অক্টোবর উত্তীর্ণ হইবে, কিন্তু ঐ তারিখের পূর্ব্বে প্রতিনিধিদল একটি শেষ সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারিবেন বলিয়া মনে হয় না। ১০ই অক্টোবর হইতে এক মাসের জন্য বর্ত্তমান বাণিজ্য সন্ধির সর্ত্ত সমূহ বলবৎ রাখিবার জন্য এবং আলোচনার গতির লক্ষ্য রাখিয়া প্রয়োজন হইলে আরও সময় বলবৎ রাখা সম্বন্ধে বিবেচনা [illegible] ভারত গবর্ণমেণ্টের পক্ষ একটী প্রস্তাব করা হয়। জাপানী [illegible]নিধিদল এই প্রস্তাবে সম্মতি প্রকাশ করেন। সরকারী ভাবে পত্র বিনিময় দ্বারা এই চুক্তি যথারীতি কার্য্যকরী হইবে।

জাপানী প্রতিনিধিদল অতঃপর তুলাজাত দ্রব্য সম্পর্কে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য প্রস্তাব উপস্থাপিত করেন। এইগুলি ভারতীয় প্রতিনিধিমণ্ডলীর বিবেচনাধীন রহিয়াছে।

বেঙ্গল হোসিয়ারী ম্যানুফ্যাকচারার্স এসোসিয়েশন

বেঙ্গল হোসিয়ারী ম্যানুফ্যাকচারার্স এসোসিয়েশনের প্রেসিডেণ্ট শ্রীযুক্ত মনোমোহন মুখুয্যে ও সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত আই মুখুয্যে ভারত গবর্ণমেণ্টের নিকট বর্ত্তমান বৈঠক শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত জাপ-ভারত বাণিজ্য-সন্ধি বাতিল স্থগিত রাখিবার প্রস্তাবের প্রতিবাদ উত্থাপন করিয়াছেন। তাঁহারা জানান যে, ১১ই অক্টোবর হইতে শিল্প-নিরাপদ আইন কার্য্যকরী করিতে বিলম্ব করা হইলে হোসিয়ারীর ন্যায় ছোটখাট শিল্পসমূহের বিশেষ ক্ষতি হইবে। বস্ত্রশিল্প শতকরা ৭৫ টাকা হারে সংরক্ষণ শুল্কের সুবিধা ভোগ করিতেছে, সুতরাং বস্ত্রশিল্প বিলম্ব সহ্য করিতে পারে, কিন্তু ১০ই অক্টোবরের পরও যদি বর্ত্তমান বাণিজ্য সন্ধির কার্য্যকাল বর্দ্ধিত করা হয়, তাহা হইলে ছোটখাট শিল্পসমূহ ধ্বংস হইয়া যাইবে।

মেদিনীপুরে অতিরিক্ত পুলিশ

সপরিষদ গবর্ণর এই ঘোষণা করিয়াছেন যে, মেদিনীপুর মিউনিসিপ্যালিটির এলাকাভুক্ত স্থানের অবস্থা বিপজ্জনক হইয়া উঠিয়াছে। এই স্থানের অধিবাসীদের আচরণ বিবেচনা করিয়া গবর্ণমেণ্ট স্থির করিয়াছেন যে, মেদিনীপুরের পুলিশের সংখ্যা আরও বর্দ্ধিত করা আবশ্যক। তাই এই এলাকায় স্থানীয় লোকের ব্যয়ে অতিরিক্ত পুলিশ ফৌজ মোতায়েন করিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। তবে কোন বিশেষ আদেশ দ্বারা কোন ব্যক্তি, সম্প্রদায় অথবা দলকে অতিরিক্ত ব্যয় নির্ব্বাহের দায় হইতে রেহাই দেওয়া যাইতে পারে। গবর্ণরের এই ঘোষণা এক বৎসর কাল বলবৎ থাকিবে।

বাগবাজারে বীরাষ্টমী উৎসব

গত বুধবার মহাষ্টমীর দিন বাগবাজার সর্ব্বজনীন দুর্গোৎসব এবং প্রদর্শনী মণ্ডপে বীরাষ্টমী উৎসব সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীযুক্তা সরলাবালা সরকার সভানেত্রীর আসন গ্রহণ করেন। শ্রীযুক্ত হেমন্তকুমার বসু ক্রীড়া প্রদর্শনীর ভার গ্রহণ করেন। উত্তর কলিকাতার বিভিন্ন ব্যায়াম ও ক্রীড়া কৌশল প্রদর্শন করেন। সভায় শ্রীযুক্ত প্রফুল্লকুমার সরকার, ক্ষিতীশচন্দ্র সরকার, ক্ষিতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, প্রফুল্লকুমার মুখুয্যে, ডাঃ সরসীলাল সরকার, অরুণকুমার মিত্র, সুধীর চন্দ্র রায়, শ্রীযুক্তা নন্দিনী সরকার, বীণাপাণি পাল যুথিকা পাল প্রভৃতি উপস্থিত ছিলেন।

সালিখা ব্যায়াম সমিতির অনুষ্ঠান

গত বুধবার ২৭শে সেপ্টেম্বর অধ্যাপক বিনয়কৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের সভাপতিত্বে গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোডস্থিত মিউনিসিপ্যাল ফ্রি প্রাইমারী স্কুল প্রাঙ্গণে সালিখা ব্যায়াম সমিতি তাহাদের তৃতীয় বার্ষিক "বীরাষ্টমী উৎসব" সম্পন্ন করিয়াছেন। সভায় বহু বিশিষ্ট ব্যক্তির সমাবেশ হইয়াছিল। সভায় কুস্তী, লাঠি, ছোরা, বক্সিং, কালো ভ্রাতাদ্বয়ের যুযুৎসু, পূর্ণ মিত্রের তলোয়ার এবং শ্রীমান্ গোপাল চাটুয্যে, দিলীপ সিংহ ও কুমারী লক্ষ্মীরাণী মল্লিকের অগ্নিক্রীড়া বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সভায় গত বৎসরের অনুষ্ঠানের প্রদত্ত ৮ খানি পদক পুরস্কার দেওয়া হয়। সভাপতি মহাশয় তাঁহার স্বভাব-সুলভ সুন্দর বক্তৃতায় উপস্থিত জনমণ্ডলীকে স্বাস্থ্য সম্বন্ধে অবহিত হইতে অনুরোধ করেন। সমিতির সম্পাদক শ্রীঅনুকূল চন্দ্র শেঠ মহাশয় সভাপতি মহাশয়কে তাঁহার অসুস্থতা সত্ত্বেও সভার কার্য্য বিশেষ আগ্রহের সহিত পরিচালনা করায় ধন্যবাদ প্রদান করেন। পরে রাত্রি ৮ ঘটিকায় সভার কার্য্য শেষ হয়।

পোষ্ট্যাল ক্যাস সার্টিফিকেট বিক্রয়

গত আগষ্ট মাসে এবং পূর্ব্বের দুই বৎসরের আগষ্ট মাসে ঐ বৎসরের পোষ্টাল ক্যাস সার্টিফিকেট নিম্নলিখিত পরিমাণ বিক্রয় হইয়াছে :—

আগষ্ট (১৯৩৩)	১১৬৭১০০০৲
ঐ (১৯৩২)	২৪০৭৯০০০৲
ঐ (১৯৩১)	১৫৪৬২০০০৲

এই তালিকায় দেখা যায় যে, গত বৎসরের তুলনায় এই বৎসর আগষ্ট মাসে পোষ্টাল ক্যাস সার্টিফিকেট বিক্রয়ের পরিমাণ অনেক কমিয়া গিয়াছে। সাধারণতঃ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকই এই ক্যাস সার্টিফিকেট ক্রয় করিয়া থাকে। ক্যাস সার্টিফিকেটের বিক্রয়ের পরিমাণ হইতে মনে হয়, মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকের সঞ্চয়ের ক্ষমতা গত বৎসরের তুলনায় এই বৎসর অনেক কমিয়া গিয়াছে।

ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

১৮ই আশ্বিন বুধবার, ১৩৪০

বিজয়ার প্রীতি সম্ভাষণ

সপ্তাহান্তে আজ পাঠকগণের সহিত সম্মিলিত হইয়া সর্ব্বপ্রথমে আমাদের বিজয়ার সম্ভাষণ জ্ঞাপন করিতেছি। বিশ্বের সকলেই স্বরূপে কৃষ্ণদাস সুতরাং সকলেই—এমনকি কীট-পতঙ্গপর্য্যন্ত আমাদের পরম আত্মীয়; সকলকেই আমরা আমাদের প্রীতি-সম্ভাষণ জানাইতেছি।

বিজয়ার প্রীতি-সম্ভাষণ শত্রু-মিত্রে ভেদ জ্ঞান বিস্মৃতির সাগরে নিমজ্জিত করে। বিশ্বে বস্তুতঃ পক্ষে আমাদের কোনও শত্রু নাই। যাঁহারা কড়-ভোগে প্রমত্ত থাকিয়া সর্ব্বভোক্তা শ্রীভগবানের সেবা বিস্মৃত হন ও তাঁহাদের পরম হিতৈষী ভগবদ্ভক্তগণকে শত্রু জ্ঞান করিয়া অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করেন তাঁহারা ঐ দুর্ভাগ্য হইতে উন্মুক্ত হইয়া শুদ্ধ ভাগবতগণের আনুগত্যে শ্রীভগবানের সেবানন্দ লহরীতে ভাসমান হউন, ইহাই আজিকার আনন্দের দিনে আমাদের আন্তরিক বাসনা।

শ্রীশ্রীশারদীয়া পূজা

(রামপ্রসাদী সুর)

(১)

এবার আমায় ছেড়ে দে'মা।
আমি খুব বুঝেছি, খুব ঘুরেছি
আমার দুঃখের নাই কো সীমা॥
(এবার আমায় ছেড়ে দে'মা)

(২)

ভোগের বস্তু জুটিয়ে দিয়ে মা,
কত-কোটি-জন্ম ঘুরালি মা।
ও'মা কভু স্বর্গে, কভু নরকে
(কভু) দারিদ্র্য আর লক্ষ্মী শ্রী মা॥
(এবার আমায় ছেড়ে দে'মা)

(৩)

কভু দিলি মা পশুর জন্ম,
কভু দিলি মা রাজ-গরিমা।
(আবার) কভু করলি মহাশাক্ত,
তার পরেতেই পাঁঠার কিমা॥
(এবার আমায় ছেড়ে দে'মা)

(৪)

কৃষ্ণভুলে যেদিন থেকে,
'ভোগ করিব' এই বাসনা।
তোমার দেশে গেলাম ভেসে
কেবল হ'ল ভোগ যাতনা॥
(এবার আমায় ছেড়ে দে'মা)

(৫)

নিজের স্বরূপ ভুলালি যে মা,
খোলসে হ'ল আত্মবুদ্ধি মা।
(তাই) আসল কথা ভুলে যেয়ে
সার করিলাম ভব-চক্রিমা॥
(এবার আমায় ছেড়ে দে'মা)

(৬)

শিব হ'ব বলে মাগো,
করলাম কত কৃচ্ছ্রসাধনা।
সে আশাতেও ছাই দিলি মা
(তোমার) নফর হওয়াই সার হ'ল মা।
(এবার আমায় ছেড়ে দে'মা)

(৭)

(তখন) নফরী থেকে ছুটির তরে,
কত শুভ-কর্ম্মের প্ররোচনা।
ও'মা 'ধনংদেহি' 'রূপংদেহি'
সে আশাও ত' পুরালি মা॥
(এবার আমায় ছেড়ে দে'মা)

(৮)

তাতেও শান্তি হ'ল না মা,
(এবার) ব্রহ্মে মিশিয়ে যাওয়া যে মা।
কত যাগ-যোগ সব বুঝিয়ে দিলি,
শেষে পুড়ে সারা হ'লাম শ্যামা॥
(এবার আমায় ছেড়ে দে'মা)

(৯)

ব্রহ্মানন্দ সইল না মা,
এবার দেশ ভক্তির ছলনা মা।
দেশ-দেশান্তর ঘুরে ঘুরে,
ঘুচে গেল দেশের প্রেমা॥
(এবার আমায় ছেড়ে দে'মা)

(১০)

যোগভ্রষ্ট হ'য়ে এখন
ঘুরপাক খেলাম কত যে মা।
এবার সাধুগুরুর কৃপায় দুর্গা,
কৃষ্ণদাস মুই বুঝেছি মা॥
(এবার আমায় ছেড়ে দে'মা)

(১১)

এবার ছাগল-বলি নাইকো আমার,
নিজের মাংসই বলি যে মা।
তোমার দেওয়া হাড়মাংস,
দয়া করে ফিরিয়ে নে মা॥
(এবার আমায় ছেড়ে দে'মা)

(১২)

এবার আমার শেষ পূজা মা,
তোমার জিনিষ তোমায় দেওয়া।
এখন দয়া করি, ও শঙ্করী,
আমার স্বরূপ চেতন ফিরিয়ে দে'মা॥
(এবার আমায় ছেড়ে দে'মা)

(১৩)

আদ্যা-শক্তি মহামায়া,
বৈকুণ্ঠেতে যোগমায়া।
এখন ভবের পূজা ঘুচিয়ে দিয়ে,
(তোমার) আসল পূজার
লাগাও আশা॥

শ্রীঅভয়চরণ দে

বেকার-সমস্যায় সরকার

আজ যখন সমগ্র দেশ বেকার-সমস্যার জটিলতায় আতঙ্কিত হইয়াছে, কিরূপে এই সমস্যার সমাধান করা যায়, বহু মনীষী সে বিষয় চিন্তা করিতেছেন এবং বাঙ্গালার যুবকদিগকে কায়িক শ্রমের মর্য্যাদা বুঝাইয়া দিবার জন্য চেষ্টা চলিতেছে, তখন ফরিদপুর জিলায় বাঙ্গালা সরকার এ বিষয়ে কি করিতেছেন এবং তাহাতে কিরূপ ফললাভ হইয়াছে, তাহা জানিতে লোকের কৌতূহল উদ্রিক্ত হইতে পারে।

গত ১৯২৮ খৃষ্টাব্দের মার্চ্চ মাসে পরীক্ষার হিসাবে তিন বৎসরের জন্য ফরিদপুরে যে কাজ আরম্ভ করা হইয়াছিল, তাহার ফল সন্তোষজনক হওয়ায় আজও তাহা পরিচালিত করা হইতেছে। এই কাজের ব্যবস্থানুসারে প্রতি বৎসর ফরিদপুর জিলার অধিবাসী কিছু শিক্ষাপ্রাপ্ত পাঁচজন যুবককে সরকারের কৃষিক্ষেত্রে কৃষিকার্য্যে শিক্ষা প্রদান করা হয় এবং তাহারা এক বৎসর শিক্ষা লাভ করিলে প্রত্যেককে খাসমহলে পনের বিঘা জমী চাষের জন্য দেওয়া হয়। জিলার ম্যাজিষ্ট্রেট কৃষি বিভাগের কর্ম্মচারীর সহিত পরামর্শ করিয়া প্রতি বৎসর পাঁচজন শিক্ষার্থী নির্ব্বাচিত করেন এবং জিলার সরকারী ডাক্তার পরীক্ষা করিয়া যদি বলেন, তাহারা আবশ্যক শ্রম করিতে পারিবে, তবে তাহাদিগকে ভর্ত্তি করিয়া লওয়া হয়। প্রত্যেক যুবককে কৃষিক্ষেত্রের সাধারণ শ্রমিকের মত কাজ করিতে হয় এবং প্রত্যেকে মাসিক ১২৲ টাকা হিসাবে দৈনিক মজুরী পাইয়া থাকে। অন্য মজুরেরই মত তাহাকে দৈনিক সাত ঘণ্টা ক্ষেত্রে কাজ করিতে হয় এবং অসুস্থতা বা অন্য কোন কারণে সে যে দিন অনুপস্থিত থাকে, তবে সে দিনের মজুরী পায় না। মাসিক বৃত্তি হিসাবে টাকা না দিয়া তাহাদিগকে দৈনিক মজুরী দিবার উদ্দেশ্য—তাহারা প্রথম হইতেই বুঝিতে পারে, তাহাদিগকে জীবিকার্জ্জনের জন্য শ্রম করিতে হইবে এবং কাজ না করিলে তাহারা মজুরী পাইবে না। তাহারা যদি পূর্ণ সাত ঘণ্টা কাজ না করে, তবে একদিনের পূরা মজুরীও পায় না। ক্ষেত্রে মজুরীর হিসাবে যে টাকা ব্যয় হয়, তাহা হইতেই তাহাদিগের মজুরী দেওয়া হয়। তাহাদিগকে শিক্ষা দিবার জন্য যে টাকা খরচ হয়, তাহার সটাই ক্ষেত্রের লোকসান হয় না; কারণ, তাহারা কাজ করায় খরচের কতকটা ওয়াশীল হয়। ক্ষেত্রের সাধারণ শ্রমিক-তালিকায় যুবকদিগের নাম লিখিত থাকে এবং তাহাদিগের প্রত্যেক দিনের কাজের হিসাব ওভারশিয়ারের দৈনন্দিন কার্য্যবিবরণে লিখিত হয়। তাহাদিগকে সকল বিষয়ে ক্ষেত্রের সাধারণ মজুরদিগের মতই কাজ করিতে হয় এবং তাহারা নিজহস্তে যে সব কাজ করে, সে সকলের মধ্যে নিম্নলিখিতগুলি উল্লেখযোগ্য—জমীতে লাঙ্গল দেওয়া, মই বা বাঁশই দিয়া জমী পাইট করা, ঘাস প্রভৃতি সাফ করা, জঙ্গল কাটা, ঝুড়িতে সার বহন করা, গোশালা পরিষ্কার করা, কাদায় ধান রোপণ করা, পাট কাটা ও "জাগ" দেওয়া অর্থাৎ জলে ভিজান এবং ঘণ্টার পর ঘণ্টা জলে দাঁড়াইয়া পাট কাঁচা। অন্য নানা উপায়েও তাহাদিগকে স্বাবলম্বী হইতে ও শ্রমের মর্য্যাদা উপলব্ধি করিতে শিক্ষা দেওয়া হয়। তাহাদের অনেককেই ক্ষেত্রের অন্য শ্রমিকদিগের মত "ধাবড়ায়" অর্থাৎ কুলীদিগের বাসগৃহে বাস করিতে হয়। সাধারণতঃ আহার্য্যের খরচ নির্ব্বাহের জন্য তাহাদিগকে ক্ষেত্রে প্রাপ্ত মজুরীর উপর গৃহ হইতে টাকা আনিতে দেওয়া হয় না। তাহারা আপনাদিগের খাদ্য রন্ধন করে, আপনারাই জল আনে, জ্বালানী সংগ্রহ করে, বাসন মাজে এবং প্রায় দুই মাইল দূরবর্ত্তী বাজার হইতে জিনিষ কিনিয়া আপনারাই তাহা বহিয়া আনে। কেহ কেহ বলেন, কৃষিকার্য্যে এক বৎসরের শিক্ষা যথেষ্ট নহে। কিন্তু তাহাদিগের মনে রাখা প্রয়োজন যে, যুবকদিগকে কৃষিকার্য্যে আকৃষ্ট করা, সম্ভ্রম ও আত্মসম্মান সম্বন্ধে ভ্রান্তধারণামুক্ত করা, এবং সর্ব্বোপরি তাহাদিগকে রৌদ্রে ও বৃষ্টিতে কাজ করিয়া কৃষি কার্য্যের উপযুক্ত করাই এই ব্যবস্থার উদ্দেশ্য। শিক্ষাকালে তাহারা জমী তৈয়ারী করা হইতে শস্য সংগ্রহ করা পর্য্যন্ত কৃষির সব কাজ মাঠে শিক্ষা করে এবং সে সময়ের মধ্যে ক্ষেত্রে যত ফসলের চাষ হয়, সে সবই উৎপন্ন করিতে শিখে। ইহা ভিন্ন তাহাদিগকে গোবর প্রভৃতি লইয়া সার প্রস্তুত করিতে গবাদি পশুর খাবার দিতে এবং নানা ফসলের সাধারণ পোকা প্রভৃতি নিবারণের উপায় করিতেও শিখান হয়। যাহাতে তাহারা ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের জমী চিনিতে ও স্থানীয় কৃষিকার্য্যের প্রণালী জানিতে পারে, সেই জন্য তাহাদিগকে মধ্যে মধ্যে ক্ষেত্রের বাহিরে নিকটবর্ত্তী স্থানে লইয়া যাওয়াও হয়। তাহাদিগকে উদ্ভিদ, বীজরক্ষা, নানাবিধ সারের ব্যবহার, ফসলের অনিষ্টকর পোকা প্রভৃতি, গবাদি পশুপালন সমবায় নীতির মূলসূত্র প্রভৃতি সম্বন্ধেও উপদেশ প্রদান করা হয়।

(ক্রমশঃ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ

অনাসক্তস্য বিষয়ান্ যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক
— পারমার্থিক পত্র —

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশতনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনং,
রম্যা কাচিদুপাসনা ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং প্রেমা পুমর্থো মহান্,
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্ম্মতমিদং তত্রাদরো নঃ পরঃ॥

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

৮ম বর্ষ | ১লা দামোদর গৌরাব্দ ৪৪৭, ১৮ই আশ্বিন বঙ্গাব্দ ১৩৪০, ৪ঠা অক্টোবর ইং ১৯৩৩, বুধবার | ১৭৮শ সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ

পাঠকগণ অবগত আছেন, প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর গত ৩রা আশ্বিন ১৯শে সেপ্টেম্বর মঙ্গলবার মহামহোপদেশক আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ ভাগবত-রত্ন, মহামহোপদেশক শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব বিদ্যাভূষণ, মহোপদেশক শ্রীপাদ অতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী ভক্তিসারঙ্গ, আচার্য্য শ্রীপাদ পরমানন্দ বিদ্যারত্ন, মহোপদেশক আচার্য্য অধ্যাপক শ্রীপাদ যতবর ভক্তিশাস্ত্রী এম্-এ, বি-এল, শ্রীপাদ কিশোরীমোহন ভক্তিবান্ধব বি-এ, বি এল, শ্রীপাদ হরিপদ বিদ্যারত্ন এম্-এ, বি-এল, প্রমুখ স্বীয় অনুকম্পিত জনগণসহ শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে 'সুরধুনী' মোটর-লঞ্চ-যোগে যাত্রা করিয়া হংসক্ষেত্র (হাঁসখালি, গোবিন্দপুর) শ্রীএকায়ন মঠে শুভবিজয় করিয়াছিলেন। পথিমধ্যে গঙ্গা ও চূর্ণী-বক্ষে যে সঙ্কীর্ত্তন সুরধুনী প্রবাহিত হইয়াছিল পাঠকগণ তাহাও অবগত আছেন। পথিমধ্যে শ্রীপাদ আচার্য্যত্রিক প্রভু ও শ্রীযুক্ত হরিপদ বিদ্যারত্ন এম্ এ, বি এল মহোদয় ঐ দিনই রাণাঘাট হইতে ট্রেণযোগে কলিকাতা প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছিলেন।

শ্রীল প্রভুপাদ সপার্ষদে প্রায় এক সপ্তাহ শ্রীএকায়ন মঠে অবস্থান করিয়াছিলেন। এই সময় শ্রীমঠটী সর্ব্বক্ষণই হরিকথায় মুখরিত থাকিত। অধিকাংশ সময়েই শ্রীল প্রভুপাদ স্বয়ং হরিকথা পরিবেশন করিতেন, কখনও ভক্তগণ তাঁহার আদেশে খোল করতাল-যোগে উচ্চসংকীর্ত্তন করিতেন, কখনও বা শ্রীল প্রভুপাদের আদেশে আচার্য্য শ্রীপাদ যতবর ভক্তিশাস্ত্রী মহোদয় শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত ও শ্রীমদ্ ভাগবত প্রভৃতি শুদ্ধ-ভক্তিগ্রন্থ পাঠ ও ব্যাখ্যা করিতেন। এই সময় নিকটবর্ত্তী গ্রামসমূহের বহু অধিবাসী আসিয়া শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমুখ-নিঃসৃত হরিকথা শ্রবণ করিয়া ধন্য ও কৃতার্থ হইয়াছেন। কলিকাতা হইতেও অনেক ভক্ত শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীচরণ দর্শনার্থী হইয়া এই সময়ে হংসক্ষেত্রে গমন করিয়াছিলেন

গত ৭ই আশ্বিন ২৩শে সেপ্টেম্বর শনিবার কটক র‍্যাভেন্স কলেজের প্রবীণ অধ্যাপক মহামহোপদেশক আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল এম-এ, ভক্তিশাস্ত্রী, ভক্তি-সুধাকর, শ্রীপাদ রাসবিহারী ব্রহ্মচারী ভক্তিজ্যোতিঃ, শ্রী রঙ্গরাজ ব্রহ্মচারী, 'কীর্ত্তন' সম্পাদক মহোপদেশক আচার্য্য শ্রীপাদ নিমানন্দদাস অধিকারী বি-এজি, বি-টি ভক্তি-শাস্ত্রী প্রমুখ বৈষ্ণবগণ কলিকাতা হইতে ২-৪০ মিনিটের গাড়ীতে রওনা হইয়া সন্ধ্যার পরে শ্রীএকায়নমঠে উপস্থিত হন। শ্রীপাদ আচার্য্য-ত্রিক প্রভু ঐ দিবসই রাত্রিকালে রওনা হইয়া ২৪শে রবিবার পূর্ব্বাহ্ণে শ্রীহংসক্ষেত্রে উপস্থিত হন। ৪ঠা আশ্বিন হইতে ৮ই আশ্বিন দিবসপঞ্চক শ্রীএকায়ন মঠে মহামহোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছিল।

গত ৯ই আশ্বিন ২৫শে সেপ্টেম্বর শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ সপার্ষদে শ্রীএকায়ন মঠ হইতে 'সুরধুনী' যোগে রওনা হন এবং রাণাঘাট হইতে মহামহোপদেশক আচার্য্যত্রিক প্রভু ও শ্রীসজ্জনানন্দ ব্রহ্মচারী সহ আসাম মেলে কলিকাতা অভিমুখে যাত্রা করেন। মহা-মহোপদেশক শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব বিদ্যা-ভূষণ বি এ, মহামহোপদেশক আচার্য্য শ্রীপাদ নারায়ণ দাস অধিকারী এম-এ, ভক্তিশাস্ত্রী, ভক্তিসুধাকর, আচার্য্য শ্রীপাদ পরমানন্দ বিদ্যারত্ন, মহোপদেশক আচার্য্য শ্রীপাদ যতবর দাস অধিকারী এম্-এ, ভক্তিশাস্ত্রী, মহোপদেশক আচার্য্য শ্রীপাদ নিমানন্দ দাস অধিকারী বি এজি, বি-টি, শ্রীপাদ বিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী কৃতি-রত্ন, শ্রীপাদ রাসবিহারী ব্রহ্মচারী ভক্তি-জ্যোতিঃ, শ্রীপাদ মুকুন্দবিনোদ ভক্তিমধুপ, শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায় তত্ত্বভূষণ, রাজমহেন্দ্রী নিবাসী শ্রীযুক্ত পি, তিনেপ্পা নাইডু প্রমুখ সজ্জনবৃন্দ ব্যাণ্ডেল মোটরলঞ্চ-যোগেই কলিকাতা আসেন [illegible] সন্ধ্যার অব্যবহিত পরেই কলিকাতা পৌছেন

রাণাঘাট ষ্টেশনে অনেক ভক্ত শ্রীল প্রভুপাদের পাদপদ্ম বন্দনা করেন এবং স্থান হইতে টেলিফোন যোগে শ্রীগৌড়ীয়মঠে শ্রীল প্রভুপাদের আগমনবার্ত্তা জ্ঞাপন করা হয়। সংবাদ পাইয়া মহোপদেশক শ্রীপাদ অতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী ভক্তি-সারঙ্গ প্রভু, ডাঃ শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রগোপাল বিশ্বাস এম-বি, শ্রীপাদ কীর্ত্তনানন্দ ব্রহ্মচারী প্রমুখ ভক্তগণ শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীচরণ বন্দনার নিমিত্ত সুগন্ধি পুষ্পমাল্যসহ শিয়ালদহ ষ্টেশনে উপস্থিত হন। ট্রেণ (আসাম মেল) ষ্টেশনে পৌঁছিলেই ভক্তগণ আনন্দসহকারে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের জয়ধ্বনিতে ষ্টেশনটী মুখরিত করেন এবং শ্রীল প্রভুপাদ অবতরণ করিলে ভক্তিসারঙ্গ প্রভু তাঁহার চরণে সাষ্টাঙ্গ প্রণামপূর্ব্বক তাঁহার গলদেশে মাল্যদান প্রদান করেন। বেলা ২ ঘটিকার পূর্ব্বেই শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীগৌড়ীয়মঠে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

শ্রীল প্রভুপাদ গৌড়ীয়মঠে শুভবিজয় করিবার পর হইতে তাঁহার এক মুহূর্ত্তও বিশ্রাম নাই—অহর্নিশ হরিকথা কীর্ত্তন। তিনি কীর্ত্তন করিতে করিতে এরূপভাবে তন্ময় হন যে, ক্ষুধা-তৃষ্ণার কথা পর্য্যন্ত একেবারে বিস্মৃত হইয়া যান। আহারের সময় উত্তীর্ণ হইতেছে দেখিয়া যদি তাঁহার কোন অন্তরঙ্গ-ভক্তও আসিয়া তদ্বিষয় জ্ঞাপন করেন তাহা হইলেও শ্রীল প্রভুপাদ অতি মাত্রায় অসন্তুষ্ট হন, কখনও কখনও বিরক্তি-ভরে বলেন—"যাও তোমরা খাওগে, আমার খাবার প্রয়োজন নাই।" তাঁহার এই ভাব আমরা প্রায়ই লক্ষ্য করি। শ্রীচৈতন্য-পার্ষদ গোস্বামী কি ভাবে আহার-নিদ্রাদি বিসর্জন দিয়া সমস্ত সময়ে কৃষ্ণকীর্ত্তন-তরঙ্গে ভাসমান থাকিতে পারেন, তাহা যে-সকল ব্যক্তির শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমুখে এক-দিনও হরিকথা-শ্রবণের সৌভাগ্য হইয়াছে, তাঁহারা অনায়াসে উপলব্ধি করিয়াছেন।

ইমারমঠের মোহান্ত

পুরীর সুপ্রসিদ্ধ ইমারমঠের মোহান্ত শ্রীযুক্ত গদাধর রামানুজ দাস মহোদয় গত ২৯শে সেপ্টেম্বর কলিকাতা গৌড়ীয়মঠ দর্শন করিতে আসিয়াছিলেন। ইমার-মঠটী রামানুজ সম্প্রদায়ের। পাঠকগণ বোধ হয় অবগত আছেন, পুরীর মধ্যে ইমারমঠ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ঐশ্বর্য্যশালী। এই মঠে একটী বড় গ্রন্থাগার (লাইব্রেরী) আছে, যাহাতে অনেক প্রয়োজনীয় গ্রন্থ সংরক্ষিত হইয়াছে। মঠের মোহান্ত মহারাজজী দানশীল ও সদাশয় ব্যক্তি। শ্রীল প্রভুপাদের সহিত সম্ভাষণ-কালের সময় আমরা তাঁহার বৈষ্ণবোচিত দৈন্য ও সৌজন্য লক্ষ্য করিয়াছি। তিনি স্বয়ং রামানুজীয় বৈষ্ণব হইলেও অনেক প্রতিষ্ঠানে অর্থ দান করিয়াছেন। পুরীর শুক্রবার নরেন্দ্র সরোবরের পঙ্কোদ্ধার-সেবায় তিনিই অগ্রণী ছিলেন। তাঁহারই চেষ্টায় এই সুন্দর মেলাটী সুচারুরূপে সম্পাদিত

(অবশিষ্ট ৪র্থ পৃষ্ঠার শেষ কলমে দ্রষ্টব্য)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১ দামোদর ভৃত্য অনিরুদ্ধ

আনন্দময়ী বিজয়া

বিজয় তিথির আগমনে আনন্দ, স্মৃতিতে আনন্দ, সম্ভাষণে আনন্দ, আনন্দময়ী বিজয়া হিন্দু-মাত্রেরই হৃদয় সরোবরে আনন্দের হিল্লোল সৃষ্টি করে। এই আনন্দের কারণ জেনে যথার্থ-ভাবে বিজয়ার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিতে শিক্ষা করেন কয় জন জানি না, তবে দেখিতে পাই—বিজয়া-তিথিতে ও তৎপরবর্ত্তী কয়েক দিবস প্রায় প্রত্যেকেই শত্রুকে পর্য্যন্ত শত্রুতার বিষ-দৃষ্টিতে না দেখিয়া পরম-বান্ধবের ন্যায় আলিঙ্গন করিয়া থাকেন। এই যে মধুর ভাব, ইহা চিরস্থায়ী হইতে পারে, যদি প্রত্যেকেই বিজয়ার প্রতি সুষ্ঠু সম্মান প্রদর্শন করেন। এই সম্মান-প্রদর্শন বাহ্যিক প্রণিপাত, আশীর্ব্বাদ বা আলিঙ্গন-প্রদানে হয় না, ইহা সম্পাদিত হয়—বহির্ম্মুখতা-বহ্নিকে নির্ব্বাপিত করিয়া, ভোগ ও ত্যাগের পথকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক যুক্ত-বৈরাগ্যের পথ অনুসরণদ্বারা। যুক্ত-বৈরাগ্যের পথে অগ্রসর হইলেই দেখিতে পাওয়া যায়, ভোগের একমাত্র মালিক শ্রীভগবান্, শ্রীলক্ষ্মীদেবী তাঁহারই অঙ্ক-শায়িনী, তিনি জীবের ভোগ্যা কখনও নহেন, তিনি জীবের নিত্যপূজ্যা। এই পূজ্যা দেবীকে অক্ষজদৃষ্টিতে স্বীয়-ভোগ লোলুপ দৃষ্টিতে দর্শন করিয়াই রাবণ স্বীয় ভোগি-বংশসহ ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্রকর্ত্তৃক নিহত হইয়াছেন। রিপু-ষট্‌কের আদিতে আমরা 'কাম'কে দেখিতে পাই। এই কামই অপর রিপু-পঞ্চকের জন্মদাতা। ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্র কামুক রাবণকে হত্যা করিয়া এবং বজ্রাঙ্গজী-বিভীষণাদি স্বভক্তগণকে পুরস্কৃত করিয়া পাশা-পাশি ভাবে রিপু-দাসত্বের পরিণাম ও ভগবদ্ভক্তির সৌন্দর্য্য প্রদর্শন পূর্ব্বক আমাদিগকে যথার্থ আনন্দের সন্ধান প্রদান করিয়াছেন। এই আনন্দের সন্ধান পাইয়াছি বলিয়াই বিজয়া তিথির স্মৃতি আনন্দময়ী, তাঁহার আগমন আনন্দময়। সুতরাং যদি আমরা মহাজনের আনুগত্যে নিষ্কপটে গাহিতে পারি—

> কামাদীনাং কতি ন
> কতিধা পালিতা দুর্নিদেশা-
> স্তেষাং জাতা ময়ি ন করুণা
> ন ত্রপা নোপশান্তিঃ।
> উৎসৃজ্যৈতানথ যদুপতে সাম্প্রতং লব্ধবুদ্ধি-
> স্ত্বামায়াতঃ শরণমভয়ং মাং নিযুঙ্ক্ষ্বাত্মদাস্যে॥

—তবেই বিজয়া-তিথির প্রতি যথার্থ সম্মান প্রদর্শন করিতে পারি, তবেই দেখিতে পাই—বহির্ম্মুখিনী মায়ার বিসর্জ্জনের সঙ্গে সঙ্গে শ্রীভগবানের বিজয়-বার্ত্তা আমাদের হৃদয়-বেদীতে আসন গ্রহণ করিয়াছেন, তখনই আমাদের উপলব্ধির বিষয় হয়—আত্মধর্ম্মে সকলেই কৃষ্ণদাস সুতরাং সকলেই—শুধু মনুষ্যজাতি নহে, কীটপতঙ্গ পর্য্যন্ত সকলেই আমাদের পরমাত্মীয়, সুতরাং তাঁহারা কেহই আমাদের শত্রু নহেন,—সকলেই পরম বান্ধব, দুই এক দিনের বান্ধব নহেন—নিত্যকালের বান্ধব। আত্মদর্শনের সঙ্গে সঙ্গে যখন উপলব্ধি হইবে—বিশ্ববাসী সকলেই শ্রীকৃষ্ণের সেবা করিতেছেন, শুধু আমিই সেবা-বঞ্চিত, যখন স্বীয় অযোগ্যতার অনুভবে ক্রমশঃ সেবায় অধিকতর উল্লাস হইবে ও সেবার বিপ্রলম্ভ নিয়ত আমাকে উন্মত্তপ্রায় করিবে, তখনই বাস্তবিক-পক্ষে বিজয়ার প্রতি সম্মান প্রদর্শিত হইবে। তখন বিজয়ার আনন্দ নিত্য নব-নব ভাবে হৃদয়ে বিকশিত হইবে, সুতরাং দেখিব, বিজয়া—নিত্যানন্দময়ী।

বিজয়ার সম্ভাষণ

বিজয়োৎসবে প্রণিপাত, পরস্পর আলিঙ্গন ও আশীর্ব্বাদ এই তিনটী কার্য্য লক্ষিত হয়। আমরা গুরু-বৈষ্ণবগণের শ্রীচরণে সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ প্রণাম করিতেছি; আশীর্ব্বাদ-প্রদানের ভার আমাদের নহে, আমাদের অধিকার—আশীর্ব্বাদ গ্রহণ। গুরু বৈষ্ণবগণেরই একমাত্র আশীর্ব্বাদ করিবার অধিকার আছে, আর এই কারুণ্যের সান্দ্র বিগ্রহগণ ধন-পুত্র বা পার্থিব ভোগ সুখের নিমিত্ত আশীর্ব্বাদ করেন না, আশীর্ব্বাদ করেন—কৃষ্ণভক্তি-লাভের জন্য। তাঁহাদের আশীর্ব্বাদ আমাদের বহির্ম্মুখিনী বৃত্তি অপসারিত করিয়া তাঁহাদেরই সেবার অধিকার প্রদান পূর্ব্বক আমাদের হৃদয়-মন্দির শুদ্ধভক্তির স্নিগ্ধোজ্জ্বল-রশ্মিতে উদ্ভাসিত করুন, ইহাই আমাদের প্রার্থনা। শুদ্ধ বৈষ্ণবগণের আশীর্ব্বাদ শিরে ধারণ করিয়া বিজয়-তিথির পর সর্ব্ব প্রথম এই শুভ মিলন-বাসরে পাঠকবর্গকে আমাদের সাদর সম্ভাষণ জ্ঞাপন করিতেছি। ইহাই আমাদের পরস্পর আলিঙ্গন। এই আলিঙ্গন—এই পরস্পর মধুর মিলন আমাদিগের হৃদয়ে শ্রীনদীয়া প্রকাশ-সেবার নিত্য নব নব উল্লাস প্রদান করুক।

অভাবের ভাব ও স্বভাবের ভাব

অতি উর্ব্বর মস্তিষ্ক জনগণ এমন সব অভিনব উক্তি ও হাবভাব প্রকাশ করেন যে, তাঁহাদের আত্মীয়গণ পুরস্কার স্বরূপে তাঁহাদিগকে শৃঙ্খলে অতি সুন্দররূপে সজ্জিত করিয়া চিকিৎসকগণের সমীপে তাঁহাদের প্রদর্শনী উন্মুক্ত করেন। এই সব উর্ব্বর-মস্তিষ্ক হইতে কত সব বর্ণনোৎস প্রবাহিত হয় তাহার ইয়ত্তা নাই। ঐ উৎসসমূহ অনেক সময় তাহাদের অস্তিত্বকে ভাসাইয়া লইয়া যায়। ঐ প্রকারে উৎসে ভাসিতে যখন তাঁহারা সৌভাগ্যক্রমে তট-ভূমিতে আশ্রয় গ্রহণ করেন, তখন তাঁহাদের 'উৎস' সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিলে উত্তর করেন—অবশ্য কোন মহান্ ভাব লইয়া জিনিষটী রচিত হইয়াছিল, কিন্তু কোন্ ভাব লইয়া রচনা করিয়াছি তাহা আর স্মরণ-পথে আসিতেছে না। ইহা—ভাব, না ভাবের অভাব—মনের যথেচ্ছ বিচরণ তাহা সুধী পাঠকগণ বিচার করিবেন। প্রকৃত ভাব একমাত্র মহাভাগবতেই সম্ভব। সেই ভাবের বন্যা যে সেবা মাধুরী প্রদর্শন করে, জড়জগতের সহিত কোন সম্বন্ধ না থাকিলেও চিদ্‌রাজ্যের বিচারে সেখানে বিস্মৃতি বলিয়া কোন জিনিষ নাই, পক্ষান্তরে সেবা ও সেবার সংস্মৃতি তাঁহার হৃদয়ে বিপ্রলম্ভের মহাবারিধি সৃষ্টি করে।

বিজয়োৎসব

যখন জগজ্জীব অভাবের ভাবে নিমজ্জিত হইয়া মায়াধীশ শ্রীভগবান্‌কে মহামায়ার কবলগ্রস্ত বা তাঁহার সমাসনে স্থাপন করিবার প্রবৃত্তি পোষণ করিতেছিল, যখন জড়-চিন্তাস্রোত ভগবানের স্বরূপ-নির্ণয়ে অসমর্থ হইয়া তাঁহাকে 'নিরাকার'-রাজ্যে নির্ব্বাসিত করিতে তৎপর হইয়াছিল, সেই সময় অভাবের ভাবের কুফল ও স্বভাবের ভাবের বিজয়-বৈজয়ন্তী প্রদর্শনকল্পে বিজয়া-দশমীতে মহামায়ার বিসর্জ্জন-বাসরে পূর্ণপ্রজ্ঞ শ্রীমধ্বমুনি জগতে অবতীর্ণ হন। আচার্য্যবর্য্যের এই মহান্ উপকার স্মরণ করিয়া প্রতি বৎসরই তাঁহার আবির্ভাব-তিথিতে শুদ্ধভক্তিমঠসমূহে তাঁহার বিজয়োৎসব সম্পাদিত হয়। ঢাকা শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠেই এই উৎসবটী বিশেষ-রূপে অনুষ্ঠিত হয়। বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, অনেক বৈষ্ণবনামধারী ব্যক্তি এই বৈষ্ণবাচার্য্যবরের নাম পর্য্যন্ত জানেন না। ইহা বাস্তবিকই পরিতাপের বিষয়। বিজয়োৎসবে যোগদান করিলে এই অজ্ঞতা দূরীভূত হইতে পারে।

মঙ্গলের পথ

সেদিন 'শারদীয়া বসুমতী'তে দেখিতে পাইলাম, একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ কীর্ত্তনীয়া দূতীর ভাব-সাগরে নিমজ্জিত হইয়া 'বিপ্রলম্ভ' স্থানে শোকের প্রবাহ আনয়ন দ্বারা বৈষ্ণব-সাহিত্যে স্বীয় অজ্ঞতার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি, কীর্ত্তনের সুর-তাল লয় মান বৈষ্ণব-রাজ্যের পথ-প্রদর্শক নহে বরং অধিকাংশস্থলেই উহা মানবকে ভোগের আগারে নিক্ষেপ করিয়া বৈষ্ণবতার বিপরীত দিকেই চালিত করিয়া থাকে। সত্য সত্য বৈষ্ণব হইতে হইলে—

> "যাহ ভাগবত পড় বৈষ্ণবের স্থানে।
> একান্ত আশ্রয় কর বৈষ্ণব-চরণে॥"
> "যদি করিবে হরিনাম সাধুসঙ্গ কর।
> ভুক্তি-মুক্তি-সিদ্ধি-বাঞ্ছা দূরে পরিহর॥"

পরমার্থ প্রচারের মূল বাহন

প্রতি সপ্তাহেই আমরা শ্রীগৌড়ীয়ে পরমার্থ-রাজ্যের নব নব আবিষ্কার দেখিতে পাই। গত ৭ই আশ্বিনের শ্রীগৌড়ীয় হইতে আমরা নিম্নলিখিত রত্নটী পাঠকগণকে উপহার প্রদান করিতেছি।

"প্রচারের যত কিছু বিভিন্ন বাহনই স্বীকার করা যাউক না কেন, তাহার একটা নিজস্ব বাহন নিশ্চয়ই আছে। সেইটী—**আনুগত্যময় সেবোন্মুখ জিহ্বা।** এই সেবোন্মুখ-জিহ্বাকে বাহন করিয়াই শ্রৌতকীর্ত্তন নির্ম্মলচেতনের অন্তঃপুর হইতে জগতের দ্বারে প্রথম রূপ প্রদর্শন করে। তৎপরে বিভিন্ন বাহনের সাহায্যে সেই রূপটী জগতের বিভিন্ন অধিকারীর নিকট ছড়াইয়া দেয়। এই জিহ্বাকে সাহায্য করিবার জন্য অসংখ্যপ্রকার বাহন নিযুক্ত হইতে পারে।"

উপরিউক্ত অংশের 'আনুগত্যময় সেবোন্মুখ জিহ্বা' কথাটি ভজন-প্রয়াসী ব্যক্তি-মাত্রেরই হৃদয়ে নিরন্তর গ্রথিত থাকা উচিত। গুরু-বৈষ্ণবের চরণে আনুগত্য না থাকিলে 'সেবা' হয় না। সেবা-বিহীন জিহ্বা ভেক-জিহ্বাসম। তাহাদ্বারা পরমার্থবাণী প্রচার হয় না। মায়ার প্রকল্প হইতে পারে মাত্র। আনুগত্যময়ী সেবায় নিযুক্ত থাকিলেই বৈজ্ঞানিক-আবিষ্কৃত বিভিন্ন যান বা দ্রব্য ভোগের সামগ্রী না হইয়া পরমার্থবাণী-প্রচারের অঙ্গরূপে নিযুক্ত হয়। শ্রীগৌড়ীয়-মঠের একনিষ্ঠ সেবকগণ এই রহস্যটি উত্তম রূপে অবগত হইয়া 'আনুগত্য'ময় জীবন-যাপন দ্বারা সেবাকার্য্যে নিযুক্ত আছেন; তাই মোটর যান প্রভৃতি ব্যবহারে তাঁহারা ক্রমশঃই সেবায় উন্নতি লাভ করেন। পক্ষান্তরে জগতের অপরাপর জনগণ তাহা না করিয়া ঐসকল যান বিলাস-সামগ্রীরূপে ব্যবহার দ্বারা মায়ার নিগড়ে দৃঢ়বদ্ধ হন। তাই গৌড়ীয়মঠের যান-ব্যবহারে ও অপরাপর ব্যক্তির যানাদি-ব্যবহারে আকাশ-পাতাল পার্থক্য স্থাপন করিয়াছে।

ইমারমঠের মোহান্ত

(তৃতীয় পৃষ্ঠার পর)

হইয়াছে। শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের আদেশে আচার্য্য শ্রীপাদ পরমানন্দ বিদ্যারত্ন মহোদয় যখন শ্রীশ্রীআলালনাথজীর সুপ্রাচীন শ্রীমন্দিরটীর সংস্কার-কার্য্য আরম্ভ করিয়াছিলেন, তখনও মোহান্ত মহারাজ ২০০৲ দান করিয়াছিলেন। ভুবনেশ্বরের সুপ্রসিদ্ধ শিবমন্দিরের সংস্কারার্থও তাঁহার প্রচুর অর্থ-সাহায্যের বিষয় আমরা অবগত আছি। বৈষ্ণব-সেবার নিমিত্ত সংগৃহীত অর্থ সর্ব্বদা বিষ্ণুসেবায় নিয়োগ করিলেই তাহার সদ্ব্যবহার। এই কথাটি প্রত্যেক মঠের মোহান্তের একান্তভাবে স্মরণ থাকা কর্ত্তব্য।

ক, জ্নি, কলেজে বক্তৃতা

"প্রাক্ শ্রীচৈতন্য ও পরশ্রীচৈতন্য-যুগে বাংলার অবস্থা"

ঢাকার সুপ্রসিদ্ধ কে, জি, কলেজ ও হাইস্কুলের ষ্টুডেন্টস্ ইউনিয়নের উদ্যোগে এবং উক্ত ইউনিয়নের সেক্রেটারী ও উক্ত কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অনিলচন্দ্র রায় এম-এ, বি-টি মহাশয়ের বিশেষ আগ্রহাতিশয্যে বিশ্ববিশ্রুত শ্রীগৌড়ীয় মঠের মুখপত্র 'গৌড়ীয়'-পত্রের সম্পাদক মহামহোপদেশক পণ্ডিত প্রবর শ্রীযুক্ত সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ মহোদয় উক্ত ইউনিয়নের একটি বিশেষ অধিবেশনে গত ১৬ই সেপ্টেম্বর (১৯৩৩), শনিবার তারিখ একটি বক্তৃতা প্রদান করেন। ইউনিয়নের সভ্যগণই বক্তৃতার বিষয় নির্ব্বাচন করিয়াছিলেন—"প্রাক্ শ্রীচৈতন্য ও পরশ্রীচৈতন্য-যুগে বাংলার অবস্থা"।

সভানেত্রীর পরিচয়

গৌড়ীয়-সম্পাদক মহাশয় অন্যান্য সেবা-কার্য্যে বিশেষ ব্যস্ত থাকিলেও উক্ত ইউনিয়নের সভ্যবৃন্দের সনির্ব্বন্ধ, সাগ্রহ ও সৌজন্যপূর্ণ অনুরোধ উপেক্ষা করিতে পারেন নাই। বেলা ২ ঘটিকার সময় টিকাটুলীর কে, জি, কলেজের সুদীর্ঘ ও সুসজ্জিত হল-গৃহে উক্ত সভার অধিবেশন হয়। ভারতের উচ্চ-শিক্ষিত জগতে সুপ্রসিদ্ধা, স্বনামধন্যা সৌজন্যগুণের আদর্শ-স্থানীয়া, সুশিক্ষিতা ও সুযোগ্যা প্রিন্সিপ্যাল শ্রীযুক্তা সুজাতা রায় এম-এ, এম-ইডি, মহোদয়া শ্রীযুক্ত অনিলকুমার রায় এম-এ, মহাশয়ের প্রস্তাবে এবং শ্রীযুক্ত দীনেশ দাস-গুপ্ত বি এ, মহাশয়ের সমর্থনে উক্ত সভার সভানেত্রীর আসন অলঙ্কৃত করেন।

বক্তার পরিচয়

সভানেত্রীর আসন গ্রহণ করিবার পর মাননীয়া প্রিন্সিপ্যাল রায় মহোদয়া সম্মিলিত বহুশত ছাত্রসঙ্ঘকে আহ্বান করিয়া বলেন,—এরূপ বক্তৃতায় সভানেত্রীর কি প্রয়োজন আছে? আজি যে বক্তা তোমাদের নিকট দয়া করিয়া বক্তৃতা-প্রদানে সম্মত হইয়াছেন, তাঁহার নাম বোধ হয় তোমরা সামান্যভাবে শুনিলে বা জানিলেও তাঁহার বিশেষ পরিচয় অনেকেই জাননা। তিনি শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয় মঠের একজন বিশিষ্ট ও প্রধান প্রচারক এবং সুপ্রসিদ্ধ বক্তা। তোমরা তাঁহার সম্বন্ধে যাহা জান, তাহা অপেক্ষা তিনি অনেক উঁচুর লোক। তাঁহার বাগ্মিতা-শক্তি অতুলনীয়া। তিনি পরমার্থ-শাস্ত্রে পরম-পণ্ডিত। আমরা আজ তাঁহার নিকট হইতে বক্তৃতা-শ্রবণের জন্য আগ্রহবিশিষ্ট হইয়া তাঁহাকে সাদরে আহ্বান করিতেছি।

কি কি বিষয় বর্ণিত হইয়াছে

সভানেত্রীর আহ্বানে বক্তা প্রায় ১॥ ঘণ্টাকাল ওজস্বিনী ভাষায় শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পূর্ব্বের সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থ-নৈতিক, সাহিত্যিক ও পারমার্থিক অবস্থা-সমূহ বর্ণন করিয়া শ্রীচৈতন্যদেবের বৈশিষ্ট্য বর্ণন করেন এবং শ্রীচৈতন্যদেবের পরে বাংলার অবস্থা, গোস্বামী আচার্য্যগণের জীবন-চরিত কীর্ত্তনমুখে বিবৃত করিয়া বর্ত্তমান-যুগে ঠাকুর ভক্তিবিনোদের দান ও শ্রীগৌড়ীয়মঠের ভুবন-মঙ্গল প্রচারের কথা বিস্তৃত করিয়া বলেন। শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষাষ্টকের কথা উল্লেখ করিয়া প্রকৃত সারগ্রাহিণী শিক্ষার পার্থক্য নিরূপণ করেন। এতৎ-প্রসঙ্গে শ্রীগৌড়ীয়মঠাচার্য্য শ্রীধাম মায়াপুরে "ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন-ষ্টিটিউট" নামক যে আদর্শ-বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছেন, তাহার কথা উল্লেখ করিয়া উক্ত বিদ্যালয়ের শিক্ষা-প্রণালীর সম্বন্ধে আচার্য্যবর্য্যের পরিকল্পনা-সমূহের বিস্তৃত ব্যাখ্যা করেন। বক্তা শ্রীগৌর-জন্মভূমি শ্রীধাম মায়াপুরের সপার্ষদ শ্রীচৈতন্য, শ্রীনিত্যানন্দ ও শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু কর্ত্তৃক বাংলার সর্ব্বপ্রথম পারমার্থিক নাট্যমঞ্চ উন্মোচনের ইতিহাস এবং "বিদ্যা ভাগবতাবধি" ও 'বিদ্যাবধূজীবন' শ্রীনামের অপ্রাকৃত, সুবৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ প্রদর্শন করেন।

গৌড়ীয়মঠের প্রচারের উদ্দেশ্য

"সেই সে শিক্ষার ফল জানিহ নিশ্চয়।
কৃষ্ণপাদপদ্মে যদি চিত্ত বিত্ত রয়॥"

—শ্রীচৈতন্যদেবের এই বাণী লইয়া বক্তা বিশেষভাবে আলোচনা করেন। তৎপর গৌড়পুরের শ্রীচৈতন্যদেব-প্রতিষ্ঠিত পারমার্থিক বিশ্ববিদ্যালয় নালান্দার সাধারণ অতি-নৈতিক বিদ্যালয় অপেক্ষা কিরূপভাবে সর্ব্বতোভাবে শ্রেষ্ঠ ও অতুলনীয় ছিল তাহা বক্তা অতি সুন্দররূপে প্রদর্শন করেন। সেই পারমার্থিক বিশ্ববিদ্যালয় পুনরুত্থাবনের জন্যই শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচার।

প্রগতির নামে অধোগতি

এই প্রচেষ্টার সঙ্গে সঙ্গে তুলনা-মূলে বক্তা আধুনিক প্রাচীপ্রতীচীর শিক্ষার প্রগতির নামে অধোগতির কথা জলন্ত ভাষায় প্রদর্শন করেন।

ঐতিহাসিক গবেষণা

বক্তা বৈদিক সাহিত্য হইতে আরম্ভ করিয়া শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচারে বাঙ্গালার ইতিহাস সংক্ষিপ্তভাবে বর্ত্তমান যুগ পর্য্যন্ত বর্ণন করেন। বক্তিয়ার খিলিজির নদীয়া-আক্রমণের আরোপিত (?) ইতিহাস হইতে আরম্ভ করিয়া রাজা গণেশ, তৎপুত্র যদু, মিথিলাধিপতি শিবসিংহ, সভাকবি বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, হুসেন সাহ,সুবুদ্ধি রায়, মালাধর বসু, শ্রীচৈতন্যদেবের সমসাময়িক দিল্লীর সুলতান সেকেন্দর লোদী, পানিপথের প্রথম যুদ্ধের সময় মহাপ্রভুর ধর্ম্ম প্রচার, শ্রীচৈতন্যের সম্বন্ধে শ্রীহোসেন সাহের বিচার, মৌলানা সিরাজুদ্দিন চাঁদ কাজি, দবির খাস ও সাকর মল্লিক, সুবর্ণ রেখার পর হইতে পিছল্দা পর্য্যন্ত তৎ-প্রদেশস্থ মুসলমান শাসকগণের মহাপ্রভুর সেবা করিবার অভিলাষ, এমন কি মহাপ্রভুর জন্য প্রতাপরুদ্রের প্রতিনিধির সহিত সন্ধি করিবার প্রস্তাব, সোরোক্ষেত্রে গমন করিলে পাঠানগণের সহিত মহাপ্রভুর বিচার, পাঠান বৈষ্ণবের গ্রাম, পাঠানগণকে আত্মধর্ম্মে দীক্ষাদান ও রাজপুত কৃষ্ণদাসের চরিত্র, ঠাকুর হরিদাসের বিচার, তাঁহার কারা বরণ ও অহিংস অসহযোগ-নীতির আদর্শ প্রচার প্রভৃতি অনেক কথা বক্তা বর্ণনা করেন।

চাঁদ রায় ও কেদাররায়ের ইতিহাস বর্ণনমুখে তাঁদের বৈষ্ণবধর্ম্ম-প্রচারে সহায়তা, বিষ্ণুপুরের রাজা বীর হাম্বিরের বৈষ্ণবধর্ম্ম-গ্রহণের ইতিহাস, পলাশীর যুদ্ধের প্রায় সমসাময়িক-কালে কতিপয় বৈষ্ণব-গ্রন্থের সঙ্কলন ও বৈষ্ণবধর্ম্ম-প্রচার-কাহিনী,মহারাজ নন্দ কুমারের প্রতি শ্রীল রাধারমণ ঠাকুরের নিরপেক্ষ আচরণের কিংবদন্তী প্রভৃতি ঐতিহাসিক বিষয় লইয়া বক্তা অনেক গবেষণা করেন।

বক্তৃতার উপসংহার

অস্পৃশ্যতা-আন্দোলনের সম্বন্ধে শ্রীচৈতন্যদেবের সর্ব্বাঙ্গসুন্দর সমাধান, ঝড়ু ঠাকুর, ঠাকুর হরিদাস প্রভৃতি মহাজনগণের স্বরূপ, বর্ণাশ্রম শব্দের অর্থ ও বৈজ্ঞানিক বিচার, শ্রীবাস আচার্য্য প্রভুর যুগে সঙ্গীতের প্রচার, শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণের জয়পুরে বিচার ও বেদান্তের ভাষ্য-নির্ম্মাণ ও ঠাকুর ভক্তিবিনোদের "Transcendental Learning made easy" সম্বন্ধে বক্তা অনেক কথা বলেন এবং উপসংহারে সকলকে আদর্শ পারমার্থিক শিক্ষামন্ত্রে দীক্ষিত হইবার জন্য আহ্বান করেন।

সভানেত্রীর বক্তৃতা

বক্তার বক্তৃতার অন্তে সভানেত্রী মহোদয়া বলেন,—আজ আমরা অনেক নূতন কথা শুনিলাম। আর এরূপ উঁচু ও দুরূহ কথা এত সরল ভাষায় এরূপ বিশ্লেষণের সহিত সাধারণের বোধগম্য করিয়া বক্তার বলিবার যথেষ্ট অধিকার দেখিয়াও বিস্মিত হইলাম। আমরা বক্তৃতাতে লাভবান্ হইয়াছি। আশা করি, বক্তা দয়া করিয়া পুনরায় মাঝে মাঝে এরূপ বক্তৃতার দ্বারা আমাদের আনন্দ বর্দ্ধন করিবেন।"

অধ্যাপকমণ্ডলীর সৌজন্য

মাননীয় প্রিন্সিপ্যাল শ্রীযুক্তা রায় ও ইউনিয়নের সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত অনিল বাবু এবং অধ্যাপক ও শিক্ষক সম্প্রদায়ের বক্তার প্রতি নানা প্রকার সৌজন্য বিশেষ প্রশংসার্হ।

উপস্থিত শিক্ষিত জনগণ

সভায় কলেজের বহু উচ্চশিক্ষিত অধ্যাপক, শিক্ষক, উচ্চশিক্ষিতা মহিলা এবং স্কুল ও কলেজের শত শত ছাত্র উপস্থিত ছিলেন।

শ্রীমদনমোহন গঙ্গোপাধ্যায় শিক্ষক,
সেন্ট গ্রেগরি স্কুল, ঢাকা।

শ্রীসচ্চিদানন্দের পত্র

শ্রীগৌড়ীয়মঠ, লণ্ডন।
বিজয়া-তিথি

আমার পরম পূজনীয় গুরু-ভ্রাতৃবৃন্দ,

আপনারা সকলে আমার বিজয়ার দণ্ডবৎ গ্রহণ করবেন। আমি বহুদূরে আছি ব'লে সময় মত দণ্ডবৎ পৌঁছিবে না, তজ্জন্য সকলে ক্ষমা করবেন। আজ বিজয়া-দশমীতে—লঙ্কা-বিজয়ার দিনে সারা-বিশ্বের ভগবদ্ভক্তবৃন্দের হৃদয় আহ্লাদে পরিপ্লুত। এমন দিনে জগতে মস্তো বড় 'অহংগ্রহোপাসক' রাবণ শ্রীভগবান্ কর্ত্তৃক ধ্বংস প্রাপ্ত হয়েছিল। তাই ভক্তদের আজ আনন্দোৎসব। আমাদের গৌড়ীয়াদের আজ দুইটি আনন্দোৎসব একত্র মিলিত হওয়ায় সারা গৌড়ীয় জগৎ মহানন্দে প্রাণভরে বিজয়গীতির তান ধ'রেছেন। এমন দিনে ত্রেতাযুগে বায়ুপুত্র বজ্রাঙ্গজী বাহু-বলে লঙ্কার ভোগিকুলকে ধ্বংস ক'রে প্রভুর তুষ্টি সাধন করেছিলেন। আবার কলিযুগে এমন দিনে পবন-নন্দন —"যতিরূপেণ কৃত্বা দুঃশাস্ত্রখণ্ডনম্" করতে "আশ্বীজ-শুক্ল-দশমী-দিবসে ভুবি পাবনে। পাজকাখ্যে শুচিক্ষেত্রে দুর্গয়া চান্তিবীমিতে॥ জাতো মধ্যাহ্ন-বেলায়াং বুধবারে মরুত্তনুঃ॥" আমাদের মূল আচার্য্যরূপে আবির্ভূত হ'য়েছিলেন। তাই বিজয়া-দশমী সর্ব্বরকমে আমাদের আরাধ্য ও বন্দ্যার্হ। আমরাও লণ্ডন মঠে এই সুমেধ তিথি পালন করলুম। আমি আমাদের প্রভুর পরিচয়ে পরিচিত ও অনুগত সকলের চরণে দণ্ডবৎ ও প্রীতি-সম্ভাষণ জানাচ্ছি। আপনারা দয়া ক'রে সকলে আমার হৃদয়ে বল সঞ্চার ও আশীর্ব্বাদ বর্ষণ করুন। আজিকার পুণ্য তিথিতে আমি আপনাদের সকলের চরণ-বন্দনা করছি।

স্নেহার্থী সচ্চিদ্

শুদ্ধভক্তি গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। ভাষ্যসহ বিরাট্ শ্রীচৈতন্যভাগবত ৮৲
২। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২৮৲
একাদশ স্কন্ধ হইতে প্রতিখণ্ড ।√০
৩। ভাষ্যদ্বয়সহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত
(৪র্থ সংস্করণ) ৫৲
৪। তাৎপর্য্যবিবেককুসুমাঞ্জলি (বাঁধা) ১৲
৫। গৌড়ীয়-গৌরব ।√০
৬। গৌড়ীয়-সাহিত্য ।√০
৭। ভজনরহস্য ॥০
শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও
শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা)
৯। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ)
ঐ (বাঁধা)
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
১০। গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি টীকাসহ)
ঐ (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
১১। গীতার কেবল মাধ্ব-ভাষ্য ॥০
১২। যুক্তিমল্লিকা গুণসৌরভঃ সানুবাদ
(মাধ্ব) ২৲
১৩। বেদান্ততত্ত্বসার সানুবাদ
(রামানুজীয়) ॥০
১৪। জৈবধর্ম্ম ২৲
১৫। শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৬। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১৭। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ॥√০
ঐ (বাঁধা) ৸০
১৮। দ্বীপ-দিগ্‌দর্শন √০
১৯। সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ) ।√০
২০। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ॥০
ঐ (আবাঁধা) ।√০
২১। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
২২। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) √০
২৩। গীতমালা ‌/১০
২৪। নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য ৶০
২৫। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶০
২৬। নবদ্বীপ পঞ্জিকা (৪৪৭ গৌরাব্দ) √০
২৭। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
২৮। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা-দর্পণ ।০
২৯। শরণাগতি /০
৩০। গীতাবলী /০
৩১। চিত্রে নবদ্বীপ ১॥০
৩২। সাধনকণ /০
৩৩। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা /০
৩৪। নবদ্বীপশতক /০
৩৫। অর্থপঞ্চক /০
৩৬। সদাচারস্মৃতিঃ /০
৩৭। কল্যাণকল্পতরু (৫ম সংস্করণ) /১০
৩৮। অর্চ্চনকণ /১০
৩৯। সাধককণ্ঠমালা (বাঁধা) ॥০
ঐ (আবাঁধা) ।/০
৪০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি
(প্রথম চারিখণ্ড) ৩
৪১। ব্রহ্মসংহিতা ॥০
৪২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৪৩। মণিমঞ্জরী সানুবাদ ।০
৪৪। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৪৫। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ।০
৪৬। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৪৭। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
৪৮। গৌড়ীয়মঠ কি করেন ? /০
৪৯। ঈশোপনিষৎ (বলদেব ও মাধ্ব-ভাষ্য এবং বিবৃতি ও অনুবাদসহ) ।০
৫০। শ্রীভুবনেশ্বর ৶০
৫১। সিদ্ধান্তদর্পণ √০
৫২। সাংখ্যবাণী /০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৫৩। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী-দিগ্বিজয়ঃ ॥০
৫৪। সটীক-শিক্ষাদশমূলম্ ।০
৫৫। তত্ত্ব-সূত্রম্ ।০
৫৬। সানুবাদ-শিক্ষাষ্টকম্ √০
৫৭। গৌড়ীয়মঠস্য পরিচয়ঃ /০
৫৮। সারাংশবর্ণনম্ ৶০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৫৯। রায় রামানন্দ ॥০
৬০। নাম ভজন ।০
৬১। রিলেটিভ্ ওয়ার্ল্ড্‌স্ ।√০
৬২। লাইফ্ য়্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব
শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।০
৬৩। বৈষ্ণবীজম্ ।০
৬৪। হোয়াট্ গৌড়ীয়মঠ ইজ্ ডুইং /০
৬৫। দি ভাগবত ।০
৬৬। ইরোটিক্ প্রিন্সিপ্‌ল য়্যাণ্ড
আনেলয়েড্ ডিভোসন ।০
৬৭। ব্রহ্ম-সংহিতা ২॥০
৬৮। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (ভলুম ওয়ান) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৬৯। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ॥০
৭০। সাধন পথ ।০
৭১। কল্যাণ-কল্পতরু /১০
৭২। গীতাবলী /০
৭৩। শরণাগতি /০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৭৪। শরণাগতি

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

নদীয়া-প্রকাশপ্রাপ্তির স্থান

১। শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম-মায়াপুর, নদীয়া
২। শ্রীযোগপীঠ ঐ
৩। শ্রীবাস অঙ্গন ঐ
৪। অদ্বৈত-ভবন ঐ
৫। কাজীর সমাধি-পাট ঐ
৬। স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ, নদীয়া।
৭। শ্রীভাগবত আসন কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
৮। শ্রীএকায়ন মঠ গোবিন্দপুর, হাঁসখালী।
৯। দ্বাদশগোপাল পাট—পোঃ চাকদহ,
১০। শ্রীগৌর গদাধরমঠ—চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড়, বর্দ্ধমান
১১। শ্রীমোদদ্রুমছত্র মাউগাছি, বর্দ্ধমান
১২। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম, আমলাযোড়া, পোঃ রাজবাঁধ বর্দ্ধমান
১৩। শ্রীগৌড়ীয়মঠ বাগবাজার, কলিকাতা
১৪। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাজু, হাওড়া,
১৫। শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয়মঠ, ৯০নং নবাবপুর রোড্, ঢাকা
১৬। শ্রীগোপালজী মঠ কমলাপুর, ঢাকা।
১৭। শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ পোঃ বালিয়াটী.
১৮। শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয়মঠ ময়মনসিংহ।
১৯। শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ চিরুলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর
২০। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম গোয়ালপাড়া, আসাম
২১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ রায়াপেট্টা, মাদ্রাজ।
২২। শ্রীরামানন্দগৌড়ীয় মঠ কব্বুর, জিঃ পশ্চিম গোদাবরী
২৩। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ উড়িয়াবাজার, পোঃ বক্সীবাজার, কটক।
২৪। শ্রীত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয় মঠ ভুবনেশ্বর।
২৫। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ স্বর্গদ্বার, পুরী।
২৬। শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ আলালনাথ পোঃ ব্রহ্মগিরি, পুরী।
২৭। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ ডুমুরকুণ্ডা, পোঃ চিরকুণ্ডা, মানভূম।
২৮। শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ—কাশী।
২৯। শ্রীরূপগৌড়ীয় মঠ—এলাহাবাদ।
৩০। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ পুরাণবাজার, সরকার ঠাকুরের কুঞ্জ, বৃন্দাবন
৩১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, নিউদিল্লী
৩২। শ্রীপরমহংসমঠ—নৈমিষারণ্য,
৩৩। শ্রীসারস্বত গৌড়ীয় মঠ—হরিদ্বার।
৩৪। শ্রীব্যাসগৌড়ীয়মঠ—কুরুক্ষেত্র, পঞ্জাব
৩৫। শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাবুলনাথ রোড, পোঃ গ্র্যাণ্ট রোড, বোম্বে।
৩৬। লণ্ডন গৌড়ীয়মঠ, ৩৯নং গ্লেডন্ গার্ডেন্স, কেন্‌সিংটন্ লণ্ডন, (এস্, ডবলিউ—১০)।
৩৭। অমর্ষি গৌড়ীয়মঠ—মেদিনীপুর
৩৮। সরভোগ গৌড়ীয় মঠ—সরভোগ, কামরূপ, আসাম,

শুদ্ধভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীলভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী মাসিক। শ্রীধাম-মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲।

২। **গৌড়ীয়**—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিকভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১॥০ টাকা মাত্র

৩। **ভাগবত** -হিন্দি ভাষায় একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি হৃদয় বন মহারাজ সম্পাদিত ও নৈমিষারণ্য শ্রীপরমহংস মঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ১॥০ দেড় টাকা মাত্র।

৪। **পরমার্থী**—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥০ দেড় টাকা মাত্র।

৫। **কীর্ত্তন**—মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ নিমানন্দ সেবাতীর্থ বি-এজি, বি-টি, সম্পাদিত। আসাম গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম হইতে প্রকাশিত আসামী ভাষায় মাসিক। ভিক্ষা সডাক ১॥০ দেড় টাকা মাত্র

শ্রীচৈতন্যভাগবত

আদিকবি শ্রীল বৃন্দাবন দাস প্রণীত সমগ্র গ্রন্থ

গ্রন্থের মূল বোল্ড অক্ষরে এবং তন্নিম্নে বিশ্ববিশ্রুত গৌড়ীয়মঠের প্রতিষ্ঠাতা ও আচার্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ **শ্রীশ্রীল ভক্তি-সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের** রচিত বিস্তৃত ভাষ্য উত্তম কাগজে সৌষ্ঠবের সহিত মুদ্রিত হইয়াছেন। ডবল ক্রাউন আটপেজি আকারে ১০৯৬ পৃষ্ঠায় কেবল মূল ও ভাষ্য সম্পূর্ণ হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত শ্লোকসূচী, পদ্যসূচী, স্থানসূচী, পাত্রসূচী, বিষয়সূচী, শব্দসূচী প্রভৃতি বিস্তৃত সূচীপত্রেও একটী গ্রন্থ হইবে। সভাষ্য শ্রীচৈতন্যভাগবতের এরূপ উৎকৃষ্ট ও অমূল্য বিরাট্ সংস্করণ জগতের কোথায়ও আজ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হন নাই, ইহা নিরপেক্ষ পাঠক-মাত্রকেই একবাক্যে স্বীকার করিতে হইবে। শ্রীগৌড়ীয়মঠের উৎসব-কালে গ্রন্থের ভিক্ষা ১২৲ বারটাকা স্থলে—৫৲ পাঁচটাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীচৈতন্য
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

কালকাতা বাজার দর

লৌহ হার্ডওয়ার

২৩শে সেপ্টেম্বর ১৯৩৩

টাটার তৈয়ারী— প্রতি হন্দর।

লোহার কড়ি (জয়েষ্ট বা বীম)

মার্কা	৫।০—৫।৶০
ঐ বে-মার্কা হালকা ওজন	৪।৵০—৪॥৶০
বরগা (টী-আয়রণ)	৬৵০—৬'০
এঙ্গেল আয়রণ (কোনা)	৫৸৵০—৬।৵০

গ্যালভ্যানাইজড করগেট টীন—

২২ গেজ ৬ হইতে ১০ ফুট	১১।৵০
২৪ গেজ ,, ,,	১০৸৵০
২৬ গেজ ,, ,,	১২
২৪ গেজ আর, পি, ডি, মার্কা	১২৸৶০
২৪ গেজ গাঃ প্লেন শীট—	১১।৵০
২৬ গেজ ,, ,,	১২।০
২৮ গেজ ও ৩০ গেজ ঐ—	১৩৲—১৬৲
বাগান ঘেরা কাঁটাতার ১০০ পাউণ্ড বাঃ	৮৸০
ষ্টীল পাটী	৬৲৵—৬।০
,, গোলটু (গোল)	৬৲৵—৬।০
,, চৌকা (চোকা)	৬৵০—৬৲।০
,, গোল রড ৶০—।৶০ সূতা	৪৸৵---৫॥৵
,, টানা রড- চৌকা ৶০--।৵০ ঐ	৫৵০ -৫॥০
,, নারিকেল চাল	৭৲—৭৸০
,, প্লেট—তিন সূতা মোটা পর্য্যন্ত	৭।০
,, চাদর ৩-১৬ থানা বাণ্ডিল	৯॥৵—১০৲
স্প্রীং ষ্টীল	৮।০—৯৲
হাফ রাউণ্ড	৫৸৵—৬৲৵০
তারের পেরেক ১—৬ ইঞ্চি	৯—৯৸০
প্যাটেণ্ট পেরেক ২—৮ ইঞ্চি	১২।০—১৫॥০
ঢালাই কড়া ১ হইতে ১০ নং ২॥০ সাট	
কোদাল ৪, ৫, ৬, ৭৸৵০ ৮৸৵০ ৯৸৵০ ডঃ	
ঐ টিন পাউণ্ড ৬৲ পেঃ বিঃ	৬।৵০ ,,
গ্যাঃ প্লেন বালতি ৭—১২ ইঞ্চি	১॥৴০ ৬॥৴০
ঐ রিভিট ,, ৭—১২ ইঞ্চি	২৲--৭৲ ,,
লোহার চেয়ার রডের গোল ও চৌকা	৮॥০— ,,
ঐ চালের লোহার সিট	১৫৲ ,,
ঐ ভেনেস্তা (কাষ্ঠের সিট)	১৮৲ ,,
লোহার স্ক্রুপ ॥—৩ ইঞ্চি	৴১০--॥৶০ গ্রোস
ঐ কব্জা ১৭ নং ১॥—৪ ইঞ্চি	।১০—৸৵১০ পেঃ ডজন
গ্যাঃ তার ১৬—২২ নং (গেজ)	১২৲---১৩৲ হন্দর
গ্যাঃ রিভিং (মটকা) ১২ ইঞ্চি	।৵৫ ॥৶০ পীস
গ্যাঃ গাটারিং বা ডোঙ্গা ৷ ইঞ্চি	॥০—৸৴০ ,,
গ্যাঃ স্ক্রুপ ১॥০--২॥০ ইঞ্চি	২৩৲--২৯৲ হন্দর
গ্যাঃ ওয়াসার চাকি	১১॥০—১৩৲ ,,
গ্যাঃ বোল্ট নাট ৸—৩ ইঞ্চি	॥৵১০—১৵০ গ্রোস
ঢালাই রেলিং	৩॥০--৭॥০ হন্দর

ঐ রেন ওয়াটার পাইপ ৩ ইঞ্চি ৵১০ ও ৪ ইঞ্চি ।১০ ফুট

টিউব ওয়েলের জন্য গ্যাঃ পাইপ ১॥ ইঞ্চি ।৵৫ ফুট

পাম্প ৪নং ১২॥০ ৫নং ১৪৲ ৬নং ১৬৲

৬০--৮০ বাটখারা ৵১৫ সাট ২।০-২॥০ মণ

সন্তোষকুমার মল্লিক এণ্ড সন্স লিঃ

লৌহ ও হাডওয়ার বিক্রেতা।

মীরবহর ঘাট লোহাপটী, বড়বাজার,

টেলি--"লোহার মালিক" কলিকাতা

কেরোসিন

প্লোক্রেক প্রত্যেক বাক্স (২ টিন)		৯৲৬
সূর্য্য মার্কা	,,	৬॥০
ভিক্টোরিয়া	,,	৬৲

সোণার দর

পাকা সোণা	৩০৸৴
বড়াল	৩০৸
চিনা পাত	৩২।০

রূপার দর

রূপা প্রতি ১০০ ভরি	৫৫৵০
ঐ খুচরা	৫০'০

কোম্পানীর কাগজ

৩॥০ সুদের কাগজ	৮১৶
৩॥০ নূতন ঋণ (১৯৪৭-৫০)	৯১।০
৪৲ ,, ঋণ (১৯৬০-৭০)	৯৭৲
৫৲ ,, বণ্ড (১৯৩৫	১০৪॥৴০

ডিবেঞ্চার

৫৲ সুদের (১৯৫৬-৮৬) কলিকাতা পোর্ট-

ট্রাষ্ট ডিবে:— ১০২॥৵০

ব্যাঙ্ক

ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক (কনট্রি)	২৯৪॥০
সেণ্ট্রাল ঐ	২২৲

কাপড় ও সূতার কল

এলগিন মিল	৪৫৲

পাট কল

হাওড়া	৫০৲
অকল্যাণ্ড	১৯৫৲
বালী	১৬২৲
বরানগর	১৫০৲
ক্লেবক	৩৭০৲
ভয়ষ্ট	২৪৩৲
ক্লাইভ	২৮।০
ডালহাউসী	৪০৮॥০
ডেল্টা	৪০৫৲

কৃষ্ণনগর নবদ্বীপঘাট রেলওয়ে সময়

কৃষ্ণনগর হইতে নবদ্বীপঘাট

কৃষ্ণনগর সিটি—	৬-৪৫	১০-৪৪	১৩-২২	১৭-৩৮	২০-১৬
কৃষ্ণনগর রোড—	৬-৫৬	১০-৫৫	১৩-৩৩	১৭-৪৭	২০-২৫
আমঘাটা—	৭-১৫	১১-১৩	১৩-৫১	১৮-৩	২০-৪১
মহেশগঞ্জ—	৭-২৪	১১-২১	১৪-০	১৮-৯	২০-৪৭
নবদ্বীপঘাট—	৭-৩৩	১১-৩০	১৪-৯	১৮-১৬	২০-৫৫

বিশেষ দ্রষ্টব্য—নবদ্বীপঘাট ষ্টেশন অপেক্ষা মহেশগঞ্জ ষ্টেশন হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরের দূরত্ব অনেক কম। শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে যাঁহাদিগকে রাণাঘাটে ট্রেণ বদল করিতে হয়, তাঁহারা রাণাঘাটে প্রাতঃ ৫-৫০ ৮-১৪, ৯ ৪৬, ১৬-৪৮, ১৮ ৩৯ এবং ০-৭২ মিনিটের সময় গাড়ী পাইবেন।

শান্তিপুর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে শান্তিপুর ষ্টেশনে ৫-৪০, ৯-২৯, ১২-২৫, ১৬-৪ এবং ১৮-৪১ মিনিটের সময় ট্রেণ পাওয়া যায়।

নবদ্বীপঘাট হইতে কৃষ্ণনগর

নবদ্বীপ ঘাট—	৫-৩৫	৯-২৫	১২-১০	১৫-৩৪	১৮-৪৫
মহেশগঞ্জ—	৫-৪৩	৯-৩৩	১২-১৯	১৫-৪২	১৮-৫৩
আমঘাটা—	৫-৪৯	৯-৩৯	১২-২৬	১৫-৪৮	১৯-৫
কৃষ্ণনগর রোড—	৬-৫	৯-৫৫	১২-৪৩	১৬-৪	১৯-২৪
কৃষ্ণনগর সিটি—	৬-১৭	১০-৩	১২-৫১	১৬-১২	১৯-৩৫

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে—ডাঃ কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম ভক্তিশাস্ত্রী এল. এম. এফ. কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

ঢাকায় আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র

ঢাকার সংবাদে প্রকাশ, গত ১৮ই সেপ্টেম্বর সোমবার বিকালে আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র নারীশিক্ষা মন্দির পরিদর্শন করিতে গিয়াছিলেন। তাঁহার বক্তৃতার জন্য একটী সভার আয়োজন করা হইয়াছিল। আচার্য্য মহাশয় একটি নাতিদীর্ঘ স্নানগর্ভ বক্তৃতায় সভাস্থ সকলকে অনুপ্রাণিত করিয়া প্রাণে আশার সঞ্চার করেন। প্রথমেই তিনি যাঁহার নামের সহিত প্রতিষ্ঠানটী যুক্ত এবং যাঁহার অক্লান্ত পরিশ্রম এবং বিরাট আত্মত্যাগের ফলস্বরূপ এই অভিনব নারী প্রতিষ্ঠানটি সুদৃঢ় ভিত্তির উপর স্থাপিত হইয়াছিল সেই মহীয়সী মহিলা শ্রীযুক্তা লীলাবতী নাগের কথা উল্লেখ করেন।

তারপর তাঁর কারাবরণের পর কি ভাবে শ্রীযুক্ত উমারাণী রায় বি এ. বি-টি অক্লান্ত চেষ্টা ও স্বার্থত্যাগ দ্বারা এই প্রতিষ্ঠানটিকে সঞ্জীবিত করিয়া তুলিয়াছেন সে কথার উল্লেখ করিয়া তাঁহাকে ধন্যবাদ দেন। মেয়েদের সম্বোধন করিয়া বলেন যে, তাঁহার পঞ্চমবার ইউরোপ ভ্রমণের সময় তিনি মার্সেইতে কয়েকদিন ছিলেন। সেখানকার ১৫।১৬ বৎসরের মেয়েদের উৎসাহব্যঞ্জক ও হাসিভরা মুখ, প্রাণে অফুরন্ত আনন্দ, নিটোল স্বাস্থ্য, তাহাদের লাফালাফি ঝাঁপাঝাঁপি—আমাদের হতভাগ্য দেশের ঘরের, ভিতর অবরুদ্ধ স্বাস্থ্যহীনা, দারিদ্র পীড়িতা মা, বোনদের করুণ ছবি গুলির কথা স্মরণ করাইয়া দিয়াছিল।

আমাদের বর্ত্তমান শিক্ষা পদ্ধতির যে ত্রুটী আমাদের জাতীয় জীবনে কি সর্ব্বনাশ আনয়ন করিতেছে ও প্রাণকে পঙ্গু করিয়া ফেলিতেছে, আচার্য্যদেব তাহার উল্লেখ করেন এবং ইউরোপের শিক্ষা পদ্ধতি কত উন্নত ধরণের এবং কি করিয়া তাহারা মুক্ত প্রকৃতির সাথে প্রাণ খাপ খাওয়াইয়া তাহাদের স্বাধীন চিত্তকে আরো বড় করিয়া তোলে এই সমস্ত বিষয় বিশদভাবে আলোচনা করেন। তিনি মেয়েদের বলেন, "তোমরা লাফাবে ঝাঁপাবে, গাছে চড়বে, প্রাণখুলে হাসবে এবং নাচবে, যদি মাষ্টার মহাশয়েরা বাধা দেন ধর্ম্মঘট করে বেরিয়ে পড়বে এই উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে।" আচার্য্যদেব নারী শিক্ষা মন্দিরের চারিদিকের খোলা বাগান ও মস্ত বড় প্রাঙ্গণ দেখিয়া খুব প্রশংসা করেন তারপর কিভাবে বাঙ্গালী জাতি দিনদিন জীবনসংগ্রামে হটিয়া যাইতেছে এবং অধঃপতনের মুখে ছুটিয়া চলিয়াছে কিভাবে ডিগ্রীর মোহ বাঙ্গালী ছেলেমেয়ের উপর ভূতের মত চাপিয়া বসিয়াছে এবং এই সকলের মূলে যে বাঙ্গালীর শ্রম বিমুখতা আলস্য ও শ্রমমর্য্যাদা জ্ঞানের অভাবই বলেন এবং কিভাবে আমরা উন্নত হইতে পারি সে বিষয়ে উপদেশ দেন তারপর প্রতিষ্ঠানটির সাথে তার যে কি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক, তাহার কথা উল্লেখ করেন।

সামরিক ব্যূহ ভেদ করিয়া বিপ্লবীর পলায়ন

চট্টগ্রামে বিপ্লবীর সন্ধান।

প্রকাশ কয়েকজন বিপ্লবীর খোঁজ পাইয়া গত ২৫শে সেপ্টেম্বর সোমবার রাত্রে একদল পুলিশ ও সৈন্য গরিকোরায় কামিনী চৌধুরী নামক এক ব্যক্তির বাড়ী ঘেরাও করে এবং তিনজন যুবককে গ্রেপ্তার করে। মোহরার তেজেন্দ্র দাস, আনোয়ার ভূতি দাস ও গরিকোরার পঞ্চানন চক্রবর্ত্তী বলিয়া তাহারা তাহাদের পরিচয় দিয়াছে। তাহাদের নিকট হইতে কতকগুলি সন্দেহজনক কাগজপত্র পাওয়া গিয়াছে।

অতঃপর দুইজন লোক ঐ বাড়ী হইতে বাহির হইয়া সামরিক ব্যূহ ভেদ করিয়া ছুটিয়া পড়ে। উহাদের মধ্যে একজনকে তখনই গ্রেপ্তার করা হয়। অপর যুবকটিকে লক্ষ্য করিয়া গুলী ছোড়া হয় কিন্তু লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়। যুবকটী তখন অন্ধকারের মধ্য দিয়া পলাইয়া যায়।

যে যুবকটীকে পরে গ্রেপ্তার করা হয়, তাহার নাম শান্তি সেন। সে একজন ফেরার বলিয়া জানা গিয়াছে।

ফেরারী আসামী গ্রেপ্তার

পুলিশ ও সৈন্যদল চট্টগ্রাম হইতে ৪ মাইল দূরে দারুণ কাট্টলীতে শান্তি চক্রবর্ত্তীর বাড়ী ঘেরাও করে। শান্তি চক্রবর্ত্তী সংশোধিত বঙ্গীয় ফৌজদারী আইন অনুসারে একজন ফেরারী আসামী বলিয়া প্রকাশ। শান্তিকে তাহার বাড়ীতে পাওয়া যায় এবং তাহাকে গ্রেপ্তার করা হয়। প্রকাশ এই যুবকও সংশোধিত বঙ্গীয় ফৌজদারী আইন অনুযায়ী আর একজন উল্লেখযোগ্য ফেরারী আসামী। এই যুবক তাহার নিজগ্রাম কর্ণফুলী নদীর অপর পারে প্রায় ১২ মাইল দূরে বোয়ালখালী থানার অন্তর্গত হেডকোয়ার্টার ছাড়িয়া ভিন্ন গ্রামে কেন রহিয়াছে, তাহার কোন সন্তোষজনক কৈফিয়ৎ দিতে পারে নাই। আরও প্রকাশ যে, কাট্টলীতে তাহাকে গ্রেপ্তার করিবার পূর্ব্বে তাহার নিজ বাড়ী অনেকবার খানাতল্লাস করা হইয়াছিল, কিন্তু তাহাকে পাওয়া যায় নাই।

প্রতিনিধি কমিশন সমূহের সদস্য পদের দাবী

জেনেভা, ২৭শে সেপ্টেম্বর জাতি সঙ্ঘের কার্য্যকরী সমিতির প্রেসিডেণ্ট, পাঞ্জাবের রাজকুমারী অমৃতকুমারী বোম্বাই-এর মিসেস হামিদ আলী ও মাদ্রাজের স্বামী নাথম ভারতীয় নারীগণের এই তিনজন প্রতিনিধিকে সাদরে গ্রহণ করেন।

জাতি সঙ্ঘের নিকট তাঁহারা প্রস্তাব করেন যে, শ্রমিক, স্বাস্থ্য প্রভৃতি সামাজিক সমস্যা ও নিরস্ত্রীকরণ সমস্যা সম্পর্কিত কমিশন সমূহে যেন যেখানেই সম্ভব ভারতীয় নারীদিগকে সদস্য ও সহকারীরূপে নিযুক্ত করা হয়। তাঁহারা পৃথিবীর নারীগণের এক পঞ্চমাংশের প্রতিনিধি বলিয়া দাবী করিয়া বলেন যে নারী সম্পর্কিত সমস্যা সমূহের বিশেষভাবে ভারতীয় নারী সম্পর্কিত সমূহের সমাধানের জন্য কাজ করিতে ও অভিমত প্রদান করিতে তাঁহারা প্রস্তুত আছেন।

প্রেসিডেণ্ট প্রতিশ্রুতি দেন যে তিনি আবেদনটী জাতি সঙ্ঘের সম্মুখে উপস্থাপিত করিবেন এবং বলেন যে, জাতিসঙ্ঘ নিশ্চয়ই সহানুভূতির সহিত ইহার ব্যবস্থা করিবেন।

জাতি-সঙ্ঘের বিরুদ্ধে অভিযোগ

জাতি সঙ্ঘের চীনা প্রতিনিধি ডাঃ ওয়েলিংটন কু গত ২৯শে সেপ্টেম্বর জাতিসঙ্ঘের সভায় মাঞ্চুরিয়া সমস্যা সম্পর্কে এক বক্তৃতা প্রদান করেন। তিনি বলেন যে, সুদূর প্রাচ্যে যেরূপ লক্ষণ দেখা যাইতেছে, তাহাতে বোধ হয় যে, কয়েক বৎসরের মধ্যেই এখানে একটা ভীষণ যুদ্ধ সংঘটিত হইবে। জাতিসঙ্ঘ সুদূর প্রাচ্যের ব্যাপারে কার্য্যকরীভাবে হস্তক্ষেপ না করার ফলে লোকের মনে এই বিশ্বাস হইতেছে যে, বাহুবলই একমাত্র সত্য। অতঃপর তিনি বলেন যে, যাহাতে চীন পাশ্চাত্যের সহিত সহযোগিতা পরিত্যাগ করিয়া "এসিয়া এসিয়াবাসীর জন্য এই নীতি গ্রহণ করে তজ্জন্য চীনের উপর চাপ পাড়িতেছে। তাঁহার বক্তৃতা হইতে বুঝা যায় যে, যতদিন চীন দুর্ব্বল থাকিবে কিংবা জাতিসংঘ সন্ধিসর্তের সম্মান রক্ষা করিতে অক্ষম থাকিবে ততদিন পর্য্যন্তই জাপান কর্ত্তৃক মাঞ্চুরিয়া অধিকার সহ্য করা হইবে।

জাপানের ভীতি

জাপানের সমর সচিব সৈন্যদলকে আধুনিক ভাবে সংস্কার করিবার জন্য বহু অর্থের প্রয়োজন দেখাইয়া একখানি বিবৃতি প্রকাশ করিয়াছেন। বিবৃতিতে বলা হইয়াছে যে, সোভিয়েট সরকার সুদূর প্রাচ্যে সামরিক সাজসজ্জা বৃদ্ধি করিতেছেন তাহারা এমন এক শক্তিশালী সুশিক্ষিত বিমান বাহিনী গঠন করিয়াছেন, যাহা যুদ্ধ উপস্থিত হইলে, অনায়াসে টোকিও আক্রমণ করিতে পারিবে। সুতরাং মানচুকু ও জাপান রক্ষা করিবার সৈন্যদলের সংস্কার প্রয়োজন।

আর একটী খানাতল্লাসী

চট্টগ্রাম প্রবর্ত্তক সঙ্ঘের শাকপুরা গ্রামস্থিত শাখা খানাতল্লাসী হওয়ার কালে পুলিশ অনেকগুলি পুস্তক লইয়া যায় এবং সঙ্ঘের দুইজন সদস্যকে গ্রেপ্তার করে। তাহাদিগকে হাজতে পাঠান হয়।

ঠাকুরের ঠিকানা— 'শ্রীধাম' নবদ্বীপ
ডাকের ঠিকানা—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

দৈ নি ক

Reg No C 1544

নদীয়া-প্রকাশ
THE
NADIA-PRAKASH

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩॥০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র।

সাহায্যের হার
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸০
মাসিক ১৲
নগদ
প্রতি সংখ্যা ৫

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার - নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৮ম খণ্ড । সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বেদান্তবাচস্পতি [১৭৯শ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর ১৯ই আশ্বিন বৃহস্পতিবার ৩০, ৫ই অক্টোবর ১৯৩৩

টাটা কোম্পানীর ২৫তম বার্ষিক উৎসব

টাটা আয়রন এণ্ড ষ্টীল কোম্পানীর পঞ্চবিংশতি বার্ষিক প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে গত বৎসর কোম্পানীর কর্ম্মচারীদিগকে বোনাস দেওয়ার কথা ছিল, কিন্তু কোম্পানীর প্রেসিডেণ্ট স্যার দোরাব টাটার মৃত্যু হওয়ায় দেওয়া হয় নাই। সম্প্রতি কোম্পানীর জেনারেল ম্যানেজার মিঃ জে, এল কীনান নোটীশ দিয়াছেন যে জামশেদপুর কারখানার যে সকল কর্ম্মচারী মাসিক ২৫০ টাকার অনধিক বেতন পায়, তাহাদিগকে ১৫ দিনের বেতন বোনাস দেওয়া হইবে। ১৯৩২ সালের জানুয়ারী মাস হইতে যাহারা অদ্যাবধি কর্ম্মে নিযুক্ত আছে, তাহাদিগকে এই বোনাস দেওয়া হইবে।

জামশেদপুর কারখানায় যেসকল কর্ম্মচারীর মাসিক বেতন ২৫০ টাকা হইতে ৪৯৯ টাকা পর্য্যন্ত, তাহাদের বেতন হইতে শতকরা ৫ টাকা না কাটিয়া তাহাদিগকে পুরা বেতন দেওয়া হইবে।

জামশেদপুর কারখানার যে সকল কর্ম্মচারী মাসিক ৫০০টাকা ও তদূর্দ্ধ বেতন পায় এবং জামশেদপুর কারখানার বাহিরে ও বোম্বাই কলিকাতা অথবা অন্যত্র যেসকল কর্ম্মচারী মাসিক ২৫০ টাকা ও তদূর্দ্ধ বেতন পায় তাহাদের বেতন শতকরা দশটাকা হারে হ্রাস করা হইয়াছিল, কিন্তু তাহাদের বেতন হইতে শতকরা ৫টাকা হারে কাটা হইবে।

আগামী অক্টোবর মাসে দেয়, সেপ্টেম্বর মাসের বেতন সম্পর্কে এই আদেশ জারী হইল।

ইটালীতে প্রবল ভূমিকম্প

ইটালীতে এক ভীষণ ভূমিকম্পের ফলে ১২ জন লোক মারা পড়িয়াছে। এবং একশতজন আহত হইয়াছে।

মধ্য ইটালীর এব্রুজি পর্ব্বতই ভূমিকম্পের কেন্দ্র বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছে। ৪টা ৩৬ মিনিটের সময় পর পর দুইবার ভূমিকম্প হয়। সমস্ত রাত্রি ধরিয়া গুরু গুরু শব্দে কেহ ভয়ে নিদ্রা যাইতে পারে নাই।

শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য সেনাদলকে আহ্বান করা হয়। তাহারা প্রাথমিক চিকিৎসার জন্য বন্দোবস্ত করিয়াছিল।

কারাদণ্ড

সবরমতী আশ্রমের ম্যানেজার শ্রীযুক্ত নারায়ণ দাস গান্ধী নিষেধাজ্ঞা অমান্য করার অভিযোগে গত ২২ই সেপ্টেম্বর তারিখে গ্রেপ্তার হন গত ৩০শে সেপ্টেম্বর সিটী ম্যাজিষ্ট্রেট তাঁহাকে ৬ মাস সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন।

অগ্নিকাণ্ড

গত ২৫শে সেপ্টেম্বর আগুন লাগিবার ফলে কাকিরয়া চেরীতে হরিজনগণের প্রায় ১শত গৃহ ভস্মীভূত হইয়া গিয়াছে। প্রায় তিনশত হরিজন গৃহহীন হইয়াছে।

বড়লাটের সফর

বড়লাট ও তদীয় পত্নী গত ২৯শে সেপ্টেম্বর সিমলা হইতে আসাম রওণা হইয়াছেন। আসামে অল্প কয়েকদিন অবস্থান করিয়া তাঁহারা ৮ই অক্টোবর দিল্লীতে পৌঁছিবেন। নবেম্বরের শেষ পর্য্যন্ত দিল্লীতে অবস্থান করিয়া, তথা হইতে দক্ষিণ ভারতে মাদ্রাজ, কোচিন, ত্রিবাঙ্কুর, পুদুকোটা, হায়দ্রাবাদ এবং মহীশূর পরিদর্শন করিবেন। তাঁহারা বড়দিনের ছুটিতে কলিকাতা বাস করিবেন, এবং জানুয়ারী মাসের মধ্যভাগে দিল্লীতে ফিরিয়া যাইবেন।

লণ্ডনে কুয়াসা

রয়টারী হইতে প্রকাশ গত ২৮শে সেপ্টেম্বর রাত্রিতে যে কুয়াসা হইয়াছিল তাহার জন্য যান বাহনের বিশেষ অসুবিধা ঘটায় বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করিতে হইয়াছিল। পরদিন প্রাতঃকালে পুনরায় সূর্য্যালোক দেখা যায়।

ভারত-সিংহল কেবল্ লাইন

শুনা যাইতেছে, আগামী মার্চ্চ মাসে ভারত-সিংহল নূতন টেলিগ্রাম লাইনের কার্য্য আরম্ভ হইবে। বণিক সমিতি সমূহ হইতে এই নূতন লাইনের আয় সম্বন্ধে অনুসন্ধান করা যাইতেছে। যদি সন্তোষ জনক লাভের আশা পাওয়া যায়, তবে টালাইমান্নার এবং কলম্বো মধ্যস্থিত জমির সম্বন্ধে আলোচনা করা যাইবে।

অষ্ট্রীয়ার প্রতি সহানুভূতি

ভিয়েনা হইতে প্রকাশ, অষ্ট্রীয়ার চ্যান্সেলার মহামান্য ডাঃ ডলফাস্ জেনেভা হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া সুস্থ শরীরে কার্য্যক্ষেত্রে পৌঁছিয়াছেন। তিনি অতি আনন্দের সহিত প্রকাশ করিয়াছেন যে, জেনেভাতে অষ্ট্রীয়া সম্বন্ধে যে আলোচনা হইয়াছে তাহাতে সকলেই অষ্ট্রীয়ার প্রতি বিশেষ সহানুভূতি প্রকাশ করিয়াছেন।

বোম্বে গবর্ণরের ভ্রমণ

৩০শে সেপ্টেম্বর তারিখের বেলগ্রামের সংবাদে প্রকাশ, মাননীয় গভর্ণর বর্ত্তমান বিরাট জনতার সমক্ষে দাক্ষিণাত্য বিভাগের দরবার কার্য্য সম্পাদন করিয়াছেন। দরবারের বারদেশে স্থানীয় চৌকিদারগণ প্রাচীন তরবারি হস্তে দণ্ডায়মান হইয়া গার্ড অব্ অনার দিয়াছিলেন। দরবারে প্রায় আড়াই হাজার সভ্য উপস্থিত ছিলেন। তন্মধ্যে প্রায় ৪০ জনকে সনন্দ প্রদান করা হয়। তৎপরে অনুন্নত সমাজ তাঁহাকে অভিনন্দন প্রদান করিয়াছিল।

জার্ম্মান পণ্য বর্জ্জন

ফিনিস্ ট্রেড ইউনিয়ন সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, হিটলারবাদের বিরুদ্ধতা স্বরূপ তাহারা সাধারণভাবে জার্ম্মাণ পণ্য বর্জ্জন করিবেন।

জাপানের সহিত ব্যবসা সম্পর্ক

৩০শে সেপ্টেম্বর সিমলা হইতে প্রকাশ এই দিবস বেলা ১১টার সময় ভারতীয় এবং জাপানী প্রতিনিধিদের একটী সভা হয়, স্যার ফজল্ হোসেন ভারতবর্ষের বাহিরে থাকার জন্য তিনি ছাড়া আর সকল সভ্যই উপস্থিত ছিলেন। পরের সোমবার বেলা সাড়ে দশটার সময় সভা বসিবে।

মিঃ টি. হুসেন

গত ২৯শে সেপ্টেম্বর ইণ্ডিয়া গেজেটে প্রকাশ, মিঃ টি হুসেন এম্. বি, ই, খাঁ বাহাদুর, আই পি, এসিষ্টেণ্ট ডিরেক্টর অব্ দি ইনটেলিজেন্স ব্যুরো, হোম ডিপার্টমেণ্ট ৪৯ বৎসর বয়সে মারা গিয়াছেন। কর্ম্মক্ষেত্রে তিনি একজন বিশেষ উপযুক্ত ব্যক্তি বলিয়া আদৃত হইয়াছিলেন।

ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়

৺নদীয়া প্রকাশ

১১ই আশ্বিন বৃহস্পতিবার, ১৩৪০

রেলওয়ে সময়

গত ১লা অক্টোবর হইতে ইষ্ট বেঙ্গল রেলওয়ের যে 'টাইম টেবল' প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে "শান্তিপুর-কৃষ্ণনগর নবদ্বীপঘাট" লাইট রেলওয়ের সময় অপরিবর্ত্তিত অবস্থায়ই আছে দেখা গেল। অপরাপর লাইনের কোন কোন ট্রেনের সময় কিছু কিছু পরিবর্ত্তিত হইয়াছে।

গত ১লা অক্টোবর হইতে ৬৯ নং আপ ট্রেন অর্থাৎ "ক্যালকাটা-কৃষ্ণনগর সিটি লোক্যাল" ট্রেণটী শিয়ালদহ ষ্টেশন হইতে ৫-৫৬ মিনিটের সময় ছাড়িয়া কৃষ্ণনগরসিটি ষ্টেশনে ৮-৫১ মিনিটের সময় পৌঁছিতেছে। আবার ঐ ট্রেণটী ৭৪ নং ডাউন ট্রেণ হইয়া কৃষ্ণনগর হইতে ৯-২৭ মিনিটের সময় ছাড়ে এবং ১২-১৬ মিনিটের সময় শিয়ালদহ ষ্টেশনে পৌঁছে। এই ট্রেণ দুইটীর সহিত যদি কৃষ্ণনগর-নবদ্বীপঘাট-লাইট রেলওয়ের সংযোগ থাকিত তাহা হইলে যাত্রিগণের বিশেষ সুবিধা হইত। কিন্তু উক্ত লোক্যাল ট্রেণটী কৃষ্ণনগর ষ্টেশনে মাত্র ৩৬ মিনিট অবস্থান করিয়া কলিকাতা প্রত্যাবর্ত্তন করে বলিয়া কৃষ্ণনগর-নবদ্বীপঘাট লাইট রেলওয়ের আপ ও ডাউন উভয় ট্রেণের সহিত সংযোগ থাকা সম্ভবপর নহে। এই অবস্থায় যদি ১৮ এন্ নং গাড়ীটী নবদ্বীপঘাট হইতে ৯টা ২৫ মিনিটের সময় ছাড়িবার পরিবর্ত্তে ৮টা ৪০ মিনিটের সময় ছাড়িয়া ৯টা ২০ মিনিটের মধ্যে কৃষ্ণনগরসিটি ষ্টেশনে পৌঁছে; তাহা হইলে শ্রীমায়াপুর, নবদ্বীপ প্রভৃতি স্থানের যাত্রিগণের কলিকাতা যাইতে বিশেষ সুবিধা হয়। কারণ তাহা হইলে যাত্রিগণ ৭৪ নং ডাউন ট্রেণটীর সুযোগ গ্রহণ করিতে পারেন। পূর্ব্বোক্ত অঞ্চলের বহু বহু যাত্রী প্রত্যহ কলিকাতা যাতায়াত করিয়া থাকেন, সুতরাং তাঁহাদের সুবিধার প্রতি দৃষ্টিপাত করা রেলওয়ে কর্ত্তৃপক্ষের একান্ত কর্ত্তব্য। তাই আমরা এ বিষয়ে রেলওয়ে কর্ত্তৃপক্ষের বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। বর্ত্তমান ব্যবস্থানুযায়ী ১৮ এন্ নং ট্রেণে যেসকল কলিকাতা-যাত্রী আরোহণ করেন, তাঁহাদিগকে কৃষ্ণনগরসিটি ষ্টেশনে এক ঘণ্টা ৪২ মিনিট বসিয়া থাকিতে হয়, ইহাতে যাত্রিগণের আর কষ্টের অবধি থাকে না।

কবি কামিনী রায়

সুপরিচিতা মহিলা কবি শ্রীযুক্তা কামিনী রায় গত ২০শে সেপ্টেম্বর বুধবার রাত্রি ৩ ঘটিকার সময়, তাঁহার কলিকাতাস্থ ৪২ এ হাজরা রোড বাসভবনে ৬৯ বয়সে নিউমোনিয়া রোগে ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন। পরিণত বয়সে দেহত্যাগ করিলেও সাহিত্য কাননকুল তাঁহার বিরহে এক উজ্জ্বল রশ্মির অভাব অনুভব করিতেছেন।

শ্রীযুক্তা রায় পরলোকগত চণ্ডীচরণ সেন মহাশয়ের জ্যেষ্ঠা কন্যারূপে ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দের ১২ই অক্টোবর বৈদ্যবংশে জন্মগ্রহণ করেন। ১৮৭০ সালে সেন মহাশয় ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করেন, তাঁহার স্ত্রীপুত্রাদিও তাঁহার অনুগমন করেন। ঐ সময়ে হিন্দুসমাজে বালিকাদিগকে লেখাপড়া শিখান একটা নিন্দনীয় কার্য্য বলিয়া পরিগণিত হইত। কিন্তু শ্রীযুক্তা কামিনী রায়ের মাতা ব্রাহ্মধর্ম্মগ্রহণের পূর্ব্বেই স্বীয় কন্যাকে গোপনে লেখাপড়া শিখাইতে আরম্ভ করিয়াছিলেন।

স্বর্গীয়া কামিনী রায় অতি অল্প বয়স হইতেই কবিতা রচনা করিতে আরম্ভ করেন। শুনা যায়, ৮ বৎসর বয়সেই তিনি কতকগুলি কবিতা লিখিয়াছিলেন। তাঁহার শিক্ষার প্রতি ঐকান্তিক অনুরাগ ছিল, তাই তিনি শীঘ্রই সাহিত্যানুরাগিনী বলিয়া নিজকে পরিচিত করিতে পারিয়াছিলেন। ১৮৮৬ সালে ২২ বৎসর বয়সে তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে সংস্কৃতে অনার্স লইয়া বি, এ, পাশ করেন এবং কলিকাতা বেথুন কলেজের স্কুলে শিক্ষয়িত্রীর পদ গ্রহণ করেন। পরবর্ত্তী কালে তিনি বেথুন কলেজের লেকচারার নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ১৮৯৪ সালে শ্রীযুত কে. এন্. রায় আই. সি. এস্ তাঁহার কবিতায় মুগ্ধ হইয়া তাঁহার পাণিগ্রহণ করেন। এই সময়ে শ্রীযুক্তা রায়ের বয়স ৩২ বৎসর। ইহার পর তিনি আর কাব্যরচনায় বিশেষরূপে প্রবৃত্ত হন নাই। জীবনে তিনি অনেক শোক পাইয়াছেন, ১৯০০ সালে তাঁহার প্রথম সন্তান বিয়োগ হয়, ১৯০৯ সালে তাঁহার স্বামী মোটর দুর্ঘটনায় নিহত হন। ১৯১৩ সাল তাঁহার শ্রেষ্ঠ পুত্র অশোক এবং ১৯২০ সালে তাঁহার কন্যা লীলা মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

শ্রীযুক্তা রায়ের রচিত 'আলো ও ছায়া' 'নারীনিগ্রহ' 'নারীর দাবী' 'নারীর জাগরণ' 'অশোক সঙ্গীত' 'মহাশ্বেতা' 'পুণ্ডরীক' প্রভৃতি গ্রন্থ ও কবিতা প্রণয়ন করিয়াছেন।

সন্তরণ বীর প্রফুল্লচন্দ্র

কলিকাতা সেন্ট্রাল ক্লাবের সদস্য শ্রীমান্ প্রফুল্লকুমার ঘোষ গত ২৪শে সেপ্টেম্বর রবিবার প্রাতঃ ৬॥ ঘটিকা হইতে আরম্ভ করিয়া হেদুয়ার পুষ্করিণীতে একাদিক্রমে ৭২ ঘণ্টা ১৮ মিনিট সন্তরণ করিয়াছেন। ইতঃপূর্ব্বে আমেরিকার কুমারী লোটীমুর সোমার ও অপর একজন মার্কিণ স্ত্রীলোকের ৭২ ঘণ্টা ২মিনিট ৪০ সেকেণ্ড সন্তরণের রেকর্ড আছে, সুতরাং দেখা যাইতেছে শ্রীমান্ প্রফুল্ল এখন পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সন্তরণবীর।

বেকার-সমস্যায় সরকার

(১)

যে যুবক কৃষিক্ষেত্রে এক বৎসর শিক্ষা লাভ করে, তাহাকে তাহার পর খাসমহলে ১৫ বিঘা জমী ও ২০০ টাকা অগ্রিম দেওয়া হয়; এই টাকা ঋণ হিসাবে এক জোড়া বলদ ও কৃষি কার্য্যের সরঞ্জামাদি কিনিবার জন্য প্রদান করা হয়। এই টাকার জন্য যুবককে নিজে জামিন থাকিতে হয় এবং জিলার কালেক্টার যাঁহাদিগকে উপযুক্ত মনে করেন এমন দুইজন লোকের যৌথ ও একক দায়িত্বও যোগাড় করিতে হয়। প্রথম ৩ বৎসর যুবককে জমীর খাজনা দিতে হয় না। তাহাকে দ্বিতীয় বৎসর হইতে ৪ বৎসরে ঋণের টাকা সুদ সহ চার কিস্তিতে শোধ করিতে হয়। সর্ত্ত থাকে যে, যে যাহার ক্ষেত্রে বাস করিয়া নিজহস্তে জমী চাষ করিবে, বর্গাভাগে বা অন্য কোনরূপে জমী বা জমীর কোন অংশ বিলি করিতে পারিবে না। কেহ যদি জমী বর্গাভাগ বা অন্যরূপে বিলি করিবার চেষ্টা করে, তবে তখনই তাহার নিকট হইতে জমী ছাড়াইয়া লওয়া হয় এবং জামিনদারগণ ঋণের টাকা দিতে বাধ্য হন। কিন্তু যদি ৩ বৎসর পূর্ণ হইলে দেখা যায়, যুবক সন্তোষজনকরূপে কাজ করিতে পারিয়াছে, তবে তখন সরকারী খাসমহল বিলের সাধারণ স্থানীয় নিয়মে ঐ জমী বিনা সেলামীতে যুবকের সহিত বন্দোবস্ত করা হয়। প্রথম জমী দিবার সময় যুবককে পরীক্ষাকাল ৩ বৎসরের জন্য দলিল দিতে হয়।

এই ব্যবস্থার প্রবর্ত্তনাবধি এ পর্য্যন্ত ৪ দল যুবক শিক্ষা শেষ করিয়া গিয়াছে—শেষ দলের ৫ জন যুবক গত ১৯৩২ খৃষ্টাব্দের ৩১শে জুলাই তারিখে শিক্ষা শেষ করিয়াছে। ব্যবস্থানুসারে এই ৪ দলের প্রত্যেক যুবককেই জমী ও ঋণ দেওয়া হইয়াছে। প্রথম ২ দলের যুবকরা মাদারীপুর মহকুমায় কোটচুরী-সাস্থলে একসঙ্গে ১৫০ বিঘা জমী পাইয়াছে এবং অপর ২ দলের যুবকদিগকে গোয়ালন্দ মহকুমার চর করোনেশনে এক "লপ্তে" ২০০ বিঘা জমী দেওয়া হইয়াছে। তাহারা নিয়মানুসারে কাজ আরম্ভ করিয়াছে—জমীতে বাস করিয়া নিজহস্তে চাষ করিতেছে। তাহারা ২টি বড় চরে বাস করে—পল্লীগ্রামেও লোক যে সব আনন্দ উপভোগের সুযোগ পায় তাহারা তাহাও পায় না। বাজার ও ডাকঘরও তাহাদিগের বাসস্থান হইতে দূরে অবস্থিত। তাহারা কৃষিক্ষেত্রে যে শিক্ষা লাভ করিয়াছিল, তাহাতে তাহারা যে কৃষকের জীবনযাপন করিবার উপযুক্ত হইয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। কারণ, প্রথম ২ দলের যুবকরা প্রায় নিজহস্তেই চরে আপনাদিগের বাসগৃহ রচনা করিয়াছে। তাহারা মাটি কাটিয়া তাহা ঝুড়ীতে আপনারাই বহন করিয়া লইয়া যায় এবং ঘরের পোতা উচ্চ করিয়াছিল। তাহাদিগের ঘরের ছাত টিনের, বেড়া মাদুরের ও খুঁটি বাঁশের। ঘরের মধ্যে বাঁশের মাচ শয়নের জন্য ব্যবহৃত হয়। ইহা ভিন্ন গোশালা ও রন্ধনের ঘর স্বতন্ত্র। বাসের ঘরের কতকাংশই ক্ষেত্রের উৎপন্ন ফসল জমা করিয়া রাখিবার জন্য ব্যবহৃত হয়। এই যুবকরা সাধারণ কৃষকদিগেরই মত মাঠে খালি পায়ে, খালি গায়ে কাজ করে এবং আপনারাই আপনাদিগের খাদ্য রন্ধন করে। তাহারা ভাত, ডাইল ও নিকটবর্ত্তী নদীতে প্রচুর পরিমাণে লব্ধ মাছ খাইয়া থাকে। স্থানীয় চাষীরা কেহ বা ইহাদিগকে "ভলেণ্টিয়ার" বলে, কেহ বা বলে ইহারা "স্বদেশী"—সরকারের বিরুদ্ধ কাজ করায় বন্দী হইয়া আছে। যে কেহ দেখিলেই ইহাদিগের জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের পদ্ধতি ও কি ভাবে ইহারা কষ্ট সহ্য করিতে শিখিয়াছে তাহাতে বিস্মিত হইবেন। ইহাদিগের স্বাস্থ্যেরও উন্নতি হইয়াছে। কেবল আজকাল ফসলের দাম কমায়—যে দামে খরচ ও পরিশ্রম পোষায় না বলিয়া—ইহারা বিব্রত হইয়া পড়িয়াছে। ইহারা যে জমী চাষ করে, তাহা এখনও পূর্ণ উর্ব্বরতা লাভ করে নাই; কারণ, চর নূতন গড়িয়া উঠিয়াছে। যুবকরা কেহই নিরাশ হয় নাই; তাহাদিগের দৃঢ় বিশ্বাস, তাহারা সাফল্য লাভ করিবে। ইহারা সকলেই ফরিদপুরের সম্ভ্রান্ত পরিবারের সন্তান।

তৃতীয় ও চতুর্থ দলের যুবকরা যে জমী পাইয়াছে, তাহা এখনও নীচু বলিয়া তাহারা আজ পর্য্যন্ত তথায় আপনারা গৃহ নির্ম্মাণ করে নাই এবং বর্ত্তমানে জমীর কাছে একখানি টিনের ঘর ভাড়া লইয়া বাস করিতেছে। এই যুবকদিগের দ্বারা কৃষির আর এক বিষয়ে বিশেষ উন্নতি হয়। সরকারের কৃষি বিভাগ যে সব উন্নত ফসলের প্রবর্ত্তন করিয়াছেন চরের সাধারণ কৃষকরা ইহাদিগের নিকট হইতে সে সকলের চাষ করিতে শিখিতেছে।

সুতরাং দেখা যাইতেছে, ফরিদপুরে এই যে পরীক্ষা চলিতেছে, ইহাতে কেবল যে আমাদিগের যুবকদিগের জটিল বেকার-সমস্যার আংশিক সমাধান হইতে পারে, তাহাই নহে; পরন্তু, সঙ্গে সঙ্গে তাহাদিগের দৃষ্টান্তে সাধারণ কৃষকরা নূতন নূতন ফসল উৎপন্ন করায় কৃষকসাধারণেরও আর্থিক উন্নতি হইতে পারে।

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ

বিশ্বের একমাত্র দৈনিক

— পারমার্থিক পত্র —

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশ
তনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনম্,
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং
প্রেমা পুমর্থো মহান্,
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং
তত্রাদরো নঃ পরঃ॥

৮ম বর্ষ } ২রা দামোদর গৌরাব্দ ৪৪৭, ১৯শে আশ্বিন বঙ্গাব্দ ১৩৪০, ৫ই অক্টোবর ইং ১৯৩৩, বৃহস্পতিবার { ১৭৯তম সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

পণ্ডিত অনন্ত আচার্য্য

মাদ্রাজের বিষ্ণুকাঞ্চী-নিবাসী 'প্রতিবাদী ভয়ঙ্কর' শ্রীযুক্ত অনন্ত আচার্য্য ব্রাহ্মণ সভার সভাপতির আসন গ্রহণার্থ নিমন্ত্রিত হইয়া দেশ হইতে কাশী হইয়া গত ২৬শে সেপ্টেম্বর কলিকাতা পৌঁছিয়াছেন। শ্রীসম্প্রদায়ের আচার্য্য-ভাস্কর শ্রীল রামানুজের ৭৪ জন শিষ্যের মধ্যে জনৈক শিষ্য মায়াবাদ-নিরসনকুশল 'প্রতিবাদী ভয়ঙ্কর' ছিলেন। তাঁহার গৌরবে গৌরবান্বিত হইবার নিমিত্ত তাঁহার বংশধরগণ নিজ নিজ নামের সহিত অদ্যাপি 'প্রতিবাদী ভয়ঙ্কর'-উপাধি ব্যবহার করিয়া আসিতেছেন।

শ্রীযুক্ত অনন্ত আচার্য্যজী হাবড়ায় উপস্থিত হইলে কলিকাতার বহু পণ্ডিত ও সাধারণ ব্যক্তি তাঁহাকে সম্বর্দ্ধনা করিবার নিমিত্ত ষ্টেশনে উপস্থিত হইয়াছিলেন। পুরীর ইমারমঠের মোহান্ত শ্রীযুক্ত গদাধর রামানুজ দাস মহোদয়, শ্রীগৌড়ীয়মঠের সুপণ্ডিত বক্তা ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ, ও শ্রীযুক্ত যশোদানন্দন ভাগবতভূষণ প্রমুখ গৌড়ীয়মঠের কতিপয় ভক্ত তথায় উপস্থিত ছিলেন। অতিরিক্ত লোক-সংঘট্ট হওয়ায় প্রধানভাবে অভ্যর্থনা করিবার জন্য গৌড়ীয়মঠের প্রচারকগণ ও ইমারমঠের মোহান্তমহারাজকে সম্মুখে আসন দেওয়া হইয়াছিল, আর সকলকেই সরাইয়া দেওয়া হয়। পণ্ডিত আচার্য্যজী মহামহোপদেশক পণ্ডিতপ্রবর অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ ও মহোপদেশক আচার্য্য শ্রীপাদ যদুবর কাব্যশাস্ত্রী মহাশয়দ্বয়ের সহিত সংস্কৃতে আলাপ করেন।

কলিকাতায় ব্রাহ্মণ-সভা

গত ২৭শে, ২৮শে ও ২৯শে সেপ্টেম্বর দিবসত্রয় কলিকাতায় ব্রাহ্মণ-সভার অধিবেশন হইয়াছিল। সভাপতি ছিলেন মাদ্রাজ প্রদেশান্তর্গত বিষ্ণুকাঞ্চী-নিবাসী পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অনন্ত আচার্য্য। নিমন্ত্রিত হইয়া গৌড়ীয় মঠের পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরিপদ বিদ্যারত্ন এম্ এ, বি-এল, মহোপদেশক অধ্যাপক আচার্য্য শ্রীযুক্ত যদুবর দাসাধিকারী এম্-এ, বি-এল ও শ্রীযুক্ত রাসবিহারী ব্রহ্মচারী ভক্তিজ্যোতিঃ মহাশয় উক্ত সভায় যোগদান করিয়াছিলেন।

আচার্য্য ও অনাচারী

কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ সদ্‌গুরু কৃষ্ণসেবা, কৃষ্ণ-কীর্ত্তন, কৃষ্ণ-কীর্ত্তন-বিস্তার ব্যতীত এক মুহূর্ত্তও যাপন করিতে পারেন না। গোস্বামিব্রুব-দলের স্ত্রী-পুত্রাদির পালনের নিমিত্ত কীর্ত্তনের অভিনয়; কিন্তু যে-স্থানে কৃষ্ণ-কীর্ত্তনে কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতির জন্য যত্ন না থাকিয়া আত্মেন্দ্রিয়প্রীতির জন্য—জড়দেহাদি-সম্পর্কিত ব্যক্তিগণের জড়-সুখবৃদ্ধির জন্য যত্ন, সেখানে কৃষ্ণকীর্ত্তন হয় না, মায়ার কীর্ত্তন হইয়া যায়; তাহাতে মুক্ত হইবার সম্ভাবনা নাই; সুতরাং শুদ্ধ শ্রীনামকীর্ত্তনের সোপানও কখনও হয় না। কারণ শুদ্ধনাম অমুক্তের জিহ্বায় উদিত হন না। জড়-বিষয়ে আসক্ত থাকিয়া যদি কেহ অশ্রু-কম্পাদি প্রদর্শন করে, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে—জড়-প্রতিষ্ঠা তাহার হৃদয়কে অধিকার করিয়া বসিয়া আছে। সুতরাং বক-ধার্ম্মিকের কবলে যাহাতে পড়িতে না হয় তজ্জন্য বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিমাত্রই যত্ন করিবেন। কিন্তু কৃষ্ণৈকনিষ্ঠ সদ্‌গুরুর চরণ আশ্রয় ব্যতীত মায়ামুক্ত হইবার বা কৃষ্ণকীর্ত্তন করিবার দ্বিতীয় পন্থা নাই, একথাও সকলেরই স্মরণ থাকা একান্ত কর্ত্তব্য। সরলচিত্ত, নিষ্কপট সুকৃতিসম্পন্ন ব্যক্তির সদ্‌গুরুর সন্ধান পাইতে কষ্ট হয় না; কারণ শ্রীকৃষ্ণই অন্তর্যামি-রূপে সত্যযুক্ত ভক্তকে প্রকাশ-বিগ্রহ সদ্‌গুরুর সন্ধান প্রদান করিয়া থাকেন।

গৌড়ীয়মঠে দেওয়ান বিহারীলালজী

গত ২৬শে সেপ্টেম্বর 'ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক অব্ ইণ্ডিয়া, নাগপুর' এর এজেণ্ট শ্রীযুক্ত বাবু দেওয়ানবিহারী লালজী মারাট হইতে শ্রীল প্রভুপাদের দর্শনার্থী হইয়া সপরিবারে কলিকাতা গৌড়ীয়মঠের আতিথ্য স্বীকার করিয়াছিলেন। ইতঃপূর্ব্বে তিনি শ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডি-স্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরিমহারাজের শ্রীমুখে আচারবান্ প্রচারক বিষয় সম্বন্ধে অনেক কথা শ্রবণ করিয়াছেন। দেওয়ানজী অতিশয় সজ্জন, তাই স্বামীজীর শ্রীমুখকীর্ত্তিত হরিকথা তাঁহার প্রাণ বিশেষরূপে স্পর্শ করে। তিনি স্বামীজীর প্রচারের সহায়তা করিয়া সুকৃতি অর্জ্জনের সুযোগ বরণ করেন, তাঁহারই ফলে তাঁহার শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীচরণদর্শনের সৌভাগ্য

শ্রীযুত দেওয়ানবিহারী লালজী দিবসত্রয় কলিকাতায় অবস্থান করিয়া শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমুখে হরিকথা শ্রবণ
শ্রীগৌড়ীয়মঠের কয়েকজন ব্রহ্মচারীর সহিত ইংরাজীতে তাঁহার আলাপ হইয়াছে। শ্রীল প্রভুপাদের নিকট হরিকথা শ্রবণের সৌভাগ্য পাইয়া তিনি অতিশয় আনন্দিত হইয়াছেন। তিনি গত ২৮শে সেপ্টেম্বর স্বস্থানে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ চৌধুরী

গত ২৯শে সেপ্টেম্বর দ্বিপ্রহর সময়ে কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের আচার্য্য শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ চৌধুরী এম-এ, বেদান্তবাগীশ মহাশয় শ্রীল প্রভুপাদের দর্শনার্থী হইয়া কলিকাতা গৌড়ীয়মঠে আগমন করিয়াছিলেন। তিনি শ্রীল প্রভুপাদের সহাধ্যায়ী ছিলেন। শ্রীল প্রভুপাদ তাঁহাকে 'Vedanta' ও 'শ্রীচৈতন্যদেবের বৈশিষ্ট্য' নামক স্বীয় অভিভাষণদ্বয় উপহার প্রদান পূর্ব্বক প্রত্যক্ষ, পরোক্ষ, অপরোক্ষ, অধোক্ষজ ও অপ্রাকৃত তত্ত্ব সম্বন্ধে প্রায় দুইঘণ্টা হরি-কথা কীর্ত্তন করিয়াছেন। চৌধুরী মহোদয় সমুদয় কথা উপলব্ধি করিতে না পারিলেও ক্রমশঃ বুঝিবার চেষ্টা করিবেন বলিয়াই আমরা আশা করি; কারণ তিনি দার্শনিক বিচার-শাস্ত্রাদি আলোচনা করিয়া থাকেন এবং প্রকৃত তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করিবার জন্য চেষ্টাবিশিষ্ট।

ঐ দিবস প্রাতঃকালেও শ্রীল প্রভুপাদ মঠসেবকগণসমক্ষে দুই ঘণ্টার উপর হরি-কথা কীর্ত্তন করিয়াছেন। তাহাতে উপনিষদের "দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া" শ্লোকটী ও "তৃণাদপি সুনীচেন" শ্লোকটি বিশদভাবে ব্যাখ্যা করিয়া ভজনের নৈরন্তর্য্য বিষয়ে উপদেশ করিয়াছেন। সন্ধ্যার পর শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় মহোদয় তাঁহার দুই পুত্রসহ শ্রীগৌড়ীয়মঠে প্রভুপাদের নিকট উপস্থিত হন। শ্রীল প্রভুপাদ তখনও দুই ঘণ্টার উপর নামাপরাধ বিচার প্রদর্শনপূর্ব্বক তাহা পরিত্যাগান্তে নিরন্তর হরিনাম কীর্ত্তনের প্রয়োজনীয়তা বিষয়ে ব্যাখ্যা করেন। বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বৃদ্ধ হইলেও তাঁহার হৃদয়ের সরলতা প্রশংসনীয়।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

২ দামোদর, আদি কারণোদশায়ী

দর্শন ও দার্শনিক

দর্শন ও দার্শনিক সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করিবার পূর্ব্বে আমরা প্রথমতঃ দর্শন বস্তুটি কি, সে বিষয়ে যৎসামান্য কিছু আলোচনায় প্রবৃত্ত হই। দর্শন শাস্ত্র মানব-জীবনের পারমার্থিক সমস্যা গুলির সমাধানের যৌক্তিক ও বিচারসঙ্গত পন্থা নির্দ্দেশ করেন। পাশ্চাত্য দার্শনিকগণ দর্শনের সংজ্ঞা-নির্দ্দেশে বলেন—"Philosophy is obviously an intellectual attempt to deal with the nature of the reality."। অবশ্য দর্শনের এইরূপ সংজ্ঞা নির্দ্দেশ-সম্বন্ধে আমাদের বহু বক্তব্য থাকিলেও বর্ত্তমান প্রবন্ধে তাহার বিস্তৃত আলোচনার অবকাশ হইবে না; তবে 'দর্শন-শাস্ত্র'-সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য এই যে, উহা বাস্তব-সত্যের স্বরূপ ও স্বভাব জানিবার জন্য ভ্রম-প্রমাদযুক্ত সীমাবদ্ধ মানবজ্ঞান-কল্পিত কোন নির্দ্দিষ্ট পন্থা মাত্র নহে। বাস্তব বস্তুর স্বরূপ ও স্বভাব-বিষয়ে মানবের কোন বাস্তব-জ্ঞান না থাকায় তাহার মানসিক বা অপূর্ণজ্ঞান-যুক্তি-কল্পিত 'সত্য' 'বাস্তবিক সত্য' কিনা, এ সম্বন্ধে যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ আছে। কাহারও কোন দ্রব্য প্রয়োজন হইলে তাহার অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত ব্যক্তি যদি সেই বস্তুর স্বভাব ও স্বরূপ সম্বন্ধে, যিনি সেই বস্তুকে দর্শন করিয়াছেন তাঁহার নিকট হইতে কিছু শ্রবণ করিয়া অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হয়েন, তাহা হইলে প্রত্যক্ষদর্শীর কীর্ত্তন-শ্রবণ-ফলে তাঁহার চিত্তে সেই বস্তুর বিষয়ে কিঞ্চিৎ ধারণা জন্মে, এবং তখন অনুসন্ধানরত ব্যক্তির জ্ঞান ও বুদ্ধি যাহা সত্য বলিয়া ধারণা করে তাহা যদি পূর্ব্বশ্রুত বাস্তব সত্য বস্তুর স্বরূপ ও স্বভাবের সহিত একরূপতা প্রাপ্ত হয়, কেবলমাত্র সেই স্থলেই বাস্তব বস্তুর যথার্থ 'ধারণা' সম্ভাবনা হইতে পারে এবং তাহাকেই সত্য সত্য 'দর্শন' বলা যায়।

সভ্য মনুষ্যমাত্রেই আহার, নিদ্রা, ভয় ও ইন্দ্রিয়তর্পণ প্রভৃতি প্রাকৃত নৈসর্গিক ধর্ম্মে প্রমত্ত থাকিয়া ইতরপ্রাণীর ন্যায় জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া পরিতৃপ্ত হইতে পারে না। আত্মার অনুসন্ধানকারী মনুষ্যকেই 'সভ্য' বলা যায় এবং সভ্য মানবেরই অপর নাম 'দার্শনিক'। নিদ্রিত, অনুসন্ধান-বিমুখ, প্রাকৃত বা নৈসর্গিক ধর্ম্মে আবদ্ধ, রূপ রস শব্দ গন্ধ স্পর্শ লাভের জন্য চক্ষু জিহ্বা-কর্ণ নাসা-ত্বক্‌কে তত্তদ্‌বিষয় গ্রহণে পরামর্শ দানকারী মনুষ্যই 'অসভ্য'-শব্দবাচ্য। অসভ্য মনুষ্য কোন দর্শন-শাস্ত্রের নির্দ্দিষ্ট পন্থায় জীবন সুনিয়ন্ত্রিত করিবার প্রয়োজন উপলব্ধি করেন। কারণ অসভ্য মানবের জীবনে ইন্দ্রিয়তর্পণের অসুবিধা দূর করিবার নিত্য নূতন উপায় উদ্ভাবন ব্যতীত এমন অন্য কোন সমস্যাই নাই যাহার সমাধানের জন্য তাহার জীবনে দর্শন-শাস্ত্রের প্রয়োজনীয়তা স্বীকৃত হইতে পারে বা তাহাকে দার্শনিক হইতে হইবে। কিন্তু সভ্যমনুষ্য কখনই পারমার্থিক উদ্দেশ্যবিহীন জীবনস্রোতে অঙ্গ ভাসাইয়া শান্তিলাভ করিতে পারে না—যতদিন না তাহার জীবন-সমস্যার প্রকৃত সমাধান হয় ততদিন সে নিশ্চিন্ত হইতে পারে না। তাহাকে তাহার অন্তর্নিহিত চৈত্যগুরুর প্রেরণায় জীবনের মূল্য যাচাই করিয়া লইতে হয়।

সে কোথা হইতে আসিল? কেন আসিল? কোথায় যাইবে? তাহার জীবনের চরম ও পরম লক্ষ্য কি এবং কি-প্রকারে সেই লক্ষ্যভূত বিষয়ে পৌঁছান যায়, এই সমস্ত জটিল সমস্যার সমাধানের চেষ্টা নিষ্কপট সভ্য মনুষ্যের জীবনে কোন না কোন শুভ মুহূর্ত্তে উপস্থিত হইতে পারে। শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতকার শ্রীল কবিরাজ গোস্বামীর ভাষায় বলা যায় "ভ্রমিতে ভ্রমিতে কোন ভাগ্যবান্ জীব। গুরু-কৃষ্ণপ্রসাদে পায় ভক্তি লতা বীজ॥" ইহাই বাস্তব দর্শন অর্থাৎ 'বাস্তব সত্য'-দ্রষ্টা শ্রীগুরুদেবের নিকট হইতে বাস্তব-বিষয়-শ্রবণফলে ভক্তিলতা-বীজ লাভ হইলে, তখন অনুসন্ধান-সূত্রে শ্রবণ-কীর্ত্তন জল নিয়মিতরূপে সেচন করিতে পারিলে সাধন সিদ্ধাবস্থায় নিরস্ত কুহক শিবদ বাস্তব-সত্য বস্তুর দর্শন লাভ হইবে। কিন্তু ঐ দর্শন কখনই জ্ঞানের প্রয়াসযুক্ত মনশ্চেষ্টার ফল নহে; তাহা শ্রীমদ্ভাগবতের "জ্ঞানে প্রয়াসমুদপাস্য" শ্লোকে স্পষ্টরূপে কথিত হইয়াছে। সুসভ্যশিরোমণি শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভু "কে আমি? কেন মোরে জারে তাপত্রয়?" এই প্রশ্নে সাধারণ সভ্য জীবের জীবনে যে সমস্যার উদয় হয় তাহার লীলা প্রদর্শন করিয়াছেন।

মনুষ্য জীবন স্রোতের জোয়ার ভাটায়, বহুবিধ বৈচিত্র্যপূর্ণ ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতে বাধ্য হইয়া যেমন এই সব প্রশ্নের সমাধানে প্রবৃত্ত হইল, তখনি সে দার্শনিক হইল দার্শনিক হইল বটে কিন্তু তথাপি তাহার বিপদ কাটিল না। কারণ মনকে অবলম্বন পূর্ব্বক দার্শনিক Empiricist হওয়ায় জ্ঞানের আলোকে অন্ধকার কিছু দূরীভূত হইলেও আলোকে দৃষ্ট বস্তুর মধ্যে কোনটী গ্রহণীয় এবং কোনটী বর্জ্জনীয় তাহা জানিতে পারে না। পূর্ব্বে যদি কোন বাস্তব বস্তুর দ্রষ্টার নিকট হইতে তাঁহার "যাবানহং যথাভাবো যদ্রূপ-গুণ-কর্ম্মক।" সম্বন্ধে কিছু শ্রবণ থাকিত তাহা হইলে আলোকে দৃষ্ট বস্তুসমূহের মধ্য হইতে সে সেইরূপ গুণ-স্বভাববিশিষ্ট বাস্তব বস্তুর সহিত 'মায়াঞ্চ তদপাশ্রয়াম্' এই ইতর বস্তুর ভেদ দর্শন করত নিরস্ত-কুহক পরম সত্যের ধ্যান করিতে সমর্থ হইত।

মানবজীবনের সাফল্য বা পূর্ণতা সম্পাদনের জন্য প্রবৃত্তিবিশিষ্ট মনুষ্যমাত্রেই এক হিসাবে দার্শনিক, তবে ইঁহারা সকলেই অক্ষজ দার্শনিক বা Empiricist। ভ্রম, প্রমাদ, বিপ্রলিপ্সা ও করণাপাটব দোষ-চতুষ্টয়যুক্ত সাধারণ সভ্য মানব, জীবন-সমস্যার এই সকল প্রশ্নের জটিলতা সম্যক্‌রূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে না, বহুবিধ বিরোধ ও দ্বন্দ্ব, অসঙ্গতি ও অসামঞ্জস্য দূর করিয়া শাস্ত্রানুমোদিত সুযৌক্তিক ব্যাখ্যা করিতে পারে না এবং সেই অদ্বয়জ্ঞান বস্তুর শক্তি-পরিণামরূপ অসংখ্য নিত্য বস্তুর সম্বন্ধ স্থাপন করিতেও পারে না, কারণ এই শ্রেণীর দার্শনিকবৃন্দেরও (So called Rational Philosophers দিগেরও) অজ্ঞাত ও অশ্রুত সত্যানুসন্ধান অভিযানের সম্বল মাত্র চক্ষু, কর্ণ, নাসা, জিহ্বা, ত্বক্, মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কার। বাস্তবসত্য বস্তু যদি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তু বিশেষ হইতেন তাহা হইলে অধিরোহবাদী বা Empiricist দিগের অভিমান জয়যুক্ত হইত, কিন্তু ইঁহারা যাহাকে জয়লাভ বলিয়া কল্পনা করে অর্থাৎ ইহাই 'সত্য' বলিয়া ধারণা করে তাহা 'বাস্তবসত্য' হইতে পারে না। বহিঃপ্রজ্ঞাচালিত মানব জগতের অভিজ্ঞতা হইতে জাত ধারণা হইতে যাহাকে প্রত্যক্ষ, অনুমান ও যুক্তিসিদ্ধ সুতরাং 'সত্য' বলিয়া লৌকিক বিশ্বাস করে, অধোক্ষজ বাস্তবসত্য তাহা নাও হইতে পারে।

যখন মানবজীবনে এই কঠিন সমস্যাগুলি জটিল হইতে জটিলতর হইয়া উঠে এবং সেগুলির প্রকৃত সমাধান না হওয়া পর্য্যন্ত তাহার জীবন স্রোতপ্রবাহের প্রণালীবদ্ধ হইয়া যায়, তখন সে তাহার সর্ব্বেন্দ্রিয়, বুদ্ধি ও মানসবৃত্তির অনুশীলনদ্বারা ঐসকল সুগভীর সমস্যার সমাধানে সর্ব্বপ্রকারে প্রচেষ্ট হয় ও সকল প্রকার অসঙ্গতি দূর করিয়া একটি সামঞ্জস্যপূর্ণ সমাধানে উপনীত হয় বটে কিন্তু এই সমাধানও Mental Speculationএরই অন্তর্ভুক্ত ব্যাপার-বিশেষ। এই শ্রেণীর লোকদিগকে সাধারণতঃ 'দার্শনিক' এবং তাঁহাদের কল্পিত সমাধানকেই 'দর্শন' বলে। মনোধর্ম্মচালিত হইয়া আধ্যক্ষিক সম্প্রদায়ের যে সত্য-নির্ণয়ের বৃথা পরিশ্রম, তাহা হইতে জগতে বিভিন্ন দর্শন-শাস্ত্রের উদ্ভব হইয়াছে। জগতের সাধারণ সভ্য মানবসম্প্রদায় তাহাদের সত্ত্ব-রজস্তমাত্মক গুণময় বিভিন্ন প্রকৃতি অনুসারে জীবনের সমস্যাসাধনে আধ্যক্ষিকতা মাত্র আশ্রয় পূর্ব্বক বিভিন্ন মতবাদে উপনীত হয়। Inductive method আশ্রয়ে মনুষ্যের মনোধর্ম্মোত্থ মতবাদ বা মন হইতে উৎকৃষ্ট তত্ত্ববুদ্ধির নির্দ্দেশানুসারে জীবনসমস্যা-সাধনের আবিষ্কৃত পন্থা অবলম্বনে জগতে যে-সমস্ত দর্শনশাস্ত্রের উদ্ভব হইয়াছে ও হইতেছে তাহারা সকলেই সত্য-নির্দ্ধারণরূপ একই সমস্যা সমাধানের প্রতিজ্ঞা করিলেও পরস্পর বিবদমান দেখা যায়। সত্য যখন জ্ঞান বা 'একমেবাদ্বিতীয়ম্' তখন সেই সত্যের দর্শনকল্পে দার্শনিক-সম্প্রদায় তাহাদের প্রত্যক্ষ, অনুমান ও যুক্তিসিদ্ধ কল্পিত দর্শনে বাস্তববস্তু সম্বন্ধে বিভিন্ন ধারণা পোষণ করিত না। শ্রৌতপথ বা অবরোহবাদ (Deductive method) অবমাননকারী আধ্যক্ষিক সম্প্রদায়, জড় মনবুদ্ধির সাহায্যে কল্পিত সত্যের সান্নিধ্য-লাভে কল্পিত উপায়কেই বাস্তবসত্য বস্তুর সান্নিধ্য-লাভের বাস্তব উপায় (The real path to the absolute truth) বলিয়া বৃথা গর্ব্বানুভব করে। স্বপ্নদর্শনকারীর স্বপ্নে দৃষ্ট বস্তুসমূহ তাৎকালিক বাস্তব বলিয়া প্রতীয়মান হইলেও তাহা যেমন সার্ব্বকালিক বাস্তব নহে, তদ্রূপ আধ্যক্ষিক বা empiricistগণের কল্পিত সত্য এবং সেই সত্যে উপনীত হইবার উপায়সমূহ তাৎকালিক অক্ষজ-দর্শনের বিষয় (যাহা প্রত্যক্ষ, পরোক্ষ ও অপরোক্ষানুভূতির শেষ সীমা) হইলেও তাহা 'নিরস্ত কুহক বাস্তবসত্য' দর্শনের বাস্তব উপায়স্বরূপ অধোক্ষজ বা ভাগবত-দর্শন নহে। ভাগবত-দার্শনিকগণই শ্রৌতপথে অপ্রাকৃত ও অধোক্ষজানুভূতি বিশিষ্ট; তাহাই সম্যগ্ দর্শন-শব্দবাচ্য। অধোক্ষজদার্শনিকগণ (The true philosophers) একায়নরূপে 'অবরোহপথে' শ্রীব্যাসাম্নায়ে অবস্থিত। আদি-গুরু শ্রীব্রহ্মাই আত্ম-নিষ্ঠাবস্থায় সহজ সমাধিতে জগতের জন্ম-স্থিতিভঙ্গের মূল কারণ এবং সর্ব্বকারণকারণ অদ্বয়জ্ঞানবস্তুর সাক্ষাৎ দর্শন লাভ করেন, ব্রহ্মার নির্দ্দিষ্ট পন্থানুসারে শ্রীনারদ সেই পরমপুরুষকে দর্শন করেন এবং নারদকথিত পন্থানুসরণে শ্রীব্যাস সেই বাস্তবসত্যের সাক্ষাৎকার লাভ করেন এবং তিনি যে পন্থানুসরণে বাস্তববস্তুর সাক্ষাৎ লাভ করেন, তাহাই সূত্রাকারে লিপিবদ্ধ করেন, তাহা বেদের শীর্ষভাগস্বরূপ এবং সুসভ্য মানব-সমাজে তাহা 'বেদান্তদর্শন' বা 'উত্তরমীমাংসা' নামে সুপ্রসিদ্ধ সুতরাং অতঃপর নিশ্চয়রূপে প্রমাণিত হইতেছে যে, 'বেদান্তদর্শন'ই একমাত্র বাস্তব দর্শন, যাহার অনুকূল অনুশীলনে (অর্থাৎ Challenging attitude না লইয়া বা মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কারকে সূত্রার্থ-অবধারণে কর্তৃত্ব করিতে না দিয়া) সুসভ্য মানবের জীবনসমস্যার প্রকৃত সমাধান নিশ্চয়ই লাভ হইবে।

কণাদ, অক্ষপাদ, পাতঞ্জল ও গৌতম প্রভৃতি অক্ষজ-দার্শনিক-সম্প্রদায় ব্যতীত ব্যাসাম্নায়-স্বীকারের কপট অভিনয় পূর্ব্বক শিষ্যের সজ্জায় প্রচ্ছন্ন-বৌদ্ধ বা 'মায়াবাদী' নামক এক অতিজ্ঞানী বা অতিবাড়ী সম্প্রদায়ও আছে; ইহারা সকলেই ন্যূনাধিক অধিরোহপন্থী বা আধ্যক্ষিক। তন্মধ্যে শেষোক্ত পাষণ্ডমায়াবাদি-সম্প্রদায়ই সর্ব্বাপেক্ষা কপট, কারণ তাহারা প্রকৃতপক্ষে কংসের ভৃত্য হইয়াও নিজেকে বৎসাসুর-বেশে কৃষ্ণের সেবক বলিয়া প্রচার করিয়া প্রকৃত কৃষ্ণভৃত্যগণের চিত্তকে কংসের আনুগত্যে নিযুক্ত করিবার কৌশলজাল বিস্তার করে। অভিন্নব্যাসদেব শ্রীগুরুদেব কৃষ্ণসেবক; তিনি বৎসাসুর যে কৃষ্ণসেবক নহে, কৃপাপূর্ব্বক অনুগত শিষ্যকে তাহা জানাইয়া দেন এবং অবশেষে অসুরকে সংহার করেন। পাষণ্ড মায়াবাদি-সম্প্রদায় শ্রীব্যাসকে গুরুত্বে বরণ করিবার অভিনয় করিয়াও শেষে আম্নায়-আগত বাস্তবজ্ঞানে অক্ষজদর্শনে দোষদর্শনপূর্ব্বক "ব্যাস ভ্রান্ত বলি উঠাইল বাদ"। তাহারা লক্ষণাবৃত্তি অবলম্বনপূর্ব্বক শ্রীগুরুর ভ্রম (!) সংশোধনের মত প্রদর্শন করিয়াছে এবং শ্রুতি বা বেদাঙ্গীকারের ছলনায়, ব্যাস স্বীকৃত শ্রুতির বিদ্বদ্রূঢ়ি আশ্রয়ের পরিবর্ত্তে প্রত্যক্ষ, অনুমান ও প্রাকৃতযুক্তি বা তর্কের সাহায্যে শ্রুতিবাক্যে অবিদ্বদ্রূঢ়ি বা লক্ষণা বৃত্তির কল্পনা করিয়া স্বীয় আধ্যক্ষিকতার গৌরব অনুভব করিয়াছে। ত্রিকালদর্শী শ্রীব্যাসদেব ভবিষ্যতে আধ্যক্ষিক শিষ্যব্রুবের উদ্ভব হইবে এবং তদ্দ্বারা বহু ব্যক্তি সত্য-দর্শনে বঞ্চিত হইবে জানিয়াই এবং অনুগত শিষ্যবৃন্দের প্রতি কৃপা-বিশিষ্ট হইয়া নিজরচিত ব্রহ্মসূত্র-দর্শন বা বেদান্ত-দর্শনের এক অকৃত্রিম ভাষ্য প্রণয়ন করেন এবং তাহা জগতে 'শ্রীশ্রীমদ্ভাগবত' নামে পরিচিত। সুতরাং জীবন-সমস্যার সুসমাধানে ইচ্ছা-বিশিষ্ট সভ্য মানব সম্প্রদায়, যাঁহারা তথা-কথিত দার্শনিক বলিয়া খ্যাত তাঁহাদের একমাত্র করণীয় এই যে, তাঁহারা নিজ নিজ আধ্যক্ষিকতাকে মলমূত্রের ন্যায় সুদূরে নিক্ষেপ করত শ্রীব্যাসাম্নায়ে অবস্থিত অপ্রাকৃত গুরুপাদপদ্ম আশ্রয়পূর্ব্বক সুদার্শনিক হইয়া সেবোন্মুখতা সহকারে (With genuine submission spirit) নিরন্তর কুহক শিবদ, বাস্তব বেদ্য বস্তুর দর্শন লাভ করিয়া ধন্য হউন—অমৃত হউন।

"জ্ঞানে প্রয়াসমুদপাস্য নমন্ত এব
জীবন্তি সন্মুখরিতাং ভবদীয়বার্ত্তাম্।"
"নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া ন
বহুনা শ্রুতেন"
"দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া"
"যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ॥"

অক্ষজ কুদার্শনিক সম্প্রদায়কে আমরা শ্রীমদ্ভাগবত-বাদে করজোড়ে সদৈন্যে সুদর্শনের অন্তর্ভুক্ত উল্লিখিত শ্লোকগুলির প্রকৃত অর্থ কি তাহা বাস্তব সুদার্শনিকগণের নিকট হইতে শ্রবণ করিয়া নিজ নিজ সঙ্কীর্ণতা পরিত্যাগপূর্ব্বক জীবনসমস্যা-সাধনে যত্নবিশিষ্ট হইতে অনুরোধ করিতেছি। তাহারা সত্য সত্য দার্শনিক হইয়া বাস্তব-দর্শন শাস্ত্রানুগত্যে "শ্রুতেস্তু শব্দমূলত্বাৎ।" "ঈক্ষতের্নাশব্দম্" এবং "অনাবৃত্তিঃ শব্দাৎ অনাবৃত্তিঃ শব্দাৎ" প্রভৃতি সূত্রের মর্ম্মাবধারণপূর্ব্বক শব্দাভিন্ন শব্দীর দর্শন লাভ করত জীবন-সমস্যার প্রকৃত সমাধান করুন। বাস্তব-বস্তু সম্বন্ধে কল্পনার নাম দর্শন নহে—বাস্তবের দর্শনের নামই 'দর্শন' এবং বাস্তববস্তুর অনুকূল অনুশীলনকারিগণই প্রকৃত 'দার্শনিক' তদ্ব্যতীত সকলই কুদর্শন ও সকলেই কুদার্শনিক।

'পট পরিবর্ত্তন'

বাল্যকালে ও যৌবনে কত থিয়েটার, বায়স্কোপ, সিনেমা, টকিহাউস প্রভৃতিতে কত পট পরিবর্ত্তন দেখিলাম, যৌবনকালে ইংলণ্ডের মহাকবি সেক্সপীয়রের পুঁথি পড়িতে গিয়া দেখিলাম All the world is a stage, And men & women are nearly players; They have their exists & entrances অর্থাৎ এই জগৎটা একটা অভিনয়ের স্থল মাত্র, এখানকার স্ত্রী ও পুরুষগণ অভিনয়কারী মাত্র, তাহাদের প্রবেশ ও প্রস্থান উভয়ই আছে। আবার ধার্ম্মিকদের খাতায় নাম লেখাইতে গিয়া গীতায় ভগবদ্ভক্তির মধ্যে দেখিলাম,—'দেহিনোঽস্মিন্ যথা দেহে কৌমারং যৌবনং জরা। তথা দেহান্তরপ্রাপ্তিঃ, জাতস্য হি ধ্রুবো মৃত্যুঃ।' এই প্রকারে পট পরিবর্ত্তনের কত নিদর্শন ও প্রমাণ দেখিতে পাইলাম, কিন্তু কই সেই সব সিদ্ধান্তের উপলব্ধি বা অনুভূতিও কোন দিন হোলো না! মনে করিলাম—"এসব কবির কল্পনা। আর শাস্ত্রের যুক্তি বা সিদ্ধান্তমালা—ও সব আমার জন্য নহে।" আমার বিচারটা ঠিক এই হোলো যে, প্রত্যহ দেখ্ছি যে দণ্ডে দণ্ডে পলে পলে মানুষ মৃত্যুমুখে পতিত হচ্ছে, কিন্তু আমি (একজন মানুষ) মনে করছি যে আমি কোন দিন মরব্ না। এর চেয়ে আর আশ্চর্য্যের বিষয় কি হোতে পারে।

শৈশবের পর বাল্যকাল, বাল্যের পর যৌবন কেটে গিয়েছে, এখন প্রৌঢ়াবস্থাও বুঝি যায় যায়, বার্দ্ধক্যের অন্ধকার দূর থেকে উঁকি ঝুঁকি মারিতেছে। আমি স্বপ্নেও কোন দিন ভাব্তে পারিনি যে আমার আজ এমন দশা ঘট্বে! ভাই সব আমার একি হোলো, তোমরা কেউ কি দেখ্বে না আমার কি দশা হোলো। তোমরা কেউ কি এমন দশাগ্রস্ত হোতে চাও? এর চেয়ে যে আমার পূর্ব্বেকার গুরুর (?) আশ্রয়ে থাকা ছিল ভাল, ধর্ম্ম-কর্ম্ম সব বজায় থাকৃত, সংসারটা পুরোমাত্রায় চল্ত। ত্রিতাপগ্রস্ত হলেও সুখ-দুঃখের ছায়ায় বেশ থাকা যাইত। আর সংসারে যেমন আলো ও অন্ধকার দুটোই আছে, তেমনি সুখ ও দুঃখ দুটোই ত থাক্বে, তাতে আপত্তি ক'রে লাভটা কি? মিছে কেবল আলো কি ভাল লাগে? কেবল সুখ বা কেবল শান্তি—সেটা কি ভাল লাগ্বে? তাই মনে হয় অবৈষ্ণব গুরুর (?) আশ্রয়ে থাক্লেও মন্দ হ'ত না, দিনটা এক রকম শাসে জলে কেটে যেতো।

কিন্তু সাধুগুরুর আশ্রয় করতে গিয়ে সব গুলিয়ে গেল; এমনটা যে হ'বে তা' কি আমি বা আমার ঘর সংসারের কোন মানুষ জান্তে পেরেছে? তা হোলে কি গৌড়ীয়মঠের ত্রিসীমানায় আস্তে দিত? গৌড়ীয়মঠের আচার্য্যদেব ঘোষণা করছেন,—'আপনারা সকলে আসুন, মহাপ্রভুর শিক্ষার অনুসরণ করুন, তা'হ'লে আপনাদের কৃষ্ণের কাছে পৌছে দিতে পারা যাবে। তখন আচার্য্যের ডাকশুনে মনে করেছিলুম,—"বা! বা! এ'ত বড় সোজা কথা, কৃষ্ণের কাছে পৌছান যাবে! মুনি ঋষিরা কত লক্ষ লক্ষ বৎসর তপস্যা ক'রে যেখানে যেতে পারে না, আবার 'যং প্রাপ্য ন নিবর্ত্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম'—যেখানে গেলে আর এই কষ্টের সংসারে ফিরে আস্তে হয় না, এ রকমটা যদি হয়, তবে আচার্য্যের কথাটা শুনলেই বা দোষটা কি?

কিন্তু হ'লে কি হয়; আজ বন্ধু-বান্ধবেরা আমার দুর্দ্দশা দেখে বল্ছে ভাই এ যে দেখ্ছি slow poison এর (ধীরে ধীরে বিষপ্রয়োগের) ফল। আচার্য্যের মুখ-বিগলিত শব্দের এত বড় শক্তি; বাবা! এমনত দেখিনি। এমন একটা বয়স্ক শিক্ষিত লোকের মাথাটা একবারে গুলিয়ে দিয়ে সব ওলট পালট্ ক'রে দিল! তাই বটে, লোকগুলো মাতালের মত শ্রীধাম-মায়াপুরের দিকে ছুটেছে, আবার সেখানে বসবাস করবার জন্যে বাড়ী ঘরদোরও নাকি করছে তা'হলে দেখ্ছি মহাপ্রভু যে কথাটা ব'লেছিলেন সেটা নেহাৎ মিথ্যা নয়—

'কিবা মন্ত্র দিলা গোঁসাই কিবা তার বল
জপিতে জপিতে মন্ত্র করিল পাগল॥"

মহাপ্রভু একথা বল্তে পারেন, কিন্তু অন্যের পক্ষেও কি এটা খাটবে? তা আমরা কোন দিন ভাব্তে পারিনি। কিন্তু গৌড়ীয় মঠ আজ জগদ্বাসীর সমস্ত ধারণাকে বিপর্য্যস্ত ক'রে দিল দেখ্ছি।

পাঁচ জনের পাঁচ রকমের কথা শুনে আমিও ভ্যাবাচাকা খেয়ে গিয়েছি। তাই'ত কি করলুম! আমার প্রারব্ধ খণ্ডন করবার যোগ্যতা বা সামর্থ্য নাই যাদের, আমি যাদের ভোগ করতে গিয়ে তাদের গোলাম হয়ে তাদের খেদ্মৎ খাটতে খাটতে জলে পুড়ে মরছিলাম, আমাকে ভোগ করবার জন্যে যারা চেষ্টা করছিল, যাদের সঙ্গে থেকে আবার পরকালের কোন সুবিধা হবার উপায় ছিল না, তাদের সঙ্গ ছেড়ে সাধু-গুরুর আদেশে তাঁর আজ্ঞা পালন করতে গিয়ে ধামে এসে ছেলে পড়িয়ে আমার কি সুবিধা হবে?

মায়া! ধন্য তোমার মহিয়সী-শক্তি! বলিহারি তোমার বিমুখ-মোহিনীশক্তি! স্বয়ং ভগবান্ যা'কে 'দুরত্যয়া' বলেছেন, মহাজনগণ যাঁ'র সম্বন্ধে বলতে গিয়ে বলেছেন—'মায়ারে করিয়া জয় ছাড়ান না যায়।' সেই মায়ার গোলামী লক্ষ লক্ষ জন্ম ধ'রে এত কষ্টভোগ ক'রেও এ চাকরী থেকে resign দেবার আমাদের ইচ্ছে হয় না, বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয়।

প্রভুপাদের পাদপদ্ম থেকে, তাঁ'র অনুগত বৈষ্ণববৃন্দের কাছ থেকে অনেক দিন ধ'রে অনেক কথা শুন্লাম, তাঁদের নির্দ্দেশমত কার্য্য করাই শ্রেয়ের পথ বলিয়া ধারণা করিলাম, প্রেয়ঃপন্থায় আপাতঃ সুখ হইলেও শ্রেয়ঃপন্থাই নিত্যমঙ্গলের পথ—এই সিদ্ধান্ত ঠিক বুঝিলাম, কিন্তু যেই ভাতে হাত পড়িল, অমনি চীৎকার করিয়া বলিতেছি,—হায় একি হল! গুরুদেব এ কি করলেন! আমি সংসার-বিষ্ঠার মধ্যে বেশ ছিলাম, সে গন্ধ আমার সহ্য হইয়াছিল, কিন্তু আজ ধামের সৌরভ যে আমার সহ্য হচ্ছে না, বৈকুণ্ঠের আবহাওয়া আমার অসহ্য বোধ হচ্ছে।"

হায় হতভাগা আমি, শ্রীগুরুদেবের শিক্ষায় আমার জীবনের যে পট পরিবর্ত্তন হইয়া গেল তাহা আমি বুঝিতে পারিলাম না। বৈষ্ণবের কৃপা ব্যতীত এ সব উপলব্ধির বিষয় হয় না। তাই আজ ধামবাসী বৈষ্ণববৃন্দের এবং শ্রীগুরুদেবের শ্রীচরণে সকাতর প্রার্থনা করিয়া জানাইতেছি—আপনারা এ অধমের প্রতি কৃপা-প্রকাশে আমাকে ধামবাসের ও ধাম-সেবার ফল অনুভূতি করিয়ে দিন, যাতে আমার বহির্ম্মুখতা দূরীভূত হ'য়ে হরিগুরুবৈষ্ণব সেবার অধিকার লাভ হয়।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

শ্রী—

বিশেষ দ্রষ্টব্য

এখনও নৌকাযোগে শ্রীধাম মায়াপুরে আসা যায়। অনেক যাত্রী আসিতেছেন।

শুদ্ধভক্তি গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। ভাষ্যসহ বিরাট শ্রীচৈতন্য ভাগবত ৫৲
২। শ্রীমদ্ভাগবতম,—সমগ্র ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২৮৲
একাদশ স্কন্ধ হইতে শেষ পর্য্যন্ত ।৵০
৩। ভাষ্যদ্বয়সহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত
(৪র্থ সংস্করণ) ৫৲
৪। শ্রীহরিনামকল্পতরুমালা (বাঁধা) ১৲
৫। গৌড়ীয়-গৌরব ।৵০
৬। গৌড়ীয়-সাহিত্য ।৵০
৭। ভজনরহস্য ॥০
শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম ও
শ্রীনবদ্বীপশতকম (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৯। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ)
ঐ (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
১০। গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি টীকাসহ)
ঐ (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
১১। গীতার কেবল মাধ্ব-ভাষ্য ॥০
১২। যুক্তিমল্লিকা গুণসৌরভঃ সানুবাদ
(মাধ্ব) ২৲
১৩। বেদান্তত্ত্বসার সানুবাদ
(রামানুজীয়) ॥০
১৪। জৈবধর্ম্ম ২৲
১৫। শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৬। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১৭। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ॥৵০
ঐ (বাঁধা) ৸০
১৮। দ্বীপ-দিগ দর্শন ৵০
১৯। সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ) ।৵০
২০। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ॥০
ঐ (আবাঁধা) ।৵০
২১। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
২২। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৶০
২৩। গীতমালা ⁄১০
২৪। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶০
২৫। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶০
২৬। নবদ্বীপ পঞ্জিকা (৪৪৭ গৌরাব্দ) ৶০
২৭। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
২৮। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা-দর্পণ ।০
২৯। শরণাগতি ⁄০
৩০। গীতাবলী ⁄০
৩১। চিত্রে নবদ্বীপ ১॥০
৩২। সাধনকণ ⁄০
৩৩। প্রেম ভক্তিচন্দ্রিকা ⁄০
৩৪। নবদ্বীপশতক ⁄০
৩৫। অর্থপঞ্চক ⁄০
৩৬। সদাচারস্মৃতিঃ ⁄০
৩৭। কল্যাণকল্পতরু (৫ম সংস্করণ) ⁄১০
৩৮। অর্চ্চনকণ ⁄১০
৩৯। সাধককণ্ঠমালা (বাঁধা) ।০
ঐ (আবাঁধা) ।⁄০
৪০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি
(প্রথম চারিখণ্ড) ৩
৪১। ব্রহ্মসংহিতা ।০
৪২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৪৩। মণিমঞ্জরী সানুবাদ ।০
৪৪। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৷০
৪৫। পুরুষার্থ বিনির্ণয় ।০
৪৬। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৪৭। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
৪৮। গৌড়ীয়মঠ কি করেন ? ⁄০
৪৯। ঈশোপনিষৎ (বলদেব ও মাধ্ব-
ভাষ্য এবং বিবৃতি ও অনুবাদসহ) ।০
৫০। শ্রীভুবনেশ্বর ৵০
৫১। সিদ্ধান্তদর্পণ ৵০
৫২। সাধ্যবাণী ⁄০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৫৩। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী-দিগ্বিজয়ঃ ॥০
৫৪। সটীক-শিক্ষাদশমূলম্ ।০
৫৫। তত্ত্ব-সূত্রম্ ।০
৫৬। সানুবাদ-শিক্ষাষ্টকম ৵০
৫৭। গৌড়ীয়মঠস্য পরিচয়ঃ ⁄০
৫৮। সারাংশগ্রহণম্ ৶০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৫৯। রায় রামানন্দ ॥০
৬০। নামভজন ।০
৬১। রিলেটিভ্ ওয়ার্ল্ডস্ ।৵০
৬২। লাইফ্ য্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব
শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।০
৬৩। বৈষ্ণবীজম্ ।০
৬৪। কোয়াট্ গৌড়ীয়মঠ ইজ্ ডুইং ⁄০
৬৫। দি ভাগবত ।০
৬৬। ইরোটিক্ প্রিন্সিপ্ল্ য্যাণ্ড
আনেলয়েড্ ডিভোসন ।০
৬৭। ব্রহ্ম-সংহিতা ২॥০
৬৮। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (ভলুম ওয়ান) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৬৯। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ॥০
৭০। সাধন পথ ।০
৭১। কল্যাণ-কল্পতরু ⁄১০
৭২। গীতাবলী ⁄০
৭৩। শরণাগতি ⁄০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৭৪। শরণাগতি

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

নদীয়া-প্রকাশ প্রাপ্তির স্থান

১। শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম-মায়াপুর, নদীয়া
২। শ্রীযোগপীঠ ঐ
৩। শ্রীবাস অঙ্গন ঐ
৪। অদ্বৈত-ভবন ঐ
৫। কাজীর সমাধি পাট ঐ
৬। স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ শ্রীগোদ্রুম,
পোঃ স্বরূপগঞ্জ নদীয়া।
৭। শ্রীভাগবত আসন কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
৮। শ্রীএকায়ন মঠ গোপীনাথপুর, হাবড়া।
৯। দ্বাদশগোপাল পাট—পোঃ চাকদহ,
১০। শ্রীগৌর গদাধরমঠ—চাঁপাহাটী,
পোঃ সমুদ্রগড়, বর্দ্ধমান
১১। শ্রীমোদদ্রুমছত্র মামগাছি, বর্দ্ধমান
১২। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম, আমলাযোড়া,
পোঃ রাজবাঁধ বর্দ্ধমান
১৩। শ্রীগৌড়ীয়মঠ বাগবাজার, কলিকাতা
১৪। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম ব্রাহ্মণপাড়া,
পোঃ নাজু, হাওড়া,
১৫। শ্রীমাধ্ব গৌড়ীয়মঠ,
৯০০২ নবাবপুর রোড্, ঢাকা
১৬। শ্রীগোপালজী মঠ কমলাপুর, ঢাকা।
১৭। শ্রীনিদাই-গৌরাঙ্গ মঠ পোঃ বালিয়াটী
১৮। শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয়মঠ ময়মনসিংহ।
১৯। শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ চিরুলিয়া,
পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর
২০। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম গোয়ালপাড়া, আসাম
২১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ রায়পেট্টা, মাদ্রাজ।
২২। শ্রীরামানন্দগৌড়ীয় মঠ কবরুর,
জিঃ পশ্চিম গোদাবরী
২৩। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ উড়িয়াবাজার,
পোঃ বক্সীবাজার, কটক।
২৪। শ্রীত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয় মঠ ভুবনেশ্বর।
২৫। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ স্বর্গদ্বার, পুরী।
২৬। শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ আলালনাথ
পোঃ ব্রহ্মগিরি, পুরী।
২৭। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ ডুমুরকুণ্ডা,
পোঃ চিরকুণ্ডা, মানভূম।
২৮। শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ—কাশী।
২৯। শ্রীরূপগৌড়ীয় মঠ—এলাহাবাদ।
৩০। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ পুরাণবাজার,
সরকার ঠাকুরের কুঞ্জ, বৃন্দাবন
৩১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, নিউদিল্লী
৩২। শ্রীপরমহংসমঠ—নৈমিষারণ্য,
৩৩। শ্রীসারস্বত গৌড়ীয় মঠ—হরিদ্বার।
৩৪। শ্রীব্যাসগৌড়ীয়মঠ—কুরুক্ষেত্র, পঞ্জাব
৩৫। শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাবুলনাথ রোড,
পোঃ গ্রাণ্ট রোড, বোম্বে।
৩৬। লণ্ডন গৌড়ীয়মঠ, ৩৯-২ গ্লেডটন্
গার্ডেন্স, কেন্সিংটন্ লণ্ডন,
(এস্, ডব্লিউ—১০)।
৩৭। অমরি গৌড়ীয়মঠ—মেদিনীপুর
৩৮। সরভোগ গৌড়ীয় মঠ—সরভোগ,
কামরূপ, আসাম,

শুদ্ধভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী মাসিক। শ্রীধাম-মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲।

২। গৌড়ীয়—মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১॥০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দি ভাষায় একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি হৃদয় বন মহারাজ সম্পাদিত ও নৈমিষারণ্য শ্রীপরমহংস মঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ১॥০ দেড় টাকা মাত্র।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥০ দেড টাকা মাত্র।

৫। কীর্ত্তন—মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ নিমানন্দ সেবাতীর্থ বি-এজি, বি-টি, সম্পাদিত। আসাম গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম হইতে প্রকাশিত আসামী ভাষায় মাসিক। ভিক্ষা সডাক ১॥০ দেড় টাকা মাত্র

ন্যভাগবত

আদিকবি শ্রীল বৃন্দাবন দাস প্রণীত সমগ্র গ্রন্থ

গ্রন্থের মূল বোল্ড অক্ষরে এবং তন্নিম্নে বিশ্ববিশ্রুত গৌড়ীয়মঠের প্রতিষ্ঠাতা ও আচার্য্য ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তি-সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের রচিত বিস্তৃত ভাষ্য উত্তম কাগজে সৌষ্ঠবের সহিত মুদ্রিত হইয়াছেন। ডবল ক্রাউন আটপেজি আকারে ১০৯৬ পৃষ্ঠায় কেবল মূল ও ভাষ্য সম্পূর্ণ হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত শ্লোকসূচী, পদ্যসূচী, স্থানসূচী, পাত্রসূচী, বিষয়সূচী, শব্দসূচী প্রভৃতি বিস্তৃত সূচীপত্রেও একটী গ্রন্থ হইবে। সভাষ্য শ্রীচৈতন্যভাগবতের এরূপ উৎকৃষ্ট ও অমূল্য বিরাট সংস্করণ জগতের কোথায়ও আজ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হন নাই, ইহা নিরপেক্ষ পাঠক মাত্রকেই একবাক্যে স্বীকার করিতে হইবে। শ্রীগৌড়ীয়মঠের উৎসব-কালে গ্রন্থের ভিক্ষা ১২৲ বারটাকা স্থলে—৫৲ পাঁচটাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীচৈতন্যমঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

বেকার সমস্যার সমাধান

সম্পাদক মহাশয়! আপনার নদীয়া-প্রকাশ নামক বিখ্যাত দৈনিক পত্রিকাতে দেশের বেকার সমস্যার সমাধান কল্পে আমার লিখিত প্রবন্ধ গুলিক ধারা বাহিকরূপে প্রকাশ করিয়া দেশের ও দশের মঙ্গল সাধন করিতে বোধ হয় আপনার ন্যায় বিজ্ঞ ও বিচক্ষণ ব্যক্তির কোন প্রকার অমত হইবে না। বিশ্বাস উহা প্রকাশ জন্য পাঠাইলাম। বিষয়টী এই যে, বর্ত্তমান কালের অর্থ সঙ্কট হইতে বেকার সমস্যার সমাধান করিতে হইবে এই কৃষি প্রধান দেশের অনায়াস-লভ্য ক্ষেত্রোৎপন্ন ফসল ভিন্ন আর কিছুতেই সহজে হইবে না বা হইবার উপায় আদৌ নাই। কেন না অল্প মূলধন বা অল্প পরিশ্রমে বেশী লাভের সম্ভাবনা এক কৃষিতেই সম্ভব, তদ্ভিন্ন পৃথিবীর মধ্যে অদ্যাপি এমন কোন সহজ সাধ্য ব্যবসা আবিষ্কৃত হয় নাই, যাহা ভারতবর্ষের সহিত অল্প মূলধন ও পরিশ্রমের প্রতিযোগীতায় সমকক্ষতা লাভ করিতে পারে। এবং এই কৃষির দুর্দ্দশা গ্রস্ত ভাবের অপনোদনের সঙ্গে সঙ্গেই ইহার শুভ ফল আপনা হইতেই ভারতময় প্রসারিত হইয়া অতি অল্পসময়ের মধ্যে এই দারিদ্র্যতার প্রতিকার কালের শুভ অবসর আসিয়া উপস্থিত হইতে পারে। অদ্য সামান্য একটী দৃষ্টান্ত দিয়া সূচনা মাত্র করিয়া রাখিলাম পরে ইহা বিস্তারিতরূপে আলোচিত হইবে। যেমন ৵১ এক কাঠা জমীর দৈর্ঘ প্রস্থ ২৪×৩০ হাত হইয়াছে। ইহাতে লতা জাতীয় কৃষির আবাদে লাউ, বা কুমড়া ৪টী গাছ প্রস্তুত হইতে পারে ইহাতে ফলবান করিতে পারিশ্রমিক ও রক্ষণা বেক্ষণের খরচ বাবদ ১৲টাকার অধিক লাগে না। ফল বাদ দার কিন্তু ইহাকে ডাটা পাতা বিক্রয় করিয়া অন্তত পক্ষে ২৲টাকাও হইবেই। তার উপর নিজেদের ব্যবহার যাহা হয় তাহা অতিরিক্ত লাভ। অতএব ১৲ টাকা খরচ করিয়া ২৲ টাকা উৎপন্ন করা এক এই ভারতবর্ষের মত সুজলা সুফলা কৃষি প্রধান দেশ ছাড়া আর কোথাও সম্ভব পর হয় বলিয়া আমার বিশ্বাস হয় না এই একটী সামান্য দৃষ্টান্ত দেওয়া হইল বিদেশের বিজ্ঞান সম্মত কৃষিকার্য্যের অনুরূপ কার্য্যে এদেশের কিরূপ আশ্চর্য্য জনক সুফল করিতে পারে তাহা আমার জীবন ব্যাপী অভিজ্ঞতা লব্ধ আলু, কলা, চিনে, বাদাম, এবং পশুপক্ষী, উৎকৃষ্ট উৎপন্ন প্রণালী যাহা পরিক্ষা দ্বারা জানিয়া লিপিবদ্ধ করিয়াছি তাহা ধারাবাহিকরূপে প্রকাশিত করিবার ইচ্ছা রহিল নিবেদন ইতি।

বৈষ্ণবদাসানুদাস প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায়

আমেরিকার সর্ব্বত্র ধর্ম্মঘট

নিউইয়র্ক হইতে প্রকাশ আমেরিকায় ব্যাপক ধর্ম্মঘট আরম্ভ হইয়াছে। আমেরিকার এক সাগর প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্য্যন্ত ধর্ম্মঘট বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে। ধর্ম্মঘটকারীরা ক্রমেই চঞ্চল হইয়া উঠিতেছে এবং কোথাও কোথাও উৎপীড়নের ভয়ও দেখান হইয়াছে।

পাঁচ হাজার ক্ষুধার্ত্ত কয়লা খনির শ্রমিক ক্লেয়ারবর্গে (পেনসিলভেনিয়া) কার্ণেগী ইস্পাতের কারখানায় হানা দেয়। এখানে ছয় হাজার শ্রমিক কাজ করে। উত্তেজিত শ্রমিকদল এই কারখানার কয়েকজন শ্রমিকের কাপড় চোপড় ছিঁড়িয়া দেয় এবং তাহাদের খাবার খাইয়া ফেলে। ধর্ম্মঘটে যোগদান করিবার জন্য কারখানার শ্রমিকগণকে আগন্তুক শ্রমিকদল বিশেষভাবে পীড়া-পিড়ি করিয়াছিল।

পেনসিলভেনিয়া, ভার্জ্জিনিয়া ও ওয়েষ্ট ভার্জ্জিনিয়া প্রদেশে "নরম কয়লার" খাদে সমস্ত কাজ বন্ধ হইয়াছে। ধর্ম্মঘটকারীগণ ফোর্ড কারখানার শ্রমিকগণকে ধর্ম্মঘটে যোগদান করাইবার জন্য তথায় পিকেটিং করিবে বলিয়া সঙ্কল্প করিয়াছে।

এদিকে পেনসিলভ্যানিয়ার শাসন কর্ত্তা হাইড পার্কে (প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্টের বাসস্থান) উপস্থিত হইয়াছেন। যাহাতে এই ধর্ম্মঘট জাতীয় অর্থনৈতিক উন্নতি বিষয়ক নূতন ব্যবস্থাকে বিপর্য্যস্ত করিয়া না দেয় এইজন্য তিনি প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্টকে এই ব্যাপারে হস্তার্পণ করিতে অনুরোধ করিবেন। হাইড পার্ক কিম্বা ওয়াশিংটনের সরকারী মহল এখনও এ সম্পর্কে কোন কথাই বলিতেছেন না বটে তবে উভয় স্থানেই কর্ম্মব্যস্ততা পরিলক্ষিত হইতেছে।

বিধবা বিবাহ

বাজিতপুর (ময়মনসিংহ) হইতে প্রকাশ গত ৫ই আশ্বিন বৃহস্পতিবার ভুলাদিয়া নিবাসী ৺মহিমচন্দ্র সাহার পুত্র শ্রীযতীন্দ্র চন্দ্র সাহার সহিত বাজিতপুর নিবাসী শ্রীমুরারীমোহন সাহার বিধবা কন্যা শ্রীমতী রেণুবালার শুভবিবাহ স্থানীয় শ্রীনরেন্দ্র চন্দ্র চক্রবর্ত্তী, অশ্বিনীকুমার দত্ত, কবিরাজ নবদ্বীপ চন্দ্র দাস, ডাক্তার নগেন্দ্র নাথ পোদ্দার প্রভৃতির চেষ্টায় বহু আড়ম্বরের সহিত কন্যার পিত্রালয়ে সুসম্পন্ন হইয়াছে। উক্ত বিবাহে স্থানীয় বহু গণ্যমান্য লোক যোগদান করেন।

১০৬ বৎসর বৎসর বয়স্কা ভিক্ষুণী

রেঙ্গুণ হইতে প্রকাশ যে, মবিন জেলায় কোন একটী গ্রামে জনৈকা বৃদ্ধা ভিক্ষুণী বাস করেন এরূপ প্রকাশ যে, ১০৬ বৎসর পূর্ব্বে তিনি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন তিনি এখনো বেশ সুস্থ আছেন। তবে তাঁহার কণ্ঠস্বর ক্রমশঃ ক্ষীণ হইয়া আসিতেছে। তিনি বলেন যে, এখনো তিনি পরিপূর্ণভাবে আহার করিতে পারেন এবং আরো দশ বৎসর কাল বাঁচিবেন বলিয়া আশা করেন, ২০ বৎসর হইল তাঁহার দাঁতগুলি পড়িয়া গিয়াছে।

অসামরিক এলাকায় চীন সেনাপতি

অসামরিক স্থান বলিয়া ঘোষিত এলাকার মধ্যে জেনারেল চেঙ্গ চেনউ সসৈন্যে আক্রমণ করায় সুদূর প্রাচ্যে পুনরায় সমরানল প্রজ্জ্বলিত হইবার আশঙ্কা দেখা দিয়াছিল। কিন্তু জেনারেল চেঙ্গ তাঁহার সৈন্যসহ চীনের অভিমুখে প্রস্থান করায় সেই সম্ভাবনা দূর হইয়াছে। গতকল্য মধ্যরাত্রে জাপানীগণ প্রদত্ত চরম-পত্রের সময় উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে কিন্তু জাপানীগণ অনর্থক রক্তপাত করিতে অনিচ্ছুক হওয়ায় জেনারেল চেঙ্গকে আক্রমণ করে নাই এদিকে পিকিংয়ের কর্ত্তৃপক্ষ জাপানীদিগকে আশ্বাস দিয়া বলিয়াছেন যে, জেনারেল চেঙ্গকে তাঁহারা বিদ্রোহী বলিয়া বিবেচনা করেন এবং তাঁহারাই এই ব্যাপারের মীমাংসা করিতে পারিবেন।

পরলোকে সিংহলের গবর্ণর

সিংহলের গবর্ণর স্যার ভি টমসন এখানে অবতরণ করিয়া হাঁসপাতালে নীত হন। বৃহস্পতিবার প্রভাতে তাঁহার উপর অস্ত্রোপচার করা হয় এবং গত ২৮শে সেপ্টেম্বর রাত্রি প্রায় ১০ ঘটিকার সময় মস্তিষ্কের স্নায়ুমণ্ডলীর রক্ত-চলাচল বন্ধ হইয়া তাঁহার মৃত্যু হয়। অল্প কয়েকদিন পূর্ব্বে তিনি অসুস্থ হইয়া সিংহল হইতে স্বদেশ যাত্রা করিয়াছিলেন।

গ্রেপ্তার

৩০শে সেপ্টেম্বর ভোরে বোম্বাই পুলিশ জুয়াচোর আড্ডা বলিয়া এক গৃহে হানা দিয়া একজনকে গ্রেপ্তার করে। উক্ত গৃহের একটী কক্ষ জোর পূর্ব্বক খুলিয়া প্রবেশ করিলে দুইজন মুসলমান পার্শ্ববর্ত্তী এক ছাদে লাফাইয়া পড়িয়া পলায়ন করে তাহাদের মধ্যে নাকি একজন আড্ডার সর্দ্দার ছিল পুলিশ তাহাদিগকে গ্রেপ্তার করে। পুলিশ উক্ত কক্ষ হইতে কয়েক প্যাক তাস ও টাকা হস্তগত করে। এতৎসম্পর্কে তদন্ত চলিতেছে।

ছাত্র গ্রেপ্তার

ধলঘাটের দীনেশচন্দ্র বিশ্বাস গোমাটী স্কুলের ছাত্র। সম্প্রতি বাড়ী ফিরিবার পথে চট্টগ্রাম মেলে তাহাকে গ্রেপ্তার করা হয়। প্রকাশ যে, দীনেশ ষ্টেশনে পৌঁছিলে পুলিশ তাহার মালপত্র তল্লাসী করিয়া আপত্তিজনক লেখা পায়।

ফিরোজপুরে ভীষণ ডাকাতি

লাহোর হইতে প্রকাশ, ফিরোজপুর জেলার বেহমানওয়ালা নামক গ্রামে সর্দ্দার খের সিংহের বাড়ীতে এক ভীষণ ডাকাতি হইয়া গিয়াছে। ডাকাতের গুলীতে সর্দ্দার খের সিং নিহত ও বহুলোক গুরুতরভাবে আহত হইয়াছে।

প্রকাশ পাঁচজন ডাকাত পুলিশের বেশে অস্ত্রশস্ত্র ও রাইফেল লইয়া সন্ধ্যার সময় সর্দ্দার বাড়ীতে প্রবেশ করে এবং নগদ টাকা ও কয়েক হাজার টাকা মূল্যের অলঙ্কারপত্র হস্তগত করে। বাড়ীর লোকজনের চীৎকার শুনিয়া তাহাদিগকে সাহায্য করিবার উদ্দেশ্যে পাড়া প্রতিবেশিগণ ছুটিয়া আসে, কিন্তু ডাকাতগণ গুলী চালায়, ফলে বহুলোক গুরুতরভাবে আহত হয় এবং সর্দ্দার খের সিং নিহত হয়। এ পর্য্যন্ত কাহাকেও গ্রেপ্তার করা হয় নাই।

পাঁচহাজার নরনারী মৃত

মেক্সিকো সিটি হইতে প্রকাশ, মেক্সিকো সহরের উপর দিয়া প্রবাহিত ঝটিকায় ধ্বংসলীলার ফলে বিশ হাজার নরনারী গৃহহীন হইয়াছে এবং পাঁচহাজার মারা পড়িয়াছে। বহুলোক সরকারী গৃহে স্থান পাইয়াছে অন্যান্য সকলে সহরের পার্কগুলিতে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে।

অন্তরীণ

ফরিদপুর পালং গ্রামের শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রকুমার বসুকে ১৯৩০ সালে বঙ্গীয় সংশোধিত ফৌজদারী আইন অনুসারে বন্দী করিয়া প্রথমে আলীপুর পরে যথাক্রমে বক্সা ও হিজলী বন্দীশালায় আবদ্ধ করিয়া রাখা হয়। হিজলীতে থাকাকালে তিনি ভয়ানক রোগাক্রান্ত হইয়া পড়েন। তাঁহার আত্মীয় স্বজনের আবেদন ক্রমে তাঁহাকে গত অগ্রহায়ণ মাসে নিজ বাটীতে অন্তরীণ করা হয়। আত্মীয়দের শুশ্রূষায় তিনি কিঞ্চিৎ সুস্থ হইলে গত অষ্টমী পূজার দিন তাঁহাকে বাঁকুড়া জিলায় তালডাংরা নামক স্থানে পাঠান হইয়াছে। তাঁহাকে তথায় আটক থাকিতে হইবে। সত্যেন্দ্র বাবুর শরীর বিশেষ ভাল নহে।

বিমান-দুর্ঘটনা

রাধানপুরের নবাবের বিমানপোতখানি বোদালের নিকট অবতরণ করিয়া পুনরায় উড়িবার চেষ্টা করিবার সময় একটী জঙ্গলের মধ্যে যাইয়া পড়ে এবং একেবারে উল্টাইয়া যায় নবাব সামান্য আহত হইয়াছেন।

তারের ঠিকানা— :'শ্রীধাম' নবদ্বীপ

ডাকের ঠিকানা:—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

দৈ নি ক

Reg No C 1544

বিজ্ঞাপনের হার

প্রতিবারে

প্রতি ইঞ্চি ১৲

প্রতি কলম ৬৲

অর্দ্ধ কলম ৩৷০

সিকি কলম ২৲

চুক্তির হার

স্বতন্ত্র।

নদীয়া-প্রকাশ

THE

NADIA-PRAKASH

সাহায্যের হার

অগ্রিম দেয়

বার্ষিক ৯৲

ষাণ্মাসিক ৫৲

ত্রৈমাসিক ২৷০

মাসিক ৲

নগদ

প্রতি সংখ্যা ৫

ভারতের সর্ব্বত্র মঙ্গল-প্রচার-নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৮ম খণ্ড সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বেদান্তবাচস্পতি [১৮০শ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর- ২০শে আশ্বিন শুক্রবার ১৩৪০, ৬ই অক্টোবর ১৯৩৩

জলের উপকারিতা

জল বাঁচালেই মানুষের প্রাণ। কথাটা স্কুলে বেলায় সকলেই পড়ে—কিন্তু এ কথার মূল্য বুঝবার সেভাবে চেষ্টা কাহারও থাকে না। শুধু জলপান করিয়াও মানুষ দীর্ঘকাল বাঁচিতে পারে। সম্প্রতি এ সম্বন্ধে প্রমাণ করিয়াছি বলিয়াই আমরা ইহা মানি। কিন্তু মানি পরের বেলায়! পিপাসা ব্যতীত জলপান করিতে অনেকে চিন্তাগ্রস্ত হন—তাঁদের ভয়, শুধু শুধু জল পান করলে সর্দ্দি কাশি, নয়তো জ্বর হবে কথাটা বা এ ধারণাটা ঠিক নয়। বুড়োদের বেলায় নয়, ছেলেমেয়েদের বেলাতেও নয়। জল যতই পান করো, অনর্থ ঘটিবে না।

ফেলে-জলে যেমন মানুষের পুষ্টি, জলপানেও তেমনি। ছেলেমেয়েরা যদি বেশী জলপান করিতে চায়, তাহাদের জল দাও, ধমক দিয়া জলের গ্লাস কাড়িয়া লইও না। জলে ছেলেমেয়েদের শরীর বাড়ে, স্বাস্থ্য ভাল থাকে। জল যে বেশী পান করিবে, তাহার ঘর্ম্মে, প্রস্রাবে শরীরের গ্লানি, যত বিষ বিদূরিত হইয়া যাইবে। জলে flushing এর কাজ হয়। রোগ-বিষ বাহির করণের এমন শক্তি আছে বলিয়া Hydropathyর

ছেলেবেলা হইতেই জলপানের অভ্যাস খুব ভাল। কচি শিশুকে জল পান করিতে দিলে তাহার শরীরে উপকারই সাধিত হইবে, সর্দ্দি কাশির আশঙ্কা সম্পূর্ণ অমূলক শিশু হয়তো অশান্তির জন্য সারারাত্রি কাঁদিয়া ঘুমাইতে পারে না, সেক্ষেত্রে শিশুকে অল্প পান করাও দেখিবে, শিশু সুস্থ হইয়া ঘুমাইয়া পড়িবে।

তবে শিশুকে যেন ডিষ্টিল্ড জল পান পান করিতে দেওয়া হয়। সে-জল সর্ব্বত্র পাওয়া সম্ভব নয়, তাই জল ফুটাইয়া ঠাণ্ডা করিয়া খাওয়ান উচিত। পনেরো মিনিট মাত্র ফুটাইয়া লইলে তাহাতে সমস্ত রোগ-বীজাণু ধ্বংস পাইবে।

জল পানের পক্ষে প্রকৃষ্ট সময়, সকালে এবং রাত্রে শয়নের অব্যবহিত পূর্ব্বক্ষণে এ অভ্যাসে অসুস্থ ব্যক্তির শরীর সুস্থ হয়। প্রাতঃকালে পাকস্থলী শূন্য থাকে, সে সময় নিদ্রাভঙ্গে উঠিয়া জল পান করিলে পাকস্থলী সাফ হয় ভালো, কোষ্ঠশুদ্ধি ঘটে এবং শরীরে গ্লানি দূরীভূত হয়। ১২ বছর বয়স হইতে এক গ্লাস জল পান (সকালে এবং রাত্রে শয়নের অব্যবহিত পূর্ব্বক্ষণে) অভ্যাস করা ভালো। ৪।৫ বছরের ছেলে মেয়েকে তাদের খুসী মত জল পান করাইও, অর্থাৎ যতটুকু সে পান করিতে পারে।

ঋতু ভেদে জলপানের ব্যাপারে পার্থক্য ঘটে। গ্রীষ্মকালে ঘামের জন্য শরীরাভ্যন্তর হইতে জলীয় ভাগ বহু পরিমাণে বাহির হইয়া যায়, সে ব্যয় পূরণ করা চাই। পূরণের উপায় জলপান। এ সময়ে আমরা স্বভাবতঃই অতিরিক্ত জলপান করি। শীত কালে ঘাম হয় না বলিয়া বেশী জল পানের প্রয়োজন ঘটে না।

রাত্রে শয়নের পূর্ব্বে যে জল পান করার কথা বলিয়াছি, সে সম্বন্ধে বক্তব্য আছে, আহারের পরই যেন এ জল পান করা না হয়। শয়নের অন্ততঃ এক ঘণ্টা পূর্ব্বে যেন রাত্রের আহার নিষ্পন্ন করা হয়, আহারের পর এক ঘণ্টা কাল জলপান উচিত নয়। যাঁরা অনিদ্রা রোগে কষ্ট পান, তাঁরা যদি শয়নের পূর্ব্বক্ষণে এক গ্লাস জল পান করেন, তাহা হইলে অনায়াসে এবং অতি শীঘ্র অনিদ্রা ব্যাধির হাত হইতে নিস্তার পাইবেন, এ কথা আজ পর্য্যন্ত ব্যর্থ হয় নাই। উদ্ধৃত

টেলিফোনের জন্ম কথা

আজ যে এই ঘরে বা অফিসের টেবিলের সামনে বসিয়া নানা দিকে টেলিফোনের সাহায্যে আমরা চকিতে কাজের কথা সারিয়া লইতেছি, এই টেলিফোনের প্রথম সৃষ্টি কবে?

আলেকজান্দার গ্রেহাম বেল, জাতে স্কচ্‌ম্যান তাঁর পিতা আমেরিকায় বাস করিতেন। যন্ত্রাদির সাহায্যে মানবের মুখের ভাষা ব্যক্ত করাইবার উদ্দেশ্যে তিনি বহু পরীক্ষা করিয়াছিলেন। পুত্র গ্রেহাম বেল পিতার কাছে থাকিয়া ওদিকে চর্চ্চা করিতেছিলেন। ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে এই টেলিফোনের 'আইডিয়া' তাঁর মাথায় আসে, ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত নানা গবেষণা, নানা পরীক্ষায় লিপ্ত থাকেন। ষাট ফুট দূরে অবস্থিত দুটী স্বতন্ত্র ঘরে তিনি দুটী যন্ত্র রাখিলেন, এই যন্ত্র সাহায্যে এক ঘরের কথিত কথা অপর ঘরে চালিত হয় কি না, তাহারি পরীক্ষা চলে। এক ঘরে তিনি নিজে রহিলেন, অন্য ঘরে রহিলেন তাঁর সহকারী। যন্ত্র কয়েকটী তারের স্প্রিং আটকাইয়া রাখেন।

সহকারী স্প্রিং কাটিয়া ফেলেন, বেল আসিয়া ধমক দিয়া বলেন, যন্ত্রে কেন তুমি হাত দিতে গেলে। যেমন ছিল তেমনি রাখিলেনা কেন?

বেল যন্ত্র মেরামতিতে লাগিলেন। এই ভাঙ্গা তার হইতেই সাফল্য আসিয়া দেখা দিল।

এ পরীক্ষার ফল ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে সম্রাজ্ঞী ভিক্টোরিয়ার অসবোর্ণ প্রাসাদ হইতে যন্ত্র সাহায্যে ওয়াইট দ্বীপে সংবাদ চালিত হয়, চালনায় সিদ্ধিলাভ ঘটে। পোষ্ট অফিসকে বলা হয়, টেলিফোনে সংবাদ পাঠাইবার ভার তোমরা লও। ডাক বিভাগ এ বিভাগ ভয়ে গ্রহণ করিল না। ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে বেল্ টেলিফোন কোম্পানীর প্রতিষ্ঠা হয়। লণ্ডনে সাত আট জন মাত্র ধনী গ্রাহক মিলে।

কোম্পানী খাড়া করিলেও বেলের পরীক্ষার অন্ত রহিল না। কি করিয়া প্রণালীকে সহজ ও সুলভ করা যায়, কিভাবে ব্যাপ্ত করা যায়, তাহারি পরীক্ষা চলিল।

কিছুকাল পরে আর এক কোম্পানী দেখা দিল, নাঁশন্যাল এক্সচেঞ্জ। রেশারেশির ফলে উন্নত রূপান্তর হইল এবং ন্যাশন্যাল টেলিফোন কোম্পানী নামে উভয় কোম্পানীর শক্তি সম্মিলিত হইল।

১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে বিলাতের ডাক বিভাগ টেলিফোনের ভার গ্রহণ করে। লণ্ডনে তখন 'সেন্ট্রাল' এক্সচেঞ্জ খোলা হয়, লাইনের সংখ্যা তখন ১৪,০০০।

আর্জ্জেণ্টাইন ষড়যন্ত্র

গত ৩০ সেপ্টেম্বরের সংবাদে প্রকাশ, ভূতপূর্ব্ব জেনারেল টোরনুয়ো বন্দী হইয়াছেন। একটী বিরাট কমিউনিষ্টদের ষড়যন্ত্র যাহা উক্ত দিবস কার্য্যকারী হইবার কথা ছিল। তাহার সহিত বিশেষভাবে জড়িত থাকিবার জন্যই তাঁহাকে বন্দী করা হইয়াছে। এবং ঐ ষড়যন্ত্র ও উপস্থিত অকর্ম্মণ্য হইয়া গেল।

রেঙ্গুণে হাইকোর্ট

মিঃ জাষ্টিস্ ব্রাউন বর্ত্তমানে ছুটিতে আছেন। তিনি আগামী ১৩ই নবেম্বর তারিখে তাঁহার পদত্যাগ করিবেন।

কলিকাতা বাজার দর

লৌহ হাডওয়ার

২৩শে সেপ্টেম্বর ১৯৩৮

টাটার তৈয়ারী --	প্রতি হন্দর
লোহার কড়ি (জয়েষ্ট বা বীম)	
মার্কা	৫।০—৫।৵০
ঐ বে-মার্কা বাসিকা ওজন	৪।৵০—৪॥৵০
বরগা (টী আয়রণ)	৬৵০—৬।০
এঙ্গেল আয়রণ (কোনা)	৪৸৵০—৬।৵০
গ্যালভেনাইজড করোগেট টীন—	
২২ গেজ ৬ হইতে ১০ ফুট	১১।৵০
২৪ গেজ ,, ,,	১০৸৵০
২৬ গেজ ,, ,,	১১
২৪ গেজ আর, পি, ডি, মার্কা	১২৸৶০
২৪ গেজ গ্যাঃ প্লেন শীট—	১১।৵০
২৬ গেজ ,, ,,	১১।০
২৮ গেজ ও ৩০ গেজ ঐ—	১২৲-১৬৲
বাগান ঘেরা কাঁটাতার ১০০	
পাউণ্ড বাঃ	৮৸০
ষ্টীল পাটী	৬৲৵—৮।০
,, বোলটু (গোল)	৬৲৵—৬.০
,, গরাদে (চৌকা)	৬৵০—৬৲।০
,, গোল রড ৶০—।৶০ সুতা	৪৸৵—৫॥৵
,, টান। রড-	
চৌকা ৶০—।৵০ ঐ	৫৵০—৫॥০
,, বাণ্ডিল হাল	৭৲—৭৸০
,, প্লেট—তিন সুতা মোটা	
পর্য্যন্ত	৭৲—৭।০
,, চাদর ৩-১৬ থানা বাণ্ডিল	৯॥৵—১০৲
স্প্রীং ষ্টীল	৮।০—৯৲
হাফ রাউণ্ড	৫৸৵—৬৲৵০
তারের পেরেক ১—৬ ইঞ্চি	৯—৯৸০
প্যাটেন্ট পেরেক ২—৮ ইঞ্চি	১২।০—১৫॥০
ঢালাই কড়া ১ হইতে ১০ নং	২॥০ সাট
কোদাল ৪, ৫, ৬,	৭৸৵০ ৮৸৵০ ৯৸৵০ ডঃ
ঐ তিন পাউণ্ড ৬৲ দেঃ বিঃ	৬।৵০ ,,
গ্যাঃ প্লেন বালতি ৭—১২ ইঞ্চি	১॥৵০ ৬॥৵০
ঐ রিভিট ,, ৭—১২ ইঞ্চি	২৲--৭৲ ,,
লোহার তৈয়ার রডের গোল ও	
চৌকা	৮॥০—
ঐ চালের লোহার সিট	১৫৲ ,,
ঐ স্কেলেস্তা (কাঠের সিট)	১৮৲ ,,
লোহার স্ক্রুপ ॥—৩ ইঞ্চি	/১০--॥৶০ গ্রোস
ঐ কব্জা ৭৩ নং	
১॥—৪ ইঞ্চি	।১০—৸৵১০ পেঃ ডজন
গ্যাঃ তার ১৬—২২ নং	
(গেজ)	১২৲---১৩৲ হন্দর
গ্যাঃ রিজিং (মটকা)	
১২ ইঞ্চি	।৵৫—॥৶০ পীস
গ্যাঃ গাটারিং বা ডোঙ্গা	
৬ ইঞ্চি	॥০—৸৶০ ,,
গ্যাঃ ওয়াসার চাকি	১১॥০—১৬৲ ,,
গ্যাঃ বোল্ট নাট ৮—৩ ইঞ্চি	
	॥৵১০—১৵০ গ্রোস
ঢালাই রেলিং	৩॥০--৭॥০ হন্দর
ঐ রেন ওয়াটার পাইপ	
৩ ইঞ্চি ৵১০ ৎ	৪ ইঞ্চি ।১০ ফুট
টিউব ওয়েলের জন্য গ্যাঃ	
পাইপ১॥ ইঞ্চি	।৵৫ ফুট
পাম্প	৪নং ১২॥০ ৫নং ১৪৲ ৬নং ১৬৲
৬০--৮০ বাটখারা ৵১২ সাট	২।০-২॥০ মণ

গ্যাঃ স্ক্রুপ ১॥০--২॥০ ইঞ্চি ২৩৲--২৯৲ হন্দর

সন্তোষকুমার মল্লিক এণ্ড সন্স লিঃ

লোহ ও হাডওয়ার বিক্রেতা

মীরবহর ঘাট লোহাপটী, বড়বাজার,
টেলি--"**লোহার মালিক**" কলিকাতা

কেরোসিন

প্লোফেক প্রত্যেক বাক্স (২ টিন		৯,৬
সুর্য্য মার্কা	,,	৬॥০
ভিক্টোরিয়া	,,	

সোণার দর

পাকা সোণা	৩০৸৵
বড়াল	৩০৸
চিনা পাত	৩১।০

রূপার দর

রূপা প্রতি ১০০ ভরি	৫৫৵০
ঐ খুচরা	৫৵০

কোম্পানীর কাগজ

৩॥০ সুদের কাগজ	৮১৶
৩॥০ নূতন ঋণ (১৯৪৭-৫০)	৯১।০
৩৲ ,, ঋণ (১৯৬০-৭০)	৯০৲
,, বণ্ড (১৯৭৫	১০৪॥৵০

ডিবেঞ্চার

.৫৲ সুদের (১৯৫৬-৮৬) কলিকাতা পোর্ট-
ট্রাষ্ট ডিবে :— ১০২॥৵০

ব্যাঙ্ক

ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক (কনট্রি)	২৯৪॥০
সেণ্ট্রাল ঐ	২২৲

কাপড় ও সূতার কল

এলগিন মিল	৪৫৲

পাট কল

হাওড়া	৫০৲
অকল্যাণ্ড	১৯৫৲
বালী	১৬২৲
বরানগর	১৫০৲
জেবজ	৩৭০৲
ডায়ট	২৪৩৲
ক্লাইভ	২৮।০
ডালহাউসী	৪০৮॥০
ডেল্টা	৪০৫৲

কৃষ্ণনগর নবদ্বীপঘাট রেলওয়ে সময়

কৃষ্ণনগর হইতে নবদ্বীপঘাট

কৃষ্ণনগর সিটি—	৬-৪৫	১০-৪৪	১৩-২২	১৭-৩৮	২০-১৬
কৃষ্ণনগর রোড—	৬-৫৬	১০-৫৫	১৩-৩৩	১৭-৪৭	২০-২৫
আমঘাটা—	৭-১৫	১১-১৩	১৩-৫১	১৮-৩	২০-৪১
মহেশগঞ্জ—	৭-২৪	১১-২১	১৪-০	১৮-৯	২০-৪৭
নবদ্বীপঘাট—	৭-৩৩	১১-৩০	১৪-৯	১৮-১৬	২০-৫৫

বিশেষ দ্রষ্টব্য—নবদ্বীপঘাট ষ্টেশন অপেক্ষা মহেশগঞ্জ ষ্টেশন হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরের দূরত্ব অনেক কম। শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে যাঁহাদিগকে রাণাঘাটে ট্রেণ বদল করিতে হয়, তাঁহারা রাণাঘাটে প্রাতঃ ৫-৫০, ৮-১৪, ১১ ৪৬, ১৬-৪৮, ১৮-৩৯ এবং ০-৭২ মিনিটের সময় গাড়ী পাইবেন।

শান্তিপুর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে শান্তিপুর ষ্টেশনে ৫-৪০, ৯-২৯, ১২-২৫, ১৬-৪ এবং ১৮-৪১ মিনিটের সময় ট্রেণ পাওয়া যায়।

নবদ্বীপঘাট হইতে কৃষ্ণনগর

নবদ্বীপ ঘাট—	৫-৩৫	৯-২৫	১২-১০	১৫-৩৪	১৮-৪৫
মহেশগঞ্জ—	৫-৪২	৯-৩৩	১২-১৯	১৫-৪২	১৮-৫৬
আমঘাটা—	৫-৪৯	৯-৩৯	১২-২৬	১৫-৪৮	১৯-৫
কৃষ্ণনগর রোড-	৬-৫	৯-৫৫	১২-৪৩	১৬-৪	১৯-২৪
কৃষ্ণনগর সিটি—	৬-১৩	১০-৩	১২-৫১	১৬-১২	১৯-৭৫

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে—ডাঃ কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম ভক্তিশাস্ত্রী এল, এম, এফ, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীনদীয়া প্রকাশ

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক

—পারমার্থিক পত্র—

শ্রীধাম মায়াপুর-নদীয়া

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশ
তনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনং,
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং
প্রেমা পুমর্থো মহান্
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং
তত্রাদরো নঃ পরঃ॥

৮ম বর্ষ ৩রা দামোদর গৌরাব্দ ৪৪৭, ২০শে আশ্বিন বঙ্গাব্দ ১৩৪০, ৬ই অক্টোবর ইং ১৯৩৩ শুক্রবার ১৮০তম সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

শারদীয় পূজাবকাশে অসংখ্য লোক কলিকাতা গৌড়ীয়মঠে আগমন করিতেন। প্রাতঃকাল হইতে বেলা ১১ ঘটিকা পর্য্যন্ত এবং অপরাহ্ণ ৩ ঘটিকা হইতে রাত্রি ১১ ঘটিকা পর্য্যন্ত অতিশয় ভিড় হইত। এই সময় ত্রিদণ্ডিস্বামী বাগ্মিপ্রবর শ্রীপাদ ভক্তি-বিবেক ভারতী মহারাজ সন্ধ্যার পর শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করিতেন। ব্রহ্মচারী শ্রীশিবানন্দ পাঠের আদিতে ও অন্তে সুমধুর পদাবলী কীর্ত্তন করিতেন।

— —

শ্রীগৌড়ীয়মঠে আচার্য্য শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ বিদ্যালঙ্কার ভক্তিশাস্ত্রী মহোদয় প্রত্যহ প্রাতে শ্রীচৈতন্যভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। এতদ্ব্যতীত দ্বিপ্রহরে মঠ সেবকগণকে সদাচার শিক্ষাও দেওয়া হয়। বিদ্যালঙ্কার মহোদয় গৌড়ীয়-সম্পাদক মহামহোপদেশক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ মহোদয়ের সহকারিরূপে অতি দক্ষতার সহিত গৌড়ীয়ের কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেছেন। গুরু-সেবা সুষ্ঠুরূপে সম্পাদনার্থ তাঁহার অক্লান্ত পরিশ্রম, আচার ও প্রচার বিশেষ আদর্শস্থল ও প্রশংসার্হ।

গৌড়ীয়মঠের অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ ও মহামহোপদেশক অধ্যাপক আচার্য্য শ্রীপাদ নারায়ণদাস অধিকারী এম-এ, ভক্তিশাস্ত্রী ভক্তিসুধাকর মহোদয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভুর শিক্ষা প্রচারার্থ গত ৩০শে সেপ্টেম্বর কলিকাতা হইতে পাটনা শুভবিজয় করিয়াছেন। তাঁহাদের সহিত কয়েকজন ব্রহ্মচারীও গিয়াছেন।

গত সপ্তাহে মহোপদেশক শ্রীপাদ অপ্রাকৃত ভক্তিসারঙ্গ ভক্তিশাস্ত্রী মহোদয় শ্রীগৌড়ীয়মঠের কতিপয় ব্রহ্মচারী সহ প্রচারার্থ বেতিয়া অভিমুখে যাত্রা করিয়াছেন। ভক্তি-সারঙ্গপ্রভু পথিমধ্যে মজঃফরপুরে অনেক দিন অবস্থান করিয়া বক্তৃতাদি প্রদান করিয়াছেন। তাঁহার স্বভাবসুলভ ওজস্বিনী ভাষায় প্রদত্ত বক্তৃতা সকলেরই চিত্ত আকর্ষণ করিয়াছেন।

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ ও উপদেশক শ্রীপাদ হয়গ্রীব ব্রহ্মচারী বর্ত্তমানে বারাণসীর বিভিন্ন স্থানে শুদ্ধভক্তির কথা প্রচার করিতেছেন। শীঘ্রই শ্রীসনাতন গৌড়ীয়মঠের বার্ষিক মহোৎসব আরম্ভ হইবার কথা। উক্ত উৎসবোপলক্ষে একটী পারমার্থিক প্রদর্শনীর আয়োজনও হইতে পারে।

———

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ বর্ত্তমানে মাদ্রাজ প্রদেশের বিভিন্ন স্থানে মহাপ্রভুর শিক্ষা কীর্ত্তন করিতেছেন। তাঁহার সহকারিরূপে শ্রীপাদ জগদানন্দ ব্রজবাসী ভক্তিবিকাশ, শ্রীপাদ কৃষ্ণস্বামী দাসাধিকারী ভক্তিক্ষেম বি-এ ও আচার্য্য শ্রীপাদ কৃষ্ণানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী মহোদয় মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠে অবস্থান করিতেছেন।

পাঠকগণ অবগত আছেন, আজ কয়েক বৎসর যাবৎ আসাম গোয়ালপাড়ায় মহোপদেশক আচার্য্য শ্রীপাদ নিত্যানন্দ দাসাধিকারী বি-এজি, বি-টি, ভক্তিশাস্ত্রী মহোদয়ের চেষ্টায় প্রপন্নাশ্রম নামক গৌড়ীয়মঠের একটী প্রচারকেন্দ্র স্থাপিত হইয়াছে। পাঠকগণ শুনিয়া সুখী হইবেন, কিছুকাল হইল আসাম-প্রদেশান্তর্গত কামরূপ জেলার সরভোগ নামক স্থানেও একটী প্রচারকেন্দ্র স্থাপিত হইয়াছে।

— —

শ্রীধাম-মায়াপুরে অধ্যাপক বসু

কলিকাতা আশুতোষ কলেজের ইতিহাসের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অমরনাথ বসু, কলিকাতা সায়েন্স কলেজের রিসার্চ স্কলার শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখর ঘোষ এম-এস্-সি, শ্রীযুক্ত হরিদাস ব্যানার্জ্জি, শ্রীযুক্ত শশিভূষণ মল্লিক ও শ্রীযুক্ত সুকুমার দাশগুপ্ত গত ২৭শে সেপ্টেম্বর শ্রীধাম মায়াপুর দর্শনে আগমন করিয়াছিলেন। তাঁহারা শ্রীযোগপীঠ, শ্রীব্রজপত্তন, শ্রীশ্রীবাস অঙ্গন, শ্রীঅদ্বৈত-ভবন, শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীচৈতন্যমঠস্থ ভক্তি-বিজয়ভবন, রাধাকুণ্ড, 'নদীয়া-প্রকাশ' কার্য্যালয়, নদীয়া প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস, পাওয়ার হাউস, চিকিৎসালয় প্রভৃতি এবং বল্লালঢিপি, কাজীর সমাধিপাট প্রভৃতি দর্শন করিয়া অতিশয় আনন্দিত হন এবং মাসিকপত্রে প্রকাশ করিবার জন্য শ্রীযোগপীঠের, শ্রীচৈতন্যমঠের শ্রীবিগ্রহের ও কাজীর সমাধির আলোকচিত্র গ্রহণ করিয়াছেন।

"সবার উপরে মানুষ সত্য" ?)

—০—

শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয়মঠে বক্তৃতা

গত ১৭ই সেপ্টেম্বর রবিবার শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয়মঠের সাপ্তাহিক অধিবেশনের বিজ্ঞাপনে "সবার উপরে মানুষ সত্য?" এই বক্তৃতার বিষয়টী দেখিয়া আমাদের উক্ত বক্তৃতা শুনিবার স্বতঃই কৌতূহল হয়। বক্তা মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ শিক্ষিত মণ্ডলী-পরিপূর্ণ মঠের আসন-গৃহে যে জ্বালাময়ী ভাষায় বক্তৃতা দিয়াছিলেন, তাহা শুনিয়া আমরা বিস্ময়ে ও আনন্দে পরিপ্লুত হইয়াছি। একমাত্র অতিসত্য গুরুশক্তিকে হৃদয়ে সুদৃঢ়ভাবে সহিত ধারণ করিতে না পারিলে এরূপভাবে বলিবার ও অপরের হৃদয়ে বদ্ধমূল করিয়া বুঝাইয়া দিবার অদ্ভুত ক্ষমতা কখনও প্রেত মানুষের হইতে পারে না। "সবার উপরে মানুষ সত্য"—একথাটিকে শাস্ত্র প্রত্যক্ষরূপে বিশ্লেষণ করিতে করিতে বক্তা "গূঢ় কপট মানুষ" শ্রীকৃষ্ণই সবার উপরে এবং তিনিই যে পরম-সত্য ইহা যেরূপ সুন্দর যুক্তি ও সাহিত্য-পারিপাট্যের সহিত বুঝাইয়াছিলেন, তাহা ব্যক্ত করিবার ক্ষমতা আমাদের নাই। আশা করি তিনি তাঁহার ঐ বক্তৃতা তাঁহার পারমার্থিক সাপ্তাহিক পত্রিকায় প্রকাশ করিয়া সজ্জনবৃন্দের আনন্দবর্দ্ধন করিবেন। শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠের প্রচারে যেন এদেশের সকলে প্রাণে নূতন জীবন লাভ করিতেছেন।

—স্বায়ত্ত-শাসন

বর্দ্ধমান জেলায় প্রচার

গত ২৩।৯।৩৩ তারিখে শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি প্রসূন বোধায়ন মহারাজ বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত গুসকরা গ্রামে ষ্টেশন মাষ্টার মহাশয়ের গৃহে অবস্থান করিয়া গ্রামের হাটতলায় হরিবাসরে ছায়াচিত্রে বক্তৃতা দ্বারা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত-প্রচারিত বিমল-প্রেমধর্ম্মের ঔজ্জ্বল্য প্রদর্শন পূর্ব্বক আপামর সর্ব্বসাধারণের চিত্ত আকর্ষণ করিয়াছেন। গ্রামের মধ্যে গণ্যমান্য ব্যক্তি শ্রীযুক্ত কেদার নাথ মণ্ডল ও তাঁহার ভ্রাতা শ্রীযুক্ত ফাকর চাঁদ মণ্ডল বি-এল প্রেসিডেণ্ট পঞ্চায়েত মহাশয়ের গৃহেও শ্রীগৌরলীলার ছায়াচিত্র-যোগে বক্তৃতা হইয়াছে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

৩ দামোদর, তিথি গর্ভোদশায়ী

মহাপ্রভু ও বল্লভভট্ট

ত্রিগুণতাড়িতা চেষ্টা

মানুষ যখন পরমার্থ-বিচার কিছুমাত্র বুঝিতে পারে না, তখন গুণত্রয়ে তাড়িত হইয়া জড় দেশ বা কালের খণ্ড গণ্ডীতে নিজকে আবদ্ধ করে এবং অপর দেশ বা দেশবাসী হইতে নিজ দেশ বা দেশবাসীর শ্রেষ্ঠতা সম্পাদনার্থ বিবিধ কৌশল আবিষ্কার করিতে থাকে। নিজ নিজ দেশের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য, শিল্প, বিজ্ঞান, ধর্ম্ম (?), ধর্ম্মগুরু (?) প্রভৃতি মানবজাতির গৌরবের বিষয় হয়। এই প্রাকৃত গৌরব লইয়া তাহারা এত প্রমত্ত হয় যে, স্ব স্ব-গৌরব রক্ষার নিমিত্ত সত্য ও নিরপেক্ষতাকে আন্দামানে নির্ব্বাসিত করিতেও কিছুমাত্র দ্বিধা বোধ করেন না। এই প্রকার একটা চেষ্টা আমরা শ্রীবল্লভ-ভট্টাচার্য্যের অধস্তনগণের মধ্যে দেখিতে পাই।

গুরু-প্রণালী লঙ্ঘন

পাঠকগণ অবগত আছেন, মহাপ্রভু বলিতে সকলেই একবাক্যে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবকেই বুঝিয়া থাকেন। ভারত-বাসীর সৌভাগ্যবশে ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র তাঁহার শ্রীনাম বিস্তৃত হওয়ায় তাঁহাকে সকলেই 'মহাপ্রভু' বলিয়াই জানিতেন। সপার্ষদ মহাপ্রভু প্রাপঞ্চিক-লীলা সঙ্গোপন করিলে শ্রীবল্লভের অধস্তনগণ বল্লভাচার্য্যকে মহাপ্রভু বলিয়া প্রচার করত যে যে স্থানে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু প্রচার-ব্যপদেশে শুভ বিজয় করিয়াছেন, তাহাদের প্রায় সর্ব্বস্থানেই বল্লভের বৈঠক স্থাপন পূর্ব্বক মহাপ্রভুর বৈঠক বলিয়া জ্ঞাপন করিতেছেন। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-পাঠে জানা যায় যে, শ্রীবল্লভ ভট্ট শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-মহাপ্রভুর পার্ষদ শ্রীল গদাধর পণ্ডিত গোস্বামীর শিষ্যত্ব গ্রহণ-পূর্ব্বক শ্রীনাম-মন্ত্র লাভ করেন। আমরা ইহাও জানি যে শ্রীবল্লভাচার্য্যের পুত্র শ্রীবিঠ্ঠল শ্রীল রূপ-গোস্বামিপাদের অনুগত ছিলেন। সুতরাং মহাপ্রভুর শিষ্যের শিষ্য শ্রীবল্লভকে 'মহাপ্রভু'র আসনে স্থাপন করিবার কুচেষ্টা শ্রীবিঠ্ঠলের পরবর্ত্তীকালে তাঁহার অধস্তনগণ কর্তৃক দেশ-কালের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন-কল্পে উদ্ভাবিত প্রদর্শিত হইয়াছে। গুরু-প্রণালী লঙ্ঘনের এই অসচ্চেষ্টা সাত্বত-সম্প্রদায়ের কেহই অনুমোদন করিতে পারেন না।

গৌড়ীয়-গগনে সৌভাগ্য-সূর্য্য

সপার্ষদ-মহাপ্রভুর অপ্রকট-ধামে শুভ-বিজয়ের পর শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর, শ্রীপাদ শ্যামানন্দ প্রভু ও শ্রীল শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভু সঙ্কীর্ত্তন যোগে বঙ্গ ও উৎকলে মহাপ্রভুর বাণী প্রচার করিলেও ভারতের অন্যান্য প্রদেশে শুদ্ধভক্তির কথা সুষ্ঠুরূপে ব্যাপকভাবে প্রচার করিবার জন্য তিনশত বৎসরের মধ্যে গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ে কোনও গোষ্ঠানন্দী মহাপুরুষের আবির্ভাব হয় নাই। ব্রজ ও গৌড় মণ্ডলে ১৭ জন বিবিক্তানন্দী মহাপুরুষের অবস্থান থাকিলেও সর্ব্ব-সাধারণের জন্য শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর স্মৃতি-সংরক্ষণ-চেষ্টা তাঁহাদের মধ্যে দৃষ্টিগোচর হয় নাই। গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের ঔদাসীন্যের সুযোগ লইয়া শ্রীবল্লভাচার্য্যের অধস্তনগণ পূর্ব্বোক্ত কার্য্য সম্পাদনে সমর্থ হইয়াছেন। সুখের বিষয়, গৌড়ীয়-বৈষ্ণব গগনে বর্ত্তমানে সৌভাগ্য সূর্য্য উদিত হইয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর শুভেচ্ছায় পৃথিবীর সর্ব্বত্র তাঁহার নাম প্রচারার্থ তাঁহার অনিন্দ্য বাণী সফল করিবার জন্য গৌরবাণী—ভক্তিসিদ্ধান্ত বাণী আজ মূর্ত্ত বিগ্রহরূপে জগতের ভাগ্যে সমুদিত। আচার্য্যবর্য্যের চেষ্টায় সঙ্কীর্ত্তন, বক্তৃতা, পাঠ, কীর্ত্তন, ছায়াচিত্রযোগে বক্তৃতা, প্রদর্শনী যোগে বক্তৃতা, বিভিন্ন স্থানে প্রচার কেন্দ্র-স্থাপন, উৎসবাদির আয়োজন, লুপ্তগ্রন্থ প্রকাশ, মহাজন গ্রন্থের মুদ্রণ, বিভিন্ন সাময়িক-পত্র-প্রকাশ প্রভৃতির সুব্যবস্থা হওয়ায় আজ বিশ্বের সর্ব্বত্র গৌর বিজয়-বৈজয়ন্তীর সম্মান—সর্ব্বত্র গৌর নামের বন্যা। যে যে স্থান মহাপ্রভুর পদধূলিতে সিক্ত হইয়া মহাতীর্থে পরিণত হইয়াছেন, তথায় শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের চেষ্টায় প্রচারকেন্দ্র ও পাদপীঠাদি স্থাপিত হওয়ায় তত্তদ্দেশবাসিগণ মহাপ্রভুর স্মৃতি লাভ করিয়া ধন্য হইতেছেন।

মহাপ্রভুর সংক্ষিপ্ত পরিচয়

মহাপ্রভু শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর স্বয়ং ভগবান্। তিনিই অবতারী শ্রীকৃষ্ণ। মাধুর্য্যপ্রকাশ-বিগ্রহ—শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র, আর ঔদার্য্য-প্রকাশ-বিগ্রহ—শ্রীগৌরচন্দ্র। শ্রীল স্বরূপ গোস্বামি-বরের কড়চায় "রাধাকৃষ্ণপ্রণয়বিকৃতিঃ" শ্লোকে শ্রীগৌরতত্ত্ব এবং "শ্রীরাধায়াঃ প্রণয়-মহিমা" শ্লোকে গৌরাবতারের মূল প্রয়োজন গুহ্যকারণত্রয় বর্ণিত হইয়াছেন। সর্ব্ব-সাধারণের তাহা আলোচ্য নহে। অধিকার হইলে উক্ত তত্ত্ব আপনিই হৃদয়ে স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হইবে। ঐ দুই শ্লোক হইতে আমাদের বিশ্বাসে এইটুকু সংরক্ষণ করিব যে, শ্রীগৌরসুন্দর রাধা গোবিন্দ-মিলিত বিগ্রহ; শ্রীকৃষ্ণ তিনটী গুহ্য কারণবশতঃ শ্রীগৌরাঙ্গ-রূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন। শ্রীগৌরাবতারের কারণ-সম্বন্ধে আমাদের অধিকারে নিম্নলিখিত শ্লোকটী আলোচ্য—

অনর্পিতচরীং চিরাৎ করুণয়াবতীর্ণঃ কলৌ
সমর্পয়িতুমুন্নতোজ্জ্বলরসাং স্বভক্তিশ্রিয়ম্।
হরিঃ পুরটসুন্দরদ্যুতিকদম্বসন্দীপিতঃ
সদা হৃদয়কন্দরে স্ফুরতু নঃ শচীনন্দনঃ॥

—সুবর্ণকান্তিসমূহদ্বারা দেদীপ্যমান শচী-নন্দন শ্রীহরি আমাদের হৃদয়ে স্ফূর্ত্তি লাভ করুন। তিনি যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট উজ্জ্বল রস জগৎকে কখনও দান করেন নাই, সেই স্বভক্তিসম্পত্তি দান করিবার জন্য কলিকালে অবতীর্ণ হইয়াছেন।

মহাপ্রভু শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর ১৪৮৬ খৃষ্টাব্দে বঙ্গদেশের নদীয়া-জেলার অন্তর্গত প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীধাম-মায়াপুরে ভাগ্যবান্ শ্রীজগন্নাথ মিশ্র ও ভাগ্যবতী শ্রীশচীদেবীর নন্দন রূপে অবতীর্ণ হন। তিনি গৃহস্থাশ্রমে ২৪ বৎসর ও সন্ন্যাসাশ্রমে ২৪ বৎসর অবস্থানের লীলা অভিনয় করিয়াছেন; বাল্যবয়সেই তিনি যে পাণ্ডিত্য-প্রতিভা প্রদর্শন করিয়াছেন তাহাতে তদানীন্তন সমস্ত বড় বড় পণ্ডিতের চক্ষু ঝলসিত হইয়াছিল। সরস্বতী-পতির সহিত বিচারে জয়ী হয় কাহার সাধ্য? তাই দিগ্বিজয়ী পর্য্যন্ত বালক নিমাইর সহিত বিচারে পরাজিত হইয়াছেন। গৃহ-বেশ-লীলার পর হইতে তিনি নিরন্তর পার্ষদগণসহ সঙ্কীর্ত্তনে প্রমত্ত থাকিয়া গৃহস্থের মুখ্য কর্ত্তব্য শিক্ষা প্রদান করিয়াছেন। সন্ন্যাসাশ্রমে তাঁহার দুই প্রকার লীলা দৃষ্টিগোচর হয়—প্রচার ও মহাভাবপ্রকাশ। বৃদ্ধা মাতা ও যুবতী স্ত্রীকে নিঃস্ব অবস্থায় রাখিয়া সন্ন্যাস-গ্রহণ পূর্ব্বক তিনি 'পরার্থে অখিল চেষ্টা' প্রদর্শন করিলেন। সাধারণের বিচারে এইটি নিষ্ঠুর কার্য্য। কিন্তু যিনি আত্মীয়-স্বজনকে কৃষ্ণপ্রেমধন আনিয়া দিতে পারেন, তাঁহার ন্যায় আত্মীয়ের উপকারী আর কে আছেন? প্রচার-ব্যপদেশে মহাপ্রভু ৬ বৎসর ভারতের বিভিন্ন স্থানে ভ্রমণ করিয়াছেন, অবশিষ্ট ১৮ বৎসর নীলাচলে অবস্থান করিয়া স্বরূপ, রামানন্দ প্রভৃতি অন্তরঙ্গ ভক্তগণসঙ্গে রস আস্বাদন করিয়াছেন।

বল্লভ ভট্টের পরিচয়

তৈলঙ্গদেশে 'নিড়াডাভলু' রেলষ্টেশন হইতে ৮ ক্রোশ দূরে 'কাঙ্কড়বাড়' বা 'কাঁকুড় পারড়' গ্রাম আছে। এই গ্রামে লক্ষ্মণ দীক্ষিত নামক একজন আন্ধ্র ব্রাহ্মণ ছিলেন। শ্রীবল্লভভট্ট তাঁহারই পুত্র। ১৪০০ শকাব্দায় শ্রীবল্লভের জন্ম হয়। কেহ কেহ বলেন বল্লভের জন্ম হইবার পূর্ব্বেই তাঁহার পিতা সন্ন্যাস-গ্রহণ পূর্ব্বক গৃহত্যাগ করেন। পরে পুনরায় গৃহে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক বল্লভাচার্য্যকে পুত্ররূপে প্রাপ্ত হন। কাহারো মতে বল্লভাচার্য্যের জন্মস্থান চম্পকারণ্য, আবার কাহারও মতে মধ্যপ্রদেশের অন্তর্গত বি, এন, আর লাইনের রাজীম ষ্টেশনের নিকট চাঁপাঝাড় গ্রামে।

শ্রীবল্লভভট্ট একাদশ বর্ষকাল পর্য্যন্ত কাশীতে বাস করিয়া বিদ্যা-শিক্ষা করেন, তৎপরে স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। প্রত্যাবর্ত্তনকালে পথিমধ্যে বেঙ্কটাদ্রিতে তাঁহার পিতার পরলোক-প্রাপ্তির সংবাদ প্রাপ্ত হন। ভ্রাতা ও মাতাকে গৃহে রাখিয়া তুঙ্গভদ্রা নদীতীরবর্ত্তী বিদ্যানগরে গমন পূর্ব্বক বুক্ক-রাজের পৌত্র কৃষ্ণদেবের উল্লাস বিধান করেন। অতঃপর তিনবার ভারতব্যাপী দিগ্বিজয়ে অষ্টাদশ বর্ষ যাপন করেন। ত্রিংশৎ বৎসর বয়ঃক্রমকালে কাশীতে মহালক্ষ্মীনাম্নী স্বগোত্রীয়া ব্রাহ্মণতনয়ার পাণিগ্রহণ করেন এবং গোবর্দ্ধন পর্ব্বতের অধিত্যকায় শ্রীমূর্ত্তি স্থাপন পূর্ব্বক প্রয়াগের নিকটবর্ত্তী আড়াইল গ্রামে অবস্থিতি করেন। মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব প্রয়াগধামে শুভ পদার্পণ করিলে তাঁহার মহাভাবলীলা চতুর্দ্দিকে ব্যাপ্ত হয়। তচ্ছ্রবণে শ্রীবল্লভভট্ট আড়াইল গ্রাম হইতে যমুনা পার হইয়া প্রয়াগে আগমন পূর্ব্বক মহাপ্রভুর পাদপদ্মে উপস্থিত হন। এতদ্-ব্যতীত একবার পুরীতে যাইয়াও শ্রীবল্লভ মহাপ্রভুর দর্শন লাভ করিয়াছিলেন। এই সকল বিষয় আমরা আগামী সংখ্যায় বিস্তৃত-রূপে বর্ণন করিব। বর্ত্তমানে তাঁহার জীবনী-সম্বন্ধে আর ও ১টী কথা বলিতেছি।

শ্রীবল্লভাচার্য্যের দুই পুত্র গোপীনাথ ও বিঠ্ঠলেশ্বর। তিনি শেষ বয়সে ত্রিদণ্ড গ্রহণ করেন এবং ১৪৫২ শকাব্দায় বারাণসীক্ষেত্রে ইহলোক পরিত্যাগ করেন। শ্রীবল্লভের 'ষোড়শ গ্রন্থ', 'ব্রহ্মসূত্রের অণুভাষ্য', শ্রীমদ্-ভাগবতের 'সুবোধিনী টীকা' প্রভৃতি অনেক গ্রন্থ আছে। গোকুলে ও বোম্বাই প্রদেশে ইঁহার অনেক শিষ্য আছে। কেহ কেহ বলেন, শ্রীবল্লভ প্রথমে শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের সম্প্রদায়ে প্রবিষ্ট হইয়াও অধিক সম্মান না পাইয়া বিষ্ণুস্বামি সম্প্রদায়ে আচার্য্যত্ব লাভ করেন। শ্রীবল্লভের অধস্তনগণ রাধা গোবিন্দের উপাসনা করিয়া থাকেন, কিন্তু বিষ্ণুস্বামি-সম্প্রদায়ে রাধাগোবিন্দ উপাসনা দৃষ্ট হয় না। বিষ্ণুস্বামিসম্প্রদায়ের আচার্য্য শ্রীধর-স্বামিপাদ শ্রীমদ্ভাগবতের টীকার প্রারম্ভে যে প্রণামমন্ত্র গাহিয়াছেন তাহাতে শ্রীকৃষ্ণের নাম থাকিলেও শ্রীমতী বার্ষভানবীর নাম দৃষ্ট হয় না। তাঁহার প্রণামমন্ত্রে আমরা শ্রীনৃসিংহ-দেবের এবং মাধব ও উমাধবের নাম দেখিতে পাই। ইহা হইতে মনে হয় শ্রীবল্লভ আপনাকে গৌড়ীয় বলিয়াও পরিচয় দিতেন। মহাপ্রভুর সহিত যখন পুরীতে তাঁহার সাক্ষাৎকার হইয়াছিল, তখন তিনি একবার অহঙ্কারবশবর্ত্তী হইয়া বলিয়াছিলেন যে, তিনি শ্রীধর স্বামিপাদের ব্যাখ্যায় ভ্রম প্রদর্শন করিতে পারেন। মহাপ্রভু তদুত্তরে বলিয়াছিলেন, স্বামী যে না মানে, তারে বেশ্যামধ্যে গণি।' অবশ্য মহাপ্রভুর এই শাসনবাণীতে শ্রীবল্লভের অভিমান দূরীভূত হইয়াছিল।

যদি তিনি শুদ্ধাদ্বৈতবাদকে বহুমানন করিতেন, তাহা হইলে স্বীয় সম্প্রদায়ের আচার্য্যের ভ্রম-প্রদর্শনে আগ্রহ বিশিষ্ট হইতেন না। অবশ্য প্রতিষ্ঠার আশ্রয়ে কেহ কেহ নিজ বিশ্বাসকেও বিসর্জ্জন দিয়া থাকেন। এক্ষেত্রেও তাহা ঘটিয়াছিল কি না অন্তর্যামীই জানেন।

বিশ্বে একমাত্র পারমার্থিক দৈনিক পত্র

যদু ও মধু দুই বন্ধু ও সহাধ্যায়ী; উভয়েই হাইস্কুলের প্রথমশ্রেণীর ছাত্র। কৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী তাঁহাদের ছাত্রাবাসে 'নদীয়া প্রকাশ' পত্রিকার প্রচার-উদ্দেশ্যে আগমন করিয়াছেন। স্কুলের ছাত্রগণ স্বভাবতঃই কৌতূহল-বিশিষ্ট এবং সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ হইতে মুক্ত। "নদীয়া-প্রকাশ" সম্বন্ধে ছাত্রদিগের সরল মতামত কৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী বিশেষরূপে অবগত আছেন। যদুকে সম্মুখে দেখিয়া তিনি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"আপনি 'নদীয়া প্রকাশ' নিয়মিতভাবে পড়িতেছেন কি?"

যদু—হাঁ, আমি প্রতিদিনই প্রথমে 'নদীয়া প্রকাশ' পড়ি।

ব্রহ্মচারী—আপনার মনে কোনও রূপ প্রশ্নের উদয় হয় কি?

যদু—"নদীয়া-প্রকাশের' আলোচনার পদ্ধতি এত প্রাঞ্জল যে তাহাতে প্রশ্ন উদয় হইলে সঙ্গে সঙ্গে তাহার মীমাংসাও দেখিতে পাই।

মধু—ব্রহ্মচারী মহাশয়, 'নদীয়া-প্রকাশ'কে কেন বিশ্বে একমাত্র 'পারমার্থিক দৈনিক পত্রিকা' বলেন?

ব্রহ্মচারী—শুদ্ধভক্তির কথা একমাত্র মহাপ্রভু এই জগতে সকলের পক্ষে সহজ বোধ্যরূপে প্রচার করিয়াছেন। অন্য কোনও ধর্ম্মপ্রচারকই কৃষ্ণপ্রেমা প্রচার করেন নাই। কৃষ্ণপ্রেমাই সমস্ত জীবের একমাত্র পরম প্রয়োজন।

মধু—'কৃষ্ণ'ই যে ভগবানের একমাত্র নাম, ইহা ত' সকলেই স্বীকার করে না।

ব্রহ্মচারী—মহাপ্রভু ইহাই জগৎকে জানাইয়াছেন। কৃষ্ণনাম এই জগতের কোন শব্দ নহেন। এই জগতের কোনও [illegible] আপাধি কৃষ্ণনামে প্রযুক্ত হইতে [illegible]। কৃষ্ণনাম ও স্বয়ং কৃষ্ণ একই [illegible] নাম লইয়া যাঁহারা বিবাদ করেন, [illegible] যখন স্বয়ং ভগবান্‌কে স্বীকার [illegible] তখন বস্তুতঃ নামকেও স্বীকার [illegible]

ভগবান্‌কে ব্রহ্ম বলিলে কি দোষ

ব্রহ্মচারী—ব্রহ্ম ভগবানের নাম নহে। ব্রহ্ম ভগবানের স্বরূপ নহে। কৃষ্ণের অঙ্গ-নিঃসৃত চিন্ময় জ্যোতিঃই ব্রহ্মের স্বরূপ। সুতরাং ব্রহ্ম ও কৃষ্ণ সম্পূর্ণরূপে এক নহে। বাস্তব-রাজ্যে এই সমুদয় বিশেষের নিত্যত্ব বিদ্যমান আছে। ইহা অস্বীকার করিলে ভুল হইবে।

যদু—এই সমুদয় তর্ক আরও অনেক ছাত্র সর্ব্বদাই করিয়া থাকে। কিন্তু যাহারা মহাপ্রভুর কথা অল্প পরিমাণেও ব্রহ্মচারী ঠাকুরের নিকট শুনিয়াছে তাহাদের আর সংশয় থাকে না। কিন্তু আমি বলিলে তাহাদের তত বিশ্বাস হয় না।

ব্রহ্মচারী—এই সব বিষয়ে প্রকৃত বিশ্বাস জন্মিবার একটী বিশেষ পদ্ধতি আছে। 'নদীয়া-প্রকাশ' এই বিশ্বাস জন্মাইতে পারেন। আপনি সরলভাবে 'নদীয়া-প্রকাশ' পড়িতেছেন তজ্জন্য আপনার সেই পরম সৌভাগ্য এত সহজে লাভ হইয়াছে। আমি নদীয়া-প্রকাশের অযোগ্য দাসসূত্রে এই কথাই সর্ব্বত্র প্রচার করিবার নিমিত্ত এই মহতী সেবা আমার পরমারাধ্য শ্রীগুরুদেবের নিকট প্রাপ্ত হইয়াছি। শ্রীগুরুদেব এই অযোগ্যদাসের দ্বারা আপনাদের নিকট মহাপ্রভুর বাণী শ্রীনদীয়া প্রকাশের প্রকৃত স্বরূপ জানাইয়া দিতেছেন।

মধু—আচ্ছা, আপনারা মূল্য না বলিয়া ভিক্ষা বলেন কেন?

ব্রহ্মচারী—নদীয়া-প্রকাশের একমাত্র সত্বাধিকারী শ্রীমন্মহাপ্রভু, তিনি জগতের কোনও বস্তু গ্রহণ কিংবা দান করেন না। আমরা অনর্থযুক্ত জীব; তাঁহার বাণী প্রচারের জন্য সকলের নিকট হইতে আনুকূল্য সংগ্রহ করিতে শ্রীমন্মহাপ্রভু কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়াছি। তাঁহার আদেশ-পালন দ্বারা সকলের পারমার্থিক মঙ্গল সাধিত হইবে। ভিক্ষুক যাহা প্রার্থনা করে তাহার নাম ভিক্ষা। শ্রীমন্মহাপ্রভুর জন্য ভিক্ষা জগতের সকল প্রকারের ভিক্ষা হইতে এইজন্য সম্পূর্ণ পৃথক্ অনুষ্ঠান। শ্রীমন্মহাপ্রভুর দাসসূত্রে তাঁহার আদেশ পালন মাত্র আমার কর্ত্তব্য।

প্রেম

[শ্রীযুক্ত পূর্ণপ্রজ্ঞ ব্রহ্মচারি-সংগৃহীত]

ভাব বা রতি সান্দ্রতা বা গাঢ়তা-প্রাপ্ত হইলে 'প্রেম' নাম প্রাপ্ত হয়। প্রেম উদিত হইলে অন্তঃকরণ সম্যক্ মসৃণতা বা আর্দ্রতা প্রাপ্ত হয় এবং ভগবানে মমতা জন্মে। রতিতে বিলাস যোগ্যতা উদিত হইলেও তাহাকে প্রেম বলে। রতিতে মমতা বলিয়া একটা জিনিষ আছে। কিন্তু ঐ মমতা ঠিক অনন্যাব ভ লাভ করে না। শুদ্ধ রতি শ্রীভগবান্‌কেই আপনার বিষয় বলিয়া নির্দ্দেশ করে, কিন্তু তখনও তাঁহার সে অবস্থা হয় না যদ্দ্বারা ভগবান্ ব্যতীত অন্য বিষয় নাই বলিয়া নিশ্চয় হয়। যখন এই অবস্থা কোন ভাগ্যবান্ জীবের হৃদয়ে উদিত হয়, তখনই তিনি বুঝিতে পারেন যে, এই দেব-দুর্ব্বোধ্য দুষ্প্রাপ্য কৃষ্ণ-রতি বিলাসবতী হইয়া বিশুদ্ধ-রূপে প্রকাশিত হয়। রসোপযোগিনী যে রতি তাহাই প্রেম। প্রেমাবস্থাপ্রাপ্ত রতিই স্থায়িভাব।

প্রেম দুই প্রকার—(১) ভাবোত্থ প্রেম, (২) প্রসাদোত্থ প্রেম। যেস্থলে ভাব অন্তরঙ্গ অঙ্গসকলের অনুসেবা করিতে করিতে পরমোৎকৃষ্ট পদে আরূঢ় হয়, তখন তাহা ভাবোত্থ-প্রেম বলিয়া অভিহিত হয়। আর শ্রীভগবানের অহৈতুক-কৃপাবলে বিনা সাধনায় যে প্রেম উদিত হয়, তাহাকেই প্রসাদোত্থ-প্রেম বলে।

ভাবোত্থপ্রেম দুই প্রকার, যথা—(১) বৈধ ভাবোত্থপ্রেম (২) রাগানুগভাবোত্থ-প্রেম। কেবল ভগবৎ-সঙ্গবলেই প্রসাদোত্থ প্রেম লাভ হয়। প্রেম-প্রাপ্ত পুরুষের প্রসাদে ভাব পর্য্যন্তই উদিত হয়, পরে কৃষ্ণ-সঙ্গক্রমে বা ভাবাঙ্গ অনুসেবনের দ্বারা প্রেমও উৎপন্ন হয়। প্রসাদোত্থ প্রেম দ্বিবিধ—(১) মাহাত্ম্য-জ্ঞানযুক্ত প্রেম, (২) কেবল-প্রেম। বিধিমার্গানুসারে যে প্রেম উদিত হয়, তাহাই মহিম-জ্ঞানযুক্ত। তাহাকে কেহ কেহ স্নেহভক্তি বলিয়া উক্তি করিয়াছেন। সেই প্রেমদ্বারাই জীবের সার্ষ্টি, সারূপ্য, সামীপ্য ও সালোক্য-লাভাদি সিদ্ধ হয়, মুক্ত হইয়াও জীব সেই সেই ভাবে ভগবৎসেবা করেন। মাহাত্ম্য-জ্ঞানযুক্তভাবে রাগাশ্রিত সাধনক্রমে যে প্রেম উৎপন্ন হয়, প্রায় সেই প্রেম কেবলত্ব লাভ করে। প্রায়-শব্দার্থ এই যে, যদি রাগানুগ-সাধন-কালে বৈধাংশে আসক্তি থাকে তাহা হইলেও কেবল প্রেম হয় না, রাগানুগ-সাধন-ভক্তিতে কেবল অভ্যাস বশতঃই বৈধাংশ থাকে; তাহাতে যদি আসক্তি-বুদ্ধি না থাকে তাহা হইলে সিদ্ধিকালে কেবল-প্রেম উদিত হয়। প্রেমোদয় হইলে জীবন সার্থক হয়, সর্ব্বার্থ লাভ হয়, সমস্ত অমঙ্গল দূরীভূত হয়। প্রেমাপেক্ষা আর উচ্চ লাভ জীবের পক্ষে নাই। কিন্তু গাছে না উঠিতেই এক কাঁদি চাহিলে সমূহ বিপদ।

ভাগ্যবান্ জীব

[আচার্য্য শ্রীরাধাচরণ ভক্তিরত্ন, ভক্তিশাস্ত্রী]

এই সংসারে অনাদিকাল হইতে আমরা দুই প্রকার জীব অবস্থান করিতেছি—এক প্রকার নিত্যমুক্ত, অন্য প্রকার নিত্যবদ্ধ। নিত্যমুক্তগণ কৃষ্ণোন্মুখ; আর নিত্যবদ্ধগণ কৃষ্ণ-বিমুখ। নিত্যবদ্ধগণ, 'স্থাবর' (অর্থাৎ যাহারা অচল; যথা—বৃক্ষাদি) ও "জঙ্গম" (অর্থাৎ যাহারা সচল—চলিতে পারে) ভেদে দ্বিবিধ।

ত্রিবিধ জঙ্গম

১। তির্য্যক্ অর্থাৎ খেচর পক্ষিগণ, ২। জলচর, অর্থাৎ মৎস্যাদি, ৩। স্থলচর অর্থাৎ মনুষ্য ও পশ্বাদি। সেই স্থলচর মধ্যে মনুষ্য জাতির সংখ্যা অতি অল্প।

মনুষ্য জাতির উচ্চাবচাবস্থা

এই মনুষ্য-জাতি-মধ্যে ম্লেচ্ছ, পুলিন্দ, বৌদ্ধ ও শবর প্রভৃতি কদাচার ও নাস্তিক-শ্রেণী বাদ দিলে বেদ-নিষ্ঠ মনুষ্য অবশিষ্ট থাকে। সেই বেদনিষ্ঠগণের মধ্যে অর্দ্ধেকে বেদ মুখে মানেন, কিন্তু কার্য্যতঃ বেদ-নিষিদ্ধ পাপ করিয়া থাকেন। যাঁহারা বেদ মানেন, তাঁহাদের মধ্যে অধিকাংশই কর্ম্মনিষ্ঠ-ধর্ম্মাচারী, অথবা কেহ কেহ জ্ঞাননিষ্ঠ-ধর্ম্মাচারী।

কর্ম্মনিষ্ঠ কাহারা?

নিজ নিজ ভোগ-কামনায় যাঁহারা পুণ্যাদি-সৎকর্ম্মানুষ্ঠান করেন, স্বর্গাদি-প্রাপ্তির জন্য বা ইহ জীবনের ভোগোপকরণ ধন, জন ও যশাদি-লাভাকাঙ্ক্ষায় যাঁহারা সৎকর্ম্মাদি করেন, তাঁহারাই কর্ম্মনিষ্ঠ।

জ্ঞানী কে?

ঐরূপ কোটী সংখ্যক কর্ম্মনিষ্ঠের মধ্যে যিনি সত্ত্বে আদৃত হইয়াও রজস্তমোগুণ নিরসন জন্য পাপপুণ্য উভয়াবস্থা হইতে বিরত হইয়া আত্মার নির্ম্মলত্ব অনুসরণার্থে প্রকৃতির অতীত নির্ভেদ-ব্রহ্মানুসন্ধানে রত হন তিনিই জ্ঞানী।

জীবন্মুক্ত জ্ঞানী

ঐপ্রকার অসংখ্য নির্ভেদ ব্রহ্মানুসন্ধানে রত জ্ঞানি-মধ্যে যিনি সত্ত্বগুণাশ্রিত মিশ্র ও বিদ্ধভক্তিমূলক কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে করিতে দ্বৈতবুদ্ধিতে নিত্যাশ্রয়ীভূত উপায়-সমূহকে অসম্পূর্ণবোধে পরিত্যাগপূর্ব্বক মুক্তাভিমানে ব্রহ্মস্বরূপ-লাভ-অভিমানে দ্রষ্টা, দর্শন ও দৃশ্য অথবা জ্ঞাতা, জ্ঞান ও জ্ঞেয় ত্রিবিধ বিষয়ের বৈশিষ্ট্য লোপ করেন, তিনি জীবন্মুক্ত জ্ঞানী।

কৃষ্ণভক্তের দুর্ল্লভত্ব ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব

যাঁহারা জড়বুদ্ধি হইতে মুক্ত, কেবল চিন্মাত্রবাদী জ্ঞানী, তাঁহাদিগকেই মুক্ত বলা হয়। সেই সকল মুক্তগণের মধ্যে যিনি শ্রদ্ধালু হইয়া কৃষ্ণভজনে নিরত হন তিনিই কৃষ্ণভক্ত। "কোটি মুক্ত মধ্যে দুর্ল্লভ এক কৃষ্ণভক্ত।" কৃষ্ণভক্তই ভাগ্যবান্।

শরণ লঞা করে কৃষ্ণে আত্মসমর্পণ। কৃষ্ণ তারে করে তৎকালে আত্মসম॥

শুদ্ধভক্তি গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। ভাষ্যসহ বিরাট শ্রীচৈতন্যভাগবত ৬৲
২। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ৩৮৲
একাদশ স্কন্ধ হইতে শেষপর্য্যন্ত ।৶০
৩। ভাষ্যত্রয়সহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (৪র্থ সংস্করণ) ৫৲
৪। ভক্তিবিবেককুসুমাঞ্জলি (বাঁধা) ১৲
৫। গৌড়ীয়-গৌরব ।৶০
৬। গৌড়ীয়-সাহিত্য ।৶০
৭। ভজনরহস্য ॥০
শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও
শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৯। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ)
ঐ (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
১০। গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি টীকাসহ)
ঐ (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
১১। গীতার কেবল মাধ্ব-ভাষ্য ॥০
১২। যুক্তিমল্লিকা গুণসৌরভঃ সানুবাদ (মাধ্ব) ২৲
১৩। বেদান্ততত্ত্বসার সানুবাদ (রামানুজীয়) ॥০
১৪। জৈবধর্ম্ম ২৲
১৫। শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸
১৬। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১৭। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ॥৶০
ঐ (বাঁধা) ৸০
১৮। দ্বীপ-দিগ্দর্শন ৶৬
১৯। সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ) ।৶০
২০। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ॥০
ঐ (আবাঁধা) ।৶০
২১। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
২২। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৶০
২৩। গীতমালা /১০
২৪। নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য ৵০
২৫। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৵০
২৬। নবদ্বীপ পঞ্জিকা (৪৪৭ গৌরাব্দ) ৶০
২৭। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
২৮। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা-দর্পণ ।০
২৯। শরণাগতি /০
৩০। গীতাবলী /০
৩১। চিত্রে নবদ্বীপ ১॥০
৩২। সাধনকণ /০
৩৩। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা /০
৩৪। নবদ্বীপশতক /০
৩৫। অর্থপঞ্চক /০
৩৬। সদাচারস্মৃতিঃ /০
৩৭। কল্যাণকল্পতরু (৫ম সংস্করণ) /১০
৩৮। অর্চ্চনকণ ৵০
৩৯। সাধককণ্ঠমালা (বাঁধা) ।০
ঐ (আবাঁধা) ।/০
৪০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (প্রথম চারিখণ্ড)
৪১। ব্রহ্মসংহিতা
৪২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা)
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৪৩। মণিমঞ্জরী সানুবাদ ।০
৪৪। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৵০
৪৫। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ।০
৪৬। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৪৭। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
৪৮। গৌড়ীয়মঠ কি করেন? /০
৪৯। ঈশোপনিষৎ (বলদেব ও মাধ্ব-ভাষ্য এবং বিবৃতি ও অনুবাদসহ) ।০
৫০। শ্রীভুবনেশ্বর ৵০
৫১। সিদ্ধান্তদর্পণ ৶০
৫২। সাধ্যবাণী /০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৫৩। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী দিগ্বিজয়ঃ ॥০
৫৪। সটীক-শিক্ষাদশমূলম্ ।০
৫৫। তত্ত্ব-সূত্রম ।০
৫৬। সানুবাদ-শিক্ষাষ্টকম ৶০
৫৭। গৌড়ীয়মঠস্য পরিচয়ঃ /০
৫৮। সারাংশবর্ণনম্ ৵০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৫৯। রায় রামানন্দ ॥০
৬০। নামভজন ।০
৬১। রিলেটীভ ওয়ার্ল্ডস্ ।৶০
৬২। লাইফ্ য়্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।০
৬৩। বৈষ্ণবীজম্ ।০
৬৪। হোয়াট গৌড়ীয়মঠ ইজ ডুইং /০
৬৫। দি ভাগবত ।০
৬৬। ইরোটিক প্রিন্সিপল য়্যাণ্ড আনেলয়েড ডিভোসন ।০
৬৭। ব্রহ্ম-সংহিতা ২॥০
৬৮। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (ভলুম ওয়ান) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৬৯। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ॥০
৭০। সাধন পথ ।০
৭১। কল্যাণ-কল্পতরু /১০
৭২। গীতাবলী /০
৭৩। শরণাগতি /০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৭৪। শরণাগতি

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

নদীয়া-প্রকাশ প্রাপ্তির স্থান

১। শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া
২। শ্রীযোগপীঠ ঐ
৩। শ্রীবাস অঙ্গন ঐ
৪। অদ্বৈত-ভবন ঐ
৫। কাজীর সমাধি পাট ঐ
৬। স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ নদীয়া।
৭। শ্রীভাগবত আসন কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
৮। শ্রীএকায়ন মঠ গোবিন্দপুর, হাঁসখালী।
৯। দ্বাদশগোপাল পাট—পোঃ চাকদহ,
১০। শ্রীগৌর গদাধরমঠ—চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড়, বর্দ্ধমান
১১। শ্রীমোদদ্রুমছত্র মাউগাছি, বর্দ্ধমান
১২। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম, আমলাযোড়া, পোঃ রাজবাঁধ বর্দ্ধমান
১৩। শ্রীগৌড়ীয়মঠ বাগবাজার, কলিকাতা
১৪। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাজু, হাওড়া,
১৫। শ্রীমাধ্ব গৌড়ীয়মঠ, ৯০-২ নবাবপুর রোড্, ঢাকা
১৬। শ্রীগোপালজী মঠ কমলাপুর, ঢাকা।
১৭। শ্রীনিতাই-গৌরাঙ্গ মঠ পোঃ বালিয়াটী.
১৮। শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয়মঠ ময়মনসিংহ।
১৯। শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ চিরুলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর
২০। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম গোয়ালপাড়া, আসাম।
২১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ রায়াপেট্টা, মান্দ্রাজ।
২২। শ্রীরামানন্দগৌড়ীয় মঠ কব্বুর, জিঃ পশ্চিম গোদাবরী
২৩। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ উড়িয়াবাজার, পোঃ বক্সীবাজার, কটক।
২৪। শ্রীত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয় মঠ ভুবনেশ্বর।
২৫। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ স্বর্গদ্বার, পুরী।
২৬। শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ আলালনাথ পোঃ ব্রহ্মগিরি, পুরী।
২৭। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ ডুমুরকুণ্ডা, পোঃ চিরকুণ্ডা, মানভূম।
২৮। শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ—কাশী।
২৯। শ্রীরূপগৌড়ীয় মঠ—এলাহাবাদ।
৩০। ...চৈতন্য মঠ পুরাণবাজার, সরকার ঠাকুরের কুঞ্জ, বৃন্দাবন
৩১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, নিউদিল্লী
৩২। শ্রীপরমহংসমঠ—নৈমিষারণ্য,
৩৩। শ্রীসারস্বত গৌড়ীয় মঠ—হরিদ্বার।
৩৪। শ্রীব্যাসগৌড়ীয়মঠ—কুরুক্ষেত্র, পঞ্জাব
৩৫। শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাবুলনাথ রোড, পোঃ গ্র্যাণ্ট রোড, বোম্বে।
৩৬। লণ্ডন গৌড়ীয়মঠ, ৩৯-২ ড্রেটন গার্ডেন্স, কেন্সিংটন্ লণ্ডন, (এস্, ডব্লিউ—১০)।
৩৭। অমরি গৌড়ীয়মঠ—মেদিনীপুর
৩৮। সরভোগ গৌড়ীয় মঠ—সরভোগ, কামরূপ, আসাম,

শুদ্ধভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী মাসিক। শ্রীধাম-মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲।

২। **গৌড়ীয়**—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১॥০ টাকা মাত্র।

৩। **ভাগবত**—হিন্দি ভাষায় একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি হৃদয় বন মহারাজ সম্পাদিত ও নৈমিষারণ্য শ্রীপরমহংস মঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ১॥০ দেড় টাকা মাত্র।

৪। **পরমার্থী**—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥০ দেড় টাকা মাত্র।

৫। **কীর্ত্তন**—মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ নিত্যানন্দ সেবাতীর্থ বি-এজি, বি-টি, সম্পাদিত। আসাম গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম হইতে প্রকাশিত আসামী ভাষায় মাসিক। ভিক্ষা সডাক ১॥০ দেড় টাকা মাত্র

শ্রীচৈতন্যভাগবত

আদিকবি শ্রীল বৃন্দাবন দাস প্রণীত সমগ্র গ্রন্থ

গ্রন্থের মূল বোল্ড অক্ষরে এবং তন্নিম্নে বিশ্ববিশ্রুত গৌড়ীয়মঠের প্রতিষ্ঠাতা ও আচার্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তি-সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের রচিত বিস্তৃত ভাষ্য উত্তম কাগজে সৌষ্ঠবের সহিত মুদ্রিত হইয়াছেন। ডবল ক্রাউন আটপেজি আকারে ১০৯৬ পৃষ্ঠায় কেবল মূল ও ভাষ্য সম্পূর্ণ হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত শ্লোকসূচী, পদ্যসূচী, স্থানসূচী, পাত্রসূচী, বিষয়সূচী, শব্দসূচী প্রভৃতি বিস্তৃত সূচীপত্রেও একটী গ্রন্থ হইবে। সভাষ্য শ্রীচৈতন্যভাগবতের এরূপ উৎকৃষ্ট ও অমূল্য বিরাট সংস্করণ জগতের কোথায়ও আজ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হন নাই, ইহা নিরপেক্ষ পাঠক-মাত্রকেই একবাক্যে স্বীকার করিতে হইবে। শ্রীগৌড়ীয়মঠের উৎসব-কালে গ্রন্থের ভি ১২৲ বারটাকা স্থলে—৫৲ পাচটাব মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীচৈতন্যমঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

নীলাম ইস্তাহার

মোকাম কৃষ্ণনগর

১ম মুনসেফ আদালত

নীলামের দিন ২৩শে অক্টোবর ১৯৩৩

(১)

২০৬৫ খাংজারী ৩২ দাবী ১৯৫৶৩

ডিঃ বিভূতিভূষণ পালচৌধুরী সাং চকহাতীশালা

দেঃ রামরঞ্জন ভট্টাচার্য্য সাং হাটগাছা পোঃ কালীগঞ্জ

কালীগঞ্জ থানায় হাটগাছা গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ৪৯০ খতিয়ানে ১৯-৪৮শঃ জমীর ৫৫৲ জমা দেঃ ।/৶।।— অংশ, মূল্য আঃ ৪৫০৲

(২)

২০৬ খাংজারী ৩৩ দাবী ৬৬।৯

ডিঃ নৃসিংহচন্দ্র পালচৌধুরী সাং চকহাতীশালা

দেঃ যদু খ্রীষ্টান সাং চাঁদসড়ক পোঃ কৃষ্ণনগর

কোতয়ালি থানায় কৃষ্ণনগর গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ৪৭৫০/১ খতিয়ানে -৭৯শঃ জমীর ২।।০ জমা দেঃ ।।০ অংশ, মূল্য আঃ ২০৲

(৩)

২৬৪ খাংজারী ৩৩ দাবী ১২৫৶৯

ডিঃ অমাথনাথ মুখোপাধ্যায় সাং দেবগ্রাম

দেঃ এরফান সেখ দিং সাং গহরাপোতা পোঃ কালীগঞ্জ

কালীগঞ্জ থানায় দেবগ্রাম গ্রামে রতিকান্ত সাহার অধীন ২৬৪৭ খতিয়ানে ১৩-৪১শঃ জমীর ২৫৶০ মধ্যে ২২৸৶০ রায়তী জমা মূল্য আঃ ৮০৲

(৪)

৫৫৭ খাংজারী ৩৩ দাবী ৮৯৶৩

ডিঃ রামরেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় সাং মাটীয়ারী

দেঃ কালীপদ সামন্ত দিং সাং আকন্দবেড়িয়া পোঃ কালীগঞ্জ

কালীগঞ্জ থানায় আকন্দবেড়িয়া গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ১৪৫।১৪৬ খতিয়ানে ৪ ৯৮ শঃ জমীর ১৩/০ জমা মূল্য আঃ ৪০৲

(৫)

৩৫৮ খাংজারী ৩৩ দাবী ৯৲৭

ডিঃ নৃসিংহচন্দ্র পালচৌধুরী দিং সাং চকহাতীশালা

দেঃ কাজীমহম্মদ হোসেন সাং মিড়া পোঃ কালীগঞ্জ

কালীগঞ্জ থানায় মীড়া গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ১৪৬ খতিয়ানে ৩-০২শঃ জমীর নিকাংশে ৩৸৫ জমা মূল্য আঃ ৫৲

(৬)

৭৯৪ খাংজারী ৩৩ দাবী ১৪।০

ডিঃ বহীনাথ বক্সী সাং গোয়াড়ী

দেঃ হামেদআলি মণ্ডল সাং পটীয়া পোঃ বাজালাম

চাপড়া থানায় পটীয়া গ্রামে গগনচন্দ্র বিশ্বাস অধীন ১৯৪ খতিয়ানে ১৮-৪২শঃ জমীর ২৬৶৬ জমা দেঃ ৶৬ অংশ, মূল্য আঃ ১০৲

(৭)

৮৩৬ খাংজারী ৩৩ দাবী ১৮৶৯

ডিঃ মেহেরআলি মণ্ডল দিং সাং বসরখোলা

দেঃ কালীকুড়া সেখ সাং নদীপুর পোঃ কালীগঞ্জ

কালীগঞ্জ থানায় বল্লভপার গ্রামে ডিক্রীদার দিং অধীন ১২১ খতিয়ানে ৩-৯০শঃ জমীর ১৲ নিরিখে জমা মূল্য আঃ ১০৲

(৮)

১৫৯ দেঃজারী ৩৩ দাবী ১১৭৮৸১৫

ডিঃ যোগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সাং রামনগর

দেঃ যতীন্দ্রনাথ সেন সাং গাজনা পোঃ হাঁসখালি

হাঁসখালি থানায় গাজনা গ্রামে ।।০ খরিদা লাখরাজ জমি মায় পাকা ইমারত সাজসরঞ্জামসহ মূল্য ৫০৲

২। ঐ থানায় ঐ গ্রামে উপেন্দ্রনাথ ঘোষ দিং অধীন ৪৭।১।। কান ২০।।৶৮৩ কায়েমী মৌরশী মকররী জমা মূল্য ৫০৲

(৯)

৪৪৪ দেঃজারী ৩৩ দাবী ৬৯৫৸/০

ডিঃ দাক্ষ্যায়নী দেবী সাং গোয়াড়ী

দেঃ হাসাবিবি সাং কাঠালপোতা পোঃ কৃষ্ণনগর

কোতয়ালি থানায় গোয়াড়ী গ্রামে ১০০১ খতিয়ানে -৩শঃ জমীর ১৶০ জমা মায় ২ কুঠারী কোঠাঘর, দুয়ার, জানালা সহ নীলাম হইবে

(১০)

৮০২ দেঃজারী ৩৩ দাবী ২২৬৩।৬

ডিঃ কুমরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় সাং কাঠদহ

দেঃ মনতোষিণী বসু সাং ঐ পোঃ পোড়দহ

মীরপুর থানায় কামারডাঙ্গা মাগুরা গ্রামে ও খোকসা থানায়, বেতবাড়িয়া দিং পত্তনী মহাল জ্যোতীন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী দিং অধীন ৭১০।০ জমা দেঃ ।।০ অংশ, মূল্য আঃ ৫০০৲

(১১)

১১৫৯ দেঃজারী ৩৩ দাবী ১০৩৬৸/১০

ডিঃ ক্ষিরোদপ্রসাদ দত্ত সাং গোয়াড়ী

দেঃ সুরেন্দ্রনাথ প্রামানিক সাং ঘূর্ণী পোঃ কৃষ্ণনগর

কোতয়ালি থানায় ঘূর্ণী হাজারিপেড় গ্রামে ১ খতিয়ানে -৮শঃ নিষ্কর লাখরাজ জমীর মায় ঘর সাজসরঞ্জাম সহ মূল্য আঃ ৫০০৲

(১২)

১২০৪ দেঃজারী ৩৩ দাবী ২৪৭।৶৫।

ডিঃ যুগলকিশোর মুখোপাধ্যায় দিং সাং দর্ম্মদহ

দেঃ হাজীরণ বিবি দিং সাং সোণডাঙ্গা পোঃ কৃষ্ণনগর

কোতয়ালি থানায় সোণডাঙ্গা গ্রামে নৃসিংহচন্দ্র পালচৌধুরী অধীন ৮৬৭ খতিয়ানে ৫।।৩।।০ জমীর ৯।৶১৮ জমা দেঃ একের তিন অংশ, মূল্য আঃ ৫০৲

(১৩)

১২০৫ দেঃজারী ৩৩ দাবী ১২৮৫৸/১৫

ডিঃ বৈদ্যনাথ আগরওয়ালা সাং চুয়াডাঙ্গা

দেঃ আফতাফ হোসেন জোয়ার্দ্দার সাং চুয়াডাঙ্গা পোঃ ঐ

চুয়াডাঙ্গা থানায় চুয়াডাঙ্গা গ্রামে ১৫৯৯ খতিয়ানে সাড়ে তিন শঃ জমীর মূল্য আঃ ৫০৲

১। ঐ থানায় ঐ গ্রামে ১২০৯ খতিয়ানের পৌণে চারশঃ জমি মূল্য ৫০৲

৩। ঐ গ্রামে ২০৮ খতিয়ানে ১-০১শঃ জমী মূল্য আঃ ৫০৲

(১৪)

১২৪৯ দেঃজারী ৩৩ দাবী ৩৬৪৸৫

ডিঃ মালতি দাসী সাং কৃষ্ণনগর

দেঃ দুলালচন্দ্র ঘোষ দিং সাং কৃষ্ণনগর পোঃ ঐ

কোতয়ালি থানায় কৃষ্ণনগর মালোপাড়া মধ্যে নদীয়া মহারাজ অধীন ৭৭৩ খতিয়ানে ৭শঃ জমির ১।।০ জমা মায় ঘর, দরজা, প্রাচীর ইত্যাদি সাজ সরঞ্জাম মূল্য আঃ ২০০৲

(১৫)

১২৯১ দেঃজারী ৩৩ দাবী ১২৯৫।/৯

ডিঃ গিরিবালা দাসী সাং নবদ্বীপ

দেঃ প্রহ্লাদচন্দ্র দাস সাং ঐ পোঃ ঐ

নবদ্বীপ থানায় নবদ্বীপ গ্রামে নদীয়া মহারাজ অধীন ২৩৬৬ খতিয়ানে /২।।০ জমীর ১।।/৮ জমা মায় কোঠা ঘর দেঃ ।০ অংশ, মূল্য আঃ ২০০৲

(১৬)

১৩৬১ দেঃজারী ৩৩ দাবী ১৪৪২।৶৫

ডিঃ ললিতমোহন সরকার সাং চাঁদপুর

দেঃ সৈয়দ আলী খন্দকার দিং সাং গোবরা পোঃ কুমারখালী

কুমারখালী থানায় গোবরা গ্রামে ৮৭০ খতিয়ানে ১০-শঃ ৭০শঃ ও জাগালিয়া মৌজায় ৩৪৩ খতিয়ানের ১-২১শঃ জমী মোট ১২ ৯১শঃ জমি বার্ষিক ৩৮।।০ রায়তী মোকররী জমা দেঃ ।।০ অংশ নীলাম হইবে।

২। ঐ গ্রামে মালিক নড়াইল নিবাসী বাবু ধীরেন্দ্রনাথ রায় মহাশয়ের পত্তনী জমা গোবরা মৌজায় ১৩৫ খং বাগরুবাড়িয়া মৌজায় ৪৭খং মোট দুই মৌজায় ৪-৫৮শঃ জমি ১৫।।১০ জমা দেঃ ।।০ অংশ নীলাম হইবে।

৩। ঐ থানায় গোবরা মৌজায় ৬৭৯ খতিয়ানের ও জাগালিয়া মৌজায় ৩২ খং মোট উভয় মৌজায় ৭-৭৩শঃ জমি ২২৶৬ জমা দেঃ ।।০ নীলাম হইবে মূল্য ২০০৲

(১৭)

১৩৭২ দেঃজারী ৩৩ দাবী ২২২৸৶১৫

ডিঃ কালীপদ বিশ্বাস সাং দিগনগর

দেঃ যতীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায় সাং দিগনগর পোঃ কৃষ্ণনগর

কৃষ্ণনগর থানায় দিগনগর গ্রামে ৪৬৮ ১-০২শঃ জমী মায় পাকা ইমারত রোয়াক রান্নাঘর ইত্যাদি সাজসরঞ্জাম সহ মূল্য ৫০৲

২। ঐ গ্রামে ৪৬৮।৪৭০।৪৭২।১০৬ খং ২-৫৯শঃ ও চাপড়া মৌজায় ৩৩।৩৫।৩৬।৪২ খতিয়ানের ৩-৩২শঃ মোট ৫-৯১শঃ নিষ্কর লাখরাজ জমি দেঃ ।।০ অংশ মূল্য ২০৲

(১৮)

৫৬৮ মনিজারি ৩৩ দাবী ১৮৭৲৩

ডিঃ ভুরুলিয়া কোঃ অপারেটিভ ব্যাঙ্ক সাং ভুরুলিয়া

দেঃ এনাই মণ্ডল সাং ঐ পোঃ কালীগঞ্জ

কালীগঞ্জ থানায় ভুরুলিয়া গ্রামে শরৎচন্দ্র সাহার অধীন ৭২ খতিয়ানে ৯-২৪শঃ জমীর ১৮।৵৫ রায়তী স্থিতিবান জমা মূল্য আঃ ৫০৲

২। ঐ গ্রামে ঐ মালিক অধীন ৭৩খং -৬৬শঃ জমি ৪৸/১০ জমা দেঃ ।।০ অংশ মূল্য ১০৲

৩। ঐ গ্রামে ঐ মালিক অধীন ৩৭।৯।৪ খং ২-১১শঃ জমি ২।।১৫ জমা দেঃ একের চার অংশ মূল্য ২০৲

৪। ঐ থানায় ঐ গ্রামে ঐ মালিক অধীন ৩০৪ খতিয়ানে ২-৬৭শঃ জমীর ১৫/১৫ জমা দেঃ একের দুই অংশ মূল্য আঃ ২০৲

(১৯)

৮২০ মনিজারী ৩৩ দাবী ২৩৪৭।।/৫

ডিঃ কুমারখালি ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন লিমিটেড সাং কৃষ্ণনগর

দেঃ নৃসিংহ চন্দ্র পালচৌধুরী মোঃ গোয়াড়ী পোঃ কৃষ্ণনগর

কোতয়ালি থানায় গোবিন্দ সড়ক মধ্যে নদীয়া মহারাজ দিং অধীন ৩১৫।৩১৬। ৩১৭।৩৮৮ খতিয়ানে -২৮ শঃ জমীর মোট ৯৶৬ জমা মায় দোতলা পাকা ইমারৎ বসত বাড়ী দুয়ার জানালা সাজ সরঞ্জাম সহ মূল্য আঃ ১০০০৲

(২০)

৮৮৪ মনিজারী ৩৩ দাবী ৮২।/৩

ডিঃ রাধাবল্লভ বিশ্বাস সাং আদমপুর

দেঃ রামবল্লভ শেখ সাং আদমপুর পোঃ কালীগঞ্জ

কালীগঞ্জ থানার আদমপুর গ্রামে বঙ্কবিহারী ঘোষ দিং অধীন ৬৫ খতিয়ানে ১-৪০ শঃ জমীর ৪।৶০ রায়তী স্থিতিবান জমা মুল্য আঃ ২৫৲

২। ঐ গ্রামে ঐ মালিক অধীন ৬৩।৬৪ খতিয়ানের -৩০ শঃ জমি ৸৹০ জমা মুল্য ১০৲

৩। ঐ গ্রামে ঐ মালিক অধীন ২২৮ খতিয়ানের -৩০ শঃ জমি ।৶০ জমা মুল্য আঃ ১০৲

(২১)

১০২২ মনিজারী ৩৩ দাবী ১৬০৭৲

ডিঃ পাঁচুলাল নন্দী সাং কৃষ্ণনগর

দেঃ পাঁচুগোপাল দাস সাং গোয়াড়ী পোঃ কৃষ্ণনগর

কোতয়ালি থানার গোয়াড়ী তেলিনীপাড়া মধ্যে রাজনন্দিনী দেবী অধীন ১৫৬ খতিয়ানে ৯/৹৸/৫ জমীর ১৸৶৬ জমা মুল্য আঃ ১০০০৲

(২২)

১০২৩ মনিজারী ৩৩ দাবী ৪২৸১০

ডিঃ পার্বতীপদ মোদক দিং সাং গোয়াড়ী

দেঃ মনমোহন দাস সাং কৃষ্ণনগর তিলিনীপাড়া পোঃ কৃষ্ণনগর

কোতয়ালি থানায় কৃষ্ণনগর গ্রামে মন্মথ পালচৌধুরী অধীন ২১০৩ খতিয়ানে ৮শঃ জমীর ৸৶২ জমা মায় পাকা বাড়ী মুল্য আঃ ২৫৲

(২৩)

১০৮৮ মণিজারী ৩৩ দাবী ৯২৸৶৯

ডিঃ স্নেহলতা দেবী সাং গোয়াড়ী

দেঃ রজনীকান্ত শুকুল সাং কৃষ্ণনগর পোঃ ঐ

কোতয়ালি থানায় কৃষ্ণনগর গ্রামে নদীয়া মহারাজা অধীন ৬১৫০,৬১৬২ ৬১৫০।১, ৬১৫০,২ খতিয়ানে ৪-৬১শঃ জমীর ৬৲ মধ্যস্বত্ব চিরস্থায়ী মোকররী জমা দেঃ ।০ অংশ, মুল্য আঃ ১০৲

২। হাঁসখালি থানায় মুচিকুলবেড়িয়া গ্রামে রাখালদাস সিংহ অধীন ৩৮৫-৩৫৯। ৩৮৮।১ খং ১০-১১শঃ জমি ২৪।৮ রায়তী মোকররী জমা মুল্য ২০৲

৩। ঐ থানায় ঐ গ্রামে ঐ অধীন ২১০,২১৫ খতিয়ানে ৩-২৯শঃ জমীর ৬৸/২ রায়তী মোকররী জমা মুল্য আঃ মুল্য ১০৲

(২৪)

৭৪০ মণিজারী ৩৩ দাবী ৪৭/৬

ডিঃ কান্তমোহিনী দেবী সাং মাটিয়ারী

দেঃ রামনাথ মুখোপাধ্যায় সাং কামদেবপুর পোঃ কালীগঞ্জ

কালীগঞ্জ থানার কামদেবপুর গ্রামে ১২১ খতিয়ানে ১-৮৪শঃ ব্রহ্মত্তর জমী মুল্য আঃ ২৫৲

(২৫)

৮৫৭ মনিজারী ৩৩ দাবী ২৪৶১৫

ডিঃ কার্ত্তিকচন্দ্র সেন সাং মাটীয়ারী

দেঃ আশু বুনা দিং সাং মেদেরখাওরা মাটীয়ারী পোঃ ঐ

কালীগঞ্জ থানার মেদের খাওরা মাটিয়ারী গ্রামে ভিক্টোদার অধীন ৩৬ খতিয়ানে -৬শঃ জমী ।১০ জমা মুল্য আঃ ৮৲

(২৬)

১০৮৪ মণিজারী ৩৩ দাবী ১৩০৸৶৩

ডিঃ বিধুভূষণ চৌধুরী সাং স্বরূপগঞ্জ

দেঃ যতীন্দ্রনাথ তরফদার সাং গাদিগাছা পোঃ নবদ্বীপ

নবদ্বীপ থানায় গাদিগাছা গ্রামে বদরী নারায়ণ চেৎলাঙ্গিয়া দিং অধীন ১৬৩-১৬৬। ১৬৮-১৭৩।১৩০-৮১শঃ জমীর ৩৫৸০ রায়তী মোকররী জমা দেঃ ॥৶০ অংশ, মুল্য আঃ ৫০৲

(২৭)

১৪৯৮ মনিজারী ৩৩ দাবী ১৯৮৮॥৶৬

ডিঃ উমেশচন্দ্র ঘোষ সাং গোয়াড়ী

দেঃ নগেন্দ্রনাথ প্রামাণিক দিং সাং ঘুর্ণী পোঃ কৃষ্ণনগর

কোতয়ালি থানার গোবিন্দ সড়ক গ্রামে রাধারমণ চৌধুরী দিং অধীন ৪৮৯,৪৯০। ৪৯২।৪৯৩।৪৯৫ খং -২৬শঃ জমী। উক্ত জমা একত্রে ৩৸/০ মায় সুরকী কল চুণের গুদাম ঘর দালান কাটাল গাছ সমেত প্রজা মুল্য ৫০০৲

২। ঐ থানায় ঐ গ্রামে নদীয়া মহারাজ অধীন ৩১৩ খতিয়ানে -৭শঃ জমীর ১/৬ জমা মায় পাকা কোঠা ঘর মুল্য ৫০০৲

৩। ঐ থানার রাধানগর গ্রামে ঐ মালিক অধীন ৫১৯৫ খতিয়ানের ১০/ মৌরশী ও দর মৌরশী জমি। ঐ জমি মধ্যে পেত্নী নামক পুষ্করিণী সমেত পাহাড়, খাজনা ফণীভূষণ শুকুল দিং তিন সরিককে মোট ২০৶৫ জমা দিতে হয় মুল্য আঃ ১০০৲

৪। ঐ থানার গোয়াড়ী বাজার মধ্যে বদরীনারায়ণ চেৎলাঙ্গিয়া অধীন ২।৶১০ জমা মায় এক কুঠারী কোঠা ঘর সহ মুল্য

৫। ঐ থানায় গোয়াড়ী গোলাপটি মধ্যে তেলিনী পাড়ার জমিদার অধীন ১৪৩ খং ১।৶০ জমা মায় বড় গুদাম ঘর মুল্য ১০৭৲

(২৮)

২০৯৬ মণিজারী ৩২ দাবী ১০৬৭।৶৩

ডিঃ বদরীনারায়ণ চেৎলাঙ্গিয়া পক্ষে প্রমথনাথ ঘোষ ম্যানেজার সাং গোয়াড়ী

দেঃ সৈয়দ আলী মণ্ডল সাং জাহাঙ্গিরপুর পোঃ কৃষ্ণনগর

কোতয়ালি থানায় জাহাঙ্গিরপুর গ্রামে দানেশ আলী গং অধীন ২৩৭ খতিয়ানে -১২শঃ জমীর ৶০ জমা মুল্য আঃ ২৫৲

২। ঐ থানায় ঐ গ্রামে মহম্মদ আলি দিং অধীন ২২৯ খতিয়ানের -১০ শঃ জমি ৴১০ জমা মুল্য ১০৲

৩। ঐ থানায় ঐ গ্রামে জিয়াত আলী বিশ্বাস অধীন ১১৪ খতিয়ানে -১০শঃ জমীর ৸/৭ মায় বাড়ী সহ মুল্য আঃ ২৫৲

দ্বিতীয় মুন্সেফ আদালত

(১)

৪৩৫ মনিজারী ৩৩ দাবী ৪৭২৸৶০

ডিঃ বৃত্তিহুদা গ্রাম্য যৌথ ব্যাঙ্ক, সাং বৃত্তিহুদা

দেঃ এবাদৎ মণ্ডলদিং সাং ঐ পোঃ বাঙ্গালঝি

চাপড়া থানায় লক্ষ্মীগাছা গ্রামে রাসমোহিনী দাসী অধীন ১৪১ খতিয়ানে ৫-৮১শঃ জমির ১৩॥৴০ জমা দেঃ দুইয়ের তিন অংশ, মুল্য আঃ ৪০৲

২। ঐ গ্রামে কানাইলাল সিংহ রায়দিং অধীন ১৬৮খং ৭-৩৪শঃ জমি ৫৶০ জমা সমেত ঘর বাস্তু দেঃ দুইয়ের তিন অংশ নীলাম হইবে মুল্য ৪০৲

৩। ঐ থানায় ঐ গ্রামে ঐ অধীন ১১০ খতিয়ানে ১-৬২শঃ জমীর ৫৲ জমা দেঃ দুইয়ের তিন অংশ, মুল্য আঃ ১০৲

(২)

৭০২ মণিজারী ৩৩ দাবী ১৮৮।৶০

ডিঃ ক্ষেত্রনাথ পাল চৌধুরী সাং চন্দ্রহাটীশালা

দেঃ খন্দকার রেজাওলহক সাং বামুনপুকুর পোঃ শ্রীমায়াপুর

নাকাশীপাড়া থানায় জালসুকা গ্রামে নদীয়া কালেক্টরীর ২৬৫।২নং তৌজী মহাল ৬০॥/৫ জমা দেঃ ৹৯/১৮ তিন অংশ জমিদারী স্বত্ব মুল্য ৫০৲

ঐ থানায় জালসুকা গ্রামে নদীয়া কালেক্টরীর ২৬২নং তৌজীভুক্ত ৩৮২ খতিয়ানে নিষ্কর লাখরাজ জমী দেঃ ।১৩৸= অংশ, মুল্য আঃ ২৫৲

(৩)

৮২০ মণিজারী ৩৩ দাবী ৯৬৸০

ডিঃ জিতেন্দ্রনাথ ঘোষ সাং পাটুয়াডাঙ্গা

দেঃ তৈতুল শেখ সাং ঐ পোঃ নাকাশীপাড়া

নাকাশীপাড়া থানায় বড়গাছি গ্রামে সতীশচন্দ্র ভট্ট দিং অধীন ৫৭৭ খতিয়ানে ২-৯৪শঃ জমীর ৩॥৶০ জমা মুল্য আঃ ১০৲

২। ঐ গ্রামে মৃণালকান্তি ত্রিবেদী দিং অধীন ৩৮৪ খতিয়ানের ৩ ৩৩শঃ জমি ৭।১০ জমা মুল্য ১২৲

৩। ঐ থানার তেঘরি গ্রামে রাখাল দাস তরফদার অধীন ৩৮৬ খতিয়ানে ৫-৯৭শঃ জমীর ৮॥/৩॥ জমা দেঃ দুইয়ের তিন অংশ, মুল্য আঃ ২০৲

(৪)

১০৮০ মণিজারী ৩৩ দাবী ১১৬॥০

ডিঃ মন্মথনাথ প্রামাণিক সাং পিপড়াগাছি

দেঃ অবিনাশ মণ্ডল দিং সাং ঐ পোঃ বাঙ্গালঝি

চাপড়া থানায় পিপড়াগাছি গ্রামে গগনচন্দ্র বিশ্বাস দিং অধীন ১০৬ খতিয়ানে ৩-৪৭শঃ জমীর অন্ত ৫৲ বহিরিথে জমা মুল্য ২৫৲

(৫)

১২০০ মেঃজারী ৩৩ দাবী ৩৯৸৯

ডিঃ মনময়ী দেবী সাং শিবনিবাস

দেঃ অটল ঘোষ সাং কৃষ্ণপুর পোঃ কৃষ্ণগঞ্জ

কৃষ্ণগঞ্জ থানার হেলাঞ্চা গ্রামে বিনয়কুমার মুখোপাধ্যায় অধীন ৮৸০ জমীর ৪৴৪। মৌরশী মোকররীর জমা মুল্য আঃ ৫০৲

২। ঐ গ্রামে ঐ মালিক অধীন ১৬/ জমি ৯৶১৮। জমা মুল্য ১০০৲

(৬)

১০৭২ মেঃজারী ৩৩ দাবী ২০৩৶০

ডিঃ দ্বারিকানাথ মুখোপাধ্যায় সাং মুড়াগাছা

দেঃ রজন বিবি দিং সাং মুড়াগাছা পোঃ ঐ

নাকাশীপাড়া থানায় মুড়াগাছা গ্রামে ৫৬৫ খতিয়ানে ॥০ কাঠা মৌরশী লাখরাজ স্বত্ব মায় পাকা ঘর সাজ সরঞ্জাম মুল্য ১০৫৲

২। ঐ থানায় ঐ গ্রামে বিনোদলাল মুখোপাধ্যায় অধীন ৩২৬ খতিয়ানের -৬৪শঃ জমি ১/১ জমা মায় বৃক্ষাদি সহ মুল্য ১০৲

৩। ঐ থানায় ঐ গ্রামে ৫৬৫ খতিয়ানে দেঃ নিজাংশে ১/ বাঁশ বাগান, লাখরাজ জমি মুল্য ৫৲

(৭)

১০৭১ মেঃজারী ৩৩ দাবী ১০১২৸/৯

ডিঃ ঈশানচন্দ্র চাকলাদার ভট্টাচার্য্য সাং নবদ্বীপ

দেঃ ললিতমোহন সেনগুপ্ত দিং সাং ঐ পোঃ ঐ

নবদ্বীপ থানায় নবদ্বীপ ১নং ওয়ার্ডে নন্দলাল চৌধুরী অধীন ৫ (ক) খতিয়ানে /২॥ জমীর ৸১০ জমা মায় আম্র বাগান সহ নীলাম হইবে।

(৮)

৬৫৬ মেঃজারী ৩৩ দাবী ৯২৪।০

ডিঃ তারকপ্রসাদ দে সাং আসাননগর

দেঃ ইন্দু মণ্ডল দিং সাং নাইকুড়া পোঃ হাঁসখালি

হাঁসখালি থানায় নাইকুড়া গ্রামে শিবকুমারী দাসী অধীন ৮৩/২ জমীর ৫২৸৫ জমা দেঃ ।/৬॥= অংশ, মুল্য আঃ ১০০৲

তারের ঠিকানা— "শ্রীধাম" নবদ্বীপ
ডাকের ঠিকানা—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

দৈ নি ক

Reg No C 1544

নদীয়া প্রকাশ
THE NADIA-PRAKASH

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩৷৹
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার স্বতন্ত্র।

সাহায্যের হার
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸৹
মাসিক ১৲
নগদ
প্রতি সংখ্যা ৫

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৮ম খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বেদান্তবাচস্পতি [১৮১শ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর—২১শে আশ্বিন শনিবার ১৩৪০, ৭ই অক্টোবর ১৯৩৩

কলিকাতায় বিশিষ্ট অতিথি

মিঃ আই এস, কে গজনফর জিঙ্গ এমি লেন দি গ্রেট মুক্তি অব্ দেশে হৈন, সার এ. কে, গজনফর, ও ইকিলেটর ওয়াক্‌ফ দিগের ভূতপূর্ব মন্ত্রী মহম্মদ আলি পাসা বর্ত্তমানে কলিকাতায় অবস্থান করিতেছেন। মহামান্য গ্রেট মুফ্‌টি জেরুজেলাম নগরেতে মুসলমানদিগের জন্য একটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সাহায্য করিতেছেন।

বাঙ্গালী ভুপর্য্যটক

শ্রীযুক্ত এ, কে চক্রবর্ত্তী বিগত ১৯২৪ সালে মালয় ও ব্রহ্মদেশ পর্য্যটন করেন। তিনি গত ৫ই সেপ্টেম্বর বেনারস হইতে ভূপর্য্যটনে বাহির হইয়াছেন। তিনি এখান হইতে সিমলা রওনা হইবেন। অতঃপর তিনি খাইবারপাস হইয়া ইউরোপ অভিমুখে রওনা হইবেন।

গ্রেপ্তার ও কারাদণ্ড

গত ১৭ই সেপ্টেম্বর লৌহজঙ্গের কর্ম্মী শ্রীযুক্ত নারায়ণ চন্দ্র আচার্য্য ও গৌর চন্দ্র কুণ্ড ধানকুনিয়া বাজারে গাঁজার দোকানে ও বিলাতি কাপড়ের দোকানে পিকেটীং করিয়া গ্রেপ্তার হইয়াছিলেন। মুন্সিগঞ্জ সদর মহকুমার হাকিমের বিচারে ইহাদের প্রত্যেকের প্রতি ছয়মাস সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হইয়াছে। উহাদিগকে ঢাকা সেন্ট্রাল জেলে স্থানান্তরিত করা হইয়াছে।

জেল হইতে পলায়ন

২৮ আশ্বিন সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে, সিটি বোমার মামলায় যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডে দণ্ডিত প্রেমপ্রকাশ, অপর একজন পাঞ্জাবী আসামীর সহিত ৩রা অক্টোবর বিকালে বেরিলী সেন্ট্রাল জেল হইতে পলায়ন করিয়াছে। পুলিশ জোর তদন্ত করিতেছে।

রেঙ্গুনে ভীষণ ঝড় ও বজ্রপতন

গত শুক্রবার অপরাহ্নে টেণ্ডয় সহরের উপর দিয়া ভীষণ ঝড় বহিয়া যায় এবং সঙ্গে সঙ্গে বজ্র পতন হয়। বিদ্যুতের তাণ্ডব লীলায় বহু বাড়ী ও সিভিল হাঁসপাতালের অত্যন্ত ক্ষতি হয়। হাঁসপাতালের অস্ত্রোপচারের স্থানটি ভস্মীভূত হইয়া যায়। সিভিল সার্জ্জেন্টের অফিস ও তাহার ওয়ার্ডের প্রভূত ক্ষতি হয়, একটা স্ত্রীলোক তাহার রুগ্ন স্বামীকে দেখিবার জন্য যাইতেছিল। বিদ্যুৎঘাতে সে অচৈতন্য হইয়া পড়ে এবং ডাক্তার ডাকা সত্ত্বেও কিছুক্ষণ পরে তাহার মৃত্যু হয়।

বিক্রমপুরে ডাকাতি

গত ৩০শে সেপ্টেম্বর রাত্রি অনুমান ২ ঘটিকার সময় শিলিমপুর গ্রাম নিবাসী শ্রীযুক্ত রাই মোহন পাল মহাশয়ের বাড়ীতে একটি ডাকাতি হইয়া গিয়াছে। প্রকাশ যে, দুর্বৃত্তগণ লোহার সাবল দিয়া দালানের জানালা খুলিয়া গৃহে প্রবেশ করিয়াছিল। উক্ত জনৈক বলিষ্ঠ প্রকোষ্ঠে শ্রীযুক্ত পাল মহাশয়ের কন্যাগণ নিদ্রা যাইতেছিল দস্যুগণ বিশেষ দুঃসাহসিকতার সহিত কনিষ্ঠ কন্যার শরীর হইতে সোনার কণ্ঠহার লইয়া চম্পট দিয়াছে, এবং সোনার হার ও অন্যান্য দ্রব্যাদি সহ একটি সুটকেসও লইয়া গিয়াছে আর নগদ টাকাও কিছু লইয়াছে। চুরির দ্রব্যাদির মূল্য প্রায় ২৫০৲ টাকা হইবে।

হাও উল্লেখযোগ্য গত এক সপ্তাহের মধ্যে এই গ্রামে আরও চুরি হইয়াছে। গ্রামবাসীগণ নিতান্ত আতঙ্কের সহিত রাত্রি যাপন করিতেছে।

আই, সি, এস পরীক্ষায় বাঙ্গালীর কৃতিত্ব

কলিকাতা হাইকোর্টের সুপ্রসিদ্ধ এডভোকেট ও ইউনিভারসিটি ল' কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বাবু গোপাল চন্দ্র দাস এম এ, বি, এল মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীযুক্ত দেবেশ চন্দ্র দাস এই বৎসর লণ্ডনে গৃহীত আই, সি, এস পরীক্ষায় বিশেষ কৃতিত্বের সহিত উত্তীর্ণ হইয়াছেন। দেবেশ বাবু কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যতম মুখোজ্জ্বলকারী ছাত্র। ১৯৩১ খৃষ্টাব্দে ইনি বি, এ পরীক্ষায় ইংরাজী অনার্সে প্রথম শ্রেণীর প্রথম স্থান অধিকার করিয়া টাটাবৃত্তি লইয়া উচ্চ শিক্ষার জন্য বিলাত গমন করেন।

রংপুরে শোচনীয় দুর্ঘটনা

বামনডাঙ্গা হইতে এই মর্ম্মে এক সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে, গত বিজয়া দিবসে কয়েকখানি নৌকা একত্রিত করিয়া তদুপরি দুর্গা প্রতিমা স্থাপন করিয়া নদীতে বিসর্জ্জন করিতে লইয়া যাওয়ার সময় ৪জন লোক মারা গিয়াছে। প্রকাশ, নৌকা কয়খানি হঠাৎ উল্টাইয়া যায় এবং ফলে স্থানীয় জমিদারের এক তহশীলদার এক রাধুনী একজন চাকর ও অপর একজন লোক নৌকার নীচে পড়িয়া প্রাণ হারায়। তৎক্ষণাৎ তাহাদের মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়। এই দুর্ঘটনা সম্বন্ধে পুলিশ তদন্ত করিতেছে।

খাবারের দোকানে যুবক ধৃত

কর্ণওয়ালিসষ্ট্রীটের এক খাবারের দোকানে কলিকাতা পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগের কয়েকজন কর্ম্মচারী শৈলেন্দ্র নাথ কুণ্ডু নামক একজন যুবককে গ্রেপ্তার করিয়াছে, মেদিনীপুরের জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ বার্জ্জের হত্যা সম্পর্কেই তাহাকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে, কুণ্ডু মেদিনীপুর হইতে আসিয়াছে তাহাকে গ্রেপ্তারের পর তাহার নিকট এক বোতল রাসায়নিক দ্রব্য ও বিপ্লবাত্মক পুস্তিকা পাওয়া গিয়াছে বলিয়া প্রকাশ।

প্রশ্নপত্র চুরি

বর্ম্মা সিভিল সার্ভিস পরীক্ষার প্রশ্নপত্র চুরি হওয়ার যে গুজব উঠিয়াছিল, তাহা সত্য বলিয়া মনে হইতেছে। ইতিমধ্যে পুলিশের লোক ডিরেক্টর অব পাবলিক ইন্‌ষ্ট্রাকসনের অফিসের দুইজন কেরাণীকে গ্রেপ্তার করিয়াছে। গত সোমবার পরীক্ষা যথাসময়ে আরম্ভ হইয়াছে, কিন্তু মুদ্রিত প্রশ্নপত্রের বদলে সাইক্লোষ্টাইল করা প্রশ্নপত্র দেওয়া হইয়াছে।

কাঁথিতে দুঃসাহসিক ডাকাতি

গত বুধবার পাঁচপুতি গ্রামে মিনান শেখ নামক এক ব্যক্তির বাড়ীতে এক দুঃসাহসিক ডাকাতি হইয়া গিয়াছে। প্রকাশ মিনান যখন তাহার বাড়ীর ছাদের উপর ঘুমাইতেছিল; ডাকাতদল তখন ঘরে প্রবেশ করে। নগদ টাকা ও অলঙ্কারপত্র এবং ৬০০৲ টাকা মূল্যের জিনিষপত্র লইয়া সরিয়া পড়ে। এই সম্পর্কে জোর পুলিশ তদন্ত চলিতেছে।

ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

২১শে আশ্বিন শনিবার, ১৩৪০

স্বায়ত্ত-শাসন পত্রিকা

আমরা আনন্দের সহিত স্বায়ত্ত শাসন-পত্রিকার পূজা সংখ্যার প্রাপ্তি সংবাদ জ্ঞাপন করিতেছি। এ সংখ্যায় কৃষি, শিল্প, বিজ্ঞান, স্বাস্থ্য, জ্যোতিষ প্রভৃতি বিষয়ে কয়েকটী উপাদেয় প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। তদ্ব্যতীত সাধারণের মনোরঞ্জক কয়েকটী গল্প, কবিতা প্রভৃতিও এই সংখ্যায় স্থান পাইয়াছে। 'জল', 'রৌদ্র-সোপান', 'বহুমূত্রের পথ্য' প্রভৃতি প্রবন্ধে স্বাস্থ্য সম্বন্ধে যে সাধারণ নিয়মগুলি বর্ণিত হইয়াছে তাহা প্রত্যেকেরই জানিয়া রাখা কর্ত্তব্য। 'পাট ও বাংলার চাষ' সম্বন্ধে যে প্রবন্ধটী প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা কৃষকগণের ও সাধারণ গৃহস্থগণের বিশেষরূপে আলোচ্য। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত এম-এ মহাশয় 'সৌরজগৎ' সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ লিখিয়াছেন। তাহাতে জ্যোতিষ-জগতের কয়েকটী ত্রৈরশ্মি প্রকাশিত হইয়াছে। ঢাকার ম্যাজিষ্ট্রেট মহাশয় স্বায়ত্ত-শাসন-পত্রিকা সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—"আমি আশা করি যে, আপনাদের কাগজটী ঠিক আকাশ প্রদীপের মত যাহাতে সকল লোক রাত্রির অন্ধকারে আলো পাইতে পারে।" প্রভৃতি আগতিক বিচারে কথাটী ঠিক। এই পত্রিকাটীর বহুল প্রচার বাঞ্ছনীয়।

পূজার বাজার

অফিসাদি ও স্কুল কলেজ বন্ধ হওয়ায় সহর অনেকটা নির্জ্জন হইয়াছে। এবার পূজার বাজারে বিশেষত যথেষ্ট জাপানী সওদা বিশেষভাবে আমদানী ছিল বিক্রি হইয়াছে, খাদ খুব কমই বিক্রি হইয়াছে।

গুর্খা সৈন্যদের উৎসব

সৈন্যদল ৬পূজার বোধনের দিন নানা প্রকার রংও সাজ সহ একটী শোভাযাত্রা বাহির করে এবং সহরের কয়েকটী রাস্তা পরিভ্রমণ করে। ইহারা ৬পূজার কয়দিনও ভগবতী অর্চ্চনার উৎসবে ব্যস্ত ছিল।

কুমিল্লা বন্যা সাহায্য সমিতি

সমিতির সম্পাদকদ্বয় শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্র নাথ দত্ত, হবীবর রহমান চৌধুরী ও রাজ ষ্টেটের ওভারসিয়ার মহাশয় ১লা অক্টোবর বুড়বুড়িয়া ভাঙ্গন স্থানে গমন করিয়াছিলেন, এবং ভাঙ্গন বাঁধিবার কার্য্যাদি পরিদর্শন করেন।

এই বাঁধের জন্য অনূন ১০০০৲ এক হাজার টাকার প্রয়োজন সমিতি সামান্য অংশমাত্র সংগ্রহ করিয়া কার্য্য আরম্ভ করিতে প্রস্তুত হইয়াছেন আবশ্যকে আরও অর্থের প্রয়োজন।

বেঙ্গল অর্ডিনান্সে গ্রেপ্তার

শ্রীযুক্ত হরেন্দ্র নারায়ণ রায় ৩০শে সেপ্টেম্বর তাঁহার নিজগ্রাম পুরষ্টেবে (থানা মুরাদনগর) রাত্রি ১॥ টা'র সময় বেঙ্গল অর্ডিনান্সে গ্রেপ্তার হইয়াছেন। ১লা অক্টোবর খুব ভোরে তাহাদের কুমিল্লার বাসা খানাতল্লাসী করা হয় এবং "বিদ্রোহীনীর প্রমোদ রঞ্জন" এক পুস্তক খানা পাড়িয়া যায়।

শ্রীযুক্ত প্যাটেলের পীড়া

পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য অদ্য মুসৌরি হইতে জেনেভাতে শ্রীযুক্ত প্যাটেলের নিম্নলিখিত তার আসিয়াছে:—

"অগণিত দেশবাসির সহিত আমিও আপনার রোগ মুক্তির জন্য প্রার্থনা করিতেছি। ভরসা করি, ভগবান আপনার প্রাণ রক্ষা করিবেন।"

পণ্ডিত মদনমোহন মালব্যের ব্যক্তিগত চিকিৎসক ডাক্তার মঙ্গল সিং মুসৌরিতে আসিয়াছেন।

রাজবন্দীর মাতার দুরবস্থা

দেউলি বন্দীনিবাসে আবদ্ধ রাজবন্দী শৈলেন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্ত্তীর মাতা শ্রীযুক্তা স্বর্ণময়ী দেবী ৬নং যদুনাথ সেন লেন হইতে নিম্নলিখিত পত্রখানি প্রকাশার্থ প্রেরণ করিয়াছেন,—আমার পুত্র শ্রীমান শৈলেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী গত ২॥ বৎসর যাবৎ বেঙ্গল অর্ডিন্যান্সে ধৃত হইয়া সম্প্রতি দেউলি বন্দীনিবাসে আবদ্ধ আছে। সে এ বৎসর বন্দীনিবাসে থাকিয়া মোক্তারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে। আমি পুনঃ পুনঃ সাহায্যের জন্য আবেদন করা সত্ত্বেও সরকার পক্ষ হইতে কোনই ব্যবস্থা পাইতেছি না। আমি বর্ত্তমানে দুরারোগ্য ক্যান্সার রোগে ভুগিতেছি। অদ্যাবধি আমার চিকিৎসার কোন সংস্থান অর্থাভাবে হইতেছে না॥ আশা করি, সরকার এই হিন্দু বিধবাকে উপযুক্ত সাহায্যদানে জীবন রক্ষা করিবেন।

বেকার-সমস্যায় সরকার

(৩)

শিক্ষার্থীদিগের প্রয়োজন বলিয়া বিজ্ঞাপন না দিলেও প্রতি বৎসর বহু লোক শিক্ষার্থী হইবার জন্য আবেদন করে। ইহাদিগের মধ্যে অধিকাংশই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা দেয় নাই এবং যে স্থানে মোটামুটি ১০ জন বি, এ, পাশ না করা যুবক শিক্ষার্থী হয়, সে স্থানে ৫ জন মাত্র বি, এ, পাশ করা যুবক দরখাস্ত করে। মুসলমানরা প্রথমে এই কার্য্যে আকৃষ্ট হয় নাই—প্রথম দুই দলে ১ জনও মুসলমান যুবক ছিল না এবং দ্বিতীয় দলে ১ জন মাত্র মুসলমান ছিল। তবে তৃতীয় দলে ৩ জন মুসলমান যুবক ছিল এবং যে দল এখন শিক্ষা পাইতেছে সেই চতুর্থ দলে ৩ জন মুসলমান আছে। এখন মুসলমান শিক্ষার্থীর সংখ্যা ক্রমেই বাড়িতেছে।

কৃষি বিভাগের মন্ত্রী নবাব কে, জি এম, ফারোকী সাহেব সম্প্রতি উঠিত শিল্পের উন্নতি সাধন দ্বারা দেশের যুবকদিগের মধ্যে বেকার-সমস্যার সমাধান চেষ্টা করিয়া লোকের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। তিনি ফরিদপুরে এই ব্যবস্থারও বিশেষ উৎসাহ দেখাইয়াছেন এবং অন্যান্য জেলায় ইহা প্রবর্ত্তিত করা যায় কি না দেখিবার জন্য ফরিদপুরে ইহার ফল কিরূপ হয় তাহা লক্ষ্য করিতেছেন। বাঙ্গালার সংবাদপত্রগুলি এই ব্যবস্থার সমর্থন করিয়াছেন এবং ভারতবর্ষের নানাস্থান হইতে যে লোক ইহার বিষয় জানিতে চাহিতেছেন, তাহাতে মনে হয়, দেশের লোকও ইহার সমর্থন করেন।

আচার্য্য সার প্রফুল্লচন্দ্র রায় সহজে সরকারের কোন বিভাগের কাজের প্রশংসা করেন না। তিনিও এই ব্যবস্থার প্রশংসা করিয়া ১৯২৯ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসের 'মডার্ণ রিভিউ' পত্রে "ফরিদপুরে সরকারী কৃষিক্ষেত্রে শ্রমের মর্য্যাদা-শিক্ষাদান" শীর্ষক এক প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। তাহাতে তিনি লিখেন:—

"প্রত্যুষে সাড়ে ছয়টার সময় আমি দেখিলাম, ৩ জন বলিষ্ঠ যুবক কেবল খাকি রঙের হাফ প্যাণ্ট ও সার্ট পরিয়া খালি পায়ে স্কন্ধে লাঙ্গল লইয়া ৩ জোড়া হৃষ্টপুষ্ট বলদ গোশালা হইতে বাহির করিয়া লইয়া মাঠের দিকে যাইতেছে। দেখিয়া আমি প্রীত হইলাম। কিছুক্ষণ পরে দেখিলাম, আর ২ জন যুবক ঝাঁটা লইয়া গোশালা পরিষ্কার করিতেছে – ঝুড়িতে গোময় লইয়া সার গাদায় ফেলিয়া আসিতেছে। মাঠে যে স্থানে যুবকরা লাঙ্গল দিতেছিল, আমি দ্রুত তথায় গমন করিলাম। একজন ব্রাহ্মণ ও দুই জন কায়স্থ যুবক নিজহস্তে লাঙ্গল দিতেছে এবং ভালরূপ কাজই করিতেছে—এই দৃশ্যে সকলের মনেই বিশেষ আশার ও উৎসাহের সঞ্চার হয়. প্রায় ২ ঘণ্টায় তাহারা ১ একর জমীর প্রায় এক-পঞ্চমাংশে সুন্দররূপে লাঙ্গল দিল। আমি লাফাইয়া যাইয়া তাহাদিগকে আলিঙ্গন করিলাম এবং আপনি লাঙ্গলের 'মুঠি' ধরিলাম। আমার মনে হইল, আমার যদি নূতন করিয়া জীবন [illegible] আরম্ভ করিবার বয়স থাকিত! [illegible] কৃষকরা যেরূপ কাজ করে, তাহাদিগের কাজ তদপেক্ষা কোন অংশে মন্দ নহে এবং তাহারা অপেক্ষাকৃত অল্প সময়েই কাজ শেষ করিয়াছিল। আমি গোশালায় আসিয়া দেখিলাম একজন ব্রাহ্মণ ও একজন কায়স্থ যুবক গোশালা পরিষ্কার করিতেছে। তাহারা মহৎ কার্য্য করিতেছে বলিয়া আমি তাহাদিগকে চুম্বন করিলাম। এই ৫ জন যুবক ফরিদপুরের সম্ভ্রান্ত পরিবারের সন্তান, ইহাদিগের মুখে গন শ্রমের মর্য্যাদাজ্ঞানের পরিচয় ফুটিয়া উঠিয়াছে। ইহারা প্রাতে সাড়ে ছয়টা হইতে ১১টা পর্য্যন্ত এবং অপরাহ্নে আড়াইটা হইতে ৫টা পর্য্যন্ত মাঠে কাজ করে। ইহারা ক্ষেত্রের নিকটে টিনের ঘরে বাস করে; আপনারা ঘর ঝাঁট দেয়, এক সঙ্গে খাদ্য রন্ধন করে; বাসন মাজে, জল আনে। * * * *

আমি ৩ দিন ক্ষেত্রে থাকিয়া যেন নূতন জীবন যাপন করিয়াছিলাম। কলিকাতার কাজ ত্যাগ করিয়া আমি যে ফরিদপুরে গিয়াছিলাম, তাহাতে আমি বিন্দুমাত্র দুঃখানুভব করি নাই। আমি শিক্ষার্থী হইয়া তথায় গিয়াছিলাম এবং তথায় যাহা দেখিয়াছিলাম, তাহাতে আমি শিক্ষা ও আনন্দ লাভ করিয়াছি।"

ডাক্তার আর্কুহার্ট যখন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলার ছিলেন, তখন ১৯৩০ খৃষ্টাব্দে ফরিদপুর প্রদর্শনীতে বক্তৃতা প্রসঙ্গে তিনি বলিয়াছিলেন:—

"এই যে ব্যবস্থা হইয়াছে ইহাতে মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের লোক যে শিক্ষা পাইবে তাহাতে তাহারা সসম্মানে আপনাদিগকে ও পরিজনগণকে প্রতিপালন করিতে পারিবে। আজ প্রাতে যে স্থানে যুবকরা বাস করে তথায় যাইয়া তাহারা যেরূপ সানন্দে ও সাগ্রহে কাজ করিতেছে ও সেরূপ প্রফুল্লভাবে একত্র বাস করিতেছে তাহা দেখিয়া পরম প্রীতি লাভ করিয়াছি। যাহারা শিক্ষা শেষ করিয়া যাইয়া জমী লইয়া চাষ করিতেছে তাহাদিগের কথা শুনিয়া ও অবলম্বিত ব্যবসায়ে তাহাদিগের সাফল্যের সংবাদে আমি আনন্দিত হইয়াছি। এখন যে ব্যবস্থা হইয়াছে তাহা স্বল্পায়তন হইলেও ইহার বিস্তারের বিশেষ সুবিধা ও সম্ভাবনা আছে। যদি ভারতবর্ষের সকল জিলায় এইরূপ ব্যবস্থা করা যায়, তবে যে বর্ত্তমান অনেক সমস্যার কতকটা সমাধান হয়, তাহাতে সন্দেহ নাই। * * * * ইহাতে বেকার-সমস্যার আংশিক সমাধান অনিবার্য্য এবং সেইজন্য ইহা সকলেরই সাহায্য লাভের উপযুক্ত।"

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক
— পারমার্থিক পত্র —
শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশ-
তনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনম্,
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং
প্রেমা পুমর্থো মহান্,
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং
তত্রাদরো নঃ পরঃ॥

৮ম বর্ষ { ৪ঠা দামোদর গৌরাব্দ ৪৪৭, ২১শে আশ্বিন বঙ্গাব্দ ১৩৪০, ৭ই অক্টোবর ইং ১৯৩৩, শনিবার ১৮১তম সংখ্যা

বিভিন্ন মঠে বিজয়া-সম্মান

আমর্ষি গৌড়ীয় মঠে

আমর্ষি ২।১০।৩৩

গত ১২ই আশ্বিন বৃহস্পতিবার দিবস "ব্রহ্মমাধ্বগৌড়ীয়-সম্প্রদায়াচার্য্য" শ্রীমন্-মধ্বাচার্য্যপাদের আবির্ভাব-তিথি আমর্ষি-গৌড়ীয় মঠে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম মহারাজ কর্ত্তৃক মহাসমারোহের সহিত পালিত হইয়াছেন। উক্ত দিবস সন্ধ্যার পর শ্রীশ্রীপাদ শ্রীমধ্বাচার্য্যের আলেখ্য ও শ্রীল প্রভুপাদের আলেখ্য সিংহাসনোপরি স্থাপন করিয়া ৬ষ্ঠ বর্ষ গৌড়ীয় হইতে আচার্য্য-পাদের অতিমর্ত্ত্য জীবনচরিত পাঠ করেন ও সরল ভাষায় সভাস্থ শ্রোতাগণকে বুঝাইয়া দেন। পাঠের আদি ও অন্তে স্থানীয় সেবকগণ কর্ত্তৃক শ্রীহরি-সংকীর্ত্তন হইয়াছিল। বহু শিক্ষিত ব্যক্তি ও মহিলাগণ সভায় উপস্থিত ছিলেন। পাঠান্তে সকলকেই বিচিত্র মহা-প্রসাদ বিতরণ করা হইয়াছিল। স্থানীয় অধিবাসিগণের মঠের প্রতি শ্রদ্ধা ও প্রচার-চেষ্টা প্রশংসনীয়।

স্বামীজী কর্ত্তৃক প্রত্যহ সন্ধ্যা ৬॥ টা হইতে রাত্রি ১০টা পর্য্যন্ত শ্রীমদ্ ভাগবত ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ, ব্যাখ্যা ও হরি-সংকীর্ত্তন নিয়মিতভাবে অনুষ্ঠিত হইতে-ছেন। স্থানীয় "যুবক সম্প্রদায়" প্রত্যহ হরি সংকীর্ত্তনে যোগদান পূর্ব্বক আত্মকল্যাণ অর্জ্জন করিতেছেন।

রামানন্দ গৌড়ীয় মঠে

কব্বুর ৩।১০।৩৩

বিগত ১২ই আশ্বিন ২৮শে সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার দিবস শ্রীধাম নবদ্বীপ মায়াপুরস্থ আকর মঠরাজ শ্রীশ্রীচৈতন্যমঠের অন্যতম শাখা মঠ শ্রীরামানন্দ গৌড়ীয়মঠে শ্রীশ্রীরাম-চন্দ্রের বিজয়োৎসব ও শ্রীব্রহ্মমাধ্ব গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের মূল আচার্য্য ব্রহ্মশিষ্য শ্রীমন্-মধ্বাচার্য্যের আবির্ভাব মহামহোৎসব মহা-সমারোহের সহিত সুসম্পন্ন হইয়াছে। আধুনিক গৌড়ীয়বৈষ্ণবব্রুব প্রাকৃত-সহজিয়া সম্প্রদায়-সমূহ স্ব-স্ব অজ্ঞতা-বিজৃম্ভিত পূর্ব্বপক্ষ উত্থাপন করিয়া "গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সম্প্রদায়" শ্রীমধ্বমুনির অন্তর্গত নহেন বলিয়া প্রচার করিবার দুঃসাহস প্রদর্শন করিয়া থাকেন। কিন্তু আচার্য্য সেবা-বিমুখ অনভিজ্ঞ প্রাকৃত সাহজিক সম্প্রদায়ের মনোধর্ম্মের বিচার কোনক্রমেই সম্প্রদায়-বৈভব আচার্য্যের সভায় মর্য্যাদা লাভ করিতে পারে না। যে আচার্য্যের সম্মান আচার্য্য লীলাভিনয়কারী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব স্বয়ং প্রদর্শন করিয়াছেন, শ্রীল জীবগোস্বামি-পাদ প্রভৃতি গৌড়ীয়বৈষ্ণব-আচার্য্য গোস্বামি-গণ যাঁহাকে "বৃদ্ধ বৈষ্ণব" প্রভৃতি বলিয়া সম্মান প্রদর্শন করিয়াছেন, গৌড়ীয়-বেদান্ত আচার্য্যবর্য্য শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণ তাঁহার প্রত্যেক গ্রন্থে শ্রীমদানন্দ-মুনিকে স্বীয় গুরু-পরম্পরায় পূর্ব্বাচার্য্যের মধ্যে গণনা করিয়া—

"আনন্দতীর্থনামা সুখময়ধামা যতির্জীয়াৎ।
সংসারার্ণবতরণীং যমিহ জনাঃ
কীর্ত্তয়ন্তি বুধাঃ" ॥

—প্রভৃতি শ্লোকে যাঁহার জয়গান করিয়া-ছেন, সেই মায়াবাদ-ধ্বান্ত-বিনাশক দ্বৈতবাদ-গুরু শ্রীমদানন্দতীর্থ পূর্ণপ্রজ্ঞ মধ্বাচার্য্যপাদের আবির্ভাব স্মৃতি মহামহোৎসব বর্ত্তমান শ্রীব্রহ্ম-মাধ্ব-গৌড়ীয়াচার্য্যবর্য্য অষ্টোত্তরশত শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের আচার-প্রচারানুসরণে সংকীর্ত্তনমুখে শ্রীমঠে নির্ব্বিঘ্নে সম্পাদিত হইয়াছে। স্থানীয় বহু শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত ভদ্র মহোদয় ও মহিলাগণ শ্রীমঠের উক্ত উৎসবে যোগদান করিয়া কৃত-কৃতার্থ হইয়াছেন। সমাগত ব্যক্তি-গণকেই বিচিত্রতাপূর্ণ মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হইয়াছে।

শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠে

গত ১২ই আশ্বিন (১৩৪০) ২৮শে সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার ঢাকা জেলার অন্তর্গত বালিয়াটীস্থ শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠে শ্রীমন্মধ্বা-চার্য্যের আবির্ভাব উপলক্ষে মহামহোৎসব সম্পাদিত হইয়াছিল। এতদুপলক্ষে উক্ত দিবস শ্রীমঠে পাঠ-কীর্ত্তন বক্তৃতাদি বিবিধ ভক্ত্যঙ্গ সকল অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। মঠ রক্ষক শ্রীসনাতন ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী মহোদয় শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের জীবনী-বর্ণনমুখে বহুক্ষণ যাবৎ হরিকথা কীর্ত্তন করিয়া সমাগত শ্রোতৃমণ্ডলীর আনন্দবর্দ্ধন করেন এবং শ্রীব্রহ্মমাধ্বগৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের গুরু-পরম্পরা আনুপূর্ব্বিক ব্যাখ্যা করিয়া বুঝাইয়া দেন যে, শ্রীভগবান্ শ্রীব্রহ্মের নিকট হইতে তদীয় কৃপাপাত্র ব্রহ্মাদিক্রমে শ্রীমন্ মধ্বাচার্য্যাদি প্রমুখ আচার্য্যগণ কর্ত্তৃক শ্রৌত ধারামতে ও গুরুপারম্পর্য্যে বেদ-সংহিতাবাণী জগতে প্রচারিত হইয়াছেন, এবং অদ্যাপি মদীয় আচার্য্যদেব শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যাম্নায়নবমাধস্তন পরমহংসপরিব্রাজকা-চার্য্য শ্রীরূপানুগবর্য্য শ্রীব্রহ্মমাধ্বগৌড়ীয় সম্প্রদায়ৈকস রক্ষক-প্রবর ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর কর্ত্তৃক সেই বাণী জগতের সর্ব্বত্র প্রচারিত হইতেছেন। জগতে চারিটী শুদ্ধ বৈষ্ণব-সম্প্রদায় আছেন শ্রী, ব্রহ্ম, রুদ্র ও সনক। এই চারি সম্প্রদায়ের মধ্যে ব্রহ্মসম্প্রদায়ের আচার্য্য শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য; শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীল গৌরসুন্দর এই সম্প্রদায়কে স্বীকার করেন, শুদ্ধসম্প্রদায় স্বীকৃত না হইলে পরমার্থরাজ্যে কাহারও কোন উন্নতির আশা নাই। সম্প্র-দায়বিহীন ব্যক্তির মন্ত্রাদি সকলই নিষ্ফল, তাই শাস্ত্র বলেন,—

সম্প্রদায়বিহীনা যে মন্ত্রাস্তে বিফলা মতাঃ।
শ্রী-ব্রহ্ম-রুদ্র-সনকা বৈষ্ণবাঃ ক্ষিতিপাবনাঃ॥
(পদ্মপুরাণ)

বিলাতে বঙ্গের ধর্ম্ম প্রচার

পাঠকগণ অবগত আছেন, কলিকাতার বিখ্যাত গৌড়ীয়মঠের কয়েকজন প্রচারক পাশ্চাত্যে শ্রীমন্মহাপ্রভুর নির্ম্মল বার্ত্তা প্রচারের জন্য প্রেরিত হইয়াছেন। অতি অল্প সময়ের মধ্যেই তাঁহারা তথাকার মনীষিগণের চিত্ত আকর্ষণে সমর্থ হইয়াছেন। এমন কি, ভারত-সম্রাট ও সম্রাজ্ঞী মহোদয়া পর্য্যন্ত প্রচারকদিগকে রাজপ্রাসাদে ডাকাইয়া মহাপ্রভুর প্রেমধর্ম্মের বার্ত্তা-শ্রবণে আনন্দ প্রকাশ করিয়াছেন। লণ্ডন গৌড়ীয়মঠের চারিদিকের বালকগণ প্রত্যহই সন্ন্যাসিদিগের নিকট আসিয়া 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য' নাম কীর্ত্তন করিয়া যাইতেছে। তাহাদের ইংরেজী ধরণের উচ্চারণ সরলতা ও কমনীয়তার দরুণ শুনিতে খুব মধুর। এতদ্ব্যতীত উচ্চ শিক্ষিত ও অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তিগণ এবং পত্রি-কার রিপোর্টারগণ সর্ব্বদাই মঠে আসিয়া মহাপ্রভুর ধর্ম্ম সম্বন্ধে সংবাদাদি লইতেছেন। ইহা ভারতবাসীর পক্ষে অতি গৌরবের কথা। এই বৎসর গৌড়ীয়মঠের প্রতিষ্ঠাতা বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের ষষ্টিতম আবির্ভাবপূজা উপলক্ষে লণ্ডন-মঠের প্রচারকগণ শ্রীল প্রভুপাদের জীবনী তথায় বিতরণের ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন। শ্রীল প্রভুপাদের অতিমর্ত্ত্য জীবনী প্রকাশিত হইলে জগদ্বাসী পরমমঙ্গল লাভ করিবেন।

—স্বায়ত্তশাসন পত্রিকা (পূজা সংখ্যা)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

৪ দামোদর, অব্যয় ক্ষীরোদশায়ী

মহাপ্রভু ও বল্লভভট্ট

প্রয়াগে মিলন

মহাপ্রভু-সমীপে শ্রীবল্লভ

মহাপ্রভু প্রয়াগে শুভাগমন করিয়াছেন, গঙ্গা, যমুনা ও সরস্বতীর সঙ্গমস্থ ত্রিবেণীর উপর তাঁহার বাসস্থান প্রস্তুত হইয়াছে। শ্রীল রূপ-পাদ শ্রীঅনুপম সেই সময়ে প্রয়াগে উপস্থিত হইয়া মহাপ্রভুর সেবা-মানসে ত্রিবেণীতে অবস্থান করিতে লাগিলেন। এইরূপ অবস্থায় একদিন শ্রীবল্লভ আসিয়া মহাপ্রভুর পাদপদ্ম বন্দনা করিলেন। মহাপ্রভু তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন। দুইজনে কৃষ্ণপ্রসঙ্গ আরম্ভ হইল। কৃষ্ণকথায় মহাপ্রভুর প্রেমসিন্ধু উদ্বেলিত হইল, কিন্তু শ্রীবল্লভ সেই প্রেম-দর্শনের অধিকারী না হওয়ায় মহাপ্রভু তাহা সম্বরণ করিতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু —

"অন্তরে গর গর প্রেম নহে সম্বরণ"।

তদ্দৃষ্টে শ্রীবল্লভ চমৎকৃত হইলেন এবং মহাপ্রভুকে নিমন্ত্রণ করিলেন। এই সময়ে মহাপ্রভু শ্রীবল্লভের সহিত শ্রীল রূপ ও শ্রীল অনুপম ভ্রাতৃদ্বয়ের পরিচয় করাইয়া দিলেন। শ্রীরূপ ও শ্রীঅনুপম যদিও ব্রাহ্মণ-বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন এবং সর্ব্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত, তথাপি 'তৃণাদপি সুনীচ'-ভাবে দূর হইতে দণ্ডবৎ প্রণাম করিলেন এবং শ্রীবল্লভ ভট্ট যখন তাঁহাদের সহিত মিলিত হইবার জন্য অগ্রসর হইতে লাগিলেন, তখন শ্রীল রূপপ্রভু ও শ্রীপাদ অনুপম দূরে সরিয়া বলিতে লাগিলেন—

"অস্পৃশ্য পামর মুই, না ছুঁইও মোরে"।

তদ্দৃষ্টে ভট্ট বিস্মিত হইলেন। মহাপ্রভু শ্রীবল্লভকে পরীক্ষা করিবার জন্য বলিতে লাগিলেন—

"ইঁহ না স্পর্শিহ, ইঁহ জাতি অতি হীন।
বৈদিক যাজ্ঞিক তুমি কুলীন প্রবীণ॥"

শ্রীল রূপ ও শ্রীল অনুপম ভ্রাতৃদ্বয়ের শ্রীমুখে সর্ব্বদা কৃষ্ণনাম নৃত্য করিতেছিলেন, তদ্দৃষ্টে শ্রীবল্লভ আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিলেন,—

দোঁহার মুখে কৃষ্ণনাম করিছে নর্ত্তন।
এই দুই অধম নহে, হয় সর্ব্বোত্তম॥

"অহো বত শ্বপচোঽতো গরীয়ান্
যজ্জিহ্বাগ্রে বর্ত্ততে নাম তুভ্যম্।
তেপুস্তপস্তে জুহুবুঃ সস্নুরার্য্যা
ব্রহ্মানূচুর্নাম গৃণন্তি যে তে॥"

—ভাঃ ৩৩৩৭

—হে ভগবন্, যাঁহাদের মুখে আপনার নাম বর্ত্তমান, তাঁহারা শ্বপচ কুলে জন্মগ্রহণ করিলেও শ্রেষ্ঠ। যাঁহারা আপনার নাম কীর্ত্তন করেন, তাঁহারা সমস্ত প্রকার তপস্যা করিয়াছেন, সর্ব্বতীর্থে স্নান করিয়াছেন এবং সাঙ্গ সমস্ত বেদ পাঠ করিয়াছেন; সুতরাং তাঁহারা আর্য্য-মধ্যে পরিগণিত।

শ্রীবল্লভ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেন। মহাপ্রভু তাঁহার বাক্যে অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া হরিভক্তি-সুধোদয়ের শ্লোক পড়িতে লাগিলেন —

ভগবদ্ভক্তিহীনস্য জাতিঃ শাস্ত্রং জপস্তপঃ।
অপ্রাণস্যৈব দেহস্য মণ্ডনং লোকরঞ্জনম্॥
শুচিঃ সদ্ভক্তিদীপ্তাগ্নিদগ্ধদুর্জ্জাতিকল্মষঃ।
শ্বপাকোঽপি বুধৈঃ শ্লাঘ্যো ন বেদজ্ঞোঽপি নাস্তিকঃ॥

—সচ্চরিত্র, সদ্ভক্তিরূপ দীপ্তাগ্নিদ্বারা যাঁহার দুর্জ্জাতিত্বকল্মষ দগ্ধ হইয়াছে, এবম্ভূত চণ্ডালকুলোৎপন্ন ব্যক্তিও পণ্ডিতের দ্বারা সম্মানিত; কিন্তু নাস্তিক ব্যক্তি বেদজ্ঞ হইলেও সম্মানযোগ্য নহেন। ভগবদ্ভক্তিহীন ব্যক্তির সজ্জাতি, শাস্ত্রজ্ঞান, জপ ও তপঃ মৃতদেহের অলঙ্কারের ন্যায় কোন কার্য্যেরই নহে, কেবল লোকরঞ্জন মাত্র।

যমুনাবক্ষে

শ্রীবল্লভভট্ট মহাপ্রভুর প্রেম দেখিয়া অতিশয় বিস্মিত হইয়াছেন। তিনি সগণ মহাপ্রভুকে নিজালয়ে লইয়া যাইবার জন্য নৌকায় আরোহণ করাইয়াছেন। নৌকায় আরোহণ করিয়া মহাপ্রভু যমুনার চিক্কণ জল দর্শন করিয়া আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। তাঁহার প্রেমের বাঁধ ভাঙ্গিয়া পড়িল। তিনি কৃষ্ণোদ্দীপনায় বিভোর হইয়া যমুনায় ঝম্প প্রদান করিলেন। তদ্দর্শনে সেবকগণ অতিমাত্রায় ভীত হইলেন এবং অতি সন্তর্পণে তাঁহাকে নৌকায় উঠাইলেন। মহাপ্রভু নৌকার উপরই প্রেমে নৃত্য করিতে লাগিলেন।

কৃষ্ণপ্রেমের মাদকতা শক্তি বর্ণন করে কাহার সাধ্য? অন্তর্যামী মহাপ্রভু জানেন, বল্লভভট্ট পণ্ডিত হইলেও শ্রৌতপথ অপেক্ষা তর্কে তাঁহার নিষ্ঠা অধিক। সুতরাং শ্রীবল্লভ অন্তরঙ্গ-ভক্তগণমধ্যে স্থান পাইতে পারেন না। অন্তরঙ্গ ব্যতীত অপর কাহারো সহিত রসাস্বাদন সম্ভবপর নহে। সুতরাং বহিরঙ্গ-ভট্টের সহিত মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ প্রসঙ্গ হইতে পারে না। এমন কি ভট্ট মহাপ্রভুর প্রেমদর্শনেরও অধিকারী নহেন। তাই চৈতন্যদেব ভাব-সম্বরণের চেষ্টা করিতেছেন। কিন্তু দুর্ব্বার প্রেম কিছুতেই শাসন মানিতেছে না, সম্বরণ-চেষ্টা-সত্ত্বেও উথলিয়া উঠিতেছে। মহাপ্রভু অবশেষে অতি কষ্টে দেশ-পাত্র-বিচারে ধৈর্য্য ধারণ করিলেন

আড়াইল গ্রামে

মহাপ্রভু সগণসহ ভট্টের সহিত তাঁহার আলয়ে উপস্থিত হইয়াছেন। মহাপ্রভুকে স্বগৃহে পাইয়া ভট্টের আর আনন্দের সীমা রহিল না। তিনি স্বহস্তে মহাপ্রভুর পাদ প্রক্ষালন করিয়া সবংশে পাদোদক সম্মান করিলেন এবং নূতন কৌপীন-বহির্ব্বাসাদি প্রদান করিলেন। তৎপর গন্ধ-পুষ্প-ধূপ-দীপ দ্বারা মহাপ্রভুর পূজা করিলেন। শ্রীবল্লভের আগ্রহে মহাপ্রভুর সঙ্গী শ্রীবলভদ্র ভট্টাচার্য্য পাক করিলেন। মহাপ্রভুর প্রসাদ গ্রহণের পর শ্রীবল্লভভট্ট মহাপ্রভুর পাদ-সম্বাহন করিয়া কৃতার্থ হইলেন। মহাপ্রভু তাঁহাকে মহাপ্রসাদ সম্মানের নিমিত্ত পাঠাইয়া দিলেন। প্রসাদ সম্মানান্তে শ্রীবল্লভ পুনরায় মহাপ্রভুর সমীপে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এই সময় ত্রিহুত-নিবাসী বৈষ্ণবপণ্ডিত শ্রীরঘুপতি উপাধ্যায় তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ত্রিহুতের অপর নাম 'তিরুটিয়া' বা 'তিরহুটিয়া'। বর্ত্তমান কালের সারণ, চম্পারণ, মজঃফরপুর ও দ্বারভাঙ্গা—এই চারিটী জেলা 'তিরহুট'-বিভাগের অন্তর্গত। এই বিভাগের অধিবাসিগণ 'তিরুটিয়া' নামে খ্যাত।

উপাধ্যায়সহ মহাপ্রভুর কৃষ্ণপ্রসঙ্গ

শ্রীরঘুপতি উপাধ্যায় আসিয়াই মহাপ্রভুর পাদপদ্ম বন্দনা করিলেন। মহাপ্রভু আশীর্ব্বাদ করিলেন "কৃষ্ণে মতিরস্তু।" উপাধ্যায় পরম বৈষ্ণব। তাই আশীর্ব্বাদ-শ্রবণে অতিশয় আনন্দিত হইলেন। অবৈষ্ণবগণের প্রার্থিত বস্তু—ধন, জন, কামিনী, কাঞ্চন; তাই তাঁহারা 'কৃষ্ণে মতি থাকুক' এই আশীর্ব্বাদের বহুমানন করেন না, কিন্তু বৈষ্ণবগণ এই আশীর্ব্বাদ ব্যতীত আর কিছু চাহেন না; কারণ কৃষ্ণসেবাই তাঁহাদের একমাত্র কাম্য।

মহাপ্রভু আশীর্ব্বাদ করিয়াই উপাধ্যায়কে আদেশ করিলেন—"কহ কৃষ্ণের বর্ণন।" উপাধ্যায় কহিতে লাগিলেন—

শ্রুতিমপরে স্মৃতিমিতরে ভারতমন্যে
ভজন্তু ভবভীতাঃ।
অহমিহ নন্দং বন্দে যস্যালিন্দে পরং ব্রহ্ম॥

—পদ্যাবলী ১২৭

—ভবভীত ব্যক্তিসকল কেহ শ্রুতিকে, কেহ স্মৃতিকে, কেহ বা মহাভারতকে ভজনা করেন করুন। কিন্তু আমি ঐসকলের ভজনায় অভিনিবিষ্ট না হইয়া যাঁহার বারান্দায় পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং খেলা করেন আমি সেই মহাভাগ্যবান্ শ্রীনন্দের বন্দনা করি

কম্প্রতি কথয়িতুমীশে
সম্প্রতি কো বা প্রতীতিমায়াতু।
গোপতি-তনয়াকুঞ্জে
গোপবধূটী-বিটং ব্রহ্ম॥

—পদ্যাবলী ৯৮

কাহাকেই বা বলি, এখন কেই বা বিশ্বাস করিবে যে—কালিন্দীতটস্থ কুঞ্জে গোপবধূগণের লম্পট পরং-ব্রহ্ম লীলা করেন।

উপাধ্যায়ের শ্লোক শ্রবণ করিয়া মহাপ্রভু আর স্থির থাকিতে পারিলেন না, প্রেমের প্লাবনে ভাসিতে লাগিলেন। তাঁহার মহাভাব-দর্শনে উপাধ্যায় বিস্মিত হইয়া স্থির করিলেন—"ইনি নিশ্চয়ই স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ, মনুষ্যে কখনও এই প্রকার প্রেমের বিকাশ হইতে পারে না। যাঁহার পাদপদ্মে অনন্ত প্রেমের অবস্থিতি, একমাত্র সেই প্রেমময়-বিগ্রহই এই প্রকার প্রেম-বারিধি প্রকাশ করিতে পারেন।

মহাপ্রভুর সহিত রঘুপতির কৃষ্ণের নাম-ধামাদি সম্বন্ধে যে ইষ্টগোষ্ঠী হইয়াছে তাহা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে উদ্ধৃত করিতেছি।

প্রভু কহে,—উপাধ্যায়, শ্রেষ্ঠ মান' কায়?
'শ্যামমেব পরং রূপম্' কহে উপাধ্যায়॥
শ্যামরূপের বাসস্থান শ্রেষ্ঠ মান কায়?
'পুরী মধুপুরী বরা' কহে উপাধ্যায়॥
বাল্য, পৌগণ্ড, কৈশোরে শ্রেষ্ঠ মান' কায়?
'বয়ঃ কৈশোরকং ধ্যেয়ম্' কহে উপাধ্যায়॥
রসগণমধ্যে তুমি শ্রেষ্ঠ মান' কায়?
'আদ্য এব পরো রসঃ' কহে উপাধ্যায়॥

উক্ত প্রশ্নোত্তর হইতে আমরা সুন্দররূপে জানিতে পারি যে, শ্রীভগবানের কৃষ্ণ, নারায়ণ ও নৃসিংহ প্রভৃতি অসংখ্য রূপের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণরূপই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রূপ। কৃষ্ণ কখনও মথুরামণ্ডলে, কখনও বা দ্বারকাপুরে পরব্যোমে অবস্থান করেন; এতদুভয়ের মধ্যে মধুপুরাই শ্রেষ্ঠ। শ্রীকৃষ্ণের বাল্য, পৌগণ্ড ও কৈশোর—এই ত্রিবিধ বয়োধর্ম্মের মধ্যে কৈশোরই শ্রেষ্ঠ। শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর এই পঞ্চবিধ রসের মধ্যে মধুর রসই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। উপাধ্যায়ের উক্ত উত্তর চতুষ্টয় শ্রীল মাধবেন্দ্র পুরীপাদের কৃত নিম্নলিখিত শ্লোকটী হইতে সংগৃহীত।

"শ্যামমেব পরং রূপং পুরী মধুপুরী বরা।
বয়ঃ কৈশোরকং ধ্যেয়মাদ্য এব পরো রসঃ॥"

মহাপ্রভু গদ্গদস্বরে ঐ শ্লোকটী পাঠ করিতে করিতে প্রেমাবেশে উপাধ্যায়কে আলিঙ্গন প্রদান করিলেন। প্রেমময়ের স্পর্শে উপাধ্যায়ের শরীরেও প্রেমের অষ্ট সাত্ত্বিক লক্ষণাদি প্রকাশ পাইল, তিনিও প্রেমে প্রমত্ত হইয়া নর্ত্তন করিতে লাগিলেন। ঐপ্রকার প্রেম দেখিয়াই শ্রীবল্লভ ভট্ট স্তম্ভিত হইলেন এবং গোপীনাথ ও বিঠ্ঠলেশ্বর নামক পুত্রদ্বয়কে আনিয়া মহাপ্রভুর পাদপদ্মে পতিত হইলেন।

কার্ত্তিক-ব্রত

[আচার্য্য শ্রীরাধাচরণ গোস্বামী, ভক্তিরত্ন]

(১)

দামোদরং প্রপদ্যেঽহং শ্রীরাধারমণং প্রভুম্
প্রভাবাদ্যস্য তৎপ্রেষ্ঠঃ কার্ত্তিকঃ
সেবিতো ভবেৎ ॥
(শ্রীশ্রীহরিভক্তিবিলাস)

আমি সেই শ্রীরাধাপতি দামোদর-দেবের শরণ গ্রহণ করি, যাঁহার প্রভাবে তৎপ্রিয় কার্ত্তিক মাস সেবিত হইবেন।

কার্ত্তিক মাসের নাম দামোদর মাস। এবার ১৮ই আশ্বিন হইতে দামোদর মাস আরম্ভ। ইহা দ্বাদশ-মাস-মধ্যে সর্ব্বোত্তম মাস। এইমাসে উত্তম-অধম যে কার্য্যই করা যায়, তাহা অক্ষয় অব্যয় হইয়া থাকে। সুতরাং আত্মকল্যাণেচ্ছু সুধীবৃন্দ অধম-কার্য্য পরিহার করিয়া উত্তমের উত্তম সর্ব্বোত্তম কার্য্য শ্রীরাধা-দামোদরের শ্রবণ-কীর্ত্তন-অর্চ্চন-বন্দনাদি-সেবাকার্য্যে নিবিষ্ট হন।

এই দামোদর মাসে (কার্ত্তিকে) বিশেষরূপে শ্রীরাধা-দামোদরের পূজা, প্রাতঃস্নান, দান ও ব্রতাদিক্রিয়া সম্পাদন করা বৈষ্ণবদিগের কর্ত্তব্য। দুর্লভ মানব-জন্ম ধারণ করিয়া যে-ব্যক্তি দামোদর-মাসে ব্রতধারণ অর্থাৎ শ্রীরাধা-দামোদর-প্রীত্যর্থে শাস্ত্রোক্ত কোন প্রকার নিয়ম অবলম্বন না করিয়া দামোদর-প্রিয় দামোদর মাস অতিবাহিত করেন তিনি পিতৃ মাতৃহত্যা-পাপে লিপ্ত হইয়া সর্ব্বধর্ম্ম-বিবর্জ্জিতাবস্থায় দেহান্তরে তির্য্যগ্ যোনি গ্রহণ করিয়া থাকেন।

অকৃত্বা নিয়মং বিষ্ণোঃ কার্ত্তিকং
যঃ ক্ষিপেন্নরঃ।
জন্মার্জ্জিতস্য পুণ্যস্য ফলং নাপ্নোতি নারদ
(শ্রীশ্রীহরিভক্তিবিলাস)

হে দেবর্ষে! বিষ্ণুর নিয়ম ধারণ না করিয়া কার্ত্তিক মাস অতিবাহিত করিলে আজন্মসঞ্চিত পুণ্য বিনষ্ট হইয়া থাকে।

স ব্রহ্মহা স গোঘ্নশ্চ স্বর্ণস্তেয়ী সদানৃতী।
ন করোতি মুনিশ্রেষ্ঠ যো নরঃ
কার্ত্তিকে ব্রতম্ ॥

হে তাপসশ্রেষ্ঠ! কার্ত্তিক মাসে ব্রত না করিলে, ব্রহ্মহত্যা, গোহত্যা, স্বর্ণস্তেয়ী (স্বর্ণ-অপহারক) ও নিরন্তর মিথ্যাবাদী মধ্যে পরিগণিত হইয়া থাকে।

বিধবা চ বিশেষেণ ব্রতং যদি ন কার্ত্তিকে।
করোতি মুনিশার্দ্দূল নরকং যাতি সা ধ্রুবম্

হে মুনিশ্রেষ্ঠ! বিশেষতঃ বিধবা হইয়া দামোদর মাসে ব্রতাচরণ না করিলে নিঃসন্দেহ নরকে গমন করিতে হয়।

গৃহে কার্ত্তিকে মাসে যজ্ঞা ন কুরুতে গৃহী।
ইষ্টাপূর্ত্তং বৃথা তস্য যাবদাহুত নারকী ॥

গৃহী হইয়া কার্ত্তিক মাসে ব্রত না করিলে, ইষ্টপূর্ত্ত-ক্রিয়া (সাধারণের হিতার্থ যজ্ঞ, কূপাদি খনন, দেবালয়-নির্ম্মাণ প্রভৃতি) নিষ্ফল হয় এবং সেব্যক্তি মহাপ্রলয়কাল পর্য্যন্ত নরকে অবস্থিতি করেন।

ইষ্ট্বা চ বহুভির্যজ্ঞৈঃ কৃত্বা শ্রাদ্ধশতানি চ।
স্বর্গং নাপ্নোতি বিপ্রেন্দ্র অকৃত্বা
কার্ত্তিকে ব্রতম্ ॥

হে বিপ্রসত্তম! কার্ত্তিকমাসীয় ব্রত পরিত্যাগপূর্ব্বক অসংখ্য যজ্ঞ ও শত শত শ্রাদ্ধ করিলেও স্বর্গলাভের সম্ভাবনা নাই।

যতিশ্চ বিধবাশ্চৈব বিশেষেণ বর্ণাশ্রমী।
কার্ত্তিকে নরকং যাতি অকৃত্বা বৈষ্ণবং ব্রতম্

যতি, বিধবা বিশেষতঃ বর্ণাশ্রমী ব্যক্তি কার্ত্তিক মাসে বৈষ্ণবব্রত না করিলে নিরয়-গামী হইয়া থাকে।

বেদৈরধীতৈঃ কিন্তস্য পুরাণ-পঠনৈশ্চ কিম্।
কৃতং যদি ন বিপেন্দ্র কার্ত্তিকে বৈষ্ণবং ব্রতম্

কার্ত্তিক মাসে বৈষ্ণবব্রত পালন না করিলে বেদাধ্যয়নে ও পুরাণাধ্যয়নে কি ফল?

পাপভূতাস্তু তে জ্ঞেয়া লোকে
মর্ত্ত্যা মহামুনে।
বৈষ্ণবাখ্যং ব্রতং যৈস্তু ন কৃতং
কার্ত্তিকে শুভম্ ॥

কার্ত্তিক মাসে পবিত্র বৈষ্ণবব্রতের অনুষ্ঠান না করিলে সংসারে সে ব্যক্তি পাপিষ্ঠ বলিয়া কীর্ত্তিত হয়।

নিয়মেন বিনা বিপ্রাঃ কার্ত্তিকং যঃ ক্ষিপেন্নরঃ।
কৃষ্ণ-পরাঙ্মুখস্তস্য যস্মাদূর্জ্জোঽস্য বল্লভঃ ॥

বিনা নিয়মে যেসকল ব্যক্তি কার্ত্তিক মাস অতিবাহিত করে হরি তাহাদিগের প্রতি বিমুখ থাকেন। কেননা ঐ মাস কৃষ্ণের পরম প্রিয়।

সম্প্রাপ্তে কার্ত্তিকে মাসি যে রতা ন জনার্দ্দনে।
তেষাং সৌরিপুরে বাসঃ পিতৃভিঃ সহ নারদ ॥

হে দেবর্ষে নারদ! কার্ত্তিক মাস সমাগত হইলে, যে সকল ব্যক্তি হরিতে রত না হয়, তাহারা পিতৃপুরুষ সহ সৌরিপুরে অর্থাৎ যমপুরে বা শমন-নগরে অবস্থিত করে।

জন্মকোটি সহস্রেষু মানুষ্যং প্রাপ্য দুর্ল্লভম্।
কার্ত্তিকে নার্চ্চিতো বিষ্ণুর্হারিতং তেন জন্মবৈ ॥
বিষ্ণোঃ পূজা কথা বিষ্ণোর্বৈষ্ণবানাঞ্চ দর্শনম্
ভবেৎ কার্ত্তিকে যস্য হন্তি পুণ্যং দশাব্দিকম্ ॥

সহস্র-কোটি জন্মান্তে দুর্ল্লভ মনুষ্যজন্ম লাভ করিয়া কার্ত্তিক মাসে শ্রীরাধা-দামোদরের পূজা না করিলে, মানবজন্মই বৃথা। এই মাসে বিষ্ণু-পূজা, বিষ্ণু-বৈষ্ণব দর্শন, বৈষ্ণবের নিকট হরিকথা (ভাগবত কথা) শ্রবণ যাহার ভাগ্যে ঘটে না, তাহার পূর্ব্বার্জ্জিত দশবর্ষের পুণ্য ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

এই কার্ত্তিক-ব্রত—যাহারা আমার ন্যায় হরি-গুরু-বৈষ্ণব-সেবা-বিরত, গুরুগৃহে মঠাদিতে বাসের যাহাদের সৌভাগ্য নাই বা গৃহে থাকিয়াও হরিভজন-বিমুখ তাঁহাদের পক্ষে অবশ্য প্রতিপাল্য।

কৃষ্ণভক্তের শান্ততা

কৃষ্ণভক্তগণ নিষ্কাম, কৃষ্ণৈকনিষ্ঠ ও শান্ত; তাঁহারা ভুক্তি, মুক্তি ও সিদ্ধি-কামিদিগের ন্যায় অশান্ত নহেন।

অশান্ত কাহারা?

কর্ম্মনিষ্ঠ—ভুক্তি-কামী। মুক্তি-কামী জ্ঞানী ও সিদ্ধিকামী যোগী প্রভৃতি সকলেই কৃষ্ণৈকনিষ্ঠতার অভাব নিবন্ধন অশান্ত। যেহেতু কৃষ্ণেতর বিষয়ে কামনা-নিবন্ধন তাঁহারা শান্তিলাভ করিতে পারেন না।

জীবের ভাগ্যোদয়

যাঁহার ভক্ত্যুন্মুখিনী সুকৃতিরূপ ভাগ্যোদয় হয় তিনিই গুরুকৃষ্ণ-প্রসাদে ভক্তিলতার বীজ বা শ্রদ্ধা লাভ করেন অর্থাৎ ভক্তিপ্রদা কৃষ্ণ-কৃপারূপ সুকৃতি এবং তৎফলে সদ্গুরু ও শ্রীগুরুদেবের শ্রীমুখে শ্রবণ ফলে সম্বন্ধোপলব্ধি ও ভক্তিলতাবীজ বা শ্রদ্ধার উদয় হয়। তাই বৈষ্ণব-কবিরাজ শ্রীল কৃষ্ণদাস গোস্বামিপাদ বলিয়াছেন :—

"ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমিতে কোন ভাগ্যবান্ জীব।
গুরু-কৃষ্ণ-প্রসাদে পায় ভক্তিলতা-বীজ ॥"

সুতরাং আমরা, মহাজনের শ্রীচরণানুগত্যে—শ্রীমদ্ভাগবতাদি সাত্বত-শাস্ত্রে দেখিতে পাই, গুরু-কৃষ্ণ-প্রসাদ-প্রাপ্ত ভাগ্যবান্ সুদুর্ল্লভ; সেই সুদুর্ল্লভ ভাগ্যবান্ জীবেরও সাধনপথে বহু বিঘ্ন বা কণ্টক দৃষ্ট হইয়া থাকে, সেজন্য ভাগ্যবান্ হইয়াও দুর্ভাগ্য-বিতাড়িত হওয়ার সম্ভাবনা আছে। আমরা প্রবন্ধান্তরে তাহাও আলোচনা করিতে প্রয়াস পাইব।

পরমদয়াল প্রাণের নিতাই

[শ্রীযুক্ত গৌরাঙ্গগ্রহ ব্রহ্মচারী]

(১)

কে গো তুমি অমানিশার অন্ধকারময় আমার হৃদয়-গগনে এমন সুধাংশু-শীতল অত্যুজ্জ্বল আশার আলোক প্রজ্জ্বলিত করিলে! আমার বহ্নিসম সর্ব্বগ্রাসিনী আশার অনলকুণ্ডে কে শান্তিবারি ঢালিয়া দিলে। আমার চঞ্চল মনোরথে আরোহণ করিয়া কে ইন্দ্রিয়াশ্বগণকে বিবেক-কশাঘাতে জর্জ্জরিত করতঃ মহাজনপথে পরিচালিত করিলে আমার অক্ষিদ্বয়ের ভোগদৃষ্টি বিদূরিত করিয়া সকল বস্তুই একমাত্র হৃষীকেশের সেবোপকরণ'—আমার এই শুদ্ধদৃষ্টি প্রদান কে করিলে হে! আবার একি দেখি? অহো মরি মরি! যে লোলিহান জিহ্বার লাম্পট্য-পরিপূরণে বদ্ধপরিকর হইয়া কত অসদ্বৃত্তি অবলম্বন করিয়াছি, যে জিহ্বাকে শান্তি দিতে কত অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়াছি, লঘু-গুরু ভেদ না করিয়া যে-রসনার পরিতোষণের জন্য গুরুবর্গের ভক্ষ্য দ্রব্যেই হস্ত প্রসারণ করিয়াছি, সেই বিষয়-বিষে তিক্ত রসনায় আজ এমন সুধা হইতেও উৎকৃষ্ট কৃষ্ণনাম রস কে পিয়াইল রে! ওরে—এমন মধুর, এমন মধুর হইতে মধুর সুমিষ্ট রস আর কোন দিনতো আস্বাদন করি নাই রে! জড়ের ভোক্তা সেজে এতদিন যে ভোগবাদকে জীবনের চরম উদ্দেশ্য মনে ক'রে সুখ পাবার আগে মায়ামরীচিকার পেছু পেছু ছুটে লাঞ্ছনা, গঞ্জনা ও ত্রিতাপকেই সুখের পরিবর্ত্তে প্রাপ্ত হ'য়েছিলাম, সেই তুষাগ্নিসম ত্রিতাপ-জ্বালা হ'তে পরিত্রাণ করিয়া কে এই হতভাগ্যকে বিমল ভগবৎ-প্রেমানন্দ দান করিল রে! কোন্ পরম দয়াল, পতিতপাবন, অগতির গতি, দীনৈকশরণ মহাপুরুষ তাঁহার কোটিচন্দ্র-সুশীতল পদকমলের স্পর্শে আমার পাপমলিন হৃদয়-হিয়াকে সেবানন্দে উৎফুল্ল করিয়া তুলিল রে!

কে তুমি মহাপুরুষ, এই কোটিকণ্টক-বিদ্ধ হিংস্রপ্রাণি-সঙ্কুল আমার হৃদয়কন্দরে ভুবনমোহনরূপে দাঁড়াইয়াছ! তোমার ঐ অপরূপ রূপরাশিতো মানব বা দেবতাতে সম্ভবে না।

তোমার শ্রীঅঙ্গের মাধুরিমায় চতুর্দ্দশ ব্রহ্মাণ্ড মুগ্ধ। কি মধুর হাসি তোমার ঐ চাঁদ মুখে, কিবা অমিয়রাশি তোমার ঐ নয়ন-কমলে। কিবা অমৃতবর্ষিণী তোমার ঐ বাণী! আমি মূর্খ কি দিয়ে তুলনা দিব ঐ অপরূপ সৌন্দর্য্যের! আহা মরি মরি! চতুর্দ্দশ ব্রহ্মাণ্ডের জীবনিচয়ের একমাত্র নিত্য বসতিস্থল ভব-বিরিঞ্চির বাঞ্ছিত কোটিচন্দ্র-সুশীতল পদকমলের কি শোভা! মন তো আর বাগ মানে না; সে ছুটিয়াছে ঝড়ের বেগে, ঐ পাদপদ্মে প্রাণ সঁপিতে—আশ্রয় লইতে! সে এতদিন সংসার সাগরে দুর্ব্বাসনা-নিগড়ে দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ হইয়া কাম-ক্রোধাদি-নক্রমকরের ভীষণ কবলে অসহায়ভাবে পতিত হইয়াছিল। তোমার কৃপায় আজ সে তাহাদের কবল হইতে পরিত্রাণ লাভ করিতে পারিয়াছে

শুদ্ধভক্তি গ্রন্থমালা

গ্রন্থাকারে প্রকাশিত

১। ভাষ্যসহ বিরাট শ্রীচৈতন্যভাগবত ৫৲
২। শ্রীমদ্ভাগবতম্—সমগ্র ৭০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২৮৲
একাদশ স্কন্ধ হইতে পরিশিষ্ট ।৶০
৩। ভাষ্যসহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত
(৩য় সংস্করণ) ৫৲
৪। শ্রীভাগবতার্কমরীচিমালা (বাঁধা) ১৲
৫। গৌড়ীয়-গৌরব ।৶০
৬। গৌড়ীয়-সাহিত্য ।৶০
৭। ভজনরহস্য ॥০
শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত ম ৩
শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৯। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ)
ঐ (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
১০। গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি টীকাসহ)
ঐ (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
১১। গীতার কেবল মাধ্ব-ভাষ্য ॥০
১২। যুক্তিমল্লিকা গুণসৌরভঃ সানুবাদ
(মাধ্ব) ২৲
১৩। বেদান্ততত্ত্বসার সানুবাদ
(রামানুজীয়) ॥০
১৪। জৈবধর্ম ২৲
১৫। শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৬। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১৭। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ॥৶০
ঐ (বাঁধা) ৸০
১৮। দ্বীপ-দিগ্দর্শন ৶০
১৯। সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ) ।৶০
২০। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ॥০
ঐ (আবাঁধা) ।৶০
২১। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
২২। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৶০
২৩। গীতমালা ⁄১০
২৪। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶০
২৫। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶০
২৬। নবদ্বীপ পঞ্জিকা (৪৪৭ গৌরাব্দ) ৶০
২৭। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
২৮। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা-দর্পণ ।০
২৯। শরণাগতি ⁄০
৩০। গীতাবলী ⁄০
৩১। চিত্রে নবদ্বীপ ১॥০
৩২। সাধনকণ ⁄০
৩৩। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ⁄০
৩৪। নবদ্বীপশতক ⁄০
৩৫। অর্থপঞ্চক ⁄০
৩৬। সদাচারস্মৃতিঃ ⁄০
৩৭। কল্যাণকল্পতরু (৫ম সংস্করণ) ⁄১০
৩৮। অর্চ্চনকণ ⁄১০
৩৯। সাধক কণ্ঠমালা (বাঁধা) ৷০
ঐ (আবাঁধা) ।৶০
৪০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি
(প্রথম চারিখণ্ড) ৩
৪১। ব্রহ্মসংহিতা ।০
৪২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৪৩। মাণমঞ্জরী সানুবাদ ।০
৪৪। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৪৫। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ।০
৪৬। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৪৭। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
৪৮। গৌড়ীয়মঠ কি করেন? ⁄০
৪৯। ঈশোপনিষৎ (বলদেব ও মাধ্ব-
ভাষ্য এবং বিবৃতি ও অনুবাদসহ) ।০
৫০। শ্রীভুবনেশ্বর ৶০
৫১। সিদ্ধান্তদর্পণ ৶০
৫২। সাত্বতবাণী ⁄০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৫৩। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী-দিগ্বিজয়ঃ ।০
৫৪। সটীক-শিক্ষাদশমূলম্ ।০
৫৫। তত্ত্ব-সূত্রম্ ।০
৫৬। সানুবাদ-শিক্ষাষ্টকম ৶০
৫৭। গৌড়ীয়মঠস্য পরিচয়ঃ ⁄০
৫৮। সারাংশবর্ণনম্ ৶০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৫৯। রায় রামানন্দ ॥০
৬০। নামভজন ।০
৬১। রিলেটিভ্ ওয়ার্ল্ড্স্ ।৶০
৬২। লাইফ্ য়্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব
শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।০
৬৩। বৈষ্ণবীজম্ ।০
৬৪। হোয়াট্ গৌড়ীয়মঠ ইজ্ ডুইং ⁄০
৬৫। দি ভাগবত ।০
৬৬। ইরোটিক্ প্রিন্সিপল্ য়্যাণ্ড
আনেলয়েড্ ডিভোসন ।০
৬৭। ব্রহ্ম-সংহিতা ২॥০
৬৮। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (ভলুম ওয়ান) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৬৯। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ॥০
৭০। সাধন পথ ।০
৭১। কল্যাণ-কল্পতরু ⁄১০
৭২। গীতাবলী ⁄০
৭৩। শরণাগতি ⁄০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৭৪। শরণাগতি

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

নদীয়া-প্রকাশপ্রাপ্তির স্থান

১। শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম-মায়াপুর, নদীয়া
২। শ্রীযোগপীঠ ঐ
৩। শ্রীবাস অঙ্গন ঐ
৪। অদ্বৈত-ভবন ঐ
৫। কাজীর সমাধি পাট ঐ
৬। আনন্দ-সুখদ-কুঞ্জ শ্রীগোদ্রুম,
পোঃ স্বরূপগঞ্জ নদীয়া।
৭। শ্রীভাগবত আসন কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
৮। শ্রীএকায়ন মঠ গোবিন্দপুর, হাঁসখালী।
৯। দ্বাদশগোপাল পাট—পোঃ চাকদহ,
১০। শ্রীগৌর গদাধরমঠ—চাঁপাহাটী,
পোঃ সমুদ্রগড়, বৰ্দ্ধমান
১১। শ্রীমোদদ্রুমছত্র মাউগাছি, বৰ্দ্ধমান
১২। শ্রী প্রপন্নাশ্রম, আমলাযোড়া,
পোঃ রাজবাধ বৰ্দ্ধমান
১৩। শ্রীগৌড়ীয়মঠ বাগবাজার, কলিকাতা
১৪। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম ব্রাহ্মণপাড়া,
পোঃ মাজু, হাওড়া,
১৫। শ্রীমাধ্ব গৌড়ীয়মঠ,
৯০নং নবাবপুর রোড্, ঢাকা
১৬। শ্রীগোপালজী মঠ কমলাপুর, ঢাকা।
১৭। শ্রীনিতাই-গৌরাঙ্গ মঠ পোঃ বালিয়াটি
১৮। শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয়মঠ ময়মনসিংহ।
১৯। শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ চিরুলিয়া,
পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর
২০। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম গোয়ালপাড়া, আসাম।
২১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ রায়পেট্টা, মাদ্রাজ।
২২। শ্রীরামানন্দগৌড়ীয় মঠ কব্বুর,
জিঃ পশ্চিম গোদাবরী
২৩। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ উড়িয়াবাজার,
পোঃ বক্সীবাজার, কটক।
২৪। শ্রীভক্তিকুটি গৌড়ীয় মঠ ভুবনেশ্বর।
২৫। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ স্বর্গদ্বার, পুরী।
২৬। শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ আলালনাথ
পোঃ ব্রহ্মগিরি, পুরী।
২৭। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ ডুমুরকুণ্ডা,
পোঃ চিরকুণ্ডা, মানভূম।
২৮। শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ—কাশী।
২৯। শ্রীরূপগৌড়ীয় মঠ—এলাহাবাদ।
৩০। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ পুরাণবাজার,
সরকার ঠাকুরের কুঞ্জ, বৃন্দাবন
৩১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, নিউদিল্লী
৩২। শ্রীপরমহংসমঠ—নৈমিষারণ্য,
৩৩। শ্রীসারস্বত গৌড়ীয় মঠ—হরিদ্বার।
৩৪। শ্রীব্যাসগৌড়ীয়মঠ—কুরুক্ষেত্র, পঞ্জাব
৩৫। শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাবুলনাথ রোড,
পোঃ গ্রাণ্ট রোড, বোম্বে।
৩৬। লণ্ডন গৌড়ীয়মঠ, ৩৯নং গ্লেডউন্
গার্ডেন্স্, কেন্সিংটন্ লণ্ডন,
(এস, ডব্লিউ—১০)।
৩৭। অমরি গৌড়ীয়মঠ—মেদিনীপুর
৩৮। সরভোগ গৌড়ীয় মঠ—সরভোগ,
কামরূপ, আসাম,

শুদ্ধভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী মাসিক। শ্রীধাম-মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিকভিক্ষা সডাক ৩৲, যাণ্মাসিক ১॥০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দি ভাষায় একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি হৃদয় বন মহারাজ সম্পাদিত ও নৈমিষারণ্য শ্রীপরমহংস মঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ১॥০ দেড় টাকা মাত্র।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥০ দেড় টাকা মাত্র।

৫। কীর্ত্তন—মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ নিমানন্দ সেবাতীর্থ বি-এজি, বি-টি, সম্পাদিত। আসাম গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম হইতে প্রকাশিত আসামী ভাষায় মাসিক। ভিক্ষা সডাক ১॥০ দেড় টাকা মাত্র

শ্রীচৈতন্যভাগবত

আদিকবি শ্রীল বৃন্দাবন দা[স]
প্রণীত সমগ্র গ্রন্থ

গ্রন্থের মূল বোল্ড অক্ষরে এবং তন্নিম্নে বিশ্ববিশ্রুত গৌড়ীয়মঠের প্রতিষ্ঠাতা আচার্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের রচিত বিস্তৃত ভাষ্য উ[ৎকৃষ্ট] কাগজে সৌষ্ঠবের সহিত মু[দ্রিত] হইয়াছেন। ডবল ক্রাউন আট[পেজী] আকারে ১০৯৬ পৃষ্ঠায় কেবল মূল ও [ভাষ্য] সম্পূর্ণ হইয়াছে। তদ্ব্যতীত শ্লোকসূচী, পদ্যসূচী, স্থানসূচী, পাত্রসূচী, বিষয়সূচী, শব্দসূচী প্রভৃতি বিস্তৃত সূচীপত্রেও এ[ই] গ্রন্থ হইবে। সভাষ্য শ্রীচৈতন্যভাগবত[ের] এরূপ উৎকৃষ্ট ও অমূল্য বিরাট সং[স্করণ] জগতের কোথায়ও আজ পর্য্যন্ত প্রকা[শিত] হন নাই, ইহা নিরপেক্ষ পাঠক-মাত্রে[ই] একবাক্যে স্বীকার করিতে হ[ইবে]। শ্রীগৌড়ীয়মঠের উৎসব-কালে গ্রন্থের [মূল্য] ১২৲ বারটাকা স্থলে—৫৲ পাঁ[চ টাকা] মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীচৈতন্যমঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

কলিকাতা বাজার দর

লৌহ হার্ডওয়ার

২৩শে সেপ্টেম্বর ১৯৩৩

টাটার লৈয়ারী— প্রতি হন্দর।

লোহার কড়ি (জয়েষ্ট বা বীম)

মার্কা ৫।০—৫।৵০

ঐ বে-মার্কা চালকা ওজন ৪।৵০—৪॥৵০

নরগা (ট্রী-আয়রণ) ৬৵০—৬০

এঞ্জেল আয়রণ (কোনা) ৫৸৵০—৬।৵০

গ্যালভানাইজড করুগেট টীন—

২২ গেজ ৬ হইতে ১০ ফুট ১১।৵০

২৪ গেজ ,, ,, ১০৸৵০

২৬ গেজ ,, ,, ১২

২৪ গেজ আর, পি, ডি, মার্কা ১২৸৵০

২৪ গেজ গাঃ প্লেন সীট ১১।৵০

২৬ গেজ ,, ,, ১২।০

২৮ গেজ ও ৩০ গেজ ঐ— ১৩৲—১৬৲

বাগান ঘেরা কাঁটাতার ১০০

পাউণ্ড বাঃ ৮৸০

ইস্পাত পাটী ৬৲৵—৬।০

,, গোলটু (গোল) ৬৲৵—৬।০

,, নওয়াদে (চৌকা) ৬৵০—৬৲।০

,, গোল রড ৵০—।৵০ সুতা ৪৸৵—৫।৵

,, চ্যাপ্টা রড-

মোটা ৵০— ।৵০ ঐ ৫৵০—৫।।০

,, ঢালাই তাল ৭৲—৭৸০

,, প্লেট—তিন সুতা মোটা

পযান্ত ৭৲—৭।০

,, চাদর ৩-১৬ থানা বান্ডিল ৯॥৵—১০৲

স্প্রী টীন ৮।০—৯৲

হাফ র উণ্ড ৫৸৵—৬৲৵০

তারের পেরেক ১—৬ ইঞ্চি ৯—৯৸০

প্যাটেণ্ট পেরেক ২—৮ ইঞ্চি ১২।০—১৫।০

ঢালাই কড়া ১ হইতে ১০ নং ২।০ সাট

কোদাল ৪, ৫, ৬, ৭৸৵০ ৮৸৵০ ৯৸৵০ ডঃ

ঐ তিন পাউণ্ড ৬৲ দেঃ বিঃ ৬।৵০ ,,

গ্যাঃ প্লেন বালতি ৭—১২ ইঞ্চি ১॥৵০ ৩॥৵০

ঐ বিভিট ,, ৭—১২ ইঞ্চি ২৲—৭৲ ,,

লোহার চেয়ার রডের গোল ও

চৌকা ৮॥০— ,,

ঐ তালের লোহার সিট ১৫৲ ,,

ঐ ভেনেস্তা (কাঠের সিট) ১৮৲ ,,

লোহার ক্রুপ ॥—৩ ইঞ্চি /১০—॥৵০ গোস

ঐ কব্জা ১৭ নং

১॥—৪ ইঞ্চি ।১০—৸৵১০ পেঃ ডজন

গ্যাঃ তার ১৬—২২ নং

(রোল) ১২৲—১৭৲ হন্দর

গ্যাঃ বিজিং (মটকা)

১২ ইঞ্চি ।৵৫ ॥৵০ পীস

গ্যাঃ গাটারিং বা ডোঙ্গা

৬ ইঞ্চি ॥০—৸৵০ ,,

গ্যাঃ ক্রুপ ১॥০—২॥০ ইঞ্চি ২৩৲—২৯৲ হন্দর

গ্যাঃ ওয়াসার চাকি ১১॥০—১৭৲ ,,

গ্যাঃ বোল্ট নাট ৫—২ ইঞ্চি

।৵১০—১৵০ গ্রোস

ঢালাই রেলিং ৭॥০—৪॥০ হন্দর

ঐ রেন ওয়াটার পাইপ

৩ ইঞ্চি ১০ ঐ ৪ ইঞ্চি ১০ ফুট

টিউব ওয়েলের জন্য গ্যাঃ

পাইপ১॥ ইঞ্চি ।৵৫ ফুট

পাম্প ৪নং ১১॥০ ৫নং ১৪৲ ৬নং ১৬৲

৬০-৮০ বাটখারা ৵১৫ সাট ২।০-২॥০ মণ

সন্তোষকুমার মল্লিক এণ্ড কোং লিঃ

লৌহ ও হাডওয়ার বিক্রেতা।

মীরবহর ঘাট লোহাপটী, বড়বাজার,

টেলি—"লোহার মালিক" কলিকাতা

কেরোসিন

প্রোক্রেক প্রত্যেক বাক্স (২ টিন) ৯,৬

সূর্য্য মার্কা ,, ৬।০

ভিক্টোরিয়া ,, ৬৲

সোণার দর

পাকা সোণা ৩০৸৵

গিনি ৩০৸

চেনা পাত ৩২।০

রূপার দর

রূপা প্রতি ১০০ ভরি ৫৫৵০

ঐ খুচরা ৫৵০

কোম্পানীর কাগজ

৩॥০ সুদের কাগজ ৮১৲

৩॥০ নূতন ঋণ (১৯৪৭-৫০) ৯১১০

৪৲ ,, ঋণ (১৯৬০-৭০) ৯৭৲

৫৲ ,, ঋণ (১৯৩৫ ১০৪॥৵০

ডিবেঞ্চার

৫৲ সুদের (১৯৫৬-৮৬) কলিকাতা পোর্ট

ট্রাষ্ট ডিবে :— ১০২॥৵০

ব্যাঙ্ক

ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক (কর্মটি) ২৯৪॥০

সেণ্ট্রাল ঐ ২২৲

কাপড় ও সুতার কল

এলগিন মিল

পাট কল

হাওড়া ৫০৲

আকল্যাণ্ড ১৯৫৲

বালী ১৬২৲

বরানগর ১৫০৲

ক্লাইভ ৩৭০৲

হুগলী ২৪৩৲

২৮।০

ডালহাউসী ৪০৮॥০

কেল্টা ৪০৫৲

কৃষ্ণনগর নবদ্বীপঘাট রেলওয়ে সময়

কৃষ্ণনগর হইতে নবদ্বীপঘাট

কৃষ্ণনগর সিটি —	৬-৪৫	১০-৪৪	১৩-২২	১৭-৩৮	২০-১৬
কৃষ্ণনগর রোড —	৬-৫৬	১০-৫৫	১৩-৩৩	১৭-৪৭	২০-২৫
আমঘাটা —	৭-১৫	১১-১৩	১৩-৫১	১৮-৩	২০-৪১
মহেশগঞ্জ —	৭-২৪	১১-২১	১৪-০	১৮-৯	২০-৪৭
নবদ্বীপঘাট —	৭-৩৩	১১-৩০	১৪-৯	১৮-১৬	২০-৫৫

বিশেষ দ্রষ্টব্য—নবদ্বীপঘাট ষ্টেশন অপেক্ষা মহেশগঞ্জ ষ্টেশন হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরের দূরত্ব অনেক কম। শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে যাঁহাদিগকে রাণাঘাটে ট্রেণ বদল করিতে হয়, তাঁহারা রাণাঘাটে প্রাতঃ ৫-৫০ ৮-১৪, ৯ ৪৬ ১৬-৪৮, ১৮-৩৯ এবং ০-২২ মিনিটের সময় গাড়ী পাইবেন।

শান্তিপুর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে শান্তিপুর ষ্টেশনে ৫-৪০, ৯-২৯, ১২-২৫, ১৬-৩ এবং ১৮-৪১ মিনিটের সময় ট্রেণ পাওয়া যায়।

নবদ্বীপঘাট হইতে কৃষ্ণনগর

নবদ্বীপ ঘাট —	৫-৩৫	৯-২৫	১২-১০	১৫-৩৪	১৮-৪৫
মহেশগঞ্জ —	৫-৪৩	৯-৩৩	১২-১৯	১৫-৪২	১৮-৫৩
আমঘাটা —	৫-৪৯	৯-৩৯	১২-২৬	১৫-৪৮	১৯-৫
কৃষ্ণনগর রোড —	৬-৫	৯-৫৫	১২-৪৩	১৬-৪	১৯-২৪
কৃষ্ণনগর সিটি —	৬-১৬	১০-৩	১২-৫১	১৬-১৭	১৯-৩৫

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে—ডাঃ কৃষ্ণকান্ত ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম ভক্তিশাস্ত্রী এল, এম, এফ কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

জেল হইতে পলায়ন

স্থানীয় জেল হইতে আন্দামানের পলাতক ফিরোজের পলায়ন সম্পর্কে ফিরোজের সহিত জেলের বাহিরে তাহার সাহায্যকারীদিগের ষড়যন্ত্রের কাহিনী প্রকাশ পাইয়াছে। ফিরোজকে জেলের ভিতর কে উহা সরবরাহ করিল এবং কেমন করিয়া করিল, ইহা রহস্যাবৃত বটে। দেখা যায় যে, ২৭শে ও ২৮শে সেপ্টেম্বরের কোনও এক রাত্রিতে ফিরোজ তাহার পায়ের শিকল কাটিয়া ফেলে। গেটের একটী লোহার শিক সে অস্যান্য বেরের সহিত এক দিকে সরাইয়া ফেলে অতঃপর ফিরোজ তাহার ক্ষুদ্র কোঠা হইতে চুপি চুপি বাহির হইয়া শাস্ত্রীদের অজ্ঞাতসারে বাহিরের দেয়ালের নিকট আসে শাস্ত্রীগণ তাহার প্রকোষ্ঠ হইতে মাত্র ৩ গজ দূরে ছিল। দেয়ালের নিকটে আসিয়া ফিরোজ এক গাছি দড়ি দেখিতে পায় এবং ঐ দড়ির সাহায্যে সে দেয়াল টপকাইয়া পলায়ন করে। দেয়ালে তাহার পায়ের চিহ্ন ছিল। পরদিন প্রাতে আরও তিনজনের পায়ের চিহ্ন দেখা যায়। পুলিশ ফিরোজ ও তাহার সঙ্গীদিগকে ধরিবার জন্য চতুর্দ্দিকে জোর অনুসন্ধান করিতেছে, কিন্তু এ পর্য্যন্ত তাহাদের কাহারও সন্ধান পাওয়া যায় নাই।

ফিরোজকে দায়রা আদালতে সোপর্দ করিবার কথা ছিল।

এক্ষণে জানা গিয়াছে যে, বিভিন্ন থানায় এই মর্ম্মে আদেশ জারী হইয়াছে। যে, আন্দামান হইতে পলায়নের পর তাহাকে পুনরায় গ্রেপ্তার এবং তাহার পুনের শাস্তি সম্পর্কে অমৃতসর অন্যান্য যাহারা সংসৃষ্ট ছিল, তাহাদের উপর নজর রাখিবার জন্য পুলিশ মোতায়েন করিতে হইবে।

পাঠকদিগের স্মরণ থাকিতে পারে যে, ফিরোজ গতবার আন্দামান হইতে পলায়ন করিয়া পুনরায় গ্রেপ্তার হওয়ার পর পুলিশের নিকট বলে যে, প্রধান বিরোধী সাদিলাল এবং বিভাগ পালোয়ানের উপর প্রতিহিংসা চরিতার্থ করিবার জন্যই সে আন্দামান হইতে পলায়ন করিয়াছিল।

হত্যা অভিযোগে তাহার বিচারের সময় বিজলি পালোয়ান বিশেষ চেষ্টা করেন। বটতলা পুলিশের নিকট পালোয়ানের এক জন সখা ফিরোজের সংবাদ প্রদান করিবার ফলেই ফিরোজকে গ্রেপ্তার করা হয় বালিয়া লোকের বিশ্বাস। এই সব ব্যক্তিদিগের উপর আক্রমণ হইবার আশঙ্কা আছে।

কৃষকগণকে বিশেষ সুবিধা দান

কৃষকদিগকে বিশেষ সুবিধা দান করিবার জন্য জার্ম্মাণীতে একটি নূতন আইন হইয়াছে। সার হিটলার তাহাতে স্বাক্ষর করিয়াছেন। এই আইনের বলে জার্ম্মাণীতে কৃষকগণ এক বিশেষ সুবিধাভোগী সম্প্রদায়ে পরিণত হইবে। আইনের মধ্যে বলা হইয়াছে, কৃষকগণই জার্ম্মাণ জাতির মেরুদণ্ড যে কৃষক এই আইনের সুবিধা ভোগ করিতে অভিলাষী হইবে, তাহাকে প্রমাণ করিতে হইবে যে, সে একজন কার্য্যক্ষম চাষী, জার্ম্মাণ নাগরিক, তাহার ধমনীতে খাঁটি জার্ম্মাণ রক্ত প্রবাহিত হইতেছে, এবং ১৮০০ সাল হইতে কোন প্রকারে ইহুদী অথবা অপর কোন বর্ণের রক্ত তাহার বংশের সহিত মিশ্রিত হয় নাই তাহার চাষযোগ্য জমির পরিমাণ যদি ৩১০ একরের বেশী না হয়, তাহা হইলে সেই জমি উত্তরাধিকারীগণের মধ্যে বণ্টন করা করা যাইবে না, বন্ধক অথবা বিক্রয় দ্বারা হস্তান্তর করাও চলিবে না।

খানাতল্লাস

কোনও সাময়িকে প্রকাশ যে, গত ১৫।৯।৩৩ তারিখে মহিষাদল থানার জনৈক দারোগা একজন কনেষ্টবলসহ কল্যাণচক গ্রাম নিবাসী জমিদার শ্রীযুত যতীন্দ্রনাথ হেড মহাশয়ের অনুপস্থিতিতে তাঁহার বাড়ী খানাতল্লাসের জন্য আগমন করেন। প্রকাশ, তাঁহার বাড়ীতে একজন ছোকরা নাকি গোপনে আশ্রয় লইয়াছে। বাড়ীতে কেহ না থাকায় রাস্তা হইতে বাহিরের গ্রামস্থ লোককে ডাকিয়া আনিয়া তল্লাস করিতে থাকেন। সন্দেহজনক কোন ব্যক্তি বা অন্য কিছু বাহির করিতে পারেন নাই।

কলিকাতায় প্রবল বর্ষণ

মঙ্গলবার প্রাতে ৯ ঘটিকা হইতে কলিকাতার আকাশে খুবই মেঘ দেখা যায়, মধ্যে কতক সময় আকাশ একটু পরিষ্কার ছিল; কিন্তু অপরাহ্ণ অনুমান ৫ ঘটিকার সময় পুনরায় আকাশ ঘন মেঘাচ্ছন্ন হয় এবং কিছুকাল ভীষণ মেঘগর্জ্জনের পর ঝাপটা বাতাস ও প্রবল বর্ষণ হইয়াছে। বারিপাতের ফলে কোন কোন রাস্তায় প্রায় হাঁটু জল জমিয়াছিল। কতক্ষণ পর্য্যন্ত যানবাহন চলাচল বন্ধ ছিল।

বঙ্গোপসাগরের দক্ষিণ প্রান্তে মৌসুমের অবস্থা বেশ প্রবল এবং আন্দামানের সন্নিকটস্থ অঞ্চলে আবহাওয়ার অবস্থা দুর্য্যোগপূর্ণ হওয়া সম্ভবনা আছে।

পূর্ব্বাভাষ:—দক্ষিণপশ্চিম ও দক্ষিণ পূর্ব্ব বঙ্গের স্থানে স্থানে ঝড়বৃষ্টি হইবে। উত্তরবঙ্গে ও অল্প বিস্তর ঝড় বৃষ্টি হইবে;

ভূমিকম্প:—কলিকাতা, আলীপুরাস্থত মানমন্দিরের ভূমিকম্প পরিমাপক যন্ত্র দেখা যায়, গত ২রা অক্টোবর সোমবার রাত্র ৯-২১ মিনিটের সময় ১৮৫০ মাইল দূরবর্ত্তী কোন স্থানে ভূমিকম্প হইয়াছে। কম্পনের বেগ মাঝামাঝি রকম ছিল।

আমেদাবাদ জিলা ত্যাগের আদেশ

আমেদাবাদ জিলার এলাকায় প্রবেশ সম্পর্কে নিষেধাজ্ঞা ভঙ্গ করিবার জন্য জনৈক স্বেচ্ছাসেবককে জিলা ম্যাজিষ্ট্রেটের এজলাসে হাজির করা হইলে ম্যাজিষ্ট্রেট তাহাকে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে আমেদাবাদ জিলার সীমানা ত্যাগ করিবার আদেশ দিয়াছেন। উক্ত স্বেচ্ছাসেবকের প্রতি গত জুলাই মাসে আমেদাবাদ জিলায় প্রবেশ সম্পর্কে নিষেধাজ্ঞা জারী করা হয়।

রাসগ্রাম অভিমুখে যাইবার সময় গত মাসে ৪জন স্বেচ্ছাসেবক গ্রেপ্তার হয়। তাহাদিগকে ভবঘুরে হিসাবে ফৌজদারী কার্য্যবিধির ১০৯ ধারা অনুসারে অভিযুক্ত করা হয়। সদ্ব্যবহারে থাকিবার জন্য ১০০০৲ টাকা করিয়া জামিন দিতে অস্বীকার করাতে তাহাদের প্রত্যেকের প্রতি ১ বৎসর করিয়া সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ দেওয়া হইয়াছে।

শ্রীহট্টের নমঃশূদ্রদের হিন্দুধর্ম্ম ত্যাগের অভিলাষ

নবীগঞ্জ অঞ্চলের প্রায় এক সহস্র নমঃশূদ্র হিন্দুধর্ম্ম ত্যাগ করিবার অভিলাষ করিয়াছে জানিতে পারিয়া শ্রীহট্ট হিন্দু সভার সেক্রেটারী শ্রীযুত বিপিনচন্দ্র ভট্টাচার্য্য নবীগঞ্জ হিন্দু সভার সেক্রেটারী শ্রীযুত যোগেন্দ্র দেবের সহিত উক্ত অঞ্চল ব্যাপক ভাবে পরিভ্রমণ করেন এবং কুলতালিয়া গ্রামে নমঃশূদ্রদের এক সভায় বক্তৃতা করেন নমঃশূদ্রগণ কেন ধর্ম্মান্তর গ্রহণের অভিলাষ করিয়াছে তৎসম্পর্কে তাহারা বর্ণ হিন্দুদের বিরুদ্ধে তাহাদের কয়েকটী অভিযোগের বিষয় বর্ণনা করে।

হিন্দুগণের ও অস্পৃশ্যদিগের একটী প্রতিনিধিমূলক সম্মেলনে আহ্বান করিবার জন্য উক্ত সভায় এক সিদ্ধান্ত করা হয়। উক্ত সম্মেলনে কলিকাতার হিন্দু মিশন ও হিন্দু সভার সদস্যগণকে আমন্ত্রণ করা হইবে এবং অস্পৃশ্যদের অভাব-অভিযোগ ও তাহার প্রতিকার সম্পর্কে আলোচনা করা হইবে।

এই সম্মেলন না হওয়া পর্য্যন্ত অস্পৃশ্যগণ ধর্ম্মান্তর গ্রহণের সঙ্কল্প স্থগিত রাখিয়াছে।

শিক্ষকের বিরুদ্ধে ছাত্রের অভিযোগ

স্থানীয় সেণ্ট এ্যাণ্টনী স্কুলের ছাত্র ক্যাপ্টেন এস আর পুরীর ৯ বৎসর বয়স্ক পুত্র শ্রীমান ললিতকুমার পুরী সিটি ম্যাজিষ্ট্রেট সর্দ্দার নাজিম সিংহের এজলাসে বাদী হিসাবে উপস্থিত হইয়া দৈহিক শাস্তি বিধানের জন্য তাহার শিক্ষক মিঃ এইচ বার্ণেটের বিরুদ্ধে অভিযোগ করে।

বাদী শ্রীমান ললিতকুমার ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩২৩ ধারা অনুসারে অভিযোগ করে। সে তাহার জবানবন্দীতে বলে যে, গত মে মাসে ডিক্টেসন লেখাতে ভুল করাতে আসামী তাহার প্রতি দৈহিক শাস্তি বিধান করে এতৎসম্পর্কে বাদীর মাতা প্রিন্সিপালকে জানাইলে প্রিন্সিপাল তাহার মাতাকে এই আশ্বাস দেন যে, আর শাস্তি দেওয়া হইবে না। ইহা সত্ত্বেও আরও দুইদিন ললিতকুমারকে দৈহিক শাস্তি দেওয়া হয়। গত ২৫শে সেপ্টেম্বর ললিতকুমারকে পুনরায় দৈহিক শাস্তি দিলে সে গুরুতরভাবে আঘাত প্রাপ্ত হয়। ফলে ললিতকুমারের দেহের উত্তাপ হঠাৎ বৃদ্ধি পায় এবং উহা ১০২'৬ হইতে ১০৩৮ ডিগ্রী পর্য্যন্ত উঠে ললিতকুমার ৫ দিন যাবৎ শয্যাশায়ী থাকে।

ললিতকুমার শপথ পূর্ব্বক প্রাথমিক জবানবন্দী এদলে মিঃ বার্ণেটের প্রতি আগামী ৯ই অক্টোবর আদালতে উপস্থিত হইবার জন্য সমনজারী করা হয়।

পিকেটিং

হাটখোলা হাটে গাঁজা ও আফিং এর দোকানে পিকেটিং করিবার অভিযোগে গত শনিবার পুলিশ সরোজকুমার মজুমদার এবং কালীপদ মণ্ডলকে গ্রেপ্তার করে শ্রীযুত মণ্ডলকে ছাড়িয়া দেওয়া হয়। আগামী ৬ই অক্টোবর সং ফৌঃ আইনের ৭ ধারা অনুসারে শ্রীযুত মজুমদারের বিচার হইবে।

ধর্ম্মঘট

বেঙ্গল পেপার মিলস্ ওয়ার্কাস ইউনিয়নের সভাপতি শ্রীযুত নৃপেন্দ্র চৌধুরী জানাইতেছেন যে, ৪ দিন হইল রাণীগঞ্জ পেপার মিলের ফিনিসিং ডিপার্টমেণ্টের শ্রমিকগণের বেতন হ্রাস করাই ধর্ম্মঘটের কারণ, ধর্ম্মঘটের ফলে শ্রমিকগণের মধ্যে উত্তেজনার সৃষ্টি হইয়াছে। বন্ধের গোপীগোপাল মুখুয্যে রাণীগঞ্জে রওনা হইয়া গিয়াছেন।

স্যার এফ্ বি বেরিমেন

গত ২৯শে সেপ্টেম্বর লণ্ডনের খবরে প্রকাশ, হাইকোর্টের প্রবেট, ডাইভোরস্ এবং এডমিরেল্টী বিভাগের সভাপতি লর্ড মেরিভেল উক্ত পদত্যাগ করায় সলিসিটার জেনারেল স্যার এফ্ বি মেরিমেন এম পি উক্ত পদে নিযুক্ত হইয়াছেন এবং মিঃ ডি, বি সোমারবেল এম পি সলিসিটার জেনারেল হইয়াছেন এবং নিয়োগের পূর্ব্বে তাঁহাকে নাইট পদবীতে ভূষিত করা হইয়াছে।

তারের ঠিকানা— 'শ্রীধাম' নবদ্বীপ
ডাকেঘর ঠিকানা—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

দৈ . নি . ক .

Reg No C 1544

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩।০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার স্বতন্ত্র।

নদীয়া-প্রকাশ

THE NADIA-PRAKASH

সাহায্যের হার	
অগ্রিম দেয়	
বার্ষিক	৯৲
ষাণ্মাসিক	৫৲
ত্রৈমাসিক	২৸০
মাসিক	১৲
নগদ	
প্রতি সংখ্যা	৵৫

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার-- নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৮ম খণ্ড সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বেদান্তবাচস্পতি [১৮২শ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর—২৩শে আশ্বিন সোমবার ১৩৪০, ৯ই অক্টোবর ১৯৩৩

অদ্ভুত কাণ্ড

গত ১লা অক্টোবর সন্ধ্যায় মাদ্রাজ ষ্টেশনে 'মিসেস্ জে. বারমল নাম্নী একৈকা প্রথম শ্রেণীর ইউরোপীয় যাত্রী অত্যন্ত ব্যস্তসমস্ত হইয়া ট্রেণ হইতে অবতরণ করেন। তাঁহাকে লইবার জন্য যে ইংরাজ ভদ্রলোক ষ্টেশনে আসিয়াছিলেন, তাঁহার নিকট তিনি বলেন যে অতি রহস্যজনক ভাবে ২০০০৲ টাকাসহ তাঁহার একটী মনি-ব্যাগ খোয়া গিয়াছে, তিনি যে প্রকোষ্ঠে ছিলেন সেখানে আর কোনও যাত্রী ছিল না। অন্যান্য জিনিষ পত্রের সঙ্গে মনিব্যাগটী তাহার সামনে রাখিয়া তিনি শৌচাগারে প্রবেশ করিয়াছিলেন, ফিরিয়া আসিয়া দেখেন অন্য সব জিনিষই আছে, কিন্তু মনি-ব্যাগটি নাই।

তিনি যখন এই গল্প বলিতেছিলেন তখন সেই ট্রেণের গার্ড মনিব্যাগটি আনিয়া তাঁহার হস্তে অর্পণ করেন। গার্ড বলেন যে, ডিকপ্পারকুপ্পাম ষ্টেশনে ট্রেণ ছাড়িবার সিগন্যাল দেওয়া হইলে তিনি যখন গাড়ীতে উঠিতে যাইবেন তখন দেখিতে পান যে, এক বানর একটী সুন্দর মনিব্যাগ লইয়া পলাইতেছে। বানরটি নিশ্চয়ই ট্রেণ হইতে মনিব্যাগটি লইয়াছে অনুমান করিয়া তিনি তাহার পশ্চাদঅনুসরণ করেন এবং ব্যাগটি উদ্ধার করিয়া পুনরায় ট্রেণ আরোহণ করেন।

এই অত্যাশ্চর্য্য কাহিনী শুনিয়া প্লাট-ফর্ম্মে বহু লোক সমবেত হয়। মিস্ বার-মল গার্ডকে বিশেষভাবে পুরস্কৃত করিতে মনস্থ করিয়াছেন।

হোটেলে শোচনীয় দুর্ঘটনা

আমেদাবাদ গান্ধীরোডের একটী হোটেলে কেরোসিন ট্যাঙ্ক ফাটিয়া আগুন লাগায় এক শোচনীয় দুর্ঘটনা হইয়াছে। ৫জন লোক আগুনে পুড়িয়া গিয়াছে, তন্মধ্যে তিনজন গুরুতরভাবে দগ্ধ হইয়াছে। অবিলম্বে আগুন নিভাইয়া ফেলা হইয়াছিল, কিন্তু কেরোসিন ট্যাঙ্কটীর নিকটে যাহারা ছিল তাহারা আগুনের মধ্যে পড়িয়া গিয়াছিল।

৩২ ঘণ্টা সাইকেল চালনা

গত ৩রা অক্টোবর মঙ্গলবার দীর্ঘ সময় সাইকেল প্রতিযোগিতার দ্বিতীয় বাৎসরিক প্রতিযোগিতা আরম্ভ হয়। মোট ৯০ প্রতিযোগী যোগদান করিয়াছিলেন। ১৫ বৎসর বয়স্ক বালক শ্রীমান কৃষ্ণ চন্দ্র বসু একাদিক্রমে ২৬ ঘণ্টা সাইকেল চালনা করিয়া সকলকে চমৎকৃত করিয়াছেন। গত বৎসরের ন্যায় যুগকল্যাণ গ্রামনিবাসী শ্রীযুত অনিলকুমার ঘোষাল একদিক্রমে ৩২ ঘণ্টা সাইকেল চালনা করিয়া প্রথমস্থান অধিকার করিয়াছেন, শ্রীযুক্ত নন্দলাল পাল দ্বিতীয় (৩১ ঘণ্টা) ও শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচন্দ্র সামন্ত—তৃতীয় (২৬৷৷০ ঘণ্টা) স্থান অধি-কার করিয়াছেন।

যুগকল্যাণে মোটর দুর্ঘটনা

গত ২রা অক্টোবর সোমবার আণ্টালী পুলে উঠিবার সময় আরোহীপূর্ণ একখানি মোটর গাড়ী ব্রেক না থাকায় বেগের সহিত পিছু হটীয়া পথপার্শ্বস্থ খাদে পড়িয়া অর্দ্ধ নিমগ্ন হইয়া যায়। বাহিরে দণ্ডায়মান ব্যক্তিগণের মধ্যে একজনের মাথা ফাটিয়া গিয়াছে। অন্যান্য আরোহী পুরুষ ও নারী কাহারও শারীরিক অনিষ্ট হয় নাই।

যমালয় হইতে ফেরত

বুদাপেস্তের সংবাদে প্রকাশ যে টীভাদার করগ্যাক্স নামে দীর্ঘকালের রুগ্ন দোকানের কর্ম্মচারীকে চিকিৎসার্থ ষ্টেশনে নেওয়ার কালে পথমধ্যে ট্যাক্সিতে তাহার মৃত্যু ঘটে। তাহাকে বাড়ীতে ফিরাইয়া মৃতদেহ লোকের পাহারায় রাখিয়া দেওয়া হয়। পরদিন ভোর সাতটার সময় মৃত যুবকটি তাহাকে কবর দেওয়ার বস্ত্র পরা অবস্থায় উঠিয়া বসে এবং আস্তে আস্তে বলে যে সে সকলের নিকট হইতে বিদায় নিয়া যাইতে ফিরিয়া আসিয়াছে। অতঃপর উঠিয়া সে পোষাক পরিলও প্রাতর্ভোজন করিল, পরে তাহার বাইসাইকেল মেরামত করিয়া নিয়মিত কাজে চলিয়া গেল। মধ্যাহ্ন ভোজনের জন্য সে গৃহে ফিরিয়া, পুনরায় দোকানে যায় এবং উহা বন্ধ না হওয়া পর্য্যন্ত সেখানে কাজ করে।

সন্ধ্যাকালে সে যখন তাহার প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করে, তখন সে তাহার আত্মীয়গণ-কে বলে যে, সে যেখান হইতে ফিরিয়াছিল সেখানে পুনরায় যাইতেছে। ২।৩ ঘণ্টার মধ্যেই ডাক্তার আনা হইলে, দেখা গেল যুবকটী মারা গিয়াছে।

আকাশপথে ইংলণ্ড হইতে অষ্ট্রেলিয়া

অষ্ট্রেলিয়ার বিখ্যাত বৈমানিক স্যর চার্লস কিংসফোর্ড স্মিথ আর একবার ইংলণ্ড হইতে অষ্ট্রেলিয়া পর্য্যন্ত বিমান পোতে পরিভ্রমণের বন্দোবস্ত করিতেছেন। এবার তিনি 'পার্সিভেলগাল' নামক এক প্রকারের নূতন এরোপ্লেনে ভ্রমণ করিবেন। খুব সম্ভব তিনি অক্টোবর মাসের মধ্যেই রওনা হইবেন।

হাতিপুরে আরও কয়েকবার পরি-ভ্রমণের সময় স্যার চার্লসকে বিভিন্ন ঘাটীতে সকোনি পেট্রোল এবং মোবিল অয়েল সর-বরাহ করা হইয়াছিল। এবারেও সেইরূপ বন্দোবস্ত করা হইবে। ইংলণ্ড হইতে অষ্ট্রেলিয়া যাইতে পথমধ্যে সকোনি ভেকুয়াম কোম্পানীগুলি সর্ব্বপ্রকারে স্যার চার্লসের সহিত সহযোগিতা করিবে। বিশেষ করিয়া তাঁহাকে আবহাওয়ার রিপোর্ট ইত্যাদি সরবরাহ করা হইবে।

গলিতে নবজাত শিশু

ইটালীতে একটি সঙ্কীর্ণ গলিতে কে বা কাহারা একটী নবজাত মেয়ে শিশুকে ফেলিয়া গিয়াছে, এই সম্বন্ধে পুলিশ জোর তদন্ত করিতেছে।

ঘটনার বিবরণ এই যে, শিশুটির চীৎ-কার শুনিয়া পাড়ার লোকদের দৃষ্টি পড়ে। তাহারা তখন শিশুটীকে এক টুকরা কাপড়ে জড়াইয়া পুলিশের হাতে দেয়। শিশুটীকে ভবানীপুর 'বেবী হোম' প্রেরণ করা হই-য়াছে।

কুলটী নদীতে প্রবল স্রোতবেগ

কলিকাতার পয়ঃপ্রণালী নিকাশী নদী হিসাবে মনোনীত কুলটী নদীর জল বাড়িয়া গিয়াছে এবং উহাতে প্রবল স্রোতের উদ্ভব হইয়াছে শুনিয়া কর্পোরেশনের স্পেশাল অফিসার ডাঃ বি এন দে, মিঃ এস এন গারাগড়াইন প্রভৃতিকে সঙ্গে লইয়া কুলটী নদী ও তৎসংশ্লিষ্ট খালগুলির (ইছামতী প্রভৃতি) অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ জন্য কর্পো-রেশনের লঞ্চ "মারমেড" যোগে ঐ অঞ্চলে রওনা হইয়াছেন। প্রকাশ যে বিদ্যাধরী নদী মজিয়া অকর্ম্মণ্য হওয়ায়, বিদ্যাধরীর মারফৎ তৎপার্শ্ববর্ত্তী উচ্চভূমির যে সকল জল নিকাশ হইত, উহা কুলটীতে আসিয়া পড়িতে সুরু করাই কুলটীর এই শক্তিবৃদ্ধির জন্য দায়ী।

ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

২৩শে আশ্বিন সোমবার, ১৩৪০

কে কাহাকে জয় করিয়াছে ?

গত ৬ই অক্টোবর সন্ধ্যার সময় জাপানের প্রধান ধর্ম্ম গুরু ভিক্ষু ফুজী, তাহার শিষ্য ভিক্ষু উকিৎসু সহ শ্রীযুক্ত গান্ধিজীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহাকে একখানি জাপানী রুটী ও একটী পাখা উপহার দিলে গান্ধিজি বলিয়াছে৲—জাপান বাণিজ্যদ্বারা ভারতকে জয় করিয়াছে। ভিক্ষু উকিৎসু বলেন তাঁহাদের সহিত ব্যবসায়ের কোন সম্পর্ক নাই। বস্তুত ১৩০০ বৎসর পূর্ব্বে বৌদ্ধ ধর্ম্মের বাণীদ্বারা ভারত জাপানকে জয় করিয়াছে। এখন যদি জাপানকে ভারত জয় করিতে হয় তাহা হইলে বৌদ্ধ ধর্ম্মের দ্বারাই করিতে হইবে। আমরা ভিক্ষুজিকে স্মরণ করিয়া দিতেছি যে পারমার্থিক ভারত চিরকালই বিশ্বের গুরু থাকিবে। বৌদ্ধ ধর্ম্মের যে কণাটুকু তাহাদের সম্বল, ভারতের পরমার্থ-সূর্য্যের নিকট তাহা খদ্যোত-প্রায়। যদি তিনি বাস্তবিকি নিজের ও অপরের মঙ্গলার্থী হন তাহা হইলে শুদ্ধ ভাগবতধর্ম্মের অনুশীলন করুন।

ঢাকায় আবার নোটীশ জারী

পাঠকগণ অবগত আছেন ইতঃপূর্ব্বে ঢাকার সহরবাসিগণের উপর অতিথি প্রভৃতির আগমনের সংবাদ থানায় জানাইবার যে নোটীশ জারি করিয়াছিলেন তাহা কিছুদিন পূর্ব্বে প্রত্যাহৃত হইয়াছিল। সম্প্রতি ম্যাজিষ্ট্রেটসাহেব নাকি স্থানীয় হিন্দু গৃহস্থদিগের উপর পুনরায় এই মর্ম্মে নোটীশ জারী করিয়াছেন যে তাহাদের বাড়ীতে ১৬ বৎসর হইতে ৩৫ বৎসর বয়স্ক কোন পুরুষ যদি আসে, অথবা তাহাদের পরিবারের ঐ বয়স্ক কোন পুরুষ যদি বাড়ীতে অনুপস্থিত থাকে তবে অবিলম্বে পুলিশকে সংবাদ দিতে হইবে। ইহার অন্যথা হইলে জরিমানা বা ৬ মাস পর্য্যন্ত জেল হইতে পারে। অবশ্য বিপ্লবদমনের জন্যেই এই নোটীশ জারী হইয়াছে। মেদিনীপুর অঞ্চলে বিপ্লবিগণের জঘন্য কার্য্যের জন্য সাধারণ লোকেরা কত প্রকারে যে পুলিশের লাঞ্ছনা ভোগ করিতেছে তাহার ইয়ত্তা নাই। এই সমস্ত দেখিয়া আমাদের হিতোপদেশের কথা মনে পড়ে—

"খলঃ করোতি দুর্বৃত্তং নূনং ফলতি সাধুষু"

নির্দ্দোষ ব্যক্তিগণকে বাঁচাইয়া যদি বিপ্লবদমনের চেষ্টা হয় তাহা হইলে দেশবাসী গবর্ণমেণ্টের প্রশংসা করিবে।

চট্টগ্রামে বিপ্লবদমনের অভিনব চেষ্টা

চট্টগ্রামের ম্যাজিষ্ট্রেটসাহেব ১২ বৎসর হইতে ২৫ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত হিন্দু যুবকগণের মধ্যে ৩ রংএর কার্ড বিতরণ করিয়া বিপ্লবী দমনের চেষ্টা করিতেছেন। পূর্ব্বে ৩টী থানার এলাকায় এই ব্যবস্থা হইয়াছিল। সম্প্রতি আরও ২টী থানায় অনুরূপ ব্যবস্থা হইল। চেষ্টাটী ফলপ্রসূ হইলেই মঙ্গল।

ব্রহ্মদেশে সস্তায় জাপানী কাপড়

ব্রহ্মদেশে জলপথে আমদানী জাপানী কাপড়ের উপর শতকরা ৭৫৲ টাকা শুল্ক বসান হয়। তথাপি ব্রহ্মদেশের বাজারে জাপানী কাপড় অতীব সস্তায় বিক্রয় হইতেছে। কি করিয়া উহা সস্তায় হইতেছে তৎসম্বন্ধে শুল্ক বিভাগের কর্ত্তৃপক্ষ তদন্ত করিয়া জানিতে পারিয়াছেন যে, শুল্ক এড়াইবার জন্য জাপানী বস্ত্রের ব্যবসায়ীরা একটা ফন্দি বাহির করিয়াছে। সিঙ্গাপুর বন্দরে কোনও আমদানী শুল্ক নাই। জাপানী কাপড় প্রথমে সেই বন্দরে নামান হয়। তথা হইতে শ্যামরাজ্যে প্রেরিত হয়। সেখানে শতকরা মাত্র ৫৲ টাকা শুল্ক দিতে হয়। শ্যামরাজ্য হইতে স্থলপথে উহা মুলমেনে প্রেরিত হয়। স্থলপথে আমদানী কাপড়ের জন্য কোনও শুল্ক দিতে হয় না। জাহাজে মাল আনিলে যে খরচা পড়ে স্থলপথে তদপেক্ষা কিছু বেশী খরচা পড়ে, কিন্তু মোট মাট শতকরা ২৫ টাকার বেশী পড়ে না। ফলে আমদানী খরচা শতকরা ৪৫ টাকা বাঁচিয়া যায়।

স্থলপথে আমদানী এখন পর্য্যন্ত খুব বেশী হইতেছে না। তথাপি রেঙ্গুন সরকার এ সম্বন্ধে অবিলম্বে আইন প্রণয়নের জন্য ভারত সরকারকে অনুরোধ করিয়াছেন। কারণ আইন না করিলে জলপথে জাপানী কাপড়ের আমদানী একেবারে বন্ধ হইয়া যাইবে এবং সমস্ত কাপড় স্থলপথে আমদানী হইবে।

পুলিশের তৎপরতা

ডাকাতি করিবার অভিপ্রায়ে এক দল ডাকাত দম দম অভিমুখে অগ্রসর হইতেছে সংবাদ পাইয়া আলীপুরের গোয়েন্দা পুলিশ দুর্গাপুরের একটি পাট কলের নিকস্থ এক ঝোপের মধ্যে লুকাইয়া থাকে এবং উক্ত রাস্তা দিয়া কয়েক জন লোক যাইবার সময় তাহাদিগের গতিরোধ করে। পুলিশ তাহাদের মধ্য হিইতে ডাকাত দলের ৪ জন লোককে গ্রেপ্তার করে এবং তাহাদের নিকট হইতে ৩ খানি ছোরা ও সিঁদ কাটিবার কতকগুলি যন্ত্রপাতি হস্তগত করে।

ভারতে যৌথ কারবার

১৯৩১-৩৩ সালের হিসাব

১৯৩২ সালের এপ্রিল মাস হইতে ১৯৩৩ সালের মার্চ্চ পর্য্যন্ত যে বৎসর শেষ হইয়াছে, সেই এক বৎসরে ভারতবর্ষে মোট ৩১ কোটি মূলধন লইয়া ১২৪৭টী যৌথ কারবার রেজেষ্টারী করা হইয়াছে। আগের বৎসর ৩০ কোটি টাকা সহ ৭৬৮টি কারবার রেজেষ্টারী হইয়াছিল।

১৯৩২-৩৩ সালে নূতন কারবারের সংখ্যা শতকরা ৬২টি এবং মূলধনের পরিমাণ শতকরা ৩৲ টাকা বৃদ্ধি পাইয়াছে।

মূলধনের দিক হইতে নিম্নলিখিত কারবারগুলিতে বৃদ্ধি দেখা যায় :—

চিনির কারখানা ৬ কোটি ২৭ লক্ষ টাকা, সিগারেটের কারখানা ২ কোটি লক্ষ টাকা, সম্পত্তি পরিচালনা, জমি ও বাড়ী ১ কোটি ৫ লক্ষ টাকা. ইঞ্জিনিয়ারিং ৯৭লক্ষ টাকা আমদানী ৮৯লক্ষ টাকা।

নিম্নলিখিত কারবারগুলিতে মূলধনের হ্রাস দেখা যায় :—কাপড়ের কল ২ কোটি ৩২লক্ষ টাকা, অন্যান্য কারখানা ৮কোটি ৮২লক্ষ টাকা।

১৯৩১-৩২ এবং ১৯৩২-৩৩ সালে কোন বিষয়ে কতটি কারবার গঠিত হইয়াছে এবং মূলধন কত তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

১৯৩১-৩২

ব্যাঙ্কিং ও লোন	৮২টি	২৩৮৮৫০০০৲
বীমা	২৩৩	২৯৫১৩০০০
যানবাহন	৩০	৬৭৬৬০০০৲
ট্রেডিং	৩১০	১৬১৫৮৭০০০
কল	৪৩	৪৮৫১৮০০০
চা বাগান প্রভৃতি	৬	৯৫৫০০০
খনি	৮	৬৩৬৬০০০
সম্পত্তি, জমি, গৃহনির্ম্মাণ	৭	৯২৪০০০
চিনি	১৫	১৪৪০০০০০
হোটেল, থিয়েটারাদি	২৮	৬৪২৫০০
অন্যান্য		৪২১০০০
মোট	৭৬৮টী	২৯৯৭৬১৭০০৲

১৯৩২-৩৩

ব্যাঙ্কিং ও লোন	৯৬টী	৩৩৬০১০০০৲
বীমা	৫৫৩	৩১৪৫৭০০০৲
যানবাহন	২৪	৩৫৬৫০০০৲
ট্রেডিং	৩৯৬	১০৮১৬২০০০৲
কল	৩২	২৪৭৭০০০০৲
চা-বাগান	৯	৪.৭৩০০০৲
খনি	৬	৬৯৬০০০০৲
চিনি	৬৪	৭৭০৮০০০০৲
হোটেলাদি	৪১	৮২০৭০০০৲
অন্যান্য	১১	৫৮১০০০৲
মোট	১২৪৭টী	৩০৯৯৮৮০

বাঙ্গালার আর্থিক অবস্থা

(১)

শাসন-সংস্কার ও বাঙ্গালার আর্থিক অবস্থা

এবার বৃটিশ পার্লামেণ্ট ভারতে শাসনসংস্কারের যে প্রস্তাব করিয়াছেন, তাহাতে বাঙ্গালার আর্থিক অবস্থা কিরূপ হইবে, তাহা বুঝিতে হইলে বৃটিশ সরকার—ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর নিকট হইতে—শাসনের ভার ও দায়িত্ব গ্রহণ করার সময় হইতে ভারত সরকারের সহিত প্রাদেশিক সরকার সমূহের আর্থিক সম্বন্ধ কিরূপে ক্রমে ক্রমে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, তাহা জানা প্রয়োজন। সেই জন্য প্রথমে সেই ক্রমপরিবর্ত্তনের ইতিহাস যথাসম্ভব সংক্ষেপে প্রদত্ত হইতেছে।

সব আয় কেন্দ্রীভূত

প্রথমে ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে ও তাহার পর ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে যে ভারত শাসন আইন বিধিবদ্ধ হয়, তাহাতে সরকারের আয়-ব্যয়ের উপর ভারত সরকারেরই সম্পূর্ণ কর্ত্তৃত্ব ছিল ; কারণ, সব আয়ই ভারত সরকারের ও ভারত সরকারের ব্যয়নির্ব্বাহার্থ বলিয়া বিবেচিত হইত। প্রাদেশিক সরকারগুলির নিজ নিজ প্রদেশে আয়-ব্যয়ের সম্বন্ধে কোনরূপ কর্ত্তৃত্ব বা দায়িত্ব ছিল না বলিলেই হয়। ভারত সরকার সর্ব্ববিধ ব্যয় নিয়ন্ত্রিত করিতেন এবং যে কোন বেতনে সরকারী কর্ম্মচারী নিয়োগ করিতে হইলে সেই সরকারের অনুমতি প্রয়োজন হইত। এমন কি, অতি সামান্য স্থানীয় কাজের জন্য অর্থ দিতে হইলেও সে জন্য ঐরূপ অনুমতি লইতে হইত।

পূর্ব্বোক্ত ব্যবস্থার ত্রুটী

ক্রমে এইরূপ ব্যবস্থায় শাসনকার্য্য পরিচালিত করিবার অসুবিধা অনুভূত হইতে লাগিল ; বুঝিতে পারা গেল, ভারত সরকার যে দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছেন, তাহা সম্পূর্ণরূপে পালন করা অসম্ভব। প্রত্যেক প্রদেশ ভিন্ন ভিন্ন বিভাগের জন্য আবশ্যক ব্যয়ের বিবরণ ও হিসাব দাখিল করিলে ভারত সরকার তাহা দেখিয়া ব্যয় মঞ্জুর করিয়া টাকা দিতেন। কাজেই স্বীয় প্রয়োজন অত্যন্ত অধিক বুঝাইয়া প্রত্যেক সরকার যথাসম্ভব অধিক টাকা পাইবার চেষ্টা করিতেন এবং দূরস্থ ভারত সরকারও স্থানীয় অবস্থায় অজ্ঞতাহেতু প্রাদেশিক সরকারের হিসাব পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা করিয়া কর্ত্তব্য স্থির করিতে পারিতেন না। সকল প্রদেশই অধিক টাকা পাইবার চেষ্টা করিতেন এবং যে সরকার যত অধিক দাবি জানাইতে পারিতেন, সে সরকার তত অধিক টাকা পাইতেন।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

নদীয়া-প্রকাশ

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক
—পারমার্থিক পত্র—
শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশ-
তনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনম্,
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং
প্রেমা পুমর্থো মহান্,
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং
তত্রাদরো নঃ পরঃ॥

৮ম বর্ষ } ৬ই দামোদর গৌরাব্দ ৪৪৭, ২৩শে আশ্বিন বঙ্গাব্দ ১৩৪০, ৯ই অক্টোবর ইং ১৯৩৩, সোমবার ১৮২তম সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

গত ১২ই সেপ্টেম্বর কতিপয় বিশিষ্ট ভদ্রলোক মান্দ্রাজ গৌড়ীয়মঠে আসিয়া মঠাধ্যক্ষ প্রভুর নিকট তাঁহাদের গৃহে শুদ্ধ কৃষ্ণভক্তের কীর্ত্তন-শ্রবণেচ্ছা জ্ঞাপন করেন। তাঁহাদের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধে শ্রীপাদ জগদানন্দ ভক্তিবিকাশ প্রভু শ্রীগৌরাঙ্গপ্রপন্ন ব্রহ্মচারীজিকে সঙ্গে লইয়া বেলা ৪ ঘটিকার সময় তথায় গমন করেন। বহু বিশিষ্ট লোক তাঁহাদিগকে মাল্যচন্দনাদিদ্বারা ভূষিত করেন। তৎপর শ্রীপাদ জগদানন্দপ্রভুর মৃদঙ্গ গায়কত্বে প্রায় তিন ঘণ্টা ধরিয়া মহামন্ত্র কীর্ত্তন হয়। তাঁহার স্বভাবসুলভ কীর্ত্তন শ্রবণে শ্রোতৃবৃন্দ অতিশয় আনন্দ প্রকাশ করেন।

গত ১৭ই সেপ্টেম্বর রবিবার আচার্য্য শ্রীপাদ কৃষ্ণানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী মহোদয় মান্দ্রাজ গৌড়ীয়মঠের শ্রীকৃষ্ণহলে "মহাপ্রভুর দাক্ষিণাত্য ভ্রমণের উদ্দেশ্য" শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে পাঠ করিয়া ইংরাজী ভাষায় ব্যাখ্যা করেন। তাঁহার ব্যাখ্যা শ্রবণ করিয়া শ্রোতৃবৃন্দ বিশেষ আনন্দ লাভ করেন।

বিগত ৫ই আশ্বিন বৃহস্পতিবার শ্রীশ্রী-ভক্তিসিদ্ধান্তবাণীসেবকসমিতির সাপ্তাহিক অধিবেশনে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও কীর্ত্তন হইয়াছে। এই দিনে প্রথমতঃ প্রবল ঝঞ্ঝাবাতের উৎপাত ছিল। কিন্তু ভগবদিচ্ছায় অল্পক্ষণ পরেই আকাশ মেঘমুক্ত হওয়ায় হরিকথা শ্রবণ-কীর্ত্তনের অন্তরায় অপসারিত হইল। অবশ্য দূরের অনেকেই উপস্থিত হইতে পারেন নাই।

লোকসকল যেরূপ রাজা দর্শন করিয়া ও ইন্দ্রাদির কথা শ্রবণ করিয়া উহাদিগের রূপ মনে মনে ভাবনা করিতে করিতে জাগ্রত অবস্থাতেই মনের দ্বারা দৃষ্ট বা স্বপ্নদেহ প্রাপ্ত হইয়া জাগ্রতাবস্থার স্বাভাবিক দেহ বিস্মৃত হইয়া যায় এবং স্বপ্নেও ঐরূপ প্রত্যক্ষ করে, তদ্রূপ জীবগণও স্বকর্ম্ম-বশীভূত হইয়া কর্ম্মানুসারে দেহান্তর প্রাপ্ত হয় ও পূর্ব্বদেহ পরিত্যাগ করে। ইহাকেই 'মৃত্যু' বা 'ইহলোক ত্যাগ' বলে।

দেহের পঞ্চত্ব-প্রাপ্তি কালে বিকারাত্মক চঞ্চল মন, ফলাভিমুখী কর্ম্মদ্বারা প্রেরিত হইয়া মায়া কর্ত্তৃক নানা দেহরূপে বিরচিত পঞ্চভূতগণের মধ্যে, যে যে দেহের প্রতি ধাবিত হয়, মনোধর্ম্মের বশীভূত জীব সেই সেই দেহ ও মনকেই "আমি" বুদ্ধি করিয়া দেহান্তর গ্রহণ করে। গীতায়, "যং যং বাপি স্মরন্ ভবং ত্যজত্যন্তে কলেবরম্" শ্লোকও তাহার সমর্থন করিতেছেন।

গত ৪ঠা অক্টোবর সন্ধ্যারাত্রিক ও সংকীর্ত্তনাদির পর শ্রীগৌড়ীয়মঠের অবিদ্যা-হরণ নাট্যমন্দিরে মহোপদেশক অধ্যাপক আচার্য্য শ্রীপাদ যদুবর দাসাধিকারী ভক্তি-শাস্ত্রী প্রভু শ্রীমদ্ভাগবত ৫ম স্কন্ধ হইতে "রাজা প্রাচীনবর্হির প্রতি শ্রীনারদ গোস্বামীর উপদেশ" পাঠ করিয়াছেন।

পাঠের মর্ম্মার্থ এই যে, বেদের প্রকৃত তাৎপর্য্য কর্ম্ম ও যাগযজ্ঞাদি নহে। সমগ্র বেদের প্রতিপাদ্য বিষয় শ্রীভগবৎসেবা; সেই সেবার কথা যিনি সম্যক্ জানেন, তিনিই শ্রীগুরুদেব। কর্ম্মজড় স্মার্ত্ত বা বৈদিক কর্ম্মী, কর্ম্মত্যাগী জ্ঞানী অথবা যোগী ইহারা কেহই ত্রিগুণাত্মিকা-মায়ার গণ্ডী পার হইতে পারে না। কারণ ইহাদের সাধনও কর্ম্ম-জড় দেহমনকে আশ্রয় করিয়াই প্রবৃত্ত। সুতরাং ভগবত্তত্ত্ব সম্বন্ধে ইহারা অজ্ঞ। একমাত্র ভক্তিপথাবলম্বী আত্মতত্ত্বজ্ঞ কৃষ্ণ-প্রেষ্ঠ শ্রীগুরুদেবের ঐকান্তিক আনুগত্য ব্যতীত মায়ার রাজ্য অতিক্রমপূর্ব্বক বিরজার পরপারস্থিত পরব্যোমপতির সন্ধান পাওয়া সুদুষ্কর।

প্রাচীনবর্হি আত্ম-মঙ্গলেচ্ছু হইয়া নারদ মুনিকে পরিপ্রশ্ন করিয়া যজ্ঞাদির নিরর্থকতা উপলব্ধি করিয়াও নারদোক্ত ভক্তিপথ অবলম্বন করিতে ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন। বুঝিয়াও সৎপথ অবলম্বন না করা বদ্ধজীবের স্বভাব; ইহাই তাহার মায়াগ্রস্ততার প্রত্যক্ষ প্রমাণ। রাজা ভাবিতেছিলেন— অন্ততঃ পুত্রের উপরে রাজ্যভার দিয়া ও স্ত্রীপুত্রাদির জন্য একটা সুবন্দোবস্ত করিয়া তিনি হরিভজন করিবেন। কিন্তু "সব সমাপিয়া ভজিব তোমায়, এ আশা বিফল মোর।" নারদ গোস্বামী তখন একটী রমণ-সুখাভিলাষী হরিণের উপখ্যান বলিলেন। মৃগটী এক পুষ্পকুঞ্জে ভ্রমরের গুন্ গুন্ শব্দ শুনিতে শুনিতে নিজেকে ভুলিয়া হরিণীতে আসক্ত হইয়া পড়িয়াছিল। সম্মুখে রক্ত-লোলুপ ব্যাঘ্রের প্রতিও তাহার দৃক্‌পাত ছিল না। পশ্চাৎ হইতে এক ব্যাধ তাহাকে বাণবিদ্ধ করিল।

বালিয়াটী গদাইগৌরাঙ্গ মঠের শ্রীমধ্বা-বির্ভাব উৎসবের বিবরণ সম্বন্ধে যাহা ১৮১ সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছেন, তাহার অব-শিষ্টাংশ নিম্নে প্রকাশিত হইল।

লোকশিক্ষক শ্রীমন্মহাপ্রভু স্বয়ং ভগবান্ হইয়াও শুদ্ধ সম্প্রদায় স্বীকার পূর্ব্বক গুরুকরণ ও দীক্ষাগ্রহণ লীলার-অভিনয় প্রদর্শন করিয়াছেন। এই সকল বিষয়গুলি প্রাঞ্জল ভাষায় বর্ণনান্তে শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের সংক্ষিপ্ত জীবনী বর্ণিত হয়। তৎপর মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তনান্তে সমাগত বহু ব্যক্তিকে বিচিত্রতাপূর্ণ চতুর্ব্বিধরসসমন্বিত মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়, বহু ভদ্রমহোদয় ও মহিলাগণ এই উৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন।

শ্রীমধ্বাচার্য্য

আনন্দতীর্থনামা সুখময়ধামা যতির্জীয়াৎ।
সংসারার্ণবতরণীং যমিহ জনাঃ কীর্ত্তয়ন্তি বুধাঃ॥

শ্রীমধ্বাচার্য্যের অপর নাম পূর্ণপ্রজ্ঞ এবং শৈশবকালে ইঁহার পিতৃদত্ত নাম ছিল — বাসুদেব। উড়ুপীক্ষেত্রের নিকটবর্ত্তী পাপনাশিনী নদীর তীরে পাজকাক্ষেত্রে বা পরশুরামক্ষেত্রে ন্যূনাধিক ৬৯৬ বৎসর পূর্ব্বে ৪৩৩৯ কল্যব্দে ইনি আবির্ভূত হয়েন। শ্রীমন্ মধ্বাচার্য্যের পিতার নাম নারায়ণ ভট্ট; মাতা— বেদবতী কথিত আছে যে, ইঁহাদের সন্তান-সকল দীর্ঘায়ু বিশিষ্ট না হওয়ায় পুত্রসুখে বঞ্চিত হইয়া এই ব্রাহ্মণ-দম্পতী অমর-পুত্র-প্রাপ্তি-কামনায় দ্বাদশ বৎসর কাল যাবৎ দুগ্ধমাত্র পান করিয়া অতীব কঠোর তপস্যা করিয়াছিলেন। শ্রীশেষশায়ী ভগবান্ ইঁহাদের প্রতি তুষ্ট হইয়া শ্রীমধ্বাচার্য্যকে ইঁহাদের পুত্ররূপে প্রেরণ করেন, ইনি বায়ুর অবতার; ন্যূনাধিক ৮০ বৎসর কাল প্রকট থাকিয়া ইনি কৃষ্ণ-ভক্তির কথা প্রচার করেন। ইনি শুদ্ধাদ্বৈতমতের প্রচারক ছিলেন। ইহা বেদান্তমত। ইনি শ্রীকৃষ্ণের বালগোপাল মূর্ত্তির উপাসক ছিলেন। ইঁহার বিস্তৃত জীবনী ৬ষ্ঠ বর্ষের গৌড়ীয়পত্রিকার বিভিন্ন সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

৬ দামোদর, সর্ব্বশিব সঙ্কর্ষণ

মহাপ্রভু ও বল্লভ ভট্ট

(৩)

পুরীতে মিলন

"দিগ্বিজয় করিব", —বিদ্যার কার্য্য নহে।
ঈশ্বরে ভজিলে, সেই বিদ্যা 'সত্য' কহে॥"
—চৈতন্যভাগবত

রথযাত্রা আগতপ্রায়; রথযাত্রা উপলক্ষ্য করিয়া মহাপ্রভুর পাদপদ্ম দর্শনাভিলাষে গৌড়ীয় ভক্তগণ নীলাচলে আগমন করিয়াছেন। এবার শ্রীবল্লভ-ভট্টও আসিয়া মহাপ্রভুর পাদপদ্ম বন্দন করিলেন। মহাপ্রভু শ্রীভট্টকে বৈষ্ণব-বুদ্ধিতে আলিঙ্গন করিলেন এবং সম্মানের সহিত নিকটে উপবেশন করাইলেন। শ্রীবল্লভ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর নিকট নিবেদন করিতে লাগিলেন—

বহুদিন মনোরথ তোমা দেখিবারে।
জগন্নাথ পূর্ণ কৈলা, দেখিলু তোমারে।
তোমার দর্শন যে পায়, সেই ভাগ্যবান্।
তোমাকে দেখিয়ে যেন সাক্ষাৎ ভগবান্॥
তোমারে যে স্মরণ করে সে হয় পবিত্র।
দর্শনে পবিত্র হ'বে ইথে কি বিচিত্র?
যেষাং সংস্মরণাৎ পুংসাং সদ্যঃ শুদ্ধ্যন্তি
বৈ গৃহাঃ।
কিং পুনর্দর্শনস্পর্শপাদশৌচাসনাদিভিঃ॥
—ভাঃ ১।১৯।৩৩

(যাঁহাদের স্মরণমাত্রে মনুষ্যের গৃহসকল পবিত্র হয়, তাঁহাদিগের দর্শন, স্পর্শ, পাদধৌত ও আসনাদি প্রদান-দ্বারা কত লাভ হয় বলা যায় না)।

কলিকালের ধর্ম্ম—কৃষ্ণনামসঙ্কীর্ত্তন।
কৃষ্ণ-শক্তি বিনা নহে তার প্রবর্ত্তন॥
তাহা প্রবর্ত্তাইলা তুমি - এই ত 'প্রমাণ'।
কৃষ্ণশক্তি ধর তুমি—ইথে নাহি আন॥
জগতে করিলা তুমি কৃষ্ণনাম প্রকাশে।
যেই তোমা দেখে সেই কৃষ্ণপ্রেমে ভাসে॥
প্রেম পরকাশ নহে কৃষ্ণশক্তি বিনে।
'কৃষ্ণ'— এক প্রেমদাতা, শাস্ত্র-প্রমাণে॥
"সন্ত্ববতারা বহবঃ পঙ্কজনাভস্য সর্ব্বতোভদ্রাঃ।
কৃষ্ণাদন্যঃ কো বা লতাস্বপি প্রেমদো
ভবতি॥"
—বিল্বমঙ্গলবাক্য

(ভগবান্ পঙ্কজনাভের অনেক মঙ্গলময় অবতার হউন না কেন, কৃষ্ণব্যতীত লতা অর্থাৎ আশ্রিতজনের প্রেমদাতা আর কে আছেন।)

আমাদিগকে কেহ প্রশংসা করিলে আমরা আনন্দে আত্মহারা হই এবং প্রশংসাকারিগণের গুণগ্রাম শতমুখে কীর্ত্তন করিতে থাকি। তাহাতে প্রশংসাকারিগণের বা আমাদের প্রকৃত মঙ্গল কিছু হয় কিনা তাহা বিচার করিবার ধৈর্য্য আমাদের নাই। তদ্বিষয়ে চিন্তা করিবার শক্তিও অতি অল্পসংখ্যক ব্যক্তিরই আছে। কিন্তু অন্তর্যামীর নিকট মনের ভাব গোপন করা যায় না। তিনি সর্ব্বমঙ্গলময় বলিয়া স্তুতিকারীর অন্তরের গর্ব্বও কৌশলে প্রকাশ করিয়া তাহার মঙ্গল বিধান করিয়া থাকেন।

শ্রীবল্লভ ভট্ট যে-সকল বাক্যে মহাপ্রভুর স্তুতি করিলেন, তাহাতে অতিরঞ্জিত কিছুই নাই। তাঁহার বাক্যে মহাপ্রভুর তত্ত্ব প্রকাশিত হওয়ায় তিনি প্রশংসার পাত্র কিন্তু তাঁহার অন্তরে এই অভিমান বিরাজ করিতেছিল যে, তাঁহার মত শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণব আর কেহ নাই, তিনি ভক্তিসিদ্ধান্তে পারঙ্গত এবং ভাগবত অতি উত্তমরূপে ব্যাখ্যা করিতে পারেন। তাই অন্তর্যামী শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু প্রত্যুত্তরে শ্রীবল্লভের প্রশংসা না করিয়া তাঁহার অন্তঃকরণ-শুদ্ধির নিমিত্ত এক কৌশল জাল বিস্তার করিলেন। নিজে তৃণাদপি সুনীচ ভাবে নিজকে মায়াবাদী সন্ন্যাসী বলিয়া বর্ণন করিয়া পার্ষদগণের গুণগ্রাম কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন।

মহাবিষ্ণু শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য

মহাপ্রভু প্রথমেই শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর স্তুতি করিয়া বলিতে লাগিলেন—"ইনি সাক্ষাৎ মহাবিষ্ণুর অবতার। ইঁহার সঙ্গ-প্রভাবে আমার মন নির্ম্মল হইয়াছে। সর্ব্ব-শাস্ত্রের কৃষ্ণভক্তিপর ব্যাখ্যায় ইনি অদ্বিতীয় বলিয়া ইঁহার নাম 'অদ্বৈত' হইয়াছে। ইঁহার কৃপায় ম্লেচ্ছেরও কৃষ্ণভক্তি লাভ হয়। জগতে এমন কেহ নাই যিনি ইঁহার বৈষ্ণবতা-শক্তি বর্ণন করিয়া শেষ করিতে পারে

শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু

"অবধূত শ্রীনিত্যানন্দ সাক্ষাৎ শ্রীবলদেব সুতরাং প্রভুর স্বরূপ-প্রকাশ হইয়াও সর্ব্বদা কৃষ্ণপ্রেমসিন্ধুতে নিমজ্জমান। কৃষ্ণভক্তি শিক্ষা প্রদানের নিমিত্তই তাঁহার জগতে আবির্ভাব।

শ্রীবাসুদেব সার্ব্বভৌম

"শ্রীবাসুদেব ভট্টাচার্য্য সার্ব্বভৌম মহাশয় ষড়্-দর্শনে বিশেষ পারদর্শী। তিনি এই যুগে জগদ্‌গুরু ও ভাগবতোত্তম। এই ভাগবতবরের কৃপায় আমি কৃষ্ণভক্তিযোগ শিক্ষা করিলাম।

শ্রীরামানন্দ রায়

"শ্রীরামানন্দ রায় রসিকেন্দ্র-মুকুট মৌলি। শ্রীকৃষ্ণই স্বয়ং ভগবান্ এইটী সম্বন্ধ তত্ত্ব, কৃষ্ণভক্তিই—অভিধেয় এবং শ্রীকৃষ্ণপ্রেমই প্রয়োজনীয় তত্ত্ব। শ্রীরাম-রায় এই সম্বন্ধ, অভিধেয়, প্রয়োজন ও রসতত্ত্ব-বেত্তা। শ্রীরামানন্দের ভাণ্ডারেই যাবতীয় পরমার্থ-তত্ত্ব সংরক্ষিত হইয়াছে। তাঁহার কৃপায় জানিতে পারিয়াছি যে, ঐশ্বর্য্যজ্ঞানে ব্রজেন্দ্রকুমার শ্যামসুন্দরের দর্শন লাভ করা যায় না। নারায়ণ-বক্ষবিলাসিনী শ্রীলক্ষ্মী দেবীও শ্রীকৃষ্ণের দর্শন লাভ করিতে পারেন নাই। শ্রীরাম-রায়ের কৃপায়ই ব্রজের শুদ্ধা রাগাত্মিকা ভক্তির কথা জানিতে পারিয়াছি। তাঁহার নিকট হইতেই ব্রজবাসিগণের শুদ্ধ সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর-রসের তত্ত্ব অবগত হইয়াছি।

শ্রীস্বরূপ দামোদর

"স্বরূপদামোদর—প্রেমরস-বিগ্রহ। তিনি গোপীতত্ত্বমাহাত্ম্যবেত্তা ও ব্রজমাধুর্য্যরস-তত্ত্বাচার্য্য। তাঁহার নিকট আমরা অবগত হইতে পারি —

'শুদ্ধপ্রেম' ব্রজদেবীর কামগন্ধহীন।
'কৃষ্ণসুখ-তাৎপর্য্য'—এই তার চিহ্ন॥

গোপীগণের নিম্নলিখিত উক্তি হইতে তাঁহাদের কৃষ্ণসুখবাঞ্ছা প্রস্ফুটিত হইয়াছে

যত্তে সুজাতচরণাম্বুরুহং স্তনেষু
ভীতাঃ শনৈঃ প্রিয় দধীমহি কর্কশেষু।
তেনাটবীমটসি তদ্ব্যথতে ন কিং স্বিৎ
কূর্পাদিভির্ভ্রমতি ধীর্ভবদায়ুষাং নঃ॥
(ভাঃ ১০।৩১।১৯)

গোপীগণ বলিতেছেন—হে প্রিয়, তোমার সুকোমল চরণ-কমল আমাদের কর্কশ স্তনে ধীরে ধীরে ধারণ করি; সেই চরণ দ্বারা তুমি এখন বনভ্রমণ করিতেছ, তাহা সূক্ষ্ম-পাষাণাদি-দ্বারা ক্ষত হওয়ায় অবশ্য ব্যথিত হইতেছে। সুতরাং আমাদের জীবন-স্বরূপ তুমি, তোমার বিষয় চিন্তা করিয়া আমাদের চিত্ত অস্থির হইতেছে।

গোপীগণের প্রেম এই প্রকার কৃষ্ণসুখতাৎপর্য্যপর বলিয়াই শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং তাঁহাদের মাহাত্ম্য বর্ণনপূর্ব্বক নিজকে তাঁহাদের নিকট ঋণী জ্ঞান করিয়াছেন। যথা—

ন পারয়েঽহং নিরবদ্যসংযুজাং
স্বসাধুকৃত্যং বিবুধায়ুষাপি বঃ।
যা মাভজন্ দুর্জয়গেহশৃঙ্খলাঃ
সংবৃশ্চ্য তদ্বঃ প্রতিযাতু সাধুনা॥
(ভাঃ ১০।৩২।১৭)

শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন—হে গোপীগণ, আমার সহিত তোমাদের সংযোগ নির্ম্মল, বহু জীবনেও আমি নিজ সংকারদ্বারা তোমাদের প্রতি কর্ত্তব্যানুষ্ঠান করিতে পারিব না, কারণ তোমরা অতি কঠিন সংসার-শৃঙ্খল সম্পূর্ণরূপে ছেদন করিয়া আমাকে অন্বেষণ করিয়াছ। আমি তোমাদের ঋণ শোধ করিতে অক্ষম। অতএব তোমরা নিজ-কর্ম্মদ্বারাই পরিতুষ্ট হও।

শুদ্ধভক্ত-জগতে উদ্ধবের স্থান অতি উচ্চে; অন্যের কথা কি, তিনিও শ্রীগোপী-পদধূলি প্রার্থনা করেন। এই সকল সিদ্ধান্ত-সার স্বরূপ-দামোদর হইতে জানা যায়।

শ্রীল হরিদাস ঠাকুর

"এখন নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের মহিমা যৎকিঞ্চিৎ বর্ণন করিতেছি। তিনি প্রত্যহ তিন লক্ষ হরিনাম গ্রহণ করেন। আমি তাঁহার নিকটই নামের মহিমা অবগত হইয়াছি। শ্রীনাম যে কি-প্রকার কৃপাময় আমি তাহা হরিদাসের কৃপাই হৃদয়ঙ্গম করিয়াছি। তাঁহার নিকট জানিতে পারিয়াছি—

নাম চিন্তামণিঃ কৃষ্ণশ্চৈতন্যরসবিগ্রহঃ।
পূর্ণঃ শুদ্ধো নিত্যমুক্তোঽভিন্নত্বান্নাম-
নামিনোঃ॥

শ্রীকৃষ্ণনাম—চিৎস্বরূপ; তাহা—পূর্ণ অর্থাৎ মায়িক-বস্তুর ন্যায় আবদ্ধ ও খণ্ড নহে, তাহা—শুদ্ধ অর্থাৎ মায়ামিশ্র নহে, তাহা—নিত্যমুক্ত অর্থাৎ সর্ব্বদা চিন্ময়, কখনও জড়-সম্বন্ধে আবদ্ধ হয় না; কারণ নাম ও নামীর স্বরূপে কোনও ভেদ নাই।'

অন্যান্য গৌড়ীয়গণ

মহাপ্রভু পূর্ব্বোক্ত স্ব-পার্ষদগণের মহিমা বর্ণন করিয়া ক্রমে ক্রমে আচার্য্যরত্ন, আচার্য্য-নিধি, পণ্ডিত গদাধর, জগদানন্দ, দামোদর, শঙ্কর, বক্রেশ্বর, কাশীশ্বর, মুকুন্দ, বাসুদেব, মুরারী প্রমুখ স্বভক্তগণের জগতে কৃষ্ণ-নাম-প্রেম-বিতরণ-বার্ত্তা বর্ণনা করিলেন।

পাঠকগণকে বোধ হয় বলিয়া দিতে হইবে না যে, গৌড়ীয়গণ শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর হইতেই শ্রীকৃষ্ণনাম-প্রেমের খনি প্রাপ্ত হইয়াছেন; শ্রীভগবান্ সর্ব্বদাই স্বীয় নিষ্কপট ভক্তগণের মহিমা-বর্ণনে সহস্রবদন। তাই তিনি শ্রীবল্লভের নিকট তাঁহাদের মহিমা কীর্ত্তন করিলেন।

"এক কার্য্যে করেন প্রভু কার্য্য পাঁচ সাত।"

মহাপ্রভুর শ্রীমুখের বর্ণনাতে জগৎ তাঁহার ভক্তের মহিমা জানিতে পারিতেছেন। আর শ্রীবল্লভেরও প্রভূত উপকার হইল। তিনি ভাবিয়াছিলেন, তিনি যখন তিনবার দিগ্বিজয় করিয়াছেন, তখন তাঁহার ন্যায় শাস্ত্রজ্ঞ বা ভক্তিমান্ বিশ্ব-মাঝে আর কেহই নাই। মহাপ্রভু তাঁহাকে কৌশলে শিক্ষা দিলেন —

"দিগ্বিজয় করিব",—বিদ্যার কার্য্য নহে।
ঈশ্বরে ভজিলে, সেই বিদ্যা 'সত্য' কহে॥
সেই সে বিদ্যার ফল জানিহ নিশ্চয়।
কৃষ্ণ-পাদপদ্মে যদি চিত্তবিত্ত রয়॥"

গৌরভক্তগণের মহিমা-শ্রবণে শ্রীবল্লভের গর্ব্ব দূরীভূত হইল। তিনি জানিতে পারিলেন, জন্ম, ঐশ্বর্য্য, শ্রুত, শ্রী—এই অভিমান-চতুষ্টয়ে আবদ্ধ থাকিলে মানব কৃষ্ণভক্তি লাভ করিতে পারে না। শাস্ত্র পড়িলেই ভক্তি লাভ করিতে পারা যায় না। শুদ্ধভক্তি লাভ করিতে হইলে যাবতীয় অহঙ্কার বিসর্জ্জন দিয়া একান্তভাবে আচার্য্য-চরণে শরণ গ্রহণ করিতে হয়।

শ্রীবল্লভের বৈষ্ণব-সেবা

শ্রীবল্লভ ঐসকল গৌরভক্তগণের মহিমা শ্রবণ করিয়া তাঁহাদের সহিত মিলিত হইবার জন্য ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। মহাপ্র

উত্তরে বলিলেন তাঁহাদের বিভিন্ন স্থানে বাড়ী, সম্প্রতি তাঁহারা জগন্নাথ-দর্শনে আসিয়াছেন। আপনার বাসনা শীঘ্রই পূর্ণ হইবে।" একদিন ভট্টকে সকল ভক্তের সহিত মিলিত করিয়া মহাপ্রভু তাঁহার প্রার্থনা পূর্ণ করিলেন।

বৈষ্ণবের তেজ দেখি' ভট্টের চমৎকার।
তাঁ-সবার আগে ভট্ট খদ্যোত-আকার॥

শ্রীবল্লভ প্রচুর মহাপ্রসাদ আনাইয়া মহাপ্রভু ও তাঁহার ভক্তগণকে নিবেদন করিলেন।

প্রসাদ পায় বৈষ্ণবগণ, বলে 'হরি' 'হরি'।
হরিধ্বনি উঠিল সব ব্রহ্মাণ্ড ভরি'॥

বৈষ্ণবগণের প্রসাদ-সম্মানান্তে শ্রীভট্ট সকলকেই মালাচন্দনাদি দ্বারা পূজা করিলেন। তাঁহার জীবন সার্থক হইল। তিনি আনন্দ-সাগরে ভাসমান হইলেন।

পরমদয়াল প্রাণের নিতাই

[শ্রীযুক্ত গৌরানুগ্রহ ব্রহ্মচারী]

(২)

আজ সে আকুল আবেগে শৈলাগতা খর-স্রোতা তটিনীর ন্যায় সকল বাধা-বিপত্তিকে উল্লঙ্ঘন করিয়া ছুটিয়া চলিয়াছে ঐ পরমার্থ-মধুপূর্ণ শ্রীপাদপদ্মে! আজ সে নক্রমকরের দংশনে বিষের জ্বালায় জর জর, মায়াকুহকীর কুহকে প্রতারিত, আর কি তার বিলম্ব সয় গো! যে বিষম বিষের জ্বালায় সে একদিন অকৃত্রিম আর্ত্তস্বরে ত্রাহি ত্রাহি ডাকে দিঙ্মণ্ডল প্রকম্পিত করিয়াছিল সেই বিষম বিষজ্বালা—সে বেশ বুঝিয়াছে—জগতের কোন কর্ম্মী, জ্ঞানী বা যোগী নির্ব্বাপিত করিতে পারিবে না। এ বিষম বিষের জ্বালার কবল হইতে জীব বিরজার পরপারস্থ ব্রহ্মলোকে যাইয়াও নিস্তার পায় না। তাই কি জানি কোন্ পুঞ্জীভূত সুকৃতির ফলে সে আজ স্থির বুঝিয়াছে যে যথার্থ অভয়, নিত্যশান্তি ঐ সর্ব্বশুভ-দ শ্রীপাদপদ্মে।

ওগো, কে তুমি দিবাকর-কিরণ-সম আলোকরাশি ছড়াইয়া এই মর্ত্ত জগতে সদা-সন্তপ্ত জীবোদ্ধারার্থ অজর, অমর, অমৃতবাণী লইয়া, কালাতীত, মায়াতীত-নিত্য শান্তি-ধাম হইতে অবতরণ করিলে ওগো! আমি যে, বড় দীন হীন অবস্থায় প্রাণঘাতী দস্যুদের সাথে বাস করিতেছি! আমি তাদের পদ-লেহনকারী কুক্কুরের মত সকল হুকুম তামিল করিয়াও তাদের কঠোর-করে অবিরত উৎপীড়নে একান্ত জর্জ্জরিত! এই দস্যুর দেশে আমার আত্মীয় কেহ নাই। এখানে যাহারা আমার জড়দেহ-সম্বন্ধীয় বান্ধব নামধারী, তাহারা আমাকে সর্ব্বদা কলুর বলদের মত আমার জ্ঞান-চক্ষুকে আবৃত করিয়া তাদের দেহ-পোষণের জন্য আমাকে গাভীর ন্যায় দোহন করিতেছে।

কে তুমি পরমদয়াল, জীব-বৎসল, পর-দুঃখে কাতর প্রভো! অহো! এবার আমি তোমায় চিনেছি। তোমার ঐ প্রেম ঢল ঢল কমলনয়নের ভ্রূভঙ্গিতেই আমি বুঝিয়াছি যে, তুমি আমার কোটি কোটি জন্মের সুকৃতির ফলে আমার মত দীনহীনের দুয়ারে অমূল্য রতন বিনামূল্যে দান করিবার তরে আসিয়াছ। তোমার এধন মায়া-কুহকিনীর আপাত-প্রতীয়মান ধনের ন্যায় ক্ষণ ভঙ্গুর নহে, তুমি যে ধনের মালিক সে ধন নিত্য, শুদ্ধ, পূর্ণ এবং অন্তরের অন্তরতম প্রদেশের চিরবাঞ্ছিত। যাহা নিত্য পাবার আশে অনন্ত-কোটী জীব অনাদিকাল হইতে নানা যোনিতে ভ্রমণ করিতেছে এ নিশ্চয়ই সেই সারাৎসার বস্তু, পঞ্চম পুরুষার্থ, জগজ্জীবের নিত্যানন্দ-দাতা, কৃষ্ণপ্রেম! আর তুমি সেই মায়াতীত বৈকুণ্ঠ-লোকের পরমপুরুষ শ্রীরাধারমণের অভেদাত্মক নিত্য-সহচর পরমদয়াল প্রাণের নিতাই, ভব-বন্ধনে আবদ্ধ জীবের নিকট তুমি রক্তমাংস-সমন্বিত মনুষ্য-আকারে প্রতীয়মান হইলেও তুমি যে চিৎ দেহ-বিশিষ্ট, সকল জীবের ত্রাণ-কর্ত্তা, অসাধনের ধন, আচণ্ডালে প্রেম-প্রদাতা প্রাণের নিতাই তাহা আমি মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি করিয়াছি। তোমাকে জানিবার একমাত্র পন্থা তোমার শরণাগত হওয়া। বর্ত্তমান তথাকথিত সভ্য জগৎ স্ব-স্ব ক্ষুদ্র-সীমা-বিশিষ্ট ভগবদ্-বিমুখ জ্ঞানদ্বারা তোমাকে বুঝিতে যাইয়া বঞ্চিত হয়। তুমি "উৎকলে পুরুষোত্তমাৎ" এই ভবিষ্যদ্-বাণী সংরক্ষণেচ্ছায় জীবের শোক, মোহ, ভয় অপনোদনার্থে শ্রীগৌরসুন্দরের অন্ত্যলীলাস্থলী শ্রীপুরুষোত্তম-ক্ষেত্রে ভক্ত ভগবানের অভিন্নাংশু হইয়াও জন্ম-লীলার অভিনয় করিয়াছ এবং ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী নাম ধারণ করতঃ মায়া কবলিত জীবসমূহের অজ্ঞানতমঃ দূর করিবার জন্য শ্রীগৌর-শশীর আবির্ভাবস্থলী চিন্ময় বৃন্দবনাভিন্ন শ্রীধাম-মায়াপুরকে কেন্দ্র করিয়া ভক্তিসিদ্ধান্তবাণী দ্বারা জগতের সকল অন্ধকার বিদূরিত করিতেছ, মায়াবাদী পাষণ্ডগণ তোমার সুসিদ্ধান্ত-তীক্ষ্ণ-শরে জর্জ্জরিত হইয়া মৃতবৎ অবস্থায় পড়িয়া আছে, এই জন্যই তোমার নাম "পাষণ্ডদলন-বানা নিত্যানন্দ রায়।" তোমার অমিয়মাখা সুসিদ্ধান্তবাণী আজ সমুদ্র অতিক্রম করিয়া বিশ্বের ভোগবাদের চরম সীমায় আরূঢ় মানববৃন্দের কর্ণেও ঝঙ্কৃত হইয়া উঠিয়াছে। তোমার চেতনময়ী বাণী জড়রসে মগ্ন ব্রহ্মাণ্ড-ভাণ্ডোদরীর ক্রোড়ে চির সুপ্তজীবকেও চৈতন্য সম্পাদন করিতেছে;

যস্যাংশাংশাংশঃ পরমাত্মাখিলানাং
পোষ্টা বিষ্ণুর্ভাতি দুগ্ধাব্ধিশায়ী।
ক্ষৌণীভর্ত্তা যৎকলা সোঽপ্যনন্ত-
স্তং শ্রীনিত্যানন্দরামং প্রপদ্যে॥

প্রভো! আমি তোমার শরণাগত, এস এস ওহে গৌরচাঁদের হিয়ার ধন, গৌরবরণ প্রাণের নিতাই, এস বস আমার এই হৃদয়-আসনে। এ আসন অনাদি অনন্তকাল হইতে ধূলিধূসরভাবে পড়িয়া থাকিলেও ইহাতেই তোমাকে বসিতে হ'বে প্রভো। প্রভো হে! তুমি যে জগাই মাধাইর ত্রাণ-কর্ত্তা, তুমি যে পতিতপাবন! আরও শুনিয়াছি "যে যত পতিত হয়, তব দয়া তত তায়॥" অতএব এ আসনতো তোমার ত্যাজ্য নহে। পতিত-পাবনার্থই যে তব অবতার প্রভো! কুলপ্লাবী প্লাবন যেরূপ দুকূলকে ছাপাইয়া উঠে, সেরূপ তুমিও তোমার প্রেম-বন্যার প্লাবন দ্বারা আমার মরুসম হৃদয়কে প্লাবিত কর। আমার এই হৃদয়-আসনে বস প্রভো! আর আমি অতি দীনহীন আয়োজনেই আজ তোমার ঐ অজর, অমর, অশোক, চিরশান্তি-বিরাজিত রাতুল চরণের নিত্য-সেবা-লাভ করিয়া পূর্ণ-কাম হই।

বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তনম্

[শ্রীযুক্ত মধুসূদন চট্টোপাধ্যায় বি-এ]

শ্রীকৃষ্ণের সম্যক্-কীর্ত্তন জয়যুক্ত হউন। এই শ্রীকৃষ্ণের বিবরণ শ্রীব্রহ্মসংহিতায় এই-রূপ পাওয়া যাইতেছে—

ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ।
অনাদিরাদির্গোবিন্দ সর্ব্বকারণকারণম্॥

অর্থাৎ কৃষ্ণই একমাত্র পরম ঈশ্বর। তাঁহার শ্রীবিগ্রহ সচ্চিদানন্দময়। তিনি সমস্ত কারণের কারণ। তিনি অনাদিরও আদি এবং তাঁহার নাম গোবিন্দ। শ্রীমদ্ভাগবতেও দেখিতে পাই—

"এতেচাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্"

অর্থাৎ রাম-নৃসিংহাদি বিভিন্ন অবতারসমূহ কৃষ্ণেরই অংশ বা কলা। কৃষ্ণই স্বয়ং ভগবান্। কৃষ্ণ জড় জগতের কোনও বস্তু নহেন; তিনি অধোক্ষজ। অধোক্ষজ কৃষ্ণের কীর্ত্তনের কথা বলা হইতেছে। কৃষ্ণের নাম, কৃষ্ণের রূপ, কৃষ্ণের গুণ, কৃষ্ণের লীলা ও কৃষ্ণের পরিকরবৈশিষ্ট্যের আলোচনামুখেই কৃষ্ণকীর্ত্তন সম্ভব। মনে রাখিতে হইবে যে, যেহেতু কৃষ্ণ অধোক্ষজ-তত্ত্ব তাই দেহ ও মনোধর্ম্মে আবদ্ধ-থাকাকালে কৃষ্ণ-কীর্ত্তন যে কি বস্তু তাহা বুঝা যায় না। কৃষ্ণকীর্ত্তনের অধিকার একমাত্র কৃষ্ণতত্ত্ববিৎ শ্রীগুরুদেবের অহৈতুকী কৃপায়ই লভ্য। তাই শ্রীল রূপ গোস্বামী প্রভু তদীয় ভক্তি-রসামৃতসিন্ধু গ্রন্থে চতুঃষষ্টি ভক্ত্যঙ্গের বিষয়ে বলিয়াছেন—

"গুরুপাদাশ্রয়ঃ তস্মাৎ কৃষ্ণদীক্ষাদি-গ্রহণম্।
বিশ্রম্ভেণ গুরোঃ সেবা সাধুবর্ত্মানুবর্ত্তনম্॥"

সর্ব্ব প্রথমই গুরুপাদাশ্রয় ও শ্রীগুরু-পাদপদ্ম হইতে কৃষ্ণদীক্ষাদি-গ্রহণের কথা। একমাত্র গুরুপাদাশ্রয়কারীরই কৃষ্ণকীর্ত্তনে অধিকার। যাহার যাহা আছে তাহাই তিনি অপরকে দিতে পারেন। যেহেতু শ্রীগুরুদেব কৃষ্ণার্থে অখিল-চেষ্টা-বিশিষ্ট এবং সর্ব্বদাই কৃষ্ণকীর্ত্তনে রত, তাই এক-মাত্র তিনিই কৃষ্ণকীর্ত্তনের অধিকার দিতে সমর্থ। তাই সদ্গুরুপাদাশ্রয়ের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি না করিয়া যাঁহারা কৃষ্ণ-কীর্ত্তনের প্রয়াসী হন তাঁহাদের কৃষ্ণকীর্ত্তন হয় না। তাঁহারা কৃষ্ণকীর্ত্তন মনে করিয়া মায়ার কীর্ত্তনই করিয়া থাকেন।

বস্তুর নিত্যানিত্যত্ববিচারে আমরা জানিতে পাই—কৃষ্ণই একমাত্র নিত্য বস্তু এবং কৃষ্ণের কীর্ত্তনকারী ও কৃষ্ণ-কীর্ত্তনও নিত্য। কৃষ্ণ-কীর্ত্তনই জীবের স্বরূপের ধর্ম্ম। বিরূপ অবস্থায় কৃষ্ণ-কীর্ত্তন ব্যতীত জীবের বহুবিধ অন্যান্য ধর্ম্মের—যথা, দেহ-ধর্ম্ম, মনো-ধর্ম্ম, দেশ-ধর্ম্ম, পৈত্রিক-ধর্ম্ম, জাতীয়-ধর্ম্ম প্রভৃতির উদয় হইয়াছে। মুক্ত আত্মার একমাত্র কৃত্য হইতেছে—কৃষ্ণের কীর্ত্তন। 'কৃষ্ণ-কীর্ত্তন জয়যুক্ত হউন'—একথা বলিবার তাৎপর্য্য এই যে, একমাত্র কৃষ্ণ-কীর্ত্তনের জয়গান দ্বারাই জীবের পরম প্রয়োজন লাভ হইবে। কৃষ্ণ-কীর্ত্তনের মধ্যেই নিজের উপকার ও পরের উপকার নিহিত রহিয়াছে। কৃষ্ণ-কীর্ত্তনই সাধন; কৃষ্ণ-কীর্ত্তনই—সাধ্য। বদ্ধ-জীব কৃষ্ণ-কীর্ত্তনরূপ সাধন অবলম্বন করিয়াই মুক্তাবস্থায় বিশুদ্ধ কৃষ্ণ-কীর্ত্তনের অধিকার লাভ করিতে পারেন।

কৃষ্ণ-কীর্ত্তনের দ্বারাই চিত্তদর্পণ মার্জ্জিত হয়, ভবমহাদাবাগ্নি নির্ব্বাপিত হয় এবং প্রতিপদেই আনন্দাম্বুধি বর্দ্ধিত হয়। অতএব কৃষ্ণ-কীর্ত্তন ও কৃষ্ণ-কীর্ত্তনের জয়গানই আমাদের একমাত্র কৃত্য।

"কৃষ্ণ সে তোমার, কৃষ্ণ দিতে পার,
তোমার শকতি আছে।
আমি ত' কাঙ্গাল, 'কৃষ্ণ' 'কৃষ্ণ' বলি
ধাই তব পাছে পাছে॥

কৃষ্ণ-কীর্ত্তনের অধিকার পাইতে হইলে আমাদিগকে তৃণ হইতেও সুনীচ, তরু অপেক্ষাও সহিষ্ণু, অমানী ও মানদ হইতে হইবে। একথা সর্ব্বদাই স্মরণ রাখিতে হইবে যে, কৃষ্ণ-কীর্ত্তন জাগতিক কোনও ব্যাপার নহে এবং কৃষ্ণ-কীর্ত্তনকারীর ক্রিয়া-কলাপ একমাত্র তাঁহার অহৈতুকী কৃপা ব্যতীত জাগতিক-বিদ্যা-বুদ্ধি-দ্বারা জ্ঞাতব্য নহে। তাই মহাজন বলিয়াছেন—

"বৈষ্ণবের ক্রিয়া মুদ্রা বিজ্ঞে না বুঝয়।"

কিন্তু আমরা যদি ভোগ অথবা ত্যাগের বিচারে আবদ্ধ না হইয়া সেবোন্মুখ হই, তাহা হইলে বৈষ্ণবের কৃপা উপলব্ধিকারীর সৌভাগ্য বরণ করিতে পারি ও কৃষ্ণকীর্ত্তন যে কি বস্তু, তাহা হৃদয়ঙ্গম হইতে পারে। নিজে কৃষ্ণ-কীর্ত্তনকারীর আনুগত্যে কৃষ্ণ-কীর্ত্তনে প্রবিষ্ট হওয়া, অপরকে কৃষ্ণ-কীর্ত্তনে নিযুক্ত করাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পরোপকার, তাই আবার বলিতেছি—

"কৃষ্ণ-কীর্ত্তন জয়যুক্ত হউন"।

শুদ্ধভক্তি গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। ভাষ্যসহ বিরাট শ্রীচৈতন্যভাগবত ৬৲
২। শ্রীমদ্ভাগবতম্‌,—সমগ্র ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২৮৲
একাদশ স্কন্ধ হইতে প্রতিখণ্ড ।৷৵০
৩। ভাষ্যদ্বয়সহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত
(৪র্থ সংস্করণ) ৬৲
৪। ভক্তিবিবেককুসুমাঞ্জলি (বাঁধা) ১৲
৫। গৌড়ীয়-গৌরব ।৵০
৬। গৌড়ীয়-সাহিত্য ।৵০
৭। ভজনরহস্য ৷৷০
শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্‌ ও
শ্রীনবদ্বীপশতকম্‌ (বাঁধা)
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৯। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ)
ঐ (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
১০। গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি টীকাসহ)
ঐ (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
১১। গীতার কেবল মাধ্ব-ভাষ্য ।০
১২। মুক্তিমল্লিকা গুণসৌরভঃ সানুবাদ
(মাধ্ব) ২৲
১৩। বেদান্ততত্ত্বসার সানুবাদ
(রামানুজীয়) ৷৷০
১৪। জৈবধর্ম্ম ২৲
১৫। শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৬। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১৭। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ৷৷৵০
ঐ (বাঁধা) ৸০
১৮। দিগ্‌দর্শন ৶০
১৯। সাধন[illegible] (তৃতীয় সংস্করণ) ।৵০
২০। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ৷৷০
ঐ (আবাঁধা) ।৵০
২১। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
২২। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৶০
২৩। গীতমালা ৴১০
২৪। নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য ৶০
২৫। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶০
২৬। নবদ্বীপ পঞ্জিকা (৪৪৭ গৌরাব্দ) ৶০
২৭। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
২৮। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা-দর্পণ ।০
২৯। শরণাগতি ৵০
৩০। গীতাবলী ৵০
৩১। চিত্রে নবদ্বীপ ১৷৷০
৩২। সাধনকণা ৵০
৩৩। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৵০
৩৪। নবদ্বীপশতক ৵০
৩৫। অর্থপঞ্চক ৵০
৩৬। সদাচারস্মৃতিঃ ৵০
৩৭। কল্যাণকল্পতরু (৫ম সংস্করণ) ৴১০
৩৮। অর্চ্চনকণ ৴১০
৩৯। সাধককণ্ঠমালা (বাঁধা) ।০
ঐ (আবাঁধা) ।৵০
৪০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি
(প্রথম চারিখণ্ড) ৩
৪১। ব্রহ্মসংহিতা ৷৷০
৪২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৪৩। মণিমঞ্জরী সানুবাদ ।০
৪৪। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৪৫। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ।০
৪৬। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৪৭। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
৪৮। গৌড়ীয়মঠ কি করেন ? ৵০
৪৯। ঈশোপনিষৎ (বলদেব ও মাধ্ব-ভাষ্য এবং বিবৃতি ও অনুবাদসহ) ।০
৫০। শ্রীভুবনেশ্বর ৶০
৫১। সিদ্ধান্তদর্পণ ৶০
৫২। সাংখ্যবাণী ৵০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৫৩। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী-দিগ্বিজয়ঃ ৷৷০
৫৪। সটীক-শিক্ষাদশমূলম্‌ ।০
৫৫। তত্ত্ব-সূত্রম্‌ ।০
৫৬। সানুবাদ-শিক্ষাষ্টকম্‌ ৶০
৫৭। গৌড়ীয়মঠস্য পরিচয়ঃ ৵০
৫৮। সারাংশবর্ণনম্‌ ৶০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৫৯। রায় রামানন্দ ৷৷০
৬০। নামভজন ।০
৬১। রিলেটীভ ওয়ার্ল্ড্‌স্‌ ।৵০
৬২। লাইফ্‌ এ্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্‌ অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।০
৬৩। বৈষ্ণবীজম্‌ ।০
৬৪। হোয়াট্‌ গৌড়ীয়মঠ ইজ্‌ ডুইং ৵০
৬৫। দি ভাগবত ।০
৬৬। ইরোটিক্‌ প্রিন্সিপ্‌ল্‌ এ্যাণ্ড আনেলয়েড্‌ ডিভোসন ।০
৬৭। ব্রহ্ম-সংহিতা ২৷৷০
৬৮। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (ভলুম ওয়ান) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৬৯। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ৷৷০
৭০। সাধন পথ ।০
৭১। কল্যাণ-কল্পতরু ৴১০
৭২। গীতাবলী ৵০
৭৩। শরণাগতি ৵০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৭৪। শরণাগতি

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

নদীয়া-প্রকাশপ্রাপ্তির স্থান

১। শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম-মায়াপুর, নদীয়া
২। শ্রীযোগপীঠ ঐ
৩। শ্রীবাস-অঙ্গন ঐ
৪। অদ্বৈত-ভবন ঐ
৫। কাজীর সমাধি-পাট ঐ
৬। স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ, নদীয়া।
৭। শ্রীভাগবত আসন কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
৮। শ্রীএকায়ন মঠ গোবিন্দপুর, হাঁসখালী।
৯। দ্বাদশগোপাল পাট—পোঃ চাকদহ,
১০। শ্রীগৌর গদাধরমঠ—চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড়, বর্দ্ধমান
১১। শ্রীমোদদ্রুমছত্র মাউগাছি, বর্দ্ধমান
১২। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম, আমলাযোড়া, পোঃ রাজবাধ বর্দ্ধমান
১৩। শ্রীগৌড়ীয়মঠ বাগবাজার, কলিকাতা
১৪। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাজু, হাওড়া,
১৫। শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয়মঠ, ৯০নং নবাবপুর রোড্‌, ঢাকা
১৬। শ্রীগোপালজী মঠ কমলাপুর, ঢাকা।
১৭। শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ পোঃ বালিয়াটী,
১৮। শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয়মঠ ময়মনসিংহ।
১৯। শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ চিরুলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর
২০। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম গোয়ালপাড়া, আসাম।
২১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ রায়াপেট্টা, মান্দ্রাজ।
২২। শ্রীরামানন্দগৌড়ীয় মঠ কব্বুর, জিঃ পশ্চিম গোদাবরী
২৩। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ উড়িয়াবাজার, পোঃ লক্ষ্মীবাজার, কটক।
২৪। শ্রীত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয় মঠ ভুবনেশ্বর।
২৫। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ স্বর্গদ্বার, পুরী।
২৬। শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ আলালনাথ পোঃ ব্রহ্মগিরি, পুরী।
২৭। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ ডুমুরকুণ্ডা, পোঃ চিরকুণ্ডা, মানভূম।
২৮। শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ—কাশী।
২৯। শ্রীরূপগৌড়ীয় মঠ—এলাহাবাদ।
৩০। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ পুরাণবাজার, সরকার ঠাকুরের কুঞ্জ, বৃন্দাবন
৩১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, নিউদিল্লী
৩২। শ্রীপরমহংসমঠ—নৈমিষারণ্য,
৩৩। শ্রীসারস্বত গৌড়ীয় মঠ—হরিদ্বার।
৩৪। শ্রীব্যাসগৌড়ীয়মঠ—কুরুক্ষেত্র, পঞ্জাব
৩৫। শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাবুলনাথ রোড, পোঃ গ্র্যাণ্ট রোড, বোম্বে
৩৬। লণ্ডন গৌড়ীয়মঠ, ৩৯নং গ্লেটন গার্ডেন্স, কেন্‌সিংটন্‌ লণ্ডন, (এস্‌, ডব্‌লিউ—১০)।
৩৭। অমর্ষি গৌড়ীয়মঠ—মেদিনীপুর
৩৮। সরভোগ গৌড়ীয় মঠ—সরভোগ কামরূপ, আসাম,

শুদ্ধভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীলভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী মাসিক। শ্রীধাম-মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিকভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৷৷০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দি ভাষায় একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি হৃদয় বন মহারাজ সম্পাদিত ও নৈমিষারণ্য শ্রীপরমহংস মঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ১৷৷০ দেড় টাকা মাত্র।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷৷০ দেড় টাকা মাত্র।

৫। কীর্ত্তন—মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ নিমানন্দ সেবাতীর্থ বি-এজি, বি-টি, সম্পাদিত। আসাম গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম হইতে প্রকাশিত আসামী ভাষায় মাসিক। ভিক্ষা সডাক ১৷৷০ দেড় টাকা মাত্র

শ্রীচৈতন্যভাগবত

আদিকবি শ্রীল বৃন্দাবন দাস প্রণীত সমগ্র গ্রন্থ

গ্রন্থের মূল বোল্ড অক্ষরে এবং তন্নিম্নে বিশ্বাবিশ্রুত গৌড়ীয়মঠের প্রতিষ্ঠাতা আচার্য্য ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের রচিত বিবৃত ভাষ্য উত্তম কাগজে সৌষ্ঠবের সহিত মুদ্রিত হইয়াছেন। ডবল ক্রাউন আটপেজি আকারে ১০৯৭ পৃষ্ঠায় কেবল মূল ও ভাষ্য সম্পূর্ণ হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত শ্লোকসূচী, পদসূচী, স্থানসূচী, পাত্রসূচী, বিষয়সূচী শব্দসূচী প্রভৃতি বিস্তৃত সূচীপত্রের একটি গ্রন্থ হইবে। সত্যই শ্রীচৈতন্যভাগবতের এরূপ উৎকৃষ্ট ও অমূল্য বিরাট সংস্করণ জগতের কোথাও আজ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হন নাই, ইহা নিরপেক্ষ পাঠকমাত্রেরই একবাক্যে স্বীকার করিবেন। শ্রীশ্রীগৌড়ীয়মঠের উৎসব-কালে গ্রন্থের ভিক্ষা ১২৲ বারটাকা স্থলে—৬৲ ছয়টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীচৈতন্যমঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

কলিকাতা বাজার দর

লৌহ হাডওয়ার

৬ই অক্টোবর ১৯৩৩

টার তৈয়ারী— প্রতি হন্দর।

লোহার কড়ি (জয়েষ্ট বা নীম)

াকা ৫।০—৫।৶০

বে-মাকা হাল্কা ওজন ৪।৵০—৪॥৶০

রগা (টী-আয়রণ) ৬৵০—৬০

ঞ্জেল আয়রণ (কোনা) ৫৸৵০—৬।৵০

গ্যালভানাইজড করগেট টীন—

২ গেজ ৬ হইতে ১০ ফুট ১১।৵০

৪ গেজ ,, ,, ১০৸৵০

৬ গেজ ,, ,, ১২

৪ গেজ আর, পি, ডি, মার্কা ১২৸৶০

৪ গেজ গাঃ প্লেন শীট— ১১।৵০

৬ গেজ ১২।০

গেজ ৬ ৩০ গেজ ঐ— ১৩৲—১৬৲

গান খেরা কাটাতার ১০০

উণ্ড গাঃ ৮৸০

পাটী ৬৲৵—৬।০

বোল্ট (গোল) ৬৲৵—৬।০

গরাদে (চৌকা) ৬৵০—৬৲।০

গাল বড় ৶০—।৶০ সুতা ৪৸৵—৫॥৵

টানা পড়-

১।৶০—।৵০ ঐ ৫৵০—৫॥০

বাণ্ডল তার ৭৲—৭৸০

প্লেট—১৬ন সুতা মোটা

তার ৭৲—৭।০

চাদর ৩-১৬ খানা বাণ্ডিল ৯॥৵—১০৲

টি ইস ৮।০—৯৲

ফ্রেম উণ্ড ৫৸৵—৬৲৵০

তারের পেরেক ১—৬ ইঞ্চি ৯—৯৸০

প্যাটেন্ট পেরেক ২—৮ ইঞ্চি ১২।০—১৫॥

লোহার কড়া ১ হইতে ১০ নং ২॥০ সাট

কাহাল ৪, ৫, ৬, ৭৸৵০ ৮৸৵০ ৯৸৵০ডঃ

ঃ বিঃ ৬।৵০ ,,

গাঃ প্লেন বালতি ৭—১২ ইঞ্চি ১॥৴০ ৬॥৴০

রিভিট ,, ৭—১২ ইঞ্চি ২৲—৭৲ ,,

তার চেয়ার রডের গোল ও

চৌকা ৮॥০— ,,

তারের লোহার সিট ১৫৲ ,,

ভেনেস্তা (কাঠের সিট) ১৮৲ ,,

তার স্ক্রুপ ॥—৩ ইঞ্চ /১০—॥৶০ গ্রোস

কব্জা ৭৩ নং

॥—৬ ইঞ্চ ।১০—৸৵১০ পেঃ ডজন

গাঃ তার ১৬—২২ নং

(গেজ) ১২৲—১৩৲ হন্দর

গাঃ রিভিং (মটকা)

২ ইঞ্চ ।৵৫—॥৶০ পীস

গাঃ গাটারিং বা ডোঙ্গা

ইঞ্চি ।০—৸৵০ ,,

গাঃ ক্লপ ১।০—২॥০ ইঞ্চি ২৩৲—২৯৲ হন্দর

গাঃ ওয়াসার চাকি ১১॥০—১৩৲ ,,

গাঃ বোল্ট-নাট দ—৩ ইঞ্চি

॥৵১০—১৵০ গ্রোস

ঢালাই রেলিং ৩॥০—৪॥০ হন্দর

ঐ রেন ওয়াটার পাইপ

৩ ইঞ্চি ৵১০ ও ৪ ইঞ্চি ।১০ ফুট

টিউব ওয়েলের জন্য গাঃ

পাইপ১॥ ইঞ্চি ।৵৫ ফুট

পাম্প ৪নং ১২॥০ ৫নং ১৪৲ ৬নং ১৬৲

৬০-৮০ বাটখারা ৵১৫ সাট ২।০-২॥০ মণ

সন্তোষকুমার মল্লিক এণ্ড সন্স লিঃ

লৌহ ও হাডওয়ার বিক্রেতা।

মীরবহর ঘাট লোহাপটী বড়বাজার,

টেলি—"লোহার মালিক" কলিকাতা

কেরোসিন

ম্যোক্রেক প্রত্যেক বাক্স (২ টিন) ৯৲৬

সুধা মাকা ৬॥০

ভিক্টোরিয়া ৬৲

সোণার দর

পাকা সোণা	৩০৸৴
বড়াল	৩০৸
চিনা পাত	৩২।০

রূপার দর

রূপা প্রতি ১০০ ভরি	৫৫৵০
ঐ খুচরা	৫৵০

কোম্পানীর কাগজ

৩॥০ সুদের কাগজ	৮১৶
৩॥০ নূতন ঋণ (১৯৪৭-৫০)	৯১।০
৪৲ ,, ঋণ (১৯৬০-৭০)	৯৭৲
৫৲ ,, বণ্ড (১৯৩৫	১০৪॥৴০

ডিবেঞ্চার

৫৲ সুদের (১৯৫৬-৮৬) কলিকাতা পোর্ট-

ট্রাষ্ট ডিবে :— ১০২॥৵০

ব্যাঙ্ক

ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক (কনট্রি)	২৯৪॥০
সেণ্ট্রাল ঐ	২২৲

কাপড় ও সূতার কল

এলগিন মিল	৪৫৲

পাট কল

হাওড়া	৫০৲
অকল্যাণ্ড	১৯৫৲
বালী	১৬২
বরানগর	১৫০
খেবক	৩৭০৲
ভারত	২৪৩৲
ক্লাইভ	২৮।০
ডালহাউসী	৪০৮॥০
কেল্টা	৪০৫৲

কৃষ্ণনগর নবদ্বীপঘাট রেলওয়ে সময়

কৃষ্ণনগর হইতে নবদ্বীপঘাট

কৃষ্ণনগর সিটি—	৬-৪৫	১০-৪৪	১৩-২২	১৭-৩৮	২০-১৬
কৃষ্ণনগর রোড—	৬-৫৬	১০-৫৫	১৩-৩৩	১৭-৪৭	২০-২৫
আমঘাটা—	৭-১৫	১১-১৩	১৩-৫১	১৮-৩	২০-৪১
মহেশগঞ্জ—	৭-২৪	১১-২১	১৪-০	১৮-৯	২০-৪৭
নবদ্বীপঘাট—	৭-৩৩	১১-৩০	১৪-৯	১৮-১৬	২০-৫৫

বিশেষ দ্রষ্টব্য—নবদ্বীপঘাট ষ্টেশন অপেক্ষা মহেশগঞ্জ ষ্টেশন হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরের দূরত্ব অনেক কম। শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে যাঁহাদিগকে রাণাঘাটে ট্রেণ বদল করিতে হয়, তাঁহারা রাণাঘাটে প্রাতঃ ৫-৫০, ৮-১৪, ৯ ৪৬, ১৬-৪৮, ১৮-৩৯ এবং ০-৩২ মিনিটের সময় গাড়ী পাইবেন।

শান্তিপুর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে শান্তিপুর ষ্টেশনে ৫-৪০, ৯-২৯, ১২-২৫, ১৬-৪ এবং ১৮-৪১ মিনিটের সময় ট্রেণ পাওয়া যায়।

নবদ্বীপঘাট হইতে কৃষ্ণনগর

নবদ্বীপ ঘাট—	৫-৩৫	৯-২৫	১২-১০	১৫-৩৪	১৮-৪৫
মহেশগঞ্জ—	৫-৪৩	৯-৩০	১২-১৯	১৫-৪১	১৮-৫৬
আমঘাটা—	৫-৪৯	৯-৩৯	১২-২৬	১৫-৪৮	১৯-৫
কৃষ্ণনগর রোড—	৬-৫	৯-৫৫	১২-৪৩	১৬-৪	১৯-২৪
কৃষ্ণনগর সিটি—	৬-১৩	১০-৩	১২-৫১	১৬-১২	১৯-৩৫

ট্রেণে মহিলা আক্রান্ত

প্রসিদ্ধ বাগ্মিক মহিলা ব্যাপ্টিষ্ট মিশনারী গ্রামা হয়য়ার বয়স ৪৫ বৎসর। ইনি একখানি ট্রেণে এক রাত্রিযোগে ভ্রমণ করিতেছিলেন গাড়ীখানার প্রথম শ্রেণীর একটী কামড়ায় তিনি একাই ছিলেন। ঐ কামড়ায় চলন্ত ট্রেণের মধ্যেই তিনি দস্যু কর্ত্তৃক আক্রান্ত হন এবং পরদিন সকালবেলা জনৈক গ্রাম্য মোড়ল তাঁহাকে রেল পথের ধারে অচেতন অবস্থায় পড়িয়া থাকিতে দেখে।

প্রকাশ যে, উক্ত মহিলা মিশনারী পাইন মানায় অনুষ্ঠিত ব্যাপ্টিষ্ট সম্মেলনের একটী মহিলা বৈঠকে যোগদানের জন্য মঙ্গলবার রাত্রে ডাকগাড়ীযোগে রেঙ্গুণ হইতে ৩৮ মাইল দূরবর্ত্তী টাওয়া নামক স্থানের নিকটবর্ত্তী হইলে একজন লোক অকস্মাৎ তাঁহার কামড়ায় আসিয়া উপনীত হয় এবং তাঁহার টাকা পয়সা, অলঙ্কার পত্রাদি হস্তগত করিয়া তাঁহাকে চলন্ত ট্রেণ হইতেই বাহিরে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দেয়। ঐ স্থানেই পরদিন প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত তিনি অচৈতন্য অবস্থায় পড়িয়াছিলেন, সকাল বেলায় জনৈক গ্রাম্য মোড়ল তাঁহাকে দেখিতে পান এবং সিভিল সার্জ্জনকে খবর দেন তথা হইতে পেগু হাসপাতালে পৌঁছিলে দেখা যায় যে, তিনি গুরুতর আঘাত প্রাপ্ত হইয়াছেন আততায়ী যাহাতে ঘটনার বিস্তৃত বিবরণ দিতে না পারে সেজন্য ঘটনাটি রহস্যাবৃত বলিয়া মনে হইতেছে।

চুরি করিতে আসিয়া কোন্দাল

নরসিমহারিয়া নামক একজন পাচক মহীশূর হাইকোর্টের বিচারপতি মিঃ রামচন্দ্র রাওএর বাড়ীতে দুঃসাহসিক সিঁদ চুরি করিবার উদ্দেশ্যে আসিয়াছিল তদন্ত করিয়া জানা গেল যে, দুই মাস পূর্ব্বে নরসিমহারিয়া বিচারপতি মিঃ রামচন্দ্র রাওএর বাড়ীতে পাচক নিযুক্ত ছিল অল্প অজুহাত দিয়া সে চাকুরী ছাড়িয়া দিয়া চলিয়া যায়।

অভিযোগের বিবরণ এই যে, নরসিমহারিয়া ও অপর ছয়জন লোক অস্ত্রশস্ত্র লইয়া বিচারপতির বাড়ীর নিকট আসিয়া উপস্থিত হয়। সেখানে কোন একটা ব্যাপার লইয়া তাহাদের দলপতি নরসিমহারিয়া ও অপর ছয়জন লোকের মধ্যে চুরি করার পরিবর্ত্তে ঝগড়া বাধিয়া যায়। এই সময় একজন কনেষ্টবল সেখান দিয়া যাইতেছিল, সে নরসিমহারিয়ার গতিবিধি লক্ষ্য করিয়া তাহাকে ধরিয়া ফেলে, তখন নরসিমহারিয়া তাহাকে জখম করিবার উদ্দেশ্যে একখানা তীক্ষ্ণ চকচকে ছোরা বাহির করিয়া রুখিয়া দাঁড়ায় সৌভাগ্যক্রমে ঘটনা অন্য রকম হইয়া পড়ে। নরসিমহারিয়ার সঙ্গে যে ছয়জন লোক চুরি করিবার উদ্দেশ্যে আসিয়াছিল, তাহারা তাহাদের দলপতি নরসিমহারিয়াকে ধরিয়া পুলিশের হাতে সমর্পণ করে এবং তাহাদের দলপতি নরসিমহারিয়া চুরি করিবার জন্য যে মতলব আঁটিয়াছিল, তাহা ব্যক্ত করিয়া দেয়। অতঃপর অন্য ছয়জন লোককেও গ্রেপ্তার করিয়া হাজতে প্রেরণ করা হয়। এই সম্বন্ধে তদন্ত চলিতেছে।

---

৩৩ দিনে লণ্ডন হইতে দিল্লী

মোটরযোগে লণ্ডন হইতে কলিকাতা আগমনের রেকর্ড ভঙ্গ করিবার চেষ্টায় মিঃ নিকোলাস বুনিন্ তাঁহার মোটরযোগে লণ্ডন হইতে রওনা হইয়া ৩৩ দিনে দিল্লী পৌঁছেন বলিয়া গত ৮ঠা অক্টোবর এক সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। তিনি দিল্লী ছাড়িয়া কলিকাতা অভিমুখে রওনা হইয়াছেন ইতিপূর্ব্বে মোটরযোগে লণ্ডন হইতে কলিকাতা আসিতে ৪২ দিন লাগিয়াছিল। মিঃ বুনিন ৪ঠা অক্টোবর অপরাহ্ণে দিল্লী হইতে কলিকাতা অভিমুখে রওনা হইয়াছেন। উক্ত রেকর্ড ভঙ্গ করিবার তাঁহার খুবই সম্ভাবনা আছে। দুই জন মিস্ত্রি মোটরযোগে মিঃ বুনিন রওনা হইয়াছেন। তিনি বলেন যে, তুরস্কের মধ্য দিয়া তিনি আসিতেছেন তুরস্কের সামরিক ঘাটীতেই তাঁহার খুব বিপদ হইয়াছিল। ঐ দেশে তাঁহাকে পদে পদে বহুই কষ্ট ভোগ করিতে হয়।

হুগলী চুঁচুড়া-মিউনিসিপ্যালিটি

১৯৩২ সালের বঙ্গীয় মিউনিসিপ্যাল আইন অনুসারে হুগলী চুঁচুড়া মিউনিসিপ্যালিটীতে যে ১৪ কমিশনার নির্ব্বাচিত হইবেন তন্মধ্যে ২টী আসন মুসলমান সম্প্রদায়ের জন্য সংরক্ষিত থাকিবে। উক্ত মিউনিসিপ্যালিটীর এলাকার মধ্যে মুসলমানদিগকে সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায় বলিয়া গণ্য করা হইয়াছে।

বাঁশবেড়িয়া মিউনিসিপ্যালিটির ১৮টী আসনের মধ্যেও অনুরূপ ভাবে দুইটী আসন মুসলমান সম্প্রদায়ের জন্য সংরক্ষিত থাকিবে।

টিকিট কিনিতে যাইয়া ধৃত

বেলারী সেনট্রাল জেল হইতে পলাতক কয়েদী হাজারা সিং ও প্রেম প্রকাশ গত রাত্রে বেলারী হইতে ২৫ মাইল দূরবর্ত্তী গুণ্ডপুরে পুনরায় গ্রেপ্তার হইয়াছে। তাহারা রেল ষ্টেশনে হসপেটে যাইবার জন্য টিকিট ক্রয় করিতেছিল। তখন ষ্টেশনের লোকদের সন্দেহ হওয়ায় তাহারা পুলিশে সংবাদ দেয়। তাহাদিগকে প্রথমে ঘেরাও করা হয় ও গ্রেপ্তার করা হয় এবং পরে বেলারী ফিরাইয়া আনা হয়।

জেল হইতে পলায়ন

মাদ্রাজ হইতে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে, বেলারী সেনট্রাল জেল হইতে যে দুইজন বিপ্লবী কয়েদী পলায়ন করিয়াছিল। গত ৪ঠা অক্টোবর সন্ধ্যায় বেলারী হইতে ১৬ মাইল দূরে যখন তাহারা রেল লাইনের ধার দিয়া যাইতেছিল, পুলিশ তাহাদিগকে গ্রেপ্তার করে।

পলায়নের বিবরণ

জানা যায়, কয়েদীদ্বয় একটী দড়ীর সাহায্যে পলায়ন করিয়াছে। জেলের দেয়ালের গায়ে এক পেরেকের সঙ্গে দড়ী বাঁধে। পরে ঐ দড়ী বাহিয়া তাহারা নীচে আসে, লোকচক্ষুর অন্তরালে আসিয়া তাহারা ২৫ মাইল পর্য্যন্ত যাইতে সমর্থ হইয়াছিল উক্ত অঞ্চলটা প্রায় সর্ব্বত্রই জন সংখ্যা অতিশয় বিরল এবং অধিকাংশ স্থানই পাহাড়ে জায়গা। প্রকাশ নিজাম-রাজ্যে প্রবেশ করাই তাহাদের উদ্দেশ্য হসপেটের পরই নিজাম রাজ্য আরম্ভ হইয়াছে।

কারাদণ্ড

বিদেশী কাপড়ের দোকানে পিকেটিং করিবার জন্য জনৈক পার্শী যুবক গ্রেপ্তার হয়। বিচারে তাহার প্রতি ও ১০৫দিন সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ দেওয়া হইয়াছে।

স্যামুয়েল হোর ও অষ্টেন চেম্বারলেন

হোয়াইট পেপারের ১৮৯ নং ধারার মধ্যে যে হস্তান্তরের কথা আছে, তাহার কথা উল্লেখ করিয়া স্যার অষ্টেন চেম্বারলেন বলেন সমগ্রভাবে পরিপূর্ণ শাসনতন্ত্র কোন সময়ে প্রবর্ত্তিত হইবে তাহা বলা অসম্ভব।

উত্তরে স্যার স্যামুয়েল হোর বলেন যে, তারিখ নির্দ্দিষ্ট করা না হইলে ভারতীয় জনমত বিক্ষুব্ধ হইবে, ইহা মনে রাখা কর্ত্তব্য। তবে স্যার অষ্টেন চেম্বারলেন যে, অসুবিধার কথা উল্লেখ করিয়াছেন তাহার প্রতিকার কল্পে ভারত সচিবকে একটু ক্ষমতা দিয়া রাখা যাইতে পারে। তিনি প্রয়োজন বোধে এই তারিখ পরিবর্ত্তন করিতে পারিবেন।

স্যার অষ্টেন চেম্বারলেন বলেন, ইতিপূর্ব্বে কমিটির নিকট যে সকল সাক্ষ্য প্রমাণ উত্থাপন করা হইয়াছে, তাহা হইতে জানা যায় যে, কোন কোন বিভাগ প্রাদেশিক কর্ত্তৃপক্ষের হাতে প্রদান করিবার পর হইতে সেই সকল বিভাগে ইউরোপীয়ান নিয়োগ বন্ধ হইয়াছে।

স্যার স্যামুয়েল হোর উত্তরে বলেন আমার মনে হয় ভারতের শাসন কার্য্যে একটা বিস্তৃত ক্ষেত্র করণ (ভারতবাসীদের চাকুরীতে গ্রহণ আরম্ভ হইয়াছে, তাহা ক্রমেই বিস্তৃত হইতেছে।

তারের ঠিকানা— 'শ্রীধাম' নবদ্বীপ
ডাকেন্দ্র ঠিকানা—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

দৈনিক

Reg No C 1544

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩৷৹
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র।

নদীয়া-প্রকাশ

THE
NADIA-PRAKASH

সাহায্যের হার
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষান্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸৹
মাসিক ১৲
নগদ
প্রতি সংখ্যা ৵৫

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৮ম খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বেদান্তবাচস্পতি [১৮৩তম সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর—২৪শে আশ্বিন মঙ্গলবার ১৩৪০, ১০ই অক্টোবর ১৯৩৩

অন্ধ্র বিশ্ববিদ্যালয়

ইণ্ডিয়া গেজেটে ঘোষিত হইয়াছে যে সপারিষদ বড়লাট ১৯১৬ সালের ভারতীয় মেডিকেল ডিগ্রী আইনের ৩ ধারা অনুসারে অন্ধ্র বিশ্ববিদ্যালয়কে ১৯৩৪ সালের এপ্রিল মাস হইতে বৃটিশ ভারতে ডিগ্রী, ডিপ্লোমা, লাইসেন্স ও সার্টিফিকেট দিবার ক্ষমতা প্রদান করিলেন। ইহাতে আরও বলা হইয়াছে যে, ঐরূপ ডিগ্রীপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণ পাশ্চাত্য চিকিৎসা-বিজ্ঞানে প্র্যাক্টিস করিবার অধিকারী হইবেন।

খনিতে হাঙ্গামা

গত ৫ই অক্টোবর হ্যারিসবার্গ সহরের উপকণ্ঠে দুইটি বোমা বিস্ফোরণ হইয়াছে। সিনিডি কয়লা খনির কর্ম্মচারীগণ রিপোর্ট দিয়াছে যে, খনির শ্রমিক পিকেটাররা চতুর্দ্দিক হইতে খনি অঞ্চল বেষ্টন করিয়া গোলাগুলী ছুড়িয়াছে এবং ফলে অনেক লোক আহত হইয়াছে। সরকারের নিকট হইতে সাহায্য চাহিয়া পাঠান হইয়াছে। চারদল সৈন্য জরুরী অবস্থার জন্য তৈরী হইয়াই রহিয়াছে, সুতরাং আশা করা যায় যে, অবিলম্বেই সাহায্য আসিয়া পৌছিবে।

সাইকেল ভ্রমণ

বড়বাজার হইতে "শ্রীমন্ত স্পোর্টিং ক্লাবের" নিম্নলিখিত সভ্যগণ শনিবার প্রাতে ৫ঘটিকার সময় সাইকেল যোগে বর্দ্ধমান অভিমুখে রওনা হইবেন।

১। জীবন দত্ত। ২। তারা দত্ত। ৩। পরিতোষ বর্দ্ধন। ৪। গৌর ধর ৫। দুলাল সেন জীবন মুখার্জ্জী। ৭। কালী দে।

বোম্বাইয়ে প্রবল

৬ই অক্টোবর বোম্বাইয়ে প্রচণ্ড ঝড়বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। ঝটিকার ফলে বহু বৃক্ষ উৎপাটিত ও জানালার সার্সি প্রভৃতি চুরমার হইয়াছে। তাহার পর এক ঘণ্টা ধরিয়া মুষলধারে বৃষ্টি হয়। অক্টোবর মাসে এখানে এরূপ দেখা যায় না।

প্লেগের প্রাদুর্ভাব

পুণায় প্লেগ রোগাক্রান্তদের সংখ্যা বৃদ্ধি হইতে দেখা যায়, সংক্রামকতা বাড়িয়াই চলিয়াছে এবং সহরের সকল অংশে উহা বিস্তৃত হইয়াছে। প্রতি ২০ জন আক্রান্তদের মধ্যে ১২ জনের বেশী লোক মারা যাইতেছে। গত ৫ই অক্টোবরের হিসাবে দেখা যায় ২৫জন রোগাক্রান্ত হইয়াছিল, উহার মধ্যে ১৪জন মারা গিয়াছে।

বেলুড় এলুমিনিয়ম ফ্যাক্টরীর নিকট গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোডের উপর মোটর লরী চাপা পড়িয়া একজন উড়িয়া নিহত হইয়াছে মৃতদেহ এখনও সনাক্ত করা হয় নাই। থানার পুলিশ ইন্সপেক্টর বীরেন নাথ পাল এই সম্পর্কে তদন্ত করিতেছেন।

জেল হইতে কয়েদী উধাও

বংশী হাজরা পাঁচলা ডাকাতির মামলার একজন আসামী। সে জেল হাজতে ছিল। শুক্রবার দিন তাহাকে বিচারার্থ হাওড়া আদালতে আনা হয়; কিন্তু সে একজন কনেষ্টবলের হেপাজত হইতে পলায়ন করিয়াছে।

প্রকাশ যে, পূজার বন্ধের পর পুনরায় অফিস খোলায় পুলিশ অফিসে অত্যন্ত কাজের ভিড় ছিল এবং প্রত্যেক কর্ম্মচারীই নিজ নিজ কাজ লইয়া ব্যস্ত ছিলেন। এক জন কনেষ্টবলকে আসামীর প্রতি দৃষ্টি রাখিবার আদেশ দেওয়া হইয়াছিল। আসামীর হাতে হাতকড়া ও দড়ি দিয়া বাঁধা ছিল। কিভাবে সে পলায়ন করিল তাহা বড়ই আশ্চর্য্য ব্যাপার। মনে হয় কোন প্রকারে সে কনেষ্টবলের হাত হইতে দড়িটা টানিয়া লইয়া জানালা দিয়া লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক বাহির হইয়া গিয়াছে।

এই সম্পর্কে স্মরণ থাকিতে পারে যে, পাঁচলা থানার অধীন মাজুক্ষেত্র গ্রামের স্বর্গীয় অধরচন্দ্র ভোরের বাড়ীতে ডাকাতীর ফলে যে মামলার উদ্ভব হয়, হাজরা তাহারই আসামী। ডাকাতীর সময় অধর বাবুর এক পৌত্র ও এক পৌত্রী ঘটনাস্থলে মারা যায়, ডাকাতের আঘাতের ফলে তাঁহার স্ত্রী পরদিন প্রাতঃকালে মারা যান, অধর বাবু, তাঁহার পুত্র ও পুত্রবধূকে হাঁসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। তথায় অধর বাবু ও তাঁহার ছেলের মৃত্যু হইয়াছে। তাঁহার পুত্রবধূ এখনও চিকিৎসাধীন আছেন।

জাল গোয়েন্দা

গত ২৪শে জুলাই তারিখ সাগরমল নামক এক মাড়োয়ারী ১৪৪নং ডাউন ট্রেণে তারকেশ্বর আসিয়া শ্রীরামপুর ষ্টেশনে অবতরণ করে। তাহার নিকট টিকেট চাহিলে সে বলে যে, সে একজন গোয়েন্দা কর্ম্মচারী। টিকেট কালেক্টর তাহার নিদর্শন দেখিতে চাহেন। লোকটি তাহা না দেখাইতে পারায় এবং ভাড়া না দেওয়ায় তাহাকে পুলিশে সমর্পণ করা হয়।

শ্রীরামপুরের সাব ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট তাহাকে তিন মাস সশ্রম কারাদণ্ডে এবং ৮৲ টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন

ভোজনে ২২ জনের মৃত্যু

অমৃতসর জিলায় মোদী গ্রামে বিষাক্ত খাদ্য গ্রহণে কয়েকজনের মৃত্যু সম্পর্কে পরবর্ত্তী সংবাদে প্রকাশ যে, বরের পিতা সহ মোট ২২জন মারা গিয়াছে। কয়েকজন মৃতব্যক্তির কবরের নিকট পুলিশ পাহারা নিযুক্ত করা হইয়াছে। মৃতদেহগুলি কবর হইতে উত্তোলন করিয়া উহার পাকস্থলী রাসায়নিক পরীক্ষা করা হইবে বলিয়া মনে হয়, ভোজের রান্নার জন্য যে সকল বাসন পত্র ব্যবহার করা হইয়াছিল তাহা পুলিশ হস্তগত করিয়াছে। ভুরিভোজের পর যাহাদিগকে হাঁসপাতালে প্রেরণ করা হয় তাহাদিগকে কলেরার টিকা দেওয়া হইয়াছে।

যন্ত্রসহ ছয়জন গ্রেপ্তার

বেলেঘাটা পুলিশ আতশয় তৎপরতার সহিত ছয় ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করে, উক্ত ব্যক্তিগণ একখানি ঘোড়ার গাড়ীতে কাঁকুড়গাছি দ্বিতীয় লেন দিয়া যাইতেছিল বসিবার গদীর নীচে সিঁদ কাটিবার যন্ত্র পাওয়া যায়।

প্রকাশ, একজন হেড কনেষ্টবল ও ২ জন কনেষ্টবল টহল দিবার সময় উক্ত গলি দিয়া একখানি ঘোড়ার গাড়ী আসিতে দেখে। গাড়ীর ভিতর যাহারা ছিল তাহাদের দেখিয়া সন্দেহ হওয়াতে উক্ত কনেষ্টবলগণ গাড়ীখানি থামাইয়া তাহাদিগকে বেলিয়াঘাটা থানায় লইয়া যায়, তাহারা কোথাও চুরি করিতে যাইতেছিল বলিয়া পুলিশের বিশ্বাস।

এতৎসম্পর্কে আরও তদন্ত চলিতেছে।

নমো ভগবতে বাসুদেবায়

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ,

৪ঠা আশ্বিন মঙ্গলবার, ১৩৪০

উদ্বোধন আশ্বিন সংখ্যা

আমরা আশ্বিন-সংখ্যা 'উদ্বোধন' পাইয়াছি। ইহার পূর্ব্বের অন্যান্য সংখ্যাগুলি অপেক্ষা এই সংখ্যার প্রবন্ধ সমূহ আরও চিত্তাকর্ষক। আমায় শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র রায়, রাজশেখর ডক্টর বিনয়কুমার ভট্টাচার্য্য পিএচ. ডি, ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এম্-এ, ডি. লিট্, শ্রীযুক্ত প্রভাবতী দেবী সরস্বতী, শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ চৌধুরী, শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কবিশেখর শ্রীকালিদাস রায় বি-এ, শ্রীযুক্ত কুমুদরঞ্জন মল্লিক বি-এ, শ্রীযুক্তা রাধারাণী দেবী, শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রলাল রায়, শ্রীযুক্ত সাবিত্রী-প্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি লব্ধপ্রতিষ্ঠ লেখকগণ এই সংখ্যায় মূল্যবান্ প্রবন্ধ ও কবিতা দিয়াছেন। কয়েকটী উপন্যাসও প্রকাশিত হইয়াছে। আমাদের মনে হয় এই উপন্যাস-প্লাবিত যুগে উপন্যাস-তরঙ্গের আর সৃষ্টি না হইলেই ভাল হয়। সাময়িক প্রসঙ্গে সম্পাদক নারীহরণ, ধর্ষিতা হিন্দু নারী, হিন্দু অবলাশ্রম, নারী-শিক্ষা, স্বদেশী প্রদর্শনী, বাংলার বিভিন্ন স্থানের বন্যা প্রভৃতি বিষয়ে কয়েকটী সাধারণের প্রণিধান যোগ্য বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন। বিধবা-বিবাহ সম্বন্ধে আমরা সম্পাদক মহাশয়ের সহিত একমত হইতে না পারিয়া দুঃখিত। আমাদের মনে হয় বিধবাগণকে আর দুঃখ-কষ্টপরিপূর্ণ ভোগের স্রোতে টানিয়া না আনিয়া তাঁহারা যাহাতে পবিত্র জীবন যাপন করিয়া শাশ্বত-শান্তিপ্রদ ভগবচ্চরণে মনো-নিবেশ করিতে পারেন, তাহার ব্যবস্থা করাই যুক্তিসঙ্গত। তাঁহাদিগকে যাহাতে গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য পর-মুখাপেক্ষিনী না হইতে হয়, তন্নিমিত্ত কুটীর-শিল্পের শ্রীবৃদ্ধি সাধন করা একান্ত বাঞ্ছনীয়। আশা করি কর্ম্মিগণ এই বিষয়ে মনোযোগ দিবেন।

যৌথ কারবারের হিসাব

১৯৩১-৩২

মাদ্রাজ ৯৩টি ১ কোটি ৪৭ লক্ষ ৩৫ হাজার টাকা, বোম্বাই ১৩২টি ৪ কোটি ২৮ লক্ষ ১০ হাজার, বঙ্গদেশ ২৩৬টি ৮ কোটি ৯ লক্ষ ২৬ হাজার, সংযুক্ত প্রদেশ ২৪টি ৭৯ লক্ষ ২৬ হাজার, পাঞ্জাব ৮০টি ২ কোটি ২৭ লক্ষ ২ হাজার, ব্রহ্মদেশ ১৯টি ৩৬ লক্ষ ৬০ হাজার, বিহার উড়িষ্যা ১টী ৯ লক্ষ ৯০ হাজার মধ্য প্রদেশ ৬টী ১৯ লক্ষ ৮০ হাজার, আসাম ১১টি ৬৪ লক্ষ ৮০ হাজার, উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ৩টী ৭০ হাজার, আজমীঢ় ১টী ৫ লক্ষ দিল্লী ১টী ১০ কোটী ৫৬ লক্ষ ৮৭ হাজার ব্যাঙ্গালোর ৩টি ২ লক্ষ ৭০ হাজার, হায়দরা-বাদ ৬টী ১৮ লক্ষ ১৭ হাজার, বরোদা ৯টি ২ লক্ষ ৬৬ হাজার, মহীশূর ৫টি ২১ লক্ষ ০ হাজার, ত্রিবাঙ্কুর ১০৬টী ৩৮ লক্ষ ২১ হাজার টাকা।

১৯৩২-৩৩

মাদ্রাজ ৯১৬টী ২ কোটী ৩৫ লক্ষ ৪ হাজার টাকা বোম্বাই ২১০টী ৪ কোটী ২০ লক্ষ ৮৮ হাজার, বঙ্গদেশ ২৪৮টী ১১ কোটী ৬ লক্ষ ১৭ হাজার, সংযুক্ত প্রদেশ ৪৩টী কোটী ৭৩ লক্ষ ১ হাজার পাঞ্জাবে ১৪৪টী ৩ কোটী ৮১ লক্ষ ৮৯ হাজার, ব্রহ্মদেশ ১৫টী ৭২ লক্ষ ৫৮ হাজার, বিহার উড়িষ্যা ১৬টী ১ কোটী ৪৮ লক্ষ ৪০ হাজার, মধ্য প্রদেশ ৫টী ৪ লক্ষ ৩০ হাজার, আসাম ১৩টী ৯ লক্ষ ৭০ হাজার, উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ৫টী ১৮ লক্ষ আজমীঢ় ২টী ১ লক্ষ ১০ হাজার, বেলুচিস্থান ১টী ১ লক্ষ ৫০ হাজার দিল্লী ৪২টী ১ কোটী ৬৬ লক্ষ ২৮ হাজার, হায়দরাবাদ ৮টী ১ লক্ষ ৭১ হাজার, বরোদা ৮টী ৯ লক্ষ ৭৫ হাজার, মহীশূর ৯টী ৩৫ লক্ষ ৭৩ হাজার, ত্রিবাঙ্কুর ৪৪টী ১ কোটি ১৩ লক্ষ ৮৭ হাজার টাকা।

ছেলে চুরি

পিতার হেপাজত হইতে একটী হিন্দু বালক ও একটী বালিকাকে চুরি করিবার অভিযোগে হাজরী জমাদ আলী নামক এক জন সপ্ততিপর বৃদ্ধ ও তাহার চাকর শোভা অভিযুক্ত হয়। হাওড়া সেসন কোর্টে এই মামলার বিচার হয়। শুক্রবার দিবস বিচারে উভয় আসামীই মুক্তি পাইয়াছে।

অভিযোগ এই, ফরিয়াদী কিশোরী-মোহন দাস কিছুদিন যাবৎ তাহার স্ত্রীর উপর বিশ্বাস হারাইয়া ফেলিয়াছিল। প্রকাশ, তাহার স্ত্রী নাকি এক পেয়ালা দুগ্ধে বিষ মিশ্রিত করিয়া তাহাকে পান করিবার জন্য দিয়াছিল। গত বৎসর নভেম্বর মাসে তাহার স্ত্রী বাড়ী হইতে উধাও হইয়া যায়, তখন হইতে তাহার খোঁজ পাওয়া যাইতেছিল না। পরে আসামীর বাড়ীতে তাহার সন্ধান পাওয়া যায়। আরও প্রকাশ যে, কিছুক্ষণের জন্য কিশোরী যখন বাড়ী ছিল না, তখন তাহার সন্তান দুইটীকে চুরি করিয়া লইয়া যাওয়া হইয়াছে। তাহার স্ত্রী চলিয়া যাইবার পর হইতে সন্তান দুটী নাকি কিশোরীর নিকটই ছিল।

আসামীর পক্ষে বলা হইয়াছে যে, স্ত্রীলোকটী (কিশোরীর স্ত্রী) প্রথম আসামীর বাড়ীতে অপরাপর হিন্দু ভাড়াটের সহিত ভাড়াটে হিসাবে বাস করিত এবং শারীরিক পরিশ্রম করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিত? সন্তান দুইটী বরাবরই তাহাদের মায়ের সঙ্গে ছিল। মিছামিছি তাহাদিগকে এই মামলায় অভিযুক্ত করা হইয়াছে।

মিঃ এ রোফের সহিত এডভোকেট মিঃ সূর্য্যপ্রসাদ মুখুর্য্যে আসামী পক্ষে উপস্থিত ছিলেন।

বাঙ্গালার আর্থিক অবস্থা

(২)

পূর্ব্বোক্ত ব্যবস্থার ত্রুটী

এই ব্যবস্থায় প্রাদেশিক সরকারসমূহ মিতব্যয়ী হইবার চেষ্টাও করিতেন না; কারণ, তাঁহারা জানিতেন, এক বিভাগে ব্যয়সঙ্কোচ করিলে যে টাকা বাঁচিবে তাহা অন্য বিভাগে ব্যয় করা যাইবে না—কেন্দ্রী সরকার ফিরাইয়া লইবেন। এই ব্যবস্থায় কেন্দ্রী সরকারের সহিত প্রাদেশিক সরকার-সমূহের বিরোধের উদ্ভবও হইত; কারণ, কেন্দ্রী সরকার তাঁহাদিগের কাজে হস্তক্ষেপ করায় প্রাদেশিক সরকারসমূহের পক্ষে অনেক প্রয়োজনীয় ও লোকের কল্যাণকর কাজ করা অসম্ভব হইত।

প্রথম পরিবর্ত্তন

আর্থিক ব্যাপারে যে প্রাদেশিক সর-কারগুলিকে কতকটা স্বাধীনতা ও নিয়ন্ত্রণ-ক্ষমতা প্রদান করা প্রয়োজন, ইহা অনুভূত হইবার সঙ্গে সঙ্গে প্রাদেশিক সরকার-গুলিকে কিরূপে সেরূপ ক্ষমতা প্রদান করা যায়, তাহার জন্য নানা উপায় প্রস্তাবিত হয়। কিন্তু লর্ড মেয়ো এদেশে বড়লাট হইয়া আসিবার পূর্ব্বে প্রাদেশিক আর্থিক ব্যাপারে প্রাদেশিক সরকারকে কতকটা দায়িত্ব দানের প্রকৃত চেষ্টা হয় নাই। তিনি বলিয়াছিলেন :—

"প্রাদেশিক প্রয়োজন উপলব্ধি করিবার সুযোগ ভারত সরকারের নাই এবং কি উপায়ে প্রাদেশিক আয় বর্দ্ধিত করা যাইতে পারে, ভারত সরকার তাহাও জানিতে পারেন না। প্রত্যেক প্রদেশেরই কতক-গুলি বিশেষ ব্যয় প্রয়োজন এবং সে ব্যয় সঙ্কুলানের উপায়ও হইতে পারে—সেইরূপ উপায়ে লব্ধ অর্থ কেন্দ্রী সরকারের গ্রহণ করা সঙ্গত নহে। এক স্থানে যেরূপ কর অনায়াসে ধার্য্য করা যায়, অন্য স্থানে সেরূপ কর ধার্য্য করিলে অসুবিধা ও অসন্তোষের উদ্ভব হইতে পারে এবং সকল প্রদেশে প্রাদেশিক কার্য্যের জন্য যে কর ধার্য্য করা সঙ্গত, তাহার টাকা কেন্দ্রী সরকারের পক্ষে গ্রহণ করা অসঙ্গত।"

এই জন্য কারা বিভাগ, রেজিষ্ট্রেশন, পুলিশ, শিক্ষা, চিকিৎসা, ছাপা, পথ, সরকারী গৃহাদি নানারূপ উন্নতিকর কার্য্য—এই সব বাবদে ভারত সরকার প্রাদেশিক সরকারগুলিকে নির্দ্দিষ্ট অর্থ দিতে আরম্ভ করেন এবং স্থির থাকে, সেই টাকার কোন অংশ যদি এক বৎসরে ব্যয়িত না হয়, তবে পরবৎসর প্রাদেশিক সরকার তাহা ইচ্ছামত যে কোন বাবদে ব্যয় করিতে পারিবেন। তদ্ভিন্ন নিজ নিজ আয় বৃদ্ধির জন্য প্রাদেশিক সরকারসমূহ কেন্দ্রী সরকারের অনুমতি লইয়া প্রাদেশিক কর সংস্থাপিত করিতেও পারিবেন, স্থির হয়। কিন্তু ব্যয় বিষয়ে প্রাদেশিক সরকারের ক্ষমতা পূর্ব্ববৎই সীমাবদ্ধ থাকে। মাসিক ৫০৲ টাকার অধিক বেতনে কর্ম্মচারী নিয়োগ করিতে হইলেই ভারত সরকারের অনুমতি লইতে হইত এবং ভারত সরকারের নির্দ্দেশানুসারে হিসাব দাখিল করিতে হইত।

রাজস্ব বিভাগ ও পঞ্চবার্ষিক বন্দোবস্ত

১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে লর্ড লিটন যখন ভারত-বর্ষের বড়লাট তখন ভারত সরকারের অর্থকৃচ্ছ্রতাহেতু প্রাদেশিক সরকারের আর্থিক ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন অনিবার্য্য হইয়া উঠে। তখন সারজন ষ্ট্রেচী অর্থসচিব। তিনি দেখাইয়া দেন, যে সব ব্যাপারে প্রাদেশিক সরকারকে দায়িত্ব দেওয়া হই-য়াছে, সে সকলে ব্যয় বৃদ্ধি হইবেই অথচ যে সব আয় [illegible] হইয়াছে, সে আয় বাড়িবার সম্ভাবনা অতি অল্প। তিনি বলেন :—

"প্রাদেশিক সরকারসমূহকে নূতন কর-ধার্য্য করিবার ক্ষমতা না দিয়া যাহাতে তাহাদিগকে নূতন কর ধার্য্য করিতে না হয়, তাহাই করা এবং যে বর্ত্তমান রাজস্ব সুশাসনের ফলে বাড়িবে সে সকলের উন্নতি সাধনে তাঁহাদিগকে প্রোৎসাহিত করাই ভারত সরকারের কর্ত্তব্য। এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিবার জন্য প্রাদেশিক সরকার-সমূহকে তাঁহাদিগের অধিকারভুক্ত রাজস্ব লাভের উপায়—সুব্যবস্থার ও স্বার্থ-সংরক্ষণের চেষ্টার দ্বারা করিতে দিতে হইবে।"

এই কারণে ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে প্রাদে[illegible] সমূহের সহিত নূতন বন্দোবস্ত করা হয়।

এই বন্দোবস্তে প্রাদেশিক ব্যয়ের প্রাদেশিক সরকারের অধিকার প্রদা[illegible] এবং নির্দ্দিষ্ট টাকার পরিবর্ত্তে তাঁহাদি[illegible] কতকগুলি বিভাগের রাজস্ব প্রদান হয়। এইরূপে রাজস্বগুলি তিন ভাগে করা হয়—ভারতীয় বা কেন্দ্রী, প্রাদে[illegible] ও উভয় সরকারের মধ্যে বিভক্ত। আবকারী প্রভৃতি, লাইসেন্স (ব[illegible] আয়কর), ষ্ট্যাম্প, রেজিষ্ট্রেশন, আ[illegible] বিচার, পাবলিক ওয়ার্কস, শিক্ষা[illegible] সব বিভাগের রাজস্ব প্রাদেশিক সরক[illegible] অধীনে বাড়িবার সম্ভাবনা অধিক সেইগুলি প্রাদেশিক সরকারকে প্রদা[illegible] হয়।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

নদীয়া-প্রকাশ

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক

—পারমার্থিক পত্র—

শ্রীধাম-মায়াপুর

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশ
তনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনম্,
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং
প্রেমা পুমর্থো মহান্,
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং
তত্রাদরো নঃ পরঃ॥

৮ম বর্ষ — ৭ই দামোদর গৌরাব্দ ৪৪৭, ২৪শে আশ্বিন বঙ্গাব্দ ১৩৪০, ১০ই অক্টোবর ইং ১৯৩৩, মঙ্গলবার — ১৮৩তম সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

গত ৭ই অক্টোবর সন্ধ্যার পর কলিকাতা হাইকোর্টের য়্যাড্ভোকেট শ্রীযুক্ত মোহিনী-মোহন ভট্টাচার্য্য এম্-এ, পি-আর-এস, পি-এইচ্-ডি, মহোদয় কয়েকজন বন্ধু সহ শ্রীধাম-মায়াপুর দর্শনে আসিয়াছিলেন। শ্রীধামের অপূর্ব্ব মনোরম দৃশ্য ও শ্রীবিগ্রহের শৃঙ্গারাদি দর্শন করিয়া তিনি অতিশয় আনন্দিত হইয়াছেন।

গত ১৪ই আশ্বিন শনিবার শ্রীএকাদশী দিবস হইতে বালিয়াটী গদাইগৌরাঙ্গমঠে উর্জ্জব্রত আরম্ভ হইয়াছে এবং শ্রীমঠে প্রত্যহ নিয়মিতভাবে শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, শ্রীচৈতন্যভাগবতাদি ভক্তিগ্রন্থ সকল পাঠ, ব্যাখ্যা ও কীর্ত্তনাদি হইতেছে। প্রত্যহ বহু সৌভাগ্যশালী ব্যক্তি শ্রবণ-কীর্ত্তনে যোগদান পূর্ব্বক নিত্যসুকৃতি অর্জ্জনের সুযোগ লাভ করিয়া আনন্দিত হইতেছেন। মঠরক্ষক শ্রীঅনাদিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রীজী উক্ত দিবস বৈষ্ণবস্মৃতিরাজ শ্রীহরিভক্তিবিলাস-গ্রন্থের ১৬শ বিলাস হইতে কার্ত্তিকব্রত-ধারণের নিত্যতা, উহা অকরণে প্রত্যবায়, ব্রত-পালনের বিধিসকল এবং কার্ত্তিকব্রতের মাহাত্ম্য প্রভৃতি বিষয় অবলম্বনে পাঠ ও প্রাঞ্জলভাষায় ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন এবং দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ দিবসত্রয় শ্রীমদ্ভাগবত ২য় স্কন্ধ ৩য় অধ্যায় পাঠ ও বিস্তৃতভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। পাঠের আদিতে ও অন্তে প্রত্যহ মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন হইয়া থাকে।

বিগত ১২ই আশ্বিন বৃহস্পতিবার শ্রীশ্রীভক্তিসিদ্ধান্তবাণীসেবকসমিতির সাপ্তাহিক অধিবেশনে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও কীর্ত্তন হইয়াছে; পাঠে নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ আলোচিত হইয়াছে।

শ্রীবসুদেব ভগ্নী-বধোদ্যত কংসকে বহু প্রকার সুযুক্তিপূর্ণ উপদেশ প্রদান করা সত্ত্বেও প্রতিনিবৃত্ত হইতেছেন না দেখিয়া বলিতে লাগিলেন,—"এই দেবকী হইতে তোমার কোন ভয় নাই, তোমার ভয়ের কারণ দেবকীর পুত্রসমূহকে তোমার হস্তে সমর্পণ করিব।" একথা শুনিয়া কংস সুহৃদ্-বধ হইতে নিবৃত্ত হইলেন।

অতঃপর কালক্রমে প্রসবকাল উপস্থিত হইলে, দেবকী এক একটী করিয়া ৮টী পুত্র এবং সুভদ্রা নাম্নী একটি কন্যা প্রসব করিলেন। প্রতিজ্ঞাভঙ্গ-ভয়ে বসুদেব কীর্ত্তিমান্ নামক প্রথম পুত্রটিকে কংসের হস্তে সমর্পণ করিলেন।

সত্যসন্ধ সাধুদিগের নিকট কোন কার্য্যই দুঃসহ নহে। যাঁহারা ভগবান্‌কে বাস্তববস্তু বলিয়া জানেন, তাঁহারা কোন বিষয়ের অপেক্ষা রাখেন না। পক্ষান্তরে যাহাদের স্বভাব নিন্দিত, তাহাদের অকার্য্য কিছুই নাই। যাঁহারা ভগবানে আত্মবিক্রয় করিয়াছেন তাঁহারা সবই পরিত্যাগ করিতে পারেন।

কংস এই প্রকারে একটি একটি করিয়া দেবকীর সুতগণকে বিনাশ করিতে লাগিলেন। ভোগ-লোভগ্রস্ত, আত্মেন্দ্রিয়তর্পণপর নৃপতি সকল জননী, জনক, সহোদর ও সর্ব্বসুহৃদ্‌বর্গকে বিনাশ করিয়া থাকে। এমন কি কংস—যদু, ভোজ ও অন্ধকদিগের অধিপতি স্বীয় জনক উগ্রসেনকে কারাগারে আবদ্ধ করিয়া নিজে শূরসেন নামক দেশসমূহ উপভোগ করিতে লাগিল।

বিগত ১৬ই আশ্বিন সোমবার জেলা বরিশাল নিবাসী উত্তরবঙ্গ-প্রবাসী পরম ভাগবত শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র ঘোষাল মহাশয়ের গৃহে শ্রীশ্রীভক্তিসিদ্ধান্তবাণী-সেবক-সমিতির সেবকগণ নিমন্ত্রিত হইয়া শ্রীমদ্ভাগবতের পূতনা-বধ-লীলা পাঠ ও কীর্ত্তন করিয়াছেন।

ন যত্র শ্রবণাদীনি রক্ষোঘ্নানি স্বকর্ম্মসু।
কুর্ব্বন্তি সাত্বতাং ভর্ত্তুর্যাতুধান্যশ্চ তত্র হি॥
(ভাঃ ১০।৬।৩)

যেস্থলে মানবগণ নিজ নিজ ঐহিক ও পারলৌকিক কার্য্যে সাত্বতপতি শ্রীকৃষ্ণের রাক্ষস-ভয়-বিনাশক নামাদির শ্রবণ কীর্ত্তন প্রভৃতি করে না, সেই স্থলেই রাক্ষসগণ অত্যাচারে সমর্থ হয়; কিন্তু যেস্থলে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ বর্ত্তমান সেখানে ভয়ের আশঙ্কা কি?

এই কারণেই ভগবানের একনিষ্ঠ ভক্তগণ প্রার্থনা করিয়া থাকেন :—

"ন যত্র বৈকুণ্ঠকথা সুধাপগা
ন সাধবো ভাগবতাস্তদাশ্রয়াঃ।
ন যত্র যজ্ঞেশ মখা মহোৎসবাঃ
সুরেশ-লোকোঽপি ন বৈ স সেব্যতাম্॥"

যেখানে তোমার নাহি যশের প্রচার।
যথা নাহি বৈষ্ণব জনের অবতার॥
যেখানে তোমার যাত্রা মহোৎসব নাই।
ইন্দ্রলোক হইলেও তাহা নাহি চাই॥
চৈঃ ভাঃ

বহু শ্রৌত-সিদ্ধান্ত আলোচনার পর সংকীর্ত্তনান্তে সভা ভঙ্গ হয়।

ঘোষাল মহাশয় স্বয়ং ও তৎপুত্রদ্বয় বেশ সত্যপিপাসু, তাঁহারা সকলেই ব্রাহ্মণোচিত সদাচার পালন ও বৈষ্ণব-গ্রন্থাদি পাঠ ও শ্রবণে আগ্রহান্বিত হইয়াছেন বলিয়া আনন্দের বিষয় হইয়াছে সন্দেহ নাই। প্রার্থনা করি, বৈষ্ণবগণ ও তদভীষ্টদেব শ্রীগৌর-নিত্যানন্দের কৃপায় তাঁহারা ক্রমশঃ বাস্তব ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্ম-সংরক্ষণে আদর্শ-জীবন লাভ করুন।

মৃগের উপমাদ্বারা শ্রীনারদ প্রাচীনবর্হিকে দেখাইলেন—মৃগের তৃণ-কুশাদির অন্বেষণ, রাজার অকিঞ্চিৎকর বিষয়সুখানুসন্ধান, বৃক্ষে মৃগীসঙ্গ, গৃহে স্ত্রীসঙ্গ, ভ্রমরগুঞ্জন, বনিতা ও স্ত্রীলোকের মধুরালাপ, রক্তলোলুপ ব্যাঘ্রের প্রতি অনবধানতা, প্রতিদিন আয়ুক্ষয়কর কালের প্রতি লক্ষ্যহীনতা, ব্যাধকর্ত্তৃক বাণ নিক্ষেপ, যমকর্ত্তৃক প্রাণ বিনাশ।

রাজা নারদের উপযুক্ত উদাহরণের প্রশংসা করিয়া বিনীতভাবে বলিলেন,—প্রভো! একটী প্রশ্ন আছে। আমি এইজন্মে জীবনের শেষমুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত যে স্বকর্ম্ম করিলাম তাহা ত "ভস্মীভূতস্য দেহস্য পুনরাগমনং কুতঃ" এই ন্যায়ে দেহের সঙ্গে সঙ্গেই প্রাপঞ্চিক বলিয়া নষ্ট হইল, তবে আবার আমি যখন নূতন দেহ ধারণ করিব তখন ঐসমস্ত কর্ম্ম আমাতে কিপ্রকারে সংক্রমিত হইয়া ফলদান করিবে? উত্তরে মহর্ষি বলিলেন—রাজন্! ভগবত্তত্ত্ব দুর্জ্ঞেয়, ব্রাহ্মণাদি দেবতাও উহা বুঝিতে অক্ষম হইয়া মুহ্যমান হন। "তেনে ব্রহ্ম হৃদা য আদিকবয়ে মুহ্যন্তি যৎ সূরয়ঃ।" ভগবান্ যে তত্ত্ব ব্রহ্মার হৃদয়ে প্রকাশ করিলেন তাহা তাঁহার কৃপা না হইলে দেবতাগণ পর্য্যন্ত জানিতে অসমর্থ হইয়া মোহপ্রাপ্ত হন। এই কর্ম্মফলবাদ বা জন্মান্তরবাদ মনুষ্যাদি-জন্মে বাহ্যদৃষ্টিতে বৈষম্য আনিয়াছে—ইহা না মানিয়া সাম্যবাদের ধুয়া তুলিয়া ব্রাহ্মণ, চণ্ডাল, মেথর সব একাকার করিলে স্বাধীনতার পরিবর্ত্তে পরাধীনতা বাড়ে মাত্র।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

৭ দামোদর, স্বাহু প্রত্যয়

মহাপ্রভু ও বল্লভভট্ট

(৪)

রথাগ্রে কীর্ত্তন

রথযাত্রা বাসর উপস্থিত হইয়াছে। গৌড়ীয়ভক্তগণের আর আনন্দের সীমা নাই। তাঁহারা মহাপ্রভুর আদেশে তাঁহার সহিত রথাগ্রে কীর্ত্তনের নিমিত্ত উপস্থিত হইয়াছেন। মহাপ্রভু কীর্ত্তনীয়াগণকে সপ্ত দলে বিভক্ত করিলেন—রথের অগ্রে ৪ দল, দুই পার্শ্বে ২ দল, আর পশ্চাতে ১ দল। অগ্রভাগের প্রথম দলে নর্ত্তক—শ্রীপাদ অদ্বৈত প্রভু; মূল গায়ক—শ্রীস্বরূপ প্রভু; আর দামোদর, নারায়ণ, গোবিন্দ দত্ত, রাঘব পণ্ডিত ও শ্রীগোবিন্দানন্দ—এই পাঁচ জন তাঁহার দোহার। দ্বিতীয় দলে নর্ত্তক—শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু; মূল গায়ক—শ্রীবাস পণ্ডিত; আর গঙ্গাদাস, হরিদাস, শ্রীমান, শুভানন্দ ও শ্রীরাম-পণ্ডিত—এই পাঁচ জন তাঁহার দোহার। তৃতীয় দলে নর্ত্তক—শ্রীহরিদাস; মূল কীর্ত্তনীয়া—শ্রীমুকুন্দ; দোহার—বাসুদেব, গোপীনাথ, মুরারি, শ্রীকান্ত ও শ্রীবল্লভ সেন। চতুর্থদলে নর্ত্তক—শ্রীবক্রেশ্বর; মূল কীর্ত্তনীয়া—শ্রীগোবিন্দ ঘোষ, দোহার—হরিদাস, বিষ্ণুদাস, রাঘব, মাধব ঘোষ ও বাসুদেব ঘোষ এই পাঁচ জন। রথের এক পার্শ্বে—কুলীন গ্রামের কীর্ত্তন দল; অপর পার্শ্বে—শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর শান্তিপুরের দল। পশ্চাদ্‌ভাগে শ্রীখণ্ডের দল। কুলীনগ্রামের দলে নর্ত্তক—রামানন্দ, সত্যরাজ প্রভৃতি; শান্তিপুরের দলে নর্ত্তক—শ্রীঅচ্যুতানন্দ; শ্রীখণ্ডের দলে নর্ত্তক—শ্রীনরহরি ও শ্রীরঘুনন্দন। সাতটী দলে ১৪টী মৃদঙ্গ ধ্বনিত হইতে লাগিল। মৃদঙ্গ করতালাদির ধ্বনির সহিত পূর্ব্বোক্ত সুপ্রসিদ্ধ কীর্ত্তনীয়া ও নর্ত্তকগণের গান ও নৃত্য আরম্ভ হইল। এই কীর্ত্তনে—

বৈষ্ণবের মেঘ-ঘটায় হইল বাদল।
কীর্ত্তনানন্দে সবে বর্ষে নেত্রজল॥
ত্রিভুবন ভরি' উঠে কীর্ত্তনের ধ্বনি।
অন্য বাদ্যাদির ধ্বনি কিছুই না শুনি॥

এখন কীর্ত্তনে মহাপ্রভুর অচিন্ত্য-লীলা-দর্শনে যত্নপর হওয়া যাক—

সাত ঠাঞি বুলে প্রভু 'হরি', 'হরি', বলি।
'জয় জগন্নাথ' বলেন হস্তযুগ তুলি'॥
আর এক শক্তি প্রভু করিলা প্রকাশ।
এক কালে সাত ঠাঞি করিল বিলাস॥
সবে কহে,—প্রভু আছেন মোর সম্প্রদায়।
অন্য ঠাঞি নাহি যা'ন, আমারে দয়ায়॥
কেহ লখিতে নারে প্রভুর অচিন্ত্য শক্তি।
অন্তরঙ্গ ভক্ত জানে, যাঁর শুদ্ধভক্তি॥"

অন্যের কথা কি—

কীর্ত্তন দেখিয়া জগন্নাথ হরষিত।
সঙ্কীর্ত্তন দেখে রথ করিয়া স্থগিত॥

মেটে বুদ্ধির দৌড়

অক্ষজ-জ্ঞানই যাঁহাদের একমাত্র সম্বল, সেই নাস্তিক-সম্প্রদায় মহাপ্রভুর একই সময়ে সপ্তসম্প্রদায়ে অবস্থানের বিষয় চিন্তা করিয়া উঠিতে পারিবেন না, না পারিয়া—'উহা বৈষ্ণবের মনের কল্পনা' প্রভৃতি কত কি প্রলাপোক্তি করিবেন। প্রাকৃত সাহিত্যিক বঙ্কিমচন্দ্র এই প্রলাপকে স্নিগ্ধ মস্তিষ্কের দান-জ্ঞানে কৃষ্ণকে তাঁহারই ন্যায় একজন ভদ্রলোক সাজাইতে বসিয়াছিলেন; সেদিন একটী প্রবন্ধাবলিতে জনৈক ব্যক্তির লিখিত 'শ্রীগৌরাঙ্গ' নামক পুস্তকের পরিচয় দিতে যাইয়া শ্রীযুক্ত জলধর সেন মহাশয় যে-সকল উক্তি প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে স্পষ্টই বুঝা যায়—তিনিও সর্ব্বতোভাবে বঙ্কিমচন্দ্রের অনুগামী। মেটে বুদ্ধি থাকা পর্য্যন্ত 'শ্রীগৌরাঙ্গ-লীলা' বা 'শ্রীকৃষ্ণ-লীলা' বোধগম্য হইতে পারে না। ঐ বুদ্ধি লইয়া অপ্রাকৃত-তত্ত্ব আলোচনা করিতে গেলে—শিব গড়িতে বানর গড়া হইবে মাত্র। যে বুদ্ধির অকিঞ্চিৎকরত্ব প্রতি পদ-ক্ষেপে উপলব্ধ হয়, সেই বুদ্ধির গণ্ডিতে সর্ব্বশক্তিমানকে আবদ্ধ করিবার চেষ্টা পৃথিবীর অষ্টম আশ্চর্য্যের মধ্যে গণ্য হইবে কিনা সুধী-সমাজ তাহা বিচার করিবেন

মহাপ্রভুর ভট্টকে উপেক্ষা

শ্রীবল্লভ ভট্ট মহাপ্রভুর লীলা ও কীর্ত্তন দর্শন করিয়া স্তম্ভিত হইলেন। আনন্দাতিশয্যে তাঁহার আর বাক্য স্ফুরণ হইল না। রথযাত্রার পর একদিন তিনি মহাপ্রভুর নিকট গিয়া স্বলিখিত ভাগবত-টীকা শ্রবণ করাইতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন।

তৃণাদপি সুনীচ, তরুর ন্যায় সহিষ্ণু, অমানী ও মানদ হইয়া মহাভাগবতের চরণে প্রণতি স্বীকার না করিলে ভাগবতের অর্থ কাহারো হৃদয়ে স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হয় না। তাই মহাপ্রভুর পার্ষদ স্বরূপ-দামোদর বঙ্গদেশীয় জনৈক বিপ্র-কবির প্রতি আদেশ করিয়াছিলেন—

যাহ ভাগবত পড় বৈষ্ণবের স্থানে।
একান্ত আশ্রয় কর চৈতন্য-চরণে॥
চৈতন্যের ভক্তগণের নিত্য কর সঙ্গ।
তবে ত' জানিবা সিদ্ধান্ত-সমুদ্র-তরঙ্গ॥

এই কবি মহাপ্রভুকে স্বীয় রচিত কবিতা শুনাইতে আসিয়াছিলেন। মহাপ্রভু কখনও সিদ্ধান্ত-বিরুদ্ধ বাক্য সহ্য করিতে পারিতেন না। তাই কেহ কিছু লিখিয়া আনিলে শ্রীল স্বরূপ প্রভু প্রথমতঃ পরীক্ষা করিয়া দেখিতেন, তাহাতে কোনও প্রকার সিদ্ধান্ত-বিরোধ আছে কি না। কবির বাক্যে সিদ্ধান্ত-বিরোধ দেখিতে পাইয়া তাঁহাকে ঐ উপদেশ দিয়াছিলেন। বস্তুতঃপক্ষে মহাপ্রভুর পার্ষদগণের সঙ্গ না হইলে, লেখায় সিদ্ধান্ত-বিরোধ থাকিবেই। শ্রীবল্লভের পণ্ডিতম্মন্য বুদ্ধিজাত লেখনীও সর্ব্বদোষ-পরিমুক্ত হইবে না, তাহা সহজেই অনুমেয়। তাই মহাপ্রভু তাঁহার বল্লভের) টীকা শ্রবণ করিবার ইচ্ছা হইল না। কিন্তু তিনি সোজাসোজিভাবে তাহা বলিলেন না, দৈন্য-প্রকাশপূর্ব্বক বলিলেন,—"আমি ভাগবতের টীকা-শ্রবণে অধিকারী নহি। আমি বসিয়া মাত্র কৃষ্ণনাম গ্রহণ করি, কিন্তু তাহাতেও রাত্রিদিনে আমার সংখ্যানাম পূর্ণ হয় না।" শ্রীবল্লভ বলিলেন,—"শ্রীকৃষ্ণনামের অর্থ বিশদরূপে বর্ণন করিয়াছি, তাহা শ্রবণ করুন।" মহাপ্রভু উত্তর করিলেন—

* *—কৃষ্ণনামের বহু অর্থ না মানি।
'শ্যামসুন্দর', 'যশোদানন্দন',—
এই মাত্র জানি॥
তমালশ্যামলত্বিষি শ্রীযশোদাস্তনন্ধয়ে।
কৃষ্ণনাম্নো রূঢ়িরিতি সর্ব্বশাস্ত্র-বিনির্ণয়॥

(তমাল-শ্যামল বর্ণ ও যশোদা-স্তনপায়ী, এই দুইটি কৃষ্ণনামে সর্ব্বশাস্ত্র-বিনির্ণীত রূঢ়ি অর্থাৎ মুখ্য অর্থ বর্ত্তমান।)

এই অর্থ আমি মাত্র জানিয়ে নির্দ্ধার।
আর সর্ব্ব অর্থে মোর নাহি অধিকার॥

উপেক্ষার কারণ

কেহ কেহ হয় ত' বলিলেন, মহাপ্রভু এই প্রকারে দৈন্য-প্রকাশ না করিয়া বল্লভকে সোজাসোজিভাবে তাহার অন্যায়টা বলিয়া দিলেই ত' ভাল হইত। মহাপ্রভুর বিচারের উপর কথা বলিবার কাহারো ক্ষমতা নাই। যিনি বৈদ্য, তিনিই ভালরূপে জানেন, রোগীর কি-ঔষধে উপকার হইবে এবং কি-প্রকারে সেই ঔষধ সেবন করাইতে হইবে। সাধারণের তাহা জানিবার ক্ষমতা নাই। অপ্রিয় সত্যকথা সোজাসোজিভাবে মুখের উপর বলিয়া দিলে কয়জন লোক তাহা সহ্য করিতে পারেন? পরমার্থ-জগতের বৈদ্যগণ যে রোগীকে একবার ধরেন, তাহাকে নিরাময় না করিয়া ছাড়েন না। তাই নানা কৌশল অবলম্বন করিয়া রোগীকে ঠিক ঠিক মত ঔষধ সেবন করান। শ্রীমন্মহাপ্রভুর ভট্টকে উপেক্ষা করিবার কারণ সম্বন্ধে শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী বলিয়াছেন -

ফল্গুপ্রায় ভট্টের নামাদি সব ব্যাখ্যা।
সর্ব্বজ্ঞ প্রভু জানি' তবে করেন উপেক্ষা॥

পরমার্থের বিঘ্ন-নিরাসের উপায়

অহঙ্কারই পরমার্থ-পথের সর্ব্বপ্রধান অন্তরায়। উচ্চ বর্ণে জন্ম, ঐশ্বর্য্য, বিদ্যা ও সৌন্দর্য্য—এই চারি বস্তু যদি সদয় হইয়া কাহারো অতিথি হন, তাহা হইলে তাহাকে আর পায় কে? তখন তিনি ধরাকে সরা জ্ঞান করেন। চতুর্থ বস্তুটী শ্রীবল্লভের অতিথি হইয়াছিলেন কিনা আমরা জানি না, তবে প্রথম তিন বস্তু যে তাঁহার অতিথি ছিলেন, তাহা সর্ব্ববাদি-সম্মত। তাঁহার ন্যায় উচ্চ-ব্রাহ্মণ-কুলে জাত, প্রভূত ঐশ্বর্য্যের মালিক, নানা শাস্ত্রে পণ্ডিত ব্যক্তিকে মহাপ্রভু উপেক্ষা করিলেন, ইহা কি তিনি সহ্য করিতে পারেন? কিন্তু সহ্য না করিয়া আর উপায় নাই; কারণ নীলাচল মহাপ্রভুর স্থান। তথায় তাঁহার ইঙ্গিত ব্যতীত কেহ কাহারো সহিত বাক্যালাপও করিবেন না। কিন্তু হইলে কি হয়, মনের বিষাদ কি এক মিনিটেই তিরোহিত হইতে পারে? তাই শ্রীবল্লভ কাহাকেও কিছু না বলিয়া দুঃখিতান্তঃকরণে বরাবর নিজ বাসস্থানে চলিয়া গেলেন। মহাপ্রভু-সম্বন্ধে তাঁহার গাঢ় ভক্তিরও কিছু হ্রাস হইল। বস্তুতঃপক্ষে যে-পর্য্যন্ত আমরা সেব্য-বস্তুর সহিত সুষ্ঠু সম্বন্ধে আবদ্ধ না হই, সে-পর্য্যন্ত সেব্য বস্তুর প্রতি আমাদের শুদ্ধা ভক্তি জন্মিতে পারে না। প্রতিষ্ঠা পাইলে ভক্তির বন্যা প্রদর্শন করি, আর শাসনবাক্য আসিলে মনে নানাবিধ অপরাধময় চিন্তাস্রোত প্রবাহিত হয়। কিন্তু যিনি সেব্যবস্তুর সহিত সম্বন্ধযুক্ত হইয়া তাঁহার ভজন করেন, তিনি স্তুতিতেও স্ফীত হন না, আর শাসনেও তাঁহার ভক্তি হ্রাস পায় না—বরং উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হয়। তিনি জানেন—অন্যায়ের জন্যই শাসন, সুতরাং নিজের মান অপমানের প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করিয়া সর্ব্বপ্রকার অন্যায়ের হস্ত হইতে উদ্ধার পাইয়া যাহাতে অতি সুন্দররূপে প্রভুর সেবা সম্পাদন করিতে পারেন, তন্নিমিত্ত যত্নশীল হন।

গদাধর-সমীপে শ্রীবল্লভ

মহাপ্রভু শ্রীবল্লভের টীকা উপেক্ষা করিয়াছেন শুনিয়া নীলাচলের কোন ভক্তই আর তাঁহার (বল্লভের) ব্যাখ্যা শুনিতে চাহেন না। তাই তিনি মনে মনে নিজকে আরও অপমানিত মনে করিতে লাগিলেন। অবশেষে শ্রীল গদাধর পণ্ডিত মহাশয়ের শরণাগত হইলেন। তাঁহাকে—

দৈন্য করি কহে—"নিলুঁ তোমার শরণ।
তুমি কৃপা করি' রাখ আমার জীবন॥
কৃষ্ণনাম-ব্যাখ্যা যদি করহ শ্রবণ।
তবে মোর লজ্জাপঙ্ক হয় প্রক্ষালন॥"

শ্রীল পণ্ডিত গোস্বামী বড়ই সঙ্কটে পড়িলেন। কি করিবেন কিছুই স্থির করিতে পারিতেছেন না। স্বয়ং মহাপ্রভু বল্লভকে উপেক্ষা করিয়াছেন, সুতরাং তিনি কি করিয়া ভট্টের মন রক্ষা করেন? আবার এদিকে মানদ-ধর্ম্মের বশবর্ত্তী হইয়া বল্লভের মনে আঘাতও দিতে পারেন না। শ্রীপণ্ডিত গোস্বামীর এই উভয় সঙ্কটের মধ্যে অনুমতির অপেক্ষা না করিয়াই শ্রীবল্লভ স্বীয়

ব্যাখ্যা পাঠ করিতে লাগিলেন। শ্রীল গদাধর প্রভু মনে মনে কৃষ্ণের শরণ লইলেন, আর প্রার্থনা করিলেন—

"এ সঙ্কটে, কৃষ্ণ, রাখ লইলাম শরণ ॥"

শ্রীল গদাধরপ্রভু মহাপ্রভুর বিরাগ ভাজন হইবার বিশেষ কিছু আশঙ্কা করিতেছেন না, কারণ তিনি জানেন—মহাপ্রভু স্বয়ং ভগবান, সুতরাং তিনি সকলের মনের ভাব বিশেষরূপে অবগত আছেন। তিনি (শ্রীল গদাধরপ্রভু) কিরূপ অবস্থায় বল্লভের সহিত কিরূপ ব্যবহার করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন তাহা মহাপ্রভু বিশেষরূপে অবগত আছেন। কিন্তু মহাপ্রভুর ভক্তগণের সকলে ত' আর ভিতরের সকল কথা বুঝিতে পারিবেন না, তাই তাঁহারা কি অভিমত প্রকাশ করেন, ইহাই আশঙ্কা; তাঁহারা হয় ত' 'শ্রীগদাধর প্রভু বল্লভের সঙ্গী'—এই প্রকার প্রতিকূল মতই প্রকাশ করিয়া বসিবেন। ফলে তাহাই হইল। 'তুমি বল্লভের ব্যাখ্যা শুন'—বলিয়া প্রভুর গণের কেহ কেহ শ্রীপণ্ডিত গোস্বামীর সহিত প্রণয়-কলহ আরম্ভ করিলেন।

বৈষ্ণবগণ কখনও বৃথা তর্ক ভালবাসেন না। কিন্তু শ্রীবল্লভ প্রত্যহই মহাপ্রভুর নিকট আসিয়া নানা বিষয়ে শ্রীঅদ্বৈত আচার্য্যপ্রভু প্রমুখ বিজ্ঞশিরোমণিগণের সহিত তর্ক আরম্ভ করেন। কিন্তু ভট্ট যাহাই কিছু স্থাপন করিতে চেষ্টা করেন, শ্রীঅদ্বৈত তাহা তৎক্ষণাৎ খণ্ডন করেন।

কার্ত্তিক-ব্রত

[আচার্য্য শ্রীরাধাচরণ গোস্বামী, ভক্তিরত্ন]

(২)

কার্ত্তিকং খলু বৈ মাসং সর্ব্বমাসেষু চোত্তমম্।
পুণ্যানাং পরমং পুণ্যং পাবনানাঞ্চ পাবনম্ ॥
ন কার্ত্তিকসমো মাসো ন কৃতেন সমং যুগম্।
ন বেদসদৃশং শাস্ত্রং ন তীর্থং গঙ্গয়া সমম্ ॥
কার্ত্তিকঃ প্রবরো মাসো
বৈষ্ণবানাং প্রিয়ঃ সদা।
কার্ত্তিকং সকলং যস্তু ভক্ত্যা সেবেত বৈষ্ণবঃ।
পিতৄনুদ্ধরতে সর্ব্বান্ নরকস্থান্ মহামুনে ॥

কার্ত্তিক মাস যাবতীয় মাসের মধ্যে উত্তম মাস, পুণ্যস্বরূপ এবং পবিত্র সমূহের মধ্যে পরম পবিত্র। কার্ত্তিক মাসের তুল্য মাস নাই, সত্য-যুগ সদৃশ যুগ নাই, বেদের সমান শাস্ত্র নাই, জাহ্নবী সমান তীর্থ নাই; সুতরাং বৈষ্ণবগণের পক্ষে ঐ মাসই নিত্য প্রিয়। হে মহর্ষে! যে বৈষ্ণব ভক্তিসহকারে সম্পূর্ণ কার্ত্তিক মাসে হরির উপাসনা করেন, তাঁহার দ্বারা নিখিল পিতৃগণ উত্তীর্ণ হইয়া থাকেন।

নিখিল-তীর্থস্নান-জনিত ও যাবতীয়-দান জনিত ফল, সদক্ষিণ নিখিল যজ্ঞ, পুষ্কর-বাস, কুরুক্ষেত্র-বাস, হিমাচল-বাস, মেরুতুল্য-সুবর্ণ-দান, হরিপ্রিয় কার্ত্তিক মাসের কোটাংশের একাংশও নহে।

যৎকিঞ্চিৎ ক্রিয়তে পুণ্যং
বিষ্ণুমুদ্দিশ্য কার্ত্তিকে ॥
তদক্ষয়ং ভবেৎ সর্ব্বং সত্যোক্তং তব নারদ ॥

হে দেবর্ষে নারদ! আমি সত্য করিয়া বলিতেছি যে, শ্রীহরির উদ্দেশে হরিপ্রীত্যর্থে কার্ত্তিক মাসে যাহা কিছু পুণ্যাচরণ করা যায়, তৎসমুদায়ই অক্ষয় হইয়া থাকে।

দামোদর যেরূপ সর্ব্বজন-সকাশে ভক্ত-বৎসল নামে বিদিত, তদীয় এই কার্ত্তিক-মাসও তদ্রূপ; এই মাসে অল্প মাত্র উপচারে পূজাও পূজককে হরিধাম সমর্পণ করিয়া থাকেন। দেহিগণের মধ্যে ক্ষণভঙ্গুর নরদেহ দুষ্প্রাপ্য, তন্মধ্যে আবার কৃষ্ণ-বল্লভ কার্ত্তিক-মাস অধিকতর দুষ্প্রাপ্য। এই কার্ত্তিক মাসে হরির উদ্দেশ্যে প্রদীপ-মাত্র সমর্পণ অথবা অন্য-প্রদত্ত দীপ উদ্দীপ্ত করিয়া দিলেও হরির প্রীতিলাভ হইয়া থাকে। এই কার্ত্তিকের একাদশী-দিনে কোন মূষিকা তৈল-পান-লোভে অন্য-দত্ত দীপ উদ্দীপিত করিয়া দিয়াছিল বলিয়া দুষ্প্রাপ্য নরজন্ম প্রাপ্ত হয় এবং অন্তিমে পরমা গতি লাভ করিয়াছিল।

"একাদশ্যাং পরৈর্দ্দত্তং দীপং
প্রোজ্জ্বাল্য মূষিকা।
মানুষ্যং দুর্ল্লভং প্রাপ্য পরাং গতিমবাপসা ॥

যতপ্রকার ব্রত আছে তৎসমুদয়ের ফল একজন্ম মাত্র অনুগমন করে, কিন্তু কার্ত্তিক-মাস-কৃত ব্রতফল শতজন্ম যাবৎ অনুগামী হয়। কার্ত্তিক-মাসে কার্ত্তিকী পৌর্ণমাসীতে অনাহারী থাকিয়া অক্রূরতীর্থে স্নান করিলে যে ফললাভ হয়, কার্ত্তিক মাসে বৈষ্ণবব্রত-শ্রবণ দ্বারাও তাহা প্রাপ্ত হইতে পারে। যে ব্যক্তি কোন কালেও কোন পুণ্যকার্য্য যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান করে নাই অথবা যে-ব্যক্তি কাশী, নৈমিষকানন, পুষ্কর প্রভৃতি অর্ব্বুদ অর্ব্বুদ-তীর্থে গমন করিয়া যে পুণ্য অর্জ্জন করিয়াছে, এক কার্ত্তিকব্রত করিলেই উভয় ব্যক্তিই হরির পরম পদে গতিলাভ করিবেন।

ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়ো বৈশ্যঃ শূদ্রো বা মুনিসত্তম
বিযোনিং ন ব্রজত্যেব ব্রতং
কৃত্বা তু কার্ত্তিকে ॥

কার্ত্তিকে বৈষ্ণবব্রত পালন করিলে কি ব্রাহ্মণ, কি ক্ষত্রিয়, কি বৈশ্য, কি শূদ্র কাহাকেও বিযোনিতে অর্থাৎ পাপে অর্জ্জিত কর্ম্মানুরূপ কুযোনিতে কুজন্ম লাভ করিতে হয় না!

এই কার্ত্তিক মাসে দামোদরের প্রীত্যর্থে কার্ত্তিক-ব্রত অল্প পরিমাণে অনুষ্ঠিত হইলেও মহাফলপ্রদ হইয়া থাকে। "ক্রিয়মাণে ব্রতে নৄণাং স্বল্পেঽপি স্যান্মহাফলম্।"

"নারকী"

[শ্রীযুক্ত ভবদেব চট্টোপাধ্যায়]

(১)

বিধি-আরাধিত ধনে
শালগ্রাম নারায়ণে
শিলাজ্ঞান কভু ভ্রমে
ক'রো নারে ক'রো না।

(২)

গোবিন্দের নিজজন
গুরু বিশ্ব-পূজ্য হন
জগজন মধ্যে তাঁরে
ধ'রো নারে ধ'রো না ॥

(৩)

বিষ্ণুভক্ত জনগণ
পতিতপাবন ধন
জাতি-দোষ হেন জনে
দে'খো নারে দেখো' না।

(৪)

বিষ্ণুভক্তপদ-জল
বাঞ্ছে শম্ভু সর্ব্বকাল
হেন তীর্থে অম্বুবুদ্ধি
শি'খো নারে শি'খো না ॥

(৫)

বিষ্ণুনাম মন্ত্র বলে
কর্ম্মপাপ দূরে ফেলে
হেন নামে শব্দ ব'লে—
ভে'বো নারে ভে'বো না।

(৬)

বিষ্ণুঃ সর্ব্বেশ্বরেশ্বরে
সম করি দেবান্তরে
অজ্ঞানতা মহাঘোরে
ডুবো নারে ডুবো না ॥

(৭)

শাস্ত্রের বচন এই
ইহা না মানিবে যেই
অন্তে নরক রোধ
হবে নারে হবে না।

(৮)

সে নারকী দূরে রাখ
সাধু-সঙ্গে সদা থাক
অন্যথায় কৃষ্ণভক্তি
পাবে নারে পাবে না ॥

আশা মরু

(শ্রীপূর্ণপ্রজ্ঞ ব্রহ্মচারী)

(১)

জাগ্রদ্দশায় রাজাদি-দর্শন ও ইন্দ্রাদি-শ্রবণ জন্য সংস্কার মনোমধ্যে আহিত হইলে, নিবিষ্টচিত্ত হইয়া সেই মনের দ্বারা ঐ দৃষ্ট ও শ্রুত-বিষয় চিন্তা করিতে করিতে লোকেরা যদ্রূপ জাগ্রদ্দশায়—দৃষ্ট ও শ্রুত বিষয়ের সদৃশ অনির্ব্বচনীয় রাজাদিরূপ স্বপ্নেও মনোরথ-যোগে দর্শন করে, তাহাতে জাগ্রদ্দেহ হইতে তাহার স্মৃতি অপগত হইয়া যায়। আমার মনের তুলিতে আঁকা বস্তুগুলির ধ্যান করিতে করিতে, যেমন গমনকারী পুরুষ অগ্রে নিহিত একপদে ভূমি আশ্রয়পূর্ব্বক দেহধারণ করিয়া, পরে অন্য পদকে পূর্ব্বস্থান হইতে উত্তোলন পুরঃসর সম্মুখে নিহিত করিয়া গমন করে, তদ্রূপ কর্ম্মপথে বর্ত্তমান জীব আমিও প্রারব্ধ কর্ম্ম সমাধানের জন্য পঞ্চভূত-নির্ম্মিত অন্য একটা দেহের মধ্যে প্রবিষ্ট হইলাম। দেখিতে দেখিতে আমার চেতনবৃত্তি যেন লোপ হইয়া গেল, বাহ্য ও আভ্যন্তরিক জ্ঞান আর রহিল না। ক্ষণকাল পরে যখন ঐ ভীষণা অমা আমার অক্ষিগোলকের অন্তরালে আস্তে আস্তে অপসারিত হইয়া গেল, কোথা হইতে যেন পুরীষ-পূয়-লোভী কৃমিকুল আমাকে ছিঁড়িয়া খাইতেছে অনুভব করিলাম! কোথায় দুগ্ধ-ফেননিভ শয্যা, সুরম্য সৌধাবলী, নব-দারার মৃদুহাস্য কলহাষ, কোষাগার, দাস-দাসী আর বিষ্ঠা-ক্লেদপূর্ণ তপ্ত পিঞ্জরের মধ্যে কৃমিকুলের ভীষণ দংশন। যে পুত্র-কলত্রের সেবা অশেষ বিধয়ে করিলাম, তাহারা ত' এ বিপদ হইতে রক্ষা করিতেছে না! তখন সকল সময়ের বান্ধব শ্রীহরি ব্যতীত সে বিপদ হইতে রক্ষা করিবার কেহই নাই দেখিয়া তাঁহাতেই শরণাপন্ন হইলাম। দেখিতে দেখিতে কোথা হইতে যেন সেই নবনীরদ-কান্তি দিব্যকিশোরমূর্ত্তি আত্তবন্ধু আমার কাছে আসিয়া দণ্ডায়মান হইলেন। যদিও আমি সেই ভীষণ উত্তাপ এবং কীটকুলের দংশনে নিপীড়িত হইতেছিলাম, তথাপি যেন আবার একটা নবশক্তির উদয় হইল, বড়ই শান্তি পাইলাম। কিন্তু আমার দুরদৃষ্টক্রমে অল্প সময়ের মধ্যে ঐ শান্তিময় ছবিখানি মুছিয়া গেল। তখন নিরাশ হৃদয়ে শান্তির আশায় আশা-মরুভূমির দিকে দৌড়াইতে দৌড়াইতে, এক ভীষণ জনশূন্য অরণ্যের মধ্যে প্রবিষ্ট হইলাম। তথায় পাঁচজন দস্যু বাস করিতেছে; শুধু তাই নয়, ক্রূরস্বভাব-বিশিষ্ট বৃকগণ তথা শৃগাল, মশকাদি আমার রক্তমাংস ভক্ষণ করিবার জন্য অপেক্ষা করিতেছিল। ঐ পাঁচজন দস্যু আমাকে প্রাপ্ত জানিয়া আমার পুণ্য-সঞ্চিত অর্থগুলি অপহরণ করিল। অবশেষে এক চক্রবাতের মধ্যে ফেলিয়া আমাকে সংহার করিবার জন্য ব্যস্ত হইল। ঐ চক্রবাতোত্থিত কর্কশ ধূলি-কঙ্কণে যখন আমার চক্ষুকে আবৃত করিল, তখন আর দিক-দেশ-কাল বিচারে অসমর্থ হইয়া বহুদিন ধরিয়া অন্ধের মত ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলাম। অকূলস্থ আশা-ভাণ্ড ব্রহ্মাণ্ডভাণ্ডোদরী-বক্ষে তৃণাচ্ছাদিত গহ্বরটাই চিরবাসস্থান হইল।

শুদ্ধভক্তি গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। ভাষ্যসহ বিরাট শ্রীচৈতন্যভাগবত ৫৲
২। শ্রীমদ্ভাগবতম্—সমগ্র ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ১৮৲
একাদশ স্কন্ধ হইতে শেষখণ্ড ।৶০
৩। ভাষ্যদ্বয়সহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (৪র্থ সংস্করণ)
৪। ভক্তিবিবেককুসুমাঞ্জলি (বাঁধা) ৲
৫। গৌড়ীয়-গৌরব ।৵০
৬। গৌড়ীয়-সাহিত্য ।৵০
৭। ভজনরহস্য ৷০
শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও
শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৯। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ)
ঐ (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
১০। গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি টীকাসহ)
ঐ (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
১১। গীতার কেবল মাধ্ব-ভাষ্য ॥০
১২। মুক্তিমল্লিকা গুণসৌরভঃ সানুবাদ (মাধ্ব) ২৲
১৩। বেদান্ততত্ত্বসার সানুবাদ (রামানুজীয়) ॥০
১৪। জৈবধর্ম্ম ২৲
১৫। শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৬। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১৭। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ॥৵০
ঐ (বাঁধা) ৸০
১৮। দ্বীপ-দিগ্‌দর্শন ৵০
১৯। সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ) ।৵০
২০। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ॥০
ঐ (আবাঁধা) ।৵০
২১। নবদ্বীপধাম গ্রন্থমালা ৸০
২২। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৵০
২৩। গীতমালা ৴১০
২৪। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶০
২৫। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶০
২৬। নবদ্বীপ পঞ্জিকা (৪৪৭ গৌরাব্দ) ৵০
২৭। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
২৮। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা-দর্পণ ।০
২৯। শরণাগতি ৴০
৩০। গীতাবলী ৴০
৩১। চিত্রে নবদ্বীপ ১॥০
৩২। সাধনকণ ৴০
৩৩। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৴০
৩৪। নবদ্বীপশতক ৴০
৩৫। অর্থপঞ্চক ৴০
৩৬। সদাচারস্মৃতিঃ ৴০
৩৭। কল্যাণকল্পতরু (৫ম সংস্করণ) ৴১০
৩৮। অর্চ্চনকণ ৴১০
৩৯। সাধককণ্ঠমালা (বাঁধা) ।০
ঐ (আবাঁধা) ।৴০
৪০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (প্রথম চারিখণ্ড) ৩
৪১। ব্রহ্মসংহিতা ।০
৪২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৪৩। মণিমঞ্জরী সানুবাদ ।০
৪৪। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৷০
৪৫। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ।০
৪৬। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৪৭। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
৪৮। গৌড়ীয়মঠ কি করেন ? ৴০
৪৯। ঈশোপনিষৎ (বলদেব ও মাধ্ব-ভাষ্য এবং বিবৃতি ও অনুবাদসহ) ।০
৫০। শ্রীভুবনেশ্বর ৶০
৫১। সিদ্ধান্তদর্পণ ৵০
৫২। সাংখ্যবাণী ৴০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৫৩। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী-দিগ্বিজয়ঃ ॥০
৫৪। সটীক-শিক্ষাদশমূলম্ ।০
৫৫। তত্ত্ব-সূত্রম ।০
৫৬। সানুবাদ-শিক্ষাষ্টকম্ ৵০
৫৭। গৌড়ীয়মঠস্য পরিচয়ঃ ৴০
৫৮। সারাংশবর্ণনম্ ৶০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৫৯। রায় রামানন্দ ॥০
৬০। নামভজন ।০
৬১। রিলেটীভ্ ওয়ার্ল্ড্‌স ।৵০
৬২। লাইফ্ য়্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।০
৬৩। বৈষ্ণবীজম্ ।০
৬৪। হোয়াট্ গৌড়ীয়মঠ ইজ্ ডুইং ৴০
৬৫। দি ভাগবত ।০
৬৬। ইরোটিক্ প্রিন্সিপ্‌ল য়্যাণ্ড আনেলয়েড্ ডিভোসন ।০
৬৭। ব্রহ্ম-সংহিতা ২।০
৬৮। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (ভলুম ওয়ান) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৬৯। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ॥০
৭০। সাধন পথ ।০
৭১। কল্যাণ-কল্পতরু ৴১০
৭২। গীতাবলী ৴০
৭৩। শরণাগতি ৴০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৭৪। শরণাগতি

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

নদীয়া-প্রকাশপ্রাপ্তির স্থান

১। শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম-মায়াপুর, নদীয়া
২। শ্রীযোগপীঠ ঐ
৩। শ্রীবাস অঙ্গন ঐ
৪। অদ্বৈত-ভবন ঐ
৫। কাজীর সমাধি-পাট ঐ
৬। স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ, নদীয়া।
৭। শ্রীভাগবত আসন কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
৮। শ্রীএকায়ন মঠ গোবিন্দপুর, হাঁসখালী।
৯। দ্বাদশগোপাল পাট—পোঃ চাকদহ,
১০। শ্রীগৌর গদাধরমঠ—চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড়, বর্দ্ধমান
১১। শ্রীমোদদ্রুমছত্র মাউগাছি, বর্দ্ধমান
১২। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম, আমলাযোড়া, পোঃ রাজবাধ বর্দ্ধমান
১৩। শ্রীগৌড়ীয়মঠ বাগবাজার, কলিকাতা
১৪। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাজু, হাওড়া,
১৫। শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয়মঠ, ৯০নং নবাবপুর রোড্, ঢাকা
১৬। শ্রীগোপালজী মঠ কমলাপুর, ঢাকা।
১৭। শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ পোঃ বালিয়াটী.
১৮। শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয়মঠ ময়মনসিংহ।
১৯। শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ চিরুলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর
২০। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম গোয়ালপাড়া, আসাম।
২১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ রায়াপেট্টা, মাদ্রাজ।
২২। শ্রীরামানন্দগৌড়ীয় মঠ কব্বুর, জিঃ পশ্চিম গোদাবরী
২৩। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ উড়িয়াবাজার, পোঃ বক্সীবাজার, কটক।
২৪। শ্রীত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয় মঠ ভুবনেশ্বর।
২৫। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ স্বর্গদ্বার, পুরী।
২৬। শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ আলালনাথ পোঃ ব্রহ্মগিরি, পুরী।
২৭ শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ ডুমুরকুণ্ডা, পোঃ চিরকুণ্ডা, মানভূম।
২৮। শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ—কাশী।
২৯। শ্রীরূপগৌড়ীয় মঠ—এলাহাবাদ।
৩০। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ পুরাণবাজার, সরকার ঠাকুরের কুঞ্জ, বৃন্দাবন
৩১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, নিউদিল্লী
৩২। শ্রীপরমহংসমঠ—নৈমিষারণ্য,
৩৩। শ্রীসারস্বত গৌড়ীয় মঠ—হরিদ্বার।
৩৪। শ্রীব্যাসগৌড়ীয়মঠ—কুরুক্ষেত্র, পঞ্জাব
৩৫। শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাবুলনাথ রোড, পোঃ গ্র্যাণ্ট রোড, বোম্বে।
৩৬। লণ্ডন গৌড়ীয়মঠ, ৩৯নং ড্রেটন্ গার্ডেন্স, কেন্‌সিংটন্ লণ্ডন, (এস্, ডব্‌লিউ—১০)।
৩৭। অমরি গৌড়ীয়মঠ—মেদিনীপুর
৩৮। সরভোগ গৌড়ীয় মঠ—সরভোগ, কামরূপ, আসাম,

শুদ্ধভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী মাসিক। শ্রীধাম-মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲।

২। **গৌড়ীয়**—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিকভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১॥০ টাকা মাত্র।

৩। **ভাগবত**—হিন্দি ভাষায় একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ সম্পাদিত ও নৈমিষারণ্য শ্রীপরমহংস মঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ১॥০ দেড় টাকা মাত্র।

৪। **পরমার্থী**—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥০ দেড় টাকা মাত্র।

৫। **কীর্ত্তন**—মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ নিমানন্দ সেবাতীর্থ বি-এজি, বি-টি, সম্পাদিত। আসাম গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম হইতে প্রকাশিত আসামী ভাষায় মাসিক। ভিক্ষা সডাক ১॥০ দেড় টাকা মাত্র

শ্রীচৈতন্যভাগবত

আদিকবি শ্রীল বৃন্দাবন দাস প্রণীত সমগ্র গ্রন্থ

গ্রন্থের মূল বোল্ড অক্ষরে এবং তন্নিম্নে বিশ্ববিশ্রুত গৌড়ীয়মঠের প্রতিষ্ঠাতা ও আচার্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তি-**সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের** রচিত বিস্তৃত ভাষ্য উত্তম কাগজে সৌষ্ঠবের সহিত মুদ্রিত হইয়াছেন। ডবল ক্রাউন আটপেজি আকারে ১০৯৬ পৃষ্ঠায় কেবল মূল ও ভাষ্য সম্পূর্ণ হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত শ্লোকসূচী, পদ্যসূচী, স্থানসূচী, পাত্রসূচী, বিষয়সূচী, শব্দসূচী প্রভৃতি বিস্তৃত সূচীপত্রেও একটী গ্রন্থ হইবে। সভাষ্য শ্রীচৈতন্যভাগবতের এরূপ উৎকৃষ্ট ও অমূল্য বিরাট্ সংস্করণ জগতের কোথায়ও আজ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হন নাই, ইহা নিরপেক্ষ পাঠক-মাত্রকেই একবাক্যে স্বীকার করিতে হইবে। শ্রীগৌড়ীয়মঠের উৎসব-কালে গ্রন্থের ভিক্ষা ১২৲ বারটাকা স্থলে—৫৲ পাঁচটাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীচৈতন্যমঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

কলিকাতা বাজার দর

লৌহ হার্ডওয়ার

৬ই অক্টোবর ১৯৩৩

টাটার তৈয়ারী— প্রতি হন্দর।

লোহার কড়ি (জয়েষ্ট বা বীম)

মার্কা ৫।০—৫।৶০

ঐ বে-মার্কা হাল্কা ওজন ৪।৵০—৪॥৶০

বরগা (টী-আয়রণ) ৬৵০—৬'০

এঙ্গেল আয়রণ (কোনা) ৫৸৵০—৬।৵০

গ্যালভানাইজড করগেট টীন—

২২ গেজ ৬ হইতে ১০ ফুট ১১।৵০

২৪ গেজ ,, ,, ১০৸৵০

২৬ গেজ ,, ,, ১২

২৪ গেজ আর, পি, ডি, মার্কা ১২৸৶০

২৪ গেজ গাঃ প্লেন শীট— ১১।৵০

২৬ গেজ ,, ,, ১২।০

২৮ গেজ ও ৩০ গেজ ঐ— ১৩৲—১৬৲

বাগান ঘেরা কাঁটা তার ১০০

পাউণ্ড বাঃ ৮৸০

ষ্টীল পাটী ৬৲৵—৬।০

,, গোলটু (গোল) ৬৲৵—৬।০

,, প্যাদে (চৌকা) ৬৵০—৬৲।০

,,গোল রড ৵০—।৶০ সুতা ৪৸৵---৫॥৵

,, টানা রড-

চৌকা ৶০---।৵০ ঐ ৫৵০—৫॥০

,, বাণ্ডিল তার ৭৲—৭৸০

,, প্লেট—তিন সুতা মোটা

পর্য্যন্ত ৭৲—৭।০

,, চাদর ৩-১৬ খানা বাণ্ডিল ৯॥৵—১০৲

স্প্রীং ষ্টীল ৮।০—৯৲

হাফ রাউণ্ড ৫৸৵—৭৲৵০

তারের পেরেক ১—৬ ইঞ্চি ৯—৯৸০

প্যাটেন্ট পেরেক ২—৮ ইঞ্চি ১২।০ — ১৫॥

ঢালাই কড়া ১ হইতে ১০ নং ২॥০ সাট

কোদাল ৪, ৫, ৬, ৭৸৵০ ৮৸৵০ ৯৸৵০ডঃ

ঐ তিন পাউণ্ড ৬৲ দেঃ বিঃ ৬।৵০ ,,

গ্যাঃ প্লেন বালতি ৭—১২ ইঞ্চি ১॥৴০ ৬॥৴০

ঐ রিভিট ,, ৭—১২ ইঞ্চি ২৲--৭৲ ,,

লোহার ভেয়ার বড়ের গোল ও

চৌকা ৮॥০— ,,

ঐ কালের লোহার সিট ১৫৲ ,,

ঐ ভেনেস্তা (কাঠের সিট) ১৮৲ ,,

লোহার স্ক্রুপ ॥—৩ ইঞ্চি /১০---॥৶০ গোস

ঐ কব্জা ৭১ নং

১॥—৪ ইঞ্চি ।১০---৸৵১০ পেঃ ডজন

গ্যাঃ তার ১৬—২২ নং

(গেজ) ১২৲---১৩৲ হন্দর

গ্যাঃ রিজিং (মটকা)

১২ ইঞ্চি ৵৫ · ॥৶০ পীস

গ্যাঃ গাটারিং বা ডোঙ্গা

৬ ইঞ্চি ৭০—৸৵০ ,,

গ্যাঃ স্ক্রুপ ১॥০--২॥০ ইঞ্চি ২৩৲--২৯৲ হন্দর

গ্যাঃ ওয়াসার চাকি ১১॥০—১৩৲ ,,

গ্যাঃ বোল্ট নাট ৸—৩ ইঞ্চি

॥৵১০—১৵০ গ্রোস

ঢালাই রেলিং ৩॥০--৪॥০ হন্দর

ঐ রেন ওয়াটার পাইপ

৩ ইঞ্চি ৵১০ ও ৪ ইঞ্চি ।১০ ফুট

টিউব ওয়েলের জন্য গ্যাঃ

পাইপ১॥ ইঞ্চি ।৵৫ ফুট

পাম্প ৪নং ১২॥০ ৫নং ১৪৲ ৬নং ১৬৲

৬০--৮০ বাটখারা ৵১৫ সাট ২।০-২॥০ মণ

সন্তোষকুমার মল্লিক এণ্ড সন্স লিঃ

লৌহ ও হাডওয়ার বিক্রেতা।

মীরবহর ঘাট লোহাপটী, বড়বাজার,

টেলি--"লোহার মালিক" কলিকাতা

কেরোসিন

প্রোক্রেক প্রত্যেক বাক্স (২ টিন) ৯৲৬

সূর্য্য মার্কা ,, ৬॥০

ভিক্টোরিয়া ,, ৬৲

সোণার দর

পাকা সোণা ৩০৸৶

গড়াল ৩০৸

চিনা পাত ৩১।০

রূপার দর

রূপা পাত ১০০ ভরি ৫৫৵০

ঐ খুচরা ৫৵০

কোম্পানীর কাগজ

৩॥০ সুদের কাগজ ৮১৶

৩॥০ নূতন ঋণ (১৯৪৭-৫০) ৯১।০

৲ ,, ঋণ (১৯৬০-৭০) ৯০৲

৲ ,, বণ্ড (১৯৩৫ ১০৪॥৴০

ডিবেঞ্চার

৲ সুদের (১৯৫৬-৮৬) কলিকাতা পোর্ট-

ট্রাষ্ট ডিবে :— ১০২॥৵০

ব্যাঙ্ক

ইম্পি সব্যাঙ্ক (কনট্রি) ২৯৪॥০

সেণ্ট্রাল ঐ ২২৲

কাপড় ও সূতার কল

এলগিন মিল ৪৫৲

পাট কল

চাঁপদানি ৫০৲

আগরপাড়া ১৯৫৲

বালী ১৬২৲

বরানগর ১৫০৲

ক্লেবড ৩৭০৲

ডনড ২৪৩৲

ক্লাইভ ২৮।০

ভালহাউসী ৪০৮॥০

ডেল্টা ৪০৫৲

কৃষ্ণনগর নবদ্বীপঘাট রেলওয়ে সময়

কৃষ্ণনগর হইতে নবদ্বীপঘাট

কৃষ্ণনগর সিটি—	৬-৪৫	১০-৪৪	১৩-২১	১৭-৩৮	২০-১৬
কৃষ্ণনগর রোড—	৬-৫৬	১০-৫৫	১৩-৩৩	১৭-৪৭	২০-২৫
আমঘাটা—	৭-১৫	১১-১৩	১৩-৫১	১৮-৩	২০-৪১
মহেশগঞ্জ—	৭-১৪	১১-২১	১৪-০	১৮-৯	২০-৪৭
নবদ্বীপঘাট—	৭-৩৩	১১-৩০	১৪-৯	১৮-১৬	২০-৫৫

বিশেষ দ্রষ্টব্য—নবদ্বীপঘাট ষ্টেশন অপেক্ষা মহেশগঞ্জ ষ্টেশন হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরের দূরত্ব অনেক কম। শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে যাঁহাদিগকে রাণাঘাটে ট্রেণ বদল করিতে হয়, তাঁহারা রাণাঘাটে প্রাতঃ ৫-৫০,৮-১৪, ৯-৪৬ ১৬-৪৮,১৮-৩৯ এবং ০-১২ মিনিটের সময় গাড়ী পাইবেন।

শান্তিপুর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে শান্তিপুর ষ্টেশনে ৫-৪০, ৯-২৯, ১১-২৫, ১৬-৪ এবং ১৮-৪১ মিনিটের সময় ট্রেণ পাওয়া যায়।

নবদ্বীপঘাট হইতে কৃষ্ণনগর

নবদ্বীপ ঘাট—	৫-৩৫	৯-২৫	১২-১০	১৫-৩৪	১৮-৪৫
মহেশগঞ্জ—	৫-৪১	৯-৩৩	১২-১৯	১৫-৪২	১৮-৫৬
আমঘাটা—	৫-৪৯	৯-৩৯	১২-২৬	১৫-৪৮	১৯-৫
কৃষ্ণনগর রোড—	৬-৫	৯-৫৫	১২-৪৩	১৬-৬	১৯-২৪
কৃষ্ণনগর সিটি—	৬-১৭	১০-৩	১২-৫১	১৬-১২	১৯-৩৫

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস হইতে—ডাঃ কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম ভক্তিশাস্ত্রী এল, এম, এফ কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

জাহাজে বিপদ

এ্যাডমিরাল বির্য়ার্ডের মেরুগামী জাহাজ 'বিয়ার' হইতে একটী বেতারবার্ত্তা পাওয়া গিয়াছে যে, জাহাজটি বিপদে পড়িয়াছে। এই জাহাজটির সাহায্যার্থে আর একখানি জাহাজ রওনা হইয়া গিয়াছে। এ্যাডমিরাল বিয়ার্ড কিন্তু এই জাহাজে বর্ত্তমানে নাই। তিনি স্থির করিয়াছেন যে, অপর এক জাহাজে তিনিও বিপন্ন জাহাজের সাহায্যার্থে গমন করিবেন। বহুদিন পূর্ব্বে 'বিয়ার' জাহাজখানা দাক্ষিণ মেরু উদ্দেশ্যে যাত্রা করিয়াছিল।

বালিকার শোচনীয় মৃত্যু

দোকোচা গ্রামের জনৈক জাঠের এক কন্যার অতি শোচনীয় অবস্থায় মৃত্যু হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ, বালিকার একটি কূপের ধারে দাঁড়াইয়াছিল হঠাৎ পা পিছলাইয়া সে কূপের মধ্যে পড়িয়া যায় এবং ডুবিয়া মরে। মাত্র দুই মাস পূর্ব্বে বালকাটির বিবাহ হইয়াছিল। প্রকাশ যে, গত বৎসর ঠিক এই দিনে এবং এই সময়ে তাহার মাতারও অনুরূপ অবস্থায় মৃত্যু ঘটিয়াছিল।

অধ্যাপক রায়ের ইউরোপ যাত্রা

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান কলেজের পদার্থ বিদ্যার অন্যতম অধ্যাপক ডাক্তার শ্রীযুক্ত বিধুভূষণ রায় ডি এস সি ইউরোপ যাইবার উদ্দেশ্যে গত শুক্রবার রাত্রি নয়টায় ই আই রেলে বোম্বাই রওনা হইয়া গিয়াছেন আগামী সোমবার দ্বিপ্রহরে বোম্বাই হইতে "ভিক্টোরিয়া" নামক যে ইটালীয়ান জাহাজ ছাড়িবে, তিনি তাহাতে যাত্রা করিবেন। ইউরোপের বিভিন্ন বিদ্যাকেন্দ্র পরিদর্শনের জন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহাকে "ঘোষ ট্রাভেলিং ফেলোশিপ" বৃত্তি দিয়াছেন। পদার্থ বিদ্যায় ডাক্তার রায়ের নানাবিধ মৌলিক গবেষণা ইতিমধ্যেই ইউরোপের নানাস্থানে সমাদৃত হইয়াছে ও প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। তিনি সম্প্রতি সুইডেনের অন্তর্গত উপশালায় যাইবেন। পরে তথা হইতে ইউরোপের অন্যান্য স্থানে যাইতে মনস্থ করিয়াছেন।

বক্তৃতা কালে মৃত্যু

মহীশূর কো-অপারেটিভ সোসাইটির রেজিষ্ট্রার মিঃ কে এইচ রামায়া কিছুদিন হইল মহীশূরের যুবরাজের সহিত ইউরোপ ভ্রমণে গিয়াছিলেন। ইউরোপ হইতে প্রত্যাগমন করিবার পর মহীশূর টাউন হলের এক সভায় ইউরোপ ভ্রমণের অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে বক্তৃতা করিবার সময় হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হইয়া তাঁহার মৃত্যু হয়।

রাজেন্দ্র প্রসাদের স্বাস্থ্য

হাজারিবাগ জেল হইতে যখন পাটনায় আনা হয়, সেই সময়ের তুলনায় রাজেন্দ্রপ্রসাদের স্বাস্থ্য বর্ত্তমানে একটু ভাল বলা যায়। যেরূপ ধীর গতিতে স্বাস্থ্যের উন্নতি হইতেছে, তাহাতে তাঁহার স্বাস্থ্য স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়া আসিতে বহুদিনের প্রয়োজন হইবে। এপর্য্যন্ত তাঁহার অসুখের অস্বাভাবিক প্রকোপের উপশম হইয়াছে। কিন্তু রোগ এখনও বর্ত্তমান আছে।

এইরূপ আশঙ্কা করা যাইতেছে যে, বর্ত্তমান অবস্থা একটু খারাপ হইলেই যে কোনও মুহূর্ত্তে তাঁহার পূর্ব্বের মত শ্বাস কষ্ট, নিদ্রাহীনতা ও অন্যান্য উপসর্গ উপস্থিত হইতে পারে। এপর্য্যন্ত তাঁহার স্বাস্থ্যের উন্নতি বেশ সন্তোষজনক হইয়াছিল, কিন্তু এখন এমন এক অবস্থায় আসিয়া তাহা দাঁড়াইয়াছে যে, এই অবস্থার পরিবর্ত্তন শীঘ্র হইবে বলিয়া মনে হয় না।

হাসপাতালের কর্ত্তৃপক্ষ কয়েকটি অটোভ্যাকসিন ইনজেকসনের ব্যবস্থা করিয়াছেন আশা করা যায় তাহাতে স্বাস্থ্যের দ্রুত উন্নতি হইবে। গত মঙ্গলবার তাঁহার শরীরের উত্তাপ একটু বৃদ্ধি পাইয়াছিল কিন্তু পরদিনই তাহা কমিয়া যায়। গত ৫ই অক্টোবর রাজেন্দ্র প্রসাদের শরীরের ওজন লইয়া দেখা যায় যে, গত তিন সপ্তাহে তাঁহার যে ৬ পাউণ্ড ওজন বৃদ্ধি পাইয়াছিল, তাহা হইতে এক পাউণ্ড ওজন হ্রাস পাইয়াছে। তাঁহার সামান্য কাশ বৃদ্ধি পাইয়াছে।

বহু শ্রমিকের পদচ্যুতি

ই, বি, রেলের বেলিয়াঘাটা সিগনাল ওয়ার্কশপের অতিরিক্ত মজুরদের ৩১শে অক্টোবর পর্য্যন্ত স্বেচ্ছায় অবসর লইবার জন্য এক সার্কুলার জারী হইয়াছিল। কিন্তু হঠাৎ ১৪ই সেপ্টেম্বর প্রায় ৮৫জন শ্রমিককে তাহাদের সার্ভিসের প্রয়োজন নাই, এই মর্ম্মে ১৪ই হইতে কারখানায় আসিতে নিষেধ করা হয়। ইহাতে তাহাদের পূজার ৯ দিন ছুটীর বেতন মারা যায়। বাড়ী যাইবার জন্য রেল পাশ যাহা মঞ্জুর হইয়াছিল ইতিপূর্ব্বেই সেগুলি ছিনাইয়া লওয়া হয়। উপরন্তু তাহাদের বলা হয় যে, তোমরা বাড়ী যাও তোমাদের প্রাপ্য বেতন, গ্রাচুইটি, বোনাস প্রভৃতি এখন দেওয়া হইবে না। পরে সংবাদ দিলে আসিয়া লইয়া যাইবে। ইহাদের সকলে প্রায় ১৫ বৎসর ধরিয়া কার্য্য করিয়া আসিতেছে। ই, বি, রেলওয়ে ওয়ার্কস ইউনিয়নের পক্ষ হইতে ঐ সকল মজুরদের প্রাপ্য সঙ্গে সঙ্গে মিটাইয়া দিবার জন্য বা পুনরায় কার্য্যে লইবার জন্য চেষ্টা চলিতেছে।

অলঙ্কার চুরি

কলেজ রো'তে সরস্বতী নাম্নী একটী ৩ বৎসর বয়স্কা বালিকার গাত্র হইতে একখানি অলঙ্কার ছিনাইয়া লইবার অপরাধে শেখ গেফুর নামক এক পুরাতন পাপী জোড়াবাগানের তৃতীয় প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট কর্ত্তৃক ১৮ মাস সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছে।

বিশ বারে জেল

ক্লাইভ ষ্ট্রীটে একখানি লরীতে কতকগুলি ডালের বস্তা বোঝাই করা হইতেছিল সে সময় সেখান হইতে একটী বস্তা চুরি করায় রামবিরিজ রায় জোড়াবাগানের তৃতীয় প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ এস ওয়াজেদ আলী কর্ত্তৃক ১৬ মাস সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছে। লোকটী ইতিপূর্ব্বে আরও ১৯ বার জেল খাটিয়াছে।

ট্রেণে চুরি

গত ৩০শে সেপ্টেম্বর ২নং ডাউন সুরমা মেইল যখন রাত্রি ২ ঘটিকার সময় কুমিল্লা ষ্টেশন হইতে আস্তে আস্তে চলিতে আরম্ভ করে, তখন কোন দুর্বৃত্ত চলন্ত ট্রেণে মেয়েদের কামরায় ঢুকিয়া জনৈকা মহিলার হার গলা হইতে ছিনাইয়া লয় এবং তখনই নামিয়া পড়ে। একজন পুলিশ তাহাকে রেল লাইনের কাছেই গ্রেপ্তার করে এবং ট্রেণও থামিয়া পড়ে। পরের দিন ধৃত লোকটীকে চট্টগ্রাম রেলওয়ে পুলিশের হেপাজতে চালান দেওয়া হইয়াছে।

ফরাসী বৈমানিকদ্বয়

উত্তর আফ্রিকার, ওরান হইতে গত ৪ঠা অক্টোবর সকাল ৬ ঘটিকার সময় মঁসিয়ে এগোলেণ্ট ও মসিয়ে রেণে লেকরোরী নামক দুইজন বৈমানিক রেঙ্গুণ অভিমুখে যাত্রা করিয়া মধ্যাহ্নে ১২॥ ঘটিকার সময় করাচী অবতরণ করিয়াছেন। তাহারা পথে কোথাও না থামিবার সঙ্কল্প করিয়াছিলেন এসোসিয়েটেড প্রেসের প্রতিনিধির নিকট তাঁহারা বলেন, আকাশের অবস্থা খারাপ থাকাতে পেট্রোলের অভাব হইবে মনে করিয়া তাহারা করাচীতে অবতরণ করিয়াছেন, আগামীকল্য তাঁহারা পুনরায় মালজিরিয়া রাজ্যের ওরান অভিমুখে যাত্রা করিবেন এবং আগামী পূর্ণিমার দিন কোথায়ও না থামিয়া পুনরায় আকাশ পথে রেঙ্গুণ যাইবার চেষ্টা করিবেন।

পোষ্ট মাষ্টারের বিপদ

বগুড়া হইতে প্রকাশ, খাঁ সাহেব মহম্মদ ওসমান খানের এজলাসে রামদত্তগঞ্জের পোষ্ট মাষ্টার নাসিরউদ্দিনের বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৪০৯ ধারা ও পোষ্ট আফি[...] ৫২ ধারা অনুসারে আনীত এক[...] যোগের বিবরণে প্রকাশ, যে, আসামী পুলিশের নিকট এই মর্ম্মে এক মিথ্যা সংবা[দ] প্রদান করে যে, কয়েকজন চোর পো[ষ্ট] অফিসের লোহার সিন্দুক ভাঙ্গিয়া দুইশ[ত] সাত টাকা নগদ, চারিশত নয় টাকার ইন[্]সিওর খাম ও গহনা সমেত একটি ব[্যাগ] অপহরণ করিয়াছে। প্রকাশ যে, পুলি[শ] এই ব্যাপারের তদন্ত আরম্ভ করিয়া জানিতে পারে যে, উক্ত পোষ্ট মাষ্টার নিজেই আত্মসাৎ করিয়াছে। অতঃপর পুলি[শ] তাহাকে গ্রেপ্তার করে।

ইন্সিওরেন্স খামের ভিতর বাজে কাগজ

পোষ্ট আফিসের ইন্সিওরেন্স সংক্রা[ন্ত] আর একটী চাঞ্চল্যকর জুয়াচুরি ধরা পড়ি[য়া]ছে। ঘটনার বিবরণে প্রকাশ [...] ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের স্থানীয় শাখা আফি[স] কলিকাতায় হেড আফিসের নির্দ্দেশ ক্র[মে] পাবনা জিলার অন্তর্গত নূতন ভারে[ঙ্গা] গ্রামের জনৈক ভদ্রলোকের নামে হাজার দুইশত টাকার ইন্সিওর ড[াক] যোগে পাঠাইয়া দেয়। সেই ভদ্রলোক[ের] নিকট উক্ত ইন্সিওরের খামটী বিলি হই[লে] পরে তিনি দেখিতে পান যে, যদিও খা[মের] শীলমোহর অবিকৃত অবস্থায় আছে তথা[পি] খামের চারিদিকের সুতা ছিঁড়িয়া গিয়াছে ইহাতে তাঁহার সন্দেহ হয়। তিনি [...] পোষ্ট আফিসের কর্ত্তৃপক্ষের সমক্ষে যা[ইয়া] উক্ত খামখানি খোলেন খাম খুলিয়া [...] যায় যে, তাহার ভিতর নোটের পরি[বর্ত্তে] কতকগুলি মণিঅর্ডার ফর্ম্ম ও কুপন র[হি]য়াছে। পুলিশ এই বিষয়ে তদন্ত করিতে[...]

ডিনামাইট প্রাপ্তির জের

২নং নিমতলা লেনের কোনও বা[ড়ীতে] একটী ট্রাঙ্ক হইতে শতাধিক ডিনামাইট প্রাপ্ত হওয়ার ফলে ধৃত তারাপ্রসন্ন [...] এবং অবিনাশ নন্দাকে চীফ প্রেসিডে[ন্সী] ম্যাজিষ্ট্রেটের এজলাসে হাজির করা [হয়।] গত শুক্রবার ম্যাজিষ্ট্রেট তাহাদিগকে ২[...] অক্টোবর পর্য্যন্ত পুনরায় হাজতে থাকি[বার] আদেশ দেন।

কর্ম্মচারীর শাস্তি

বুলটেম্পলপেড়ে বৈদ্যুতিক তা[রের] আঘাতে দুইজনের মৃত্যু ও কয়েকজন গুরুতর রকম আহত হয়। তৎসম্বন্ধে ম[...] সরকার বিভাগীয় তদন্ত করিয়া দুইজন [কর্ম্ম]চারীকে পদচ্যুত করেন। একজ[ন] চাকুরী হইতে অবসর গ্রহণ করিতে [বাধ্য] করেন এবং উক্ত বিভাগের একজন অফিসারের বিরুদ্ধে অভিযোগ আ[নিবার] জন্য আদেশ প্রদান করেন।

তারের ঠিকানা— 'শ্রীধাম' নবদ্বীপ
ডাকের ঠিকানা—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

দৈনিক

নদীয়া-প্রকাশ
THE
NADIA-PRAKASH

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩॥০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র।

সাহায্যের হার
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸০
মাসিক ১৲
নগদ
প্রতি সংখ্যা ৫

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৮ম খণ্ড। সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বেদান্তবাচস্পতি [১৮৪শ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর—২৫শে আশ্বিন বুধবার ১৩৪০, ১১ই অক্টোবর ১৯৩৩

প্রবল ঝটিকা

গত ৬ই অক্টোবর শনি রাত্রে হুগলী জেলার উপর দিয়া এক প্রবল ঝটিকা বহিয়া যাওয়ার ফলে ২জন লোক মারা গিয়াছে, এবং দশজন আহত হইয়াছে।

যশোহরে দুর্ভিক্ষ

নড়াইল মহকুমার অন্তর্গত চালিঘাট কাঞ্চনপুর, গান্ধার, আজবা মহিষখোলা এবং নিকটবর্ত্তী অন্যান্য গ্রামের কৃষকগণের আর্থিক দুর্দ্দশা চরমে পৌঁছিয়াছে। সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে, সেখানকার অধিকাংশ চাষীই মাত্র এক বেলা করিয়া আহার করিতেছে।

পাণিপথের রেল লাইন

পাণিপথ ও মান্দানার মধ্যে রেল লাইনের যে সকল স্থান ভাঙ্গিয়াছিল, তাহা মেরামত হইয়াছে। গত কয়েক দিন হইল পাণিপথ ও মান্দানার মধ্যে গাড়ী চলাচল আরম্ভ হইয়াছে। বর্ত্তমানে কেবল মান্দানা ও গোহানার মধ্যে রেল লাইন ভাঙ্গা আছে। এই দুই ষ্টেশনের মধ্যে গাড়ী চলাচল সম্পর্কে পরে আদেশ হইবে।

গুণ্ডা গ্রেপ্তার

রঙ্গলাল আহির নামক জনৈক ব্যক্তি টিটাগড়ে ইতঃস্তত বেড়াইবার সময় কালীপুর গোয়েন্দা পুলিশ কর্ত্তৃক গ্রেপ্তার হয়। প্রকাশ যে, ধৃত ব্যক্তি নাকি একজন গুণ্ডা ২০ বৎসরের জন্য তাহাকে বাঙ্গালাদেশ হইতে বহিষ্কারের আদেশ দেওয়া হয়। তাহাকে অভিযুক্ত করা হইবে।

দেড় লক্ষ টাকার সোনা চুরি

লাহোরে সোনারূপার দোকান হইতে ছোরা দেখাইয়া সম্প্রতি দেড়লক্ষ টাকা মূল্যের সোনা চুরি করিবার প্রচেষ্টায় জন্য বোধরাজ নামক যুক্ত প্রদেশের জনৈক যুবক অমৃতসরের ম্যাজিষ্ট্রেট কর্ত্তৃক ৪ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছে। প্রকাশ যে, আসামী সন্ধ্যার সময় অকস্মাৎ উক্ত দোকানে হানা দেয়; কিন্তু তাহাকে ধরিয়া পুলিশের হাতে দেয়।

মামলা

বিজয় নামক এক ব্যক্তির রক্তপাত করার অভিযোগে গোষ্ঠ প্রামাণিক নামক অপর এক ব্যক্তি জনৈক সাব ডেপুটীর বিচারে ৫০৲ টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিল। সে এই দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে আপীল করিলে আপীল বিচারের ক্ষমতা বিশিষ্ট ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ জে, এল, নন্দী তাহাকে মুক্তি দিয়াছেন।

অভিযোগের মর্ম্ম এই যে, গোষ্ঠ এক জোড়া মাকড়ি মেরামত করার জন্য বিজয়ের কাছে দিয়াছিল। বারংবার তাগিদ করা সত্ত্বেও বিজয় তাহা মেরামত করিয়া না দেওয়ায় সে বিজয়কে প্রহার করিয়াছিল।

অস্ত্র প্রাপ্তি

২৯এবং ৩১ নং ঠাকুর ক্যাসল রোডে কয়েকটী বোমা ও রিভলবার প্রাপ্তি সম্পর্কে পরীক্ষিত রায়, পরেশ বসু, রমেন্দ্রনাথ রায় কালিপদ মল্লিক এবং সুধীর ঘোষকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছিল। তাহাদিগকে বৃহস্পতিবার দিন অতিরিক্ত প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ কে, কে বিশ্বাসের এজলাসে হাজির করা হইয়াছিল। ম্যাজিষ্ট্রেট তাহাদিগকে ১৭ই অক্টোবর পর্য্যন্ত জেল-হাজতে রাখিবার আদেশ দিয়াছেন।

আইন ভঙ্গে দণ্ড

গুণ্ডা আইন অনুসারে শেখ মহম্মদ ওরফে কাদেম আলীকে ১৯২৪ খৃষ্টাব্দে ১২ বৎসরের জন্য কলিকাতা হইতে বহিষ্কৃত করা হইয়াছিল। তাহাকে গত ১৪ই সেপ্টেম্বর রাত্রিতে ওয়েলিংটন ষ্ট্রীটে ঘুরিয়া বেড়াইতে দেখা যায় এবং গ্রেপ্তার করা হয়।

বৃহস্পতিবার দিন প্রধান প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট তাহাকে এক বৎসরের জন্য সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন।

নোয়াখালিতে গ্রেপ্তার

দত্তপাড়া উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক বাবু শিবপ্রসন্ন ঘোষ এবং নোয়াখালির খ্যাতনামা মোক্তার বাবু রজনীকান্ত আইচের চৌমুহানীস্থিত বাটীতে পুলিশ হানা দেয়। কিন্তু আপত্তিজনক কিছুই পাওয়া যায় নাই। কিন্তু চৌমুহানীর অপর এক গৃহে হানা দিয়া পুলিশ কতকগুলি খাতাপত্র হস্তগত করে, এবং দত্তপাড়া স্কুলের একজন ছাত্রকে গ্রেপ্তার করে। ধৃত যুবককে হাজতে রাখা হইয়াছে।

বার্জ্জ হত্যা জের

গত ৬ই অক্টোবর বার্জ্জ হত্যা মামলার আসামীদিগকে অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের এজলাসে হাজির করা হয়। জামীনে সমস্ত আবেদনই অগ্রাহ্য করা হয়। ম্যাজিষ্ট্রেট এইরূপ মন্তব্য প্রকাশ করেন যে, হাজতে আবদ্ধ রাখার পক্ষে প্রত্যেকের বিরুদ্ধে যথেষ্ট প্রমাণ আছে।

হানা

কয়েকদিন পূর্ব্বে রাত্রে দিল্লীর কুল বাজার নামক স্থানের এক বাড়ীতে হানা দিয়া পুলিশ ৪জন লোককে গ্রেপ্তার করিয়াছে। এই লোক ৪জন নাকি অপরাধ প্রবণ জাতির অন্তর্ভুক্ত। ইহারা বাড়িটী ভাড়া লইয়া সম্ভ্রান্ত নাগরিক হিসাবেই বাস করিতেছিল। বাড়ীর লোকদের একজন পলায়নের উদ্দেশ্যে দোতলা হইতে লাফাইয়া পড়িয়া গুরুতর আঘাত হওয়ায় পুলিশ হেফাজতে হাসপাতালে প্রেরিত হইয়াছে। প্রকাশ যে, খানাতল্লাসী করিয়া পুলিশ নগদে ও অলঙ্কারপত্রে কয়েক হাজার টাকার সম্পত্তি পাইয়াছে।

বিশ্বাসঘাতকতা

মারোয়াড়ী ষ্টোর লিমিটেডের ৩০০০৲ টাকা আত্মসাৎ করার অভিযোগে বড় বাজারের পুলিশ মগন সিং নামক জনৈক পশ্চিমাকে গ্রেপ্তার করিয়াছে। তাহাকে পরে অতিরিক্ত প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট খান বাহাদুর আবদুল গফুরের আদালতে হাজির করা হয়। অভিযোগের বিবরণ এই যে, আসামীকে মারোয়াড়ী ষ্টোরের কতকগুলি বিলের টাকা আদায় নিযুক্ত করা হইয়াছিল। সে ৩০০০৲ টাকা আদায় করিয়া পলাইয়া পড়ে। আসামীকে জামিনহীনে হাজতে রাখার আদেশ হইয়াছে, পুলিশ এসম্পর্কে আরও দুইজনকে গ্রেপ্তার করিয়াছে, এবং কিছু টাকা উদ্ধার করিয়াছে।

ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

২১শে আশ্বিন বুধবার, ১৩৪০

ভারতের বস্ত্রশিল্প

সম্পদশালী ভারতবর্ষের প্রতি লোলুপদৃষ্টি পৃথিবীর প্রত্যেক জাতীরই রহিয়াছে। এক স্থানে বাণিজ্য করিতে আসিয়াই বৃটিশের সৌভাগ্যরবি উদিত হইয়াছে এবং তাঁহারা স্বদেশকে সমৃদ্ধিশালী করিতে পারিয়াছেন। ভারতের সহিত অবাধে বাণিজ্য করিবার নিমিত্ত বিভিন্ন জাতির মধ্যে প্রবল প্রতিযোগিতা দৃষ্ট হইতেছে। জাপান ও ম্যানচেষ্টারের বস্ত্রশিল্পের প্রতিযোগিতা সম্বন্ধে সকলেই বিশেষরূপে অবগত আছেন। জাপানের সহিত প্রতিযোগিতায় ম্যানচেষ্টারও পারিয়া উঠিতেছিল না। কিছুদিন হয় ভারত সরকার ভারতের কুটীর শিল্পের শ্রীবৃদ্ধির নিমিত্ত জাপানী দ্রব্যের উপর একটু বেশীরকমের বাণিজ্য শুল্ক বসাইয়াছেন, এই কথা পাঠকগণ অবগত আছেন। তাহার প্রতিশোধ লইবার জন্য জাপান ভারতের কৃষিজাত তুলা বয়কট করে। তারপর ম্যানচেষ্টার, জাপান ও ভারতের বাণিজ্য সংক্রান্ত কর্ত্তৃপক্ষগণের সিমলায় এক বৈঠক বসে। এখানে বৈঠকের বিস্তৃত বিবরণ প্রকাশ করা আমাদের উদ্দেশ্য নহে। তবে দেখিতেছি, জাপান ও ম্যানচেষ্টার উভয়েই ভারতকে এই প্রলোভন দেখাইতেছে যে, ভারতবাসী তাহাদের সহিত কাপড়ের কারবার করিলে তাহারা ভারতের তুলাদি গ্রহণ করিবেন এবং আরও অনেক সুবিধা করিয়া দিবেন। কথাটি শুনিয়া আমরা কষ্টে হাস্য সংবরণ করিতে পারিতেছি না। আজ ভারতের এমনই দুর্দ্দশা যে, দেশে মাল থাকিতেও ভারতবাসী তদ্দ্বারা দেশবাসীর প্রয়োজনরূপ বস্ত্রাদি সরবরাহ করিতে পারিতেছেন না। নিজেদের দেশের তুলা বিদেশে যাইবে এবং সেই স্থান হইতে বস্ত্র প্রস্তুত হইয়া আসিবে, তবে তাঁহারা লজ্জা নিবারণ করিবেন! যদি এই তুলাগুলিদ্বারা যথেষ্ট পরিমাণে বস্ত্রাদি উৎপাদনের ব্যবস্থা ভারতে হইত, তাহা হইলে ম্যানচেষ্টার বা জাপান ঐ প্রকার দুরভিসন্ধিমূলক কথা বলিতে সাহসী হইত না। বরং ভারতই ভারতের বস্ত্রাদির অভাব নিবারণ করিয়াও বিদেশেও কিছু কিছু রপ্তানি করিতে পারিত। জানিনা ভারতের বস্ত্রশিল্পের প্রকৃত শ্রীবৃদ্ধি কবে হইবে।

রৌদ্র পোহানো

সূর্য্য-করের উপকারিতার সীমা নাই—বিশেষ আমাদের স্বাস্থ্যে। সূর্য্য-করে যে পরিমাণে উৎকর্ষ লাভ করে, তেমন উৎকর্ষ লাভ আর কোনো কিছুর দ্বারা সম্ভব নয়। সূর্য্যকে জীবের জীবন স্বরূপ বুঝিয়া আমরা যে ব্যবস্থা করিয়াছি, তাহাতে দূরদর্শিতা ও বৈজ্ঞানিক জ্ঞানই প্রত্যক্ষ হয়।

পাশ্চাত্য জাতিরাও সূর্য্যের এ শক্তি উপলব্ধি করিয়াছেন—সেইজন্য তাঁরা Sun-bath বা রৌদ্র-স্নানকে সকল চিকিৎসার উপরে ধার্য্য করিতেছেন,—World's best doctor - The Sun.

১৯২৪ খৃষ্টাব্দে পাশ্চাত্য প্রদেশসমূহে Sun light League বা 'রৌদ্র সমিতি' প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। সম্প্রতি এই সমিতি রৌদ্র স্নানের বিশেষ বিধির সম্বন্ধে যাহা বলিতেছেন, তাহা আমাদের এই দারুণ অস্বাস্থ্যের দিনে প্রণিধান-যোগ্য।

গ্রীষ্মকালে রৌদ্র-উপভোগের বিশেষ বিধি নাই; সে সময় রৌদ্র তীব্র—সারাদিনে তার স্পর্শ মিলে। তবে এই রৌদ্র যদি মুক্ত সাগরতীরে উপভোগ করা যায় তাহা হইলে তার ফল অতি উত্তম। সে রৌদ্র-সিক্ত বায়ুতে স্বাস্থ্যের যে উপকার সাধিত হয়, আল্পস বা হিমালয়ের হাওয়ায় তেমন উপকার পাওয়া যায় না। সমুদ্র-তীরের বাতাসে প্রচুর আয়োডিন (Iodine) আছে; পাহাড়ে বাতাসে তার অভাব। সমুদ্রতীরের বায়ু সবচেয়ে নির্ম্মল—তাহাতে ধূলি-কণা তিষ্ঠিতে পারে না। সাগরজলের সংস্পর্শ হেতু সমুদ্র-তীরের রৌদ্র ultra violet আলোকে ভরপুর থাকে—এ আলো জীবনের পক্ষে সবচেয়ে বড় বন্ধু ও সহায়। যাঁরা সহরে বাস করেন, ধূম ও ধূলির বিষ তাঁদের মজ্জায় মজ্জায়। ইহাতে স্বাস্থ্য নষ্ট হয়। শীতকালে সহরের লোক শতকরা আশি ভাগ ultra-violet আলোকরশ্মি হইতে বঞ্চিত থাকে; কৃত্রিম রৌদ্রে স্নান চলে, তবে তাহাতে ভারী সতর্কতা প্রয়োজন। সে আলোর একটু কম বেশী ঘটিলে মৃত্যু আদি ঘটিতে পারে।

রৌদ্র উপভোগের পক্ষে প্রকৃষ্ট উপায় ঘরের জানালা ইহা এমন ভাবে তৈয়ার করা চাই যাহাতে তন্মধ্য দিয়া প্রচুর রৌদ্র সারাদিন ঘরে প্রবেশ করিতে পারে। যে ঘরে কস্মিনকালে রৌদ্র প্রবেশ করে না, সে ঘরে বাস মরণ-গহ্বরে বাসের তুল্য; প্রত্যহ নিয়ম করিয়া গা খুলিয়া রৌদ্রে অন্ততঃ বিশ পঁচিশ মিনিট থাকিবে—তীব্র রৌদ্রে নাই থাকিলে—সকালের স্নিগ্ধ রৌদ্র প্রভৃত উপকারী। শীতের দিনে ঘরের সার্সি বন্ধ করিয়া চাদর গায়ে থাকিবে—সার্সি দিয়া যেন রৌদ্র আসে। ঠাণ্ডা হাওয়া গায়ে না লাগে—রৌদ্র গায়ে লাগে—এমনি ব্যবস্থা করিবে।

(উদ্ধৃত)

কলেম পরিচীয়তে

যুক্তপ্রদেশের সাম্প্রদায়িকতাবাদী মুসলমান নেতা ডাঃ সাফাত আহম্মদ খাঁ সম্প্রতি একটী বক্তৃতাতে নাকি বলিয়াছেন,—"আমাদের সম্প্রদায় অন্যান্য সম্প্রদায়ের সহিত আপোষের পথ কোনদিনই রুদ্ধ করে নাই। অন্যান্য সম্প্রদায় যে সমস্ত আপোষের প্রস্তাব আনিতে চাহেন, আমরা সর্ব্বদা তাহা লইয়া আলোচনা করিতে প্রস্তুত আছি। কিন্তু আপোষের প্রস্তাবগুলি সুস্পষ্ট হওয়া চাই এবং হিন্দু সম্প্রদায়ের যথার্থ নেতাদের সঙ্গে মুসলমান সম্প্রদায়ের তথা মোসলেম কনফারেন্সের যথার্থ নেতাদের এই আপোষের কথাবার্ত্তা হওয়া চাই।" কার্য্যক্ষেত্রে তাহা প্রকাশ পাইতেছে কি?

অসুস্থ রাজবন্দীকে বিনাসর্ত্তে মুক্তি

সিউড়ী জেলে অবরুদ্ধ রাজবন্দী শ্রীযুত রবীন্দ্রনাথ চৌধুরী যক্ষ্মারোগে ভুগিতেছিলেন। আমরা শুনিয়া সুখী হইলাম যে, গবর্ণমেণ্ট রবীন্দ্র বাবুকে বিনাসর্ত্তে মুক্তি দিয়াছেন এবং তাঁহার আত্মীয়স্বজন তাঁহাকে চিকিৎসার্থ যাদবপুর যক্ষ্মা হাঁসপাতালে পাঠাইবার ব্যবস্থা করিতেছেন। সিউড়ী জেলে অবরুদ্ধ আরও কোন কোন রাজবন্দী যক্ষ্মারোগে ভুগিতেছেন বলিয়া প্রকাশ। গবর্ণমেণ্ট তাঁহাদের সম্বন্ধেও যদি এইরূপ সুবিবেচনা করেন, তাহা হইলে ভাল হয়।

কথাটা কি সত্য?

'ষ্টেটসম্যান'এর ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক স্যার আলফ্রেড ওয়াটসন বিলাতের 'টাইমস' পত্রে বাঙ্গলার বিপ্লববাদ সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। উক্ত প্রবন্ধে তিনি বলিয়াছেন যে, কলিকাতা কর্পোরেশনের 'এডুকেশান অফিসার' পূর্ব্বে একজন রাজবন্দী ছিলেন এবং কর্পোরেশন কর্ম্মচারী নিয়োগের ব্যাপারে এই শ্রেণীর মুক্ত রাজবন্দীদিগকেই বেশী সুবিধা দিয়া থাকেন। কথা দুইটী কি সত্য? আমরা ত জানি কর্পোরেশনের এডুকেশান অফিসার শ্রীযুত ক্ষিতীশপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় কোন কালেই রাজবন্দী ছিলেন না এবং এই শ্রেণীর মুক্ত রাজবন্দীকেই কর্পোরেশন অধিক সংখ্যায় কার্য্যে নিযুক্ত করেন, একথার মূলেও কোন সত্য নাই। স্যার ওয়াটসন একখানি নামজাদা এংলো-ইণ্ডিয়ান কাগজের সম্পাদক ছিলেন। তিনি সম্পাদক থাকাকালীন বহুবার "অনেষ্ট জার্ণালিজম্" সম্বন্ধে প্রবন্ধ লিখিয়া সকলকে উপদেশ দিয়াছেন। বিলাতে গিয়াও ঐ শ্রেণীর কথা বলিতেছেন। তাঁহার ন্যায় ব্যক্তির না জানিয়া শুনিয়া এইরূপ ভ্রমপূর্ণ উক্তি প্রকাশ করা কি উচিত?

বাঙ্গালার আর্থিক অবস্থা

(৩)

রাজস্ব বিভাগ ও পঞ্চবার্ষিক বন্দোবস্ত

কিন্তু আয়ে ব্যয় কুলান দুষ্করই থাকিয়া যায়। কারণ প্রাদেশিক সরকারগুলিকে যে আয় দেওয়া হয়, তাহাতে তাঁহাদিগের ব্যয় সঙ্কুলান হয় না এবং সেই জন্য ভূমি-রাজস্ব ভারত সরকারের বলিয়া বিবেচিত হইলেও তাহার কতকাংশ প্রাদেশিক সরকারকে প্রদান করা হয়। ফলে প্রাদেশিক সরকারসমূহ কেবল যে প্রদেশসমূহকে প্রদত্ত রাজস্ব সম্বন্ধেই অবহিত হইতেন তাহা নহে, পরন্তু আপনাদিগের অধিকারমধ্যে যে সব রাজস্ব কেন্দ্রী সরকারের বলিয়া সংগৃহীত হইত সে সকলের কতকগুলিতেও তাঁহারা মনোযোগী হইতেন। প্রাদেশিক সরকারের দায়িত্ব সুস্পষ্টরূপে নির্দ্দেশ করিবার জন্য স্থির করা হয়, দারুণ দুর্ভিক্ষ ব্যতীত অন্য কোন কারণে প্রাদেশিক সরকার ভারত সরকারের নিকট হইতে কোন অতিরিক্ত অর্থ লাভের আশা করিতে পারিবেন না এবং অপ্রত্যাশিত ঘটনায় আপনার ভাণ্ডার শূন্য না হইলে ভারত সরকারও প্রাদেশিক সরকারের নিকট নূতন কোন আয় চাহিতে পারিবেন না। এই ব্যবস্থায় বৃটিশ-শাসিত ভারতের রাজস্বের পাঁচ ভাগের তিন ভাগ এবং ব্যয়ের এক চতুর্থাংশ প্রদেশসমূহের কর্ত্তৃত্বাধীন হয়। ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে যে পঞ্চবার্ষিক বন্দোবস্ত হয়, তাহা ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে ও ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে পরিবর্ত্তিত হয়; কিন্তু পরিবর্ত্তনে মূল নীতির কোন পরিবর্ত্তন করা হয় নাই।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পথে

১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে যে বন্দোবস্ত হয়, তাহাই চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সূত্রপাত বলা যায়। অতঃপর প্রাদেশিক রাজস্ব নির্দ্দিষ্ট করা হয় এবং কেবল দুইটী কারণে সেই নির্দ্দেশ পরিবর্ত্তিত করা হইবে। স্থির হয়—যদি ভারত সরকারের বিশেষ প্রয়োজন হয় বা দেখা যায়, প্রাদেশিক প্রয়োজনের তুলনায় প্রদেশকে অধিক টাকা দেওয়া হইয়াছে, তবেই ভারত সরকার ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন করিতে পারিবেন। বলা বাহুল্য, প্রাদেশিক সরকারগুলিকে অধিক স্বাধীনতা এবং আপনাদিগের আয়ের উপায় সম্বন্ধে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক মনোযোগী হইবার সুযোগ প্রদানই ইহার উদ্দেশ্য। ইহার পূর্ব্বে প্রায়ই প্রয়োজন হেতু বন্দোবস্তের মেয়াদ শেষ হইলে যে টাকা প্রাদেশিক সরকারের তহবিলে মজুত থাকিত কেন্দ্রী সরকার তাহা লইতেন। ইহাতে প্রাদেশিক সরকারের পক্ষে মিতব্যয়ী হইবার কোন কারণ থাকিত না—

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

গৌড়ীয়

— পারমার্থিক পত্র —

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশ-
তনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনম্,
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং
প্রেমা পুমর্থো মহান্,
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং
তত্রাদরো নঃ পরঃ॥

৮ম বর্ষ } ৮ই দামোদর গৌরাব্দ ৪৪৭, ২৫শে আশ্বিন বঙ্গাব্দ ১৩৪০, ১১ই অক্টোবর ইং ১৯৩৩, বুধবার } ১৮৪তম সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

বিহার প্রদেশের অন্তর্গত চাম্পারণ জেলার অধীন বেত্তিয়া নামক স্থান হইতে জনৈক সংবাদদাতা লিখিয়াছেন, বিশ্ববৈষ্ণব-রাজসভার অন্যতম সম্পাদক মহোপদেশক শ্রীপাদ অতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী ভক্তিসারঙ্গ মহোদয় তথায় উপস্থিত হইয়াছেন। তিনি গত ৩রা অক্টোবর রামনগরে হিন্দি-ভাষায় একটী অতি সুন্দর বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন। সভাটীতে বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি ও বিভিন্নগ্রামের সাধারণ ব্যক্তিগণ উপস্থিত হইয়াছিলেন। এই প্রকার সুবৃহৎ-সভা ঐ অঞ্চলে বড় একটা দেখা যায় না। রামনগর ষ্টেটের ম্যানেজার মহোদয় সভাপতি ছিলেন, বন্দ্যোপাধ্যায় মহোদয়ের বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া সকলেই পরমার্থ-বিষয়ে নূতন আলোক প্রাপ্ত হইয়াছেন।

বালিয়াটী শ্রীগদাইগৌরাঙ্গমঠে ঊর্জ্জাব্রতের দ্বিতীয় দিবস নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ পাঠ ও বক্তৃতা হইয়াছে।

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী পরীক্ষিৎ মহারাজকে কহিলেন—হে মহারাজ! আপনি আমাকে ম্রিয়মাণ মনুষ্যগণের কৃত্য সম্বন্ধে যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন তাহার উত্তরে যোগমতে পথদ্বয়ের বিষয় বলিয়াছি। কদাচিৎ দৈবযোগে জীবের মধ্যে যাহারা মনুষ্যজন্ম লাভ করিয়াছে এবং মনুষ্যগণের মধ্যে যাহারা বুদ্ধিমান্, আবার তাহাদের মধ্যে যাহারা আপনার ন্যায় মুমূর্ষু, তাহাদের হরিকথা-শ্রবণ-কীর্ত্তনাদিই একান্ত বিহিত।

অল্পমেধা-সম্পন্ন মনুষ্যগণ ইহসংসারে ইন্দ্রিয়জ-সুখলাভের আশায় এবং পরলোকে স্বর্গাদি সুখের জন্য বিভিন্ন কামনার বশবর্ত্তী হইয়া ভিন্ন ভিন্ন দেবদেবীর উপাসনা করিয়া থাকে। কিন্তু সর্ব্বকামযুক্ত, নিষ্কাম অথবা উদার, প্রাকৃত বুদ্ধিবিশিষ্ট অপবর্গকামী ব্যক্তিগণ ভক্তিযোগ-দ্বারাই একমাত্র পরমপুরুষ শ্রীকৃষ্ণের ভজন করিবেন।

ইন্দ্রাদি নানা-দেবোপাসকগণের এই পৃথিবীতে ভাগবত-সঙ্গ-ক্রমে যে ভগবান্ অচ্যুতে অচলা ভক্তি লাভ হয় তাহাতেই সকল কল্যাণ নিহিত।

ভাগবতগণের মুখে হরিকথা শ্রবণ করিতে করিতে এরূপ জ্ঞানোদয় হয় যে, তাহাতে ইন্দ্রিয়গণ আপনিই শান্ত হয় এবং আত্মপ্রসন্নতা উদিত হয়। আত্মপ্রসাদলাভ ঘটিলে কৈবল্যপথ-স্বরূপ প্রাকৃত-গুণনির্ম্মুক্তি লাভ ঘটে। তদনন্তর ভক্তিযোগ প্রাপ্ত হওয়া যায়। অতএব কোন্ নিবৃত্ত পুরুষ হরিকথাতে নিযুক্ত না হইবেন?

ঊর্জ্জাব্রতের তৃতীয় ও চতুর্থ দিবসে নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ পাঠ ও ব্যাখ্যা হইয়াছে।

শ্রীশৌনক ঋষি শ্রীল সূতগোস্বামীকে জিজ্ঞাসা করিলেন—হে বিদ্বন্, অতঃপর শ্রীশুকদেব রাজা পরীক্ষিৎকে যে-সকল কথা বলিয়াছিলেন, তাহা আমরা শুনিতে ইচ্ছুক হইয়াছি, অতএব কৃপাপূর্ব্বক বলুন। ভাগবতগণের সভাতে যে-সকল কথা হইয়া থাকে তাহার উত্তর-ফলও নিশ্চয়ই হরিকথা ব্যতীত আর কিছু হইতে পারে না।

সেই পরম ভাগবত মহারাজ পরীক্ষিৎ বালক-কালেও খেলনা-দ্বারা খেলা করিতে করিতে কৃষ্ণপূজাদিরূপ ক্রীড়াই করিয়াছিলেন। ভগবান্ ব্যাসনন্দন শুকদেবও বাসুদেবপরায়ণ ছিলেন; সুতরাং উভয়েই সাধু। অতএব দুইজন সাধুর সমাগমে কৃষ্ণের গুণকীর্ত্তনরূপ উদার কথাই হইয়াছিল।

এই সূর্য্যদেব প্রত্যহ উদিত ও অস্তগত হইয়া হরিকথাহীন মানবগণের বৃথা আয়ুঃ হরণ করিতেছেন। কেবল উত্তমঃশ্লোক শ্রীহরির কথায় যাঁহার কাল যাপিত হয়, তাঁহারই আয়ুঃ তিনি হরণ করেন না।

বৃক্ষসকল কি বাঁচিয়া থাকে না? ভস্ত্রাকি শ্বাস গ্রহণ ও পরিত্যাগ করে না? ইতর গ্রাম্য পশুসকল কি আহার ও স্ত্রীসম্ভোগ করে না? অতএব যাহারা আহার-নিদ্রাদিতে সময় ক্ষেপণ করে তাহারাও নরাকার পশু।

যাহার কর্ণ-কুহরে কখনও কৃষ্ণনাম প্রবেশ করে নাই, সেই মানব কুকুর, গ্রাম্য শূকর, উষ্ট্র ও গর্দ্দভ-তুল্য পশু বলিয়া নিরূপিত হইয়াছে।

যে ব্যক্তি কর্ণপুটে ভূরিগুণ সম্পন্ন ভগবানের বিক্রমের কথা শ্রবণ না করে, তাহার কর্ণরন্ধ্র দ্বয় বৃথা ছিদ্রমাত্র; যে জিহ্বা ভগবানের বিক্রম কীর্ত্তন না করে, সেই জিহ্বা অসতী স্ত্রী বা বারবনিতার ন্যায় নিন্দিত হৃষীকেশের গুণ কীর্ত্তন না করিয়া নানাবিধ গ্রাম্যকথার জল্পনা করে, এবং ভেক-জিহ্বার ন্যায় কেবল বৃথা কোলাহল করিয়া কালসর্প-সদৃশ মৃত্যুকেই আহ্বান করিয়া থাকে।

পট্টবস্ত্রের উষ্ণীষ এবং কিরীট দ্বারা উত্তমাঙ্গ মস্তক শোভিত থাকিলেও তাহা যদি মুকুন্দের শ্রীচরণে প্রণত না হয় তবে উহা কেবল সংসার-সিন্ধুর অতল জলে প্রবিশ্যমান্ ব্যক্তিকে আরও শীঘ্র শীঘ্র নিমজ্জিত করিয়া দিবার জন্য ভারমাত্র; যে করদ্বয় সুবর্ণকঙ্কণে দীপ্তিমান্ হইয়াও শ্রীহরির সেবাকার্য্যে নিযুক্ত না হয় তাহা মৃত ব্যক্তির হস্তসদৃশ যেহেতু দেব-পিত্রাদিও সেই হস্ত-প্রদত্ত জল পিণ্ড অশুচি বলিয়া গ্রহণ করেন না।

যে-সকল পুরুষের নয়ন বিষ্ণুর শ্রীবিগ্রহ দর্শন না করে তাহাদের নেত্র ময়ূরপুচ্ছে অঙ্কিত চক্ষুর ন্যায় নিজ নিজ উদ্ধারের পথ দর্শন করিতে না পারিয়া ঐসকল ব্যক্তিকে সংসাররূপ কণ্টক-ক্ষেত্রেই পাতিত করে। যে-সকল মনুষ্যের পদদ্বয় হরির লীলাভূমি বা তীর্থসমূহে বিচরণ না করে, তাহাদের পদসমূহ বৃক্ষতুল্য স্থাবর। উহা যমদূতগণের কুঠারের দ্বারা ছিন্ন হইয়া থাকে।

যে ব্যক্তি কখনও ভগবদ্ভক্তের চরণরেণু সর্ব্বাঙ্গে মৃক্ষণ না করে, সেই ব্যক্তি জীবিত থাকিলেও তাহার অঙ্গ প্রেত-শরীরের ন্যায় সাধুগণকে স্পর্শ করিয়া থাকে। তাহার হস্তকৃত পরিচর্য্যাদি ভগবান্ গ্রহণ করেন না এবং যে মনুষ্য শ্রীবিষ্ণুর শ্রীচরণ-সংলগ্ন তুলসীর ঘ্রাণ গ্রহণ করিয়া আনন্দিত না হয় সে ব্যক্তি নিশ্বাস-থাকা সত্ত্বেও মৃতক-তুল্য।

হরিনাম-গ্রহণ-সত্ত্বেও যাহার হৃদয় দ্রবীভূত হয় না, নেত্র অশ্রুপূর্ণ হয় না এবং রোমসমূহ আনন্দে পুলকিত হয় না—হায়! তাহার হৃদয় পাষাণ-সদৃশ।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

৮ দামোদর, ভুক্ত অনিরুদ্ধ

মহাপ্রভু ও বল্লভ ভট্ট

(৫)

শ্রীবল্লভের কুতর্ক ও পরাজয়

একদিন শ্রীবল্লভভট্ট শ্রীল অদ্বৈত আচার্য্য প্রভুকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"সকল জীবই প্রকৃতি, আর কৃষ্ণচন্দ্র তাঁহাদের সকলের পতি। পতিব্রতা রমণীগণ কখনও পতির নাম গ্রহণ করেন না; আপনারা পতিব্রতা হইয়া নিরন্তর কৃষ্ণনাম গ্রহণ করিতেছেন, ইহা কোন্ ধর্ম্ম?" শ্রীঅদ্বৈত প্রভু মহাপ্রভুকে দেখাইয়া বলিলেন—"আমাদের সম্মুখেই মূর্ত্তিমান্ 'ধর্ম্ম' রহিয়াছেন। ইঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেই সবিশেষ উত্তর প্রদান করিবেন।" মহাপ্রভু উত্তর করিলেন—"শ্রীবল্লভের ধর্ম্মাধর্ম্ম-জ্ঞান নাই। পতিব্রতা সতী লৌকিক কথায় আবদ্ধ না থাকিয়া সর্ব্বদা পতির আদেশ পালন করিয়া থাকেন। পতি শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রেরই আদেশ—নিরন্তর তাঁহার নাম গ্রহণের নিমিত্ত, তাই আমরা তাঁহার আদেশ পালন করিয়া থাকি। পতির আদেশ পালন না করিলে পাতিব্রত্যধর্ম্ম নষ্ট হয়! যে পতির আদেশ পালন না করে, সে ত' স্বৈরিণী। শ্রীবল্লভের মুখে আর কথা সরে না। তিনি নিজকে 'রাজহংস মধ্যে বকপ্রায়' জ্ঞান করিলেন এবং মনের দুঃখে বাড়ী যাইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন—"মহাপ্রভুর গণের মধ্যে যাইয়া আমি প্রত্যহই বিচারে পরাজিত হই। একদিনও জয়ী হইতে পারিতেছি না। অন্ততঃ একদিন জয়ী হইতে পারি, তাহার কি উপায় করা যায়?" এই প্রকার চিন্তা করিতে করিতে একদিন মহাপ্রভুর নিকট গর্ব্ব করিয়া বলিতে লাগিলেন "ভাগবতে স্বামীর বাক্য খণ্ডন করিয়াছি। তাঁহার বাক্যে পূর্ব্ব-পশ্চাদুক্তিতে সামঞ্জস্য নাই; সুতরাং তাঁহার ব্যাখ্যা গ্রহণ করিতে পারি না।" বল্লভের বাক্য শ্রবণ করিয়া মহাপ্রভু হাস্য-ভরে বলিলেন—

* * "স্বামী না মানে যেই জন।
বেশ্যার ভিতরে তারে করিয়ে গণন॥"

উপেক্ষিত বল্লভের আত্মগ্লানি

শ্রীবল্লভভট্ট বাসস্থানে আসিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন—"প্রয়াগে যখন মহাপ্রভুর পাদপদ্মে উপস্থিত হইলাম, তখন তিনি অতি প্রীতিভরে আমার নিমন্ত্রণ স্বীকার করিলেন, আমাকে কত স্নেহ করিলেন! পুরীতে পৌছিতেও সস্নেহ-বচনে আমার কুশলাদি জিজ্ঞাসা করিয়াছেন এবং তাঁহার সকল ভক্তের সহিত আমার পরিচয় করিয়া দিয়া আমার মনের বাসনা পূর্ণ করিয়াছেন। কিন্তু মহাপ্রভু এখন আমাকে অপ্রস্তুত করিতেছেন কেন? অহো, বুঝিয়াছি—

'আমি জিতি'—এই গর্ব্ব-শৈল মোর চিত্ত।
ঈশ্বর-স্বভাব,—করেন সবাকার হিত॥
আপনা জানাইতে আমি করি অভিমান।
সে-গর্ব্ব খণ্ডাইতে মোর করেন অপমান॥
আমার হিত করেন, ইহো আমি
মানি দুঃখ।
কৃষ্ণের উপরে যেন কৈল ইন্দ্র মূর্খ॥"

শ্রীবল্লভের শরণাগতি

বস্তুতঃপক্ষে ভগবান্ বা শুদ্ধভাগবতের কাহারো প্রতি দ্বেষ বা হিংসা নাই। তাঁহারা মঙ্গলময়, অপরের হিত ব্যতীত অহিত কখনও করেন না। অপরের মঙ্গলের নিমিত্ত যেসকল পন্থা অবলম্বন করেন, মূর্খলোক অনেক সময় তাহার অর্থ বুঝিতে না পারিয়া তাঁহার প্রতি দোষারোপ করে। শ্রীবল্লভের হৃদয়ে যে পাণ্ডিত্যাভিমানানল প্রবেশ করিয়াছিল, তাহাতে বাতাস দিলে উহা সহস্রশিখায় পরিণত হইয়া তাঁহাকে দগ্ধ করিত, সুতরাং পরমার্থের পথ চিরতরে রুদ্ধ হইত। সেই অগ্নি চাপা দেওয়ায়ই শ্রীবল্লভের হৃদয়ে ঐ প্রকার আত্মশোধক দৈন্যের উদয় হইয়াছে। তিনি নিজের নির্ব্বুদ্ধিতা বুঝিতে পারিয়া মহাপ্রভুর পাদপদ্মে উপস্থিত হইলেন এবং প্রার্থনা করিতে লাগিলেন—

"আমি অজ্ঞ জীব, অজ্ঞোচিত কর্ম্ম কৈলুঁ।
তোমার আগে মূর্খ আমি পাণ্ডিত্য
প্রকাশিলুঁ॥
তুমি—ঈশ্বর, নিজোচিত কৃপা কৈলা।
অপমান করি' সর্ব্ব গর্ব্ব খণ্ডাইলা॥
আমি—অজ্ঞ, 'হিত'স্থানে মানি 'অপমানে'
ইন্দ্র যেন কৃষ্ণের নিন্দা করিল অজ্ঞানে॥
তোমার কৃপা অঞ্জনে গর্ব্ব-আন্ধ্য গেল।
তুমি এত কৃপা কৈল,—এবে 'জ্ঞান' হৈল॥
অপরাধ কৈনু, ক্ষম, লইনু শরণ।
কৃপা করি মোর মাথে ধরহ চরণ॥"

মহাপ্রভুর দয়া ও উপদেশ

জন্ম, ঐশ্বর্য্য, বিদ্যা ও সৌন্দর্য্য এই চতুষ্টয়ের অভিমান প্রাকৃত জগতের জিনিষ। যখন আমরা প্রাকৃত ভূমিকায় আবদ্ধ থাকিবার নিমিত্ত দৃঢ়সঙ্কল্প হই তখন শ্রীভগবান্ ও তাঁহার পার্ষদগণ আমাদিগকে উপেক্ষা করেন। কিন্তু যখন আমরা অপ্রাকৃত ভূমিকায় যাইবার জন্য হস্ত প্রসারিত করি তখন তাঁহারা স্নেহভরে আমাদিগকে আলিঙ্গন প্রদান করেন এবং পরমানন্দের সহিত বৈকুণ্ঠলোকে লইয়া যান। এই এই হস্ত-প্রসারণ-কার্য্যটিই হচ্ছে শরণাগতি। শ্রীবল্লভ, ভগবান্ শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের শরণাগত হইয়াছেন সুতরাং তিনি কি আর তাঁহাকে (বল্লভকে) কৃপা না করিয়া পারেন? তাই মহাপ্রভু এখন সস্নেহ-বচনে বল্লভকে বলিতে লাগিলেন—"আপনি পণ্ডিত ও মহাভাগবত। যাহাতে ঐ গুণদ্বয় বর্ত্তমান তাঁহার মধ্যে ত গর্ব্ব-পর্ব্বতের অবস্থান নাই কিন্তু আপনি এত গর্ব্বিত যে, ভক্তৈক-রক্ষক সর্ব্বজগদ্গুরু শ্রীধর স্বামিপাদেরও ভুল ধরিতে ব্যস্ত। এই শ্রীধর স্বামিপাদের কৃপায় আমরা শ্রীমদ্ভাগবতের যথার্থ তত্ত্ব অবগত হইতে পারি; তাই তাঁহাকে আমরা জগদ্গুরুরূপেই সম্মান করি। শ্রীধরের ব্যাখ্যা খণ্ডনের ধৃষ্টতা প্রদর্শন করিয়া যে যাহা লিখিবে, তাহা কেহ মানিবে; না কারণ তাহাতে ভাগবতের প্রকৃত অর্থ প্রকাশিত না হইয়া তদ্বিপরীত অর্থই প্রকাশিত হইবে। যিনি শ্রীধর স্বামীর অনুগত হইয়া ভাগবত ব্যাখ্যা করিবেন তাঁহার ব্যাখ্যাই সকলের আদরের বস্তু হইবে। সুতরাং যদি ভাগবত ব্যাখ্যা করিবার ইচ্ছা হইয়া থাকে তাহা হইলে অভিমান পরিত্যাগ পূর্ব্বক শ্রীধর স্বামীর অনুগত হইয়া ব্যাখ্যা করুন এবং নিরন্তর কৃষ্ণের ভজন করিতে থাকুন। অপরাধ পরিত্যাগ পূর্ব্বক নিরন্তর কৃষ্ণকীর্ত্তন করিতে আরম্ভ করুন। তাহা হইলে শ্রীকৃষ্ণ শীঘ্রই কৃপা করিবেন।

গদাধর-পণ্ডিত-সমীপে শ্রীবল্লভের দীক্ষা-প্রার্থনা

মহাপ্রভুর কৃপা পাইয়া বল্লভের আর আনন্দের সীমা রহিল না। তিনি সগণ-মহাপ্রভুকে নিমন্ত্রণ করিলেন, তাঁহার চিত্ত শুদ্ধ হইয়াছে দেখিয়া মহাপ্রভু তাঁহার নিমন্ত্রণ স্বীকার করিলেন। বল্লভভট্ট প্রথমে বাৎসল্য-রসে বালগোপালের উপাসনা করিতেন। শ্রীল গদাধর পণ্ডিত মহাশয়ের সহিত ইষ্টগোষ্ঠীর ফলে তাঁহার মনের গতি ফিরিয়া গিয়াছে, এখন তিনি মধুররসে কিশোরকৃষ্ণের উপাসনার জন্য ব্যস্ত হইয়াছেন। শ্রীল গদাধর পণ্ডিত মহাশয়ের নিকট মন্ত্রাদি প্রার্থনা করিলে, তিনি উত্তর করিয়াছেন—

"এই কর্ম্ম নহে আমা হইতে।
আমি—পরতন্ত্র, আমার প্রভু—গৌরচন্দ্র।
তাঁর আজ্ঞা বিনা আমি না হই স্বতন্ত্র॥"

মহাপ্রভুর কৃপায় শ্রীবল্লভের অভীষ্ট পূরণ

শ্রীল গদাধর পণ্ডিত মহাশয়ের বাক্য শুনিয়া শ্রীবল্লভ মহাপ্রভুর পাদপদ্মে পুনরায় উপস্থিত হইলেন এবং স্বীয় অভিপ্রায় জানাইলেন। মহাপ্রভু আনন্দিত হইয়া তাঁহার বাক্য অনুমোদন করিলেন। শ্রীবল্লভভট্ট শ্রীল গদাধর পণ্ডিত গোস্বামীর নিকট কিশোরকৃষ্ণের মন্ত্র-দীক্ষা গ্রহণ করিয়া জীবন সার্থক করিলেন।

বৃন্দাবন কোথায়?

মাদৃশ মায়াবদ্ধ জীবকে কেহ যদি জিজ্ঞাসা করেন,—"ওহে! তুমি কখনও বৃন্দাবন দেখিয়াছ? আমাকে বলিতে পার, বৃন্দাবন কোথায়?" আমি এক নিশ্বাসে উত্তর করিব,—"হাঁ দেখিয়াছি—হাওড়া ষ্টেশনে ট্রেণে চাপিলে হাতরাসে ট্রেণ বদল করিয়া মথুরা যাইতে হয়, তথা হইতে লাইট্ রেলওয়ে যোগে বৃন্দাবনে যাওয়া যায়।" বৃন্দাবনের সৌন্দর্য্য জিজ্ঞাসা করিলে আমি বলিব,—"তাহা কলিকাতা অপেক্ষা অধিক সুন্দর নহে; সহরটিতে অত্যধিক ধূলা, দালানগুলিও বড়ই পুরাতন, তবে কতকগুলি ঠাকুর-বাড়ী আছে বটে; কলিকাতায় এত ঠাকুরবাড়ী নাই। সে স্থানের শ্রীবিগ্রহ-সমূহ অতিশয় মনোরম সাজে সজ্জিত।"

এই যে আমার বৃন্দাবন-দর্শন, ইহা কি বাস্তবিকই বৃন্দাবন-দর্শন? বৃন্দাবন কি জড়জগতের কোন বস্তু? তাহাতে কি কোন প্রকার সৌন্দর্য্যের অভাব থাকিতে পারে? কিছুতেই না। বস্তুতঃপক্ষে প্রাকৃত সহজিয়াগণের অনুগমনে আমরা বৃন্দাবন-বাসের ছলনা দেখাইলেও যে পর্যন্ত হৃদয়ে বিষয়-বাসনা-মল অবস্থান করে সে-পর্য্যন্ত বৃন্দাবনে বাস করা ত' দূরের কথা তাহা দর্শনেরই কোন যোগ্যতা হয় না। প্রকৃত ব্রজবাসীর নিকট বৃন্দাবনের পরিচয় গ্রহণ করিতে হইবে। শ্রীল গদাধর পণ্ডিত গোস্বামী প্রভু মহাপ্রভুর নিকট একসময় বলিয়াছিলেন,—

"তুমি যাঁহা রহ তাঁহা বৃন্দাবন।"

আবার কোন স্থানে মহাপ্রভুর উক্তিতেও দেখিতে পাওয়া যায়—

আনের হৃদয় মন মোর মন বৃন্দাবন
মনে বনে এক করি মানি।
তাহাতে তোমার পদদ্বয় করাহ যদি উদয়
তবে তোমার পূর্ণ কৃপা মানি॥

পূর্ব্বোক্ত মহাবাক্যদ্বয় হইতে জানিতে পারা যায়—মহাভাগবতগণের হৃদয়ই বৃন্দাবন সেই বৃন্দাবনেই সর্ব্বদা শ্রীকৃষ্ণের লীলা-বিহার।

ইহা হইতে কেহ যেন মনে না করেন যে, ভৌম বৃন্দাবন অপ্রাকৃত নহে। শ্রীকৃষ্ণ অপ্রাকৃত তত্ত্ব, তাঁহার ধামও অপ্রাকৃত; তিনি যখন প্রপঞ্চে আগমন করেন তখন তাঁহার ইচ্ছায় তাঁহার ধামও অবতরণ করেন, প্রপঞ্চে আগমন করিলেও শ্রীকৃষ্ণ, তদীয় ধাম বা তদীয় পার্ষদবৃন্দ কখনও প্রাপঞ্চিক-ধর্ম্ম সংযুক্ত হন না—সর্ব্বদাই অপ্রাকৃত অবস্থায়ই থাকেন। সুতরাং সহজেই বুঝা যাইতেছে যে, ভৌম বৃন্দাবন অন্য জড়দেশ-সদৃশ ভোগরক্ত ইন্দ্রিয় ও ভোগোপকরণ অর্থের সাহায্যে গম্য স্থান-বিশেষ নহে। যেরূপ অপরাপর জড়বস্তুর

সঙ্গ-প্রভাবে জড়ভাবসমূহ উৎপন্ন হয়, তদ্রূপ ইন্দ্রিয়-ভোগাজ্ঞানে বা জড়বুদ্ধিতে বৃন্দাবন-দর্শন করিতে গেলে কোন পারমার্থিক নিত্য-মঙ্গল অর্থাৎ অদ্বয়জ্ঞান শ্রীকৃষ্ণের সেবা হয় না।

শ্রীগোপীগণ শ্রীকৃষ্ণের নিকট প্রার্থনা করিয়াছেন—

আহুশ্চ তে নলিননাভ পদারবিন্দং
যোগেশ্বরৈর্হৃদি বিচিন্ত্যমগাধবোধৈঃ।
সংসারকূপপতিতোত্তরণাবলম্বং
গেহং জুষামপি মনস্যুদিয়াৎ সদা নঃ॥

(ভাঃ ১০।৮২।৪৮)

—হে কমলনাভ, সংসারকূপে-পতিত জনের উত্তরণের একমাত্র অবলম্বন-স্বরূপ তোমার পাদপদ্ম, যাহা অগাধবোধ-বিশিষ্ট যোগেশ্বরদিগের হৃদয়েই সর্ব্বদা চিন্তনীয়, তাহা গৃহ-সেবী আমাদিগের মনে উদিত হউক।

যদি হৃদয়ে কৃষ্ণসেবার স্ফূর্ত্তি উদিত না হয় তাহা হইলে বৃন্দাবন-দর্শন হয় না। প্রাকৃত-সহজিয়াগণ শ্রীধামের যে-প্রকার ধারণা করিয়া আপনাদিগকে ব্রজবাসী বা ধামবাসী বলিয়া অভিমান বা প্রচার করিয়াও প্রকৃতপক্ষে চিন্ময় বৃন্দাবনবাসের পরিবর্ত্তে স্বীয় ইন্দ্রিয়তর্পণক্ষেত্র ঘোর-সংসারেই বাস করিয়া জঞ্জাল বৃদ্ধি করে, শুদ্ধভাগবত-গণের তাদৃশ ভাব বা ধারণা নাই। শ্রীল দামোদর স্বরূপ প্রভুর চরিত্রে ভৌম বৃন্দাবনে যাইবার প্রসঙ্গ শুনা যায় না। কিন্তু তাই বলিয়া তিনি ব্রজবাসী নহেন—এই প্রকার অপরাধময়ী উক্তিতে নরকের পথ পরিষ্কৃত হয় মাত্র। তিনি নিত্যব্রজবাসী। শ্রীপুণ্ডরীক বিদ্যানিধি, শ্রীল হরিদাস ঠাকুর, শ্রীনাগ পণ্ডিত, শ্রীশিবানন্দ রায়, শ্রীশিখি মাহাতি, শ্রীমাধবীদেবী, শ্রীগদাধর পণ্ডিত গোস্বামী প্রমুখ মহাভাগবতগণের ভৌম-বৃন্দাবন-গমন কোন গ্রন্থে লিপিবদ্ধ না থাকিলেও তাঁহারা নিত্য ব্রজবাসী। পক্ষান্তরে শুদ্ধভক্তিবিহীন প্রাকৃত-সহজিয়া কর্ম্মী, জ্ঞানী, অন্যাভিলাষী প্রভৃতি বৃন্দাবনে বাস, দর্শন, বা গমনাদির ছলনা দেখাইলেও শ্রীবৃন্দাবন ধাম হইতে অনন্ত যোজন দূরে অবস্থিত। শ্রীধামে বাস ভক্তিহীনের নিকট স্বর্গাপবর্গদায়ক বা পাপপুণ্য বৈরাগ্য-প্রাপ্য ফলপ্রদ হইলেও 'প্রেমাঞ্জনচ্ছুরিত ভক্তি-বিলোচনেন" শ্লোকের অভিপ্রেত দিব্য-নির্ম্মল-নয়নযুক্ত শুদ্ধভক্তেরই শ্রীধাম-বৃন্দাবনে বাস যথার্থ ও সত্য।

শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর খেতরীতে, শ্রীনিবাস আচার্য্য যাজিগ্রামে, শ্রীজগন্নাথদাস বাবাজী মহারাজ গৌড়দেশে, শ্রীল ভগবান দাস কালনায়, শ্রীমদ্ গৌরকিশোর দাস বাবাজী মহারাজ নবদ্বীপ-ধামে ও শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি-বিনোদ ঠাকুর কলিকাতায় অবস্থান করিয়াও নিত্যবৃন্দাবনবাসী। এই সকল নামৈক-নিষ্ঠ মহাভাগবতগণ শ্রীধাম বৃন্দাবন ব্যতীত অন্য ধামে কখনও বাস করেন নাই। শ্রীগৌরসুন্দরের ভৌম-বৃন্দাবন-ভ্রমণ-লীলার উদ্দেশ্য—বিশ্ববাসীকে শ্রীকৃষ্ণ-লীলার উদ্দীপক বস্তুসমূহের সন্ধান-প্রদানদ্বারা নিরন্তর কৃষ্ণ-সেবায় নিযুক্ত করা।

"গুরু ও লঘু"

(শ্রীযুক্ত ভবদেব চট্টোপাধ্যায়)

(১)

অসতে আসক্ত হ'য়ে যেই মূর্খ নর গো।
ধরেছে গুরুর বেশ ভুলি পরাৎপর গো॥
গর্ব্বিত উৎপথগামী,
নাহি সেবে নিত্য স্বামী,
সেবা-সুখে মরি' দুখে 'কাণা গুরু' হয় গো।
সেই লঘু গুরু কভু নয় নয় নয় গো।

(২)

স্বরূপ ধরম হয় রাম-কৃষ্ণ-সেবা গো।
রাম-ভোগ্যা সীতা-লক্ষ্মী
ভোগবাঞ্ছে যেবা গো॥
সে-সব স্বজনগণ
রক্ষঃগোষ্ঠী অগণন
বিষ্ণুদ্বেষী হ'য়ে হয় সবংশেতে লয় গো।
সে-জন স্বজন কভু নয় নয় নয় গো॥

(৩)

মহাপরাক্রমী যদি সর্ব্ববিশ্ব শাসে গো।
সুরাসুর দেখি যারে সদা রহে ত্রাসে গো॥
যদি সেই নাহি পূজে
সদা সেব্য অধোক্ষজে
হো'ক্ না সে জন্মদাতা মহাসুর কয় গো।
সেই পিতা পিতা কভু নয় নয় নয় গো॥

(৪)

সুত-শিব লাগি' মাতা চিন্তে দিবানিশি গো।
অশিব হইলে হেরে শূন্য দশ দিশি গো॥
শিবদাতা ভগবানে
যে মাতা পাঠায় বনে
নহে সেই দয়াময়ী মায়াময়ী হয় গো।
সেই মাতা মাতা কভু নয় নয় নয় গো॥

(৫)

দিবানিশি পূজি যদি হৃদি অন্তঃপুরে গো।
রত্নসিংহাসনে স্থাপি শত উপচারে গো॥
যদি ভক্তি নাহি পাই,
হেন পূজা বৃথা ভাই
সে দেবতা সেবা-পূজা বিহিত না হয় গো।
সে দেবতা ভয়ত্রাতা নয় নয় নয় গো।

(৬)

কামক্রোধ-পরিপূর্ণ সংসার-সাগরে গো।
পড়েছি অনাদি হ'তে নিজ কর্ম্মফেরে গো।
এ সঙ্কটে অকূলেতে
যেবা পারে কূল দিতে
সেই মোর প্রাণপতি নিত্যারাধ্য হয় গো।
সেই পতি, অন্যে পতি নয় নয় নয় গো॥

(৭)

আত্মীয় স্বজন সেই, সেই পিতা মাতা গো।
সেই পুত্র সেই মিত্র সেই সখা ভ্রাতা গো॥
নাশিয়া শমন-ভয়
যেবা প্রেমভক্তি দেয়
সেই গুরু বিশ্বগুরু সর্ব্বশাস্ত্রে কয় গো।
লঘু-জন গুরু কভু নয় নয় নয় গো॥

(৮)

প্রতি জন্মে আসি ভবে
পিতামাতা পায় গো।
কৃষ্ণগুরু নাহি মিলে ভজহ হিয়ায় গো॥
কায়মনোবাক্যে তাঁরে
পূজ সদা সদাচারে
সংসার-সমুদ্রে গুরু কর্ণধার হয় গো।
গুরুবিনা আশাপূর্ণ নয় নয় নয় গো॥

আশা মরু

(শ্রীপূর্ণপ্রজ্ঞ ব্রহ্মচারী)

(২)

সে-সময় বসন্তের মৃদুমন্দ সুশীতল মরুতের আগমনে যেন প্রাণটা মাতোয়ারা হইয়া উঠিল। তখন তৃণাবৃত গহ্বরটীর এক-পার্শ্বে বসিয়া বিহঙ্গ-কুলের ঝঙ্কার মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় শুনিতে লাগিলাম। কখনও বা পথ-শ্রান্ত বণিকের ন্যায় অর্থের আশায় গ্রাম, নগর পরিত্যাগ করিয়া ভীষণ অরণ্যের মধ্যে প্রবিষ্ট হইতেছিলাম, তখন কত রং-বেরঙের আশার ছবিগুলি মানস-কেতনে শোভা পাইতে লাগিল। আবার যখন অভাবরূপী সিংহের গর্জ্জনে ভীত হইয়া পড়িতাম, তখন আশ্রয়ের আশায় কৃপণ উলুকের দ্বারদেশে আসিয়া আর্ত্তনাদ করিতাম। প্রত্যক্ষ অপ্রিয়ভাষী উলুকের তীব্র মর্ম্মভেদী বাক্যবাণে যখন আমার হৃদয়টা বিদ্ধ হইয়া যাইত তখন ঐ দুঃখ দূর করিবার আশায় আমার সমশীল দুঃখীর কাছে কত কাতর কণ্ঠে মনোভাব ব্যক্ত করিতাম। আবার সুবৃহৎ কর্ম্মকাণ্ড-পর্ব্বতে উঠিতে বাসনা হইলে, অভাব-রূপী রিপুগণের দ্বারা প্রহৃত হইয়া যখন ম্রিয়মাণ হইয়া যাইতেছিলাম, তখন আমার স্বজনাখ্যদস্যুগণকে প্রতিকূল বুঝিয়া বহু কটুকথার দ্বারা ভর্ৎসনা করিতে লাগিলাম। অন্যদিকে মশকরূপী তস্করগণ বিনয়বাক্যে আমার সঞ্চিত অর্থগুলি লুণ্ঠন করিতেছিল। ঐ শৃগালগুলি যখন "খা'ব খা'ব" করিতেছিল, অন্যদিকে ভীষণাকৃতি বাঘিনীর জিহ্বা লেলিহান করিতে করিতে আগমন করিতেছিল তাই দেখিয়া ভয়ে উধাও হইয়া দৌড়াইতে দৌড়াইতে একটা ক্ষুদ্র বকের শরণ গ্রহণ করিলাম। অল্পসময়ের মধ্যে ঐ কপট কর্ম্ম-জ্ঞানগর্ত্তে বিচরণশীল বকের সামর্থ্যহীনতা দেখিয়া, আশা-নদী পার হইয়া নিরাশ-হৃদয়ে একটা নূতন দেশে আসিয়া গেলাম। সে-দেশটা কেমন জানেন? সে-দেশটা নিরাশা-কল্পদ্রুমে আবৃত হইয়া যেন কি এক অলৌকিক শান্তি দিবার জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়াছে। আমি তখন বিশ্রামের আশায় ঐ বৃক্ষের নীচে বসিলে, একজন মহাপুরুষ যেন আমার হাত ধরিয়া তাঁ'র নির্জ্জন শান্তিময় কুটীরে লইয়া যাইতেছিলেন। যেস্থানে আমাকে লইয়া যাইতেছিলেন, সেস্থানটার নাম কি জানেন? সে স্থানটার নাম "মঠ"। মঠ কাহাকে বলে জানেন? মঠের অন্য নাম পরমার্থ-বিদ্যালয়। কলেজের অথবা স্কুলের সমস্ত ছেলেই কি পরীক্ষায় পাশ করিতে পারে? সেইরূপ ব্রহ্মবিদ্যায় সকলেই পারদর্শী হইবে না। দুষ্টমন তুমি তজ্জন্য চিন্তা করিও না। মা আশারাণি! তুমি আজ তোমার পতির গৃহে আসিয়াছ। এখনও তোমার পতির সেবা করিতে পার না? আবার বাহাদুরী দেখিয়ে, খুব ভাল হইতে চাও? মা লেখনি! তুমি বক্র-গতিতে প্রবন্ধের রূপ ধারণ করিয়া নাচিতে নাচিতে বাম দিক হইতে দক্ষিণ-দিকে যাইতেছে অশান্তির আশায়? না ধন্দটাকে যমের দক্ষিণ-দ্বারে পাঠাইতে? আশার মুখে ছাই দিয়া নিত্যপতির গুণকীর্ত্তন করিতে কি তোমার মাথায় বাজ পড়ে? জ্বরে পাওয়া রোগীর ন্যায় বাচালতা ত্যাগ করত সতর্ক হইয়া প্রাণ ঢালিয়া সেবা কর। গৃহ ও মঠ এক মনে করিও না। ভাই পথিক! বৈষ্ণবকে পূজ্যবুদ্ধি করিবে, তাঁ'দের ঘৃণা করা উচিত হয় না।

বর্ণবিভাগের প্রয়োজনীয়তা

সত্যযুগে ধর্ম্ম চতুষ্পাদ পূর্ণরূপে অবস্থান করিয়াছিলেন এবং সেই যুগে হংস নামে একমাত্র বর্ণই ছিল। সকল মানবই তখন পূর্ণরূপে ধর্ম্মপ্রাণ থাকিয়া শ্রীহরিভজন-তৎপর ছিলেন, সুতরাং সকলেই ব্রাহ্মণের গুরু হংসোচিত গুণ-সম্পন্ন ছিলেন। তাই নরগণের শ্রীহরিভজন ব্যতীত অন্য কোন বৃত্তি না থাকায় বর্ণ-নিরূপণের আবশ্যকতা হয় নাই। পরে ত্রেতাযুগে আসিয়া উপস্থিত হইলে ত্রিপাদধর্ম্মের সহিত একপাদ অধর্ম্ম আসিয়া মিশ্রিত হইল এবং কতকগুলি লোকের শ্রীহরিভজনবৃত্তি কমিয়া গিয়া কর্ম্মজগতের প্রতি লক্ষ্য পড়ায় তাহাদের স্ব-স্ব গুণ ও কর্ম্মানুযায়ী বর্ণনিরূপণের আবশ্যকতা হইয়া পড়িল। সুতরাং এই সময় হইতেই বর্ণ-বিভাগ আরম্ভ হইল। দ্বাপরযুগে ধর্ম্মের সহিত দ্বিপাদ অধর্ম্মের সংযোগ হইল। কাজে-কাজেই তখনও বিশেষরূপে বর্ণ-বিভাগ চলিতে লাগিল। বর্ত্তমান কলিযুগে একপাদ ধর্ম্ম এবং ত্রিপাদ অধর্ম্ম একত্র মিলিত হইয়াছে। সুতরাং এ যুগে অধর্ম্মেরই প্রকোপ বেশী।

শরণ লঞা করে কৃষ্ণে আত্মসমর্পণ। কৃষ্ণ তারে করে তৎকালে আত্মসম॥

শুদ্ধভক্তি গ্রন্থমালা · নদীয়া-প্রকাশপ্রাপ্তির স্থান

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। ভাষ্যসহ বিরাট্ শ্রীচৈতন্যভাগবত ৫৲
২। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২৮৲
একাদশ স্কন্ধ হইতে প্রতিখণ্ড ।৶০
৩। ভাষ্যদ্বয়সহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত
(৪র্থ সংস্করণ) ৫৲
৪। ভক্তিবিবেককুসুমাঞ্জলি (বাঁধা) ১৲
৫। গৌড়ীয়-গৌরব ।৶০
৬। গৌড়ীয়-সাহিত্য ।৶০
৭। ভজনরহস্য ॥০
শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও
শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৯। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ)
ঐ (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
১০। গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি টীকাসহ)
ঐ (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
১১। গীতার কেবল মাধ্ব-ভাষ্য ।০
১২। যুক্তিমল্লিকা গুণসৌরভঃ সানুবাদ
(মাধ্ব) ২
১৩। বেদান্ততত্ত্বসার সানুবাদ
(রামানুজীয়) ॥০
১৪। জৈবধর্ম্ম ২৲
১৫। শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৬। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১৭। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ॥৶০
ঐ (বাঁধা) ৸০
১৮। দ্বীপ-দিগ্ দর্শন ৶০
১৯। সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ) ।৶০
২০। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ॥০
ঐ (আবাঁধা) ।৶০
২১। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
২২। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৶০
২৩। গীতমালা ৴১০
২৪। নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য ৶০
২৫। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶০
২৬। নবদ্বীপ পঞ্জিকা (৪৪৭ গৌরাব্দ) ৶০
২৭। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
২৮। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা-দর্পণ ।০
২৯। শরণাগতি ৴০
৩০। গীতাবলী ৴০
৩১। চিত্রে নবদ্বীপ ১॥০
৩২। সাধনকণ ৴০
৩৩। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৴০
৩৪। নবদ্বীপশতক ৴০
৩৫। অর্থপঞ্চক ৴০
৩৬। সদাচারস্মৃতিঃ ৴০
৩৭। কল্যাণকল্পতরু (৫ম সংস্করণ) ৴১০
৩৮। অর্চ্চনকণ ৴০
৩৯। সাধককণ্ঠমালা (বাঁধা) ।০
ঐ (আবাঁধা) ৶০
৪০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি
(প্রথম চারিখণ্ড) ৩৲
৪১। ব্রহ্মসংহিতা ॥০
৪২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৪৩। মণিমঞ্জরী সানুবাদ ।০
৪৪। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৪৫। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ।০
৪৬। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৪৭। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
৪৮। গৌড়ীয়মঠ কি করেন ? ৴০
৪৯। ঈশোপনিষৎ (বলদেব ও মাধ্ব-
ভাষ্য এবং বিবৃতি ও অনুবাদসহ) ।০
৫০। শ্রীভুবনেশ্বর ৶০
৫১। সিদ্ধান্তদর্পণ ৶০
৫২। সাংখ্যবাণী ৴০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৫৩। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী-দিগ্বিজয়ঃ ॥০
৫৪। সটীক-শিক্ষাদশমূলম্ ।০
৫৫। তত্ত্ব-সূত্রম্ ।০
৫৬। সানুবাদ-শিক্ষাষ্টকম্ ৶০
৫৭। গৌড়ীয়মঠস্য পরিচয়ঃ ৴০
৫৮। সারাংশবর্ণনম্ ৶০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৫৯। রায় রামানন্দ ॥০
৬০। নামভজন ।০
৬১। রিলেটীভ্ ওয়ার্ল্ডস্ ।৶০
৬২। লাইফ্ য়্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব
শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।০
৬৩। বৈষ্ণবীজম্ ।০
৬৪। হোয়াট্ গৌড়ীয়মঠ ইজ্ ডুইং ৴০
৬৫। দি ভাগবত ।০
৬৬। ইরোটিক্ প্রিন্সিপ্ল্ য়্যাণ্ড
আনেলয়েড্ ডিভোসন ।০
৬৭। ব্রহ্ম-সংহিতা ২॥০
৬৮। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (ভলুম ওয়ান) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৬৯। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ॥০
৭০। সাধন পথ ।০
৭১। কল্যাণ-কল্পতরু ৴১০
৭২। গীতাবলী ৴০
৭৩। শরণাগতি ৴০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৭৪। শরণাগতি

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

১। শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম-মায়াপুর, নদীয়া
২। শ্রীযোগপীঠ ঐ
৩। শ্রীবাস অঙ্গন ঐ
৪। অদ্বৈত-ভবন ঐ
৫। কাজীর সমাধি-পাট ঐ
৬। স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ শ্রীগোদ্রুম,
পোঃ স্বরূপগঞ্জ, নদীয়া।
৭। শ্রীভাগবত আসন কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
৮। শ্রীএকায়ন মঠ গোবিন্দপুর, হাঁসখালী।
৯। দ্বাদশগোপাল পাট—পোঃ চাকদহ,
১০। শ্রীগৌর গদাধরমঠ—চাঁপাহাটী,
পোঃ সমুদ্রগড়, বর্দ্ধমান
১১। শ্রীমোদদ্রুমছত্র মাউগাছি, বর্দ্ধমান
১২। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম, আমলাযোড়া,
পোঃ রাজবাধ বর্দ্ধমান
১৩। শ্রীগৌড়ীয়মঠ বাগবাজার, কলিকাতা
১৪। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম ব্রাহ্মণপাড়া,
পোঃ মাজু, হাওড়া,
১৫। শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয়মঠ,
৯০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা
১৬। শ্রীগোপালজী মঠ কমলাপুর, ঢাকা।
১৭। শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ পোঃ বালিয়াটী,
১৮। শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয়মঠ ময়মনসিংহ।
১৯। শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ চিরুলিয়া,
পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর
২০। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম গোয়ালপাড়া, আসাম।
২১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ রায়াপেট্টা, মাদ্রাজ।
২২। শ্রীরামানন্দগৌড়ীয় মঠ কব্বূর,
জিঃ পশ্চিম গোদাবরী
২৩। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ উড়িয়াবাজার,
পোঃ বক্সীবাজার, কটক।
২৪। শ্রীত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয় মঠ ভুবনেশ্বর।
২৫। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ স্বর্গদ্বার, পুরী।
২৬। শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ আলালনাথ
পোঃ ব্রহ্মগিরি, পুরী।
২৭। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ ডুমুরকুণ্ডা,
পোঃ চিরকুণ্ডা, মানভূম।
২৮। শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ—কাশী।
২৯। শ্রীরূপগৌড়ীয় মঠ—এলাহাবাদ।
৩০। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ পুরাণবাজার,
সরকার ঠাকুরের কুঞ্জ, বৃন্দাবন
৩১ শ্রীগৌড়ীয় মঠ, নিউদিল্লী
৩২ শ্রীপরমহংসমঠ—নৈমিষারণ্য,
৩৩ শ্রীসারস্বত গৌড়ীয় মঠ—হরিদ্বার।
৩৪ শ্রীব্যাসগৌড়ীয়মঠ—কুরুক্ষেত্র, পঞ্জাব
৩৫ শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাবুলনাথ রোড,
পোঃ গ্র্যাণ্ট রোড, বোম্বে।
৩৬। লণ্ডন গৌড়ীয়মঠ, ৩৯নং গ্লেডটন্
গার্ডেন্স, কেন্‌সিংটন্ লণ্ডন,
(এস্, ডব্লিউ—১০)।
৩৭। অমর্ষি গৌড়ীয়মঠ—মেদিনীপুর
৩৮। সরভোগ গৌড়ীয় মঠ—সরভোগ,
কামরূপ, আসাম,

শুদ্ধভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী মাসিক। শ্রীধাম-মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিকভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১॥০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দি ভাষায় একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি হৃদয় বন মহারাজ সম্পাদিত ও নৈমিষারণ্য শ্রীপরমহংস মঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ১॥০ দেড় টাকা মাত্র।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥০ দেড় টাকা মাত্র।

৫। কীর্ত্তন—মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ নিমানন্দ সেবাতীর্থ বি-এজি, বি-টি, সম্পাদিত। আসাম গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম হইতে প্রকাশিত আসামী ভাষায় মাসিক। ভিক্ষা সডাক ১॥০ দেড় টাকা মাত্র

শ্রীচৈতন্যভাগবত

আদিকবি শ্রীল বৃন্দাবন দাস প্রণীত সমগ্র গ্রন্থ

গ্রন্থের মূল বোল্ড অক্ষরে এবং তন্নিম্নে বিশ্ববিশ্রুত গৌড়ীয়মঠের প্রতিষ্ঠাতা ও আচার্য্য ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের রচিত বিস্তৃত ভাষ্য উত্তম কাগজে সৌষ্ঠবের সহিত মুদ্রিত হইয়াছেন। ডবল ক্রাউন আটপেজি আকারে ১০৯৬ পৃষ্ঠায় কেবল মূল ও ভাষ্য সম্পূর্ণ হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত শ্লোকসূচী, পদ্যসূচী, স্থানসূচী, পাত্রসূচী, বিষয়সূচী, শব্দসূচী প্রভৃতি বিস্তৃত সূচীপত্রেও একটী গ্রন্থ হইবে। সভাষ্য শ্রীচৈতন্যভাগবতের এরূপ উৎকৃষ্ট ও অমূল্য বিরাট্ সংস্করণ জগতের কোথায়ও আজ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হন নাই, ইহা নিরপেক্ষ পাঠক-মাত্রকেই একবাক্যে স্বীকার করিতে হইবে। শ্রীগৌড়ীয়মঠের উৎসব-কালে গ্রন্থের ভিক্ষা ১২৲ বারটাকা স্থলে—৫৲ পাঁচটাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীচৈতন্যমঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

কলিকাতা বাজার দর

লৌহ হার্ডওয়ার

৬ই অক্টোবর ১৯৩৩

টার তৈয়ারী— প্রতি হন্দর।

াহার কড়ি (জয়েষ্ট বা বীম)

কা ৫।০—৫।৵০

সে-মাকা হালকা ওজন ৪।৵০—৪॥৵০

রগা (টী-আয়রণ) ৬৵০—৬.০

েল আয়রণ (কোনা) ৫৸৵০—৬।৵০

গ্যালভানাইজড করগেট টীন—

২ গেজ ৬ হইতে ১০ ফুট ১১।৵০

৪ গে ,, ,, ১০৸৵০

৬ গেজ ,, ,, ১২

৪ গেজ আর, পি, ডি, মার্কা ১২৸৵০

৪ গেজ গাঃ প্লেন শীট— ১১।৵০

৬ গেজ ,, ,, ১২।০

৮ গেজ ও ৩০ গেজ ঐ— ১৩৲—১৬৲

গান ঘেরা কাঁটাতার ১০০

উণ্ড গাঃ ৮৸০

পাটী ৬৲৵—৬।০

বোম্বাই (গোল) ৬৲৵—৬।০

বে (চৌকা) ৬৵০—৬৲।০

র বড় ৵০—।৵০ সূতা ৪৸৵—৫॥৵

০। বড়

।৵০—।৵০ ঐ ৫৵০—৫॥০

াণ্ডল চাল ৭৲—৭৸০

প্লট—ডিম সূতা মোটা

৭৲—৭।৭

দের ৬-১৬ খানা বাণ্ডিল ৯॥৵—১০৲

ষ্টীল ৮।০—৯৲

র.উণ্ড ৫৸৵—৭৲৵০

র পেরেক ১—৬ ইঞ্চি ৯—৯৸০

টেন্ট পেরেক ২—৮ ইঞ্চি ১২।০—১৫॥০

ই কড়া ১ হইতে ১০ নং ২॥০ লাট

াল ৪, ৫, ৬, ৭৸৵০ ৮৸৵০ ৯৸৵০ডঃ

চন পাউণ্ড ৬৲ পেঃ বিঃ ৬।৵০ ,,

প্লেন বালতি ৭—১২ ইঞ্চি ১॥৴০ ৬॥৴০

রিট ,, ৭—১২ ইঞ্চি ২৲—৭৲ ,,

ীব চেয়ার রঙের গোল ও

৮॥০— ,,

ালের লোহাব সিট ১৫৲ ,,

চানেস্তা (কাষ্ঠের সিট) ১৮৲ ,,

ার স্ক্রুপ ॥—৩ ইঞ্চি ⁄১০—॥৵০ গ্রোস

জা ১৭ নং

-৪ ইঞ্চি ।১০—৸৵১০ পেঃ ডজন

ার ১৬—২২ নং

জ) ১২৲—১৩৲ হন্দর

রিভিং (মটকা)

ইঞ্চি ।৵৫ ॥৵০ পীস

গাটারিং বা ডোঙ্গা

ঞ্চি ৭০—৸৵০ ,,

স্ক্রুপ ১॥০—২॥০ ইঞ্চি ২৩৲—২৯৲ হন্দর

গ্যাঃ ওয়াসার চাকি ১১॥০—১৯৲ ,,

গ্যাঃ বোল্ট-নাট ৸—৩ ইঞ্চি

॥৵১০—১৵০ গ্রোস

চালাই রেলিং ৩॥০—৪॥০ হন্দর

ঐ রেন ওয়াটার পাইপ

৩ ইঞ্চি ৵১০ ও ৪ ইঞ্চি ।১০ ফুট

টিউব ওয়েলের জন্য গ্যাঃ

পাইপ১॥ ইঞ্চি ।৵৫ ফুট

পাম্প ৪নং ১২॥০ ৫নং ১৪৲ ৬নং ১৬৲

৬০—৮০ বাটখারা ৵১৫ সাট ২।০-২॥০ মণ

সন্তোষকুমার মল্লিক এণ্ড সন্স লিঃ

লৌহ ও হাডওয়ার বিক্রেতা।

নীরবহর ঘাট লোহাপটী, বড়বাজার,

টেলি—"লোহার মালিক" কলিকাতা

কেরোসিন

গ্লোক্রেক প্রত্যেক বাক্স (২ টিন) ৯,৬

সুর্য্য মার্কা ,, ৬॥০

ভিক্টোরিয়া ,, ৭৲

সোণার দর

পাকা সোণা ৩০৸৴

বড়াল ৩০৸

চিনা পাত ৩২।০

রূপার দর

রূপা প্রতি ১০০ ভরি ৫৫৵০

ঐ খুচরা ৫৵০

কোম্পানীর কাগজ

৩॥০ সুদের কাগজ ৮১৴

৩॥০ নূতন ঋণ (১৯৪৭-৫০) ৯১।০

৩৲ ,, ঋণ (১৯৬০-৭০) ৯৲

৫৲ ,, বণ্ড (১৯৩৫ ১০৪॥৴০

ডিবেঞ্চার

৫৲ সুদের (১৯৫৬-৮৬) কলিকাতা পোর্ট

ট্রাষ্ট ডিবে :— ১০২॥৵০

ব্যাঙ্ক

ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক (কনট্রি) ২৯৪॥০

সেন্ট্রাল ঐ ২২৲

কাপড় ও সূতার কল

এলগিন মিল ৪৫৲

পাট কল

হাওড়া ৫০৲

অকল্যাণ্ড ১৯৫৲

বালী ১৬২৲

বরানগর ১৫০৲

কেলভিন ৩৭০৲

ভয়েট ২৪৩৲

ক্লাইভ ২৮।০

ডালহাউসী ৪০৮॥০

ডেল্টা ৪০৫৲

কৃষ্ণনগর নবদ্বীপঘাট রেলওয়ে সময়

কৃষ্ণনগর হইতে নবদ্বীপঘাট

কৃষ্ণনগর সিটি—	৬-৪৫	১০-৪৪	১৩-২২	১৭-৩৮	২০-১৬
কৃষ্ণনগর রোড—	৬-৫৬	১০-৫৫	১৩-৩৩	১৭-৪৭	২০-২৫
আমঘাটা—	৭-১৫	১১-১৩	১৩-৫১	১৮-৩	২০-৪১
মহেশগঞ্জ—	৭-২৪	১১-২১	১৪-০	১৮-৯	২০-৪৭
নবদ্বীপঘাট —	৭-৩৩	১১-৩০	১৪-৯	১৮-১৬	২০-৫৫

বিশেষ দ্রষ্টব্য—নবদ্বীপঘাট ষ্টেশন অপেক্ষা মহেশগঞ্জ ষ্টেশন হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরের দূরত্ব অনেক কম। শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে যাঁহাদিগকে রাণাঘাটে ট্রেণ বদল করিতে হয়, তাঁহারা রাণাঘাটে প্রাতঃ ৫-৫০,৮-১৪,১২-৪৬, ১৬-৪৮,১৮-৩৯ এবং ০-৩২ মিনিটের সময় গাড়ী পাইবেন।

শান্তিপুর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে শান্তিপুর ষ্টেশনে ৫-৪০, ৯-২৯, ১২-২৫, ১৬-৪ এবং ১৮-৪১ মিনিটের সময় ট্রেণ পাওয়া যায়।

নবদ্বীপঘাট হইতে কৃষ্ণনগর

নবদ্বীপ ঘাট—	৫-৩৫	৯-২৫	১২-১০	১৫-৩৪	১৮-৪৫
মহেশগঞ্জ—	৫-৪৩	৯-৩৩	১২-১৯	১৫-৪২	১৮-৫৩
আমঘাট—	৫-৪৯	৯-৩৯	১২-২৬	১৫-৪৮	১৯-৫
কৃষ্ণনগর রোড—	৬-৫	৯-৫৫	১২-৪৩	১৬-৪	১৯-২৪
কৃষ্ণনগর সিটি—	৬-১৩	১০-৩	১২-৫১	১৬-১২	১৯-৩৫

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে—ডাঃ কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম ভক্তিশাস্ত্রী এল. এম. এফ. কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

সীমান্তে গান্ধীর স্বাস্থ্য

সীমান্ত গান্ধী খাঁ আবদুল গফুর খাঁর পুত্র আবদুল গণি খাঁ হাজারিবাগ জেলে পিতা ও খুল্লতাতকে দেখিবার জন্য তথায় গিয়াছিলেন।

এসোসিয়েটেড প্রেসের প্রতিনিধি সাক্ষাৎ করায় তিনি বলেন যে, তাঁহার পিতা ও খুল্লতাতকে সম্পূর্ণ সুস্থ ও প্রফুল্ল দেখিয়া তিনি পরম আনন্দিত হইয়াছেন। দীর্ঘকাল যাবৎ কারাগারে অবস্থান করা সত্ত্বেও তাঁহাদের স্বাস্থ্য অটুট আছে। আবদুল গণি খাঁ বলেন যে, তিনি মাত্র ৪ মাস পূর্ব্বে আমেরিকা হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন এবং এই তাঁহার পিতার সহিত প্রথম সাক্ষাৎ হইল আবদুল গণি খাঁ পণ্ডিত জহরলাল নেহেরুর সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য লক্ষ্ণৌয়ে আসিয়াছেন। তাঁহার সহিত কয়েকদিন মাত্র অবস্থান করিয়া তিনি স্বগৃহে ফিরিবেন এবং তথা হইতে পড়াশুনা চালাইবার জন্য আমেরিকায় যাইবেন।

শ্রীযুক্তা স্বরূপরাণীর স্বাস্থ্য

শ্রীযুক্তা স্বরূপরাণী নেহেরুর স্বাস্থ্যের অবস্থা পূর্ব্ববৎ এক ভাবেই রহিয়াছে তাঁহার যন্ত্রণা ও দেহের উত্তাপ ঠিকই আছে।

পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু তাঁহার মাতাকে লইয়া গত সোমবার এলাহাবাদে ফিরিয়া যাইবেন স্থির করিয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহার মাতার শরীরের উত্তাপ বৃদ্ধি পাওয়ায় এবং স্ফোটকজনিত বেদনা হওয়ায় তিনি অদ্যাপিও এলাহাবাদে রওনা হইতে পারেন নাই।

গ্রেপ্তার

শ্রীমতী সুনীতিবালা দাশগুপ্তা, শৈলবালা দাসী দুর্গামণি দাসী, ডাঃ ইন্দ্রনারায়ণ সেনগুপ্ত, চারুচন্দ্র ভাণ্ডারী, শম্ভুনাথ সেনগুপ্ত দীনবন্ধু আশ ও গোপালচন্দ্র সরকার ১৯৩০ সালের ১৮ আইনের ২১ ধারা অনুসারে ডায়মণ্ডহারবার পুলিশ কর্ত্তৃক গ্রেপ্তার হইয়াছেন।

শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র দাসগুপ্ত এম, এন, সেনগুপ্ত, কানাইলাল ঘোষ, ধীরেন্দ্রনাথ বাঁড়ুয্যে এবং বসিরহাটের অপর কয়েক জন সংশোধিত ফৌজদারী আইনের ৭ ধারা অনুসারে গ্রেপ্তার হইয়াছেন।

অনিলচন্দ্র স্ত্রীলোকের পোষাকে

বিগত ১৭ই আশ্বিন মঙ্গলবার লক্ষ্মী পূর্ণিমা দিবসে ঢাকা নগরীর অনেক পরিবারে বিষাদের ঘন ছায়াপাত হইয়াছিল। লক্ষ্মীপূজা দিন বাঙ্গলার ঘরে ঘরে পূজা সেই দিন ভোর হইবার পূর্ব্বেই পুলিশ সহরের বিভিন্ন স্থানে অনেক বাড়ী ঘেরাও করিয়া খানাতল্লাসী করে এবং ১৪ হইতে ৩৫ বৎসর বয়স্ক পুরুষদিগকে থানায় লইয়া যায়। নদী তটের নৌকাগুলিও তল্লাস করা হইয়াছিল। পুলিশের সন্দেহ বহুদিনের ফেরারী শ্রীযুক্ত অনিলচন্দ্র ঘোষ এম এ, ঢাকা নগরীতেই স্ত্রীলোকের ছদ্মবেশে গা ঢাকা দিয়া বাস করিতেছেন; পুলিশের নিযুক্ত স্ত্রীলোকগণও খানাতল্লাসীকালে উপস্থিত থাকিয়া ঐসব বাড়ী মহিলাগণকে পরীক্ষা করিয়াছিল, তাঁহাদের মধ্যে স্ত্রী বেশে অনিল বাবু আছেন কি না। প্রকাশ, এক বাড়ীতে মেয়েদের চুলের খোঁপা খুলিয়া পরীক্ষা করা হইয়াছিল। কোথায়ও কিছু পাওয়া গিয়াছে বলিয়া জানা যায় নাই। আনীত যুবক ও বালকগণের মধ্যে কেহই অনিল ঘোষরূপে প্রমাণিত না হওয়ায়, বেলা দ্বিপ্রহরের পরে তাহাদিগকে ছাড়িয়া দেওয়া হয়। অনিল বাবু কয়েক বৎসর পূর্ব্বে এম. এ. পাশ করিয়াছেন। তাঁহার বয়স কম হইবার কথা নহে; অনিল বাবুর জন্য পূর্ব্বেও বহুবার ঢাকায় এবং মফঃস্বলে খানাতল্লাসী হইয়াছে। ঢাকায় প্রায় প্রতি সপ্তাহেই একবার করিয়া এইরূপ ব্যাপক খানাতল্লাসী হয়।

অবসর প্রাপ্ত জনৈক ডিষ্ট্রীক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট রায় বাহাদুরের বাড়ীও খানাতল্লাসী হইয়াছে। স্বর্গীয় অশ্বিনীকুমার দাসের বাড়ীও বাদ যায় নাই। ই, বি, রেলওয়ের সাব ইঞ্জিনিয়ার মিঃ হরেন্দ্রকুমার চন্দের তিন পুত্র এবং এক ভাগিনেয়, জ, চন্দ্র নাগ রোডের অধ্যাপক হরিপ্রসন্ন মুখুয্যের পুত্র সুধীর প্রসন্ন, পাচক ব্রাহ্মণ ও ভৃত্য, উকীল নলিনীমোহন দত্তের পুত্র সুখেন্দু, অর্দ্ধেন্দু ও অর্দ্ধেন্দু এবং গৃহশিক্ষক হিরণচন্দ্র পাল ইত্যাদি প্রায় ৩০।৪০ জন যুবক ও বালককে থানায় নেওয়া হইয়াছিল।

উপরোক্ত সকলকে মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেটের এজলাসে হাজির করা হইলে ম্যাজিষ্ট্রেট তাঁহাদের প্রতি ৯ই অক্টোবর পর্য্যন্ত হাজত বাসের আদেশ দেন। ব্যক্তিগত আইন অমান্য সম্পর্কে উক্ত ব্যক্তিগণকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ।

আলোয়ারের মহারাজা প্রত্যাবর্ত্তন

জানিতে পারা গিয়াছে যে, রাজ্যের অবস্থার কিছু উন্নতি হওয়াতে আলোয়ারের মহারাজ আগামী ডিসেম্বর মাসে ভারতে প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন। রাজ্যের প্রজাবৃন্দ একণে তাঁহার প্রত্যাবর্ত্তনের অনুকূলে ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছে রাজস্ব আদায় সম্পর্কে এখনও যে সব বাধা বিঘ্ন রহিয়াছে, মনে হয় মহারাজ ফিরিয়া আসিলে এই সব বাধা বিঘ্ন দূর হইয়া যাইবে। রাজ্যের যেও প্রজাবৃন্দ ক্রমশঃ মহারাজার বশ্যতা স্বীকার করিয়াছে।

বন্যাপীড়িত উড়িষ্যার অবস্থা

বন্যার প্রকোপে পারিকাদের ৫৪টী গ্রামের শস্য বিনষ্ট হইয়াছে। ৪০টি বাড়ী আংশিকভাবে বা কোন কোনটী সম্পূর্ণরূপে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে খাদ্য ও পানীয় অভাবে তিনজন লোকের মৃত্যু হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ। ১৯টী গ্রামের পানীয় জলের অভাব হইয়াছে। লবণাক্ত জল পান করিয়া লোক রোগগ্রস্ত ও ফলে মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছে। ৬৫০টী পরিবার খাদ্য পাইতেছে না। এবৎসরে ধান্যের আশা একেবারেই নাই।

মালুকাদের নিকট ৩০টী গ্রামের শস্য একেবারে ভাসিয়া গিয়াছে। ঐ স্থানে খাদ্য ও পানীয়ের অভাবে তিনজন লোক নাকি মারা গিয়াছে ৬ হাজার একর পরিমাণ ভূমির শস্য সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট হইয়াছে।

সর্পদংশনে মৃত্যু

বর্দ্ধমান জেলার বাবলা চেরা গ্রামের এক সংবাদে প্রকাশ, একটী সাপ পর পর শ্রীযুক্ত গিরিধারী ঘোষের কন্যা ও স্বর্গীয় অন্নদা ঘোষের স্ত্রী শ্রীমতী শশিবালা দাসীকে দংশন করে। তাহারা একই বিছানায় শায়িত ছিল এবং পরদিন সকালে দুইজনে মারা যায়।

প্রকাশ, গত তিন মাসে উক্ত গ্রামে সাতজন লোক সর্পদংশনে মারা গিয়াছে, ইহাতে গ্রামবাসীদের মধ্যে আতঙ্ক দেখা দিয়াছে।

মন্ত্রীর ভারতে প্রত্যাবর্ত্তন

আফগানের লণ্ডনস্থ রাজদূত আমেদ আলী খাঁ প্রাতে বোম্বাই পৌছিয়াছেন। তিনি কাবুলে গমন করিয়া তথায় শিক্ষা সচিবের পদগ্রহণ করিবেন। মেঃ সৌকত আলী প্রভৃতি তাঁহাকে অভ্যর্থনা করেন।

হায়দ্রাবাদের যুবরাজ আজম খাঁ সর্দ্দার আমেদ আলী খাঁর সহিত ইউরোপ হইতে একই জাহাজে বোম্বাইয়ে পৌছিয়াছেন।

শিকল টানিয়া ট্রেণ বন্ধ

৪ঠা অক্টোবর শিকল টানিয়া মুকুন্দ ও কিষাণপুর নামক ষ্টেশনদ্বয়ের মধ্যে ট্রেণ থামাইবার অপরাধে চারিজন স্বেচ্ছাসেবক ধৃত হইয়াছিল বিচারে তাহাদিগের প্রত্যেকের ৪ হইতে ৬ মাস পর্য্যন্ত সশ্রম কারাদণ্ড হইয়াছে।

ডাক্তার বন্দ্যোপাধ্যায় বিলাত হইতে প্রত্যাবর্ত্তন

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ধন বিজ্ঞানে মিণ্টো অধ্যাপক ডাক্তার প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বিলাত হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন। তিনি আগামী রবিবার বি এ আর এর ডুপ্লিকেট বোম্বে মেলে সকাল ৮টার সময় হাওড়া পৌঁছিবেন।

তারের ঠিকানা—
ডাকেশ্বর শ্রীমায়াপুর—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

দৈনিক

Reg No C1544

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩।০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার স্বতন্ত্র।

নদীয়া-প্রকাশ
THE NADIA-PRAKAS

সাপ্তাহের হার
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸০
মাসিক ১৲
নগদ •
প্রতি সংখ্যা ৫

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচারিত—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৮ম খণ্ড ; সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বেদান্তবাচস্পতি [১৮৫শ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর—২৬শে আশ্বিন বৃহস্পতিবার ১৩৪০, ১২ই অক্টোবর ১৯৩৩

পাটের আমদানী রপ্তানী

গত ৩০শে সেপ্টেম্বর যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে সেই সপ্তাহে বিভিন্ন পথে কলিকাতা বাজারে ৫৪ হাজার গাঁট এবং পাট-সমূহে ১ লক্ষ ৫ হাজার গাঁট পাট আমদানী হইয়াছে। গত বৎসর অনুরূপ সপ্তাহে যথাক্রমে ১ লক্ষ ৭৩ হাজার ও ১ লক্ষ ২৮ হাজার গাঁট পাট আমদানী হইয়াছিল।

১লা জুলাই হইতে ৩০শে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত কলিকাতায় ১১ লক্ষ ৯৯ হাজার গাঁট এবং কল অঞ্চলে ৯ লক্ষ ৬১ হাজার গাঁট আমদানী হইয়াছে। পূর্ব্ব বৎসর অনুরূপ সময়ে যথাক্রমে ১২ লক্ষ ৬১০।জার ও ৭ লক্ষ ৯০ হাজার গাঁট আমদানী হইয়াছিল।

গত ৩০শে সেপ্টেম্বর যে সপ্তাহে শেষ হইয়াছে সেই সপ্তাহে কলিকাতা ও চট্টগ্রাম বন্দর হইতে ৩২ হাজার গাঁট পাট রপ্তানী হইয়াছে। ১৯৩১ সালে অনুরূপ সময়ে রপ্তানী হইয়াছিল ৫৮ হাজার গাঁট।

১৯৩৩ সালের ১লা জুলাই হইতে ৩০শে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত কলিকাতা ও চট্টগ্রামে বন্দর হইতে ৯ লক্ষ ৯৫ হাজার গাঁট পাট রপ্তানী হইয়াছে। ১৯৬২ সালের অনুরূপ সময়ে রপ্তানী হইয়াছিল ৫ লক্ষ ৪১ হাজার গাঁট।

গত তিন মাসে কোন দেশে কত পাট গিয়াছে তাহার হিসাব নিম্নে প্রদত্ত হইল:—

ইউনাইটেড্‌কিংডম ১লক্ষ ৫১ হাজার গাঁট ইউরোপ ৩ লক্ষ ৯৪ হাজার; উত্তর আমেরিকা ৪২ হাজার অন্যান্য দেশ ৬৮ হাজার।

বিদেশী কাপড়ের আমদানী

গত ৩০শে সেপ্টেম্বর যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে সেই সপ্তাহে কোন বন্দরে কত কাপড় আমদানী হইয়াছে এবং ১৯৩২ সালে অনুরূপ সময়ে কত আমদানী হইয়াছিল তাহার হিসাব নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

কোরা কাপড় (হাজার গজে)

	১৯৩৩	১৯৩২
কলিকাতা	৩০৮	৪১৬৯
বোম্বাই	২২৯১	২৪৪৫
করাচী	৭০	১৪৭
মাদ্রাজ	৩৮৬	৮৬৬
রেঙ্গুণ	৩৪	১৭৬

ধোয়া কাপড়

কলিকাতা	১২৭	১১৫৬
বোম্বাই	৭৭৬	২৫৩২
করাচী	১৭২৬	৫০৮৭
মাদ্রাজ	৮৬৩	১৪৪৯
রেঙ্গুণ	২২৭	৯৩৫

বিস্ফোরণ

২২শে সেপ্টেম্বর রাত্রিতে লাহোরের একটি দোকানে এক প্রচণ্ড বিস্ফোরণের ফলে জনৈক ভৃত্য গুরুতর আহত হইয়াছে। আনারকলি বাজারের রাস্তার সহিত সমান্তরাল একটী গলির ভিতরে এই দোকানখানি অবস্থিত। প্রকাশ যে, বিস্ফোরণের ফলে দরজা জানালা চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়াছে এবং দেওয়ালের বিস্তর ক্ষতি হইয়াছে। তদন্তে জানা গেল যে রাত্রি ১০ টার সময় দোকানের মালিক তাহার সান্ধ্য-ভ্রমণ সমাপ্ত করিয়া ভৃত্যকে সঙ্গে লইয়া দোকানে প্রবেশ করেন। এমন সময় প্রচণ্ড শব্দ শুনিতে পাওয়া যায় দোকানের মালিক তাঁহার চাকরের পশ্চাতে ছিলেন তিনি ফিরিয়া চাহিয়া দেখেন যে, চাকরটী অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া গিয়াছে এবং মুখমণ্ডল বিশেষভাবে দগ্ধ হইয়াছে। সৌভাগ্যবশতঃ দোকানের মালিকের কোন অনিষ্ট হয় নাই।

সংবাদ পাইয়া পুলিশ ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয় এবং অজ্ঞান লোকটীকে লইয়া যায় উক্ত দোকানের নিকটেই অবস্থিত দোকানের চতুর্দ্দিকে সশস্ত্র পুলিশ প্রহরী মোতায়েন করা হইয়াছে।

পুলিশের হানা

অস্ত্রশস্ত্র বৈপ্লবিক ইস্তাহার প্রভৃতির অনুসন্ধানে জেলা গোয়েন্দা বিভাগের নেতৃত্বে স্থানীয় পুলিশ সহরের বিভিন্ন অংশে হানা দিয়া শ্রীযুত জগৎ সিং গোড়া, রাজেন্দ্র সিং শেঠিয়া ও কমলাকান্ত ভট্টাচার্য্যের বাড়ী এবং রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ গ্রন্থ মন্দির ও বালুচর ব্যায়াম সমিতির গৃহ তন্ন তন্ন করিয়া খানাতল্লাস করে। কিন্তু আপত্তিজনক কোন কিছু না পাইয়া অবশেষে "জাতীয় পতাকা" ও মুর্শিদাবাদ জিলার কতিপয় বিশিষ্ট ব্যক্তির ৺শারদীয়া পূজা উপলক্ষে প্রকাশিত স্বদেশী গ্রহণের নিবেদন-পত্রের ১০০ কপি লইয়া গিয়াছে। এতৎসম্পর্কে কয়েকজনের জবানবন্দীও নাকি গ্রহণ করা হইয়াছে, তবে কাহাকেও গ্রেপ্তার করা হয় না।

পদচ্যুতি

পাটগ্রাম (ঢাকা), ২১শে সেপ্টেম্বর মাণিকগঞ্জ মডেল হাইস্কুলের সহকারী শিক্ষক শ্রীযুত প্রিয়ব্রত ঘোষ বি, এ, মহাশয়কে চাকুরী হইতে অপসারিত করা হইয়াছে। যতদূর জানা গিয়াছে তাহাতে প্রকাশ যে, এই অপসারণের মূলে রাজনৈতিক কারণ শ্রীযুত ঘোষ দুই বৎসর যাবৎ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বি, এ, পাশ করিয়া উক্ত স্কুলে চাকুরী পান। তিনি বরাবর একজন মেধাবী ছাত্র ছিলেন এবং মডেল স্কুল হইতেই বৃত্তি পাইয়া প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তাঁহার সামাজিক ব্যবহারে তিনি স্কুলে বেশ সুনাম অর্জ্জন করেন।

প্রাকৃতিক দুর্য্যোগ

দার্জ্জিলিংয়ের ভীষণ ঝড়বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। মুষলধারে বারিপাত চালিয়াছিল। ইহার সহিত দমকা হাওয়া এবং ঘনঘন বিদ্যুৎ খেলিয়াছিল এ পর্য্যন্ত কাহারও প্রাণহানির সংবাদ পাওয়া যায় নাই। তবে পাহাড়ের পার্শ্ববর্ত্তী কুঁড়ে ঘরগুলির কিছু ক্ষতি হইয়াছে এবং কোন কোন স্থানে মৃত্তিকা ধ্বসিয়া পড়িয়াছে। বৃক্ষাদিও উন্মূলিত হইয়াছে।

যমুনার জল বৃদ্ধি

গত কয়েক দিন আকাশের অবস্থা ভাল থাকা সত্ত্বেও যমুনার জল বৃদ্ধি হইতেছে। জল অনেক উপরে উঠিয়াছে, দলে দলে নরনারী ও পশ্বাদি জন্তু সকল দিল্লীর দিকে আসিতেছে। দিল্লী মিরাট রোটক, হিসার ও বিভাগীয় রাস্তার কোন কোন স্থানে গাড়ী চলাচল বন্ধ করিবার জন্য আদেশ দেওয়া হইয়াছে।

ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

২৮শে আশ্বিন বৃহস্পতিবার, ১৩৪০

বহুমূত্ররোগে পথ্য

[কবিরাজ শ্রীবীরেন্দ্রনাথ রায় কবিশেখর এম্ এস্ সি মহোদয় লিখিত ও স্বাস্থ্য-শাসন-পত্রিকার পূজা-সংখ্যায় প্রকাশিত নিম্নলিখিত প্রবন্ধটী সর্ব্বসাধারণের জ্ঞাতব্য বলিয়া উদ্ধৃত হইল]

আজকাল বাঙ্গালী বড়লোকদিগের মধ্যে অনেকেই বহুমূত্র বা ডায়াবিটিস্ রোগে ভুগিয়া থাকেন। বিশেষতঃ যাঁহাদের অত্যধিক মানসিক পরিশ্রম করিতে হয়, অথচ শারীরিক পরিশ্রম নাই বলিলেই চলে তাঁহারা প্রায় ৪২ বৎসর পার হইলেই, অথবা তাহার পূর্ব্বেই, এই রোগে আক্রান্ত হন। আবার যাঁহাদের কায়িক বা মানসিক কোন পরিশ্রমই করিতে হয় না, কেবল "আস্ত সুখং স্বপ্যতাং"—শুধু বসিয়া বা শুইয়া থাকা, আর দিবানিদ্রা যাওয়াই কাজ—তাঁহাদের যে ডায়াবিটিস হইবে তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই।

প্রস্রাবের সহিত শর্করা যাওয়া, ঘন ঘন মূত্রত্যাগ, প্রস্রাবের বেগধারণ করিবার কিছুমাত্র ক্ষমতা না থাকা, শরীরের সাধারণ দুর্ব্বলতা, মাথা টলা বা মাথা খালি মনে হওয়া, অত্যন্ত পিপাসা, গাত্রদাহ প্রভৃতি লক্ষণ সাধারণতঃ এই রোগে প্রকাশ পায়।

ডায়াবিটিস প্রমেহ রোগের অন্তর্ভুক্ত। ইহা এক প্রকার ক্ষয়রোগ। ইহাতে শরীরের বিভিন্ন ধাতু প্রস্রাবের সহিত নির্গত হইয়া যায়। অনেক সময়ে দেখা যায় যে ডায়াবিটিস হইতে দারুণ ক্ষয় রোগ—যক্ষ্মা—দাঁড়াইয়া গিয়াছে অতএব প্রথম হইতেই সতর্ক হওয়া উচিত।

অন্যান্য রোগ অপেক্ষা ডায়াবিটিসে কেবল মাত্র পথ্যের বিশেষ ব্যবস্থা দ্বারাই চিকিৎসা করা চলে। অবশ্য রোগ যদি প্রবল হয় তাহা হইলে নিশ্চয়ই ঔষধ সেবনের আবশ্যকতা আছে, কিন্তু ঔষধের দ্বারা রোগ কমিয়া আসিলে তখন পথ্যের বিচার করিয়া চলিলে রোগ সম্পূর্ণ নিরাময় হইয়া যায় এবং পুনরাক্রমণের সম্ভাবনা খুব কমই থাকে।

প্রথম কথা এই যে ডায়বিটিস রোগীকে সদাসর্ব্বদা আয়ুর্ব্বেদের সেই উপদেশটী মনে রাখিতে হইবে,—"উদর পরিপূর্ণ করিয়া খাইবে না। পেটের এক-তৃতীয়াংশ খালি রাখিবে।"

মাঝে মাঝে উপবাস দিবে। একাদশী অমাবস্যা এবং পূর্ণিমায় উপবাস দেওয়া অভ্যাস করাই ভাল। অবশ্য উপবাস অর্থে নিরম্বু উপবাস নয়। কিছু ফলমূল ও সামান্য একটু দুধ খাইয়া থাকিবে।

একটু একটু ব্যায়াম করিবে। সকাল সন্ধ্যায় মুক্ত বায়ুতে খানিকটা বেড়াইলেও ব্যায়ামের কাজ হয়। ব্যায়াম বলিতে যে সকল সময়েই ডনবৈঠক বা মুগুর ভাঁজা বুঝায় তাহা নহে।

এইবার কয়েকটী বিশেষ পথ্যের কথা বলিব।

যব

প্রমেহ রোগীর পক্ষে যব সর্ব্বপ্রধান খাদ্য। জাঁতায় ভাঙ্গিয়া আটা প্রস্তুত করাইয়া তাহার রুটী খাইতে। তবে ডায়াবিটিস রোগী টাটকা শাকশব্জী এবং মুগ, অড়হর বা ছোলার ডালের যুষ খাইবে।

কলা

কলা গাছের প্রায় সমস্ত অংশই ডায়াবিটিসের পক্ষে ভাল। কাঁচা কলা, মোচা, থোড় এবং কলার এটে সমস্তই উপকারী।

কলার রুটী

কাঁচা কলা চাকা চাকা করিয়া কাটিয়া রৌদ্রে শুকাইয়া গুড়া করিয়া লইবে। ইহাই বেনানা ফুড'। গুড়ার সহিত সামান্য আটা মিশাইয়া মাখিয়া রুটি প্রস্তুত করিবে। ইহা খুব লঘুপাক এবং খাইতেও নরম এবং সুস্বাদু। যাঁহাদের দাঁত নাই, খাইয়া পরম পরিতৃপ্ত লাভ করেন, মুখে দিলেই মিলাইয়া যায়। ডায়াবিটিস রোগীদের কলার রুটি ব্যবস্থা করিয়া আমরা বিশেষ ফল পাইয়াছি।

পণ্ডিত জওহরলালের উক্তি

স্মরণ থাকিতে পারে যে, কয়েকদিন পূর্ব্বে 'পাইওনীয়ার' পত্রিকায় বোম্বাইয়ের সংবাদদাতা কংগ্রেসের ভিতর দলভেদ সম্পর্কে একটী সংবাদ প্রচার করিয়াছিলেন ৩রা অক্টোবর সেই সংবাদসহ 'পাওনীয়ার' পত্রিকা পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরুকে দেখান হয়। তিনি পাইওনীয়ারের উক্ত সংবাদ পাঠ করিয়া বলেন যে, "ইহা নিছক আজগুবী সংবাদ। এই প্রকার মিথ্যা সংবাদ প্রচার কার্য্যে 'পাওনীয়ার' বিশেষ ভাবে অভ্যস্ত।

বোম্বাই কংগ্রেসে পুলিসের হানা

গত ৩রা অক্টোবর পুলিশ বোম্বাই সহরের ভিতর মালবার হিলের উপর লাট-প্রাসাদের নিকটস্থ একটি ডাক বাংলাতে খানাতল্লাসী করে। এই খানাতল্লাসীর ফলে পুলিশ নাকি বে-আইনী ঘোষিত বোম্বাই-কংগ্রেস কমিটীর বেতারবার্ত্তা-প্রচারের একটি ঘাঁটী আবিষ্কার করিয়াছে। পুলিশের মধ্যে এইটী সেনট্রাল ব্রডকাষ্টিং ষ্টেশন বা বেতারবার্ত্তা প্রচারের প্রধান ঘাঁটী।

যাহারা বড়লাটের এয়ার কাপ বা উড়োজাহাজের বাজীর প্রতিযোগিতার জন্য পুরস্কার লাভ করেন, তাঁহাদের মধ্যে শ্রীযুত চন্দিরাণীই একমাত্র ভারতীয় বিমানবীর; তিনি বেতারের বড় একজন ব্যবসায়ীও বটেন। তাঁহাকে এবং অপর তিনজনকে বোম্বাইয়ের গোয়েন্দা পুলিশ এই সম্পর্কে আটক করিয়াছে। পুলিশ বলিতেছে, গত দুই মাস হইতে তাঁহারা কংগ্রেস বেতারবার্ত্তার উদ্যোক্তগণের সন্ধানে ছিল। প্রকাশ যে, কংগ্রেসের কর্ম্মতালিকা মালাবার পর্য্যন্ত এবং সময় সময় বোম্বাইয়ের উপকণ্ঠবর্ত্তী স্থান হইতে বেতারযোগে বিলি করা হয়। বেতারবার্ত্তার যন্ত্রপাতি একখানা মোটর গাড়ীযোগে একস্থান হইতে অন্য স্থান লইয়া যাওয়া হয়, কতকগুলি বেলুনের সঙ্গে তামার তার লাগাইয়া নূতন কৌশলে উচু জায়গায় বার্ত্তা ধরিবার ঘাটী করা হইত। চলন্ত নৌকা কখনও কখনও বোম্বাইয়ের উপকণ্ঠবর্ত্তী ছোট ছোট পাহাড়গুলি বিশ্রামের কেন্দ্র করিয়া সেই সকল স্থান হইতে কংগ্রেসের কর্ম্মতালিকা প্রচার করা হয়। পুলিশ সহরের অন্যান্য অঞ্চলের কতকগুলি বাড়ীতে এবং সহরতলীর কয়েকটী স্থানে খানাতল্লাসী করিয়াছেন।

বাঙ্গালার আর্থিক অবস্থা

(৩)

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পথে

তাঁহারা জানিতেন, তাঁহারা অন্য বিভাগে ব্যয়ের জন্য এক বিভাগে ব্যয় সঙ্কোচ করিলে সঞ্চিত টাকা কেন্দ্রী সরকার লইয়া যাইতে পারেন এবং পরবর্ত্তী বন্দোবস্তে ঐ অল্প ব্যয়ই যথেষ্ট বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে। বড়লাটের ব্যবস্থাপক সভায় বাঙ্গালার ছোট লাট সার আলেকজাণ্ডার ম্যাকেঞ্জী বলিয়াছিলেন—'পঞ্চম বর্ষের পরই প্রদেশ-মেষটির লোম কাটিয়া লইয়া তাহাকে ছাড়িয়া দেওয়া হয়—আবার লোম না গজান পর্য্যন্ত সে শীতে কাঁপিতে থাকে; প্রাদেশিক বন্দোবস্তের স্বরূপ এই যে, দুই বৎসর সাবধানে অনেক কাজ বন্ধ রাখিয়া অর্থ সঞ্চয় করা হয়, তাহার পর দুই বৎসর উৎসাহসহকারে স্বাভাবিক নিয়মে ব্যয় করা হয় এবং শেষ বৎসর—পাছে সঞ্চিত অর্থ ভারত সরকার গ্রহণ করেন সেই ভয়ে—যে-কোনরূপে সব টাকা খরচ করিয়া ফেলা হয়। আর্থিক বন্দোবস্ত প্রায় চিরস্থায়ী হওয়ায় এই সব অসুবিধার অবসান হয়। ইহাতে প্রাদেশিক সরকারসমূহ আপনারা প্রয়োজনানুসারে কোন দিকে ব্যয় সঙ্কোচ ও কোন দিকে ব্যয় বৃদ্ধি করিয়া যেমন আপনাদিগের ইচ্ছামত ব্যবস্থা করিতে পারিলেন, ভারত সরকারও তেমনই প্রতি পঞ্চম বৎসরে নানারূপ তর্কবিতর্কে প্রবৃত্ত হইবার দায় হইতে অব্যাহিত লাভ করিলেন এবং আপনারা কিরূপ আয় ব্যয় করিবার জন্য পাইবেন সে বিষয় নিশ্চিত জানিতে পারিয়া তদনুসারে ব্যবস্থা করিতে পারিলেন।

১৯১২ খৃষ্টাব্দে লর্ড হার্ডিঞ্জ যখন লাট তখন বন্দোবস্ত স্থায়ী বলিয়া ঘোষণা করা হয়। ভারত সরকার এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েন যে, প্রাদেশিক সরকারসমূহ নিজ নিজ আয়ে আপনাদিগের ব্যবস্থা করিয়া উন্নতির উপায় করিতে পারেন ইহাই অভিপ্রেত। সুতরাং সেইরূপ বন্দোবস্ত করিয়া ভারত সরকারের কর্ত্তব্য সরল করিয়া ফেলাই ভাল। তদ্ভিন্ন কেন্দ্রী সরকারের সহিত আপনাদিগের সম্বন্ধ কিরূপ তাহা স্থিরভাবে জানিতে পারলে প্রাদেশিক সরকারসমূহ যে আপনাদিগের আয় ও ব্যয় সম্বন্ধে সতর্ক হইবেন, তাহাও সহজে মনে করা যাইতে পারে। বন্দোবস্ত স্থায়ী করিবার পূর্ব্বে ভারত সরকার প্রাদেশিক সরকারসমূহের আয়ের পথ বাড়াইয়া তাঁহাদিগের আরও সুবিধা করিয়া দেন। তখন স্থির হয়:—

(১) বন বিভাগের আয়-ব্যয় সর্ব্বতোভাবে প্রাদেশিক বলিয়া বিবেচিত হইবে।

(২) একসাইস রাজস্ব বোম্বাইয়ে সর্ব্বতোভাবে প্রাদেশিক হইবে এবং যুক্তপ্রদেশে ও মধ্যপ্রদেশে প্রাদেশিক সরকারসমূহ ইহার চারি ভাগের তিন ভাগ পাইবেন।

(৩) পঞ্জাবে ভূমি রাজস্বের অর্দ্ধাংশ ও ব্রহ্মে তাহার আট ভাগের পাঁচ ভাগ প্রাদেশিক সরকারের হইবে।

(৪) পঞ্জাবে বড় বড় সেচ খালের আয় যে স্থানে প্রাদেশিক সরকার আট ভাগের তিন ভাগ পাইতেন, সেই স্থলে অর্দ্ধাংশ পাইবেন।

(৫) এইরূপে যেমন ক্রমবর্দ্ধনশীল কতকগুলি আয় প্রাদেশিক সরকারগুলিকে দেওয়া হইল, তেমনই সেই অনুপাতে ভারত সরকার কর্ত্তৃক তাঁহাদিগকে দেয় বরাদ্দ টাকা কমান হইল।

কেবল প্রাদেশিক সরকারের কর ধার্য্য করিবার ক্ষমতা পূর্ব্ববৎ রহিল এবং তাঁহাদিগের আপনাদিগের দায়িত্বে কোন ঋণ গ্রহণ করিবার অধিকার রহিল না।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক
—পারমার্থিক পত্র—
শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

আরাধ্যো ভগবান ব্রজেশ-
তনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনম,
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং
প্রেমা পুমর্থো মহান্,
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং
তত্রাদরো নঃ পরঃ॥

৮ম বর্ষ } ৯ই দামোদর গৌরাব্দ ৪৪৭, ২৬শে আশ্বিন বঙ্গাব্দ ১৩৪০, ১২ই অক্টোবর ইং ১৯৩৩, বৃহস্পতিবার } ১৮৫তম সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

উর্জ্জাব্রত-উপলক্ষে শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীচৈতন্য মঠে প্রত্যহ সর্ব্বসাধারণের জন্য উষঃকালে শ্রীচৈতন্যভাগবত, মধ্যাহ্নে শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা-সম্বন্ধে ইষ্টগোষ্ঠী এবং সন্ধ্যারাত্রিকের পর শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ ও ব্যাখ্যা হয়। কোন কোন দিন রাত্রিকালেও শ্রীচৈতন্যভাগবত পাঠ হয়।

গত ৭ই অক্টোবর শ্রীচৈতন্যভাগবত হইতে—মহাপ্রভু কর্ত্তৃক মুরারিগুপ্তকে স্বপ্নে নিত্যানন্দতত্ত্ব-জ্ঞাপন, নির্ব্বিশেষবাদ-খণ্ডন, মুরারির স্বগৃহে মহাপ্রভুকে ভোগ-প্রদান, মহাপ্রভুর তাহাতে অজীর্ণ ব্যাধি এবং মুরারির জলপানে নিরাময়তা, মহাপ্রভুর শ্রীবাসগৃহে চতুর্ভুজ-মূর্ত্তি-ধারণ, মুরারির গরুড় ভাব ও মহাপ্রভুর মুরারি স্কন্ধে আরোহণ, মুরারির দেহত্যাগ-সঙ্কল্প ও প্রভুর তন্নিবারণ, গ্রন্থকার কর্ত্তৃক নিন্দক সন্ন্যাসীর সহিত বাটোয়ারের তুলনা প্রভৃতি পাঠ ও ব্যাখ্যা হইয়াছে।

একদিন মহাপ্রভু শ্রীবাসগৃহে অবস্থানকালে মুরারি গুপ্ত আসিয়া মহাপ্রভুকে প্রণামপূর্ব্বক নিত্যানন্দচরণে প্রণত হইলেন। মহাপ্রভু মুরারিকে বলিলেন যে, তাঁহার ব্যবহার ব্যতিক্রম হইয়াছে। তখন মুরারি তদ্বিষয়ে নিজ অজ্ঞতা প্রকাশ করিলে মহাপ্রভু তাঁহাকে পরদিন সকলই জানিতে পারিবেন বলিয়া দিলেন। মুরারি গৃহে গমনপূর্ব্বক রাত্রিতে স্বপ্নযোগে নিত্যানন্দকে সাক্ষাৎ হলধর-মূর্ত্তিতে এবং তাঁহারই পশ্চাতে ব্যজনরত বিশ্বম্ভরকে দর্শন করিলেন।

মুরারি স্বপ্নে দুইজনের তত্ত্ব জ্ঞাত হইয়া পরদিন প্রভুস্থানে গমনপূর্ব্বক প্রথমে নিত্যানন্দকে প্রণাম করিয়া গৌরসুন্দরকে প্রণাম করিলে মহাপ্রভু তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। মুরারি তদুত্তরে জানাইলেন যে, মহাপ্রভুই তাঁহার চিত্তে ঐরূপ ভাব প্রদান করিয়াছেন, যেহেতু তিনিই সকল জীবের নিয়ন্তা। মহাপ্রভু মুরারিকে জানাইলেন যে, মুরারি তাঁহার প্রিয় বলিয়াই তিনি তাঁহাকে নিজ-তত্ত্ব জ্ঞাপন করিলেন। অতঃপর মহাপ্রভু তাঁহাকে নিজ চর্ব্বিত তাম্বুল প্রদান করিলে মুরারি সসম্ভ্রমে তাহা ভক্ষণ করিলেন। তৎপরে মহাপ্রভু মুরারিকে হস্ত প্রক্ষালন করিতে বলিলে মুরারি নিজ হস্ত মস্তকে প্রদান করিলেন। মহাপ্রভু তখন মুরারিকে স্মার্ত্ত-বিচারে তাহার জাতিনাশের আশঙ্কা জ্ঞাপন করিলেন। অতঃপর তিনি কাশীর নির্ব্বিশেষবাদী প্রকাশানন্দের উদ্দেশে তিরস্কার করিতে লাগিলেন। মায়াবাদী শ্রীভগবদ্বিগ্রহে দেহ-দেহী ভেদ আরোপ করে এবং নিজকে সেব্য প্রভু ভগবানের সহিত অভিন্ন জ্ঞান করায় তাহার আত্মবিনাশের পথ প্রশস্ত হয় মাত্র।

তৎপর মহাপ্রভু মুরারির প্রশংসা করিয়া তাহাকে নিজগৃহে গমন করিতে আদেশ করিলে মুরারি গৃহে গমনপূর্ব্বক নিজ ভার্য্যার নিকট ভোজনের অভিপ্রায় জানাইলেন। তাঁহার পত্নী তাঁহার সম্মুখে অন্ন আনিয়া উপস্থিত করিলে তিনি পাত্র হইতে গ্রাস গ্রাস অন্ন লইয়া কৃষ্ণোদ্দেশে অর্পণ করত ভূমিতে নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। পরদিন প্রত্যূষে গৌরসুন্দর আসিয়া মুরারিকে বলিলেন যে, তাঁহার অন্ন ভক্ষণ করিয়া অজীর্ণ হইয়াছে। মুরারীর জল পাত্র হইতে জল পান করিয়া তাহাতেই অজীর্ণোপশমের কথা জানাইলেন। মুরারি তাহা দেখিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন এবং মুরারির আত্মীয়স্বজন সকলেই প্রেমে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন।

একদিন মহাপ্রভু শ্রীবাস-গৃহে হুঙ্কার পূর্ব্বক চতুর্ভুজ-মূর্ত্তি ধারণ করিয়া 'গরুড়' 'গরুড়' বলিতে থাকিলে মুরারি গরুড়-ভাবে আবিষ্ট হইয়া প্রভুসমীপে উপস্থিত হইলেন এবং নিজকে গরুড় বলিয়া পরিচয় দিলেন। তিনি যে প্রভুর দ্বাপরযুগীয় লীলায় গরুড়রূপে প্রভুর সেবা করিয়াছেন, তাহাও জানাইয়া নিজস্কন্ধে আরোহণ করিতে প্রভুকে অনুরোধ করিলেন। মহাপ্রভু গুপ্তের স্কন্ধে আরোহণ করিলে তিনি প্রভুকে লইয়া অঙ্গনে পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে ভক্তগণ জয়ধ্বনি করিলেন এবং মুরারির প্রতি প্রভুর কৃপা-দর্শনে তাঁহার সৌভাগ্যের প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

আর একদিন মুরারি গুপ্ত গৌরসুন্দরের লীলা-সঙ্গোপনের পূর্ব্বেই নিজ দেহত্যাগের

পূর্ব্বক গুপ্তকে তাহা করিতে নিষেধ করিলেন।

জন্মান্তরে কর্ম্মফল-ভোগ

রাজা শ্রীপ্রাচীনবর্হি শ্রীনারদকে বলিলেন,—আচ্ছা যদি জীব জন্মান্তরের কর্ম্মফলই ভোগ করে তবে পূর্ব্বজন্ম ও পরজন্মের মধ্যে দেহগত যে ব্যবধান দেখা যাচ্ছে, তাহাতে পূর্ব্বকৃত কর্ম্মের ফল কাহাকে আশ্রয় করিয়া নূতন দেহে সংক্রমিত হয়? কি সূত্র থাকে? নারদ গোস্বামী বলিলেন—রাজন্! আপনার ত্যক্ত ৮০বৎসরের জরাজীর্ণ দেহ ও প্রাপ্ত নূতন সুকোমল দেহ এক নয়। উহা সত্য সত্যই পৃথক্। তবে আমি যে দেহের কথা বলিয়াছি, উহা সর্ব্বাবস্থায় সকলেরই সমভাব ও নশ্বর হইয়াও সনাতন-চৈতন্যসত্তা-চালিত সনাতনবৎ। উহা মনবুদ্ধিচিত্ত-অহঙ্কার দ্বারা গঠিত লিঙ্গ বা সূক্ষ্মদেহ। আমরা স্থূলদেহে যা কর্ম্মাদি করি তা নষ্ট হয় বটে, তবে সূক্ষ্মদেহে উহা সংস্কাররূপে বর্ত্তমান থাকে। জন্ম-জন্মান্তরে বহুবিধ সংস্কারের চাপে পূর্ব্ব পূর্ব্ব বিষয় স্মরণপথে আসে না।

এতদ্দ্বারা স্বপ্নদৃষ্ট বিষয়গুলি অলীক ও অর্থবিহীন হইলেও তাহাদের বিভিন্নতার এবং অসামঞ্জস্যের কথা উত্থাপন করিয়া তিনি বলেন যে, সেগুলি বিভিন্ন জন্মার্জ্জিত সংস্কার হইতে স্মৃতিপথে আরূঢ় হয়। যেমন, স্বপ্নে দেখা হচ্ছে—পর্ব্বতের উপর সমুদ্র রহিয়াছে। এস্থলে এক সময়ের দৃষ্ট সংস্কার

আছে; উহার কর্ত্তা ও পালক মন। স্থূলদেহ উহার আবরণ, শুধু কারণদেহে ভোগ হইতে পারে না। এ দেহ, দেহসম্পর্কিত বিষয়, বিষয়জাত-কর্ম্ম সবই নষ্ট হয় বটে তবে কর্ম্মের ফল সূক্ষ্মদেহ থেকে সেখানেই ভোগ করায়; সুতরাং কর্ম্মফল ও সেই ফলভোগের মধ্যে যথার্থ কোন ব্যবধান নাই।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

৯ দামোদর, আদি কারণোদশায়ী

ব্রহ্ম ও মায়া

মহামায়াশক্তি যোগমায়া হইতে উৎপন্না ও তাঁহার বিকৃতিরূপা। নারদ-পঞ্চরাত্রে শ্রুতি-বিদ্যা-সম্বাদে দেখিতে পাই,-

তস্যা আবরিকা শক্তি মহামায়াখিলেশ্বরী।
যয়া মুগ্ধং জগৎ সর্ব্বং সর্ব্বদেহাভিমানিনঃ॥

—সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড-ভাণ্ডোদরী মহামায়া এই যোগমায়ারই আবরণী শক্তি। তিনি সকল জগৎ ও সকল দেহাভিমানিগণকে মুগ্ধ করিয়া রাখেন।

শ্রীভগবান্ স্বীয় অন্তরঙ্গরূপে যোগমায়াকে গ্রহণ করিতেছেন বলিয়া তিনি চিন্ময়ী। আবার স্বেচ্ছাবশে নিজ অন্তরঙ্গরূপে মনে না করায় নিজস্বরূপ হইতে বিভিন্ন হইয়া অংশরূপে জড়া মায়াশক্তির প্রভাব। দৃষ্টান্ত—সর্পের নির্ম্মোক যেমন দেহাভ্যন্তরে থাকিলেও উহা পরিত্যক্ত হইবার পর সর্প হইতে পৃথক্‌ভূত একটা জড় পদার্থ মাত্র. তদ্রূপ। শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রুতিসমূহের স্তবে এই বিষয়টী পরিস্ফুট হইয়াছে—

'ত্বমুত জহাসি তামহিরিব ত্বচমাত্তভগঃ।'

—হে ভগবন্! তুমি ষড়ৈশ্বর্য্যশালী; সর্পের খোলস পরিত্যাগের ন্যায় তুমিও তোমার বহিরঙ্গা মায়াশক্তিকে পরিত্যাগ কর।

মায়া ত্রিবিধরূপে প্রকাশিতা—প্রধান, অবিদ্যা ও বিদ্যা। জায়স্তেয় উপাখ্যানে প্রধানের লক্ষণ এইরূপ বর্ণিত আছে,- প্রধানের দ্বারাই উপাধিসমূহ সৃষ্ট হয়, তৎসমুদয় সত্য। অবিদ্যা জীবের অধ্যাস বা বিবর্ত্তবুদ্ধি (এক বস্তুতে অন্য বস্তু-জ্ঞান) সৃষ্টি করে, উহা মিথ্যা, আর বিদ্যা সেই অধ্যাসকে ধ্বংস করে। ইহাই হইল তিন শক্তির কার্য্য। সেই ত্রিবিধ শক্তিময় এই জগৎ আংশিক সত্য, আংশিক মিথ্যা। জীব-সমূহের নিত্যত্ব-হেতু এবং ভগবদ্ধামাদি ভক্ত্যুপকরণ-সমূহের নিগুণতা-হেতু জীবের নিত্যতাও মতবাদিগণ নিজ নিজ মতানুসারে নিরূপণ করিয়াছেন। প্রধানের কার্য্য সত্য, অবিদ্যার কার্য্য মিথ্যা, নিত্য ভগবদ্ভক্তসম্বন্ধযুক্ত এই বিশ্ব ভগবচ্ছক্তি ত্রয়াত্মক। দেহসমূহ প্রাধানিক অর্থাৎ অবিদ্যাজাত এবং জীব-সমূহে তত্তৎ-সম্বন্ধ বর্ত্তমান, কিন্তু যদি ভক্তি থাকে তাহা হইলে তাহারা নির্গুণ। চিৎ, জীব ও মায়া—এই তিন শক্তি এবং তাহাদের বৃত্তিসমূহ নিত্য, তাহাদের দ্বারা উপলক্ষিত সেই এক পরমেশ্বরই বিরাজমান। কার্য্য ও কারণের একত্ব-বশতঃ শক্তি ও শক্তিমানের অভেদত্ব; এক অদ্বয়জ্ঞান ব্রহ্ম।

মধুর রস

গোস্বামিপাদগণ মধুর-রসকে মুখ্যরস-পঞ্চকের মধ্যে অতি রহস্যোৎপাদক রস বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। কেনই বা না করিবেন? যখন শান্ত, দাস্য, সখ্য ও বাৎসল্য রসের সমস্ত গুণ মধুর-রসে বিরাজমান এবং সেই সেই রসে আর যা-কিছু চমৎকারিতার অভাব আছে তাহাও মধুর-রসে সুন্দররূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তখন মধুর-রস যে সর্ব্বোপরি, ইহাতে আর সন্দেহ কি? মধুর রস নিবৃত্তি পথাবলম্বী ব্যক্তিদিগের শুষ্কতা-নিবন্ধন তাঁহাদের পক্ষে নিতান্ত অনুপযোগী। আবার জড়-প্রবৃত্তিপর ব্যক্তিদিগের পক্ষে জড়বিলক্ষণ ধর্ম্ম দুরূহ হয়। ব্রজের মধুর-রস যখন জড় ধর্ম্মের শৃঙ্গার-রস অপেক্ষা সম্পূর্ণরূপে বিলক্ষণ, তখন সহসা তাহা সাধ্য নহে। এবম্ভূত অপূর্ব্ব-রস কিরূপে অত্যন্ত হেয়, স্ত্রীপুরুষগত জড়-রসের সদৃশ হইয়াছে, ইহাই প্রশ্ন। গোস্বামিগণ ইহার অতি প্রাঞ্জল উত্তর প্রদান করিয়াছেন। তাহা নিম্নে বর্ণিত হইতেছে।

জড়ের যত বিচিত্রতা আছে, তৎসমুদয়ই চিত্তত্ত্বের বিচিত্রতার প্রতিফলন। জড় জগৎ চিজ্জগতের প্রতিফলন। ইহাতে গূঢ় তত্ত্ব এই যে, প্রতিফলিত প্রতীতি স্বভাবতঃ বিপর্য্যয়ধর্ম্ম-প্রাপ্ত অর্থাৎ আদর্শে যাহা সর্ব্বোত্তম, প্রতিফলনে তাহা সর্ব্বাধম। আদর্শে যাহা অত্যন্ত নিম্নস্থ, প্রতিফলনে তাহা উচ্চস্থ। দর্পণে প্রতিফলিত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের বিপর্য্যয়-ভাব বিচার করিলেই বিষয়টী সহজে বুঝা যাইবে। পরম-বস্তু স্বীয় অচিন্ত্য-শক্তিক্রমে সেই শক্তির ছায়ায় প্রতিফলিত হইয়া জড়সত্তারূপে বিস্তৃত হইয়াছে। সুতরাং পরম-বস্তুর ধর্ম্মগুলি জড়ে বিপর্য্যয়-ভাবে লক্ষিত হয়। পরম-বস্তু-গত রস সেইরূপে জড়ের হেয় রসে বিপর্য্যস্ত ধর্ম্ম-প্রাপ্ত। পরম বস্তুতে যে অপূর্ব্ব অদ্ভুত-বিচিত্রতাগত সুখ আছে, তাহাই পরম-বস্তুর রস। সেই রস জড়ে প্রতিফলিত হওয়ায় জড়বদ্ধ জীব চিন্তাক্রমে একটী ঔপাধিক তত্ত্ব কল্পনা করে। নিবৃত্ত নির্ব্বিশেষ-ধর্ম্মকেই পরম-বস্তুর সহিত ঐক্য করিয়া সমস্ত বিচিত্রতাকে জড়ধর্ম্ম মনে করিয়া নিরুপাধিক-সত্তা ও সত্তাধর্ম্মকে জানিতে পারে না। যাহারা যুক্তিকে আশ্রয় করেন, তাঁহাদের এইরূপ গতি সহজে হয়। বস্তুতঃ পরমবস্তু রসরূপ তত্ত্ব। সুতরাং তাঁহাতে অদ্ভুত বিচিত্রতা আছে। জড়রসেও সেই সকল বিচিত্র শ্রেণী প্রতিফলিত হওয়ায়, জড়রসের বিচিত্রতাকে অবলম্বন করিয়া অতীন্দ্রিয়রসের অনুভব হয়। চিদ্-বস্তুতে যে রসবিচিত্রতা আছে তাহা এইরূপে সমাহিত। চিজ্জগতের অত্যন্ত নিম্নভাগে শান্তধর্ম্মগত শান্তরস, তাহার উপরে দাস্য-রস, তাহার উপরে সখ্যরস, তাহার উপরে বাৎসল্যরস, সর্ব্বোপরি মধুর রস। জড়ে মধুররস বিপর্য্যস্ত হইয়া সকলের নীচে অবস্থিত; তাহার উপরে বৎসলরস, তাহার উপর সখ্যরস, তাহার উপর দাস্যরস এবং সর্ব্বোপরি শান্তরস। জড়ধর্ম্মের স্বভাব অবলম্বন করিয়া যাহারা ভাবনা করে, তাহারা এই প্রকার সিদ্ধান্ত করিয়া মধুর-রসকে হীন মনে করে। মধুররসের যে স্থিতি ও ক্রিয়া, তাহা জড়ে নিতান্ত তুচ্ছ ও লজ্জাকর। চিজ্জগতে ঐসকল শুদ্ধ, নির্ম্মল ও অদ্ভুতরূপে মাধুর্য্যপরিপূর্ণ। চিজ্জগতে কৃষ্ণ ও তদীয় বিবিধ শক্তির পুরুষ-প্রকৃতি-ভাবে সম্মিলন অত্যন্ত পবিত্র ও তত্ত্বমূলক। জড়জগতের যে জড়প্রত্যয়িত ব্যবহার তাহাই লজ্জাকর। বিশেষতঃ কৃষ্ণই একমাত্র পুরুষ এবং চিৎসত্ত্বগণ ঐ রসে প্রকৃতি হওয়ায় কোন ধর্ম্মবিরোধ নাই। জড়ে কোন জীব ভোক্তা ও কোন জীব ভোগ্য—এই ব্যাপারটী মূলতত্ত্ব-বিরুদ্ধ বলিয়া লজ্জা ও ঘৃণার আস্পদ হইয়াছে। তত্ত্বতঃ জীব জীবের ভোক্তা নহে। সকল জীবই ভোগ্য এবং কৃষ্ণই একমাত্র ভোক্তা। সুতরাং জীবের নিত্য ধর্ম্মের বিরুদ্ধ ব্যাপার যে অবশ্যই লজ্জা ও ঘৃণাস্পদ হইবে, ইহাতে আর বিচিত্রতা কি? সুতরাং দেখা যাইতেছে, আদর্শ-প্রতিফলন-বিচারে, জড়ীয় স্ত্রী পুরুষ ব্যবহারে ও নির্ম্মল কৃষ্ণলীলায় সৌসাদৃশ্য অবশ্যম্ভাবী। তথাপি প্রথমটী অত্যন্ত হেয় এবং দ্বিতীয়টী পরম উপাদেয়। অপ্রাকৃত মধুররস মধুর হইতে সুমধুর, তাহা হইতে সুমধুর, অনন্ত-গুণিত (Infinite power যুক্ত) সুমধুর। এমন মধুর রস থাকিতে যাহারা শান্তরসে নিবিষ্ট থাকে, তাহাদের ন্যায় দুর্ভাগা জগতে আর কে?

— —

সাধকের প্রার্থনা

মহাজন গাহিয়াছেন—

ভারত-ভূমিতে হইল মনুষ্যজন্ম যার।
জন্ম সার্থক করি' কর পর উপকার॥

অপরের উপকার করিলে হইলে যে বস্তুর দ্বারা অপরের উপকার করিতে হইবে তাহা আমার থাকা দরকার নতুবা অন্যের উপকার কি করিয়া করিব? মনীষিগণ স্থির করিয়াছেন যে একমাত্র ভগবদ্ভক্তি-দ্বারাই নিজের ও অপরের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপকার করা যায়। এই ভগবদ্ভক্তি অভিধেয়রূপে বৈষ্ণব-দর্শনে আখ্যা লাভ করিয়াছে। শ্রীমদ্ভাগবত বলেন—

অবিস্মৃতিঃ কৃষ্ণপদারবিন্দয়োঃ
ক্ষিণোত্যভদ্রাণি চ শং তনোতি।
সত্ত্বস্য শুদ্ধিং পরমাত্মভক্তিং
জ্ঞানঞ্চ বিজ্ঞান-বিরাগ-যুক্তম্॥

—শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মযুগলের অনুক্ষণ স্মৃতি জীবের যাবতীয় অভদ্র অর্থাৎ অমঙ্গল বিনষ্ট করিয়া অশেষ কল্যাণ বিস্তার করে। তাঁহার চরণ-স্মরণে অন্তঃকরণ-শুদ্ধি এবং জ্ঞান-বিজ্ঞান ও বিরাগযুক্ত প্রেমলক্ষণা ভক্তি লাভ হয়।

জীবের স্বরূপে ভগবদ্দাস্য বর্ত্তমান বলিয়া আত্মারাম মুনিগণ এবং নির্ম্মুক্ত পরমহংসগণ 'বৈষ্ণব' নামে অভিহিত। ভগবদ্দাস্য ব্যতীত বৈষ্ণবের ইহকালে ও পরকালে অন্য কোন কৃত্য নাই। হরিসেবা-বিস্মৃতি-ফলেই জীবের ইন্দ্রিয়চালনা ও ইন্দ্রিয়তর্পণই প্রয়োজনরূপে প্রতিভাত হয়। সেই কালে বদ্ধ-জীবের ধর্ম্মার্থ-কামমোক্ষের প্রয়াস হরিসেবার স্থল অধিকার করিয়া জীবকে ভোগ ও ত্যাগ-রাজ্যে ভ্রমণ করায়। ফলে ব্যতিরেক-বুদ্ধিতে কৃষ্ণ-বিস্মরণ ঘটে। বিস্মৃত জীবের কুদর্শন বৈষ্ণববিদ্বেষে পরিণত হয়। সেই অবস্থায় জীব কখনও স্বর্গে গমন করে, কখনও বা নরকে অসংখ্য যন্ত্রণা ভোগ করে। এই প্রকারে দণ্ড ভোগ করিতে করিতে যখন প্রকৃত সাধুর মুখে দুর্দ্দশার কারণ জ্ঞাত হয় তখন প্রার্থনা করে,—

"নাস্থা ধর্ম্মে ন চ বসুনিচয়ে নৈব কামোপভোগে
যদ্ভাব্যং ভবতু ভগবন্ পূর্ব্বকর্ম্মানুরূপম্।
এতৎ প্রার্থ্যং মম বহুমতং জন্মজন্মান্তরেঽপি
ত্বৎপাদাম্ভোরুহযুগগতা নিশ্চলা ভক্তিরস্তু॥

যখন জীব বস্তুতঃপক্ষে যাবতীয় দেহধর্ম্ম ও মনোধর্ম্ম হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়া শ্রীভগবানের ভজনে নিযুক্ত থাকেন, তখন পূর্ব্বজন্মকৃত কর্ম্মের ফল আর তাহাকে ক্লেশ প্রদান করিতে পারে না। তিনি স্বচ্ছন্দ-ভাবে তাহার প্রতি উদাসীন হইয়া প্রার্থনা করেন—

"ন ধনং ন জনং ন সুন্দরীং
কবিতাং বা জগদীশ কাময়ে।
মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে
ভবতাদ্ভক্তিরহৈতুকী ত্বয়ি॥"

ভক্তির সৌন্দর্য্য একবার হৃদয়ে বিকশিত হইলে জন্মে জন্মে ভক্তির নিমিত্ত প্রার্থনা ব্যতীত আর অপর কিছুর বাসনা অন্তঃকরণে স্থান পায় না।

———

শ্রীযোগপীঠে বক্তৃতা

গত রবিবার ৮ই অক্টোবর তারিখ শ্রীপঞ্চমী-তিথিতে শ্রীধাম-মায়াপুর শ্রীযোগপীঠের নাট্য-মন্দিরে ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউটের ছাত্র ও শিক্ষকমণ্ডলীর সাপ্তাহিক অধিবেশনে উক্ত স্কুলের প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত কিশোরীমোহন ভক্তিবান্ধব বি-এ মহোদয় যে প্রাথমিক বক্তৃতা (Maiden speech) প্রদান করিয়াছেন, তাহার সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম নিম্নে প্রকাশিত হইল।

———

পূত-সলিলা মন্দাকিনী-তীরে বাস করিয়া জলের অভাবে তৃষ্ণা নিবারণ করিতে না পারিয়া যদি আমরা কষ্টভোগ করিতে থাকি, তাহা হইলে যেমন আমাদের

দুর্ভাগ্যের সীমা থাকে না, সেই রকম সরস্বতী-পতি শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের আবির্ভাব-স্থলী শ্রীধাম-মায়াপুরে অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা উপলক্ষে বসবাস করিয়া কেবলমাত্র অপরা বিদ্যায় পারদর্শিতা লাভ করত সেই সরস্বতী-পতির কোন সংবাদ না রাখিয়া ঘরে ফিরিয়া যাওয়াটাও আমাদের সেই রকম দুর্ভাগ্যের পরিচয় সন্দেহ নাই।

আমরা কত বুকভরা আশা লইয়া আজ বিদ্যাশিক্ষার জন্য প্রাণান্ত পরিশ্রম করিতেছি। কিন্তু আমাদের এই বিদ্যা-শিক্ষার পরিণাম কি? এখান হইতে পাশ করিয়া কেহ হয়ত কলেজে পড়িয়া বি-এ, এম-এ পাশ করিয়া চাকুরীর জন্য লালায়িত হইবে, কেহ বা ডাক্তার হইবে, কেহ বা উকীল হইবে, কেহ বা ব্যবসা করিবে। কেহ বা ইন্‌জিনিয়ার হইবে ইত্যাদি ইত্যাদি। মূলে সকলেরই উদ্দেশ্য অর্থ উপার্জ্জন ও তদ্দ্বারা সংসারযাত্রা-নির্ব্বাহ বা সংসার-ভোগ। বর্ত্তমানে যে সমস্ত বিদ্যার প্রচলন হইতেছে, তাহা অর্থকরী বিদ্যায় পরিণত হইয়াছে; অর্থকরী বিদ্যার জন্য লালায়িত হইতেছি বটে, কিন্তু ভাগ্যগুণে বা দোষে সকলের ভাগ্যে অর্থও জুটিতেছে না। 'হা অর্থ!' 'হা অর্থ!' এই রব চতুর্দ্দিক হইতে শুনা যাইতেছে। সে কথা ছাড়িয়া দিলেও—এ প্রকার অর্থদ্বারা আমাদের কতটুকু অভাব পরিপূরণ হইতেছে বা হইতে পারে তাহা আমরা বেশ দেখিতে পাই।

সংসারে আমরা দেখিতে পাই যে লক্ষ লক্ষ লোকের লক্ষ লক্ষ অভাব আছে এবং দিন দিন নিত্যনূতন অভাবের সৃষ্টি হইতেছে। যে অর্থ রোজকার করিবার জন্য আমরা সারাজীবন ধরিয়া পরিশ্রম করিতেছি সেই অর্থদ্বারা মানবের ঐ সমস্ত অভাব পূর্ণ হইতেছে কি? কাহারও প্রচুর অর্থ আছে। কিন্তু তিনি শারীরিক রোগে কষ্টভোগ করিতেছেন, কাহারও পুত্র-কন্যা ছিল, এক্ষণে মৃত হইয়াছে—তজ্জন্য দুঃখ, কাহারও পুত্রাদি নাই তজ্জন্য দুঃখ, কাহারও অর্থ ছিল এক্ষণে নষ্ট হইয়া গিয়াছে—তজ্জন্য কষ্ট; এইরূপ দেখা যায় যে এই সংসারে ঐ প্রকার অর্থ রোজগার করিতে কষ্ট, উহা রক্ষা করিতে কষ্ট এবং উহা নষ্ট হইয়া গেলেও অধিকতর কষ্ট ভোগ করিতে হয়।

আবার ঐ কষ্টার্জ্জিত অর্থ আমরা কত দিন ভোগ করিতে সমর্থ হই, ইহাও দেখা যা। ইহার দুটী দিকের বিচার আছে। আমরা দেখি যে লোকে সারাজীবন ধরিয়া প্রাণপাত পরিশ্রম করিয়া যখন আরামে সেই উপার্জ্জিত অর্থভোগ করিবে বলিয়া মনস্থ করিয়াছে, ঠিক সেই সময় তাহার মৃত্যু ঘটিল অর্থাৎ কাল কর্ত্তৃক সে ব্যক্তি সেই অর্থভোগ হইতে বঞ্চিত হইল। আবার কেহ বা ঐরূপ অর্থভোগের সংকল্প করিতে করিতে লোভের বশবর্ত্তী হইয়া এমন এক মকদ্দমায় জড়াইয়া পড়িল যে অল্পদিনের মধ্যে সর্ব্বস্বান্ত হইয়া গেল। আবার কেহ বা কৃপণতার মোহ বশতঃ যক্ষের ধনের মত কেবলমাত্র সঞ্চয় করিয়াই রাখিয়া গেল, তাহার কিঞ্চিন্মাত্রও নিজের বা দেবতার জন্য ব্যবহার করিয়া গেল না। ফলে তাহার সেই অর্থ তাহার ভাবী বংশধর-গণ যথেচ্ছভাবে অসদ্ব্যয় করিয়া সেই কষ্টার্জ্জিত অর্থের শ্রাদ্ধ-বিধান করিয়া দিল।

যে অর্থের এইরূপ ভীষণ পরিণাম, মানবজীবনে সেই অর্থের প্রয়োজনীয়তা বা মূল্য কতটুকু? অবশ্য অর্থকে গর্হণ করা উদ্দেশ্য নয়। তবে ঐরূপ অর্থের যাহাতে সদ্ব্যবহার হইতে পারে সেইটাই লক্ষীতব্য বিষয়। কিন্তু মানুষের অর্থের সদ্ব্যবহারের দিকে লক্ষ্য কি রকমে হ'তে পারে। বর্ত্তমানে পিতা, মাতা বা তাহাদের বালক-গণের মধ্যে এবং সমাজের অঙ্গপ্রত্যঙ্গে যেরূপ চিন্তাস্রোত চলিতেছে তাহাতে কেবল মাত্র 'ভোগ', 'ভোগ', 'ভোগ' ছাড়া আর কোন কথাই নাই। আমাদের ইন্দ্রিয়-তর্পণ কিসে হবে এইটাই একমাত্র লক্ষ্য। কিন্তু এই রকম ইন্দ্রিয়তর্পণ বা ভোগ আমরা কতদিন কর্‌তে পারব? আমাদের পরমায়ু কত দিন? ঊর্দ্ধ সংখ্যায় আমরা একশত বৎসর বাঁচিতে পারি, কিন্তু তাহাও অনিশ্চিতের উপর, তারপর সব শেষ! কিন্তু অনন্ত জীবনের সঙ্গে আমাদের এই একশত বৎসর কিছুই নহে।

'অর্থ' বলিতে সাধারণতঃ আমরা টাকা-কড়িই বুঝি; কিন্তু 'অর্থ' বলিতে প্রকৃত প্রস্তাবে 'প্রয়োজন' বুঝায়। এখন 'অর্থ' বলিতে যদি প্রয়োজন হয় তবে আমাদের প্রয়োজনার্থ কি তাহা জানা আবশ্যক। বিদ্যা দুই প্রকার—পরা ও অপরা। বর্ত্তমানে সাধারণ বিদ্যালয়ে যে বিদ্যাশিক্ষা চলিতেছে তাহা 'অপরা' বিদ্যা নামে অভিহিতা। ঐ অপরা-বিদ্যা লাভ করিয়া আমরা জাগতিক অর্থ বা প্রয়োজন-লাভের অধি-কারী হইতে পারি। কিন্তু বিচার করিলে দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, ঐরূপ প্রয়োজন ক্ষণকালের নিমিত্ত মানবের কার্য্যসিদ্ধি করিতে পারে; অতএব ঐরূপ অর্থ বা প্রয়োজন অনিত্য ও ক্ষণস্থায়ী। এই প্রকার অপরা বিদ্যা লাভ করিয়া আমরা আমাদের সাময়িক প্রয়োজন সিদ্ধ করিতে পারি। মানুষের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন মানুষের ভিন্ন ভিন্ন প্রয়োজন, আবার মানুষের মধ্যে এবং অন্যান্য জীবজন্তুর মধ্যে ভেদ থাকায়, অন্যান্য জীবজন্তুরও প্রয়োজন ভিন্ন ভিন্ন।

এখন আমরা এই যে মানুষ হয়ে জন্মেছি এটা খুব ভাগ্যের কথা। শাস্ত্রে দেখ্‌তে পাই যে ৮৪ লক্ষ ইতরযোনিতে জন্মগ্রহণ করবার পর তবে এই সুদুর্লভ মনুষ্যজন্ম পাওয়া যায়। আবার এই মানুষ হ'য়ে জন্মেছি ব'লে আবার যে ভবিষ্যতে মানুষ হ'তে পারব তাহার কোন নিশ্চয়তা নাই। তাহ'লে এখন কোন্ প্রকার অর্থের জন্য আমাদের ব্যস্ত হওয়া দরকার? আমাদের যে দৃষ্টি, সেটা কেবলমাত্র বর্ত্তমান-কালের কতকটা প্রত্যক্ষ গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ; এর বেশী আর আমাদের বুঝবার শক্তি নাই। তাই আমাদের জিনিষটা বুঝতে হ'লে, যাঁরা ত্রিকালদর্শী—যাঁরা ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমানের কথা বল্‌তে পারেন, তাঁদের কাছে যেতে হবে। এ সব বিষয়ে একমাত্র তাঁরাই আমাদের আলোক প্রদান করতে পারেন। এ বিষয়ে সাত্বতশাস্ত্র-সমূহই আমাদের পথপ্রদর্শক। সর্ব্বশাস্ত্র-শিরোমণি শ্রীমদ্ভাগবত আমাদিগকে পরম-প্রয়োজনের কথা শিক্ষা দিয়েছেন। আর মহাপ্রভু এইস্থানে ৪৪৮ বৎসর পূর্ব্বে এসেছিলেন সেই শ্রীমদ্ভাগবত-প্রচারিত অমল পরম-প্রয়োজনের কথা আমাদের জানাবার জন্যে—স্বয়ং আচরণ ক'রে প্রচার করবার

'মহাপ্রভু' বল্‌তে কোন সম্প্রদায়-বিশেষের ঠাকুর, এ রকমটা যেন কেউ মনে না করেন। ভগবান্‌কে সকলেই মানেন; অবশ্য যারা নাস্তিক, ভগবান্ মানে না, তাদের সঙ্গে আমাদের কোন কথা নাই। কিন্তু সেই অবতারী স্বয়ং ভগবান্ এই স্থানে এই নিম্ববৃক্ষতলে আবির্ভাব-লীলা প্রকাশ করেছিলেন সেই পরম প্রয়োজনের কথাটা জানাবার জন্যে। ভগবান্ এই পৃথিবীতে আসেন, এ কথাটায় সন্দেহ করবার কারণ নাই। কারণ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা সকলেই মানেন। সেই গীতায় ভগবান্ নিজমুখে যে 'যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত। অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানম্ সৃজাম্যহম্'' কথা বলেছেন, তাতে তিনি এজগতে আসেন কারণ উপস্থিত হ'লে।

কিন্তু সেই পরম প্রয়োজনের কথাটা জানা যেখানে সেখানে বা যে-সে-বিদ্যা বা অপরা বিদ্যার দ্বারা হয় না। যে বিদ্যার দ্বারা মানবের সেই পরম প্রয়োজনের কথা জান্‌তে পারা যাবে, তাকে 'পরা' (শ্রেষ্ঠা) বিদ্যা বলে। আজ যে মহাপুরুষ জগতে আবির্ভূত হয়েছেন তিনি সেই মহাপ্রভুর অনুগমনে সেই পরম প্রয়োজনের কথা বল্‌বার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করচেন। মানুষ যখন সংসার-সুখে মোহান্ধ হয়ে পড়ে, তখন তাহাদিগকে সেই পথ থেকে ঘুরিয়ে আন্‌তে হ'লে অনেক বেগ পেতে হয়। সংসারের বিষয়বীজ তাদের মজ্জাগত হয়ে পড়ায়, তারা সহজে সে সব ছাড়্‌তে চায় না; বিষয়-বিষ্ঠা-ভোগটাই তাদের গৌরবনীয় বলিয়া মনে হয়। কিন্তু বালকগণের মনের অবস্থা সেরূপ নহে। তাদের কৈশোরবয়সে কোমল অন্তঃকরণে যেরূপ ধারণাটা জন্মাইয়া দেওয়া যাবে, তারা সেইরূপভাবে শিক্ষিত হয়ে তাদের জীবনটাকে মঙ্গলপ্রদ করতে পারবে। এই-জন্য বর্ত্তমান যুগাচার্য্যের অপরা-বিদ্যা-শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে পরা-বিদ্যা-শিক্ষা-প্রচলনের এত আগ্রহ।

এখানে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারী অনেক শিক্ষক উপস্থিত আছেন। তাঁদের মধ্যে মতভেদ থাক্‌তে পারে কিন্তু সত্য কথা, বাস্তব সত্যের কথা শুনিবার বিষয়ে তাঁহাদের কোন মতদ্বৈধ হওয়া সম্ভাবনা আছে ব'লে মনে হয় না। অবশ্য বৈষ্ণব-ধর্ম্মের কথা ব'লে সাম্প্রদায়িক ভেবে তাঁদের বীতশ্রদ্ধ হওয়ার কোন কারণ নাই। তাঁরা সকলেই উচ্চশিক্ষিত। আমি আশা করি তাঁরা নিরপেক্ষ ভাবে মহাপ্রভুর এই সমস্ত বাস্তব সত্যের কথা দিন দিন শ্রবণ করিতে থাকুন্। আজই এই সকল কথা গ্রহণ করিয়া তাঁরা আচার্য্যচরণে আশ্রয় গ্রহণ করুন, এরকম কথা বল্‌তে চাচ্ছি না। তাঁরা এই সব কথা গ্রহণ করুন বা নাই করুন, তাতে আসে যায় না; তবে আমার প্রার্থনা যে তাঁরা নিরপেক্ষভাবে ইহা শ্রবণ করুন, বিচার করুন—'চৈতন্যচন্দ্রের দয়া করহ বিচার। বিচার করিলে চিত্তে পাবে চমৎকার॥' তার পর তাঁ'দের যদিচ্ছা-মত কার্য্য করিবেন।

ছাত্রগণের পরীক্ষার সময় আগতপ্রায়, আমি অধিক সময় নষ্ট করিতে ইচ্ছা করি না। আর একটী মাত্র কথা বলিয়া আজিকার মত সমাপ্ত করিব। ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউটে যে সকল ছাত্র পড়িতেছে বা যে সকল শিক্ষক অধ্যাপনা-কার্য্য করিতেছেন, তাঁহাদের নিশ্চয়ই পূর্ব্ব-জন্মের একটা সুকৃতি আছে, যে সুকৃতি-বলে তাঁহারা জাগতিক অন্যান্য সমস্ত প্রলোভন পরিত্যাগ পূর্ব্বক এখানে অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা করিবার জন্য আসিয়াছেন। নিকটে অবশ্য সহর নবদ্বীপেও স্কুল আছে, তত্রাচ সেখান হইতে ছাত্রগণ এখানে

[অতঃপর ৬ষ্ঠ পৃষ্ঠা ৩য় কলমে দ্রষ্টব্য]

শুদ্ধভক্তি গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। ভাষ্যসহ বিরাট্ শ্রীচৈতন্যভাগবত ৫
২। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২৮৲
একাদশ স্কন্ধ হইতে প্রতিখণ্ড ।৶০
৩। ভাষ্যদ্বয়সহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত
 " (৪র্থ সংস্করণ) ৫৲
৪। ভক্তিবিবেককুসুমাঞ্জলি (বাঁধা) ১৲
৫। গৌড়ীয়-গৌরব ।৵০
৬। গৌড়ীয়-সাহিত্য ।৵০
৭। ভজনরহস্য ॥০
শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও
শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৯। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ)
ঐ (বাঁধা)
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
১০। গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি-টীকাসহ)
ঐ (বাঁধা)
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
১১। গীতার কেবল মাধ্ব-ভাষ্য
১২। যুক্তিমল্লিকা গুণসৌরভঃ সানুবাদ (মাধ্ব)
১৩। বেদান্ততত্ত্বসার সানুবাদ (রামানুজীয়) ॥০
১৪। জৈবধর্ম্ম
১৫। শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৬। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১৭। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ॥৶০
ঐ (বাঁধা) ৸০
১৮। দ্বীপ-দিগ্ দর্শন ৶০
১৯। সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ) ।৶০
২০। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ॥০
ঐ (আবাঁধা) ।৶০
২১। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
২২। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৶০
২৩। গীতমালা ⁄১০
২৪। নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য ৶০
২৫। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶০
২৬। নবদ্বীপ পঞ্জিকা (৪৪৭ গৌরাব্দ) ৶০
২৭। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
২৮। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা-দর্পণ ।০
২৯। শরণাগতি ⁄০
৩০। গীতাবলী ⁄০
৩১। চিত্রে নবদ্বীপ ১॥০
৩২। সাধনকণ ⁄০
৩৩। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ⁄০
৩৪। নবদ্বীপশতক ⁄০
৩৫। অর্থপঞ্চক ⁄০
৩৬। সদাচারস্মৃতিঃ ⁄০
৩৭। কল্যাণকল্পতরু (৫ম সংস্করণ) ⁄১০
৩৮। অর্চ্চনকণ ⁄১০
৩৯। সাধককণ্ঠমালা (বাঁধা) ।০
ঐ (আবাঁধা) ৷৴০
৪০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (প্রথম চারখণ্ড) ৩৲
৪১। ব্রহ্মসংহিতা ॥০
৪২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৪৩। মণিমঞ্জরী সানুবাদ ।০
৪৪। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৪৫। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ।০
৪৬। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৪৭। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
৪৮। গৌড়ীয়মঠ কি করেন? ⁄০
৪৯। ঈশোপনিষৎ (বলদেব ও মাধ্ব-ভাষ্য এবং বিবৃতি ও অনুবাদসহ) ।০
৫০। শ্রীভুবনেশ্বর ৶০
৫১। সিদ্ধান্তদর্পণ ৶০
৫২। সাংখ্যবাণী ⁄০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৫৩। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী-দিগ্বিজয়ঃ ॥০
৫৪। সটীক-শিক্ষাদশমূলম্ ।০
৫৫। তত্ত্ব-সূত্রম্ ।০
৫৬। সানুবাদ-শিক্ষাষ্টকম্ ৶০
৫৭। গৌড়ীয়মঠস্য পরিচয়ঃ ⁄০
৫৮। সারাংশবর্ণনম্ ৶০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৫৯। রায় রামানন্দ ॥০
৬০। নামভজন ।০
৬১। রিলেটীভ্ ওয়ার্ল্ডস্ ।৶০
৬২। লাইফ্ য়্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।০
৬৩। বৈষ্ণবীজম্ ।০
৬৪। হোয়াট্ গৌড়ীয়মঠ ইজ্ ডুইং ⁄০
৬৫। দি ভাগবত ।০
৬৬। ইরোটিক্ প্রিন্সিপ্‌ল্ য়্যাণ্ড আনেলয়েড্ ডিভোসন ।০
৬৭। ব্রহ্ম-সংহিতা ২॥০
৬৮। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (ভলুম ওয়ান) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৬৯। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ॥০
৭০। সাধন পথ ।০
৭১। কল্যাণ-কল্পতরু ⁄১০
৭২। গীতাবলী ⁄০
৭৩। শরণাগতি ⁄০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৭৪। শরণাগতি

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

নদীয়া-প্রকাশপ্রাপ্তির স্থান

১। শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম-মায়াপুর, নদীয়া
২। শ্রীযোগপীঠ ঐ
৩। শ্রীবাস অঙ্গন ঐ
৪। অদ্বৈত-ভবন ঐ
৫। কাজীর সমাধি পাট ঐ
৬। স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ নদীয়া।
৭। শ্রীভাগবত আসন কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
৮। শ্রীএকায়ন মঠ গোবিন্দপুর, হাঁসখালী।
৯। দ্বাদশগোপাল পাট—পোঃ চাকদহ,
১০। শ্রীগৌর-গদাধরমঠ—চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড়, বর্দ্ধমান
১১। শ্রীমোদদ্রুমছত্র মাউগাছি, বর্দ্ধমান
১২। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম, আমলাযোড়া, পোঃ রাজবাধ বর্দ্ধমান
১৩। শ্রীগৌড়ীয়মঠ বাগবাজার, কলিকাতা
১৪। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাজু, হাওড়া,
১৫। শ্রীমাধব গৌড়ীয়মঠ, ৯০নং নবাবপুর রোড্, ঢাকা
১৬। শ্রীগোপালজী মঠ কমলাপুর, ঢাকা।
১৭। শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ পোঃ বালিয়াটী,
১৮। শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয়মঠ ময়মনসিংহ।
১৯। শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ চিরুলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর
২০। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম গোয়ালপাড়া, আসাম।
২১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ রায়াপেট্টা, মাদ্রাজ।
২২। শ্রীরামানন্দগৌড়ীয় মঠ কব্বুর, জিঃ পশ্চিম গোদাবরী
২৩। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ উড়িয়াবাজার, পোঃ বক্সীবাজার, কটক।
২৪। শ্রীত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয় মঠ ভুবনেশ্বর।
২৫। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ স্বর্গদ্বার, পুরী।
২৬। শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ আলালনাথ পোঃ ব্রহ্মগিরি, পুরী।
২৭। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ ডুমুরকুণ্ডা, পোঃ চিরকুণ্ডা, মানভূম।
২৮। শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ—কাশী।
২৯। শ্রীরূপগৌড়ীয় মঠ—এলাহাবাদ।
৩০। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ পুরাণবাজার, সরকার ঠাকুরের কুঞ্জ, বৃন্দাবন
৩১ শ্রীগৌড়ীয় মঠ, নিউদিল্লী
৩২ শ্রীপরমহংসমঠ—নৈমিষারণ্য,
৩৩ শ্রীসারস্বত গৌড়ীয় মঠ—হরিদ্বার।
৩৪ শ্রীব্যাসগৌড়ীয়মঠ—কুরুক্ষেত্র, পঞ্জাব
৩৫ শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাবুলনাথ রোড, পোঃ গ্র্যাণ্ট রোড, বোম্বে।
৩৬। লণ্ডন গৌড়ীয়মঠ, ৩৯নং গ্লেন্ডন গার্ডেন্স, কেন্সিংটন্ লণ্ডন, (এস্, ডব্লিউ—১০)।
৩৭। অমর্দ্দি গৌড়ীয়মঠ—মেদিনীপুর
৩৮। সরভোগ গৌড়ীয় মঠ—সরভোগ, কামরূপ, আসাম,

শ্রীযোগপীঠে বক্তৃতা

[৫ম পৃষ্ঠার পর]

আসিতেছে। এখানে বালকগণের ত কোন প্রকার প্রলোভন নাই, যদ্দ্বারা তাহারা আকৃষ্ট হইতে পারে? উপযুক্ত উচ্চশিক্ষিত শিক্ষকগণ যেখানেই শিক্ষকতা করুন না কেন, তাঁহাদের পারিশ্রমিক মিলিবেই মিলিবে। তত্রাচ তাঁরা কষ্ট স্বীকার করিয়া এবং নানাপ্রকার আকর্ষণীয় বিষয় পরিত্যাগ পূর্ব্বক এখানে আসেন কেন? ইহা কি তাঁহারা একবারও চিন্তা করিয়া দেখিয়াছেন? ইহার মূলে তাঁহাদের ভক্ত্যুন্মুখী সুকৃতি তৎফলে মহাপ্রভুর ও আচার্য্যের কৃপা। এই সুকৃতির ফলে তাঁহাদের শ্রীধামে বাস করিয়া, সাধু সন্ন্যাসিগণের ভুবনমঙ্গল-প্রদ সঙ্গ লাভ করিবার এক মহান্ সুযোগ উপস্থিত হইয়াছে। এখন তাঁহারা যদি এই মহান্ সুযোগের সদ্ব্যবহার করিয়া আত্মমঙ্গল বরণ করিতে এবং তৎসঙ্গে জীব-কল্যাণ সাধন করিতে পারেন, তবেই তাঁহাদের মনুষ্যজীবন সার্থক হয় এবং করুণাবারিধি আচার্য্যের মঙ্গলময় চেষ্টা দ্বারা ত্রিতাপগ্রস্ত জৈব-জগতে শান্তির আলয় প্রতিষ্ঠিত হয়।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

আদিকবি শ্রীল বৃন্দাবন দাস প্রণীত সমগ্র গ্রন্থ

গ্রন্থের মূল বোল্ড অক্ষরে এবং তন্নিম্নে বিশ্ববিশ্রুত গৌড়ীয়মঠের প্রতিষ্ঠাতা ও আচার্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তি-সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভু-পাদের রচিত বিস্তৃত ভাষ্য উত্তম কাগজে সৌষ্ঠবের সহিত মুদ্রিত হইয়াছেন। ডবল ক্রাউন আটপেজি আকারে ১০৯৬ পৃষ্ঠায় কেবল মূল ও ভাষ্য সম্পূর্ণ হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত শ্লোকসূচী, পদ্যসূচী, স্থানসূচী, পাত্রসূচী, বিষয়সূচী, শব্দসূচী প্রভৃতি বিস্তৃত সূচীপত্রেও একটী গ্রন্থ হইবে। সভাষ্য শ্রীচৈতন্যভাগবতের এরূপ উৎকৃষ্ট ও অমূল্য বিরাট্ সংস্করণ জগতের কোথায়ও আজ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই, ইহা নিরপেক্ষ পাঠক-মাত্রকেই একবাক্যে স্বীকার করিতে হইবে। শ্রীগৌড়ীয়মঠের উৎসব-কালে গ্রন্থের ভিক্ষা ১২৲ বারটাকা স্থলে—৫৲ পাঁচটাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীচৈতন্যমঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

কলিকাতা বাজার দর

লৌহ হার্ডওয়্যার

৬ই অক্টোবর ১৯৩৩

টাটার তৈয়ারী— প্রতি হন্দর।

লোহার কড়ি (জয়েষ্ট বা বীম)

মার্কা ৫।০—৫।৶০

এ বে-মার্কা হালকা ওজন ৪।৵০—৪॥৶০

বরগা (টী-আয়রণ) ৬৵০—৬।০

এঙ্গেল আয়রণ (কোনা) ৫৸৵০—৬।৵০

গ্যালভানাইজড করগেট টীন—

২২ গেজ ৬ হইতে ১০ ফুট ১১।৵০

২৪ গেজ ,, ,, ১০৸৵০

২৬ গেজ ,, ,, ১২

২০ গেজ আর, পি, ডি, মার্কা ১২৸৶০

২৪ গেজ গাঃ প্লেন শীট— ১১।৵০

২৬ গেজ ,, ,, ১২।০

২৮ গেজ ও ৩০ গেজ ঐ— ১৩৲—১৬৲

বাগান ঘেরা কাঁটাতার ১০০

গজের বাঃ ৮৸০

ষ্টীল পাটী ৬৲৵—৬।০

,, বোলড় (গোল) ৬৲৵—৬।০

,, পলাদে (কোণা) ৬৵০—৬৲।০

,, গোল রড ৶০—।৶০ সূতা ৪৸৵—৫॥৵

,, টাল রড—

[illegible] ।৵০ ঐ ৫৵০—৫॥০

[illegible] চাল ৭৲—৭৸০

[illegible]—তিন সূতা মোটা

[illegible] ৭৲—৭।০

চাদর ৩-১৬ খানা বাণ্ডিল ৯॥৵—১০৲

[illegible] ৮।০—৯৲

[illegible] ৫৸৵—৭৲৵০

[illegible] পেরেক ১—৬ ইঞ্চি ৯—৯৸০

প্যাটেণ্ট পেরেক ২—৮ ইঞ্চি ১২।০—১৫॥০

গাঃ কড়া ১ হইতে ১০ নং ২॥০ সাট

[illegible] ৪, ৫, ৬, ৭৸৵০ ৮৸৵০ ৯৸৵০ ডঃ

[illegible] পাউণ্ড ৬৲ দেঃ বিঃ ৬।৵০ ,,

গাঃ প্লেন বালাত ৭—১২ ইঞ্চি ॥৴০ ৬॥৴০

[illegible] ,, ৭—১২ ইঞ্চি ২৲—৭৲ ,,

[illegible] চেয়ার রডের গোল ও

[illegible] ৮॥০— ,,

[illegible] লোহার সিট ১৫৲ ,,

[illegible] (কড়ের সিট) ১৮৲ ,,

[illegible] স্ক্রু ॥—৩ ইঞ্চি /১০—॥৶০ গ্রোস

[illegible] ১৭ নং

—৪ ইঞ্চি ।১০—৸৵১০ পেঃ ডজন

[illegible] ১৬—২২ নং

(গেজ) ১২৲—১৩৲ হন্দর

গাঃ রিভিং (মটকা)

[illegible] ।৵৫ ॥৶০ পীস

গাঃ প্যাটারিং বা ডোঙ্গা

৭০—৸৵০ ,,

গাঃ স্ক্রুপ ১॥০-২॥০ ইঞ্চি ২৩৲—২৯৲ হন্দর

গ্যাঃ ওয়াশার চাকি ১১॥০—১৩৲

গ্যাঃ বোল্ট নাট ৮—৩ ইঞ্চি

॥৵১০—১৵০ গ্রোস

ঢালাই রেলিং ৩।০—৪।০ হন্দর

ঐ রেন ওয়াটার পাইপ

৩ ইঞ্চি ৵১০ ঐ ৪ ইঞ্চি ।১০ ফুট

টিউব ওয়েলের জন্য গ্যাঃ

পাইপ১॥ ইঞ্চি ।৵৫ ফুট

পাম্প ৪নং ১২॥০ ৫নং ১৪৲ ৬নং ১৬৲

৬০—৮০ বাটখারা ৵১৫ সাট ২।০—২॥০ মণ

সন্তোষকুমার মল্লিক এণ্ড সন্স লিঃ

লৌহ ও হার্ডওয়ার বিক্রেতা।

মীরবহর ঘাট লোহাপটী, বড়বাজার,

টেলি—"লোহার মালিক" কলিকাতা

কেরোসিন

ক্রোক্রেক প্রত্যেক বাক্স (২ টিন) ৯৲৬

সূর্য্য মার্কা ,, ৬।০

ভিক্টোরিয়া ,, ৭৲

সোনার দর

পাকা সোণা ৩০৸৵

বড়াল ৩০৸

চিনা পাত ৩২।০

রূপার দর

রূপা প্রতি ১০০ ভরি ৫৫৵০

ঐ খুচরা ৫৵০

কোম্পানীর কাগজ

৩॥০ সুদের কাগজ ৮১৶

৩॥০ নূতন ঋণ (১৯৪৭-৫০) ৯১।০

৪৲ ,, ঋণ (১৯৬০-৭০) ৯৭৲

৫৲ ,, বণ্ড (১৯৩৫) ১০৪॥৵০

ডিবেঞ্চার

৫৲ সুদের (১৯৫৬-৮৬) কলিকাতা পোর্ট

ট্রাষ্ট ডিবে :— ১০২॥৵০

ব্যাঙ্ক

ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক (কর্নট্রি) ২৯৪॥০

সেণ্ট্রাল ঐ ২২৲

কাপড় ও সূতার কল

এলগিন মিল

পাট কল

হাওড়া ৫০৲

অকল্যাণ্ড ১৯৫৲

বালী ১৬২৲

বরানগর ১৫০৲

ক্লাইভ ৩৭০৲

ডয়েট ২৪৩৲

ক্লাইভ ২৮।০

ভালহাউসী ৪০৮॥০

ডেল্টা ৪০৫৲

কৃষ্ণনগর নবদ্বীপঘাট রেলওয়ে সময়

কৃষ্ণনগর হইতে নবদ্বীপঘাট

কৃষ্ণনগর সিটি—	৬-৪৫	১০-৪৪	১৩-২২	১৭-৩৮	২০-১৬
কৃষ্ণনগর রোড—	৬-৫৬	১০-৫৫	১৩-৩৩	১৭-৪৭	২০-২৫
আমঘাটা—	৭-১৫	১১-১৩	১৩-৫১	১৮-৩	২০-৪১
মহেশগঞ্জ—	৭-২৪	১১-২১	১৪-০	১৮-৯	২০-৪৭
নবদ্বীপঘাট—	৭-৩৩	১১-৩০	১৪-৯	১৮-১৬	২০-৫৫

বিশেষ দ্রষ্টব্য—নবদ্বীপঘাট ষ্টেশন অপেক্ষা মহেশগঞ্জ ষ্টেশন হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরের দূরত্ব অনেক কম। শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে যাঁহাদিগকে রাণাঘাটে ট্রেণ বদল করিতে হয়, তাঁহারা রাণাঘাটে প্রাতঃ ৫-৫০, ৮-১৪, ১১-৪৬, ১৬-৪৮, ১৮-৩৯ এবং ৩-১২ মিনিটের সময় গাড়ী পাইবেন।

শান্তিপুর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে শান্তিপুর ষ্টেশনে ৫-৪০, ৯-২৯, ১২-২৫, ১৬-৪ এবং ১৮-৪১ মিনিটের সময় ট্রেণ পাওয়া যায়।

নবদ্বীপঘাট হইতে কৃষ্ণনগর

নবদ্বীপ ঘাট—	৫-৩৫	৯-২৫	১২-১০	১৫-৩৪	১৮-৪৫
মহেশগঞ্জ—	৫-৪৩	৯-৩৩	১২-১৯	১৫-৪২	১৮-৫৩
আমঘাটা—	৫-৪৯	৯-৩৯	১২-২৬	১৫-৪৮	১৯-৫
কৃষ্ণনগর রোড—	৬-৫	৯-৫৫	১২-৪৩	১৬-৪	১৯-২৪
কৃষ্ণনগর সিটি—	৬-১১	১০-৩	১২-৫১	১৬-১২	১৯-৩৫

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে—ডাঃ কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম ভক্তিশাস্ত্রী এল, এম, এফ্ কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

ফ্যাক্টরী আইনে অভিযুক্ত

কয়েকদিন পূর্ব্বে ১৩জন লোককে কাজে নিযুক্ত করার এবং নিয়োগ রেজিষ্ট্রী বহি নিয়মিতভাবে না রাখার অভিযোগে বহুবাজারে ষ্ট্রীটস্থ পাঞ্জাব ফাইন আর্ট প্রেসের ম্যানেজার রঞ্জিত মলকে গত শুক্রবার প্রধান প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেটের এজলাসে অভিযুক্ত করা হয়।

আগামী ১৩ই অক্টোবর পর্য্যন্ত শুনানী স্থগিত আছে।

বিশ্বাস ঘাতকতায় অভিযুক্ত

কয়েকদিন পূর্ব্বে প্রধান প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট এস কে সিংহের এজলাসে অবসর প্রাপ্ত প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট ও কাশিম বাজার রাজ কোর্ট অব ওয়ার্ডে ষ্টেটের ম্যানেজার আর মুখুয্যের অভিযোগ অনুসারে উক্ত ষ্টেটের উকীল উপেন্দ্রনাথ চৌধুরীকে বিশ্বাস ঘাতকতা পূর্ব্বক ২০০০৲ আত্মসাৎ করিবার অভিযোগে অভিযুক্ত করা হয়।

অভিযোগের বিবরণে প্রকাশ যে, গত ২৯শে আগষ্ট ভাগলপুর ষ্টেটের এজেন্টের নিকট প্রেরণ করিবার জন্য আসামীর নিকট ২০০০৲ দেওয়া হয়। আসামী উক্ত টাকা আত্মসাৎ করে।

আসামী জামীনে মুক্ত আছে। আগামী ২০শে অক্টোবর পর্য্যন্ত শুনানী মুলতুবী আছে।

রিভলভার চুরি

বাঁকুড় বিষ্ণুপুরের মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত সুবিমল দত্ত আই সি-এস একণে ছুটিতে বোয়ালখালী কাননগোপাড়া গ্রামস্থিত তাঁহার বাড়ীতে আছেন প্রকাশ, ৫ই অক্টোবর সন্ধ্যায় তাঁহার সশস্ত্র প্রহরীর একটী রিভলভার চুরি গিয়াছে।

ছাত্রীর কৃতিত্ব

কয়েক দিন পূর্ব্বে কুড়িগ্রাম স্থানীয় বালিকা বিদ্যালয়ে একটি সভায় কুমারী রমারাণী গুহ নিয়োগীকে সর্ব্বোচ্চ শ্রেণীতে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করার জন্য সহরের বহু গণ্যমান্য ভদ্রলোক ও মহিলাদিগের সমক্ষে 'বিধুমুখী মেডেল' প্রদান করা হয়। শ্রীযুক্ত শ্যামলাল চৌধুরী মহাশয়ের স্ত্রী শ্রীযুক্তা কৈলাসকামিনী চৌধুরাণী তাঁহার স্বর্গগতা কন্যা ৺বিধুমুখী গুহের স্মৃতি রক্ষার্থে প্রতি বৎসরই ঐরূপ একটা সুবর্ণপদক উপহার করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুতা হইয়াছেন।

ভারতের জঙ্গীলাট

ভারতের জঙ্গীলাট স্যার ফিলিপ চেটউড ৫ই অক্টোবর অপরাহ্ণে ভারতবর্ষ অভিমুখে যাত্রা করিয়াছেন। ৬ই অক্টোবর তিনি মার্সাই বন্দরে "রাজপুতনা" জাহাজে আরোহণ করিবেন।

তারের ঠিকানা— 'শ্রীধাম' নবদ্বীপ
ডাকের ঠিকানা—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

দৈ . নি

Reg No C1544

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩৷৹
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র।

THE
NADIA-PRAKASH

সাহায্যের হার
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষান্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸৹
মাসিক ১৲
নগদ
প্রতি সংখ্যা ৫

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৮ম খণ্ড । সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বেদান্তবাচস্পতি [১৮৬শ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর—২৭শে আশ্বিন শুক্রবার ১৩৪০, ১৩ই অক্টোবর ১৯৩৩

দীনেশ মজুমদার প্রভৃতির মামলার রায়

দীনেশচন্দ্র মজুমদার, নলিনীমোহন দাস, জগদানন্দ মুখুয্যে এবং নারায়ণদাস বাঁড়ুয্যের বিরুদ্ধে গত কয়েকদিন হইতে স্পেশাল ট্রাইবুনেলে যে মামলা চলিতেছিল, গত মঙ্গলবার উহার রায় প্রদত্ত হইয়াছে।

দীনেশ মজুমদারকে প্রাণদণ্ড এবং নলিনীদাস ও জগদানন্দ মুখুয্যেকে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডে দণ্ডিত করা হইয়াছে। নারায়ণদাস বাঁড়ুয্যেকে খালাস দেওয়া হইয়াছে।

আসামীদের বিরুদ্ধে লাইসেন্সহীন রিভলভার ও কার্ত্তুজ প্রভৃতি রাখিবার ও ষড়যন্ত্রের অভিযোগ আনা হইয়াছিল। এতদ্ব্যতীত প্রথম আসামী দীনেশ মজুমদারকে নরহত্যার চেষ্টার অভিযোগেও অভিযুক্ত করা হইয়াছিল। আসামী নারায়ণদাস বাঁড়ুয্যের বিরুদ্ধে দীনেশচন্দ্র মজুমদার ও নলিনীমোহনদাসকে আশ্রয় দানের অভিযোগ আনা হইয়াছিল।

খানাতল্লাস

মীরাটের জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের এক পরোয়ানা বলে পুলিশ ৬ই অক্টোবর একই সময়ে চারিটী ছাপাখানায় ও কয়েকটি বাড়ীতে খানাতল্লাসী করে লাল ইস্তাহার সম্পর্কে এই খানাতল্লাস হইয়াছে। উক্ত স্থান হইতে পুলিশ একখানি কাগজ লইয়া গিয়াছে।

ষড়যন্ত্রের মামলা

গত ৮ই অক্টোবর মাদ্রাজ ষড়যন্ত্র মামলার শুনানী পুনরায় স্থগিত রাখা হইয়াছে আসামীদের মধ্যে একজন আমাশয় রোগে আক্রান্ত হইয়া জেল হাঁসপাতালে অবস্থান করিতেছে। সে ব্যক্তি আদালতে হাজির হইতে পারে নাই বলিয়া শুনানী স্থগিত রাখা হইয়াছে

অদ্ভুত কাণ্ড

লাক্ষ্ণৌতে একই বাড়ীতে এক ঘণ্টার মধ্যে মা ও মেয়ে পুত্র সন্তান প্রসব করে।

স্নান করাইবার সময় ধাত্রী শিশুদ্বয়কে মিশাইয়া ফেলিয়াছিল। এখন কে মামা ও কে ভাগিনেয় কেহই জানিতে পারিতেছে না।

ঢাকাতে ভূমিকম্প

গত ৬ই অক্টোবর সকাল ৬-১৫ মিনিটের সময় দশদিন পর পুনরায় সামন্য ভূমিকম্প অনুভূত হয়।

মিঃ গিরিধারীলালের বোম্বাই যাত্রা

আমেদাবাদ শ্রমিক সমিতির জেনারেল সেক্রেটারী মিঃ গিরিধারীলাল ওয়ার্দ্ধায় মহাত্মাজীর সহিত সাক্ষাতের পর নাগপুরে পৌঁছিয়াছেন। নাগপুর টেক্সটাইল ইউনিয়নের প্রেসিডেন্ট মিঃ আর এস, রুইকরের সহিত দীর্ঘকাল ধরিয়া আলোচনা করেন এবং নাগপুর মিলওনার্স ও উহার শ্রমিকদিগের মিটমাটের সর্ত্ত সম্বন্ধে সবিশেষ অবগত হন। অতঃপর তিনি বোম্বাই মেল যোগে ওয়ার্দ্ধার রওনা হন। মহাত্মাজীর সহিত আর একবার সাক্ষাতের পর তিনি রওনা হন।

গণতান্ত্রিক সভায় গণ্ডগোল

গত ৯ই অক্টোবর নবগঠিত গণতান্ত্রিক স্বরাজ্য দলের প্রথম সভার অধিবেশন আরম্ভ হইলে বিষম গণ্ডগোলের উদ্ভব হয়। দল গঠনের কারণ ও লক্ষ্য ব্যাখ্যা করাই এই সভার উদ্দেশ্য। সভাক্ষেত্রে যদিও অতি অল্পসংখ্যক শ্রোতাই উপস্থিত ছিলেন তথাপি উঁহাদের কয়েকজন পদে পদে বক্তাগণকে বাধা দিতে থাকেন। শ্রীযুক্ত যমুনা দাস মটা ও অপর কয়েকজন বক্তা সভায় বক্তৃতা দিতে চেষ্টা করেন। কিন্তু শ্রোতাগণ তাঁহাদিগকে কিছু বলিতে না দিয়া প্রশ্নের পর প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে থাকেন। কিছুকাল পরই সভা ভাঙ্গিয়া দেওয়া হয়।

১২জন গ্রেপ্তার

গত ১৯শে সেপ্টেম্বর রাত্রে লক্ষ্ণৌয়ে এক উন্মত্তাজনক জনতা কর্ত্তৃক তিনজন ভিখারী নিহত হয়, এসম্পর্কে ১২ জনকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

পুলিশ তদন্ত দ্বারা প্রমাণ করিয়াছে যে, লক্ষ্ণৌ সহরে নারীহরণ কাণ্ড সঙ্ঘটিত হয় নাই বা ও সম্পর্কে কোনরূপ সত্য সংবাদ পাওয়া যায় নাই। কেবল কতকগুলি অনিষ্টকারীর মিথ্যা প্রচার দ্বারা উপরোক্তরূপ নৃশংস কাণ্ড সঙ্ঘটিত হইয়াছে।

কারামুক্তি ও পুনরায় ধৃত

গত ৭ই অক্টোবর অভয় আশ্রমের ডাক্তার শ্রীযুক্ত ফণীন্দ্রনাথ চৌধুরী ৬মাস সশ্রম কারাদণ্ড ভোগ করিয়া হিজলী জেল হইতে বাহির হওয়ার সময় জেল গেটে তাহাকে পুনরায় গ্রেপ্তার করিয়া খড়্গপুর থানায় লইয়া যাওয়া হইয়াছে।

হিজলী

গত ৭ই অক্টোবর অভয় আশ্রমের প্রমোদচন্দ্র মজুমদার ও শ্রীযুক্ত অশ্বিনী কুমার মাইতি এবং আরামবাগের কংগ্রেস কর্ম্মী শ্রীযুক্ত কালীপদ মণ্ডল পূর্ণ দণ্ডভোগান্তে হিজলী জেল হইতে বাহির হইয়াছেন। ইঁহাদের প্রত্যেকেরই ৬মাস করিয়া সশ্রম কারাদণ্ড হইয়াছিল।

বিক্রমপুর

গত ৩০শে সেপ্টেম্বর বে আইনী ঘোষিত আল্লাপুর পাইকপাড়া কংগ্রেস কমিটীর কর্ম্মী শান্তি দাস, সতীশ মণ্ডল সত্যতাওয়াল, গোপাল ব্রহ্মচারী, সুকুমার পাল এবং নৃপেন্দ্র মুখোপাধ্যায় দম দম স্পেশাল জেল হইতে পূর্ণ কারাদণ্ড ভোগের পূর্ব্বে বিনাসর্ত্তে মুক্তি পাইয়া পাইকপাড়া আসিয়া পৌঁছিয়াছে। তাঁহাদের সকলেই গত ১২ই জুলাই পাইকপাড়া কংগ্রেস শিবির হইতে গ্রেপ্তার হইয়া মুন্সিগঞ্জ এস, ডি, ও কর্ত্তৃক ১৭ (১) ধারা অনুসারে ৬মাস সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়, ইঁহাদের প্রত্যেকেই পূর্ব্বে আরও ২।৩ বার আইন অমান্য আন্দোলনে কারাদণ্ড ভোগ করিয়াছেন।

পলাতক বন্দীকে গ্রেপ্তার

সতীপ্রসন্ন গাঙ্গুলী বহরমপুর বন্দীনিবাস হইতে পলায়ন করার পর তাহাকে বরিশাল জেলার পিরোজপুরে সম্প্রতি গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। কড়া পুলিশ পাহারায় সতীপ্রসন্নকে বিচারার্থ বহরমপুরে পাঠান হইয়াছে।

জামিনে মুক্তিলাভ

বৈপ্লবিক ইস্তাহার রাখিবার অভিযোগে শ্রীযুক্ত জয়ন্তকুমার সরকারকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। ৭ই অক্টোবর তাহাকে জামিনে ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে।

ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

১৭শে আশ্বিন শুক্রবার, ১৩৪০

সেদিন মহীশূরের দেওয়ান স্যার মীর্জ্জা ইস্মাইল মহীশূর শিল্পপ্রদর্শনীর উদ্বোধন কালে বলিয়াছেন—প্রায় সময়ই দেখা যায় যাঁহারা এই ধরণের স্বদেশী প্রদর্শনী পরিদর্শন করিতে আসেন, তাঁহারা জিনিসপত্র-সমূহ দেখিয়া বিস্ময় প্রকাশ করিয়াই বলেন—'এ সব জিনিষ যে ভারতবর্ষে প্রস্তুত হইতে পারে, এমন ধারণাই আমাদের ছিল না।" তাঁহাদের ঐরূপ উক্তিকে কিন্তু গর্ব্বের কিছুই নাই, বরং আমাদের পক্ষে উহা লজ্জারই বিষয়। ভারতের ঐ সব জিনিষ প্রস্তুত হওয়া সত্ত্বেও ভারতবাসীরা সেগুলির খোঁজ রাখে না কেন এবং ঐ ধরণের বিদেশী দ্রব্যসমূহই এদেশে এত অধিক পরিমাণে বিক্রয় হয় কেন, ইহা ভাবিয়া দেখিবার সময় আসিয়াছে। স্যার মীর্জ্জা ইস্মাইলের কথা-গুলির ভারতবাসী একবার ভাল করিয়া চিন্তা করিবেন কি ?

প্রকাশ, কয়েক দিন পূর্ব্বে যোধপুরে রাজপুত সমাজের এক সভায় যোধপুরের মহারাজা নাকি একটী বক্তৃতায় বলিয়াছেন —"সময়ের পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, মসি এখন অসির স্থান অধিকার করিয়াছে। কালের এই গতিকে আমরা রুদ্ধ করিতে পারিব না; কালোপযোগী ভাবেই আমাদিগকে নিজে-দের মতিগতি পরিবর্ত্তন করিয়া লইতে হইবে।" বাস্তবিকই এই পরিবর্ত্তনের সময় আসিয়াছে কি ? বিশ্বের হাবভাব দেখিয়া ত' তাহা মনে হয় না। যাহা হউক যোধ-পুরের মহারাজার এই পরামর্শ এদেশের লোকেরা যদি মানিয়া লয়, তাহা হইলে আর ভারত—গবর্ণমেণ্টকে সেনাবিভাগে ভারত-বাসীদিগকে প্রাধান্য প্রদানের সমস্যা লইয়া মাথা ঘামাইতে হইবে না।

জার্ম্মাণীতে নাকি সংবাদপত্রের স্বাধীনতার নামগন্ধ পর্য্যন্ত নষ্ট হইয়াছে। এজন্য সহযোগী 'টাইমস অব ইণ্ডিয়া' দুঃখ প্রকাশ করিয়া বলিতেছেন যে, সম্প্রতি জার্ম্মাণীতে এইরূপ ঘোষণা করা হইয়াছে যে, সংবাদপত্রসেবী-দের কাজকর্ম্ম তত্ত্বাবধান করিবার জন্য বিশেষ আদালতসমূহ গঠন করা হইবে। প্রকৃতপক্ষে সংবাদপত্রসেবীরা স্বাধীনভাবে কোন কিছুই লিখিতে পারিবেন না, যাহা কিছু প্রকাশ করিবেন সেগুলি সরকারী ইস্তাহারের সামিল হইয়া দাঁড়াইবে এবং সম্পাদকীয় স্তম্ভগুলিতে শুধু সরকারের প্রশংসামূলক বাক্যাবলী বিন্যাস করিতে হইবে, নহিলেই বিপদ। সংসার ত' আর কুসুম-রচা-শয্যা নহে, আপদ বিপদের ভিতর দিয়াই কার্য্য করিতে হইবে।

নাগপুরে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠাতা

নাগপুর কলেজ ইউনিয়নের এক প্রীতি সম্মেলনে বক্তৃতা দান প্রসঙ্গে কলি-কাতার মেয়র শ্রীযুক্ত সন্তোষ কুমার বসু নাগপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা পরলোক-গত স্যার বিপিন কৃষ্ণ বসুর স্মৃতির প্রতি প্রগাঢ় শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিয়া ছাত্রগণকে উদারচেতা ও নিস্বার্থপর হইতে অনুরোধ জানান এবং বলেন যে, নাগরিক জীবনের উন্নতির উহাই মূলমন্ত্র তিনি দুঃখ করিয়া বলেন, যে বর্ত্তমানে ছাত্রগণ সন্দেহ সংশয়-পূর্ণ আবহাওয়ার মধ্যে বাস করিতেছেন উহাতে তাঁহাদের প্রতিভার আত্ম প্রকাশে বাধা জন্মিতেছে।

শ্রীযুক্ত বসু অতঃপর ছাত্রগণকে চিন্তা-ধারার পূর্ণ স্বাধীনতা রক্ষা করিয়া চলিতে ও নির্ব্বিবাদে কোন কিছু মানিয়া না লইতে অনুরোধ জানান।

মোটর দুর্ঘটনা

গত ৫ই অক্টোবর বৃহস্পতিবার চট্টলের অধিবাসী নোয়াখালির সুসন্তান, শ্রীযুক্ত বিধুভূষণ বসু কণ্ট্রাক্টর মহোদয় সপরিবারে নিজ মোটরে ভ্রমণকালে হঠাৎ ড্রেনে পড়িয়া ডান চক্ষুর উপরে গুরুতর আঘাত পাইয়া-ছেন। ভগবানের অনুগ্রহে তাঁহার জীবন রক্ষা হইয়াছে।

জমিদার খুন

কক্সবাজার মহকুমার চাকারিয়া থানার অন্তর্গত ধামাসিয়া গ্রামের জমিদার মৌলবী কিফায়ত আলী চৌধুরী বঙ্গোপসাগর তীর বর্ত্তী তাঁহার খাস দখলী ভূমি পরিদর্শন করিয়া যখন বাড়ী ফিরিতেছিলেন, তখন তাঁহাকে কতিপয় অজ্ঞাত ব্যক্তি গুলী করিয়া হত্যা করে। তিনি তাঁহার ষ্টেটের চতুর্দ্দিকস্থ বাঁধ সংস্কার কার্য্য দেখিবার জন্য তথায় গিয়াছিলেন। যে সংক্ষিপ্ত সংবাদ পাওয়া যায় তাহা হইতে জানা যায় যে, প্রথমতঃ একজন অজ্ঞাত ব্যক্তি তাঁহাকে আক্রমণ করে এবং গুলী করে। অতঃপর নিকটস্থ ধান ক্ষেত হইতে আরও লোক বাহির হইয়া পুনরায় আঘাত করিবার ফলে তাঁহার মৃত্যু হয়। পুলিশের অনুসন্ধান চলিতেছে।

ডাকাতির মামলা

ঝালকাটি থানার এলাকাভুক্ত আগল পাশাতে ডাকাতি সম্পর্কে যে ২২ জনকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছিল, তাহাদের মধ্যে ১০জনকে জামীনে মুক্তি দেওয়া হইয়াছে। বাকী ১২ জনকে মহকুমা হাকিম রায়সাহেব পি, বি, মিত্রের এজলাসে উপস্থিত করা হয়। তিনি আগামী ২০শে অক্টোবর পর্য্যন্ত তাহাদের প্রতি হাজত বাসের আদেশ দেন। এই কয়জনের জন্য জামীনের দরখাস্ত করা হইয়াছে।

বাঙ্গালার আর্থিক অবস্থা

(৫)

মণ্টেগু-চেমস্‌ফোর্ড শাসন-সংস্কারের পূর্ব্বে

পূর্ব্বে যাহা বলা হইল, তাহাতে বুঝা যাইবে, মণ্টেগু চেমস্‌ফোর্ড শাসন-সংস্কার প্রবর্ত্তিত হইবার পূর্ব্বে ভারত সরকারের সহিত প্রাদেশিক সরকারসমূহের আর্থিক ব্যবস্থা ছিল—

কতকগুলি বিভাগের আয় কেন্দ্রী সরকারের, কতকগুলি প্রাদেশিক সরকারের এবং কতকগুলির উভয় সরকারের মধ্যে নির্দ্দিষ্ট ভাবে বিভক্ত বলিয়া ধার্য্য ছিল। এই ব্যবস্থাও আইনের বিধানুসারে স্থির হয় নাই, কেবল ভারত সরকার ও প্রাদেশিক সরকারগুলি শাসনসৌকর্য্যের জন্য আপনারা স্থির করিয়া লইয়াছেন। এই সব ব্যবস্থায় কতকগুলি অসুবিধা দেখা যায়। ইহাতে আর্থিক ব্যাপারে প্রাদেশিক সরকারের কোনরূপ স্বাধীনতা ছিল না। সমগ্র দেশের আর্থিক স্বচ্ছলতা রক্ষার দায়িত্ব ভারত সরকারের থাকায় তাঁহারা কোন প্রদেশকে বিশেষ অর্থাভাব অনুভব করিতে দিতে পারিতেন না। সেই জন্য তাঁহারা প্রাদেশিক সরকারের ব্যয় সম্বন্ধে নানা নিয়ম করিতেন এবং প্রাদেশিক সরকারের কর্ম্মচারীনিয়োগ প্রভৃতির জন্যও তাঁহাদিগের অনুমতি লইতে হইত। আবার কতকগুলি রাজস্ব বিভক্ত হইল। বস্তুতঃ ভারত সরকার প্রাদেশিক সরকারের কাজে নানারূপে হস্তক্ষেপ করিতেন। প্রাদেশিক সরকারের কর ধার্য্য করিবার যে সামান্য ক্ষমতা ছিল তাহাও ভারত সচিবের ও সপার্ষদ বড়লাটের অনুমতি লইয়া ব্যবহার করিতে হইত। ইহাতেই প্রাদেশিক সর-কারের অধীনতা সপ্রকাশ হইত। ভারতের রাজস্ব অবিভক্ত ও ভারত সরকারের— এই নীতি প্রচলিত থাকায় প্রাদেশিক সর-কারসমূহের আপনাদিগের প্রয়োজনে ও দায়িত্বে ঋণ গ্রহণ করিবার ক্ষমতা ছিল না। কোন ব্যয়সাধ্য কাজ করিতে হইলে প্রাদেশিক সরকারকে ভারত সরকারের দয়ার উপর নির্ভর করিতে হইত এবং তাহাতে প্রাদেশিক সরকারগুলির বিশেষ অসুবিধা ঘটিত।

মণ্টেগু-চেমস্‌ফোর্ড শাসন-সংস্কারের প্রস্তাব

মণ্টেগু-চেমস্‌ফোর্ড শাসন-সংস্কারের প্রস্তাবের সঙ্গে সঙ্গে আর্থিক ব্যবস্থার বিশেষ পরিবর্ত্তন হয়। তাহার কারণ শাসন-সংস্কার রিপোর্টের লেখকরাই বলিয়াছেন,—"যদি প্রাদেশিক সরকারে গণতন্ত্রের নীতি প্রস্ফুরিত করিতে হয়, তবে কেন্দ্রী ও প্রাদেশিক সরকারের মধ্যে বর্ত্তমান আর্থিক বন্দোবস্তের পরিবর্ত্তন করিতেই হইবে।" তাঁহারা স্থির করেন, কেন্দ্রী সরকারের কত টাকা প্রয়োজন প্রথমে তাহার ও কি উপায়ে সে টাকা পাওয়া যাইবে তাহার একটা হিসাব করিতে হইবে এবং তাহার পর অবশিষ্ট রাজস্ব প্রাদেশিক সরকার গুলিকে দিতে হইবে। প্রাদেশিক কাজের জন্য প্রাদেশিক সরকারকেই দায়ী হইতে হইবে। ইহাতে রাজস্ব-বণ্টন ব্যবস্থা বিপরীত হইয়া দাঁড়াইল। পূর্ব্বে ব্যবস্থা ছিল, প্রথমে প্রদেশসমূহের প্রয়োজন দেখিয়া তাঁহাদিগকে প্রয়োজনানুসারে টাকা দিয়া রাজস্বের অবশিষ্ট অংশ ভারত সরকার গ্রহণ করিতেন; এখন প্রস্তাব হইল, প্রথমে ভারত সরকারের প্রয়োজন দেখিয়া প্রয়োজন অনুসারে টাকা রাখিয়া অবশিষ্ট রাজস্ব প্রদেশসমূহকে প্রদান করা হইবে।

কিন্তু এইরূপে রাজস্ব-বণ্টনের সময়ে কতকগুলি অসুবিধা পরিলক্ষিত হইল। রাজস্বের বনিয়াদ ও তাহার সংগ্রহের সুবিধার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া রিপোর্টের স্বাক্ষরকারীরা প্রস্তাব করেন, পণ্যশুল্ক, সুরাসার-বর্জ্জিত দ্রব্যের উপর শুল্ক বা এক-সাইস (লবণও ইহার অন্তর্ভুক্ত) সাধারণ ষ্ট্যাম্প ডিউটী, আয়কর, রেলের, ডাকের ও টেলিগ্রাফের আয় কেন্দ্রী সরকারের থাকবে এবং ভূমি রাজস্ব, সেচের আয় সুরাসারযুক্ত পণ্যের উপর শুল্ক বা একসাইস বন বিভাগের আয়, কোর্ট ফি ষ্ট্যাম্প, রেজিষ্টারীর আয় ও আর কয়টি আয় প্রাদেশিক সরকারের ভাগে পড়িবে।

কিন্তু দেখা গেল, ইহাতে নির্দ্দিষ্ট আয়ে কেন্দ্রী সরকারের ব্যয় নির্ব্বাহিত হইতে পারে না। যাহাতে আয়ে ব্যয় সঙ্কুলান হয়, সেজন্য কতকগুলি প্রস্তাব বিবেচিত হয়। পূর্ব্বের ব্যবস্থা অক্ষুণ্ণ রাখিয়া কতকগুলি ক্রমবর্দ্ধনশীল রাজস্বের কতকাংশ দিবার প্রস্তাব, তাহাতে পূর্ব্বের সব অসুবিধা স্থায়ী হইবে বলিয়া পরিত্যক্ত হয়। লোকসংখ্যা হিসাবে প্রত্যেক প্রদেশের নিকট ভারত সরকারের ব্যয় বাবদ টাকা আদায়ের প্রস্তাবও প্রাদেশিক রাজস্ব হিসাবে ঐ বাবদে টাকা আদায় সকল প্রদেশের পক্ষে সমান সঙ্গত হইবে না বলিয়া ত্যক্ত হয়। যে প্রদেশে আয় ব্যয় অপেক্ষা অধিক হইবে, সে প্রদেশের টাকা লইয়া অন্য প্রদেশকে সাহায্য করাও অসঙ্গত ও অসুবিধাজনক বলিয়া বিবেচিত হয়। হিসাব করিয়া দেখা যায়, ভারত সরকারের ব্যয় অপেক্ষা আয় প্রায় ১৩ কোটি ৬৩ লক্ষ টাকা কম হইবে, আর প্রদেশসমূহে ব্যয় অপেক্ষা আয় প্রায় ১৫ কোটি ৬৪ লক্ষ টাকা অধিক হইবে; অর্থাৎ প্রদেশসমূহের উদ্বৃত্ত টাকার শতকরা ৮৭ টাকা ভারত সরকার রাখিলেই ফাজিল মিটিয়া যায়।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক
— পারমার্থিক পত্র —
শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশ
তনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনম্,
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং
প্রেমা পুমর্থো মহান্,
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং
তত্রাদরো নঃ পরঃ॥

৮ম বর্ষ | ১০ই দামোদর গৌরাব্দ ৪৪৭, ২৭শে আশ্বিন বঙ্গাব্দ ১৩৪০, ১৩ই অক্টোবর ইং ১৯৩৩, শুক্রবার | ১৮৬তম সংখ্যা

বোল্টন-ধর্ম্মসভায় গৌড়ীয়মঠের বিজয়-পতাকা

বিলাতের প্রচারবার্ত্তা

শ্রীমদ্ বনমহারাজের কৃতিত্ব

Swamiji B. H. Bon of the Lodnon Gaudiya Math was invited to deliver lectures regarding the Philosophy of Hinduism in the Annual Conference of the Guild of young clergies of the Church of England held at The Retreat (Water Millock) on the 18 & 19th September at Bolton under the presidentship of the Right Reverend Guy Warman, Lord Bishop of Manchester. The Swamiji was introduced in the meeting by the Hon'ble Marshall Brooks. The president proposed that the Swamiji should be given a fitting ovation in honour of the well-known institution of Hindu religion which he represents and as a matter of fact the Swamiji was given great ovation. Of all speakers the most prominent were Prof. L. S. Cross of Oxford and Swamiji B. H. Bon of the Gaudiya Math. The most cultured followers of Christianity directed towards religious life assembled were so highly impressed with the excellence of the teaching of Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhu from the lips of the Swamiji that he was requested to deliver another on the following day. After the business of the second day in proposing a vote of thanks to the Swamiji Rev. T. W. Tayler M. A, D. D. warden of the Guild said that it was for the first time that they had occasion to listen to such authoritative pronouncements regarding Hindu religion which had completely changed their idea about it and created an excellent impression.

At Bolton the Swamiji was the Guest of Lady Brooks the only elder sister of Lord Wellingdon, Viceroy of India who had introduced the Swamiji to her. Both Lady Brooks and Marshall Brooks were all attention to the Swamiji with warm sympathy and intimacy.

In his way back the Swamiji was taken to the Manchester University and received by the authorities there and the Register took him around the class-rooms, Library, Picture Gallery and various other departments of the University. The University building looks almost like the Council House of New Delhi both in design and in size. In spite of unceasing smokes of numerous chimneys all over the city everything was found well ordered and beautiful remarkably with undulating plots of green grass. The police all over the Great Britain are exceptionally polite and helpful to everybody particularly to strangers.

মর্ম্মানুবাদ

লণ্ডন (এয়ার মেল)

চার্চ্চ অব্ ইংলণ্ডের যুবক ধর্ম্মপ্রচারকগণের সমাজের বাৎসরিক অধিবেশনে হিন্দু-দর্শন সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান করিবার জন্য লণ্ডন গৌড়ীয়মঠের স্বামী বি, এইচ্, বন মহারাজ নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। উক্ত অধিবেশন ম্যানচেষ্টারের লর্ড বিশপ রাইট্ রেভারেণ্ড গে ওয়ারম্যান্ মহোদয়ের সভাপতিত্বে বোল্টনের "দি রিট্রিট্" (ওয়াটার মিলক্) নামক স্থানে গত ১৮ই ও ১৯শে সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। দি অনারেবল মার্শাল ব্রুকস্ সভায় স্বামীজীর পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন। যেহেতু স্বামীজী হিন্দুধর্ম্মের সুবিখ্যাত প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি, তন্নিমিত্ত তাঁহার সম্মানার্থ তাঁহাকে যথোপযুক্ত অভ্যর্থনা করা হউক, সভাপতি মহোদয়ের এই প্রস্তাবে স্বামীজীকে প্রচুর সম্মান প্রদান করা হয়। যে-সকল বক্তা উক্ত অধিবেশনে বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন তন্মধ্যে অক্সফোর্ডের প্রফেসার এল্ এস্ ক্রস্ এবং শ্রীগৌড়ীয়মঠের স্বামী বি, এইচ্ বনের বক্তৃতাই সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছিল।

খৃষ্ট-ধর্ম্মের অনুগমনকারী উচ্চ শিক্ষিত ব্যক্তিসকল, যাঁহারা ধর্ম্মজীবন যাপন করেন তাঁহারা স্বামীজীর মুখ হইতে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর শিক্ষার চমৎকারিতা উপলব্ধি পূর্ব্বক হৃদয়ে অভাবনীয় ভাব পোষণ করিয়াছিলেন এবং পুনরায় পরদিন আবার একটী বক্তৃতা দিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছিলেন।

দ্বিতীয় দিবসের কার্য্য শেষ হইবার পর গিল্ডের ওয়ার্ডেন রেঃ টি, ডবলিউ, টেলার, এম-এ, ডি, ডি মহোদয় স্বামীজীকে ধন্যবাদ জ্ঞাপনমুখে বলেন যে, হিন্দুধর্ম্ম-সম্বন্ধে নিরপেক্ষ সত্যকথা শুনিবার সুযোগ এই তাঁহাদের প্রথম হইয়াছে; এবং ইতঃপূর্ব্বে তৎসম্বন্ধে তাঁহারা যে ধারণা পোষণ করিতেন, তাহা পরিবর্ত্তিত হইয়া তাঁহাদের হৃদয়ে একটী উৎকৃষ্ট ধারণায় সৃষ্টি করিয়া দিয়াছে।

বোল্টন সহরে স্বামিজী ভারতের বড়লাট বাহাদুর লর্ড ওয়েলিংডনের একমাত্র জ্যেষ্ঠা ভগিনী লেডী ব্রুকস্ এর অতিথি হইয়াছিলেন। লর্ড ওয়েলিংডন্ স্বামিজীকে তাঁহার ভগিনীর নিকট পরিচয় করাইয়া দিয়াছিলেন। লেডী ব্রুকস্ এবং মার্শাল ব্রুকস্ উভয়েই বন্ধুতা এবং সহানুভূতি দ্বারা স্বামিজীকে অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন।

স্বামিজীর তথা হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের সময় তাঁহারা তাঁহাকে ম্যানচেষ্টার লাইব্রেরীতে লইয়া যান এবং তথাকার কর্ত্তৃপক্ষ কর্ত্তৃক অভ্যর্থিত হন। লাইব্রেরীর রেজিষ্ট্রার তাঁহাকে সমস্ত ক্লাশঘর, লাইব্রেরী, ছবি ঘর এবং লাইব্রেরীর যাবতীয় বিভাগ-সমূহ প্রদর্শন করান। ইউনিভারসিটীর বাটীটী কারুকার্য্যে এবং আকারে এখানকার নিউ দিল্লীর কাউন্সিল হাউসেরই মত। সহরের কারখানা-সমূহের বহু চিমনী হইতে অনর্গল ধোঁয়া থাকিলেও, সহরটী দেখিতে অতি পরিচ্ছন্ন ও সুন্দর; উঁচু নিচু জায়গাটী শ্যাম-দূর্ব্বাদল-বিশিষ্ট থাকায় সৌন্দর্য্য আরও বৃদ্ধি হইয়াছিল। গ্রেট বিটনের পুলিস কর্ম্মচারী-সমূহ অত্যন্ত ভদ্র ও সাহায্যকারী বিশেষতঃ বিদেশীয়গণের পক্ষে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১০ দামোদর, নিধি গর্ভোদশায়ী

রহস্য-তত্ত্ব

এ জড়জগৎ মিথ্যা নয় ভগবানের শক্তি-পরিণত এবং তিনি (শ্রীভগবান্) 'সৎ'-রূপে তাহার অন্তরে আছেন বলিয়া ইহা সত্য; সত্য হইলেও ইহার আগমাপায়ী প্রকাশ নশ্বর। দেব-মনুষ্যতির্য্যগাদি প্রাণী-সমূহে আকাশাদি মহাভূতসমূহ পাওয়া যায় বলিয়া উহাদের মধ্যে তাহারা অনুপ্রবিষ্টও বটে, আবার পৃথগ্-অবস্থান-হেতু অপ্রবিষ্টও বটে; তদ্রূপ শ্রীভগবান্ 'সৎ'-রূপে ভূত ও ভৌতিক বস্তুসমূহে প্রবিষ্ট থাকিয়াও পৃথক্ শুদ্ধসত্ত্বাত্মকধামে বর্ত্তমান বলিয়া অপ্রবিষ্টও থাকেন। কিন্তু পার্থক্য এই যে, মহাভূত-সমূহ অচেতন বলিয়া তাহাদের ভূতসমূহের মধ্যে প্রবেশে কোন আসক্তি নাই, কিন্তু ভগবানের চেতনত্ব থাকিলেও "হানি আকাশের ন্যায় নির্লিপ্তভাবে নিজগৃহে বাস করেন" এই বাক্যের ন্যায় সেই সমুদয় বস্তুর মধ্যে শ্রীভগবানের যে প্রবেশ, ব্যবস্থাপন ও পালনাদি ক্রিয়া, তাহা আসক্তিহীন; এই ভাবেই মায়িক ভূতসমূহের মধ্যে শ্রীভগবানের ক্রীড়া। তদ্রূপ সেই প্রেমপ্রণত ভক্তগণের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া অন্তঃকরণে দর্শন করিবার জন্য অপ্রবিষ্ট অর্থাৎ বাহিরে থাকিয়া তাঁহাদের নয়নে নিজ-সৌন্দর্য্য অর্পণ করিবার জন্য, নাসিকায় নিজসৌরভ প্রবিষ্ট করাইবার জন্য, তাঁহাদের সহিত বাদ-প্রতিবাদ করিতে করিতে তাঁহাদের কর্ণে নিজ মধুর-স্বরামৃত-লহরী ঢালিবার জন্য, স্পর্শ ও আলিঙ্গনাদি প্রদান করিয়া তাঁহাদের অঙ্গে স্বীয় তরুণ মধুরতার অনুভব করাইবার জন্য অন্তরে ও বাহিরে শ্রীভগবান্ তাঁহাদিগকে পরিত্যাগ করিতে অসমর্থ, সেই অনাদি ভক্তগণের সহিত — পরমা শক্তির সহিত ঈশ্বরের নিত্য বিলাস। শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদের কৃপায় আমরা "যথা মহান্তি ভূতানি" শ্লোকের এই ভাবার্থ উপলব্ধি করিতে পারি। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী নিম্নলিখিত বাক্যসমূহে অতি স্বল্পাক্ষরে এই কথা প্রকাশ করিয়াছেন—

আমাতে যে প্রীতি, সেই 'প্রেম' প্রয়োজন।
কার্য্যদ্বারে কহি তার স্বরূপ-লক্ষণ॥
পঞ্চভূত যৈছে ভূতের ভিতরে বাহিরে।
ভক্তগণে স্ফুরি আমি বাহিরে অন্তরে॥
ভক্ত আমা বান্ধিয়াছে হৃদয়-কমলে।
যাহা নেত্র পড়ে তাহা দেখয়ে আমারে॥

—চৈ. চঃ মধ্য ২৫শ প.।

সাধকের ধ্রুবতারা

শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার শুদ্ধভক্তিমঠ-সমূহে গত একাদশী তিথি হইতে শ্রীউর্জ্জাব্রত আরম্ভ হইয়াছে। উর্জ্জাব্রতের আর একটী নাম নিয়ম-সেবা। 'নিরন্তর হরিসেবা করিব' এইটীই মঠসেবকগণের নিয়ম। প্রশ্ন হইতে পারে, মঠের সেবকগণ কি কেবল উর্জ্জাব্রতের সময়ই নিরন্তর হরিসেবা করিবেন? অন্যান্য সময়ে কি তাঁহারা হরিসেবা করেন না? মঠের শুদ্ধ সেবকগণ এক মুহূর্ত্তও হরিসেবা ব্যতীত অতিবাহিত করেন না। কিন্তু মঠ শিক্ষা-মন্দির, এস্থানে বিভিন্ন অধিকারের সাধক আছেন। যাঁহারা নিরন্তর হরিসেবায় অভ্যস্ত হয়েন নাই, তাঁহারা চাতুর্ম্মাস্য ব্রত আরম্ভ করিবেন। শ্রীহরির শয়ন-কাল মাস-চতুষ্টয় প্রতি মুহূর্ত্ত হরিসেবা করিবেন। যাঁহারা তাহাতেও অভ্যস্ত নহেন, তাঁহারা উর্জ্জাব্রত বা নিয়ম-সেবা পালন করিবেনই। তৎফলে ক্রমশঃ ভজনের নৈরন্তর্য্য লাভ হইবে। যাঁহার প্রসাদ ভিন্ন ভগবৎপ্রসাদ কিছুতেই লভ্য নহে, সেই আচার্য্যবর্য্য নিরন্তর হরি-সেবায় নিযুক্ত থাকা-সত্ত্বেও অহৈতুক কৃপা-পরবশ হইয়া চাতুর্ম্মাস্য, উর্জ্জাব্রত প্রভৃতি স্বয়ং পালন পূর্ব্বক সেবকগণকে হাতে ধরিয়া ভক্তি-সোপানে আরোহণ প্রণালী শিক্ষা প্রদান করিতেছেন। এই স্থানেই গৌরানন্দী মহা-পুরুষের বৈশিষ্ট্য। তিনি, যাহার যেরূপ অধিকার স্বয়ং আচরণপূর্ব্বক তাঁহাকে সেই প্রকার সেবায় নিযুক্ত করেন।

— —

শাস্ত্রে উর্জ্জাব্রতের নানাবিধ ফলশ্রুতি দৃষ্ট হয়। বৈষ্ণবগণ মধুপুষ্পিত-বাক্যে প্রলুব্ধ হইয়া কোন কার্য্য করেন না; কারণ তাঁহাদের ধর্ম্ম, অর্থ, কাম বা মোক্ষের কোন প্রয়োজন নাই। কৃষ্ণপ্রেমাই তাঁহাদের একমাত্র লক্ষ্য। কৃষ্ণের আনন্দ-বর্দ্ধনই তাঁহাদের একমাত্র চেষ্টা। কৃষ্ণসেবার সুযোগ-লাভার্থ ভোগ-ত্যাগাদি অভ্যাস করা একান্ত কর্ত্তব্য, কিন্তু কৃষ্ণ-কার্ষ্ণ-সেবার সহিত সম্বন্ধ-বিচ্যুত হইয়া শারীরিক স্বাস্থ্য-রক্ষা বা স্বর্গাদিলোক-প্রাপ্তির আশায় কৃচ্ছ্র সাধনাদির ফল প্রকৃত প্রস্তাবে জন্মে দুর্গতি ব্যতীত আর কিছুই নহে। ভক্তের দর্শনে স্বর্গসুখাদি নিতান্ত হেয় ও পূতিগন্ধময়।

———

যাঁহারা নিয়ম-সেবা আরম্ভ করিয়াছেন, তাঁহাদের কেহ কেহ, যাঁহারা তাঁহাদের ন্যায় ব্রতনিষ্ঠ নহেন তাঁহাদের প্রতি কটাক্ষপাত করেন। আবার যাঁহারা ব্রত পালন করেন না, তাঁহাদের কেহ কেহ যাঁহারা ব্রত পালন করেন, তাঁহাদিগকে বিদ্রূপ করেন। এই উভয় শ্রেণীর ব্যক্তিই ভ্রান্ত। কনিষ্ঠাধিকারীর চেষ্টায় মধ্যমাধিকারী বা উত্তমাধিকারীর সেবাকার্য্য বোধগম্য নহে, সুতরাং তাঁহাদের প্রতি কটাক্ষপাত করিলে কনিষ্ঠাধিকারী নিরয়গামী হইবেন। আবার যাঁহারা কনিষ্ঠাধিকারে থাকিয়াও ব্রত-পালনাদির ক্লেশ সহ্য করিতে পরাঙ্মুখ, অথচ যাঁহারা পালন করেন তাঁহাদের প্রতি বিদ্রূপ করেন, সাধনরাজ্যে তাঁহাদের স্থান নাই—তাঁহারা অন্যাভিলাষিতার অন্ধতম প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিয়াছেন। 'আমার ব্রত পালন হইল না, আমি কৃষ্ণসেবায় কিছু মাত্র অগ্রসর হইতে পারিলাম না' সাধকের এই প্রকার আত্মগ্লানি উপস্থিত হইলে তিনি কৃষ্ণের কৃপায় বাস্তবিকই উন্নতির সোপানে আরোহণ করিতে পারিবেন। প্রত্যেক সময় এই ধ্রুব-তারা আমাদের লক্ষীভব্য বিষয় হউক।

কার্ত্তিক-ব্রত

(আচার্য্য শ্রীরাধাচরণ গোস্বামী ভক্তিরত্ন কর্ত্তৃক সংগৃহীত)

(৪)

ব্রত-মাহাত্ম্য ও কৃত্য

যৎকিঞ্চিৎ কার্ত্তিকে দত্তং বিষ্ণুমুদ্দিশ্য মানবৈঃ।
তদক্ষয়ং লভাতে বৈ অন্নদানং বিশেষতঃ॥

শ্রীহরির উদ্দেশ্যে কার্ত্তিক মাসে যাহা কিছু দান করা যায় বিশেষতঃ যে অন্নদান করা যায় তাহাই অক্ষয় ফলপ্রদ।

বলা বাহুল্য, এই হরির উদ্দেশ্যে দান, একমাত্র হরিচরণাশ্রিত একনিষ্ঠ ভজন-পরায়ণ সেবককে দিলেই অর্থাৎ কৃষ্ণ-ভক্তকে দিলেই হরির উদ্দেশ্যে দান যাথার্থ্য লাভ করে। অভক্তকে দান করিলে হরির উদ্দেশ্যে দান সিদ্ধ হয় না। কারণ হরিসেবক স্বায়াসলব্ধ ও অপরদত্ত যাবতীয় দ্রব্য দ্বারা সর্ব্বভোক্তা কৃষ্ণেন্দ্রিয়তোষণ করিয়া থাকেন আর অভক্তগণ তদ্বিপরীত নিজেন্দ্রিয়-সেবায় ব্যস্ত থাকায় স্বীয় ও পরবস্তুতে ভোগবুদ্ধি করিয়া নিজেই গ্রহণ করেন। ইহাতে দাতা গৃহীতার ইষ্ট ফলের পরিবর্ত্তে অনিষ্ট ফলই অক্ষয় হইয়া থাকে।

যস্তু সংবৎসরং পূর্ণমগ্নিহোত্রমুপাসতে।
কার্ত্তিকে স্বস্তিকং কৃত্বা সমমেতন্ন সংশয়ঃ॥

কার্ত্তিকমাসে স্বস্তিক (বিষ্ণুপূজার্থে মাঙ্গলিক দ্রব্য) অনুষ্ঠান করিলে সংবৎসর-কৃত অগ্নিহোত্র-যাগের (সাগ্নিকের প্রাত্যহিক হোমের) ফল প্রাপ্ত হওয়া যায় সন্দেহ নাই।

কার্ত্তিকে শ্রীহরিমন্দিরে, যাঁহারা রমণী-মণ্ডল (চক্র) নির্ম্মাণ করেন তাঁহারা সুর-পুরে বিরাজ করেন।

কার্ত্তিক মাসে পত্র সেবন করিলে চতুর্দ্দশ ইন্দ্রপাত যাবৎ দুর্গতি প্রাপ্ত হইতে হয় না।

কার্ত্তিক মাসে সমস্ত কামপ্রদ ব্রহ্মস্বরূপ পলাশ তরুর মধ্য পত্র ত্যাগ করিয়া অন্য পত্রে আহার করিলে আজন্মসঞ্চিত পাতক হইতে উত্তীর্ণ হইতে পারে, যাবতীয় কামনা সিদ্ধ হয়, সর্ব্বতীর্থ ফল-প্রাপ্ত হইতে পারে এবং কদাচ নরক দর্শন করিতে হয় না।

কার্ত্তিকে—সৎকথা (শ্রীহরিকথা) শ্রবণ, সাধুগণের পরিচর্য্যা এবং অরুণোদয়কালে শ্রীহরি-সমীপে জাগরণ বিধি।

সাধুসেবা গবাং গ্রাসঃ কথা বিষ্ণোস্তথার্চ্চনম্।
জাগরঃ পশ্চিমে যামে দুর্লভঃ কার্ত্তিকে কলৌ॥

সাধুগণের সেবা, গোগ্রাস, সাধুমুখে হরিকথা-শ্রবণাদি, গুর্ব্বানুগত্যে শ্রীহরির পূজা ও শেষ যামে (রাত্রির শেষ প্রহরে) জাগরণ, কলিকালে কার্ত্তিক মাসে মহাভাগ্যবানেরই ভাগ্যে হইয়া থাকে, অপরের দুর্লভ দুষ্প্রাপ্য।

সন্নিহত্যাং কুরুক্ষেত্রে রাহুগ্রস্তে দিবাকরে।
সূর্য্যবারেণ যৎ স্নানং তদেকাহেন কার্ত্তিকে॥

সূর্য্যবারে (রবিবারে) সূর্য্যগ্রহণে কুরুক্ষেত্রে সন্নিহত্যা নামক হ্রদে স্নান করিলে যে ফল হয় কার্ত্তিক মাসের ব্রতে একদিনেই তাহা প্রাপ্ত হওয়া যায়।

কার্ত্তিক মাসে, বিষ্ণু-বৈষ্ণবের সম্মুখে ভক্তি-সহকারে যিনি বিষ্ণু-বৈষ্ণবের নাম ও মহিমা কীর্ত্তন করেন এবং শ্রীহরিমন্দির প্রদক্ষিণ করেন তিনি অক্ষয় পদে গতিলাভ করেন।

নিয়মেন কথাং বিষ্ণোর্যে শৃণ্বন্তি চ ভাবিতা।
শ্লোকার্দ্ধং শ্লোকপাদং বা কার্ত্তিকে গোশতং ফলম্॥

যাঁহারা কার্ত্তিক মাসে ভক্তিমান্ হইয়া সাধুমুখে হরিকথা শ্রবণ করেন, সেই কথা শ্লোকার্দ্ধ বা পাদমাত্র হইলেও শত গোদানের ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়।

সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য কার্ত্তিকে কেশবাগ্রতঃ।
শাস্ত্রাবতরণং পুণ্যং শ্রোতব্যঞ্চ মহামুনে॥

সর্ব্ব ধর্ম্ম বিসর্জ্জন পূর্ব্বক কার্ত্তিক মাসে হরির সম্মুখে পুণ্যস্বরূপ শাস্ত্রকথা সাধুমুখে শ্রবণ বিধি।

কল্যাণ-বুদ্ধিতে যিনি কার্ত্তিক মাস প্রত্যহ শাস্ত্রচর্চ্চা দ্বারা অতিবাহিত করেন এবং সাধুমুখে হরিকথা শ্রবণ করেন তাঁহাকে শতকোটি জন্মের দুর্গতি প্রাপ্ত হইতে হয় না।

যঃ পঠেৎ প্রাতো নিত্যং শ্লোকং ভাগবতং মুনে।
অষ্টাদশ পুরাণানাং কার্ত্তিকে ফলমাপ্নুয়াৎ॥

সর্ব্বান্ ধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য ইষ্টা-পূর্ত্তাদি-কাময়ঃ।
কার্ত্তিকে পরয়া ভক্ত্যা বৈষ্ণবৈঃ সহ সংবসেৎ॥

সকল জন্মে পিতামাতা সবে পায়। গুরুকৃষ্ণ নাহি মিলে ভজহ হিয়ায়॥

সযত্ন হইয়া কার্ত্তিক মাসে প্রত্যহ ভাগবত-শ্লোক অধ্যয়ন করিলে অষ্টাদশ পুরাণ-পাঠের ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইষ্টাপূর্ত্তাদি নিখিল ধর্ম্ম বিসর্জ্জনপূর্ব্বক কার্ত্তিক মাসে মহতী ভক্তিসহকারে বৈষ্ণবগণ সহ অবস্থান করিতে হয়।

আজীবন এই নিয়ম রক্ষা করা দূরের কথা, যাঁহারা মাত্র দিবসত্রয় দামোদরের প্রীত্যর্থে দামোদর মাসে এই ব্রত রক্ষা করেন, তাঁহারা সুরগণ-বন্দনীয় হন।

তথা: দিনত্রয়মপি কার্ত্তিকে যে প্রকুর্ব্বতে।
দেবানামপি তে বন্দ্যাঃ কিং যৈরাজন্ম তৎ কৃতম্॥

"পতিতোদ্ধার-লীলা"

(শ্রীযুক্ত ভবদেব চট্টোপাধ্যায়)

(১)

জগাই মাধাইয়ের প্রাথমিক জীবন

পতিতপাবন শ্রীগৌরসুন্দরের আদেশ-পতাকা শিরে ধারণ করিয়া নামাচার্য্য শ্রীল ঠাকুর হরিদাস ও জগদ্গুরু শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ-প্রভু যখন সংকীর্ত্তন-ধ্বনিতে গৌড়-গগন মুখরিত করিতেছিলেন, দুঃখ-দারিদ্র্য-প্রপীড়িত অজ্ঞানগ্রস্ত জীবের দ্বারে দ্বারে গমন করিয়া যখন বিশ্ববাসীকে অজ-ভব-বাঞ্ছিত গোলোকের প্রেমধনে ধনী করিতেছিলেন, সেইসময়ে দুইজন ব্রাহ্মণ-কুলোদ্ভূত, ব্রাহ্মণ-কুলাঙ্গার, কদাচারী, ব্যভিচারী, যথেচ্ছাচারী, অনাচারী, ইন্দ্রিয়াসক্ত লম্পটের সঙ্গে তাঁহাদের ক্রমক্রমে সাক্ষাৎ হয়। বিশ্বমাঝে এমন কোন পাতক নাই যাহা তাহারা সম্পন্ন করিতে পরাঙ্মুখ হইয়াছে। চুরি, ডাকাতি, দাগাবাজী, সুরাপান, গোবধ, ব্রহ্মবধ, নারীবধ, পরস্ত্রীহরণ প্রভৃতি সকল প্রকার পাপকর্ম্মেই তাহারা দিগ্বিজয়ী মহারথী। এই মহাপাতকীদ্বয়ের নাম শ্রীজগদানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীমাধবানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়। ভারতের পঞ্চমবর্ষীয় শিশু হইতে মৃত্যুশয্যাশায়িত বৃদ্ধের নিকট আজও "জগাই মাধাই মহাপাপী ছিল রে।" গানটী সুপরিচিত।

শ্রীশ্রীনিত্যানন্দের অহৈতুকী দয়া

পতিতপাবন জগদ্গুরু শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর হৃদয় তাহাদের দুর্দ্দশা-দর্শনে করুণায় আপ্লুত হইয়া গেল। অপার-করুণ-হৃদয় শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভু আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। তখন তিনি এই ঘোর নারকীদ্বয়ের উদ্ধারার্থে প্রতিজ্ঞাপাশে আবদ্ধ হইয়া বলিতে লাগিলেন—

পাতকী তারিতে প্রভু কৈলা অবতার।
এমত পাতকী কোথা পাইবেক আর?
এ দুয়েরে প্রভু যদি অনুগ্রহ করে।
তবে প্রভাব দেখে সকল সংসারে॥
সুরাপানে মহামত্ত আপনা না জানে।
এইমত হয় যদি শ্রীকৃষ্ণের নামে॥
মোর প্রভু বলি যদি কাঁদে দুই জন॥
তবে যে সার্থক মোর যত পর্য্যটন॥
যে যে জন এ দুয়ের ছায়া পরশিয়া।
বস্ত্রের সহিত গঙ্গাস্নান করে গিয়া॥
সেই সব জন যদি এ দুহাঁয়ে দেখি'।
গঙ্গাস্নান হেন মানে তবে মোরে লিখি॥
এ দুয়েরে করাও যদি চৈতন্যে প্রকাশ।
তবে মুই নিত্যানন্দ চৈতন্যের দাস॥

শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর বাসনা

অপার মহিমার্ণব শ্রীনিত্যানন্দদেবের বাসনা এই—মহাপতিতদ্বয়ের উদ্ধারে 'আমার প্রভু শ্রীচৈতন্যদেবের' পতিতপাবন নাম বিশ্বে প্রচারিত হো'ক। নিখিলজীব প্রভুর প্রভাব দর্শনে ভবকারাগার হইতে নিস্তার লাভ করুন।

যেন গায় অজামিল-উদ্ধার পুরাণে।
সাক্ষাতে দেখুন এবে এ তিন ভুবনে॥

সুজনের নিষেধ-সত্ত্বেও প্রভুদ্বয়ের মহাপ্রভুর আজ্ঞা প্রচার

পরোপকার-ব্রতধর আচার্য্যদ্বয় পাতকী-উদ্ধারের জন্য ধাবিত হইলেন। সজ্জনগণ অনেক নিষেধ করিয়া বলিলেন হিতাহিত-জ্ঞানরহিত মহাপাতকীদ্বয়ের নিকটে গমন করিলে জীবন-নাশ হইবার সম্ভাবনা। কিন্তু পতিতপাবন প্রভুদ্বয় পতিত-উদ্ধারে দৃঢ়সংকল্প। কোন নিষেধ-শ্রবণে প্রতিনিবৃত্ত হইলেন না।

জগাই মাধাই সুরাপানে বিভোর হওয়ায় লৌকিক নীতির কথা বা জাগতিক হিতের বিষয় শুনিবার জন্য ব্যস্ত নহে। দয়াময় শ্রীগৌরসুন্দরের আদেশ,—আপামর জনসাধারণের নিকট ভগবদাজ্ঞা প্রচার করা। পাপিষ্ঠ লোক ঐহিক হিতের কথাও বুঝিতে পারে না। সুতরাং তাহাদের নিকট প্রকৃতির অতীত রাজ্যের বাণী শুনাইতে যাওয়া অনেকে বাতুলের কার্য্য মনে করেন। কিন্তু পাপীরাই ঐ সমুদয় বাণী-গ্রহণের অধিক যোগ্যতা ও অধিকার। এই বিচার অবলম্বনে প্রভুদ্বয় মহাকুতূহলী হইয়া মহাপ্রভুর বাণী পাষণ্ডীগণকে শুনাইয়া প্রচার করিতে লাগিলেন—

প্রভুর আজ্ঞায় ভাই মাগি এই ভিক্ষা।
'বল কৃষ্ণ', 'ভজ কৃষ্ণ', 'কর কৃষ্ণ-শিক্ষা'॥
অপরাধ-শূন্য হ'য়ে লহ কৃষ্ণ-নাম।
কৃষ্ণ মাতা, কৃষ্ণ পিতা, কৃষ্ণ ধনপ্রাণ॥
তোমা সবা লাগিয়া কৃষ্ণের অবতার।
হেন কৃষ্ণ ভজ, সব ছাড় অনাচার॥

প্রভুদ্বয়ের সহিষ্ণুতা

শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ ও হরিদাসপ্রভুর বদনে জীবজাগরণের ধ্বনি শ্রবণ করিয়া পাপাসক্ত জগাই মাধাই আরক্ত-নয়নে তাঁহাদিগকে আক্রমণ করিবার জন্য ধাবিত হইল। বিশ্বের দুষ্কৃতি-বিনাশক ভক্ত-সংরক্ষক পতিতপাবন প্রভুদ্বয় ত্রাসে পলায়নের লীলাভিনয় করিলেন। 'জগাই মাধাই' হস্তে নাহিরে এড়ান' বলিয়া পাপিষ্ঠদ্বয় পশ্চাৎ পশ্চাৎ তর্জ্জন গর্জ্জন করিতে করিতে তাঁহাদের অনুধাবন করিল। এতদ্দর্শনে দূর হইতে দর্শকবৃন্দ নানারূপ জল্পনা করিতে লাগিল। পাষণ্ডিগণ বলিতে লাগিল—'ভগবান্ ভণ্ডের উপযুক্ত শাস্তি-বিধান করিয়াছেন' তাহাদের মুখে আর হাসি ধরে না। সাধারণ লোকে বলিতে লাগিল, সন্ন্যাসীদের আজ বড় সঙ্কট অবস্থা। সজ্জনবৃন্দ ব্যথিত-হৃদয় হইয়া 'কৃষ্ণ রক্ষা কর' বলিয়া ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। কিন্তু কেহই পাপিষ্ঠদ্বয়ের ভয়ে অগ্রগামী হইতে সাহসী হইল না।

শ্রীহরিদাস ঠাকুর শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর সঙ্গে প্রেম-কোলাহলে মত্ত হইলেন। হরিদাস ঠাকুর বলিলেন—"অশ্রদ্দধান জনে হরিনাম-উপদেশ-প্রদানরূপ নামাপরাধের আজ এই উপযুক্ত শাস্তি। আজ যদি প্রাণ বাঁচে তবেই রক্ষা। যবনের নিকট রক্ষা পাইয়াছিলাম কিন্তু আজ পাগল নিতাই চঞ্চলের বুদ্ধিতে অপমৃত্যুতে প্রাণ হারাইলাম।" শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু উত্তর করিলেন,—শ্রীমন্মহাপ্রভুর ইচ্ছাক্রমে আমরা দুজনেই হরিনাম উপদেশ করিতেছি। তুমি কেবল আমাকেই একা দোষী সাব্যস্ত করিতেছ? কিন্তু দুঃখের বিষয় আমি একা দোষী নহি, ইহাতে তোমার প্রভুতেও দোষ-স্পর্শ করিতেছে।" এই প্রকার প্রেমকন্দল করিতে করিতে প্রভুদ্বয় উর্দ্ধশ্বাসে নিজ ঠাকুরের গৃহে আসিয়া উপনীত হইলেন। পশ্চাদ্ধাবমান মত্তপদ্বয় তাঁহাদের দর্শন না পাইয়া মত্তের বিক্ষেপে প্রতিনিবৃত্ত হইল। প্রভুদ্বয় স্থির হইয়া পরস্পর আলিঙ্গন করিয়া প্রভু বিশ্বম্ভরের নিকট হাসিয়া গমন করিলেন।

মহাপ্রভু-সমীপে দস্যুদ্বয়ের বৃত্তান্ত বর্ণন

পদ্মপলাশ-লোচন, আজানুলম্বিত-বাহু ভগবান্ শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর বৈষ্ণব-মণ্ডল-পরিবেষ্টিত হইয়া কৃষ্ণ-কথা আলোচনা করিতেছেন এমন সময় শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ ও হরিদাস প্রভু সে-দিবসের প্রচার-বৃত্তান্ত সমুদয় নিবেদন করিলেন।

অপরূপ দেখিলাম আজি দুইজন।
পরম মত্তপ পুনঃ বলায় ব্রাহ্মণ॥
ভালরে বলিল তারে বল কৃষ্ণনাম।
খেদাড়িয়া আনিলেক ভাগ্যে রহে প্রাণ॥

মহাপ্রভু বলিলেন—

"কেসে দুই কিবা তার নাম?
ব্রাহ্মণ হইয়া কেনে করে হেন কাম?

শ্রীগঙ্গাদাস ও শ্রীনিবাস পণ্ডিতের উত্তর—

সে দুইএর নাম প্রভু জগাই মাধাই।
সুব্রাহ্মণ-পুত্র দুই জন্ম এই ঠাঁই॥
সঙ্গদোষে দোঁহার হইল হেন মতি।
আজন্ম মদিরা বই আর নাহি গতি॥
সে দুইএর ভয়ে নদীয়ার লোক ডরে।
'হেন নাহি, যার ঘরে চুরি নাহি করে।
এ দুই'র পাতক কহিতে ঠাঁই নাই।
আপনে সকল দেখ জানহ গোসাঞি॥

মহাপ্রভুর ক্রোধ ও নিতাইয়ের প্রার্থনা

মহাপ্রভু 'খণ্ড খণ্ড করিব' বলিয়া দস্যু জগাই মাধাইয়ের প্রতি ক্রোধ প্রকাশ করিলেন। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু তচ্ছ্রবণে নিবেদন করিলেন—ধার্ম্মিকগণ নিজ-স্বভাব হইতেই কৃষ্ণনাম করেন। কিন্তু এই দুইজন মন্দকর্ম্ম ব্যতীত কোন দিন ভাল কথা গ্রহণ করিবার পাত্র নহেন। সুতরাং সর্ব্বাগ্রে আপনি যদি এই দুইজনকে 'গোবিন্দ' নাম উচ্চারণ করাইয়া দেন তাহা হইলে আপনার পতিতপাবন নামের মহিমা সংরক্ষিত এবং আপনার বাক্যের সার্থকতা হয়।

উত্তরে—

হাসি কহে বিশ্বম্ভর, হইল উদ্ধার।
যেইক্ষণে দরশন পাইল তোমার॥
বিশেষ চিন্তহ তুমি এতেক মঙ্গল।
অচিরাতে কৃষ্ণ তার করিবে কুশল॥

মহাপ্রভুর বাণী শ্রবণে ভক্তগণ জয় জয় হরিধ্বনি করিয়া আনন্দ-প্রকাশ করিলেন।

মহাপ্রভুর আকর্ষণ

জগাই মাধাই দস্যুদ্বয় নদীয়া-নগরের নানাস্থানে স্ব-স্ব বৃত্তি চরিতার্থ করিয়া মহাপ্রভুর বাটীর ঘাটের নিকট আড্ডা করিল। প্রভুর কীর্ত্তনের ধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের মদ্যপানের অনুষ্ঠান জাঁকাইয়া লইল। কৃষ্ণ-কীর্ত্তন-বাদ্যকে মঙ্গলচণ্ডীর গান মনে করিল। মঙ্গলচণ্ডীর গানে যত প্রকার দ্রব্য লাগে সমস্ত যোগাড় করিয়া দিবার বাসনা করিল।

মাধাইয়ের পাষণ্ড বৃত্তি

একদিন নগর ভ্রমণ করিয়া নিশাভাগে শ্রীশ্রীনিত্যানন্দপ্রভু ঐ মহাপতিতদ্বয়ের দুর্গতি-মোচন-কামনায় তাহাদের সম্মুখে আগমন করিলেন। জগাই মাধাই 'কেরে' 'কেরে' বলিয়া মত্তের বিক্ষেপে সম্বোধন করিল। নিত্যানন্দপ্রভু উত্তর করিলেন—"আমি অবধূত, আমার প্রভুর বাড়ী যাচ্ছি। তোমাদের দুইজনের উদ্ধার-মানসে এই নিশাভাগে তোমাদের সন্নিকটে আগমন করিয়াছি।

অবধূত নাম শ্রবণ করিয়া মহাক্রোধে অজ্ঞানাচ্ছন্ন মাধাই মৃন্ময় ভগ্নকলসী পতিতপাবন জগদ্গুরু শ্রীনিত্যানন্দ-শিরোপরে সজোরে নিক্ষেপ করিল। প্রভুর শিরোভাগ কঠোর মুটকী-প্রহারে বিক্ষিপ্ত ও তথা হইতে অবিরত ধারে রুধিরপাত হইতে লাগিল। শ্রীকৃষ্ণ-প্রেমদাতা মহাবদান্য শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু তরুর ন্যায় সহগুণ প্রদর্শন করিয়া গোবিন্দ স্মরণ করিতে লাগিলেন।

শুদ্ধভক্তি গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। ভাষ্যসহ বিরাট্ শ্রীচৈতন্য ভাগবত ৫৲
২। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্যন্ত ২৮৲
একাদশ স্কন্ধ হইতে প্রতিখণ্ড ।৶০
৩। ভাষ্যদ্বয়সহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (৪র্থ সংস্করণ) ৫৲
৪। ভক্তিবিবেককুসুমাঞ্জলি (বাঁধা) ১৲
৫। গৌড়ীয়-গৌরব ।৶০
৬। গৌড়ীয়-সাহিত্য ।৶০
৭। ভজনরহস্য ॥০
শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৯। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ)
ঐ (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
১০। গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি টীকাসহ)
ঐ (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
১১। গীতার কেবল মাধ্ব-ভাষ্য ॥০
১২। যুক্তিমল্লিকা গুণসৌরভঃ সানুবাদ (মাধ্ব) ২৲
১৩। বেদান্ততত্ত্বসার সানুবাদ (রামানুজীয়) ॥০
১৪। জৈবধর্ম্ম ২৲
১৫। শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৬। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১৭। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ॥৶০
ঐ (বাঁধা) ৸০
১৮। দ্বীপ-দিগ্‌দর্শন ৶০
১৯। সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ) ।৶০
২০। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ॥০
ঐ (আবাঁধা) ।৶০
২১। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
২২। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৶০
২৩। গীতমালা ৴১০
২৪। নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য ৶০
২৫। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶০
২৬। নবদ্বীপ পঞ্জিকা (৪৪৭ গৌরাব্দ) ৶০
২৭। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
২৮। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা-দর্পণ ।০
২৯। শরণাগতি ৴০
৩০। গীতাবলী ৴০
৩১। চিত্রে নবদ্বীপ ১॥০
৩২। সাধনকণ ৴০
৩৩। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৴০
৩৪। নবদ্বীপশতক ৴০
৩৫। অর্থপঞ্চক ৴০
৩৬। সদাচারস্মৃতিঃ ৴০
৩৭। কল্যাণকল্পতরু (৫ম সংস্করণ) ৴১০
৩৮। অর্চ্চনকণ ৴১০
৩৯। সাধককণ্ঠমালা (বাঁধা) ।০
ঐ (আবাঁধা) ৷৴০
৪০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (প্রথম চারিখণ্ড) ৩৲
৪১। ব্রহ্মসংহিতা ।০
৪২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৪৩। মণিমঞ্জরী সানুবাদ ।০
৪৪। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৪৫। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ।০
৪৬। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৪৭। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
৪৮। গৌড়ীয়মঠ কি করেন ? ৴০
৪৯। ঈশোপনিষৎ (বলদেব ও মাধ্ব-ভাষ্য এবং বিবৃতি ও অনুবাদসহ) ।০
৫০। শ্রীভুবনেশ্বর ৶০
৫১। সিদ্ধান্তদর্পণ ৶০
৫২। সাংখ্যবাণী ৴০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৫৩। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী-দিগ্বিজয়ঃ ॥০
৫৪। সটীক-শিক্ষাদশমূলম্ ।০
৫৫। তত্ত্ব-সূত্রম্ ।০
৫৬। সানুবাদ-শিক্ষাষ্টকম্ ৶০
৫৭। গৌড়ীয়মঠস্য পরিচয়ঃ ৴০
৫৮। সারাংশবর্ণনম্ ৶০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৫৯। রায় রামানন্দ ॥০
৬০। নামভজন ।০
৬১। রিলেটিভ্ ওয়ার্ল্ড্‌স্ ।৶০
৬২। লাইফ্ য়্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।০
৬৩। বৈষ্ণবীজম্ ।০
৬৪। হোয়াট্ গৌড়ীয়মঠ ইজ্ ডুইং ৴০
৬৫। দি ভাগবত ।০
৬৬। ইরোটিক্ প্রিন্সিপল্ য়্যাণ্ড আমেলয়েড্ ডিভোসন ।০
৬৭। ব্রহ্ম-সংহিতা ২॥০
৬৮। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (ভলুম ওয়ান) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৬৯। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ॥০
৭০। সাধন পথ ।০
৭১। কল্যাণ-কল্পতরু ৴১০
৭২। গীতাবলী ৴০
৭৩। শরণাগতি ৴০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৭৪। শরণাগতি

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

নদীয়া-প্রকাশপ্রাপ্তির স্থান

১। শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম-মায়াপুর, নদীয়া
২। শ্রীযোগপীঠ ঐ
৩। শ্রীবাস-অঙ্গন ঐ
৪। অদ্বৈত-ভবন ঐ
৫। কাজীর সমাধি পাট ঐ
৬। স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ নদীয়া।
৭। শ্রীভাগবত আসন কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
৮। শ্রীএকায়ন মঠ গোবিন্দপুর, হাঁসখালী।
৯। দ্বাদশগোপাল পাট—পোঃ চাকদহ,
১০। শ্রীগৌর-গদাধরমঠ—চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড়, বর্দ্ধমান
১১। শ্রীমোদদ্রুমছত্র মাউগাছি, বর্দ্ধমান
১২। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম, আমলাযোড়া, পোঃ রাজবাধ বর্দ্ধমান
১৩। শ্রীগৌড়ীয়মঠ বাগবাজার, কলিকাতা
১৪। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাজু, হাওড়া,
১৫। শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয়মঠ, ৯০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা
১৬। শ্রীগোপালজী মঠ কমলাপুর, ঢাকা।
১৭। শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ পোঃ বালিয়াটী.
১৮। শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয়মঠ ময়মনসিংহ।
১৯। শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ চিরুলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর
২০। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম গোয়ালপাড়া, আসাম।
২১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ রায়াপেট্টা, মাদ্রাজ।
২২। শ্রীরামানন্দগৌড়ীয় মঠ কব্বুর, জিঃ পশ্চিম গোদাবরী
২৩। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ উড়িয়াবাজার, পোঃ বক্সীবাজার, কটক।
২৪। শ্রীত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয় মঠ ভুবনেশ্বর।
২৫। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ স্বর্গদ্বার, পুরী।
২৬। শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ আলালনাথ পোঃ ব্রহ্মগিরি, পুরী।
২৭। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ ডুমুরকুণ্ডা, পোঃ চিরকুণ্ডা, মানভূম।
২৮। শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ—কাশী।
২৯। শ্রীরূপগৌড়ীয় মঠ—এলাহাবাদ।
৩০। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ পুরাণবাজার, সরকার ঠাকুরের কুঞ্জ, বৃন্দাবন
৩১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, নিউদিল্লী
৩২। শ্রীপরমহংসমঠ—নৈমিষারণ্য,
৩৩। শ্রীসারস্বত গৌড়ীয় মঠ—হরিদ্বার।
৩৪। শ্রীব্যাসগৌড়ীয়মঠ —কুরুক্ষেত্র, পঞ্জাব
৩৫। শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাবুলনাথ রোড, পোঃ গ্রাণ্ট রোড, বোম্বে।
৩৬। লণ্ডন গৌড়ীয়মঠ, ৩৯নং গ্লেডটন্ গার্ডেন্স, কেন্‌সিংটন্ লণ্ডন, (এস্, ডব্লিউ—১০)।
৩৭। অমর্ষি গৌড়ীয়মঠ—মেদিনীপুর
৩৮। সরভোগ গৌড়ীয় মঠ—সরভোগ, কামরূপ, আসাম,

শুদ্ধভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীলভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী মাসিক। শ্রীধাম-মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিকভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৷৷০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত —হিন্দি ভাষার একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি হৃদয় বন মহারাজ সম্পাদিত ও নৈমিষারণ্য শ্রীপরমহংস মঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ১৷৷০ দেড় টাকা মাত্র।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷৷০ দেড় টাকা মাত্র।

৫। কীর্ত্তন—মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ নিমানন্দ সেবাতীর্থ বি-এজি, বি-টি, সম্পাদিত। আসাম গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম হইতে প্রকাশিত আসামী ভাষার মাসিক। ভিক্ষা সডাক ১৷৷০ দেড় টাকা মাত্র

শ্রীচৈতন্যভাগবত

আদিকবি শ্রীল বৃন্দাবন দাস প্রণীত সমগ্র গ্রন্থ

গ্রন্থের মূল গোল্ড অক্ষরে এবং তন্নিয়ে বিশ্ববিশ্রুত গৌড়ীয়মঠের প্রতিষ্ঠাতা ও আচার্য্য ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের রচিত বিস্তৃত ভাষ্য উত্তম কাগজে সৌষ্ঠবের সহিত মুদ্রিত হইয়াছেন। ডবল ক্রাউন আটপেজি আকারে ১০৯৬ পৃষ্ঠায় কেবল মূল ও ভাষ্য সম্পূর্ণ হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত শ্লোকসূচী, পদ্যসূচী, স্থানসূচী, পাত্রসূচী, বিষয়সূচী, শব্দসূচী প্রভৃতি বিস্তৃত সূচীপত্রেও একটী গ্রন্থ হইবে। সভাষ্য শ্রীচৈতন্যভাগবতের এরূপ উৎকৃষ্ট ও অমূল্য বিরাট্ সংস্করণ জগতের কোথায়ও আজ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হন নাই, ইহা নিরপেক্ষ পাঠক মাত্রকেই একবাক্যে স্বীকার করিতে হইবে। শ্রীগৌড়ীয়মঠের উৎসব-কালে গ্রন্থের ভিক্ষা ১২৲ বারটাকা স্থলে—৫৲ পাঁচটাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

মার্কা ..৫।০—৫।৶০

ঐ বে-মার্কা হাল্কা ওজন ৪।৵০—৪॥৶০

বরগা (টী-আয়রণ) ৬৵০—৬॥০

এঙ্গেল আয়রণ (কোনা) ৫৸৵০—৬।৵৷

গ্যাল-ভানাইজড করগেট টীন—

২২ গেজ ৬ হইতে ১০ ফুট ১১।৵০

২৪ গেজ „ „ ১০৸৵০

২৬ গেজ „ „ ১২

২৮ গেজ আর, পি, ডি, মার্কা ১২৸৶০

২৪ গেজ প্যাঃ প্লেন শীট— ১১।৵০

২৬ গেজ „ „ ১২।০

গেজ ও ৩০ গেজ ঐ— ১৩৲ ১৬৲

গ্যাঃ খেরা কাটাতার ১০০

পাউণ্ড প্যাঃ ৮৸০

চাল পাটী ৬৲৵—৬।০

গোলড় (গোল) ৬৲৵—৬।০

চৌকা (চৌকা) ৬৵০—৬৲।০

„গোল রড ৶০—।৶০ সূতা ৪৸৵—৫॥৶

টানা রড-

চৌকা ৶০—।৵০ ঐ ৫৵০—৫॥০

গ্যাণ্ডল চাল ৭৲—৭৸০

প্লেট—।৩ন সূতা মোটা

[illegible] ৭৲—৭।০

„ চাদর ৩-১৬ থানা বাণ্ডিল ৯॥৵—১০৲

স্প্রীং ষ্টীল ৮।০—৯৲

টাফ রাট্টিঙ ৫৸৵—৬৲৵০

তারের পেরেক ১—৬ ইঞ্চি ৯—৯৸০

প্যাটেণ্ট পেরেক ২—৮ ইঞ্চি ১২।০—.৫॥০

ঢালাই কড়া ১ হইতে ১০ নং ২॥০ সাট

কোদাল ৪, ৫, ৬, ৭৸৵০ ৮৸৵০ ৯৸৵০ ডঃ

তিন পাউণ্ড ৬৲ পেঃ বিঃ ৬।৵০ „

প্যাঃ প্লেন বালতি ৭—১২ ইঞ্চি ২॥৵০ ৬॥৵০

রিভিট „ ৭—১২ ইঞ্চি ২৲—৭৲ „

লোহার স্কেয়ার রডের গোল ও

চৌকা ৮॥০— „

চালের লোহার সিট ১৫৲ „

ভেনেস্তা (কাঠের সিট) ১৮৲ „

লোহার স্ক্রুপ ॥—৩ ইঞ্চি /১০—॥৶০ গ্রোস

কব্জা ১৩ নং

॥—৪ ইঞ্চি ।১০—৸৵১০ পেঃ ডজন

তার ১৬—২২ নং

গেজ) ১২৲—১৩৲ হন্দর

রিভিং (মটকা)

ইঞ্চি ।৵৫ – ॥৶০ পীস

গাটারিং বা ডোঙ্গা

ইঞ্চি ॥০—৸৵০ „

স্ক্রুপ ১॥০—২॥০ ইঞ্চি ২৩৲—২৯৲ হন্দর

গ্যাঃ ওয়াসার চাকি ১১॥০—১৭৲ „

গ্যাঃ বোল্ট নাট ৸—৩ ইঞ্চি

॥৵১০—১৵০ গ্রোস

ঢালাই রেলিং ৩॥০—৪॥০ হন্দর

ঐ রেন ওয়াটার পাইপ

৩ ইঞ্চি ৵১০ ঐ ৪ ইঞ্চি ।১০ ফুট

টিউব ওয়েলের জন্য গ্যাঃ

পাইপ১॥ ইঞ্চ ।৵৫ ফুট

পাম্প ৪নং ১৭॥০ ৫নং ১৪৲ ৬নং ১৬৲

৬০—৮০ বাটখারা ৵১৫ সাট ২।০-২॥০ মণ

সন্তোষকুমার মল্লিক এণ্ড সন্স লিঃ

লৌহ ও হাডওয়ার বিক্রেতা।

মীরবহর ঘাট লোহাপটী বড়বাজার.

টেলি—"লোহার মালিক" কলিকাতা

কেরোসিন

শ্লোক্রেক প্রত্যেক বাক্স (২ টিন) ৯,৬

সূর্য্য মার্কা „ ৬॥০

ভিক্টোরিয়া „ ৬৲

সোণার দর

পাকা সোণা	৩০৸৵
বড়াল	৩০৸
চিনা পাত	৩২।০

রূপার দর

রূপা প্রতি ১০০ ভরি	৫৫৵০
ঐ খুচরা	৫৵০

কোম্পানীর কাগজ

৩॥০ সুদের কাগজ	৮১৶
৩॥০ নূতন ঋণ (১৯৪৭-৫০)	৯১।০
৪৲ „ ঋণ (১৯৬০-৭০)	৯৭৲
৫৲ „ বণ্ড (১৯৩৫	১০৪॥৵০

ডিবেঞ্চার

৫৲ সুদের (১৯৫৬-৮৬) কলিকাতা পোর্ট-ট্রাষ্ট ডিবে :—	১০২॥৵০

ব্যাঙ্ক

ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক (কন্ট্রি)	২৯৪॥০
সেণ্ট্রাল ঐ	২২৲

কাপড় ও সুতার কল

এলগিন মিল	৪৫৲

পাট কল

হাওড়া	৫০
অকল্যাণ্ড	১৯৫
বালী	১৬২৲
বরানগর	১০৲
জেবক	৩৭০৲
ভয়ট	২৪৩৲
ক্লাইভ	২৮।০
ডালহাউসী	৪০৮॥০
ডেল্টা	৪০৫৲

কৃষ্ণনগর নবদ্বীপঘাট রেলওয়ে সময়

কৃষ্ণনগর হইতে নবদ্বীপঘাট

কৃষ্ণনগর সিটি—	৬-৪৫	১০-৪৪	১৩-২২	১৭-৩৮	২০-১৬
কৃষ্ণনগর রোড—	৬-৫৬	১০-৫৫	১৩-৩৩	১৭-৪৭	২০-২৫
আমঘাটা—	৭-১৫	১১-১৩	১৩-৫১	১৮-৩	২০-৪১
মহেশগঞ্জ—	৭-২৪	১১-২১	১৪-০	১৮-৯	২০-৪৭
নবদ্বীপঘাট—	৭-৩৩	১১-৩০	১৪-৯	১৮-১৬	২০-৫৫

বিশেষ দ্রষ্টব্য—নবদ্বীপঘাট ষ্টেশন অপেক্ষা মহেশগঞ্জ ষ্টেশন হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরের দূরত্ব অনেক কম। শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে যাঁহাদিগকে রাণাঘাটে ট্রেণ বদল করিতে হয়, তাঁহারা রাণাঘাটে প্রাতঃ ৫-৫০, ৮-১৪, ৯ ৪৬. ১৬-৪৮, ১৮-৩৯ এবং ০-৩২ মিনিটের সময় গাড়ী পাইবেন।

শান্তিপুর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে শান্তিপুর ষ্টেশনে ৫-৪০, ৯-২৯, ১২-২৫, ১৬-৪ এবং ১৮-৪১ মিনিটের সময় ট্রেণ পাওয়া যায়।

নবদ্বীপঘাট হইতে কৃষ্ণনগর

নবদ্বীপ ঘাট—	৫-৩৫	৯-২৫	১২-১০	১৫-৩৪	১৮-৪৫
মহেশগঞ্জ—	৫ ৪৩	৯-৩৩	১২-১৯	১৫-৪১	১৮-৫৬
আমঘাট—	৫-৪৯	৯-৩৯	১২-২৬	১৫-৪৮	১৯-৫
কৃষ্ণনগর রোড—	৬-৫	৯-৫৫	১২-৪৩	১৬-৪	১৯-২৪
কৃষ্ণনগর সিটি—	৬-১৩	১০-৩	১২-৫১	১৬-১২	১৯-৩২

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রেস হইতে—ডাঃ কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম ভক্তিশাস্ত্রী এল. এম. এফ্ কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

স্যার উইলিয়াম ক্লেয়ার লীজের বক্তৃতা

প্রাতে পরিষদ ভবনে জাপানী প্রতিনিধি ও ভারত সরকারের প্রতিনিধিগণের এক বৈঠক হয়।

জাপান হইতে বস্ত্র রপ্তানী নিয়ন্ত্রিত করিয়া ভারতে জাপানী বস্ত্রের আমদানীকে সীমাবদ্ধ করিয়া রাখিবার কোনও সম্ভাবনা আছে কিনা ইহাই আলোচনার মুখ্য বিষয় ছিল। এইরূপ পরিকল্পনা কে কার্য্যে পরিণত করিবার নানাবিধ প্রস্তাব উভয় পক্ষ হইতে উপস্থিত করা হয়। এই সব বিষয় বিশেষ ভাবে আলোচনার জন্য সভা স্থগিত থাকে।

ল্যাঙ্কাসায়ার প্রতিনিধি দল কর্ত্তৃক প্রীতি সম্মেলন

ল্যাঙ্কাসায়ার প্রতিনিধি দল বৃটিশ ও ভারতীয় সংবাদপত্র প্রতিনিধিগণকে এক প্রীতিসম্মেলনে আপ্যায়িত করেন। ল্যাঙ্কাসায়ার প্রতিনিধি দলের নেতা স্যার উইলিয়াম ক্লেয়ার লীজ বলেন, সমগ্র বিষয়টী যদি উদার দৃষ্টিতে দেখা হয়, তাহা হইলে বৃটেন ও ভারতের মধ্যে আর্থিক সহযোগিতার যথেষ্ট ক্ষেত্র বিদ্যমান। তিনি দেখান যে বৃটেন সমস্ত দেশের মধ্যাপেক্ষা বড় ক্রেতা, কারণ পৃথিবীর সমগ্র রপ্তানীর প্রায় এক পঞ্চমাংশ বৃটেন ক্রয় করে। বৃটেনের আবশ্যকীয় দ্রব্যসমূহের জন্য বৃটিশ সাম্রাজ্যের দ্রব্যের উপর অধিকতর ভাবে নির্ভর করিয়া সাম্রাজ্যের বিভিন্ন দেশের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতার মনোভাব বৃদ্ধি করাই বৃটেনের সুনির্দ্দিষ্ট নীতি। তিনি জোর করিয়া বলেন যে, ভারতবর্ষ তাহার কৃষিজাত পণ্য বিক্রয়ের জন্য বৃটেন অপেক্ষা অধিকতর ব্যাপক বাজার ও ইচ্ছুক খরিদ্দার আর কোথাও পাইবে না যতই সময় যাইবে, ততই ভারতবর্ষ লোকসংখ্যা ও শস্যোৎপাদন বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাহার কাঁচ মাল বৃটেনে রপ্তানী করার প্রয়োজনীয়তা বুঝিতে পারিবে।

অতঃপর স্যার উইলিয়ম বলেন যে, বৃটেনের উদ্দেশ্যই হইতেছে ইন্দো-বৃটিশ বাণিজ্য সম্পর্কে শক্তিশালী করা। সম্পূর্ণ অর্থনৈতিক বা অন্য কোন বিবেচনার উপর ভিত্তি করিয়া দেখিলে চলিবে না।

প্রীতি সম্মেলনে যাঁহারা উপস্থিত ছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে মিঃ গ্রামার্সলে, ন্যাপ্সেল, লাঃ ওয়ার্থ, ল্যাঙ্কি মিস লিপ্তন, রাও দুর্গাদাস শ্রীযুক্ত আয়েঙ্গার ও শ্রীযুক্ত ঘটকের নাম উল্লেখযোগ্য।

স্যার উইলিয়াম ক্লেয়ার লীজ ও ল্যাঙ্কাসায়ার প্রতিনিধিদলীর অন্যান্য সদস্যগণ সিসিল হোটেলে ভারতীয় ও বৃটিশ সংবাদপত্র প্রতিনিধিগণের নিকট এক বক্তৃতায় করেন। তিনি বলেন ৬৫, পর্য্যন্ত যে আপোষ আলোচনা হইয়াছে, তাহার গতি মন্থর হইলেও সময় পাওয়া যাওয়ায় তাঁহাদের সকলেই পরস্পর মত বিনিময়ের, সৌহার্দ্দ্য স্থাপনে ও অবস্থা বুঝিতে সুবিধা হইয়াছে।

আগামী কল্য ভারত, জাপান ও ল্যাঙ্কাসায়ারের ব্যবসায়ী প্রতিনিধিদের যে মত হইয়াছে—উহা মন্দ উদ্দেশ্যপ্রণোদিত নহে—আত্মরক্ষার জন্যই উহা অবলম্বিত হইয়াছে পৃথিবীর বহির্বাণিজ্যের পরিমাণ কমিয়া দুই তৃতীয়াংশ ও মূল্য হিসাবে কমিয়া এক-তৃতীয়াংশ হইয়াছে। গ্রেট বৃটেন পূর্ব্বের ন্যায় এখনও পৃথিবীর একজন বড় ক্রেতা, কারণ পৃথিবীর সমগ্র রপ্তানীর শতকরা ২০ ভাগ বৃটেন ক্রয় করিয়া থাকে। বৃটিশ সাম্রাজ্য, বিশেষ করিয়া গ্রেট বৃটেন অপেক্ষা ভারতের কৃষিজাত পণ্য বিক্রয়ের বড় বাজার নাই সাম্রাজ্যের মধ্য হইতেই অধিকতর পরিমাণে পণ্য ক্রয় করা আজ গ্রেট বৃটেনের নীতি তাঁহাদের এই পরিদর্শন হইতে এই বিষয় ভারতীয় জনসাধারণ বুঝিয়াছেন কিনা, তাহা তিনি নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারেন না। তাঁহাদের আগমনের উদ্দেশ্য শুধু তাঁহাদের নির্দ্দিষ্ট শিল্প সম্পর্কেই সীমাবদ্ধ নহে, সাম্রাজ্যের বিভিন্ন দেশের মধ্যে পারস্পরিক বাণিজ্যের সম্ভাবনা সম্বন্ধে বিবেচনাও তাঁহাদের উদ্দেশ্য। রাজনৈতিক চশমা দিয়া এই সকল বিষয় সাধারণতঃ বিবেচনা করা হইয়া থাকে। কিন্তু ব্যবসায়ের দিক হইতেই ইহার বিবেচনা করা উচিত।

সাপুড়িয়ার শোচনীয় মৃত্যু
পালিত সর্পদ্বারা দংশিত

দুমকা সহরে একজন সাপুড়িয়ার নিজের পালিত সর্পাঘাতে মৃত্যু হয়। এইরূপ প্রকাশ যে, লোকটী একজন বাউরী, কিছুদিন পূর্ব্বে সে একটি গোখরো সর্প ধৃত করিয়া তাহার বিষদন্ত উৎপাটন করিতে চেষ্টা করে। সর্পটীকে একটি ঝুড়ি হইতে বাহির করা মাত্র সে সাপুড়িয়ার দক্ষিণ বাহুতে দংশন করে। এই দংশনের সংবাদ কাহারো নিকট প্রকাশ না করিয়া সে তাহার নিজের প্রস্তুত ঔষধ প্রভৃতি গোপনে সর্পদষ্ট স্থানে ব্যবহার করিতে থাকে।

অতঃপর বিষ নষ্ট হইয়াছে মনে করিয়া সে বাহিরে যায়। কিছুক্ষণ পর সে মাথা ঘুরিয়া পড়িয়া যায় এবং তাহার মাকে বলে যে, যদি সে মৃত বলিয়া মনে হয়, তবে তাহার দেহ যেন তিনদিন পর্য্যন্ত রাখিয়া দেওয়া হয়। সে মনে করিয়াছিল যে, এই তিনদিনের মধ্যেই তাহার মন্ত্রের ফল পাওয়া যাইবে। মৃত্যুকালীন উপদেশ অনুসারে তাহার দেহ এই ভাবেই রক্ষিত হয়। কিন্তু তাহাকে বাঁচাইবার জন্য অন্যান্য সাপুড়িয়াদিগের সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হইলে তাহাকে সমাধিস্থ করা হয়।

রহস্যজনক হত্যাকাণ্ড

এলাহাবাদ হইতে প্রকাশ, জেনারেল মার্চ্চেন্টস মেসার্স শ্রীমন্তার দাস এণ্ড কোম্পানীর কর্ম্মচারী মিঃ পি, সি, বাঁড়ুয্যে নামক ব্যক্তিকে গত শুক্রবার রাত্রিতে কে বা কাহারা হত্যা করিয়াছে। মিঃ বাঁড়ুয্যের মৃতদেহ হিমালয় ক্লাবের রন্ধন ঘরের পশ্চাৎ দিকে একটা গর্ত্ত হইতে উদ্ধার করা হয়।

প্রকাশ, কয়েকজন অজ্ঞাত লোক মিঃ বাঁড়ুয্যেকে রাত্রিতে ডাকিয়া লইয়া যায় এবং দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হওয়ার পরেও তিনি গৃহে না ফিরিয়া আসায় তাঁহার স্ত্রী উদ্বিগ্ন চিত্তে সকলকে সংবাদ দেন। পরে দেখা যায় যে দোকানের দুয়ার খোলা এবং কতকগুলি কাগজপত্র অদৃশ্য হইয়াছে।

হাঁসপাতালে যুবকের মৃত্যু

গত ১৮ অক্টোবর তারিখে জহরলাল দাস নামক জনৈক বাঙ্গালী যুবককে বেলগাছিয়া হাঁসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। যুবকের বয়স মাত্র ৩০ বৎসর, বিষ সেবনজনিত পীড়ায় সে কষ্ট পাইতেছিল। যুবকের হাঁসপাতালেই মৃত্যু ঘটে। প্রকাশ যে, মৃত্যুকালীন জবানবন্দীতে সে বলিয়াছে যে, ক্রমশঃ দৃষ্টিশক্তি হ্রাস পাওয়াতে নৈরাশ্যে সে সালফিউরিক এসিড সেবন করিয়াছিল।

শিল্পী সুধাংশু রায়

শিল্পী শ্রীযুত সুধাংশুকুমার রায় ইণ্ডিয়া সোসাইটি অব ওরিয়েণ্টাল আর্টএর একজন সভ্য। কাঠ খোদাই শিল্পে তিনি যে সুখ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছেন। এই শিল্পে উৎকর্ষতা প্রদর্শনের জন্য মার্কুইস অব জেটলাণ্ড তাঁহাকে সম্প্রতি একখানি প্রশংসা সূচক পত্র লিখিয়াছেন। উক্ত পত্রে লিখিত আছে কাঠ-খোদাই শিল্পে এবং 'লিনো কাটে' আপনার কৃতিত্ব প্রদানের জন্য আপনাকে ধন্যবাদ। আমি আপনার চিত্রগুলির বিশেষ প্রশংসা করিতেছি। স্মরণ থাকিতে পারে যে, "আনন্দবাজার পত্রিকার' বর্ত্তমান বৎসরের পূজা সংখ্যা শ্রীযুত পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়ের 'কাঠ খোদাই শিল্পে সুধাংশু বাবুর কাঠ খোদাইয়ের কয়েকটী প্রতিকৃতি দেওয়া হইয়াছে।

স্পেশাল ট্রেণে পুর্ণিয়া

প্রাতে স্পেশাল ট্রেণে বড়লাট এবং লেডী উইলিংডন আসাম হইতে এখানে পৌঁছেন। অতঃপর তাঁহারা দ্বারভাঙ্গার মহারাজের মোটর গাড়ীতে চড়িয়া লাল বাগে গমন করেন। তথা হইতে বিমানপোতে চড়িয়া তাঁহারা দিল্লী যাত্রা করিয়াছেন।

তারের ঠিকানা— শ্রীধাম নবদ্বীপ
ডাকের ঠিকানা- পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

দৈনিক

Reo C 1514

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩।০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র।

নদীয়া প্রকাশ
THE
NADIA-PRAKASH

সাহায্যের হার
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৷০
মাসিক ১৲
নগদ
প্রতি সংখ্যা ৵৫

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৮ম খণ্ড সম্পাদক—শ্রী অতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বেদান্তবাচস্পতি [১৮৭শ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর- ২৮শে আশ্বিন শনিবার ১৩৪০, ১৪ই অক্টোবর ১৯৩৩

গ্রেপ্তার

বাগেরহাটের উকীল শ্রীযুত বিধুভূষণ ঘোষের পুত্র কনকভূষণ ঘোষকে তাহার বাড়ী হইতে গ্রেপ্তার করিয়া খুলনায় লইয়া যাওয়া হইয়াছে। বড়চথালি গ্রামের সুধীর মুখার্জ্জীর (দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র) বাড়ীতে খানাতল্লাসী করিয়া তাহাকেও খুলনায় আনা হয়। প্রকাশ, মানসা অস্ত্র-প্রাপ্ত সম্পর্কে ঐ দুই যুবককে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

গ্রেপ্তার করিবার জন্য হুলিয়া

মধুপুর থানার অন্তর্গত মহেশ মুন্দার ষ্টেশন মাষ্টার কে, সি, গাঙ্গুলী রেলওয়ের দুই হাজার টাকা আত্মসাৎ করিয়া গত মে মাসে ফেরার হইয়াছে। তাহাকে গ্রেপ্তার করিবার জন্য হুলিয়া বাহির হই-য়াছে।

ঘটনার বিবরণে প্রকাশ যে, গত তিন মাসের বেশী না লালগাড়ীর মাল মহেশ-মুন্দায় নামিয়াছে, অথচ ষ্টেশন মাষ্টার ঐ সকল মাল নাই বলিয়াছে। প্রকৃত কথা ঐ সকল মাল নিয়মিত ডেলিভারী দেওয়া হইয়াছে এবং উহার ভাড়াও আদায় হইয়াছে।

ইহাতে রেলওয়ে কর্তৃপক্ষের সন্দেহ উদ্রেক হওয়ায় এই সম্বন্ধে তদন্ত করিবার জন্য পাটনা একজন উপযুক্ত কর্ম্মচারী প্রেরণ করে। তিনি তদন্ত করিয়া ত্রুটী দেখিতে পান। তথাও দেখা যায় যে, উক্ত ষ্টেশন মাষ্টার ইন্‌স্পেক্টিং অফিসার দিগকে দেখাইবার জন্য একটা অতিরিক্ত বই রাখিয়াছিল।

ইউরোপীয় পোষাকে ৫জন চোর

গত ৭ই অক্টোবর রাত্রে রায়াপুরম্ মেডিকেল স্কুলে একটী লোহার সিন্দুক ভাঙ্গিবার এক দুঃসাহসিক চেষ্টা ব্যর্থতায় পরিণত হইয়াছে। সিন্দুকটাতে মাত্র ৮ শত টাকা ছিল।

প্রকাশ যে, রাত্রি অনুমান সাড়ে দশ ঘটিকার সময় ইউরোপীয় পোষাকে সজ্জিত ৫জন লোক রায়াপুরম্ মেডিকেল স্কুলে প্রবেশ করিয়া প্রহরীর দিকে আগাইয়া যায় উহাদের একজন ক্লোরোফরমসিক্ত একখানা তোয়ালে প্রহরীর মুখের উপর ছুড়িয়া দেয়। প্রহরীটি সঙ্গে সঙ্গেই অচেতন হইয়া পড়ে। তখন আততায়ীগণ দরজা ভাঙ্গিয়া সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের গৃহে প্রবেশ করে। সিন্দুকটি ভাঙ্গিবার জন্য উহারা অনেক চেষ্টা করে, কিন্তু সফলকাম হয় না। সিন্দুকটীর উপর কোন যন্ত্র বিশেষের কয়েকটী আঁচড় দেখিতে পাওয়া যায়। সিন্দুকটি পর দিন প্রাতে ঐ ঘরের বাহিরে পড়িয়া থাকিতে দেখা যায়।

ভোর বেলা মালি তাহার প্রাত্যহিক নিয়মিত স্কুল বাড়িটী খুলিয়া দেখিতে আসিয়া প্রহরীকে মুখ বাঁধা অবস্থায় দেখিতে পাইয়া চীৎকার করিয়া উঠে। ফোন করা হইলে পুলিশ আসিয়া পড়ে, পুলিশ আসিয়া দেখিতে পায় যে, লাল ও নীল কালীতে বড় বড় অক্ষরে বৈপ্লবিক কথা লেখা কতকগুলি কাগজ ঘরের মধ্যে ইতঃস্তত ছড়ান রহিয়াছে। হস্তাক্ষর ও শব্দগুলির বানান দেখিয়া মনে হয় ইংরাজীতে লেখকের জ্ঞান খুবই সীমাবদ্ধ।

এতৎ সম্পর্কে এখনও কেহ ধৃত হয় নাই, জোর পুলিশ তদন্ত চলিতেছে।

শিল্পকলা প্রদর্শনী

দিল্লীতে আজমীর গেটের বাহিরে নিখিল ভারত শিল্প কলা প্রদর্শনীর ব্যবস্থা হইয়াছে। গত ৮ই অক্টোবর উক্ত প্রদর্শনীর দ্বার উন্মোচন করার কথা ছিল। কিন্তু ডাঃ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পুত্রের অসুস্থতার জন্য রবীন্দ্রনাথ দিল্লী যাইতে অসমর্থ হন, তজ্জন্য প্রদর্শনীর দ্বার উন্মোচন বন্ধ আছে।

রবীন্দ্রনাথের কর্ম্মচারী মিঃ সুধাকান্ত রায় চৌধুরী দিল্লী প্রদর্শনীর উদ্যোগ আয়োজন দেখিতে গিয়াছিলেন। তিনি এক পত্রে জানাইয়াছেন যে, দিল্লীতে প্রদর্শনীটী খুব আড়ম্বরের সহিত খোলা হইতেছে। ডাঃ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে অভ্যর্থনার জন্য প্রদর্শনীর পক্ষ হইতে বিশেষ ব্যবস্থা করা হইতেছে। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ রবীন্দ্র-নাথের পুত্রের অসুস্থতার জন্য তিনি এখনও নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিতে পারেন নাই। পুত্রের স্বাস্থের উপর তাঁহার দিল্লী আগমন নির্ভর করিতেছে।

গাঁট কাটায় শাস্তি

গণেশচন্দ্র ঘোষ একজন পুরাতন পাপী। হ্যারিসন রোডে পঙ্কজ সিং নামক জনৈক ব্যক্তির পকেট হইতে ৭০ টাকার নোট চুরি করিবার অপরাধে, গত ১১ই সেপ্টেম্বর জোড়াবাগানের অতিরিক্ত প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট খাঁ বাহাদুর আবদুল গফুর খান উক্ত আসামীকে এক বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করেন। এবং জেল হইতে মুক্তির পর ৩বৎসর পুলিশের পাহারায় থাকিতে হইবে বলিয়া আদেশ দেন। উক্ত ম্যাজি-ষ্ট্রেট, সেণ্ট্রাল এভিনিউতে নিয়াজ খাঁ এক ব্যক্তির তামাকের কৌটা চুরি করিবার অপরাধে সেখ রফিক নামক এক ব্যক্তিকে তিন মাস সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করেন। এবং মুক্তির পর তিন বৎসর পুলিশের পাহারায় থাকিতে হইবে বলিয়া আদেশ দেন।

পোষ্টাল কেরাণীর বিরুদ্ধে অভিযোগ

কালীঘাট পোষ্ট অফিসের কেরাণী হরেন্দ্রনাথ ঘোষ জালিয়াতি ও বিশ্বাস ভঙ্গের অভিযোগে আলীপুরের পুলিশ ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ এল, এম সেনের এজলাসে অভিযুক্ত হইয়াছে।

অভিযোগ প্রকাশ, শ্রীযুত রাসবিহারী গুহ ঠাকুরতা নামক জনৈক আমানতকারী তাঁহার সেভিংস ব্যাঙ্কের পাশ বই বদলাইয়া নূতন পাশ বহির জন্য পুরাতন পাশ বহিখানা আসামীর নিকট দিলে আসামী তাহার স্বাক্ষর জাল করিয়া ২০০৲ টাকা উঠাইয়া আত্মসাৎ করে।

মিঃ জে, এস, দাসগুপ্ত ফরিয়াদী পক্ষে উপস্থিত ছিলেন। শুনানী স্থগিত আছে।

আইন ভঙ্গের অভিযোগ

বরিশালের শ্রীযুত হিমাংশুকুমার সেন-গুপ্ত বোদা (জলপাইগুড়ি) নামক স্থানে অন্তরীণাবদ্ধ ছিলেন। অন্তরীণ আইন ভঙ্গ করার অপরাধে ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট তাঁহাকে দুইবৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করেন।

ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

২৮শে আশ্বিন শনিবার, ১৩৪০

জাপানী-ভারত-বৈঠক

সিমলা সহরের সিসিল হোটেলে জাপানীদের সহিত ভারতীয় বস্ত্র ব্যবসায়ীদের যে বে-সরকারী বৈঠক চলিতেছিল, তাহাতে কোন সুফল প্রসব করে নাই। ভারতীয় পক্ষ হইতে যেসব প্রস্তাব উপস্থিত করা হইয়াছিল, জাপানীরা তাহাতে রাজী হন নাই।

ভারতের বাজার দখল করিবার জন্য ল্যাঙ্কাসায়ার এবং জাপানের বস্ত্র-ব্যবসায়িদলের মধ্যে যে স্বার্থ-সঙ্ঘাতের সৃষ্টি হইয়াছে, সে সমস্যাটি অতি জটিল। নিজের কোলে ঝোল টানিতে সকলেই ব্যস্ত। ভারতবাসীদের অদৃষ্টে যাহাই ঘটুক না কেন, প্রকৃত পক্ষে সে চিন্তা ইহাদের কাহারও নাই।

ল্যাঙ্কাসায়ারের ব্যবসায়িগণ দেখিলেন, ভারতবর্ষ তাঁহাদের বস্ত্র ব্যবসায়ের বড় বাজার। জাপানীদের প্রতিযোগিতায় পড়িয়া এই বাজারের হাতছাড়া হইবার উপক্রম হইয়াছে; কিন্তু ভারতের এই বাজার হারাইলে তাহাদের অর্থাভাবে বহু কষ্ট পাইতে হইলে তাঁহারা ভারতবর্ষে তাঁহাদের একদল প্রতিনিধি পাঠাইলেন। ল্যাঙ্কাশায়ারের ব্যবসায়িগণ চাহেন, ভারতবর্ষের বাজারে তাঁহাদিগকে আরও শুল্ক সুবিধা দেওয়া হউক, অন্ততঃ পক্ষে তাঁহাদের মালপত্রকে একটা শুল্ক সুবিধা প্রদান করা হউক, যাহাতে জাপানীরা তাহাদের সঙ্গে আঁটিয়া উঠিতে না পারে।

গত এপ্রিল হইতে জুলাই মাসের ভারতে আমদানী দ্রব্যের হিসাব হইতে দেখা যায় অটোয়া চুক্তির ফলে ইংরেজ বণিকেরা ভারতের বাজারে অন্যান্য ইউরোপীয় শক্তির সহিত প্রতিযোগিতায় কিছু সুবিধা করিতে পারিলেও জাপানের সঙ্গে আঁটিয়া উঠিতে পারিতেছে না। সস্তা মালে জাপানীরা ক্রমেই ভারতের বাজার ছাইয়া ফেলিতেছে।

জাপানীদের প্রতিযোগিতায় পড়িয়া শুধু যে ল্যাঙ্কাসায়ারের বাজারই ভারতে বিপন্ন হইয়াছে, এরূপ নহে, ভারতের শিল্পসমূহও অতিমাত্রায় বিপন্ন হইয়াছে। বস্তুতঃ পক্ষে ল্যাঙ্কাসায়ারের সহিত জাপানের স্বার্থসঙ্ঘাত ভারতবাসীর প্রধান বিবেচ্য বিষয় নহে, বিদেশী এই সব স্বার্থবাদীদলের লোলুপ দৃষ্টি হইতে কিভাবে ভারতের স্বার্থকে রক্ষা করা যায়, তাহাই তাঁহার প্রধান বিবেচ্য। কিন্তু ভারতের স্বার্থের কথা তুলিলেই যে যত গোল বাধে, বিদেশী বণিকেরা সকলেই চাহে, ভারতবাসীরা তাহাদের বড় বড় কথার বোলচালে ভুলিয়া আপনাদের স্বার্থ বিলাইয়া বিকাইয়া দিউক, আর তাহারা ভারতের বাজারে নির্বিবাদে প্রভুত্ব করিতে থাকুক।

জাপানী প্রতিনিধিরা সিমলার এই বৈঠকে যে দাবী করিয়াছিলেন, জগতের কোন দেশ বা কোন জাতিই তেমন দাবী মানিয়া লইতে পারেন না। তাঁহারা এই প্রস্তাব করিয়াছিলেন যে, আমদানী মালের উপরকার শুল্ক হ্রাস করিতে হইবে এবং সর্ব্বপ্রকার মাল আমদানীর অবাধ অধিকার দিতে হইবে। তাঁহারা বলেন, ইয়েনের দর কমিয়া গেলেও মাল উৎপাদনের খরচা তাঁহাদের কম পড়ে না; তাঁহাদিগকে উন্নত-তর জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে হয়, তাহা ছাড়া শ্রমিকদের সুখ স্বাচ্ছন্দ্যবিধানের জন্য তাঁহারা অনেক রকম ব্যবস্থা করিয়াছেন; এরূপ অবস্থায় মাল উৎপাদনের খরচ-খরচা বাদে লাভের খাতে তাঁহাদের হাতে কিছু থাকিবে, এমন ভাবে ভারতে আমদানী তাঁহাদের মালের শুল্ক যদি হ্রাস করা না হয় তাহা হইলে তাঁহারা Quota System' অর্থাৎ নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ মাল আমদানী করার ব্যবস্থায় রাজী হইতে পারিবেন না।

জাপান যে পরিমাণে ভারত হইতে তুলা ক্রয় করিবে, তাহার অনুপাতের উপরই তাহাদিগকে উক্ত 'নির্দ্দিষ্ট পরিমাণমাল আমদানী করিতে দিবার জন্য ভারতীয় পক্ষ হইতে প্রস্তাব করা হইয়াছিল জাপানী প্রতিনিধিরা তাহা অগ্রাহ্য করিয়াছেন।

ভারতীয় পক্ষ হইতে অন্য কোন প্রস্তাব উপস্থিত করা হয় নাই; ভারতীয় পক্ষ হইতে এই মাত্র বলা হয়, তাঁহাদের সহিত জাপানীদের মতের পার্থক্য এত বেশী যে, এরূপ অবস্থায় অনুরূপ কোন প্রস্তাব উপস্থিত করিয়া কোন লাভ হইবার সম্ভাবনা নাই। সুতরাং জাপানীরা যদি তাঁহাদের প্রস্তাবের পরিবর্ত্তন সাধন করেন, তাহা হইলে ভারতীয় পক্ষ হইতে অনুরূপ প্রস্তাব উপস্থিত করা যাইতে পারে। জাপানীরা তাহাতে স্বীকৃত হয় নাই।

কঠোরতায় কোন্‌টী কম

বৈপ্লবিক উপদ্রব দমন আইন অনুসারে সম্প্রতি ঢাকার বহুসংখ্যক হিন্দু অধিবাসীদের উপরে যে নোটীশ জারি হইয়াছে, তাহার মর্ম্ম আমরা ইতিপূর্ব্বেই প্রকাশ করিয়াছি। বিগত ফেব্রুয়ারী মাসে যে নোটীশ জারি হইয়া ২২শে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত বলবৎ ছিল, উহা সমগ্র হিন্দু অধিবাসীদের উপরেই প্রয়োগ করা হইয়াছিল। ঐ নোটীশ অনুসারে ১৪ বৎসরের বালকের খবরও পুলিশকে দিতে হইত, কিন্তু এক মাসের অনধিকাল উপস্থিতির খবর দিতে হইত না। এবারকার নোটীশ সমস্ত হিন্দু অধিবাসীদের উপর প্রযুক্ত হয় নাই, ১৬ বৎসরের নিম্নবয়স্কদের সংবাদও পুলিশে দিতে হইবে না বটে, কিন্তু ১৬ হইতে ৩৫ বৎসর বয়স্ক পুরুষেরা ২৪ ঘণ্টার অধিককাল গৃহে অনুপস্থিত থাকিলেই পুলিশকে খবর দিতে হইবে। সুতরাং বর্ত্তমান নোটীশ এক হিসাবে পূর্ব্বেকার নোটীশের চেয়ে কঠোরতর কম বলিয়া মনে হয় না।

বুঝা গেল না

এক বৎসর পূর্ব্বে ঢাকায় হিন্দু বালক ও যুবকগণের গতিবিধি পর্য্যবেক্ষণ করিবার জন্য এবং তৎসম্পর্কীয় সংবাদ পুলিশে দিবার জন্য, জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ গ্র্যাহাম "জনরক্ষা সমিতি" গঠন করেন। উহার সভ্য-সংখ্যা ৩।৪ শত। গত জুলাই-মাসে গবর্ণর ঢাকায় গিয়া এই সমিতির প্রশংসা করেন। গত ১১ই সেপ্টেম্বর মিঃ গ্র্যাহাম নাকি বলিয়াছেন, "জনরক্ষা সমিতির" চেষ্টায় বৈপ্লবিক উপদ্রব বহুল পরিমাণে হ্রাস হইয়াছে, অতএব ফেব্রুয়ারী মাসের নোটীশ প্রত্যাহার করা হইল। তাহার পরেই আবার পূর্ব্বোক্ত নোটীশ দেওয়া হইল কেন বুঝা যাইতেছে না।

বাঙ্গালার আর্থিক অবস্থা

(৬)

মেষ্টনী বন্দোবস্ত

নানা প্রদেশ পূর্ব্বোক্ত প্রস্তাব আপত্তি করায় ভারত সরকার পার্লামেণ্টের কমিটীর অনুমোদন গ্রহণ করিয়া আর্থিক ব্যবস্থার প্রস্তাবগুলি পুনরায় পরীক্ষা করিবার জন্য এক কমিটী গঠিত করেন। ভারত সরকারের ভূতপূর্ব্ব অর্থ সচিব লর্ড মেষ্টন তাহার সভাপতি হইয়াছিলেন। কমিটী যদিও স্বীকার করেন যে, প্রাদেশিক সরকারগুলি শিল্প ও ব্যবসাজাত আয়ের উপর প্রত্যক্ষভাবে কর স্থাপন না করিয়া চিরদিন কাজ চালাইতে পারিবেন না, তথাপি তাঁহারা আয়কর প্রদেশসমূহের মধ্যে ভাগ করিয়া দিতে অসম্মতি প্রকাশ করেন। তাঁহারা আর্থিক ও শাসন সুবিধার জন্য সাধারণ ষ্ট্যাম্পের আয় প্রাদেশিক করিতে বলেন। কিন্তু মণ্টেগু-চেম্স্‌ফোর্ড শাসন-সংস্কার কমিটী প্রদেশগুলির উদ্বৃত্ত টাকার যে হিসাব করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহারা গ্রহণ করেন নাই; কারণ, তাঁহারা বুঝিয়াছিলেন, প্রাদেশিক সরকারের আয় নির্দ্দিষ্ট করা যায় বটে, কিন্তু ব্যয় নির্দ্দিষ্ট করা যায় না। জার্ম্মাণ যুদ্ধের সময় অনেক প্রাদেশিক সরকারকে বাধ্য হইয়া কিরূপ ব্যয়সঙ্কোচ করিতে হইয়াছিল এবং কত নূতন ব্যয় অনিবার্য্য সে সব হিসাবে ধরিতেই হইবে। বর্ত্তমানে যে-ব্যয় অনিবার্য্য এবং ভবিষ্যতের জন্য যে ব্যয় করিতেই হইবে, এতদুভয়ের মধ্যে সীমারেখা রক্ষা করা অসম্ভব। যে প্রদেশ যুদ্ধের সময় ব্যয়সঙ্কোচ করিয়াছিল, তাহার পক্ষে সেই সময়ের ব্যয়ই যথেষ্ট বিবেচনা করিলে যে সব প্রদেশ মিতব্যয়ী হয় নাই তাহাদিগকেই প্রশ্রয় দেওয়া হইবে। বিশেষ এ ব্যবস্থা কখনই স্থায়ী হইতে পারে না। একবার যে টাকা উদ্বৃত্ত হইবে, পরে তাহা উদ্বৃত্ত না ও থাকিতে পারে।

এই সব বিবেচনা করিয়া মেষ্টন কমিটী স্থির করেন, নূতন ব্যবস্থায় প্রাদেশিক সরকারসমূহ যে অতিরিক্ত আয় পাইবেন, তাহারই অংশ ভারত সরকার লইবেন। তাঁহারা হিসাব করিয়া দেখেন, প্রদেশসমূহ মোট প্রায় ১৮ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা অতিরিক্ত আয় পাইবেন; আর কেন্দ্রী সরকারের ঘাটতির পরিমাণ দাঁড়াইবে ৯ কোটি ৩৮ লক্ষ টাকা। তাঁহারা দেখেন, সকল প্রদেশকে একই হিসাবে "সাহায্য" দিতে বাধ্য করিলে অবিচার করা হইবে ব্রহ্ম, বিহার ও উড়িষ্যা, মধ্যপ্রদেশ ও আসাম, এই প্রদেশ চতুষ্টয়ের উন্নতির জন্য অধিক অর্থ প্রয়োজন বলিয়া তাঁহারা এই প্রদেশ কয়টির সম্বন্ধে স্বতন্ত্র ব্যবস্থা করিতে বলেন। এই ব্যবস্থার পর অন্য ৫টি প্রদেশ মোট আয় ৮ কোটি ৮২ লক্ষ টাকা থাকে। ইহারই অতিরিক্ত আয়ের শতকরা ৬০ টাকা হিসাবে কেন্দ্রী সরকারকে দিবার ব্যবস্থা করা হয়। তাহাতে প্রদেশগুলির অতিরিক্ত ব্যয় বাবদে নিম্নলিখিতরূপ টাকা থাকে:—

মেষ্টন কমিটী স্বীকার করেন, বাঙ্গালার ব্যয়ের হার অল্প এবং বাঙ্গালায় রাজস্ব (ভূমির চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হেতু) বাড়াইবার সম্ভাবনা অল্প। কিন্তু বাঙ্গালার আয়তন, আয়ের উপায় ও সাধারণ আর্থিক উন্নতির সম্ভাবনা আছে বলিয়া তাঁহারা বাঙ্গালার সম্বন্ধে কোনও বিশেষ ব্যবস্থা প্রয়োজন মনে করেন নাই। বাঙ্গালায় ও বোম্বাইয়ে অধিক আয়কর আদায় হয়। সে সম্বন্ধে কমিটী বলেন, যে সব প্রদেশ কৃষিপ্রধান, সে সব প্রদেশ অপেক্ষা কলিকাতা ও বোম্বাইয়ের মত ব্যবসাপ্রধান প্রদেশের রাজধানী হইতে আমদানী রপ্তানি শুল্ক ও আয়কর হিসাবে অধিক টাকা আয় হয় বটে, কিন্তু সে জন্য তাহাদিগের বার্ষিক, অর্থাৎ যে টাকা তাহাদিগকে প্রতি বৎসর ভারত সরকারকে দিতে হইবে তাহা, কিছু লঘু করা হইলে—আর কিছু নহে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক
—পারমার্থিক পত্র—
শ্রীধাম-মায়াপুর

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশ-
তনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনম্,
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং
প্রেমা পুমর্থো মহান্,
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং
তত্রাদরো নঃ পরঃ॥

৮ম বর্ষ } ১১ই দামোদর গৌরাব্দ ৪৪৭, ২৮শে আশ্বিন বঙ্গাব্দ ১৩৪০, ১৪ই অক্টোবর ইং ১৯৩৩, শনিবার { ১৮৭তম সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

বেথিয়ায় বক্তৃতা

বেথিয়া হইতে প্রেরিত তারের সংবাদে প্রকাশ, শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজ-সভার অন্যতম সম্পাদক মহোপদেশক শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী ভক্তিসারঙ্গ মহোদয় ভিক্টোরিয়া মেমরিয়েল্ লাইব্রেরীতে শ্রীযুক্ত এস্ সন্মন আই-সি-এস্ মহোদয়ের সভাপতিত্বে গত ৯ই অক্টোবর তারিখে আহূতা সুমহতী সভায় 'প্রাচ্য-দর্শন-সম্বন্ধে একটী বক্তৃতা প্রদান করিয়াছিলেন। বক্তৃতাটী সকলেরই হৃদয়গ্রাহিণী হইয়াছিল। শ্রোতৃমণ্ডলীর আগ্রহে তিনি তৎপর দিবস আর একটী বক্তৃতা প্রদান করেন। সর্ব্বসাধারণ এই বক্তৃতাটী শ্রবণ করিয়াও অতিশয় আনন্দিত হ'ন। ভক্তিসারঙ্গ মহোদয় বক্তৃতান্তে গত ১০ই অক্টোবর পাটনা অভিমুখে শুভবিজয় করিয়াছেন।

— —

পাটনায় প্রচার

পাটনা হইতে 'সার্চ্চ লাইট' ও 'বিহার হেরেল্ড' নামক বিখ্যাত পত্রিকা প্রকাশিত হয়। ঐ পত্রিকায় ৪ঠা অক্টোবর তারিখে যে সংখ্যা প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে প্রকাশ, বাগ্মিপ্রবর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-বিবেক ভারতী মহারাজ বাঁকিপুর হরিসভার উদ্যোগে ও আগ্রহে আগামী ১৫ই অক্টোবর অপরাহ্ণ ৭ সাত ঘটিকার সময় 'শ্রীচৈতন্য-দেবের দয়া' সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা প্রদান করিবেন। উক্ত বক্তৃতাটী সবজিগঞ্জ হরি-সভার নাটামন্দিরে অনুষ্ঠিত হইবে।

———

স্বামীজী মহারাজ গত ৮ই অক্টোবর রবিবার গদ্দানিবাদ গেইট্ লাইব্রেরীতে 'সনাতন ধর্ম্ম' সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন। বক্তৃতাটি বড়ই চিত্তাকর্ষক হইয়াছে।

অধ্যাপক ভক্তিসুধাকর প্রভু

পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান পরীক্ষক ও কটক রেভেন্সা কলেজের ইতিহাসের প্রবীণ অধ্যাপক শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার অন্যতম সম্পাদক মহা-মহোপদেশক আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্ন্যাল এম্-এ, ভক্তি-সুধাকর, ভক্তিশাস্ত্রী মহাশয় গত ৭ই অক্টোবর পর্য্যন্ত শ্রীমদ্ ভারতী মহারাজের সঙ্গে থাকিয়া পাটনার শিক্ষিত জন সাধারণের মধ্যে শ্রীচৈতন্যদেবের বাণী প্রচার করিয়াছেন।

তেলেগু ভাষায় শ্রীনাম-তত্ত্ব

প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের শ্রীচরণাশ্রিত ইলোর নিবাসী শ্রীযুক্ত ইয়াল্লা পাণ্টুলু জগন্নাথম্ ভক্তিতিলক বি-এ মহাশয় তেলেগু ভাষায় 'শ্রীনাম-তত্ত্বম্' নামক একখানা গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন।

———

গ্রন্থখানা গ্রন্থকর্ত্তার উক্ত বক্তৃতাবলম্বনে রচিত; গ্রন্থকর্ত্তা শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভুর প্রচারিত শ্রীনাম এবং তৎসম্বন্ধে গোস্বামি-পাদ শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ও শ্রীল প্রভু-পাদের নাম-তত্ত্ব সম্বন্ধে হরিকথা তেলেগু-ভাষাবিদ্ জনসাধারণের শ্রবণের বিশেষ সুযোগ করিয়া দিয়া তাঁহাদের ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন, সন্দেহ নাই। আমরা শুনিয়াছি, ভক্তিতিলক মহোদয় ঠাকুর শ্রীমদ্ ভক্তি-বিনোদপাদ রচিত শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত নামক গ্রন্থখানাও তেলেগু ভাষায় অনুবাদ করিয়াছেন। উহা যত সত্বর প্রকাশিত হয় তেলেগু-ভাষাবিদ্গণ তত শীঘ্র আত্মমঙ্গল লাভের সুযোগ পাইবেন। আমরা আশা করি ভক্তিতিলক মহোদয়ের দ্বারা আরও অনেক শুদ্ধভক্তিগ্রন্থ তেলেগু-ভাষায় প্রকাশিত হইবে। তিনি সুপণ্ডিত ও কবি; তাঁহার সদ্গুরুবাক্যগ্রহণ-যোগ্যতা ও পাণ্ডি-ত্যের সহিত প্রকাশ করিবার ক্ষমতা বাস্তবিকই প্রশংসনীয়।

———

শ্রীনাথদ্বারের সম্পত্তি ও মহান্ত

গত ৩০শে সেপ্টেম্বর (১৯৩৩) তারিখে বোম্বাই হইতে প্রকাশিত 'দি টাইম্স্ অব্ ইণ্ডিয়া' নামক ইংরাজী দৈনিকে প্রকাশ যে, শ্রীবল্লভ-সম্প্রদায়ের প্রধান গুরু এবং নাথ-দ্বারের গাদির মহান্ত শ্রীগোবর্দ্ধন লালজী— একমাত্র পুত্র শ্রীদামোদর লাল ও ভারত-বর্ষের বিভিন্ন স্থানে বিপুল সম্পত্তি রাখিয়া গত ২১শে সেপ্টেম্বর (১৯৩৩) শিমলায় দেহ ত্যাগ করেন। তাঁহার পরিত্যক্ত সম্পত্তির মধ্যে কেবলমাত্র বোম্বাতে যে সম্পত্তি আছে তাহারই মূল্য ৭৫ লক্ষ টাকা এবং উহার বার্ষিক আয় ১ লক্ষ টাকা। উক্ত পত্রিকায় আরও প্রকাশ যে, দামোদর লাল ইংরাজী ১৩৩২ সনে দিল্লীতে একটী মুসলমান নর্ত্তকী তরুণীর সঙ্গে বিবাহ-সম্বন্ধ স্থির করার দরুণ গুরুর কার্য্যে সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত বলিয়া প্রমাণিত হ'ন। সমস্ত বৈষ্ণব-সম্প্রদায় তাঁহার ঐরূপ ব্যবহারে মর্ম্মাহত এবং ভারতবর্ষীয় বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ভুক্ত সামন্ত রাজন্যবর্গও দামোদর লালের ঐরূপ ব্যবহারে অসন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে মহান্তের গদিগ্রহণে সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত বিবেচনা করেন। দামোদর লালের পূর্ব্ব বিবাহিতা পত্নীর একটী অষ্টম বর্ষের নাবালক পুত্র আছে। বর্ত্তমানে উক্ত গদির উত্তরাধিকার লইয়া নানা প্রকার বিবাদের সম্ভাবনা ও বিপুল সম্পত্তির নানা প্রকার অসদ্ব্যবহারের আশঙ্কা করিয়া বোম্বাইর এড্মিনিষ্ট্রেটার জেনারেলের হস্তে উক্ত বোম্বাইর সম্পত্তি ও তত্তৎসম্পর্কীয় অন্যান্য হিসাব-পত্রাদি প্রদানের কথা হইয়াছিল; পরে 'মুনিব' (ম্যানেজার) উক্ত সম্পত্তির ভবিষ্যতে অসদ্ব্যবহার হইবে না, প্রতিশ্রুতি দেওয়ায় তাঁহার হস্তে পরিচালনার ভার ন্যস্ত হইয়াছে; ইহা পরবর্ত্তী বিবরণে প্রকাশ।

———

শ্রীগৌড়ীয়মঠে কীর্ত্তন

গত ৫ই অক্টোবর শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারী শ্রীশ্রীগৌরবিনোদানন্দ-জীউর মঙ্গলারাত্রিক ও উষঃকীর্ত্তনাদির পর ভোর ৫।৩০ ঘটিকা হইতে প্রায় এক ঘণ্টা শ্রীশ্রীগৌড়ীয় মঠের অন্যতম সেবক শ্রীপাদ কৃষ্ণগোপাল দাসাধিকারী ভক্তিশশাঙ্ক মহাশয় শ্রীচৈতন্যভাগবতের মধ্যখণ্ডের দ্বিতীয় অধ্যায় হইতে "শ্রীমন্মহাপ্রভুর ভক্তজন-সমক্ষে আত্মপ্রকাশ" সম্বন্ধে ব্যাখ্যাকালীন মহাপ্রভুর তাৎকালিক লীলা সুন্দররূপে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ব্যাখ্যার মর্ম্মার্থ,— শ্রীমন্ মহাপ্রভু উন্মত্ত হইবার লীলা প্রকাশ করিয়া অষ্টসাত্ত্বিক-বিকারাদি দ্বারা কৃষ্ণ-প্রেমের বৈচিত্র্য দেখাইলেন। প্রতিবেশী বহির্ম্মুখ-জনগণের অক্ষজদর্শনে কৃষ্ণলীলা বুঝিবার শক্তি নাই, তাহাও প্রমাণ করিলেন; কেননা শচীদেবীর উৎকণ্ঠায় ও আগ্রহে প্রতি-বেশিগণ আসিয়া বলিলেন—বিশ্বম্ভরের মাথা গরম হইয়াছে; উহাতে পাক তৈল, শিবাঘৃত প্রভৃতি মাখাইতে পারিলে সারিয়া যাইবে। কিন্তু ভক্ত শ্রীবাস আসিয়া বলিলেন, বিশ্বম্ভরের এইরূপ চাঞ্চল্য কৃষ্ণভক্তির লক্ষণ। উহাতে কোন অমঙ্গলের কারণ নাই। তিনি শচীদেবীকে বলিলেন—আপনি ভাবিবেন না, বা কাহাকেও এবিষয়ে আর কিছু বলিবেন না তা'হলে কৃষ্ণভক্তি-রহস্য আরও জানিতে পারিবেন।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১১ দামোদর, অব্যয় ক্ষীরোদশায়ী

বৈরাগ্যের স্বগত উক্তি

"অহো, জগৎ অসংখ্য ভগবদ্বহির্ম্মুখ-জনে পূর্ণ হইয়া পড়িয়াছে; কি আশ্চর্য্য! এ স্থানে শৌচ, সত্য, শম, দম, নিয়ম, শান্তি, ক্ষান্তি, মৈত্রী ও দয়া প্রভৃতি কিছুই নাই। আমার সেই নিষ্কপট প্রেমময় সুহৃদ্গণ কি কলিহত মানবগণের দ্বারা দূরীকৃত হইয়া কোন অজ্ঞাত স্থানে বাস করিতেছেন?" হায়, তাঁহাদের অজ্ঞাতবাসই বা কিরূপে সম্ভব? তদ্রূপ উপযুক্ত স্থানও ত' কোথাও দেখিতেছি না। যেহেতু, 'দ্বিজগণ একমাত্র সূত্রচিহ্নে চিহ্নিত হইয়া কেবল প্রতিগ্রহ-কর্ম্মেই নিবিষ্টচিত্ত, ক্ষত্রিয়গণ কেবল নামে মাত্র লক্ষিত, বৈশ্যগণ নিরীশ্বর বৌদ্ধের ন্যায় দৃষ্ট এবং শূদ্রগণ পাণ্ডিত্যাভিমানী হইয়া গুরু-রূপে ধর্ম্মোপদেশ দিতে উৎসুক! হায়! কলি-কর্ত্তৃক বর্ণসমূহের ঈদৃশী দুর্গতি সাধিত হইয়াছে।

"আবার দেখিতেছি,—বিবাহে অযোগ্যতা-নিবন্ধন কেহ কেহ ব্রহ্মচারী, গৃহস্থগণ কেবল-মাত্র স্ত্রীপুত্রাদির উদর-ভরণেই লম্পট, বানপ্রস্থগণের সংজ্ঞাটী কেবলমাত্র শ্রুতিমধুর-রূপে পরিণত এবং সন্ন্যাসিগণ কেবলমাত্র কাষায়-বেষ-ধারণ দ্বারাই পরের নিকট পরিচয় সংগ্রহ করিতেছেন।

"আর এই যে তার্কিকগণ, ইঁহারা জন্মাবধি কদভ্যাসবশে উপাধি, জাতি, অনুমিত ও ব্যাপ্তি ইত্যাদি শব্দসমূহেরই কেবল-মাত্র অনুশীলন করায় ইঁহাদের নিকট ভগবদ্-বার্ত্তা-প্রসঙ্গ অতীব সুদূরগত হইয়াছে। কেবল তাহাই নহে, যাহারা যে বিষয়ে অধিক কল্পনাকুশল এবং স্বীয় কল্পনাকেই 'শাস্ত্র' বলিয়া জানেন, তাঁহারাই সর্ব্বাপেক্ষা বিদ্বান্ বলিয়া প্রসিদ্ধ।

'আবার এই যে মায়াবাদিগণ, ইঁহারা—কেবল চিন্মাত্র, নির্ব্বিশিষ্ট উপাধিরহিত, নির্ব্বিকল্প নিষ্কর্ম্ম হইয়া 'আমিই ব্রহ্ম' এইরূপ বাক্যাবেগবশ, এমন কি সচ্চিদানন্দ ভগবদ্-বিগ্রহে পর্য্যন্ত বদ্ধবৈর। ভগবানের অচিন্ত্য-শক্ত্যাদি-পরিণত যে-সকল প্রসিদ্ধ অনন্ত চিদ্বিলাস নিত্য বর্ত্তমান, ইঁহারা তাহা প্রত্যাখ্যান পূর্ব্বক ভগবৎসেবায় সম্পূর্ণ অরুচি-বিশিষ্ট হইয়া পড়িয়াছেন। ইঁহাদিগকে দূর হইতে প্রণাম

"আর এই যে কপিল কণাদি-জৈমিনী-পতঞ্জলি প্রভৃতি আধ্যাক্ষিকবাদিগণের মত নিপুণ ব্যক্তিগণ—ইঁহারা পরস্পর ভয়ানক বিবাদরত, অথচ কেহই তত্ত্ববস্তু জানেন না।

এই যে দক্ষিণ ভারতে আসিয়া পড়িলাম; এস্থানেও দেখিতেছি,—জৈন, বৌদ্ধ, কাপালিকাদি প্রচণ্ড পাষণ্ডগণ বর্ত্তমান, আর এই যে পাশুপতগণ ইঁহারা নির্ম্মূলিত প্রায় (স্বল্পাবশিষ্ট) হইলেও মনে হয় আমাকে বধ করিবেন

(কিয়দ্দূরে গমন করিয়া) "অহো, ইনি বোধহয় সাধু হইবেন, যেহেতু ইনি নদীতীরসমীপে এক খণ্ড বিপুল সুন্দর প্রস্তর-নির্ম্মিত আসনে সুখে আসীন ও ক্লেশাতীত হইয়া গুণাতীত কোন অব্যক্ত বস্তুর ধ্যানে কালযাপন করিতেছেন। এই ব্যক্তি নদীতীরে আসিয়া নয়নদ্বয় নিমীলন পূর্ব্বক বদ্ধাসনে ধ্যান করিতে করিতে জিহ্বাগ্রভাগ-দ্বারা ললাটস্থ চন্দ্রনিঃসৃত অমৃত-ক্ষরণের পথটি রুদ্ধ করিয়া স্বীয় ধ্যানযোগ-নৈপুণ্য প্রকাশ করিতেছেন। কিন্তু একি! হঠাৎ ইঁহার সমাধি ভঙ্গ হইল কেন? ওঃ! বুঝিলাম,—জলাহরণে প্রবৃত্তা এক তরুণী রমণীর হস্তস্থিত শঙ্খ-বলয়ধ্বনি শ্রবণেই ইঁহার চিত্তচাঞ্চল্য উপস্থিত। অতএব ইঁহার এই ধ্যানচেষ্টা—কেবলমাত্র শিশ্নোদর পূরণার্থ নাট্যাভিনয় মাত্র।

(আবার কিয়দ্দূর গমন করিয়া) "অহো, ইনি নিষ্পরিগ্রহের (বিরক্তের) ন্যায় লক্ষিত হইতেছেন; বোধ হয় কোন তৈর্থিক সন্ন্যাসী হইবেন। ওঃ, ইনি, দেখিতেছি, নিজেই নিজের বিষয় বলিতেছেন 'আমি গঙ্গা, হরিদ্বার, গয়া, প্রয়াগ, মথুরা বারাণসী, পুষ্কর, শ্রীরঙ্গ, অযোধ্যা, বদরিকা সেতুবন্ধ ও প্রভাসাদি সমস্ত তীর্থ পর্য্যটন, করিতে করিতে এপর্য্যন্ত কতশত বৎসর কাটাইলাম। আমাদিগের ন্যায় মহাজনকে কে জানিতে পারে?'

(পুনরায় কিয়দ্দূরে গমন করিয়া) "অহো, ইনি বোধ হয়, উত্তম তপস্বী হইবেন। কিন্তু এব্যক্তি, দেখিতেছি, পূর্ব্বোক্ত ভণ্ড বৈরাগী হইতেও অধিকতর শোচ্য ও দুর্ভগ,—'এ বারংবার হুঙ্কারধ্বনিরূপ তীব্র নিষ্ঠুর বচনে ও ক্রূর দৃষ্টিপাতে সম্মুখস্থিত লোকসকলকে দূরীভূত এবং নিজ পদদ্বয়কে উৎক্ষেপণ করিতেছে; ললাট, বাহুতট, গলদেশ, গ্রীবা, উদর ও বক্ষঃস্থলে মৃত্তিকা লিপ্ত ও করতলে কুশ শোভিত হইয়া এব্যক্তি মূর্ত্তিমান্ দম্ভের ন্যায় আসিতেছে।

"অতএব বুঝিলাম, নিরুপাধিকা (নির্ম্মলা) বিষ্ণুভক্তি ব্যতীত ধারণা, ধ্যান, নিষ্ঠা, শাস্ত্রাভ্যাস শ্রম, জপ, তপ প্রভৃতি যাবতীয় সৎকর্ম্মের কৌশলনিচয় সমস্তই নটগণের নাট্যাভিনয়ার্থ অধিকতর নৈপুণ্য-শিক্ষা-বিশেষের ন্যায় কেবল নিজ নিজ শিশ্নোদরতাপ-পূরণেরই নানা রূপ প্রকার ভেদ মাত্র। সুতরাং হে কলি, তুমিই ধন্য; যেহেতু রাজ চক্রবর্ত্তী সম্রাটের ন্যায় তোমার দ্বারা এই জগৎ একচ্ছত্রীভূত হইয়াছে। হায়, হায়! তুমি শম-দমাদিকে দূরীভূত করিয়াছ, কোথাও বা তাহাদিগকে গাঢ়ভাবে নিগৃহীত করিয়া ধনোপার্জ্জনার্থ ভৃত্যের ন্যায় বশীভূত করিয়াছ। আর ধর্ম্মবৃক্ষের মৈত্র্যাদি যে-সকল স্কন্ধ ও শাখা-প্রশাখা, তৎসমুদয়ই, দেখিতেছি, তোমাকর্ত্তৃক সমূলে উন্মূলিত হইয়াছে।"

সংসারের একটী চিত্র

যাঁহারা ভগবান্ শ্রীহরির সেবা করেন না তাঁহাদের মন জড়বিষয়াদি লাভের কামনায় পরিপূর্ণ। আকাশের মেঘসমূহ যেরূপ বাতাসের দ্বারা চারিদিকে ছিন্ন ভিন্ন হইয়া পড়ে, সেই প্রকার কামী লোকেরাও কামের দ্বারা চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত হয়। ইহারা কত কষ্ট স্বীকার করিয়া টাকা পয়সা উপার্জ্জন করে কিন্তু একদিন কাল আসিয়া সব নষ্ট করিয়া দেয়। ইহারা দেহকেই আমি মনে করে এবং স্ত্রী, পুত্র, ঘর, বাড়ী, ক্ষেত, টাকা-পয়সা প্রভৃতি যাহাদের সহিত দেহের সম্বন্ধ আছে তাহাদিগকেই চিরস্থায়ী বলিয়া মনে করে। তাহারা কেবল জন্ম-মৃত্যুতে ঘুরিতে থাকে এবং পশু, পক্ষী বা মানুষ যখন যে দেহই পাউক না কেন, তাহা পাইয়াই, খাওয়া দাওয়া ও থাকা ছাড়া আর কোন কাজ করে না, ঐ খাওয়া দাওয়াকেই সুখ মনে করে। সুতরাং তাহাদের মতি ভগবানে যায় না। তাহারা মায়াতে এরূপ মোহিত যে যখন নরক প্রাপ্ত হয়, তখন নরকের মধ্যেই স্ত্রীসঙ্গ প্রভৃতি পাইয়া তাহাতেই ডুবিয়া থাকিতে চাহে। তাহা হইতে কেহ আনিতে চাহিলেও আসিতে চায় না। তাহারা ভগবানের ভক্তের সঙ্গ করে না, ভক্তগণের সেবা করে না, কেবল কুটুম্ব-সেবায় আসক্ত থাকে, ভগবানের আরাধনা করে না; তাই তাহাদের এই দশা উপস্থিত হয়। দেহ, স্ত্রী, পুত্র, ঘর, বন্ধু, বান্ধব প্রভৃতিতে মজিয়া থাকা অবস্থাকে খুব ভাল অবস্থা বলিয়া মনে করে। আর কি করিয়া ছেলে মেয়েদের বিবাহ দিব, কি করিয়া স্ত্রী-পুত্রদিগকে খাওয়াইব—এই চিন্তায় তাহাদের সর্ব্বাঙ্গ দগ্ধ হইয়া থাকে। সুতরাং তাহারা দুষ্কর্ম্ম করিতে প্রবৃত্ত হয়। তাই শ্রীমদ্ভাগবত বলিতেছেন—

> স দহ্যমান-সর্ব্বাঙ্গ এষামুদ্বহনাধিনা।
> করোত্যবিরতং মূঢ়ো দুরিতানি দুরাশয়ঃ॥
>
> (৩।৩০।৭)

আবার স্ত্রীলোকের সঙ্গে নির্জ্জনে রঙ্গ-রস, কলভাষী ছোট ছোট ছেলে মেয়েদের আধ আধ কথা শুনিয়া ও আলাপ করিয়া নিজকে সুখী মনে করে। আঃ! যে গৃহ-বাসে কেবল কপটতা "কিসে অন্যের ধন আমার হইবে" এইরূপ ভাব, আর যাহাতে কত রকম দুঃখ তাহাতেই আসক্ত হইয়া থাকাকেই বহুমানন করে। সেই গাধার মত পরিশ্রম করিয়া কত লোককে ঠকাইয়া, কত পাটোয়ারী পেঁচ খেলিয়া এমন লোক-দের জন্য টাকা রোজগার করে, যাহাদের পোষণে নিজের অধোগতি হয়। নিজের কপালে এত কষ্টের টাকা ভোগ করা—এত দুর্ঘট পোষ্যবর্গকে খাওয়াইয়া যদি কিছু অব-শেষ থাকে, তাহাই খাইয়া কোন রকমে বাঁচিয়া থাকে। পরে যদি কখনও জীবিকা বা রোজগারের পথ বন্ধ হইয়া যায়, তখন আবার অন্য রকম রোজগারের উপায় খুঁজিতে থাকে; কিন্তু যখন কোন উপায় খুঁজিয়া পায় না তখন আবার অন্যের ধনে লোভ করে। মন্দভাগ্য থাকা-হেতু যখন টাকা রোজগারের সব চেষ্টাই বিফল হয় তখন অতি দীন ও লক্ষ্মী-ছাড়া হইয়া, স্ত্রী, পুত্র প্রতিপালন করিতে না পারিয়া, দুরন্ত চিন্তায় দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিতে থাকে। যখন ঐ পুরুষের এইরূপ অবস্থা হয়, তখন তাহার স্ত্রী, ছেলে মেয়ে প্রভৃতি পোষ্যবর্গেরা—যেমন চাষার বলদ বুড়া হইলে চাষ তাহাকে আনন্দের সহিত খাইতে দেয় না সর্ব্বদা তাড়া করে, সেই প্রকার তাহার প্রতি ব্যবহার করিয়া থাকে কিন্তু তখনও ঐ ব্যক্তির ভগবানের দিকে মতি যায় না পূ[…] পোষ্যবর্গের গালি ও কটু কথা শুনিয়া ঐ ঘরেই কামড়াইয়া পড়িয়া থাকিতে ইচ্ছ[…] করে। আহারের সময় উপস্থিত হইলে পোষ্যবর্গ না দিলে না হয়, এইরূপ অবজ্ঞা করিয়া যেমন কুকুরকে কিছু ফেলিয়া দেয়, সেইরূপ কিছু দিয়া যায় কম খাইয়া রোগে ভুগিয়া মরণের সম[…] আসিয়া উপস্থিত হয়, বায়ুর-প্রকোপ হে[…] চোক বাহির হইয়া পড়ে, কফ আসি[…] গলাতে আটকায়, নিঃশ্বাস ফেলিতে […] কাশিতে খুব কষ্ট বোধ হয়, কণ্ঠে ঘুর ঘু[…] শব্দ হয়—এই অবস্থায় শুইয়া থাকে। শোক[…] কুল আত্মীয়-স্বজনের কেহ কেহ-'[…] পিতঃ!' 'হে ক্রোব' প্রভৃতি বলিয়া বারে বা[…] ডাকিলেও সে অবশ হইয়া কিছুই উত্ত[…] দিতে পারে না। প্রাণ-বায়ু বাহির হইবা[…] সময় যমদূতদিগকে দেখিয়া ভয়ে চক্ষু দি[…] জল, মলমূত্র ত্যাগ করিয়া দেয়। মৃত্যু[…] পর যে কত যন্ত্রণা ভোগ করে, তাহার […] শেষই নাই। এক এক বাসনার ফলে এ[…] একটী দেহ পাইয়া কত অসীম যন্ত্রণা ভো[…] করে। কৃষ্ণভজন না করিলে এই প্রক[…] দুর্দ্দশাই হয়।

সকল জন্মে পিতামাতা সবে পায়। গুরুকৃষ্ণ নাহি মিলে ভজহ হিয়ায়॥

"পতিতোদ্ধার-লীলা"

(শ্রীযুক্ত ভবদেব চট্টোপাধ্যায়)

(২)

মাধাইয়ের কার্য্যে জগাইয়ের নিবারণ

ক্রোধানল-প্রজ্জ্বলিত মাধাই পুনর্ব্বার প্রহারোদ্যত হইল। রুধির দর্শন করিয়া জগাইয়ের হৃদয়ে দয়ার বিদ্যুতালোক প্রধাবিত হইল। জগাই মাধাইকে প্রতিনবৃত্ত করিয়া বলিল—

কেনে হেন করিলে নির্দ্দয় তুমি দড়।
দেশান্তরী মারিয়া কি হইবে তুমি বড় ?
এত বড় অবধূতে না মারিহ আর।
সন্ন্যাসী মারিয়া কোন্ লাভ বা তোমার ?

নিত্যানন্দপ্রভুর অসীম করুণা

মাধাই কর্ত্তৃক শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর আহত হইবার সংবাদ পাইয়া সপার্ষদ শ্রীগৌরসুন্দর তথায় উপনীত হইলেন এবং ক্রোধভরে সুদর্শন-চক্রকে আহ্বান করিলেন। সুদর্শন স্বীয় প্রভুর আহ্বানে বিষ্ণু-বিদ্বেষীর মস্তক দ্বিখণ্ডিত করিবার জন্য উপস্থিত হইল। জগাই মাধাই তাহা নয়নে প্রত্যক্ষ করিল। ভক্তগণ প্রমাদ গণিয়া ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু মহাপ্রভুকে নিবেদন করিলেন—আমার শোণিত-পাতে বেশী কষ্ট হয় নাই। মাধাই যখন আমাকে আক্রমণ করিয়াছিল, জগাই তখন আমায় রক্ষা করে। তথাপি দৈবক্রমে শোণিত-পাত হইয়াছে মাত্র। উহাদের কোন দোষ নাই। দস্যুদ্বয়ের শরীরে প্রত্যাঘাত করিয়া ফল নাই; প্রভো! আপনি স্থির হউন। কৃপা করিয়া উহাদের শরীরদ্বয় আমাকে ভিক্ষা দিন্।

মহাপ্রভুর জগাইকে আলিঙ্গন ও কৃপা

ভক্ত বৎসল ভগবান্ গৌরসুন্দর, নিত্যানন্দ প্রভুর নিকট মাধাইয়ের আক্রমণ হইতে জগাই তাঁহাকে রক্ষা করিয়াছে শুনিয়া জগাইকে প্রেমালিঙ্গন পূর্ব্বক বলিলেন—শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুকে আক্রমণ হইতে রক্ষা করিতে গিয়া তুমি যে কার্য্য করিয়াছ, তাহাতে আমি তোমার নিকটে বিক্রীত হইয়াছি। আমার প্রসাদে তুমি প্রেমভক্তি লাভ কর।

ভক্তগণ জগাইএর প্রতি 'প্রেমভক্তি লাভ কর।' এই বর শ্রবণ করিয়া আনন্দে 'জয়' 'জয়' রবে হরিধ্বনি করিলেন। জগাই প্রেমে মূর্চ্ছিত হইয়া গেল।

জগাইয়ের সৌভাগ্য

প্রভু বলে—জগাই উঠিয়া দেখ মোরে।
সত্য আমি প্রেমভক্তি দান দিল তোরে॥
চতুর্ভুজ শঙ্খ চক্র-গদা-পদ্ম-ধর।
জগাই দেখিল সেই প্রভু বিশ্বম্ভর।
দেখিয়া মূর্চ্ছিত হঞা পড়িল জগাই।
বক্ষে শ্রীচরণ দিলা চৈতন্য-গোঁসাই॥
পাইয়া চরণ-ধন লক্ষীর জীবন।
ধরিল জগাই যেন অমূল্য রতন॥

মাধাইয়ের পরিবর্ত্তন

জগাই মাধাই উভয়ে একযোগে, কেহ বা কখনও সৎকার্য্যের ব্যপদেশে অসন্নিবারণ করে। এবং অন্য সময় আবার সেই পাপে প্রবৃত্ত হইলে অপরে তাহাকে পাপ হইতে রক্ষা করে। কিন্তু উভয়েই মহাদুষ্ট। জগাইয়ের প্রতি প্রভুর এতাদৃশ কৃপাদর্শনে মাধাইয়ের চিত্ত পরিবর্ত্তিত হইল। মাধাই বলিল—আমরা উভয়েই একযোগে পাপকর্ম্ম করিয়াছি। একজনের প্রতি অনুগ্রহ ও অপরের প্রতি নিগ্রহ, এইরূপ দুই প্রকার বিচার ঠিক নহে।

মোরে অনুগ্রহ কর লও তোর নাম।
আমারে উদ্ধার করিবারে নাহি আন।

মাধাইয়ের কৃপা-প্রার্থনা

মহাপ্রভু বলিলেন তুই নিত্যানন্দের শ্রীঅঙ্গে আঘাত করিয়াছিস্, তোর কিছুতেই পরিত্রাণ নাই। তদুত্তরে মাধাই অন্যান্য লীলার আহ্বান করিয়া বলিল - পূর্ব্ব পূর্ব্ব অসুরগণ বিষ্ণুবিদ্বেষ করিয়াও মুক্তি-লাভ করিয়াছে। এক্ষেত্রে আমাদের ন্যায় অসুর পরিত্রাণ লাভ করিবে না কেন ? এতৎপ্রসঙ্গে মহাপ্রভু বলিলেন, বিষ্ণুবিদ্বেষ অপেক্ষাও বিষ্ণুসেবকাভিমানী শ্রীনিত্যানন্দ-অঙ্গে আঘাত করা অত্যন্ত গুরুতর অপরাধ।

আমা হইতে এই নিত্যানন্দ-দেহ বড়।
তোর স্থানে এই সত্য কহিলাম দড়॥

মাধাই ক্রন্দন করিয়া বলিতে লাগিল—সংসারের নাথ ভবরোগ-নাশক বৈদ্য-চূড়ামণি ! তাহা হইলে আমার নিস্তার কিরূপে হয় ? আর আমার গোপন করো না প্রভো! এ হেন ঘোর নারকীর পরিত্রাণের উপায় বিধান কর।

মহাপ্রভুর আদেশ

মহাপ্রভু মাধাইয়ের আর্ত্তি দর্শন করিয়া জগদ্গুরু শ্রীনিত্যানন্দ-চরণাশ্রয় ব্যতীত যে জীবের উদ্ধারের উপায় নাই, তাহাই শিক্ষা দিয়া বলিলেন – শ্রীনিত্যানন্দ-চরণাশ্রয় করিলেই তোমার সর্ব্ব অপরাধ দূরীভূত হইবে। এখন আর মাধাইয়ের আনন্দের সীমা নাই।

পাইয়া প্রভুর আজ্ঞা মাধাই তখন।
ধরিল অমূল্য ধন নিতাই চরণ॥
যে চরণ ধরিলে না যাই কভু নাশ।
রেবতী জানেন যেই চরণ প্রকাশ॥

মাধাইকে কৃপা করিবার জন্য মহাবদান্যাবতারী মহাপ্রভু নিত্যানন্দ প্রভুকে অনুরোধ করিলেন। পরমদয়াল শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু বলিলেন—যদি আমার কোন জন্মের সুকৃতি থাকে তবে তাহা সমস্তই মাধাইকে সমর্পণ করিলাম। তুমি মাধাইকে অমায়ায় কৃপা করিয়া আমার পূর্ব্ব প্রতিজ্ঞা রক্ষা কর।

মাধাইয়ের উদ্ধার

মহাপ্রভুর ইচ্ছাক্রমে নিত্যানন্দ প্রভু আক্রমণকারী মাধাইকে প্রেমালিঙ্গন করিয়া তাহাতে নিজশক্তি সঞ্চার করিলেন। শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর কৃপাবলে মাধাই সর্ব্ব-সদ্গুণ-সম্পন্ন হইলেন। প্রাপঞ্চিক ভোগ-প্রবৃত্তিরহিত হইয়া ভগবানের সেবাধিকার লাভরূপ শক্তি-বিশিষ্ট হইয়া তাঁহারা পুণ্যশ্লোক হইলেন।

মাধাইয়ের সৌভাগ্য

ভগবৎ-কৃপা লাভ করিয়া তাঁহারা দুইজনে মহাপ্রভুর স্তুতি করিতে লাগিলেন। করুণাময় গৌরহরি ভবিষ্যতে পাপ-প্রবৃত্তিতে রত হইতে নিষেধ করিলেন। জগাই মাধাই প্রভুর আদেশ সর্ব্বতোভাবে স্বীকার করিয়া আর কখনও পাপ করিবে না, এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিলেন। মহাপ্রভু তাঁহাদিগকে ব্রহ্মার বাঞ্ছিত প্রেম দান করিয়া নিজের অন্তরঙ্গ পার্ষদরূপে কৃপা করিলেন।

প্রভু বলে শুন শুন তোরা দুইজন।
সত্য সত্য আমি তোরে করিলাম মোচন॥
কোটী কোটী জন্মে যত আছে পাপ তোর।
আর না করিস্ যদি সব দায় মোর॥
তো-দোঁহার মুখে মুই করিব আহার।
তোর দেহে হইবেক মোর অবতার॥
শুনিয়া প্রভুর বাক্য জগাই মাধাই।
আনন্দে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল তথাই॥

পরবর্ত্তী জীবন

জগাই মাধাই পবিত্র ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াও ব্রাহ্মণকুলের প্রতিষ্ঠা পরিত্যাগপূর্ব্বক দস্যুবৃত্তি লাভ করিয়াছিলেন। এক্ষণে ভগবানের কৃপায় তাঁহাদের পুনর্জ্জীবন লাভ হইল। মহাপাতকী জগাই-মাধাইয়ের উদ্ধার-দর্শনে শিব-ব্রহ্মাদি দেবতাগণের পরম বিস্ময় উৎপন্ন হইল। চিত্রগুপ্ত-মুখে জগাই-মাধাইয়ের উদ্ধার-শ্রবণে ধর্ম্মরাজ যম রথোপরি কৃষ্ণপ্রেমে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। দেববৃন্দ সকলেই তাঁহার কর্ণমূলে কৃষ্ণকীর্ত্তন করিয়া মূর্চ্ছা অপনোদন করিলেন। সকলে মিলিয়া শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের অপার-মহিমা কীর্ত্তনমুখে আনন্দে নৃত্য-কীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন। জগাই মাধাই প্রতিদিন ঊষায় গঙ্গাস্নান করিয়া দুইলক্ষ কৃষ্ণনাম গ্রহণ করেন। বিশ্বম্ভর জগাই মাধাইকে বহু কৃপা প্রদর্শন ও আশ্বাস প্রদান করিলেও নিত্যানন্দের অঙ্গে আঘাত করার জন্য মাধাইয়ের আত্মগ্লানি উপস্থিত হইল। মাধাই শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর উপদেশক্রমে গঙ্গায় এক স্নানঘাট নির্ম্মাণ করিয়া দিয়া স্নানার্থ সমাগত সকলের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতেন। আজ সেই ঘাট মাধাইয়ের ঘাট বলিয়া প্রসিদ্ধ রহিয়াছে। কঠোর তপঃপ্রভাবে মাধাইয়ের 'ব্রহ্মচারী' খ্যাতি হইল।

উপসংহার

হায়! এমন পতিতপাবন অবতারে আমার রতি মতি হইল না। যাঁহাদের দয়ার কাহিনী শ্রবণ করিয়া বনের পশুপক্ষীরও হৃদয় প্রেমে আর্দ্র হইয়া যায়, কঠোর পাষাণ কোমলতায় দ্রবীভূত হইয়া যায়; কিন্তু গুরু-বৈষ্ণব অপরাধী আমার হৃদয় পাষাণ তাহাতে দ্রবীভূত হইল না।

কোন বৈষ্ণব-কবি গাহিয়াছেন—

দুরমতি অতি পতিত পাষণ্ডী
প্রাণে না মারিল কারে।
হরিনাম দিয়া তারিল সবারে
যাচি' গিয়া ঘরে ঘরে॥
শুনি' ওরে ভাই ত্রিভুবনে নাই
এমন দয়াল দাতা।
পশুপক্ষী ঝুরে পাষাণ বিদরে
শুনি' যাঁর গুণগাথা॥

ওরে চিরকাঙ্গাল হতভাগ্য জগজ্জীব! আমার নিত্যানন্দ প্রভু ভিন্ন আর জগতে দাতা কে? ঐ দয়ার মুখোস্ পরিহিত ভুক্তি-মুক্তি-পিশাচীদ্বয়ের কবল হইতে ছুটে এস; কোটীচন্দ্র-সুশীতল নিতাই-পদ-কল্প-বৃক্ষমূলের সুশীতল ছায়ায় আশ্রয় গ্রহণ কর। শ্রীগুরুদেব নিতাইয়ের চরণে যাহার সম্বন্ধ হইল না, তাহার দুর্লভ জন্ম বৃথায় নষ্ট হইল।

আমার নিত্যানন্দাভিন্ন শ্রীগুরুপাদপদ্ম আমার চক্ষুর সম্মুখে কোটী কোটী জগাই মাধাই উদ্ধার করিয়া তাহাদিগকে কৃষ্ণ-প্রেম-ধনে ধনী করিতেছেন। কিন্তু আমি জগাই মাধাই হইতেও নিকৃষ্ট। তাঁহাদের বৈষ্ণবাপরাধ ছিল না, তাঁহারা শ্রীভগবানের কৃপালাভে সমর্থ হইয়াছিলেন। আমি শ্রীগুরু-চরণাশ্রয় করিয়া গুরু-বৈষ্ণব-চরণে কঠোর অপরাধী; তাই আমি গোলোকের প্রেমধনে বঞ্চিত হইয়া গেলাম। আমার কোন যোগ্যতা নাই, উদ্ধারের কোন উপায় নাই। শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণব-চরণই আমার আশা ভরসাস্থল—গুরু-কৃপা হি কেবলম্।

পুরীষের কীট হইতে মুই সে নিকৃষ্ট।
জগাই মাধাই হইতে মুই সে পাপিষ্ঠ।
এমন নির্ঘৃণ্য মোরে কেবা দয়া করে।
এক নিত্যানন্দ বিনা জগত-সংসারে॥
ওঁ অজ্ঞান-তিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জন-শলাকয়া।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥

শুদ্ধভক্তি গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। ভাষ্যসহ বিরাট্ শ্রীচৈতন্যভাগবত ৫৲
২। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ১৮৲
একাদশ স্কন্ধ হইতে প্রতিখণ্ড ।৶০
৩। ভাষ্যদ্বয়সহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত
(৪র্থ সংস্করণ) ৫৲
৪। ভক্তিবিবেককুসুমাঞ্জলি (বাঁধা) ১৲
৫। গৌড়ীয়-গৌরব ।৶০
৬। গৌড়ীয়-সাহিত্য ।৶০
৭। ভজনরহস্য ॥০
শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও
শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৯। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ)
ঐ (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
১০। গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি টীকাসহ)
ঐ (বাঁধা)
ঐ (আবাঁধা)
১১। গীতার কেবল মাধ্ব-ভাষ্য
১২। যুক্তিমল্লিকা গুণসৌরভঃ সানুবাদ
(মাধ্ব) ২৲
১৩। বেদান্ততত্ত্বসার সানুবাদ
(রামানুজীয়) ॥০
১৪। বৈষ্ণবধর্ম্ম ২৲
১৫। শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৬। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১৭। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ॥৶০
ঐ (বাঁধা) ৸০
১৮। দ্বীপ-দিগ্‌দর্শন ৵০
১৯। সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ) ।৶০
২০। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ॥০
ঐ (আবাঁধা) ।৶০
২১। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
২২। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৵০
২৩। গীতমালা ৴১০
২৪। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶০
২৫। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶০
২৬। নবদ্বীপ পঞ্জিকা (৪৪৭ গৌরাব্দ) ৵০
২৭। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
২৮। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা-দর্পণ ।০
২৯। শরণাগতি ৴০
৩০। গীতাবলী ৴০
৩১। চিত্রে নবদ্বীপ ১॥০
৩২। সাধনকণ ৴০
৩৩। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৴০
৩৪। নবদ্বীপশতক ৴০
৩৫। অর্থপঞ্চক ৴০
৩৬। সদাচারস্মৃতিঃ ৴০
৩৭। কল্যাণকল্পতরু (৫ম সংস্করণ) ৴১০
৩৮। অর্চ্চনকণ ৴১০
৩৯। সাধককণ্ঠমালা (বাঁধা) ।০
ঐ (আবাঁধা) ৷৴০
৪০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি
(প্রথম চারিখণ্ড) ৩৲
৪১। ব্রহ্মসংহিতা ।০
৪২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৪৩। মণিমঞ্জরী সানুবাদ ।০
৪৪। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৪৫। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ।০
৪৬। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৪৭। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
৪৮। গৌড়ীয়মঠ কি করেন ? ৴০
৪৯। ঈশোপনিষৎ (বলদেব ও মাধ্ব-ভাষ্য এবং বিবৃতি ও অনুবাদসহ) ।০
৫০। শ্রীভুবনেশ্বর ৶০
৫১। সিদ্ধান্তদর্পণ ৵০
৫২। সাংখ্যবাণী ৴০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৫৩। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী-দিগ্বিজয়ঃ ।০
৫৪। সটীক-শিক্ষাদশমূলম্ ।০
৫৫। তত্ত্ব-সূত্রম্ ।০
৫৬। সানুবাদ-শিক্ষাষ্টকম্ ৵০
৫৭। গৌড়ীয়মঠস্য পরিচয়ঃ ৴০
৫৮। সারাংশবর্ণনম্ ৶০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৫৯। রায় রামানন্দ ।০
৬০। নামভজন ।০
৬১। রিলেটীভ্ ওয়ার্ল্ড স্ ।৶০
৬২। লাইফ্ য়্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।০
৬৩। বৈষ্ণবীজম্ ।০
৬৪। হোয়াট্ গৌড়ীয়মঠ ইজ্ ডুইং ৴০
৬৫। দি ভাগবত ।০
৬৬। ইরোটিক্ প্রিন্সিপ্ল য়্যাণ্ড আনেলয়েড্ ডিভোসন ।০
৬৭। ব্রহ্ম-সংহিতা ২৷০
৬৮। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (ভলুম ওয়ান) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৬৯। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ॥০
৭০। সাধন পথ ।০
৭১। কল্যাণ-কল্পতরু ৴১০
৭২। গীতাবলী ৴০
৭৩। শরণাগতি ৴০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৭৪। শরণাগতি

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

নদীয়া-প্রকাশপ্রাপ্তির স্থান

১। শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম-মায়াপুর, নদীয়া
২। শ্রীযোগপীঠ ঐ
৩। শ্রীবাস অঙ্গন ঐ
৪। অদ্বৈত-ভবন ঐ
৫। কাজীর সমাধি পাট ঐ
৬। স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ নদীয়া।
৭। শ্রীভাগবত আসন কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
৮। শ্রীএকায়ন মঠ গোবিন্দপুর, হাঁসখালী।
৯। দ্বাদশগোপাল পাট—পোঃ চাকদহ,
১০। শ্রীগৌর গদাধরমঠ—চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড়, বর্দ্ধমান
১১। শ্রীমোদদ্রুমছত্র মাউগাছি, বর্দ্ধমান
১২। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম, আমলাযোড়া, পোঃ রাজবাধ বর্দ্ধমান
১৩। শ্রীগৌড়ীয়মঠ বাগবাজার, কলিকাতা
১৪। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাজু, হাওড়া,
১৫। শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয়মঠ, ৯০নং নবাবপুর রোড্, ঢাকা
১৬। শ্রীগোপালজী মঠ কমলাপুর, ঢাকা।
১৭। শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ পোঃ বালিয়াটী,
১৮। শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয়মঠ ময়মনসিংহ।
১৯। শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ চিরুলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর
২০। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম গোয়ালপাড়া, আসাম
২১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ রায়াপেট্টা, মাদ্রাজ
২২। শ্রীরামানন্দগৌড়ীয় মঠ কব্বূর, জিঃ পশ্চিম গোদাবরী
২৩। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ উড়িয়াবাজার, পোঃ বক্সীবাজার, কটক
২৪। শ্রীত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয় মঠ ভুবনেশ্বর।
২৫। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ স্বর্গদ্বার, পুরী।
২৬। শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ আলালনাথ পোঃ ব্রহ্মগিরি, পুরী
২৭। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ ডুমুরকুণ্ডা, পোঃ চিরকুণ্ডা, মানভূম
২৮। শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ—কাশী।
২৯। শ্রীরূপগৌড়ীয় মঠ—এলাহাবাদ।
৩০। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ পুরাণবাজার, সরকার ঠাকুরের কুঞ্জ, বৃন্দাব
৩১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, নিউদিল্লী
৩২। শ্রীপরমহংসমঠ—নৈমিষারণ্য,
৩৩। শ্রীসারস্বত গৌড়ীয় মঠ—হরিদ্বা
৩৪। শ্রীব্যাসগৌড়ীয়মঠ—কুরুক্ষেত্র, প
৩৫। শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাবুলনাথ রোড, পোঃ গ্রাণ্ট রোড, বোম্বে
৩৬। লণ্ডন গৌড়ীয়মঠ, ৩৯০ং গ্লেডটন গার্ডেন্স, কেন্‌সিংটন্ লণ্ডন, (এস্, ডব্লিউ—১০)।
৩৭। অমর্ষি গৌড়ীয়মঠ—মেদিনীপুর
৩৮। সরভোগ গৌড়ীয় মঠ—সরভোগ কামরূপ, আসাম,

শুদ্ধভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী মাসিক। শ্রীধাম-মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১॥০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দি ভাষায় একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি হৃদয় বন মহারাজ সম্পাদিত ও নৈমিষারণ্য শ্রীপরমহংস মঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ১॥০ দেড় টাকা মাত্র।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥০ দেড় টাকা মাত্র।

৫। কীর্ত্তন—মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ নিত্যানন্দ সেবাতীর্থ বি-এজি, বি-টি, সম্পাদিত। আসাম গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম হইতে প্রকাশিত আসামী ভাষায় মাসিক। ভিক্ষা সডাক ১॥০ দেড় টাকা মাত্র

শ্রীচৈতন্যভাগবত

আদিকবি শ্রীল বৃন্দাবন দ

প্রণীত সমগ্র গ্রন্থ

গ্রন্থের মূল গৌড় অক্ষরে এবং তাঁ বিশ্ববিশ্রুত গৌড়ীয়মঠের প্রতিষ্ঠাত আচার্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভ সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্র পাদের রচিত বিস্তৃত ভাষ্য উ কাগজে সৌষ্ঠবের সহিত মু হইয়াছেন। ডবল ক্রাউন আটপে আকারে ১০৯৬ পৃষ্ঠায় কেবল মূল গ্র সম্পূর্ণ হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত শ্লোকসূ পদ্যসূচী, স্থানসূচী, পাত্রসূচী, বিষয় শব্দসূচী প্রভৃতি বিস্তৃত সূচীপত্রেও এ গ্রন্থ হইবে। সভাষ্য শ্রীচৈতন্যভাগব এরূপ উৎকৃষ্ট ও অমূল্য বিরাট্ সং জগতের কোথায়ও আজ পর্য্যন্ত প্রকা হন নাই, ইহা নিরপেক্ষ পাঠক মাত্র একবাক্যে স্বীকার করিতে হই শ্রীগৌড়ীয়মঠের উৎসব-কালে গ্রন্থের ১২৲ বারটাকা স্থলে—৫৲ পাঁচ মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীচৈতন্যমঠ

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

কলিকাতা বাজার দর

লৌহ হাডওয়ার

৬ই অক্টোবর ১৯৩৩

টাটার তৈয়ারী— প্রতি হন্দর।

লোহার কড়ি (জয়েষ্ট বা বীম)

মার্কা	৫।০—৫।৵০
ঐ বে-মার্কা হাল্কা ওজন	৪।৵০—৪॥৵০
বরগা (টী-আয়রণ)	৬৵০—৬
এঙ্গেল আয়রণ (কোনা)	৫৸৵০—৬।৵০
গ্যালভানাইজড করগেট টীন—	
২২ গেজ ৬ হইতে ১০ ফুট	১১।৵০
২৪ গেজ ,, ,,	১০৸৵০
২৬ গেজ ,, ,,	১২
২৪ গেজ আর, পি, ডি, মার্কা	১২৸৵০
২৪ গেজ গাঃ প্লেন শীট—	১১।৵০
২৬ গেজ ,, ,,	১২।০
২৮ গেজ ও ৩০ গেজ ঐ—	১৩৲—১৬৲
...গান খেরা কাটাতার ১০০	
...উণ্ড গাঃ	৮৸০
...ল পাটী	৬৲৵—৬।০
..., বোল্টু (গোল)	৬৲৵—৬।০
..., গরাদে (চৌকা)	৬৵০—৬৲।০
...,গোল রড ৵০—।৵০ সূতা	৪৸৵—৫।৵
..., টানা রড-	
চৌকা ৵০—।৵০ ঐ	৫৵০—৫॥০
বাণ্ডিল তার	৭৲—৭৸০
প্লেট—তিন সূতা মোটা	
...ধিক	৭৲—৭।০
চাদর ৩-১৬ থানা বাণ্ডিল	৯॥৵—১০৲
...ীং ষ্টীল	৮।০—৯৲
...ক রাউণ্ড	৫৸৵—৬৲৵০
...তারের পেরেক ১—৬ ইঞ্চি	৯—৯৸০
...প্যাটেণ্ট পেরেক ২—৮ ইঞ্চি	১২।০—১৫॥০
...লাই কড়া ১ হইতে ১০ নং	২॥০ সাট
...কোদাল ৪, ৫, ৬, ৭৸৵০ ৮৸৵০ ৯৸৵০ ডঃ	
তিন পাউণ্ড ৬৲ বেঃ ষিঃ	৬।৵০ ,,
...ঃ প্লেন বালতি ৭—১২ ইঞ্চি	১॥৵০ ৬॥৵০
বিভিট ,, ৭—১২ ইঞ্চি	২৲—৭৲ ,,
...ঙ্গার দেয়ার রডের গোল ও চৌকা	৮॥৫০
...তারের লোহার সিট	১৫৲ ,,
...ভেনেস্তা (কাঠের সিট)	১৮৲ ,,
...লাহার স্ক্রুপ ॥—৩ ইঞ্চি /১০—॥৵০ গ্রোস	
...কব্জা ১৩ নং	
...॥—৪ ইঞ্চি	।১০—৸৵১০ পেঃ ওজন
...ঃ তার ১৬—২২ নং	
...গেজ)	১২৲—১৯৲ হন্দর
...ঃ রিভিং (মটকা)	
ইঞ্চি	।৵৫—॥৵০ পীস
...ঃ পাটাপিং বা জোড়া	
ইঞ্চি	৪০—৬৵০ ,,
...ঃ স্ক্রুপ ১॥০—২॥০ ইঞ্চি	২৩৲—২৯৲ হন্দর

গ্যাস ওয়াসার চাকি	১১॥০—১৭৲ ,,
গাঃ গোল্ট নাট ৸—৬ ইঞ্চি	
	॥৵১০—১৵০ গ্রোস
চাপাই রেলিং	৩॥০—৭॥০ হন্দর
ঐ রেন ওয়াটার পাইপ	
৩ ইঞ্চি ৺১০ ও	৪ ইঞ্চি ।১০ ফুট
টিউব ওয়েলের জন্ত গ্যাঃ	
পাইপ১॥ ইঞ্চি	।৵৫ ফুট
পাম্প ৪নং ১২॥০ ৫নং ১৪৲ ৬নং ১৬৲	
৬০—৮০ বাটখারা ৵১৫ সাট ২।০—২॥০ মণ	

কেরোসিন

মোক্রেক প্রত্যেক বাক্স (২ টিন)		৯৲৬
সূর্য্য মার্কা	,,	৬॥০
ভিক্টোরিয়া	,,	৬৲

সোণার দর

পাকা সোণা	৩০৸৵
বড়াল	৩০৸
চিনা পাত	৩২।০

রূপার দর

রূপা প্রতি ১০০ ভরি	৫৫৵০
ঐ খুচরা	৫৵০

কোম্পানীর কাগজ

৩॥০ সুদের কাগজ	৮১৵
৩॥০ নূতন ঋণ (১৯৪৭-৫০)	৯১।০
৪৲ ,, ঋণ (১৯৬০-৭০)	৯৭৲
৫৲ ,, বণ্ড (১৯৩৫	১০৪॥৵০

ডিবেঞ্চার

৫৲ সুদের (১৯৫৬-৮৭) কলিকাতা পোর্ট-ট্রাষ্ট ডিবেঃ—	১০৫॥৵০

ব্যাঙ্ক

ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক (কর্নট)	২৯৪॥০
সেণ্ট্রাল ঐ	২২৲

কাপড় ও সূতার কল

এলগিন মিল	৪৫৲

পাট কল

হাওড়া	৫০৲
আকল্যাণ্ড	১৯৫৲
বালী	১৩২৲
বরানগর	১৫০৲
কেবল	৩১০৲
ভারত	২৪৩৲
ক্লাইভ	২৮।০
কাঁকিনাড়া	৪০৮॥০
ডেল্টা	৪০৫৲

কৃষ্ণনগর নবদ্বীপঘাট রেলওয়ে সময়

কৃষ্ণনগর হইতে নবদ্বীপঘাট

কৃষ্ণনগর সিটি—	৬-৪৫	১০-৪৪	১৩-২২	১৭-৩৮	২০-১৬
কৃষ্ণনগর রোড—	৬-৫৭	১০-৫৫	১৩-৩৩	১৭-৪৭	২০-২৫
আমঘাটা—	৭-১৫	১১-১৩	১৩-৫১	১৮-৩	২০-৪১
মহেশগঞ্জ—	৭-২৪	১১-২১	১৪-০	১৮-৯	২০-৪৭
নবদ্বীপঘাট—	৭-৩৩	১১-৩০	১৪-৯	১৮-১৬	২০-৫৫

বিশেষ দ্রষ্টব্য—নবদ্বীপঘাট ষ্টেশন অপেক্ষা মহেশগঞ্জ ষ্টেশন হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরের দূরত্ব অনেক কম। শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে যাঁহাদিগকে রাণাঘাটে ট্রেণ বদল করিতে হয়, তাঁহারা রাণাঘাটে প্রাতঃ ৫-৫০,৮-১৪,১১-৪৬,১৬-৪৮,১৮-৩৯ এবং ০-৩২ মিনিটের সময় গাড়ী পাইবেন।

শান্তিপুর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে শান্তিপুর ষ্টেশনে ৫-৪০,৯-২৯, ১২-২৫,১৬-৩ এবং ১৮-৪১ মিনিটের সময় ট্রেণ পাওয়া যায়।

নবদ্বীপঘাট হইতে কৃষ্ণনগর

নবদ্বীপ ঘাট—	৫-৩৫	৯-২৫	১২-১০	১৫-৩৪	১৮-৪৫
মহেশগঞ্জ—	৫-৪৩	৯-৩৩	১২-১৯	১৫-৪২	১৮-৫৩
আমঘাট—	৫-৪৯	৯-৩৯	১২-২৬	১৫-৪৮	১৯-৫
কৃষ্ণনগর রোড—	৬-৫	৯-৫৫	১২-৪৩	১৬-৪	১৯-২৪
কৃষ্ণনগর সিটি—	৬-১৭	১০-৩	১২-৫১	১৬-১২	১৯-৩৫

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস হইতে—ডাঃ কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম ভক্তিশাস্ত্রী এল. এম. এফ. কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

আশ্রয় দানে কারাদণ্ড

চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন মামলার ফেরারী আসামী দাগু মেধা চৌধুরীকে বিগত ৮ই জানুয়ারী শ্রীমতী সরস্বতী দেবী ও মণীন্দ্র শর্ম্মার বাড়ী হইতে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। উক্ত ফেরারীকে আশ্রয় দানের অভিযোগ শ্রীমতী সরস্বতী দেবীকে স্পেশাল ম্যাজিষ্ট্রেট তিন বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড এবং মণীন্দ্র শর্ম্মা ও সতীশচন্দ্র দেকে চার বৎসর করিয়া সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন। আসামী উক্ত দণ্ডের বিরুদ্ধে চট্টগ্রামের জেলা জজ মিঃ উইলিয়মসের নিকট আপীল করে। আপীলের শুনানী শেষ হইয়াছে, রায় দান স্থগিদ আছে। আবেদনকারীদের পক্ষে মিঃ উপেন্দ্রলাল রক্ষিত বি এল মামলা চালাইয়াছেন।

আইন অমান্যে কারাদণ্ড

গত ৬ই অক্টোবর শ্রীমতী সুনীতিবালা দাসগুপ্তা, শৈলবালা দাসী, ঊর্মিমণি দাসী, ডাঃ ইন্দ্রনারায়ণ সেনগুপ্ত, চারুচন্দ্র ভাণ্ডারী শম্ভুনাথ সেনগুপ্ত, দীনবন্ধু আশ ও গোপালচন্দ্র সরকারকে ১৯৩২ সালের ১৮ আইনের ২১ ধারা অনুসারে এবং শ্রীযুত ক্ষিতীশচন্দ্র দাসগুপ্ত এম, এন সেনগুপ্ত, কালীপদ ঘোষ ও ধীরেন্দ্রনাথ বাঁড়ুয্যেকে সংশোধিত ফৌজদারী আইনের ৭ ধারা অনুসারে উমাস্তগুতভাবে গ্রেপ্তার করা হইয়াছিল। তাঁহারা সকলেই ব্যক্তিগতভাবে আইন অমান্য করিয়াছিলেন।

গত ১০ই অক্টোবর ডাক্তার ইন্দ্রনারায়ণ সেনের প্রতি ৬ মাস এবং শ্রীযুত ক্ষিতীশচন্দ্র দাসগুপ্তের প্রতি ৪ মাস কারাদণ্ডের আদেশ হইয়াছে। ইন্দ্রবাবুকে ঐ দিনই আলীপুর সেন্ট্রাল জেলে আনা হইয়াছে।

আন্দামান হইতে পলায়নের কথা

ফিরোজ নামক অমৃতসরের জনৈক দুর্দ্ধর্ষ ব্যক্তি প্রথমে আন্দামান ও পরে শুক্রাবাদপুর জেলা [illegible] করে। তাহার সম্পর্কে তাহার অসমসাহসিকতার পরিচয় পাওয়া যায় কয়েকমাস পূর্ব্বে সে যখন শুক্রাবাদপুর জিলায় গ্রেপ্তার হয়। তখন সে নাকি পুলিশের নিকট বলে যে, অমৃতসরের জনৈক মহাজনকে এবং বিশেষ একজন উচ্চপদস্থ সরকারী কর্ম্মচারীকে হত্যা করে।

আন্দামান হইতে ফিরোজের পলায়ন সম্পর্কে জানা যায় যে ফিরোজ রাত্রিতে সমুদ্রের মধ্যে বহু মাইল সাঁতার কাটিয়া যায়। অতঃপর সে আন্দামান উপকূলের বহুদূরে একখানা নোঙ্গরবদ্ধ জাহাজের নিকট পৌঁছে কোন প্রকারে জাহাজে উঠিয়া সে কয়লার ভিতর লুকাইয়া থাকে এবং প্রায়ই জাহাজের অগম্য স্থানসমূহে গমনাগমন করিতে থাকে। এই প্রকারে সে কয়েকদিন অতিবাহিত করিয়া সকলের অগোচরে কলম্বো অবতরণ করে। কলম্বো হইতে পাঞ্জাব প্রত্যাবর্ত্তন করিলে সে শুক্রাবাদপুর জিলায় তাহার জনৈক আত্মীয়ের গৃহে গ্রেপ্তার হয়।

শুক্রাবাদপুর জেলে আবদ্ধ থাকাকালীন সে নাকি কতিপয় কয়েদীর নিকট তাহার চীন-তুর্কীস্থানের অন্তর্গত কাশগড় পলায়নের কথা বলে। প্রকাশ যে, উক্ত কয়েদীগণ কয়েকজন মাল্লার সাহায্যে ফিরোজকে দ্বিতীয়বারের জন্য পলায়নের সাহায্য করে

মেডিক্যাল স্কুলে চুরি

ময়মনসিংহ মেডিকেল স্কুলে সিঁদ চুরির চেষ্টা সম্পর্কে গোয়েন্দা পুলিশ বিশেষভাবে তদন্তের পর এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছে যে, উহা শিক্ষার্থীদের কার্য্য নহে। তাহা ছাড়া পুলিশের বিশ্বাস যে, এই সিঁদ চুরি কোন সুসংবদ্ধ চোরের দল কর্ত্তৃকও অনুষ্ঠিত হয় নাই। আরও তদন্ত চলিতেছে ইতিমধ্যে পুলিশ দুইজন যুবক ব্যতীত স্কুলের প্রহরীকেও গ্রেপ্তার করিয়াছে প্রহরীই এই মামলার ফরিয়াদী।

মুক্তি

ফেনী কলেজের ২য় বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র শ্রীযুক্ত বিজয়গোপাল দত্তকে চট্টগ্রামের জেনারেল গুলি-চালনা মামলা সম্পর্কে গ্রেপ্তার করা হইয়াছিল এবং পরে তাঁহাকে উক্ত মামলা হইতে ছাড়িয়া দিয়া বঙ্গীয় সংশোধিত গ্রেপ্তার করিয়া আটক করিয়া রাখা হইয়াছিল। সম্প্রতি তাঁহাকে ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে।

শিক্ষকের বিরুদ্ধে মামলা

লাহোরের সেণ্ট এন্টনী স্কুলের ৯ নম্বর বর্ষের ললিতকুমার নামক জনৈক ছাত্রকে মার পিটের অভিযোগে উক্ত স্কুলের শিক্ষক মিঃ বার্ণেটের বিরুদ্ধে সিটি ম্যাজিষ্ট্রেট চার্জ্জ গঠন করিয়াছেন গত ১৭ই ও ২৩শে মে এবং ২৫শে সেপ্টেম্বর তারিখে নাকি উক্ত শিক্ষক ললিতকুমারকে মারপিট করিয়াছিলেন। শিক্ষক বার্ণেট আদালতে তাঁহার জবানবন্দীতে বলেন যে, তিনি ১৭ই ও ২৩শে মে তারিখ উক্ত ছাত্রকে কোন মার দেন নাই, কেবলমাত্র গত ২৫শে সেপ্টেম্বর তারিখে হোম টাস্ক সম্পর্কে আস্তে আস্তে কয়েক থাপ্পড় মারিয়াছিলেন। শিক্ষককে ২০০০৲ টাকার জামিনে খালাস দেওয়া হইয়াছে পুনরায় উঠিলে ললিতের পিতামাতার সাক্ষ্য গৃহীত হইবে। শিক্ষক ছাত্র ও উকিলদের সমাগমে আদালত গৃহ পূর্ণ হইয়া গিয়াছিল।

যুবক বহিষ্কার

গত ২৬শে সেপ্টেম্বর দিল্লীর চীফ কমিশনার ঢাকা জেলার টঙ্গীবাড়ী থানার এলাকাধীন আউটসাহী গ্রাম নিবাসী শ্রীযুক্ত কুমুদরঞ্জন সেনের প্রতি পাঞ্জাব সংশোধিত ফৌজদারী আইন অনুসারে আদেশ দিয়াছেন যে, তাহাকে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে দিল্লী ত্যাগ করিতে হইবে।

অষ্ট্রীয়ার প্রধান সেনাপতি আক্রান্ত হওয়ার সংবাদ

অষ্ট্রীয়া হইতে এই মর্ম্মে এক সংবাদ প্রকাশিত হয় যে অষ্ট্রীয়ার হোমিগার সেনাবাহিনীর প্রধান সেনাপতি প্রিন্স ষ্টারহেমবার্গের বক্ষঃস্থল লক্ষ্য করিয়া গুলী বর্ষিত হইয়াছে। সরকারীভাবে এই সংবাদের প্রতিবাদ করা হইয়াছে ইহা একেবারে ভিত্তিহীন ভাইস চ্যান্সেলার ঘোষণা করিয়াছেন যে, প্রিন্স ষ্টারহেমবার্গ এখন ভিয়েনার জনায় শিকারে ব্যাপৃত হইয়াছেন। তথা হইতে এই গুলী বর্ষণের সংবাদের প্রতিবাদ করা হইয়াছে।

আসাম হইতে দিল্লী

সস্ত্রীক বড়লাট লর্ড উইলিংডন আসামে বেড়াইতে গিয়াছিলেন। তিনি এবং লেডি উইলিংডন আকাশ পথে দিল্লী প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন। বিমানপোত হইতে অবতরণ করিবার পর তাঁহাদিগকে বিপুল অভ্যর্থনা করা হয়।

রাজবন্দী ধনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

ঢাকার শ্রীযুক্ত ধনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য তিন বৎসর যাবৎ বেঙ্গল অর্ডিন্যান্সে রাজবন্দী হইয়াছেন। বর্ত্তমানে ইনি দেউলী জেলে (আজমীর) আছেন। ইনি বাতে ভুগিতেছেন এবং তাহার একটী হাতে ও পায়ে পক্ষাঘাতের লক্ষণ দেখা গিয়াছে এবং উহাতে তাহার স্পর্শ বোধ শক্তি কমিয়া যাইতেছে।

সাহগঞ্জের বাহিরে অবস্থিত মন্দিরের পুরোহিত হরবনসলালকে প্রহার করিবার অভিযোগে যোগেন্দ্র ও বাগা সহ প্রায় ছয়জন হিন্দু কুস্তীগীরকে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩২৩ ও ১৪৭ ধারানুসারে সিটি ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ এস্ নরেন্দ্র সিংএর এজলাসে অভিযুক্ত করা হইয়াছে।

অভিযোগের বিবরণ এই যে, পুরোহিত একটা কুস্তার আখড়া খুলিয়াছিল, এবং সকাল ৭ ঘটিকার কুস্তার সময় করিয়া দিয়াছিল আসামীগণ সকাল সকাল কুস্তী শেষ করিবার জন্য সকাল ৫টার সময় কুস্তীর সময় করিয়া দিতে পুরোহিতকে অনুরোধ করে। পুরোহিত অনুরোধ রক্ষা করিতে অস্বীকার করিলে আসামীগণ তাহাকে প্রহার করে, ফলে তাহার দাঁত পড়িয়া যায়

মেল ডাকাতির জের

গত সোমবার বাঁকুড়া মেল ডাকাতি মামলার শুনানী পুনরায় আরম্ভ হয়।

গত ৯ই আগষ্ট ২০নং কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীটে একটী ৬ঘরা রিভলভার ৯টী তাজা কার্ত্তুজ রাখিবার অভিযোগে স্পেশাল ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ এস কে সিংহ সুরেন্দ্রনাথ সরখেলের বিরুদ্ধে অস্ত্র আইনের ১৮এ এবং ২০ ধারা অনুসারে অভিযোগ গঠন করেন।

অভিযোগের বিবরণে প্রকাশ যে, আসামীকে বাঁকুড়া মেল ডাকাতি সম্পর্কে খোঁজ করা হইতেছিল। ৫৯ খানা দশ টাকা নোটের অর্দ্ধাংশ আসামীর নিকট পাওয়া গিয়াছে এবং এই নোটগুলি মেল ডাকাতির অপহৃত নোটের অপরাংশ বলিয়া প্রকাশ আগামী ১৬ই অক্টোবর পর্য্যন্ত শুনানী মুলতবী আছে।

অজ্ঞান অবস্থায়

গত সোমবার পাইকপাড়া ময়দানে একজন লোককে অজ্ঞান অবস্থায় পড়িয়া থাকিতে দেখা যায়। তাহার বয়স অনুমান ৩০ বৎসর। তাহাকে কারমাইকেল মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠান হয়। লোকটির পকেটে নগদ ১৫৲ টাকা ও কিছু খুচরা পয়সা আছে। তাহার মুখ হইতে মদের গন্ধ বাহির হইতেছিল।

জেল হইতে কয়েদীর পলায়ন

শুক্রাবাদপুর জেলা হইতে ফিরোজ নামক কয়েদীর পলায়নে সহায়তা করার সন্দেহে পুলিশ কালাউর নামক থানার অন্তঃপাতী একটি গ্রাম হইতে গোলাম মহম্মদ নামক এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করিয়াছে। পুলিশের বিশ্বাস যে, গোলাম জেলা কনেষ্টবল তারা সিংহের সহিত যোগ সাজসে ফিরোজকে একখানা রেত (ফ্রাইল) আনিয়া দিয়াছে এবং তাহাকে পলায়ন বিষয়ে অন্যান্য ভাবেও সাহায্য করিয়াছে প্রকাশ যে, সন্ধ্যার অব্যবহিত পরেই তারা সিং যখন ডিউটীতে ছিল ঐ সময় গোলাম একবার জেলের দেয়াল বাহিয়া উঠিয়াছিল তারা সিংহ পরে রাত্রি ২টায় পুনরায় ডিউটিতে পলায়নের-জন্য পূর্ব্ব হইতে প্রস্তুত ফিরোজ ধীরে ধীরে বাহির হইয়া আসে সান্ত্রী তারা সিং কিন্তু ঐ সময় ফিরোজের নিকট হইতে মাত্র ৩ গজ দূরে দাঁড়াইয়াছিল। গোলাম নাকি পুলিশের নিকট বলিয়াছে যে, লাহোরে ২দিন অবস্থান করিয়া ফিরোজ লায়ালপুরের দিকে অগ্রসর হইবে বলিয়া অভিমত প্রকাশ করিয়াছিল লাহোরের নিকট ফিরোজ গ্রেপ্তার হইয়াছে বলিয়া খবর প্রকাশিত হইয়াছে, উহা অমূলক তারা সিং কনেষ্টবল ও পুলিশ কর্ত্তৃক গ্রেপ্তার হইয়াছে।

তারের ঠিকানা— 'শ্রীধাম' নবদ্বীপ
ডাকের ঠিকানা—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

দৈনিক

Reg C. 1544

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩৷৹
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার স্বতন্ত্র।

নদীয়াপ্রকাশ

THE
NADIA-PRAKASH

সাহায্যের হার
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৷৹
মাসিক ১৲
নগদ
প্রতি সংখ্যা ৵৫

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার - নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৮ম খণ্ড | সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বেদান্তবাচস্পতি [১৮৮শ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর—৩০শে আশ্বিন সোমবার ১৩৪০, ১৬ই অক্টোবর ১৯৩৩

তুরস্কে বেদ শিক্ষার ব্যবস্থা

লাহোরের 'প্রতাপ' নামক উর্দ্দু সংবাদ পত্র ৯ই অক্টোবরের এক সংবাদে জানাইতেছেন যে, তুরস্কের রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিবর্ত্তনের সহিত শিক্ষা প্রণালীও নূতন আকার ধারণ করিতেছে। খলিফার আমল হইতে তুরস্কের বিশ্ববিদ্যালয় প্রাণহীন হইয়া পড়িয়াছে। তুরস্ক গবর্ণমেণ্ট সেই পুরাতন বিশ্ববিদ্যালয়কে নূতন আকারে গড়িয়া তুলিতেছেন।

ইউরোপীয় ভাষা শিক্ষাদান ভিন্ন ভারতীয় দর্শন শাস্ত্র ও সংস্কৃত শিক্ষার প্রতি তুরস্ক গবর্ণমেণ্ট বিশেষ জোর দিতেছেন। তুরস্ক ভাষায় চতুর্ব্বেদের অনুবাদের জন্য একজন ইউরোপীয়ান পণ্ডিত নিযুক্ত করা হইয়াছে। চতুর্ব্বেদ ভিন্ন অপরাপর দর্শন শাস্ত্র এবং অন্যান্য সংস্কৃত পুস্তকেরও অনুবাদ করা হইবে।

বিমানপোতযোগে ডাক চলাচল

পোষ্ট মাষ্টার জেনারেল পার্লামেণ্ট সংক্রান্ত প্রাইভেট সেক্রেটারী স্যার এডওয়ার্ড ক্যাম্বল বলেন বর্ত্তমান বর্ষের শেষ দিকে বিমান ডাক সার্ভিস সিঙ্গাপুর পর্য্যন্ত প্রসারিত করা হইবে। তিনি আরও বলেন যে, আগামী বর্ষে অষ্ট্রেলিয়া গবর্ণমেণ্ট আর একটী বিমান ডাক সার্ভিসের দ্বারা সিডনী ও সিঙ্গাপুরের মধ্যে সংযোগ বিধান করিতে পারিবেন বলিয়া আশা করেন।

ত্রিবাঙ্কুর-মহারাজের সিদ্ধান্ত

প্রকাশ, ত্রিবাঙ্কুরের মহারাজা এই মর্ম্মে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, ত্রিবাঙ্কুর রাজ্য নরেন্দ্রমণ্ডলীতে কার্য্যকরীভাবে যোগদান করিবেন না। এতৎসম্পর্কে ত্রিবাঙ্কুর রাজ্য হায়দ্রাবাদ, মহীশূর, বরোদা ও অন্যান্য রাজ্যের নীতি অনুসরণ করিবে। সমুদ্রের নিকটবর্ত্তী রাজ্য হিসাবে ত্রিবাঙ্কুর স্বাধীন এবং স্বতন্ত্রভাবে তাহার মতামত প্রকাশ করিবে। সুতরাং জয়েণ্ট সিলেক্ট কমিটিতে যুক্তরাষ্ট্রের পরিকল্পনা সম্পর্কে কোন সমস্যার উদ্ভব হইলে ত্রিবাঙ্কুরের পক্ষে নরেন্দ্রমণ্ডলী কোন কথা বলিতে সমর্থ হইবেন না।

বিমানপোতে ইংলণ্ড হইতে অষ্ট্রেলিয়া

স্যার চার্লস কিংসফোর্ড স্মিথ লোকাল টাইম ১৭ ঘণ্টা ১২ মিনিটের সময় উইনহাম পৌঁছিয়া বিমানপোত যোগে ইংলণ্ড হইতে অষ্ট্রেলিয়া আগমন বিষয়ে ৪০ মিনিট সময় দ্বারা পূর্ব্ববর্ত্তী রেকর্ড অতিক্রম করিয়াছেন।

গত বৎসর বিমান বীর স্কট বিমানপোত যোগে ৮ দিন ২০ ঘণ্টা ৪৭ মিনিটে ইংলণ্ড হইতে এই স্থানে পৌঁছিয়াছিলেন।

সেপ্টেম্বরের বাণিজ্য শুল্ক

১৯৩৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ভারতীয় বাণিজ্য-শুল্ক হইতে ৩ কোটী ৭৫ লক্ষ টাকার রাজস্ব আদায় হইয়াছে। আগষ্ট মাসে আদায় হইয়াছিল ৪ কোটী ৭ লক্ষ এবং গত বৎসর সেপ্টেম্বর মাসে আদায় হইয়াছিল ৩ কোটী ৭৬ লক্ষ টাকা।

১৯৩৩ সালের এপ্রিল মাস হইতে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত ৬ মাসে মোট ২৩ কোটী ৬৪ লক্ষ টাকা রাজস্ব আদায় হইয়াছে। গত বৎসর আদায় হইয়াছিল ২৩ কোটী ৫২ লক্ষ টাকা। এবৎসর আমদানী-শুল্ক হইতে ১৭ কোটী ২৬ লক্ষ, রপ্তানী শুল্ক হইতে ১ কোটী ৯৬ লক্ষ, মোটর স্পিরিট ও কেরোসিন উৎপাদন শুল্ক হইতে যথাক্রমে ২ কোটী ২৮ লক্ষ ও ১ কোটী ৪২ লক্ষ, স্থলবাণিজ্য হইতে ১ কোটী ৪২ লক্ষ এবং অন্যান্য দিক হইতে ৭২ লক্ষ টাকা রাজস্ব আদায় হইয়াছে।

আমদানীর দিকে মোটর গাড়ী কলকব্জা, মদ্য, কাগজ প্রস্তুতের প্রধান উপাদান, গোধূম, লুব্রিকেটিং অয়েল, রেলপথের সরঞ্জাম, চা, সুপারি প্রভৃতিতে এবং রপ্তানীর দিকে পাট, চর্ম্ম, ইত্যাদিতে রাজস্ব বৃদ্ধি পাইয়াছে।

পক্ষান্তরে চিনি, কাপড়, কেরোসিন, লোহ, ইস্পাত, তুলা, ধাতব পদার্থ, মোটর স্পিরিট, রবারের টায়ার ও টিউব, সূতা, তামাক, কৃত্রিম রেশম, গুড়, রূপার তার, টিন, ইলেক্ট্রিক বাল্‌ব প্রভৃতি আমদানী-শুল্ক হইতেও পাটের জিনিষের রপ্তানী-শুল্ক হইতে রাজস্ব হ্রাস পাইয়াছে।

গত ছয় মাসে আমদানী জিনিষ হইতে সংরক্ষণ-শুল্ক বাবদ ৫ কোটী ৭৫ লক্ষ টাকা আদায় হইয়াছে।

হাটখোলা ডাকলুঠের মামলা

হাটখোলা ডাক লুঠ সম্পর্কে যে পাঁচজন আসামী ধৃত হইয়াছে, উহাদিগকে দায়রা আদালতে উপস্থিত করা হয়। স্পেশাল জজ কর্ত্তৃক উহাদের বিচার হইবে।

বড়দিনের বন্ধের পূর্ব্বে মামলার শুনানী আরম্ভ হওয়ার সম্ভাবনা নাই।

বিষম দুর্ঘটনা

বেণ্টিক ষ্ট্রীটে চলন্ত লরী হইতে মাল পড়িয়া এক শোচনীয় দুর্ঘটনা হইয়া গিয়াছে।

ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, একখানা মাল বোঝাই লরী বেলা অনুমান ৩ ঘটিকার সময় বেণ্টিক ষ্ট্রীট দিয়া বেগে লালবাজারের নিকটে আসিলে পর হঠাৎ কয়েক বোঝা মাল (বড় গাঁট) ঝাঁকুনির দরুণ বেণ্টিক ষ্ট্রীটের বাম দিকের ফুটপাথে পড়িয়া যায়। বাবুরাম নামক জনৈক ২৫ বৎসর বয়স্ক যুবক ঐ রাস্তা দিয়া যাইতেছিল। দৈবদুর্ব্বিপাক বশতঃ কয়েক বোঝা মাল তাহার উপর পড়িয়া যায় এবং সে গুরুতরভাবে আহত হয়। মালের চাপে সে একেবারে অজ্ঞান হইয়া পড়িয়াছিল এবং তাহার নাক ও মুখ থেথলাইয়া অবিরাম রক্ত পড়িতেছিল। এম্বুলান্স তাহাকে অজ্ঞান অবস্থায় মেডিকেল কলেজ হাঁসপাতালে রাখিয়া আসিয়াছিল। তথায় প্রাথমিক চিকিৎসার পরও সে কথাবার্ত্তা বলিতে সক্ষম হয় নাই। মেডিকেল কলেজে খোঁজ নিয়া জানা গেল যে, তাহার অবস্থা নিতান্ত আশঙ্কাজনক।

প্রকাশ যে, অপর একটী লোকও এই দুর্ঘটনায় সামান্য আঘাত পাইয়াছিল, তবে তাহাকে হাঁসপাতালে যাইতে হয় নাই।

মাদ্রাজে টার্ম্মিনাল ট্যাক্স

মাদ্রাজ সরকার সিটী কর্পোরেশনকে এই মর্ম্মে এক সংবাদ জানাইয়াছেন যে, মাদ্রাজ সহরে যে সকল যাত্রী প্রবেশ করিবেন তাঁহাদের নিকট হইতে টার্ম্মিনাল ট্যাক্স আদায়ের জন্য সিটী কাউন্সিল যে সুপারিশ করিয়াছেন ভারতসরকার উক্ত প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিয়াছেন।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১৩ দামোদর, সর্ব্বশিব সঙ্কর্ষণ

শ্রীল নরহরি সরকার

অপ্রকট তিথি—দামোদর-কৃষ্ণদ্বাদশী

আজ দামোদর-কৃষ্ণদ্বাদশী। এই তিথিরাজ আমাদের পরম শ্রদ্ধার ও বন্দনার পাত্র। কারণ, এই তিথিকে কৃপা করিয়াই মহাপ্রভুর প্রিয় পার্ষদ ঠাকুর শ্রীল নরহরি সরকার অপ্রকট-লীলা আবিষ্কার করিয়া বহির্ম্মুখ জনগণের দৃষ্টির অন্তরালে অপ্রাকৃত ধামে নিত্য প্রভুর নিত্য সেবায় প্রবিষ্ট হইয়াছেন। শ্রীল ঠাকুর মহাশয়ের নাম গৌড়ীয়-বৈষ্ণবগগনে চিরকালই স্নিগ্ধোজ্জ্বলচন্দ্রিমা বিকিরণ করিয়া থাকেন। কৃষ্ণপক্ষের গাঢ় অন্ধকার সাধারণের দৃ[ষ্টি] অবরুদ্ধ করিলেও ভক্তের প্রেমাঞ্জনচ্ছুরিত ভক্তিবিলোচনের নিকট শ্রীল সরকার ঠাকুরের উজ্জ্বল সেবা প্রকাশিত হন। এই কৃষ্ণদ্বাদশী-তিথিতে তাঁহারা [illegible] শ্যামসুন্দরের অপূর্ব্ব শ্রী সন্দর্শন করিয়া থাকেন। ঠাকুরের কৃপায় ভক্তিবিলোচন পাইয়াই শ্রীল লোচন দাস শ্রীচৈতন্যমঙ্গল নামক অপূর্ব্ব গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। এই গ্রন্থে পরবর্ত্তিকালে গৌরনাগরীবাদের পাণ্ডারা স্ব স্ব দুষ্ট-মতবাদ ঠাকুরের অনুমোদিত বলিয়া প্রমাণ করিবার জন্য কিছু কিছু 'খাদ' প্রবেশ করাইবার যত্ন করিলেও গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্যপাদের প্রচার-কিরণে তাহা প্রকাশিত হওয়ায় সাধারণ জনগণ মূল গ্রন্থরাজের প্রকৃত পাঠ-অবলম্বনে যে শাশ্বত আনন্দ-লহরী পাইবেন, তাহাতে আর সন্দেহ কি?

আবির্ভাব-স্থান—শ্রীখণ্ড

শ্রীল নরহরি সরকার ঠাকুরের আবির্ভাব স্থান—শ্রীখণ্ডে। শ্রীখণ্ড বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত; ইহা কাটোয়া হইতে ৪ চারি মাইল পশ্চিমে অবস্থিত। হাওড়া হইতে কাটোয়া হইয়া [illegible] শ্রীখণ্ড ষ্টেশন।

শ্রীমুকুন্দদাস, শ্রীমাধব দাস ও শ্রীনরহরি দাস—ইঁহারা তিন ভ্রাতা, পিতার নাম শ্রীনারায়ণ দাস। মুকুন্দদাসের পুত্র শ্রীল রঘুনন্দন। চিরঞ্জীব ও সুলোচন নামক দুইজন গৌরপার্ষদের নিবাসও শ্রীখণ্ডেই ছিল। এই সকল ভক্তগণ-সম্বন্ধে শ্রীল চৈতন্যচরিতামৃত বলিতেছেন,—

খণ্ডবাসী মুকুন্দদাস, শ্রীরঘুনন্দন।
নরহরিদাস, চিরঞ্জীব, সুলোচন॥
এই সব মহাশাখা—চৈতন্য-কৃপাধাম।
প্রেমফল-ফুলে করে যাঁহা তাঁহা দান॥

শ্রীনিবাস আচার্য্যের শিষ্য ও শ্রীনরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের সঙ্গী শ্রীপাদ রামচন্দ্র কবিরাজ এবং তদনুজ পদকর্ত্তা গোবিন্দদাস কবিরাজ ভ্রাতৃদ্বয় গৌরপার্ষদ চিরঞ্জীব সেনের তনয়রূপেই জগতে আবির্ভূত হইয়াছেন। গৌরগণোদ্দেশদীপিকা পাঠে জানা যায়, চিরঞ্জীব ও সুলোচন উভয়েই নরহরি সরকার ঠাকুরের অঙ্গ প্রসাদেই একান্তভাবে শ্রীচৈতন্য-চন্দ্র-চরণে শরণাগত হইয়াছিলেন। যথা,—

খণ্ডবাসৌ নরহরেঃ সাহচর্য্যমহত্তরৌ।
গৌরাঙ্গৈকাশ্রয়ণৌ চিরঞ্জীব-সুলোচনৌ

খণ্ডবাসী ভক্তগণের রথের পশ্চাতে কীর্ত্তন

উপরিলিখিত খণ্ডবাসী ভক্তগণ সকলেই সুকীর্ত্তনীয়া। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতপাঠে আমরা জানিতে পারি, তাঁহারা মহাপ্রভুর নীলাচলে অবস্থানকালে প্রতিবৎসরই শ্রীপাদ শিবানন্দ সেনের সহিত পুরীতে গমন করিতেন। শ্রীমন্ মহাপ্রভু যখন রথাগ্রে কীর্ত্তন করিতেন তখন গৌড়ীয় ভক্তগণই তাঁহার মুখ্য সঙ্গী ছিলেন। তিনি ভক্তগণকে সপ্তসম্প্রদায়ে বিভক্ত করিয়া সঙ্কীর্ত্তন আরম্ভ করিতেন। ঐ সপ্ত সম্প্রদায়ের অন্যতম—শ্রীখণ্ডবাসী বৈষ্ণবগণের দল। তাঁহাদের দলে শ্রীপাদ নরহরি ঠাকুর ও শ্রীল রঘুনন্দন কীর্ত্তনানন্দে নৃত্য করিতেন।

মুকুন্দ ও রঘুনন্দন

শ্রীল রঘুনন্দন, শ্রীমুকুন্দ ও শ্রীনরহরি সরকার ঠাকুর এই তিনজন মহাপ্রভুর অতি প্রিয় সেবক। সাধারণ জগতের লোক অভিমানে গর্ব্বিত এবং অপর অপেক্ষা নিজের গুরুত্ব-প্রতিপাদনে সর্ব্বদাই সিদ্ধহস্ত। কিন্তু বৈষ্ণবগণ নিজের প্রতিষ্ঠাকে শূকরের বিষ্ঠার ন্যায় পরিত্যাগ করিয়া অপরকে যথোচিত সম্মান প্রদান করেন এবং বৈষ্ণবের গুণগ্রাম-বর্ণনে তাঁহারা পঞ্চমুখ। কখনও বৈষ্ণবের গৃহে বৈষ্ণবপুত্র আবির্ভূত হইলে বৈষ্ণবগণ নিজকে পুত্রের সম্মানের পাত্র বলিয়া জ্ঞান না করিয়া বৈষ্ণবপুত্রের দাস হই[তে] প্রার্থনা করিয়া থাকেন। এই উদাহরণটী আমরা শ্রীল মুকুন্দদাস সরকার ঠাকুরের পবিত্র চরিত্রে বিশেষরূপে লক্ষ্য করিতে পারি। একদিন মহাপ্রভু শ্রীমুকুন্দকে নীলাচলে জিজ্ঞাসা করিলেন—আচ্ছা মুকুন্দ, তুমি পিতা, তোমার পুত্র রঘুনন্দন? না, রঘুনন্দন পিতা, আর তুমি তাঁহার পুত্র। শ্রীমুকুন্দ উত্তর করিলেন—প্রভো, রঘুনন্দন নিশ্চয়ই আমার পিতা এবং আমি তাঁহার পুত্র। কারণ তাঁহার নিকট হইতেই আমরা কৃষ্ণভক্তি লাভ করিয়াছি, যিনি কৃষ্ণভক্তি দান করেন তিনিই ত' বস্তুতঃপক্ষে পালনকর্ত্তা বলিয়া পিতা। মহাপ্রভু মুকুন্দের বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক অতিশয় আনন্দিত হইয়া বলিলেন, তুমি ঠিক কথাই বলিয়াছ, কারণ—

"যাহা হৈতে কৃষ্ণভক্তি সেই গুরু হয়

ভক্তের মাহাত্ম্য

ভক্তের মহিমা কীর্ত্তন করিতেই মহাপ্রভুর আনন্দ; তাই তিনি ভক্তের মহিমা কীর্ত্তনে পঞ্চমুখ হইয়া ভক্তগণের নিকট মুকুন্দ ও রঘুনন্দনের গুণকীর্ত্তন করিতে লাগিলেন, মুকুন্দ-সম্বন্ধে বলিতে লাগিলেন—মুকুন্দের নিগূঢ় প্রেম শুদ্ধ সুবর্ণের ন্যায় নির্ম্মল বাহে ইনি রাজবৈদ্য হইয়া রাজার কার্য্য করিলেও ইঁহার অন্তর কৃষ্ণ-প্রেমে পরিপূর্ণ। ইঁহার এ প্রেমের বিষয়ে একটী উদাহরণ দিতেছি—একদিন ম্লেচ্ছ রাজা উচ্চ টুঙ্গিতে বসিয়া শ্রীমুকুন্দের নিকট চিকিৎসা-বিষয়ে পরামর্শ লইতেছিলেন। উচ্চ স্থানে নির্ম্মিত ক্ষুদ্র গৃহকেই উচ্চ টুঙ্গি বলে। রাজা ও রাজবৈদ্যের কথোপকথন-সময়ে জনৈক সেবক রাজার মস্তকে একটী ময়ূরপুচ্ছ-নির্ম্মিত আড়ানি অর্থাৎ ছত্র ধারণ করিল। ঐ আড়ানিস্থ ময়ূরপুচ্ছ দেখিয়াই রাজবৈদ্য মুকুন্দ প্রেমাবিষ্ট হইলেন এবং উচ্চ টুঙ্গি হইতে ভূমিতে পড়িয়া গেলেন। রাজা মনে করিলেন বৈদ্যের বুঝি মৃত্যু হইল এবং তৎক্ষণাৎ নামিয়া আসিয়া তাঁহার চৈতন্য সম্পাদন করিলেন। পড়িয়া যাইবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে মুকুন্দ প্রেমের কথা গোপন করিয়া উত্তর করিলেন 'আমার মৃগীরোগ আছে'. বৈষ্ণবগণ কখনও অপরের নিকট নিজের প্রেমের পরিচয় দিতে ব্যস্ত হন না। ব্যস্ত না হইলেও সৌভাগ্যশালী ব্যক্তিগণ তাহা বুঝিতে পারেন। যদিও মুকুন্দ রাজার নিকট স্বীয় ভাব গোপন করিলেন তথাপি মুকুন্দ যে সিদ্ধ মহাপুরুষ তাহা রাজা জানিতে পারিলেন।

সেবা-বিভাগ

এখন রঘুনন্দনের মাহাত্ম্য কিছু বর্ণন করিতেছি। রঘুনন্দন সর্ব্বদা কৃষ্ণমন্দিরে অবস্থান করিয়া কৃষ্ণ-সেবায় নিযুক্ত থাকেন। মন্দিরের দ্বারদেশে একটী পুষ্করিণী আছে, তাহার ঘাটের উপর একটী কদম্ব বৃক্ষ। বৃক্ষে বার মাসের প্রত্যহই কৃষ্ণের কর্ণভূষণ নিমিত্ত দুইটী পুষ্প প্রস্ফুটিত হয়

মহাপ্রভু ভক্তগণের ঐসকল মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়া মুকুন্দ, রঘুনন্দন ও শ্রীনরহরি সরকার ঠাকুরের কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিয়া দিলেন। তিনি মুকুন্দকে বলিলেন,—

(১)
তোমার কার্য্য - ধর্ম্ম-ধন-উপার্জ্জন

(২)
রঘুনন্দনের কার্য্য—কৃষ্ণের সেবন।
কৃষ্ণসেবা বিনা ইঁহার অন্য নাহি মন॥

(৩)
নরহরি রহু আমার ভক্তগণ সনে।
এই তিন কার্য্য সদা করহ তিন জনে॥

ব্রজ-পরিচয়

পুরা মধুমতী প্রাণসখী বৃন্দাবনে স্থিতা।
অধুনা নরহর্য্যাখ্যঃ সরকারঃ প্রভোঃ প্রিয়ঃ॥
—গৌরগণোদ্দেশ-দীপিকা

বিফলজন্ম

(শ্রীযুক্ত ভবদেব চট্টোপাধ্যায়)

(১)
শ্রীশ্যামসুন্দর সর্ব্বশোভাকর
না হেরয়ে তাঁরে যাহার আঁখি।
শিখিপুচ্ছনেত্র সম শোভা মাত্র
সেই আঁখি তার বৃথায় দেখি॥

(২)
কৃষ্ণ-কথাসার অমিয়ারধার
নাহি পশে তাহা যে সব কানে।
কাণাকড়ি ছিদ্র সম কর্ণরন্ধ্র
সে কর্ণেতে কাল নরকে টানে॥

(৩)
কৃষ্ণনামরসে মৃত্যুভয় নাশে
সে রসে বঞ্চিত যে জিহ্বা থাকে
ভেক-জিহ্বা সম সেই জিহ্বা-যম
বিকট শমনে নিকটে ডাকে॥

(৪)
কৃষ্ণ-গন্ধে মন্দ জড়ের সুগন্ধ
সে-গন্ধে সম্বন্ধ নাহিক যার।
ধিক্ সে নাসায়, কিবা ফল তায়
ভোগ-গন্ধে ধায় নরক-দ্বার॥

(৫)
শান্তি সুশীতল ভক্তপদ-তল
সন্তাপনাশক পরশ যাঁর।
সেই স্পর্শ লাই যদি নাহি পাই
তবে এই লৌহ দেহ যে ছার॥

(৬)
ইন্দ্রিয়েতে সব সেবো কেশব
তবেই তাহার সার্থক মানি।
নহে যে ডুবিলে কালসিন্ধুতলে,
বিফলেতে দিলে জীবনখানি॥

———

কাম্য-ভূমি

যে-স্থানে নাই সুধার খনি
প্রেমময়ের কথা।
সে-স্থানে ভাই ভেকের ধ্বনি
পাই যে হৃদে ব্যথা॥
যে-স্থানে নাই গোবিন্দ-দাস
ভক্ত দীনের সখা।
সে-স্থানে হয় অসদাবাস
মতিহীনের দেখা॥
যে-স্থানে নাই রাধাশ্যামের
যাত্রা-মহোৎসব।
সে-স্থানে হয় নরাধমের
আড্ডা পানাসব॥
যে স্থানে নাই এ সমুদয়
ভগবানের স্মৃতি।
সে যদি হয় বাসালয়
চাই না তথা গতি॥
সে-স্থান দাও হে দয়াময়
পতিত দীন জনে।
যে স্থানে জীব মাতিয়া রয়
কৃষ্ণ-কেশব-গানে॥

সকল জন্মে পিতামাতা সবে পায়। গুরুকৃষ্ণ নাহি মিলে ভজহ হিয়ায়॥

দু'টী স্রোত

(১)

সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না আসে আর যায়—দুনিয়ার নিয়মই এই।

মাঘের দারুণ শীতে হি হি করে আবাল-বৃদ্ধবনিতা; পরক্ষণেই আবার বসন্ত রাণী স্বীয় প্রাধান্ত বিস্তার করিয়া প্রতিষ্ঠিতা হন মলয়াচলের উচ্চ সুখ-সিংহাসনে।

ফাল্গুনী পঞ্চমীর বেলা অবসানে একদিন ঘটনাক্রমে দুই কবি ধীর-মন্থরগতিতে বেড়াইতে কীর্ত্তিনাশা-তটে উপস্থিত হ'ন। সূর্য্য ঠাকুর দিবসের কার্য্য সমাপন করিয়া ক্লান্ত কলেবরে বিশ্রামাশায় স্রোতস্বতীর সুশীতল ক্রোড়ে আশ্রয় লইয়াছেন, পশ্চিম গগনে এখনও রক্তিমাভা একেবারে আকাশের গায় মিলাইয়া যায় নাই। অদূরস্থ বৃক্ষশ্রেণীর [illegible]। পাতাগুলি মলয়াঘাতে একটু একটু নড়িতেছে; দু একটী পক্ষী মৃদু তরঙ্গের গা ঘেঁসিয়া উড়িয়া যাইতেছে, রাখাল বালকগণ [illegible] ধেনুসহ গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছে। মাঝে মাঝে ভাটিয়াল সুরে গা চাড়িয়া নাবিকগণ দাঁড় টানিয়া নৌকা বাহিয়া চলিয়া যাইতেছে—এমনি সময় দু'টী কবি দাঁড়াইয়া আছেন নীরব-নিস্পন্দভাবে ঐ নদী-তটে।

এক জনের দেহ উজ্জ্বল গৌরবর্ণ, হাত দুখানি আজানুলম্বিত, পলাশফুলের মত চোক দু'টী, তিল ফুলের ন্যায় নাসিকার অগ্রভাগ আর [illegible] রাঙ্গা টুকটুকে। ইঁহার নাম ''প্রসাদ''--লোকে ডাকে ''অনুকূল''।

অপর জন দেখিতে খর্ব্বাকৃতি, শ্যামবর্ণ—[illegible]। মাতা পিতা আদর করিয়া ডাকেন ''পরাক্'' তবে সর্ব্বসাধারণের কাছে তিনি ''প্রতিকূল'' নামেই পরিচিত।

অনুকূল—(অস্পষ্টস্বরে স্বগত) ওঃ। কত বড় বিশাল নদী, তবু জোয়ার-ভাটা। (প্রকাশ্যে) আচ্ছা, বলতে পারেন মশায় এই যে [illegible] পূর্ব্বে অপ্রতিহতা গতিতে এই পদ্মা সাগরাভিমুখে ছুটিয়াছিল, কোন্ [illegible] তাহার স্রোতের গতি পরি-[illegible] আর দেখুন, বদ্ধ-মানবকে ভগবদ্ভক্তি দিবার জন্য কতই না সুগম পথ [illegible], তবু যে তাঁ'দের কি কণ্টক [illegible] বুঝ্‌তে পাচ্ছি না।

প্রতি—(সহাস্যে) কি অনু! আঁধারে [illegible] পারনি বুঝি? কেন, অনেক দিন আমরা এক সঙ্গে একই জননীর ক্রোড়ে লালিত-পালিত হয়েছি। তারপর [illegible] এক কাজে ব্রতী, আর আমি [illegible] প্রভাবে মানব হৃদয়ের ভক্তি বিনষ্ট ক'রে [illegible]। মানব জানে না যে, কোন্ প্রবল [illegible] এসে তা' দিগকে ভক্তির পথ থেকে [illegible] ক'রে নিমজ্জিত ক'রে দেয় তাদের জীবনতরণী—কোন্ ভোগময় সাগরের অগাধ জলে—জানে না যে তা'রা—

অত্যাহারঃ প্রয়াসশ্চ প্রজল্পো নিয়মাগ্রহঃ।
জনসঙ্গশ্চ লৌল্যঞ্চ ষড়্‌ভির্ভক্তির্বিনশ্যতি॥

তুমি, আর কি করবে বল? আমার সঙ্গে কি আর পার্ব্বে? তোমার যে কাজ, আমার কিন্তু তার ঠিক বিপরীত!

অনু—কি প্রতি, তুমি? তুমি আমার সঙ্গে এত শত্রুতা করছ? তবে এবার কি কর্ব্বো, জান?

প্রতি—বলই না, শুনি।

অনু—তোমার কঠোরাঘাতে দুর্ব্বল মানব নিরুৎসাহ হ'য়ে পড়ে। তাই এবার তোমার স্বরূপ প্রকাশ ক'রে দিব, আর খুব উৎসাহ দিয়ে বলবো—

উৎসাহান্নিশ্চয়াদ্ধৈর্য্যাৎ তত্তৎকর্ম্মপ্রবর্ত্তনাৎ।
সঙ্গত্যাগাৎ সতোবৃত্তেঃ ষড়্‌ভির্ভক্তিঃ প্রসিধ্যতি॥

ভগবদ্ভক্তি লাভ করতে হ'লে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করা যেমন প্রয়োজন, ভক্তিযাজনও তদনুরূপ দরকার। জ্ঞান-কর্ম্মাদ্যনাবৃতা ভক্তির জন্য অখিল-চেষ্টাই উৎসাহ। ঔদাসীন্যে ভক্তি লোপ হয়। ভক্তিই মানবজীবনের একমাত্র উপায় ও উপেয়, সুতরাং ইহাতে দৃঢ়তা চাই ''ভক্তিমার্গ হয় কোটীকণ্টকরুদ্ধঃ'' হ'লেও অবিচলিত-চিত্তে স্থির বিশ্বাসের সহিত তদনুসরণ করাই ধৈর্য্য, মানব যখন শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের ন্যায় ধৈর্য্য-সহকারে বলতে শিখ্‌বে যে—

খণ্ড খণ্ড হয় যদি ছাড়ে দেহ প্রাণ।
তথাপি বদনে না ছাড়িব হরিনাম॥

—তখনই সে আমার আনুগত্যে আমার দেওয়া ধন হরিভক্তি-অর্জ্জনে সমর্থ হ'বে। ভুক্তি-মুক্তি-সিদ্ধিবাঞ্ছা দূরে পরিহার পূর্ব্বক কৃষ্ণানুশীলন করতঃ জ্ঞানী, কর্ম্মী ও অন্যাভিলাষীকে বিষয়-মূঢ়জ্ঞানে ঐ সঙ্গ ত্যাগ করিয়া ভক্তসঙ্গই বাঞ্ছনীয়; কারণ—

সাধুসঙ্গ সাধুসঙ্গ সর্ব্বশাস্ত্রে কয়।
লব মাত্র সাধুসঙ্গে সর্ব্বসিদ্ধি হয়॥

অসৎসঙ্গ-ত্যাগ এই বৈষ্ণব আচার।
স্ত্রীসঙ্গী এক অসাধু কৃষ্ণাভক্ত আর॥

''কৃষ্ণসেবায় উৎসাহ, সেবা-বিষয়ে নিশ্চয়তা, কৃষ্ণসেবায় অচঞ্চলতা, কৃষ্ণসেবার উদ্দেশে তত্তদনুষ্ঠান, কৃষ্ণভক্ত ব্যতীত অন্য সঙ্গ পরিবর্জ্জন, কৃষ্ণভক্তের অনুসরণ এই ছয় প্রকার অনুষ্ঠানে ভক্তি বৃদ্ধি হয়।

প্রতি—আচ্ছা, এখন বল দেখি আমার স্বরূপ-সম্বন্ধে কি বলবে?

অনু—যে-স্থানে কৃষ্ণকথা-সুধা-সরিৎ নাই, যেথানে কৃষ্ণভক্ত নাই যেখানে কৃষ্ণের নামরূপগুণলীলাদি কীর্ত্তিত হন না, সে-স্থানেই তোমার অধিষ্ঠান। তাই তোমার ন্যায় ভক্তিবিরোধী যে-স্থলে অবস্থান করে তথায় অন্য দেবতুল্য মানব থাকিলেও সেই স্থান অবিলম্বে ত্যাজ্য। কারণ শ্রীমদ্ভাগবতও একথা বলেন, যথা (ভাঃ ৫।১৯।২৩)—

ন যত্র বৈকুণ্ঠকথাসুধাপগা
ন সাধবো ভাগবতাস্তদাশ্রয়াঃ।
ন যত্র যজ্ঞেশমখা মহোৎসবাঃ
সুরেশলোকোঽপি ন বৈ স সেব্যতাম্॥

অথবা, (ভাঃ ১০।১০।৮-৯)

ন হ্যন্যো জুষতো জোষ্যান্ বুদ্ধিভ্রংশো রজোগুণঃ।
শ্রীমদাদাভিজাত্যাদির্যত্র স্ত্রী-দ্যূতমাসবঃ॥
হন্যন্তে পশবো যত্র নির্দ্দয়ৈরজিতাত্মভিঃ।
মন্যমানৈরিমং দেহমজরামৃত্যু নশ্বরম্॥

যেস্থানে জড়জ্ঞানাভিমানী মানব বুদ্ধি-ভ্রংশকারী রজোগুণের প্রয়োজন নাই দে'খে মদগর্ব্বে গর্ব্বিত হ'য়ে অবৈধ স্ত্রীসঙ্গে, দ্যূত-ক্রীড়ায় বা মদ্যপানে রত হয় সেখানেই তোমার স্বরূপের প্রকাশ, তাই সেই স্থান পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য। কিম্বা যে-স্থলে ইন্দ্রিয়-পরায়ণ ব্যক্তিগণ অনিত্য জড়দেহকে, অজর অমর মনে ক'রে ভোগতৃপ্তির জন্য পশু বধ ক'রে পশু-জীবনের পরিচয় দেয় সেই স্থান পরিত্যাগ করবার জন্য মানব সমাজে ঢেড়রা বাজিয়ে দিব। তখন বুঝ্‌বে মজাটা কেমন!

প্রতি—বেশ অনু! বলতে শিখেছ বেশ। ছেলে বয়স থেকেই যে তোমার অমন স্বভাব তা' আমি জানি। কিন্তু একথা ঠিক্ জেনো, অনু, তুমি দুনিয়ার নিকট আমায় একেবারে বোকা সাজাতে পারবে না। তুমি যতই কেন মেদিনী কম্পিত ক'রে জলদগম্ভীর-নিনাদে বল না কেন যে—(ভাঃ ১০।২৩।৪০)

ধিগ্‌ জন্ম নস্ত্রিবৃদ্‌যত্তদ্ধিগ্‌ ব্রতং ধিগ্‌বহুজ্ঞতাম্।
ধিক্ কুলং ধিক্ ক্রিয়াদাক্ষ্যং বিমুখা যে ত্বধোক্ষজে॥

তোমার ঐ আকুল ক্রন্দন, ব্যাকুল ব্যথা, ভোগবিমূঢ় জীবের কর্ণে প্রবেশ ক'রে তা'দের হৃদয় বিদীর্ণ করবে না। লোক আছে খুব কমই তোমার অন্তর্ম্মুখ বহিস্তিক্ত বাণী শোনবার জন্য। আমি যতটা জীবহৃদয়ের প্রতি-শিরা তন্ন তন্ন ক'রে দেখেছি, তুমি ততটা কোথেকে পারবে বল? আমি তাঁ'দের বন্ধু ক'রে নিয়েছি।

অনু—তা' ঠিক। ঘাত-প্রতিঘাত, বিবাদ-বিসম্বাদ, শত্রু-মিত্র চিরদিন সমভাবে চল্‌বে। তবে এক সময় এক একটীর প্রাবল্য অধিক। এক সময়ে নবজাত শিশুর মুখ-দর্শনে জনক-জননীর হৃদয় দু'খানি সুখে গর্ব্বে আশায় ভরপুর হয়, আবার পরক্ষণে ধন-জন-সম্পদ, রূপে-গুণে গুণান্বিত যুবক পুত্রের অকালমৃত্যুতে জননী পাগলিনী প্রায়, পিতা দিশেহারা! আজ বালক ধূলা-খেলায় দিন কাটাচ্ছে, কাল আবার সেই সংসারের বোঝা মাথায় চাপিয়ে ক্লান্ত কলেবরে কালের ভয়ে হৃৎকম্পকারী মুখ-ব্যাদানের দিকে অগ্রসর হয়ে তাহার করাল-কবলে নিষ্পেষিত হচ্ছে। রৌদ্র-বৃষ্টি, শীত-গ্রীষ্ম, ভক্ত-অভক্ত এ-দু'টী স্রোত চিরদিনই থাক্‌বে। কিন্তু প্রতি, তুমি এও জেনো - যখনই তোমার দুষ্টবুদ্ধির প্রখরতায় দুর্ভাগা জীব ভ্রমে পড়ে দুঃখার্ণবে হাবুডুবু খাবে তখন আমিও আমার কার্য্যারম্ভ কর্ব্বো—বেচারাদের জন্যে আমার প্রাণ যে কাঁদে, প্রতি!

প্রতি—ধন্য অনু, তুমিই ধন্য! তোমার এত কোমল হৃদয়! দেখ (কোমলস্বরে) দেখ, আমরা দু'জনাই কৃষ্ণের দাস। কৃষ্ণই আমাদের প্রাণপতি। সকল জীবকে তাঁ'র কাছে নিয়ে যাওয়া আমার কি অনিচ্ছা? তবে একটা কথা কি—বদ্ধজীব বড় বোকা। তারা জানে না যে, কৃষ্ণসেবায় কি অপার অনির্ব্বচ্য আনন্দ! তাই তা'রা অহৈতুকী ভক্তি যাজন না ক'রে কনক কামিনী প্রতিষ্ঠা নিয়েই ব্যস্ত। তাই, এদের নিয়ে একটু খেলা না ক'রে থাকতে পারি না।

শ্রীগৌড়ীয়মঠে অন্নকূট-মহোৎসব

শ্রীগোবর্দ্ধন-পূজা বা শ্রীঅন্নকূট-মহামহোৎসব আগতপ্রায়। আগামী ৩রা কার্ত্তিক, ২০শে অক্টোবর শুক্রবার প্রতি বৎসরের ন্যায় কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠে গোবর্দ্ধনপূজা-মহামহোৎসব বিশেষ সমারোহের সহিত অনুষ্ঠিত হইবে। বিশেষতঃ এ বৎসর শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীগৌড়ীয়মঠে সেই সময়ে উপস্থিত থাকিবার বিশেষ সম্ভাবনা আছে। শ্রীগৌড়ীয়-মঠরক্ষক মহা-মহোপদেশক প্রভু ভক্তগণকে এ সময়ে গোবর্দ্ধন-পূজার বিভিন্ন উপহার ও উপায়ন প্রস্তুত করিয়া শ্রীগৌড়ীয়মঠে উপস্থিত হইবার জন্য আহ্বান জানাইতেছেন। যাঁহারা স্বয়ং উপস্থিত হইতে না পারেন, তাঁহারা অন্ততঃ শ্রীগোবর্দ্ধন-পূজার বিচিত্রনৈবেদ্য-সম্ভার প্রস্তুত করিয়া প্রেরণের ব্যবস্থা করিলেও তদ্দ্বারা গুরুগৌরাঙ্গের সেবা হইতে পারে।

শুদ্ধভক্তি গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। ভাষ্যসহ বিরাট শ্রীচৈতন্য ভাগবত ৫৲
২। শ্রীমদ্ভাগবতম্, —সমগ্র ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২৮৲
একাদশ স্কন্ধ হইতে প্রতিখণ্ড ।৶০
৩। ভাষ্যদ্বয়সহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত
(৪র্থ সংস্করণ) ৭৲
৪। ভক্তিবিবেককুসুমাঞ্জলি (বাঁধা) ১৲
৫। গৌড়ীয়-গৌরব ।৶০
৬। গৌড়ীয়-সাহিত্য ।৶০
৭। ভজনরহস্য ॥০
শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও
শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৯। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ)
ঐ (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
১০। গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি টীকাসহ)
ঐ (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
১১। গীতার কেবল মাধ্ব-ভাষ্য ।০
১২। যুক্তিমল্লিকা গুণসৌরভঃ সানুবাদ
(মাধ্ব) ২৲
১৩। বেদান্ততত্ত্বসার সানুবাদ
(রামানুজীয়) ॥০
১৪। জৈবধর্ম্ম ২৲
১৫। শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৬। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১৭। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ॥৶০
ঐ (বাঁধা) ৸০
১৮। দ্বীপ-দিগ্দর্শন ৵০
১৯। সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ) ।৶০
২০। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ॥০
ঐ (আবাঁধা) ।৶০
২১। নবদ্বীপধাম গ্রন্থমালা ৸০
২২। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৵০
২৩। গীতমালা ⁄১০
২৪। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৵০
২৫। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৵০
২৬। নবদ্বীপ পঞ্জিকা (৪৪৭ গৌরাব্দ) ৵০
২৭। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
২৮। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা-দর্পণ ।০
২৯। শরণাগতি ⁄০
৩০। গীতাবলী ⁄০
৩১। চিত্রে নবদ্বীপ ১॥০
৩২। সাধনকণ ⁄০
৩৩। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ⁄০
৩৪। নবদ্বীপশতক ⁄০
৩৫। অর্থপঞ্চক ⁄০
৩৬। সদাচারস্মৃতিঃ ⁄০
৩৭। কল্যাণকল্পতরু (৫ম সংস্করণ) ⁄১০
৩৮। অর্চ্চনকণ ⁄১০
৩৯। সাধককণ্ঠমালা (বাঁধা) ॥০
ঐ (আবাঁধা) ।⁄০
৪০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি
(প্রথম চারিখণ্ড) ৩৲
৪১। ব্রহ্মসংহিতা ।০
৪২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৪৩। মণিমঞ্জরী সানুবাদ ।০
৪৪। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৷০
৪৫। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ।০
৪৬। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৪৭। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
৪৮। গৌড়ীয়মঠ কি করেন ? ⁄০
৪৯। ঈশোপনিষৎ (বলদেব ও মাধ্ব-ভাষ্য এবং বিবৃতি ও অনুবাদসহ) ।০
৫০। শ্রীভুবনেশ্বর ৵০
৫১। সিদ্ধান্তদর্পণ ৶০
৫২। সাংখ্যবাণী ⁄০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৫৩। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী-দিগ্বিজয়ঃ ॥০
৫৪। সটীক-শিক্ষাদশমূলম্ ।০
৫৫। তত্ত্ব-সূত্রম্ ।০
৫৬। সানুবাদ-শিক্ষাষ্টকম্ ৶০
৫৭। গৌড়ীয়মঠস্থ পরিচয়ঃ ⁄০
৫৮। সারাংশবর্ণনম্ ৵০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৫৯। রায় রামানন্দ ॥০
৬০। নামভজন ।০
৬১। রিলেটীভ্ ওয়ার্ল্ডস্ ।৶০
৬২। লাইফ্ য়্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।০
৬৩। বৈষ্ণবীজম্ ।০
৬৪। হোয়াট্ গৌড়ীয়মঠ ইজ্ ডুইং ⁄০
৬৫। দি ভাগবত ।০
৬৬। টয়োটিক্ প্রিন্সিপ্ল য়্যাণ্ড আনেলয়েড্ ডিভোসন ।০
৬৭। ব্রহ্ম-সংহিতা ২॥০
৬৮। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (ভলুম ওয়ান) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৬৯। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ॥০
৭০। সাধন পথ ।০
৭১। কল্যাণ-কল্পতরু ⁄১০
৭২। গীতাবলী ⁄০
৭৩। শরণাগতি ⁄০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৭৪। শরণাগতি

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

নদীয়া-প্রকাশপ্রাপ্তির স্থান

১। শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম-মায়াপুর, নদীয়া
২। শ্রীযোগপীঠ ঐ
৩। শ্রীবাস অঙ্গন ঐ
৪। অদ্বৈত-ভবন ঐ
৫। কাজীর সমাধি পাট ঐ
৬। স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ, নদীয়া।
৭। শ্রীভাগবত আসন কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
৮। শ্রী একায়ন মঠ গোবিন্দপুর, হাঁসখালী।
৯। দ্বাদশগোপাল পাট—পোঃ চাকদহ,
১০। শ্রীগৌর গদাধরমঠ—চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড়, বর্দ্ধমান
১১। শ্রীমোদদ্রুমছত্র মাউগাছি, বর্দ্ধমান
১২। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম, আমলাযোড়া, পোঃ রাজবাধ বর্দ্ধমান
১৩। শ্রীগৌড়ীয়মঠ বাগবাজার, কলিকাতা
১৪। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাজু, হাওড়া,
১৫। শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয়মঠ, ৯০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা
১৬। শ্রীগোপালজী মঠ কমলাপুর, ঢাকা।
১৭। শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ পোঃ বালিয়াটী,
১৮। শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয়মঠ ময়মনসিংহ।
১৯। শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ চিরুলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর
২০। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম গোয়ালপাড়া, আসাম।
২১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ রায়পেট্টা, মাদ্রাজ।
২২। শ্রীরামানন্দগৌড়ীয় মঠ কব্বূর, জিঃ পশ্চিম গোদাবরী
২৩। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ উড়িয়াবাজার, পোঃ বক্সীবাজার, কটক।
২৪। শ্রীত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয় মঠ ভুবনেশ্বর।
২৫। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ স্বর্গদ্বার, পুরী।
২৬। শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ আলালনাথ পোঃ ব্রহ্মগিরি, পুরী।
২৭। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ ডুমুরকুণ্ডা, পোঃ চরকুণ্ডা, মানভূম।
২৮। শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ—কাশী।
২৯। শ্রীরূপগৌড়ীয় মঠ—এলাহাবাদ।
৩০। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ পুরাণবাজার, সরকার ঠাকুরের কুঞ্জ, বৃন্দাবন
৩১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, নিউদিল্লী
৩২। শ্রীপরমহংসমঠ—নৈমিষারণ্য,
৩৩। শ্রীসারস্বত গৌড়ীয় মঠ—হরিদ্বার।
৩৪। শ্রীব্যাসগৌড়ীয়মঠ—কুরুক্ষেত্র, পাঞ্জাব
৩৫। শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাবুলনাথ রোড, পোঃ গ্রাণ্ট রোড, বোম্বে।
৩৬। লণ্ডন গৌড়ীয়মঠ, ৩৯নং গ্লেডটন গার্ডেন্স, কেন্সিংটন্ লণ্ডন, (এস্, ডব্লিউ—১০)।
৩৭। অমর্ষি গৌড়ীয়মঠ—মেদিনীপুর
৩৮। সরভোগ গৌড়ীয় মঠ—সরভোগ, কামরূপ, আসাম,

শুদ্ধভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী মাসিক। শ্রীধাম-মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১॥০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দি ভাষায় একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি হৃদয় বন মহারাজ সম্পাদিত ও নৈমিষারণ্য শ্রীপরমহংস মঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ১॥০ দেড় টাকা মাত্র।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥০ দেড় টাকা মাত্র।

৫। কীর্ত্তন—মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ নিমানন্দ সেবাতীর্থ বি-এজি, বি-টি, সম্পাদিত। আসাম গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম হইতে প্রকাশিত, আসামী ভাষায় মাসিক। ভিক্ষা সডাক ১॥০ দেড় টাকা মাত্র

চৈতন্যভাগবত

আদিকবি শ্রীল বৃন্দাবন দাস প্রণীত সমগ্র গ্রন্থ

গ্রন্থের মূল বোল্ড অক্ষরে এবং তন্নিম্নে বিশ্ববিশ্রুত গৌড়ীয়মঠের প্রতিষ্ঠাতা ও আচার্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তি-**সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভু-পাদের** রচিত বিস্তৃত ভাষ্য উত্তম কাগজে সৌষ্ঠবের সহিত মুদ্রিত হইয়াছেন। ডবল ক্রাউন আটপেজি আকারে ১০৯৬ পৃষ্ঠায় কেবল মূল ও ভাষ্য সম্পূর্ণ হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত শ্লোকসূচী, পদ্যসূচী, স্থানসূচী, পাত্রসূচী, বিষয়সূচী, শব্দসূচী প্রভৃতি বিস্তৃত সূচীপত্রেও একটী গ্রন্থ হইবে। সভাষ্য শ্রীচৈতন্যভাগবতের এরূপ উৎকৃষ্ট ও অমূল্য বিরাট্ সংস্করণ জগতের কোথায়ও আজ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হন নাই, ইহা নিরপেক্ষ পাঠক মাত্রকেই একবাক্যে স্বীকার করিতে হইবে। শ্রীগৌড়ীয়মঠের উৎসব-কালে গ্রন্থের ভি' ১২৲ বারটাকা স্থলে—৫৲ পাঁচট মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীচৈতন্যমঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

কলিকাতা বাজার দর

লৌহ হার্ডওয়্যার

৬ই অক্টোবর ১৯৩৩

ঢালাই তৈয়ারী— প্রতি হন্দর।
...র কাড (জয়েষ্ট বা বীম)
...কা ৫।০—৫।৶০
...বে-মার্কা চাল্‌কা ওজন ৪।৵০—৪৸৶০
...রণ। টী-আয়রণ) ৬৵০—৬।০
...জ আয়রণ (কোনা) ৫৸৵০---৬।৵০
...নাইজড করগেট টীন—
...গেজ ৬ হইতে ১০ ফুট ১১।৵০
৪ গেজ ,, ,, ১০৸৶০
৬ গেজ ,, ,, ১২
১০ গেজ আর, পি, ডি, মার্কা ১২৸৶০
১৪ গেজ গাঃ প্লেন শীট— ১১।৵০
১৬ গেজ ,, ,, ১২।০
১৮ গেজ ও ৩০ গেজ ঐ— ১৩৲—১৬৲
...নের বেরা কাঁটাতার ১০০
...উণ্ড গাঃ ৮৸০
...ম গাটী ৬৲৶—৬।০
, বোলড় (গোল) ৬৲৶—৬।০
...দে (চৌকা) ৬৵০—৬৲।০
, গোল বড় ৶০—।৶০ সূতা ৪৸৵---৫৸৵
, টানা রড-
...৶০---।৵০ ঐ ৫৵০---৫॥০
, বাণ্ডিল চাল ৭৲—৭৸০
. প্লেট—১ইন সূতা মোটা
...ড ৭৲—৭।০
, চাদর ৬-১৬ থানা বাণ্ডিল ৯॥৵—১০৲
...ইল ৮।০—৯৲
...রাউণ্ড ৫৸৵—৬৲৵০
...বেক পেরেক ১—৬ ইঞ্চি ৯—৯৸০
প্যাটেণ্ট পেরেক ২—৮ ইঞ্চি ১২।০ —১৫॥০
...লাই কড়া ১ হইতে ১০ নং ২॥০ সাউ
কাদাল ৪, ৫, ৬, ৭৸৵০ ৮৸৵০ ৯৸৵০ ডঃ
...কন পাউণ্ড ৬৲ দেঃ বিঃ ৬।৵০ ,,
...গাঃ প্লেন বালতি ৭—১২ ইঞ্চি ১॥/০ ৬॥/০
...রিভিট ,, ৭—১২ ইঞ্চি ২৲--৭৲ ,,
...হার চেয়ার রডের গোল ও
চৌকা ৮॥০— ,,
...চালের লোহার সিট ১৫৲ ,,
...ভেনেস্তা (কাঠের সিট) ১৮৲ ,,
...হার স্ক্রুপ ॥—৩ ইঞ্চি /১০--॥৶০ গ্রোস
...কজা ১৩ নং
॥—৪ ইঞ্চি ।১০—৸৵১০ পেঃ ডজন
...গাঃ তার ১৬—২২ নং
গেজ) ১২৲---১৩৲ হন্দর
...গাঃ রিজিং (মটকা)
১২ ইঞ্চি ।৵৫—॥৶০
...গাঃ গাটারিং বা ডোঙ্গা
০ ইঞ্চি ॥০—৸৵০ ,,
...গাঃ স্ক্রুপ ১॥০--২॥০ ইঞ্চি ২৩৲--২৯৲ হন্দর

গ্যাঃ ওয়াশার চাকি ১১॥০—১৬৲ ,,
গ্যাঃ বোল্ট-নাট ৮—৬ ইঞ্চি
॥৵১০—১৵০ গ্রোস
ঢালাই রেলিং ৩॥০--৪॥০ হন্দর
ঐ রেন ওয়াটার পাইপ
৩ ইঞ্চি ৵১০ ঐ ৪ ইঞ্চি ।১০ ফুট
টিউব ওয়েলের জন্য গ্যাঃ
পাইপ১॥ ইঞ্চি ।৵৫ ফুট
পাম্প ৪নং ১২॥০ ৫নং ১৪৲ ৬নং ১৬৲
৬০- ৮০ বাটখারা ৵১৫ সাট ২।০-২॥০ মণ

সন্তোষকুমার মল্লিক এণ্ড সন্স লিঃ

লৌহ ও হাডওয়ার বিক্রেতা।
মীরবহর ঘাট লোহাপটী বড়বাজার,
টেলি--"লোহার মালিক" কলিকাতা

কেরোসিন

চেক্রেক প্রত্যেক বাক্স (২ টিন) ৯,৬
সূর্য্য মার্কা ,, ৬॥০
ভিক্টোরিয়া ,, ৬৲

সোণার দর

পাকা সোণা ৩০৸৶
বড়াল ৩০৸
চিনা পাত ৩২।০

রূপার দর

রূপা প্রতি ১০০ ভরি ৫৫৵০
ঐ খুচরা ৫৵০

কোম্পানীর কাগজ

৩॥০ সুদের কাগজ ৮১৶
৩॥০ নূতন ঋণ (১৯৪৭-৫০) ৯১।০
৪৲ ,, ঋণ (১৯৬০-৭০) ৯৭৲
৫৲ ,, বণ্ড (১৯৩৫ ১০৪॥/০

ডিবেঞ্চার

৫৲ সুদের (১৯৫৬-৮৬) কলিকাতা পোর্ট-
ট্রাষ্ট ডিবে :— ১০২॥৵০

ব্যাঙ্ক

ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক (কনট্রি) ২৯৪॥০
সেণ্ট্রাল ঐ ২২৲

কাপড় ও সূতার কল

এলগিন মিল ৪৫৲

পাট কল.

হাওড়া ৫০৲
অকল্যাণ্ড ১৯৫৲
বালী ১৬২৲
বরানগর ১৫০৲
কেবল ৩৭০৲
ভয়ষ্ট ২৪৩৲
ক্লাইভ ২৮।০
ডালহাউসী ৩০৮॥০
ডেল্টা ৩০৫৲

কৃষ্ণনগর নবদ্বীপঘাট রেলওয়ে সময়

কৃষ্ণনগর হইতে নবদ্বীপঘাট

কৃষ্ণনগর সিটি —	৬-৪৫	১০-৪৪	১৩-২২	১৭-৩৮	২০-১৬
কৃষ্ণনগর রোড —	৬-৫৬	১০-৫৫	১৩-৩৩	১৭-৪৭	২০-২৫
আমঘাটা —	৭-১৫	১১-১৩	১৩-৫১	১৮-৩	২০-৪১
মহেশগঞ্জ —	৭-১৪	১১-২১	১৪-০	১৮-৯	২০-৪৭
নবদ্বীপঘাট —	৭-৩৩	১১-৩০	১৪-৯	১৮-১৬	২০-৫৫

বিশেষ দ্রষ্টব্য—নবদ্বীপঘাট ষ্টেশন অপেক্ষা মহেশগঞ্জ ষ্টেশন হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরের দূরত্ব অনেক কম। শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে যাঁহাদিগকে রাণাঘাটে ট্রেণ বদল করিতে হয়, তাঁহারা রাণাঘাটে প্রাতঃ ৫-৫০, ৮-১৪, ৯-৪৬, ১৬-৪৮, ১৮-৩৯ এবং ০-৩২ মিনিটের সময় গাড়ী পাইবেন।

শান্তিপুর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে শান্তিপুর ষ্টেশনে ৫-৪০, ৯-২৯, ১২-২৫, ১৬-৪ এবং ১৮-৪১ মিনিটের সময় ট্রেণ পাওয়া যায়।

নবদ্বীপঘাট হইতে কৃষ্ণনগর

নবদ্বীপ ঘাট—	৫-৩৫	৯-২৫	১২-১০	১৫-৩৪	১৮-৪৫
মহেশগঞ্জ—	৫-৪৩	৯-৩৩	১২-১৯	১৫-৪১	১৮-৫৬
আমঘাটা—	৫-৪৯	৯-৩৯	১২-২৬	১৫-৪৮	১৯-৫
কৃষ্ণনগর রোড—	৬-৫	৯-৫৫	১২-৪৩	১৬-৪	১৯-২৪
কৃষ্ণনগর সিটি—	৬-১৩	১০-৩	১২-৫১	১৬-১২	১৯-৩২

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে—ব্রহ্ম কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম ভক্তিশাস্ত্রী এল. এম. এফ. কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

নীলাম ইস্তাহার

মোকাম কৃষ্ণনগর

২য় মুন্সেফ আদালত

নীলামের দিন ২৩শে অক্টোবর ১৯৩৩

(১)

২৬১ খাংজারী ৩৩ দাবী ২৮৶৯

ডিঃ নৃসিংহচন্দ্র পালচৌধুরী সাং চকহাতীশালা

দেঃ এজাই সেথ সাং চণ্ডীপুর পোঃ নাকাশীপাড়া

নাকাশীপাড়া থানায় মালুমগাছা গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ৩২ খতিয়ানে ৮-১৬শঃ জমী ওটবন্দী জমা মূল্য আঃ ১০৲

(২)

৩৯৫ খাংজারী ৩৩ দাবী ৭৭৶৯

ডিঃ ধীরেন্দ্রনাথ সরকার দিং সাং নতিপোতা

দেঃ জয়দুর্গাদাসী মোঃ কাঠালপোতা পোঃ কৃষ্ণনগর

হাঁসখালি থানায় আসাননগর গ্রামে তারাপদ সরকার অধীন ১১২৫ গং খতিয়ানে ৪৬৲ পত্তনী জমা দেঃ ॥০ অংশ, মূল্য আঃ ৫০৲

(৩)

৫৪১ খাংজারী ৩৩ দাবী ৪২৸০

ডিঃ কার্ত্তিক চন্দ্র ঘোষ সাং তাতলা

দেঃ সত্য সেখ দিং সাং নেকী পোঃ কৃষ্ণনগর

নাকাশীপাড়া থানার পানিগ্রাম গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ১২৫১।১২৫২ খতিয়ানের ব্রহ্মত্তর জমী ৬।৶১০ জমা মূল্য আঃ ১০৲

(৪)

৬৭৯ খাংজারী ৩৩ দাবী ১৩৲

ডিঃ ষষ্ঠীদাস বক্সী দিং সাং মাধবপুর

দেঃ রতিকান্ত বক্সী দিং সাং ঐ পোঃ বাজালঝি

চাপড়া থানায় কাঠগাছা গ্রামে গগন চন্দ্র বিশ্বাস দিং অধীন ১০৮।১০৯ খতিয়ানে ৮-৩৫শঃ জমী ৬৲ জমা দেঃ।০ অংশ মূল্য আঃ ১০৲

(৫)

৬৮২ খাংজারী ৩৩ দাবী ৪০।৴

ডিঃ মন্মথনাথ চৌধুরী সাং আমিনবাজার

দেঃ দ্বিজপদ পাণ্ডে সাং ডোমপুকুরিয়া পোঃ চাপড়া

চাপড়া থানায় ডোমপুকুরিয়া গ্রামে ডিক্রীদার দিং অধীন ৬৷৷৩৶০ জমী ৭৷৷৶৫ জমা মূল্য আঃ ১০৲

(৬)

৮২৬ খাংজারী ৩৩ দাবী ২৭৷৷৶৯

ডিঃ বিভূতিভূষণ পালচৌধুরী সাং চকহাতীশালা

দেঃ লোকমান সেখ সাং মালুমগাছা পোঃ নাকাশীপাড়া

নাকাশীপাড়া থানায় মালুমগাছা গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ৪৭ খতিয়ানে ৭-০৯শঃ জমীর ১৬৲ জমা দেঃ।/১৩৫১ দত্তি অংশ, মূল্য আঃ ৫৲

(৭)

৮২৭ খাংজারী ৩৩ দাবী ৩৫/০

ডিঃ ঐ

দেঃ কার্ত্তিকচন্দ্র বিশ্বাস সাং চিচুড়িয়া পোঃ নাকাশীপাড়া

নাকাশীপাড়া থানায় গতিপুর গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ১২৬-১৩০ খতিয়ানে ১০-২২শঃ জমীর ১৫৷৷/০ জমা দেঃ ।/১৩৫১ অংশ, মূল্য আঃ ১০৲

(৮)

৯১৯ খাংজারী ৩৩ দাবী ৫৬৩৷৷/৯

ডিঃ সতীশচন্দ্র রায় দিং সাং রামনগর

দেঃ অরুণাবালা দেবী দিং সাং হাতীশালা পোঃ ঐ

চাপড়া থানার মহেশনগর গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ৩৯ খতিয়ানে ২৫-৭০শঃ জমীর ৮৯।/৫ জমা মূল্য আঃ ২০০৲

২। ঐ থানার রাধানগর মৌজায় ডিক্রীদার অধীন ১৩-৩৪ খতিয়ানের ১০-৫৬ শঃ জমি ৬১৫৭৷৷ জমা মূল্য ১০০৲

৩। ঐ থানায় মহেশনগর মৌজার ডিক্রীদার অধীন ৩৬০ খতিয়ানের ২৫-১৬ শঃ জমি ৮২৲ জমা মূল্য ১৫০৲

(৯)

১১৩৪ খাংজারী ৩৩ দাবী ৫৫৩/০

ডিঃ নরেন্দ্র কুমার প্রামানিক সাং শান্তিপুর

দেঃ জয়দুর্গাদাসী সাং কাঠালপোতা পোঃ কৃষ্ণনগর

চাপড়া থানায় বেতবাড়িয়া গ্রামে নদীয়া কালেক্টরীর ১৭নং তৌজী অধীন ২ খতিয়ানের জমিদারী স্বত্ব মূল্য আঃ ২০০৲

ভারতীয় কোম্পানীর জাহাজ

রেঙ্গুণ, ১১ই অক্টোবর সংবাদে প্রকাশ বেঙ্গল বার্ম্মা ষ্টীম নেভিগেশন কোম্পানী লিমিটেডের "জল-গোপাল" নামীয় জাহাজখানি চট্টগ্রাম এবং তৎসন্নিকটস্থ অন্যান্য বন্দরসমূহ হইতে ডাক লইয়া গত শুক্রবার রেঙ্গুণে পৌছিয়াছে। স্মরণ থাকিতে পারে যে, ব্রিটিশ এবং ভারতীয় জাহাজ কোম্পানীর পরিচালকগণের মধ্যে পরস্পরের স্বার্থ সংরক্ষণকল্পে যে চুক্তি হইয়াছে, সেই অনুসারে চট্টগ্রাম আকিয়াব, কিয়াকপিউ, স্যাণ্ডওয়ে রেঙ্গুণ প্রভৃতি বন্দর হইতে ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া এবং বেঙ্গল বার্ম্মা এই উভয় কোম্পানীর জাহাজগুলি ডাক বহন করিতে পারিবে।

তারের ঠিকানা— 'শ্রীধাম' নবদ্বীপ
ডাকের ঠিকানা—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

ক

Reg C 1544

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩৷৹
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র।

নদীয়া-প্রকাশ
THE
NADIA-PRAKASH

সাহায্যের হার
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষাম্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸৹
মাসিক ১৲
নগদ
প্রতি সংখ্যা ৵৫

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৮ম খণ্ড। সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বেদান্তবাচস্পতি [১৮৯শ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর—৩১শে আশ্বিন মঙ্গলবার ১৩৪০, ১৭ই অক্টোবর ১৯৩৩

ফ্রান্সের আর্থিক দুরবস্থা

১২ই অক্টোবর নিরস্ত্রীকরণ সংস্থার আলোচনায় ফ্রান্সের মন্ত্রী-পরিষদের এত সময় অতিবাহিত হয় যে, বাজেটে ঘাটতির কথা আলোচনার সময় পাওয়া যায় নাই। বাজেটে ছয় শত কোটি ফ্রাঙ্ক ঘাটতি পড়িয়াছে। মিঃ পল বাঙ্কুর এইমাত্র জেনেভা হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন। বাজেট সম্পর্কে তাঁহার অনেক কথা বলিবার ছিল। মন্ত্রীসভা তাঁহার নীতি সমর্থন করিয়াছেন। আগামী মঙ্গলবারের মধ্যে যাহাতে বাজেট সংক্রান্ত প্রস্তাব প্রতিনিধিপরিষদে দাখিল করা হয় তজ্জন্য এই সপ্তাহের মধ্যেই মন্ত্রীসভার আর একটী অধিবেশন করিতে হবে।

রুশ-জাপান মনোমালিন্য

জাপান চাইনীজ ইষ্টার্ণ রেল পথটী দখল করিবার মতলবে ছিল, সোভিয়েট কর্ত্তৃক এরূপ উক্তি প্রকাশিত হওয়ায় জাপানের যে ক্রোধের সঞ্চার হইয়াছে তাহাতে রুশিয়াও বিশেষ উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছে। রুষ সংবাদপত্র 'ইসভেষ্টিয়া' বলিতেছেন যে, সোভিয়েট গোপন কথা প্রকাশ করিয়া দেওয়ায় জাপানী মহলে বিশেষ অসুবিধার সৃষ্টি হইয়াছে। 'প্রভদা' রেলটির অধিকারের জন্য জাপানী সাম্রাজ্যবাদী দের বাজে চেষ্টা এবং হুমকীপূর্ণ উচ্চ চীৎকার হাস্যাস্পদ।

৫০,০০০৲ তহবিল তছরূপ

১২ই অক্টোবর ইম্প্রুভমেণ্ট ট্রাষ্টের তহবিল হইতে ৫০,০০০৲ আত্মসাৎ করিবার অভিযোগে পুলিশের ডেপুটি সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট পরওয়ানা পাইয়া ইম্প্রুভমেণ্ট ট্রাষ্টের প্রধান কর্ম্মকর্ত্তা মিঃ ডবলিউ বুটী সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মিঃ মহাদেব প্রসাদ এবং একাউণ্টাণ্ট যুগল বিহারীকে গ্রেপ্তার করেন।

এইরূপ প্রকাশ যে, ট্রাষ্টের অপর এক কর্ম্মচারীর বিরুদ্ধে সম্পূর্ণ বিভিন্ন প্রকারের আর একটী মামলার শুনানী হইবার সময় পুলিশের সন্দেহ হয় এবং তাহার ফলে ঐসব লোক গ্রেপ্তার হয়।

ছাত্রের কৃতিত্ব

গ্লাসগো হইতে সংবাদ আসিয়াছে যে, শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রকুমার নিয়োগী, বি এস-সি গ্লাসগো বিশ্ববিদ্যালয়ের ইঞ্জিনিয়ারিংএর শেষ পরীক্ষায় কৃতিত্বের সহিত উত্তীর্ণ হইয়াছেন। শ্রীযুত শৈলেশ নিয়োগী পাটগ্রামের নিয়োগী বংশের স্বর্গীয় শশী নিয়োগীর কনিষ্ঠ পুত্র। স্বর্গীয় শশী নিয়োগীর নাম জলপাইগুড়ির বহু সদনুষ্ঠানের সহিত সংশ্লিষ্ট রহিয়াছে।

জানা গিয়াছে যে শ্রীযুত শৈলেশ নিয়োগীকে গ্লাসগো বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্র্যাকটীক্যাল ট্রেণিংএর সুযোগ দেওয়া হইবে। এরূপ সুযোগ খুব অল্পসংখ্যক ভারতবাসীর ভাগ্যেই ঘটিয়া থাকে। প্রকাশ যে, শ্রীযুত শৈলেশ নিয়োগী দেশে ফিরিয়া জলপাইগুড়ির কয়েকটি চা বাগানের বৈদ্যুতিক ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিয়া তাহার উন্নতির চেষ্টা করিবেন।

জাল গোয়েন্দা পুলিশ গ্রেপ্তার

বরম বলিয়া জনৈক পশ্চিমা নিজেকে জাল গোয়েন্দা পুলিশ বলিয়া জাহির করিবার জন্য শিয়ালদহ রেলওয়ে পুলিশ কর্ত্তৃক গ্রেপ্তার হইয়াছে।

প্রকাশ যে, বরম বেলিয়াঘাটা ষ্টেশনে একজন ষ্টলওয়ালার নিকট নিজেকে গোয়েন্দা ইন্সপেক্টর বলিয়া জাহির করিয়া কয়েক প্যাকেট সিগারেট চায় এবং সিগারেট না দিলে তাহার বিরুদ্ধে রিপোর্ট করিবে বলিয়া ভয় দেখায়। এইভাবে সে অনেক প্যাসেঞ্জারকেও তল্লাসী করে বলিয়া প্রকাশ। ইহার পর বরম গা ঢাকা দেয়, তাহাকে উক্ত স্থানে কিছু দিনের জন্য আর দেখিতে পাওয়া যায় না। গত বৃহস্পতিবার সে পুনরায় ষ্টেশনে আসে এবং উক্ত ষ্টলওয়ালার নিকট সিগারেট দাবী করে। এমন সময় সাদা পোষাক পরিহিত একজন হেড কনেষ্টবল তাহাকে ধরিয়া রেলওয়ে থানায় লইয়া যায়। এতদসম্পর্কে আরও তদন্তের জন্য ধৃত ব্যক্তিকে হাজতে রাখা হইয়াছে। প্রকাশ যে, তাহার নিকট এক খানা নোট বহি পাওয়া যায় উহার মধ্যে বিভিন্ন লোকের নাম ও ঠিকানা পাওয়া যায়।

বেনিয়াপুকুরে বিস্ফোরণ

গত বৃহস্পতিবার সকালে ঝাউতলা রোডের ইদু সেখ নামক জনৈক ব্যক্তি তাহার দোকানে বিস্ফোরণের ফলে গুরুতরভাবে আহত হয়। তাহাকে হাঁসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়।

প্রকাশ যে, কতকগুলি আতসবাজী তৈয়ারী করিবার সময় তাহার দোকানে বিস্ফোরণ হওয়াতে সে গুরুতরভাবে আহত হয়। ৮বৎসর বয়স্ক একজন ইউরোপীয়ান বালক ঘুড়ি কিনিবার জন্য উক্ত দোকানে যায়, বালকটী সামান্য আঘাত পাইয়াই নিস্তার পাইয়াছে। দোকান ঘরখানার বিশেষ ক্ষতি হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ। উক্ত গৃহের ছাদ যে কোন মুহূর্ত্তে ভাঙ্গিয়া পড়িতে পারে আশঙ্কায় পুলিশ পাহারা নিযুক্ত করা হইয়াছে।

চট্টগ্রামে পাঁচজন ধৃত

চাকরিয়ার জমাদার জিন্নতাল চৌধুরী হত্যা সম্পর্কে মকবুল আলী ও অপর চার জন লোককে গ্রেপ্তার করিয়া কক্সবাজার প্রেরণ করা হইয়াছে। এই সম্পর্কে কয়েকজন ফেরার হইয়াছে। তাহাদিগকে গ্রেপ্তার করিবার চেষ্টা করা হইতেছে।

বিমানপোতের আড্ডা

শ্যামদেশে সামরিক আইন জারী করা হইয়াছে। রাজানুগত সৈন্যদলের সহিত দুইদল বিদ্রোহী সৈন্যের যুদ্ধ চলিতেছে। বিদ্রোহী সৈন্যদল অগ্রসর হইয়া ডন মোয়াং স্থিত বিমান পোতের আড্ডা দখল করিয়াছে। এই আড্ডা শ্যামের রাজধানী ব্যাঙ্কক হইতে ১৩ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। শ্যামের অধিবাসীরা এখনও শান্ত আছে।

বাঙ্গলাদেশে ডাকাতির বহর

৩রা অক্টোবর ও ২৫শে সেপ্টেম্বরের মধ্যে বাঙ্গলা দেশের বিভিন্ন জিলা হইতে পুলিশ ২৬টি ডাকাতির সংবাদ পায়। উহার মধ্যে ৩টি ডাকাতিতে বন্দুক ব্যবহৃত হইয়াছে। ২৬টী ডাকাতির মধ্যে বর্দ্ধমানে ৬টী, মেদিনীপুর ও মুর্শিদাবাদ প্রত্যেক জিলায় ৫টী করিয়া; বীরভূমে ২টী, হুগলী হাওড়া, বগুড়া, দিনাজপুর, রাজসাহী, ময়মনসিংহ, ত্রিপুরা, বাকরগঞ্জ ও ফরিদপুর প্রত্যেক জিলায় একটী করিয়া ডাকাতি হইয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে।

ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

৩১শে আশ্বিন মঙ্গলবার, ১৩৪০

অদ্ভুত যন্ত্রের আবিষ্কার

বিলাতে সাংবাদিকগণকে অনেক সময় বড় অসুবিধায় পড়িতে হয়। কোনও একটি বিশেষ ব্যাপারে হয়ত একজন বিশেষজ্ঞের অভিমতের প্রয়োজন হইল। বিভিন্ন সংবাদ পত্রের কয়েকজন রিপোর্টার তাঁহার কাছে উপস্থিত। তিনি একে একে প্রত্যেককে তাঁহার খাস কামরায় ডাকিয়া তাঁহার মত প্রকাশ করেন এবং রিপোর্টারগণ তাহা লিখিয়া লন। সংবাদপত্রের অভিজ্ঞতা হিসাবে প্রায় ব্যক্তিই রিপোর্টারগণের নিকট বিভিন্ন রকমের মত প্রকাশ করিয়া থাকেন। পরদিন সকালে দেখা হয় যে একই ব্যক্তি বিভিন্ন সংবাদপত্রে বিভিন্ন অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। রিপোর্টারগণ প্রত্যেকে বিস্মিত এবং উহার মধ্যে যাঁহার রিপোর্ট তুলনায় নিকৃষ্ট হইয়াছে, কর্তৃপক্ষের নিকট তাঁহাকে রীতিমত 'মিষ্ট বচন' শুনিতে হয়। লণ্ডনে সংবাদপত্র মহলে সম্পাদকের পরেই রিপোর্টারের স্থান এবং সেই হিসাবে তাঁহাদের দায়িত্ব বড় কম নহে। যাঁহার নিকট হইতে কোনও বিষয়ে অভিমত লওয়া হইতেছে, সেই বিষয়ে রিপোর্টারের নিকট তিনি যাহা বলিতেছেন ও যাহা চিন্তা করিতেছেন তাহাতে সামঞ্জস্য আছে কি না, তাহা রিপোর্টারের পক্ষে একেবারেই জানা মুস্কিল। কথায় আছে মনের কথাও কেউ টের পায় না। এই দুরূহ সমস্যার সমাধান করিয়াছেন লণ্ডনে বিখ্যাত মনস্তাত্ত্বিক ডাঃ আলেকজান্দার ক্যানন; তিনি বহু গবেষণার পর 'সাইকোগ্রাফ' নামে সম্প্রতি একটি ক্ষুদ্রাকৃতি যন্ত্র আবিষ্কার করিয়াছেন। লণ্ডন 'ডেলি এক্সপ্রেস'এর প্রধান রিপোর্টার মিঃ গর্ডন বেকলস্ এক যন্ত্র সম্বন্ধে বলিয়াছেন যে, ইহ একটি অদ্ভুত যন্ত্র; চিন্তা ও বলার সহিত সৌসাদৃশ্য আছে কিনা তাহা ইহা দ্বারা নিঃসন্দেহে ধরা পড়ে। আমাদের পক্ষ সাইকোগ্রাফ দেবতার আশীর্ব্বাদ বলিয়াই মনে হয়।'

সাইকোগ্রাফ দেখিতে একটা ছোট হাত বাক্সের মত, ইহার বহিরাবরণে একটি রবারের নল জড়ান ড্রামের এক প্রান্তে একটি ব্যারোগ্রাফ বসান আছে। এই ব্যারোগ্রাফে একটা লাল কাঁটা আছে। ড্রামের ভিতরে একটি 'চার্ট' আছে উক্ত চার্টে 'চিন্তা বিশ্লেষণ মূলক কয়েকটি সাঙ্কেতিক 'ফরমুলা' আছে। বিবাহের ব্যারোগ্রাফের লাল কাঁটার সহিত ভিতর দিয়া উক্ত চার্টের সংযোগ আছে। কথা বলিবার সময় রবারের সহিত সংযোগ করিয়া দেওয়া হয়। মনে মনে যাহা চিন্তা করিতেছে, ঠিক তাহাই সে কথার প্রকাশ করিতেছে কিনা, তাহা এই যন্ত্র সাহায্যে অবিকল বুঝিতে পারা যাইবে, রিপোর্টার প্রথমে তাহার কথিত কথাগুলি নোট করিয়া লয়; তাহার পর ভিতরের চার্ট খুলিয়া দেখিয়া লয় সে তখন ঠিক কোন বিষয়ে চিন্তা করিতেছিল তাহার পর ব্যারোগ্রাফের কাঁটার অবস্থানক্ষেত্র হইতে উক্ত ব্যক্তির চিন্তা ও কথিত বিষয়ে সামঞ্জস্য আছে কিনা তাহা একটু হিসাব করিয়া বুঝিয়া লয়।

মিঃ গর্ডন বেকলস একদিন এই 'সাইকোগ্রাফটি' লইয়া লণ্ডনের প্রসিদ্ধ ঔপন্যাসিক মিঃ বেলিস ক্যামেরণের বাড়ী গিয়া হাজির। মিঃ বেকলস যথারীতি মিঃ ক্যামেরণের শরীরে উক্ত যন্ত্র সংযুক্ত করিয়া শুনাইলেন, 'মিঃ ক্যামেরণ আপনি কি কাহাকেও ভালবাসেন?' (বলা আবশ্যক মিঃ ক্যামেরণ এখনও অবিবাহিত)। এ বিচিত্র প্রশ্নের উত্তরে মিঃ ক্যামেরণ কিছুক্ষণ চিন্তার অন্ন আমতা আমতা করিয়া বলিলেন, "না" 'ঔপন্যাসিকরা' সব সময়েই প্রেমে পড়ে আছে। প্রশ্ন এড়াইতে গিয়া মিঃ ক্যামেরণ ধরা পড়িয়া অপ্রস্তুত! অবিলম্বে দেখা গেল যে, সত্যই সেই সময় মিঃ ক্যামেরণ মিস আইভি নাম্নী জনৈক তরুণীর সম্বন্ধে চিন্তা করিতেছিলেন। ঔপন্যাসিক বিস্ময়ে হতবুদ্ধি হইয়া মিঃ বেকলসকে শুনাইলেন, এই সাংঘাতিক যন্ত্রের আবিষ্কর্তা কে? উত্তরে তিনি বলিলেন তিনি যিনি হউন, তিনি বদনামের হাত হইতে আমাদের মত রিপোর্টারদের বাঁচাইয়াছেন। আপনারা যে বলিবেন, "ওঃ তোমাদের রিপোর্ট মিথ্যা, অতিরঞ্জিত—তাহার উপায় নাই। আপনার মনের দুজ্ঞের চিন্তাকে আমরা ইহাদ্বারা সহজেই বাহিরে টানিয়া আনিতে পারি।"

প্রকাশ যে, 'সাকোগ্রাফের' আবিষ্কর্তা মিঃ আলেকজান্দার 'নোবেল' পুরস্কার পাইতে পারেন। চিত্রে দেখা যাইতেছে যে, তিনি চার্ট দেখিয়া কয়েকজন পরীক্ষিত ব্যক্তির চিন্তার গতি বিশ্লেষণ করিতেছেন।

বাঙ্গালার আর্থিক অবস্থা

(৮)

মেষ্টন বন্দোবস্তের ত্রুটি

চীফ সেক্রেটারীর আফিসে ডেটী

সেক্রেটারীর বেতন	২৩,৪০০
দুইজন সহকারী সেক্রেটারীর বেতন	১০,৩২০
একজন সহকারী সেক্রেটারীর (আইন বিভাগ) বেতন	১৮,০০৬ টাকা।

শাসন-পরিষদের একজন সদস্যের ও মন্ত্রী তিনজনের এবং ব্যবস্থাপক সভার সভ্যদিগের সফরের ভাতায় ব্যয় ১,১৫,৫০০

ব্যবস্থাপক সভার জন্য ছাপা প্রভৃতির ব্যয়	৫০,০০০
অতিরিক্ত কেরাণীর বেতন	৩৭,২৪০
মোট	৫,৮৪,৪৬০

মেষ্টনী বন্দোবস্তে প্রথম বৎসরেই বাঙ্গালার বাজেটে ২ কোটি ১৫ লক্ষ টাকা ঘাটতি হয়। বাঙ্গালা সরকারের ব্যয়বৃদ্ধি প্রধানতঃ তিন কারণে হয়:—

(ক) লর্ড হার্ডিংএর সরকার যুদ্ধের সময় জিনিষের যে দাম ধরিয়া হিসাব করিয়াছিলেন, স্বাভাবিক অবস্থায় তাহা থাকে না;

(খ) জার্ম্মাণ যুদ্ধের সময় সরকার কেবলমাত্র অনিবার্য্য ব্যয় করিয়াছিলেন।

(গ) নূতন শাসন-পদ্ধতিতে ব্যয় বাড়িয়া যায়।

১৯২১ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে ব্যবস্থা পরিষদে বাঙ্গালাকে "বার্ষিক" হইতে অব্যাহতি দানের প্রস্তাব উপস্থাপিত করিবার সময় স্যার ম্যালকম্ হেলী বলিয়াছিলেন।

"ভারত সরকার বাঙ্গালার অবস্থা ও ব্যবস্থা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা করিয়া দেখিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, যথাসম্ভব ব্যয়সঙ্কোচ করিলেও বাঙ্গালার আয় অপেক্ষা ব্যয় অন্ততঃ এক কোটি বিশ লক্ষ টাকা কম হইবে। 'হস্তান্তরিত' বিভাগসমূহে যে সব উন্নত সঙ্কল্প চাহিতেছিল এবং যে সকল না হইলে শাসনসংস্কার সফল হইবে না বলিয়া শুনা যাইতেছে, সে সকলের জন্য অতিরিক্ত ব্যয় বাদ দিলেও অর্থাৎ কোনরূপে শাসনকার্য্য পরিচালন করিতে হইলেও, বাঙ্গালা সরকারের আয়ে ব্যয় সঙ্কুলান হইতে পারে না।"

সুতরাং দেখা যাইতেছে, 'হস্তান্তরিত' বিভাগসমূহে অত্যাবশ্যক উন্নতির প্রবর্ত্তন করিতে হইলে অর্থাৎ শিক্ষাবিস্তার, স্বাস্থ্যোন্নতি সাধন, শিল্প ও কৃষির উন্নতি প্রবর্ত্তন প্রভৃতির জন্য যে অর্থব্যয় করিতে হয় তাহা ধরিলে, বাঙ্গালা সরকারের মোট ঘাটতি ১ কোটি ২০ লক্ষ টাকার উপর হইবেই।

কিন্তু ১৯১২ খৃষ্টাব্দে যে বাঙ্গালাকে ভারত সরকারকে দেয় "বার্ষিকের" দায় হইতে অব্যাহতি প্রদান করা হয়, তাহাতেও বাঙ্গালার আর্থিক দুর্গতির অবসান হয় নাই। নিম্নের আয়-ব্যয়ের হিসাব দেখিলেই তাহা বুঝিতে পারা যাইবে:—

১৯২২-২৩ হইতে ১৯২৫-২৬ পর্য্যন্ত যে সামান্য সামান্য উদ্বৃত্ত দেখা গিয়াছে, তাহা কেবল যে বিশেষ মিতব্যয়িতার ফল তাহাই নহে, পরন্তু মেষ্টন কমিটী নূতন করস্থাপন অসম্ভব মনে করিলেও তখন বাঙ্গালা সরকারকে বাধ্য হইয়া আমোদের উপর ও ঘোড়দৌড়ে বাজি রাখার উপর নূতন কর স্থাপিত করিতে হইয়াছিল এবং সাধারণ ও কোর্ট ফী ষ্ট্যাম্পের মূল্যও বাড়াইতে হইয়াছিল। ১৯২৫ ২৬ খ্রীষ্টাব্দে আমোদের উপর কর হইতে ৫,৩৭,০০০ টাকা ও বাজি রাখার উপর কর হইতে ১৪,৪৪,০০০ টাকা আদায় হইয়াছিল।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, মেষ্টন কমিটী প্রদেশের ব্যয় বা প্রয়োজনের বিষয় বিবেচনা করেন নাই। সেইজন্য ১৯২৬-২৭ খ্রীষ্টাব্দে যখন প্রদেশসমূহকে কেন্দ্রী সরকারের "বার্ষিক" দিবার দায় হইতে অব্যাহতি দেওয়া হয়, তখন দেখা গেল, প্রদেশগুলির অতিরিক্ত আয় পাইল তাহার সহিত তাহাদিগের ব্যয়ের কোনরূপ সম্বন্ধ নাই—তাহারা যে টাকা "বার্ষিক" হিসাবে দিত তাহার সহিতও সামঞ্জস্য নাই। নিম্নে যে তালিকা প্রদত্ত হইল, তাহাতেই ইহা বুঝিতে পারা যাইবে:—

কেন্দ্রী সরকার প্রত্যেক প্রদেশ হইতে যে রাজস্ব লইতেন তাহাই বিবেচনা করিয়া বন্দোবস্ত করিলে সঙ্গত হইত।

(৩) বাঙ্গালার উন্নতির অন্তরায়।—সাইমন কমিশন ১৯২৯-৩০ খ্রীষ্টাব্দের বাজেট ধরিয়া ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে ভিন্ন ভিন্ন বাবদে লোকপ্রতি ব্যয়ের যে হিসাব দিয়াছেন, তাহা এইরূপ:—

প্রতি বর্গ মাইলে বসতির হিসাব:—

মাদ্রাজ	২৯৭,৩
বোম্বাই	১৫৬,১
বাঙ্গালা	৬০৮ ১
যুক্তপ্রদেশ	৪২৭,১
পঞ্জাব	২০৭,৪
ব্রহ্ম	৫৬,৫
বিহার ও উড়িষ্যা	৪০৯.১
মধ্যপ্রদেশ	১৭৯.১
আসাম	১৪৮.৪

সুতরাং দেখা যাইতেছে, প্রতি বর্গ মাইলে বাঙ্গালার জনসংখ্যা যত অধিক আর কোন প্রদেশে তত অধিক নহে। সেইজন্য বাঙ্গালার অন্য প্রদেশের মত বিভিন্ন বিভাগে উন্নতি করিতে হইলে অর্থের প্রয়োজন অনিবার্য্য। কিন্তু তাহা হয় নাই। অন্যান্য প্রদেশের তুলনায় বাঙ্গালায় সরকার যে লোকপ্রতি অল্প অর্থই ব্যয় করিতে পারেন, তাহা বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় বাঙ্গালার গভর্ণর বলিয়াছেন।

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

শ্রীগৌড়ীয়
বিশ্বে একমাত্র দৈনিক
—পারমার্থিক পত্র—
—মায়াপুর-নদীয়া

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশ-
তনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনম্,
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং
প্রেমা পুমর্থো মহান্,
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং
তত্রাদরো নঃ পরঃ॥

৮ম বর্ষ } ১৪ই দামোদর গৌরাব্দ ৪৪৭, ৩১শে আশ্বিন বঙ্গাব্দ ১৩৪০, ১৭ই অক্টোবর ইং ১৯৩৩, মঙ্গলবার { ৮৯তম সংখ্যা

অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে বৈষ্ণবধর্ম্মের বিজয়বৈজয়ন্তী

সাময়িক প্রসঙ্গ

বিগত ১৯শে আশ্বিন বৃহস্পতিবার, শ্রীশ্রীভক্তিসিদ্ধান্তবাণীসেবকসমিতিতে সাপ্তাহিক অধিবেশনে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও গৌরবিহিত সংকীর্ত্তন হইয়াছে। দশম স্কন্ধের প্রথমাধ্যায়ের "তথ্য" আলোচনা-মুখে, অংশ, বিষ্ণু, ধর্ম্মশীল, নিবৃত্ততর্ষ, পশুঘ্ন ও উত্তমঃ-শ্লোক-গুণানুবাদ পর্য্যন্ত আলোচিত হইয়াছে।

———

অংশেন—শ্রীকৃষ্ণ—স্বয়ং ভগবান্ পরিপূর্ণ স্বরূপ, কিন্তু সাধারণে তাঁহার পূর্ণত্ব উপলব্ধি করিতে পারে না আংশিকভাবে করিয়া থাকে। অংশের সহিত অর্থাৎ শ্রীবলদেবের সহিত কৃষ্ণ অবতীর্ণ হইয়াছেন। স্বয়ং ভগবানের কথা সম্যগ্‌রূপে কেহই বর্ণন করিতে সমর্থ নহেন।

———

বিষ্ণু—সর্ব্বব্যাপকত্ব-হেতু বিষ্ণুর পরিপূর্ণতা শ্রীকৃষ্ণেই পর্য্যবসিত হয়। যদিও শ্রীকৃষ্ণ অংশস্বরূপে বৈকুণ্ঠে বিরাজ করেন, বিষ্ণু কৃষ্ণের অংশ তথাপি বিষ্ণুর পরিপূর্ণতা শ্রীকৃষ্ণেই সম্ভবে।

———

ধর্ম্মশীল—ধর্ম্ম বলিতে এস্থলে ভগবদ্‌ভক্তিলক্ষণযুক্ত ধর্ম্ম বুঝিতে হইবে। এই ভগবদ্ভক্তি-লক্ষণযুক্ত শীল অর্থাৎ স্বভাব যাঁহার—অর্থাৎ ভগবানে সমাহিত-চিত্তবিশিষ্ট জন। সাত্বত-ধর্ম্মের লক্ষণযুক্ত ভগবদ্ভক্তই ধর্ম্মশীল নামে খ্যাত।

দার্শনিক-তত্ত্ব-বিচারে শ্রীপাদ বন মহারাজের অসাধারণ পাণ্ডিত্য

স্বামীজীর বক্তৃতাশ্রবণে পাশ্চাত্য মনীষিবৃন্দের বিস্ময়

IMPRESSIVE LECTURES AT OXFORD UNIVERSITY

By Gaudiya Math Preachers.

(By telegram)

Oxford, Oct. 9, 33.

On the 7th & 8th of October last two successive meetings were convened here under the auspices of the Oxford University in order to listen to two erudite and interesting lectures regarding the Message of the Gaudiya Math successfully delivered by Swami B. H. Bon of the London Gaudiya Math. Both the lectures were attended by many educated and leading citizens professors, scholars, members and authorities of the Oxford University among whom the following deserve special mention :—

Sir Michael E. Sadler, Master and Pro-Vice-Chancellor of the Oxford University and Late Chairman of the Calcutta University Commission; Dr. B. H. Streeter M. A. D. D., Dean Professor of Holy Scriptures of the Queen's College; Dr. E. R. Micklem D.Litt. M.A. of the New College; Dr. J. H. Weatherall Principal Manchester College; Dr. B. J. Kidd, D.D. Warden of the Keble College. Dr. C. C Webb, M. A. D. Litt. Dr. L. W. Gransted D. D; Criel Professor of Philosophy, Oxford University; Rev. Dr L B Cross M A D D, Pro-Proctor of the Oxford University; Dr. F. W. Thomas M. A. Boden Professor of Sanskrit, Queen's College.

Both the lectures were highly interesting and specially Swamiji's unique utterances regarding the nature and potency of Transcendental Name as propagated and demonstrated by Lord Sree Chaitanya were so very impressive on the highly cultured audience that they insistently requested the Swamiji to hold several other lectures on the teachings of Sree Chaitanya Mahaprabhu to listen to which they had the proud privilege for the first time.

অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে শ্রীগৌড়ীয়মঠ প্রচারকগণের হৃদয়গ্রাহিণী বক্তৃতা

(তারযোগে প্রাপ্ত)

অক্সফোর্ড, ৯।১০।৩৩

বিলাতের অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যোগে গত ৭ই ও ৮ই অক্টোবর তারিখে শ্রীগৌড়ীয় মঠের প্রচারকগণের নিকট হইতে পাণ্ডিত্যপূর্ণ ও চিত্তাকর্ষিণী বক্তৃতা শ্রবণ করিবার জন্য যে দুইটী সভা আহূতা হইয়াছিল তাহাতে লণ্ডন শ্রীগৌড়ীয়মঠের স্বামী বনের বক্তৃতা অত্যন্ত সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে। উক্ত উভয় বক্তৃতা শ্রবণ করিবার জন্য যে সকল শিক্ষিত ও নামজাদা নাগরিক, অধ্যাপক, পণ্ডিত, অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের সভ্য এবং কর্ত্তৃপক্ষগণ সেই সভায় যোগদান করিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে কয়েক জনের মাত্র নাম প্রদত্ত হইল, যথা :—সার মাইকেল, ই স্যাড্‌লার, মাষ্টার ও প্রো-ভাইস্ চ্যান্‌সেলার অক্সফোর্ড ইউনিভারসিটী (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কমিশনের ভূতপূর্ব্ব চেয়ারম্যান); ডাঃ বি, এইচ, ষ্ট্রীটার, এম-এ, ডি ডি, কুইনস্ কলেজের ডিন্ প্রফেসার; ডাঃ ই, আর, মিকলেম, ডি-লিট্, এম-এ (নিউ কলেজ); ম্যানচেষ্টার কলেজের প্রিন্সিপাল ডাঃ জে, এইচ্ ওয়েদারল; কেবল্ কলেজের ওয়ারডেন্ ডাঃ বি, জি, কিড্ ডি-ডি; ডাঃ সি, সি, ওয়েব, এম-এ, ডি লিট্; অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন শাস্ত্রের প্রফেসর

(অতঃপর ৫ম পৃষ্ঠার শেষ কলমে দ্রষ্টব্য)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১৪ দামোদর, ভাদ্র প্রহরণ

মুখ্য সাধন

চতুঃশ্লোকী ভাগবতের প্রথম দুই শ্লোকে সম্বন্ধতত্ত্ব এবং তৃতীয় শ্লোকে প্রয়োজন-তত্ত্ব বর্ণিত হইয়াছে। আমরা তৎসম্বন্ধে ইতঃপূর্ব্বে 'শ্রীভগবানের আশীর্ব্বাদ', 'শ্রীভগবানের স্বরূপ', 'মায়ার স্বরূপ' 'ভুক্তি, মুক্তি ও মায়া' 'ব্রহ্ম ও মায়া', 'রহস্যতত্ত্ব' প্রভৃতি শীর্ষক প্রবন্ধে কিছু কিছু আলোচনা করিবার সুযোগ পাইয়াছি; বর্ত্তমানে অভিধেয়তত্ত্ব সম্বন্ধে গুর্ব্বানুগত্যে কিছু কীর্ত্তন করিবার বাসনা।

ভগবান্, জীব ও মায়ার সহিত পরস্পর সম্বন্ধ অবগত হইয়া জীব যখন কৃষ্ণপ্রেমরূপ প্রয়োজন-তত্ত্বের আলোকাভাস প্রাপ্ত হ'ন তখন সেই প্রয়োজন-তত্ত্বটী লাভের জন্য তাঁহার হৃদয়ে স্বতঃই বাসনা উদিত হয়। তাই শ্রীভগবান্ ব্রহ্মার নিকট সম্বন্ধ ও প্রয়োজন-তত্ত্ব-সম্বন্ধে অনুসন্ধিৎসু হইবার জন্য বলিতেছেন—

এতাবদেব জিজ্ঞাস্যং তত্ত্বজিজ্ঞাসুনাত্মনঃ।
অন্বয়-ব্যতিরেকাভ্যাং যৎ স্যাৎ সর্ব্বত্র সর্ব্বদা॥

—জিজ্ঞাসু ব্যক্তিগণ আমার স্বরূপ-তত্ত্ব অনুবৃত্তি ও ব্যাবৃত্তিক্রমে অথবা বিধিনিষেধ দ্বারা এই বিষয়ের বিচার পূর্ব্বক যে বস্তু সর্ব্বত্র ও সর্ব্বদা নিত্য, তদ্বিষয়ে পরিপ্রশ্ন করিবেন।

উপরিউক্ত শ্লোকে অন্বয় ও ব্যতিরেক শব্দদ্বয়ে যথাক্রমে সাধন-ভক্তির অন্তর্গত প্রাপ্তিসাধক বিধিসকল (আনুকূল্য ভাব) ও তৎপ্রাপ্তির প্রাতিকূল্যজনক ক্রিয়া সকলকে (নিষেধমূলক কার্য্যসকলকে) লক্ষ্য করা হইয়াছে। শাস্ত্রের অভিধা-বৃত্তিক্রমে যে উপদেশ লব্ধ হয় তাহাই অভিধেয় বা সাধন-ভক্তি

'আমি আনন্দ ত্যাগ করিয়া ভগবানের উপদিষ্ট নিয়ম পালন করিব' এই যে ব্রহ্মার প্রার্থিতভগবৎপ্রাপ্তি-সাধন তাহা অতি রহস্যময়—বহির্জ্জনের জ্ঞানের গোচর নহে। তাই বলিয়া বহু শাস্ত্রানুসন্ধানের অপেক্ষা করিতে হইবে না। শ্রীগুরুপাদপদ্মের নিকটই নিজের শ্রেয়ঃসাধন-তত্ত্ব জানিতে হইবে। শ্রীভগবান্ ব্রহ্মাকে বলিয়াছেন,—"তুমি ইহা আমার অনুগ্রহে জ্ঞাত হও"। এই বাক্যেই স্পষ্টভাবে জানা যায় যে একান্তভাবে শ্রীগুরুপাদপদ্ম-আশ্রয় ব্যতীত অপ্রাকৃত-তত্ত্ব-লাভের দ্বিতীয় পন্থা নাই। অভিধেয় কি? উত্তর—যাহা কর্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তি প্রভৃতি মঙ্গল উপায় মধ্যে অন্বয় ও ব্যতিরেকভাবে সিদ্ধ অর্থাৎ স্থিরীকৃত হয়; যেহেতু কেবল কর্ম্ম, জ্ঞান ও যোগাদির দ্বারা স্বর্গ ও অপবর্গাদি সিদ্ধ হয় না। তাদৃশ উপায় ব্যতীতও স্বর্গাদি-প্রাপ্তি হয়। সুতরাং কর্ম্ম-জ্ঞান-যোগাদি অন্বয়-ব্যতিরেকভাবে কখনই সাধন হইতে পারে না। তাই শ্রীমদ্ভাগবত বলিতেছেন—

ত্যক্ত্বা স্বধর্ম্মং চরণাম্বুজং হরে-
র্ভজন্নপক্বোঽথ পতেত্ততো যদি।
যত্র ক্ব বা-ভদ্রমভূদমুষ্য কিং
কো বার্থ আপ্তো ভজতাং স্বধর্ম্মতঃ॥
(ভাঃ ১।৫।১৭)

—নিত্য-নৈমিত্তিক কর্ম্ম অথবা বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম পালন পরিত্যাগ করিয়া হরিপাদপদ্ম ভজন করিতে করিতে পরে অসিদ্ধাবস্থায়ও যদি ভজন হইতে কোন প্রকারে ভ্রষ্ট অথবা মৃত্যু হয় তথাপি অনধিকার-হেতু আশঙ্কা করিতে হইবে না। যেহেতু যে-কোন অবস্থায়, এমন কি নীচ-যোনিতে থাকুন না কেন, সেই ভক্তিরসিকের কখনও কোন অমঙ্গল হয় কি? অর্থাৎ সেবা-বাঞ্ছা থাকায় তাঁহার কোন অমঙ্গল হয় না। পরন্তু ভজনহীন ব্যক্তিগণের ভক্তিশূন্য স্বধর্ম্ম-পালনের দ্বারা কোন্ প্রয়োজনই বা সিদ্ধ হয়?

এতদ্ব্যতীত শ্রীমদ্ভাগবত দশম স্কন্ধের চতুর্দ্দশ অধ্যায়ের চতুর্থ শ্লোকে আমরা জানিতে পারি, যাঁহারা কেবল-জ্ঞান-লাভের জন্য কৃচ্ছ্রসাধন করেন তাঁহাদের চেষ্টা স্থূল-তুষাবঘাতের ন্যায় বৃথাশ্রমে পর্য্যবসিত। ঐ অধ্যায়ের পঞ্চম শ্লোকে বলিতেছেন—"পূর্ব্বকালে জগতে বহু যোগী যোগদ্বারা তোমার জ্ঞান প্রাপ্ত না হওয়ায় তাঁহারা তোমার প্রতি সমস্ত কর্ম্ম অর্পণ করিয়া তোমার কথা-শ্রবণ-জনিত ভক্তিবলে ক্রমশঃ তোমার তত্ত্ব জানিতে পারিয়া পরমগতি লাভ করিয়াছেন। শ্রীমদ্ভাগবতে কর্ম্ম, জ্ঞান ও যোগাদির তুচ্ছত্ব-প্রতিপাদক এই প্রকার বহু প্রমাণ আছে। মহাভারতের মুখ্য-ধর্ম্মীর বচনে দেখা যায়—পুরুষার্থ-চতুষ্টয়ের যাহা সাধন-সম্পত্তি, নারায়ণাশ্রিত হইলে মানব সেই সাধন ব্যতীতও সেই পুরুষার্থ প্রাপ্ত হইতে পারেন। সুতরাং দেখা যাইতেছে—কেবল ভক্তির দ্বারাই সকল মঙ্গল লাভ হয়, কিন্তু সেই ভক্তি ব্যতীত কিছুই পাওয়া যায় না; অতএব ভক্তিই যে অন্বয় ও ব্যতিরেকভাবে সর্ব্বপ্রকার শ্রেয়ঃ-সাধন তাহাই স্থিরীকৃত হইল।

এখন অন্বয়ভাবের দুইটী উদাহরণ প্রদর্শিত হইতেছে—

অকামঃ সর্ব্বকামো বা মোক্ষকাম উদারধীঃ।
তীব্রেণ ভক্তিযোগেন যজেত পুরুষং পরম্॥
(ভাঃ ২।৩।১০)

—সর্ব্বকামনাযুক্ত, নিষ্কাম অথবা উদার অপ্রাকৃত-বুদ্ধিবিশিষ্ট অপবর্গকামী ভক্তিযোগ দ্বারাই পরম-পুরুষের ভজন করিবেন।

যৎ কর্ম্মভির্যৎ তপসা জ্ঞানবৈরাগ্যতশ্চ যৎ।
যোগেন দানধর্ম্মেণ শ্রেয়োভিরিতরৈরপি॥
সর্ব্বং মদ্ভক্তিযোগেন মদ্ভক্তো লভতেঽঞ্জসা।
স্বর্গাপবর্গং মদ্ধাম কথঞ্চিদ্ যদি বাঞ্ছতি॥
(ভাঃ ১১।২০।৩২।৩৩)

—কর্ম্ম, তপস্যা, জ্ঞান, বৈরাগ্য, যোগ, দান, বা অন্যান্য শ্রেয়ঃসাধন সমূহ দ্বারা জগতে যাহা কিছু লব্ধ হয় মদীয় ভক্ত ভক্তি-যোগ দ্বারা অনায়াসেই তৎসমুদয় প্রাপ্ত হইয়া থাকেন এবং যদি কথঞ্চিত প্রার্থনা করেন, তাহা হইলে স্বর্গ অপবর্গ এমন কি বৈকুণ্ঠ-লোকও লাভ করিয়া থাকেন।

ব্যতিরেক ভাবের উদাহরণ নিম্নলিখিত শ্লোকগুলি হইতে স্পষ্টরূপে দৃষ্ট হইতেছে।

মুখ-বাহূ-রুপাদেভ্যঃ পুরুষস্যাশ্রমৈঃ সহ।
চত্বারো জজ্ঞিরে বর্ণা গুণৈর্বিপ্রাদয়ঃ পৃথক্॥
য এষাং পুরুষং সাক্ষাদাত্মপ্রভবমীশ্বরম্।
ন ভজন্ত্যবজানন্তি স্থানাদ্ভ্রষ্টাঃ পতন্ত্যধঃ॥
(১১।৫।২-৩)

—ভগবদ্বিমুখ জনগণের বিচার-প্রণালী কিরূপভাবে ভগবদ্ভক্তির দিক পরিবর্ত্তন করিয়া তাঁহাদিগকে 'প্রবৃত্তি-জনে' পরিণত করে সেই সকল কথা বলিবার উদ্দেশে নবযোগেন্দ্রের অন্যতম চমসমুনি বলিতেছেন—আদি-পুরুষ ভগবান্ বিষ্ণুর মুখ হইতে সত্ত্ব-গুণে ব্রাহ্মণ, বাহু হইতে সত্ত্ব ও রজঃগুণে ক্ষত্রিয়, উরু হইতে রজঃ ও তমঃগুণে বৈশ্য এবং পদ হইতে তমঃগুণে শূদ্র উৎপন্ন হইয়াছে। ব্রহ্মচর্য্যাদি আশ্রম-চতুষ্টয়ও তাহাদের সহিতই উদ্ভূত হইয়াছে। এই চতুর্বর্ণস্থিত যে-সকল ব্যক্তি নিজের উৎপত্তির সাক্ষাৎকারণ-স্বরূপ ঈশ্বরকে অজ্ঞতাপ্রযুক্ত আরাধনা না করে অথবা তাঁহার কথা জানিয়াও অবজ্ঞা করে তাহারা স্থানভ্রষ্ট ও পতিত হইয়া থাকে।

তপস্বিনো দানপরা যশস্বিনো
মনস্বিনো মন্ত্রবিদঃ সুমঙ্গলাঃ।
ক্ষেমং ন বিন্দন্তি বিনা যদর্পণং
তস্মৈ সুভদ্রশ্রবসে নমো নমঃ॥
(ভাঃ ২।৪।১৭)

—যাঁহাতে কর্ম্মার্পণ না করিলে তপস্যা-পরায়ণ জ্ঞানিগণ, দানশীল কর্ম্মিগণ, প্রতিষ্ঠাবান্ কর্ম্মিগণ ও অশ্বমেধাদি যজ্ঞ কর্ত্তৃগণ, মনস্বী বা যোগিগণ, জপপরায়ণ ব্যক্তিগণ অথবা সদাচারী পুরুষগণ কেহই মঙ্গল লাভ করিতে সমর্থ হন না, সেই সুমঙ্গল-কীর্ত্তিমান্ ভগবান্‌কে পুনঃ পুনঃ নমস্কার।

যে-কোন দেশে যে কোন সময় ভক্তিধর্ম্ম-পালনে কোন প্রকার বাধা নাই; পক্ষান্তরে যোগাদি পন্থায় সম্ভাবনায়, সর্ব্বস্থানে ও সর্ব্বকালে সাধন করা যায় না। নিম্নলিখিত শ্লোকটীতে তাহা বুঝা যাইতেছে।

...আসনম্।
তস্মিন্ স্বস্তিক মাসীন ঋজুকায়ঃ
সমভ্যসেৎ॥
(ভাঃ ...।৮)

—জিতাসন হইয়া পবিত্র স্থানে আসন বিস্তার করতঃ যথা-সুখ সরল শরীরে উপবেশন পূর্ব্বক প্রাণ-সংযমের অভ্যাস করা কর্ত্তব্য।

সুতরাং দেখা যাইতেছে ভক্তি-দ্বারা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ তত্ত্ব লাভ করা যায় এবং ভক্তিপথ অতি সহজ সরল ও সর্ব্বসাধারণের আশ্রয়ের উপযোগী কিন্তু কর্ম্ম, জ্ঞান বা যোগপথ তদ্রূপ নহে। ভক্তির সর্ব্বত্র বিদ্যমানতা ও সনাতনত্ব সম্বন্ধে দুই একটী উদাহরণ উল্লেখ করিতেছি।

ন দেশনিয়মো রাজন্ ন কালনিয়মস্তথা।
বিদ্যতে নাত্র সন্দেহো বিষ্ণোর্নামানুকীর্ত্তনে॥
কালোঽস্তি দানে যজ্ঞে চ স্নানে কালোঽস্তি সজ্জপে।
বিষ্ণুসঙ্কীর্ত্তনে কালো নাস্ত্যত্র পৃথিবীতলে॥
(হরিভক্তিবিলাস)

—হে রাজন্, বিষ্ণুর নাম-কীর্ত্তন বিষয়ে কোন দেশ বা কাল-নিয়ম নাই, ইহা নিঃসন্দিগ্ধভাবে বলা যায়। দান ও যজ্ঞে কাল-নিয়ম আছে, স্নানে ও অন্যান্য জপে কাল-নিয়ম আছে, কিন্তু এই পৃথিবীতলে বিষ্ণু-সঙ্কীর্ত্তনে কোন কাল-নিয়ম বিহিত হয় নাই।

ন দেশনিয়মস্তস্মিন্ ন কালনিয়মস্তথা।
নোচ্ছিষ্টাদৌ নিষেধোঽস্তি শ্রীহরের্নাম্নি লুব্ধক॥
(হরি-ভক্তিবিলাস)

হে লুব্ধক, শ্রীহরির নাম-কীর্ত্তন-বিষয়ে দেশ ও কালের নিয়ম নাই এবং উচ্ছিষ্টমুখে কিম্বা কোন প্রকার অশুচি অবস্থাতেও নিষেধ নাই।

তে বৈ বিদন্ত্যতিতরন্তি চ দেবমায়াং
স্ত্রীশূদ্রহূণশবরা অপি পাপজীবাঃ।
যদ্যদ্ভুতক্রমপরায়ণ-শীলশিক্ষা-
স্তির্য্যগ্‌জনা অপি কিমু শ্রুতধারণা যে॥
(ভাঃ ২।৭।৪৬)

—ভগবানের যাঁহারা একান্ত আশ্রিত ভক্ত, তাঁহাদের আনুগত্য স্বীকার করিয়া যাঁহারা শিক্ষা করেন, তাঁহারা স্ত্রী, শূদ্র, হূণ, শবর ইত্যাদি পাপজাতি হইলেও এবং তাঁহারা হংস, গজ, শুক, শারিকাদি তির্য্যগ্-যোনি লাভ করিয়াও ভগবানের মায়া জানিতে পারেন এবং তাহা উত্তীর্ণ হইতে সমর্থ হন। সুতরাং যেসকল মনুষ্য শ্রীগুরু-প্রমুখাৎ ভগবানের নামরূপাদি শ্রবণ করিয়া হৃদয়ে ধারণ করিয়া থাকেন, তাঁহারা যে ভগবানের মায়াকে অবগত হইয়া তাহা অতিক্রম করিতে পারিবেন এ বিষয় আর ?

সকল জন্মে পিতামাতা সবে পায়। গুরুকৃষ্ণ নাহি মিলে ভজহ হিয়ায়॥

দু'টী স্রোত

(২)

খুব নাকে দড়ি দিয়ে ঘুরিয়ে মারি। ......যাক্ এবার দেখ্‌চি তুমি উঠে প'ড়ে লেগেচ, তুমি যেমন বলছ "সঙ্গং ন কুর্য্যাদসতাং শিশ্নোদরতৃপাং ক্বচিৎ" তাতে লোক এবার আমার ফাঁকি বুঝে ফেল্‌বে। এবার দেখ্‌ছি ধর্ম্মের নামে আর ধাপ্পা চল্‌বে না। তোমারই জয় হোক্। অনু, তোমারই জয় হোক্। সত্যি—তোমার কথাই সত্য। হরিভক্তিই জীবের একমাত্র উদ্ধারোপায়—একমাত্র নিত্যসম্বল।

অনু—যদি বুঝে থাক ভাল, নৈলে তোমার যন্ত্রণায় হতভাগ্য জীব বুঝে না যে—

সর্ব্বেষু খগ্রতরুভূৎস্ববস্থিতং
যথা খমাত্মানম ভীষ্টমীশ্বরম্।
বেদোপগীতঞ্চ ন শৃণ্বতেঽবুধা
মনোরথানাং প্রবদন্তি বার্ত্তয়া॥

তাই তোমার উপর বড় রাগ হয়। তুমি সব সময়ই লোকদের সত্যি কথা শুনতে বাধা দেও। অমন কর তো, আর তোমার মুখ্ দেখ্‌ব না।

প্রতি—রাগ ক'রো না ভাই, আমি যে তোমার চিরসাথী; চিরদিনই তোমার সঙ্গে সঙ্গে থেকেও নীর স্বভাবটা দু' একবার জীবদের দেখাব—"স্বভাব না যায় ম'লে"। কিন্তু শেষে কিন্তু আবার তোমারই সহায় হব। রাগ ক'রো না, আদর স্নেহের ভিখারী আমি।

অনু—তা বেশ! তবে চল দুনিয়ার দ্বারে দ্বারে বলি গে—

বল কৃষ্ণ কহ কৃষ্ণ লহ কৃষ্ণনাম।
কৃষ্ণ পিতা কৃষ্ণ মাতা কৃষ্ণধন প্রাণ॥

এস করযোড়ে উচ্চকণ্ঠে গাই—

ন কাময়ে নাথ তদপ্যহং ক্বচি
ন্ন যত্র যুষ্মচ্চরণাম্বুজাসবঃ।
মহত্তমান্তর্হৃদয়ান্মুখচ্যুতো
বিধৎস্ব কর্ণাযুতমেষ মে বরঃ॥

হে নাথ! ওগো 'ঠাকুর, তোমার শ্রীচরণকমল-মধু যাতে নেই তা' আমরা আদৌ বাঞ্ছা করি না। ওগো তোমার পায়ে পড়ি, আমাদের অযুতকর্ণ দাও যেন তোমারই মহত্তমগণের মুখ-বিগলিত উচ্ছ্বসিত হরিনাম-সুধা পান কর্ত্তে পারি—আমরা আর অন্য কোন বর কামনা করি না।

দেখিতে দেখিতে আকাশের মেঘ লালটুকু মিলিয়ে গেল। সন্ধ্যা রাণী ঘোমটা টানিয়া দিল। দিবসের ঘোর কোলাহল আর নাই, নাই আর সংসার-চিন্তার দুর্ব্বিসহ যাতনা। নক্ষত্রখচিত নীলাকাশে ছড়িয়ে গেল চাঁদের আলো! কমলিনী মলিনী দিবসান্তরে। আর জাগিয়া উঠিল ধরণী ঐ জাগিনী রাতে। ফিরিয়ে গেল পুণ্য-গঙ্গার স্রোতের টান, কান্নায় কান্নায় ভরিয়া গেল জোয়ারের জল, বিজয়-ডঙ্কা বাজাইবার জন্য সহাস্যবদনে 'প্রভাত' গ্রামে প্রবেশ করিলেন—"পরাক্" চুপি চুপি তাঁহার পিছু ধরিল! উভয়ে নদীর তট ছেড়ে প্রবেশ করিল লোকারণ্যের মধ্যে। কীর্ত্তিনাশার দু'টী স্রোত (জলের উপরে ও নিয়ের) যেমন অভিশপ্ত দেশ বিধ্বস্ত করিবার মানসে উত্তাল-তরঙ্গ-বেগে হুহুঙ্কার নাদে প্রবাহিত হয়, প্রতি অনুও আজ অধর্ম্ম-গ্লানির বাঁধ ভাঙ্গিয়া ধর্ম্মবন্যায় দেশ-প্লাবিত করিবার জন্য প্রবেশ করিল পৃথিবীর রঙ্গমঞ্চে। বেশ দু'টী স্রোত!

শ্রীগৌড়ীয়মঠে অন্নকূট-মহোৎসব.

শ্রীগোবর্দ্ধন-পূজা বা শ্রীঅন্নকূট-মহামহোৎসব আগতপ্রায়। আগামী ৩রা কার্ত্তিক, ২০শে অক্টোবর শুক্রবার প্রতি বৎসরের ন্যায় কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠে গোবর্দ্ধনপূজা-মহামহোৎসব বিশেষ সমারোহের সহিত অনুষ্ঠিত হইবে। বিশেষতঃ এ বৎসর শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীগৌড়ীয়মঠে সেই সময়ে উপস্থিত থাকিবার বিশেষ সম্ভাবনা আছে। শ্রীগৌড়ীয়-মঠরক্ষক মহা-মহোপদেশক প্রভু ভক্তগণকে এ সময়ে গোবর্দ্ধন-পূজার বিভিন্ন উপহার ও উপাদান প্রস্তুত করিয়া শ্রীগৌড়ীয়মঠে উপস্থিত হওয়ার জন্য আহ্বান জানাইতেছেন। যাঁহারা স্বয়ং উপস্থিত হইতে না পারেন, তাঁহারা অন্ততঃ শ্রীগোবর্দ্ধন-পূজার বিচিত্র নৈবেদ্য-সম্ভার প্রস্তুত করিয়া প্রেরণের ব্যবস্থা করিলেও তদ্দ্বারা গুরুগৌরাঙ্গের সেবা হইতে পারে।

বৈষ্ণব ও অবৈষ্ণব

(শ্রীযুক্ত মধুসূদন চট্টোপাধ্যায়)

"ব্যাপ্নোতীতি বিষ্ণুঃ"। যিনি সর্ব্বব্যাপী তিনিই বিষ্ণু। তাঁহাকে ছাড়িয়া কেহই থাকিতে পারে না। তাই শাস্ত্র বলিতেছেন "সর্ব্বে বিষ্ণুজাঃ বৈষ্ণবাশ্চ" অর্থাৎ সকলেই সেই পরম-পুরুষ বিষ্ণু হইতে জাত এবং বৈষ্ণব। স্বরূপতঃ সকলেই বৈষ্ণব হইলেও যিনি মহামায়ার অধীনতা স্বীকার করিয়াছেন—তাঁহাকে অবৈষ্ণব বলা হয়। পরমেশ্বর বিষ্ণুর ভক্তগণই বৈষ্ণব।

"তদ্ বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ" এই শ্রুতি-মন্ত্র আলোচনা করিলে আমরা জানিতে পারি যে বিষ্ণুর পরমপদ সূরিগণ সর্ব্বদাই দর্শন করেন। বিষ্ণুপাদ-পদ্মের সেবার নিত্যত্ব এখানে সূচিত হইয়াছে। বিষ্ণুর সেবক বৈষ্ণবগণ নিত্য এবং তাঁহাদের সেবাকার্য্য ও নিত্য। বৈষ্ণবের বিচার "বিষ্ণুরেব সদারাধ্যঃ সর্ব্বদেবেশ্বরেশ্বরঃ" অর্থাৎ একমাত্র সমস্ত ঈশ্বরের ঈশ্বর বিষ্ণুই সর্ব্বদা আরাধ্য।

"ইহজগতে মানবের দেশ-কাল প্রভৃতির বিচারের যে বিগুণ আছে সে-সকলই অনিত্য। প্রকৃত প্রস্তাবে মানব সমাজকে ২টী শ্রেণীতে ভাগ করা যাইতে পারে; এক ভক্ত ও অপর অভক্ত। 'ভজ'—সেবায়াম্। ভজ ধাতুর অর্থ—সেবা। যাঁহারা ভগবানের সেবা করেন বা সেবা করার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিয়া সেই সেবা-লাভের জন্য যত্ন-বিশিষ্ট হন তাঁহারাই ভক্ত আর যাঁহারা ভগবানের সহিত সম্বন্ধ-বিশিষ্ট হইয়া ভগবৎসেবার প্রয়োজন অনুভব করেন না তাঁহারাই অভক্ত। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, বিষ্ণুভক্তের বিচারে সেব্যবস্তু শ্রীভগবান্ নিত্য, তাঁহার সেবকগণ নিত্য ও সেবা নিত্যা। যাঁহারা সেবার নিত্যত্ব স্বীকার করেন না ও মনে করেন সাধনকালে ভক্তি অবলম্বন করিয়া পরে সিদ্ধাবস্থায় আর ভজনের প্রয়োজন থাকিবে না তাঁহারা অভক্তি-পথাবলম্বী। তাই কর্ম্মী, জ্ঞানী, যোগী প্রভৃতি ভক্ত নহেন। ভক্তি দেহ বা মনের কোনও ব্যাপার নহে। দেহ বা মনের নিত্যত্ব নাই। ভক্তি আত্মার নিত্যা বৃত্তি। সাধারণ জগতের লোকে ভক্তিকে যে ভাবপ্রবণতা বা Emotion মনে করিয়া মনেরই বৃত্তি বলিয়া বিচার করেন তাহা সত্য নহে। বর্ত্তমানকালে সর্ব্বদেশে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার আলোচনা হইতেছে এবং প্রায় সকলেই গীতাকে প্রমাণরূপে স্বীকার করেন। সমগ্র গীতা নিরপেক্ষভাবে আলোচনা করিলে ভক্তিই যে গীতার একমাত্র প্রতিপাদ্য বিষয় ইহা বুঝিতে আর বাকী থাকে না। কেহ যদি 'কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে' পর্য্যন্ত পড়িয়াই গীতা-পাঠ শেষ করিয়া দেন তাহ'লে তাঁহার পক্ষে কর্ম্মই গীতার উদ্দেশ্য একথা বলা অন্যায় নহে। আবার যিনি 'ন হি জ্ঞানেন সদৃশং পবিত্রমিহ বিদ্যতে' দেখিয়াই জ্ঞানই গীতার উদ্দেশ্য বিচার করেন তাঁহার বিচারও অসম্পূর্ণ। আবার গীতায় যখন "তপস্বিভ্যোঽধিকো যোগী জ্ঞানিভ্যোঽপি মতোঽধিকঃ। কর্ম্মিভ্যশ্চাধিকো যোগী তস্মাদ্ যোগী ভবার্জ্জুন॥" দেখিয়া, যোগী যোগই গীতায় একমাত্র প্রতিপাদ্য বিষয় বলিয়া স্থির করেন তখন আবার সে-ধারণাও ভ্রম-পরিপূর্ণ বলা যাইতে পারে কারণ গীতার পরবর্ত্তী শ্লোকেই পাই "যোগিনামপি সর্ব্বেষাং মদ্গতেনান্তরাত্মনা। শ্রদ্ধাবান্ ভজতে যো মাং স মে যুক্ততমো মতঃ।" অতএব দেখা যাইতেছে ভক্তিযোগই শ্রেষ্ঠ যোগ। তাই গীতার শেষ কথা দেখিতে পাওয়া যাইতেছে।

ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।
সমঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পরাম্॥
সর্ব্বগুহ্যতমং ভূয়ঃ শৃণু মে পরমং বচঃ।
মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্যাজী মাং নমস্কুরু।
সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো
মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ।

শ্রীভগবানের শ্রীমুখ-নির্গত ঐ সকল বাস্তবসত্যের কথা যে অভক্ত-সমাজে আদৃত হইবে না ও তাঁহারা যে উহাকে উদার ও অসাম্প্রদায়িক মনে করিতে পারিবেন না তাহা গীতার নিম্নলিখিত শ্লোকগুলি আলোচনা করিলে সহজেই বোধগম্য হয়।

দ্বৌ ভূতসর্গৌ লোকেঽস্মিন্
দৈব আসুর এব চ।
প্রবৃত্তিঞ্চ নিবৃত্তিঞ্চ জনা ন বিদুরাসুরাঃ।
ন শৌচং নাপি চাচারো ন
সত্যং তেষু বিদ্যতে॥
অসত্যমপ্রতিষ্ঠন্তে জগদাহুরনীশ্বরম্।
অপরস্পরসম্ভূতং কিমন্যৎ কামহৈতুকম্॥
এতাং দৃষ্টিমবষ্টভ্য নষ্টাত্মানোঽল্পবুদ্ধয়ঃ।
প্রভবন্ত্যুগ্রকর্ম্মাণঃ ক্ষয়ায় জগতোঽহিতাঃ।
অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতম্॥
তানহং দ্বিষতঃ ক্রূরান্ সংসারেষু নরাধমান্।
ক্ষিপাম্যজস্রমশুভানাসুরীষ্বেব যোনিষু॥
আসুরীং যোনিমাপন্না মূঢ়া জন্মনি জন্মনি।
মামপ্রাপ্যৈব কৌন্তেয় ততো
যান্ত্যধমাং গতিম্।

অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা

[৩য় পৃষ্ঠার পর]

ডাঃ এল্ ডবলিউ গ্রান্‌ষ্টেট্ ডি-ডি; ঐ বিদ্যালয়ের প্রো-প্রোক্টার রেভাঃ ডাঃ এল্ বি, ক্রস্, এম-এ, ডি-ডি; কুইনস্ কলেজের সংস্কৃতের বোডেন্ প্রফেসার ডাঃ এফ্, ডবলিউ, টমাস, এম্-এ।

স্বামিজীর দুইটী বক্তৃতাই অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহিণী হইয়াছিল; বিশেষতঃ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের প্রচারিত অপ্রাকৃত শ্রীনামের তত্ত্ব ও মহিমা-সম্বন্ধে স্বামিজীর অভূতপূর্ব্ব বক্তৃতা উচ্চশিক্ষিত-মণ্ডলীর হৃদয়কে এত আকৃষ্ট করিয়াছিল যে, তাঁহারা শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা-সম্বন্ধে আরও অনেক বক্তৃতা প্রদানের নিমিত্ত স্বামীজীকে বিশেষ আগ্রহের সহিত অনুরোধ করেন। কারণ এই বক্তৃতায়ই তাঁহারা শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা-সম্বন্ধে সর্ব্বপ্রথম শ্রবণ করিবার সুযোগ লাভ করিয়া গৌরব অনুভব করেন।

শুদ্ধভক্তি গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। ভাষ্যসহ বিরাট্ শ্রীচৈতন্য ভাগবত ৫৲
২। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র ৪০৲
প্রথম চইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২৮৲
একাদশ স্কন্ধ হইতে প্রতিখণ্ড ।৵০
৩। ভাষ্যদ্বয়সহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত
(৪র্থ সংস্করণ) ৫৲
৪। ভক্তিবিবেককুসুমাঞ্জলি (বাঁধা) ১৲
৫। গৌড়ীয়-গৌরব ।৵০
৬। গৌড়ীয়-সাহিত্য ।৵০
৭। ভজনরহস্য ॥০
শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও
শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৯। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ)
ঐ (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
১০। গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি টীকাসহ)
ঐ (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
১১। গীতার কেবল মাধ্ব-ভাষ্য ।০
১২। মুক্তিমল্লিকা গুণসৌরভঃ সানুবাদ
(মাধ্ব) ২৲
১৩। বেদান্ততত্ত্বসার সানুবাদ
(রামানুজীয়) ।০
১৪। জৈবধর্ম্ম ২৲
১৫। শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৬। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১৭। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ॥৵০
ঐ (বাঁধা) ৸০
১৮। দ্বীপ-দিগ্দর্শন ৶০
১৯। সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ) ।৵০
২০। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ॥০
ঐ (আবাঁধা) ।৵০
২১। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
২২। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৶০
২৩। গীতমালা ৴১০
২৪। নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য ৶০
২৫। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶০
২৬। নবদ্বীপ পঞ্জিকা (৪৪৭ গৌরাব্দ) ৶০
২৭। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
২৮। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা-দর্পণ ।০
২৯। শরণাগতি ৴০
৩০। গীতাবলী ৴০
৩১। চিত্রে নবদ্বীপ ১॥০
৩২। সাধনকণ ৴০
৩৩। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৴০
৩৪। নবদ্বীপশতক ৴০
৩৫। অর্থপঞ্চক ৴০
৩৬। সদাচারস্মৃতিঃ ৴০
৩৭। কল্যাণকল্পতরু (৫ম সংস্করণ) ৴১০
৩৮। অর্চ্চনকণ ৴১০
৩৯। সাধককণ্ঠমালা (বাঁধা) ।০
ঐ (আবাঁধা) ।৴০
৪০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি
(প্রথম চারিখণ্ড) ৩৲
৪১। ব্রহ্মসংহিতা ।০
৪২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৪৩। মণিমঞ্জরী সানুবাদ
৪৪। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ
৪৫। পুরুষার্থ-বিনির্ণয়
৪৬। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৪৭। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
৪৮। গৌড়ীয়মঠ কি করেন ? ৴০
৪৯। ঈশোপনিষৎ (বলদেব ও মাধ্ব-
ভাষ্য এবং বিবৃতি ও অনুবাদসহ) ।০
৫০। শ্রীভুবনেশ্বর ৶০
৫১। সিদ্ধান্তদর্পণ ৶০
৫২। সাংখ্যবাণী ৴০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৫৩। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী-দিগ্বিজয়ঃ ॥০
৫৪। সটীক-শিক্ষাদশমূলম্ ।০
৫৫। তত্ত্ব-সূত্রম্ ।০
৫৬। সানুবাদ-শিক্ষাষ্টকম্ ৶০
৫৭। গৌড়ীয়মঠস্য পরিচয়ঃ ৴০
৫৮। সারাংশবর্ণনম্ ৶০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৫৯। রায় রামানন্দ ।০
৬০। নামভজন ।০
৬১। রিলেটিভ্ ওয়ার্ল্ড্‌স্ ।৵০
৬২। লাইফ্ য়্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব
শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।০
৬৩। বৈষ্ণবীজম্ ।০
৬৪। হোয়াট্ গৌড়ীয়মঠ ইজ্ ডুইং ৴০
৬৫। দি ভাগবত ।০
৬৬। টয়োটিক্ প্রিন্সিপ্‌ল্ য়্যাণ্ড
আবেলয়েড্ ডিভোসন ।০
৬৭। ব্রহ্ম-সংহিতা ২॥০
৬৮। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (ভলুম ওয়ান) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৬৯। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ॥০
৭০। সাধন পথ ।০
৭১। কল্যাণ-কল্পতরু ৴১০
৭২। গীতাবলী ৴০
৭৩। শরণাগতি ৴০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৭৪। শরণাগতি

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

নদীয়া-প্রকাশপ্রাপ্তির স্থান

১। শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম-মায়াপুর, নদীয়া
২। শ্রীযোগপীঠ ঐ
৩। শ্রীবাস-অঙ্গন ঐ
৪। অদ্বৈত-ভবন ঐ
৫। কাজীর সমাধি-পাট ঐ
৬। স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ, নদীয়া।
৭। শ্রীভাগবত আসন কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
৮। শ্রীএকায়ন মঠ গোবিন্দপুর, হাঁসখালী।
৯। দ্বাদশগোপাল পাট—পোঃ চাকদহ,
১০। শ্রীগৌর গদাধরমঠ—চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড়, বর্দ্ধমান
১১। শ্রীমোদদ্রুমচত্র মাউগাছি, বর্দ্ধমান
১২। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম, আমলাযোড়া, পোঃ রাজবাধ বর্দ্ধমান
১৩। শ্রীগৌড়ীয়মঠ বাগবাজার, কলিকাতা
১৪। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাজু, হাওড়া,
১৫। শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয়মঠ, ৯০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা
১৬। শ্রীগোপালজী মঠ কমলাপুর, ঢাকা।
১৭। শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ পোঃ বালিয়াটী,
১৮। শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয়মঠ ময়মনসিংহ।
১৯। শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ চিরুলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর
২০। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম গোয়ালপাড়া, আসাম।
২১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ রায়পেট্টা, মান্দ্রাজ।
২২। শ্রীরামানন্দগৌড়ীয় মঠ কব্বুর, জিঃ পশ্চিম গোদাবরী
২৩। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ উড়িয়াবাজার, পোঃ বক্সীবাজার, কটক।
২৪। শ্রীত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয় মঠ ভুবনেশ্বর।
২৫। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ স্বর্গদ্বার, পুরী।
২৬। শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ আলালনাথ পোঃ ব্রহ্মগিরি, পুরী।
২৭। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ ভুমুরকুণ্ডা, পোঃ চিরকুণ্ডা, মানভূম।
২৮। শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ—কাশী।
২৯। শ্রীরূপগৌড়ীয় মঠ—এলাহাবাদ।
৩০। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ পুরাণবাজার, সরকার ঠাকুরের কুঞ্জ, বৃন্দাবন
৩১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, নিউদিল্লী
৩২। শ্রীপরমহংসমঠ—নৈমিষারণ্য,
৩৩। শ্রীসারস্বত গৌড়ীয় মঠ—হরিদ্বার।
৩৪। শ্রীব্যাসগৌড়ীয়মঠ—কুরুক্ষেত্র, পঞ্জাব
৩৫। শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাবুলনাথ রোড, পোঃ গ্রাণ্ট রোড, বোম্বে।
৩৬। লণ্ডন গৌড়ীয়মঠ, ৩৯নং গ্লেডন গার্ডেন্স, কেন্সিংটন্ লণ্ডন, (এস্, ডব্লিউ—১০)।
৩৭। অমর্ষি গৌড়ীয়মঠ—মেদিনীপুর
৩৮। সরভোগ গৌড়ীয় মঠ—সরভোগ, কামরূপ, আসাম,

শুদ্ধভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীলভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী মাসিক। শ্রীধাম-মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১॥০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দি ভাষায় একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি হৃদয় বন মহারাজ সম্পাদিত ও নৈমিষারণ্য শ্রীপরমহংস মঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ১॥০ দেড় টাকা মাত্র।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥০ দেড় টাকা মাত্র।

৫। কীর্ত্তন—মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ নিমানন্দ সেবাতীর্থ বি-এজি, বি-টি, সম্পাদিত। আসাম গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম হইতে প্রকাশিত আসামী ভাষায় মাসিক। ভিক্ষা সডাক ১॥০ দেড় টাকা মাত্র

শ্রীচৈতন্যভাগবত

আদিকবি শ্রীল বৃন্দাবন দাস প্রণীত সমগ্র গ্রন্থ

গ্রন্থের মূল বোল্ড অক্ষরে এবং তন্নিম্নে বিশ্ববিশ্রুত গৌড়ীয়মঠের প্রতিষ্ঠাতা ও আচার্য্য ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তি-সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভু-পাদের রচিত বিবৃত ভাষ্য উত্তম কাগজে সৌষ্ঠবের সহিত মুদ্রিত হইয়াছেন। ডবল ক্রাউন আটপেজি আকারে ১০৯৬ পৃষ্ঠায় কেবল মূল ও ভাষ্য সম্পূর্ণ হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত শ্লোকসূচী, পদ্যসূচী, স্থানসূচী, পাত্রসূচী, বিষয়সূচী, শব্দসূচী প্রভৃতি বিস্তৃত সূচীপত্রের একটী গ্রন্থ হইবে। সভাষ্য শ্রীচৈতন্যভাগবতের এরূপ উৎকৃষ্ট ও অমূল্য বিরাট্ সংস্করণ জগতের কোথায়ও আজ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই, ইহা নিরপেক্ষ পাঠক মাত্রকেই একবাক্যে স্বীকার করিতে হইবে। শ্রীগৌড়ীয়মঠের উৎসব-কালে গ্রন্থের ভিক্ষা ১২৲ বারটাকা স্থলে—৫৲ পাঁচটাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

মাছ মারিতে পুত্রের বিসর্জ্জন

পাটগ্রামের নিকটবর্ত্তী বয়রাগ্রাম নিবাসী জনৈক মুসলমান মৎস্য-শিকারী পদ্মা নদীতে মাছ ধরিতে গিয়া আপন পুত্রকে সলিল গর্ভে বিসর্জ্জন দিয়া আসিয়া নিজের কৃতকর্ম্মের জন্য অনুশোচনা বশতঃ উদ্বন্ধনে দেহত্যাগ করিয়াছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে।

দুর্ঘটনার বিবরণে প্রকাশ যে, উক্ত মুসলমান প্রায়ই সেথ করিয়া পদ্মা নদীতে জাল লইয়া ইলিশ মাছ ধরিতে যাইত। ঘটনার দিন, অন্য কোন সাহায্যকারী না পাইয়া সে তাহার অষ্টমবর্ষীয় বালকপুত্রকেই সঙ্গে লইয়া একটী ডিঙ্গি নৌকায় মাছ ধরিতে যায়। মাঝ নদীতে আসিয়া জালে মাছ আটকাইবামাত্র সে হস্তস্থিত রজ্জুতে জালের মুখ বন্ধ করিয়া দেয় এবং আনন্দের আতিশয্যে লাফ দিয়া দাঁড়াইয়া উঠে। ডিঙ্গিখানি তৎক্ষণাৎ একটী প্রচণ্ড ধাক্কা খাইয়া সঙ্গে সঙ্গে একদিকে ঝুঁকিয়া পড়ে। এদিকে ডালুইয়ে অবস্থিত বালকটী ঝোঁক সামলাইতে না পারিয়া জলে পড়িয়া যায় এবং সাঁতার না জানায় কোনরূপ সাহায্য পাইবার পূর্ব্বেই তাহার সলিল সমাধি ঘটে। লোকটি প্রবল স্রোতের মুখে ছেলেটীকে খুঁজিয়া পাইবার বৃথা চেষ্টা করে। কিন্তু অকৃতকার্য্য হইয়া বাড়ী ফিরিয়া আসে। সেখানে তাহার স্ত্রী এবং গ্রামবাসীরা তাহাকে যথেষ্ট ভর্ৎসনা করে। এই সব গঞ্জনা সহ্য করিতে না পারিয়া গত রবিবার দিন লোকটী উদ্বন্ধনে আত্মহত্যা করিয়াছে।

গঙ্গা গর্ভে বিমান

যে বিমানখানা গঙ্গায় পড়িয়া গিয়াছিল, উহা যুক্তপ্রদেশের বিমান ক্লাবের বিমান, লয়েল রেজিমেণ্টের লেপ্টেন্যাণ্ট রো উহা চালনা করিতেছিলেন। বিমানখানা জিপসীমথ বিমান। লেপ্টেন্যাণ্ট রো ২২ অক্টোবর প্রাতঃকালে এলাহাবাদের দিকে যাত্রা করেন, কিন্তু সাত মাইল অগ্রসর হইয়া তিনি অবতরণের চেষ্টা করিতে বাধ্য হন। বিমানখানা গঙ্গা গর্ভে পড়িয়া গিয়া ভাঙ্গিয়া যায়। লেপ্টেন্যাণ্ট রো দৈবাৎ রক্ষা পাইয়াছেন; তাঁহার বাহুতে, অঙ্গুলে ও মুখে সামান্য আঁচড় লাগিয়াছে মাত্র।

লেপ্টেন্যাণ্ট রো একখানা গরুর গাড়ী করিয়া কাণপুরের ১৯ মাইল দূরবর্ত্তী অচলগঞ্জে গমন করেন এবং তথা হইতে লয়েল রেজিমেণ্টের আফসার কম্যাণ্ডিং র নিকট তার করেন। তার পাইয়া তিনি কালেক্টর মিঃ বুড কে সংবাদ দেন, এবং মিঃ মুডী, পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মিঃ মার্শ স্মীথ, সিভিল সার্জ্জন মেজর ক্রাইক ও মিঃ পি এম কার একখানা মোটর বোটে করিয়া বৈমানিকের অনুসন্ধানে যাত্রা করেন। বিমানবাহিনীর শিক্ষাদাতা ক্যাপ্টেন লীট আর একদল লোক লইয়া যাত্রা করেন। এবং তাঁহার পর লেপ্টেন্যাণ্ট বার্ণেটসন সামরিক বিভাগের চিকিৎসকসহ যাত্রা করিয়া সন্ধ্যায় ৬টার সময় অচলগঞ্জে উপস্থিত হন।

লেপ্টেন্যাণ্ট রো'র আঘাতে ঔষধ প্রয়োজন করিয়া একখানা সামরিক এ্যাম্বুলেন্সে তাঁহাকে কাণপুর ব্রিটিশ ষ্টেশন হাঁসপাতালে আনয়ন করা হইয়াছে।

ভূ-পর্য্যটক যুবকদ্বয়

সুমাত্রাদ্বীপ অধিবাসী মিঃ এ কাদির ও মিঃ এ শালিম নামক দুইজন মুসলিম যুবক পৃথিবী পর্য্যটনে বাহির হইয়াছেন। সম্প্রতি ব্রহ্মদেশ ও শ্যামদেশ পরিভ্রমণ পূর্ব্বক তাঁহারা এখানে উপনীত হইয়াছেন। তাঁহারা ব্যাঙ্ককে দুইবৎসর বাস করিয়া শ্যাম দেশীয় ভাষা শিক্ষা করিয়াছেন; তদ্ভিন্ন ইংরাজী, ডাচ, ফরাসী ও জার্ম্মাণ প্রভৃতি ভাষাও জানেন। এখানে সপ্তাহকাল বিশ্রাম করিয়া তাঁহারা কলিকাতা যাত্রা করিবেন।

পুনায় প্লেগের প্রকোপ

গত ৯মাস যাবৎ পুনরায় প্লেগের প্রাদুর্ভাব হইয়াছে কিন্তু পুনা সিটি মিউনিসিপ্যালিটির বিশেষ ব্যবস্থা সত্ত্বেও রোগের প্রকোপ কমিতেছে না। গত দুই দিনের মধ্যে যে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে তাহাতে জানা যায় যে, ঐ দুই দিনে ৩৯ জন প্লেগে-আক্রান্ত হয় ও ৩৪ জনের মৃত্যু হইয়াছে।

১৪৪ ধারা অমান্য করায় সশ্রম কারাদণ্ড

গত ৯ই অক্টোবর নাটোর মিউনিসিপ্যালিটির এলাকায়, ভারতীয় কাঃ বিঃ ১৪৪ ধারা অমান্য করিবার অভিযোগে যে ৮জনকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছিল, তাহাদের মধ্যে শ্রীযুত নরেন্দ্রচন্দ্র দত্ত, শরদিন্দু চক্রবর্ত্তী সত্যেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য্যকে ৬ মাস এবং ধীরেন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, মহানন্দ সাহা ও প্রভাত হালদারকে ৩ মাস সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। শ্রীযুত মন্মথ বসাক ও শ্রীযুত বেকসুর খালাস দেওয়া হয়।

দুইজনের ফাঁসি

খরেয়া ডাকাতি মামলা সম্পর্কে লাহোর হাইকোর্টে এক আপীলের শুনানী প্রসঙ্গে কি ভাবে জনৈকা ব্রাহ্মণ বালিকা ডাকাতের বন্দুকের গুলীর আঘাতে মারা গিয়াছিল সেই কাহিনী বিবৃতি হয়।

এই মামলায় একটী উল্লেখযোগ্য বিষয় এই যে, এই ডাকাতি সম্পর্কেই সম্পূর্ণ পৃথক অপর একদল লোককে হোসিয়ারপুর পুলিশ চালান দিয়াছিল এবং উহাদের বিচারও হইয়াছিল। কিন্তু হাইকোর্টে আপীল করিলে উহারা খালাস পায়। পরে আম্বালা পুলিশ জনৈক ভূতপূর্ব্ব কনেষ্টবল ও বর্ত্তমান রাজসাক্ষী নিরঞ্জন সিংহের বিবৃতি সংগ্রহ করিয়া বর্ত্তমান আসামী শ্যামা সিং, পুরান আউ, রাণা ইব্রাহিম, গয়ের দীন ও বাবুখানকে গ্রেপ্তার করিতে সমর্থ হয়।

অভিযোগের বিবরণ এই ছিল যে, আসামীগণ বন্দুক ও রিভলভার প্রভৃতি অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হইয়া খারোয়ার জনৈক গোয়ালার দোকানে হানা দেয়—গ্রামের লোকেরা বাহির হইয়া ছাদ হইতে ডাকাতদের উপর ইট পাটকেল ছুটিতে থাকে, ঐ সময় ডাকাতেরাও গুলী চালায়। ফলে জানকী নাম্নী এক ব্রাহ্মণ বালিকা মারা যায় এবং অনেকে আহত হয়। ডাকাতেরা ৬ গাছা রূপার বালা ও ঐ বাড়ীর চাবী লইয়া সরিয়া পড়ে। সেসন জজ শ্যাম সিং ও ইব্রাহিমকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করেন। অপর সকলে খালাস পায়।

নির্ব্বাচকমণ্ডলীর সীমা নির্দ্ধারণ

এইরূপ জানা গিয়াছে যে, ভারতের শাসন-সংস্কার বিল আগামী শরৎকালে পার্লামেণ্টে পেশ হইবার অল্পকাল পরেই নির্ব্বাচকমণ্ডলী সমূহের সীমা নির্দ্দেশ করিবার উদ্দেশ্যে ১৯৩৪ সালের নভেম্বর মাস নাগাদ ভারতবর্ষে একটি কমিশন প্রেরিত হইবে। স্যার জনকার সম্ভবতঃ এই সীমা নির্দ্দেশ কমিশনের সভাপতি হইবেন। তিনি ভোটাধিকার নির্দ্ধারণ কমিটির সহসভাপতি ছিলেন। তাঁহার সহিত আর দুই তিন জন থাকিতে পারেন। তাঁহার সহকারীগণকে ভারতবর্ষ হইতে হাইকোর্টের বিচারকের অভিজ্ঞতাযুক্ত ব্যক্তিগণের মধ্য হইতে লওয়া হইবে, না কি লণ্ডনের নির্ব্বাচনেই সীমাবদ্ধ থাকিবে, তাহা এখনও সিদ্ধান্ত হয় নাই। এই বিষয়টি এখনও বিবেচনাধীন শীঘ্র এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত হইতে পারে এইরূপ আশা করা যায় যে, যাহাতে ১৯৩৫ সালের মার্চ্চ মাস শেষ হইবার পূর্ব্বে প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভাসমূহের নির্ব্বাচন হইতে পারে; তজ্জন্য কার কমিশন তিন চার মাসের মধ্যে তাঁহাদের কার্য্য শেষ করিবেন।

বাঙ্গালী যুবকের রহস্যজনক মৃত্যু

হুগলী জেলার অন্তঃপাতী কোন্নগর গ্রামের উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের ১৯ বৎসর বয়স্ক ছাত্র ক্ষেত্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় রহস্যজনক ভাবে মারা গিয়াছে।

প্রকাশ যে যুবকটী অকস্মাৎ অসুস্থ হইয়া পড়ে, তাহার অবস্থা আশঙ্কাজনক বলিয়া বিবেচিত হইলে তাহাকে হাঁসপাতালে লইয়া যাওয়া হইতেছিল কিন্তু হাঁসপাতালে যাইতে পথেই সে মারা যায়। মৃতদেহটি শ্রীরামপুর মর্গে পাঠান হয়, তথায় শবব্যবচ্ছেদ পরীক্ষা হইয়া গিয়াছে। মৃতের পাকস্থলীটা রাসায়নিক পরীক্ষকের নিকট পাঠান হইয়াছে এবং তাঁহার রিপোর্টের প্রতীক্ষা করা হইতেছে।

কারামুক্তি

গত ১২ই অক্টোবর মৌলবী গোলাম রহমান (কচি মিঞা) ও রামকিষেণ মাড়োয়ারী দমদম জেল হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছেন। কচি মিঞা আইন অমান্য আন্দোলন সম্পর্কে বর্দ্ধমান আড়াই বৎসর কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিলেন। তাঁহার আরও পাঁচ মাস দণ্ডভোগ বাকী ছিল। কিন্তু শারীরিক অসুস্থতা নিবন্ধন তাঁহাকে মুক্তি দেওয়া হইয়াছে। কারাবরণ কালে তাঁহার শরীরের ওজন ১০৮ পাউণ্ড ছিল, মুক্তির সময় তাঁহার ওজন হইয়াছে ৯৬ পাউণ্ড।

শ্রীযুত রামকিষেণ মাড়োয়ারীও বর্দ্ধমান হইতে আড়াই বৎসর কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিলেন। তিনি যক্ষ্মা রোগে ভুগিতেছেন। তাঁহাকেও রোগের জন্য মুক্তি দেওয়া হইয়াছে।

বিস্ফোরণে ৯ জনের মৃত্যু

১২ই অক্টোবরগত রাত্রে ভীষণ বিস্ফোরণের ফলে একটী প্রকাণ্ড ত্রিতল বাটী উড়িয়া যায় এবং সমগ্র সহর কাঁপিয়া উঠে। বিস্ফোরণের সময় ঐ বাড়ীতে ৩০জন লোক ছিল বলিয়া প্রকাশ ৯টি ছিন্নভিন্ন মৃতদেহ উত্তোলিত হইয়াছে এবং অন্যান্য মৃতদেহের জন্য ধ্বংসস্তূপের মধ্যে অনুসন্ধান করা হইতেছে।

এইরূপ প্রকাশ যে, চানায়থি জগন্নাথম্ দীপালী উৎসবের জন্য বাজী প্রস্তুত করিবার সময় এই বিস্ফোরণ হয়। ধ্বংসস্তূপের দৃশ্য অতীব রোমাঞ্চকর। জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট ও পুলিশ কর্ম্মচারীগণ ঘটনাস্থলে গিয়াছিলেন।

ছয়জনের মৃত্যু

১২ই অক্টোবর রাত্রে মাদ্রাজ সহরে একটী পাকা বাড়ী চাপা পড়িয়া ছয়জন লোক নিহত হয়। উহারা বাজী তৈয়ারী করিতেছিল; হঠাৎ বারুদ জ্বলিয়া এই কাণ্ড ঘটিয়াছে। মৃত ব্যক্তিদিগকে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন অবস্থায় বাহির করা হয়। তিনজন পথচারী সহ সর্ব্বশুদ্ধ আট জন লোক ভীষণভাবে আহত হয়। আরও প্রায় ১০ জন লোক ভগ্নস্তূপে চাপা পড়িয়া মরিয়া আছে বলিয়া সন্দেহ করা যাইতেছে।

ডাকেন্দ্র ঠিকানা—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

দৈনিক

Reg C 1544

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩॥০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র।

THE
NADIA-PRAKASH

সাহায্যের হার
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸০
মাসিক ১৲
নগদ
প্রতি সংখ্যা ৫

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার - নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৮ম খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বেদান্তবাচস্পতি [১৯০শ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর—১লা কার্ত্তিক বুধবার ১৩৪০, ১৮ই অক্টোবর ১৯৩৩

শান্তি বসুর কারাদণ্ড

বাজেয়াপ্ত পুস্তক রাখিবার অভিযোগে ঢাকার (দক্ষিণ) মহকুমা হাকিম মিঃ সাদিক খান বঙ্গীয় বিপ্লব দমন আইনানুসারে দত্তপাড়ার শ্রীযুক্ত যশোদা বসুর পুত্র শ্রীমান শান্তি বসুকে তিন মাস সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করেন।

সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার আশঙ্কা

কতকগুলি দুষ্ট প্রকৃতির হিন্দু ও মুসলমান ব্যক্তিগত স্বার্থ সিদ্ধির উদ্দেশ্যে গোলমাল সৃষ্টি করিবার জন্য চেষ্টা করিতেছে বলিয়া মনে হয়। পূর্ব্ব হইতেই এই ব্যাপারের সন্ধান পাইয়া স্থানীয় কয়েকজন হিন্দু ভদ্রলোক কলিকাতা হিন্দু মিশনে এই সংবাদ প্রেরণ করেন ১৩১-১৩৩ তারিখে জুম্মার নামাজের বারই হাঙ্গামার সৃষ্টি হইতে পারে, এরূপ আশঙ্কা করা গিয়াছিল। সংবাদ পাইয়া হিন্দু মিশনের কর্ম্মী শ্রীযুত লম্বোদর মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুত মণীন্দ্রনাথ রায়কে সঙ্গে লইয়া ধর্ম্মদায় রওনা হন। আসিবার পথে কৃষ্ণনগরে জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট এবং অন্যান্যের সহিত দেখা করিয়া তাঁহাদিগকে উক্ত বিষয়ে বিশেষ যত্নবান হইতে অনুরোধ করেন।

১৩ই অক্টোবর জিলা ম্যাজিষ্ট্রেটের নির্দ্দেশ মত নাকাশীপাড়া থানার ভারপ্রাপ্ত পুলিশ কর্ম্মচারী এই স্থানে আসিয়া পৌঁছান এবং স্থানীয় হিন্দু মুসলমান নেতাগণকে ডাকাইয়া এই বিষয়ের সন্ধান করেন। পুলিশ ইন্সপেক্টর সন্দেহযুক্ত ব্যক্তিগণকে সাবধান করিয়া দিয়াছেন।

ডাঃ আনসারী কটি-বাতে আক্রান্ত

কাশ্মীর হইতে খবর আসিয়াছে যে, ডাঃ আনসারী কটিবাতে আক্রান্ত হইয়াছেন চিকিৎসার্থে মেডনার্হেন স্বাস্থ্যনিবাসে আছেন। তিনি আরোগ্য লাভ করিতেছেন। তিনি অবসর সময় মেডিক্যাল বই লিখিতেছেন।

সন্তরণ প্রতিযোগীতা

গত ১৯শে আশ্বিন বেলা ২ঘটিকার সময় তোকেশ্বর সন্তরণ সম্মিলনীর সপ্তম বার্ষিক সন্তরণ প্রতিযোগীতা তোকেশ্বর এগার আনীর পুষ্করিণীতে হইয়াছে। মেয়েদেরও সাঁতার হইয়াছিল। তাহাতে ১২।১৪জন মেয়ে সাঁতার দিয়াছিল।

হরিনারায়ণ কুণ্ডু দীনেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী ও শচীনাথ দাসের সাঁতার বেশ দেখিবার মত হইয়াছিল। মেয়েদের মধ্যে শ্রীমতী লীলাবতী মজুমদারের সাঁতার দেওয়ার কায়দাও বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

সাঁতার শেষ হইলে পর এক সভা হয়। তাহাতে তোকেশ্বর পাল-বাবুদের বাড়ীর শ্রীযুক্ত হীরালাল পাল চৌধুরী মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। তিনি হিন্দু ও মুসলমানে একত্রে সাঁতারের উপকারীতা সম্বন্ধে কিছু বলেন। পরে তিনি বলেন, সাঁতারে যাহারা জয়ী হইয়াছে, এবং যাহারা হারিয়াছে, তাহারা উভয়েই যাহাতে ভবিষ্যতে আরও উন্নতি করিতে পারে- তাহার জন্য চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। বক্তৃতা শেষ হইলে পর সভাপতি মহাশয় বিজয়ীদিগকে নানাপ্রকার পারিতোষিক প্রদান করেন।

পেশোয়ারে ১মাসে ২১টী খুন

গত সেপ্টেম্বর মাসে সীমান্তে ৩৪টী খুন হইয়াছে। গত বৎসর অনুরূপ সময়ে ৬৯টি এবং গত আগষ্ট মাসে ৫৫টি খুন হইয়াছিল। উপরোক্ত ৩৪টী খুনের মধ্যে কেবল পেশোয়ারেই ২১টি হত্যাকাণ্ড হইয়াছে।

ঢাকা ন্যাশনেল মেডিকেল কলেজ

আচার্য্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায় গত ঢাকা পরিদর্শনকালে ঢাকা ন্যাশন্যাল মেডিকেল কলেজকে প্রতি বৎসর ২৫০৲ টাকা মূল্যের ড্রেসিং ঔষধ দান করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। অভিপ্রায় অনুসারে তিনি বেঙ্গল কেমিকেল ফার্ম্মকে উক্ত হাঁসপাতালের প্রয়োজনীয় দ্রব্য সরবরাহ করিবার জন্য অনুরোধ জানাইয়াছেন।

অসতর্কভাবে মোটর চালনার অভিযোগ

অসতর্কভাবে এবং বেগে মোটর পিছনের দিকে চালাইবার ফলে রাস্তায় শায়িত সোবরাতি নামক এক ব্যক্তিকে আহত করিবার অপরাধে গত শুক্রবার জোড়াবাগানের চতুর্থ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ এইচ, কে, দে, বিমলেন্দু বিশ্বাস নামক ব্যক্তিকে ৩০৲ অর্থ দণ্ডে দণ্ডিত করেন।

বাঙ্গালী যুবকের লাল ইস্তাহার জারী

লাল ইস্তাহার প্রচার ও একটী ডুপ্লিকেটার প্রাপ্তির অভিযোগে শ্রীযুত নারায়ণ বাড়ুয্যে ওরফে চামন নামক জনৈক বাঙ্গালী যুবককে পুলিশ গ্রেপ্তার করিয়াছিল ম্যাজিষ্ট্রেট তাহাকে ৫০০৲ জামিনে মুক্তি প্রদান করেন।

ঠকাইবার অভিযোগ

প্রবঞ্চনার অভিযোগে ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ ঘটক সাগরমল নামক এক ব্যক্তিকে রেলওয়ে আইনের ১১২ ধারানুসারে তিন মাস কঠোর দণ্ডে দণ্ডিত করেন।

অভিযোগের বিবরণ এই যে, বিগত ২৪শে জুলাই সাগরমল নামক এক ব্যক্তি ডাউন তারকেশ্বর ট্রেণের দ্বিতীয় শ্রেণীর কামরায় চাপিয়া শ্রীরামপুর রেলওয়ে ষ্টেশনে নামে। সেখানে তাহার নিকট টিকিট চাওয়া হইলে সে তাহাকে গোয়েন্দা কর্ম্মচারী বলিয়া অভিহিত করে। কিন্তু সে কোন নিদর্শন দিতে পারে নাই এবং ভাড়াও দেয় নাই। পরে তদন্ত করিয়া জানা গেল সে গোয়েন্দা কর্ম্মচারী নহে।

চট্টগ্রামে জমিদার খুন

চকরিয়া থানার অন্তর্গত ঢেমলিয়ার জমিদার মৌলবী জিমত আলী চৌধুরীর নৃশংস হত্যা সম্পর্কে পরবর্ত্তী সংবাদে প্রকাশ, আততায়িগণ প্রথমে তাঁহাকে গুলী করে। কিন্তু গুলী তাঁহার শরীরে বিদ্ধ হয় নাই। পরে মারাত্মক অস্ত্র দ্বারা তাঁহাকে গুরুতর জখম করা হয়; ফলে তৎক্ষণাৎ মৃত্যু হইয়াছে। তিনি তাঁহার সমুদ্রের তীরস্থ জমিদারী হইতে বাড়ী ফিরিতেছিলেন। সেখানে কতকগুলী সংস্কার-কার্য্য পরিদর্শন করিবার উদ্দেশ্যে তিনি তথায় গিয়াছিলেন।

প্রকাশ এই সম্পর্কে ঢেমলিয়া গ্রামের মকবুল আলী শিকদার ও অপর চারি জনকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে এবং আরও তদন্ত চলিতেছে।

ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

১লা কার্ত্তিক বুধবার, ১৩৪০

বর্ষার পর শরৎ কালও অতীত হইয়াছে হেমন্তের আগমন হইয়াছে, তথাপি আকাশ নীরদমালায় পরিবেষ্টিত। বোধ হয় প্রকৃতি রাণী এত উত্তপ্ত হইয়াছেন যে এখন আর চাষী বা পথিকের সুখ সুবিধার প্রতি আদৌ দৃষ্টিপাত করিতে না পারিয়া স্বয়ং আর্দ্র হওয়ার জন্য বড়ই ব্যস্ত হইয়াছেন। প্রকৃতি দেবীর এই প্রকার বোধাবিষ্ট হওয়ার কারণ কি? তাহা কেহ ভাবিয়া দেখিয়াছেন কি? বৈজ্ঞানিকগণ ত অনেক কিছু আবিষ্কার করিয়াছেন, বৃষ্টি না হইলে ক্ষেতে জল দেওয়ার সহজ পন্থা নিরূপণ করিয়াছেন কিন্তু অতি বৃষ্টির কবল হইতে চাষাকে উদ্ধার করিবার উপায় তাঁহাদের ভাণ্ডারে আছে কি?

আমরা ইতঃপূর্ব্বেও লিখিয়াছি যে মহেশগঞ্জ ষ্টেশনে যাত্রিগণের বিশ্রামের জন্য একটী ঘর অবিলম্বে হওয়া দরকার। ঠিক ট্রেণের সময় যাত্রিগণ ষ্টেশনে যাইয়া উপস্থিত হইবেন, এরূপ আশা কেহ করিতে পারেন না। পাড়াগাঁয়ের যাত্রীরা সাধারণতঃ অর্দ্ধ ঘণ্টা বা তাহারও আরও বেশী পূর্ব্বেই ষ্টেশনে গিয়া উপস্থিত হন। সুতরাং বৃষ্টি হইলে তাঁহাদের যে কি অসুবিধা ভোগ করিতে হয়, তাহা ভুক্তভোগীই জানেন। আর ট্রেণ হইতে নামিয়াও দৈবাদুর্য্যোগ হইলে তাঁহাদের মাথা গুঁজিবার স্থানটুকু নাই। গ্রীষ্ম কালে ত প্রচণ্ড রৌদ্রের তাপ ভোগ করিয়া তাঁহাদের ষ্টেসনে আসিয়া আবার উত্তপ্ত ভূমিকায় সূর্য্যাকসিক্ত কলেবরে অবস্থান করিতে হয়। এই সকল কথা বিবেচনা করিয়া রেলওয়ে কর্ত্তৃপক্ষ অবিলম্বে মহেশগঞ্জ ষ্টেশনে মহিলাগণের জন্য একটী ও পুরুষগণের জন্য একটী যাত্রিনিবাসের ব্যবস্থা করিবেন কি?

বর্ষা ঋতু অতীত হইয়াছে কিন্তু তাহার জের এখন বেশ চলিতেছে। যে যে স্থানে বর্ষায় বাঁধিয়া জলকাদির হর্ম্ম্য নির্ম্মিত হইয়াছে, তাহা পরিদর্শনের ও গ্রামবাসিগণের স্বাস্থ্য রক্ষার ভার জেলাবোর্ডের কর্ত্তৃপক্ষগণের উপর। তাঁহারাও প্রেসিডেন্টগণের নিকট কিছু কিছু কুইনাইন পাঠাইয়াই নিশ্চিন্ত। তাহাও আবার সকলে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে পাইতে পারে এই প্রকার ভাবে দেওয়া হয় না। আর অনেকক্ষেত্রে প্রেসিডেন্টগণের অমায়িক ব্যবহারে ও উদার দৃষ্টিপাতে যাহারা বাস্তবিকই দরিদ্র তাহারা একটী বড়িও পায়না আর যাহাদের কিনিবার সামর্থ্য আছে তাহাদিগকে সম্মুখ সূত্রে প্রয়োজনাতিরিক্ত কুইনাইন দেওয়া হয়। আর দেশের কৃষকগণের বর্ত্তমানে যে শোচনীয় অবস্থা ও ব্যাধি যে প্রকারে তাহাদিগকে আক্রমণ করিতেছে তাহাতে দুই একটী কুইনাইন বিতরণ করিলেই চলিবে না। গ্রামে গ্রামে দাতব্য চিকিৎসাগারের ব্যবস্থা করিতে হইবে এবিষয়ে আমরা জেলাবোর্ডের ও বাঙ্গলা সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

চলতি চাকা

গত পূর্ব্ব রবিবার ওয়ার্দ্ধায় এক জনসভায় শ্রীযুক্ত গান্ধী প্রকাশ করিয়াছেন যে, পূর্ব্ব সঙ্কল্পমত তিনি আগামী বৎসরের ৩রা আগষ্ট পর্য্যন্ত প্রধানতঃ হরিজন সেবা কার্য্যেই আত্মনিয়োগ করিবেন। তাঁহার স্বাস্থ্য পূর্ব্বাপেক্ষা একটু ভাল হইয়াছে। আগামী ৭ই নবেম্বর পর্য্যন্ত তিনি ওয়ার্দ্ধাতে থাকিবেন। তৎপর তিনি ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে ভ্রমণে বাহির হইবেন এবং যদি স্বাস্থ্য ভাল থাকে, তবে ৯ মাস কাল ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে ভ্রমণ করিয়া হরিজন আন্দোলন চালাইবেন। হরিজন-দের যাঁহারা শ্রীহরির একনিষ্ঠ সেবক তাঁহাদিগকেই লক্ষ্য করে। শ্রীযুক্ত গান্ধীজী যদি হরিজনের এই অর্থটা হৃদয়ঙ্গম করিয়া হরিজন সেবায় আত্মনিয়োগ করেন, তাহা হইলে দেশের ও দশের কল্যাণ হয়।

স্যার লুই ষ্টুয়ার্ট অযোধ্যার চীফ জজ ছিলেন; ১৯১০ সালে চাকুরী হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি সম্প্রতি অক্সফোর্ড সহরে 'ভারতের প্রতি আমাদের কর্ত্তব্য' সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান করেন। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন ভারতীয় ছাত্র তাঁহাকে প্রশ্ন করে—ভারতের বড়লাটকে ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রীর অপেক্ষা বেতন অধিক, এমন কি মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টের অপেক্ষাও বেশী বেতন দেওয়া হইয়া থাকে, ইহার কারণ কি? তাহাতে স্যার লুই বলেন, ভারতের বড়লাট যে বেতন পান, পদোচিত মর্য্যাদা রক্ষার জন্য তাঁহাকে তদপেক্ষা অধিক ব্যয় করিতে হয়। তাহা হইলে কি বড়লাট বাহাদুর বাড়ী হইতে কিছু টাকা নিয়া ভারতে খরচ করেন?

ভারতবাসীদিগকে কখন স্বায়ত্তশাসনের অধিকার প্রদান করা হইবে, এই প্রশ্নের উত্তরে স্যার লুই ষ্টুয়ার্ট বলেন,—হাঁ, ভারতবাসীদিগকে স্বায়ত্তশাসনের অধিকার দিতে হইবে সত্যই, কিন্তু সে জন্য ব্যস্ত হইলে চলিবে না—ধীরে ধীরে। একথা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, ভারতবাসীরা বিগত দুই হাজার বৎসরের অধিক কাল অন্যজাতীয়দের দ্বারা শাসিত হইয়াছে।" তাহা হইলে আর কত হাজার বৎসর ভারতবাসীকে শিক্ষানবিশি করিতে হইবে? অথবা তাহা যোগ্যতার উপর নির্ভর করে!

বাঙ্গালার আর্থিক অবস্থা

(৮)

মেষ্টন বন্দোবস্তের ক্রটি

অন্য সব প্রদেশের তুলনায় হস্তান্তরিত বিভাগগুলিতে গত ১৯২২-২৩ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৯২৯-৩০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে বাঙ্গালার ব্যয় বৃদ্ধি কম হইয়াছে। ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে ঐ সব বিভাগে ব্যয়ের পরিমাণ নিম্নলিখিত হিসাব হইতে বুঝিতে পারা যাইবে:—

শিক্ষা ও স্বাস্থ্য বিভাগে এই প্রদেশগুলিতে ১৯২২-২৩ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৯২৯-৩০ খৃষ্টাব্দে শতকরা ব্যয় বৃদ্ধির হিসাব এইরূপ:—

প্রদেশ	শিক্ষা	স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা
মাদ্রাজ	৮২	১১৫
পাঞ্জাব	৭৪	৯৪
যুক্তপ্রদেশ	৪৭	৬৭
বোম্বাই	২৩	৪১
বাঙ্গালা	২১	২৪

বাঙ্গালার অর্থাভাব ইহাতেই সপ্রকাশ।

রাষ্ট্রসঙ্ঘ ও তাহার আর্থিক ব্যবস্থা

মণ্টেগু-চেম্‌স্‌ফোর্ড রিপোর্ট স্বাক্ষরকারীরা চতুর্দ্দশ বৎসর পূর্ব্বে বলিয়াছিলেন, "ভবিষ্যতের দিকে দৃষ্টিক্ষেপ করিয়া আমরা কল্পনা করিতে পারি, ভারতবর্ষ কোন না কোনরূপ রাষ্ট্রসঙ্ঘের আকার ধারণ করিবে।" সাইমন কমিশনও সেই মত প্রকাশ করিয়া সে জন্য মৃদু উপায় অবলম্বন করিতে পরামর্শ দিয়াছিলেন। তাঁহারা বলিয়াছিলেন, "যখন ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশ বা অংশ সম্মিলিত হইতে প্রস্তুত হয়, তখনই রাষ্ট্রসঙ্ঘ গঠিত হইতে পারে। ভারতে রাষ্ট্রসঙ্ঘ গঠনের পদ্ধতি যে কৃত্রিম উপায়ে সাধিত করা যাইতে পারে বা তাহা সুফলপ্রসূ হইবে, এ বিশ্বাস আমাদিগের নাই।"

কিন্তু গোলটেবিল বৈঠকের প্রথম অধিবেশনেই স্থির হয়, ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশ ও সামন্তরাজ্য লইয়া ভারতে রাষ্ট্রসঙ্ঘ গঠন করা হইবে। তদনুসারে সরকারের শাসন বিষয়গুলিকে তিন ভাগে বিভক্ত করা হয় (১) রাষ্ট্রসঙ্ঘের, (২) প্রাদেশিক, (৩) উভয়ের।

যখন গোলটেবিল বৈঠকের ... অধিবেশন হয়, তখন কেন্দ্রী সরকারের সহিত প্রদেশ ও রাজ্যগুলির আর্থিক ও অন্য সম্বন্ধ নির্দ্দিষ্ট করিবার জন্য লর্ড পীলের সভাপতিত্বে এক কমিটি গঠিত করা হয়।

পীল কমিটী

আর্থিক অবস্থার অস্বাভাবিকতাহেতু পীল কমিটী রাষ্ট্রসঙ্ঘের ও সদস্যদেশসমূহের মধ্যে সম্প্রাবিষ্ট রাজস্ব স্থির করা অসম্ভব বলিয়া বিবেচনা করেন। তাঁহারা কতকগুলি মূলনীতি নির্দ্দেশ করিয়া প্রকৃত কার্য্যের জন্য বিশেষজ্ঞদিগের এক কমিটী গঠিত করিতে পরামর্শ দেন।

পীল কমিটী বলেন, গোলটেবিল বৈঠকের প্রথম অধিবেশনে রাষ্ট্রসঙ্ঘ গঠন-কমিটী যেরূপে বিষয় বিভাগ করিবার প্রস্তাব করিয়াছিলেন আর্থিক হিসাবে কেন্দ্রী সরকারের ও অংশসমূহের কার্য্যবিভাগ বিচার করিলে তাহার বিশেষ পরিবর্ত্তন প্রয়োজন হইবে না। সেই জন্য তাঁহারা বিশেষ কারণ ব্যতীত বর্ত্তমান ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন করিতে নিষেধ করেন।

আয়ের উপায় বিভাগ। আয়ের উপায় বিভাগ সম্বন্ধে পীল কমিটী স্থির করিয়াছেন—যদি যথাযথভাবে ভার বিভাগ করিতে হয় এবং শাসনযন্ত্র যাহাতে নিরুদ্বেগে পরিচালিত হয় তাহার উপায় করিতে হয়, তবে যে সব রাজস্ব প্রদেশসমূহের ও রাজ্যগুলির প্রজাদিগের নিকট হইতে আদায় হইবে এবং রাজ্যগুলির কার্য্য ব্যতীত বা সেগুলির সহিত সহজ বন্দোবস্তে আদায় হইতে পারে এমন রাজস্ব কেন্দ্রী সরকারকে দিতে হইবে। অর্থাৎ কেন্দ্রী সরকারকে পরোক্ষভাবে আদায়যোগ্য কর দিতে হইবে। যদি প্রত্যক্ষভাবে আদায় হইবে এমন কোন কর ঐরূপ আকারের হয়, তবে তাহা কেন্দ্রী সরকারকে দেওয়াই ভাল। কারণ, সংরক্ষণ নীতি অবলম্বনের ফলে পণ্যের উপর আমদানী শুল্কের পরিমাণ হ্রাস হইবেই এবং দেশীয় কোম্পানীসমূহের আয় ও আয়কর বাড়িবে। আবার পরোক্ষভাবে যে সব কর আদায় হয়, সে সকল দ্রব্যের উপর ব্যয় নির্ভর করে এবং কেন্দ্রী সরকারকে যদি ঐরূপ করের আয়ই লইতে হয়, তবে সেই জন্যই তাঁহাদিগকে তীব্র সমালোচনা সহ্য করিতে হইবে। দেখা গিয়াছে, যে সব দেশে রাষ্ট্রসঙ্ঘ কেন্দ্রী সরকার প্রথমে কেবল পরোক্ষ করের আয় নির্ভর করিয়াছিলেন, সে সব দেশেও পরে কেন্দ্রী সরকারকে কোন না কোন রূপে কোম্পানীর আয় বা লাভের উপর কর আদায় করিতে হইয়াছে এবং আর্কিণেও সুইটজারল্যাণ্ডে ঐজন্য শাসন-ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন করিতে হইয়াছে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

নদীয়া-প্রকাশ

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক
—পারমার্থিক পত্র—
শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে ॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশ-
তনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনম্,
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা ।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং
প্রেমা পুমর্থো মহান্,
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং
তত্রাদরো নঃ পরঃ ॥

৮ম বর্ষ } ১৫ই দামোদর গৌরাব্দ ৪৪৭, ১লা কার্ত্তিক বঙ্গাব্দ ১৩৪০, ১৮ই অক্টোবর ইং ১৯৩৩, বুধবার { ১৯০তম সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

গত ১৩ই অক্টোবর সন্ধ্যারাত্রিকের পর শ্রীচৈতন্যমঠের অবিদ্যাহরণ-নাট্যমন্দিরে মহাপ্রভুর বলদেব-ভাব, দেবানন্দ-পণ্ডিতের প্রতি মহাপ্রভুর বাক্যদণ্ড এবং ভাগবত, তুলসী, গঙ্গা ও ভক্তজনের ভগবদভিন্নত্ব বর্ণিত হইয়াছে।

একদিন মহাপ্রভু নগর-ভ্রমণ করিতে করিতে সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের পিতা মহেশ্বর বিশারদের গৃহ-সমীপে গমন করেন। তৎকালে সেইখানে দেবানন্দ পণ্ডিতের বাসস্থান ছিল। তিনি আকুমার ব্রহ্মচারী, মোক্ষকামী এবং ভাগবতের মহা-অধ্যাপক বলিয়া জগতে খ্যাত ছিলেন ; কিন্তু ভাগবত-পাঠ করিয়াও ভাগ্যদোষে ভক্তিহীন ছিলেন।

মহাপ্রভু নগর-ভ্রমণ করিতে করিতে মদ্যপের গৃহসমীপে গিয়া মদ্যগন্ধ পাওয়ায় তাঁহার বলদেব-ভাবের উদয় হইল। তখন তিনি মদ্যপের গৃহে প্রবেশ করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন ; কিন্তু তাদৃশ আচরণ শ্রীবাস-পণ্ডিতের মনোনীত না হওয়ায় ভক্তের ইচ্ছার বিরোধাচরণ করিতে অনিচ্ছুক মহাপ্রভু তাহা হইতে বিরত হইলেন।

গত ৬ই আশ্বিন শুক্রবার মেদিনীপুর জেলার সবং থানার সন্নিকট নওগাঁ গ্রাম-নিবাসী শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র মণ্ডল মহাশয় তাঁহার পিতৃশ্রাদ্ধোপলক্ষে অমর্ষি গৌড়ীয়-মঠের মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম মহারাজকে শ্রীভক্তিসিদ্ধান্তবাণীসেবক-সম্মিলনীর সেবকগণসহ তাঁহার নিজ বাটীতে আহ্বান করেন। স্বামীজী মহারাজ সেবকগণসহ তথায় শুভাগমন করিয়া উক্ত দিবস সন্ধ্যায় শ্রীমদ্ভাগবত হইতে কলিনিগ্রহ-পাঠ ও ব্যাখ্যামুখে দৈব ও আসুর-শ্রাদ্ধের কথা শ্রোতৃমণ্ডলীকে বিশেষরূপে বুঝাইয়া দেন। পাঠের আদি ও অন্তে সেবকগণ শ্রীহরি-কীর্ত্তন করেন। স্বামীজীর শ্রীমুখনিঃসৃত শ্রীহরিকথামন্দাকিনীর পূতধারায় স্নাত হইয়া শ্রোতৃমণ্ডলী আপনাদিগকে পরম পবিত্র ও ধন্য মনে করিয়াছিলেন। অতঃপর সমাগত প্রায় ৩০০ শত নরনারীকে বিচিত্র মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হইয়াছিল। স্থানীয় ও বিদেশাগত বহু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ প্রসাদ-সেবনকালে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর জয়ধ্বনিতে স্থানটী মুখরিত করিয়া তুলিয়াছিলেন।

সিলদা ২২।৯।৩৩

শ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্যতম প্রচারক উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সিদ্ধস্বরূপ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী প্রভু কতিপয় শুদ্ধভক্তসঙ্গে মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত সিলদা নামক গ্রামে শুভাগমন করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত বিমল বৈষ্ণবধর্ম্মের কথা শ্রীমদ্ভাগবত-পাঠ, কীর্ত্তন ও বক্তৃতা এবং ম্যাজিক্-লণ্ঠনযোগে প্রচার করিয়া সজ্জনগণের আনন্দবর্দ্ধন করেন। তথায় বৈষ্ণবধর্ম্ম-প্রচারকের নামে যেসকল পর-ধর্ম্ম বা উপধর্ম্মধ্বজী এসকল দেশবাসীকে বিপথে পরিচালিত করিতেছে তাহাদের কপটতা এবং ব্যভিচার শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা নহে, বৈষ্ণবধর্ম্ম নহে, পরন্তু মহাপ্রভুর ধর্ম্মের বিরোধী এবং বৈষ্ণবধর্ম্মের বিকৃত অবস্থা, প্রকৃত সত্যপিপাসু সজ্জনগণ এত দিন পরে প্রকৃত সত্যের সন্ধান পাইয়া তাহা জানিতে পারিলেন।

বিগত ৫ই অক্টোবর সন্ধ্যাকালে শ্রীশ্রী-গুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকাগিরিধারী জিউর সন্ধ্যা-রাত্রিক ও সংকীর্ত্তনান্তে শ্রীগৌড়ীয়মঠের সারস্বত-নাট্যমন্দিরে মহোপদেশক শ্রীপাদ যদুবর দাসাধিকারী ভক্তিশাস্ত্রী প্রভু শ্রীমদ্-ভাগবত হইতে রাজা প্রাচীনবর্হির প্রতি শ্রীমন্ নারদ গোস্বামীর উপদেশ-সম্বন্ধে বলেন যে, মানুষের মনোময় দেহস্থিত মন মানুষকে চালিত করে। চিত্তবৃত্তিই আমাদের ভাবী ও অতীত জীবনের সাক্ষী। অন্য দেশ, কাল ও পাত্রের মধ্যে আমাদের অনেককেই আসতে হয়েছে। ইন্দ্রিয়ের অভিনিবিষ্ট বিষয়ে আকৃষ্ট থাকিলে মন আর অন্য কিছু চিন্তা করিতে পারে না।

যাঁহারা বলেন, - অতীতে মন ছিল না, তাঁহাদের নিকট জিজ্ঞাস্য, অন্যমনস্ক হ'য়ে থাক্‌লে কিছু বুঝা যায় না ব'লে কি বল্‌তে হ'বে যে মন সে-সময় ছিল না। মনের শক্তি প্রকৃতই কম। সে একসঙ্গে সমস্ত বিষয় গ্রহণ করিতে পারে না ; তবে মন বিশুদ্ধ-সত্ত্বময় হ'লে একসঙ্গে সমস্ত জানিতে পারে ও ভগবৎ সান্নিধ্য লাভ করে। ভগবানে কোন প্রকার মায়িক সম্বন্ধ নাই ; তিনি যেমন সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্ব-নিয়ন্তা ও সর্ব্বাধার, জীবও বিশুদ্ধ-সত্ত্বময় হ'লে অংশাংশরূপে অল্পবিস্তর সেই জ্ঞান লাভ করে কিন্তু জীব ও ভগবানে নিত্য বিভেদ রহিয়াছে। তিনি প্রভু আর আমরা তাঁ'র ভৃত্য। লিঙ্গ-দেহ ভঙ্গ না হইলে কর্ম্ম হইতে ছুটী হয় না।

অজ্ঞান-দ্বারা সূক্ষ্ম ও স্থূল-দেহ আবৃত থাকায় আমাদের জন্ম-জন্মান্তর-স্বীকার। কৃষ্ণভজন পরিত্যাগ করার পর থেকেই আমাদের এইরূপ দুর্গতি হ'য়েছে। গুরু-বৈষ্ণব-কৃপায় অবিদ্যা দূর হ'য়ে দুষ্কৃতি নষ্ট হ'লে পর দুর্গতি পলায়ন করে। মূর্চ্ছায়, নিদ্রায় দেহ-পরিবর্ত্তনে অপটু হইলেও বিকশিত অবস্থায় ইন্দ্রিয়গ্রাম আবার প্রকাশিত হয়। অমাবস্যায় চন্দ্র দেখা না গেলে চন্দ্র আছে -টা কি ক'রে অস্বীকার করি ? মনের মধ্যে বিষয়ের বাসনা ও চিন্তা আছে। মনই হর্ষ-শোক-দুঃখাদি ভোগ করে। এক দেহ ছেড়ে অন্য-দেহ-গ্রহণে ব্যবধানও কিছুই নাই, কারণ অন্ততঃ ভূত-প্রেত-যক্ষ-রক্ষাদি দেহও প্রাপ্তি ঘটে, পরে কর্ম্মানুযায়ী দেহ পায়, যেমন জোঁকে একটা ঘাস ছেড়ে দেবার আগে আর একটা ঘাসকে আশ্রয় করে।

মাতৃগর্ভে থাকার সময় মন পূর্ব্ব-চিন্তাযুক্ত হ'য়ে থাকে, পরে ভূমিষ্ঠ হ'য়ে পূর্ব্বকথা ভুলে যায়। আবার বিষয়ের আস্বাদ পেলে পূর্ব্ব পূর্ব্ব-চিন্তা আর মোটেই ছাড়ে না ; এইরূপে কর্ম্ম-দ্বারা কর্ম্ম ক্ষয় হ'বে ভেবে আরও কর্ম্মে জড়িয়ে পড়ে ; সুতরাং হে রাজন্ ! আপনি সকল ছাড়িয়া হরিভজন করুন। এজগতের কোন বস্তু প্রকৃতই আমাদের ভোগের জন্য নয়— এই বুদ্ধি ক'রে সমস্ত ইন্দ্রিয়াদির সহিত মনকে ভগবৎ-সেবায় লাগাইয়া দিন। নারদের উপদেশে রাজা প্রাচীনবর্হি রাজ্যপাট ছাড়িয়া কপিলাশ্রমে ভজন ক'রে কৃষ্ণকৃপা লাভ করিলেন।

উপদেশ : -সকাম-কর্ম্মফল বাস্তবিক সত্য নয়, তাহাতে যাহা পাওয়া যায় তাহাও নিত্য নহে ; একমাত্র আত্মতত্ত্বই সত্য। ভোগি-কুলকে বঞ্চনা করিবার ও পরিশেষে অশেষ প্রকারে মায়াপীড়িত করিয়া নিবৃত্তি-মার্গে আনিবার চেষ্টাই এই সকাম-কর্ম্মফলবাদ।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১৫ দামোদর; কৃত অনিরুদ্ধ

গর্ব্ব ও বিনয়

আচার্য্যলীলাভিনয়কারী শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর ছাত্রগণের নিকট দিগ্বিজয়ীর গর্ব্ব চূর্ণ করিয়া যেসকল তত্ত্ব-কথা বর্ণন করিয়াছেন তাহা ভক্তিপথের সাধক-মাত্রেরই বিশেষরূপে প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলিয়াছেন,—

"অহঙ্কার না সহেন ঈশ্বর সর্ব্বথা॥
যে যে গুণে মত্ত হই করে অহঙ্কার।
অবশ্য ঈশ্বর তাহা করেন সংহার॥
ফলবন্ত বৃক্ষ আর গুণবন্ত জন।
'নম্রতা' সে তাহার স্বভাব অনুক্ষণ॥

— ——

উপরিউক্ত মহামহোপদেশ হইতে আমরা যেন বুঝিতে পারি যে, মায়াধীশ ঈশ্বর মায়া-বশীভূত কর্ত্তৃত্বাভিমানযুক্ত অহঙ্কারিগণের সমস্ত গর্ব্ব সর্ব্বতোভাবে বিনাশ করেন। তাহাদের গর্ব্ব পোষণের কোনও প্রকার সহায়তা তিনি কস্মিন্‌কালেও করেন না। শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।১৪।২০ শ্লোকে) দেখিতে পাই—

সুরেষ্বৃষিষ্বীশ তথৈব নৃষ্বপি
তির্য্যক্ষু যাদঃস্বপি তে জনস্য।
জন্মাসতাং দুর্ম্মদনিগ্রহায়
প্রভো বিধাতঃ সদনুগ্রহায় চ॥

—হে ঈশ, হে প্রভো, হে বিধাতঃ, আপনি বস্তুতঃ জন্মরহিত; তথাপি সুর, ঋষি, তির্য্যক্ ও মৎস্যাদি জলজন্তু প্রভৃতিতে আপনার আবির্ভাব কেবলমাত্র দুরাত্মগণের গর্ব্বনাশ এবং সাধুগণের অনুগ্রহের জন্যই হইয়া থাকে।

— —

প্রাকৃতরাজ্যে সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই গুণত্রয় বর্ত্তমান। গুণত্রয়ের প্রত্যেকেই নিজস্ব-সংরক্ষণ বিষয়ে পরস্পর মিশ্রিত হইয়াও ভেদধর্ম্মযুক্ত; সত্ত্বগুণের দ্বারা রজস্তমঃ-গুণ নিরস্ত হইলে জীব সত্ত্বগুণে অধিষ্ঠিত হয়। কিন্তু তাদৃশ সত্ত্বগুণেও রজস্তমোগুণের আপেক্ষিক-সম্বন্ধ-গন্ধ বর্ত্তমান থাকে। রজস্তমঃ গুণদ্বয়ের আপেক্ষিক সম্বন্ধ সম্পূর্ণরূপে রহিত হইয়া যে সত্ত্বগুণ বর্ত্তমান থাকে তাহা 'বিশুদ্ধসত্ত্ব' বা 'নির্গুণ'-শব্দবাচ্য।

———

প্রাকৃত জগতে যে গুণত্রয়ের বশীভূত হইয়া কর্ত্তৃত্বাভিমানমত্ত জনগণ অহঙ্কার প্রদর্শন করে, সেই বিবদমান গুণসমূহের সমতা সাধন পূর্ব্বক বৈকুণ্ঠবিলাস প্রকট করিবার উদ্দেশে ঈশ্বর উঁহাদিগের প্রতি-দ্বন্দ্বিভাব অপসারিত করিয়া নৈর্গুণ্যে স্থাপন করেন।

গুণজাত অহঙ্কার কালক্ষোভ্য অর্থাৎ কালের অভ্যন্তরেই গুণজাত 'অহংতা' ও 'মমতায়' ক্রিয়া লক্ষিত হয় এবং কালেই উহা বিনষ্ট হয় সুতরাং দেখা যাইতেছে, জীবের গুণজাত-সম্বন্ধ 'নিত্য' নহে তাৎকালিক মাত্র; জন্ম, স্থিতি ও ভঙ্গ—এই গুণজাত ভাবত্রয় নিত্য স্থায়িভাব নহে, সুতরাং বিনাশযোগ্য। ঈশবৈমুখ্য হইতে যে ক্রিয়া জীবকৃত কর্ত্তৃত্বসূত্রে সাধিত হয়, উহা গৌণী; আর ঈশসেবোন্মুখ-দাস্যে যে ক্রিয়া সাধিতা হয় তাহাই মুখ্যা বা নিত্যা।

———

বৃক্ষ যেরূপ ফলভারে অবনত হয় তদ্রূপ সত্ত্বগুণ-বিশিষ্ট জনগণ সদ্‌গুণ-বিশিষ্ট হইয়া নম্র-স্বভাবের পরিচয় প্রদান করেন। 'অল্প-বিদ্যা ভয়ঙ্করী' বাক্যের প্রকৃত-তাৎপর্য্য-বিচারবিমুখ ব্যক্তিগণ স্বীয় প্রাকৃত অভাব-জনিত স্বল্পপ্রাপ্তিকেই বহুমানন করিয়া অপরের নিকট বিনয়-প্রদর্শনে পরাঙ্মুখ হয়। সাধক-গণের চিত্তে যাহাতে এই প্রকার ভাব কিছুতেই প্রবেশ করিতে না পারে তন্নিমিত্ত শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর তাঁহাদিগকে 'তৃণাদপি সুনীচ' হইয়া শ্রীনাম-গ্রহণের উপদেশ প্রদান করিয়াছেন। তৃণাদপি-সুনীচ জনগণ স্বীয় নিত্যস্বরূপে ভগবৎকৈঙ্কর্য্য লক্ষ্য করিয়া গর্ব্বকে চিরতরে পরিত্যাগ করেন। তাঁহারা যতই অপ্রাকৃত সেবাভূমিকায় উন্নীত হ'ন, ততই সেবাসম্পাদনের অভাব-বোধ তাঁহা-দিগের তৃণাদপি-সুনীচ ভাবকে হৃদয়ে অধিক-তর দৃঢ়বদ্ধ করিতে থাকে। বস্তুতঃপক্ষে শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর সদ্‌গুরু আচার্য্যের লীলা-প্রদর্শনকল্পে প্রকৃত সদ্‌গুণবান্ জীবের স্বভাব বর্ণন করিতে গিয়া 'তৃণাদপি' শ্লোকে যথার্থ বিনয়ের আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছেন। হৈহয়, নহুষ, বেণ, বাণ, নরক, রাবণ প্রভৃতি অবিনয়ী গর্ব্বিত রাজগণের গর্ব্ব শ্রীভগবান্-কর্ত্তৃক কিরূপে নষ্ট হইয়াছিল তাহা বোধ হয় পাঠকগণ অবগত আছেন।

———

কার্ত্তিক ব্রত

(৫)

হরি-জাগরণং প্রাতঃ-স্নানং তুলসীসেবনম্।
উদযাপনং দীপদানং ব্রতান্যেতানি কার্ত্তিকে॥

হরির উদ্দেশে জাগরণ, প্রাতঃ-স্নান, তুলসীসেবা, উদযাপন ও দীপার্পণ—এই সমস্ত কার্ত্তিক মাসের কর্ত্তব্য ব্রত।

এই মাসে শ্রীহরিমন্দিরে দীপ-দানে অশেষ কল্যাণ সাধিত হইয়া থাকে। সূর্য্য-গ্রহণে কুরুক্ষেত্রে স্নান, চন্দ্রগ্রহণে নর্ম্মদাতীর্থে স্নান ও অশ্বমেধযজ্ঞাদি কর্ম্ম অপেক্ষা দামোদর মাসে শ্রীরাধা-দামোদর-প্রীত্যর্থে দীপদানাদি দ্বারা বহু প্রকারে লাভবান্ হওয়া যায়।

শ্রূয়তে চাপি পিতৃভির্গাথা গীতা পুরা দ্বিজ।
ভবিষ্যতি কুলেঽস্মাকং পিতৃভক্তঃ
সুতো ভুবি॥

কার্ত্তিকে দীপদানেন যস্তোষয়তি কেশবম্।
মুক্তিং প্রাপ্স্যামহে নূনং প্রসাদাচ্চক্র-
পাণিনঃ॥

পূর্ব্বকাল হইতেই পিতৃগণ, এই গাথা গান করিয়া থাকেন,—যদি আমাদের বংশে কুলে এরূপ সন্ততি জন্মে, যে কার্ত্তিক মাসে দীপ-দান দ্বারা শ্রীহরির প্রীতি সম্পাদন করে, তাহা হইলে আমরা চক্রপাণি শ্রীহরির প্রসাদে অবশ্য মুক্তিভাগী হইব।

যথা চ মথনাদ্বহ্নিঃ সর্ব্বকাষ্ঠেষু দৃশ্যতে।
তথা চ দৃশ্যতে ধর্ম্মো দীপদানে ন সংশয়ঃ॥

কাষ্ঠ ঘর্ষণ করিলে যেরূপ তাহাতে অগ্নি দেখা যায়, সেইরূপ (শ্রীহরির প্রীত্যর্থে কার্ত্তিক মাসে) দীপদান করিলেও নিঃসন্দেহে তাহাতে ধর্ম্ম দৃষ্ট হয়।

বৈষ্ণবো ন স মন্তব্যঃ সংপ্রাপ্তে
কার্ত্তিকে মুনে।
যো ন যচ্ছতি মূঢ়াত্মা দীপং কেশবসদ্মনি॥

হে ঋষে! কার্ত্তিক-মাসে হরিমন্দিরে দীপদান না করিলে সেই মূর্খ, বৈষ্ণব বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে না।

কার্ত্তিক মাসে শ্রীহরিমন্দিরে অপর-দত্ত দীপ উদ্বোধিত করিয়া দিলেও অশেষ ফল লাভ হয়। এই দীপদান মাহাত্ম্য বহু প্রকারে শাস্ত্রে বর্ণিত হইয়াছে। ক্ষুদ্র প্রবন্ধে সম্যগ্‌রূপে বর্ণন করা অসম্ভব বিধায় সংক্ষেপে বর্ণিত হইল।

রাধাস্বামী সম্প্রদায়

(লেখক—পণ্ডিত শ্রীকৃষ্ণ শাস্ত্রী)

[হিন্দী 'শ্রীবেঙ্কটেশ্বর-সমাচার' আশ্বিন শুক্ল ৩ সং ১৯৯০ হইতে অনূদিত]

পঞ্জাবে রাধাস্বামী মতের প্রচার দ্রুত-গতিতে অগ্রসর হইতেছে। 'ইউ, পি'-তে আগরা এই মতের প্রধান কেন্দ্রস্থল। পঞ্জাবেও অমৃতসর এবং জলন্ধর নামক স্থানদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী 'গ্যাস' নামক ষ্টেশনের সন্নিকটে ইহাদের মুখ্য মঠ স্থাপিত হইয়াছে। অতি অল্পকালের মধ্যে কয়েক লক্ষ গৃহ নির্ম্মিত হইয়াছে। মাসে কতিপয় বার ইহাদের ইষ্টগোষ্ঠী হইয়া থাকে। ইহাদের দলে স্ত্রীলোকের সংখ্যা বেশী এবং পুরুষের সংখ্যা কম। এই মতের গুরু-শিষ্য-শিষ্যাদের একান্তে লইয়া কর্ণে "রাধাস্বামী" এই গুরুমন্ত্র উপদেশ করিয়া থাকেন। ইহাই সাধনের নিমিত্ত পর্য্যাপ্ত বলিয়া বুঝাইয়া থাকেন।

পাঠকবর্গকে সতর্ক করা যাইতেছে যে "রাধাস্বামী" এই শব্দের অর্থ শ্রীরাধার স্বামী 'কৃষ্ণ' ইহা যেন না বুঝেন। প্রকৃত-পক্ষে এই মতের আদি আচার্য্যের (?) স্ত্রীর নাম রাধা। রাধার স্বামী এই মতের প্রবর্ত্তক। নিজ শিষ্যকে নিজের নাম কীর্ত্তন করাইয়া থাকেন।

ইহারা '[illegible]' করিয়া থাকেন—'রা' শব্দের অর্থ 'রাধা' রাস্তা, 'ধা' শব্দ ঐ মার্গের দিঙ্‌নির্দ্দেশকারিণী চিত্ত-বৃত্তি, তাহার স্বামী আত্মা। যিনি রাধাস্বামি-দলভুক্ত হইয়া থাকেন, তাঁহার বেদ, পুরাণ অথবা দেবী-দেবতা কাহারও প্রতি শ্রদ্ধা থাকে না। এই মতবাদিগণের বিচার—নিজ গুরুদেবের অনুভূতি আনন্দকন্দ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র হইতে অনেক উচ্চতর। জলন্ধর-নিবাসী আমার জনৈক বন্ধু রেল-বিভাগের S. D. O.। তাঁহার মাতা এই মতে দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছেন, বন্ধুমাতার স্বয়ং উক্তি "আমি এই মতে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে নিজগৃহে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের সিংহাসন স্থাপন করিয়াছিলাম, কিন্তু যখন রাধাস্বামি-মতে প্রবেশ করিলাম তখন হইতে ঐ সিংহাসন হরিদ্বারে প্রেরণ করিয়া দিয়াছি। এখন আমি এই মতের গুরুর মূর্ত্তি পূজাদি করিয়া থাকি।" আমি তাঁহাকে বলিলাম,—"মা, আপনি ভীষণ পাপ করিয়াছেন; কেননা সাক্ষাৎ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের পূজা ত্যাগ করিয়া কলিযুগের একজন সাধারণ মনুষ্যের পূজা করিতেছেন।"

বর্ত্তমানে এই মতের প্রচার পঞ্জাবের হোশিয়ারপুর কাঙ্গড়ার পার্ব্বত্য-প্রদেশে দ্রুতগতিতে হইতেছে।

'সন্তমত'

রাধাস্বামি-মতের ন্যায় 'সন্তমত' নামক আর একটী নব্য পন্থা পাঞ্জাবের অন্তর্গত লায়ালপুর এবং গুজরাট জেলায় দেখা দিয়াছে। লায়ালপুরে ভক্কড়ে গ্রামে এবং গুজরাটে চকোড়ে গ্রামে ইহাদের মঠ আছে। গুরুর নাম স্বাঃ স্বরূপানন্দ। রাধাস্বামীদের ন্যায় ইহারাও চক্ষু-কর্ণ বুজিয়া 'ঘু ঘু' ধ্বনি শ্রবণ করাকেই আত্মদর্শন বলিয়া প্রচার করিতে-ছেন। এই মত প্রচারার্থ শত শত সাধু লাহোর হইতে বেলুচিস্থান পর্য্যন্ত পরি-ভ্রমণ করিতেছেন। সীমাপ্রান্তে এই মতের প্রচার স্ত্রীলোকের দ্বারা হইয়া থাকে। ইহাঁরাও একান্তে লইয়া গিয়া কাণে মন্ত্র দিয়া থাকেন। গীতা, রামায়ণ, বেদাদিকে নিঃসার বুঝাইয়া দিয়া চক্ষু কর্ণ বুজিয়া 'সোঽহং' মন্ত্র জপ করিবার উপদেশই করিয়া থাকেন। এই মতেও মত-প্রবর্ত্তক স্বরূপা-নন্দের মূর্ত্তিপূজা ও আরতি করিবার উপদেশ দিয়া থাকেন।

স্বামী স্বরূপানন্দজী চক্ষে চশমা দিয়া থাকেন। সুতরাং আরতিগানের এই পদটী সকলে গাহিয়া থাকেন—

তেরী ঐনক কা জলওয়া।
জিসমে সর্ব্বজগৎকো তারা॥

অর্থাৎ আপনার রূপা কটাক্ষ সর্ব্বজগৎকে ত্রাণ করিয়াছে। রাধাস্বামী ও ইহাদের মতে পার্থক্য এই যে—ইহারা "সোঽহং" মন্ত্রের উপদেশ করিয়া থাকেন, আর

রাধাস্বামিগণ 'রাধাস্বামী-সহায়' এই মন্ত্র জপ করিবার উপদেশ দেয়েন এবং কষায় বস্ত্র পরিধান করেন।

যাহারা এ মতের শিষ্য হন, তাঁহাদের মধ্যে কেহ (স্ত্রী বা পুরুষ সকলেই) সর্ব্ব-সম্পত্তি গুরুর নামে লেখাপড়া করিয়া দিয়া গৃহত্যাগ করত ইহাদের কোন কেন্দ্রে বাস করেন। এই মতের শিষ্যগণ তৃতীয় বার গুরুর নিকটে গমন করিলে, গুরুজী "আমিই নিষ্কলঙ্ক অবতার" এই বলিয়া প্রচার করেন এবং হস্তে বংশী ও মস্তকে মুকুট ধারণ করেন। * * *

সনাতনধর্ম্ম-প্রেমিকগণের নিকট অনু-রোধ করা যাইতেছে—তাঁহারা যেন এই সনাতনধর্ম্মবিরোধী বেদ-নিন্দক মতে না মজিয়া যান।

'শ্রেয়ঃসন্ধানে মানবই সমর্থ'

(১)

[গত ৮ই আশ্বিন রবিবার ঢাকা শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয়মঠের সাপ্তাহিক অধিবেশনে শ্রীমঠের জনৈক সেবক-প্রদত্ত বক্তৃতা]

মূকং করোতি বাচালং পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিম্।
যৎকৃপা তমহং বন্দে শ্রীগুরুং দীন-তারণম্॥

অদ্য আমাদের সাপ্তাহিক অধিবেশনের দ্বাদশ অধিবেশন-দিবস, আমরা এ যাবৎ-কাল পরম-পূজ্যপাদ সুযোগ্য বক্তা শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ প্রভুর নিকট হইতে প্রতি অধিবেশনেই প্রচুর মঙ্গলের কথা শুনবার সৌভাগ্য পেয়েছি। সর্ব্বপ্রথমে তাঁ'র কৃপাই আমাদের অদ্যকার অধিবেশনের সম্বল হউক। তাঁ'র কৃপা হইলেই আমরা শ্রীল প্রভুপাদের কৃপা লাভ করিতে পারিব।

শ্রীহরিকথা-কীর্ত্তন করেন শ্রীগুরুদেব—যাঁর যাবতীয় ইন্দ্রিয় সর্ব্বক্ষণ শ্রীকৃষ্ণ-সেবায় নিযুক্ত, আর তাঁহার একান্ত অন্তরঙ্গ পার্ষদগণ—যাঁ'রা তাঁ'র বাণীকে সর্ব্বতোভাবে আত্মসাৎ ক'রেছেন। মাদৃশ নিতান্ত প্রাকৃত-অভিমান-বিশিষ্ট মূঢ় ব্যক্তির দ্বারা শ্রীহরি-কীর্ত্তন সম্ভব হ'তে পারে না। তবে সে উদ্দেশ্যে চেষ্টা করা ব্যতীত বিষয়-তরঙ্গের আক্রমণ হ'তে নিজেকে রক্ষা করিবার উপায়ও নাই। শ্রীগুরুপাদপদ্ম এবং তদীয় পার্ষদবৃন্দ এ অযোগ্য ব্যক্তিকে এই চেষ্টায় সর্ব্বতোভাবে কৃপা করুন, তাঁদের কৃপাই সর্ব্বতোভাবে আমার সম্বল হউক।

উপনিষৎ আলোচনা করিয়া দেখিলে "শ্রেয়ঃ" ও "প্রেয়ঃ"—এই দুইটী শব্দ আমরা পা'ব। রোগীর বিচারে যাহা ভাল তাহাই "প্রেয়ঃ" এবং রোগীর বিচারে ভাল বোধ না হইলেও যাহাতে রোগীর উপকার হইবে তাহাই শ্রেয়ঃ। রোগী চায় সর্ব্বদা কুপথ্য খেতে অথবা সময় সময় অত্যন্ত রোগ-যন্ত্রণা হ'লে তাহাতে একটু স্থির ভাবে থাকতে। এ দুটীই তাঁ'র ভাল লাগে, এটা হচ্ছে প্রেয়ঃ; তাঁ'র রুচির বিরুদ্ধে রয়েছে—ঔষধ ও সুপথ্য। তাহা সে কিছুতেই গ্রহণ করিতে চাইবে না। এইরূপে শ্রেয়ঃপন্থা সে সর্ব্বদা ত্যাগ করতে চায়।

আমরা সকলেই ভবরোগগ্রস্ত রোগী; এখানে আমাদের যে ইন্দ্রিয়তর্পণ বা ভোগ-চেষ্টা, অর্থাৎ যাহা কিছু আমার ভাল লাগে সেইটাই হচ্ছে প্রেয়ঃ; তাহার পেছনে ছুটলে আমরা শ্রেয়ঃের সন্ধান আদৌ পাব না শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী বলিয়াছেন,—

'ভুক্তি-মুক্তি-সিদ্ধিকামী সকলই অশান্ত।
কৃষ্ণ-ভক্ত নিষ্কাম অতএব শান্ত॥'

প্রেমের সন্ধান যদি আমরা চাই তাহ'লে আপাত-মোহনকারী ঐ যে ভুক্তি-মুক্তি বা কর্ম্মজ্ঞানপন্থা তাহা সর্ব্বতোভাবে পরি-ত্যাগ করিতে হইবে। জগতে যাঁ'রা কর্ম্মের বাহাদুরী দেখাতে পারেন তাঁ'রা লোকের নিকট প্রচুর পরিমাণে বাহবা পেলেও সত্য সত্য শ্রেয়ঃের সন্ধান দিতে পারেন না। মাতালকে মদের গ্লাস সংগ্রহ ক'রে দিলে বাহবা পাওয়া যায়, রোগীর কুপথ্যের ব্যবস্থা করলে রোগী সন্তুষ্ট হ'য়ে ডাক্তার বাবুকে অনেক সময় অধিক পরিমাণে অর্থাদি দেন, কিন্তু ঐরূপ বাহবা-প্রয়াসী ব্যক্তি এবং অর্থগৃধ্নু চিকিৎসক কি জগতের কোন মঙ্গল করেন? মাতাল যা'তে তা'র দুষ্কার্য্যের সহায়তা না পেয়ে নিজেকে নিঃসহায় মনে ক'রে অনুতপ্ত হ'তে পারে, যা'তে তা'র চরিত্র সংশোধনের উপায় হয়, বুদ্ধিমান্ ব্যক্তির কি তাহাই করা উচিত নয়? রোগীর তিরস্কার সহ্য করিয়া রোগীর নিকট হইতে অর্থগ্রহণ-লিপ্সা পরিত্যাগ করত তাহাকে ঔষধ এবং সুপথ্য-দান করাই কি সহৃদয় চিকিৎসকের কার্য্য নয়? গরীব-দুঃখীকে অন্ন-বস্ত্রাদি দ্বারা সহায়তা করাটাকেই আমরা খুব বড় কাজ ব'লে মনে করি এবং যাহাতে ঐ কার্য প্রচুর-পরিমাণে দৃষ্ট হয় তাহাকে আমরা শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি ব'লে মনে করি; এমন কি, সময় সময় অবতার বলিতেও দ্বিধা-বোধ করি না। কোন একটী বৃক্ষকে সম্পূর্ণরূপে বিনাশ করিতে হইলে তা'র মূলসহ তা'কে উৎপাটন করা প্রয়োজন, তা' না ক'রে যদি কেবল তা'র ডালপালাগুলি ছাট্‌তে থাকি তাহ'লে কিছু পরে দেখ্‌ব—আবার নূতন নূতন শাখা-প্রশাখা প্রকাশিত হচ্ছে; রোগের দুটী একটী উপসর্গ লক্ষ্য ক'রেই যদি চিকিৎসক মহাশয় একটী একটী উপসর্গ ধ'রে চিকিৎসা করিতে আরম্ভ করেন, তাতে তিনি দেখ্‌তে পাবেন প্রথম উপসর্গটি আবার প্রকাশিত হয়েছে এবং সঙ্গে সঙ্গে হয়ত আরও দু'চারটি উপসর্গ লক্ষ্য করতে পারবেন। কেন? এর কারণ কি? এই সমস্ত উপসর্গেরমূলে যে একটি রোগ আছে সেই মূল ধরে চিকিৎসা না করার দরুণ, কারণের স্থায়িত্বে কার্য্যের বারবার প্রকাশ। আমা-দের যে অনন্ত দুঃখ-দারিদ্র্য—এর মূল বা কারণ হচ্ছে আত্মজ্ঞানের অভাব—ভগবদ্-বিস্মৃতি।

"কৃষ্ণ ভুলি সেই জীব অনাদি-বহির্ম্মুখ।
অতএব মায়া তারে দেয় সংসার-দুঃখ॥
কভু স্বর্গে উঠায়, কভু নরকে ডুবায়।
দণ্ড্য জনে রাজা যেন নদীতে চুবায়॥
(চৈঃ চঃ মঃ ২০।১১৭—১১৮)

আমরা শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা-শাস্ত্র আলোচনা করলেও দেখ্‌তে পাই—

"আব্রহ্মভুবনাল্লোকাঃ
পুনরাবর্ত্তিনোহর্জ্জুন।
মামুপেত্য তু কৌন্তেয় পুনর্জ্জন্ম ন বিদ্যতে॥
(গীঃ ৮।১৬)

সর্ব্বতোভাবে শ্রীভগবানের আশ্রয়-গ্রহণ ব্যতীত—আত্মজ্ঞানের পূর্ণবিকাশ ব্যতীত যাওয়া-আসার হাত হ'তে উদ্ধার পাবার উপায় নাই। প্রাচীনকালে অপরাধীদিগকে জলে ডুবিয়ে রেখে শাস্তি দেওয়া হ'ত, যাতনায় ছট্‌ফট্ করলে একটু উঠিয়ে ধরা হ'ত মাত্র। স্বর্গ এবং নরক এইরূপ ব্যাপার-বিশেষ, অনন্ত-দুঃখের মধ্যে মাঝে মাঝে কিছু দিনের জন্য একটু সুখ-ভোগকেই আমরা স্বর্গ বলিয়া জানি।

"তাবৎ স মোদতে স্বর্গে যাবৎ পুণ্যং
সমাপ্যতে।
ক্ষীণ-পুণ্যঃ পতত্যর্ব্বাগনিচ্ছন্
কালচালিতঃ।"
(ভাঃ ১১।১০।২৫)

এই হচ্ছে কর্ম্মমার্গের অবস্থা। কর্ম্মের ন্যায় জ্ঞানও প্রেয়ঃপন্থায় মানুষকে চালিত করে, উহা রোগীর যন্ত্রণার ছট্‌ফটি হ'তে একটু স্থিরভাবে অবস্থান মাত্র, কিন্তু তা'তে তা'র রোগ নষ্ট হয় না, আবার যন্ত্রণার সম্ভাবনা রয়েছে। জগতের বিলাস-বৈচিত্র্যের অভিজ্ঞতায় মানব যে ক্লেশ পেয়েছে নিজের ভাল-লাগার পেছনে প্রধাবিত হ'য়ে তা হ'তে নির্ণয় করলেন, বিলাস-বৈচিত্র্য-রহিত নির্ব্বিশেষত্ব—শান্ত-তাবই হচ্ছে শান্তি কিন্তু আমরা একটু স্থির হ'য়ে ধৈর্য্য ধ'রে আলোচনা করলে দেখ্‌তে পাই, এখানে শান্তির অর্থ 'অশ্ব-ডিম্ব' অর্থাৎ যার বাস্তবতা কিছু নাই।

ব্রহ্মজ্ঞানযোগে আনন্দ-বৈভব।
জড়ের বিচ্ছেদ সুখে ছায়া অনুভব॥
অভেদ্য কৈবল্য-সুখ স্বপ্ন বলি' জানি।
কৃষ্ণনামানন্দ-সুখ ভূমা বলি মানি॥
(হরিনাম-চিন্তামণি)

জ্ঞানযোগের সাধনকালে সুখের ছায়া-মাত্র অনুভূত হ'লেও সিদ্ধিতে তা'র কোন অস্তিত্ব নাই। কেননা সেখানে সেব্য-সেবক এবং সেবার বৈচিত্র্য বা বৈশিষ্ট্য ধ্বংস হ'য়ে সব নির্ব্বিশেষত্ব প্রাপ্ত হ'য়েছে। কে সেখানে সুখ-আস্বাদন করবে এবং আস্বাদন-আস্বাদ্যই বা কি থাক্‌বে। সেব্য, সেবক এবং সেবা—এই ত্রিবিধ বৈচিত্র্য স্বীকার ব্যতীত আনন্দের কোন অস্তিত্ব থাকতে পারে না। তদ্ব্যতীত শ্রীল জীব গোস্বামি-পাদ দেখিয়েছেন, ব্রহ্ম-সাযুজ্য বা নির্ব্বিশেষত্ব লাভ ক'রে জীব কল্পকাল অবস্থান করে; কিন্তু তাহাতে তাহার কর্ম্মফল নষ্ট হয় না, কল্পান্তে তাহাকে সৃষ্ট-জগতের মধ্যে এসে পূর্ব্বের কর্ম্মানুযায়ী নরক এবং স্বর্গের নাগর-দোলায় চড়তে হয়, তাই আমরা ঠাকুর নরোত্তমের ভাষায় জানতে পারি—

কর্ম্মকাণ্ড, জ্ঞানকাণ্ড, কেবল বিষের ভাণ্ড,
'অমৃত' বলিয়া যেবা খায়।
নানা যোনি সদা ফিরে, কদর্য্য ভক্ষণ করে,
তার জন্ম অধঃপাতে যায়॥
(প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা)

কর্ম্মকাণ্ড বা জ্ঞানকাণ্ড—নানা-যোনি-ভ্রমণের হস্ত হ'তে উদ্ধার করতে পারে না। চিন্ময়-বস্তু শ্রীভগবৎ-মহাপ্রসাদ বঞ্চিত হ'য়ে যে সকল বস্তু তাঁহারা গ্রহণ করেন সেগুলি অখাদ্য মাত্র। অত্যন্ত বিকৃত-মস্তিষ্ক ব্যক্তিদের নিকট যাহা ভাল, প্রকৃতিস্থ যাঁ'রা তাঁ'রা তাহা ভাল ব'লে গ্রহণ করতে পারেন না। জ্ঞান-কর্ম্মাদি-বিকারগ্রস্ত ব্যক্তি-দের অবস্থা চিন্তা ক'রে ভগবদ্ভক্তের হৃদয়ে অত্যন্ত দুঃখ হয়। আলোকের পূর্ণ-প্রকাশে তমোরাশির সর্ব্বতোভাবে বিলুপ্তির ন্যায়, জীব-স্বরূপের নিত্যবৃত্তি ভগবদ্ভক্তিতেই জন্মজন্মার্জ্জিত যাবতীয় কর্ম্মফল এবং কর্ম্ম-চেষ্টা সমূলে বিনষ্ট হইয়া যায়। ভক্তিবৃত্তি আমাদিগকে নিত্য বাস্তব-সত্য সূর্য্যের পূর্ণালোকে স্থান দান করেন, ইন্দ্রিয়তর্পণ-কারী-প্রেয়ঃরুচির বিরোধী—এই ভক্তি-বৃত্তিই একমাত্র শ্রেয়ঃপন্থা। শাস্ত্রে জীব-স্বরূপের সম্পূর্ণ অভিব্যক্তির পূর্ব্ব-পর্য্যন্ত, জীবকে চেতনের বিকাশ-তারতম্যে পাঁচভাগে বিভক্ত করিয়াছেন; আচ্ছাদিত-চেতন, সঙ্কুচিত-চেতন, মুকুলিত-চেতন, বিকচিত-চেতন এবং পূর্ণ-বিকচিত চেতন। বৃক্ষ-প্রস্তরাদিতে যে চেতন রয়েছে তাহার অবস্থা আচ্ছাদিত বা সুপ্তপ্রায়, পশু-পক্ষীতে তদপেক্ষা চেতনের বিকাশ ঈষদ্‌গ্রস্ত, উহারা সঙ্কুচিত-চেতন-শ্রেণীভুক্ত; মানবের মধ্যে কেহ কেহ অনৈতিক—যথেচ্ছাচারে ইন্দ্রিয়তর্পণই তাহাদের একমাত্র কার্য্য, কেহ কেহ নিরীশ্বর-নৈতিক অর্থাৎ কিছু কিছু জড়-নীতির দিকে লক্ষ্য আছে কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠনীতি যে ভগবৎ-কৃতজ্ঞতা তাহা আদৌ স্বীকার করেন না।

অদ্ভুত স্বপ্নের কাহিনী

শান্তিরক্ষার জন্য কেন তাঁহাদিগকে জামীন মুচলেকাবদ্ধ করা হইবে না, তাহার কারণ প্রদর্শন করিবার জন্য মান্দালয়ের পশ্চিম মহকুমা ডেপুটি কমিশনার কর্ত্তৃক ফুঙ্গী উ জওয়ান এবং মা শ ম্যাইং নামক একজন স্ত্রীলোকের উপর নোটীশ জারী করা হইয়াছে।

ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, উক্ত ফুঙ্গী প্রচার করেন যে, তিনি "সেটকিয়ামিন" এবং তিনি সেবোস্থিত জঙ্গলভূমি পরিদর্শন করিয়াছেন। কিন্তু তিনি আর একবার উক্ত ভূমিতে পদার্পণ করিলেই রাজা হইবেন। তিনি স্ত্রীলোকটীকে রাজমাতা বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। স্বপ্নে তাঁহার নিকট ইহা প্রকট হইয়াছে; বহু লোক তাহাকে বিশ্বাস করে এবং "সেটকিয়ামিন" বলিয়া তাহাকে মানিয়া লইতে রাজী হয়। আরও প্রকাশ, উক্ত ফুঙ্গীর অনেক অনুচর আছে এবং বিদ্রোহ হওয়ার সম্ভাবনা আছে।

ফুঙ্গী ও স্ত্রীলোকটী উভয়েই অভিযোগ অস্বীকার করিয়াছে। শুনানী চলিতেছে।

প্রতিহিংসা পরায়ণ সর্প

একটী লোক দৈবাৎ এক সর্পকে কাস্তে দ্বারা আঘাত করায় সর্পটি ঐ লোকটির পিছনে ধাওয়া করে।

গোবিন্দ নামক জনৈক ব্যক্তি রেলওয়ে পুলের নিকট ঘাস কাটিতেছিল। হঠাৎ সে কাস্তে দ্বারা একটী বিষাক্ত সর্পকে আঘাত করিলে সর্পটী চলিয়া যায়। কিছুক্ষণ পর সে যখন মাঠের এক কোণে বসিয়া বিশ্রাম করিতেছিল এবং ঐ ঘটনা তাহার বন্ধুদের নিকট বলিতেছিল, এমন সময় হঠাৎ ঐ সর্পটী তথায় আসিয়া উপস্থিত হয়। সর্পটিকে দেখিয়া তাহারা পলাইয়া যায়।

ঘটনার দিন রাত্রিতে ঐ ব্যক্তি যখন ঘুমাইতে যাইবে তখন সর্পটী হঠাৎ ঐ ঘরে আসে এবং তাহার হস্তে দংশন করে। তাহাকে তৎক্ষণাৎ হাসপাতালে প্রেরণ করা হয়। এবং সত্বর চিকিৎসার ব্যবস্থা করায় তাহার তাহার প্রাণরক্ষা হয়।

শ্যাম রাজ্যে বিদ্রোহের প্রসার

সহরের মধ্যেও যুদ্ধের প্রসার ঘটিবার আশঙ্কা দেখা দিয়াছে। বাঙ্ক এবং বৈদেশিক রাজদূতাবাসগুলি রক্ষা করিবার জন্য প্রহরী মোতায়েন করা হইয়াছে। সহরের অধিবাসীদিগকে গৃহ পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র গমন করিবার আদেশ প্রদত্ত হইয়াছে। প্রকাশ যে, নানাস্থানে ছোট খাট সঙ্ঘর্ষ ঘটিয়াছে এবং বহু লোক আহত হইয়াছে।

পরবর্ত্তী সংবাদে প্রকাশ সরকার জানাইয়াছেন যে, রাজভক্ত সৈনিকদল প্রাদেশিক বিদ্রোহী সৈন্যদিগের উপর গোলা বর্ষণ করিতেছে।

জেরুজালেমে ইহুদীদের সংখ্যাধিক্য

জেরুজালেমে ইহুদীগণ অধিক সংখ্যায় বসবাস করিবার জন্য আসিতে থাকায় আরবগণ তাহার প্রতিবাদকল্পে বিক্ষোভ প্রদর্শন জন্য এক বিরাট আন্দোলনের আয়োজন করিয়াছে। যাহাতে কোনপ্রকার শান্তিভঙ্গ না হয়, তজ্জন্য শিরস্ত্রাণপরিহিত ব্রিটিশ ও অন্যান্য পুলিশ ব্যাটন হস্তে রাস্তা সমূহে টহল দিয়া বেড়াইতেছে। এপর্য্যন্ত সামান্য দুই একটা হাঙ্গামা হইয়াছে এবং কয়েকজন গ্রেপ্তার ও কয়েকজন সামান্যরূপে আহত হইয়াছে। আরবগণ ব্যাপক ধর্ম্মঘট ঘোষণা করিয়াছে এবং আরবের সমস্ত দোকানপাট বন্ধ আছে।

বোম্বাইয়ের কারেন্সী লীগের অধিবেশন

কারেন্সী লীগের অধিবেশন অনুষ্ঠান হয়। মিঃ মথুরাদাস ভীষণজী সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। স্যার পুরুষোত্তমদাস ঠাকুরদাস লীগের নিকট এক সংবাদ পাঠাইয়াছেন। ঐ সংবাদে তিনি গবর্ণমেণ্টের মুদ্রাবিনিময় পদ্ধতি ভারতের পক্ষে খুবই ক্ষতিকর বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। স্যার পুরুষোত্তমদাস উক্ত সংবাদে জানাইয়াছেন যে, যদি রিজার্ভব্যাঙ্ক বিল পাশ হইয়া যায় এবং মুদ্রা বিনিময় পদ্ধতি অপরিবর্ত্তিত থাকিয়া যায়, তাহা হইলে হোয়াইট পেপারের অনুশাসন অনুসারে ভবিষ্যতে আইন পরিষদে উক্ত প্রশ্ন আর উত্থাপিত হইতে পারিবে না।

মিঃ মথুরাদাস ভীষণজী বিশদরূপে মুদ্রা বিনিময় হার সম্পর্কে বর্ণনা করেন এবং অবশেষে টাকার মূল্য নির্দ্দিষ্ট করার দাবী করেন।

মিঃ যমুনাদাস মেটা গবর্ণমেণ্টের উক্তরূপ মুদ্রাবিনিময় পদ্ধতির নিন্দাবাদ করেন। স্যার কাওয়াসজী জাহাঙ্গীরও উক্ত পদ্ধতি প্রবর্ত্তনের জন্য বিশেষরূপে বক্তৃতা দেন।

দমকলের ক্ষিপ্রতা পরীক্ষা

লাহোরে সিটি ম্যাজিষ্ট্রেট সর্দ্দার নরেন্দ্র সিংহের এজলাসে এক ব্যক্তি এক মজার মামলায় পড়িয়াছে।

প্রকাশ সে ফ্লামঃ রোডে দমকল ডাকিয়া আনে দমকল আসিলে সে তাহাদিগকে বলে আগুন লাগে নাই; অমনি ডাকিয়াছে। ম্যাজিষ্ট্রেটের এজলাসে সে বলে দমকল ডাকিলে তাহারা সত্য সত্য চটপট আসে কি না তাহা দেখিবার জন্যই সে দমকল ডাকিয়াছিল।

মনোরম দৃশ্য দেখিতে যাইয়া মৃত্যু

রাঁচী একটি বাঙ্গালী যুবক অতি শোচনীয় ভাবে মারা পড়িয়াছে। যুবকটী নাকি রাজসাহীর এক মুন্সেফের ছেলে।

প্রকাশ যে, মনোরম দৃশ্য প্রভৃতি দেখিবার উদ্দেশ্যে একদল যুবক এখানে বেড়াইতে আসিয়াছিল। গত বুধবার রাঁচী হইতে পাঁচ মাইল দূরবর্ত্তী "হাদ্রো" জলপ্রপাত দেখিবার জন্য তাহারা গমন করে। বেড়াইতে বেড়াইতে এই যুবকদলের একদল প্রপাতের জলধারা কোথায় পতিত হয়, তাহা দেখিবার জন্য উৎসুক হইয়া ঢালু পর্ব্বতগাত্র বাহিয়া নীচের দিকে গমন করে। অবশেষে তাহারা প্রপাতের নিম্নভাগে পৌঁছায়।

উল্লিখিত যুবকটী জলে হাত ধুইতে যায়। হাত ধুইবার কালে সে পা পিছলাইয়া আবর্ত্ত-বহুল জলস্রোতে পড়িয়া যায়। বিপন্ন যুবক সাহায্যের জন্য চীৎকার করিয়া উঠিল তীরস্থ বন্ধুগণ কাপড়ে কাপড়ে বাঁধিয়া দাড়ির মত করিয়া তাহা তাহার দিকে ছুঁড়িয়া দেয়। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ যুবকটী তাহা ধরিতে পারিল না। প্রবল স্রোতোবেগে সে ভাসিয়া গেল।

স্থানীয় বাঙ্গালী যুবকগণ এই ঘটনার কথা শুনিতে পাইয়া তৎক্ষণাৎ জেলে লইয়া তাহার উদ্ধারের জন্য আগমন করে। কিন্তু কোনই লাভ হইল না। যুবকটী ইতিমধ্যে মরিয়া গিয়াছিল। বহু চেষ্টার পর তাহারা যুবকটির মৃতদেহ জল হইতে উদ্ধার করিয়াছে।

দুই ট্রেণে সংঘর্ষ

চেঙ্গারস রেলষ্টেশনে একখানি যাত্রীগাড়ী ও একখানি মালগাড়ীর মধ্যে সঙ্ঘর্ষ হইয়াছিল। ইহার ফলে দুইজন যাত্রী সামান্য আহত হয়; দুই ঘণ্টাকাল ট্রেণ চলাচল বন্ধ ছিল।

আরাকম ষ্টেশনে ট্রেণ দুর্ঘটনার কারণ অনুসন্ধানের নিমিত্ত আগামী ১৭ই অক্টোবর তারিখে তদন্ত করা হইবে।

এই ট্রেণ সঙ্ঘর্ষ সম্বন্ধে অনুসন্ধানের ফলে জানা গিয়াছে যে, ছয়খানা পিছনের দিকের মালগাড়ী, ইঞ্জিন এবং অপর ট্রেণের সহিত যুক্ত যাত্রীগাড়ীর ভীষণ ক্ষতি হইয়াছে। দুইজন যাত্রী ইহার মধ্যে একটী ৫ টি বালকও আছে—সামান্য আহত হয় রেল রাস্তারও অত্যন্ত ক্ষতি হইয়াছে সঙ্ঘর্ষের কারণ সম্বন্ধে তদন্ত চলিতেছে।

ইণ্ডিয়ান মেডিক্যাল এসোসিয়েশন

আগামী বর্ষের সভাপতির পদ সম্বন্ধে শেষ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবার জন্য এবং ১৯৩৩-৩৪ সালের জন্য জার্ণেল কমিটি গঠন করিবার জন্য আগামী ৩-শে অক্টোবর ৬৭নং ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট ইণ্ডিয়ান মেডিক্যাল এসোসিয়েশনের কেন্দ্রীয় সভার এক অধিবেশন হইবে। সভাপতির পদের জন্য শেষ ভোট গ্রহণ করা হইলে দেখা যায় যে ডাঃ আনসারী সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ভোট পাইয়াছেন। তাঁহাকেই সভাপতি বলিয়া ঘোষণা করা হইবে। ডি ডি শাঠী এম এ কাউন কে এস রায় মৌডক।ন এসোসিয়েশনের হসেণ্ট অনারারী সেক্রেটারী নির্ব্বাচিত হইয়াছে।

ভা— —পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩৷৹
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার স্বতন্ত্র।

নদীয়া-প্রকাশ

THE
NADIA-PRAKASH

সাহায্যের হার
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষান্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸৹
মাসিক ১৲
নগদ
প্রতি সংখ্যা ৫

ভারতের সর্ব্বত্র মঙ্গল-প্রচারে—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৮ম খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বেদান্তবাচস্পতি [১৯১শ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যাব্দ ৪৪৭ প্রধান কার্য্যালয় মায়াপুর—২রা কার্ত্তিক বৃহস্পতিবার ১৩৪০, ১৯শে অক্টোবর ১৯৩৩

ভারতবর্ষ হইতে বহিষ্কৃত

নিস ওয়া নামক চীনাম্যান কয়েকবার জেল খাটিয়াছে। গত শনিবার চীফ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট তাহাকে গোয়েন্দা পুলিশের হাতে সমর্পণ করিয়াছেন। তাহাকে ব্রেটিশ ভারতের এলাকা হইতে বহিষ্কৃত করা হইবে।

২০২ জনের জরিমানা

কলিকাতার ট্রাফিক পুলিশ ১০০ জন রিক্সাওয়ালা, ৪৬ জন সাইকেল যাত্রী এবং গরু ও মহিষের গাড়ীর ৫৬জন গাড়োয়ানকে নানা অভিযোগে ধরিয়াছিল। গত শনিবার ব্যাঙ্কশাল কোর্টের অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেট মৌলবী আবদুল বেরী তাহাদিগকে চারি আনা হইতে এক টাকা পর্য্যন্ত জরিমানা করিয়াছেন।

প্রেস মালিকের গুরুতর অর্থদণ্ড

রবিবার দিনও কর্ম্মচারিদিগকে খাটাইবার এবং হাজিরা বহি ঠিক মত না রাখিবার অপরাধে শনিবার চীফ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট বহুবাজার ষ্ট্রীটের পাঞ্জাব ফাইন আর্ট প্রেসের মালিক রামবিহারীকে ১০০০৲ টাকা অর্থদণ্ড অন্যথায় ১ মাস সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন। জরিমানার টাকা দিবার জন্য তাঁহাকে সময় দেওয়া হইয়াছে, কিন্তু না দেওয়া পর্য্যন্ত ১০০০৲ টাকার জামীনে আবদ্ধ করা হইয়াছে।

ঔষধাদি জাল করিবার অভিযোগে ১১জন পুরুষ ও ১জন স্ত্রীলোক অভিযুক্ত

"সুধা সমুদ্র" "বেহালার পাচন," ডি গুপ্তের পেটেন্ট ঔষধ এবং বেঙ্গল কেমি[ক্যা]লের বহু ঔষধ, ও অন্যান্য বিখ্যাত ব্যব[সা]য়ীর নারিকেল তৈল, প্রভৃতি জাল করিবার অভিযোগে হীরালাল দাস, হরিপদ, চক্র[বর্ত্তী] [প্রভৃ]তি ও আরও নয়জন পুরুষ চীফ [প্রেসিডেন্সী ম্যা]জিষ্ট্রেটের এজলাসে অভিযুক্ত হইয়াছে।

প্রকাশ, পুলিশ কলিকাতার নানাস্থানে [খা]না তল্লাসী করিয়া গাড়ী গাড়ী জাল ঔষধ ও তৈল [প্র]ভৃতি প্রাপ্ত হয়, এবং আসামীদিগকে [গ্রে]প্তার করে। আসামীদের মধ্যে ১০ [জ]নকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। তাহাদিগকে জামিনে মুক্ত দেওয়া হইয়াছে, [আর] একজন আসামী ফেরার আছে। [তা]হার বিরুদ্ধে ওয়ারেণ্ট জারি হইয়াছে।

নারী গোয়েন্দা গ্রেপ্তার

"বিহাসিনী সোফি" নাম্নী এক নারীকে [গ্রে]প্তার করা হইয়াছে। সে নাকি জার্ম্মা[নী]র পক্ষে গোয়েন্দাগিরী করিতেছিল। [তা]হাকে বর্ত্তমান কালের "মাটা হারি" [আ]খ্যা দেওয়া হইয়াছে। কর্ত্তৃপক্ষ বলেন [যে], সে এক বিরাট গোয়েন্দা দলের লোক। [মহাস]মরের পর এত বড় দল নাকি আর [আ]বিষ্কৃত হয় নাই।

পূর্ব্ব সীমান্তে ফরাসীরা যে নূতন দুর্গাদি [নি]র্ম্মাণ করাইতেছে, তৎসম্বন্ধে গুপ্ত তথ্য সংগ্রহ করার জন্যই এই গোয়েন্দাকে নিযুক্ত [ক]রা হইয়াছিল বলিয়া অনুমিত হয়।

এসম্পর্কে এপর্য্যন্ত ১২জনকে গ্রেপ্তার [ক]রা হইয়াছে।

বিমানপোতে মাদ্রাজ হইতে কলিকাতা

মাদ্রাজের এয়ার ট্যাক্সি সার্ভিসের পক্ষ হইতে এরূপ বন্দোবস্ত করা হইতেছে যে, আগামী নভেম্বর মাসের শেষ সপ্তাহ হইতে কলিকাতা ও মাদ্রাজের মধ্যে বিমানপোত [নিয়মি]ত চলাচল করিবে। মাদ্রাজ হইতে [যা]ত্রা করিয়া বিমানপোতখানি গঞ্জামের [ব্র]হ্মপুর ও কোকনাদ ভিজাগাপাট্টাম এবং কটকে বিশ্রাম করিবে। [মাদ্]রাজ হইতে কলিকাতায় পৌঁছিতে [১০] ঘণ্টা লাগিবে।

কার্ত্তুজ ও রিভলভার প্রাপ্তি

১৪ অক্টোবর প্রাতে পাটনা সহরের [খাজেক]লাঘাটা অঞ্চলে রাজকুমার পাণ্ডের বাড়ীতে [গো]য়েন্দা বিভাগের কর্ম্মচারিগণ আলমগঞ্জ [থা]নার পুলিশের সাহায্যে হঠাৎ খানা দেয় [এ]বং একটি রিভলভার ও অনেকগুলি তাজা [কা]র্ত্তুজ প্রাপ্ত হয়। একজনকে ধৃত করা [হই]য়াছে।

এইরূপ প্রকাশ যে, বৈপ্লবিকদিগের [সহি]ত লিপ্ত আছে বলিয়া ধৃত ব্যক্তি চাঞ্চল্য[কর] স্বীকারোক্তি করিয়াছে।

দুঃসাহসিক ডাকাতি

সিউড়ি ষ্টেশন রোডে এক [দুঃ]সাহসিক ডাকাতি হইয়া গিয়াছে। [ডা]কাতগণ তিন হাজার টাকা পরিমাণ [সম্প]ত্তি টাকা লইয়া গিয়াছে। বিস্তারিত [বিব]রণ পাওয়া যাইতেছে না।

এই সম্পর্কে শ্রীযুক্ত গোপী বিলাস [সে]নের বাড়ী পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে তল্লাসী হইয়া [গিয়]াছে। এবং সেই বাড়ী হইতে একজন [ভৃত্য] ও স্থানীয় অনেক যুবককে গ্রেপ্তার [করি]য়া লইয়া গিয়াছে।

উত্তরবঙ্গে ১৪৪ ধারা অমান্য

গত মঙ্গলবার ১৪৪ ধারা অমান্য করি[বা]র অভিযোগে ডাঃ নীরেন্দ্র দত্ত ও অপর [ছয়] জন কর্ম্মীকে গ্রেপ্তার করিয়া সেই দিন [সন্ধ্যা]তেই একজন সাব ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটের [এজ]লাসে অভিযুক্ত করা হয়। ম্যাজিষ্ট্রেট দণ্ডবিধির ১৮০ ধারানুসারে সকলকে [দো]ষী সাব্যস্ত করিয়া ডাঃ নীরেন্দ্র দত্ত, [শ্রী]যুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য ও শ্রীযুক্ত [শ]রদিন্দু চক্রবর্ত্তীকে ছয়মাস সশ্রম কারাদণ্ড [শ্রী]যুক্ত মহানন্দ [সা]হা, প্রভাস হালদার এবং [ন]গেন্দ্র চক্রবর্ত্তীকে তিন মাস করিয়া সশ্রম [কা]রাদণ্ডে দণ্ডিত করেন এবং শ্রীযুক্ত মন্মথ [না]গ এবং কার্ত্তিক লালদারকে সেইদিনের [আ]দালতের কার্য্য বন্ধ হওয়া পর্য্যন্ত আটক [রা]খিবার নির্দ্দেশ প্রদান করেন।

আসামীগণ মামলার কোন অংশ গ্রহণ [করে]ন নাই। তাঁহাদিগকে রাজসাহী [সে]ন্ট্রাল জেলে প্রেরণ করা হইয়াছিল।

মিউনিসিপ্যালিটীর আইন ভঙ্গের অভিযোগ

বালি (হাওড়া) মিউনিসিপ্যালিটীর [ক]র্ত্তৃপক্ষের বিনানুমতিতে পাকা বাড়ী [নি]র্ম্মাণ করিবার অভিযোগে অভিযুক্ত [শ্রী]গোকুল ঘোষের মামলার শুনানী গত [শ]নিবার হাওড়া মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ [এ], কে, বসুর এজলাসে আরম্ভ হয়।

অভিযোগের বিবরণে প্রকাশ যে, [মি]উনিসিপ্যাল কমিটীর এক সভায় প্রস্তাব গৃহীত হওয়া [সত্ত্ব] এবং ঐ সম্পর্কে ঘোষকে যথাসময়ে [জ্ঞাপ]ন করিয়া দিলেও এবং ঐরূপ পাকা[বা]ড়ী তুলিলে স্বাস্থ্যদায়দিগের ময়লা পরি[ষ্কা]রের অসুবিধা হইবে, করদাতাদিগের [এ]রূপ অভিযোগ অগ্রাহ্য করিয়াও ঘোষ [ঐ] পাকাবাড়ী নির্ম্মাণ করিতে আরম্ভ করে। [আ]সামী সর্ব্বসাধারণের রাস্তার কিয়দংশ [অ]ন্যায়ভাবে দখল করিয়াছে। সে সর্ব্ব[সাধার]ণের যানবাহন চলাচলের পথও বন্ধ [কর]িয়াছে।

ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

২রা কার্ত্তিক বৃহস্পতিবার, ১৩৪০

হাঁচিতে বিপদ

হোলাণ্ডের 'ডিক্টেটর' মার্শাল পিলসুদ্‌স্কীর জন্মদিন উৎসবের সভায় একজন অবসরপ্রাপ্ত পোল সেনাপতি অকস্মাৎ হাঁচিয়া ফেলিয়াছিলেন। এই গুরুতর অপরাধে আদালতের বিচারে সেনাপতির ৫০ শিলিং অর্থদণ্ড হয়। উক্ত সেনাপতির উপর আদালতে আপীল করেন। আপীল আদালত অনেক গবেষণার পর সিদ্ধান্ত করেন যে, সেনাপতি ডিক্টেটর মার্শাল পিলসুদ্‌স্কীর প্রতি অশ্রদ্ধা প্রদর্শন করিবার জন্য হাঁচেন নাই,—উক্ত শরীরের প্রক্রিয়া তাহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে অকস্মাৎ ঘটিয়া গিয়াছিল, অতএব সেনাপতির বিরুদ্ধে জরিমানা মাপ হইল। কোন কোন সংবাদপত্র গবেষণা করিয়াছেন যে, জার্ম্মানীতে এরূপ ঘটনা ঘটিলে 'অপরাধী' এত সহজে পরিত্রাণ পাইত না। হার হিটলারের জন্মদিন উৎসবে যদি কেহ হাঁচিত তবে তাহাকে হয়ত নাজীদের হাত হইতে প্রাণ লইয়া বাড়ী ফিরিতে হইত না। আর যাহার উৎসব তাঁহারই যদি নিজের হাঁচি প্রকাশ পায়। তাহা হইলে কি ব্যবস্থা? অতিথিগণ অভিযোগ আনয়ন করিতে পারেন ত?

শ্রীমতী কমলাদেবীর প্রস্তাব

নাগপুরের এক সংবাদে প্রকাশ, সংবাদপত্রের প্রতিনিধির সহিত কথোপকথন প্রসঙ্গে শ্রীযুক্তা কমলাদেবী চট্টোপাধ্যায় সেদিন বলিয়াছেন,—"আমাদিগকে এমন কার্য্য পদ্ধতি স্থির করিতে হইবে যাহা সকলেরই, বিশেষতঃ গ্রাম্য কৃষকগণের পক্ষে, গ্রহণীয় হয়। কারণ তাহারাই জনসংখ্যার প্রধান অংশ। তাহারা যাহাতে দেশের জন্য সংগ্রামে যথাসাধ্য যোগ দিতে পারে তাহার ব্যবস্থা করা হইবে। যদি আমরা তাহাদিগকে বুঝাইয়া দিতে পারি যে, স্বরাজ প্রতিষ্ঠা করিতে পারিলে তাহাদের আর্থিক ও সামাজিক দুর্গতি দূর হইবে তবে আমরা ঐ ব্যবস্থা করিতে পারিব।" আমাদের মনে হয় নিরীহ সরল প্রকৃতির কৃষকগণকে তাহাদের বুদ্ধির অগম্য রাজনীতিতে আহ্বান না করিয়া বৈজ্ঞানিক উপায়ে কৃষির উন্নতি বিধানের পরামর্শ দিতে পারিলেই ভাল হয়। শুধু পরামর্শ নয় পাশ্চাত্য কৃষকগণ যে প্রকারে অল্প পরিশ্রমে অধিক শস্য উৎপাদন করিতেছেন ছায়াচিত্র যোগে তাঁহাদিগকে তাহা দেখাইয়া ঐ বিষয়ে তাহাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারিলে এবং ধনাঢ্যজনগণের অর্থের সাহায্যে ও কৃষকগণের পরিশ্রমে তাহা কার্য্যে পরিণত করিবার চেষ্টা করিলে বুদ্ধিমত্তার পরিচয় হয়। তাহাতে ভারতের বেকার সমস্যার ও সমাধান হইতে পারে। সুতরাং দুঃখ দৈন্যেরও লাঘব হয়।

রামপুর রাজ্যের আন্দোলন

নিভার পত্রের বিশেষ প্রতিনিধি কয়দিন পূর্ব্বে রামপুর রাজ্য পরিদর্শন করিয়া বলিয়াছেন যে উক্ত রাজ্যের বিদ্রোহ দমিত হইয়াছে বলিয়া ইতঃপূর্ব্বে যে সংবাদ নয়াদিল্লী হইতে প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহা সত্য নহে। উক্তরাজ্যে এখনও গণ্ডগোল আছে ফৌজদারী কার্য্যবিধির ১৪৪ ধারা জারি করিয়া সভা ও শোভা যাত্রা নিষিদ্ধ হইয়াছে। আন্দোলনকারীগণ গত শুক্রবার মসজিদের মধ্যে এক সভা করিয়াছিল। প্রকাশ একজন হাইকোর্টের জজও পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের আত্মীয় উক্ত আন্দোলনে যোগ দান করায় তাহাদিগকে পদচ্যুত করা হইয়াছে। বহুলোক গ্রেপ্তার হইয়াছে। দিল্লী ফ্লাইং ক্লাব হইতে এরোপ্লেন ভাড়া করিয়া উপদ্রুত অঞ্চল গুলি পরিদৃষ্ট হইতেছে সৈন্যগণ টহল দিয়া বেড়াইতেছে তবে অবস্থা শান্ত হইয়া আসিতেছে।

শান্তি স্থাপিত হইলেই মঙ্গল। আমাদের মনে হয় আন্দোলনকারীগণের নেতাদিগকে ডাকাইয়া তাহাদিগের ন্যায্যদাবী পূরণ করিলে এবং তাঁহাদের ভ্রান্তিমূল ধারণা বুঝাইয়া দিলে শান্তিস্থায়ী হইতে পারে।

করাচীতে এম্ সি, সি, দল

গত ১৪ই অক্টোবর প্রাতেঃ এম্, সি, সি, দল 'বর্ধতা' জাহাজে করাচীতে পৌঁছিয়াছেন জাহাজঘাটে ভিড়িবা মাত্র সিন্ধু ক্রিকেট এসোসিয়েশনের প্রতিনিধিগণ সিন্ধুর কমিশনার মিঃ জি, ই গিবসন্ করাচীর কালেক্টার মিঃ কালজ প্রভৃতি জাহাজে উঠিয়া খেলোয়াড়গণকে অভ্যর্থনা করেন আরও বহুলোক জাহাজ ঘাটে উপস্থিত ছিলেন। এই খেলোয়াড়গণের মধ্যে মিঃ জার্ডিন্ ও মিঃ ম্যারিয়ট্ সিন্ধুর কমিশনারের অতিথিরূপে অবস্থান করেন।

জার্ম্মাণীর রাষ্ট্রসমস্যা

বার্লিনের ১৪ই অক্টোবরে সংবাদে প্রকাশ, জার্ম্মানীর প্রেসিডেণ্ট হিণ্ডেণবার্গের এক জরুরী আদেশে তথাকার পার্লামেণ্ট ভাঙ্গিয়া দেওয়া হইয়াছে। জার্ম্মানীর স্বরাষ্ট্র পররাষ্ট্র নীতি সম্পর্কে নির্ব্বাচকগণকে মত প্রকাশের সুযোগ প্রদানের নিমিত্ত আগামী ১১ই নভেম্বর পুনরায় নূতন করিয়া পার্লামেণ্টের সদস্য নির্ব্বাচিত হইবেন। রাষ্ট্রসঙ্ঘ ও নিরস্ত্র করণ বৈঠকের সহিত জার্ম্মানী সকল সম্পর্ক ছিন্ন করিয়াছেন বলিয়া প্রকাশ। স্বার্থের পুষ্টি গন্ধ হইতে নির্ম্মুক্ত হইতে না পারিলে উক্ত বৈঠক কি প্রকারে স্বীয় উদ্দেশ্য সিদ্ধি করিতে পারিবেন? প্রত্যেক স্বাধীন জাতিরই অপরের উপর কর্ত্তৃত্ব করিবার পিপাসা বহ্নি দাউ দাউ করিয়া জ্বলিতেছে। সুতরাং শান্তিস্থাপনের ঐ প্রকার কৃত্রিমতার প্রয়োজন কি?

বাঙ্গালার আর্থিক অবস্থা

(৯)

পীল কমিটী

পীল কমিটী আয়কর কেন্দ্রী সরকারের করিবার উপায়োগতা স্বীকার করিয়া বলেন, "আমাদিগের মত এই যে, প্রয়োজন হইলে রাষ্ট্রের সকল অংশের আয়কর কেন্দ্রী সরকার লইতে পারিবেন; কিন্তু সে ব্যবস্থা ভবিষ্যতে—রাষ্ট্রসঙ্ঘ গঠিত হইবার পর—সঙ্ঘের সহিত সঙ্ঘাংশসমূহের বন্দোবস্তের ফলে করাই আমরা সমীচীন বলিয়া মনে করি। যদি প্রয়োজন হয়, তবে কোম্পানীর আয়ের উপর প্রতিষ্ঠিত সুপার-ট্যাক্স কেন্দ্রী সরকার পাইবেন, এ ব্যবস্থা থাকাই সঙ্গত। আমরা আশা করি, ইহাতে সামন্ত রাজ্যসমূহের আপত্তি হইবে না।"

আয়কর। পীল কমিটী এই অভিমত প্রকাশ করেন যে, একই বিভাগের দ্বারা বৃটিশ ভারতের সকল অংশের আয়কর সংগৃহীত হইবে এবং সেই আয় প্রদেশগুলিকে ভাগ করিয়া দেওয়া হইবে। এই ব্যবস্থা না করিলে প্রদেশসমূহ ও সামন্ত রাজ্যগুলির মধ্যে ভারের সমতা রক্ষিত হইবে না এবং যখনই কেন্দ্রী ব্যবস্থাপক সভায় কর কমাইবার বা বাড়াইবার প্রস্তাব হইবে, তখনই স্বার্থ সংঘর্ষ অনিবার্য্য হইবে। যদিও প্রদেশগুলির নিকট হইতে কেন্দ্রী সরকার টাকা লইবেন এবং সে টাকা লওয়া বন্ধ করিলে বা তাহার পরিমাণ হ্রাস করিলে প্রদেশগুলিকে আর আয়করের টাকা ভাগ করিয়া দেওয়া প্রয়োজন হয় না, তথাপি ইহাতে এই সুবিধা হয় যে, যে দুই বাণিজ্য প্রদেশ অন্যান্য প্রদেশ দরিদ্র, আয়করের টাকার অংশ পাইলে তাহাদিগের অসুবিধা দূর হয়। ইহা মনে রাখিয়া আয়কর লোকসংখ্যার, কি আদায়ের অনুপাতে, কি অন্য কোন হিসাবে বণ্টন করা সঙ্গত বিশেষজ্ঞ কমিটী তাহা স্থির করিবেন।

রাজস্ব-বিভাগ। পীল কমিটী নিম্নলিখিতভাবে রাজস্ব-বিভাগের প্রস্তাব করেন:—

কেন্দ্রী সরকারের

পণ্যের উপর শুল্ক—রপ্তানী শুল্ক, লবণের শুল্ক, অহিফেন রপ্তানী শুল্ক, সুরাসার ও ঔষধার্থে ব্যবহৃত দ্রব্যাদি ব্যতীত অন্যান্য পণ্যের উপর স্থাপিত বিশেষ শুল্ক, কেন্দ্রী সরকারের রেলের আয়, ডাক ও তারের আয়, কেন্দ্রী সরকারের অন্যান্য অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠানের আয়, কারেন্সীর আয়, সুপার-ট্যাক্স, প্রদেশসমূহ ও সামন্ত রাজ্যগুলির নিকট হইতে গৃহীত "বার্ষিক।"

প্রাদেশিক

ভূমি রাজস্ব, সুরাসার প্রভৃতির উপর স্থাপিত শুল্ক, সাধারণ ষ্টাম্প, বন বিভাগের আয়, প্রাদেশিক সরকারের অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠানের আয়, উত্তরাধিকারসূত্রে সম্পত্তি লাভের জন্য দেয় টাকা, টার্ম্মিনাল ট্যাক্স প্রভৃতি।

প্রদেশসমূহের দেয় "বার্ষিক।"—কমিটী হিসাব করিয়া দেখেন, আয়করের টাকা প্রদেশগুলিকে দিলে কেন্দ্রী সরকারের ব্যয় নির্ব্বাহের টাকার অভাব হইবে। তাঁহারা প্রদেশসমূহের নিকট হইতে 'বার্ষিক' লইয়া সে অভাব পূরণ করিতে বলেন। তাঁহারা বলেন, প্রদেশগুলির লোকসংখ্যা বা আয় বিবেচনা করিয়া বা অন্য কোন ব্যবস্থায় "বার্ষিকের" পরিমাণ বা হার নির্দ্দিষ্ট করিতে হইবে। ইহার মধ্যে কোন উপায় অবলম্বন করা কর্ত্তব্য তাহা বিশেষজ্ঞ কমিটী স্থির করিবেন। যে ভাবে আয়কর বণ্টন করা হইবে সেই ভাবেও যে "বার্ষিক" নির্দ্দিষ্ট করিতে হইবে, এমন নহে। বর্ত্তমান আর্থিক ব্যবস্থায় যে সব প্রদেশের আর্থিক অবস্থা মন্দ, সে সব প্রদেশের সম্বন্ধে স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত হইতে পারিবে।

কেন্দ্রী সরকারের আর্থিক অবস্থার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে "বার্ষিক" লওয়া বন্ধ করিতে হইবে এবং নির্দ্দিষ্ট কালের পরে—১০ বা ১৫ বৎসরে—উহা যে বন্ধ হইবে, সে কথা লিখিত থাকিবে।

ডেভিড্‌সন্ কমিটী

পীল কমিটীর পরামর্শানুসারে বিশেষজ্ঞদিগের দুইটি কমিটী গঠিত হয়। মিঃ ডেভিড্‌সনের সভাপতিত্বে যে কমিটী হয়, তাহার সদস্যরা বৃটিশ ভারতের সহিত সামন্ত রাজ্যগুলির আর্থিক সম্বন্ধ আলোচনা করিয়া মত প্রকাশ করেন। আমরা সে কমিটীর সিদ্ধান্তের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব না।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক
—পারমার্থিক পত্র—
শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশতনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনম্,
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং
প্রেমা পুমর্থো মহান্,
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং
তত্রাদরো নঃ পরঃ॥

১৬ই দামোদর গৌরাব্দ ৪৪৭, ২রা কার্ত্তিক বঙ্গাব্দ ১৩৪০, ১৯শে অক্টোবর ইং ১৯৩৩, বৃহস্পতিবার — ১৯১তম সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

গত ১০ই অক্টোবর মঙ্গলবার দিবস হিন্দী পারমার্থিক পাক্ষিক-পত্র 'ভাগবতে'র সম্পাদক শ্রীপাদ অধোক্ষজ সেবাকোবিদ্ প্রভু ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ লক্ষ্মৌর ডেপুটী পোষ্টমাষ্টার জেনারেল শ্রীযুক্ত অপূর্ব্বকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করেন। তাঁহারা মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রশ্নোত্তরে শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভুর প্রচার ও শিক্ষা, তদীয় পার্ষদ শ্রীল রূপ-সনাতন গোস্বামী প্রভৃতির আদর্শ, আচার ও প্রচার এবং তাঁহাদেরই আচার-প্রচারের অনুসরণে শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা বিস্তারিত-ভাবে প্রচারার্থ পরমারাধ্য শ্রীল প্রভুপাদের প্রচার-বৈশিষ্ট্য, বিভিন্নভাবে জাগতিক বহির্ম্মুখতার আব্-হাওয়া পরিবর্জনের প্রণালী-সমূহের কথা সংক্ষেপে বর্ণন করেন। ঐ প্রসঙ্গে তাঁহারা বিভিন্ন স্থানে প্রচার-কেন্দ্র-স্থাপন, ভাগবত-পাঠশালা ও শ্রীধাম মায়াপুরে ঠাকুর ভক্তি-বিনোদ ইনষ্টিটিউটের পরবিদ্যাশিক্ষা-প্রদানের উপযোগিতা এবং পারমার্থিক প্রদর্শনীর তাৎপর্য্য কীর্ত্তন করেন। মুখোপাধ্যায় মহাশয় এইসকল কথা শ্রবণ পূর্ব্বক, বিশেষতঃ পাশ্চাত্যপ্রদেশে শ্রীচৈতন্যবাণী-প্রচারের কথা-শ্রবণে বিশেষ আনন্দ ও সহানুভূতি প্রকাশ করেন।

গত ২৭শে আশ্বিন ১৩ই অক্টোবর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ কাশীস্থ শ্রীসনাতন-গৌড়ীয়মঠে শ্রীমদ্ভাগবত ১১শ স্কন্ধ হইতে নিমিরাজার নবম প্রশ্ন সম্বন্ধে আলোচনা করেন।

নিমিরাজা নবযোগেন্দ্রের নিকট প্রশ্ন করিতেছেন,—

ভগবান্ শ্রীহরি কোন্ কালে কোন্ বর্ণ ও কীদৃশ আকৃতি-বিশিষ্টরূপে কোন্ নামে কোন্ বিধি অনুসারে পূজিত হইয়া থাকেন?

তদুত্তরে নবযোগেন্দ্রের অন্যতম করভাজন ঋষি বলিতেছেন,—সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি—এই চারি যুগে ভগবান্ শ্রীহরি বিবিধ বর্ণ, নাম এবং আকৃতিবিশিষ্ট হইয়া ভিন্ন ভিন্ন বিধানানুসারে অর্চ্চিত হইয়া থাকেন।

সত্যযুগে—ভগবান্ শুক্লবর্ণ, চতুর্ভুজ, জটা, বল্কলবসন, কৃষ্ণাজিন, উপবীত, অক্ষমালা, দণ্ড এবং কমণ্ডলু ধারণ পূর্ব্বক ব্রহ্মচারি-বেশে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন। তৎকালে শান্ত, সমদর্শী, সর্ব্বহিতরত মানবগণ শম, দম এবং ধ্যানযোগে ভগবদ্ভজন করিয়া থাকেন। এই সময় ভগবান্ হংস, সুবর্ণ, বৈকুণ্ঠ, ধর্ম্ম, যোগেশ্বর, অমল, ঈশ্বর, পুরুষ, অব্যক্ত এবং পরমাত্মা এই সকল নামে অভিহিত হইয়া থাকেন।

ত্রেতাযুগে—রক্তবর্ণ, চতুর্ভুজ, ত্রিগুণ মেখলাযুক্ত, পিঙ্গলকেশ-বিশিষ্ট, বেদত্রয়-প্রতিপাদিত বিগ্রহ, স্রুক-স্রুব প্রভৃতি চিহ্নধারী ভগবান্ অবতীর্ণ হইয়া থাকেন। তৎকালে বেদজ্ঞ ধার্ম্মিক মানবগণ বেদত্রয়বিহিত কর্ম্মসমূহ দ্বারা সর্ব্বদেবময় শ্রীহরির আরাধনা করিয়া থাকেন। এই ভগবান্ বিষ্ণু, যজ্ঞ, পৃশ্নিগর্ভ, সর্ব্বদেব, উরুক্রম, বৃষাকপি, জয়ন্ত এবং উরুগায় নামে কীর্ত্তিত হইয়া থাকেন।

দ্বাপরযুগে—ভগবান্ পীতবসন, চক্রাদি নিজ আয়ুধসমূহ, শ্রীবৎস প্রভৃতি চিহ্ন, কৌস্তুভ প্রভৃতি লক্ষণে উপলক্ষিত হইয়া অবতীর্ণ হইয়া থাকেন। তৎকালে তত্ত্বজ্ঞানাভিলাষী মনুষ্যগণ ছত্র, চামর প্রভৃতি মহারাজ-লক্ষণযুক্ত সেই পরম পুরুষকে বৈদিক ও তান্ত্রিক বিধি অনুসারে পূজা করিয়া থাকেন।

কলিযুগে—"কৃষ্ণ" এই বর্ণদ্বয়-কীর্ত্তনপর কৃষ্ণোপদেষ্টা অথবা 'কৃষ্ণ' এই বর্ণদ্বয়-কীর্ত্তনের দ্বারা কৃষ্ণানুসন্ধানতৎপর, শ্রীমন্নিত্যানন্দাদ্বৈতপ্রভুদ্বয়—অঙ্গ, শ্রীবাসাদি শুদ্ধভক্ত—উপাঙ্গ, হরিনামরূপ অস্ত্র এবং গদাধরাদি পার্ষদসহ অবতীর্ণ পীতবর্ণ শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরকে সুমেধাগণ সঙ্কীর্ত্তনযজ্ঞে আরাধনা করিয়া থাকেন। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতেও দেখিতে পাওয়া যায়—

> সঙ্কীর্ত্তনপ্রবর্ত্তক শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।
> সঙ্কীর্ত্তনযজ্ঞে তাঁরে ভজে, সেই ধন্য॥
> সেই ত সুমেধা আর কুবুদ্ধি সংসার।
> সর্ব্বযজ্ঞ হৈতে কৃষ্ণনাম-যজ্ঞ সার॥

অতএব বর্ত্তমানকালে নামসংকীর্ত্তনযজ্ঞে সঙ্কীর্ত্তনপিতা শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর ভজনকারী ব্যক্তিগণই সুমেধা অর্থাৎ বুদ্ধিমান্। কিন্তু তাঁহার ভজন ত্যাগ করিয়া অন্য ভজনকারিগণ কুমেধা অর্থাৎ নির্ব্বোধ—ইহাই শাস্ত্র-তাৎপর্য্য।

গত ৬ই অক্টোবর ঊষঃকালে শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীজীউর মঙ্গলারাত্রিক ও সুমধুর কীর্ত্তনান্তে শ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্যতম সেবক শ্রীপাদ জয়গোপাল দাসাধিকারী ভক্তিশাস্ত্রী মহোদয় শ্রীসারস্বত-নাটমন্দিরে শ্রীচৈতন্যভাগবতের মধ্যখণ্ড হইতে 'শ্রীমন্মহাপ্রভুর আত্মপ্রকাশ ও সঙ্কীর্ত্তন-লীলা প্রচার'-বিষয়ক অমৃতময় উপাখ্যান বর্ণন করেন। তাঁহার অল্প কথার মধ্যে লীলামৃতের সারাংশ প্রাঞ্জলভাবে কীর্ত্তন অতিশয় হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল।

পাঠের মর্ম্মার্থ এই যে, মহাপ্রভু ভক্তগণ-সঙ্গে যখন কৃষ্ণকীর্ত্তন করিতেন তখন পাষণ্ডীরা কীর্ত্তনধ্বনিতে অস্থির হইয়া মহাপ্রভু ও তাঁহার সঙ্গিগণের বিরুদ্ধে রাজার নিকট অভিযোগ করিল। মহাপ্রভু একটুও ভয় করিলেন না বরং আরও অধিক উৎসাহের সহিত কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন।

গঙ্গার ধারে এই সময় বিস্তর গোবৎসাদি বিচরণ করিত। মহাপ্রভু এই সমস্ত দেখিয়া বৃন্দাবন-লীলায় আবিষ্ট হইয়া তদবস্থায় শ্রীবাসভবনে আসিলেন। শ্রীবাস তখন নৃসিংহদেবের পূজায় নিযুক্ত ছিলেন। মহাপ্রভু তখন শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী চতুর্ভুজ মূর্ত্তি ধারণ করিলেন। শ্রীবাস এইরূপ অপরূপ দৃশ্য দেখিয়া স্তম্ভিত হইলেন। মহাপ্রভু সিংহের ন্যায় গর্জ্জন করিতে করিতে শ্রীবাসকে বলিলেন—তুমি সপরিবারে আমার পূজা করিয়া অভীষ্ট বর লও। মহাপ্রভু পুনরায় বলিতে লাগিলেন—"শ্রীবাস, তোমরা আমার প্রিয়ভক্ত হ'য়ে আমার আত্মপ্রকাশের সময়ই এমন ক'রে দূরে দূরে থাকিতেছ কেন? তুমি ধ্যান পূজাদি লইয়া ব্যস্ত থাক, আর নাড়া (শ্রীঅদ্বৈত আচার্য্য) আমাকে পরীক্ষা করিবার জন্য শান্তিপুরে যাইয়া বসিয়া রহিল। আমি যে সপার্ষদ ধাম সহ আসিয়াছি তা শীঘ্রই জানিতে পারিবে। যাহা হউক তুমি আমার স্তব পূজা কর। শ্রীবাস এই আশ্বাসবাণী পাইয়া প্রেমগদ্গদস্বরে স্তব করিতে লাগিলেন—

> নৌমীড্য তেঽভ্রবপুষে তড়িদম্বরায়
> গুঞ্জাবতংসপরিপিচ্ছলসন্মুখায়।
> বন্যস্রজে কবলবেত্রবিষাণবেণু-
> লক্ষ্মশ্রিয়ে মৃদুপদে পশুপাঙ্গজায়॥

সেই সে বিদায় বল জানিহ নিশ্চয়। কৃষ্ণপাদপদ্মে যদি চিত্তবিত্ত রয়॥

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১৬ দামোদর, আদি কারণোদশায়ী

জীবের দয়ার যোগ্যতা

ভগবদ্বস্তু অপ্রাকৃত জ্ঞানময়। তিনি অচিৎ-জড়প্রকৃতি নহেন। প্রাকৃত জগতে যে চিদ্-অচিৎ-মিশ্রজ্ঞান ইন্দ্রিয় দ্বারা লভ্য হয়, তাহা 'প্রত্যক্ষ'-শব্দ-বাচ্য। বাহ্য-চিন্মাত্র-জ্ঞান ইন্দ্রিয়-লভ্য নয়, উহা অপরোক্ষ, অতএব তটস্থ ও গোপনীয়। চিদ্বিলাস-জ্ঞান প্রত্যক্ষ ও অপরোক্ষ হইতে পরম গোপনীয় অধোক্ষজ-সম্বন্ধীয়।

—— ——

নশ্বর-ইন্দ্রিয়তর্পণ লভ্য অনুভূতি বিজ্ঞান-সমন্বিত নহে; কেবল-জ্ঞান, বিজ্ঞান-সমন্বিত না হইলে নির্ব্বিশিষ্ট চিন্মাত্রবাদে পরিণত হয়। কেবল-জ্ঞানের বৈশিষ্ট্য-বিচারে চিচ্ছক্তিবিলাস ও বৈচিত্র্য অবস্থিত। চিচ্ছক্তিবিলাস নিত্যানন্দময় আর অচিচ্ছক্তি নশ্বর বা পরিণামশীল, অনুপাদেয়, অপূর্ণ ও আনন্দাভাব-ধর্ম্মবিশিষ্ট। বিজ্ঞানের অভাবে জীবেরও মায়ার স্বরূপ-জ্ঞানের অভাব বিদ্যমান থাকায় প্রত্যক্ষ ও অনুমান প্রমাণদ্বয় বর্ত্তমান। তদন্তরালে আম্নায় অব্যক্তভাবে অপরোক্ষ ও অধোক্ষজ বৈশিষ্ট্যে অবস্থিত; ঐ শ্রৌতপথ বহিঃপ্রজ্ঞায় অন্বিত নহে, পরন্তু ব্যতিরেক-ভাবাপন্ন। বিজ্ঞান-ব্যতিরিক্ত শ্রৌতপথ তর্কহত হইয়া জড়নির্ব্বিশেষ-বাদে পরিণত হয়।

——

চিদচিৎ-মিশ্র নির্ব্বিশেষ-বিচারে বহির্ম্মুখ ইন্দ্রিয়গণ গুণমায়া-সমন্বয়কে 'চিন্মাত্র' বলিয়া নির্দ্দিষ্ট করে। ভগবদ্বাক্যে আস্থা-স্থাপনে বিমুখ হইলেই জ্ঞাতার তর্কপথ ব্যতীত অন্য উপায় নাই। অবশ্য এই বিমুখতাই 'হরি-বৈমুখ্য'-নামে অভিহিত।

——

বিজ্ঞানরহিত কেবল-জ্ঞান রহস্য ও তদঙ্গ বিহীন হওয়ায় শ্রৌত-পথকে তর্কপথে পরিণত করিতে চেষ্টা করে। জ্ঞান রহস্য, বিজ্ঞান-রহস্য, জ্ঞানাঙ্গ ও বিজ্ঞানাঙ্গ-শ্রবণে পরাঙ্মুখ হইলে জীব তর্কপথে ইন্দ্রিয়জ্ঞানের ব্যতিরেক কল্পনাকে সত্য বলিয়া ধারণা করে এবং সচ্চিদানন্দ, শক্তিমান্ সম্বিদ্বিগ্রহ ভগবদ্বস্তু অঙ্গাঙ্গ, বহিরঙ্গ ও তদন্তর্ভুক্ত তটাঙ্গত্রয়ের ন্যূনাধিক স্বগত ভেদ বা গুণাগুণি-ভেদের আরোপ করে। কিন্তু সম্বিদ্বিগ্রহের স্বগতভেদ স্বীকার করিতে গেলে কেবল-জ্ঞানে বা চিন্মাত্র-বিচারে দোষ আসিয়া পড়ে।

বিজ্ঞান-বিচারের অভাবে চিচ্ছক্তি-পরিণতি বর্জ্জিত হইলে, জীব নিত্য চিন্ময় লীলা-রহস্যানন্দে বঞ্চিত হইয়া পরম গোপনীয় জ্ঞানরহস্য বা সম্বিদ্বিগ্রহ ব্রজেন্দ্র-নন্দনের সনাতন-তনু-স্বরূপের নিত্যানুভূতি হইতে বঞ্চিত হয়। তর্কপথে জড়েন্দ্রিয়-সাহায্যে শ্রীভগবানের অস্তিত্বকে মায়িক, নশ্বর ও অজ্ঞানোত্থ মনে করিলে নিঃশক্তিকত্বকে চিন্মাত্র বলিয়া ভ্রান্তি হয়। নিঃশক্তিকত্বকে চিচ্ছক্তিমৎ ভগবদ্বস্তুরই অনন্ত চিদ্বৈচিত্র্যের অন্যতম বলিয়া বুঝিবার ক্ষমতা না থাকিলে, জীব বিজ্ঞানের অভাবে মায়াবাদী হইয়া পড়ে। তখন সে ব্রহ্মের সহিত বহিরঙ্গা শক্তির প্রকৃতি-সমন্বয় করিবার দুষ্প্রবৃত্তি প্রকাশ করে। ঐ প্রবৃত্তিই স্পষ্টরূপে বুঝাইয়া দেয় যে, তাহা অন্তরঙ্গা ও তটস্থা শক্তির বিজ্ঞানের অভাব।

ভগবদ্বাক্য ও গুরুবাক্যে অশ্রদ্ধামূলেই মায়াবাদীর নশ্বর জড়েন্দ্রিয়ের দ্বারা অশ্রৌত-পথকে শ্রৌতপথ বলিয়া ধারণা হয়। বাস্তবসত্য বস্তু ব্রজেন্দ্রনন্দনেরই সাঙ্গোপাঙ্গ-পরিকরবেষ্টিত পরম-গোপ্য রহস্য বর্ত্তমান এবং তৎপর্য্যায়-লীলা বৈচিত্র্যক্রমে খণ্ড বিচারে 'পরমাত্মা' ও অসম্যক্ বিচারে ব্রহ্ম প্রভৃতি সংজ্ঞা শ্রৌতপথের ভাষায় স্থান পাইয়াছে। ভগবানের নিত্যরূপ, নিত্যগুণ, নিত্য পরিকর-বৈশিষ্ট্য নিত্যলীলারহস্য ও অঙ্গবৈচিত্র্য কেবল চিদানন্দের স্বগত ভেদ রহিত হইয়া অবস্থিত। এই বাস্তব সত্য তর্কপথে বা অধিরোহবাদলভ্য বিচারে প্রাপ্তব্য নহে। ভগবান্ ও ভাগবতগণের কৃপায় কীর্ত্তিত হইয়া জীবের শ্রবণ পথে প্রবিষ্ট হইলে বাস্তবসত্য নিত্য চিদিন্দ্রিয়ের দ্বারা অনুভূত হয়।

—— ——

বহিরঙ্গ-শক্তি-পরিণত বদ্ধানুভূতি-বিশিষ্ট দেহ ও তদন্তর্গত অচিৎপর জড়েন্দ্রিয়াধিকারী মন বিজ্ঞান সমন্বিত পরমগোপনীয় সপরিকর সম্বিদ্বিগ্রহের সাঙ্গোপাঙ্গের নিত্য ধারণা করিতে পারে না। বহিঃপ্রজ্ঞায় দৃশ্যজগৎ হইতে অধিরোহবাদাবলম্বনে গুর্ব্ববজ্ঞাক্রমে ইন্দ্রিয়জ জ্ঞান বাস্তব সত্যের পরিবর্ত্তে কুহকাবৃত প্রকৃতিবাদ বা মায়াবাদের লক্ষীভূত নির্ব্বিশেষ অবাস্তব অসত্যে প্রতিষ্ঠিত হইবে।

বদ্ধজীব যেরূপ বিপন্ন, তাহাতে শ্রৌত-পথ বা কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ আত্মবিদ্ শ্রীগুরুদেবের পাদপদ্ম-আশ্রয় ব্যতীত অধোক্ষজসেবা তাহার পক্ষে কখনই সম্ভবপর নহে। ভজনীয় বস্তুর নির্দ্দেশ ও তাহা প্রাপ্তিরূপ বর্ত্তমান ক্লেশমুক্তি—মায়াবদ্ধ জীবের ভ্রম, প্রমাদ, করণাপাটব ও বিপ্রলিপ্সারূপ অবস্থা চতুষ্টয় থাকা-কালে কখনই সম্ভবপর নহে।

লীলারহস্য ও লীলাঙ্গ-বিজ্ঞানাভাবে জীবের স্বরূপবোধ হয় না। অবরোহ-বিচার শ্রীগুরু-মুখ হইতে শ্রুত হইলে দিব্য জ্ঞানোদয় এবং বহিঃপ্রজ্ঞানুভূতি হ'তে জীবের মুক্তি হয়। তখন জীব স্বীয় স্বভাবে নিত্যাবস্থিত হ'য়া শ্রৌতপথে কীর্ত্তনদ্বারা অপর জীবে দয়া করিতে সমর্থ হন।

"বৈষ্ণব-ধর্ম্ম কি?"

গত ১৩।১০।৩৩ তারিখে বরিশাল জজ কোর্টের জনৈক সুপ্রসিদ্ধ উকীল শ্রীযুত যজ্ঞেশ্বর দাস বি-এল, তাঁহার জনৈক বন্ধু-সমভিব্যাহারে শ্রীধাম-মায়াপুর-দর্শন নিমিত্ত শ্রীচৈতন্যমঠে আগমন করেন এবং পরদিন শ্রীযোগপীঠ, শ্রীবাসঅঙ্গন, শ্রীঅদ্বৈত-ভবন, কাজীর সমাধি পাট প্রভৃতি দর্শন করিয়া এবং মঠাধ্যক্ষ শ্রীপাদ নরহরি সেবাবিগ্রহ প্রভুর নিকট হইতে সমুদয় তথ্য অবগত হইয়া পরম আনন্দিত হন। অনেক কথা-বার্ত্তার পর উকীল বাবু মঠাধ্যক্ষ মহোদয়কে বলেন—"দেখুন, আমরা শুনেছি যে আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ বৈষ্ণবধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন, কিন্তু এক্ষণে দেখিতেছি যে, বৈষ্ণবধর্ম্মটী কতকগুলি অশিক্ষিত ব্যভিচার-প্রিয় সম্প্রদায়ের মধ্যে আবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে। এই জন্য বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা নাই। কিন্তু বর্ত্তমানে আপনাদের প্রচারফলে সংবাদ-পত্রে দেখিতেছি যে, কেবলমাত্র ভারতবর্ষে নহে সুদূর ইংলণ্ডে পর্য্যন্ত আপনাদের প্রচারকগণ বৈষ্ণবধর্ম্মের কথা প্রচার করিতেছেন। তজ্জন্য আমি কৌতূহলী হইয়া আপনাকে জিজ্ঞাসা করি যে, 'প্রকৃত বৈষ্ণব-ধর্ম্মটী কি?' এবিষয়ে যদি আমাকে জানাইয়া দেন, তবে আমি আমার কুসংস্কার হইতে মুক্ত হইতে পারি।

মঠাধ্যক্ষ সেবাবিগ্রহ প্রভুর ইচ্ছায় ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউটের প্রধান শিক্ষক শ্রীপাদ কিশোরীমোহন ভক্তিবান্ধব মহোদয় গত ১৪।১০।৩৩ তারিখ শনিবার রাত্রি ৭॥টা হইতে ৯টা পর্য্যন্ত "বৈষ্ণবধর্ম্ম কি" এই সম্বন্ধে একটী বক্তৃতা প্রদান করেন। সেই বক্তৃতার সারমর্ম্ম নিম্নে প্রকাশিত হইল।

শ্রীধামদর্শনাভিলাষী শ্রীযুত যজ্ঞেশ্বরবাবু আজ আমাকে হরিকীর্ত্তন করিবার একটি সুবর্ণসুযোগ প্রদান করিয়া আমার পরম-বন্ধুর কার্য্য করিলেন। শ্রীগুরুপাদপদ্মের নিকট হইতে শুনেছি যে, এই কলিযুগে একমাত্র হরিকীর্ত্তন ব্যতীত জীবের আর অন্য কৃত্য নাই। আমি বহির্ম্মুখ, হরিকীর্ত্তনে আমার আদৌ রুচি নাই, তাই মঠাধ্যক্ষ প্রভু কৃপা-প্রকাশে আমাকেই এই হরিকীর্ত্তন করিবার জন্য আদেশ করিয়াছেন।

শাস্ত্রে দেখিতে পাই, "কৃতে যদ্ধ্যায়তো বিষ্ণুং ত্রেতায়াং যজতো মখৈঃ। দ্বাপরে পরিচর্য্যায়াং কলৌ তদ্ধরিকীর্ত্তনাৎ॥" অর্থাৎ সত্যযুগে বিষ্ণুর ধ্যান দ্বারা, ত্রেতাযুগে যাগ যজ্ঞ দ্বারা, দ্বাপরে পরিচর্য্যা বা সেবা দ্বারা যে ফলসমূহ লাভ হইত, এই কলিযুগে কেবল মাত্র হরিকীর্ত্তন দ্বারা সেই ফল লাভ হইয়া থাকে। ইহা ব্যতীত আরও দেখা যায় যে, এই কলিযুগের অনেকানেক দোষ থাকিলেও ইহার বৈশিষ্ট্য এই যে, একমাত্র হরিকীর্ত্তন দ্বারা জীব মুক্ত হইয়া পরমগতি লাভ করিতে পারে। "কলের্দোষনিধে রাজন্নস্তি হ্যেকো মহান্ গুণঃ। কীর্ত্তনাদেব কৃষ্ণস্য মুক্তসঙ্গঃ পরং ব্রজেৎ॥" অতএব হরিকীর্ত্তনই আমাদের জীবনের মূল লক্ষ্য হউক।

—— ——

"বৈষ্ণবধর্ম্ম কি?" এসম্বন্ধে একটি প্রশ্ন উপস্থিত হইয়াছে। এই বাক্যের মধ্যে 'ধর্ম্ম' ও 'বৈষ্ণব' এই দুইটী শব্দ আছে। এই দুইটি শব্দের পৃথক্ পৃথক্ অর্থ সমাধান করিতে পারিলে 'বৈষ্ণবধর্ম্ম কি' এই বাক্যেরও সমাধান হইয়া যাইবে।

——

এখন দেখা যাক্, 'ধর্ম্ম' কাহাকে বলে, 'ধর্ম্ম' বলিতে কি বুঝায়। কোন বস্তুর 'ধর্ম্ম' বলিতে আমরা সেই বস্তুর স্বভাব বুঝিয়া থাকি। 'ধৃ' ধাতু হইতে ধর্ম্ম শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। 'ধৃ' ধাতুর অর্থ ধারণ করা। অতএব যাহা কোন একটী বস্তুকে ধারণ করিয়া থাকে, তাহাই ঐ বস্তুর 'ধর্ম্ম' বলিতে হ'বে। যেমন জলের ধর্ম্ম তরলতা ও শীতলতা ইহাই তাহার স্বভাব, জলের স্বভাবে এই দুইটী গুণের সম্বন্ধ আছে; কিন্তু কখনও কখনও কোন হেতু উপস্থিত হ'লে যেমন অত্যধিক ঠাণ্ডা বা গরম লাগাইলে ঐ জল যথাক্রমে বরফ ও বাষ্পে পরিণত হইয়া যায়। জল ঐরূপ অবস্থায় পরিণত হইলে তখন উহা তাহার স্বভাব হইতে বিচ্যুত হয় তখন ঐ জলের অবস্থাকে 'নিসর্গ' বলা হয়। ঐ প্রকার হেতু অপনোদিত হইলে ঐ জল আবার তাহার স্বভাবে উপনীত হয়। এই রকম প্রত্যেক বস্তুরই একটী স্বভাব বা ধর্ম্ম আছে, যাহা ঐ বস্তুকে নিত্যকাল ধারণ করিয়া থাকে।

—— —— ——

ঐ যে 'ধর্ম্মের' কথা বলা হচ্ছে, উহা বস্তুর স্বরূপের ধর্ম্ম। কিন্তু ঐ বস্তু বিরূপে পরিণত হ'লে তাহার আর ঐ ধর্ম্ম থাকে না; যেমন জল বরফে বা বাষ্পে পরিণত হ'লে তার আর স্বাভাবিক ধর্ম্ম তরলতা এবং শীতলতা বর্ত্তমান থাকে না। 'এবং' কথাটা বলা হচ্ছে এই জন্যে যে, জল যখন বরফ হয়, তখন ত তার শীতলতা থাকে, কিন্তু উদবস্থায় তার তরলতা নষ্ট হয়ে যায়।

সকল জন্মে পিতামাতা সবে পায়। গুরুকৃষ্ণ নাহি মিলে ভজহ হিয়ায়॥

অতএব 'ধর্ম্ম' বল্তে কি বোঝায় তাহা কতকটা আমরা বুঝ্তে পারলাম। অর্থাৎ যে বস্তুর যাহা নিত্য স্বভাব, সেটাই তাহার নিত্যধর্ম্ম।

তারপর আর একটী কথা হচ্ছে 'বৈষ্ণব'। এখন এই শব্দের অর্থটা জান্তে পারলে আমরা বৈষ্ণবের ধর্ম্ম কি তাহা বুঝতে পারব। বৈষ্ণব-শব্দে বিষ্ণু-ভক্তগণকেই বুঝায়। বেদে আমরা "ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ" প্রভৃতি মন্ত্র শুনিতে পাই। সেই সর্ব্বেশ্বরেশ্বর স্বরাট্ পুরুষোত্তম পুরুষ যাঁহার পরমপদ সূরিগণ নিত্যকাল দর্শন করে থাকেন সেই বিষ্ণু-বস্তুর আরাধনাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আরাধনা, আবার তাঁর আরাধনা হ'তেও শ্রেষ্ঠ আরাধনা হচ্ছে বৈষ্ণবের আরাধনা। একথা স্বয়ং শিব পার্ব্বতীকে লক্ষ্য ক'রে আমাদিগকে জানিয়েছেন—"আরাধনানাং সর্ব্বেষাং বিষ্ণোরারাধনং পরম্। তস্মাৎ পরতরং দেবী তদীয়ানাং সমর্চ্চনম্॥"

'বৈষ্ণব' বল্তে বিষ্ণুভক্তগণকেই বুঝায়, বুঝিলাম; কিন্তু বিষ্ণুভক্ত বা তদীয় কে হবেন? এর মধ্যে আর একটা কথা এসে পড়ছে। 'বিষ্ণু' বস্তুটী কি বা কোন্ তত্ত্ব। তিনি কি আমাদের মত স্থূল বা সূক্ষ্ম শরীরধারী? যদি তিনি তাই হ'তেন, তা'হলে আমরা ত তাঁকে আমাদের ইন্দ্রিয়-সকলের দ্বারা আয়ত্ত করিতে পারিতাম; কিন্তু কৈ, আমরা ত তাঁকে আমাদের ইন্দ্রিয়-সমূহের দ্বারা গ্রহণ করিতে পারি না। তিনি স্থূল বা সূক্ষ্ম এই দুই প্রকার কোনটীর অন্তর্গত নন্। তিনি পূর্ণচিদানন্দময়-বিভু বস্তু, তাঁহার চিন্ময় শরীর আছে; তাই তিনি বিভুচৈতন্য। আর তিনি 'অধোক্ষজ' বস্তু অর্থাৎ আমাদের জড়েন্দ্রিয়-সকলকে অতিক্রম ক'রে তিনি অবস্থান ক'চ্ছেন। আমাদের যে ইন্দ্রিয়দ্বারা আমরা তাঁকে বুঝতে যা'ব, তিনি সেই ইন্দ্রিয়ের অতীত বস্তু। আমাদের স্থূল বা সূক্ষ্ম শরীর, অথবা স্থূল, সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়সকলের দ্বারা তিনি আদৌ গ্রাহ্য নহেন, তাই তিনি অধোক্ষজ বস্তু।

তিনি যদি এ রকম বস্তু হ'ন্ তাহ'লে তাঁ'র আরাধনা আমাদের কি প্রকারে হ'তে পারে, তা হ'লে বৈষ্ণবের পরিচয়ই বা কি রকমে পাওয়া যেতে পারে? 'যিনি বিষ্ণুর আরাধনা করেন, তিনিই ত বৈষ্ণব।' তবে এখন উপায় কি? শাস্ত্র বলেছেন,—"সমশীলাঃ ভজন্তি বৈ।" অর্থাৎ সমশীল বস্তু না হ'লে ভজন বা আরাধনা সম্ভব হ'তে পারে না। অর্থাৎ সেব্য ও সেবক এক-জাতীয় পদার্থ না হ'লে ভজন সম্ভবপর হয় না। বিষ্ণু-বস্তু যখন চিন্ময় বস্তু, তখন মানুষ আমরা কি রকম ক'রে তাঁর আরাধনা ক'র্ত্তে পারব, তা হ'লে 'বৈষ্ণবই' বা কি রকমে হতে পারা যাবে।

এ কথা বলতে হলে এখন 'আমি কে?' বা 'জীব' কে? এ বিষয়টা জান্তে হবে। মানুষ বা জীব বল্তে কি এই হাড়-মাংসের থলিটা, না মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কার-রূপ সূক্ষ্ম শরীরটাকে বোঝায়? জীবের এই যে দুটো শরীর এটা জীব নহেন। আমি ও আমার ঘর, এ দুটো জিনিষ এক নহেন। সেই রকম জীব ও তাহার দুটো শরীর এক পদার্থ নহে। জীবের এই দুটো শরীর হচ্ছে জড়পদার্থ, যদ্দ্বারা জীব বদ্ধ হ'য়ে আছে। এই শরীর দুটো জীবের অপরা প্রকৃতি। এ ছাড়া পরা-প্রকৃতি-সম্ভূত যে চিন্ময় শরীর জীবের আছে, তাহাকেই জীব বলা যায় যাহাকে চলিত কথায় 'আত্মা' বলা হ'য়ে থাকে।

'জীব' বল্তে এই আত্মাকেই লক্ষ্য করা হয়। জীবের যে দুটো শরীর আছে, তাহা কালবশে নষ্ট হয়ে যায়, এই রকম দেহগুলো জন্মে জন্মে বহুবার আস্ছে আবার নষ্ট হয়ে যাচ্ছে তাদের কোন নিত্যত্ব নাই। কিন্তু ঐ যে আত্মার কথা বলা হ'য়েছে যাহা মানুষের প্রকৃত পরিচয়, অর্থাৎ দেহী যিনি ঐ দেহসমূহ ধারণ ক'রে থাকেন, সেই দেহীর কোন কালে বিনাশ নাই, তিনি নিত্য চিন্ময় বস্তু। এই দেহী হচ্ছেন ভগবান্ বিষ্ণুর অণুচৈতন্য বিভিন্নাংশ মাত্র। আর সেই কারণে এই দেহী বিষ্ণুর বস্তুর সহিত সমজাতীয়।

এখন শাস্ত্রের কথানুসারে বস্তুসকল সমজাতীয় হ'লে পরস্পরের মধ্যে আকর্ষণ সম্ভব হয়। এই বিভুবস্তুর স্বভাবই হচ্ছে অণুবস্তুকে আকর্ষণ করা। জড়জগতে যেমন দেখা যায় যে, বৃহৎবস্তু সূর্য্য ক্ষুদ্র বস্তু গ্রহ, নক্ষত্র, পৃথিবী প্রভৃতিকে নিত্যকাল আকর্ষণ করিতেছে। প্রশ্ন হ'তে পারে যে, বিষ্ণু যদি আমাদের নিত্যকাল আকর্ষণ করছেন, তবে আমরা আকৃষ্ট হচ্ছি না কেন? উত্তরে দিগ্দর্শন মাত্র ক'রে বলা যেতে পারে যে—যেমন, চুম্বক লৌহকে আকর্ষণ ক'রে থাকে, কিন্তু সেই লৌহ যদি মৃত্তিকা লেপিত হয় অর্থাৎ লৌহ ও চুম্বকের মধ্যে যদি কোন আবরণাত্মক ব্যবধান এসে পড়ে, তা হ'লে আর লৌহ আকৃষ্ট হয় না। সেই রকম জীব নিত্যকাল বিষ্ণুকর্ত্তৃক আকৃষ্ট হয়, যদি সে স্বরূপে অবস্থান করে; কিন্তু জীব ও বিষ্ণুর মধ্যে জীবের স্থূল ও সূক্ষ্ম উপাধিরূপ যে দুটী আবরণাত্মক ব্যবধান এসে পড়েছে, সেই ব্যবধান-দ্বারা বিষ্ণু-বস্তুর ঐ আকর্ষণ সম্পূর্ণরূপে বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে তাই জীব ঐ আকর্ষণ অনুভব করতে পারছে না, কিন্তু বিষ্ণুর ঐ আকর্ষণের বিরাম নাই।

———

এখন জীবের পরিচয় পাওয়া গেল, আর জীব স্বরূপে যে চিন্ময় এবং বিষ্ণুবস্তুর সহিত সমশীল বস্তু তাহাও জানা গেল। এখন শাস্ত্রদ্বারে আমরা জান্তে পারি যে, জীবের স্বরূপে কোন্ ধর্ম্ম অবস্থিত। ভগবান্ শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর বলেছেন,—"জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্যদাস।" তবেই দেখা যায় জীবের স্বরূপ হচ্ছে বিষ্ণুর নিত্যকাল সেবা। যে জীব স্বরূপে নিত্যকাল শ্রীভগবানের সেবা করেন, তিনিই বৈষ্ণব। বৈষ্ণব বল্তে সাধারণতঃ কেবলমাত্র বাহ্যে মালাতিলকধারী এবং অন্তরে ব্যভিচারকারী ব্যক্তিকে বুঝায় না। ঐ সমস্ত প্রকৃতির লোক বৈষ্ণব ধর্ম্মের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া পরিচয় দিতে গিয়ে একটা বিষম জগজ্জঞ্জাল আনয়ন করেছে এবং সাধারণ লোকের মনে বৈষ্ণবধর্ম্ম সম্বন্ধে একটা ঘৃণা ও অশ্রদ্ধার উদয় করাইয়াছে। বৈষ্ণব-ধর্ম্মটা ঐরূপ কোন একটি বাহ্য ব্যাপার নহে।

যাঁরা স্বরূপে অবস্থিত হ'য়ে বিষ্ণুর ভজন বা সেবা করেন, তাঁরাই বৈষ্ণব, আর তাঁদের যে ধর্ম্ম তাই ভগবৎ-সেবা—কেবলমাত্র ভগবৎ-সেবা, সেইটাই বৈষ্ণব-ধর্ম্ম বা আত্মধর্ম্ম বা ভাগবতধর্ম্ম, বা সনাতন-ধর্ম্ম। যেখানে যত জীব আছে, সকলেরই ঐ এক ধর্ম্ম হচ্ছে কৃষ্ণের নিত্যদাসত্ব বা সেবা; আর সেইটাই হচ্ছে 'বৈষ্ণব-ধর্ম্ম।' বৈষ্ণব-ধর্ম্মের কথা যারা বুঝতে পারে নি, বা যারা মহাপ্রভুর প্রচারিত এই বৈষ্ণব-ধর্ম্মের বিদ্বেষী হ'য়ে কেবলমাত্র নিজেন্দ্রিয়-তর্পণপর, তারা অনেকেই এই মহাপ্রভুর ধর্ম্মকে সাম্প্রদায়িক ব'লে প্রচার করে থাকে। কিন্তু দেখুন, বৈষ্ণব-ধর্ম্মের যে স্বরূপের কথা বলা হ'ল তাতে কোন প্রকার সাম্প্রদায়িকতা থাক্তে পারে কি না? যেখানে যত চেতন আছে, সকলেরই ধর্ম্ম হচ্ছে বৈষ্ণব-ধর্ম্ম। চেতনময় জগতে বৈষ্ণব-ধর্ম্ম ব্যতীত আর কোন ধর্ম্মের অবস্থান থাক্তে পারে?

———

চেতনের ধর্ম্ম বাদ দিয়া স্থূল বা সূক্ষ্ম শরীরকে কেন্দ্র ক'রে যে সমস্ত ধর্ম্মের কথা জগতে চল্ছে, তাদের মধ্যে বহু ভেদ ও সাম্প্রদায়িকতা থাক্বেই, থাক্বে। কিন্তু যদি অসাম্প্রদায়িক বলে কোন ধর্ম্ম থাকে, তবে তাহা একমাত্র বৈষ্ণব-ধর্ম্ম। কেন না চেতনের মধ্যে কোন সাম্প্রদায়িকতা থাক্তে পারে না। তাই শ্রীমন্ মহাপ্রভু সমস্ত চেতনময় জগতের নিকট উচ্চকণ্ঠে ব'লেছেন,—"পৃথিবীতে আছে যত নগরাদি গ্রাম। সর্ব্বত্র প্রচার হইবে মোর নাম॥" আর মহাপ্রভুর সেই বাণীর অনুসরণ ক'রে বর্ত্তমান যুগাচার্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর সেই বৈষ্ণব-ধর্ম্ম প্রচার করবার জন্য দেশ-বিদেশে ত্রিদণ্ডি-সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারিগণকে প্রেরণ করছেন। চেতন-জগৎ কেন এই ধর্ম্ম গ্রহণ করবে না? কি ভারত, কি ইংলণ্ড, কি আমেরিকা, কি জার্ম্মেনী সকলেই যখন এই বৈষ্ণব-ধর্ম্মের বৈশিষ্ট্য উপলব্ধি করবেন, তখন তাঁরা আদরের সহিত ইহা গ্রহণ করতে বাধ্য হবেন।

———

ইতোমধ্যেই দেখুন ভারতবর্ষে প্রতিষ্ঠিত প্রায় ৪০টী চৈতন্যমঠে এই বৈষ্ণব-ধর্ম্মের কথা ধ্বনিত হচ্ছে এবং সুকৃতিশালী ব্যক্তিগণ ইহা গ্রহণ করছেন। এমন কি এই অল্প সময়ের মধ্যে বিলাতের একজন উচ্চশিক্ষিত পুরুষ মিঃ কররুথ ও মিসেস্ করবেল নাম্নী জনৈক মহিলা বৈষ্ণব-ধর্ম্মের নিরপেক্ষতা ও অসাম্প্রদায়িকতার কথা উপলব্ধি করিয়া উহার পতাকাতলে আশ্রয় লইয়াছেন। এই রকমের যে বৈষ্ণব-ধর্ম্ম তাহাতে আপনার বা অন্য কাহারও কোন অশ্রদ্ধা থাকিতে পারে না এবং ইহাতে কোন সাম্প্রদায়িকতার লেশ মাত্র না থাকায় ইহা সার্ব্বজনীন, সার্ব্বকালিক ও সার্ব্বদেশিক। আমি মূর্খ, গুরুবর্গের আদেশ-মাত্র পালন করিতে প্রয়াসী হইলাম।

"নরপশু"

[শ্রীযুক্ত ভবদেব চট্টোপাধ্যায়]

(১)

বিটপী করে না কিগো জীবন ধারণ,
কামারের ভস্ত্রা কিগো নাহি লয় শ্বাস;
করে না কি গ্রাম্য-পশু ইন্দ্রিয়-তর্পণ,
উদর ভরণ আর নিদ্রা বসবাস?

(২)

নরজন্ম নহে কভু এ সকল তরে;
নরের ধরম শুধু নরোত্তম-সেবা;
সেই সেবা ত্যজি' যেবা অসতে বিহরে,
ত্রিভুবনে সে দুর্জ্জনে 'নর' বলে কেবা?

(৩)

কৃষ্ণনাম সুধা যার কর্ণে নাহি পশে,
সেই পাত্র কহে শাস্ত্র পশুর-সমান;
ভ্রময়ে সততভবে কুবাসনা-বশে,
শ্ব-বিড্-বরাহ-উষ্ট্র-রাসভ আখ্যান।

(৪)

কামুক লম্পটজন, শ্ব-গনে গণন,
অমেধ্যাশী জন বিড্-বরাহ-কিঙ্কর;
বিষয়-কণ্টকে রত উষ্ট্র সেইজন,
রাসভ সে ভূত-ভার বহে পিঠোপর।

নদীয়া-প্রকাশপ্রাপ্তির স্থান

১। শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম-মায়াপুর, নদীয়া
২। শ্রীযোগপীঠ ঐ
৩। শ্রীবাস অঙ্গন ঐ
৪। অদ্বৈত-ভবন ঐ
৫। কাজীর সমাধি পাট ঐ
৬। স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ, নদীয়া।
৭। শ্রীভাগবত আসন কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
৮। শ্রীএকায়ন মঠ গোবিন্দপুর, হাঁসখালী।
৯। দ্বাদশগোপাল পাট—পোঃ চাকদহ,
১০। শ্রীগৌর গদাধরমঠ—চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড়, বর্দ্ধমান
১১। শ্রীমোদদ্রুমছত্র মাউগাছি, বর্দ্ধমান
১২। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম, আমলাযোড়া, পোঃ রাজবাধ বর্দ্ধমান
১৩। শ্রীগৌড়ীয়মঠ বাগবাজার, কলিকাতা
১৪। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাজু, হাওড়া,
১৫। শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয়মঠ, ৯০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা
১৬। শ্রীগোপালজী মঠ কমলাপুর, ঢাকা।
১৭। শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ পোঃ বালিয়াটী,
১৮। শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয়মঠ ময়মনসিংহ।
১৯। শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ চিরুলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর
২০। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম গোয়ালপাড়া, আসাম
২১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ রয়াপেটা, মান্দ্রাজ।
২২। শ্রীরামানন্দগৌড়ীয় মঠ কব্বুর, জিঃ পশ্চিম গোদাবরী
২৩। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ উড়িয়াবাজার, পোঃ বক্সীবাজার, কটক।
২৪। শ্রীত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয় মঠ ভুবনেশ্বর।
২৫। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ স্বর্গদ্বার, পুরী।
২৬। শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ আলালনাথ পোঃ ব্রহ্মগিরি, পুরী।
২৭। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ ভুমুরকুণ্ডা, পোঃ চিরকুণ্ডা, মানভূম।
২৮। শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ—কাশী।
২৯। শ্রীরূপগৌড়ীয় মঠ—এলাহাবাদ।
৩০। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ পুরাণবাজার, সরকার ঠাকুরের কুঞ্জ, বৃন্দাবন
৩১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, নিউদিল্লী
৩২। শ্রীপরমহংসমঠ—নৈমিষারণ্য,
৩৩। শ্রীসারস্বত গৌড়ীয় মঠ—হরিদ্বার।
৩৪। শ্রীব্যাসগৌড়ীয়মঠ—কুরুক্ষেত্র, পঞ্জাব
৩৫। শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাবুলনাথ রোড, পোঃ গ্র্যাণ্ট রোড, বোম্বে।
৩৬। লণ্ডন গৌড়ীয়মঠ, ৩৯নং গ্লেটন গার্ডেন্স, কেন্সিংটন্ লণ্ডন, (এস, ডব্লিউ—১০)।
৩৭। অমরি গৌড়ীয়মঠ—মেদিনীপুর
৩৮। সরভোগ গৌড়ীয় মঠ—সরভোগ, কামরূপ, আসাম,

শুদ্ধভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীলভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী মাসিক। শ্রীধাম-মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১॥০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দি ভাষার একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ সম্পাদিত ও নৈমিষারণ্য শ্রীপরমহংস মঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ১॥০ দেড় টাকা মাত্র।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥০ দেড় টাকা মাত্র।

৫। কীর্ত্তন—মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ নিত্যানন্দ সেবাতীর্থ বি-এজি, বি-টি, সম্পাদিত। আসাম গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম হইতে প্রকাশিত আসামী ভাষায় মাসিক। ভিক্ষা সডাক ১॥০ দেড় টাকা মাত্র

শ্রীচৈতন্যভাগবত

আদিকবি শ্রীল বৃন্দাবন দাস প্রণীত সমগ্র গ্রন্থ

গ্রন্থের মূল বোল্ড অক্ষরে এবং জগতে বিশ্ববিশ্রুত গৌড়ীয়মঠের প্রতিষ্ঠাতা ও আচার্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তি-সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভু-পাদের রচিত বিবৃত ভাষ্য উত্তম কাগজে সৌষ্ঠবের সহিত মুদ্রিত হইয়াছেন। ডবল ক্রাউন আটপেজি আকারে ১০৯৬ পৃষ্ঠায় কেবল মূল ও ভাষ্য সম্পূর্ণ হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত শ্লোকসূচী, পদ্যসূচী, স্থানসূচী, পাত্রসূচী, বিষয়সূচী, শব্দসূচী প্রভৃতি বিস্তৃত সূচীপত্রেও একটী গ্রন্থ হইবে। সভাষ্য শ্রীচৈতন্যভাগবতের এরূপ উৎকৃষ্ট ও অমূল্য বিরাট্ সংস্করণ জগতের কোথায়ও আজ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই, ইহা নিরপেক্ষ পাঠক মাত্রকেই একবাক্যে স্বীকার করিতে হইবে। শ্রীগৌড়ীয়মঠের উৎসব-কালে গ্রন্থের ভিক্ষা ১২৲ বারটাকা স্থলে—৫৲ পাঁচটাকা।

টিকানা 'শ্রীধাম' নবদ্বীপ
ডাকেবর টিকানা—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

দৈ নি ক

Reo C 1514

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩৷৹
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র।

সাহায্যের হার
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষান্মাসিক ৫৲।
ত্রৈমাসিক ২৸৹
মাসিক ১৲
নগদ
প্রতি সংখ্যা ৵৫

নদীয়া-প্রকাশ
THE NADIA-PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৮ম খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বেদান্তবাচস্পতি [১৯২শ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর—৩রা কার্ত্তিক শুক্রবার ১৩৪০, ২০শে অক্টোবর ১৯৩৩

নদীয়ার নূতন পুলিশ সাহেব

মিঃ ই, বি, জোন্স অন্ত নদীয়া পুলিশ-'সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট'এর কার্য্যভার গ্রহণ করিতেছেন। মিঃ মিনিষ্টার বরিশালে পুলিশ-সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট নিযুক্ত হইয়াছেন। মিঃ জোন্সকে আমাদের সাদর সম্ভাষণ জানাইতেছি।

হোর মিলার কোম্পানীর জাহাজ

খড়িয়া নদীর জল কমিয়া যাওয়ায়, হোর মিলার কোম্পানীর জাহাজ গত ১৮ই অক্টোবর হইতে আর কৃষ্ণনগর হইতে তেহট্ট পর্য্যন্ত যাইতে পারিতেছে না।

বস্ত্র ব্যবসায়ীর বাড়ীতে বোমা

১৬ই অক্টোবর একটি সরু গলির ভিতর বস্ত্র ব্যবসায়ী ভাই বুলচাঁদের গৃহে ভীষণ শব্দে একটি বোমা ফাটিয়া যায়। ঐ শব্দে লোকের মনে বিষম ত্রাসের সঞ্চার হয়। যে ঘরে ঐ বোমাটি ফাটিয়াছিল সেই ঘরটি ধোঁয়ায় ভরিয়া গিয়াছিল এবং ঘরের জানালা ও দরজা ভাঙ্গিয়াছিল।

সংবাদ পাইয়া পুলিশের ডেপুটি সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট একদল পুলিশসহ ঘটনাস্থলে উপস্থিত হন। ঐ বাড়ীতে এবং পাশের বন্দুকের দোকানে খানাতল্লাস করা হয় কিন্তু অপরাধজনক কিছুই পাওয়া যায় নাই। কাহাকেও গ্রেপ্তার করা হয় নাই।

শ্রীযুক্ত ভি, জে, প্যাটেলের স্বাস্থ্যের অবস্থা আশঙ্কাজনক

গত ১৫ই অক্টোবর শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু, ডাঃ গোবর্দ্ধন দাসকে অবিলম্বে শ্রীযুক্ত প্যাটেলের নিকট রওনা হইবার জন্য এক তার করিয়াছিলেন। তদনুসারে ডাঃ গোবর্দ্ধন দাস প্যাটেল গত ১৪ই অক্টোবর রাত্রেই সুইজারল্যাণ্ড যাত্রা করিতেছেন। তিনি গত ১৫ই অক্টোবর করাচী গিয়াছেন এবং তথা হইতে বিমানপোতযোগে বুধবার প্রাতে ব্রিণ্ডিসি গিয়াছেন। অতঃপর তিনি অপর এক বিমানপোতযোগে শ্রীযুত প্যাটেলের নিকট হাজির হইবেন।

ডাঃ গোবর্দ্ধন দাস সর্ব্বশেষে তারযোগে জানিতে পারিয়াছেন যে, শ্রীযুত ভি, জে প্যাটেলের অবস্থা আশঙ্কাজনক।

বোম্বাইয়ে গত ১৬ই অক্টোবর এক জনসভার অনুষ্ঠান হইবে। ঐ সভায় শ্রীযুত প্যাটেলের সত্বর নিরাময়ের জন্য প্রার্থনা করা হইবে। শ্রীযুক্তা সরোজিনী নাইডু, শ্রীযুক্ত যমুনাদাস, দ্বারকা দাস প্রভৃতি বক্তৃতা দিবেন।

জামসেদপুরে ১৪৪ ধারা

কার্য্য নিয়োগ সম্বন্ধীয় অভাব অভিযোগের বিষয় আলোচনা করিবার জন্য গত ১০ই অক্টোবর ধাত্কীদিহতে জামসেদপুর শ্রমিকগণ এক সভায় সমবেত হয়। জামসেদপুর লেবার ফেডারেশনের সর্দ্দার মঙ্গল সিং ও জগৎ সিং এবং নিখিল ভারত ট্রেডইউনিয়ন কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক মিঃ এস, লাহিড়ী ঐ সভায় উপস্থিত ছিলেন। প্রকাশ যে, একদল পুলিশ সেস্থানে আসিয়া সভা ভাঙ্গিয়া দিতে চায়, কিন্তু তাঁহাদিগকে যখন ফৌজদারী কার্য্যবিধির কোন ধারা অনুসারে তাঁহারা প্রকাশ্যভাবে শান্তিপূর্ণ সভা ভাঙ্গিয়া দিতে চান, এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হয়, তখন স্থানীয় বিষ্ণুপুর থানার দারোগা সাহেব সেস্থান হইতে চলিয়া যান এবং ফৌজদারী কার্য্যবিধির ১৪৪ ধারায় নোটিশ আনিয়া পড়িয়া বলেন যে, বিষ্ণুপুর থানার এলাকার মধ্যে দুই মাসের জন্য সমস্ত সভা সমিতি নিষিদ্ধ হইল। দারোগা সাহেব অতঃপর এই বলিয়া সকলকে সাবধান করিয়া দেন যে, এইস্থানে কেহ থাকিলে তাহাকে গ্রেপ্তার করা হইবে। এই অবস্থায় সভা ভাঙ্গিয়া দেওয়া হয়।

বোম্বাইয়ের কারেন্সী লীগ

গত ১৫ই অক্টোবর সন্ধ্যায় কারেন্সী লীগের এক সভায় শ্রীযুক্ত মথুরাদাস কিষণজী সভাপতি এবং শ্রীযুক্ত এন, সি কেলকার, শ্রীযুক্ত জি, ডি বিরলা, মিঃ জামাল মহম্মদ সাহেব, লালা শ্রীরাম, মিঃ এইচ, এইচ সরায়, শ্রীযুক্ত কস্তুরভাই ও লালা রামশরণদাস সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছেন।

স্যার পুরুষোত্তম দাস, ঠাকুরদাস, শ্রীযুক্ত দেবীপ্রসাদ খৈতান, শ্রীযুক্ত যমুনাদাস মেটা, শ্রীযুক্ত সি, এস, রঙ্গস্বামী, শ্রীযুক্ত এন, এম, মজুমদার ও মিঃ আর, চিনয়কে লইয়া একটি কার্য্যকরী সমিতি গঠিত হইয়াছে। কোষাধ্যক্ষ হইয়াছেন, মিঃ এফ, ই, দীনশা ও শ্রীযুক্ত এস, এন, পেচখানওয়ালা। মিঃ সি, বি, মেটা, মিঃ এফুয়ার ডাভার, মিঃ এ, ডি, শ্রফ ও মিঃ জে, কে, মেটা সেক্রেটারী হইয়াছেন। কারেন্সী ও মুদ্রাবিনিময় সম্পর্কে বুলেটিন প্রকাশ করা সিদ্ধান্ত হয়।

অতিলোভে তাঁতি নষ্ট

খাসী রায় ও ভীমরাজ নামক দুইজন হিন্দুস্থানী ও মণি মল্লিক নামক একজন বাঙ্গালী হরিদ্বার কালীকমলী সম্প্রদায়ের স্বামী মাধবানন্দকে প্রচুর অর্থ টাকা সম্পর্কে প্রতারণা করিবার জন্য অভিযুক্ত হয়। গত সোমবার চীফ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেটের এজলাসে উক্ত মামলা সম্পর্কে আরও কয়েকজন সাক্ষীর সাক্ষ্য গ্রহণ করা হয়।

ঘটনার বিবরণ এই যে, স্বামীজী গত জুলাই মাসে তাঁহার শিষ্যদের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য বাঙ্গলাদেশে আসেন, আসামী খাসী রায় ও ভীমরাজ স্বামীজীকে বলে যে, জনৈক বাঙ্গালী বিধবা হরিদ্বার হৃষীকেশ আশ্রমের জন্য ১৮০০০৲ টাকা দান করিবার জন্য ইচ্ছুক। অতঃপর তাহারা দুইজনে স্বামীজকে ৬০নং ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীটে তৃতীয় আসামীর গৃহে লইয়া গেলে, মল্লিক নিজেকে উক্ত বিধবার পুত্র বলিয়া পরিচয় দেয়। অতঃপর দানপত্র তৈয়ারী করিবার ষ্ট্যাম্পের জন্য আসামীরা স্বামিজীর নিকট হইতে ৮৬০৲ টাকা আদায় করে এবং স্বামীজীকে বলে যে, আসামীরা ১৮০০০৲ টাকা ও দলিল পত্র লইয়া আসিবে; কিন্তু তাহারা আর ফিরিয়া আসে না। শুনানী স্থগিত আছে।

মধ্য প্রদেশ ব্যবস্থাপক সভা

"ইউনাইটেড প্রেস' বিশ্বস্তসূত্রে জানিতে পারিয়াছেন যে, আগামী মার্চ্চ মাসে মধ্য প্রদেশ ব্যবস্থাপক সভা ভাঙ্গিয়া দেওয়া হইবে।

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

৩রা কার্ত্তিক শুক্রবার, ১৩৪০

বিশ্ব-তরঙ্গ

হার হিটলার সেদিন বলিয়াছেন—জেতৃবিজিতের মনোভাব ছাড়িয়া যতদিন পর্য্যন্ত সকলে সকলের সমানাধিকার স্বীকার করিয়া না লইতেছে, ততদিন পর্য্যন্ত জগতে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হওয়া অসম্ভব। এই হিটলারই বোধ হয় একদিন বলিয়াছিলেন যে, ভারতবর্ষে ব্রিটিশ জাতির প্রভুত্ব বজায় থাকা আবশ্যক; অর্থাৎ ইংরেজ জাতি জেতা হিসাবে বিজিত ভারতবাসীদের উপর প্রভুত্ব করিবে ইহাই সমীচীন। সুমতি আসিলেই মঙ্গল।

ফরাসীরা নাকি নূতন এক রকম গ্যাস আবিষ্কার করিয়াছে। এই গ্যাস চামড়ায় লাগিবামাত্র মানুষের মৃত্যু হইবে। আবিষ্কারকগণ বলিতেছেন—এই গ্যাস এত সহজে উৎপন্ন করা যায় যে, ৮ দিনের মধ্যে এই গ্যাসের সাহায্যে ফ্রান্সের আত্মরক্ষার ব্যবস্থা পাকা হইতে পারে। বিজ্ঞানের উন্নতির সহিত কত নরহত্যার উপায় যে আবিষ্কৃত হইবে তাহা বিশ্ব-নিয়ন্তাই জানেন।

দয়ানন্দ স্মৃতি বার্ষিকীর সম্পর্কে আজমীঢ়ে একটি শিল্প প্রদর্শনী বসে। এই প্রদর্শনীর উদ্বোধনকালে রাজপুতানার বড়লাটের এজেন্ট কর্ণেল ও গলিভি একটি বক্তৃতায় বলিয়াছেন, রাজনীতির সহিত সম্পর্কশূন্য খাঁটি স্বদেশী সর্ব্বথা সমর্থনযোগ্য এবং এইরূপ সব স্বদেশী প্রচেষ্টায় সাহায্য করিতে গবর্ণমেণ্ট সকল সময়ই ইচ্ছুক আছেন। ভারতের কৃষি ও শিল্পের শ্রীবৃদ্ধির জন্য সরকারের বিশেষ দৃষ্টিপাত হইলে জনসাধারণ এজেণ্ট বাহাদুরের কথার সত্যতা হৃদয়ঙ্গম করিতে আসিবেন।

কাউন্সিলে যাওয়া উচিত কি অনুচিত হইবে, লাহোরের সনাতন ধর্ম্ম কলেজ হলে এ সম্বন্ধে সেদিন একটি বিতর্ক হয়। এই সভায় ভারতীয় ব্যবস্থা-পরিষদের সদস্য শ্রীযুক্ত জগৎরাম পুরী কাউন্সিল প্রবেশের পক্ষে একটি বড় যুক্তি দেখাইয়াছেন। সভায় উপস্থিত পুলিশ রিপোর্টারের প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বলেন, এই সব ভদ্রলোকদের উপস্থিতির জন্য আমার রসনা রুদ্ধ আছে; কিন্তু কাউন্সিলের কক্ষে থাকিলে আমি নির্ভীকভাবে আমার মনের কথা বলিতে পারিতাম। নির্ভীকভাবে বলিতে উদ্দেশ্য সিদ্ধি করিতে পারিলেও ত হয়!

মেদিনীপুরের নিহত জিলা-ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ বার্জ্জের বিধবা পত্নী তাঁহার পাঁচ বৎসর বয়স্ক কন্যাসহ গত ১৪ই অক্টোবর সন্ধ্যায় ভিক্টোরিয়া ষ্টেশনে আসিয়া পৌঁছিয়াছেন, তিনি তাঁহার স্বামী হত্যার কথা উল্লেখ করিয়া কাঁদিয়া ফেলেন এবং বলেন "আমি আর কখনো ভারতে ফিরিয়া যাইব না।" অতঃপর তিনি বলেন, ভবিষ্যতে কি করিবেন তৎসম্বন্ধে তিনি কিছুই ঠিক করেন নাই, তবে ইতোমধ্যে কাম্বারলে তাঁহার মা বাবার সহিত কিছুদিন বাস করিবেন। তিনি তাঁহার ভারত ভ্রমণ সম্বন্ধে একখানা বই লিখিতে আশা করেন।

জৈনধর্ম্ম প্রবর্ত্তক শ্রীমহাবীর ও শ্রীগৌতম গান্ধারের ছবিযুক্ত জাপানী টালী আমদানীর ফলে অম্বালা জেলায় যথেষ্ট উত্তেজনার সৃষ্টি হইয়াছে এবং কালকায় জৈনদের এক বিশেষ সভায় ঐরূপ টালী আমদানীর প্রতিবাদ করিয়া সম্প্রতি এক প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। প্রস্তাবে বলা হইয়াছে যে, ঐ সকল টালী বাড়ীর মেজে তৈয়ারীর জন্য ব্যবহৃত হয়; উহাতে জৈনদের ধর্ম্মানুভূতিতে দারুণ আঘাত লাগে। প্রস্তাবের নকল বড়লাট ও জাপানের কন্সাল জেনা নিকট প্রেরিত হইয়াছে।

এসোসিয়েটেড প্রেসের প্রতিনিধির নিকট জাপানী কন্সাল জেনারেল মিঃ টি মিয়াকী বলেন যে, ঐরূপ কোন প্রস্তাব আনন্দের সহিত গ্রহণ করিবেন এবং তাঁহার গবর্ণমেণ্টের নিকট অবিলম্বে তাহা প্রেরণ করিবেন। তিনি আরও বলেন যে, এইরূপ ভুল ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান সমূহের এই প্রথম নহে—জাপানকেই শুধু একমাত্র অপরাধী বলা চলে না। তাঁহাকে যদি এই অভিযোগ যথারীতি জানানো হয়, তাহা হইলে ভবিষ্যতে ঐরূপ টালী আমদানী বন্ধ করা সহজ হইবে।

গত ৬ই অক্টোবর রাত্রিতে ছাপরা, জেলার অন্তর্গত বারাওয়া থানার দারোগা দীনদয়াল পাণ্ডে কোনও এক অজ্ঞাত ব্যক্তির ছুরিকাঘাতে আহত হইয়াছিলেন। গত বৃহস্পতিবার গোপালগঞ্জ হাসপাতালে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে।

গত ১৬ই অক্টোবর তাঁহার মৃতদেহ ছাপরায় আনিয়া অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া করা হইয়াছে। উক্ত দারোগার বাড়ীতে পাহারা দিবার জন্য যে চৌকীদার নিযুক্ত করা হইয়াছিল, ঘটনার পর সে নিরুদ্দেশ হয়। তাহাকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। সে নাকি এক স্বীকারোক্তি করিয়াছে। হত্যার কারণ এখনও অজ্ঞাত।

বাঙ্গালার আর্থিক অবস্থা

(১০)

পার্শী কমিটী

পার্শী কমিটী রাষ্ট্রসঙ্ঘের ও প্রদেশগুলির রাজস্ব বিভাগের বিষয় বিচার করেন। রাষ্ট্রসঙ্ঘ গঠিত হইলে যে সব ব্যয় অনিবার্য্য হইবে, সে সকল হিসাবে না ধরিয়া পার্শী কমিটী বর্ত্তমান প্রচলিত হিসাব ধরিয়া রাষ্ট্রসঙ্ঘের আর্থিক অবস্থা কিরূপ হইবে তাহা দেখাইয়া দেন:—

রাজস্ব।	লক্ষ টাকা।
পণ্য শুল্ক	৫১,২০
আদায়ের ব্যয়	৯০
অবশিষ্ট	৫০,৩০
লবণ	৬,৭০
ব্যয়	১,১৫

ব্যয়।	লক্ষ টাকা।
ঋণের বাবদে সুদ	১১,২৫
ঋণশোধ জন্য মজুদ	৬,৫০
ডাক ও তার বিভাগ	
সামরিক বাজেট	৪৭.০০
সীমান্ত রক্ষা	১,৭০

রাজস্ব।	লক্ষ টাকা।
অবশিষ্ট	৫,৫৫
অহিফেন	৭৮
প্রস্তুত করিবার ব্যয়	৭৩
অবশিষ্ট	৫
রেলের মোট আয়	৫,০০
কারেন্সী ও টাকশাল	৩,৮০
বিবিধ—	
সাধারণ	১,৬৬
মোট	১.৯৬
সামন্ত রাজ্য হইতে	
প্রাপ্য আয়কর	১৮,০০
আদায়ের ব্যয়	৮০
অবশিষ্ট	১৭,৩০
মোট রাজস্ব	৮৪,৬০
উদ্বৃত্ত	৪,৫০

ব্যয়।	লক্ষ টাকা।
সাধারণ শাসন (টেরিটোরিয়াল ও রাজনীতিক পেন্সনও ধরিয়া)	৬,৮৫
সাধারণ পেন্সন	২,৬৫
উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত-প্রদেশে দেয়	১,০০
সিভিল ওয়ার্কস	১.৬০
চীফ কমিশনার-শাসিত প্রদেশ প্রভৃতির ব্যয়	১,৫৫
মোট ব্যয়	[illegible]

কমিটী, প্রদেশসমূহের আয়ের অবস্থা কিরূপ হইবে, তাহার নিম্নলিখিত তালিকা প্রদান করেন:—

	উদ্বৃত্ত (+) ও ঘাটতি (—) (লক্ষ টাকা)
মাদ্রাজ	— ২০
বোম্বাই	— ৬৫
বাঙ্গালা	— ২০০
যুক্তপ্রদেশ	+ ২৫
পঞ্জাব	+ ৩০
বিহার ও উড়িষ্যা	— ৭০
মধ্যপ্রদেশ	— ১৭
আসাম	— ৬৫

আয়কর। এই কমিটী আয়কর বণ্টন সম্বন্ধে পীল কমিটীর প্রস্তাব বিচার করেন। প্রধানতঃ দুইটি বিষয় বিবেচনা করিতে হইয়াছিল:—

(১) আয়করের টাকা কিরূপে প্রদেশসমূহের মধ্যে বণ্টন করিয়া দিলে ব্যবস্থা সঙ্গত হইবে।

(২) আয়করের টাকা প্রদেশসমূহের মধ্যে বণ্টন করিয়া দিলে কেন্দ্রী-সরকারের যে ঘাটতি হইবে তাহা পূরণ করিবার জন্য কিরূপে প্রদেশগুলির কাছে 'বাৎসরিক' লইলে তাহা সঙ্গত হইবে।

বিভাগের ব্যবস্থা। কমিটী প্রত্যেক প্রদেশে যে টাকা আদায় হয় তদনুসারে টাকা বণ্টন করিবার প্রস্তাব অগ্রাহ্য করেন; কারণ, তাহাতে ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের মধ্যে ব্যবস্থাগত অবিচার অনিবার্য্য হইবে। তাঁহারা বলেন, "অনেক সময় নানা স্থানে কাজ করিলেও কোম্পানীর প্রধান কার্য্যালয় যে স্থানে অবস্থিত, সেই স্থানেই তাহার আয়কর আদায় হয় এবং ব্যবসা ও শিল্পপ্রধান স্থানেই প্রধান কার্য্যালয় প্রতিষ্ঠিত থাকে। তদ্ভিন্ন দেশের সকল স্থানের লোকের কোম্পানীর কাগজের সুদ কলিকাতা, বোম্বাই ও মাদ্রাজে পাবলিক ডেট আফিসে প্রদান করা হয়। এই প্রদেশত্রয়ে ট্যাক্স ধার্য্য বা আদায় হয় বলিয়াই যে যে সকল প্রদেশে আয় অর্জ্জিত হয় বা করদাতা বাস করে সে সকল প্রদেশকে বঞ্চিত করিয়া এই প্রদেশ তিনটিকে অধিক টাকা দেওয়া হইবে, এ ব্যবস্থা সঙ্গত নহে।" কোন্ স্থানে আয় অর্জ্জিত হয় তাহা জানিতে পারা দুষ্কর বলিয়া কমিটী অর্জ্জনের স্থান হিসাবে টাকা ভাগ করিবার প্রস্তাবও অগ্রাহ্য করেন। তাঁহারা স্থির করেন, যে সব আয় কোথায় অর্জ্জিত তাহা সহজে স্থির করা যায় না, সে সব আয় প্রদেশের লোকসংখ্যার অনুপাতে ভাগ করাই সুবিধাজনক।

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে

বিশ্ব একমাত্র দৈনিক
— পারমার্থিক পত্র —
শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশ
তনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনম্,
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং
প্রেমা পুমর্থো মহান্,
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং
তত্রাদরো নঃ পরঃ॥

৮ম বর্ষ } ১৭ই দামোদর গৌরাব্দ ৪৪৭, ৩রা কার্ত্তিক বঙ্গাব্দ ১৩৪০, ২০শে অক্টোবর ইং ১৯৩৩, শুক্রবার { ১৯ তম সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

পাটনা হইতে প্রেরিত মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ অতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী ভক্তিসারঙ্গ মহোদয়ের গত ৫ই অক্টোবরের পত্রে প্রকাশ, পাটনা কদমকোয়ান (পোঃ বাঁকিপুর) নামক স্থানে পরলোকগত ব্যারিষ্টার এন্, কে, বানার্জ্জির বাংলাতে শ্রীগৌড়ীয় মঠের প্রদর্শনী-অফিস স্থাপিত হইয়াছে। এই অফিসের সন্নিহিত ভূমিতেই প্রস্তাবিত সৎশিক্ষা-প্রদর্শনীর কার্য্য আরম্ভ হইবার কথা। পণ্ডিতজী ব্যতীত ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি মহারাজ প্রমুখ প্রচারকগণও বর্ত্তমানে ঐ অফিসে অবস্থান করিয়া বিপুল উৎসাহের সহিত শ্রীচৈতন্যশিক্ষা প্রচার করিতেছেন। শ্রীশ্রীল প্রভুপাদেরও শীঘ্রই তথায় শুভবিজয়ের সম্ভাবনা।

কলিকাতা গৌড়ীয়মঠের বিশ্ববিখ্যাত অন্নকূট-মহোৎসবদর্শনের নিমিত্ত ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ হইতে অনেক মনীষি শ্রীগৌড়ীয়মঠে উপস্থিত হইতেছেন। ইতঃপূর্ব্বে শ্রীউৎসবের এরূপ সৌষ্ঠব আর কোথাও দেখা যায় নাই, সুতরাং সর্ব্বসাধারণের এই উৎসব-দর্শনে কৌতূহল স্বাভাবিক। উৎসবের বিস্তৃত বিবরণ পরে প্রকাশিত হইবে।

গত ২৩শে সেপ্টেম্বর লণ্ডন গৌড়ীয়মঠের রক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন মহারাজের সহিত Director of the Institut Francais Dr. D. Saurat-মহোদয়ের সাক্ষাৎ হইয়াছিল। তিনি গৌড়ীয়মঠের উদ্দেশ্য শ্রবণ করিয়া যৎপরোনাস্তি আনন্দ প্রকাশ করিয়াছেন এবং তাঁহার Diaryর মধ্যে কলিযুগপাবনাবতারী শ্রীচৈতন্যদেব ও বর্ত্তমান যুগে তাঁহারই শিক্ষা-প্রচারক আচার্য্যবর্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের নাম লিপিবদ্ধ করিয়া লইয়াছেন। Dr. Saurat কিঞ্চিৎ সংস্কৃত জানেন। তিনি বলেন যে, ফ্রান্সের শিক্ষিত-সম্প্রদায় আচার্য্য রামানুজ ও শঙ্করের নাম শ্রবণ করিয়াছেন, তাঁহারা দার্শনিক কথা-শ্রবণে আগ্রহান্বিত। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য ও শ্রীচৈতন্যদেবের দার্শনিক সিদ্ধান্ত ফ্রান্সের অধিবাসিগণের নিকট বিশেষ অভিনব দার্শনিক তত্ত্বরূপে অভ্যর্থিত হইবে। ফ্রান্সের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ও বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচারকগণের বক্তৃতার আয়োজন হইতেছে।

বালিয়াটী গদাই-গৌরাঙ্গ-মঠে শ্রীঊর্জ্জাব্রতের ৫ম ও ৬ষ্ঠ দিবস নিম্নলিখিত বিষয়-সমূহ পাঠ ও ব্যাখ্যা হইয়াছে। একদা মহর্ষি-কর্দ্দম-পত্নী দেবহূতি পূর্ব্ব-কথিত ব্রহ্মার বাক্যে স্বীয় পুত্র কপিলদেবকে স্বয়ং ভগবান্-জ্ঞানে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—হে ভূমন্! অসৎ-ইন্দ্রিয়বর্গের বিষয়াভিলাষ হইতে আমি অত্যন্ত শ্রান্তা হইয়াছি। হে প্রভো, সেই অভিলাষ পূর্ণ করিতে করিতে আমি ক্রমশঃ ঘোর অজ্ঞান-তিমিরাবৃত সংসার-কূপে পতিত হইতেছিলাম। কিন্তু হে ভগবন্! আজ আমার বহু জন্মের পর আপনারই অনুগ্রহে সেই দুষ্পার অন্ধতমের পারগামী সচ্চক্ষুরূপ আপনাকে প্রাপ্ত হইয়াছি। আপনি যে আমারই চক্ষুস্বরূপ তাহা নহে, আপনি একমাত্র আদিদেব ভগবান্ ও সমস্ত পুরুষের অধীশ্বর, আপনি অজ্ঞান-তমসান্ধ নিখিল জীবের চক্ষু-প্রকাশক ও সূর্য্যরূপে উদিত হইয়াছেন।

হে দেব, এই দেহে 'আমি ও আমার' বুদ্ধিরূপ যে অসৎ আগ্রহ জন্মিয়াছে, তাহা আপনার বহিরঙ্গ-মায়াশক্তি কর্ত্তৃকই যোজিত হইয়াছে, অতএব আপনিই আমার সেই সম্মোহ-দূরীকরণে একমাত্র সমর্থ।

হে দেব, আপনিই একমাত্র শরণ্য ও স্বীয় অনুগত জনের সংসার বৃক্ষ ছেদন করিবার পক্ষে কুঠার-স্বরূপ; আমি আপনার শরণাগত হইলাম, সর্ব্বধর্ম্মবিৎ সাত্বতগণের মধ্যে আপনিই শ্রেষ্ঠ; আমি প্রকৃতি ও পুরুষের বিষয় জ্ঞাত হইবার ইচ্ছায় আপনাকে নমস্কার করিতেছি।

শ্রীভগবান্ কপিলদেব কহিলেন,—হে মাতঃ, আমার মনে হয়—ভক্তি, জ্ঞান, ও কর্ম্মের মধ্যে পরমাত্মনিষ্ঠ ভক্তিযোগই পুরুষের পরম-মঙ্গললাভের উপায়স্বরূপ নিঃশ্রেয়ঃ-দানে সমর্থ। উক্ত উপাসনা-যোগ অবলম্বনদ্বারাই সুখ এবং দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি হয়।

হে নিষ্পাপে, পুরাকালে ঋষিগণ শম-দমাদি আত্মকুশল পরমাত্মা-যোগ শ্রবণ করিতে সমুৎসুক হইলে আমি ঋষিগণকে যে যোগের বিষয় বলিয়াছিলাম অদ্য আপনাকেও তাহাই বলিব।

মাতঃ চিত্তই জীবাত্মার বন্ধন এবং মুক্তির কারণ, যেহেতু ঐ চিত্ত বিষয়ে আসক্ত হইলেই জীবের বন্ধন উপস্থিত হয় এবং পরম-পুরুষ শ্রীভগবানে নিযুক্ত হইলেই তাহার মুক্তি

মাতঃ, নিখিল জীবের আত্মস্বরূপ শ্রীভগবানে ভক্তিযোগাশ্রয় ভিন্ন যোগিগণের শুদ্ধ-স্বরূপোদ্বোধনের আর দ্বিতীয় মঙ্গল-জনক পন্থা কিছুই নাই।

পণ্ডিতগণ বলিয়া থাকেন যে, আসক্তিই জীবাত্মার পক্ষে দৃঢ়-বন্ধন-স্বরূপ, আবার সেই আসক্তিই যদি সাধুপুরুষে কৃত হয়, তাহা হইলে উহাই মোক্ষের দ্বারস্বরূপ হইয়া থাকে। উক্ত মোক্ষ সাযুজ্যাদি-মুক্তি দ্বারা সম্পূর্ণরূপে অনাবৃত, ঐকান্তিকী সেবার আনুষঙ্গিক ফলমাত্র।

সেই সাধুর তটস্থ-লক্ষণ সম্বন্ধে বলিতেছি, শ্রবণ করুন। তাঁহারা হরিকীর্ত্তনে বৃক্ষের ন্যায় সহিষ্ণু, জীবদুঃখে দয়ার্দ্র, প্রাণিমাত্রেরই নিত্যমঙ্গল বিধাতা; তাঁহারা সকল জীবকেই অন্বয় ও ব্যতিরেক ভাবে ভগবানেরই সেবক বলিয়া জানেন, সুতরাং কাহাকেও শত্রু ভাবেন না, তাঁহারা নিষ্কাম অতএব শান্ত; শাস্ত্রানুবর্ত্তিতা ও সুশীলতাই তাঁহাদের ভূষণ-স্বরূপ।

ঐ সাধুগণের স্বরূপ-লক্ষণ-সম্বন্ধে বলিতেছি শ্রবণ করুন। তাঁহারা আমাকেই (শ্রীভগবান্‌কেই) ভজনীয় বিষয়-জ্ঞানে আমাতে একনিষ্ঠ-ভক্তি করিয়া থাকেন। আমার সেবাসুখ-তাৎপর্য্যে সব ধর্ম্ম পরিত্যাগ করেন। আমার জন্য স্বজন-বন্ধুবান্ধবাদি সর্ব্বস্ব পরিত্যাগ করিয়া থাকেন; তাঁহারা মদ্বিষয়ক পবিত্র কথা শ্রবণ ও পরস্পর কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। মদ্গতচিত্ত এই সকল সাধুগণকে আধ্যাত্মিকাদি-তাপ ব্যথিত করিতে পারে না। হে সাধ্বি, উক্ত গুণসম্পন্ন এই সকল সাধুগণ পুরুষার্থ-চতুষ্টয়ে আসক্তি-শূন্য; তাঁহারাই অসৎসংসর্গজনিত দোষ হরণ করিতে সমর্থ সুতরাং হে মাতঃ, এই প্রকার সাধুগণের সঙ্গই আপনার প্রার্থনীয়।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১৭ দামোদর, তিথি গর্ভোদশায়ী

শ্রীশ্রীগোবর্দ্ধনপূজা

গোবর্দ্ধনপূজা—আকর ভগবদ্‌বিগ্রহের পূজা

আজ গৌড়ীয়বৈষ্ণবগণের বড়ই আনন্দের দিন। কারণ এই তিথিতে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং অন্যান্য দেবদেবী-পূজার তুচ্ছত্ব প্রদর্শন পূর্ব্বক গোবর্দ্ধনপূজার সর্ব্বশ্রেষ্ঠতা প্রদর্শন করিয়াছেন। শ্রীগোবর্দ্ধন সাক্ষাৎ ভগবদ্‌বিগ্রহ; সুতরাং শ্রীকৃষ্ণের শ্রীগোবর্দ্ধনপূজা-প্রবর্ত্তন-লীলায় আমরা শ্রীমদ্ভাগবতের (৪।৩১।১৪) নিম্নলিখিত শ্লোকটীর উপদেশ বিগ্রহরূপে দর্শন করিবার সৌভাগ্য লাভ করিতেছি।

যথা তরোর্ম্মূলনিষেচনেন
তৃপ্যন্তি তৎস্কন্ধভুজোপশাখাঃ।
প্রাণোপহারাচ্চ যথেন্দ্রিয়াণাং
তথৈব সর্ব্বার্হণমচ্যুতেজ্যা॥

—যেরূপ বৃক্ষের মূলদেশে সুষ্ঠুরূপে জল-সেচন করিলেই উহার স্কন্ধ, শাখা, উপশাখা পত্রপুষ্পাদি সকলেই সঞ্জীবিত হয় (মূল ব্যতীত পৃথগ্‌ভাবে বিভিন্ন স্থানে জলসেচন করিলে তদ্রূপ হয় না), প্রাণে আহার্য্য প্রদান করিলে যেরূপ সমস্ত ইন্দ্রিয়েরই তৃপ্তি সাধিত হয় (কিন্তু ইন্দ্রিয়সমূহে পৃথক্ পৃথক্ ভাবে অনুলেপনদ্বারা তদ্রূপ হয় না), সেইরূপ একমাত্র শ্রীকৃষ্ণের পূজাদ্বারাই নিখিল দেব পিত্রাদির পূজা হইয়া থাকে (তাঁহাদের আর পৃথক্ পৃথক্ পূজার প্রয়োজন হয় না)।

পূজায় আহ্বান

গোবর্দ্ধনপূজায় নিযুক্ত হইলে মানবগণের বাস্তবিকই নিত্যকল্যাণ লাভ হইতে পারে। এই নিত্যকল্যাণ-প্রদানের নিমিত্তই করুণার বরুণালয় শ্রীগৌড়ীয়মঠ প্রতি বৎসর অতিশয় জাঁকজমকের সহিত শ্রীগোবর্দ্ধন-পূজার ব্যবস্থা করিয়া বিশ্ববাসীকে তাহাতে অর্ঘ্য-প্রদানার্থ আহ্বান করিয়া থাকেন। এবারও সেই আহ্বান যথাসময়ে সাময়িক-পত্র-সংযোগে প্রেরিত হইয়াছে। এবার আরও আনন্দের বিষয় এই যে, যিনি সেবক-ভগবদ্‌রূপে জগতে প্রকাশিত হইয়া জগদ্বাসীকে প্রেমময়ের রাজ্যের সৌন্দর্য্যে আকর্ষণ করিতেছেন, সেই করুণাবারিধি শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ স্বয়ং এবার শ্রীগৌড়ীয়মঠে উপস্থিত থাকিয়া মানবাত্মার হিত-সাধনে প্রেরণা প্রদান করিতেছেন।

ব্রজগোপগণের ইন্দ্রপূজার আয়োজন

এক্ষণে আমরা শ্রীকৃষ্ণের গোবর্দ্ধন-পূজা প্রবর্ত্তনলীলা সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিতেছি। বর্ষাপগমে শরৎকালের আগমন হইয়াছে, পাদপবৃন্দ উজ্জ্বল-শ্যামবর্ণ-সুশোভিত হইয়া শ্যামসুন্দরের নয়নানন্দ বর্দ্ধন করিতেছেন, নির্ম্মল-জলবাহী নির্ঝরসমূহ ঝর ঝর তানে কৃষ্ণগুণগানে প্রমত্ত, পর্ব্বতসমূহ শ্যামলবস্ত্রে সুমণ্ডিত, বিহগকুল মনের আনন্দে ইতস্ততঃ ভ্রমণপূর্ব্বক সুমধুর-স্বরে শ্যামকীর্ত্তনে নিমগ্ন, পিককুল অপূর্ব্ব চাতুর্য্যের সহিত নৃত্য-কলাদি প্রদর্শন পূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছেন, গাভীগণ মনের আনন্দে মাঠে বিচরণ করিতেছেন, কখনও বা শ্যামসুন্দরের সুমধুর মুরলীতানে একদৃষ্টে নির্ণিমেষনেত্রে তাঁহার দিকে তাকাইয়া আছেন, ধেনুবৎসগণ মাতৃস্তন পরিত্যাগ করিয়া শ্যামের বাঁশরী-মাধুরী-পানে প্রমত্ত, ব্রজরামাগণ বংশীরবে উৎকর্ণ, আকাশে নীরহীন মেঘমালা ইতস্ততঃ বিচরণ করিতেছে, যমুনা নির্ম্মল নীরের কলধ্বনিতে কালসোণার গুণকীর্ত্তন করিতেছেন। বারি প্রদানপূর্ব্বক শস্য-উৎপাদনের সাহায্য করিবার নিমিত্ত ব্রজবাসী গোপবৃন্দ এইরূপ মনোরম সময় ইন্দ্রযজ্ঞের আয়োজন করিতে লাগিলেন। সর্ব্বান্তর্যামী সর্ব্বসাক্ষী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সমস্ত জানিয়াও যেন কিছুই জানেন না, এইরূপ ভাবে নন্দ প্রভৃতি গোপগণের নিকট বিনয়াবনত হইয়া জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন, হে "পিতঃ! আপনাদের এই প্রকার সুমহৎ আয়োজন কেন? যদি যজ্ঞের জন্য হয় তাহা হইলে ঐ যজ্ঞের ফল কি? দেবতাই বা কে? এবং কোন্ অধিকারী কোন্ দ্রব্যের দ্বারা এই যজ্ঞ করেন তাহা জানিবার জন্য আমার বড়ই কৌতূহল হইতেছে; আপনারা অনুগ্রহ পূর্ব্বক বর্ণন করিলে আমার বড়ই আনন্দ হয়। সপ্তমবর্ষীয়-বালক কৃষ্ণের বাক্য শ্রবণ করিয়া গোপবৃন্দ কোন উত্তর করিলেন না। তাহাদের মৌন-ভাব দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণ পুনরায় বলিতে লাগিলেন—'যাঁহারা সর্ব্বত্র আত্মদৃষ্টিসম্পন্ন, আত্মপরভেদজ্ঞান-শূন্য, মৈত্রী ঔদাসীন্য বা বিদ্বেষভাব-রহিত, এতাদৃশ মহৎ সাধুগণ জগতে কোন কর্ম্মই গোপন করেন না। আর যাঁহারা ভেদ-দৃষ্টি-সম্পন্ন, তাঁহারা যদিও উদাসীন পুরুষকে শত্রুর ন্যায় বর্জ্জন করেন অর্থাৎ তাঁহার নিকট মন্ত্রণাদি গোপন রাখেন তথাপি সুহৃজ্জনকে আত্ম-তুল্য বিশ্বাস করিয়া থাকেন। সুতরাং আমি যদি আপনাদের সুহৃদ্ হইয়া থাকি তাহা হইলে আপনাদের আমার নিকট মন্ত্রণা গোপন করা সঙ্গত নহে। জগতের লোক-সকল কেহ কেহ কর্ত্তব্য বিষয়ের ফলাদি যাবতীয় বিষয়, অবগত হইয়া আবার কেহ কেহবা তাহা অবগত না হইয়াই কর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন কিন্তু যাঁহারা সমুদয় বৃত্তান্ত জানিয়া কর্ম্ম করেন তাঁহাদের কর্ম্ম যেমন সুসম্পন্ন হয়, অজ্ঞ ব্যক্তির কর্ম্ম তদ্রূপ হয় না। অতএব আপনাদেরও গতানুগতিক মার্গে না চলিয়া সুহৃদ্‌গণের সঙ্গে বিচার পূর্ব্বকই কর্ম্মানুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য। আমি জিজ্ঞাসা করিতেছি যে, আপনাদের এ ক্রিয়ানুষ্ঠান কি কোন শাস্ত্রাদিবিচারে অনুষ্ঠিত হইয়াছে অথবা লৌকিক আচারে আপনারা এরূপ মহোৎসবের আয়োজন করিতেছেন তাহা যুক্তি-সহকারে বলুন।"

সপ্তমবর্ষীয় বালকের মুখে এই প্রকার বিচারপূর্ণ বাক্য শ্রবণ করিয়া গোপবৃন্দ বিস্মিত হইলেন। শ্রীনন্দ মহারাজ উত্তর করিলেন,—"ভগবান্ ইন্দ্রদেব—পর্জ্জন্যরূপী, মেঘসমূহ তাঁহার প্রিয়মূর্ত্তিস্বরূপ। সেই মেঘই স্থাবর-জঙ্গম ভূতগণের তৃপ্তিজনক এবং মৃতপ্রায় তৃণাদির প্রাণপ্রদ জল বর্ষণ করিয়া থাকে। হে বৎস! আমরা এবং অন্য মানবগণ সেই মেঘাধিপতি ঈশ্বর ইন্দ্রদেবকে তদীয় বৃষ্টিজাত-ধান্যাদি-দ্রব্য দ্বারা সম্পাদিত যজ্ঞসমূহদ্বারা আরাধনা করিয়া থাকি। তদীয় যজ্ঞাবশিষ্ট অন্নদ্বারাই লোকসকল জীবনধারণ করিয়া ত্রিবর্গ-সম্পাদনে সমর্থ হয়। যদি বল, কৃষি প্রভৃতিই লোকের জীবনোপায়, তথাপি মেঘই ঐ কৃষি প্রভৃতি কর্ম্মের ফল সম্পাদন করিয়া থাকে। যে-ব্যক্তি স্বেচ্ছা, দ্বেষ, ভয় বা লোভবশতঃ কুল-পরম্পরা-গত এই ধর্ম্ম পরিত্যাগ করেন, তিনি নিশ্চয়ই মঙ্গল লাভ করেন না।"

শ্রীকৃষ্ণের গোপগণকে ইন্দ্রপূজার পরিবর্ত্তে গোবর্দ্ধন-পূজার নিমিত্ত আদেশ

নন্দ মহারাজের ও অন্যান্য গোপবৃন্দের ঐসকল বাক্য শ্রবণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ বলিতে লাগিলেন—"হে পিতঃ, ইহলোকে জীবগণ কর্ম্মবশতঃই জন্ম, মৃত্যু, সুখ, দুঃখ, ভয় এবং শুভ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। যদিও অপরের কর্ম্মফলদাতা একজন ঈশ্বর আছেন, তথাপি তিনিও কর্ম্ম প্রভৃতি অন্য কোন বস্তুকে অবলম্বন করিয়াই ফলদান করেন, যেহেতু কর্ম্মশূন্য ব্যক্তিকে কখনও ফলদান করিতে দেখা যায় না। ইহলোকে জীবমাত্রই কর্ম্মানুবর্ত্তী, তাহাদের সেই প্রাক্তন-সংস্কার-জন্য কর্ম্মের অন্যথা করিতে ইন্দ্রও বস্তুতঃ সমর্থ নহে। অতএব ইন্দ্রের পূজায় লাভ কি? জীবমাত্রই স্বভাবের অধীন এবং অনুবর্ত্তী। দেবাসুর মানব প্রভৃতি এই নিখিল ব্রহ্মাণ্ড স্বভাবেই অবস্থিত রহিয়াছে, জীব কর্ম্মবশেই দেব-তির্য্যগাদি বিবিধ দেহ প্রাপ্ত হইয়া সেই কর্ম্মবশেই পুনরায় তাহা ত্যাগ করে। কর্ম্মই শত্রু, মিত্র ও উদাসীন-স্বরূপ। কর্ম্মিগণের কর্ম্মই গুরু ও ঈশ্বর এবং কর্ম্মের অধীন হইয়া ফলদান করে বলিয়া কর্ম্মই বস্তুতঃপক্ষে তাহাদের ঈশ্বর। অতএব ব্রাহ্মণাদি বর্ণে অবস্থান পূর্ব্বক স্ব-স্ব বর্ণ-বিহিত কর্ম্মে রত থাকা কর্ম্মিগণের কর্ত্তব্য, যাঁহার আশ্রয়ে সুখে জীবিকা নির্ব্বাহ হয়, তিনিই মানবগণের দেবতা। অসতী নারী স্বামীর আশ্রয়ে থাকিয়া গোপনে পর-পুরুষের [illegible]

পায় রূপে অবলম্বন পূর্ব্বক অন্য বস্তুর সেবা করিলে কল্যাণভাগী হয় না। আমরা বৈশ্যবর্ণে অবস্থিত; আমাদের কৃষি, বাণিজ্য, গো-রক্ষা ও কুসীদ এই চারিটী জীবিকোপায় হইলেও আমরা তন্মধ্যে কেবলমাত্র গো-রক্ষা-কেই অবলম্বন করিয়া আছি।

"সত্ত্ব, রজ, তমঃ এই গুণত্রয়দ্বারা যথাক্রমে স্থিতি, সৃষ্টি ও বিনাশ সংঘটিত হয়। তন্মধ্যে রজঃগুণে বিশ্ব উৎপন্ন হয়, পশ্চাৎ স্ত্রীপুরুষের সংযোগে বিবিধ প্রাণি-জগতের সৃষ্টি হইয়া থাকে। মেঘরাশিও ঐ রজঃগুণে চালিত হইয়াই সর্ব্বত্র জলবর্ষণ করিয়া থাকে এবং ঐ জলদ্বারাই প্রজাগণ জীবনধারণ করে। প্রজা-রক্ষা-বিষয়ে ইন্দ্রের কিছুমাত্র হাত নাই। হে পিতঃ! আমরা বনবাসী, সর্ব্বদা বন ও পর্ব্বতাদিতেই বাস করি, অতএব আমাদের কর্ত্তব্য—গো, ব্রাহ্মণ ও পর্ব্বতের উদ্দেশ্যে যজ্ঞ আরম্ভ করা। সুতরাং আপনারা ইন্দ্রযজ্ঞের সম্ভারাদির দ্বারা এই যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতে থাকুন, পায়স হইতে আরম্ভ করিয়া মুদ্গসূপ পর্য্যন্ত ও গোধূমজাত পিষ্টক, শষ্কুলি প্রভৃতি প্রস্তুত হউক এবং সকল ব্রজবাসীর দুগ্ধ-দধি প্রভৃতি এখানে আনয়ন করা হউক। ব্রহ্মবাদী ব্রাহ্মণগণ অগ্নিতে যথাযথভাবে হোম করুন, সেই ব্রাহ্মণগণকে বহুগুণযুক্ত অন্ন ও ধেনু প্রভৃতি দক্ষিণা দেওয়া হউক। কুক্কুর-চণ্ডালাদি পতিতগণকেও যথাযোগ্য দান করা হউক এবং গো-সমূহকে তৃণ প্রদান পূর্ব্বক গোবর্দ্ধনগিরির পূজা উপহার প্রদান করুন। অতঃপর মনোরম অলঙ্কার ও বেশভূষা পরিধান করিয়া আপনারা প্রসাদ-গ্রহণ পূর্ব্বক গো, ব্রাহ্মণ, অগ্নি ও গোবর্দ্ধন পর্ব্বত প্রদক্ষিণ করুন। এই যজ্ঞ গো-ব্রাহ্মণাদির এবং আমার বিশেষ প্রীতিজনক।"

গোপগণের পূজা ও শ্রীগোবর্দ্ধনের পূজা গ্রহণ

শ্রীকৃষ্ণের গোপবৃন্দের প্রতি এই আদেশ পাঠ করিয়া অনেকে হয়ত প্রশ্ন করিবেন, ইহাতে কি শ্রীকৃষ্ণ কর্ম্মমার্গেরই প্রাধান্য স্থাপন করিলেন না? বস্তুতঃপক্ষে শ্রীকৃষ্ণের এই সকল বাক্যে কর্ম্মমার্গের প্রশ্রয় দেওয়া হয় নাই। যদিও নিতান্ত নিম্নাধিকারিগণের প্রতি বর্ণধর্ম্ম-যাজনের ইঙ্গিত এই সকল বাক্যে রহিয়াছে, তথাপি বিজ্ঞগণ শ্রীকৃষ্ণের এই সকল উক্তিতে—তিনি যে তাঁহার পার্ষদ গোপগণের অজ্ঞতা উপলক্ষ্য করিয়া গোবর্দ্ধন-গিরিরাজের অর্থাৎ সাক্ষাৎ ভগবত্তনুরই সেবা করিবার উদ্দেশ করিলেন তাহাই লক্ষ্য করিবেন। শ্রীভগবানের "আমার প্রীতিজনক" বাক্যে স্পষ্টভাবেই ভক্তিমার্গের কথাই লক্ষ্য করা যাইতেছে। কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতিবাঞ্ছার চেষ্টাই ভক্তি। তবে যে শ্রীকৃষ্ণের নিত্যসিদ্ধ পার্ষদগণের মধ্যে

ইন্দ্রপূজা প্রভৃতি আয়োজন দৃষ্ট হইয়াছিল তাঁহার অভ্যন্তরে বাৎসল্য-রসে কৃষ্ণপূজার বাসনাই দেদীপ্যমান। ইন্দ্রের পূজা করিলে তিনি সন্তুষ্ট হইয়া জলপ্রদান করিবেন এবং সেই জলে শস্যাদি উৎপন্ন হইলে তদ্দ্বারা মনের আনন্দে শ্রীকৃষ্ণের সেবা করা যাইবে—এই উদ্দেশ্যেই গোপবৃন্দ ইন্দ্রপূজার আয়োজন করিয়াছিলেন। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ যখন সাক্ষাদ্ভাবে তাঁহার (অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের) প্রীতি সম্পাদনের উপায় বর্ণন করিলেন, তখন গোপবৃন্দ আনন্দিত-চিত্তে তাহা গ্রহণ করিলেন এবং ইন্দ্রযজ্ঞের উপকরণ দ্বারা গিরি-গোবর্দ্ধনের পূজা ও প্রদক্ষিণ করিলেন। অনন্তর নানাবিধ অলঙ্কারে সুসজ্জিত হইয়া গোপ-গোপীগণ কৃষ্ণমাহাত্ম্য গান করিতে লাগিলেন। তখন কৃষ্ণচন্দ্র গোপগণের বিশ্বাসজনক বৃহৎশরীর-বিশিষ্ট অন্য প্রকার রূপ ধারণ করিয়া "আমি গোবর্দ্ধন-গিরি" এইরূপ বলিতে বলিতে প্রচুর পূজা গ্রহণ করিলেন। তৎপরে ব্রজবাসিগণের সহিত মিলিত হইয়া নিজেই নিজকে প্রণামপূর্ব্বক গোপগণকে বলিতে লাগিলেন,—"ঐ দেখুন মূর্ত্তিমান্ গোবর্দ্ধন-গিরি আমাদিগের প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়া পূজা গ্রহণ করিতেছেন। এই গোবর্দ্ধনই স্বেচ্ছায় সর্পাদি রূপ ধারণ করিয়া অবজ্ঞাকারী বনবাসী জীবগণকে বিনাশ করেন। আসুন, আমরা সকলে মিলিয়া আত্মমঙ্গল লাভের জন্য ইঁহাকে প্রণাম করি। গোপগণ শ্রীকৃষ্ণের প্রদর্শিত পন্থানুসারে গো, ব্রাহ্মণ ও গিরি-গোবর্দ্ধনের পূজা সম্যগ্‌রূপে করিয়া ব্রজে গমন করিলেন।

আত্মশোধন

অদ্য আমরা গোবর্দ্ধন-পূজালীলা আলোচনা করিলাম। আগামী কোন সংখ্যায় ব্রজবাসী গোপগণের নিকট পূজা না পাইয়া ইন্দ্র ক্রোধবশতঃ ব্রজনাশার্থ যে হীন-চেষ্টা করিয়াছিলেন এবং শ্রীকৃষ্ণ গিরি উত্তোলনপূর্ব্বক যে-প্রকারে গোকুল রক্ষা করিয়া 'গিরিধারী'-নামে অভিহিত হইয়াছেন তাহা বর্ণন করিব। এক্ষণে শ্রীকৃষ্ণের গোবর্দ্ধনপূজা-লীলারহস্যের শিক্ষা-সার বর্ণন পূর্ব্বক আত্মশোধনের প্রয়াস পাইতেছি।

গোবর্দ্ধন-পূজা-লীলা-রহস্য

নন্দপ্রমুখ গোপবৃন্দ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের নিত্যপরিকর; তাঁহাদিগকে উপলক্ষ্য করিয়া তিনি জীবমাত্রকেই স্বতন্ত্র ঈশ্বরভ্রমে ইন্দ্রাদি নানাদেবদেবীর উপাসনার নিরর্থকতা প্রদর্শন করিলেন। কর্ম্মী বা স্মার্ত্তদিগের ঈশ্বর স্বীকৃত হইলেও বস্তুতঃপক্ষে তিনি কর্ম্মের অধীন। যাঁহার নিগ্রহানুগ্রহের সামর্থ্য নাই তাদৃশ কর্ম্মাধীন ইন্দ্রাদির ঈশ্বরত্ব স্বীকার করিবার প্রয়োজন কি? জীব প্রকৃতির গুণে আবদ্ধ হইয়া যে-সকল কর্ম্ম করে, সেই কর্ম্মই তাহাদিগকে ভাবিকালে ফলভোগ করায় এবং জন্মমৃত্যুর হেতু হয়। অতএব কর্ম্মিগণের কর্ম্মই শ্রেষ্ঠ কিন্তু ঈশ্বরকে কর্ম্মাধীন করিতে হইবে না। তিনি কর্ম্মপরতন্ত্র নহে পরন্তু নিগ্রহানুগ্রহে সমর্থ স্বতন্ত্র ভগবান্; তাঁহার সেবা-পূজা বা আরাধনাই সর্ব্বশাস্ত্র-সম্মত। আসুন পাঠক! আমরা আজ সকলে মিলিয়া সেই গিরিধারীর সেবায় নিযুক্ত হই, তাহা হইলেই আমাদের গোবর্দ্ধন-পূজা ও অন্নকূট-মহোৎসবের সার্থকতা, নতুবা প্রতিষ্ঠা-অর্জ্জনের নিমিত্ত প্রতিযোগিতায় কোন লাভ নাই। আমাদের দেশে একটা প্রবাদ আছে যে, অন্নকূটের প্রসাদ গ্রহণ করিলে আর অন্নের অভাব হয় না। কথাটী ঠিক, কৃষ্ণসেবা-লাভই অন্নকূট-মহোৎসবের প্রসাদ। যিনি এই প্রসাদান্ন-গ্রহণের অধিকারী, তাঁহার কখনও অন্নের অভাব হইতে পারে না। স্বয়ং ভগবান্‌ই তাঁহাদের অন্নসংস্থানের জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ; তাই আমরা দেখিতে পাইয়াছি, শ্রীল মাধবেন্দ্র পুরীপাদ গোবিন্দকুণ্ডের তীরে অযাচকবৃত্তির সহিত বসিয়া যখন কৃষ্ণকীর্ত্তনে কালযাপন করিতেছিলেন, তখন শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং তাঁহার পানের নিমিত্ত দুগ্ধ দিয়া আসিয়াছিলেন। অযাচকভাবে কৃষ্ণপ্রসাদেই কৃষ্ণবিগ্রহ লাভ করিয়া পুরীপাদ যে বিরাট্ আয়োজনের সহিত অন্নকূট-মহোৎসব করিয়াছিলেন তাহা সর্ব্বদা আমাদের স্মৃতিমাঝে বিরাজিত থাকিয়া আমাদিগকে নিরন্তর কৃষ্ণসেবায় উদ্বুদ্ধ করুক।

শ্রীঅন্নকূট-মহোৎসব

[শ্রীকিশোরীমোহন ভক্তিবান্ধবান্ধব বি-এল]

সাধারণতঃ আমরা শ্রীশ্রীকাশীধামে শ্রীঅন্নপূর্ণাদেবীর অন্নকূট-উৎসবের কথাই বহুকাল ধরিয়া শুনিয়া আসিতেছি এবং কাশীধামের অন্নকূট দর্শন করিবার জন্য বৎসর বৎসর লক্ষ লক্ষ লোক তথায় গমন করিয়া থাকেন। কাশীধামে গমন করিয়া শ্রীঅন্নপূর্ণা দেবীর অন্নকূট-দর্শনের মূলকারণ যদি নিরপেক্ষভাবে অনুসন্ধান করিতে যাই, তবে দেখিতে পাইব যে, তাহার মূলে আমাদের নিজেন্দ্রিয়-তর্পণ ব্যতীত আর কিছুই নাই। সে-উৎসবে যোগদান করিলে কৃষ্ণেন্দ্রিয়তর্পণ হয় না; তাহা আমাদের ভোগ্যরূপে পরিণত হওয়ায়, নরকের দ্বারস্বরূপ, অতএব সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাজ্য।

তা ছাড়া শ্রীঅন্নপূর্ণা দেবী, দেবাদিদেব মহাদেব—ইঁহারা সকলেই শ্রীবিষ্ণুর পরমভক্ত। যাঁহারা অবিধিপূর্ব্বক বিষ্ণুর পূজা পরিত্যাগ করিয়া বিধিপূর্ব্বক তাঁহার পূজা করেন, তাঁহারাই প্রকৃত বিষ্ণুভক্ত; তাঁহাদিগকেই শ্রীভগবান্ বিষ্ণু ও বিষ্ণুভক্তগণ নিত্যকাল কৃপা করিয়া থাকেন। শ্রীমদ্ভাগবতের 'যথা তরোর্মূল-নিষেচনেন তৃপ্যন্তি তৎস্কন্ধভুজোপশাখা ইত্যাদি" শ্লোকে এ বিষয়টী স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করা হইয়াছে।

যেখানে বিধিপূর্ব্বক বিষ্ণুর পূজা হয়, যেখানে নিরন্তর কৃষ্ণের কীর্ত্তন হয়, বৈষ্ণবপ্রবর শ্রীশম্ভু ও শ্রীঅন্নপূর্ণাদেবী সেইখানেই নিত্যকাল অবস্থান করেন। বিষ্ণুর প্রসাদ-দ্বারা বৈষ্ণবরাজ শম্ভুর সেবা করাই বিধেয়, কারণ শ্রীদেবাদিদেব মহাদেব বিষ্ণুপ্রসাদের জন্যই কাঙ্গাল সাজিয়াছেন। যাঁহারা বিষ্ণুপূজা বাদ দিয়া, কৃষ্ণকীর্ত্তন পরিত্যাগ করিয়া কাশীধামে শ্রীঅন্নপূর্ণাদেবীর অন্নকূট-উৎসবে যোগদানে ব্যস্ত হন, তাঁহাদের সেই প্রকার সেবা শ্রীগীতার শ্রীভগবদুক্তি "যেঽপ্যন্যদেবতা ভক্তাঃ যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ। তেঽপি মামেব কৌন্তেয় যজন্ত্যবিধিপূর্ব্বকম্॥" অনুসারে অবিধিপূর্ব্বক সেবায় পরিগণিত হয়।

শ্রীমদ্ভাগবতে বালকবেশী শ্রীকৃষ্ণের নির্দ্দেশমত শ্রীশ্রীগিরি-গোবর্দ্ধনের পূজার কথা আমরা শুনিতে পাই। ব্রহ্মমাধ্ব-গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের আচার্য্যবর্য্য শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরীপাদ এই তিথিতে শ্রীশ্রীগোবর্দ্ধনের পূজায় বিরাট্ আয়োজনের সহিত শ্রীগোবর্দ্ধনে শ্রীগোপালের পুনঃ-প্রতিষ্ঠা-উপলক্ষে স্থানীয় লোকসমূহকে আহ্বান করিয়া অন্নকূট-মহোৎসব করিয়া মথুরাবাসিগণকে শ্রীশ্রীগোবর্দ্ধনের মহাপ্রসাদ বিতরণ করিয়াছিলেন। আজ আবার অন্নকূট-মহোৎসবের সেই শুভতিথি বর্ত্তমান কলিহত জীবের ভাগ্যে সমাগত।

শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরীপাদের পদাঙ্কানুসরণ করিয়া বর্ত্তমান গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ৈক-সংরক্ষক আচার্য্যবর্য্য শ্রীল প্রভুপাদ সেই অন্নকূট-মহোৎসবকে শত-সহস্রগুণে প্রসারিত করিয়া কলিহত জীবের ভক্ত্যুন্মুখী সুকৃতি উৎপন্ন করিবার জন্য কলিকাতা বাগবাজার শ্রীগৌড়ীয় মঠের সারস্বত নাট্যমন্দিরে প্রকাশিত করিয়াছেন এবং বিশ্ববাসী জীববৃন্দকে শ্রীশ্রীগোবর্দ্ধনপূজার অধিকার দিবার জন্য উপায়ন-হস্তে আসিবার জন্য আহ্বান করিতেছেন। যাঁহাদের জন্মজন্মান্তরের পুঞ্জীভূত সুকৃতি আছে, তাঁহারা আজ প্রাণের সাধে বহুবিধ পূজোপকরণ লইয়া সারস্বত-নাট্যমন্দিরে শ্রীভগবানের পাদপদ্মে সমুপস্থিত হইয়াছেন। 'তোমার কনক ভোগের জনক। কনকের দ্বারে সেবহ মাধব"—মহাজনের এই উপদেশ শিরোধার্য্য ক'রে যে ভাগ্যবান্ জনগণ তাঁহাদের কষ্টার্জ্জিত বিত্ত আজ শ্রীভগবানের পূজোপকরণ-সংগ্রহে নিয়োজিত ক'রেছেন, তাঁরাই ধন্য, তাঁদের উপার্জ্জনই সার্থক!

যাঁ'দের জাগতিক অর্থ নাই অথচ যাঁ'দের শারীরিক সামর্থ্য আছে, তাঁহারা আজ তাঁহাদের শারীরিক চেষ্টা দ্বারা নানাবিধ দ্রব্যাদি প্রস্তুত করিয়া ভগবানের সেবায় সহায়তা করিয়াছেন। মোট কথা,—"প্রাণৈরর্থৈর্ধিয়া বাচা শ্রেয়ঃ আচরণং সদা" এই ভাগবতবাণী নিত্যকাল স্মরণ রাখিয়া যাঁহারা ভগবৎ-সেবায় আত্মনিয়োগ ক'রেছেন, তাঁ'রাই ধন্য, তাঁ'দেরই সমস্ত সার্থক।

শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরীপাদ যেমন ভাগ্যবান্ জনগণের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের যাবতীয় ভোগ্য পদার্থ প্রস্তুত করাইয়া অন্নকূট-মহোৎসব করিয়াছিলেন, আজ শ্রীল প্রভুপাদ সেই শ্রৌতপথ অনুসরণপূর্ব্বক আমাদিগকে শ্রৌতপথের বৈশিষ্ট্য প্রদর্শন করিতেছেন, এবং তদনুসরণে বদ্ধজীবের সৌভাগ্যের পরিচয় প্রদান করিয়া দেখাইতেছেন। আজ কত লক্ষ লক্ষ সৌভাগ্যবন্ত ব্যক্তি শ্রীগৌড়ীয় মঠে উপস্থিত হইয়া ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের শ্রীমুখ হইতে শ্রীরাধাগোবিন্দ-সেবার পরতমতার কথা অনুক্ষণ শ্রবণ এবং শ্রীশ্রীঅন্নকূট-মহোৎসবের গুহ্য-অন্তরঙ্গ-প্রতীতি উপলব্ধি করিয়া নিজকে ধন্যাতিধন্য মনে করিতেছেন!

শ্রীগৌড়ীয়মঠে শ্রীঅন্নকূট-দর্শনে আসিয়া যদি কেবলমাত্র অন্নের পর্ব্বত-স্তূপ ও নানাবিধ ভোজ্যবস্তুর সমাবেশ দেখিয়া কেবলমাত্র নিজেন্দ্রিয়তৃপ্তি সাধন পূর্ব্বক গৃহে ফিরিয়া যাই, তা হইলে আর আমাদের অন্নকূট দর্শনের সৌভাগ্য ঘটিল না। শ্রীগৌড়ীয়মঠ আজ ভবরোগগ্রস্ত ব্যক্তির জন্য ভবরোগের মহৌষধি শ্রীহরিনাম ও পথ্য শ্রীমহাপ্রসাদ কেবলমাত্র শ্রদ্ধামূল্যে বিতরণ করিবার জন্য বিস্তৃত আয়োজন করেছেন। হরিকথাই আমাদের আত্মার অন্ন, তদ্দ্বারাই আত্মার তুষ্টি, পুষ্টি ও ক্ষুন্নিবৃত্তি হইয়া থাকে। হরিকথা-রূপ চিন্ময় অন্নগ্রহণে আত্মা বিকশিত ও সঞ্জীবিত হয়; সেই অন্নই ভগবৎপ্রসাদ। হরিকথাতেই আমরা ভগবৎপ্রসাদ লক্ষ্য ক'রে থাকি।'

(অতঃপর ৬ষ্ঠ পৃষ্ঠা ৩য় কলমে দ্রষ্টব্য)

নদীয়া-প্রকাশপ্রাপ্তির স্থান

১। শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম-মায়াপুর, নদীয়া
২। শ্রীযোগপীঠ ঐ
৩। শ্রীবাস অঙ্গন ঐ
৪। অদ্বৈত-ভবন ঐ
৫। কাজীর সমাধি পাট ঐ
৬। স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ, নদীয়া।
৭। শ্রীভাগবত আসন কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
৮। শ্রীএকায়ন মঠ গোবিন্দপুর, হাঁসখালী।
৯। দ্বাদশগোপাল পাট—পোঃ চাকদহ,
১০। শ্রীগৌর গদাধরমঠ—চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড়, বর্দ্ধমান
১১। শ্রীমোদদ্রুমছত্র মাউগাছি, বর্দ্ধমান
১২। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম, আমলাযোড়া, পোঃ রাজবাঁধ বর্দ্ধমান
১৩। শ্রীগৌড়ীয়মঠ বাগবাজার, কলিকাতা
১৪। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাজু, হাওড়া,
১৫। শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয়মঠ, ৯০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা
১৬। শ্রীগোপালজী মঠ কমলাপুর, ঢাকা।
১৭। শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ পোঃ বালিয়াটী,
১৮। শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয়মঠ ময়মনসিংহ।
১৯। শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ চিরুলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর
২০। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম গোয়ালপাড়া, আসাম
২১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ রায়াপেট্টা, মাদ্রাজ।
২২। শ্রীরামানন্দগৌড়ীয় মঠ কভুর, জিঃ পশ্চিম গোদাবরী
২৩। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ উড়িয়াবাজার, পোঃ বক্সীবাজার, কটক।
২৪। শ্রীত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয় মঠ ভুবনেশ্বর।
২৫। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ স্বর্গদ্বার, পুরী।
২৬। শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ আলালনাথ পোঃ ব্রহ্মগিরি, পুরী।
২৭। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ ভুমুরকুণ্ডা, পোঃ চিরকুণ্ডা, মানভূম।
২৮। শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ—কাশী।
২৯। শ্রীরূপগৌড়ীয় মঠ—এলাহাবাদ।
৩০। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ পুরাণবাজার, সরকার ঠাকুরের কুঞ্জ, বৃন্দাবন
৩১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, নিউদিল্লী
৩২। শ্রীপরমহংসমঠ—নৈমিষারণ্য,
৩৩। শ্রীসারস্বত গৌড়ীয় মঠ—হরিদ্বার
৩৪। শ্রীব্যাসগৌড়ীয়মঠ—কুরুক্ষেত্র, পঞ্জাব
৩৫। শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাবুলনাথ রোড, পোঃ গ্র্যাণ্ট রোড, বোম্বে
৩৬। লণ্ডন গৌড়ীয়মঠ, ৩৯নং ত্রেটন গার্ডেন্স, কেন্‌সিংটন্ লণ্ডন, (এস, ডব্লিউ—১০)।
৩৭। অমরি গৌড়ীয়মঠ—মেদিনীপুর
৩৮। সরভোগ গৌড়ীয় মঠ—সরভোগ কামরূপ, আসাম,

মহোৎসব

[৫ম পৃষ্ঠার পর]

আচার্য্যবর্য্য শ্রীল প্রভুপাদ আজ এই হরিকথারূপ অন্নের পর্ব্বত রচনা করিয়া শ্রীরাধাগোবিন্দের ইন্দ্রিয়তর্পণ বা শ্রীগোবর্দ্ধন পূজায় আয়োজন ক'রেছেন এবং বিশ্ববাসীকে সেই অন্নকূট মহোৎসবে যোগদান অর্থাৎ হরিকীর্ত্তনে যোগদান করিবার জন্য উচ্চৈঃস্বরে আহ্বান করিতেছেন। যাঁ'দের সৌভাগ্য আছে, তাঁ'রা আজ শ্রীশ্রীগোবর্দ্ধনের পূজায় উপায়ন-হস্তে শ্রীমঠে আগমন করিয়া গৌর-প্রেষ্ঠের মুখবিগলিত অনর্গল হরিকথা-সুধা পান করিয়া সুদুর্ল্লভ মনুষ্যজীবনকে ধন্য করুন এবং নিত্যমঙ্গলের পথে অগ্রসর হউন। এরূপ সুবর্ণ সুযোগ কয়জনের ভাগ্যে ঘটিবে, জানি না। তাই বলি ভাই আসুন আমরা আজ সকলে আচার্য্যের আহ্বানে সাড়া দিয়া শ্রীগৌড়ীয়মঠে সমবেত হইয়া আচার্য্য-চরণে শরণাগত হই; তা' হ'লেই আমাদের অন্নকূট দর্শন সফল হইবে ও নিত্যমঙ্গল লাভ হইবে।

কলিকাতা বাজার দর

লৌহ হার্ডওয়ার্স

৬ই অক্টোবর ১৯৩৩

টাটার তৈয়ারী— প্রতি হন্দর।

লোহার কড়ি (জয়েষ্ট বা বীম)

মার্কা	৫।০—৫।৶০
ঐ বে-মার্কা হাল্‌কা ওজন	৪।৵০—৪॥৶০
বরগা (টী-আয়রণ)	৬৵০—৬।০
এঞ্জেল আয়রণ (কোনা)	৫৸৵০—৬।৵০

গ্যালভানাইজড করগেট টীন—

২২ গেজ ৬ হইতে ১০ ফুট	১১।৵০
২৪ গেজ ,, ,,	১০৸৵০
২৬ গেজ ,, ,,	১২
২৪ গেজ আর, পি, ডি, মার্কা	১২৸৶০
২৪ গেজ গাঃ প্লেন শীট—	১১।৵০
১৬ গেজ ,, ,,	১২।০
২৮ গেজ ও ৩২ গেজ ঐ—	১৩৲—১৬৲
বাগান ঘেরা কাঁটাতার ১০০	
পাউণ্ড বাঃ	৮৸০
টীল পাটী	৬৲৵—৬।০
,, বোল্টু (গোল)	৬৲৵—৬৷০
,, পরাদে (চৌকা)	৬৵০—৬৲।৫
,, গোল রড ৶০—।৶০ সূতা	৪৸৵—৫॥৵
,, টানা রড-	
চৌকা ৶০—।৵০ ঐ	৫৵০—৫॥০
,, বাণ্ডিল তার	৭৲—৭৸০
,, প্লেট—তিন সূতা মোটা	
[illegible]ম্ব	৭৲—৭।০
,, চাদর ৩-১৬ খানা বাণ্ডিল	৯॥৵—১০৲
[illegible]ং ষ্টীল	৮।০—৯৲
[illegible]ক রাউণ্ড	৫৸৵—৬৲৵০
[illegible]রের পেরেক ১—৬ ইঞ্চি	৯—৯৸০
[illegible]প্যাটেণ্ট পেরেক ২—৮ ইঞ্চি	১২।০—১৫॥০
[illegible]লাই কড়া ১ হইতে ১০ নং ২॥০	সাট
কাদাল ৪, ৫, ৬, ৭৸৵০ ৮৸৵০ ৯৸৵০ ডঃ	
[illegible] তিন পাউণ্ড ৬৲ দেঃ বিঃ	৬।৵০ ,,
[illegible]ঃ প্লেন বালতি ৭—১২ ইঞ্চি	১॥৶০ ৬॥৶০
[illegible] রিভিট ,, ৭—১২ ইঞ্চি	২৲—৭৲ ,,
[illegible]হার চেয়ার রডের গোল ও	
চৌকা	৮॥০— ,,
[illegible] কালের লোহার সিট	১৫৲ ,,
[illegible] ভেনেস্তা (কাঠের সিট)	১৮৲ ,,
[illegible]হার স্ক্রুপ ॥—৩ ইঞ্চি	৴১০—॥৶০ গ্রোস
[illegible] কব্জা ১৩ নং	
॥—৪ ইঞ্চি	।১০—৸৵১০ পেঃ ডজন
[illegible]ঃ তার ১৬—২২ নং	
গেজ)	১২৲—১৩৲ হন্দর
[illegible]ঃ রিভিং (মটকা)	
২ ইঞ্চি	।৵৫—॥৶০ পীস
[illegible]ঃ গাটারিং বা ডোঙ্গা	
ইঞ্চি	॥০—৸৵০ ,,
[illegible]ঃ স্ক্রুপ ১॥০—২॥০ ইঞ্চি	২৩৲—২৯৲ হন্দর

গ্যাঃ ওয়াসার চাকি	১১॥০—১৬৲ ,,
গ্যাঃ বোল্ট-নাট ৸—৩ ইঞ্চি	
	॥৵১০—১৵০ গ্রোস
ঢালাই রেলিং	৩॥০—৪॥০ হন্দর
ঐ রেন ওয়াটার পাইপ	
৩ ইঞ্চি ৵১০ ও	৪ ইঞ্চি ।১০ ফুট
টিউব ওয়েলের জন্য গ্যাঃ	
পাইপ১॥ ইঞ্চি	।৶৫ ফুট
পাম্প ৪নং ১২॥০ ৫নং ১৪৲ ৬নং ১৬৲	
৬০—৮০ বাটখারা ৵১৫ সাট ২।০—২॥০ মণ	

সন্তোষকুমার মল্লিক এণ্ড সন্স লিঃ

লোহ ও হার্ডওয়ার বিক্রেতা।

মীরবহর ঘাট লোহাপটী, বড়বাজার,
টেলি—"লোহার মালিক" কলিকাতা

কেরোসিন

মোক্রেক প্রত্যেক বাক্স (২ টিন)		৯৲৬
সূর্য্য মার্কা	,,	৬॥০
ভিক্টোরিয়া	,,	৬৲

সোণার দর

পাকা সোণা	৩০৸৵
বড়াল	৩০৸
চিনা পাত	৩২।০

রূপার দর

রূপা প্রতি ১০০ ভরি	৫৫৵০
ঐ খুচরা	৫৶০

কোম্পানীর কাগজ

৩॥০ সুদের কাগজ	৮১৶
৩॥০ নূতন ঋণ (১৯৪৭-৫০)	৯১।০
৪৲ ,, ঋণ (১৯৬০-৭০)	৯৭৲
৫৲ ,, বণ্ড (১৯৩৫	১০৪॥৶০

ডিবেঞ্চার

৫৲ সুদের (১৯৫৩-৮৩) কলিকাতা পোর্ট-ট্রাষ্ট ডিবে :—	১০২॥৵০

ব্যাঙ্ক

ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক (কনট্রি)	২৯৪॥০
সেন্ট্রাল ঐ	২২৲

কাপড় ও সূতার কল

এলগিন মিল	৪৫৲

পাট কল

হাওড়া	৫০৲
অকল্যাণ্ড	১৯৫৲
বালী	১৬২৲
বরানগর	১৫০৲
[illegible]	৩৭০৲
[illegible]	২৪৩৲
ক্লাইভ	২৮।০
[illegible]হাটিয়া	৪০৮॥০
ডেল্টা	৪০৫৲

কৃষ্ণনগর নবদ্বীপঘাট রেলওয়ে সময়

কৃষ্ণনগর হইতে নবদ্বীপঘাট

কৃষ্ণনগর সিটি—	৬-৪৫	১০-৪৪	১৩-২২	১৭-৩৮	২০-১৬
কৃষ্ণনগর রোড—	৬-৫৬	১০-৫৫	১৩-৩৩	১৭-৪৭	২০-২৫
আমঘাটা—	৭-১৫	১১-১৩	১৩-৫১	১৮-৩	২০-৪১
মহেশগঞ্জ—	৭-২৪	১১-২১	১৪-০	১৮-৯	২০-৪৭
নবদ্বীপঘাট—	৭-৩৩	১১-৩০	১৪-৯	১৮-১৬	২০-৫৫

বিশেষ দ্রষ্টব্য—নবদ্বীপঘাট ষ্টেশন অপেক্ষা মহেশগঞ্জ ষ্টেশন হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরের দূরত্ব অনেক কম। শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে যাহাদিগকে রাণাঘাটে ট্রেণ বদল করিতে হয়, তাঁহারা রাণাঘাটে প্রাতঃ ৫-৫০, ৮-১৪, ৯ ৪৬, ১৬-৪৮, ১৮-৩৯ এবং ০-৩২ মিনিটের সময় গাড়ী পাইবেন।

শান্তিপুর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে শান্তিপুর ষ্টেশনে ৫-৪০, ৯-২৯, ১২-২৫, ১৬-৪ এবং ১৮-৪১ মিনিটের সময় ট্রেণ পাওয়া যায়।

নবদ্বীপঘাট হইতে কৃষ্ণনগর

নবদ্বীপ ঘাট—	৫-৩৫	৯-২৫	১২-১০	১৫-৩৪	১৮-৪৫
মহেশগঞ্জ—	৫-৪৩	৯-৩৩	১২-১৯	১৫-৪১	১৮-৫৩
আমঘাটা—	৫-৪৯	৯-৩৯	১২-২৬	১৫-৪৮	১৯-৫
কৃষ্ণনগর রোড—	৬-৫	৯-৫৫	১২-৪৩	১৬-৪	১৯-২৪
কৃষ্ণনগর সিটি—	৬-১৩	১০-৩	১২-৫১	১৬-১২	১৯-৩৫

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে—ডাঃ কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম ভক্তিশাস্ত্রী এল, এম, এফ কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

বঙ্গদেশের গভর্ণমেণ্ট

বাণিজ্য বিষয়ক ইস্তাহার

কলিকাতা ৬ই সেপ্টেম্বর ১৯৩৩ সাল।

ভারতবর্ষীয় অংশিত্ববিষয়ক ১৯৩২ খৃষ্টাব্দের আইন যাহা দ্বারা ভারতবর্ষীয় চুক্তি বিষয়ক ১৮৭২ খৃষ্টাব্দের আইনের একাদশ অধ্যায়ে উল্লিখিত বৃটিশ ভারতে অংশিত্ব সংক্রান্ত আইনের অর্থনির্দ্দেশ ও সংশোধন হইয়াছে, তাহা, ৬৯ ধারা বাদে, ১৯৩২ খৃষ্টাব্দের ১লা অক্টোবর তারিখ হইতে প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। উক্ত ৬৯ ধারাটি ১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দের ১লা অক্টোবর তারিখ হইতে বলবৎ হইবে। এই ধারার বিধানসমূহ নিম্নে দেওয়া হইল:—

"৬৯। (১) যদি কোন কারবার রেজিষ্ট্রী করা না থাকে এবং যে ব্যক্তি মোকদ্দমা আনয়ন করেন তাঁহাকে কারবার বহিতে ঐ কারবারের অংশী বলিয়া দেখান না থাকে বা না হইয়া থাকে, তবে ঐ কারবারের অংশীরূপে মোকদ্দমা আনয়নকারী কোন ব্যক্তি দ্বারা বা ব্যক্তির বিরুদ্ধে, চুক্তিমূলে উদ্ভূত বা এই আইন দ্বারা প্রদত্ত কোন অধিকার বলবৎ করিবার নিমিত্ত কোন মোকদ্দমা কোন আদালতে রুজু করা যাইবে না।

(২) যদি কোন কারবার রেজিষ্ট্রী করা না থাকে এবং যে সকল ব্যক্তি নালিশ করিতেছেন তাঁহাদিগকে যদি কারবার রেজিষ্ট্রী করিবার বহিতে কারবারের অংশী বলিয়া দেখান না হয় বা হইয়া থাকে তাহা হইলে কোন কারবার কর্ত্তৃক বা উহার তরফে, কোন তৃতীয় পক্ষের বিরুদ্ধে কোন চুক্তিমূলে উদ্ভূত কোন অধিকার বলবৎ করিবার জন্য কোন মোকদ্দমা কোন আদালতে রুজু করা যাইবে না।

(৩) (১) এবং (২) প্রকরণের বিধানগুলি পাল্টাদাবীর বেলা অথবা চুক্তিমূলে উদ্ভূত কোন অধিকার বলবৎ করিবার অপর কোন অনুষ্ঠানের বেলাও খাটিবে, কিন্তু—

(ক) কোন কারবারের অংশিত্ব ভঙ্গের অথবা যাহার অংশিত্ব ভঙ্গ হইয়াছে সেইরূপ কারবারের হিসাবের জন্য নালিশ করিবার অধিকার বলবৎ করণের অথবা অংশিত্ব ভঙ্গ হইয়াছে এমন কারবারের সম্পত্তি আদায় করিবার কোন অধিকার বা ক্ষমতার, অথবা

(খ) প্রেসিডেন্সি সহরসমূহের দেউলিয়া বিষয়ক ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দের আইন অথবা প্রাদেশিক দেউলিয়া বিষয়ক ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দের আইন অনুসারে অফিসিয়াল আসাইনী রিসিভার বা আদালতের, দেউলিয়া অংশীর সম্পত্তি আদায় করিবার ক্ষমতাসমূহের কোন ক্ষতিবৃদ্ধি হইবে না।

(৪) এই ধারাটি

(ক) বৃটিশ ভারতে কোন কারবার স্থল নাই অথবা বৃটিশ ভারতে যেস্থানে পক্ষের ৫৫ ধারা মতে বিজ্ঞাপন দ্বারা এই অধ্যায়টী খাটে না এমন এলাকার ভিতর অবস্থিত কোন কারবার অথবা কারবারের অংশিগণের বেলা, অথবা—

(খ) প্রেসিডেন্সী সহরে, প্রেসিডেন্সি ছোট আদালত বিষয়ক ১৮৮২ খৃষ্টাব্দের আইনের ১৯ ধারার মধ্যে পড়ে না অথবা প্রেসিডেন্সী সহরের বাহিরে, প্রাদেশিক ছোট আদালত বিষয়ক ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দের আইনের দ্বিতীয় তপশীলের মধ্যে পড়ে না এরূপ একশত টাকার অনধিক মূল্যের কোন মোকদ্দমা বা পাল্টাদাবীর বেলা অথবা ঐরূপ কোন মোকদ্দমা বা দাবীর আনুষঙ্গিক বা উহা হইতে উদ্ভূত জারীর কোন অনুষ্ঠান বা অপর অনুষ্ঠানের বেলা খাটিবে না।"

যদিও এই আইনটিতে অংশিত্বমূলক সকল কারবার রেজিষ্ট্রী করা বাধ্যতামূলক বলিয়া বিধান করা হয় নাই তথাপি যে কারবার এই আইন অনুসারে রেজিষ্ট্রী না করে তাহার উপর উপরোক্ত অযোগ্যতাগুলি বর্ত্তিবে।

বঙ্গদেশের যে সকল কারবার উপরোক্ত আইন অনুসারে রেজিষ্ট্রী করিতে ইচ্ছা করেন তাঁহারা কালবিলম্ব না করিয়া বঙ্গদেশের অংশিত্ববিষয়ক ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দের নিয়মাবলীর নির্দ্ধারণমত ১নং ফারমে এবং উহাতে উল্লিখিত তিন টাকা ফিস্ সহ, ৩নং গভর্ণমেণ্ট প্লেস্ ওয়েষ্ট, কলিকাতা (ট্রেজরী বিল্ডিং, কলিকাতা) এই ঠিকানায় বঙ্গদেশের রেজিষ্ট্রার অফ্ ফারমসের নিকট আবেদন করিবেন। উপরোক্ত নিয়মাবলীর নকল বেঙ্গল সেক্রেটারিয়েট বুক ডিপোতে পাওয়া যাইবে— মূল্য প্রতি কপি এক আনা।

চাঞ্চল্যকর খুনের মামলা

লাহোর হাইকোর্টে তিনজন জজ লইয়া গঠিত বেঞ্চে এক চাঞ্চল্যকর মামলার আপীলের শুনানী হইয়া গিয়াছে।

প্রকাশ, ১৯৩০ সালে হোসিয়ারপুর জেলায় বেরোয়া গ্রামে এক ডাকাতি হইয়া গিয়াছে। এবং ডাকাত ও গ্রামবাসীদের সঙ্গে লড়াইয়ের ফলে একটি ব্রাহ্মণ তরুণী গুলীর আঘাতে মারা গিয়াছে।

পুলিশ প্রথমে দশজন লোকের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করে এবং উহাদের মধ্যে দুই জনকে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। যখন উক্ত দণ্ডিত ব্যক্তিদের আপীল হাইকোর্টে চলিতেছিল তখন পুলিশ উক্ত মামলা উঠাইয়া নেয় এবং পুলিশ কনেষ্টবল নিরঞ্জন সিংহের বিবৃতি অনুযায়ী তাহাকে গ্রেপ্তার করে ও তদন্ত করিয়া পুনরায় আর একদল লোকের বিরুদ্ধে অভিযোগ রুজু করে। দায়রার জজ উহাদের মধ্যে দুই জনকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করেন। এই মামলায় নিরঞ্জন সিং রাজসাক্ষী হইয়াছিল আসামীগণ উক্ত দণ্ডের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে আপীল করিলে বিচারকগণ দায়রা জজের আদালতে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত শ্যাম সিং ও ইব্রাহিমকে মুক্তি প্রদান করেন।

ভীষণ চুরি

৫৫নং ক্লাইভ ষ্ট্রীটে রাজা দামোদর দাস বর্ম্মণের যে মন্দির আছে, রবিবার ঐ মন্দিরে চুরি হইয়া গিয়াছে প্রকাশ, বিগ্রহের বহু অলঙ্কার চুরি গিয়াছে উক্ত অলঙ্কারের মূল্য কয়েক সহস্র টাকা হইবে।

প্রকাশ, দিন কয়েক পূর্ব্বে দুই তিন জন বাঙ্গালী উক্ত মন্দিরের সংলগ্ন ৫৮নং ক্লাইভ ষ্ট্রীটের উপরতলায় ঘর ভাড়া নেয় তাহারা বলিয়াছিল যে, তাহাদের বাড়ী বর্দ্ধমান জেলায়। মনে হয়, তাহারা জানালার গরাদে ভাঙ্গিয়া মন্দিরে প্রবেশ করে এবং চাবি দিয়া সিন্দুক খুলিয়া উক্ত অলঙ্কার লইয়া প্রস্থান করে।

উত্তর বিভাগের এসিষ্ট্যাণ্ট কমিশনার রায় সাহেব প্রভাত নাথ মুখুয্যে উক্ত মন্দিরে গিয়া তদন্ত কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করেন। প্রকাশ, উক্ত বাঙ্গালীরা যে ঘর ভাড়া লইয়াছিল, বড়বাজার পুলিশ ঐ ঘরে কতকগুলি অলঙ্কার পায়। পুলিশ তাহা লইয়া গিয়াছে। মন্দিরের এক ভৃত্যকে নাকি কয়েকদিন পূর্ব্বে বরখাস্ত করা হয়; পুলিশ সন্দেহ করে যে, ঐ ভৃত্যও উক্ত বাঙ্গালীদের সহিত এই ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট আছে।

দেওয়াস রাজ্যের মহারাজা

দেওয়াস রাজ্যের মহারাজা পূর্ব্ব হইতে কোন সংবাদ না জানাইয়া সপরিবারে ও সপরিজনে সহসা স্বীয় রাজ্য হইতে বাহিরে রওনা হইয়াছেন। এই চমকপ্রদ সংবাদটি "ন্যাশনাল কল" পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে। মহারাজা পণ্ডিচেরীতে পৌঁছিয়াছেন। প্রকাশ, তিনি জানাইয়াছেন যে, তিনি নিজ রাজ্যে থাকিয়া সার্ব্বভৌম শক্তির কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট নির্দ্দেশ অনুযায়ী শাসনতন্ত্র পরিচালনা করিতে ইচ্ছা করেন না। তদনুসারে তিনি স্বীয় রাজ্যে প্রত্যাবর্ত্তনে রাজি নহেন।

কিছুকাল যাবৎ দেওয়াস রাজ্যের আর্থিক অবস্থা যেরূপ দাঁড়াইয়াছে, তাহাতে নাকি মহারাজা বিশেষ চিন্তিত হইয়া পড়িয়াছেন এবং এই কারণেই সম্ভবতঃ তিনি নির্দ্দিষ্ট কালের জন্য স্বীয় রাজ্যের বাহিরে অবস্থান করিবেন বলিয়া স্থির করিয়াছেন।

উক্ত পত্রিকার প্রকাশ, সার্ব্বভৌম শক্তি (অর্থাৎ ব্রিটিশ রাজ) দীর্ঘকাল যাবৎ দেওয়াসের মহারাজার সহিত পত্রাদি আদান প্রদান দ্বারা তাঁহার রাজ্যে শাসনতন্ত্র সম্পর্কিত কতকগুলি বিষয়ের সংস্কার এবং অবিলম্বে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত জনৈক এডমিনিষ্ট্রেটর নিয়োগ করিবার জন্য প্রস্তাব করেন এবং কারণেই মহারাজা সহসা গদি ত্যাগ করিলেন কিনা, তাহা সঠিক জানা যায় নাই।

তারের ঠিকানা— 'শ্রীধাম' নবদ্বীপ

ডাকের ঠিকানা—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

দৈ নি ক

Reo C 1544

বিজ্ঞাপনের হার

প্রতিবারে

প্রতি ইঞ্চি ১৲

প্রতি কলম ৬৲

অর্দ্ধ কলম ৩।০

সিকি কলম ২৲

চুক্তির হার

স্বতন্ত্র।

নদীয়া-প্রকাশ

THE NADIA-PRAKASH

সাহায্যের হার

অগ্রিম দেয়

বার্ষিক ৯৲

ষাণ্মাসিক ৫৲

ত্রৈমাসিক ২৸০

মাসিক ১৲

নগদ

প্রতি সংখ্যা ৫

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৮ম খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বেদান্তবাচস্পতি [১৯৩শ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর—৪ঠা কার্ত্তিক শনিবার ১৩৪০, ২১শে অক্টোবর ১৯৩৩

পৃথিবী পর্য্যটনে

বিখ্যাত ভারতীয় বৈমানিক মিঃ আর, এন, চাওলা পৃথিবী পর্য্যটনে বাহির হইয়াছেন। ঝালরাপত্তন ষ্টেট হইতে নিমন্ত্রিত হইয়া তিনি করাচীতে অবতরণ করিয়াছেন। এই ষ্টেটে বৈমানিক হিসাবে তিনিই প্রথম অবতরণ করিলেন।

বিমান পথে ৪১ দিন

পৃথিবী বিখ্যাত ভারতীয় বৈমানিক মিঃ আর, এন, চাওলা বিমানপোত যোগে ৪১ দিনে পৃথিবী পরিভ্রমণ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন। তিনি শীঘ্রই করাচী যাত্রা করিবেন। এবং তথা হইতে তিনি পারস্য উপসাগরের উপর দিয়া উড়িয়া যাইবেন। তথা হইতে বাগদাদ হইয়া তিনি কনষ্টান্টিনোপলে যাইবেন। তথা হইতে সোফিয়া, বেলগ্রেড, ভিয়েনা, বার্লিন, হইয়া তিনি ক্রইডন যাইবেন। ইংলণ্ড হইতে মিঃ চাওলা কোন পথে আমেরিকা ও জাপান যাইবেন তাহা এখনও স্থির করেন নাই।

দুইদিনে লণ্ডন হইতে করাচী

১৪ই অক্টোবর ১১টার সময় মিঃ চার্লস উম্ বাগদাদ ছাড়িয়া অপরাহ্ন ৩টা ৫ মিঃ সময় করাচী ড্রিঘরোড বিমানঘাঁটিয়া আসিয়া নামিয়াছেন।

এসোসিয়েটেড প্রেসের প্রতিনিধি তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করায় মিঃ উম্ বলেন যে, তিনি লণ্ডন হইতে ২ দিন ১৪ মিনিট এবং ১৪ সেকেণ্ডে করাচীতে পৌঁছিয়াছেন। মিঃ উম্ গত ১৪ই অক্টোবর অপরাহ্ণ ৫॥ ঘটিকার সময় কলিকাতা [illegible]

অক্টোবর ভোরে ৫টা হইতে ৬টার মধ্যে তিনি দমদমে পৌঁছিবেন বলিয়া আশা করা যায়।

নাথদ্বার গদীর উত্তরাধিকারী

ইহা বিশ্বস্তসূত্রে জানা গিয়াছে যে, উদয়পুর দরবার নাথদ্বার গদী শ্রীদামোদর লালজীর অধিকার অস্বীকার করিয়া স্বর্গীয় গোস্বামী শ্রীগোবর্দ্ধন লালজী গোবিন্দ লালজীর পৌত্রকে গদীতে বসাইয়াছেন।

ইহাও জানা গিয়াছে যে, উদয়পুর দরবার নাবালক গোবিন্দ রাজজী মহারাজের সম্পত্তি দেখিবার জন্য শ্রীযুক্ত রামকান্ত মালব্যকে নিযুক্ত করিয়াছেন। তাঁহাকে সাহায্য করিবার জন্য বার জন লোককে লইয়া একটী কমিটীও নিযুক্ত করিয়া দিয়াছেন। এই সম্পর্কে উদয়পুর দরবার হুকুম জারী করিয়াছেন।

ট্রেণ লাইন চ্যুত করিবার চেষ্টা

মাদুরা হইতে এক খবর আসিয়াছে যে, গত শুক্রবার রাত্রে রাজাপালয়ম ও চোলাভরমের মধ্যবর্ত্তী স্থানে ট্রেণ লাইন চ্যুত করিবার উদ্দেশ্যে রেল লাইনের উপর পাথর রাখিয়া দেওয়া হইয়াছিল। রাত্রি ৮॥ ঘটিকার সময় একখানা ইঞ্জিন উক্ত স্থান দিয়া যাওয়ার সময় পাথরের সহিত ধাক্কা খায় ফলে উহার কিছু ক্ষতি হয়।

রিভলভার প্রাপ্তি

বিগত ১৩ই অক্টোবর স্বাধীন কলেজিয়েট স্কুলের সহকারী প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত নারায়ণ কুমার মুখুয্যের বাড়ী তল্লাসী [illegible]

পাওয়া গিয়াছে। এসম্পর্কে নারায়ণ বাবুর ভাইপো, পটলকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

জাহাজে অগ্নিকাণ্ড

গত ১৬ই অক্টোবর বেলা ১২টা ৪০ মিনিটের সময় খিদিরপুর ডকের ২৯নং শেডে "ইংলিশ স্থান" নামক জাহাজে আগুন লাগে। তৎক্ষণাৎ দমকল ডাকা হয় এবং চারিখানা দমকল গিয়া প্রায় পাঁচ ঘণ্টা পরিশ্রমের পর আগুন নিভাইয়া ফেলে। প্রকাশ, জাহাজের খোলে আগুন লাগিয়াছিল। ক্ষতির পরিমাণ জানা যায় নাই।

গৌহাটীতে পাগলা হাতী শিকার

গৌহাটীতে পুলকাছারী মহল মৌজায় একটী পাগলা হাতী কয়েক দিবস ধরিয়া অত্যাচার করিয়া ঘুরিতেছিল। প্রকাশ ঐ পাগলা হাতী নাকি নিকটস্থ কয়েকজন লোককে মারিয়া ফেলিয়াছে। কামরূপের ডেপুটী পুলিশ কমিশনার হাতীটীকে মারিয়া ফেলিবার জন্য ১০০৲ শত টাকা পুরস্কার ঘোষণা করেন এক্ষণে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে, বাবু লোকনাথ চৌধুরী বন্দুকের সাহায্যে হাতীটাকে মারিয়াছেন।

বস্ত্র ব্যবসায়ীর বাড়ীতে বোমা

১৬ই অক্টোবর একটি সরু গলির ভিতর বস্ত্র ব্যবসায়ী ভাই বুলচাঁদের গৃহে ভীষণ শব্দে একটি বোমা ফাটিয়া যায়। ঐ শব্দে লোকের মনে বিষম ত্রাসের সঞ্চার হয়। যে ঘরে ঐ বোমাটি ফাটিয়াছিল সেই ঘরটি ধোঁয়ায় ভরিয়া গিয়াছিল এবং ঘরের জানালা [illegible]

সংবাদ পাইয়া পুলিশের ডেপুটি সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট একদল পুলিশসহ ঘটনাস্থলে উপস্থিত হন। ঐ বাড়ীতে এবং পাশের বন্দুকের দোকানে খানাতল্লাস করা হয় কিন্তু অপরাধজনক কিছুই পাওয়া যায় নাই। কাহাকেও গ্রেপ্তার করা হয় নাই।

লিওয়ানীর ফকির ধৃত

খাইবার এজেন্সীতে লিওয়ানীর ফকিরের গ্রেপ্তারের সংবাদ সত্য বলিয়া সাব্যস্ত হইয়াছে। এই ফকিরের বয়ক্রম ৭০ বৎসর। গত খোস্ত বিদ্রোহের জন্য এই ব্যক্তিই দায়ী। আটক দুর্গে রাজবন্দী হিসাবে ইহাকে রাখা হইবে। ফকিরকে আফগানিস্থানে প্রেরণ করিতে হইবে কিনা জানা যায় নাই।

ডাক লুঠের মামলা

সিউড়ী ডাকলুঠের মামলা সম্পর্কে ডাক্তার শরৎচন্দ্র মুখুয্যে এবং কবিরাজ সনাতন সেনের বাড়ীতে খানাতল্লাসী হইয়াছে।

শরৎ বাবুর পুত্র দেবেন্দ্র মুখুয্যে, সনাতন বাবুর পুত্র ত রাপ্রসন্ন সেন, বিনোদবিহারী মুখুয্যে নামক একটি ছাত্রকে এবং পাঁচকড়ি সরকারকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। পুলিশের তদন্ত সাপেক্ষে তাহাদিগকে জেল হাজতে রাখা হইয়াছে। সদর মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেটের আদালতে জামিনের দরখাস্ত করা হইয়াছিল। ১৭ই অক্টোবর সেই দরখাস্তের শুনানী হইবে। পুলিশকে ২৭শে অক্টোবরের মধ্যে রিপোর্ট দাখিল করিতে বলা হইয়াছে।

ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

৪ঠা কার্ত্তিক শনিবার, ১৩৪০

ওসাকা হইতে প্রেরিত এক বেতার সংবাদে জানা যায় যে, ওসাকার মিল মালিকগণের উদ্যোগে জাপানী বস্ত্র শিল্পজগতে প্রবল আন্দোলনের সৃষ্টি হইয়াছে। তাঁহারা বলিতেছেন যে, জাপানীরা যেন কিছুতেই নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ তুলা ক্রয় করা হইবে এবং নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ বস্ত্র রপ্তানী করা হইবে, এরূপ সর্ত্তে রাজী না হয়। জাপানী প্রতিনিধিগণকে এইরূপ পরামর্শ দেওয়া সত্ত্বেও তাঁহারা নাকি পরিমাণ ধার্য্য করার দিকে ঝুঁকিয়াছেন। জাপানী মিল মালিকেরা বলেন যে, এই নীতি গ্রহণের দ্বারা প্রাচীন বিনিময় প্রথার পুনরাবির্ভাব ঘটিবে।

এদিকে ভারতীয় শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের নেতারা বলেন যে, ইহাতে জাপানী মিল মালিকদের স্বার্থপরতা প্রকাশ পাইতেছে। তাঁহারা দিতে চান কম, পাইতে চান বেশী; ইহাদের মতে আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্য বিনিময় ব্যতীত অন্য কিছু নহে, কেননা প্রত্যেক দেশই আমদানী মালের দাম রপ্তানী মালের দাম দিয়াই পরিশোধ করিয়া থাকে।

মিঃ জে, এম ডোয়াক ইউনাইটেড প্রেসের প্রতিনিধির নিকট একটী বিবৃতি প্রদান করিয়াছেন। মিঃ ডোয়াক দক্ষিণ ভারতের ছয়টি বড় বড় মিলের পরিচালক। তিনি বলেন যে কোনও কোনও অঞ্চলে ভারতের হস্তচালিত তাঁতের প্রয়োজনীয় সূতার যোগান দেওয়ার জন্য ৬০ নম্বরের চেয়ে মিহি সূতার উপর হইতে শুল্ক তুলিয়া দিবার প্রস্তাব হইয়াছে। কিন্তু ইহা ঠিক নহে। বর্ত্তমানে ৬০ নম্বরের চেয়ে মোটা সূতা সম্পর্কে দেশে কলের সূতা এবং হাতে কাটা সূতার মধ্যে প্রতিযোগিতা চলিয়াছে। সুতরাং কলের মালিকগণকে শীঘ্রই ৬০ নম্বরের চেয়ে বেশী নম্বরের সূতার দিকেই মনোযোগ প্রদান করিতে হইবে; তাহা হইলে ভারতীয় তাঁতের তুলার জন্য আর ভাবিতে হইবে না।

নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির বৈঠক আহ্বান করা সম্পর্কে মহাত্মা নাকি বলিয়াছেন যে, ঐরূপ কোন বৈঠক আহ্বানের জন্য কোন পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছে বলিয়া তিনি মনে করেন না. কেননা ঐরূপ বৈঠক আহ্বানের ফল কি দাড়াইবে তাহা পূর্ব্বাহ্ণে তিনি বুঝিতে পারিয়াছেন। তিনি বলেন, যাঁহারা মনে করেন যে, নিখিলভারত কংগ্রেস কমিটির বৈঠক একটী নূতনকর্ম্মপন্থা নির্দ্দেশ করিতে পারিবে এবং সাময়িকভাবে হইলেও আইন অমান্য আন্দোলন একেবারে ত্যাগ করিতে পারিবে, তাহাদের উচিত উক্ত বৈঠক আহ্বানের জন্য পণ্ডিত জহরলালের নিকট অনুরোধপত্র প্রেরণ করা।

চুঁচুড়ায় পুনরায় ডাকাতি

সদর মহকুমায় অন্তর্গত গোলবাজারসংলগ্ন পাড়ায় স্বর্গীয় পশুপতি মণ্ডলের বাড়ীতে আবার এক দুঃসাহসিক ডাকাতি হইয়াছে। স্মরণ থাকিতে পারে, গত ১৯৩১ সালের মে মাসে এক দল ডাকাত এই বাড়ী আক্রমণ করিয়াছিল এবং ডাকাতেরা তখন পশুপতি মণ্ডলকে হত্যা করে।

বর্ত্তমান ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, বাড়ীর গোমস্তা দুপ্রহর রাত্রে জাগিয়া উঠিয়া ঘরের মধ্যে দশ বারজন লোক দেখিতে পায়। ডাকাতদের একজন গোমস্তাকে ঘরের মধ্যে রাখিয়া দরজায় শিকল লাগাইয়া দেয় এবং অন্যান্য ডাকাতেরা বাড়ীর লোকজনদিগকে মারপিট করিয়া নগদ ও অলঙ্কারে বহু টাকা লইয়া অন্ধকারে গা'ঢাকা দিয়াছে।

জাহাজের কয়লায় নরকঙ্কাল

"খান্দালিয়া" জাহাজখানা সম্প্রতি কলিকাতা বন্দরে ফিরিয়া আসিয়াছে। ইহার পৌঁছার পর পোর্ট পুলিশের ইন্সপেক্টর আমেদকে জানান হয় যে, গত ৭ই কিম্বা ৮ই অক্টোবর কলিকাতা ফিরিবার পথে জাহাজখানা যখন মধ্য সমুদ্রে ছিল, তখন জাহাজের কয়লার আধারে একটী নরকঙ্কাল পাওয়া যায় এবং গভীর সমুদ্রে ইহা ফেলিয়া দেওয়া হইয়াছে।

প্রকাশ, জাহাজের চুল্লীতে কয়লা দেওয়ার পর কয়লার আধারের মধ্যে কঙ্কালটী পাওয়া যায়। ইহা প্রাপ্ত বয়স্কের কঙ্কাল বলিয়া মনে হইয়াছিল। ইহাতে মাথা ও পা যুক্ত ছিল। পুরুষ কি স্ত্রী তাহা জানা যায় নাই। গত ১৩ই আগষ্ট খিদিরপুর গার্ডেন রীচে উক্ত জাহাজখানা কয়লা বোঝাই করিয়া বন্দর পরিত্যাগ করে এবং সিঙ্গাপুর ও পেনাং হইয়া কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়াছে। জাহাজের ক্যাপ্টেন ও অন্যান্য কর্ম্মচারীর নিকট তদন্তের ফলে জানা যায় যে, কোন নাবিক, শ্রমিক কিংবা যাত্রীর নিরুদ্দেশের সংবাদ পাওয়া যায় নাই। এই সম্পর্কে পুলিশ তদন্ত চলিতেছে।

বাঙ্গালার আর্থিক অবস্থা

(১০)

পার্সী কমিটী

তাঁহাদিগের প্রস্তাবিত ব্যবস্থা নিম্নলিখিত রূপ হইবে:—

	(লক্ষ টাকা)
আয়করের মোট টাকা	১৮,০০
আদায়ের খরচ	৮০
অবশিষ্ট	১৭,২০
কোম্পানীর আয়ে সুপার-ট্যাক্স, কেন্দ্রী সরকারের কর্ম্মচারীদিগের বেতনের উপর আয়কর এবং কেন্দ্রী সরকারের অধীন স্থানের আদায় আয়কর ও সুপার-ট্যাক্স (কেন্দ্রী সরকারের নিজস্ব)	৩,৭০
প্রদেশসমূহকে দিতে পারা যাইবে	১৩,৫০

এই টাকার মধ্যে প্রায় ২ কোটি টাকা কোম্পানীর নিকট হইতে সুপার-ট্যাক্স হিসাবে আদায় নহে—ব্যক্তিগত আয়ের উপর সুপার-ট্যাক্স; সুতরাং তাহা সেই হিসাবে ভাগ করিয়া দিতে হইবে। অবশিষ্ট ১১ কোটি ৫০ লক্ষ টাকার প্রায় একসপ্তমাংশ কোম্পানীর অবণ্টিত লাভের উপর ও বৃটীশাধিকৃত ভারতের বাহিরের বাসিন্দাদিগের আয়ের উপর আদায় হয়। কমিটী ইহা লোকসংখ্যানুপাতে প্রদেশসমূহের মধ্যে বিভাগ করিয়া দিতে বলেন। অবশিষ্ট টাকা ব্যক্তিগত আয়ের উপর কর হিসাবে ধরিয়া প্রদেশসমূহের মধ্যে ভাগ করাই তাঁহাদিগের অভিপ্রেত।

ইহাতে আয়করের বণ্টন এইরূপ দাঁড়ায়:—

প্রদেশসমূহের দেয়। প্রদেশসমূহের নিকট হইতে কেন্দ্রী সরকারের দেয় সম্বন্ধে কমিটী মেষ্টন কমিটীর প্রবর্ত্তিত প্রথাই সমর্থন করেন এবং প্রত্যেক প্রদেশ আয়করের যে অংশ পাইবে, তাহাকে তদনুপাতে "বার্ষিক" দিতে হইবে, বলেন।

কমিটী বলেন, প্রস্তাবিত শাসন-ব্যবস্থার যথাসম্ভব উপযোগী করিয়া ব্যবহার জন্য তাহারা মেষ্টনী বন্দোবস্ত বিশেষ মনোযোগসহকারে অধ্যয়ন করিয়াছেন; কারণ, রাষ্ট্রসঙ্ঘ গঠিত হইলেও মেষ্টন কমিটীকে যে সব বিষয় বিবেচনা করিয়া সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিল, সেই সকল বিষয়ই তাঁহাদিগেরও বিবেচ্য ও বিচার্য্য।

মেষ্টনী বন্দোবস্তে "বার্ষিকের" বিবিধ হার নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। প্রথম হার নূতন রাজস্ব বাবদে প্রত্যেক প্রদেশের অতিরিক্ত আয় মাত্র বিবেচনা করিয়া কতকটা যথেচ্ছভাবে নির্দ্ধারিত হইয়াছিল। দ্বিতীয় হার প্রত্যেক প্রদেশের বর্ত্তমান ও সম্ভাবিত রাজস্ব, লোকের করদানের ক্ষমতা, রাজস্ব বৃদ্ধির সম্ভাবনা, ব্যয়ের পরিমাণ, দুর্ভিক্ষের সম্ভাবনা প্রভৃতি বিবেচনা করিয়া নির্দ্ধারিত হয়। সাত বৎসরে ক্রমে ক্রমে দ্বিতীয় হারে "বার্ষিক" আদায় হইবে, বলা হইয়াছিল। আর্থিক অবস্থা ভাল না বলিয়া বিহার ও উড়িষ্যা প্রদেশকে প্রথমাবধিই "বার্ষিক" প্রদানের দায় হইতে অব্যাহতি দেওয়া হইয়াছিল। ১৯২২-২৩ খৃষ্টাব্দ হইতে বাঙ্গালার "বার্ষিক" গ্রহণ বন্ধ হয়। ১৯২৭-২৮ খৃষ্টাব্দে ভারত সরকার অন্য সকল প্রদেশের নিকটও "বার্ষিক" গ্রহণ বন্ধ করেন। সুতরাং কোন প্রদেশকেই কখন দ্বিতীয় হারে "বার্ষিক" দিতে হয় নাই।

কমিটী বলেন, মেষ্টন কমিটী প্রথম সাত বৎসরের জন্য যেরূপ বিষয় বিবেচনা করিয়া কাজ করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগকেও প্রায় সেইরূপ বিষয় বিবেচনা করিতে হইয়াছে। তাঁহারা যদি মেষ্টন কমিটীর দ্বিতীয় হারের আদর্শ গ্রহণ করিতেন—সে কমিটী যে সব বিষয় বিবেচনা করিয়া হার নির্দ্দিষ্ট করিয়াছিলেন—সেই সকল বিষয় বিবেচনা করেন, তবে কতকগুলি প্রদেশের সরকারের অর্থাভাব ঘটিবে বা আয়বৃদ্ধির সামান্য উপায়ই থাকিবে। এই অবস্থায় তাঁহারা বাধ্য হইয়া মেষ্টন কমিটীরই মত প্রদেশের অতিরিক্ত আয় বিবেচনা করিয়া অর্থাৎ তাহারা আয়করের যে অংশ পাইবে তাহাই ধরিয়া "বার্ষিকের" হার নির্দ্দিষ্ট করিলেন। তাঁহাদিগের প্রস্তাবিত "বার্ষিকের" পরিমাণ এইরূপ দাঁড়ায়:—

এই প্রসঙ্গে বলা যাইতে পারে, যেভাবে "বার্ষিক" নির্দ্ধারিত হইবে তাহা নির্দ্দেশে এই কমিটী পীল কমিটীর নির্দ্ধারণের ব্যতিক্রম করিয়াছিলেন।

গোলটেবিল বৈঠকের তৃতীয় অধিবেশন

গোলটেবিল বৈঠকের তৃতীয় অধিবেশনে স্বীকৃত হয় যে, বাঙ্গালার প্রতি মেষ্টনী ব্যবস্থায় অবিচার করা হইয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে প্রস্তাব হয়, বাঙ্গালাকে পাটের রপ্তানী শুল্কের কতকাংশ প্রদান করা হইবে। বৈঠক মনে করেন, পাট হইতে উৎপন্ন পণ্যের উপর বর্ত্তমান শুল্কের পরিবর্ত্তে তাহার উপর কেন্দ্রী সরকারের শুল্ক প্রতিষ্ঠিত করিয়া তাহার আয় প্রদেশের অংশানুসারে তাহাদিগকে প্রদান করিলে সুব্যবস্থা হইতে পারে।

বিলাতী সরকারের প্রস্তাব

কেন্দ্রী সরকারে ও রাষ্ট্রসঙ্ঘের অংশগুলিতে রাজস্ব বিভাগ। "শ্বেত পত্রে" বিলাতী সরকার রাজস্ব-বিভাগের নিম্নলিখিত ব্যবস্থার প্রস্তাব করিয়াছেন:—

যে সকল ট্যাক্স কোন তালিকায় উল্লেখ করা হয় নাই, সে সকল প্রদেশসমূহের। তবে বড়লাট কেন্দ্রী সরকারেরও প্রাদেশিক সরকারের মন্ত্রীদিগের সহিত পরামর্শ করিয়া তাঁহার ইচ্ছানুসারে অনুল্লিখিত যে কোন কর কেন্দ্রী সরকারের বলিয়া ঘোষণা করিতে পারিবেন।

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক
— পারমার্থিক পত্র —
শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশ-
তনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনম্,
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং
প্রেমা পুমর্থো মহান্,
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং
তত্রাদরো নঃ পরঃ॥

৮ম বর্ষ } ১৮ই দামোদর গৌরাব্দ ৪৪৭, ৪ঠা কার্ত্তিক বঙ্গাব্দ ১৩৪০, ২১শে অক্টোবর ইং ১৯৩৩, শনিবার { ১৯৩তম সংখ্যা

য়ুরোপে প্রচার-সন্দেশ

গত ২৬শে সেপ্টেম্বর Mr. ও Mrs. Polak লণ্ডন গৌড়ীয়মঠে উপস্থিত হইয়া প্রচারকগণের নিকট অনেকক্ষণ হরিকথা শ্রবণ করিয়াছিলেন।

গত ২৭শে সেপ্টেম্বর Mrs. Hilda Korbel নাম্নী জনৈকা বর্ষীয়সী ও বিদুষী মহিলা লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠে আসিয়াছিলেন। তিনি ইতঃপূর্ব্বে শ্রীমদ্ বন মহারাজের Theosophical Societyতে বক্তৃতা-কালে শ্রীচৈতন্যদেব ও শ্রীকৃষ্ণের ভজন-সম্বন্ধে অনেক কথা শ্রবণ করিয়াছিলেন। তিনি জার্ম্মাণী ও ইংরাজী—উভয় ভাষায় সুশিক্ষিতা। তাঁহার শ্রীকৃষ্ণের প্রতি স্বাভাবিক অনুরাগ ও স্বয়ং ভগবান্ বলিয়া বিশ্বাস দেখা যায়। তিনি একনিষ্ঠ নিরামিষভোজী এবং তাঁহার জীবনও খুব পবিত্র ও আড়ম্বর-হীন। তিনি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের প্রদর্শিত নাম-ভজন গ্রহণ করিবার জন্য অত্যন্ত উৎসুক হইয়াছেন।

গত ২৮শে সেপ্টেম্বর Mr. Arnold Corbluth শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের নিকট একখানি পত্রে লিখিতেছেন যে, তিনি (Mr. Corbluth) শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের শিক্ষা এবং সেই শিক্ষানুযায়ী বাস্তব-আদর্শ জীবনের আচার-সমূহ অনুসরণ করিবার জন্য লণ্ডন-শ্রীগৌড়ীয়মঠে শ্রীমদ্ বন মহারাজ প্রমুখ সেবকগণের সহিত বাস করিতেছেন এবং তজ্জন্য শ্রীল প্রভুপাদের কৃপা ও আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করেন। তিনি আরও জানাইয়াছেন যে, তাঁহার জীবনের প্রিয়তম ও অন্তরতম উদ্দেশ্য—ঈশ্বরকে জানা এবং সেই ভগবদভিজ্ঞান লাভের জন্য তিনি শ্রীল প্রভুপাদের কৃপা ও নিরামকত্ব যাচ্ঞা করিতেছেন।

উক্ত পত্রের উত্তরে শ্রীল প্রভুপাদ Mr. Corbluthকে যে একখানি পত্র লিখিয়াছেন, তাহাতে সূত্রাকারে অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। উহার সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম এই যে, পরমেশ্বরকে জানা বা দেখার ইচ্ছায় আমাদের বিক্ষিপ্ত হইবার যোগ্যতা আছে; কিন্তু পরমেশ্বরের সেবা যখন গুর্ব্বানুগত্যে অনুষ্ঠিত হয়, তদ্দ্বারাই আমাদের পরম মঙ্গল লাভ হইতে পারে। 'কেবল জানা'র ফল নির্ব্বিশেষজ্ঞান বা আত্মেন্দ্রিয়-তর্পণের প্রতিবেধকরূপে প্রকাশিত হইয়া উহা আমাদের গ্রহণ ও ত্যাগের বিষয় হইয়া পড়ে। ভগবান্‌কে কেবল জানিতে চাওয়ার ফল ভোগ বা ত্যাগে পর্য্যবসিত হইয়া পড়িতে পারে; কিন্তু ভগবান্‌কে জানার মুখ্য ফল—অপ্রতিহতা সেবা। সেবার স্বাভাবিক অনুরাগ উদ্বুদ্ধ হইলে কেবল জানা-কার্য্যের ন্যায় কৌতূহলপরিতৃপ্তিতে তাহার পরিসমাপ্তি হইয়া যায় না, উত্তরোত্তর নবনবায়মানভাবে বর্দ্ধিতই হইতে থাকে।

গত ২৮শে সেপ্টেম্বর সন্ধ্যাকালে লণ্ডন বঙ্গীয়-সাহিত্যসমিতি বিজয়া-সম্ভাষণে যোগদান করিবার জন্য শ্রীগৌড়ীয় মঠের প্রচারকগণকে বিশেষভাবে আহ্বান করিয়াছিলেন। লণ্ডন-মঠের প্রচারকগণ সকলেই সেই সভায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। স্বামীজী মহারাজগণের জন্য বিশেষ আসনের ব্যবস্থা ছিল এবং উক্ত সভায় সেদিনকার সভাপতি স্যর বি, এন্, মিত্র লণ্ডন-মঠের প্রচারকগণকে বিশেষ শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদর্শন করিয়াছিলেন। সেই সভায় শ্রীমদ্ ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ স্যর বি, এন, মিত্র মহোদয়ের দ্বারা অনুরুদ্ধ হইয়া বিজয়ার প্রকৃত তত্ত্ব ও তথ্য-সম্বন্ধে একটী নাতিদীর্ঘ মনোরম বক্তৃতা করেন। এতৎপ্রসঙ্গে শ্রীমন্ মধ্বাচার্য্যের আবির্ভাব-তিথি-সম্বন্ধেও কিছু কীর্ত্তন করিয়াছিলেন।

গত ২৯শে সেপ্টেম্বর অপরাহ্ণ ৫ ঘটিকার সময় ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন মহারাজের India officeএ Sir Findlater Stewart, K. C. B., K. C. I. E., C. S. I. মহোদয়ের সহিত সাক্ষাৎ হয়। তিনি লণ্ডনে ও য়ুরোপের বিভিন্ন স্থানে শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচারের অভ্যুদয়-দর্শনে বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করেন।

গত ২রা অক্টোবর বেলা ১ ঘটিকার সময় Lambeth Palace এ মহামান্য The Lord Archbishop of York ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিহৃদয় বন মহারাজকে আহ্বান করিয়াছেন। সেখানে মহামান্য The Lord Archbishop of Canterbury মহোদয়ও উপস্থিত ছিলেন। শ্রীমদ্ বন মহারাজ শ্রীগৌরাঙ্গদেবের শিক্ষা সম্বন্ধে অনেক কথা কীর্ত্তন করিয়াছেন।

গত ৩রা অক্টোবর অপরাহ্ণে সুবিখ্যাত London "Times" পত্রের সম্পাদক Mr. F. H. Brown C. I. E. এবং Secretary of India Society F. H. P. Richter M. A. লণ্ডন-শ্রীগৌড়ীয়মঠে আসিয়া প্রচারকগণের মুখে শ্রীচৈতন্যদেবের বাণী শ্রবণ করিয়াছেন।

লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠের প্রচারকগণ য়ুরোপের বিভিন্ন স্থান হইতে এ সময়ে বহু সভাসমিতিতে বক্তৃতা প্রদানের জন্য নিমন্ত্রণ পাইতেছেন।

আমাদের নিজস্ব সংবাদ-দাতা জানাইয়াছেন যে, কি লণ্ডনবাসী জনসাধারণ, কি য়ুরোপের অভিজাতসম্প্রদায়, যাঁহারা পূর্ব্বে লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠের প্রচারকগণের মুখে শ্রীচৈতন্যদেবের বাণী শ্রবণ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের উৎসাহ জলবুদ্বুদের ন্যায় প্রশমিত হইয়া যায় নাই দেখিয়া তাঁহারা আনন্দিত হইতেছেন; বরং যাঁহারা পূর্ব্বে একবার প্রচারকগণের মুখে শ্রীচৈতন্যদেবের বাণী শ্রবণ করিয়াছেন, তাঁহারা উত্তরোত্তর ঐ সকল কথা শ্রবণের জন্য অধিকতর ঔৎসুক্য প্রকাশ করিতেছেন। নিজস্ব সংবাদ-দাতা আরও লিখিয়াছেন যে, শ্রীল প্রভুপাদের কৃপায় এ প্রদেশে শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচারের ক্ষেত্র তাঁহারা ক্রমশঃই বিপুল হইতে বিপুলতর, ব্যাপক হইতে ব্যাপকতররূপে সম্মুখে দেখিতেছেন, অনেকে অকপট অনুসন্ধিৎসু হইয়া শ্রীচৈতন্যদেবের বাণী শ্রবণ করিবার জন্য প্রত্যহই লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠে আসিতেছেন। এত সভা-সমিতিতে আহ্বান আসিতেছে যে, প্রচারকগণের সকল স্থানের অনুরোধ রক্ষা করা অসম্ভব হইয়া পড়িতেছে।

গত ৩০শে সেপ্টেম্বর লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠের প্রচারকগণের নিকট Mr. M. Jean Buhot, Secretaire adjoint of Association Francaise des Amis De L'orient, Musse Guimet, 6, Place d' Iena, Paris (XVI) মহোদয় আগামী জানুয়ারীতে (১৯৩৪) লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠের প্রচারকগণকে Parisএ দুইটী বক্তৃতা দিবার জন্য বিশেষভাবে আহ্বান করিয়াছেন। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ আগামী ৩রা ডিসেম্বর (১৯৩৩) Berlin রওনা হইবেন।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১৮ দামোদর, অব্যয় ক্ষীরোদশায়ী

ত্রয়ীর আবির্ভাব

ঐতিহাসিকগণ সূর্য্য ও চন্দ্রবংশের বিষয় অবগত আছেন। সূর্য্যবংশের বিবরণ রামায়ণে এবং চন্দ্রবংশের বিবরণ মহাভারতে সম্যগ্‌রূপে বর্ণিত আছে। আমরা শ্রীমদ্‌ভাগবত অবলম্বন করিয়া চন্দ্রবংশের কিছু বিবরণ এবং প্রসঙ্গক্রমে বেদত্রয়ের আবির্ভাব কারণ লিপিবদ্ধ করিতেছি।

সহস্র-শীর্ষ পুরুষের নাভিপদ্ম হইতে ব্রহ্মার জন্ম হয় তাঁহার পুত্র 'অত্রি'। ইনি গুণে পিতৃতুল্য ছিলেন। সেই অত্রির আনন্দাশ্রু হইতে অমৃতময় 'সোম' নামক পুত্রের জন্ম হয়। ব্রহ্মা তাঁহাকে বিপ্র, ওষধি ও নক্ষত্রগণের অধিপতি করিয়াছিলেন। ইঁহার নাম হইতেই 'সোম' বংশ বা চন্দ্রবংশের নামকরণ হইয়াছে।

মহারাজ সোম ত্রিভুবন জয় করিয়া রাজসূয় যজ্ঞ করিয়াছিলেন এবং অভিদর্পে সুরাচার্য্য বৃহস্পতির পত্নী তারাকে বলপূর্ব্বক হরণ করিয়াছিলেন। দেবগুরু বৃহস্পতি তাঁহার পত্নীকে ফিরাইয়া দিবার জন্য সোমের নিকট পুনঃ পুনঃ প্রার্থনা করিতে লাগিলেন, কিন্তু প্রার্থনায় কোন ফল হইল না, চন্দ্র গর্ব্ব বশতঃ তারাকে পরিত্যাগ করিলেন না, ফলে সোমের সহিত বৃহস্পতির যুদ্ধ বাধিবার উপক্রম হইল। বৃহস্পতির প্রতি শুক্রের দ্বেষ-ভাব বর্ত্তমান ছিল সুতরাং তিনি (শুক্র) অসুরগণসহ চন্দ্রপক্ষ গ্রহণ করিলেন এবং রুদ্র বাৎসল্য বশতঃ সর্ব্বভূতগণে পরিবৃত্ত হইয়া গুরু-পুত্র বৃহস্পতির পক্ষ অবলম্বন করিলেন। এইরূপে সুর ও অসুরগণের মধ্যে রণ-সজ্জা সাজিত হইল। তারার নিমিত্ত দেবাসুর বিনাশন সমর আরম্ভ হইল। বৃহস্পতি ব্রহ্মার নিকট যুদ্ধের বৃত্তান্ত নিবেদন করিলে তিনি (শ্রীব্রহ্মা) চন্দ্রকে ভৎর্সনা পূর্ব্বক তাঁহার নিকট হইতে তারাকে লইয়া বৃহস্পতির হস্তে প্রদান করিলেন। সুতরাং আপাততঃ যুদ্ধ বন্ধ হইল।

বৃহস্পতি তারাকে লইয়া যাইয়া জানিতে পারিলেন, তারা চন্দ্রকর্ত্তৃক গর্ভবতী হইয়াছেন, তদ্দৃষ্টে তিনি অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া তারাকে বিস্তর ভর্ৎসনা করিলেন এবং ঐ গর্ভ শীঘ্র দূরীভূত করিবার জন্য আদেশ করিলেন। পতির বাক্যে অতিশয় লজ্জিত হইয়া তারা গর্ভ হইতে সুবর্ণকান্তি বিশিষ্ট এক সন্তান প্রসব করেন। সদ্যজাত শিশুর অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য দেখিয়া চন্দ্র ও বৃহস্পতি উভয়েরই তাহাকে গ্রহণের নিমিত্ত স্পৃহা জন্মিল।

উভয়েই সন্তানের দাবী করিতে লাগিলেন, সুতরাং উভয়ের মধ্যে পুনরায় বিবাদ উপস্থিত হইল। মুনিগণ, তারাকে 'ঐ সন্তান কাহার' জিজ্ঞাসা করিলে তিনি লজ্জায় কিছু বলিতে পারিলেন না। ইহার পর ব্রহ্মা তারাকে নির্জ্জনে আহ্বান করিয়া সান্ত্বনা প্রদান পূর্ব্বক সন্তানের পিতার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে তিনি চন্দ্রের নাম বলিলেন, সুতরাং চন্দ্র তৎক্ষণাৎ কুমারকে গ্রহণ করিলেন। এই শিশুটীর গম্ভীর বুদ্ধি দেখিয়া ব্রহ্মা তাহার নাম রাখিলেন বুধ। নক্ষত্রপতি চন্দ্র ঐ পুত্রদ্বারা অতিশয় আনন্দ প্রাপ্ত হইতেন।

ক্রমে বুধ বড় হইতে লাগিলেন বিবাহ-যোগ্য বয়সে তিনি মনুকন্যা 'ইলা'র পাণি গ্রহণ করেন। ইলার গর্ভে তাহার 'পুরূরবা' নামক পুত্রের জন্ম হয়। একদিন দেবর্ষি নারদ পুরূরবার রূপ, গুণ, ঔদার্য্য স্বভাব, ধন ও বিক্রম সকল কীর্ত্তন করিতেছিলেন; তচ্ছ্রবণে দেবী উর্ব্বশী কামজালে জড়িত হইয়া পুরূরবার নিকট গমন করেন। উর্ব্বশীকে দেখিয়া পুরূরবার তৎসহ সঙ্গম বাসনা উদিত হইল এবং তিনি তাহা ব্যক্ত করিলে উর্ব্বশী এই সর্ত্তে স্বীকৃত হইলেন যে পুরূরবা তাহার দুইটী মেষ পালন করিবেন এবং উর্ব্বশী খাদ্যরূপে ঘৃত প্রাপ্ত হইবেন; তদ্ব্যতীত পুরূরবা সঙ্গমের পর বিবস্ত্র থাকিতে পারিবেন না।

কামের এমনি প্রকৃতি যে তাহার কবলে পতিত হইলে মানব কখনও কোন প্রকার বিবেকের বশবর্ত্তী হইতে পারে না। তাই কামার্ত্ত পুরূরবা উর্ব্বশীর সর্ত্ত তৎক্ষণাৎ মানিয়া লইলেন এবং তাহার সহিত চৈত্ররথ প্রভৃতি বিহারস্থলে স্বেচ্ছা পূর্ব্বক বিহার করিতে লাগিলেন। এদিকে দেবরাজ ইন্দ্র সভা মধ্যে উর্ব্বশীকে দেখিতে না পাইয়া তাঁহার অনুসন্ধানে গন্ধর্ব্বদিগকে প্রেরণ করিলেন।

গন্ধর্ব্বগণ মধ্য-রাত্রের গাঢ় অন্ধকারে মর্ত্তলোকে আগমন পূর্ব্বক পুরূরবার নিকট উর্ব্বশী যে মেষ-দ্বয় গচ্ছিত রাখিয়াছিল তাহা হরণ করিল। উর্ব্বশী উহাদিগকে পুত্রতুল্য স্নেহ করিতেন। গন্ধর্ব্বগণ উহাদিগকে অপহরণ করিয়া লইয়া যাইবার সময় মেষ দুইটী ক্রন্দন করিতে থাকে। তচ্ছ্রবণে উর্ব্বশী অতিশয় শোকার্ত্ত হইয়া পুরূরবাকে ভর্ৎসনা করিয়া বলিতে লাগিলেন,—"তুমি শুধু মুখে মুখেই নিজকে অতিশয় বীর বলিয়া অভিমান কর কিন্তু তোমার ন্যায় কাপুরুষ জগতে আর দ্বিতীয়টি নাই। আমি তোমায় প্রতি বিশ্বাস করিয়া আমার পুত্রোপম মেষ দ্বয়কে তোমার নিকট গচ্ছিত রাখিয়া ছিলাম, কিন্তু তুমি নির্ব্বীর্য্য, দস্যুগণ তাহাদিগকে হরণ করিয়া লইয়া গেল, আর তুমি কিছুতেই তাহাদিগকে রক্ষা করিতে পারিলে না। হায় আমার অদৃষ্ট!" এই বলিয়া উর্ব্বশী বিনাইয়া বিনাইয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। উর্ব্বশীর বাক্যাঙ্কুশে পুরূরবা গজবৎ হইয়া ক্রোধে নগ্নাবস্থাতেই রাত্রির সেই সূচিভেদ্য অন্ধকারের মধ্যে খড়্গ হস্তে গন্ধর্ব্বদিগের পশ্চাৎ ধাবিত হইলেন। গন্ধর্ব্বগণ মেষ দুইটী পরিত্যাগ পূর্ব্বক বিশিষ্ট দ্যুতিময় হইয়া পুরূরবার গৃহে প্রভা বিস্তার করিতে লাগিলেন। সেই আলোকে উর্ব্বশী পতি পুরূরবাকে মেষ-দ্বয়সহ প্রত্যাগমন করিতে দেখিতে পাইলেন। তদ্দর্শনে উর্ব্বশী গন্ধর্ব্বদিগের সহিত প্রস্থান করিলেন।

পুরূরবা প্রত্যাবৃত্ত হইয়া শয্যায় পত্নী উর্ব্বশীকে দেখিতে পাইলেন না, কাজেই মনের দুঃখে বিহ্বল ও তদ্গত চিত্ত হইয়া শোক করিতে করিতে উন্মত্তের ন্যায় পৃথিবী পর্য্যটন করিতে লাগিলেন।

পাঠকগণ! কামিনীর মোহে মুগ্ধ হইয়া মানব কি প্রকার দুর্দ্দশাগ্রস্ত হয় আমরা উপরিউক্ত চিত্রে তাহা বিশেষরূপে দর্শন করিলাম। বস্তুতঃ কামিনীমুগ্ধ জনগণের মনুষ্যত্ব বলিয়া কোন জিনিষ থাকে না। তাহাদের চিত্তবৃত্তি পশুর ন্যায় হইয়া পড়ে। পুরূরবা ঐ প্রকার চিত্তবৃত্তির বশবর্ত্তী হইয়া ভ্রমণ করিতে করিতে সরস্বতী তীরে কুরুক্ষেত্রে উপস্থিত হইলেন। এই স্থানে উর্ব্বশী ও তাহার পঞ্চসখীকে দেখিয়া অতিশয় আনন্দিত হইলেন এবং মনে করিলেন, এই বার বুঝি তাহার ভাগ্য সুপ্রসন্ন হইয়াছে। তিনি উর্ব্বশীকে বলিতে লাগিলেন, "হে পত্নি! তুমি অদ্যাপি আমার দ্বারা তৃপ্তি লাভ করিতে সমর্থ হও নাই, কিন্তু তাই বলিয়া কি আমাকে পরিত্যাগ করা তোমার উচিত হইয়াছে? যদি একান্ত পরিত্যাগই কর তাহা হইলেও আমাকে তোমার সহিত কিছুক্ষণ আলাপ করিবার অনুমতি প্রদান কর। হে দেবি! তোমা কর্ত্তৃক প্রত্যাখ্যাত হইয়া আমার এই সুন্দর কলেবর এই স্থানে পতিত হইতেছে। সুতরাং তোমার কৃপার আস্পদ না হওয়ায় এই দেহকে শৃগাল, গৃধিনী প্রভৃতি উদরস্থ করিবে।

এখন পুরূরবার বাক্য শ্রবণে উর্ব্বশী যাহা ব্যক্ত করিতেছেন তাহাই প্রকাশিত হইবে। তাহার বাক্যে কতকগুলি অপ্রিয় সত্য কথা প্রকাশিত হইলে। কথাগুলি অপ্রিয় হইলেও বুদ্ধিমান জনগণের প্রণিধান করা একান্ত কর্ত্তব্য। যে সকল ভাগ্যবতী মহিলা ভগবদ্ভজনে সর্ব্বদা নিযুক্ত থাকিয়া স্ব স্ব চরিত্রের দেবীত্ব প্রস্ফুটিত করিয়াছেন, তাঁহাদের সম্বন্ধে ঐ বাক্যগুলি প্রযোজ্য না হইলেও যেসকল মহিলার হৃদয়ে ভোগাগ্নি প্রজ্বলিত হইতেছে তাঁহাদের সম্বন্ধে ঐ কথাগুলি সম্পূর্ণ সত্য।

উর্ব্বশী পুরূরবাকে প্রাণ ত্যাগপ্রায় দেখিয়া বলিতে লাগিলেন, "হে রাজন্‌! আপনি পুরুষ সুতরাং অধৈর্য্য হইয়া প্রাণ পরিত্যাগ করিবেন না, ধৈর্য্য অবলম্বন করুণ। ইন্দ্রিয়রূপ শৃগালগণ যেন আপনাকে ভক্ষণ না করে আপনি জিতেন্দ্রিয় হউন। স্ত্রীগণের হৃদয় বৃকগণের ন্যায়, সুতরাং তাঁহাদের কুত্রাপি সখ্য থাকে না। কারণ স্ত্রীগণ নিদয়া ও কুটিল স্বভাবা তাহারা সামান্য দোষও সহ্য করে না এবং নিজ সুখের নিমিত্ত অধর্ম্মাদিতেও ভীতা হয় না। স্বেচ্ছাচারিণী, কুলটা-ত্যক্ত-সৌহৃদ-স্ত্রীগণ অজ্ঞ-জনগণ মধ্যে মিথ্যা প্রণয় স্থাপন পূর্ব্বক নিত্য নূতন নূতন সঙ্গ অভিলাষ করিয়া থাকেন, তাহারা সামান্য কারণেই বিশ্বস্ত ভ্রাতা ও পতির প্রাণ নাশ করিতেও কিছুমাত্র দ্বিধাবোধ করে না।"

উর্ব্বশী পুরূরবাকে ঐ প্রকার উপদেশ সমূহ প্রদান পূর্ব্বক সম্বৎসরান্তে এক রাত্র তাহার সহিত বিহার করিতে সম্মত হইলেন এবং বলিলেন যে, তাহাতেই রাজার অন্যান্য সন্তানগণের জন্ম হইবে। পুরূরবা উর্ব্বশী গর্ভবতী লক্ষ্য করিয়া নিজপুরীতে আগমন করিলেন এবং বৎসরান্তে পুনরায় কুরুক্ষেত্রে আগমন পূর্ব্বক আনন্দসহকারে একরাত্রি তাহার সহিত যাপন করিলেন। তাহার পর বিচ্ছেদসময় রাজার হৃদয় অত্যন্ত কাতর হইল তাঁহার হৃদপিণ্ডের কার্য্য বন্ধ হওয়ার উপক্রম হইল। পুরূরবাকে ঐপ্রকার বিরহ কাতর ও শোকাতুর দেখিয়া উর্ব্বশী বলিতে লাগিলেন,—"হে রাজন! আপনি গন্ধর্ব্বগণের শরণাগত হউন তাহারা আমাকে আপনার হস্তে প্রদান করিবেন। উর্ব্বশীর বাক্যে রাজা গন্ধর্ব্বগণের স্তব করিতে লাগিলেন তখন গন্ধর্ব্বগণ তাঁহার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া তাহাকে একটী অগ্নিস্থালী প্রদান করিলেন। রাজা ঐ অগ্নিস্থালীকে উর্ব্বশী মনে করিয়া উহা লইয়া বনে বনে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। অবশেষে তিনি জানিতে পারিলেন যে উহা উর্ব্বশী নহে পরন্তু অগ্নিস্থালী। তখন রাজা অগ্নিস্থালীকে বনে পরিত্যাগ পূর্ব্বক গৃহে প্রত্যাগমন করিয়া রাত্রিতে উর্ব্বশীর ধ্যান করিতে লাগিলেন। তাহাতে ত্রেতাযুগ আরম্ভে তাঁহার চিত্তে কর্ম্মবোধক বেদত্রয় প্রাদুর্ভূত হইল। তখন পুরূরবা যেস্থানে অগ্নিস্থালী পরিত্যাগ করিয়াছিলেন সেই স্থানে গমন করিয়া দেখিতে পাইলেন, একটা শমীবৃক্ষের গর্ভে অশ্বত্থবৃক্ষ

উৎপত্তি হইয়াছে। তখন তিনি সেই অশ্বত্থ বৃক্ষদ্বারা উর্ব্বশী লোককামনায় দুইটী অরণি নির্ম্মাণ পূর্ব্বক মন্ত্রযোগের নিম্নভাগের অরণিকে উর্ব্বশী, উত্তরারণিকে নিজ এবং তদুভয়ের মধ্যবর্ত্তী অরণিকে পুত্ররূপে চিন্তা করিতে করিতে অগ্নি মন্থন করিতে লাগিলেন। তাঁহার মন্থন হইতে অগ্নি প্রকটিত হইলেন এই অগ্নি হইতে ভোগাধন সিদ্ধ হইয়া থাকে। ইহা ত্রয়ী-বিদ্যার দ্বারা সংস্কৃত ও গর্ভাধান সংস্কার দ্বারা শৌক্র, সাবিত্র ও যাজ্ঞিক এই ত্রিবিধ আহবনীয় রূপ প্রাপ্ত হইয়া রাজার পুত্ররূপে কল্পিত হইল। পুরূরবা উর্ব্বশী লোভ কামনায় অগ্নিদ্বারা সর্ব্বদেব ময় অধোক্ষজ যজ্ঞেশ্বর ভগবান্ শ্রীহরিকে যজন করিতে লাগিলেন।

সত্যযুগে সর্ব্ববাক্যের বীজভূত প্রণবই একমাত্র বেদ ; নারায়ণ একমাত্র সেব্য ছিলেন ; অন্যান্য দেবদেবীগণ সেব্যরূপে কল্পিত হ'ন নাহ। তখন অগ্নিই একমাত্র লৌকিক এবং বর্ণও একমাত্র হংস ছিল। ত্রেতারম্ভে পুরূরবা ইহাতে কর্ম্মকাণ্ডীয় বেদত্রয়ীর আবির্ভাব হয়। রাজা পুরূরবা অগ্নিকে পুত্ররূপে কল্পিত করিয়া তদ্দ্বারা গন্ধর্ব্বলোক প্রাপ্ত হইলেন।

'শ্রেয়ঃসন্ধানে মানবই সমর্থ'

(২)

যাঁরা কল্পিত সেশ্বর নৈতিক তাঁরা নীতিকেই প্রবল রেখেছেন এবং সেই নীতিকে রক্ষা করবার জন্য একটা কল্পিত ঈশ্বরকে খাড়া করেছেন সত্য সত্য ঈশ্বরের বাস্তব অবস্থান সম্বন্ধে তা'দের কোন বিশ্বাস বা কৃতজ্ঞতা নাই। পূর্ব্বোক্ত দোষে দুষ্ট হইয়া তাহাদেরও নীতি সম্পূর্ণরূপে রক্ষা করা অসম্ভব কিছু কিছু তারতম্য থাকলেও তাহাদিগকে পশুপক্ষী অপেক্ষা বিশেষ উচ্চ আসন দেওয়া যায় না ; কেননা ইন্দ্রিয়তর্পণই তাদের একমাত্র কার্য্য। যাহা আমরা পশুপক্ষীর মধ্যে সর্ব্বতোভাবে দেখ্‌তে পাই নিজে ইন্দ্রিয়-তর্পণ-কামী বলে অপর ইন্দ্রিয়-তর্পণকামীর ইন্দ্রিয়তর্পণে কিছু ব্যাঘাত কর্‌লে আমরা তাহার, ইন্দ্রিয়তর্পণ কার্য্যে সহায়তা করবার জন্য যে চেষ্টা বা নীতি দেখাই উহা পশু পক্ষ্যাদিতেও দৃষ্ট হয়, এক বানরের দল হ'তে একটী বানরকে হত্যা বা প্রহার করিলে দলের সমস্ত বানরগুলি উক্ত প্রহৃত বা নিহত বানরটীর প্রতি বিশেষ সহানুভূতি দেখাইয়া থাকে। বায়স সম্বন্ধেও আমরা এরূপ লক্ষ্য করি, সুতরাং এই শ্রেণীর ব্যক্তিদিগকে উত্তম পশু ব'লে শাস্ত্রে আখ্যা দিয়েছেন। উক্ত তিন শ্রেণীকেই মুকুলিত-চেতন বা চেতনের ঈষৎ পরিচয় মাত্র শ্রেণীভুক্ত ক'রেছেন। তারপর হ'চ্ছে বাস্তব সেশ্বর নীতির কথা, এখানে চেতন-পুষ্প বিকাশোন্মুখ, ভগবানের অস্তিত্ব, ভগবৎ কৃতজ্ঞতা সর্ব্বতোভাবে তাঁরা অবলম্বন ক'রেছেন, তবে নীতির দিকে কিছু দৃষ্টি আছে, এখান থেকেই শ্রেয়ঃ সন্ধানে জীবের গতি পরিলক্ষিত হয়। এর পরের অবস্থাই হ'চ্ছে সাধনভক্তি অবস্থা, এখানে চেতন-পুষ্প বিকসিত হ'য়েছে, তবে তার পাপড়িগুলি পূর্ণরূপে বিকাশ ক'রে পূর্ণসৌগন্ধ বিকিরণ করতে পারেনি, সাধনভক্তের জড়নীতির দিকে আদৌ লক্ষ্য নাই ; সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ পরম নীতিই যে ভগবৎসেবা তাঁহাকেই তিনি সযত্নে সর্ব্বদা রক্ষা করবার জন্যে নিজেকে নিযুক্ত করেছেন—

স্মর্ত্তব্যঃ সততং বিষ্ণুর্বিস্মর্ত্তব্যো ন জাতুচিৎ
সর্ব্বে বিধিনিষেধাঃ স্যুরেতয়োরেব কিঙ্করাঃ ॥

এই হ'চ্ছে তাঁহাদের মূলমন্ত্র। বাস্তব সেশ্বর নৈতিক ও সাধন ভক্তকেই বিকচিত চেতন শ্রেণীতে ভুক্ত ক'রেছেন।

ভাবভক্ত জীবন হ'চ্ছে তার পরের অবস্থা, এখানেই চেতন-পুষ্প পূর্ণ বিকসিত হ'য়ে, পূর্ণ সৌগন্ধ বিস্তার করে। নিখিল চেতনের অদ্বিতীয় ভোক্তা শ্রীভগবানের পাদপদ্ম চুম্বনে স্বাভাবিক গতি লাভ করেছে। এই অবস্থাকে পূর্ণ-বিকচিত চেতনাবস্থা বলে। তথায় আত্মেন্দ্রিয়-তর্পণের পূতিগন্ধ সর্ব্বতোভাবে বিদূরিত হইয়া স্বরাট্ পূর্ণবস্তু শ্রীকৃষ্ণের আনন্দ বিধানই একমাত্র তাৎপর্য্য। ইহারই গাঢ় অবস্থা বা চেতনের সর্ব্বপূর্ণতম বিকাশকে 'প্রেম' বলে, উহাই জীব-স্বরূপের চরম প্রয়োজন বা শ্রেয়ঃ সন্ধানের পূর্ণতমসিদ্ধি।

শ্রীরূপ শিক্ষায় শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীল রূপ গোস্বামী প্রভুপাদকে লক্ষ্য ক'রে জগতে যে মহামূল্য শিক্ষামৃত রেখে গিয়েছেন শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে উহা সম্পুটীত হয়েছে ;—

এই মত ব্রহ্মাণ্ড ভরি অনন্ত জীবগণ।
চৌরাশি-লক্ষ যোনিতে করয়ে ভ্রমণ ॥
কেশাগ্র-শতেক-ভাগ পুনঃ শতাংশ করি।
তা'র সম সূক্ষ্ম জীবের 'স্বরূপ' বিচারি ॥
তার মধ্যে 'স্থাবর', 'জঙ্গম'—দুই ভেদ।
জঙ্গমে তীর্য্যক—জল-স্থলচর বিভেদ ॥
তার মধ্যে মনুষ্য জাতি অতি অল্পতর।
তার মধ্যে ম্লেচ্ছ, পুলিন্দ, বৌদ্ধ, শবর ॥
বেদনিষ্ঠ মধ্যে অর্দ্ধেক বেদ 'মুখে' মানে।
বেদনিষিদ্ধ পাপ করে, ধর্ম্ম নাহি গণে ॥
ধর্ম্মাচারী-মধ্যে বহুত 'কর্ম্মনিষ্ঠ'।
কোটী কর্ম্মনিষ্ঠ মধ্যে এক 'জ্ঞানী' শ্রেষ্ঠ ॥
কোটি জ্ঞানী-মধ্যে হয় এক জন 'মুক্ত'।
কোটি মুক্ত-মধ্যে 'দুর্ল্লভ' এক কৃষ্ণভক্ত ॥
কৃষ্ণভক্ত—নিষ্কাম, অতএব 'শান্ত'।
ভুক্তি-মুক্তি সিদ্ধি-কামী, সকলি 'অশান্ত' ॥

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষামৃতে আমরা লক্ষ্য করিতেছি যে এই দুর্ল্লভ মনুষ্য জন্মেরই সদ্ব্যবহারে শ্রেয়ঃ সন্ধানে সম্পূর্ণ যোগ্যতা আছে। এখানে শ্রীমন্মহাপ্রভু চেতনের বিকাশ তারতম্য পরিচয়ে পূর্ব্বোক্ত ন্যায়ে অবস্থার তারতম্য দেখিয়েছেন।

শ্রেয়ঃ সন্ধানে ব্রতী না হ'লে মানবের শ্রেষ্ঠত্ব আছে স্বীকৃত হ'তে পারে না, মানব শ্রেয়ঃপন্থী না হ'লে পশু পক্ষী অপেক্ষা কোন কোন বিষয়ে কৃতিত্ব দেখাতে পার্‌লেও উহা আত্মেন্দ্রিয়তর্পণ তাৎপর্য্যে নিযুক্ত হওয়া হেতু শোক, মোহ, ক্লেশ আহার বিহার ভয় মৈথুন ইত্যাদি ধর্ম্ম; যাহা পশুপক্ষ্যাদিতেও দৃষ্ট হয়, তা' হতে পরিত্রাণ লাভ কর্‌তে পারেন না। তাদের এই শ্রেষ্ঠত্বই বা কয়দিনের ? কালের অনন্তত্ব বিচারে উহার স্থিতি অতি অল্প দিন। শ্রীমদ্ভাগবতের বিচারে তাঁ'দের এই শ্রেষ্ঠত্ব শীঘ্রই ধ্বংস হ'য়ে সর্ব্বতোভাবে আবার পশু জীবন লাভ কর্‌তে হয়।

লব্ধ্বা সুদুর্ল্লভমিদং বহুসম্ভবান্তে
মানুষ্যমর্থদমনিত্যমপীহ ধীরঃ।
তূর্ণং যতেত ন পতেদনুমৃত্যু যাবৎ
নিঃশ্রেয়সায় বিষয়ঃ খলু সর্ব্বতঃস্যাৎ ॥

(ভাঃ ১১।৯।২৯)

মনুষ্য জন্মকে দেবদুর্ল্লভ জন্ম ব'লেছেন। আমরা জগতে দেখ্‌তে পাই, যা'দের মধ্যে জন্মৈশ্বর্য্যশ্রুতশ্রী অধিক পরিমাণে র'য়েছে ত'াদের পক্ষে হরিভজন বা শ্রেয়ঃ অনুসরণ অতি দুরূহ। গরীব লোকদের মধ্যে ভগবানে একটা সাধারণ রুচি দেখা যায়। মানুষ পুণ্য কর্ম্মাদি ক'রে স্বর্গে গিয়ে দেবত্ব লাভ করেন। সেখানকার জন্মৈশ্বর্য্যশ্রুতশ্রী এখান হ'তে অনেক শ্রেষ্ঠ, সেখানকার নন্দন-কানন, পারিজাতপুষ্প, অপ্সরাদের নৃত্য—শ্রেয়ঃসন্ধান হ'তে একেবারে বঞ্চিত ক'রে দেয়। তারপর আবার 'কভু স্বর্গে উঠায় কভু নরকে ডুবায়। দণ্ড্যজনে রাজা যেন নদীতে চুবায় ॥''—ন্যায়ানুসারে ভূতলে এসে সাধারণ জীবের ন্যায় দশা প্রাপ্ত হতে হয়। পশুপক্ষী জীবনে বিবেক অভাব হেতু শ্রেয়ঃসন্ধানে বঞ্চিত থাক্‌তে হয়। বিবেকবান্ অতি ভোগাভাব মনুষ্য জন্মই হ'চ্ছে শ্রেয়ঃসন্ধানের জন্ম তাই তাহাকে সুদুর্ল্লভ বলা হইয়াছে।

জলজাঃনব লক্ষাণি, স্থাবরাঃ লক্ষ বিংশতি।
কৃময়ঃ রুদ্রসংখ্যকাঃ পক্ষীণাং দশলক্ষ্যকম্ ॥
ত্রিংশ লক্ষাণি পশবঃ চতুর্লক্ষাণি মানবাঃ ॥

শ্রীমদ্ভাগবতের এই বিচারেও আমরা দেখতে পাই মনুষ্য জীবন কত দুর্ল্লভ ও বহু যোনী ভ্রমনান্তে লাভ ক'রতে পারা যায়। এই যে দুর্ল্লভ এবং শ্রেয়ঃ সন্ধানের যোগ্য একমাত্র মনুষ্য জন্ম লাভ ক'রে আমরা জগতে কতদিন অবস্থান কর্‌তে পারি জগতের ইতিহাস তাহার বহু সাক্ষ্য প্রদান ক'চ্চে। শ্রীল পরীক্ষিত মহারাজের সপ্তদিবসমাত্র মৃত্যুর বাকী আছে ইহা তিনি নিশ্চিত জেনে উক্ত সময়ের মধ্যে পরমশ্রেয়ঃ লাভে কৃত নিশ্চয় হইলেন। আমাদের এ মৃত্যু সম্বন্ধে কোন নিশ্চয়তা নাই, যে কোন মুহূর্ত্তে প্রাণবায়ু বিয়োগ হইতে পারে। শিশু এবং যুবক সারাজীবন ইন্দ্রিয়ের তাড়নায় অতিবাহিত ক'রে তাহার দুর্ব্বল অবস্থায়—বার্দ্ধক্যে শ্রেয়ঃ-সন্ধান কর্‌বেন এরূপ মনে করেন, কিন্তু তিনি যে বার্দ্ধক্য-দশা পর্য্যন্ত মনুষ্যদেহ ধারণ করে থাক্‌বেন তা'র কিছু নিশ্চয়তা আছে ? তা-ছাড়া আমরা দেখ্‌তে পাই যে অভ্যাস আমাদের মধ্যে যত দৃঢ়মূল হয় সে অভ্যাস আমাদের তত বেশী অপরিত্যাজ্য হয়ে পড়ে, শৈশব বা যৌবনে ইন্দ্রিয়গুলি সতেজ থাকে তখন অভ্যাসের ত্যাগ বা গ্রহণ সম্ভব হয়, কিন্তু বার্দ্ধক্যে সারা-জীবনের অভ্যাসে যে ইন্দ্রিয়গুলি শিথিল ও দুর্ব্বল হইয়া গিয়াছে, সে অভ্যাস আর ছাড়া যায় না। আমরা গীতাশাস্ত্রে শুনেছি মৃত্যুর সময় যে যে রূপ ভাব নিয়ে মরে তার তদনুযায়ী গতি হয় ; সে বিচারে আমরা ঠিক দিয়ে রেখেছি সারাজীবন ইতর কার্য্যে কাটিয়ে মৃত্যু সময় কিছু শ্রেয়ঃসন্ধান কর্‌বো ; কিন্তু জগতের ইতিহাসে এরূপ দৃষ্টান্ত বিরল। সারাজীবন ইন্দ্রিয়তর্পণে কাটিয়ে মৃত্যু সময়ও কেবলমাত্র সেই ইন্দ্রিয়তর্পণ চেষ্টাই উদিত হয়, তখনও কোথা পুত্র, কলত্র, কোথা ভ্রাতা বন্ধু কোথা টাকা, কোথা বাড়ী, ঘর, এই স্মৃতিই অস্থির করতে থাকে। জীবনের প্রথম হ'তেই ভগবদ্ভজনে নিযুক্ত হওয়া প্রয়োজন, তবেই যদি শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত আমরা সর্ব্বদা হৃষীকেশের স্মৃতিতে জাগরূক থাক্‌তে পারি, তবেই যদি আমরা—'অবিস্মৃতিঃ কৃষ্ণপদারবিন্দয়োঃ ক্ষীণোত্যভদ্রানি চ শং তনোতি। সত্ত্বস্য শুদ্ধিং পরমাত্মভক্তিং জ্ঞানঞ্চ বিজ্ঞানবিরাগযুক্তম্ ॥ (ভাঃ ১২।১২।৫৫)—বিচারে প্রতিষ্ঠিত হ'য়ে পর-বিশেষ জ্ঞানের আশ্রয়ে যাবতীয় বিষয় চিন্তা হ'তে বিমুক্ত থেকে নিত্য বর্দ্ধমান আনন্দ সমুদ্র বিন্দুর স্পর্শ লাভ করতে পারি। তাই প্রহ্লাদ মহারাজ বলেছেন—

কৌমার আচারেৎ প্রাজ্ঞঃ ধর্ম্মান্
ভাগবতানিহ।
দুর্ল্লভং মানুষং জন্ম তদপ্যধ্রুবমর্থদম্ ॥

শুদ্ধভক্তি গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। ভাষ্যসহ বিরাট শ্রীচৈতন্যভাগবত ৫৲
২। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্যন্ত ১৮৲
একাদশ স্কন্ধ হইতে প্রতিখণ্ড ।৶
৩। ভাষ্যদ্বয়সহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত
(৪র্থ সংস্করণ) ৫৲
৪। ভক্তিবিবেককুসুমাঞ্জলি (বাঁধা) ১৲
৫। গৌড়ীয়-গৌরব ।৵০
৬। গৌড়ীয়-সাহিত্য ।৶
৭। ভজনরহস্য ৷০
শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও
শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৯। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ)
ঐ (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
১০। গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি টীকাসহ)
ঐ (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
১১। গীতার কেবল মাধ্ব-ভাষ্য ৷০
১২। মুক্তিমল্লিকা গুণসৌরভঃ সানুবাদ
(মাধ্ব) ২৲
১৩। বেদান্ততত্ত্বসার সানুবাদ
(রামানুজীয়) ৷০
১৪। জৈবধর্ম্ম ২৲
১৫। শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸
১৬। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১৭। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ৷৵০
ঐ (বাঁধা) ৸০
১৮। দ্বীপ-দিগ্দর্শন ৵০
১৯। সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ) ।৵০
২০। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ৷০
ঐ (আবাঁধা) ।৵০
২১। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
২২। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৵০
২৩। গীতমালা ⁄১০
২৪। নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য ৶০
২৫। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶০
২৬। নবদ্বীপ পঞ্জিকা (৪৪৭ গৌরাব্দ) ৵০
২৭। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
২৮। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা-দর্পণ ।০
২৯। শরণাগতি ⁄০
৩০। গীতাবলী ⁄০
৩১। চিত্রে নবদ্বীপ ৷০
৩২। সাধনকণ ⁄০
৩৩। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ⁄০
৩৪। নবদ্বীপশতক ⁄০
৩৫। অর্থপঞ্চক ⁄০
৩৬। সদাচারস্মৃতিঃ ⁄০
৩৭। কল্যাণকল্পতরু (৫ম সংস্করণ) ⁄১০
৩৮। অর্চ্চনকণ ⁄১০
৩৯। সাধককণ্ঠমালা (বাঁধা) ।০
ঐ (আবাঁধা) ।⁄০
৪০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি
(প্রথম চারিখণ্ড) ৩৲
৪১। ব্রহ্মসংহিতা ।০
৪২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৪৩। মণিমঞ্জরী সানুবাদ ।০
৪৪। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৪৫। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ।০
৪৬। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৪৭। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
৪৮। গৌড়ীয়মঠ কি করেন? ⁄০
৪৯। ঈশোপনিষৎ (বলদেব ও মাধ্ব-ভাষ্য এবং বিবৃতি ও অনুবাদসহ) ।০
৫০। শ্রীভুবনেশ্বর ৶০
৫১। সিদ্ধান্তদর্পণ ৵০
৫২। সাংখ্যবাণী ⁄০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৫৩। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী দিগ্বিজয়ঃ ৷০
৫৪। সটীক-শিক্ষাদশমূলম্ ।০
৫৫। তত্ত্ব-সূত্রম্ ।০
৫৬। সানুবাদ-শিক্ষাষ্টকম্ ৵০
৫৭। গৌড়ীয়মঠস্য পরিচয়ঃ ⁄০
৫৮। সারাংশবর্ণনম্ ৶০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৫৯। রায় রামানন্দ ৷০
৬০। নামভজন ।০
৬১। রিলেটীভ্ ওয়ার্ল্ড্স্ ।৵০
৬২। লাইফ্ য়্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব
শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।০
৬৩। বৈষ্ণবীজম্ ।০
৬৪। হোয়াট্ গৌড়ীয়মঠ ইজ্ ডুইং ⁄০
৬৫। দি ভাগবত ।০
৬৬। ইরোটিক্ প্রিন্সিপ্ল্ য়্যাণ্ড
আনেলয়েড্ ডিভোসন ।০
৬৭। ব্রহ্ম-সংহিতা ২৷০
৬৮। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (ভলুম ওয়ান) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৬৯। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ৷০
৭০। সাধন পথ ।০
৭১। কল্যাণ-কল্পতরু ⁄১০
৭২। গীতাবলী ⁄০
৭৩। শরণাগতি ⁄০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৭৪। শরণাগতি

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

নদীয়া-প্রকাশপ্রাপ্তির স্থান

১। শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম-মায়াপুর, নদীয়া
২। শ্রীযোগপীঠ ঐ
৩। শ্রীবাস অঙ্গন ঐ
৪। অদ্বৈত-ভবন ঐ
৫। কাজীর সমাধি পাট ঐ
৬। স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ শ্রীগোদ্রুম,
পোঃ স্বরূপগঞ্জ, নদীয়া।
৭। শ্রীভাগবত আসন কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
৮। শ্রীএকায়ন মঠ গোবিন্দপুর, হাঁসখালী।
৯। দ্বাদশগোপাল পাট—পোঃ চাকদহ,
১০। শ্রীগৌর-গদাধরমঠ—চাঁপাহাটী,
পোঃ সমুদ্রগড়, বর্দ্ধমান
১১। শ্রীমোদদ্রুমছত্র মাউগাছি, বর্দ্ধমান
১২। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম, আমলাযোড়া,
পোঃ রাজবাধ বর্দ্ধমান
১৩। শ্রীগৌড়ীয়মঠ বাগবাজার, কলিকাতা
১৪। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম ব্রাহ্মণপাড়া,
পোঃ মাজু, হাওড়া,
১৫। শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয়মঠ,
৯০নং নবাবপুর রোড্, ঢাকা
১৬। শ্রীগোপালজী মঠ কমলাপুর, ঢাকা।
১৭। শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ পোঃ বালিয়াটী,
১৮। শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয়মঠ ময়মনসিংহ।
১৯। শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ চিরুলিয়া,
পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর
২০। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম গোয়ালপাড়া, আসাম।
২১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ রায়াপেট্টা, মাদ্রাজ।
২২। শ্রীরামানন্দগৌড়ীয় মঠ কব্বূর,
জিঃ পশ্চিম গোদাবরী
২৩। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ উড়িয়াবাজার,
পোঃ বক্সীবাজার, কটক।
২৪। শ্রীত্রিদণ্ড-গৌড়ীয় মঠ ভুবনেশ্বর।
২৫। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ স্বর্গদ্বার, পুরী।
২৬। শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ আলালনাথ
পোঃ ব্রহ্মগিরি, পুরী।
২৭। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ ভুমুরকুণ্ডা,
পোঃ চিরকুণ্ডা, মানভূম।
২৮। শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ—কাশী।
২৯। শ্রীরূপগৌড়ীয় মঠ—এলাহাবাদ।
৩০। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ পুরাণবাজার,
সরকার ঠাকুরের কুঞ্জ, বৃন্দাবন
৩১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, নিউদিল্লী
৩২। শ্রীপরমহংসমঠ—নৈমিষারণ্য,
৩৩। শ্রীসারস্বত গৌড়ীয় মঠ—হরিদ্বার।
৩৪। শ্রীব্যাসগৌড়ীয়মঠ—কুরুক্ষেত্র, পঞ্জাব
৩৫। শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাবুলনাথ রোড,
পোঃ গ্র্যাণ্ট রোড, বোম্বে।
৩৬। লণ্ডন গৌড়ীয়মঠ, ৩৯নং গ্লেডন্
গার্ডেন্স, কেন্সিংটন্ লণ্ডন,
(এস্, ডব্লিউ—১০)।
৩৭। অমরি গৌড়ীয়মঠ—মেদিনীপুর
৩৮। সরভোগ গৌড়ীয় মঠ—সরভোগ, কামরূপ, আসাম,

শুদ্ধভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী মাসিক। শ্রীধাম-মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৷০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দি ভাষায় একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি হৃদয় বন মহারাজ সম্পাদিত ও নৈমিষারণ্য শ্রীপরমহংস মঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ১৷০ দেড় টাকা মাত্র।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ দেড় টাকা মাত্র।

৫। কীর্ত্তন—মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ নিমানন্দ সেবাতীর্থ বি-এজি, বি-টি, সম্পাদিত। আসাম গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম হইতে প্রকাশিত আসামী ভাষায় মাসিক। ভিক্ষা সডাক ১৷০ দেড় টাকা মাত্র

শ্রীচৈতন্যভাগবত

আদিকবি শ্রীল বৃন্দাবন দাস প্রণীত সমগ্র গ্রন্থ

গ্রন্থের মূল বোল্ড অক্ষরে এবং তন্নিম্নে বিশ্ববিশ্রুত গৌড়ীয়মঠের প্রতিষ্ঠাতা ও আচার্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের রচিত বিস্তৃত ভাষ্য উত্তম কাগজে সৌষ্ঠবের সহিত মুদ্রিত হইয়াছেন। ডবল ক্রাউন আটপেজি আকারে ১০৯৬ পৃষ্ঠায় কেবল মূল ও ভাষ্য সম্পূর্ণ হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত শ্লোকসূচী, পদ্যসূচী, স্থানসূচী, পাত্রসূচী, বিষয়সূচী, শব্দসূচী প্রভৃতি বিস্তৃত সূচীপত্রেও একটী গ্রন্থ হইবে। সভাষ্য শ্রীচৈতন্যভাগবতের এরূপ উৎকৃষ্ট ও অমূল্য বিরাট সংস্করণ জগতের কোথায়ও আজ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হন নাই, ইহা নিরপেক্ষ পাঠক-মাত্রকেই একবাক্যে স্বীকার করিতে হইবে। শ্রীগৌড়ীয়মঠের উৎসব-কালে গ্রন্থের ভিক্ষা ১২৲ বারটাকা স্থলে—৫৲ পাঁচটাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

কলিকাতা বাজার দর

লৌহ হাড্ওয়্যার

৬ই অক্টোবর ১৯৩৩

টাটার তৈয়ারী— প্রতি হন্দর।

লোহার কড়ি (জয়েষ্ট বা বীম)

মার্কা ৫।০—৫।৶০

ঐ বে-মার্কা হাল্কা ওজন ৪।৵০—৪।।৶০

বরগা (টী-আয়রণ) ৬৵০—৬।০

এঙ্গেল আয়রণ (কোনা) ৫৸৵০—৬।৵০

গ্যালভানাইজড করগেট টীন—

২২ গেজ ৬ হইতে ১০ ফুট ১১।৵০

২৪ গেজ ,, ,, ১০৸৵০

২৬ গেজ ,, ,, ১২

২৪ গেজ আর, পি, ডি, মার্কা ১২৸৶০

২৪ গেজ গ্যাঃ প্লেন শীট— ১১।৵০

২৬ গেজ ,, ,, ১২।০

২৮ গেজ ও ৩০ গেজ ঐ— ১৩৲—১৬৲

বাগান ঘেরা কাঁটাতার ১০০

পাউণ্ড বাঃ ৮৸০

ল পাটী ৬৲৵—৬।০

,, বোস্‌টু (গোল) ৬৲৵—৬৷০

গরাদে (চৌকা) ৬৵০—৬৲।০

,গোল রড ৶০—।৶০ সুতা ৪৸৵—৫।৵০

,, টানা রড-

চৌকা ৶০—।৵০ ঐ ৫৵০—৫।।০

,, বাণ্ডিল তাল ৭৲—৭৸০

,, প্লেট—তিন সুতা মোটা

পর্য্যন্ত ৭৲—৭।০

,, চাদর ৩-১৬ খানা বাণ্ডিল ৯।।৵—১০৲

স্প্রীং ষ্টীল ৮।০—৯৲

হাফ রাউণ্ড ৫৸৵—৬৲৵০

তারের পেরেক ১—৬ ইঞ্চি ৯—৯৸০

প্যাটেণ্ট পেরেক ২—৮ ইঞ্চি ১২।০—১৫।।০

চালাই কড়া ১ হইতে ১০ নং ২।।০ সাট

কোদাল ৪, ৫, ৬, ৭৸৵০ ৮৸৵০ ৯৸৵০ডঃ

ঐ তিন পাউণ্ড ৬৲" দেঃ বিঃ ৬।৵০ ,,

গ্যাঃ প্লেন বালতি ৭—১২ ইঞ্চি ১।।/০ ৬।।/০

ঐ রিভিট ,, ৭—১২ ইঞ্চি ২৲—৭৲ ,,

লোহার চেয়ার রডের গোল ও

চৌকা ৮।।০— "

ঢালের লোহার সিট ১৫৲ ,,

ঐ ভেনেস্তা (কাঠের সিট) ১৮৲ ,,

লোহার ক্রুপ ।।—৩ ইঞ্চি /১০—।।৶০ গ্রোস

ঐ কব্জা ৭৩ নং

১।।—৪ ইঞ্চি ।১০—৸৵১০ পেঃ ডজন

গ্যাঃ তার ১৬—২২ নং

গেজ) ১২৲—১৩৲ হন্দর

গ্যাঃ রিজিং (মটকা)

১২ ইঞ্চি ।৶৫—।।৶০ পীস

গ্যাঃ গাটারিং বা ডোঙ্গা

৬ ইঞ্চি ।।০—৸৶০ ,,

গ্যাঃ ক্রুপ ১।।০—২।।০ ইঞ্চি ২৩৲—২৯৲ হন্দর

গ্যাঃ ওয়াসার চাকি ১১।।০—১৩৲ ,,

গ্যাঃ বোল্ট-নাট ৸—৩ ইঞ্চি

।।৵১০—১৶০ গ্রোস

চালাই রেলিং ৩।।০—৪।।০ হন্দর

ঐ রেন ওয়াটার পাইপ

৩ ইঞ্চি ৵১০ ও ৪ ইঞ্চি ।১০ ফুট

টিউব ওয়েলের জন্য গ্যাঃ

পাইপ১।। ইঞ্চি ।৵৫ ফুট

পাম্প ৪নং ১২।।০ ৫নং ১৪৲ ৬নং ১৬৲

৬০—৮০ বাটখারা ৵১৫ সাট ২।০—২।।০ মণ

কেরোসিন

চোক্রেক প্রত্যেক বাক্স (২ টিন) ৯৲৬

সূর্য্য মার্কা ,, ৬।।০

ভিক্টোরিয়া ,, ৭৲

সোনার দর

পাকা সোনা ৩০৸৶

বড়্যাল ৩০৸

চিনা পাত ৩২।০

রূপার দর

রূপা প্রতি ১০০ ভরি ৫৫৵০

ঐ খুচরা ৫৵০

কোম্পানীর কাগজ

৩।।০ সুদের কাগজ ৮১৶

৩।।০ নূতন ঋণ (১৯৪৭-৫০) ৯১।০

৪৲ ,, ঋণ (১৯৬০-৭০) ৯৭৲

৫৲ ,, বণ্ড (১৯৩৫ ১০৪।।৶০

ডিবেঞ্চার

৫৲ সুদের (১৯৫৬-৮৬) কলিকাতা পোর্ট-

ট্রাষ্ট ডিবে :— ১০২।।৵০

ব্যাঙ্ক

ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক (কনট্রি) ২২৪।।০

সেণ্ট্রাল ঐ ২২৲

কাপড় ও সূতার কল

এজগিন মিল ৪৫৲

পাট কল

হাওড়া ৫০৲

অকল্যাণ্ড ১২৫৲

বালী ১৫২৲

বরানগর ১৫০৲

ক্লেভ ৩৭০৲

ভরট ২৪৩৲

ক্লাইভ ২৮।০

ডালহাউসী ৪০৮।০

ডেল্টা ৪০৫৲

কৃষ্ণনগর নবদ্বীপঘাট রেলওয়ে সময়

কৃষ্ণনগর হইতে নবদ্বীপঘাট

কৃষ্ণনগর সিটি—	৬-৪৫	১০-৪৪	১৩-২২	১৭-৩৮	২০-১৬
কৃষ্ণনগর রোড—	৬-৫৬	১০-৫৫	১৩-৩৩	১৭-৪৭	২০-২৫
আমঘাটা—	৭-১৫	১১-১৩	১৩-৫১	১৮-৩	২০-৪১
মহেশগঞ্জ—	৭-২৪	১১-২১	১৪-০	১৮-৯	২০-৪৭
নবদ্বীপঘাট—	৭-৩৩	১১-৩০	১৪-৯	১৮-১৬	২০-৫৫

বিশেষ দ্রষ্টব্য—নবদ্বীপঘাট ষ্টেশন অপেক্ষা মহেশগঞ্জ ষ্টেশন হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরের দূরত্ব অনেক কম। শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে যাঁহাদিগকে রাণাঘাটে ট্রেণ বদল করিতে হয়, তাঁহারা রাণাঘাটে প্রাতঃ ৫-৫০, ৮-১৪, ৯ ৪৬, ১৬-৪৮, ১৮-৩৯ এবং ০-৩২ মিনিটের সময় গাড়ী পাইবেন।

শান্তিপুর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে শান্তিপুর ষ্টেশনে ৫-৪০, ৯-২৯, ১২-২৫, ১৬-৪ এবং ১৮-৩১ মিনিটের সময় ট্রেণ পাওয়া যায়।

নবদ্বীপঘাট হইতে কৃষ্ণনগর

নবদ্বীপ ঘাট—	৫-৩৫	৯-২৫	১২-১০	১৫-৩৪	১৮-৪৫
মহেশগঞ্জ—	৫-৪৩	৯-৩৩	১২-১৯	১৫-৪২	১৮-৫৬
আমঘাটা—	৫-৪৯	৯-৩৯	১২-২৬	১৫-৪৮	১৯-৫
কৃষ্ণনগর রোড—	৬-৫	৯-৫৫	১২-৪৩	১৬-৪	১৯-২৪
কৃষ্ণনগর সিটি—	৬-১৭	১০-৩	১২-৫১	১৬-১২	১৯-৩৫

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্‌ হইতে—ডাঃ কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম ভক্তিশাস্ত্রী এল. এম. এফ. কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

হরিরামপুরে খানাতল্লাসে

গত ১৪ই অক্টোবর প্রত্যুষে ঢাকা ডি-আই-বি পুলিশ ইন্সপেক্টর ও হরিরামপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী একদল সশস্ত্র পুলিশ লইয়া পাটগ্রামের শ্রীযুত রমণীমোহন রায়ের বাড়ী খানাতল্লাস করিয়া বাড়ীর সংলগ্ন একটী ডোবা হইতে একটী পিস্তল উদ্ধার করিয়াছে এবং গৃহাদি অনুসন্ধান করিয়া কোন গ্রাউট ফাণ্ডের কতকগুলি কাগজপত্র হস্তগত করিয়াছে খানাতল্লাসের সময় বাড়ীতে পুরুষ অভিভাবক কেহই উপস্থিত ছিলেন না। প্রকাশ যে, রমণী বাবু ও তাঁহার ভ্রাতা স্বর্গীয় পূর্ণচন্দ্র রায় মিলিটারী হিসাব বিভাগে কাজ করিতেন। শ্রীযুত রমণী বাবুর স্ত্রী ও তাঁহার বিধবা ভগ্নী পুলিশের নিকট যে বিবৃতি প্রদান করিয়াছেন। তাহাতে প্রকাশ যে পিস্তলটি তাঁহাদের নিকট বহুদিন যাবৎ ছিল, সম্ভবতঃ স্বর্গীয় পূর্ণ রায়ই উহা রাখিয়া যান এত বৎসর কলিকাতার কোন চুরি সম্পর্কে ফণী রায় নামক একটী ছেলের খোঁজে স্থানীয় পুলিশ তাঁহাদের বাড়ী খানাতল্লাস করিতে আসিলে তাঁহারা ভয়-প্রযুক্ত উহা উক্ত ডোবায় ফেলিয়া দেন, রমণী বাবুর স্ত্রী পূর্ণগর্ভবতী থাকায় পুলিশ তাঁহাদিগকে গ্রেপ্তার না করিয়া কড়া নজর রাখিবার ব্যবস্থা করিয়াছে। স্থানীয় লোহড়াগঞ্জ ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেণ্ট শ্রীযুত রমেশচন্দ্র রায় তাঁহাদের জামীনস্বরূপ রহিয়াছেন। এ সম্পর্কে বিস্তারিত পুলিশ তদন্ত চলিতেছে।

কলিকাতায় অতি বৃষ্টির ফল

মঙ্গলবার সকাল সাড়ে সাতটার সময় তালতলা পল্লীস্থ ১৬নং স্মিথ লেনের একটি প্রাচীর অকস্মাৎ ধ্বসিয়া পড়ায় তিনটী শিশুর মৃত্যু হইয়াছে। তাহাদের নাম ১ খাতুন বিবি বয়স ছয় বৎসর ২। মহম্মদ ইসমাইল, বয়স নয় বৎসর ৩। মহম্মদ বিলায়েৎ, বয়স ১৪ বৎসর।

এই ব্যাপারে আরও কয়েকজন আহত হইয়াছে। তাহাদের মধ্যে একজনকে হাঁসপাতালে ভর্ত্তি করা হইয়াছে। আর একটি বালক ও বালিকাকে ড্রেস করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

দুর্ঘটনার সংবাদ প্রাপ্তিমাত্র সাব ইন্সপেক্টর এ কে গুপ্ত কয়েকজন কনেষ্টবল সহ দৌড়িয়া ঘটনাস্থলে উপস্থিত হন এবং ভগ্নস্তুপ সরাইয়া আহতদিগকে বাহির করেন। শিশু তিনটিকে বাহির করা মাত্র তাহাদের মৃত্যু হয়।

সোমবার প্রাতে সার্কুলার গার্ডেনরীচ রোডে একটী বাড়ীর কিয়দংশ পড়িয়া যাওয়ায় তিনজন লোক আহত হয়। তাহারা একটী কোঠায় ঘুমাইতেছিল, এমন সময় ছাদটী ভাঙ্গিয়া পড়ে তাহাদিগকে শম্ভুনাথ পণ্ডিত হাঁসপাতালে স্থানান্তরিত করা হইয়াছে।

বেলডাঙ্গা দাঙ্গার মামলা

বেলডাঙ্গা দাঙ্গা সম্পর্কে সম্প্রদায়িক মামলার বিচারের জন্য নিযুক্ত ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ জে এ মিলের এজলাসে বিগত শনিবার মণীন্দ্রনগর মামলার আর এক দফা শুনানী হইয়া গিয়াছে। অভিযুক্ত ৫০ জন মুসলমানের মধ্যে ৪৭ জন আদালতে উপস্থিত হইয়াছিল। ১৬ই অক্টোবর আরও চারিজন সাক্ষীর সাক্ষ্য গৃহীত হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ বলিয়াছেন যে, জনতা তিনজন গ্রামবাসীকে লাঠি, বর্শা ইত্যাদি লইয়া তাড়া করিয়াছিল। তাহারা গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলে আক্রমণকারীরাও তাহাদের পিছনে পিছনে গৃহে প্রবেশ করিয়া তাহাদিগকে প্রহার করে। তখন এই দলে প্রায় চল্লিশ জন লোক ছিল। ফরিয়াদী পক্ষ হইতে আরও কয়েকটি সাক্ষ্য গৃহীত হইবে।

বিচারকের অসুস্থতার জন্য সোমবার শুনানী হয় নাই। আগামীকল্য আর এক দফা শুনানী হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

বিপ্লববাদ দমন আইনে দণ্ডিত

সদর মহকুমা হাকিম দীনরঞ্জন চৌধুরীকে বিদ্রোহাত্মক লেখা সঙ্গে রাখার অভিযোগে বঙ্গীয় বিপ্লবদমন আইনানুসারে বোরষ্টাল সংশোধনাগারে দুই বৎসর আটক থাকিবার নির্দ্দেশ দিয়াছেন।

পরিচয়পত্র সঙ্গে রাখার অভিযোগে চট্টগ্রাম ষ্টেশনে একটী বাঙ্গালী যুবক গ্রেপ্তার হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ।

আপত্তিকর লেখা সঙ্গে রাখার অভিযোগে নন্দলাল পণ্ডিত ও শাকপুরা প্রবর্ত্তক সঙ্ঘের যতীন দেব গ্রেপ্তার হইয়াছিলেন, উহারা খালাস পাইয়াছেন।

নাগপুরের কাপড়ের কল

ম্যানেজিং এজেণ্ট একটী নোটিশ দ্বারা জানাইয়াছেন যে, আগামী ২২শে অক্টোবর হইতে বাদানরা মিলের স্বাভাবিক কাজ পুনরায় আরম্ভ হইবে। শ্রমিকগণের বেতন ১৫৲ নিম্নে তাহাদের শতকরা ১২।০ টাকা কর্ত্তন যাইবে। যাহারা ১৫৲ কি তাহার বেশী বেতন পাইতেছে, তাহাদের শতকরা ১৫৲ টাকা কর্ত্তন যাইবে নিয়মিত হাজির দিবার জন্য বোনাস এখান হইতে আর দেওয়া হইবে না।

স্মরণ থাকিতে পারে যে, ৩০০০ শ্রমিক ধর্ম্মঘটের ফলে গত ২০শে জুন হইতে ঐ মিলগুলি বন্ধ ছিল।

কোৎকাপুর রাজদ্রোহের মামলা

১৯৩২ সালের ২৭শে এবং ২৮শে আগষ্ট ফিরোজপুরে শিখ সম্মেলনে সাম্প্রদায়িক সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া এক বক্তৃতা করায় ফরিদকোট রাজ্যের কোৎকাপুরের সর্দ্দার সুচা সিং দুই দফা রাজদ্রোহের অভিযোগে ভারতীয় দণ্ডবিধির ১২৪ (ক) ধারা অনুসারে এক বৎসর করিয়া সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। এই দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে লাহোর হাইকোর্টে আপীল করা হয়। বিচারপতি কুমার দলিপ সিংহের নিকট ইহার শুনানী হয়। বিচারপতি মহোদয় পূর্ব্বের দণ্ডই বহাল করিয়াছেন।

বাঙ্গালী দণ্ডিত

নারায়ণ বাড়ুয্যে নামক জনৈক বাঙ্গালী যুবক বিগত ১০ বৎসর হইল এখানে এক বেসরকারী স্কুলে শিক্ষকতা করিতেছিল। অতিরিক্ত জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট রায় সাহেব ইজুত রায় অমৃতসরে বিপ্লবী ইস্তাহার বিতরণ করার জন্য এমার্জেন্সী পাওয়ার এ্যাক্টের ১৮ ধারা অনুসারে উক্ত যুবকের প্রতি ৬ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ দিয়াছেন। নারায়ণ বাঁড়ুয্যে ইতিপূর্ব্বে দুইবার দণ্ডিত হয়। তন্মধ্যে উভয় প্রদর্শক একখানা চিঠি বাহির করিবার জন্য সে একবার দণ্ডিত হয়, ১৯৩০-৩১ সালে অমৃতসর ষড়যন্ত্র মামলার সে একজন আসামী ছিল। তাহাকে সাধারণ কয়েদীর ন্যায় রাখিবার জন্য আদালতে আদেশ দেন।

অকস্মাৎ কয়েদী নিরুদ্দেশ

আবদুল আজিজ নামক ঢাকা সেন্ট্রাল জেলের বাহিরে এক পুরাতন কয়েদী জেলের বাহিরে কাজ করিতেছিল। এমন সময় সে ওয়ার্ডারকে ফাঁকি দিয়া পলায়ন করিয়াছে। ওয়ার্ডার যখন দেখিল যে, আবদুল আজিজ নাই, তৎক্ষণাৎ সে জেল কর্ত্তৃপক্ষকে সংবাদ দিল। জেলের ঘণ্টা বাজিল তৎক্ষণাৎ পুলিশ কনেষ্টবল এবং ওয়ার্ডারগণ জেলের আশেপাশের সমস্ত ঘেরাও করিল। কিন্তু তন্ন তন্ন করিয়া সমস্ত স্থান খুঁজিয়াও আবদুল আজিজকে পাওয়া গেল না। আবদুল আজিজ একজন পুরাতন পাপী। গতবারে চোরাই মাল রাখার জন্য তাহার ৯ মাস কারাদণ্ড হইয়াছিল। মাত্র একমাস কাল সে দণ্ডভোগ করিয়াছে।

আত্মহত্যার চেষ্টায় কারাদণ্ড

গত ১৫ই অক্টোবর ১০॥ টার সময় শ্রীরামপুর আমর্ড পুলিশ ব্যারাকের নিকট গঙ্গাগর্ভে চতুর্ভুজ নামক এক ব্যক্তিকে নিমজ্জমান অবস্থায় দেখা যায়। জনৈক কনেষ্টবল তাহাকে একখানি নৌকার সাহায্যে উদ্ধার করে; লোকটী মাড়িগোলক ষ্ট্রিটে গুজরাটী স্কুলে কাজ করিত। সে বলে যে অভাবের তাড়না এড়াইবার জন্য সে আত্মহত্যার সঙ্কল্পে গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়াছিল তাহাকে শ্রীরামপুরের সাবডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ ইউ এন ঘটকের আদালতে বিচারার্থ উপস্থিত করা হইয়াছিল। তিনি আসামীকে দুই মাস সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত দণ্ডিত করিয়াছেন।

রেলগাড়ীতে লোষ্ট্র নিক্ষেপ

এ বি, রেলওয়ের মনতলা ও হরিশপুর রেল ষ্টেশনের মধ্যবর্ত্তী কোনও এক স্থানে ৪নং ডাউন মিক্সড ট্রেনে লোষ্ট্র নিক্ষেপ করিবার অপরাধে, আবদুল লতিফ নামক একটি বালককে রেলওয়ে আইনের ১২৭ ধারা অনুসারে বিচারার্থ প্রেরণ করা হয়। প্রকাশ যে, ঐরূপ লোষ্ট্র নিক্ষেপের ফলে একজন যাত্রীর মুখে আঘাত লাগে।

বিমানে মাদ্রাজ হইতে কলিকাতা

নবেম্বর মাসের শেষ পর্য্যন্ত কলিকাতা ও মাদ্রাজের মধ্যে বিমানপোতযোগে যাতায়াতের জন্য এক নূতন লাইন খোলা হইবে বলিয়া যে প্রস্তাব হইয়াছে, তৎসম্পর্কে ভুক্তজরাও প্রাতে বিমানপোতযোগে দিল্লী রওনা হইয়াছেন।

করাচীতে নৌ-দুর্ঘটনা

সম্প্রতি করাচী হইতে একটী ভীষণ নৌ দুর্ঘটনার সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। গত ১৪ই সন্ধ্যায় সাঙ্গরের জমিদার কালুমল ও টিয়া। তাঁহার পরিবারের অপর ৩ জন লোকসহ সিন্ধুনদ পার হইবার সময় নদের মধ্যভাগে তাহাদের নৌকাখানি উল্টাইয়া যায়। জমিদার ও অপর এক ব্যক্তি রক্ষা পায়। কিন্তু একটী বালক ও একটি বালিকার সলিল সমাধি হয়। বালিকার মৃতদেহ উদ্ধার হইয়াছে। কিন্তু বালকের এখনও কোন খোঁজ পাওয়া যায় নাই।

জেলে ৪৫ বৎসর

অমৃতসরে সামান্য একটী চুরির জন্য জাওলী নামক ৬৬ বৎসর বয়স্ক এক বৃদ্ধকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। প্রকাশ যে, অনুরূপ অপরাধে ইতিপূর্ব্বেই সে প্রায় ৪৫ বৎসর জেলে কাটাইয়াছে।

সিরাজগঞ্জ

পাটই এই অঞ্চলের লোকের প্রধান অবলম্বন। পাটের দর ২।০—৩৲ টাকায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। ব্যবসা-বাণিজ্যের অবস্থা অতীব শোচনীয়।

যমুনার ভাঙ্গন

এক বৎসর যমুনার ভাঙ্গন একরূপ বন্ধ আছে বলিলেই হয়। বাঁধের সোতা নাকি অনেকটা ভাঙ্গিয়া আসিয়াছে। এ স্থান দিয়া বর্ত্তমানে ষ্টীমার চলাচল করিতে পারে না।

তারের ঠিকানা— 'শ্রীধাম' নবদ্বীপ
ডাকের ঠিকানা—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

দৈনিক

Roo C 1544

নদীয়া-প্রকাশ
THE NADIA-PRAKASH

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩॥০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার স্বতন্ত্র।

সাহায্যের হার
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸০
মাসিক ১৲
নগদ
প্রতি সংখ্যা ৫

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার · নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৮ম খণ্ড সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বেদান্তবাচস্পতি [১৯৪শ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর— ৬ই কার্ত্তিক সোমবার ১৩৪০, ২৩শে অক্টোবর ১৯৩৩

নরহত্যার অভিযোগ

কালীদাসী নাম্নী একজন স্ত্রীলোকের হত্যা সম্পর্কে সতীশ দাস নামক এক ব্যক্তিকে চুঁচুড়ার ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ কে, সি চক্রবর্ত্তী নরহত্যার অভিযোগে দায়রা সোপর্দ্দ করিয়াছেন।

ঘটনার বিবরণ এই যে, বিগত ২৬শে জুন কালীদাসীকে হত্যা করিয়া বাড়ী হইতে ৪৬০৲ টাকা নগদ ও গহনা-পত্র লইয়া যায়।

এই সম্পর্কে গত ১২ই জুলাই বর্দ্ধমান জেলার কাকসা গ্রামে সতীশকে গ্রেপ্তার করা হয়। গ্রেপ্তারের সময় তাহার নিকট অপহৃত অলঙ্কারপত্র পাওয়া গিয়াছিল।

ঝাড়ুদারদিগের সিদ্ধান্ত

জব্বলপুর হইতে প্রকাশ যে, সাগর ও দেওয়ার ঝাড়ুদারগণ তাহাদের এক সভায় স্থির করিয়াছে যে, ধোপা, নাপিত এবং মুচীরা যদি তাহাদের সেবা না করে তাহারাও উহাদের সেবাকার্য্য করিবে না। যেহেতু বর্ত্তমানে এই সব ধোপা, নাপিত ও মুচীরা মাত্র বর্ণ হিন্দুদিগেরই কার্য্য করিয়া থাকে এবং তাহারা ঝাড়ুদারদিগের বস্তীতে একবারও আসে না, যদিও তাহারা ঝাড়ুদারদিগের দ্বারা নিয়মিতভাবেই উপকৃত হইতেছে।

মোটর দুর্ঘটনা

গত ১৫ই অক্টোবর সকাল ৯টার সময় চান্দোয়াতে একটা মোটর দুর্ঘটনা হইয়া গিয়াছে। উইলস্ নামক জনৈক ইংরাজ অতিশয় দ্রুতবেগে তাঁহার মোটর চালাইয়া আসিতেছিলেন। হঠাৎ মোটরের মুখে আসিয়া ১২ বৎসর বয়স্ক একটি মুসলমান বালককে মোটরের নীচে চাপা দেন। বালকটি একটি ঘুড়ি ধরিবার জন্য দৌড়াইয়া রাস্তা পার হইতেছিল। শ্রীযুত অমূল্য কুমার ঘোষ নামক জনৈক ব্যক্তি ঐস্থান দিয়া যাইতেছিলেন। তিনি ছুটিয়া আসিয়া বালকটিকে কোলে করিয়া উঠাইয়া প্রাথমিক শুশ্রূষার বন্দোবস্ত করেন। পরে উক্ত সাহেবের মোটরে করিয়া থানায় লইয়া গিয়া পুলিশের হেপাজতে প্রদান করেন।

গ্রেপ্তার

পাটনা জংসন রেল ষ্টেশনে কয়েকজন গোয়েন্দা কর্ম্মচারী একজন বাঙ্গালী যুবককে গ্রেপ্তার করিয়াছে, যুবকটি তাঁহার নাম প্রফুল্লকুমার রায় এবং বাড়ী বর্দ্ধমান জেলার এরোর গ্রামে বলিয়াছে। পরিচয় যথার্থ কি না তাহা জানিবার জন্য বাঙ্গলা পুলিশকে লেখা হইয়াছে। তদন্ত শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত তাহাকে হাজতে রাখা হইয়াছে।

অধ্যাপক বিমলা গাঙ্গুলী

১৬ হইতে ৩৫ বৎসর বয়স্ক কোন পুরুষ ২৪ ঘণ্টার অধিককাল বাড়ীতে উপস্থিত বা বাড়ী হইতে অনুপস্থিত থাকিলে তাহা অনতিবিলম্বে থানায় জানাইতে হইবে এই মর্ম্মে 'বঙ্গীয় বিপ্লব দমন আইন" অনুসারে জিলা ম্যাজিষ্ট্রেটের নাম স্বাক্ষরযুক্ত এক হুকুমনামা বিগত ১৩ই অক্টোবর তারিখে নারায়ণগঞ্জে অধ্যাপক শ্রীযুত বিমলা মোহন গাঙ্গুলী এম, এ, মহাশয়ের উপরে জারী হইয়াছে।

বিমলা বাবু আইন অমান্য আন্দোলন সম্পর্কে পূর্ণ দুই বৎসর কঠোর কারাদণ্ড ভোগের পর বিগত ১৫ই সেপ্টেম্বর জেল হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছেন।

সিউড়ি মেল ডাকাতির জের

১৭ই অক্টোবর প্রাতঃকালে রেলষ্টেশন হইতে প্রায় এক মাইল দূরে কয়েকটা মেল-ব্যাগ পড়িয়া থাকিতে দেখা যায়। গত ১৩ই অক্টোবর তারিখে মেল ডাকাতিতে যে ব্যাগ লুণ্ঠিত হইয়াছে মনে হয় এই ব্যাগগুলি সেই ব্যাগ।

ঐ মেল ডাকাতি সম্পর্কে চারিজন যুবককে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। তাহাদের পক্ষ হইতে জামীনের দরখাস্ত অগ্রাহ্য হইয়াছে।

জেল হইতে পলায়ন

পুলিশের আটক হইতে পলায়নের জন্য লক্ষ্মীকান্তম্ নামক এক জনের প্রতি ৬ মাস সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হইয়াছে, কুব্বুর সাবজেল হইতে পলায়নের চেষ্টায় উক্ত আসামীর বিরুদ্ধে আরও একটা অভিযোগ আনা হইয়াছে, প্রকাশ, গত বৃহস্পতিবার সে এক বালতী জল চায়। পর দিন প্রাতে দেখা যায় যে, তাহার সেলের দেওয়ালে তিনখানি ইট স্থানচ্যুত হইয়াছে। আগামী সপ্তাহে পুনরায় বিচার হইবে।

যুবক গ্রেপ্তার

ঢাকা রেল ষ্টেশনে একটি খেলনা রিভলভার ও একখানা ছোরাসহ দুই জন যুবক গ্রেপ্তার হইয়াছে। প্রকাশ যে, যুবকদ্বয় অসময়ে তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীগণের বিশ্রামাগারের নিকট ইতস্ততঃ ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল বলিয়া তাহাদের উপর জনৈক গোয়েন্দা কনেষ্টবলের নজর পড়ে। উক্ত কনেষ্টবল কিছুক্ষণ তাহাদের গতিবিধির উপর নজর রাখে এবং অবশেষে তাহাদের জামা কাপড়ের মধ্যে লুক্কায়িত একটা খেলনা রিভলভার ও একখানি ছোরা হস্তগত করে। তাহাদের গৃহেও খানাতল্লাসী করা হয় কিন্তু আপত্তিজনক কিছু হস্তগত হয় নাই বলিয়া জানা যায়।

ভীষণ মোটর দুর্ঘটনা

১৬ই অক্টোবর অপরাহ্ণে ব্যারিষ্টার এন সি লাহিড়ী (কলিকাতা মেট্রোপোলিটান ইন্সিওরেন্স কোম্পানীর ডিরেক্টর) এবং নাগপুরের রিজেণ্ট টকির অংশীদার মিঃ নাইডু মোটরকার যোগে জব্বলপুর যাইবার পথে কামিঠর নিকট সাংঘাতিকভাবে আহত হন। প্রকাশ উক্ত মোটর গাড়ীর টায়ার ফাটিয়া যায় এবং হঠাৎ গাড়ীখানি এক বৃক্ষের সহিত ধাক্কা লাগে। ফলে মিঃ নাইডুর ডান পাখানি ভগ্ন হয় এবং মিঃ লাহিড়ীর মস্তিষ্কে গুরুতর আঘাত লাগে এবং তিনি স্মৃতিশক্তি হারান। তাঁহারা উভয়েই নাগপুর মেয়ো হাঁসপাতালে অবস্থান করিতেছেন।

হাঁসপাতালে দুইজনের মৃত্যু

উইন্স এ্যামুজমেণ্ট পার্কের মিসেস্ আরিস্টোনা নাম্নী জনৈকা স্ত্রীলোককে হাঁসপাতালে ভর্ত্তি করিবার কিছুক্ষণ পরেই সে মারা যায়। উক্ত স্ত্রীলোকটী বিষ খাইয়াছিল বলিয়া মনে হয়, স্বামীর অনুপস্থিতে স্ত্রীলোকটি অতিরিক্ত পরিমাণ 'লাইজল' সেবন করে বলিয়া প্রকাশ। মৃতদেহ শব ব্যবচ্ছেদ করা হয়। আত্মহত্যার ঘটনা বলিয়া সন্দেহ হয়, তবে তাহার কোন কারণ এ পর্য্যন্ত জানা যায় নাই।

ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

৫ই কার্ত্তিক সোমবার, ১৩৪০

সাড়া পুল

সংবাদ পাওয়া গেল যে, ভেড়ামারার দিকে পদ্মার তীর ধ্বসিয়া পড়িতেছে। ইহার ফলে সাড়া পুল বিপন্ন হইয়াছে। এখনও এই পুলের উপর দিয়া ট্রেণ চলাচল করিতেছে বটে, তবে ট্রেণের গতি অতিশয় কমাইয়া দেওয়া হইয়াছে। ভেড়ামারা হইতে ট্রেণ ছাড়িবার পর ঘণ্টায় ট্রেণের গতি মাত্র পাঁচ মাইল রাখা হয়।

প্রয়োজন হইলে জাহাজের দ্বারা যাত্রী পারাপার করিতে হইবে, এইরূপ মনে করিয়া ইষ্টার্ণ বেঙ্গল রেলের কর্ত্তৃপক্ষ যথোচিত ব্যবস্থা করিয়াছেন।

পুলকে রক্ষা করিবার জন্য যে বাঁধ তৈয়ারী হইয়াছিল, তাহার পশ্চিমাংশ অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। এই বাঁধের দক্ষিণ তীর স্থানে স্থানে প্রবল জলস্রোতে ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। এই বাঁধ রক্ষা করিবার জন্য ই. বি, রেলের ইঞ্জিনীয়ারিং বিভাগ হইতে বিশেষ চেষ্টা হইতেছে। বাঁধের যে স্থান পর্য্যন্ত ভাঙ্গন আসিয়া পৌঁছিয়াছে, তাহা মেন লাইন হইতে দেড় ফার্লং মাত্র দূরে অবস্থিত। তাই অবস্থা অতিশয় সঙ্কাজনক হইয়া উঠিয়াছে।

সাড়া পুল নির্ম্মাণের সময় মিঃ আর, আর, গেলস চীফ ইঞ্জিনীয়ার ছিলেন। এই পুলের ভিত্তিস্থান যত গভীর, তত গভীর ভিত্তিযুক্ত পুল আর পৃথিবীর কোথাও নাই ই, বি, রেলের আহ্বানে মিঃ গেলস ইংলণ্ড হইতে বিমানপোতযোগে ভারতে আসিতেছেন। তিনি পাক্সীতে আসিয়া পৌঁছিলে ই, বি, রেলের ইঞ্জিনীয়ারিং ডিপার্টমেণ্ট তাঁহাদের কর্ত্তব্য স্থির করিবেন। পুলটিকে আরও প্রসারিত করার প্রস্তাব উঠিয়াছে যখন একার্য্য আরম্ভ হইবে, তখন সাড়া পুলের উপর দিয়া লোকজন ও যানবাহন চলাচল একেবারে বন্ধ করা উচিত কিনা, তাহা মিঃ গেলস আসিয়া স্থির করিবেন বিশ্বস্তসূত্রে জানা গেল যে, পদ্মার দক্ষিণ তীরে পুলটিকে আরও চারি গার্টার পর্য্যন্ত প্রসারিত করার চেষ্টা হইতেছে।

"আদিম যুগের নারী"

এক ফটো গ্রাফে কি করিতে পারে এবং আমরা এখনও কত অসভ্য রহিয়াছি, নিম্নলিখিত ঘটনাটি হইতে তাহা বুঝা যাইবে।

তিন বৎসর পূর্ব্বে লিভারপুলের মত বার্ষিক রেলওয়ে উৎসব উপলক্ষে "লিভারপুলের আদিম যুগের নারীর" ভূমিকার জন্য মিস প্যাট্রিসিয়া ও'হারাকে ৯০০ জন প্রার্থীর মধ্য হইতে নির্ব্বাচন করা হয়। এক সপ্তাহ যাবত যে আদিম নারীরূপে বাস করে। সেই সময়ে দিনে দুইবার জনৈক ব্যাঘ্রচর্ম্ম পরিহিত "আদিম যুগের নর" তাহাকে ধরিয়া, যষ্টি প্রহারে বশীভূতকরতঃ চুল ধরিয়া টানিয়া তাহাকে ঘাড়ে ঝুলাইয়া নিজের গুহার ভিতর লইয়া যাইত।

এই সমস্ত বিভিন্ন ভঙ্গীতে তাহার ফটো তুলা হয় এবং পৃথিবীর সর্ব্বত্র দৈনিক ও সাময়িক পত্রে তাহা প্রকাশিত হয় তন্মধ্যে চুলে ধরিয়া টানিয়া লইবার ছাপটীই সর্ব্বাপেক্ষা জনপ্রিয় হইয়াছিল। এই ব্যাপারে পৃথিবীময় তাহার নাম ছড়াইয়া পড়ে এবং গ্রেট বৃটেন, যুক্ত-রাষ্ট্র, দক্ষিণ-আমেরিকা ও সুদূর প্রাচ্যের বিভিন্ন অংশ হইতে তাহার নিকট এক হাজারের ও উপর বিবাহের প্রস্তাব আসে। জনৈক ভারতীয় নৃপতির নিকট হইতেও একটি প্রস্তাব আসিয়াছিল। কিন্তু এই সব সুযোগ সত্ত্বেও মিস্ প্যাট্রিসিয়া লণ্ডনের একজন স্কুল শিক্ষককে বিবাহ করিবে বলিয়া স্থির করিয়াছে।

অদ্ভুত কোদালী

গত ৭ই অক্টোবর প্রাতঃ দশ ঘটিকার সময় শ্রীযুত অধরচন্দ্র লস্কর মহাশয় শালিখায় ঘাটাল ষ্টিমনীপ কোম্পানীর বাস ভবনস্থ প্রাঙ্গণে তাঁহার নবাবিষ্কৃত কাটা কোদালীর পরীক্ষা প্রদর্শন করেন। পরীক্ষায় প্রতিপন্ন হয় যে ইহা দেশীয় প্রাচীন কোদাল অপেক্ষা সুবিধাজনক এবং ভদ্র ও বিশিষ্ট লোকেরাও ইহা দ্বারা কাজ করিতে পারেন। ঘাটাল ষ্টীমনীপ কোম্পানীর আফিসে এবং বাধা ঘাটের আফিসে সাধারণের প্রদর্শনার্থ এই কোদালীর একখানা রক্ষিত হইয়াছে। ১০ নং, কাশীমিত্রঘাট ষ্ট্রীটে ও একসপ্তাহ অন্তে এই কোদালী সাধারণের প্রদর্শনার্থ রক্ষিত হইবে। এই নবাবিষ্কৃত কোদালী মধ্যবিত্ত ভদ্র সম্প্রদায়ের দারিদ্র্য এবং বেকার সমস্যা সমাধানে সাহায্য করিবে। এই কোদালী দাঁড়াইয়া ধরিয়া পা দিয়া চাপ দিলে মাটীতে বসিয়া যায় এবং হাতলটী একটু কাৎ করিয়া চাড় দিলেই মাটী পাল্টাইয়া গিয়া থাকে। অভ্যাস সহকারে ইহা দ্বারা অতি দ্রুত চাষের কাজ অপেক্ষাকৃত অল্প সময়ে সম্পন্ন করা যায়। কোদালীর পূর্ব্বেকার আছাড়ী পাল্টাইয়া ঐ চষিত জমিও ইহা দ্বারাই বিদ বা আঁচড়ার মত টানিয়া গুঁড়া গুঁড়া করা যায়।

বাঙ্গালার আর্থিক অবস্থা

(১০)

বিলাতী সরকারের প্রস্তাব

আয়কর। আয়কর সম্বন্ধে নিম্নলিখিতরূপ ব্যবস্থা হইবে :—

সুপার-ট্যাক্স কেবল কেন্দ্রী সরকার পাইবেন। যে সব সামন্ত রাজ্য রাষ্ট্রসঙ্ঘে যোগ দিবে তাহারা ১০ বৎসর পরে কেন্দ্রী সরকারকে এই করের আয় দিবে। কৃষিজ আয় ব্যতীত আর সব আয় সম্বন্ধীয় কর-বিষয়ক আইন কেন্দ্রী সরকারে নিবদ্ধ হইবে। কেন্দ্রী সরকারের চাকরীয়াদিগের নিকট যে আয়কর আদায় হইবে তাহা এবং চীফ কমিশনারের অধীন বা কেন্দ্রী সরকারের অধীন অন্য স্থানের করও কেন্দ্রী সরকারের প্রাপ্য বলিয়া বিবেচিত হইবে। অন্যান্য বাবদে আদায়ী আয়করের মোট মুনাফা কেন্দ্রী সরকার ও গভর্ণরের শাসনাধীন প্রদেশসমূহের সরকারের মধ্যে বিভক্ত হইবে। কি ভাবে প্রদেশসমূহকে টাকা ভাগ করিয়া দেওয়া হইবে, তাহা এখনও স্থির হয় নাই। চীফ কমিশনারদিগের শাসনাধীন প্রদেশের করজাত আয়নির্দ্ধারণও হয় নাই। পরে—আরও অনুসন্ধানের পর—তাহা হইবে। যে আয় কেন্দ্রী সরকার ও গভর্ণরের শাসনাধীন প্রদেশসমূহের মধ্যে ভাগ করা হইবে, তাহার অন্যূন এক-চতুর্থাংশ ও অনধিক অর্দ্ধাংশ কেন্দ্রী সরকার পাইবেন।

যে আয়করের সহিত প্রাদেশিক রাজস্বের সম্বন্ধ থাকিবে তাহার সম্বন্ধীয় আইন বড় লাট উভয় পক্ষের মন্ত্রীদিগের সহিত পরামর্শ করিয়া অনুমতি দিলে তবে পেশ হইতে পারিবে।

কেন্দ্রী সরকারের ব্যবস্থাপক সভা আয় সম্বন্ধীয় করের উপর কর লইতে পারিবেন। যে সব সামন্ত রাজ্য রাষ্ট্রসঙ্ঘে যোগ দিবে তাহারাও অংশমত টাকা কেন্দ্রী সরকারকে দিবে।

যখন নূতন শাসন-পদ্ধতি প্রবর্ত্তিত হইবে, তখনও যদি ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে উপস্থাপিত কোন সার-চার্জ্জ অর্থাৎ অতিরিক্ত ট্যাক্স বিদ্যমান থাকে, তবে তাহা কেন্দ্রী সরকারের বলিয়া বিবেচিত হইবে এবং রাষ্ট্রসঙ্ঘভুক্ত সামন্ত রাজ্যগুলিকে তাহার অনুরূপ টাকা দিতে হইবে না।

যে কোন প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভা প্রদেশের অধিবাসীদিগের ব্যক্তিগত আয়ের উপর স্থাপিত করের অতিরিক্ত কর ধার্য্য করিয়া আইন করিতে পারিবেন এবং সে করের টাকা প্রাদেশিক রাজস্ব বলিয়া বিবেচিত হইবে। কেন্দ্রী সরকারের লোকরাই আয়কর আদায় করিবেন। প্রদেশসমূহ অতিরিক্ত কর স্থাপিত করিতে পারিবে তাহার সীমা নির্দ্দিষ্ট করা হইবে, ই[illegible] অভিপ্রেত।

কেন্দ্রী সরকার 'থোক' টাকা রা[illegible] বেন। নূতন শাসন-পদ্ধতি প্রবর্ত্তিত হই[illegible] পর কিছু দিন—অর্থাৎ সঙ্ঘের প্রাপ্য [illegible] পুষ্টিলাভ না করা পর্য্যন্ত পূর্ব্বোক্ত ব্যব[illegible] কেন্দ্রী সরকারের আয়ে ব্যয় সঙ্কুলান হই[illegible] না বলিয়া আশঙ্কার কারণ আছে। [illegible] নূতন ব্যবস্থা প্রবর্ত্তনের অব্যবহিত প[illegible] কেন্দ্রী সরকার প্রদেশসমূহকে দেয় টা[illegible] মধ্যে কিছু থোক টাকা আপনার প্রয়ো[illegible] জন্য রাখিতে পারিবেন। প্রথম তিন বৎ[illegible] ঐ টাকার অঙ্ক পরিবর্ত্তিত হইবে না; [illegible] সাত বৎসরে কমিয়া কমিয়া দশম বৎস[illegible] শেষে কেন্দ্রী সরকারের আর অতিরিক্ত [illegible] টাকা লইতে পারিবেন না। কিন্তু যদি কে[illegible] সরকারের আর্থিক স্বচ্ছলতা ও সম্ভ্রম [illegible] হইবার সম্ভাবনা ঘটে, তবে প্রাদেশিক স[illegible] কারসমূহের সহিত পরামর্শ করিয়া বড়ল[illegible] ক্রমে প্রাপ্য হ্রাসের ব্যবস্থা স্থগিত রাখি[illegible] পারিবেন।

রাষ্ট্রসঙ্ঘের আবশ্যক অর্থ। নূ[illegible] শাসন ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হইবার অব্যবহি[illegible] পূর্ব্বে রাষ্ট্রসঙ্ঘের ও প্রদেশসমূহের আ[illegible] ও রাজস্ব সম্বন্ধীয় অবস্থা কিরূপ হইব[illegible] সম্ভাবনা তাহা বিশেষভাবে বিবেচনা কর[illegible] দেখিতে হইবে। এই অনুসন্ধানকার্য্যে স[illegible] সরকারই যোগ দিবেন। এইরূপ অনুসন্[illegible] ব্যতীত কোন্ প্রদেশ কত দিন কত টা[illegible] পাইবেন, করের অনুপাত কিরূপ হই[illegible] কেন্দ্রী সরকার প্রাদেশিক সরকারের প্রা[illegible] আয়করের টাকা হইতে কত টাকা [illegible] ব্যবহারের জন্য রাখিবেন এ সকল বি[illegible] স্থির হইতে পারে না।

ইংলণ্ডের সরকারের মত এই [illegible] রাজ্যসঙ্ঘকে কর্ত্তব্য পালনের উপযোগী [illegible] দিবার ব্যবস্থা করিতেই হইবে; কার[illegible] তাহার অভাব ঘটিলে কেন্দ্রী সরকার [illegible] কর্ত্তব্য পালন করিতে পারিবেন না [illegible] পৃথিবীর সকল দেশের নিকট ভারতবর্[illegible] আর্থিক সম্ভ্রম নষ্ট হইয়া যাইবে।

আর্থিক ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন। এম[illegible] হইতে পারে যে, নূতন শাসন পদ্ধতি প্র[illegible] র্ত্তনের প্রাক্কালে আর্থিক ও অর্থনৈতি[illegible] অবস্থা এমন দাঁড়াইবে যে, নূতন ব্যবস্থার কেন্দ্রী ও প্রাদেশিক সরকারগুলি আর্থি[illegible] অবস্থা স্বচ্ছল রাখিবার মত অর্থ পাইবে না। পূর্ব্বে যে অনুসন্ধানের বিষয় বলা হ[illegible] য়াছে, তাহার ফলে যদি এইরূপ সম্ভাব[illegible] পরিলক্ষিত হয়, তবে প্রস্তাবিত আর্থ[illegible] ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন করিতেই হইবে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক
— পারমার্থিক পত্র —
শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে

আরাধ্যো ভগবান ব্রজেশ
তনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনম,
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং
প্রেমা পুমর্থো মহান্,
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং
তত্রাদরো নঃ পরঃ॥

৮ম বর্ষ } ২০শে দামোদর গৌরাব্দ ৪৪৭, ৬ই কার্ত্তিক বঙ্গাব্দ ১৩৪০, ২৩শে অক্টোবর ইং ১৯৩৩, সোমবার { ১৯৪তম সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

শ্রীশ্রীঅন্নকুট-মহোৎসব
শ্রীগৌড়ীয় মঠে
(তারের সংবাদ)

কলিকাতা ২০।১০।৩০
সময় ৩—১৫ ঘটিকা

কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠে শ্রীঅন্নকূট মহামহোৎসব অদ্য মহাসমারোহের সহিত সম্পন্ন হইতেছে এবং অত্যন্ত সাফল্য মণ্ডিত হইয়াছে। এ বৎসর গিরি গোবর্দ্ধনের ভোগের উপকরণ এক হাজার একশত পনর প্রকার। বিবিধ ভোগোপকরণ সারস্বত নাট্যমন্দিরে অতি সুন্দররূপে সজ্জিত হইয়াছিল। প্রাতঃকাল হইতেই সুমধুর কৃষ্ণ-সঙ্কীর্ত্তনে নাট্যমন্দির মুখরিত হইতেছে এবং সহস্র সহস্র সৌভাগ্যবান্ ব্যক্তিগণ অন্নকূট দর্শন করিবার নিমিত্ত আসিতেছেন।

———

শ্রীচৈতন্যমঠে

গত ৩রা কার্ত্তিক শ্রীধাম মায়াপুরস্থ আকর মঠরাজ শ্রীচৈতন্যমঠে শ্রীশ্রী-গোবর্দ্ধন পূজা উপলক্ষে অন্নকূট মহামহোৎসব সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়াছে। সেবকবৃন্দ শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ গান্ধর্ব্বিকা গিরিধারী প্রভু জীউর মঙ্গলারাত্রিকের পর সংকীর্ত্তন মুখে শ্রীমন্দিরাদি পরিক্রমা করেন। চতুর্ব্বিধ রস-সমন্বিত বিচিত্র ভোগোপকরণ গিরি গোবর্দ্ধনের ভোগের জন্য সুন্দররূপে সজ্জিত করা হয়। সকলেই এবম্বিধ ভোগ-নৈবেদ্য পরিদর্শন করিয়া আনন্দানুভব করেন। অপরাহ্নে ভক্তগণ শ্রীশ্রীজয়দেব গোস্বামী কৃত শ্রীভগবানের দশাবতার স্তোত্র কীর্ত্তন করেন। পরে সন্ধ্যারাত্রিকের পর উপদেশক শ্রীপাদ গৌরদাস ব্রহ্মচারী কাব্যব্যাকরণ তীর্থ মহোদয় শ্রীমদ্ভাগবত ১০ম স্কন্ধ হইতে গোপগণের ভগবৎ আদেশে শ্রীশ্রীগোবর্দ্ধন পূজার বিষয় পাঠ করিয়া সমবেত শ্রোতৃ-মণ্ডলীকে বিশদভাবে বুঝাইয়া দেন। পরে ভক্তগণ সুললিত তানে মহাজন পদাবলী কীর্ত্তন করেন। ঐ দিন আগত সকলকেই বিচিত্র মহাপ্রসাদ প্রচুরভাবে বিতরণ করা হয়।

———

শ্রীশ্রীযোগপীঠ মন্দিরে

ভগবান্ গৌরসুন্দরের আবির্ভাবস্থলী শ্রীশ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দিরে ঐ দিন বহুবিধ ভোগোপকরণ গিরিগোবর্দ্ধনের ভোগের জন্য সজ্জিত হইয়াছিল। ভক্তগণ সংকীর্ত্তনমুখে শ্রীমন্দির, শ্রীনৃসিংহ মন্দির, সুতিকাগার পরিক্রমা করেন। প্রাতে, অপরাহ্নে ও সন্ধ্যা রাত্রিকের পর শ্রীচৈতন্যভাগবত পাঠ করা হয়। ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউটের শিক্ষক ও ছাত্রগণকে বিচিত্র মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়। এতদ্ব্যতীত ধামদর্শনার্থী বহু লোককে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

———

শ্রীগৌড়ীয়মঠে আমেরিকার পর্য্যটকদ্বয়

গত ৭ই অক্টোবর (১৯৩৩) পূর্ব্বাহ্নে ও অপরাহ্নে দুইজন আমেরিকার পর্য্যটক শ্রীল প্রভুপাদের নিকট আগমন করিয়াছিলেন। তাঁহারা হিন্দুধর্ম্মের ভারতীয় পোষাক পরিধান করিয়াছেন এবং নির্জ্জন-ভজনের পক্ষপাতী। তাঁহাদের অভিমত এই যে, ভারতীয় আব্‌হাওয়া ধ্যানের পক্ষে বিশেষ অনুকূল, ধ্যানের দ্বারাই সর্ব্বার্থ সাধিত হইতে পারে। তাঁহারা ধ্যানযোগে অভিনিবিষ্ট হইবার জন্য ভারতবর্ষে আগমন করিয়াছেন।

ধ্যানপন্থা-সম্বন্ধে আলোচনা

শ্রীল প্রভুপাদ তাঁহাদের এইরূপ উক্তি শ্রবণ করিয়া বলেন যে, তাঁহারা ঐরূপ বিচার অবলম্বন করায় প্রকৃত শ্রেয়ের পথ অনুসরণ না করিয়া প্রেয়ের মায়ামৃগ হইয়া পড়িয়াছেন। কৃত্রিম ধ্যানের পন্থা আত্মেন্দ্রিয়-তর্পণেরই একটী প্রচ্ছন্ন প্রকার-বিশেষ। জাগতিক অভিজ্ঞান ও তাহার তিক্ত স্বাদ মানুষকে বঞ্চিত করিবার জন্য যে-সকল বহুরূপিণী আলেয়ার মূর্ত্তি প্রকাশ করে, তন্মধ্যে কৃত্রিম ধ্যানের পন্থা অন্যতম। ধ্যান কে করিবেন, কাহার ধ্যান করিবেন, ধ্যান জিনিটাই বা কি তাহা নিরূপিত না হওয়া পর্য্যন্ত ধ্যানের কৃত্রিম অভিনয় ইন্দ্রিয়তর্পণময় আলস্যের একটী প্রচ্ছন্ন প্রতিমূর্ত্তি-ব্যতীত আর কিছুই নহে। যাঁহারা ভগবৎসেবাকে একমাত্র অনাবৃত চেতনের নিত্য ও স্বাভাবিক বৃত্তিরূপে অভিনন্দন করিতে পারেন নাই অর্থাৎ তাহাতে উদ্বুদ্ধ হন নাই, তাঁহারাই বিভিন্ন দেশে, বিভিন্ন পাত্রে নানা-প্রকার অন্যাভিলাষের আবাহন করিয়া কৃত্রিম ধ্যানাদি চেষ্টাকে বহুমানন করেন। এতৎ-প্রসঙ্গে শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীমদ্ভাগবতের বা বৈয়াসিক-সম্প্রদায়ের অকৃত্রিম স্বাভাবিক ধ্যানযোগের বৈশিষ্ট্য কীর্ত্তন করেন এবং জানান যে, অপ্রাকৃত পূর্ণবস্তুর কীর্ত্তনমুখেই ধ্যান স্বাভাবিক ও অকৃত্রিম হইতে পারে। পূর্ণচেতনের সহিত অণুচেতনের পঞ্চ প্রকার সম্বন্ধ এবং সেই সকল সম্বন্ধের অভিধেয়রূপে শব্দব্রহ্মের উপাসনামূলে যে স্বাভাবিক রাগ বা আকর্ষণ আবিষ্কৃত হয়, তদ্দ্বারাই চেতনের সহজ ধ্যান সম্ভব; সেই ধ্যানে বিক্ষেপ, আবরণ বা কৃত্রিমতা নাই। কৃষ্ণের সেবক-সম্প্রদায়ের ধ্যান এইরূপ স্বাভাবিক।

শ্রীগৌড়ীয়মঠে-সাঃ উঃ কামালুদ্দিন

গত ৮ই অক্টোবর (১৯৩৩) রবিবার দিবস প্রেসিডেন্সী বিভাগের স্কুল-সমূহের ইন্‌স্পেক্টর মাননীয় শ্রীযুক্ত সামসুল উলামা কামালুদ্দিন আহম্মদ এম্-এ, আই-ই-এস্ মহোদয় শ্রীগৌড়ীয়মঠ সন্দর্শন করিতে আসিয়া শ্রীল প্রভুপাদের সহিত ইংলণ্ডের শ্রীগৌড়ীয়-মঠের প্রচারের বিষয় আলোচনামুখে সনাতন-ধর্ম্মে পুনর্জ্জন্মবাদ এবং চিদ্‌বিলাস-বিচিত্রতার সম্বন্ধে প্রশ্ন করিয়া অনেক কথা শ্রবণ করিয়াছিলেন। তিনি প্রথমে বলেন,—খৃষ্টীয় মতবাদে যে প্রত্যেক মানুষের পাপলিপ্ত হইয়া জন্মগ্রহণের কথা আছে এবং খৃষ্টীয় মতে দীক্ষিত না হওয়া পর্য্যন্ত সেই পাপ হইতে মুক্তির আর কোন উপায় নাই, এমন কি, অজ্ঞান শিশুরও তৎপূর্ব্বে মৃত্যু হইলে তাহাকে পাপী অবস্থায়ই মরিতে হইবে—এইরূপ মতবাদ যেন অনেকটা অস্বাভাবিক বলিয়াই মনে হয়।

———

পুনর্জ্জন্মবাদ ও চিদ্‌বিলাস-বৈচিত্র্য

শ্রীল প্রভুপাদ এতৎপ্রসঙ্গে সনাতনধর্ম্ম-শাস্ত্রের জন্মান্তর-রহস্য এবং প্রাক্তন সুখ ও দুঃখভোগাদির মূলে যে ভগবৎবিস্মৃতি, তৎ-সম্বন্ধে কএকটী সাধারণ যুক্তিপর কথা বলেন। শ্রীল প্রভুপাদ আরও বলেন যে, সনাতন হিন্দুধর্ম্মে জন্মান্তরবাদের কথা প্রকাশিত থাকিলেও ভগবদ্ভক্ত মুক্ত পুরুষগণ জন্ম-কর্ম্মের অধীন নহেন; তাঁহাদিগকে এইরূপ জন্ম পরিগ্রহ করিতে হয় না; তাঁহারা পূর্ণচেতন-বস্তুর সেবায় প্রবিষ্ট হইয়া সর্ব্বদা পরতত্ত্বের সহিতই নিত্যরূপে, নিত্যধামে নিত্যপরিকররূপে বিরাজিত থাকেন।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

২০ দামোদর, সর্ব্বশিব সঙ্কর্ষণ

ভক্ত ও ভগবানের পরস্পর সেবা

কর্ম্মাধিকার বা জ্ঞানাধিকারে শুদ্ধ ভগবদ্-ভক্তিলাভের সম্ভাবনা নাই। যাঁহারা ভগবানের চরণে প্রপন্ন হইতে পারেন না বা ইচ্ছা করেন না, তাঁহাদের অধিকার বিচার করিয়াই ভগবান্ জগতে কর্ম্মকাণ্ড ও জ্ঞান-কাণ্ড প্রবর্ত্তন করিয়াছেন। বদ্ধ জীবগণ এই কর্ম্ম ও জ্ঞান অবলম্বন করিয়া পৃথিবীতে বিচরণ করে। তাহাদের ভগবদ্ভক্তিতে অধিকার লাভ প্রায়ই দৃষ্ট হয় না। তবে কর্ম্ম-মিশ্রাধিকারী বা জ্ঞান-মিশ্রাধিকারীর কর্ম্ম ও জ্ঞানবাঞ্ছা অর্থাৎ বুভুক্ষা ও মুমুক্ষা ক্রমশঃ সমূলে বিনষ্ট হইলে কেবলাভক্তির প্রভাবে তাহাদের নিত্য পরম মঙ্গল লাভ হইতে পারে।

— —

প্রপত্তি ব্যতীত কর্ম্মী বা জ্ঞানী কাহারও ভগবৎসেবায় অধিকার নাই। ভগবদ্ভক্ত সর্ব্বদাই ভগবানের নিত্য ও উপাদেয় কৈঙ্কর্য্য লাভ করিবার জন্য ব্যস্ত, তিনি ভগবদিতর কোন নশ্বর বস্তুর দাস্য লাভ করিবার জন্য কখনও প্রস্তুত নহেন।

যিনি যেরূপ ভাবে ভগবৎসেবায় প্রপত্তি-বিশিষ্ট, শ্রীভগবান্ তাঁহাকে সেই প্রকার সেবাতেই অনুরূপ যোগ্যতা প্রদান করেন। ইহাতে এইরূপ বুঝিতে হইবে না যে, ভগবানকে স্বীয় ভৃত্য-পর্য্যায়ে পরিগণিত করিয়া বদ্ধজীব যে কোন প্রকারে তাঁহার অবৈধ কামনা পূরণ করিবার অধীন যন্ত্রবিশেষ জ্ঞানে স্বেচ্ছাক্রমে তাঁহার উপর প্রভুত্ব করিবে এবং সেইরূপ পাষণ্ডীর দাস হইয়া শ্রীভগবান্ তাহার সেবা করিবেন। তবে মনে রাখিতে হইবে যে, অনাদি বিমুখ অক্ষজ জ্ঞানী জীবের এই আসুরিক প্রবৃত্তিমূলক জড়কাণ্ড-বঞ্চতা-রূপ নিরবুদ্ধিতার প্রশ্রয় দিবার উদ্দেশ্যে অর্থাৎ নাস্তিক জীবকে মোহিত ও বঞ্চিত করিবার নিমিত্ত বহিরঙ্গা মায়াশক্তিকেই তাদৃশ জীবের পরিচর্য্যা করিবার ছলনায় নিযুক্ত করিয়াছেন। মায়াবদ্ধজীব ভ্রান্তিবশতঃ নিজের ভোগ্যা মায়িকী ভগবন্মায়াকেই প্রিয়, আত্মীয়, আরাধ্য ও সেব্যবস্তু জ্ঞানে ভ্রমক্রমে ভগবৎস্বরূপ মনে করে। ফলে ভগবৎভজনের পরিবর্ত্তে তাহাদের হৃদয়ে কর্ম্মফল ভোগের স্পৃহা উদিত হয়।

নিত্য সেবা মায়াধীশ অধোক্ষজ ভগবানকে অহৈতুকী, অপ্রতিহতা বা অব্যবহিতা সেবা করিলেই সৌভাগ্যবান্ জীবের ভগবান্ ব্যতীত অন্য খণ্ড-জড়বস্তুর সেবায় আর বাঞ্ছা বা প্রবৃত্তি থাকে না। সেই কালে ঐকান্তিক ভক্তের সেবা গ্রহণ ব্যপদেশে শ্রীভগবান্ও নিজভক্তের সেবা করিয়া থাকেন। সুতরাং দেখা যাইতেছে নিষ্কপট প্রপন্ন ভগবদুপাসক ভক্তগণেরই ভগবদ্ভজনে একমাত্র অধিকার এবং শ্রীভগবান্ও তাহাদিগকে মুক্তকুলের সুদুর্লভ নিজ প্রেমভক্তি-যোগ প্রদান করেন। ইহাই তাঁহার ভক্তের সেবা। কিন্তু কপট অভক্ত মুমুক্ষুগণ কখনই শ্রীভগবানের তাদৃশ অনুগ্রহ লাভে সমর্থ হয় না।

যথা শ্রীমদ্ভাগবত (৫।৬।১৮)—

অস্ত্বেবমঙ্গ ভগবান্ ভজতাং মুকুন্দো।
মুক্তিং দদাতি কর্হিচিৎ স্ম ন ভক্তিযোগম্॥

শ্রীভগবানের ভক্তের প্রতি ঐপ্রকার অনুগ্রহ দর্শন করিয়া কেহ কেহ হয়ত প্রশ্ন করিবেন, তাহা হইলে ত' দেখিতেছি ভগবানেও বৈষম্য রহিয়াছে। কারণ তিনি একমাত্র তাঁহার শরণাগত জনগণকেই নিজ ভক্তি প্রদান করিয়া থাকেন অন্য কাহাকেও ত' তাহা প্রদান করেন না। ইহার উত্তরে শ্রীধরস্বামীপাদ বলিয়াছেন যে, সকাম বা নিষ্কাম যে ভাবে যাঁহারা শ্রীভগবানের ভজন করেন শ্রীভগবান তাঁহাদিগকে তাঁহাদের ভজনানুরূপফলই প্রদান দ্বারা তাঁহাদিগকে অনুগ্রহ করিয়া থাকেন। যাঁহারা সকাম ভাবে ভগবানকে পরিত্যাগ করিয়া ফলভোগ কামনা করেন তাঁহারা শ্রীভগবানের নিত্য শান্তিপ্রদ শ্রীপাদপদ্মদায়ক শুদ্ধাভক্তি কি প্রকারে লাভ করিবেন? সুতরাং শ্রীভগবানের কার্য্যে বৈষম্য নাই; বৈষম্য মায়াবদ্ধ জীবগণের দৃষ্টির অন্তরালেই অবস্থিত।

ভগবদ্ভক্তগণ স্ব স্ব অধিকারানুসারে পঞ্চবিধ মুখ্যরসে বাস্তবসত্য বিষয়-জাতীয় অপ্রাকৃত তত্ত্বের সেবা করিয়া থাকেন। শ্রীভগবান উক্ত পঞ্চবিধ ভক্তিরসের বিষয়রূপে যে কোন প্রকার সেবা অনুকূল ভাবে গ্রহণ করিতে পারেন। বৈধভক্তগণের নিকট শান্ত, দাস্য ও গৌরবসখ্যের বিষয় শ্রীনারায়ণ স্বরূপে সেবা গ্রহণ করেন আবার অনুরাগ পথের ভক্তগণের নিকট উক্ত আড়াই প্রকাররসের উন্নত বিশ্রম্ভসখ্য ও মধুররসের বিষয় ব্রজেন্দ্র-নন্দন কৃষ্ণস্বরূপে সেবা গ্রহণ করিয়া অনুরাগপথের সেবককে উক্ত পঞ্চরসের কোনও একটী গ্রহণ করাইয়া স্বীয় ভক্তবাৎসল্য বা ভক্তপ্রেমাধীনত্ব প্রদর্শন করিতে পারেন।

মর্য্যাদা পথে যে প্রকার সেবাচিত্র অঙ্কিত আছে, তাহাতে ভজনীয় বিষ্ণুবস্তুর প্রতি মাধুর্য্যের পরিবর্ত্তে ঐশ্বর্য্য অথবা বিশ্রম্ভময় অনুরাগের পরিবর্ত্তে বৈধ সম্ভ্রমময় ঈশ্বর ভাবেই প্রবল। কিন্তু মাধুর্য্যপর কৃষ্ণসেবায় ভগবানের ঐশ্বর্য্যপরতার মধুরিমা আচ্ছন্ন হয় না; সেখানে সেবকবাৎসল্য অত্যন্ত প্রবল হওয়ায় বিশ্রম্ভসেবকগণেরই সেবকসূত্রে মর্য্যাদা ও শ্রেষ্ঠতা দেখিতে পাওয়া যায় তাহাতে এইরূপ মনে করিতে হইবে না যে, ভগবানের ঐশ্বর্য্যের অপুততাক্রমে মাধুর্য্যের দুর্ব্বলতা বা অনাক্রিত বশ্যতা অবস্থান করিতেছে। মাধুর্য্যময় শ্রীভগবানে ঐশ্বর্য্য পরিপূর্ণ মাত্রায় আছে, কিন্তু মাধুর্য্যের উজ্জ্বল রশ্মির নিকট ঐশ্বর্য্য আত্ম প্রকাশ করিতে পারে না।

দুইটী সাধারণ ভ্রম

যখন মানবচিত্ত তমোগুণে সম্পূর্ণরূপে আচ্ছন্ন হয়, তখন সে হিতাহিত-জ্ঞান-শূন্য হইয়া অপরের অনিষ্ট করিতে বদ্ধ পরিকর হয়। তাহার চেষ্টায় যে তাহার নিজের পায়েই কুঠারাঘাত হইতেছে, তাহা মূঢ়তা-প্রযুক্ত তাহার বুঝিবার শক্তি থাকে না। বলা বাহুল্য, পরমার্থ-জ্ঞানবিচ্যুত মূঢ়গণ শক্তি-শক্তিমানের পরস্পর সম্বন্ধ বুঝিতে অসমর্থ হইয়া মহামায়াকে সর্ব্বশক্তিমানের আসনে প্রতিষ্ঠিত করিবার ধৃষ্টতা প্রকাশ করে। পতিতপাবন শ্রীশ্রীল নিত্যানন্দ প্রভু ও তদন্বয় শ্রীল বীরভদ্র প্রভু লীলাসংগোপন করিলে পরবর্ত্তি-কালে স্মার্ত্তের দৌরাত্ম্যক্রমে শ্রীপাট খড়দহের শ্যামসুন্দরের সম-আসনে ত্রিপুরাসুন্দরীকে বসান হইয়াছে। সেদিন জনৈক বন্ধুবর বলিলেন যে, কোন কোন গোস্বামি-ব্রুব নাকি শ্যামসুন্দরকে কিছুদিন পূর্ব্বে শ্যামার বেশে সজ্জিত করিয়াছিলেন। বোধ হয় তাঁহারা ঐ সজ্জা করিবার পরামর্শ উত্তরাধিকারসূত্রে অভিমন্যু গোপের নিকট হইতে পাইয়াছেন। 'শ্যাম' কখনও 'শ্যামা' হইতে পারেন না, যাঁহাদের শ্যাম দর্শনের অধিকার নাই সেই সকল শ্যামা বিমোহিত-নয়ন জনগণই শ্যামের পরিবর্ত্তে শ্যামা দর্শন করেন। যাঁহাদের নয়ন প্রেমাঞ্জনচ্ছুরিত তাঁহারা নিত্যকালই শ্যামসুন্দরের ভুবনমোহন রূপ দর্শন করেন। অভিমন্যু গোপের অধস্তনগণ এই সকল মহাভাগবতগণের পদরজঃ স্পর্শের সম্পূর্ণ অনধিকারী। দৈবচক্রে, ভাগ্যের বলে, যদি কোন সময় এই সকল পাষণ্ডি-গণের মস্তকে তত্ত্ববিদ্ বৈষ্ণবগণের চরণধূলি অনিল সংযোগে পতিত হয়, তাহা হইলে তাঁহারা নিজেদের তত্ত্বান্ধতা হইতে মুক্তি লাভ করিয়া শক্তি ও শক্তিমানের অর্থাৎ সর্ব্বশক্তিমান্ শ্রীকৃষ্ণের তাঁহার অন্তরঙ্গা শক্তিত্রয়ের ও বহিরঙ্গা শক্তির ক্রিয়াদি জানিতে পারিবেন। তখন আর 'শ্যাম'কে 'শ্যামা' সাজাইবার দুষ্প্রবৃত্তি হইবে না। তখন তাঁহারা মুড়ি-মিশ্রি এক করিবার আথড়ার বিচার হইতে নির্ম্মুক্ত হইবেন এবং নির্ব্বিশেষ-বাদের করালবদন আর তাঁহাদিগকে গ্রাস করিতে পারিবে না।

কোন কোন স্থলে দেখা যায়, জড় প্রতিযোগিতা মূলক বিচার মানবের হৃদয়কে এমনভাবে অধিকার করিয়া বসিয়াছে যে, তৎফলে মহামায়াকে যাঁহার সম্মুখে তাঁহার (মহামায়ার) থাকিবার সামর্থ্য নাই, সেই শক্তিমদ্বিগ্রহের উপাস্যরূপে কল্পিত হইয়াছেন। জড়শাক্ত কৃত্তিবাসের রামায়ণে ঐ প্রকারের দৌরাত্ম্য দৃষ্ট হইতেছে, দুঃখের বিষয় বর্ত্তমান যুগে শিক্ষার বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে মহিলাগণও কৃত্তিবাসের ঐ নির্ব্বুদ্ধিতা ও দৌরাত্ম্য অনায়াসে ধরিয়া ফেলিতে পারিতেছেন। গত আশ্বিন মাসের 'উদ্বোধনে' দেখিতে পাইলাম, কুমারী ছায়াদেবী "শ্রীশ্রীদুর্গামূর্ত্তির পরিচয়" শীর্ষক প্রবন্ধের একস্থানে লিখিয়াছেন,—"শ্রীরামচন্দ্র রাবণ বধের সময় শরৎকালে দুর্গোৎসব করিয়াছিলেন বলিয়াই সাধারণের বিশ্বাস। কিন্তু বাল্মিকীর রামায়ণে রাবণ বধের পূর্ব্বে দুর্গা পূজার কোন উল্লেখ নাই, তুলসী দাসে নাই, রাম রসায়নে নাই—আছে কেবল কৃত্তিবাসে, কৃত্তিবাসের রামায়ণের ঐতিহাসিক মূল্য যৎসামান্য।" শ্রীযুক্তা ছায়াদেবীর অনেক কথার সমর্থন আমরা করিতে না পারিলেও ঐতিহাসিকের দৃষ্টিদ্বারা দেখিতে যাইয়াও তিনি উপরিলিখিত যে কথা কয়েকটী বলিয়াছেন, তাহাতে সাধারণের প্রবাদজনিত অজ্ঞতা দূরীভূত হইলে আমরা আনন্দিত হইব। আমরা শক্তি ও শক্তিমৎতত্ত্ব সম্বন্ধে অনেকবার আলোচনা করিয়াছি সুতরাং তাহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন, তবে অজ্ঞ শিশুও বুঝিতে পারেন যে, শক্তিমদ্বিগ্রহ শ্রীরামচন্দ্র কখনও বহিরঙ্গা মায়ার উপাসনা করিতে পারেন না।

নন্দের শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব বর্ণন

সপ্তম বর্ষীয় বালক শ্রীকৃষ্ণের গোবর্দ্ধন ধারণ লীলা দর্শনে গোপগণের ত বিস্মিত হইবারই কথা, এমন কি স্বর্গস্থিত দেবগণ পর্য্যন্ত বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন; দেব সিদ্ধ, গন্ধর্ব্ব ও চারণগণ উক্ত লীলা দর্শনে অতি মাত্রায় আনন্দিত হইয়া শতমুখে শ্রীকৃষ্ণের স্তুতি ও তৎপাদ-পদ্মে পুষ্প বর্ষণ, শঙ্খ, প্রভৃতির ধ্বনি করিতে লাগিলেন।

গোপগণ ইতঃপূর্ব্বে শ্রীকৃষ্ণের পূতনা বধাদি লীলা দর্শন পূর্ব্বক অতিমাত্রায় চমৎকৃত হইয়াছিলেন। এখন গোবর্দ্ধন ধারণ দর্শনে চিন্ময় হিল্লোল কত অধিক পরিমাণে উদ্বেলিত হইয়াছিল তাহা সহজেই অনুমেয়। তাই তাঁহারা বিস্ময়ান্বিত হইয়া নন্দরাজ সমীপে গমন পূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন;—"হে ব্রজরাজ! তোমার বালকের যে-সকল অদ্ভুত কার্য্য দেখিতেছি তাহাতে যে তিনি গোপ-বালক মাত্র তাহা মনে হয় না। এই সপ্তম বর্ষীয় বালক কোন্ শক্তিবলে মহাগজের পদ্মধারণের ন্যায় অনায়াসে একহস্তে গোবর্দ্ধন

পর্ব্বত ধারণ করিলেন। যাল যেরূপ প্রাণী শরীরে জীবন আকর্ষণ করে সেই প্রকার তোমার এই নন্দন ও ঈষৎ-মুদ্রিত নয়নে স্তনপান-ছলে অনায়াসে মহাবিক্রম-শালিনী পূতনা-রাক্ষসীর প্রাণ হরণ করিলেন। এই বালক তিন মাস বয়সে শকটের নিম্ন-দেশে শায়িতঅবস্থায় কাঁদিতে কাঁদিতে ঊর্দ্ধদিকে চরণদ্বয় নিক্ষেপ দ্বারা পাদাগ্র-ভাগের আঘাতে শকট উল্টাইয়া ফেলিয়া-ছিলেন। এই বালককে এক বৎসর বয়ঃক্রম কালে আকাশচারী তৃণাবর্ত্ত নামক দৈত্য অপহরণ করিলে তিনি তাহার গলদেশে উৎপীড়ন পূর্ব্বক তাহাকে বধ করিয়া-ছিলেন। নবনীত অপহরণ হেতু মাতা যশোদা কোন সময়ে ইঁহাকে উদূখলে বন্ধন করিলে ইনি যমলার্জ্জুন-বৃক্ষদ্বয় মধ্যে গমন-পূর্ব্বক বাহুদ্বয়ের আঘাতে সেই প্রকাণ্ড পাদপ-দ্বয়কে ভূপাতিত করিয়াছিলেন। তিনি বলদেবের সহিত বালকগণ পরিবৃত হইয়া গো-চারণ কালে জিঘাংসু বকাসুর নামক শত্রুর মুখ হইতে আরম্ভ করিয়া সর্ব্ব শরীর বিদীর্ণ করিয়াছিলেন। বৎস নামক অসুর শ্রীকৃষ্ণের গো-বৎস ও গোপ-বালকগণের সহিত তাঁহাকে বধ করিবার জন্য তাঁহাদের মধ্যে প্রবেশ করিলে সুচতুর কৃষ্ণ অনায়াসে তাহার উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিয়া তাহার ঘটাইয়া ছিলেন। বলদেবের সহিত এই শ্রীকৃষ্ণই ধেনুক দৈত্য ও তদীয় বন্ধুগণকে বধ করিয়া পরিপক্ব তালফলসমন্বিত তালবনকে ভয় করিয়াছিলেন। ইনি মহাবলশালী বল-বের দ্বারা প্রলম্বনামক অসুরকে বিনাশ রাইয়া দাবানল হইতে গোপ ও ব্রজ-কে রক্ষা করিয়াছিলেন। এই শ্রীকৃষ্ণই অতি ক্রূর বিষধর কালীয়-নাগের র্পনাশ সহকারে তাহাকে দমনপূর্ব্বক নিজ-লে তাহাকে হ্রদ হইতে নির্ব্বাসিত করিয়া ল বিষ-শূন্য করিয়াছিলেন। হে ব্রজরাজ! মার এই সন্তানের প্রতি আমাদের স্ত ব্রজ-বাসীগণের দুষ্পরিহার্য্য অনুরাগ মান, আমাদের প্রতিও তাঁহার স্বাভাবিক হ রহিয়াছে। তাঁহার কৃপায়ই আমরা নাবিধ আপদ-বিপদের হস্ত হইতে রক্ষা ইয়াছি। এই বালককে আমরা বুঝিয়া ঠিতে পারিতেছি না। কারণ মানব শু কখনও এই সকল অদ্ভুত কার্য্য সাধন রিতে পারে না। ইনি কি সমস্তের শ্চ-স্বরূপ। ইঁহার সম্বন্ধে আমাদের শঙ্কা হইতেছে।

গোপ-গণের বাক্য-শ্রবণ করিয়া ব্রজরাজ বলিতে লাগিলেন,—"হে বন্ধুবর্গ, এই ক সম্বন্ধে আশঙ্কা করিবার কিছুই । পরম-পূজ্যপাদ শ্রীল গর্গমুনি ইঁহার য়ে আমাকে ইতঃপূর্ব্বে যাহা বলিয়াছে-, হা নিবেদন করিতেছি, শ্রবণ কর। ইনি প্রতিযুগে বিবিধ-বিগ্রহ ধারণ করিয়া থাকেন। সত্যযুগে ইঁহার বর্ণ শুক্ল, ত্রেতায় রক্ত, এবং কলিযুগে পীতবর্ণ হইয়া থাকে সম্প্রতি দ্বাপরে কৃষ্ণবর্ণ প্রাপ্ত হইয়াছেন। এই কৃষ্ণ পূর্ব্বে এক সময়ে বসুদেবের তনয়-রূপে জন্ম-গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া ইঁহার একটী নাম বাসুদেব। এতদ্ব্যতীত এই পুত্রের গুণ ও কর্ম্মের অনুরূপ বহু নাম বর্ত্তমান আছে। সে সকল অন্যলোকে জানেন না, একমাত্র গর্গমুনি কিছু কিছু অবগত আছেন, সুতরাং হে বন্ধুবর্গ, এই পুত্র আমাদের আনন্দ-বর্দ্ধন করিবেন। কারণ গর্গমুনি বলিয়াছেন ইঁহার সাহায্যে আমরা সর্ব্ব-বিধ বিঘ্ন হইতে উত্তীর্ণ হইতে পারিব। তিনি আরও বলিয়াছেন যে পূর্ব্বকালে অরাজক অবস্থায় দস্যু-পীড়িত সাধুগণ ইঁহার দ্বারা রক্ষিত এবং ইঁহার বলে উদ্দীপিত হইয়া দস্যুগণকে পরাজিত করিয়াছিলেন। যেসকল ভাগ্যবান্‌জন এই বালকের প্রতি অনুরাগযুক্ত হইবেন, কোন শত্রু তাঁহা-দিগের কোনও অনিষ্ট করিতে পারিবে না। এই কৃষ্ণ শ্রী, কীর্ত্তি, প্রভাব, ও অন্যান্য গুণে নারায়ণ তুল্য, সুতরাং ইঁহার সমস্ত কার্য্যই অলৌকিক হইবে। তাহাতে বিস্মিত হইবার কিছুই নাই।"

শ্রীব্রজরাজমুখে আমরা শ্রীকৃষ্ণের তত্ত্ব সম্বন্ধে গর্গমুনি কথিত অনেক আলোক পাইলাম। পরিশেষে নন্দরাজ বলিয়াছেন যে তাঁহার পুত্র শ্রীকৃষ্ণ নারায়ণ তুল্য। এই কথা বলিবার তাৎপর্য্য এই যে মাধুর্য্যপর ব্রজবাসিগণের প্রেমাধিক্য বশতঃ শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য্য দর্শন করিয়াও তাঁহাতে ঈশ্বর-বুদ্ধি হয় না। তাই শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য্য দেখিয়া ইঁহাকে নারায়ণের শক্ত্যাবেশ বলিয়া মনে করেন। বস্তুত পক্ষে শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বঅংশী সর্ব্বশক্তিমান্ ভগবতত্ত্ব।

ব্রজবাসিগণ নন্দমহারাজের মুখে গর্গমুনি কথিত ঐ সকল বাক্য শ্রবণ করিয়া অতিশয় আনন্দিত হইলেন, এখন আর তাঁহাদের বিস্ময় রহিল না; কারণ শ্রীভগবানের পক্ষে সকল কার্য্যই সম্ভব। তখন তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের ও শ্রীকৃষ্ণকে যিনি সাধন-বলে পুত্ররূপে লাভ করিয়াছেন সেই মহাভাগ্যবান্ ব্রজরাজের পূজা করিলেন। এবং শ্রীকৃষ্ণ সকাশে প্রার্থনা করিতে লাগিলেন।

দেবে বর্ষতি যজ্ঞ বিপ্লবরুষা
বজ্রাশ্মবর্ষানিলৈঃ
সীদৎপালপশুস্ত্রি আত্মশরণং
দৃষ্ট্বানুকম্প্যুৎস্ময়ন্।
উৎপাট্যৈককরেণ শৈলমবলো
লীলোচ্ছিলীন্ধ্রং যথা
বিভ্রদ্‌গোষ্ঠমপান্মহেন্দ্রমদভিৎ
প্রীয়ান্ন ইন্দ্রো গবাম্॥
(ভাঃ ১০।২৬।২৫)

—যজ্ঞভঙ্গ জন্য ক্রোধে দেবরাজ ইন্দ্র বজ্র, করকা ও প্রবল বায়ু বর্ষণ করিতে থাকিলে যিনি নিজ আশ্রিত গোষ্ঠস্থ পশু, পশুপালক ও অবলাগণকে অবসন্ন দেখিয়া সদয়ভাবে ঈষদ্ধাস্য সহকারে উচ্ছিলীন্ধ্র (ছত্রাকার উদ্ভিদ্-বিশেষ) ধারণের ন্যায় অনায়াসে একহস্তে গোবর্দ্ধন-গিরি উৎপাটন-পূর্ব্বক ঊর্দ্ধে ধারণ করিয়া ব্রজ রক্ষা করিয়া-ছিলেন; সেই ইন্দ্রগর্ব্ব-বিনাশক গো-সমূহের প্রভু আমাদের প্রতি প্রীত হউন।

'শ্রেয়ঃসন্ধানে মানবই সমর্থ'

(৩)

সুতরাং নিশ্চিত শ্রেয়ঃলাভে আমাদের এই মনুষ্যজন্মে কালবিলম্ব করা উচিত নয় আহার, বিহার, মৈথুনাদি বিষয় পশুপক্ষ্যাদি জন্মে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়, কিন্তু সেখানে নিঃশ্রেয়স্ মঙ্গলের পথ রুদ্ধ।

নৃদেহমাদ্যং সুলভং সুদুর্ল্লভং
প্লবং সুকল্পং গুরুকর্ণধারম্।
ময়ানুকূলেন নভস্বতেরিতং
পুমান্ ভবাব্ধিং ন তরেৎ স আত্মহা॥
(ভাঃ ১১।২০।১৭)

শ্রেয়ঃ সন্ধানে উপযুক্ত গুরুপাদপদ্মের প্রয়োজন, মনুষ্য জীবন সুদুর্ল্লভ হ'লেও আমাদের নিকট এখন সুলভ হ'য়েছে কেননা আমরা এটী বর্ত্তমানে পে'য়েছি। কোটী-টাকা দরিদ্রের নিকট দুর্ল্লভ হ'লেও য'ার আছে তা'র কাছে সুলভই হ'য়েছে। এই মনুষ্য জীবনকে সুপটুতর নৌকা বলা যায়, নদী পার হ'তে হ'লে যেমন সুপটুতর নৌকার প্রয়োজন তেমন আবার সুযোগ্য কর্ণধারও দরকার, সেই কর্ণধার হ'চ্ছেন শ্রীগুরু-পাদ-পদ্ম। অনভিজ্ঞ মাঝি যেমন ঘোলায় প'ড়ে নৌকাসহ প্রাণ হারায়; লঘু বা অগুরুর আশ্রয় নিয়ে আমাদেরও সেই গতি হয়। আশ্রয় আশ্রিত উভয়েই ঘোলায় প'ড়ে ম'রতে হয়। ভগবানের ন্যায় শ্রীগুরু-পাদ-পদ্ম সকলের পূজ্য। তিনি সকলের গুরু তবে ব্যক্তি বিশেষে ভগবানকে অস্বীকার করার ন্যায় তাঁহাকে কেহ কেহ অস্বীকার ক'রতে পারেন, কিন্তু ব্যক্তি-বিশেষের মতের দ্বারা যেমন ভগবানের অস্তিত্ব লোপ হয় না, শ্রীগুরু-পাদপদ্মও তদ্রূপ ব্যক্তি-বিশেষের মতের দ্বারা গুরুত্ব হারিয়ে ফেলেন না। 'আমার গুরু,' 'তোমার গুরু', আমার কাছে যিনি মানুষ; 'তোমার কাছে তিনি গুরু' এবং আমার কাছে যিনি গুরু তোমার কাছে তিনি মানুষ' এইরূপ বিচার উক্ত-বস্তু সম্বন্ধে বিকৃত বিচার মাত্র। যিনি গুরু তিনি সকলের গুরু, তবে বিভিন্ন মূর্ত্তিতে মাত্র প্রকাশ হ'তে পারেন, কিন্তু সেখানে কোন ভেদ বা মতানৈক্য বা পরস্পর পরস্পরের গুরুতে মনুষ্য বুদ্ধি থা'কতে পারে না। শ্রীগুরু-পাদ-পদ্ম আমাদিগকে কৃপা করুণ আমরা যা'তে এ দুর্ল্লভ মনুষ্য-জন্মকে সার্থক-মণ্ডিত করতে পারি, তাঁ'র শ্রীপাদ-পদ্মের বলে বলীয়ান হ'য়ে সংসার সমুদ্র তরণে সমর্থ হই। শ্রেয়ঃ আলোক আমাদের নিত্য-স্বরূপ উদ্ভাসিত করুক।

ওঁ অজ্ঞান তিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জন শলাকয়া।
চক্ষুরুন্মিলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥

[শ্রীযুক্তা অপর্ণা দেবী]

হায়!
যাদুকরী কি আশায়,
মানব-বনের মায়া-মৃগ ধায়
নিদারুণ তৃষ্ণায়?
কিবা পায়?
হায়!
ধায়—
সে যে তবু ধায়—
তপ্তত্তরল অনল ধারায়—
নিয়ত দহিছে কায়;
সুখ পায়?
ধায়॥
ধায়—
গণ গড্ডলিকায়—
গতানুগতিক গণ-পন্থায়,
মরণের পিপাসায়।
তবু ধায়;
হায়!
হায়!
মায়া-মরু-পিপাসায়—
অগণিত মৃগ কাতারে কাতারে,
মরণের পথে ধায়;
প্রাণ যায়—
হায়!
হায়!
তবু (মম) মন কেন ধায়?
হাজার হাজার শবদেহ ওই
হেরিতেছি দুনিয়ায়।
(মন) তবু ধায়
হায়!!
কত সুকুমার কিশোর কিশোরী—
স্বাস্থ্য-দীপ্ত মানব দেহ;
চোখের উপরে লভিল মরণ
তবু ভাবি দেহ নিত্য গেহ!!
কোথা মিশরের অতুল বিভব?
কোথায় আজিকে সে সব রাজা?
ঐ শোনা যায়—গাহে গত কাল—
"বাজারে," বিজয় ডঙ্কা বাজা॥
(তবু) হায়, একি ভুল! এ কিসে মাদক—
খোলসে ভাবিয়া অমর কায়া;
তা'রি তরে রচি' দৃঢ় কারাগার
পুজিতেছি কারা-কর্ত্রী মায়া!!!

শুদ্ধভক্তি গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। ভাষ্যসহ বিরাট্ শ্রীচৈতন্যভাগবত ৫৲
২। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২৮৲
একাদশ স্কন্ধ হইতে প্রতিখণ্ড ।৶০
৩। ভাষ্যদ্বয়সহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত
(৪র্থ সংস্করণ) ৫৲
৪। শ্রীকৃষ্ণবিবেককুসুমাঞ্জলি (বাঁধা) ১৲
৫। গৌড়ীয়-গৌরব ।৶০
৬। গৌড়ীয়-সাহিত্য ।৶০
৭। ভজনরহস্য ৷০
শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও
শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৷৹০
৯। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ)
ঐ (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৷০
১০। গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি টীকাসহ)
ঐ (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৷০
১১। গীতার কেবল মাধ্ব-ভাষ্য ৷০
১২। যুক্তিমল্লিকা গুণসৌরভঃ সানুবাদ
(মাধ্ব) ২৲
১৩। বেদান্ততত্ত্বসার সানুবাদ
(রামানুজীয়) ৷০
১৪। জৈবধর্ম্ম ২৲
১৫। শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৷৹
১৬। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১৭। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ৷৶০
ঐ (বাঁধা) ৷৹০
১৮। দ্বীপ-দিগ্দর্শন ৶০
১৯। সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ) ।৶০
২০। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ৷৷০
ঐ (আবাঁধা) ।৶০
২১। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৷৹০
২২। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৶০
২৩। গীতমালা ৴১০
২৪। নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য ৶০
২৫। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶০
২৬। নবদ্বীপ পঞ্জিকা (৪৪৭ গৌরাব্দ) ৶০
২৭। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
২৮। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা-দর্পণ ।০
২৯। শরণাগতি ৴০
৩০। গীতাবলী ৴০
৩১। চিত্রে নবদ্বীপ ১৷০
৩২। সাধনকণ ৴০
৩৩। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৴০
৩৪। নবদ্বীপশতক ৴০
৩৫। অর্থপঞ্চক ৴০
৩৬। সদাচারস্মৃতিঃ ৴০
৩৭। কল্যাণকল্পতরু (৫ম সংস্করণ) ৴১০
৩৮। অর্চ্চনকণ ৴১০
৩৯। সাধককণ্ঠমালা (বাঁধা) ৷০
ঐ (আবাঁধা) ৷৶০
৪০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি
(প্রথম চারিখণ্ড) ৩.
৪১। ব্রহ্মসংহিতা ৭০
৪২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৷৹০
৪৩। মণিমঞ্জরী সানুবাদ ।০
৪৪। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৷৹০
৪৫। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ।০
৪৬। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৪৭। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৷০
৪৮। গৌড়ীয়মঠ কি করেন ? ৴০
৪৯। ঈশোপনিষৎ (বলদেব ও মাধ্ব-ভাষ্য এবং বিবৃতি ও অনুবাদসহ) ।০
৫০। শ্রীভুবনেশ্বর ৶০
৫১। সিদ্ধান্তদর্পণ ৶০
৫২। সাংখ্যবাণী ৴০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৫৩। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী-দিগ্বিজয়ঃ ৷০
৫৪। সটীক-শিক্ষাদশমূলম্ ।০
৫৫। তত্ত্ব-সূত্রম্ ।০
৫৬। সানুবাদ-শিক্ষাষ্টকম্ ৶০
৫৭। গৌড়ীয়মঠস্য পরিচয়ঃ ৴০
৫৮। সারাংশবর্ণনম্ ৶০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৫৯। রায় রামানন্দ ৷০
৬০। নামভজন ।০
৬১। রিলেটীভ্ ওয়ার্ল্ড্স্ ।৶০
৬২। লাইফ্ য়্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব
শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।০
৬৩। বৈষ্ণবীজম্ ।০
৬৪। হোয়াট্ গৌড়ীয়মঠ ইজ্ ডুইং ৴০
৬৫। দি ভাগবত ।০
৬৬। ইরোটিক্ প্রিন্সিপল্ য়্যাণ্ড
আনেলয়েড্ ডিভোসন ।০
৬৭। ব্রহ্ম-সংহিতা ২৷০
৬৮। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (ভলুম ওয়ান) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৬৯। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ৷০
৭০। সাধন পথ ।০
৭১। কল্যাণ-কল্পতরু ৴১০
৭২। গীতাবলী ৴০
৭৩। শরণাগতি ৴০

আসামীয় ভাষায় প্রকাশিত

৭৪। শরণাগতি

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

নদীয়া-প্রকাশপ্রাপ্তির স্থান

১। শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম-মায়াপুর, নদীয়া
২। শ্রীযোগপীঠ ঐ
৩। শ্রীবাস অঙ্গন ঐ
৪। অদ্বৈত-ভবন ঐ
৫। কাজীর সমাধি-পাট ঐ
৬। স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ, নদীয়া।
৭। শ্রীভাগবত আসন কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
৮। শ্রীএকায়ন মঠ গোবিন্দপুর, হাঁসখালী।
৯। দ্বাদশগোপাল পাট—পোঃ চাকদহ,
১০। শ্রীগৌর গদাধরমঠ—চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড়, বর্দ্ধমান
১১। শ্রীমোদদ্রুমছত্র মাউগাছি, বর্দ্ধমান
১২। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম, আমলাযোড়া, পোঃ রাজবাধ বর্দ্ধমান
১৩। শ্রীগৌড়ীয়মঠ বাগবাজার, কলিকাতা
১৪। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাজু, হাওড়া,
১৫। শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয়মঠ, ৯০নং নবাবপুর রোড্, ঢাকা
১৬। শ্রীগোপালজী মঠ কমলাপুর, ঢাকা।
১৭। শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ পোঃ বালিয়াটী,
১৮। শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয়মঠ ময়মনসিংহ।
১৯। শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ চিরুলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর
২০। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম গোয়ালপাড়া, আসাম।
২১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ রায়াপেট্টা, মাদ্রাজ।
২২। শ্রীরামানন্দগৌড়ীয় মঠ কব্বুর, জিঃ পশ্চিম গোদাবরী
২৩। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ উত্তিরাবাজার, পোঃ বক্সীবাজার, কটক।
২৪। শ্রীত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয় মঠ ভুবনেশ্বর।
২৫। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ স্বর্গদ্বার, পুরী।
২৬। শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ আলালনাথ পোঃ ব্রহ্মগিরি, পুরী।
২৭। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ ডুমুরকুণ্ডা, পোঃ চিরকুণ্ডা, মানভূম।
২৮। শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ—কাশী।
২৯। শ্রীরূপগৌড়ীয় মঠ—এলাহাবাদ।
৩০। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ পুরাণশহর, সরকার ঠাকুরের কুঞ্জ, বৃন্দাবন
৩১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, নিউডিল্লী
৩২। শ্রীপরমহংসমঠ—নৈমিষারণ্য,
৩৩। শ্রীসারস্বত গৌড়ীয় মঠ—হরিদ্বার।
৩৪। শ্রীব্যাসগৌড়ীয়মঠ—কুরুক্ষেত্র, পঞ্জাব
৩৫। শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাবুলনাথ রোড, পোঃ গ্র্যাণ্ট রোড, বোম্বে।
৩৬। লণ্ডন গৌড়ীয়মঠ, ৩৯নং গ্লেডন গার্ডেন্স, কেন্সিংটন্ লণ্ডন, (এস্, ডব্লিউ—১০)।
৩৭। অমৰি গৌড়ীয়মঠ—মেদিনীপুর
৩৮। সরভোগ গৌড়ীয় মঠ—সরভোগ, কামরূপ, আসাম,

শুদ্ধভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীলভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী মাসিক। শ্রীধাম-মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৷০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দি ভাষায় একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি হৃদয় বন মহারাজ সম্পাদিত ও নৈমিষারণ্য শ্রীপরমহংস মঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ১৷০ দেড় টাকা মাত্র।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ দেড় টাকা মাত্র।

৫। কীর্ত্তন—মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ নিমানন্দ সেবাতীর্থ বি-এজি, বি-টি, সম্পাদিত। আসাম গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম হইতে প্রকাশিত আসামী ভাষায় মাসিক। ভিক্ষা সডাক ১৷০ দেড় টাকা মাত্র

শ্রীচৈতন্যভাগবত

আদিকবি শ্রীল বৃন্দাবন দাস প্রণীত সমগ্র গ্রন্থ

গ্রন্থের মূল শ্লোক অক্ষরে এবং তন্নিম্নে বিশ্ববিশ্রুত গৌড়ীয়মঠের প্রতিষ্ঠাতা ও আচার্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তি-সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভু-পাদের রচিত বিস্তৃত ভাষ্য উত্তম কাগজে সৌষ্ঠবের সহিত মুদ্রিত হইয়াছেন। ডবল ক্রাউন আটপেজি আকারে ১০৯৬ পৃষ্ঠায় কেবল মূল ও ভাষ্য সম্পূর্ণ হইয়াছে। তদ্ব্যতীত শ্লোকসূচী, পদ্যসূচী, স্থানসূচী, পাত্রসূচী, বিষয়সূচী, শব্দসূচী প্রভৃতি বিস্তৃত সূচীপত্রেও একটী গ্রন্থ হইবে। সভাষ্য শ্রীচৈতন্যভাগবতের এরূপ উৎকৃষ্ট ও অমূল্য বিরাট্ সংস্করণ জগতের কোথায়ও আজ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হন নাই, ইহা নিরপেক্ষ পাঠক মাত্রকেই একবাক্যে স্বীকার করিতে হইবে। শ্রীগৌড়ীয়মঠের উৎসব-কালে গ্রন্থের ভিক্ষা ১২৲ বারটাকা স্থলে—৫৲ পাঁচটা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীচৈতন্যমঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

কলিকাতা বাজার দর

লৌহ হাডওয়ার

৬ই অক্টোবর ১৯৩৩

গাটার তৈয়ারী— প্রতি হন্দর।

লোহার কাড়ি (জয়েষ্ট বা বীম)

ঢাকা	৫।০—৫।৴০
ঐ বে-মাকা হাল্‌কা ওজন	৪।৵০—৪॥৴০
ধরগা (টী-আয়রণ)	৬৵০—৬।০
এঙ্গেল আয়রণ (কোনা)	৫৸৵০—৬।৵০

গ্যালভ্যানাইজড করগেট টীন-

২২ গেজ ৬ হইতে ১০ ফুট	১১।৵০
২৪ গেজ ,, ,,	১০৸৵০
২৬ গেজ ,, ,,	১২
২০ গেজ আর, পি, ডি, মার্কা	১২৸৴০
২৪ গেজ গ্যাঃ প্লেন সীট—	১১।৵০
২২ গেজ ,, ,,	১২।০
২৮ গেজ ও ৩০ গেজ ঐ—	১৩৲—১৬৲

বাগান ঘেরা কাঁটাতার ১০০

পাউণ্ড বাঃ	৮৸০
ষ্টীল পাটী	৬৲৵—৬।০
,, গোলটু (গোল)	৬৲৵—৬।০
,, চৌরাদে (চৌকা)	৬৵০—৬৲।০
,, গোল রড ৴০—।৴০ সূতা	৪৸৵—৫॥৵

,, টানা রড-

চৌকা ৴০—।৵০ ঐ	৫৵০—৫॥০
,, নাগুল হাল	৭৲—৭৸০

,, প্লেট—তিন সূতা মোটা

পর্য্যন্ত	৭৲—৭।০
,, চাদর ৩-১৬ খানা বাণ্ডিল	৯॥৵—১০৲
স্প্রীং ষ্টীল	৮।০—৯৲
হাফ রাউণ্ড	৫৸৵—৬৲৵০
তারের পেরেক ১—৬ ইঞ্চি	৯—৯৸০
প্যাটেণ্ট পেরেক ২—৮ ইঞ্চি	১২।০—১৫॥
ঢালাই কড়া ১ হইতে ১০ নং	২॥০ সাট
কোদাল ৪, ৫, ৬,	৭৸৵০ ৮৸৵০ ৯৸৵০ ডঃ
ঐ টিন পাউণ্ড ৬৲ দেঃ বিঃ	৬।৵০ ,,
গ্যাঃ প্লেন বালতি ৭—১২ ইঞ্চি	১॥৴০ ৬॥৴০
ঐ রিভিট ,, ৭—১২ ইঞ্চি	২৲—৭৲ ,,

লোহার চেয়ার রডের গোল ও

চৌকা	৮॥০— "
ঐ চালের লোহার সিট	১৫৲ ,,
ঐ ভেনেস্তা (কাঠের সিট)	১৮৲ ,,
লোহার স্ক্রুপ ॥—৩ ইঞ্চি	৴১০—॥৴০ গ্রোস

ঐ কব্জা ১৭ নং

১॥—৪ ইঞ্চি	।১০—৸৵১০ পেঃ ডজন

গ্যাঃ তার ১৬—২২ নং

(গেজ)	১২৲—১৩৲ হন্দর

গ্যাঃ রিজিং (মটকা)

১২ ইঞ্চি	।৵৫—॥৴০ পীস

গ্যাঃ গাটারিং বা ডোঙ্গা

৬ ইঞ্চি	॥০—৸৴০ ,,
গ্যাঃ স্ক্রুপ ১॥০—২॥০ ইঞ্চি	২৩৲—২৯৲ হন্দর
গ্যাঃ ওয়াসার চাকি	১১॥০—১৬৲ ,,

গ্যাঃ বোল্ট-নাট ৸—৩ ইঞ্চি

॥৵১০—১৵০ গ্রোস

ঢালাই রেলিং	৩॥০—৪॥০ হন্দর

ঐ রেন ওয়াটার পাইপ

৩ ইঞ্চি ৵১০ ও ৪ ইঞ্চি ।১০ ফুট

টিউব ওয়েলের জন্য গ্যাঃ

পাইপ ১॥ ইঞ্চি	।৵৫ ফুট

পাম্প ৪ নং ১২॥০ ৫নং ১৪৲ ৬নং ১৬৲

৬০—৮০ বাটখারা ৵১৫ সাট ২।০-২॥০ মণ

সন্তোষকুমার মল্লিক এণ্ড সন্স লিঃ

লৌহ ও হাডওয়ার বিক্রেতা।

মীরবহর ঘাট লোহাপটী. বড়বাজার.

টেলি—"লোহার মালিক" কলিকাতা

কেরোসিন

প্লোফ্রেক প্রত্যেক বাক্স (২ টিন)	৯৲৮
সূর্য্য মার্কা	৬॥০
ভিক্টোরিয়া	৬৲

সোণার দর

পাকা সোণা	৩০৸৴
বড়াল	৩০৸
চিনা পাত	৩২।০

রূপার দর

রূপা প্রতি ১০০ ভরি	৫৫৵০
ঐ খুচরা	৫৵০

কোম্পানীর কাগজ

৩॥০ সুদের কাগজ	৮১৴
৩॥০ নূতন ঋণ (১৯৪৭-৫০)	৯১।০
৪৲ ,, ঋণ (১৯৬০-৭০)	৯৭৲
৫৲ ,, বণ্ড (১৯৩৫	১০৪॥৴০

ডিবেঞ্চার

৫৲ সুদের (১৯৫৬-৮৬) কলিকাতা পোর্ট-

ট্রাষ্ট ডিবে :—	১০২॥৵০

ব্যাঙ্ক

ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক (কর্নাট)	২৯৪॥০
সেণ্ট্রাল ঐ	২২৲

কাপড় ও সূতার কল

এলগিন মিল	৪৫৲

পাট কল

হাওড়া	৫০
অকল্যাণ্ড	১৯৫
বালী	১৬২
বরানগর	১৫০
জেবজ	৩৭০
ডয়ষ্ট	২৪৩৲
ক্লাইভ	২৮।০
ডালহাউসী	৪০৮॥০
ডেল্টা	৪০৫৲

কৃষ্ণনগর নবদ্বীপঘাট রেলওয়ে সময়

কৃষ্ণনগর হইতে নবদ্বীপঘাট

কৃষ্ণনগর সিটি—	৬-৪৫	১০-৪৪	১৩-২২	১৭-৩৮	২০-১৬
কৃষ্ণনগর রোড—	৬-৫৬	১০-৫৫	১৩-৩৩	১৭-৪৭	২০-২৫
আমঘাটা—	৭-১৫	১১-১৩	১৩-৫১	১৮-৩	২০-৪১
মহেশগঞ্জ—	৭-২৪	১১-২১	১৪-০	১৮-৯	২০-৪৭
নবদ্বীপঘাট—	৭-৩৩	১১-৩০	১৪-৯	১৮-১৬	২০-৫৫

বিশেষ দ্রষ্টব্য—নবদ্বীপঘাট ষ্টেশন অপেক্ষা মহেশগঞ্জ ষ্টেশন হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরের দূরত্ব অনেক কম। শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে যাঁহাদিগকে রাণাঘাটে ট্রেণ বদল করিতে হয়, তাঁহারা রাণাঘাটে প্রাতঃ ৫-৫০, ৮-১৪, ৯ ৪৬, ১৬-৪৮, ১৮-৩৯ এবং ০-৩২ মিনিটের সময় গাড়ী পাইবেন।

শান্তিপুর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে শান্তিপুর ষ্টেশনে ৫-৪০, ৯-২৯, ১২-২৫, ১৬-৪ এবং ১৮-৪১ মিনিটের সময় ট্রেণ পাওয়া যায়।

নবদ্বীপঘাট হইতে কৃষ্ণনগর

নবদ্বীপ ঘাট—	৫-৩৫	৯-২৫	১২-১০	১৫-৩৪	১৮-৪৫
মহেশগঞ্জ—	৫-৪৩	৯-৩৩	১২-১৯	১৫-৪১	১৮-৫৬
আমঘাটা—	৫-৪৯	৯-৩৯	১২-২৬	১৫-৪৮	১৯-৫
কৃষ্ণনগর রোড—	৬-৫	৯-৫৫	১২-৪৩	১৬-৪	১৯-২৪
কৃষ্ণনগর সিটি—	৬-১৩	১০-৩	১২-৫১	১৬-১২	১৯-৩৫

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্ক্‌স হইতে—ডাঃ কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম ভক্তিশাস্ত্রী এল, এম, এফ, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

দীপালীর ফল

অন্যান্য বৎসরের ন্যায় এবারও দীপালী উপলক্ষে বাজী পোড়াইবার ফলে কয়েকটী দুর্ঘটনা হইয়া গিয়াছে।

১০নং বলরাম ঘোষ ঘাট রোডে গঙ্গাধর মুখুযো নামক জনৈক ব্যক্তির সমস্ত শরীর পুড়িয়া গিয়াছে।

৮।৪১, নেপাল ভট্টাচার্য্য দ্বিতীয় লেনে জীবনকৃষ্ণ মুখুযো নামক জনৈক যুবকের কোমর হইতে মাথা পর্য্যন্ত পুড়িয়া গিয়াছে।

৮৪।১ গ্রে ষ্ট্রীটে বলাই নামক একটি ১৩ বৎসর বয়স্ক ছেলে তুবড়ী ধরাইতে গেলে তাহার শরীর অল্পবিস্তর পুড়িয়া যায়।

৯৫ বি, শ্যামবাজার ষ্ট্রীটে তুবড়ী ধরাইতে গিয়া বাম হাতের অনেকটা পুড়াইয়া ফেলিয়াছে।

২৪, শ্বেতপুকুর রোডেও মদনচন্দ্র বিশ্বাস নামক জনৈক ১৭ বৎসর বয়স্ক একটী যুবা পাউডার পাথরে রাখিয়া চাপা দিবার সময় নিকটে থাকায় তাহার মাথা ও মুখের কোন কোন অংশ পুড়িয়া ফেলে। ১০ বিজয় মিত্র ষ্ট্রীটে এক সওয়ার একটি ঘোড়া নিয়া যাইতেছিল। দীপালীর আলো দেখিয়া ঘোড়াটি লাফাইয়া উঠিয়া কয়েকজন পথচারীর উপর উঠিয়া পড়ে। তন্মধ্যে রামেন্দ্র সুন্দর দত্ত রেণুপদ দাস ও ছোটো একটু বেশী আঘাত পাইয়াছিলেন, রামেন্দ্রের আঘাত একটু বেশী হওয়ায় তাহাকে হাসপাতালে থাকিতে হইয়াছে। কনভেন্ট রোডে একটি বালক তুবড়ী ছাড়িতে গিয়া তাহার সমস্ত গা পুড়িয়া ফেলিয়াছে।

দীপালী উপলক্ষে হাওড়া ও কালকাতায় মোট তিন জায়গায় আগুন লাগিয়াছিল।

দমকলের কর্ম্মতৎপরতায় সব জায়গার আগুন অতি সহজে নির্ব্বাপিত হইয়াছে।

কালীঘাট

২২৩নং কালীঘাট রোডের হরিদাসী গোয়ালা নামক জনৈক ব্যক্তি আতসবাজী ছুড়িতে গিয়া তাহার উভয় পা পুড়িয়া গিয়াছে। তাহাকে শম্ভুনাথ পণ্ডিত হাঁসপাতালে স্থানান্তরিত করা হইয়াছে।

পাথুরিয়াটোলা

২০ নং পাথুরিয়াটোলা পূর্ব্ব লেনের ভূপেন্দ্রনাথ মল্লিক নামক জনৈক ব্যক্তি আতসবাজী পুড়াইতে গিয়া তাহার উভয় হাত পুড়িয়া গিয়াছে। তাহাকে মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হইয়াছে।

জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট

জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুত সত্যেন্দ্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় আই. সি এস. ময়মনসিংহ বদলী হইলেন। রায় সুরেশচন্দ্র বসু বাহাদুর স্থলে এই জেলার ভারপ্রাপ্ত হইয়া আসিতেছেন।

শ্রীযুক্তা জ্যোতিঃবালা দেবী

আইন অমান্য আন্দোলনের সময় নোয়াখালির বিশিষ্টা মহিলা কর্ম্মী শ্রীযুক্তা জ্যোতিঃবালা দেবীকে আড়াইশত টাকা জরিমানা অনাদায়ে ছয় সপ্তাহ সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হইয়াছিল। সম্প্রতি সদরের মহকুমা হাকিম ২৪শে অক্টোবরের মধ্যে জরিমানার টাকা প্রদান করিতে অন্যথায় কারাদণ্ড ভোগ করিবার জন্য তাঁহার উপর নির্দ্দেশ প্রদান করিয়াছেন।

স্মরণ আছে যে, এতদিন তাঁহার উপর যে দণ্ড প্রদান করা হইয়াছিল, উহা স্থগিত রাখা হইয়াছিল এবং ইতিমধ্যে অস্থাবর সম্পত্তি হস্তগত করিয়া উহা নীলামে বিক্রী করিয়া জরিমানার টাকা আদায় করার চেষ্টা করা হইয়াছিল, কিন্তু এ সকল চেষ্টা ব্যর্থ হয়, ফলে মহকুমা হাকিম উপরোক্ত নির্দ্দেশ জারী করেন।

শ্রীযুক্তা জ্যোতিঃবালা দেবী এখনো রোগশয্যায় শায়িতা আছেন এবং তাঁহার দুই বৎসর বয়স্ক কনিষ্ঠ পুত্র অসুখে ভুগিতেছে তাঁহার স্বামী নোয়াখালির সুপ্রসিদ্ধ উকিল শ্রীযুক্ত প্রসন্নমোহন চক্রবর্ত্তী বি-এল, আইন অমান্য আন্দোলন সম্পর্কে কারাদণ্ড ভোগ করিয়া সম্প্রতি আলিপুর সেন্ট্রাল জেল হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছেন।

স্বেচ্ছাসেবকের মৃত্যু

তুষীকোলি স্থানে এক তাড়ীর দোকানে পিকেটিং করায় সুকিয়া নামক একজন কংগ্রেস স্বেচ্ছাসেবক দণ্ডিত হন এবং প্রায় পক্ষকাল পূর্ব্বে তাঁহাকে মাদুরা সেন্ট্রাল জেলে স্থানান্তরিত করা হয়। গত ১২ই অক্টোবর বৃহস্পতিবার অপরাহ্ণে অনুমান ১ ঘটিকার সময় জেলের ভিতর তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ২২ বৎসর ছিল জানা যায়, উক্ত স্বেচ্ছাসেবক নাকি গুরুতর আমাশায় কষ্ট পাইতেছিলেন এবং মৃত্যুর পূর্ব্বদিন তাঁহাকে জেল হইতে হাসপাতালে ভর্ত্তি করা হয়। ১২ই তারিখে প্রাতঃকালে তাঁহার অবস্থা সঙ্কটজনক হইলে জেল মেডিক্যাল অফিসারকে সংবাদ দেওয়া হয়; তিনি সহকারী জেলা মেডিক্যাল অফিসারকে সঙ্গে লইয়া জেলের ভিতর যান। এবং রোগীকে পরীক্ষা করেন। অপরাহ্ণে স্বেচ্ছাসেবকটীর প্রাণবায়ু বহির্গত হয়। জেলের ভিতর শবব্যবচ্ছেদ পরীক্ষার ফলে কঠিন আমাশার রোগে মৃত্যুর কারণ বলিয়া নিরূপিত হইয়াছে জানা যায়।

নিয়োগ ও বদলী শাসন ও বিচার বিভাগ

মিঃ এফ ডাব্লিউ রবার্টসন আই-সি-এস ছুটিতে আছেন, ছুটির পর তিনি পুনরাদেশ পর্য্যন্ত রাজসাহী বিভাগের কমিশনারের কাজ করিবেন।

হাওড়ার ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুত যোগেন্দ্রনাথ নন্দী অস্থায়ীভাবে ঐ জেলার ম্যাজিষ্ট্রেটের ভার প্রাপ্ত হইলেন।

রেভিনিউ বোর্ডের অস্থায়ী মেম্বর মিঃ ডাব্লিউ এইচ জনসন্ আই-সি-এস ঢাকা বিভাগের কমিশনারের পদে নিযুক্ত হইলেন।

মিঃ জে. ডি. ভি হজ আই-সি এস (ছুটিতে আছেন) চাব্বিশ পরগণার ম্যাজিষ্ট্রেট নিযুক্ত হইলেন। ২৪ পরগণার ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ ই ম্যাকাড ক্লার্ক আই-সি-এস হাওড়ার ম্যাজিষ্ট্রেট নিযুক্ত হইলেন।

কলিকাতা ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাষ্টের অস্থায়ী চেয়ারম্যান মিঃ সি ডাব্লিউ গার্ণার আই,সি, এস বাখরগঞ্জের ম্যাজিষ্ট্রেট নিযুক্ত হইলেন।

বাখরগঞ্জের অস্থায়ী ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ কে, এ, এল হিল আই, সি, এস পুনরাদেশ পর্য্যন্ত খুলনা জেলার ম্যাজিষ্ট্রেটের কাজ করিবেন।

খুলনার অস্থায়ী ম্যাজিষ্ট্রেট বাবু ললিত চন্দ্র গুহ বাখরগঞ্জের এডিশন্যাল ম্যাজিষ্ট্রেট নিযুক্ত হইলেন।

দাঙ্গা

চিনিট তহশিল অন্তর্গত গাঙ্গিকাম্মোকা গ্রামে হিন্দু মহাজন দলের সহিত জনৈক মুসলমান জমিদারের দলের দাঙ্গার ফলে প্রায় ৬০ জন লোক গ্রেপ্তার হইয়াছে।

এইরূপ প্রকাশ যে, মহাজন ঐ জমিদারের বিরুদ্ধে একটা দেওয়ানী মামলায় ডিক্রী পায় এবং বেআইনী লোকজন লইয়া যাইয়া সে ঐ ডিক্রীর টাকা আদায় করিবার চেষ্টা করে। উহার ফলে দাঙ্গা হয় এবং বহু লোক জখম হয়।

গত ১৪ই অক্টোবর মুঙ্গের জামালপুরে একটী ভীষণ দাঙ্গা হইয়া গিয়াছে। প্রায় ১২শত লোক-কুঠার, প্রকাণ্ড ডাণ্ডা ও ডাং ইত্যাদি অস্ত্রে সজ্জিত হইয়া পরস্পর পরস্পরকে আক্রমণ করিতে থাকে বহু লোক জখম হয়। দুইজনের অবস্থা গুরুতর হওয়ায় তাহাদিগকে হাঁসপাতালে প্রেরণ করা হয়।

প্রায় ১ ঘণ্টাকাল দাঙ্গা চলিবার পর, পুলিশ তাহাদের সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া শেষে দাঙ্গাকারীদিগকে গ্রেপ্তার করিতে সক্ষম হয়।

এইরূপ প্রকাশ যে, দুইটী বিভিন্ন জুয়ার আড্ডার লোক এই দাঙ্গায় যোগদান করে। আগামী দীপালী উৎসব উপলক্ষে জুয়াড়ী সংগ্রহ করিবার প্রতিযোগিতা অত্যন্ত বৃদ্ধি পায়। একজন লোক অপর দলের একজনকে গালিগালাজ করিবার কালে দাঙ্গা আরম্ভ হয়।

দাঙ্গাকারী দলের মধ্যে কয়েকজন জেল-ফেরৎ নামজাদা গুণ্ডা আছে বলিয়া প্রকাশ।

তারের ঠিকানা— "শ্রীধাম" ...
ডাকের ঠিকানা—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

দৈ নি ক

Reg C 1514

বিজ্ঞাপনের হার		চাঁদার হার
প্রতিবারে		অগ্রিম দেয়
প্রতি ইঞ্চি ১৲		বার্ষিক ৯৲
প্রতি কলম ৬৲		ষাণ্মাসিক ৫৲
অর্দ্ধ কলম ৩৸৹		ত্রৈমাসিক ২৸৹
সিকি কলম ২৲		মাসিক ১৲
চুক্তির হার		নগদ
স্বতন্ত্র।		প্রতি সংখ্যা ৵৫

নদীয়া প্রকাশ

THE NADIA-PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৮ম খণ্ড সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বেদান্তবাচস্পতি [১৯৫শ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর— ৭ই কার্ত্তিক মঙ্গলবার ১৩৪০, ২৪শে অক্টোবর ১৯৩৩

কার্য্য সম্বন্ধে তদন্ত

কালিম্পংয়ের ভূতপূর্ব্ব মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ বি, এ, হলোর বিরুদ্ধে কয়েকটি নিয়মবহির্ভূত কার্য্যের যে, অভিযোগ আরোপিত হইয়াছে; তাহা সত্য কিনা ইহা তদন্ত করিবার জন্য ভারত গবর্ণমেণ্ট রেভিনিউ বোর্ডের সদস্য মিঃ ডবলিউ এইচ নেলসন আই, সি, এস, এবং দার্জ্জিলিংয়ের জেলা ও দায়রা জজ মিঃ জে ইউ'ন আই, সি, এস, কে লইয়া একটী কমিশন নিযুক্ত করেন। প্রকাশ্য তদন্ত আরম্ভ হইয়াছে,—একটী মুদ্রাজাল মামলা সম্পর্কে জনৈক মাড়োয়ারী ব্যবসায়ীর বিরুদ্ধে মামলার দায়সব হইতে বিরত থাকিবার জন্য তিনি শত টাকার পুরস্কার গ্রহণ করিয়াছিলেন; তিনি তাঁহার এলাকাধীন কোন রাজার নিকট হইতে দুই হাজার টাকা ধার লইয়াছিলেন এবং তিনি একজন স্থানীয় ব্যবসায়ীর নিকট হইতে কার্পেট উপহার ও 'ভুরি' ধার লইয়াছিলেন।

সরকার পক্ষে পাবলিক প্রসিকিউটার রায় বাহাদুর বিপিনবিহারী চাটুর্য্যে মামলার উদ্বোধন করেন এবং সরকার পক্ষের ৪ জন সাক্ষীর সাক্ষ্য গৃহীত হয়। মিঃ হলোর পক্ষে কৌঁসুলী ক্যাপ্টেন পি' কে, মজুমদার সাক্ষীদিগকে জেরা করেন।

শিখ ও মুসলমানে মনোমালিন্য

লাহোর জিলায় জণ্ডয়ালা গ্রামে এক নিশংসকর হত্যাকাণ্ডের সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। গত ১৭ই অক্টোবর ভোরে ...লাল নামক ২০ বৎসর বয়স্ক জনৈক মুসলমান যুবক অন্ততঃ প্রায় ১২ জন কর্ত্তৃক আক্রান্ত হয়। ফলে উক্ত যুবক মারা যায়। উচ্চৈঃস্বরে 'আকাল' পড়া সম্পর্কে নাকি বহুদিন ধরিয়া মুসলমান ও শিখগণের মধ্যে মনোমালিন্য চলিয়া আসিতেছিল। মসজিদের মধ্যে উক্ত হত্যাকাণ্ড সাধিত হইয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে।

আক্রমণকারিগণের মধ্যে ৬ জন গ্রেপ্তার হইয়াছে; দুইজন ফেরার আছে।

পরিচয় পত্র রাখিবার আদেশ

ফেরারী বিপ্লবীদিগের গতিবিধি অথবা তাহাদের সহিত সর্ব্বপ্রকার সংস্রব হওয়া উদ্দেশ্যে চট্টগ্রাম জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট এই মর্ম্মে পুনরায় একটি নূতন ইস্তাহার প্রচার করিয়াছেন যে, পাঁচলাইশ ও রাউজান থানার ১২ হইতে ২৫ বৎসর বয়স্ক হিন্দু ভদ্র যুবকদিগকে ত্রিবর্ণরঞ্জিত পরিচয় পত্র রাখিতে হইবে ইতিপূর্ব্বে কোতওয়ালী ডবলমুরিং, পটিয়া বোয়ালখালি ও আনোয়ারা থানাসমূহেও অনুরূপ ইস্তাহার জারী হইয়াছে। আগামী ২৫শে অক্টোবর হইতে এতদঞ্চলে ঐ ইস্তাহার কার্য্যকরী হইবে।

বর্ত্তমান আদেশ ২৫শে নবেম্বর হইতে কার্য্যকরী হইবে।

আন্দরকিল্লার হাজারী লেনে অনেক গুলি বাড়ী খানাতল্লাসী হয়। পুলিশ ঐ অঞ্চলের হিন্দু যুবকদিগের পরিচয় পত্র পরীক্ষা করে, কাহাকেও গ্রেপ্তার করা হয় নাই।

কারামুক্ত

অভয় আশ্রমের কর্ম্মী শ্রীযুক্ত মদনমোহন সিংহ সাড়ে পাঁচ মাস কারাদণ্ড ভোগান্তে গত ১৭ই অক্টোবর হিজলী স্পেশাল জেল হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছেন, তিনি গত কলিকাতা কংগ্রেসের সময় মেদিনীপুর হইতে কংগ্রেসের প্রতিনিধি হিসাবে পদব্রজে কলিকাতা যাইবার কালীন পুলিশ কর্ত্তৃক ধৃত হইয়া সদর মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেটের বিচারে উক্তরূপ দণ্ডিত হইয়াছিলেন।

চীৎপুরে অগ্নিকাণ্ড

গত বৃহস্পতিবার সন্ধ্যার সময় ৮৬ নম্বর লোয়ার চীৎপুর রোডে একটী মসলার দোকানে সহসা আগুন লাগার ফলে দোকানের বিজয়কৃষ্ণ পাল নামক জনৈক ২৫ বৎসর বয়স্ক যুবক কর্ম্মচারীর সমস্ত শরীর পুড়িয়া যায়। তাহার শরীরের অবস্থা এত গুরুতর হইয়াছিল যে, এম্বুলান্স গাড়ীর অপেক্ষা না করিয়াই তাহাকে ট্যাক্সিতে করিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রাখিয়া আসিতে হইয়াছিল।

দমকল আসিয়া আগুন নিবাইয়া ফেলায় দোকানের বিশেষ ক্ষতি হয় নাই।

মেডিকেল কলেজে অনুসন্ধান করিয়া জানা গেল যে, তাহার অবস্থা নিতান্ত আশঙ্কাজনক।

লাইসেন্সবিহীন রিভলভার ও কার্ত্তুজ

অথগনালুর গ্রামের নাল্লাশিল পিল্লাই নামক এক ব্যক্তির গৃহে খানাতল্লাস করিয়া পুলিশ একটি লাইসেন্সবিহীন বড় রিভলভার ও ছয়টি কার্ত্তুজ পাইয়াছে। খানাতল্লাসের সময় সে বাড়ী ছিল না। কিছুকাল পরে বাড়ী আসিলে তাহাকে গ্রেপ্তার করা হয়। তাহাকে জামীনে মুক্তি দেওয়া হইয়াছে।

আড়াইতে খানাতল্লাসী

কংগ্রেসকর্ম্মী শ্রীযুক্ত কার্ত্তিকচন্দ্র সরকারের গ্রেপ্তার উপলক্ষ্য করিয়াই গত ১৫ই অক্টোবর বেঙ্গল রিলিফ কমিটি অফিসগৃহ এবং লাইব্রেরী তন্ন তন্ন করিয়া খানাতল্লাসী করা হয়। কিন্তু আপত্তিজনক কিছুই পাওয়া যায় নাই।

গ্রেপ্তার

বিক্রমপুর-পাইকপাড়ার কর্ম্মী শ্রীযুক্ত সত্যরঞ্জন সান্যাল শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দাস, শ্রীযুক্তা সরোজিনী দত্ত এবং শ্রীযুক্তা মনোরমা বর্দ্ধন গত ১১ই অক্টোবর বুধবার জাতীয় পতাকা হস্তে মুন্সীগঞ্জ মহকুমা হাকিমের কোর্টে প্রবেশ করেন এবং 'বন্দে মাতরম্' ধ্বনি করিতে থাকেন তৎক্ষণাৎ তাঁহাদিগকে গ্রেপ্তার করে। তাঁহাদিগকে বিচারাধীন জেল হাজতে রাখা হইয়াছে। তাঁহাদের প্রত্যেকেই ইতঃপূর্ব্বে আইন অমান্য আন্দোলন সম্পর্কে কয়েকবার কারাবরণ করিয়াছেন।

স্যার বি, এল, মিত্র

● আগামী ২৬শে অক্টোবর তারিখে স্থায়ী আইন-সচিব স্যার বি, এল, মিত্র অবকাশান্তে কার্য্যভার গ্রহণ করিবেন। আগামী শুক্রবার তিনি বোম্বাই হইতে দিল্লী আগমন করিবেন।

অস্থায়ী আইন সচিব স্যার এন, এন, ঘোষ ২৬শে তারিখে কলিকাতা হইতে তারযোগে স্যার বি এল, মিত্রকে কার্য্যভার বুঝাইয়া দিবেন ২০শে অক্টোবর তারিখে তিনি দিল্লী হইতে কলিকাতা যাত্রা করিবেন।

বন্দীশালায় জীবন শেষ

গত বৃহস্পতিবার এই মর্ম্মে এক খবর আসিয়াছে যে, দেউলী বন্দীনিবাসে কুমিল্লার উকিল শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর চট্টোপাধ্যায়ের পুত্র রাজবন্দী শৈলেশ চট্টোপাধ্যায় মারা গিয়াছেন।

শৈলেশবাবুকে ১৯৩০ সালে বঙ্গীয় সংশোধিত ফৌজদারী আইনানুসারে গ্রেপ্তার করা হইয়াছিল। তিনি কুমিল্লা কলেজের ছাত্র ছিলেন এবং ত্রিপুরা জেলা ছাত্র সমিতির (এ, বি, এস, এ) একজন উৎসাহী কর্মী ছিলেন। অল্প কিছুদিন পূর্ব্বে তাঁহাকে হিজলী জেল হইতে দেউলীতে প্রেরণ করা হইয়াছিল। শৈলেশবাবুর মৃত্যুর কারণ এখনও জানা যায় নাই।

পেশোয়ারে ডাকাতদল গ্রেপ্তার

গত ১৫ দিনের মধ্যে মর্দ্দানের পুলিশ বিভিন্ন মামলা সম্পর্কে ২৯ জন ডাকাত ও একজন দস্যু গ্রেপ্তার করে এবং তাহাদের নিকট হইতে ৩টী বন্দুক, ১৭টী ছোট বন্দুক, ৯ খানি তরবারি ও ১৫০ কার্ত্তুজ হস্তগত করে।

মর্দ্দান মকুহমার একটী মসজিদে নামাজ পড়িবার সময় উক্ত দস্যু গ্রেপ্তার হয়; উক্ত দস্যু দুইটী হত্যাকাণ্ড করে ও একজন স্ত্রীলোক অপহরণ করে।

ডাকাতগণের মধ্যে লালকোর্ত্তা দলের ভূতপূর্ব্ব একজন কর্ম্মচারী আছে। তাহার গৃহ তল্লাসীর ফলে লালকোর্ত্তাদলের চিঠি পত্র পাওয়া যায়।

কাটলং থানার এলাকার ১১ জন ডাকাত গ্রেপ্তার করা হয়। তাহাদের নিকট হইতে ৩টি বন্দুক, ১২টী ছোট বন্দুক, ৬ খানি তরবারি ও ৬০টী কার্ত্তুজ পাওয়া যায়।

মর্দ্দানের সহকারী কমিশনারের এজলাসে উপরোক্ত মামলাগুলি আরম্ভ হয়। মাত্র ২০০৲ টাকা ডাকাতি সম্পর্কে তদন্তের ফলে উপরোক্ত ডাকাতিগুলি ধরা পড়ে।

সোণারপুর ডাকাতির মামলা

মেহেরপুরের মহকুমা হাকিমের এজলাসে সোণারপুর ডাকাতি মামলার শুনানী আরম্ভ হইয়াছে। পুলিশ ১২ জনের বিরুদ্ধে দণ্ডবিধির ২৯৫ ধারার অভিযোগে চার্জ্জসীট দাখিল করিয়াছে। প্রকাশ ৬ জন আসামী স্বীকারোক্তি করিয়াছে।

আসামীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ এই যে, গত আগষ্ট মাসে তাহারা মেহেরপুর থানার অধীন সোণারপুর গ্রামের শ্রীযুত রাখালচন্দ্র রায়ের বাড়ীতে ডাকাতি করে। তাহারা বাড়ীর লোকজনদিগকে প্রহার করিয়া লুণ্ঠিত টাকাপয়সা লইয়া পলায়ন করিতেছিল, এমন সময় বাড়ীর একজন লোক বন্দুক দিয়া তাহাদের একজনকে আহত করে এবং তাহাকে গ্রেপ্তার করিয়া পুলিশে দেয়। অন্যান্য আসামীরা পরে গ্রেপ্তার হয়। শ্রীযুত কামিনীকান্ত গুপ্ত আসামী পক্ষ সমর্থন করিতেছেন।

উৎকৃষ্ট ধরণের তুলা চাষের ব্যবস্থা

ইহা জানা গিয়াছে যে, ইণ্ডিয়ান এগ্রিকালচারেল রিসার্চ্চ কাউন্সিলের একটা পরিকল্পনা প্রস্তুত করিয়াছেন। উক্ত পরিকল্পনানুযায়ী উৎকৃষ্ট ধরণের তুলা চাষ করিবার উদ্দেশ্যে তুলার বীজ দেওয়া হইবে। এই ব্যবস্থার দ্বারা ল্যাঙ্কাশায়ার ভারত জাত তুলা ক্রয় করিবে। ল্যাঙ্কাশায়ার জোরের সহিত উক্ত পরিকল্পনা সমর্থন করিতেছে।

সন্তরণ-বীর প্রফুল্ল ঘোষ

কলিকাতার বিশিষ্ট সন্তরণকারী মিঃ পি, কে, ঘোষ অন্য কয়েকজন সন্তরণকারী সহ গত মঙ্গলবার রেঙ্গুণে আসিয়াছেন। তিনি রবিবার সকালে রয়েল লেকে সন্তরণ ক্রীড়া প্রদর্শন করিবেন। তিনি একাধারে ৫০ ঘণ্টা সাঁতার দেওয়ার চেষ্টা করিবেন। যদি জল সহ্য হয়, তবে ৭৫ ঘণ্টা সাঁতার কাটিয়া তাঁহার নিজের ৭২ ঘণ্টা ১৮মিনিটের রেকর্ড ভাঙ্গিবেন।

উক্ত অনুষ্ঠান দেখিবার জন্য বিচারক ও রেফারী নিযুক্ত করিবার উদ্দেশ্যে একটা শক্তিশালী কমিটি গঠন করা হইয়াছে।

উত্তেজনাপূর্ণ সমুদ্র যাত্রা

"সিটি অব প্যারিস" নামক জাহাজে ২৪০ যাত্রী ভারতবর্ষ অভিমুখে রওনা হইয়াছে, কিন্তু তাহাদের এই সমুদ্র যাত্রা বড়ই উত্তেজনাপূর্ণ হইয়াছে। গত ৭ই অক্টোবর এই জাহাজটী লিভারপুল হইতে রওনা হইয়াছে কিন্তু ৮ই তারিখ ইঞ্জিনের গোলযোগের দরুণ উহা সোয়ানসীতে আটকা পড়ে। ইঞ্জিনের সংস্কারের পর ১২ই তারিখ উহা পুনরায় যাত্রা করে, কিন্তু এক্ষণে আবার জাহাজটি মার্সেলিস বন্দরের নিকট ফারমান নামক স্থানে চড়ায় আটকাইয়া গিয়াছে। তাহার অবস্থা বিপজ্জনক নহে তবে উদ্ধারকারী পোতসমূহ উহার নিকট প্রস্তুত রহিয়াছে।

"সিটি অব প্যারী"

"সিটি অব প্যারী" নামক জাহাজখানি পুনরায় ভাসান হইয়াছে এবং তাহা মার্সেলিজ অভিমুখে আগমন করিতেছে। জাহাজের মাস্তুলটি সামান্য ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে।

আশ্চর্য্যজনক সিঁদ চুরি

ত্রিপুরা জেলা বোর্ডের ভাইস-চেয়ারম্যান মৌলবী করিমুদ্দিন আমাদের বাড়ীতে গত ১৬ই অক্টোবর রাত্রে এক আশ্চর্য্যজনক সিঁদ চুরি হইয়া গিয়াছে। মৌলবী করিমুদ্দিন চট্টগ্রামে নিহত পুলিশ ইন্স্পেক্টর খাঁ বাহাদুর আসানুল্লার জামাতা। তাঁহার বিছানার পার্শ্বেই লোহসিন্দুক ছিল, তাহাতে তাঁহার পত্নীর (খাঁ বাহাদুর আসানুল্লার একমাত্র কন্যার) ও শাশুড়ীর প্রায় ৮ হাজার টাকা মূল্যের অলঙ্কার ছিল। তাঁহার শ্বশুরের হত্যার পর তাঁহার শাশুড়ী তাঁহার বাড়ীতেই বাস করিতেছেন।

সিঁদেল চোরগণ স্নানের ঘরের জানালার গরাদে বাঁকাইয়া ভিতরে প্রবেশ করে এবং একটি ট্রাঙ্ক ভাঙ্গিয়া তাহার ভিতর হইতে লোহসিন্দুক চাবিকাঠি হস্তগত করে। এই ট্রাঙ্কটিও বিছানার নিকটেই ছিল। চোরেরা তাহার পর সিন্দুক খুলিয়া মূল্যবান জিনিষপত্রসমূহ অপসারিত করে।

আশ্চর্য্যের বিষয়, বিছানার পার্শ্বে এই সব কাণ্ড হইলেও কোন লোকের ঘুম ভাঙ্গে নাই ইহা হইতে অনুমান হয় যে, দুর্বৃত্তগণ কোন ঔষধ শুঁকাইয়া তাঁহাদিগকে গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন করিয়াছিল। অলঙ্কার, নগদ টাকা, ক্যাস সার্টিফিকেট, ট্রেজারী বণ্ড প্রভৃতিতে প্রায় ১৬০০০ টাকা অপহৃত হইয়াছে। জোর তদন্ত চলিতেছে।

বিমান আক্রমণ ব্যবস্থা

বিমান আক্রমণ হইতে জনসাধারণকে রক্ষার ব্যবস্থার জন্য যে সকল বে-সরকারী ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে অর্থ ব্যয় করিতে হয়, উহাদিগকে আয়করের কবল হইতে অব্যাহতি দেওয়া হইয়াছে। অর্থসচিব হার ক্রসিক এক বিশেষ নির্দ্দেশাজ্ঞা জারী করিয়া এই সিদ্ধান্ত জ্ঞাপন করিয়াছেন। জার্ম্মাণ সরকারের এই সিদ্ধান্ত গ্রহণে ভার্সেলিস সন্ধি চুক্তিকে অগ্রাহ্য করার পথে কতকাংশে অগ্রসর হওয়ার সামিল বলিয়া গণ্য করা হইবে। ভার্সেলিস সন্ধি চুক্তিতে জার্ম্মাণীর সামরিক বিমানপোত রাখিবার অধিকার হরণ করা হইয়াছিল। বিমান আক্রমণ হইতে দেশবাসীগণকে রক্ষা করা সম্পর্কে হার ক্রসিক যে পরিকল্পনা গঠন করিয়াছেন উহাতে বিষাক্ত গ্যাস ও বোমা প্রতিরোধক গৃহ নির্ম্মাণ, গ্যাস নিরোধক মুখাবরণাদি ক্রয়, বিপদ জ্ঞাপক যন্ত্রাদি প্রতিষ্ঠা ও বিমান আক্রমণ প্রতিরোধাত্মক যন্ত্রাদি ব্যবহারের জন্য গঠিত বিশেষ বাহিনী সকলের কুচকাওয়াজ করাইবার ব্যবস্থা অনুমোদন করা হইয়াছে।

সাংবাদিক রাজবন্দীর বিরুদ্ধে অভিযোগ

"সার্চ্চ লাইট" পত্রের ভূতপূর্ব্ব সহকারী সম্পাদক ও কাকোরী ষড়যন্ত্র নামক পুস্তকের প্রণেতা শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রনারায়ণ রায়কে চতুর্থ স্পেশাল ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ এস এন চাটুর্য্যের আদালতে ১৯৩০ সালের সংশোধিত ফৌজদারী আইনের ৬(১) ধারানুসারে অভিযুক্ত করা হইয়াছে। সেদিন উহার একদফা শুনানী হইয়া গিয়াছে।

ফরিয়াদী পক্ষের সাক্ষী খাগরাইর দারোগা অশ্বিনী গোপ বলেন যে, সে মণীন্দ্রবাবুর উপর নোটিশ জারী করিয়াছিল। মণীন্দ্র বাবু গত ১৫ই সেপ্টেম্বর পাটনার দিক যাইতেছিলেন। ইহা দ্বারা তিনি অন্তরীণ ভঙ্গ করিয়াছেন।

উপরোক্ত ধারানুসারে আসামীর বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হইলে আসামী নিজেকে নির্দ্দোষী বলে। আসামী পক্ষে শ্রীযুত রজনীকান্ত দাস মামলা চালাইতেছেন।

জেল বিভাগ

রাজসাহী সেন্ট্রাল জেলের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মেজর এম্ দাস, এম্, সি, আই, এম্, এস মেদিনীপুর সেন্ট্রাল জেলের ভারপ্রাপ্ত হইয়া তথায় বদলী হইয়াছেন। মেজর এন্ বি মেটা আই, এম, এস, রাজসাহী সেন্ট্রাল জেলের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট নিযুক্ত হইলেন।

রিষ্ট্যাগে অগ্নি প্রদানের মামলা

রিষ্ট্যাগ (জার্ম্মাণ পার্লামেণ্ট) অগ্নি প্রদানের মামলার শুনানীর সময় সরকারী উকীল এই দাবী করেন যে, হার গোয়েবল্স, হার গোয়েরিং হিলেভ, সাজ প্রভৃতিকে সাক্ষীরূপে আদালতে হাজির করা আবশ্যক কারণ ব্রাউন বুক অব হিটলার টেরার নামক পুস্তকে অভিযোগ করা হইয়াছে, উপরোক্ত ব্যক্তিগণ সকলেই রিষ্ট্যাগে অগ্নি প্রদানের ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিলেন। বিচারক—সরকারী উকীলের প্রার্থনা মঞ্জুর করিয়াছেন।

সপরিবারে সলিল সমাধি

জোড়হাট হইতে একটি শোচনীয় নৌকা দুর্ঘটনার সংবাদ পাওয়া গিয়াছে।

প্রকাশ, সোনারী চা বাগানের মালিক ধনী মৌজাদার শ্রীযুত ভগবতী প্রসাদ বাড়ুয্যে বি, এ, তাঁহার নিজ মোটরে করিয়া পত্নী, ভগিনী দুইটি শিশু সন্তান ও ঝি লইয়া শিবসাগর যাইতেছিলেন। শিবসাগর হইতে পাঁচ মাইল দূরে তাঁহারা যখন মোটর গাড়ী লইয়া খেয়া নৌকায় দিখৌ নদী পার হইতেছিলেন তখন নৌকা খানা অকস্মাৎ ডুবিয়া যায় এবং শ্রীযুত বাড়ুয্যে প্রভৃতি সকলেই জলে ডুবিয়া মারা যান। শ্রীযুত বাড়ুয্যে ও একটী শিশু ব্যতীত আর সকলের মৃতদেহ পাওয়া গিয়াছে ও সৎকার করা হইয়াছে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

নদীয়া-প্রকাশ

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক

— পারমার্থিক পত্র —

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশ
তনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনম্,
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং
প্রেমা পুমর্থো মহান্,
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং
তত্রাদরো নঃ পরঃ॥

৮ম বর্ষ | গৌরাব্দ ৪৪৭, ৭ই কার্ত্তিক বঙ্গাব্দ ১৩৪০, ২৪শে অক্টোবর ইং ১৯৩৩, মঙ্গলবার | ১৯৫তম সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

অন্নকূট-মহামহোৎসব
কাশী সনাতন গৌড়ীয়মঠে

বেনারস ২১।১০।৩৩

নিজস্ব সংবাদদাতার তারে প্রকাশ,—কাশী শ্রীসনাতন গৌড়ীয়মঠের শ্রীঅন্নকূট-মহোৎসব মহাসমারোহের সহিত সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীবিগ্রহের জন্য ৩০০ প্রকারের নৈবেদ্য অতি সুন্দরভাবে জাঁক-জমকের সহিত সজ্জিত হইবার পর দর্শকবৃন্দের জন্য মন্দির-দ্বার উদ্ঘাটন করা হয়। কাশীতে পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে এরূপ অভূতপূর্ব্ব দৃশ্য দেখা যায় নাই; উৎসব খুব সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে। ৩০০০ ব্যক্তিকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হইয়াছে। শ্রীশ্রীগিরি-গোবর্দ্ধনের দৃশ্য অতি মনোরম হইয়াছিল। ব্রজবাসিগণ তাঁহার পরিক্রমা করিয়াছেন। বৃহস্পতিবার ও শুক্রবার অন্নকূট-উৎসবে জীবের সেবার কথা বক্তৃতার দ্বারা কীর্ত্তিত হইলে শ্রোতৃমণ্ডলী তাহা আন্তরিকভাবে আস্বাদন করিয়াছেন। উৎসব-প্রসঙ্গে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ ও শ্রীসর্ব্বেশ্বরানন্দ ও শ্রীঅতুলানন্দ ব্রহ্মচারিদ্বয়ের সেবা-চেষ্টা বিশেষ প্রশংসনীয়। বিস্তৃত বিবরণ পশ্চাৎ প্রকাশিত হইবে।

শ্রীগোদ্রুম স্বানন্দ-সুখদকুঞ্জে

নবদ্বীপ-ধামের অন্তর্গত কীর্ত্তনাখ্য-দ্বীপ শ্রীগোদ্রুমস্থ স্বানন্দসুখদ-কুঞ্জে শ্রীশ্রীগোবর্দ্ধন-পূজা ও অন্নকূট-মহোৎসব অতি সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়াছে। বর্ত্তমানযুগে শুদ্ধ-ভক্তি-ভাগীরথীর বিমল-ধারা আনয়ন করিয়া যিনি বিশ্বের সন্তপ্ত হৃদয়ে শান্তি প্রদান করিয়াছেন, সেই শুদ্ধভক্তি-ধর্ম্ম-পুনঃপ্রবর্ত্তক ওঁ বিষ্ণুপাদ সচ্চিদানন্দ শ্রীমদ্ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধিকুঞ্জ ঐদিন কীর্ত্তনধ্বনিতে মুখরিত হইয়াছিল। বহুবিধ নৈবেদ্য-সম্ভার শ্রীশ্রীগিরি-গোবর্দ্ধনের ভোগের জন্য সজ্জিত হইয়াছিল। সমাগত ভক্তবৃন্দকে চতুর্ব্বিধ-রসসমন্বিত মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

চিদ্বিলাস-বৈচিত্র্য

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ১৯৪তম সংখ্যার পর)

পুনর্জ্জন্মবাদ ও চিদ্বিলাস-বৈচিত্র্যের বিষয় শ্রবণ করিয়া শ্রীযুক্ত কামালুদ্দিন সাহেব বলেন যে, যদি পরমেশ্বরের রাজ্যে গমন করিবার পরেও আমাদের এই জগতের ন্যায় অস্তিত্ব থাকে, যদি সেখানেও স্থান, কাল ও পাত্রের অবস্থান দেখা যায়, বহুত্বের অবকাশ আরোপ করা যায়, তাহা হইলে ইহজগতের সহিত পর জগতের পার্থক্য কোথায়?

শ্রীল প্রভুপাদ তদুত্তরে বলেন যে, ইহজগৎ সেই অপ্রাকৃত নিত্যজগতেরই হেয় ও অসম্পূর্ণ প্রতিবিম্ব। এ জগতের বিচিত্রতায় অনিত্য, খণ্ড ও হেয়-ধর্ম্ম আছে, কেন না, এই জগতের বিচিত্রতা সেই নিত্য জগতের বিম্ব-বিচিত্রতার প্রতিচ্ছবি। সেখানে অপ্রাকৃত পাত্র, অপ্রাকৃত স্থান ও অপ্রাকৃত বা অখণ্ড কালের নিত্য বাস্তব অধিষ্ঠান আছে। সেখানে বিষয়-বস্তুর অদ্বিতীয়ত্ব, কিন্তু আশ্রয়ের বহুত্ব আছে বলিয়া ঐক্যতানের অভাব নাই। বিষয়ের বহুত্ব-স্বীকারেই দোষ, বিষয়ের শক্তির বিচিত্রতা-স্বীকারে কোন দোষের আরোপ হইতে পারে না।

ইহা শুনিয়া শ্রীযুক্ত কামালুদ্দিন সাহেব বলেন যে, সমুদ্রের বুদ্বুদ্ যেরূপ বহুরূপে প্রতিভাত হইলেও পরিণামে সমুদ্রের একত্বেই পর্য্যবসিত হয়, জীবেরও সেইরূপ পরিণতির কথা অনেকেই বলিয়া থাকেন।

শ্রীল প্রভুপাদ বলেন,—এই সকল মত সুফী সম্প্রদায় বা ভারতবর্ষের অহংগ্রহোপাসক-সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচলিত আছে; ইহা পরমেশ্বরের ব্যক্তিত্ব-বিনাশের চেষ্টামূলে উদিত মতবাদ। পরমেশ্বর—নিত্য খোদা, জীব—নিত্য বন্দা; বন্দা কখনও খোদার আসন গ্রহণ করিয়া খোদার ব্যক্তিত্বের বিদ্রোহী হন না। খোদাকে নির্ব্বিশেষ বা ক্লীবলিঙ্গ করিবার চেষ্টামূলে বন্দাগণের যে পৌরুষত্বের অভিনয়, তাহাতে খোদার উপর খোদাগিরি করিবার চেষ্টা অর্থাৎ যিনি সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ ও সর্ব্বশক্তিমান্, তাঁহাকে তাঁহারই প্রদত্ত সামান্য শক্তির কব্জায় আনিবার দুষ্ট চেষ্টামাত্র। ঐরূপ মতবাদ তথাকথিত হিন্দুধর্ম্মের মধ্যেও নানা প্রকারে প্রচলিত রহিয়াছে। ঐসকল মতবাদ আস্তিক্য-মত বলিয়াই গৃহীত হইবে না।

অস্পৃশ্যতা-সম্বন্ধে শ্রীল প্রভুপাদ

শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়ের নিবেদন

গত ৮ই নবেম্বর তারিখে বিহার ও উড়িষ্যার ডেপুটী একাউণ্টেণ্ট্ জেনারেল শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমুখে হরিকথা-শ্রবণার্থ শ্রীগৌড়ীয়-মঠে আগমন করেন। তিনি কটক রেভেন্স কলেজের প্রবীণ অধ্যাপক মহামহোপদেশক আচার্য্য শ্রীযুক্ত নিশিকান্ত সান্যাল এম্-এ, ভক্তিসুধাকর প্রভুর পরিচিত। শ্রীযুক্ত বসন্ত বাবু শ্রীযুক্ত গান্ধীজীর সহিত অস্পৃশ্যতা-আন্দোলন-সম্বন্ধে পত্র-ব্যবহারে ও কাগজে শ্রীযু... গান্ধীজীর ঐ মতের অসারবত্ত প্রভৃতি নানা যুক্তির দ্বারা প্রদর্শন করিয়াছেন, এ কথা তিনি শ্রীল প্রভুপাদকে জানাইয়া এ সম্বন্ধে প্রভুপাদের সিদ্ধান্ত জানিবার জন্য নিবেদন জানাইলেন।

শ্রীল প্রভুপাদের বাণী ও উপদেশ

শ্রীল প্রভুপাদ বলিলেন যে, শ্রীমদ্ভাগবত ১১শ স্কন্ধ পাঠে জানা যায়, -শুদ্ধি, অশুদ্ধি প্রভৃতি দোষগুণ-সমূহ Local meritএর উপর নির্ভর করে। শালগ্রামকে ভিন্ন ভিন্ন যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তি ভিন্ন ভিন্ন-রূপে দর্শন করিয়া থাকেন। যিনি ভাল Archeology বোঝেন, তিনি শালগ্রামকে তাঁহার জড়ীয় বিদ্যার আসামী করিয়া থাকেন। যিনি উৎকৃষ্ট রাসায়নিক, তিনি হয় ত' শালগ্রামকে তাঁহার পরীক্ষাগারের কয়েদী করিয়া থাকেন। কেহ বা তাঁহার moleculeগুলি কতটা compact, তাহার বিচার করেন। ঐতিহাসিক—দেখেন, শালগ্রামের জন্ম-কর্ম্ম কতদিনের, ইহা কোথা হইতে আসিল, ইহার পূর্ব্ব ও পরের ইতিহাস কি, ইত্যাদি।

জাগতিক তর্কপন্থার অস্থিরতা

অনেক সময় যে-কথায় আমাদের যতটা ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তি হয়, তাহাকে আমরা ততটা গুণযুক্ত বলি এবং যাহাতে যতটা ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তি না হয়, তাহাতে ততটা দোষ আরোপ করিয়া থাকি। এখানে দেখা যায়, Judicial authorityদের ভ্রম ও ত্রুটী হইয়া থাকে। হয় ত' একই বিষয়-সম্বন্ধে চারিটি Court চারি প্রকার decision দেন। এক ব্যক্তি যাহাকে 'ভাল' বলেন, অপর ব্যক্তি আবার তাহাকেই 'খারাপ' বলিয়া থাকেন। ইহাকেই 'তর্কপথ' বলা হয়। একজন যে-কোন view নিলেন, আর একজন ঠিক তাহার বিপরীত view গ্রহণ করিয়াও মনীষী নামে পরিচিত হন। বর্ত্তমান সময়ে Law Courtsএ উক্ত পন্থার উক্তির পাওয়া যায়। (ক্রমশঃ)

---

২১ দামোদর, [illegible]

আহ্বান

সে-দিন আমরা 'মুখ্যসাধন'-শীর্ষক প্রবন্ধে দেখাইয়াছি যে, সকল বর্ণে, সকল আশ্রমে এবং শৌচ অশৌচ সকল অবস্থাতেই ভক্তি-দেবীর আশ্রয় গ্রহণ করিতে পারা যায়। অন্ত্যজগণেরও ভগবদ্ভক্তি-গ্রহণের যোগ্যতা আছে। পুরুষ ও স্ত্রী, সবল দুর্ব্বল, কাহারও ভক্তিরাজ্যে প্রবেশের বাধা নাই। সুবুদ্ধি রায়ের মুখে যবনরাজ করোঁয়ার পানি নিক্ষেপ করিয়াছিলেন বলিয়া কর্ম্মকাণ্ডীয় পণ্ডিত-মণ্ডলী তপ্তঘৃতদ্বারা প্রাণ ত্যাগের নিমিত্ত উপদেশ প্রদান করিয়া প্রায়শ্চিত্তের বিধান করিয়াছিলেন, কিন্তু শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর ঐ নিষ্ঠুর প্রায়শ্চিত্তের হেয়ত্তা প্রদর্শন পূর্ব্বক শ্রীনামাশ্রয় করিতে বলেন এবং জানান যে, এক নামাভাসে প্রারব্ধ ও অপ্রারব্ধ সকল প্রকার পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইবে তৎপরে নামগ্রহণ-ফলে শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মে প্রেম উদিত হইবে। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে, ভক্তি-দেবীর মত এমন পতিত-পাবনী, এমন দয়াময়ী আর কেহ নাই। বস্তুতঃপক্ষে ভক্তিদেবীর কৈঙ্কর্য্য স্বীকার না করিলে কর্ম্ম, জ্ঞান ও যোগসাধন নিষ্ফলতায় পরিণত হয়। কিন্তু শ্রীভক্তিদেবী নিরপেক্ষা। কর্ম্ম, জ্ঞান বা যোগ-পথ অবলম্বন ব্যতীত ভক্তিপথে যাওয়া যাইবে না—এরূপ কোন কথা নয়। পক্ষান্তরে যোগাদিমার্গ অবলম্বন করিয়া ভক্তিপথে প্রবেশের চেষ্টা হইলে অনেক সময় যোগ-বিভূতি-ব্যাঘ্রাদি সাধকের প্রাণ সংহার করিয়া থাকে। সুতরাং ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, অন্ত্যজ, ম্লেচ্ছ, সন্ন্যাসী, বাণপ্রস্থ, গৃহস্থ, ব্রহ্মচারী, স্ত্রী, পুরুষ, পণ্ডিত, মূর্খ, শুচি, অশুচি, সুস্থ, অসুস্থ, সবল, দুর্ব্বল সকলেরই কর্ত্তব্য—শ্রীভক্তি-দেবীর চরণাশ্রয় করা।

অনেকেই বলিয়া থাকেন, জীবনের চতুর্থপাদ ভগবদ্ভজনের সময়। অন্যান্য সময় ভোগসুখে কাল-কাটানই বুদ্ধিমানের কার্য্য। যাঁহারা এই প্রকার কথা বলেন, তাঁহাদের নিকট সর্ব্বপ্রথম আমাদের জিজ্ঞাস্য, তাঁহারা কতদিন বাঁচিবেন, তাহা ঠিক আছে কি? কুষ্ঠী কি ঠিক করিয়া মানুষের পরমায়ু নির্ণয় করিতে পারে? যদি পারিত, তাহা হইলে যাঁহার পরমায়ু প্রায় শতাধিক-বর্ষ লিপিবদ্ধ হয়, তাঁহাকে দশ বৎসর বয়সেও অনেক সময় ভবলীলা সাঙ্গ করিতে দেখা যায় কেন? দ্বিতীয় প্রশ্ন, যাঁহারা আশিয় কোঠায় পা দিয়েছেন তাঁহাদের অন্তঃকরণে ভগবদ্ভজনের স্পৃহা জাগরিত হয় কি? না, ঐ যে উন-আশি বৎসর সাংসারিক জড়ভোগে প্রমত্ত ছিলেন, ইন্দ্রিয়ের অপটুতা-সত্ত্বেও সেই ভোগ-বাসনা সহস্রগুণে বলবতী হইয়া মনকে আলোড়িত করে। এই সকল বিষয়গুলি বুদ্ধিমান্ জনগণ একটু ভাল করিয়া তলাইয়া দেখিবেন কি?

তাহা হইলে জীবনের কোন অবস্থায় ভগবদ্ভজন করা যায়, তাহাই বিবেচ্য। তত্ত্বদর্শী সাধুগণ বলেন যে, জীবনের সর্ব্বাবস্থায় ভগবদ্ভজনের যোগ্যতা আছে। মাতৃগর্ভে অবস্থানকালে প্রহ্লাদাদির, বাল্যকালে—ধ্রুবাদির, যৌবনে—অম্বরীষাদির, বার্দ্ধক্যে—যযাতি প্রভৃতির এবং মৃত্যুকালে—অজামিলাদির ভক্তিতে অধিকার লাভ দেখা যায়। নিঃশ্বাসের বিশ্বাস নাই; সুতরাং আমরা শিশু, বালক, বৃদ্ধ, যুবা, সকলকেই ভগবদ্ভক্তির আশ্রয়-নিমিত্ত আহ্বান করিতেছি। অন্যের কথা কি, নারকীও ভক্তির আশ্রয়ে পরম-প্রয়োজন লাভ করেন। যথা নৃসিংহ-পুরাণ-বচন,—

যথা যথা হরের্নাম কীর্ত্তয়ন্তি চ নারকাঃ।
তথা তথা হরৌ ভক্তিমুদ্বহন্ত দিবং যযুঃ॥

তাই শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী বলিতেছেন—

অভিধেয় সাধন-ভক্তির শুনহ বিচার।
সর্ব্বজন দেশ-কাল দশাতে ব্যাপ্তি যার॥
ধর্ম্মাদি বিষয়ে যৈছে, এ চারি বিচার।
সাধনভক্তি এই চারি বিচারের পার॥
সর্ব্বদেশ-কাল-দশায় জনের কর্ত্তব্য।
গুরুপাশে সেই ভক্তি প্রষ্টব্য শ্রোতব্য॥

সাধন-পথে সর্ব্ব-প্রধান বিঘ্ন

[আচার্য্য শ্রীরাধাচরণ গোস্বামী]

ভাগ্যবান্ জীব শ্রীগুরু-কৃষ্ণপ্রসাদে ভক্তিলতা-বীজ অর্থাৎ শ্রদ্ধা লাভ করেন। সেই বীজ প্রাপ্ত-মাত্র মালী-স্বরূপে নিজ হৃদয়ে অর্থাৎ হৃদয়রূপ ক্ষেত্রে তাহা আরোপণ করিয়া বীজ অঙ্কুরিত হইতে হইতেই ভক্তসঙ্গে ভাগবত-কথা শ্রবণ ও কীর্ত্তনরূপ জলে সেই হৃদয়ক্ষেত্র অভিসিক্ত রাখেন। তাহাতেই ভক্তিলতা উৎপন্ন হইয়া বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে হইতে মায়িক ব্রহ্মাণ্ড অর্থাৎ চতুর্দ্দশ-ভুবনের শেষোর্দ্ধ ভুবন ভেদ করিয়া বিরজা ও জ্যোতির্ম্ময় ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত ভেদ করিয়া পরব্যোম বিষ্ণুধাম বৈকুণ্ঠে স্থান প্রাপ্ত হয়। পরে তাহা হইতে ভক্তিলতা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া তদুপরি গোলোক বৃন্দাবন পর্য্যন্ত পৌঁছাইয়া তথায় শ্রীকৃষ্ণচরণরূপ কল্পতরুতে আরোহণ করে। এই কৃষ্ণচরণ প্রাপ্ত ভক্তি-লতাতেই শ্রীকৃষ্ণ-প্রেমফল ফলিতে থাকে। এযাবৎ ভাগ্যবান্ জীব মালী-স্বরূপে শ্রবণ-কীর্ত্তন-জল সেচন করিতে থাকেন।

এই শ্রবণ-কীর্ত্তন-জল-সেচন-সময়ে আর একটী বাধা—ভক্তিলতাটী অপর দুষ্ট জন্তু-দিগের কবল হইতে রক্ষা করিবার নিমিত্ত বেড়া দিয়া আবৃত করিয়া রাখা। নতুবা শ্রবণ-কীর্ত্তনরূপ সিঞ্চিত জলে ভক্তিলতা যখন বর্দ্ধিত হইতে থাকে অর্থাৎ ক্রমে শ্রদ্ধার বৃদ্ধি হয়, তখন বৈষ্ণবাপরাধরূপ দুষ্ট জন্তু মত্ত-হস্তীর ন্যায় ভক্তিলতার মূল উৎপাটিত করিয়া দেয় বা লতাটি ছিন্ন করিয়া দেয়, তাহাতে তাহার পত্রগুলি শুষ্ক হইয়া যাইতে থাকে।

কোন বৃক্ষের মূল উৎপাটিত বা ছিন্ন হইলে তাহাতে জল-সেচন করিলেও যেরূপ উহা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় না সে প্রকার সাধকের সাধনকালে বৈষ্ণবাপরাধ উপস্থিত হইলে ভক্তিলতাটী উপড়াইয়া যায়, তাহাতে শ্রবণ-কীর্ত্তনরূপ জল-সেচনে বিশেষ কোন উপকার হয় না। কারণ দশবিধ নামাপরাধের অন্যতম বৈষ্ণবাপরাধ।

শুধু উহাই নহে; এই সময় আরও একটী উপদ্রব আছে—ভুক্তি-মুক্তি-বাঞ্ছা, নিষিদ্ধাচার, কুটীনাটী, জীবহিংসা-প্রবৃত্তি, লাভেচ্ছা, জড় প্রতিষ্ঠা-সংগ্রহেচ্ছা প্রভৃতি উপশাখাগণ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে মূল লতাটী বর্দ্ধিত হইতে পারে না। ইহাতে বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করিতে না পারিলে মূল শাখা স্তব্ধ হইয়া থাকে। অনর্থগুলিকে শ্রবণ-কীর্ত্তন জল সেচন সময়েই নাশ করিতে হয়।

মূল কথা, ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমিতে কোন ভাগ্য-ফলে গুরু-কৃষ্ণ প্রসাদে সদ্গুরুপাদপদ্মাশ্রয় লাভ হইলে ভক্তিলতাবীজ প্রাপ্ত হওয়া যায়। সেই বীজ হৃদয়ক্ষেত্রে আরোপিত হইলে যে ভক্তিলতিকা উৎপন্ন হয়, কেবলমাত্র তদুদ্দেশ্যেই শ্রবণ-কীর্ত্তন-জল সিঞ্চিত হইলে অন্যান্য উদ্দেশ্য—লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি উপশাখার প্রশ্রয় না দিলে ও দশবিধ নামাপরাধ বিবর্জ্জিত নাম গৃহীত বা জপ ও কীর্ত্তন হইলে ভক্তিলতা রক্ষণোপযোগী প্রাচীর-বেষ্টিত হইয়া দুষ্ট জন্তু বৈষ্ণবাপরাধরূপ মত্তহস্তীর আক্রমণ হইতে রক্ষা পাওয়া যায়। অন্যথায় সাধনপথে সাধকের বিঘ্ন অনিবার্য্য।

ইন্দ্রের দর্প চূর্ণ

আমরা গত ১৯২ সংখ্যা নদীয়া-প্রকাশে সম্পাদকীয় স্তম্ভে দেখিয়াছি যে, শ্রীকৃষ্ণের আদেশে ব্রজবাসী গোপবৃন্দ ইন্দ্রপূজার নিমিত্ত আহৃত দ্রব্যসমূহ দ্বারা শ্রীগোবর্দ্ধনের পূজা করিলেন। তদ্দৃষ্টে ইন্দ্রের আর ক্রোধের সীমা রহিল না। ক্রুদ্ধ হইবারই কথা; কারণ স্বর্গবাসী দেবতারাও মহা-যাড়িত। যাঁর ভোগের দ্রব্য অন্যে গ্রহণ করিলে মানুষের যেরূপ ক্রোধের উদ্রেক হয়, দেবতাদেরও সেই অবস্থা। মানুষ অপেক্ষা দেবতাদের ক্রোধের মাত্রা বরং আরও বেশী, কারণ তাঁহারা সর্ব্বদাই জড়-রসে প্রমত্ত, তাই ভোগের দ্রব্য অন্যে গ্রহণ করিলে অতি সহজেই হিতাহিত-জ্ঞানশূন্য হইয়া ক্রোধান্ধ হইয়া পড়ে।

ইন্দ্র শ্রীকৃষ্ণের তত্ত্ব কিছুই জানেন না; জড়ভোগে প্রমত্ত জনগণের সর্ব্বলোকাতীত অপ্রাকৃত নবীন-মদনের তত্ত্ব জানিবারও সম্ভাবনা নাই। তাই ইন্দ্রের বিচারে শ্রীকৃষ্ণ একজন মানব-শিশু মাত্র। এই প্রকার একটী শিশুর কথা শুনিয়া গোপবৃন্দ ইন্দ্রের পূজা বন্ধ করিল, ইহা কি ইন্দ্রের পক্ষে কম ক্ষোভের কথা? তিনি আরক্ত-লোচনে তখনই 'সম্বর্ত্তক' নামক প্রলয়কারী মেঘগণকে ডাকাইয়া বলিতে লাগিলেন—"ওহে দেখ, বনবাসী গোপগণের কিপ্রকার ধন-মদ জন্মিয়াছে। তাহারা শ্রীনন্দের মত একটা মর্ত্ত্য-শিশুকে আশ্রয় পূর্ব্বক আমার যজ্ঞ বর্জ্জন করিয়া দেবাপরাধ করিয়াছে। অজ্ঞগণ যেরূপ আত্মানুসন্ধান-বিদ্যা পরিত্যাগ করিয়া অদৃঢ়-কর্ম্মজাত, নাম-মাত্র নৌকাসদৃশ যাগদ্বারা ভবসমুদ্র পার হইতে ইচ্ছা করে, সেইরূপ এই গোপগণও কর্ম্মময় যজ্ঞের সহিত আত্মানুসন্ধান-বিদ্যা পরিত্যাগ করিয়া কৃষ্ণের আশ্রয়েই ভবসমুদ্র পার হইতে ইচ্ছা করিয়াছে। ইহাদের গর্ব্ব অচিরেই খর্ব্ব করিতে হইবে। তোমরা ইহাদের পশুগণকে বিনাশ কর। শীঘ্র ব্রজে যাইয়া মুষলধারে বর্ষণ আরম্ভ কর। আমিও ঐরাবতে আরোহণ পূর্ব্বক মহা-বলবান্ মরুদ্গণের সহিত তোমাদের পশ্চাতে যাইতেছি।"

যেমন প্রভু, তেমন দাস। আদেশ শেষ হইতে না হইতেই ব্রজে ভীষণ ঝড়, বৃষ্টি ও শিলা আরম্ভ হইল। আকাশ ভীষণরূপে গর্জ্জন করিতে লাগিল; ঘন ঘন বিদ্যুৎ চমকিতে লাগিল। সাক্ষাৎ ইন্দ্রের আদেশ; সুতরাং সম্বর্ত্তক ও মরুদ্গণের আস্ফালন দেখে কে?

অতিরিক্ত বারিপাতে পৃথিবী প্লাবিত হইল। তখন আর ভূমির উচ্চ-নীচ-ভাব পরিলক্ষিত হইতেছে না। পশুগণ শীতে ও ভয়ে কম্পিত। গোপগোপীগণ ইন্দ্রের উৎপাত সহ্য করিতে না পারিয়া শ্রীকৃষ্ণের চরণে শরণ গ্রহণ পূর্ব্বক নিবেদন করিতে লাগিলেন—"হে ভক্তবৎসল মহাভাগ শ্রীকৃষ্ণ, হে প্রভো, ক্রুদ্ধ ইন্দ্রের কবল হইতে ব্রজ-ধামকে রক্ষা করিতে একমাত্র আপনিই সমর্থ। আমরা আপনার শ্রীচরণাশ্রিত, আপনি আপনার প্রিয় গোকুল রক্ষা করুন।"

সকল জন্মে পিতামাতা সবে পায়। গুরুকৃষ্ণ নাহি মিলে ভজহ হিয়ায়॥

অন্তর্যামী সর্ব্বতশ্চক্ষু শ্রীকৃষ্ণের নিকট ইন্দ্রের কার্য্য-কলাপ কিছুই অবিদিত নাই। তিনি দর্পহারী ও ভক্তবৎসল। তাই গোপগণকে আশ্বাস দিয়া একহস্তে গোবর্দ্ধন-গিরি অনায়াসে উত্তোলনপূর্ব্বক ব্রজবাসীগণকে গো-বৎসাদি সহ তাঁহার নিম্নে আশ্রয় গ্রহণ করিতে বলিলেন। শ্রীকৃষ্ণের বাক্যে আশ্বস্ত হইয়া গোপবৃন্দ গোধন, শকট, পুরোহিত ও ভৃত্যাদিসহ গিরি-গহ্বরে গমনপূর্ব্বক সুখে কালাতিপাত করিতে লাগিলেন। শ্রীকৃষ্ণ ক্ষুধা-তৃষ্ণা বিস্মৃত হইয়া এক সপ্তাহকাল গোবর্দ্ধন ধারণ করিয়া রহিলেন, নিজের স্থান হইতে কিঞ্চিন্মাত্রও বিচলিত হইলেন না। ব্রজবাসিগণ সবিস্ময়ে তাহা দর্শন করিতে লাগিলেন।

এইবার ইন্দ্রের চৈতন্যোদয় হইতে লাগিল। তিনি শ্রীকৃষ্ণের স্বাভাবিক-শক্তির প্রভাব-দর্শনে বিস্মিত, সঙ্কল্প-ভ্রষ্ট ও গর্ব্ব-চ্যুত হইয়া স্বীয় মেঘসমূহ নিবারণ করিলেন। অতঃপর গিরিধারী শ্রীকৃষ্ণ দেখিলেন যে, আকাশ মেঘ-নির্ম্মুক্ত ও সূর্য্যের হিরণ্ময় রশ্মি চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত হইয়াছে। তখন তিনি গোপগণকে গোধন, শকট, পুরোহিত ও ভৃত্যাদিসহ গিরিগুহা হইতে বহির্গত হইতে আদেশ করিলেন। সকলে বাহিরে আসিলে প্রভু শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বলোকের সাক্ষাতে গোবর্দ্ধন-পর্ব্বতকে যথাস্থানে স্থাপন করিলেন। তখন গোপগণ প্রেমের আবেগে শ্রীকৃষ্ণের নিকটস্থ হইয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন প্রদান করিলেন এবং গোপীগণ সস্নেহে হর্ষভরে তাঁহার পূজা করিয়া দধি, অক্ষত, জল প্রভৃতি দ্বারা তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন।

"জীবিত-শব"

[শ্রীযুক্ত ভবদেব চট্টোপাধ্যায়,]

(১)

শোভে যদি শিরোপরে পট্ট-শিরস্ত্রাণ—
কিরীটাদি উত্তম ভূষণ,
রহে যদি গর্ব্বভরে, নাহি পরিত্রাণ—
না ভজিলে মুকুন্দচরণ;
শ্রীবিগ্রহ-সন্নিধানে সাধু-গুরুজনস্থানে
সে মস্তক সুশোভিত যদি নাহি হয় নত
সে-সব ভূষণ-ভার সংসার-সাগরে গো।
মহাভার হ'য়ে শিরে ডুবায় গভীরে গো॥

(২)

সুবর্ণ কঙ্কণ শোভে যেই করদ্বয়ে—
দীপ্তিমান নয়নরঞ্জন,
না পূজিয়া বিষ্ণুপদ ভোগে মত্ত হ'য়ে—
করে সদা ইন্দ্রিয়-তর্পণ;
সেই মনোমুগ্ধকর কঙ্কণ-শোভিত কর,
বৃথা তার গর্ব্ব-কর হয় সে শবের কর;
সে কর-কঙ্কণ-বালা কর বেড়ী হয় গো।
অন্তে নিরয়ে কাল দূতে টানি' লয় গো॥

(৩)

যে পদ রঞ্জিত করি অলক্ত ভূষণে—
কিম্বা পরি' মূল্য পাদত্রাণ,
সে পদ যদি না যায় শ্রীক্ষেত্র-ভ্রমণে—
হেন পদে কিবা লাভবান?
সে পদ পাদপ-পদ অথচ বিপদ-প্রদ,
তপন তনয় জনে বান্ধি পদে সদা টানে;
কঠোর কুঠারে করে তাহারে ছেদন গো।
সে আপদ জীব-পদ প্রদানে বেদন গো॥

(৪)

ভক্তের চরণ-রেণু, ভক্তাশীষ জল—
না শোভিল যেই দেহ পরে,
না সেবিলে হৃষীকেশে হৃষীক বিফল
সেই দেহ যায় ছারেখারে;
প্রকৃতি-সৌরভ ঘ্রাণ ত্যজি লয় কু-আঘ্রাণ,
থাকিতে নিশ্বাস-শ্বাস গেল সে পাটনী পাশ;
বৃথা তা'র বসবাস বৃথা আশ তা'র গো।
থাকিতে চৈতন্য-শক্তি হ'ল শবাকার গো॥

কার্ত্তিক-ব্রত

(৬)

যত্র কুত্রাপি দেশে যঃ কার্ত্তিকস্নান দানতঃ।
অগ্নিহোত্র সমফলঃ পূজায়াঞ্চ বিশেষতঃ॥

যে-কোন স্থলে হউক কার্ত্তিক মাসে স্নান ও দান করিলে অগ্নিষ্টোম সদৃশ এবং পূজা করিলে তদপেক্ষা অধিকতর ফল হয়।

কুরুক্ষেত্রে কোটিগুণো
গঙ্গায়াঞ্চাপি তৎসমঃ।
ততোঽধিকঃ পুষ্করে স্যাদ্দ্বারকায়াঞ্চ ভার্গব॥

সাধারণ স্থলাপেক্ষা কুরুক্ষেত্রে কোটী-গুণ, জাহ্নবীতে সেইরূপ, পুষ্করে তদপেক্ষা, দ্বারকায় সমধিক ফল লাভ হইয়া থাকে।

অন্যাঃ পুর্য্যস্তৎ সমানা মুনয়ো মথুরাং বিনা।
দামোদরত্বং হি হরেস্তত্রৈবাসীদ্যতঃ কিল॥

মথুরা ব্যতীত অযোধ্যাদি অপরাপর পুরীসমূহ উক্ত ফলের সদৃশ ফল দান করেন। কিন্তু মথুরা সর্ব্বাপেক্ষা সমধিক ফলদাত্রী; কেন না, ঐ মথুরাতে শ্রীহরির দামোদরত্ব প্রকাশিত হয়।

মথুরায়াং ততশ্চোর্জ্জে বৈকুণ্ঠ প্রীতিবর্দ্ধনঃ।
কার্ত্তিকে মথুরায়াং বৈ পরমাবধিরিষ্যতে॥
কার্ত্তিকে মথুরা সেব্যা ততোৎকর্ষ
পরো নহি॥

কার্ত্তিক মাসে মথুরানগরে অর্চ্চনা ও স্নানাদি করিলে শ্রীদামোদর হরি সন্তুষ্ট হন; সুতরাং কার্ত্তিক মাসে মথুরাপুরীতে ফলের আধিক্য আছে। কার্ত্তিকে মথুরার উপাসনা করিতে হয়, তৎসদৃশ আর উৎকর্ষ নাই।

দুর্ল্লভঃ কার্ত্তিকো বিপ্র মথুরায়াং নৃণামিহ।

কার্ত্তিক মাসে মানবগণের পক্ষে মথুরা-পুরী অতিশয় দুষ্প্রাপ্য।

যাঁহারা কার্ত্তিক মাসে একবার মাত্র শ্রীহরির পূজা করেন, তাঁহারাই সুখে হরিভক্তি প্রাপ্ত হইতে পারেন।

সুলভা মথুরা ভূমৌ প্রত্যব্দং কার্ত্তিকস্তথা।
তথাপি সংসরন্তীহ নরা মূঢ়া ভবাম্বুধৌ॥

ভূতলে মথুরা সুলভ, প্রতি বর্ষে কার্ত্তিক মাসও সুলভ, তথাপি মূঢ়তা-নিবন্ধন মানবগণ সংসার-সমুদ্রে নিপতিত হইতেছে।

কিং যজ্ঞৈঃ কিন্তপোভিশ্চ
তীর্থৈরন্যৈশ্চ সেবিতৈঃ॥
কার্ত্তিকে মথুরায়াঞ্চেদর্চ্চ্যতে রাধিকাপ্রিয়ঃ॥

কার্ত্তিক মাসে মথুরাতে রাধিকাপ্রিয় শ্রীদামোদর হরির অর্চ্চনা করিলে, আর যজ্ঞ, তপঃ ও অপরাপর তীর্থ-সেবনে আবশ্যক কি?

কার্ত্তিকে জন্মসদনে কেশবস্য চ যে নরাঃ।
সকৃৎ প্রবিষ্টাঃ শ্রীকৃষ্ণং
তে যান্তি পরমব্যয়ম্॥

কার্ত্তিক মাসে শ্রীকৃষ্ণ-জন্মস্থান মথুরাতে একবার মাত্র প্রবেশ করিলেই, পরম অব্যয় শ্রীহরিকে লাভ করিতে পারে।

কার্ত্তিক মাসে মথুরাতে শ্রীকৃষ্ণের অর্চ্চনা করা দূরে থাকুক, তথায় ঐ মাসে কৃষ্ণের অর্চ্চককে দেখিলেই মুক্তিমান হওয়া যায়।

মথুরাতে এবম্বিধ কার্ত্তিক ব্রতফল-প্রদানার্থ বিগত বৎসর কার্ত্তিক (দামোদর) মাসারম্ভে শ্রীমধ্বাচার্য্যাবির্ভাব বাসরে ব্রহ্ম-মাধ্ব গৌড়ীয়-সম্প্রদায়ৈকসংরক্ষক শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত প্রেমভক্তি-ধর্ম্ম-প্রচারক যুগাচার্য্য জগদ্গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ স্বয়ং অগ্রণী হইয়া, বহু সুকৃতিশালী ভক্তগণকে এবং স্বীয় পার্ষদদিগকে লইয়া চৌরাশী ক্রোশ ব্রজমণ্ডলস্থ দ্বাদশ বনাদি পরিক্রমা করিয়াছেন।

'গৌর আমার যেসব স্থানে করল ভ্রমণ রঙ্গে।
সে-সব স্থান হেরিব আমি প্রণয়ী-ভকত সঙ্গে॥

এই পরিক্রমা-কালে যাঁহারা শ্রীআচার্য্যদেবের শ্রীচরণানুগত্যে নিরন্তর সেবাব্রত গ্রহণ করিয়া পরিক্রমা করিয়াছেন তাঁহাদের ভাগ্যের তুলনাই নাই। এমন কি যাঁহারা শুধু পরিক্রমা করিয়াছেন, তাঁহারাও শাস্ত্রোল্লিখিত মথুরা ধামে কার্ত্তিক-ব্রত পালন-ফলাপেক্ষা বহু লাভবান্ হইয়াছেন সন্দেহ নাই।

সদ্গুরু চিদ্বিলাস বিগ্রহ আচার্য্যদেবের আনুগত্যে শ্রীমথুরা-ধামে শ্রীরাধা-দামোদরের সেবা ও শ্রীধাম-পরিক্রমা অতিশয় দুর্ল্লভ। শ্রীল প্রভুপাদ জীবকল্যাণার্থ নিজগুণে কৃপা করিয়া তাহাও সুলভ করিয়াছিলেন।

নিত্যং বৈষ্ণবসঙ্গত্যা সেবেত
ভগবৎ-কথাম্।
দিনঞ্চ কৃষ্ণকথয়া বৈষ্ণবানাঞ্চ সঙ্গমৈঃ।
নীয়তাং কার্ত্তিকে যদি সকলব্রত-পালনম্॥

কার্ত্তিক মাসে প্রত্যহ বৈষ্ণবগণ সহ মিলিত হইয়া হরিকথা-সেবন করিতে হয়, বৈষ্ণবগণ সহ মিলিত হইয়া হরিকথা-শ্রবণাদি দ্বারা দিনপাত করিলে সংকল্পিত ব্রত রক্ষা হয়।

শ্রীল প্রভুপাদ উহা সাক্ষাৎ মূর্ত্তিমন্ত-ভাবে প্রকটিত করিয়াছিলেন। অবশ্য সেবাপর সাধকগণ নিরন্তর বৈষ্ণব-সঙ্গে শ্রবণ-কীর্ত্তনে রত আছেন। শুধু আমার ন্যায় সেবা-বিমুখ গৃহব্রত-ধারীর কল্যাণার্থ বিশেষকালে ব্রত-পালন কর্ত্তব্য বলিয়া ব্যবস্থিত হইয়াছে।

ভগবৎস্মৃতির ফল

[শ্রীযুক্তা অপর্ণা দেবী]

অবিস্মৃতিঃ কৃষ্ণপদারবিন্দয়োঃ
ক্ষিণোত্যভদ্রাণি চ শং তনোতি।
সত্ত্বস্য শুদ্ধিং পরমাত্মভক্তিং
জ্ঞানঞ্চ বিজ্ঞানবিরাগ-যুক্তম্॥
(ভাঃ ১২।১২।৫৫)

অমঙ্গল অন্ধকার ঘনায় তখন—
ঘোর কুজ্ঝটিকা।
ভীষণ অনলরাশি উঠে ধকৃধকি'—
সর্ব্বগ্রাসী শিখা॥
যখন ভুলিয়া মোরা শ্রীকৃষ্ণ চরণ,
কল্যাণ রতন।
অনিত্য বিষয়-বিষ করি আরাধন,
স্মরণ-ভবন॥
সেই ত' অভদ্র ঘোর, পুঞ্জ অকুশল,
আত্ম-ধ্বংসকর।
দেহ-নাশ, বিত্ত-ক্ষয়, বিয়োগ তনয়,
এ'র সম নয়॥
কল্যাণ-নিলয় নিত্য, শ্রীহরির স্মৃতি,
সর্ব্বশুভ-কর।
অশ্রেয়ঃ তিমিররাশি নাশিয়া সমূলে,
উদয় ভাস্কর॥
অখিল-কল্যাণ-নিধি করে বিকশিত,
নিত্য অবিনাশী
পাইয়া চেতন-বিভা করে পলায়ন,
দুষ্টা মায়াদাসী॥
বিশুদ্ধ-হৃদয় সেই, যথা কৃষ্ণ-স্মৃতি,
চির সমুজ্জ্বল।
বৈরাগ্য-বিজ্ঞান-সহ নিত্য বিরাজিত
(কৃষ্ণ) প্রেম সুনির্ম্মল॥
সেই ত মরত ধামে অমল প্রকাশ,—
হরি-স্মৃতি বাস।
সে'জন-চরণ কৃপা, এ' বিস্মৃত দাস
সদা করে আশ॥

শ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্নকুট

১১১৫ প্রকারের মহাপ্রসাদ

গত ৩রা কার্ত্তিক শ্রীগৌড়ীয়মঠে অন্নকুট মহামহোৎসবোপলক্ষে ১১১৫ প্রকার নানাবিধ বিচিত্রতাপূর্ণ প্রসাদ সজ্জিত হইয়াছিল। তন্মধ্যে যে কয়টীর নাম সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি, তাহা নিম্নে প্রকাশিত হইল।

ফুলকপির চপ্, হিঙ্গে বেসন, কাঁকরুল ভাজা, বীটভাজা, মুগা ভাজা, কচুসিদ্ধ, ঝিঙ্গে সিদ্ধ, গোল আলু ভাজা, লাল আলু ভাজা বড়বটি ভাজা, নটেশাক, কলমি শাক, পুলক শাক, বনটানটে ভাজা, ঢোক শাক, পালঙ্গ শাক, কুমড়া শাক, লালশাক, উচ্ছে সিদ্ধ, ধেড়স সিদ্ধ, কাঁচকলা ভাজা, কুঁদ্রি ভাজা, করলা ভাজা, প্রসারণী ভাজা, শশাভাজা, মাখনসিম ভাজা, মিঠেকুমড়া ভাজা, রামঝিঙ্গে ভাজা, পটলপট্টাই, মোচার চপ্, আলুর চপ্, শেগুনী গুড়-পিষ্টক, পলতার ফুলুরি, ঝিঙ্গে চচ্চড়ি, ব্রাহ্মিশাক ভাজা, পটল চোকা, ফুলকপির দম, পেপে সিদ্ধ, ফুলকপির রসা, ব্রাহ্মীশাকের রসা, ডালবড়ার রসা, আলুপটলের দম, বড়বটির চচ্চড়ি, ধেড়স চচ্চড়ি, ফুলকপি ভাজা, কোয়াস সিদ্ধ, গোটামুগের-ডাল, চালকুমড়ার শুক্ত, নারিকেলের ডালনা, নারিকেল চচ্চড়ি, কচুর শাক, নুতন আলু উচ্ছে চচ্চড়ি, ওলভাজা, ঝুড়ি-ভাজা, দুগ্ধ পটল, তিলবেগুণে, রসবড়া, পালঙ্গবেসন ভাজা, থোড়ভাজা, নারিকেল বড়া, বাঁধাকপির ফুলুরি পানিফল ভাজা, বাঁধাকপির বড়া, মোচার বড়া, আলুর বড়া কোয়াস ভাজা নারিকেল ভাজা, বড়বটি সিদ্ধ, কাঁচকলা সিদ্ধ, ফুলবড়ি ভাজা, বেগুণ সিদ্ধ, মোচার ডালনা, আম বুন্দে, ইঁচড়ের ঘণ্ট, কাঁচকলার কুপালি, পটলের ঘণ্ট, পটল সিদ্ধ, আলু সিদ্ধ, বাঁধাকপির চপ্, মুগাপালঙ্গ চচ্চরি, পটলের দরমা, মাসবরা, মাখমনীম সিদ্ধ, তিলবেগুণে, কুমরাসিদ্ধ, আলুর ঝুরি ভাজা, মেটে আলু সিদ্ধ, পাটবেসম ভাজা, ব্রাহ্মীশাকের বরা, খেসারি ডালের বরা, কপির ডালনা, মুলার মুলতানি, ইক্ষু, রাবড়ির তরমুজ, কমলালেবু, বীচার বাতাবি, মান্দ্রাজী লেবু, কাঁটাল, বেল, পেঁপে, দারজিলিং কমলালেবু, আম, সর্দ্দা, বাতাবিলেবু, পেশোয়ারী তরমুজ, ঢাকাই মর্ত্তমান, বাদাম, চাপাকলা, পানিফল, কানাইবাসিকলা, দেশী পেয়ারা, সিলেট আনারস, নাসপাতি, আতা, বেদানা, কাঁটালি কলা, বেলুচি আঙ্গুর, সিঙ্গাপুরী বেগুণ, আসামী আনারস, জমুরা, দেশী-পেঁপে, শশা, নারিকেল, আকরুট, টমেটো, দেশী আনারস, ডালিম, কাবুলি আঙ্গুর, নারিকেলের কোকরা, আপেল, কাগজি লেবু, কাশীর পেয়ারা, পেস্তা, বিলাতী আমড়া, কিস্মিস, আমেরিকান আপেল, মর্ত্তমান রম্ভা, পীচফল, নারিকেলের কুচানেস্তা, ভিজা কাবুলি ছোলা, মুগাঙ্কুর, নাসপাতি, বেদানা, আমিক্ষা, মসলাসমূহ, বৃন্দাবনের পর্ব্বত, রাধাবল্লভীতোরণ, লুচির মন্দির, ছানার বরপি, তালক্ষিরার পায়স, গোকুল পিঠা, ছানার পায়স, ক্ষীর মন্ডপ, আলুর পুলি, মুগের মিঠাই, বাদাম বরপি, পাটি সাপ্টা, মেওয়ার পায়স, কালাকর, রসপুলি, লালআলুর পায়স, রসবরা, চাউলের চুষি, পেরাকি গজা, গোলোক ভোগ, গোকুল পিঠে, শুক্না বুন্দে ভাজা পেঁপের পায়স, ছানার পায়স, নারিকেল চিঁড়ে, নিমকি, ছানার মালপো, ক্ষীরের পুলি, রাইভোগ, দুগ্ধতুম্বি, সুজির মোহন-ভোগ, কামরাঙ্গা সটির পালোর মণ্ড, সটির পালোর পাটিসাপ্টা, মিষ্টপুলি, দইবড়া বুদিয়ার পায়স, সাদা তিলের লাড্ডু, নারিকেলের পুলি, নারিকেলের ছাপ, পেরাকি গজা, বড় বালুসাই, চন্দ্রভোগ, চৌকা গজা, ঘনাবর্ত্ত দুগ্ধ, নারিকেলের জিরা, ক্ষীরপুলি, কাঁচকলার বরপি, গোপীনাথের ক্ষীর, নিমকী, পানিফলের দম, ক্ষীরকান্তি গজা, জগন্নাথের কলাচট্কা, ঢাকাই গজা, ক্ষীরের পেড়া, গোল নিমকি, ছানার মুড়কি, রাঙ্গা আলুর পিঠা, লবঙ্গলতিকা, কলার বড়া, মাসবড়া, গোপালভোগ, মুগের কচুরি, গজাজলী, দরবেশ, নারিকেল লিচু, সীতাভোগ, ক্ষীরের বরপি, চপসন্দেশ, নারিকেল পলতা, বালুসাই, রসকদম্ব, কলার পিঠে, কালিগজা, মুগসামুলি মুক্তাবলী লাড্ডু, খইচোরের লাড্ডু রাধাসরোবর, অমৃতরসাবলী, ক্ষীরের কদম, রসপুলি, ক্ষীরের পিষ্টক, নারিকেলের ছাপ, ইঁচড়ের চপ, নারিকেল ও ক্ষীরের লাড্ডু, জিহ্বেগজা, গোকুল পিঠা, নিমকি, জগন্নাথের গজা ক্ষীরের ছাপ, মাধবভোগী, নারিকেলের চিঁড়ে, ক্ষীরের পেড়া, ক্ষীরের পদ্ম, ছানার মুড়কী, শ্যামতোষণী, গোকুল লাড্ডু, সরপুরি, ঢাকাই পাতক্ষীর, মোহনপুরী, আলুর বরপি, বর রসবড়া, ক্ষীরের সিঙ্গারা, নারিকেল সন্দেশ ইঁচড়ের চাটনী, মোচার চাটনী, ইঁচরের চপ, চিঁরের পিঠে, ইঁচরের পায়স, আলুর পায়স, অমৃতসাগর জগন্নাথের বরফি মালপো নারিকেল লাড্ডু আলুর চপ পরমান্ন বৃতিকা পুলি, ছানার পায়স, কচুর নকুলদানা, মাসবড়া কলাবড়া, দুগ্ধফেনী, ফেনীকোট, পেঁপের মোহনভোগ, লক্ষ্মীবিলাস, ক্ষীরের গুজিয়া, দুগ্ধ লকলকি, কৃষ্ণনগরের সরভাজা, পানিফলের পুরী, সালুকের চাট্নী, মণিমঞ্জরী, মধুচিপিটিকা, মানবড়া মধুসাগরী, কৃষ্ণনগরের সরপুরিয়া, রসবড় বৈকুণ্ঠভোগ, ফুলকপির চপ্, অগ্নিসর, সটির মুড়কি, ক্ষীরের চন্দ্রপুলি, ছোলার ডালের মুড়কি, নারিকেল চিঁড়ে মুড়কি, নারিকেলের জিরা, মোচাবড়া, পাটিসাপটা পেপের চাটনী, আতার পায়স, কাটালের পায়স, কমলালেবুর, কিসমিসের, মিঠে কুমড়ার মালপোয়া, কলার আস্কনা মিহিদানা, মধুমালতী, কলাইশুটির কচুরী, ক্ষীরের ছাঁচ, লাল আলুর পায়স, ইঁচড়ের পায়স, বেনারস কলমা, আমের জেলি, আঙ্গুরের মোরব্বা, পেয়ারার আচার, ওলের মোরব্বা উচ্ছের মোরব্বা, শতমূলের মোরব্বা, কমলালেবুর মোরব্বা, বেলের মোরব্বা আমলকির মোরব্বা, পেঁপের মোরব্বা, হরিতকীর মোরব্বা, আলুবোকরার মোরব্বা, শশার মোরব্বা, বিলাতী আমড়ার মোরব্ব, খোবানীস মোরব্বা, আদার মোরব্বা খেজুরের মোরব্বা, তিল মোরব্বা আমড়ার মোরব্বা, গোলাপজামের মোরব্বা কিসমিস মোরব্বা, সরবৎলেবুর মোরব্বা, মোনক্কার মোরব্বা, পেয়ারার জেলি, নারিকেল কুলের মোরব্বা, চন্দনের মোরব্বা লেবুর মোরব্বা, জোহারার মোরব্বা, আপেলের মোরব্বা, কুমড়ার মোরব্বা, রেশমী মিঠাই, মহামাধুরী বরফি নারিকেল শঙ্খ, নারিকেল খণ্ড, বোম্বাইএর সন্দেশ, চন্দ্রকান্তি, বামন ভোগ লালিতা পিষ্টক নারিকেলের কোকরাজা ছোলার ডালের পিঠা খইয়ের পিষ্টক ছানার চিত্রা মোহনপুলি মালাইপুলি অমৃতপুলি কলমিশাকের চাটনী বেসের চাটনী আদার চাটনী আনারসের চাটনী আমরসের চাটনী আলুবকরার চাটনী জলপাইয়ের চাটনী কচুর রায়তা লাউয়ের রায়তা বুন্দের রায়তা লাউয়ের চাটনী চালতের চাটনী আঙ্গুরের চাটনী টমেটের চাটনী খেজুরের চাটনী কিসমিসের চাটনী আমের চাটনী মুগের চাটনী পেঁপের চাটনী মোচার চাটনী লাল আলুর চাটনী বেদানার চাটনী মুগার চাটনী কুমরার চাটনী আদার চাটনী তেরসের চাটনী ডালিমের চাটনী নবনী মিশ্রী লাড্ডু কুঞ্জ সন্দেশের মন্দির কালাকন্দ মিঠাই খাজা গোবিন্দমোহিনী শ্যামসুন্দরী লবঙ্গলতিকা হরিবিলাস বালুসাই গজা ক্ষীরের ফল আতাসন্দেশ শাকসন্দেশ আম সন্দেশ দেলখোস সন্দেশ বৈকুণ্ঠবরফি নেখদাভোগ বাদামবরফি ক্ষীরের লুচি তোপসন্দেশ ক্ষীরের অর্দ্ধচন্দ্র ছানার পুষ্পান্ন পেস্তাবরফী পদ্মখাজা গোক্ষুমের সুরুচি ছানাবরা পীযুষগ্রন্থি অমৃতি জিলেপী গোপীনাথভোগ অমৃত রেণী চৈতন্যভোগ নিতাই ভোগ অদ্বৈতভোগ বলরামভোগ জগন্নাথের মালপো কৃষ্ণনগরের রসগোল্লা নারায়ণভোগ আমের কাসন্দ উচ্ছের আচার কাঁচা লঙ্কার আচার আদার আচার আমলকির আচার আদার কাসন্দি কুলের আচার বাঁশের আচার আম আচার গুলকন্দ ফুলকপির আচার লেবুর চাটনী আমড়ার আচার জলপাইর আচার আমতেল লেবুর আচার পটলের আচার হলুদে লঙ্কার আচার কয়কার আচার আমের আচার ওলের আচার টেটীর আচার গন্ধেবী আচার আমের মিষ্টি আচার করমচার মোরব্বা কিসমিসের আচার বরবার আচার লেবুর জারক নাসপাতির মোরব্বা তেঁতুলের মোরব্বা বয়রার মোরব্বা করমচার আচার তিলের লাড় অমৃত কেলী ললিতাপিঠা কুন্দবল্লি মোহনগজা সাপটাপিঠা কলাবরা গুড়ের মালপো তিলক্ষীর কলার রুটী পিঠা পেয়ারার পুলি ফুলকপির সিঙ্গারা কুমরার মিঠাই লাড্ডু মুগের রসপুলি মনাইর লাড্ডু চিঁড়ে চীনেবাদাম তিলভাজা তিল মোয়া তিলের চাকৃতি তিলকুজের মুদ্গভোগ গোলাপি দেউরি গব্যাম্বৃত ইক্ষুগুড়ের সরবৎ মিশ্রির সরবৎ চিনির সরবৎ ঘোল, কর্পূর জল, কেওড়াগন্ধ জল, লালচিনির গোড়ের চপ, নকুলদানা, কাঠিগজা, চিড়ার নকুলদানা, চিনির মুড়কি, ফুলবাতাসা, ভুট্টার খই, চিনিবাদাম, ঝুরো নিমকি, পকান্ন, হংসকেত্রের বাদামভাজা, বর্দ্ধমানের খাজা মুড়ি, মটরভাজা, ডালমটর, মিষ্টভাজা চিঁড়েভাজা, চন্দ্রকান্তি গোলক পুপ, চিনেবাদামভাজা, খই, সূর্য্যকান্তি জিলেপীবুক রামবনী চিরাদধি কচুরী ও সিঙ্গারা গাছ, পলতেপাতার রসা, চালতা অরহর ভাজা মুগের বাস, মান্দ্রাজী ব্যঞ্জন উচেখেসারি ডাল পানিফলের রসা, ঝিঙ্গেসিদ্ধ খাম আলুর ডালনা চালকুমরার ঘণ্ট জগন্নাথের ডাল নিমবেগুণভাজা কুমরার চটকা উক্মা ছোলার ডাল কাচা শশার রায়তা আলু পটলের ডালনা অরহর ডাল কাচামুগের ডাল নারিকেল ছোলার ভোগনী কলাইর ডাল আলুমাচের ব্যঞ্জন মান্দ্রাজী আচার রসম বাঁধাকপির ডালনা দুগ্ধলাউমরিচ খেসারিডাল মানকচুর ডালনা প্রসারণীর রসা পলতার শুক্তা আলুপটলের রসা আলু ফুলকপির ডালনা উচেপাতার শুক্তা কমলার নাজিনাডাটা রসা ছোলাডালের বরা পেঁপে ছেচকি মোচা ছেচকি কপির বরা, নিমপাতার শুক্তা বকফুলভাজা বকফুলের রসা মাসকলাইর বরারসা বাঁধাকপির পুষ্পান্ন খেসপোস্তভাজা বন্ধ সিদ্ধ চিঙ্গেকোর শুক্তা লালাবেগুন ভাজা মটর শুটির চপ্ ডুমুর ভাজা কোয়াসের রসা ইঁচরের চচ্চরি নারিকেলের তরমুজ ছানার ডালনা লাউঘণ্ট মানকচুর ডালনা ঝিঙ্গে পোস্তা ছোলার ডালের ধোকা ইঁচরের পায়স বাধাবল্লভী সিংহবার উচ্ছেশাক চচ্চরি খামআলু ডালনা মানকচুর ঘণ্ট মোচাঘণ্ট ডুমুরের রসা কয়বুর অন্নকূট পুষ্পান্ন পেস্তাক্ষীর মন্নপুষ্পমঞ্জরী রাজভোগ কদ্বেলা ভাজাই শুটী লাল আলু সিঙ্গাপুরী আনারস ডাল জগন্নাথের কালিকা অমৃত ক্ষীর জলপাই পাতিলেবু অমৃত ডাব পেঁপের হলুদ পুই চচ্চরি প্রভৃতি নানাবিধ প্রসাদ তৈয়ারী।

কলিকাতা বাজার দর

লৌহ হার্ডওয়ার

৬ই অক্টোবর ১৯৩৩

টাটার তৈয়ারী— প্রতি হন্দর।

লোহার কড়ি (জয়েষ্ট বা বীম)

মার্কা	৫৷০—৫৷৶০
ঐ বে-মার্কা হাল্কা ওজন	৪৷৵০—৪৷৷৶০
... (টী-আয়রণ)	৬৵০—৬৷০
এঙ্গেল আয়রণ (কোনা)	৫৸৵০—৬৷৵০

গ্যালভানাইজড করগেট টীন—

২২ গেজ ৬ হইতে ১০ ফুট	১১৷৵০
২৪ গেজ ,, ,,	১০৸৵০
২৬ গেজ ,, ,,	১২
২০ গেজ আর, পি, ডি, মার্কা	১২৸৶০
২৪ গেজ গ্যাঃ প্লেন শীট—	১১৷৵০
২৬ গেজ ,, ,,	১২৷০
২৮ গেজ ও ৩০ গেজ ঐ—	১৩৲—১৬৲

বাগান ঘেরা কাঁটাতার ১০০

পাউণ্ড বাঃ	৮৸০
ষ্টীল পাটী	৬৲৵—৬৷০
,, গোলটু (গোল)	৬৲৵—৬৷০
,, স্কয়ারে (চৌকা)	৬৵০—৬৲৷০
,,গোল রড ৶০—৷৶০ সূতা ৪৸৵—৫৷৷৵	

,, টানা রড-

চৌকা ৶০—৷৵০ ঐ	৫৵০—৫৷৷০
,, গাডল চাল	৭৲—৭৸০

,, প্লেট—তিন সূতা মোটা

পর্য্যন্ত	৭৲—৭৷০
,, চাদর ৩-১৬ খানা বাণ্ডিল	৯৷৷৵—১০৲
স্প্রিং ষ্টীল	৮৷০—৯৲
হাফ রাউণ্ড	৫৸৵—৬৲৵০
তারের পেরেক ১—৬ ইঞ্চি	৯—৯৸০
প্যাটেন্ট পেরেক ২—৮ ইঞ্চি	১২৷০—১৫৷৷০

চালাই কড়া ১ হইতে ১০ নং ২৷৷০ সাট

কোদাল ৪, ৫, ৬, ৭৸৵০ ৮৸৵০ ৯৸৵০ ডঃ

ঐ টিন পাউণ্ড ৬৲ দেঃ বিঃ	৬৷৵০ ,,
গ্যাঃ প্লেন বালতি ৭—১২ ইঞ্চি	২৷৷৵০ ৬৷৷৵০
ঐ রিভিট ,, ৭—১২ ইঞ্চি	২৲—৭৲ ,,

লোহার চেয়ার রডের গোল ও

চৌকা	৮৷৷০— ,,
ঐ থালের লোহার সিট	১৫৲ ,,
ঐ ভেনেস্তা (কাঠের সিট)	১৮৲ ,,
লোহার স্ক্রুপ ৷৷—৩ ইঞ্চি / ১০—৷৷৶০	গ্রোস

ঐ কব্জা ৭৩ নং

১৷৷—৪ ইঞ্চি	৷১০—৸৵১০ পেঃ ডজন

গ্যাঃ তার ১৬—২২ নং

(গেজ)	১২৲—১৩৲ হন্দর

গ্যাঃ রিভিং (মটকা)

১২ ইঞ্চি	৷৵৫ - ৷৷৶০ পীস

গ্যাঃ গাটারিং বা জোলা

৬ ইঞ্চি	৷০—৸৵০ ,,

গ্যাঃ স্ক্রুপ ১৷৷০—২৷৷০ ইঞ্চি ২৩৲—২৯৲ হন্দর

গ্যাঃ ওয়াসার চাকি	১১৷৷০—১৬৲ ,,

গ্যাঃ বোল্ট-নাট ৮—৩ ইঞ্চি

৷৷৵১০—১৵০ গ্রোস

ঢালাই রেলিং	৩৷৷০—৪৷৷০ হন্দর

ঐ রেন ওয়াটার পাইপ

৩ ইঞ্চি ৵১০ ও　৪ ইঞ্চি ৷১০ ফুট

টিউব ওয়েলের জন্ম গ্যাঃ

পাইপ১৷৷ ইঞ্চি	৷৵৫ ফুট

পাম্প　৪নং ১২৷৷০ ৫নং ১৪৲ ৬নং ১৬৲

৬০—৮০ বাটখারা ৵১৫ সাট ২৷০-২৷৷০ মণ

সন্তোষকুমার মল্লিক এণ্ড সন্স লিঃ

লোহ ও হাডওয়ার বিক্রেতা।

নীমবহর ঘাট লোহাপটী, বড়বাজার,

টেলি—"লোহার মালিক" কলিকাতা

কেরোসিন

শ্লোক্রেক প্রত্যেক বাক্স (২ টিন)	৯৲৮
সূর্য্য মার্কা ,,	৬৷৷০
ভিক্টোরিয়া ,,	৬৲

সোণার দর

পাকা সোণা	৩০৸৵
বড়াল	৩০৸
চিনা পাত	৩২৷০

রূপার দর

রূপা প্রতি ১০০ ভরি	৫৫৵০
ঐ খুচরা	৫৵০

কোম্পানীর কাগজ

৩৷৷০ সুদের কাগজ	৮১৶
৩৷৷০ নূতন ঋণ (১৯৪৭-৫০)	৯১৷০
৮৲ ,, ঋণ (১৯৬০-৭০)	৯-৲
৫৲ ,, বণ্ড (১৯৩৫	১০৪৷৷৵০

ডিবেঞ্চার

৫৲ সুদের (১৯৫৬-৮৬) কলিকাতা পোর্ট

ট্রাষ্ট ডিবে :—	১০২৷৷৵০

ব্যাঙ্ক

ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক (কর্নট্রি)	২৯৪৷৷০
সেণ্ট্রাল ঐ	২২৲

কাপড় ও সূতার কল

এলগিন মিল	৪৫৲

পাট কল

হাওড়া	৫০৲
অকল্যাণ্ড	১৯৫৲
বালী	১৬২৲
বরানগর	১৫০৲
জেবজ	৩৭০৲
ভয়েষ্ট	২৪৩৲
ক্লাইভ	২৮৷০
ডালহাউসী	৪০৮৷৷০
ডেল্টা	৪০৫

কৃষ্ণনগর নবদ্বীপঘাট রেলওয়ে সময়

কৃষ্ণনগর হইতে নবদ্বীপঘাট

কৃষ্ণনগর সিটি—	৬-৪৫	১০-৪৪	১৩-২২	১৭-৩৮	২০-১৬
কৃষ্ণনগর রোড—	৬-৫৬	১০-৫৫	১৩-৩৩	১৭-৪৭	২০-২৫
আমঘাটা—	৭-১৫	১১-১৩	১৩-৫১	১৮-৩	২০-৪১
মহেশগঞ্জ—	৭-২৪	১১-২১	১৪-০	১৮-৯	২০-৪৭
নবদ্বীপঘাট—	৭-৩৩	১১-৩০	১৪-৯	১৮-১৬	২০-৫৫

বিশেষ দ্রষ্টব্য—নবদ্বীপঘাট ষ্টেশন অপেক্ষা মহেশগঞ্জ ষ্টেশন হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরের দূরত্ব অনেক কম। শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে যাঁহাদিগকে রাণাঘাটে ট্রেণ বদল করিতে হয়, তাঁহারা রাণাঘাটে প্রাতঃ ৫-৫০,৮-১৪,৯ ৪৬, ১৬-৪৮,১৮-৩৯ এবং ০-৩২ মিনিটের সময় গাড়ী পাইবেন।

শান্তিপুর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে শান্তিপুর ষ্টেশনে ৫-৪০,৯-২৯, ১২-২৫,১৬-৪ এবং ১৮-৪১ মিনিটের সময় ট্রেণ পাওয়া যায়।

নবদ্বীপঘাট হইতে কৃষ্ণনগর

নবদ্বীপ ঘাট—	৫-৩৫	৯-২৫	১২-১০	১৫-৩৪	১৮-৪৫
মহেশগঞ্জ—	৫-৪৩	৯-৩৩	১২-১৯	১৫-৪১	১৮-৫৬
আমঘাটা—	৫-৪৯	৯-৩৯	১২-২৬	১৫-৪৮	১৯-৫
কৃষ্ণনগর রোড—	৬-৫	৯-৫৫	১২-৪৩	১৬-৪	১৯-২৪
কৃষ্ণনগর সিটি—	৬-১৭	১০-৩	১২-৫১	১৬-১২	১৯-৩৫

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে—ডাঃ কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম ভক্তিশাস্ত্রী এল, এম, এফ, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

শুদ্ধভক্তি গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। ভাষ্যসহ বিরাট্ শ্রীচৈতন্যভাগবত ৬৲
২। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২৮৲
একাদশ স্কন্ধ হইতে প্রাপ্তব্য ।৶০
৩। ভাষ্যদ্বয়সহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত
(৪র্থ সংস্করণ) ৫৲
৪। ভক্তিবিবেককুসুমাঞ্জলি (বাঁধা) ১৲
৫। গৌড়ীয়-গৌরব ।৶০
৬। গৌড়ীয়-সাহিত্য ।৶০
৭। ভজনরহস্য ॥০
শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও
শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা)
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৯। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ)
ঐ (বাঁধা)
ঐ (আবাঁধা)
১০। গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি টীকাসহ)
ঐ (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
১১। গীতার কেবল মাধ্ব-ভাষ্য ৷০
১২। যুক্তিমল্লিকা গুণসৌরভঃ সানুবাদ
(মাধ্ব) ২৲
১৩। বেদান্ততত্ত্বসার সানুবাদ
(রামানুজীয়) ॥০
১৪। জৈবধর্ম্ম ২৲
১৫। শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৬। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১৭। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ ॥৶০
ঐ (বাঁধা) ৸০
১৮। শ্রীগৌড়ীয় দর্শন ৶০
১৯। সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ) ।৶০
২০। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ॥০
ঐ (আবাঁধা) ।৶০
২১। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
২২। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৶০
২৩। গীতমালা ৴১০
২৪। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶০
২৫। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶০
২৬। নবদ্বীপ পঞ্জিকা (৪৪৭ গৌরাব্দ) ৶০
২৭। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
২৮। শ্রীগোদ্রুমগুলপরিক্রমা-দর্পণ ।০
২৯। শরণাগতি
৩০। গীতাবলী ৴০
৩১। চিত্রে নবদ্বীপ
৩২। সাধনকণ
৩৩। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৴০
৩৪। নবদ্বীপশতক ৴০
৩৫। অর্থপঞ্চক ৴০
৩৬। সদাচারস্মৃতিঃ ৴০
৩৭। কল্যাণকল্পতরু (৫ম সংস্করণ) ৴১০
৩৮। অর্চ্চনকণ .১০
৩৯। সাধককণ্ঠমালা (বাঁধা) ।০
ঐ (আবাঁধা) ।৴০
৪০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি
(প্রথম চারিখণ্ড) ৩
৪১। ব্রহ্মসংহিতা ।০
৪২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৪৩। মণিমঞ্জরী সানুবাদ ।০
৪৪। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৪৫। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ।০
৪৬। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৪৭। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
৪৮। গৌড়ীয়মঠ কি করেন ? ৴০
৪৯। ঈশোপনিষৎ (বলদেব ও মাধ্ব-ভাষ্য এবং বিবৃতি ও অনুবাদসহ) ।০
৫০। শ্রীভুবনেশ্বর ৶০
৫১। সিদ্ধান্তদর্পণ ৶০
৫২। সাংখ্যবাণী ৴০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৫৩। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী-দিগ্বিজয়ঃ ।০
৫৪। সটীক-শিক্ষাদশমূলম্ ।০
৫৫। তত্ত্ব-সূত্রম্ ।০
৫৬। সানুবাদ-শিক্ষাষ্টকম্ ~-
৫৭। গৌড়ীয়মঠস্য পারচয়ঃ ৴০
৫৮। সারাংশবর্ণনম্ ৶০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৫৯। রায় রামানন্দ ।০
৬০। নামভজন ।০
৬১। রিলেটীভ্ ওয়ার্ল্ড স্ ।৶০
৬২। লাইফ্ য়্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব
শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।০
৬৩। বৈষ্ণবীজম্ ।০
৬৪। হোয়াট্ গৌড়ীয়মঠ ইজ্ ডুইং ৴০
৬৫। দি ভাগবত ।০
৬৬। থিয়েটিক্ প্রিন্সিপ্ল্ য়্যাণ্ড
আনেলয়েড্ ডিভোসন
৬৭। ব্রহ্ম-সংহিতা
৬৮। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (ভলুম ওয়ান) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৬৯। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ।০
৭০। সাধন পথ ।০
৭১। কল্যাণ-কল্পতরু ৴১০
৭২। গীতাবলী ৴০
৭৩। শরণাগতি ৴০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৭৪। শরণাগতি

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

নদীয়া-প্রকাশপ্রাপ্তির স্থান

১। শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম-মায়াপুর, নদীয়া
২। শ্রীযোগপীঠ ঐ
৩। শ্রীবাস অঙ্গন ঐ
৪। অদ্বৈত-ভবন ঐ
৫। কাজীর সমাধি পাট ঐ
৬। আনন্দ-সুখদ-কুঞ্জ শ্রীগোদ্রুম,
পোঃ স্বরূপগঞ্জ নদীয়া।
৭। শ্রীভাগবত আসন কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
৮। শ্রী একায়ন মঠ গোবিন্দপুর, হাঁসখালী।
৯। দ্বাদশগোপাল পাট—পোঃ চাকদহ,
১০। শ্রীগৌর গদাধরমঠ—চাঁপাহাটী,
পোঃ সমুদ্রগড়, বর্দ্ধমান
১১। শ্রীমোদদ্রুমছত্র মাউগাছি, বর্দ্ধমান
১২। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম, আমলাযোড়া,
পোঃ রাজবাধ বর্দ্ধমান
১৩। শ্রীগৌড়ীয়মঠ বাগবাজার, কলিকাতা
১৪। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম ব্রাহ্মণপাড়া,
পোঃ মাজু, হাওড়া,
১৫। শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয়মঠ,
৯০নং নবাবপুর রোড্, ঢাকা
১৬। শ্রীগোপালজী মঠ কমলাপুর ঢাকা।
১৭। শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ পোঃ বালিয়াটী,
১৮। শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয়মঠ ময়মনসিংহ।
১৯। শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ চিরুলিয়া,
পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর
২০। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম গোয়ালপাড়া, আসাম
২১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ রায়পেট্টা, মান্দ্রাজ।
২২। শ্রীরামানন্দগৌড়ীয় মঠ কব্বুর,
জিঃ পশ্চিম গোদাবরী
২৩। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ উড়িয়াবাজার,
পোঃ বক্সীবাজার, কটক।
২৪। শ্রীত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয় মঠ ভুবনেশ্বর।
২৫। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ স্বর্গদ্বার, পুরী।
২৬ শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ আলালনাথ
পোঃ ব্রহ্মগিরি, পুরী।
২৭। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ ডুমুরকুণ্ডা,
পোঃ চিরকুণ্ডা, মানভূম।
২৮। শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ—কাশী।
২৯। শ্রীরূপগৌড়ীয় মঠ—এলাহাবাদ।
৩০। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ পুরাণবাজার,
সরকার ঠাকুরের কুঞ্জ, বৃন্দাবন
৩১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, নিউদিল্লী
৩২। শ্রীপরমহংসমঠ—নৈমিষারণ্য,
৩৩। শ্রীসারস্বত গৌড়ীয় মঠ—হরিদ্বার।
৩৪। শ্রীব্যাসগৌড়ীয়মঠ—কুরুক্ষেত্র, পঞ্জাব
৩৫। শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাবুলনাথ রোড,
পোঃ গ্রাণ্ট রোড, বোম্বে।
৩৬। লণ্ডন গৌড়ীয়মঠ, ৩৯নং ড্রেটন্
গার্ডেন্স, কেন্‌সিংটন্ লণ্ডন,
(এস, ডব্লিউ—১০)।
৩৭। অমরি গৌড়ীয়মঠ—মেদিনীপুর
৩৮। সরভোগ গৌড়ীয় মঠ—সরভোগ,
কামরূপ, আসাম,

শুদ্ধভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী মাসিক। শ্রীধাম-মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১॥০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দি ভাষায় একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি হৃদয় বন মহারাজ সম্পাদিত ও নৈমিষারণ্য শ্রীপরমহংস মঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ১॥০ দেড় টাকা মাত্র।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥০ দেড় টাকা মাত্র।

৫। কীর্ত্তন—মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ নিত্যানন্দ সেবাতীর্থ বি-এল, বি-টি, সম্পাদিত। আসাম গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম হইতে প্রকাশিত আসামী ভাষায় মাসিক। ভিক্ষা সডাক ১॥০ দেড় টাকা মাত্র

শ্রীচৈতন্যভাগবত

আদিকবি শ্রীল বৃন্দাবন দাস প্রণীত সমগ্র গ্রন্থ

গ্রন্থের মূল বোল্ড অক্ষরে এবং তন্নিম্নে বিশ্ববিশ্রুত গৌড়ীয়মঠের প্রতিষ্ঠাতা ও আচার্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের রচিত বিস্তৃত ভাষ্য উত্তম কাগজে সৌষ্ঠবের সহিত মুদ্রিত হইয়াছেন। ডবল ক্রাউন আটপেজি আকারে ১০৯৬ পৃষ্ঠায় কেবল মূল ও ভাষ্য সম্পূর্ণ হইয়াছে এতদ্ব্যতীত শ্লোকসূচী, পদ্যসূচী, স্থানসূচী, পাত্রসূচী, বিষয়সূচী শব্দসূচী প্রভৃতি বিস্তৃত সূচীপত্রেও একটী গ্রন্থ হইবে। সভাষ্য শ্রীচৈতন্যভাগবতের এরূপ উৎকৃষ্ট ও অমূল্য বিরাট্ সংস্করণ জগতের কোথায়ও আজ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই, ইহা নিরপেক্ষ পাঠক-মাত্রকেই একবাক্যে স্বীকার করিতে হইবে। শ্রীগৌড়ীয়মঠের উৎসব-কালে গ্রন্থের ভিক্ষা ১২৲ বারটাকা স্থলে—৫৲ পাঁচটাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীচৈতন্যমঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

তারের ঠিকানা— "শ্রীচৈতন্য"—
ডাকের ঠিকানা—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

দৈ নি ক

Roo C 1544

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩॥০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র।

THE NADIA-PRAKASH

সাহায্যের হার
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষান্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸০
মাসিক ১৲
নগদ
প্রতি সংখ্যা .৫

ভারতের সর্বত্র বহুল-প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৮ম খণ্ড সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বেদান্তবাচস্পতি [১৯৬শ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর— ৮ই কার্ত্তিক বুধবার ১৩৪০, ২৫শে অক্টোবর ১৯৩৩

চিত্রগুপ্তের খতিয়ান

গত ২৩শে সেপ্টেম্বর যে সপ্তাহ শেষ হয়াছে সেই সপ্তাহে কলিকাতা সহর ও পকণ্ঠে মোট ৫২৩ জন লোকের মৃত্যু হইয়াছে। তৎপূর্ব্ব দুই সপ্তাহে যথাক্রমে ৩ ৫৩৬ জন লোকের মৃত্যু হইয়াছে। বৎসর অনুরূপ সপ্তাহে মৃত্যু-সংখ্যা ৪৬ বেশী ছিল।

আলোচ্য সপ্তাহে খাস সহরে ৪১২ জন লোকের মৃত্যু হইয়াছে। এতন্মধ্যে কলেরায় ২ ইনফ্লুয়েঞ্জায় ১২, জ্বরে ৩৪, পেটের পীড়ায় ৫১, শ্বাসযন্ত্রের পীড়ায় ৮৬ এবং যক্ষ্মারোগে ৩৩ জনের মৃত্যু হইয়াছে। আলোচ্য সপ্তাহে এক বৎসরের কম-৯৭টি শিশুর মৃত্যু হইয়াছে।

আলোচ্য সপ্তাহে সহরের উপকণ্ঠে ২৬নং ওয়ার্ড এবং ২৮—৩২নং ওয়ার্ড) ১১১ জনের মৃত্যু হইয়াছে। পূর্ব্ববর্ত্তী দুই সপ্তাহে যথাক্রমে ৮৪ জন করিয়া লোকের মৃত্যু হইয়াছিল। আলোচ্য সপ্তাহে কলেরায় বসন্ত ১, ইনফ্লুয়েঞ্জায় ২, জ্বরে ১০, পেটের পীড়ায় ১৫, শ্বাসযন্ত্রের পীড়ায় ২০ এবং যক্ষ্মারোগে ১৪ জনের মৃত্যু হইয়াছে। বৎসরের কম বয়স্ক ২৯টি শিশুর মৃত্যু হইয়াছে।

সাংহাইতে শিখ পুলিশের উপর গুলী

সাংহাই ফরেন সেটেলমেণ্ট পুলিশের কাউগাসিংকে গত ১৭ই সেপ্টেম্বর শান্ত সিংহ নামক এক ব্যক্তি গুলী করিয়াছে। তিন বৎসর পূর্ব্বে গুরুদ্বারে একটা ঘটনা সেই সম্পর্কে শান্ত সিংহ জড়িত শান্ত সিংহকে পুলিশ হাঁসপাতাল পলাইয়া যাইতে সহায়তা করিবার অভিযোগে চমনসিং নামক এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছিল, এই সম্পর্কেই ১৯৩০ সালে শান্ত সিংহের বিরুদ্ধে ওয়ারেণ্ট বাহির হইয়াছিল কিন্তু এই ঘটনার পূর্ব্বে তাহার কোন সন্ধান পাওয়া যায় নাই। সাংহাইয়ের একখানা ব্রিটীশ সংবাদপত্র বলিতেছেন যে শান্ত সিংহ ভারতীয় উগ্র-পন্থীদের সহিত জড়িত ছিল।

শ্রমিক কর্ম্মীর অকাল মৃত্যু

শ্রীরামপুরের পাঁচুগোপাল ঘোষ একজন উৎসাহী শ্রমিক কর্ম্মী ছিলেন। তিনি গত শনিবার টাইফয়েড জ্বরে মারা গিয়াছেন মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স মাত্র ২৮ বৎসর হইয়াছিল।

শ্রীরামপুরের শ্রমিক কর্ম্মীগণ মৃতের প্রতি সম্মান প্রদর্শনার্থে ও তাঁহার শোক-সন্তপ্ত পরিবারের সান্ত্বনার্থে স্থানীয় মিত্রালী সঙ্ঘ ভবনে এক শোক সভার আয়োজন করেন। ভূতপূর্ব্ব শ্রমিক কর্ম্মী জিতেন্দ্র নাথ চৌধুরী মহাশয়ের সভাপতিত্বে পাঁচুগোপালের সহকর্ম্মিগণ তাঁহার প্রশংসনীয় জীবনের কথা সভায় সকলকে বুঝাইয়া দেন। সভায় শ্রমিক কর্ম্মী কালীপদ ঘোষ, মনোরঞ্জন হাজরা, সুবোধ ভট্টাচার্য্য প্রভৃতি বক্তৃতা দেন। মৃতের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিয়া ও তাঁহার শোক-সন্তপ্ত পরিবারের গভীর দুঃখে সমবেদনা প্রকাশ করিয়া অধিক রাত্রি সভা ভঙ্গ হয়।

শিশুবার্গের শিশু অপহরণের জের

অপহরণকারীদের বিরুদ্ধে বিচার বিভাগ হইতে নূতন রকম ব্যবস্থা কর হইতেছে। গত বৎসর শিশুবার্গের অপহৃত শিশু উদ্ধারের চেষ্টায় যেরূপ ব্যবস্থা অবলম্বিত হইয়াছিল তদপেক্ষা উৎকৃষ্টতর পদ্ধতিতে কার্য্য চালাইবার ব্যবস্থা করা সম্পর্কে প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট বিচার বিভাগের মিঃ এডগার হুভারের নেতৃত্বে কার্য্য পরিচালনার পদ্ধতি অনুমোদন করিয়াছেন।

ঔষধ ভ্রমে বিষ পান

মিঃ শচীন্দ্র সেনের "উইনেস এমিউজমেণ্ট পার্ক" ঢাকাতে বহুদিন যাবৎ কার্নিভালের খেলা দেখাইতেছে। মিস ভায়লেট এই দলে মোটর সাইকেলে লোমহর্ষণ খেলা দেখাইয়া বিশেষ যশস্বিনী হইয়াছেন। কয়েকদিন পূর্ব্বে সন্ধ্যাকালে ঔষধ ভ্রমে বিষাক্ত পদার্থ গ্রহণ করিয়া তিনি অসুস্থ হইয়া পড়েন। তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে হাঁসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। সেখানে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে।

কলিকাতায় টাইফয়েড জ্বর

বেনিয়াপুকুরে পরিশ্রুত জলে ক্লোরিণ দেওয়া হইবে। জলে গন্ধ হইলে আশঙ্কার কোন কারণ নাই।

টাইফয়েড জ্বরের কারণ ও প্রসারের প্রতিকারকল্পে কর্পোরেশনের 'হেলথ কমিটীর উদ্যোগে গত শুক্রবার কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল অফিসে চিকিৎসকবৃন্দের এক সম্মেলন হইয়াছিল। এই সম্মেলনের নির্দ্দেশক্রমেই উপরি উক্ত ব্যবস্থা অবলম্বিত হইয়াছে।

জেল হইতে কয়েদীর পলায়ন

ওকাযায় জনৈক তরুণ বয়স্ক কয়েদী তিন মাসের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়া মণ্টগোমারী জেলে অবস্থান করিতেছিল। খালাস পাইবার অল্প কয়েকদিন পূর্ব্বে সে জেল হইতে পলায়ন করিয়াছে। কারাদণ্ড কাল উত্তীর্ণ হইবার পর নাকি ইহাকে ৫ বৎসরকাল সংশোধনাগারে থাকিতে হইবে বলিয়া নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছিল। ঐ স্থানে আটক থাকিবার ভীতিই পলায়নের কারণ বলিয়া মনে হইতেছে।

বিজ্ঞাপন

এতদ্বারা সর্ব্বসাধারণকে জানান যাইতেছে যে জেলা নদীয়ার অন্তর্গত নাটুদহ নিবাসি শ্রীযুক্ত বাবু নফর চন্দ্র পাল-চৌধুরী মহাশয়ের স্বত্ব দখলি নিম্নলিখিত সম্পত্তি ও অন্যান্য সম্পত্তি জেলা নদীয়ার সবজজ আদালতের সন ১৯৩৩ সালের ৫৫নং দেওয়ানি মোকদ্দমায় ২১।৩।৩৩ তারিখের সালিষি রোয়দাদ মূলে ৮।৭।৩৩ তারিখের ডিক্রি অনুসারে তাঁহার তিন পুত্র নিবৃত্ত স্বত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন। উক্ত কথিত সম্পত্তি সংক্রান্ত যে কোন প্রকার অ.দান প্রদান যে কোন ব্যক্তি উক্ত শ্রীযুক্ত বাবু নফর চন্দ্র পালচৌধুরী মহাশয়ের সহিত করিলে তাহা তিনি নিজ দায়িত্বে করিবেন। তাহাতে তাঁহার তিন পুত্র বাধ্য হইবেন না। ইতি—

১। জেলা ২৪পরগনার অন্তর্গত ৩৯৯ নং বি, ১ তৌজি মহাল কামারগাতি ৬৮নং লাট

২। হুগলি জেলার অন্তর্গত হুগলি বাবুগঞ্জস্থিত দ্বিতল পাকাবাড়ী।

৩। গিরিডি বারগণ্ডাস্থিত পাকাবাড়ী সমেত কম্পাউণ্ড।

৪। নদীয়া জেলাস্থিত অন্যান্য স্থাবর সম্পত্তি।

শ্রীরাম গোপালদত্ত
জেনারাল ম্যানেজার
নাটুদহ জেনারাল এষ্টেট
কৃষ্ণনগর

ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

৮ই কার্ত্তিক বুধবার, ১৩৪০

যুক্তপ্রদেশের উদার-নীতিক সঙ্ঘ

২১শে অক্টোবর অপরাহ্নকালে এলাহাবাদের মেয়ো হলে যুক্ত-প্রদেশের উদার-নীতিক সঙ্ঘের অষ্টম বার্ষিক অধিবেশন হয়। এই অধিবেশনের অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি শ্রীযুক্ত কৃষ্ণরাম হোয়াইট পেপারের আলোচনা করিয়া বলিয়াছেন,—

"হোয়াইট পেপার বর্ত্তমানে যে আকারে আছে, তাহাতে উহার দ্বারা ভারতের জাতীয়তাবাদীদিগকে শক্তি পরীক্ষায় আহ্বান করা হইয়াছে। যে শাসনতন্ত্রে দেশের লোকেরা শাসনকার্য্যের ব্যয়ভার হ্রাস করিবার শক্তিলাভ করিবে না এবং বাহিরের কর্ত্তৃত্বের বাধা বিনির্মুক্তভাবে দেশের নৈতিক এবং আর্থিক উন্নতিসাধনে সক্ষম হইবে না, তেমন শাসনতন্ত্রে কোন স্বদেশপ্রেমিক ভারতবাসীই সন্তুষ্ট হইতে পারে না। প্রস্তাবিত শাসন-সংস্কারে দেশের লোকদিগকে সে অধিকার প্রদান করা হয় নাই; সুতরাং হোয়াইট পেপারের প্রস্তাবাবলীতে সর্ব্বজনীন অসন্তোষ এবং বিরুদ্ধতার সৃষ্টি হইতেছে।"

অধিবেশনের সভাপতি ব্যারিষ্টার মিঃ এ, পি, সেন হোয়াইট পেপারের প্রস্তাবিত শাসনতন্ত্রের সমালোচনা করিয়া বলিয়াছেন, "হোয়াইট পেপারে নির্দ্দেশিত শাসনতন্ত্রে ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত-শাসন অথবা প্রকৃত দায়িত্বমূলক শাসনাধিকার কিছুই নাই। প্রকৃত রাষ্ট্রীয় অধিকার প্রদানের কোন প্রস্তাব অপেক্ষা উহাকে বরং রক্ষাকবচের ফিরিস্তি বলিলেই চলে।"

সভাপতি মিঃ এ, পি, সেন তাঁহার অভিভাষণে বলিয়াছেন—'হোয়াইট পেপারে' প্রকৃত দায়িত্ব প্রদান করা হয় নাই; ইহা দুঃখকর সন্দেহ নাই; কিন্তু আমার কাছে তদপেক্ষা অধিক দুঃখকর হইল উহার স্বতন্ত্র সাম্প্রদায়িক নির্ব্বাচন প্রথা। ব্রিটিশের প্রভুত্ব বজায় রাখিতে হইবে তদুদ্দেশ্যে স্বতন্ত্র নির্ব্বাচনের অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর উপায় আর আবিষ্কৃত হইতে পারে না। জাতির আত্মপ্রতিষ্ঠার কোন ব্যবস্থা উহাতে নাই। আমরা নিজেদের ভাগ্য নিজেরা গঠন করিতে পারিব না, আমাদিগকে অপর জাতীর অনুগ্রহের প্রত্যাশী হইয়া থাকিতে হইবে। এরূপ অবস্থায় কোন আত্মমর্য্যাদা-বিশিষ্ট ভারতবাসীই নিজেকে অবমানিত বোধ না করিয়া পারে না।

উদার নীতিক দলের কথাগুলি উপেক্ষা করা গবর্ণমেণ্টের কখনই উচিত নহে। আমরা কার্য্যপদ্ধতি-দর্শনের প্রতীক্ষায় রহিলাম।

বিচিত্র বার্ত্তা

সেদিন সিমলায় ইষ্ট-ইণ্ডিয়ান্ রেলের যে বৈঠক বসিয়াছিল, তাহাতে এজেণ্ট মিঃ হালে বলিয়াছেন,—অতিরিক্ত মোটর যাতায়াতের ফলে, রেলের প্রায় দুই কোটি টাকা ক্ষতি হইয়াছে। তবে পণ্যবহন প্রতিযোগিতায় মোটর রেলের বিশেষ কোনও ক্ষতি করিতে পারে নাই কিন্তু ভবিষ্যতে ইহারও ক্ষতি হইবার খুবই সম্ভাবনা রহিয়াছে; তাহাতে হয় ত' অনেক শাখা রেলওয়ে উঠিয়া যাইবে। দেশের করদাতাদের প্রায় ৮ কোটি টাকা সরকারী রেলে খাটিতেছে, সুতরাং রেলওয়েগুলি উঠিয়া গেলে দেশবাসীদেরই ক্ষতি বেশী। এজেণ্ট বাহাদুর পাকা লোক তাই দেশবাসিগণের ক্ষতি দেখাইয়া সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছেন। কিন্তু যে কয়টী টাকা খাটিতেছে, তাহা সঙ্গতি সম্পন্ন লোকগণের, দরিদ্রের বা মধ্যবিত্তের নহে। এই শেষোক্ত দুই শ্রেণীর লোকই বেশীর ভাগ রেলওয়ে যাতায়াত করে। তাঁহাদের ক্রমশঃই যে প্রকার অর্থ কৃচ্ছ্রতা লক্ষিত হইতেছে, তাহাতে তাঁহারা এজেণ্ট বাহাদুরের কথায় সমরতা প্রকাশ করিতে পারিলেন কি না সন্দেহ। রেলওয়ে উঠিয়া গেলে মোটর ও ঘোড়ার গাড়ীর কদর বাড়িবে, একথাও সত্য; তথাপি দারিদ্র্যে পতিত হইলে ভবিষ্যদৃষ্টি কয়জনের থাকে?

কলিকাতা করপোরেশনের হেলথ কমিটির চেয়ারম্যান ডাঃ কে, এস, রায় সহরে টাইফয়েড রোগের বৃদ্ধি ও তৎপ্রতিকারের উপায় সম্বন্ধে পরামর্শ করিবার জন্য সহরের বিশিষ্ট চিকিৎসকগণকে একটি বৈঠকে আহ্বান করিয়াছিলেন। সহরে যে টাইফয়েড রোগের প্রকোপ বৃদ্ধি পাইয়াছে, হেলথ অফিসার তাঁহার বিবৃতিতে তাহা স্বীকার করেন। সমবেত চিকিৎসকগণ হেলথ অফিসার ও ওয়াটার ওয়ার্কস বিভাগের একজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ারের বক্তব্য শুনিয়াছেন, এবং কোন কোন টাইফয়েড-উপদ্রুত অঞ্চল তাঁহারা পরিদর্শন করিবেন স্থির করিয়াছেন। বিশেষজ্ঞদের আলোচনার ফলে, কলিকাতা সহরে এই ভীষণ ব্যাধির প্রকোপ হ্রাস হইলেই মঙ্গলের কথা অন্যথা লোকের পক্ষে এমন সুদৃশ্য কলিকাতায় বাস করা ও বিপজ্জনক হইয়া উঠিবে।

বাঙ্গালার আর্থিক অবস্থা

(১১)

শাসন সংস্কার ও বাঙ্গালা

শাসন-সংস্কার প্রস্তাবে মেষ্টনী বন্দোবস্তে বাঙ্গালার প্রতি যে অবিচার হইয়াছে তাহা স্বীকৃত ও তাহার প্রতীকার চেষ্টা হইয়াছে। কিন্তু অর্থাভাবে গত দশ বৎসর বাঙ্গালার প্রাথমিক, কারীগরী ও বৈজ্ঞানিক শিক্ষার বিস্তার, চিকিৎসা-ব্যবস্থা বিস্তার, স্বাস্থ্যোন্নতি সাধন প্রভৃতি "জাতিগঠনমূলক" বিভাগসমূহের কাজ অগ্রসর করা সম্ভব হয় নাই। সেই জন্য বাঙ্গালায় কেবল আয়ে ব্যয় সঙ্কুলান হইলেই চলিবে না—যাহাতে এই সব কাজ আশানুরূপভাবে হইতে পারে সে জন্য আবশ্যক অর্থ বাঙ্গালাকে দিতে হইবে। নূতন প্রস্তাবে বাঙ্গালাকে অতিরিক্ত রাজস্ব হিসাবে দিবার কথা হইয়াছে:—

(১) বাঙ্গালায় উৎপন্ন পাটের উপর রপ্তানী শুল্কের "অন্ততঃ" অর্দ্ধাংশ। (এই শুল্কের আয় কেন্দ্রী সরকারের ধরা হইয়াছে।)

(২) কোম্পানীর মূলধনের ও আয়ের উপর স্থাপিত আয়কর ও সুপারট্যাক্সের টাকা বাদ দিয়া আয়করে যে টাকা আদায় হইবে তাহার শতকরা অন্যূন ৫০৲ টাকা ও অনধিক ৭৫৲ টাকা। কিন্তু প্রথম দশ বৎসর কেন্দ্রী সরকার এই টাকা হইতেও একটা থোক টাকা নিজ ব্যবহার জন্য রাখিতে পারিবেন।

পাটের শুল্ক। গোলটেবিল বৈঠকে পাটের শুল্ক সম্বন্ধে যে ব্যবস্থা করিবার কথা হইয়াছিল, তাহা ত্যক্ত হইয়াছে। এখন প্রস্তাব হইয়াছে, পাটের শুল্ক কেন্দ্রী সরকারের প্রাপ্য; কেবল বাঙ্গালা সরকার বাঙ্গালায় উৎপন্ন পাটের উপর সংগৃহীত শুল্কের টাকার "অন্ততঃ" অর্দ্ধেক পাইবেন। এই "অন্ততঃ" যে বহুদিন "অনধিক" হইবে, তাহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। পাট প্রধানতঃ বাঙ্গালায় এবং বিহারের ও আসামের অতি অল্পভাগে উৎপন্ন হয়। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে পীল কমিটী স্থির করেন, যে সব রাজস্ব প্রদেশসমূহের ও সামন্ত রাজ্যগুলির প্রজাদিগের নিকট হইতে আদায় হইবে এবং রাজ্যগুলির কার্য্য ব্যতীত বা সেগুলির সহিত সহজ বন্দোবস্তে আদায় হইতে পারে এমন রাজস্বও কেন্দ্রী সরকার পাইবেন। যে পণ্য কেবল মাত্র তিনটি প্রদেশে উৎপন্ন হয়, তাহার উপর স্থাপিত শুল্ক কেন্দ্রী সরকারের প্রাপ্য স্থির করা এই মতের বিরোধী। বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার গত অধিবেশনে বাজেট উপস্থাপিত করিবার সময় বাঙ্গালার অর্থ সচিব বলিয়াছিলেন,—"সকল রাষ্ট্রসঙ্ঘেরই আমদানী শুল্ক কেন্দ্রী সরকারের প্রাপ্য বলিয়া ধরা হয়. তাহার প্রধান কারণ, শুল্কের আয় রাষ্ট্রগুলির মধ্যে কোথায় হয়, তাহা নিশ্চয় জানা যায় না। পাটের রপ্তানী শুল্ক সম্বন্ধে সে কথা বলা যায় না। পাট ও পাটের পণ্য (থলিয়া, চট প্রভৃতি) বাঙ্গালার এবং বিহারের ও আসামের অল্প স্থানের একচেটিয়া বলা যাইতে পারে। সুতরাং পাটের রপ্তানী শুল্ক কোন্ স্থান হইতে উৎপন্ন দ্রব্যের উপর ধার্য্য হয়, তাহা স্থির করিতে কোন কষ্ট হয় না। আবার এ কথাও দৃঢ়তাসহকারে বলা যাইতে পারে যে, মার্কিণের মত কোন রাষ্ট্রসঙ্ঘেই রপ্তানী শুল্ক কেন্দ্রী সরকারের প্রাপ্য বলিয়া বিবেচনা করা অসঙ্গত; কারণ, তাহাতে রাষ্ট্রসঙ্ঘের এক অংশের প্রতি অবিচার করিয়া অপরাপর অংশের সুবিধা করা হইতে পারে। যে দ্রব্য নির্দ্দিষ্ট স্থানে উৎপন্ন হয় এবং অনায়াসে বিক্রয় হয়, তাহার উপর যদি রপ্তানী শুল্ক স্থাপিত হয়, তবে সে শুল্ক উৎপত্তি স্থানেরই প্রাপ্য। সে শুল্ক কখনই আমদানী শুল্কের মত কেন্দ্রী সরকারের বলিয়া বিবেচনা করা যায় না।" তিনি আরও বলেন,—"কেন্দ্রী সরকার পাটের রপ্তানী শুল্কের কোন অংশ লইবেন, আমরা এই প্রস্তাবেরও প্রতিবাদ করি; কারণ, ইহাতে বাঙ্গালা ও পাটোৎপন্নকারী অন্য প্রদেশদ্বয়ের অধিবাসীদিগকে যে ত্যাগস্বীকারে বাধ্য করা হয়, অন্যান্য প্রদেশকে তাহা করা হয় না—ইহা ব্যবহার বৈষম্যের পরিচায়ক। এই প্রসঙ্গে আমরা দেখাইয়াছি যে যদি কেন্দ্রী সরকারের জন্য নূতন কর ধার্য্য করিবার হিসাবে পাটের রপ্তানী শুল্ক প্রস্তাবিত হইত, তবে পাটোৎপন্নকারী প্রদেশগুলির অধিবাসীদিগের প্রতি অন্যায় করা হইবে বলিয়া সে প্রস্তাব তৎক্ষণাৎ ত্যক্ত হইত। আমাদিগের মতে রাষ্ট্রসঙ্ঘে কেন্দ্রী সরকারের জন্য পাটের উপর রপ্তানী শুল্ক প্রতিষ্ঠিত করা যদি অন্যায় হয়, তবে যে শুল্ক জার্ম্মান যুদ্ধজনিত অস্বাভাবিক অবস্থায় এবং যখন প্রাদেশিক ও ভারত সরকার—সকল সরকারের রাজস্বও কেন্দ্রী সরকারের অধীন বলিয়া বিবেচিত হইত সেই সময় কেন্দ্রী সরকার আত্মসাৎ করিয়াছিলেন সে রাজস্ব কেন্দ্রী সরকারের বলিয়া বিবেচনা করাও অন্যায়।"

আয়কর। ১৯২৯-৩০ খৃষ্টাব্দে ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে যে পরিমাণ আয়কর আদায় হইয়াছিল, তাহার হিসাব নিম্নে প্রদত্ত হইল:—

প্রদেশ	(লক্ষ টাকা)
মাদ্রাজ	১'৪১
বোম্বাই	৩'৬৯
যুক্তপ্রদেশ	০'৯০
পঞ্জাব	০'৬৪
বাঙ্গালা	৬'১৮
সকল প্রদেশের মোট আদায়	১৭'০৬

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক
— পারমার্থিক পত্র —
শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশ
তনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনম্,
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং
প্রেমা পুমর্থো মহান্,
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং
তত্রাদরো নঃ পরঃ॥

৮ম বর্ষ } ২২শে দামোদর গৌরাব্দ ৪৪৭, ৮ই কার্ত্তিক বঙ্গাব্দ ১৩৪০, ২৫শে অক্টোবর ইং ১৯৩৩, বুধবার { ১৯১তম সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

কলিকাতা ২৩।১০।৩৩

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের আচার্য্য-ভাস্কর প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর এখনও শ্রীগৌড়ীয়মঠে অবস্থান করিতেছেন। তিনি শীঘ্রই পাটনা যাত্রা করিবেন। ২।৩ দিনের মধ্যে একবার কৃষ্ণনগরেও তাঁহার শুভবিজয়ের কথা আছে, কিন্তু তথায় যাওয়ার সময় হইয়া উঠিবে কিনা এখনও বলা যায় না। প্রত্যহ কলিকাতার বিভিন্ন স্থান হইতে শিক্ষিত জনগণ শ্রীগৌড়ীয় মঠে আগমন করিয়া শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমুখ হইতে হরিকথা শ্রবণ করিতেছেন। গত অন্নকূট-মহামহোৎসবের সময় বঙ্গের বিভিন্ন জেলা হইতে অনেক শুশ্রূষু ব্যক্তি তাঁহার পাদপদ্ম-সমীপে উপস্থিত হইয়াছিলেন।

———

শ্রীগৌড়ীয়মঠের উদ্যোগে পাটনায় যে সৎশিক্ষা-প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হইবার কথা, তাহার কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে এবং দ্রুত-গতিতে চলিতেছে। আচার্য্য শ্রীপাদ পরমানন্দ বিদ্যারত্ন মহোদয় প্রদর্শনীর প্রয়োজনীয় বিশেষ বিশেষ দ্রব্য ক্রয় করিবার জন্য কলিকাতায় আগমন করিয়াছিলেন। বিভিন্ন সেবাকার্য্যে তাঁহার উৎসাহ বিশেষ প্রশংসনীয়। পাটনাতে মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ অতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও উপদেশক শ্রীপাদ হয়গ্রীব ব্রহ্মচারী মহোদয় অক্লান্ত পরিশ্রমের সহিত প্রদর্শনীর কার্য্যাদি পর্য্য-বেক্ষণ করিতেছেন। শ্রীযুক্ত কৃষ্ণপ্রসন্ন দাসাধিকারী মহোদয় তাঁহাদের সহকারিরূপে বিবিধ উপায়ে সেবাকার্য্যাদি সম্পূর্ণ করিতেছেন।

———

মহামহোপদেশক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যা-বিনোদ বি-এ মহাশয় গত ২২শে অক্টোবর কলিকাতা গৌড়ীয়মঠ হইতে ঢাকা শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয়মঠে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন। তাঁহার সঙ্গে আচার্য্য শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ দাসাধিকারী ভক্তিশাস্ত্রী বিদ্যালঙ্কার মহোদয় সহকারিরূপে কার্য্য করিবার জন্য গমন করিয়াছেন। আমরা জানিয়া অতিশয় আনন্দিত হইয়াছি যে, এবার শ্রীশ্রীব্যাসপূজার সময় আমরা শ্রীপাদ বিদ্যাবিনোদ মহোদয়ের লেখনী হইতে প্রকাশিত শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের জীবনীর প্রথমাংশ গ্রন্থবিগ্রহরূপে দর্শন করিবার সৌভাগ্য পাইব। বিদ্যাবিনোদ মহোদয় শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের অতিমর্ত্ত্য-জীবনী সম্বন্ধে মহামহোপদেশক পণ্ডিত-প্রবর শ্রীপাদ অনন্ত-বাসুদেব বিদ্যাভূষণ বি-এ, মহোদয়ের নিকট হইতে অনেক তথ্য সংগ্রহ করিয়াছেন।

———

অধ্যাপক আচার্য্য শ্রীপাদ যদুবর ভক্তি-শাস্ত্রী এম-এ, বি-এল মহোদয় পূজাবকাশ শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের পাদপদ্মসমীপে অতি-বাহিত করিয়া গত শনিবার মৈমনসিংহে যাত্রা করিয়াছেন। উক্ত সহরের শিক্ষিত জনমণ্ডলী তাঁহার নিকট শ্রীশ্রীচৈতন্যদেবের উপদেশামৃত-শ্রবণের সৌভাগ্য লাভ করিতেছেন। ইহা বড়ই আনন্দের কথা।

———

গত ১৬ই আশ্বিন ২রা অক্টোবর সোম-বার শ্রীশ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রকাশ অরণ্য মহা-রাজ কতিপয় ব্রহ্মচারিসহ ঢাকা মাধ্ব-গৌড়ীয়মঠ হইতে ঢাকা জেলার অন্তর্গত প্রসিদ্ধ পানাম নামক গ্রামে উপস্থিত হন এবং তথায় কয়েক দিন পরমভাগবত শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ কাব্যতীর্থ মহোদয়ের বাটীতে অবস্থান পূর্ব্বক ঐ গ্রামের বিভিন্ন স্থানে শ্রীমদ্ভাগবত-পাঠ, বক্তৃতা এবং ছায়াচিত্রে শ্রীশ্রীচৈতন্যদেবের আচরিত ও প্রচারিত বিমল বৈষ্ণবধর্ম্মের কথা বহু শ্রদ্ধালু ও সজ্জন-মণ্ডলীর নিকট কীর্ত্তন করেন।

———

গত ৩রা অক্টোবর ১৭ই আশ্বিন মঙ্গল-বার উক্ত গ্রামস্থ শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র পোদ্দার মহোদয়ের ভবনে একটী আলোচনা-সভা হয়। উক্ত সভায় স্বামীজী মহারাজ শাস্ত্র-বিচারসহ ইতরব্যোমজাত ও পরব্যোমজাত শব্দের পার্থক্য কি, তাহা বিশেষভাবে বুঝাইয়া দেন। তৎপর দিবস স্বামীজী মহারাজ 'বৈষ্ণবধর্ম্মের বৈশিষ্ট্য' সম্বন্ধে একটী গবেষণাপূর্ণ বক্তৃতা প্রদান করেন। বক্তৃতা-কালে বলেন—পৃথিবীতে যতপ্রকার ধর্ম্মের কথা প্রচলিত আছে বৈষ্ণবধর্ম্ম সেই প্রকার কোন মানসিক ধর্ম্মের অন্তর্গত নহে। 'ধর্ম্ম' শব্দের অর্থ—ধারণা; ধারণার বিষয়টী একমাত্র কৃষ্ণ। যখন দেহ-মনোধর্ম্মের দ্বারা পরিচালিত হই, তখন ধারণার বস্তু-বিষয়ে আমরা অনভিজ্ঞ। মনোধর্ম্মের দ্বারা পরিচালিত হইয়া অনেকেই বলিয়া থাকেন, যত মত, তত পথ; কিন্তু বৈষ্ণবধর্ম্মে দীক্ষিত ব্যক্তিমাত্রেই ঐ প্রকারের কোন মনোধর্ম্মীর কথায় আস্থা স্থাপন করেন না। আমরা মহাভারতে যুধিষ্ঠির মহারাজের উক্তিতে দেখিতে পাই, পথ একটী মাত্র—"মহাজনো যেন গতঃ স পন্থা" এবং সেই মহাজনগণের পন্থানুসরণকারী যাঁহারা, তাঁহারা কখনও দেহধর্ম্মী ও মনোধর্ম্মীর কোন মতকে আদর করিতে পারেন না।

———

বৈষ্ণব-ধর্ম্মটী দেহ-মনোধর্ম্মের অন্তর্গত কোন ধর্ম্ম-বিশেষ নহে। পরন্তু যাবতীয় জীবাত্মার ধর্ম্মই বৈষ্ণব ধর্ম্ম। যে বস্তুটী নিত্য, তাঁহার ধর্ম্মও নিত্য কিন্তু পরিবর্ত্তনশীল কোন বস্তুর ধর্ম্ম নিত্য হইতে পারে না। বৈষ্ণব-ধর্ম্মটী সাম্প্রদায়িক কোন ধর্ম্ম মাত্র নহে। বিষ্ণুর সেবকমাত্রেই বৈষ্ণব। বৈষ্ণবধর্ম্মে দেহমনের কোন কথার প্রশ্রয় নাই বলিয়া ঐ ধর্ম্মটী নিত্য এবং অপরি-বর্ত্তনশীল। আত্মা নিত্য, সুতরাং তাহার ধর্ম্মও নিত্য। দেহ নিত্য নহে সুতরাং তাহার ধর্ম্মও নিত্য নহে। মনোধর্ম্মও তদ্রূপ, কারণ মন সর্ব্বদা মননধর্ম্মে রত— এখনই যেটীকে উত্তম বলিয়া গ্রহণ করিতেছে পরক্ষণেই আবার তাহাকে মন্দ বলিয়া পরিত্যাগ করিতেছে। কিন্তু আত্মধর্ম্মে দেহমনের কোন কথা নাই বলিয়া সে-ধর্ম্মটী পরিবর্ত্তিত হয় না। মন যাহাকে ভাল বলিয়া গ্রহণ করে এবং মন্দ বলিয়া পরিত্যাগ করে তদুভয়ই নিজ ইন্দ্রিয়তৃপ্তি-মূলে প্রতিষ্ঠিত।

———

বৈষ্ণব-ধর্ম্মটী সেবাধর্ম্মময়। ভগবানের সেবা ব্যতীত বৈষ্ণব-ধর্ম্মে নিজ-ইন্দ্রিয়তৃপ্তির কোন কথা নাই। আছে কেবল কৃষ্ণের ইন্দ্রিয়তৃপ্তি। সেজন্য "ধর্ম্ম" কথাটীর অর্থ একমাত্র বৈষ্ণব-ধর্ম্মেই প্রচলিত হইতে পারে।

পৃথিবীতে যত কথা ধর্ম্মনামে চলে।
ভাগবত কহে সব পরিপূর্ণ ছলে॥

———

গত ৪ঠা অক্টোবর স্বামীজী মহারাজ ছায়া-চিত্রযোগে মহাপ্রভুর লীলা ও মহাপ্রভুর আবির্ভাবের পূর্ব্বে তাৎকালিক দেশের অবস্থা কিরূপ ছিল এবং বর্ত্তমানেই বা কিরূপ হইয়াছে তাহা বহু শিক্ষিত ভদ্র মহোদয় ও ভদ্রমহিলাকে বক্তৃতা-মুখে বুঝাইয়া দেন। তচ্ছ্রবণে সকলেই বিশেষ প্রীতিলাভ করেন।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

২২ দামোদর, ভুক্ত অনিরুদ্ধ

শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ইন্দ্রের স্তব

শ্রীকৃষ্ণের গোবৰ্দ্ধনধারণ-লীলা-দর্শনে ইন্দ্র স্বীয় মূঢ়তা উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন, তাই শ্রীকৃষ্ণের চরণে তাঁহার যে অপরাধ হইয়াছে তন্নিবন্ধন মানসে ইন্দ্র সুরভি-সহ শ্রীকৃষ্ণের নিকট আগমন করিলেন এবং অতিশয় লজ্জিত হইয়া নির্জ্জনে কৃষ্ণসমীপে আগমন পূর্ব্বক সূর্য্যতুল্য প্রদীপ্ত স্বকীয় কিরীট দ্বারা তদীয় পাদপদ্ম স্পর্শ করিলেন। ইন্দ্র ইতঃপূর্ব্বে ব্রহ্মার নিকট শ্রীকৃষ্ণের প্রভাব শ্রবণ করিয়াছেন। তৎপর গোবৰ্দ্ধন-ধারণকালে তাহা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। সুতরাং 'আমি ত্রিলোকের 'অধিপতি' এই প্রকার যে গর্ব্ব ইন্দ্রের হৃদয়ে বিরাজ করিতেছিল, এখন তাহা বিনষ্ট হইয়াছে। তাই তিনি কৃতাঞ্জলিপুটে শ্রীকৃষ্ণের চরণে নিবেদন করিতে লাগিলেন,—"হে দেব! আপনার স্বরূপ অপরিবর্ত্তনশীল, প্রচুর জ্ঞানময় ও রজস্তমোগুণ-সম্পর্কশূন্য বিশুদ্ধ সত্ত্বময়। এই মায়াময় সংসার আপনার নাই। হে ঈশ, আপনার যখন অজ্ঞান ও তৎকৃত দেহসম্বন্ধ নাই তখন আপনাতে দেহসম্বন্ধভূত ও দেহোৎপত্তির মূল-কারণ-স্বরূপ অজ্ঞানের চিহ্ন—লোভাদি দোষেরই বা সম্ভাবনা কোথায়? তথাপি আপনি ধর্ম্মরক্ষা ও দুষ্টদমনের জন্য দণ্ড ধারণ করিয়া থাকেন। জগতের পিতা, উপদেষ্টা, নিয়ন্তা, কালরূপী আপনি শাসন-ভার গ্রহণ করিয়া মাদৃশ স্বতন্ত্র ঈশ্বরাভিমানিগণের গর্ব্ব বিনাশ ও আমাদের মঙ্গলের জন্য লীলাবতার-সমূহের প্রকট করেন। আমার ন্যায় যে-সকল মূঢ়জন নিজকে ঈশ্বর বলিয়া অভিমান করে, তাহারা ভয়কালেও আপনাকে নির্ভয় দেখিয়া নিজেদের অভিমান পরিত্যাগ পূর্ব্বক ভক্ত-ভাব অবলম্বন করে। সুতরাং আপনার গোবৰ্দ্ধন-ধারণাদি লীলা মাদৃশ খল-প্রকৃতি লোকদিগের শিক্ষা স্থল। হে প্রভো! আমি আপনার প্রভাব অবগত নহি। সেই জন্য ঈশ্বর-গর্ব্বে নিমগ্ন হইয়া অপরাধ করিয়াছি। আপনি এই অজ্ঞানের অপরাধ ক্ষমা করিতে সমর্থ। হে ঈশ! অনুগ্রহ পূর্ব্বক আমার অপরাধ ক্ষমা করিয়া আমার প্রতি এই আশীর্ব্বাদ করুন যে, আমার যেন পুনরায় আর এরূপ দুর্ম্মতি না হয়। হে অধোক্ষজ-তত্ত্ব! পৃথিবীর পাপভার হরণের নিমিত্ত আপনি মর্ত্ত্যধামে অবতীর্ণ হইয়াছেন। দৈত্যগণের বিনাশ আপনার দাসগণের মঙ্গলের নিমিত্তই। হে ভগবন্ শ্রীকৃষ্ণ! আপনার শ্রীচরণে আমার কোটী কোটী নমস্কার। আপনি সর্ব্বান্তর্যামী, সর্ব্বব্যাপক, জগন্নিবাস, বাসুদেব ও সাত্বতদিগের অধিপতি; আপনাকে পুনরায় নমস্কার। আপনি আপনার ভক্তগণের ইচ্ছায় স্বীয় শ্রীমূর্ত্তি প্রপঞ্চে প্রকটিত করিয়াছেন, তথাপি আপনার শ্রীমূর্ত্তি বিশুদ্ধ জ্ঞানময়। অচিন্ত্য-শক্তির দ্বারা আপনি জগতের নিমিত্ত ও উপাদান কারণ বলিয়া আপনি সর্ব্বরূপ, সকলের মূলকারণ এবং সংভূতের আত্ম-স্বরূপ; আপনাকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার। হে ভগবন্! আপনি আমার যজ্ঞ নিবারণ করিলে আমি অতিশয় ক্রোধান্বিত ও অহঙ্কৃত হইয়া গোষ্ঠ-বিনাশের জন্য তীব্র বৃষ্টি ও বায়ু দ্বারা উৎপাত সৃষ্টি করিয়াছিলাম। হে ঈশ! আমার প্রয়াস ব্যর্থ ও গর্ব্ব নষ্ট করিয়া আপনি আমাকে অনুগ্রহীত করিয়াছেন। সম্প্রতি সর্ব্বেশ্বর ও পরমাত্মরূপী আপনার বরাভয়প্রদ পাদপদ্মে আপনার এই অযোগ্য সেবক শরণ গ্রহণ করিতেছে।"

ইন্দ্রের স্তব শুনিয়া ভগবান্ কৃষ্ণচন্দ্র স্মিতমুখে জলদগম্ভীর-স্বরে তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন,—"হে মঘবন্, স্বর্গের আধিপত্য-লাভে তুমি অত্যন্ত মত্ত হওয়ায়, আমার বিষয়ে স্মৃতি-উৎপাদনের নিমিত্ত আমি তোমার প্রতি কৃপা-পরবশ হইয়াই তোমার যজ্ঞ নিবারণ করিয়াছিলাম। ঐশ্বর্য্য-মদান্ধ ব্যক্তি দণ্ডপাণি আমাকে দেখিতে পায় না। কিন্তু আমি যাহাকে অনুগ্রহ করিতে ইচ্ছা করি তাহাকে ঐশ্বর্য্য হইতে ভ্রষ্ট করিয়া থাকি। হে ইন্দ্র, এখন তুমি স্বস্থানে গমন কর তোমার মঙ্গল হোক্। আমার আদেশ পালনপূর্ব্বক গর্ব্বরহিত হইয়া তোমার নিজ অধিকারে অবস্থান কর।"

এইবার প্রশান্ত-চিত্তা সুরভি নিজ সন্তান ধেনুসমূহের সহিত শ্রীকৃষ্ণে স্তব করিতে লাগিলেন,—"হে অচিন্ত্য অনন্ত-শক্তিযুক্ত, হে বিশ্বান্তর্যামিন্, হে অচ্যুত, হে কৃষ্ণ, হে জগৎপতে, তোমার দ্বারা আমরা গো-জাতি রক্ষিত হইতেছি। হে বিশ্ব-সম্ভব, তুমি আমাদের পরম দেবতা, তুমি সাধুগণের এবং গো-বিপ্র ও দেবগণের মঙ্গলকারী। হে বিশ্বাত্মন্! তুমি পৃথিবীর ভার বিনাশের জন্য অবতীর্ণ হইয়াছ। ব্রহ্মা-কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া আমরা নিজেদের প্রভুরূপী তোমার অভিষেক-কার্য্য সম্পাদন করিব।"

সুরভি এইরূপ বলিয়া নিজ দুগ্ধ দ্বারা এবং দেবমাতৃগণের প্রেরণায় ইন্দ্র, দেবতা, ও ঋষিগণের সঙ্গে ঐরাবতের শুণ্ড দ্বারা উদ্ধৃত মন্দাকিনীর জলদ্বারা শ্রীকৃষ্ণের অভিষেক করত তাঁহার 'গোবিন্দ' নাম রাখিলেন। তৎকালে তথায় তুম্বুরু, নারদ প্রভৃতি দেবর্ষিগণ, গন্ধর্ব্ব, বিদ্যাধর, সিদ্ধ ও চারণগণ সকলে সমবেত হইয়া পাপনাশন শ্রীহরির যশোগান ও অপ্সরোগণ হৃষ্টচিত্তে নৃত্য করিতে লাগিলেন। শ্রেষ্ঠ দেবগণ শ্রীকৃষ্ণের উপরে পারিজাত পুষ্প বর্ষণ পূর্ব্বক তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন। তখন ত্রিলোক শান্তি লাভ করিল এবং ধেনুগণ দুগ্ধ ধারায় পৃথিবীকে সিক্ত করিলে নদীসমূহ ক্ষীর বাহিনী, বৃক্ষসকল মধুবর্ষী হইল এবং বিনা কর্ষণে পরিপক্ব ওষধি পরিপূর্ণ পর্ব্বতমালা গর্ভগত মণিগণকে বাহিরে প্রকাশিত করিয়া ধারণ করিল। হিংস্রস্বভাব ভূতগণ শত্রুভাব রহিত হইল।

চলতি ধর্ম্ম নিরাস

[আচার্য্য শ্রীপাদ রাধাচরণ গোস্বামী]

কৌলিক গুরু

কালের কুটীল-গতিতে পরমার্থ বিড়ম্বিত হওয়ায়, জগৎ অপস্বার্থ-প্রণোদিত হইয়া দেহমনের সুবিধাবাদে নানা প্রকার কুমতবাদের সৃষ্টি করিতেছে। শ্রীচৈতন্যদেবের লীলা অপ্রকটের পর গুর্ব্বভিমানী কতিপয় অপস্বার্থান্বেষী ব্যক্তি, "কুল-গুরু" অর্থাৎ গুরুর শৌক্রবংশ-পরম্পরায় তচ্ছিষ্যের শৌক্রবংশাধস্তনগণও শিষ্য থাকিবেন বলিয়া অনুস্বার-বিসর্গ যোগে কতকগুলি স্বকপোল-কল্পিত বাক্যে কথার অবতারণা করেন। সরলপ্রাণ শিষ্যাভিমানী ব্যক্তিসকল তথাকথিত প্রমাণ কোন মহাজনোক্ত কিনা তাহা বিচারের পটুতার অভাবে উহাই বেদবাণী বলিয়া গ্রহণ করিয়া আসিতেছে।

কুলগুরুর ভয়-প্রদর্শন

সরলপ্রাণ জনমণ্ডলীর সরলতার সুবিধা পাইয়া কূটবুদ্ধিসম্পন্ন কুচক্রিগণ সাত্বতশাস্ত্র-বাণী উল্লঙ্ঘন করত নিজ নিজ অপস্বার্থ বজায় রাখিবার জন্য নিরন্তর চীৎকার করিয়া বলিতেছেন—"সাবধান! কুলগুরু ত্যাগ করিও না। গুরুর পুত্র-পৌত্রগণ অনাচারী বিক্রিয়াশীল হইলেও তোমরা তাহা দর্শন করিলে, বিচার করিলে নির্ব্বংশ হইবে—নরকে যাইবে। গুরুত্যাগ মহাপাপ, এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত কোথাও নাই। 'যদ্যপি আমার গুরু শুঁড়ীবাড়ী যায়। তথাপিও জানিব নিত্যানন্দরায়', এই প্রকার মেয়েলি কথার উপর নির্ভর করিয়া বহু আস্ফালন করিতেছেন।

তাঁহাদিগের মৎলবী-বিচারে গুরুতর ভ্রম

কুলগুরুগণের কল্পিত কথায় গুরুত্যাগ মহাপাপ (?) কিন্তু তাঁহারাই অপরের বংশানুক্রমিক শিষ্য লইয়া কাড়াকাড়ি করেন। কে কাহার শিষ্যকে ছলে-বলে কলে-কৌশলে নিজায়ত্ত করিয়া পুনরায় মন্ত্র দেওয়ার অভিনয় করিয়া গুরু হইতে পারেন সেই চিন্তায় নিরন্তর চিন্তিত; তাহার প্রমাণ সর্ব্বত্রই আছে। নতুবা যাহাদের অল্প শিষ্য থাকে, সেই বংশে যদি নাম করা কোন পাঠক বা বক্তার আবির্ভাব হয় তবে তিনি সহস্র সহস্র-সংখ্যক শিষ্য-শিষ্যার গুরু হন কি প্রকারে? তবে কি কেবল গুরুত্যাগ-পাপটা বেচারা শিষ্যদের জন্যই? আরও গুর্ব্বভিমানী গুরুব্রুব-সম্প্রদায় শিষ্যদিগের কষ্টার্জ্জিত অর্থে রমণীর পায়ের মল গড়াইয়া পুত্রাদির শৌণ্ডিকালয়ের উপকরণ যোগাইয়াও নির্দ্দোষ? এই মগের মুলুক আর কতদিন থাকিবে?

শিষ্যকে বঞ্চনা

আর একটা বঞ্চনার কারণ একেবারে প্রত্যক্ষ, চোখে আঙ্গুল দিয়া দেখাইবার মত; কুলগুরুগণ শিষ্যদিগকে মন্ত্রদীক্ষা-প্রদানের অভিনয় করিয়া অনেকেই শিষ্যের মন রাখিতে যাইয়া, তাঁহাদিগের পূর্ব্ব পূর্ব্ব অনাচার, মৎস্য-মাংসাহার, পান, তামাক, গাঁজা, চা, চুরুট, বিড়ি, মদ, আফিং প্রভৃতি নেশা-পান, অবৈধ-স্ত্রী-সঙ্গাদি সবই বজায় রাখেন। পাছে শিষ্য চটিয়া যায় বা ছুটিয়া যায়, বৎসরান্তে টাকা সিকা চাঁদাটাও বন্ধ করে, সুতরাং চুপ করিয়া থাকাই ভাল এইরূপ ফন্দি আঁটেন। অবশ্য তথাকথিত গুরুব্রুব-সম্প্রদায় অতিশয় দুর্ব্বল, নিজেরা গুরুর অভিনয় করিলেও বাস্তব-পক্ষে তাঁহারাই শিষ্য হইয়া পড়েন, নতুবা শিষ্যকে শাসন করিয়া অনাচারে অসদাচারে বিরত করিতে ভয় কেন?

তারপর যদিও বা কেহ কেহ লেপাফা দুরস্ত রাখিবার খাতিরে, শিষ্যবর্গকে সদাচারাদি দানের অভিনয় করেন, বিষ্ণুপূজা হরিপূজা করিবার ছল দেখান, তাঁহারাও দেবতান্তর-পূজা বিষ্ণুপূজকের পক্ষে নিষিদ্ধ—একথা বলিতে সাহস করেন না, বরং শিষ্যপ্রদত্ত বিষ্ণু-নৈবেদ্য অস্পৃশ্যজ্ঞানে গর্হণ করিয়া জগতে মহাপ্রসাদ-মহিমার মাহাত্ম্য নাশ করিবার প্রয়াস পান। ইঁহারা জাত্যভিমানে শৌক্রবিচার প্রবল রাখিতে যাইয়া কর্ম্মজড়-স্মার্ত্তদিগের পঞ্চ দেবতার উপাসনাকেই বহুমানন করেন।

তথাকথিত গুরু-শিষ্যের হেয় আচরণের শাস্ত্রীয় প্রমাণ

উল্লিখিত গুরু-শিষ্য-চরিত্রে পারমার্থিকতার নিতান্ত অভাব। গুরুবংশে যোগ্য ব্যক্তি থাকিলে কোন আপত্তি নাই। অসদ্গুরু ও অযোগ্য কৌলিকগুরু পরিত্যাগ করিয়া সদ্গুরু বা আচার্য্যের শ্রীচরণাশ্রয় করাই একমাত্র ভগবদ্ভক্তিলাভ-প্রয়াসীর পক্ষে পরম বিধি।

সকল জন্মে পিতামাতা সবে পায়। গুরুকৃষ্ণ নাহি মিলে ভজহ হিয়ায়।

"গুরোরপ্যবলিপ্তস্য কার্য্যাকার্য্যমজানতঃ।
উৎপথপ্রতিপন্নস্য পরিত্যাগো বিধীয়তে ॥"
(মহা ভাঃ উঃ পঃ)

ভোগ্যবিষয়লিপ্ত, কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যবিবেক-রহিত মূঢ় এবং শুদ্ধভক্তি ব্যতীত ইতর-পন্থানুগামী ব্যক্তি নামে মাত্র গুরু হইলেও তাঁহাকে পরিত্যাগ করাই বিধি।

"পরমার্থগুর্ব্বাশ্রয়ো ব্যবহারিকগুর্ব্বাদি-
পরিত্যাগেনাপি কর্ত্তব্যঃ।"
(ভক্তিসন্দর্ভ ২১০ সংখ্যা)

ব্যবহারিক, লৌকিক, কৌলিক অযোগ্য গুরুত্রুব পরিত্যাগ করিয়াও পারমার্থিক গুরুর আশ্রয় গ্রহণ করিবে।

"অবৈষ্ণবোপদিষ্টেন মন্ত্রেণ নিরয়ং ব্রজেৎ।
পুনশ্চ বিধিনা সম্যগ্ গ্রাহয়েদ্বৈষ্ণবাদ্ গুরোঃ ॥"
(হঃ ভঃ বিঃ)

স্ত্রীসঙ্গী ও কৃষ্ণাভক্ত অবৈষ্ণবের উপদিষ্ট মন্ত্র লাভ করিলে নরক-গমন হয়। অতএব যথাশাস্ত্র পুনরায় বৈষ্ণব-গুরুর নিকট মন্ত্র গ্রহণ করিবে।

গুরু-শিষ্যের অকর্ত্তব্য

"স্নেহাদ্বা লোভতো বাপি
যো গৃহ্ণীয়াদ্ দীক্ষয়া।
তস্মিন্ গুরৌ সশিষ্যে
তদ্দেবতাশাপ আপতেৎ ॥"

স্নেহ বা লোভ-বশতঃ যে-গুরু দীক্ষা দেন এবং ভালবাসার খাতিরে বা কোনরূপ লোভের আশায় যিনি দীক্ষা গ্রহণ করেন, তাঁহারা উভয়েই দেবতার অভিশাপ প্রাপ্ত হন।

"যো ব্যক্তি ন্যায়রহিতমন্যায়েন শৃণোতি যঃ।
তাবুভৌ নরকং ঘোরং ব্রজতঃ কালমক্ষয়ম্ ॥"
(হঃ ভঃ বিঃ)

যিনি (আচার্য্য বা গুরুর বেশে) অন্যায় অর্থাৎ সাত্বতশাস্ত্র বিরুদ্ধ কথা কীর্ত্তন করেন এবং যিনি (শিষ্যরূপে) অন্যায়ভাবে তাহা শ্রবণ করেন, তাঁহারা উভয়েই অনন্তকাল ঘোর নরকে গমন করেন।

গুরুতে মনুষ্য-বুদ্ধি

অমুক আমার পূর্ব্ব-পুরুষের গুরু, সুতরাং তাঁহারাই শৌক্রাধস্তন আমার গুরু। ইহাই গুরুতে মনুষ্যবুদ্ধির প্রধান কারণ। গুরুতত্ত্ব, শুক্রশোণিত-জাত অচিৎ বস্তু বা বিশেষ মনুষ্য-মাত্র নহেন। গুরুদেব বৈকুণ্ঠাগত মুকুন্দ-প্রেষ্ঠ ভগবদভিন্ন নিত্যসেবক-ভগবান্। গুরুদেব অমুকের পুত্র, তিনি অমুক জাতি বা বর্ণ এ সমস্ত বিচারে—"গুরুষু নরমতির্যস্য বা নারকী সঃ" ॥ (পদ্ম-পুরাণ) অর্থাৎ যাহার শ্রীগুরুদেবে মনুষ্য-বুদ্ধি বর্ত্তমান, সে ব্যক্তি নারকী। আমার গুরু অমুকের গুরু অপেক্ষা ভাল, অথবা অমুকের গুরু আমার গুরু অপেক্ষা ভাল, এরূপ বিচার মহাপরাধ। যিনি নিত্য গোলোকধাম হইতে সর্ব্বজীব-তারণ তারক ব্রহ্ম মহামন্ত্র হরিনাম লইয়া ইহজগতে আবির্ভূত হন, তিনি, আমার গুরু অমুকের গুরু এই প্রকার সীমাবদ্ধ বস্তু নহেন। এবম্বিধ সদ্গুরু বা আচার্য্যের প্রতি যিনি ভেদবুদ্ধি করিয়া মাৎসর্য্য-পরায়ণ তিনি নিশ্চয়ই বৈষ্ণব-বিদ্বেষী। তিনি গুরু হইলেও পরিত্যাজ্য। "বৈষ্ণববিদ্বেষী চেৎ পরিত্যাজ্য এব। তস্য বৈষ্ণবভাব-রাহিত্যেন অবৈষ্ণব-

পরাগতি

[যুক্ত ভবদেব চট্টোপাধ্যায়,]

(১)

ভুলিয়া উত্তমা গতি গোবিন্দ-চরণ।
গৃহেতে আসক্ত অতি মম মূঢ় মন ॥
পুত্র-বিত্ত-এষণায়,
ব্যথিত গো বেদনায়
স্ত্রৈণ সেবালস হ'য়ে বাঞ্ছি ভোগাগার।
দেহ গেহে চিন্তি সদা 'আমি ও আমার' ॥

(২)

হায়! মোর নিরাশ্রয় বৃদ্ধ মাতাপিতা।
অনাথা বিপন্না ভার্য্যা সন্তান-দুহিতা ॥
হ'য়ে ভবে অতি হীন,
কেমনে কাটাবে দিন,
কে দেখিবে এ জগতে আমার বিহনে
কি খেয়ে বাঁচিবে ভবে ভাবি সদা মনে ॥

(৩)

সর্ব্বস্ব তাদের আমি হৃদয়-রতন।
বৃদ্ধদের আমি মাত্র অন্ধের নয়ন ॥
আমি তার রক্ষা-কর্ত্তা,
ভার্য্যার পালক ভর্ত্তা,
সন্তান-সন্ততি-পিতা আমিরে একক।
আমি শুধু জগমাঝে তাঁদের রক্ষক ॥

(৪)

মহাগণ্ড-মূর্খ আমি ভুলিনু যে হায়!
বিশ্বপাতা পিতা কৃষ্ণ পালেন সবায় ॥
জগত-পালকে ভুলি,
নিজে হর্ত্তা-কর্ত্তা বলি,
মায়াফাঁস গলে তুলি' করি সদা ধ্যান।
চিন্তিয়া মাংসের পিণ্ড হারানু জীবন।

(৫)

হ'য়ে হেন গৃহমেধী আমিরে অধম।
হইল বিক্ষিপ্ত চিত্ত মন্দ বুদ্ধি মম ॥
সেই কর্ম্মদোষে মোরে,
জীবনান্তে মহাঘোরে,
ভীষণ তামসী যোনি 'অন্ধ' কারাগারে।
নিক্ষিপ্ত করিল ভাগ্য চিরদিন তরে ॥

(৬)

ভক্ত-সেবা হৈতে হয় সংসার-মোচন।
মায়া-সেবা হৈতে বাড়ে সংসার-বন্ধন ॥
ওহে গুরু-কৃষ্ণ-ভক্ত
আমি যে সংসারাসক্ত
করি' কৃষ্ণে অনুরক্ত উদ্ধার আমারে।
ভক্তসেবা পরা গতি মতি দাও মোরে ॥

ব্রাহ্মণ কে?

(শ্রীমদনগোপাল ব্রহ্মচারী)

ব্রাহ্মণ-শূদ্র নিয়ে ভারতবর্ষে এক ভীষণ সংগ্রাম চলিতেছে। ব্রাহ্মণ-ব্রুব বলেন, আমি ব্রাহ্মণ। ব্রাহ্মণেতরগণ বলেন, তুমি কিসের ব্রাহ্মণ? যাঁর ব্রহ্মজ্ঞান অর্থাৎ দিব্যজ্ঞানের উদয় হইয়াছে তিনিই ব্রাহ্মণ। তোমার কি দিব্যজ্ঞানের উদয় হইয়াছে? এইরূপ মাৎসর্য্যে আবদ্ধ হইয়া উভয়-দলই বাক্‌চতুরতার বাহাদুরী প্রকাশ করিতেছে। আমরা বলি যে, ঐরূপ বৃথা মৎসরতা না ক'রে স্থিরচিত্তে শাস্ত্র-বিচার দ্বারা বিচার করিলেই ত বেশ বুঝা যাইবে 'কে ব্রাহ্মণ'।

মানব জন্মিবামাত্রই শূদ্র। সংস্কার-লাভে দ্বিজ, বেদাধ্যয়নে বিপ্র, বেদাধ্যয়ন-ফল—ব্রহ্মজ্ঞানলাভে ব্রাহ্মণত্ব লাভ হইয়া থাকে। এই ব্রহ্মজ্ঞান অর্থে—যে জ্ঞান হইতে আর বৃহৎ জ্ঞান নাই অর্থাৎ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, অদ্বিতীয় ও ভগবদ্-কৃপালব্ধ দিব্যজ্ঞান। এই দিব্যজ্ঞান দ্বারাই একমাত্র দিব্য-বস্তুর আধার শ্রীরাধাকৃষ্ণের প্রেম-রস আস্বাদন করিতে সমর্থ হওয়া যায়; ইহা কোন একটা নির্দ্দিষ্ট বংশগত জাতির অধিকারভুক্ত নহে। ইহাতে মনুষ্য মাত্রেরই অধিকার আছে।

ভগবানের সৃষ্ট অনন্ত জীবের মধ্যে মানবই শ্রেষ্ঠ। মানবের মধ্যেও অসংখ্য জাতি। সমস্ত জাতির মধ্যে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারিটি জাতিকেই মুখ্য বলিয়া শাস্ত্র নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ঐ চারি জাতির মধ্যে ব্রাহ্মণই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। এই ব্রাহ্মণ-তনুলাভ সুদুর্লভ। ব্রাহ্মণ-তনু-অভাবে ভগবান্ ব্রহ্মণ্যদেব শ্রীকৃষ্ণের সেবায় অধিকার হয় না।

ব্রাহ্মণতা জাগতিক কোন বংশ-পরম্পরাগত শৌক্র-জাতিগত নহে। জাগতিক জ্ঞানরহিত ত্রিগুণাতীত অচিন্ত্য দিব্যজ্ঞান-লাভেই ব্রাহ্মণতা। ভোগী, মোহান্ধ, প্রতিষ্ঠা-লোলুপ ব্রাহ্মণ-ব্রুবগণ ব্রাহ্মণের ঔরসে নরতনু লাভ করিয়া বেদাধ্যয়ন ও ভগবজ্জ্ঞানশূন্য হ'য়েও ব্রাহ্মণাভিমানে মত্ত। ইহা কেবল অজ্ঞান-শূদ্রতারই পরিচয় ব্যতীত আর কিছুই নহে।

এখন কাহাকে ব্রাহ্মণ বলা যায় তাহা বিচার করা দরকার। জীব, দেহ, জাতি, জ্ঞান, কর্ম্ম ও ধার্ম্মিক ইহার মধ্যে ব্রাহ্মণ কে? প্রথমত জীবকে ব্রাহ্মণ বলিলে বিচারে ভুল হয়। কারণ অতীত অনাগত অনেক শরীর-সম্বন্ধে জীবের একরূপত্ব-হেতু, এক রূপেরও কর্ম্মবশে অনেক দেহ সম্ভাবনা এবং সর্ব্বদেহের সম্বন্ধে জীবের একরূপত্ব-নিবন্ধন, জীব ব্রাহ্মণ নহেন।

তাহা হইলে কি দেহ ব্রাহ্মণ? তাহাও নহে। জড়পাঞ্চভৌতিক দেহের নিত্যতা নাই। চণ্ডালাদি সমস্ত মানবগণেরই দেহের একরূপত্ব হেতু, জরামরণ ধর্ম্মাধর্ম্মের সমানতা-দর্শন-হেতু, ব্রাহ্মণ শ্বেতবর্ণ, ক্ষত্রিয় রক্ত-বর্ণ, বৈশ্য পীতবর্ণ, শূদ্র কৃষ্ণবর্ণ এইরূপ দেহের কোন বর্ণের নিয়ম না থাকায় দেহ ব্রাহ্মণ নহে। যদি দেহ ব্রাহ্মণ হইত তাহ'লে মৃত ব্রাহ্মণের শরীর-দাহনে দাহকের ব্রহ্ম-হত্যা পাপ হইত। কিন্তু ইহাতে দাহককে পাপ আশ্রয় করে না; সেজন্য দেহ ব্রাহ্মণ নহে। তাহা হইলে কি জাতিই ব্রাহ্মণ? তাহাও নহে। অন্য জাতি প্রাণী মধ্যে অনেক জাত্যুদ্ভূত মহর্ষিগণ উৎপন্ন। যথা মৃগী হইতে ঋষ্যশৃঙ্গ, কুশ হইতে কৌশিক, জম্বুক হইতে জাম্বুকঋষি, বল্মীক হইতে বাল্মিকী, কৈবর্ত্ত কন্যা হইতে ব্যাস, শশপৃষ্ঠ হইতে গৌতম, উর্ব্বশী হইতে বশিষ্ঠ, কলস হইতে অগস্ত্য এবং যবনকুল হৈতে হরিদাস ঠাকুর উদ্ভূত হইয়া ব্রাহ্মণতা লাভ করিয়াছিলেন। ইহা সজ্জন ও সর্ব্বশাস্ত্র-সম্মত। এতদ্ব্যতীত ভিন্নজাত্যুৎপন্ন লব্ধজ্ঞান বহুঋষি আছেন; তজ্জন্য জাতিই ব্রাহ্মণ নহে। তাহা হইলে কি জ্ঞানই ব্রাহ্মণ তাহাও নহে। ক্ষত্রিয়াদিও অনেকেই অভিজ্ঞ পরমার্থদর্শী। সেজন্য জ্ঞান ব্রাহ্মণ নহে। তাহা হইলে কি কর্ম্মই ব্রাহ্মণ তাহাও নহে।

সকল প্রাণীগণের প্রারব্ধ-সঞ্চিত কর্ম্ম সাধর্ম্ম্য আছে। কর্ম্মাভিপ্রেরিত হইয়া মানবগণ কর্ম্মসমূহ করিয়া থাকেন। তজ্জন্য কর্ম্মই ব্রাহ্মণ নহে। তাহা হইলে কি ধার্ম্মিকই ব্রাহ্মণ? তাহাও নহে। ক্ষত্রিয়গণও অনেকে হিরণ্যদাতা ও অনেক ধর্ম্মকার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। সেজন্য ধার্ম্মিক ব্রাহ্মণ নহে। তাহা হইলে ব্রাহ্মণ কে? আত্ম অদ্বিতীয়, জাতি-গুণ-ক্রিয়াহীন, ষড়ূর্ম্মি ষড়্ভাব ইত্যাদি সর্ব্বদোষ-রহিত, সত্য-জ্ঞানানন্দানন্তস্বরূপ, স্বয়ং নির্ব্বিকল্প, অশেষ কল্পাধার, অশেষ প্রাণী-অন্তর্যামীরূপে বর্ত্তমান, আকাশের ন্যায় অন্তর্বাহ্য-অনুস্যূত, অখণ্ড-আনন্দ-স্বভাব-সম্পন্ন, অপ্রমেয় অনুভবৈক-বেদ্য এবং অপরোক্ষ-প্রকাশময় জানিয়া করতলস্থিত অমল ফলের ন্যায় সাক্ষাৎ অপরোক্ষীকরণ পূর্ব্বক কৃতার্থ হইয়া কামরাগাদি দোষ-শূন্য, শমদমাদি-বিশিষ্ট, ভাবমাৎসর্য্য মোহাদিরহিত এবং দম্ভ অহঙ্কারাদি দ্বারা অসংস্পৃষ্ট-চিত্ত হইয়া বাস করেন। এই প্রকার কথিত লক্ষণ বিশিষ্ট যিনি তিনিই ব্রাহ্মণ; ইহাই শ্রুতি, স্মৃতি, ইতিহাস, পুরাণাদির অভিপ্রায়। অন্যথা ব্রাহ্মণত্ব সিদ্ধ হয় না।

শুদ্ধভক্তি

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। ভাষ্যসহ বিরাট শ্রীচৈতন্যভাগবত ৫৲
২। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২৮৲
একাদশ স্কন্ধ হইতে প্রতিখণ্ড ।৶০
৩। ভাষ্যদ্বয়সহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (৪র্থ সংস্করণ) ৫৲
৪। ভক্তিবিবেককুসুমাঞ্জলি (বাঁধা) ১৲
৫। গৌড়ীয় গৌরব ।৶০
৬। গৌড়ীয়-সাহিত্য ।৶০
৭। ভজনরহস্য ॥০
শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৯। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ)
ঐ (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
১০। গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি-টীকাসহ)
ঐ (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
১১। গীতার কেবল মাধ্ব-ভাষ্য ॥০
১২। যুক্তিমল্লিকা গুণসৌরভঃ সানুবাদ (মাধ্ব) ২৲
১৩। বেদান্ততত্ত্বসার সানুবাদ (রামানুজীয়) ॥০
১৪। বৈষ্ণবধর্ম্ম ২৲
১৫। শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৬। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১৭। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ॥৶০
ঐ (বাঁধা) ৸০
১৮। দ্বীপ-দিগ্‌দর্শন ৶০
১৯। সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ) ।৶০
২০। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ॥০
ঐ (আবাঁধা) ।৶০
২১। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
২২। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৶০
২৩। গীতমালা ৴১০
২৪। নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য ৵০
২৫। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৵০
২৬। নবদ্বীপ পঞ্জিকা (৪৪৭ গৌরাব্দ) ৶০
২৭। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
২৮। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা-দর্পণ ।০
২৯। শরণাগতি ৴০
৩০। গীতাবলী ৴০
৩১। চিত্রে-নবদ্বীপ ১॥০
৩২। সাধনকণ ৴০
৩৩। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৴০
৩৪। নবদ্বীপশতক ৴০
৩৫। অর্থপঞ্চক ৵০
৩৬। সদাচারস্মৃতিঃ ৴০
৩৭। কল্যাণকল্পতরু (৫ম সংস্করণ) ৴১০
৩৮। অর্চ্চনকণ ৴১০
৩৯। সাধককণ্ঠমালা (বাঁধা) ।০
ঐ (আবাঁধা) ৵০
৪০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (প্রথম চারিখণ্ড) ৩৲
৪১। ব্রহ্মসংহিতা ॥০
৪২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৪৩। মণিমঞ্জরী সানুবাদ ।০
৪৪। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৪৫। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ।০
৪৬। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৪৭। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
৪৮। গৌড়ীয়মঠ কি করেন? ৴০
৪৯। ঈশোপনিষৎ (বলদেব ও মাধ্ব-ভাষ্য এবং বিবৃতি ও অনুবাদসহ) ।০
৫০। শ্রীভুবনেশ্বর ৵০
৫১। সিদ্ধান্তদর্পণ ৶০
৫২। সাংখ্যবাণী ৴০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৫৩। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী-দিগ্বিজয়ঃ ॥০
৫৪। সটীক-শিক্ষাদশমূলম্ ।০
৫৫। তত্ত্ব-সূত্রম্ ।০
৫৬। সানুবাদ-শিক্ষাষ্টকম্ ৶০
৫৭। গৌড়ীয়মঠস্থ পরিচয়ঃ ৴০
৫৮। সারাংশবর্ণনম্ ৵০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৫৯। রায় রামানন্দ ॥০
৬০। নামভজন ।০
৬১। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ড্‌স্ ।৶০
৬২। লাইফ য়্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।০
৬৩। বৈষ্ণবীজম্ ।০
৬৪। হোয়াট গৌড়ীয়মঠ ইজ্ ডুইং ৴০
৬৫। দি ভাগবত ।০
৬৬। ইরোটিক্ প্রিন্সিপ্‌ল্ য়্যাণ্ড আনেলয়েড ডিভোসন ।০
৬৭। ব্রহ্ম-সংহিতা ২৸০
৬৮। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (ভলুম ওয়ান) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৬৯। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ॥০
৭০। সাধন পথ ৴০
৭১। কল্যাণ-কল্পতরু ৴১০
৭২। গীতাবলী ৴০
৭৩। শরণাগতি ৴০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৭৪। শরণাগতি ৵০

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

১। শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম-মায়াপুর, নদীয়া
২। শ্রীযোগপীঠ ঐ
৩। শ্রীবাস-অঙ্গন ঐ
৪। অদ্বৈত-ভবন ঐ
৫। কাজীর সমাধি-পাট ঐ
৬। স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ, নদীয়া।
৭। শ্রীভাগবত আসন কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
৮। শ্রীএকায়ন মঠ গোবিন্দপুর, হাঁসখালী।
৯। দ্বাদশগোপাল পাট—পোঃ চাকদহ,
১০। শ্রীগৌর গদাধরমঠ—চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড়, বর্দ্ধমান
১১। শ্রীমোদদ্রুমছত্র মাউগাছি, বর্দ্ধমান
১২। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম, আমলাযোড়া, পোঃ রাজবাধ বর্দ্ধমান
১৩। শ্রীগৌড়ীয়মঠ বাগবাজার, কলিকাতা
১৪। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাজু, হাওড়া,
১৫। শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয়মঠ, ৯০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা
১৬। শ্রীগোপালজী মঠ কমলাপুর, ঢাকা।
১৭। শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ পোঃ বালিয়াটী.
১৮। শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয়মঠ ময়মনসিংহ।
১৯। শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ চিরুলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর
২০। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম গোয়ালপাড়া, আসাম।
২১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ রায়াপেট্টা, মান্দ্রাজ।
২২। শ্রীরামানন্দগৌড়ীয় মঠ কব্বুর, জিঃ পশ্চিম গোদাবরী
২৩। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ উড়িয়াবাজার, পোঃ বক্সীবাজার, কটক।
২৪। শ্রীত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয় মঠ ভুবনেশ্বর।
২৫। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ স্বর্গদ্বার, পুরী।
২৬। শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ আলালনাথ পোঃ ব্রহ্মগিরি, পুরী।
২৭। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ ডুমুরকুণ্ডা, পোঃ চিরকুণ্ডা, মানভূম।
২৮। শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ—কাশী।
২৯। শ্রীরূপগৌড়ীয় মঠ—এলাহাবাদ।
৩০। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ পুরাণবাজার, সরকার ঠাকুরের কুঞ্জ, বৃন্দাবন
৩১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, নিউদিল্লী
৩২। শ্রীপরমহংসমঠ—নৈমিষারণ্য,
৩৩। শ্রীসারস্বত গৌড়ীয় মঠ—হরিদ্বার।
৩৪। শ্রীব্যাসগৌড়ীয়মঠ—কুরুক্ষেত্র, পঞ্জাব
৩৫। শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাবুলনাথ রোড, পোঃ গ্র্যাণ্ট রোড, বোম্বে।
৩৬। লণ্ডন গৌড়ীয়মঠ, ৩৯নং ডেটন গার্ডেন্স, কেনসিংটন্ লণ্ডন, (এস্, ডব্লিউ—১০)।
৩৭। অমর্ষি গৌড়ীয়মঠ—মেদিনীপুর
৩৮। সরভোগ গৌড়ীয় মঠ—সরভোগ, কামরূপ, আসাম,

শুদ্ধভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীলভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী মাসিক। শ্রীধাম-মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১॥০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দি ভাষায় একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি হৃদয় বন মহারাজ সম্পাদিত ও নৈমিষারণ্য শ্রীপরমহংস মঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ১॥০ দেড় টাকা মাত্র।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥০ দেড় টাকা মাত্র।

৫। কীর্ত্তন—মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ নিমানন্দ সেবাতীর্থ বি-এজি, বি-টি, সম্পাদিত। আসাম গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম হইতে প্রকাশিত আসামী ভাষায় মাসিক। ভিক্ষা সডাক ১॥০ দেড় টাকা মাত্র

চৈতন্যভাগবত

আদিকবি শ্রীল বৃন্দাবন দাস প্রণীত সমগ্র গ্রন্থ

গ্রন্থের মূল গোল্ড অক্ষরে এবং তন্নিম্নে বিশ্ববিশ্রুত গৌড়ীয়মঠের প্রতিষ্ঠাতা ও আচার্য্য ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তি-সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের রচিত বিস্তৃত ভাষ্য উত্তম কাগজে সৌষ্ঠবের সহিত মুদ্রিত হইয়াছেন। ডবল ক্রাউন আটপেজি আকারে ১০৯৬ পৃষ্ঠায় কেবল মূল ও ভাষ্য সম্পূর্ণ হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত শ্লোকসূচী, পদ্যসূচী, স্থানসূচী, পাত্রসূচী, বিষয়সূচী, শব্দসূচী প্রভৃতি বিস্তৃত সূচীপত্রেও একটী গ্রন্থ হইবে। সভাষ্য শ্রীচৈতন্যভাগবতের এরূপ উৎকৃষ্ট ও অমূল্য বিরাট সংস্করণ জগতের কোথায়ও আজ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হন নাই, ইহা নিরপেক্ষ পাঠক-মাত্রকেই একবাক্যে স্বীকার করিতে হইবে। শ্রীগৌড়ীয়মঠের উৎসব-কালে গ্রন্থের ভিক্ষা ১২৲ বারটাকা স্থলে—৫৲ পাঁচটাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীচৈতন্যমঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

কলিকাতা বাজার দর

লোহ হার্ডওয়ার

২০শা অক্টোবর ১৯৩৩

টাটার তৈয়ারী— প্রতি হন্দর।

লোহার কড়ি (জয়েষ্ট বা বীম)

মার্কা ৫।০—৫।৶০

ঐ বে-মার্কা হাল্কা ওজন ৪।৶০—৪॥৶০

বরগা (টী-আয়রণ) ৬৶০—৬।০

এঙ্গেল আয়রণ (কোনা) ৫৸৶০—৬।৶০

গ্যালভ্যানাইজড করগেট টীন—

২২ গেজ ৬ হইতে ১০ ফুট ১১।৵০

২৪ গেজ ,, ,, ১০৸৶০

২৬ গেজ ,, ,, ১২

২৪ গেজ আর, পি, ডি, মার্কা ১২৸৶০

২৪ গেজ প্যাঃ প্লেন সীট— ১১।৶০

২৬ গেজ ,, ,, ১২।০

২৮ গেজ ও ৩০ গেজ ঐ— ১৩৲—১৬৲

বাগান ঘেরা কাঁটাতার ১০০

পাউণ্ড বাঃ ৮৸০

ষ্টীল পাটী ৬৲৶—৬।০

,, বোলটু (গোল) ৬৲৶—৬।০

,, গরাদে (চৌকা) ৬৶০—৬৲।০

,,গোল রড ৶০—৷৶০ সূতা ৪৸৶—৫॥৶

,, টানা রড-

চৌকা ৶০---৷৶০ ঐ ৫৶০—৫॥০

,, বাণ্ডিল তার ৭৲—৭৸০

,, প্লেট—তিন সূতা মোটা

পর্য্যন্ত ৭৲—৭।০

,, চাদর ৩-১৬ খানা বাণ্ডিল ৯॥৶—১০৲

স্প্রীং ষ্টীল ৮।০—৯৲

তার রাউণ্ড ৫৸৶—৬৲৶০

তারের পেরেক ১—৬ ইঞ্চি ৯—৯৸০

প্যাটেন্ট পেরেক ২—৮ ইঞ্চি ১২।০—১৫॥০

চালাই কড়া ১ হইতে ১০ নং ২॥০ সাট

কোদাল ৪, ৫, ৬, ৭৸৶০ ৮৸৶০ ৯৸৶০ডঃ

ঐ তিন পাউণ্ড ৬৲ দেঃ বিঃ ৬।৶০ ,,

গ্যাঃ প্লেন বালতি ৭—১২ ইঞ্চি ১॥৶০ ৬॥৶০

ঐ রিভিট ,, ৭—১২ ইঞ্চি ২৲--৭৲ ,,

লোহার চেয়ার রডের গোল ও

চৌকা ৮॥০— ,,

ঐ চালের লোহার সিট ১৫৲ ,,

ঐ ভেনেস্তা (কাঠের সিট) ১৮৲ ,,

লোহার স্ক্রুপ ॥—৩ ইঞ্চি /১০---॥৶০ গ্রোস

ঐ কব্জা ৭৩ নং

১॥—৪ ইঞ্চি ।১০—৸৶১০ পেঃ ডজন

গ্যাঃ তার ১৬—২২ নং

(গেজ) ১২৲---১৩৲ হন্দর

গ্যাঃ রিভিং (মটকা)

১২ ইঞ্চি ৷৶৫—॥৶০ পীস

গ্যাঃ গাটাপিং বা জোড়া

৬ ইঞ্চি ।০—৸৶০ ,,

গ্যাঃ স্ক্রুপ ১॥০--২॥০ ইঞ্চি ২৩৲--২৯৲ হন্দর

গ্যাঃ ওয়াসার চাকি ১১॥০—১৬৲ ,,

গ্যাঃ বোল্ট নাট ৸—৩ ইঞ্চি

॥৶১০—১৶০ গ্রোস

চালাই রেলিং ৩॥০---৪॥০ হন্দর

ঐ রেন ওয়াটার পাইপ

৩ ইঞ্চি ৵১০ ও ৪ ইঞ্চি ।১০ ফুট

টিউব ওয়েলের জন্য গ্যাঃ

পাইপ১॥ ইঞ্চি ৷৶৫ ফুট

পাম্প ৪নং ১২॥০ ৫নং ১৪৲ ৬নং ১৬৲

৬০--৮০ বাটখারা ৵১৫ সাট ২।০--২॥০ মণ

কেরোসিন

প্লোক্রেক প্রত্যেক বাক্স (২ টিন) ৯,৬

সুর্য্য মার্কা ,, ৬॥০

ভিক্টোরিয়া ,, ৬৲

সোণার দর

পাকা সোণা ৩০৸৶

বড়াল ৩০৸

চিনা পাত ৩২।০

রূপার দর

রূপা প্রতি ১০০ ভরি ৫৫৶০

ঐ খুচরা ৫৶০

কোম্পানীর কাগজ

৩॥০ সুদের কাগজ ৮১৶

৩॥০ নূতন ঋণ (১৯৪৭-৫০) ৯১।০

৪৲ ,, ঋণ (১৯৬০-৭০) ৯০৲

৫৲ ,, বণ্ড (১৯৩৫ ১০৪॥৶০

ডিবেঞ্চার

৫৲ সুদের (১৯৫৬-৮৬) কলিকাতা পোর্ট-

ট্রাষ্ট ডিবে :— ১০২॥৶০

ব্যাঙ্ক

ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক (কনটি) ২৯৪॥০

সেণ্ট্রাল ঐ ২২৲

কাপড় ও সূতার কল

এলগিন মিল ৪৫৲

পাট কল

হাওড়া ৫০৲

অকল্যাণ্ড ১৯৫৲

বালী ১৩২৲

বরানগর ১৫০৲

জেমস্ ৩৭০৲

ক্লাইভ ২৪৩৲

ক্লাইভ ২৮।০

ডালহাউসী ৩০৮॥০

ডেল্টা ৪০৫৲

কৃষ্ণনগর নবদ্বীপঘাট রেলওয়ে সময়

কৃষ্ণনগর হইতে নবদ্বীপঘাট

কৃষ্ণনগর সিটি—	৬-৪৫	১০-৪৪	১৩-২২	১৭-৩৮	২০-১৬
কৃষ্ণনগর রোড—	৬-৫৬	১০-৫৫	১৩-৩৩	১৭-৪৭	২০-২৫
আমঘাটা—	৭-১৫	১১-১৩	১৩-৫১	১৮-৩	২০-৪১
মহেশগঞ্জ—	৭-২৪	১১-২১	১৪-০	১৮-৯	২০-৪৭
নবদ্বীপঘাট—	৭-৩৩	১১-৩০	১৪-৯	১৮-১৬	২০ ৫৫

বিশেষ দ্রষ্টব্য—নবদ্বীপঘাট ষ্টেশন অপেক্ষা মহেশগঞ্জ ষ্টেশন হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরের দূরত্ব অনেক কম। শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে যাহাদিগকে রাণাঘাটে ট্রেণ বদল করিতে হয়, তাঁহারা রাণাঘাটে প্রাতঃ ৫-৫০, ৮-১৪, ৯ ৪৬, ১৬-৪৮, ১৮-৩৯ এবং ০-৩২ মিনিটের সময় গাড়ী পাইবেন।

শান্তিপুর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে শান্তিপুর ষ্টেশনে ৫-৪০, ৯-২৯, ১২-২৫, ১৬-৪ এবং ১৮-৪১ মিনিটের সময় ট্রেণ পাওয়া যায়।

নবদ্বীপঘাট হইতে কৃষ্ণনগর

নবদ্বীপ ঘাট—	৫-৩৫	৯-২৫	১২-১০	১৫-৩৪	১৮-৪৫
মহেশগঞ্জ—	৫-৪৩	৯-৩৩	১২-১৯	১৫-৪২	১৮-৫৩
আমঘাটা—	৫-৪৯	৯-৩৯	১২-২৬	১৫-৪৮	১৯-৫
কৃষ্ণনগর রোড—	৬-৫	৯-৫৫	১২-৪৩	১৬-৪	১৯-২৪
কৃষ্ণনগর সিটি—	৬-১৩	১০-৩	১২-৫১	১৬-১২	১৯-৩৫

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রেস্ ওয়ার্কস্ হইতে—ডাঃ কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম ভক্তিশাস্ত্রী এল. এম. এফ. কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

পুলিশে ডাকাতে সঙ্ঘর্ষ

রটোডেরো গ্রামের নিকট একদল পুলিশ ও দুর্দ্ধর্ষ ডাকাত আবদুল রহমানের দলের মধ্যে এক ভীষণ সঙ্ঘর্ষ হইয়া গিয়াছে বলিয়া এক সংবাদ পাওয়া গিয়াছে, আপার সিন্ধুতে কয়েকজন ধনী হিন্দুর গৃহে কয়েকটি নৃশংস ডাকাতি হয় বলিয়া প্রকাশ। উক্ত ডাকাতদলে তিনজন স্ত্রীলোক আছে। পাঁচজন পুলিশ আঘাত-প্রাপ্ত হইয়াছে। তাহাদের মধ্যে দুইজন গুরুতরভাবে আহত হওয়াতে তাহাদিগকে হাঁসপাতালে ভর্ত্তি করিয়া দেওয়া হইয়াছে। প্রকাশ, উক্ত ডাকাতগণ গত ২০শে অক্টোবর গোছল গ্রামে যাইয়া একজন ধনী হিন্দুর গৃহে হানা দেয় এবং গৃহস্বামীকে গুরুতরভাবে মারপিট করিয়া নগদ টাকা লুণ্ঠন করে। অপর এক গ্রামে ক্রমান্বয়ে কয়েক ঘণ্টাকাল ধরিয়া ডাকাতি করিয়া নগদ ও গহনাপত্রে প্রায় ১৫০০০৲ টাকা লুণ্ঠন করে। ডাকাতদল ধরিবার জন্য পুলিশ প্রবল চেষ্টা করিতেছে।

পুলিশ ও দুর্দ্ধর্ষ ডাকাত আবদুল রহমানের দলের মধ্যে সঙ্ঘর্ষ সম্পর্কে পরবর্ত্তী সংবাদে প্রকাশ যে, ডাকাতদল মীরপুরে হানা দিবার পর সর্দ্দার জাফর খাঁ নামক জনৈক প্রতিপত্তিশালী জমিদার ২০০শত অশ্বারোহী ও কয়েকজন পুলিশ সহ ডাকাত দলের পশ্চাদ্ধাবন কারলে তাহাদের সহিত ডাকাতগণের সঙ্ঘর্ষ হয়। ৫জন সিপাহী আহত। আহত সিপাহীদের মধ্যে দুই-জনের অবস্থা গুরুতর।

পুলিশ যে তিনজন স্ত্রীলোককে গ্রেপ্তার করিয়াছে, তাহাদের মধ্যে দুইজন আবদুল রহমানের ভগ্নী, অপর জন নাকি তাহার ভ্রাতৃবধূ। তাহার কোলে একটি শিশু ছিল সেদিন সকালে সর্দ্দার জাফর খাঁ ও লার-কানার পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট একদল অশ্বারোহী লোকসহ আবদুল রহমানের অনুসরণ করে। বেলা ৯টার সময় তাহারা আবদুল রহমানকে দেখিতে পায় আবদুল রহমানকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে কি না, এপর্য্যন্তও জানা যায় নাই।

আবদুল রহমান তাহার দলসহ গত ১২ মাস ধরিয়া আপার সিন্ধুতে ডাকাতি আরম্ভ করে। সে এক একগ্রামে ডাকা হতে ১২ হইতে ১৫ হাজার টাকা লুণ্ঠন করিতে থাকে। ; গবর্ণমেণ্ট তাহার গ্রেপ্তারের জন্য ২০০০৲ টাকা ঘোষণা করেন। তাহার দলের ৪জনকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে বলিয়া জানা যায়, ডাকাত সর্দ্দার এপর্য্যন্তও গ্রেপ্তার হয় নাই। ধৃত ব্যক্তিদের দেহ তল্লাসীর ফলে ৪০ তোলা সোনার গহনা উদ্ধার হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ। আহত ব্যক্তিগণকে জেকোকাবাদে প্রেরণ করা হয়।

রাজসাক্ষীকে হত্যার মামলা

১৯৩২ সালের ৯ই নবেম্বর তারিখ বোত্তিয়ায় লাহোর ষড়যন্ত্র মামলার রাজ-সাক্ষীকে হত্যার সম্পর্কে অভিযুক্ত বৈকুণ্ঠ-নাথ শুকুল ও চন্দ্রমা সিংহের বিচার সংশ্লিষ্ট প্রাথমিক শুনানিতে এতাবৎ ৪৭জন সাক্ষীর সাক্ষ্য গৃহীত হইয়াছে।

কাণপুরের গোয়েন্দা বিভাগের পণ্ডিত শম্ভুনাথ তাঁহার সাক্ষ্যে বলেন যে, কোন খবর পাইয়া তিনি কাণপুরের জেনারেল-গঞ্জে গমন করেন। তথায় আসামী পক্ষ ও তাঁহার মধ্যে গুলী বিনিময়ের পর তিনি চন্দ্রমা সিংকে গ্রেপ্তার করেন। গুলী চালনার ফলে কেহ আহত হয় নাই।

ইনস্পেক্টর ব্যানার্জ্জি বলেন যে, কতিপয় সাঙ্কেতিক লিপি উদ্ধারের সময় তিনি আন্তপ্রাদেশিক ষড়যন্ত্র মামলা সম্পর্কে একখানা পত্রে বৈকুণ্ঠনাথের নাম পান, আগামী ২৩শে অক্টোবর পর্য্যন্ত শুনানী মুলতুবী আছে।

রক্ষকই ভক্ষক

সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে, কঠোর ট্রেজারী প্রকোষ্ঠের দরজা ভাঙ্গিয়া তাহার ভিতরে প্রবেশ করিবার চেষ্টা হইয়াছিল

এইরূপ প্রকাশ যে, রাত্রিতে ট্রেজারী গৃহ পাহারা দিবার জন্য দুইজন শান্ত্রী নিযুক্ত ছিল। যে কোঠায় টাকা পয়সা থাকে সেই "ষ্ট্রং রুমে" তাহারা প্রবেশ করিতে চেষ্টা করে। কিন্তু যখন দেখিল যে ঐ কার্য্য তাহাদের অসাধ্য, তখন ধরা পড়িবার ভয়ে তাহাদিগের নিকট যে সব বন্দুক ও গুলী বারুদ ছিল তাহা লইয়া সরিয়া পড়ে।

শান্ত্রীগণ বন্দুক ও গুলী বারুদসহ ধৃত হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ :—

গ্রেপ্তার

রাজবন্দী হরিপদ ঘোষকে ঢাকা নগর-স্থিত তাঁহার স্বগৃহে অন্তরীণ রাখা হইয়াছিল। অন্তরীণ-বিধি লঙ্ঘন করিবার জন্য তাঁহাকে গত ১৪ই সেপ্টেম্বর গ্রেপ্তার করা হয়। তাঁহাকে সেদিন অতঃপর পুলিশ হেপাজতে রাখিবার আদেশ দেওয়া হইয়াছে।

প্রকৃতির অদ্ভুত খেয়াল

চাঁদপুরে ব্যাপ্টিষ্টমিশন হাঁসপাতাল হইতে স্ত্রীলোক পুরুষে রূপান্তরিত হওয়ার একটি আশ্চর্য্যজনক সংবাদ পাওয়া গিয়াছে প্রকাশ যে, সতেরো বৎসর বয়সের একটি হিন্দু বিবাহিতা যুবতী ক্রমশঃ যুবকে পরিণত হইতেছে। যদিও সকলে তাহাকে স্ত্রীলোক হিসাবেই তাহার বিবাহ হয়, উক্ত হাঁসপাতালের ভারপ্রাপ্ত মেডিকেল অফিসার বলিতেছেন যে, ক্রমশঃই তাহার স্ত্রী-সুলভ সৌকুমার্য্যের পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে। এবং তাহার পুরুষোচিত লক্ষণ দেখা দিতেছে, স্থানীয় বহু চিকিৎসক উক্ত স্ত্রীলোকটিকে দেখিতেছেন। যাহাতে তাহার প্রকৃতির কোন রূপান্তর না ঘটে অর্থাৎ যাহাতে সে স্ত্রীলোকই থাকিতে পারে এইজন্য শীঘ্রই তাহার শরীরে অস্ত্রোপচার করা হইবে।

সম্প্রতি লণ্ডনে অনুরূপ একটী ব্যাপার ঘটিয়াছে। ডালপোর্টের জ্যাভাল হাঁসপাতালের এক কর্ম্মচারীর কন্যা মিস্ মডিলেন মেরী উডস্ পুরুষে রূপান্তরিত হইয়া গিয়াছে। ইতিপূর্ব্বে ২৮ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত মিস্ উডস্, মিস্ উডস্ই ছিলেন। তাহার পর আশ্চর্য্য-জনকভাবে তিনি ধীরে ধীরে পুরুষে পরিণত হইয়া মিঃ মার্কস্ উডস নাম ধারণ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, ১৮বৎসর বয়ঃক্রম কালে আমি যখন নার্সের কাজ করিতাম, সেই সময় আমি লক্ষ্য করি যে, আমার শরীরে পুরুষোচিত লক্ষণ প্রকাশ পাইয়াছে, তাহার পর হইতে এই লক্ষণ ক্রমশঃ স্পষ্ট হইতে স্পষ্টতর হইয়া আমাকে একটি দিব্য পুরুষে পরিণত করিল।

পেশোয়ার ইসলামিয়া কলেজকে একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত করা হইলে আমাদের সীমান্ত ও আফগান সীমান্তের মধ্যবর্ত্তী অঞ্চলে যে আফগান উপজাতি বাস করে, তাহাদের উন্নতির পক্ষে যথেষ্ট সাহায্য হইবে।—স্যার মহম্মদ ইকবাল তাঁহার নিজের এবং স্যার রস মাসুদ ও মৌলবী সুলেমান নাদভীর পক্ষে একটা বিবৃতিতে এই কথা বলেন। স্যার মহম্মদ ইকবাল আরও বলেন,—আফগানিস্থানের মহামান্য রাজা কাবুলে প্রস্তাবিত বিশ্ববিদ্যালয় সম্বন্ধে তাঁহার শিক্ষামন্ত্রীকে পরামর্শ দিবার জন্য আমাদিগকে আমন্ত্রণ করিয়াছেন।

এই আহ্বানে সাড়া দেওয়া আমরা আমাদের কর্ত্তব্য বলিয়া বিবেচনা করি। কাবুল হইতে প্রকাশিত বিভিন্ন কাগজপত্রে দেখা যায়, তরুণ আফগান সম্প্রদায় আধুনিক শিক্ষা লাভ এবং তাহাদের নিজ ধর্ম্ম দৃষ্টির সহিত উহার সামঞ্জস্য সাধনের জন্য বিশেষ আগ্রহান্বিত। আফগানীরা চমৎকার লোক এবং প্রতিবেশীরূপে তাহাদিগকে তাহাদের উন্নতির পথে যথাসাধ্য সাহায্য করা আমাদের কর্ত্তব্য।

দীপালীতে জুয়া খেলা

গত দীপালী রাত্রিতে বড়বাজার অঞ্চলে কতকগুলী লোক তাস ও কড়ির সাহায্যে জুয়া খেলে এতৎ সম্পর্কে বড়বাজার পুলিশ ৩০ জন জুয়ারীকে গ্রেপ্তার করিয়াছে।

তারের ঠিকানা— 'শ্রীধাম' নবদ্বীপ
ডাকের ঠিকানা—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

দৈনিক

Reg C 1544

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ৷৵
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩৷৹
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার স্বতন্ত্র।

নদীয়া প্রকাশ
THE NADIA-PRAKASH

সাহায্যের হার
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষান্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸৹
মাসিক ১৲
নগদ
প্রতি সংখ্যা ৵৫

ভারতের সর্বত্র বহুল-প্রচার— নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৮ম খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বেদান্তবাচস্পতি [১৯৭শ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর— ৯ই কার্ত্তিক বৃহস্পতিবার ১৩৪০, ২৬শে অক্টোবর ১৯৩৩

চেয়ারম্যান বিশ্বাস ভঙ্গের দায়ে অর্থদণ্ড

ডিব্রুগড় মিউনিসিপ্যালিটীর চেয়ারম্যান ও টি প্লাণ্টার মিঃ পি, কে, বড়ুয়ার প্রতি বিশ্বাসভঙ্গের অভিযোগে দুইশত টাকা অর্থদণ্ড, অনাদায়ে ৬ মাস সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হইয়াছে।

প্রকাশ, ডিব্রু কোয়াং মোটর সার্ভিসের চৈৎসিং এবং অপর কয়েকজনের বিরুদ্ধে মিঃ বড়ুয়া এক ডিক্রী পান। চৈৎসিং কোনও ফার্ম্মের নিকট হইতে একখানি চেক পান এবং সেই চেকখানি ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক গ্রহণ করে। ঐ সময় মিঃ বড়ুয়া তাঁহার ডিক্রী অনুসারে ঐ চেকের টাকা গ্রহণ করিয়া নিজের প্রাপ্য উহা হইতে কাটিয়া লন এবং বাকী টাকা ব্যাঙ্কের নিকট রাখিয়া দেন চৈৎসিং বাকী টাকা চাহিলে মিঃ বড়ুয়া অপরাপর কয়েক দফা বাবদ আরও কিছু টাকা দাবী করেন। কিন্তু চৈৎসিং ঐ টাকা দিতে রাজী হন না। বর্ত্তমান মামলাটী এই ঘটনা হইতেই সৃষ্টি হয়।

দেওয়াসের মহারাজার তীর্থযাত্রা

দেওয়াসের মহারাজার পণ্ডিচেরি পরিদর্শন সম্পর্কে খোঁজ নিয়া জানা যায় যে, অপ্রতিকার্য্য কয়েকটি পারিবারিক অনুষ্ঠানের ফলে রাজ ভাণ্ডার হইতে বহু অর্থ ব্যয় হয়। সর্ব্বত্র আর্থিক অনটনের জন্য রাজস্ব আদায়ও হ্রাসপ্রাপ্ত হয়। এতদ সম্পর্কে ব্রিটীশ গবর্ণমেণ্ট ও মহারাজার মধ্যে মতদ্বৈধতা চরমে দাঁড়ায়। এই ব্যাপারে দুশ্চিন্তায় মহারাজার স্বাস্থ্য খারাপ হইয়া পড়িলে তিনি সুদীর্ঘ তীর্থযাত্রা করিবার মনস্থ করেন। তিনি দিবানন্দের নিকট তিনি হৃদরোগে আক্রান্ত হইলে চিকিৎসার জন্য তাঁহাকে পণ্ডিচেরী লইয়া যাওয়া হয়।

আইন অমান্য আন্দোলন

মোরাদাবাদে জমিয়াৎ উল উলামা-ই হিন্দ্ আইন অমান্য আন্দোলন স্থগিত রাখিবার প্রস্তাব গ্রহণ করায় গত আইন অমান্য আন্দোলন সম্পর্কে জমিয়াৎএর যে সকল কর্ম্মী কারাদণ্ডিত হইয়াছে সরকার তাহাদিগকে পূর্ণ দণ্ডভোগের পূর্ব্বে মুক্তি দিবার কথা বিবেচনা করিতেছেন বলিয়া প্রকাশ। আরও প্রকাশ যে, সরকারসমূহের ইন্স্পেক্টর জেনারেল সমস্ত জেলের নিকট এই সমস্ত ব্যক্তির নামের ও দণ্ডাদেশের বিস্তৃত তালিকা চাহিয়া পাঠাইয়াছেন। প্রকাশ যে, ইহাদিগকে নভেম্বর মাসে মুক্তি দেওয়া হইবে।

মহা-সমর দিবস

২১শে অক্টোবর নিউদিল্লী হইতে প্রকাশ যে আগামী ১১ই নবেম্বর তারিখে গত মহা-সমরের স্মৃতি অনুষ্ঠান উপলক্ষে ২ দুই মিনিট স্তব্ধতা ধারণ করিতে হইবে এইরূপ আবেদন মহামান্য সম্রাট অনুমোদন করিয়াছেন।

নূতন দিল্লির গীর্জ্জা

ভারতবর্ষের বড়লাট মহোদয়ের আবেদনে মহামান্য ভারত সম্রাট নূতন দিল্লির একটী গীর্জ্জা নির্ম্মাণ কার্য্যে সাহায্যের জন্য এক শত পাউণ্ড দান করিয়াছেন।

ইন্দোর মহারাণীর কন্যা সন্তান প্রসব

প্যারিসের ২০শে অক্টোবরের সংবাদে প্রকাশ যে স্থানীয় আমেরিকান হাঁসপাতালে ইন্দোর মহারাণী একটী কন্যা সন্তান প্রসব করিয়াছেন।

শিলচরে মহামারী

গত ২১শে অক্টোবর তারিখে প্রকাশ যে শিলচর জেলায় গত ১৫ দিনের মধ্যে তিন শতের অধিক অধিবাসী কলেরায় মারা গিয়াছে। এবং ১০০০ জন লোক এখন পর্য্যন্ত আক্রান্ত আছে। প্রায় ৪০ জন ডাক্তারকে স্থানীয় সাহায্যের জন্য পাঠান হইয়াছে। বাজারে মাছ ও মিষ্টান্ন বিক্রি ও যাত্রা উৎসব সম্প্রতি বন্ধ রাখা হইয়াছে।

আর্য্য মহিলা সম্মেলন

জলন্ধর কন্যা মহাবিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষয়িত্রী শ্রীমতী সাম্ন দেবীর সভানেত্রীত্বে নিখিল ভারত আর্য্য মহিলা সম্মেলনের আলোচনা শেষ হয়। শ্রীমতী সাম্ন দেবী তাঁহার বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন যে, বিদেশী বস্ত্র বর্জ্জন করিয়া এবং চরকা কাটিয়া ভারতীয় মহিলাগণ ভারতের রাজনৈতিক ও আর্থিক অবস্থার উন্নতি সাধান করিতে পারেন। অতঃপর তিনি পতিব্রতা স্বামী স্ত্রীর মধ্যে বয়সের অত্যধিক তারতম্য এবং অস্পৃশ্যতার নিন্দা করেন বাল্য বিবাহ, পর্দ্দাপ্রথা জাতিভেদ অস্পৃশ্যতা প্রভৃতির নিন্দা প্রকাশ করিয়া সভায় ২৪টী প্রস্তাব গৃহীত হয়। পরিশেষে হিন্দুদের মধ্যে বিবাহ বিচ্ছেদ আইন প্রবর্ত্তনের তীব্র নিন্দা করিয়া উক্ত আইন যাহাতে পাশ না হয় তৎসম্পর্কে ব্যবস্থা পরিষদে প্রত্যেকের স্বাক্ষরযুক্ত একখানি আবেদন প্রেরণের প্রস্তাব গৃহীত হয়।

আসাম ব্যবস্থাপক সভার কার্য্যকাল

প্রকাশ, ১৯৩৪ সালে যে মাসে বর্ত্তমান আসাম ব্যবস্থাপক সভা ভাঙ্গিয়া দিয়া নূতন নির্ব্বাচনের ব্যবস্থা করা হইবে। অবশ্য সরকারী ভাবে এখনও কোন সংবাদ পাওয়া যায় নাই।

ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

৯ই কার্ত্তিক বৃহস্পতিবার, ১৩৪০

জার্ম্মাণ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক হারমান জাথ গত ১৫ই সেপ্টেম্বর ভারতবর্ষ সম্বন্ধে একটি বক্তৃতায় বলেন—বৈদেশিক সাম্রাজ্যেই আর্য্য জাতির নৈতিক অধঃপতন ঘটাইয়াছে। যুদ্ধের ফলে জার্ম্মাণী যে তাহার অধিকৃত রাজ্যসমূহ হারাইয়াছে, এজন্য আমি খুসী। আমি আশা করি যে ইংলণ্ডও অচিরে তাহার বৈদেশিক রাজ্যগুলি হারাইবে। আর্য্যজাতিরা যেদিন অপর দেশের আর্য্যজাতির উপর প্রভুত্বস্পৃহা বর্জ্জিত হইবে সেদিন আর্য্যজাতির উন্নতি ঘটিবে। ভারতীয় আর্য্যেরা যেদিন নিজেদের ভাগ্যনিয়ন্ত্রণ করিবার স্বাধীনতা লাভ করিবে শুধু তখনই ভারতীয় আর্য্য সভ্যতার বিস্তৃতি ঘটিবে। কথাগুলি শুনতে মন্দ নহে; অঘটন ঘটন পটীয়সীর মোহে পতিত মানব হৃদয় কত প্রকারের চিন্তা তরঙ্গ দেখা দেয় তাহার ইয়ত্তা নাই। দেখা যাক অধ্যাপক মহাশয়ের কথাগুলি কতটা কার্য্যে পরিণত হয়।

হাওড়ার টাউন হলে নিখিল ভারতীয় মুস্লীম লীগের ত্রয়বিংশ অধিবেশন আরম্ভ হইয়াছে। ইহা খাঁটি মুস্লীম লীগের অধিবেশন কিনা এ বিষয়ে মুসলমানদের মধ্যেই মতভেদ আছে। মৌলবী আবুল কাশেম ছিলেন এই অধিবেশনের অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি; কিন্তু অন্যান্য অনেকের মত তিনিও ছিলেন অনুপস্থিত। তাঁহার কার্য্য নাকি প্রাক্সি'র সাহায্যে নিষ্পন্ন হইয়াছে।

অভ্যর্থনা সমিতির অনুপস্থিত সভাপতি কাশেম সাহেব তাঁহার অভিভাষণে আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছেন, মুসলমানেরা কোনদিন আন্দোলন করিতে জানে না; তাহারা এ সত্য এখনও উপলব্ধি করিতে পারে নাই যে, গলার জোর যাহাদের যত বেশী, গবর্ণমেণ্টের উপর তাহাদের তত বেশী প্রভাব। নিজেরা নীরব থাকিয়া মুসলমানেরা অতীতে অনেক ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। কথাটা এক ঠিক? যতটা যোগ্যতা অর্জ্জন করিয়াছেন, মুসলমানগণ কি গবর্ণমেণ্ট হইতে তাহা অপেক্ষা কম অনুগ্রহ লাভ করিয়াছেন।

মৌলবী সাহেব সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার সমালোচনা করিয়া বলিয়াছেন,—"আমাদের নেতারা শাস্তি দায়ে প্রস্তাবিত শাসনতন্ত্র লইয়া কাজ করিতে স্বীকৃত হইয়াছেন। ঐ সব নেতা কাহাদের নেতা—বাঙ্গলার মুসলমান সমাজের নেতা কি? মৌলবী সাহেব স্বীয় অভিভাষণে নেতার সংজ্ঞা বলিতেছেন,—নেতৃত্ব ব্যক্তিত্ব প্রাধান্য জাহির করিবার জন্য যে, সমাজের স্বার্থের জন্য কাজ করিতে হইবে। মৌলবী সাহেবের এই কথায় কত জন লোক কার্য্য করিতে প্রস্তুত আছেন?

ষ্টার অব ইণ্ডিয়া

গত ডিসেম্বর মাসে এই কোম্পানী চতুর্থবর্ষ পূর্ণ করিয়া পঞ্চম বর্ষে প্রবেশ করিয়াছে। চতুর্থ বৎসরের একখানি উদ্বৃত্ত পত্র পাঠ করিয়া, কোম্পানীর পরিচালকবর্গ এই অল্প সময়ের মধ্যে কিরূপ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন, তৎসম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হওয়া যায় ও কোম্পানী কিরূপ দ্রুত ক্রমোন্নতির দিকে অগ্রসর হইতেছে। তাহা উপলব্ধি করিয়া গৌরব অনুভব করিতে হয়। এই ক্রমোন্নতির ফল যে কোম্পানীর অংশীদারগণ ও বীমাকারীগণ সমভাবে ভোগ করিতেছেন। তাহা এক সঙ্গে কোম্পানীর নিজস্ব বাড়ী ক্রয় ও বীমাকারীদিগকে হাজীব করা যথাক্রমে ১০৲।৭॥০ টাকা বোনস বণ্টন হইতেই স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়।

কোম্পানীর সুদক্ষ পরিচালনার পরিচয় নিম্নলিখিত আয় বৃদ্ধি ও ব্যয় হ্রাসের পরিমাণ হইতেই পাওয়া যায়:—

সন ১৯২৯ মোট আয় ৩০৪৫৫ মোট ব্যয় ৩৭,৮০৩ ব্যয়ের হার ১২৮,৩৫ লাইফ ফাণ্ড ১,৩০৫ ১৯৩০—মোট আয় ৩৯৮৮০ মোট ব্যয় ৩২,৫৪৭ ব্যয়ের হার ৮৬,৩৮ লাইফ ফাণ্ড ৪,০১৭ ১৯৩১-৫০,৪৮৩ মোট ব্যয় ৩১,০৯০ ব্যয়ের হার ৬৪ ৪৫ লাইফ ফাণ্ড .৭,৮২৩। ১৯৩২—৫৪,২৫৪ মোট ব্যয় ২৬,৮০৬ ব্যয়ের হার ৫২,২ লাইফ ফাণ্ড ৩৮,১৯৫।

ব্যয়ের পরিমাণ যেরূপ উত্তরোত্তর কমিয়া আসিতেছে, আয়ের পরিমাণ সেই অনুপাতে বৃদ্ধির দিকে চলিয়াছে—ইহা কম কৃতিত্বের কথা নহে।

কোম্পানীর আর একটী বিশেষত্ব—নূতন নূতন চিত্তাকর্ষক ও যথার্থ লাভজনক পালিসি প্রণয়ন, যথা:—Lucky Policy Ideal policy ও Housing Scheme.

ইহা একটি অবধারিত সত্য যে, বীমা কোম্পানীর কর্ম্মসফলতা অনেকাংশে নির্ভর করে সুদক্ষ এজেণ্টের উপর। এই কোম্পানীর চীফ এজেণ্টস মেসার্স এণ্টার প্রাইজিং ইউনিয়নএর কর্ম্মকুশলতার আসাম ও বঙ্গ দেশে এই কোম্পানীর কর্ম্মপ্রসার—এই সত্য সুদৃঢ়ভাবে প্রমাণিত করিতেছে। ইহার সুদক্ষ ও অভিজ্ঞ যুগ্ম কর্ণধার মিঃ এস, সি, দাস ও মিঃ এস, সি দাস পুরকায়স্থের প্রচেষ্টাই কোম্পানীর এই উন্নতির কারণ।

সরকারী রেলপথের আয়

২৩শে সেপ্টেম্বর যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে, ঐ সপ্তাহে সরকার পরিচালিত রেলপথসমূহের মোট ১ কোটী ৫০ লক্ষ টাকা আয় হইয়াছে অর্থাৎ পূর্ব্ববর্ত্তী সপ্তাহ অপেক্ষা ৪ লক্ষ এবং গত বৎসরের অনুরূপ সপ্তাহ অপেক্ষা ৩ লক্ষ টাকা এবং ১৯৩১-৩২ সালের অনুরূপ সপ্তাহ অপেক্ষা ৯ লক্ষ টাকা বেশী।

১৯৩৩ সালের ১লা এপ্রিল হইতে ২৩শে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত মোট আয় হইয়াছে ৩৯ কোটী ১ লক্ষ টাকা; অর্থাৎ পূর্ব্ব বৎসর অনুরূপ সময়ের আয় অপেক্ষা ৮০ লক্ষ টাকা এবং ১৯৩১ ৩২ সালের আয় অপেক্ষা ২৭ লক্ষ টাকা কম।

ভারতের বহির্ব্বাণিজ্য

গত সেপ্টেম্বর মাসে ভারতের বহির্ব্বাণিজ্যের যে হিসাব প্রকাশিত হইয়াছে. সেই হিসাবে প্রকাশ, ঐ মাসে সমুদ্র পথে ভারতে ৮ কোটী ৭৫ লক্ষ টাকার মাল আমদানী এবং ১১ কোটী ৬৫ লক্ষ টাকার মাল রপ্তানি হইয়াছে।

নৃশংস হত্যাকাণ্ড

আগ্রা হইতে এক নৃশংস হত্যাকাণ্ডের সংবাদ পাওয়া গিয়াছে।

প্রকাশ, এটোয়ার জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের দেহরক্ষী একজন হিন্দু কনেষ্টবল কয়েক দিন পূর্ব্বে তাহার বন্দুকটি এবং বহু গুলী বারুদ লইয়া অদৃশ্য হয়। সে নাকি স্বগ্রামে যায় এবং স্ত্রী, তিনটি কন্যা, একটী পুত্র ও অপর একটী স্ত্রীলোককে বাড়ীর নিকটবর্ত্তী এক জঙ্গলে লইয়া গিয়া তাহাদিগকে গুলী করিয়া হত্যা করে পুলিশ উক্ত কনষ্টেবলের খোঁজ করিতেছে, কিন্তু এ যাবত তাহার সন্ধান পাওয়া যায় নাই।

চট্টগ্রামের সরকারী উকিল

এডভোকেট রায় বাহাদুর কামিনী কুমার দাস চট্টগ্রামের সরকারী উকীলের পদে অস্থায়ীভাবে কার্য্য করিতেছিলেন। তিনি এক্ষনে ঐ পদে স্থায়ী ভাবে নিযুক্ত হইলেন। রায় বাহাদুর একজন বিশিষ্ট আইনজ্ঞ; তিনি বার মিউনিসিপ্যাল কমিশনার হইয়াছিলেন।

রেলের পুল

আসাম বেঙ্গল রেলওয়ের ১নং পুল সংস্কের মধ্যে স্থিত হওয়ায়, অনেক লোক পুলের উপর দিয়া যাতায়াত করে কিন্তু পুলের দুই ধারে রেলিং না থাকায়, উহা হইতে লোক পড়িয়া প্রায়ই দুর্ঘটনা ঘটিতেছে। এই পুলের দুই ধারে পোক্ত করিয়া রেলিং দিয়া লোকের জীবন রক্ষা করা আবশ্যক।

বাঙ্গালার আর্থিক অবস্থা

(১১)

শাসন সংস্কার ও বাঙ্গালা

এই হিসাবে দেখা যাইতেছে, সমগ্র ভারতে আয়করের যে টাকা আদায় হয়, তাহার শতকরা ৩৬'২ টাকা বাঙ্গালায় আদায় হইয়া থাকে। সত্য বটে, ইহার কতকাংশ অন্যান্য প্রদেশের ব্যবসায় আয়ের উপর ধরা হইয়াছে; কিন্তু তাহা হইলেও বাঙ্গালায় যে অন্যান্য প্রদেশ অপেক্ষা অধিক আয়কর আদায় হয়, তাহাতে সন্দেহ নাই। আর বাঙ্গালায় শিল্পের সব আয়ের উপর এই কর আদায় হয়। কাজেই নূতন শাসন পদ্ধতি প্রবর্ত্তিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গালায় সংগৃহীত আয়করের অধিক টাকা বাঙ্গালা সরকারের পাওয়া, এবং কেন্দ্রী সরকারের প্রাপ্য থোক টাকা যথাসম্ভব অল্প হওয়া বাঞ্ছনীয়। কি ভাবে আয়করের টাকা ভাগ করা হইবে, তাহা এখনও স্থির হয় নাই। যাহাতে প্রদেশের লোকসংখ্যানুসারে টাকা ভাগ না করিয়া কোন্ প্রদেশ হইতে কত টাকা পাওয়া গিয়াছে তাহা দেখিয়া ভাগ করা হয় তাহাও সঙ্গত। বাঙ্গালার অর্থ সচিব তাঁহার বক্তৃতায় এই সব বিষয় বিশদরূপে ব্যক্ত করিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন,—"পীল কমিটী আয়করের যে দ্বিবিধ বিভাগ করিতে বলিয়াছিলেন, তাহাতে বাঙ্গালা সরকার সম্মত আছেন। কিন্তু আমরা বলিয়াছি, কেন্দ্রী সরকারের আর্থিক অবস্থা বিবেচনা করিয়া সে সরকার আয়করের যথাসম্ভব অল্প অংশ গ্রহণ করিবেন এবং যে থোক টাকা সে সরকার কিছু দিনের জন্য লইবেন—তাহা লওয়াও যথাসম্ভব শীঘ্র বন্ধ করিতে হইবে। বাঙ্গালা সরকার এ কথাও বলিয়াছেন যে, যদি শিল্পপ্রধান প্রদেশসমূহের প্রতি সুবিচার করিতে হয়, তবে প্রথমাবধি আয়করের কিছু অধিক পরিমাণ টাকা প্রদেশগুলির মধ্যে বিভাগ করিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে।"

মেষ্টনী বন্দোবস্তে বাঙ্গালার প্রতি যে অবিচার করা হইয়াছে তাহার ফলে বাঙ্গালার উন্নতির পথ বিঘ্নবহুল হইয়া আছে; নূতন শাসন পদ্ধতিতে যাহাতে সে বিঘ্ন দূর হয়, যাহাতে বাঙ্গালায় শিক্ষা, স্বাস্থ্য, শিল্প প্রভৃতির উন্নতির জন্য আবশ্যক অর্থের অভাব না হয়, তাহাই বাঙ্গালা সরকারের ও বাঙ্গালার অধিবাসীদিগের অভিপ্রেত।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক
— পারমার্থিক পত্র —
শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশ
তনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনম্,
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং
প্রেমা পুমর্থো মহান্
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং
তত্রাদরো নঃ পরঃ॥

৮ম বর্ষ } ২৩শে দামোদর গৌরাব্দ ৪৪৭, ৯ই কার্ত্তিক বঙ্গাব্দ ১৩৪০, ২৬শে অক্টোবর ইং ১৯৩৩, বৃহস্পতিবার ১৯৭তম সংখ্যা

অন্নকূট-তিথি

কলিকাতা ২২।১০।৩৩

কেহ কেহ অদৈব-স্মার্ত্ত-বিধানানুসারে ...ত ২রা কার্ত্তিক বৃহস্পতিবার গোবর্দ্ধন-পূজা ... অন্নকূট উৎসব করিলেও শ্রীগৌড়ীয়মঠে ...বণব স্মৃতি-বিধানানুসারে গত ৩রা কার্ত্তিক ...ক্রবার বিরাট্ আয়োজনের সহিত শ্রীশ্রী-...গোবর্দ্ধন-পূজা ও অন্নকূট-মহামহোৎসব ...সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীঅন্নকূট-মহোৎসবে শ্রীগিরিধারীর ভোগ্য উপকরণের এরূপ ...বচিত্র্য আর কোথাও দৃষ্ট হয় নাই। ...শ্রীগৌড়ীয়মঠরক্ষক মহামহোপদেশক আচার্য্য-...ক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ, ভাগবত-...ত্ন, ভক্তিশাস্ত্রী মহোদয়ের বিশেষ উৎসাহে ... অক্লান্ত সেবাফলে কলিকাতার ন্যায় ...আত্মেন্দ্রিয়-তর্পণের ভোগোপকরণ-বহুল ...নে শ্রীগিরিধারী শ্রীকৃষ্ণের ভোগোপ-...করণের এই বিরাট্ প্রদর্শনী প্রতি বৎসর ...মুক্ত হইয়া থাকে। শ্রীগোবিন্দলীলামৃত ... শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতকার শ্রীল কবিরাজ ...গোস্বামী প্রভু তাঁহার লেখনী-মধ্যে গিরিধারী ...কৃষ্ণের ভোগের উপকরণের যে বিচিত্র ...প্রদর্শনী উন্মুক্ত করিয়া বাঙ্গলার কতিপয় ...প্রাকৃতিক সাহিত্যিককে বিমোহিত করিয়া-...ছেন, তাহা শ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্নকূট-মহা-...মহোৎসবে বিচিত্র উপকরণ মধ্যে প্রকাশিত ...হইয়া প্রত্যেক উৎকৃষ্ট সামগ্রীই যে শ্রীকৃষ্ণের ...ভোগের বস্তু, তাহা প্রতি বৎসর ভোগান্ধ ...জীবকে স্মরণ করাইয়া দিতেছে। ওঁ বিষ্ণুপাদ ...শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ...প্রভুপাদ গোক্রীড়ন-পূজা-দিবস শ্রীসারস্বত ...নাট্যমন্দিরে গোবর্দ্ধন-পূজার তাৎপর্য্য-সম্বন্ধে ...ভক্তগণকে উপদেশ প্রদান করিয়াছেন।

আচার্য্য শ্রীপাদ যদুবর ভক্তিশাস্ত্রী এম্-এ, বি-এল মহোদয় শ্রীগুরুদেবের আদেশে যথাশাস্ত্র গোবর্দ্ধন-পূজা সম্পাদন করেন এবং উপদেশক শ্রীপাদ প্রণবানন্দ ব্রহ্মচারী প্রত্ন-বিদ্যালঙ্কার প্রভু শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত ও শ্রীমদ্ভাগবত হইতে শ্রীগোবর্দ্ধন-পূজা ও অন্নকূট-মহোৎসব-বিষয়ক অংশ পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। সঙ্কীর্ত্তন মুখে সর্ব্ব-সাধারণের নিকট শ্রীগোবর্দ্ধন-পূজা-মণ্ডপ উদ্ঘাটিত হয়। ভোগারাত্রিক কীর্ত্তন ও সঙ্কীর্ত্তন-মুখে পরিক্রমার পর পুনরায় অবিরাম সঙ্কীর্ত্তন চলিতে থাকে। গিরি-ধারীর সহস্রাধিক বিচিত্র মহাপ্রসাদ দর্শন ও বন্দনা করিবার জন্য বেলা ১১ ঘটিকা হইতে রাত্রি ১২ ঘটিকা পর্য্যন্ত সহস্র সহস্র আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা নদীর প্রবল স্রোতের ন্যায় শ্রীগৌড়ীয়মঠে সমাগত হইতে থাকেন। বহু সম্ভ্রান্ত ও শিক্ষিত ব্যক্তি এই অন্নকূট-মহোৎসব ও আচার্য্যবর্য্যের শ্রীপাদপদ্ম দর্শন করিয়া আপনাদিগকে কৃতকৃতার্থ জ্ঞান করিয়াছেন। বেলা ১০ ঘটিকা হইতে রাত্রি ২ ঘটিকা পর্য্যন্ত সহস্র সহস্র নর-নারীকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হইয়াছিল।

শুনা গিয়াছে, শ্রীগৌড়ীয়মঠের ব্যবস্থা দ্বারা শ্রীযুক্ত সত্যানন্দ গোস্বামী ও শ্রীযুক্ত নিবারণ গোস্বামীর ভ্রান্ত ব্যবস্থা সংশোধিত হইলে শ্রীপাট খড়দহে আবার গত শুক্র-বারেই অন্নকূট-মহোৎসব হইয়াছে। বাগ্-বাজারে শ্রীমদন-মোহনের মন্দিরে শুক্রবারই গোবর্দ্ধন-পূজা হইয়াছে।

যে-শাস্ত্র-যুক্তিধারা উপরিউক্ত ব্যক্তি-দ্বয়ের ভ্রান্তধারণা নিরাস করিয়া শ্রীঅন্নকূট তিথি-সম্মান দিবস নির্ণীত হইয়াছে তাহা 'ভ্রান্তধারণা নিরসন' শীর্ষক প্রবন্ধে প্রদর্শিত হইতেছে।

ভ্রান্ত-ধারণা নিরসন

শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র গোস্বামী ও শ্রীযুক্ত সত্যানন্দ গোস্বামী গত ২৮শে আশ্বিন (১৩৪০ সন) শনিবার তারিখের 'দৈনিক বসুমতীতে' শ্রীপাট খড়দহে গোবর্দ্ধনপূজা ও অন্নকূট-যাত্রার এক বিজ্ঞাপন বাহির করিয়া সাধারণকে নিজে-দের সহিত ভ্রান্তপথে পরিচালিত করিয়াছেন। বিজ্ঞাপনে শ্রীহরিভক্তিবিলাসের কার্ত্তিকী শুক্লা প্রতিপদ-তিথির কৃত্য প্রকরণের মধ্য হইতে একটী মাত্র শ্লোক উদ্ধার করিয়া ২রা কার্ত্তিক বৃহস্পতিবার উক্ত শ্রীপাটে গোবর্দ্ধন পূজা অন্নকূট-মহোৎসব হইবে বলিয়া জন-সাধারণকে নিমন্ত্রণ করা হইয়াছে। তাঁহারা পূর্ব্বে ও পরের কোন শ্লোক ও বিচার উদ্ধার করেন নাই। শ্রীহরিভক্তিবিলাসে কার্ত্তিকী শুক্লা প্রতিপদ তিথিতে নিম্নলিখিত কৃত্য দেখা যায়—

(১) গোবর্দ্ধনপূজা
(২) গোপূজা
(৩) গোক্রীড়া
(৪) বলিপূজা

গোবর্দ্ধনপূজা-সম্বন্ধে লিখিত আছে—

"প্রাতর্গোবর্দ্ধনং পূজ্য···শ্রীগোবর্দ্ধন-ভূধরঃ।"

"শুক্লপ্রতিপদি প্রাতঃ কার্ত্তিকেঽর্চ্চোঽত্র
বৈষ্ণবৈঃ॥"

"ততঃ প্রাতর্গোবর্দ্ধনং পূজ্যেতি
পূর্ব্বাহ্নতাৎপর্য্যকম্।
দ্বিতীয়া-সময়েতু সর্ব্বথা নিষিদ্ধম্॥"

তাঁহাদের উদ্ধৃত—

"প্রতিপদ্দর্শ-সংযোগে ক্রীড়নন্তু গবাং মতম্।
পরবিদ্ধাসু যঃ কুর্য্যাৎ পুত্রদারধনক্ষয়ঃ॥"

গোক্রীড়া-বিষয়ক এই শ্লোকের পর গোপূজা সম্বন্ধে বলা হইয়াছে।

'যা কুহূঃ প্রতিপন্মিশ্রা তত্র গাঃ পূজয়েন্ন প।'

গোক্রীড়া সম্বন্ধে আরও বলা হইয়াছে।

"ভদ্রায়াং গোকুলক্রীড়া দেশনাশায় জায়তে॥"

অতএব দ্বিতীয়া-বিদ্ধা প্রতিপদ তিথিতে নিষেধ কেবল গোপূজা ও গোক্রীড়া-সম্বন্ধেই উক্ত হইয়াছে। কিন্তু গোবর্দ্ধনপূজা-সম্বন্ধে স্পষ্টই বলা হইয়াছে যে, প্রাতঃকালে অর্থাৎ পূর্ব্বাহ্নেই পূজা হইবে এবং দ্বিতীয়-সময়ে নিষিদ্ধ।

বৃহস্পতিবার দঃ ১৩।৫৭।৫৯ পর্য্যন্ত অমাবস্যা রহিয়াছে। অতএব গোবর্দ্ধন-পূজার কাল প্রাতঃ বা পূর্ব্বাহ্ণ দঃ ১১।২৬।৫৬ এই দিনে পাওয়া যায় নাই।

শুক্রবারে প্রতিপদ রহিয়াছে দঃ ১০।১২।১ পর্য্যন্ত। সুতরাং প্রাতঃকাল দঃ ৫।৪২।৪৭র পরেও দঃ ৪।২৯।১৪ পর্য্যন্ত পূর্ব্বাহ্ণ পাওয়া যাইতেছে।

অতএব শুক্রবারে প্রতিপদ কালের মধ্যেই শুদ্ধবৈষ্ণব-সম্প্রদায় গোবর্দ্ধনপূজার অনুষ্ঠান করিয়াছেন। গোপূজা ও গো-ক্রীড়া পূর্ব্বদিনে প্রতিপদ তিথিতে সম্পাদন করিয়া অন্নকূট-উৎসব শুক্রবারেই বিহিত। শুক্রবার প্রাতঃকালে যে গোবর্দ্ধন-পূজার কথা বলা হইল সেই প্রাতঃকাল বলিতে ৬ দণ্ড বা ৫ দণ্ড ৪৩ পল মাত্র বুঝায়। অতএব শ্রীসত্যানন্দ গোস্বামী ও শ্রীনিবারণ চন্দ্র গোস্বামী গত ২৮শে আশ্বিন তারিখের 'দৈনিক বসুমতী'তে যে ব্যবস্থা দিয়াছেন তাহা ভ্রমপূর্ণ। এই শ্রীসত্যানন্দ গোস্বামীই কি 'গুপ্তপ্রেস' পঞ্জিকার জনৈক ব্যবস্থাপক? যদি তাহাই হয় তবে তাঁহার প্রদত্ত উক্ত পঞ্জিকায় অন্নকূটের ব্যবস্থার সহিত তাঁহার লিখিত 'দৈনিক বসুমতী'র ব্যবস্থার তফাৎ হইল কেন?

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

২৩ দামোদর, আদি কারণোদশায়ী

ব্যতিরেক মঙ্গল

শ্রীভগবান্ ভগবদিতর-প্রতীতি হইতে নিত্যকালই ভিন্ন। জড়নির্বিশেষবাদী ও চিজ্জড়-সমন্বয়াত্মক নির্বিশেষবাদী কখনও শ্রীভগবানের স্বরূপ জানিতে পারেন না, কারণ যাহা ভগবান্ হইতে নিত্যকালই পৃথক্ তাঁহারা সেই বস্তুতেই নিমগ্ন। ভগবদ্বস্তুর চিদ্বৈচিত্র্যে ভগবদস্মিতা, ভগবদ্‌-অনুষ্ঠানকর্তৃত্ব, ভগবদ্রূপ, ভগবদ্‌গুণ ও ভগবল্লীলা এবং আশ্রিতত্ত্ব-সমূহের নিত্য-স্বরূপ-বিবেক, নিত্য কর্ত্তব্য প্রভৃতির বাস্তব-জ্ঞান গুরুকৃষ্ণ প্রসাদ সাপেক্ষ।

মায়ার ভোক্তা যখন ইন্দ্রিয়জ জ্ঞানে বিমুগ্ধ হইয়া বাস্তব-জ্ঞান-রহিত বা হরি-বিমুখ হন, তখন ইন্দ্রিয়জজ্ঞানের সত্যপ্রাপ্তির প্রকৃত উপায় নির্দ্ধারণ করিতে পারেন না। যখন বদ্ধজীব শ্রীভগবানকে স্বীয় ইন্দ্রিয়জ জ্ঞানে মাপিতে যায়, তখন তাঁহার সম্বন্ধে কোন কূলকিনারা না পাইয়া নির্ব্বিশেষ মায়াবাদী হইয়া পড়ে। এই প্রকারে মায়াবাদী নির্ব্বিশেষ মতাবলম্বনে নির্ভেদ-ব্রহ্মানুসন্ধান-পর হইয়া কুক্কুর-শৃগালভক্ষ্য দেহ ও চঞ্চল মনোধর্ম্মে বহিঃপ্রজ্ঞা-চালনে ব্যস্ত থাকায় সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন-নির্ণয়ে ভ্রান্ত হইয়াছে। সুতরাং তাহার পক্ষে ভগবানের দয়া-লাভের সম্ভাবনা নাই। স্বরূপ-বিভ্রান্তি ঘটিলেই ভক্তিকে অভিধেয় ও প্রেমাকে প্রয়োজন-জ্ঞানের পরিবর্ত্তে মোক্ষাভিলাষ হয়। প্রকৃত মোক্ষ হরিসেবা ব্যতীত কখনও লভ্য হইতে পারে না। মায়াবাদী যে মোক্ষের অভিলাষ করে, তাহার পরিণাম আত্মবিনাশ বা বুভুক্ষা-রাক্ষসীর কবলে পতন।

—

প্রকৃতি, কাল ও কর্ম্ম—ইহারা চেতনময় ও অচিতময় বস্তুর জনক-জননী বা বিনাশকারী নহে। ইহারা অচিৎ-পর্য্যায়ে গণিত। চেতনময় বস্তুর সহিত ইহাদের বৈষম্য ও বিশেষত্ব আছে। ইহাদের মধ্যে প্রথম দুইটী অর্থাৎ প্রকৃতি ও কাল বিনাশী নহে কিন্তু কর্ম্ম বিনাশী হইলেও প্রাগনাদি। ঈশ্বর ও জীব—এই বস্তু-বৈচিত্র্যে চিদ্ধর্ম্ম অবস্থিত। অচিদ্‌ভাবময় তিনটী বিচিত্রতা চেতনময় না হইলেও কর্ম্ম ব্যতীত অপর চারিটা অর্থাৎ ঈশ্বর, জীব, প্রকৃতি ও কাল—খণ্ড-কালাতীত।

—

চেতনধর্ম্মে স্বতঃকর্তৃত্বের নিত্যাধিষ্ঠান; কর্তৃত্বাধীন আশ্রিত চিদচিদ্বস্তুর ঈশ্বরত্ব, কাল ও কর্ম্মের জনকত্ব তাহাতে অবস্থিত। আশ্রিত তত্ত্ব শক্তিমান্ চিদ্বিগ্রহের অনুগত হইয়া অন্বয় ও ব্যতিরেকভাবে তাঁহারই সেবায় নিরত। আশ্রিত-তত্ত্বের অন্বয় ও ব্যতিরেকভাবে সেবাবৈচিত্র্য ধর্ম্ম তদুদ্‌ভাবে অবস্থিত। বিভুসম্বিৎ ভগবদ্বস্তুকে আশ্রিত-তত্ত্বের অধীন মনে করিলে অণুসম্বিদের প্রকৃতি-বিপর্য্যয় ঘটে। জীবাধীন ঈশ্বর, প্রকৃত্যাধীন ঈশ্বর, কালাধীন ঈশ্বর, কর্ম্মাধীন ঈশ্বর—এই প্রকার অচিদ্‌বৃত্তি যেখানে প্রবল সেইস্থানেই ভগবদ্‌বিমুখতা পূর্ণমাত্রায় আত্মপ্রকাশ করে।

প্রকৃতি, কাল ও কর্ম্ম—ভাবত্রয় জীবের নিত্য চিদানন্দ-ধর্ম্মের উপর ঈশ্বরতা করিয়াই জীবকে বদ্ধ করে অর্থাৎ জীবের স্বরূপানুভূতির ব্যাঘাত করায়। তৎফলেই জীব আপনাকে প্রকৃতি, কাল ও কর্ম্মাধীন মনে করিয়া লুপ্তচেতন বা জড়ের অন্যতম জ্ঞান করে।

প্রাকৃত বৈচিত্র্যের মধ্যে ঈশ্বরভাব অব্যক্ত বলিয়া বদ্ধাবস্থায় ঈশোন্মুখ আশ্রিত-তত্ত্বকে অপ্রাকৃত বা বৈকুণ্ঠ বলিয়া উদ্দেশ করা হয়। জীব স্বরূপবিস্মৃত হইলেই নিত্য চিদানন্দময় শ্রীগুরুপাদপদ্মসেবা হইতে বিক্ষিপ্ত ও অজ্ঞানাবৃত হইয়া স্বীয় চিদ্‌বৃত্তির অবিমিশ্র ধর্ম্ম হইতে বঞ্চিত হয়। তৎকালে চিদ্ধর্ম্মের নিত্যানুষ্ঠান অচিৎ প্রাগনাদি ও বিনাশী ধর্ম্মরূপে প্রতিভাত হইয়া জীবকে অহঙ্কার-বিমূঢ় করে। ভগবচ্ছক্তি আশ্রয়জাতীয় ভগবল্লীলা প্রকাশ করিয়া স্বজাতীয় অনুভূতি প্রদর্শন পূর্ব্বক আচার্য্যরূপে বদ্ধ জীবের সহিত সমতা স্থাপন করেন।

যেস্থানে মুক্তজীবকুল প্রকৃতি, কাল ও কর্ম্মের বশীভূত-তত্ত্ব-বিচারে ভগবৎসেবা-বৈমুখ্য সংগ্রহ করিয়া তাহাতে অবস্থিত হয় তৎকালেই তাহার বিষয়ভোগ ও ত্যাগ-প্রবৃত্তি। ভগবানের আবরণশক্তি প্রকৃতিতে কালরূপী গুণসাম্যাবস্থা ও কর্ম্মরূপী গুণ-বৈষম্যবিচিত্রতা উৎপাদন করে। নিত্য-লীলাবৈচিত্র্যের অনুপাদেয় অবর প্রতিফলন-ক্রমে প্রতিহত হইয়া তাদৃশ বিকাশ-সমূহ নশ্বরভাবে অধিষ্ঠিত আছে। ঈশ্বরানুগত্যে নশ্বরতা ও খণ্ডপ্রতীতির ফল্গুত্ব অপনোদিত হইলে অণুচিৎ জীব নিত্য সেবোন্মুখ হইয়া ভগবদ্‌ভাব-পঞ্চকের প্রকৃতপ্রস্তাবে সেবা করিতে সমর্থ হয়। আত্মবৃত্তির অবিমিশ্রভাব বিপর্য্যস্ত হইয়াই ব্যক্তজগতে অহঙ্কারের ইন্ধনস্বরূপ নশ্বর জাড্যের উদয় করায় আশ্রিত-তত্ত্ব জীবের নিত্যমঙ্গলের জন্যই; প্রকৃতি, কাল এবং কর্ম্মও ব্যতিরেকভাবে মঙ্গলই বিধান করে।

গ্রাম্য কথা

[আচার্য্য শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র দাস অধিকারী]

গ্রাম্য-কথা 'প্রজল্প' নামেতে পরিচয়।
ভক্তিহানিকর বলি' জানহ নিশ্চয়॥
কৃষ্ণকথা ছাড়ি' জিহ্বা আন কথা কহে।
প্রজল্পী তাহার নাম বৃথা বাক্য বহে॥

গ্রামে রাজসিক-গুণ-সম্পন্ন ব্যক্তিগণ বাস করেন, তাহারা নানাবিধ কামনার দ্বারা পরিচালিত হইয়া বহু কর্ম্মের আবাহন করে এবং তাহা সম্পাদন করিবার জন্য সেই সকল চিন্তায় মগ্ন হয়, পরস্পরের সহিত সাক্ষাৎ হইলে বিষয়-কথা আলোচনা করিয়া কিছুক্ষণ তৃপ্তিলাভ করে কিন্তু সাধুমুখ-বিগলিত হৃৎকর্ণ-রসায়ন কৃষ্ণকথা শ্রবণ-জনিত সুখলাভের বিষয় কিছুই জানিতে পারে না।

—

গৃহাসক্ত মানবগণের আর্থিক প্রবৃত্তি হইতে দেহ-পোষণ, গৃহ-নির্ম্মাণ, বিবাহ, সন্তানোৎপাদন, বিদ্যাভ্যাস, ধনোপার্জ্জন, জড়-বিজ্ঞান, শিল্পকর্ম্ম, রাজ্যশাসন ও পুণ্য-সঞ্চয় প্রভৃতি নানাবিধ কর্ত্তব্য কর্ম্ম উপস্থিত হয়। এই সকল কৃষ্ণেতর বিষয়ের চিন্তায় ভরপুর হইয়া এই সকল কথা আলোচনা করে। এই সকল বিষয়ের কথা—গ্রাম্য কথা। দেহ-গেহ-স্ত্রী-পুত্রাদির কথা—গ্রাম্য কথা। এই সকল কথা ভক্তি-বিঘাতক; এই সকলের চিন্তা ভক্তিপথের কণ্টক—ভগবন্নাম-শ্রবণ-কীর্ত্তন-স্মরণের অন্তরায়। ইহারা মহামন্ত্র-কীর্ত্তনের সময় পদে পদে চিত্ত-বিক্ষেপ ঘটায়, নামাপরাধের সৃষ্টি করে।

—

অবিদ্যাগ্রস্ত জীবের গ্রাম্য কথা বড়ই প্রীতিদায়ক ও শ্রবণেন্দ্রিয়ের রুচিকর। বাজে কথা না শুনিলে যেন ভুক্তান্ন পরিপাক হয় না। কাহারও দেখা না পাইলে অন্ততঃ একখানা গ্রাম্যবার্ত্তাবহ সংগ্রহ করিয়া পড়িয়া হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচি। ব্যবহার-রসমত্ত জগতের লোক কখনও স্বদেশীর কথা, কখন ফুটবল, থিয়েটার, বায়স্কোপ, বন্যা, দুর্ভিক্ষ, বাণিজ্য, লড়াই, মামলা, মোকর্দ্দমা, চাকরি বা চাষের কথা, নারী-জাগরণ, গৃহ-শিল্প, একাল-সেকাল, নাটক-নভেল, পল্লী-সমাজ-সংস্কার প্রভৃতির কথা লইয়া সভা-সমিতিতে বক্তৃতা, আলোচনা, গান, মজলিস প্রভৃতি করিয়া মূল্যবান্ জীবন অতি-বাহিত করিয়া দিতেছে। দুর্ল্লভ মনুষ্য-জীবনের পরমায়ু যে প্রতিদিন ক্ষয় হইয়া যাইতেছে সে-চিন্তা মাথার ভিতর আদৌ প্রবেশ করে না। সাধুর নিকট পরমার্থ-বিষয় শোনা আদৌ আবশ্যক বিবেচনা করে না। তাই বলে—ওসব কথা শুনতে ভাল লাগে না, ততক্ষণ তাস-পাশা খেললে আনন্দ পাওয়া যায়। গোস্বামিগণ এই সকল জনসঙ্গ-পরিত্যাগের কথা বলিয়াছেন। ইঁহাদের সঙ্গে ভক্তিবিঘাতক প্রজল্পে সময় নষ্ট না করিয়া সাধুসঙ্গে বাস করা শ্রেয়স্কর।

যদি করিবে কৃষ্ণনাম সাধুসঙ্গ কর।
ভুক্তি-মুক্তি-সিদ্ধিবাঞ্ছা দূরে পরিহর॥
সাধুসঙ্গে নামকীর্ত্তন এই মাত্র চাই।
সংসার জিনিতে আর কোন বস্তু নাই॥

—

জনসঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া নির্জ্জনে বাস করিয়া থাকিলেও বিষয়চিন্তার হস্ত হইতে নিষ্কৃতি নাই। আবার জীবনযাত্রা-নির্ব্বাহের জন্য জনসঙ্গে ব্যবহার করিতে হইবে, তাহাতে গ্রামের পাঁচজন ভাই ছাড়বে কেন, তাঁহাদের পাঁচটা সুখদুঃখের কথা ত' শোনাবেই, তাহাদের মনস্তুষ্টির জন্য সে-সব শুনতেও হবে, কিছু বলতেও হবে; তাহাতে সেই সব বিষয়কথা চিত্তটী অধিকার করিয়া বসিবে, ভজনের ব্যাঘাত জন্মাবে। সেই জন্য শ্রীমন্ মহাপ্রভু বলিয়াছেন—

অন্তর-নিষ্ঠা কর বাহ্যে লোক-ব্যবহার।
অচিরাতে কৃষ্ণ তোমায় করিবেন উদ্ধার॥
গ্রাম্য কথা না কহিবে গ্রাম্য কথা
না শুনিবে।
ভাল না খাইবে আর ভাল না পরিবে॥
অমানী মানদ কৃষ্ণনাম সদা লবে।
ব্রজে রাধাকৃষ্ণ-সেবা মানসে করিবে॥

—

অসদ্‌বার্ত্তাকে বেশ্যা স্বরূপা বলিয়াছেন, তাহা মানবের সমস্ত সদ্‌গুণাবলীকে নষ্ট করিয়া দেয়; সেজন্য যেখানে অসৎকথা আলোচিত হয়, সাধকের সেই স্থান হইতে দূরে থাকা প্রয়োজন।

—

পরনিন্দা পরচর্চ্চা একটী বেশ আসর-জমকান মুখরোচক জিনিষ। খুব সাবধান থাকিলেও অলক্ষিতভাবে উহার মধ্যে আকর্ষণ করিয়া অভিনিবিষ্ট করিয়া ফেলে। পরচর্চ্চা ভক্তিপথের একটী কণ্টক; সেই জন্য সকলের বিশেষ সতর্ক থাকা আবশ্যক। সেই হেতু সর্ব্বদা সাধুসঙ্গে অবস্থান করিলে আর এই সকল উপদ্রব আসিয়া ভজনের বাধা জন্মাইতে পারে না।

—

সদ্‌বস্তু একমাত্র ভগবান্, তাঁহার কথাই সৎকথা; তদ্‌ভিন্ন সমস্তই অসৎ কথা। আত্ম-তত্ত্বজ্ঞানহীন ইন্দ্রিয়ভোগপরায়ণ জনগণ সমস্ত দিন সহস্র সহস্র গ্রাম্য-রসকথায় কালাতিপাত করে। ঈশ্বরভজনহীন ভোগী জনগণ আসুরিক-প্রবৃত্তি-বিশিষ্ট, তাহারা গ্রাম্য-কথায় মত্ত; ভজনোন্মুখ সাধকগণের গ্রাম্যকথা হইতে অবসর লাভ করিয়া সাধুসঙ্গে বৈকুণ্ঠ-বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া কাল কাটান আবশ্যক

—

গ্রাম্যকথায় প্রমত্ত বিষয়ীর দুর্দ্দশা দেখিয়া মহাজন গাহিয়াছেন—

সকল জন্মে পিতামাতা সবে পায়। গুরুকৃষ্ণ নাহি মিলে ভজহ হিয়ায়॥

ইতিহাস আলোচনে ভেবে দেখ নিজ মনে
কত আসুরিক দুরাশয়।
ইন্দ্রিয়তর্পণ সার করি কত দুরাচার
শেষে লভে মরণ নিশ্চয়॥
মরণ-সময়ে তা'রা উপায় হইয়া হায়
অনুতাপ অনলে জ্বলিল।
কুক্কুরাদি পশুপ্রায় জীবন কাটায় হায়
পরমার্থ কভু না চিন্তিল॥
এমন বিষয়ে মন কেন থাক অচেতন
ছাড় ছাড় বিষয়ের আশা।
শ্রীগুরুচরণাশ্রয় কর সবে ভব জয়
এ দাসের সেই ত ভরসা॥

'নাস্তিকতার' জীবনী

[১]

যেমন 'Face is the index of the mind' অর্থাৎ মানুষের মুখ যেমন তাহার অন্তঃকরণের দর্পণ-স্বরূপ অর্থাৎ মুখেতে যেমন মানুষের মনের ভাব প্রতিফলিত হয়, সেইরূপ লেখকের লেখনী হইতেও লেখকের স্বরূপের কতকটা পরিচয় পাওয়া যায়। রুচির বশবর্ত্তী আমরা প্রায়শঃ কার্য্য করিয়া থাকি, আর সেই রুচিই আমাদের সংসারে পরিচয় প্রদান করিয়া থাকে। জগতে কত প্রকারের জীবন-চরিত প্রকাশিত হইয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই; কত ধনীর, কত বৈজ্ঞানিকের, কত কবির, কত যোদ্ধার, কত সাধুর, কত মহাজনের, কত রাজনৈতিকের, কত নীতি-বিশারদের, কত দার্শনিকের, কত সাহিত্যিকের, আর কত সহস্র সহস্র প্রকারের ব্যক্তিগণের জীবন-চরিত লিখিত হইয়াছে,তাহা আমাদের জানা নাই।

কালে কালে মহাজনগণ জগতে অবতীর্ণ হইয়া ভগবদবতার ও অবতারীর প্রপঞ্চে লীলাসমূহ বর্ণন করিয়া জীব-শিক্ষার জন্য নানাপ্রকার আদর্শ জগতে স্থাপন করিয়া রাখিয়াছেন। ঐসমস্ত জীবন-চরিত-লেখকগণের লেখনীতে যে আদর্শ বা তাঁহাদের যে নিজ নিজ রুচি প্রস্ফুটিত হইয়াছে, তাহার দ্বারা সেই সমস্ত লেখকগণের আভ্যন্তরিক জীবনের কতকটা প্রকাশিত হইয়া পড়িয়াছে। তাই আমার বিশ্বাস যে, বর্ত্তমান প্রবন্ধ-প্রসঙ্গে পাঠক মহোদয়গণ প্রবন্ধ-লেখকের রুচি ও আভ্যন্তরিক জীবনের কথঞ্চিৎ পরিচয় অনায়াসেই বুঝিয়া লইতে পারিবেন। কারণ অধিকাংশস্থলে দেখা যায় যে, যে কোন প্রবন্ধ-পাঠের পূর্ব্বে পাঠকগণ আগেই প্রবন্ধ-লেখক বা লেখিকার পরিচয় পাইবার জন্য ব্যস্ততা প্রকাশ করিয়া থাকেন।

অন্যান্য জীবন-চরিতের সহিত এখানে তফাৎ এই যে, অন্যান্য জীবন-চরিত-পাঠে যেমন মানুষ তাহা হইতে আদর্শ গ্রহণ করিয়া থাকে, এখানে কিন্তু এই প্রবন্ধ-বর্ণিত বিষয় অর্থাৎ পাষণ্ডতার আদর্শ গ্রহণ করিতে হইবে না। অধিকন্তু তৎতদ্বিষয় শ্রবণ ও সম্যগ্ প্রকারে পাঠ পূর্ব্বক বিচারপর হইয়া উহা হইতে সর্ব্বতোভাবে সতর্ক হওয়াটাই আমাদের পূর্ণবিকচিত মানবজীবনের সার্থকতা। নতুবা পাষণ্ডতার আদর্শ গ্রহণ করিয়া সুদুর্ল্লভ মনুষ্যজন্মটা হেলায় নষ্ট করিয়া দেওয়া বুদ্ধিমান্ ব্যক্তির কর্ত্তব্য নহে। নিম্নে প্রবন্ধ-'নায়কের' বিষয় বর্ণিত হইতেছে।

সবিশেষ ভগবদ্বস্তুতে বিশ্বাস এবং তাঁহার সেবা-চেষ্টা জাগতিক জড়সভ্যতার কৃত্রিম ফল নহে। ঐরূপ ভগবদ্বিশ্বাসকে ঐতিহাসিক জড় সভ্যতার ফল বা সহযোগিরূপে প্রমাণ করিবার জন্য আধ্যক্ষিক শ্রেণীর ব্যক্তিগণ অনেক গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। অপ্রাকৃত-বস্তুর প্রকৃতি সম্বন্ধে তাঁহাদের ঐরূপ চেষ্টা আত্মবিরোধ প্রকাশ করিয়া থাকে মাত্র। ধর্ম্ম বলিতে জীবের নিত্য আত্মধর্ম্মকেই লক্ষ্য করিয়া থাকে; কিন্তু ঐসমস্ত লেখকগণ ইচ্ছাপূর্ব্বক মানবের মনোধর্ম্মের সহিত আত্মধর্ম্মের সমন্বয় করিতে গিয়া ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। যদিও ইহা সর্ব্ববাদি-সম্মত যে, আত্মধর্ম্মের বিষয়টী আমাদের প্রাকৃত অভিজ্ঞতার বহির্ভাগে অবস্থিত, তথাপি তাঁহারা ঐরূপ ভ্রম করিয়া থাকেন; ইহা বড়ই আশ্চর্য্যজনক।

ঐ সকল ব্যক্তি 'ধর্ম্মকে' কতকগুলি ধারণার (ideas) সমষ্টিমাত্র বলিয়া মনে করেন। আর ঐ ধারণাগুলি আবার কি রকম? না, সেগুলির অস্থায়ী অস্তিত্ব কেবলমাত্র তাঁহাদের কল্পনার অন্তর্ভুক্ত। আবার এইরূপ ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া তাঁহারা তাঁহাদের মনোধর্ম্মসমূহকে বিশ্লেষণ করিতে অগ্রসর হন এবং নিজ নিজ মনোধর্ম্মের পোষকতা করিবার উদ্দেশ্যে অতীতকালের ব্যক্তিসমূহের মানসিক চিন্তাস্রোতের অনুসন্ধান করিয়া থাকেন। ধর্ম্ম-জিনিষটীকে সাধারণতঃ কোন জড়বস্তু হইতে ইন্দ্রিয়গণদ্বারা মনের উপর প্রেরিত চিন্তা-বিশেষ বলিয়া তাঁহারা ধারণা করিয়া থাকেন। আধ্যক্ষিক নীতিবাদী, ধার্ম্মিক বা বৈজ্ঞানিকগণ ঐ প্রকার মনের ধর্ম্মকেই উপায় এবং উপেয় বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। বাইবেলের আধ্যক্ষিক সমালোচনা ও ধর্ম্মবিষয়ে মনোধর্ম্মোত্থ বিচার লক্ষ্য করিলে ইহাই দেখা যায় যে 'প্রতিপাদ্য' বিষয়টীকে পূর্ব্বেই 'প্রতিপন্ন' বলিয়া ধরিয়া লওয়া হইয়াছে।

ঐ বিষয়ের বিচারে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে আমাদিগকে পূর্ব্ব-সংস্কারজনিত অসম্পূর্ণ ধারণাসমূহ মন হইতে বর্জ্জন করিয়া অগ্রসর হইতে হইবে। আমাদের স্থূল ও সূক্ষ্ম অভিজ্ঞতাসমূহ জড়স্থান ও কালের অন্তর্গত ইন্দ্রিয়জ জ্ঞানের বিষয়; কিন্তু ভগবৎপ্রেম বা তাঁহার সেবা-চেষ্টাসমূহ আত্মার ক্রিয়া, উহা উপরিউক্ত স্থূল ও সূক্ষ্ম ভূমিকার কোন বস্তু মাত্র নহে। মনোধর্ম্মে যে বাস্তব (Positive) বা অবাস্তব (Negative) বলিয়া ধারণা আছে, বা জাগতিক চল্‌তি চিন্তাস্রোতের মধ্যে 'প্রেম' বা 'সেবা' বলিয়া যে-সকল শারীরিক চেষ্টা আছে, ভগবৎপ্রেম বা ভগবৎসেবা সে-রকমের কোন একটা জিনিষ নয়। পূর্ব্বোক্ত 'প্রেম' ও 'সেবা'তে আরম্ভ এবং শেষ অর্থাৎ উহাদের আদি ও অন্ত আছে এবং উহারা আবহমান পরিবর্ত্তনশীল। কিন্তু আত্মার দিক্ থেকে যে ভগবৎপ্রেম বা ভগবৎসেবা, তাহা নিত্য এবং অপরিবর্ত্তনীয়। এই ভগবৎপ্রেম বা ভগবৎসেবা মনোধর্ম্মোত্থ ভাবপ্রবণতা মাত্র নহে; ইহা আত্মার স্বরূপের ক্রিয়া এবং অক্ষজ মনোভূমিকার অনেক ঊর্দ্ধদেশে ইহার অবস্থান, যেথানে আধ্যক্ষিক-সম্প্রদায়ের সমালোচকগণের প্রবেশ নিষেধ।

মনোধর্ম্ম ও আত্মধর্ম্মের মধ্যে তারতম্য বুঝিয়ে দেবার জন্য অতিথি আমাদের দ্বারে সর্ব্বদাই যেন প্রস্তুত আছেন। তাই দেখতে পাওয়া যায় যে, যাঁরা বাস্তব বস্তু জানবার জন্য আন্তরিক কাতরতা প্রকাশ করেন ভগবৎ-কৃপায় তাঁহারা আত্মধর্ম্ম ও মনোধর্ম্মের মধ্যে বৈশিষ্ট্য জানিবার ও তাহাতে বিশ্বাস-স্থাপন করিবার সুযোগ পাইয়া থাকেন। এইরূপ জিজ্ঞাসার পথে আমাদের প্রথম স্বতঃসিদ্ধ (axiom) বিষয়টী ধ'রে নিতে হবে যে,ভগবৎসেবা শুদ্ধ আত্মার স্বরূপের নিত্য-ক্রিয়া ব্যতীত আর কিছুই নহে। মানুষ নিরপেক্ষভাবে যদি এই কথায় চিত্ত-সংযোগ করে তবে বুঝ্‌তে পারবে যে, বাস্তব বস্তুর সেবাচেষ্টা তাহার আত্মায় অন্তর্নিহিত এবং সেই সেবাচেষ্টা স্বতঃই জেগে উঠে। কখন?—না, যখন এই বিষয়টী সে নিরপেক্ষভাবে শ্রবণ করে এবং যখন ঐ সেবার স্থূল ও সূক্ষ্ম প্রতিবন্ধকগুলি অপসারিত হয়। জড় সভ্যতার যে কোন অবস্থায় মানুষ থাকুক না কেন, এমন কি অসভ্য অবস্থাতেও যদি তাহার অবস্থান হয়, তাহা হইলেও তাহার আত্মার ভগবৎসেবার ঐরূপ স্বাভাবিক চেষ্টা সর্ব্বাবস্থাতেই বর্ত্তমান থাকে।

জড়জগতের বস্তু এবং বিষয়সমূহ আমাদের ইন্দ্রিয়গ্রামকে ক্ষণিক সুখ প্রদান করে বলিয়া আমরা সেই সকল কার্য্যে আসক্তি দেখাই। কিন্তু এইরূপ আসক্তি আমাদের অজ্ঞানতার পরিচয়। এইরূপ অজ্ঞানতার মূলে উক্ত প্রকার আসক্তির দ্বারা মানবের ভগবানের প্রতি স্বাভাবিক সেবা-চেষ্টা আবৃত হইয়া আছে। কিন্তু নাস্তিকগণের পক্ষ হইতে যখনই আত্মধর্ম্মকে দমন করবার দৃঢ়-চেষ্টার উদয় হইয়াছে, প্রতিক্রিয়া-ফলে ঐরূপ প্রতিকূল-চেষ্টা মর্দ্দিত হইয়া আত্মধর্ম্মের প্রকাশ সাফল্য-মণ্ডিত হইয়াছে এবং প্রতিকূলাচরণকারিগণের বাক্‌রোধ হইয়া গিয়াছে। ধর্ম্মের সহিত নাস্তিকতার বিভিন্ন প্রকারে নিত্যকালের বিরোধের একটা ইতিহাস লেখা সম্ভব। আস্তিকতা নিত্যকালের; সেই আস্তিকতার ইতিহাস-সম্বন্ধে এই ভাবে বলা যেতে পারে যে, তাহা সৃষ্টির প্রথম থেকেই আছে অর্থাৎ সৃষ্টির প্রথম হইতেই যখন মানুষ স্থান-কালের আবহাওয়ায় এসে পড়ে, তখন থেকেই নাস্তিকতার বিরুদ্ধে নিত্যকালের ভগবৎ-সেবা-চেষ্টার একটা আস্তিক্যভাব দেখা যায়।

শ্রীকপিলদেবের উক্তি

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ১৯২ সংখ্যার পর]

আমার রচিত সৃষ্ট্যাদি লীলানুচিন্তন-দ্বারা জীবের যে ভক্তির উদ্রেক হয়, তদ্দ্বারা তিনি ঐহিক ও পারত্রিক ইন্দ্রিয়জ সুখ হইতে বিরাগ-বিশিষ্ট হন; তদনন্তর অভিযুক্ত হইয়া সুগম ভক্তিযোগ-সাধনাঙ্গ অবলম্বন করিয়া তিনি চিত্তকে স্ববশীকরণে যত্নবান্ হইয়া থাকেন।

এই প্রকারে জীব প্রকৃতি-সঙ্গজ বিষয়-সমূহের সেবা না করিয়া বিনয়ে বিতৃষ্ণা-আনয়নকারী জ্ঞান, অষ্টাঙ্গযোগ এবং আমাতে অনন্তভক্তি দ্বারা এই দেহেই ভক্তি প্রভৃতি দ্বারা তৎ-পদার্থবাচ্য আমাকে প্রাপ্ত হন।

(অনন্তর কপিলদেব মুক্তি হইতে ভক্তির শ্রেষ্ঠত্ব প্রদর্শন করিয়া বলিতেছেন—) মাতঃ, যাঁহারা সর্ব্বেন্দ্রিয়ের দ্বারা 'আমার পাদ-সেবা-রত, যাঁহারা পরস্পর সম্মিলিত হইয়া আমারই মাহাত্ম্য বর্ণন করিতে শ্লাঘা বোধ করেন, তাদৃশ ভাগবতগণ আদৌ আমার সহিত একাত্মতারূপ সাযুজ্য-মুক্তি স্পৃহা করেন না।

হে মাতঃ,আমার যে সমস্ত প্রকাশমূর্ত্তির বদন প্রসন্ন ও লোচন অরুণবর্ণ, সেই সকল অভীষ্ট-সেবাপ্রদমূর্ত্তি তাঁহারা দর্শন করেন এবং তৎসহ নানাবিধ ভুক্তি-মুক্তি-স্পৃহা-রহিত সেবাভিলাষ জ্ঞাপন করেন। ফলতঃ মুক্তি অপেক্ষা ভক্তিতে নিত্য পরমেশ্বরানুভব-সুখ অধিক বর্ত্তমান।

শুদ্ধভক্তি গ্রন্থমালা

২। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২৮৲
একাদশ স্কন্ধ হইতে প্রতিখণ্ড ।৶
৩। ভাষ্যদ্বয়সহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত
(৪র্থ সংস্করণ) ৫৲
৪। ভক্তিবিবেককুসুমাঞ্জলি (বাঁধা) ১৲
৫। গৌড়ীয়-গৌরব ।৵০
৬। গৌড়ীয়-সাহিত্য ।৵০
৭। ভজনরহস্য ॥০
শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও
শ্রীনবদ্বীপশতকম (বাঁধা)
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৯। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ)
ঐ (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
১০। গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি টীকাসহ)
ঐ (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
১১। গীতার কেবল মাধ্ব-ভাষ্য ।০
১২। যুক্তিমল্লিকা গুণসৌরভঃ সানুবাদ
(মাধ্ব) ২৲
১৩। বেদান্ততত্ত্বসার সানুবাদ
(রামানুজীয়) ॥০
১৪। জৈবধর্ম্ম ২৲
১৫। শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸
১৬। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১৭। প্রেমাবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ॥৵০
ঐ (বাঁধা) ৸০
১৮। দ্বীপ-দিগ্‌দর্শন ৵০
১৯। সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ) ।৵০
২০। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ॥০
ঐ (আবাঁধা) ।৵০
২১। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
২২। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৵০
২৩। গীতমালা /১০
২৪। নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য ৶০
২৫। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶০
২৬। নবদ্বীপ পঞ্জিকা (৪৪৭ গৌরাব্দ) ৵০
২৭। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
২৮। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা-দর্পণ ।০
২৯। শরণাগতি /০
৩০। গীতাবলী /০
৩১। চিত্রে নবদ্বীপ ১॥০
৩২। সাধনকণ /০
৩৩। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা /০
৩৪। নবদ্বীপশতক /০
৩৫। অর্থপঞ্চক /০
৩৬। সদাচারস্মৃতিঃ /০
৩৭। কল্যাণকল্পতরু (৫ম সংস্করণ) /১০
৩৮। অর্চ্চনকণ ,১০
৩৯। সাধককণ্ঠমালা (বাঁধা) ।০
ঐ (আবাঁধা) ।/০
৪০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি
(প্রথম চারিখণ্ড) ৩৲
৪১। ব্রহ্মসংহিতা ॥০
৪২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৪৩। মণিমঞ্জরী সানুবাদ ।০
৪৪। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৪৫। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ।০
৪৬। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৪৭। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
৪৮। গৌড়ীয়মঠ কি করেন? /০
৪৯। ঈশোপনিষৎ (বলদেব ও মাধ্ব-ভাষ্য এবং বিবৃতি ও অনুবাদসহ) ।০
৫০। শ্রীভুবনেশ্বর ৶০
৫১। সিদ্ধান্তদর্পণ ৵০
৫২। সাংখ্যবাণী /০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৫৩। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী-দিগ্বিজয়ঃ ॥০
৫৪। সটীক-শিক্ষাদশমূলম্ ।০
৫৫। তত্ত্ব-সূত্রম্ ।০
৫৬। সানুবাদ-শিক্ষাষ্টকম্ ৵০
৫৭। গৌড়ীয়মঠস্য পরিচয়ঃ /০
৫৮। সারাংশবর্ণনম্ ৶০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৫৯। রায় রামানন্দ ॥০
৬০। নামভজন ।০
৬১। রিলেটীভ্ ওয়ার্ল্ড স্ ।৵০
৬২। লাইফ্ য়্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।০
৬৩। বৈষ্ণবীজম্ ।০
৬৪। হোয়াট্ গৌড়ীয়মঠ ইজ্ ডুইং /০
৬৫। দি ভাগবত ।০
৬৬। ইরোটিক্ প্রিন্সিপ্ল্ য়্যাণ্ড আনেলয়েড্ ডিভোসন ।০
৬৭। ব্রহ্ম-সংহিতা ২॥০
৬৮। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (ভলুম ওয়ান) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৬৯। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ॥০
৭০। সাধন পথ ।০
৭১। কল্যাণ-কল্পতরু /১০
৭২। গীতাবলী /০
৭৩। শরণাগতি /০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৭৪। শরণাগতি

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

নদীয়া-প্রকাশপ্রাপ্তির স্থান

১। শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম-মায়াপুর, নদীয়া
২। শ্রীযোগপীঠ ঐ
৩। শ্রীবাস অঙ্গন ঐ
৪। অদ্বৈত-ভবন ঐ
৫। কাজীর সমাধি-পাট ঐ
৬। স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ, নদীয়া।
৭। শ্রীভাগবত আসন কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
৮। শ্রীএকায়ন মঠ গোবিন্দপুর, হাঁসখালী।
৯। দ্বাদশগোপাল পাট—পোঃ চাকদহ,
১০। শ্রীগৌর-গদাধরমঠ—চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড়, বর্দ্ধমান
১১। শ্রীমোদদ্রুমচত্র মাউগাছি, বর্দ্ধমান
১২। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম, আমলাযোড়া, পোঃ রাজবাধ বর্দ্ধমান
১৩। শ্রীগৌড়ীয়মঠ বাগবাজার, কলিকাতা
১৪। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাজু, হাওড়া,
১৫। শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয়মঠ, ৯০নং নবাবপুর রোড্, ঢাকা
১৬। শ্রীগোপালজী মঠ কমলাপুর, ঢাকা।
১৭। শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ পোঃ বালিয়াটী,
১৮। শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয়মঠ ময়মনসিংহ।
১৯। শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ চিরুলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর
২০। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম গোয়ালপাড়া, আসাম।
২১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ রায়াপেট্টা, মান্দ্রাজ।
২২। শ্রীরামানন্দগৌড়ীয় মঠ কব্বুর, জিঃ পশ্চিম গোদাবরী
২৩। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ উড়িয়াবাজার, পোঃ বক্সীবাজার, কটক।
২৪। শ্রীত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয় মঠ ভুবনেশ্বর।
২৫। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ স্বর্গদ্বার, পুরী।
২৬। শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ আলালনাথ পোঃ ব্রহ্মগিরি, পুরী।
২৭। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ ভুমুরকুণ্ডা, পোঃ চিরকুণ্ডা, মানভূম।
২৮। শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ—কাশী।
২৯। শ্রীরূপগৌড়ীয় মঠ—এলাহাবাদ।
৩০। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ পুরাণবাজার, সরকার ঠাকুরের কুঞ্জ, বৃন্দাবন
৩১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, নিউদিল্লী
৩২। শ্রীপরমহংসমঠ—নৈমিষারণ্য,
৩৩। শ্রীসারস্বত গৌড়ীয় মঠ—হরিদ্বার।
৩৪। শ্রীব্যাসগৌড়ীয়মঠ—কুরুক্ষেত্র, পঞ্জাব
৩৫। শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাবুলনাথ রোড, পোঃ গ্র্যাণ্ট রোড, বোম্বে।
৩৬। লণ্ডন গৌড়ীয়মঠ, ৩৯নং গ্লেডন গার্ডেন্স, কেন্‌সিংটন্ লণ্ডন, (এস্, ডব্লিউ—১০)।
৩৭। অমর্ষি গৌড়ীয়মঠ—মেদিনীপুর
৩৮। সরভোগ গৌড়ীয় মঠ—সরভোগ, কামরূপ, আসাম,

শুদ্ধভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীলভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী মাসিক। শ্রীধাম-মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲।

২। **গৌড়ীয়**—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১॥০ টাকা মাত্র।

৩। **ভাগবত**—হিন্দি ভাষায় একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি হৃদয় বন মহারাজ সম্পাদিত ও নৈমিষারণ্য শ্রীপরমহংস মঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ১॥০ দেড় টাকা মাত্র।

৪। **পরমার্থী**—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥০ দেড় টাকা মাত্র।

৫। **কীর্ত্তন**—মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ নিমানন্দ সেবাতীর্থ বি-এজি, বি-টি, সম্পাদিত। আসাম গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম হইতে প্রকাশিত আসামী ভাষায় মাসিক। ভিক্ষা সডাক ১॥০ দেড় টাকা মাত্র

শ্রীচৈতন্যভাগবত

আদিকবি শ্রীল বৃন্দাবন দাস প্রণীত সমগ্র গ্রন্থ

গ্রন্থের মূল বোল্ড অক্ষরে এবং তন্নিম্নে বিশ্ববিশ্রুত গৌড়ীয়মঠের প্রতিষ্ঠাতা ও আচার্য্য ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তি-**সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের** রচিত বিবৃত ভাষ্য উত্তম কাগজে সৌষ্ঠবের সহিত মুদ্রিত হইয়াছেন। ডবল ক্রাউন আটপেজি আকারে ১০৯৬ পৃষ্ঠায় কেবল মূল ও ভাষ্য সম্পূর্ণ হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত শ্লোকসূচী, পদ্যসূচী, স্থানসূচী, পাত্রসূচী, বিষয়সূচী, শব্দসূচী প্রভৃতি বিবৃত সূচীপত্রেও একটী গ্রন্থ হইবে। সভাষ্য শ্রীচৈতন্যভাগবতের এরূপ উৎকৃষ্ট ও অমূল্য বিরাট্ সংস্করণ জগতের কোথায়ও আজ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হন নাই, ইহা নিরপেক্ষ পাঠক-মাত্রকেই একবাক্যে স্বীকার করিতে হইবে। শ্রীগৌড়ীয়মঠের উৎসব-কালে গ্রন্থের ভিক্ষা ১২৲ বারটাকা স্থলে—৫৲ পাঁচটাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীচৈতন্যমঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

কলিকাতা বাজার দর

লৌহ হাডওয়ার

২০শে অক্টোবর ১৯৩৩

তার তৈয়ারী— প্রতি হন্দর।

লোহার কড়ি (জয়েষ্ট বা বীম)

কা ৫।০—৫।৵০

বে-মাকা হালকা ওজন ৪।৵০—৪॥৵০

বে (টী আয়রণ) ৬৵০—৬।০

কেল আয়রণ (কোনা) ৫৸৵০—৬।৵০

গালভানাইজড করগেট টীন—

২ গেজ ৬ হইতে ১০ ফুট ১১।৵০

৪ গেজ ,, ,, ১০৸৵০

৬ গেজ ,, ,, ১২

৪ গেজ আর, পি, ডি, মার্কা ১২৸৵০

৪ গেজ গাঃ প্লেন শীট— ১১।৵০

৬ গেজ ,, ,, ১২।০

৮ গেজ ও ৩০ গেজ ঐ ১৩৲—১৬৲

গান ঘেরা কাঁটাতার ১০০

উণ্ড বাঃ ৮৸

দ পাটী ৬৲৵—৬।০

বোলটু (গোল) ৬৲৵—৬।০

ঐ (চৌকা) ৬৵০—৬৲।০

গোল রড ৶০—।৶০ সূতা ৪৸৵—৫॥৵

টান রড-

কা ৶০—।৵০ ঐ ৫৵০—৫॥০

গাউল তার ৭৲—৭৸০

প্লেট—তিন সূতা মোটা

৭৲—৭।০

চাদর ৩-১৬ থানা বাণ্ডিল ৯॥৵—১০৲

ট টীল ৮।০—৯৲

ফ বাউণ্ড ৫৸৵—৭৲৵০

বের পেরেক ১—৬ ইঞ্চি ৯—৯৸০

প্যাটেণ্ট পেরেক ২—৮ ইঞ্চি ১২।০—১৫॥০

লাই কড়া ১ হইতে ১০ নং ২॥০ সাট

গালা ৪, ৫, ৬, ৭৸৵০ ৮৸৵০ ৯৸৵০ ডঃ

প্লিন পাউণ্ড ৬৲ দেঃ বিঃ ৬।৵০ ,,

ঃ প্লেন বালতি ৭—১২ ইঞ্চি ২॥/০ ৬॥/০

রিভিট ,, ৭—১২ ইঞ্চি ২৲—৭৲ ,,

তার চেয়ার রঙের গোল ও

৮॥০— ,,

কালের লোহার সিট ১৫৲ ,,

নেস্তা (কাঠের সিট) ১৮৲ ,,

র স্ক্রুপ ॥—৩ ইঞ্চি /১০—॥৶০ গ্রোস

কব্জা ১৩ নং

-৪ ইঞ্চি ।১০—৸৵১০ পেঃ ডজন

তার ১৬ -২২ নং

১২৲—১৩৲ হন্দর

রিজিং (মটকা)

।৵৫—॥৶০ পীস

গাটারিং বা ডোঙ্গা

।০—৸৵০ ,,

স্ক্রুপ ১॥০—২॥০ ইঞ্চি ২৩৲—২৯৲ হন্দর

গ্যাঃ ওয়াসার চাকি ১১॥০—১৩৲ ,,

গ্যাঃ বোল্ট নাট ৸—৩ ইঞ্চি

॥৵১০—১৵০ গ্রোস

ঢালাই রেলিং ৩॥০—৪॥০ হন্দর

ঐ রেন ওয়াটার পাইপ

৩ ইঞ্চি ৵১০ ঐ ৪ ইঞ্চি ।১০ ফুট

টিউব ওয়েলের জন্য গ্যাঃ

পাইপ১॥ ইঞ্চি ।৵৫ ফুট

পাম্প ৪নং ১২॥০ ৫নং ১৪৲ ৬নং ১৬৲

৬০—৮০ বাটখারা ৵১৫ সাট ২।০-২॥০ মণ

সন্তোষকুমার মল্লিক এণ্ড সন্স লিঃ

লোহ ও হাডওয়ার বিক্রেতা।

মীরবহর ঘাট লোহাপটী, বড়বাজার,

টেলি—"লোহার মালিক" কলিকাতা

কেরোসিন

শ্লোক্রেক প্রত্যেক বাক্স (২ টিন) ৯.৬

সূর্য্য মার্কা ,, ৬॥০

ভিক্টোরিয়া ,, ৬৲

সোণার দর

পাকা সোণা ৩০৸৵

বঙ্গাল ৩০৸

চিনা পাত ৩২।০

রূপার দর

রূপা প্রতি ১০০ ভরি ৫৫৵০

ঐ খুচরা ৫৵০

কোম্পানীর কাগজ

৩॥০ সুদের কাগজ ৮১৶

৩॥০ নূতন ঋণ (১৯৪৭-৫০) ৯১।০

৪৲ ,, ঋণ (১৯৬০-৭০) ৯০৲

৫৲ ,, বণ্ড (১৯৩৫ ১০৪॥/০

ডিবেঞ্চার

৫৲ সুদের (১৯৫৬-৮৬) কলিকাতা পোর্ট-

ট্রাষ্ট ডিবে :— ১০২॥৵০

ব্যাঙ্ক

ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক (কনট্রি) ২৯৪॥০

সেণ্ট্রাল ঐ ২২৲

কাপড় ও সূতার কল

এলগিন মিল ৪৫৲

পাট কল

হাওড়া ৫০৲

অকল্যাণ্ড ১৯৫৲

বালী ১৬২৲

বরানগর ১৫০৲

ডেবজ ৩৭০৲

ভিক্টোরিয়া ২৪৩৲

ক্লাইভ ২৮।০

ডালহাউসী ৩০৮॥০

ষ্টেণ্ডা ৪০৫৲

কবিরাজ শশিভূষণ কবিকণ্ঠাভরণের

[illegible] পাচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

মফঃস্বলের সুবিধার জন্য ৬ আং শিশিতে ঘনীভূত অবস্থায় ছোটবোতলের সমান ঔষধ ডাকে পাঠান হয়। ইহাতে ঔষধের কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই। মূল্য প্রতি শিশি ॥০ আনা, পাঁইট ॥৵০ আনা, বোতল ১৵০ আনা।

আফিস—১১নং উল্টাডাঙ্গা রোড, পোঃ শ্যামবাজার, কলিকাতা

সুবিখ্যাত কালিআবিষ্কারক ও ব্যবসায়ী জে, বি, দত্তের

অভিনব আবিষ্কার

ফাউনটেনপেন ইঙ্ক

পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে এই কালি ফাউণ্টেনপেনের পক্ষে অতি উৎকৃষ্ট। ইহাতে নিব বা কাগজ কোন রকমে নষ্ট হয় না। মূল্য অতি সুলভ।

জে, বি, দত্ত এণ্ড কোং

কারখানা—২নং রামকৃষ্ণ লেন, বাগবাজার কলিকাতা

কৃষ্ণনগর নবদ্বীপঘাট রেলওয়ে সময়

কৃষ্ণনগর হইতে নবদ্বীপঘাট

কৃষ্ণনগর সিটি—	৬-৪৫	১০-৪৪	১৩-২২	১৭-৩৮	২০-১৬
কৃষ্ণনগর রোড—	৬-৫৬	১০-৫৫	১৩-৩৩	১৭-৪৭	২০-২৫
আমঘাটা—	৭-১৫	১১-১৩	১৩-৫১	১৮-৩	২০-৪১
মহেশগঞ্জ—	৭-২৪	১১-২১	১৪-০	১৮-৯	২০-৪৭
নবদ্বীপঘাট—	৭-৩৩	১১-৩০	১৪-৯	১৮-১৬	২০-৫৫

বিশেষ দ্রষ্টব্য—নবদ্বীপঘাট ষ্টেশন অপেক্ষা মহেশগঞ্জ ষ্টেশন হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরের দূরত্ব অনেক কম। শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে যাঁহাদিগকে রাণাঘাটে ট্রেণ বদল করিতে হয়, তাঁহারা রাণাঘাটে প্রাতঃ ৫-৫০, ৮-১৪, ৯-৪৬, ১৩-৪৮, ১৮-৩৯ এবং ০-৩২ মিনিটের সময় গাড়ী পাইবেন।

শান্তিপুর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে শান্তিপুর ষ্টেশনে ৫-৪০, ৯-২৯, ১২-২৫, ১৬-৪ এবং ১৮-৪১ মিনিটের সময় ট্রেণ পাওয়া যায়।

নবদ্বীপঘাট হইতে কৃষ্ণনগর

নবদ্বীপ ঘাট—	৫-৩৫	৯-২৫	১২-১০	১৫-৩৫	১৮-৪৫
মহেশগঞ্জ—	৫-৪৩	৯-৩৩	১২-১৯	১৫-৪১	১৮-৫৬
আমঘাটা—	৫-৪৯	৯-৩৯	১২-২৬	১৫-৪৮	১৯-৫
কৃষ্ণনগর রোড—	৬-৫	৯-৫৫	১২-৪৩	১৬-৪	১৯-২৪
কৃষ্ণনগর সিটি—	৬-১৩	১০-৩	১২-৫১	১৬-১২	১৯-৩৫

শ্রীমায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে—ডাঃ কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম ভক্তিশাস্ত্রী এল, এম, এফ, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

নীলাম ইস্তাহার

মোকাম কৃষ্ণনগর
সার্টিফিকেট আদালত

নীলামের দিন ৬ই নভেম্বর ১৯৩৩

(১)

৪২১ এন্ আর ১৯৩১।৩২ দাবি ১১।/৩

বাদী নদীয়া রাজ এষ্টেট সাং কৃষ্ণনগর

প্রতিবাদী আড়াইউল্লা কারিকর সাং সুত্রাগড়

শান্তিপুর থানার সুত্রাগড় মৌজার ৮৫ খতিয়ানের -১৬ শঃ জমি মূল্য ১২৲

(২)

নীলামের দিন ৭ই নভেম্বর ১৯৩৩।

৪১২ এন্ আর ১৯৩১।৩২ দাবি ২২৷৶৩

বাদী ঐ

প্রতিবাদী নছিমন বিবি

শান্তিপুর থানার চরহরিপুর মৌজার ২৩৬ খতিয়ানের -৩০ শঃ জমি নীলাম হইবে।

(৩)

৯২২ এন্ আর ১৯৩১।৩২ দাবি ৮৲৩

বাদী ঐ

প্রতিবাদী চন্দ্রকুমার দত্ত দিং সাং নওয়াপাড়া

শান্তিপুর থানার পাঁচপোতা মৌজার ১৫৭।১৫৮ খতিয়ানের ১-১৯ শঃ লাখরাজ ব্রহ্মোত্তর জমি নীলাম হইবে।

(৪)

নীলামের দিন ২৭শে নভেম্বর ১৯৩৩

৩১২ এন্. আর. ১৯৩১।৩২ দাবি ১৮৸৶০

বাদী ঐ

প্রতিবাদী পাঁচু দফাদার দিং সাং সোন্দা

কৃষ্ণনগর থানায় সেন্দা মৌজার ৭৩০। ৭৩২ খতিয়ানের -৭৯ শঃ জমি ৭।৶৩ জমা মূল্য ২০৲

অভিযোগ টিকিল না

হত্যা করিবার অভিযোগে অভিযুক্ত মহেশ মৈত্রকে গত শনিবার আলীপুরের ডিপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ বি, এল গুপ্ত প্রমাণ অভাবে অব্যাহতি দিয়াছেন।

মামলায় প্রকাশ, আসামী স্থানীয় কোনও ব্যাঙ্কের এজেন্ট। পুলিশের কর্ত্তব্য কর্ম্মে বাধাদান প্রসঙ্গে হত্যা করিবার অভিযোগে তিনি অভিযুক্ত হইয়াছিলেন। তিনি বলেন, আলো না লইয়া সাইকেল চালাইয়াছে বলিয়া একজন কনেষ্টবল আশুমুখার্জ্জী রোডে একটী বালককে গ্রেপ্তার করে, উভয়ের মধ্যে বচসা হয়, এবং বহু লোক জমিয়া যায়। আসামীও তথায় যান এবং তিনি ও বালকটী কনেষ্টবলের নম্বর জানিতে চাহেন, কনেষ্টবল রাগিয়া গিয়া তাঁহাকে থানায় লইয়া যায়, তথায় তিনি কনেষ্টবলের বিরুদ্ধে ডায়েরী করেন।

প্রতারণার অভিযোগ

শ্রীযুত সুরেন্দ্র মোহন গুপ্ত নামক এক জন কন্ট্রাক্টরকে প্রতারণা করিবার অভিযোগে কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীটের জ্যোতি প্রকাশ দে আলীপুরের পুলিশ ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ এল, কে, সেনের এজলাসে অভিযুক্ত হইয়াছে।

অভিযোগে প্রকাশ, ঠিকাদার ২৭৭০ টাকায় আসামীর দুইখানা ঘর প্রস্তুত করিয়া দিতে সম্মত হন, কথা থাকে যে, সে ১৮০০৲ টাকা আগাম দিবে, কিন্তু সে ৫২৫৲ টাকা আগাম দিয়া বলে, বাকী টাকা ঘর তৈয়ার হইলে দিবে। ঘর তৈয়ার হইলে আসামীর নিকট টাকা চাহেন, সে তিনশত টাকার একখানা চেক দেয়, কিন্তু চেকখানা ব্যাঙ্ক হইতে ফেরত আসে।

আসামী জামিনে মুক্ত আছে, শুনানী স্থগিত আছে। শ্রীযুক্ত শচীরঞ্জন ভট্টাচার্য্য আসামী পক্ষে উপস্থিত ছিলেন।

ট্রেডমার্ক জাল করিবার অভিযোগ

শ্রীযুত কালীপদ দে নামক জনৈক কবিরাজের অভিযোগক্রমে কালীপ্রসাদ ও অপর দুই ব্যক্তি আলীপুরের পুলিশ ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ এল, কে সেনের এজলাসে অভিযুক্ত হইয়াছে।

অভিযোগে প্রকাশ, কবিরাজ মহাশয়ের আবিষ্কৃত 'আশ্চর্য্য মলমের' বাজারে খুব কাটতি। উহা ১৯২৮ সালে রেজিষ্টারী করা হইয়াছে। আসামীরা ঐ মলমের লেবেল অনুকরণ করিয়া জাল ঔষধ বিক্রয় করিতেছে। এবং ইহাতে তাঁহার আর্থিক ক্ষতিও হইতেছে, ও সুনামের হানি হইতেছে। শুনানী স্থগিত আছে।

অষ্ট্রীয়ার সিংহাসনে প্রিন্স অটো

এরূপ কথা উঠিয়াছিল যে, অষ্ট্রীয়ার সিংহাসনে হেপসবার্গের রাজ পরিবারের প্রিন্স অটোকে বসাইবার চেষ্টা হইতেছে, এবং ইটালীও এই প্রস্তাবের পক্ষপাতী হইয়াছে। সম্প্রতি ইটালীর সর্ব্বময় কর্ত্তা সিনর মুসোলিনীর "পপলো ডি ইটালীয়া" নামক সংবাদপত্রে লিখিত হইয়াছে, প্রিন্স অটো কখনও ইটালীর সমর্থন প্রত্যাশা করিতে পারে না।

কয়েকদিন পূর্ব্বে প্রিন্স অটো ফ্যাসিষ্ট মতবাদের নিন্দা করিয়া এবং সাউথ টাইরল ফিরিয়া পাইবার দাবী করিয়া এক পত্র লিখিয়াছিলেন। সিনর মুসোলিনীর কাগজ ইহাতে ভীষণ ক্রুদ্ধ হইয়া মন্তব্য করিয়াছেন, এই সমস্ত অতীত গৌরবের কঙ্কালেরা কখনও ফ্যাসিষ্ট মতবাদের নূতন আদর্শের আলোক দেখিতে পাইবে না, ইহা প্রত্যাশা করা যায় না। সে যাহাই হউক, প্রিন্স অটোর ইহা জানা উচিত যে, ইটালীর সমর্থন ব্যতীত কখনও তাহার স্বপ্ন সার্থক হইতে পারে না।

আসল লিওয়ানী ফকির

তথথানে সম্প্রতি যে লোকটিকে গ্রেপ্তার করা হয় ঐ লোকটি যে আসল লিওয়ানী ফকির, সে বিষয় আফগান সরকার মহল নিঃসন্দেহ হইয়াছেন, উহাকে নাকি ব্রহ্মের কোনও স্থানে আটক রাখা হইবে।

নারায়ণগঞ্জ ওয়াটার ওয়ার্কস

প্রকাশ যে, শীতলাক্ষ্যা নদীর পশ্চিম পার্শ্বস্থ নারায়ণগঞ্জ ওয়াটার ওয়ার্কসের উন্নতিকল্পে যে স্কীম প্রস্তুত হইয়াছে, বাঙ্গলা সরকার তাহার জন্য ৪৭০০০৲ টাকা মঞ্জুর করিয়াছেন। আরও জানিতে পারা গিয়াছে যে, উক্তরূপ খরচের জন্য ঋণ গ্রহণ করিতে হইবে

পুলিশ রিপোর্ট

প্রচার বিভাগের ডিরেক্টর কর্ত্তৃক ১৯৩২ সালের পুলিশ রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে। উহাতে দেখা যায় যে, ১৯৩২ সালে পাঞ্জাবে ১০৭০টি দাঙ্গা হইয়াছিল। ইহার পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসরে দাঙ্গার সংখ্যা ছিল ১১৮০। ধর্ম্ম বিষয়ে বদ্ধমূল গোঁড়ামি ও অন্যান্য কারণবশতঃ ঐ সকল দাঙ্গা হইয়াছিল।

রাজনৈতিক আন্দোলন সম্পর্কে রিপোর্টে বলা হইয়াছে যে, ১৯৩২ সাল তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসর অপেক্ষা অনেক শান্তি ছিল। "বস্তুত প্রথম তিন মাসের পর পাঞ্জাব প্রদেশ এই গোলযোগ হইতে প্রায় সম্পূর্ণরূপে মুক্ত ছিল। ১৯৩২সালে কংগ্রেসের সহিত বিরোধিতা স্থগিত থাকায় অনেক রাজদ্রোহাত্মক ঘটনা উপেক্ষা করা হইয়াছিল; যে সকল ঘটনা সাধারণ আইনের আমলে আসিয়াছিল, সেই সকল ঘটনা সম্পর্কেও কেবল অভিযোগ উত্থাপিত করা হইয়াছিল। পক্ষান্তরে ১৯৩২ সালে কতকগুলি অর্ডিন্যান্স জারী হয় এবং পরে তাহা কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সভা কর্ত্তৃক আইনে পরিণত হয়। আইন অমান্য আন্দোলন দমন কল্পে সাধারণ আইনসমূহ ব্যতীত ঐ সকল অর্ডিন্যান্স প্রযুক্ত হইয়াছিল। সুতরাং ১৯৩২ সালে রাজনৈতিক মামলার সংখ্যা বেশী হইলেও বে-আইনী কার্য্যেরও যে সংখ্যাধিক্য ঘটিয়াছিল তাহা মনে করিবার কোন কারণ নাই।"

ইঞ্জিনিয়ার নিয়োগে বিপত্তি

একজন ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার নিয়োগ সম্পর্কে স্থানীয় মিউনিসিপ্যাল সভা ও গবর্ণমেণ্টের মধ্যে এক মতবিরোধ দেখা দিয়াছে। মিউনিসিপ্যালিটি মিঃ জয়রাম নামক এক ব্যক্তিকে উক্ত পদে নিযুক্ত করে; কিন্তু গবর্ণমেণ্ট সরকারী আদেশের বলে মিঃ কৃষ্ণ নামক অপর কেজনকে উক্ত পদে নিযুক্ত করেন। পক্ষান্তরে চীফ ইঞ্জিনিয়ারের মতে মিঃ কৃষ্ণ উক্ত পদের উপযুক্ত নহেন বলিয়া জানা যায়।

মিউনিসিপ্যালিটী মিঃ কৃষ্ণের নিয়োগ গ্রহণ করিতে অস্বীকৃত হয় এবং গবর্ণমেণ্টকে আদেশ প্রত্যাহার করিতে অনুরোধ জানায়। স্বায়ত্তশাসন বিভাগের মন্ত্রী মিউনিসিপ্যালিটির প্রস্তাবে কর্ণপাত না করিয়া মিঃ জয়রামের স্থলে মিঃ কৃষ্ণকে নিযুক্ত করিতে আদেশ প্রদান করেন।

মিঃ জয়রাম মিঃ কৃষ্ণকে চার্জ্জ বুঝাইয়া দিতে অস্বীকার করিয়া বলেন যে, তিনি মিউনিসিপ্যালিটী কর্ত্তৃক যখন নিযুক্ত হইয়াছেন তখন মিউনিসিপ্যাল সভার প্রস্তাব অনুসারে কেবলমাত্র তিনি অপসারিত হইতে পারেন।

ব্যারিষ্টারের বিরুদ্ধে অভিযোগ

ব্যারিষ্টার মিঃ পি, জি প্যাটেল তাঁহার ব্যবসায়গত আয় সম্পর্কে ভুল হিসাব দাখিল করিবার অভিযোগে অভিযুক্ত হইয়াছিলেন। সরকারপক্ষ হইতে উক্ত মামলা প্রত্যাহার করায় অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ প্যাটেলকে মুক্তি দিয়াছেন।

ঢাকা জেলাবোর্ড

ঢাকার হিন্দু সম্প্রদায়কে সংখ্যালঘিষ্ঠ বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে। ঢাকা জেলাবোর্ডে হিন্দুদিগের জন্য যে ৭টি সিট রিজার্ভ করা হইয়াছে, তন্মধ্যে ৪টি মুন্সিগঞ্জ, এবং অন্য ৩টি অপর তিনটি মহকুমায় এক একটি করিয়া নির্দ্ধারিত হইয়াছে।

জলপাইগুড়ী হরিজন সেবকসঙ্ঘের সভা

জলপাইগুড়ি হরিজন সেবক সঙ্ঘের কর্ম্মীদের এক সভা হয়। উক্ত সভায় এই মর্ম্মে এক প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে যে, মহাত্মাজী বাঙ্গলাদেশে আসিলে তাঁহাকে জলপাইগুড়ীতে আসিবার জন্য আমন্ত্রণ করা হইবে।

নদীতে স্নান করিতে বিপত্তি

গত শনিবার দুপুর বেলায় (ঢাকা) হাজারপুর লেন নিবাসী শ্রীযুত প্রাণবল্লভ বসাক নদীতে স্নান করিতে যাইয়া হঠাৎ পা পিছলাইয়া গভীর জলে যাইয়া পড়ে; এবং সাঁতার জানে না বলিয়া ডুবিয়া যায়। পরবর্ত্তী সোমবারে কয়েক মাইল দূরে চাকদহের নিকটে উহার মৃতদেহ পাওয়া গিয়াছে।

ডাকেক্স ঠিকানা—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

দৈ নি ক

Reg C 1544

নদীয়া-প্রকাশ

THE NADIA-PRAKASH

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩৷৹
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার স্বতন্ত্র।

সাহায্যের হার
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸৹
মাসিক ১৲
নগদ
প্রতি সংখ্যা ৫

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৮ম খণ্ড ; সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বেদান্তবাচস্পতি [১৯৮শ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর— ১০ই কার্ত্তিক শুক্রবার ১৩৪০, ২৭শে অক্টোবর ১৯৩৩

শ্রীযুক্ত কে. এফ. নরীম্যানের মুক্তি

শ্রীযুক্ত কে. এফ, নরীম্যান গত ২০শে অক্টোবর বিজাপুর জেল হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছেন। তিনি সম্প্রতি আমাশয় রোগে আক্রান্ত হইয়াছিলেন বলিয়া ...তে দুর্ব্বল হইয়াছেন। প্রকাশ, দুর্ব্বলতা সত্ত্বেও তিনি প্রফুল্ল আছেন। ইউনাইটেড প্রেসের প্রতিনিধি তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলে তিনি বলেন যে, কংগ্রেসের সম্মান অবিলম্বে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। আর্থিক অবস্থা অনুসারে ...ন একটি তালিকার আভাষ দেন। হোয়াইট পেপারের প্রস্তাবগুলি অকেজো করিবার জন্য সকল দল যাহাতে একত্রিত হয় তাহাই তাঁহার অভিপ্রায়।

অপরাধ অনুরূপ শাস্তি

আহমদাবাদের সিভিল দায়রা জজ গত ...শে অক্টোবর দুইটি চাঞ্চল্যকর মামলার রায় প্রদান করেন। মিসেস কাঞ্চনমল নাম্নী জনৈক হিন্দুনারী হরণ সম্পর্কে ১৭ জন মুসলমান অভিযুক্ত হয়। আসামীদের মধ্যে ৮ জন দাঙ্গাহাঙ্গামা ও অসৎ উদ্দেশ্যের অভিপ্রায়ে নারীহরণের জন্য দোষী সাব্যস্ত হয়। তাহাদের মধ্যে ৭ জনের প্রতি ৭ বৎসর ও অপর একজনের প্রতি ৪ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ দেওয়া হয়।

ত্রিশবার জেল ফেরত

প্রকাশ, শ্যামপুকুর থানার এক কনেষ্টবল একদিন রাত্রিতে রোঁদে বাহির হইয়াছিল এমন সময় মুখঢাকা এক ব্যক্তিকে দর্পণে রামকান্ত বসু লেন হইতে বাহির হইয়া আসিতে দেখে। নাম ধাম জিজ্ঞাসা করিলে লোকটি জবাব না দিয়া পলাইতে থাকে; কিন্তু কনেষ্টবল তাহাকে ধরিয়া ফেলে এবং তাহার কাপড়চোপড় তল্লাসী করিয়া একটি টর্চ্চ লাইট ও সিঁদ কাটিবার যন্ত্র পায়। অনুসন্ধানে জানা যায় তাহার নাম মদন ঘোষ এবং সে ইতিপূর্ব্বে ৩০ বার জেল খাটিয়াছে।

সোমবার তাহাকে উত্তর বিভাগের ডেপুটি কমিশনারের নিকট হাজির করা হইলে তিনি তদন্তশেষপক্ষে তাহাকে হাজতে রাখিবার আদেশ দিয়াছেন।

পুত্রের জন্য পিতার চাকুরী খতম

প্রকাশ যে, ঢাকার পি-ডবলিউ-ডি অফিসের সুপারিন্টেন্ডেন্ট ইঞ্জিনিয়ারের কেরাণী শ্রীযুত মনোমোহন মল্লিককে চাকুরী হইতে বরখাস্ত করা হইয়াছে। অভিযোগ এই যে, তিনি তাঁহার পুত্র জীবনকৃষ্ণ মল্লিকের (একণে অভিন্যান্স অনুসারে ঢাকা সেন্ট্রাল জেলে বন্দী) গতিবিধি এবং চালচলন ইত্যাদি সংযত করিতে পারেন নাই। এই কারণেই তাঁহাকে বরখাস্ত করা হইয়াছে।

তিন আনার জন্য প্রাণবধ

পেশোয়ার হইতে প্রকাশ দুই জন স্ত্রীলোকের মধ্যে তিন আনার পয়সা ধার ছিল কিছু দিন পরে যখন ঋণকারীর বাসায় যাইয়া পয়সা চাহিয়া ঝগড়া করে তখন উভয় পক্ষের পুরুষগণ পরস্পরের সহিত বাক যুদ্ধ হইতে বাহু ও পরে যষ্টী যুদ্ধ, ফলে যে স্ত্রীলোকটী ধার করিয়াছিল তাহারই স্বামী হত হয় ও উভয় পক্ষ এখন শেষে আদালতে হানা দিয়াছেন।

চিড়িয়া খানার সভ্য বৃদ্ধি

নওয়াগড়ের রাজা বাহাদুর একটী তিন বৎসরের ব্যাঘ্র কন্যা আলিপুরের খাঁচায় দান করিয়াছেন এই কন্যাটির পিতা ও মাতা ইহাকে অতি শিশু রাখিয়াই হাজারী বাগে প্রাণ ত্যাগ করিয়াছে। ইহার চেহারা ও স্বভাব অতি চিত্তাকর্ষক।

অষ্ট্রেলিয়া হইতে জাহাজ যোগে দুই সভ্য আসিতেছেন একটীর নাম ওয়ালাক ও অপরটী নাম বিদিন লাল রংএর কাকাক।

মাননীয় মহারাজা ধিরাজ বাহাদুর অব বর্দ্ধমান ঐ খাঁচায় দান করিয়াছেন একটী বিশালকায় ঘড়িয়াল কুমীর, দুইটী সদ্যজাত সারস শিশু যখন পিতা ও মাতার দ্বারা আদর প্রাপ্ত হয় তখন মনুষ্যের চক্ষে তাহা অতি নির্দ্দয়তার ভাবই দেখায় এই জন্য ঐ দুইটী শিশু সম্প্রতি মাতৃ স্নেহ বঞ্চিত আছে।

খেলাধুলা

আগামী গ্রীষ্মাবকাশে অষ্ট্রেলিয়া হইতে একদল ক্রিকেট্ খেলোয়াড় ইংলণ্ডে যাইবেন।

আফগান খেলোয়াড় দলের পাশ্চাত্য খেলায় যোগদান

আগামী বৎসর একটী হকি টিম ও একটী বিবিধ খেলায় টিম আফগানিস্থান হইতে দিল্লি আসিবেন এবং তাঁহারা বিবিধ পাশ্চাত্য ক্রিড়ায় যোগ দিবেন

এম, সি, সি, টিম
মিঃ জার্ডাইনের কৃতিত্ব

করাচিতে এই দলের সহিত প্রথম খেলিয়াছেন সিন্ধু টীম তাহাতে জার্ডাইনের দ্বারাই মান রক্ষা হইয়াছে।

ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

১০ই কার্ত্তিক শুক্রবার, ১৩৪০

বিচিত্র বার্ত্তা

ব্রাডল-শত-বার্ষিকী স্মৃতিসভায় বক্তৃতা-কালে মিঃ বার্ণার্ড শ বলিয়াছেন,—"আমরা স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া আমাদের ছেলেমেয়ে-দিগকে মিথ্যাকথা বলিতে শিক্ষা দিতেছি। আমাদের ছেলে পিলেরা ভবিষ্যতে যাহাতে মিথ্যাকথা বলিতে না শিখে, এমন ব্যবস্থা আমাদিগকে করিতে হইবে।" অতি উত্তম প্রস্তাব ; কিন্তু এ কথা কার্য্যে পরিণত করিতে হইলে ছেলেদের অভিভাবকদিগকে আগে মিথ্যাকথা বলা বন্ধ করিতে হয়। মিঃ বার্ণার্ড শ বলিয়াছেন,—"যীশুখ্রীষ্ট তাঁহার আত্মমকালে এই প্রতিশ্রুতি প্রদান করিয়া-ছিলেন যে, তিনি পৃথিবীতে স্বর্গরাজ্য প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন, কিন্তু সে প্রতিশ্রুতি রক্ষিত হয় নাই।" তবে কি মিঃ বার্ণার্ড শ যীশুখৃষ্টকে প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের দোষে দোষী করিতে চাহেন ? তিনি বিষয়টা পুনরায় চিন্তা করুন।

প্রকাশ, বিগত মহাযুদ্ধের পর ইংলণ্ডে ৭টি, জার্ম্মাণীতে ১৫টি এবং ফ্রান্সে ২৩টি মন্ত্রিসভার পতন ঘটিয়াছে। বাজেটের ঘাটতি পুরাইবার সমস্যায় ফ্রান্সের বর্ত্তমান মন্ত্রী মঁসিয়ে দালাদিয়ারের মন্ত্রিসভারও পতন ঘটিবার উপক্রম হইয়াছে। সরকারী কর্ম্মচারীরা এই হুমকি দেখাইয়াছিল যে, তাহাদের বেতন যদি আর কমান হয়, তাহা হইলে তাহারা ধর্ম্মঘট করিবে। পরে তাহারা নাকি শতকরা ৬ টাকা হারে বেতন কমাইতে স্বীকৃত হইয়াছে সুতরাং দালাদিয়ারের মন্ত্রিসভা এবার টিকিয়া যাইতেও পারে। মন্ত্রিসভার এই ভাঙ্গা-চুরায় ফরাসীদের মূল রাষ্ট্রনীতির বিশেষ কোন পরিবর্ত্তন ঘটিবে না—নিরস্ত্রীকরণ সম্পর্কিত নীতি সমানই থাকিবে।

পরলোকে মিঃ ভি, জে, প্যাটেল

ভারতের কৃতি কর্ম্মিসন্তান মিঃ ভি, জে, প্যাটেল গত ২২শে অক্টোবর বেলা ২টা ৭ মিনিটের সময় জেনেভাতে নশ্বর-দেহ পরিত্যাগ করিয়াছেন। অক্সিজেন প্রয়োগ ফলে মৃত্যুর শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত তাঁহার জ্ঞান ছিল এবং তিনি কলিকাতা কর্পোরে-শনের ভূতপূর্ব্ব মেয়র শ্রীযুক্ত সুভাষ চন্দ্র বসু, মিঃ লটওয়ালা, মিঃ ভজীলাল, মিঃ নাথারালাল প্রমুখ তদীয় বন্ধুবর্গের সহিত আলাপাদি করিয়াছেন। মৃত্যুর প্রাক্কালে তিনি তাঁহার দেশবাসী ও বিশ্ববাসীর নিকট তাঁহার আন্তরিক ভালবাসা জ্ঞাপন করিবার জন্য তাঁহার বন্ধুবর্গকে অনুরোধ এবং ভারতের স্বাধীনতা-লাভের জন্য প্রার্থনা করিয়াছেন।

মিঃ পেটেলের নাম রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সুবিদিত। তাঁহার কার্য্য আলোচনা করিলে আমরা দেখিতে পাই, তিনি প্রথমতঃ অসহযোগী, তৎপর সহযোগী, অবশেষে আবার অসহযোগী। সহযোগী অর্থে তিনি গবর্ণমেণ্টের অধীনে চাকুরী গ্রহণ করিয়া-ছেন তাহা নহে, পরন্তু এসেম্ব্রির সভাপতি রূপে তিনি স্বীয় গঠন মূলক কর্ম্ম ক্ষমতা প্রদর্শন করিয়াছেন। অসহযোগিগণ কেবল-মাত্র গঠিত প্রতিষ্ঠান ভাঙ্গিতে পারেন, কিন্তু প্রতিষ্ঠান গঠন করিতে পারেন না—গবর্ণ-মেণ্টের এই ধারণা অপনোদন করিবার জন্যই ঐ সম্মান জনক পদে অনেক দিন অধিষ্ঠিত ছিলেন ; তিনি তাঁহার নিজের বক্তৃতায় ঐ কথা প্রকাশ করিয়াছেন এবং আরও বলিয়াছেন,—"গবর্ণমেণ্ট যদি বলেন, ভারতবাসিগণ দায়িত্ব জ্ঞানহীন, আমরা কার্য্যদ্বারা দেখাইব যে, ঐ দায়িত্ব জ্ঞানহীনতার কারণ, আমাদের হস্তে ক্ষমতা অর্পণ না করা, যদি ক্ষমতা দেওয়া হয়, তাহা হইলে দায়িত্বের সহিত আমরা তাহার সদ্ব্যবহার করিতে পারি।" উক্ত এসেম্ব্রির সভাপতিরূপে তিনি তাঁহার কার্য্য নিপুণতা দ্বারা তাঁহার কথার সত্যতা প্রদর্শন করিয়া-ছেন। লাটসাহেবের সহিত তাঁহার বন্ধুত্ব সম্বন্ধে তিনি বলিয়াছিলেন, কার্য্যের জন্য প্রয়োজন হইলে তিনি দিনে দশবার তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে ও প্রস্তুত আছেন। যদিও এসেম্ব্রির প্রথমবার সভাপতি-রূপে নির্ব্বাচিত হইবার সময় ইউরোপিয়গণ তাঁহাকে ভোট দেন নাই, তথাপি তাঁহার নিরপেক্ষতা দর্শন করিয়া পরবর্ত্তি-সময়ে বে-সরকারী ইউরোপিয়গণের পক্ষ হইতে স্যার ওয়াল্টার উইলসন পরের বার তাঁহাকেই ভোট দিবেন এই প্রকার অভি-মত প্রকাশ করিয়াছিলেন। দেশের কার্য্যের জন্য প্রয়োজন বোধ করিয়া তিনি কারা-বরণও করিয়াছিলেন। কারাগৃহে তাঁহার শরীর অসুস্থ হইলে গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে মুক্ত করিয়া মহাশয়তার পরিচয় প্রদান করিয়া-ছেন। যদিও মিঃ প্যাটেল বৃদ্ধ-বয়সে দেহ-ত্যাগ করিয়াছেন, তথাপি তাঁহার ন্যায় একজন আদর্শ কর্ম্মীকে হারাইয়া তাঁহার সহকর্ম্মিগণ তাঁহার বিরহ ব্যথায় জর্জ্জরিত।

কৃষি বিজ্ঞান

বিলাতি বেগুণের চাষ

('কৃষি-সম্পদ' হইতে উদ্ধৃত)

আমাদের বাঙ্গালাদেশের প্রায় সকল স্থানের মৃত্তিকা এবং শীতকালীন আবহাওয়া টোমাটো বা বিলাতি বেগুণচাষের পক্ষে বিশেষ উপযোগী। বিশেষ কোনরূপ যত্ন বা পাইট ব্যতীতও ইহার চাষে প্রচুর ফললাভ করা যাইতে পারে। পরিপক্ক বিলাতি বেগুণের বীজ সব্জী-বাগের মৃত্তিকায় পড়িলেও, উহা হইতে স্বতঃই চারা উৎপন্ন হইয়া ফলধারণ করে। অতি সহজেই গাছ ও ফল জন্মে বলিয়াই, আমাদের দেশের কেহই বিলাতি বেগুণের চাষে আবশ্যক-অনুরূপ সার-প্রদান, জলসেচন অথবা যথোচিত যত্ন করে না। এ কারণে, আমাদের দেশের অযত্নে-বর্দ্ধিত-গাছে যথেষ্ট পরিমাণে ফল জন্মে না, ফলের আকারও যথোচিত বড় হয় না, এবং উহার ক্রমা-বনতিই ঘটিতেছে। ইহা উন্নত-প্রণালীর বিলাতি বেগুণ চাষ সম্বন্ধে অনভিজ্ঞতারই সম্যক্ পরিচায়ক। উন্নত-প্রণালী অবলম্বনে কিরূপভাবে বিলাতি বেগুণ বা টোমাটোর চাষ করিয়া, উহা বৃহদাকারের করিতে, এবং উহার ফলন অত্যধিকরূপে বর্দ্ধিত করিতে পারা যায়, তৎসম্বন্ধেই কএকটি কথা বলিতেছি।

উন্নত-প্রণালীতে টোমাটো-চাষ করিয়া উহার ফলন অত্যধিকরূপে বৃদ্ধি করিতে হইলে, (১) উন্নত-প্রণালীতে চারা-উৎপাদন, (২) চারার উপযুক্ত আশ্রয় প্রদান, (৩) গাছ ছাঁটন, এবং (৪) জলসেচন—প্রধানতঃ এই চতুর্ব্বিধ কার্য্য সম্পাদন করা অত্যা-বশ্যক। নিম্নে এই কএকটি বিষয়ই সংক্ষিপ্ত-ভাবে আলোচনা করিতেছি :—

উন্নত প্রণালীতে চারা উৎপাদন

হাপোরে (seed-bed) বা ভাটীতে চারা উৎপাদন করাই সঙ্গত। হাপোরে উপ্ত-বীজ হইতে উৎপন্ন চারার সর্ব্বপ্রথমে উদ্গত একজোড়া পত্র যখন পূর্ণরূপে বিকশিত হয়, তখন হাপোর হইতে চারাগুলি উঠাইয়া চারাবাড়ীতে (Nursery) রোপণ করিতে হইবে। চারাবাড়ীর মৃত্তিকা উত্তমরূপে প্রস্তুত করিয়া, তাহার ৩ ইঞ্চি ব্যবধানের সারিতে ৩ ইঞ্চি দূরে দূরে বীজ জাত পত্র (seed leaves) পর্য্যন্ত কাণ্ড পুতিয়া দিতে হয়। হাপোরের মৃত্তিকা উদ্ভিজ্জপদার্থবহুল ও দোআঁশ হওয়া আবশ্যক। হাপোরের মৃত্তিকার সহিত গলিত-পত্রসার ও পুরাতন গোবরসার প্রভৃতি মিশাইয়া এবং ধূলিবৎ চূর্ণ করিয়া লইলেই, উহা বীজ-বপনের উপযোগী প্রস্তুত হইয়া থাকে। হাপোর হইতে চারা উঠাইবার সময়ে, যাহাতে চারার শিকড়ের বিশেষ কোনরূপ ক্ষতি না হয়, তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখা কর্ত্তব্য। চারা উঠাইবার দুই ঘণ্টা পূর্ব্বে, জলসেচন করিয়া, হাপোরের জমি ভালরূপে ভিজাইয়া লইতে হয়। তৎপর বাগানের মালীদের ব্যবহারো-পযোগী ছোট খন্তা (small trowel) বা খুরপি দিয়া, যতটা অধিক পরিমাণ সম্ভব শিকড়ের চারিদিকের ভিজা মাটির সহিত, চারা উঠাইতে হইবে।

গাছ বসাইবার পরে, জলসেচন করিয়া চারাবাড়ীর মৃত্তিকা সরস রাখিতে হইবে। প্রত্যহ একবার করিয়া জল দিলেই চলিবে। ক্রমাগত কএকদিন জলসেচন করিলেই মৃত্তিকার উপরিভাগ 'চটা' বাঁধিয়া বা কিঞ্চিৎ শক্ত হইয়া উঠে। তাহা হইলেই নিড়ানী দিয়া মাটি ঝুরঝুরা বা আল্গা করিয়া দিতে হয়। ইহাতে চারাগুলি খর্ব্বকায়, পুষ্ট ও সতেজ হইয়া উঠে। চারা-বাড়ীতে উত্তমরূপে জল দিতে হয় ; কিন্তু অত্যধিক জল দেওয়া সঙ্গত নহে। যখন চারাগাছগুলি কনিষ্ঠ অঙ্গুলির মত মোটা এবং ৫।৬ ইঞ্চি লম্বা হইয়া উঠিবে, তখনই উহা সব্জী-বাগে বা নির্দ্দিষ্টস্থানে রোপণ করিবার উপযোগী হইয়া থাকে। হাপোরে উৎপন্ন চারাগাছগুলি চারাবাড়ীতে বসাইয়া পালন করিয়া ও সেই সকল রোপণ করি-বার উপযোগী করিয়া লইয়া সব্জী-বাগের রোপণ করিতে পারিলে, সেই সকল রোপিত-চারাগাছের ফলন অত্যধিক হইয়া থাকে।

চারার আশ্রয় প্রদান

টোমাটোগাছ কতকটা লতানীয়া স্বভাবের হয় ; বিশেষতঃ উহার কাণ্ড, শাখা ইত্যাদি সর্ব্বাংশই অত্যন্ত কোমল বলিয়া, উহার কাণ্ড সরলভাবে ঊর্দ্ধমুখে বাড়িতে পারে না। ফলে, চারাগাছগুলি ডালপালা ছড়াইয়া মাটির উপর দিয়াই চারিদিকে বাড়িয়া যায়। নাবী-জাতীয় টোমাটো—শস্যাদির ন্যায় মাঠেই যাহার চাষ হয়, এরূপভাবে ডালপালা ছড়াইয়া মাটির উপর দিয়াই বাড়িতে দেওয়া যায় সত্য, কিন্তু আমাদের বাঙ্গালাদেশের সব্জী-বাগে যে সকল জল্দি-জাতীয় টোমাটোর চাষ হইয়া থাকে, সেই সকল টোমাটো-গাছকে উপযুক্ত আশ্রয়-প্রদান করিয়া, উহাদের কাণ্ডগুলির ঊর্দ্ধমুখে বর্দ্ধনের ব্যবস্থা করা একান্ত আবশ্যক। তাহা না করিলে সকল গাছেই যথেষ্ট আলো, রৌদ্র ও বাতাস পায় না। ইহাতে গাছগুলি সম্যরেই সতেজে বর্দ্ধিত হইয়া ফলপ্রসূ হইতে পারে না। তদ্ভিন্ন, কতকটা বক্রভাবে বর্দ্ধিত গাছের ডালপালা মাটির উপর বিশৃঙ্খলভাবে আংশিক শায়িতভাবে রহে বলিয়া, তাহাতে ফলন বড় কম হয় ; এবং তাহার অধিকাংশ ফলই ভিজা জমির কিছু উপরে বা সংস্পর্শে রহিয়া পচিয়া যাইবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা রহে। তদবস্থায় অনেক ফল পচিয়াও যায় ; এবং ফলগুলি গন্ধে ও স্বাদে অতি নিকৃষ্ট হইয়া থাকে। অধিকন্তু, যথেষ্ট রৌদ্রের অভাবে, ফলগুলি সুপুষ্ট ও বৃহদাকারের হয় না ; এবং ফলের বর্ণেরও যথোচিতরূপে বিকাশ ঘটে না।

(ক্রমশঃ

॥ শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ ॥

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক

— পারমার্থিক পত্র —

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশ
তনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনম্,
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং
প্রেমা পুমর্থো মহান্,
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং
তত্রাদরো নঃ পরঃ॥

৮ম বর্ষ } ২৪শে দামোদর গৌরাব্দ ৪৪৭, ১০ই কার্ত্তিক বঙ্গাব্দ ১৩৪০, ২৭শে অক্টোবর ইং ১৯৩৩, শুক্রবার ১৯৮তম সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

কলিকাতা হাইকোর্টের ব্যারিষ্টার শ্রীযুক্ত এন্. সি, চাটার্জ্জি মহাশয় তাঁহার বন্ধুবান্ধব ও পরিবারবর্গসহ গত ২৪শে অক্টোবর মঙ্গলবার রাত্রি প্রায় ৮॥ সাড়ে আট ঘটিকার সময় শ্রীধাম-মায়াপুর দর্শন করিতে আসিয়াছিলেন। শ্রীধামের হরিদ্বর্ণ পাদপবৃন্দ-শোভিত দৃশ্যের মধ্যে বৈদ্যুতিক আলোর উজ্জ্বল রশ্মির যে চমৎকারিতা দর্শকের নেত্র বিস্ময়ে আপ্লুত করে, তাহা অনুভব করিয়া যাত্রিগণ সকলেই বিশেষ আনন্দিত হ'ন। তৎপর শ্রীচৈতন্যমঠের নয়নমনোভিরাম শ্রীবিগ্রহ, শ্রীবিগ্রহের অপূর্ব্ব শৃঙ্গার, শ্রীমঠের ভক্তগণের সুললিতকণ্ঠে সুমধুর কীর্ত্তনগীতি প্রভৃতি তাঁহাদের চিত্ত আকর্ষণ করিয়াছিল। প্রবল বন্যায় স্বরূপগঞ্জঘাট-মায়াপুর-রোডটীর অনেক ক্ষতি হওয়ায় হুলোর ঘাট হইতে মোটরযান বা ঘোড়ার গাড়ী না পাওয়ায় যদিও তাঁহাদের কিছু পথশ্রম হইয়াছিল তথাপি তাঁহারা শ্রীমঠের সেবকগণের সৌজন্য ও ভজনপরায়ণতা লক্ষ্য করিয়া বিশেষ আনন্দিত হইয়াছেন।

তৎপরদিবস অর্থাৎ গত বুধবার প্রাতঃকালে তাঁহারা শ্রীঅদ্বৈতভবন, শ্রীবাসঅঙ্গন, শ্রীযোগপীঠ ও কাজির সমাধি-পাট দর্শন করিয়াছেন এবং মধ্যাহ্নকাল শ্রীচৈতন্যমঠে বিশ্রাম করিয়া অপরাহ্ণ দুই ঘটিকার সময় কলিকাতায় যাত্রা করিয়াছেন।

কৃষ্ণনগর মিউনিসিপ্যালিটির হেল্থ অফিসার শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এম-বি-এস, মহাশয় গত ২৩শে অক্টোবর সপরিবারে শ্রীধাম-মায়াপুর-দর্শনে আসিয়াছিলেন। তিনি নবদ্বীপে জলপথে পূর্ব্বক শ্রীধামের দর্শনীয় বিষয়সমূহ দর্শন করিয়াছেন। শ্রীধামের পারমার্থিক আবহাওয়ায় তিনি অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া মধ্যে মধ্যে এই প্রকার আদর্শ-তীর্থ স্থান-দর্শনে আগমনের ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন।

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিলাস গভস্তি নেমি মহারাজ প্রায় এক সপ্তাহ পূর্ব্বে প্রচারার্থ বোম্বে গৌড়ীয়মঠে গমন করিয়াছেন। পূর্ব্ববর্ত্তী বক্তা ইংরাজীতে এবং পরবর্ত্তী বক্তা হিন্দিতে বক্তৃতা প্রদান করিতেছেন। তাঁহাদের বক্তৃতায় সর্ব্বসাধারণ শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর শিক্ষা-সম্বন্ধে আলোক প্রাপ্ত হইতেছেন। শ্রীমদ্ নেমি মহারাজের বাগ্মিতা ও কীর্ত্তনযোগ্যতা সাধারণের চিত্তকে বিশেষরূপে আকৃষ্ট করিতেছে।

গত ৩রা কার্ত্তিক শুক্রবার ২০শে অক্টোবর (১৯৩৩) ঢাকা জেলার অন্তর্গত বালিয়াটী শ্রীপদাই গৌরাঙ্গমঠে শ্রীগোবর্দ্ধন পূজা ও বিরাট্ অন্নকূট-মহোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। ইতঃপূর্ব্বে বালিয়াটী অঞ্চলের অধিবাসিগণ কখনও এই প্রকার বৃহৎ অন্নকূট-মহোৎসব দর্শন করেন নাই বলিয়া অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন।

নাট্যমন্দিরের অভ্যন্তরে প্রকাণ্ড শাল্যন্নের স্তূপের চতুষ্পার্শ্বে বহু প্রকার উপকরণ ও বিচিত্র অন্নব্যঞ্জনাদি ভোগসামগ্রী সকল এরূপ মনোরমভাবে সুসজ্জিত করিয়া রাখা হইয়াছিল যে, তদ্দর্শনে সকলেই হর্ষ প্রকাশ না করিয়া থাকিতে পারেন নাই। বিচিত্র-সিংহাসনোপরি শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ গান্ধর্ব্বা-গিরিধারী-রাধাগিরিধারীর শ্রীবিগ্রহ বিবিধ স্বর্ণালঙ্কার ও নানাবিধ সুগন্ধি-পুষ্পমালিকা ও পল্লবাদি দ্বারা বিভূষিত হইয়া দর্শকমাত্রেরই চিত্তাকর্ষণ করিতেছিলেন।

মঠরক্ষক শ্রীঅনাদিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মধ্য ৪র্থ পরিচ্ছেদ হইতে শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরীপাদ কর্ত্তৃক প্রকটিত অন্নকূট-মহোৎসবের বিষয় পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন, এবং দ্বাপরযুগে শ্রীকৃষ্ণের আদেশে ব্রজবাসিগণের গোবর্দ্ধন-পূজা ও অন্নকূট-মহোৎসবের বিবরণ-সমূহ কীর্ত্তন করেন।

ঐ দিবস দ্বিপ্রহরকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত অসংখ্য লোককে উক্ত বিচিত্রতাপূর্ণ মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হইয়াছিল। বহু ব্যক্তি মহাপ্রসাদ আকণ্ঠ গ্রহণ করিয়াও আবার প্রচুর পরিমাণে নিজ নিজ গৃহে লইয়া গিয়াছিলেন।

বালিয়াটীর স্বনামধন্য জমিদার শ্রীযুক্ত মনোমোহন রায় চৌধুরী মহাশয় এই উৎসবের সমগ্র ব্যয়ভার বহন করিয়া শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের কৃপাভাজন হইয়াছেন, তাঁহার এই প্রকার নিষ্কপট সেবাবৃত্তি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে থাকুক, ইহাই আমরা শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের চরণে প্রার্থনা করিতেছি।

বিগত ২৬শে আশ্বিন বৃহস্পতিবার শ্রীশ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত-বাণীসেবক-সমিতির সাপ্তাহিক অধিবেশনে শ্রীশ্রীগুরুবৈষ্ণব-বন্দনা ও গীতির পর শ্রীমদ্ভাগবত ১০ম স্কন্ধের প্রথম অধ্যায়ের "তথ্য" আলোচিত হয়। তাহার সংক্ষিপ্ত সার নিম্নে প্রদত্ত হইল।

ভবরোগ—সংসার-ভোগ-বাসনারূপ ব্যাধিই ভবব্যাধি। অর্থাৎ কর্ণ, ত্বক্, চক্ষু, রসনা ও নাসিকাদি ইন্দ্রিয়বর্গদ্বারা শব্দ, স্পর্শ, রূপ রস ও গন্ধাদি নানা প্রকারে স্বগত-বিগত ভোগবাসনার নাম ভবরোগ।

ভবরোগ-বৈদ্য—শব্দব্রহ্মে-নিষ্ণাত মুকুন্দপ্রেষ্ঠ সদ্গুরু বা আচার্য্য—আমাদিগের ন্যায় অনাদিকাল ব্যাপী ভবরোগগ্রস্ত জীবকুলকে উদ্ধারার্থ অবতীর্ণ সেবক-ভগবান্। তিনি দেবীধামের পরপার চিদ্বৈকুণ্ঠাদি ধাম হইতে অবতরণ করিয়া থাকেন।

ভবৌষধ—শ্রীগুরুদেব ভবরোগ-নিরাসার্থ আমাদিগের শ্রবণেন্দ্রিয়-দ্বারে শ্রীকৃষ্ণনামাদি গ্রহণ করিবার সুযোগ প্রদান করিয়া তারকব্রহ্ম নামাদি উপদেশ করিয়া থাকেন। মুক্তকুলতিলক শ্রীআচার্য্যদেবের শ্রীমুখবিগলিত শ্রৌতবাণী সর্ব্বদুঃখ-নিবর্ত্তক। শ্রৌতপথে ভগবদ্গুণানুকীর্ত্তনই ভবরোগের ঔষধ-স্বরূপ।

শ্রৌতমার্গ অবলম্বন না করিয়া অশ্রৌত-সিদ্ধান্তপূর্ণ বাক্‌বৈখরী প্রলাপানুকীর্ত্তনে নামাপরাধরূপ কুপথ্যের সৃষ্টি হইয়া কীর্ত্তনকারীর আত্মনাশের সরণি নিষ্কণ্টক করিয়া দেয়। সুতরাং সাধু সাবধান! শ্রীগুরু-কৃপা লাভ করিয়া শ্রৌতসিদ্ধান্ত-শ্রবণের সুযোগ না হওয়া পর্য্যন্ত ভবরোগের ঔষধ আমার নিকট অবতীর্ণ হন নাই—জানিতে হইবে।

শ্রৌতশব্দ দ্বারা শ্রবণেন্দ্রিয়ের ও সেই শব্দার্থ বা ভক্তিসিদ্ধান্তবাণী দ্বারা চিত্তের সর্ব্বতোভাবে আনন্দবিধান হয় বলিয়া ভগবদ্গুণানুকীর্ত্তন শ্রবণ ও মনের তৃপ্তিকর, পরে ভগবদ্গুণ-কীর্ত্তন বিষয়-ভোগেচ্ছু-দিগেরও সুখপ্রদ। ভগবদ্গুণানুবাদ ভক্তজীবগণের নিকট শ্রবণ ও মনের তৃপ্তিকরস্বরূপে প্রতীত হয় এবং সর্ব্বদুঃখ-নিবর্ত্তকস্বরূপের প্রতীতি যথাসম্ভব হইয়া থাকে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

২৪ দামোদর, নিধি গর্ভোদশায়ী

ভগবদ্দর্শন

শ্রীভগবান্ আদি-কবি ব্রহ্মার হৃদয়ে তত্ত্বের স্ফূর্ত্তি প্রদান করিয়াছিলেন। সেই তত্ত্ব চারিটী শ্লোকে সংরক্ষিত; ইহাই চতুঃশ্লোকী ভাগবত। এই আদি শ্লোক-চতুষ্টয় হইতেই দ্বাদশ-স্কন্ধাত্মক শ্রীমদ্ভাগবতের বিস্তৃতি। শ্লোক-চতুষ্টয়ের প্রথমটীতে বিষয়, দ্বিতীয়টীতে আশ্রয়, তৃতীয়টীতে আশ্রয়ের প্রয়োজন এবং চতুর্থটীতে আশ্রয়ের প্রয়োজন-লাভোপায় অভিধেয়-তত্ত্ব বর্ণিত হইয়াছে।

———

বিষয় ও আশ্রয়ের বোধ-রহিত অবস্থায় যে নির্ব্বিশিষ্ট কেবল-জ্ঞান অবস্থিত, তাহা ব্যতিরেক ভাব-নিরসন-কল্পে স্থান-বিশেষে বর্ণনযোগ্য; তাদৃশ বর্ণন পাঠ করিয়া জড়-জগতের বিচিত্রাকর্ষণে আকৃষ্ট হইবার যোগ্যতা-রহিত হইয়া বাস্তব-জ্ঞানে বিভাসিত হইলেই চিদানন্দময় সেবকানুভূতিতে জীবের স্বতঃসিদ্ধ স্বাস্থ্য-প্রাপ্তি ঘটে। নশ্বরপ্রতীতি ঈশ্বর-সেবাবিমুখ ভোগরাজ্যে জীবের বদ্ধানুভূতিকে অধোগতি লাভ করায়; তাহাকেই তিনি তৎকালে উর্দ্ধগতি বলিয়া বহুমানন করেন। এই কার্য্যটী চিদ্ধর্ম্মের অপব্যবহার বা অচিদ্ধর্ম্মের উদ্দাম নৃত্য।

বিষয়-তত্ত্ব-বিচারে শ্রীব্রহ্মা শ্রীকৃষ্ণের কৃপায় জানিতে পারিলেন যে, শ্রীকৃষ্ণ—জীব, প্রকৃতি, কাল ও কর্ম্ম হইতে স্বতন্ত্র স্বতঃকর্তৃত্বময় 'অহং-তত্ত্ব'। 'ত্বং-তত্ত্ব' ও 'তৎ-তত্ত্ব' সেই 'অহং-তত্ত্বে'র অন্তরালে বিচিত্রতা পোষণ করিতেছে মাত্র। 'ত্বং'-তত্ত্বের অধীন পূর্ব্বপুরুষ ব্রহ্মা শ্রীগুরুদেব-সূত্রে অথর্ব্বা বা শ্রীনারদকে সেই 'ত্বং'-তত্ত্বের স্বরূপ ও 'তৎ'-তত্ত্বের স্বরূপে অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-বিচার কৃপাপূর্ব্বক প্রদান করিয়াছিলেন। শ্রীনারদ আবার সেই বিচার শ্রীব্যাসকে, শ্রীব্যাসদেবের মুক্ত বিষ্ণু-ভক্তাভিমানে বর্ণন করেন। শ্রীব্যাস সংসারার্ণব-শ্রীমধ্ব মুনির হৃদয়ে 'অহং-তত্ত্ব', 'ত্বং-তত্ত্ব' ও 'তৎ-তত্ত্বে'র নিত্যবৈচিত্র্যভেদ প্রকাশিত করেন। শ্রীগৌরসুন্দর সেই অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-তত্ত্ব তদীয় আশ্রিত-জনের হৃদয়ে স্বীয় লীলা-বৈচিত্র্যে প্রকটিত করিয়া-

অবিমিশ্র, অপ্রাকৃত-তত্ত্ব-বৈচিত্র্যে পূর্ব্বোক্ত বিবিধ তত্ত্বের নিত্য-চিদানন্দময় সংস্থিতি বর্ত্তমান। এই বিশ্বে নশ্বর-প্রতীতির অভ্যন্তরে বদ্ধজীবের হৃদয়ে ভোগ-বাসনা-দাস্তে সেই তত্ত্বই মলিনভাবে প্রতিফলিত। কিন্তু চিদ্রাজ্যে ভাবের নিত্যতার পরিদর্শনে ভোগ ও ত্যাগপ্রবৃত্তির পরিবর্ত্তে সেবোন্মুখতা রূপ আত্মবৃত্তি অন্তর্যামিরূপে অবস্থিত। ভগবৎসেবারহিত জীবের অভক্তি-বৃত্তিতে দৃষ্ট বিশ্ব সত্য হইলেও নশ্বর-ধর্ম্ম-বিশিষ্ট। নিত্যভূমিকায় চিদ্বৃত্তির অভিব্যক্তিতে হৃষীকেশের উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত কার্য্যই 'নিত্যভক্তি' বা শুষ্ঠুভাষায় 'প্রেমা'-শব্দে উদ্দিষ্ট হয়। ভগবদ্দাস্য-বঞ্চিত-বুদ্ধিতে নশ্বর-বিশ্বের অনুশীলনে যে-চেষ্টা, তাহা ফলভোগময় 'অনাদি-'কর্ম্ম'; ভগবদ্দাস্য স্বরূপে উদ্বুদ্ধ হইয়া হৃষীকেশের সেবার জন্য ঐ চেষ্টা প্রদর্শিত হইলেই তাহা 'ভক্তি' সংজ্ঞায় অভিহিত হয়।

'অহং-তত্ত্ব' শ্রীভগবদ্বস্তুকে বিশ্বের নশ্বর-সত্তান্তর্গত 'সৎ' বলিয়া ধারণা দ্বারা তাঁহাতে সঙ্কীর্ণতা আরোপ যাহাতে না হইতে পারে তন্নিমিত্ত তাঁহাকে (শ্রীভগবান্‌কে) 'সৎ' ও 'অসৎ' বস্তু হইতে স্বতন্ত্র বলিয়া বর্ণন করা হইয়াছে। অচিৎ-সৎ ও অচিৎ-অসৎ বিচার জীবের নিত্যবৃত্তি ভক্তিতে স্থান পাইতে পারে না; অভক্তিতেই তাহার বহুমানন। ভজনীয় বস্তু হৃষীকেশ অধোক্ষজের অভিধেয়-ভক্তিদ্বারাই অনুকূল-ভাবে অনুশীলিত হন, কর্ম্ম বা জ্ঞান তাঁহার সম্মুখীন হইতে পারে না। ভগবদ্দর্শন-ব্যতীত যাহা কিছু অন্য পরিদৃশ্যমান অনীশ্বর-প্রতীতি, তাহাও ভগবদতিরিক্ত ভাব-বিশেষ নহে; আবার উহা ভগ-ভাবমাত্রও নহে। উহা ভগবত্তাবান্তর্গত হইয়া অবৈধভাবে নশ্বর-বিশ্বে প্রতিভাত, তজ্জন্য তাদৃশ নশ্বর-দর্শন ভগবদ্দর্শন নহে। শ্রীভগবান্ চিদ্রাজ্যে অবস্থিত; সুতরাং চিদ্ধর্ম্ম শুদ্ধভক্তিতে অবস্থিত হইতে পারিলে প্রেমাঞ্জনচ্ছুরিত ভক্তিবিলোচন-দ্বারা তাঁহার চিদ্বিগ্রহ-দর্শনের ও সেবার যোগ্যতা হয়।

'নাস্তিকতার' জীবনী

[২]

আস্তিকতার সহিত নাস্তিকতা পরস্পর বিরুদ্ধ-ভাবাপন্ন। নাস্তিকতা এ জগতের বস্তু, জগতে ইহা ছিল এবং কখন কখন ইহা প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। এই জগতে মানুষকে দুই প্রকার চিত্তবৃত্তিবিশিষ্ট দেখা যায়—(১) শ্রেয়ঃপন্থী—যাঁ'রা নিজেদের নিত্য-মঙ্গল অনুসন্ধান ক'রে থাকেন, আর (২) প্রেয়ঃপন্থী, যাঁ'রা কেবল তাঁ'দের ইন্দ্রিয়তৃপ্তিজনক বিষয়ের অনুসন্ধান করেন, তা'তে তাঁ'দের মঙ্গল হউক, চাই নাই হউক। ইহ জগতে প্রথম শ্রেণীর লোকের সংখ্যা অতি অল্প। এই জগৎটা আবার কি রকম? না, যে-সকল ব্যক্তি তাঁ'দের ভোগলালসায় বশবর্ত্তী হ'য়ে প্রেয়ঃপন্থী হ'য়েছিল, তা'দের সংস্কার করবার জন্যে এটা একটা কারাগার-স্বরূপ।

মোটের উপর নাস্তিকতা এই জগতের চলতি-ধর্ম্ম। ইহাকেই জোর পূর্ব্বক ধর্ম্মের মুখোস পরাইয়া ধর্ম্মের সজ্জায় চালাইবার চেষ্টা চলিতেছে। কিন্তু দেখা গিয়াছে যে, যখনই বড় বড় চিন্তাশীল নেতা নাস্তিকতার জয়ঢাক বাজাইয়া তাহাদের প্রতিদ্বন্দ্বী আস্তিকতাকে পরাজয় করিবার চেষ্টা করিয়াছেন, তখনই ভীষণ-বেগে বাধাপ্রাপ্ত আস্তিকতার স্রোত অতি মাত্রায় উদ্বেলিত হইয়া নাস্তিকতার বর্ত্তমান ও ভাবি-কালের যুক্তিসৌধকে বিধ্বস্ত ও চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়া স্বীয় গৌরব-পতাকা উড্ডীন করিয়াছেন। সমসাময়িক ব্যক্তিগণের মধ্যে এইরূপ ঘটনা অজ্ঞাত নহে। এইরূপ নাস্তিকতার বিরোধের ফলে আস্তিকতার ক্রম-ব্যাখ্যানটা দৃঢ়ভাবেই প্রতিষ্ঠিত হয়।

নাস্তিকতার পক্ষপাতী জনগণ আস্তিকতার দ্বারা যদিও পরাভূত হ'য়ে থাকেন, তা' হ'লেও তাঁ'রা যে সকল-ক্ষেত্রেই আস্তিকতা গ্রহণ করেন, এটা ঠিক নয়; কেউ কেউ গ্রহণ করতেও পারেন। তাঁ'দের মধ্যে কেহ কেহ জাগতিক-বিচারে বাস্তবসত্যের প্রতি ক্ষণিক, কাপট্যপূর্ণ বশ্যতা প্রদর্শন করেন। কিন্তু একবারে আস্তিক হ'য়ে যান না। এই সকল কপট ব্যক্তিগণ পরিশেষে প্রতিষ্ঠিত ধর্ম্মের শত্রুরূপে পরিগণিত হ'য়ে থাকেন এবং কপটতার ফল-স্বরূপে এরূপ জগজ্জঞ্জাল আনয়ন ক'রে থাকেন যে, ভাবিকালে অল্পসংখ্যক ভগবদ্-বিশ্বাসী ব্যক্তিগণের মঙ্গলের জন্য ও প্রকৃত আস্তিকতা স্থাপনের জন্য প্রবল উদ্যোগ ও চেষ্টার আবশ্যক হইয়া পড়ে।

জন্মের পর জড়জগতের অভিজ্ঞতা সংগ্রহ করিতে মানুষের কিছু সময় লাগে। যে-সকল বস্তু আমাদের জড়েন্দ্রিয়গ্রাহ্য, তাহাকেই জড়বস্তু (matter) বলা হয়। বালক ইন্দ্রিয়সমূহের ক্রমোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে জড়-বস্তু সম্বন্ধে অধিকতর জ্ঞান লাভ করিতে থাকে এবং ইন্দ্রিয়সমূহ দ্বারা সেই সকল বস্তু ভোগ করিবারও সুযোগ প্রাপ্ত হইতে থাকে। সে ঐসমস্ত জড়বস্তুর গুণ যতই ভোগ করিতে থাকে, ততই তাহার ভোগ-পিপাসা বৃদ্ধি পাইতে থাকে; অবশেষে এইরূপে মানুষের এমন অবস্থা হয় অর্থাৎ জড়ভোগে এতই আসক্ত হইয়া পড়ে যে, ঐপ্রকার জড়েন্দ্রিয়চরিতার্থ করা ব্যতীত তাঁ'দের আর অন্য রুচি থাকে না। রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দ প্রভৃতি বিষয়সুখ তাঁ'দের মনের উপর ক্রিয়া করিয়া এমন অভিভূত করে যে, ঐ অবস্থাটাই বদ্ধজীবের স্বভাব বলিয়া মনে হয়।

জীব একবার মনোধর্ম্মের আবরণে আবদ্ধ হইলে, এই জড়জগতের হেয়তা বা অনিত্যতার ভাব উপলব্ধি করা তাহার পক্ষে দুরূহ হইয়া উঠে। অনিত্য জড়জগতের সহিত তাহার ক্ষণিকের জন্য সম্বন্ধের বিষয়, জন্ম-মৃত্যুর দ্বারা এই জগতের সহিত সম্বন্ধের বিচ্ছেদ প্রভৃতি বিষয় তাহাকে বুঝাইয়া দিলেও সে তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারে না এবং ক্রমাগতই তাহা ভুলিয়া যায়। যদি কোন সৌভাগ্য-বশে এই জগতের অনিত্যত্ব-সম্বন্ধে কোন দিন তাহার চৈতন্যোদয় হয়, তাহা হইলে সে জড়ভোগ হইতে বিরত হইয়া তাহার নিজ অবস্থা পর্য্যালোচনা করিবার জন্য চিন্তাশীল হয়। সংসারে ভোগ করিতে করিতে যাহার ঐ রকমের সৌভাগ্য কোন দিন উদিত হইয়া তাহাকে এই জীবনের অনিত্যত্ব উপলব্ধি করাইয়া দেয়, সেই ব্যক্তির অন্তঃকরণে তখন নিম্নলিখিত তিন প্রকার প্রশ্ন উদিত হয় যথা (১) এই যে আমি জগৎ-ভোগ কর্‌ছি, সেই 'আমি' কে? (২) এই প্রকাণ্ড জড়জগৎই বা কি? (৩) এই জগতের সঙ্গে আমার প্রকৃত সম্বন্ধটাই বা কি?

জীব যখন এই জগতের চিন্তার দিকে পৃষ্ঠ-প্রদর্শন করিয়া উপরিউক্ত প্রশ্ন-বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিতে থাকে, তখন তাহার উদিত-চৈতন্যে সে ঐসকল প্রশ্নের সমাধান দেখিতে পায়। এইরূপভাবে অনুসন্ধিৎসু জীব প্রশ্ন-সকলের যে মীমাংসা লাভ করে, তাহা যখন নিয়মিতভাবে সংগৃহীত করা যায়, তখন উহা 'দর্শন' ও 'বিজ্ঞান' নামে অভিহিত হয়। জীব যে উত্তর প্রাপ্ত হয়, তাহা বিধি-বদ্ধ হ'তে পারে কিম্বা এলোথেলোও হ'তে পারে। কিন্তু একটা প্রশ্ন হ'তে পারে যে, জীবকুল যখন সকলে স্বরূপে এক, তখন সকলেই একই প্রকারের উত্তর পায় না কেন?

———

জীব স্বরূপে চেতন; অতএব জীব স্বরূপে অবস্থানকালে যে উত্তর পাইয়া থাকে, তাহা সকলের পক্ষেই সমান। এই জড়-জগৎ তাহার প্রকৃত অবস্থান নহে। ভগবানের বহিরঙ্গা শক্তির দ্বারা জড় উপাদানে এই জগৎ সৃষ্ট হইয়াছে; ইহা চেতন জগতের মত দেখাইলেও স্বরূপে ইহা জড় মাত্র। ঐ বহিরঙ্গা শক্তি ভগবানের ছায়া-শক্তি মাত্র। জীব শ্রীভগবানের অণুচিৎ অংশ বলিয়া বিভুচিতের স্বভাব তাহাতে কিছু বর্ত্তমান আছে। এই জগতে অবস্থান-কালে জীব নিজকে জড়-সম্বন্ধে সম্বন্ধিত বলিয়া, এবং মায়ার সহিত তাহার সম্বন্ধ

আছে বলিয়া মনে করে, যদিও প্রকৃত-প্রস্তাবে সেরূপ কোন কিছু নাই। ইহা অস্বাভাবিক সংযোগ মাত্র। মায়াবদ্ধ জীবের প্রকৃত স্বভাব মায়ার দ্বারা আবরিত হওয়ায়, প্রচ্ছন্ন অবস্থায় ঐ জীব নিজকে এই স্থূল ও সূক্ষ্ম শরীরের ক্রিয়া-কলাপের সহিত একতত্ত্ব বলিয়া মনে করে।

———

প্রত্যেক জীব স্বরূপে চেতনময় হইলেও মায়িক শক্তির সংযোগে জড়মনের দ্বারা চালিত হইয়া আকস্মিক অস্বাভাবিক একটী দ্বিতীয় স্বরূপ প্রাপ্ত হয় এবং তদনুযায়ী কার্য্য করিতে থাকে। স্বতঃপ্রকাশ জীব-চৈতন্য এইরূপভাবে বদ্ধজীবের মনরূপে পরিণত হইয়া সীমাবিশিষ্ট জড়ে আবদ্ধ হইয়া পড়ে। মায়ার আশ্রয়ে ঐরূপ জড়-বদ্ধাবস্থায় জীব প্রাগুক্ত প্রশ্নের যে-সকল উত্তর প্রাপ্ত হয়, তাহা বিভিন্ন-জাতীয় এবং বিরুদ্ধধর্ম্ম-বিশিষ্ট হইয়া থাকে। এই রকম উত্তরের মধ্যে বদ্ধজীবের অবস্থান-ভেদে আচার, পোষাক, পরিচ্ছদ, আহার, ভাষা, দেশের চিন্তাস্রোত প্রভৃতির বিভিন্নতা লক্ষিত হয়। দেশ-কাল-পাত্র-ভেদে উত্তর-সমূহ প্রত্যেকের সম্বন্ধে বিভিন্ন হইবেই হইবে। বদ্ধজীব স্থূল ও সূক্ষ্ম-রূপ দুই প্রকারের উপাধিমণ্ডিত হওয়ায় দেশ, জাতি, ভাষা প্রভৃতি ভেদে বিভিন্ন ব্যক্তির সম্বন্ধে বিভিন্ন-জাতীয় উত্তর পাওয়া যায়।

———

সম্যগ্‌প্রকারে এই সকল বিভিন্নজাতীয় উত্তর আলোচনা করিতে হইলে ভিন্ন ভিন্ন দেশে যাইয়া তৎ-তৎ দেশের ভাষা ও তাহাদের সঙ্গে আলাপাদি করার প্রয়োজন হইয়া পড়ে। কিন্তু সে-সমস্ত বিচার বর্ত্তমান প্রবন্ধের আলোচ্য না হইলেও সংক্ষেপে তাহাদের সম্বন্ধে একটা সাধারণ বিচার দেখাইলেই এই প্রসঙ্গে যথেষ্ট হইবে বলিয়া মনে হয়।

———

উপরে যে দুই প্রকারের উত্তরের কথা বলা হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে যেটী সত্য; সেইটীই সমীচীন। আর বিভিন্নজাতীয় উত্তরসকলের মধ্যে পরস্পর পার্থক্য থাকিলেও, মোটামুটী তাহাদিগকে দুইভাগে বিভক্ত হইয়া যাইতে পারে, যথা (১) জ্ঞান ও (২) কর্ম্ম।

———

শ্রীসনাতনগৌড়ীয় মঠে

অন্নকূট-মহামহোৎসব

গত ৩রা কার্ত্তিক শুক্রবার কাশীস্থ শ্রীসনাতনগৌড়ীয়মঠে অন্নকূট-মহামহোৎসব বিপুল সমারোহের সহিত অনুষ্ঠিত হইয়াছে। তৎ-সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত বিবরণ অনেক সংবাদ-পত্রে তারে প্রকাশিত হইয়াছে। পূর্ব্বদিবস (২রা কার্ত্তিক) শ্রীঅন্নপূর্ণার মন্দিরে অন্নকূট হইয়াছিল, তাহাতে বহুলোকের সমাগম হইয়াছিল। সাধারণ লোকের একটা সংস্কার এই যে, অন্নপূর্ণার অন্নকূটই প্রসিদ্ধ ও তাঁহার প্রসাদ পাইলে "দুধে ভাতে" দিন কাটাইবার অভাব হইবে না অর্থাৎ অন্নাভাব ঘটিবে না, কিন্তু এইরূপ ধারণার মূল-ভিত্তি কোথায়, তাহা কেহ অনুসন্ধান করিয়া দেখেন না। বড় বড় বিদ্বান্ মহামহোপাধ্যায় প্রভৃতিও এই গড্ডলিকা-প্রবাহে ভাসমান হইয়া অন্ধের ন্যায় চলিয়াছেন। দেখিয়া শুনিয়া বুঝিয়া সুঝিয়াও তাঁহারা যখন ক্ষুদ্র হৃদয়-দৌর্ব্বল্য-হেতু এই ভ্রান্ত সংস্কার ত্যাগ করিতে পারেন না, তখন অজ্ঞ ব্যক্তিগণের দোষ কি? যাহা হউক আমরা অন্নকূটের পৌরাণিক তথ্য-সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিতেছি। ইতঃপূর্ব্বে ১৯২ সংখ্যা নদীয়া-প্রকাশে "গোবর্দ্ধন-পূজা" ও "অন্নকূট-মহোৎসব"-শীর্ষক প্রবন্ধদ্বয়ে যে-সব বিষয় প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাই অন্নকূটের প্রকৃত তথ্য। তদ্ব্যতীত অন্য কোন শাস্ত্রে অন্য দেবতার অন্নকূটের কোন বিবরণ নাই বলিয়াই মনে হয়। যদি কেহ রাজসিক শাস্ত্র হইতে কোন বিষয় জানাইতে পারেন, তথাপি তাহা গ্রাহ্য নহে। সর্ব্বশাস্ত্র-শিরোমণি শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত অন্নকূটই সর্ব্ববাদিসম্মত। অন্ধ-ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া লোক কেন যে ছুটিয়াছে, তাহার কারণ-নির্ণয়ে বহিরঙ্গা মায়ার প্রভাবই দৃষ্ট হয়।

কাশীতে অন্নপূর্ণার অন্নকূট-সম্বন্ধে কেহ কেহ বলেন যে, ২৫।২৬ বৎসর পূর্ব্বে এই অন্নকূটের ব্যাপার আরম্ভ হইয়াছে। ইহাতে অর্থাগমের বিশেষ সুবিধা আছে বলিয়া দিন দিন ইহা প্রবল হইতে প্রবলতর বেগে প্রচারিত ও প্রসারিত হইতেছে। যাঁহারা মহামায়ার প্রসাদ পাইতে ইচ্ছা করেন তাঁহারা নির্দ্দিষ্ট দিনের পূর্ব্ব হইতেই টিকেট করিয়া প্রসাদ রিজার্ভ করিয়া রাখিবেন নতুবা শেষে হয় ত আপশোষ করিতে হইবে—এইরূপ বিজ্ঞাপন প্রচারিত হইয়া থাকে এবং ।০ চারি আনা হইতে আরম্ভ করিয়া ৫০৲ এমন কি শত টাকার পর্য্যন্ত প্রসাদের টিকেট বিক্রয় হইয়া থাকে। অনেকে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইতে না পারিলে বিদেশ হইতেই মণিঅর্ডার-যোগে অর্থ প্রেরণ পূর্ব্বক পচা সড়া প্রসাদ ডাকযোগে ঘরে বসিয়া লাভ করিয়া থাকেন। "ধন্য কলিযুগ তেরি তামাসা দুখ লাগে আউর হাসি!" যে মহাপ্রসাদ-প্রাপ্তির নিমিত্ত ব্রহ্মা-শিবাদি দেববৃন্দ লালায়িত, যাঁহার এক-কণ প্রাপ্ত হইয়া অজ-ভবাদি দেবগণ আনন্দে মত্ত হইয়া থাকেন, আজ সেই মহাপ্রসাদের জন্য কাহারও ভ্রূক্ষেপ নাই!

সনাতন-ক্ষেত্র কাশীধামের মোক্ষাকাঙ্ক্ষী জনগণের মঙ্গল-বিধানের জন্য শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভুর মনোহভীষ্ট-প্রচারক জগদ্‌গুরু শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ কাশীস্থ শ্রীসনাতনগৌড়ীয় মঠে শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দ-শ্রীমূর্ত্তির প্রতিষ্ঠা করিয়া ভগবৎপ্রসাদ বিনামূল্যে বিতরণের বন্দোবস্ত করিয়াছেন। বাস্তব মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী জনগণ নয়নমনোভিরাম শ্রীবিগ্রহ-দর্শন, শ্রীহরিকথা-শ্রবণ ও ভগবৎপ্রসাদ প্রাপ্ত হইয়া ধন্য হইতেছেন। এ বৎসর তথায় শ্রীবিগ্রহের সম্মুখে প্রায় ৩০০ প্রকার উপকরণ দ্বারা শ্রীহরির ভোগ দেওয়া হইয়াছিল। ঐসঙ্গে একটী গিরিরাজ গোবর্দ্ধনের আদর্শ প্রকাশ করত গোবর্দ্ধনপূজা ও অন্নকূটের তথ্য সমাগত সকলকে বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছিল। আবার পৃথগ্‌ভাবে শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত অন্নকূটের প্রমাদ বিস্তারিতভাবে আলোচনা করিবার বন্দোবস্ত ছিল। বৃহস্পতিবার ২রা কার্ত্তিক হইতে ৮ঠা কার্ত্তিক পর্য্যন্ত অন্নকূটের কথা আলোচিত হইয়াছিল। অন্নকূট-দিবস সন্ধ্যা ৬ ঘটিকা হইতে রাত্রি প্রায় ১১ ঘণ্টা পর্য্যন্ত প্রায় ৩০০০ ব্যক্তিকে অযাচিতভাবে ভগবৎপ্রসাদ বিতরণ করা হইয়াছিল। পরদিনও প্রায় ৫০০ ব্যক্তি প্রসাদ লইয়া গিয়াছিলেন। বহু সম্ভ্রান্ত শিক্ষিত ব্যক্তি এই মহোৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন। এলাহাবাদ হইতে শ্রীযুত অভয়চরণ দে, লক্ষ্ণৌ হইতে শ্রীযুত প্রাগদৎ শর্ম্মা প্রভৃতি বহু ব্যক্তি সঙ্গে লইয়া এই মহোৎসব-দর্শনের সৌভাগ্য লাভ করিয়াছেন। কাশীস্থ বহু ভাগ্যবানের এই সৌভাগ্য ঘটিয়াছে। অনেকেই প্রকাশ করিয়াছেন, তাঁহারা গত ৫০।৬০ বৎসরের মধ্যে অর্থাৎ তাঁহাদের জীবনের মধ্যে এরূপ ব্যাপার দেখেন নাই। অন্নপূর্ণার অন্নকূটে বহু অন্ন ও লাড্ডু প্রভৃতি ২।৪ প্রকারের দ্রব্যই ভোগ দেওয়া হয় কিন্তু শ্রীগৌড়ীয়মঠের মত এত প্রকারের আয়োজন বা এরূপ সুন্দরভাবে সাজাইয়া ভগবানের ভোগ দিতে দেখা যায় না। এখানে সত্য সত্যই শ্রীহরি ভক্তের ভক্তি-প্রদত্ত বস্তু গ্রহণ করিয়াছেন ইত্যাদি।

অন্নকূটের দ্রব্যাদির তালিকা পরবর্ত্তী কোন সংখ্যায় প্রকাশিত হইবে।

———

শ্রীকপিলদেবের উক্তি

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ১৯২ সংখ্যার পর]

আমার মনোহর অপ্রাকৃত মুখ-নেত্রাদি অবয়ব-বিশিষ্ট ঐসকল সচ্চিদানন্দ-মূর্ত্তির ভক্তাভীষ্ট-প্রদাতা লীলা-বিলাস, হাস্য, অবলোকন ও মধুর ভাষণাদি তাঁহাদের মনঃ-প্রাণ আকর্ষণ করিলেও এবং তাঁহাদের আত্মানন্দলাভরূপ মুক্তিস্পৃহা না থাকিলেও আমার প্রতি ভক্তিই তাঁহাদের সেই মুক্তি প্রদান করিয়া থাকে।

———

অবিদ্যা-নিবৃত্তির পর সেই মুক্তপুরুষগণ যদিও ঊর্দ্ধলোকগত ভোগ-সম্পত্তি, এমন কি ভক্তির সঙ্গে সঙ্গে প্রাপ্য অষ্টৈশ্বর্য্য অথবা মায়াধীশ আমার বৈকুণ্ঠস্থ যে সব ঐশ্বর্য্যাদি সেই সব কিছুই বাঞ্ছা করেন না, তথাপি তাঁহারা আমার বৈকুণ্ঠ-লোকে গমন করিয়া আমার ভাগবতী সম্পত্তি ভোগ করিতে থাকেন।

———

হে শান্তরূপে, স্বর্গাদি-লোকে ভোক্তা এবং ভোগ্যবস্তুর কোন না কোন এক সময়ে বিনাশ সাধিত হয়, কিন্তু মদীয় বৈকুণ্ঠলোকে মৎপরায়ণ ভক্তগণের কখনও তদ্রূপ ভোগ্য-বস্তু নষ্ট হইবার কোনও আশঙ্কা নাই, আমার অনিমিষকালচক্রও তাঁহাদিগকে গ্রাস করিতে সমর্থ হয় না। আমি তাঁহাদের আত্মবৎ-প্রিয়, পুত্রবৎ স্নেহপাত্র, সখার ন্যায় বিশ্বাসাস্পদ, গুরুর তুল্য উপদেষ্টা, সুহৃদের ন্যায় হিতকারী এবং ইষ্টদেব-সম পূজ্য; অর্থাৎ যাঁহারা এই প্রকার সর্ব্বভাবে আমাকেই ভজনা করেন, আমার কালচক্র কখনও তাঁহাদিগকে গ্রাস করিতে পারে না।

———

মাতঃ, যাঁহারা ইহলোক, পরলোক, তদুভয়-লোকগামী সোপাধিক আত্মা এবং ঐ আত্মাবলম্বী পুত্রকলত্রাদি, ধনৈশ্বর্য্য, পশু, গৃহ এবং অন্যান্য যথাসর্ব্বস্ব বিসর্জ্জন করিয়া ঐকান্তিক-ভক্তিসহকারে বিবিধ রসের বিষয়-স্বরূপ আমাকে ভজনা করেন, আমি তাঁহাদিগকে সংসার হইতে পরিত্রাণ করিয়া থাকি।

———

জননি! আমিই ভগবান্, আমিই প্রকৃতি ও পুরুষাবতারাদির নিয়ন্তা, আমিই সর্ব্বভূতের আত্মা। জীববৃন্দের নিদারুণ সংসার-ভয় আমি ভিন্ন আর কাহারও দ্বারা নিবৃত্ত হয় না।

———

ভীম-প্রভঞ্জন আমার ভয়েই প্রবাহিত হইতেছে, সূর্য্য আমার ভয়েই উত্তাপ দান করিতেছে, ইন্দ্র আমার ভয়েই বারিবর্ষণ করিতেছে, অগ্নি আমার ভয়েই দহন করিতেছে এবং মৃত্যু আমার ভয়েই বিচরণ করিতেছে।

———

মাতঃ, ভক্তিব্যতীত কোনরূপেই মোক্ষ-লাভ হয় না। প্রমাণ-স্বরূপে দেখুন, যোগিগণ ও জ্ঞান-বৈরাগ্যযুক্ত ভক্তিযোগ অবলম্বন করিয়া তাঁহাদের যোগক্ষেম লাভ করিবার জন্য আমারই অভয় পাদমূলে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া থাকেন।

———

উপসংহারে ফল-কথা এই যে, যদি দৃঢ়ভক্তিযোগদ্বারা মন আমাতে অর্পিত হইয়া স্থির হয়, তবে তাহাই ইহসংসারে পুরুষের পরম-মঙ্গলোদয় বলিয়া জানিতে হইবে।

শুদ্ধভক্তি গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। ভাষ্যসহ বিরাট্ শ্রীচৈতন্যভাগবত ৫৲
২। শ্রীমদ্ভাগবতম্.—সমগ্র ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২৮৲
একাদশ স্কন্ধ হইতে প্রতিখণ্ড ।৶০
৩। ভাষ্যদ্বয়সহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত
(৪র্থ সংস্করণ) ৫৲
৪। ভক্তিবিবেককুসুমাঞ্জলি (বাঁধা) ১৲
৫। গৌড়ীয়-গৌরব ।৶০
৬। গৌড়ীয়-সাহিত্য ।৶০
৭। ভজনরহস্য ॥০
শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও
শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৯। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ)
ঐ (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
১০। গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি টীকাসহ)
ঐ (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
১১। গীতার কেবল মাধ্ব-ভাষ্য ॥০
১২। যুক্তিমল্লিকা গুণসৌরভঃ সানুবাদ
(মাধ্ব) ২৲
১৩। বেদান্ততত্ত্বসার সানুবাদ
(রামানুজীয়) ॥০
১৪। জৈবধর্ম্ম ২৲
১৫। শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৬। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১৭। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ॥৶০
ঐ (বাঁধা) ৸০
১৮। দ্বীপ-দিগ্দর্শন ৶০
১৯। সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ) ।৶০
২০। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ॥০
ঐ (আবাঁধা) ।৶০
২১। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
২২। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৶০
২৩। গীতমালা ৴১০
২৪। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৵০
২৫। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৵০
২৬ নবদ্বীপ পঞ্জিকা (৪৪৭ গৌরাব্দ) ৶০
২৭। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
২৮। শ্রীগোদ্রুমমণ্ডলপরিক্রমা-দর্পণ ।০
২৯। শরণাগতি ৴০
৩০। গীতাবলী ৴০
৩১। চিত্রে নবদ্বীপ ১॥০
৩২। সাধনকণ ৴০
৩৩। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৴০
৩৪। নবদ্বীপশতক ৴০
৩৫। অর্থপঞ্চক ৴০
৩৬। সদাচারস্মৃতিঃ ৴০
৩৭। কল্যাণকল্পতরু (৫ম সংস্করণ) ৴১০
৩৮। অর্চ্চনকণ ৴১০
৩৯। সাধককণ্ঠমালা (বাঁধা) ॥০
ঐ (আবাঁধা) ৷৵০
৪০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি
(প্রথম চারিখণ্ড) ৩৲
৪১। ব্রহ্মসংহিতা ॥০
৪২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৪৩। মণিমঞ্জরী সানুবাদ ।০
৪৪। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৪৫। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ।০
৪৬ তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী
৪৭ শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
৪৮। গৌড়ীয়মঠ কি করেন ? ৴০
৪৯। ঈশোপনিষৎ (বলদেব ও মাধ্ব-
ভাষ্য এবং বিবৃতি ও অনুবাদসহ) ।০
৫০। শ্রীভুবনেশ্বর ৵০
৫১। সিদ্ধান্তদর্পণ ৶০
৫২। সাংখ্যবাণী ৴০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৫৩। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী-দিগ্বিজয়ঃ ॥০
৫৪। সটীক-শিক্ষাদশমূলম্ ।০
৫৫। তত্ত্ব-সূত্রম্ ।০
৫৬। সানুবাদ-শিক্ষাষ্টকম্ ৶০
৫৭। গৌড়ীয়মঠস্য পরিচয়ঃ ৴০
৫৮। সারাংশবর্ণনম্ ৵০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৫৯। রায় রামানন্দ ॥০
৬০। নামভজন ।০
৬১। রিলেটিভ্ ওয়ার্ল্ড্স্ ।৶০
৬২। লাইফ্ য়্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব
শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।০
৬৩। বৈষ্ণবীজম্ ।০
৬৪। হোয়াট্ গৌড়ীয়মঠ ইজ্ ডুইং ৴০
৬৫। দি ভাগবত ।০
৬৬। ইরোটিক্ প্রিন্সিপ্ল য়্যাণ্ড
আনেলয়েড্ ডিভোসন ।০
৬৭। ব্রহ্ম-সংহিতা ২॥০
৬৮। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (ভলুম ওয়ান) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৬৯। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ॥০
৭০। সাধন পথ ।০
৭১। কল্যাণ-কল্পতরু ৴১০
৭২। গীতাবলী ৴০
৭৩। শরণাগতি ৴০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৭৪। শরণাগতি

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

নদীয়া-প্রকাশপ্রাপ্তির স্থান

১। শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম-মায়াপুর, নদীয়া
২। শ্রীযোগপীঠ ঐ
৩। শ্রীবাস-অঙ্গন ঐ
৪। অদ্বৈত-ভবন ঐ
৫। কাজীর সমাধি-পাট ঐ
৬। স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ শ্রীগোদ্রুম,
পোঃ স্বরূপগঞ্জ, নদীয়া।
৭। শ্রীভাগবত আসন কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
৮। শ্রীএকায়ন মঠ গোবিন্দপুর, হাঁসখালী।
৯। দ্বাদশগোপাল পাট—পোঃ চাকদহ,
১০। শ্রীগৌর গদাধরমঠ—চাঁপাহাটী,
পোঃ সমুদ্রগড়, বর্দ্ধমান
১১। শ্রীমোদদ্রুমছত্র মাউগাছি, বর্দ্ধমান
১২। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম, আমলাযোড়া,
পোঃ রাজবাধ বর্দ্ধমান
১৩। শ্রীগৌড়ীয়মঠ বাগবাজার, কলিকাতা
১৪। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম ব্রাহ্মণপাড়া,
পোঃ মাজু, হাওড়া,
১৫। শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয়মঠ,
৯০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা
১৬। শ্রীগোপালজী মঠ কমলাপুর, ঢাকা।
১৭। শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ পোঃ বালিয়াটী,
১৮। শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয়মঠ ময়মনসিংহ।
১৯। শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ চিরুলিয়া,
পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর
২০। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম গোয়ালপাড়া, আসাম।
২১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ রায়াপেটা, মান্দ্রাজ।
২২। শ্রীরামানন্দগৌড়ীয় মঠ কব্বুর,
জিঃ পশ্চিম গোদাবরী
২৩। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ উড়িয়াবাজার,
পোঃ বক্সীবাজার, কটক।
২৪। শ্রীত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয় মঠ ভুবনেশ্বর।
২৫। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ স্বর্গদ্বার, পুরী।
২৬। শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ আলালনাথ
পোঃ ব্রহ্মগিরি, পুরী।
২৭। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ ভুমুরকুণ্ডা,
পোঃ চিরকুণ্ডা, মানভূম।
২৮। শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ—কাশী।
২৯। শ্রীরূপগৌড়ীয় মঠ—এলাহাবাদ।
৩০। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ পুরাণবাজার,
সরকার ঠাকুরের কুঞ্জ, বৃন্দাবন
৩১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, নিউদিল্লী
৩২। শ্রীপরমহংসমঠ—নৈমিষারণ্য,
৩৩। শ্রীসারস্বত গৌড়ীয় মঠ—হরিদ্বার।
৩৪। শ্রীব্যাসগৌড়ীয়মঠ—কুরুক্ষেত্র, পঞ্জাব
৩৫। শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাবুলনাথ রোড,
পোঃ গ্র্যাণ্ট রোড, বোম্বে।
৩৬। লণ্ডন গৌড়ীয়মঠ, ৩৯নং গ্লেডন
গার্ডেন্স, কেন্সিংটন্ লণ্ডন,
(এস্, ডব্লিউ—১০)।
৩৭। অমর্ষি গৌড়ীয়মঠ—মেদিনীপুর
৩৮। সরভোগ গৌড়ীয় মঠ—সরভোগ,
কামরূপ, আসাম,

শুদ্ধভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST— প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী মাসিক। শ্রীধাম-মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১॥০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দি ভাষায় একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ-সম্পাদিত ও নৈমিষারণ্য শ্রীপরমহংস মঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ১॥০ দেড় টাকা মাত্র।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥০ দেড় টাকা মাত্র।

৫। কীর্ত্তন—মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ [illegible] সেবাতীর্থ বি-এজি, বি-টি, সম্পাদিত। আসাম গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম হইতে প্রকাশিত আসামী ভাষার পাক্ষিক। [illegible] সডাক ১॥০ দেড় টাকা মাত্র

[illegible]তন্যভাগবত

আদিকবি শ্রীল বৃন্দাবন দাস প্রণীত সমগ্র গ্রন্থ

গ্রন্থের মূল বোল্ড অক্ষরে এবং তন্নিম্নে বিশ্ববিশ্রুত গৌড়ীয়মঠের প্রতিষ্ঠাতা ও আচার্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের রচিত বিবৃত ভাষ্য উত্তম কাগজে সৌষ্ঠবের সহিত মুদ্রিত হইয়াছেন। ডবল ক্রাউন অক্টেভো আকারে ১০৯৬ পৃষ্ঠায় কেবল মূল ও ভাষ্য সম্পূর্ণ হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত শ্লোকসূচী, পদ্যসূচী, স্থানসূচী, পাত্রসূচী, বিষয়সূচী, শব্দসূচী প্রভৃতি বিস্তৃত সূচীপত্রের একটী গ্রন্থ হইবে। সভাষ্য শ্রীচৈতন্যভাগবতের এরূপ উৎকৃষ্ট ও অমূল্য বিরাট্ সংস্করণ জগতের কোথায়ও আজ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই, ইহা নিরপেক্ষ পাঠকমাত্রকেই একবাক্যে স্বীকার করিতে হইবে। শ্রীগৌড়ীয়মঠের উৎসব-কালে গ্রন্থের ভিক্ষা ১২৲ বারটাকা স্থলে—৫৲ পাঁচটাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীচৈতন্যমঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর,

কলিকাতা বাজার দর

লৌহ হার্ডওয়্যার

২০শা অক্টোবর ১৯৩৩

টার তৈয়ারী—	প্রতি হন্দর।
লোহার কড়ি (জয়েষ্ট বা বীম)	
াকা	৫।০—৫।৶০
বে-পাকা হাল্কা ওজন	৪।৵০—৪॥৶০
রগা (টী-আয়রণ)	৩৸৵০—৬।০
গেল আয়রণ (কোনা)	৫৸৵০—৬।৵০
গ্যালভ্যানাইজড করগেট টীন—	
২ গেজ ৬ হইতে ১০ ফুট	১১।৵০
৪ গেজ ,, ,,	১০৸৵০
৬ গেজ ,, ,,	১২
৪ গেজ আর, পি, ডি, মার্কা	১২৸৶০
৪ গেজ গাঃ প্লেন শীট—	১১।৵০
৬ গেজ ,, ,,	১২।০
৮ গেজ ও ৩০ গেজ ঐ—	১৩৲—১৬৲
গান ঘেরা কাঁটাতার ১০০	
াউণ্ড বাঃ	৮৸০
ল পাটী	৬৲৶—৬।০
বোল্টু (গোল)	৬৲৶—৬।০
গবাদে (চৌকা)	৬৵০—৬৲।০
গোল রড ৶০—।৶০ সুতা	৪৸৵---৫॥৶
, টানা রড-	
চৌকা ৶০---।৵০ ঐ	৫৵০—৫॥০
, বাণ্ডিল তার	৭৲—৭৸০
, প্লেট—তিন সুতা মোটা	
বাক্স	-৭।০
চাদর ৩-১৬ খানা বাণ্ডিল	৯॥৶—১০৲
টিঃ ষ্টীল	৮।০—৯৲
রাউণ্ড	৫৸৵—৬৲৶।
রের পেরেক ১—৬ ইঞ্চি	৯—৯৸০
প্যাটেন্ট পেরেক ২—৮ ইঞ্চি	১২।০—১৫॥০
লোহার কড়া ১ হইতে ১০ নং ২॥০ সাট	
কাদাল ৪, ৫, ৬, ৭৸৵০ ৮৸৵০ ৯৸৵০ডঃ	
ন পাউণ্ড ৬৲ দেঃ ঝিঃ	৬।৵০ ,,
াঃ প্লেন বালতি ৭—১২ ইঞ্চি	১॥/০ ৬॥/০
রিভিট ,, ৭—১২ ইঞ্চি	২৲--৭৲ ,,
াহার চেয়ার রডের গোল ও চৌকা	৮॥০— ,,
ালের লোহার সিট	১৫৲ ,,
ভেনেস্তা (কাঠের সিট)	১৮৲ ,,
াহার স্ক্রুপ ॥—৩ ইঞ্চি /১০--॥৶০ গ্রোস	
কব্জা ১৩ নং	
॥—৪ ইঞ্চি ।১০—৸৵১০ দেঃ ডজন	
াঃ তার ১৬—২২ নং	
গেজ)	১২৲---১৩৲ হন্দর
াঃ রিজিং (মটকা)	
২ ইঞ্চি	।৵৫—॥৶০ পীস
াঃ গাটারিং বা ডোঙ্গা	
ইঞ্চি	॥০—৸/০ ,,
াঃ স্ক্রুপ ১॥০--২॥০ ইঞ্চি	২৩৲--২৯৲ হন্দর
গ্যাঃ ওয়াসার চাকি	১১॥০—১৬৲ ,,
গ্যাঃ বোল্ট-নাট ৮—৩ ইঞ্চি	॥৵১০—১৵০ গ্রোস
ঢালাই রেলিং	৩॥০--৪॥০ হন্দর
ঐ রেন ওয়াটার পাইপ	
৩ ইঞ্চি ৵১০ ও ৪ ইঞ্চি	।১০ ফুট
টিউব ওয়েলের জন্য গ্যাঃ	
পাইপ১॥ ইঞ্চি	।৵৫ ফুট
পাম্প ৪নং ১২॥০ ৫নং ১৪৲ ৬নং ১৬৲	
৬০--৮০ বাটখারা ৵১৫ সাট	২।০--২॥০ মণ

সন্তোষকুমার মল্লিক এণ্ড সন্স লিঃ

লৌহ ও হাডওয়্যার বিক্রেতা।

মীরবহর ঘাট লোহাপটী, বড়বাজার,
টেলি--"লোহার মালিক" কলিকাতা

কেরোসিন

প্লোক্রেক প্রত্যেক বাক্স (২ টিন)		৯,৬
সূর্য্য মার্কা	,,	৬॥০
ভিক্টোরিয়া	,,	৬৲

সোণার দর

পাকা সোণা	৩০৸৶
বড়াল	৩০৸
চিনা পাত	৩২।০

রূপার দর

রূপা প্রতি ১০০ ভরি	৫৫৵০
ঐ খুচরা	৫৵০

কোম্পানীর কাগজ

৩॥০ সুদের কাগজ	৮১৶
৩॥০ নূতন ঋণ (১৯৪৭-৫০)	৯১।০
৪৲ ,, ঋণ (১৯৬০-৭০)	৯৭৲
৫৲ ,, বণ্ড (১৯৩৫	১০৪॥/০

ডিবেঞ্চার

৫৲ সুদের (১৯৫৬-৮৬) কলিকাতা পোর্ট-ট্রাষ্ট ডিবেঃ :—	১০২॥৵০

ব্যাঙ্ক

ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক (কনট্রি)	২৯৪॥০
সেণ্ট্রাল ঐ	২২৲

কাপড় ও সূতার কল

এলগিন মিল	৪৫৲

পাট কল

হাওড়া	৫০৲
অকল্যাণ্ড	১৯৫৲
বালী	১৬২৲
বরানগর	১৫০৲
কেবল	৩৭০৲
ভরট	২৫৩৲
ক্লাইভ	২৮।০
ডালহাউসী	৪০৮॥০
ফোর্ট	৪০৫৲

কৃষ্ণনগর নবদ্বীপঘাট রেলওয়ে সময়

কৃষ্ণনগর হইতে নবদ্বীপঘাট

কৃষ্ণনগর সিটি—	৬-৪৫	১০-৪৪	১৩-২২	১৭-৩৮	২০-১৬
কৃষ্ণনগর রোড—	৬-৫৬	১০-৫৫	১৩-৩৩	১৭-৪৭	২০-২৫
আমঘাটা—	৭-১৫	১১-১৩	১৩-৫১	১৮-৩	২০-৪১
মহেশগঞ্জ—	৭-২৪	১১-২১	১৪-০	১৮-৯	২০-৪৭
নবদ্বীপঘাট—	৭-৩৩	১১-৩০	১৪-৯	১৮-১৬	২০-৫৫

বিশেষ দ্রষ্টব্য—নবদ্বীপঘাট ষ্টেশন অপেক্ষা মহেশগঞ্জ ষ্টেশন হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরের দূরত্ব অনেক কম। শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে যাঁহাদিগকে রাণাঘাটে ট্রেণ বদল করিতে হয়, তাঁহারা রাণাঘাটে প্রাতঃ ৫-৫০,৮-১৪,৯ ৪৬, ১৬-৪৮,১৮-৩৯ এবং ০-৩২ মিনিটের সময় গাড়ী পাইবেন।

শান্তিপুর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে শান্তিপুর ষ্টেশনে ৫-৪০,৯-২৯, ১২-২৫,১৬-৪ এবং ১৮-৪১ মিনিটের সময় ট্রেণ পাওয়া যায়।

নবদ্বীপঘাট হইতে কৃষ্ণনগর

নবদ্বীপ ঘাট—	৫-৩৫	৯-২৫	১২-১০	১৫-৩৪	১৮-৪৫
মহেশগঞ্জ—	৫-৪৩	৯-৩৩	১২-১৯	১৫-৪২	১৮-৫৩
আমঘাটা—	৫-৪৯	৯-৩৯	১২-২৬	১৫-৪৮	১৯-৫
কৃষ্ণনগর রোড—	৬-৫	৯-৫৫	১২-৪৩	১৬-৪	১৯-২৪
কৃষ্ণনগর সিটি—	৬-১৭	১০-৩	১২-৫১	১৬-১২	১৯-৩৫

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে—ডাঃ কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম ভক্তিশাস্ত্রী এল. এম. এফ্. কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

এলবার্ট হলে সভা

গত ২৫শে অক্টোবর ৫॥ সাড়ে পাঁচ ঘটিকার সময় কলিকাতা এলবার্ট হলে কলিকাতা নগরবাসিগণের একটী সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। উক্ত সভায় অল্ ইণ্ডিয়া হিন্দু সভার সভাপতি, ভাই পরমানন্দ 'সাম্প্রদায়িক সমস্যা' ও 'বর্ত্তমান কর্ত্তব্য' সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন। বক্তৃতাটী সাধারণের হৃদয়গ্রাহী হইয়াছে।

ভাই পরমানন্দ

হিন্দু মহাসভার সভাপতি ভাই পরমানন্দ ও সাধারণ সম্পাদক বাবু জগৎ নারায়ণ লাল গত সোমবার প্রাতে পাটনা হইতে কলিকাতা পৌঁছিয়াছেন। তাঁহারা রায় যতীন্দ্র চৌধুরী মহাশয়ের ৩৬ নং রসারোডস্থিত বাড়ীতে অবস্থান করিতেছেন। তাঁহাদের কলিকাতায় ৩।৪ দিন থাকিবার কথা।

কৃতি সন্তান

বঙ্গবাসী কলেজের প্রিন্‌সিপাল্ শ্রীযুক্ত জি, সি, বসু মহাশয়ের সর্ব্ব কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীমান্ প্রসন্ন কুমার বসু, অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরাজী সাহিত্য ভাষায় অনার্সে বি-এ পাশ করিয়া কলিকাতা প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন। বিলাত যাইবার পূর্ব্বে তিনি কলিকাতা, বিশ্ববিদ্যালয় হইতে এম-এ, বি-এল পাশ করিয়াছেন। তৎপর কলিকাতা হাইকোর্টের এ্যাড্‌ভোকেট ও বঙ্গবাসী কলেজের ইংরাজী সাহায্যের অধ্যাপকের কার্য্য করিয়াছেন। পড়ার ছুটী লইয়া তিনি বিলাত গিয়াছিলেন।

ঈশ্বরদীতে যুবক ধৃত

পাবনা ২৮শে অক্টোবরের সংবাদে প্রকাশ, জনৈক বাঙ্গালী যুবক ২টি রিভলবার সহ ঈশ্বরদী রেলওয়ে ষ্টেশনে তৎপূর্ব্ব রাত্রে ধৃত হইয়াছে। যুবকটী নাকি গ্রেপ্তার হওয়ার সময় টি, টি, আইর প্রতি রিভলবার প্রদর্শন করিয়াছিলেন। পুলিশ তদন্ত চলিতেছে।

প্রসিদ্ধ গায়কের মৃত্যু

প্রসিদ্ধ গায়ক শ্রীযুক্ত হরিনাথ ব্যানার্জ্জি মহাশয় স্ত্রী, দুইটী পুত্র ও বন্ধু বান্ধব রাখিয়া গত সোমবার প্রাতে ৬৮ বৎসর বয়সে ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন। জাতি নির্ব্বিশেষে তাঁহার মৃতদেহ বহন করিয়া শ্মশানে লওয়া গিয়াছিলেন।

মেদিনীপুর ম্যাজিষ্ট্রেটের আদেশ

১৯৩৩ সালের ১৬ই সেপ্টেম্বর তারিখে প্রকাশিত বাঙ্গলা গবর্ণমেণ্ট ১০০৪২ পি নং নোটিশ অনুসারে প্রাপ্ত ক্ষমতার বলে মেদিনীপুরের জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট নিম্নলিখিত বিধান জারী করিয়াছেন :—

১৯৩৩ সালের ১লা নবেম্বর হইতে মেদিনীপুর সহরের স্থায়ী অথবা অস্থায়ী মেদিনীপুর-পরিদর্শনকারী (পরিদর্শনের সময় যত কম অথবা বেশীই হউক না কেন) হিন্দু ভদ্রলোক যুবকগণকে সর্ব্বদা পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের স্বাক্ষরযুক্ত পরিচয়-পত্র সঙ্গে রাখিতে হইবে। কোন ম্যাজিষ্ট্রেট অথবা পুলিশ কর্ম্মচারী কর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত হইবামাত্র এই পরিচয়-পত্র দেখাইতে হইবে। যদি এই পরিচয়-পত্র হারাইয়া যায়, তবে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে থানায় রিপোর্ট দিতে হইবে।

পুলিশ আফিস, ডি, আই, সি আফিস কোতয়ালী থানা অথবা সহরের যে কোন পুলিশ ষ্টেশন হইতে পরিচয়-পত্রের ফারম পাওয়া যাইবে এইরূপ ফারম সংগ্রহ করিয়া তাহা পূর্ণ করত মেদিনীপুরের প্রত্যেক ভদ্র যুবককে ডি আই-সি অফিসে দরখাস্ত করিতে হইবে। দরখাস্তের সহিত দুইজন বিশিষ্ট ব্যক্তির নাম দিতে হইবে। ভবিষ্যতে যে সকল বাঙ্গালী ভদ্র যুবক স্থায়ী অথবা অস্থায়ীভাবে বাস করিবার জন্য মেদিনীপুর যাইবেন, তাঁহারা মেদিনীপুরে পৌঁছার ২৪ ঘণ্টা মধ্যে প্রয়োজনীয় পরিচয় পত্রের জন্য কোতয়ালী থানায় আবেদন করিতে বাধ্য থাকিবেন।

রাবণের জন্মস্থান সম্পর্কে নূতন তথ্য

কলিঙ্গ ঐতিহাসিক গবেষণা সমিতি পাটনা এবং শোনপুর ষ্টেটে এক অভিযান করেন। তাঁহারা রাবণের জন্মস্থান সম্পর্কে এক নূতন থিসিস্ লিখিয়াছেন, ঐ বিষয়ে আলোচনার জন্য উৎকল সাহিত্য সমিতি শ্রীরামচন্দ্র ভবনে সভার অনুষ্ঠান করিবেন।

বিকানীর মহারাজের নিকট আবেদন

দিল্লীর মাড়োয়ারী এসোসিয়েশন গত ২১শে অক্টোবর বিকানীরের মহারাজার নিকট একখানা তার প্রেরণ করিয়াছিলেন। ইহাতে মহারাজার নিজ ক্ষমতা প্রয়োগ করিয়া ষড়যন্ত্র মামলা উঠাইয়া লইবার জন্য বলা হইয়াছে। অন্যথা তাড়াতাড়ি বিচার শেষ করিবার জন্য ব্যবস্থা করিতে অনুরোধ করা হইয়াছে।

এই সম্পর্কে এসোসিয়েশন বড়লাট এবং রাজপুতনার গবর্ণর জেনারেলের এজেণ্টের নিকটও তার করিবেন বলিয়া প্রকাশ।

ঘুড়ি উড়াইতে বিপদ

একটি ১২ বৎসরের বালক ঘুড়ি উড়াইতে যাইয়া তাড়িৎ আঘাতে মৃত্যুমুখে পতিত হইবার উপক্রম হইয়াছিল।

গত শুক্রবার অপরাহ্ণে একটি বালক শ্রীরামপুর রোড্‌স্ট্রীটে ঘুড়ি উড়াইতেছিল, এমন সময় হঠাৎ বড়ুয়ার বাড়ীর বিদ্যুতের তারে ঘুড়িটি জড়াইয়া যায়। ঐ ঘুড়ি মুক্ত করিয়া আনিবার জন্য বালকটী ঐ বাড়ীর ছাদে যায় এবং সূতা ধরিয়া টানিতে টানিতে সে বিদ্যুতের তারের নিকট আসে। তারের সংস্পর্শে আসিলে বালকটি ছাদের একেবারে কিনারায় পতনোন্মুখ অবস্থায় দাঁড়াইয়া থাকে এবং সাহায্যের জন্য চীৎকার করিতে থাকে, তৎক্ষণাৎ ওয়াকস্ হাঁসপাতালের রেসিডেণ্ট সার্জ্জেণ্ট ক্যাপ্টেন এস, সি সরকার বালকটীকে তদবস্থায় দেখিতে পাইয়া লোকজন লইয়া ঐ বাড়ীর ছাদে যান, এবং রবারের নলের সাহায্যে রবারের জুতা পরিয়া বালকটীকে উদ্ধার করেন। বালকটিকে কিছু সময় ডাক্তার দিগের তত্ত্বাবধানে রাখিয়া হাঁসপাতাল হইতে ছাড়িয়া দেওয়া হয়।

তারাসুন্দরী পার্কে শোকসভা

শ্রীযুক্ত বিঠলভাই প্যাটেলের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করিবার জন্য গত ২৪শে অক্টোবর মঙ্গলবার সন্ধ্যা ৫টা ৩০ মিনিটের সময় তারাসুন্দরী পার্কে এক জনসভা হইয়াছিল। পণ্ডিত অম্বিকা প্রসাদজী বাজপেয়ী সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছেন। সভায় উদ্যোক্তা ছিলেন, শ্রীপুরুষোত্তম রায়, মধুসূদন দাস বর্ম্মণ, ডাঃ গিরিধারীলাল আরোরা, মতিলাল জেওরা, বসন্তলাল মুরারকা, সজ্জন দেবী, তুলসীরাম সারোগী, শ্যামলধন সিংহ, মদনলাল মিশ্র, সীতারাম সাকসেরিয়া, মিথিলেশ, প্রভৃতি।

উড়িষ্যা বন্যা সাহায্য সমিতি

উড়িষ্যা বন্যা সাহায্য সমিতির পক্ষ হইতে ভারত ভৃত্য সমিতির মিঃ এল, এন সাহু বন্যার্ত্ত অঞ্চলের জন্য আরও ৫ লক্ষ টাকা প্রার্থনা করিয়া এক আবেদন জানাইয়াছেন।

প্রথম দুইবার বন্যায় উড়িষ্যার দুই হাজার বর্গ মাইল বিধ্বস্ত হয়। আবার প্রায় সপ্তাহ যাবত অবিরাম বারিপাতের ফলে আবার বন্যা হইতে পারে বলিয়া জনসাধারণ শঙ্কিত হইয়া পড়িয়াছে। যে সকল স্থানে একবার বন্যায় ভাসিয়াছে, ঐসকল স্থান মেরামত করার পূর্ব্বেই আবার বারিপাত আরম্ভ হওয়ায় আশঙ্কা সমধিক।

যে কোনরূপ সাহায্য কটকস্থ উড়িষ্যার বন্যা সাহায্য সমিতির সেক্রেটারির নিকট প্রেরিত হইলে ধন্যবাদ সহকারে গৃহীত হইবে।

টেলিগ্রাম ঠিকানা—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

দৈনিক

REG. C 544

বিজ্ঞাপনের হার

প্রতিবারে

প্রতি লাইন ।১৲

প্রতি কলম ৬৲

অর্দ্ধ কলম ৩৷৹

সিকি কলম ২৲

চুক্তির হার

স্বতন্ত্র।

নদীয়া-প্রকাশ

THE

NADIA-PRAKASH

সাধারণের হার

অগ্রিম দেয়

বার্ষিক ৯৲

ষাণ্মাসিক ৫৲

ত্রৈমাসিক ২৷৹

মাসিক ।৵

নগদ

প্রতি সংখ্যা ৵

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার · নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৮ম খণ্ড । সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বেদান্তবাচস্পতি [১৯৭শ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর— ১১ই কার্ত্তিক শনিবার ১৩৪০, ২৮শে অক্টোবর ১৯৩৩

ওয়ার্দ্ধায় গান্ধীজী

গত সোমবার আমেদাবাদ কলওয়ালা সংঘের পক্ষ হইতে শ্রীযুক্ত গোবর্দ্ধনভাই প্যাটেল এবং আমেদাবাদ শ্রমিক সঙ্ঘের পক্ষ হইতে শ্রীযুক্ত গুলজারী লাল নন্দ এবং খান্দুভাই দেশাই গান্ধীজীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছেন। গান্ধীজী তাঁহাদিগকে সম্ভব হইলে নিজেদের মধ্যে আপোষ করিয়া ফেলিতে বলেন এবং পরের দিন তাঁহাকে উহার ফলাফল জানাইবার জন্য নির্দ্দেশ প্রদান করেন। সেই দিন পুনরায় সেই সম্বন্ধে আলোচনা হইবে।

ডাঃ পট্টভি সীতারামিয়া গান্ধীজীকে দেখিবার জন্য গত ২৩শে তারিখে এখানে আসিয়াছেন, গত ২৪শে অক্টোবর তিনি বেজওয়াদা অভিমুখে রওনা হইয়া গিয়াছেন। শ্রীযুক্ত মাখনলাল চতুর্ব্বেদীও এখানে আসিয়াছিলেন।

ছুরিকাঘাতে জখম

একটা বড় ছোরাদ্বারা আঘাত করিয়া আলতাফ খানকে হত্যা করার অভিযোগে মঙ্গলবার দিন আবদুল রহমান নামক এক ব্যক্তিকে বিচারার্থ জোড়াবাগানের আদালতে প্রধান প্রেসিডেন্সি ম্যাজিষ্ট্রেট খান বাহাদুর আবদুল গফুরের সম্মুখে উপস্থিত করা হয়।

অভিযোগের বিবরণে প্রকাশ, মৃত ব্যক্তি ও আসামী উভয়েই মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীটে এক ঘরে বাস করিত কিছুদিন হইল একটা ডেকচী বিক্রী লইয়া উভয়ের মধ্যে ঝগড়া হয় এবং সেই সময় আসামী ছোরাদ্বারা আলতাফকে আঘাত করে। তাহার শরীর ইহাতে গুরুতর জখম হয়। চিকিৎসার্থ তাহাকে মেডিক্যাল কলেজ হাঁসপাতালে প্রেরণ করা হয়। তথায় আলতাফের মৃত্যু হইয়াছে।

পাবলিক প্রসিকিউটর ফরিয়াদী পক্ষের সাক্ষীদের জবানবন্দী গ্রহণ করার পর ম্যাজিষ্ট্রেট আসামীকে হাইকোর্টের দায়রায় সোপর্দ্দ করিয়াছেন।

আমতায় ডাকাতি

হাওড়া জেলার আমতা থানার অধীন রাণাপাড়া গ্রামের সেখ তসিরুদ্দীর বাড়ীতে পাঁচ ছয় জন ডাকাত পড়ে এবং নগদ টাকা ও অলঙ্কারপত্র লইয়া প্রস্থান করে। কত টাকা লুণ্ঠিত হইয়াছে, তাহা জানা যায় নাই। প্রকাশ, ডাকাতেরা তসিরুদ্দিকে জখম করিয়া যায় এবং সেও একজন ডাকাতকে আঘাত করে।

পরদিন একব্যক্তি আমতা ষ্টেশনে চলন্ত গাড়ীতে উঠিবার চেষ্টা করে। তাহার কাপড়ে রক্তের দাগ দেখিয়া গাড়ীর যাত্রীরা তাহাকে ধরিয়া ফেলে ও পুলিশের হাতে দেয়। প্রকাশ, তসিরুদ্দী তাহাকে অন্যতম ডাকাত বলিয়া সনাক্ত করে। তসিরুদ্দী যে ব্যক্তিকে আঘাত করিয়াছিল, পুলিশ তাহাকেও নাকি গ্রেপ্তার করিয়াছে।

ক্লাইভষ্ট্রীট মন্দিরে চুরি

ক্লাইভষ্ট্রীটের মন্দিরে চুরি-সম্পর্কে যে দশজন গ্রেপ্তার হইয়াছে, তাহাদের একজন উক্ত মন্দিরের পূজারি এবং একজন উক্ত মন্দিরের রাঁধুনী ঠাকুর। যাহাদিগকে ইতঃপূর্ব্বে জামিনে মুক্তি দেওয়া হইয়াছিল তদন্ত সাপেক্ষে তাহাদিগকে পুনরায় হাজতে রাখা হইয়াছে।

মস্‌জিদ পোড়াইবার অভিযোগ

হিন্দুরা মির্জ্জাপুরের একটি মসজিদে লুটপাট করিয়া তাহাতে আগুন ধরাইয়া দিয়াছিল বলিয়া পুটু বিবি নাম্নী এক মুসলমান স্ত্রীলোক অভিযোগ করিয়াছিল। সেসন জজ মিঃ বিভাগ তদন্তের আদেশ দিয়াছিলেন। তদনুসারে স্পেশ্যাল ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ বীল তদন্ত করিতেছেন। ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট মৌলবী আমানুল্লা বলেন, তিনি কয়েকখানা গৃহের ভগ্নাবশেষ দেখিতে পান, তন্মধ্যে একটি নাকি মসজিদ। ধ্বংসাবশেষ পরিদর্শন করিয়া তিনি ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট রিপোর্ট দেন।

মেলবোট হইতে পতনে মৃত্যু

ডাঃ দুর্গাপ্রসন্ন রায়চৌধুরীর (এম, এ, পি, এইচ, ডি) সহসা মৃত্যু সংবাদে চাঁদপুরের জনসাধারণ মর্ম্মাহত হইয়াছে। তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপক ছিলেন।

প্রকাশ, বিদেশ ভ্রমণ হইতে প্রত্যাগমন কালে মেলবোটের পাটাতনের উপর হইতে পা পিছলাইয়া তিনি পড়িয়া যান। তাঁহাকে রক্ষা করার সব চেষ্টাই ব্যর্থ হয়। গত ১৭ই অক্টোবর তারিখে উক্ত মেলবোটের ক্যাপটেন ত্রিপুরার ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট এই সংবাদ প্রদান করেন।

রিভলবারসহ যুবক গ্রেপ্তার

ঈশ্বরদীর রেল পুলিশ ঈশ্বরদী ষ্টেশনের প্ল্যাটফর্ম্মে হেম বক্সী নামক জনৈক বাঙ্গালী যুবককে গ্রেপ্তার করে। তাহার নিকট দুইটী রিভলবার, কিছু গোলাবারুদ এবং কয়েকখানি অলঙ্কার পাওয়া গিয়াছে। এইরূপ সন্দেহ করা যাইতেছে যে, গত শুক্রবার নলডাঙ্গার (রংপুর) বাবু ভবানী তালুকদারের বাড়ী হইতে ডাকাতি করিয়া যে রিভলবার ও অলঙ্কার ডাকাতগণ লইয়া যায়, সেই সব ডাকাতির মালই এই যুবকের নিকট পাওয়া গিয়াছে। পুলিশ জোর তদন্ত করিতেছে।

ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

১১ই কার্ত্তিক শনিবার, ১৩৪০

ঢাকা অস্ত্র প্রাপ্তির মামলা

গত ২০শে অক্টোবর ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ এস, বসুর আদালতে ঢাকা অস্ত্র প্রাপ্তি মামলার শুনানী আরম্ভ হয়। এই মামলা সম্পর্কে ঢাকা মেডিক্যাল স্কুলের ছাত্র নগেন্দ্র চন্দ্র দাস, অজিতরঞ্জন পাল ও অসিতরঞ্জন পালকে অস্ত্র আইনের ১৯ এফ ধারানুসারে অভিযুক্ত করা হইয়াছে।

ফরিয়াদী পক্ষের বিবরণ এই যে, লালবাগ থানার দারোগা সৈয়দ আবুল হোসেন ঢাকা গোয়েন্দা বিভাগের অতিরিক্ত পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের আদেশ অনুসারে কয়েকজন গোয়েন্দা কর্ম্মচারীকে লইয়া লালচাঁদ মুকিম লেনের ডাকাতি সম্পর্কে গত ২৩শে আগষ্ট আসামীদের বাড়ীতে হানা দেয়। তাহারা তথায় তল্লাসী করিয়া অন্যান্য জিনিষসহ একটি সুটকেশ, ২০টি তাজা কার্তুজ, দুইটি বন্দুক ও অন্যান্য জিনিষ হস্তগত করে। তল্লাসী করিবার পূর্ব্বে ঘরটা ভিতর হইতে বন্ধ ছিল। ঘরের মধ্যে নগেন্দ্র, অজিত ও অসিত ছিল, তাহাদিগকে তখন গ্রেপ্তার করা হয়। সে দিন ইনস্পেক্টর অবিনাশ চন্দ্র গুহ, দারোগা সৈয়দ আবুল হোসেন ও অন্যান্য কয়েকজন সাক্ষীর সাক্ষ্য গৃহীত হইলে পর সে দিনকার মত আদালত বন্ধ থাকে। আসামীদের পক্ষে উকিল শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্র চন্দ্র মিত্র ও রাজেন্দ্র চন্দ্র রায় মামলা চালাইতেছেন।

রাজবন্দী দ্বিজেন্দ্রলালের স্বাস্থ্য

ময়মনসিংহের উস্থি গ্রামের রাজবন্দী শ্রীযুত দ্বিজেন্দ্রলাল ভট্টাচার্য্য বহরমপুর বন্দী শিবিরে এপেণ্ডিসাইটিস রোগে গুরুতর কাতর আছেন। ইতোমধ্যে টেলিগ্রাম পাইয়া তাঁহার ভ্রাতা হীরেন্দ্রলাল ভট্টাচার্য্য তাঁহাকে দেখিতে গিয়াছিলেন। সম্প্রতি তিনি ফিরিয়া আসিয়া জানাইতেছেন:—

শ্রীমান্ দ্বিজেন্দ্র ছয় মাসেরও অধিক কাল যাবত অসুস্থ। তাঁহার ওজন ১৩২ পাউণ্ড হইতে কমিয়া বর্ত্তমানে ১০৬ পাউণ্ডে দাঁড়াইয়াছে। তরল খাদ্য ভিন্ন অন্য কিছু আহার করিবার তাহার বর্ত্তমানে ক্ষমতা নাই। চব্বিশ ঘণ্টাই এপেণ্ডিসাইটিসের ব্যাথা লাগিয়া আছে এবং প্রায় প্রত্যহই উহা অল্প রকম বৃদ্ধি পায়, বেদনা বাড়িলে ৩।৪টা মরফিয়া ইনজেকশন করিয়া তাহাকে অজ্ঞান করিয়া রাখিতে হয়, এখন সে উঠিয়া দাড়াইতে পারে না। ইহার মধ্যে অবস্থা গুরুতর হওয়ায় অস্ত্রোপচারের নিমিত্ত তাহাকে বহরমপুর সদর হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হইয়াছিল। কিন্তু সে তথায় গুরুতর অস্ত্রোপচার করাইতে সাহস করে নাই। এই হেতু পুনরায় তাহাকে বন্দী শিবিরের হাঁসপাতালে লইয়া যাওয়া হইয়াছে। তাহার নিজের ও তাহার আত্মীয় স্বজনের নিকট হইতে গবর্ণমেণ্টের কাছে প্রায় ১৫খানা আবেদনে তাহাকে কলিকাতা স্থানান্তরিত করিবার জন্য অনুরোধ করা হইয়াছে, কিন্তু গবর্ণমেণ্ট তাহাকে স্থানান্তরিত করিতে রাজী হন নাই। সম্প্রতি তাহার যে অবস্থা হইয়াছে শীঘ্র অস্ত্রোপচার না করিলে হয়ত তাহার রক্ষা পাওয়া দায়। এ অবস্থায় গবর্ণমেণ্ট তাহার স্থানন্তরের ব্যবস্থা করিয়া তাহাকে বাঁচাইবার উপায় করিলে আমরা হয়ত নিরুদ্বিগ্ন হইতে পারি।

আশা করি গবর্ণমেণ্ট হীরেন্দ্র বাবুর কথাগুলি বিশেষরূপে বিবেচনা করিবেন।

আবহাওয়া

কলিকাতায় আকাশ পরিষ্কার, উত্তাপ ২২শে অক্টোবরের দিন অপেক্ষা ১ ডিগ্রি বেশী উঠিয়াছিল, ইহা সময়োচিত সর্ব্বোচ্চ উত্তাপ। নিম্নতম উত্তাপ ৭৬ ডিগ্রি; ইহা পূর্ব্বদিনের নিম্নতম উত্তাপ অপেক্ষা ২ ডিগ্রি কম এবং সময়োচিত নিম্নতম উত্তাপ অপেক্ষ ৩ ডিগ্রি বেশী।

দক্ষিণ পূর্ব্ব বঙ্গের নানাস্থানে প্রবল বারিপাত হইয়াছে এবং অন্যান্য অঞ্চলে কোথাও কোথাও দুই এক পশলা বৃষ্টি হইয়াছে। চট্টগ্রামে ২'৮ ইঞ্চি, নারায়ণগঞ্জে ১ ইঞ্চি, কুমিল্লায় '৯ ইঞ্চি, নোয়াখালি ও ময়মনসিংহে '৫ ইঞ্চি বৃষ্টি হইয়াছে। দক্ষিণ পূর্ব্ব বঙ্গে আকাশ মেঘাচ্ছন্ন, অন্যত্র আকাশ প্রায় পরিষ্কার ছিল। দিনমানের উত্তাপ প্রায় সময়োচিত অথবা তদপেক্ষা কিছু কম ছিল এবং রাত্রিকালের উত্তাপ সময়োচিত অপেক্ষা কিছু বেশী ছিল।

বঙ্গোপসাগরের পূর্ব্বকূলের মাঝামাঝি হইতে আন্দামানের উত্তর পর্য্যন্ত অবস্থা অনিশ্চিত।

দক্ষিণ পশ্চিম বঙ্গে আকাশের অবস্থা অনিশ্চিত। দক্ষিণ পূর্ব্ব বঙ্গে বিশেষতঃ মেঘনা নদীর মোহনা অঞ্চলে বৃষ্টি এবং উত্তর বঙ্গে খরা হইবার কথা।

রবিবার সন্ধ্যা ৭টা ৩৫ মিনিটের সময় কলিকাতা হইতে ১২৬৯ মাইল দূরে ভূমিকম্প হইয়াছে। কম্পনের বেগ সামান্য।

মাড়োয়ারী মহিলা-সম্মেলন

২৮শে অক্টোবর ও ২৯শে অক্টোবর নিখিল ভারত মাড়োয়ারী মহিলা সম্মেলনের অধিবেশনের উদ্যোগে আয়োজন প্রায় শেষ হইয়াছে। প্রায় ২০০ শত মহিলা অভ্যর্থনা সমিতির সদস্য হইয়াছেন।

অভ্যর্থনা সমিতি শ্রীযুক্তা কস্তুরবাঈ গান্ধীকে উক্ত সম্মেলন উদ্বোধন করিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছেন।

কলিকাতার মেয়র

কলিকাতা কর্পোরেশনের মেয়র শ্রীযুক্ত সন্তোষ কুমার বসু মহাশয় গত সপ্তাহে নাগপুর হইতে কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন। তিনি ৬নং জজকোর্ট রোড আলিপুর ঠিকানায় নূতন বাড়ীতে গিয়াছেন।

কৃষি বিজ্ঞান

বিলাতি বেগুণের চাষ

উন্নত প্রণালীতে চারা উৎপাদন

(২)

উক্ত সকল দোষ নিবারণ করিতে হইলে, আশ্রয় প্রদানে টোমাটো গাছের ঊর্দ্ধমুখে বর্দ্ধিত হইবার ব্যবস্থা করা আবশ্যক।

প্রতি গাছের সন্নিকটে এক একটি করিয়া কাটী পুতিয়া, এবং গাছের নিম্নাংশের শাখা প্রশাখা সমস্ত ছাটিয়া দিয়া ও উহার মূল কাণ্ডটি ঐ প্রোথিত কাটীতে বাঁধিয়া, উহা অবলম্বন করিয়াই চারাকে সোজা ভাবে বাড়িতে দেওয়া সঙ্গত। প্রতিগাছের পাশে এক একটি কাটী না পুতিয়া, প্রত্যেক সারির সমুদায় গাছ তারের সহিত বাঁধিয়া দিতে পারিলেই ভাল হয়। প্রতিসারির টোমাটো গাছের সন্নিকটে কিঞ্চিৎ দূরে দূরে বাঁশের, কাঠের কিংবা লোহার খুঁটী পুতিয়া, প্রথমতঃ ঐ সকল খুঁটীর সহিত তার আটকাইয়া দিতে, এবং তৎপর ঐসকল তারের সহিতই টোমাটো-গাছের কাণ্ড বাঁধিয়া রাখিতে পারা যায়। লোহার তারের সহিত টোমাটো গাছের কাণ্ড বাঁধিলা, গাছ সোজা রাখাই সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম উপায়। যে-সকল খুঁটীতে তার আটকাইয়া লইতে হয়, সেই সকল খুঁটী ৪ কি ৪॥০ ফুট লম্বা হইলেই চলে; এবং খুঁটীগুলিতে ৩।৪টি লোহার তার বাঁধিতে হয়। সর্ব্বনিম্নের তার মাটি হইতে ৯ ইঞ্চি উপরে রাখিতে হইবে; এবং সর্ব্বোচ্চ তার খুঁটীর মাথার সহিত বাঁধা আবশ্যক। এই দুইটী তারের মধ্যে সমদূরে অন্য দুইটি তার বাঁধিতে হইবে। কলাগাছের ডাঁশ দিয়াই সবজে তারের সহিত গাছের কাণ্ড বাঁধা যাইতে পারে। এইরূপভাবে আশ্রয় প্রদান করিলে, টোমাটো গাছ যথোচিত বর্দ্ধনের পক্ষে যথেষ্ট স্থান পায়, ফলগুলি অবাধে আবশ্যকানুরূপ রৌদ্র পায় বলিয়া সুপক্ক হইতে পারে, ফল সংগ্রহের বিশেষ সুবিধা হয়, এবং সুপুষ্ট বৃহদাকারের ও বৃন্ত পর্য্যন্ত সমভাবে পরিপক্ক ফলগুলি গাছের কোনরূপ ক্ষতি না করিয়াই সংগ্রহ করা যাইতে পারে। তদ্ভিন্ন, আশ্রয় প্রদত্ত টোমাটো গাছের কোনও ডাল মাটিতে লোটাইয়া যায় না বলিয়া, মৃত্তিকার জলীয়াংশের সংস্পর্শে টোমাটো পচিয়া যাওয়ারও সম্ভাবনা রহে না। বলা বাহুল্য, বিস্তৃত-চাষেই এই প্রথা অবলম্বন করিতে হয়; এবং তৎসং নালা পথে জলসেচনেরও বন্দোবস্ত করা চাই। তাহা হইলেই টোমাটোর ফলন অত্যধিকরূপে বর্দ্ধিত হয়।

কাটীর সহিত টোমাটো-গাছের কাণ্ড না বাধিয়া, অল্পসংখ্যক টোমাটো সারির দুইপার্শ্বে প্রোথিত দুইখানা খুঁটীর সহিত একটি আস্ত বাঁশ বাধিয়া দিয়া, তাহাতেও সারির গাছগুলির কাণ্ড বাধিয়া দেওয়া যাইতে পারে। প্রতিসারির গাছের দুই দিকে ৬ ইঞ্চি অন্তর দুইটি তার রাখিয়া, তন্মধ্যে টোমাটো গাছগুলি উঠাইয়া দিলেও চলে। মোট কথা, টোমাটো চাষে পূর্ণ ফসল পাইতে হইলে, টোমাটো গাছের আশ্রয়-দান একান্ত আবশ্যক।

বেলুচিস্থানের 'কোয়েটা' নামক স্থানে ডিউক (Colonel Duke I. M, S, Residency Surgeon in Beluchistan) সাহেব দশভাগের চারিভাগ একার (এক একার কিঞ্চিদধিক তিন বিঘার সমান) জমিতে উন্নত-প্রণালীতে টোমাটো চাষ করিয়া, অর্থাৎ গাছগুলিকে উক্ত প্রণালীতে তারের সহিত বাধিয়া নিয়া ও নালা-পথে জলসেচন করিয়া ৮৪২৲ টাকা পাইয়াছিলেন। আগষ্ট ও সেপ্টেম্বর মাসের অস্বাভাবিক তুষার-পাতে অন্ততঃ অর্দ্ধেক পরিমাণ ফল নষ্ট হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু তথাপি প্রায় ১০ টন (একটন=২৭।০ মণ) বিক্রয়োপযোগী ফল পাওয়া গিয়াছিল। এই হিসাবে প্রতি একারে ২৫ টন হিসাবেই ফলন হইয়াছিল। পুনাতে ১৯১১-১২ খৃষ্টাব্দে এবং তৎপরবর্ত্তী বৎসরে উক্তরূপ টোমাটো-চাষের ফলেও প্রতি একারে ২৫ টন হিসাবেই ফলন হইয়াছিল। উপযুক্তরূপ আশ্রয়-প্রদান এবং নালা-পথে জলসেচন করিলে টোমাটোর ফলন কিরূপ অত্যধিক হারে বর্দ্ধিত হইতে পারে, ইহা তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

নদীয়া-প্রকাশ

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক
— পারমার্থিক পত্র —
শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে ॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে ॥

আরাধ্যো ভগবান ব্রজেশ
তনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনম,
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা ।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং
প্রেমা পুমর্থো মহান,
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদ
তত্রাদরো নঃ পরঃ ॥

৮ম বর্ষ } ২৫শে দামোদর গৌরাব্দ ৪৪৭, ১১ই কার্ত্তিক বঙ্গাব্দ ১৩৪০, ২৮শে অক্টোবর ইং ১৯৩৩, শনিবার { ১৯৯তম সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

গত ২০শে অক্টোবর শুক্রবার আমলাজোড়া প্রপন্নাশ্রম-মঠে অন্নকূট-মহামহোৎসব সুসম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীপঞ্চানন ব্রজবাসী মহাশয় বিশেষ উৎসাহের সহিত ঠাকুরের ভোগারতি কীর্ত্তন করিয়া শ্রীমঠের বিশিষ্ট ভদ্রমহোদয়গণের আনন্দবর্দ্ধন এবং বহু পুষ্পমাল্য দ্বারা ঠাকুরের শৃঙ্গার-কৌশল-বিষয়ে অপূর্ব্ব যোগ্যতা প্রদর্শন করেন। ভোগারতি-কীর্ত্তন-সমাপনান্তে বহু ব্যক্তি মহাপ্রসাদের সম্মান করিয়া ধন্যাতিধন্য হন। প্রসাদ-সম্মান-সময়ে শ্রীমঠের ভক্তবৃন্দ মাঝে মাঝে কৃষ্ণকীর্ত্তনে শ্রীমঠ মুখরিত করেন। শ্রীযুক্ত জ্যোতিঃরাজ দাসাধিকারী ও শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ দাসাধিকারী মহাশয়দ্বয়ের সেবাচেষ্টায় এই মহামহোৎসব সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে।

বেলা ১২টা হইতে সন্ধ্যা ৬টা পর্য্যন্ত সমস্ত নরনারীকে সমানভাবে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়। ঠাকুরের সন্ধ্যারাত্রিকের পর অনেক ব্রহ্মচারী শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মধ্যলীলা হইতে শ্রীপাদ মাধবেন্দ্রপুরী প্রভুর অন্নকূট-মহামহোৎসব-সম্বন্ধে পাঠ করেন।

এই মঠে প্রতি হরিবাসরের পারণ-দিবস মহামহোৎসব হইয়া থাকে, গ্রামের এবং অপর গ্রামের ভদ্রমহিলা এবং ভদ্রমহোদয়গণ শ্রীমঠে আগমন পূর্ব্বক বিশেষ উৎসাহের সহিত পাঠ-কীর্ত্তনাদি শ্রবণ করেন।

ডুমুরদুণ্ডায় ২১শে অক্টোবরের সংবাদে প্রকাশ, উক্ত স্থানের শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয়মঠে গত ৩রা কার্ত্তিক শুক্রবার বিশেষ-সমারোহে শ্রীশ্রীগোবর্দ্ধনপূজা ও অন্নকূট-মহোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে। মঙ্গলারাত্রিক ও উষঃকীর্ত্তনের পর শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরীপাদের অন্নকূট-উৎসব-প্রসঙ্গ পাঠ ও ব্যাখ্যা হইয়াছে। তৎপর বেলা ১০ ঘটিকার সময় নানাবিধ অন্ন, ব্যঞ্জন, মিষ্টান্ন, প্রভৃতি গিরিধারীর নিকট নিবেদন করা হয়। তৎপর ভোগারাত্রিক কীর্ত্তন হয়। বিভিন্ন গ্রামের অনেক লোক মহোৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন। বেলা ২ ঘটিকা হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত সকলকেই বিচিত্র মহাপ্রসাদ প্রদান করা হইয়াছে।

পরমহংস বাবাজী মহারাজ

শ্রীচৈতন্যমঠে অপ্রকট-তিথি-পূজা

উৎসবে সর্ব্বসাধারণকে আহ্বান

আগামী ১২ই কার্ত্তিক ২৯শে অক্টোবর রবিবার শ্রীশ্রীউত্থানৈকাদশী ও শ্রীশ্রীল **গৌরকিশোরদাস গোস্বামী** মহারাজের অপ্রকট-তিথি। এই সর্ব্বশুভকর তিথি-রাজের পূজা শ্রীধাম-মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠে বিশেষরূপে অনুষ্ঠিত হইবে। উষঃকালে নিয়মিত মঙ্গলারাত্রিক, উষঃকীর্ত্তন ও শ্রীচৈতন্যভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা হইবার পর একটী নগরসঙ্কীর্ত্তন-শোভাযাত্রা বাহির হইবে। দ্বিপ্রহরে ইষ্টগোষ্ঠী ও শ্রীশ্রীল হরিদাস ঠাকুরের নির্য্যাণ-লীলা পাঠ ও ব্যাখ্যা হইবে। অপরাহ্ণ ৩ ঘটিকার সময় শ্রীচৈতন্যমঠের অবিদ্যাহরণ নাট্যমন্দিরে একটী সুমহতী সভা আহূতা হইবে; উক্ত সভায় ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউটের সুযোগ্য প্রধান-শিক্ষক শ্রীযুক্ত কিশোরীমোহন ভক্তিবান্ধব বি-এ, বি-এল মহাশয় ও শ্রীচৈতন্যমঠের কতিপয় সেবক ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল গৌরকিশোর দাস বাবাজী মহারাজের অতিমর্ত্ত্য চরিত্র ও শিক্ষা-সম্বন্ধে সারগর্ভ বক্তৃতা প্রদান করিবেন। সন্ধ্যারাত্রিকের পর পদাবলী কীর্ত্তন করা হইবে এবং ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউটের হেড্‌পণ্ডিত উপদেশক শ্রীপাদ গৌরদাস ব্রহ্মচারী কাব্য-ব্যাকরণ-তীর্থ ভক্তিশাস্ত্রী মহাশয় শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করিবেন। তৎপর-দিবস মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হইবে। উৎসবের দিবস-দ্বয়ে সর্ব্বসাধারণের উপস্থিতি প্রার্থনীয়।

হরিজন-কিঙ্কর—
শ্রীকুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ
ট্রাষ্টি, শ্রীচৈতন্যমঠ।

নিউদিল্লীর ২১শে অক্টোবরের পত্রে প্রকাশ, তথাকার শ্রীগৌড়ীয়মঠে আশ্বিন শুক্লৈকাদশী হইতে নিয়মিতভাবে নিয়ম-সেবা পালিত হইতেছে। এতদুপলক্ষে পাঠ-কীর্ত্তনাদি যথারীতি অনুষ্ঠিত হইতেছে। প্রত্যহ টাউনের অনেক উচ্চশিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি সন্ধ্যায় শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ও শ্রীমদ্ভাগবত-পাঠ শ্রবণের জন্য মঠে সমবেত হন। মঠরক্ষক শ্রীপাদ ভুবনেশ্বর ব্রহ্মচারী ভক্তিবিবেক মহোদয়ের ব্যাখ্যা অতি প্রাঞ্জল; তাই শ্রোতৃমণ্ডলীর শ্রবণাকাঙ্ক্ষা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে। গত ৩রা কার্ত্তিক শুক্রবার শ্রীশ্রীগোবর্দ্ধনপূজা ও অন্নকূট-মহোৎসব বিবিধ বিচিত্র সামগ্রীদ্বারা ভোগরাগ, সঙ্কীর্ত্তন ও মহাপ্রসাদ-বিতরণমুখে অনুষ্ঠিত হইয়াছে।

গত ৯ই কার্ত্তিক ২৬শে অক্টোবর বৃহস্পতিবার শ্রীচৈতন্যমঠে সঙ্কীর্ত্তনমুখে গোষ্ঠাষ্টমী ও গোপাষ্টমী তিথি সম্মানিতা হইয়াছেন। এই তিথিতেই শ্রীল শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভু, শ্রীল গদাধর দাস ঠাকুর ও শ্রীল ধনঞ্জয় পণ্ডিত মহোদয় অপ্রকট-লীলা প্রকাশ করিয়াছেন। ঐ দিবস তাঁহাদের পরমার্থ-শিক্ষাপ্রদ সুমধুর চরিত্রও আলোচিত হইয়াছে।

পদ্মপুরাণ ও কূর্ম্মপুরাণ-পাঠে আমরা জানিতে পারি, কার্ত্তিকী শুক্লাষ্টমী গোপাষ্টমী' নামে অভিহিতা। বাসুদেব পূর্ব্বে বৎসপ ছিলেন, ঐ দিবস তিনি গোপ হইয়াছেন। যথা—

শুক্লাষ্টমী কার্ত্তিকে তু স্মৃতা গোপাষ্টমী বুধৈঃ।
তদ্দিনে বাসুদেবোঽভূদ্ গোপঃ পূর্ব্বন্তু
বৎসপঃ॥

এই তিথিতে সর্ব্বপ্রকার কামাভিলাষী জনগণ গো-পূজা, গো-গ্রাস-সংগ্রহ, গো-প্রদক্ষিণ ও গবানুগমন প্রভৃতি সমুদয় কার্য্য করিবেন।

শ্রীচৈতন্যমঠে প্রত্যহ নিয়মিতভাবে প্রাতে শ্রীচৈতন্যভাগবত ও সন্ধ্যারাত্রিকের পর শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা হয়। উপদেশক শ্রীপাদ গৌরদাস ব্রহ্মচারী কাব্য-ব্যাকরণ-তীর্থ ভক্তিশাস্ত্রী মহাশয় সম্প্রতি শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করিতেছেন। পণ্ডিতজী বিভিন্ন টীকাকারের টীকা-টিপ্পনীও প্রসঙ্গক্রমে আলোচনা করিতেছেন। শুশ্রূষু ব্যক্তিমাত্রেরই যোগদান প্রার্থনীয়।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

২৫ দামোদর, অব্যয় ক্ষীরোদশায়ী

কালিয়-দমন

শ্রীধাম-বৃন্দাবনে কালিয়দহ অবস্থিত। এই কালিয় দহটী এক সময়ে একটী প্রকাণ্ড হ্রদ ছিল। এই হ্রদে কালিয়নাগ নামক একটী বিষধর সর্প বাস করিত। তাহার বিষের জ্বালায় উক্ত হ্রদের জল পাক হইত। ঐ বিষের তীব্রতা এত অধিক ছিল যে, ঐ হ্রদের উপর দিয়া যে-সকল পক্ষী গমন করিত, তাহারাও বিষের আকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়া প্রাণত্যাগ করিত। সেই হ্রদের তীরবর্ত্তী স্থাবর ও জঙ্গম প্রাণিগণ তরঙ্গ-স্পর্শী, বিষাক্ত-জলকণাবাহী অনিলের সংস্পর্শে জীবিত থাকিতে পারিত না।

শ্রীকৃষ্ণ দুষ্ট নিগ্রহের জন্য অবতীর্ণ হইয়াছেন। তিনি কালিয়দহের জল দোষ নির্ম্মুক্ত করিবার অভিপ্রায়ে কটি-ভূষণকে দৃঢ়ভাবে বন্ধনপূর্ব্বক তীরস্থিত কদম্ববৃক্ষে আরোহণ করিয়া উক্ত হ্রদে পতিত হইলেন। কালিয়-নাগের প্রভাব কেহই অনবগত ছিলেন না। সুতরাং যে-সকল সহচর গোপবালক শ্রীকৃষ্ণে আত্মা, আত্মীয়, অর্থ, কলত্র, কাম প্রভৃতি সমর্পণ করিয়াছিলেন, কদম্ব বৃক্ষ হইতে শ্রীকৃষ্ণের ঐপ্রকার ঝম্প-প্রদানে তাঁহাদের হৃদয়ের অবস্থা কি-প্রকার হইয়াছিল, তাহা সহজেই অনুমেয়। যদি কেহ পূর্ব্বপক্ষ করেন, শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্, তাঁহার জন্য গোপ-বালকগণের ঐ প্রকার চিন্তার কারণ কি? তাহার সহজ উত্তর এই যে, ব্রজের শুদ্ধ সখ্যের নিকট ভগবত্তার ঐশ্বর্য্য স্থান পায় না। ব্রজবালকগণ শ্রীকৃষ্ণকে তাঁহাদেরই ন্যায় একজন গোপাল বলিয়া জানেন। যদি প্রশ্ন হয়, তাহা হইলে তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণকে মনপ্রাণ দান করিলেন কি-প্রকারে? তদুত্তরে বলা যায় যে, গোপ-বালকগণের শ্রীকৃষ্ণের প্রতি স্বাভাবিকী প্রীতিই শ্রীকৃষ্ণকে তাঁহাদের মন প্রাণ প্রদান করিয়াছে।

শ্রীকৃষ্ণ কালিয়দহের জলে পতিত হইবা-মাত্র কালিয়নাগ অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহার প্রতি ধাবিত হইল এবং মনোহর, সুকুমার ও জলদতুল্য উজ্জ্বল-কান্তিযুক্ত, শ্রীবৎস ও পীত-বসনধারী, সহাস-সুরম্য-বদন এবং কমল-কোমল-চরণ শ্রীকৃষ্ণের শ্রীঅঙ্গে দন্তাঘাত করিয়া দেহদ্বারা তাঁহাকে বেষ্টন করিল। তদ্দর্শনে গোপবালকগণ অতিশয় আর্ত্তনাদ করিতে লাগিলেন এবং দুঃখ, অনু-শোচনা ও ভয়ে হতবুদ্ধি হইয়া ভূতলে পতিত হইলেন। ধেনু, বৎস ও বৃষগণ আহার্য্যের প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করিয়া শ্রীকৃষ্ণের প্রতি এরূপ সকরুণ দৃষ্টিপাত করিলেন যে, তদ্দর্শনে মনে হইল, তাঁহারাও শ্রীকৃষ্ণের জন্য অশ্রু-বিসর্জ্জন করিতেছেন।

ব্রজে ভূমিকম্প, আকাশে উল্কাপাত, প্রাণিশরীরে বামাঙ্গ-স্ফুরণ—এই আসন্নভয়-সূচক ত্রিবিধ চিহ্ন প্রকাশ পাইতে লাগিল। সেদিন আবার শ্রীকৃষ্ণ বলদেবকে না লইয়া গোচরণে গিয়াছেন সুতরাং পূর্ব্বোক্ত অশুভ লক্ষণত্রয়-দর্শনে নন্দ-প্রমুখ গোপবৃন্দের আর ভয়ের সীমা রহিল না। তাঁহারা—শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য্যানুসন্ধান-রহিত মাধুর্য্যপর ভক্ত; তাঁহারা—কৃষ্ণগতপ্রাণ ও তদ্‌গতচিত্ত; তাই তাঁহারা আশঙ্কা করিল—শ্রীকৃষ্ণের নিশ্চয়ই কোন অমঙ্গল ঘটিয়াছে। কোন বিপদের চিহ্ন দেখিলে প্রিয়তম ব্যক্তির অমঙ্গল-চিন্তাই সর্ব্বপ্রথম হৃদয় অধিকার করিয়া বসে। শ্রীকৃষ্ণ-সম্বন্ধে ব্রজবাসিগণের আশঙ্কা এত অধিক হইল যে, শ্রীকৃষ্ণ আর জীবিত নাই মনে করিয়া তাঁহারা দুঃখ, ভয় ও বিরহে আপ্লুত হইলেন। তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের অনু-সন্ধানে চলিলেন; কিন্তু পা আর চলে না, দুই পা অগ্রসর হইতে না হইতেই বসিয়া পড়িতেছেন; হৃদ্‌পিণ্ডের স্পন্দন অতিমাত্রায় বর্দ্ধিত হইল, কে যেন হৃদয়ে শেল-বিদ্ধ করিয়া দিতেছে। কিন্তু বলদেব শ্রীকৃষ্ণের প্রভাব সম্যগ্‌রূপে অবগত আছেন। তাই গোপ-বৃন্দের পূর্ব্বোক্ত অবস্থা-দর্শনে মাধুর্য্যের চমৎকারিতা লক্ষ্য করিয়া মৃদু-মধুর হাস্য করিলেন, কিন্তু কাহাকেও কিছু বলিলেন না। বলিলে কি হইবে? মাধুর্য্যের আসনে ঐশ্বর্য্যের স্থান নাই। পক্ষান্তরে কিছু বলিলে কৃষ্ণ-বিরহ-কাতর গোপবৃন্দের বিরহ-সমুদ্র কোটিগুণে উদ্বেলিত হইবে মাত্র, আর পথচলা হইবে না।

গোপবৃন্দ অতিকষ্টে বুকে হাত চাপিয়া ধরিয়া প্রাণের প্রিয়তম কৃষ্ণের অনুসন্ধানে গমন করিতে করিতে শঙ্খ চক্র-গদা পদ্ম-লক্ষণযুক্ত পদচিহ্ন দেখিতে পাইলেন এবং ঐ চিহ্নসকল অনুসরণ করিতে করিতে যামুন-তটে উপস্থিত হইলেন। তাঁহারা পথে ধেনুপদচিহ্নের মধ্যে পদ্ম, যব, অঙ্কুশ, বজ্র ও ধ্বজ-যুক্ত শ্রীকৃষ্ণ-পদচিহ্ন দেখিতে পাইয়া-ছিলেন। সুতরাং ঐ পথেই যে শ্রীকৃষ্ণ গমন করিয়াছেন, তাহা বুঝিতে তাঁহাদের বাকী রহিল না। কালিয়-হ্রদ-সমীপে উপস্থিত হইয়াই গোপালগণকে ক্রন্দন-রত অবস্থায় দেখিতে পাইলেন। সুতরাং তাঁহাদের আশঙ্কা কোটি-গুণে বর্দ্ধিত হইল। আর যখন শ্রীকৃষ্ণকে কালিয়নাগের কবলে দেখিতে পাইলেন, তখন তাঁহাদের হৃদয়ের অবস্থা কি-প্রকার হইল, তাহা বর্ণন করে কাহার সাধ্য? কল্পনায় তুলিতেও ঐ ভাবের অণু-মাত্রও স্পর্শ করা সম্ভব নহে। তাঁহারা ত্রিভুবন অন্ধকারময় দেখিতে পাইলেন। তখন তাঁহাদের অবস্থা—

> "যুগায়িতং নিমেষেণ
> চক্ষুষা প্রাবৃষায়িতম্।
> শূন্যায়িতং জগৎসর্ব্বম্।"

এই ত' গেল গোপবৃন্দের কথা। এ-দিকে সমদুঃখিতা গোপীগণ সকলে মিলিত হইয়া পুত্র-বিরহ-কাতরা যশোমতীর নিকটে গমন করিয়া বিরহ-ব্যথা প্রকাশ করিতে লাগিলেন এবং শ্রীকৃষ্ণ এযাবৎ ব্রজে যে সকল লীলা করিয়াছেন তাহা বর্ণন করিতে করিতে শ্রীকৃষ্ণের মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া মৃততুল্য নিশ্চেষ্টভাবে অবস্থান করিতে লাগিলেন।

নন্দাদি গোপবৃন্দ প্রাণের আবেগে আর স্থির থাকিতে না পারিয়া কালিয়-হ্রদে ঝম্প প্রদান করিতে উদ্যত হইলেন। তদ্দর্শনে কৃষ্ণপ্রভাব বিজ্ঞ শ্রীবলদেব অতি তৎপরতার সহিত তাঁহাদিগকে নিবারণ করিলেন। স্বীয় শুদ্ধ-সেবকগণের ঐপ্রকার অবস্থা দর্শন করিয়া শ্রীকৃষ্ণ আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। শুদ্ধভক্ত যে-প্রকার সেব্যবস্তুর সেবার ক্রটী বিন্দুমাত্রও সহ্য করিতে পারেন না, সেই প্রকার শ্রীভগবান্‌ও ভক্তের দুঃখ মোটেই সহ্য করিতে পারেন না। ভক্ত ও ভগবানের পরস্পরের এই প্রকার ভাব নিত্যকালই বর্ত্তমান। ব্রজবাসিগণের দুঃখ অতি সত্বর অপনোদন করিবার জন্য শ্রীকৃষ্ণ এইবার নাগ-পাশ ছিন্ন করিতে যত্নবান্ হইলেন, তিনি ক্রমশঃ স্বীয় কলেবর এরূপভাবে বৃদ্ধি করিতে লাগিলেন যে, সর্প তাঁহাকে ত্যাগ করিতে বাধ্য হইল। তখন ভগবান্ ক্রীড়াশীল গরুড়ের ন্যায় সেই সর্পের চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। শ্রীকৃষ্ণের সেই বিচিত্র তাণ্ডব নৃত্যের পশ্চাদ্ধাবন-ফলে কালিয়ের ফণা নিস্তেজ ও শরীর শিথিল হইয়া পড়িল। বিবিধ নৃত্য-গীত-কলাদির আদি-গুরু সর্ব্ব-কারণ-কারণ শ্রীকৃষ্ণ তখন সর্পের সুবৃহৎ মস্তকোপরি আরোহণ পূর্ব্বক মনোরমভাবে নৃত্য করিতে লাগিলেন। কালিয়ের মস্তকস্থিত মণিসমূহের স্পর্শে তাঁহার চরণ-কমল অরুণ-বর্ণে রঞ্জিত হইল। তখন গন্ধর্ব্ব, সিদ্ধ, মুনি, চারণ ও অপ্সরোগণ হর্ষে মৃদঙ্গ ও আনকাদি বাদ্যের তালে গীত ও পুষ্পাদি উপহার সহ স্তব পাঠ করিতে করিতে শ্রীকৃষ্ণসমীপে উপ-স্থিত হইলেন।

এই সময়ে নাগপত্নীগণ স্ব-স্ব-পুত্রগণসহ শ্রীকৃষ্ণ-সমীপে স্ব-স্ব শিশু পুত্রগণসহ আসিয়া শ্রীকৃষ্ণের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতে থাকেন। এই স্তব ও কালিয়-নাগ-সম্বন্ধে অপরাপর বিবরণ আগামী কল্য প্রকাশিত হইবে।

গোবর্দ্ধন-পূজার তাৎপর্য্য

[ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ শ্রৌতী মহারাজের বক্তৃতা হইতে সংগৃহীত]

বেনারস ২৩।১০।৩৩

গত ২৯৮ সংখ্যা নদীয়াপ্রকাশে আমরা এতদ্বিষয়ে সংক্ষিপ্তভাবে আলোচনা করিয়া-ছিলাম। এতৎপ্রসঙ্গে কাশীর শ্রীসনাতন-গৌড়ীয়মঠে যাহা আলোচিত হইয়াছিল, তাহাই নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

১। প্রথমতঃ শ্রীগোবর্দ্ধনপূজা-লীলায় নন্দাদি গোপগণের কৌলিক আচার-প্রদর্শন অর্থাৎ কুলপরম্পরাগত ধর্ম্মকেই বহুমানন; যথা—

> য এনং বিসৃজেদ্ধর্ম্মং পারম্পর্য্যাগতং নরঃ।
> কামাদ্দ্বেষাদ্ভয়াল্লোভাৎ স বৈ নাপ্নোতি শোভনম্॥
> (ভাঃ ১০।২৪।১১)

অর্থাৎ যে ব্যক্তি স্বেচ্ছা, দ্বেষ, ভয় বা লোভবশতঃ কুলপরম্পরাগত ধর্ম্ম পরিত্যাগ করেন, তিনি নিশ্চয়ই মঙ্গল লাভ করিতে পারেন না।

এখানে আত্মেন্দ্রিয়তর্পণের চেষ্টাই প্রচ্ছন্ন বা স্পষ্টরূপে দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা জীবের স্বরূপের ধর্ম্ম নহে। কারণ জীবের জন্মাদির অভাবহেতু তাহার কুল কোথায়? এই কুলপরম্পরাগত ধর্ম্মকে নিরাস করিয়া গোবর্দ্ধনপূজার বিধান দ্বারা কৃষ্ণেন্দ্রিয়তর্পণের বিধান প্রবর্ত্তন করিলেন।

২। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ নন্দমহারাজকে বুঝাইয়া দিলেন যে, যাবতীয় লোকপালগণ কালরূপী ভগবানের অধীন ও নিয়ামকত্বে বর্ত্তমান থাকিয়া বারিবর্ষণাদি কর্ম্ম যথাযথ সম্পাদন করিয়া থাকেন। তাহার অন্যথা করিবার সামর্থ্য দেবগণের নাই। এই জন্যই শ্রুতি—

> যদ্ভয়াদ্বাতি বাতোঽয়ং সূর্য্যস্তপতি যদ্ভয়াৎ।
> দহত্যগ্নির্বর্ষতীন্দ্রো মৃত্যুশ্চরতি পঞ্চম॥

শ্লোকের দ্বারা বুঝাইয়া দিতেছেন যে, সকল দেবতাই ভগবানের শাসন-ভয়ে ভীত হইয়া তাঁহার নিয়ামকত্বে যথানিয়মে কার্য্য করিতেছেন। শ্রীমদ্ভাগবতে এই শ্লোকের অনুরূপ একটী শ্লোক শ্রীল কপিলদেবের উক্তিতে পাওয়া যায়,—

> যদ্ভয়াদ্ বাতি বাতোঽয়ং সূর্য্যস্তপতি যদ্ভয়াৎ।
> যদ্ভয়াদ্বর্ষতে দেবো ভগণো ভাতি যদ্ভয়াৎ॥
> (ভাঃ ৩।২৯।৪০)

৩। বহ্বীশ্বরবাদ নিরাস পূর্ব্বক সর্ব্ব-যজ্ঞভোক্তা যজ্ঞেশ্বরের পূজার বিধান। এই বিষয় গীতাতে আরও পরিস্ফুটভাবে বলিয়া-ছেন,—

যেহপ্যন্যদেবতা ভক্তা যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ।
তেঽপি মামেব কৌন্তেয় যজন্ত্যবিধিপূর্ব্বকম্॥

অন্য দেবতাগণ ভগবানেরই অংশ বা শক্তিতত্ত্ব মধ্যে গণিত হইলেও পৃথগ্ ভাবে তাঁহাদের উপাসনা—অবিধি। তাহাতে শ্রীকৃষ্ণের সন্তোষ হয় না এবং তাহার ফলে ভগবদ্ধাম-প্রাপ্তি হয় না। অন্য দেব-ভজনের উদ্দেশ্যের মূলে 'কাম' বর্ত্তমান। তাহাও শ্রীভগবানের উক্তিতেই প্রকাশিত হইয়াছে,—

কামৈস্তৈস্তৈর্হৃতজ্ঞানাঃ প্রপদ্যন্তেঽন্য-
দেবতাঃ।

তাহারা কামাপহৃত-জ্ঞান হইয়াই অন্য দেবতার আশ্রয় করে। অতএব এতদ্দ্বারাও 'কাম' নিরাসপূর্ব্বক 'প্রেমের' প্রাপ্তির বিধানই করিয়াছেন।

৪। যাঁহারা কৃষ্ণেন্দ্রিয়তোষণে নিযুক্ত, তাঁহাদের নিজ স্থূলভাবের চেষ্টায় বা নিজ ভরণপোষণের নিমিত্ত অন্য দেবদেবীর উপাসনায় আবশ্যকতা নাই; কারণ যিনি বিশ্বম্ভর তিনি নিজ ভৃত্যগণের ভরণপোষণার্থ 'যোগক্ষেম' বহন করিয়া থাকেন।

৫। যাঁহারা ভগবানের অনন্যভক্ত, তাঁহাদের কেহ কোন বিঘ্ন উৎপাদন করিতে পারে না। ভগবান্ সতত তাঁহাদের রক্ষা করিতে সমর্থ ও যত্নবান্ কিন্তু ভগবান্‌কে উপেক্ষা করিয়া অন্যের শরণাগত হইলে তাঁহারা নিজ সেবককে রক্ষা করিতে পারেন না। তাহার জলন্ত দৃষ্টান্ত—রাবণ, হিরণ্যকশিপু প্রভৃতি অসুরগণ। বাণরাজাও ভগবানের বিরুদ্ধাচরণ করিতে গিয়াছিলেন এবং নিজ ভক্তের রক্ষার্থ শিবও ভগবানের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিয়াছিলেন কিন্তু অজিত ভগবান্‌কে জয় করা অসম্ভব। সুতরাং শম্ভু পরাজয় স্বীকার করিয়া নিজ সেবকের রক্ষার্থ ভগবানের নিকট অনুরোধ করিয়াছিলেন।

৬। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অচিন্ত্য শক্তিমান। তিনি সপ্তমবর্ষ বয়সে তাদৃশ তনুতেই গোবর্দ্ধন-ধারণপূর্ব্বক নিজ অচিন্ত্য-শক্তির আভাস প্রদান করিয়াছিলেন। এজন্য তিনি অস্ত্র-শস্ত্র ধারণ করেন নাই বা সৈন্য সমাবেশপূর্ব্বক অন্যের সহায়তায় ইন্দ্রবিজয় করেন নাই; কিন্তু বামহস্ত দ্বারা (কাহারও কাহারও মতে বামহস্তের কনিষ্ঠাঙ্গুলি দ্বারা) গোবর্দ্ধন উত্তোলন পূর্ব্বক ইন্দ্রের অত্যাচার নিবারণ করিয়াছেন। তদ্দ্বারা তিনি ইহাই শিক্ষা দিতেছেন যে, ইন্দ্রাদি দেবগণের সামর্থ্য তাঁহার বামহস্তের বা কনিষ্ঠাঙ্গুলিরও (যাহা অপেক্ষাকৃত দুর্ব্বল) যোগ্য নহে। দ্বিতীয়তঃ অচল অটল পর্ব্বতকে টলাইতে—জড়ের ধর্ম্মে চেতনের সঞ্চার করিতে—পৃথিবীর নিয়ম ওলট পালট করিয়া দিবার যোগ্যতা তাঁহারই আছে। এজন্যই তিনিই ঈশ্বর। অর্থাৎ তিনি 'হয়'কে 'নয়' করিতে বা 'নয়কে' 'হয়' করিতে পারেন। তাঁহার সর্ব্বপ্রকার সামর্থ্য আছে বলিয়াই তিনি ঈশ্বর।

৭। ইন্দ্রাদি দেবগণ ভগবানের আশ্রিত—ইহা ভুলিয়া গিয়া স্বতন্ত্র-ঈশ্বরাভিমান করতে গেলেই মঙ্গলময় ভগবান্ তাঁহাদের যথোচিত শিক্ষা বিধান করিয়া তাঁহাদের প্রকৃত স্বরূপের পরিচয় প্রদান করিয়া থাকেন।

অস্পৃশ্যতা সম্বন্ধে শ্রীল প্রভুপাদ

জাগতিক তর্কপন্থার অস্থিরতা

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ১৯৫ সংখ্যার পর)

কোন প্রদেশে গোবধ অন্যায় কার্য্য, কোন দেশে তাহা আবার 'অন্যায়' বলিয়া বিবেচিত হয় না। কোন প্রদেশে শ্যালিকাকে বিবাহ করা অন্যায় কার্য্য, আবার কোন স্থানে তাহাই আদরণীয়। "তাতস্য কূপঃ" ন্যায় অনুসরণ করিয়া অনেক সময়ে সুফল লাভ হয় না। পূর্ব্বকালে ভার্গবীয় মনু বলিলেন,—সমস্ত ধন ব্রাহ্মণের, কিন্তু 'ব্রাহ্মণ' বলিলে কি বুঝায়, আমরা কতটা ব্রাহ্মণ আছি, কতটা বেদপাঠ হইতে বিচ্যুত না হইয়া অন্যান্য কার্য্যে যত্ন করি নাই, তাহার পরীক্ষা না করিয়াই ব্রাহ্মণত্বের দাবী করি।

পরিবর্ত্তনশীলতা

দেহের ন্যায় আমাদের পরিবর্ত্তনও প্রতি মুহূর্ত্তেই প্রত্যক্ষের বিষয়। তর্কপথে কোনদিন সমস্যার মীমাংসা হয় না, শ্রুতিপথের অনুকূল তর্কপথই গ্রহণীয়। ভেদজগৎ সর্ব্বদাই rupture করিবার জন্য প্রস্তুত। এজন্য বহির্ম্মুখ সামাজিক রাজনৈতিক প্রভৃতি সমস্যা সমাধান করিবার বৃথা চেষ্টায় সময় অতিবাহিত না করিয়া আমাদের শ্রীমদ্ভাগবতের উপদেশ গ্রহণ করা কর্ত্তব্য,—

মনুষ্যজন্মের সর্ব্বোৎকৃষ্ট ব্যবহার কি?

লব্ধ্বা সুদুর্লভমিদং বহুসম্ভবান্তে
মানুষ্যমর্থদমনিত্যমপীহ ধীরঃ।
তূর্ণং যতেত ন পতেদনুমৃত্যু যাবৎ
নিঃশ্রেয়সায় বিষয়ঃ খলু সর্ব্বতঃ স্যাৎ॥
(ভাঃ ১১।৯।২৯)

সুবিধাবাদি-সম্প্রদায়ের বিবিধ-চেষ্টা

জগতের সুবিধাবাদ খুঁজিতে গেলে "কম্লি ত' ছোড়্‌তে নেই"—এই নীতির অনুসরণ করা হইবে। এক সাধু শীতকালে হরিদ্বারের গঙ্গার তটে বসিয়া দেখিতে পাইলেন, একটী কম্বল ভাসিয়া যাইতেছে। সাধুটির ছিল—অজগরবৃত্তি। লোকের কাছে তিনি কিছু চাহিতেন না। গঙ্গার স্রোতে কম্বল ভাসিয়া যাইতেছে দেখিয়া সাধু মনে করিলেন, ভগবান্‌ই কৃপা করিয়া তাঁহার জন্য ঐ কম্বলটি পাঠাইয়া দিয়াছেন, তাই তিনি ঐ কম্বল ধরিতে গেলেন। কিন্তু কম্বল ধরিতে গিয়া তিনি অনুভব করিতে লাগিলেন, যতই কম্বলকে তিনি টানিতে যান, কম্বল আর তাঁহাকে ছাড়ে না; ঐ কম্বলটি আর কিছুই নহে—একটী ভল্লুক। সাধু অবশেষে ঐ ভল্লুকের দ্বারা নিধ্যাতিত হইয়া অপমৃত্যু বরণ করিলেন।

বৌদ্ধদিগের বিচার—সমর্থাবস্থায় কোন পর্ব্বতগুহায় প্রবিষ্ট হইয়া গুহার মুখে একটি গুরুভার পাষাণ চাপা দেওয়া এবং অনাহারী ধ্যানকারী যখন অনাহারে দুর্ব্বল হইয়া যাইবেন, তখন তিনি আর ইচ্ছা থাকিলেও ঐ পাষাণকে ঠেলিয়া ফেলিয়া দিয়া গহ্বরের বাহিরে আসিতে পারিবেন না, তাঁহাকে মৃত্যু বরণ করিতেই হইবে।

ভূকৈলাসের রাজবাড়ীতে একজন যোগীকে ধরিয়া আনা হইয়াছিল। তাঁহাকে আহারাদি করাইয়া সঞ্জীবিত করিবার চেষ্টা হইলে পরে তাঁহার মৃত্যু হইল। কুকুরের লেজ সোজা করিবার জন্য যদি আমরা সময় কাটাই, তবে অর্থদ মনুষ্যজীবনে কোন লাভ হইবে না। জাগতিক সুবিধাবাদ বা জাগতিক অর্থনীতি যে-সকল সমস্যার বিভীষিকা সৃষ্টি করিতেছে, তাহাতে কোন দিনই সমাজের বা ব্যষ্টির পরমমঙ্গল-সাধন হয় নাই বা হইতে পারে না। দশ-সংস্কার যে-সকল সৎকর্ম্মের আবাহন করিয়াছে, সেই সকল পেলা দিয়া রক্ষা করিবার পদ্ধতি। সমাবর্ত্তন করিয়া বিষ্ণুসেবা হইতে বিচ্যুত হইবার জন্য যে-সকল বহির্ম্মুখ পদ্ধতি, তাহা দ্বারা কখনও পরমার্থ লাভ হইতে পারে না। উপনিষদে 'ব্রহ্ম' বলিয়া যে শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে, তদ্দ্বারা মনুষ্যজাতি বিভ্রান্ত হইয়াছে। এজন্য সাত্ত্বতশাস্ত্র বলিয়াছেন,—

"যা যা শ্রুতির্জল্পতি নির্ব্বিশেষং
সা সাভিধত্তে সবিশেষমেব।
বিচারযোগে সতি হন্ত তাসাং
প্রায়ো বলীয়ঃ সবিশেষমেব॥
(হয়শীর্ষপঞ্চরাত্র)

শৌক্র, সাবিত্র্য ও দৈক্ষ্যজন্ম

জাতকর্ম্ম প্রভৃতি স্মৃতির ব্যবস্থাগুলি কেবল শরীরের উপর প্রযুক্ত হইয়াছে। এইজন্য শৌক্র, সাবিত্র্য ও তৎপরে দৈক্ষ্য-জন্মের ব্যবস্থা শাস্ত্রে দেখা যায়। দীক্ষালাভ করিতে হইবে—দিব্যজ্ঞান লাভ করিতে হইবে—বেদপাঠের ফল লাভ করিতে হইবে। চীনদেশে প্যাঙ্কুর বংশ না হইলে সম্মান নাই, ভারতবর্ষে ব্রহ্মার বংশ না হইলে আদর নাই, আধুনিক রামানুজীয়গণের মধ্যে প্রতিবাদী ভয়ঙ্কর না হইলে সম্মান নাই! কিন্তু শাস্ত্রে দেখা যায়,—

ব্রাহ্মণানাং সহস্রেভ্যঃ সত্রযাজী বিশিষ্যতে।
সত্রযাজি-সহস্রেভ্যঃ সর্ব্ববেদান্তপারগঃ॥
সর্ব্ববেদান্তবিৎকোট্যা বিষ্ণুভক্তো বিশিষ্যতে।
বৈষ্ণবানাং সহস্রেভ্যঃ একান্ত্যেকো
বিশিষ্যতে॥
(গরুড়পুরাণ)

আধুনিক তথাকথিত বৈষ্ণবাচার্য্যাভিমানিগণের অনর্থময় বিচার

তিরুপ্পান আলোয়ার, ভক্তাঙ্ঘ্রিরেণু আলোয়ার শৌক্রবিচারপর ব্রাহ্মণকুলে বা প্রতিবাদী ভয়ঙ্কর জাতি-গোস্বামিকুলে-আবির্ভূত হন নাই বলিয়া কি আচার্য্য-সম্মান পাইবেন না? কিন্তু শ্রীরামানুজের অধস্তন-পরিচর্য্যাকাঙ্ক্ষিগণের মধ্যেও স্মার্ত্তের বিচারের প্রাবল্য দেখিতে পাওয়া যায়। ইঁহারা শরণাগতির কথা মুখে বলিলেও কর্ম্ম-জড়-স্মার্ত্তের বিচারকেই বহুমানন করেন।

ঠাকুর শ্রীভক্তিবিনোদ ও শ্রীরূপানুগ বৈষ্ণবজনগণের বিচার

আমি ত' বৈষ্ণব, এ বুদ্ধি হইলে,
অমানী না হ'ব আমি।
প্রতিষ্ঠাশা আসি' হৃদয় দূষিবে,
হইব নিরয়গামী॥
নিজে শ্রেষ্ঠ জানি' উচ্ছিষ্টাদি দানে,
হ'বে অভিমান ভার।
তাই শিষ্য তব, থাকিয়া সর্ব্বদা,
না লইব পূজা কা'র॥

আমি যদি বলি,—আমাকে পূজা কর, আমি বৈষ্ণব, আমি নারায়ণ, তাহা হইলে আমি শৃগাল হইয়া যাইব; ইহা শৃগাল বাসুদেবের বিচার।

আধুনিক অন্যান্য সম্প্রদায়ের আচার্য্যের অধস্তন পরিচর্য্যাকাঙ্ক্ষিগণও আপনাদিগকে বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের মহান্তের অভিমানে বৈষ্ণব-বিদ্বেষী স্মার্ত্তের কুর্পর করিয়া তুলিতেছেন। এই সকল ব্যক্তি কনিষ্ঠাধিকারীর বিচার ও আচারাভাসে নিষ্ঠা প্রদর্শন করিলেও উন্নতাধিকার ও উন্নতাধিকারীর সেবায় উন্মুখ না হওয়ায় কনিষ্ঠাধিকার হইতেও বিচ্যুত হইয়া অত্যন্ত বহির্ম্মুখ অধিকারে পতিত হইতেছেন অর্থাৎ তাঁহারা কপট কর্ম্মজড়-স্মার্ত্তেরই দল পুষ্টি করিতেছেন। ইঁহারা কখনও সনাতন ধর্ম্মের মীমাংসা করিতে পারেন না। বস্তুতঃ শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার দাসগণই সনাতন ধর্ম্মের প্রকৃত মীমাংসা করিয়াছেন।

শুদ্ধভক্তি গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। ভাষ্যসহ বিরাট্ শ্রীচৈতন্যভাগবত ৫৲
২। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২৮৲
একাদশ স্কন্ধ হইতে প্রতিখণ্ড ।৵০
৩। ভাষ্যদ্বয়সহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (৪র্থ সংস্করণ) ৫৲
৪। ভক্তিবিবেককুসুমাঞ্জলি (বাঁধা) ১৲
৫। গৌড়ীয়-গৌরব ।৶০
৬। গৌড়ীয়-সাহিত্য ।৶০
৭। ভজনরহস্য ॥০
শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও
শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৯। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ)
ঐ (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
১০। গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি-টীকাসহ)
ঐ (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
১১। গীতার কেবল মাধ্ব-ভাষ্য ॥০
১২। যুক্তিমল্লিকা গুণসৌরভঃ সানুবাদ (মাধ্ব) ২৲
১৩। বেদান্ততত্ত্বসার সানুবাদ (রামানুজীয়) ॥০
১৪। জৈবধর্ম্ম ২৲
১৫। শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৬। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১৭। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ॥৶০
ঐ (বাঁধা) ৸০
১৮। দ্বীপ-দিগ্ দর্শন ৵০
১৯। সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ) ।৶০
২০। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ॥০
ঐ (আবাঁধা) ।৶০
২১। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
২২। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৵০
২৩। গীতমালা ⁄১০
২৪। নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য ৶০
২৫। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶০
২৬। নবদ্বীপ পঞ্জিকা (৪৪৭ গৌরাব্দ) ৵০
২৭। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
২৮। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা-দর্পণ ।০
২৯। শরণাগতি ⁄০
৩০। গীতাবলী ⁄০
৩১। চিত্রে নবদ্বীপ ১॥০
৩২। সাধনকণ ⁄০
৩৩। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ⁄০
৩৪। নবদ্বীপশতক ⁄০
৩৫। অর্থপঞ্চক ⁄০
৩৬। সদাচারস্মৃতিঃ ⁄০
৩৭। কল্যাণকল্পতরু (৫ম সংস্করণ) ⁄১০
৩৮। অর্চ্চনকণ ⁄১০
৩৯। সাধককণ্ঠমালা (বাঁধা) ।০
ঐ (আবাঁধা) ৷⁄০
৪০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (প্রথম চারিখণ্ড) ৩৲
৪১। ব্রহ্মসংহিতা ॥০
৪২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৪৩। মণিমঞ্জরী সানুবাদ ।০
৪৪। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৪৫। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ।০
৪৬। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৪৭। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
৪৮। গৌড়ীয়মঠ কি করেন? ⁄০
৪৯। ঈশোপনিষৎ (বলদেব ও মাধ্ব-ভাষ্য এবং বিবৃতি ও অনুবাদসহ) ।০
৫০। শ্রীভুবনেশ্বর ৶০
৫১। সিদ্ধান্তদর্পণ ৵০
৫২। সাংখ্যবাণী ⁄০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৫৩। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী-দিগ্বিজয়ঃ ॥০
৫৪ সটীক-শিক্ষাদশমূলম্ ।০
৫৫ তত্ত্ব-সূত্রম্ ।০
৫৬ সানুবাদ-শিক্ষাষ্টকম্ ৵০
৫৭ গৌড়ীয়মঠস্য পরিচয়ঃ ⁄০
৫৮ সারাংশবর্ণনম্ ৶০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৫৯। রায় রামানন্দ ॥০
৬০। নামভজন ।০
৬১। রিলেটীভ্ ওয়ার্ল্ড্‌স্ ।৶০
৬২। লাইফ্ য়্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।০
৬৩। বৈষ্ণবীজম্ ।০
৬৪। হোয়াট্ গৌড়ীয়মঠ ইজ্ ডুইং ⁄০
৬৫। দি ভাগবত ।০
৬৬। ইরোটিক্ প্রিন্সিপ্ল য়্যাণ্ড আনেলয়েড্ ডিভোসন ।০
৬৭। ব্রহ্ম-সংহিতা ২॥০
৬৮। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (ভলুম ওয়ান) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৬৯। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ॥০
৭০। সাধন পথ ।০
৭১। কল্যাণ-কল্পতরু ⁄১০
৭২। গীতাবলী ⁄০
৭৩। শরণাগতি ⁄০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৭৪। শরণাগতি

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

নদীয়া-প্রকাশপ্রাপ্তির স্থান

১। শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম-মায়াপুর, নদীয়া
২। শ্রীযোগপীঠ ঐ
৩। শ্রীবাস-অঙ্গন ঐ
৪। অদ্বৈত-ভবন ঐ
৫। কাজীর সমাধি-পাট ঐ
৬। স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ, নদীয়া।
৭। শ্রীভাগবত আসন কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
৮। শ্রীএকায়ন মঠ গোবিন্দপুর, হাঁসখালী।
৯। দ্বাদশগোপাল পাট—পোঃ চাকদহ,
১০। শ্রীগৌর-গদাধরমঠ—চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড়, বর্দ্ধমান
১১। শ্রীমোদদ্রুমছত্র মাউগাছি, বর্দ্ধমান
১২। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম, আমলাযোড়া, পোঃ রাজবাধ বর্দ্ধমান
১৩। শ্রীগৌড়ীয়মঠ বাগবাজার, কলিকাতা
১৪। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাজু, হাওড়া,
১৫। শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয়মঠ, ৯০নং নবাবপুর রোড্, ঢাকা
১৬। শ্রীগোপালজী মঠ কমলাপুর, ঢাকা।
১৭। শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ পোঃ বালিয়াটী,
১৮। শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয়মঠ ময়মনসিংহ।
১৯। শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ চিরুলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর
২০। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম গোয়ালপাড়া, আসাম।
২১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ রায়াপেট্টা, মাদ্রাজ।
২২। শ্রীরামানন্দগৌড়ীয় মঠ কব্বূর, জিঃ পশ্চিম গোদাবরী
২৩। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ উড়িয়াবাজার, পোঃ বক্সীবাজার, কটক।
২৪। শ্রীত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয় মঠ ভুবনেশ্বর।
২৫। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ স্বর্গদ্বার, পুরী।
২৬। শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ আলালনাথ পোঃ ব্রহ্মগিরি, পুরী।
২৭। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ ডুমুরকুণ্ডা, পোঃ চিরকুণ্ডা, মানভূম।
২৮। শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ—কাশী।
২৯। শ্রীরূপগৌড়ীয় মঠ—এলাহাবাদ।
৩০। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ পুরাণবাজার, সরকার ঠাকুরের কুঞ্জ, বৃন্দাবন
৩১ শ্রীগৌড়ীয় মঠ, নিউদিল্লী
৩২ শ্রীপরমহংসমঠ—নৈমিষারণ্য,
৩৩ শ্রীসারস্বত গৌড়ীয় মঠ—হরিদ্বার।
৩৪ শ্রীব্যাসগৌড়ীয়মঠ—কুরুক্ষেত্র, পঞ্জাব
৩৫ শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাবুলনাথ রোড, পোঃ গ্র্যাণ্ট রোড, বোম্বে।
৩৬ লণ্ডন গৌড়ীয়মঠ, ৩৯নং গ্লেডটন্ গার্ডেন্স, কেনসিংটন্ লণ্ডন, (এস, ডব্লিউ—১০)।
৩৭। অমর্ষি গৌড়ীয়মঠ—মেদিনীপুর
৩৮। সরভোগ গৌড়ীয় মঠ—সরভোগ, কামরূপ, আসাম,

শুদ্ধভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী মাসিক। শ্রীধাম-মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১॥০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দি ভাষায় একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি হৃদয় বন মহারাজ সম্পাদিত ও নৈমিষারণ্য শ্রীপরমহংস মঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ১॥০ দেড় টাকা মাত্র।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥০ দেড় টাকা মাত্র।

৫। কীর্ত্তন—মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ নিমানন্দ সেবাতীর্থ বি-এজি, বি-টি, সম্পাদিত। আসাম গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম হইতে প্রকাশিত আসামী ভাষায় মাসিক। ভিক্ষা সডাক ১॥০ দেড় টাকা মাত্র

শ্রীচৈতন্যভাগবত

আদিকবি শ্রীল বৃন্দাবন দাস প্রণীত সমগ্র গ্রন্থ

গ্রন্থের মূল বোল্ড অক্ষরে এবং তন্নিম্নে বিশ্ববিশ্রুত গৌড়ীয়মঠের প্রতিষ্ঠাতা ও আচার্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল **ভক্তি-সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের** রচিত বিস্তৃত ভাষ্য উত্তম কাগজে সৌষ্ঠবের সহিত মুদ্রিত হইয়াছেন। ডবল ক্রাউন আটপেজি আকারে ১০৯৬ পৃষ্ঠায় কেবল মূল ও ভাষ্য সম্পূর্ণ হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত শ্লোকসূচী, পদ্যসূচী, স্থানসূচী, পাত্রসূচী, বিষয়সূচী, শব্দসূচী প্রভৃতি বিস্তৃত সূচীপত্রেও একটী গ্রন্থ হইবে। সভাষ্য শ্রীচৈতন্যভাগবতের এরূপ উৎকৃষ্ট ও অমূল্য বিরাট্ সংস্করণ জগতের কোথায়ও আজ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হন নাই, ইহা নিরপেক্ষ পাঠক-মাত্রকেই একবাক্যে স্বীকার করিতে হইবে। শ্রীগৌড়ীয়মঠের উৎসব-কালে গ্রন্থের ভিক্ষা ১২৲ বারটাকা স্থলে—৫৲ পাঁচটাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীচৈতন্যমঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

কলিকাতা বাজার দর

লৌহ হার্ডওয়ার

২০শা অক্টোবর ১৯৩৩

টাটার তৈয়ারী— প্রতি হন্দর।

লোহার কড়ি (জয়েষ্ট বা বীম)

মার্কা ৫।০—৫।৶০

ঐ বে-মার্কা হাল্কা ওজন ৪৷৶০—৪৷৷৶০

বরগা (টী-আয়রণ) ৬৶০—৬।০

এঙ্গেল আয়রণ (কোনা) ৫৸৶০—৬৷৶০

গ্যালভ্যানাইজড করগেট টীন—

১ গেজ ৬ হইতে ১০ ফুট ১১৷৶০

৪ গেজ ,, ,, ১০৸৶০

৬ গেজ ,, ,, ১২

৮ গেজ আর, পি, ডি, মার্কা ১২৸৶০

৪ গেজ গাঃ প্লেন শীট— ১১৷৶০

৬ গেজ ,, ,, ১২।০

৮ গেজ ও ৩০ গেজ ঐ— ১৩৲—১৬৲

গ্যান ঘেরা কাঁটাতার ১০০

পাউণ্ড বাঃ ৮৸০

ল পাটী ৬৲৶—৬।০

গোলটু (গোল) ৬৲৶—৬।০

চৌকা (চৌকা) ৬৶০—৬৲।০

গোল রড ৶০—।৶০ সূতা ৪৸৶—৫।৷৶

টানা রড-

চৌকা ৶০—।৶০ ঐ ৫৶০—৫৷৷০

নাগিল তার ৭৲—৭৸০

প্লেট—তিন সূতা মোটা

[illegible] ৭৲—৭।০

চাদর ৩-১৬ খানা বাণ্ডিল ৯৷৷৶—১০৲

স্প্রীং ষ্টীল ৮।০—৯৲

ফ বাউণ্ড ৫৸৶—৬৲৶০

তারের পেরেক ১—৬ ইঞ্চি ৯—৯৸০

প্যাটেন্ট পেরেক ২—৮ ইঞ্চি ১২।০—১৫৷৷০

কড়াই কড়া ১ হইতে ১০ নং ২৷৷০ সাট

কাদাল ৪, ৫, ৬, ৭৸৶০ ৮৸৶০ ৯৸৶০ডঃ

তিন পাউণ্ড ৬৲ পেঃ বিঃ ৬৷৶০ ,,

গাঃ প্লেন বালতি ৭—১২ ইঞ্চি ১৷৷৶০ ৬৷৷৶০

রিভিট ,, ৭—১২ ইঞ্চি ২৲—৭৲ ,,

লোহার চেয়ার রডের গোল ও

চৌকা ৮৷৷০— ,,

চালের লোহার সিট ১৫৲ ,,

ভেনেস্তা (কাঠের সিট) ১৮৲ ,,

লোহার ক্রুপ ৷৷—৩ ইঞ্চি ।১০—৷৷৶০ গ্রোস

কব্জা ১৭ নং

৷৷—৪ ইঞ্চি ।১০—৸৶১০ পেঃ ডজন

গাঃ তার ১৬—২২ নং

গেজ) ১২৲—১৩৲ হন্দর

গাঃ রিভিং (মটকা)

২ ইঞ্চি ।৶৫—৷৷৶০ পীস

গাঃ গাটারিং বা ডোঙ্গা

০ ইঞ্চি ৷৷০—৸৶০ ,,

গাঃ ক্রুপ ১৷৷০—২৷৷০ ইঞ্চি ২৩৲—২৯৲ হন্দর

গাঃ ওয়াশার চাকি ১১৷৷০—১৩৲ ,,

গাঃ বোল্ট-নাট ৸—৩ ইঞ্চি

৷৷৶১০—১৶০ গ্রোস

ঢালাই রেলিং ৩৷৷০—৪৷৷০ হন্দর

ঐ রেন ওয়াটার পাইপ

৩ ইঞ্চি ৶১০ ও ৪ ইঞ্চি ।১০ ফুট

টিউব ওয়েলের জন্য গাঃ

পাইপ১৷৷ ইঞ্চি ।৶৫ ফুট

পাম্প ৪নং ১২৷৷০ ৫নং ১৪৲ ৬নং ১৬৲

৬০—৮০ বাটখারা ৶১৫ সাট ২।০—২৷৷০ মণ

সন্তোষকুমার মল্লিক এণ্ড সন্স লিঃ

লৌহ ও হাডওয়ার বিক্রেতা।

মীরবহর ঘাট লোহাপটী, বড়বাজার,

টেলি—"লোহার মালিক" কলিকাতা।

কেরোসিন

স্নোফ্লেক প্রত্যেক বাক্স (২ টিন)		৯৲৬
সূর্য্য মার্কা	,,	৬৷৷০
ভিক্টোরিয়া	,,	৬৲

সোণার দর

পাকা সোণা	৩০৸৶
বড়াল	৩০৸
চিনা পাত	৩২।০

রূপার দর

রূপা প্রতি ১০০ ভরি	৫৫৶০
ঐ খুচরা	৫৶০

কোম্পানীর কাগজ

৩৷৷০ সুদের কাগজ	৮১৶
৩৷৷০ নূতন ঋণ (১৯৪৭-৫০)	৯১।০
৪৲ ,, ঋণ (১৯৬০-৭০)	৯৭৲
৫৲ ,, বণ্ড (১৯৩৫	১০৪৷৷৶০

ডিবেঞ্চার

৫৲ সুদের (১৯৫৬-৮৬) কলিকাতা পোর্ট-ট্রাষ্ট ডিবে :— ১০২৷৷৶০

ব্যাঙ্ক

ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক (কনট্রি)	২৯৪৷৷০
সেণ্ট্রাল ঐ	২২৲

কাপড় ও সূতার কল

এলগিন মিল	৪৫৲

পাট কল

হাওড়া	৫০৲
অকল্যাণ্ড	১৯৫৲
বালী	১৬২৲
বরানগর	১৫০৲
ক্লেবস্ত	৩৭০৲
ভরই	২৪৩৲
ক্লাইভ	২৮।০
ডালহাউসী	৪০৮৷৷০
ডেল্টা	৪০৫৲

কৃষ্ণনগর নবদ্বীপঘাট রেলওয়ে সময়

কৃষ্ণনগর হইতে নবদ্বীপঘাট

কৃষ্ণনগর সিটি—	৬-৪৫	১০-৪৪	১৩-২২	১৭-৩৮	২০-১৬
কৃষ্ণনগর রোড—	৬-৫৬	১০-৫৫	১৩-৩৩	১৭-৪৭	২০-২৫
আমঘাটা—	৭-১৫	১১-১৩	১৩-৫১	১৮-৩	২০-৪১
মহেশগঞ্জ—	৭-২৪	১১-২১	১৪-০	১৮-৯	২০-৪৭
নবদ্বীপঘাট—	৭-৩৩	১১-৩০	১৪-৯	১৮-১৬	২০-৫৫

বিশেষ দ্রষ্টব্য—নবদ্বীপঘাট ষ্টেশন অপেক্ষা মহেশগঞ্জ ষ্টেশন হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরের দূরত্ব অনেক কম। শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে যাহাদিগকে রাণাঘাটে ট্রেণ বদল করিতে হয়, তাঁহারা রাণাঘাটে প্রাতঃ ৫-৫০, ৮-১৪, ৯-৪৬, ১৬-৪৮, ১৮-৩৯ এবং ০-৩২ মিনিটের সময় গাড়ী পাইবেন।

শান্তিপুর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে শান্তিপুর ষ্টেশনে ৫-৪০, ৯-২৯, ১২-২৫, ১৬-৪ এবং ১৮-৪১ মিনিটের সময় ট্রেণ পাওয়া যায়।

নবদ্বীপঘাট হইতে কৃষ্ণনগর

নবদ্বীপ ঘাট—	৫-৩৫	৯-২৫	১২-১০	১৫-৩৪	১৮-৪৫
মহেশগঞ্জ—	৫-৪৩	৯-৩০	১২-১৯	১৫-৪২	১৮-৫৬
আমঘাটা—	৫-৪৯	৯-৩৯	১২-২৬	১৫-৪৮	১৯-৫
কৃষ্ণনগর রোড—	৬-৫	৯-৫৫	১২-৪৩	১৬-৪	১৯-২৪
কৃষ্ণনগর সিটি—	৬-১৬	১০-৩	১২-৫১	১৬-১২	১৯-৩৫

শ্রীধাম-মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে—ডাঃ কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম ভক্তিশাস্ত্রী এল, এম, এফ, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

কীর্ত্তিপাশা ডাকাতির মামলা

কীর্ত্তিপাশা ডাকাতির মামলা সম্পর্কে ধৃত অতীন্দ্রনাথ দাস মজুমদার, ভূপেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলী, সুবোধচন্দ্র সেন, নন্দলাল দাস গুপ্ত, শিশুলাল চাটুয্যে, বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী সুধীর কুমার দাশগুপ্ত, সুরেশচন্দ্র সেন, কিরণচন্দ্র গুপ্ত, অরুণচন্দ্র সেন গুপ্ত, এবং সুরেশকিরণ পাল এই এগার জনকে সদর মহকুমা হাকিম রায়-সাহেব পি, বি, মিত্রের আদালতে হাজির করা হইয়াছিল। তিনি তন্মধ্যে সুবোধচন্দ্র সেন, শিশুলাল চাটুয্যে, সুরেশ কিরণ পাল, সুধীর কুমার দাশগুপ্ত, বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী, নন্দলাল দাশগুপ্ত এবং স্বদেশকান্ত সেন চৌধুরী নামক অপর একজনকে মুক্তি দিয়াছেন। অবশিষ্ট ৪ জনের প্রতি জামীনে মুক্তির আদেশ দিয়াছেন।

সুবোধচন্দ্র সেন, শিশুলাল চাটুয্যে, সুধীর দাস গুপ্ত এবং সুরেশ কিরণ পাল এই কয়জনকে মুক্তিদানের পরই বঙ্গীয় ফৌঃ আইনে পুনরায় গ্রেপ্তার করা হয়।

বাঙ্গালী যুবকের কৃতিত্ব

খবর আসিয়াছে যে, দার্জ্জিলিংএর ব্যারিষ্টার ক্যাপ্টেন পি, কে, মজুমদারের মেজপুত্র শ্রীযুক্ত জয় মজুমদার স্যাণ্ডহার্ষ্টের রয়েল মিলিটারী কলেজ হইতে পাশ করিয়াছেন বলিয়া গেজেটে প্রকাশিত হইয়াছে। তাঁহাকে লাণ্ডি কোটালের চেসায়ার রেজিমেণ্টের ২য় লেপ্টেনাণ্ট পদে নিযুক্ত করা হইয়াছে। তিনি ৫ই নবেম্বর উক্ত কার্য্যে যোগদান করিবেন। ক্যাপ্টেন মজুমদারের অন্য পুত্র ফ্লাইট কেডেট করুণ মজুমদার ক্রেনওয়েলের রয়েল এয়ার ফোর্স কলেজ হইতে পাশ করিয়া ব্রিটিশ বিমান-বিভাগে কাজ করিবেন।

তাঁহারা উভয়েই সেণ্ট পলের ছাত্র ছিলেন।

লরী চাপায় মৃত্যু

হাওড়া ষ্টেশনের নিকটে এক জন গাড়ী চালককে চাপা দিয়া মৃত্যু ঘটাইবার দরুণ অসতর্কভাবে গাড়ী চালাইবার অপরাধে রামপাল সিং নামক এক লরী ড্রাইভার হাওড়ার জনৈক ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট কর্ত্তৃক ১৫০ টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিল। সেসন জজ মিঃ এস, এন মোদকের এজলাসে মঙ্গলবার আসামীর আপীলের শুনানী শেষ হইয়াছে। রায় দান স্থগিত আছে।

আসামীর পক্ষ হইতে শ্রীযুক্ত সুরেশ চন্দ্র তালুকদার বলেন, আসামী নির্দ্দোষ। ব্যাপারটি একটী দুর্ঘটনা মাত্র। পাবলিক প্রসিকিউটর শ্রীযুক্ত প্রবোধগোপাল মুখোপাধ্যায় সরকার পক্ষ সমর্থন করেন।

ইউনিয়ন বোর্ডের

ফর্ম্ম সর্ব্বদা বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত থাকে। অর্ডার পাইলে আমরা অতি যত্নের সহিত রেজেষ্টারী বহির উপরে ইউনিয়ন বোর্ডের নাম ও নম্বর সহ লেবেল ছাপাইয়া আঁটিয়া সরবরাহ করিয়া থাকি। কতকগুলি ফরমের তালিকা নিম্নে দেওয়া গেল—

অ্যাসেসমেণ্ট তালিকা

ইউনিয়ন বোর্ডের, বেঞ্চের এবং কোর্টের ব্যবহার্য্য

১ নং ফরম প্রতি শত ১৲ টাকা।

বজেট এষ্টিমেট

২নং ফরম প্রতি খানা /০ আনা, প্রতি শত ৪৲ টাকা।

ক্যাস বহি

৩ নং ফরম (আয় ব্যয়ের জমা খরচের বহি) ১০০ পৃষ্ঠার বহি ১৲

আদায়ের রেজেষ্টারী

৪ নং ফরম ১০০ পৃষ্ঠার বহি ১৲ টাকা, ২০০ পৃষ্ঠার বহি ২৲ টাকা।

দৈনিক আদায়ের রেজেষ্টারী

৫ নং ফরম ১০০ পৃষ্ঠার বহি ১৲ টাকা, ২০০ পৃষ্ঠার বহি ২৲ টাকা।

খোঁয়াড় ও খেয়াঘাটের জমার রেজেষ্টারী

৬ নং ফরম প্রতি বহি ১৲ টাকা।

মুৎফরাক্কা রসিদ

৭ নং ফরম প্রতি বহি ॥০ আনা।

অগ্রিম দেওয়া টাকার রেজেষ্টরী

৮ নং ফরম প্রতি বহি ১৲ টাকা।

মাসিক হিসাব নিকাশের রেজেষ্টারী

৯ নং ফরম ১০০ পৃষ্ঠার বহি ১৲ টাকা, ২০০ পৃষ্ঠার বহি ২৲ টাকা।

জাম ও নথি সত্বের রেজেষ্টারী প্রতি বহি ১৲ টাকা।

সি ফরম দফাদার বা চৌকীদারের বেতন বিলের রেজেষ্টারী প্রতি বহি ১৲ টাকা।

ডি ফরম দফাদার বা চৌকীদারের বেতনের রেজেষ্টারী হাতচিঠা প্রতি বহি ১৲ টাকা।

ই ফরম দফাদার বা চৌকীদারের বেতন বিলির ফরম প্রতি কপি ৫ পয়সা, প্রতি শত ১৲ টাকা।

"জে ফরম" দণ্ড বিষয়ক কার্য্য-প্রণালী প্রতি কপি ৫ পয়সা প্রতি শত ১৲ টাকা

আইন ফরম জারীর জন্য প্রাপ্ত পরওয়ানার রেজেষ্টারী প্রতি বহি ১৲ টাকা।

জরিমানা মুচালকা প্রভৃতি পাওনা টাকার রেজেষ্টারী প্রতি বহি ১৲ টাকা।

প্রাপ্ত চিঠির রেজেষ্টারী—১ খানা ১৲ টাকা।

প্রেরিত চিঠির রেজেষ্টারী—১ খানা ১৲ টাকা।

গার্ড ফাইল—প্রত্যেকটী ৷৵০ আনা।

মিটিংএর নোটীশ বহি—১ খানা ॥০ আনা।

নোটিশ বহি—১ খানা ॥০ আনা

জন্মের হাতচিঠা—প্রতি বহি ৷০ আনা।

মৃত্যুর হাতচিঠা—প্রতি বহি ৷০ আনা।

নকলের দরখাস্তের রেজেষ্টারী বহি—১ খানা ১৲ টাকা।

দেওয়ানি মামলার রেজেষ্টারী বহি—১ খানা ১৲ টাকা।

প্রত্যেক প্রকার বেঞ্চ ও কোর্টের সমন পরওয়ানা প্রভৃতি শত ॥০ আনা হিসাবে পাওয়া যায়।

নিবেদক—ম্যানেজার, ভাগবত প্রেস হাইষ্ট্রীট কৃষ্ণনগর নদীয়া

ভারের ঠিকানা— 'শ্রীধাম' নবদ্বীপ
ডাকেন্দ্র শ্রীমায়াপুর- পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

দৈনিক

REG. C1544

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩॥০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার স্বতন্ত্র।

সাহায্যের হার
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৮৲
ষান্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸
মাসিক ১৲
নগদ
প্রতি সংখ্যা ৫

নদীয়া-প্রকাশ

THE NADIA-PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৮ম খণ্ড ; সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বেদান্তবাচস্পতি [২০০শ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর— ১৩ই কার্ত্তিক সোমবার ১৩৪০, ৩০শে অক্টোবর ১৯৩৩

মিঃ হেনলীর হাঙ্গরের কবলে মৃত্যু

একখানা মাল জাহাজ ইউরোপ হইতে বোম্বাই আসিয়া পৌঁছিয়াছে। এই জাহাজের একজন শ্বেতাঙ্গ যাত্রীকে হাঙ্গরে খাইয়া ফেলিয়াছে।

প্রকাশ, জাহাজ সুয়েজ পরিত্যাগের পর মিঃ হেনলী নামক একজন শ্বেতাঙ্গ যাত্রী জাহাজের ডেকের উপর দণ্ডায়মান ছিলেন, এমন সময় তিনি জলে পড়িয়া যান। খালাসীরা তৎক্ষণাৎ লাইফ বেল্ট জলে ফেলিয়া দেয় মিঃ হেনলী উহা ধরিবার জন্য প্রাণপণে সাঁতরাইতে থাকেন, কিন্তু একটা হাঙ্গর তাঁহাকে কামড়াইয়া ধরে। তিনি আত্মরক্ষার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতে থাকেন, কিন্তু হাঙ্গর তাঁহাকে কাবু করিয়া ফেলে ও কিছুক্ষণের মধ্যেই তিনি অদৃশ্য হইয়া যান।

ফেরারী ধরিতে গ্রামবাসী গ্রেপ্তার

দেওয়ানগঞ্জ থানার অন্তর্গত একটা গ্রামে পুলিশ ও গ্রামবাসীদের মধ্যে একটা ভীষণ সংঘর্ষ হইয়া গিয়াছে বলিয়া খবর আসিয়াছে। ঘটনার বিবরণ এই যে, কয়েকজন ফেরারীকে গ্রেপ্তার করিবার জন্য একজন পুলিশ কনেষ্টবল ওয়ারেন্ট লইয়া উক্ত গ্রামে গিয়াছিল তাহাকে তথন বাধা দেওয়া হয়। ফলে তাহার সহিত তাহাদের সংঘর্ষ বাধিয়া যায় ও কনেষ্টবল গুরুতর ভাবে আহত হয়। অতঃপর থানার দারোগা একদল পুলিশ লইয়া উক্ত স্থানে যায় এবং বাধাদানকারীদিগকে গ্রেপ্তার করিয়া বিচারার্থ প্রেরণ করে।

আন্দামান হইতে পলায়ন

ফিরোজ নামক একজন লোক আন্দামান এবং পরে গুরুদাসপুর জেল হইতে পলাইয়া গিয়াছে, তাহাকে গ্রেপ্তার করিবার জন্য গুরুদাসপুরের পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট পুরস্কার ঘোষণা করিয়াছেন।

স্মরণ আছে, যে ফিরোজকে নরহত্যার অভিযোগে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডে দণ্ডিত করা হইয়াছে। গত এপ্রিল মাসে আন্দামান হইতে পলাইয়া আসিয়াছে ; তাহাকে পুনরায় বাটলার দারোগা মোমন সা গ্রেপ্তার করিয়াছিল ফিরোজকে বিচার সাপেক্ষে স্থানীয় ডিষ্ট্রীক্ট জেলে রাখা হইয়াছিল, সেখান হইতে সে গত ২৭শে সেপ্টেম্বর রাত্রে আবার পলাইয়া যায়।

স্বামীর মৃত্যুর আশঙ্কায় স্ত্রীর আত্মহত্যা

স্বামীকে মৃত্যুশয্যায় দেখিতে পাইয়া এবং তাহার জীবনের কোনও আশাই নাই মনে করিয়া কৃষ্ণনগরের প্রবীণ উকিল বাবু তারিণী কুমার সেন মহাশয়ের কন্যা ত্রিতলের ছাদ হইতে লম্ফ প্রদান করিয়া আত্মহত্যা করিয়াছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে।

বালিকাটির স্বামী জগদীশ বাবু কোন কলেজের অধ্যাপক তিনি হঠাৎ সাংঘাতিক রোগে আক্রান্ত হন এবং ডাক্তারগণ বলেন যে, তাঁহার শীঘ্রই জীবনান্ত হইবে এই কথা শুনিয়া বালিকাটি ত্রিতলে ছাদে যায়। এবং তথা হইতে লম্ফ প্রদান করে, বালিকাটির তৎক্ষণাৎ মৃত্যু হয়।

ভাগ্য বিড়ম্বনা এই যে, বালিকাটির মৃত্যুর পর হইতেই তাঁহার স্বামী ক্রমশঃ আরোগ্য লাভ করিতে থাকে।

নীলাম ইস্তাহার

কৃষ্ণনগর দ্বিতীয় মুন্সেফ আদালত

নীলামের দিন ৮ই নভেম্বর

(৮ম পৃষ্ঠার পর)

১২। চাপড়া থানায় হাটখোলা গ্রামে নফর চন্দ্র পালচৌধুরীর অধীন ৩৯৮।৩৯৯ খতিয়ানে ১১ এবং ৫১ শঃ জমীর ১৯৶০ জমা মুল্য আঃ ২০৲

১৩। দামুড়হুদা থানায় চন্দ্রবাস গ্রামে বিধুভূষণ রায় অধীন ৫৮৬ খতিয়ানে-৭৭শঃ জমীর ৪৷৵১০ জমা মুল্য আঃ ১০৲

(৬)

৬৮৬ খাংকারী ৩৩ দাবী ৪১৵৬

ডিঃ মন্মথ পাল চৌধুরী সাং আমিনবাজার

দেঃ কচর‍্দ্দি সেখ দিং সাং ডোমপুকুর পোঃ বাজালঝি

চাপড়া থানায় ডোমপুকুর গ্রামে ডিক্রীদার দিং অধীন ৪৫২ খতিয়ানে ১০৵১।৵০ জমীর ৯।১০ জমা মুল্য আঃ ১০৲

(৭)

৭৫৩ খাংকারী ৩৩ দাবী ৮৪।৵৩

ডিঃ ঐ

দেঃ সুলতান মণ্ডল সাং কলেদহ পোঃ বাজালঝি

চাপড়া থানায় লক্ষ্মীপুর গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ৯৬ খতিয়ানে ৮-৫০ শঃ জমীর ২০৲৪ জমা মুল্য আঃ ২০৲

(৮)

৯১৭ খাংকারী ৩৩ দাবী ১৫॥৴৯

ডিঃ দ্বিজরাজ মুখোপাধ্যায় দিং সাং মুড়াগাছা

দেঃ প্রিয়নাথ দত্ত সাং কড়কড়িয়া পোঃ নাকাশীপাড়া

নাকাশীপাড়া থানায় কড়কড়িয়া গ্রামে ডিক্রিদার অধীন ২২২ খতিয়ানে ১ একর জমীর ১॥০ জমা মুল্য আঃ ৭৲

(৯)

৯১৮ খাংকারী ৩৩ দাবী ১৫৵০

ডিঃ ঐ

দেঃ ঐ

নাকাশীপাড়া থানায় কড়কড়িয়া গ্রামে ডিক্রিদার অধীন ২২১ খতিয়ানে -৫৯ শঃ জমীর ১॥৫ জমা মুল্য আঃ ৭৲

হত্যা করিয়া অলঙ্কার চুরি

চীৎপুর রোডের একটী স্ত্রীলোককে কে বা কাহারা গলা কাটিয়া হত্যা করিয়াছে এবং তাহার গাত্র হইতে অলঙ্কার লইয়া গিয়াছে দেখা যায় জোড়াসাকো পুলিশ এই ব্যাপারে তদন্তে বিশেষ ব্যস্ত এ পর্য্যন্ত কাহাকেও গ্রেপ্তার করা হয় নাই।

বোমা প্রাপ্তি মামলা

পাটনার সিটি ম্যাজিষ্ট্রেট গুলজারবাগ বোমা প্রাপ্তি মামলা সম্পর্কে ধৃত শিউ প্রসাদ নামক এক বিহারী যুবককে দায়রায় সোপর্দ্দ করিয়াছেন।

ঘটনার বিবরণ এই যে, গত ২রা আগষ্ট আসামীর নিকট দুইটা বোমা কতকগুলি পিন এবং কতকগুলি পাউডার পাওয়া যায়। আসামীর বিরুদ্ধে আরও অভিযোগ যে, গ্রেপ্তারের পর তল্লাসী করিয়া বোমা তৈরী করিবার সরঞ্জাম এবং কতকগুলি বিপ্লবাত্মক পুস্তিকা তাহার বাড়ীতে পাওয়া গিয়াছে।

কলিকাতা বাজার দর

লোহ হার্ডওয়্যার

২০শে অক্টোবর ১৯৩৩

টাটার ওয়ারী— প্রতি হন্দর।

লোহার কাড়ি (জয়েষ্ট বা বীম)

মাকা	৫।০—৫।৶৹
ঐ বে-মাকা হাল্‌কা ওজন	৪।৵০—৪॥৶০
বরগা (টী-আয়রণ)	৬৵০—৬।০
এঞ্জেল আয়রণ (কোনা)	৫৸৵০—৬।৵০

গ্যালভানাইজড ঢেউতোলা টীন—

২২ গেজ ৬ হইতে ১০ ফুট	১১।৵০
২৪ গেজ ,, ,,	১০৸৵০
২৬ গেজ ,, ,,	১২
২৪ গেজ আর, পি, ডি, মাকা	১২৸৶০
২৪ গেজ গাঃ প্লেন শীট—	১১।৵০
২৬ গেজ ,, ,,	১২।০
২৮ গেজ ও ৩০ গেজ ঐ—	১৩৲—১৬৲
বাগান ঘেরা কাঁটাতার ১০০ পাউণ্ড বাঃ	৮৸০
ষ্টীল পাটী	৬৲৵—৬।০
,, বোলটু (গোল)	৬৲৵—৬।০
,, গরাদে (চৌকা)	৬৵০—৬৲।০
,, গোল রড ৶০—।৶০ সূতা ৪৸৵—৫।৵	
,, টানা রড- চৌকা ৶০—।৵০ ঐ	৫৵০—৫॥০
,, নাগুল চাল	৭৲—৭৸০
,, প্লেট—তিন সূতা মোটা পর্য্যন্ত	৭৲—৭।০
,, চাদর ৩-১৬ থানা বাণ্ডিল	৯॥৵—১০৲
স্প্রীং ষ্টীল	৮।০—৯৲
হাফ রাউণ্ড	৫৸৵—৬৲৵০
তারের পেরেক ১—৬ ইঞ্চি	৯—৯৸০
প্যাটেণ্ট পেরেক ২- ৮ ইঞ্চি	১২।০—১৫॥০
ঢালাই কড়া ১ হইতে ১০ নং	২॥০ সাট
কোদাল ৪, ৫, ৬,	৭৸৵০ ৮৸৵০ ৯৸৵০ ডঃ
ঐ তিন পাউণ্ড ৬৲ দেঃ বিঃ	৬।৵০ ,,
গ্যাঃ প্লেন বালতি ৭—১২ ইঞ্চি	২॥৶০ ৬॥৶০
ঐ রিভিট ,, ৭—১২ ইঞ্চি	২৲—৭৲ ,,
লোহার চেয়ার রডের গোল ও চৌকা	৮॥০— ,,
ঐ চালের লোহার সিট	১৫৲ ,,
ঐ ঢেউতোলা (কাঠের সিট)	১৮৲ ,,
লোহার স্ক্রুপ ॥—৩ ইঞ্চ	৴১০—॥৶০ গ্রোস
ঐ কব্জা ৭৩ নং ১॥—৪ ইঞ্চি	।১০—৸৵১০ পেঃ ডজন
গ্যাঃ তার ১৬—২২ নং (গেজ)	১২৲—১৩৲ হন্দর
গ্যাঃ রিজিং (মটকা) ১২ ইঞ্চি	।৵৫—॥৶০ পীস
গ্যাঃ গাটারিং বা ডোঙ্গা ৬ ইঞ্চি	।০—৸৶০ ,,
গ্যাঃ ক্রুপ ১॥০—২॥০ ইঞ্চি	২৩৲—২৯৲ হন্দর
গ্যাঃ ওয়াসার চাকি	১১॥০—১৬৲
গ্যাঃ বোল্ট নাট ৸—৩ ইঞ্চি	॥৵১০—১৵০ গ্রোস
ঢালাই রেলিং	৩॥০—৪॥০ হন্দর
ঐ রেন ওয়াটার পাইপ ৩ ইঞ্চি ৵১০ ঐ	৪ ইঞ্চি ।১০ ফুট
টিউব ওয়েলের জন্ম গ্যাঃ পাইপ ১॥ ইঞ্চি	।৵৫ ফুট
পাম্প ৪নং ১১॥০ ৫নং ১৪৲ ৬নং ১৬৲	
৬০—৮০ বাটখারা ৵১৫ সাট	২।০—২॥০ মণ

সন্তোষকুমার মল্লিক এণ্ড সন্স লিঃ

লৌহ ও হার্ডওয়্যার বিক্রেতা।

মীরবহর ঘাট লোহাপটী, বড়বাজার, টেলি—"লোহার মালিক" কলিকাতা

কেরোসিন

শোফ্রেক প্রত্যেক বাক্স (২ টিন)		৯৲৬
সূর্য্য মাকা	,,	৬॥০
ভিক্টোরিয়া	,,	৬৲

সোণার দর

পাকা সোণা	৩০৸৶
বড়াল	৩০৸
চিনা পাত	৩২।০

রূপার দর

রূপা প্রতি ১০০ ভরি	৫৫৵০
ঐ খুচরা	৫৵০

কোম্পানীর কাগজ

৩॥০ সুদের কাগজ	৮১৶
৩॥০ নূতন ঋণ (১৯৪৭-৫০)	৯১।০
৪৲ ,, ঋণ (১৯৬০-৭০)	৯৲
৫৲ ,, বণ্ড (১৯৩৫	১০৪॥৶০

ডিবেঞ্চার

৫৲ সুদের (১৯৫৬-৮৬) কলিকাতা পোর্ট-ট্রাষ্ট ডিবে :—	১০২॥৵০

ব্যাঙ্ক

ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক (কনট্রি)	২৯৪॥০
সেণ্ট্রাল ঐ	২২৲

কাপড় ও সূতার কল

এলগিন মিল	৪৫৲

পাট কল

হাওড়া	৫০৲
অকল্যাণ্ড	১৯৫৲
বালা	১৬২৲
বরানগর	১৫০
ক্লেবক	৩৭০
ভরট	২৪৩৲
ক্লাইভ	২৮।০
ডালহাউসী	৪০৮॥০
ডেল্টা	৪০৫৲

কৃষ্ণনগর নবদ্বীপঘাট রেলওয়ে সময়

কৃষ্ণনগর হইতে নবদ্বীপঘাট

কৃষ্ণনগর সিটি—	৬-৪৫	১০-৪৪	১৩-২২	১৭-৩৮	২০-১৬
কৃষ্ণনগর রোড—	৬-৫৬	১০-৫৫	১৩-৩৩	১৭-৪৭	২০-২৫
আমঘাটা—	৭-১৫	১১-১৩	১৩ ৫১	১৮-৩	২০-৪১
মহেশগঞ্জ—	৭-২৪	১১-২১	১৪-০	১৮-৯	২০-৪৭
নবদ্বীপঘাট—	৭-৩৩	১১-৩০	১৪-৯	১৮-১৬	২০-৫৫

বিশেষ দ্রষ্টব্য—নবদ্বীপঘাট ষ্টেশন অপেক্ষা মহেশগঞ্জ ষ্টেশন হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরের দূরত্ব অনেক কম। শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে যাহাদিগকে বাণাঘাটে ট্রেণ বদল করিতে হয়, তাঁহারা বাণাঘাটে প্রাতঃ ৫-৫০, ৮-১৪, ৯ ৪৬, ১৬-৪৮, ১৮-৩৯ এবং ০-৩২ মিনিটের সময় গাড়ী পাইবেন।

শান্তিপুর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে শান্তিপুর ষ্টেশনে ৫-৪০, ৯-২৯, ১২-২৫, ১৬-৪ এবং ১৮-৪১ মিনিটের সময় ট্রেণ পাওয়া যায়।

নবদ্বীপঘাট হইতে কৃষ্ণনগর

নবদ্বীপ ঘাট—	৫-৩৫	৯-২৫	১২-১০	১৫-৩৪	১৮-৪৫
মহেশগঞ্জ—	৫-৪৩	৯-৩৩	১২-১৯	১৫-৪২	১৮-৫৬
আমঘাট—	৫-৪৯	৯-৩৯	১২-২৬	১৫-৪৮	১৯-৫
কৃষ্ণনগর রোড—	৬-৫	৯-৫৫	১২-৪৩	১৬-৪	১৯-২৪
কৃষ্ণনগর সিটি—	৬-১৭	১০-৩	১২-৫১	১৬-১২	১৯-৩৫

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্‌ হইতে—ডাঃ কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম ভক্তিশাস্ত্রী এল. এম. এফ্‌ কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক
— পারমার্থিক পত্র —
শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশ
তনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনম্
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং
প্রেমা পুমর্থো মহান্
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং
তত্রাদরো নঃ পরঃ॥

৮ম বর্ষ | ২৭শে দামোদর গৌরাব্দ ৪৪৭, ১৩ই কার্ত্তিক বঙ্গাব্দ ১৩৪০, ৩০শে অক্টোবর ইং ১৯৩৩, সোমবার | ২০০তম সংখ্যা

পাটনায় শ্রীল প্রভুপাদ

গৌড়ীয়াচার্য্যবর্য্য প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর স্বীয় অনুগম্পিত মহামহোপদেশক আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ ভাগবতরত্ন ভক্তিশাস্ত্রী, মহামহোপদেশক পণ্ডিতপ্রবর শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব বিদ্যাভূষণ বি-এ প্রমুখ কতিপয় পার্ষদসহ গত ২৬শে অক্টোবর বৃহস্পতিবার রাত্রি ৮॥ টার সময় পাঞ্জাব-মেলে পাটনায় শুভবিজয় করিয়াছেন। যাত্রাকালে কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠে ও হাওড়া ষ্টেশনে অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তি আচার্য্যবর্য্যের শ্রীপাদপদ্ম বন্দনা করিয়াছেন। ট্রেণ পাটনা-ষ্টেশনে উপস্থিত হইলে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি মহারাজ, মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ অতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী ভক্তিসারঙ্গ, উপদেশক শ্রীপাদ হয়গ্রীব ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীপাদ শ্রীরূপপ্রসঙ্গ দাসাধিকারী প্রমুখ অনেক সজ্জন সমস্বরে গুরু-গৌরাঙ্গের জয় ও আচার্য্যকুল-মুকুটমণি শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের শুভ-বিজয়ের জয়-ধ্বনিতে ষ্টেশনটী মুখরিত করেন। তৎপর গোস্বামী প্রভুপাদের পাদপদ্মে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিয়া ভক্তবৃন্দ সপার্ষদ শ্রীজগদ্‌গুরুবরকে সুসজ্জিত মোটর-যানে পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট সুরম্য গৃহে লইয়া যান। বহু ব্যক্তি তাঁহার শ্রীচরণ-দর্শনে যাইতেছেন এবং উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তিগণ তাঁহার শ্রীমুখে হরিকথা শ্রবণ করিয়া কৃতার্থ হইতেছেন।

প্রদর্শনীর কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ

গোস্বামী মহারাজ অনুষ্ঠীয়মান 'সৎশিক্ষা-প্রদর্শনী'র কার্য্য-সম্বন্ধে সেবকগণকে নানাবিধ উপদেশ প্রদান এবং তাঁহাদের কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিয়া তাঁহাদের উৎসাহ বর্দ্ধন করিতেছেন। শ্রীধাম মায়াপুর, কুরুক্ষেত্র, কলিকাতা, ঢাকা প্রভৃতি স্থানে 'সৎশিক্ষা-প্রদর্শনী' যে-রূপ সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছিল, আশা করা যায় পাটনা সহরেও সেই প্রকার সাফল্যমণ্ডিত হইবে। এখানে অনেক নূতন বিষয় প্রদর্শিত হইবে। প্রদর্শনী-উন্মোচনের পূর্ব্বেই প্রদর্শনীর বিষয়গুলির সংক্ষিপ্ত বিবরণ আমরা প্রকাশ করিতে যত্নপর হইব। নভেম্বরের মাঝামাঝি প্রদর্শনী-উন্মোচনের সম্ভাবনা।

লণ্ডনের সংবাদ

লণ্ডন হইতে শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচার-সম্বন্ধে গত বিমানডাকে যে-সকল সংবাদ আসিয়াছে তাহার কিছু অংশ অদ্য প্রকাশিত হইতেছে। অবশিষ্টাংশ পরে প্রকাশিত হইবে।

'লর্ড আর্কবিশপ অব্ ইয়র্ক' মহোদয় গত ২রা অক্টোবর (১৯৩৩) বেলা ১টার সময় লণ্ডনগৌড়ীয়মঠের মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিপাদ শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন মহারাজকে 'লর্ডস্ টাওয়ার ল্যামবেথ্ প্যালেস্' নামক স্থানে আহ্বান করিয়া শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভুর শিক্ষামৃত শ্রবণ করিয়াছেন। ত্রিদণ্ডিপাদের সহিত লর্ড আর্কবিশপ মহোদয়ের ১ ঘণ্টা ১০ মিনিট কাল ধর্ম্ম-সম্বন্ধে আলোচনা হইয়াছে।

লর্ড আর্কবিশপ মহোদয়ের বিভিন্ন প্রশ্নের মধ্যে তিনটী প্রশ্ন ছিল—(১) রাজনীতিতে পরমেশ্বরের স্থান কোথায়? (২) বিগত যুরোপীয় মহাসমরের জন্য পরমেশ্বর কতটা দায়ী? (৩) জাগতিক অসংখ্য উৎপাত ও বিঘ্নের কারণ কি? পরমার্থ-রাজ্যের অধিবাসিগণের নিকট ঐ প্রশ্নত্রয় নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর হইলেও উহার সমাধান করিতে দৈহিকসর্ব্বস্ববাদিগণের মস্তক বিশেষরূপে আলোড়িত হয়। ত্রিদণ্ডিপাদ শ্রীগুরুদেবের শ্রীমুখ হইতে ঐ প্রশ্নত্রয়ের যে বাস্তব-সমাধান শ্রবণ করিয়াছেন, সেই শ্রৌত-সিদ্ধান্ত অতি সংক্ষিপ্তরূপে বর্ণন করেন। লর্ড আর্কবিশপ মহোদয় তচ্ছ্রবণে অতিশয় আনন্দ প্রকাশ করিয়াছেন।

পরমেশ্বরে মানব-ধর্ম্মের আরোপ সম্বন্ধীয় (Anthropomorphic) কোন বিচার খৃষ্ট-ধর্ম্মে গৃহীত হইয়াছে কিনা, এই প্রশ্নটী ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ বন মহারাজ লর্ড আর্কবিশপ অব্ ইয়র্ক মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি তদুত্তরে বলেন—খৃষ্টধর্ম্ম ন্যূনাধিক উক্ত বিচার স্বীকার করেন। তখন স্বামীজী মহারাজ তাঁহাকে বিভিন্ন যুক্তিদ্বারা বুঝাইয়া দেন যে, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-মহাপ্রভুর প্রচারিত সিদ্ধান্ত বা সনাতন-বৈষ্ণবধর্ম্মে ঐরূপ বিচারের কোন লেশমাত্রও নাই; অপ্রাকৃত অবতার-সিদ্ধান্ত 'পরমেশ্বরে মানব-ধর্ম্মারোপবাদ বা জন্তুধর্ম্মারোপবাদ' হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্।

লর্ড বিশপ মহোদয় জিজ্ঞাসা করেন—ভগবন্নাম কিরূপে সাধন ও সাধ্য বা উপায় ও উপেয় হইতে পারে? স্বামীজী মহারাজ শ্রীগুরুপাদপদ্ম হইতে এতদ্বিষয়ে শ্রীমন্মহাপ্রভুর যে সিদ্ধান্ত শ্রবণ করিয়াছেন, তাহা সংক্ষিপ্ত ও সুন্দর যুক্তিদ্বারা বুঝাইয়া দেন।

গত ৩রা অক্টোবর (১৯৩৩) 'লণ্ডন-টাইমস্' পত্রের সম্পাদক মিঃ এফ্, এইচ, ব্রাউন সি-আই-ই, 'ইণ্ডিয়ান-সোসাইটী'র সেক্রেটারী মিঃ এফ্, এইচ্, পি, রিচ্‌টার এম্-এ ও মিঃ এফ্, জি, প্রাট সি-এস-আই, আই-সি-এস মহোদয়গণ লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠে উপস্থিত হইয়া প্রচারকগণের মুখে অনেকক্ষণ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের বাণী শ্রবণ করিয়াছেন। তাঁহারা সকলেই শ্রীকৃষ্ণনাম-মহিমা শ্রবণ করিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছেন এবং বলিয়াছেন যে, গৌড়ীয়-বৈষ্ণবধর্ম্ম সম্বন্ধে এত অধিক শুনিবার আছে যে, তাঁহারা বহু বৎসর যাবৎ যদি শ্রীগৌড়ীয় মঠের প্রচারক ও তাঁহাদের পূজ্যপাদ আচার্য্যদেবের নিকট হইতে এই সকল কথা শ্রবণ করিবার অবকাশ লইতে পারেন, তবেই তাঁহাদের এসকল বিষয়ে প্রকৃতভাবে উপলব্ধি করিবার সুযোগ হইবে। তাঁহারা আরও বলিয়াছেন যে, নামতত্ত্ব-সম্বন্ধে এরূপভাবে আলোচনা যুরোপ বিশেষতঃ ইংলণ্ডে এই প্রথম। বৈষ্ণব ধর্ম্মে এত নূতন, সুগভীর ও উচ্চতত্ত্বের আলোচনা আছে, ইহা তাঁহারা পূর্ব্বে কল্পনাও করিতে পারেন নাই।

মিঃ প্রাট বোম্বাইর ভূতপূর্ব্ব ম্যাজিষ্ট্রেট এবং ইংলণ্ডের একজন বিশিষ্ট দার্শনিক বলিয়া প্রসিদ্ধ। 'লণ্ডন-টাইমস'এর সম্পাদক মিঃ ব্রাউন মহাশয় তাঁহাকে শ্রীমঠের গ্রন্থাদি হইতে গৌড়ীয়মঠের প্রচারিত দার্শনিক তত্ত্ব-সমূহ আলোচনা করিবার জন্য অনুরোধ করিয়া বলিয়াছেন যে, মিঃ প্রাটের ন্যায় দার্শনিক পণ্ডিত এবিষয়ে গভীরভাবে আলোচনা করিলে ইংরেজ জনসাধারণের মধ্যে এসকল কথা আরও অধিকতর বিস্তারিত হইতে পারিবে। বস্তুতঃপক্ষে প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবাবৃত্তিসহ আচার্য্যাচরণ আশ্রয়-পূর্ব্বক শ্রীনাম-সেবায় নিযুক্ত হইলে লব্ধজ্ঞান নামসেবীর হৃদয়ে স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত শ্রীনাম তদীয় আচারবান্ সেবকদ্বারা স্বীয় মহিমা প্রচার করেন।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

২৭ দামোদর, সর্ব্বশিব সঙ্কর্ষণ

নাগপত্নীগণের স্তব

গত কল্য আমরা কালিয়নাগ যে প্রকারে শ্রীকৃষ্ণের অহৈতুকী কৃপায় তদীয় পাদপদ্ম শিরে ধারণের সৌভাগ্য লাভ করিয়াছেন, তাহা বর্ণন করিয়াছি। কালিয়নাগের পূর্ব্ব-নিবাস ও তথা হইতে যামুনহ্রদে আগমনের কারণ প্রভৃতি জানিবার জন্য পাঠকের কৌতূহল স্বাভাবিক। তাই আমরা এক্ষণে তৎসম্বন্ধে কিছু আলোচনা করিতেছি।

———

কালিয়নাগের নিবাস রমণক-দ্বীপে। সেই স্থানটী সর্পগণের বাসস্থান। পূর্ব্বকালে মনুষ্যগণ প্রতিমাসে এই রমণক-দ্বীপের বৃক্ষমূলে নাগগণের ভোজনার্থ উপহার রাখিত। নাগগণও আত্মরক্ষার্থ সেই উপহারের নিজ নিজ অংশ পূর্ণিমা ও অমাবস্যায় মহাত্মা গরুড়কে প্রদান করিত। কদ্রুনন্দন কালিয় স্বীয় বিষ ও বাহুবলে গর্ব্বিত হইয়া গরুড়কে অবহেলা করিয়া নিজেই সেই সকল উপহার ভোজন করিত। তচ্ছ্রবণে মহাশক্তিশালী গরুড় অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া মহাবেগে কালিয়কে বধ করিবার নিমিত্ত আগমন করিলেন। গরুড়কে ঐরূপভাবে আসিতে দেখিয়া কালিয়নাগও স্বীয় শত ফণা উন্নত করিয়া তাঁহার প্রতি ধাবিত হইল এবং বিষদন্ত-দ্বারা তাঁহাকে দংশন করিতে লাগিল। বিষ্ণুবাহন প্রচণ্ডবেগ মহাবল গরুড় তখন ক্রোধে কালিয়কে বাধা দিয়া স্বীয় সুবর্ণবর্ণ বাম-পক্ষ-দ্বারা প্রহার করিতে লাগিলেন। কালিয় তখন অত্যাক্ষোপায় হইয়া অতি বিহ্বলচিত্তে গরুড়ের অগম্য ও দুষ্প্রবেশ্য যামুন-হ্রদে প্রবেশ করিয়া লুকাইয়া রহিল। ঐস্থান গরুড়ের অগম্য হইবার কারণ এই যে, কোন সময় গরুড় যমুনাতে আগমন করিয়া মৎস্য-ভক্ষণে প্রবৃত্ত হইলে সৌভরী ঋষি উহা নিবারণ করেন কিন্তু ক্ষুধার্ত্ত গরুড় ঋষির নিষেধ অগ্রাহ্য করায় তিনি গরুড়কে এই অভিশাপ দেন যে, যদি গরুড় তথায় পুনরায় আগমন করে তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ প্রাণত্যাগ করিবে। কালিয়নাগ সৌভরী-ঋষি-প্রদত্ত ঐ অভিশাপ অবগত ছিল। তাই সে নির্ভয়ে বাস করিতে থাকিল।

খলের স্বভাব এই যে, মর্ম্মান্তিক বাধা না পাইলে সে অন্যের অনিষ্ট-সাধনে নিযুক্ত থাকে। কালিয়নাগেরও সেই অবস্থাই হইয়াছিল। ব্রজধাম শ্রীকৃষ্ণের বিহার-স্থল; তথায় কোন খলের প্রাধান্য সম্ভবপর নহে। যাহারা খলতার বাহাদুরী-প্রদর্শন-কল্পে তথায় অবস্থান করে, অচিরেই তাঁহাদের বিষদন্ত বিনষ্ট হয় এবং ব্রজধাম হইতে তাহারা নিষ্কাশিত হয়—এই উদাহরণটী আমরা কালিয়নাগের বিবরণ হইতে স্পষ্টই দেখিতে পাই। কালিয়নাগের বিষে যখন যমুনার জল বিষাক্ত হইয়া পড়িয়াছিল তখন ব্রজজন-জীবন শ্রীকৃষ্ণ ব্রজবাসিগণের অসুবিধা দূর করিবার জন্য কালিয়কে দমন করেন।

শ্রীকৃষ্ণ যখন কালিয়নাগকে পরাজিত করিয়া তাহার শিরোপরি নৃত্য করিতে লাগিলেন তখন নাগপত্নীগণ নিজ নিজ শিশুগণকে অগ্রবর্ত্তী করিয়া পাপী স্বামীর মুক্তি-কামনায় সর্ব্বভূতপতি সর্ব্বশরণ শ্রীকৃষ্ণের শরণাগত হইয়া ভূলুণ্ঠিতভাবে প্রণামপূর্ব্বক প্রার্থনা করিতে লাগিল—"হে দেব! দুষ্টদমনের জন্যই আপনি ভূতলে অবতীর্ণ হইয়াছেন অতএব আমাদের পাপাচারী, স্বামীর প্রতি এই শাস্তি যোগ্যই হইয়াছে। আপনি শত্রু ও মিত্র উভয়ের প্রতি সমদর্শী, উভয়েরই ভবিষ্যৎ-মঙ্গল-বিধানের জন্য দণ্ড প্রদান করিয়া থাকেন। আপনার দণ্ড নিশ্চিতভাবে পাপিগণের পাপ নাশ করিয়া থাকে, সুতরাং আপনি দণ্ড-প্রদান দ্বারা আমাদিগকে অনুগ্রহই করিয়াছেন। বিশেষতঃ আমাদের এই স্বামী যে-পাপে সর্পত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন সেই পাপ নাশ করায় আপনার ক্রোধকেও আমরা অনুগ্রহই মনে করিতেছি। সম্মানাদির দ্বারা জীব-সমূহকে সন্তুষ্ট করিলে সর্ব্বজীবস্বরূপ আপনি সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন। আমাদের এই স্বামী পূর্ব্ব-জন্মে অমানী ও মানদ হইয়া কোন তপস্যা কিম্বা সর্ব্বজীবের হিত-বুদ্ধিতে নিশ্চয়ই কোন ধর্ম্ম আচরণ করিয়াছেন যাহার ফলে আজ আপনার অনুগ্রহ লাভ করিলেন।

হে দেব! যে পদরেণু-লাভের আশায় লক্ষ্মীদেবী বিষয়ান্তর পরিত্যাগ পূর্ব্বক চির-কাল ব্রতশীলা হইয়া তপস্যা করিয়াছিলেন, এই কালিয় কোন্ পুণ্য-প্রভাবে সেই চরণ-রেণু-লাভের অধিকারী হইল তাহা আমরা বুঝিতে পারিতেছি না। আপনার পদরজঃ-প্রাপ্ত জনগণ স্বর্গ-লোক, সার্ব্বভৌমপদ, ব্রহ্ম-পদ, পৃথিবীর আধিপত্য, যোগসিদ্ধি কিম্বা মোক্ষ-লাভ-বাসনাও করেন না। হে প্রভো, যে-পদরজঃ বাঞ্ছা করিয়া সংসারচক্রে ভ্রমণ-শীল ব্যক্তিগণও উৎকৃষ্ট ফল প্রাপ্ত হয়, ক্রোধ-পরবশ তমোগুণোদ্ভূত এই সর্পরাজ আজ সেই ব্রহ্মাদির দুর্ল্লভ ধন প্রাপ্ত হইল। অচিন্ত্য-ঐশ্বর্য্যাদি-গুণসম্পন্ন আপনাকে নমস্কার।

———

"আপনি সর্ব্বজীবের অন্তর্যামী, সর্ব্বব্যাপক ও আকাশাদি সর্ব্বভূতের আশ্রয়-স্বরূপ, যেহেতু আকাশাদি ভূতসৃষ্টির পূর্ব্বেও আপনি বর্ত্তমান ছিলেন; সর্ব্বকারণ-স্বরূপ হইয়াও সর্ব্বকারণাতীত তুরীয় বস্তু, নির্গুণ, নির্ব্বিকার, চিন্মাত্র ব্রহ্মস্বরূপ ও প্রকৃতি-প্রবর্ত্তক অনন্তশক্তিযুক্ত পরমাত্মস্বরূপ জ্ঞান-বিজ্ঞান-নিধি আপনাকে নমস্কার। অনন্তশক্তিত্ব-হেতু আপনি কালস্বরূপ অর্থাৎ সৃষ্ট্যাদির কারণ ও কাল-শক্তির আশ্রয়। আপনি কালের অবয়ব অর্থাৎ সৃষ্ট্যাদি সমবায়ের সাক্ষী; আপনি বিশ্বরূপ এবং দৃশ্য বিশ্বের দ্রষ্টা, কর্ত্তা ও নিখিল-কারণ।

"আপনি পঞ্চ মহাভূত, পঞ্চ তন্মাত্র, দশ ইন্দ্রিয়, দশ বা পঞ্চ প্রাণ, মন, বুদ্ধি ও অহ-ঙ্কার—এই সকল স্থূল ও সূক্ষ্ম জড়বস্তুর চৈতন্য প্রদান বা প্রবর্ত্তন করেন। এতদ্-ব্যতীত ত্রিগুণাত্মক অভিমান দ্বারা চেতন-স্বাংশভূত জীবসমূহের স্ব-স্বরূপানুভূতির আচ্ছাদনও আপনা কর্ত্তৃকই হইয়া থাকে। আপনি দেশ, কাল ও সীমার অতীত, অপরিচ্ছিন্ন-স্বরূপ। আপনি জড় দৃশ্য-বস্তুর অন্যতম নহেন বলিয়া দুর্জ্ঞেয়; বিকার-শূন্য বলিয়া কূটস্থ ও সর্ব্বজ্ঞ। আপনিই স্বীয় বহিরঙ্গা মায়াদ্বারা 'অস্তি', 'নাস্তি' প্রভৃতি নানাপ্রকার সৎ ও অসৎ সিদ্ধান্তের প্রকাশক। আপনিই শব্দ ও অর্থের বহুবিধ শক্তির মূল-কারণরূপে প্রতীয়মান হইয়া থাকেন; আপনাকে নমস্কার।

———

"আপনি চক্ষু প্রভৃতি ইন্দ্রিয়সমূহের ইন্দ্রিয়-স্বরূপ ও স্বয়ং স্বতঃসিদ্ধজ্ঞান-স্বরূপ, অথবা আপনিই শ্রীমদ্ভাগবত-স্বরূপ ও ভাগবত-প্রকাশক বেদব্যাস-স্বরূপ। আপনা হইতেই সমস্ত শাস্ত্রের উৎপত্তি হইয়াছে বলিয়া আপনি শাস্ত্র-যোনি বা শাস্ত্র-প্রবর্ত্তক, প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তিমূলক নিগম-শাস্ত্রস্বরূপ। আপনাকে নমস্কার, নমস্কার। বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ—এই চতুর্ব্যূহাত্মক শ্রীকৃষ্ণকে নমস্কার।

"আপনি বুদ্ধ্যাদির অধিষ্ঠাতৃস্বরূপ সঙ্কর্ষণ প্রভৃতি চতুর্মূর্ত্তিতে চিত্ত প্রভৃতির প্রকাশক। আপনি উপাসকগণের প্রতীতি অনুসারে ফল-বৈচিত্র্য প্রদানার্থ স্ব-স্বরূপ আচ্ছাদিত করিয়া নানারূপে প্রকাশমান হ'ন। চিত্তাদির অধ্যবসায় প্রভৃতি বৃত্তিদ্বারা আপনি কথঞ্চিৎ অনুমিত হন, যেহেতু আপনি গুণসমূহের দ্রষ্টা ও প্রত্যক্ষাদি জ্ঞানের অগোচর; আপনাকে নমস্কার।

— —

"আপনার মহিমা অতর্ক্য। আপনি সর্ব্বকার্য্যের উৎপত্তি ও প্রকাশের হেতুরূপে অনুমিত হ'ন, কিন্তু সাক্ষাৎকার হ'ন না। হে হৃষীকেশ, 'আবাক্যনাদর' - এই শ্রুতি-বচনানুসারে আপনি মৌন ও আত্মারাম; আপনাকে নমস্কার।

"আপনি স্থূলসূক্ষ্ম ভূতসমূহের গতি অবগত আছেন। আপনি সর্ব্বাধিষ্ঠাতৃস্বরূপ, আপনি অবিশ্ব ও বিশ্বস্বরূপ অর্থাৎ পণ্ডিতগণ 'ইহা নয়', 'ইহা নয়', বলিয়া অতৎ নিরসন করিতে করিতে অবশেষে তৎস্বরূপ আপনাকে প্রাপ্ত হইয়া থাকেন; আবার আপনি "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম (এই পরিদৃশ্যমান বিশ্বই ব্রহ্ম) এইরূপ বিশ্বের বিবর্ত্তস্থল অর্থাৎ বিবর্ত্ত-বাদিগণ অতৎস্বরূপ বিশ্বকে তৎস্বরূপ ব্রহ্ম বলিয়া থাকেন। যে-বস্তু যাহা নহে তাহাকে সেই বস্তু বলিয়া সিদ্ধান্ত করাই বিবর্ত্ত বা অধ্যাস। আর অনিত্য বলিয়া কার্য্যের নিত্যত্ব ও কারণের নিত্যত্ব—অপবাদ-সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত; বস্তুতঃ আপনি—পূর্ব্বোক্ত অধ্যাস ও অপবাদের সাক্ষিস্বরূপ এবং মূল কারণ; আপনাকে নমস্কার।

———

"অনাদিকাল শক্তিধারী আপনি নিরীহ হইয়াও প্রধানের প্রতি ঈক্ষণপূর্ব্বক গুণের দ্বারা কল্পান্তে লয়প্রাপ্ত বিশ্বগত জীবসমূহের শান্তত্ব, ঘোরত্ব, মূঢ়ত্ব প্রভৃতি সেই সেই পূর্ব্ব-স্বভাব জাগরিত করিয়া এই বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহারাদি করিয়া থাকেন; আপনার প্রকৃতি-ঈক্ষণরূপ লীলা অব্যর্থা। এই ত্রিলোক-মধ্যে শান্ত, অশান্ত ও মূঢ় সকল ব্যক্তিই আপনার অংশ, তথাপি সম্প্রতি ধর্ম্মরক্ষা ও সজ্জন-পালনার্থ অবতীর্ণ আপনার নিকট শান্তগণই প্রিয়-পাত্র। হে শান্তাত্মন্! আমাদের ভর্ত্তা বা পালক ও আপনার পুত্রতুল্য পাল্য এই সর্প যে অপরাধ করিয়াছে তাহা একবার সহ্য করা উচিত; কেন না, সে মূঢ়তা-প্রযুক্ত ত্বদীয় প্রভাব অবগত নহে, তাই অজ্ঞের অপরাধ ক্ষমার্হ। হে ভগবন্! অনুগ্রহ করুন্। আপনার ভারে নিপীড়িত হইয়া এই সর্প প্রাণত্যাগ করিতেছে। সাধুগণের অনুকম্পার পাত্রী এই স্ত্রীগণকে পতিরূপ প্রাণ প্রদান করুন্। আপনার আদেশে জীব শ্রদ্ধাপূর্ব্বক যে কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া সর্ব্ব-ভয় হইতে মুক্ত হয়, আপনার দাসীস্বরূপ আমাদের প্রতি তাদৃশ কার্য্যের আদেশ করুন।"

———

শ্রীভগবান্ ভক্তবাঞ্ছাকল্পতরু ও তদগত-চিত্তে তাঁহার নিকট কোন প্রার্থনা করিলে তাহা বিফল হইবার নহে। নাগপত্নীগণের প্রার্থনাও বিফল হইল না। শ্রীভগবান্ নাগপত্নীগণের স্তবে সন্তুষ্ট হইয়া স্বীয়পাদ-প্রহারে ভগ্নমস্তক ও মূর্চ্ছিত কালিয়কে পরিত্যাগ করিলেন। দুর্ব্বল কালিয় ক্রমশঃ ইন্দ্রিয় ও প্রাণে শক্তি লাভ করিয়া অতি কষ্টে নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলি-সহকারে শ্রীকৃষ্ণের স্তব করিতে লাগিলেন—"হে নাথ! আমরা সর্পজাতি, জন্ম হইতেই খল, তমঃ-প্রকৃতি ও ক্রোধশীল। আমাদের স্বভাব দুষ্পরিহরণীয় সুতরাং উহা দুষ্পরিহার্য্য। হে বিধাতঃ! আপনিই ত্রিগুণস্বভাব, বীর্য্য, ওজ, যোনি, বীজ, আশয় ও আকৃতিযুক্ত

এই গুণজাত বিশ্বের সৃষ্টি করিয়াছেন। হে ভগবন্! হে সত্যময়! এই বিচিত্রজগতে আমরা সর্পজাতি জন্মাবধি অতিশয় কোপন-স্বভাব। অতএব মুগ্ধচিত্ত আমাদের পক্ষে আপনার দুত্যজা-মায়া-পরিত্যাগ সম্ভব নহে। মায়া-পরিত্যাগ বিষয়ে আপনিই একমাত্র কারণ অর্থাৎ আপনার কৃপা ভিন্ন কেহই মায়া পরিত্যাগ করিতে সমর্থ নহে। অতএব আমাদের প্রতি অনুগ্রহ বা নিগ্রহ যাহা করিতে হয় করুন।"

শ্রীল স্বরূপদামোদর

[লেখিকা কুমারী অসীমা বসু]

(১)

গৌরগণোদ্দেশদীপিকায় শ্রীল স্বরূপ-দামোদর প্রভুর সম্বন্ধে এইরূপ লিখিত আছে,—

'কলামশিক্ষয়দ্ রাধাং যা বিশাখা
ব্রজে পুরা।'
সাদ্য স্বরূপগোস্বামী তত্তদ্ভাববিলাসবান্ ॥

শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী বলিয়াছেন,—

পাণ্ডিত্যের অবধি, বাক্য নাহি কারো সনে।
নির্জ্জনে রহয়ে, সব লোক নাহি জানে ॥
কৃষ্ণ-রসতত্ত্ববেত্তা, দেহ—প্রেমরূপ।
সাক্ষাৎ মহাপ্রভুর দ্বিতীয়-স্বরূপ ॥
সঙ্গীতে গন্ধর্ব্ব-সম শাস্ত্রে বৃহস্পতি।
দামোদর-সম আর নাহি মহামতি ॥
অদ্বৈত-নিত্যানন্দের পরম প্রিয়তম।
শ্রীবাসাদি ভক্তগণের হয় প্রাণসম ॥
—চৈঃ চঃ মধ্য ১০ অঃ।

———

স্বরূপ মহাপ্রভুর দ্বিতীয়-দেহ-তুল্য। আবার মহাপ্রভুও স্বরূপ গোস্বামীর প্রাণ-স্বরূপ। সন্ন্যাসলীলায় মহাপ্রভু চতুর্ব্বিংশতি বৎসর অতিবাহিত করেন। তন্মধ্যে অষ্টাদশ বৎসর তাঁহার নীলাচলে অবস্থিতি। এই অষ্টাদশ বৎসরকাল ধরিয়া আমরা স্বরূপ-গোস্বামীকে মহাপ্রভুর পার্শ্বে দেখিতে পাই। রাধাভাবদ্যুতি সুবলিত শ্রীগৌরসুন্দর অনুক্ষণ কৃষ্ণ প্রেমে বিভাবিত; বাহ্য জ্ঞান অনেক সময়ই থাকে না। এই সময় স্বরূপদামোদরই তাঁহার শুশ্রূষায় নিযুক্ত থাকেন; এই গৌর-পার্ষদবরই মহাপ্রভুর চিত্তের ভাব-অনুযায়ী শ্রীমদ্ভাগবত ও অন্যান্য গ্রন্থের শ্লোকাবলী আবৃত্তি করিয়া তাঁহার আনন্দবিধান করেন—তাঁহার জীবন রক্ষা করেন।

———

সিদ্ধান্ত-বিরুদ্ধ ও রসাভাসদুষ্ট অর্থাৎ যাহা অচিন্ত্যভেদাভেদতত্ত্ব-বিরোধী ও যাহা বাস্তবিক রস নহে, কিন্তু রসের ন্যায় প্রতীত হইতেছে, এরূপ কোন কথা মহাপ্রভুর প্রীতিকর হয় না।

ভক্তিসিদ্ধান্ত-বিরুদ্ধ আর রসাভাস।
শুনিলে প্রভুর চিত্তে না হয় উল্লাস ॥
চৈঃ চঃ মধ্য ১০।১১৩

———

কাজেই যাঁহারা কাব্য-নাটকাদি প্রণয়ন করিয়া প্রভুকে শুনাইতে আসেন, তাঁহাদের প্রথমেই যাইতে হয় স্বরূপের কাছে, স্বরূপ তাহা পরীক্ষা করিয়া যদি সিদ্ধান্ত সম্মত বলিয়া বিবেচনা করেন, তাহা হইলে তাহা মহাপ্রভুকে শ্রবণ করান।

গ্রন্থ, শ্লোক, গীত কেহ প্রভুপাশে আনে।
স্বরূপ পরীক্ষা কৈলে প্রভু তাহা শুনে ॥
অতএব স্বরূপ-গোসাঞি করে পরীক্ষণ।
শুদ্ধ যদি হয় প্রভুরে করা'ন শ্রবণ ॥
চৈঃ চঃ মধ্য ১০।১১২, ১১৪

———

কেহ যদি স্বরূপের আনুগত্য স্বীকার না করিয়াই অহঙ্কারের বশবর্ত্তী হইয়া একেবারেই মহাপ্রভুর নিকট উপস্থিত হন, তাহ'লে প্রভু তাঁহাকে উপেক্ষা করেন, তাঁহার গ্রন্থ বা শ্লোক শ্রবণ করেন না। স্বরূপ পরীক্ষা করিয়া যাহা শুনাইবার যোগ্য বলিয়া মনে করেন কেবলমাত্র তাহাই প্রভু শ্রবণ করেন।

———

সঙ্গীত-শাস্ত্রে স্বরূপ গোস্বামীর পারদর্শিতা অসামান্য; সঙ্গীতে তিনি গন্ধর্ব্বের তুল্য। মহাপ্রভু তাঁহার সঙ্গীত-শ্রবণে প্রীত হইয়াই তাঁহার নাম-করণ করেন 'দামোদর'। সন্ন্যাসলীলার শেষ দ্বাদশ বৎসর প্রভু উৎকট কৃষ্ণপ্রেমে বাহ্যজ্ঞান-শূন্য হইয়াছিলেন। ভক্তদুঃখ-ভয়ে নিজের অন্তরের দুঃখ বাহিরে প্রকাশ করেন না বটে কিন্তু সময় সময় আর ধৈর্য্যধারণ করিতে পারেন না। দয়িত-বিরহে মহাপ্রভু উন্মাদ-তুল্য হইয়া পড়েন। তখন প্রভুর সেই অসহ্য দুঃখের দিনে—

রামানন্দের কৃষ্ণকথা স্বরূপের গান।
বিরহ-বেদনায় প্রভুর রাখয়ে পরাণ ॥
চৈঃ চঃ অন্ত্য ৬।৬

প্রভু যখন যেভাবে বিভাবিত হন, স্বরূপ তখন সেই ভাব-অনুরূপ গান করেন। বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস ও গীত-গোবিন্দ—এই তিন খানি গ্রন্থে প্রচুর বিপ্রলম্ভরসের কথা থাকায় প্রভু উহার আদর করিতেন। কাজেই স্বরূপ—

বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, শ্রীগীত-গোবিন্দ।
এই তিন গীতে প্রভুর করান আনন্দ ॥
চৈঃ চঃ মধ্য ১০।১১৫

———

রথাগ্রে নৃত্য করিবার সময় বা অন্যান্য সময়ে মহাপ্রভু নানাপ্রকার শ্লোক পড়েন। অনেক সময় প্রাকৃত কাব্য নাটকাদি হইতেও নানা শ্লোক উদ্ধার করিয়া পাঠ করেন। কোন্ ভাবে বিভাবিত হইয়া প্রভু ঐসকল শ্লোক পাঠ করেন, তাহা আর কেহ জানেন না।

সবে মাত্র স্বরূপ শ্লোকের অর্থ জানে।
শ্লোক অনুরূপ পদ করান আস্বাদনে ॥

প্রভুর হৃদয়ের কথা একমাত্র স্বরূপই জানেন। তিনি তখন মহাপ্রভুর কথিত শ্লোকের অনুরূপ পদ কীর্ত্তন করিয়া প্রভুকে আস্বাদন করান। মহাপ্রভু কঠোর সন্ন্যাস করেন দেখিয়া ভক্তগণ মনে দুঃখ পান কিন্তু কেহই কিছু বলিতে সাহস করেন না। জগদানন্দ প্রমুখ ভক্ত তাহা সহ্য করিতে না পারিয়া শয্যা, গন্ধতৈল প্রভৃতি প্রস্তুত করিয়া আনেন। স্বরূপ প্রভুর হৃদয় জানেন। তিনি জানেন প্রভু এ সকল বিলাস-দ্রব্য অঙ্গীকার করিবেন না। কাজেই যাহাতে প্রভুর অসন্তুষ্টি না হয়, আবার প্রভুর ক্লেশেরও একটু লাঘব হয়, এইরূপ দুইটারই সামঞ্জস্য রাখিয়া শয্যা প্রভৃতি প্রস্তুত করিয়া দেন, প্রভুও অগত্যা তাহা অঙ্গীকার করেন। এই সকল কারণে প্রভুর ভক্তগণের অনেকেরই স্বরূপের উপর একটু বিশেষ শ্রদ্ধা আছে, সকলেই তাঁহাকে অত্যন্ত ভালবাসেন। স্বরূপ গোস্বামীর পূর্ব্বাশ্রমের নাম—শ্রীপুরুষোত্তম আচার্য্য, ভাগীরথী তীরবর্ত্তী নবদ্বীপ-নগরে তাঁহার পূর্ব্বাশ্রম ছিল। শিশুকাল হইতেই তিনি প্রভুর সহিত থাকেন এবং প্রভুকে অত্যন্ত ভালবাসেন। প্রভু যখন সংসার ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করিলেন, তখন স্বরূপ গোস্বামী অত্যন্ত মর্ম্মাহত হইলেন। তিনি প্রভুর সন্ন্যাসিবেশ দেখিয়া সহ্য করিতে না পারিয়া কাশী চলিয়া গেলেন, সেখানে গিয়া শিখা-সূত্র-ত্যাগরূপ সন্ন্যাস গ্রহণ করিলেন। তাঁহার নাম হইল, দামোদর-স্বরূপ। যোগপট্ট লইবার যে প্রকরণ, তাহা তিনি স্বীকার করিলেন না, কারণ কোন প্রকার আশ্রম-অহঙ্কার বৃদ্ধি করিবার জন্য তিনি সন্ন্যাস-গ্রহণ করেন নাই, নির্জ্জনে কৃষ্ণ-ভজন করাই তাঁহার সন্ন্যাস-গ্রহণের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল।

সন্ন্যাস লইয়া স্বরূপ গুরুর আজ্ঞা লইয়া নীলাচলে আসিলেন। নীলাচলে আসিয়া তিনি নির্জ্জনে অবস্থান করিতে লাগিলেন। তিনি নিরন্তর কৃষ্ণপ্রেমে মগ্ন। কাহারও সহিত বাক্যালাপ করেন না; কাজেই সাধারণ লোকে তাঁহাকে জানিতে পারে নাই। মহাপ্রভু দক্ষিণ হইতে ফিরিয়া আসিয়া যখন কাশীমিশ্রের গৃহে অবস্থান করিতেছেন তখন একদিন স্বরূপ আসিয়া প্রভুর পদপ্রান্তে উপনীত হইয়া প্রভুর পদধারণপূর্ব্বক কহিলেন,—

হেলোদ্ধূলিত-খেদয়া বিশদয়া প্রোন্মীল-
দামোদয়া শাম্যচ্ছাস্ত্রবিবাদয়া রসদয়া চিত্তা-
র্পিতোন্মাদয়া।
শশ্বদ্ভক্তিবিনোদয়া স-মদয়া মাধুর্য্যমর্য্যাদয়া
শ্রীচৈতন্যদয়ানিধে, তব দয়া
ভূয়াদমন্দোদয়া ॥
চৈঃ চঃ মধ্য ১০। ১১৯

—হে দয়ানিধে শ্রীচৈতন্যচন্দ্র, যাহা হেলায় সমস্ত খেদ দূর করে, যাহাতে সমস্ত নির্ম্মলতা আছে, যাহাতে পরমানন্দ প্রকাশিত হয়, যাহার উদয়ে শাস্ত্রবিবাদ শেষ হয়, যাহা রস-বর্ষণদ্বারা চিত্তের উন্মত্ততা বিধান করে, যাহার ভক্তিবিনোদন-ক্রিয়া সর্ব্বদা সমতা প্রদান করে, মাধুর্য্য-মর্য্যাদা দ্বারা তোমার অতি বিস্তারিণী সেই শুভদা দয়া আমার প্রতি উদিত হউক্।

———

মহাপ্রভু স্বরূপকে পদপ্রান্ত হইতে উঠাইয়া আলিঙ্গন করিলেন। প্রভু ও ভৃত্য উভয়েই উভয়ের প্রেমে আনন্দে অচেতন। স্বরূপ অনেকদিন পরে প্রভুকে পাইয়াছেন, প্রভুও বহুকাল পরে প্রিয় সেবককে ফিরিয়া পাইলেন। কাজেই আনন্দে আর কাহারও বাহ্য-জ্ঞান নাই। কতক্ষণ পরে উভয়েই কিছু স্থির হইলে প্রভু কহিলেন,—"স্বরূপ, তুমি যে আজই আসিবে, তাহা আমি স্বপ্নে জানিতে পারিয়াছি। তুমি আসিয়াছ ভালই হইল, এতদিন তোমার বিরহে আমি অন্ধবৎ ছিলাম, আজি তোমাকে পাইয়া আমার মনে হইতেছে, আমি যেন দুই চক্ষু ফিরিয়া পাইলাম।" ভক্তশিরোমণি দামোদর দৈন্য-প্রকাশপূর্ব্বক প্রত্যুত্তর করিলেন,—

"প্রভো, তুমি আমাকে ক্ষমা কর। তোমার চরণে আমার বিন্দুমাত্রও রতি হয় নাই তাই তোমাকে ছাড়িয়া অভাগা আমি অন্যত্র চলিয়া গিয়াছিলাম। প্রভো আমি অপরাধী, আমি তোমাকে ছাড়িয়া গিয়াছিলাম, কিন্তু তুমি আমাকে ত্যাগ কর নাই, তাই আমাকে তোমার নিকট পুনরায় টানিয়া আনিলে, এই বলিয়া স্বরূপ নিত্যানন্দ, অদ্বৈত, সার্ব্বভৌম প্রভৃতির চরণ-বন্দন ও যথাযোগ্য আলিঙ্গন বন্দনাদি করিলেন। প্রভু তাঁহার জন্য একটী নিভৃত বাসস্থান ও একটী ভৃত্য নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিলেন।

———

শ্রীযোগপীঠে বক্তৃতা

গত পঞ্চমী-দিবস ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউটের বোর্ডিং-এর ছাত্রবৃন্দের যে সাপ্তাহিক অধিবেশন শ্রীযোগপীঠে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল, তাহাতে উক্ত বিদ্যালয়ের সুযোগ্য প্রধান-শিক্ষক শ্রীযুক্ত কিশোরী মোহন ভক্তি-বান্ধব মহোদয় একটী সারগর্ভ বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন, উক্ত বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া শিক্ষক ও ছাত্রমণ্ডলী অতিশয় আনন্দিত হইয়াছেন।

শুদ্ধভক্তি গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। ভাষ্যসহ বিরাট শ্রীচৈতন্যভাগবত
২। শ্রীমদ্ভাগবতম্‌,—সমগ্র ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্যন্ত ২৮৲
একাদশ স্কন্ধ হইতে শেষ পর্যন্ত ।৶০
৩। ভাষ্যদ্বয়সহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (৪র্থ সংস্করণ) ৫৲
৪। ভাগবতার্ককুসুমাঞ্জলি (বাঁধা) ১৲
৫। গৌড়ীয়-গৌরব ।৶০
৬। গৌড়ীয়-সাহিত্য ।৶০
৭। ভজনরহস্য ॥০
শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্‌ ৩
শ্রীনবদ্বীপশতকম্‌ (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৯। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ)
ঐ (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
১০। গীতা (শ্রীচক্রবর্তি টীকাসহ)
ঐ (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
১১। গীতার কেবল মাধ্ব-ভাষ্য ॥০
১২। যুক্তিমল্লিকা গুণসৌরভঃ সানুবাদ (মাধ্ব) ২৲
১৩। বেদান্ততত্ত্বসার সানুবাদ (রামানুজীয়) ॥০
১৪। জৈবধর্ম্ম ২৲
১৫। শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৬। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১৭। প্রেমবিবর্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ॥৶০
ঐ (বাঁধা) ৸০
১৮। দ্বীপ-দিগ্‌দর্শন ৶০
১৯। সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ) ।৶০
২০। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ॥০
ঐ (আবাঁধা) ।৶০
২১। নবদ্বীপধাম গ্রন্থমালা ৸০
২২। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৶০
২৩। গীতমালা ৴১০
২৪। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৵০
২৫। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৵০
২৬। নবদ্বীপ পঞ্জিকা (৪৪৭ গৌরাব্দ) ৶০
২৭। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
২৮। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা-দর্পণ ।০
২৯। শরণাগতি ৴০
৩০। গীতাবলী ৴০
৩১। চিত্রে নবদ্বীপ ॥০
৩২। সাধনকণ ৴০
৩৩। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৴০
৩৪। নবদ্বীপশতক ৴০
৩৫। অর্থপঞ্চক ৴০
৩৬। সদাচারস্মৃতিঃ ৴০
৩৭। কল্যাণকল্পতরু (৫ম সংস্করণ) ৴১০
৩৮। অর্চ্চনকণ ।১০
৩৯। সাধককণ্ঠমালা (বাঁধা) ৸০
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৪০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (প্রথম চারিখণ্ড) ৩৲
৪১। ব্রহ্মসংহিতা ॥০
৪২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৪৩। মণিমঞ্জরী সানুবাদ ।০
৪৪। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৪৫। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ।০
৪৬। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৪৭। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
৪৮। গৌড়ীয়মঠ কি করেন? ৴০
৪৯। ঈশোপনিষৎ (বলদেব ও মাধ্ব-ভাষ্য এবং বিবৃতি ও অনুবাদসহ) ।০
৫০। শ্রীভুবনেশ্বর ৵০
৫১। সিদ্ধান্তদর্পণ ৶০
৫২। সাংখ্যবাণী ৴০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৫৩। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী-দিগ্বিজয়ঃ ॥০
৫৪। সটীক-শিক্ষাদশমূলম্‌ ।০
৫৫। তত্ত্ব-সূত্রম্‌ ।০
৫৬। সানুবাদ-শিক্ষাষ্টকম্‌ ৶০
৫৭। গৌড়ীয়মঠস্য পরিচয়ঃ ৴০
৫৮। সারাংশবর্ণনম্‌ ৵০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৫৯। রায় রামানন্দ ॥০
৬০। নামভজন ।০
৬১। রিলেটিভ্‌ ওয়ার্ল্ড্‌স্‌ ।৶০
৬২। লাইফ্‌ য়্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্‌ অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।০
৬৩। বৈষ্ণবীজম্‌ ।০
৬৪। হোয়াট্‌ গৌড়ীয়মঠ ইজ্‌ ডুইং ৴০
৬৫। দি ভাগবত ।০
৬৬। টেরোটিক্‌ প্রিন্সিপ্‌ল্‌ য়্যাণ্ড আনেলয়েড্‌ ডিভোসন ।০
৬৭। ব্রহ্ম-সংহিতা ২৸০
৬৮। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (ভলুম ওয়ান) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৬৯। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ॥০
৭০। সাধন পথ ।০
৭১। কল্যাণ-কল্পতরু ৴১০
৭২। গীতাবলী ৴০
৭৩। শরণাগতি ৴০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৭৪। শরণাগতি

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

নদীয়া-প্রকাশপ্রাপ্তির স্থান

১। শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম-মায়াপুর, নদীয়া
২। শ্রীযোগপীঠ ঐ
৩। শ্রীবাস-অঙ্গন ঐ
৪। অদ্বৈত-ভবন ঐ
৫। কাজীর সমাধি পাট ঐ
৬। স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ, নদীয়া।
৭। শ্রীভাগবত আসন কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
৮। শ্রীএকায়ন মঠ গোবিন্দপুর, হাঁসখালী।
৯। দ্বাদশগোপাল পাট—পোঃ চাকদহ,
১০। শ্রীগৌর গদাধরমঠ—চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড়, বর্দ্ধমান
১১। শ্রীমোদদ্রুমছত্র মাউগাছি, বর্দ্ধমান
১২। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম, আমলাযোড়া, পোঃ রাজবাধ বর্দ্ধমান
১৩। শ্রীগৌড়ীয়মঠ বাগবাজার, কলিকাতা
১৪। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাকু, হাওড়া,
১৫। শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয়মঠ, ৯০নং নবাবপুর রোড্‌, ঢাকা
১৬। শ্রীগোপালজী মঠ কমলাপুর, ঢাকা।
১৭। শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ পোঃ বালিয়াটী,
১৮। শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয়মঠ ময়মনসিংহ।
১৯। শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ চিরুলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর
২০। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম গোয়ালপাড়া, আসাম
২১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ রায়পেট্টা, মান্দ্রাজ।
২২। শ্রীরামানন্দগৌড়ীয় মঠ কব্বুর, জিঃ পশ্চিম গোদাবরী
২৩। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ উড়িয়াবাজার, পোঃ বক্সীবাজার, কটক।
২৪। শ্রীত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয় মঠ ভুবনেশ্বর।
২৫। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ স্বর্গদ্বার, পুরী।
২৬। শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ আলালনাথ পোঃ ব্রহ্মগিরি, পুরী।
২৭। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ ডুমুরকুণ্ডা, পোঃ চিরকুণ্ডা, মানভূম।
২৮। শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ—কাশী।
২৯। শ্রীরূপগৌড়ীয় মঠ—এলাহাবাদ।
৩০। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ পুরাণবাজার, সরকার ঠাকুরের কুঞ্জ, বৃন্দাবন
৩১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, নিউদিল্লী
৩২। শ্রীপরমহংসমঠ—নৈমিষারণ্য,
৩৩। শ্রীসারস্বত গৌড়ীয় মঠ—হরিদ্বার।
৩৪। শ্রীব্যাসগৌড়ীয়মঠ—কুরুক্ষেত্র, পঞ্জাব
৩৫। শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাবুলনাথ রোড, পোঃ গ্র্যাণ্ট রোড, বোম্বে।
৩৬। লণ্ডন গৌড়ীয়মঠ, ৩৯নং গ্লেডন্‌ গার্ডেন্স, কেন্‌সিংটন্‌ লণ্ডন, (এস্‌, ডব্‌লিউ—১০)।
৩৭। অমর্ষি গৌড়ীয়মঠ—মেদিনীপুর
৩৮। সরভোগ গৌড়ীয় মঠ—সরভোগ, কামরূপ, আসাম,

শুদ্ধভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীলভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী মাসিক। শ্রীধাম-মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲।

২। **গৌড়ীয়**—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিকভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১॥০ টাকা মাত্র।

৩। **ভাগবত**—হিন্দি ভাষায় একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি হৃদয় বন মহারাজ সম্পাদিত ও নৈমিষারণ্য শ্রীপরমহংস মঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ১॥০ দেড় টাকা মাত্র।

৪। **পরমার্থী**—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥০ দেড় টাকা মাত্র।

৫। **কীর্ত্তন**—মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ নিমানন্দ সেবাতীর্থ বি-এজি, বি-টি, সম্পাদিত। আসাম গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম হইতে প্রকাশিত আসামী ভাষায় মাসিক। [বার্ষি]কা সডাক ১॥০ দেড় টাকা মাত্র

শ্রীচৈতন্যভাগবত

আদিকবি শ্রীল বৃন্দাবন দাস প্রণীত সমগ্র গ্রন্থ

গ্রন্থের মূল বোল্ড অক্ষরে এবং তন্নিম্নে বিশ্ববিশ্রুত গৌড়ীয়মঠের প্রতিষ্ঠাতা ও আচার্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ **শ্রীশ্রীল ভক্তি-সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের** রচিত বিস্তৃত ভাষ্য উত্তম কাগজে সৌষ্ঠবের সহিত মুদ্রিত হইয়াছেন। ডবল ক্রাউন আটপেজি আকারে ১০৯৬ পৃষ্ঠায় কেবল মূল ও ভাষ্য সম্পূর্ণ হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত শ্লোকসূচী, পদ্যসূচী, স্থানসূচী, পাত্রসূচী, বিষয়সূচী, শব্দসূচী প্রভৃতি বিস্তৃত সূচীপত্রেও একটী গ্রন্থ হইবে। সজ্জাষ্য শ্রীচৈতন্যভাগবতের এরূপ উৎকৃষ্ট ও অমূল্য বিরাট সংস্করণ জগতের কোথাও আজ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হন নাই, ইহা নিরপেক্ষ পাঠক-মাত্রকেই একবাক্যে স্বীকার করিতে হইবে। শ্রীগৌড়ীয়মঠের উৎসব-কালে গ্রন্থের ভিক্ষা ১২৲ বারটাকা স্থলে—৫৲ পাঁচটাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীচৈতন্যমঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

১০ই কার্ত্তিক সোমবার, ১৩৪০

প্রায় ৩।৪ মাস পূর্ব্বে কংগ্রেসকর্ম্মী শ্রীযুক্ত বিশ্বরঞ্জন সেন, কুমুদ সরকার, বীরেন বসু ও সুশীল সেন আইন অমান্য আন্দোলনে প্রবোচনা দেওয়ার সময় বসিরহাট মহকুমায় গ্রেপ্তার হন। কিন্তু বিচারে বসিরহাটের মহকুমা হাকিম তাঁহাদিগকে ফৌজদারী কার্য্যবিধির ১০৯ ধারা অনুসারে দণ্ডিত করেন। কিছুদিন পূর্ব্বে কংগ্রেসকর্ম্মী শ্রীযুত বীরেন্দ্রনাথ গুহও বসিরহাট মহকুমার হাড়োয়া থানায় আইন অমান্য আন্দোলন প্রচার করিতে গিয়া গ্রেপ্তার হন। বসিরহাটের মহকুমা হাকিম তাহাকেও ফৌজদারী কার্য্যবিধির ১০৯ ধারা অনুসারে দণ্ডিত করিয়াছেন। সোজাসুজ ফৌজদারী কার্য্যবিধির ১০৯ ধারা দাগী, বদমায়েস, চোর, ডাকাত প্রভৃতি দমনের উদ্দেশ্যে রচিত হইয়াছিল। এখন তাহা রাজনৈতিক অপরাধীদের উপর প্রয়োগ হইতেছে। ধারাটীর নূতন কোন অর্থ হইয়াছে কি? না আসামীদেরই ঐরূপ অপরাধ আছে?

ডাঃ ইন্দ্রনারায়ণ সেনগুপ্ত, শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র দাসগুপ্ত প্রভৃতি ২৩ জন কংগ্রেসকর্ম্মী ব্যক্তিগতভাবে আইন অমান্য আন্দোলন করিবার জন্য ডায়মণ্ডহারবারের মহকুমা হাকিম কর্ত্তৃক কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন। তাঁহাদের সকলকেই নাকি জেলে ৩য় শ্রেণীর কয়েদীরূপে গণ্য করা হইয়াছে। জেলকোডে কয়েদীদের শ্রেণীবিভাগের যে নিয়ম আছে, তদনুসারে ইঁহারা কি ১ম, ২য় শ্রেণীর তালিকায় প্রবেশের অধিকারী নহেন? ডাঃ ইন্দ্রনারায়ণ সেনগুপ্ত ইতঃপূর্ব্বেও আইন অমান্য আন্দোলনে কারাদণ্ড ভোগ করিয়াছেন, এবং তাঁহাকে তখন ১ম শ্রেণীর কয়েদীই করা হইয়াছিল। এবার তাহার ব্যতিক্রম হইল কেন?

সেউলী বন্দীশালায় রাজবন্দী শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য কুষ্ঠব্যাধিতে আক্রান্ত হইয়াছেন। তিনি মনে করেন যে, কলিকাতার ম্যাডিক্যাল স্কুল অব মেডিসিনে আনিয়া তাঁহার চিকিৎসার বন্দোবস্ত করিলে হয়ত এই দুরন্ত রোগের উপশম হইতে পারে। গবর্ণমেণ্ট অবশ্য দেউলীতে ইন্‌জেকশনের ব্যবস্থা করিয়াছেন। কিন্তু ইহাতে রোগ সারিবে না, ইহাই রোগীর নিজের ধারণা। সুতরাং কলিকাতায় আনিয়া তাঁহার চিকিৎসার বন্দোবস্ত করিলে দোষ কি? এই রুগ্ন বন্দীকে চিকিৎসার্থ কলিকাতায় আনিলে বোধ হয় শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষার পক্ষে কোন নূতন বিপদ ঘটিবার আশঙ্কা নাই। সুতরাং গবর্ণমেণ্ট বিষয়টি বিবেচনা করুন।

কৃষি-বিজ্ঞান

বিলাতি বেগুনের চাষ

(৩)

উন্নত প্রণালীতে চারা উৎপাদন

গাছ ছাঁটিয়া দেওয়া এবং আশ্রয়-প্রদান করা—প্রধানতঃ এই দুইটী কার্য্যই টোমাটো-চাষে সাফল্যলাভের পক্ষে একান্ত আবশ্যক। কিন্তু এই দুইটি বিষয়ের প্রতি ভারতের চাষীদের আদৌ লক্ষ্য নাই বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। টোমাটো গাছ ছাঁটিয়া না দিলে, উহা ঊর্দ্ধমুখে বর্দ্ধিত না হইয়া মাটির উপরিভাগে বিশৃঙ্খলভাবে ডালপালা ছড়াইয়া দেয়। এরূপ গাছ হইতে ফল-সংগ্রহ করিতেও যথেষ্ট অসুবিধা ভোগ করিতে হয়। তদ্ভিন্ন ভিজা-মাটির উপরিভাগস্থ অনেক ফলই পচিয়া যায়, এবং ফলের স্বাদও নিকৃষ্ট হয়। যথেষ্ট রৌদ্রের অভাবে ফলের বর্ণেরও যথোচিত রূপে বিকাশ হয় না। গাছ-ছাটিয়া উহার বর্দ্ধন বিষয়ে বাধা না দিলে উহাতে বহু অনাবশ্যক শাখা প্রশাখা জন্মে। এ কারণ টোমাটো-গাছ তাহার সকল জনন শক্তি একমাত্র ফলপ্রসব-কার্য্যেই ব্যয় করিতে পারে না। সুতরাং ফলনও বড় কম হয়।

টোমাটো-গাছের নিম্নাংশে বহু ডালপালা জন্মে। এই সকল ও পার্শ্ব-শাখা ছাটিয়া দেওয়াই, টোমাটো-গাছ ছাটনের মুখ্য উদ্দেশ্য। গাছ বড় হইয়া উঠিলেই, উহাতে বহু ডালপালা নির্গত হয়। তন্মধ্যে দুই চারিটি সতেজ ডাল রাখিয়া, অন্যান্য ডালগুলি ছাটিয়া দিলে, গাছের বৃদ্ধি স্থগিত হয়ে বলিয়া, কর্ত্তিত-শাখা-গাছগুলিতে শীঘ্র শীঘ্র ফল ধরে। নিম্নাংশের সমুদয় ডালপালা ছাটিয়া দিয়া, কেবল প্রধানকাণ্ড বা তাহার সহিত ২।৩টী মাত্র শাখা রাখিলে এবং কাণ্ডটীকে পূর্ব্বোক্তরূপে অবলম্বন সাহায্যে ঊর্দ্ধমুখে বর্দ্ধনের ব্যবস্থা করিলে সকল গাছেই অবাধে আলো, রৌদ্র ও বাতাস যথেষ্ট পায়। ইহাতে গাছগুলি সম্পূর্ণ সতেজও বর্দ্ধিত হইতে পারে; এবং গাছের সমগ্র জননশক্তি শীঘ্র ফলধারণ, ফলগুলিকে সত্বরেই খুব বড় ও সুপক্বকরণ কার্য্যে নিয়োজিত হয়। সুতরাং গাছ ছাটিয়া দিলে সুফলই লাভ করা যাইতে পারে।

নীলাম ইস্তাহার

মোকাম কৃষ্ণনগর ১ম মুন্সেফ আদালত

নীলামের দিন ৮ই নভেম্বর ১৯৩৩

(১)

৭৩১ মনিজারী ৩১ — দাবী ৯২৫।/৬

ডিঃ সত্যেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সাং মাটীয়ারী

দেঃ পাঁচুগোপাল দাস সাং গোয়াড়ী পোঃ কৃষ্ণনগর

কোতয়ালি থানায় গোয়াড়ী গ্রামে রাজনন্দিনী দেবী অধীন ১৫৬ খতিয়ানে ২-৩৫শঃ জমীর ১৬৵৬ জমা মায় পাকা বাড়ী কড়ি-বরগা ও সাজ সরঞ্জাম মূল্য আঃ ৪০০৲

(২)

৭৮২ মনিজারী ৩১ — দাবী ২১৮৵০

ডিঃ বলরাম দত্ত সাং মাটীয়ারী

দেঃ গোষ্ঠবিহারী দে সাং ঐ পোঃ ঐ

কালীগঞ্জ থানায় মাটীয়ারী গ্রামে রামরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় অধীন ১৮৬ খতিয়ানে ১ ৬৭শঃ জমীর ৩।৵০ জমা মায় গৃহাদি সাজসরঞ্জাম ইত্যাদি মূল্য আঃ ৩৫৲

২। ঐ থানায় ঐ গ্রামে ঐ মালিক সেরেস্তায় ১৮৩ খতিয়ানের -৩৩শঃ জমি প্রতিবিঘা ১।/১০ নিরখে জমা মূল্য ১০৲

৩। ঐ গ্রামে ঐ অধীন ১৮১ খতিয়ানের ১-৮৮শঃ জমি প্রতিবিঘা ১৲ নিরিখে জমা মূল্য ২০৲

(৩)

১১১৬ মনিজারী ৩৩ — দাবী ৩৫৬৸৵০

ডিঃ অশ্বিনীকুমার গড়াই দিং সাং গোয়াড়ী

দেঃ যোগেশচন্দ্র রায় দিং সাং কৃষ্ণনগর পোঃ ঐ

কোতয়ালি থানায় কৃষ্ণনগর গ্রামে নদীয়া মহারাজ অধীন ৫৭১৩ খতিয়ানে ১ ৪৭শঃ জমীর ১০৲ মৌরশী জমা, মায় কাঠাল গাছ সহ, মূল্য আঃ ৫০৲

২। ঐ থানায় ঐ মৌজায় ৪৬৮৬ খতিয়ানের ঐ অধীন -৫৬শঃ জমি ৸৹ মৌরশী জমা, মায় গৃহাদি সাজসরঞ্জাম ইত্যাদি সহ মূল্য ২০০৲

৩। ঐ থানায় ঐ গ্রামে নদীয়া মহারাজ অধীন ১০৪৪ খতিয়ানে -১০শঃ জমীর ৩।৵০ মৌরশী জমা, মূল্য আঃ ৫০৲

(৪)

১৩৫২ মনিজারী ৩৩ — দাবী ২৪৪৸/৬

ডিঃ ললিতমোহন নায়েক সাং কৃষ্ণনগর

দেঃ কৃষ্ণপদদাস বৈরাগ্য দিং সাং ঐ পোঃ ঐ

কোতয়ালি থানায় কৃষ্ণনগর গ্রামে জ. দুর্গাদাসী দিং অধীন ৫০২৭ খতিয়ানে ১৩শঃ জমীর ২৸৵০ জমা, মায় একতলা কোঠাঘর, পাকা প্রাচীর, পায়খানা, কড়ি-বরগা ইত্যাদি আঃ ২৫৲

২। ঐ থানায় ঐ মৌজায় ঐ মালিক অধিন ৫৩৫২ খতিয়ানের -৪৫শঃ জমি দেঃ ৵০ অংশ মূল্য ১০৲

৩। ঐ থানায় ঐ মৌজায় ৪৬৫১২ খতিয়ানের /২ কাঠা জমি ১।/৭ জমা মায় পাকা গৃহাদি সাজসরঞ্জাম ইত্যাদি যাহা কিছু আছে মূল্য ২০৲

৪। ঐ থানায় ঐ গ্রামে রাজনন্দিনী দেবী দিং অধীন ৪৭ খতিয়ানে -৩শঃ জমীর ১১॥৫ জমা চান্দিনা জমা, মায় কোঠাঘর সাজসরঞ্জাম ইত্যাদি সহ দেঃ ॥/০ অংশ মূল্য আঃ ৩০৲

৫। ঐ থানায় ঐ মৌজায় জয়দুর্গা দাসী দিং অধীন ৫৩২৭ খতিয়ানের ১-৪০শ জমি ৬৸/৩ জমা দেঃ ৵০ অংশ মায় বাড়ী বাগান পুকুরপাড় ইত্যাদি সহ মূল্য ১০৲

(৫)

১৪২৮ মনিজারী ৩৩ — দাবী ৫৬।৩

ডিঃ মুরলীমোহন নাগ দিং সাং কৃষ্ণনগর নেদিয়ারপাড়া

দেঃ সত্যমিত্রা সাং দুর্গাপুর পোঃ কৃষ্ণনগর

কোতয়ালি থানায় দুর্গাপুর গ্রামে নাজির মণ্ডল দিং অধীন ৬৭ খতিয়ানে ১-৩১শঃ জমীর ৫৸৵৬ জমা, মায় খড়ুয়াঘর ও অন্যান্য আকর আওলাত সহ মূল্য ১৫৲

(৬)

১৪২৯ মনিজারী ৩৩ — দাবী ১০০।/০

ডিঃ বিহারীলাল মোদক সাং নবদ্বীপ

দেঃ তারাপদ বিশ্বাস সাং ঐ পোঃ ঐ

নবদ্বীপ থানায় নবদ্বীপ মিউনিসিপ্যালিটীর অধীন বুড়াশিবতলা মধ্যে নদীয়া মহারাজ অধীন ২৫১৪ খতিয়ানে /৩। জমীর ৬ জমা, মায় ঘর দরজা ইত্যাদি মূল্য ৫০৲

২। ঐ থানায় ঐ মালিক অধীন উপরিউক্ত খতিয়ানের -১০শঃ জমি মূল্য ৪০৲

(৭)

২৬৬ মাংজারী ৩৩ — দাবী ৮১।/৯

ডিঃ অনাথনাথ মুখোপাধ্যায় সাং দেবগ্রাম

দেঃ ললিতমোহন সরকার সাং ঐ পোঃ কালীগঞ্জ

কালীগঞ্জ থানায় দেবগ্রাম গ্রামে রতিকান্ত সাহা অধীন ২৭৩৬ খতিয়ানে ২০-৭৭শঃ জমীর ৩৮৸৵০ জমা, মূল্য আঃ ১০০৲

(৮)

৮৯৪ মাংজারী ৩৩ — দাবী ৩৯৮৵৬

ডিঃ সুরথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সাং কাশীধাম

দেঃ যতীন্দ্রনাথ রায় দিং সাং কৃষ্ণনগর পোঃ ঐ

কোতয়ালি থানায় কৃষ্ণনগর মিউনিসিপ্যালিটী মধ্যে নদীয়া মহারাজ অধীন ৮২৯ খতিয়ানে -১৯শঃ জমীর ২১০ জমা মূল্য আঃ ২০০০৲

২। ঐ থানায় ঐ মৌজায় ঐ মালিক অধীন ৮৫৮ খতিয়ানের ১২শঃ জমি ১৷৷০ জমা মূল্য ২০০৲

(৯)

১১২৮ খাংজারী ৩১ দাবী ৬১।০

ডিঃ নীরদবাসিনী দেবী সাং কৃষ্ণনগর

দেঃ মলিনাবালা দেবী মোঃ নবদ্বীপ করিমতলাপাড়া পোঃ নবদ্বীপ

কোতয়ালি থানায় কৃষ্ণনগর গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ৩১৯০।২, ৩১৯০।৪ খতিয়ানে ও অধীনস্থ খাতিয়ানের জমি সহ ৭-১৩শঃ জমী ১১।/-০ জমা মূল্য আঃ ৫৲

২। ঐ মৌজায় ৩৮৫৪ খতিয়ানের ১-৭৭শঃ নিষ্কর জমি, মায় আম্র কাঁঠাল বৃক্ষাদি সহ দেঃ ।৵০ অংশ মূল্য ৫৲

৩। ঐ থানায় ঐ গ্রামে ৩৮১২ খতিয়ানে ১-১৫শঃ নিষ্কর জমী মায় বাগান ও বীজস্ব প্রজা সহ মূল্য আঃ ৫৲

(১০)

১২১৭ খাংজারী ৩৩ দাবী ৩৯৸৵০

ডিঃ পরেশনাথ পালচৌধুরী দিং সাং ঘররা

দেঃ তাবেল মণ্ডল সাং দুর্গাপুর পোঃ কৃষ্ণনগর

কোতয়ালি থানায় দুর্গাপুর গ্রামে সহর উদ্দিন বস্তাগর অধীন ২৯৯ খতিয়ানে -১২শঃ জমীর ।৵০ জমা, মায় ঘর ও বৃক্ষাদি সহ মূল্য আঃ ১০৲

(১১)

১২৩৫ খাংজারী ৩৩ দাবী ১০০৻৯০

ডিঃ রণজিৎ পালচৌধুরী সাং মহেশগঞ্জ

দেঃ তারাপদ ঘোষ দিং সাং মায়াকোল পোঃ কৃষ্ণনগর

কোতয়ালি থানায় চরগোয়াড়ী গ্রামে ডিঃ অধীন ৪১৩৬ খতিয়ানে ১-৬৭শঃ জমীর ১০৵০ জমা মূল্য আঃ ৫০৲

(১২)

৮৯০ দেঃজারী ৩৩ দাবী ৪৫৪৶৬

ডিঃ নিরঞ্জন দাস দিং সাং বেলপুকুর

দেঃ আক্কাস মণ্ডল দিং সাং সোনডাঙ্গা পোঃ কৃষ্ণনগর

কোতয়ালি থানায় সোনডাঙ্গা গ্রামে পতিতপাবন কাহফর্মা দিং অধীন ৪৬৮ খতিয়ানে ৭-৭২ শঃ জমীর ১২৸৵০ জমা, মূল্য আঃ ৫০৲

(১৩)

১০৩০ দেঃজারী ৩৩ দাবী ৫৫৫।৶৫

ডিঃ বিনয়কৃষ্ণ গড়াই সাং কৃষ্ণনগর

দেঃ বাজারী মণ্ডল সাং দুর্গাপুর পোঃ কৃষ্ণনগর

কোতয়ালি থানায় দুর্গাপুর গ্রামে আবদুল গফুর দপ্তরী দিং অধীন ৩৭১-৩৭৩ খতিয়ানে ১৭ ৩১শঃ জমীর ৩৫৲ জমা, মায় ঘর দরজা সাজ সরঞ্জামাদি দেঃ ।/৬৷৷ = মূল্য আঃ ১০০৲

(১৪)

১৩৬০ দেঃজারী ৩৩ দাবী ২২৩।/০

ডিঃ কিশোরিমোহন বিশ্বাস সাং তালুকা

দেঃ প্রফুল্লকুমার সিংহরায় দিং সাং মনিপোতা পোঃ কৃষ্ণনগর

কোতয়ালি থানায় মনিপোতা গ্রামে রনজিৎ পালচৌধুরী অধীন ৩৬-৯৮শঃ জমীর ৭৩৵৩ জমা ৩।৪।৫।৬ দেঃ ।০ অংশ মূল্য আঃ ১২৫৲

২। ঐ থানায় ঐ গ্রামে ননীগোপাল মুখোপাধ্যায় অধীন ৮৭ খতিয়ানে ৫-৫৭শঃ জমীর ৭৲ জমা দেঃ ১।২ নং দেঃ ষোলআনা অংশ মূল্য আঃ ৫০৲

(১৫)

১৪০৮ দেঃজারী ৩৩ দাবী ২০৶১০

ডিঃ ভুবনমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় সাং কৃষ্ণনগর মাঝেরপাড়া

দেঃ এমানি সেখ সাং ঝিটকীপোতা পোঃ ঐ

কোতয়ালি থানায় দোগাছিয়া মৌজায় মহেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় অধীন ৫০৭ খতিয়ানে ২-৬৭শঃ জমীর ৬৷৷০ মোকররী জমা মূল্য আঃ ৫০৲

(১৬)

১৫০৩ দেঃজারী ৩৩ দাবী ১৮৮৪৷৷৶১০

ডিঃ কুমারখালি ব্যাঙ্কিং করপোরেশন লিমিটেড সাং কৃষ্ণনগর

দেঃ নৃসিংহপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় সাং শান্তিপুর পোঃ ঐ

রাণাঘাট থানায় শান্তিপুর মিউনিসিপ্যালিটীর ২নং ওয়ার্ডের ৩৭নং হোল্ডিং মধ্যে ৷৷২৵০ ক্ষুদ্র নিষ্কর জমি, মায় বৃক্ষাদি সহ ৬৵০ ট্যাক্স দিতে হয় মূল্য আঃ ৮০০৲

(১৭)

৯০৪ মনিজারী ৩৩ দাবী ৭২১৶০

ডিঃ বনয়ারীলাল দে সাং বেথুয়াডহরী

দেঃ মোক্তার মণ্ডল দিং সাং ধাপাড়িয়া পোঃ নাকাশীপাড়া

নাকাশীপাড়া থানায় ধাপাড়িয়া গ্রামে কালীমতি দাসী দিং অধীন ৭৩৮ খতিয়ানে ১-৭২শঃ জমীর ১৵৯ জমা মূল্য আঃ ১০৲

২। ঐ মৌজায় ঐ মালিক অধীন ৩৮৩।৪০৯.৪১০ খতিয়ানের ১৭-৭৭শঃ জমি ২২৵১০ কায়েমী মোকররী জমা মূল্য ১০০৲

৩। ঐ মৌজায় ৩৮২ খতিয়ানের ১২-১৩শঃ জমি ১৩/৩ জমা মূল্য ৭৫৲

৪। ঐ থানায় ঐ গ্রামে ঐ অধীন ৩৮৪ খতিয়ানে -৪৯শঃ জমীর ১৲ জমা মূল্য ৷৷ঃ ৫৲

৫। ঐ মৌজায় নিরঞ্জন সিংহরায় দিং অধীন ৬৬৪ খতিয়ানের -৭৮শঃ জমি মূল্য ৫৲

৬। ঐ মৌজায় মন্মথনাথ সরকার অধীন ৭০৩ খতিয়ানের -০৬শঃ জমি ৸০ জমা মায় ১ খানা ঘর সহ মূল্য ৫৲

৭। ঐ মৌজায় নিরঞ্জন সিংহরায় দিং অধীন ৭৩৬ খতিয়ানের ১-১৭শঃ জমি মূল্য ৭৲

৮। ঐ মৌজায় ঐ মালিক সেরেস্তায় ৭৩৭ খতিয়ানের -৩৮শঃ জমি ২৵০ জমা মূল্য ১০৲

দ্বিতীয় মুনসেফ আদালত

(১)

১১২৫ দেঃজারী ৩৩ দাবী ৩১৫৷৷৶৩

ডিঃ নারায়ণচন্দ্র সরকার দিং সাং গোয়াড়ী

দেঃ এয়াকুব বিশ্বাস দিং সাং পিপড়াগাছি পোঃ বাঙ্গালঝি

চাপড়া থানায় পিপড়াগাছি গ্রামে গগনচন্দ্র বিশ্বাস দিং অধীন ২১।১৫২ খতিয়ানে ৪।২৷৷ জমীর ৫৷৷৵৩ জমা মূল্য আঃ ২৫৲

২। ঐ থানায় ঐ গ্রামে গগনচন্দ্র বিশ্বাস দিং অধীন ১৫১ খতিয়ানে ৪-৬৬শঃ জমীর ৬৷৵০ জমা মূল্য আঃ ৫০৲

(২)

১০৪৫ মনিজারী ৩৩ দাবী ৩৬২৷৷৶০

ডিঃ বৃন্দাবনচন্দ্র বিশ্বাস দিং সাং হাঁসপুকুরিয়া

দেঃ কালীপদ ঘোষ দিং সাং ম্যাচপোতা পোঃ নাকাশীপাড়া

নাকাশীপাড়া থানায় ম্যাচপোতা গ্রামে রাখালদাস তরফদার অধীন ২৪০-২৪২ খতিয়ানে ৮-১০শঃ জমীর ১২।/০ জমা দেঃ ৷৷০ অংশ মূল্য আঃ ৫০৲

২। ঐ থানায় ঐ মালিক অধীন ২৪৩ খতিয়ানে ৪-৯০শঃ জমি ৬৷৵০ জমা মূল্য ৫০৲

৩। ঐ থানায় ঐ গ্রামে ২৪৪ খতিয়ানে ১-৪৮শঃ জমীর ৩৷৷৵১০ জমা মূল্য আঃ ১৫৲

(৩)

১১৮০ মনিজারী ৩৩ দাবী ৫৯৵০

ডিঃ প্রকাশচন্দ্র সিংহ দিং সাং রতনপুর

দেঃ বীরেন্দ্র খুড়ান সাং রাণাবন্দ পোঃ বাঙ্গালঝি

চাপড়া থানায় রাণাবন্দ গ্রামে রাখাল দাস সিংহ দিঃ অধীন ২৭১।৩২০ খতিয়ানে ৩-৪ শঃ জমীর ৭.২ জমা মূল্য আঃ ২০৲

(৪)

১২৯৯ মনিজারী ৩৩ দাবী ৫৫৷৷০

ডিঃ জিতেন্দ্র চন্দ্র দত্ত সাং বাগবেড়িয়া

দেঃ মেয়াজদ্দি বিশ্বাস সাং ঐ পোঃ বাঙ্গালঝি

চাপড়া থানায় বাগবেড়িয়া গ্রামে তারাপদ চক্রবর্ত্তী দিং অধীন ৫২৩ খতিয়ানে ৩-৩৫ শঃ জমীর ৩৲ জমা দেঃ ৵২৷ অংশ মূল্য আঃ ৫৲

২। ঐ থানায় ঐ মৌজায় যদুনারায়ণ চেক্ষ জমা অধীন ২১১।২১৩। ২১৪.২১৫ খতিয়ানের জমি ৩ ৸৵১১ পাই কায়েমী মোকররী জমা দেনাদারের /১। অংশ, মূল্য ১০৲

(৫)

৩৩৮ খাংজারী ৩৩ দাবী ৩৫৬৵০

ডিঃ সরোজ রঞ্জন সিংহ দিং মোং কাঁঠালপোতা

দেঃ শ্যামমাধব পালচৌধুরী সাং গোয়াড়ী ষষ্ঠীতলা পোঃ কৃষ্ণনগর

দামুড়হুদা থানায় চাকুলিয়া গ্রামে সর্ব্বমঙ্গলা সান্যাল অধীন ৬১৫।৬১৬।৬২১ খতিয়ানে ৭-৭০ শঃ জমীর ৭৲ জমা মূল্য আঃ ১০৲

২। চাপড়া থানায় রাজিবারপোতা গ্রামে হৈমবতী দেবী অধীন ১৬১।১৬২। ১৭২।২৪৮ খতিয়ানের ১৪-৮৩ শঃ জমি ২০।৵০ মোকররী জমা মূল্য ২০৲

৩। ঐ থানায় মধুপুর গ্রামে গাঁচু গোপাল দত্ত অধীন ১৬৬।১৬৭।১৮৫ খতিয়ানে ১০-৮৬ শঃ জমীর ৮৲ জমা, মূল্য আঃ ২০৲

দামুড়হুদা থানায় নাটুদহ গ্রামে বিনয় কৃষ্ণ পাল দিং অধীন ৩৯৫.৩৯৬ খতিয়ানে -৯৩ শঃ জমি ২৲ জমা মূল্য ১০৲

৫। চাপড়া থানায় মধুপুর গ্রামে কোয়াদ হোসেন মিঞার অধীন ১৫৯।১৬০। ১৬৪ খতিয়ানে ৮-৬১ শঃ জমি, ২৲ জমা মূল্য আঃ ১৫৲

৬। দামুড়হুদা থানায় নাটুদহ গ্রামে নফরচন্দ্র পালচৌধুরী অধীন ৫৭৭.৫৭৮ খতিয়ানের -৭১ শঃ জমি ১।৶৭ জমা মূল্য ৫৲

৭। ঐ থানায় ঐ মৌজায় বিনয়কৃষ্ণ পাল চৌধুরী অধীন ২৭২।২৭৩।২৭৮।২৯০ ৩৪৯ খতিয়ানের ৩.৬৪ শঃ জমি ৪৷৷/১০ জমা মূল্য ১০৲

৮। ঐ থানায় চাকলিয়া গ্রামে ঐ মালিক অধীন ৫৫৩।৫৫৫ খতিয়ানের ১-৭১ শঃ জমি মূল্য ৫৲

৯। ঐ থানায় কানাইডাঙ্গা গ্রামে মেদিনীপুর জমিদারী কোম্পানী অধীন ৬০৫।৬০৬ খতিয়ানের ১-৭৮ শঃ নিষ্কর ব্রহ্মোত্তর জমি মূল্য ১০৲

১০। ঐ থানায় ঐ গ্রামে ঐ মালিক অধীন ৬০২।৬০৩।৬০৪ খতিয়ানে ২-৫৭ শঃ নিষ্কর ব্রহ্মোত্তর জমি মূল্য ১০৲

১১। ঐ থানায় নাটুদহ মৌজায় নফরচন্দ্র পালচৌধুরী অধীন ৩৫২।৩৫৫। ৩৫৬।৩৫৮ খতিয়ানে ৫-০২ শঃ নিষ্কর ক্ষুদ্র জমি মূল্য ১০০৲

তারের ঠিকানা— 'শ্রীধাম' নবদ্বীপ
ডাকের ঠিকানা—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

দৈনিক

REG. C1514

নদীয়া-প্রকাশ

THE NADIA-PRAKASH

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩৷০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার স্বতন্ত্র।

সাহায্যের হার
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৷০
মাসিক ১৲
নগদ
প্রতি সংখ্যা ৵৫

ভারতের সর্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৮ম খণ্ড সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বেদান্তবাচস্পতি | ২০১শ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর— ১৪ই কার্ত্তিক মঙ্গলবার ১৩৪০, ৩১শে অক্টোবর ১৯৩৩

সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা

আলোয়ারের এক সংবাদে প্রকাশ, ভিজাবাতে গত মহরমের সময় যে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হয় সেই সম্পর্কে যেসব মামলা চলিতেছিল তাহাতে সমস্ত হিন্দু আসামীই নির্দোষ সাব্যস্ত হইয়াছে এবং দশ জন মুসলমান ছয়মাস সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছে। উক্ত দাঙ্গা সম্পর্কে আলোয়ার রাজ্যের আদালতে পরস্পরের সহিত সম্পর্কিত তিনটি মামলার বিচার হইতেছিল। তন্মধ্যে দুইটি মামলায় মোট ১৪ জন হিন্দু ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩০২ ও ১৪৯ ধারা অনুসারে দাঙ্গা ও হত্যার অভিযোগ এবং অপর মামলায় দশজন মুসলমান ভারতীয় দণ্ডবিধির ১৪৯ ধারা অনুসারে দাঙ্গার অভিযোগে অভিযুক্ত হয়। আদালত প্রথমোক্ত দুই মামলার সকল আসামীকেই নির্দোষ সাব্যস্ত করিয়া মুক্তি দিয়াছেন এবং শেষোক্ত মামলার আসামীগণের সকলেই প্রত্যেকে ছয়মাস সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছে।

সর্দ্দা আইনে অভিযুক্ত

হাতহাজারির বসন্ত কুমার বণিক, রমণী বণিক ও দশরথ বণিকের বিরুদ্ধে এক মামলা অভিযোগ আনয়ন করে যে, দ্বিতীয় আসামী তাহার ৯ বৎসর বয়স্কা কন্যা ললিতাকে প্রথম আসামীর সহিত বিবাহ দেয়। চট্টগ্রামের অতিরিক্ত জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ এন, আর, মুখুয্যে বাল্য বিবাহ নিরোধ আইনের সর্দ্দা আইনে ৪ ও ৫ ধারা অনুসারে আসামীদিগকে তলব করেন [illegible] মামলা নিষ্পত্তি করেন।

[illegible] ম্যাজিষ্ট্রেট মামলাটী মিথ্যা ও বিরক্তিকর বলিয়া আসামীদিগকে কেবলমুক্ত [illegible]।

উক্ত সর্দ্দা আইনের ১১ ধারা অনুসারে ফরিয়াদীকে যে ১০০৲ জামিন স্বরূপ জমা দিতে হইয়াছিল ম্যাজিষ্ট্রেট ঐ টাকা হইতে ৬০৲ বাজেয়াপ্ত করিবার আদেশ দেন। ফরিয়াদী নিজেকে বালিকার দূর আত্মীয় এবং একজন সমাজ সংস্কারক বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।

পুরীতে বন্যাপীড়িতের দুর্দ্দশা

বন্যাপীড়িত কাপাস অঞ্চল হইতে বহুলোক পদব্রজে পুরীতে আসিয়া জিলা ম্যাজিষ্ট্রেটের দ্বারে সত্যাগ্রহ করিয়াছে। জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট স্বয়ং উপস্থিত হইয়া, তাহাদিগের দুর্দ্দশা মোচনের জন্য তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছেন ও ভবিষ্যতেও করিবেন—এইরূপ আশ্বাস প্রদান করিয়া তাহাদিগকে চলিয়া যাইতে বলেন।

এইরূপ প্রকাশ যে, ১৯৩৪ সালের ফসলের সময় পর্য্যন্ত তাহাদের খাজনা ও চৌকীদারী ট্যাক্স প্রদানের দায় হইতে রেহাই পাইবার জন্য তাহারা বিশেষভাবে অনুরোধ করে এবং বিনাসুদে কৃষিঋণ মঞ্জুরের জন্য আবেদন করেন।

প্যাটেলের মৃত্যুতে শোক

গত ২৫শে অক্টোবর অপরাহ্নে শ্রীহট্ট টাউন হলে পরলোকগত বিঠলভাই প্যাটেলের উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা প্রদর্শনার্থ এক বিরাট শোকসভার অধিবেশন হইয়াছে সভায় সকল সম্প্রদায়ের বহু লোক উপস্থিত ছিলেন। স্বর্গীয় প্যাটেলের স্বদেশসেবা সম্বন্ধে কয়েকজন বক্তৃতা করেন।

চাঁদপুরের এক জনসভায় পরলোকগত বিঠলভাই প্যাটেলের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করিয়া এবং তদীয় শোকসন্তপ্ত পরিজনবর্গের প্রতি সহানুভূতি জ্ঞাপন করিয়া দুইটি প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে।

গৈলা গ্রামে পাষণ্ডের কাণ্ড

বরিশাল জিলার গৈলাগ্রামে এক রাত্রিতে দুই বাড়ীর শালগ্রাম শিলা, শিব ও কালী মূর্ত্তি অপহৃত হইয়াছে। শিব-মূর্ত্তি পায়খানার নিক্ষিপ্ত হইয়াছে। একটি শিবমূর্ত্তি ভগ্ন করিয়া রাখিয়া গিয়াছে। স্থানীয় লোকেরা ইহার মধ্যে কোন সম্প্রদায়িক বিদ্বেষ আছে বলিয়া মনে করেন না।

রিভলভার প্রাপ্তির জের

নারায়ণ-কুমার মুখুয্যে এম এ বি, টি, তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র ও বাদল নামে একজন প্রতিবেশীকে ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট হাজির করা হয়। নারায়ণ কুমারের বাগানের মধ্যে প্রোথিত একটি রিভলবার সম্পর্কে তাহাদিগকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। নারায়ণ কুমার মেদিনীপুর কলেজিয়েট স্কুলের এসিষ্ট্যান্ট হেড মাষ্টার ছিলেন। আরও পুলিশ তদন্ত সাপেক্ষ তাঁহাদিগকে জেল হাজতে রাখিবার আদেশ দেওয়া হইয়াছে। মামলার শুনানী ৯ই নবেম্বর পর্য্যন্ত মুলতুবী রাখা হইয়াছে নারায়ণ কুমারের জামীনের আবেদন সম্পর্কে শুনানীও ২৮শে অক্টোবর পর্য্যন্ত মুলতবী আছে।

পুলিশ সার্জ্জেন্টের মৃত্যু

কলিকাতা পুলিশের সার্জেন্ট আর্ণোগের মৃতদেহ বৃহস্পতিবার অপরাহ্নে। ক্যাথিড্রাল ট্যাঙ্কে ভাসিতে দেখা যায়। সে আত্মহত্যা করিয়াছে বলিয়া সন্দেহ হয়. কিন্তু কারণ জানা যায় নাই। সে একজন বৃটিশ। সে ১০ বৎসর চাকুরী করিতেছিল।

নারীর নৃশংস কাণ্ড

বুধবারের দিন জোড়াবাগানের চতুর্থ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ এইচ কে, দে কর্ত্তৃক 'বঙ্গীয় শিশু আইনের ৪০ ধারা মতে চিন্তামণি দাসী নাম্নী একজন স্ত্রীলোকের প্রতি ছয় মাস সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হইয়াছে।

ফরিয়াদী পক্ষের অভিযোগের বিবরণ এই, ছটুলাল সেনের বিধবা পত্নী নয়ন-মঞ্জুরী দাসী স্বামীর মৃত্যুর পর স্বামীগৃহ পরিত্যাগ করিয়া তাহার পুত্র পদ্মসেনকে লইয়া কিছুদিন বিভিন্ন স্থানে বাস করে অবশেষে প্রায় দুইবৎসর পূর্ব্বে পুত্রকে চিন্তামণি দাসী নাম্নী এক চাকরাণীর তত্ত্বাবধানে ও জিম্মায় রাখিয়া সে মারা যায়। পরে একদিন বালকটা যখন বাড়ীর বাহিরে খেলা করিতেছিল, তখন চিন্তামণি তাহাকে ডাকিয়া আনিয়া এক উত্তপ্ত খুন্তীর ছেঁকা দেয়, ফলে বালকের শরীর পুড়িয়া যায়। তৎপর বালকটীকে এক কোঠায় বন্ধ করিয়া বাহির হইতে ঘরে শিকল টানিয়া দেওয়া হয়। বালকের চীৎকারে স্থানীয় লোকজন আসিয়া জড় হয় এবং তাহারা পুলিশে সংবাদ দেওয়ায় পুলিশ আসিয়া বালকটিকে উদ্ধার করে এবং ছেলেটিকে চিকিৎসার্থ হাঁসপাতালে পাঠাইয়া দেয়, পরে স্ত্রীলোকটী-কে গ্রেপ্তার করিয়া বিচারার্থ চালান দেওয়া হয়।

ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

১২ই কার্ত্তিক মঙ্গলবার,

ইংলণ্ডের [illegible] নামক একটা সংবাদপত্রে [illegible] সাপ্তাহিক [illegible] [illegible] গোলটেবিল বৈঠকের প্রস্তাবের [illegible] লর্ড ষ্টুয়ার্ট [illegible] [illegible] বলিয়াছেন যে, ভারতবাসীকে স্বায়ত্তশাসন দেওয়া উচিত নয়, কেননা, উহা বুঝিবার মত বুদ্ধি ভারতবাসীদের নাই। ভারতবাসীকে স্বায়ত্তশাসন দিবার বিরুদ্ধে যত রকম যুক্তি আছে তন্মধ্যে বোধ হয় এইটাই সেরা। অতঃপর [illegible] লর্ড ষ্টুয়ার্ট যদি সভায় এই প্রস্তাব করিতেন যে, অবোধ ভারতবাসীদের মঙ্গলের জন্য ব্রিটিশেরা সর্ব্বপ্রকার স্বার্থত্যাগ করিয়া তাহাদিগকে চিরদিন শাসন করিবে। এবং ভারতবাসীরাও কৃতজ্ঞতার চিহ্নস্বরূপ ল্যাঙ্কাশায়ারের কাপড় ও অন্যান্য বিলাতী পণ্য কিনিতে থাকিবে, তাহা হইলে ত' সোনায় সোহাগা হইত।

ডাক্তার এম কেশবস্বামী কৃষ্ণকোণমের একজন কংগ্রেস কর্ম্মী তিনি সপ্তাহ দুই হইল ইউরোপ ভ্রমণ করিয়া দেশে ফিরিয়াছেন। তিনি দুঃখ করিয়া বলেন যে, ইউরোপের কোন সংবাদপত্রেই ভারতবাসীদের আশা আকাঙ্খা সম্বন্ধে কোন সংবাদ প্রকাশিত হয় না; কিন্তু ভারতের সম্বন্ধে আজগুবি খবর প্রচারের কিছুমাত্র অপ্রতুলতা দেখা যায় না। সম্প্রতি ইউরোপের একখানা সংবাদপত্রে এই মর্ম্মে একটি সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে যে, ভারতবর্ষে এক বৎসরের মধ্যে প্রায় ৪৫ হাজার বিধবা আগুনে পুড়িয়া মারা গিয়াছে। ইহাই কি 'অনেষ্ট জার্ণালিজম'

শিলচরের সহর এবং মফঃস্বলে কলেরার প্রাদুর্ভাব ভীষণ আকার ধারণ করিয়াছে। স্থানীয় হাসপাতালের 'কলেরা ওয়ার্ড'গুলি রোগীতে পূর্ণ হইয়া গিয়াছে। কলেরার এই ভীষণ প্রকোপ বন্ধ করিবার জন্য স্থানীয় মিউনিসিপ্যালিটী এবং কর্ত্তৃপক্ষের সর্ব্বপ্রকার ব্যবস্থা অবলম্বন করা উচিত।

কুমারী হেলেন হিল নাম্নী একজন খেতাঙ্গ মহিলা সেদিন মাদ্রাজ সহরে এক বক্তৃতায় বলিয়াছেন—বেত্রদণ্ড প্রত্যেক সভ্য সমাজের পক্ষে অসম্মানকর। যে শিক্ষক তাহার ছাত্রকে বেত মারে, তাহাকে তিনি শৃঙ্খলানুরাগী না বলিয়া বরং অত্যাচারীই বলিবেন। স্কুলের ছেলেদের বেত মারার বিরুদ্ধে প্রবল আন্দোলন চালাইবার নিমিত্ত তিনি অভিভাবকদিগকে পরামর্শ প্রদান করিয়াছেন। রাজনৈতিক অপরাধীদের বেত্রদণ্ডের বিরুদ্ধে আন্দোলন চালানো সম্বন্ধে কোন কিছু বলেন নাই—এই রক্ষা।

জনসাধারণকে প্রতারণা করিবার অভিযোগে নাগপুরের "পিপলস্ পপুলার মিউচুয়েল লোন কোম্পানী লিমিটেডে"র চারিজন ডিরেক্টর, প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ [illegible] কোর্টে অভিযুক্ত হইয়াছেন। প্রসঙ্গোক্ত চারি ব্যক্তি অবসর প্রাপ্ত সরকারী কর্ম্মচারী। অভিযোগে প্রকাশ, আসামীরা খুব অল্প সুদে টাকা ধার দিবার প্রলোভন দেখাইয়া বহু টাকা ফি স্বরূপ আদায় করেন, কিন্তু মাত্র সামান্য কয়েকজনকে টাকা ধার দেন। এইরূপে তাঁহারা প্রায় ১৯০০০ টাকা আত্মসাৎ করিয়াছেন। সরকার পক্ষ ২১৯ জনকে সাক্ষী মানিয়াছেন, ২৮শে অক্টোবর তারিখে সাক্ষীদের জবানবন্দী আরম্ভ হইবে। বিচারার্থে প্রকৃত ঘটনা প্রকাশিত হইবে।

এলাহাবাদের মিঃ চার্লস্ ডাউনেস লাহোরের 'জমীদার' পত্রিকার বিরুদ্ধে যে মানহানির মামলা আনিয়াছিলেন সেই মামলা প্রত্যাহার করা হইয়াছে। প্রকাশ যে, সম্পাদক ত্রুটী স্বীকার করিয়া জানাইয়াছেন যে, মামলার বিষয়ীভূত লেখাটি অনবধানতাবশতঃ তাঁহার পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। তিনি এজন্য দুঃখ প্রকাশ করেন। মামলার ফলাফল না দেখিয়া সম্ভব, প্রকাশ করিলে বড়ই বিপদের রক্ষা।

বেতারযোগে পল্লী-অঞ্চলে প্রচারকার্য্য চালাইবার জন্য "ভারতীয় পল্লী-মঙ্গল-সমিতি।" একটি স্কীম প্রস্তুত করিয়াছেন। লর্ড আরউইন এই সমিতির প্রেসিডেণ্ট এবং স্যার ফ্রান্সিস ইয়ংহাসব্যাণ্ড ইহার চেয়ারম্যান। এই বেতারবার্ত্তার সাহায্যে প্রতিদিন কেবল পল্লীবাসীর চিত্তবিনোদনের ব্যবস্থাই করা হইবে না, সঙ্গে সঙ্গে কথাবার্ত্তার মধ্য দিয়া গবর্ণমেণ্টের নীতিও বুঝাইয়া দেওয়া হইবে। এই স্কীমে প্রত্যেক প্রদেশে একটি কি দুইটি বড় বেতার কেন্দ্রের পরিবর্ত্তে ৩০ হইতে ৫০টি পর্য্যন্ত ছোট বেতার কেন্দ্র স্থাপনের প্রস্তাব করা হইয়াছে। সোভিয়েট রুশিয়ায় যে পদ্ধতিতে কাজ হইয়া থাকে, সমিতি তাহারই প্রস্তাব করিয়াছেন। সেখানে রিসিভিং-টি গ্রামের কোনও দায়িত্বশীল ব্যক্তির গৃহে স্থাপন করা হয়। এক্ষণে পল্লীবাসী গবর্ণমেণ্টের সদুদ্দেশ্য বুঝিলেই মঙ্গল।

বোম্বাইএর জননায়ক শ্রীযুক্ত কে এফ নরীম্যান দীর্ঘকাল কারাদণ্ড ভোগ করিয়া বিজাপুর জেল হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত নরীম্যান সংক্ষেপে বলিয়াছেন যে রাজনৈতিক ব্যবস্থা সম্পর্কে স্পষ্ট নীতি ঘোষণা করিয়া কার্য্য করিতে হইবে। দেশের প্রত্যেক সকল দলের সহিত একত্র হইয়া হোয়াইট পেপারের ব্যবস্থা ব্যর্থ করিবার জন্য চেষ্টা করিতে হইবে। যুক্তপ্রদেশের সভাপেট সম্মিলনী পর্য্যন্ত হোয়াইট পেপার বর্ণিত ভারতীয় শাসন সংস্কার বর্জ্জন করিবার অভিপ্রায়ই প্রকাশ করিয়াছেন। রাজনৈতিক ব্যবস্থা সম্পর্কে কংগ্রেসের নীতি স্পষ্টভাবে ঘোষণা করিবার জন্য পণ্ডিত জহরলাল নেহেরুও প্রায় প্রকাশ করিয়াছেন। বিশদ বিবরণ প্রকাশিত হইলেই বিবৃতী সমালোচনা করা যাইবে।

প্রকাশ, ভারত সচিব স্যার স্যামুয়েল হোর একখানা বেনামা পোষ্টকার্ড পাইয়াছেন। পোষ্টকার্ডখানা ভারতবর্ষের সম্বন্ধে। উক্ত চিঠির লেখক নাকি স্যার স্যামুয়েল হোরকে সম্বোধন করিয়া লিখিয়াছেন— "একথাটা খোলাখুলি স্বীকার করিলেই তো পারেন যে, কি আপনি, কি মিঃ বল্ডুইন, আপনাদের দুইজনের একজনও ভারতবর্ষের সম্বন্ধে একেবারে কিছুই জানেন না।" চিঠিখানাতে কর্ণী হ্যাচ ডাকখানার শীলমোহর আছে। স্বয়ং ভারত সচিব যদি ভারতবর্ষের সম্বন্ধে কিছু জানেন না, এটা কি যুক্তিসঙ্গত কথা?

হোমরুল

প্রধান মন্ত্রী মিঃ ম্যাকডোনাল্ড প্রথম গোলটেবিল বৈঠকে উচ্ছ্বাসের আতিশয্যে ভারতবর্ষকে ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসন দিবার কথাটা আওড়াইয়া ফেলিয়াছিলেন। তৎপর গোলটেবিলী ধুরন্ধর বৃটিশ রাজনীতিকদের মুখে ভারতবর্ষকে ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসন, এমন কি দায়িত্বমূলক শাসনতন্ত্র দানের কথাটা পর্য্যন্ত শুনা যায় না। ভাগ্যে ছিলেন মিঃ চার্চ্চিল, তাঁহার কৃপায় আমরা 'হোমরুলে'র কথাটি শুনিতে পাইলাম। মিঃ চার্চ্চিল ভারতবর্ষকে হোমরুলের অধিকার প্রদান করিতে প্রস্তুত আছেন, তবে এই হোমরুল,—তবু হোমরুল তো বটে!

চার্চ্চিল প্রস্তাবিত হোমরুলের যে বিশেষত্ব কিছু থাকিবে, ইহা বলাই বাহুল্য। এই হোমরুলের চারিটি সর্ত্ত থাকিবে। প্রথমতঃ, এই হোমরুলে যে অধিকার প্রদান করা হইবে, পার্লামেণ্ট ইচ্ছা করিলে তাহা কাড়িয়া লইতে পারিবেন এবং যে সব অধিকার প্রদান করা হইবে, কোনরূপ রদবদল না করিয়া বহুদিন পর্য্যন্ত সেগুলির দ্বারা কিরূপ কাজ চলে, তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখিতে হইবে। গবর্ণরের কয়েকজন 'ডেপুটি' থাকিবেন, বিচার বিভাগ এবং পুলিশ বিভাগের ভার তাঁহাদের উপর ন্যস্ত থাকিবে। লাটের কৃপাকটাক্ষ তাহাদিগকে এই জয় যাত্রার পথে অভেদ্য কবচ স্বরূপে সর্ব্বদা রক্ষা করিবে।

এতো গেল আইন ও শান্তিরক্ষার কথা, তারপর আর্থিক স্বাধীনতা! চার্চ্চিল প্রস্তাবিত প্রাদেশিক হোমরুলে দেশের লোকদের আর্থিক স্বাধীনতার ব্যবস্থাও সুন্দর থাকিবে। বিলাত গবর্ণমেণ্ট হইতে নিযুক্ত একদল ইন্সপেক্টর শুধু মাঝে মাঝে আসিয়া কিভাবে টাকা পয়সা খরচ করা হইতেছে, তাহা দেখিবেন, টাকা পয়সা দেশের লোকদের স্বার্থের জন্য বাস্তবিক ব্যয়িত হয় কিনা, ইহা ছাড়া এমন ব্যবস্থার উদ্দেশ্য অন্য কিছু নহে। মিঃ চার্চ্চিল বলেন যে লোকে আমাদিগকে এই বলিয়া নিন্দা করে যে, আমরা শুধু নিজের স্বার্থ দেখি, ভারতবাসীর স্বার্থ দেখি না। এই নিন্দা দূর করিবার জন্যই এমন ব্যবস্থা থাকা দরকার। দেশের লোকেরা দেশের স্বার্থ দেখিতে জানে, ইহা স্বীকার করিয়া না লইলেও, তাহাদিগকে কেমন হোমরুল দেওয়া যায়, সে সম্বন্ধে মিঃ চার্চ্চিলের এই অপূর্ব্ব আবিষ্কার!

কিন্তু ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসনের এমন গালভরা কথা থাকিতে চার্চ্চিল সাহেব হোমরুল কথা ব্যবহার করিলেন কেন? লর্ড আরউইনের প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলিয়াছেন ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসনের মর্য্যাদা প্রদান করা এবং ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসনলব্ধ দেশ সমূহের অনুযায়ী শাসনতন্ত্র প্রদান করা, এই দুইয়ের মধ্যে পার্থক্য আছে। ভারতবর্ষের সম্বন্ধে আমি যেখানে ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসনের [illegible] বলিয়াছি, সেখানে এই ভাবেই বলিয়াছি। আজ জয়েণ্ট কমিটির সম্মুখে দাঁড়াইয়া চার্চ্চিল সাহেব যদি ভারতের জন্য ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসনের অপূর্ব্ব পরিকল্পনা ফাঁদিয়া বসিতেন। কিংবা তাঁহার প্রস্তাবিত প্রাদেশিক হোমরুলকেই ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসনাধিকার বলিতেন, তাহা হইলে ভারতের লোকেরা তাঁহার কথা ঠাট্টা' ভাবেই গ্রহণ করিত—গুরুত্বসহকারে গ্রহণ করিত না

মিঃ চার্চ্চিলের প্রস্তাবিত 'হোমরুল' সম্বন্ধে কংগ্রেসের বঙ্গভাষার মুখপত্র 'আনন্দবাজার' সেদিন 'যৎকিঞ্চিৎ' শীর্ষক যে বিপ্লবী প্রকাশ করিয়াছেন, তাহারই কিয়দংশ এই প্রবন্ধে উদ্ধৃত হইল। জয়েণ্ট সিলেক্ট কমিটীর রিপোর্ট প্রকাশিত হইলেই মিঃ চার্চ্চিলের উক্ত প্রস্তাবের মূল্য কত তাহা জনসাধারণ বুঝিতে পারিবেন।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

নদীয়া-প্রকাশ

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক

– পারমার্থিক পত্র –

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশ
তনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনম্,
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং
প্রেমা পুমর্থো মহান্,
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং
তত্রাদরো নঃ পরঃ॥

৮ম বর্ষ } ২৮শে দামোদর গৌরাব্দ ৪৪৭, ১৪ই কার্ত্তিক বঙ্গাব্দ ১৩৪০, ৩১শে অক্টোবর ইং ১৯৩৩, মঙ্গলবার ২০১তম সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

বিগত ২রা কার্ত্তিক বৃহস্পতিবার শ্রীশ্রী-ভক্তিসিদ্ধান্তবাণীসেবকসমিতির সাপ্তাহিক অধিবেশনে শ্রীশ্রীগুরু-বৈষ্ণববন্দনা ও কীর্ত্তনের পর শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ হয়। পাঠের মর্ম্ম নিম্নে প্রকাশিত হইল।

দেহধারী অসংখ্য জীবগণের মধ্যে কাহারও মৃত্যু স্বেচ্ছাধীন সুতরাং এইরূপ পুরুষগণের মৃত্যু অত্যন্ত দুর্ঘট। কিন্তু ভগবান্ কোন নিয়ম বা বিধির অধীন নহেন। তাঁহার ইচ্ছায় ভীষ্মাদি স্বেচ্ছাপ্রয়াণ-বিশিষ্ট ব্যক্তিগণেরও অনায়াসে প্রয়াণ সংঘটিত হইল। আবার কেহ কেহ ভগবদ্বিদ্বেষী সুতরাং তাহাদের মুক্তি সহজ নহে। কিন্তু ভগবদিচ্ছায় কংসাদি ভগবদ্বিদ্বেষিগণেরও মুক্তি-লাভ হইল। এমন কি, পুতনারও ধাত্রীগতি লাভ হইল।

———

ভগবান্ অন্তরে অন্তর্যামি-রূপে ও বাহিরে কালরূপে সর্ব্বদা অবস্থান করিতেছেন। তিনি অভক্তের নিকট ভয়ঙ্কর, কিন্তু ভক্তের নিকট শুভঙ্কর। তজ্জন্য তাঁহার এক নাম ভক্তবৎসল। ইহা ভগবানে পক্ষপাতিত্ব-দোষ নহে, ভক্ত ও অভক্ত উভয়েরই মঙ্গলপ্রদ।

———

এই নরাকৃতি-পরমব্রহ্ম কৃষ্ণকে প্রাকৃত-মনুষ্য বলিয়া মনে হয়, তাহার কারণ 'মায়া'। মহামায়া কখনও অপ্রাকৃত দর্শনের সহায়িনী নহেন, হইতেও পারেন না। উক্ত মায়া আবরণাত্মিকস্বরূপে মানবের চিদাভাস-দৃষ্টিকেও বাধা প্রদান করিয়া থাকে।

———

কৃষ্ণকে 'কেশব' বলা হয়। এস্থলে 'ক' পদে ব্রহ্মা, 'ঈশ' পদে মহাদেব। যিনি নিজ মহিমাদ্বারা এই দুই জনকে ব্যাপ্ত করেন তিনিই 'কেশব'। অথবা এই দুই জন যাঁহার সেবকরূপে বর্ত্তমান এই অর্থে 'ব'-প্রত্যয়-যোগে কেশব। সুতরাং ব্রহ্মা ও মহাদেবাদি ঈশ্বরগণেরও নিত্য-সেব্য যিনি, তিনিই পরমেশ্বর কৃষ্ণ, সচ্চিদানন্দবিগ্রহ। মায়ার প্রভু মহাদেব; সেই মহাদেব, যিনি দেবাদি-দেব তিনিও স্বয়ং কৃষ্ণ-সেবকরূপে বর্ত্তমান। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণ মায়ার প্রভুর প্রভু।

———

একখানা গুণগ্রাহিতা-সূচক পত্র

শ্রীমদ্ বন মহারাজের নিকট ডক্টর সৌরাট-প্রেরিত

INSTITUT FRANCAIS DU ROYAUME—UNI, (UNIVERSITIES DE LILLE ET DE PARIS)

Swami B. H. Bon Esq., 1—7, Cromwell Gardens
39, Drayton Gardens, South Kensington, S. W. 7
S. W. 10. 4th October, 1933.

Dear Sir,

I beg to thank you for the most interesting books* which you have so kindly sent me. They will have a place of honour in my library and will remind me of the pleasant hour we spent discussing the fringes of Indian Philosophy. I shall read them with attention, as I am very interested in your movement.

With kind regards,

Yours Sincerely
Sd/ D. SAURAT.
(Dr, D. Sanrat, Directeur, Institut. Francais).

*SREE KRISHNA CHAITANYA, VEDANTA, LIFE & PRECEPTS, BRAHMA-SAMHITA.

মর্ম্মানুবাদ

ইন্সটিটুট্ ফ্রান্সাইস্ ডু রয়োম ইউনি

[ইউনিভারসিটিস্ ডি লিলে এট্ ডি প্যারিস্]

স্বামী বি, এইচ্ বন স্কয়ার ১-৭, ক্রমওয়েল গার্ডেন্স
৩৯ নং ড্রেটন গার্ডেন্স সাউথ কেন্‌সিংটন, এস্, ডব্লিউ ৭
এস্, ডব্লিউ ১০ ৪ঠা অক্টোবর, ১৯৩৩

মহাশয়,

আপনি অতিশয় অনুগ্রহ প্রকাশ-পূর্ব্বক আমার জন্য যে কয়খানি চমৎকার গ্রন্থ (শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য, বেদান্ত, লাইফ্ এণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব্ মহাপ্রভু ও ব্রহ্মসংহিতা) প্রেরণ করিয়াছেন তজ্জন্য আপনাকে ধন্যবাদ। গ্রন্থকয়খানা সসম্মানে আমার গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত হইবেন, এবং ভারতীয়-দর্শন-রত্নের আলোচনায় আমরা যে সুমধুর সময় অতিবাহিত করিয়াছিলাম, উহারা আমাকে তাহা স্মরণ করাইয়া দিবেন। আমি মনোযোগের সহিত গ্রন্থকয়খানা পাঠ করিব, কারণ আমি আপনাদের প্রচার-সাফল্য-দর্শনে বড়ই আনন্দিত। ভক্তিপূর্ণ নিবেদন ইতি।

আপনার বিশ্বস্ত
স্বাঃ ডি, সৌরাট্
ডিরেক্টর, ইন্সটিটিউট ফ্রান্সাইস্।

———

গত কল্য ২৯শে অক্টোবর রবিবার শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার আকর-মঠরাজ শ্রীচৈতন্যমঠে ও অপরাপর মঠসমূহে পরমহংস বাবাজী শ্রীশ্রীল গৌরকিশোর দাস গোস্বামী মহারাজের অপ্রকট তিথি-পূজা সঙ্কীর্ত্তনমুখে সম্পাদিত হইয়াছে। শ্রীচৈতন্য-মঠে পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট তালিকানুসারে উৎসবের সেবাকার্য্যাদি সম্পন্ন হইয়াছে। বিস্তৃত সংবাদ যথাসময় প্রকাশিত হইবে।

———

বোম্বের নিজস্ব সংবাদদাতার ২২শে অক্টোবরের সংবাদে প্রকাশ, "বোম্বে ক্রনিকেল', 'ফ্রি প্রেস্', প্রভৃতি পত্রে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিবিলাস গভস্তিনেমি মহারাজের বোম্বে শুভবিজয়-বার্ত্তা বিঘোষিত হওয়ায় তথাকার বহু শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি বোম্বে গৌড়ীয়মঠে আগমন পূর্ব্বক স্বামীজীর শ্রীমুখে হরিকথা শ্রবণ করিতেছেন। গত ২২শে অক্টোবর স্বামীজী উক্ত মঠে পাঠ ও কীর্ত্তনাদি করিয়াছেন। স্বামীজীর পাঠ ও ব্যাখ্যা শ্রবণ করিয়া কতিপয় ভদ্রলোক অতিশয় মুগ্ধ হ'ন এবং শতমুখে তাঁহার প্রশংসা করিয়া তাঁহাদের নিবাসে স্বামীজীকে পাঠের নিমিত্ত নিমন্ত্রণ করিয়াছেন।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

২৮ দামোদর, শুক্র প্রত্যয়

পরম গুরুদেব

দামোদরোত্থানদিনে প্রধানে ক্ষেত্রে পবিত্রে
কুলিয়াভিধানে।
প্রপঞ্চলীলা-পরিহারবন্তং বন্দে প্রভুং
গৌরকিশোর-সংজ্ঞম্॥

সহৃদয় পাঠকমহোদয়গণ! আসুন, আমরা সকলে সেই শ্রীল গৌরকিশোর প্রভুকে বন্দনা করি, যিনি শ্রীদামোদর-উত্থান-একাদশী-দিবসে গৌরলীলানিকেতন পবিত্র শ্রীকোলদ্বীপে প্রপঞ্চলীলা সঙ্গোপন করিয়াছেন।

গত রবিবার উত্থান-একাদশী-তিথি তাঁহার এই প্রপঞ্চ হইতে অপ্রকট-বাসর ছিল। সেই তিথির পূজা করিবার জন্য শ্রীচৈতন্যমঠের সেবকবৃন্দ সমবেত হইয়া হরিসঙ্কীর্ত্তনমুখে সুমেধা তিথি পালন করিয়াছেন।

নিত্যলীলা-প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল গৌরকিশোর দাস বাবাজী মহারাজের সম্বন্ধে বিশেষ তথ্য জানিবার সুযোগ সাধারণের না হইলেও তাঁহারই অভিন্ন-বিগ্রহ অস্মদীয় আচার্য্যদেব তাঁহার যে পরিচয় প্রদান করিয়াছেন তাহাতেই জগদ্বাসী সেই অবধূতকুলচূড়ামণির প্রকৃষ্ট পরিচয় পাইয়া ধন্য হইবেন। কথায় বলে "A tree is know by its fruit"—ফলের পরিচয়েই বৃক্ষের পরিচয়। আজ তাই আমরা জগদ্গুরু যুগাচার্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রী শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের পরিচয়ে শ্রীল বাবাজী মহারাজের পরিচয় অবগত হইতে পারি।

তিনি ফরিদপুর জেলার টেপাখোলার অন্তর্গত বাগজান্ নামক একটী গণ্ডগ্রামে কোন এক আর বৈশ্যকুলে আবির্ভূত হইবার লীলা প্রদর্শন করিয়া বিশ্ববাসীকে এই শিক্ষা দিয়াছেন যে—

"যে তে কুলে বৈষ্ণবের জন্ম কেনে নয়।
তথাপিহ সর্ব্বোত্তম সর্ব্বশাস্ত্রে কয়॥"

শ্রীমন্ মহাপ্রভুর বাক্যে আমরা দেখিতে পাই যে—"অপ্রাকৃত বস্তু নহে প্রাকৃত গোচর"। শ্রীল বাবাজী মহারাজ প্রাকৃত জগতের কোন ব্যক্তিবিশেষ নহেন যে, মাদৃশ বদ্ধজীব তাঁহাকে বুঝিয়া লইয়া তাঁহার চরিত-কথা লিখিবার যোগ্যতা ধারণ করিবে। তাই শ্রীল প্রভুপাদ তাঁহাকে যেরূপভাবে জগতে প্রকাশ করিয়াছেন আমরা সেই ভাবেই তাঁহাকে দেখিতে চেষ্টা করিব।

শ্রীমন্ মহাপ্রভুর অপ্রকটের পর মায়ার আবরণাত্মিকা ও বিক্ষেপাত্মিকা শক্তির কবলে কবলিত বদ্ধজীবকুলকে কালে কালে উদ্ধার করিবার জন্য যে সমস্ত মহাপুরুষগণ এই প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হ'য়ে থাকেন, শ্রীল গৌরকিশোর বাবাজী মহারাজ তাঁহাদিগের মধ্যে অন্যতম। জগতের বিষ্ণুবিরোধময় আবহাওয়ার প্রতিকূলে দণ্ডায়মান হইয়া বাবাজী মহারাজ যে বৈরাগ্যের আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছেন তাহা আমাদের শিক্ষণীয় বিষয় হওয়া কর্ত্তব্য। মহাপ্রভুর—

"তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ॥"

শ্লোকের মূর্ত্তবিগ্রহরূপে দণ্ডায়মান হইয়া তাঁহারই ইষ্টদেবতার মনোঽভীষ্ট-প্রচারের সহায়করূপে যদি তিনি তাঁহার অভিন্ন বিগ্রহ শ্রীল প্রভুপাদকে রাখিয়া না যাইতেন তাহা হইলে আজ সেই প্রেমধর্ম্মের বার্ত্তা জানিবার কয়জনের সৌভাগ্য হইত জানি না।

শ্রীল বাবাজী মহারাজ যেমন শ্রীল প্রভুপাদকে জগতের নিকট প্রকাশ করিয়া দিয়াছেন শ্রীল প্রভুপাদও তেমনি তাঁহারই প্রভু শ্রীল বাবাজী মহারাজকে জগদ্বাসীর নিকট জানাইয়া দিয়াছেন। বাবাজী মহারাজ জগতের নিকট কোন প্রতিষ্ঠার কাঙ্গাল ছিলেন না। জড়প্রতিষ্ঠাকে তিনি শূকরী-বিষ্ঠার ন্যায় জ্ঞান করিতেন। তিনি প্রতিষ্ঠার ভিখারী না হইলেও প্রতিষ্ঠার স্বভাবই এই যে, প্রতিষ্ঠা তাঁহার সঙ্গ ছাড়িতে চাহে না। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভুর ভাষায় দেখিতে পাই,—

"প্রতিষ্ঠার স্বভাব এই জগতে বিদিত।
যে না বাঞ্ছে তাঁ'র হয় বিধাতা-নির্ম্মিত॥"

তিনি প্রচ্ছন্নভাবে ভজনসুখে মগ্ন হইয়া লোকলোচনের অন্তরালে থাকিতে চাহিলেও কতলোক যে তাঁহার পদরজঃ লাভ করিয়া ধন্য হইবার যত্ন করিয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই।

বহু ব্যক্তি তাঁহার কৃপাপ্রার্থী হইলেও এক শ্রীল প্রভুপাদ ব্যতীত তিনি আর কাহাকেও শিষ্যত্বে গ্রহণ করেন নাই। যে সকল ব্যক্তি অন্তরে কপটতা লইয়া বাবাজী মহারাজের নিকট শরণাগত হইবার অভিনয় করিতে গিয়াছেন, তাঁহারা তাঁহার নিকট হইতে বঞ্চনাই লাভ করিয়াছেন "যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী" বিচারে তাঁহারা বাবাজী মহারাজের বাস্তব কৃপা হইতে বঞ্চিত হইয়া দুর্ভাগ্যের পরিচয় দিয়াছেন। কিন্তু শ্রীল প্রভুপাদ সেই মহাত্মার বাস্তব কৃপা লাভ করিয়া তাঁহার শিক্ষাকে মূর্ত্তি প্রদান করিয়া বহির্ম্মুখ জগৎকে কৃষ্ণোন্মুখ করিবার জন্য ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর ভুবনমঙ্গল শিক্ষার অনুপ্রাণিত করিবার জন্য যে চেষ্টা প্রদর্শন করিতেছেন, তজ্জন্য জগদ্বাসী আমরা আজ তাঁহার দ্বারা যে কিরূপ উপকৃত তাহা বাক্যের দ্বারা প্রকাশ করা যায় না।

যদি বর্ত্তমান যুগে তাঁহার মত মহাত্মাগণ অবতীর্ণ না হইতেন, তাহা হইলে আজ জগতের অবস্থা কি হইত জানা যায় না। তিনি নিঃশব্দে প্রচ্ছন্নভাবে অস্মদীয় আচার্য্যদেবের হৃদয়ে যে প্রেরণা দিয়া গিয়াছেন, তাহাতেই আজ আবার শ্রীমন্ মহাপ্রভুর প্রকট-কালের লীলা অভিনীত হইবার সময় আসিয়া পড়িয়াছে।

"পৃথিবীতে আছে যত নগরাদি গ্রাম।
সর্ব্বত্র প্রচার হইবে মোর নাম॥"

মহাপ্রভুর এই মনোঽভীষ্ট প্রচারের সময় আসিয়া পড়িয়াছে। এবার অস্মদীয় আচার্য্যদেবের কৃপায় সেই প্রেমধর্ম্মের বার্ত্তা, সেই চেতনের স্বরূপের বার্ত্তা ভারতবর্ষ অতিক্রম করিয়া সমুদ্র-পারে চলিয়া গিয়াছে এবং সেখানে সভ্য জগতের কেন্দ্র-স্থল হইতে বজ্রনির্ঘোষে নির্ঘোষিত হইয়া সমস্ত চেতন-জগতের হৃদয়কে কম্পিত, তরঙ্গায়িত ও বিক্ষুব্ধ করিতেছে। বিলাসিতায় ও জড়ভোগে আকণ্ঠ নিমজ্জমান ব্যক্তিসকলও আজ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের বাণীর মধুরিমা উপলব্ধি করিয়া আচার্য্যচরণে শরণাগত হইতেছেন। ইহাপেক্ষা আর সৌভাগ্যের কথা কি হইতে পারে? শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের লেখনীতে যাহার পূর্ব্বাভাস লক্ষিত হইয়াছিল, আজ তাহা অস্মদীয় আচার্য্যদেবের কৃপায় কার্য্যে পরিণত হইতে চলিয়াছে।

শ্রীল বাবাজী মহারাজ যদি কৃপাপূর্ব্বক তাঁহারই অভিন্ন-তনু শ্রীল প্রভুপাদকে জগজ্জীবের মঙ্গলের জন্য না রাখিয়া যাইতেন, তাহা হইলে আমরা আজ কালের স্রোতে কোথায় ভাসিয়া যাইতাম, বহির্ম্মুখতার গভীর জলে কোথায় তলাইয়া যাইতাম, কে জানে? জগতে আজ যে মিছাভক্তি, কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগ, সহজিয়াবাদ প্রভৃতি অপধর্ম্ম-সমূহ জীবকুলকে গ্রাস করিয়া আত্মসাৎ করিবার চেষ্টা করিতেছে তথা হইতে উদ্ধার করিবার জন্য, জীবকুলকে বিরূপ হইতে স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত করিয়া খণ্ড, হেয়, জড়ানন্দ হইতে মুক্ত করিয়া অখণ্ড, নিত্য, চিদানন্দের অধিকারী করিয়া দিবার জন্য কাহার প্রাণ কাঁদিত? "আমার পূজা হইতে আমার ভক্তের পূজা বড়"—এই ভুবনমঙ্গল ভগবদ্বাণী জগৎকে শিক্ষা দিয়া বিশ্ববাসীর আত্যন্তিক মঙ্গল কে বিধান করিত? মায়ার কোলে নিশ্চিন্তে সুপ্ত জগদ্বাসীর মোহ-নিদ্রা ভঙ্গ করিয়া দ্বারে দ্বারে করাঘাত পূর্ব্বক,

"জীব জাগো জীব জাগো গোরাচাঁদ বলে।
কত নিদ্রা যাও মায়া-পিশাচীর কোলে॥
তোমারে তারিতে আমি হইনু অবতার।
আমি বিনা বন্ধু আর কে আছে তোমার॥
এনেছি ঔষধি, মায়া নাশিবার লাগি।
হরিনাম-মহামন্ত্র লও তুমি মাগি॥"

এই ঘোষণা উচ্চৈঃস্বরে কে করিত? এবার শুধু মহৌষধি ব্যবস্থা নয়, ঔষধের সঙ্গে সঙ্গে আবার ভবরোগ-বিনাশের জন্য পথ্যরূপ মহাপ্রসাদেরও প্রচুর আয়োজন ক'রেছেন।

'প্রেম'-ফল বিতরণ করিতে যাইয়া শ্রীমন্ মহাপ্রভু বলেছিলেন,—

একলা মালাকার আমি কাঁহা কাঁহা যাব।
একলা বা কত ফল পাড়িঞা বিলাব॥
একেলা উঠাঞা দিতে হয় পরিশ্রম।
কেহ পায় কেহ না পায় রহে মনে ভ্রম॥
অতএব মালি আজ্ঞা দিল সবাকারে।
যাঁহা তাঁহা প্রেমফল দেহ যারে তারে॥
খাইয়া হউক লোক অজর অমরে।"

তাঁহারই প্রকাশবিগ্রহ শ্রীল প্রভুপাদ সেই প্রেমফল বিতরণ করিবার জন্য তাঁহার অনুগত বহু ত্রিদণ্ডিপাদ, ব্রহ্মচারী প্রভৃতি ব্যক্তিগণকে জীবের দ্বারে দ্বারে অযাচিতভাবে প্রেরণ করিয়া শ্রদ্ধামূল্যে সেই প্রেমফল বিতরণ করিতেছেন এবং তাঁহার প্রভু শ্রীল বাবাজী মহারাজের অপার করুণার বার্ত্তা জগতে ঘোষণা করিতেছেন। শ্রীল প্রভুপাদের নিকট হইতে আবার শুনিয়াছি যে, বাবাজী মহারাজ শিক্ষিত ব্যক্তিগণের ন্যায় শাস্ত্রে অধিরূঢ় না থাকিলেও শাস্ত্রের মূল লক্ষ্যীভূত বিষয়ে পারঙ্গত ছিলেন। তাঁহার অকৃত্রিম কৃষ্ণসেবা-ফলে তিনি সর্ব্বজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন। শ্রীমন্ মহাপ্রভুর নিকট আমরা "ভক্তিমুখ-নিরীক্ষক কর্ম্ম-যোগ জ্ঞান,"

"অরসজ্ঞ কাক চুষে জ্ঞান-নিম্বফলে।
রসজ্ঞ কোকিল খায় প্রেমাম্র-মুকুলে॥
অভাগিয়া জ্ঞানী আস্বাদয়ে শুষ্কজ্ঞান।
কৃষ্ণপ্রেমামৃত পান করে ভাগ্যবান্॥"

প্রভৃতি যে শিক্ষা পাই, তাহা বাবাজী মহারাজের চরিত্রে প্রস্ফুটিত রহিয়াছে। তিনি কৃষ্ণভক্তিতেই অবস্থিত থাকিয়া সর্ব্বজ্ঞতা লাভ করিয়া কৃষ্ণপ্রেমানন্দে বিভোর ছিলেন।

শ্রীল প্রভুপাদ বলেন, তিনি শ্রীধামের ভিন্ন ভিন্ন গ্রামসমূহে ভিক্ষা-বৃত্তির দ্বারা মাধুকরী-সংগ্রহ এবং নিজ পরিশ্রম দ্বারা সকল কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন। অপর কেহ কোন দিন তাঁহার সেবা করিবার অবকাশ পান নাই। তাঁহার কঠোর

বৈরাগ্যের কথা শুনিলে ভগবৎপার্ষদ শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী প্রভুকে জীবের স্মরণ হয়। কৃষ্ণেতর বিষয়-বৈরাগ্য পরমহংস বাবাজী মহারাজকে আশ্রয়-স্বরূপ পাইয়া ধন্য হইয়াছিল। তাঁহার কৃষ্ণেতর বিষয়ে বৈরাগ্যের আদর্শ নিতান্ত পাষাণ হৃদয়কেও দ্রবীভূত করিতে পারে।

তাঁহার স্বাভাবিক অবস্থার পরিচয়ে শ্রীল প্রভুপাদ বলেন,—"তাঁহার গলদেশে তুলসী-মালা, হস্তে নির্ব্বন্ধিত নাম-সংখ্যার জন্য তুলসীমালা এবং কতিপয় বঙ্গভাষায় লিখিত শ্রীগ্রন্থ আমি দেখিয়াছি। কোন সময়ে গলদেশে মালা নাই, হস্তে সংখ্যা রাখিবার তুলসীমালার পরিবর্ত্তে ছিন্নবস্ত্র-গ্রন্থিমালা, উন্মুক্ত-কৌপীন, নগ্নভাব, কারণ-রহিত বিতৃষ্ণা ও পারুষ্য প্রভৃতি অনেকানেক দৃশ্য আমার নয়নগোচর হইয়াছে। তাঁহাকে দেখিয়াও অনেক অর্ব্বাচীন, অনেক চতুর সমীচীন বালক-বৃদ্ধ, পণ্ডিত-মূর্খ, ভক্তাভিমানী ব্যক্তিগণ তাঁহার দর্শনলাভ করিতে পারেন নাই। এইটী কৃষ্ণভক্তের ঐশী শক্তি।"

জগতে তাঁহার প্রীতিভাজন বা বিরাগভাজন কেহই ছিলেন না, তিনি বলিতেন যে সকলেই তাঁহার সম্মানের পাত্র। অনেক শুদ্ধভক্তিধর্ম্ম বিরোধী ব্যক্তি তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া থাকিয়া আপনাদিগকে তাঁহার স্নেহপাত্র জ্ঞান করিয়া কু-বিষয়ে প্রমত্ত থাকিলেও তিনি প্রকাশ্যভাবে কাহাকেও পরিত্যাগ করেন নাই বা কাহাকেও গ্রহণও করেন নাই। শ্রীমদ্ভাগবত-কথিত "সর্ব্বভূতেষু যঃ পশ্যেদ্ভগবদ্ভাবমাত্মনঃ। ভূতানি ভগবত্যাত্মন্যেষ ভাগবতোত্তমঃ" শিক্ষার মূর্ত্তিমানবিগ্রহরূপে তিনি দেদীপ্যমান্ ছিলেন।

তাঁহার আদর্শ মহাভাগবতের জীবনের দ্বারা তিনি জগতে নীরবে যে সত্য প্রচার করিয়াছেন, তাহা শ্রদ্ধাবিশিষ্ট ব্যক্তিমাত্রেই উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন ও পারিতেছেন। ভাগবত-পাঠের অভিনয়ে ইন্দ্রিয়-তর্পণের প্রশ্রয় তিনি কোন দিন দেন নাই, কারণ তাহাতে জগতের অমঙ্গল ব্যতীত মঙ্গলের কোন কথাই নাই। শাস্ত্রে বিষয়-চেষ্টাকে বিষ্ঠার সহিত তুলনা করা হইয়াছে। নিজ আচরণের দ্বারা এই শাস্ত্রোক্তি প্রস্ফুটিত করিবার জন্য তিনি ধর্ম্মশালায় সাধারণের পুরীষত্যাগের স্থানে প্রায় ছয়মাসকাল বাস করিয়াছিলেন। বিষয়-বিষ্ঠা-আবাহনের হেয়ত্ব ও নিজ-প্রতিষ্ঠা-বিষ্ঠার দুর্গন্ধ প্রচার করিবার জন্য সেই সকল আবাহনকারীর শিক্ষার আদর্শ-স্বরূপ হইয়া তিনি বৈষয়িক মেথরের অভিনয় করিয়াছিলেন। কোন ব্যক্তি তাঁহাকে দর্শন করিতে আসিয়া কোন কিছু টাকা-কড়ি তাঁহাকে অর্পণ করিলে, তিনি তাহা আঁচলে বাঁধিয়া রাখিবার জন্য কত প্রয়াস দেখাইতেন, আবার সেই ব্যক্তি চলিয়া যাইলে, সেই অর্থ উপস্থিত দরিদ্রগণকে বিতরণ করিয়া দিতেন। জাগতিক অর্থে যেন তাঁহার কত আসক্তি এইরূপ ভাব প্রকাশ করিয়া সাধারণ লোকদিগকে বঞ্চনা করিতেন। এ সকল কথা আমরা শ্রীল প্রভুপাদের নিকট হইতে শ্রবণ করিয়াছি।

শ্রীল বাবাজী মহারাজের অতিমর্ত্ত্য-চরিত-মহিমা বর্ণন করিবার সাধ্য আমাদের নাই; তাঁহার বিরহ-তিথিতে কিরূপভাবে আমরা তাঁহার পূজার অর্ঘ্যপ্রদান করিব তাহা আমাদের জানা নাই; আপনি কৃপাপূর্ব্বক আমাদিগকে আপনার তিথি-পূজা করিবার জন্য শিক্ষা প্রদান করুন। মহাজনের মুখে শুনিয়াছি, "মাধব-তিথি ভক্তিজননী" তাই আপনার অপ্রকট-তিথির পূজা করিবার অভিনয়ে আত্মশোধন করিবার চেষ্টা করিতেছি এবং বিষ্ণু-বৈষ্ণবের পাদপদ্মে ভক্তিলাভের জন্য চেষ্টা করিতেছি মাত্র। বিষ্ণু-বৈষ্ণবের গুণানুবাদ-কীর্ত্তনের দ্বারাই আমাদের সমুদয় অনর্থ নিবৃত্তি হইতে পারে।

শ্রীল বাবাজী মহারাজ আমাদের উদ্ধারের জন্য পতিতপাবনরূপ যাঁকে কৃপাপূর্ব্বক রাখিয়া গিয়াছেন, যাঁর কৃপায় আমরা আজ ভক্তিরাজ্যের সন্ধান পাইবার সুযোগ পাইয়াছি, কলিযুগে একমাত্র নামসঙ্কীর্ত্তনই জীবের পরমধর্ম্ম, মনুষ্যজন্মে হরিকীর্ত্তন ব্যতীত জীবের আর অন্য কোন কৃত্য নাই বা থাকিতে পারে না, যাঁর কৃপায় আমরা জানিতে পারিতেছি, যিনি ভবরোগ-নিবারণের জন্য ঔষধ ও পথ্য উভয় প্রকারেরই সুন্দর ব্যবস্থা করিয়া দেশের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে কেন্দ্র স্থাপন করিয়া মনুষ্যমাত্রকেই হরিভজনের সুযোগ প্রদান করিতেছেন, আসুন সুধীমণ্ডলি,আজ আমরা তাঁহারই প্রভু এবং আমাদের পরম-গুরুদেবরূপে এই প্রপঞ্চে অবতীর্ণ সেই শ্রীল গৌরকিশোর দাস বাবাজী মহারাজের নিকট প্রার্থনা করিয়া বলি, যেন তাঁহার পাদপদ্মযুগলে আমাদের চিত্ত সংযুক্ত হয়, যেন কৃষ্ণকীর্ত্তন-সেবাই আমাদের নিত্যকৃত্য হয় এবং কৃষ্ণপ্রেমকেই যেন আমরা সর্ব্বার্থ-শিরোমণি বলিয়া বরণ করিতে পারি। হে পতিতপাবন প্রভো! আপনি আমাদিগকে এই আশীর্ব্বাদ করুন; আমাদের ইহাই প্রার্থনা।

"বর্ণোত্তম"

[শ্রীযুক্ত ভবদেব চট্টোপাধ্যায়]

(১)

যে জন অবনীতলে
জনমি' শ্বপচ কুলে
কণ্ঠে ধরে সদা কৃষ্ণনাম।
সেই জন অতি ধন্য
সেই ত্রিজগৎ-মান্য
সেই জন সর্ব্বগুণধাম॥

(২)

সেই করে সর্ব্বতপ
সেই করে মন্ত্র-জপ
সেই করে সর্ব্বতীর্থে স্নান।
সেই করে দান যজ্ঞ,
সেই সর্ব্ব-বেদ-বিজ্ঞ,
সদাচারী সেই জ্ঞানবান্॥

(৩)

ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণ নয়,
যদি কৃষ্ণ ভুলি' রয়,
হয় সেই চণ্ডাল অধম।
চণ্ডাল, চণ্ডাল নয়,
যদি কৃষ্ণ-নাম লয়,
সেই জন সর্ব্ব বর্ণোত্তম॥

(৪)

সেই বৈষ্ণব-শ্রীচরণ
বিধি-ভব অনুক্ষণ
ভকতিকুসুম-দলে বন্দে।
দূরে রাখি ও ব্রাহ্মণ,
বৈষ্ণবসঙ্গেতে মন,
থাক সদা কৃষ্ণ-নামানন্দে॥

গৃহব্রতের গতি

[বালিয়াটী শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠে ঊর্জ্জাব্রতের ৮ম ও ৯ম দিবসের পাঠের মর্ম্ম]

কপিলদেব মাতা দেবহূতিকে কহিলেন, —"মাতঃ, মনুষ্যগণ কালের প্রভাবে চালিত হইয়াও এই কালের অসীম বিক্রম জানিতে পারে না।

মনুষ্য সুখের নিমিত্ত ক্লেশ স্বীকার করিয়াও যে যে প্রয়োজনীয় বস্তু উপার্জ্জন করে, শক্তিমান্ কাল সে-সমুদয় অর্থও বিনষ্ট করিয়া থাকেন।

দুর্ম্মতি জীব মোহবশতঃ কলত্রাদি-সমন্বিত অনিত্য দেহ, গেহ, ক্ষেত্র ও বিত্তকে নিত্য বলিয়া মনে করে সুতরাং ঐ সকল বস্তু নষ্ট হইলে উহারা শোকে নিমগ্ন হয়।

জন্তু-সকল এই সংসারে যে-যে-যোনি ভ্রমণ করে, সেই সেই যোনিতেই সন্তোষ লাভ করিয়া থাকে; সুতরাং কিছুতেই বিরক্ত হইতে পারে না।

দৈবীমায়া-বিমোহিত পুরুষ নরক-যোনি লাভ করিয়াও নরকযোগ্য আহারাদিতে-সন্তুষ্ট থাকিয়া নারকি-শরীর পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছা করে না।

এইরূপ ব্যক্তি দেহ, স্ত্রী, পুত্র, গৃহ, পশু, ধন, বন্ধু প্রভৃতিতে নানা মনোরথ বন্ধন করিয়া আপনাকে কৃতার্থ বোধ করে।

কুটুম্বদিগের পোষণ-চিন্তায় সেই দুরাশয় মূঢ় ব্যক্তির আপাদমস্তক নিরন্তর দগ্ধীভূত হইতে থাকে। সুতরাং সে পাপাচরণে প্রবৃত্ত হয়।

ঐ গৃহব্রত ব্যক্তি কাপট্য-ধর্ম্মবহুল সুখ-দুঃখ-প্রধান গৃহে নিরলস হইয়া কলভাষ শিশুদিগের আধ আধ আলাপে ও অসতী স্ত্রীগণের নির্জ্জন-বিরচিত সম্ভোগাদিরূপ মায়ার দ্বারা মন ও ইন্দ্রিয়গণের সহিত অভিভূত হইয়া থাকে; নিরন্তর কেবল দুঃখ-প্রতীকারের যত্ন করত উহাকেই সুখ বলিয়া মনে করিয়া থাকে।

সেই গৃহব্রত ব্যক্তি 'যাহাদিগের পোষণে অধোগতি হয়' গুরুতর হিংসাবৃত্তিদ্বারা নানা স্থান হইতে অর্থোপার্জ্জন করিয়া তাহাদিগকেই পোষণ করিয়া থাকে; এবং তাহাদিগের ভোজনাবশেষ যাহা কিছু থাকে, স্বয়ং তাহাই আহার করিয়া জীবনধারণ করে।

যখন তাহার জীবিকা রহিত হইয়া যায় তখন সে অন্য জীবিকা অবলম্বনের জন্য বারম্বার চেষ্টা করিয়া ব্যর্থ মনোরথ হইলে লোভে অভিভূত হইয়া পরের ধনে স্পৃহা করে।

মূঢ়বুদ্ধি, হতভাগ্য পুরুষ বারম্বার যত্ন করিয়াও যখন কুটুম্ব-ভরণে অশক্ত হয়, তখন হতশ্রী ও দুঃখিত হইয়া দীর্ঘ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করে।

এইরূপে যখন সে তাহার স্ত্রী-পুত্রাদির ভরণ পোষণে অসমর্থ হইয়া পড়ে তখন নির্দ্দয় কৃষকেরা যেরূপ বৃদ্ধ বলীবর্দ্দকে অযত্ন করে, সেইরূপ তাহার পুত্র-কলত্রাদিও ঐ গৃহব্রত ব্যক্তিকে আর পূর্ব্বের ন্যায় আদর করে না।

কিন্তু তাহাতেও তাহার সংসারের প্রতি বিরাগ উপস্থিত হয় না; জরাগ্রস্ত, বিরূপাকৃতি ও মৃত্যুগ্রস্ত হইয়া সেই গৃহব্রত ব্যক্তি সেই গৃহেই বাস করে।

শুদ্ধভক্তি গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। ভাষ্যসহ বিরাট শ্রীচৈতন্যভাগবত ৫৲
২। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্যান্ত ২৮৲
একাদশ স্কন্ধ হইতে প্রতিখণ্ড ।৶০
৩। ভাষ্যদ্বয়সহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত
(৪র্থ সংস্করণ) ৫৲
৪। ভক্তিবিবেককুসুমাঞ্জলি (বাঁধা) ১৲
৫। গৌড়ীয় গৌরব ।৶০
৬। গৌড়ীয়-সাহিত্য ।৶০
৭। ভজনরহস্য ॥০
শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম ও
শ্রীনবদ্বীপশতকম (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৯। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ)
ঐ (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
১০। গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি টীকাসহ)
ঐ (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
১১। গীতার কেবল মাধ্ব-ভাষ্য ॥০
১২। যুক্তিমল্লিকা গুণসৌরভঃ সানুবাদ
(মাধ্ব) ২৲
১৩। বেদান্ততত্ত্বসার সানুবাদ
(রামানুজীয়) ॥০
১৪। জৈবধর্ম্ম ২৲
১৫। শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸
১৬। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১৭। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ॥৶০
ঐ (বাঁধা) ৸০
১৮। দ্বীপ-দিগ্ দর্শন ৶০
১৯। সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ) ।৶০
২০। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ॥০
ঐ (আবাঁধা) ।৶০
২১। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
২২। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৶০
২৩। গীতমালা ⁄১০
২৪। নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য ৵০
২৫। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৵০
২৬। নবদ্বীপ পঞ্জিকা (৪৪৭ গৌরাব্দ) ৶০
২৭। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
২৮। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা-দর্পণ ।০
২৯। শরণাগতি ⁄০
৩০। গীতাবলী ⁄০
৩১। চিত্রে নবদ্বীপ ১॥০
৩২। সাধনকণ ⁄০
৩৩। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ⁄০
৩৪। নবদ্বীপশতক ⁄০
৩৫। অর্থপঞ্চক ⁄০
৩৬। সদাচারস্মৃতিঃ ⁄০
৩৭। কল্যাণকল্পতরু (৫ম সংস্করণ) ⁄১০
৩৮। অর্চ্চনকণ ১০
৩৯। সাধককণ্ঠমালা (বাঁধা) ।০
ঐ (আবাঁধা) ।⁄০
৪০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি
(প্রথম চারিখণ্ড) ৩৲
৪১। ব্রহ্মসংহিতা ॥০
৪২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৪৩। মণিমঞ্জরী সানুবাদ ।০
৪৪। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৪৫। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ।০
৪৬। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৪৭। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
৪৮। গৌড়ীয়মঠ কি করেন ? ⁄০
৪৯। ঈশোপনিষৎ (বলদেব ও মাধ্ব-
ভাষ্য এবং বিবৃতি ও অনুবাদসহ) ।০
৫০। শ্রীভুবনেশ্বর ৵০
৫১। সিদ্ধান্তদর্পণ ৶০
৫২। সাংখ্যবাণী ⁄০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৫৩ সিদ্ধান্ত-সরস্বতী-দিগ্বিজয়ঃ ॥০
৫৪ সটীক-শিক্ষাদশমূলম্ ।০
৫৫ তত্ত্ব-সূত্রম্ ।০
৫৬ সানুবাদ-শিক্ষাষ্টকম্ ৶০
৫৭ গৌড়ীয়মঠস্য পরিচয়ঃ ⁄০
৫৮ সারাংশবর্ণনম্ ৵০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৫৯। রায় রামানন্দ ॥০
৬০। নামভজন ।০
৬১। রিলেটীভ্ ওয়ার্ল্ড্স্ ।৶০
৬২। লাইফ্ য়্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব
শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।০
৬৩। বৈষ্ণবীজম্ ।০
৬৪। হোয়াট্ গৌড়ীয়মঠ ইজ্ ডুইং ⁄০
৬৫। দি ভাগবত ।০
৬৬। ইরোটিক্ প্রিন্সিপ্ল্ য়্যাণ্ড
আনেলয়েড্ ডিভোসন ।০
৬৭। ব্রহ্ম-সংহিতা ২॥০
৬৮। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (ভলুম ওয়ান) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৬৯। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ॥০
৭০। সাধন পথ ।০
৭১। কল্যাণ-কল্পতরু ⁄১০
৭২। গীতাবলী ⁄০
৭৩। শরণাগতি ⁄০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৭৪। শরণাগতি

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

নদীয়া-প্রকাশপ্রাপ্তির স্থান

১। শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম-মায়াপুর, নদীয়া
২। শ্রীযোগপীঠ ঐ
শ্রীবাস অঙ্গন ঐ
৪। অদ্বৈত-ভবন ঐ
কাজীর সমাধি পাট ঐ
৬। স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ শ্রীগোদ্রুম,
পোঃ স্বরূপগঞ্জ, নদীয়া।
৭। শ্রীভাগবত আসন কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
। শ্রীএকায়ন মঠ গোবিন্দপুর, হাঁসখালী।
৯। দ্বাদশগোপাল পাট—পোঃ চাকদহ,
১০। শ্রীগৌর-গদাধরমঠ—চাঁপাহাটী,
পোঃ সমুদ্রগড়, বর্দ্ধমান
১১। শ্রীমোদদ্রুমছত্র মাউগাছি, বর্দ্ধমান
১২। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম, আমলাযোড়া,
পোঃ রাজবাধ বর্দ্ধমান
১৩। শ্রীগৌড়ীয়মঠ বাগবাজার, কলিকাতা
১৪। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম ব্রাহ্মণপাড়া,
পোঃ মাজু, হাওড়া,
১৫। শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয়মঠ,
৯০নং নবাবপুর রোড্, ঢাকা
১৬। শ্রীগোপালজী মঠ কমলাপুর, ঢাকা।
১৭। শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ পোঃ বালিয়াটী,
১৮। শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয়মঠ ময়মনসিংহ।
১৯। শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ চিরুলিয়া,
পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর
২০। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম গোয়ালপাড়া, আসাম।
২১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ রায়াপেট্টা, মাদ্রাজ।
২২। শ্রীরামানন্দগৌড়ীয় মঠ কব্বূর,
জিঃ পশ্চিম গোদাবরী
২৩। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ উড়িয়াবাজার,
পোঃ বক্সীবাজার, কটক।
২৪। শ্রীত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয় মঠ ভুবনেশ্বর।
২৫। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ স্বর্গদ্বার, পুরী।
২৬। শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ আলালনাথ
পোঃ ব্রহ্মগিরি, পুরী।
২৭। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ ডুমুরকুণ্ডা,
পোঃ চিরকুণ্ডা, মানভূম।
২৮। শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ—কাশী।
২৯। শ্রীরূপগৌড়ীয় মঠ—এলাহাবাদ।
৩০। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ পুরাণবাজার,
সরকার ঠাকুরের কুঞ্জ, বৃন্দাবন
৩১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, নিউদিল্লী
৩২। শ্রীপরমহংসমঠ—নৈমিষারণ্য,
৩৩। শ্রীসারস্বত গৌড়ীয় মঠ—হরিদ্বার।
৩৪। শ্রীব্যাসগৌড়ীয়মঠ—কুরুক্ষেত্র, পঞ্জাব
৩৫। শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাবুলনাথ রোড,
পোঃ গ্র্যাণ্ট রোড, বোম্বে।
৩৬। লণ্ডন গৌড়ীয়মঠ, ৩৯নং ড্রেটন
গার্ডেন্স, কেনসিংটন্ লণ্ডন,
(এস্, ডব্লিউ—১০)।
৩৭। অমরি গৌড়ীয়মঠ—মেদিনীপুর
৩৮। সরভোগ গৌড়ীয় মঠ—সরভোগ,
কামরূপ, আসাম,

শুদ্ধভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST— প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী মাসিক। শ্রীধাম-মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১॥০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দি ভাষায় একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি হৃদয় বন মহারাজ সম্পাদিত ও নৈমিষারণ্য শ্রীপরমহংস মঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ১॥০ দেড় টাকা মাত্র।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥০ দেড় টাকা মাত্র।

৫। কীর্ত্তন—মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ নিমানন্দ সেবাতীর্থ বি-এজি, বি-টি, সম্পাদিত। আসাম গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম হইতে প্রকাশিত আসামী ভাষায় মাসিক। ভিক্ষা সডাক ১॥০ দেড় টাকা মাত্র

শ্রীচৈতন্যভাগবত

আদিকবি শ্রীল বৃন্দাবন দাস প্রণীত সমগ্র গ্রন্থ

গ্রন্থের মূল বোল্ড অক্ষরে এবং তন্নিম্নে বিশ্ববিশ্রুত গৌড়ীয়মঠের প্রতিষ্ঠাতা ও আচার্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ **শ্রীশ্রীল ভক্তি-সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভু-পাদের** রচিত বিস্তৃত ভাষ্য উত্তম কাগজে সৌষ্ঠবের সহিত মুদ্রিত হইয়াছেন। ডবল ক্রাউন আটপেজি আকারে ১০৯৬ পৃষ্ঠায় কেবল মূল ও ভাষ্য সম্পূর্ণ হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত শ্লোকসূচী, পদ্যসূচী, স্থানসূচী, পাত্রসূচী, বিষয়সূচী, শব্দসূচী প্রভৃতি বিস্তৃত সূচীপত্রেও একটী গ্রন্থ হইবে। সভাষ্য শ্রীচৈতন্যভাগবতের এরূপ উৎকৃষ্ট ও অমূল্য বিরাট্ সংস্করণ জগতের কোথায়ও আজ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হন নাই, ইহা নিরপেক্ষ পাঠক-মাত্রকেই একবাক্যে স্বীকার করিতে হইবে। শ্রীগৌড়ীয়মঠের উৎসব-কালে গ্রন্থের ভিক্ষা ১২৲ বারটাকা স্থলে—৫৲ পাঁচটাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীচৈতন্যমঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

কলিকাতা বাজার দর

লৌহ হার্ডওয়ার

২০শা অক্টোবর ১৯৩৩

টাটার তৈয়ারী— প্রতি হন্দর।

লোহার কড়ি (জয়েষ্ট বা বীম)

মার্কা ৫।০—৫।০/০

ঐ বে-মার্কা চাপ্‌কা হন্দর ৪।০/০—৪॥০/০

বরগা (টী-আয়রণ) ৬৸০—৬।০

এঞ্জেল আয়রণ (কোনা) ৫৸০/০—৬।০/০

গ্যাল ভানাইজ করগেট টীন—

১২ গেজ ৬ হইতে ১০ ফুট ১১।০/০

১৪ গেজ ,, ,, ১০৸০/০

১৬ গেজ ,, ,, ১২

২৪ গেজ আর, পি, ডি, মার্কা ১২৸০/০

২৪ গেজ গাঃ প্লেন শীট — ১১।০/০

২৬ গেজ ,, ,, ১২।০

১৮ গেজ ও ৩০ গেজ ঐ— ১৩৲—১৬৲

বাগান ঘেরা কাঁটাতার ১০০

পাউণ্ড বঃ ৮৸০

ষ্টীল পাটী ৬৲০/—৭।০

,, বোলটু (গোল) ৬৲০/—৬।০

,, গবাদে (চৌকা) ৬৸০—৭।০

,,গোল রড ।০—।৸০ সূতা ৪৸০/---৫।০/

,, টানা রড-

চৌকা ।০---।৸০ ঐ ৫।০/০---৫॥০

,, শাওল তার ৭৲—৭৸০

,, প্লেট—।০ন সূতা মোটা

পর্য্যন্ত ৭—৭।০

,, চাদর ৩-১৬ খানা বাণ্ডিল ৯॥০/—১০৲

স্প্রিং ষ্টীল ৮।০—৯৲

হাফ রাউণ্ড ৫৸০/—৭৲০/০

তারের পেরেক ১—৬ ইঞ্চি ৯—৯৸০

প্যাটেন্ট পেরেক ২—৮ ইঞ্চি ১২।০ — ।৫॥

ঢালাই কড়া ১ হইতে ১০ নং ২॥০ সাট

কোদাল ৪, ৫, ৬, ৭৸০, ৮৸০, ৯৸০ ডজ

ঐ টিন পাউণ্ড ৬৲ দেঃ বিঃ ৬।০/০ ,,

গ্যাঃ প্লেন বালতি ৭—১২ ইঞ্চি ২॥/০ ৬॥/০

ঐ রিভিট ,, ৭—১২ ইঞ্চি ২৲—৭৲ ,,

লোহার চেয়ার রডের গোল ও

চৌকা ৮॥০— ,,

ঐ তালের লোহার সিট ১৫৲ ,,

ঐ ভেনেস্তা (কাষ্ঠের সিট) ১৮৲ ,,

লোহার স্ক্রুপ ॥—৩ ইঞ্চি /১০—॥/০ গোস

ঐ কব্জা ৭৩ নং

১॥—৪ ইঞ্চি ।১০—৸০/১০ পেঃ ডজন

গ্যাঃ তার ১৬—২২ নং

(গেজ) ১২৲—১৩৲ হন্দর

গ্যাঃ রিভিং (ঘটকা)

১২ ইঞ্চি ।/৫ — ॥/০ পীস

গ্যাঃ গাটারিং বা ডোঙ্গা

৬ ইঞ্চি ।০—৸/০,

গ্যাঃ স্ক্রুপ ১॥০—২॥০ ইঞ্চি ২৩৲—২৯৲ হন্দর,

গ্যাঃ ওয়াসার চাকি ১১॥০ ৭৲ ,,

গ্যাঃ বোল্ট নাট ৮—৩ ইঞ্চি

॥/১০—১৸০ গ্রোস

ঢালাই রেলিং ৩॥০—৪॥০ হন্দর

ঐ রেন ওয়াটার পাইপ

৩ ইঞ্চি ৯১০ ও ৪ ইঞ্চি ১০ ফুট

টিউব ওয়েলের জন্য গ্যাঃ

পাইপ১॥ ইঞ্চি ।/৫ ফুট

পাম্প ৩নং ১২॥০ ৫নং ১৪৲ ৬নং ১৬৲

৬০-৮০ বাটখারা ।/১৫ সাট ২।০—২।০ মণ

সন্তোষকুমার মল্লিক এণ্ড সন্স লিঃ

লৌহ ও হার্ডওয়ার বিক্রেতা।

মীরবহর ঘাট কোঠাপটী বড়বাজার,

টেলি—"লোহার মালিক" কলিকাতা

কেরোসিন

প্রোক্রেক প্রত্যেক বাক্স (২ টিন) ৯,৬

সূর্য্য মার্কা ,, ৬॥০

ভিক্টোরিয়া ,, ৬৲

সোণার দর

পাকা সোণা

বড়াল

চনা পাত

রূপার দর

রূপা প্রতি ১০০ ভরি

ঐ খুচরা

কোম্পানীর কাগজ

৩॥০ সুদের কাগজ

৩॥০ নূতন ঋণ (১৯৪৭-৫০)

৪৲ ,, ঋণ (১৯৬০-৭০) ৯৭৲

৫৲ ,, বণ্ড (১৯৩৫ ১০৪॥০

ডিবেঞ্চার

৫৲ সুদের (১৯৫৬-৮৬) কলিকাতা পোর্ট-

ট্রাষ্ট ডিবে :— ১০২॥০

ব্যাঙ্ক

ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক (কনটি) ২৯৪॥০

সেণ্ট্রাল ঐ ২২৲

কাপড় ও সুতার কল

এলগিন মিল ৪৫৲

পাট কল

হাওড়া ৫০৲

অকল্যাণ্ড ১৯৫৲

বালী ১৬২৲

বরানগর ১৫০৲

জেবড ৩৭০৲

ডাইউ ২৪৩৲

ক্লাইভ ২৮।০

ডালহাউসী ৪০৮॥০

ডেল্টা ৪০৫৲

কৃষ্ণনগর নবদ্বীপঘাট রেলওয়ে সময়

কৃষ্ণনগর হইতে নবদ্বীপঘাট

কৃষ্ণনগর সিটি—	৬-৪৫	১০-৪৪	১৩-২২	১৭-৩৮	২০-১৬
কৃষ্ণনগর রোড—	৬-৫৬	১০-৫৫	১৩-৩৩	১৭-৪৭	২০-২৫
আমঘাটা—	৭-১৫	১১-১৩	১৩-৫১	১৮-৩	২০-৪১
মহেশগঞ্জ—	৭-১৪	১১-২১	১৪-০	১৮-৯	২০-৪৭
নবদ্বীপঘাট —	৭-৩৩	১১-৩০	১৪-৯	১৮-১৬	২০-৫৫

বিশেষ দ্রষ্টব্য—নবদ্বীপঘাট ষ্টেশন অপেক্ষা মহেশগঞ্জ ষ্টেশন হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরের দূরত্ব অনেক কম। শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে যাঁহাদিগকে রাণাঘাটে ট্রেণ বদল করিতে হয়, তাঁহারা রাণাঘাটে প্রাতঃ ৫-৫০,৮-১৪,১১-৪৬, ১৬-৪৪,১৮-৩৯ এবং ০-৩২ মিনিটের সময় গাড়ী পাইবেন।

শান্তিপুর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে শান্তিপুর ষ্টেশনে৫-৪০,৯-২৯, ১১-২৫,১৬-৪ এবং ১৮-৪১ মিনিটের সময় ট্রেণ পাওয়া যায়।

নবদ্বীপঘাট হইতে কৃষ্ণনগর

নবদ্বীপ ঘাট—	৫-৩৫	৯-২৫	১২-১০	১৫-৩৪	১৮-৪৫
মহেশগঞ্জ—	৫-৪৩	৯-৩৩	১২-১৯	১৫-৪২	১৮-৫৩
আমঘাটা—	৫-৪৯	৯-৩৯	১২-২৬	১৫-৪৮	১৯-৫
কৃষ্ণনগর রোড—	৬-৫	৯-৫৫	১২-৪৩	১৬-৪	১৯-২৪
কৃষ্ণনগর সিটি—	৬-১৭	১০-৩	১২-৫১	১৬-১২	১৯-৩৫

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে—ডাঃ কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম ভক্তিশাস্ত্রী এল, এম, এফ, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

পুলিশ ও সৈন্য দলে দাঙ্গা

পাতিয়ালা রাজ্যের পুলিশ ও দুর্গস্থ সৈন্যদের মধ্যে মনোমালিন্যের ফলে একটি গুরুতর অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে।

মহারাজ যুবরাজ বাহাদুর, কর্ণেল বলদন্ত সিংহ ও বারনালার পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট এখানে আসিয়াছেন এবং গত দেওয়ালী উৎসবের দিন রাত্রিকালে পুলিশ ও সৈন্যদের মধ্যে যে দাঙ্গা হইয়া গিয়াছে, সে সম্বন্ধে তদন্ত করিতেছেন।

এই দাঙ্গার কারণ সম্বন্ধে বিভিন্ন বিবরণ পাওয়া যাইতেছে এবং প্রত্যেক দলই অপর দলের স্কন্ধে দোষ চাপাইতেছে।

একটি বিবরণে প্রকাশ যে, দেওয়ালীর দিন রাত্রে পুলিশগণ দোকানদারদের নিকট মিষ্টান্ন চাহিতেছিল। সেইদিন ছুটী থাকায় দুর্গের সৈন্যগণও বাজারে বেড়াইতে আসিয়াছিল প্রকাশ যে, কয়েকজন সৈন্য পুলিশদের কার্য্যের প্রতিবাদ করে এবং তাহাদিগকে দাম দিয়া মিষ্টান্ন লইতে বলে, ইহাতে দুই দলের মধ্যে কলহ বাধে এবং পুলিশগণ কয়েক জন সৈন্যের সঙ্গে রূঢ় ব্যবহার করে এই সৈন্যদের মধ্যে সৈন্য দলের কোনও লেফ্‌টানেণ্টের এক আত্মীয় ছিলেন। দুর্গের বাহিরে ও ভিতরে সৈন্যদের মধ্যে এই কথা রাষ্ট্র হইয়া পড়ায় সৈন্যদল পুলিশ বাহিনীকে ভীষণ ভাবে আক্রমণ করে এবং সহরের সর্ব্বত্র দুই দলের মধ্যে দাঙ্গা চলিতে থাকে।

আসামীর ৪ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড

ফরিদপুরে স্পেশ্যাল ম্যাজিষ্ট্রেট মোঃ এম এ ম জদের এজলাসে কালুখালী বোমার মামলা সম্পর্কে ধৃত প্রদ্যোৎকুমার ওরফে সুকুমার ভট্টাচার্য্যকে বিস্ফোরক আইনের ৪ ও ৫ ধারানুসারে অভিযুক্ত করা হইয়াছে। গত ২৪শে অক্টোবর সাক্ষ্য ও সাওয়াল-জবাব শেষ হইয়াছে।

ঘটনার বিবরণ এই যে গত ২৫শে জুলাই বাঙ্গলা লাটের স্পেশ্যাল ট্রেণের আগে আগে একখানা পাইলট ট্রেণ যাইতেছিল। উক্ত গাড়ীখানি কালুখালীর নিকটে যাইলে একটা বোমা ফাটে পাইলট ট্রেণখান থামিয়া যায় এবং রেলওয়ে কর্ম্মচারিগণ এবং পুলিশ ঘটনাস্থলে বিষয়টা জানিবার জন্য দৌড়িয়া আসে। আসামী গত আইন অমান্য আন্দোলন সম্পর্কে কারাদণ্ডিত হইয়াছিল এবং সন্দেহজনকভাবে সেখানে ঘুরিতেছিল, তখন তাহাকে গ্রেপ্তার করা হয়।

গৃহ ধ্বসিয়া দুইজনের মৃত্যু

মুজাফ্‌ফরাবাদ, কাশ্মীর হইতে সংবাদ আসিয়াছে যে, অতিরিক্ত বৃষ্টির জন্য একটা গৃহ ধ্বসিয়া পড়ে ইহাতে দুইজন লোক জীবন্ত প্রোথিত হয় পরে তাহাদের মৃতদেহ পাওয়া যায়।

তারের ঠিকানা— 'শ্রীধাম' নবদ্বীপ
ডাকের ঠিকানা— পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

দৈনিক REG. C1544

নদীয়াপ্রকাশ

THE
NADIA-PRAKASH

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩৷০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র।

সাধারণের হার
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸০
মাসিক ১৲
নগদ
প্রতি সংখ্যা ৫

ভারতের সর্ব্বত্র মঙ্গল-প্রচারক নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৮ম খণ্ড । সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বেদান্তবাচস্পতি [২০২শ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর— ১৫ই কার্ত্তিক বুধবার ১৩৪০, ১লা নভেম্বর ১৯৩৩

শত্রুতায় বোমা নিক্ষেপ

লাহোর হইতে প্রায় ১৪ মাইল দূরবর্ত্তী বার্কি থানার অন্তর্গত এক গ্রামে একটি বোমা নিক্ষিপ্ত হইবার ফলে ৩ জন আহত হয়। তাহাদের মধ্যে ২ জন স্ত্রীলোক। এতৎ সম্পর্কে ১জনকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। ব্যক্তিগত শত্রুতাই উক্ত অপরাধের কারণ।

প্রকাশ যে, জনৈক শিখ প্রায় ৭ বৎসর পূর্ব্বে এক ডাকাতি মামলা সম্পর্কে ফেরার হয়। জয়মল সিংহ নামক জনৈক ব্যক্তির সহায়তায় তাহাকে গ্রেপ্তার করা হয়। এবং তাহার প্রতি ৬ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ দেওয়া হয়। দণ্ড ভোগান্তে উক্ত ব্যক্তির সহিত জয়মলের সাক্ষাৎ হইলে জয়মলের সহিত উক্ত ব্যক্তির বচসা হয় এবং সে একটি দেশী বোমা নিক্ষেপ করে। ফলে জয়মল, তাহার মাতা ও স্ত্রী আহত হন। ঘটনার অব্যবহিত পরেই উক্ত ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হয়।

কুমারী জ্যোতিঃকণার ৪ বৎসর কারাদণ্ড

গত বুধবার আলিপুরের স্পেশ্যাল ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ এইচ আর সেন ডায়োসেসান কলেজের চতুর্থ বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্রী শ্রীমতী জ্যোতিঃকণা দত্তকে বিনা লাইসেন্সে দুইটা রিভলবার, দুইটা পিস্তল ও ৫৩টী কার্ত্তুজ রাখিবার অভিযোগে ৪ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিয়া রায় প্রদান করিয়াছেন।

অভিযোগের বিবরণ এই ছিল যে, গত ১লা অক্টোবর তারিখে কলেজ হোষ্টেলের কোন মেয়ে বোর্ডারের ১২টী টাকা চুরি যায়, ইহাতে কয়েকটী মেয়ে সকল ঘরে তল্লাসীর জন্ম দাবী জানায়; পরদিন কলেজের প্রিন্সিপ্যাল নির্দ্দেশ দেন যে, মেট্রন মিসেস হিউইট ঘরগুলি তল্লাস করিবেন। তল্লাসীর সময় জ্যোতিঃকণার বিছানার নীচে উক্ত অস্ত্রশস্ত্রগুলি দেখিতে পাওয়া যায়।

বৌদ্ধ-সন্ন্যাসীর ফাঁসী

মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত বৌদ্ধ সন্ন্যাসী ইউ-পাইগিকটা দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে রেঙ্গুন হাইকোর্টে আপীল করিয়াছেন ছুটীর সময়ের বিচারক মিঃবাব এবং সেন আপীল নাকচ করিয়াছেন। এগার বৎসরের এক বর্ম্মী বালিকা এবং একজন নবদীক্ষিত বৌদ্ধকে হত্যা করিবার অপরাধে তাহার প্রতি মৃত্যুদণ্ড বিধান এবং অপর একজন নব-দীক্ষিতকে দা দিয়া আঘাত করায় তাহার প্রতি চারি বৎসরের কারাবাসের আদেশ প্রদত্ত হইয়াছিল।

প্রকাশ যে, আসামী পাইকতিলা হইতে বর্ম্মী বালিকাটিকে তাহার পিতামাতার আদেশানুসারেই মান্দালয়ে তীর্থ ভ্রমণ করাইবার জন্ম লইয়া যায় সেখান হইতে ফিরিবার দুইদিন পরে তাহারা এক বৌদ্ধ মঠে রাত্রিতে আশ্রয় গ্রহণ করে। রাত্রিবেলা সন্ন্যাসীটি বালিকা এবং একজন দীক্ষা প্রাপ্তকে ছোরার সাহায্যে হত্যা করে এবং অপর একজন দীক্ষা প্রাপ্তকে গুরুতররূপে আহত করে।

সৈনিকের বিষপানে আত্মহত্যা

ফটিস গর্ডেন্স রেজিমেন্টের প্রাইভেট ম্যাকডোনাল্ডকে কর্ণেট মিলিটারী হাঁসপাতালে রাখা হইয়াছিল। স্নানাগারে বিষপান করিয়া সে আত্মহত্যা করিয়াছে বলিয়া প্রকাশ, তাহাকে সামরিক প্রথায় গোর দেওয়া হইয়াছে।

গান্ধীজীর স্বাস্থ্যের উন্নতি

ডাঃ খারে, ডাঃ সারদেশাই এবং ডাঃ ওয়ারাদ পাণ্ডে (ওয়ার্দ্ধা) ৮দিন পরে পুনরায় মহাত্মার স্বাস্থ্য পরীক্ষা করেন তাঁহার রক্তের চাপ বর্ত্তমানে ১৫৫ সিষ্টালিক এবং ৯৫ ডায়াষ্টালিক গত সপ্তাহ অপেক্ষা তাঁহার দেহের ওজন ৩ পাউণ্ড বাড়িয়াছে। গান্ধীজির সাধারণ স্বাস্থ্য বেশ ভালই আছে।

অধ্যাপক কে, সি, কুমারাপ্পা এখানে পৌছানের পর সেদিন অপরাহ্নে আওরাঙ্গাবাদে রওনা হইয়াছেন।

গান্ধীজির ওজন

২৫শে অক্টোবর তিনজন চিকিৎসক গান্ধীজীর স্বাস্থ্য পরীক্ষা করেন। তাঁহার দেহের ওজন বর্ত্তমানে ১০৭ পাউণ্ড গত সপ্তাহ অপেক্ষা ৩ পাউণ্ড ওজন বাড়িয়াছে। তাঁহার স্বাস্থ্যের অবস্থা ভাল।

জাহাজে জাহাজে ঘর্ষণ

ক্যালিফোর্ণিয়ার স্যান পেড্রোর নিকটে "সিলভার পাম" নামক ব্রিটিশ ট্যাঙ্কারের সহিত সঙ্ঘর্ষের ফলে আমেরিকার 'চিকাগো' নামক ক্রুজার খুব জখম হইয়াছে। দুইজন অফিসারকে পাওয়া যাইতেছে না, কয়েকজন নাবিক গুরুতর আহত হইয়াছে। 'ট্যাঙ্কারের' সম্মুখ ভাগ "চিকাগোর" মাঝখানে ঢুকিয়া গিয়াছিল।

ঝড়েতে "ট্রেগো" জলমগ্ন

ষ্ট্রেট ষ্টিমশিপ কোম্পানীর "ট্রেগো" নামক একখানি ছোট জাহাজ গত রবিবার রাত্রিতে ঝড়ের ফলে সমুদ্রবক্ষে ডুবিয়া গিয়াছে। এই জাহাজে ৩৭জন নাবিক ছিল। তন্মধ্যে ২৮জনকে খুঁজিয়া পাওয়া যাইতেছে না। অবশিষ্ট ৯জন ডাঙ্গায় পৌছিয়াছে। নাবিকদের মধ্যে অধিকাংশই চীনদেশীয়।

নারীর পুরুষাকৃতি অপসারণ

একটি সপ্তদশ বর্ষীয়া তরুণীর দেহে অতি দ্রুত গতিতে পুরুষের লক্ষণ প্রকাশ পাইতেছিল বলিয়া পূর্ব্বে সংবাদ পাওয়া গিয়াছিল তৎসম্পর্কে এক্ষণে জানা গেল যে, স্থানীয় ব্যাপ্টিষ্ট মিশন হাঁসপাতালে ডাঃ এন, সি, ঘোষ উক্ত তরুণীর দেহে অস্ত্রোপচার করিয়া বিশেষ কৃতকার্য্য হইয়াছেন।

এক্ষণে আশা করা যাইতেছে যে উক্ত তরুণী আজীবন নারীই থাকিবেন।

সাবধান-বাণী

শ্রীযুত যমুনাদাস মেটা এবং কতিপয় মহারাষ্ট্রীয় নেতা নূতন দল গঠন করিয়াছেন, মিঃ কে, এফ, নরিম্যান ঐ সম্পর্কে এক বিবৃতি প্রচার করিয়া কংগ্রেস কর্ম্মীদিগকে অনুরোধ করিয়াছেন, তাঁহারা যেন কাহাকেও দেশের একমাত্র রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানটিকে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করিতে বা উহার গৌরব ক্ষুণ্ণ করিতে না দেন। মিঃ নরিম্যান বলেন, স্বর্গীয় লোকমান্য তিলকের চরণোপান্তে শিক্ষাপ্রাপ্ত জোরোয়াষ্টার ধর্ম্মাবলম্বী মহারাষ্ট্রীয় হিসাবে সমবেত মহারাষ্ট্রবাসীর নিকট তাঁহার অনুরোধ এই যে, তাঁহারা যেন নবগঠিত দলের সভায় যোগদান করেন। কিন্তু কংগ্রেসের প্রতি তাঁহাদের অচল নিষ্ঠা আছে, এই মর্ম্মে যেন প্রস্তাব গ্রহণ করেন।

ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

১৫ই কার্ত্তিক বুধবার, ১৩৪০

জোহান্সবার্গের এক ডাক্তারের বিষয় ১৬ হাজার পাউণ্ড, প্রায় ২ লক্ষ ১০ হাজার টাকার। তাহাকে একবার কাঠগড়ায় দাঁড়াইতে হইয়াছে। বেচারা নাকি দেড় সের মাখন চুরি করিয়াছে। তাহার দণ্ড হইয়াছে দশ পাউণ্ড বা ১৩০ টাকা। জরিমানা, না দিলে ১৪দিনের কারাবাস। স্বভাব যায় না ম'লে।

কানেডার বেকার সমষ্টির মধ্যে ১ লক্ষ ৪৬ হাজার লোক গত ছয় মাসে কর্ম্মে বাহাল হইয়াছে। অবশিষ্ট কত বেকার রহিল, তাহার হিসাব পাওয়া যায় নাই। জার্ম্মানীতে শ্রাবণ মাসের শেষার্দ্ধে ৫৭০০০ [বে]কারের কর্ম্ম মিলিয়াছে। তথায় এখনও বে [illegible] ক ৩৭ হাজার বেকার আছে। ১৫ ৪০ [illegible] ৭০০০ লোকের অন্ন সংস্থান করা দিনে [illegible] গৌরবের কথা সন্দেহ নাই। আর হিটলারি [illegible]টা বেকারীর অন্ন-সংস্থান হই- ভারতের [illegible] যাবে [illegible]

জগতে আজকাল সকল বিষয়ের প্রতিযোগিতা চলিয়াছে—কে কত ক্ষণ দৌড়িতে পারে, নাচিতে পারে, সাঁতার দিতে পারে, উড়িতে পারে ইত্যাদি। এইবার মিস্ মেয়োর দেশ হইতে এক চুম্বন প্রতিযোগিতার জবর খবর আসিয়াছে—এক যুগল তিন ঘণ্টা দুই মিনিটকাল চুম্বনে পৃথিবীর রেকর্ড ভাঙ্গিয়াছে। ওদেশে যেটা হয় সেইটাই ত পুরাণো হইয়া এদেশে আসে। সুতরাং আশা করা যায় ভারতেও এই চমৎকার (!) প্রতিযোগিতা শীঘ্রই আরম্ভ হইবে। এখন কলা-বিশারদ রবীন্দ্রনাথ এইবার পথ দেখাইলে হয়।

ঢাকায় কোন গৃহস্থবাড়ীর দুর্গোৎসবে পুষ্পাঞ্জলি দিয়াছিল নাকি হরিজনে, আর আরতি করিয়াছিল মুসলমানে। কেবল পূজাটা করিয়াছিল কে, সেটা প্রকাশ নাই। তবে কি বুঝিব, সেটাতে সেই বকেয়া ব্যবস্থা? আমাদের বক্তব্য, যখন এতটা সুসংস্কার, তখন পূজাটাতেই বা কুসংস্কার ছিটেফোঁটা [illegible] লাগিয়া থাকে কেন? ব্রাহ্মণের ছেলে জুতা বুরুষ করিলে শ্রমের গৌরব বাড়ে, অব্রাহ্মণ প্রতিমা পূজা করিলে পূজার গৌরব বাড়ে না কি?

জয়েণ্ট কমিটিতে এক আসামী আমলা বলিয়াছেন—যে সব স্থানে আদিম অধিবাসীদের বিশেষ নিয়ম কানুন চলে, সেখানে উকীল ঢুকিতে দিও না বা সাধারণ আইনের গণ্ডীর ভিতর তাহাদের আনিও না। শুধু তাহাদের কেন ভারতের সকল দেশেই সেই পুরাণ নিয়ম কানুনগুলাকে বাহাল করান পঞ্চায়েৎ বা সালিশি বসানর ব্যবস্থা চলিতে পারে না কি? বর্ত্তমান ওকালতি-সিষ্টেমে কত ধনাঢ্য যে পথের ভিখারী হইয়াছে তাহার ত' ইয়ত্তা নাই। যাহাদের উকীলের ফি যোগাইবার ক্ষমতা নাই, তাহাদের ত' নীরবে অশ্রু-বিসর্জ্জন।

বেঙ্গল গবর্ণমেণ্ট সমনজারির নূতন নিয়ম সম্বন্ধে বিচার-বিবেচনা করিতেছেন। শুনা যায়, পুলিশের মারফত সমন জারি না করিয়া, অতঃপর ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেণ্টের মারফত সমন জারি করার ব্যবস্থা হইবে। পুলিশের কাজ বড়ই বেশী, ইহাই অজুহাত। বিশেষ বিবেচনা করিয়া গবর্ণমেণ্ট কি সিদ্ধান্তে উপনীত হইবেন, তাহা যথাসময়েই জানা যাইবে। কিন্তু পুলিশের হাত হইতে ঐ কাজের ভার সরাইয়া লওয়ার যে অজুহাত দেওয়া হইয়াছে, তাহা সর্ব্ববাদিসম্মত হইবে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস হয় না। পুলিশ বেতনভুক্; সরকারের কাজ ছাড়া তাহার আর কোন কাজ নাই। আর ইউনিয়নবোর্ডের প্রেসিডেণ্ট অনরারী বা অবৈতনিক, তাঁহাকে ঘরের খাইয়া পরের মহিষ চরাইতে হয় এবং ঘরের খাওয়া যোগাড় করিতে তাঁহাকে অনেক সময় পরিশ্রম করিতেও হয়। এরূপ অবস্থায়, কাহার কাজ বেশী, কাহার অবসর বেশী, তাহার হিসাব হওয়া দরকার।

আসাম গবর্ণমেণ্ট গত কয়েক বৎসর হইতে অহিফেন উচ্ছেদের জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন। অহিফেন সরকারী রাজস্ব বৃদ্ধির একটী শক্তিশালী সহায়। কিন্তু অহিফেন সেবনের ফলে দেশশুদ্ধ লোক যদি দিন দিন অধঃপাতে যাইতে থাকে, সদা অবসাদগ্রস্ত অলসপ্রকৃতির অকর্ম্মণ্য জীবন পরিণত হয়, তাহা হইলে রাজস্ব যোগাইবে কে।

কৃষি-বিজ্ঞান

দোয়াল চাষা যোয়াল ভুঁই,
জোড়াল বলদ ধারাল মই,
তেজাল সার আর চেতাল দানা,
চাষী মোড়ল কয় লক্ষ্মী কিনা।

দোয়াল অর্থাৎ ভূমি দোহনে অভিজ্ঞ কৃষক, যোয়াল ভুঁই অর্থাৎ যো-যুক্ত-ভূমি, জোরদার বলদ, ধারাল লাঙ্গল, তেজোবিশিষ্ট সার এবং চেতনাযুক্ত অর্থাৎ সসার বীজ—এই সকল যাহার আছে, চাষী-মোড়লের মতে, লক্ষ্মী তাহার কেনা হইয়াছে।

আমাদের দেশে বংশানুক্রমেই যাহারা কৃষিকার্য্যে সংলিপ্ত রহিয়াছে,—কৃষি যাহাদের একমাত্র জীবিকা, তাহাদিগকে জাতে কৃষক বলা যাইতে পারে। যাহারা জাতে কৃষক, তাহারা বাল্যকাল হইতেই বয়োবৃদ্ধদিগের সহিত জমি পরীক্ষা, হালচাষ, বীজ বপন ও রোপণ, নিড়ান, জলসেচন, সার প্রদান এবং শস্য সংগ্রহ করিতে করিতে ক্রমে ক্রমে কতকগুলি ধারণা ও কৃষি সম্বন্ধে নানা প্রকার অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া থাকে। এই অভিজ্ঞতা, খনার বচন, বৃদ্ধ কৃষকদের বচন এবং কুলক্রমাগত প্রথানুসারেই ইহারা চাষবাসে লিপ্ত হয়। সুতরাং কিরূপ ভাবে ভূমি দোহন করিতে অর্থাৎ শস্যাদির ফলন বৃদ্ধি করিতে হয়, তাহা তাহারা বেশ জানে। এইরূপ ভূমি দোহনে অভিজ্ঞ কৃষক যে কখনও সুফল বা আশানুরূপ ফললাভে বা অর্থলাভে বঞ্চিত হয় না। তাহা বলা বাহুল্য মাত্র।

'জো' বুঝিয়াই চাষ করিতে হয়। 'জো' বুঝিয়া চাষ করিতে না পারিলে কৃষিকার্য্যে সাফল্যলাভ করিতে পারা যায় না। এ জন্যই খনার মতে, এক জো সাত পো বা পুত্রের সমান। কথাটা খাঁটী সত্য। 'জো' বুঝিয়া চাষ করিতে পারিলে একজনে যে কাজ করিতে পারে, জো হারাইলে সাতজন অর্থাৎ বহুব্যক্তি দ্বারাও সে কার্য্য সম্পন্ন করা সম্ভবপর হয় না। এ জন্য যখন মাঠের কাজ পড়ে, তখন চাষীদের স্নান-আহারেরও সময় হয় না। কারণ, সকল সময়েই 'জো' হয় না, এবং জো হারাইলে চাষের কাজেও ক্ষতি বই লাভ হইতে পারে না। আমাদের দেশের সকল কৃষকই কি অবস্থায় জমির 'জো' হয়, তাহা জানে। কিন্তু কেহ কেহ সেটা ভাল জানে, আর কেহ সেটা কম বোঝে। জমি জোয়াইবার পূর্ব্বে চাষ দিলে যে, উহার অনিষ্ট হয়, তাহা সকল কৃষকই বেশ ভাল রকম জানে। তবে জমিতে কখন 'জো' উপস্থিত হয়, তাহা অনেকেই ভালরূপে বুঝিতে পারে না। 'জো'-টা শুধু লাঙ্গল দেওয়ার সময়েই আবশ্যক হয় না; বিদা দিতে, মই দিতে বা নিড়াইতে সকল সময়েই 'জো' টার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হয়। যে কৃষক জমির 'জো' বেশ বুঝিতে পারে, এবং যাহার 'জো' যুক্ত ভূমি আছে, লক্ষ্মী কিনা অর্থাৎ কৃষিকার্য্যে অর্থলাভ করা তাহার পক্ষেই সম্ভবপর হয়।

কৃষিকার্য্যে সাফল্যলাভ বা লক্ষ্মীলাভ করিতে হইলে সুকর্ষণ, সুসার ও সুবীজ অত্যাবশ্যক। জোড়াল বলদ না হইলে সুকর্ষণ হয় না, তেজাল সার, আর চেতাল-দানা না হইলেও সু-সার ও সুবীজের অভাব দূর হয় না। এই জন্যই বলা হইয়াছে যে, যাহার জোড়াল বলদ, তেজাল সার এবং চেতাল-দানা আছে, তাহার লক্ষ্মী কি না হয়? অর্থাৎ যে কৃষক সুকর্ষণ, তেজোবিশিষ্ট সার-প্রদান এবং সুবীজ বপন করিতে পারে, কৃষিকার্য্যে সাফল্যলাভে তাহাকে কখনও বঞ্চিত হইতে হয় না। কৃষিকার্য্যে অভিজ্ঞতা রহিলে, এবং জো বুঝিয়া চাষ-বাস করিতে পারিলেই লক্ষ্মীযুক্ত হইতে পারা যায়।

পেনা ফেইলা খাইবা জল।
পচা পেনায় দুগুণ ফসল ॥

পানীয় জল সুপেয় হওয়া আবশ্যক। এই জন্য 'পেনা' (পানা) উঠাইয়া ফেলিয়াই জল খাইতে বলা হইয়াছে। পানীয়-জলের জলাশয় হইতে পানা উঠাইয়া ফেলিতে কিঞ্চিৎ অর্থব্যয়ের আবশ্যক হয় বলিয়াই, আমাদের দেশের কৃষকেরা পানা উঠাইয়া ফেলে না। ফলে [illegible] দূষিত জল পান করিয়া নানা [illegible] পড়ে। 'পচা-পেনায় দুগুণ ফসল' অর্থাৎ পচা-পানা সাররূপে ব্যবহার করিতে পারিলে যে দ্বিগুণ পরিমিত ফসল পাওয়া যায়, ইহা কৃষকেরা সম্যক্‌রূপে বুঝিতে পারিলে, পানীয় জলাশয় হইতে সমুদায় পানা উঠাইয়া ফেলিতে কখনও অর্থব্যয়ে কুণ্ঠিত হইতে পারে না। এ কারণে, বৃদ্ধ কৃষক তাঁহার অভিজ্ঞতার কথা বলিতে গিয়া প্রথমতঃ পানা উঠাইয়া ফেলিতেই বলিয়াছেন।

লাউ, কুমড়া, শশা, বেগুণ প্রভৃতি সজীর এবং সুপারী, নারিকেল প্রভৃতি ফলের গাছের সতেজ বৃদ্ধি ও অধিক ফলনের উদ্দেশ্যে ঐ সকল গাছের গোড়ায় স্তূপাকারে বড় পানা দেওয়ার প্রথা অতি প্রাচীনকাল হইতেই পূর্ব্ববঙ্গের কৃষকদিগের মধ্যে প্রচলিত রহিয়াছে। পানা স্তূপের উপর জলসেচন করিলে, উহা ক্রমে পচিয়া সারে পরিণত হয়। নানাবিধ ফুল, ফল, শাক সজী এবং তরিতরকারীর পক্ষে পানা পচা সার অত্যুৎকৃষ্ট ও সুফলপ্রদ। বর্ষার প্রারম্ভে অতি নিস্তেজ সুপারি, নারিকেল প্রভৃতি ফলের এবং লাউ, কুমড়া, শশা, বেগুণ প্রভৃতি সজী গাছের গোড়ার চারিধারে অর্দ্ধ পচা পানা স্তূপাকারে রাখিয়া ও তদুপরি অল্প মাটি চাপা দিয়া রাখিলে, এবং প্রত্যহ একবার করিয়া (বৃষ্টির দিন ব্যতীত) স্তূপের উপর জল দিলে, উহা ক্রমে পচিয়া গিয়া গাছের খাদ্যের অভাব দূর করিয়া থাকে। ইহাতে নিস্তেজ গাছও ক্রমেই সতেজ ও সুশ্রী হইয়া উঠে এবং প্রচুর ফল প্রসব করে। বড়পানার পরিবর্ত্তে, অতি সহজলভ্য পচা কচুরিপানা সাররূপে ব্যবহার করিলেও প্রায় সমফলই লাভ করা যাইতে পারে। ধান, পাট প্রভৃতি ফসল-বৃদ্ধির পক্ষেও এই সার অত্যুৎকৃষ্ট।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

নদীয়া-প্রকাশ

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক

— পারমার্থিক পত্র —

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

আরাধ্যো ভগবান ব্রজেশ
তনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনম্,
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং
প্রেমা পুমর্থো মহান্,
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং
তত্রাদরো নঃ পরঃ॥

৮ম বর্ষ | ২৯শে দামোদর গৌরাব্দ ৪৪৭, ১৫ই কার্ত্তিক বঙ্গাব্দ ১৩৪০, ১লা নভেম্বর ইং ১৯৩৩, বুধবার | ২০:তম সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

শ্রীধাম-মায়াপুরে যাত্রি-সমাগম

রাসযাত্রা উপলক্ষে আজ কয়েকদিন যাবৎ শ্রীধাম-মায়াপুরে বঙ্গের বিভিন্ন জেলা হইতে অনেক যাত্রীর সমাগম হইতেছে। শ্রীচৈতন্যমঠের সেবকগণ তাঁহাদের নিকট শ্রীধাম-মাহাত্ম্য ও শ্রীগৌরসুন্দরের শিক্ষা কীর্ত্তন করিতেছেন। যাত্রিগণ মনুষ্যজীবনের সফলতা-লাভের সন্ধান পাইয়া তীর্থযাত্রার উদ্দেশ্য সফল করিতে পারিতেছেন। বস্তুতঃ-পক্ষে সাধুর দর্শন না পাইলে, সাধুমুখে হরি-কথা-শ্রবণের সৌভাগ্য না হইলে—

"তীর্থযাত্রা পরিশ্রম কেবল মনের ভ্রম"

মুম্বাই সহরে প্রচার

বোম্বে ২৬।১০।৩৩

বিগত ৭ই কার্ত্তিক ২৪শে অক্টোবর বেলা ৫ ঘটিকার সময় গৌড়ীয়মঠের অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিলাস গভস্তি নেমি মহারাজ মুম্বাই সহরের মালাবার শৈল-নিবাসী শ্রীযুক্ত দ্বারকাদাস কল্যাণদাস, শ্রীযুক্ত জগমোহন দাস কল্যাণদাস এবং শ্রীযুক্ত ভগবান্‌দাস কল্যাণদাস নামক ভ্রাতৃ-ত্রয়ের 'শ্রীকৃষ্ণ-কুঞ্জ' ভবনে আহূত হইয়া শ্রীমদ্ভাগবতের ১০ম স্কন্ধ হইতে শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলা ব্যাখ্যা করেন। পাঠের আদি এবং অন্তে সুমধুর কীর্ত্তন হয়। শৈলস্থিত বহু বিশিষ্ট ভদ্রলোক স্বামীজী মহারাজের শ্রীমুখে শ্রীমদ্ভাগবতের ব্যাখ্যা শ্রবণ করিয়া পরম আনন্দ লাভ করেন। প্রায় ২ ঘণ্টার অধিককাল পাঠ ও কীর্ত্তন হয়।

ব্যাখ্যাকালে স্বামীজী প্রেমবশ্য ভগবান্ অজিত হইয়াও কি প্রকারে ভক্তকর্ত্তৃক জিত

ওঁ বিষ্ণুপাদ

পরমহংস শ্রীশ্রীল গৌরকিশোর দাস গোস্বামী

মহারাজের অষ্টাদশ-বার্ষিক অপ্রকট-তিথিতে

বিরহ-গাথা

(১)

শ্রীগৌরধামাশ্রিত শুদ্ধভকত,
রূপানুগশ্রেষ্ঠ রূপ অনিন্দিত,
বৈরাগ্যধর্ম্মে তনু যাঁর দীপ্ত,
নমি সেই শ্রীগৌরকিশোর-পদে।

(২)

অসৎসঙ্গ পরিহরি' সতত,
গৌরসেবা-ব্রতে নিত্য মগ্নচিত্ত,
জানা'ত গউড় ব্রজাভেদতত্ত্ব,
নমি সেই শ্রীগৌরকিশোর-পদে।

(৩)

শ্রীমায়াপুর দিব্যগূঢ় মাহাত্ম্য,
(যাঁর) মুখপদ্ম হ'তে হ'ল বিগলিত,
মহাভাগবতাগ্রগণ্য সতত,
নমি সেই শ্রীগৌরকিশোর-পদে।

(৪)

পূত অবধূতের শিরোরতন,
শ্রীরাধাকৃষ্ণ যাঁ'র হৃদয়-ধন,
ব্রজ-আবেশে চিত্ত সদা মগন,
নমি সেই শ্রীগৌরকিশোর-পদে।

(৫)

জড়জ্ঞানাতীত অমৃত-চরিত,
অভক্ত-দুর্ব্বোধ্য, শুদ্ধভক্ত জ্ঞাত,
সদা শ্রীকৃষ্ণের চিদ্বিলাসে রত,
নমি সেই শ্রীগৌরকিশোর-পদে।

(৬)

কপট পাষণ্ডীর দণ্ডদায়ক,
সজ্জনবৃন্দের শুভবিধায়ক,
শ্রীগৌরপাদাব্জ-ভ্রমর-নায়ক,
নমি সেই শ্রীগৌরকিশোর-পদে।

(৭)

কার্ত্তিক শুক্ল একাদশী দিনে,
পবিত্র কুলিয়াতে মাহেন্দ্রক্ষণে,
প্রাপঞ্চিকলীলা কৈ'ল সম্বরণ,
নমি সেই শ্রীগৌরকিশোর-পদে।

(৮)

সত্যসূর্য্য-প্রকাশক, বিশ্বতমঃ-
হারী, চিদ্বিলাসী, তব প্রাণোপম-
শিষ্য-শ্রীচরণ-সেবকের গণ
কৃপাভিক্ষা যাচে, করহে পূরণ।

হন তাহা অতি বিশদরূপে প্রাঞ্জল ভাষায় উপস্থিত ভদ্রমণ্ডলীকে বুঝাইয়া দেন। তিনি বলেন যে, সর্ব্বকারণ-কারণ অনাদির আদি গোবিন্দ অনন্তকোটি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের একমাত্র মালিক হইয়াও ব্রজগোপী যশোমতীর বাৎসল্য প্রেমে মুগ্ধ হইয়া তাঁহার হস্তে বন্ধন স্বীকার করিয়াছিলেন। যাঁহার নামের আভাস-মাত্রে ভববন্ধন বিদূরিত হয় সেই ভব-বন্ধন-মোচনকারী মুকুন্দ আজ যশোদার হস্তে রজ্জুর বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া দামোদর-নাম গ্রহণ করিয়াছেন। ভগবদ্ভক্তের আসন যে কত উচ্চে তাহা স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ ব্রজলীলার দ্বারা অতি সুস্পষ্টভাবে দেখাইয়াছেন। উক্ত বিষয় অবলম্বন করিয়া স্বামীজী "শ্রুতিমপরে স্মৃতিমিতরে ভারতমন্যে ভজন্তু ভবভীতাঃ। অহমিহ নন্দং বন্দে যস্যালিন্দে পরং ব্রহ্ম" ॥ এই শ্লোকটী অতি সহজ ও সরল ভাষায় ব্যাখ্যা করিয়া সকলকে বুঝাইয়া দেন। স্বামীজী মহারাজের সুমধুর কীর্ত্তন এবং পাঠ শ্রবণ করিয়া সমাগত ব্যক্তিগণ অতিমাত্রায় প্রীতি লাভ করেন এবং পুনরায় শ্রবণের অভিলাষ প্রকাশ করেন।

বালিয়াটীতে প্রচার

গত ৯ই কার্ত্তিক (১৩৪০) বৃহস্পতিবার দিবস বালিয়াটীস্থ শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গমঠে গোষ্ঠাষ্টমী ও শ্রীনিবাসাচার্য্য প্রভুর তিরোভাব-উপলক্ষে মহোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। মঠরক্ষক শ্রীঅনাদিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী ভক্তি-শাস্ত্রীজী এতদ্বিষয়ে বহুক্ষণ যাবত হরিকথা কীর্ত্তন করেন এবং অবশেষে—

"যে আনিল প্রেমধন করুণা প্রচুর।
হেন প্রভু কোথা গেল আচার্য্য ঠাকুর॥"

—এই বিরহ-গীতটী সুললিত-কণ্ঠে কীর্ত্তন করিলে উপস্থিত শ্রোতৃবর্গ সকলেই বিশেষভাবে আকৃষ্ট হন।

বহু ব্যক্তিকে চতুর্ব্বিধ-রসসমন্বিত মহা-প্রসাদ বিতরণ করা হইয়াছিল। এই দিবস শ্রীশ্রীমহাপ্রসাদের অপূর্ব্ব আস্বাদন হওয়ায় ভক্তগণ পুনঃ পুনঃ শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের জয়ধ্বনি করিয়া আনন্দসহকারে প্রসাদ সম্মান করিয়াছিলেন। এই মহোৎসবের সমগ্র ব্যয়ভার বালিয়াটীর জমিদার শ্রীযুক্ত মোহিনীমোহন রায় চৌধুরী মহাশয় বহন করিয়া শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের আশীর্ব্বাদ-ভাজন হইয়াছেন।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

২৯ দামোদর, ভুত অনিরুদ্ধ

রাস-যাত্রা

আজ রাস-পূর্ণিমা। নবদ্বীপ, শান্তিপুর, বৃন্দাবন, পুরী প্রভৃতি তীর্থস্থানসমূহ লোকে লোকারণ্য। যাত্রিগণের উদ্দেশ্য—শ্রীকৃষ্ণের রাস-লীলা-দর্শন। স্বরূপ-উদ্বুদ্ধ জনগণের পক্ষে ইহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ সেবা আর নাই এবং এই সেবায় অধিকার-লাভে যত্নপর হওয়া প্রত্যেকের কর্ত্তব্য তদ্বিষয় কোন সন্দেহ নাই। তবে "গাছে না উঠিতেই এক কান্দি" চেষ্টায় যত গোলযোগ। শ্রীকৃষ্ণ কি তত্ত্ব, আমাদের স্বরূপের পরিচয় কি, শ্রীকৃষ্ণের গোপিগণ কি তত্ত্ব, তাঁহাদের সহিত আমাদের সম্বন্ধ কি এবং রাসলীলা ব্যাপারটা কি না জানিয়া যদি আমরা রাস-দর্শনের জন্য প্রধাবিত হই তাহা হইলে আমাদের দর্শনে জড়ভোগের তৃপ্তিসাধন হয় মাত্র, প্রকৃত বস্তুর সন্ধান কিছুই হয় না। শ্রীকৃষ্ণ অপ্রাকৃত বস্তু; প্রাকৃতজ্ঞানে তাঁহার ধারণা করা কখনও সম্ভবপর নহে। কর্ম্মেন্দ্রিয়ই বলুন, আর জ্ঞানেন্দ্রিয়ই বলুন, কেহই স্ব-স্ব চেষ্টায় কৃষ্ণ-জ্ঞান-লাভে সমর্থ নহেন। যাঁহাদের সহিত তাঁহার রাসলীলা হইয়াছে সেই ব্রজবালা-গণও শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় প্রাকৃত-বুদ্ধির অগম্য; যে-পর্য্যন্ত চিত্তে কামের লেশমাত্র থাকে সে-পর্য্যন্ত রাসদর্শনের অধিকার কাহারও নাই। একনিষ্ঠ কৃষ্ণভক্তের হৃদয়ে কাম কখনও স্থান লাভ করিতে পারে না। যদি কোন সময় কাম স্মরণের গবাক্ষ দিয়া উঁকি মারে তাহা হইলেও কৃষ্ণভক্তের নিষ্ঠীবন-লাভই তাহার ভাগ্যে ঘটে; তাই কোন মহাজন গাহিয়াছেন—

যদবধি মম চেতঃ কৃষ্ণপদারবিন্দে
নব নব-রসধামন্যুদ্যতং রন্তুমাসীৎ।
তদবধি বত নারীসঙ্গমে স্মর্য্যমানে-
ভবতি মুখবিকারঃ সুষ্ঠু নিষ্ঠীবনঞ্চ॥

বদ্ধজীব মাত্রেরই ভোগপর অনুসরণ-প্রিয়তা বিশেষরূপে লক্ষিত হয়। শ্রীশুকদেব রাজা পরীক্ষিৎকে বলিয়াছেন,—

নৈতৎ সমাচরেজ্জাতু মনসাপি হ্যনীশ্বরঃ।
বিনশ্যত্যাচরন্মৌঢ্যাদ্ যথাহরুদ্রোহব্ধিজং
বিষম্॥

—ঈশ্বর ব্যতীত এইরূপ (রাসলীলাদি) আচরণ কেহ মনের দ্বারাও কখনও করিবে না। রুদ্র ভিন্ন অন্য কেহ সমুদ্রোত্থ বিষ পান করিলে যেমন বিনাশপ্রাপ্ত হয়, মূঢ়তাপ্রযুক্ত যদি কেহ ঈশ্বর-লীলার অনুসরণ করে তাহা হইলে সে সেইরূপ বিনষ্ট হয়।

চৈতন্য মহাপ্রভুর নীলাচল-লীলায়ও দেখিতে পাই তিনি বহিরঙ্গ-সঙ্গে নামসঙ্কীর্ত্তন এবং অন্তরঙ্গ-সঙ্গে রস আস্বাদন করিতেন। উক্ত অপ্রাকৃত রস রাসেই সম্যক্ প্রস্ফুটিত এবং অন্তরঙ্গ অর্থাৎ মুক্তকুল-শিরোমণি-গণেরই তাহা আস্বাদ্য। এখন আমার ন্যায় বদ্ধভূমিকায় আবদ্ধ জনগণ রাস-দর্শনের জন্য প্রধাবিত হইয়া স্ব-স্ব হিত কি অহিত সাধন করিতেছেন তাহা সুধীগণেরই বিবেচ্য।

বদ্ধভূমিকায় যে সকল ব্যক্তি রাস-দর্শনে প্রধাবিত হয় তাহাদিগকে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়, একশ্রেণী নিরীশ্বর-নৈতিক, অপর শ্রেণী নীতিহীন-কামুক। পূর্ব্বোক্ত শ্রেণী শ্রীকৃষ্ণের রাস-দর্শন করিয়া যে-প্রকারে বিপদগ্রস্ত হ'ন তৎপ্রদর্শন-কল্পে মহারাজ পরীক্ষিত শ্রীশুক-দেবের শ্রীমুখে রাসলীলা-শ্রবণান্তর নিজকে ঐ শ্রেণীর ব্যক্তি বলিয়া অভিনয় করিয়া একটী প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছেন। প্রশ্নটী এই,—

সংস্থাপনায় ধর্ম্মস্য প্রশমায়েতরস্য চ।
অবতীর্ণো হি ভগবানংশেন জগদীশ্বরঃ॥
স কথং ধর্ম্মসেতূনাং বক্তা কর্ত্তাভিরক্ষিতা।
প্রতীপমাচরদ্ব্রহ্মন্ পরদারাভিমর্শনম্॥

হে ব্রহ্মন্, জগদীশ্বর ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ধর্ম্ম-সংস্থাপন ও অধর্ম্মবিনাশ-কল্পে স্বীয় অংশ সহ অবতীর্ণ হইয়াছেন। হে ব্রাহ্মণ, ধর্ম্মমর্য্যাদা-সংরক্ষক স্বয়ং অনুষ্ঠাতা শ্রীকৃষ্ণ কি প্রকারে পরদারাদি-আলিঙ্গন প্রতিকূল আচরণ করিলেন?

যে-পর্য্যন্ত আমাদের হৃদয়ে কাম-বাসনা বিদ্যমানা, সে-পর্য্যন্ত শ্রীকৃষ্ণই যে সর্ব্বভোক্তা, তাঁহার নিত্যা সেবিকা গোপীগণ যে অপর কাহারো ভোগ্যা হইতে পারেন না কেবল রসপুষ্টির নিমিত্তই যে পারকীয়-ভাবের সৃষ্টি, কৃষ্ণভজনে প্রতিকূলাচরণকারী পতি-পুত্রাদির সহিত সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করিয়া বা তাহাদের চক্ষে ধূলি দিয়া যে-কোন প্রকারেই হউক কৃষ্ণভজনই মনুষ্যজীবনের একমাত্র কৃত্য প্রভৃতি শিক্ষা যে গোপী-গণের প্রকট-লীলায় রহিয়াছে তাহা নিরীশ্বর-নৈতিকগণের মস্তিষ্কে কিছুতেই প্রবেশ করে না, কারণ নিরীশ্বর-নৈতিকতাও জড়ভোগাগারের একটী রসায়ন-বিদ্যা ব্যতীত আর কিছুই নহে। শ্রীকৃষ্ণকে লাম্পট্যের আসামী করিবার দুষ্প্রবৃত্তি-মূলে নিরীশ্বর-নৈতিকগণের যে-প্রশ্ন উদিত হইতে পারে মহারাজ পরীক্ষিৎ ভাগবত হইয়াও পূর্ব্বোক্ত প্রশ্নটী করিয়া তাহার সমাধান মহাভাগবত নিত্যমুক্তকুলশিরোমণি শ্রীল শুকদেব গোস্বামী দ্বারা করাইয়াছেন। শুকদেবের উত্তরটী আমরা পূর্ব্বেই প্রকাশ করিয়াছি।

নীতিহীন কামুকগণ রাস-লীলা শ্রবণ করিতে যায় স্ব-স্ব-প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্য। আর কলির চেলাগণ দু'পয়সা রোজগারের নিমিত্ত কিছু জড়-পাণ্ডিত্য অর্জ্জন করিয়া—কিছু অনুস্বার-বিসর্গের জ্ঞান লাভ করিয়া কামকলুষ চিত্তে রাসলীলার পাঠক সাজেন। ভাবের আবেগে অশ্রুধারায় বক্ষ ভাসিয়া যায়। আবার সঙ্গে সঙ্গে "কা'ল কিন্তু পাঠ সমাপ্ত, সুতরাং টাকা বস্ত্রাদি যেন সময় মত পাই" প্রভৃতি উক্তি! ধন্য কলি তেরি তামাসা!

নীলাচলে শ্রীপুরুষোত্তম মঠে অবস্থান-কালে দিনাজপুরের স্বনামধন্য জমিদার কায়স্থ-কুলতিলক রাজর্ষি শ্রীযুক্ত শরদিন্দু নারায়ণ রায় এম-এ প্রাজ্ঞ বেদান্তভূষণ মহাশয় এক সময় আমার নিকট উক্তশ্রেণীর জনৈক পাঠকের সুললিত-স্বরে রাস-পঞ্চাধ্যায়-পাঠের কথা জ্ঞাপন করিলে আমি তাঁহার নিকট "নৈতৎ সমাচরেজ্জাতু" শ্লোকটীর মর্ম্মার্থ প্রকাশ করিয়া মাদৃশ বদ্ধজীবের রাস-লীলা-শ্রবণ-কীর্ত্তনের অধিকার নাই এই কথাটী নিবেদন করি। তিনি আমার কথা পাঠক-পুঙ্গবকে জানাইলে, তাঁহার রাসলীলা-পাঠের আর তাঁহার শ্রোতৃমণ্ডলীর তাহা শ্রবণের অধিকার আছে, এইটী প্রতিপাদন-কল্পে একটী শ্লোক বলিলেন—

বিক্রীড়িতং ব্রজবধূভিরিদঞ্চ বিষ্ণোঃ
শ্রদ্ধান্বিতোহনুশৃণুয়াদথ বর্ণয়েদ্ যঃ।
ভক্তিং পরাং ভগবতি প্রতিলভ্য কামং
হৃদ্রোগমাশ্বপহিনোত্যচিরেণ ধীরঃ॥

—ব্রজবধূদিগের সহিত শ্রীকৃষ্ণের রাস-ক্রীড়া যে **ধীরব্যক্তি** শ্রদ্ধান্বিত হইয়া গুরুমুখে শ্রবণ-পূর্ব্বক অনুক্ষণ কীর্ত্তন করেন, তিনি ভগবানে অচিরে পরা ভক্তি লাভ করিয়া হৃদরোগ-কাম অনতিবিলম্বে দূর করিতে সমর্থ হন।

শ্লোকটী বিচার না করিয়া যদি শ্রবণ-মাত্রই আমরা মনে করি, তাহা হইলে ত' কাম কলুষ চিত্তগণেরও রাসলীলাই আস্বাদ্য, তাহা হইলে আমরা বিষম ভ্রমে পতিত হইব। দুর্ভাগ্যক্রমে পূর্ব্বোক্ত পাঠকমহাশয়ের সহিত আমার পরিচয় হইয়াছিল। তাঁহার বাবাজীর বেষ। একদিন পুরীষ্টেশনে দেখিতে পাই-লাম, তাঁহার পদদেশে বেশ এক জোড়া 'পামসু' শোভা পাইতেছে। তখন আমি একটু বিশেষ সন্ধান লইয়া জানিতে পারিলাম, তাঁহার ২।৩টী মাতাজীও আছেন। অবশ্য শিষ্যবাড়ী যাইবার সময় মাতাজীগণ বাবাজী মহারাজের অঙ্গের সাথী হন না, আখড়ার নিকটেই থাকেন। বাবাজী প্রায় বৃদ্ধ; অনেক দিন যাবত ভাগবত-পাঠ করিতে-ছেন, অথচ তাঁহার হৃদ্রোগ-কাম বিনষ্ট না হইয়া ক্রমশঃ যযাতির দশা হইতেছে কেন?

পাঠকগণ পূর্ব্বোক্ত শ্লোকে 'ধীর'-শব্দটী লক্ষ্য করিবেন। রাসলীলা ধীরব্যক্তিই শ্রবণ ও নিরন্তর পাঠ করিবেন। কাম-কলুষ-ব্যক্তির কথা আলোচ্য নহে। শুদ্ধ-বৈষ্ণব ব্যতীত অপরে 'ধীর' হইতে পারে না। কারণ তাহাদের চিত্ত জড়-বিষয়াদির জন্য ইতস্ততঃ ধাবিত হওয়ায় তাহারা অধীর। সুতরাং তাহাদের রাসলীলা-শ্রবণ-কীর্ত্তনের অধিকার নাই। 'ধীর' ব্যক্তি কাহার নিকট রাসলীলা শ্রবণ করেন?—কাম-কলুষ ব্যক্তির নিকট নহে, নিষ্কাম শ্রীগুরু-পাদপদ্মের নিকট। কাহার নিকট কীর্ত্তন করেন? অনধিকারী ব্যক্তির নিকট নহে, অধিকারী ব্যক্তির নিকট, তদভাবে নিজে নিজে। কিসের জন্য নিরন্তর কীর্ত্তন করেন? টাকা-পয়সা উপার্জ্জনের জন্য নহে, শ্রীকৃষ্ণের প্রীতির নিমিত্ত। ফল কি হয়?—ফল, ধীর ব্যক্তি কৃষ্ণ-সুখ ব্যতীত অন্য কোন কিছুর প্রার্থী না হইলেও তাঁহার হৃদয়ের কোথাও যদি কামের লেশ-মাত্রও লুক্কায়িত থাকে তাহা শ্রীকৃষ্ণের মঙ্গলময়ী ইচ্ছায় অপসারিত হইয়া যায় আর ধীর ভক্তপ্রবর সেবানন্দে নিমগ্ন থাকেন। সুতরাং রাসলীলা-দর্শন বা বা শ্রবণের অধিকার লাভ করিতে হইলে ধীর হইতে হইবে। ধীর হইয়া সদ্গুরুর পাদপদ্ম-সেবা এবং অধিকার-লাভের জন্য ধৈর্য্যধারণ করিতে হইবে। 'গাছে না উঠিতেই এক কান্দি'র চেষ্টা নিষ্ফলা।

আমি কি কালিয়া হইতে শ্রেষ্ঠ?

গত কল্য আমরা কালিয়নাগের স্তব প্রকাশ করিয়াছি। তাহার প্রার্থনায় করুণা-ময়ের হৃদয়-গগনে সংরক্ষিত কারুণ্য-ঘন আশীর্ব্বাদ বারিরূপে বর্ষিত হইতে লাগিল। তিনি কালিয়নাগকে সজাতি, পুত্র ও স্ত্রীগণের সহিত সমুদ্র-পথে তাঁহার পূর্ব্বনিবাস 'রমণক'-দ্বীপে গমন করিতে আদেশ করিলেন এবং অভয় দিয়া বলিলেন, শ্রীভগ-বানের চরণ-চিহ্ন কালিয়ের মস্তকে দর্শন করিয়া গরুড় আর তাহাকে ভক্ষণ করিবে না। শ্রীভগবানের আদেশ প্রাপ্ত হইয়া কালিয় দিব্যবস্ত্র, মাল্য, রত্ন, উত্তমভূষণ, দিব্যগন্ধ ও উৎপল মাল্যদ্বারা গরুড়ধ্বজ শ্রীভগবানের পূজা করিল এবং পূজাদ্বারা তাঁহার প্রসন্নতা উৎপাদন পূর্ব্বক তাঁহাকে প্রদক্ষিণ ও অভিবাদন করিয়া স্বজনগণ-সহ 'রমণক'-দ্বীপে গমন করিল। সেই মুহূর্ত্তেই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের অনুগ্রহে সেই যমুনার জল বিষহীন হইয়া অমৃত-তুল্য হইল এবং

ব্রজবাসিগণের সুপেয়রূপে ব্যবহৃত হইতে থাকিল।

এখন আমরা একবার যমুনা বিরহ ব্যথা-জর্জ্জরিত নন্দাদি গোপবৃন্দের শ্রীচরণ অনুসরণ করিব। আমরা দেখিয়াছি. তাঁহারা কালিয় হ্রদকূলে কৃষ্ণবিরহে মূর্চ্ছিত-অবস্থায় আছেন। শ্রীকৃষ্ণ যখন কালিয়-নিবেদিত দিব্যমাল্য, গন্ধবস্ত্র ও সুবর্ণে বিভূষিত হইয়া হ্রদ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন তখন গোপগণের কি-প্রকার আনন্দ হইল, তাহা মুক্ত-কুলেরই সম্যক্ বোধগম্য। শ্রীকৃষ্ণকে প্রাপ্ত হইয়া তাঁহারা লব্ধপ্রাণ ইন্দ্রিয়গণের ন্যায় উত্থিত হইয়া আনন্দপূর্ণ-চিত্তে প্রেমভরে তাঁহাকে আলিঙ্গন করিতে লাগিলেন। যশোদা, রোহিণী, নন্দ ও অপরাপর গোপগোপিগণ, এমন কি শুষ্ক বৃক্ষগণ পর্য্যন্ত শ্রীকৃষ্ণকে লাভ করিয়া পুনর্জ্জীবন লাভ করিলেন। কৃষ্ণপ্রভাববিৎ শ্রীবলদেবও শ্রীকৃষ্ণকে আলিঙ্গন পূর্ব্বক হাস্য করিতে লাগিলেন এবং অনুরাগ-বশতঃ তাঁহাকে নিজক্রোড়-দেশে গ্রহণ করিয়া বারম্বার তাঁহার মুখমণ্ডল দর্শন করিতে লাগিলেন। ধেনু, বৃষ ও বৎসগণ তখন পরমানন্দে নিমগ্ন হইল। গুরু-বিপ্রগণ সপত্নীক সমাগত হইয়া আনন্দভরে নন্দ মহারাজকে বলিতে লাগিলেন—"হে নন্দ মহারাজ, তোমার পুত্র কালিয়-কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়াও কেবলমাত্র ভাগ্যবলেই নিষ্কৃতি লাভ করিয়াছে, অতএব তাঁহার মুক্তির জন্য ব্রাহ্মণগণকে ধনাদি প্রদান কর। মুক্তি যাঁর সেবকগণের সেবা করিবার জন্য স্বয়ং মুকুলিতাঞ্জলি হইয়া সময় প্রতীক্ষা করে আজ সেই নিত্যমুক্ত ভূমিকার একচ্ছত্র অধিপতির মুক্তির জন্য আনন্দ-প্রকাশ, ইহা মাধুর্য্যময়-বিগ্রহের এক অচিন্ত্যলীলা—তাঁহার নিরঙ্কুশ ইচ্ছায় তদীয় মাধুর্য্যপর ভক্তগণের হৃদয়ে আনন্দের হিল্লোল। শ্রীনন্দ মহারাজ সেই হিল্লোলে ভাসিয়া হৃষ্টচিত্তে ব্রাহ্মণগণকে সুবর্ণ, ধেনু ও ভূমি দান করিলেন। মা যশোমতী নষ্ট সন্তানকে (!) পুনরায় লাভ করিয়া আলিঙ্গন এবং ক্রোড়দেশে গ্রহণ পূর্ব্বক বারম্বার আনন্দাশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন, ক্ষুধা-তৃষ্ণা-কাতর পরিশ্রান্ত ব্রজবাসিগণ ধেনুগণ-সহ সেই রাত্রি কালিয়-তীরেই অতিবাহিত করিলেন।

—— —

আবার হর্ষে বিষাদ! মধ্যরাত্রে গ্রীষ্ম-কালীন শুষ্কবন সম্ভূত দাবানল ব্রজজনগণকে বেষ্টন করিয়া চতুর্দ্দিকে ব্যাপ্ত হইল তখন তাহারা সন্ত্রস্তভাবে শ্রীকৃষ্ণের শরণাগত হইয়া প্রার্থনা করিতে লাগিলেন,—"হে মহাভাগ কৃষ্ণ, হে অমিত-বিক্রম বলরাম, এই ঘোরতর দাবানল আমাদিগকে গ্রাস করিতেছে। হে প্রভো! এই দুস্তর কালাগ্নি হইতে সুহৃদ্‌গণকে রক্ষা কর। আমরা তোমার অভয় চরণ ত্যাগ করিতে সমর্থ হইব না।" নিজজনগণের এই প্রকার করুণ-প্রার্থনা শ্রবণ করিয়া করুণাময় এক-নিমেষে তাহা পান করিয়া ফেলিলেন। ব্রজবাসিগণ দেখিয়া বিস্মিত হইলেন—আর কোথাও অগ্নির লেশ মাত্র নাই। ঐশ্বর্য্য দর্শন দিয়াও মাধুর্য্যপর ব্রজবাসিগণের হৃদয়ে স্বীয় আসন রক্ষা করিতে পারেন না ইহা লীলাময়ের এক চমৎকারিণী লীলা।

—·——

কালিয়নাগের চরিত্র আলোচনা করিলাম; তাহার নৃশংসতা ও নিষ্ঠুরতা দেখিয়া শিহরিয়া উঠিলাম। তাহার ভগবদ্বিদ্বেষ ভাব দেখিয়া অবাক্ হইলাম! কিন্তু একবার আমার নিজের কথা চিন্তা করিলাম কি? একবার নিজের অন্তঃকরণকে কালিয়ের পাশে রাখিয়া মিলাইয়া দেখিলাম কি, আমি কালিয় অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, তাহার সমজাতীয় বা তদপেক্ষা নিকৃষ্ট? যদি নিরপেক্ষভাবে আমার চরিত্র অঙ্কন করিতে যাই, তাহা হইলে দেখিতে পাই, ইহা কালিয়ের চরিত্র অপেক্ষা কোন অংশে শ্রেষ্ঠ নহে। কালিয়ের কালকূটে আমার অন্তর-প্রদেশ আচ্ছাদিত। অভি-মান, খলতা, পরোপকারিতা, ক্রূরতা, দয়া-শূন্যতা প্রভৃতি পাদপবৃন্দ ঐ কূটে বদ্ধমূল হইয়া বিরাজিত। কালিয় ভগবদ্ভক্ত গরুড় ও ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের মহিমা না জানিয়া তাঁহাদের প্রতি বিদ্বেষভাব প্রকাশ করিয়া-ছিল।. কিন্তু আমার পাষণ্ড মন জানিয়া শুনিয়াও সর্ব্বদাই ভগবদ্ভক্ত ও শ্রীভগবানের প্রতি বিদ্বেষভাব প্রদর্শন করিয়া থাকে। বৈষ্ণবগণ অহৈতুক-দয়া-প্রকাশে কত প্রকারে আমার মঙ্গলের জন্য চেষ্টা করিতেছেন। শ্রীভগবান্ আমার চিত্ত-শোধনের জন্য কত প্রকার সুযোগ প্রদান করিতেছেন, কিন্তু আমার দুষ্ট মন তৎপ্রতি উদাসীন থাকিবে, জাগিয়াও ঘুমাইবে। সুতরাং নিরপেক্ষ বিচারে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে আমি কালিয় অপেক্ষা অনন্তগুণে নিকৃষ্ট। মন আমার জড়-রমণদ্বীপের অধিবাসী। সুতরাং অপ্রাকৃত কামদেবের সেবা-রাজ্যে প্রবেশে অধিকার আমার কোথায়? কালিয় ভাগ্য-বশতঃ যে-প্রকারেই হউক শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্ম শিরে ধারণ করিবার সৌভাগ্য লাভ করি-য়াছে। কিন্তু আমার মন জড়কামের চরণকে শিরে ধারণ করিয়া আছে। এইখানেই কালিয়ের সহিত আমার মূল পার্থক্য। কালিয় শ্রীকৃষ্ণের আদেশ পালন করিয়াছে, ব্রজবাসিগণের দ্রোহ হইতে বিরত হইয়াছে, তাঁহাদের পানীয়ের কোন প্রকার অসুবিধা না হয় তন্নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণের আদেশ শিরে ধারণ করিয়া যমুনা পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছে। কিন্তু আমি শ্রীকৃষ্ণের আদেশ, সাধুশাস্ত্র ও গুরুবাক্য নিয়ত প্রাপ্ত হইয়াও তৎপ্রতি কর্ণপাত করিতেছি না। পক্ষান্তরে, নিজের লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠার জন্য বৈষ্ণবগণকে নানাপ্রকার উদ্বেগ দিয়া সজ্ঞানে শ্রীকৃষ্ণের আদেশের বিরুদ্ধাচরণ করিতেছি। আমার গতি কোথায়? শ্রীকৃষ্ণ কালিয়কে বলিয়া-ছেন—

য এতৎ সংস্মরেন্মর্ত্ত্যস্তুভ্যং মদনুশাসনম্।
কীর্ত্তয়ন্নুভয়োঃ সন্ধ্যোর্ন যুষ্মদ্ভয়মাপ্নুয়াৎ॥
যোঽস্মিন্ স্নাত্বা মদাক্রীড়ে দেবাদীং-
স্তর্পয়েজ্জলৈঃ।
উপোষ্য মাং স্মরন্নর্চ্চেৎ সর্ব্বপাপৈঃ
প্রমুচ্যতে॥

—যে ব্যক্তি প্রাতঃ ও সায়ংকালে তোমার (কালিয়নাগের) প্রতি আমার (শ্রীকৃষ্ণের) এই আদেশ-বাক্য স্মরণ ও কীর্ত্তন করিবেন তিনি তোমা হইতে ভয়-প্রাপ্ত হইবেন না। যিনি আমার (শ্রীকৃষ্ণের) বিহার-স্থান এই হ্রদে স্নান করিয়া জলদ্বারা দেবতা প্রভৃতির তর্পণ এবং উপবাস পূর্ব্বক আমার (শ্রীকৃষ্ণের) স্মরণ ও পূজা করিবেন তিনি সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত হইবেন।

— —

শ্রীকৃষ্ণের কালিয়-দমন ও কালিয়ের প্রতি অনুগ্রহ সর্ব্বদা আমার স্মৃতিপটে জাগ-রূপ থাকিয়া আমাকে গুরুবৈষ্ণব-সেবায় প্রণোদিত করুক্। তাহা হইলে আমার খলতা বিদূরিত হইবে এবং আমি ভক্তিরসে আর্দ্র হইতে পারিব। গুরুবৈষ্ণবগণ আশী-র্ব্বাদ করুন।

গৃহব্রতের গতি

(২)

[বাগিয়াটী শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠে উর্জ্জা-ব্রতের ৮ম ও ৯ম দিবসের পাঠের মর্ম্ম]

গৃহব্রত ব্যক্তি সামর্থ্য-থাকাকালে যে পুত্র-কলত্রাদিকে স্বয়ং প্রতিপালন করে বৃদ্ধবয়সে তাহারা তাহাকে অবজ্ঞা করিয়া যৎসামান্য যে কিছু খাদ্য-দ্রব্যাদি প্রদান করে, সে গৃহ-পালিত কুকুরের ন্যায় তাহাই ভক্ষণ করিয়া থাকে, তখন সে রোগগ্রস্ত হইয়া পড়ে; সুতরাং তাহার জঠরাগ্নির আর তাদৃশ বল থাকে না, তাহার আহারও অল্প হইয়া আসে, সে পরিশ্রমে অশক্ত হইয়া গৃহেই অবস্থান করিতে থাকে।

দেহস্থ বায়ুর ঊর্দ্ধগতি-নিবন্ধন বায়ুর গমনাগমন মার্গরূপ নাড়ীসমূহ কফ দ্বারা রুদ্ধ হইয়া যায়, সুতরাং বায়ুর টানে চক্ষু বাহির হইয়া পড়ে; তাহাতে কাশ কিম্বা নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের সময় তাহার অত্যন্ত কষ্ট হয় এবং কণ্ঠদেশে ঘুর ঘুর শব্দ হইতে থাকে।

———

ক্রমে ঐ গৃহব্রত-ব্যক্তি মৃত্যু-শয্যায় শয়ন করে, তখন আত্মীয়-বন্ধু-বান্ধবেরা তাহার চতুর্দ্দিকে ঘিরিয়া শোক করিতে আরম্ভ করে এবং বারম্বার তাহাকে নানা কথা জিজ্ঞাসা করিতে থাকে; কিন্তু সে কাল-পাশের বশ-বর্ত্তী হইয়া ঐ বন্ধুগণের কোন কথারই উত্তর দিতে পারে না।

———

কুটুম্বভরণে ব্যাপৃতচিত্ত, অজিতেন্দ্রিয় গৃহব্রত-ব্যক্তি এইরূপ অবস্থাতেও রোরুদ্যমান আত্মীয়-স্বজনের দুঃখে সন্দর্শন করিয়া অতিশয় অধীর হয়, অবশেষে সে নষ্টবুদ্ধি হইয়া প্রাণ পরিত্যাগ করে।

———

ঐ গৃহব্রত ব্যক্তির মৃত্যু-সময়ে সক্রোধ নেত্র ভয়ঙ্কর যমদূতদ্বয় আসিয়া উপস্থিত হয়। ঐ ব্যক্তি উহাদিগকে দর্শন করিয়াই ত্রস্ত-হৃদয় হয় এবং ভয়ে পুনঃ পুনঃ মলমূত্র পরিত্যাগ করিতে থাকে।

———

অনন্তর ঐ যমদূতদ্বয় ঐ গৃহব্রত ব্যক্তিকে স্থূল দেহ হইতে যাতনাদেহে নিরুদ্ধ করিয়া বলপূর্ব্বক তাহার গলদেশে পাশ বন্ধন করে এবং যেরূপ রাজপুরুষেরা দণ্ডনীয় ব্যক্তিকে পাশবদ্ধ করিয়া লইয়া যায়, যমরাজের কিঙ্করগণও সেইরূপ তাহাকে লইয়া দীর্ঘপথে প্রস্থান করিতে থাকে।

———

যমদূতগণের তিরস্কার-বাক্যে উহার হৃদয় বিদীর্ণ হইতে থাকে এবং সর্ব্ব-শরীরে কম্প উপস্থিত হয়। পথিমধ্যে কুকুরসকল তাহাকে ভক্ষণ করিতে থাকে; তাহাতে ঐ ব্যক্তি যাতনায় অত্যন্ত ব্যথিত হইয়া আপন পাপ স্মরণ করিতে করিতে চলিতে থাকে। যমদূতেরা তাহাকে যে পথ দিয়া লইয়া যায়, তাহা প্রতপ্ত বালুকা-পরিপূর্ণ; তথায় কোন বিশ্রামস্থল বা পানীয় জল নাই; ঐ ব্যক্তি ক্ষুধায় প্রপীড়িত এবং সূর্য্য ও দাবানল দ্বারা সন্তপ্ত হইয়া চলিতে নিতান্ত অসমর্থ হইলেও যমদূতেরা তাহার পৃষ্ঠদেশে কশাঘাত করিতে থাকে; সুতরাং সে অতিকষ্টে চলিতে বাধ্য হয়।

———

শ্রান্তি-বশতঃ সেই ব্যক্তি যাইবার সময় পথিমধ্যে পদস্খলিত ও বারম্বার মূর্চ্ছিত হইয়া পড়ে আবার চেতনা লাভ করিয়া পাপ-বহুল অন্ধকারময় পথদ্বারা যমসদনে নীত হয়।

শুদ্ধভক্তি গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। ভাষ্যসহ বিরাট শ্রীচৈতন্যভাগবত ৫
২। শ্রীমদ্ভাগবতম্—সমগ্র ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২৮৲
একাদশ স্কন্ধ হইতে পাওয়া যায় ।৶০
৩। ভাষ্যসমেত শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত
(নব সংস্করণ) ৫৲
৪। ভক্তিবিবেককুসুমাঞ্জলি (বাঁধা) ১৲
৫। গৌড়ীয়-গৌরব ।৶০
৬। গৌড়ীয়-সাহিত্য ।৶০
৭। ভজনরহস্য ॥০
শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও
শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৯। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ)
ঐ (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
১০। গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি টীকাসহ)
ঐ (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
১১। গীতার কেবল মাধ্ব-ভাষ্য ॥০
১২। যুক্তিমল্লিকা গুণসৌরভঃ সানুবাদ
(মাধ্ব) ২৲
১৩। বেদান্ততত্ত্বসার সানুবাদ
(রামানুজীয়) ॥০
১৪। জৈবধর্ম্ম ২৲
১৫। শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৬। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১৭। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ॥৶০
ঐ (বাঁধা) ৸০
১৮। দ্বীপ-দিগ্‌দর্শন ৶০
১৯। সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ) ।৶০
২০। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ॥০
ঐ (আবাঁধা) ।৶০
২১। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
২২। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৶০
২৩। গীতমালা ⁄১০
২৪। নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য ৴০
২৫। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৴০
২৬। নবদ্বীপ পঞ্জিকা (৪৪৭ গৌরাব্দ) ৶০
২৭। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
২৮। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা-দর্পণ ।০
২৯। শরণাগতি ⁄০
৩০। গীতাবলী ⁄০
৩১। চিত্রে নবদ্বীপ ১॥০
৩২। সাধনকণ ⁄০
৩৩। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ⁄০
৩৪। নবদ্বীপশতক ⁄০
৩৫। অর্থপঞ্চক ⁄০
৩৬। সদাচারস্মৃতিঃ ৴০
৩৭। কল্যাণকল্পতরু (৫ম সংস্করণ) ⁄১০
৩৮। অর্চ্চনকণ ⁄১০
৩৯। সাধককণ্ঠমালা (বাঁধা) ।০
ঐ (আবাঁধা) ।৴০
৪০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি
(প্রথম চারিখণ্ড) ৩৲
৪১। ব্রহ্মসংহিতা ॥০
৪২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৪৩। মণিমঞ্জরী সানুবাদ ।০
৪৪। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৪৫। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ।০
৪৬। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৪৭। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
৪৮। গৌড়ীয়মঠ কি করেন? ⁄০
৪৯। ঈশোপনিষৎ (বলদেব ও মাধ্ব-
ভাষ্য এবং বিবৃতি ও অনুবাদসহ) ।০
৫০। শ্রীভুবনেশ্বর ৴০
৫১। সিদ্ধান্তদর্পণ ৶০
৫২। সাংখ্যবাণী ⁄০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৫৩। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী-দিগ্বিজয়ঃ ॥০
৫৪। সটীক-শিক্ষাদশমূলম্ ।০
৫৫। তত্ত্ব-সূত্রম্ ।০
৫৬। সানুবাদ-শিক্ষাষ্টকম্ ৴০
৫৭। গৌড়ীয়মঠস্য পরিচয়ঃ ⁄০
৫৮। সারাঙ্গবরণম্ ৴০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৫৯। রায় রামানন্দ ॥০
৬০। নামভজন ।০
৬১। রিলেটিভ্ ওয়ার্ল্ড্স্ ।৶০
৬২। লাইফ্ য়্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব
শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।০
৬৩। বৈষ্ণবীজম্ ।০
৬৪। হোয়াট্ গৌড়ীয়মঠ ইজ্ ডুইং ⁄০
৬৫। দি ভাগবত ।০
৬৬। ইরোটিক্ প্রিন্সিপ্‌ল্ য়্যাণ্ড
আনেলয়েড্ ডিভোসন ।০
৬৭। ব্রহ্ম-সংহিতা ২॥০
৬৮। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (ভলুম ওয়ান) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৬৯। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ॥০
৭০। সাধন পথ ।০
৭১। কল্যাণ-কল্পতরু ⁄১০
৭২। গীতাবলী ⁄০
৭৩। শরণাগতি ⁄০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৭৪। শরণাগতি

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

নদীয়া-প্রকাশপ্রাপ্তির স্থান

১। শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম-মায়াপুর, নদীয়া
২। শ্রীযোগপীঠ ঐ
৩। শ্রীবাস অঙ্গন ঐ
৪। অদ্বৈত-ভবন ঐ
৫। কাজীর সমাধি পাট ঐ
৬। স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ শ্রীগোদ্রুম,
পোঃ স্বরূপগঞ্জ, নদীয়া।
৭। শ্রীভাগবত আসন কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
৮। শ্রীএকায়ন মঠ গোবিন্দপুর, হাঁসখালী।
৯। দ্বাদশগোপাল পাট—পোঃ চাকদহ,
১০। শ্রীগৌর-গদাধরমঠ—চাঁপাহাটী,
পোঃ সমুদ্রগড়, বর্দ্ধমান
১১। শ্রীমোদদ্রুমছত্র মাউগাছি, বর্দ্ধমান
১২। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম, আমলাযোড়া,
পোঃ রাজবাধ বর্দ্ধমান
১৩। শ্রীগৌড়ীয়মঠ বাগবাজার, কলিকাতা
১৪। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম ব্রাহ্মণপাড়া,
পোঃ মাজু, হাওড়া,
১৫। শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয়মঠ,
৯০নং নবাবপুর রোড্, ঢাকা
১৬। শ্রীগোপালজী মঠ কমলাপুর, ঢাকা
১৭। শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ পোঃ বালিয়াটী,
১৮। শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয়মঠ ময়মনসিংহ।
১৯। শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ চিরুলিয়া,
পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর
২০। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম গোয়ালপাড়া, আসাম
২১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ রায়পেট্টা, মাদ্রাজ।
২২। শ্রীরামানন্দগৌড়ীয় মঠ কব্বুর,
জিঃ পশ্চিম গোদাবরী
২৩। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ উড়িয়াবাজার,
পোঃ বক্সীবাজার, কটক।
২৪। শ্রীত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয় মঠ ভুবনেশ্বর।
২৫। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ স্বর্গদ্বার, পুরী।
২৬। শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ আলালনাথ
পোঃ ব্রহ্মগিরি, পুরী।
২৭। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ ডুমুরকুণ্ডা,
পোঃ চিরকুণ্ডা, মানভূম।
২৮। শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ—কাশী।
২৯। শ্রীরূপগৌড়ীয় মঠ—এলাহাবাদ।
৩০। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ পুরাণবাজার,
সরকার ঠাকুরের কুঞ্জ, বৃন্দাবন
৩১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, নিউদিল্লী
৩২। শ্রীপরমহংসমঠ—নৈমিষারণ্য,
৩৩। শ্রীসারস্বত গৌড়ীয় মঠ—হরিদ্বার।
৩৪। শ্রীব্যাসগৌড়ীয়মঠ—কুরুক্ষেত্র, পঞ্জাব
৩৫। শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাবুলনাথ রোড,
পোঃ গ্র্যাণ্ট রোড, বোম্বে।
৩৬। লণ্ডন গৌড়ীয়মঠ, ৩৯নং গ্লেটন্
গার্ডেন্স, কেন্‌সিংটন্ লণ্ডন,
(এস্, ডব্লিউ—১০)।
৩৭। অমর্ষি গৌড়ীয়মঠ—মেদিনীপুর
৩৮। সরভোগ গৌড়ীয় মঠ—সরভোগ,
কামরূপ, আসাম,

শুদ্ধভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীলভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী মাসিক। শ্রীধাম-মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১॥০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দি ভাষায় একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি হৃদয় বন মহারাজ সম্পাদিত ও নৈমিষারণ্য শ্রীপরমহংস মঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ১॥০ দেড় টাকা মাত্র।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥০ দেড় টাকা মাত্র।

৫। কীর্ত্তন—মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ নিমানন্দ সেবাতীর্থ বি-এজি, বি-টি, সম্পাদিত। আসাম গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম হইতে প্রকাশিত আসামী ভাষায় মাসিক। ভিক্ষা সডাক ১॥০ দেড় টাকা মাত্র

শ্রীচৈতন্যভাগবত

আদিকবি শ্রীল বৃন্দাবন দাস প্রণীত সমগ্র গ্রন্থ

গ্রন্থের মূল বোল্ড অক্ষরে এবং তন্নিম্নে বিশ্ববিশ্রুত গৌড়ীয়মঠের প্রতিষ্ঠাতা ও আচার্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ **শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের** রচিত বিস্তৃত ভাষ্য উত্তম কাগজে সৌষ্ঠবের সহিত মুদ্রিত হইয়াছেন। ডবল ক্রাউন আটপেজি আকারে ১০৯৬ পৃষ্ঠায় কেবল মূল ও ভাষ্য সম্পূর্ণ হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত শ্লোকসূচী, পদ্যসূচী, স্থানসূচী, পাত্রসূচী, বিষয়সূচী, শব্দসূচী প্রভৃতি বিস্তৃত সূচীপত্রেও একটী গ্রন্থ হইবে। সভাষ্য শ্রীচৈতন্যভাগবতের এরূপ উৎকৃষ্ট ও অমূল্য বিরাট্ সংস্করণ জগতের কোথায়ও আজ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হন নাই, ইহা নিরপেক্ষ পাঠক-মাত্রকেই একবাক্যে স্বীকার করিতে হইবে। শ্রীগৌড়ীয়মঠের উৎসব-কালে গ্রন্থের ভিক্ষা ১২৲ বারটাকা স্থলে—৫৲ পাঁচটাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীচৈতন্যমঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

কলিকাতা বাজার দর

লৌহ হার্ডওয়ার

২৭শে অক্টোবর ১৯৩৩

টাটার তৈয়ারী—	প্রতি হন্দর।
লোহার কড়ি (জয়েষ্ট বা বীম)	
মার্কা	৫।০—৫।৶০
ঐ বে-মার্কা হাল্কা ওজন	৪।৴০—৪॥৶০
বরগা (টী-আয়রণ)	৬৵০—৬।০
এঙ্গেল আয়রণ (কোনা)	৫৸৵০—৬।৵০
গ্যালভ্যানাইজড করুগেট টিন—	
২২ গেজ ৬ হইতে ১০ ফুট	১১।৵০
২৪ গেজ ,, ,,	১০৸৵০
২৬ গেজ ,, ,,	১২
২৪ গেজ আর, পি, ডি, মার্কা	১২৸৶০
২৪ গেজ গাঃ প্লেন শীট—	১১।৵০
২৬ গেজ ,, ,,	১২।০
২৮ গেজ ও ৩০ গেজ ঐ—	১৩৲—১৬৲
বাগান ঘেরা কাঁটাতার ১০০ পাউণ্ড বাঃ	৮৸০
ষ্টীল পাটী	৬৲৵—৬।০
,, বোলটু (গোল)	৬৲৵—৬।০
,, পবাদে (চৌকা)	৬৵০—৬৲।০
,,গোল রড ৶০—।৶০ সূতা ৪৸৵---৫॥৵	
,, টানা রড-	
চৌকা ৶০--।৵০ ঐ	৫৵০—৫॥০
,, বাণ্ডিল তাল	৭৲—৭৸০
,, প্লেট—তিন সূতা মোটা পর্য্যন্ত	৭৲—৭।০
,, চাদর ৩-১৬ খানা বাণ্ডিল	৯॥৵—১০৲
স্প্রীং ষ্টীল	৮।০—৯৲
হাফ রাউণ্ড	৫৸৵—৬৲৵০
তারের পেরেক ১—৬ ইঞ্চি	৯—৯৸০
প্যাটেণ্ট পেরেক ২—৮ ইঞ্চি	১২।০—১৫॥০
চালাই কড়া ১ হইতে ১০ নং	২॥০ সাট
কোদাল ৪, ৫, ৬, ৭৸৵০ ৮৸৵০ ৯৸৵০ ডঃ	
ঐ তিন পাউণ্ড ৬৲ দেঃ বিঃ	৬।৵০ ,,
গ্যাঃ প্লেন বালতি ৭—১২ ইঞ্চি	২॥৵০ ৬॥৶
ঐ রিভিট ,, ৭—১২ ইঞ্চি	২৲--৭৲ ,,
লোহার চেয়ার রডের গোল ও চৌকা	৮॥০— ”
ঐ তালের লোহার সিট	১৫৲ ,,
ঐ ভেমেস্তা (কাঠের সিট)	১৮৲ ,,
লোহার স্ক্রুপ ॥—৩ ইঞ্চি / ১০--॥৶০ গ্রোস	
ঐ কব্জা ৭৩ নং ১॥—৪ ইঞ্চি	।১০—৸৵১০ দেঃ ডজন
গ্যাঃ তার ১৬—২২ নং (গেজ)	১২৲---১৩৲ হন্দর
গ্যাঃ রিভিং (মটকা) ১২ ইঞ্চি	।৶৫ ॥৶০ পীস
গ্যাঃ গাটারিং বা জোড়া ৬ ইঞ্চি	॥০—৸৵০ ,,
গ্যাঃ স্ক্রুপ ১॥০--২॥০ ইঞ্চি	২৩৲--২৯৲ হন্দর
গ্যাঃ ওয়াসার চাকি	১১॥০—১৬৲ ,,
গ্যাঃ বোল্ট-নাট ৸—৩ ইঞ্চি	॥৵১০—১৵০ গ্রোস
চালাই রেলিং	৩॥০--৭॥০ হন্দর
ঐ রেন ওয়াটার পাইপ ৩ ইঞ্চি ৵১০ ও ৪ ইঞ্চি	।১০ ফুট
টিউব ওয়েলের জন্য গ্যাঃ পাইপ১॥ ইঞ্চি	।৵৫ ফুট
পাম্প ৪নং ১২॥০ ৫নং ১৪৲ ৬নং ১৬৲	
৬০--৮০ বাটখারা ৵১৫ সাট	২।০--২॥০ মণ

সন্তোষকুমার মল্লিক এণ্ড সন্স লিঃ

লৌহ ও হাডওয়ার বিক্রেতা।

মীরবহর ঘাট লোহাপটী, বড়বাজার, টেলি--"লোহার মালিক" কলিকাতা

কেরোসিন

স্নোফ্রেক প্রত্যেক বাক্স (২ টিন)		৯,৬
সূর্য্য মার্কা	,,	৬॥০
ভিক্টোরিয়া	,,	৬৲

সোণার দর

পাকা সোণা	৩০৸৶
বড়াল	৩০৸
চিনা পাত	৩২।০

রূপার দর

রূপা প্রতি ১০০ ভরি	৫৫৵০
ঐ খুচরা	৫৵০

কোম্পানীর কাগজ

৩॥০ সুদের কাগজ	৮১৶
৩॥০ নূতন ঋণ (১৯৪৭-৫০)	৯১।০
৪৲ ,, ঋণ (১৯৬০-৭০)	৯৭৲
৫৲ ,, বণ্ড (১৯৩৫	১০৪॥৴০

ডিবেঞ্চার

৫৲ সুদের (১৯৫৬-৮৬) কলিকাতা পোর্ট-ট্রাষ্ট ডিবে :—	১০২॥৵০

ব্যাঙ্ক

ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক (কনট্রি)		২৯৪॥০
সেণ্ট্রাল	ঐ	২২৲

কাপড় ও সুতার কল

এলগিন মিল	৪৫৲

পাট কল

হাওড়া	৫০৲
অকল্যাণ্ড	১৯৫৲
বালী	১৬২৲
বরানগর	১৫০৲
কেলভিন	৩৭০৲
ক্লাইভ	২৪৩৲
ক্যাটন	২৮।০
ডালহাউসী	৪০৮॥০
হেষ্টিংস	৪০৫৲

কৃষ্ণনগর নবদ্বীপঘাট রেলওয়ে সময়

কৃষ্ণনগর হইতে নবদ্বীপঘাট

কৃষ্ণনগর সিটি—	৬-৪৫	১০-৪৪	১৩-২২	১৭ ৩৮	২০-১৬
কৃষ্ণনগর রোড—	৬-৫৬	১০-৫৫	১৩-৩৩	১৭-৪৭	২০-২৫
আমঘাটা—	৭-১৫	১১-১৩	১৩ ৫১	১৮-৩	২০-৪১
মহেশগঞ্জ—	৭-১৪	১১-২১	১৪-০	১৮-৯	২০-৪৭
নবদ্বীপঘাট—	৭-৩৩	১১-৩০	১৪-৯	১৮-১৬	২০-৫৫

বিশেষ দ্রষ্টব্য—নবদ্বীপঘাট ষ্টেশন অপেক্ষা মহেশগঞ্জ ষ্টেশন হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরের দূরত্ব অনেক কম। শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে যাঁহাদিগকে রাণাঘাটে ট্রেণ বদল করিতে হয়, তাঁহারা রাণাঘাটে প্রাতঃ ৫-৫০, ৮-১৪, ৯ ৪৬, ১৬-৪৮, ১৮-৩৯ এবং ০-৩২ মিনিটের সময় গাড়ী পাইবেন।

শান্তিপুর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে শান্তিপুর ষ্টেশনে ৫-৪০, ৯-২৯, ১২-২৫, ১৬-৪ এবং ১৮-৪১ মিনিটের সময় ট্রেণ পাওয়া যায়।

নবদ্বীপঘাট হইতে কৃষ্ণনগর

নবদ্বীপ ঘাট—	৫-৩৫	৯-২৫	১২-১০	১৫-৩৪	১৮-৪৫
মহেশগঞ্জ—	৫-৪৩	৯-৩০	১২-১৯	১৫-৪১	১৮-৫৬
আমঘাটা—	৫-৪৯	৯-৩৯	১২-২৬	১৫-৪৮	১৯-৫
কৃষ্ণনগর রোড—	৬-৫	৯-৫৫	১২-৪৩	১৬-৪	১৯-২৪
কৃষ্ণনগর সিটি—	৬-১৭	১০-৫	১২-৫১	১৬-১২	১৯-৩৫

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রেস ওয়ার্কস হইতে—ডাঃ কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম ভক্তিশাস্ত্রী এল, এম, এফ কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

প্রধান মন্ত্রী পদে মিঃ সারাউত

মিঃ এলবার্ট সাঁরো একটী র‍্যাডিক্যাল মন্ত্রীসভা গঠন করিয়াছেন। মিঃ সাঁরো স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী এবং পররাষ্ট্র মন্ত্রী হইয়াছেন। মিঃ পল বঁকুরকে বিচারমন্ত্রী এবং রাষ্ট্রসঙ্ঘে ফরাসী প্রতিনিধির পদ প্রদান করা হইয়াছে।

দেওয়াস মহারাজার তীর্থবাস

দেওয়াস মহারাজের তীর্থবাস সম্বন্ধে পূর্ব্বে স্থানীয় কল পত্রে যে খবর প্রকাশিত হইয়াছিল, উক্ত পত্রের পণ্ডিচেরীর সংবাদদাতা উক্ত বিবরণ সমর্থন করিয়াছেন মহারাজের ফরাসী অধিকৃত সহরে বাস রাজনৈতিক বিভাগের চাপের সহিত একেবারে সম্পর্কহীন একথা বলা যায় না। পক্ষান্তরে রাজ্যের শাসন ব্যাপারে গণ্ডগোলের ব্যবস্থা করার উদ্দেশ্যে মহারাজা স্যার জেমস্ রবার্টের সভাপতিত্বে কাউন্সিল অব ষ্টেটকে রাখিয়া যান।

সংবাদদাতা আরও বলিয়াছেন যে, এই কথা গোপন করিয়া লাভ নাই যে বৃটিশ সরকার ও মহারাজার সহিত বহু পত্র ব্যবহার হইয়াছে এবং রাজনৈতিক বিভাগ শাসন সংস্কারের জন্য যে চাপ দিতেছিলেন, উহা মহারাজা মানিয়া লইতে রাজী হন নাই।

চাঁদপুরে শ্রীযুত কালীমোহন ঘোষ

বোলপুর শান্তিনিকেতনের অধ্যাপক শ্রীযুত কালীমোহন ঘোষ গত সপ্তাহকাল যাবৎ এইখানে অবস্থান করিতেছেন। স্থানীয় নীরদ পার্কে সমবেত এক বিপুল সভায় তিনি পল্লী-সংগঠন সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন। তিনি ডেনমার্ক, জার্মাণী, অষ্ট্রিয়া, ইটালী প্রভৃতি স্থানের পল্লী-সংগঠন প্রণালী সম্বন্ধে তাঁহার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা বলেন। তিনি এই বিষয়ে আর একটি বক্তৃতা দিবেন।

মোটর সাইকেলে ৪০ দিনে ৬০০০ মাইল

কয়েকদিন পূর্ব্বে ভিয়েনা বিশ্ববিদ্যালয়ের দুইজন ছাত্র মোটর সাইকেলে কোয়েটায় আসিয়াছেন। ভিয়েনা হইতে কোয়েটা পর্য্যন্ত ছয় হাজার মাইল অতিক্রম করিতে তাঁহাদের ৪০ দিন লাগিয়াছে। এই দুই যুবকের নাম ম্যাক্স রাইস ও হারবার্ট টিস এশিয়ামাইনর ও বেলুচিস্থানে তাঁহাদিগকে বহু অসুবিধা ভোগ করিতে হইয়াছে। বালুকাময় রাস্তাহীন প্রান্তর অতিক্রম করিতে তাঁহাদিগকে অত্যন্ত বেগ পাইতে হয়; যাহা হউক ছয় দিন কঠোর পরিশ্রমের পর তাঁহারা নির্বিঘ্নে কোয়েটায় পৌঁছিয়াছেন। কয়েক দিনের মধ্যেই তাঁহারা কোয়েটা ত্যাগ করিয়া লাহোর ও দিল্লী যাইবেন এবং তৎপর ভারতের অন্যান্য স্থানে পরিভ্রমণ করিবেন।

১৯৩৪ সালে অষ্ট্রীয়ার কলেজসমূহ হইতে এক বৃহত্তর অভিযান ভারত ভ্রমণে আসিবেন। সেই অভিযানের সুবিধার জন্যই ইঁহারা ভিয়েনা বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ হইতে এই ভ্রমণের ভার গ্রহণ করিয়াছেন। আগামী বর্ষে ৪০ জন অধ্যাপক ও ছাত্র মোটর গাড়ীতে ভারত ভ্রমণে আসিবেন। সেই অভিযানের রাস্তা স্থির করাই যুবকদ্বয়ের যাত্রার উদ্দেশ্য। মিঃ টিস কয়েক মাস ভারতবর্ষে থাকিবেন এবং কাশ্মীরে স্কেটিং এ যোগদান করিবেন। অষ্ট্রীয়ার স্কেটিংএর তিনি একজন বিখ্যাত শিক্ষক। খুব সম্ভব "ভারতীয় স্কেটিং ক্লাব" সম্পর্কে উত্তর ভারতে তিনি স্কেটিং শিক্ষাদান কার্য্যেও যোগদান করিবেন। মিঃ রাইস এক মাসকাল ভারতবর্ষে থাকিবেন। এবং তারপর সোমালিল্যাণ্ড, ইজিপ্ট, ইটালী হইয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিবেন।

শোক প্রকাশেও আপত্তি

শ্রীযুত ভি, জে প্যাটেলের অকাল মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করিয়া সে দিন সন্ধ্যায় দিল্লী মিউনিসিপ্যালিটীর একটী সভায় একটী প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। হাজি রসিদ আমেদ এই বলিয়া আপত্তি করেন যে, পূর্ব্বে এই ধরণের প্রস্তাবের অনুমতি দেওয়া হয় নাই। এবং শ্রীযুত প্যাটেল ভারতের মুসলমান সমাজের জন্য কিছুই করেন নাই। তাঁহার কার্য্যাবলী অনিষ্টজনক ছিল।

তাঁহার ঐরূপ উক্তিতে সভায় "সেম" "সেম" রব উঠে। সভাপতি মিঃ লেয়াড মৃত ব্যক্তির রাজনৈতিক কার্য্যাবলীর আলোচনা করিতে নিষেধ করেন। সকলে দণ্ডায়মান হইয়া শোক প্রকাশক প্রস্তাব গ্রহণ করেন।

বিনা অপরাধে চাকুরী হইতে বঞ্চিত

কলিকাতার ভবানীপুর হইতে শ্রী পাণকুমার মুখোপাধ্যায় লিখিয়াছেন, 'ঢাকা নিবাসী শ্রীযুক্ত কনকভূষণ বাঁড়ুযে মহাশয় বর্ত্তমানে দামোদর ডিভিসনে সেচ বিভাগের ওভার সিয়ারের পদে নিযুক্ত আছেন। তাঁহাকে কাজ হইতে ছাড়াইয়া দিবার জন্য এক মাসের নোটীশ দেওয়া হইয়াছে, ইহার কোন কারণ দেখিতে না পাইয়া নানা জনে নানা কথা বলিতেছেন। কেহ কেহ বলেন যে, ভ্রাতার অপরাধে ভ্রাতার দণ্ড হইয়াছে। তাঁহার ছোট বন্দ্যোপাধ্যায় গত ১৯৩৩ সালের ১২ই জানুয়ারী তারিখে অন্তরীণ হইতে মুক্ত হইয়াছিলেন। বর্ত্তমানে ইনি ঢাকা জেলার পশ্চিম পাড়াতে নিজ গ্রামে অন্তরীণ আছেন। এই জন্য নাকি কনক বাবুর চাকুরী যাইতেছে। তবে ইহা সত্য কিনা বলিতে পারি না।

দেউলী বন্দীশালায় রাজবন্দী

গত মঙ্গলবার নিম্নলিখিত যুবকগণকে দেউলী বন্দীশালায় প্রেরণ করা হইয়াছে। মুত যোগেশ দে, খগেন গুপ্ত, তিনকড়ি গাঙ্গুলী, তারানাথ লাহিড়ী, সরোজ আচার্য্য, অমিয় রঞ্জন গুপ্ত অধিন। রায়, ব্রজেন চক্রবর্তী এবং অশ্বিনী চৌধুরী।

বাস দুর্ঘটনা

কাশীপুর পুলিশ থানার নিকটে একখানা মোটরবাসের ধাক্কা লাগিয়া একটি দশম বর্ষীয় হিন্দু বালকের মৃত্যু হইয়াছে।

এরূপ প্রকাশ যে, মৃত বালক ও অপর আরও ৮জন রাস্তার অপর পারে একটি জমিদার বাড়ীতে নিমন্ত্রণ খাইতে যাইবার সময় যখন রাস্তা পার হইতেছিল, এমন সময় একটী মোটরবাস আসিয়া তাহার উপরে পড়ে, ফলে তাহার মৃত্যু হয়।

শ্বশুরবাড়ী হইতে গ্রেপ্তার

২৭শে অক্টোবর তারিখে বনগাঁয়ের শ্রীযুক্ত প্রশান্তচন্দ্র রায়কে তাহার শ্বশুরালয় হইতে গ্রেপ্তার করিয়া সিউড়ীতে আনা হয়। তাহাকে পাঁচ শত টাকার জামীনে মুক্তি দেওয়া হইয়াছে।

স্মরণ থাকিতে পারে যে, কিছুদিন পূর্ব্বে প্রশান্ত বাবুর গৃহ খানাতল্লাসী করিয়া একটি রিভলবার পাওয়া যায়।

ট্রেণ থামাইবার অভিযোগ

একখানি লোকাল ট্রেণ বেসিন পুল হইতে ভিজিতাকম অভিমুখে অগ্রসর হইতেছিল; ঐ সময় ৫জন স্বেচ্ছাসেবক নাকি ট্রেণের বিপদ নির্দেশক শিকল টানিয়া ট্রেণ থামাইয়া দেয় এবং তাহারা নাকি অনুমোদিত কংগ্রেস বুলেটীন বিলি করে। পুলিশ সংবাদ পাইয়া স্বেচ্ছাসেবকদিগকে গ্রেপ্তার করিয়া আটক রাখিয়াছে।

ভারতের নিকট সাহায্য প্রার্থনা

নাৎসীদিগের অত্যাচারে ইহুদী বংশজাত জার্ম্মাণীর প্রায় ৮০০ বৈজ্ঞানিক বহু দিন যাবৎ বেকার থাকিতে বাধ্য হওয়ায় তাহাদিগের মধ্যে কিরূপ ভীষণ আর্থিক দুর্দ্দশা উপস্থিত হইয়াছে, ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট অব সায়েন্সের ডিরেক্টর স্যার সি, ভি রমনের নিকট ইহুদী মনিষীদিগের পক্ষ হইতে তাহার একটি সংবাদ আসিয়াছে।

উক্ত সংবাদে প্রকাশ যে, বৈজ্ঞানিকদিগের মধ্যে কোনও কোনও ব্যক্তিকে ভারতের মত এই বিশাল দেশের শিল্প ও কৃষির উন্নতিকল্পে নিযুক্ত করিয়া যাহাতে তাহাদিগকে এই সময় সাহায্য করা হয়, তাহার জন্য ভারতের সহযোগীতা প্রার্থনা করিয়াছেন।

শ্রীগৌরাঙ্গ অবধারিত
চিঠিপত্র—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

দৈ নি ক

REG. C1544

নদীয়াপ্রকাশ
THE
NADIA-PRAKASH

সাধারণের হার
অগ্রিম বার্ষিক ৯৲
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸০
মাসিক ১৲
নগদ
প্রতি সংখ্যা ৫

[...]সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার
পত্রে দ্রষ্টব্য।

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার - নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৮ম খণ্ড সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বেদান্তবাচস্পতি [২০৩শ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর— ১৬ই কার্ত্তিক বৃহস্পতিবার ১৩৪০, ২রা নভেম্বর ১৯৩৩

মিঃ পেটেলের মৃত্যুতে ভারতের শোক

সার রামস্বামী আয়ার বলেন মিঃ প্যটেল প্রথমে বোম্বে ব্যবস্থাপক সভার [সভ্য] হইয়াছিলেন পরে বোম্বাই কর[পো]রেশনে ও প্রবেশ লাভ করেন এবং অল্প দিনেই তাঁহার কার্য্যকারী শক্তি [প্র]কাশ পায় তারপর যখন তিনি এসেম্[ব্লি]তে প্রবেশ করিয়াই উক্ত সভার [সভা]পতি নির্ব্বাচিত হইলেন তখন তাঁহার [সা]হস, কার্য্যকারী শক্তি ও দৃঢ়তা সকল[কে]ই বিশেষ ভাবে মুগ্ধ করিয়াছিল।

দেওয়ান বাহাদুর মুদালিয়ার বলেন [বো]ম্বে করপোরেশনের মেয়র পদে আসীন [হই]য়া মিঃ পেটেল যে অসম্ভব সাহস ও [বু]দ্ধি মত্তার পরিচয় দিয়াছিলেন তাহা [বলি]য়া শেষ করা যায় না। অবশ্য এসেম্[ব্লি]তে তাঁহার যে জীবন অতিবাহিত [হই]য়াছে তাহা এখনও আমরা ঠিক বুঝিতে [পা]রিতেছি না তবে ইহা সত্য যে ভারতের [বর্ত্ত]মানে এইরূপ সাহসী কর্ম্মী পুরুষ [পা]ওয়া অতি সুকঠিন।

চাঁদপুরে

চাঁদপুরের নিরোদ পার্কে এক সভায় [স্থা]নীয় অধিবাসী বৃন্দ মৃত কর্ম্মীর প্রতি [শ্রদ্ধা] জ্ঞাপন করেন।

নানা স্থানে সভা

পাটনা, গয়া, মজঃফরপুর, ময়মনসিংহ, [বরি]শাল, পাবনা, ও রাজসাহী প্রভৃতি [স্থা]নেও মিঃ পেটেলের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন ও [শো]ক সন্তপ্ত পরিবারবর্গকে সান্ত্বনা বাক্য [জ্ঞা]পন করা হয়।

ঢাকায় আলোচনা সভা

২৭শে অক্টোবর ঢাকার সংবাদে [প্রকা]শ যে পর দিবস তথায় ব্রিটিশ ইউনিভারসিটি ষ্টুডেন্টস্ ডিবেটিং টিমের এক আলোচনা সভা হইবে তাহাতে অক্সফোর্ডের বেলিয়ল কলেজের মিঃ গ্রিনউড, মানচেষ্টার বিশ্ববিদ্যালয়ের মিঃ ম্যাক্ গিল্‌ব্রে, ও আবারস টিথ্ বিশ্ববিদ্যালয়ের মিঃ জ্যাক জোন উপস্থিত থাকিবেন। এবং আলোচনার বিষয় হইবে "রাজনৈতিক গণের দ্বারা অপেক্ষা কবিগনের দ্বারা জগতের বেশী উপকার হইয়াছে" ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে পাঁচজন ছাত্র উক্ত বিষয়ের পক্ষে বলিবেন এবং উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের মিঃ অবনিমোহন কুশারী বিপক্ষে বলিবেন এবং উপস্থিত পাশ্চাত্য অধ্যাপক মহোদয়গন মিঃ কুশারির বিরুদ্ধে বলিবেন।

ঢাকায় বিরাট সভা

মিঃ পেটেলের মৃত্যুতে ঢাকায় বিরাট সভা হইয়াছিল এবং সহরের বিদ্যালয়গুলি বন্ধছিল।

লর্ড আরুইন্

লণ্ডনের ২৭শে অক্টোবরের সংবাদে প্রকাশ লর্ড আরুইন্ অক্স্‌ফার্ড বিদ্যালয়ের চান্‌সেলারের পদে রেসিডেন্ট মেম্বার্স-দিগের দ্বারা মনোনিত হইয়াছেন এবং মাননীয় ভাই কাউন্টগ্রে উক্ত পদ হইতে বিদায় লইয়াছেন।

সার ল্যাম্পসন্

কাগাবি হইতে প্রকাশ চিন দেশের ব্রিটিশ মন্ত্রি সার ল্যাম্পসন ২৮শে নবেম্বর সান ঘাই ত্যাগ করিয়া ইজিপ্ট রওনা হইবেন এবং তৎপর তিনি ইজিপ্ট ও সুদানের হাই কমিশনার হইবেন।

মিঃ সিন্ লেস্‌টার

মিঃ সিন্ লেস্‌টার লিগ্ অব নেসনে স্থায়ী আইরিস ডেলিগেট ছিলেন এখন তিনি ডান্ জিক্‌এর হাই কমিশনার হইয়াছেন।

ছিলি ষ্টেষনে ভীষণ ডাকাতি

২৮শে অক্টোবর বালুর ঘাটের সংবাদে প্রকাশ যে ঐদিবস প্রাতে আপ দার্জ্জিলিং মেল গাড়ী হইতে যখন ডাকঘরের মালপত্র নামান হইতেছিল তখন প্রায় বারজন সশস্ত্র লোক ডাকঘরের মাল গ্রহণকারী পিয়নকে রিভলভার দ্বারা আহত করিয়া মেলব্যাগ লুট করে ও ঐ ষ্টেসনের লৌহ-সিন্দুক হইতেও তাহারা কিছু অর্থ লুট করে এবং পরে যখন দস্যুগণ টেলিগ্রাফের ও টেলিফোনের তার কাটিতে যায় তখন ষ্টেশন মাষ্টার মহাশয় বন্দুকের আওয়াজ করেন ফলে দস্যুগণও পলায়ন করে।

রিভলভারে বিপদ

পাবনার সংবাদে প্রকাশ তথাকার ডিটেক্‌টিভ বিভাগের আদামালী নামে একজন কর্ম্মচারী যখন তাঁহার রিভলভার হইতে গুলি বাহির করিতেছিলেন তখন হটাৎ একটী গুলি রিভলভার হইতে বাহির হইয়া তাঁহার সদ্য বিবাহিত স্ত্রী জুমেলা বিবির বক্ষস্থল বিদ্ধ করে ফলে তাহার অবস্থা আশঙ্কা জনক হয়।

বার্জ্জ হত্যা

৩রা নবেম্বর তারিখে চার্জ্জ সিট দাখিল করা হইবে সর্ব্বসমেত চৌদ্দ জন যুবক বিচারাধিন আছেন।

চট্টগ্রামে

চট্টগ্রামের মিউনিসিপাল কমিশনারদের একটী সভা হইবার তারিখ থাকা সত্বেও ঐ সংবাদে ঐ সভা স্থগিত রাখা হয় ও পেটেলের মৃত্যুর প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা হয়।

ডাঃ ডলফাসের বিপদ

২৭শে অক্টোবর ভেইনা হইতে প্রকাশ ডাঃ ডলফাসের প্রাণ সংহার ষড়যন্ত্রকারীগণের অন্যতম বলিয়া সন্দেহ করিয়া কার্ট ডার্টিল্‌কে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়

পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম, এ; ও এম, এস, সি, পরীক্ষা ১৯৩৪ সালের ১৬ই জুলাই সোমবার হইতে আরম্ভ হইবে।

এম, সি, সি. দল

মিঃ জার্ডাইনের খেলাতে সকলেই অবাক।

২৮শে অক্টোবর পেশোয়ারে যে খেলা হইয়াছিল তাহাতে দেখা যায়।

এম. সি, সি,

৪০	মিনিটে	৫০	রান্,
৭০	মিনিটে	১০০	রান্.
১০০	ঐ	১৫০	রান্,
১২৭	ঐ	২০০	রান্,

পেশোয়ার

৯০ মিনিটে ৫০ রান্।

ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

১৬ই কার্ত্তিক বৃহস্পতিবার, ১৩৪০

ভারতের বস্ত্র বাজারের সম্বন্ধে এখনও কোন মীমাংসা হয় নাই। জাপান ১৫ লক্ষ গাঁইট ভারতীয় তুলা কিনিবে এবং সেই সঙ্গে নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ কাপড় ভারতের বাজারে বিক্রয় করিবে এবং শুল্কের হার কম পাইবে। এখন জাপান কি পরিমাণ কাপড় আমদানী করিবে তাহা লইয়া দর কষা-কষি চলিতেছে। সমস্ত প্রকার বৈদেশিক বস্ত্রের উপর অটোয়া চুক্তির ফলে ট্যাক্স বৃদ্ধি হইয়াছে, ল্যাঙ্কাশায়ারের প্রতিনিধিরা চাহেন এখন ইংলণ্ডের বস্ত্রের উপর বর্ত্তমান শুল্কের শতকরা ২৫৲ টাকা কমাইয়া দেওয়া হউক। শুনা যায় ম্যাঞ্চেষ্টারের সহিত যোগ দিয়া মিঃ মোদী ঐরূপ একটা রফা করিতে প্রস্তুত হইয়াছেন। কিন্তু অধিকাংশ মিলের মালিক নাকি ঐ প্রস্তাবের বিপক্ষে। দেখা যা'ক পরিণাম কি হয়।

বোম্বাই ও আহম্মদাবাদের কথা ছাড়িয়া দিলে ভারতের অন্যান্য প্রদেশে বস্ত্র-শিল্প এখনও শিশু। বিশেষতঃ, বাঙ্গলার অবস্থা খুবই শোচনীয়। এক দিকে উন্নততর সুপ্রতিষ্ঠিত বোম্বাই মিলের সহিত প্রতিযোগিতা ও অন্যদিকে কলিকাতা বন্দরে আগত জাপানী ও বিদেশী বস্ত্রের সহিত তীব্র প্রতিযোগিতায় বাংলা কতটা আটিয়া উঠিতে পারিবেন তাহার যথেষ্ট সন্দেহ রহিয়াছে। চুক্তিটা সকল দিকে দৃষ্টি রাখিয়া করা কর্ত্তব্য।

জাপানের নানাপ্রকার সস্তা মালে ভারতের বাজার ছাইয়া গিয়াছে। এবার আর কলের পণ্য নহে, জাপান হইতে এক জাহাজে প্রায় দুই লক্ষ মণ (৭০০০ টন) চাউল আসিয়া করাচী বন্দরে বাজার দর অপেক্ষা কম মূল্যে বিক্রয় হইয়াছে। ইহাতে করাচীর বণিকসঙ্ঘ ভীত হইয়া ভারত-সরকারের নিকট আবেদন করিয়াছেন যে, জাপানী চাউল এইরূপ অল্প মূল্যে বিক্রয় হইলে করাচীতে ভারতীয় চাউলের বাজার নষ্ট হইবে এবং কৃষিজীবীদের দুর্দ্দশার সীমা থাকিবে না। অষ্ট্রেলিয়া হইতে গম আসিয়া ভারতে প্রতিযোগিতা করিতেছে, জাপান হইতে চাউল আসিয়া প্রতিযোগিতা করিতেছে—"ভেজিটেবল" জমাট তেল আসিয়া ঘি'এর বাজার সস্তা করিয়াছে। ঐ অবস্থায় ভারতের আর্থিক অবস্থা উন্নত হইবার সম্ভাবনা কোথায়?

ইটালীতে জন্মের হার কমিয়া যাইতেছে দেখিয়া, ফ্যাসিষ্টদল আতঙ্কগ্রস্ত হইয়াছেন। সন্তান উৎপাদনে দেশবাসীকে উৎসাহিত করিবার জন্য ৩০শে অক্টোবর এক বিবাহোৎসব হইবার কথা। দুই হাজার নরনারী ঐ দিন সদ্য বিবাহিত হইয়া, রোম নগরীর রাজপথে যুগল শোভাযাত্রা করিয়া ফ্যাসিষ্টদলের প্রধান ঘাঁটিতে উপস্থিত হইবেন, সেখানে মুসোলিনী স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া প্রত্যেক দম্পতীকে স্বহস্তে উপহার দিবেন। আর সদ্য প্রসূত শিশুদিগের জন্য একটা পাইকারী 'বাপ্তাইজ' করিবার ব্যবস্থা হইবে এবং প্রত্যেক শিশুর জন্য প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম একদফা করিয়া উপহার দেওয়া হইবে। প্রচার কার্য্যের কৌশলটা মন্দ নয়।

সেদিন মোগল সরাই-এর নিকট বোম্বে মেল লাইনচ্যুত হইয়া, একখানি গাড়ী উলটাইয়া যায়, ফলে ১১৮ন যাত্রী আহত হইয়াছেন। কাশীর ম্যাজিষ্ট্রেট জানাইয়াছেন যে, কেহ নিহত বা গুরুতরভাবে আহত হয় নাই। সুখের কথা। কিন্তু ঘটনাটি গুরুতর। এঞ্জিন ও গাড়ীর মধ্যবর্ত্তী বন্ধনী একটি বাঁকে অতিক্রম করিবার সময় ভাঙ্গিয়া যাওয়ায় নাকি এই দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে। কোন গাড়ী গন্তব্যস্থানে যাত্রার পূর্ব্বে এই বন্ধনী, চাকা প্রভৃতি পরীক্ষা করার নিয়ম আছে। অনবধানতাবশতঃ নিশ্চয়ই উহা ভালরূপ পরীক্ষা করা হয় নাই। প্রকাশ, যে স্থলে এই দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে, সেখানে এমন কোন "রেয়ার পিন" বাঁক নাই। সুতরাং জীর্ণ ও অপরীক্ষিত বন্ধনী এই আকস্মিক দুর্ঘটনার কারণ, বলিয়া মনে হয়। পরীক্ষা বিভাগ ও কারখানা বিভাগের কর্ম্মচারি সংখ্যার স্বল্পতার ফলেই এই শ্রেণীর দুর্ঘটনা ঘটিতেছে কিনা, তাহার অনুসন্ধান হয় আবশ্যক।

দুর্ঘটনার সম্বন্ধে বেনারসের ম্যাজিষ্ট্রেট এসোসিয়েটেড প্রেসের নিকট যে তার করিয়াছিলেন, তাহাতে তিনি এইরূপ মন্তব্য করিয়াছেন,—"আমি স্বয়ং ঘটনাস্থল পরিদর্শন করি এবং আহত ব্যক্তিগণকে দেখি। আহত ব্যক্তিগণের মধ্যে কোন বিশিষ্ট ভারতবাসী নাই।" আমরা আহতদিগের নামের তালিকাতে দেখিলাম, যে ১২ জন আহত হইয়াছে, তাহারা সকলেই ভারতবাসী, তবে বিশিষ্ট কিনা জানি না। তবে বিশিষ্টই হউক আর অবিশিষ্টই হউক কাহারো প্রাণ উপেক্ষনীয় নহে।

শ্রীযুত শ্রীনিবাস শাস্ত্রী সেদিন মাদ্রাজের ল' কলেজ হলে যথা ছাত্র সমাজকে লক্ষ্য করিয়া উদ্দীপনাময়ী বক্তৃতায় বলিতে থাকেন—"ভবিষ্যতের কোন আশা ভরসা যদি রাখিতে চাও, তাহা হইলে একমাত্র উপায় হইল ঐ কাউন্সিলগুলি জয় কর, কাউন্সিলগুলি জয় কর, তখন ছাত্রদল নীরবে এবং নির্বিকল্প চিত্তে তাঁহার এই বাক্যরসসুধা পান করিতে থাকে। শাস্ত্রী মহাশয় অবশেষে তরুণদিগকে লক্ষ্য করিয়া একটু রসিকতা করিয়া বলেন,—"আমার এই সব কথা তরুণেরা যে নির্ব্বিকারচিত্তে শুনিয়া যাইতেছে, তাহাদের ভিতর হইতে কিছুমাত্র প্রতিবাদ ধ্বনি শুনিতে পাইতেছি না ইহা হইতেই সমগ্র জাতি কিরূপ অবসাদগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছে, তাহা বুঝা যাইতেছে।" ভবিষ্যৎ ঘোর অন্ধকারপূর্ণ। শাস্ত্রী মহাশয় একজন পাকা মাষ্টার, ছাত্র সমাজের মতিগতি তিনি যে, ভালরূপেই উপলব্ধি করিতে সমর্থ একথা অবশ্য স্বচ্ছন্দেই বলা চলে। তবে ছাত্র সমাজ তাহার টিপ্পনীর তাৎপর্য্য বুঝিতে পারিয়াছে কি?

শ্রীযুত শাস্ত্রীর ঐ টিপ্পনীর ভিতর যুবকদের বর্ত্তমান মতিগতির সম্বন্ধে একটি বেদনার ভাব প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে। অধ্যাপক আইনষ্টাইনের বিলাতের এলবার্ট হলের বক্তৃতায় যুবকদের মতিগতির সম্বন্ধে এইরূপ প্রচ্ছন্ন বেদনার পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি বলেন—"আমাদের উপর দিয়া কিরূপ সঙ্কটকাল বহিয়া যাইতেছে কিরূপ দুঃখ দুর্দ্দশায় আমরা নিপতিত রহিয়াছে. আমরা কি সে সম্বন্ধে কোন চিন্তা করি? আমার তো মনে হয় না আমি এখন আর যুবক নাই কিন্তু যুবক একদিন ছিলাম; সুতরাং যৌবনের সম্বন্ধে কিছু অভিজ্ঞতা আমার আছে। যুবকেরা যখন নিজেদের ব্যক্তিগত জীবনের তুচ্ছ সুখ স্বাচ্ছন্দ্য ছাড়া অন্য কিছু চিন্তা করিতে পারে না, তখন তাহাদের যুবকত্ব কোথায়? তুলায় মোড়া সে জীবনের ব্যক্তিত্ব, তাহাতে যৌবনের পরিচয় নাই।" ইউরোপের পক্ষে যদি এ কথা সত্য হয়, তাহা হইলে ভারতের আর্থিক অবস্থায় উহা যে কত সত্য, তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। ভারতীয় যুবকগণ অবস্থাটার প্রতি দৃষ্টিপাত করিবেন কি?

কলিকাতায় সান্নিপাতিক জ্বরের প্রাবল্য

কলিকাতা কর্পোরেশনের হেলথ কমিটির চেয়ারম্যানের আমন্ত্রণে কলিকাতার প্রসিদ্ধ এবং বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকেরা কয়েক দিন ধরিয়া মহানগরীতে সান্নিপাতিক জ্বরের প্রাবল্যের কারণ এবং তাহার প্রতিকারের উপায় সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছিলেন তাঁহারা এ সম্বন্ধে যে সব সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন এবং উক্ত রোগ নিবারণের জন্য যে সমস্ত উপায় নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহা পাঠে ইহাই জানা যায় যে, এই ভীষণ রোগ কলিকাতায় স্থায়িরূপে আসন পাতিয়াছে এবং ইহার প্রতাপ ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাইতেছে। কলিকাতা সহরের পয়ঃপ্রণালী, জল নিষ্কাশন এবং পানীয় জল সরবরাহের ব্যবস্থায় যে গুরুতর ত্রুটী আছে, তাহারই ফলে এই রোগের প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। নগরীর অধিবাসীর সংখ্যা ১২ লক্ষের বেশী, তাহার পক্ষে ইহা যে গুরুতর আশঙ্কার কারণ, একথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। যদি কলিকাতা কর্পোরেশন সত্বর এই ভীষণ রোগ নিবারণের ব্যবস্থা না করিতে পারেন, তবে বাঙ্গলার রাজধানী এই বিশাল সহর কয়েক বৎসরের মধ্যে মনুষ্য বাসের অযোগ্য হইয়া উঠিতে পারে।

বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকগণ তাঁহাদের রিপোর্টে বলিয়াছেন যে জীবনধারণের পক্ষে সর্ব্ব প্রথম প্রয়োজন—জল সরবরাহ, মল নিষ্কাশন ও পয়ঃপ্রণালীর সন্তোষজনক ব্যবস্থা। তাহার ব্যবস্থা না হওয়া পর্য্যন্ত সহরের স্বাস্থ্য ভাল হইতে পারে না। এসব সুব্যবস্থা করিবার অক্ষমতার জন্য অতীতে বহু প্রসিদ্ধ নগর লোক বসতিশূন্য হইয়া ধ্বংস হইয়া গিয়াছে। অতীতের অভিজ্ঞতা হইতে যদি আমরা সতর্ক না হইতে পারি, তবে কলিকাতা সহরের অদৃষ্টেও ঐরূপ শোচনীয় পরিণাম হওয়া অসম্ভব নহে।

চিকিৎসকগণ তাঁহাদের রিপোর্টে বলিয়াছেন যে, সহরের ভূপৃষ্ঠস্থ এবং ভূনিম্নস্থ উভয় প্রকার পয়ঃপ্রণালীর অবস্থাই সন্তোষজনক নহে এবং ইহাই টাইফয়েড রোগের প্রাদুর্ভাবের প্রধান কারণ। পয়ঃপ্রণালী গুলির অবস্থা যে ক্রমেই [illegible] শোচনী[illegible] হইতেছে, তাহাও তাঁহারা বলিয়াছেন। অতএব অবিলম্বে সহরের পয়ঃপ্রণালীর সংস্কার ও উন্নতি সাধনে প্রবৃত্ত হওয়া কর্ত্তব্য। অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়, গবর্ণমেণ্ট ও কর্পোরেশনের মধ্যে মতদ্বৈধের ফলে গত কয়েক বৎসর যাবৎ এবিষয়ে কোন কা[illegible] হইতেছে না। স্পেশাল ড্রেনেজ অফিসার-রূপে ডাঃ বি, এন, দে এসম্বন্ধে যে প্রস্তাব দাখিল করিয়াছেন, তাহাও গবর্ণমেণ্ট পর্য্যন্ত অনুমোদন করেন নাই। এদিকে সহরের পয়ঃপ্রণালীর অবস্থা ক্রমশঃ অধিকতর শোচনীয় হইয়া টাইফয়েড প্রভৃতি নানা রোগের সৃষ্টি করিতেছে। গবর্ণমেণ্ট যদি অবিলম্বে এ সম্বন্ধে কার্য্যকর ব্যবস্থা অবলম্বন না করেন, তবে সহরে সংক্রামক রোগের প্রাবল্য এবং মৃত্যু সংখ্যা বৃদ্ধির জন্য লোকে তাঁহাদিগকেই দা[illegible] করিতে পারে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক
— পারমার্থিক পত্র —
শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে ॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে ॥

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশ
তনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনম্,
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা ।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং
প্রেমা পুমর্থো মহান্
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং
তত্রাদরো নঃ পরঃ ॥

৮ম বর্ষ } ৩০শে দামোদর গৌরাব্দ ৪৪৭, ১৬ই কার্ত্তিক বঙ্গাব্দ ১৩৪০, ২রা নভেম্বর ইং ১৯৩৩, বৃহস্পতিবার { ১০৩তম সংখ্যা

পরম-গুরুদেবের 'স্তব'

(১)
যবে মায়াচারী কপটতা করি'
তাণ্ডবে নাচিল ধরণী'পর ।
ধর্ম্ম-সংরক্ষণে আসিলে ভুবনে
নমি প্রভুপদে শ্রীগৌরকিশোর ॥

(২)
যত অসতেরে পরিহরি' দূরে
সদানন্দ গৌরসেবা-ব্রতধর ।
গৌর-ব্রজবনে নাহি ভেদ-জ্ঞানে
নমি প্রভুপদে শ্রীগৌরকিশোর ॥

(৩)
জগমাঝে সবে মাতি' ভোগাসবে
ভোগ ত্যাগে যবে হইল তৎপর ।
প্রদানিলে সবা সার কৃষ্ণ-সেবা
নমি প্রভুপদে শ্রীগৌরকিশোর ॥

(৪)
গৌর-ধামাশ্রিত পরম ভকত
রূপ অনিন্দিত রূপানুগবর ।
দেহেতে প্রদীপ্ত বৈরাগ্য-যুকত
নমি প্রভুপদে শ্রীগৌরকিশোর ॥

(৫)
বিষয়ীর সঙ্গ হয় ভাগ্য-ভঙ্গ
তা'র অন্নে হয় মলিন অন্তর ।
নিজ আচরণে শিখা'লে ভুবনে
নমি প্রভুপদে শ্রীগৌরকিশোর ॥

(৬)
বিষয়ের ত্যাগী পরছন্ন ভোগী
দুরারোগ্য রোগী আয়ুঃনাশকর ।
ফল্গু হলাহলে রক্ষিলে সকলে
নমি প্রভুপদে শ্রীগৌরকিশোর ॥

(৭)
বিষয়-সম্ভোগে বিষয়-বিরাগে
বিষয় চিন্তয়ে ভোগি-ত্যাগী নয় ।
বিষয় বিগ্রহে সেবিলে আগ্রহে
নমি প্রভুপদে শ্রীগৌরকিশোর ॥

(৮)
বৈরাগ্য-মূরতি তুমি মহামতি
আশ্রয় বিগ্রহ অবধূত-বর ।
কলি পাপগ্রহ হইল নিগ্রহ
নমি প্রভুপদে শ্রীগৌরকিশোর ॥

(৯)
মায়াপুর-ধাম যথা গৌর-কাম
বর্ণিতে অনন্ত মহিমা-সাগর ।
সদা ব্রজাবেশে সেবিতে প্রাণেশে
নমি প্রভুপদে শ্রীগৌরকিশোর ॥

(১০)
তব সুচরিত জড়জ্ঞানাতীত
নাহি বুঝে কভু কলির কিঙ্কর ।
চিদ্বিলাসে রত শুদ্ধ-ভক্ত-জ্ঞাত
নমি প্রভুপদে শ্রীগৌরকিশোর ॥

(১১)
ধর্ম্মধ্বজী নর হেরে ভয়ঙ্কর
সজ্জনগণের তুমি শুভঙ্কর ।
তুমি গৌরজন ভকত রতন
নমি প্রভুপদে শ্রীগৌরকিশোর ॥

(১২)
কলি-তমঃ-ঘোরে জীবেরে উদ্ধারে
প্রকাশিলে ভক্তি-সিদ্ধান্ত-ভাস্কর ।
কোটী-কণ্ঠ-হার তব জয় জয়
নমি প্রভুপদে শ্রীগৌরকিশোর ॥

(১৩)
তব প্রাণাপম গৌর-প্রিয়তম
যা' দিয়েছ আজ ভুবন ভিতর ।
যাঁহার প্রভায় মোহ দূরে যায়
নমি প্রভুপদে শ্রীগৌরকিশোর ॥

(১৪)
ভকত সজ্জন হেরে সর্ব্বক্ষণ
তব পদ-শোভা সর্ব্বাশুভহর ।
অবিদ্যার ঘোরে না চিনি তোমারে
নমি প্রভুপদে শ্রীগৌরকিশোর ॥

(১৫)
আমি ক্ষুদ্র টুনী দুর্ব্বলা লেখনী
বর্ণিতে কি পারে গুণের সাগর ।
অগাধ অনন্ত নাহি তব অন্ত
নমি প্রভুপদে শ্রীগৌরকিশোর ॥

(১৬)
করুণ-নয়নে চাহ দীন জনে
তোমা-পদ্ম ধ্যানে যেন নিরন্তর ।
সেবি' যতনে কায়মনোপ্রাণে
নমি প্রভুপদে শ্রীগৌরকিশোর ॥

—শ্রীরুদ্রদেব চট্টোপাধ্যায়

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্সটিটিউট

বিশিষ্ট পরিদর্শকের মন্তব্য

কলিকাতা হাইকোর্টের ব্যারিষ্টার মিঃ এন, সি, চাটার্জ্জি গত ২৫শে অক্টোবর (১৯৩৩) শ্রীধাম-মায়াপুরস্থ ঠাকুর ভক্তি-বিনোদ ইন্সটিটিউট পরিদর্শন করিয়া নিম্ন-লিখিত মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন—

It was my privilege to be shown round the Thakur Bhakti Vinode Institute. I wish I was born again to be a student in an institution like this and to have the happy lot of being brought-up in the traditions of this place. The boys seem to flow in from all parts of Bengal and they have the opportunity of having spiritual home under the care of one of the splendid organisations which this country can boast of. I wish the school, the staff and the students all success and continued prosperity.

Sd/ N. C. Chatterjee.
Bar-at-law.

আজ ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্সটিটিউট দর্শন করিবার আমার সৌভাগ্য হইল। আমার ইচ্ছা হয় যে, পুনর্ব্বার জন্মগ্রহণ করিয়া এই স্কুলের ছাত্র হইয়া আসি এবং এই স্থানের পবিত্র আবহাওয়ায় লালিত-পালিত হইবার সৌভাগ্য সুখ বরণ করি। এখানকার বালক-গণ বাংলার ভিন্ন ভিন্ন স্থান হইতে আসি-য়াছে বলিয়া বোধ হয়। তাহারা একটী বিশিষ্ট গৌরবময় প্রতিষ্ঠানের অধীনে তাহাদের পারমার্থিক জীবন গঠন করিবার সুযোগ লাভ করিয়াছে ; এ রকম পারমার্থিক প্রতি-ষ্ঠান দেশে আর কোথাও নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। আমি এই স্কুলের, শিক্ষক-গণের এবং ছাত্রগণের পূর্ণ সাফল্য ও ক্রমোন্নতি বাসনা করি।

স্বাঃ এন, সি, চাটার্জ্জি
বার-য়্যাট্-ল।

মহোৎসব-বিবরণ

পরমহংস বাবাজী শ্রীশ্রীল গৌরকিশোর দাস গোস্বামী মহারাজের অষ্টাদশ বার্ষিক বিরহ-মহোৎসবের প্রথম দিনের অর্থাৎ গত রবিবারের বিবরণ আমরা সম্পাদকীয় প্রবন্ধে প্রদান করিতেছি। দ্বিতীয় দিবসও প্রথম দিবসের ন্যায় প্রাতে ও অপরাহ্নে পাঠ, কীর্ত্তন ও বক্তৃতা হইয়াছে। এই দিবস শ্রীসজ্জনতোষণী হইতে শ্রীল প্রভুপাদের লিখিত 'আমার প্রভুর কথা' ও শ্রীনদীয়া-প্রকাশ হইতে 'পরম-গুরুদেব'-শীর্ষক প্রবন্ধদ্বয় পাঠ হইয়াছে। উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ গৌরদাস ব্রহ্মচারী কাব্য-ব্যাকরণ-তীর্থ মহাশয় অতি সুললিতস্বরে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তাঁহার ব্যাখ্যা বড়ই প্রাণস্পর্শী হইয়াছিল।

এই দিবস রাসযাত্রা-উপলক্ষে শ্রীচৈতন্য-মঠে অনেক যাত্রীর সমাগম হইয়াছিল। সকলকেই মহাপ্রসাদ দেওয়া হইয়াছে। প্রাতঃকাল হইতে রাত্রি ১০ ঘটিকা পর্য্যন্ত সমাগত নিমন্ত্রিত ও অনিমন্ত্রিত সকলকেই মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হইয়াছে। শ্রীল প্রভুপাদের কৃপাশীর্ব্বাদে মহোৎসবটী সর্ব্ব-বিষয়ে বেশ সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

৩০ দামোদর, আদি কারণোদশায়ী

অপ্রকট-মহোৎসব

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের কৃপাদেশ ও প্রেরণা-ক্রমে শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার আকর-মঠরাজ শ্রীচৈতন্যমঠে অস্মদীয় পরম-গুরুদেব ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল গৌর-কিশোর দাস গোস্বামী পরমহংস বাবাজী মহারাজের অপ্রকট-তিথিপূজা গত ২৬শে দামোদর, ১১ই কার্ত্তিক, ২৯শে অক্টোবর রবিবার উত্থানৈকাদশী বাসরে পাঠ, নগরসঙ্কীর্ত্তন, পদাবলী কীর্ত্তন, বক্তৃতা প্রভৃতি মুখে বিশেষ সমারোহের সহিত সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছেন। তৎপর-দিবস পাঠ কীর্ত্তন-বাদ্যে সমাগত নিমন্ত্রিত অনিমন্ত্রিত সকল যাত্রীকেই বিচিত্র মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হইয়াছে। জগৎকে কীর্ত্তন মুখে ভগবৎপ্রসাদ-প্রদানের নিমিত্তই শ্রীল বাবাজী মহারাজ শ্রীল প্রভুপাদকে প্রপঞ্চে প্রকট রাখিয়া অপ্রকট লীলা প্রকাশ করিয়াছেন; সুতরাং শ্রীল প্রভুপাদের নির্দেশানুসারে হরিকীর্ত্তনমুখে মহাপ্রসাদ-বিতরণদ্বারাই বাবাজী মহারাজের অপ্রকট-তিথির প্রতি সুষ্ঠু সম্মান প্রদর্শন করা হয়।

অপ্রকট-তিথি শ্রীউত্থানৈকাদশীতে নিত্য-নিয়মিত-সময়ে মঙ্গলারাত্রিকান্তে উষঃকীর্ত্তন হয়। তৎপর পণ্ডিত শ্রীপাদ শুভবিলাস দাসাধিকারী ভক্তিশাস্ত্রী মহাশয় শ্রীচৈতন্য-ভাগবত হইতে—ভক্তবৃন্দ-সহ মহাপ্রভুর শ্রীচন্দ্রশেখর আচার্য্য-ভবনে (ব্রজ-পত্তন শ্রীচৈতন্যমঠে) ব্রজলীলাভিনয় লীলা পাঠ করেন। তৎপর সুকণ্ঠ-কীর্ত্তনীয়া শ্রীপাদ মুকুন্দবিনোদ ভক্তিমধুর মহোদয়ের মূল-গায়কত্বে সুমধুর পদাবলী কীর্ত্তন হইতে থাকে। এই সময় ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট বোর্ডিংএর সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র সরকার বি-এ ও 'মেসিং' সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট শ্রীযুক্ত নন্দকিশোর অধিকারী মহাশয় বোর্ডিংএর অন্যান্য শিক্ষক ও ছাত্র-বৃন্দসহ শ্রীযুক্ত রঘুনাথ পাত্রের অধিনায়কত্বে মহামন্ত্র কীর্ত্তন করিতে করিতে শ্রীচৈতন্যমঠে আগমন করিয়া শ্রীমঠের কীর্ত্তনরত ভক্ত-গণের সহিত যোগদান করেন। এই সকল ভক্তগণ নগর-সঙ্কীর্ত্তনমুখে শ্রীচৈতন্যমঠের মন্দির, শ্রীল বাবাজী মহারাজের নবনির্ম্মীয়মান মন্দির, শ্রীতুলসীমঞ্চ, শ্রীভক্তিবিজয়-ভবন, শ্রীঅদ্বৈত-ভবনের মন্দির, শ্রীবাসাঙ্গন, শ্রীনৃসিংহমন্দির, শ্রীগৌরাবির্ভাব-গৃহ, শ্রীযোগপীঠের শ্রীমন্দির প্রভৃতি পরিক্রমা করেন। পরিক্রমা বাহির হইবার পূর্ব্বে বিরক্ত ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ যাধিকারানন্দজী তাঁহার স্বভাবসুলভ সুললিতকণ্ঠে গৌড়ীয় ৪র্থ বর্ষ ১০ম সংখ্যায় প্রকাশিত 'পরম-গুর্ব্বষ্টকম্'-শীর্ষক বিরহ-গীতিটী গান করেন। পরিক্রমার সময় শ্রীবাস-অঙ্গনের মালতী-মাধবী-বেষ্টিত নির্জ্জন-কুঞ্জে শ্রীপাদ ভক্তিমধুর প্রভু বহুক্ষণ প্রার্থনাময়ী ভজন-গীতি গান করেন। শ্রীযোগপীঠের নাটমন্দিরে শ্রীপাদ যাধিকারানন্দ প্রভুর ও শ্রীভক্তিমধুর প্রভুর সুমধুর পদাবলী কীর্ত্তন হয়। তৎপর ভক্তগণ মহা-মন্ত্র-কীর্ত্তনমুখে শ্রীচৈতন্যমঠে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। নগর-পরিক্রমাকালে কখনও "শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য, প্রভু নিত্যানন্দ। শ্রীঅদ্বৈত, গদাধর, শ্রীবাসাদি গৌরভক্তবৃন্দ॥" এই পঞ্চতত্ত্ব, কখনও বা "হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ, কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে। হরে রাম হরে রাম, রাম রাম হরে হরে॥"—এই ষোলনাম বত্রিশাক্ষরাত্মক মহামন্ত্র কীর্ত্তন হইয়াছেন। ভক্ত-কণ্ঠের সুমধুর রাগিণী মৃদঙ্গ-করতালাদির সুমধুর তানের সহিত সংযুক্ত হইয়া এক অনির্ব্বচনীয় আনন্দ-ধারার সৃষ্টি করিয়াছিল। শ্রীল প্রভুপাদের ইচ্ছায় ভূলোকে গোলোক সম্পদ্ বিস্তারিত হইয়াছিল।

দ্বিপ্রহরে শ্রীশ্রীগৌর-রাধাবিনোদপ্রাণ-জীউর ভোগরাগ ও ভোগারাত্রিকান্তে পুনরায় কীর্ত্তন ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে শ্রীল হরিদাসঠাকুরের নির্য্যাণ লীলা পাঠ ও ব্যাখ্যা হইয়াছে।

অন্তর্যামী শ্রীভগবান্ ভক্তের অন্তঃকরণের ভাব সুপরিজ্ঞাত, আর তদীয় ভক্তও তাঁহার প্রসাদে শ্রীভগবানের ভাবি-লীলা-সম্বন্ধে লব্ধ-জ্ঞান। ঠাকুর হরিদাস জানেন, শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যমহাপ্রভু অধিক দিন প্রকট লীলা করিবেন না; তাঁহার অপ্রকট-লীলা কালে প্রপঞ্চে থাকা বড়ই কষ্টের কথা। তিনি মহাপ্রভুর সেবার নিমিত্তই তাঁহার (মহাপ্রভুর) পূর্ব্বেই প্রপঞ্চে আসিয়াছেন, আবার তাঁহার সেবার নিমিত্তই মহাপ্রভুর পূর্ব্বেই অপ্রকট-ধামে গমনের ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। মহাপ্রভু ঠাকুর হরিদাসের প্রার্থনা শ্রবণ করিয়া বলিলেন ভগবান্ ভক্তের ইচ্ছা সকল সময়েই পূর্ণ করিয়া থাকেন। শ্রীহরিদাস যখন অপ্রকট-লীলা করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন, তখন শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার প্রার্থনা পূর্ণ না করিয়া থাকিতে পারেন না। কিন্তু মহাপ্রভুর লীলাদি হরিদাস প্রভৃতিকে লইয়া; তাই তিনি প্রথমতঃ তাঁহাকে ছাড়িতে একটু ইতস্ততঃ করিলেন, কিন্তু হরিদাস যখন রায় রামানন্দ, স্বরূপদামোদর, শ্রীনিত্যানন্দ, শ্রীঅদ্বৈত, শ্রীরূপ, শ্রীসনাতন প্রমুখ ভক্তবৃন্দের দিকে মহাপ্রভুর দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া প্রয়াণের অনুমতির জন্য পুনরায় প্রার্থনা করিলেন, তখন মহাপ্রভু আর কিছু বলিলেন না। তৎপর একদিন মহাপ্রভু ভক্তবৃন্দসহ সঙ্কীর্ত্তন করিতে করিতে শ্রীহরিদাসালয়ে উপস্থিত হইলেন। শ্রীহরিদাস সপার্ষদ মহাপ্রভুর পাদপদ্ম বন্দনা করিলেন এবং শ্রীচরণ-যুগল বক্ষে ধারণ করিয়া অপ্রকট-ধামে চলিয়া গেলেন।

শ্রীল পরমহংস বাবাজী মহারাজ শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের প্রকাশ-বিগ্রহ। ঠাকুর হরিদাসের ন্যায় তিনিও নিরন্তর হরিনাম করিতেন। প্রত্যহ নির্ব্বন্ধসহকারে ৩ লক্ষ হরিনাম করিতেন। গৌর-ব্রজবন অভেদ-বুদ্ধিতে কখনও ব্রজের বনে বনে, কখনও গৌড়ভূমির পল্লীতে পল্লীতে অবস্থান করিয়া মাধুকরী সংগ্রহ পূর্ব্বক নিরন্তর নির্জ্জনে নাম-গানে নিযুক্ত থাকিতেন। তাঁহার সুমধুর পরমার্থ-শিক্ষাপ্রদ চরিত্র গত কল্য সম্পাদকীয় স্তম্ভে ও গত ৭ম বর্ষ নদীয়া-প্রকাশের ১৬৭, ১৬৮, ও ১৭০ সংখ্যায় আলোচিত হইয়াছে। এখানে তাহার পুনরুল্লেখের প্রয়োজন নাই। কিন্তু বাবাজী মহারাজের অপ্রকট-লীলার সহিত শ্রীল হরিদাসঠাকুরের অপ্রকট লীলার যে সাদৃশ্য দৃষ্ট হয়, তৎসম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ বর্ণিত হইতেছে। ঠাকুর হরিদাস গৌরহরির সম্মুখে বস্তুসিদ্ধির লীলা প্রকাশ করিয়াছেন। আর অস্মদীয় পরম-গুরুদেবও—শ্রীহরি মাসচতুষ্টয় শয়ান-অবস্থায় থাকিয়া যেদিন উত্থিত হইলেন, সেই উত্থানৈকাদশী-দিবসে নিত্যলীলায় প্রবেশ করিয়া তিনি যে শ্রীহরির সম্মুখেই অপ্রকট ধামে প্রবেশ করিয়াছেন তাহার সুস্পষ্ট ইঙ্গিত প্রদান করিয়াছেন।

অপরাহ্ণ ৩॥ ঘটিকার সময় শ্রীচৈতন্যমঠে একটী সুমহতী সভার অধিবেশন হয়। সভায় বহু বিশিষ্ট-ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। কলিকাতা হইতে পণ্ডিত শ্রীপাদ হরিপদ বিদ্যারত্ন এম্-এ, বি-এল ও ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউটের সেক্রেটারী শ্রীপাদ জগদুদ্ধারণ ভক্তিবান্ধব বি এ মহাশয় আগমন করিয়াছিলেন। সভায় ৩॥ ঘটিকা হইতে ৪ ঘটিকা পর্য্যন্ত অর্দ্ধ ঘণ্টাকাল গুরু বৈষ্ণব বন্দনা ও বিরহ-সূচক পদাবলী কীর্ত্তন হয়। তৎপর ডাঃ শ্রীপাদ কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তি-কুসুম ভক্তিশাস্ত্রীজী বাবাজী মহারাজের প্রকট-ভূমি, অপ্রকট-লীলা-রহস্য ও মাহাত্ম্য-সম্বন্ধে ২।১টী কথা বক্তৃতাকারে বর্ণন করেন। অতঃপর ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউটের সুযোগ্য প্রধান শিক্ষক আচার্য্য শ্রীযুক্ত কিশোরীমোহন ভক্তিবান্ধব বি-এ, বি-এল মহাশয় এক ঘণ্টারও কিছু অধিক কাল বাবাজী মহারাজের সুমধুর চরিত্র ও তাঁহার মর্য্যাদা সম্বন্ধে একটী অতীব চিত্তাকর্ষক ও পরম-শিক্ষাপ্রদ বক্তৃতা প্রদান করেন। তাঁহার বক্তৃতার পর উক্ত বিদ্যালয়ের হেড পণ্ডিত উপদেশক শ্রীপাদ গৌরদাস ব্রহ্মচারী কাব্য-ব্যাকরণ-তীর্থ ভক্তিশাস্ত্রী মহোদয় বাবাজী মহারাজের কঠোর বৈরাগ্য ও স্বভাব সিদ্ধ মেধা-সম্বন্ধে একটী সুন্দর বক্তৃতা করেন; তাঁহার বক্তৃতার ২।১টী কথা প্রকাশ করিতেছি।

পরলোকগত মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী মহাশয় সদাশয় ব্যক্তি ছিলেন। জনহিতকর-কার্য্যে তাঁহার বিশেষ আগ্রহ ছিল। তাঁহার হৃদয়ের সরলতার সুযোগ লইয়া অনেক প্রাকৃতসহজিয়া তাঁহাকে শুদ্ধভক্তির বাণী-শ্রবণে বাধা-প্রদানে যত্নপর হইতেন। একবার তিনি কাশিমবাজারে বৈষ্ণব-সম্মিলনীতে আমাদের শ্রীগুরুদেবকে লইয়া যান। তিনি যাইয়া দেখিতে পান, মহারাজের বাটীতে স্মার্ত্তপদাবলেহনকারিগণ লক্ষ্মীনারায়ণের সেবক নিযুক্ত হইয়া আলুনি (লবণশূন্য) ব্যঞ্জনাদি দ্বারা ভোগ দেন। কারণ মহারাজ শূদ্র, তাঁহার বাটীতে লক্ষ্মীনারায়ণ কি-প্রকারে লবণ-যুক্ত ব্যঞ্জনাদি গ্রহণ করিবেন! সেবকের স্মার্ত্তজীবনে এই প্রকার বিচার-ভ্রান্তি লক্ষ্য করিয়া আচার্য্যবর্য্যের হৃদয়ে বড়ই আঘাত লাগে। তিনি ইহার প্রতীকার ও মহারাজের পারমার্থিক জীবনের উন্নতি-বিধানকল্পে চেষ্টান্বিত হন। কিন্তু প্রাকৃত সহজিয়াকুল মহারাজকে ঘিরিয়া থাকিয়া তাঁহাকে উক্ত চেষ্টায় বাধা প্রদান করেন এবং সভায় বক্তৃতা প্রদানের নিমিত্ত মাত্র ৫ মিনিট সময় প্রদান করেন।

শ্রীল প্রভুপাদের কঠোর-বৈরাগ্য চিরকালই প্রসিদ্ধ; রঘুনাথসম বৈরাগ্যবান্ পরমহংসবাবাজী মহারাজ পর্য্যন্ত তাঁহার বৈরাগ্য দর্শন করিয়া বিস্ময় প্রকাশ করিয়াছেন। শ্রীল প্রভুপাদ ঐ সময় মহারাজার বাটীতে ৩ দিবস ছিলেন। এই সময়ে অনেক মিষ্টান্ন-প্রসাদ তাঁহাকে দেওয়া হইত। কিন্তু তিনি মহারাজার কোনও উপকার করিতে পারিলেন না বলিয়া প্রসাদ-বন্দনা করিয়া মাত্র তুলসীপত্র গ্রহণ করিতেন, আর কিছুই গ্রহণ করেন নাই। সহজিয়ারা এই সুযোগে মহারাজাকে বলিলেন—ইনি আপনাকে শূদ্র বলিয়া ঘৃণা করিয়া আপনার বাটীতে শুধু তুলসীপত্র ব্যতীত আর কিছুই গ্রহণ করেন নাই। তাঁহারা এই কথা বলিয়াই ক্ষান্ত হইলেন না। তাঁহাকে জব্দ (?) করিবার জন্য তাঁহার গুরুদেব শ্রীল পরমহংস বাবাজী মহারাজকে একবার কোলদ্বীপ হইতে কাশিমবাজারে লইয়া যাইবার অভিলাষ করিলেন। স্বয়ং মহারাজা বাবাজী মহারাজের নিকট যাইয়া তাঁহাকে পাল্কীতে লইয়া যাইবার প্রস্তাব করিলেন। বাবাজী মহারাজ অস্বীকৃত হইলেন। পুনরায় অনুরোধ করিলে বাবাজী মহারাজ বলিলেন—

"মহারাজ, আপনি ধনাঢ্য ব্যক্তি। আপনার রাজপ্রাসাদে গেলে আপনার ধনাদির প্রতি আমার লোভ জন্মিতে পারে, তাহাতে আপনার সহিত আমার বিবাদ বাধিবার সম্ভাবনা। ধনাদি ত' আর সকল সময় থাকে না। আপনি ঐ সকল সম্পত্তি পুত্র ও কর্ম্মচারিবৃন্দকে দান করিয়া এখানে চলিয়া আসুন। আমি আপনাকে আমার ন্যায় একটী ছৈ করিয়া দিব। (বাবাজী মহারাজ ছৈ-এর নীচে থাকিতেন) আপনি তাহাতে থাকিয়া ভজন করুন; আমি আপনাকে ভিক্ষা করিয়া খাওয়াইব। আপনাকে কিছুমাত্র কষ্ট করিতে হইবে না। তাহাতে আপনার সহিত আমার কোনও বিবাদ বাধিবে না; উভয়ে মনের আনন্দে ভজন করিব।" বাবাজী মহারাজের কথা শুনিয়া মহারাজা বুঝিতে পারিলেন, তাঁহার প্রার্থনা পূর্ণ হইবার কোনও সম্ভাবনা নাই; তখন তিনি বিফলমনোরথ হইয়া গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। এই ঘটনাটিতে আমরা বাবাজী মহারাজের 'অপ্রাকৃত-তীক্ষ্ণ-ধী'র পরিচয় পাইলাম।

একদিন বাবাজী মহারাজ বাবুগিরি বেষ গ্রহণ করিয়া শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের গোদ্রুম (স্বরূপগঞ্জ) আনন্দ-সুখদ-কুঞ্জে উপস্থিত হন। ঠাকুর বিস্মিত হইয়া বাবাজী মহারাজকে তৎকারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি উত্তর করিলেন—"বর্ত্তমানে অধিকাংশ বেষধারী 'বাবাজী' যে-প্রকার ব্যভিচারে প্রমত্ত, অহাতে এই বেষে থাকাই ভাল।" যাঁহারা আউল-বাউলাদির কীর্ত্তি-কলাপ দর্শন করিয়া 'বৈষ্ণব-ধর্ম্মের'-নামে নাসিকা কুঞ্চিত করেন, তাঁহারা সহজেই বাবাজী মহারাজের বাক্যের তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন।

বাবাজী মহারাজের বৈরাগ্য—পাষাণের রেখা। তিনি শ্মশান হইতে বস্ত্রাদি কুড়াইয়া তদ্দ্বারা লজ্জাদি নিবারণ করিতেন। কোন কোন সময় দৈন্যভরে গঙ্গামৃত্তিকা ভক্ষণ করিতেন। একটি 'ছৈ'এর নিম্নে অবস্থান করিতেন। কোনও সময় বহির্ম্মুখ-সঙ্গ সম্পূর্ণভাবে পরিত্যাগ করিবার জন্য কুলিয়ার কোন ধর্ম্মশালায় পায়খানার নিম্নদেশে ছয়মাস-কাল বাস করিয়াছিলেন। তাঁহার সঙ্কল্প অটল; তাহা হইতে তাঁহাকে নিবৃত্ত করে কাহার সাধ্য? তাই যখন তিনি পায়খানার ভিতর প্রবেশ করিলেন, তখন জনগণ উপায়ান্তর না দেখিয়া পায়খানাটি অবিলম্বে পরিষ্কার করিয়া দেন এবং কেহ আর তাহা ব্যবহার করেন নাই। কিন্তু এই প্রকার অটল-প্রতিজ্ঞ ব্যক্তির প্রতিজ্ঞাও একনিষ্ঠ সেবকের সেবাফলে দ্রবীভূত হয়। তাই আমাদের শ্রীগুরুপাদপদ্ম যখন তাঁহার দর্শনপ্রার্থী হইয়া ঐ পায়খানার নিকট গমন করিয়াছিলেন, তখন তিনি স্বেচ্ছায় বাহির হইয়া আসেন। তদবধি আর উহার ভিতর প্রবেশ করেন নাই।

বাবাজী মহারাজের অপ্রকট-লীলার তারিখ—৪২৯ গৌরাব্দের উত্থানৈকাদশী। এই সময় আমাদের শ্রীগুরুপাদপদ্ম ব্রহ্মচারি-বেষে শ্রীধাম-মায়াপুর ব্রজপত্তন শ্রীচৈতন্য-মঠে অবস্থান করিতেন। সংবাদ পাইয়া তিনি তথায় যান এবং দেখিতে পান, সহর নবদ্বীপের অনেক বাবাজী তাঁহার সমাধি অধিকারের নিমিত্ত উপস্থিত হইয়াছেন। বাবাজী মহারাজকে সিদ্ধ-মহাপুরুষ-রূপে সকলেই জানেন। সুতরাং তাঁহার সমাধিটী করায়ত্ত হইলে বেশ দুই পয়সা রোজগারের ব্যবস্থা হইবে। ঐসকল বাবাজীগণের বিচার—যেহেতু অস্মদীয় শ্রীগুরুপাদপদ্মের ব্রহ্মচারি-বেষ, আর তাঁহাদের বাবাজী-বেষ, সুতরাং বাবাজী মহারাজের সমাধি তাঁহাদেরই করায়ত্ত হইবে। কিন্তু শ্রীল প্রভুপাদ যখন তাঁহাদিগকে বিচারে আহ্বান করিলেন, তখন সকলেই নিস্তব্ধ। কিছু গোলযোগ হইবার উপক্রম হওয়ায় তদানীন্তন দারোগা বাবু ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইলেন। তাঁহার সম্মুখে বাবাজীগণকে সম্বোধন করিয়া শ্রীল প্রভুপাদ বজ্রনির্ঘোষে বলিলেন—"আপনারা আমার শ্রীগুরুপাদপদ্মের অপ্রাকৃত কলেবর স্পর্শ করিবেন না। যে একমাসের মধ্যে স্ত্রীসঙ্গ করিয়াছেন, তিনি যদি বাবাজী মহারাজের দেহ স্পর্শ করেন তাহা হইলে তাহার সর্ব্বনাশ হইবে।" আচার্য্যের হুঙ্কারে সকলেই নিস্তব্ধ, মুখ হইতে আর কাহারো বাক্য-নিঃসরণ হয় না। তখন তিনি বলিলেন—"যিনি একপক্ষ-কাল স্ত্রী-সঙ্গ না করিয়াছেন, তিনি স্পর্শের অধিকারী।" কেহই অগ্রসর হইলেন না। যখন আচার্য্যবর্য্য সময়টা কমাইয়া ৭ দিন নির্দ্দিষ্ট করিলেন, তখনও কেহ অগ্রসর হইলেন না। আশ্চর্য্যের বিষয়, যখন তৎপূর্ব্বরাত্রি নির্দ্দেশ করিলেন, তখনও কেহ বাবাজী মহারাজের সম্মুখীন হইতে সাহসী হইলেন না! সাধারণ বাবাজী-বেষধারীদের এই অবস্থা দেখিয়াই না বাবাজী মহারাজ একদিন বাবুর বেষ পরিধান করিয়াছিলেন।

কেহ কেহ সিদ্ধান্ত (!) করিয়াছিলেন, যেহেতু বাবাজী মহারাজ দৈন্যভরে গঙ্গা-মৃত্তিকাদি ভক্ষণ করিতেন, অতএব তাঁহাকে সমাধিতে ঐ মৃত্তিকাই ভোগ দেওয়া হউক। কিন্তু আচার্য্যের সুসিদ্ধান্তের নিকট তাহা স্থান পায় নাই।

বক্তৃতার পর রাত্রিতে পদাবলী-কীর্ত্তন ও শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ হয়।

সুদর্শন

(১)

(আচার্য্য শ্রীরাধাচরণ গোস্বামী ভক্তিশাস্ত্রী)

জগতে আমরা বহু প্রকার অস্ত্রের নাম ও প্রয়োগ দেখিতে পাই, উক্ত অস্ত্রসমূহ আত্মরক্ষা-ভণিতায় পরহিংসা-পরপীড়ন-উদ্দেশ্যেই প্রযুক্ত হইয়া থাকে। প্রকৃত-প্রস্তাবে আত্মরক্ষার নিমিত্ত কয়জন যত্নপর?

শাস্ত্রে আমরা বরুণ, বজ্র, পাশুপত, ব্রহ্ম ও সুদর্শন প্রভৃতিকে অস্ত্র-আখ্যায় দেখিতে পাই। যদি ঐগুলি অস্ত্রই হয় তাহা হইলে তাহাদিগের ব্যবহারের যোগ্যতা-বিচারে কে কোন্ প্রকার অস্ত্র গ্রহণ করিয়া কি প্রকারে আত্মরক্ষণে সমর্থ হইয়াছিলেন, তাহা প্রত্যেকের আলোচ্য বিষয় হওয়া বাঞ্ছনীয়।

আমরা এস্থলে সুদর্শনের বৈশিষ্ট্য-কীর্ত্তনে জাগতিক-জনের ও দেবতাগণের, এমন কি পাশুপত ও ব্রহ্মাস্ত্রের হেয়ত্ব উপলব্ধি করিবার সুযোগ পাইব। যাহারা জাগতিক অস্ত্র-বলে বলীয়ান্ হইয়া নিজ নিজ স্বার্থ-সাধনে বাধাপ্রদানকারী-পরিকল্পনায় বৈরবোধে তন্নির্য্যাতনে লম্ফ-ঝম্প প্রদান করেন এবং শত্রুদমনে নিযুক্ত হন, তাহারা একটু নিরপেক্ষ দর্শনে সূক্ষ্ম-দৃষ্টিতে অনুসন্ধান করিতে পারিলে বুঝিবেন, দৈবাস্ত্রে ত্রিতাপের তাপ, এমন কি স্বীয় দেহাভ্যন্তরস্থ কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ ও মাৎসর্য্যাদি রিপুষট্‌ককে পর্য্যন্ত দমন করা যায় না। যতই কেন বীরদর্পে বাক্-বৈখরাতে আকাশ-পাতাল প্রকম্পিত করি না, আমাদের কোন অস্ত্রই অন্তঃশত্রু-দলনে যোগ্য নহে। দৈবী-মায়ার প্রেরিত ছায়ার একটীমাত্র কটাক্ষ-পাতে আমাদের যাবতীয় বল-বিক্রম লুপ্ত হইয়া অস্ত্রধারণ শক্তি শ্লথ হয় ও ঐ কটাক্ষরূপ উপঢৌকন প্রাপ্ত হইয়া নিজত্ব ভুলিয়া সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করিয়া দেই। আমাদের অন্তঃ ও বহিঃ-শত্রু-বিজয়াশার ঐখানেই যবনিকা-পাত। বিশ্ববিজয়কামী নেপোলিয়ান বোনাপার্ট তাহার জলন্ত উদাহরণ; ইতিহাস বর্ণে বর্ণে তার সাক্ষী দিতেছে।

জগদ্দর্শী কুদার্শনিকের শিরচ্ছেদন করাই সুদর্শনের কার্য্য। পাশুপত ও ব্রহ্মাস্ত্র পর্য্যন্ত তদাশ্রিত জনের রক্ষায় সমর্থ নহেন; এক সুদর্শনের কৃপায় তাহা সম্ভব হয়। এ সম্বন্ধে দুইটী পৌরাণিক আখ্যান উদাহরণ-স্বরূপ বলা যাইতে পারে। ইহাতে আমরা সুদর্শনাশ্রিত বিষ্ণুভক্ত বৈষ্ণব ও বৈষ্ণবাস্ত্রের মহিমা অবগত হইতে পারিব।

প্রাচীনকালে দুর্ব্বাসা নামে এক ঋষি ছিলেন, তিনি উগ্রতপা ঋষি। 'দুর্ব্বাসা'-শব্দের অর্থ—দুঃ অর্থাৎ মন্দ বাসনা যারা দুষ্ট যিনি। এবম্বিধ ঋষি দুর্ব্বাসা জ্ঞানী-জীবন্মুক্তাভিমানী ব্রহ্মজ্ঞানসিদ্ধাভিমানী হইয়া যোগবলে ব্রহ্মাস্ত্রের কৃপালাভে বলীয়ান্ ছিলেন। তাই তিনি সিদ্ধাভিমানে ত্রিভুবন-বিজয় দর্পে আত্মস্তরিতা-প্রকাশের জন্য সর্ব্বত্র স্বেচ্ছা-পূর্ব্বক বিচরণ করিতেন। স্বীয় বিজয়-পতাকা উড্ডীন-মানসে যেখানে সেখানে অপরকে নানাপ্রকারে পীড়ন করিয়া নির্য্যাতন করিতেন। এই প্রকারে যখন সাহস বাড়িয়া উঠিল, তখন একদিন, বিষ্ণু-বৈষ্ণববিদ্বেষী কুরুগণের পক্ষ হইয়া একনিষ্ঠ-বৈষ্ণব পাণ্ডবদিগকে নির্য্যাতন-মানসে বহু মুনি-ঋষি লইয়া দরিদ্র-বেশধারী পাণ্ডবগণের আশ্রমে ভোজনপ্রার্থী ক্ষুধার্ত্ত অতিথিরূপে উপস্থিত হইলেন। অতঃপর বিপদ্‌তারণ ভক্তৈকরক্ষক কৃষ্ণ পাণ্ডবগণের কাতর-আহ্বানে কৃপা-পূর্ব্বক সেই আশ্রমে আসিয়া রন্ধনপাত্রে অবশিষ্ট এক কণা শাক সেবন-করিবামাত্রই দুর্ব্বাসাদির উদর পরিপূর্ণ হওয়ায় তিনি নিজের ওজন বুঝিলেন। আর একবার বিষ্ণুভক্ত মহারাজ অম্বরীষের প্রতি ব্রহ্মশাপ প্রয়োগ করিয়া বৈষ্ণব-রক্ষক ও বৈষ্ণব-পালনকারী বৈষ্ণবাস্ত্র সুদর্শনের অমিত তেজ সহ্য করিতে না পারিয়া সন্ত্রস্ত অবস্থায় ব্রহ্মা, শিব ও বিষ্ণুর নিকট স্থান না পাইয়া অবশেষে দুর্ব্বাসা বিষ্ণুর আদেশে বিষ্ণুভক্ত অম্বরীষেরই শরণাগতি লাভ পূর্ব্বক রক্ষা পান।

কোন সময় বিষয়-ভোগের একচ্ছত্রাধিপত্য-লাভপ্রয়াসী কাশীধামের কাশীরাজ সর্ব্ববিষয়ের একমাত্র ভোক্তা শ্রীকৃষ্ণের নিধন-মানসে কঠোর তপস্যায় শিবের আরাধনা করেন। আশুতোষ শিব সন্তুষ্ট হইয়া বর দিতে আসিলেন। 'আমি যেন শ্রীকৃষ্ণের সহিত যুদ্ধে জয়লাভ করিতে পারি' কাশীরাজ এই বরটী শিবের কাছে প্রার্থনা করিলেন। শিব "তথাস্তু" বলিয়া প্রার্থিত বর প্রদান করিলেন। কাশীরাজ যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন, শিব তাহার সহগামী ও সহায়। প্রথমেই সুদর্শন, কাশীরাজের জগদ্দর্শন-কুদর্শন ও প্রাকৃত-দর্শন-যোগ্য নেত্র-বিশিষ্ট মস্তক (অর্থাৎ কৃষ্ণ-কার্য্য-দর্শনে অযোগ্য, কৃষ্ণ-কার্য্যে প্রাকৃতবুদ্ধি, সম বা হেয় বুদ্ধিই জগদ্দর্শীর কু-দর্শন) ছেদন করিয়া ফেলিলেন ও কাশীধাম পোড়াইয়া ভস্ম করিলেন। তৎপর নিজয়ে উদ্যত পাশুপতধারী শিব নিরুপায় দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণচরণে ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। কৃষ্ণ, অভিন্ন-বিগ্রহ বৈষ্ণবরাজ শিবকে গুপ্ত-বাসের জন্য শ্রীপুরুষোত্তম ধামে স্থান দান করিলেন। তথায় তিনি একাম্রক তীর্থে—ভুবনেশ্বর ও পুরীতে ক্ষেত্রপাল নামে খ্যাত।

শুদ্ধভক্তি গ্রন্থমালা

বাঙ্গালা অক্ষরে প্রকাশিত

১। ভাষ্যসহ বিরাট্ শ্রীচৈতন্য ভাগবত ৫৲
২। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র ৪৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২৮৲
একাদশ স্কন্ধ হইতে প্রতিখণ্ড ।৵০
৩। ভাষ্যদ্বয়সহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত
(৪র্থ সংস্করণ) ৫৲
৪। ভক্তিবিবেকপুষ্পাঞ্জলি (বাঁধা) ১৲
৫। গৌড়ীয়-গৌরব ।৵০
৬। গৌড়ীয়-সাহিত্য ।৵০
৭। ভজনরহস্য ॥০
শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও
শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৯। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ)
ঐ (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
১০। গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি টীকাসহ)
ঐ (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
১১। গীতার কেবল মাধ্ব-ভাষ্য ॥০
১২। মুক্তিমল্লিকা গুণসৌরভঃ সানুবাদ
(মাধ্ব) ২৲
১৩। বেদান্ততত্ত্বসার সানুবাদ
(রামানুজীয়) ॥০
১৪। জৈবধর্ম্ম ২৲
১৫। শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৬। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১৭। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ॥৵০
ঐ (বাঁধা) ৸০
১৮। দ্বীপ-দিগ্‌দর্শন ৵০
১৯। সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ) ।৵০
২০। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ॥০
ঐ (আবাঁধা) ।৵০
২১। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
২২। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৵০
২৩। গীতমালা ৴১০
২৪। নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য ৶০
২৫। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶০
২৬। নবদ্বীপ পঞ্জিকা (৪৪৭ গৌরাব্দ) ৵০
২৭। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
২৮। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা-দর্পণ ।০
২৯। শরণাগতি ৴০
৩০। গীতাবলী ৴০
৩১। চিত্রে নবদ্বীপ ১॥০
৩২। সাধকণ ৴০
৩৩। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৴০
৩৪। নবদ্বীপশতক ৴০
৩৫। অর্থপঞ্চক ৴০
৩৬। সদাচারস্মৃতিঃ ৴০
৩৭। কল্যাণকল্পতরু (৫ম সংস্করণ) ৴১০
৩৮। অর্চ্চনকণ ৴১০
৩৯। সাধককণ্ঠমালা (বাঁধা) ।০
ঐ (আবাঁধা) ।৴০
৪০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি
(প্রথম চারিখণ্ড) ৩৲
৪১। ব্রহ্মসংহিতা ।০
৪২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৪৩। মণিমঞ্জরী সানুবাদ ।০
৪৪। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৪৫। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ।০
৪৬। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৪৭। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
৪৮। গৌড়ীয়মঠ কি করেন ? ৴০
৪৯। ঈশোপনিষৎ (বলদেব ও মাধ্ব-ভাষ্য এবং বিবৃতি ও অনুবাদসহ) ।০
৫০। শ্রীভুবনেশ্বর ৶০
৫১। সিদ্ধান্তদর্পণ ৵০
৫২। সাংখ্যবাণী ৴০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৫৩। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী-দিগ্বিজয়ঃ ॥০
৫৪। সটীক-শিক্ষাদশমূলম্ ।০
৫৫। তত্ত্ব-সূত্রম্ ।০
৫৬। সানুবাদ-শিক্ষাষ্টকম্ ৵০
৫৭। গৌড়ীয়মঠস্য পরিচয়ঃ ৴০
৫৮। সারাংশবর্ণনম্ ৶০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৫৯। রায় রামানন্দ ॥০
৬০। নামভজন ।০
৬১। রিলেটীভ্ ওয়ার্ল্ড্স্ ।৵০
৬২। লাইফ্ য়্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।০
৬৩। বৈষ্ণবীজম্ ।০
৬৪। হোয়াট্ গৌড়ীয়মঠ ইজ্ ডুইং ৴০
৬৫। দি ভাগবত ।০
৬৬। ইরোটিক্ প্রিন্সিপ্‌ল য়্যাণ্ড আনেলয়েড্ ডিভোসন ।০
৬৭। ব্রহ্ম-সংহিতা ২॥০
৬৮। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (ভলুম ওয়ান) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৬৯। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ॥০
৭০। সাধন পথ ।০
৭১। কল্যাণ-কল্পতরু ৴১০
৭২। গীতাবলী ৴০
৭৩। শরণাগতি ৴০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৭৪। শরণাগতি

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

নদীয়া-প্রকাশপ্রাপ্তির স্থান

১। শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম-মায়াপুর, নদীয়া
২। শ্রীযোগপীঠ ঐ
৩। শ্রীবাস-অঙ্গন ঐ
৪। অদ্বৈত-ভবন ঐ
৫। কাজীর সমাধি পাট ঐ
৬। স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ, নদীয়া।
৭। শ্রীভাগবত আসন কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
৮। শ্রীএকায়ন মঠ গোবিন্দপুর, হাঁসখালী।
৯। দ্বাদশগোপাল পাট—পোঃ চাকদহ,
১০। শ্রীগৌর গদাধরমঠ—চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড়, বর্দ্ধমান
১১। শ্রীমোদদ্রুমছত্র মাউগাছি, বর্দ্ধমান
১২। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম, আমলাযোড়া, পোঃ রাজবাধ বর্দ্ধমান
১৩। শ্রীগৌড়ীয়মঠ বাগবাজার, কলিকাতা
১৪। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাজু, হাওড়া,
১৫। শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয়মঠ, ৯০নং নবাবপুর রোড্, ঢাকা
১৬। শ্রীগোপালজী মঠ কমলাপুর, ঢাকা।
১৭। শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ পোঃ বালিয়াটী,
১৮। শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয়মঠ ময়মনসিংহ।
১৯। শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ চিরুলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর
২০। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম গোয়ালপাড়া, আসাম।
২১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ রায়াপেট্টা, মান্দ্রাজ।
২২। শ্রীরামানন্দগৌড়ীয় মঠ কব্বুর, জিঃ পশ্চিম গোদাবরী
২৩। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ উড়িয়াবাজার, পোঃ বক্সীবাজার, কটক।
২৪। শ্রীত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয় মঠ ভুবনেশ্বর।
২৫। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ স্বর্গদ্বার, পুরী।
২৬। শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ আলালনাথ পোঃ ব্রহ্মগিরি, পুরী।
২৭। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ ডুমুরকুণ্ডা, পোঃ চিরকুণ্ডা, মানভূম।
২৮। শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ—কাশী।
২৯। শ্রীরূপগৌড়ীয় মঠ—এলাহাবাদ।
৩০। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ পুরাণবাজার, সরকার ঠাকুরের কুঞ্জ, বৃন্দাবন
৩১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, নিউদিল্লী
৩২। শ্রীপরমহংসমঠ—নৈমিষারণ্য,
৩৩। শ্রীসারস্বত গৌড়ীয় মঠ—হরিদ্বার।
৩৪। শ্রীব্যাসগৌড়ীয়মঠ—কুরুক্ষেত্র, পঞ্জাব
৩৫। শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাবুলনাথ রোড, পোঃ গ্র্যান্ট রোড, বোম্বে।
৩৬। লণ্ডন গৌড়ীয়মঠ, ৩৯নং ড্রেটন গার্ডেন্স, কেনসিংটন্ লণ্ডন, (এস্, ডব্লিউ—১০)।
৩৭। অমর্ষি গৌড়ীয়মঠ—মেদিনীপুর
৩৮। সরভোগ গৌড়ীয় মঠ—সরভোগ, কামরূপ, আসাম,

শুদ্ধভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী মাসিক। শ্রীধাম-মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১॥০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দি ভাষায় একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি হৃদয় বন মহারাজ সম্পাদিত ও নৈমিষারণ্য শ্রীপরমহংস মঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ১॥০ দেড় টাকা মাত্র।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥০ দেড় টাকা মাত্র।

৫। কীর্ত্তন—মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ নিমানন্দ সেবাতীর্থ বি-এজি, বি-টি, সম্পাদিত। আসাম গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম হইতে প্রকাশিত আসামী ভাষায় মাসিক। ভিক্ষা সডাক ১॥০ দেড় টাকা মাত্র

শ্রীচৈতন্যভাগবত

আদিকবি শ্রীল বৃন্দাবন দাস প্রণীত সমগ্র গ্রন্থ

গ্রন্থের মূল বোল্ড অক্ষরে এবং তন্নিম্নে বিশ্ববিশ্রুত গৌড়ীয়মঠের প্রতিষ্ঠাতা ও আচার্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তি-সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভু-পাদের রচিত বিস্তৃত ভাষ্য উত্তম কাগজে সৌষ্ঠবের সহিত মুদ্রিত হইয়াছেন। ডবল ক্রাউন আটপেজি আকারে ১০৯৬ পৃষ্ঠায় কেবল মূল ও ভাষ্য সম্পূর্ণ হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত শ্লোকসূচী, পদ্যসূচী, স্থানসূচী, পাত্রসূচী, বিষয়সূচী, শব্দসূচী প্রভৃতি বিস্তৃত সূচীপত্রেও একটী গ্রন্থ হইবে। সভাষ্য শ্রীচৈতন্যভাগবতের এরূপ উৎকৃষ্ট ও অমূল্য বিরাট্ সংস্করণ জগতের কোথায়ও আজ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হন নাই, ইহা নিরপেক্ষ পাঠক-মাত্রকেই একবাক্যে স্বীকার করিতে হইবে। শ্রীগৌড়ীয়মঠের উৎসব-কালে গ্রন্থের ভিক্ষা ১২৲ বারটাকা স্থলে—৫৲ পাঁচটাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীচৈ
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

কলিকাতা বাজার দর

লৌহ হার্ডওয়ার

২৭শে অক্টোবর ১৯৩৬

টাটার তৈয়ারী— প্রতি হন্দর।

লোহার কড়ি (জয়েষ্ট বা বীম)

মার্কা	৫।৶০—৫।৵০
ঐ বে-মার্কা হালকা ওজন	৪।৵০—৪॥৶০
নরগা (টী-আয়রণ)	৬৵০—৬।০
এঙ্গেল আয়রণ (কোনা)	৫৸৵০—৬।৵০

গ্যালভ্যানাইজড করগেট টীন—

২২ গেজ ৬ হইতে ১০ ফুট	১১।৵০
২৪ গেজ ,, ,,	১০৸৵০
২৬ গেজ ,, ,,	১২
২৪ গেজ আর, পি, ডি, মার্কা	১২৸৶০
২৪ গেজ গ্যাঃ প্লেন শীট—	১১।৵০
২৬ গেজ ,, ,,	১২।০
২৮ গেজ ও ৩০ গেজ ঐ—	১৩৲—১৬৲
বাগান ঘেরা কাঁটাতার ১০০ পাউণ্ড বাঃ	৮৸০
ষ্টীল পাটী	৬৲৵—৬।০
,, বোলটু (গোল)	৬৲৵—৬।০
,, গরাদে (চৌকা)	৬৵০—৬৲।০
,,গোল রড ৷০—৷৶০ সুতা	৫৵০—৫॥০
,, টানা রড- চৌকা ৶০—৷৵০ ঐ	৫৵০—৫॥০
,, নাভিল তাল	৭৲—৭৸০
,, প্লেট—তিন সুতা মোটা পর্য্যন্ত	৭।০—৭।০
,, চাদর ৩-১৬ খানা বাণ্ডিল	৯॥৵—১০৲
স্প্রীং ষ্টীল	৮।০—৯৲
হাফ রাউণ্ড	৫৸৵—৬৲৵০
তারের পেরেক ১—৬ ইঞ্চি	৯—৯৸০
প্যাটেন্ট পেরেক ২—৮ ইঞ্চি	১২।০—১৫॥০
ঢালাই কড়া ১ হইতে ১০ নং	২॥০ সাট
কোদাল ৪, ৫, ৬,	৭৸৵০ ৮৸৵০ ৯৸৵০ ডঃ
ঐ তিন পাউণ্ড ৬৲ বেঃ বিঃ	৬।৵০ ,,
গ্যাঃ প্লেন বালতি ৭—১২ ইঞ্চি	১॥৴০ ৬॥৴০
ঐ রিভিট ,, ৭—১২ ইঞ্চি	২৲—৭৲ ,,
লোহার চেয়ার রডের গোল ও চৌকা	৮॥০— ,,
ঐ চালের লোহার সিট	১৫৲ ,,
ঐ ভেনেস্তা (কাঠের সিট)	১৮৲ ,,
লোহার স্ক্রুপ ॥—৩ ইঞ্চি	/১০—॥৶০ গ্রোস
ঐ কব্জা ১৩ নং ১॥—৪ ইঞ্চি	।১০—৸৵১০ পেঃ ডজন
গ্যাঃ তার ১৬—২২ নং (গেজ)	১২৲—১৩৲ হন্দর
গ্যাঃ রিভিং (মটকা) ১২ ইঞ্চি	।৵৫ ॥৶০ পীস
গ্যাঃ গাটার্স্প্রিং বা ডোঙ্গা ৬ ইঞ্চি	।০—৸৴০ ,,
গ্যাঃ স্ক্রুপ ১॥০—২॥০ ইঞ্চি	২৩৲—২৯৲ হন্দর
গ্যাঃ ওয়াসার চাকি	১১॥০—১৬৲ ,,
গ্যাঃ বোল্ট নাট ৸—৩ ইঞ্চি	॥৵১০—১৵০ গ্রোস
ঢালাই রেলিং	৩॥০—৪॥০ হন্দর

ঐ রেন ওয়াটার পাইপ

৩ ইঞ্চি ৵১০ ও ৪ ইঞ্চি ।১০ ফুট

টিউব ওয়েলের জন্ম গ্যাঃ পাইপ১॥ ইঞ্চি ।৵৫ ফুট

পাম্প ৪নং ১২॥০ ৫নং ১৪৲ ৬নং ১৬৲

৬০—৮০ বাটখারা ৵১৫ সাট ২।০-২॥০ মণ

কেরোসিন

ক্লোক্রেক প্রত্যেক বাক্স (২ টিন)	৯.৬
সূর্য্য মার্কা ,,	৬॥০
ভিক্টোরিয়া ,,	৬৲

সোনার দর

পাকা সোনা	৩০৸৴
বড়াল	৩০৸
চিনা পাত	৩২।০

রূপার দর

রূপা প্রতি ১০০ ভরি	৫৫৲৴০
ঐ খুচরা	৫৵০

কোম্পানীর কাগজ

৩॥০ সুদের কাগজ	৮১৶
৩॥০ নূতন ঋণ (১৯৪৭-৫০)	৯১।০
৪৲ ,, ঋণ (১৯৬০-৭০)	৯০৲
,, বণ্ড (১৯৩৫	১০৪॥৴০

ডিবেঞ্চার

৫৲ সুদের (১৯৫৬-৮৬) কলিকাতা পোর্ট-ট্রাষ্ট ডিবে :—	১০২॥৵০

ব্যাঙ্ক

ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক (কনট্রি)	২৯৪॥০
সেন্ট্রাল ঐ	২২৲

কাপড় ও সূতার কল

এলগিন মিল	৪৫৲

পাট কল

হাওড়া	৫০৲
অকল্যাণ্ড	১৯৫৲
বালী	১৬২৲
বরানগর	১৫০৲
বেঙ্গল	৩৭০৲
ভরত	২৪৩৲
ক্লাইভ	২৮।০
ডালহাউসী	৪০৮॥০
ডেল্টা	৪০৫৲

কৃষ্ণনগর নবদ্বীপঘাট রেলওয়ে সময়

কৃষ্ণনগর হইতে নবদ্বীপঘাট

কৃষ্ণনগর সিটি—	৬-৪৫	১০-৪৪	১৩-২২	১৭-৩৮	২০-১৬
কৃষ্ণনগর রোড —	৬-৫৬	১০-৫৫	১৩-৩৩	১৭-৪৭	২০-২৫
আমঘাটা—	৭-১৫	১১-১৩	১৩-৫১	১৮-৩	২০-৪১
মহেশগঞ্জ—	৭-২৪	১১-২১	১৪-০	১৮-৯	২০-৪৭
নবদ্বীপঘাট —	৭-৩৩	১১-৩০	১৪-৯	১৮-১৬	২০-৫৫

বিশেষ দ্রষ্টব্য—নবদ্বীপঘাট ষ্টেশন অপেক্ষা মহেশগঞ্জ ষ্টেশন হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরের দূরত্ব অনেক কম। শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে যাহাদিগকে রাণাঘাটে ট্রেণ বদল করিতে হয়, তাঁহারা রাণাঘাটে প্রাতঃ ৫-৫০, ৮-১৪, ৯ ৪৬, ১৬-৪৮, ১৮-৩৯ এবং ০-৩২ মিনিটের সময় গাড়ী পাইবেন।

শান্তিপুর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে শান্তিপুর ষ্টেশনে ৫-৪০, ৯-২৯, ১২-২৫, ১৬-৪ এবং ১৮-৪১ মিনিটের সময় ট্রেণ পাওয়া যায়।

নবদ্বীপঘাট হইতে কৃষ্ণনগর

নবদ্বীপ ঘাট—	৫-৩৫	৯-২৫	১২-১০	১৫-৩৪	১৮-৪৫
মহেশগঞ্জ—	৫-৪৩	৯-৩৩	১২-১৯	১৫-৪১	১৮-৫৬
আমঘাট—	৫-৪৯	৯-৩৯	১২-২৬	১৫-৪৮	১৯-৫
কৃষ্ণনগর রোড—	৬-৫	৯-৫৫	১২-৪৩	১৬-৪	১৯-২৪
কৃষ্ণনগর সিটি—	৬-১৩	১০-৩	১২-৫১	১৬-১২	১৯-৩৫

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে—ডাঃ কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম ভক্তিশাস্ত্রী এল, এম, এফ, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

বিভিন্ন জাতির রণ-সম্ভার

বর্ত্তমান বিশ্বের কয়েকটি শক্তিশালী জাতির স্থল যুদ্ধোপযোগী কি পরিমাণ অস্ত্র-শস্ত্র আছে, নিম্নে তাহার একটি হিসাব দেওয়া হইল।

রাশিয়া

সৈন্য সংখ্যা	৬,৫০০,০০০
মেসিনগান	২৩,০০০
কামান	৩,০০০
সাঁজোয়া গাড়ী	২৫০
বিমানপোত	১,৭০০

ফরাসী

সৈন্য সংখ্যা	৪,৫০০,০০০
মেসিনগান	৬২,০০০
কামান	৫,২০০
সাঁজোয়া গাড়ী	৩,৫০০
বিমানপোত	২,৮০০

ইটালী

সৈন্যসংখ্যা	৩,৫০১,০০০
মেসিনগান	১৬,০০০
কামান	৩০০০
সাঁজোয়া গাড়ী	৫৮০
বিমানপোত	২,৪০০

পোল্যাণ্ড

সৈন্য সংখ্যা	৩,২০০,০০০
মেসিনগান	৩১৯০০
কামান	৫,৭৩৬
সাঁজোয়া গাড়ী	৩৫০
বিমানপোত	৮০০

গ্রেট বৃটেন

সৈন্য সংখ্যা	২,০০০,০০০
মেসিনগান	১৪,২০০
কামান	১,৫০০
সাঁজোয়া গাড়ী	৫৮০
বিমানপোত	২,৪০০

জাপান

সৈন্য সংখ্যা	১,৮০০,০০০
মেসিনগান	২১,০০০
কামান	১ ৯৭০
সাঁজোয়া গাড়ী	৪০
বিমানপোত	১,০০০

যুক্তরাষ্ট্র

সৈন্য সংখ্যা	১,৪২০,০০০
মেসিনগান	৩৫,০০০
কামান	৪,০১০
সাঁজোয়া গাড়ী	২,১০০
বিমানপোত	৩.১০০

যুগোশ্লাভিয়া

সৈন্য সংখ্যা	১,১৫০.০০০
মেসিনগান	৮,৭৫০
কামান	২,০০০
সাঁজোয়া গাড়ী	৫০
বিমানপোত	৪৫০

জেকোশ্লোভাকিয়া

সৈন্য সংখ্যা	১,৩০০,০০০
মেসিনগান	২১,০০০
কামান	২,১০০
সাঁজোয়া গাড়ী	১০০
বিমানপোত	৬০০

জার্ম্মাণী

সৈন্য সংখ্যা	১০০ ০১০
মেসিনগান	১,৯২৬
কামান (লাইট)	২৮৮
সাঁজোয়া গাড়ী	আদো নাই
বিমানপোত	আদো নাই

জার্ম্মাণী কি পরিমাণ ত্যাগ করিয়াছে

বিগত মহাযুদ্ধ অবসানের পর যুদ্ধ বিরতি ঘোষণা হইলে পরে জার্ম্মাণী কি পরিমাণ অস্ত্র ত্যাগ করিয়াছিল নিম্নে তাহার একটী বিবরণ দেওয়া হইল:—

মেসিনগান	২৫ হাজার
কামান	৫ হাজার
ট্রেঞ্চ মটার	৩ হাজার
বোমা নিক্ষেপকারী	
বিমানপোত	১হাজার ৭শত
রেলওয়ে ইঞ্জিন	৫ হাজার
রেলওয়ে ওয়াগন	৫ হাজার
মটর লরী	৫ হাজার

সামরিক ব্যয়

অস্ত্রশস্ত্র প্রস্তুতের জন্য কোন জাতি তাহার লোক সংখ্যার জন পিছু কত খরচ করিয়া থাকেন নিম্নে তাহার বিবরণ দেওয়া হইল:—

জার্ম্মাণী	১০ মার্ক
অষ্ট্রীয়া	৬৭ শিলিং
ফরাসী	৪৬ ফ্রাঙ্ক
গ্রেট বৃটেন	২ পাউণ্ড ৮ শিলিং
ইটালী	১৩৬ লিরা
রাশিয়া	৯'৭ রুবল
পোল্যাণ্ড	৩৬ স্লোটি
জেকোশ্লোভাকিয়া	১২২ ক্রোনেন
বেলজিয়ম	১৭০ ফ্রাঙ্ক
রুমেনিয়া	৫১৬ লাই

যুদ্ধের পূর্ব্বে ও যুদ্ধের পরে

১৯১৩ সাল ও ১৯৩১ সালে অর্থাৎ বিগত মহাযুদ্ধের পূর্ব্বে ও পরে কোন রাষ্ট্র সমর সজ্জা বাবদ কত খরচ করিয়াছেন, নিম্নে তাহার একটী হিসাব দেওয়া হইল:—

জার্ম্মাণী

১৯১৩	২,১৫৯	লক্ষ	মার্কস্
১৯৩১	৬৫৭	,,	,,

ফরাসী

১৯১৩	১,৪৫২	,,	,,
১৯৩১	৩,২০৬	,,	,,

রাশিয়া

১৯১৩	১,৮৬৭	,,	,,
১৯৩১	২,০৮৬	,,	,,

পোল্যাণ্ড

১৯১৩	আদৌ খরচ হয় নাই		
		লক্ষ	মার্কস
১৯৩১	৪৯৮	,,	,,

অভিনব মোকর্দ্দমা

ফ্রান্সের রাজধানী প্যারি সহরের কাণ্ড-কারখানা নিতান্তই অদ্ভুত। সেখানে এক-প্রকার অদ্ভুত মোকদ্দমা হইয়া গিয়াছে। কোন এক ভদ্রমহিলা তাহার স্বামীর বিরুদ্ধে বিবাহ বন্ধন ছিন্ন করিবার জন্য আদালতে এক মোকদ্দমা দায়ের করে। কামিনীর অভিযোগ এই যে তাহার স্বামীর দাড়ি অতি বিস্তৃত ও ভয়ানক লম্বা। পুনঃ পুনঃ অনুনয় ও বিনয় প্রকাশেও নির্দ্দয় স্বামী তাহার মুখ হইতে এই বিশাল অরণ্যানীর মত দাড়ী দূর করিল না অথবা অর্দ্ধাংশ পরিমাণ কর্ত্তনও করিল না। কামিনী কিছুতেই উহার স্বামীর এই অসভ্যজনোচিত দাড়ি বরদাস্ত করিতে পারে না। বিচারক উভয় পক্ষের কৌসলীর বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া বিষম সমস্যায় পড়িয়াছেন তালাক মঞ্জুর হইতে পারে না, অথচ কুসুম কোমলা কামিনীর পক্ষে দক্ষিণ আমেরিকার প্রেইরির মত জঙ্গল লইয়া বাস করাও দুরূহ। তাই যে পর্য্যন্ত তাহাদের তালাক সিদ্ধান্ত না হয়, সে পর্য্যন্ত শ্রীমতী স্বামীর এই জঙ্গল পূর্ণ বন্ধন হইতে দূরে থাকিবেন এবং প্রত্যেক সপ্তাহে ১২৫০ ডলার খোর পোষ পাইবেন।

শিশুর অদ্ভুত নিদ্রা

আমেরিকার এক অত্যাশ্চার্য্য সংবাদ বাহির হইয়াছে। ৯ বৎসরের একটী শিশু ৩৭৭ দিন ধরিয়া ঘুমাইতেছে। এই নিদ্রা-ব্যাধির নিদান বড় বড় ডাক্তারেরা বাহির করিতে পারিতেছেন না। এই কথা বিশ্বাস করিতে কয়জন প্রস্তুত থাকে।

১৯৩১সনের ভারত

১। প্রদেশ সমূহের মধ্যে বারমা সর্ব্বাপেক্ষা বড়।

২। লোক সংখ্যায় বাংলা সর্ব্বপ্রধান ৫ কোটী ১১ লক্ষ ৪ হাজার তুই।

মৃত্যুর হার মধ্যপ্রদেশে সর্ব্বাপেক্ষা বেশী।

৪। আসামে সব নিম্নে।

৫। স্ত্রীলোকের সংখ্যা মাদ্রাজে সব চেয়ে বেশী।

৬। স্ত্রীলোকের সংখ্যা পাঞ্জাবে সর্ব্বাপেক্ষা কম।

৭। বারমায় বৃদ্ধের সংখ্যা সর্ব্বাপেক্ষা বেশী।

৮। বারমায় শিশুমৃত্যুর হার সর্ব্বাপেক্ষা কম।

৯। বাংলায় বিধবার সংখ্যা সবচেয়ে বেশী।

১০। বারমায় পাগলের সংখ্যা সব চেয়ে বেশী।

১১। অন্ধের সংখ্যা আজমীর মারবারায় সবচেয়ে বেশী।

সমস্ত সাম্রাজ্যে হিন্দু ধর্ম্ম প্রধান। প্রত্যেক দশ হাজারে ছয় হাজার আট-শত চব্বিশ জন হিন্দু।

এরোপ্লেনে ঢাকা

আগামী নবেম্বর মাস হইতে কলিকাতা হইতে যাত্রী ও মালবাহী বিমানপোত প্রত্যহ ঢাকা আসিবে। আবার ঢাকা হইতে সে দিনই কলিকাতায় ফিরিয়া যাইবে। উহাতে তিনজন করিয়া যাত্রী লইবার ব্যবস্থা হইয়াছে। বিমানপোত কলিকাতা হইতে প্রতি সপ্তাহে একবার রেঙ্গুণে যাতায়াত করিতেছে। এই ঢাকাগামী বিমানপোত ইণ্ডিয়ান এয়ার সার্ভে এণ্ড ট্রান্স পোর্ট কোম্পানী কর্ত্তৃক চালিত হইবে। আপাততঃ ঐ বিমানপোতে ডাক লওয়া হইবে না।

ইংরেজ ও জার্ম্মাণী

গত ১৮ই অক্টোবর বিলাতে বৃটিশ মন্ত্রি-সভার এক অধিবেশন হইয়াছিল। অধি-বেশন দুই ঘণ্টা চলিয়াছিল এবং সমস্ত মন্ত্রী উপস্থিত ছিলেন। এই সভায় নিরস্ত্রীকরণ বিষয়ে বর্ত্তমান অবস্থার কথা আলোচিত হইয়াছে। জার্ম্মাণী কি অবস্থায় নিরস্ত্রী-করণ বৈঠক ত্যাগ করিয়াছে এবং বিশ্বরাষ্ট্র-সঙ্ঘের সম্পর্ক বর্জ্জন করিয়াছে, তাহা স্যার জন সাইমন মন্ত্রিসভার সমক্ষে বর্ণনা করেন। অতঃপর মন্ত্রিগণ ভবিষ্যৎ কর্ত্তব্য সম্বন্ধে আলোচনা করেন। নিরস্ত্রীকরণ বৈঠকের পুনরধিবেশন আরম্ভ হইলে, কোন্ পন্থা অবলম্বন করা হইবে। তাহাও আলোচিত হয়। ব্যারণ ফন নিউরাথ বলিয়াছেন যে স্যার জন সাইমন আমেরিকার নিকট জর্ম্মণীর সম্বন্ধে সমস্ত কথা খুলিয়া বলেন নাই; তিনি আরও বলিয়াছেন যে, শেষ কয়েকদিন জার্ম্মাণীর দাবী উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইয়াছে, একথা ঠিক নহে; মন্ত্রিমণ্ডল নাকি ফন নিউরাথের এই উক্তিরও আলোচনা করিয়াছেন। স্যার জন সাইমনের উক্তি যে, ঠিক তাহা দেখাইবার জন্য দলিলাদি প্রকাশ করার কথাও নাকি মন্ত্রিসভায় আলোচিত হইয়াছে। মন্ত্রিমণ্ডলের সভার পর স্যার জন সাইমন স্যাণ্ড্রিংহাম প্রসাদে যাইয়া সম্রাটের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন।

হিণ্ডেনবার্গের আশ্বাস

বার্লিনস্থ বৃটীশ রাজদূত প্রেসিডেণ্ট ফন হিণ্ডেনবার্গের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া নিজ পরিচয়পত্র প্রদান করিলে প্রেসিডেণ্ট বলেন —"বৃটেন এবং জার্ম্মাণীর মধ্যে মৈত্রী বৃদ্ধি করার জন্য গবর্ণমেণ্ট সাহায্য করিবে ও করিবে।" প্রেসিডেণ্টের স্বাস্থ্য ভাল আছে। তিনি দৃঢ়ভাবে সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দেন; তিনি বলেন যে, "বর্ত্তমানে আন্তর্জ্জাতিক মৈত্রী একান্ত প্রয়োজন। একমাত্র পারস্পরিক বিশ্বাসের দ্বারাই সমবেত চেষ্টা সম্ভব হইতে পারে।

টেলিগ্রাম ঠিকানা—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

দৈনিক

REG. C1544

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারের
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩৷৷০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার স্বতন্ত্র।

THE NADIA-PRAKASH

সাহায্যের হার
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৷৷০
মাসিক ১৲
নগদ
প্রতি সংখ্যা ৫

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৮ম খণ্ড সম্পাদক—শ্রী অতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বেদান্তবাচস্পতি [২০৪শ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর— ১৭ই কার্ত্তিক শুক্রবার ১৩৪০, ৩রা নভেম্বর ১৯৩৩

চট্টগ্রামে সশস্ত্র ডাকাতি

বোয়ালখালি থানার অন্তর্গত কাধুরখালি গ্রামে এক ভীষণ ডাকাতি হইয়া গিয়াছে বলিয়া প্রকাশ, সংবাদে জানা যায় যে, প্রায় ১৫ জন সশস্ত্র ডাকাত উক্ত গ্রামের মহেন্দ্রকুমার বিশ্বাসের বাড়ী আক্রমণ করে এবং মহেন্দ্র, তাঁহার ভ্রাতা ও আড়াই বৎসর বয়স্কা এক বালিকাকে গুরুতর প্রহার করিয়া যাহা পাইয়াছে, তাহাই লুঠপাট করিয়া পলায়ন করে। মহেন্দ্রকে চট্টগ্রামের জেনারেল হাঁসপাতালে পাঠান হইয়াছে। তাহার অবস্থা আশঙ্কা-জনক। পুলিশ তদন্ত চলিতেছে।

চিনির কলে লড়াই

ক্যামাগুয়েতে মার্কিণদের একটি চিনির কলে লড়াই হইয়া গিয়াছে ফলে অন্ততঃপক্ষে ১০ জন কমিউনিষ্ট শ্রমিক নিহত, ২০।২৫ জন আহত এবং ৩০০ জন ধৃত হইয়াছে।

মাদ্রাজে মোটরবাস দুর্ঘটনা

এক মোটরবাস দুর্ঘটনার ফলে ১৫ জন আরোহীর মধ্যে ১৪ জন গুরুতর জখম হইয়াছে। ডিণ্ডিগুল হইতে ৯ মাইল দূরে ডিণ্ডিগুল-মাদুরা-রোডের উপর এই দুর্ঘটনা হইয়াছে। বাসের 'ষ্টিয়ারিং রড' ভাঙ্গিয়া যাওয়ার ফলে উহা এক গাছের সঙ্গে ধাক্কা খায় এবং এই দুর্ঘটনা ঘটে। আহত ব্যক্তিদিগকে হাঁসপাতালে ভর্ত্তি করা হইয়াছে।

দুইপক্ষে ভীষণ সংগ্রাম

শ্যামের বিদ্রোহ সম্পর্কে নানাসূত্রে নানাপ্রকার সংবাদ পাওয়া যাইতেছে। সরকারী ইস্তাহার দৃষ্টে মনে হয়, বিদ্রোহীরা প্রায় নিস্তেজ হইয়া পড়িয়াছে, আর কয়েক দিনের মধ্যেই তাহারা সমূলে নির্ম্মূল হইবে, কারণ তাহাদের রসদাদি ও সাজসরঞ্জাম কিছুই নাই। এদিকে রাজা সমুদ্র তীরবর্ত্তী হুয়া-হীন সহর পরিত্যাগ করিয়া সিঙ্গোরা নামক স্থানে তাঁহার সমগ্র পরিবারের সহিত আশ্রয় লইয়াছেন দেশের সমস্ত, উত্তরাঞ্চল বিদ্রোহী নেতাদের সমর্থন করিতেছে বলিয়াও সংবাদ পাওয়া গিয়াছে; সুতরাং মনে হয় এখনও সঙ্কট দূর হয় নাই।

অস্ত্র আইনে দণ্ডিত

বিরিঞ্চি মিস্ত্রী নামক জনৈক স্থানীয় বন্দুক প্রস্তুতকারক ও মুঙ্গেরের কোনও বিখ্যাত জমিদারের পুত্র বাবু জওলা প্রসাদ ওরফে রঘুনন্দন সিংহ অস্ত্র আইনে অভিযুক্ত হইয়াছিলেন। সেদিন ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ টি, বি, পি, সিং উক্ত চাঞ্চল্যকর মামলার রায় প্রদান করিয়াছেন।

ম্যাজিষ্ট্রেট বিরিঞ্চি মিস্ত্রীকে দুই বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড ও ২০০৲ টাকা জরিমানা, জরিমানা অনাদায়ে আরও ৬ মাস কারাদণ্ডে দণ্ডিত করেন। এবং জওয়ালা প্রসাদকে ১৮ মাস সশ্রম কারাদণ্ড ও ১০০৲ টাকা অর্থদণ্ডে জরিমানা অনাদায়ে আরও তিনমাস কারাদণ্ডে দণ্ডিত করেন।

মামলার বিবরণে প্রকাশ, পুলিশ ইনস্পেক্টর রায়সাহেব চাদাম তেওয়ারী কোনও সংবাদ পাইয়া বিরিঞ্চি মিস্ত্রির বাড়ীতে হানা দেন এবং তাহাকে পিস্তলাদি তৈরী করিতে দেখিতে পান। তাহার দোকানে খানাতল্লাসী করিয়া কয়েকটী কার্ত্তুজও নাকি পাওয়া গিয়াছে। আরও প্রকাশ যে, বাবু জওয়ালা প্রসাদ তথায় বসিয়াছিলেন, পুলিশ আসিয়া পড়ায় তিনি সেখান হইতে পলায়ন করেন।

মুর্শিদাবাদে ডাকাতি

কান্দি হইতে এক সংবাদ আসিয়াছে যে, গত ২৫শে অক্টোবর রাত্রি প্রায় দ্বিপ্রহরের সময় কান্দি, গোবরহাটী গ্রামের সম্ভ্রান্তবংশীয়া গোয়ালিনী শ্রীমতী বসন্তকুমারী দাসীর বাড়ীতে সশস্ত্র ডাকাতি হইয়া গিয়াছে। প্রকাশ, প্রায় ২০ জন সশস্ত্র ডাকাত তাহার বাড়ীতে হানা দেয় এবং বাড়ীর লোকজনদিগকে মারপিট করিয়া নগদ টাকা ও অলঙ্কারপত্রাদি লইয়া প্রস্থান করে। বাড়ীর লোকজন নাকি কয়েকজন ডাকাতকে চিনিতে পারিয়াছে।

খনির মধ্যে কুলী চাপা

গত রাত্রি আড়াইটার সময় নন্দীদুর্গ খনির রিচার্ড গহ্বরে অকস্মাৎ পাথর ধ্বসিয়া ২০০ফুট নীচে পড়ে দুই জন লোক চাপা পড়িয়াছে। এখনও পাথর ধ্বসিয়া পড়িতেছে, সুতরাং খনিতে প্রবেশ করা অসম্ভব। প্রকাশ, লোক দুইটি এখনও জীবিত আছে তাহাদের উদ্ধার সাধনের চেষ্টা চলিতেছে।

যুবকের শোচনীয় মৃত্যু

কলিকাতা নাটু মল্লিক লেনের কতিপয় ব্যক্তি সন্দেহক্রমে শান্তিপ্রিয় মুখার্জ্জি ও ও অপর আর একজনকে আটক রাখিয়াছে, সংবাদ পাইয়া জোড়াসাঁকো পুলিশ তথায় গমন করে। পুলিশ দেখিয়া শান্তিপ্রিয় ধরা পড়িবার ভয়ে প্রায় ৩৬ ফিট উচু ত্রিতল বাড়ীর ছাদ হইতে লম্ফপ্রদান করে এবং গুরুতর ভাবে আহত হয়। তাহাকে মেডিকেল কলেজ হাঁসপাতালে প্রেরিত হইলে তথায় তাহার মৃত্যু হয়। অনুসন্ধান এখনও চলিতেছে।

রেঙ্গুণে জাল দশ টাকার নোট

জাল দশ টাকার নোট বিক্রী করায় পুলিশ বার ষ্ট্রীটের এক চায়ের দোকানে একজন মুঙ্গী ও অপর দুইজনকে গ্রেপ্তার করিয়াছে। এই সম্পর্কে পুলিশ আরও দুইখানা বাড়ীতে হানা দেয় মোট ৯ জনকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে ৩ জন স্ত্রীলোক।

পরলোকে মসিয়ে পেঁলিভ

মিঃ পেঁলিভ ১৯১৫ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল হইতে নবেম্বর এবং ১৯১৭ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে ফ্রান্সের প্রধান মন্ত্রী ছিলেন। তিনি একজন বিশিষ্ট রাজনীতিক তাঁহার পিতা লিথোগ্রাফিক আর্টিষ্ট ছিলেন। পেঁলিভ বিজ্ঞান পাঠ করেন এবং ২১ বৎসর বয়সে একখানি পুস্তক লিখেন। অধ্যয়ন শেষ করিয়া তিনি লিলে বিশ্ব-বিদ্যালয়ের বিজ্ঞানের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। সাত বৎসর পর তিনি সরবোর্ণে গমন করেন।

গণিত শাস্ত্রে এবং বিজ্ঞানে তাঁহার অগাধ পাণ্ডিত্য ছিল। মসিয়ে ব্রিয়ার মন্ত্রীমণ্ডলে তিনি শিক্ষামন্ত্রী ছিলেন।

বিমান বিদ্যায় তিনি অত্যন্ত উৎসাহী ছিলেন এবং ফ্রান্সের বিমান বিভাগ তাঁহার নিকট প্রভূত পরিমাণে ঋণী। ১৯১৭ খৃষ্টাব্দের মার্চ্চ মাসে তিনি মিঃ রিবোর মন্ত্রীমণ্ডলে যোগ দেন।

তিনি ১৯২৪ সালের জুন হইতে ১৯২৫ সালের এপ্রিল পর্য্যন্ত ফ্রান্স সেনেটের সভাপতি এবং ১৯২৫ সাল হইতে ১৯২৯ সাল পর্য্যন্ত সমর-সচীব ছিলেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৭০ বৎসর হইয়াছিল।

ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

১৭ই কার্ত্তিক শুক্রবার, ১৩৪০

নিখিলভারত মাড়োয়ারী মহিলা সম্মিলনের অধিনেত্রী শ্রীযুক্তা জানকীদেবী বাজাজ ভারতের নারীসমাজকে উদ্দীপনাময়ী বাণী শুনাইয়াছেন। পর্দ্দা প্রথার নিন্দা করিয়া তিনি বর্ত্তমান রাষ্ট্রীয় সঙ্কটকালে ভারতের মুক্তি সংগ্রামে নারীকে পুরুষের সঙ্গে আসিয়া যোগ দিতে আহ্বান করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, খদ্দর প্রচার, স্বদেশী অবলম্বন এবং হরিজনদের উন্নয়নই বর্ত্তমানে আমাদের প্রধান কর্ত্তব্য। শ্রীযুক্তা জানকী দেবী তাঁহার অভিভাষণে আরও বলেন— নারী সমাজের সম্মুখে সমস্যা অনেক; কিন্তু প্রধান সমস্যা হইতেছে এই যে, "আমাদের ভাগ্যগঠনে আমাদের নিজেদের কোন অধিকার নাই। আমরা বলি ভাগ্যগঠনে তাঁহাদের সম্পূর্ণ অধিকার আছে। বিধাতা তাহা হরণ করেন নাই। তবে কি প্রকারে গঠিত হইলে নারী জাতির বাস্তবিকই মঙ্গল হইবে তাহাই চিন্তার বিষয়।

বিশ্বরাষ্ট্র সঙ্ঘের আওতায় স্বাধীনতাভোগকারী ডানজিগ সহরের হাই কমিশনার পদে মিঃ সীন লিষ্টার নামক একজন আইরিশকে নিযুক্ত করা হইয়াছে। মিঃ সীন লিষ্টারের সঙ্গে প্রত্যেক না হইলেও পরোক্ষভাবে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সম্পর্ক রহিয়াছে বলিয়া পোল সদস্যগণ তাঁহার নির্ব্বাচনে আপত্তি করিয়াছিলেন। স্যারজন সাইমন মিঃ লিষ্টারের নিয়োগের সুপারিশ করতে গিয়া বলেন যে, মিঃ লিষ্টার ইংরেজের জেলে ছিলেন এবং তিনি একজন সিন ফিন। স্যার জন সাইমন মিঃ লিষ্টারের স্বাধীনচিন্তা এবং নির্ভীকতার প্রশংসা করিয়া তাঁহার নিয়োগ সমর্থন করেন। সর্ব্বত্র গুণের আদর হইলেই আনন্দের বিষয় হয়।

বিশ্বরাষ্ট্র সঙ্ঘ হইতে সদ্য প্রত্যাগত স্যার বি, এল মিত্র বায়োস্কোপের ফিল্মের সম্বন্ধে ভারত গবর্ণমেণ্টের উদারতার অশেষ প্রশংসা করিয়া বলিয়াছেন, গবর্ণমেণ্টের ঐ উদারতাই ফিল্ম সম্বন্ধে স্বেচ্ছাচারিতা প্রতিরোধের রক্ষাকবচস্বরূপ রহিয়াছে। প্রত্যেক জিনিষেরই সদ্ব্যবহার আদরণীয়।

মহীশূরের দেওয়ান স্যার মহম্মদ মির্জ্জা কিছুদিন পূর্ব্বে একটি বক্তৃতায় শ্রীযুক্ত গান্ধীজীর গুণের প্রশংসা করেন। "ভারতবন্ধু" "ষ্টেটসম্যানে" মিঃ এ, বি, সি, একখানা খোলা চিঠিতে লিখিয়াছেন, মিঃ গান্ধী গোলটেবিল বৈঠকে গিয়া রাজনীতিক চাতুর্য্যের পরিচয় প্রদান করিতে পারেন নাই এবং তিনি সর্ব্বস্বীকৃত একটা সাম্প্রদায়িক কর্ম্মতালিকাও সাব্যস্ত করিয়া উঠিতে পারেন নাই। এই কথার অর্থ আমরা বুঝিতে পারিতেছি না। কংগ্রেসের আশা আকাঙ্ক্ষা সুস্পষ্টভাবে অভিব্যক্ত করাই শ্রীযুক্ত গান্ধীজীর উদ্দেশ্য ছিল, রাজনীতিক চাতুর্য্য নহে। সাম্প্রদায়িক কর্ম্মতালিকা নির্দ্ধারণ সম্বন্ধে পত্রলেখকের একটু বুঝা উচিত ছিল যে, সাম্প্রদায়িকতার উপর মহাত্মাজীর কোনদিনই বিশ্বাস নাই

সেদিন বোম্বে নগরীতে পরলোকগত শ্রীযুক্ত প্যাটেলের স্মৃতিরক্ষার্থ যে সভার অধিবেশন হইয়াছিল, তাহাতে শ্রীযুক্ত নরীম্যান বলিয়াছেন, সুইজারল্যাণ্ডের চিকিৎসক ও শুশ্রূষাকারিগণ বিনা পয়সায় উক্ত কর্ম্মবীরের শুশ্রূষা করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত প্যাটেলের প্রতি প্রদর্শিত তাঁহাদের এই সৌজন্যের নিমিত্ত তাঁহারা ভারতের কর্ম্মিগণের কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদের পাত্র।

শ্রীযুক্ত প্যাটেলের মৃত্যুর পরও নাকি 'টাইমস্' তাঁহাকে অনিষ্টকর রাজনীতিক বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। মতদ্বৈধতা থাকিলেই যে অপরের অনিষ্টকর হইবে, একথা আমরা স্বীকার করিতে পারি না। যাহাকে আমরা অনিষ্টকর বলিয়া মনে করিতেছি, তাহার কার্য্যে আমাদের ইষ্ট সাধিতও হইতে পারে। শ্রীযুক্ত প্যাটেলের চিত্তবৃত্তি অন্যের অনিষ্ট সাধনের জন্য নিয়োজিত ছিল, এটা বিশ্বাসযোগ্য কথা নহে।

টাকা লইয়া অসৎ উদ্দেশ্যে মেয়ে জোগাইবার অভিযোগে জোর্ড কোটলহো নামক বোম্বাইয়ে একজন বৃদ্ধ ডাক্তারকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। ঘটনার বিবরণ এই যে, ডাক্তারের একটা ডাক্তারখানা আছে, তিনি বেশ্যার আয়ে জীবিকা নির্ব্বাহ করেন। ডাক্তার একটি বালিকা সরবরাহ করিবেন বলিয়া একজন ভিজিলেন্স ওয়ার্কারের নিকট বলেন এবং সময় ঠিক করিয়া দেন। উক্ত লোক ডাক্তারখানায় গিয়া একটি খৃষ্টান যুবতীকে দেখিতে পান কিন্তু সে তাঁহাকে অপছন্দ করে বলিয়া জানাইলে ডাক্তার অপর একটি আনিয়া দিবে বলিয়া বলেন। তখন ডাক্তারকে গ্রেপ্তার করা হয়।

ডাক্তারকে ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট হাজির করিলে ম্যাজিষ্ট্রেট তাঁহার জামিন মঞ্জুর করিয়াছেন। দেখা যা'ক বিচারে কি কি ঘটনা প্রকাশ পায়।

হিলি ষ্টেশনে ডাকাতি

হিলি মেল ষ্টেশনে ডাকাতিতে আহত ডাকপিয়ন কালিচরণ মাহালী ও অপর দুই ব্যক্তিকে চিকিৎসার নিমিত্ত কলিকাতা ক্যাম্বেল হাঁসপাতালে আনা হইয়াছিল, তন্মধ্যে কালিচরণ মাহালী গত রবিবার সন্ধ্যার পর মারা গিয়াছে।

ধৃত ব্যক্তিগণ

প্রাণকৃষ্ণ চক্রবর্ত্তী, অশোকচন্দ্র ঘোষ, সত্যব্রত চক্রবর্ত্তী, প্রফুল্ল নারায়ণ সান্যাল, হরিপদ বসু, হৃষীকেশ ভট্টাচার্য্য ও অশোক বসু এই সাত জনকে ডাকাত সম্পর্কে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। ইহার মধ্যে প্রাণকৃষ্ণ চক্রবর্ত্তী জলপাইগুড়িতে এক অস্ত্র আইনের মামলায় ৭ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিল। জলপাইগুড়ি হইতে কলিকাতা আনয়নের সময় গত বৎসর সে হিলি ষ্টেশনের নিকটে চলন্ত গাড়ী হইতে লাফাইয়া পড়িয়া পলায়ন করিয়াছিল। সত্যব্রত চক্রবর্ত্তীকে নাকি রাজসাহীর জেল সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মিঃ লিউক আক্রমণ সম্পর্কে পুলিশ অনুসন্ধান করিতেছিল। তাহার এবং অশোক ঘোষের বাড়ী দিনাজপুরে। প্রফুল্ল নারায়ণ সান্যাল এবং হরিপদ বসুর বাড়ী ফরিদপুর জেলার পাংশার অন্তর্গত হৃষীকেশ ভট্টাচার্য্যের বাড়ী ও দিনাজপুরে।

পুলিশ কি কি পাইয়াছে

প্রকাশ, পুলিশ নাকি ২৯০০ টাকার নোট, ৪০০ টাকার ইন্সিওর এবং এতদ্ব্যতীত আরও দুই খানা ইন্সিওর ও কয়েকটি ভি, পি, প্যাকেট পাইয়াছে।

কি ভাবে ধরিল

ফুলবাড়ী থানার কনেষ্টবল রামসিংহাসন শনিবার ভোর রাত্রে ফুলবাড়ী ও হিলি ষ্টেশনের মধ্যবর্ত্তী রেল লাইনের ধার দিয়া ডাকাত দলের খোঁজ করিবার উদ্দেশ্যে একখানা মালগাড়ীতে চড়িয়া অগ্রসর হয়। চড়কাই ষ্টেশনে আসিয়া সে জানিতে পারে যে, কয়েক জন সন্দেহজনক যুবককে ঐ অঞ্চলে খুব ভোরের দিকে দেখা গিয়াছিল এই কথা শুনিয়া রামসিংহাসন গাড়ী হইতে অবতরণ করিয়া সাদা পোষাক পরিধান করতঃ সাইকেল চালাইয়া ৬মাইল দূরবর্ত্তী চিন্তামণি অভিমুখে অগ্রসর হয়। তথায় সে জমিদার কাছারীর নায়েব হেম চৌধুরীর নিকট হইতে জানিতে পারে যে, ৭ জন হিন্দু যুবককে ভোর বেলায় সামরিক রোড ধরিয়া অগ্রসর হইতে দেখা গিয়াছে। রামসিংহাসন ও হেমবাবু তখন একজন চৌকিদার ও একজন দফাদার ঐ রাস্তায় পাঠান, কনেষ্টবল রামসিংহাসনও সাইকেলযোগে ঐ পথে দ্রুত ছুটিতে থাকে এবং চিন্তামণি হইতে তিন মাইল দূরবর্ত্তী চকপাড়ায় আসিয়া ঐ যুবক দলের নাগাল পায়। ঐ স্থানে উহারা প্রাতঃভোজন করিতেছিল।

রামসিংহাসন যখন নিজকে একজন পাট-ব্যবসায়ী বলিয়া বর্ণনা করে ঐ গ্রামে প্রবেশ করিয়া ঐ গ্রামের চৌকিদারকে সশস্ত্র পুলিশ পাঠাইবার খবর দিবার জন্য ফুলবাড়ী প্রেরণ করে। তারপর সে অতি দ্রুতবেগে আগাইয়া যাইয়া বেলা অনুমান ২টার সময় সামাজিয়ার জমিদার শ্রীযুক্ত ক্ষিতিশ রায়ের নিকটে উপস্থিত হয় এবং তাঁহাকে সামাজিয়ার মধ্য দিয়া যাইবার সময়ই ডাকাত দলকে পাকড়াও করিতে অনুরোধ করে। ক্ষিতীশ বাবু অনুমান ১৫০ জন সাঁওতাল জোগাড় করেন লাঠি ও তীর ধনুক প্রভৃতিতে সজ্জিত হইয়া উহারা নদীর তীরে লুকায়িত অবস্থায় অবস্থান করিতে থাকে। ডাকাতগণ ইহার বিন্দুবিসর্গও জানিতে পারে না। বেলা অনুমান ৫টার সময় উহারা নদীতীরে উপনীত হয় এবং উহাদিগকে পার করিয়া দিবার জন্য ফেরী নৌকাকে ডাকে এই সময় চারিদিক হইতে উহারা আক্রান্ত হয়। দুইজন সরিয়া পড়িতে চেষ্টা করে, কিন্তু কিছুদূর গিয়া ধৃত হয় একজন নদীর জলে ঝাপাইয়া পড়ে ও সাঁতরাইয়া আগাইয়া যাইতে থাকে। দারু সেখ নামে এক ব্যক্তি উহার পিছু পিছু তাড়া করিয়া যাইয়া উহার মাথায় লাঠির আঘাত করে, ফলে সে তৎক্ষণাৎ কাবু হইয়া পড়ে। এই ভাবে সব কয়েকটী যুবককেই পাকড়াও করা হয় এবং জমিদারের কাছারীতে লইয়া আসা হয়।

ইত্যবসরে কোতয়ালী হইতে শ্রীযুক্ত নিবারণ বসু পরিচালিত এক দল ও বালুরঘাট হইতে শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রনাথ রায় পরিচালিত আর একদল সশস্ত্র পুলিশ ঘটনাস্থলে আসিয়া পৌঁছায় ও ধৃত ব্যক্তিদের ভার গ্রহণ করে।

ধৃত ব্যক্তিদের নিকট ৬৫১১০ নং একটা দুই নালা বন্দুক ও ১০৪৮১৩ নং একটা একনালা বন্দুক, ৪৫৫ বোরের একটী ৬ ঘর ১৩২৩৬৬ নং ওয়েবলি রিভলবার, একটা ৬ ঘরা পূর্ণ গুলী বোঝাই ১২৬২৯৪ নং অটোমেটিক পিস্তল, ৬৮টি তাজা কার্ত্তুজ, তিনখানা ছোরা, একটা টর্চ্চ, ৪২৮ খানা পোষ্টকার্ড, ৯১০০ টাকার নোট, ২২০ টাকার ইন্সিওর পার্শ্বেল, একছড়া হার "সুশীল" মনোগ্রামযুক্ত একটী সোনার কবচ, বহুসংখ্যক ডাকের জিনিষপত্র, কতকগুলি মঙ্কি ক্যাপ, প্যাণ্ট, খাকী হাপসার্ট, কোট, চাদর কেডস্, পুলোভার, তুর্কীটুপী, ব্যাণ্ডেজ, ছুরী প্রভৃতি পাওয়া যায়।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক
—পারমার্থিক পত্র—
শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশ-
তনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনম্,
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং
প্রেমা পুমর্থো মহান্
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং
তত্রাদরো নঃ পরঃ॥

৮ম বর্ষ | ১ কেশব | গৌরাব্দ ৪৪৭, ১৭ই কার্ত্তিক বঙ্গাব্দ ১৩৪০, ৩রা নভেম্বর ইং ১৯৩৩, | শুক্রবার | ২০৪তম সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

পরমহংস বাবাজী শ্রীশ্রীল গৌরকিশোর দাস গোস্বামী মহারাজের বিরহ-মহোৎসব-উপলক্ষে শ্রীচৈতন্যমঠের অবিদ্যাহরণ নাট্য-মন্দিরে বাবাজী মহারাজের আলেখ্য উচ্চ-বেদীর উপর অতি সুন্দররূপে সাজান হইয়াছিল। এই শৃঙ্গার-কার্য্যে শ্রীযুক্ত ভবদেব চট্টোপাধ্যায় মহাশয় সুনিপুণতার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। তদ্ব্যতীত উৎসবের দ্বিতীয়-দিবস তিনি একাদিক্রমে প্রায় ৪ ঘণ্টা পাঠ ও কীর্ত্তন করিয়াছেন। শ্রীবনমালী দাসাধিকারী শ্রীশ্রীগৌর-বিনোদ-প্রাণ জিউর শৃঙ্গার-সেবায় নৈপুণ্য প্রদর্শন করিয়াছেন। মঠরক্ষক শ্রীপাদ নরহরি ব্রহ্মচারী সেবাবিগ্রহ প্রভুর উৎসাহে মঠ-সেবকগণ কঠোর পরিশ্রম করিয়া অতিশয় যত্নের সহিত সেবাকার্য্যাদি করিয়াছেন। বিচিত্র ভোগদ্রব্য-রন্ধনাদি-কার্য্যে সহায়তা, মহা-প্রসাদ-বিতরণ-কার্য্যে সুনিপুণতা ও স্বভাব-সুলভ ধৈর্য্য শ্রীযুক্ত প্রভাতকুসুম ব্রহ্মচারী মহাশয়ের চরিত্রের বৈশিষ্ট্য প্রদর্শন করিয়াছে।

শ্রীধাম-মায়াপুরে শ্রীবিগ্রহ-দর্শনার্থ রাস-যাত্রা-উপলক্ষে রাত্রি ১০ঘটিকা পর্য্যন্ত অসংখ্য যাত্রীর সমাগম হইতেছে। বৈদ্যুতিক আলোকমালা শ্রীবিগ্রহের সেবায় নিযুক্ত হইয়া যাত্রিগণের চিত্ত আকর্ষণ করিতেছে।

পাটনা হইতে প্রেরিত নিজস্ব সংবাদ-দাতার পত্রে প্রকাশ, শ্রীল প্রভুপাদ গত ২৭শে অক্টোবর শুক্রবার প্রাতঃ ৮টার সময় পাটনা পৌঁছিয়া বাঁকীপুর কদমকুঁয়া নামক স্থানে অবস্থান করিতেছেন। তিনি যে বাড়ীতে আছেন, সেই বাড়ীটী খুবই বড় ও দ্বিতল এবং স্থানটীও বেশ নির্জ্জন। ঘরের কক্ষগুলি প্রত্যেকটী বেশ প্রশস্ত। তাঁহার সহিত প্রায় চল্লিশ জন ভক্ত তথায় অবস্থান করিতেছেন। প্রদর্শনীর কার্য্য চলিতেছে। উক্ত কার্য্যের সুবিধার জন্য কলিকাতা গৌড়ীয়মঠ হইতে 'ফিয়েট' মটরটী ও 'শ্রীধাম-মায়াপুর' বাস্ উক্ত দিবস ৮॥ ঘটিকার মধ্যেই তথায় পৌঁছিয়াছে।

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি মহারাজ বর্ত্তমানে শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচারার্থ মতিহারীতে আছেন, তথাকার প্রচার-কার্য্য শেষ হইলে তাঁহাদের দ্বারভাঙ্গায় যাইবার কথা।

কলিকাতা হইতে প্রেরিত মহামহোপদেশক আচার্য্যত্রিক প্রভুর পত্রে জানা গিয়াছে যে, কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠেও ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীল গৌরকিশোর দাস গোস্বামী বাবাজী মহারাজের বিরহ-মহোৎসব গত রবিবার সঙ্কীর্ত্তনমুখে সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়াছে।

কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠে উপদেশক শ্রীপাদ প্রণবানন্দ ব্রহ্মচারী প্রত্নবিদ্যালঙ্কার মহোদয় প্রত্যহ সন্ধ্যার পর শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করিতেছেন। ব্যাখ্যা-শ্রবণে শ্রোতৃবৃন্দ আনন্দ লাভ করিতেছেন।

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম মহারাজ অবধি গৌড়ীয়মঠে অবস্থান করিয়া তথাকার সজ্জনবৃন্দের নিকট হরিকথা কীর্ত্তন করিতেছেন। স্থানীয় গৃহস্থভক্তগণ স্বামীজীর প্রচারে বিশেষভাবে সহায়তা করিতেছেন।

শ্রীপাদ ভুবনেশ্বর ব্রহ্মচারী ভক্তিবিবেক মহাশয় দিল্লীগৌড়ীয়মঠে অবস্থান করিয়া বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের নিকট নিরন্তর গৌরবাণী প্রচার করিতেছেন। তাঁহার প্রাণস্পর্শী ব্যাখ্যা সহজেই মানবের চিত্ত আকর্ষণ করে।

গত ২৭শে অক্টোবর শুক্রবার কটক টাউনহলে শ্রীযুক্ত বনবিহারী পালিত মহাশয়ের সভাপতিত্বে একটী মহতী সভার অধিবেশন হইয়াছিল। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিশ্রীরূপ পুরী মহারাজ উক্ত সভায় 'পরোপকার'-সম্বন্ধে একটি নাতিদীর্ঘ সারগর্ভ বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন।

'পরোপকার' বলিতে অপরের উপকার বা শ্রেষ্ঠ উপকারই বুঝায়। প্রকৃত-প্রস্তাবে এই দুইটীর কোনটিই জাগতিক চেষ্টার দ্বারা সাধিত হয় না। প্রত্যক্ষ-জ্ঞানিগণ বিজ্ঞানের উন্নতির দ্বারা অপরের উপকার করিতে চেষ্টা করেন। তাঁহাদের চেষ্টা প্রশংসনীয়া, কিন্তু বিগত মহাযুদ্ধের সময় দেখা গিয়াছে যে, প্রাকৃত-বিজ্ঞানের চরম উন্নতির ফলে ধরণী ধরাশায়ী জনগণের মুণ্ডমালা গলে ধারণ করিয়া একটি তাণ্ডবনৃত্যের অভিনয় প্রদর্শন করিয়াছেন। ইহাতে কি জগতের বাস্তবিকই কোন মঙ্গল হইয়াছে? বস্তুতঃপক্ষে নশ্বর শরীরে আত্মবুদ্ধি থাকা পর্য্যন্ত নিজের বা অপরের কাহারও মঙ্গল সাধিত হয় না। মহাপ্রভু বলিয়াছেন—

> ভারত-ভূমিতে হইল মনুষ্য জন্ম যার।
> জন্ম সার্থক করি' কর পর উপকার॥

জন্ম-সার্থকের পন্থার সন্ধান পাইলে পরোপকার-বৃত্তি আপনা হইতেই চিত্তে জাগিয়া উঠে।

আত্মানুশীলনের অভাবেই জগতে ত্রিতাপ-জ্বালা। এই ত্রিতাপজ্বালা হইতে নিষ্কৃতি পাইতে হইলে উদ্ধারকর্ত্তা শ্রীহরির পাদপদ্মে শরণ গ্রহণ করিতে হইবে, তদ্ব্যতীত আর দ্বিতীয় পন্থা নাই। তাঁহার কৃপা হইলে তদীয় সেবাসক্ত মানব সেবাধর্ম্মের বা ভক্তি-ধর্ম্মের কীর্ত্তন দ্বারা অপরের স্বরূপ উদ্বুদ্ধ করিয়া তাহার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কল্যাণ সাধন করিতে পারে। ভগবদ্-গুণানুবাদ-কীর্ত্তনকারী সাধুগণই আমাদের একমাত্র রক্ষাকর্ত্তা। সুতরাং আমরা যদি নিজ কল্যাণ চাই এবং অপরের কল্যাণ করিতে ইচ্ছা করি, তাহা হইলে সাধুগণের পাদপদ্ম-আশ্রয়ই আমাদের একমাত্র কর্ত্তব্য। সাধুগণ কখনও কাল্পনিক তত্ত্বের প্রচারক নহেন। তাঁহাদের উপাস্য শ্রীভগবান্ কখনও কাল্পনিক বস্তু নহেন। কাল্পনিক ঈশ্বরের উপাসনায় কোন সুবিধা হইবে না, ইহা সত্য; কিন্তু বাস্তব-বস্তুর অনুসন্ধান ব্যতীত কখনও ত্রিতাপ জ্বালা হইতে উদ্ধার-লাভের উপায়ান্তর নাই।

স্বামীজী দুই ঘণ্টারও অধিককাল বক্তৃতা করিয়াছেন। তাঁহার বক্তৃতার সামান্য দিগ্‌দর্শন মাত্র উপরে প্রদর্শিত হইল। বক্তৃতাটী শ্রবণ করিয়া শ্রোতৃবৃন্দ অতিশয় আনন্দিত হইয়াছেন। বক্তৃতার পূর্ব্বে ও পরে মহামন্ত্র কীর্ত্তন হইয়াছে। সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ প্রদান পূর্ব্বক সভা ভঙ্গ হয়। ঐ সভায় শ্রীযুক্ত লক্ষ্মীনারায়ণ সাহু এম্-এ, শ্রীযুক্ত দামোদর কর বি-এল, রায় সাহেব শ্রীযুক্ত ভিখারীচরণ পট্টনায়ক প্রমুখ ভদ্রমহোদয়গণ উপস্থিত ছিলেন। আমরা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলাম, স্বামীজী মহারাজের সরল বিচারপূর্ণ বক্তৃতা-শ্রবণ-জন্য বিভিন্ন স্কুল, কলেজ ও বিশিষ্ট স্থান হইতে তাঁহার আহ্বান আসিতেছে। উড়িষ্যার দৈনিক সংবাদপত্র 'সমাজে' এই সকল বিবরণ প্রকাশিত হইতেছে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

কেশব নিধি গর্ভোদশায়ী

সজ্জন-তোষণ তরু

আমরা আমাদের পূজ্যপাদ শ্রীশ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী প্রভুর লেখনী-মধ্যে একটী বিস্ময়কর তরুর সন্ধান পাই। তরুটীর বৈশিষ্ট্য এই যে, ইঁহার মূল স্কন্ধ আবার মালাকার-রূপে ইঁহার ফল বিতরণ করিতেছেন। ইঁহার খাদ্য সাধারণ জল নহে; সাধারণ জলে ইনি জীবিত থাকেন না। যে-জলে ইনি স্নিগ্ধ ও বর্দ্ধিত হন তাহার নাম জগবদিচ্ছা। তরুটী বিশ্বের সম্পদ্ না হইলেও ইঁহার মালাকার বিশ্ববাসীর প্রতি কৃপাপরবশ হইয়া প্রপঞ্চে ইঁহার একটী মনোরম উদ্যান প্রস্তুত করিয়াছেন। তরুটী অঙ্কুরিত হয় শ্রীধাম-মায়াপুরে; অল্পদিনের মধ্যেই ইঁহার শাখা-প্রশাখা এরূপভাবে বৃদ্ধি পাইতে থাকে যে, শুধু গৌড়মণ্ডলে ইঁহার স্থান সঙ্কুলান না হওয়ায় ক্ষেত্রমণ্ডল, ব্রজমণ্ডল প্রভৃতি স্থানেও ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে। তৎপরে সমগ্র ভারতে ইঁহার শাখা প্রশাখা বিস্তৃত হয়।

ভৌগোলিক ও ঐতিহাসিকগণ ত' আমাদের এই বৃক্ষের সংবাদ শুনিয়া বিস্মিত! তাঁহারা স্ব-স্ব পাজিপুঁথি খুঁজিয়া কোথাও ইঁহার নাম-গন্ধও পাইতেছেন না। তাহা হইলে কি আমরা আকাশ-কুসুমবৎ কোন অলীক দ্রব্যের নাম করিয়া তাঁহাদের মস্তিষ্ক বিকৃত করিবার চেষ্টা করিতেছি? তাহা নহে, আমরা সত্য-ঘটনাই বর্ণন করিতেছি। আমরা উপরে বৃক্ষের যে পরিচয় দিলাম তাহাতেও যদি না ধরিতে পারেন তাহা হইলে নিম্নে আরও একটু বিশদ-বর্ণন করিতেছি।

পূর্ব্বে যাহা আলোচিত হইয়াছে, তাহাতে স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে, বৃক্ষটীর মালাকার—ইঁহার মূল স্কন্ধ; এই মূল স্কন্ধ হইতে দুইটী শাখা বাহির হইয়াছে, তাহা হইতে আবার বহু শাখা-প্রশাখা বাহির হইয়াছে। বৃক্ষটীর শিকড় নয়টী। প্রায় চারিশত বৎসর বৃক্ষটী গা ঢাকা দিয়া ছিলেন। এখন আবার মালাকারের ঐকান্তিকী ইচ্ছায় বৃদ্ধি পাইতেছেন। এবার গিরি, নদী, উপসাগর, সাগর, মহাসাগরাদি অতিক্রম করিয়া চলিয়াছেন। বৃক্ষটীর একটী বিশেষণ—সজ্জনতোষণ। এখন পাঠকগণ এই পরম-রহস্যপূর্ণ বৃক্ষটীর অনুসন্ধান করুন, ইঁহার নাম নির্ণয় করুন; আমরা ইঁহার সম্বন্ধে আজ আর কিছুই বলিব না।

ব্রাহ্মণ ও অব্রাহ্মণ

[শ্রীযুক্ত মধুসূদন চট্টোপাধ্যায় বি-এ]

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র—চারিটী বর্ণ। গীতায় শ্রীভগবান্ বলিতেছেন,—"চাতুর্ব্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্ম্ম-বিভাগশঃ" অর্থাৎ গুণ ও কর্ম্মানুযায়ী আমাকর্ত্তৃক চারি-বর্ণের সৃষ্টি হইয়াছে। স্বভাবানুসারে বর্ণ-নিরূপণই শাস্ত্রের উদ্দেশ্য। যেরূপ, পণ্ডিতের পুত্র যে পণ্ডিতই হইবে এরূপ কোনও নিয়ম নাই, তদ্রূপ ব্রাহ্মণের পুত্রই যে ব্রাহ্মণ হইবে তাহাও যুক্তিযুক্ত নহে। তাই মহাভারতে (শান্তিপর্ব্ব ১৮৯।৮) বলিতেছেন—

"শূদ্রে চৈতদ্ ভবেল্লক্ষ্ম দ্বিজে তচ্চ বিদ্যতে।
ন বৈ শূদ্রো ভবেচ্ছূদ্রো ব্রাহ্মণো
ব্রাহ্মণো ন চ॥"

অর্থাৎ শূদ্রে যদি ব্রাহ্মণের লক্ষণ দেখা যায় এবং ব্রাহ্মণে যদি শূদ্র লক্ষণ বর্ত্তমান থাকে তবে তাদৃশ শূদ্রকে শূদ্র এবং ব্রাহ্মণকে ব্রাহ্মণ বলা যাইবে না। শ্রীমদ্ভাগবতেও দেখিতে পাই—

"যস্য যল্লক্ষণং প্রোক্তং পুংসো
বর্ণাভিব্যঞ্জকম্।
যদন্যত্রাপি দৃশ্যেত তত্তেনৈব বিনির্দ্দিশেৎ॥"

অর্থাৎ যে বর্ণের যে যে লক্ষণ শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট আছে সেই সেই লক্ষণ যেখানে লক্ষিত হইবে, সেই বর্ণত্বে তাহাকে নির্দ্দেশ করিতে হইবে। অতএব কেবল জন্মের দ্বারা বর্ণ-নিরূপণ শাস্ত্রীয়-বিধি নহে। শ্রীমদ্‌ভগবদ্গীতার নিম্নলিখিত শ্লোকগুলি হইতে বর্ণ লক্ষণ সহজে লক্ষ্য করা যাইতে পারে—

"ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বিশাং শূদ্রানাঞ্চ পরন্তপ।
কর্ম্মাণি প্রবিভক্তানি স্বভাবপ্রভবৈর্গুণৈঃ॥
শমো দমস্তপঃ শৌচং ক্ষান্তিরার্জ্জবমেব চ।
জ্ঞানং বিজ্ঞানমাস্তিক্যং ব্রহ্মকর্ম্ম স্বভাবজম্॥
শৌর্য্যং তেজো ধৃতির্দাক্ষ্যং যুদ্ধে
চাপ্যপলায়নম্।
দানমীশ্বরভাবশ্চ ক্ষত্রকর্ম্ম স্বভাবজম্॥
কৃষিগোরক্ষবাণিজ্যং বৈশ্যকর্ম্ম স্বভাবজম্।
পরিচর্য্যাত্মকং কর্ম্ম শূদ্রস্যাপি স্বভাবজম্॥"

তাই ব্রাহ্মণ-বংশে জন্মগ্রহণের সঙ্গেই যে ব্রাহ্মণতা সিদ্ধ হয় না, তাহাই বুঝাইবার জন্য শাস্ত্র বলিতেছেন,—

"জন্মনা জায়তে শূদ্রঃ সংস্কারাৎ দ্বিজ
উচ্যতে।
বেদাভ্যাসাৎ ভবেৎ বিপ্রঃ ব্রহ্মজানাতীতি
ব্রাহ্মণঃ॥"

ব্রহ্মজ্ঞই ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াও যিনি 'ব্রহ্ম কি বস্তু' জানিতে পারিলেন না, তিনি অব্রাহ্মণ।

মনুসংহিতায়ও আমরা ত্রিবিধ জন্মের কথা শুনিতে পাই, যথা—মাতুরগ্রেঽধিজননং দ্বিতীয়ং মৌঞ্জীবন্ধনে। তৃতীয়ং যজ্ঞদীক্ষায়াং দ্বিজস্য শ্রুতি-চোদনাৎ॥ অর্থাৎ শ্রুতিতে কথিত হয় যে, দ্বিজের মাতৃকুক্ষি হইতে প্রথম জন্মই শৌক্র জন্ম। পরে উপনয়ন-সংস্কার হইতে দ্বিতীয়-জন্ম লাভ হয় এবং তৎপরে যজ্ঞ-দীক্ষা-দ্বারা তাহার তৃতীয় জন্ম হইয়া থাকে। অতএব দেখা যাইতেছে যে, জন্ম ত্রিবিধ—শৌক্র, সাবিত্র ও দৈক্ষ। যাঁহারা ব্রহ্ম কি বস্তু জানেন না অথচ নিজকে ব্রাহ্মণ বলিয়া অভিমান করেন তাহা-দিগকে শাস্ত্র "আত্মানং ব্রাহ্মণং ব্রবীতীতি ব্রাহ্মণব্রুবঃ" এই বাক্যে ব্রাহ্মণব্রুব-আখ্যা প্রদান করিয়াছেন। অত্রিসংহিতা বলিতে-ছেন—ব্রহ্মতত্ত্বং ন জানাতি ব্রহ্মসূত্রেণ গর্ব্বিতঃ তেনৈব স চ পাপেন বিপ্রঃ পশুরুদাহৃতঃ" অর্থাৎ যে ব্রাহ্মণকুলোদ্ভূত ব্যক্তি ব্রহ্মতত্ত্ব জানেন না এবং কেবলমাত্র ব্রহ্মসূত্রের গর্ব্ব করেন সেই পাপে সেই ব্রাহ্মণ পশু বলিয়া খ্যাতি লাভ করেন। মনুসংহিতায়ও দেখা যায়—

"যোঽনধীত্য দ্বিজো বেদমন্যত্র কুরুতে
শ্রমম্।
স জীবন্নেব শূদ্রত্বমাশু গচ্ছতি সান্বয়ঃ॥"

অর্থাৎ যে দ্বিজ বেদাধ্যয়ন না করিয়া অন্য বিষয়ে শ্রম স্বীকার করেন তিনি জীবিত অবস্থাতেই সবংশে শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হন।

মনু আরও বলিতেছেন—

"যথা কাষ্ঠময়ো হস্তী যথা চর্ম্মময়ো মৃগঃ।
যশ্চ বিপ্রোঽনধীয়ানস্ত্রয়স্তে নাম বিভ্রতি॥
অলিঙ্গী লিঙ্গিবেশেণ যো বৃত্তিমুপজীবতি।
স লিঙ্গিনাং হরত্যেনস্তির্য্যগ্‌যোনৌ
প্রজায়তে॥"

বেদে বলিতেছেন—যিনি সেই অক্ষর-বস্তু ভগবান্‌কে জানিয়া ইহ-ধাম হইতে প্রয়াণ করেন, তিনিই ব্রাহ্মণ আর যিনি ভগবজ্‌-জ্ঞান লাভ করিতে না পারেন তিনিই অব্রাহ্মণ বা শূদ্র। তাই বৃহদারণ্যকোপনিষদ্ বলেন—

এতদক্ষরং গার্গি বিদিত্বাস্মাৎ লোকাৎ
প্রৈতি স ব্রাহ্মণঃ।

"মনঃ-শিক্ষা"

(শ্রীযুক্ত ভবদেব চট্টোপাধ্যায়)

(১)

জনমি' মানব-কুলে
ধর্ম্মভূমি ভারতে।
লইয়া বিবেক জ্ঞান,
আর্য্যবংশে পেয়ে স্থান,
দুর্ল্লভ জনম হায়—
কাটাব কি ভোগেতে॥

যে-দেহ সাজাই আমি
মনোরম সাজেতে।
অন্তিমে সে-দেহ ভাই,
জলে পুড়ে হবে ছাই,
শকুনি গৃধিনী তায়—
বিহরিবে সুখেতে॥

(২)

অথবা জন্মিয়ে কৃমি
পচে' খসে' যা'বে রে।
এই যদি পরিণাম,
তবে কেন অবিরাম,
পচা জড়গন্ধে ধেয়ে—
জনম কাটা'বে রে॥

তাই বলি শুন মন
সাবধান হও রে।
এখনও সময় আছে,
ছুটে চল সাধু পাছে;
কায়মনে সযতনে—
সদাশ্রয় লও রে॥

(৩)

কতদিন জগমাঝে
থাকিবেরে বল না।
দেখিতে দেখিতে হায়,
জীবন চলিয়া যায়,
তাহা কি রে মূঢ় মন—
দেখিয়াও দেখ না॥

কালের সাগরে ধায়
বাধা কেউ মানে না।
কত এল, কত গেল,
চেয়ে দেখ কত ছিল,
খরস্রোতে ভেসে যায়—
নাই তার ঠিকানা॥

(৪)

যদিও অনিত্য মন
নশ্বর দেহখানা।
তবু পরমার্থ-প্রদ,
ত্যজি' সর্ব্ব জড়মদ,
নিশিদিনে কায়মনে—
কর হরি-সাধনা॥

এক দুই করি আর
দিনগুলি দিও না।
দীন হ'য়ে দীননাথে,
প্রতিদিন প্রণিপাতে,
সেব' মন এই হ'তে
ভুলে যেন যেও না॥

(৫)

জড়ানন্দ নিরানন্দে
মেতে আর থেকনা।
জনম সফল কর,
করি' পর উপকার
চাও যদি পরানন্দ
নিত্যানন্দে ডাক না॥

নিতাই-চরণ সত্য
কর তাঁ'র ভজনা।
ভজিলে শ্রীনিত্যানন্দ,
পাইবে বিমলানন্দ,
নতুবা আনন্দ-কন্দ
গৌরচাঁদে পাবে না॥

সকল জন্মে পিতামাতা সবে পায়। গুরুকৃষ্ণ নাহি মিলে ভজহ হিয়ায়॥

কাশী সনাতন-গৌড়ীয়মঠ

অন্নকূট-মহোৎসবের নৈবেদ্য-তালিকা

—:*:—

১। অন্নের পর্ব্বত, ২। ঘৃতসিক্ত অন্ন, ৩। জগন্নাথের কানিকা, ৪। পুষ্পান্ন, ৫। খেচরান্ন, ৬। পায়সান্ন, ৭। পেঁপের পায়স, ৮। আতার পায়স, ৯। লাউএর পায়স, ১০। চনীর পায়স, ১১। লুচীর পর্ব্বত, ১২। মালপোয়া, ১৩। পেয়ারার পায়স, ১৪। চনী পিষ্ঠক, ১৫। নারিকেলের পদ্মচিনি, ১৬। বাদাম-বরফি, ১৭। পেয়ারার জেলি, ১৮। চিরঞ্জীর বরফি, ১৯। আলুর শাক, ২০। মূলা শাক, ২১। বাস্তু শাক, ২২। কচু শাক, ২৩। নটে শাক, ২৪। নালিতা শাক, ২৫। পুঁই শাক, ২৬। হিংচে শাক, ২৭। ব্রাহ্মী শাক, ২৮। ছোলা শাক, ২৯। মটর শাক, ৩০। শুষনী শাক, ৩১। করলা শাক, ৩২। শাসকি শাক, ৩৩। মুগের শাক, ৩৪। সজিনা শাক, ৩৫। ধনের শাক, ৩৬। কুমড়া শাক, ৩৭। লাউ শাক, ৩৮। অরহর ডাল, ৩৯। ছোলা ডাল, ৪০। মটর ডাল, ৪১। মুগ ডাল, ৪২। তিক্ত ডাল, ৪৩। টক ডাল, ৪৪। কচু সিদ্ধ, ৪৫। আলু সিদ্ধ, ৪৬। পটল সিদ্ধ, ৪৭। ঢেড়স সিদ্ধ, ৪৮। কাঁচকলা সিদ্ধ, ৪৯। শকরকন্দ সিদ্ধ, ৫০। লাল আলু সিদ্ধ, ৫১। কচু ঘণ্ট, ৫২। মূলা চচ্চড়ী, ৫৩। কুমড়ার ছক্কা, ৫৪। লাফারা, ৫৫। পালং শাক, ৫৬। ডাটা চচ্চড়ী, ৫৭। কপির ডালনা, ৫৮। কপি কনাক, ৫৯। মূলা ছেচকী, ৬০। কচু ভাজা, ৬১। আলু ভাজা, ৬২। মূলা ভাজা, ৬৩। কাঁচকলা ভাজা, ৬৪। পটলভাজা, ৬৫। ঢেড়স ভাজা, ৬৬। পকডাল ভাজা, ৬৭। পেঁপে চাটনী, ৬৮। লাউচাটনী, ৬৯। কুমড়া চাটনী, ৭০। কুমড়ার ঘণ্ট, ৭১। কপি ভাজা, ৭২। আলুর দম, ৭৩। ভুনি খিচুড়ী, ৭৪। রসা, ৭৫। সুক্তা, ৭৬। ছানার পুষ্পান্ন, ৭৭। আলুর পায়স, ৭৮। কলা, ৭৯। নাসপাতি, ৮০। আঙ্গুর, ৮১। পেস্তা, ৮২। বাদাম, ৮৩। কিসমিস, ৮৪। আখরোট, ৮৫। মনক্কা, ৮৬। লেবু (কমলা) ৮৭ খেজুর, ৮৮। কিসমিস, ৮৯। পাতিলেবু, ৯০। তাম্বুল, ৯১। রাবড়ি, ৯২। মালাই, ৯৩। ছানা, ৯৪। ছানার পায়স, ৯৫। লাড্ডু, ৯৬। তিনসেরা বাতাসা, ৯৭। ছোট বাতাসা, ৯৮। পটলী, ৯৯। বেগুনী, ১০০। লঙ্কার ফুলুরী, ১০১। মিহিদানা, ১০২। ঝুরিভাজা, ১০৩। চমচম, ১০৪। মতিচুর, ১০৫। চিড়া, ১০৬। খই, ১০৭। কুমড়ার বরফি, ১০৮। মুড়ি, ১০৯। খইএর মুড়কি, ১১০। ছানাবড়া, ১১১। হুকুম মুড়ি, ১১২। ফুলবড়ি ভাজা, ১১৩। নিমবেগুণ, ১১৪। মুড়ির মোয়া, ১১৫। রসগোল্লা, ১১৬। গজানিমকি, ১১৭। মাহুরে লাড্ডু, ১১৮। খেজুরে গজা, ১১৯। সিঙ্গাড়া, ১২০। পানিফল, ১২১। বকফুলভাজা, ১২২। খাস্তা কচুরী, ১২৩। গুলের বড়া ১২৪। টকপালং, ১২৫। আমসন্দেশ, ১২৬। নারকেল সন্দেশ, ১২৭। কলাইএর মগদার, ১২৮। আনন্দ লাড্ডু, ১২৮। নারকেলের ছাচ, ১২৯। ঝালের লাড্ডু, ১৩০। জিরেমুক্তার লাড্ডু, ১৩১। ছোলার বরফি, ১৩২। বাদামের বরফি, ১৩৩। কুমড়ার বরফি, ১৩৪। কুমড়ার মোরব্বা ১৩৫। চালকুমড়ার মোরব্বা, ১৩৬। মকাই খই, ১৩৭। পদ্ম খই, ১৩৮। পেড়াকি, ১৩৯। চিড়া ভাজা, ১৪০। নিমপটোলী, ১৪১ নকল দানা, ১৪২। মাখনের নকল দানা, ১৪৩। ঐ নিমকি, ১৪৪। মুগের বড়া, ১৪৫। খইএর লাড্ডু, ১৪৬। ছোলার চাকতি, ১৪৭। মুগের তকতি, ১৪৮। দুধ বড়া, ১৪৯। দই বড়া, ১৫০। আপেল, ১৫১। ছোলার বরফি, ১৫২। দালমোট ভাজা, ১৫৩। আতা সন্দেশ, ১৫৪। পেঁড়া (ছানার), ১৫৫। ক্ষীরের পেঁড়া, ১৫৬। আমের মোরব্বা, ১৫৭। কাঁঠালের মোরব্বা, ১৫৮। আমড়ার মোরব্বা, ১৫৯। আমের চাটনী, ১৬০। কাসন্দি, ১৬১। ছোলাভাজা ১৬২। শুল আমলকি, ১৬৩। নারিকেলের চিড়া, ১৬৪। নারিকেলের জিরা, ১৬৫। নারিকেলের রসকরা, ১৬৬। আমের টুকরা আচার (তেলের), ১৬৭। কুচি আমের আচার (অম্ল), ১৬৮। কুচি আমের মোরব্বা, ১৬৯। আমের জেলি, ১৭০। আস্ত লেবুর আচার, ১৭১। কুচি লেবুর আচার, ১৭২। আদার আচার, ১৭৩। লঙ্কার আচার, ১৭৪। মিষ্ট আমখণ্ড, ১৭৫। করমচার আচার, ১৭৬। আমের নুনের আচার, ১৭৭। আমের নুনের নিমকি, ১৭৮। কুচো আদার আচার, ১৭৮। দই, ১৭৯। মুগের রসপুলি, ১৮০। দইএর চাটনী, ১৮১। জয়নগরের মোয়া, ১৮২। মুগের ভাজাপুলি ১৮৩। সরভাজা, ১৮৪। পানিচুর, ১৮৫। পানিচুর বড় ২ সেরা, ১৮৬। লেডিকেনি, ১৮৭। লেডিকেনি বড় (/১ সের), ১৮৮। চমচম, ১৮৯। বড় চমচম (/২ সেরা), ১৯০। ভাজাপুলি, ১৯১। চিনাবাদামের হালুয়া, ১৯২। সুজীর হালুয়া, ১৯৩। পেপের হালুয়া, ১৯৪। পেয়ারার হালুয়া ১৯৫। আম কাসন্দি, ১৯৬। ঝাল কাসন্দি, ১৯৭। পুদিনার চাটনী, ১৯৮। আমড়ার চাটনী, ১৯৯। পেপের চাটনী, ২০০। পেয়ারার চাটনী, ২০১। আমছেচা, ২০২। ক্ষীরমোহন ২০৩। ক্ষীরমোহন বড় (/২ সেরা) ২০৪। ছাতু, ২০৫। ছাতু (মুড়ির), ২০৬। ছাতু (মুগের), ২০৭। ছাতু (চিড়ার), ২০৮। ঝালের গুড়া, ২০৯। পোস্তভাজা, ২১০। পোস্ত গুড়া, ২১১। নারকেলের গঙ্গাজলী, ২১২। তিলবড়া, ২১৩। রেশমীগুড়া, ২১৪। মুড়কির পাহাড়, ২১৫। চিনির মন্দির, ২১৬। চিড়ার মোয়া, ২১৭। খইএর মোয়া ২১৮। নিমকি, ২১৯। কচুরি, ২২০। সিঙ্গাড়া, ২২১। ক্ষীরের মালপোয়া, ২২২। ছানাবড়া, ২২৩। ছানার মালপোয়া ২২৪। গোকুলপিঠা, ২২৫। চিনির হাঁচ, ২২৬। চিড়ের রসাপুলী, ২২৭। আচার (যবের), ২২৮। আচার (ছোলার), ২২৯। চন্দ্রপুলি, ২৩০। মনোহরা, ২৩১। ক্ষীরের তকতি, ২৩২। মুগের বরফি, ২৩৩। পেয়ারার বরফি, ২৩৪। চিরঞ্জীর বরফি, ২৩৫। পাটি সাপ্টা, ২৩৬। বড়া, ২৩৭। ক্ষীরের চন্দ্রপুলি, ২৩৮। সমসা, ২৩৯। গুজিয়া, ২৪০। গজা, ২৪১। ক্ষীরপুরিয়া, ২৪২। ক্ষীরের ছাচ, ২৪৩। পানিতুয়া (লম্বা ১হাত) ২৪৪। অমৃতকেলি, ২৪৫। জিলিপি, ২৪৬। খাজা, ২৪৭। শঙ্খ সন্দেশ, ২৪৮। কমলা সন্দেশ, ২৪৯। সরুচাকলী, ২৫০। চিড়ার পিঠা, ২৫১। পাঁপড় (কলাই, ২৫২। মুগের পাঁপর, ২৫৩। আলুর পাঁপর, ২৫৪। অমৃতি, ২৫৫। বুঁদিয়া, ২৫৬। মিশ্রিপানা, ২৫৭। চিনির পানা, ২৫৮। সুবাসিত জল, ২৫৯। কর্পূর জল, ২৬০। শীতল জল, ২৬১। মকাই ভাজা, ২৬২। মকাই লাড্ডু, ২৬৩। মিষ্টিগজা, ২৬৪। গুড় বাতাসা, ২৬৫। চিনির বাতাসা, ২৬৬। যবের ছাতু, ২৬৭। মকাইছাতু ২৬৮। মাখানা ছাতু, ২৬৯। নারিকেল ভাজা, ২৭০। শটির পায়স, ২৭১। সিঙ্গাড়ার পায়স, ২৭২। রসগোল্লার পায়স, ২৭৩। চিড়ার পায়স, ২৭৪। পানিফলের লুচি, ২৭৫। ঐ জিলিপি ২৭৬। মাঠা, ২৭৭। তিল গুড়া, ২৭৮। ঐ লাড্ডু, ২৭৯। কলাই কচুরী, ২৮০। ছানার জিলিপি, ২৮১। তাম্বুল, ২৮২। কাঁচকলার রসা, ২৮৩। কাঁচকলার ডালনা, ২৮৪। লাউএর পিঠা, ২৮৫। আদার হাঁর, ২৮৬। কুলের চাটনী, ২৮৭। কুমড়াবড়ি, ২৮৮। লাউ বড়ি, ২৮৯। শশা বড়ি, ২৯০। মোচা, ২৯১। থোড়, ২৯২। দুধ, ২৯৩। ক্ষীর, ২৯৪। কএক প্রকারের আচার ইত্যাদি। ব্যস্ততাহেতু আরও কতক প্রকার সামগ্রীর তালিকা সংগৃহীত হয় নাই।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

সর্ব্বসাধারণের সুবিধার জন্য শ্রীগৌড়ীয়-মঠ হইতে প্রকাশিত সুবৃহৎ শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত (সূচী, আদি, মধ্য ও অন্ত্যলীলা) গ্রন্থের ভিক্ষা বর্ত্তমানে ১০৲ দশ টাকা স্থলে ৬৲ ছয় টাকা হইয়াছে। ডাকমাশুল স্বতন্ত্র।

"শরণাগতি"

[শ্রীযুক্ত ভবদেব চট্টোপাধ্যায়]

জয় জয় গুরুদেব সর্ব্বশক্তিমান্।
পতিতপাবন তুমি করুণা-নিধান ॥
আপন করম-ফলে পড়িয়া এ ভব-জলে
কাম-তিমিঙ্গিলে গিলে নাশিল জীবন।
নিজ পদে টানি' রাখ অধমতারণ ॥

পড়েছি সঙ্কটে ঘোর নাহিক উপায়।
বদ্ধ হ'য়ে আশাপাশে সদা ভাসি' যায় ॥
প্রবৃত্তি-তরঙ্গ মালা প্রতিঘাতে করে খেলা
অকূল পাথরে পড়ি' হাবুডুবু খাই।
এ অকূলে কূল দিতে আর কেউ নাই ॥

প্রজ্জ্বলিত হুতাশন বিষয়-বাসনা-
লক্লকি সপ্তজিহ্বা প্রলুব্ধ রসনা,
অন্তর দহিয়া যায় তিলেক বিরাম নাই
জ্বলে শুধু ধূ-ধূ রবে সদা কাঁদি তায়।
কে নিভাবে এ অনল তোমা বিনা হায় ॥

ছয়টা কু-লোকে লয় যথা সদা ভয়।
ঘন অন্ধকারে পড়ি' আলোক না পায় ॥
নৃলোকে জনমি আমি ভূলোকেতে সদা ভ্রমি,
কু-লোকে স্বলোক বলি' লভিনু নিরয়।
গোলোকপুলক-ধনে বঞ্চিনু নিশ্চয় ॥

ওহে গোলোকের জন, এই নিবেদন।
ভুঞ্জুক করম ফল মোর দেহ মন ॥
আসুক্ বিপদমালা দহুক্ ত্রিতাপজ্বালা
জ্বলুক্ অভাব-ডালা কাঁদুক জীবন।
হাসুক্ বিপক্ষচয় দেখুক্ ভুবন ॥

বর্ষুক্ জীমূত ইন্দ্র ভীষণ করকা।
হউক্ প্রলয় বিশ্ব ছুটুক্ তারকা ॥
কক্ষচ্যুত রবিশশী হো'ক্ ভব যাহা খুসী
হাসুক্ অশনিরাশি সহস্রলোচন।
করুক্ দারিদ্র্যফণী সুতীব্র দংশন ॥

সপ্তবারিধি-জল পড়ুক উথলি'।
অটল থাকি গো যেন 'হরে কৃষ্ণ' বলি ॥
কি সম্পদে কি বিপদে দাও মতি কৃষ্ণপদে
আমি যে দুর্ব্বল জন তুমি মহাবলী।
ওহে দুর্ব্বলের বল কর মোরে বলী ॥

কৃষ্ণ-আরাধনে কর হিমাদ্রি অচল।
ভক্তি-জলে হৃদি কর বারিধি অতল ॥
ভাগ্যে ভাল-মন্দ ফল কৃপা তব সুমঙ্গল
ওপদ-কমলে দিনু এজীবন ভার।
'হরে কৃষ্ণ' বলি যেন নাচি অনিবার ॥

শরণ লঞা করে কৃষ্ণে আত্মসমর্পণ। কৃষ্ণ তারে করে তৎকালে আত্মসম ॥

শুদ্ধভক্তি গ্রন্থমালা

বাঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। ভাষ্যসহ বিরাট শ্রীচৈতন্যভাগবত ৫৲
২। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ৯৲
একাদশ স্কন্ধ হইতে খণ্ডশ ৷৶
৩। অনুভাষ্যসহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (৪র্থ সংস্করণ) ৬
৪। ভক্তিবিবেককুসুমাঞ্জলি (বাঁধা) ১৲
৫। গৌড়ীয়-গৌরব ৷৶০
৬। গৌড়ীয়-সাহিত্য ৷৶০
৭। ভজনরহস্য ৷০
শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা)
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৯। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ)
ঐ (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
১০। গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি টীকাসহ)
ঐ (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
১১। গীতার কেবল মাধ্ব-ভাষ্য ৷০
১২। যুক্তিমল্লিকা গুণসৌরভঃ সানুবাদ (মাধ্ব) ২৲
১৩। বেদান্তত্ত্বসার সানুবাদ (রামানুজীয়) ৷০
১৪। জৈবধর্ম্ম ২৲
১৫। শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৬। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১৭। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ৷৶০
ঐ (বাঁধা) ৸০
১৮। দ্বীপ-দিগ দর্শন ৶০
১৯। সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ) ৷৶০
২০। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ৷০
ঐ (আবাঁধা) ৷৶০
২১। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
২২। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৶০
২৩। গীতমালা ৴১০
২৪। নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য ৶০
২৫। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶০
২৬ নবদ্বীপ পঞ্জিকা (৪৪৭ গৌরাব্দ) ৶০
২৭। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
২৮। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা-দর্পণ ।০
২৯। শরণাগতি ৴০
৩০। গীতাবলী ৴০
৩১। চিত্রে নবদ্বীপ ১৷০
৩২। সাধনকণ ৴০
৩৩। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৴০
৩৪। নবদ্বীপশতক ৴০
৩৫। অণপঞ্চক ৴০
৩৬। সদাচারস্মৃতিঃ ৴০
৩৭। কল্যাণকল্পতরু (৫ম সংস্করণ) ৴১০
৩৮। অর্চ্চনকণ ১০
৩৯। সাধককণ্ঠমালা (বাঁধা) ৷০
ঐ (আবাঁধা) ৶০
৪০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (প্রথম চারিখণ্ড) ৩৲
৪১। ব্রহ্মসংহিতা ৷০
৪২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৪৩। মণিমঞ্জরী সানুবাদ ।০
৪৪। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৪৫। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ।০
৪৬। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৪৭। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
৪৮। গৌড়ীয়মঠ কি করেন? ৴০
৪৯। ঈশোপনিষৎ (বলদেব ও মাধ্ব-ভাষ্য এবং বিবৃতি ও অনুবাদসহ) ।০
৫০। শ্রীভুবনেশ্বর ৶০
৫১। সিদ্ধান্তদর্পণ ৶০
৫২। সাংখ্যবাণী ৴০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৫৩। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী-দিগ্বিজয়ঃ ৷০
৫৪। সটীক-শিক্ষাদশমূলম্ ।০
৫৫। তত্ত্ব-সূত্রম্ ।০
৫৬। সানুবাদ-শিক্ষাষ্টকম্ ৶০
৫৭। গৌড়ীয়মঠস্থ পরিচয়ঃ ৴০
৫৮। সারাংশবর্ণনম্ ৶০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৫৯। রায় রামানন্দ ৷০
৬০। নামভজন ।০
৬১। রিলেটীভ ওয়ার্ল্ডস্ ৷৶০
৬২। লাইফ য়্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।০
৬৩। বৈষ্ণবীজম্ ।০
৬৪। হোয়াট গৌড়ীয়মঠ ইজ ডুইং ৴০
৬৫। দি ভাগবত ।০
৬৬। থিয়োটিক্ প্রিন্সিপ্ল য়্যাণ্ড আনেলয়েড ডিভোসন ।০
৬৭। ব্রহ্ম-সংহিতা ২৷০
৬৮। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (ভলুম ওয়ান) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৬৯। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ৷০
৭০। সাধন পথ ।০
৭১। কল্যাণ-কল্পতরু ৴১০
৭২। গীতাবলী ৴০
৭৩। শরণাগতি ৴০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৭৪। শরণাগতি

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

নদীয়া-প্রকাশপ্রাপ্তির স্থান

১। শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম-মায়াপুর, নদীয়া
২। শ্রীযোগপীঠ ঐ
৩। শ্রীবাস অঙ্গন ঐ
৪। অদ্বৈত-ভবন ঐ
৫। কাজীর সমাধি-পাট ঐ
৬। স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ, নদীয়া।
৭। শ্রীভাগবত আসন কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
৮। শ্রীএকায়ন মঠ গোবিন্দপুর, হাঁসখালী।
৯। দ্বাদশগোপাল পাট—পোঃ চাকদহ,
১০। শ্রীগৌর গদাধরমঠ—চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড়, বর্দ্ধমান
১১। শ্রীমোদদ্রুমছত্র মাউগাছি, বর্দ্ধমান
১২। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম, আমলাযোড়া, পোঃ রাজবাধ বর্দ্ধমান
১৩। শ্রীগৌড়ীয়মঠ বাগবাজার, কলিকাতা
১৪। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাজু, হাওড়া,
১৫। শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয়মঠ, ৯০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা
১৬। শ্রীগোপালজী মঠ কমলাপুর, ঢাকা।
১৭। শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ পোঃ বালিয়াটী.
১৮। শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয়মঠ ময়মনসিংহ।
১৯। শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ চিরুলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর
২০। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম গোয়ালপাড়া, আসাম।
২১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ রায়পেটা, মান্দ্রাজ।
২২। শ্রীরামানন্দগৌড়ীয় মঠ কব্বুর, জিঃ পশ্চিম গোদাবরী
২৩। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ উড়িয়াবাজার, পোঃ বক্সীবাজার, কটক।
২৪। শ্রীত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয় মঠ ভুবনেশ্বর।
২৫। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ স্বর্গদ্বার, পুরী।
২৬। শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ আলালনাথ পোঃ ব্রহ্মগিরি, পুরী।
২৭। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ ডুমুরকুণ্ডা, পোঃ চিরকুণ্ডা, মানভূম।
২৮। শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ—কাশী।
২৯। শ্রীরূপগৌড়ীয় মঠ—এলাহাবাদ।
৩০। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ পুরাণবাজার, সরকার ঠাকুরের কুঞ্জ, বৃন্দাবন
৩১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, নিউদিল্লী
৩২। শ্রীপরমহংসমঠ—নৈমিষারণ্য,
৩৩। শ্রীসারস্বত গৌড়ীয় মঠ—হরিদ্বার।
৩৪। শ্রীব্যাসগৌড়ীয়মঠ—কুরুক্ষেত্র, পঞ্জাব
৩৫। শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাবুলনাথ রোড, পোঃ গ্র্যাণ্ট রোড, বোম্বে।
৩৬। লণ্ডন গৌড়ীয়মঠ, ৩৯নং গ্লেডন্ গার্ডেন্স, কেনসিংটন্ লণ্ডন, (এস্, ডব্লিউ—১০)।
৩৭। অমর্ষি গৌড়ীয়মঠ—মেদিনীপুর
৩৮। সরভোগ গৌড়ীয় মঠ—সরভোগ, কামরূপ, আসাম,

শুদ্ধভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীলভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী মাসিক। শ্রীধাম-মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲।

১। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৷০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দি ভাষায় একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি হৃদয় বন মহারাজ সম্পাদিত ও নৈমিষারণ্য শ্রীপরমহংস মঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ১৷০ দেড় টাকা মাত্র।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ দেড় টাকা মাত্র।

৫। কীর্ত্তন—মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ নিমানন্দ সেবাতীর্থ বি-এজি, বি-টি, সম্পাদিত। আসাম গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম হইতে প্রকাশিত আসামী ভাষায় মাসিক। ভিক্ষা সডাক ১৷০ দেড় টাকা মাত্র

শ্রীচৈতন্যভাগবত

আদিকবি শ্রীল বৃন্দাবন দাস প্রণীত সমগ্র গ্রন্থ

গ্রন্থের মূল বোল্ড অক্ষরে এবং তন্নিম্নে বিশ্ববিশ্রুত গৌড়ীয়মঠের প্রতিষ্ঠাতা ও আচার্য্য ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তি-সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের রচিত বিস্তৃত ভাষ্য উত্তম কাগজে সৌষ্ঠবের সহিত মুদ্রিত হইয়াছেন। ডবল ক্রাউন আটপেজি আকারে ১০৯৬ পৃষ্ঠায় কেবল মূল ও ভাষ্য সম্পূর্ণ হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত শ্লোকসূচী, পদ্যসূচী, স্থানসূচী, পাত্রসূচী, বিষয়সূচী, শব্দসূচী প্রভৃতি বিস্তৃত সূচীপত্রেও একটী গ্রন্থ হইবে। সভাষ্য শ্রীচৈতন্যভাগবতের এরূপ উৎকৃষ্ট ও অমূল্য বিরাট সংস্করণ জগতের কোথায়ও আজ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হন নাই, ইহা নিরপেক্ষ পাঠক-মাত্রকেই একবাক্যে স্বীকার করিতে হইবে। শ্রীগৌড়ীয়মঠের উৎসব-কালে গ্রন্থের ভিক্ষা ১২৲ বারটাকা স্থলে—৫৲ পাঁচটাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীচৈতন্যমঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

কলিকাতা বাজার দর

লৌহ হাডওয়ার

২৭শে অক্টোবর ১৯৩৩

টাটার তৈয়ারী— প্রতি হন্দর।

লোহার কড়ি (জয়েষ্ট বা বীম)

মার্কা	৫।৶০—৫॥৵০
ঐ বে-মার্কা হাল্কা ওজন	৪।৵০—৪॥৶০
বরগা (টী-আয়রণ)	৬৵০—৬।০
এঙ্গেল আয়রণ (কোনা)	৫৸৵০—৬।৵০

গ্যালভানাইজড করগেট টীন—

২২ গেজ ৬ হইতে ১০ ফুট	১১।৵০
২৪ গেজ ,, ,,	১০৸৵০
২৬ গেজ ,, ,,	১২
২৪ গেজ আর, পি, ডি, মার্কা	১২৸৶০
২৪ গেজ গাঃ প্লেন সীট—	১১।৵০
২৬ গেজ	১২।০
২৮ গেজ ও ৩০ গেজ ঐ—	১৩৲—১৬৲
বাগান ঘেরা কাঁটাতার ১০০ পাউণ্ড বাঃ	৮৸০
ষ্টীল পাটী	৬৲৵—৬।০
,, বোল্টু (গোল)	৬৲৵—৬।০
,, চৌকা (চৌকা)	৬৵০—৬৲।০
,,গোল রড ৶০—।৶০ সূতা	৫৵০—৫॥০
,, টানা রড-চৌকা ৶০—।৵০ ঐ	৫৵০—৫॥০
,, সাওজি তাল	৭৲—৭৸০
,, প্লেট—তিন সূতা মোটা পর্য্যন্ত	৭।০—৭।০
,, চাদর ৩-১৬ থানা বাণ্ডিল	৯॥৵—১০৲
স্প্রীং ষ্টীল	৮।০—৯৲
হাফ রাউণ্ড	৫৸৵—৭৲৵০
ক্রুরের পেরেক ১—৬ ইঞ্চি	৯—৯৸০
প্যাটেণ্ট পেরেক ২—৮ ইঞ্চি	১২।০—১৫॥০
ঢালাই কড়া ১ হইতে ১০ নং	২॥০ সাট
কোদাল ৪, ৫, ৬,	৭৸৵০ ৮৸৵০ ৯৸৵০ ডি.
ঐ তিন পাউণ্ড ৬৲ দোঃ বিঃ	৬।৵০ ..
গ্যাঃ প্লেন বালতি ৭—১২ ইঞ্চি	২॥৴০ ৬॥৴০
ঐ রিভিট ,, ৭—১২ ইঞ্চি	২৲—৭৲ ,,
লোহার চেয়ার রডের গোল ও চৌকা	৮॥০— ,,
ঐ তালের লোহার সিট	১৫৲ ,,
ঐ ভেনেস্তা (কাঠের সিট)	১৮৲ ,,
লোহার স্ক্রুপ ॥—৩ ইঞ্চি	/১০—॥৶০ গ্রোস
ঐ কব্জা ১৩ নং ১॥—৪ ইঞ্চি	।১০—৸৵১০ পেঃ ডজন
গ্যাঃ তার ১৬—২২ নং (গেজ)	১২৲—১৩৲ হন্দর
গ্যাঃ রিজিং (মটকা) ১২ ইঞ্চি	।৵৫- ॥৶০ পীস
গ্যাঃ গাটারিং বা ডোঙ্গা ৬ ইঞ্চি	॥০—৸৵০ ,,
গ্যাঃ ক্রুপ ১॥০—২॥০ ইঞ্চি	২৩৲—২৯৲ হন্দর
গ্যাঃ ওয়াসার চাকি	১১॥০
গ্যাঃ বোল্ট নাট ৸—৩ ইঞ্চি	॥৵১০—১৵০ গ্রোস
ঢালাই রেলিং	৩॥০—৪॥০ হন্দর
ঐ রেন ওয়াটার পাইপ ৩ ইঞ্চি ৵১০ ও	৪ ইঞ্চি ।১০ ফুট
টিউব ওয়েলের জন্ম গ্যাঃ পাইপ১॥ ইঞ্চি	।৵৫ ফুট
পাম্প	৭নং ১২॥০ ৫নং ১৪৲ ৬নং ১৬৲
৬০—৮০ বাটখারা ৵১৫ সাট	২।০-২॥০ মণ

কেরোসিন

ক্রেসেন্ট প্রত্যেক বাক্স (২ টিন)		৯,৬
সূর্য্য মার্কা	,,	৬॥০
ভিক্টোরিয়া	,,	৬৲

সোণার দর

পাকা সোণা	৩০৸৴
বড়াল	৩০৸
চিনা পাত	৩২।০

রূপার দর

রূপা প্রতি ১০০ ভরি	৫৫৵০
ঐ খুচরা	৫৵০

কোম্পানীর কাগজ

৩॥০ সুদের কাগজ	৮১৶
৩॥০ নূতন ঋণ (১৯৪৭-৫০)	৯১।০
৪৲ ,, ঋণ (১৯৬০-৭০)	৯৭৲
৫৲ ,, বণ্ড (১৯৩৫	১০৪॥৴০

ডিবেঞ্চার

৫৲ সুদের (১৯৫৬-৮৬) কলিকাতা পোর্ট ট্রাষ্ট ডিবে :—	১০২॥৵০

ব্যাঙ্ক

ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক (কলিঃ)	২৯৪॥০
সেণ্ট্রাল ঐ	২২৲

কাপড় ও সূতার কল

এলগিন মিল	৪৫৲

পাট কল

হাওড়া	৫০৲
অকল্যাণ্ড	১৯৫৲
বালী	১৬২৲
বরানগর	১৫০৲
বেঙ্গল	৩৭০৲
হুগলি	২৪৩৲
ক্লাইভ	২৮।০
ডালহাউসী	৪০৮॥০
ডেল্টা	৪০৫৲

কৃষ্ণনগর নবদ্বীপঘাট রেলওয়ে সময়

কৃষ্ণনগর হইতে নবদ্বীপঘাট

কৃষ্ণনগর সিটি—	৬-৪৫	১০-৪৪	১৩-২২	১৭-৩৮	২০-১৬
কৃষ্ণনগর রোড—	৬-৫৬	১০-৫৫	১৩-৩৩	১৭-৪৭	২০-২৫
আমঘাটা—	৭-১৫	১১-১৩	১৩-৫১	১৮-৩	২০-৪১
মহেশগঞ্জ—	৭-২৪	১১-২১	১৪-০	১৮-৯	২০-৪৭
নবদ্বীপঘাট—	৭-৩৩	১১-৩০	১৪-৯	১৮-১৬	২০-৫৫

বিশেষ দ্রষ্টব্য—নবদ্বীপঘাট ষ্টেশন অপেক্ষা মহেশগঞ্জ ষ্টেশন হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরের দূরত্ব অনেক কম। শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে যাঁহাদিগকে রাণাঘাটে ট্রেণ বদল করিতে হয়, তাঁহারা রাণাঘাটে প্রাতঃ ৫-৫০, ৮-১৪, ৯ ৪৬, ১৬-৪৮, ১৮-৩৯ এবং ০-৩২ মিনিটের সময় গাড়ী পাইবেন।

শান্তিপুর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে শান্তিপুর ষ্টেশনে ৫-৪০, ৯-২৯, ১২-২৫, ১৬-৪ এবং ১৮-৪১ মিনিটের সময় ট্রেণ পাওয়া যায়।

নবদ্বীপঘাট হইতে কৃষ্ণনগর

নবদ্বীপ ঘাট—	৫-৩৫	৯-২৫	১২-১০	১৫-৩৪	১৮-৪৫
মহেশগঞ্জ—	৫-৪৩	৯-৩৩	১২-১৯	১৫-৪১	১৮-৫৩
আমঘাটা—	৫-৪৯	৯-৩৯	১২-২৬	১৫-৪৮	১৯-৫
কৃষ্ণনগর রোড—	৬-৫	৯-৫৫	১২-৪৩	১৬-৪	১৯-২৪
কৃষ্ণনগর সিটি—	৬-১৩	১০-৩	১২-৫১	১৬-১২	১৯-৩৫

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস হইতে—ডাঃ কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম ভক্তিশাস্ত্রী এল. এম. এফ. কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

বেলডাঙ্গা দাঙ্গার জের

ওমর সেখ নামক একজন মুসলমানকে হত্যা করা সম্পর্কে আদালতের তদন্ত শেষ হইয়াছে। বেলডাঙ্গা দাঙ্গা বিচারের জন্ত বিশেষভাবে নিযুক্ত ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ জে, এ. বেল চৌদ্দজনের বিরুদ্ধে হুলিয়া জারি করিয়াছেন উহার মধ্যে ১৩ জন বুধবার দিন আদালতে উপস্থিত ছিল। তাহারা জামিনের জন্ত ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট যে আবেদন করে, তিনি তাহা অগ্রাহ্য করেন, এবং তাহাদিগকে পুলিশ হেপাজতে রাখিবার আদেশ দেন।

আসামীগণের পক্ষ হইতে মুর্শিদাবাদের সেসন জজ মিঃ এইচ, জি, এস বিভারের নিকট আবেদন করা হয়। তিনি মামলার নথী দেখিতে চান।

গ্রাম্য চৌকিদার জোনাস সেখকে হত্যা করা সম্পর্কে অন্ত একটি মামলায় ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট বাবু জ্ঞানেন্দ্রনাথ লাহিড়ী এবং নওপুকুরিয়ার অন্ত একজন হিন্দু অভিযুক্ত হন। বিচারক ম্যাজিষ্ট্রেট তাঁহাদের বিরুদ্ধে হুলিয়া জারী করিয়াছেন। সেদিন তাঁহারা আদালতে উপস্থিত হন। তাঁহাদের প্রত্যেককে ৫০০ টাকার জামিনে মুক্তি দেওয়া হইয়াছে।

মীর্জ্জাপুরের মামলায় ফরিয়াদী পক্ষের আরও সাতজন সাক্ষীকে পরীক্ষা করা হয়, ১০৪ জন মুসলমানকে সন্দেহ করা হয়। উহার মধ্যে ৪জন এখনও পর্য্যন্ত ফেরার আছে। অন্ত আসামীগণের মধ্যে এক জনের উকীল উপস্থিত হইয়াছিলেন, এবং সেদিন ১৯ জন অনুপস্থিত ছিল। যাহারা আদালতে উপস্থিত হইয়াছিল, তাহাদের মধ্যে কয়েকজন জ্বরে ভুগিতেছে। শুনানী সোমবার পর্য্যন্ত মুলতুবী রাখা হইয়াছে।

গাড়ী বোঝাই নকল ঔষধ প্রাপ্তি

গত সোমবার প্রধান ম্যাজিষ্ট্রেটের এজলাসে সহরের বিভিন্নস্থানে গাড়ী বোঝাই নকল ঔষধ ও তৈল প্রাপ্তি সম্পর্কে হীরালাল দাস ও অপরাপর সাত ব্যক্তিকে অভিযুক্ত করা হয়।

অভিযোগের বিবরণে প্রকাশ যে, 'চাঁদমার্কা' পাচন প্রস্তুতকারক বসাক ফ্যাক্টরীর বাবু বিজয়বসন্ত বসাকের অভিযোগ অনুসারে দারোগা রামচন্দ্র চৌধুরী ও অপরাপর পুলিশ কর্ম্মচারী বিভিন্ন স্থানে খানা তল্লাসী করিয়া আসামী দলকে গ্রেপ্তার করেন। এরূপ প্রকাশ যে, আসামীগণ নকল ঔষধ তৈরী করিয়া তাহা বাজারে খাঁটি ঔষধ বলিয়া বিক্রয় করিত।

আসামীগণকে জামীনে খালাস দেওয়া হয়, চারুবালা দাসীকে স্ত্রীলোক বিধায় আদালতে হাজির হইতে হইবে না। পলাতক গোবিন্দ উকীল ও শরৎ সিকদারের বিরুদ্ধে ওয়ারেণ্ট বাহির করা হইয়াছে।

নিয়াছে। ধৃত যুবকদ্বয়ের একজনের বয়স অনুমান ২৩ বৎসর, অপরের বয়স অনুমান ৩০, ধৃত যুবকদ্বয়ের একজন নাকি পূর্ব্বে কংগ্রেসের কাজ করিত এবং অপরে নাকি গুজরাটের (পাঞ্জাব) একজন ভূতপূর্ব্ব ছাত্র। ইহাদিগকে বিপ্লবী বলিয়া সন্দেহ করা হইয়াছে। লাহোরের সিনিয়র পুলিশ সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট মিঃ গেইনফোর্ড ও পুলিশ সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট মিঃ কোক্সের নেতৃত্বে পরিচালিত পুলিশ বাহিনী যুবকদ্বয়কে গ্রেপ্তার করে।

নলডাঙ্গা সশস্ত্র ডাকাতি মামলা

শ্রীযুক্ত সুশীলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, বিমলেন্দু সেন এবং মহম্মদ আবদাস সোভানকে গত ২১শে অক্টোবর নলডাঙ্গা সশস্ত্র ডাকাতি মামলা সম্পর্কে গ্রেপ্তার করা হইয়াছিল। তাঁহাদিগকে সেদিন বিনাসর্ত্তে ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। গত ২৭শে অক্টোবর পুনরায় শ্রীমণীন্দ্রনাথ উকীল, প্রফুল্লকুমার সেন, হরিদাস সাহা এবং শ্রীযুক্তা শান্তি রায় ও উকীল শ্রীযুক্ত মোহিনী মোহন রায়ের স্ত্রীকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

অন্যায়ভাবে টাকা আত্মসাৎ

চট্টগ্রামের কোনও ম্যাজিষ্ট্রেট কর্ত্তৃক আবদুল সামাদ নামক এক ব্যক্তি ভারতীয় দণ্ডবিধির ২১৫ ধারা অনুসারে ৬ মাস কারাদণ্ড ও ৩০০, টাকা অর্থদণ্ড এবং তাহা অনাদায়ে আরও ৪মাস কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়। দায়রার ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট উক্ত দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে আপীল করা হইলে ম্যাজিষ্ট্রেট দণ্ডাদেশ হ্রাস করিয়া ৩০০, জরিমানা অনাদায়ে ৪মাস কারাদণ্ডের পরিবর্ত্তে ২মাস কারাদণ্ডের আদেশ দেন।

উক্ত আসামী সামাদের পক্ষে শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও নরেন্দ্রকুমার রায় বিচারপতি আমীর আলী ও এম. সি ঘোষের এজলাসে উক্ত দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে দরখাস্ত পেশ করেন।

ঘটনার বিবরণে প্রকাশ যে, আদালত হইতে ফরিয়াদী ইব্রাহিম মিঞার ৪ খানি হিসাবের খাতা চুরি যায়। ইব্রাহিম মিঞার পিতার আমমোক্তার বলিয়া পরিচিত আশরফ আলী নামক একব্যক্তি এই সংবাদ পুলিশকে জানায়. ঐরূপ প্রকাশ যে, মামলা তদন্তাধীন থাকাবস্থায় আশরফ আলী আবেদনকারীকে ঐসব খাতা ফেরত দিবার জন্য ২০০ টাকা প্রদান করে। এইরূপ অন্যায়ভাবে টাকা আত্মসাৎ করিবার অভিযোগে আবেদনকারীর বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়।

আসামী সমস্ত ঘটনা অস্বীকার করে, এবং অন্যায়ভাবে টাকা আত্মসাৎ করিবার অভিযোগও অস্বীকার করে। আসামী বলে সে তাহার সহিত শত্রুতা থাকায় ফরিয়াদী তাহার বিরুদ্ধে ঐরূপ মামলা দায়ের করিয়াছে। বিচারপতিগণ রুল জারী করিয়াছেন, এবং আসামীর জামীন মঞ্জুর করেন।

তারের ঠিকানা— 'শ্রীধাম' নবদ্বীপ

ডাকঘর ঠিকানা—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

দৈনিক

REG. C1544

নদীয়া-প্রকাশ

THE NADIA-PRAKASH

সাহায্যের হার

অগ্রিম দেয়

বার্ষিক ৯৲

ষাণ্মাসিক ৫৲

ত্রৈমাসিক ২৸০

মাসিক ১৲

নগদ

প্রতি সংখ্যা ৫

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৮ম খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বেদান্তবাচস্পতি [২০৫শ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর— ১৮ই কার্ত্তিক শনিবার ১৩৪০, ৪ঠা নভেম্বর ১৯৩৩

মুঙ্গেরে নৌকাদুর্ঘটনা

একখানি দেশী নৌকা ১৫ জন আরোহীসহ গণ্ডকী নদী দিয়া যাইতেছিল আরোহীগণের মধ্যে ৩জন স্ত্রীলোক ও ৪টি শিশু ছিল। গণ্ডকী নদীতে বর্ত্তমানে বন্যা দেখা দিয়াছে। নৌকাখানি বেগুসরাই এর সিউরি ঘাটের নিকট ডুবিয়া যাইবার ফলে দুইজন স্ত্রীলোক ও ৪টী শিশুকে পাওয়া যায় না। আরোহীগণের মধ্যে যাহারা পুরুষ ছিল তাহারা রক্ষা পায়। তৃতীয় স্ত্রীলোকটিকেও রক্ষা করা হয়।

সোনাপুর ডাকাতি মামলা

সোনাপুর শ্রীযুত রাখালচন্দ্র করের বাড়ীতে ডাকাতি সম্পর্কে ধৃত রামমত দফাদার প্রভৃতি. ১২জন আসামীকে মেহেরপুর. মহকুমার হাকিম ৩৯৫ ধারানুযায়ী দায়রা সোপর্দ্দ করিয়াছেন।

শৃগাল কবলে গৃহস্থিত শিশু

কয়েক দিবস পূর্ব্বে জাগলদ্বীপ নিবাসী শ্রীযুত গোবিন্দ চন্দ্র ভাণ্ডারী মহাশয়ের ছয়মাসের শিশু-কন্যাকে একটি উন্মাদ শৃগাল গৃহমধ্যস্থ বিছানা হইতে লইয়া পলায়ন করে। ঘটনা তদন্তে জানা গিয়াছে যে, শ্রীযুত ভাণ্ডারীর সহধর্ম্মিনী শিশুটিকে শোয়াইয়া গৃহকর্ম্মে ব্যাপৃতা ছিলেন; এমন সময় ক্রন্দন শুনিয়া বিছানার নিকট আসিয়া তিনি শিশুটীকে দেখিতে পান নাই। অনেক তল্লাসীর পর শিশুটীর মৃতদেহ অর্দ্ধ-ভুক্ত অবস্থায় পাওয়া গিয়াছে।

এই ঘটনার দুই এক দিন পরে গোবিন্দপুর নিবাসী রাজু ডোম রাত্রিকালে দরজা খুলিয়া ঘুমাইতেছিল। এই সময় একটী শৃগাল গৃহে প্রবেশ করে এবং তাহার নাসিকাটী কামড়াইয়া ধরে। তদন্তে জানা গেল যে, ঐ ব্যক্তির নাসিকার কিয়দংশ শৃগালটী কাটিয়া লইয়া গিয়াছে। এরূপ প্রকার চাঞ্চল্যকর ঘটনা শ্রবণে স্থানীয় গ্রামসমূহে ভীতির সঞ্চার হইয়াছে।

দারোয়ানের কীর্ত্তি

ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ বি, দত্ত চুক্তি ভঙ্গের অপরাধে রামচরণ সিংকে দুই বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন।

অভিযোগে প্রকাশ যে, আসামী মিনারেল ওয়াটার ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানীর একজন দারোয়ান বিগত ৩১শে জুলাই তারিখে আসামীকে ৩৮৩৬ টাকার একখানি চেক দিয়া বলা হয় যে, সে যেন ইহা ভাঙ্গাইয়া টাকা হাওড়া ট্রেজারীতে জমা দেয়। এই টাকা কোম্পানীর ইনকাম-ট্যাক্স পরিশোধ করিবার জন্য প্রদত্ত হইয়াছিল। আসামী অপরাহ্ণে বলে যে, টাকা চুরি গিয়াছে।

আসামী পক্ষ হইতে বলা হয় যে, মোটরবাসে আসিবার কালে তাহার টাকা চুরি যায়। সে পকেটের দিকে চাহিয়া একসময় দেখিতে পায় যে, পকেট কাটা ও পকেটে টাকা নাই। পকেটমার তাহার অজ্ঞাতসারে ঐ টাকা লইয়া গিয়া থাকিবে।

ম্যাজিষ্ট্রেট আসামীর কথা অবিশ্বাস করিয়া তাহাকে উক্তরূপ শাস্তি প্রদান করিয়াছেন।

আকস্মিক দুর্ঘটনা

গত মঙ্গলবার বেলা অনুমান ৬।০ ঘটিকার সময় লালবাজার থানায় এক ভীষণ দুর্ঘটনা হইয়া গিয়াছে।

প্রকাশ যে, লালবাজার মালখানার কোষাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র লাহিড়ী মালখানার আফিসে টেবিলের উপর একটা রিভলভার রাখিয়া অন্যত্র কোথাও চলিয়া যান।

এই টেবিলে ৬০ বৎসর বয়স্ক চক্রপাণি মজুমদার নামক জনৈক ভদ্রলোক কাজ করিতেছিলেন। রিভলভারটি যে গুলী-ভরা ছিল তাহা কাহারও জানা ছিল না। দৈব দুর্ব্বিপাকবশতঃ রিভলভারটি হইতে সহসা একটী গুলী বাহির হইয়া পড়ে এবং উক্ত চক্রপাণি মজুমদারের বক্ষে পতিত হয়। চক্রপাণি মজুমদার গুলী বিদ্ধ হইবার সঙ্গে সঙ্গেই মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

দরিদ্রের শোচনীয় মৃত্যু

শিলিগুড়িতে একটী অখ্যাত ও অজ্ঞাত রোগ ও অনশন ক্লিষ্ট হতভাগ্য দরিদ্রের মৃতদেহ গত ২৪।১০।৩৩ তারিখে সন্ধ্যায় পুলিশ ইনস্পেক্টর ও এসিষ্ট্যাণ্ট সার্জ্জনের বাংলার সম্মুখে প্রকাশ্য রাজ পথে পড়িয়া থাকিতে দেখা যায়। লোকটী রোগ ও অনশনে মারা গিয়াছে বলিয়া মনে হয়। প্রকাশ, মৃত্যুর কিছুক্ষণ পূর্ব্বে নাকি লোকটী স্থানীয় হাঁসপাতালে চিকিৎসার নিমিত্ত ভর্ত্তি হইতে গিয়া Bed অভাবে প্রত্যাখ্যাত হইয়া। ফিরিয়া আসিয়া রাস্তাতেই মৃত্যুকে আলিঙ্গন করে।

বাঙ্গালী যুবকের আত্মহত্যা

জানা যায়, একটী বাঙ্গালী যুবক নাইট্রিক এসিডের সাহায্যে তাহার জানপুকুরের বাড়ীতে আত্মহত্যা করিয়াছে। যুবকের নাম এখনও জানা যায় নাই।

প্রকাশ, যুবকটীর চাকুরী গিয়াছিল এবং অনেকদিন সে কোন কাজ সংগ্রহ করিতে পারে নাই। ইহাতে সে স্বীয় জীবনে নিরাশ হইয়া আত্মহত্যা করিয়াছে।

শবব্যবচ্ছেদ পরীক্ষার জন্য শবদেহটি "মর্গে" স্থানান্তরিত করা হইয়াছে স্থানীয় পুলিশ এই সম্পর্কে তদন্ত করিতেছে।

৫৪খানি বাড়ী ভস্মীভূত

ভীষণ অগ্নিকাণ্ডের ফলে ভিজাগাপট্টমের আলিপুরম ওয়ার্ডের ৫৪ খানি বাড়ী ভস্মীভূত হইয়া গিয়াছে। অধিকাংশ বাড়ীই দরিদ্র শ্রেণীর পঞ্চম মুসলমানগণের।

বাঙ্গলা দেশে ডাকাতের উপদ্রব

অক্টোবরের প্রথম সপ্তাহে বাঙ্গলার বিভিন্ন জিলায় ১৫টী ডাকাতি হইয়াছে বলিয়া পুলিশের নিকট সংবাদ আসিয়াছে। ইহাতে দেখা যায় যে, পূর্ব্ব সপ্তাহের তুলনায় আলোচ্য সপ্তাহে ডাকাতির সংখ্যা হ্রাস পাইয়াছে। এই ১৫টী ডাকাতির মধ্যে মেল ডাকাতি সহ তিনটী ২৪ পরগণায় ও ৩টী বীরভূমে এবং রাজসাহী, দিনাজপুর, মুর্শিদাবাদ, মেদিনীপুর, হাওড়া, বর্দ্ধমান, বাঁকুড়াতে একটী করিয়া ডাকাতি হইয়াছে।

ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

১৮ই কার্ত্তিক শনিবার, ১৩৪০

সেদিন অকাল তখতে শিরোমণি গুরুদ্বার প্রবন্ধক কমিটির একটা অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। কমিটির ১৫১ জন সদস্যের মধ্যে জমাদার প্রতাপ সিং সহ ১১৮ জন সদস্য সভায় উপস্থিত ছিলেন। সভায় প্রবল আলোচনার পর এই প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে যে, কোন প্রকার মাদক দ্রব্য গ্রহণ করিবেন না বলিয়া কোন সদস্য যদি প্রতিজ্ঞা পত্রে স্বাক্ষর না করেন তবে তাঁহাকে শিরোমণি গুরুদ্বার প্রবন্ধক কমিটির সদস্য শ্রেণীতে ভুক্ত করা হইবে না। এখন প্রস্তাবটী কার্য্যে পরিণত হইলেই হয়।

প্রকাশ আগামী ১লা ডিসেম্বর হইতে ইণ্ডিয়ান নেশানেল এয়ারওয়েজ লিমিটেড কলিকাতা ও ঢাকার মধ্যে প্রত্যহ বিমান চালনার বন্দোবস্ত করিতেছেন। কলিকাতা হইতে ঢাকার ভাড়া ৫৫ টাকা। দেড় ঘণ্টায় এয়ারোপ্লেন কলিকাতা হইতে ঢাকা পৌছিবে, এবং ঢাকা হইতে কলিকাতা পৌছিবে। আপাততঃ এরোপ্লেনে মাল ও যাত্রী বহন করিবে। এয়ারোপ্লেন রাস্তায় অবতরণ করিবে না, একটানা গন্তব্যস্থানে চলিয়া যাইবে। প্রত্যহ প্রাতঃকালে দমদম বিমান ঘাঁটি হইতে এয়ারোপ্লেন ছাড়িয়া বেলা সাড়ে অ টটার সময় ঢাকা পৌছিবে, এবং বেলা সাড়ে তিনটায় সময় এয়ারোপ্লেন ঢাকা পরিত্যাগ করিয়া কলিকাতা ফিরিয়া আসিবে। আগামী ১লা ডিসেম্বর তারিখে যাহাতে এয়ারোপ্লেন যাতায়াত করিতে পারে, সেইরূপ বন্দোবস্ত করা হইতেছে। আশা করা যায় ইহাতে ঢাকাও কলিকাতার পার্থক্য আরও ঘনিষ্ঠ হইবে।

প্রকাশ যে, করাচীর কালেক্টর করাচী মিউনিসিপ্যাল কাউন্সিলার ও কর্ম্মচারীবৃন্দ যাহাতে প্রত্যক্ষ কি পরোক্ষভাবে কংগ্রেস আন্দোলনে সাহায্য না করেন। তজ্জন্য করাচী কর্পোরেশনের মেয়রকে অনুরোধ জানাইয়া একখানি চিঠি দিয়াছেন। কাউন্সিলারগণের স্বাধীনতার উপর হস্তক্ষেপ করিবার ক্ষমতা কি মেয়রের আছে।

বিকানীর মহারাজার নিকট "মডার্ণ রিভিউ" সম্পাদক শ্রীযুক্ত রামানন্দ চাটার্জ্জি, শেঠ যমুনালাল বাজাজ, নিখিল ভারত দেশীয় রাজ্য প্রজা-সম্মেলনের প্রেসিডেণ্ট শ্রীযুক্ত এন সি কেলকার, ভারত সেবক সমিতির সদস্য শ্রীযুক্ত এ ভি. ঠক্কর, নিখিল ভারত দেশীয় রাজ্য সম্মেলনের জেনারেল সেক্রেটারী অধ্যাপক জি আর অভ্যঙ্কর, শ্রীযুক্ত যমুনাদাস দ্বারকাদাস. দিল্লীর অধ্যাপক ইন্দ্র ও অপরাপর বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের স্বাক্ষরযুক্ত মর্ম্মে একখানি তার আসিয়াছে তাহার মর্ম্ম নিম্নে প্রকাশিত হইতেছে।

সুবিচারার্থ আসামীগণকে তাহাদের ইচ্ছানুসারে বাহির হইতে কৌশুলী নিয়োগ করার অনুমতি প্রদানের জন্য আমরা আপনাকে অনুরোধ করিতেছি। আসামীগণের প্রতি ব্যবহার সম্পর্কে আমাদের বক্তব্য এই যে. রাজনীতিক মামলা কমিটীর প্রতিনিধিগণকে আসামীগণের সহিত সাক্ষাৎকারের অনুমতি দেওয়া হোক এবং আসামীগণের প্রতি যাহাতে সহানুভূতি সম্পন্নভাবে বিবেচনা করা হয়, তৎসম্পর্কে আপনার নিকট উক্ত প্রতিনিধিগণকে প্রয়োজনীয় আবেদন দাখিল করিবার অনুমতি দেওয়া হোক। আমরা আশা করি যে আপনি দয়া করিয়া আমাদের উপরিউক্ত অনুরোধ সম্পর্কে বিবেচনা করিবেন।

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক বিল

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক বিল পাশ হইবার পর ভারত গবর্ণমেণ্টের উহা সংশোধন করিবার কতদূর ক্ষমতা থাকিবে, সেই সম্পর্কে ভারত সচিব স্যার স্যামুয়েল হোর জয়েণ্ট সিলেক্ট কমিটীতে যাহা বলিয়াছিলেন, তাহাতে ভারতবর্ষের অনেকের মনে গভীর সংশয় উদিত হইয়াছিল, গত ৩১শে অক্টোবর রিজার্ভ ব্যাঙ্ক সিলেক্ট কমিটীর অধিবেশনে একটী বিবৃতি দান করিয়া ঐ সংশয় দূর করিবার প্রয়াস পান।

স্যার জর্জ্জ বলেন, বড়লাটের অনুমতি লইয়া কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদই রিজার্ভ বিলের সংশোধন করিতে পারিবেন। তৎকল্পে পার্লিয়ামেণ্টের অনুমতি লইতে হইবে না।

নিম্নলিখিত কারণে বোধ হয় স্যার স্যামুয়েলের উক্তিতে সংশয় জাগিয়াছিল। প্রস্তাবিত শাসনতন্ত্র বড়লাটকে যে ক্ষমতা দেওয়া হইতেছে, তাহাতে কতগুলি বিষয় সপারিষদ বড়লাটের অধিকারে থাকিবে, আবার কতকগুলি বিষয় বড়লাটের ব্যক্তিগত অধিকারে থাকিবে। স্যার স্যামুয়েল হোর বলিয়াছিলেন, কোন্ কোন্ বিষয় বড়লাট স্বয়ং পরিচালনা করিতে পারিবেন এবং কোন্ কোন্ বিষয় সপারিষদ বড়লাটের অধীন থাকিবে, তাহা পার্লিয়ামেণ্ট স্থির করিবেন।

স্যার জর্জ্জ সুষ্টার বিবৃতি দান করিবার পর সাক্ষিগণের সাক্ষ্য গৃহীত হয়। গত ৩১শে অক্টোবর ইম্পিরিয়েল ব্যাঙ্কের স্যার অসবোর্ণ স্মীথ প্রভৃতি সাক্ষ্য দান করেন। রাষ্ট্রীয় পরিষদে বে-সরকারী সদস্যগণের নেতা লালা রামশরণ দাস এবং স্যার আবদুল্লা সুরাবর্দ্দী উক্ত দিবস প্রথমবার কমিটির অধিবেশনে উপস্থিত ছিলেন।

উক্ত দিবস রিজার্ভ ব্যাঙ্ক বিলের ৪২ ধারার আলোচনা হয়। তালিকাভুক্ত ব্যাঙ্কগুলিকে রিজার্ভ-ব্যাঙ্কে টাকা জমা রাখিতে হইবে বলিয়া যে ব্যবস্থা করা হইয়াছে, সেই বাধ্যবাধকতা বাদ দেওয়া যায় কিনা এইরূপ একটি প্রশ্ন উঠে কিন্তু স্যার অসবোর্ণ স্মীথ তাহা সমর্থন করেন নাই। লালা রামশরণ দাস এবং শ্রীযুত বিদ্যাসার পাণ্ডে বলেন, কোম্পানীর কাগজের পরিবর্ত্তে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক টাকা ধার দিবে এইরূপ বিধান থাকা কর্ত্তব্য কিন্তু বিলে টাকা ধার দেওয়া রিজার্ভ ব্যাঙ্কের ইচ্ছাধীন করা হইয়াছে। ব্যাঙ্কের তরফ হইতে যাঁহারা সাক্ষ্য দিয়াছেন তাঁহারা লালা রামশরণ দাস ও শ্রীযুত পাণ্ডের সংশোধিত প্রস্তাব অনুমোদন করেন নাই।

বিলের ১৭ ধারার ২ (ক) উপধারায় ভারতে দেয় বিলস্ অব এক্সচেঞ্জ ও প্রমিসারী নোট ক্রয় বিক্রয় ও ডিস্কাউণ্ট সম্পর্কে বিধান আছে. ব্যবসা সংক্রান্ত বিলসমূহের ডিসকাউণ্টের হার কমাইয়া দেওয়ার একটি প্রস্তাব উপস্থিত হয়। স্যার পুরুষোত্তম দাস ঠাকুরদাস. শ্রীযুক্ত শ্রফ ও মিঃ গ্রে উহার সমর্থন করেন, পক্ষান্তরে এক্সচেঞ্জ ব্যাঙ্কসমূহের প্রতিনিধিরা উহাতে আপত্তি করেন।

স্যার অসবোর্ণ স্মীথ, স্যার পুরুষোত্তম দাস, মিঃ ক্রসাটি ও মিঃ শ্রফ মরসুমী কৃষি কার্য্যের জন্য বিলসমূহের কার্য্যকাল ৬০ দিন হইতে ৯০ দিন করিবার জন্য অনুরোধ করেন।

বণিক সংবাদের সভা

গত মঙ্গলবার ইণ্ডিয়ান কারেন্সী লীগ ও অন্যান্য বণিকসংবাদ সমূহের উদ্যোগে বেঙ্গল নেশন্যাল চেম্বার অব কমার্স গৃহে ভারত সরকার কর্ত্তৃক টাকার অতিরিক্ত মূল্য নির্দ্ধারণের ফলে দেশের যে আর্থিক দুর্দ্দশা উপস্থিত হইয়াছে, তাহার প্রতিবাদ কল্পে এক জনসভা হইয়া গিয়াছে। শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকার সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি তাঁহার বক্তৃতায় বলিয়াছেন।

পৃথিবীব্যাপী অর্থসঙ্কট উত্তরোত্তর সঙ্গীন হইতে থাকায় প্রত্যেক জাতিই স্ব-স্ব দেশীয় ব্যবসায় ও বাণিজ্য সম্বন্ধে বিশেষ ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে আরম্ভ করিয়াছেন এবং এইরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন নিতান্তই স্বাভাবিক। ইংলণ্ড স্বর্ণমান চ্যুত হইয়া তাহার বহির্ব্বাণিজ্য বৃদ্ধি করিবার জন্য তৎপর হয়। আমেরিকাও ইদানীং এই ব্যবস্থাই অবলম্বন করিয়াছে। অধিকন্তু তাহারা দেশের জনমত জাগ্রত করিয়া রাষ্ট্রকে তাহার কার্য্যের সমর্থক ও সহায়ক হইবার জন্য সচেষ্ট হইয়াছে। টাকাকে ষ্টারলিংএর সহিত যুক্ত করায় এবং টাকার বাট্টার হার ১৮ পেন্স বাঁধিয়া দেওয়ায় ভারতের আর্থিক ক্ষতি যথেষ্ট হইয়াছে। টাকার বাট্টার হার হ্রাস করিবার বহু যুক্তি রহিয়াছে। তন্মধ্যে নিম্নলিখিত যুক্তিসমূহ পরীক্ষা করিলেই বিষয়টি সম্যক উপলব্ধি হইবে।

(ক) টাকার মূল্য অতিরিক্ত নির্দ্ধারিত হওয়ায় ভারত আন্তর্জ্জাতিক ব্যবসায়ে আমদানী পণ্যের মূল্য মিটাইয়া রপ্তানীর সাপক্ষে যে লভ্যাংশ পাইত তাহা দিন দিনই হ্রাস পাইতেছে। ১৯২৯-৩০ সালে এই লভ্যাংশ ৭৯ কোটী ছিল; ১৯৩০-৩১ সালে হয় ৩৪'৮ কোটী কিন্তু ১৯৩২-৩৩ সালে উহা ৩'৪ কোটীতে পৌছিয়াছে টাকার বাট্টার হার কম থাকিলে এরূপ হইত না।

(খ) কোনও দেশের মুদ্রার বাট্টার হার কেবল মাত্র স্বর্ণ রপ্তানীর উপর চিরকাল থাকিতে পারে না এবং থাকেও না ভারতের টাকা ষ্টার্লিংএর সাহিত যুক্ত হওয়ার পর ১৮ পেন্স হার কেবল মাত্র স্বর্ণ রপ্তানীর ফলেই টিকিয়া আছে কিন্তু ভারতের স্বর্ণ অফুরন্ত নহে,—সুতরাং এই হার চলিতে পারে না।

(গ) বর্ত্তমান সময়ে পণ্য দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধিই অর্থসঙ্কট নিবারণের একমাত্র উপায় পণ্যদ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধি কেবল মাত্র টাকার মূল্য কমিলে হওয়া সম্ভবপর এবং বাট্টার হার কমিলেই টাকার মূল্য কমিবে কিন্তু ভারত সরকার পণ্যদ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধির যুক্তির সারবত্তা উপলব্ধি করিলেও তাহারা বাট্টার হার হ্রাস করিবেন না।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিশ্ব একমাত্র দৈনিক

— পারমার্থিক পত্র —

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

আরাধ্যো ভগবান ব্রজেশ
তনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনম্,
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং
প্রেমা পুমর্থো মহান্,
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং
তত্রাদরো নঃ পরঃ॥

৮ম বর্ষ ২ কেশব গৌরাব্দ ৪৪৭, ১৮ই কার্ত্তিক বঙ্গাব্দ ১৩৪০, ৪ঠা নভেম্বর ইং ১৯৩৩, শনিবার ২০৫তম সংখ্যা

ইংলণ্ডের সংবাদ

গত ৪ঠা অক্টোবর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ 'ওয়েষ্ট মিন্‌ষ্টার ব্রিজ'এ জনৈক ব্যক্তির ভবনে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-দেবের বাণী ও শিক্ষা-সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন।

গত ৫ই অক্টোবর মিস, ই, এফ, অডেল নাম্নী জনৈকা মহিলা লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠে আগমন করিয়া শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহা-রাজ ও শ্রীযুক্ত সচ্চিদানন্দ ভক্তিশাস্ত্রী এম্-এ প্রমুখ প্রচারকগণের মুখে শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা-সম্বন্ধে শ্রবণ করেন।

গত ৭ই অক্টোবর অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যা-লয়ের ভাইস্ চ্যান্সেলার স্যার মাইকেল ই, স্যাডলার কে-সি-এস-আই, ডি-সি-এল, এল-এল ডি মহোদয় অক্সফোর্ডএ নিজ ভবনে লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠরক্ষককে বিশেষভাবে আহ্বান করিয়া একটী ভোজ করিয়াছিলেন। গত ৭ই অক্টোবর ১১টা ১৫ মিঃ এর গাড়ীতে শ্রীমদ্ ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ লণ্ডন হইতে রওনা হইয়া সেই দিনই বেলা ১২টা ৩৮ মিনিটে অক্সফোর্ডে পৌছেন। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলার ডক্টর স্যাড-লার জেনাস্, কলেজের অধ্যাপক ডক্টর এল, বি, ক্রস, এম-এ, 'পি-এইচ-ডি এবং কেব্ল-কলেজের ওয়ার্ডেন রেভারেণ্ড ডক্টর রেরেস্‌ফোর্ড জেমস্ কিড প্রমুখ ব্যক্তিগণ ষ্টেশনে উপস্থিত থাকিয়া স্বামীজী মহারাজকে অভ্যর্থনা করেন।

গত ৭ই অক্টোবর জনৈক ভারতীয় নৃপতির প্রাইভেট সেক্রেটারী লণ্ডন-গৌড়ীয় মঠে উপস্থিত হইয়া প্রচারকগণের সহিত শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচার্য্য-বিষয়-সম্বন্ধে কিছুকাল আলোচনা করেন। উক্ত নৃপতি তাঁহার প্রাইভেট সেক্রেটারীকে শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচার্য্য বিষয় এবং গৌড়ীয়মঠের প্রচারকগণ কোন্ সম্প্রদায়ভুক্ত তাহা জানিবার জন্য প্রেরণ করিয়াছিলেন। তিনি রামচন্দ্রের বংশধর বলিয়া প্রজা-সাধারণের নিকট পরি-চিত এবং সংস্কৃত-শাস্ত্রে বিশেষ কুশল।

সাময়িক প্রসঙ্গ

গত ২৬শে অক্টোবর বৃহস্পতিবার মুঙ্গের জেলার অন্তর্গত বাহাদুরপুর ষ্টেটের ম্যানে-জার বাবু মাধোপ্রসাদ সিং মহাশয়ের যত্নাগ্রহে তথাকার স্বনামধন্য বর্ষীয়ান্ জমিদার রায়-বাহাদুর শ্রীযুক্ত উদিত নারায়ণ সিং মহোদয় কর্ত্তৃক তদীয় সেকারপুরা-স্থিত বাসভবনে আহূত হইয়া শ্রীল প্রভুপাদের পাদপদ্মাশ্রিত গৃহস্থভক্ত শ্রীযুক্ত মধুসূদন চট্টোপাধ্যায় মহাশয় সন্ধ্যা ৬॥ হইতে প্রায় ২ ঘণ্টা কাল হরিকথা কীর্ত্তন করেন। উপস্থিত ভদ্রমণ্ডলীর মধ্যে নিম্নলিখিত মহাশয়গণের নাম উল্লেখযোগ্য।
১। রায়বাহাদুর উদিত নারায়ণ সিং জমি-দার, ২। বাবু মাধোপ্রসাদ সিং ম্যানেজার বাহাদুরপুর এষ্টেট্ under court of wards ৩। বাবু রামপরিছন্ সিং বি-এ, ৪। বাবু চন্দ্রকান্ত মিশ্র বি-এ, ৫। পণ্ডিত জয়কান্ত ঝাঁ জ্যোতিষাচার্য্য, ৬। বাবু কেশোপ্রসাদ বর্ম্মা।

গীতার প্রসঙ্গ হইতেই রায় বাহাদুর বলেন, যখন অর্জ্জুন ভগবানের পার্ষদ-ভক্ত হওয়া-সত্ত্বেও মায়ামুগ্ধ হইয়াছিলেন, তখন সাধারণ মনুষ্য যে মায়ামোহে আচ্ছন্ন হইবেন ইহাতে আর আশ্চর্য্য কি? ইহার উত্তরে মধুসূদন বাবু বলেন,—"অর্জ্জুন ভগবানের নিত্য পার্ষদ ও ভক্ত, অতএব তাঁহার উপর মায়ার বিক্রম-প্রকাশের কোনই সম্ভাবনা নাই। তবে জগজ্জীবের কল্যাণের নিমিত্ত ভগবদিচ্ছাক্রমে অর্জ্জুন মায়ামুগ্ধ সাধারণ জীব-বিশেষের লীলাভিনয় করিয়া আমা-দের ন্যায় বদ্ধজীব-সকলের কি-প্রকারে কল্যাণ হইতে পারে তাহাই দেখাইয়াছেন। অর্জ্জুনের মোহগ্রস্ত হইয়া কর্ত্তব্য-জিজ্ঞাসার ফল-স্বরূপই শ্রীভগবানের শ্রীমুখপদ্মবিনিঃসৃত শ্রীগীতোপনিষদের আবির্ভাব॥" এইখানে 'দৈবী হ্যেষা গুণময়ী' গীতার এই শ্লোকের ব্যাখ্যা করিয়া মধুসূদন বাবু দেখান যে, মায়া ভগবানেরই বহিরঙ্গা শক্তি এবং একমাত্র যাঁহারা শ্রীভগবানের শরণাপন্ন হন, তাঁহাদেরই পক্ষে মায়া উত্তীর্ণ হইবার সম্ভাবনা আছে।

রায় বাহাদুর মহোদয় রামায়ণ, মহা-ভারতের শিক্ষাদ্বারা রাজার আচরণ প্রণয়ন-দ্বারা পাপ-নিবারণের চেষ্টার ন্যায় জীবের অসুবিধাই বেশী হইয়াছে বলায় মধুসূদন বাবু শ্রীমদ্ভাগবতের আবির্ভাবের পৌরাণিক ইতিহাস উল্লেখ করিয়া বলেন, শ্রীব্যাসদেব বেদ বিভাগ, মহাভারতাদি প্রণয়ন প্রভৃতি বহুবিধ শাস্ত্রগ্রন্থাদি রচনা করিয়াও যখন মনে অশান্তি অনুভব করিতেছিলেন তখন শ্রীনারদ তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া তাঁহার অশান্তির কারণ ইহাই জানাইলেন যে, তিনি মহাভারতাদি গ্রন্থে বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মাদির যে-সমস্ত কথা আলোচনা করিয়া-ছেন সে-সমস্তই গুণময় জগতের কথা; নির্গুণ শ্রীহরির কথা শ্রবণ ও কীর্ত্তনের অভাবই তাদৃশ চিত্তের অসুস্থতার কারণ। তখন তদীয় শ্রীগুরুদেব নারদের কৃপায়ই যে তিনি ভগবদ্দর্শন লাভ করিয়া ভগবৎ-কথা কীর্ত্তন করিয়া পরা শান্তি লাভ করিলেন তাহা দেখাইবার জন্য শ্রীমদ্ভাগবতের—
ভক্তিযোগেন মনসি সম্যক্ প্রণিহিতেঽমলে
অপশ্যৎ পুরুষং পূর্ণং মায়াঞ্চ তদপাশ্রয়াম্।
স বৈ পুংসাং পরোধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে
—এই শ্লোকগুলি আলোচনা করেন।"
'ধর্ম্মঃ প্রোজ্ঝিত-কৈতবোঽত্র' শ্লোকের ব্যাখ্যা করিয়া শ্রীমদ্ভাগবতের অনন্যোৎকর্ষ প্রদর্শন করিয়া গীতার যেখানে শেষ, সেই খানেই যে শ্রীমদ্ভাগবতের আরম্ভ ইহা শাস্ত্রযুক্তি-মূলে প্রদর্শন করিয়া বলেন—গীতায় কর্ম্ম, জ্ঞান ও যোগাদির প্রসঙ্গ আছে কিন্তু শ্রীমদ্-ভাগবতে একমাত্র শুদ্ধা ভক্তি ব্যতীত অন্য কোনও কথাই পাওয়া যায় না।

রায় বাহাদুর যখন আত্মাই পরমাত্মা ও পরমাত্মাতে মিলিয়া যাওয়াই আত্মার প্রয়ো-জন বলেন, তখন মধুসূদন বাবু ঋগ্বেদের "তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ" এই মন্ত্রের আলোচনা-মুখে বলেন, সূরিগণ বা ভক্তগণ নিত্যকাল শ্রীভগবৎপাদপদ্ম দর্শন করেন অতএব ভগবানে লীন হইবার যে প্রয়োজনের কথা শোনা যায় তাহা বৈদিক মত নহে। তিনি "নিত্যো নিত্যানাং চেতনশ্চেতনানাং একো বহূনাম্" এই বেদমন্ত্র হইতে আরও দেখান যে, জীব বহু ও নিত্য এবং ভগবান্ এক এবং নিত্য। রায় বাহাদুর তখন জীবাত্মাকে অগ্নি-স্ফুলিঙ্গের সহিত তুলনা করিয়া জীব ও ভগবানের একত্ব-স্থাপনের প্রয়াস পাইলে মধুসূদন বাবু 'বালাগ্র শতভাগস্য' এই বেদ-বাক্যের আলোচনা দ্বারা জীবের স্বরূপে যে অণুত্ব অনুস্যূত তাহা দেখাইয়া বিভুচিৎ ভগবানের সহিত অণুচিৎ জীবের পার্থক্য প্রদর্শন করেন।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

২ কেশব অব্যয় ক্ষীরোদশায়ী

অদ্বৈত-তত্ত্ব

বিশ্বহিতকারী শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য প্রভু বিশ্বের হিতের নিমিত্ত শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরকে বিশ্বে অবতরণ করাইয়াছেন। তাঁহার এই কার্য্যে যে যজ্ঞের প্রয়োজন হইয়াছিল সেই প্রেমভক্তি যজ্ঞের উপায়ন—গঙ্গাজল ও তুলসীপত্র। যে প্রভু বিশ্বের হিতের নিমিত্ত এই সুমহতী সেবা প্রকাশ করিয়াছেন, বিশ্বের কয়জন অধিবাসী তাঁহার সন্ধান রাখেন? সন্ধান রাখা দূরের কথা, কয়জন তাঁহার নাম জানেন? যাঁহারা তাঁহার সম্বন্ধে সবিশেষ অবগত আছেন বলিয়া অভিমান করেন, তাঁহাদের মধ্যেই বা কয়জন তাঁহার তত্ত্ব অবগত আছেন? অন্যের কথা কি, যাঁহারা আচার্য্য-প্রভুর বংশধর বলিয়া পরিচয় প্রদান করেন, তাঁহাদের মধ্যেও অধিকাংশই ন্যূনাধিক মায়াবাদীর বিচার গ্রহণ পূর্ব্বক আচার্য্য-চরণ হইতে অনন্ত যোজন দূরে নিক্ষিপ্ত। তাঁহারা নিজদিগকে ভক্তির প্রচারক বলিয়া পরিচয় প্রদান করিলেও সুদার্শনিকগণের দর্শনে তাঁহাদের অন্তঃস্থিত মায়াবাদ-গহ্বর প্রকাশিত হইয়া পড়ে। শৌক্রবংশধারায় বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত আসিবার প্রয়োজন নাই, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ও শ্রীচৈতন্যভাগবত পাঠ করিলে দেখিতে পাওয়া যায়, শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যপ্রভুর তনয়গণের মধ্যে যাঁহারা শ্রেষ্ঠ শ্রীঅচ্যুতানন্দের বিচার গ্রহণ করিয়াছেন তাঁহারা ব্যতীত কমলাকান্ত, বলরাম, স্বরূপ, জগদীশ প্রভৃতি সকলেই দৈবপরতন্ত্রতা প্রযুক্ত উৎকট পিতৃভক্তি দেখাইতে যাইয়া শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য প্রভুকে স্বতন্ত্র-ঈশ্বর বলিয়া স্থাপনপূর্ব্বক গৌরবিরোধিতামূলে আচার্য্যের বিরোধিতাই করিয়াছেন। নিম্নে আমরা আচার্য্যতনয় শ্রীঅচ্যুতানন্দ, শ্রীকৃষ্ণ মিশ্র ও গোপাল—এই মহাভাগবতত্রয় আচার্য্য-সম্বন্ধে যে সংসিদ্ধান্ত স্থাপন করিয়াছেন তদ্বিষয়ে কিছু আলোচনা করিব।

যাঁহারা শ্রীচৈতন্যদেবকে শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যের সেব্য-বিগ্রহ বলিয়া জানেন, তাঁহারাই শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর প্রকৃত ভক্ত। তাঁহাদেরই সেবা শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু গ্রহণ করেন, আর যাঁহারা শ্রীঅদ্বৈতের উদ্দেশে সেবা করিতে গিয়া তাঁহাকে বিষ্ণু-জ্ঞানপূর্ব্বক শ্রীচৈতন্যচন্দ্রকে শ্রীবৃষভানুনন্দিনী জ্ঞান করা রূপ মতবাদ প্রকাশ করেন তাঁহাদিগকে কখনই শ্রীঅদ্বৈতের অনুগত সেবক বলা যায় না। অর্দ্ধশতাব্দী পূর্ব্বে শান্তিপুর গ্রামে ঐপ্রকার নবোদ্ভাসিত ঘৃণিত মতবাদের প্রচার হইয়াছিল। কালনা-বাসিগণের কেহ কেহ ঐ নব্য মতবাদ গ্রহণ পূর্ব্বক নিরয়গামী হইয়াছেন বলিয়া শুনা যায়। সবই কলির খেলা!

শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু উপাদান-কারণ বিষ্ণুতত্ত্ব। তাঁহার সেবা অক্ষয়া। কিন্তু শ্রীঅদ্বৈত-সেব্য শ্রীগৌরসুন্দর সর্ব্বসেব্য, এই কথা স্বীকার না করিয়া শ্রীঅদ্বৈত-প্রভুকে মহাপ্রভুর সেব্য বিচার করিতে গেলে অপরাধ হয় এবং শ্রীঅদ্বৈত-সেবার নিরর্থকতা প্রতিপাদিত হয়। শ্রীঅচ্যুত বলিয়াছেন,—

> চৌদ্দভুবনের গুরু চৈতন্য-গোসাঞি।
> তাঁ'র গুরু অন্য, এই কোন শাস্ত্রে নাই॥
> চৈতন্য রহিত দেহ শুষ্ককাষ্ঠ সম।
> জীবিতেই মৃত সেই, মৈলে দণ্ডে যম॥

দশানন 'শিব-ভক্ত' বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিলেন। তিনি শিবভক্ত হইলেও শিবের আরাধ্য রঘুনাথের সেবা করিবার পরিবর্ত্তে তাঁহার সেবিকা সীতাদেবীকে হরণ করিবার দুর্ব্বুদ্ধি পোষণ করেন। উক্ত পাষণ্ড রাবণ শ্রীরঘুনাথের বিদ্বেষ পোষণরূপ অপকার্য্য করিবার ফলে নিজবুদ্ধি-দোষে মস্তক-দশটী হারাইয়াছেন। রঘুনাথই শিবের মূল-কারণ ও আরাধ্য, দশাননের দশদিক্‌দর্শী মস্তিস্কে তাহা প্রবিষ্ট না হওয়ায় রুদ্রদেব বস্তুতঃপক্ষে তাহার সেবা গ্রহণ করেন নাই। যাঁহারা শিবের প্রীতি উৎপাদন করিয়া তাঁহার সেবা করিতে সমর্থ হন, তাঁহাদের মঙ্গল হয়। কিন্তু রাবণের শিবপূজায় রুদ্র সন্তুষ্ট না হওয়ায় তিনি তাঁহার সেবা গ্রহণ করেন নাই, তাই রাবণ সবংশে বিনষ্ট হইয়াছিল। সেইরূপ শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যের বংশে অদ্বৈত-সেবা-প্রবৃত্তিতে বিপর্য্যয় ঘটায় তাঁহার অধস্তনগণের ও অধস্তনের অনুগত জনগণের অনেকেই বিষ্ণু-বৈষ্ণব-বিদ্বেষ করিতে গিয়া অতিবাড়ীগণের ন্যায় বৈষ্ণব-সমাজ হইতে নিত্যকালের জন্য বিচ্যুত হইয়া পড়িয়াছেন। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের নিন্দা করিয়া যে-সকল অদ্বৈতাধস্তন ও তদনুগ-ব্যক্তি শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর শ্রীচৈতন্যসেবাবৃত্তি বুঝিতে পারেন না, তাহাদিগের বিষ্ণুভক্তিতে অবস্থিতি কিরূপে সম্ভবপর হইতে পারে? শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর প্রকৃত দাসগণ তাঁহাকে শ্রীচৈতন্যাশ্রিত বলিয়াই জানেন। এই সকল সেবকগণই বস্তুতঃপক্ষে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর প্রিয়পাত্র।

শ্রীল স্বরূপগোস্বামী প্রভুর কড়চায় শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর যে বন্দনা আছে তাহা আলোচনা করিলে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম হইতে পারে। আমরা দুইটী শ্লোক নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি—

> মহাবিষ্ণুর্জ্জগৎকর্ত্তা মায়য়া যঃ সৃজত্যদঃ।
> তস্যাবতার এবায়মদ্বৈতাচার্য্য ঈশ্বরঃ॥
> অদ্বৈতং হরিণাদ্বৈতাদাচার্য্যং ভক্তিশংসনাৎ।
> ভক্তাবতারমীশং তমদ্বৈতাচার্য্যমাশ্রয়ে॥

—যে মহাবিষ্ণু মায়াদ্বারা এই জগৎকে সৃষ্টি করেন, তিনি জগৎকর্ত্তা; ঈশ্বর অদ্বৈতাচার্য্য তাঁহারই অবতার; হরি হইতে অভিন্ন-তত্ত্ব বলিয়া তাঁহার নাম 'অদ্বৈত'; ভক্তি-শিক্ষক বলিয়া তাঁহাকে 'আচার্য্য' বলে; সেই ভক্তাবতার অদ্বৈতাচার্য্য ঈশ্বরকে আমি আশ্রয় করি।

উপরে আমরা যাহা আলোচনা করিলাম তাহাতে স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে, শ্রীঅদ্বৈত প্রভু মহাবিষ্ণু। মহাবিষ্ণু মায়ার নিমিত্ত ও উপাদান বৃত্তিদ্বয়ে দুইরূপে বিরাজমান। যাহা বিষ্ণু একস্বরূপে প্রকৃতিস্থ হইয়া জগতের নিমিত্ত-কারণ, তাহাই পুরুষাবতার বা বিষ্ণুরূপ; দ্বিতীয়-স্বরূপে প্রধানস্থ হইয়া রুদ্র-রূপে অদ্বৈত; সুতরাং পুরুষ হইতে শ্রীঅদ্বৈতের কিছুমাত্র ভেদ নাই, কেবল শরীর-ভেদ।

শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু—আচার্য্য। বিষ্ণুর আচরণ কর্ত্তৃসত্তায় মঙ্গলময়; তাঁহার মঙ্গলময়ী লীলা ও বস্তুত্বে মাঙ্গল্য দর্শন করিলে জীবের মঙ্গল হয়। তিনি যাবতীয় মঙ্গলের আকর। তাঁহার সেবোন্মুখ আচরণ জগতে সকলেরই মঙ্গলবিধান করে। জগজ্জঞ্জালগণ এই শুদ্ধ, নিত্য, মুক্ত ও পূর্ণ মঙ্গল বুঝিতে না পারিয়াই আত্মবৃত্তি 'ভক্তি' হইতে বিচ্যুত হয়। ভোগবুদ্ধিমূলক কর্ম্মানুষ্ঠান, নির্বিশিষ্ট মুক্তি-লাভ প্রভৃতি কোন অমঙ্গলের কথা চিন্ময়-গুণে গুণী শ্রীঅদ্বৈতে স্থান পায় না। তাঁহাকে অদ্বয়-বিষ্ণুতত্ত্ব বুঝিতে না পারিয়া ভক্তিহীন ও কেবলাদ্বৈতবাদি-জ্ঞানে যে-সকল মায়ামোহিত অসুর-স্বভাব জীবগণ তাঁহার অনুগমনের ছলনা করিয়াছিল, নিজ মায়া-দ্বারা তাহাদিগের আত্মম্ভরিতা পোষণ করাইবার ছলনায় আচার্য্যের সেই অভক্তগণকে যে দণ্ডবিধান, তাহাও মঙ্গলাচরণ মাত্র। বিষ্ণুবস্তু অন্বয় ও ব্যতিরেক-ভাবে জীবের মঙ্গলই উৎপন্ন করে। অমঙ্গলকে মঙ্গলরূপে প্রতিষ্ঠিত করিলে বিষ্ণুমায়ার ঔপাদানিক আকর বুঝিতে পারা যায় না। কেহ কেহ বলেন, অদ্বৈতপ্রভুর অপর নাম 'মঙ্গল' ছিল। তিনি নৈমিত্তিক অবতার-রূপে প্রকৃতিতে উপাদান-শক্তির সঞ্চার করিয়া থাকেন; তিনি অমঙ্গলময় প্রাকৃত বস্তু নহেন বা তিনি অমঙ্গলময় প্রাকৃত-গুণের আশ্রয় নহেন। তাঁহার চরিত্রানুসরণেই জীবের মঙ্গলোদয় হয়। তাঁহার নাম শ্রবণ ও কীর্ত্তন করিলে জীবের সকল অমঙ্গল বিনষ্ট হয়। বিষ্ণু-বস্তুতে কোন প্রকার অনুপাদেয়, অবর, পরিচ্ছিন্ন, নির্ব্বিশেষ-ধর্ম্ম আরোপ করিতে নাই। তাঁহার বাস্তবসত্তা যাহা, তদ্বিষয়ে অপ্রাকৃত-জ্ঞান-লাভ দ্বারাই জীবের নিঃশ্রেয়স্ লাভ হয়।

মহান্ত-স্বভাব

> প্রতি দ্বারে দ্বারে গাহে উচ্চৈঃস্বরে
> 'এস হে ত্বরিতে গতি'।
> এ ডাক্ কাহার? পরম উদার
> দেহেতে অরুণ-পাতি॥
> মান অপমান নাহি করে জ্ঞান
> নাহি মানে বাধা লাজ।
> (বলে) 'এস হে ত্বরায় আগত ধরায়
> জগত-আচার্য্য আজ'॥
> কেহ কটু ভাষে কেহ উপহাসে,
> তবুও নাহিক ক্রোধ।
> প্রতি জনে জনে করুণ-বচনে
> কহে তাঁ'র অনুরোধ॥
> উপহাস-বেগে কভু নাহি টলে,
> বৃক্ষের সম স্থির।
> সকলে সম্মানি' আপনি অমানী
> দয়ালু পরম ধীর॥
> নিজ অপমান নাহি করে জ্ঞান
> রহে অবনত-শির।
> শাস্ত্র-অপমানে হয় যে তখনে
> বজ্রের সম দৃঢ়॥
> যত কুসিদ্ধান্ত করি' খণ্ড খণ্ড
> (বলে) "কৃষ্ণ বিনা নাহি আর।
> শ্রীকৃষ্ণ বিহনে অন্য যে বাখানে
> সকল সে মিথ্যা ছার॥
> শ্রীগুরু-চরণ করহ শরণ
> নইলে নাহিক গতি।
> গুর্ব্বাশ্রয় বিনে শ্রীকৃষ্ণ-ভজনে
> না হয় কাহারো রতি॥
> তোমরা সকল জীবন সফল
> কর গুরুপদ বরি'।
> তোমাদের সব যত পাপ তাপ
> আমি নিব মাথে করি'॥"
> (তুমি) কেবা দয়াময় বলহ আমায়
> দুঃখিত জীবের তরে।
> অতি মরমিয়া সদা কাঁদে হিয়া
> যাহ অসতের ঘরে?
> খাদ্য বস্ত্র ধন না কর গ্রহণ
> নিজের ভোগের লাগি'।
> তাহারি কল্যাণে ইষ্টের অর্চ্চনে
> তা'র ধন লও মাগি'॥
> নিজের মঙ্গল বোঝে না সকল
> অভাগিয়া জীবগণ।
> সদাই বৃথায় সময় কাটায়
> দেখিয়া দুঃখিত মন॥
> তা'রা নাহি ভাবে তবু তার পাশে
> পথের খবর দাও।
> যতন সহিতে আপনার সাথে
> গুরু-পাশে ল'য়ে যাও॥
> এত উপকার কেবা করে আর
> আনিত নাহিক জানি।
> তোমার মুখেতে শুনি যে শাস্ত্রেতে
> বৈষ্ণব সে দয়া-খনি॥
> আমি সে পামর অতি দুরাচার
> বদ্ধজীব মায়াহত।
> গুরু-বৈষ্ণবেরে নারে চিনিবারে
> কপট আমার মত॥
> পাষণ্ডী অজ্ঞানী আচার্য্য না চিনি'
> কেবল ভরসা তুমি।
> তোমার ঠাকুরে তুমি দেবে মোরে
> এই মাত্র জানি আমি॥
> তব সাথে সাথে তোমার পশ্চাতে
> তোমার শীতল ছায়।
> বলি নিবেদনে তোমার চরণে
> মন যেন যেতে চায়॥

—শ্রীনীলিমা দেবী

সকল জন্মে পিতামাতা সবে পায়। গুরুকৃষ্ণ নাহি মিলে ভজহ হিয়ায়॥

শ্রীপাদ বন মহারাজ

স্বরাটারে প্রেরিত সংবাদ

গত ১৭ই অক্টোবর (১৯৩৩) তারিখে বিলাতে 'স্বরাটারের' নিকট 'গিল্ড অব্ ইয়ং ক্লার্জির সেক্রেটারী এবং ল্যাঙ্কাশায়ার রক্‌ডেলের সেণ্টমেরী ভাইকারেজের ভাইকার রেভাঃ টি, ডব্লিউ, টেলার এম-এ, বি-ডি, মহোদয় যে সংবাদ পাঠাইয়াছেন তাহা নিম্নে প্রকাশিত হইল।

Tridandi Swami B. H. Bon very kindly consented to lecture at the annual school this year for the Manchester Diocesan Guild of Young Clergy. The school was held at the Diocesan Retreat House during September, and about thirty clergy were present. The Guild is for those serving in the Diocese during the first three years of their ministry, so that none had been in Holy Orders for more than three years, except some who were there either to lecture or in an official capacity. It opened on Monday afternoon and continued till Wednesday morning. In addition to his lectures, therefore, there was ample opportunity for the Swami and those attending the school to meet.

It is not difficult to describe the impression the Swami made personally, and in this connection it should be remembered that an English man is usually more interested in the kind of person a man is than in what he wishes to teach. He would tend to judge the value of his doctrine by the effect it has on his character and life. Those who attended the School were noticeably attracted to the Swami. The sincerity of his vocation, his manly gentleness ahd his courtesy and culture appealed to them all. They felt that in him the barriers of race did not stand in the way of their realising a sense of brotherhood with him. They felt too, that in much that he said they were listening to India speaking rather than to an individual expouding his personal opinions and views on some controversial matter.

Two things seemed clear from conversations. I have had since with men who attended the School. One is that the Swami corrected many incorrect impressions they had—impressions they had gathered partly from lessons at School as children and partly from general reading later in life. It was rather a matter of adjusting and enlarging their ideas than of correcting what was definitely false or erroneous. The other impression was that the Swami made India live for them. Englishmen are generally acquainted with the history of the origins of their race and nation and know the feelings that it stirs in them. When the Swami explained the history of the origin of the term 'Hindu,, they found in him the same kind of interest and feeling they knew in themselves. This went a considerable way to awaken the the sense of brotherhood I have already referred to.

Most of the Swami's hearers could not fail to notice the ease with which he discussed the most abstract metaphysical themes. He was more completely at home in this sphere than an Englishman usually is. They had heard of the Indian Philosophical mind, but had not previously come so closely into contact with it. They were impressed by the way the Swami expressed himself in English, not only by his choice of words, but by the way in which he knew just when the English language failed him, and the admired his skill in elucidating points in a language not easily suited to his purpose.

Some ideas fundamental to the English Christian mind seemed altogether foreign to the Hindu mind. Such, for example the idea for the Incarnation. But although such differences were noticeable, I doubt if a single man present felt for a moment that God Whom the Swami worships, and upon Whom he meditates, is any other than Whom we address in our prayers as 'our Father in Heaven'

ম্যানচেষ্টার 'ডাওসিজান গিল্ড'এর যুবক-ধর্ম্মযাজকগণের বাৎসরিক স্কুলে এ বৎসর ত্রিদণ্ডিস্বামী বি, এইচ, বন একটী বক্তৃতা দিতে অনুগ্রহ পূর্ব্বক সম্মত হইয়াছিলেন। ঐ স্কুলটী গত সেপ্টেম্বর মাসে ডাওসিজান রিট্রিট্ হাউসে বসিয়াছিল এবং প্রায় ৩০ জন ধর্ম্মযাজক তথায় উপস্থিত ছিলেন। ঐ ডাওসিজের প্রথম তিন বৎসর যাঁহারা কার্য্য করেন তাঁহাদেরই জন্য ঐ 'গিল্ডের' অস্তিত্ব। তদ্ধেতু, তিন বৎসরের অধিক কেহ 'হোলি-অর্ডারের' অন্তর্ভুক্ত থাকেন না। তবে যাঁহারা কোন বক্তৃতা দিবেন কিম্বা সরকারী হিসাবে কার্য্য করিবেন, তাঁহাদের কথা অবশ্য স্বতন্ত্র। ঐ স্কুলটী সোমবার বৈকাল হইতে আরম্ভ করিয়া বুধবার প্রাতঃ-কাল পর্য্যন্ত খোলা ছিল। স্বামীজীর বক্তৃতা-শ্রবণ ব্যতীত এস্থানে আগত অন্যান্য ব্যক্তিগণের স্বামীজীর সহিত ঐস্থানে সাক্ষাৎ করিবার এবং অন্যান্য কথা আলোচনা করিবার প্রচুর সুযোগ হইয়াছিল।

স্বামীজী তাঁহার ব্যক্তিত্বের দ্বারা সাধারণের মনে যে রেখা-পাত করিয়াছিলেন, তাহা বর্ণন করা দুঃসাধ্য নহে। এবং এই প্রসঙ্গে ইহাও স্মরণ রাখিতে হইবে যে, একজন ইংরাজ কোন ব্যক্তি-বিশেষের ব্যক্তিত্বের প্রতি যত আকৃষ্ট হন তাঁহার বক্তৃতার প্রতি তত হন না। ইংরাজগণ বক্তার বক্তৃতার বিষয়টী তাঁহার (বক্তার) নিজের জীবনে ও চরিত্রের উপর কিরূপ ফলপ্রদ হইয়াছে, তাহা বিচার করিবার পক্ষপাতী ; ঐ স্কুলে যাঁহারা সমবেত হইয়াছিলেন তাঁহারা স্বামীজীর প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হইয়াছেন। স্বামীজীর সম্প্রদায়ের সর্ব্বতা, তাঁহার ভদ্রতা, সৌজন্য ও শিক্ষা সাধারণের মর্ম্ম স্পর্শ করিয়াছিল। তাঁহারা অনুভব করিতে পারিয়াছিলেন যে, স্বামীজীর বাক্যে তাঁহার সহিত ভ্রাতৃত্ব-স্থাপনের বিষয়ে কোন বাধা বা ব্যবধান থাকিতে পারে না। তাঁহারা আরও অনুভব করিয়াছিলেন যে, স্বামীজী যে-সমস্ত কথা বলিয়াছেন, তাহাতে তাঁহারা যেন ভারতের নিকট হইতে কাহারও কোনপ্রকার ব্যক্তিগত বা বিবাদীর মতবাদ শ্রবণ করিতেছেন না।

যাঁহারা ঐ স্কুলে উপস্থিত ছিলেন, তাঁহাদের সহিত কথা-বার্ত্তায় আমার নিকট দুইটী জিনিষ স্পষ্টীকৃত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। তাহার মধ্যে প্রথমটী এই যে, তাঁহারা স্কুল হইতে বালক হিসাবে এবং তৎপর-জীবনে যে-সমস্ত ভ্রান্ত ধারণা সংগ্রহ করে তাহা স্বামীজী সংশোধন করিয়া দিয়াছেন। বরং ইহা এই ভাবে বলা যাইতে পারে যে, স্বামীজী তাঁহাদের ভ্রান্ত ধারণা সংশোধন না করিয়া, তাঁহাদিগের ঐ ধারণাগুলিকে যথা-স্থানে সমাবেশ এবং বিস্তার করিয়া দিয়াছেন। দ্বিতীয় ধারণাটী এই যে, স্বামীজী ভারতবর্ষকে বাসস্থানের একটী যোগ্য-স্থান বলিয়া পরিচয় করাইয়া দিয়াছেন। ইংরাজগণ সাধারণতঃ তাঁহাদের নিজেদের জাতীয়তার প্রাক্-ইতিহাস ও তদ্দ্বারা তাঁহাদিগের অন্তরে উদ্ভূত অনুভূতি সকলে পরিচিত। যখন স্বামীজী 'হিন্দু' এই শব্দের মূল-তথ্য ব্যাখ্যা করেন, তখন তাঁহারা তাঁহার (স্বামীজীর) মধ্যে নিজেদের জাতীয়তার অনুভূতি ও স্বার্থ লক্ষ্য করিয়াছিলেন। ইহা দ্বারা পরস্পরের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব-ভাব উদ্বোধন করিবার বিষয়ে প্রচুর সাহায্য হইয়াছিল।

শ্রোতৃবৃন্দের মধ্যে অনেকেই স্বামীজীর বর্ণিত দুরূহ দার্শনিক-তত্ত্ব-সম্বন্ধে সহজ সরল ব্যাখ্যা লক্ষ্য করিতে ভুল করেন নাই। এই অঞ্চলে স্বামীজী একজন ইংরাজের অপেক্ষাও অধিক আত্মীয় বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন। শ্রোতৃবৃন্দ ইতঃপূর্ব্বে ভারত-বর্ষীয় দার্শনিক-অন্তঃকরণের কথা কেবল শ্রবণই করিয়াছিলেন ; কিন্তু ঐরূপ কোন দার্শনিক ব্যক্তির সহিত ঘনিষ্ট সংস্পর্শে আসেন নাই। স্বামীজী ইংরাজী-ভাষায়, ইংরাজী-শব্দ-যোজনা দ্বারা এবং যেখানে ইংরাজি-শব্দের অভাব হইয়াছে তেমন অবস্থায় তিনি যে-ভাবে তাঁহার বক্তব্য বিষয়ে সাধারণের নিকট প্রকাশ করিয়াছেন তাহাতে শ্রোতৃমণ্ডলী বড়ই আকৃষ্ট হইয়াছেন এবং যে-ভাষা তাঁহার মনোগত-ভাব বা তাঁহার উদ্দেশ্য ব্যক্ত করিবার বিষয়ে উপযুক্ত নয় সেইরূপ ভাষায় বক্তৃতা করিতে গিয়া তিনি যে দক্ষতা প্রকাশ করিয়াছেন তজ্জন্য তিনি অতীব প্রশংসার পাত্র।

খৃষ্ট-ধর্ম্মাবলম্বী ইংরাজগণের নিকট যে-সমস্ত ধারণা মূল বলিয়া বিবেচিত হয়, তাহা হিন্দুদিগের নিকট একেবারেই বিজাতীয় অর্থাৎ পৃথক্ বলিয়া মনে হয়; উদাহরণ-স্বরূপে অবতারবাদের কথা বলা যাইতে পারে। কিন্তু এরূপ পার্থক্য দৃষ্টিগোচর হইলেও আমার মনে হয় তথায় উপস্থিত সভ্যবৃন্দের মধ্যে সকলেই ইহা অনুভব করিয়াছিলেন যে, স্বামীজী যে ভগবান্‌কে উপাসনা করেন এবং আমরা আমাদের "স্বর্গীয় পিতা" বলিয়া যাঁহার নিকট প্রার্থনা করি, ইঁহাদের দুজনার মধ্যে কোন পার্থক্য নাই।

শুদ্ধভক্তি গ্রন্থমালা

বাঙ্গালা অক্ষরে প্রকাশিত

১। ভাষ্যসহ বিরাট শ্রীচৈতন্যভাগবত ৫৲
২। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২৮৲
একাদশ স্কন্ধ হইতে প্রতিখণ্ড ।৵০
৩। ভাষ্যদ্বয়সহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত
(৪র্থ সংস্করণ) ৬৲
৪। ভক্তিবিবেককুসুমাঞ্জলি (বাঁধা) ১৲
৫। গৌড়ীয়-গৌরব ।৵০
৬। গৌড়ীয়-সাহিত্য ।৵০
৭। ভজনরহস্য
শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও
শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা)
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৯। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ)
ঐ (বাঁধা)
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
১০। গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি-টীকাসহ)
ঐ (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
১১। গীতার কেবল মাধ্ব-ভাষ্য ৷০
১২। মুক্তিমল্লিকা গুণসৌরভঃ সানুবাদ
(মাধ্ব) ২৲
১৩। বেদান্ততত্ত্বসার সানুবাদ
(রামানুজীয়) ৷০
১৪। জৈবধর্ম্ম ২৲
১৫। শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৬। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১৭। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ৷৵০
ঐ (বাঁধা) ৸০
১৮। দ্বীপ দিগ্‌দর্শন ৵০
১৯। সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ) ।৵০
২০। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ৷০
ঐ (আবাঁধা) ।৵০
২১। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
২২। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৵০
২৩। গীতমালা ⁄১০
২৪। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৵০
২৫। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৵০
২৬। নবদ্বীপ পঞ্জিকা (৪৪৭ গৌরাব্দ) ৵০
২৭। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
২৮। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা-দর্পণ ।০
২৯। শরণাগতি ⁄০
৩০। গীতাবলী ⁄০
৩১। চিত্রে নবদ্বীপ ১৷০
৩২। সাধনকণ ⁄০
৩৩। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ⁄০
৩৪। নবদ্বীপশতক ⁄০
৩৫। অর্থপঞ্চক ⁄০
৩৬। সদাচারস্মৃতিঃ ⁄০
৩৭। কল্যাণকল্পতরু (৫ম সংস্করণ) ⁄১০
৩৮। অর্চ্চনকণ ⁄১০
৩৯। সাধককণ্ঠমালা (বাঁধা) ৷০
ঐ (আবাঁধা) ৷⁄০
৪০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি
(প্রথম চারিখণ্ড) ৩৲
৪১। ব্রহ্মসংহিতা ৷০
৪২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৪৩। মণিমঞ্জরী সানুবাদ ।০
৪৪। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৪৫। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ।০
৪৬। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৪৭। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
৪৮। গৌড়ীয়মঠ কি করেন ? ⁄০
৪৯। ঈশোপনিষৎ (বলদেব ও মাধ্ব-ভাষ্য এবং বিবৃতি ও অনুবাদসহ) ।০
৫০। শ্রীভুবনেশ্বর ৵০
৫১। সিদ্ধান্তদর্পণ ৵০
৫২। সাংখ্যবাণী ⁄০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৫৩। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী-দিগ্বিজয়ঃ ৷০
৫৪। সটীক-শিক্ষাদশমূলম্ ।০
৫৫। তত্ত্ব-সূত্রম্ ৷০
৫৬। সানুবাদ-শিক্ষাষ্টকম্ ৵০
৫৭। গৌড়ীয়মঠতত্ত্ব পরিচয়ঃ ⁄০
৫৮। সারাংশবর্ণনম্ ৵০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৫৯। রায় রামানন্দ ৷০
৬০। নামভজন ।০
৬১। রিলেটীভ্ ওয়ার্ল্ড্স্ ।৵০
৬২। লাইফ্ য়্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব
শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।০
৬৩। বৈষ্ণবীজম্ ।০
৬৪। হোয়াট্ গৌড়ীয়মঠ ইজ্ ডুইং ⁄০
৬৫। দি ভাগবত ।০
৬৬। ইরোটিক্ প্রিন্সিপ্‌ল্ য়্যাণ্ড
আনেলয়েড্ ডিভোসন ।০
৬৭। ব্রহ্ম-সংহিতা ২৷০
৬৮। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (ভলুম ওয়ান) ১৫

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৬৯। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ৷০
৭০। সাধন পথ ।০
৭১। কল্যাণ-কল্পতরু ⁄১০
৭২। গীতাবলী ⁄০
৭৩। শরণাগতি ⁄০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৭৪। শরণাগতি

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

নদীয়া-প্রকাশপ্রাপ্তির স্থান

১। শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম-মায়াপুর, নদীয়া
২। শ্রীযোগপীঠ ঐ
৩। শ্রীবাস-অঙ্গন ঐ
৪। অদ্বৈত-ভবন ঐ
৫। কাজীর সমাধি পাট ঐ
৬। স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ, নদীয়া।
৭। শ্রীভাগবত আসন কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
৮। শ্রীএকায়ন মঠ গোবিন্দপুর, হাঁসখালী।
৯। দ্বাদশগোপাল পাট—পোঃ চাকদহ,
১০। শ্রীগৌর-গদাধরমঠ—চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড়, বর্দ্ধমান
১১। শ্রীমোদদ্রুমছত্র মাউগাছি, বর্দ্ধমান
১২। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম, আমলাযোড়া, পোঃ রাজবাধ বর্দ্ধমান
১৩। শ্রীগৌড়ীয়মঠ বাগবাজার, কলিকাতা
১৪। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাস্থ, হাওড়া,
১৫। শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয়মঠ, ৯০নং নবাবপুর রোড্, ঢাকা
১৬। শ্রীগোপালজী মঠ কমলাপুর, ঢাকা।
১৭। শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ পোঃ বালিয়াটী,
১৮। শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয়মঠ ময়মনসিংহ।
১৯। শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ চিরুলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর
২০। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম গোয়ালপাড়া, আসাম।
২১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ রায়পেট্টা, মান্দ্রাজ।
২২। শ্রীরামানন্দগৌড়ীয় মঠ কব্বুর, জিঃ পশ্চিম গোদাবরী
২৩। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ উড়িয়াবাজার, পোঃ বক্সীবাজার, কটক।
২৪। শ্রীত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয় মঠ ভুবনেশ্বর।
২৫। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ স্বর্গদ্বার, পুরী।
২৬। শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, পুরী।
২৭। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ ডুমুরকুণ্ডা, পোঃ চিরকুণ্ডা, মানভূম।
২৮। শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ—কাশী।
২৯। শ্রীরূপগৌড়ীয় মঠ—এলাহাবাদ।
৩০। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ পুরাণবাজার, সরকার ঠাকুরের কুঞ্জ, বৃন্দাবন
৩১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, নিউদিল্লী
৩২। শ্রীপরমহংসমঠ—নৈমিষারণ্য,
৩৩। শ্রীসারস্বত গৌড়ীয় মঠ—হরিদ্বার।
৩৪। শ্রীব্যাসগৌড়ীয়মঠ—কুরুক্ষেত্র, পঞ্জাব
৩৫। শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাবুলনাথ রোড, পোঃ গ্র্যাণ্ট রোড, বোম্বে।
৩৬। লণ্ডন গৌড়ীয়মঠ, ৩৯নং ড্রেটন গার্ডেন্স, কেনসিংটন লণ্ডন, '(এস্, ডব্লিউ—১০)।
৩৭। অমরি গৌড়ীয়মঠ—মেদিনীপুর
৩৮। সরভোগ গৌড়ীয় মঠ—সরভোগ, কামরূপ, আসাম,

শুদ্ধভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীলভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী মাসিক। শ্রীধাম-মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিকভিক্ষা সডাক ৩৲, ষান্মাসিক ১৷০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দি ভাষায় একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি হৃদয় বন মহারাজ সম্পাদিত ও নৈমিষারণ্য শ্রীপরমহংস মঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ১৷০ দেড় টাকা মাত্র।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ দেড় টাকা মাত্র।

৫। কীর্ত্তন—মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ নিমানন্দ সেবাতীর্থ বি-এজি, বি-টি, সম্পাদিত। আসাম গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম হইতে প্রকাশিত আসামী ভাষার মাসিক। ভিক্ষা সডাক ১৷০ দেড় টাকা মাত্র

শ্রীচৈতন্যভাগবত

আদিকবি শ্রীল বৃন্দাবন দাস প্রণীত সমগ্র গ্রন্থ

গ্রন্থের মূল বোল্ড অক্ষরে এবং তন্নিম্নে বিশ্ববিশ্রুত গৌড়ীয়মঠের প্রতিষ্ঠাতা ও আচার্য্য ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তি-সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভু-পাদের রচিত বিস্তৃত ভাষ্য উত্তম কাগজে সৌষ্ঠবের সহিত মুদ্রিত হইয়াছেন। ডবল ক্রাউন আটপেজি আকারে ১০৯৬ পৃষ্ঠায় কেবল মূল ও ভাষ্য সম্পূর্ণ হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত শ্লোকসূচী, পদ্যসূচী, স্থানসূচী, পাত্রসূচী, বিষয়সূচী, শব্দসূচী প্রভৃতি বিস্তৃত সূচীপত্রেও একটী গ্রন্থ হইবে। সভাষ্য শ্রীচৈতন্যভাগবতের এরূপ উৎকৃষ্ট ও অমূল্য বিরাট্ সংস্করণ জগতের কোথায়ও আজ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হন নাই, ইহা নিরপেক্ষ পাঠক-মাত্রকেই একবাক্যে স্বীকার করিতে হইবে। শ্রীগৌড়ীয়মঠের উৎসব-কালে গ্রন্থের ভিক্ষা ১২৲ বারটাকা স্থলে—৫৲ পাঁচটাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীচৈতন্যমঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

কলিকাতা বাজার দর

লৌহ হার্ডওয়্যার

২৭শা অক্টোবর ১৯৩৩

টাটার তৈয়ারী—	প্রতি হন্দর।
লোহার কড়ি (জয়েষ্ট বা বীম)	
মার্কা	৫।৶০—৫॥৵০
ঐ বে-মার্কা হাল্কা ওজন	৪।৵০—৪॥৶০
নরুণা (টী-আয়রণ)	৬৵০—৬।০
এঙ্গেল আয়রণ (কোনা)	৫৸৵০—৬।৵০
গ্যালভ্যানাইজড করগেট টীন—	
২২ গেজ ৬ হইতে ১০ ফুট	১১।৵০
২৪ গেজ ,, ,,	১০৸৵০
২৬ গেজ ,, ,,	১২
২৪ গেজ আর, পি, ডি, মার্কা	১২৸৶০
২৪ গেজ গ্যাঃ প্লেন শীট—	১১।৵০
২৬ গেজ ,, ,,	১২।০
২৮ গেজ ও ৩০ গেজ ঐ—	১৩৲—১৬৲
বাগান ঘেরা কাঁটাতার ১০০	
পাউণ্ড বাঃ	৮৸০
ঢাল পাটী	৬৲৵—৬।০
,, বোল্টু (গোল)	৬৲৵—৬।০
,, গরাদে (চৌকা)	৬৵০—৬৲।০
,গোল রড ৶০—।৶০ সূতা	৫৵০---৫॥০
,, টানা রড-	
চৌকা ৶০---।৵০ ঐ	৫৵০—৫॥০
,, বাণ্ডিল তার	৭৲—৭৸০
,, প্লেট—তিন সূতা মোটা	
পর্য্যন্ত	৭।০—৭।০
,, চাদর ৩-১৬ খানা বাণ্ডিল	৯॥৵—১০৲
স্প্রীং ষ্টীল	৮।০—৯৲
সাফ রাউণ্ড	৫৸৵—৬৲৵০
তারের পেরেক ১—৬ ইঞ্চি	৯—৯৸০
প্যাটেণ্ট পেরেক ২—৮ ইঞ্চি	১২।০—১৫॥০
ঢালাই কড়া ১ হইতে ১০ নং	২॥০ সাট
কোদাল ৪, ৫, ৬,	৭৸৵০ ৮৸৵০ ৯৸৵০ ডঃ
ঐ তিন পাউণ্ড ৬৲ পেঃ বিঃ	৬।৵০ ,,
গ্যাঃ প্লেন বালতি ৭—১২ ইঞ্চি	১॥/০ ৬॥/০
ঐ রিভিট ,, ৭—১২ ইঞ্চি	২৲--৭৲ ,,
লোহার চেয়ার রডের গোল ও	
চৌকা	৮॥০— ”
ঐ তালের লোহার সিট	১৫৲ ,,
ঐ ভেনেস্তা (কাঠের সিট)	১৮৲ ,,
লোহার স্ক্রুপ ॥—৩ ইঞ্চি /১০--॥৶০ গ্রোস	
ঐ কব্জা ১৩ নং	
১॥—৪ ইঞ্চি	।১০—৸৵১০ পেঃ ডজন
গ্যাঃ তার ১৬—২২ নং	
(গেজ)	১২৲---১৩৲ হন্দর
গ্যাঃ রিজিং (মটকা)	
১২ ইঞ্চি	।৵৫ - ॥৶০ পীস
গ্যাঃ গাটারিং বা ডোঙ্গা	
৬ ইঞ্চি	।০—৸/০ ,,
গ্যাঃ স্ক্রুপ ১॥০--২॥০ ইঞ্চি	২৩৲--২৯৲ হন্দর
গ্যাঃ ওয়াশার চাকি	১১॥০—১৩৲ ,,
গ্যাঃ বোল্ট-নাট ৸—৩ ইঞ্চি	
	॥৵১০—১৵০ গ্রোস
ঢালাই রেলিং	৩॥০--৪॥০ হন্দর
ঐ রেন ওয়াটার পাইপ	
৩ ইঞ্চি ৵১০ ও	৪ ইঞ্চি ।১০ ফুট
টিউব ওয়েলের জন্য গ্যাঃ	
পাইপ১॥ ইঞ্চি	।৵৫ ফুট
পাম্প ৪নং ১২॥০ ৫নং ১৪৲ ৬নং ১৬৲	
৬০--৮০ বাটখারা ৵১৫ সাট ২।০--২॥০ মণ	

সন্তোষকুমার মল্লিক এণ্ড সন্স লিঃ

লৌহ ও হাডওয়ার বিক্রেতা।

মীরবহর ঘাট লোহাপটী, বড়বাজার, টেলি--"**লোহার মালিক**" কলিকাতা

কেরোসিন

গ্লোক্রেক প্রত্যেক বাক্স (২ টিন)	৯৲৬
সূর্য্য মার্কা	৬॥০
ভিক্টোরিয়া	৭৲

সোণার দর

পাকা সোণা	৩০৸৶
বড়াল	৩০৸
চিনা পাত	৩২।০

রূপার দর

রূপা প্রতি ১০০ ভরি	৫৫৵০
ঐ খুচরা	৫৵০

কোম্পানীর কাগজ

৩।০ সুদের কাগজ	৮১৶
৩॥০ নূতন ঋণ (১৯৪৭-৫০)	৯১।০
৩৲ ,, ঋণ (১৯৬০-৭০)	৯৭৲
৪৲ ,, বণ্ড (১৯৩৫	১০৪॥/০

ডিবেঞ্চার

৫৲ সুদের (১৯৫৬-৮৬) কলিকাতা পোর্ট-ট্রাষ্ট ডিবে :— ১০২॥৵০

ব্যাঙ্ক

ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক (কর্নট্রি)	২৯৪॥০
সেণ্ট্রাল ঐ	২২৲

কাপড় ও সূতার কল

এলগিন মিল	৪৫৲

পাট কল

হাওড়া	৫০৲
অকল্যাণ্ড	১৯৫৲
বালী	১৬২৲
বরানগর	১৫০
ক্লেবজ	৩৭০৲
	২৪৩৲
ক্লাইভ	২৮।০
ডালহাউসী	৪০৮॥০
ডেল্টা	৪০৫৲

কৃষ্ণনগর নবদ্বীপঘাট রেলওয়ে সময়

কৃষ্ণনগর হইতে নবদ্বীপঘাট

কৃষ্ণনগর সিটি—	৬-৪৫	১০-৪৪	১৩-২২	১৭-৩৮	২০-১৬
কৃষ্ণনগর রোড—	৬-৫৬	১০-৫৫	১৩-৩৩	১৭-৪৭	২০-২৫
আমঘাটা—	৭-১৫	১১-১৩	১৩-৫১	১৮-৩	২০-৪১
মহেশগঞ্জ—	৭-২৪	১১-২১	১৪-০	১৮-৯	২০-৪৭
নবদ্বীপঘাট—	৭-৩৩	১১-৩০	১৪-৯	১৮-১৬	২০-৫৫

বিশেষ দ্রষ্টব্য—নবদ্বীপঘাট ষ্টেশন অপেক্ষা মহেশগঞ্জ ষ্টেশন হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরের দূরত্ব অনেক কম। শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে যাঁহাদিগকে রাণাঘাটে ট্রেণ বদল করিতে হয়, তাঁহারা রাণাঘাটে প্রাতঃ ৫-৫০,৮-১৪,৯ ৪৬, ১৬-৪৮,১৮-৩৯ এবং ০-৩২ মিনিটের সময় গাড়ী পাইবেন।

শান্তিপুর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে শান্তিপুর ষ্টেশনে৫-৪০,৯-২৯, ১২-২৫,১৬-৪ এবং ১৮-৪১ মিনিটের সময় ট্রেণ পাওয়া যায়।

নবদ্বীপঘাট হইতে কৃষ্ণনগর

নবদ্বীপ ঘাট—	৫-৩৫	৯-২৫	১২-১০	১৫-৩৪	১৮-৪৫
মহেশগঞ্জ—	৫-৪৩	৯-৩৩	১২-১৯	১৫-৪২	১৮-৫৩
আমঘাটা—	৫-৪৯	৯-৩৯	১২-২৬	১৫-৪৮	১৯-৫
কৃষ্ণনগর রোড—	৬-৫	৯-৫৫	১২-৪৩	১৬-৪	১৯-২৪
কৃষ্ণনগর সিটি—	৬-১৩	১০-৩	১২-৫১	১৬-১২	১৯-৩৫

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে—ডাঃ কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম ভক্তিশাস্ত্রী এল, এম, এফ কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

সর্পাঘাতে উকিলের মৃত্যু

জনৈক উকিল দক্ষিণ ভাগলপুরে এক দূরবর্ত্তী স্থানে গমন করিয়াছিলেন। তথায় এক বিষধর সর্পের দংশনে তিনি মারা গিয়াছেন বলিয়া এক দুঃসংবাদ পাওয়া গিয়াছে। মৃত্যুর পূর্ব্বে তিনি কোনরূপ সাহায্যই পান নাই।

প্রকাশ, বসন্তলাল বি, এল. চাঁদপুর গ্রামে গমন করেন এবং তথায় এক কুটিরে একাকী রাত্রি যাপন মানসে অবস্থান করেন পরদিন প্রাতঃকালে জনৈক গ্রামবাসী উক্ত কুটীরে বসন্ত বাবুর মৃতদেহ আবিষ্কার করেন উক্ত গ্রামবাসী চীৎকার করিয়া উঠিলে গ্রামের অপর কয়েকজন ঘটনাস্থলে আসিয়া হাজির হয়। এবং শবের পার্শ্বে দুইখানি চিঠি দেখিতে পায় একখানি পত্র হিন্দী ভাষায় লিখিত তাহাতে লেখা আছে যে, এক কেউটে সাপ তাঁহাকে দংশন করায় তিনি সাহায্যের জন্য চীৎকার করিয়াও কাহারও সাহায্য পান নাই। অপর পত্রখানি মৃতের কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে লিখিত—চিঠিখানি ইংরাজীতে লেখা।

স্যার তেজবাহাদুরের মেমোরেণ্ডাম

জয়েণ্ট পার্লামেণ্টারী কমিটীতে স্যার তেজবাহাদুর সপ্রু যে মেমোরেণ্ডাম দাখিল করিয়াছেন, তাহা নাকি ১৫০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। স্যার তেজবাহাদুর উহা প্রকাশ করিবার অনুমতি না দেওয়া পর্য্যন্ত উহার মর্ম্ম গোপন রাখা হইতেছে।

আরও জানা গিয়াছে যে, তেজবাহাদুর সপ্রুর অভিমত শ্রীযুক্ত জয়াকর, শ্রীযুক্ত যোশী ও শ্রীযুক্ত রঙ্গস্বামী আয়েঙ্গার কর্ত্তৃক সমর্থিত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত জয়াকর ও শ্রীযুক্ত রঙ্গস্বামী আয়েঙ্গার মেমোরেণ্ডামের সহিত একটী ছোট মন্তব্য লিপি দিয়াছেন। উহা ইংলণ্ড ও ভারতবর্ষে যুগপৎ প্রকাশিত হইবে।

অর্থ উপহার দিবার প্রস্তাব

সন্তরণে পৃথিবীর রেকর্ড আতক্রমকারী মিঃ প্রফুল্লকুমার ঘোষকে একটি টাকার তোড়া উপহার দেওয়া সম্পর্কে অর্থসংগ্রহের জন্য ব্যবস্থাপক সভার ভূতপূর্ব্ব সভাপতি ঔ, পু'র সভাপতিত্বে সেদিন বেঙ্গল একাডেমীতে এক জনসভা হয়। উক্ত সভায় বিভিন্ন জাতির প্রতিনিধি-মূলক একটী কমিটী গঠিত হয়।

সান' পত্রিকার সম্পাদক মিঃ বাগলে এম, এল, সির, সহিত 'ইউনাইটেড প্রেসে'র প্রতিনিধি সাক্ষাৎ করিলে তিনি বলেন, "মিঃ ঘোষ যদি অন্য কোন দেশে জন্মগ্রহণ করিতেন এবং সন্তরণে এইরূপ কৌশল দেখাইতেন, তবে তাঁহার নাম যশ এবং সম্বর্দ্ধন অন্য প্রকার হইত।"

দমদমে টেলিগ্রাফের তার কর্ত্তন

দমদম ষ্টেশনের নিকট রেল লাইনের ধারা দিয়া যে টেলিগ্রাফের লাইন গিয়াছে, ইহার পোষ্ট হইতে তামার তার সরাইয়া লওয়ার ফলে সোমবার রাত্রে ইষ্ট বেঙ্গল রেলের টেলিগ্রাফ লাইনে গোলযোগ ঘটে।

প্রকাশ, টেলিগ্রাফের তার কাটা হইতেছে সংবাদ পাইয়া রেল পুলিশের দারোগা অতুলকৃষ্ণ চাটুর্য্যে ও আবদুল মজিদ কয়েক জন কনেষ্টবল সহ ঘটনাস্থলের দিকে অগ্রসর হন পুলিশ বা জনৈ দুইজনকে তার কাটিতে দেখিয়া স্থানটী ঘেরাও করিয়া ফেলে। ইহার পূর্ব্বেই এক ব্যক্তি পলায়ন করে। পুলিশ অপর ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করিয়া তাহার নিকট কতকগুলি তার কাটিবার যন্ত্র, কয়েক টুকরা রবার এবং প্রায় আধমণ টুকরা তামার তার পাইয়াছে। ধৃত ব্যক্তির নাম জয়মঙ্গল সিং। মঙ্গলবার প্রাতে টেলিগ্রাফ লাইন মেরামত করা হইয়াছে।

লাহোরে বোমা প্রাপ্তি

গত ৩০শে অক্টোবর রাত্রিতে মল নামক স্থানে মারাত্মক রকমের বোমাসহ ২ জন যুবক গ্রেপ্তারের ফলে এখানে অত্যন্ত চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইয়াছে। একরূপ প্রকাশ যে, গোয়েন্দা পুলিশের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মিঃ জেঙ্কিনস গোপনে সংবাদ পাইয়া পুলিশকে কুলদীপ শেঠি ও যুবরাজ নামক ২ জন যুবকের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখিতে আদেশ দেন ঐ যুবকগণ যখন 'মলে'র ভিতর দিয়া টোঙ্গাতে চড়িয়া যাইতেছিল, তখন পুলিশ স্টুডাস হোটেলের নিকট তাহাদিগকে গ্রেপ্তার করে এবং তাহাদিগের নিকট মারাত্মক রকমের বৈদ্যুতিক তারসংযুক্ত বোমা পাওয়া গিয়াছে। বোমাগুলি এই দেশেই তৈরী বলিয়া মনে হয়। সশস্ত্র পুলিশ সহ প্রায় সমস্ত উচ্চ পদস্থ সরকারী কর্ম্মচারী তথায় উপস্থিত ছিল।

কুলদীপ ডি এ ভি কলেজের প্রাক্তন ছাত্র এবং যুবরাজ একজন কংগ্রেসকর্ম্মী আইন অমান্য আন্দোলনে সেই দুইবার কারাবরণ করিয়াছিল।

প্রকাশ যে, তাহাদিগের নিকট ঐ ভিন্ন একটী 'টর্চ্চ' ও কিছু কাগজপত্রও পাওয়া গিয়াছে। তাহাদের বাড়ী খানাতল্লাসী করিয়া একটী বড় ছুরিকা এবং ভগৎ সিং বটুকেশ্বর দত্ত রাজগুরুর প্রশংসাপূর্ণ কয়েকটী কবিতা পাওয়া গিয়াছে বলিয়া প্রকাশ।

আরও প্রকাশ যে, লোহারি গেট পুলিশ ষ্টেশন বোমার মামলার জামীন-মুক্ত আসামী লোহারিরাম ইহার সহিত জড়িত আছে, বলিয়া সন্দেহ করা যাইতেছে। লোহারিরাম বর্ত্তমানে ফেরার আছে বলিয়া প্রকাশ।

টাকা আত্মসাৎ করিবার অভিযোগ

বড় বাজারের ধনী ব্যবসায়ী বাবুলাল পোদ্দারের ৭৩৫৲ টাকার নোট আত্মসাৎ করিবার অভিযোগে মঙ্গলবার দিন জোড়াবাগানের তৃতীয় প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ ওয়াজিদ আলী উক্ত ব্যবসায়ীর ভৃত্য ভোলা কাহারের প্রতি ৮ মাস সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ দিয়াছেন।

অভিযোগের বিবরণ এই, ফরিয়াদী স্নানে যাইবার সময় উপরোক্ত পরিমাণ টাকা আসামীর হেফাজতে রাখিয়া যান। ফরিয়াদী স্নান ত্যাগ করিয়া যাইবামাত্র আসামী টাকা লইয়া পলায়ন করে এক সপ্তাহ পর আসামী পুলিশের নিকট আত্মসমর্পণ করিয়া বলে যে, ফরিয়াদী তাহার জিম্মায় কোন টাকা রাখেন নাই।

অনাহারে আত্মহত্যা

যশোহর দুর্ভিক্ষ নিবারণী সমিতির সম্পাদক শ্রীযুত অতুলকৃষ্ণ ঘোষ মহাশয় জানাইতেছেন যে, আগদিয়া গ্রামের হেমতুল্লা সেখ ৬ দিন অনাহারে থাকিয়া অবক্ষুধার তাড়নায় আত্মহত্যা করিয়াছে। যশোহরের এই অর্থকষ্টের প্রতি গবর্ণমেণ্টের বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন।

জনৈক এটর্ণী দণ্ডিত

ওল্ড পোষ্ট আফিস ষ্ট্রীটের মেসার্স এন সি বসু এণ্ড কোংর সালিসিটার অক্ষয়চন্দ্র বসুকে বিশ্বাস ভঙ্গের অভিযোগে প্রধান প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট অনারেবল এস কে, সিংহ গত মঙ্গলবার তিন মাস সশ্রম কারাদণ্ড ও ১০০৲ অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করেন। জরিমানা অনাদায়ে তাহাকে আরও তিন মাস কারাদণ্ড ভোগ করিতে হইবে।

অভিযোগে প্রকাশ যে, বাবু গৌরীশঙ্কর তিত্রিওয়ালা হাইকোর্টের নীলামে ২২৫০০৲ মূল্যে শিকদার পাড়া লেনে একটী বাড়ী ক্রয় করেন এবং হাইকোর্টের রেজিষ্ট্রারকে দিবার জন্য তাহার সালিসিটার হিসাবে আসামীর ৫০০০৲ প্রদান করেন। অতঃপর বিক্রয় চুরান্ত করিবার জন্য আসামীর নিকট অবশিষ্ট ১০,৫০০৲ রেজিষ্ট্রারকে প্রদান করিবার জন্য দেওয়া হয়। ফরিয়াদী পরে জানিতে পারেন যে, সম্পূর্ণ টাকা দাখিল না হওয়ায় নীলাম খরিদ পণ্ড হইয়া গিয়াছে। ফরিয়াদী হাইকোর্টে তাহার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করিলে আসামী সুদসহ সম্যক টাকা প্রদান করে কিন্তু হাইকোর্টে আসামীকে অভিযুক্ত করিতে আদেশ প্রদান করেন।

ম্যাজিষ্ট্রেট আসামীকে দুইটি অভিযোগে অপরাধ সাব্যস্ত করেন; কিন্তু এক অপরাধে শাস্তি প্রদান করেন। সুদীর্ঘ রায় প্রদানকালে ম্যাজিষ্ট্রেট মন্তব্য করেন যে, মক্কেলের বর্ত্তিত আসামীর ব্যবহার অত্যন্ত ঘৃণার্হ ও লজ্জাজনক।

নিমতলা লেনে ডিনামাইট ষ্টীক প্রাপ্তির জের

নিমতলা লেনের বাড়ীর দোতালায় এক ট্রাঙ্কের ভিতর ২০৯টি ডিনামাইট ষ্টীক, ১১৮টী ডিটোনেটর এবং ৩টী ফেনামেটিং পেচ তার পাওয়ার অভিযোগে ব্যাঙ্কশাল কোর্টের জনৈক মিঠাইর দোকানের তারা ঘটক, যোগেন্দ্রনাথ বাঁড়ুয্যে ও পরীক্ষিত রায় গ্রেপ্তার হয়। মঙ্গলবার দিন পুলিশ প্রধান প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে উহাদের বিরুদ্ধে বিস্ফোরক পদার্থ আইনের ৪ ও ৫ ধারা মতে চার্জ্জশীট দাখিল করিয়াছেন। প্রকাশ, ঘটক সপরিবারে উক্ত বাড়ীতে বাস করিত এবং ব্যানার্জ্জি একজন ফেরার রাজবন্দী।

আগামী ৩রা নবেম্বর পর্য্যন্ত তিন জনকে জেল হাজতে রাখার আদেশ দেওয়া হইয়াছে।

বাঁকুড়া মেল ডাকাতির জের

বাঁকুড়ার এক মেল ডাকাতি সম্পর্কে বাঁকুড়া কলেজের দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র রামসত্য মুখুয্যেকে গ্রেপ্তার করা হয়। মঙ্গলবার দিন প্রধান প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট তাহার প্রতি ১৪ই নবেম্বর পর্য্যন্ত হাজতবাসের আদেশ দিয়াছেন।

অকস্মাৎ আমেরিকা যাত্রা

মিঃ নরম্যান ডেভিস অত্যন্ত অপ্রত্যাশিতভাবে আমেরিকায় প্রত্যাবর্ত্তনের জন্য সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। বাহ্যতঃ দেখা যাইতেছে যে, নিরস্ত্রীকরণ বিষয়ে নূতন পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছে, তিনি তৎসম্পর্কেই তাঁহার স্বীয় গবর্ণমেণ্টের সহিত আলোচনা করিবেন নিরস্ত্রীকরণ কমিশনের আগামী বৈঠকে তিনি যথাসময়ে উপস্থিত হইতে পারিবেন বলিয়া আশা করিতেছেন।

ধর্ম্মগুরু পোপের উপদেশ

ধর্ম্মগুরু পোপ জার্ম্মাণীর বর্ত্তমান অবস্থার জন্য খুব উদ্বেগ বোধ করিতেছেন। একদল তীর্থকামী জার্ম্মাণ যুবক এখানে আসিয়াছিল, তাহাদিগকে উদ্দেশ্য করিয়া তিনি যে বক্তৃতা দিয়াছেন, তাহাতেই পোপের এই উদ্বেগের পরিচয় পাওয়া গিয়াছে।

পোপ বলেন, "জার্ম্মাণীর যুবক সম্প্রদায় ও জার্ম্মাণীর ধর্ম্মের জন্য আমরা নিরতিশয় উদ্বেগ বোধ করিতেছি। তোমরা মাথা ঠাণ্ডা রাখ এবং প্রার্থনা কর।"

তারের ঠিকানা— 'শ্রীধাম' নবদ্বীপ

ডাকের ঠিকানা—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

দৈ নি ক

REG. C1544

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩।০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার
পত্রে।

নদীয়া-প্রকাশ

THE
NADIA-PRAKASH

মূল্যাদির হার
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸০
মাসিক ১৲
নগদ
প্রতি সংখ্যা ৫

ভারতের সর্ব্বত্র মঙ্গল-প্রচার · নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৮ম খণ্ড সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বেদান্তবাচস্পতি [২০৬শ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম

আকস্মিক দুর্ঘটনা

হাওড়ার সাঁকরাইল থানার অধীন কোনও গ্রামের নাইমুদ্দীন নামক জনৈক মুসলমান বাড়ীর কাজ করিতেছিল, এমন সময় অকস্মাৎ সে বন্দুকের গুলীতে আহত হয়। প্রকাশ, তাহার একজন প্রতিবেশী একটি দোনলা বন্দুক দিয়া একটি পাখীর উপর তাক করিতেছিল। কিন্তু গুলীটি লক্ষ্যভ্রষ্ট হওয়ায় নাইমুদ্দীন আহত হয়। উক্ত প্রতিবেশীকে রাস্তার পাশের এক বাড়ীতে প্রবেশ করিতে দেখা গিয়াছিল। পুলিশ তদন্ত চলিতেছে।

—·—

চলন্ত ট্রেনে মহিলা আক্রান্ত

প্রকাশ, গত বুধবারে জনৈক মুসলমান একটী ছোরা লইয়া আপ বোম্বে মেলযোগে ভ্রমণকারী জনৈক ইউরোপীয়ান মহিলাকে আক্রমণ করে। উক্ত মহিলাটী মহিলাদের কামরায় ছিলেন, ট্রেণ বর্দ্ধমান ষ্টেশন ছাড়িলে পর উক্ত লোকটী উক্ত কামরায় প্রবেশ করে বলিয়া অনুমিত হয়। ঘটনার বিবরণে প্রকাশ যে, লোকটী ছোরা দেখাইয়া উক্ত মহিলাকে টানা-হেঁচড়া করিতে থাকে ও তাঁহার সমস্ত অলঙ্কার-পত্রাদি তাহাকে দিতে বলে। পরিশেষে মহিলাটী উক্ত লোকটীর কবল হইতে নিজেকে মুক্ত করিয়া বিপদের সঙ্কেতসূচক শিকল ধরিয়া টানিতে সমর্থ হয়। কিন্তু ট্রেণ থামিবার পূর্ব্বেই লোকটি ট্রেণ হইতে লাফাইয়া পড়িয়া চলিয়া যায়। পুলিশ তদন্ত চালাইতেছে। দিন কয়েক পূর্ব্বে খড়্গপুর পুলিশের নিকট হইতে বি, এন, আর লাইনে অনুরূপ ঘটনা সংঘটিত হওয়ার সংবাদ পাওয়া গিয়াছিল।

স্বামী হত্যার দায়

আলীপুরের সহকারী দায়রা জজ মিঃ এস বাঁড়ুয্যে জুরীদিগের সহিত একমত হইয়া কর্পোরেশনের ধাত্রী রহিমন বিবিকে তাহার স্বামী সেখ হাকিমকে হত্যা করিবার অভিযোগ হইতে মুক্তি প্রদান করেন।

এইরূপ প্রকাশ যে, আসামীর বিবাহিত জীবন খুব সুখের ছিল না। গত ৮ই মার্চ্চ মেটিয়াবুরুজে ঘরের ভিতর আসামীর সহিত তাহার স্বামীর মারামারি হয়। কিয়ৎক্ষণ পরে সে রক্তাক্ত কলেবরে ঘর হইতে বাহির হইয়া আসে এবং ইহার কিছুক্ষণ পরে পুলিশ তাহার স্বামীকে ঘরের ভিতর রক্তাক্ত দেহে মৃতাবস্থায় দেখিতে পায়।

আসামী পক্ষের বক্তব্য এই যে, অপর আর এক ব্যক্তি এরূপ কাজ করিয়া থাকিবে।

———

প্রাণীহত্যা নিবারণ

ইন্দোর মন্ত্রিসভা এই মর্ম্মে একটি প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছেন যে, মহারাজার প্রজাবর্গের কোনও শ্রেণীর লোকের ধর্ম্মভাবে আঘাত লাগিতে পারে এরূপভাবে ও এরূপ স্থানে কেহই প্রাণীহত্যা করিতে পারিবে না।

ম্যাজিষ্ট্রেট, পুলিশ ও মিউনিসিপ্যালিটি-সমূহকে এবিষয়ে তীক্ষ্ণদৃষ্টি রাখিতে এবং এরূপ কোন প্রাণীহত্যার সংবাদ পাওয়া গেলে যথোচিত ব্যবস্থা করিতে আদেশ দেওয়া হইয়াছে।

———

হরিজন ও বর্ণহিন্দুদের মধ্যে দাঙ্গা

কালিকটের এক সংবাদে প্রকাশ যে, কানানোরের নিকট এক গ্রামে মন্দিরে পূজা দেওয়া সম্পর্কে হরিজন ও বর্ণ হিন্দুগণের মধ্যে এক দাঙ্গা হয়। পুলিশ এতদ-সম্পর্কে ২২ জনকে গ্রেপ্তার করিয়াছে। ধৃত ব্যক্তিগণের মধ্যে কয়েকজন গণ্যমান্য ব্যক্তি আছে। বিস্তারিত সংবাদ পাওয়া যায় নাই।

নারী গর্ভে কিম্ভুতকিমাকার জন্তু

এটোয়ার এক স্ত্রীলোকের গর্ভে একটী কিম্ভুতকিমাকার জন্তু জন্মগ্রহণ করিয়াছে। উহার দুইটি মাথা, চারখানা হাত ও চারখানা পা কিন্তু একটী মাত্র ধড় উহাকে দেখিয়া মনে হয়, যেন একটী পুরুষ ও একটী মেয়ে শিশু জড় হইয়া আছে। একজন মেয়ে ডাক্তার বিনা অস্ত্রোপচারে প্রসব করাইয়াছেন। এই প্রকৃতির রহস্য দেখিবার জন্য বহুলোক হাঁসপাতালের দিকে ছুটিয়াছে।

———

খ্রীষ্টান যুবক গ্রেপ্তার

পুলিশ রংপুরে খৃষ্টান পাড়ায় খানা-তল্লাস করিয়া একখানা খালি বাড়ীতে মাটী খুঁড়িয়া একটি দোনলা বন্দুক পাইয়াছে ঐ বাড়ী শ্রীযুত ইন্দ্র মজুমদারের বাড়ীর নিকটে; শ্রীযুত মজুমদার একজন খৃষ্টান। তিনি সার্টিফিকেট আফিসের কেরাণী, তাঁহার পুত্র মোহিনী মজুমদারকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। প্রকাশ, শ্রীযুত তাপস রায়ের যে বন্দুকটি এক বৎসর পূর্ব্বে চুরি গিয়াছিল বর্ত্তমান বন্দুকটি সেই বন্দুক বলিয়া সনাক্ত করা হইয়াছে। আরও কয়েকখানা বাড়ীতে খানাতল্লাস করা হইয়াছে এবং তিনজন যুবক গ্রেপ্তার হইয়াছে।

———

অতি চালাকীর পরিণাম

গত বুধবারে কলিকাতার প্রধান প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট অনারেবল এন, কে, সিংহ ইউরোপীয় পরিচ্ছদে সজ্জিত এইচ কং নামক জনৈক চতুর চীনাকে মিথ্যা আত্ম পরিচয় প্রদানে প্ররোচনা দানের অভিযোগে ১৮ মাস সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন। কতক পরিমাণ নিষিদ্ধ কোকেন আমদানীর অভিযোগে সে ইতঃপূর্ব্বে এক বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড ও দুইশত টাকা অর্থদণ্ড অন্যথায় আরো তিন-মাস কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিল। তদুপরি সে অপর একটী আবগারী মামলায় পুনরায় ছয়মাস সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়। এই সব দণ্ডের মেয়াদ তাহাকে স্বতন্ত্রভাবে ভোগ করিতে হইবে।

মিথ্যা আত্মপরিচয় প্রদান পূর্ব্বক উক্ত এইচ কং এর প্রতি প্রদত্ত দণ্ডাজ্ঞা ভোগ করার অভিযোগে এইচ কং এর ভাড়াটিয়া লোক মা চাই তিনমাস সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছে। রায় প্রদান কালে ম্যাজিষ্ট্রেট বলেন যে, "এই অদ্ভুত ধরণের মামলায় জনৈক চীন একটী ভাড়াটিয়া লোক খাড়া করিয়া খাটাইয়া লইয়াছিল। আমাদের নিকট সব চীনাই দেখিতে এক প্রকার বলিয়া মনে হয় এবং এই জাল ধরা পড়ে নাই।"

করাচীতে জাপানী চাউল

করাচী বণিক সমিতির এক জেনারেল ভারত গভর্ণমেন্টের ... সেক্রেটারীর নিকট তাহার দুই আবেদন করিয়া এই মর্ম্মে এক ... প্রেরণ করা সাব্যস্ত হইয়াছে যে, স্থানীয় বাজারে ৭ হাজার মণ জাপানী চাউল আমদানীর ফলে স্থানীয় বণিকগণ অত্যন্ত বিপন্ন হইয়াছে।

শীঘ্রই আরও আমদানী হইবার আশঙ্কা, সত্বর তাহা বন্ধ করিয়া দিবার জন্য অনুরোধ জানান যাইতেছে।

ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

১লা কার্ত্তিক সোমবার, ১৩৪০

উপেক্ষিত বাঙ্গলার কর্ত্তব্য

মিঃ মোদীর অধিনায়কত্বে বোম্বাই প্রদেশের কাপড়ের কলের মালিকগণ ল্যাঙ্কাশায়ারের কলের মালিকদিগের সহিত আপোষে একটি রফা করিয়াছেন। বস্ত্রের উপর যে সংরক্ষণশুল্ক বসান হইয়াছিল, তাহা যে কেবল বোম্বাই বা আমেদাবাদের স্বার্থের জন্য বসিয়াছিল, তাহা নহে,—ভারতের সকল প্রদেশে যাহাতে কাপড়ের কল প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে তাহার জন্যই এই রক্ষণশুল্কের ব্যবস্থা হইয়াছিল বোম্বাই ও আমেদাবাদে বস্ত্রশিল্প বহুদিনের ; তজ্জন্য হয়তো আজ রক্ষণশুল্ক কিছু হ্রাস পাইলে প্রতিযোগিতার বাজারে তাহারা টিকিয়া থাকিতে পারিবে। কিন্তু ভারতের অন্যান্য প্রদেশে, বিশেষতঃ বাঙ্গলাদেশে মিলের বহুল প্রতিষ্ঠার আয়োজন সবে মাত্র হইতেছে। এই নূতন শিল্পকে ধ্বংস হইতে রক্ষা করিতে হইলে রক্ষণশুল্ক কখনই হ্রাস করা যাইতে পারে না।

বোম্বাইর ধনিক সম্প্রদায় স্বীয় স্বার্থ বজায় রাখিবার জন্য মিল মালিক সমিতির প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। সংহতির অভাবে বাঙ্গলার মিলগুলি সঙ্ঘবদ্ধ নহে ; তাহাদের কোনও সমিতি নাই। সেই জন্য সিমলা বৈঠকে বাঙ্গলার মিলগুলির কোনও প্রতিনিধি প্রেরণের জন্য আহ্বান আসে নাই। বাঙ্গলা দেশকে উপেক্ষা করিয়াই রফা-নিষ্পত্তির ব্যবস্থা হইতেছে। যাহা হউক বর্ত্তমান চুক্তি দেখা যাইতেছে।

বাঙ্গলার মিলগুলির সঙ্ঘবদ্ধ হওয়া একান্ত আবশ্যক। বাঙ্গলার পক্ষ হইতে সিমলা বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন বেঙ্গল ন্যাশন্যাল চেম্বার্সের শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকার ও বিরলা কোম্পানীর শ্রীদেবীপ্রসাদ খৈতান। প্রকাশ এই বৈঠকে বাঙ্গলার স্বার্থ রক্ষার জন্য তাঁহারা যে-সকল চেষ্টা করিয়াছিলেন তাহা নিষ্ফল হইয়াছে। তাঁহাদের সহিত যদি বাঙ্গলার মিলের মালিকগণের সমবেত শক্তি প্রযোজিত হইত তাহা হইলে হয়তো কিছু ফল পাওয়া যাইত। জাপানী প্রতিনিধিগণের সহিত আলোচনার সময় বাঙ্গলার পক্ষ হইতে জাপানের অন্যায় প্রতিযোগিতা হইতে বাঙ্গলার কাঁচ, চিনামাটি, সাবান প্রভৃতি শিল্পগুলির কারখানাগুলিকে রক্ষা করিবার জন্য যে দাবী উপস্থিত করা হইয়াছিল, সে সম্বন্ধে অন্যান্য প্রদেশের প্রতিনিধিবর্গ নাকি সম্পূর্ণ ঔদাসীন্যই প্রকাশ করিয়াছিলেন। তদ্ব্যতীত তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই নাকি ইহা অন্যায় বলিয়া ইহাতে বাধা দিয়াছিলেন। এই সকল দেখিয়া বাঙ্গলার শিল্পী ও ব্যবসায়িগণ সজাগ হউন তাঁহারা সঙ্ঘবদ্ধ হউন। নতুবা বিশ্বের দ্বারে প্রতিযোগিতায় তাঁহাদের স্থান কিছুতেই হইবে না।

বাঙ্গলার শিক্ষা বিভাগ

পাঁচ বৎসরের হিসাব

(১)

বাঙ্গলার শিক্ষা বিভাগের ১৯২৭-২৮ হইতে ১৯৩১-৩২ সাল পর্য্যন্ত পাঁচ বৎসরের বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে। নিম্নে উহার সারমর্ম্ম প্রদত্ত হইল। এই বিবরণের প্রথমেই বলা হইয়াছে, আইন অমান্য-আন্দোলন প্রভৃতি রাজনৈতিক কারণে ও অর্থাভাবে শিক্ষার আশানুরূপ উন্নতি করা সম্ভব হয় নাই। কিন্তু তথাপি শিক্ষার উন্নতির পথ উন্মুক্ত হইয়াছে—১৯৩০ সালে বঙ্গীয় প্রাথমিক শিক্ষা আইন পাশ হইয়াছে কিন্তু অর্থাভাবে ঐ আইন প্রবর্ত্তন করা হয় নাই। শিক্ষার জন্য যে টাকা ব্যয় হয়, তাহার ফল আশানুরূপ নহে ; উপযুক্ত শিক্ষাপ্রাপ্ত শিক্ষক এবং উন্নত নিয়ম কানুন আবশ্যক বিশ্ববিদ্যালয় যে হাইস্কুলগুলিতে প্রভিডেণ্ট ফণ্ডের ব্যবস্থা করিবার নিয়ম করিয়াছেন, তাহাতে কিছু সুফল ফলিবার আশা আছে কিন্তু অনেক স্কুলেই এই নিয়ম পালনের ক্ষমতা নাই।

আলোচ্য পাঁচ বৎসরে স্কুল কলেজের ছাত্রদের শরীর চর্চ্চার দিকে মনোযোগ দেওয়া হইয়াছে। অনগ্রসর সম্প্রদায় ও মুসলমান সম্প্রদায়ের ছাত্র সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে। ছাত্রীসংখ্যা শতকরা ৩১·৬ জন বৃদ্ধি পাইয়াছে, কিন্তু ছাত্রসংখ্যা শতকরা ১৬ জন বৃদ্ধি পাইয়াছে। কিন্তু শিক্ষার মোট ব্যয়ের তুলনায় নারী শিক্ষার ব্যয় মাত্র শতকরা ·৯ টাকা বৃদ্ধি পাইয়াছে গত পাঁচ বৎসরে শিক্ষা ব্যয় ২৫ লক্ষ টাকা অর্থাৎ শতকরা ৬·৩ টাকা বৃদ্ধি পাইয়াছে, কিন্তু ১৯৩১-৩২ সালের শিক্ষার ব্যয় ১৯২৯-৩০ সাল অপেক্ষা ২১ লক্ষ টাকা কম ছিল।

বিশ্ববিদ্যালয়

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশেষ কোনও উন্নতি করা হয় নাই। "পুনর্গঠন কমিটি" নামে একটি কমিটি গঠিত হইয়াছিল এবং ঐ কমিটির পরামর্শ ক্রমে বিশ্ববিদ্যালয় ও গবর্ণমেণ্টের মধ্যে এক বন্দোবস্ত হয় এবং কয়েকটি সর্ত্তে গবর্ণমেণ্ট বিশ্ববিদ্যালয়কে বার্ষিক ৩৬০০০০৲ টাকা সাহায্য দান করিতে সম্মত হন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পোষ্ট গ্রাজুয়েট ক্লাশের ছাত্র সংখ্যা হ্রাস পাইয়াছে। ১৯২৬-২৭ সালে ছাত্র সংখ্যা ৯৮৯ জন ছিল, কিন্তু ১৯৩১-৩২ সালে ৯৪৪ জনে নামিয়া যায়। অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কারণে ছাত্র সংখ্যা হ্রাস পাইয়াছে। মোট ছাত্র ছাত্রী সংখ্যা হ্রাস পাইলেও ছাত্রী সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে আলোচ্য কথা মুসলমান ছাত্রদের জন্য সরকারী ব্যয়ে "সলিমুল্ল মুসলিম হল" নির্ম্মাণ।

কলেজ শিক্ষা

আলোচ্য পাঁচ বৎসরে কোনও নূতন কলেজ স্থাপিত হয় নাই ; তবে চারিটী এংলো ইণ্ডিয়ান স্কুলে কলেজ বিভাগ খোলা হইয়াছে। বর্ত্তমানে ৩৩টি প্রথম শ্রেণীর কলেজ ও ১৬টি দ্বিতীয় শ্রেণীর কলেজ আছে। তন্মধ্যে চারিটি ছাত্রীদের নিমিত্ত ১২টি কলেজ সরকারী, ২১টি সরকারী সাহায্য প্রাপ্ত এবং ১৬টি সরকারী সাহায্য পায় না। ছাত্র সংখ্যা ২২৪২০ জন হইতে ১৯১৪৪ জনে দাঁড়াইয়াছে। কলিকাতার কলেজ গুলি অপেক্ষা মফঃস্বলের কলেজ গুলিতেই ছাত্র সংখ্যা বেশী হ্রাস পাইয়াছে।

হোষ্টেলের ছাত্র সংখ্যা ৪৮০৭ জন হইতে ৩৭৮০ জনে দাঁড়াইয়াছিল. মুসলমান ছাত্র সংখ্যাও হ্রাস পাইয়া ৩১৩১ জন হইতে ২৫৬৫ জন হইয়াছিল লাইব্রেরীর জন্য পুস্তক ও লেবরেটরীর জন্য যন্ত্র পাতির ক্রয় করিতে কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্ট যে ১২৯০০০ টাকা সাহায্য দিতেন, তাহা বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। ছাত্রবেতন বৃদ্ধি করা ব্যতীত কলেজগুলির অন্য উপায় নাই, কিন্তু দেশের বর্ত্তমান অবস্থায় ছাত্রবেতন বৃদ্ধি করিলে বিপরীত ফল ফলিতে পারে।

ছাত্রদের শিক্ষা

১৯২৬-২৭ সালে হাইস্কুলের সংখ্যা ছিল ৯৮৫টি ১৯৩১-৩২ সালে উহা বৃদ্ধি পাইয়া ১০৭৬টি দাঁড়ায়, মধ্য ইংরাজী স্কুলের সংখ্যা ১৬১৬টি হইতে ১৭৪৫টী, এবং ছাত্রবৃত্তি স্কুলের সংখ্যা ৭৪টী হইতে ৫৪টীতে দাঁড়ায়। হাইস্কুলের ছাত্র সংখ্যা ২৩৩৩৪৩ জন হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ২৫৬৫২৩ জন হয়, এবং মধ্য-ইংরাজী স্কুলের ও ছাত্রবৃত্তি স্কুলের ছাত্র সংখ্যা যথাক্রমে ১৪১৬৮৪ জন হইতে ১৭৭১০২ জন ও ৪·০২ জন হইতে ৩৯৮৬ জন হইয়াছিল। গত পূর্ব্ব পাঁচ বৎসর ছাত্রবৃত্তি স্কুলগুলির জনপ্রিয়তা বিশেষ হ্রাস পাইয়াছিল কিন্তু আলোচ্য বৎসর উহাদের অবস্থা তেমন শোচনীয় হয় নাই। যে ছাত্রবৃত্তি স্কুলগুলি এখনো টিকিয়া আছে ঐগুলির ছাত্র সংখ্যা এবং আর্থিক অবস্থা বেশ আশাজনক।

হাই স্কুলগুলির ছাত্র সংখ্যা গড়ে ২৩৮ জন ইহা যদি প্রত্যেক স্কুলের নিম্নতম ছাত্র সংখ্যা হইত, তবে স্কুলগুলির অবস্থা ভালই বলা যাইত ; কিন্তু অনেক হাইস্কুলের ছাত্র সংখ্যা ইহার অর্দ্ধেক, সুতরাং উহাদের আর্থিক অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়।

হাইস্কুলের প্রায় প্রত্যেক ছাত্রই মনে করে তাহারা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করিবে কিন্তু সর্ব্বোচ্চ শ্রেণীর ছাত্রদের মাত্র শতকরা ৪১ জন ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করে। ১৯৩১-৩২ সালে যাহারা ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করিয়াছে তাহাদের শতকরা ৬৩ জন কলেজ আর্ট ক্লাশে ভর্ত্তি হইয়াছে। সংসার ক্ষেত্রে প্রবেশের উপযুক্ত সর্ব্বাঙ্গীন শিক্ষা হাইস্কুল হইতে দেওয়ার কোনও বন্দোবস্ত হয় নাই ; কারণ প্রত্যেকের উদ্দেশ্য ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করা।

হাইস্কুল গুলিকে একটী মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের অধীনে আনয়নের কোনও ব্যবস্থা করা যায় নাই। বাঙ্গলা দেশে প্রাইভেট স্কুলের সংখ্যা অত্যন্ত অধিক। অন্যান্য প্রদেশের অবস্থা তেমন নহে প্রাইভেট স্কুলগুলির মধ্যে অর্দ্ধেক আবার সরকারী সাহায্য পায় না। আলোচ্য পাঁচ বৎসরে এইরূপ পঞ্চাশটি স্কুল স্থাপিত হইয়াছে। প্রাইভেট স্কুলগুলির উপর নজর রাখা যায় না, সুতরাং শিক্ষার আদর্শ নীচু হইয়া পড়ে ট্রেনিং পাশ শিক্ষকের সংখ্যাও অত্যন্ত কম। শিক্ষকগণের মধ্যে শতকরা ১৯ জন মাত্র শিক্ষাপ্রাপ্ত ; প্রত্যেক স্কুলে গড়ে একজন করিয়াও ট্রেনিং পাশ শিক্ষক নাই। ১৯৩০ সালের পর হইতে সপ্তম মানের নীচে মাতৃভাষার সাহায্যে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা হইয়াছিল ; সম্প্রতি বিশ্ববিদ্যালয় প্রস্তাব করিয়াছেন প্রত্যেক ক্লাসে মাতৃভাষার সাহায্যে শিক্ষা দেওয়া হইবে। ১৯২৬-২৭ সালে হাইস্কুলগুলির মোট ১০৮৩১·৭৫ টাকা ব্যয় হইয়াছিল, কিন্তু ১৯৩১-৩২ সালে ১২২০১৮২৮ টাকা ব্যয় হইয়াছিল ইহার শতকরা ১৮ টাকা সাধারণের দান হইতে ৬৭ টাকা ছাত্রবেতন হইতে এবং ১৫ টাকা অন্যান্য সূত্রে আয় হইয়াছে।

প্রাথমিক শিক্ষা

ছেলেদের প্রাইমারী স্কুলের সংখ্যা ৩৪১৮৭টি হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ৪৩৭১৮টি হইয়াছিল। এবং ছাত্র সংখ্যা ১৩৯৮৯৪২ জন হইতে ১৬৮২২৭৫ জন হইয়াছিল। মুসলমান ছাত্র সংখ্যা বৃদ্ধির হার ২০·৪ জন এই সংখ্যা দেখিলে মনে হইবে, নিম্নশিক্ষার অবস্থা খুব আশাপ্রদ; কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। অনেক ছাত্রই স্কুল ছাড়িয়া দেয়। চতুর্থমান পর্য্যন্ত পড়ে এমন ছাত্রসংখ্যা খুবই কম সেন্সাস রিপোর্টে দেখা যায়, ১৯২১ সাল অপেক্ষা ১৯৩১ সালে বাঙ্গলায় শিক্ষিতের সংখ্যা কম ইহার কারণ এই যে, প্রাথমিক স্কুল হইতে যাহারা বাহির হয়, তাহাদের অনেকেই চর্চ্চার অভাবে লেখাপড়া ভুলিয়া যায়। শিক্ষকদের সংখ্যা কম, প্রত্যেক স্কুলে শিক্ষক সংখ্যা মাত্র ২·৯ জন ; শিক্ষকদের বেতনও অত্যন্ত কম।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক

— পারমার্থিক পত্র —

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশ
তনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনম্,
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং
প্রেমা পুমর্থো মহান্,
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং
তত্রাদরো নঃ পরঃ॥

৮ম বর্ষ } ৪ কেশব গৌরাব্দ ৪৪৭, ২০শে কার্ত্তিক বঙ্গাব্দ ১৩৪০, ৬ই নভেম্বর ইং ১৯৩৩, সোমবার } ০৬তম সংখ্যা

ভিন্নমঠে পরমগুরুদেবের বিরহ-মহোৎসব

শ্রীরূপ-গৌড়ীয়মঠে

এলাহাবাদ হইতে শ্রীযুক্ত বিনোদগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় লিখিতেছেন, গত ১২ই কার্ত্তিক ২৯শে অক্টোবর রবিবার প্রয়াগ শ্রীরূপ গৌড়ীয়মঠে শ্রীউত্থানৈকাদশী দিবস আমাদের পরম-গুরুদেব নিত্যলীলা-প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল গৌরকিশোর দাস বাবাজী মহারাজের ১৮শ বার্ষিক তিরোভাব-মহোৎসব সুসম্পন্ন হইয়াছে। প্রাতে শ্রীমদ্-ভাগবত পাঠ-কীর্ত্তনাদি, মধ্যাহ্নে ভোগা-রাত্রিক কীর্ত্তনাদি যথানিয়মে হইবার পর সন্ধ্যারাত্রিক-কীর্ত্তনান্তে একটী বিদ্বজ্জন-মণ্ডিতা বৃহতী সভার অধিবেশন হয়।

গত মহাদ্বাদশী-দিবস সন্ধ্যায় শ্রীশ্রীল বাবাজী মহারাজের আলেখ্য শ্রীভগবন্নির্ম্মাল্য-দ্বারা সুশোভিত করিয়া একটী উচ্চ আসনে সংস্থাপিত করা হয় এবং শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের জন্যও তৎপার্শ্বে একটী স্বতন্ত্র আসন রচনা করা হইয়াছিল। উক্ত সভায় আচার্য্য শ্রীপাদ যাদবানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী মহোদয় বাবাজী মহারাজ সম্বন্ধে একটী সারগর্ভ বক্তৃতা দেন। প্রসঙ্গক্রমে তিনি বদ্ধজীবের মৃত্যু ও জীবোদ্ধারার্থ প্রপঞ্চাগত নিত্যমুক্ত ভগবৎ-পার্ষদগণের অপ্রকটের মধ্যে প্রভেদ, বৈষ্ণবের অসমোর্দ্ধ-দান, বৈষ্ণবের গুণাবলী ও বিরহ মহোৎসবানুষ্ঠানের কারণ প্রভৃতি বুঝাইয়া দেন। কোলদ্বীপে মাধুকরী করিয়া ভোজন এবং মদীয় শ্রীগুরু-দেবের প্রতি শ্রীশ্রীল বাবাজী মহারাজের অকৃত্রিম অনুরাগ ও শ্রীগুরুদেবের নিকট শ্রীধাম-মায়াপুরে তাঁহার সমাধিকুঞ্জ-স্থাপনের অভিলাষ ইত্যাদি বক্তৃতামুখে কীর্ত্তন করেন। পরে শ্রীপাদ গৌরপ্রপন্ন ব্রহ্মচারী, শ্রীল নরোত্তম ঠাকুরের রচিত—

"যে আনিল প্রেমধন করুণা প্রচুর।
হেন প্রভু কোথা গেলা আচার্য্য ঠাকুর॥"

এই বিরহ-গাথাটী কীর্ত্তন করেন।

শ্রীরামানন্দ-গৌড়ীয়মঠে

কব্বুর ৩১।১০।৩৩

শ্রীরামানন্দ গৌড়ীয়মঠে পাঠকীর্ত্তনাদি-মুখে চাতুর্ম্মাস্য ও ঊর্জ্জাব্রত যথাবিধি নিয়মিত-ভাবে উদ্‌যাপিত হইয়া আসিতেছেন। বিগত ১২ই কার্ত্তিক ২৯শে অক্টোবর রবিবার শ্রীশ্রীউত্থানৈকাদশী ও অবধূত-চূড়ামণি ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল গৌরকিশোর দাস গোস্বামী মহারাজের অপ্রকট-তিথি উপলক্ষে শ্রীমঠে ভক্ত্যঙ্গ-সমূহ যথাবিধি মহাসমারোহে অনুষ্ঠিত হইয়াছেন। তৎপর-দিবস সাধারণ মহা-মহোৎসবও নির্ব্বিঘ্নে সুসম্পন্ন হইয়াছেন। উক্ত বিরহ-মহামহোৎসব উপলক্ষে শ্রীমঠে স্থানীয় বহু বিশিষ্ট ভদ্রমহোদয় ও মহিলাগণ সানন্দে যোগদান করিয়া কৃতকৃতার্থ হইয়াছেন এবং ব্রাহ্মণাদি বর্ণনির্ব্বিশেষে সমাগত প্রায় শতাধিক নরনারী শ্রীমঠে বিচিত্রতাপূর্ণ মহাপ্রসাদ সম্মান করিয়াছেন।

স্থানীয় শ্রীযুক্ত বিঠ্‌ল রাও পান্তলু গারু উক্ত বিরহ-মহামহোৎসবের যাবতীয় উপায়ন-সম্ভারের ব্যয়ভার গ্রহণ করিয়া নিত্য সুকৃতি অর্জ্জন করিয়াছেন। শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের কৃপায় তাঁহার সেবাবৃত্তি উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হউক।

অমর্ষি-গৌড়ীয়মঠে

অমর্ষি-গৌড়ীয়মঠ, ১৪ই কার্ত্তিক

গত ১২ই কার্ত্তিক রবিবার উত্থানৈকাদশী দিবস অমর্ষি-গৌড়ীয়মঠে শ্রীল গৌর-কিশোরদাস বাবাজী মহারাজের তিরোভাব-তিথি নিয়মিতভাবে প্রতিপালিত হইয়াছেন; শ্রীল বাবাজী মহারাজের আলেখ্য ও শ্রীল প্রভুপাদের আলেখ্য সিংহাসনোপরি সংস্থাপিত করিয়া বিচিত্র সুগন্ধি পুষ্পচন্দনাদি দ্বারা সুসজ্জিত করত মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম মহারাজের নিয়াম-কত্বে মঠসেবকগণ উক্ত দিবস প্রাতঃ ৬টা হইতে 'শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পারায়ণ' করেন। সন্ধ্যা ৬টার পর শ্রীল বাবাজী মহারাজের অতিমর্ত্ত্য জীবন-চরিত ও তাঁহার কঠোর বৈরাগ্যের কথা গৌড়ীয়-পত্রিকা হইতে স্বামীজী মহারাজ সমাগত শ্রোতৃ-বৃন্দকে বুঝাইয়া দেন। সমাগত শ্রোতৃবৃন্দ অধিক রাত্রি পর্য্যন্ত পারায়ণপাঠ শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইয়াছিলেন এবং তৎপর দিবস সন্ধ্যার পর স্বামীজী শ্রীমদ্ভাগবত ১০ম স্কন্ধ হইতে কালিয়দমন-প্রসঙ্গ পাঠ ও ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। এই দিবসও অনেক স্থানীয় নরনারী পাঠ শ্রবণ-জন্য শ্রীমঠে উপস্থিত হইয়াছিলেন। পাঠান্তে সকলকেই বিচিত্র মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হইয়াছিল।

ত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয়মঠে

ভুবনেশ্বর ৩১।১০।৩৩

গত ১২ই কার্ত্তিক রবিবার নিত্যলীলা-প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল গৌরকিশোর দাস গোস্বামী মহারাজের অপ্রকট-তিথি ত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয়মঠে যত্নের সহিত পালন করা হইয়াছে। এতদুপলক্ষে ঐ দিন উষঃকালে শ্রীগুর্ব্বষ্টক কীর্ত্তন, শ্রীহরিনাম-চিন্তামণি হইতে শ্রীনাম-তত্ত্ব পাঠ হইয়াছে। তৎপর-দিবস দ্বাদশীতে এখানে আগত মেদিনীপুর মুগবেড়ে-নিবাসী জমিদার শ্রীযুত শৈলেশচরণ নন্দ মহাশয় ও তাঁহার জামাতা তমলুক কল্যাণচক-নিবাসী ডাক্তার শ্রীযুত শরচ্চন্দ্র মিশ্র মহাশয়দ্বয়ের অর্থানুকূল্যে একটী মহোৎসব হওয়ায় প্রায় ১০০ লোক মহাপ্রসাদ পাইয়াছেন।

উক্ত মহাশয়দ্বয় সদাশয় ব্যক্তি, ইঁহারা বড় জমিদার হইলেও সরল ও অভিমানশূন্য ইঁহারা মেদিনীপুর চিরুলিয়াগঞ্জ-নিবাসী স্বধামপ্রাপ্ত শ্রীভাগবতজনানন্দ প্রভুর পূর্ব্বা-শ্রমের আত্মীয়।

মতিহারিতে প্রচার

মতিহারী জনসাধারণের পক্ষ হইতে শ্রীযুক্ত বিমলবিহারী রায় 'নদীয়া-প্রকাশ' সম্পাদকের নিকট ইংরাজীতে যে পত্রখানি প্রেরণ করিয়াছেন তাহার বঙ্গানুবাদ নিম্নে প্রদত্ত হ'ল :—

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের প্রেমধর্ম্মবার্ত্তা প্রচার করিবার জন্য শ্রীগৌড়ীয়মঠের সংস্থাপক ও আচার্য্যবর্য্য প্রভুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর আমাদের নিকট তদীয় অনুগত ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবিবেক ভারতী ও শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি মহারাজদ্বয়কে পাঠাইয়া দেওয়ায় আমরা আমাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি। স্বামীজীদ্বয় এখানে (১) মনুষ্য-জীবনের উদ্দেশ্য, (২) ধর্ম্ম কি এবং কাহাকে বলে? (৩) শ্রীগীতার শিক্ষা-সম্বন্ধে ইংরাজী ও হিন্দী ভাষায় তিনটী বক্তৃতা দিয়াছেন। উচ্চশিক্ষিত স্বামীজীদ্বয়ের বক্তৃতা অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক হইয়াছিল এবং সমাগত হিন্দু, মুসলমান ও খৃষ্টীয়ান্ শ্রোতৃবৃন্দের হৃদয়ে ঐ সমস্ত বক্তৃতা যে রেখাপাত করিয়াছে, তাহাতে তাঁহারা ঐ বক্তৃতা শ্রবণের সুযোগকে তাঁহাদের প্রতি শুভাশীর্ব্বাদ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন।

মিউনিসিপালিটীর চেয়ারম্যান শ্রীযুক্ত গণেশ প্রসাদ সাহু রায় বাহাদুর ঠাকুর রামধারি সিং ও রায় বাহাদুর টি, সি, গুহ, অবসরপ্রাপ্ত সিভিলসার্জ্জন, ইঁহারা ঐসকল বক্তৃতার বন্দোবস্ত করিয়া দিয়া সাধারণের প্রকৃত উপকার সাধন করিয়াছেন।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

৪ কেশব সর্ব্বশিব সঙ্কর্ষণ

অপরাধ-মোচন

কোন কোন সময়ে আমরা এরূপ দুই একজন মহাপুরুষের বিষয় জানিতে পারি, যাঁহারা শাপগ্রস্ত বা বৈষ্ণবচরণে কোন কারণে অপরাধগ্রস্ত হইয়া জগতে জন্মগ্রহণ করেন এবং সাংসারিক মানবের মত সমস্ত কার্য্য নির্ব্বাহ পূর্ব্বক সাধারণ মানবের নিকট তাঁহাদের পরিচয় গোপন রাখেন ও গোপনে স্বীয় অভীষ্ট সিদ্ধ করিয়া জগৎ হইতে বিদায় গ্রহণ করেন। সজ্জনতোষণী-৭ম খণ্ড ৫৫ পঞ্চান্ন পৃষ্ঠায় আমরা এইরূপ একজন মহাপুরুষের পরিচয় প্রাপ্ত হই। ১৭৮২ শকাব্দায় ১৮ই ভাদ্র তারিখে তিনি উৎকলদেশের অন্তর্গত ভদ্রক নামক স্থানে বর্ত্তমানযুগে শুদ্ধভক্তি-প্রচারের মূল-মহাপুরুষ ঠাকুর শ্রীল ভক্তিবিনোদের তনয়রূপে জন্মগ্রহণ করেন। নবজাত শিশুর নাসিকার উপরে একটী তিলক দেখা যাইত, তাহা দেখিয়া অনেকেই বিস্ময় প্রকাশ করিয়াছেন। শিশুর বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তিলকটী অদৃশ্য হয়। এই বালকের দশমাস বয়সে তাঁহার মাতৃবিয়োগ ঘটে। তৎপর ঠাকুর শ্রীল ভক্তিবিনোদ দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহ করেন। বালকটীর নাম অচ্যুত। অচ্যুত ক্রমশঃ বিমাতা ও পিতামহী কর্ত্তৃক প্রতিপালিত হন। তাঁহার বিমাতা শ্রীভগবতীদেবী স্নেহের প্রতিমূর্ত্তিরূপে জগতে বিরাজিতা ছিলেন। তিনি অচ্যুতকে প্রাণাপেক্ষাও অধিক স্নেহ করিতেন। সুতরাং বালক অচ্যুতকে মাতৃ-বিয়োগ ব্যথা মোটেই ভোগ করিতে হয় নাই।

শ্রীঅচ্যুত বাল্যকালে ইংরাজী বিদ্যা শিক্ষা করিয়াছিলেন। তিনি বিদ্যালয়ের শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া গবর্ণমেণ্ট-চাকুরী গ্রহণ করেন। অষ্টাদশ-বর্ষ বয়সে তাঁহার বিবাহ হয়। ক্রমশঃ তাঁহার তিনটী কন্যা ও একটী পুত্র জন্মগ্রহণ করে। প্রায় দুই বৎসর চাকুরী করিবার পর চাকুরী উপলক্ষে রংপুর জেলায় অবস্থানকালে শ্রীঅচ্যুত বিকৃত-মস্তিষ্ক হইবার লীলা প্রকাশ করেন এবং এই অবস্থায় তিনি ১১ বৎসর অবস্থিতি করিয়া ১৩০২ বঙ্গাব্দের ২৫শে বৈশাখ তারিখে ইহলোক পরিত্যাগ করেন।

অচ্যুতের বেশ প্রতিভা ও কবিত্বশক্তি ছিল। তিনি বিকৃত-মস্তিষ্ক হইবার পূর্ব্বেই 'মাধবীলতা' নামে একখানি কাব্য রচনা করেন, যে-সময়ে কার্য্যোপলক্ষে যশোহর জেলায় ছিলেন তিনি তখন 'তারা' নামে একখানি সাময়িক পত্রিকা প্রকাশ করেন। ইংরাজী-ভাষায় হাওড়া জেলার বিবরণ লিপিবদ্ধ এবং 'পাণ্ডব'-নামক একখানি পদ্য রচনা করিয়াছেন। তিনি স্বভাবতঃ উদার ও লোকপ্রিয় ছিলেন।

বাহিরে শ্রীঅচ্যুতের কোন প্রকার ভজন-প্রবৃত্তি দেখা যায় নাই। তবে বিকৃতমস্তিষ্ক-লীলা-প্রকাশকালে যাহা আহার করিতেন, তাহাই 'প্রসাদ পাইতেছি'—এই কথা বলিতেন এবং সময়ে সময়ে "হরে মুরারে মধু-কৈটভারে" ও "হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে" এই দুইটি নাম ও পদ্য উচ্চারণ করিতেন।

অপ্রকট-সময় অচ্যুতের মহাপুরুষত্ব প্রকাশ পাইয়াছে এবং তিনি যে কোন গৌড়ীয়-বৈষ্ণবের নিকট অপরাধ করিয়া সেই অপরাধ হইতে মুক্তিলাভের নিমিত্তই শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের গৃহে আবির্ভূত হইয়াছিলেন তাহা নিম্নলিখিত বিষয়-সমূহ আলোচনা করিলেই অনায়াসে বুঝা যাইবে। এবং আরও জানা যাইবে যে গৌড়ীয়-বৈষ্ণবগগনে বর্ত্তমানে যে আচার্য্য-ভাস্কর বিরাজিত আছেন তাঁহার শ্রীমুখে শুদ্ধ কৃষ্ণনাম-শ্রবণ-ফলেই তিনি মুক্ত হইয়া ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন।

চিত্তপীড়াগ্রস্ত মানবের শেষ-দশায় যে অবস্থা হয়, শ্রীঅচ্যুতেরও সেইরূপ ঘটিয়াছিল। প্রায় এক যুগ উক্ত রোগে আক্রান্ত থাকিয়া অতিশয় দুর্ব্বল হইয়া পড়েন। বৈশাখের প্রথম সপ্তাহে তাঁহার 'ইনফ্লুয়েঞ্জা' জ্বর হয়। জ্বর ভাল হইল কিন্তু দৌর্ব্বল্য ক্রমশঃ বাড়িতে লাগিল। একদিন একাকী বাহিরে যাইয়া দুর্ব্বলতাক্রমে ভূমিতে পতিত হইলেন। সেই দিন হইতেই তাঁহার আত্মীয়বর্গ তাঁহার জন্য বিশেষরূপে চিন্তিত হইয়া অধিকতর যত্ন করিতে লাগিলেন। প্রথমে এলোপ্যাথিক, তৎপর আয়ুর্ব্বেদীয় মতে চিকিৎসা হইল, কিন্তু কিছুতেই কোন ফল হইল না। অলৌকিক অপ্রকট-লীলাটী শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের ভাষায় নিম্নে প্রদত্ত হইতেছে।

"২৪শে বৈশাখ রাত্রে যখন তাঁহার জীবন-ভরসা বিগত হইল, তখন তাঁহার ভ্রাতা-ভগিনীগণ তাঁহার নিকট বসিয়া মধুরস্বরে হরিনাম-মহামন্ত্র কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। নামগান এরূপ হইয়া উঠিল যে, যেন তাঁহার ঘরে সাক্ষাৎ বৈকুণ্ঠের উদয় হইল। লক্ষনাম উচ্চারিত ও গীত হইলে সেই মৃত্যুগৃহ পরমানন্দ-পরিপূর্ণ ভগবদ্ধাম-রূপে প্রতিভাত হইতে লাগিল; শুদ্ধ হরিনামের মাহাত্ম্য যে কি, তাহা সেই গৃহমধ্যস্থিত সকলেই জানিতে পারিলেন।

"শাস্ত্রে কথিত আছে যে, শুদ্ধকৃষ্ণনামে কৃষ্ণের সর্ব্বশক্তি নিহিত আছে। যজ্ঞাদি-কর্ম্ম ও ব্রহ্মজ্ঞানে সেরূপ বল নাই। এই শাস্ত্রসিদ্ধান্ত শেষরাত্রে সকলেই প্রত্যক্ষ করিলেন। অচ্যুতের বিমাতা তাঁহার প্রতি বিশেষ স্নেহভাবে শ্রীগিরিধারীর চরণামৃত, ব্রজরজঃ, শ্রীজগন্নাথের প্রসাদ ও শ্রীচরণ-তুলসী মিলিত করিয়া অচ্যুতকে সেবন করাইলেন, সে-সময়ে অচ্যুতের কোন তরল-দ্রব্য পর্য্যন্তও গলাধঃকরণ হইতেছিল না। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, চরণামৃত তিনবার পান করিতে করিতে উদরমণ্ডল হইতে একটী তেজঃ উত্থিত হইয়া কণ্ঠপর্য্যন্ত ব্যাপ্ত হইলে অচ্যুত অনায়াসে "হরেকৃষ্ণ" নাম উচ্চারণ করিতে লাগিলেন। সেই সময় মুদিত-চক্ষুদ্বয় হইতে ঘন ঘন অশ্রুধারা বাহিত হইতে লাগিল। লক্ষাবধি শুদ্ধ হরিনাম শ্রবণ করিয়া এবং রজঃতুলসী ও মহাপ্রসাদমিশ্র চরণামৃত-পানে তাঁহার কপালে, বাহুমূলে, উদরে, বক্ষে ও কণ্ঠদেশে বৈষ্ণব-তিলক উজ্জ্বলিত হইল। অচ্যুতের চতুর্থ-ভ্রাতা সেই সময় মহাপ্রেমে হরিনাম করিতে লাগিলেন, তাহাতে অচ্যুতের মুখ হইতে স্বীয় পরিচয়-সূচক অনেকগুলি তত্ত্ব-কথা বাহির হইল। আবার অনেকগুলি মাল্য-তিলকধারী চিন্ময়-বৈষ্ণব-মূর্ত্তিও সেই গৃহ-মধ্যে দেখা দিয়াছিলেন। গৃহস্থিত প্রদীপের জ্যোতিঃ বৈষ্ণব-জ্যোতিঃতে পরাজিত হইয়া পড়িল।

"শ্রীঅচ্যুত যে তত্ত্বকথা বলিয়াছেন, তন্মধ্যে প্রকাশ যোগ্য এই একটা কথামাত্র আছে। অচ্যুত কহিলেন —"আমি শ্রীরামানুজ-সম্প্রদায়ী বৈষ্ণব। শ্রীমন্মহাপ্রভুর সম্প্রদায়ের উপদিষ্ট তত্ত্বে আমার কিছু অপরাধ ছিল, সেই অপরাধ ক্ষয় করিবার জন্য আমি এযাবৎ এই গৃহে বর্ত্তমান ছিলাম। সকল ভজনের সার কৃষ্ণনাম। যেই নাম, সেই কৃষ্ণ। নিরপরাধে নাম করিলে সর্ব্ব-সিদ্ধি হয়। ভ্রাতৃগণ, তোমাদের উচ্চারিত নিরপরাধ নাম মরণ-সময়ে শ্রবণ করিয়া আমার অপরাধ ক্ষয় ও সর্ব্বসিদ্ধি হইল। তোমরা একথা স্মরণ রাখিবে।"

শ্রীঅচ্যুতের চতুর্থ ভ্রাতার মুখে শ্রীহরিনাম-শ্রবণের ফলে তাঁহার (অচ্যুতের) মুখে ঐসকল তত্ত্বকথা প্রকাশিত হইল। এই চতুর্থ ভ্রাতাই বর্ত্তমান গৌড়ীয়-বৈষ্ণবগগনের আচার্য্য-ভাস্কর জগদ্‌গুরু প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর। শ্রীঅচ্যুতের নির্য্যাণ-সময়ে ঐ গৃহে অবস্থিত কোন বিশ্বস্ত ব্যক্তির নিকট শ্রবণ করিয়াছি শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের চরণেই শ্রীঅচ্যুতের অপরাধ ছিল। শ্রীঅচ্যুত অপরাধক্ষালনের জন্য শ্রীল প্রভুপাদের চরণধূলি প্রার্থনা করেন। কিন্তু শ্রীল প্রভুপাদ কিছুতেই স্বীকৃত হইলেন না। তখন উপায়ান্তর না দেখিয়া শ্রীল প্রভুপাদ যখন নামপ্রেমে বাহ্য-জ্ঞানহীন অবস্থায় ছিলেন, সেই সময় শ্রীঅচ্যুত স্বীয় অভীষ্ট-ধন লাভ করিয়া অপরাধমুক্ত হন। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের উল্লিখিত বিষয়েও ইহার স্পষ্ট ইঙ্গিত রহিয়াছে।

শ্রীঅচ্যুতের কপালের তিলক প্রথমতঃ চারিটী দণ্ডবিশিষ্ট ঊর্দ্ধপুণ্ড্র রূপে দেখা দিয়াছিল, অপরাধক্ষয়ের পর তাহা শুদ্ধ হরিমন্দির ঊর্দ্ধপুণ্ড্র হইল। অবশেষে প্রণব-মূর্ত্তি হইয়া পড়িলে কপালের ঊর্দ্ধভাগে একটী ব'সে যাওয়ার চিহ্নের সহিত প্রাণবিয়োগ হইল। ইহাতে অনুমিত হইল যে, সিদ্ধযোগীদের মৃত্যুর ন্যায় তাঁহার আত্মা সুষুম্না-নাড়ী ভেদ করিয়া বহির্গত হইলেন শ্রীরামানুজের মতে সিদ্ধিপ্রাপ্তির লক্ষণও এইরূপ। উত্তরায়ণ, শুক্লপক্ষ, আপূর্য্যমানচন্দ্র, ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে প্রাণ-ত্যাগ এবং চিত্রানক্ষত্র এই সমস্ত যোগই যোগীদিগের মৃত্যুকাল। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর লিখিতেছেন—

"আমরা সেই স্থানে উপস্থিত থাকিয়া ভালরূপে অনুভব করিলাম যে, অচ্যুতানন্দ একপ্রকার অলৌকিক বৈষ্ণব-গতি লাভ করিলেন। এত দিবস বিষয়ী ও পাগলের ন্যায় থাকিয়া কেবল বৈষ্ণব-অপরাধ ক্ষয় করিবার উপায়মাত্র অবলম্বন করিয়াছিলেন।"

শ্রীঅচ্যুত আমাকে আশীর্ব্বাদ করুন, আমি যেন তাঁহার উদ্ধারকর্ত্তা চতুর্থভ্রাতার সেবা-লাভে জীবন সার্থক করিতে পারি।

"আরাধনা-সার"

(শ্রীযুক্ত ভক্তিসৌরভ দাসাধিকারী)

(১)

যদি করি শত শত তপঃ তীর্থ দান ব্রত
সর্ব্ববিধ ধর্ম্ম আচরণ।
যদি পূজি' অবিরত উপচার দিয়া শত
দেবারাধ্য শ্রীবিষ্ণুচরণ॥

(২)

যদি করি বিচরণ সর্ব্বতীর্থ-ধাম-বন
অযোধ্যাদি ব্রজ-মায়া-পুরী।
যদি সর্ব্ববেদ-পাঠে বিচারে পাণ্ডিত্য ঘটে
সর্ব্ববিধ বিদ্যা অর্থকরী॥

(৩)

যদি বসি' গৃহ-কোণে অথবা নির্জ্জন বনে
অহর্নিশ দেখাই ভজন।
যদি ধাই প্রচারণে গুরু-আজ্ঞা উল্লঙ্ঘনে
দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত মতন॥

(৪)

যদি ত্যজ' ভক্ত-সেবা নিত্যাঙ্ক পাবিরে কেবা
ধর্ম্মকর্ম্ম সকলি নিষ্ফল।
যদি ভক্তে দিলে বাদ অর্চ্চন রে পরমাদ
ভক্ত-সেবা ভজন-সকল ॥

(৫)

সেই ভক্ত-সেবা বিনে তপঃ তীর্থ ব্রত দানে
ভোগফণী সেবি' সযতনে।
সেই বিষ্ণু-পূজা মোর দম্ভ পূজা হয় ঘোর
লয় অন্তে শমন-ভবনে ॥

(৬)

সেই তীর্থ-পর্য্যটন বাহিরে রাখি' কাঞ্চন
শূন্য-গ্রন্থি অঞ্চলে বন্ধন।
সেই মোর বেদ-ব্যাখ্যা ভেক-কোলাহল আখ্যা
ডেকে আনে নিকট শমন ॥

(৭)

সেই সে ভজন মোর কোণে বা বনেতে ঘোর
হয় শুধু ভস্মে ঘৃতাহুতি।
সেই মোর প্রচারণ হয় বৃথা গরজন
শরতের মেঘ-সম গতি ॥

(৮)

ভক্ত-সেবা জীব-কর্ম্ম ভক্তসেবা পূজা ধর্ম্ম
ভক্তপদ তীর্থ-দরশন।
ভক্ত-সঙ্গে সদা বাস, কৈলে হয় বেদাভ্যাস
ভক্তসেবা ব্রত অধ্যয়ন ॥

(৯)

ভক্তসেবা সদাচার ভক্তাদেশে পরচার
ভক্তসেবা আরাধনা-সার।
ভক্ত-সেবা যাঁর ঘটে কৃষ্ণ বশ তারি বটে
ভক্ত-পদ একা হরিদ্বার।

গোদাবরী-তীরে

[রামানন্দ-গৌড়ীয়মঠের জনৈক সেবক-প্রেরিত]

শরতের অপরাহ্ণ। মেঘ নির্ম্মুক্ত, মার্ত্তণ্ডদেবের শেষ রশ্মিগুলি পূতসলিলা গোদাবরীর সুবিশাল বক্ষে প্রতিফলিত হইতেছিল। ক্রমে অস্তাচল-চূড়াবলম্বী মরীচি-মালীর গৈরিক-রাগচ্ছটায় দিগ্‌বধূর সবুজ অঙ্গ একটা সুন্দর নূতন ভাব ধারণ করিতে লাগিল। গোদাবরীদেবীও আপন মনে শ্রীশ্রীগৌরপাদপীঠের পাদদেশ স্বীয় পূত-বারি দ্বারা বিধৌত করিয়া শ্রীগৌরসুন্দরের শ্রীপাদপদ্ম উদ্দেশ্যে যেন স্বরচিত লহরী-মালিকা অর্পণে ব্যস্তা। অনতিদূরে শ্রীরামানন্দ গৌড়ীয়মঠের বিজয়-বৈজয়ন্তী—মূল-সঙ্কর্ষণ শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর অংশাবতার শ্রীনৃসিংহদেবের অহৈতুকী কৃপা-প্রভাবে মৎসরতা-পরায়ণ ভক্তিপ্রতীপগণের হৃদয়-রুগ্যাদির প্রমত্ত কল্মষহিরদগণকে মথিত করিয়া, যেন সানন্দে শ্রীমন্নিত্যানন্দাভিন্ন শ্রীগৌড়ীয়মঠাচার্য্যের অসমোর্দ্ধ মাহাত্ম্য-কীর্ত্তন মানসে মৃদুমন্দ সমীরণে উড্ডীয়মানা। স্থানটি গোষ্পদ-ক্ষেত্রের সুপ্রশস্ত বাঁধান ঘাট। সান্ধ্যবায়ু সেবনের নিমিত্ত বহু বিশিষ্ট নাগরিক তথায় সমাগত। আমি সেই নিত্যসিদ্ধ ভক্ত-কবির—

"অদ্যাপিও সেই লীলা করে গৌররায়।
কোন কোন ভাগ্যবানে দেখিবারে পায়॥"

—এই নিত্যসত্য চিদ্‌বাণী, শুভঙ্করের আর্য্যা মুখস্থের ন্যায়ানুসারে আবৃত্তি করিতে করিতে অদূরে গৌতমী-গঙ্গার মেখলারূপে বিরাজিত সুদীর্ঘ লৌহসেতুর দিকে নির্নিমেষ-নয়নে তাকাইয়া আছি; সহসা পশ্চাৎ দিক্ হইতে যেন পূর্ব্ব-পরিচিত স্বরে আহ্বান হইল—'প্রভো'! আমি পশ্চাৎ দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেই তিনি নমস্কারপূর্ব্বক সম্মুখের মসৃণ প্রস্তর-ফলকের উপর উপবেশন করিবার জন্য আমাকে অনুরোধ জ্ঞাপন করিলেন।

আপাতঃ-গম্ভীর ভদ্র মূর্ত্তিটী জনৈক গ্রাজুয়েট। তিনি উত্তরাদি মাধ্ববৈষ্ণব। যাহা হউক নমস্কার-পুরঃসর উপবেশন করা গেল।

পরস্পর আলাপ চলিতে লাগিল। তিনি তেলেগু ভাষায় বলিতে আরম্ভ করিলেন—আচ্ছা দেখুন, আমি প্রায়ই ভাবি—"আপনাদের আচার্য্যদেবের কৃপাপ্রভাবে আজ আর্য্যভারত হইতে পরমার্থ-ধর্ম্মের পূত-মন্দাকিনীধারা প্রবাহিত হইয়া পাশ্চাত্য জগৎ পর্য্যন্তও প্লাবিত করিতেছে। ইহা যে ভারতের কত বড় গর্ব্বের বিষয় তাহা আমার ক্ষুদ্র মস্তিষ্কে ধারণা করা যায় না। আমার মনে হয়,—বর্ত্তমান যুগে শ্রীগৌড়ীয়-মঠই অচিরে সমগ্র বিশ্বের নিখিল সমস্যার সমাধান করিবেন। কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয়—এতদ্দেশের অধিকাংশ ব্যক্তিই শ্রীরাধাকৃষ্ণমিলিত-তনু শ্রীগৌরসুন্দরের মহাবদান্যতার বিষয় সুষ্ঠুরূপে জ্ঞাত নহেন। আমি যদিও দ্বৈতবাদাবলম্বী মাধ্ববৈষ্ণব, তথাপি গৌরসুন্দরের সার্ব্বজনীন প্রেম-ধর্ম্মের কথা আমার বড় ভাল লাগে। এই আন্ধ্র প্রদেশে আপনাদের মিশনের প্রচারকার্য্য আরম্ভ হইবার কিছু পূর্ব্বে এতদ্দেশে 'পাগল-হরনাথ' বাবার নাম শুনিয়াছেন? অবশ্যই শুনিয়া থাকিবেন। কেন না স্বয়ং শ্রীগৌরসুন্দরই (?) হরনাথ বাবারূপে পুনরায় প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। এই দেখুন—তেলেগু ভাষায় রচিত 'হরনাথ-উপদেশামৃত' আমার নিকটেই আছে। ইহা পাঠ করিলে আপনি বাবার বিশেষ তত্ত্ব জানিতে পারিবেন।"

আমি তদুত্তরে তেলেগু ভাষায় বলিলাম—"মহাশয়! ধৈর্য্য ধারণ করুন। আপনার 'বাবার' বিশেষ তত্ত্ব আমাকে জ্ঞাত করাইবার জন্য এত ব্যস্ত হইতে হইবে না। আপনি নিজেই যদি উহা সদ্‌গুরুর আনুগত্যে নিরপেক্ষভাবে সমালোচনা করেন তাহা হইলে নিত্য-মঙ্গল লাভ করিতে পারিবেন বলিয়া আশা করি।

তিনি (একটু অপ্রতিভ হইয়া) বলিলেন—"এই উপদেশামৃতের একস্থানে লিখিত আছে যে, শ্রীগৌরসুন্দর সন্ন্যাস-লীলায় তদীয় মাতা শচীদেবীকে বলিয়াছিলেন,—'আমি এই কলিতে আরও দুইবার প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হইব।' বাবাও বলিয়াছেন—'আমি চারিশত গৌরাব্দ-অন্তে আসিয়াছি এবং আরও চারিশত বৎসরান্তে পুনরায় অবতীর্ণ হইব।'

আমি—প্রকৃতপক্ষে সাধু, শাস্ত্র ও সদ্‌গুরুর সঙ্গ লাভ না করিয়া হুজুগ-প্রিয়তা-গণগড্ডলিকার প্রবল-প্রবাহে ঝম্প-প্রদান করিলে শ্রেয়ঃলাভে চিরবঞ্চিত হইবার কোন সন্দেহ থাকে না। অধিকন্তু বিদ্বৎ-সমাজে হাস্যাস্পদও হইতে হয়। বিশেষতঃ আপনি বঙ্গভাষায় সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ। তজ্জন্য শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের পার্ষদবৃন্দের প্রামাণিক গ্রন্থাবলী অধ্যয়ন করিবার সুযোগ পান নাই। এতাবৎকাল পর্য্যন্ত আপনি শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যদেবের সম্বন্ধে যে-সকল কিংবদন্তী শুনিয়া আসিতেছেন বা তাঁহার সম্বন্ধে প্রাকৃত-সহজিয়া বা দেহমনোধর্ম্ম-পরায়ণ জড়-সাহিত্যিকগণের লেখনী-প্রসূত যে-সকল গ্রন্থ অধ্যয়ন করিয়াছেন, তাহার একটি বর্ণও আপনাকে শ্রীগৌরসুন্দরের পদনখ-চন্দ্রিমার অতুল-সৌন্দর্য্য-সন্দর্শনের সহায়তা করে নাই। কারণ কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠা-লোলুপ ধর্ম্মধ্বজী বণিক্-সম্প্রদায় স্ব-স্ব স্বার্থ-সিদ্ধি-মানসে কোমল-শ্রদ্ধ ব্যক্তিগণকে নিত্যমঙ্গল লাভে চিরবঞ্চিত রাখিয়া তাহাদের সর্ব্বনাশ-সাধনেই সিদ্ধ-হস্ত।

তিনি—গৌরপার্ষদবৃন্দের প্রামাণিক গ্রন্থে আলোচ্য বিষয়টি কিরূপভাবে লিপিবদ্ধ আছে?

আমি—গৌড়ীয়-ভাবার আদি-তাত্ত্বিক গৌরচরিত-লেখক ব্যাসাবতার মহাকবি শ্রীবৃন্দাবন ঠাকুর-কৃত মহাকাব্য শ্রীচৈতন্য-ভাগবতের মধ্য সপ্তবিংশতম অধ্যায়ে গৃহ-ত্যাগের অভিনয়-কালীন শ্রীগৌরসুন্দরের শ্রীমুখ-নিঃসৃতবাণী, এই—

আরো দুই জন্ম এই সংকীর্ত্তনারম্ভে।
হইব তোমার পুত্র আমি অবিলম্বে॥
মোর 'অর্চ্চা-মূর্ত্তি' মাতা তুমি সে ধরণী।
জিহ্বা-রূপা তুমি মাতা নামের জননী॥
এই মত তুমি আমার মাতা জন্মে জন্মে।
তোমার আমার কভু ত্যাগ নহে মর্ম্মে॥

শ্রীগৌরসুন্দর নিজের যে দুইটী অবতারের কথা বলিয়াছেন তাঁহাদের একটী অর্চ্চাবতার, অপরটী নামাবতার, অর্চ্চাবতারের সময় জননী—ধরণী, নামাবতারের সময় জননী—জিহ্বা। তাঁহার এই অবতারদ্বয় ত' হইয়াছেন। কোন পাগল তাঁহার অবতার হইবে, ইহা ত' কোন শাস্ত্রে দেখিতে পাই না। আপনি বোধ হয় বুঝিতে ভুল করিয়াছেন।

সুদর্শন

(২)

(শ্রীপাদ রাধাচরণ গোস্বামী ভক্তিরত্ন)

সমস্ত আত্মার আত্মা পরমাত্মা বিষ্ণু। তিনি তদীয়াংশ আত্মারামগণের আত্ম-রক্ষার্থে সুদর্শন গ্রহণ করিয়াছেন। সুতরাং আত্মরক্ষার একমাত্র অমোঘাস্ত্র পরমাত্মার অপ্রস্তুত পন্থাবলম্বনে কৈবল্য-প্রাপ্তি, নির্বিশিষ্ট অবস্থাহরিত বা সাযুজ্যাদি বিপদ উপস্থিত হইয়া আত্মরক্ষার বিনিময়ে আত্ম-হননের নিষ্কণ্টক মার্গ আবিষ্কৃত হইয়া থাকে। 'সুদর্শন', প্রেয়ঃপন্থিদিগের কাল-রূপী হইলেও শ্রেয়ঃ-কামিগণ সুদর্শনের সুদর্শন। পাশুপতাস্ত্র, ব্রহ্মাস্ত্র প্রভৃতি সুদর্শনের সুশীতল ছায়াতে নিত্যকাল আশ্রয় প্রার্থনা করিয়া থাকেন।

যাবতীয় হেয়-দর্শনের হেয়-বিচার এবং সুনৈতিকদিগের নিকট কৃষ্ণেতর-দর্শন বা বিচার যাহা পরমোপাদেয় বলিয়া জগতের কর্ম্মবীর, জ্ঞানবীর, ধ্যানবীর তপোবীরগণও বরণ করেন,—একমাত্র সুদর্শনের কৃপা লাভে তথাকথিত অবর দর্শন অপনীত হইয়া থাকে। সুদর্শন-রক্ষিতগণ পরহিংসক ও পরপীড়ক নহেন। কিন্তু তদাশ্রিতগণের বিদ্বেষ সুদর্শন কখনও সহ্য করেন না।

বিশ্বরূপ-বিশ্বম্ভর শ্রীবিষ্ণু, সুদর্শনধারী। সুদর্শনের প্রয়োগ-কৌশল তিনিই অবগত আছেন। শ্রীগুরুদেব ইহা অনুভব বা দর্শন করেন।—সেই গুরু-কৃপালব্ধ দৃষ্টি-শক্তিলাভে যোগ্য যিনি, তিনিই সুদর্শন-ধারীর শ্রীপাদপদ্ম-প্রভাবে সুদর্শন-যুক্ত হইয়া থাকেন।

অতএব—

"অখণ্ড-মণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরম্।
তৎপদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥"

শুদ্ধভক্তি গ্রন্থমালা

বাঙ্গালা প্রকাশিত

১। ভাষ্যসহ বিরাট শ্রীচৈতন্যভাগবত ৫৲
২। শ্রীমদ্ভাগবতম্—সমগ্র ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২৮৲
একাদশ স্কন্ধ হইতে প্রাপ্তখণ্ড ।৶৹
৩। ভাষ্যদ্বয়সহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (৪র্থ সংস্করণ) ৬৲
৪। শ্রীকবিবেককণ্ঠমালা (বাঁধা) ১৲
৫। গৌড়ীয়-গৌরব ।৶৹
৬। গৌড়ীয়-সাহিত্য ।৶৹
৭। ভজনরহস্য ।৹
শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸৹
৯। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ) ঐ (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸৹
১০। গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি টীকাসহ) ঐ (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸৹
১১। গীতার কেবল মাধ্ব-ভাষ্য ।৹
১২। বৃত্তিমল্লিকা গুণসৌরভঃ সানুবাদ (মাধ্ব) ২৲
১৩। বেদান্ততত্ত্বসার সানুবাদ (রামানুজীয়) ।৹
১৪। জৈবধর্ম্ম ২৲
১৫। শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸৹
১৬। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১৭। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ।৶৹
ঐ (বাঁধা) ৸৹
১৮। দ্বীপ-দিগ্দর্শন ৶৹
১৯। সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ) ।৶৹
২০। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ।৹
ঐ (আবাঁধা) ।৶৹
২১। নবদ্বীপধাম গ্রন্থমালা ৸৹
২২। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৶৹
২৩। গীতমালা ১০
২৪। নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য ৶৹
২৫। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶৹
২৬। নবদ্বীপ পঞ্জিকা (৪৪৭ গৌরাব্দ) ৶৹
২৭। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ
২৮। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা-দর্পণ ।৹
২৯। শরণাগতি ৴৹
৩০। গীতাবলী ৴৹
৩১। চিত্রে নবদ্বীপ ১।৹
৩২। সাধনকণ ৴৹
৩৩। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৴৹
৩৪। নবদ্বীপশতক ৴৹
৩৫। অর্থপঞ্চক ৴৹
৩৬। সদাচারস্মৃতিঃ ৴৹
৩৭। কল্যাণকল্পতরু (৫ম সংস্করণ) ১০
৩৮। অর্চ্চনকণ ১০
৩৯। সাধককণ্ঠমালা (বাঁধা) ।৹
ঐ (আবাঁধা) ।৶৹
৪০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (প্রথম চারিখণ্ড) ৩৲
৪১। ব্রহ্মসংহিতা ।৹
৪২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸৹
৪৩। মণিমঞ্জরী সানুবাদ ।৹
৪৪। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸৹
৪৫। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ।৹
৪৬। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।৹
৪৭। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸৹
৪৮। গৌড়ীয়মঠ কি করেন? ৴৹
৪৯। ঈশোপনিষৎ (বলদেব ও মাধ্ব-ভাষ্য এবং বিবৃতি ও অনুবাদসহ) ।৹
৫০। শ্রীভুবনেশ্বর ৶৹
৫১। সিদ্ধান্তদর্পণ ৶৹
৫২। সাংখ্যবাণী ৴৹

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৫৩। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী-দিগ্বিজয়ঃ ।৹
৫৪। সটীক-শিক্ষাদশমূলম্ ।৹
৫৫। তত্ত্ব-সূত্রম্ ।৹
৫৬। সানুবাদ-শিক্ষাষ্টকম্ ৶৹
৫৭। গৌড়ীয়মঠস্য পরিচয়ঃ ৴৹
৫৮। সারাংশবর্ণনম্ ৶৹

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৫৯। রায় রামানন্দ ।৹
৬০। নামভজন ।৹
৬১। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ডস্ ।৶৹
৬২। লাইফ্ য়্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।৹
৬৩। বৈষ্ণবীজম্ ।৹
৬৪। হোয়াট্ গৌড়ীয়মঠ ইজ্ ডুইং ৴৹
৬৫। দি ভাগবত ।৹
৬৬। ইরোটিক্ প্রিন্সিপ্‌ল্ য়্যাণ্ড আনেলয়েড্ ডিভোসন
৬৭। ব্রহ্ম-সংহিতা ২।৹
৬৮। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (ভলুম ওয়ান) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৬৯। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ।৹
৭০। সাধন পথ ।৹
৭১। কল্যাণ-কল্পতরু ১০
৭২। গীতাবলী ৴৹
৭৩। শরণাগতি ৴৹

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৭৪। শরণাগতি

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

নদীয়া-প্রকাশপ্রাপ্তির স্থান

১। শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম-মায়াপুর, নদীয়া
২। শ্রীযোগপীঠ ঐ
৩। শ্রীবাস অঙ্গন ঐ
৪। অদ্বৈত-ভবন ঐ
৫। কাজীর সমাধি পাট ঐ
৬। স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ, নদীয়া।
৭। শ্রীভাগবত আসন কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
৮। শ্রীএকায়ন মঠ গোবিন্দপুর, হাঁসখালী।
৯। দ্বাদশগোপাল পাট—পোঃ চাকদহ,
১০। শ্রীগৌর-গদাধরমঠ—চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড়, বর্দ্ধমান
১১। শ্রীমোদদ্রুমছত্র মাউগাছি, বর্দ্ধমান
১২। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম, আমলাযোড়া, পোঃ রাজবাঁধ বর্দ্ধমান
১৩। শ্রীগৌড়ীয়মঠ বাগবাজার, কলিকাতা
১৪। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাজু, হাওড়া,
১৫। শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয়মঠ, ৯০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা
১৬। শ্রীগোপালজী মঠ কমলাপুর, ঢাকা।
১৭। শ্রীমদাই-গৌরাঙ্গ মঠ পোঃ বালিয়াটী.
১৮। শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয়মঠ ময়মনসিংহ।
১৯। শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ চিরুলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর
২০। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম গোয়ালপাড়া, আসাম।
২১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ রায়াপেট্টা, মান্দ্রাজ।
২২। শ্রীরামানন্দগৌড়ীয় মঠ কভূর, জিঃ পশ্চিম গোদাবরী
২৩। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ উড়িয়াবাজার, পোঃ নয়াসড়ক, কটক।
২৪। শ্রীত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয় মঠ ভুবনেশ্বর।
২৫। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ স্বর্গদ্বার, পুরী।
২৬। শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ আলালনাথ পোঃ ব্রহ্মগিরি, পুরী।
২৭। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ ডুমুরকুণ্ডা. পোঃ চিরকুণ্ডা, মানভূম।
২৮। শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ—কাশী।
২৯। শ্রীরূপগৌড়ীয় মঠ—এলাহাবাদ।
৩০। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ পুরাণবাজার, সরকার ঠাকুরের কুঞ্জ, বৃন্দাবন
৩১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, নিউদিল্লী
৩২। শ্রীপরমহংসমঠ—নৈমিষারণ্য,
৩৩। শ্রীসারস্বত গৌড়ীয় মঠ—হরিদ্বার।
৩৪। শ্রীব্যাসগৌড়ীয়মঠ—কুরুক্ষেত্র, পঞ্জাব
৩৫। শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাবুলনাথ রোড, পোঃ গ্র্যাণ্ট রোড, বোম্বে।
৩৬। লণ্ডন গৌড়ীয়মঠ, ৩৯নং গ্লেডটন গার্ডেন্স, কেন্‌সিংটন্ লণ্ডন, (এস্, ডব্লিউ—১০)।
৩৭। অমরবি গৌড়ীয়মঠ—মেদিনীপুর
৩৮। সরভোগ গৌড়ীয় মঠ—সরভোগ, কামরূপ, আসাম,

শুদ্ধভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীলভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী মাসিক। শ্রীধাম-মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১।৹ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দি ভাষার একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি হৃদয় বন মহারাজ সম্পাদিত ও নৈমিষারণ্য শ্রীপরমহংস মঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ১।৹ দেড় টাকা মাত্র।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১।৹ দেড় টাকা মাত্র।

৫। কীর্ত্তন—মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ নিমানন্দ সেবাতীর্থ বি-এ্জি, বি-টি, সম্পাদিত। আসাম গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম হইতে প্রকাশিত আসামী ভাষার মাসিক। ভিক্ষা সডাক ১।৹ দেড় টাকা মাত্র

শ্রীচৈতন্যভাগবত

আদিকবি শ্রীল বৃন্দাবন দাস প্রণীত সমগ্র গ্রন্থ

গ্রন্থের মূল বোল্ড অক্ষরে এবং তন্নিম্নে বিশ্ববিশ্রুত গৌড়ীয়মঠের প্রতিষ্ঠাতা ও আচার্য্য ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তি-সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভু-পাদের রচিত বিস্তৃত ভাষ্য উত্তম কাগজে সৌষ্ঠবের সহিত মুদ্রিত হইয়াছেন। ডবল ক্রাউন আটপেজি আকারে ১০৯৬ পৃষ্ঠায় কেবল মূল ও ভাষ্য সম্পূর্ণ হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত শ্লোকসূচী, পদ্যসূচী, স্থানসূচী, পাত্রসূচী, বিষয়সূচী, শব্দসূচী প্রভৃতি বিস্তৃত সূচীপত্রেও একটী গ্রন্থ হইবে। সভাষ্য শ্রীচৈতন্যভাগবতের এরূপ উৎকৃষ্ট ও অমূল্য বিরাট সংস্করণ জগতের কোথায়ও আজ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হন নাই, ইহা নিরপেক্ষ পাঠক-মাত্রকেই একবাক্যে স্বীকার করিতে হইবে। শ্রীগৌড়ীয়মঠের উৎসব-কালে গ্রন্থের ভিক্ষা ১২৲ বারটাকা স্থলে—৫৲ পাঁচটাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীচৈতন্যমঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

কলিকাতা বাজার দর

লোহ হার্ডওয়ার

২৭শা অক্টোবর ১৯৩৩

টাটার তৈয়ারী—	প্রতি হন্দর।
লোহার কড়ি (জয়েষ্ট বা বীম)	
মার্কা	৫।৶০—৫॥৶০
ঐ বে-মার্কা হাল্কা ওজন	৪।৶০—৪॥৵০
বরগা (টী-আয়রণ)	৬৶০—৬।০
এঙ্গেল আয়রণ (কোনা)	৫৸৶০—৬।৶০
গ্যালভ্যানাইজড করুগেট টীন—	
২২ গেজ ৬ হইতে ১০ ফুট	১১।৶০
২৪ গেজ ,, ,,	১০৸৶০
২৬ গেজ ,, ,,	১২
২৪ গেজ আর, পি, ডি, মার্কা	১২৸৵০
২৪ গেজ গাঃ প্লেন শীট—	১১।৶০
২৬ গেজ ,, ,,	১২।০
২৮ গেজ ও ৩০ গেজ ঐ—	১৩৲—১৬৲
বাগান ঘেরা কাঁটাতার ১০০	
পাউণ্ড বাঃ	৮৸০
ডাল পাটী	৬৲৶—৬।০
,, বোল্টু (গোল)	৬৲৶—৬।০
,, পয়াদে (চৌকা)	৬৶০—৬৲।০
,গোল রড ৵০—৷৶০ সুতা	৫৶০—৫॥০
,, টানা রড-	
,চৌকা ৵০—৷৶০ ঐ	৫৶০—৫॥০
বাণ্ডিল চাল	৭৲—৭৸০
,, প্লেট—তিন সুতা মোটা	
পর্য্যন্ত	৭।০ —৭।০
,, চাদর ৩-১৬ খানা বাণ্ডিল	৯॥৶—১০৲
স্প্রীং ষ্টীল	৮।০—৯৲
হাফ রাউণ্ড	৫৸৶—৬৲৶০
তারের পেরেক ১—৬ ইঞ্চি	৯—৯৸০
প্যাটেন্ট পেরেক ২—৮ ইঞ্চি	১২।০—১৫॥০
ঢালাই কড়া ১ হইতে ১০ নং ২॥০	সাট
কোদাল ৪, ৫, ৬, ৭৸৶০ ৮৸৶০ ৯৸৶০	ডঃ
ঐ তিন পাউণ্ড ৬৲ দেঃ বিঃ	৬।৶০ ,,
গ্যাঃ প্লেন বালতি ৭—১২ ইঞ্চি	১॥/০ ৬॥/০
ঐ রিভিট ,, ৭—১২ ইঞ্চি	২৲—৭৲ ,,
লোহার চেয়ার রডের গোল ও	
চৌকা	৮॥০— ”
ঐ চালের লোহার সিট	১৫৲ ,,
ঐ ভেনেস্তা (কাঠের সিট)	১৮৲ ,,
লোহার স্ক্রুপ ॥—৩ ইঞ্চি / ১০—॥৵০	গ্রোস
ঐ কজা ৭৩ নং	
১॥—৪ ইঞ্চি ।১০—৸৶১০	দেঃ ডজন
গ্যাঃ তার ১৬—২২ নং	
(গেজ) ১২৲ -১৩৲	হন্দর
গ্যাঃ রিজিং (মটকা)	
১২ ইঞ্চি ৷৶৫—॥৵০	পীস
গ্যাঃ গাটারিং বা ডোঙ্গা	
৬ ইঞ্চি	।০—৸৶০ ,,
গ্যাঃ স্ক্রুপ ১॥০—২॥০ ইঞ্চি ২৩৲—২৯৲	হন্দর
গ্যাঃ ওয়াসার চাকি	১১॥০—১৭৲ ,,
গ্যাঃ বোল্ট নাট ৮—৩ ইঞ্চি	
॥৶১০—১৶০	গ্রোস
ঢালাই রেলিং	৩॥০—৪॥০ হন্দর
ঐ রেণ ওয়াটার পাইপ	
৩ ইঞ্চি ৷১০ ও ৪ ইঞ্চি	।১০ ফুট
টিউব ওয়েলের জন্য গ্যাঃ	
পাইপ১॥ ইঞ্চি	৷৶৫ ফুট
পাম্প ৪নং ১২॥০ ৫নং ১৪৲ ৬নং ১৬৲	
৬০—৮০ বাটখারা ৶১৫ সাট ২।০—২॥০	মণ

সন্তোষকুমার মল্লিক এণ্ড সন্স লিঃ

লৌহ ও হাডওয়ার বিক্রেতা।

মীরবহর ঘাট লোহাপটী, বড়বাজার,

টেলি—"লোহার মালিক" কলিকাতা

কেরোসিন

প্লোব্রেক প্রত্যেক বাক্স (২ টিন)		৯৲৬
পদ্ম মার্কা	,,	৬॥০
ভিক্টোরিয়া	,,	৬৲

সোণার দর

পাকা সোণা	৩০৸৵
বড়াল	৩০৸
চিনা পাত	৩২।০

রূপার দর

রূপা প্রতি ১০০ ভরি	৫৫৶০
ঐ খুচরা	৫৶০

কোম্পানীর কাগজ

৩॥০ সুদের কাগজ		৮১৵
৩॥০ নূতন ঋণ (১৯৪৭-৫০)		৯১।০
৪৲ ,, ঋণ (১৯৬০-৭০)		৯০৲
৫৲ ,, বণ্ড	(১৯৩৫	১০৪॥/০

ডিবেঞ্চার

৫৲ সুদের (১৯৫৬ ৮৬) কলিকাতা পোর্ট-

ট্রাষ্ট ডিবে :— ১০২॥৶০

ব্যাঙ্ক

ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক (কর্ণ ট্)		২৯৪॥০
সেণ্ট্রাল	ঐ	২২৲

কাপড় ও সূতার কল

এলগিন মিল	৪৫৲

পাট কল

হাওড়া	৫০৲
অকল্যাণ্ড	১৯৫৲
বালী	১৩২৲
বরানগর	১৫০৲
জৈবক	৩৭০৲
ভরট	২৪৩৲
ক্লাইভ	২৮।০
ডালহাউসী	৪০৮॥০
ডেল্টা	৪০৫৲

কৃষ্ণনগর নবদ্বীপঘাট রেলওয়ে সময়

কৃষ্ণনগর হইতে নবদ্বীপঘাট

কৃষ্ণনগর সিটি—	৬-৪৫	১০-৪৪	১৩-২২	১৭-৩৮	২০-১৬
কৃষ্ণনগর রোড—	৬-৫৯	১০-৫৫	১৩-৩৩	১৭-৪৭	২০-২৫
আমঘাটা—	৭-১৫	১১-১৩	১৩-৫১	১৮-৩	২০-৪১
মহেশগঞ্জ—	৭-২৪	১১-২১	১৪-০	১৮-৯	২০-৪৭
নবদ্বীপঘাট—	৭-৩৩	১১-৩০	১৪-৯	১৮-১৬	২০-৫৫

বিশেষ দ্রষ্টব্য—নবদ্বীপঘাট ষ্টেশন অপেক্ষা মহেশগঞ্জ ষ্টেশন হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরের দূরত্ব অনেক কম। শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে যাঁহাদিগকে রাণাঘাটে ট্রেণ বদল করিতে হয়, তাঁহারা রাণাঘাটে প্রাতঃ ৫-৫০, ৮-১৪, ১১-৪৬, ১৬-৪৮, ১৮-৩৯ এবং ০-৩২ মিনিটের সময় গাড়ী পাইবেন।

শান্তিপুর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে শান্তিপুর ষ্টেশনে ৫-৪০, ৯-২৯, ১২-২৫, ১৬-৩ এবং ১৮-৪১ মিনিটের সময় ট্রেণ পাওয়া যায়।

নবদ্বীপঘাট হইতে কৃষ্ণনগর

নবদ্বীপ ঘাট—	৫-৩৫	৯-২৫	১২-১০	১৫-৩৪	১৮-৪৫
মহেশগঞ্জ—	৫-৪৩	৯-৩৩	১২-১৯	১৫-৪২	১৮-৫৬
আমঘাটা—	৫-৪৯	৯-৩৯	১২-২৬	১৫-৪৮	১৯-৫
কৃষ্ণনগর রোড-	৬-৫	৯-৫৫	১২-৪৩	১৬-৪	১৯-২৪
কৃষ্ণনগর সিটি—	৬-১৩	১০-৩	১২-৫১	১৬-১২	১৯-৩৫

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে—ডাঃ কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম ভক্তিশাস্ত্রী এল, এম, এফ্ কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

পুলিশের নিকট দস্যু সর্দ্দারের চিঠি

উত্তর সিন্ধু হইতে প্রাপ্ত সংবাদে প্রকাশ যে, দুর্দ্দান্ত দস্যু সর্দ্দার আবদুল রহমান এখনও ধরা পড়ে নাই এবং সে আরও বহু ধনী হিন্দুর সম্পত্তি লুণ্ঠন করিয়াছে। সর্দ্দার জাফর খান সদলবলে ডাকাত দলের অনুসরণ করিয়াছিলেন, বিফলকাম হইয়া ফিরিয়া আসিয়াছেন।

প্রকাশ যে, আবদুল রহমান, তাহার দলের তিনজন স্ত্রীলোককে গ্রেপ্তার করায়, সর্দ্দার জাফর খানের নিকট তাহার কার্য্যের তীব্র নিন্দা করিয়া একটা চিঠি লিখিয়াছে আবদুল রহমান নাকি সেই পত্রে লিখিয়াছে যে, স্ত্রীলোকের গ্রেপ্তার অপেক্ষা সে নিজের মৃত্যুও বাঞ্ছনীয় মনে করে; কারণ তাহা বেলুচী নারী জাতির পক্ষেই অবমাননাকর, সুতরাং সে স্ত্রীলোকদিগকে ফিরাইয়া দিবার ব্যবস্থা করার জন্য সর্দ্দার জাফর খানকে লিখিয়াছে তাহা না হইলে যে যুদ্ধ বাধিবে, দুই পক্ষের এক পক্ষ নিপাত না যাওয়া পর্য্যন্ত তাহা থামিবে না। ডাকাত রমণীগণকে এক্ষণে সুক্কুর জিলা জেলে রাখা হইয়াছে। আরও প্রকাশ যে, আবদুল রহমান লারকানার কালেক্টারের নিকটও তাহার দলের স্ত্রীলোকদের মুক্তির দাবী করিয়া চিঠি লিখিয়াছে। তাহা না হইলে সে টেলিগ্রাফের তার কাটিয়া দিয়া রীতিমত যুদ্ধ ঘোষণা করিবে গ্রামের লোকের মনে ইহাতে অত্যন্ত আতঙ্কের সৃষ্টি হইয়াছে।

মেদিনীপুর জেলা ত্যাগ কর

সপারিষদ গবর্ণর কর্ত্তৃক বে-আইনী বলিয়া ঘোষিত কাঁথি জাতীয় বিদ্যালয়ের সেক্রেটারী প্রমথনাথ বাঁড়ুয্যে, প্রধান শিক্ষক শ্রীযুত বিজয়কৃষ্ণ মাইতি এবং উক্ত বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক শ্রীযুত অঘোর চন্দ্র দাস, সুরেন্দ্রনাথ দাস ও ভূতেশ্বর পড়্যা মহাশয়গণকে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে মেদিনীপুর ত্যাগ করিতে হইবে—এই মর্ম্মে প্রত্যেকের উপর মেদিনীপুর জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের স্বাক্ষর যুক্ত নোটীশ জারি হইয়াছে এপর্য্যন্ত মেদিনীপুর জেলার তেরজন বিশিষ্ট ব্যক্তির উপর এইরূপ নোটীশ জারী হইয়াছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে।

ডেপুটী প্রেরণ

বৃহস্পতিবার ৮ই নবেম্বর তারিখে ২৪ জন রাজবন্দীকে ডেউলী প্রেরণ করা হইয়াছে। তাহাদের মধ্যে রমণীরঞ্জন দেব, নিশিকান্ত সাহা, ভোলানাথ দাস, দেবেন্দ্র-সুন্দর বসু, অধীর মুখুয্যে, যামিনীরঞ্জন পাল, পরিমোহন ভট্টাচার্য্য, মোহিনী সিংহ রায়, বীরেন্দ্রনাথ বাঁড়ুয্যে ও দেবেন রায় প্রভৃতি আছেন।

শ্রীযুত বসন্ত বাবুর মুক্তিলাভ

খ্যাতনামা কংগ্রেসকর্ম্মী শ্রীযুত বসন্ত-কুমার মজুমদার মহাশয় দুই বৎসর কারাদণ্ড ভোগান্তে গত বুধবার দমদম জেল হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছেন।

ঢাকার কংগ্রেসকর্ম্মী শ্রীযুত মণীন্দ্র দত্তও দুই বৎসর কারাদণ্ড ভোগান্তে বুধবার দিন দমদম জেল হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছেন।

ব্রজেন্দ্র বাবু ও বসন্ত দাসের কারা-মুক্তি

শ্রীহট্টের বিশিষ্ট কংগ্রেসকর্ম্মী শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী ও শ্রীযুক্ত বসন্ত-কুমার দাস আইন অমান্য আন্দোলন সম্পর্কে দুই বৎসর কারাদণ্ড ভোগান্তে গত ২৯শে অক্টোবর রবিবার তেজপুর জেল হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছেন। তাঁহারা গৌহাটী পৌছেন এবং শ্রীহট্টের পথে শিলং রওনা হন। সহরের বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি তাঁহাদিগকে বন্দেমাতরম্ ধ্বনির সহিত সম্বর্দ্ধনা করেন।

শ্রীমতী সুশীলা চৌধুরাণী

খ্যাতনামা কংগ্রেস সেবিকা শ্রীমতী চৌধুরাণী আইন অমান্য আন্দোলন সম্পর্কে ছয় মাস কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিলেন। দণ্ডভোগান্তে তিনি প্রাতে বহরমপুর জেল হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছেন।

ডাক্তার রায়চৌধুরী জাহাজ হইতে নিরুদ্দেশ

কিছুদিন পূর্ব্বে এই মর্ম্মে এক সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছিল যে, ডাক্তার দুর্গাপ্রসন্ন রায়চৌধুরী বিলাত হইতে স্বদেশে ফিরিবার সময় জাহাজে পা ফস্কাইয়া পড়িয়া মারা গিয়াছেন পরে কুমিল্লার জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট জানান যে, এই সংবাদ সত্য নহে।

দুর্গাপ্রসন্নবাবু যে জাহাজে ফিরিতেছিলেন, সেই জাহাজখানির নাম "ক্ল্যান মনরো" সম্প্রতি এই জাহাজখানি কলিকাতায় পৌছিয়াছে। জাহাজের ক্যাপ্টেনের নিকট অনুসন্ধান করিয়া জানা গিয়াছে যে, ডাক্তার রায় চৌধুরী উক্ত জাহাজের পঞ্চম ইঞ্জিনিয়ার হইয়া স্বদেশে আসিতেছিলেন। জাহাজখানি লিভারপুল ত্যাগ করার দুইদিন পর তিনি ক্যাপ্টেনকে জানান যে, তিনি লণ্ডনে ফিরিয়া যাইতে চাহেন, কারণ তিনি আরও কিছু শিক্ষা-লাভ করিতে চাহেন। তাহাতে ৪।৫ মাস সময় লাগিবে ক্যাপ্টেন বলেন যে, সৈয়দ বন্দরে যাইয়া জাহাজ থামিবে, তিনি তথায় নামিতে পারিবেন। দুর্গাপ্রসন্ন বাবুর পাণ্ডিত্যের জন্য ক্যাপ্টেন তাঁহাকে বেশ শ্রদ্ধা করিতেন।

জাহাজখানি ৩রা অক্টোবর সৈয়দ বন্দরে পৌছিবার কথা ছিল। কিন্তু ২রা অক্টোবর দুর্গাপ্রসন্ন বাবুকে কেবিনে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। তিনি নাকি ক্যাপ্টেনের নিকট এই মর্ম্মে এক চিঠি লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছেন যে, তিনি জীবনে যাহা করিতে আশা করিয়াছিলেন, তাহা করিতে অসমর্থ হওয়ায় জীবন অবসান করিতেছেন।

ডাকের ঠিকানা— 'শ্রীধাম' নবদ্বীপ
ডাকঘর ঠিকানা—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

দৈনিক

REG. C1544

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩৷৹
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার স্বতন্ত্র।

সাহায্যের হার
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষান্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸৹
মাসিক ১৲
নগদ
প্রতি সংখ্যা ৫

নদীয়া-প্রকাশ
THE NADIA-PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৮ম খণ্ড সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বেদান্তবাচস্পতি [২০৭শ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর— ২১শে কার্ত্তিক মঙ্গলবার ১৩৪০, ৭ই নভেম্বর ১৯৩৩

টাকা রোজগারের নূতন ফন্দী
ছেলে চুরির দায়ে কনেষ্টবল

প্রকাশ, দিল্লী পুলিশ, রামচরণ নামক একজন কনেষ্টবলকে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৬৫।৩৮৪ ধারা (ভয় প্রদর্শন পূর্ব্বক টাকা আদায়ের উদ্দেশ্যে অপহরণ) অনুসারে গ্রেপ্তার করিয়াছে। ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, প্রায় তিনমাস পূর্ব্বে চাঁদনীচকের বদ্রীপ্রসাদ নামক এক মিষ্টান্ন বিক্রেতার ৪॥ বৎসর বয়স্ক পুত্র হারাইয়া যায় এবং পুলিশকে সেই সংবাদ দেওয়া হয়, কিন্তু তখন অনুসন্ধান করিয়া ছেলেটিকে পাওয়া যায় নাই। ইত্যবসরে আসামী রামচরণ বালকের পিতাকে বলে যে, বালকটি মৃত তাহার (বালকের পিতার) ভৃত্য কর্ত্তৃক অপহৃত হইয়াছে। বালক হারাইবার কিছুদিন পূর্ব্বে আসরফ লাল (ভৃত্য) কাজ ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছিল। রামচরণ আরও বলে যে, গোয়ালিয়র রাজ্যে তাহার নিজের গ্রামেই আসরফ লালের বাস। তাহার কথামত হেড কনেষ্টবল বেনারসী দাসের অধীনে একদল পুলিশকে তদন্তের জন্য গোয়ালিয়র পাঠান হয়। এবং রামচরণ তাহাদের সঙ্গে যায়। তথায় সে পুলিশদলকে বলে যে, বালক গ্রামের কয়েকজন লোকের নিকট আছে এবং তাহারা ৩০০৲ টাকা না দিলে তাহাকে ছাড়িয়া দিতে প্রস্তুত নয়। কিছুকাল কথাবার্ত্তা চালাইবার পর বালককে উদ্ধার করিবার জন্য ১৫০৲ টাকা দেওয়া স্থির হয়, কিন্তু অপর পক্ষ অগ্রিম টাকা দাবী করায় সে প্রস্তাব ফাঁসিয়া যায়। কিন্তু প্রকাশ যে, আসামী আবার চেষ্টা করিয়া বালকের পিতার নিকট হইতে প্রায় ১২০৲ টাকা আদায় করে। তারপর তদন্তকারিগণ গোয়ালিয়রে থাকা কালেই সে বালককে তাহাদের নিকট উপস্থিত করিয়া বলে যে, কয়েকজন লোক বালককে লইয়া যাইতেছিল তাহাকে দেখিয়া তাহারা বালককে ফেলিয়া পলায়ন করিয়াছে। কিন্তু পুলিশ দল তাহার এই কথা বিশ্বাস করে না এবং অপহরণ ব্যাপারের সঙ্গে তাহার সম্পর্ক আছে বলিয়া সন্দেহ করে। প্রকাশ, পরে অনুসন্ধান করিয়া পুলিশ স্থিরভাবে জানিয়াছে যে, ভয় প্রদর্শন পূর্ব্বক টাকা আদায় করিবার উদ্দেশ্যে সেই কনেষ্টবলই বালককে অপহরণ করিয়াছিল। তখন রামচরণকে গ্রেপ্তার করা হয়। ম্যাজিষ্ট্রেট আসামীকে ২০০৲ টাকার জামীনে মুক্তি দিয়াছেন।

কয়েকটি জিনিষপত্র আবিষ্কার

হিলি ষ্টেশনে সশস্ত্র মেল ডাকাতি সম্পর্কে স্থানীয় বারের জুনিয়ার উকীল শ্রীযুক্ত বরদাভূষণ চক্রবর্ত্তীর বাড়ী খানাতল্লাসী হয় এবং তাঁহাকে গ্রেপ্তার করা হয়।

আরও প্রকাশ যে, হিলির ৬ মাইল উত্তরে চককাট নামক স্থানে আরও ৫ জন যুবককে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে এবং তাহাদের বিবৃতি অনুসারে পুলিশ কোন মাঠ খুঁড়িয়া ভূগর্ভ হইতে ১১ জোড়া "শার্ট" জামা প্রাপ্ত হইয়াছে। একটি বি, এস, এ, সাইকেলের বিভিন্ন অংশ ও পুলিশের হস্তগত হইয়াছে। কোনও পাতকূপ হইতে একটী টর্চ্চলাইটও পুলিশ উদ্ধার করিয়াছে। ধৃত যুবকদিগের কাহারো কাহারো বাড়ী খানাতল্লাসী করা হয়। কিন্তু আপত্তিজনক কিছুই পাওয়া যায় নাই। ধৃত যুবকদিগকে বিচারার্থ বগুড়া প্রেরণ করা হইবে বলিয়া প্রকাশ।

নলডাঙ্গা ডাকাতি

নলডাঙ্গা ডাকাতি সম্পর্কে স্থানীয় পুলিশ নলডাঙ্গার জমিদার শ্রীযুক্ত সতীশ চন্দ্র মৈত্রের গৃহ খানাতল্লাসী করে। প্রকাশ যে, সতীশবাবুর ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীষোড়শীলাল মৈত্রের খোঁজেই তাঁহার গৃহ খানাতল্লাসী হয়। আরও প্রকাশ যে, ষোড়শী তাহাদের নলডাঙ্গার বাড়ী হইতে ফেরার হইয়া গিয়াছে। প্রকাশ যে, খানাতল্লাসীর ফলে পুলিশ একটি প্ল্যান এবং নলডাঙ্গার শ্রীযুক্ত ভবানী তালুকদারের (যাঁহার গৃহে ডাকাতি হইয়াছে) গৃহের একটি ম্যাপ পাইয়াছে। ষোড়শীর কোনও সন্ধান পাওয়া যায় নাই।

দস্যু সর্দ্দার গুলীতে নিহত

করাচীর "সংসার সমাচার" পত্রিকার মুস্তুঙ্গস্থিত বিশেষ সংবাদ-দাতা জানাইয়াছেন, গত বৃহস্পতিবার রেলওয়ে পুলিশ এক সংবাদে জানিতে পারে যে, বেলুচিস্থানে ঝটপট ষ্টেশনে আবদুল রহমান নামক জনৈক প্রসিদ্ধ দস্যু সর্দ্দারকে গুলী করা হয়, ফলে তৎক্ষণাৎ তাহার মৃত্যু হয়।

সালেমে অদ্ভুত জুয়াচুরি

স্থানীয় জনৈক ব্যবসায়ী তাঁহার এক বন্ধুর বাড়ীতে বিবাহ ভোজে যোগ দিতে গিয়াছিলেন। কিন্তু বাড়ীতে ফিরিয়া দেখেন একশত টাকার ১৬ খানি কারেন্সি নোট এবং প্রায় ২ হাজার টাকা মূল্যের অলঙ্কার লৌহসিন্দুক হইতে অপসারিত হইয়াছে। ভদ্রলোকের প্রায় ১৭ হাজার টাকা জুয়াচোরে সরাইয়াছে। পুলিশ তদন্ত চালাইতেছে।

ফেরারী গ্রেপ্তার

গোয়ালখালি থানায় কাননগোপাড়া গ্রামের ফেরার সুশীল দে'কে পুলিশ ও ও সেনার এক সম্মিলিত বাহিনী উক্ত গ্রামেই জনৈকা বিধবার গৃহ হইতে গ্রেপ্তার করিয়াছে। সংশোধিত ফৌজদারী দণ্ডবিধি অনুসারে কিছুদিন হয় পুলিশ তাহার খোঁজে ছিল এবং তাহাকে গ্রেপ্তারের জন্য ১০০৲ টাকা পুরস্কার ঘোষিত হইয়াছিল।

প্রকাশ যে, কোন খবর পাইয়া পুলিশ ও সেনার উক্ত সম্মিলিত দল একটি বাড়ী ঘেরাও করিয়া কিছুকাল অবস্থান করিবার পর ঐ বাড়ী হইতে একটী যুবক পুলিশ ও সেনা বাহিনীর শ্রেণী ভেদ করিয়া বাহির হইয়া যাইতে চেষ্টা করে, ইহাতে সেনাবাহিনী হইতে গুলী চালান হয়, কিন্তু কোন বুলেট যুবকের শরীরে বিদ্ধ হয় নাই। তাহাকে তৎক্ষণাৎ গ্রেপ্তার করা হয়।

সুশীল যে বাড়ীতে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল ঐ বাড়ী খানাতল্লাস করিয়া পরে পুলিশ নাকি একটি রিভলভার প্রাপ্ত হয়। সম্ভবতঃ আজ বৈকালেই ধৃত যুবকটিকে সহরে লইয়া আসা হইবে। ফেরার হওয়ার পূর্ব্বে সুশীল দে ম্যাট্রিকুলেশন ক্লাশের ছাত্র ছিল।

সাইকেলে চারি হাজার মাইল

দর্জ্জিপাড়া ২৯নং জগন্নাথ সুরী লেনস্থ অনিল মেমোরিয়েল ক্লাবের নিম্নলিখিত সভ্যগণ কলিকাতা হইতে সাইকেলযোগে কাশ্মীর যাইবার এবং উদয়পুর হইয়া কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করার সঙ্কল্প করিয়াছেন।

ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

২১শে কার্ত্তিক মঙ্গলবার, ১৩৪০

গত ২রা নবেম্বর স্বনাম প্রসিদ্ধ ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকারের জন্মের শতবার্ষিকী অনুষ্ঠান সম্পন্ন হইয়াছে। এই উপলক্ষে ডাঃ মহেন্দ্রলালের প্রতিষ্ঠিত "ভারতীয় বিজ্ঞান সমিতি" গৃহে সভার অধিবেশন হইয়াছিল ডাঃ মহেন্দ্রলাল প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দী পূর্ব্বে এই "ভারতীয় বিজ্ঞান সমিতি" প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন এবং ইহাই তাঁহার জীবনের শ্রেষ্ঠ কীর্ত্তি।

কার্য্যতঃ দেখা যায়, বাঙ্গলার বিজ্ঞান চর্চ্চার প্রসারের জন্য বাঙ্গালী ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকার কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত বিজ্ঞান সমিতিতে বাঙ্গালী ছাত্রদের স্থান অতি অল্পই দেখা যায়। বাঙ্গলা দেশের কয়েক জন প্রধান ব্যক্তি সমিতির ট্রাষ্টিরূপে আছেন বটে, কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের বিষয়, তাঁহারা সমিতির কার্য্য পরিচালনার জন্য সময় ও শক্তি অতি অল্পই ব্যয় করেন। যদি ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকারের শতবার্ষিকী উপলক্ষে তাঁহার প্রতিষ্ঠিত বিজ্ঞান সমিতির সংস্কার ও পুনর্গঠনের ব্যবস্থা না হয়, তবে পরলোকগত বিজ্ঞান সেবকের প্রতি বাঙ্গালী জাতির শ্রদ্ধা সুষ্ঠুরূপে প্রদর্শিত হয় নাই, বুঝিতে হইবে।

বাঙ্গলা গবর্ণমেণ্টের শিক্ষামন্ত্রীর নিকট হইতে যে পঞ্চ বার্ষিকী রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে দেখা যাইতেছে, বাঙ্গলাদেশে প্রাথমিক শিক্ষার বিস্তার মোটেই সন্তোষজনক নহে; এমন কি ১৯২১ ও ১৯৩১ সালের আদমসুমারীর রিপোর্ট তুলনা করিলে দেখা যাইবে, প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহে ছাত্র সংখ্যা মোটের উপর হ্রাস হইয়াছে। একমাত্র কলিকাতা মহানগরীর প্রাথমিক শিক্ষার বিস্তার সন্তোষজনক বলিয়া মনে হইতেছে। অবশ্য কলিকাতা কর্পোরেশন ইহার জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছেন। উদীয়মান যুবকগণ গ্রামে গ্রামে প্রাথমিক শিক্ষার বিস্তারের জন্য যত্ন করুন।

বাঙ্গলার শিক্ষা বিভাগ

পাঁচ বৎসরের হিসাব

কলিকাতায় প্রাথমিক শিক্ষালয়

(২)

কলিকাতা কর্পোরেশনের চেষ্টায় কলিকাতায় প্রাথমিক শিক্ষা দ্রুত বিস্তৃত হইয়াছে। কর্পোরেশনের অধীনে মোট ২২৯টি প্রাথমিক স্কুল আছে, উহাতে ছাত্রছাত্রী সংখ্যা ৩০০৬৪ জন। ছেলেদের স্কুলের সংখ্যা ১৪৬টি এবং ছাত্র সংখ্যা ১৭৭১৫ জন প্রাথমিক শিক্ষা বাবদ কর্পোরেশনের ব্যয় ৩১৭২৬২ টাকা হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ১১৪৪০০৫ টাকায় উঠিয়াছে। কর্পোরেশন একটী ওয়ার্ডে প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করিবার অনুমতি পাইয়াছেন।

নারী শিক্ষা

বালিকা বিদ্যালয়ের সংখ্যা শতকরা ১৯টি বৃদ্ধি পাইয়াছে। ১৯২৬-২৭ সালে কলেজে হাইস্কুলে মধ্য ইংরাজী স্কুল ও পাঠশালায় ছাত্রসংখ্যা যথাক্রমে ৭৬৪ জন, ৪৮০১ জন, ৮২৬৯ জন, এবং ৩৯৬০৫৬ জন ছিল; ১৯৩১-৩২ সালে উহা বৃদ্ধি পাইয়া যথাক্রমে ৭৭০ জন, ১০৬৫৫ জন, ৯৫০৬ জন ও ৫১৮৫৪৪ জন হইয়াছিল। কিন্তু তথাপি বালকদের তুলনায় বালিকাদের মধ্যে শিক্ষার উন্নতির গতি মন্দা। কারণ অধিকাংশ বালিকাই পড়া ছাড়িয়া দেয়। পাঠশালায় ছাত্রী ও ছাত্রদের অনুপাত ৩ : ১০ কিন্তু মধ্য ইংরাজী বিদ্যালয়ে ঐ অনুপাত ১ : ২৪ এবং হাইস্কুলে ১ : ৩০ ১৯৩১-৩২ সালে আর্টস কলেজে ছাত্রীদের সংখ্যা ছিল ৭১২ জন অথচ ছাত্র সংখ্যা ২০৯১২ জন মেডিকেল স্কুল ও মেডিকেল কলেজে ছাত্রী সংখ্যা ৪০ জন ছিল, নর্ম্মাল স্কুল ট্রেণিং কলেজে ২৭৭ জন মহিলা শিক্ষালাভ করিতেছিলেন।

নারী শিক্ষার প্রতি লোকের আগ্রহ বৃদ্ধি পাইয়াছে। সারদা আইন পাশ হওয়ায় স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারের সহায়তা হইবে।

বর্ত্তমানে ছাত্রীদের জন্য চারিটী কলেজ আছে, এতদ্ব্যতীত ছাত্রদের কোনও কোনও কলেজে ছাত্রীদের ক্লাশ খোলা হইয়াছে। প্রত্যেক পাঁচ বৎসর পর পর বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্রীদের সংখ্যা দ্বিগুণিত হইতেছে। ৮৮টি ছাত্রী বি. এ ও ১০টি ছাত্রী এম, এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন ছাত্রীদের পাঠ্য তালিকার পরিবর্ত্তন করা হইয়াছে, ছাত্রীদের স্কুলে ড্রিল শিক্ষা বিশেষ প্রসার লাভ করিয়াছে।

১৯৩১-৩২ সালে মুসলমান ছাত্রীদের সংখ্যা ৩১৩৮৩০ জন অর্থাৎ মোট ছাত্রী সংখ্যার শতকরা ৫৬ জন ছিল। কিন্তু মুসলমান ছাত্রীদের শিক্ষা নিম্নতম স্তরেই আবদ্ধ। শতকরা এক জন মুসলমান বালিকা বর্ণজ্ঞান শিক্ষা করে। ১৯৩১-৩২ সালে কলেজে মুসলমান ছাত্রী সংখ্যা ৮ জন, হাইস্কুলে ৯২ জন, মধ্য ইংরাজী স্কুলে ২২৫ জন ছিল সাখাওয়াৎ মেমোরিয়েল গার্লস স্কুটিকে হাইস্কুলে উন্নীত করা হইয়াছে। নারী-শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির ব্যয় ১৯২৬-২৭ সালে ২২০৭৪৮৩ টাকা ছিল, ১৯৩১-৩২ সালে ২৯৩৯০০০ টাকা ছিল, ইহার মধ্যে শতকরা ৫৭ টাকা সাধারণের দান হইতে পাওয়া গিয়াছে।

মুসলমান ছাত্র শিক্ষা

মুসলমান ছাত্রসংখ্যা ১১৩৯৯৪৯ জন হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ১৪৩৭৬৫৫ জন হইয়াছিল। বর্ত্তমানে মোট ছাত্র সংখ্যার ৫১৬ জন মুসলমান। অনেক মুসলমান ছাত্র নিম্নস্তরেই লেখাপড়া ছাড়িয়া দেয় কিন্তু তথাপি তাহাদের সংখ্যা মধ্যে ও উচ্চস্তরেও ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পাইতেছে। ১৯২৭ সালে ৮১৭ জন মুসলমান ছাত্র ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করিয়াছিল, কিন্তু ১৯৩১ সালে ১৪৫৫ জন ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করিয়াছে। মক্তবের সংখ্যা ১৯২৬ ২৭ সালে যাহা ছিল, ১৯৩১-৩২ সালে তাহা অপেক্ষা ৫১০৮টি বেশী ছিল এবং মক্তবের ছাত্র সংখ্যা ২৩১০৮৭ জন বৃদ্ধি পাইয়াছে। জুনিয়ার ও সিনিয়র মাদ্রাসায় ১৯৩১-৩২ সালে ছাত্র সংখ্যা যথাক্রমে ৫০০৪ ও ৫১৮৫২ জন ছিল ১৯২৬-২৭ সালে ছিল যথাক্রমে ৪২০৪ ও ৪৪৪৭৫ জন সাখাওয়াৎ মেমোরিয়েল গার্লস স্কুলই মুসলমান ছাত্রীদের একমাত্র হাইস্কুল। মুসলমানদের মধ্যে শিক্ষা প্রচারের নিমিত্ত মোসলেম এডুকেশন এডভাইসরী কমিটী নামে একটী কমিটি গঠিত হইয়াছে।

অনগ্রসর সম্প্রদায়ের শিক্ষা

অনগ্রসর সম্প্রদায় সমূহের ছাত্র সংখ্যা ১৯২৬-২৭ সালে ৩৪৪১৭৯ জন ছিল, ১৯৩১-৩২ সালে উহা বৃদ্ধি পাইয়া ৪৪০০৫৪ জন হইয়াছিল অনগ্রসর সম্প্রদায় সমূহের মধ্যে শিক্ষা প্রচারের নিমিত্ত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানকে সরকার হইতে ১৯৩১-৩২ সালে ১২৭০০০ টাকা সাহায্য দেওয়া হইয়াছিল।

ব্যবহারিক শিক্ষা ও ট্রেণিং শিক্ষা

শিক্ষকদের নিমিত্ত যে দুইটি ট্রেণিং কলেজ আছে, উহাদের ছাত্র সংখ্যা ১৩৬ জন হইতে বাড়িয়া ১৪৪ জন হইয়াছিল। গুরুট্রেণিং ও মুসলিম ট্রেণিং স্কুলে প্রতি বৎসর প্রায় ১৫০০ জন শিক্ষক শিক্ষালাভ করেন কিন্তু ইহা প্রয়োজনের তুলনায় সামান্য।

শিক্ষয়িত্রীদের জন্য ৭॥ লক্ষ টাকা ব্যয়ে কলিকাতায় একটী ট্রেনিং কলেজ স্থাপনের প্রস্তাব হইয়াছে উহার বার্ষিক ব্যয় পড়িবে ৮১০০০ টাকা কিন্তু অর্থাভাবে এই প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত করা সম্ভব হয় নাই, ডায়ওসিসান কলেজ কর্ত্তৃপক্ষ তাঁহাদের ট্রেনিং বিভাগ তুলিয়া দিবেন স্থির করিয়াছেন সুতরাং ভবিষ্যতে শিক্ষয়িত্রীদের ট্রেনিং শিক্ষার সমস্যা আরও জটীল হইবে। ১৯৩১-৩২ সালে ডায়ওসিসান কলেজ হইতে ১২জন ও লরেটো হইতে ৮ জন শিক্ষয়িত্রী বি. টি পাশ করিয়াছেন এবং লরেটো হইতে ৭ জন শিক্ষয়িত্রী এল টি পাশ করিয়াছেন।

আইন কলেজের সংখ্যা তিনটী, ছাত্রসংখ্যা ৩৬৩৮ জন হইতে কমিয়া ২৫২৭ জনে দাড়াইয়াছিল। আলোচ্য পাঁচবৎসরে জলপাইগুড়ীতে ও চট্টগ্রামে একটী করিয়া মেডিকেল স্কুল স্থাপিত হইয়াছে। মেডিকেল স্কুলগুলির ছাত্রসংখ্যা ৩৮৯৮ জন হইতে ৩৭৩৬ জনে দাড়াইয়াছে। বেলগাছিয়ায় ভেটেরিনারী কলেজের ছাত্রসংখ্যা ১২৫ হইতে ১৬৯ জন হইয়াছে।

শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের ছাত্রসংখ্যা ১৯২৭ সালে ২৬৫ জন ছিল, ১৯৩২ সালের ছিল ৩০৭ জন ১৯৩১-৩২ সালে এই কলেজের ৩৯৮৫৯৯৲ টাকা ব্যয় হইয়াছিল, তন্মধ্যে গবর্ণমেণ্ট ৩৩৯৩১০ টাকা দিয়াছেন ঢাকার আসানুল্লা ইঞ্জিনিয়ারিং স্কুলের ছাত্র সংখ্যা ৪৪০ জন (১৯২৭ সাল) হইতে ১৯৩২ সালে ৪৯৩ জন হইয়াছিল। ১৯৩২ সালে এই স্কুলের ব্যয় পড়িয়াছে ১২৫৩৭৬ টাকা; তন্মধ্যে গবর্ণমেণ্ট দিয়াছেন ৮৭৩৫৪ টাকা।

সরকারী আর্ট কলেজের ছাত্র সংখ্যা ১৯২৬-২৭ সালে ৩০৫ জন ছিল, কিন্তু ১৯৩১-৩২ সালে ২৩৭ জন হইয়াছিল। গবর্ণমেণ্ট কমার্শিয়েল ইনষ্টিটিউটের আইকম্ পাশ ছাত্রেরা বি, এ, ও বি-কম ক্লাশে ভর্ত্তি হইতে পারিবে এই নিয়ম করায় ঐ ইনষ্টিটিউটের ছাত্র সংখ্যা ২২৫ জন (১৯২৭ সাল) হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ১৯৩২ সালে ৩৬৫ জন হইয়াছিল।

রিপোর্টের উপসংহারে বলা হইয়াছে যে, স্কুল কলেজের ছাত্রদের মধ্যে ব্যায়াম চর্চ্চার ব্যবস্থা করিবার যথোচিত চেষ্টা চলিতেছে, একজন একজন ডিরেক্টর নিযুক্ত হইয়াছেন এবং একটী শরীরচর্চ্চা শিক্ষালয় স্থাপিত হইয়াছে শরীরচর্চ্চা বিদ্যার গ্রাজুয়েটদিগকে ক্রমে ক্রমে প্রত্যেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বর্ত্তমান ড্রিল মাষ্টারদের স্থানে নিযুক্ত করা হইবে। স্কাউট আন্দোলনও জনপ্রিয় হইতেছে। স্কাউটদের সংখ্যা ২২৯৯ জন হইতে বাড়িয়া ৭৭৩০ জন হইয়াছে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়াপ্রকাশ

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক
— পারমার্থিক পত্র —
শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশ-
তনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনম্,
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং
প্রেমা পুমর্থো মহান্
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং
তত্রাদরো নঃ পরঃ॥

৮ম বর্ষ | ৫ কেশব | গৌরাব্দ ৪৪৭, ২১শে কার্ত্তিক বঙ্গাব্দ ১৩৪০, ৭ই নভেম্বর ইং ১৯৩৩, | মঙ্গলবার | ২০৭তম সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

গত ২৯শে অক্টোবর রবিবার কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয় মঠের প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীল ভক্তিশ্রীরূপ পুরী মহারাজ ও পণ্ডিত শ্রীপাদ বিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী কৃতিরত্ন মহোদয় রেভেন্স কলেজের সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট প্রফেসার শ্রীযুক্ত নারায়ণ মিশ্র এম-এ, মহোদয়ের আহ্বানে উপস্থিত প্রায় ১০০ শত ছাত্র, প্রফেসার ও বিশিষ্ট ভদ্রমহোদয়গণের সম্মুখে 'বেদান্তে শব্দবাদ' সম্বন্ধে সারগর্ভ বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন। শ্রীপাদ কৃতিরত্ন প্রভুর বক্তৃতার কিয়দংশ ৫ম পৃষ্ঠায় প্রদত্ত হইল।

—

শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাবস্থলী শ্রীধাম-মায়াপুরস্থ শ্রীচৈতন্যমঠের শাখামঠ কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠে গত ১৩ই কার্ত্তিক ৩০শে অক্টোবর সোমবার ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল গৌরকিশোর দাস বাবাজী মহারাজের তিরোভাব-মহোৎসব সুসম্পন্ন হইয়াছে। এতদুপলক্ষে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীল ভক্তিশ্রীরূপ পুরী মহারাজ ও পণ্ডিত শ্রীপাদ বিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী কৃতিরত্ন মহাশয় সন্ধ্যা হইতে রাত্রি সাড়ে নয়টা পর্য্যন্ত — জগতের লোকের জন্ম, মৃত্যু, শ্রাদ্ধাদি অনুষ্ঠানের সহিত শ্রীশ্রীগুরুবৈষ্ণবের আবির্ভাব, তিরোভাব ও বিরহ-মহোৎসবের বৈশিষ্ট্য এবং বদ্ধজীবের প্রাকৃত-দর্শনে দৃষ্ট শ্রীল বাবাজী মহারাজের চরিত্রের সহিত ভক্তগণের অপ্রাকৃত-দর্শনে দৃষ্ট তাঁহার অলৌকিক চরিত্রের পার্থক্য সমবেত বহু সজ্জন ও মহিলাগণের সমক্ষে বক্তৃতামুখে কীর্ত্তন করেন। বক্তৃতার আদি ও অন্তে খোল-করতাল-সংযোগে সুমধুর কীর্ত্তন হইয়াছিল। পরে রাত্রি ১২টা পর্য্যন্ত প্রায় তিন শত নরনারীকে শ্রীমহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

—

গত ১৪ই কার্ত্তিক ৩১শে অক্টোবর মঙ্গলবার কটকের অনৈক সম্ভ্রান্ত ভদ্রমহোদয়ের বাটীতে উক্ত স্বামীজী সন্ধ্যা হইতে রাত্রি প্রায় ১০টা পর্য্যন্ত শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত হইতে শ্রীতপনমিশ্রের উপাখ্যান পাঠ ও ব্যাখ্যামুখে নামাপরাধ, নামাভাস ও শ্রীনাম-তত্ত্বের সম্বন্ধে শ্রৌতসিদ্ধান্ত আলোচনা করিয়াছিলেন। পাঠের আদি ও অন্তে কীর্ত্তন হইয়াছিল। সহরের বহু সম্ভ্রান্ত নরনারী উপস্থিত ছিলেন।

—

শ্রীগৌরগদাধর-মঠে বিরহোৎসব

চাঁপাহাটী ৫।৭।৪০

গত ১৩ই কার্ত্তিক সোমবার শ্রীশ্রীগৌরগদাধর মঠে শ্রীল গৌরকিশোর দাস গোস্বামী মহারাজের বিরহ-মহোৎসব সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়াছে। এতদুপলক্ষে সন্ধ্যারাত্রিকের পর পাঠ ও কীর্ত্তন হয়। পাঠের পূর্ব্বে মহাজন পদাবলী কীর্ত্তন হয়। তৎপর মহামন্ত্র কীর্ত্তনান্তে বহুলোককে বিচিত্র মহাপ্রসাদ প্রদান করা হয়। ইতঃপূর্ব্বে এই মঠে অন্নকূট-মহোৎসবও সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়াছে।

—

গৌড়ীয়মঠে বিরহমহোৎসব

গত ১২ই কার্ত্তিক রবিবার উত্থানৈকাদশী-বাসরে নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট পরমহংস বাবাজী ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ গৌরকিশোর দাস গোস্বামী মহারাজের অষ্টাদশবার্ষিক তিরোভাব-মহোৎসব উপলক্ষে শ্রীগৌড়ীয়মঠের সারস্বত-নাট্যমন্দিরে একটী সুমহতী সভার আয়োজন হয়। তাহাতে বাবাজী মহারাজের ও শ্রীল প্রভুপাদের আলেখ্যাদি নানাবিধ পত্রপুষ্পাদি দ্বারা সুন্দররূপে সাজান হইয়াছিল। সান্ধ্য-সঙ্কীর্ত্তনাদির পর উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ প্রণবানন্দ প্রভু বিদ্যালঙ্কার মহাশয় ১৩২৩ সালের সজ্জনতোষণী হইতে শ্রীল বাবাজী মহারাজের প্রকটকালীন সংক্ষিপ্ত পরিচয় পাঠমুখে সুযুক্তিপূর্ণ ভক্ত্যুদ্দীপক ব্যাখ্যা করেন। অনন্তর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবৈভব সাগর মহারাজ বহু সজ্জন ও বিশিষ্ট জনগণ সমক্ষে ওজস্বিনী ভাষায় প্রায় ২ ঘণ্টা কাল একটী সুদীর্ঘ বক্তৃতা প্রদান করেন।

—

বক্তৃতার সারাংশ

স্বামীজী বলেন, বিরহেও উৎসব হইতে পারে কারণ বৈষ্ণবগণের বিরহে শোক নাই, পরন্তু তাহা পূর্ণ কৃষ্ণস্মরণ-মহোৎসব মাত্র। পরে ভজনানন্দী ও গোষ্ঠানন্দী ভক্তের কথা-প্রসঙ্গে বলেন,—যিনি নিজভজনে রত, তিনি বিবিক্তানন্দী বা ভজনানন্দী আর আচার-প্রচার দ্বারা সমস্ত জগতের অমঙ্গল দূরীভূত করিতে সমর্থ আচার্য্যদেবই গোষ্ঠানন্দী। আমাদের শ্রীগুরুপাদপদ্ম গোষ্ঠানন্দী ও পরম-গুরুদেব শ্রীল বাবাজী মহারাজ বিবিক্তানন্দী; তাঁহার বৈরাগ্য দাস গোস্বামী প্রভুর বৈরাগ্য অপেক্ষা কোন অংশে ন্যূন ছিল না। তাঁহার বৈরাগ্য একদেশী যোগীর ন্যায় ত্যাগ নহে পরন্তু উহা পূর্ণ যুক্তবৈরাগ্য। তিনি মাধুকরী-বৃত্তি অবলম্বন করিয়া প্রথম প্রথম শ্রীধাম বৃন্দাবন ও নবদ্বীপের নানা স্থানে ভজন করিতেন। শম, দম, তিতিক্ষাদি যৌগিক পন্থায় অপ্রাকৃত শাশ্বত সেবানন্দ নাই। অনেক রকম সাধনের মধ্যে "অবিস্মৃতিঃ কৃষ্ণপদারবিন্দয়োঃ" প্রকৃত নিত্যানন্দময়; বিরহ-মহোৎসবে আমরা সেই কৃষ্ণস্মরণানন্দের সুযোগ পাই। বাবাজী মহারাজ এইরূপ কৃষ্ণৈকস্মরণ ছিলেন।

আমাদের বৈরাগ্য যেমন কৃষ্ণবিষয়ে এবং আসক্তি কৃষ্ণেতর বস্তুতে, বাবাজী মহারাজের ভাব ঠিক তাহার বিপরীত। তিনি প্রহ্লাদের ন্যায় আত্মসমর্পণ করিয়া বিশ্বের উপদ্রব নীরবে সহ্য করিয়াছিলেন। আমাদের অসুবিধা দূর করিয়া ভক্তিচক্ষুঃ উন্মীলিত করিয়া সর্ব্বসিদ্ধি ভগবানের সেবাবিলাসের শ্রেষ্ঠতা বুঝাইবার জন্য গোস্বামী মহারাজ কঠোর বৈরাগ্যাবলম্বনে ভজন করেন। কৃষ্ণই একমাত্র বিষয়, কৃষ্ণই পিতা, পুত্র, আত্মীয়-বান্ধবাদি; তাঁহাকে পেলে সব পাওয়া হয়। ভগবদ্ভক্ত সর্ব্বসিদ্ধি; তিনি সাংসারিক কোনও ভূতসিদ্ধ, পিশাচসিদ্ধের ন্যায় ক্ষণিক সুখ সুবিধা দান করেন না। বাবাজী মহারাজ নিজ আচরণে দেখাইয়াছেন যে, অণু-পরমাণুও আমাদের ভোগ্য নহে পরন্তু তাহারা কৃষ্ণ ও কার্ষ্ণেরই সেবক।

—

'কোটী মুক্ত মধ্যে দুর্লভ এক কৃষ্ণভক্ত'। অন্যাভিলাষিত-চিত্তে এই কৃষ্ণভক্তের সঙ্গ করিবার ছলনা দেখাইলে বঞ্চিত হইতে হয় মাত্র। প্রকৃত ভগবদ্ভজন চায় না, এমন অনেক হতভাগ্য ব্যক্তি বাবাজী মহারাজের কৃপা হইতে বঞ্চিত হইয়াছিলেন। ভক্তের, কৃষ্ণের এবং তদনুগ জনের স্বভাবই নিতান্ত বহির্ম্মুখ লোকদের বঞ্চনা করা। "ন বুদ্ধিভেদং জনয়েদজ্ঞানানাম্।" "অন্যাভিলাষিতা শূন্যং জ্ঞান-কর্ম্মাদ্যনাবৃতম্" উত্তমা ভক্তির কথা ও আচরণ শাশ্বত বৈষ্ণবধর্ম্মের অন্ধকারময় যুগে শ্রীল গৌরকিশোর দাস গোস্বামী মহারাজ কঠোর বৈরাগ্য অবলম্বনে যাহা শিক্ষা দিয়াছেন, তাহারই প্রপক্ব ফল শ্রীল প্রভুপাদ কৃপাপূর্ব্বক জগতে আপামর সাধারণে বিতরণ করিতেছেন। (ক্রমশঃ)

সেই সে বিদ্যার ফল জানিহ নিশ্চয়। কৃষ্ণপাদপদ্মে যদি চিত্তবিত্ত রয়॥

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

৫ কেশব স্বামী প্রভুপাদ

পর-ধর্ম্ম

সুপবিত্র নৈমিষ-কাননে শৌনকাদি ঋষিবৃন্দ রোমহর্ষণি শ্রীসূতগোস্বামীর শ্রীচরণে মানবের চরম-কল্যাণ আত্মপ্রসন্নতা-লাভের উপায়-সম্বন্ধে প্রশ্ন নিবেদন করিলে শ্রীসূত গোস্বামী তদুত্তরে বলিয়াছিলেন -

স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো
যতো ভক্তিরধোক্ষজে।
অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি॥

—যাহা হইতে ইন্দ্রিয়জ্ঞানাতীত শ্রীকৃষ্ণে শ্রবণাদি-লক্ষণা ফলাভিসন্ধানরহিতা ঐকান্তিকী স্বাভাবিকী নিরপেক্ষা ভক্তি হয়, তাহাই মানবগণের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম। নিরপেক্ষা ভক্তিবলেই অনর্থ উপশান্ত হয় এবং আত্মা প্রসন্নতা লাভ করে।

এক কথায় বলিতে গেলে 'পর-ধর্ম্ম'-শব্দের অর্থ—আত্মধর্ম্ম বা অধোক্ষজ ভগবানে অহৈতুকা ও অপ্রতিহতা ভক্তি। পর-ধর্ম্ম কিছু অপর বা অবর ধর্ম্ম নহে। জড়দেহের ধর্ম্ম বা মনোধর্ম্ম যে বস্তুর ধারণা করায় তাহা 'পর'-শব্দ বাচ্য নহে, উহা আত্মধর্ম্ম হইতে পৃথক্ বলিয়া 'অনাত্ম' বা 'অপর' ধর্ম্ম। ভোগ্য জগৎ যে-কালে ধারণাকারীকে আংশিক প্রতীতিতে স্থাপন করে, তৎকালে জীবরূপা পরা প্রকৃতি অবিদ্যাগ্রস্ত হইয়া পর-ধর্ম্ম বিস্মৃত হন। তখন ভূমি, জল, অগ্নি, বায়ু, ও আকাশ—এই পাঁচটী মহাভূত, শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ—এ পাঁচটী তন্মাত্র, একাদশ ইন্দ্রিয় এবং মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কার—এই চতুর্বিবংশতি-তত্ত্ব মধ্যেই তাহার অবস্থিতি ঘটে এবং এই সমস্ত যাঁহার বহিরঙ্গা শক্তিজাত সেই শ্রীভগবানের স্বরূপজ্ঞান-সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন থাকে। ফলে শ্রীভগবানের অপরা প্রকৃতির আনুগত্যে জাব গুণজাত ঋক্, সাম, যজু, অথর্ব, শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, জ্যোতিষ প্রভৃতি আলোচনায় জীবনকাল কাটাইয়া দেয়। সৌভাগ্যক্রমে অবিদ্যামুক্ত হইলেই অক্ষর-সেবাপর হইয়া জীব পরধর্ম্ম লাভে অগ্রসর হয়।

প্রাকৃত ধর্ম্মমাত্রই অপর ধর্ম্ম, আর প্রকৃতির অতীত চিন্ময় রাজ্যে পরবস্তু বা অপ্রাকৃত ভগবদ্ধর্ম্ম লাভ হয়। দেহমনের ধর্ম্মে নিত্যত্বের অভাব, চিদাত্মতার অভাব ও নিরবচ্ছিন্ন আনন্দের অভাব। জড়েন্দ্রিয় সকল বদ্ধজীবকে এই অভাবের ভোগেই প্রমত্ত করায়, ফলে ভোগান্তরে ক্লেশই লাভ হয় মাত্র। তখন ক্লেশ-নিবৃত্তির নিমিত্ত ভোগপর নয়নে সুখের কল্পনারাজ্যে বিচরণ করায় গলদেশে বদ্ধভাব আরও দৃঢ়বদ্ধ হয় মাত্র। অপর ধর্ম্মে ব্যবধান বা বাধা ও হেতু বর্ত্তমান। পক্ষান্তরে পরধর্ম্ম নির্ব্বাধ ও নির্হেতুক ; অপরধর্ম্মে প্রসন্নতামুখে সংক্লেশ নিকরাকরত্ব, আর পরধর্ম্মে নিত্য প্রসন্নতা বর্ত্তমান।

পরধর্ম্মে অধোক্ষজ সেবাই লভ্য। অধোক্ষজ বিশেষণটী আলোচনা করিলে আমরা স্পষ্টই বুঝিতে পারি যে, জড়চক্ষু দ্বারা তাঁহার দর্শন, জড়কর্ণ দ্বারা তাঁহার বাণী বা বংশীধ্বনি শ্রবণ, জড়নাসা দ্বারা তাঁহার শ্রীঅঙ্গের ঘ্রাণ, জড়জিহ্বা দ্বারা তাঁহার অপ্রাকৃত নাম বা মহাপ্রসাদ আস্বাদন ও জড়-ত্বক্‌দ্বারা তাঁহার শ্রীঅঙ্গ স্পর্শ করিতে পারা যায় না। এক কথায় যিনি বদ্ধজীবের জড়েন্দ্রিয়-জ্ঞানের অতীত তিনিই অধোক্ষজ ভগবান্।

অহৈতুকী ভক্তিই পরধর্ম্ম। হেতুর লেশমাত্র থাকিলে পরধর্ম্ম হইবে না। শ্রীভগবান্‌কে ভালবাসি বলিয়াই ভালবাসি। কেন ভালবাসি, কেন তাঁর পূজা করি তাহার কোন হেতু নাই। অবশ্য এই অবস্থাটী নিগুর্ণ না হইলে হয় না ; নির্গুণ বলিতে জড়গুণাদির রাহিত্যকেই বুঝায়। দান, ব্রত, তপস্যা, নিষ্কাম-কর্ম্মযোগ বা জ্ঞানযোগ প্রভৃতি কিছুই নির্গুণ বা নির্হেতুক নহে। তাহারা বস্তুতঃপক্ষে হেতুমূলেই জাত ; তাই আমরা শ্রীভগবদ্ভক্তিতে দেখিতে পাই—

যং ন যোগেন সাংখ্যেন দানব্রততপোঽধ্বরৈঃ।
ব্যাখ্যাস্বাধ্যায়সন্ন্যাসৈঃ প্রাপ্নুয়াদ্ যত্নবানপি॥

—ভক্ত ব্যতীত অন্যান্য জনগণ যোগ, সাংখ্য, দান, ব্রত, তপস্যা, যজ্ঞ, স্বাধ্যায়, বেদপাঠ ও সন্ন্যাসধর্ম্মদ্বারা অতি যত্নশীল হইয়াও আমাকে (শ্রীভগবান্‌কে) লাভ করিতে পারে নাই।

অহৈতুকী ভক্তিই অপ্রতিহতা। অহৈতুক ভক্তকে কেহই প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াও আত্মধর্ম্ম হইতে বিচ্যুত করিতে পারে না। যাঁহারা এই পরমধর্ম্মের বা অপ্রতিহতা অহৈতুকী ভক্তিধর্ম্মের আশ্রয় করিয়াছেন, কোনও প্রকার চেষ্টা তাঁহাদিগকে প্রতিহত করিতে উদ্যত হইলে তাঁহারা শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের আনুগত্যে নির্ভীকভাবে জোরের সহিত গাহিয়া থাকেন—

খণ্ড খণ্ড হয় যদি যায় দেহ প্রাণ।
তথাপি বদনে না ছাড়ি হরিনাম॥

তাঁহাদের রতিরোধ করে কাহার সাধ্য? বদ্ধজীবের মননধর্ম্ম সম্ভব। সে সময় সময় যে পাশবিক বল প্রয়োগ করে তাহাও মনঃসঞ্জাত। এই মন চেতনাভাস, সুতরাং তাহার পক্ষে স্বরূপোপলব্ধ বা চৈতন্যপ্রাপ্ত আত্মার গতিরোধ কখনই সম্ভবপর নহে।

এক্ষণে এই পরমধর্ম্ম-লাভের উপায় কি, তাহাই বিবেচ্য। কেহ কেহ বলেন, কর্ম্মাদি অনুষ্ঠান করিতে করিতে ক্রমে উহাতে পৌছান যাবে অর্থাৎ কর্ম্মাঙ্গ বা জ্ঞানাঙ্গ অহৈতুকী ভক্তির প্রাথমিক সোপান। কিন্তু গোস্বামিগণ শ্রীভক্তিদেবীকে নিরপেক্ষা বলিয়াই কীর্ত্তন করিয়াছেন। সুতরাং নিরপেক্ষা ভক্তিতে কর্ম্মাঙ্গের বা জ্ঞানাঙ্গের অপেক্ষা নাই। কর্ম্ম ও জ্ঞানপন্থা কখনও অহৈতুক-ভক্তিলাভের কোন প্রকার সহায়তা করিতে পারে না।

উক্ত ভক্তি কৃষ্ণপ্রসাদে বা কার্ষ্ণ-প্রসাদেই লভ্য। কৃষ্ণ-কার্ষ্ণ-প্রসাদ লাভ না হইলে মনোধর্ম্মবশে কল্পনাক্রমে ভগবানের গুণানুবাদ কীর্ত্তন করিলেও অহৈতুক-ভক্তিলাভের কোনও প্রকার সম্ভাবনা নাই। কর্ম্ম ও জ্ঞানমার্গ জীবকে বদ্ধভূমিকায় প্রলুব্ধ করিয়া রাখিবার যন্ত্র মাত্র। ইহা দ্বারা কেহ যেন মনে না করেন যে, ভক্ত্যঙ্গ হইতে নিবৃত্ত হওয়ার জন্য কিছু বলা হইতেছে।

বাহ্য-দৃষ্টিতে কর্ম্মাঙ্গ ও ভক্ত্যঙ্গ এক বলিয়া মনে হইলেও অন্তর্দ্দর্শনে তাহাদের আকাশ পাতাল প্রভেদ পরিদৃষ্ট হয়। অন্ধকারে অবস্থানকালে যে-প্রকার আলোক-দর্শন হয় না সেইপ্রকার কর্ম্ম ও জ্ঞানের বিচারে আবদ্ধ থাকা পর্য্যন্ত ভক্ত্যালোক পাইবার কোন সম্ভাবনা নাই। কোন সদাশয় ব্যক্তি অন্ধকার-গৃহে আলো জ্বালিয়া দিলে যে প্রকার অনায়াসেই আলোর জ্ঞান লাভ হয় সেই প্রকার কারুণ্যাবতার বৈষ্ণবগণের কৃপাতেই অহৈতুকী ভক্তির আলোক-দর্শনের যোগ্যতা হয়।

খৃষ্টধর্ম্ম ও বৈষ্ণবধর্ম্মে পার্থক্য

বিগত ১৭ই অক্টোবর লণ্ডনের ৩২নং রাসেল ষ্ট্রীটে খৃষ্টীয় ছাত্রগণের পরিচালন-সমিতিতে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ ছাত্রগণের প্রশ্নের উত্তরে বলেন যে, খৃষ্টীয় ধর্ম্ম-মতের সহিত গৌড়ীয়বৈষ্ণবধর্ম্মের বিশুদ্ধ-সত্যের নিম্নলিখিত ভেদসমূহ বর্ত্তমান। শ্রীপাদ বনমহারাজও সেই সমিতিতে উপস্থিত থাকিয়া উত্তর-প্রদানস্থলে ইহা সমর্থন করিয়াছেন।

---

(১) মহাজ্ঞ-গুরু যে কেবলমাত্র একবারই জগতে আসেন, তাহা নহে—ভগবানের ইচ্ছা[illegible] [illegible] কালে শ্রীগুরুপাদপদ্মের [illegible] এবং শ্রীগুরুদেব প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হইয়া জড় শরীরধারী বলিয়া আপাতপ্রতীয়মান হইলেও তাঁহার অপ্রাকৃত চেষ্টা প্রাকৃত-শরীরধারী মানবের ভোগপরা চেষ্টা হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্।

---

(২) শ্রৌতবিচারক মানবে ঈশ্বরত্বারোপ বা ভগবানে মানবীয় হেয় সঙ্কীর্ণ ধর্ম্মারোপ স্বীকার করেন না এবং এই বিশ্বকে চিজ্জগতের প্রতিফলিত প্রতিবিম্ব জ্ঞান করেন।

---

(৩) ভগবান্ কেবল পুরুষত্বে আরোপিত হইবার পরিবর্ত্তে তিনি স্বরূপশক্তিমান্ বলিয়া চিজ্জগতে ভোক্তৃ-ভোগ্যআকারিত বিষয়াশ্রয় ঈশ্বর ও ঈশ্বরীরূপে নিত্য বিলাস-পরায়ণ।

---

(৪) জড়দেশ কালের অতীত বৈকুণ্ঠ-রাজ্যে বিধিমার্গে পরমেশ্বর গৌরবের সহিত সার্দ্ধদ্বয়রসে অর্চ্চনীয় এবং তদুপরি গোলোক-বৃন্দাবনে রাগমার্গে বিশ্রম্ভময় পঞ্চবিধরসে প্রীতির সহিত সেবনীয়।

---

(৫) গৌরবময় বিধিমার্গে অর্চ্চনীয় তত্ত্ববস্তু ভগবান্ নারায়ণ। আর যখন রাগমার্গে বিশ্রম্ভময় পঞ্চরসে ভজনীয় হন, তখন তিনিই অখিলরসামৃতমূর্ত্তি শ্রীকৃষ্ণ। তিনি—শ্রীকৃষ্ণ, যেহেতু তিনি নিখিল চিদচিদীশ্বর সকলের চিত্তাকর্ষক, তিনিই একমাত্র অদ্বিতীয় ভোক্তা এবং চিজ্জগতের একচ্ছত্রাধিপতি।

---

(৬) জগতের সকল ধর্ম্মই ঐতিহাসিকত্ব বা ন্যূনাধিক প্রাচীনতায় অর্থাৎ কালের অভ্যন্তরে সৃষ্ট হইবার দাবী করে, কিন্তু শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত নিরুপাধিক প্রেমধর্ম্ম সার্ব্বদেশিক ও সার্ব্বকালিক। অতএব কালান্তর্গত সৃষ্ট বস্তু নহে অর্থাৎ নিত্য বা সনাতন ; কোনও কালবিশেষে তাহা সৃষ্ট হয় নাই। ভগবান্ যখন এক ও অদ্বিতীয় তখন তাঁহার প্রচারিত ধর্ম্ম অর্থাৎ তাঁহার প্রাপ্তির উপায় ও উপেয় প্রয়োজন-ধর্ম্মও একই হইবে এবং সেই ধর্ম্ম—সেই এক অদ্বিতীয় বস্তুর প্রীতির সহিত সর্ব্বকালে সর্ব্বেন্দ্রিয়দ্বারা সেবন ব্যতীত আর অন্য কিছুই নহে। ইহাই সুবিমল জীবাত্মার নিত্য বৃত্তি।

---

(৭) শ্রীচৈতন্যদেবই বাস্তববস্তু স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ; তিনি ঐতিহাসিক বা মানবের মনঃ-কল্পিত কাল্পনিক রূপক বস্তু নহেন। শ্রীকৃষ্ণে মর্ত্ত্য-জীবোচিত হেয়ত্ব-পরিচ্ছিন্নতাদির আরোপ বা মর্ত্ত্যজীবে ঈশ্বরত্বের আরোপ উভয়ই অপরাধ সুতরাং কর্ত্তব্য নহে। মানবের বর্ত্তমান অসম্পূর্ণ ইন্দ্রিয়াদির

(৮) সর্ব্ববিধ সাধনের মধ্যে শ্রীভগবানের নামকীর্ত্তনই শ্রেষ্ঠ সাধন ; তবে কীর্ত্তনের পূর্ব্বে শ্রীনাম-পরায়ণ মুক্ত-সাধুর মুখে কীর্ত্তিত ভগবন্নামের শ্রবণ অর্থাৎ গুরুপাদাশ্রয় একান্ত প্রয়োজনীয়।

---

(৯) শ্রীভগবানের নামই সাক্ষাৎ শ্রীভগবান্। তদীয় নাম, রূপ, গুণ, পরিকরবৈশিষ্ট্য ও লীলা শ্রীনামেই অভিন্নভাবে যুগপৎ বিদ্যমান। কর্ণপুটে বৈকুণ্ঠ-শ্রীনাম-শ্রবণের ফলে চক্ষুরাদি অপরাপর ইন্দ্রিয়সকল ও মন নিয়ন্ত্রিত হয়। জড়জগতের ভোগপর শব্দে ও বৈকুণ্ঠ শ্রীনামে সম্পূর্ণ ভেদ বর্ত্তমান। জাগতিক শব্দ কলি-জাত বৈষম্য ও প্রেম-রাহিত্যের সৃষ্টিকারী।

---

(১০) শ্রীমন্মহাপ্রভু শয়তান বা মায়াকে ভগবানের প্রতিদ্বন্দ্বী পৃথগ্ বস্তুরূপে স্বীকার করেন না। মায়া শ্রীভগবানেরই অন্যতমা বহিরঙ্গা শক্তি এবং তাঁহার সাম্মুখ্য হইতে দূরে থাকেন এবং যে-সমস্ত অপরাধী জীব নিজ নিজ স্বতন্ত্রতার অপব্যবহারের ফলে ভগবদ্বহির্ম্মুখ হইয়াছে মায়া তাহাদের বন্ধনে ও শাসনে সর্ব্বক্ষণ নিযুক্তা।

---

(১১) মানব যে ভগবানেরই মূর্ত্তির অনুরূপ-এ ধারণাও নিরপেক্ষ যুক্তি-সিদ্ধ নহে। চিৎ-কিরণ-কণ জীবাত্মাসমূহ বিভু-চিৎসূর্য্য ভগবানের সেবকসূত্রে নিত্যানন্দময়, ইহা মুক্তাবস্থা ; কখনও ভোক্তৃসূত্রে মায়ারূপ অন্ধকারে মিশ্রিত হইয়া নিরানন্দময়, ইহা বদ্ধাবস্থা।

---

(১২) পাপ, পুণ্য, স্বর্গ, নরকাদি দেশ ও কালের অধীন এবং উহাদের সহিত সাপেক্ষ ধর্ম্মযুক্ত। ঐগুলি স্থূল-সূক্ষ্ম শরীরে অনুষ্ঠেয় সুতরাং অনিত্য ; ঐগুলি বহুবিধ যেহেতু বিভিন্ন ব্যক্তির দেহ ও মন বিভিন্ন। পাপ-পুণ্যাদি জীবের জড়োপাধিরই প্রয়োজনীয় বিষয় হইতে পারে, কিন্তু মুক্ত-পুরুষের পাপ-পুণ্যাদির অনুষ্ঠানের সম্ভাবনা ও অবকাশ নাই। এখানে ভগবৎ-প্রীতির অভাব জন্য যে বিসদৃশ ভাব জন্মে, উহা পাপাপেক্ষা বহু গুণে গুরুতর 'অপরাধ'-নামে ইহ জগতে কথিত।

(১৩) মানব-সৃষ্ট বিধি বা বিধি-বাধ্য মানবতা শ্রীভগবানের উপর চাপান যুক্তিবিরুদ্ধ। তিনি কাহারও বিধি-নিষেধ-বাচ্য নহেন। তাঁহার সর্ব্বশক্তিমত্তা ও নিরঙ্কুশতা নিত্যকাল সিদ্ধ ও বিদ্যমান। ইহা সম্পূর্ণরূপে স্বীকার না করায় জীবসেবা-বুদ্ধি জনগণের নিকট ভগবান্ স্বীয় শ্রীরামলীলা প্রকট করিয়া মানবোচিত দৈন্যে আপনাকে প্রকাশ করেন। তাহাতে ভগবদ্বস্তুর সর্ব্ব-স্বাতন্ত্র্য-ধর্ম্মের অভাব কল্পিত হয় ; সুতরাং স্বেচ্ছ-লীলাময়ত্ব-স্বীকারের ব্যাঘাত হয়।

(১৪) পরিণামশীল জগতে বদ্ধজীবের জড়ীয় সম্বন্ধ থাকায় উহা অনিত্য, কিন্তু শুদ্ধ জীবাত্মার জন্ম বা মৃত্যু নাই। শুদ্ধ মুক্তজীবাত্ম-গণের প্রতি তাহাদের তাৎকালিক বদ্ধাবস্থার জড়মিশ্র-সম্বন্ধ আরোপ বা মিশ্রিত করা যুক্তি-বিরুদ্ধ।

প্রাকৃত কবিতা

[শ্রীযুক্তা অপর্ণা দেবী]

(১)

মায়ার বিচিত্র বর্ণে, রঞ্জিয়া যে বর্ণ-পাত্রখানি,
গণ-চিত্ত তুষিবারে, নিয়োজিতা করে জড় বাণী ;
কবি তাঁ'রে মানি !
বর্ণনার ঝঙ্কারেতে, মায়াজাল করিয়া সৃজন,
মুমুখ মনের চোখে, যে লাগায় মোহের অঞ্জন ;
তাঁ'রে দিই মন !!
(হায়) সৌন্দর্য্য-তৃষ্ণার নামে, পান করি' ব্যাধ-বংশীধ্বনি,
(আজ) বিরূপের বাদকেতে, ছেয়ে গেছে সারাটি অবনী ;
তবু নাহি গণি !
এই কি সাহিত্য হায় ! একি দেয় অমৃত-সন্ধান ?
(এ'সে) অলক্ষিতে হানিতেছে, শব্দময়ী লক্ষ মৃত্যুবাণ !
কাব্য-সুধা নিস্যন্দিনী, (?) সম্মোহিনী নব শব্দ-চয়,
শত-কোটি নাগপাশে, বধিতেছে অবোধ হৃদয়।
তবু গাহি জয় !!
মায়ার বিচিত্র সুর, বহির্ম্মুখ মর্ম্ম অন্বেষিয়া,
জড়াইছে শতপাকে সঙ্গীতের শত বাহু দিয়া।
ইন্দ্রিয়ের ভোগ-ক্ষুধা বাড়াইছে প্রতি পলে পলে,
ভোগার্ত্ত মানবকুল ধাইতেছে সেথা দলে দলে॥
সাহিত্যের মূল উৎস, প্রাণারাম কৃষ্ণ-সঙ্কীর্ত্তন ;
তেয়াগিয়া পতি-সেবা, ভাষা গাহে দেহ প্রয়োজন।
মায়ার অসীম ভঙ্গী ! বলিহারি ক্ষমতা তাঁহার !
জন-চিত্ত বিমোহিতে, নানা পন্থা সদা আবিষ্কার !!
(শুধু) ধরণীর দৃশ্যে, গন্ধে, তৃপ্ত নহে আজি তাঁ'র মন !
অপ্রাকৃত কাব্যে চাহে, করিবারে ভোগের ইন্ধন !!
শিল্পে, চিত্রে, গানে, গল্পে, হেরিতেছি কুচেষ্টা তাঁহার !
পৃথিবীর দরবারে, নিত্য কাব্য মাপিয়া নিবার !!
বাস্তবের স্বতন্ত্রতা, রহিতেছে সদা সুরক্ষিত।
ছায়া ধরি' টানাটানি, কায়া বহু দূরে অবস্থিত॥

"বেদান্তে শব্দবাদ"

[১]

[শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী কৃতিরত্ন মহাশয় কর্ত্তৃক গত ১৯শে অক্টোবর কটক রেভেন্স কলেজে প্রদত্ত বক্তৃতা]

ওঁ অজ্ঞান-তিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জন-শলাকয়া।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥

পূজ্যপাদ বৈষ্ণবমণ্ডলি, প্রাণপ্রিয় শ্রোতৃ-মণ্ডলি, আপনারা লক্ষ্য করিয়াছেন বস্তু-মাত্রেরই ধর্ম্ম আছে। আমরা জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত যত প্রকার বস্তুরই ধারণা করি না কেন, সমুদয় বস্তুরই ধর্ম্ম আছে এবং আপনারা কলেজের পাঠ্য-পুস্তকেও Substance & Attributeএর কথা পড়িতেছেন। আমাদের পাঠ্যের মধ্যে আমরা যে Attributeএর সর্ব্বদা আলোচনা করিয়া থাকি তাহার অপর নাম ধর্ম্ম। দৃশ্যবস্তুসমূহের Attribute বা ধর্ম্মের কথা আমরা বিশেষরূপে আলোচন করিয়া জানিলেও উহা ছাড়া স্বতন্ত্র ও অন্য প্রকারে ধর্ম্ম-সম্বন্ধে জানিবার আমাদের একটা ইচ্ছা ও প্রবৃত্তি দেখা যাইতেছে। সেই ধর্ম্ম-সম্বন্ধেই আমার পূর্ব্ববর্ত্তী বক্তা আমাদের পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিশ্রীরূপ-পুরী মহারাজ আপনাদের নিকট আলোচনা করিয়াছেন। আমি তদনুকূলে উক্ত বিষয়ের পুনরাবৃত্তি করিব।

শ্রোতৃমণ্ডলি, আপনারা সকলেই উচ্চ-শিক্ষিত। আপনারা আমার "পুনরাবৃত্তিদোষ" গ্রহণ করিবেন না, কারণ পাণিনি প্রভৃতি শাস্ত্রজ্ঞগণ বলেন—"আবৃত্তিঃ সর্ব্বশাস্ত্রানাং বোধাদপি গরীয়সী।" এই মতের সর্ব্বত্র আদর না থাকিলেও বর্ত্তমান ক্ষেত্রে আমাকে তাহার আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইয়াছে। কারণ বক্তব্য বিষয়—এক বই দুই নহে।

আমি অদ্যকার বক্তব্য বিষয়-সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবতের একটী আখ্যায়িকা আপনাদের সমক্ষে জ্ঞাপন করিতেছি। আপনারা হিরণ্যকশিপু ও প্রহ্লাদের সংবাদ শুনিয়া থাকিবেন। 'হিরণ্য'-অর্থে কনক অর্থাৎ টাকাকড়ি ধনরত্নাদি বুঝায় ; 'কশিপু'-শব্দে বিছানা বা উত্তম শয্যা ; উত্তম শয্যা অর্থে কামিনীকে লক্ষ্য করে সুতরাং হিরণ্যকশিপু অর্থে কনককামিনী বুঝায়। প্রকৃত-প্রস্তাবে তিনি Embodiment of কনক-কামিনী অর্থাৎ কনক-কামিনী-বিগ্রহ ছিলেন। আমরা এখানে বহু পিতা এবং বহু পুত্র উপস্থিত আছি। আমরা একটু ধীর-চিত্তে চিন্তা করিলে বেশ বুঝিতে পারিব যে, আমরাও অনেকেই কনক-কামিনী-লুব্ধ হিরণ্যকশিপু। আমরা জন্মাবধি পিতামাতার নিকট হইতে যে-জ্ঞান লাভ করিয়াছি বা করিতেছি তাহার মূলে কনক-কামিনী সংগ্রহ ব্যতীত অন্য কোনরূপ চেষ্টা লক্ষ্য করি না। আমাদের পিতামাতা আমাদের বাল্যাবস্থা হইতেই আমাদিগকে বলেন, "তোমরা ভাল করিয়া লেখাপড়া না শিখিলে ভাল ঘরে তোমাদের বিবাহ হইবে না। অর্থোপার্জ্জন করিতে না পারিলে নিজের ও বিবাহিতা স্ত্রীর ভরণপোষণ করিবে কেমনে ?" (শ্রোতৃ-মণ্ডলীর অট্টহাস্য)। আপনারা সকলেই বুদ্ধিমান্ ও উচ্চশিক্ষিত ; এখন একটু ধীরভাবে চিন্তা করিয়া দেখুন, এই শিক্ষাতে শুধু কনক এবং কামিনীকেই লক্ষ্য করিয়াছে কি না এবং পিতা-মাতার শিক্ষায় শিক্ষিত হইয়া কনক-কামিনী সংগ্রহ করিয়া সুখে জীবনযাপনই আমাদের মূল উদ্দেশ্য হইয়াছে কি না। অবশ্য যাঁহাদের পিতামাতা পুত্রদের এই প্রকার শিক্ষা দেন, আমি মাত্র তাঁহাদিগকেই লক্ষ্য করিয়া এই কথা বলিতেছি। আমি আপনাদিগকে আরও ধীরভাবে এই বিষয়টী চিন্তা করিতে অনুরোধ করিতেছি ; আপনারা এখানে যে Attributeএর আলোচনা ও বিশ্লেষণ করিয়া থাকেন তাহার মূলেও কনকসংগ্রহ ও বিবাহাদি দ্বারা সংসার-সৃষ্টি নির্ব্বাহ করা।

শুদ্ধভক্তি গ্রন্থমালা

অক্ষরে প্রকাশিত

১। ভাষ্যসহ বিরাট শ্রীচৈতন্যভাগবত ৫৲
২। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২৮৲
একাদশ স্কন্ধ হইতে প্রাতখণ্ড ১৷৴০
৩। ভাষ্যদ্বয়সহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (৪র্থ সংস্করণ) ৬৲
৪। ভাগবতার্কমরীচিমালা (বাঁধা) ২৲
৫। গৌড়ীয় গৌরব ১৷৴০
৬। গৌড়ীয়-সাহিত্য ১৷৴০
৭। ভক্তিনরহস্য ৷০
শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা)
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৯। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ)
ঐ (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
১০। গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি টীকাসহ)
ঐ (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
১১। গীতার কেবল মাধ্ব-ভাষ্য ৷০
১২। যুক্তিমল্লিকা গুণসৌরভঃ সানুবাদ (মাধ্ব) ২৲
১৩। বেদান্ততত্ত্বসার সানুবাদ (রামানুজীয়) ৷০
১৪। বৈষ্ণবদর্শ ২৲
১৫। শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৬। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১৭। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ৷৴০
ঐ (বাঁধা) ৸০
১৮। দীপ-দিগ্দর্শন ৶০
১৯। সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ) ১৷৴০
২০। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ৷০
ঐ (আবাঁধা) ১৷৴০
২১। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
২২। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৶০
২৩। গীতমালা ⁄১০
২৪। নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য ৶০
২৫। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶০
২৬। নবদ্বীপ পঞ্জিকা (৪৪৭ গৌরাব্দ) ৶০
২৭। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ১০
২৮। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা-দর্পণ ১০
২৯। শরণাগতি ⁄০
৩০। গীতাবলী ⁄০
৩১। চিত্রে নবদ্বীপ ১৷০
৩২। সাধনকণা ⁄০
৩৩। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ⁄০
৩৪। নবদ্বীপশতক ⁄০
৩৫। অর্থপঞ্চক ⁄০
৩৬। সদাচারস্মৃতিঃ ⁄০
৩৭। কল্যাণকল্পতরু (৫ম সংস্করণ) ⁄১০
৩৮। অর্চ্চনকণা ⁄১০
৩৯। সাধককণ্ঠমালা (বাঁধা) ৷০
ঐ (আবাঁধা) ১⁄০
৪০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (প্রথম চারিখণ্ড) ৩
৪১। ব্রহ্মসংহিতা ১০
৪২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৪৩। মণিমঞ্জরী সানুবাদ ১০
৪৪। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৵০
৪৫। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ১০
৪৬। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ১০
৪৭। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
৪৮। গৌড়ীয়মঠ কি করেন? ⁄০
৪৯। ঈশোপনিষৎ (বলদেব ও মাধ্ব-ভাষ্য এবং বিবৃতি ও অনুবাদসহ) ১০
৫০। শ্রীভুবনেশ্বর ৶০
৫১। সিদ্ধান্তদর্পণ ৵০
৫২। সাংখ্যবাণী ⁄০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৫৩। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী-দিগ্বিজয়ঃ ৷০
৫৪। সটীক-শিক্ষাদশমূলম্ ১০
৫৫। তত্ত্বসূত্রম্ ১০
৫৬। সানুবাদ-শিক্ষাষ্টকম্ ৵০
৫৭। গৌড়ীয়মঠস্য পরিচয়ঃ ⁄০
৫৮। সারাংশবর্ণনম্ ৶০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৫৯। রায় রামানন্দ ৷০
৬০। নামভজন ১০
৬১। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ড'স ১৷৴০
৬২। লাইফ অ্যাণ্ড প্রিসেপ্টস অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ১০
৬৩। বৈষ্ণবীজম্ ১০
৬৪। হোয়াট গৌড়ীয়মঠ ইজ ডুইং ⁄০
৬৫। দি ভাগবত ১০
৬৬। ইরোটিক প্রিন্সিপল অ্যাণ্ড আনেলয়েড ডিভোসন ১০
৬৭। ব্রহ্ম-সংহিতা ২৷০
৬৮। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (ভলুম ওয়ান) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৬৯। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ৷০
৭০। সাধন পথ ১০
৭১। কল্যাণ-কল্পতরু ⁄১০
৭২। গীতাবলী ⁄০
৭৩। শরণাগতি ⁄০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৭৪। শরণাগতি ⁄০

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

শ্রীমন্ত করার, বলে ‑

নদীয়া-প্রকাশপ্রাপ্তির স্থান

১। শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম-মায়াপুর, নদীয়া
২। শ্রীযোগপীঠ ঐ
৩। শ্রীবাস অঙ্গন ঐ
৪। অদ্বৈত-ভবন ঐ
৫। কাজীর সমাধি পাট ঐ
৬। স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ, নদীয়া।
৭। শ্রীভাগবত আসন কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
৮। শ্রীএকায়ন মঠ গোবিন্দপুর, হাঁসখালী।
৯। দ্বাদশগোপাল পাট—পোঃ চাকদহ,
১০। শ্রীগৌর গদাধরমঠ—চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড়, বর্দ্ধমান
১১। শ্রীমোদদ্রুমছত্র মাউগাছি, বর্দ্ধমান
১২। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম, আমলাযোড়া, পোঃ রাজবাধ বর্দ্ধমান
১৩। শ্রীগৌড়ীয়মঠ বাগবাজার, কলিকাতা
১৪। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাজু, হাওড়া,
১৫। শ্রীমাধ্ব গৌড়ীয়মঠ, ৯০।২ নবাবপুর রোড, ঢাকা
১৬। শ্রীগোপালজী মঠ কমলাপুর, ঢাকা।
১৭। শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ পোঃ বালিয়াটী
১৮। শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয়মঠ ময়মনসিংহ।
১৯। শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ চিরুলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর
২০। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম গোয়ালপাড়া, আসাম
২১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ রায়াপেট্টা, মান্দ্রাজ।
২২। শ্রীরামানন্দগৌড়ীয় মঠ কব্বুর, জিঃ পশ্চিম গোদাবরী
২৩। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ উড়িয়াবাজার, পোঃ বক্সীবাজার, কটক।
২৪। শ্রীত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয় মঠ ভুবনেশ্বর।
২৫। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ স্বর্গদ্বার, পুরী।
২৬। শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ আলালনাথ পোঃ ব্রহ্মগিরি, পুরী।
২৭। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ ডুমুরকুণ্ডা, পোঃ চিরকুণ্ডা, মানভূম।
২৮। শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ—কাশী।
২৯। শ্রীরূপগৌড়ীয় মঠ—এলাহাবাদ।
৩০। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ পুরাণবাজার, সরকার ঠাকুরের কুঞ্জ, বৃন্দাবন
৩১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, নিউদিল্লী
৩২। শ্রীপরমহংসমঠ—নৈমিষারণ্য,
৩৩। শ্রীসারস্বত গৌড়ীয় মঠ—হরিদ্বার।
৩৪। শ্রীব্যাসগৌড়ীয়মঠ—কুরুক্ষেত্র, পঞ্জাব
৩৫। শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাবুলনাথ রোড, পোঃ গ্রাণ্ট রোড, বোম্বে।
৩৬। লণ্ডন গৌড়ীয়মঠ, ৩৯নং গ্লেডন গার্ডেন্স, কেনসিংটন লণ্ডন, (এস, ডবলিউ—১০)।
৩৭। অমরি গৌড়ীয়মঠ—মেদিনীপুর
৩৮। সরভোগ গৌড়ীয় মঠ—সরভোগ, কামরূপ আসাম,

শুদ্ধভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী মাসিক। শ্রীধাম-মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৷০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দি ভাষায় একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি হৃদয় বন মহারাজ সম্পাদিত ও নৈমিষারণ্য শ্রীপরমহংস মঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ১৷০ দেড় টাকা মাত্র।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ দেড় টাকা মাত্র।

৫। কীর্ত্তন—মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ নিমানন্দ সেবাতীর্থ বি-এজি, বি-টি, সম্পাদিত। আসাম গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম হইতে প্রকাশিত আসামী ভাষায় মাসিক। ভিক্ষা সডাক ১৷০ দেড় টাকা মাত্র

শ্রীচৈতন্যভাগবত

আদিকবি শ্রীল বৃন্দাবন দাস প্রণীত সমগ্র গ্রন্থ

গ্রন্থের মূল বোল্ড অক্ষরে এবং তন্নিম্নে বিশ্ববিশ্রুত গৌড়ীয়মঠের প্রতিষ্ঠাতা ও আচার্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তি-সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভু-পাদের রচিত বিস্তৃত ভাষ্য উত্তম কাগজে সৌষ্ঠবের সহিত মুদ্রিত হইয়াছেন। ডবল ক্রাউন আটপেজি আকারে ১০৯৬ পৃষ্ঠায় কেবল মূল ও ভাষ্য সম্পূর্ণ হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত শ্লোকসূচী, পদ্যসূচী, স্থানসূচী, পাত্রসূচী, বিষয়সূচী, শব্দসূচী প্রভৃতি বিস্তৃত সূচীপত্রেও একটী গ্রন্থ হইবে। সভাষ্য শ্রীচৈতন্যভাগবতের এরূপ উৎকৃষ্ট ও অমূল্য বিরাট সংস্করণ জগতের কোথায়ও আজ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হন নাই, ইহা নিরপেক্ষ পাঠক মাত্রকেই একবাক্যে স্বীকার করিতে হইবে। শ্রীগৌড়ীয়মঠের উৎসব-কালে গ্রন্থের ভিক্ষা ১২৲ বারটাকা স্থলে—৫৲ পাঁচটাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীচৈতন্যমঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

কলিকাতা বাজার দর

লৌহ হাডওয়ার

২৭শে অক্টোবর ১৯৩৩

টাটার তৈয়ারী— প্রতি হন্দর।

লোহার কড়ি (জয়েষ্ট বা বীম)

মার্কা	৫।৶০—৫॥৶০
ঐ বেঙ্গমার্কা হাল্কা ওজন	৪।৶০—৪॥৶০
বরগা (টী-আয়রণ)	৬৶০—৬।০
এঙ্গেল আয়রণ (কোনা)	৫৸৶০—৬।৶০

গ্যালভানাইজড করগেট টীন—

২২ গেজ ৬ হইতে ১০ ফুট	১১।৶০
২৪ গেজ ,, ,,	১০৸৶০
২৬ গেজ ,, ,,	১২
২৪ গেজ আর, পি, ডি, মার্কা	১২৸৶০
২৪ গেজ গ্যাঃ প্লেন শীট—	১১।৶০
২৬ গেজ ,, ,,	১২।০
২৮ গেজ ও ৩০ গেজ ঐ—	১৩৲—১৬৲
বাগান ঘেরা কাঁটাতার ১০০ পাউণ্ড বাঃ	৮৸০
ষ্টীল পাটী	৬৶—৬।০
,, বোল্টু (গোল)	৬৶—৬।০
,, পবাদে (চৌকা)	৬৶০—৬৲।০
,,গোল রড ৶০—।৶০ সুতা	৫৶০—৫॥০
,, টানা রড- চৌকা ৶০— ।৶০ ঐ	৫৶০—৫॥০
,, বাণ্ডিল চাল	-৭৸০
,, প্লেট—তিন সুতা মোটা পগাস্ত	৭।০—৭।০
,, চাদর ৩-১৬ খানা বাণ্ডিল	৯॥৶—১০৲
স্প্রাঃ ষ্টীল	৮।০—৯৲
তাক রাউণ্ড	৫৸৶—৬৲৶০
তারের পেরেক ১—৬ ইঞ্চি	৯—৯৸০
প্যাটেন্ট পেরেক ২—৮ ইঞ্চি	১২।০—১৫॥
ঢালাই কড়া ১ হইতে ১০ নং ২॥০	সাট
কোদাল ৪, ৫, ৬, ৭৸৶০ ৮৸৶০ ৯৸৶০ডঃ	
ঐ টিন পাউণ্ড ৬৲ দেঃ বিঃ	৬।৶০ ,,
গ্যাঃ প্লেন বালতি ৭—১২ ইঞ্চি	১॥৶০ ৬॥৶০
ঐ রিভিট ,, ৭—১২ ইঞ্চি	২৲—৭৲ ,,
লেভার চেয়ার রঙের গোল ও চৌকা	৮॥০— ,,
ঐ তালের লোহার সিট	১৫৲ ,,
ঐ ভেনেস্তা (কাঠের সিট)	১৮৲ ,,
লোহার স্ক্রুপ ॥—৩ ইঞ্চি	৴১০—॥৶০ গ্রোস
ঐ কব্জা ১৩ নং ১॥—৪ ইঞ্চি	।১০—৸৶১০ দেঃ ডজন
গ্যাঃ তার ১৬—২২ নং (গেজ)	১২৲—১৩৲ হন্দর
গ্যাঃ রিভিং (মটকা) ১২ ইঞ্চি	।৶৫ ॥৶০ পীস
গ্যাঃ গাটারিং বা জোড়া ৬ ইঞ্চি	॥০—৸৶০ ,,
গ্যাঃ স্ক্রুপ ১॥০—২॥০ ইঞ্চি	২৩৲—২৯৲ হন্দর
গ্যাঃ ওয়াসার চাকি	১১॥০—১৬৲ ,,
গ্যাঃ বোল্ট-নাট ৸—৩ ইঞ্চি	॥৶১০—১৸৶০ গ্রোস
ঢালাই রেলিং	৩॥০—৪॥০ হন্দর

ঐ রেন ওয়াটার পাইপ

৩ ইঞ্চি ৶১০ ও	৪ ইঞ্চি ।১০ ফুট

টিউব ওয়েলের জন্ম গ্যাঃ

পাইপ১॥ ইঞ্চি	।৶৫ ফুট
পাম্প ৪নং ১২॥০ ৫নং ১৪৲ ৬নং ১৬৲	
৬০—৮০ বাটখারা ৶১৫ সাট	২।০—২॥০ মণ

সন্তোষকুমার মল্লিক এণ্ড সন্স লিঃ

লৌহ ও হাডওয়ার বিক্রেতা।

মীরবহর ঘাট লোহাপটী. বড়বাজার.

টেলি—"লোহার মালিক" কলিকাতা

কেরোসিন

প্লোক্রেক প্রত্যেক বাক্স (২ টিন)		৯,৬
সূর্য্য মার্কা	,,	৬॥০
ভিক্টোরিয়া	,,	৬৲

সোণার দর

পাকা সোণা	৩০৸৶
বড়াল	৩০৸
চিনা পাত	৩২।০

রূপার দর

রূপা প্রতি ১০০ ভরি	৫৫৶০
ঐ খুচরা	৫৶০

কোম্পানীর কাগজ

৩॥০ সুদের কাগজ	৮১৶
৩॥০ নূতন ঋণ (১৯৪৭-৫০)	৯১।০
৪৲ ,, ঋণ (১৯৬০-৭০)	৯৭৲
৫৲ ,, বণ্ড (১৯৩৫	১০৪॥৶০

ডিবেঞ্চার

৫৲ সুদের (১৯৫৬-৮৬) কলিকাতা পোর্ট-ট্রাষ্ট ডিবে :—	১০২॥৶০

ব্যাঙ্ক

ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক (কমিটি)	২৯৪॥০
সেণ্ট্রাল ঐ	২২৲

কাপড় ও সূতার কল

এলগিন মিল	৪৫৲

পাট কল

হাওড়া	৫০৲
অকল্যাণ্ড	১৯৫৲
বালী	১৬২৲
বরানগর	১৫০৲
জেবজ	৩৭০৲
ওয়েষ্ট	২৪৩৲
ক্লাইভ	২৮।০
ডালহাউসী	৪০৮॥০
ডেল্টা	৪০৫৲

কৃষ্ণনগর নবদ্বীপঘাট রেলওয়ে সময়

কৃষ্ণনগর হইতে নবদ্বীপঘাট

কৃষ্ণনগর সিটি—	৬-৪৫	১০-৪৪	১৩-২২	১৭-৩৮	২০-১৬
কৃষ্ণনগর রোড—	৬-৫৬	১০-৫৫	১৩-৩৩	১৭-৪৭	২০-২৫
আমঘাটা—	৭-১৫	১১-১৩	১৩-৫১	১৮-৩	২০-৪১
মহেশগঞ্জ—	৭-২৪	১১-২১	১৪-০	১৮-৯	২০-৪৭
নবদ্বীপঘাট—	৭-৩৩	১১-৩০	১৪-৯	১৮-১৬	২০-৫৫

বিশেষ দ্রষ্টব্য—নবদ্বীপঘাট ষ্টেশন অপেক্ষা মহেশগঞ্জ ষ্টেশন হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরের দূরত্ব অনেক কম। শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে যাঁহাদিগকে রাণাঘাটে ট্রেণ বদল করিতে হয়, তাঁহারা রাণাঘাটে প্রাতঃ ৫-৫০,৮-১৪,১১-৪৬, ১৬-৪৮,১৮-৩৯ এবং ০-৩২ মিনিটের সময় গাড়ী পাইবেন।

শান্তিপুর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে শান্তিপুর ষ্টেশনে ৫-৪০,৯-২৯, ১২-২৫,১৬-৪ এবং ১৮-৪১ মিনিটের সময় ট্রেণ পাওয়া যায়।

নবদ্বীপঘাট হইতে কৃষ্ণনগর

নবদ্বীপ ঘাট—	৫-৩৫	৯-২৫	১২-১০	১৫-৩৪	১৮-৪৫
মহেশগঞ্জ—	৫-৪১	৯-৩০	১২-১৯	১৫-৪১	১৮-৫৬
আমঘাটা—	৫-৪৯	৯-৩৯	১২-২৬	১৫-৪৮	১৯-৫
কৃষ্ণনগর রোড—	৬-৫	৯-৫৫	১২-৪৩	১৬-৪	১৯-২৪
কৃষ্ণনগর সিটি—	৬-১৭	১০-৭	১২-৫১	১৬-১২	১৯-৩৫

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রেস ওয়ার্কস হইতে—ডাঃ কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম ভক্তিশাস্ত্রী এল. এম. এফ কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

মাল্টার মন্ত্রিমণ্ডলী বরখাস্ত

গবর্ণরের আদেশে মন্ত্রিমণ্ডলীকে বরখাস্ত করা হইয়াছে। মন্ত্রিসভার সহিত গবর্ণরের মতভেদ উপস্থিত হইলে তিনি মন্ত্রিসভার নিকট এক পত্র লিখিয়া জানান যে, রাজকীয় নির্দ্দেশ অনুসারে যেরূপ ব্যবস্থা হইয়াছে, তদনুসারে তাঁহাদের নীতি নিয়ন্ত্রিত করা মন্ত্রিসভার কর্ত্তব্য।

অতঃপর মন্ত্রিসভার এক বৈঠক হয়। জাতীয়দলের সমস্ত মন্ত্রিগণ একযোগে গবর্ণরকে জানান যে, তাঁহারা কিছুতেই গবর্ণরের আদেশ অনুসারে কাজ করিতে পারিবেন না। এই অবস্থায় গবর্ণর এই মন্ত্রিমণ্ডলীকে ডিস্‌মিস করিতে বাধ্য হইয়াছেন।

গত বৎসর জুন মাসে মাল্টার সাধারণ নির্ব্বাচন হইয়া গিয়াছে। এই নির্ব্বাচনে জাতীয় দলের জয় হয় এবং তাঁহারা বহু সংখ্যক সদস্য-পদ দখল করিতে সমর্থ হন। ইদানীং মাল্টার শাসনতন্ত্র সংশোধন করিয়া যে ব্যবস্থা করা হইয়াছে। তাহাতে এই বিধান হইয়াছে যে, প্রাথমিক স্কুলগুলিতে কেবল ইংরাজী ভাষা ও মাল্টার ভাষা শিক্ষা দেওয়া হইবে, তথায় ইটালীয়ান ভাষা শিখান চলিবে না। সেকেণ্ডারি স্কুল হইতে ইটালীয়ান ভাষা শিক্ষা আরম্ভ হইবে। বিগত নির্ব্বাচনে বিজয়ী জাতীয় দল এই ব্যবস্থার বিরোধী হইয়া দাঁড়াইয়াছেন।

বোম্বাই-কলিকাতা বিমান ডাক চালনা

টাটা কোম্পানী প্রত্যহ বোম্বাই-কলিকাতা বিমান ডাক পরিচালনা করিবার জন্য গবর্ণমেণ্টের নিকট প্রস্তাব করিয়াছে বলিয়া জানা যায়। রেলযোগে ডাক ৩৯ ঘণ্টায় পৌঁছে কিন্তু টাটা কোম্পানী উহা ৭ হইতে ৯ ঘণ্টার মধ্যে পৌঁছাইয়া দিবার প্রস্তাব করিয়াছে। বিমান ডাক কলিকাতা ও বোম্বাই উভয় হইতেই ভোর প্রায় ৬টায় রওনা হইবে এবং নাগপুরে উভয় দিকস্থ ডাক মিলিত হইয়া উহা বেলা প্রায় ১১টার সময় স্ব-স্ব গন্তব্যস্থলে পৌঁছিবে মোট কথা দুপুর রাত্রি পর্য্যন্ত যে সকল চিঠিপত্র পোষ্ট করা হইবে তাহা দুপুরবেলাতে গন্তব্যস্থলে পৌঁছিবে এবং পরবর্ত্তী দিন দুপুরবেলায় তাহার উত্তর পাওয়া যাইবে। টাটা কোম্পানী উক্ত পরিকল্পনার সাফল্য সম্পর্কে সুনিশ্চিত আছে। টাটা কোম্পানী ঘণ্টায় ২০০ শত মাইল অতিক্রমকারী দ্রুত মেশিন ক্রয় করিবার মনস্থ করিয়াছে। গবর্ণমেণ্ট এতৎসম্পর্কে বিবেচনা করিতেছেন।

উৎকোচ দেওয়ায় দণ্ডিত

বালকিষণ উপাধ্যায় নামক একজন বাস চালকের বিরুদ্ধে কোনরূপ ধারা প্রদানের অভিযোগ আনয়ন না করিবার জন্য একজন পুলিশ সার্জ্জেণ্টকে এক টাকা উৎকোচ প্রদানের প্রস্তাব করার অভিযোগে শুক্রবার দিন জোড়াবাগানের অতিরিক্ত প্রধান প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেটের এজলাসে উক্ত চালককে অভিযুক্ত করা হয়।

ম্যাজিষ্ট্রেট আসামীর প্রতি ৯৫৲ টাকা জরিমানা অন্যথায় ১ সপ্তাহ সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ দিয়াছেন।

পিত্তলের বদলে সোণার হার

হরিমতী দাসী নাম্নী এক স্ত্রীলোককে ঠকাইয়া এক সোণার হার লইয়া যাওয়ার অভিযোগে অঘোরচন্দ্র শীল শুক্রবার দিন জোড়াবাগানের অতিরিক্ত প্রধান প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেটের এজলাসে অভিযুক্ত হইয়াছে।

অভিযোগের বিবরণ এই যে, কেলিটোলা ষ্ট্রীটে আসামীর সহিত ফরিয়াদীর সাক্ষাৎ হয় এবং ফরিয়াদীকে সে বলে যে, তাহার কাছে কিছু সোণার তাল আছে। স্ত্রীলোকটীর গলার সোণার হারের সঙ্গে সে ঐ সোণার তাল বদল করিতে চায়। এ সম্বন্ধে কিছু কথাবার্ত্তার পর স্ত্রীলোকটী সোণার তালটী পরীক্ষা করে এবং আসামীর কথায় সে রাজী হইয়া হারটী আসামীকে দিয়া দেয়।

পরে কোন প্রতিবেশীর কথা মত স্ত্রীলোকটী সোণার তালটী সেকরা দ্বারা পরীক্ষা করিয়া জানিতে পারে যে, উহা উজ্জল পিত্তল মাত্র। স্ত্রীলোকটী পুলিশে এজাহার দেয়। পরে নিমতলা ঘাট ষ্ট্রীটে আসামীকে গ্রেপ্তার করা হয়।

আসামী বলে যে, তাহার জ্ঞাতি ভাইয়ের কথা মত এই মিথ্যা মামলা দায়ের করা হইয়াছে। সে হারের কথা কিছুই জানে না।

মামলা চলিতেছে। মিঃ সি, সি, বড়াল আসামী পক্ষ সমর্থন করেন।

রিভলভারের গুলীতে কনেষ্টবল আহত

গত বুধবার প্রাতঃকালে লালবাজার থানায় পুনরায় আর একটী গুলী দুর্ঘটনা ঘটিয়া গিয়াছে। ফলে রিজার্ভ পুলিশের যমুনাশুকুল নামক জনৈক কনেষ্টবল দৈবদুর্ব্বিপাকবশতঃ কটিদেশে গুলী বিদ্ধ হওয়ায় জখম হইয়াছে। এরূপ প্রকাশ যে, ঐদিন প্রাতঃকালে লালবাজার থানায় রিভলভার চালনা শিক্ষা দেওয়ার কালে ইন্সপেক্টর তাহার খাপ হইতে রিভলভারটী বাহির করিয়া উহা কনেষ্টবলদিগকে দেখাইতে থাকে। এই সময় সহসা উক্ত রিভলভার হইতে একটী গুলী নির্গত হইয়া উপরোক্ত কনেষ্টবলের কটিদেশ বিদ্ধ হইয়া বাহির হইয়া যায় আহত কনেষ্টবলটিকে তৎক্ষণাৎ পুলিশ হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। তথায় তাহার অবস্থা উন্নতির দিকে অগ্রসর হইতেছে বলিয়া প্রকাশ।

স্মরণ থাকিতে পারে যে, গত মঙ্গলবার বেলা অনুমান ৬ ঘটিকার সময় লালবাজার থানার মালখানার অফিসে অনুরূপ গুলী দুর্ঘটনার ফলে চক্রপাণি মজুমদার নামক জনৈক ৬০ বৎসর বয়স্ক বৃদ্ধ ভদ্রলোক দৈব দুর্ব্বিপাকবশতঃ বক্ষে রিভলভারের গুলী বিদ্ধ হওয়ায় মৃত্যু মুখে পতিত হন।

২৬০০ শ্রমিকের ধর্ম্মঘট

খাদ্য দ্রব্যের দুর্ম্মূল্যের জন্য শ্রমিকগণকে ভাতা দেওয়া হয় তাহা আরও কর্ত্তন করায় প্রায় ২৬০০ শ্রমিক ধর্ম্মঘট করিয়াছে। এই ধর্ম্মঘটের ফলে জাম মিল ও টাটা মিল সমূহের কার্য্য বন্ধ হইয়া গিয়াছে।

সিউরী মেল ডাকাতির জের

মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেটের এজলাসে সিউরী মেল ডাকাতি সম্পর্কে ধৃত দেবানন্দ মুখুয্যে, তারাপ্রসন্ন সেন, বিনোদবিহারী মুখুয্যে ও পাঁচকড়ি সরকারের পক্ষে জামিনের আবেদন সম্পর্কে শুনানী হয়। আদেশ প্রদান স্থগিত আছে।

কয়েকজনের স্বীকারোক্তি

এইরূপ প্রকাশ যে, কিরণ দে ও অপর আরও কয়েকজনের স্বীকারোক্তি অনুসারে পুলিশ ডাঃ গৌরচন্দ্র পালের একটী কূপ হইতে একখানি বি. এস এ সাইকেল এবং নিকটবর্ত্তী কোনও পুকুর হইতে সাইকেলের কোনও কোনও অংশ এবং কিরণের বাড়ীর দিনমজুর কালু সাওতালের বাড়ী হইতে দুইটী নেপালী ছোরা, একটী খাদি সার্ট, দুইটী ব্যাণ্ডেজ প্রাপ্ত হয় এবং যুধিষ্ঠির বিশ্বাসের বাড়ীর কূপ হইতে পাঁচ ব্যাটারীর একটী টর্চ্চ পাওয়া যায়।

কিরণ দের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীযুক্ত হরিদাস দে কুচবিহার রাজষ্টেটে চাকুরী করিতেন। তাঁহাকে এবং ডাঃ গৌরচন্দ্র পাল, কালীপদ সরকার, কালীপদ সাহা, রাখাল পালকেও এই সম্পর্কে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

অনুসন্ধানে প্রকাশ যে, চাকাইতে যে সব যুবক একত্র হইয়াছিল, তাঁহারা এবং অশোক ও হৃষীকেশ সাইকেলে করিয়া দিনাজপুর হইতে সমজিয়া তথায় আসে।

ছাপাখানার জামিন তলব

লাহোরের কোষানন্দীয় প্রেসের নিকট হইতে স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট ৬০০০৲ টাকা জামিন দাবী করিয়াছেন। স্মরণ থাকিতে পারে যে, কিছুদিন পূর্ব্বে পুলিশ উক্ত প্রেসগৃহ খানাতল্লাসী করিয়া "স্বধিয়া কি পুকার" এই নামে ছাপান কতকগুলি ইস্তাহার হস্তগত করে গবর্ণমেণ্ট উক্ত ইস্তাহারগুলি বাজেয়াপ্ত করিয়া দিয়াছেন এবং প্রেসের নিকট হইতে ঐ সকল ইস্তাহার প্রকাশ করার জন্য জামিন দাবী করিয়াছেন।

বৈপ্লবিক আন্দোলন সম্পর্কে গ্রেপ্তার

মালদহে অমরেশ গুহরায় নামক জনৈক যুবককে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে বলিয়া গত শুক্রবারে কলিকাতায় সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। এরূপ প্রকাশ যে, বৈপ্লবিক আন্দোলন সম্পর্কে পুলিশ অমরেশ গুহরায়ের খোঁজ করিতেছিল।

সুভাষ বসুর স্বাস্থ্য

শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসুর নিকট হইতে সম্প্রতি তাঁহার স্বাস্থ্য সম্পর্কে যে সংবাদ আসিয়াছে, তাহা মোটেই সন্তোষজনক নহে। তিনি বলেন—ভেনেভার নিকটে গ্র্যাণ্ড নামক স্থানের 'লালিগ নয়ারি' স্বাস্থ্যাবাসে থাকিয়া চিকিৎসা করাইতেছি। কিন্তু উহাতে বিশেষ কোন ফল পাইতেছি না। গত কয়েক সপ্তাহের মধ্যে আমার আভ্যন্তরীণ ব্যথা বাড়িয়াছে; তাহা কিছুতেই কমিতেছে না। আমি আরও এক মাস কাল এইরূপ চিকিৎসা করাইব ইহাতেও যদি আমার স্বাস্থ্যের উন্নতি না হয়, তাহা হইলে অস্ত্র চিকিৎসার বন্দোবস্ত করিব। সময় সময় আমি অতিশয় তীব্র বেদনা অনুভব করি।

শ্রমিকদলের দিন ফিরিল ?

লণ্ডন কাউণ্টি ব্যতীত ইংলিশ ও ওয়েলস্ বরোর ৩৪৬টি নির্ব্বাচন কেন্দ্রে শ্রমিক দল বিপুল সফলতা লাভ করিয়াছে। অনেকগুলি কেন্দ্রের নির্ব্বাচনের ফলাফল এপর্য্যন্তও জানা যায় নাই। এপর্য্যন্ত শ্রমিক দল ১৭৬টী আসন লাভ করিয়াছে। রক্ষণশীল, লিবারেল ও ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট দল যথাক্রমে ১০৬,৩৮ ও ৪-টী আসন হারাইয়াছে। শ্রমিক দল সেফিল্ড-পুনরধিকার করিয়াছে এবং ওয়ালসেণ্ডবার্ণ সঙ্গে সোয়ানসিয়া, নরউইচ ও বার্কিং দখল করিয়াছে। ওল্ডহামে তাহারা রক্ষণশীল ও লিবারেলদের সমান সমান হইয়াছেন শতকরা ৫০ জনের কম লোক ভোট দিয়াছিল।

তারের ঠিকানা— 'শ্রীধাম' নবদ্বীপ
চিঠিপত্রের ঠিকানা—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

দৈ নি ক

REG. C1544

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩।০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র।

নদীয়া প্রকাশ

THE NADIA-PRAKASH

সাহায্যের হার
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষান্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸০
মাসিক ১৲
নগদ
প্রতি সংখ্যা ৫

গভর্ণমেন্টের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৮ম খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বেদান্তবাচস্পতি [২০৮শ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর— ২২শে কার্ত্তিক বুধবার ১৩৪০, ৮ই নভেম্বর ১৯৩৩

সিংহলের নূতন গবর্ণর

সিংহলের নব নিযুক্ত গবর্ণর স্যার এডোয়ার্ড ষ্টাবস কে সি, এম, জি সিংহলের রক্ষ দলের অফিসার কমাণ্ডিং এর নিকট টেলিগ্রাম করিয়াছেন যে, তিনি ডিসেম্বর মাসের শেষ সপ্তাহে পি, এণ্ড ও কোম্পানীর জাহাজে সিংহল আগমন করিবেন।

দুইদলে দাঙ্গা

গত ৩১শে অক্টোবর সন্ধ্যায় এক সামান্য ব্যাপার লইয়া দুই দল বিবাহযাত্রীর মধ্যে দাঙ্গা হইয়া গিয়াছে। একই মহল্লায় সেই দিন দুইটি বিবাহ ছিল এবং সন্ধ্যাকালে উভয় বিবাহে বরযাত্রীদল মহল্লার নিকট উপস্থিত হইলে কে আগে মহল্লায় প্রবেশ করিবে, তাহা লইয়া কলহ বাধে। কিছু কাল আলোচনার পর স্থির হয় যে, উভয় বরই এক সঙ্গে হাত ধরাধরি করিয়া লেনে প্রবেশ করিবে। বরদ্বয়ের একজন কত্রী ও অপর জন আরোয়া। তাহাদিগকে আগাইয়া দিবার জন্য এক ব্যক্তি যাইয়া গেটে দাঁড়ায়। কিন্তু সেই ব্যক্তি নাকি তাহার লাঠি উঠাইয়া কি সঙ্কেত করে এবং ফলে কয়েকজন গুণ্ডা আসিয়া আরোয়া বরকে ধাক্কা দেয় এবং তাহার রৌপ্য নির্ম্মিত টোপর ফেলিয়া দেয়। উভয় দলের মধ্যে তখন হাতাহাতি আরম্ভ হয় এবং তাহাতে লাঠিও চালনা করা হয়। কত্রী বর তাহার বিবাহের তরবারি বাহির করিয়া আরোয়া বরকে আঘাত করিতে উদ্যত হয়, কিন্তু একজন স্ত্রীলোক তাহাকে বাধা দেওয়ায় সে বেচারী রক্ষা পায়। কিন্তু স্ত্রীলোকটির হাতে আঘাত লাগে অবশেষে পুলিশ আসিয়া উপস্থিত হইলে দাঙ্গা বন্ধ হয়।

নদীয়ায় ডাকাতি

ডাকাতির উদ্দেশ্যে গঠিত কোন দলের লোক বলিয়া শনিবার দিন আলীপুরের ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ কে, এ, ভৈরব কর্ত্তৃক বীরেন কুণ্ডু ও অপর ৮ জন দায়রা আদালতে সোপর্দ্দ হইয়াছে। তাহাদের বিরুদ্ধে স্ত্রীলোকদিগকে বিষাক্ত ভেষজ প্রদানের অভিযোগও আনয়ণ করা হইয়াছে।

অভিযোগের বিবরণে প্রকাশ, আসামীরা যে দলের লোক, সেই দল নাকি ১১টী ডাকাতি ও একটা খুনের জন্য দায়ী। তাহারা সহরের বারবণিতাদের বাড়ী যাইত এবং তাহাদের সহিত ভাব করিয়া পরে স্ত্রীলোকদিগকে মদের সঙ্গে বিষাক্ত ভেষজ মিশ্রিত করিয়া খাওয়াইত এবং স্ত্রীলোকেরা অজ্ঞান হইয়া পড়িলে তাহাদের সকল অলঙ্কার ইত্যাদি লইয়া যাইত কলিকাতায় কয়েকটা ডাকাতি করার পর তাহারা দিনাজপুর ও কুষ্টিয়ায় গিয়াছিল। তাহারা নদীয়াও গিয়াছিল। তথায় নাকি আসামীরা টাকার জন্য একটী স্ত্রীলোককে খুন করে। কিন্তু তাহারা লোহারসিন্দুক ভাঙ্গিতে পারে নাই বলিয়া নিরাশ হইয়া ফিরিয়া আসে।

তিন জন আসামী স্বীকারোক্তি করায় রাজসাক্ষী হিসাবে তাহাদের জবানবন্দী লওয়া হইয়াছে।

ফরিয়াদীপক্ষে মিঃ পি, কে, গাঙ্গুলী, মিঃ এস, সি, রায়চৌধুরী, ও মিঃ বি, রায়, এবং আসামীপক্ষে মিঃ এম, এন, বাঁড়ুয্যে, এন, মুখুয্যে ও প্রফুল্লকুমার ঘোষ উপস্থিত ছিলেন।

জয়েন্ট সিলেক্ট কমিটীর অধিবেশন

গত কয়েক দিন যাবৎ ভাবী যুক্তরাষ্ট্র সম্পর্কে সাধারণভাবে আলোচনার পর সিলেক্ট কমিটি পুনরায় ম্যাঞ্চেষ্টার চেম্বার অব কমার্সের প্রতিনিধিগণের সাক্ষ্য গ্রহণ করেন। অতঃপর আগামী ৬ই নবেম্বর পর্য্যন্ত কমিটির অধিবেশন স্থগিত থাকে।

ব্যবসা-বাণিজ্য সম্বন্ধে বৈষম্যমূলক নীতি সম্পর্কে সুদীর্ঘকাল ধরিয়া যে সাক্ষ্য গ্রহণ করা হইতেছিল, তাহা স্যার স্যামুয়েল হোর কমিটির পুনরধিবেশনে শেষ করিয়া ফেলিবেন বলিয়া আশা করা যায়। আগামী ৭ই ও ৮ই নবেম্বর ঘরোয়া আলোচনা পুনরায় আরম্ভ হইবে। আর্থিক ব্যাপার সম্পর্কে মিঃ ডি, দেওয়ান ৯ই নবেম্বর এবং স্যার এইচ, গিডনী ১০ই নবেম্বর সাক্ষ্য দিবেন।

গান্ধীজী বাঙ্গালা ভ্রমণে

প্রবর্ত্তক সঙ্ঘের শ্রীযুক্ত মতিলাল রায়কে জানান হইয়াছে যে, গান্ধীজী যখন বাঙ্গালায় আসিবেন তখন তিনি চন্দননগর যাইবেন।

চুঁচুড়া হইতে গান্ধীজীকে আমন্ত্রণ করা হইয়াছে এবং হরিজন কার্য্যের জন্য টাকার তোড়া উপহার দিবার প্রস্তাব হইয়াছে।

স্থানীয় অনুন্নত সম্প্রদায়ের নেতাদের সহিত আলোচনা করিবার পর শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ গুহ এবং চৌধুরী মোয়াজ্জেম হোসেন গান্ধীজীকে ফরিদপুর পরিদর্শন করিবার জন্য আমন্ত্রণ লিপি পাঠাইয়াছেন। গান্ধীজী ফরিদপুর আগমন করিলে তাঁহাকে একটি টাকার তোড়া উপহার দেওয়া হইবে বলিয়া স্থির হইয়াছে।

ষ্টীমার সংঘর্ষের তদন্ত

কি ভাবে গঙ্গাবক্ষে আউটরাম ঘাটের নিকট দুইখানা ষ্টীম লঞ্চের সঙ্ঘর্ষের ফলে একখানা লঞ্চের ক্ষতি হইয়াছিল, তাহার তদন্তের জন্য শুক্রবার দিন পোর্ট অফিসে মেরাইন কোর্ট বসে। চীফ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট অনারেবল এস, কে, সিংহ এই কোর্টের সভাপতি ছিলেন। ক্যাপ্টেন টি ফিচেট ও ক্যাপ্টেন জে নক্স এই কোর্টের অপর দুই জন সদস্য।

প্রকাশ, গত ১০ই জুলাই প্রাতে ৭ ৩০ মিনিটের সময় "ওরিয়েন্টাল" নামক ষ্টীম লঞ্চ খানা দুইটী মালবাহী নৌকা লইয়া জোয়ারের বিপরীত দিকে অগ্রসর হইতে-ছিল, আউটরাম ঘাটের নিকট আসিলে পর সারেং একখানা নৌকা বন্দরের দিকে রাখিতে চেষ্টা করে; এই সময়ে কোনক্রমে "ফেরেট" লঞ্চের সহিত সঙ্ঘর্ষ হয়। ফলে লঞ্চখানার ক্ষতি হয়। কাহারও প্রাণহানি হয় নাই।

তদন্তের ফলাফল যথারীতি স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের নিকট প্রেরণ করা হইবে।

ইটালীয় পারিষদের নির্ব্বাচন

শীঘ্রই চেম্বার ভাঙ্গিয়া দিয়া নূতন নিয়মানুসারে নির্ব্বাচন অনুষ্ঠিত হইবে। কেবলমাত্র ট্রেড ইউনিয়নের সদস্য এবং নিয়োগ-কর্ত্তাদিগকে ভোটাধিকার দেওয়া হইবে। তাঁহাদের পক্ষ হইতে যে সমস্ত ডেলিগেট প্রতিনিধিত্ব করিবেন, তাঁহাদিগকে মনোনীত করিবেন ফ্যাসিষ্ট গ্রাণ্ড কাউন্সিল। ভোটদাতাগণের কার্য্য হইবে এই সমস্ত মনোনীত ব্যক্তির তালিকা গ্রাহ্য কিম্বা অগ্রাহ্য করা।

ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

২২শে কার্ত্তিক বুধবার, ১৩৪০

আজমীরের এক সংবাদে প্রকাশ বিংশ বৎসর বয়স্ক জনৈক হিন্দু যুবক গত ৪ঠা নবেম্বর নিজকে গোয়েন্দা বিভাগের দারোগা বলিয়া পরিচয় প্রদান পূর্ব্বক রাজপুতানার মেডিকেল অফিসার ও আজমীরের সিভিল সার্জ্জন কর্ণেল এইচ,এইচ, অথবার্ণকে ৮ ইঞ্চি লম্বা একটী ছোরা দ্বারা আহত করিবার চেষ্টা করিয়াছিল। সৌভাগ্যক্রমে কর্ণেল অথবার্ণ পূর্ব্বেই তাহা লক্ষ্য করিয়া পিছনে সরিয়া পড়েন। তখন ছোরা খানা অকস্মাৎ আততায়ীর পায়ের উপরেই পড়িয়া যায় এবং সে সামান্য আঘাত প্রাপ্ত হয়। ইত্যবসরে কর্ণেল অথবার্ণ অস্ত্রখানি হস্তগত করিয়া পুলিশ সাহেবকে টেলিফোন যোগে সংবাদ দেন। তিনি গোয়েন্দা ইন্সপেক্টর সহ ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইয়া আততায়ীকে গ্রেপ্তার করিয়াছেন। প্রকাশ, এই যুবকটী পূর্ব্বে স্থানীয় হরিজন বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করিত সে ইতঃপূর্ব্বে ফৌজদারী দণ্ডবিধির ১৭ (ক) ধারায় অপরাধে ২ বার দণ্ডিত হইয়াছে। দেশের কোন কোন যুবকের হৃদয়ে এই প্রকার জঘন্য বৃত্তির উদয় কেন হইতেছে তাহার কারণ নির্ণয়ে নৈতিক শিক্ষার অভাবই পরিলক্ষিত হইতেছে না কি?

কংগ্রেস নেতাগণ বোম্বাইয়ের সমুদ্রতীরে লোকমান্য তিলকের শ্মশান পার্শ্বে বল্লভভাই প্যাটেলের শেষ শয্যা রচনার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন। কিন্তু বোম্বাই সরকার ঐ প্রস্তাবে আপত্তি উত্থাপন করিয়াছেন। যদি সমুদ্রতীরে ভ্রমণকারীদের ঐ কার্য্যে কোন আপত্তি না থাকে তাহা হইলে, গবর্ণমেণ্টের আপত্তি করিবার কারণ কি তাহা প্রকাশ্যে জানাইলে ভাল হয়।

মেদিনীপুরের ম্যাজিষ্ট্রেট বার্জ্জকে হত্যার সম্পর্কে ৩৯ জন যুবকের মধ্যে ২৬ জনকে মুক্তি দেওয়া হইয়াছে। এই ২৬ জনের মধ্যে ২৪ জন মুক্তি লাভের পরেই বিনা বিচারে বন্দীরূপে আটক থাকিবার এবং অপর দুইজন মেদিনীপুর ত্যাগের আদেশ পাইয়াছেন। এই প্রকারে আরও কত লোক যে গোয়েন্দা বিভাগের কর্ত্তাদের সুনজরে পড়িবেন তাহার ইয়ত্তা নাই। অপ্রকৃত আসামীর সন্ধানের নিমিত্ত তাহারা যে প্রকার সংবাদ পাইতেছেন তাহার উপর নির্ভর করিয়া কার্য্য করিতে বাধ্য হইতেছেন। যে সকল বিপ্লবকারী দেশের মঙ্গলের ভণিতায় পূর্ব্বোক্ত জঘন্য বৃত্তির পরিচয় দিতেছেন, তাঁহাদের একটী দুষ্কৃতির জন্য কত নিরীহ ব্যক্তি নিপীড়িত হইতেছেন তাহা কি তাঁহাদের লক্ষ্যের বিষয় হয় না। অথবা অদৃষ্টের ফেরেই—

'খলঃ করোতি দুর্ব্বৃত্তং নূনং ফলতি সাধুষু।'

'ম্যানচেষ্টার গার্ডিয়ান' পত্রে প্রকাশ, চলচ্চিত্রের ফিল্ম সম্বন্ধে আলোচনা করিবার জন্য একটী আন্তর্জ্জাতিক সম্মেলন হইয়াছিল। প্রাচ্য দেশ হইতে তুরস্ক আরব, চীন, মিশর পারস্য এবং শ্যামের প্রতিনিধিরা ঐ সম্মিলনীতে যোগ দিয়াছিলেন। আরবের প্রতিনিধি অভিযোগ করেন যে, পাশ্চাত্যের চলচ্চিত্রসমূহে প্রাচ্যদেশের সভ্যতা ও তাহার মনুষ্যচরিত্র জঘন্যরূপে চিত্রিত হয় এবং তাহার ফলে প্রাচ্যদেশবাসীদের প্রতি পাশ্চাত্যবাসীদের মনে ঘৃণা ও বিদ্বেষের ভাবই জাগ্রত হয়। আরব প্রতিনিধি সেইজন্য প্রস্তাব করেন যে, প্রাচ্য জাতিদের পরস্পরের মধ্যে এমন একটী চুক্তি হওয়া উচিত যে, ঐরূপ জঘন্য চিত্র তাহারা ক্রয় করিবে না, বা নিজেদের দেশে আমদানী হইতেও দিবে না।

আরব প্রতিনিধির কথা সত্য। ইউরোপ ও আমেরিকা হইতে আমদানী যেসব চলচ্চিত্রে প্রাচ্য দেশের কোন চিত্র থাকে সেখানে প্রায় সর্ব্বত্রেই প্রাচ্য-সভ্যতা ও প্রাচ্যদেশের মনুষ্য চরিত্রকে অতি হীন বর্ণে চিত্রিত করা হয় এবং পাশ্চাত্য-সভ্যতা যে অতি মহৎ ও শ্বেতাঙ্গেরা স্বর্গের দেবদূতবিশেষ; ইহাই প্রমাণ করিবার চেষ্টা হয়। আমাদের দেশের চলচ্চিত্র কোম্পানীগুলির ঐ শ্রেণীর ছবি ক্রয় বা আমদানী করা কোন ক্রমেই উচিত নহে। দর্শকদেরই বা অর্থ ব্যয় করিয়া নিজেদের জঘন্য ব্যঙ্গচিত্র দেখিবার সখ কেন?

জাপান মাঞ্চুকো দখল করিয়া সেখানে সংবাদপত্র সেবিগণকে আদেশ করিয়াছেন যে, সংবাদপত্রের পৃষ্ঠায় সম্পাদক ও লেখকদের নাম বড় বড় অক্ষরে ছাপিতে হইবে, এবং স্বরাষ্ট্র সচিবের নিকট প্রত্যেক সম্পাদককে নিজের এবং কাগজের সংস্পৃষ্ট প্রত্যেক কর্ম্মচারীর জীবন 'বৃত্তান্ত' দাখিল করিতে হইবে। যাঁহারা ভবিষ্যতে কাগজে লিখিতে পারেন, তাঁহাদের বিবরণও দিতে হইবে। কাগজ বিক্রয় করিবার জন্য রাস্তায় বাহির করিবার পূর্ব্বে, প্রত্যেক কপি সদর পুলিশ আফিসে, নিকটবর্ত্তী থানায় এবং পাবলিক প্রসিকিউটারের নিকট দাখিল করিতে হইবে। এই সমস্ত নিয়মের কোনটা ভঙ্গ করিলে ছয়মাস পর্য্যন্ত কারাদণ্ড হইতে পারে। জাপান সরকার কি তাহা হইলে মাঞ্চুকোর সংবাদ পত্রের প্রকাশক ও সম্পাদকগণ দাগী বদমায়েসদের শ্রেণীভুক্ত করিতে চাহেন?

টাকার মূল্যহ্রাসে প্রস্তাব

আচার্য্য রায়ের তীব্র প্রতিবাদ

আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় টাকার মূল্য হ্রাস প্রস্তাবের তীব্র প্রতিবাদ করিয়া নিম্নলিখিতবিবৃতি প্রকাশ করিয়াছেন:—

বোম্বাইয়ের কলওয়ালাদিগকে পরোক্ষভাবে রক্ষণশুল্কের সুবিধা দেওয়ার জন্য ভারতীয় টাকার মূল্য হ্রাসের যে চেষ্টা হইতেছে; তাহা বাঙ্গালাদেশের কৃষি ও শিল্পোপজীবী উভয়েরই পক্ষে সম্পূর্ণ অনিষ্টজনক বিধায় প্রথম হইতেই এই চেষ্টায় বাধা দানের প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। নচেৎ টাকার মূল্য হ্রাসের ফলে দেশের সমূহ ক্ষতি হইবে।

ইহা সত্য যে, টাকার মূল্য হ্রাস হইলে কৃষিজাত পণ্যের মূল্য চড়িয়া দরিদ্র কৃষকদের কিছু হিত হইতে পারে। কিন্তু বর্ত্তমানে বিশ্বব্যাপী মন্দা, বিভিন্ন দেশের মধ্যে মুদ্রার মূল্য হ্রাসের প্রতিযোগিতা ও শুল্ক যুদ্ধের দিনে পাট, চা এবং চাউলের রপ্তানি বৃদ্ধি সন্দেহজনক বলিয়া টাকার মূল্য হ্রাসের আন্দোলন সমর্থনযোগ্য নহে। কেননা বাঙ্গলাদেশ হইতে রপ্তানি পণ্যের শতকরা ৮০ ভাগ এই তিনটী পণ্যের মধ্য দিয়াই হইয়া থাকে এবং এই তিনটী জিনিষের উপর বাঙ্গলার জীবনমরণ সমস্যা নির্ভর করিতেছে। অধিকন্তু একথা আমাদিগকে ভুলিলে চলিবে না যে, পাউণ্ডের সঙ্গে টাকার দর বাঁধিয়া দেওয়ার ফলে ১৯৩১ সালের সেপ্টেম্বর মাস হইতে আমাদের দেশের টাকার মূল্য শতকরা ৩৩ ভাগ কমিয়া গিয়াছে—অথচ ভারতীয় পণ্যের রপ্তানি বা মূল্য বৃদ্ধি পায় নাই। এই সব ব্যাপার হইতে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, টাকার মূল্যের হ্রাস বৃদ্ধি দ্বারা বর্ত্তমান অবস্থার প্রতিকার হইবে না—বিভিন্ন জাতির মধ্যে বুঝাপড়া হইলেই বর্ত্তমান অবস্থার প্রতিকার হইবে।

বাঙ্গলাদেশের শিল্পোন্নতির বিশেষতঃ বাঙ্গলার বস্ত্রশিল্পের উন্নতির দিক হইতে বিবেচনা করিলে টাকার মূল্য হ্রাসের এই চেষ্টাকে আরও দুরভিসন্ধিমূলক বলিয়া মনে হয়। বাঙ্গলাদেশ শিল্পোন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে। কিন্তু যদি টাকার মূল্য হ্রাসের এই আন্দোলন সফল হয়, তাহা হইলে কলকজার দাম অনেক চড়িয়া যাইবে বাঙ্গলাদেশ বর্ত্তমানে বিদেশী কলকজা আমদানী না করিয়া অগ্রসর হইতে পারে না কাজেই বাঙ্গলার শিল্পোন্নতির সমস্ত আশা চিরদিনের জন্য বিলুপ্ত হইবে।

অর্থনৈতিক ব্যাপারে বর্ত্তমান যুগের দূরদর্শী চিন্তানায়ক মিঃ জন মেনার্ড কেনস প্রণীত "ইকনমিক কন সকোয়েন্সেস অ মিঃ চার্চ্চিল" নামক পুস্তকখানা আমি পুনরায় পাঠ করিতেছি। এই পু দেখিতে পাই যে, মুদ্রা মূল্যের পরিব সকল প্রকার দেনাপাওনার উপর সম প্রভাব বিস্তার করে বলিয়া উহার রা সমষ্টি হিসাবে কোন অবস্থার কোন পরি বর্ত্তন হইতে পারে না। কিন্তু এই ধরণে পরিবর্ত্তনের ফলে অতীতে এবং বর্ত্তমা সামাজিক ব্যবস্থার ওলটপালট হইয়াছে কারণ ইহা সর্ব্বজনবিদিত যে, যখন টাক মূল্য পরিবর্ত্তিত হয়, তখন উহা সকল ব্যক্তি এবং সকল কার্য্যের পক্ষে সমভাবে পরি বর্ত্তিত হয় না। এস্থলে যদি আমরা এক স্মরণ রাখি যে,ভারতবর্ষ একটী অধমর্ণ দে তাহা হইলে টাকার মূল্যহ্রাসের ফলে মারাত্মক অবস্থার উদ্ভব হইবে তাহা আম সহজেই বুঝিতে পারি। এই আন্দোলনে ফলে ইংলণ্ডকে ভারতের দেয় বার্ষিক দে এবং বহির্জ্জগতের নিকট ভারতের ঋণ দেনার পরিমাণ অত্যন্ত বাড়িয়া যাইবে উহার অর্থ এই ভাবে যে, করভারনিপীড়ি দরিদ্র ট্যাক্সদাতাদের স্কন্ধে আরও বো পতিত হইবে।

যদি এই আন্দোলন সাফল্যলাভ কা তাহা হইলে 'ফরওয়ার্ড' 'এডভান্স' 'বসুমতী 'অমৃতবাজার পত্রিকা', 'আনন্দবাজা পত্রিকা' প্রভৃতি যে সব জাতীয়তাবা সংবাদপত্র কায়ক্লেশে জীবন ধারণ করিতেছে তাহাদের আমদানী কাগজের মূল্য অত্যধি চড়িয়া যাওয়ায় উহাদের উপর প্রচণ্ড আ পড়িবে।

উপসংহারে আমি জানাইতে চাই যে আমি কতিপয় শিল্প প্রতিষ্ঠানের সহি ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট। টাকার মূল্যহ্রাসের ফ বিদেশী মালের মূল্য বৃদ্ধির জন্য এই প্রতিষ্ঠানে প্রস্তুত জিনিষের পক্ষে মালের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করা সহজ হই —যেমন বেঙ্গল কেমিক্যালে যে সব ঔ প্রস্তুত হয়, তাহার মূল্য চড়িয়া যাইবে কিন্তু এই ব্যাপারে নিজের স্বার্থবুদ্ধি প্রণো দিত হইয়া অগ্রসর হইলে চলিবে না যা বহুলোকের স্বার্থহানি করিয়া স্বল্পসংখ্য শিল্পপতির স্বার্থ বৃদ্ধি না হয় তৎপ্রতি দৃ রাখিতে হইবে।

বর্ত্তমান সময়ে ব্যবসা-বাণিজ্যে ক্রমাগ মন্দার ফলে দরিদ্র কৃষিজীবিগণের ক্র ক্ষমতা প্রায় বিলুপ্ত হইয়াছে। বর্ত্তমা টাকার মূল্যহ্রাসের ফলে কৃষকদের ব্যবহা বিভিন্ন জিনিষের মূল্য বৃদ্ধির জন্য তাহ বিশেষ কষ্ট পাইবে সুতরাং বর্ত্তমানে আমি যদি টাকার মূল্যহ্রাসের এই আন্দোলনে সমর্থন করি, তবে তাহা আত্মহত্যার এ যে হংস স্বর্ণডিম্ব প্রসব করিতেছে তাহাকে বধ করিবার সমতুল্য হইবে।

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক
—পারমার্থিক পত্র—
শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশ-
তনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনম্,
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং
প্রেমা পুমর্থো মহান্,
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং
তত্রাদরো নঃ পরঃ॥

৮ম বর্ষ | ৬ কেশব গৌরাব্দ ৪৪৭, ২২শে কার্ত্তিক বঙ্গাব্দ ১৩৪০, ৮ই নভেম্বর ইং ১৯৩৩, বুধবার | ২০৮তম সংখ্যা

মধুপুর রাজবাড়ীতে বিরাট্ বিচার-সভা

গৌড়ীয়মঠের প্রচারকগণের শাস্ত্রযুক্তিমূলা বক্তৃতা

বিচারে ছড়া-কীর্ত্তনীয়ার দুর্দ্দশা

গত ১৬ই কার্ত্তিক ২রা নভেম্বর বৃহস্পতিবার উড়িষ্যা প্রদেশের অন্তর্গত মধুপুর রাজবাড়ীতে একটী বিরাট্ সভার অধিবেশন হইয়াছিল। কটক রেভেন্সা কলেজের প্রবীণ অধ্যাপক মহামহোপদেশক আচার্য্য শ্রীযুক্ত নিশিকান্ত সান্ন্যাল এম-এ, ভক্তি-সুধাকর, ভক্তিশাস্ত্রী মহোদয়ের প্রস্তাবে ও অডিটার শ্রীযুক্ত পীতাম্বর বল বি-এ মহাশয়ের সম্মতিক্রমে রাজাসাহেব শ্রীযুক্ত রবর নারায়ণ চন্দ্র ধীর নরেন্দ্র বাহাদুর মহোদয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলে পর শ্রীপাদ গদাধর দাসাধিকারী প্রভু শ্রীশ্রীগুর্ব্বষ্টক ও মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তন করেন। পরে পৌণে পাঁচ ঘটিকা হইতে ৬টা ১৫ মিনিট পর্য্যন্ত কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্যতম প্রচারক শ্রীল ভক্তি শ্রীরূপ পুরী মহারাজ শ্রীনাম, নামাভাস ও নামাপরাধের তারতম্য, "তৃণাদপি" শ্লোকের শ্রৌত-মর্ম্ম, শ্রীনামকীর্ত্তনকারীর সাতটী সিদ্ধির কথা বর্ণনমুখে শিক্ষাষ্টকের প্রথম শ্লোকে অর্থাৎ "চেতোদর্পণমার্জ্জনম্" শ্লোকটী ব্যাখ্যা করেন।

ব্যাখ্যাকালে স্বামীজী বলেন, নামাভাসেই অন্যাভিলাষ, ভোগবাঞ্ছা ও মোক্ষবাঞ্ছারূপ চিত্ত দর্পণের মলিনতা মার্জ্জিত হয়; কিন্তু যে-সকল ব্যক্তি অন্যাভিলাষের বশবর্ত্তী হইয়া তাস, পাশা, দাবা প্রভৃতি বহুবিধ দ্যূতক্রীড়ায় প্রমত্ত. তামাক, গাঁজা, মদ্য, আফিং, চা, তাম্বূল প্রভৃতি বিবিধ নেশার বশবর্ত্তী, যাহারা নিজ-স্ত্রীতে অত্যন্ত স্ত্রৈণ-ভাবাপন্ন হওয়ায় শাস্ত্রবিরুদ্ধ আচরণ করেন বা পরস্ত্রী কিম্বা বারবনিতাসক্ত, অথবা যাহারা ত্যাগীর বেশে পরস্ত্রীহরণাদি ঘৃণ্য কার্য্যে রত, যে-সকল ব্যক্তি শ্রীমহাপ্রসাদ সম্মান না করিয়া জিহ্বা ও উদরবেগের বশবর্ত্তী হইয়া জীবহিংসা করে, যাহারা কনকের দ্বারা হরি-গুরু-বৈষ্ণবের সেবা না করিয়া কনকের অপব্যবহার করে, তাহারা বহু বৎসর ধরিয়া লক্ষ লক্ষ হরিনাম জপ বা কীর্ত্তনের অভিনয় করিলেও নামাপরাধী; তাহাদের উচ্চারিত শব্দ নামাক্ষর বা নামাপরাধ মাত্র—'নাম' নহে; কারণ তাহাদের প্রথম সিদ্ধির অন্তর্গত অন্যাভিলাষরূপ মলিনতাটীই মার্জ্জিত হয় নাই। তাহাদের হৃদয়কে কলির আবাস জানিতে হইবে।

শ্রীল পরীক্ষিৎ মহারাজ কলিকে নিগ্রহ করিলে পর কলির প্রার্থনায় তাহাকে কামিনী, কাঞ্চন, দ্যূত-ক্রীড়া প্রভৃতি পাঁচটী স্থান দিয়াছিলেন। শ্রীভগবৎ-কৃপাপাত্র জনগণের কাছে উঁহাদের স্থান নাই।

শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দের কৃপায় জগাই মাধাইয়ের উদ্ধার হইয়াছিল অর্থাৎ জগাই মাধাই শ্রীনামকীর্ত্তন করার পর আর তাঁহাদের চরিত্রে কোন প্রকার অন্যাভি-লাষের গন্ধও দেখা যায় নাই। যথা—

প্রভু বলে তোরা আর না করিস্ পাপ।
জগাই মাধাই বলে আর নারে বাপ॥
(চৈঃ ভাঃ মধ্য ১৩শ)

নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুর রামচন্দ্র-খানের প্রেরিত বেশ্যাকে উদ্ধার করিয়া তাহাকে হরিকীর্ত্তনের অধিকার দিলে পর উক্ত স্ত্রীলোকটীর চরিত্রে কোন পাপকার্য্য বা পাপপ্রবৃত্তি দেখা যায় নাই।

"পরম বৈষ্ণবী হইলা পরম মহান্তি।
বড় বড় বৈষ্ণব তাঁর দর্শনেতে যান্তি॥"
—শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

নামাভাসেই পাপ ও পাপপ্রবৃত্তির মূল অবিদ্যা বিদূরিত হওয়ায় শ্রীনামকীর্ত্তনকারীর কোন প্রকার অন্যাভিলাষ থাকা সম্ভব নহে। সুতরাং যাহাদের চরিত্রে অন্যাভিলাষ দৃষ্ট হয়, তাহাদের উচ্চারিত শব্দ শ্রীনাম ত' নহেই, নামাভাসও নহে। শ্রীনাম মুক্ত-কুলের উপাস্য। নামাভাসের ফলে নামাশ্রয়ী মুক্ত হইয়া শুদ্ধ নামকীর্ত্তনের অধিকারী হন।

শ্রীযুক্ত রাজাবাহাদুরের ও সমাগত কতিপয় ব্যক্তির প্রশ্নের উত্তর-প্রদানমুখে স্বামীজী—"ভজ নিতাই গৌর রাধে শ্যাম। জপ হরে কৃষ্ণ হরে রাম॥" এই ছড়াটীতে যে-সকল সিদ্ধান্তবিরুদ্ধ রসাভাসদোষ, ব্যাকরণগত-দোষ আছে এবং উহা যে শ্রৌতপারম্পর্য্যে আগত নহে বা মহাজন ও সাত্বতশাস্ত্রানুমোদিত নহে, তাহা শাস্ত্রযুক্তিমূলে প্রমাণ করেন এবং 'শ্রীমন্মহাপ্রভু. শ্রীমন্নিত্যানন্দপ্রভু ও নামা-চার্য্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুর কর্ত্তৃক প্রচারিত কলিসন্তরণোপনিষদোক্ত ষোল নাম বত্রিশ অক্ষরাত্মক মহামন্ত্রই যে কলিযুগের একমাত্র যুগধর্ম্ম ও তাহা যে উচ্চৈঃস্বরে কীর্ত্তনীয়' এই সিদ্ধান্তই স্থাপন করেন।

কটক রাসবিহারী মঠের অনুগত চরণ-দাস নামক জনৈক ব্যক্তি সভাস্থলে কতক-গুলি মনঃকল্পিত কথা বলিয়া—উক্ত ছড়াটীই কীর্ত্তনীয়, মহামন্ত্র কীর্ত্তনীয় নহে, ইহা প্রমাণ করিবার বৃথা প্রয়াস করিলে প্রফেসার শ্রীযুক্ত নিশিকান্ত সান্ন্যাল ও শ্রীপাদ বিলাস-বিগ্রহ দাসাধিকারী ভক্তিকুল মহাশয় শ্রীশ্রী-চৈতন্যভাগবত ও শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থের বিভিন্ন অধ্যায় খুলিয়া সভাস্থলে সকলের সমক্ষে উচ্চৈঃস্বরে পাঠ করিয়া মহা-মন্ত্রই যে একমাত্র যুগধর্ম্ম এবং তাহা উচ্চৈঃ-স্বরে কীর্ত্তনীয়, ইহা সভাস্থ নিরপেক্ষ সত্যানু-সন্ধিৎসুগণকে বিশেষভাবে বুঝাইয়া দেন। এই সিদ্ধান্ত শ্রবণ করার পর হইতে যাঁহারা পূর্ব্বে মহামন্ত্র উচ্চৈঃস্বরে কীর্ত্তন করেন নাই তাঁহারাও উচ্চকীর্ত্তন করিতেছেন।

মহামহোপদেশক প্রফেসার শ্রীযুক্ত নিশিকান্ত সান্ন্যাল ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী, এম-এ মহোদয় বক্তৃতা মুখে বলেন যে, কোন প্রশ্ন করিতে হইলে তাহারও একটা প্রণালী আছে। প্রশ্নকারীর প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবা—এই তিনটী বৃত্তি লইয়া উত্তর প্রদানকারীর নিকট আগমন করা আবশ্যক। আমি যাহা বুঝিয়াছি তাহাই ঠিক, এইরূপ কপটতা লইয়া প্রশ্ন করিবার অভিনয় করিলে কোনও মীমাংসা হইবে না। পরে তিনি গুরুতত্ত্ব, শ্রীনামতত্ত্ব সম্বন্ধে অনেক মহামহোপদেশের কথা কীর্ত্তন করেন। শ্রীমহামন্ত্র কীর্ত্তনান্তে রাত্রি ৮টার সময় সভা ভঙ্গ হয়।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

৬ কেশব ভূত অনিরুদ্ধ

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী

পূর্ব্বাভাষ

"কিরণ, বিন্দু, কণা—
এই তিন নিয়ে বৈষ্ণবপণা"

—এই কিংবদন্তীটী আমরা অনেকেই শ্রবণ করিয়াছি। শব্দ তিনটী অতিশয় চমৎকার গ্রন্থত্রয়ের সংক্ষিপ্ত নাম। 'কিরণ' বলিতে 'উজ্জ্বলনীলমণি-কিরণ', 'বিন্দু' বলিতে 'ভক্তিরসামৃতসিন্ধুবিন্দু', আর 'কণা' বলিতে 'ভাগবতামৃতকণা' লক্ষ্য করিতেছে। আমরা 'বিন্দু' অবলম্বন করিয়া ক্রমশঃ প্রবন্ধ প্রকাশ পূর্ব্বক 'বিন্দু'র করুণা-সিন্ধুত্ব প্রদর্শন করিতে চেষ্টা করিব। অবিদ্যা-পর্দ্দা কাটিয়া গেলে ক্রমশঃ 'কিরণ'-দর্শনের অধিকার হইবে। 'তখন অমৃতকণা'ই আমাদের একমাত্র আস্বাদ্য হইবে। এক্ষণে যিনি করুণা করিয়া আমাদের জন্য এই 'কিরণ', 'বিন্দু' ও কণা' রাখিয়া গিয়াছেন, সেই গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্যমুকুটমৌলি, অদ্বিতীয় পণ্ডিত শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী প্রভুর চরণে অনংখ্য দণ্ডবন্নতি জ্ঞাপন পূর্ব্বক তাঁহার পূত চরিত্র আলোচনায় যত্নপর হইব।

নামের তাৎপর্য্য

বৈষ্ণব-সমাজে, বিশেষতঃ গৌড়ীয়-বৈষ্ণব সমাজে শ্রীল চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের নাম ও তাঁহার অসাধারণ পাণ্ডিত্যের সম্বন্ধে অজ্ঞ জনের অভাব লক্ষিত হইবে বলিয়াই মনে হয়; কারণ যাহা নিয়ে 'বৈষ্ণবপণা', বৈষ্ণবগণ তাঁহার নিকট সেই বস্তু পাইতেছেন। তাঁহার প্রচার মুগ্ধ কোনও ভক্ত কবি লিখিয়াছেন—

বিশ্বস্য নাথরূপোঽসৌ ভক্তিবর্ত্ম প্রদর্শনাৎ।
ভক্তচক্রে বর্ত্তিতত্বাৎ চক্রবর্ত্ত্যাখ্যয়াভবৎ॥

এই আচার্য্যপ্রবর বিশ্ববাসীকে ভক্তিপথ প্রদর্শন করিয়াছিলেন বলিয়াই বিশ্বনাথ এবং ভক্তমণ্ডলীতে অবস্থান করিয়াছিলেন বলিয়াই চক্রবর্ত্তী সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত।

পরিচয়

ইহাঁর আবির্ভাব-স্থান নদীয়া-জেলায়। রাঢ়ীয়-শ্রেণীর ব্রাহ্মণ-কুলে ইহাঁর জন্ম হয়। তিনি বাল্যকালে নদীয়া জেলার অন্তর্গত দেবগ্রামে ব্যাকরণাদি শাস্ত্র পাঠ করেন; কেহ কেহ বলেন, এই দেবগ্রামেই তাঁহার আবির্ভাব হইয়াছে। ইহাঁরা তিন সহোদর—জ্যেষ্ঠ রামভদ্র, মধ্যম রঘুনাথ ও কনিষ্ঠ শ্রীবিশ্বনাথ। শ্রীবিশ্বনাথের অপর নাম—শ্রীহরিবল্লভ; এই নামে তাঁহার কোন কোন পদাবলী আছে। ইহাঁর পিতার নাম আমরা অবগত নহি। বৈষ্ণবগণ কখনও অবৈষ্ণব-শৌক্রধারার পরিচয় প্রদান করেন না। বোধ হয়, শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদের পিতাঠাকুর মহাশয় শুদ্ধভক্তির আশ্রয় করিবার পূর্ব্বেই ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছিলেন বলিয়া তিনি কোনও গ্রন্থে তাঁহার নাম উল্লেখ করেন নাই। শ্রীচৈতন্যলীলার ব্যাস ঠাকুর শ্রীল বৃন্দাবন দাসের চরিত্র-আলোচনার সময়ও আমরা দেখিতে পাইয়াছি, তাঁহার পিতৃদেব শ্রীচৈতন্যদেবের শ্রীচরণ-আশ্রয়ের সৌভাগ্য লাভের পূর্ব্বেই পরলোকে গমন করিয়াছেন বলিয়া তিনি স্বীয় গ্রন্থে তাঁহার নাম উল্লেখ করেন নাই, পরন্তু শ্রীগৌরসুন্দরের কৃপা-প্রসাদ-লব্ধা মাতৃদেবীর পরিচয় প্রদান করিয়াছেন।

গুরু-পরম্পরা

বৈষ্ণবগণ অচ্যুত-গোত্রীয়; তাঁহাদের সহিত অবৈষ্ণব-শৌক্র-ধারার কোনও সম্বন্ধ নাই। বর্ত্তমান সময়ে জাতি-গোস্বামি-সম্প্রদায়ে অবৈষ্ণব-ক্রিয়াকলাপে লিপ্ত সন্তান-সন্ততিগণকে যে 'গোস্বামী' উপাধি তাঁহাদের জনক প্রভৃতি দ্বারা প্রদত্ত হয়, তাহা কলির বিক্রম ব্যতীত আর কিছুই নহে। পূর্ব্বোক্ত আচার্য্যদ্বয়ের আচরণে আমরা এই বিষয়টী সুন্দররূপে উপলব্ধি করিতে পারি; সুতরাং আমরা শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের শৌক্র বংশাবলীর অনুসন্ধানে ব্যস্ত না হইয়া তিনি স্বয়ং আমাদিগকে গুরুপরম্পরায় যে পরিচয় প্রদান করিয়াছেন, এক্ষণে তৎ-সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করিব। শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদ শ্রীমদ্ভাগবত ১০ম স্কন্ধের ২৯শ অধ্যায়ের অর্থাৎ শ্রীরাসপঞ্চাধ্যায়ের 'সারার্থ দর্শিনী' টীকার প্রারম্ভে মঙ্গলাচরণে লিখিয়াছেন—

শ্রীরাম-কৃষ্ণ-গঙ্গাচরণান্ নত্বা
গুর্ব্বনুরূপপ্রেম্ণঃ।
শ্রীল নরোত্তমনাথশ্রীগৌরাঙ্গপ্রভুং নৌমি॥

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী প্রভুর শ্রীগুরুদেবের নাম শ্রীরাধারমণ চক্রবর্ত্তী। এই শ্রীরাধারমণের সংক্ষিপ্ত নাম—শ্রীরাম। তাহার গুরু—শ্রীকৃষ্ণচরণ; ইনি এখানে সংক্ষিপ্তভাবে 'কৃষ্ণ'-রূপে লিখিত হইয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণচরণের গুরু—শ্রীগঙ্গাচরণ; তাঁহার গুরু শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর। শ্রীল নরোত্তম ঠাকুরের গুরু—শ্রীলোকনাথ। ইহাই শ্রীল বিশ্বনাথ-চক্রবর্ত্তিপাদের গুরু-পরম্পরা।

পরমগুরুদেবের পরিচয়

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী দেবগ্রামে ব্যাকরণাদি অধ্যয়ন সমাপ্ত করিয়া মুর্শিদাবাদ জেলার অন্তর্গত সৈয়দাবাদ-গ্রামে গুরু গৃহে ভক্তিশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। শ্রীপাদ বিশ্বনাথপ্রভুর পরমগুরু শ্রীল কৃষ্ণচরণ শ্রীল নরোত্তম প্রভুর সুপ্রসিদ্ধ শিষ্য, তিনি শ্রীরামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য নামক একজন বারেন্দ্র-ব্রাহ্মণ-কুলে জাত বৈষ্ণবের তনয়রূপে জন্মগ্রহণ করেন। শ্রীল নরোত্তম ঠাকুরের অপর প্রসিদ্ধ শিষ্য—শ্রীগঙ্গানারায়ণ চক্রবর্ত্তী; ইনি মুর্শিদাবাদ জেলার অন্তর্গত বালুচরগাম্ভিলা-নিবাসী এবং রাঢ়ীয়-ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার একমাত্র কন্যা; 'বিষ্ণুপ্রিয়া'। পুত্র-সন্তান না থাকায় ইনি গুরুভ্রাতা রামকৃষ্ণের তনয় শ্রীকৃষ্ণচরণকে দত্তকরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ বারেন্দ্রশ্রেণীর ব্রাহ্মণ-কুলে এবং শ্রীগঙ্গানারায়ণ রাঢ়ীয়-ব্রাহ্মণ-কুলে উদ্ভূত হইলেও এই দত্তক-গ্রহণে কোনও প্রকার বিঘ্ন উপস্থিত হয় নাই।

ব্রজধামে প্রচার

উপরে যাহা আলোচিত হইল, তাহাতে স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে, শ্রীল বিশ্বনাথ শ্রীল নরোত্তম প্রভুর শিষ্য-পারম্পর্য্যে চতুর্থ অধস্তন। ষড়্-গোস্বামী অপ্রকটলীলা প্রকাশ করিবার পর শ্রীপাদ নরোত্তম ঠাকুর, শ্রীল শ্রীনিবাস আচার্য্য ও শ্রীপাদ শ্যামানন্দ প্রভু সুমধুর-সঙ্কীর্ত্তন-সংযোগে শুদ্ধভক্তিমন্দাকিনীর উজ্জ্বল-ধারায় সকলকে স্নাত করেন। তৎপর কিছুকাল তেজস্বী প্রচারকের অভাব অনুভূত হইয়াছিল। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিপাদ শ্রীগুরুকৃপাবল লাভ করিয়া ব্রজে গমন করেন এবং বিভিন্ন স্থানে অবস্থান করিয়া গ্রন্থ প্রণয়ন ও প্রচারদ্বারা ঐ অভাব দূরীভূত করেন। এই সময় যে সকল সৌভাগ্যবান্ ব্যক্তি শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদের নিকট ভক্তিশাস্ত্র অধ্যয়নের সুযোগ লাভ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে শ্রীগোবিন্দভাষ্য-প্রণেতা শ্রীপাদ বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু শীর্ষস্থানীয়।

রচিত গ্রন্থাবলী

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিপাদ অনেক অমূল্য-গ্রন্থ লিখিয়া গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সাহিত্য-ভাণ্ডার যে-প্রকার সমৃদ্ধ করিয়া গিয়াছেন শ্রীল রূপ, শ্রীল সনাতন ও শ্রীল জীবগোস্বামি-পাদ ব্যতীত অতি অল্প-সংখ্যক গৌড়ীয় আচার্য্যই তাহা করিতে সমর্থ হইয়াছেন। তৎকৃত গ্রন্থরাজির মধ্যে আমরা, ব্রজরীতি-চিন্তামণি, শ্রীচমৎকারচন্দ্রিকা, প্রেমসম্পুটম্ (খণ্ডকাব্যম্), গীতাবলী, সুবোধিনী (অলঙ্কারকৌস্তুভটীকা), আনন্দচন্দ্রিকা (উজ্জ্বল-নীলমণিটীকা, শ্রীগোপালতাপনীটীকা, শ্রীকৃষ্ণ-ভাবনামৃতমহাকাব্যম্, শ্রীভাগবতামৃতকণা, শ্রীউজ্জ্বলনীলমণেঃ কিরণ-লেশঃ, শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুবিন্দুঃ, রাগবর্ত্ম-চন্দ্রিকা, ঐশ্বর্য্য-কাদম্বিনী, মাধুর্য্যকাদম্বিনী, ভক্তিরসামৃতসিন্ধু-টীকা, শ্রীউজ্জ্বলনীলমণিটীকা, দানকেলি-কৌমুদীটীকা, শ্রীললিতমাধব নাটক-টীকা, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতটীকা, ব্রহ্মসংহিতাটীকা, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার 'সারার্থবর্ষিণী'টীকা, শ্রীমদ্ভাগবতের 'সারার্থদর্শিনী'টীকা, স্তবামৃতলহরী প্রভৃতি গ্রন্থের সন্ধান পাইয়াছি। চরিতামৃতের টীকা অসম্পূর্ণ। স্তবামৃত লহরীতে—(১) শ্রীগুরুতত্ত্বাষ্টকম্, (২) মন্ত্রদাতৃগুরোরষ্টকম্, (৩) পরমগুরোরষ্টকম্, (৪) পরাৎপরগুরোরষ্টকম্, (৫) পরম-পরাৎপরগুরোরষ্টকম্, (৬) শ্রীলোকনাথাষ্টকম্, (৭) শ্রীশচীনন্দনাষ্টকম্, (৮) শ্রীস্বরূপ-চরিতামৃতম্, (৯) শ্রীস্বপ্নবিলাসামৃতম্, (১০) শ্রীগোপালদেবাষ্টকম্, (১১) শ্রীমদনমোহনা-ষ্টকম্, (১২) শ্রীগোবিন্দাষ্টকম্, (১৩) শ্রীগোপীনাথাষ্টকম্, (১৪) শ্রীগোকুলানন্দাষ্টকম্, (১৫) স্বয়ংভগবদষ্টকম্, (১৬) শ্রীরাধা-কুণ্ডাষ্টকম্, (১৭) জগন্মোহনাষ্টকম্, (১৮) অনুরাগবল্লী, (১৯) শ্রীবৃন্দাদেব্যষ্টকম্, (২০) শ্রীরাধিকাধ্যানামৃতম্, (২১) শ্রীরূপ-চিন্তামণিঃ, (২২) শ্রীনন্দীশ্বরাষ্টকম্, (২৩) শ্রীবৃন্দাবনাষ্টকম্, (২৪) শ্রীগোবর্দ্ধনাষ্টকম্, (২৫) শ্রীসঙ্কল্পকল্পদ্রুমঃ, (২৬) শ্রীনিকুঞ্জ-বিরুদাবলী (বিরুৎকাব্য), (২৭) শ্রীসুরত-কথামৃতম্ (আর্য্যাশতকম্), (২৮) শ্রীশ্যাম-কুণ্ডাষ্টকম্ প্রভৃতি সন্নিবেশিত রহিয়াছে।

রূপ-কবিরাজের বিচার খণ্ডন

এই সকল গ্রন্থ-প্রণয়ন ব্যতীত আমরা তাঁহার প্রচারে আরও দুইটি বিশেষ ঘটনা লক্ষ্য করি—একটী রূপ-কবিরাজের মত-খণ্ডন, অপরটি তদীয় শিষ্য বলদেববিদ্যাভূষণ প্রভুদ্বারা জয়পুর সভায় শ্রী-সম্প্রদায়ী বৈষ্ণব-গণকে বিচারে পরাজিত করণ। "যেই কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা সেই গুরু হয়"—শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতের এই মহাবাক্যকে উল্লঙ্ঘন করিয়া রূপ-কবিরাজ যখন স্বকপোলকল্পিত মতবাদ প্রকাশপূর্ব্বক বলেন যে, কেবল ত্যক্তগৃহগণই গুরুর আসন গ্রহণ করিবেন, তখন তিনি শ্রীল শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভুর কন্যা পূজনীয়া হেমলতা দেবী কর্ত্তৃক গৌড়ীয়সম্প্রদায় হইতে বহিষ্কৃত হন। এই প্রকারে উপেক্ষিত হইয়া রূপকবিরাজ অতিবাড়ীসম্প্রদায়ে যোগ দান করেন এবং নানাবিধ অসৎসিদ্ধান্ত প্রচার করিতে থাকেন। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিপাদ তাঁহার অসৎসিদ্ধান্তসমূহ খণ্ডন করিয়া গৌড়ীয়বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের চমৎ-কারিত্ব সংরক্ষণ ও প্রচারদ্বারা ভারতবাসীর নিকট তাহা প্রদর্শন করেন। বিধিমার্গ উপেক্ষাদ্বারা অনধিকারী ব্যক্তিগণকে রাগ-মার্গের ভজনপ্রণালী দিতে যাইয়া রূপ-কবিরাজ যে জগজ্জঞ্জাল সৃষ্টি করিতেছিলেন, আচার্য্য-ভাস্কর শ্রীল বিশ্বনাথের প্রচার-কিরণে গৌড়ীয়-সম্প্রদায় হইতে তাহা তিরোহিত হইয়াছে।

শিষ্যদ্বারা গলতায় গোবিন্দের সেবা-সংরক্ষণ

জয়পুর রাজধানীর অন্তর্গত গল্‌তা-গ্রামে শ্রীগোবিন্দদেবের মন্দিরে শ্রীরামানুজ-সম্প্রদায়ের আচার্য্যগণ শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণবগণের

প্রতিপক্ষে এক বিপুল সংগ্রাম আরম্ভ করেন। তৎকালে জয়পুররাজ বৃন্দাবনের প্রধান গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্যদিগকে শ্রীরূপ-গোস্বামীর অনুগত জানিয়া শ্রীরামানুজীয়-গণের সহিত বিচার করিবার জন্য আহ্বান করেন। ১৬২৮ শকাব্দায় এই ঘটনাটী সংঘটিত হয়। তখন শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিপাদ অতিশয় বৃদ্ধ; তাই স্বয়ং গমনে অসমর্থ হইয়া তিনি স্বীয় ছাত্র ও শিষ্য শ্রীস বলদেব বিদ্যাভূষণ ও শ্রীপাদ কৃষ্ণদেবকে উক্ত বিচার-সভায় প্রেরণ করেন। শ্রী-সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণ বিচারের প্রারম্ভেই গৌড়ীয়-সম্প্রদায়ের বেদান্তভাষ্য দেখিতে চাহেন, তখন পণ্ডিতকুলমুকুট-মহামহোপাধ্যায় শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু বৃন্দাবন হইতে ভাষ্য আনয়নের জন্য একমাস সময় লইয়া শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদের আদেশ গ্রহণ করত 'গোবিন্দ ভাষ্য'-নামক বেদান্তভাষ্য রচনা করেন এবং শ্রী-সম্প্রদায়িগণকে বিচারে পরাজিত করিয়া গল্‌তার-গদীতে গৌড়ীয়বৈষ্ণবগণের সেবাধিকার সংরক্ষণ করেন। এই সময় শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু গৌড়ীয়বেদান্তাচার্য্য-সংজ্ঞায় সর্ব্বসাধারণ্যে পরিচিত হন। শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু শৌক্রব্রাহ্মণ-কুলে উদ্ভূত হন নাই। কিন্তু তিনি শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদের নিকট সংস্কার লাভ করিয়াছিলেন, নতুবা অসংস্কৃত ব্যক্তিকে সম্প্রদায়ের আচার্য্যগণ বিচারে গ্রহণ করিতেন না, যে-সকল জাতি-গোস্বামী কর্ম্মজড়-স্মার্ত্তের সহিত বৈবাহিক-সম্বন্ধে আবদ্ধ হইয়া অব্রাহ্মণ-কুলে জাত দীক্ষিত-ব্যক্তিগণকে 'শূদ্র'-সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত করিয়া বৈষ্ণবাপরাধ বরণ করেন, যিনি শ্রীগুরুদেবের কৃপাক্রমে গৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণের মুখোজ্জ্বল করিয়াছেন, সেই শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভুর উদাহরণটীতেও তাঁহাদের চক্ষু প্রস্ফুটিত হওয়া উচিত।

অলৌকিক ঘটনা

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী প্রভুর জীবনে দুইটী অলৌকিক ঘটনার বিষয় শুনিতে পাওয়া যায়। একটী—তাঁহার জন্মকালে তাঁহার সূতিকাগৃহে একটী জ্যোতির্ম্ময় পদার্থের আবির্ভাব হইয়াছিল। অপরটী—তিনি তাঁহার শ্রীগুরুদেবের জন্য কোনও সরোবরের তীরে বসিয়া একখানা শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থ লিখিয়া দিয়াছিলেন; সেই গ্রন্থ-লিখন-সময়ে সূর্য্যের তাপ বা বৃষ্টির জল তাঁহার শরীর স্পর্শ করিতে পারিত না, ঘোর-মেঘবর্ষণ-কালে বা প্রচণ্ড রৌদ্রের সময়েও তিনি স্বচ্ছন্দে বসিয়া গ্রন্থ-লিখন-কার্য্য সম্পন্ন করিতেন। শ্রীল বিশ্বনাথ প্রভুর উদাহরণ আমাদিগকে তন্ময়চিত্তে গুরুসেবায় নিযুক্ত করুন।

'বেদান্তে শক্তিবাদ'

[২]

আমাদের দেশে যে স্মৃতি প্রচলিত আছে, তাহা হইতে আমরা জানিতে পারি—"আত্মবৎ জায়তে পুত্রঃ"; সুতরাং হিরণ্যকশিপুর ন্যায় পিতার ঔরসে প্রহ্লাদ মহারাজের আবির্ভাব হওয়ার সম্ভব কিরূপে হইল? প্রহ্লাদ শব্দে প্রকৃষ্ট হ্লাদ অর্থাৎ প্রকৃষ্ট আনন্দ বুঝায়। প্রকৃষ্ট আনন্দ বলিলে 'প্র'-উপসর্গেতে নিত্য অপরিবর্ত্তনশীল জড়াতীত চিন্ময়-সত্তা-বিশিষ্ট বুঝা যায়। আমরা এজগতে যে আনন্দের সত্তা উপলব্ধি করি তাহাতে এবং তাহার ফলে ও মূলে নিরানন্দই বর্ত্তমান। এই প্রাকৃত জগতে আনন্দের যে প্রতিমাই দেখা যাক্ না কেন, উহা নিরানন্দেরই প্রতিকৃতি। এ ক্ষেত্রে দার্শনিকভাবে বিষয়টী আলোচনা করিলে আমরা বুঝিতে পারি যে, নিত্যসত্তাবিশিষ্ট চিন্ময় আনন্দের অভাব কুত্রাপি নাই এবং সম্ভবপর নহে। চিদানন্দের অধিষ্ঠান-হেতুই অন্যপ্রকার আনন্দের উপলব্ধি হইতেছে। বিষ্ণু সর্ব্বজগতে ওতপ্রোতভাবে বর্ত্তমান থাকায় জগতের প্রতীতি হইতেছে। "কনক-কামিনী" হিরণ্যকশিপু হইতে যে আনন্দ সম্ভূত অর্থাৎ উদ্ভূত হয় তাহা অনিত্য ও অনুপাদেয়ই হওয়া সম্ভব; তাহা আমরা উক্ত স্মৃতি-বচনের দ্বারাই জানিতে পারি। কিন্তু এ ক্ষেত্রে প্রহ্লাদ মহারাজের অর্থাৎ নিত্যানন্দের আবির্ভাব হওয়ায় আমরা ইহাই শিক্ষা পাই যে, নিত্যানন্দের আত্যন্তিক অভাব কুত্রাপি নাই ও হইতে পারে না; তিনি সর্ব্বব্যাপী ও নিত্যসদ্ধর্ম্ম-বিশিষ্ট।

আমরা সূতিকাগৃহের ইতিহাস আলোচনা করিলে জানিতে পারি যে, সন্তান ভূমিষ্ট হইবার পর তাহার সমস্ত ইন্দ্রিয়গুলিই একসঙ্গে প্রস্ফুটিত হয় না। সর্ব্বপ্রথম কর্ণেন্দ্রিয়ের বিকাশ হইয়া থাকে। এইজন্য আমাদের শ্রবণই আদি-উপাদান। কোন বস্তুবিষয়ক জ্ঞান উপার্জ্জন করিতে হইলে প্রথমতঃ শ্রুতি বা শ্রবণের সাহায্যই আবশ্যক। প্রসঙ্গক্রমে আমি একটী বিষয় উল্লেখ করিতেছি। অনেকে শ্রবণের আবশ্যকতা মনে না করিয়া নিজেরাই অনেক বিষয় আলোচনা করিয়া তাহার অভিজ্ঞতা-লাভে যত্নবান্। সে-প্রকার চেষ্টা-যত্নকে কখনই প্রশংসা করা যুক্তিসঙ্গত বলিয়া স্বীকার করা যায় না। শ্রবণের আবশ্যকতা স্বীকার করার নামই গুরু-করণ স্বীকার। আধুনিক গতানুগতিক ধারণায় গুরুকরণের আবশ্যকতা নাই। এমন কি কনক-কামিনী-বিগ্রহ হিরণ্যকশিপু এই শ্রবণের আবশ্যকতারূপ গুরু-করণকে পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই। তিনি তাঁহার অতি আদরের পুত্রের জ্ঞানোপার্জ্জনের জন্য নিজ-গুরুশুক্রাচার্য্যের নিকট শ্রবণ করিতে প্রেরণ করিয়াছিলেন। শুক্রাচার্য্য শব্দে আমরা বুঝিতে পারি—যিনি শুক্র অর্থাৎ জননোপাদানের আচার্য্য। হিরণ্যকশিপুর মত ব্যক্তির গুরুদেব শুক্রাচার্য্য ব্যতীত আর কে-ই বা হইতে পারে? "কনক-কামিনীর গুরু" জননাচার্য্য। (শ্রোতৃমণ্ডলীর অট্টহাস্য) সুতরাং হিরণ্যকশিপু তাহার পুত্রের জন্য "জননাচার্য্য"কেই নিযুক্ত করিলেন। পিতা যে প্রকৃতির লোক, পুত্রকে তদনুকূল শিক্ষা দেওয়াই পিতার স্বাভাবিকী প্রবৃত্তি। আমাদের এই শিক্ষা-মন্দিরে যে শিক্ষা দেওয়া হয়, তাহা আমাদের পিতামাতার চিত্তবৃত্তির অনুকূল এবং পুত্রগণও তৎশিক্ষায় শিক্ষিত হইবে এইরূপ আশা করিয়া আমাদিগকে এখানে প্রেরণ করিয়াছেন, আমরাও এখানে যে শিক্ষা লাভ করি তাহাতে কনক-কামিনী-সংগ্রহ ব্যতীত অন্য কোন বস্তু-সংগ্রহের শিক্ষা আমরা লাভ করি না। প্রহ্লাদ মহারাজের প্রতিও হিরণ্যকশিপু ঐপ্রকার আশা করিয়া শুক্রাচার্য্যের নিকট তাঁহাকে প্রেরণ করিয়াছিলেন। আমাদের স্ব-স্ব পিতৃগণ আমাদের উক্ত শিক্ষা ব্যতীত অন্য কোন শিক্ষার জন্য যত্নবান্ হইতে দেখিলে অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হন। এমন কি, যে শিক্ষাতে কনক-কামিনী-সংগ্রহ চেষ্টা নাই এমন কোন শিক্ষা-মন্দিরে পুত্রকে যাতায়াত করিতে দেখিলে পিতার হৃদয়ে আতঙ্কের সৃষ্টি হয় এবং পুত্রকে তৎপথ হইতে ফিরাইবার জন্য যথেষ্ট যত্ন করিয়া থাকেন এবং হাত-পা কাপড় চোপড় ধরিয়া জোর করিয়া টানিতে থাকেন। (শ্রোতৃমণ্ডলীর হাস্য) প্রহ্লাদ মহারাজ পিতার আদেশে শুক্রাচার্য্যের নিকট অধ্যয়নের জন্য প্রেরিত হইলেন। অসুরকুল গুরু-শুক্রাচার্য্য দেবগণের এবং দৈব-ভাবাপন্ন ব্যক্তিগণের বিরুদ্ধাচরণের জন্য সর্ব্বদাই চিন্তিত ও ব্যস্ত। তিনি অসুর-কুলাধিপতির আদরের পুত্রের শিক্ষার ভার তাঁহার আত্মজ ষণ্ড ও অমর্কের উপর ন্যস্ত করিলেন। যেমন শুক্রাচার্য্য জননাচার্য্য, তেমনি তাঁ'র পুত্রদ্বয় ষণ্ডামর্ক। ষণ্ডামর্ক অতি যত্ন-সহকারে রাজপুত্রের শিক্ষাপ্রদানে ব্যাপৃত হইলেন। শিক্ষা-মন্দিরে কিছুকাল অতিবাহিত করিলে পর হিরণ্যকশিপু তাঁহার পুত্রের অধীত শিক্ষার পরিমাণ উপলব্ধির জন্য প্রহ্লাদকে আহ্বান করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—বৎস, প্রহ্লাদ, তুমি তোমার গুরুর নিকট যাহা শিক্ষা করিয়াছ, তন্মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট শিক্ষা যাহা, তাহা আমার নিকট কীর্ত্তন কর। প্রহ্লাদ মহারাজ তদুত্তরে—"শ্রবণং কীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনম্" শ্লোকটী কীর্ত্তন করিলেন। কনক-কামিনী-প্রলুব্ধ ব্যক্তিগণের পক্ষে বিষ্ণুর শ্রবণ-কীর্ত্তনের প্রয়োজনীয়তা অত্যন্ত বিষবৎ বলিয়া প্রতীত হইয়া থাকে। তাই হিরণ্যকশিপু অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া ষণ্ডামর্কের প্রতি পুত্রের এই প্রকার প্রবৃত্তির কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। ষণ্ডামর্ক তাঁহাদের নিজ শিক্ষার পরিচয় দিয়া বলিলেন,—"আমরা ঐ প্রকার শিক্ষা কোন দিনই লাভ করি নাই এবং আমাদের জীবনের উদ্দেশ্যও এরূপ নয় যে, কেহ বিষ্ণু-পরায়ণ হইয়া আমাদের আসুরিক প্রবৃত্তির পরিপন্থী হয়।" হিরণ্যকশিপু আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া প্রহ্লাদকে পুত্র-স্নেহে সাময়িক ক্ষমা করিলেন।

ইহা অতি আনন্দের বিষয় যে, আপনাদের এই শিক্ষা-প্রচার-গৃহে প্রার্থনা-মন্দির প্রতিষ্ঠিত আছে। আপনাদের নিকট আমার প্রার্থনা—আপনারা এই প্রার্থনা-মন্দিরে প্রহ্লাদ মহারাজের শিক্ষা-বিষয়টী বিশেষরূপে আলোচনা করুন। প্রহ্লাদ মহারাজ সর্ব্বপ্রথমেই বিষ্ণুর শ্রবণ করিতে শিক্ষা দিয়াছেন। তাহার কারণ—আমরা ভূমিষ্ট হইবার পর প্রথমেই শ্রবণ-অধিকার লাভ করিয়াছি সুতরাং আমাদের ধর্ম্মালোচনা করিতে গেলে শ্রবণেরই সর্ব্বপ্রথম আবশ্যকতা। প্রহ্লাদ মহারাজ যেরূপ ষণ্ডামর্কের নিকট তাঁহার পিতার অভীপ্সিত বিষয়ের শিক্ষা লাভের মধ্যে বিষ্ণু-তত্ত্বের শ্রবণ-কীর্ত্তনই শিক্ষা করিয়াছিলেন, তদ্রূপ আমার প্রার্থনা—আপনারা যে-শিক্ষার আলোচনা করিতেছেন, তাহার মধ্যে বিষ্ণু-তত্ত্বের বিষয় শ্রবণ কীর্ত্তন করুন। এবং তদ্বিষয়ে আপনাদের কথঞ্চিৎ চেষ্টা আছে ইহাও আমরা লক্ষ্য করিতেছি। আপনারা প্রাকৃত-বস্তু-সকলের ধর্ম্মের আলোচনা সর্ব্বদাই করিতে থাকিলেও তাহার মধ্যে উক্ত ধর্ম্ম ব্যতীত অন্য প্রকার আর একটী স্বতন্ত্র-ধর্ম্মের আলোচনা করার প্রবৃত্তি আপনাদের অন্তঃকরণের মধ্যে উঁকি-ঝুঁকি দেয় ও হৃদয়ের দ্বারে knock করিতে থাকে। তাই বলিতেছি, আপনাদের হৃদয়েতে ঐ ভাবটীর অনুশীলন করিবার উদ্দেশ্যে শ্রবণ-পথের অঙ্গীকার করুন। যে কোন বস্তুর জ্ঞান উপার্জ্জন করিতে হইলেই শ্রবণেরই বিশেষ আবশ্যক। এইজন্য বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ে শ্রবণের গ্রাহ্যবস্তু শব্দকেই মূল ও শ্রেষ্ঠ প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করা হইয়াছে।

সম্প্রদায় বলিলে আমাদের হৃদয়েতে একপ্রকার সঙ্কোচের ভাব উদিত হয়। আমার পূর্ব্ববর্ত্তী বক্তা কোন সম্প্রদায়-বিশেষের ধর্ম্ম-সম্বন্ধে বলেন নাই।

কলিকাতা বাজার দর

লৌহ হার্ডওয়ার

২৭শা অক্টোবর ১৯৩৩

টাটার তৈয়ারী— প্রতি হন্দর।

লোহার কড়ি (জয়েষ্ট বা বীম)

মার্কা	৫।৶০—৫॥৶০
ঐ বে-মার্কা চালকা ওজন	৪।৵০—৪॥৶০
বরগা (টী-আয়রণ)	৬৵০—৬।০
এঙ্গেল আয়রণ (কোনা)	৫৸৵০—৬।৵০

গ্যালভ্যানাইজড করগেট টীন—

২২ গেজ ৬ হইতে ১০ ফুট	১১।৵০
২৪ গেজ ,, ,,	১০৸৵০
২৬ গেজ ,, ,,	১২
২৪ গেজ আর, পি, ডি, মার্কা	১২৸৶০
২৪ গেজ গ্যাঃ প্লেন শীট—	১১।৵০
২৬ গেজ ,, ,,	১২।০
২৮ গেজ ও ৩০ গেজ ঐ—	১৩৲—১৬৲
বাগান ঘেরা কাঁটাতার ১০০ পাউণ্ড বাঃ	৮৸০
টীল পাতী	৬৲৵—৬।০
,, বোলটু (গোল)	৬৲৵—৬।০
,, গরাদে (চৌকা)	৬৵০—৬৲।০
,,গোল রড ৶০—।৶০ সুতা	৫৵০—৫॥০
,, টানা রড- চৌকা ৶০—।৵০ ঐ	৫৵০—৫॥০
,, বাণ্ডিল তাল	৭৲—৭৸০
,, প্লেট—তিন সূতা মোটা পর্য্যন্ত	৭।০—৭॥০
,, চাদর ৩-১৬ খানা বাণ্ডিল	৯॥৵—১০৲
স্প্রীং ষ্টীল	৮।০—৯৲
ব্লাক ষ্টাক্ট্র	৫৸৵—৬৲৵০
তারের পেরেক ১—৬ ইঞ্চি	৯—৯৸০
প্যাটেন্ট পেরেক ২—৮ ইঞ্চি	১২।০—১৫॥০
চালাই কড়া ১ হইতে ১০ নং	২॥০ সাট
কোদাল ৪, ৫, ৬,	৭৸৵০ ৮৸৵০ ৯৸৵০ডঃ
ঐ তিন পাউণ্ড ৬৲ দেঃ বিঃ	৬।৵০ ,,
গ্যাঃ প্লেন বালতি ৭—১২ ইঞ্চি	১॥/০ ৬॥/০
ঐ রিভিট ,, ৭—১২ ইঞ্চি	২৲—৭৲ ,,
লোহার চেয়ার রঙের গোল ও চৌকা	৮॥০—
ঐ [illegible]	১৫৲ ,,
ঐ [illegible] ([illegible] সিট)	১৮৲ ,,
লোহার ক্লুপ ॥—৩ ইঞ্চি	/১০—॥৶০ গ্রোস
ঐ ক্রুহ্মা ১৩ নং ॥—৪ ইঞ্চি	।১০—৸৵১০ গেঃ ডজন
গ্যাঃ তার ১৬—২২ নং (ঞ্জেজ)	১২৲—১৩৲ হন্দর
গ্যাঃ রিজিং (মটকা) ২২ ইঞ্চি	।৵৫—॥৶০ পীস
গ্যাঃ পাটারিং বা ডোঙ্গা ৬ ইঞ্চি	।০—৸/০ ,,
গ্যাঃ ক্লুপ ১॥০—২॥০ ইঞ্চি	২৩৲—২৯৲ হন্দর
গ্যাঃ ওয়াসার চাকি	১১॥০—১৭৲ ,,
গ্যাঃ বোল্ট-নাট ৸—৩ ইঞ্চি	॥৵১০—১৵০ গ্রোস
চালাই রেলিং	৩॥০—৪॥০ হন্দর
ঐ রেন ওয়াটার পাইপ ৩ ইঞ্চি ৵১০ ও ৪ ইঞ্চি	।১০ ফুট
টিউব ওয়েলের জন্ম গ্যাঃ পাইপ১॥ ইঞ্চি	।৵৫ ফুট
পাম্প ৪নং ১২॥০ ৫নং ১৪৲ ৬নং ১৬৲	
৬০—৮০ বাটখারা ৵১৫ সাট	২।০-২॥০ মণ

সন্তোষকুমার মল্লিক এণ্ড সন্স লিঃ

লৌহ ও হাডওয়ার বিক্রেতা।

মীরবহর ঘাট লোহাপটী, বড়বাজার.

টেলি—"লোহার মালিক" কলিকাতা

কেরোসিন

স্নোক্রেক প্রত্যেক বাক্স (২ টিন)		৯৲৬
সূর্য্য মার্কা	,,	৬॥০
ভিক্টোরিয়া	,,	৬৲

সোণার দর

পাকা সোণা	৩০৸৶
বড়াল	৩০৸
চিনা পাত	৩২।০

রূপার দর

রূপা প্রতি ১০০ ভরি	৫৫৵০
ঐ খুচরা	৫৵০

কোম্পানীর কাগজ

৩॥০ সুদের কাগজ	৮১৶
৩॥০ নূতন ঋণ (১৯৪৭-৫০)	৯১।০
৪৲ ,, ঋণ (১৯৬০-৭০)	৯৭৲
৫৲ ,, বণ্ড (১৯৩৫	১০৪॥/০

ডিবেঞ্চার

৫৲ সুদের (১৯৫৬-৮৬) কলিকাতা পোর্ট-ট্রাষ্ট ডিবে :—	১০২॥৵০

ব্যাঙ্ক

ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক (কনট্রি)	২৯৪॥০
সেন্ট্রাল ঐ	২২৲

কাপড় ও সূতার কল

এলগিন মিল	৪৫৲

পাট কল

হাওড়া	৫০৲
অকল্যাণ্ড	১৯৫৲
বালী	১৬২৲
বরানগর	১৫০৲
কেলভিন	৩৭০৲
ভরট	২৪৩৲
ক্লাইভ	২৮।
ডালহাউসী	৪০৮॥
ডেল্টা	৪০৫৲

কৃষ্ণনগর নবদ্বীপঘাট রেলওয়ে সময়

কৃষ্ণনগর হইতে নবদ্বীপঘাট

কৃষ্ণনগর সিটি—	৬-৪৫	১০-৪৪	১৩-২২	১৭-৩৮	২০-১৬
কৃষ্ণনগর রোড—	৬-৫৬	১০-৫৫	১৩-৩৩	১৭-৪৭	২০-২৫
আমঘাটা—	৭-১৫	১১-১৩	১৩-৫১	১৮-৩	২০-৪১
মহেশগঞ্জ—	৭-২৪	১১-২১	১৪-০	১৮-৯	২০-৪৭
নবদ্বীপঘাট—	৭-৩৩	১১-৩০	১৪-৯	১৮-১৬	২০-৫৫

বিশেষ দ্রষ্টব্য—নবদ্বীপঘাট ষ্টেশন অপেক্ষা মহেশগঞ্জ ষ্টেশন হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরের দূরত্ব অনেক কম। শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে যাহাদিগকে রাণাঘাটে ট্রেণ বদল করিতে হয়, তাঁহারা রাণাঘাটে প্রাতঃ ৫-৫০, ৮-১৪, ১১-৪৬, ১৬-৪৮, ১৮-৩৯ এবং ০-৩২ মিনিটের সময় গাড়ী পাইবেন।

শান্তিপুর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে শান্তিপুর ষ্টেশনে ৫-৪০, ৯-২৯, ১২-৫৫, ১৬-৫ এবং ১৮-৪১ মিনিটের সময় ট্রেণ পাওয়া যায়।

নবদ্বীপঘাট হইতে কৃষ্ণনগর

নবদ্বীপ ঘাট—	৫-৩৫	৯-২৫	১২-১০	১৫-৩৪	১৮-৪৫
মহেশগঞ্জ—	৫-৪৩	৯-৩৩	১২-১৯	১৫-৪৩	১৮-৫৬
আমঘাটা—	৫-৪৯	৯-৩৯	১২-২৬	১৫-৪৮	১৯-৫
কৃষ্ণনগর রোড—	৬-৫	৯-৫৫	১২-৪৩	১৬-৪	১৯-২৪
কৃষ্ণনগর সিটি—	৬-১৩	১০-৩	১২-৫১	১৬-১২	১৯-৩৫

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে—ডাঃ কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম ভক্তিশাস্ত্রী এল. এম. এফ কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

শৈল বিহারে মন্ত্রীদ্বয়ের বিপত্তি

মন্ত্রী স্যার বিজয়প্রসাদ সিংহরায় ও নবাব কে, জি, এম ফারোকি এবং হ্যাপ ভ্যালি চা বাগানের স্বত্বাধিকারী মিঃ টি, পি বাড়ুয্যে দার্জ্জিলিং হইতে প্রায় ৯ মাইল দূরবর্ত্তী বাদামতাম চা বাগানের নিকট মোটর বিভ্রাটে দুর্ঘটনায় পতিত হন। মিঃ বাড়ুয্যে মোটর চালাইতেছিলেন। মোড় ঘুরিবার সময় মোটর খানি খাদে পতিত হয়। ফলে আরোহীগণ অল্পবিস্তর আহত হইয়া হাঁসপাতালে স্থানান্তরিত হন। স্যার বিজয়প্রসাদের মুখমণ্ডল সামান্য পুড়িয়া গিয়াছে। ক্ষতস্থান বাঁধিয়া দিয়া তাঁহাকে হাঁসপাতাল হইতে বিদায় দেওয়া হয়। আপাততঃ তিনি সম্পূর্ণ ভাল আছেন। নবাব ফারোকির উরু সামান্য কাটিয়া গিয়াছে। মিঃ বাড়ুয্যের দক্ষিণ হাতের কব্জা মচকাইয়া গিয়াছে। তাঁহাদিগের উভয়ের অবস্থাই সন্তোষজনক।

ইডেন হাঁসপাতালে রঞ্জনরশ্মি পরীক্ষায় জানা গিয়াছে যে, মন্ত্রী নবাব কে, জি, এম, ফারোকির বাঁ হাতে সামান্য আঘাত লাগিয়াছে। এই মোটর দুর্ঘটনার জন্য নবাব বাহাদুর আবদুল করিম গজনবী কলিকাতা যাত্রা করিতে পারেন নাই। আগামীকল্য তাঁহার জামাতা নবাব ফারোকিকে লইয়া কলিকাতায় যাত্রা করিবেন।

স্যার বিজয়প্রসাদ সিংহরায় সম্পূর্ণ সুস্থই আছেন। মিঃ টী, পি, ব্যানার্জ্জির অবস্থা তাদৃশ সন্তোষজনক নহে, তাঁহাকে চিকিৎসার জন্য কলিকাতায় প্রেরণ করা হইবে।

সর্দ্দার সিংয়ের গ্রেপ্তার

দিল্লীর এডভোকেট সর্দ্দার রঘুবীর সিংহের গ্রেপ্তার সম্পর্কে সর্দ্দার সন্ত সিং এম এল এ পলিটিক্যাল সেক্রেটারী মিঃ গ্ল্যান্সীর সহিত সাক্ষাৎ করেন। প্রকাশ, সর্দ্দার রঘুবীর সিংহ প্যাতিয়ালা রাজ্যের পুলিশের কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিবার জন্য ও মারপিট করিবার জন্য গ্রেপ্তার হইয়া ভাতিণ্ডা জেল হাজতে আবদ্ধ আছেন।

সর্দ্দার সন্ত সিংহের নিকট হইতে একখানি বিবৃতি প্রাপ্ত হইলে মিঃ গ্ল্যান্সী এতৎসম্পর্কে তদন্ত করিবার প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন বলিয়া প্রকাশ। আপত্তির অন্যতম কারণ এই যে, এডভোকেট সর্দ্দার রঘুবীর সিংকে ব্রিটীশ ভারতে গ্রেপ্তার করা হয়, তাহাকে পাতিয়ালা রাজ্যে গ্রেপ্তার করা হয় নাই।

রামগঞ্জের দাঙ্গা

ষ্টেট কাউন্সিলের তিনজন সভ্যকে লইয়া গঠিত ট্রাইবুনালের নিকট অদ্য রামগঞ্জ দাঙ্গার মামলা শুনানী আরম্ভ হয়। রাজকোর্টের মিঃ চাগদার এবং বাপনার মিঃ সজয়াম সিং হিন্দু আসামীদের পক্ষ সমর্থন করেন। উক্ত হিন্দু আসামীদের মধ্যে ৪ জনের প্রতি কুড়ি বৎসর করিয়া অপর দুইজনের প্রতি দুই বৎসর করিয়া সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হয়। বাংলার মিঃ কানোয়ারলাল ফরিয়াদী পক্ষ সমর্থন করেন।

আসামী পক্ষের কৌঁশুলি মিঃ চাগদার উক্তরূপ দণ্ডাদেশের নিন্দা করিয়া বলেন, চীফ কোর্ট জানেন যে, হিন্দুরা শান্তিপূর্ণভাবে শোভাযাত্রা গঠন কার্য্যে রত ছিল এবং ঐ সময় মুসলমানেরা একত্রিত ও সশস্ত্র হই। হিন্দুদিগকে আক্রমণ করিবার জন্য প্রস্তুত হয়। কেবল বিশম্ভর ছাড়া অপরাপর হিন্দুরা আত্মরক্ষার্থ মুসলমানদের আক্রমণ প্রতিরোধ করে। অপরাপর আসামীদের বিরুদ্ধে সাক্ষী এত অল্প যে, তদ্দ্বারা ঘটনাস্থলে ছিল কিনা তাহা প্রমাণিত হয় না। মিঃ চাগদার আরও বলেন যে, যে সকল সাক্ষী হাজির করা হইয়াছিল তাহার অধিকাংশই মিথ্যা। দায়রা জজ ও চীফকোর্ট হইতেও বলা হয় যে, ফরিয়াদী পক্ষের বিবরণ সর্ব্বতোভাবেই মিথ্যা। এবং তাঁহাদের অধিকাংশ সাক্ষীই বিশ্বাসের অযোগ্য এবং নিতান্ত দুষ্ট অপদার্থ।

সম্ভবতঃ আগামী কল্যও সওয়াল শেষ হইবে।

বাঙ্গলার হকি দলের অষ্ট্রেলিয়া হইতে নিমন্ত্রণ

গত শুক্রবার ইডেন উদ্যানে বেঙ্গল হকি এসোসিয়েশনের এক সভা হইয়া গিয়াছে। সভায় অষ্ট্রেলিয়ার মিঃ ডব্লিউ বি হাডসনের প্রস্তাব সম্বন্ধে বিবেচনা করা হয়। মিঃ হাডসন বেঙ্গল হকি এসোসিয়েশনকে আগামী বৎসর একটী শক্তিশালী ভারতীয় দল গঠন করিয়া লইয়া যাইতে অনুরোধ করিয়াছিলেন শুধু বাঙ্গলা প্রদেশকে নয়, তিনি ইণ্ডিয়ান হকি ফেডারেশনকেও ঐরূপ অনুরোধ করিয়া পাঠাইয়াছিলেন। নানা কারণ বশতঃ হকি ফেডারেশন তাঁহার প্রস্তাবে সম্মত হইতে পারেন নাই। এখানকার হকি এসোসিয়েশন বাছাই ভারতীয় খেলোয়াড় পাঠানোর সম্বন্ধে কোনরূপ দায়িত্ব লইতে সম্মত হন নাই। তবে তাঁহারা এই পর্য্যন্ত বলিতে পারেন যে, আগামী বৎসর কোন টিম পাঠান সম্ভব হইবে না। তিনি যদি বাঙ্গলার এসোসিয়েশনের নিকট প্রতিশ্রুত হন যে, তাহার টিম লইয়া যাওয়ার জন্য যোগ্য খরচপত্র বহন করিবেন, তাহা হইলে বাঙ্গলা দেশ একটি প্রাদেশিক দল পাঠাইতে পারেন. তবে এই দলের সহিত আন্তর্জ্জাতিকের কোন নামগন্ধ থাকিবে না। এই মিটিংয়ে সভাপতি মিঃ আর বি, ল্যাগডেন, মলাস, সি এ, নিউবেরি, এ সি ম্যাকরিভি, পি. মিত্র আর ম্যাকইনিস, এফ এম রসেটী পি গুপ্ত, সাওকাত আলী, এইচ এস কনোলি ও কেঃ উইঙার মিস লক্তি মেয়েদের তরফ হইতে উপস্থিত ছিলেন। মেয়েদের হকি এসোসিয়েশন বি এইচ, এ কে, অনুরোধ করিয়াছেন যে, বি এইচ এর অন্তর্ভুক্ত দলগুলি যেন বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মেয়েদের প্রাতঃকালে হকি খেলার মাঠ দিবার জন্য ছাড়িয়া দেন। এসোসিয়েশন এ সম্বন্ধ বিশেষভাবে বিবেচনা করিবেন।

অস্ত্র-শস্ত্র গুলী-বারুদের সন্ধানে

হাওড়া পুলিশ রামকৃষ্ণপুর ও শিবপুর অঞ্চলে কয়েকটী বাড়ীতে খানাতল্লাসী করিয়া কয়েকজন বাঙ্গালী যুবককে থানায় তলপ করে। তাহাদের সকলকেই ছাড়িয়া দেওয়া হয়; কিন্তু শিবপুর নিবাসী বিনোদ বিহারী গুপ্ত এম, এস. সিং নামক জনৈক যুবককে হাজতে রাখা হয়। এরূপ প্রকাশ যে, অস্ত্রশস্ত্র ও গুলীবারুদের সন্ধানে ঐসব স্থানে খানাতল্লাসী হইয়াছিল। সন্দেহজনক কিছুই পাওয়া যায় নাই বলিয়া প্রকাশ।

মাল্টায় শাসনতন্ত্রগত অধিকার হরণ

মন্ত্রিমণ্ডলী ও পার্লামেণ্টের সমস্ত ক্ষমতা গবর্ণরের হস্তে অর্পণ করিয়া একটি ঘোষণা জারী করা হইয়াছে। রাষ্ট্রতন্ত্র অস্থায়ীভাবে বাতিল করিয়া দেওয়ার ফলে কোন গোলযোগ হয় নাই এবং সেদিনকার ঘটনাবলীতে মাল্টা দ্বীপের অধিবাসীদিগের উদাসীনতাতে প্রতীয়মান হয় যে, শিক্ষার ভাষা সংক্রান্ত বিষয়ে মাল্টার খুব কম অধিবাসীই আগ্রহান্বিত। মাল্টার অধিবাসীদের মধ্যে শতকরা ১২ জন মাত্র ইটালীয় ভাষায় কথাবার্ত্তা কহে, কিন্তু জাতীয় মন্ত্রিমণ্ডলী ইটালীয় ভাষাপন্ন করিবার নীতি অবলম্বন করিয়াছিলেন। কারণ কয়েকটি বৃত্তিধারী শিক্ষালয়ে ভর্ত্তি হইবার জন্য ইটালীয় ভাষা বাধ্যতামূলক করা হইয়াছিল এবং প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকের শিক্ষা লাভার্থ ইটালীতে প্রেরণ করা হইয়াছিল ছোট ছোট সরকারী পদসমূহের জন্য পরীক্ষার ইটালীয় ভাষাকে অন্যতম বাধ্যমূলক বিষয় করা হইয়াছিল।

সম্পাদকের আপীল অগ্রাহ্য

প্রেস আইন অনুসারে 'জমিদার' পত্রের নিকট হইতে গবর্ণমেণ্ট ২০০০৲ টাকা জামানত আদায় করিয়াছেন। উক্ত পত্রের ইংরাজী ক্রোড়পত্রে 'পুলিশ বিভাগের অভিযোগ' শীর্ষক একটী প্রবন্ধ প্রকাশের ফলে ঐ জামানত বাজেয়াপ্ত করা হয়। 'জমিদারের' সম্পাদক, মুদ্রাকর ও প্রকাশক মৌলানা আখতার আলী খাঁ হাইকোর্টে আপীল করিয়াছিলেন। হাইকোর্টের ফুল বেঞ্চে আপীলের শুনানী হয়। ফুল বেঞ্চের অধিকাংশ বিচারপতি একমত হইয়া মৌলানা সাহেবের আপীল অগ্রাহ্য করিয়াছেন।

তারের ঠিকানা— "শ্রীধাম" নবদ্বীপ
ডাকের ঠিকানা—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

দৈনিক

REG. C1544

নদীয়া প্রকাশ

THE
NADIA-PRAKASH

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩৷০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার স্বতন্ত্র।

সাহায্যের হার
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৷০
মাসিক ১৲
নগদ
প্রতি সংখ্যা ৵৫

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৮ম খণ্ড । সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বেদান্তবাচস্পতি [২০৭শ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর— ২৩শে কার্ত্তিক বৃহস্পতিবার ১৩৪০, ৯ই নভেম্বর ১৯৩৩

চুঁচুড়ায় ডাকাতি

এইরূপ সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে, রাত্রি ২-৩০ মিনিটের সময় লালাজী রাউৎ নামক একজন স্থানীয় ব্যবসায়ী দরজার আঘাতের শব্দে জাগ্রত হইয়া দেখিতে পায় যে, লাঠি মশাল ইত্যাদি সহ প্রায় ১০ জন লোক দরজা ভাঙ্গিয়া তাহার ঘরে প্রবেশ করিয়াছে, ডাকাতগণ তাহাকে ধাক্কা মারিয়া ফেলিয়া দিয়া মূল্যবান গহনাপত্র কোথায় জিজ্ঞাসা করে।

অতঃপর ডাকাতের দল টাকা পয়সা এবং অলঙ্কার ইত্যাদিতে প্রায় ৩৬৫৲ লইয়া প্রস্থান করে। রাউৎকে রক্ষা করিতে আসিলে তাহার বাড়ীর অনেক ব্যক্তিকে ডাকাতগণ প্রহার করে।

তখন পুলিশ ও অপরাপর অনেক লোক বাহিরে একত্র হয়, কিন্তু ডাকাতগণ অপহৃত মালসহ বেগে বাহির হইয়া রেল লাইনের ধার দিয়া পলায়ন করে। পুলিশ ও গ্রামবাসী ডাকাতগণকে অনুসরণ করিয়াছিল।

ডাকাতের দল সমস্ত রাস্তা ঢিল ছুড়িতে ছুড়িতে নিরাপদে পলায়ন করে। অনুসন্ধান চলিতেছে কিন্তু এপর্য্যন্ত কাহাকেও গ্রেপ্তার করা হয় নাই।

লাহোরে কৌতুক-প্রদ ঘটনা

লাহোর সহরে এক মুসলমান পাড়ায় সেদিন এক হাসির ঘটা পড়িয়া যায়। নিহত শিশুর মৃতদেহের খোঁজে আসিয়া এক দারোগা জবাই করা একটী মুরগী বস্ত্রাভ্যন্তর হইতে আবিষ্কার করায় সমবেত জনগণের মধ্যে হাসির রোল উঠে।

প্রকাশ, কোনও এক সাব্ইন্স্পেক্টরকে সংবাদ দেয় যে, এক হৃদয়হীনা রমণী তাহার শিশুকে হত্যা করিয়া ফেলিয়া দিয়াছে। অতএব ৩০২ ধারানুসারে মামলার আশায় উক্ত সাবইন্স্পেক্টর কয়েকজন পুলিশ সঙ্গে লইয়া ঘটনাস্থলে উপস্থিত হন। অনৈক কনেষ্টবল একটি কাপড়ের পুঁটুলী কুড়াইয়া লয় এবং উহার মধ্যে নিহত শিশুর দেহ আছে মনে করিয়া সাব্ইন্স্পেক্টর রিপোর্ট লিখিবার জন্য প্রস্তুত হন। সঙ্গে সঙ্গেই পুঁটুলী খুলিয়া ফেলা হইলে দেখা যায় উহার মধ্যে একটা জবাই করা মুরগী রহিয়াছে। তদ্দৃষ্টে সমবেত সকলেই উচ্চহাস্য করিয়া উঠে এবং দারোগা সাহেবও তাহাদের সহিত হাসিতে যোগ দেন।

পীড়িত বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদ

বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদ পাটনা জেনারেল হাঁসপাতালের পে'য়িং ওয়ার্ডের একটি ব্লকে অবস্থান করিতেছেন। তাঁহার পত্নী, তাঁহার বৌদি, একজন চাকর ও একজন পুরুষ পরিচর্য্যাকারীকে তাঁহার কাছে থাকিবার অনুমতি দেওয়া হইয়াছে। তাঁহার সহিত সাক্ষাৎকারের নিয়ম জেল আইন অনুসারে বাধাবাধিভাবে নিয়ন্ত্রিত করা হইবে। কেবল মাত্র রবিবারে সাক্ষাৎকারের অনুমতি দেওয়া হইবে এবং উহা কেবল মাত্র আত্মীয় স্বজনকেই দেওয়া হইবে। যদিও তাঁহার স্বাস্থ্য মোটেও সন্তোষ জনক নহে, তবুও তাঁহার অবস্থা সম্পর্কে ব্যস্ত হইবার কোন কারণ নাই। তাঁহার দেহের ওজন সামান্য হ্রাস পাইয়াছে। জেলে তাঁহার অসুখ বৃদ্ধি পাওয়াতে মনে হয় যে, তাঁহার অবস্থা মোটেই ভাল বলা যায় না। সুদীর্ঘকালের জন্য অভিজ্ঞ চিকিৎসকগণের দ্বারা তাঁহাকে চিকিৎসা করার প্রয়োজন।

বিধবা ও অপর এক যুবক ধৃত

কাননগো পাড়ায় সংশোধিত ফৌজদারী আইনের ফেরারী আসামী বলিয়া অভিহিত সুশীল দে'র গ্রেপ্তার সম্পর্কে পরবর্ত্তী সংবাদে প্রকাশ যে, স্বর্গীয় রমেশচন্দ্র দে'র বিধবা পত্নী বিনোদিনীর বাড়ী হইতে পলায়ন করিবার সময় তাহাকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। বিনোদিনীকেও গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। সুশীলের গ্রেপ্তারের নিমিত্ত ১০০৲ টাকা কিম্বা ৫০৲ টাকা পুরস্কার ঘোষণা করা হইয়াছিল, তাহা সঠিক জানা যায় নাই।

তাহাদিগকে সহরে আনিয়া সদর মহকুমা হাকিমের সম্মুখে উপস্থিত করা হয়। কিন্তু হাকিম তাহাদিগকে আগামী ১৫ই নবেম্বর পর্য্যন্ত হাজতবাসের আদেশ দিয়াছেন।

উক্ত কাননগোপাড়া গ্রামেই এই সম্পর্কে মাধব ভট্টাচার্য্য নামক আর একটী যুবককে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

প্রকাশ, বিধবার বাড়ীতে একটি রিভলভার ও কয়েকটী কার্ত্তুজ ছাড়া নাকি কতকগুলি সন্দেহজনক কাগজপত্রও হস্তগত হইয়াছে। এই সম্পর্কে আরও তদন্ত চলিতেছে।

ডাঃ হার্দ্দিকরের পীড়া

ভারতের সেবাদল আন্দোলনের নেতা ডাঃ হার্দ্দিকর এপেণ্ডিসাইটিস রোগে আক্রান্ত হইয়াছেন, সেদিন ডাঃ কে, ই, এম, হাঁসপাতালে তাঁহাকে অস্ত্রোপচার করিয়াছেন উহা সাফল্যজনক হইয়াছে।

হাঁসপাতালে বন্দী

পাবনায় রাজবন্দী ভূপতিনাথ দে'কে এই জিলায় সালানপুর গ্রামে অন্তরীণ করা হইয়াছিল। তাঁহাকে জেলার হাঁসপাতালে স্থানান্তরিত করা হইয়াছে। তিনি ড্রাই-প্লুরিসি ও তৎসহ জ্বরে ভুগিতেছেন। স্মরণ থাকিতে পারে, একবৎসর পূর্ব্বে শ্রীযুত দে'কে এখানে আনা হইয়াছিল। তখন তিনি হৃদরোগে ভুগিতেছিলেন।

ময়মনসিংহের রাজবন্দী অশোকলাল মজুমদার ম্যালেরিয়ায় ভুগিতেছেন। তাঁহাকেও উক্ত হাসপাতালে আনা হইয়াছে।

এক্ষণে মোট তিনজন জেলার হাঁসপাতালে চিকিৎসিত হইতেছেন। তৃতীয় ব্যক্তির নাম—বিভূতিভূষণ গাঙ্গুলী তাঁহাকে গত ২৩শে অক্টোবর হাঁসপাতালে স্থানান্তরিত করা হইয়াছে।

সর্পাঘাতে মৃত্যু

মেদিনীপুর জেলায় এবৎসর সবঙ্গ থানার অনেক স্থানে সর্পাঘাত হইতেছে এই সংবাদ এখন পাওয়া যাইতেছে। অতিবর্ষণের জন্য বাধ্য হইয়া বিষধর সর্পকে লোকালয়ে আশ্রয় লইতে হইয়াছে; সেজন্য এত বেশী সর্পাঘাতের সংবাদ পাওয়া যাইতেছে। রামভদ্রপুর গ্রামের শ্রীভুবন পাত্রের স্ত্রী গত ২৭শে অক্টোবর রাত্রে সর্পাঘাতে প্রাণ হারাইয়াছে। এই থানায় নেধুয়া গ্রামেও একজন প্রাণ হারাইয়াছে।

আসামে বাঙ্গলার গভর্ণর

প্রকাশ যে, বাঙ্গলার গভর্ণর স্যার জন এণ্ডারসন ৩রা নবেম্বর তারিখে শিলং আগমন করিবেন। তিনি এখানে চারিদিন অবস্থান করিবেন।

ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

২৩শে কার্ত্তিক বৃহস্পতিবার, ১৩৪০

চিরদিন কখনও সমানে না যায়।

সংসার চক্রের অদ্ভুত পরিবর্ত্তন। সুখ দুঃখ এই চক্রের দুইটী পার্শ্ব। তাহারা ঘুরিয়া ফিরিয়া পুনঃ পুনঃ উদিত হইতেছে। তজ্জন্যে শাস্ত্র বলেন, চক্রবৎ পরিবর্ত্তন্তে 'সুখানি চ দুঃখানি চ।' মানব একদিন রাজা, একদিন ভিখারী, একদিন ধনী, এক দিন নির্ধন একদিন সবল একদিন ক্ষীণকায় একদিন ধরণীর একচ্ছত্র সম্রাট, আর একদিন তরুতলাশ্রয়ী ভিক্ষান্নভোজী পথের কাঙ্গাল. এক দিন যেস্থান সুরম্যসৌধ সমন্বিত মহানগরী, অন্যদিন তাহা জন মানব শূন্য শৃগাল কুকুর প্রভৃতি শবাহারী প্রাণীপরিপূরিত ভীষণ শ্মশান। একদিন পত্রপুষ্পফল সমন্বিত বিটপীপূর্ণ সুরম্য বিলাসোদ্যান, অন্যদিন তাহা প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ডকর-তপ্ত বালুকাপূর্ণ জলাশয় শূন্য ধূ ধূ মরুপ্রান্তর জগতের এইসব অদ্ভুত পরিবর্ত্তন দেখিলে অত্যন্ত বিস্মিত হইতে হয়। তবুও আমরা এই পরিবর্ত্তন শীল জগতে নিত্য পরিবর্ত্তনের বস্তুগুলিকে চিরদিনের বলিয়া আঁকড়াইয়া ধরিতেছি। প্রতি মুহূর্ত্তে ইহার অসংখ্য প্রমাণ সংগৃহীত হয়। প্রমাণ স্বরূপ দুইটী একটী ঘটনা পাঠকবর্গকে নিবেদন করিতেছি। যমুনাতটস্থ সুপ্রসিদ্ধ আগরা নগরীর সুরম্য তাজমহল ও দুর্ভেদ্য দুর্গ অনেকেই দর্শন করিয়াছেন প্রবল পরাক্রান্ত মোগল সম্রাট সাজাহানের ইহা অতুলনীয় কীর্ত্তি। যাঁহাদের ভয়ে এক দিন কথায় বলে যে "বাঘে বলদে জল খায়" সেখানে তাহাও সংঘটিত হইত, ইহা সকলেই অবগত আছেন। কিন্তু বর্ত্তমানে সেইস্থান জনমানবশূন্য হইয়া মর্কটের আবাস ভূমিতে পরিণত হইয়াছে। কি অদ্ভুত পরিবর্ত্তন কোটী কণ্ঠ নিনাদিত পম্পানগরী দিবসের মধ্যে মহা-শ্মশানে পরিণত হইয়াছিল! বর্ত্তমানেও রোমনগরীর উপকণ্ঠে একজন বলিষ্ঠ দেহ নাতিদীর্ঘ বিশাল স্কন্ধ গৌর বর্ণাকৃতি ব্যক্তিকে পাদচারণা করিতে দেখা যায়, তাহার পদক্ষেপ কখন দ্রুত, কখনও ধীর এবং দৃষ্টি সম্মুখস্থ প্রাঙ্গনের দিকে নিবদ্ধ। সমস্ত রাজকীয় নিরাপত্তাদিগের মধ্যে ইঁহাকেই অদৃষ্ট ভীষণ পীড়ন করিতেছে। এই ভাগ্যহীন ব্যক্তি আর কেহ নহে, ভূতপূর্ব্ব আফগানরাজ আমানুল্লা। বর্ত্তমানের এই প্রকার দৃষ্টান্ত অসংখ্য। এইরূপ পরিবর্ত্তনের বহু বিষয় পাঠকবৃন্দ অবগত আছেন, তবে স্মরণের জন্য নিবেদন করিতেছি। "যাদিনসা দিন নাহি রহে গা।"

উদ্ভিদ্-রোগে অন্তর্নিক্ষেপ

(১)

অন্তর্নিক্ষেপ (ইন্‌জেক্‌সন) করিয়া মনুষ্য দেহে ঔষধ-প্রয়োগের বিধি যে অতি পুরাতন, আমাদের আয়ুর্ব্বেদ-শাস্ত্রোক্ত 'সূচিকাভরণ' তাহার প্রকৃষ্ট নিদর্শন। অধুনা পাশ্চাত্য-চিকিৎসাশাস্ত্রে এই অন্তর্নিক্ষেপ-প্রণালীর প্রয়োগ-বিধি নানাভাবেই উৎকর্ষ-লাভ করিয়াছে; এবং ইহা অধিকাংশ রোগ-উপশমেই ব্যবহৃত হইতেছে। বস্তুতঃ, ভক্ষিত-ঔষধ অপেক্ষা অন্তঃপ্রবিষ্ট তরল-ঔষধ বা ইন্‌জেক্‌শন অতি দ্রুত কার্য্যকরী হইয়া থাকে। ভক্ষিত-ঔষধকে অনেক পরিবর্ত্তনের মধ্য দিয়া যাইতে হয়; কাজেই তাহার ক্রিয়াও অতি মন্থর। কিন্তু অন্তঃপ্রবিষ্ট তরল ঔষধ বা ইন্‌জেক্‌শন প্রত্যক্ষভাবে শরীরের রক্ত-চলাচলের সঙ্গে মিশ্রিত হওয়ায়, তাহার কার্য্য অতি দ্রুত হইয়া থাকে। এতাবৎকাল ইন্‌জেকশন মনুষ্য ও মনুষ্যেতর পশুর চিকিৎসাতেই আবদ্ধ ছিল; কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে ইহা উদ্ভিদ্ রোগেও ব্যবহৃত হইতেছে। ইন্‌জেকশন বা অন্তঃপ্রবিষ্ট তরল ঔষধ, অনেক স্থলেই উদ্ভিদের রোগ উপশমের পক্ষেও বিশেষ ফলপ্রদ হইতেছে।

ক্যালিফর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডঃ সি, বি, লিপম্যান কতকগুলি পাণ্ডু-রোগগ্রস্ত লেবুগাছের কাণ্ডে হীরাকষদ্রব অন্তর্নিক্ষেপ করিয়া উহাদিগকে নিরাময় করিয়াছেন। কলিকাতার কারমাইকেল মেডিকেল কলেজের উদ্ভিদ্‌তত্ত্বের অধ্যাপক ডাঃ এস, আর, বসু, ডি-এস্ সি, এফ-আর, এস্-ই, এফ-এল-এস, পাণ্ডুরোগাক্রান্ত লজ্জাবতী ও অন্যান্য গাছে হীরাকষ দ্রব প্রবেশ করাইয়া, উহাদিগকে সবুজে পরিণত করিয়াছেন। তাঁহার গবেষণা ও কৃতকার্য্যতা সম্বন্ধে আলোচনা করিবার পূর্ব্বে, আমরা একণে উদ্ভিদের পাণ্ডুরোগ সম্বন্ধেই কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব।

মনুষ্য ও উদ্ভিদের পাণ্ডুরোগ মূল : এক নহে। উভয়ের এই রোগোৎপত্তির কারণ-গত কোন সম্বন্ধ না থাকিলেও, রোগাক্রান্ত হইলে উভয়েরই দেহের স্বাভাবিক বর্ণ নষ্ট হইয়া যায়। মানুষের পাণ্ডুরোগে যকৃতের ক্রিয়া বৈষম্য বশতঃ পিত্ত শোধিত না হইয়া রক্তে রহিয়া যাওয়ায় (যকৃৎ রক্ত হইতে পিত্ত শোষণ করিয়া লয়। এই পিত্ত যকৃৎ হইতে অন্ত্রে স্রবিত হইয়া মল-মূত্রাদির সহিত বহির্গত হইয়া থাকে), রক্তের লালিমা হ্রাস পায় বা নষ্ট হইয়া যায়। ইহাতেই পাণ্ডুরোগ উৎপন্ন হয়; এবং রোগীর গাত্রত্বক, চক্ষুর শ্বেতাংশ, নখমূল ও মূত্র হরিদ্রাবর্ণ ধারণ করে। এই রোগ উৎকট হইলে প্রায়ই রোগীর মৃত্যু ঘটে। উদ্ভিদের পাণ্ডুরোগের কারণ আমরা পরে নির্দ্দেশ করিব। তবে এইমাত্র বলা যাইতে পারে যে, পাণ্ডুরোগে উদ্ভিদের সবুজপদার্থ বা 'ক্লোরোফিল' জন্মিতে না পারায়, উহার পত্র ও কাণ্ডের সমস্ত সবুজাংশ নষ্ট হইয়া যায় এবং ঐ সকল অংশ একেবারে শ্বেত বা ঈষৎ হরিদ্রাভ-বর্ণ ধারণ করে। উভয়ের এইরূপ বাহ্যিক সৌসাদৃশ্যের জন্যই উদ্ভিদের ক্লোরোসিস্ রোগকেও 'পাণ্ডুরোগ' নামেই অভিহিত করা হইল।

উদ্ভিদের কোষবিশেষে 'ক্লোরোফিল' নামক একপ্রকার ক্ষুদ্র গোলাকার সবুজ-পদার্থের অস্তিত্বই উহার পত্র ও অন্যান্য অংশের সবুজবর্ণধারণের মুখ্যকারণ। এই ক্লোরোফিল' ঠিক সবুজবর্ণ নহে; ইহা নীল ও সবুজ এবং হরিৎ ও সবুজ—এই দুইটি বর্ণের সংমিশ্রণে গঠিত। উদ্ভিদ্-পত্রেই 'ক্লোরোফিল' অধিক পরিমাণে রহে বলিয়া, ইহাকে 'পত্রহরিৎ' নামেও অভিহিত করা হয়। দিবাভাগে সৌরতেজ শোষণ করিয়া বায়ু হইতে গৃহীত অঙ্গারজান ও মৃত্তিকা হইতে বাহিত জল হইতে উদ্ভিদ্ খাদ্য প্রস্তুত করিয়া থাকে; এবং সেই খাদ্য উদ্ভিদের বিভিন্ন অংশে সরবরাহ করে। ক্লোরোফিল বা পত্রহরিতেই উদ্ভিদের প্রথম শক্তির উন্মেষ; এবং এই শক্তি সৌররশ্মি হইতে প্রাপ্ত ও সঞ্চিত। এ কারণে, পত্রহরিতের বর্ত্তমানেই উদ্ভিদের জীবনধারণ ও দেহ-গঠন সম্ভব হয়। পত্রহরিতের অভাব ঘটিলে, অঙ্কুরোদ্গত উদ্ভিদ্ বীজ অথবা মূলাদিতে সঞ্চিত খাদ্যভাণ্ডার নিঃশেষ করিয়া কিছুদিন জীবিত রহিতে পারে সত্য, কিন্তু বাহিরের বস্তু হইতে খাদ্য প্রস্তুত করিবার ক্ষমতা না থাকায়, ঐ সঞ্চিত-ভাণ্ডারের খাদ্য শেষ হইলেই, তাহারা খাদ্যের অভাবে মরিয়া যাইবে।

'ক্লোরোফিল' জন্মিতে আলো, বাতাস, উপযুক্ত উত্তাপ ও লৌহের প্রয়োজন হয়। আলোর অভাবে বা অন্ধকারে উদ্ভিদ্ জন্মিলে, উহাতে ক্লোরোফিলের পরিবর্ত্তে 'ইটিওলিন্' নামক একপ্রকার পদার্থ জন্মে তজ্জন্যই উদ্ভিদের সর্ব্বাংশই ঈষৎ হরিদ্রাবর্ণ ধারণ করে। এইরূপ উদ্ভিদকে 'বিবর্ণ-উদ্ভিদ্' বলা হয়। আলোর অভাবে পাণ্ডু-বর্ণধারণ করিলেও, বিবর্ণ-উদ্ভিদের সঙ্গে উদ্ভিদের 'ক্লোরোসিস' বা বর্ত্তমান প্রবন্ধের পাণ্ডু-রোগের কোনও সম্বন্ধ নাই। বিবর্ণ-উদ্ভিদকে আলোকে রাখিয়া দিলেই, উহা পাণ্ডুবর্ণ পরিহারপূর্ব্বক সবুজবর্ণ প্রাপ্ত হয়। বায়ু ও উপযুক্ত উত্তাপ ব্যতীত ক্লোরোফিল জন্মে না বলিয়া, বায়ু ও আবশ্যকানুরূপ উত্তাপের অভাবেও উদ্ভিদ্ পাণ্ডুবর্ণের হইতে পারে। কিন্তু ঐরূপ বিকৃত-বর্ণের সঙ্গেও বর্ত্তমান প্রবন্ধের পাণ্ডুরোগের সম্বন্ধ নাই।

আলো, বাতাস ও উত্তাপের অভাবে উদ্ভিদ্ যেরূপ পাণ্ডুবর্ণ ধারণ করে, লৌহের অভাবেও সেইরূপ উদ্ভিদ্‌পত্রে ও কাণ্ডে ক্লোরোফিল জন্মে না বলিয়া, সেই সকল অংশ শ্বেত বা ঈষৎ হরিদ্রাভ-বর্ণ প্রাপ্ত হয়। লৌহের অভাবে উক্তরূপ বিবর্ণ হইয়া যাওয়াতেই উদ্ভিদের 'ক্লোরোসিস' রোগ জন্মে; উহাই আলোচ্য পাণ্ডুরোগের কারণ।

উদ্ভিদ্-দেহে লৌহ না রহিলে 'ক্লোরোফিল' বা পত্রহরিৎ জন্মে না সত্য, কিন্তু উহাকে বিভক্ত করিলে, উহার মধ্যে লৌহ পাওয়া যায় না। 'হাইড্রোজেন' 'অক্সিজেন' 'নাইট্রোজেন' 'কার্ব্বণ' ও ম্যাগ্নেসিয়াম্' এই কএকটি উপাদানেই ক্লোরোফিল গঠিত। লৌহ 'ক্লোরোফিল' গঠনে সহায়কমাত্র, ইহার অংশভুক্ত নহে।

বহুদিন পূর্ব্বেই উদ্ভিদের পাণ্ডুরোগ উদ্ভিদ্‌তত্ত্ববিদ্‌দের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল; এবং লৌহের অভাবই যে এই রোগের কারণ, তাহাও তাঁহারা আবিষ্কার করিয়াছিলেন। এমন কি, উদ্ভিদে 'ক্লোরোফিল' বা পত্রহরিৎ জন্মিতে যে খুব অল্প মাত্র লৌহের প্রয়োজন হয়, তাহাও তাঁহারা পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছিলেন। উদ্ভিদ্-তত্ত্ববিদ স্যাক্‌স্ পাণ্ডুর উদ্ভিদের পত্রের উপর লৌহমিশ্রিত জল ছিটাইয়া দিয়া, উহা সাধারণ সবুজ উদ্ভিদে পরিণত করিয়াছিলেন। তদ্ভিন্ন, তিনি 'আয়রণ ক্লোরাইড' এবং 'আয়রণ সাল্‌ফেট্' অন্তর্নিক্ষেপ করিয়াও এই রোগ নিরাময় করিয়াছিলেন। তাঁহার সিদ্ধান্ত অনুসারে, অধিক পরিমাণে লৌহ এই রোগ নিরাময়ে অসমর্থ। ক্লোরোফিল গঠন করিতে যে অতি সামান্য পরিমাণে লৌহের প্রয়োজন হয়, তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। এই অল্পতার পরিমাণ যে কত ক্ষুদ্র হইতে পারে, তাহা পূর্ব্বোল্লিখিত ডঃ বসুর গবেষণা হইতেই জানিতে পারা যাইবে। তাঁহার মতে, লৌহ বিশেষভাবে বিভক্ত হইলে, তাহার অতিক্ষুদ্রতম-অংশই 'ক্লোরোফিল' গঠনে বা পাণ্ডুরোগ নিরাময়ে প্রয়োজন হয়।

ডাঃ বসু সর্ব্বাগ্রে পাণ্ডুরোগাক্রান্ত লজ্জাবতীগাছ লইয়াই পরীক্ষা কার্য্য আরম্ভ করিয়াছিলেন। তিনি শতকরা ২৫ ভাগ হীরাকষ জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া, তাহাই রোগগ্রস্ত গাছের কাণ্ডে অন্তর্নিক্ষেপ করেন। এই কার্য্যে তিনি ইস্পাত নির্ম্মিত অধস্ত্বকসম্বন্ধীয় (হাইপোডারমিক) সূচি ব্যবহার করিয়াছিলেন।

জয়ন্তঃ

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে ॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে ॥

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক
— পারমার্থিক পত্র —
শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশ
তনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনম্,
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা ;
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং
প্রেমা পুমর্থো মহান্,
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং
তত্রাদরো নঃ পরঃ ॥

৮ম বর্ষ } ৭ কেশব গৌরাব্দ ৪৪৭, ২৩শে কার্ত্তিক বঙ্গাব্দ ১৩৪০, ৯ই নভেম্বর ইং ১৯৩৩, বৃহস্পতিবার { ২০৯তম সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

পাটনা হইতে প্রেরিত নিজস্বসংবাদদাতার পত্রে প্রকাশ, প্রত্যহ বহুসংখ্যক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি বাঁকিপুর কদম-কূয়াস্থ শ্রীগৌড়ীয়মঠ অফিসে উপস্থিত হইয়া শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমুখে হরিকথা শ্রবণ-পূর্ব্বক জীবন ধন্য করিতেছেন। গত ৩রা নভেম্বর প্রাতে বিহার, উড়িষ্যা ও ছোটনাগপুরের পূর্ত্ত-বিভাগের সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট কলিকাতা নারিকেল-ডাঙ্গা-নিবাসী শ্রীযুক্ত গণেশচন্দ্র চন্দ ও পাটনার ডিপুটী কালেক্টর শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র সোম মহাশয়দ্বয় এবং অপরাহ্ণে পাটনা হাইকোর্টের ভূতপূর্ব্ব জজ, ব্যারিষ্টার মিঃ পি, আর, দাস ও পাটনা হাইকোর্টের য়্যাডভোকেট শ্রীযুক্ত নবদ্বীপচন্দ্র ঘোষ এম্-এ, বি-এল মহাশয়দ্বয় শ্রীল প্রভুপাদের পাদপদ্মে উপস্থিত হইয়া দেড়ঘণ্টারও অধিক কাল হরিকথা শ্রবণ করিয়াছেন।

শ্রীল প্রভুপাদ গত ২৯শে অক্টোবর ডিপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট রায় বাহাদুর অমরেন্দ্রনাথ দাস, পাটনার ডিষ্ট্রিক্ট রেজিষ্ট্রার শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র কোয়ারিয়া, য়্যাডভোকেট নীরোদচন্দ্র রায় মহাশয়গণের নিকট সুদীর্ঘ ৩ ঘণ্টাকাল হরিকথা কীর্ত্তন করিয়াছেন।

পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবিলাস গভস্তিনেমি মহারাজ পরমারাধ্য শ্রীশ্রীমদ্ প্রভুপাদ কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া বম্বে গৌড়ীয় মঠে অবস্থান পূর্ব্বক শ্রীমঠে ও সহরের বিশিষ্ট জনগণের বাটীতে শ্রীমদ্ ভাগবত ব্যাখ্যা ও কীর্ত্তন দ্বারা শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচার করিতেছেন। স্থানীয় সংবাদপত্র-সমূহ স্বামীজীর আগমন ও প্রচারবার্ত্তা ঘোষণা করায় বহু ভাগ্যবান্ ব্যক্তি তাঁহার অপূর্ব্ব ভাগবত-ব্যাখ্যা শ্রবণার্থ সমাগত হইতেছেন। প্রতি বৃহস্পতিবার ও রবিবার মঠে পাঠ ও কীর্ত্তন নিয়মিতভাবে হইতেছে।

সিন্ধ, কারাচি ও হাইদ্রাবাদ প্রভৃতি স্থান হইতেও বিশিষ্ট জনগণ তাঁহাদের দেশে শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচারার্থ স্বামীজীকে সাদরে আহ্বান করিতেছেন। দাদার, আন্ধেরি প্রভৃতি নগরোপকণ্ঠ-সমূহে প্রচারার্থ আহূত হইয়া স্বামীজী তথায় সগণে শ্রীমদ্ ভাগবত ব্যাখ্যা ও কীর্ত্তন করেন। সকলেই স্বামীজীর হৃদয়গ্রাহী ব্যাখ্যা ও কীর্ত্তন শ্রবণ করিয়া উত্তরোত্তর আকৃষ্ট হইতেছেন।

গত ১২ই কার্ত্তিক রবিবার দিবস কাশীস্থ শ্রীসনাতন-গৌড়ীয়মঠে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ গৌরকিশোর দাস বাবাজী মহারাজের বিরহ-তিথি-উপলক্ষে উষঃকীর্ত্তন, এবং অপরাহ্ণে "পরম গুর্ব্বষ্টকম্" গীত হইবার পর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ শ্রীশ্রীল পরমহংস বাবাজী মহারাজের শ্রীপাদপদ্ম স্মরণ পূর্ব্বক সমাগত বহু ব্যক্তির নিকট তাঁহার অতিমর্ত্ত্য চরিত্রের কথা কীর্ত্তন করেন। এতৎ-প্রসঙ্গে তিনি বৈষ্ণবের জাতি-জন্মাদির অভাব, জগদ্গুরুত্ব, সর্ব্ব-পূজ্যত্ব, ভগবৎপ্রিয়তমত্ব, বিবিক্তানন্দী-গোষ্ঠানন্দী বৈষ্ণব, বাবাজী মহারাজের আদর্শ-বৈরাগ্য, আচারমুখে প্রচার এবং পরমারাধ্য শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মের মহিমার কথা বর্ণন করেন।

শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ গৌরকিশোর দাস গোস্বামী মহারাজের বিরহ-তিথিপূজা ও মহামহোৎসব শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের নির্দ্দেশানুসারে শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠের প্রতিষ্ঠাকাল হইতে প্রতিবৎসরই মঠের বার্ষিক মহামহোৎসবের বিশিষ্ট উৎসবরূপে অনুষ্ঠিত হইয়া আসিতেছে। এবৎসর এই সময় বার্ষিক-উৎসব অনুষ্ঠিত না হইলেও শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের কৃপায় শ্রীশ্রীগৌরকিশোর দাসগোস্বামী পরম গুরুদেবের বিরহতিথিপূজা ও মহামহোৎসব বিশেষ সাফল্যের সহিত সুসম্পন্ন হইয়াছে।

শ্রীউত্থানৈকাদশী হরিবাসরের মধ্যে বিশেষ রূপে চিহ্নিতা, তদুপরি আবার অপ্রাকৃত শ্রীহরিজন শ্রীশ্রীল গৌরকিশোর প্রভুর বিরহ তিথি বলিয়া একাধারে শ্রীহরিজন-তিথিরূপে সর্ব্বসজ্জন-বন্দিতা হইয়াছেন ঐ দিবস ব্রাহ্মমুহূর্ত্ত হইতে শ্রীগুরু ও গৌরভজনের বন্দনাকে গৌরচন্দ্রিকা করিয়া অহোরাত্র সংকীর্ত্তনযজ্ঞ আরম্ভ হইয়াছিল। এতদ্ব্যতীত শ্রীমঠের সেবকবৃন্দ শ্রীচৈতন্য-ভাগবত পাঠ করিতেছিলেন। সন্ধ্যারাত্রিকের পর আচার্য্য পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ পর-বিদ্যালঙ্কার ভক্তিশাস্ত্রী মহোদয় শ্রীশ্রীগৌর-কিশোর-বিরহ-উৎসব-উপলক্ষে একটী সার-গর্ভ বক্তৃতা প্রদান করিয়া প্রত্যেকের হৃদয়ট আকর্ষণ করিয়াছিলেন। অতি সরল ভাষায় প্রদত্ত আচার্য্য বিদ্যালঙ্কার মহাশয়ের বক্তৃতা একদিকে যেমন সর্ব্বহৃদয়গ্রাহিণী হইয়াছিল অপর দিকে তেমনই তাঁহার সেবা ও আচরণময় জীবন উড্ডীয়মান বৈজয়ন্তী বিস্তার করিয়া তাঁহার উক্তিগুলিকে সকলের হৃদয়ফলকে অঙ্কিত করিয়া দিয়াছিল। সভায় ঢাকা সহরের অনেক পণ্ডিত ও বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। পণ্ডিত শ্রীযুত রাধাগোবিন্দ কাব্যতীর্থ মহাশয়ের সুললিত কীর্ত্তন বৈষ্ণব ও সাধারণ সকলেরই আনন্দবর্দ্ধক হইয়াছিল।

ঐ দিবস অপরাহ্ণ হইতে তৎপর-দিবস রাত্রিকাল পর্য্যন্ত শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠে বিপুল লোকস্রোত প্রবাহিত হইয়াছিল। পারণের দিন একটী বিরাট মহামহোৎসব অনুষ্ঠিত হয় ও সকলকে বিচিত্র মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়। মহামহোৎসবের সেবাকার্য্যে ব্রহ্মচারী শ্রীহরেরাম ভক্তিশাস্ত্রী, ব্রহ্মচারী শ্রীমহাপ্রভুদাসজী, শ্রীযুক্ত হরিবিনোদ দাসাধিকারী, শ্রীযুক্ত প্যারীমোহন দাসগুপ্ত, শ্রীযুক্ত সুপ্রসন্ন দাসাধিকারী, শ্রীযুক্ত শিবেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত বি-এ, শ্রীযুক্ত নবযোগেন্দ্র দাসাধিকারী এবং মনোমোহন প্রেসের সত্ত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত বিরাজমোহন দে ভক্তিভূষণ, ভক্ত শ্রীজগবন্ধু, ভক্ত শ্রীশ্যামাচরণ ও ভক্ত শ্রীব্রজকিশোর প্রমুখ ব্যক্তিগণের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এতদ্ব্যতীত লক্ষ্মী-বাজার ফরওয়ার্ড ম্যাডিক্যাল মেসের ছাত্র-বৃন্দ স্বেচ্ছাসেবকের কার্য্য করিয়াছিলেন।

বিগত ১২ই কার্ত্তিক ২৯শে অক্টোবর-রবিবারে শ্রীউত্থানৈকাদশী-দিবস বালিয়াটী শ্রীগদাইগৌরাঙ্গ মঠে নিত্যলীলা-প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল গৌরকিশোর দাস গোস্বামী মহারাজের তিরোভাব-মহোৎসব কীর্ত্তনমুখে সুসম্পন্ন হইয়াছে।

উক্ত দিবস শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগদাধর গান্ধর্ব্বিকাগিরিধরের সন্ধ্যারাত্রিকের পর মঠরক্ষক শ্রীপাদ অনাদিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী ভক্তি-শাস্ত্রীজী শ্রীল বাবাজী মহারাজের অপূর্ব্ব চরিত্র সম্বন্ধে বহুক্ষণ যাবৎ হরিকথা কীর্ত্তন করেন এবং তাঁহার অসাধারণ বৈরাগ্যের বিষয় বর্ণন করেন, অতঃপর বহুক্ষণ যাবৎ মহাজনপদাবলী-সকল কীর্ত্তন করা হইয়াছিল।

সেই সে বিদ্যার ফল জানিহ নিশ্চয়। কৃষ্ণপাদপদ্মে যদি চিত্তবিত্ত রয় ॥

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

৭ কেশব আদি কারণোদশায়ী

ভক্তির ফল

ভক্তির স্বরূপ-লক্ষণ

পূর্ণতম শ্রীভগবদ্বস্তু সর্বৈশ্বর্য্য ও সর্ব্ব-মাধুর্য্য-পরিপূর্ণ এবং পরমপ্রেমাস্পদ। তিনি স্বীয় অত্যাশ্চর্য্য গুণদ্বারা চরাচরবিশ্ব আকর্ষণ করেন বলিয়া শ্রীকৃষ্ণনামে অভিহিত। এই শ্রীকৃষ্ণের সেবার অনুকূল অনুশীলনই ভক্তির স্বরূপ-লক্ষণ। ভক্তির স্বরূপ-লক্ষণে কোনও প্রকার উপাধি নাই। যে পর্য্যন্ত চিত্তে শ্রীকৃষ্ণসেবায় অরুচি বিদ্যমান, তৎকাল পর্য্যন্ত শুদ্ধভক্তি তাহাতে স্থান পায় না। কৃষ্ণসেবা ব্যতীত যাবতীয় অভিলাষকেই শাস্ত্রকারগণ অন্যাভিলাষ সংজ্ঞা প্রদান করিয়াছেন।

উত্তমা ভক্তির বিভিন্ন অভিধান

সোপাধিকী ও নিরুপাধিকীভেদে ভক্তি দ্বিবিধা। সোপাধিকী ভক্তির দুইটি উপাধি বিদ্যমান—একটী অন্যাভিলাষ, অপরটি অন্য-মিশ্রণ। ভোগবাসনা ও মোক্ষবাসনাকেই প্রধানতঃ 'অন্যাভিলাষ' সংজ্ঞা প্রদান করা হয়; আর জ্ঞানকর্ম্মাদির আবরণ 'অন্য-মিশ্রণ'-সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত। শ্রীকৃষ্ণসেবার অনুশীলন যদি 'অন্যাভিলাষশূন্য' ও 'অন্য-মিশ্রণ' শূন্য হয়, তাহা হইলে তাহা নিরুপা-ধিকী বা উত্তমা ভক্তি। এক কথায় শ্রীকৃষ্ণানুশীলন যদি ভুক্তি-মুক্তি-কামনারহিত হইয়া কেবল-ভক্তিকামনাযুক্ত হয় এবং জীব ব্রহ্মের ঐক্য প্রভৃতি জ্ঞাপক-জ্ঞানাদির সম্বন্ধ শূন্য হইয়া কেবল-শ্রবণকীর্ত্তনাদিময় হয় তাহা হইলে তাহাকে উত্তমা ভক্তি বলা হয়। এই উত্তমা ভক্তি নির্গুণা, শুদ্ধা, কেবলা, মুখ্যা, অনন্যা, অকিঞ্চনা, স্বরূপসিদ্ধা প্রভৃতি নামে অভিহিতা হইয়া থাকেন।

সগুণ ও নিষ্কাম-ভক্তি

ভোগবাসনাযুক্ত ভক্তির নাম সকাম-ভক্তি আর মোক্ষবাসনাযুক্ত ভক্তির নাম নিষ্কাম-ভক্তি। সকামভক্তি হয় তমোগুণ, না হয় রজোগুণোত্থ, সুতরাং উহাকে সগুণ-ভক্তিও বলা যাইতে পারে। আর্ত্ত ও অর্থার্থী ব্যক্তিসকল সকাম-ভক্তির অধি-কারী। তাঁহাদের প্রাপ্যফল—স্বর্গাদি-ভোগ। এই সকামা ভক্তিই সাত্ত্বিকী হইলে মোক্ষবাসনাযুক্ত হয়। তখন আর ইহাকে সকামা না বলিয়া নিষ্কামা বলা হয়। মুমুক্ষু-ব্যক্তিগণ ইহার অধিকারী। এই মোক্ষবাসনাযুক্তা নিষ্কাম-ভক্তি জ্ঞান, যোগ বা কর্ম্মমিশ্রিতা। কর্ম্ম দ্বারা মিশ্রিত হইলে ইহাকে কর্ম্মমিশ্রা, যোগদ্বারা মিশ্রিত হইলে যোগমিশ্রা, আর জ্ঞানদ্বারা মিশ্রিত হইলে জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি বলা হয়। কর্ম্মমিশ্রা ভক্তির ফল চিত্তশুদ্ধি, যোগমিশ্রা ভক্তির ফল—পরমাত্মসাক্ষাৎকারলাভের পর ক্রমমুক্তি এবং জ্ঞানমিশ্রা ভক্তির ফল - ব্রহ্মসাক্ষাৎ-কারের পর সদ্য মুক্তি।

আরোপসিদ্ধা ও সঙ্গসিদ্ধা ভক্তি

কর্ম্মমিশ্রা ভক্তির অঙ্গীভূত নিষ্কাম-কর্ম্ম-সকল সাক্ষাৎ ভক্তি না হইলেও ভক্তির ফল চিত্তশুদ্ধির উৎপাদন দ্বারা ভক্তিত্বের আরোপে ভক্তিরূপে সিদ্ধ তাই ইহাকে আরোপসিদ্ধা ভক্তি বলা যাইতে পারে। এইরূপ যোগ-মিশ্রা ভক্তির অঙ্গীভূত আসন ও প্রাণায়া-মাদি ক্রিয়াসকল এবং জ্ঞানমিশ্রা ভক্তির অঙ্গীভূত আত্মৈক-জ্ঞান সাক্ষাৎ ভক্তি না হইলেও ভক্তির সঙ্গবশতঃ সিদ্ধ অর্থাৎ ভক্তির ফল মোক্ষ উৎপাদন দ্বারা ভক্তির আকারে পরিচিত হয় বলিয়া উহাদিগকে সঙ্গসিদ্ধা ভক্তি বলা হইয়া থাকে।

শুদ্ধা ভক্তির স্বরূপ

শুদ্ধা ভক্তি গুণসম্বন্ধ-রাহিত্যহেতু নির্গুণ এবং উক্ত আরোপসিদ্ধা বা সঙ্গসিদ্ধা ভক্তি হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ ও স্বতন্ত্র। কর্ম্ম, জ্ঞান ও যোগ ইঁহার মুখাপেক্ষী। ইনি কর্ম্ম-জ্ঞানাদির অধীনা বা মুখাপেক্ষিণী নহেন; পরন্তু সম্পূর্ণ স্বাধীনা। ইনি স্বাধীনভাবেই কর্ম্মের ফল চিত্তশুদ্ধি, যোগের ফল ক্রমমুক্তি ও জ্ঞানের ফল সদ্য মুক্তি প্রদান করিয়া থাকেন এবং সেই সঙ্গেই নিজের মোগ্য ফল ভগবৎ-সাক্ষাৎকার প্রভৃতি সমস্তই প্রদান করিয়া থাকেন। যদিও শুদ্ধা ভক্তির শ্রবণাদি অঙ্গসকলকে আপাততঃ কর্ম্ম, যোগ বা জ্ঞান বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু বস্তুতঃপক্ষে উহা কর্ম্ম, জ্ঞান বা যোগ নহে। শুদ্ধা ভক্তি শ্রীভগবানের সচ্চিদানন্দময়ী স্বরূপ-শক্তির বৃত্তি।

শুদ্ধা ভক্তির আবির্ভাব-পন্থা

সিদ্ধ ও সাধকের একত্র সম্মিলনের ক্ষেত্র-রূপেই সাধকের শ্রবণাদি ইন্দ্রিয়সমূহ প্রস্তুত হইয়া থাকে। তাঁহার ইন্দ্রিয়সমূহ ঐ প্রকারে নির্ম্মিত না হইলে অযোগ্য সাধকের পক্ষে সিদ্ধত্ব-লাভের কোনও সম্ভাবনা থাকে না। নিত্যসিদ্ধ স্বরূপশক্তির বৃত্তিসকল অসিদ্ধ সাধকের আকর্ষণার্থ তাহার ইন্দ্রিয়-বৃত্তিতে অবতীর্ণ হন এবং উহার সহিত একীভূত হইয়া তত্তদ্-আকার লাভ দ্বারা শ্রবণ-কীর্ত্তনাদিরূপে আবির্ভূত হইয়া থাকেন। আনন্দময়ী বৃত্তির অবতারফলেই শ্রবণ কীর্ত্তনাদিতে সাধকের বিমল আনন্দ হইয়া থাকে। স্বরূপ শক্তির বৃত্তিসকলকে ইন্দ্রিয়-বৃত্তিতে প্রকাশিত দেখিয়াই আমরা শ্রবণকীর্ত্তনাদিকে কর্ম্মজ্ঞানাদি রূপে মনে করিয়া থাকি। বস্তুতঃ ঐ শ্রবণ কীর্ত্তনাদি জ্ঞান-কর্ম্মাদির অতীত চিন্ময় বস্তু। শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি চিন্ময় বস্তু বলিয়াই শুদ্ধা ভক্তি ক্লেশ-নাশিনী, শুভদায়িনী, মোক্ষলঘুতা-কারিণী, সুদুর্ল্লভা, সান্দ্রানন্দবিশেষাত্মা ও শ্রীকৃষ্ণাকর্ষিণী।

ভক্তির আভাসে পাপ-নাশ

জগতে ক্লেশের মূলে তিনটী বস্তু দৃষ্ট হয়—পাপ, পাপবীজ ও অবিদ্যা। পাপ আবার প্রারব্ধ ও অপ্রারব্ধ ভেদে দুই প্রকার। যাহা অদৃষ্টরূপে আত্মাতে অবস্থান করে এবং যাহার ফলভোগকাল উপস্থিত হয় নাই তাহাই অপ্রারব্ধ পাপ, আর যাহার ভোগ আরম্ভ হইয়াছে তাহা প্রারব্ধ পাপ। বাসনাই পাপবীজ। অবিদ্যা শব্দের অর্থ স্বরূপ ভ্রম। শুদ্ধা ভক্তির আভাসেই পাপ, পাপবীজ ও অবিদ্যা বিনষ্ট হইয়া যায়। শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে বলিয়াছিলেন—

যথাগ্নিঃ সুসমৃদ্ধার্চ্চিঃ করোত্যেধাংসি
ভস্মসাৎ।
তথা মদ্বিষয়া ভক্তিরুদ্ধবৈনাংসি কৃৎস্নশঃ॥
(ভাঃ ১১।১৪।১৯)

—হে উদ্ধব! অগ্নি যেরূপ পাকাদি কার্য্যান্তরের উদ্দেশ্য প্রজ্জ্বলিত হইলেও প্রবৃদ্ধশিখাযুক্ত হইয়া কাষ্ঠরাশি ভস্মীভূত করে, সেইরূপ আমার উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিতা ভক্তিও সম্পূর্ণরূপে পাপরাশি বিনষ্ট করিয়া থাকে।

ভক্তির অপরাপর গুণ

শ্রীভক্তিদেবী যে শুভ প্রদান করেন, তাহার ফলে সাধক কর্ত্তৃক সকলজগতের প্রীতি বিহিত হইয়া থাকে এবং সর্ব্বজগৎ সাধকের প্রতি অনুরাগ-বিশিষ্ট হ'ন। ঐ শুভ অর্থে সর্ব্বসদ্‌গুণ ও সুখকেও লক্ষ্য করে। সুখ তিন প্রকার বৈষয়িক সুখ, ব্রহ্মসুখ ও পারমেশ্বর সুখ। সকল সুখের আকর পারমেশ্বর সুখ ভক্তিতে অনায়াস-লভ্য, অপর কিছুতেই তাহা হয় না। ভক্তির উদয়ে মোক্ষও তুচ্ছ বলিয়া বোধ হয়, সুতরাং ভক্তি—মোক্ষলঘুতাকৃৎ; শ্রীভগবান্ বা তদীয় ভক্তের কৃপা ব্যতীত ভক্তিলাভের উপায়ান্তর নাই বলিয়া এবং শ্রীভগবান্ উহা শীঘ্র প্রদান করেন না বলিয়াই ভক্তিকে সুদুর্ল্লভা বলা হয়। শুদ্ধা ভক্তি ব্রহ্মানন্দ হইতেও উৎকৃষ্টা ও গাঢ়-আনন্দ-স্বরূপা বলিয়া তাঁহার 'সান্দ্রানন্দ-বিশেষাত্মা' বিশেষণ। শ্রীভক্তি-দেবীর প্রভাবে ভক্ত শ্রীকৃষ্ণকেও প্রেমে মুগ্ধ করিয়া তৎপার্ষদবৃন্দসহ আকর্ষণ করেন বলিয়া শুদ্ধা ভক্তি শ্রীকৃষ্ণাকর্ষিণী।

রাসযাত্রায় মহামায়ার দর্শন কেন?

শান্তিপুর, নবদ্বীপ প্রভৃতি স্থানে রাস-দর্শনের জন্য যে-সকল যাত্রী আসিয়াছিলেন তাঁহাদের অনেকেই ঐ বৈষ্ণবতীর্থ-স্থানদ্বয়ে শ্রীকৃষ্ণের রাসের পরিবর্ত্তে মহামায়ার বিভিন্ন প্রকাশবিগ্রহের সুবৃহৎ প্রতিমূর্ত্তিসমূহ দর্শন করিয়া বিস্মিত হইয়াছেন এবং ইহার কারণ-নির্ণয়ে অসমর্থ হইয়া আমাদের নিকট দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন। আমাদের মনে হয় ইহার কারণ নির্ণয় খুব বেশী কষ্টসাধ্য ব্যাপার নহে। আমরা শ্রীমদ্ভাগবতে দেখিতে পাই-য়াছি, অভিমন্যু ঘোষ শ্রীমতী রাধারাণীর স্বরূপ দর্শনে অসমর্থতা-নিবন্ধন শ্রীভগবানের অপাশ্রিতা মায়ার বিগ্রহ দর্শন করিয়াছিলেন। রাসযাত্রায় মহামায়ার প্রকাশবিগ্রহগণের আবির্ভাব দর্শনে শাক্তগণের বৈষ্ণবগণের প্রতি যে বিদ্বেষ রহিয়াছে তাহা সর্ব্বসাধারণের চিত্তে স্বতঃই জাগরিত হয়। অবশ্য শুদ্ধ-শাক্তগণের সহিত বৈষ্ণবগণের কোনও পার্থক্য নাই। ভগবানের স্বরূপশক্তির আশ্রয়কারিগণই শুদ্ধশাক্ত এবং তাঁহারাই শুদ্ধবৈষ্ণব। শক্তিমান্ ও শক্তির সহিত যে সম্বন্ধ তাহা বুঝিতে না পারিয়া রজস্তমো-গুণের আশ্রয়ে অপাশ্রিতা মায়ার বহুমানন-ফলেই বৈষ্ণব-বিদ্বেষ হৃদয়ে স্থান লাভ করে। আমরা রাসযাত্রা-প্রবন্ধে দেখাইয়াছি যে, শ্রীকৃষ্ণের উক্ত পবিত্রতমা লীলা সন্দর্শনের অধিকার সর্ব্বসাধারণের নাই। যাঁহারা অনধিকারী-অবস্থায় তাহা দর্শনের জন্য ব্যস্ত হইবেন, তাঁহাদের ভাগ্যে 'মায়াং তদপাশ্রিতাম্' দর্শন ভিন্ন আর কি ঘটিবে?

"বেদান্তে শব্দবাদ"

[৩]

কিন্তু সূক্ষ্মভাবে বিচার করিলে জানা যাইবে—সম্প্রদায় স্বীকার না করিয়া পারা যায় না। আমি হয় ত' অন্ধকারের Advocate, আর আপনি হয় ত' আলোর Advocate. অন্ধকার ও আলো বিরুদ্ধ-জাতীয় বস্তু। সৎ ও অসৎ বিরুদ্ধ-ভাবোদ্দীপক। আমরা একই সময় অর্থাৎ যুগপৎ 'এটি টেবিল' ও 'এটী টেবিল নয়' একথা বলিতে পারি না। কারণ আপনারা জানেন, দুটো Contradictary Terms এক সঙ্গে মিলিত হয় না। সার্ব্বজনীনতার অভিনয় করিয়া আমি বলিলাম—সব মতই ভাল, কিন্তু আপনি বলিলেন সব মত ভাল নয় আমার মতটী ভাল। আপনার সহিত যখন আমার সাক্ষাৎ হইল তখন "সব মত ভাল বাদী" আমি আপনার ঐ "স্বমত ভালবাদ" স্বীকার করিতে পারিলাম না

সকল জন্মে পিতামাতা সবে পায়। গুরুকৃষ্ণ নাহি মিলে ভজহ হিয়ায়॥

অতএব আপনার ঐ মতে আমার মতের পার্থক্য থাকায় 'সব মতই ভাল' এই প্রকার যুক্তি কি করিয়া টিকিল? (শ্রোতৃমণ্ডলীর করতালি) সুতরাং আপনি এক প্রকার সম্প্রদায়ভুক্ত এবং আমি অন্য প্রকার সম্প্রদায়-ভুক্ত হইয়া পড়িলাম। সুতরাং সম্প্রদায় স্বীকার না করায় আমাদের যুক্তি কোথায়? শাস্ত্রকারগণ বলেন—"সম্প্রদায়-বিহীনা যে মন্ত্রাস্তে বিফলা মতাঃ" অতএব বক্তব্য এই যে, আমাদের সম্প্রদায় স্বীকার করিতেই হইবে। সম্প্রদায় দুই প্রকার—সৎ ও অসৎ। আমাদের অসৎ সম্প্রদায় ত্যাগ করিয়া সৎসম্প্রদায়ই গ্রহণ করিতে হইবে। 'সৎ'-শব্দে নিত্য অস্তিত্ব-বিশিষ্ট বুঝায়; এই সৎসম্প্রদায়ই—বৈষ্ণবগণ। বৈষ্ণবগণ বলিয়াছেন যে 'শব্দই' একমাত্র মূল-প্রমাণ।

আমরা প্রায়ই শুনিতে পাই, অতীন্দ্রিয় যা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নয় অর্থাৎ যে আত্মবস্তুকে শ্রবণ করার কথা প্রহ্লাদ মহারাজ উপদেশ করিয়াছেন সেই আত্মবস্তু ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহেন অথচ তিনি আত্মতত্ত্ব অর্থাৎ বিষ্ণুবস্তুর শ্রবণকীর্ত্তন করিতে বলিতেছেন। উপনিষদ্ বলেন,—"আত্মা বা অরে শ্রোতব্যঃ দ্রষ্টব্যঃ নিদিধ্যাসিতব্যঃ"। সর্ব্বাগ্রে আত্মার শ্রবণ করিতে হইবে। প্রাকৃত জগতের একটী উদাহরণ দ্বারা শ্রবণেন্দ্রিয়ের যোগ্যতা-সম্বন্ধে আপনাদের নিকট বিষয়টি সরলভাবে বুঝাইবার চেষ্টা করিব। পঞ্চেন্দ্রিয়ের মধ্যে কর্ণ যে বিষয়টী গ্রহণ করে, অন্য চারি ইন্দ্রিয় সেই বিষয় গ্রহণ করিতে সমর্থ নহে। আবার অন্য চারিটী ইন্দ্রিয় যে বিষয় গ্রহণ করে, কর্ণ তাহা গ্রহণ করে না। দেখুন 'আম' একটী বস্তু, চক্ষু ইন্দ্রিয়ের দ্বারা আমের রূপ দর্শন করিতে পারি, নাসিকা-দ্বারা আমের ঘ্রাণ লইতে পারি, জিহ্বা দ্বারা তাহার আস্বাদন করিতে পারি, হস্ত অর্থাৎ ত্বকের দ্বারা তাহাকে স্পর্শ করিতে পারি। এই প্রকার জগতের যাবতীয় বস্তুই এই চারিটী ইন্দ্রিয়ের 'প্রত্যেক ইন্দ্রিয়ের দ্বারা অথবা তাহাদের মধ্যে একাধিক ইন্দ্রিয়ের দ্বারা গ্রহণ করিতে পারি। কিন্তু কর্ণ যে শব্দ গ্রহণ করে তাহা চক্ষু, নাসা, জিহ্বা, ত্বকের দ্বারা গ্রহণীয় নহে এবং উক্ত ইন্দ্রিয়-চতুষ্টয়ের গ্রাহ্য যে আম বা তদ্রূপ অন্য যাবতীয় বস্তু, কর্ণ তাহা কখনও গ্রহণ করে না। সুতরাং দেখা যাইতেছে কর্ণের একটী স্বাধীনতা আছে। তাহার অধিকারে অন্য কাহাকেও হস্তক্ষেপ করিতে দেয় না সুতরাং আমরা কর্ণের দ্বারা যে শব্দ গ্রহণ করি, তাহা অন্য চারিটী ইন্দ্রিয়ের দ্বারা মলিনতা প্রাপ্ত হয় না। সুতরাং আমরা বিষ্ণুর বা আত্মার শ্রবণ করিতে গেলে ঐ চারিটী ইন্দ্রিয়ের অধিকার হইতে নিষ্কৃতি পাইতে পারি। এইজন্য শব্দবাদী সৎসম্প্রদায় বৈষ্ণবগণ একমাত্র শব্দকেই আশ্রয় করিয়া কীর্ত্তনাখ্যা ভক্তির প্রচার করিয়াছেন। বিষ্ণুতত্ত্ব ইন্দ্রিয়ের আধিপত্য হইতে পৃথক্। আমরা যদি ইন্দ্রিয়গণ দ্বারা বিষ্ণুতত্ত্বের আলোচনা করিতে যাই, তাহার ফলে বিষ্ণুর প্রাকৃতত্বই দর্শন করিব। সুতরাং 'প্রাকৃত করিয়া মানে বিষ্ণু-কলেবর' প্রভৃতি নানাপ্রকার দোষ বিষ্ণুতত্ত্বে অযথা আরোপিত হইবে। এইজন্যই বলিতেছি, আমরা বিষ্ণুতত্ত্ব আলোচনা করিতে গিয়া আমাদের ইন্দ্রিয়গুলিকে যতদূর তফাৎ করিয়া রাখিতে পারিব ততদূরই আমাদের মঙ্গল; শাস্ত্রকারগণ আমাদের হিতার্থে এই সকল বিচার করিয়া একমাত্র শ্রবণেন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য শব্দকেই মূলপ্রমাণ বলিয়া গ্রহণ করিতে উপদেশ করিয়াছেন। কারণ ইহাতে ৪ ভাগ ইন্দ্রিয়-সংস্পর্শ নাই। একমাত্র কর্ণের যাহা যোগ্যতা, তৎসম্বন্ধে ক্রমশঃ আলোচনা করিতেছি।

শব্দ দুই প্রকার—(১) প্রাকৃত ও (২) অপ্রাকৃত। প্রাকৃত শব্দ—যাহা আপনারা এই শিক্ষা-বিভাগ হইতে লাভ করিতেছেন ও করিয়াছেন। ইহাকে প্রাকৃত শব্দ বলিবার উদ্দেশ্য এই যে, প্রাকৃত শব্দ প্রকৃতির অন্তর্ভুক্ত আকাশ হইতে উত্থিত হয়। বৈজ্ঞানিকগণের মতে মরুৎ বা বায়ুর আলোড়নে শব্দের উৎপত্তি হয়। তাহা ছাড়া বৈয়াকরণিকগণ শব্দের উৎপত্তি স্থান প্রাকৃত দেহগত কণ্ঠ, তালু, ওষ্ঠ, জিহ্বা ও দন্ত নিরূপণ করিয়াছেন। সুতরাং আপনারা যে শব্দ সমুদয় শিক্ষা করিতেছেন তাহার উৎপত্তি স্থান প্রকৃতি। এই জন্যই উহাকে আমি পূর্ব্বে 'প্রাকৃত শব্দ' বলিয়া অভিহিত করিয়াছি। অপ্রাকৃত শব্দের সহিত উক্ত শব্দের বিশেষ পার্থক্য রহিয়াছে। প্রাকৃত-শব্দ আমাদের প্রাকৃত ভাবের উদ্দীপন-স্বরূপ। অপ্রাকৃত শব্দ আমাদিগকে ভগবানের সেবায় নিযুক্ত করে।

এইস্থানে পূর্ব্বপক্ষ হইতে পারে—যদিও কর্ণ তদিতর ইন্দ্রিয়চতুষ্টয়ের অধিকার হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্, তথাপি কর্ণের ইন্দ্রিয়ত্ব সম্বন্ধে কোন মতদ্বৈধ নাই সুতরাং কর্ণরূপ ইন্দ্রিয় যে-বস্তু গ্রহণ করিতে সমর্থ তাহা ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য হইবে, তা'হ'লে আপনার পূর্ব্বকথিত অপ্রাকৃত শব্দ কি প্রকারে কর্ণেন্দ্রিয়ের দ্বারা গ্রাহ্য হইতে পারে? এবং হইলেও তাহাতে দোষ-স্পৃষ্ট হইবে।

এই পূর্ব্বপক্ষের উত্তরে আমি আপনাদের সমক্ষে একটী উদাহরণ দ্বারা এই বিষয়ের মীমাংসা করিতেছি। অবশ্য উদাহরণটী সর্ব্বাঙ্গসুন্দর না হইলেও আমার বক্তব্য-বিষয়-প্রমাণে Nearer approach হইবে। লৌহেতে দাহিকাশক্তির অভাব, তাহার কাঠিন্য এবং কৃষ্ণবর্ণত্ব আমরা লক্ষ্য করিয়া থাকি। কিন্তু ইহাতে তেজোধর্ম্ম-বিশিষ্ট অগ্নি প্রবিষ্ট হইলে লৌহের দহনযোগ্যতা হয়, কাঠিন্য পরিবর্ত্তিত হইয়া কোমলতা প্রাপ্ত হয় এবং নিজবর্ণ ত্যাগ করিয়া অগ্নির বর্ণত্ব লাভ করে। আপনারা এখন বিবেচনা করিয়া দেখুন, প্রাকৃত জগতে প্রাকৃতবস্তু দ্বারাই যদি এই প্রকার আমূল পরিবর্ত্তনশীলতা-ধর্ম্ম প্রাপ্ত হয়, তবে অপ্রাকৃত জগতের অপ্রাকৃত শব্দ ইহা অপেক্ষাও অধিক পরিমাণে ক্ষমতাবিশিষ্ট ও ফলদায়ক না হইবে কেন? লক্ষেতে সহস্রের অধিষ্ঠান-সম্বন্ধে সন্দেহ করার কি আছে? পৌরাণিকগণের "সম্ভব" প্রমাণের দ্বারা উহা স্থাপিত হইতেছে।

এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, শব্দের ঐপ্রকার ক্ষমতা কিরূপে সম্ভব হইবে এবং শব্দই যে ঐপ্রকার ক্ষমতা বিশিষ্ট, তাহার প্রমাণ কি? এস্থলে আপনাদের নিকট আমার নিবেদন—আমরা বাল্যাবধি আস্তিকতার কথা শুনিয়া আসিতেছি। আমাদিগকে কেহ নাস্তিক বলিলে আমাদের অন্তঃকরণে অশান্তি বোধ হয় ও প্রাণে ব্যথা লাগে। আমরা ভারতবাসী হিন্দুমাত্রেই বেদকে বিশ্বাস করিয়া থাকি। আস্তিক বলিলে সাধুবাক্য, বেদ-বাক্য ও ভগবান্ এই তিনটি তত্ত্বের বিশ্বাসকে বুঝায়। এক্ষেত্রে সাধুর বাক্য অর্থাৎ শব্দ, বেদের বাক্য অর্থাৎ শব্দ এবং ভগবান্ বলিলেও শব্দকেই বুঝিতে হইবে। কোন বস্তু-বিষয়ক জ্ঞান লাভ করিতে হইলে প্রমাণ-প্রমেয়-বিচার বিশেষ আবশ্যক। প্রমাণতত্ত্ব প্রমেয় হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ হইলে অর্থাৎ স্বগত-স্বজাতীয়-বিজাতীয় ভেদ-বিশিষ্ট হইলে তাহাতে ব্যবধান-জনিত নানাপ্রকার দোষ হইবার সম্ভাবনা। উদাহরণ-স্বরূপ বলা যাইতে পারে—আমি আমার পরিচয় দিলে যে-প্রকার সুষ্ঠু পরিচয় হয়, অপর ব্যক্তি অর্থাৎ আমার পরিচয়ানভিজ্ঞ ব্যক্তি আমার পরিচয় দিতে গেলে তাহা সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইতে পারে না। ইহার দ্বারা আমি বলিতে চাই, শব্দই শব্দের পরিচয় প্রদান করিবে। শব্দ ব্যতীত ভিন্ন বস্তু দ্বারা তাহার পরিচয় লইতে গেলে তাহা কখনই সুষ্ঠু পরিচয় হইবে না। এইজন্য শব্দবাদী গৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণ শব্দকেই একমাত্র মূল প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। প্রমাণ-বিষয়ে বিভিন্ন দার্শনিকগণের বিভিন্ন মত পরিদৃষ্ট হয়। চার্ব্বাক একটী মাত্র প্রত্যক্ষ প্রমাণকেই প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। কণাদ ও গৌতম প্রত্যক্ষ ও অনুমান—এই দুইটী মাত্র প্রমাণ স্বীকার করিয়াছেন। সাংখ্য ও পাতঞ্জল-দর্শনে প্রত্যক্ষ, অনুমান ও শব্দ অর্থাৎ আপ্তবাক্য এই তিনটি, প্রমাণ বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে। নব্য ও প্রাচীন ন্যায়-দর্শনে চারিটী প্রমাণ অর্থাৎ প্রত্যক্ষ, অনুমান, শব্দ ও উপমান স্বীকৃত হইয়াছে। প্রভাকর উক্ত চারিটি ও অর্থাপত্তি লইয়া পাঁচটী প্রমাণ স্বীকার করিয়াছেন। ভট্ট উক্ত পাঁচটী ও অভাব বা অনুপলব্ধি লইয়া ছয়টি প্রমাণ স্বীকার করিয়াছেন। পৌরাণিকগণ উক্ত ছয়টী প্রমাণের উপর সম্ভব ও ঐতিহ্য লইয়া আটটী প্রমাণ স্বীকার করিয়াছেন। এই প্রকারে নানা প্রকার দার্শনিকগণের প্রমাণতত্ত্ব-স্বীকারে নানা প্রকার মতভেদ দৃষ্ট হয় কিন্তু সৎসম্প্রদায় গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ শব্দকেই একমাত্র প্রমাণ-শিরোমণি বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। গৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণের মূল-দার্শনিক আচার্য্য শ্রীপাদ জীব গোস্বামী প্রভু তত্ত্বসন্দর্ভে বলিয়াছেন—"পুরুষস্য ভ্রমাদি-দোষ-চতুষ্টয়-দুষ্টত্বাৎ সুতরাং অচিন্ত্য-অলৌকিক-বস্তু-স্পর্শাযোগ্যত্বাৎ চ তৎপ্রত্যক্ষাদীন্যপি সদোষাণি; ততস্তানি ন প্রমাণানীত্যনাদিসিদ্ধ-সর্ব্বপুরুষপরম্পরাসু সর্ব্বলৌকিকালৌকিক-জ্ঞাননিদানত্বাৎ অপ্রাকৃতবচনলক্ষণো বেদ এবাস্মাকং সর্ব্বাতীত সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্বাচিন্ত্য আশ্চর্য্যস্বভাবম্ বস্তু বিবিদিষতাং প্রমাণম্।" উক্ত মহাপুরুষ-বচনে আমরা জানিতে পাই—শব্দ ব্যতীত অর্থাৎ বৈষ্ণবী ভাষায় আম্নায়-বাক্য ব্যতীত সমস্ত প্রমাণগুলিতেই পুরুষের ভ্রম, প্রমাদ, বিপ্রলিপ্সা অর্থাৎ বঞ্চনেচ্ছা করণাপাটব অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের অপটুতারূপ দোষ থাকায় ঐগুলিকে বিশুদ্ধ প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করা যাইতে পারে না। পূর্ব্বেই আপনাদিগকে বলিয়াছি, প্রমাণ প্রমেয়ের সহিত সজাতীয় না হইলে প্রমেয়-নির্ণয়ে ব্যাঘাত উৎপত্তি হয়। উক্ত চারিপ্রকার দোষযুক্ত প্রমাণ দ্বারা প্রমেয় নির্ণীত হইলে তাহাতে নির্দ্দোষ প্রমেয় নির্ণীত হইবে না, ইহাই সিদ্ধান্তিত হইল। সুতরাং শব্দ-সম্বন্ধে আপনাদের সংশয় নিরসন করিতে একমাত্র শব্দই সমর্থ হইবে।

ভক্তিরঞ্জনের বিরহ-সভা

আগামী ৩রা অগ্রহায়ণ ১৯শে নভেম্বর রবিবার কলিকাতা গৌড়ীয়মঠের সারস্বত নাট্যমন্দিরে শ্রীমঠের সুরম্য-মন্দিরের ব্যয়-ভার বহনকারী দানবীর শ্রীল জগবন্ধু ভক্তি-রঞ্জন মহোদয়ের চতুর্থ-বার্ষিক-বিরহোৎ-সবোপলক্ষে একটী বিরাট সভার অধিবেশন হইবে। 'স্বায়ত্ত-শাসন'-বিভাগের মন্ত্রী শ্রীযুক্ত বিজয়-প্রসাদ সিংহ মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হইয়াছেন।

শুদ্ধভক্তি গ্রন্থমালা

গ্রন্থাকারে প্রকাশিত

১। ভাষ্যসহ বিরাট্ শ্রীচৈতন্যভাগবত ৫৲
২। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—স-গ্র ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২৮৲
একাদশ স্কন্ধ হইতে প্রত্যেক ১৶৹
৩। ভাষ্যদ্বয়সহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (৪র্থ সংস্করণ) ৬৲
৪। ভক্তিবিবেককুসুমাঞ্জলি (বাঁধা) ১৲
৫। গৌড়ীয়-গৌরব ১৶৹
৬। গৌড়ীয়-সাহিত্য ১৶৹
৭। ভজনরহস্য ৷৹
শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸৹
৯। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ)
ঐ (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸৹
১০। গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি টীকাসহ)
ঐ (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸৹
১১। গীতার কেবল মাধ্ব-ভাষ্য ৷৹
১২। যুক্তিমল্লিকা গুণসৌরভঃ সানুবাদ (মাধ্ব) ২৲
১৩। বেদান্ততত্ত্বসার সানুবাদ (রামানুজীয়) ৷৹
১৪। জৈবধর্ম্ম ২৲
১৫। শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸৹
১৬। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ৲
১৭। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ৷৶৹
ঐ (বাঁধা) ৸৹
১৮। দ্বীপ-দিগ্দর্শন ৶৹
১৯। সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ) ১৶৹
২০। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ৷৹
ঐ (আবাঁধা) ।৶৹
২১। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸৹
২২। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৶৹
২৩। গীতমালা ৴১০
২৪। নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য ৶৹
২৫। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶৹
২৬। নবদ্বীপ পঞ্জিকা (৪৪৭ গৌরাব্দ) ৶৹
২৭। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।৹
২৮। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা-দর্পণ ।৹
২৯। শরণাগতি ৴৹
৩০। গীতাবলী ৴৹
৩১। চিত্রে নবদ্বীপ ২৷৹
৩২। সাধনকণা ৴৹
৩৩। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৴৹
৩৪। নবদ্বীপশতক ৴৹
৩৫। অর্থপঞ্চক ৴৹
৩৬। সদাচারস্মৃতিঃ ৴৹
৩৭। কল্যাণকল্পতরু (৫ম সংস্করণ) ৴১০
৩৮। অর্চ্চনকণ ৴১০
৩৯। সাধককণ্ঠমালা (বাঁধা) ৷৹
ঐ (আবাঁধা) ।৴৹
৪০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (প্রথম চারিখণ্ড) ৩৲
৪১। ব্রহ্মসংহিতা ।৹
৪২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸৹
৪৩। মণিমঞ্জরী সানুবাদ ।৹
৪৪। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸৹
৪৫। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ।৹
৪৬। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।৹
৪৭। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸৹
৪৮। গৌড়ীয়মঠ কি করেন? ৴৹
৪৯। ঈশোপনিষৎ (বলদেব ও মাধ্ব-ভাষ্য এবং বিবৃতি ও অনুবাদসহ) ।৹
৫০। শ্রীভুবনেশ্বর ৶৹
৫১। সিদ্ধান্তদর্পণ ৶৹
৫২। সাংখ্যবাণী ৴৹

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৫৩। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী-দিগ্বিজয়ঃ ৷৹
৫৪। সটীক-শিক্ষাদশমূলম্ ।৹
৫৫। তত্ত্ব-সূত্রম্ ।৹
৫৬। সানুবাদ-শিক্ষাষ্টকম্ ৶৹
৫৭। গৌড়ীয়মঠস্য পরিচয়ঃ ৴৹
৫৮। সারাংশবর্ণনম্ ৶৹

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৫৯। রায় রামানন্দ ৷৹
৬০। নামভজন ।৹
৬১। রিলেটীভ্ ওয়ার্ল্ড্স্ ১৶৹
৬২। লাইফ্ য়্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।৹
৬৩। বৈষ্ণবীজম্ ।৹
৬৪। হোয়াট্ গৌড়ীয়মঠ ইজ্ ডুইং ৴৹
৬৫। দি ভাগবত ।৹
৬৬। ইরোটিক্ প্রিন্সিপ্ল য়্যাণ্ড আনেলয়েড্ ডিভোসন ।৹
৬৭। ব্রহ্ম-সংহিতা ২৷৹
৬৮। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (ভলুম ওয়ান) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৬৯। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ৷৹
৭০। সাধন পথ ।৹
৭১। কল্যাণ-কল্পতরু ৴১০
৭২। গীতাবলী ৴৹
৭৩। শরণাগতি ৴৹

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৭৪। শরণাগতি

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

নদীয়া-প্রকাশপ্রাপ্তির স্থান

১। শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম-মায়াপুর, নদীয়া
২। শ্রীযোগপীঠ ঐ
৩। শ্রীবাস-অঙ্গন ঐ
৪। অদ্বৈত-ভবন ঐ
৫। কাজীর সমাধি পাট ঐ
৬। স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ, নদীয়া।
৭। শ্রীভাগবত আসন কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
৮। শ্রীএকায়ন মঠ গোপিনাথপুর, হাঁসখালী।
৯। দ্বাদশগোপাল পাট—পোঃ চাকদহ,
১০। শ্রীগৌর-গদাধরমঠ—চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড়, বর্দ্ধমান
১১। শ্রীমোদদ্রুমছত্র মাউগাছি, বর্দ্ধমান
১২। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম, আমলাযোড়া, পোঃ রাজবাধ বর্দ্ধমান
১৩। শ্রীগৌড়ীয়মঠ বাগবাজার, কলিকাতা
১৪। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাজু, হাওড়া,
১৫। শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয়মঠ, ৯০নং নবাবপুর রোড্, ঢাকা
১৬। শ্রীগোপালজী মঠ কমলাপুর, ঢাকা।
১৭। শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ পোঃ বালিয়াটী,
১৮। শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয়মঠ ময়মনসিংহ।
১৯। শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ চিরুলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর
২০। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম গোয়ালপাড়া, আসাম।
২১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ রায়পেট্টা, মাদ্রাজ।
২২। শ্রীরামানন্দগৌড়ীয় মঠ কব্বূর, জিঃ পশ্চিম গোদাবরী
২৩। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ উড়িয়াবাজার, পোঃ বক্সীবাজার, কটক।
২৪। শ্রীত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয় মঠ ভুবনেশ্বর।
২৫। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ স্বর্গদ্বার, পুরী।
২৬। শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ আলালনাথ পোঃ ব্রহ্মগিরি, পুরী।
২৭। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ ভুমুরকুণ্ডা, পোঃ চিরকুণ্ডা, মানভূম
২৮। শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ—কাশী।
২৯ শ্রীরূপগৌড়ীয় মঠ—এলাহাবাদ।
৩০ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ পুরাণবাজার, সরকার ঠাকুরের কুঞ্জ, বৃন্দাবন
৩১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, নিউদিল্লী
৩২। শ্রীপরমহংসমঠ—নৈমিষারণ্য,
৩৩। শ্রীসারস্বত গৌড়ীয় মঠ—হরিদ্বার।
৩৪। শ্রীব্যাসগৌড়ীয়মঠ—কুরুক্ষেত্র, পঞ্জাব
৩৫। শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাবুলনাথ রোড, পোঃ গ্র্যাণ্ট রোড, বোম্বে।
৩৬। লণ্ডন গৌড়ীয়মঠ, ৩৯নং গ্লেডস্ গার্ডেন্স, কেনসিংটন্ লণ্ডন, (এস্, ডব্লিউ—১০)।
৩৭। অমর্ষি গৌড়ীয়মঠ—মেদিনীপুর
৩৮। সরভোগ গৌড়ীয় মঠ—সরভোগ, কামরূপ, আসাম,

শুদ্ধভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী মাসিক। শ্রীধাম-মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৷৹ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দি ভাষায় একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি হৃদয় বন মহারাজ সম্পাদিত ও নৈমিষারণ্য শ্রীপরমহংস মঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ১৷৹ দেড় টাকা মাত্র।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷৹ দেড় টাকা মাত্র।

৫। কীর্ত্তন—মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ নিত্যানন্দ সেবাতীর্থ বি-এজি, বি-টি, সম্পাদিত। আসাম গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম হইতে প্রকাশিত আসামী ভাষায় মাসিক। ভিক্ষা সডাক ১৷৹ দেড় টাকা মাত্র

শ্রীচৈতন্যভাগবত

আদিকবি শ্রীল বৃন্দাবন দাস প্রণীত সমগ্র গ্রন্থ

গ্রন্থের মূল বোল্ড অক্ষরে এবং তন্নিম্নে বিশ্ববিশ্রুত গৌড়ীয়মঠের প্রতিষ্ঠাতা ও আচার্য্য ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের রচিত বিবৃত ভাষ্য উত্তম কাগজে সৌষ্ঠবের সহিত মুদ্রিত হইয়াছেন। ডবল ক্রাউন আটপেজি আকারে ১০৯৬ পৃষ্ঠায় কেবল মূল ও ভাষ্য সম্পূর্ণ হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত শ্লোকসূচী, পদ্যসূচী, স্থানসূচী, পাত্রসূচী, বিষয়সূচী, শব্দসূচী প্রভৃতি বিবৃত সূচীপত্রেও একটী গ্রন্থ হইবে। সভাষ্য শ্রীচৈতন্যভাগবতের এরূপ উৎকৃষ্ট ও অমূল্য বিরাট্ সংস্করণ জগতের কোথায়ও আজ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হন নাই, ইহা নিরপেক্ষ পাঠক-মাত্রকেই একবাক্যে স্বীকার করিতে হইবে। শ্রীগৌড়ীয়মঠের উৎসব-কালে গ্রন্থের ভিক্ষা ১২৲ বারটাকা স্থলে—৫৲ পাঁচটাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

কলিকাতা বাজার দর

লৌহ হার্ডওয়ার

২৭শা অক্টোবর ১৯৩৩

টাটার তৈয়ারী— প্রতি হন্দর।

লোহার কড়ি (জয়েষ্ট বা বীম)

মার্কা ৫।৶০—৫।৵০

ঐ বে-মার্কা হাল্‌কা ওজন ৪।৵০—৪॥৶০

বরগা (টী-আয়রণ) ৬৵০—৬।০

এঙ্গেল আয়রণ (কোনা) ৫৸৵০—৬।৵০

গ্যালভ্যানাইজড্ করগেট টীন—

২২ গেজ ৬ হইতে ১০ ফুট ১১।৵০

২৪ গেজ ,, ,, ১০৸৵০

২৬ গেজ ,, ,, ১২

২৪ গেজ আর, পি, ডি, মার্কা ১২৸৶০

২৪ গেজ গ্যাঃ প্লেন শীট— ১১।৵০

২৬ গেজ ,, ,, ১২।০

২৮ গেজ ও ৩০ গেজ ঐ— ১৩৲—১৬৲

বাগান ঘেরা কাঁটাতার ১০০

পাউণ্ড বাঃ ৮৸০

ষ্টীল পাটী ৬৲৵—৬।০

,, বোল্টু (গোল) ৬৲৵—৬।০

,, পয়াদে (চৌকা) ৬৵০—৬৲।০

,,গোল রড ৶০—।৶০ সূতা ৫৵০—৫॥০

,, টানা রড-

চৌকা ৶০—।৵০ ঐ ৫৵০—৫॥০

,, শাওল তাল ৭৲—৭৸০

,, প্লেট—তিন সূতা মোটা

পর্য্যন্ত ৭।০—৭।০

,, চাদর ৩-১৬ খানা বাণ্ডিল ৯॥৵—১০৲

স্প্রীং ষ্টীল ৮।০—৯৲

ক্যাম্প রাউণ্ড ৫৸৵—৬৲৵০

তারের পেরেক ১—৬ ইঞ্চি ৯—৯৸০

প্যাটেণ্ট পেরেক ২—৮ ইঞ্চি ১২।০—১৫॥০

চালাই কড়া ১ হইতে ৬০ নং ২॥০ মাট

কোদাল ৪, ৫, ৬, ৭৸৵০ ৮৸৵০ ৯৸৵০ডঃ

ঐ তিন পাউণ্ড ৬৲ দেঃ বিঃ ৬।৵০ ,,

গ্যাঃ প্লেন বালতি ৭—১২ ইঞ্চি ১॥৴০ ৬॥৴০

ঐ রিভিট ,, ৭—১২ ইঞ্চি ২৲—৭৲ ,,

লোহার চেয়ার রডের গোল ও

চৌকা ৮॥০— ”

ঐ তালের লোহার সিট ১৫৲ ,,

ঐ ভেনেস্তা (কাঠের সিট) ১৮৲ ,,

লোহ র স্ক্রুপ ॥—৩ ইঞ্চি /১০—॥৶০ গ্রোস

ঐ কব্জা ১৩ নং

১॥—৪ ইঞ্চি ।১০—৸৵১০ পেঃ ডজন

গ্যাঃ তার ১৬—২২ নং

(গেজ) ১২৲—১৩৲ হন্দর

গ্যাঃ রিভিং (মটকা)

১২ ইঞ্চি ।৵৫ ॥৶০ পীস

গ্যাঃ গাটাপিং বা জোড়া

৬ ইঞ্চি ।০—৸৵০ ,,

গ্যাঃ স্ক্রুপ ১॥০—২॥০ ইঞ্চি ২৩৲—২৯৲ হন্দর

গ্যাঃ ওয়াসার চাকি ১১॥০—১৩৲ ,,

গ্যাঃ বোল্ট নাট ৸—৩ ইঞ্চি

॥৵১০—১৵০ গ্রোস

চালাই রেলিং ৩॥০—৪॥০ হন্দর

ঐ রেন ওয়াটার পাইপ

৩ ইঞ্চি ৵১০ ও ৪ ইঞ্চি ।১০ ফুট

টিউব ওয়েলের জন্য গ্যাঃ

পাইপ১॥ ইঞ্চি ।৵৫ ফুট

পাম্প ৪নং ১২॥০ ৫নং ১৪৲ ৬নং ১৬৲

৬০—৮০ বাটখারা ৵১৫ মাট ২।০—২॥০ মণ

সন্তোষকুমার মল্লিক এণ্ড সন্স লিঃ

লৌহ ও হাডওয়ার বিক্রেতা।

মীরবহর ঘাট লোহাপটী, বড়বাজার,

টেলি—"লোহার মালিক" কলিকাতা

কেরোসিন

ক্রোক্রেক প্রত্যেক বাক্স (২ টিন) ৯৲৬

সূর্য্য মার্কা ,, ৬॥০

ভিক্টোরিয়া ,, ৬৲

সোণার দর

পাকা সোণা ৩০৸৶

বড়াল ৩০৸

চিনা পাত ৩২।০

রূপার দর

রূপা প্রতি ১০০ ভরি ৫৫৵০

ঐ খুচরা ৫৵০

কোম্পানীর কাগজ

৩॥০ সুদের কাগজ ৮১৶

৩॥০ নূতন ঋণ (১৯৪৭-৫০) ৯১।০

৪৲ ,, ঋণ (১৯৬০-৭০) ৯৭৲

৫৲ ,, বণ্ড (১৯৩৫ ১০৪॥৴০

ডিবেঞ্চার

৫৲ সুদের (১৯৫৬-৮৬) কলিকাতা পোর্ট-

ট্রাষ্ট ডিবে :— ১০২॥৵০

ব্যাঙ্ক

ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক (কর্ণ ট্র) ২৯৪॥০

সেণ্ট্রাল ঐ ২২৲

কাপড় ও সূতার কল

এলগিন মিল ৪৫৲

পাট কল

হাওড়া ৫০৲

অকল্যাণ্ড ১৯৫৲

বালী ১৬২৲

বরানগর ১৫০৲

কেলভিন ৩৭০৲

ডেল্টা ২৪৩৲

ক্লাইভ ২৮।০

ডালহাউসী ৪০৮॥০

ডেল্টা ৪০৫৲

কৃষ্ণনগর নবদ্বীপঘাট রেলওয়ে সময়

কৃষ্ণনগর হইতে নবদ্বীপঘাট

কৃষ্ণনগর সিটি—	৬-৪৫	১০-৪৪	১৩-২২	১৭-৩৮	২০-১৬
কৃষ্ণনগর রোড —	৬-৫৬	১০-৫৫	১৩-৩৩	১৭-৪৭	২০-২৫
আমঘাটা—	৭-১৫	১১-১৩	১৩-৫১	১৮-৩	২০-৪১
মহেশগঞ্জ—	৭-২৪	১১-২১	১৪-০	১৮-৯	২০-৪৭
নবদ্বীপঘাট —	৭-৩৩	১১-৩০	১৪-৯	১৮-১৬	২০-৫৫

বিশেষ দ্রষ্টব্য—নবদ্বীপঘাট ষ্টেশন অপেক্ষা মহেশগঞ্জ ষ্টেশন হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরের দূরত্ব অনেক কম। শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে যাঁহাদিগকে রাণাঘাটে ট্রেণ বদল করিতে হয়, তাঁহারা রাণাঘাটে প্রাতঃ ৫-৫০, ৮-১৪, ৯ ৪৬, ১৬-৪৮, ১৮-৩৯ এবং ০-৩২ মিনিটের সময় গাড়ী পাইবেন।

শান্তিপুর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে শান্তিপুর ষ্টেশনে ৫-৪০, ৯-২৯, ১২-২৫, ১৬-৪ এবং ১৮-৪১ মিনিটের সময় ট্রেণ পাওয়া যায়।

নবদ্বীপঘাট হইতে কৃষ্ণনগর

নবদ্বীপ ঘাট—	৫-৩৫	৯-২৫	১২-১০	১৫-৩৪	১৮-৪৫
মহেশগঞ্জ—	৫-৪৩	৯-৩৩	১২-১৯	১৫-৪২	১৮-৫৩
আমঘাটা—	৫-৪৯	৯-৩৯	১২-২৬	১৫-৪৮	১৯-৫
কৃষ্ণনগর রোড—	৬-৫	৯-৫৫	১২-৪৩	১৬-৪	১৯-২৪
কৃষ্ণনগর সিটি—	৬-১৩	১০-৩	১২-৫১	১৬-১২	১৯-৩৫

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে—ডাঃ কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম ভক্তিশাস্ত্রী এল. এম. এফ. কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

এলাহাবাদে মহিলা সম্মেলন

নিখিল ভারত মহিলা সম্মেলনের আগ্রা কেন্দ্রের একটী সভা হইয়া গিয়াছে। লেডি মুখোপাধ্যায় সভানেত্রীর আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। জন্ম নিরোধের চিকিৎসা করিবার উপযোগী হাঁসপাতাল প্রতিষ্ঠা, সম্পত্তির অধিকারী হইবার প্রতিকূল আইন পরিবর্ত্তন এবং নাগরিকের উপযুক্ত শিক্ষা প্রবর্ত্তন—ইত্যাদি দাবী জানাইয়া মহিলারা কতিপয় প্রস্তাব পাশ করিয়াছেন। আর একটি প্রস্তাবে তাঁহারা সাম্প্রদায়িকতার তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছেন। বালক বালিকাকে একত্রে শিক্ষা দান সম্পর্কে যে সকল বিধি নিষেধ আছে। তাহা তুলিয়া দেওয়া উচিত, ইহাই সম্মেলনের অভিমত।

এই সম্মেলনে মিস এস কে. নেহেরু. মিসেস পি বাঁড়ুয্যে, মিসেস পি এন সপ্রু মিস কে গাধে, মিসেস এ সি বাঁড়ুয্যে, মিসেস ধর ও মিস সুতা রাও প্রভৃতি উপস্থিত ছিলেন।

আদেশ অমান্যের মামলা

পাটনার "সার্চ্চ লাইট" পত্রিকার পূর্ব্বতন সহকারী সম্পাদক শ্রীযুত মণীন্দ্রনারায়ণ রায়ের বিরুদ্ধে ১৯৩০ সালের বঙ্গীয় সংশোধিত আইনের ৬ (১) ধারানুসারে (অন্তরীণ আদেশ ভঙ্গ) আনীত অভিযোগ সম্পর্কে সেদিন ঢাকার স্পেশ্যাল ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ এস এন, মুখার্জ্জীর আদালতে পুনরায় শুনানী আরম্ভ হয়।

ফরিয়াদী পক্ষের সাক্ষী বাবু বসন্তকুমার রায় বলেন যে, তাঁহার উপস্থিতিতে আসামীকে গ্রেপ্তার করা হয়। তিনি আসামীকে চিনিতেন। উকীল শ্রীযুত রজনীকান্ত দাসের জেরার সাক্ষী বলেন — তিনি স্বীকার করেন যে, মণীন্দ্র বাবুর পিতার বর্ত্তমান আর্থিক অবস্থা খুব খারাপ এবং আসামীই তাহার পরিবারের একমাত্র উপার্জ্জনক্ষম ও প্রতিপালক।

অতঃপর আসামী এক সুদীর্ঘ বিবৃতি পেশ করেন, উক্ত বিবৃতিতে তিনি নিরুপায় অবস্থায় পড়িয়া বগুড়া ছাড়িয়া পাটনায় অর্থ উপার্জ্জনের জন্য গমন করেন এবং পারিবারিক ভাতা প্রার্থনা করিয়া আবেদন করিয়াও কোন ফল হয় নাই তাহা বর্ণনা করেন উক্ত আবেদনে আরও জানান হইয়াছে যে, অন্তরীণ আদেশ ভঙ্গের উদ্দেশ্যে তিনি নির্দ্দিষ্ট সীমানার বাহিরে যান নাই। অতএব তাঁহার বিরুদ্ধে যে মামলা রুজু হইয়াছে তাহা প্রত্যাহার করা হউক বলিয়া আসামী আদালতে প্রার্থনা জানান।

এই সম্পর্কে সপারিষদ ভারতসচিবকে আসামী পক্ষের সাক্ষ্য নির্দ্দেশ করিয়া এবং পারিবারিক ভাতার জন্য যে সকল আবেদন কর্ত্তৃপক্ষের নিকট পেশ করা হইয়াছে তাহা পেশ করিবার জন্য বলা হয়। দামরাই পুলিশ থানার প্রধান কর্ম্মচারী মৌলভী আসরফউদ্দীন তালুকদারকে আসামী পক্ষের সাক্ষ্য নির্দ্দেশ করা হয়। আগামী ১৩ই নবেম্বর পর্য্যন্ত শুনানী মুলতুবী আছে।

হিলী সশস্ত্র ডাকাতি

কালু পাণ্ডে নামক নওগাঁর জনৈক যুবক গত ২৭শে অক্টোবর শুক্রবার রাত্রিতে বাড়ীতে ছিল না। সে বাড়ীতে ফিরিলে হিলী ষ্টেশনে ডাকাতি মামলা সম্পর্কে তাহাকে গ্রেপ্তার করা হয়। সে স্বীকারোক্তি করিয়াছে বলিয়া প্রকাশ এবং তাহার স্বীকারোক্তিতে প্রকাশ যে, ডাকাতগণ যখন ২১নং আপ ট্রেণে হিলী অভিমুখে যাইতেছিল। তখন ডাকাতদিগের সহিত তাহার সাক্ষাৎ হয় এবং তাহাদিগের সহিত সে ডাকাতিতে যোগদান করিয়াছে। ডাকাতির পর তাহারা চরকাই অভিমুখে যায় এবং রেলওয়ে লাইনের পার্শ্বে একটী ধানক্ষেতে তাহারা ডাকাতির মাল বাছাই করিয়া বিভক্ত হইয়া পড়ে।

তাহার স্বীকারোক্তি যে সত্য তাহার প্রমাণ এই যে, অদ্য ভোরে যে খানাতল্লাসী হয় তাহার ফলে তিনটী বড় ব্যাগ ও কয়েকটা ইন্সিওরের খাম সহ ছোট ছোট ব্যাগ পাওয়া গিয়াছে।

আরও প্রকাশ যে, তাহার স্বীকার উক্তি অনুসারে পল পলাডীর শশধর সরকারকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। কালু তাহাকে তাহার সঙ্গী বলিয়া সনাক্ত করিয়াছে। এই সম্পর্কে কিরণ দে নামক অপর একটী যুবককেও গ্রেপ্তার করা হয়।

তেলীর শ্রীযুত নিবারণ মৈত্রের বাড়ী ও প্রাক্তন রাজবন্দী কুলদা চক্রবর্ত্তীর বাড়ী খানাতল্লাস করা হইয়াছে। আপত্তিজনক কিছুই পাওয়া যায় নাই। কুলদা চক্রবর্ত্তীকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে, বাঙ্গলার আই, জি ডি, আই, জি, কলিকাতা রেলওয়ে পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট এবং দিনাজপুরের পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সেদিন হিলী ষ্টেশন পরিদর্শন করেন।

মৃত ডাকপিয়ন কালীচরণ মণ্ডল তাহার বিধবা স্ত্রী, দুইটী পুত্র ও ৪টী কন্যা বর্ত্তমান রাখিয়া গিয়াছে।

ষড়যন্ত্র মামলার আপীল

"সৌভাগ্যক্রমে প্রারম্ভেই যখন মারাত্মক একটি ষড়যন্ত্র ধরা পড়িয়াছে এবং রেল ষ্টেশনের লোহার সিন্দুক ভাঙ্গা ও দুইটী রিভলভার চুরি যাওয়া ভিন্ন জন সাধারণের শান্তিভঙ্গের আর গুরুতর কোন কারণ ঘটে নাই, তখন যে দণ্ড হ্রাস করা হইবে এমন কোন অজুহাত নাই। রাজসাক্ষীর সাক্ষ্যে প্রত্যেকটি মারাত্মক বিষয় প্রমাণিত হইয়াছে।" জুডিশিয়াল কমিশনার মিঃ এফ. এল, গ্রিলে গত ৩১শে অক্টোবর নাগপুর ষড়যন্ত্র মামলার আপিলে ৫৭ ও ৭০ পৃষ্ঠা পূর্ণ রায় প্রদান কালে উপরোক্ত মন্তব্য প্রকাশ করেন এবং টাটু রাও ও মহাদেও নামক দুইজন অপরাধীকে মুক্ত দেন। অপর ৮ জনের প্রতি প্রযুক্ত পূর্ব্বদণ্ড বহাল রাখেন।

পাঠকগণের স্মরণ থাকিতে পারে যে, অস্ত্রশস্ত্র চুরি ও সরকারী উচ্চ কর্ম্মচারীদিগকে হত্যা করা সম্পর্কে একটি ষড়যন্ত্র করিবার অভিযোগে দশজন যুবক গত ১৫ই মে তারিখে দায়রা জজ কর্ত্তৃক ২ বৎসর হইতে ৫ বৎসর বিভিন্ন মেয়াদে দণ্ডিত হয়। আসামীগণ আপীল করেন।

দেওয়াসের মহারাজা

মধ্য ভারতস্থিত গবর্ণর জেনারেলের এজেন্ট দেওয়াসের মহারাজার (সিনিয়র) নিকট আগামী ১০ই নবেম্বরের পূর্ব্বে অনুরোধ জানাইয়া একখানি পত্র লিখিয়াছেন বলিয়া এক সংবাদ পাওয়া গিয়াছিল। পণ্ডিচেরীর একটী সংবাদে প্রকাশ যে, তথায় অনুসন্ধানক্রমে দেওয়াসের মহারাজা (সিনিয়র) কর্ত্তৃক মধ্য ভারতস্থিত গবর্ণর জেনারেলের এজেন্টের নিকট হইতে উক্তরূপ পত্র প্রাপ্তির সংবাদ সঠিক বলিয়া জানা গিয়াছে প্রকাশ যে, মহারাজকে সম্পূর্ণ বিশ্রাম গ্রহণ করিতে হইবে বলিয়া চিকিৎসকগণ পরামর্শ দিয়াছেন এবং ঘুরা ফিরা করিলে তাঁহার স্বাস্থ্যহানি হইতে পারে। উক্ত তারিখের পূর্ব্বে তিনি স্বীয় রাজ্যে প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন বলিয়া মনে হয়।

ভারত সরকারের ইস্তাহার

একটী ইস্তাহারে বলা হইয়াছে যে, দেওয়াস রাজ্যের (বড় তরফ) ব্যাপার সম্বন্ধে অধুনা যে সব গুজব রটিয়াছে তৎসম্পর্কে এরূপ জানা গিয়াছে যে, মহারাজা তাঁহার রাজ্যে শোচনীয় আর্থিক দুরবস্থার সৃষ্টি হওয়া সত্ত্বেও রাজ্যত্যাগ করিয়া পণ্ডিচেরী চলিয়া যাওয়ায় এবং পরিশেষে তিনি রাজ্যে প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন কিনা তৎসম্বন্ধে তাঁহার অভিপ্রায় স্পষ্টরূপে না জানায় সরকার, যাহাতে মহারাজার রাজ্য ও প্রজাবৃন্দের স্বার্থ যথাযথরূপে সংরক্ষিত হয়, তজ্জন্য মহারাজার অভিপ্রায় জানিবার ব্যবস্থা অবলম্বন করিতেছেন।

আগুনে পুড়িয়া শিশুর মৃত্যু

কিভাবে মাতা ও তাহার ৫ মাস বয়স্কা শিশুকন্যা নিদ্রাবস্থায় পুড়িয়া যায় এবং ফলে শিশুটীর মৃত্যু ঘটে, শুক্রবার দিন করোণার কোর্টে মিঃ এ সি দত্ত কর্ত্তৃক সাধারণ জুরীর সাহায্যে খুকী নাম্নী শিশুটীর মৃত্যু-তদন্তকালে তাহা প্রকাশ পাইয়াছে।

প্রকাশ যে, গত ২২শে অক্টোবর ২১নং শ্রীনাথ দাস লেনের নির্ম্মলকুমার মিত্র নামক কোন ভারতীয় খৃষ্টানের স্ত্রী রাণীবালা তাহার শিশুকন্যাসহ নিজ ঘরে ঘুমাইতেছিল, মিত্র তখন বাড়ী ছিল না। নিকটে একটা ষ্টোভ জ্বলিতেছিল। ঐ ষ্টোভ হইতে বিছানায় আগুন ধরে এবং উভয়েই পুড়িয়া যায়। মিত্র শীঘ্র বাড়ী ফিরিয়া আসে এবং তাহাদিগকে মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তরিত করে; তথায় শিশুটী পরদিন মারা যায় এবং রাণীবালা এখনও হাসপাতালে আছে। মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের ডাঃ ... সরকারের নিকট রাণীবালা এই মর্ম্মে এক বিবৃতি প্রদান করে যে, তাহাদের বাড়ীর অশেষ ঘোষ নামক এক ব্যক্তি তাহার বিছানায় আগুন লাগাইয়া দিয়াছে। কিন্তু পরের দিন (২৩শে অক্টোবর) রাণীবালা কোন পুলিশ কর্ম্মচারীর নিকট বলে যে, ২১নং শ্রীনাথ দাস লেনের বাড়ীওয়ালীর জ্ঞাতি ভাই অশেষ ঘোষ তাহার শ্লীলতা নষ্ট করিতে চাহিয়াছিল এবং উভয়ের মধ্যে মনোমালিন্যের ফলে সে রাণীবালার বিছানায় আগুন ধরাইয়া দিয়াছিল; ইহা ঠিক নয়। অশেষ রাণীবালার ঘরে মাঝে মাঝে আসিত। ঘটনার দিন ও সে আসিয়াছিল এবং আগুন নিবাইয়াছিল।

লণ্ডন সিঙ্গাপুর বিমানডাক

লণ্ডন-সিঙ্গাপুর প্রথম বিমানডাক আগামী ৯ই ডিসেম্বর রওনা হইবে এবং উহা ১৯শে ডিসেম্বর সিঙ্গাপুর পৌঁছিবে। সিঙ্গাপুর সার্ভিস খুলিবার পর ইম্পিরিয়াল এয়ার ওয়েজ মেল জানুয়ারী মাস হইতে বুধবার স্থলে প্রতি বৃহস্পতিবার লণ্ডন রওনা হইবে।

বার্থী ডাকাতির মামলা

বিভাগের মহকুমা হাকিম মৌলবী এম ইসলামের আদালতে বার্থী ডাকাতি মামলার শুনানী হয়। মহকুমা হাকিম সাক্ষ্য গ্রহণ করিয়া নগেন্দ্র ব্যতীত অপর আসামীদিগকে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৯২ ধারানুসারে দায়রাসোপর্দ্দ করেন।

স্মরণ আছে যে, গত ১২ই আগষ্ট বার্থীর কেদারনাথ গুহের স্ত্রী প্রফুল্ল বালা গুহের বাড়ীতে ডাকাতি হয়। এই সম্পর্কে তদন্ত করিয়া ফরিদপুর জেলার বীরমোহন হাইস্কুলের কালিদাস বাঁড়ুয্যে হিমাংশুকুমার ধর শচীন্দ্রনাথ বাঁড়ুয্যে ও বার্থী হাইস্কুলের ছাত্র নগেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তীকে গ্রেপ্তার করা হয়। আসামী নগেন্দ্র ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট এক স্বীকারোক্তি করে। সে ফরিয়াদী পক্ষে সাক্ষ্য প্রদান করিবে।

তারের ঠিকানা— 'শ্রীধাম' নবদ্বীপ
ডাকের ঠিকানা—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

দৈ নি ক

REG. C1544

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩৷৷০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার স্বতন্ত্র।

নদীয়া প্রকাশ
THE NADIA-PRAKASH

সাহায্যের হার
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৷৷০
মাসিক ১৲
নগদ
প্রতি সংখ্যা ৫

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার - নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৮ম খণ্ড   সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বেদান্তবাচস্পতি   [২১০শ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর— ২৪শে কার্ত্তিক শুক্রবার ১৩৪০, ১০ই নভেম্বর ১৯৩৩

বোম্বাইয়ে ভীষণ অগ্নিকাণ্ড

গত ৬ই নবেম্বর অপরাহ্নে মালাবার হিলের নিকট বালকেশ্বর রোডে একটি বাড়ীতে সাজ্ঘাতিক আগুন লাগে। সংবাদ পাইয়া ৬টি দমকল ত্বরিত গতিতে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয় এবং সাড়ে তিন ঘণ্টা চেষ্টার অগ্নি নির্ব্বাপিত করে। ঐ বাড়ীতে যাহারা ছিল তাহারা আগুন লাগার পর দৌড়িয়া বাহিরে চলিয়া আসে। কেবল ২ জন দোকানী বাহির হইতে পারে নাই। কিন্তু তাহারাও অতি কষ্টে রক্ষা পাইয়াছে। বাড়ীর সংলগ্ন একটী গাছ ছিল সেই গাছের একটি শাখা প্রায় বাড়ীর উপর আসিয়া পড়িয়াছিল তাহারা সেই শাখা ধরিয়া নামিয়া পড়ে। প্রায় দশ ফুট উচু হইতে শাখাটী ভাঙ্গিয়া পড়ায় একজন পায়ে আঘাত পাইয়াছে।

অগ্নিনির্ব্বাপক দলের মধ্যে ৫ জন ধোঁয়ায় চোটে অজ্ঞান হইয়া পড়িয়াছিল। তাহাদিগকে তৎক্ষণাৎ শুশ্রূষা করিয়া সংজ্ঞা ফিরাইয়া আনা হয়।

মঙ্গরাতে সহর স্থানান্তরের প্রস্তাব

বিগত ১১ই কার্ত্তিক দত্তপাড়া হাই-স্কুলের প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত শিবপ্রসন্ন ঘোষ চৌধুরীর সভাপতিত্বে দত্তপাড়া ও তৎচতুষ্পার্শ্বস্থ গ্রামসমূহের অধিবাসীদের এক বিরাট সভা হয়। উক্ত সভায় নোয়াখালী জেলাকে অন্য জেলার সহিত ভাগ করিয়া দেওয়া সম্বন্ধে যে প্রস্তাব উঠিয়াছে তাহার তীব্র প্রতিবাদ করা হয়। এবং জেলার কেন্দ্রস্থল ও নিরাপদ স্থান বলিয়া মঙ্গরাতে সহর স্থানান্তরিত করা হয়। অপর একটী প্রস্তাবে ফেণীতে সহর স্থানান্তরের বিরুদ্ধে অভিমত প্রকাশ করা হয়। কারণ উহা জেলার পূর্ব্ব প্রান্তে অবস্থিত বলিয়া লক্ষ্মীপুর, রামগঞ্জ ও বেগমগঞ্জের লোকদের পক্ষে বিশেষ অসুবিধার কারণ হইবে।

অন্ধ্র মহিলা সম্মেলন

গত ৪ঠা নবেম্বর অন্ধ্র মহিলা সম্মেলনে সভানেত্রী হিসাবে শ্রীযুক্তা সত্যলক্ষ্মী রেড্ডি নির্ব্বাচিত মঞ্চে একটি বিবৃতি দান করেন।

"ভারতবর্ষেই হউক অথবা ব্রিটেনেই হউক, জাতির উন্নতির জন্য আমরা গবর্ণমেণ্টকে ধর্ম্ম সম্বন্ধে ঔদাসীন্যের নীতি পরিহার করিবার জন্য অনুরোধ জানাইতেছি। স্বাস্থ্য, শিক্ষার প্রসার এবং শান্তিপূর্ণ বসতিস্থাপন করাই সুশাসনের লক্ষণ। এই সমস্তের অভাব হইলেই গবর্ণমেণ্ট লোকের নিকট অপ্রিয় হইয়া থাকে এই সমস্ত পরিপূরণের জন্য গবর্ণমেণ্টের নীতির পরিবর্ত্তন করিতে বাধ্য করাইতে লোকের সম্পূর্ণ অধিকার আছে।"

দারোগা ও কনেষ্টবল প্রহৃত

এখানে এই মর্ম্মে এক সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে, রামগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী আলহাজউদ্দীন আমেদ ও জনৈক কনেষ্টবল থানা হইতে একমাইলের মধ্যে কালিহরা নামক একগ্রামে চোরাই মাল রাখা সম্পর্কে এক মামলার তদন্ত করিতে গেলে উত্তেজিত জনতা কর্ত্তৃক গুরুতরভাবে প্রহৃত ও আহত হন। অতঃপর মুসলমানগণ তাহাদিগকে আটক করিয়া রাখে। ইউনিয়ন বোর্ডের কয়েকজন সভ্য পুলিশদের সহিত ছিলেন, প্রকাশ যে, তাঁহারাও আক্রান্ত হন। অতঃপর থানা হইতে একদল সশস্ত্র পুলিশ গিয়া তাহাদিগকে উদ্ধার করে। এপর্য্যন্ত ৪জনকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। সার্কেল অফিসার ঘটনাস্থলে রওনা হইয়াছেন।

ঢাকায় গ্রেপ্তার

বে-আইনী পুস্তক রাখিবার অভিযোগে শ্রীযুত সমরেন্দ্র বাড়ুয্যেকে বঙ্গীয় বিপ্লব-দমন আইনের ১৭ (ক) ধারা অনুসারে গ্রেপ্তার করা হইয়াছিল। সদর মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট তাঁহাকে মুক্তি প্রদান করিলে, বঙ্গীয় সং ফৌঃ আইনে তিনি সঙ্গে সঙ্গেই গ্রেপ্তার হন।

পাঠকদের স্মরণ থাকিতে পারে যে, লালচাঁদ মুকিম লেনের ডাকাতি সম্পর্কে সমরেন্দ্র বাবুর বাড়ী খানাতল্লাসী কালে তাঁহার বাড়ী হইতে 'দেশের ডাক' 'বিপ্লবের পথে' 'আমরা কি চাই,' এই তিনখানি বে আইনী পুস্তক পাওয়া যায়। ঐ পুস্তকগুলি লইয়া যাওয়া হয় এবং সমরেন্দ্র বাবুকে ঐ ডাকাতি সম্পর্কে গ্রেপ্তার করা হইয়াছিল।

২৮শে জুলাই ডাকাতি মামলায় তাহার মুক্তি হয়, কিন্তু সং ফৌঃ আইনে তিনি সঙ্গে সঙ্গেই গ্রেপ্তার হন।

গত ১০ই আগষ্ট বে-আইনী পুস্তক সম্পর্কে তিনি অভিযুক্ত হন।

আসামী দোষ অস্বীকার করেন। মামলা ডিসমিস্ হইলে তাঁহাকে পূর্ব্বকথিত-মত পুনরায় সং ফৌঃ আইনে গ্রেপ্তার করা হয়।

বড়লাটের সফর

বর্ত্তমান ব্যবস্থা অনুসারে বড়লাট এবং তাঁহার পত্নী নবেম্বর মাসের শেষ ভাগে সফর করিবার উদ্দেশ্যে দিল্লী ত্যাগ করিবেন। তিনি হায়দ্রাবাদ, মহীশূর, কোচিন, ত্রিবাঙ্কুর, পদুকোটা, মাদ্রাজ, ভিজাগাপট্টম, এবং জামসেদপুর পরিদর্শন করিবেন। বড়দিনের পূর্ব্বে বড়লাট বাহাদুর এবং তাঁহার পত্নীর কলিকাতায় পৌঁছানর সম্ভাবনা। তাঁহারা জানুয়ারী মাসের মাঝামাঝি কলিকাতা ত্যাগ করিবেন এবং দিল্লীতে ফিরিবার পথে বারাণসী পরিদর্শন করিবেন। কলিকাতায় তাঁহার সম্বর্দ্ধনার জন্য ৮ঠা জানুয়ারী বৃহস্পতিবার একটি গার্ডেন পার্টি এবং ১২ই জানুয়ারী শুক্রবার বল নৃত্যের আয়োজন করা হইবে।

আফগানীস্থানের দুর্ব্বৃত্ত চতুষ্টয়

আফগানীস্থান হইতে সরকারী সূত্রে সংবাদ আসিয়াছে যে, মোর মাগুঃ নামক যে দুর্দ্দান্ত ব্যক্তি ও তাহার তিনজন সহকর্ম্মী আফগানীস্থানের শান্তি ভঙ্গ করিতেছিল, তাহাদের প্রাণদণ্ড হইয়া গিয়াছে।

ট্রেণ সংঘর্ষের তদন্ত

গত ১৩ই অক্টোবর তামালয়া রান একটী মাল গাড়ীর সহিত যে ৬টি প্যাসেঞ্জার ট্রেণের সংঘর্ষ হয়, রেলওয়ের সিনিয়র গবর্ণমেণ্ট ইন্স্পেক্টর উহার তদন্ত করেন। তদন্তের ফলে তিনি রিপোর্ট দিয়াছেন যে, প্যাসেঞ্জার ট্রেণের ড্রাইভারের অসাবধানতা বশতঃই ঐরূপ সংঘর্ষ হইয়াছে। উক্ত ড্রাইভারকে আটক রাখা হইয়াছে। এবং শীঘ্রই আদালতে অভিযুক্ত করা হইবে।

ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

২৪শে কার্ত্তিক শুক্রবার, ১৩৪০

গত ৬ই নবেম্বর ভারত প্রত্যাবর্ত্তনের পর এসোসিয়েটেড প্রেসের প্রতিনিধির নিকট এক বিবৃতি প্রসঙ্গে শ্রীযুক্ত কৃষ্ণমূর্ত্তি এই মর্ম্মে এক ভবিষ্যবাণী প্রচার করেন যে, বিভিন্ন দেশের মধ্যে আর্থিক স্বার্থ সঙ্ঘাত ও সার্ব্বভৌম অধিকার অর্জ্জনের যে চেষ্টা আত্ম প্রকাশ লাভ করিয়াছে। তাহাতে জগদ্ব্যাপী এক মহাসমরের উদ্ভবের আশঙ্কাই সূচনা করিতেছে। শ্রীযুত কৃষ্ণমূর্ত্তি এক বিশ্বজনীন রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠার পক্ষপাতী। বিভিন্ন দেশের স্বতন্ত্র জাতীয়তাবোধের তীব্র নিন্দাবাদ করিয়া বলেন যে, ভারতে কখনও এইরূপ সঙ্কীর্ণ জাতীয়তাবোধকে প্রশ্রয়দান করা কর্ত্তব্য নহে। বিশ্বজনীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা সম্ভবপর কিনা জিজ্ঞাসা করিলে শ্রীযুক্ত কৃষ্ণমূর্ত্তি বলেন যে, জনসাধারণ এইরূপ একটী বিশ্বজনীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার দাবীগ্রহণ করিবে কিনা এবিষয়ে তিনি নিশ্চিত নহেন। মস্তিষ্কে অনেক প্রকার কল্পনা আসে বটে, কার্য্যে পরিণত হইতে অনেক সময় বিলীন হয়।

প্রকাশ, স্বর্গীয় প্যাটেলের নশ্বর দেহ চৌপট্টির সমুদ্র সৈকতে সংকার করিতে বোম্বাই গবর্ণমেণ্ট অনুমতি না দেওয়ায়, ব্যবস্থা পরিষদের সকল দলের কতিপয় সদস্য এই বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিবার জন্য বড়লাটের সহিত সাক্ষাৎ করিবেন।

স্বর্গীয় প্যাটেল পরিষদের প্রথম নির্ব্বাচিত প্রেসিডেণ্ট ছিলেন এবং মৃত্যুর পূর্ব্বে তিনি ঐরূপ সংকারের আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন—এইরূপ যুক্তি দেখিয়া বড়লাটকে এই বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতে অনুরোধ করা হইবে। সংকার কমিটি নাকি এইরূপ প্রতিশ্রুতি দিতে ও প্রস্তুত হইয়াছেন। ইহাকে ভবিষ্যতের নজীরস্বরূপ ধরা হইবে না এবং শ্মশান স্থানে কোন স্মৃতিস্তম্ভ নির্ম্মিত হইবে না। এই প্রস্তাবে সরকারের কোন আপত্তি না থাকিবারই কথা।

দেওয়াসের মহারাজা এখন পণ্ডিচেরিতে অবস্থান করিতেছেন। প্রকাশ, তাঁহার উপর ভারত গবর্ণমেণ্টের রাজনৈতিক বিভাগ তাগিদ দিয়াছেন যে, তাঁহাকে ১০ই নবেম্বরের মধ্যে রাজ্যে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে হইবে, অন্যথা গবর্ণমেণ্ট রাজ্য শাসন সম্বন্ধে কিরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে বাধ্য হইবেন; অর্থাৎ কার্য্যতঃ মহারাজাকে পদত্যাগ করিতে হইবে। শুনা যাইতেছে, মহারাজার স্বাস্থ্যের অবস্থা এখন ভাল নহে এবং তিনি চিকিৎসকের পরামর্শ মত ১০ই নবেম্বরের মধ্যে রাজ্যে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে অক্ষম। আশা করি, ভারত গবর্ণমেণ্ট মহারাজার স্বাস্থ্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বিষয়টী পুনরায় বিবেচনা করিবেন।

মাল্টাতে ব্রিটিশ রাজ বর্ত্তমান নিয়মতান্ত্রিক গবর্ণমেণ্টকে স্থগিত করিয়াছেন এবং পার্লামেণ্ট ও মন্ত্রীদের সমস্ত ক্ষমতা গবর্ণরের হাতে দিয়াছেন। রয়টারের সংবাদে প্রকাশ, এতবড় একটা গুরুতর ব্যাপারেও মাল্টায় জনসাধারণের মধ্যে কোনরূপ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয় নাই। রয়টার আরও বলিতেছেন যে, ইতালীয় ভাষা বনাম ইংরাজী ভাষার লড়াইয়ে মাল্টার জনসাধারণের কিছুমাত্র আগ্রহ নাই। ইতালীয় ভাষা মাল্টা হইতে নির্ব্বাসিত হইলেও তাহারা বিন্দুমাত্র ক্ষুব্ধ হইবে না। অর্থাৎ মাল্টার পার্লামেণ্ট ও মন্ত্রীরা মিলিয়া যে আন্দোলন করিতেছেন, তাহার পশ্চাতে জনসাধারণের কোন সমর্থন নাই মুষ্টিমেয় 'এজিটেটর' ঐ আন্দোলন চালাইতেছে। জনসাধারণ শান্তিতে থাকিলেই সুখের কথা।

গত ৫ই নবেম্বর প্রত্যূষে 'নাগীকুণ্ডী' নামক জাহাজ এডেনে পৌঁছিলে এডেনবাসী হিন্দুদিগকে স্বর্গীয় ভি জে. প্যাটেলের নশ্বর দেহের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণের সুযোগ প্রদত্ত হইয়াছে। দেহটি একটি শবাধারে সংরক্ষিত অবস্থায় জাহাজের "বুলিয়ন রুমে" (যে কামরায় মূল্যবান জিনিষ রাখা হয়) রাখা হইয়াছে। জাহাজ এডেনে পৌঁছিলে শবাধারটি সেই গৃহ হইতে বাহির করিয়া একটি বেদীর উপর রাখা হয়। প্রকাশ এডেনের ৪০ জন বিশিষ্ট হিন্দু বেদীর চতুর্দ্দিকে সমবেত হইয়া একে একে শবাধারের উপর পুষ্পমালা ও খদ্দর অর্পণ করেন। অল্পকাল মধ্যেই শবাধারটি পুষ্পে ও খদ্দরে ঢাকিয়া যায়। জাহাজের বৃটিশ কর্ম্মচারিগণ এই সময় শান্তভাবে কাছে দাঁড়াইয়াছিলেন। হিন্দুরা ফিরিয়া যাইবার পূর্ব্বে তাঁহাদিগের গলায়ও মালা পরাইয়া দেন। পরস্পর প্রীতির বন্ধন প্রশংসনীয়।

উদ্ভিদ্-রোগে অন্তর্নিক্ষেপ

(২)

হাইপোডারমিক সূচির নিম্নভাগ রবারের নল দ্বারা একটি ক্রমাঙ্ক-চিহ্নিত কাচের নলের সহিত সংযুক্ত ছিল। ঐ কাচের নলে হীরাকস যুক্ত-জল ঢালিয়া দিয়া, সূচির অগ্রভাগ উদ্ভিদ গাত্রে প্রবেশ করাইয়া দেওয়া হইয়াছিল। জল-প্রবেশের সুবিধার্থ, ঐ কাচের নলটিকে সূচিবিদ্ধস্থান হইতে ঊর্দ্ধে রাখা হইয়াছিল; এবং বাষ্পীভবন নিবারণের জন্য নলমধ্যস্থ জলের উপরিভাগে কএক ফোঁটা তৈল ফেলিয়া দেওয়া হইয়াছিল। ঐ ঔষধযুক্ত-জল ধীরে ধীরে উদ্ভিদগাত্রে প্রবেশ করায়ে, ৩।৪ দিনের মধ্যেই রোগাক্রান্ত-গাছটি সবুজবর্ণ ধারণ করে। তদবস্থায় অন্যান্য সাধারণ গাছ হইতে তাহার কোন পার্থক্য ছিল না। উক্তরূপ প্রক্রিয়া অবলম্বনে ডাঃ বসু বহুগাছে অন্তর্নিক্ষেপের ফলাফল পরীক্ষা করিয়া কৃতকার্য্য হইয়াছেন। এমন কি, তাঁহার বর্ণনানুযায়ী কোন কোন গাছ মাত্র দুই দিনেই সম্পূর্ণরূপ সবুজবর্ণে পরিণত হইয়াছে। ডাঃ বসুর অভিজ্ঞতা হইতে জানা যায় যে, উক্তরূপে শোষিত জলের পরিমাণ সকল ক্ষেত্রে একরূপ নহে; অর্থাৎ বিভিন্ন গাছে বিভিন্ন পরিমাণে জল শোষণ করিয়া থাকে (দ্রবের শোষণ পরিমাণ বাহিরের আবহাওয়া এবং বৃক্ষের আবশ্যকতার উপরই প্রধানতঃ নির্ভর করে)। তিনি দেখিয়াছেন যে, উদ্ভিদবিশেষে ৩ ঘন সেণ্টিমিটার হইতে ১৫ ঘন সেণ্টিমিটার প্রথম ২৪ ঘণ্টায় উদ্ভিদ দেহে প্রবেশ করিতে পারে।

ডাঃ বসু কিছুদিন পরীক্ষা করিবার পরে দেখিতে পাইলেন যে, 'ফেরাস্ সালফেট' বা হীরাকসের অম্লায়িত লৌহাংশ, পিঙ্গলবর্ণধারণপূর্ব্বক, ক্রমাঙ্ক চিহ্নিত কাচের নলের গাত্রে জমিয়া রহিয়াছে; এবং অম্লায়িত জলের সঙ্গে অতি অল্পপরিমাণে লৌহের অংশ উদ্ভিদগাত্রে প্রবেশ করিয়াছে। তজ্জন্যই তিনি হীরাকসের পরিবর্ত্তে সামান্য পরিমাণ 'সালফিউরিক এসিড্' জলের সঙ্গে মিশ্রিত করিয়া, সেই জল অন্য কতক গুলি পাণ্ডুরোগবিশিষ্ট লজ্জাবতীগাছে অন্তর্নিক্ষেপ করেন। ইহাতে ৫।৬ দিনের মধ্যেই রোগাক্রান্ত গাছগুলি সবুজবর্ণ প্রাপ্ত হয়। অতঃপর তিনি পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে, ঐ অম্লায়িত বা এসিড মিশ্রিত জল ইস্পাত সূচির সংস্পর্শে আসিলে সূচি হইতে যে অতি সামান্য লৌহ ঐ জলে মিশ্রিত হইয়া উদ্ভিদাভ্যন্তরে প্রবেশ করে, তাহাই উদ্ভিদের পাণ্ডুরোগ নিরাময়ে অর্থাৎ স্বাভাবিক সবুজে পরিণত হইবার পক্ষে যথেষ্ট। তিনি বর্ণানুক্রমিক উপায়ে পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে, ঐ জলের সঙ্গে সূচি হইতে গৃহীত লৌহাংশ পরমাণুতে বিভক্ত হইয়া মাত্র '০০০২৫ ভাগ উদ্ভিদগাত্রে প্রবেশ করিয়াছিল। এই বিষয়ে নিঃসংশয় হইবার জন্য তিনি লৌহ সূচির পরিবর্ত্তে কাচের সূচির সাহায্যে অম্লায়িত বা এসিড মিশ্রিত জল পূর্ব্ববৎ উদ্ভিদগাত্রে অন্তর্নিক্ষেপ বা ইন্‌জেকশন করিয়াছিলেন। কিন্তু একপক্ষ কালের মধ্যে প্রায় ২ ঘন সেণ্টিমিটার জল প্রবেশ করিলেও উদ্ভিদের কোন পরিবর্ত্তন লক্ষিত হইল না; অর্থাৎ উহা পূর্ব্ববৎ শ্বেত বর্ণেরই রহিয়া গেল।

ডাঃ বসু হপকিন্স এবং ওয়ানের মত সমর্থন করিয়া বলিয়াছেন যে উদ্ভিদে ব্যবহৃত লৌহযুক্তপদার্থের সমস্ত লৌহের অংশই উদ্ভিদের কার্য্যকরী হয় না। অতি সূক্ষ্মভাবে বিশ্লিষ্ট ইহার তাড়িৎ শক্তিযুক্ত পরমাণুগুলিই উদ্ভিদের পক্ষে কার্য্যকরী হইয়া থাকে। তাঁহার মতে, পাণ্ডুরোগগ্রস্ত উদ্ভিদকে সাধারণ সবুজ উদ্ভিদে পরিণত করিতে লৌহের যে সম্মিলিত তাড়িৎ শক্তিযুক্ত পরমাণুনিচয়ের প্রয়োজন হয়, তাহার পরিমাণও অত্যল্প। উদ্ভিদের পুষ্টি সেক্ষেত্রে লৌহের মোট পরিমাণের উপর নির্ভর করে না; উহা কেবল লৌহের তাড়িৎ শক্তিযুক্ত পরমাণুগুলির পরিমাণের উপরই নির্ভর করিয়া থাকে। এ কারণে, কোনও জমিতে অধিক পরিমাণে লৌহ রহিলেও, আকারে লৌহ অল্প হইলে, তাহাতে গাছের বৃদ্ধি অতি অল্পই হয় বা একেবারে নাও হইতে পারে।

ডাঃ বসুর পরীক্ষাবিষয়ক অভিজ্ঞতা হইতে জানা যায় যে, অন্তর্নিক্ষেপ করিবার সময়ে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করা একান্ত আবশ্যক ও অবশ্যকর্ত্তব্য। অনেক সময়ে সূচির সম্মুখ বন্ধ হইয়া যায় অথবা নানা কারণে উদ্ভিদের গাত্রাভ্যন্তরে ঔষধযুক্ত জল প্রবেশ না করিয়া, উহার গা দিয়া গড়াইয়া পড়ে। এরূপ হইলে অন্তর্নিক্ষেপ করায় বা বা ইন্‌জেকশনের যে কোন ফল হইবে না, তাহা সহজেই অনুমেয়। সূচির ভিতরে যাহাতে কোনরূপে বায়ু প্রবেশ করিতে না পারে, তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখিয়া ধীরে ধীরে সূচির অগ্রভাগ উদ্ভিদের আভ্যন্তরীণ প্রবাহের (অর্থাৎ কাণ্ডের অভ্যন্তরস্থ কাষ্ঠের মধ্যে—ঠিক যে স্থলে রসস্রোত প্রবাহিত হয়।) মধ্যে প্রবেশ করাইয়া দিতে হইবে তাহা হইলেই ঐ জল ধীরে ধীরে প্রবেশ করিয়া অন্তর্নিক্ষেপের ফল উৎপাদন করিবে।

এই অন্তর্নিক্ষেপ বা ইন্‌জেকশন বিধি কৃষিক্ষেত্রজাত উদ্ভিদে প্রয়োগ করিলে কোনও লাভ নাই; এবং সুদূর ভবিষ্যতে কৃষিক্ষেত্রজাত উদ্ভিদে ইহার ব্যবহার কখনও সম্ভবপর হইবে বলিয়াও মনে লয় না। তবে ফুল, ফল ইত্যাদি ঔদ্যানিক উদ্ভিদে ইহা বিশেষ কৃতকার্য্যতার সহিত ব্যবহৃত হইতে পারে। উক্তরূপ ইন্‌জেকশন একমাত্র পাণ্ডুরোগ নিরাময়ে নিবদ্ধ না রহিয়া, যদি অন্যান্য ব্যাধি নিরাময়ে এবং সময় বিশেষে উদ্ভিদের পরিবৃদ্ধির সাহায্যার্থ, উহার খাদ্যরূপে ব্যবহৃত হইতে পারে, তবে ইহা দ্বারা জগতে অশেষ কল্যাণই সাধিত হইবে। ডাঃ বসুর মতেও, খাদ্যাভাবক্লিষ্ট উদ্ভিদে ইহা দ্বারা প্রত্যক্ষভাবে খাদ্য প্রদানের বিধি অবলম্বিত হইলে, তাহার ফল মৃত্তিকা হইতে গৃহীত খাদ্য হইতে অতিক্রম করারই বিলক্ষণ সম্ভাবনা রহিয়াছে। অন্তর্নিক্ষেপ বা ইন্‌জেকশন দ্বারা উদ্ভিদে খাদ্য প্রয়োগ করিলে, খাদ্যের পরিমাণও মৃত্তিকাস্থ খাদ্যের তুলনায়, অনেক অল্পই প্রয়োজন হইবে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক
— পারমার্থিক পত্র —
শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশ
তনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনং
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং
প্রেমা পুমর্থো মহান্
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং
তত্রাদরো নঃ পরঃ॥

৮ম বর্ষ } কেশব গৌরাব্দ ৪৪৭, ২৪শে কার্ত্তিক বঙ্গাব্দ ১৩৪০, ১০ই নভেম্বর ইং ১৯৩৩, শুক্রবার } ২১০তম সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

গত ১৫ই কার্ত্তিক বুধবার শ্রীশ্রীরাস-পূর্ণিমা উপলক্ষে শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকা গিরিধারীর অপূর্ব্ব শৃঙ্গার দর্শকের চিত্তাকর্ষক হইয়াছিল। এতদ্ব্যতীত কতকগুলি আদর্শের দ্বারা সখী-গণের ঘেরানৃত্য, স্তরে স্তরে তিন চারটী সোপানে সখীগণের অবস্থান, সর্ব্বোচ্চস্থানে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের মূর্ত্তি স্থাপিত হইয়া নিরন্তর ঘুরিয়া ফিরিয়া নৃত্যের ভাব দেখান হইয়াছিল। তিন চারি দিবস যাবৎ প্রত্যহ সহস্র সহস্র দর্শনার্থী অপূর্ব্ব দর্শনে বিশেষ মুগ্ধ হইয়া গিয়াছিলেন। অন্য দিকে শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলার তাৎপর্য্য, তাহার আধ্যাত্মিক অর্থ, প্রাকৃত জনগণের বিভিন্ন ধারণা ও মতবাদ, রাসলীলা শ্রবণ-কীর্ত্তনের অধিকারী নির্ণয়, গোপীগণের চিন্ময়ত্ব, প্রাকৃত-রস-মুগ্ধ জীবের রাসলীলা ব্যাখ্যার পরিণাম প্রভৃতি বিষয় তিন দিবস যাবৎ বহু শ্রোতার সম্মুখে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিহৃদেব শ্রৌতী মহারাজ কীর্ত্তন পূর্ব্বক গীতা-ভাগবত-শ্রুত-পুরাণাদির যুক্তি-সহকারে বুঝাইয়া দিয়াছেন। সারগ্রাহী ব্যক্তিগণ উহা শ্রবণ পূর্ব্বক কপট বিষয়াসক্ত ভাণ্ডাটিয়া পাঠক-গণের স্বরূপ এবং শ্রীরাসলীলার নির্ম্মলত্ব ও অপ্রাকৃতত্ব বিষয়ে যথেষ্ট জ্ঞান লাভ করিয়া বিশেষ প্রীত হইয়াছেন। বক্তৃতার আদি ও অন্তে ভক্তিশাস্ত্রী শ্রীপাদ সর্ব্বেশ্বরানন্দ ব্রহ্মচারীজীর সুললিত কীর্ত্তনে সকলেই আকৃষ্ট হইয়াছিল।

কিছুদিন পূর্ব্বে কটকে অবস্থানকালে উড়িষ্যা দেশের অন্তর্গত মধুপুরের রাজা বীরবর নারায়ণচন্দ্র ধীর বাহাদুর কটক রেভেন্সা কলেজের ইতিহাসের সিনিয়ার প্রফেসার মহামহোপদেশক আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল এম এ, ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী মহাশয়ের নিকট শ্রীগৌড়ীয়মঠের কোন প্রচারককে মধুপুরে পাঠাইবার জন্য অনুরোধ করিয়াছিলেন। তদনুসারে গত ১৪ই কার্ত্তিক ৩১শে অক্টোবর মঙ্গলবার কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে শ্রীসানানন্দ-গৌড়ীয় মঠের প্রচারক শ্রীপাদ নৃসিংহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিনিবৃত্তি, ভক্তিশাস্ত্রী মহাশয় ও শ্রীসচ্চিদানন্দ-মঠসেবক শ্রীপাদ সুদর্শন ব্রহ্মচারী তথায় গমন করেন। রাজা সাহেবের টেলিগ্রাম পাইয়া পরদিন ১৫ই অক্টোবর বুধবার কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিশ্রীরূপ পুরী মহারাজ, শ্রীপাদ বিলাসবিগ্রহ দাসাধিকারী ভক্তিকুশ, শ্রীসচ্চিদানন্দমঠের ভূমিপ্রদাতা শ্রীযুক্ত চিন্তামণি দাস মহাশয়, শ্রীপাদ গদাধর দাসাধিকারী প্রভৃতি বেলা দুইটার সময় মধুপুরগড় ষ্টেশনে শুভবিজয় করেন। রাজা সাহেব তাঁহাদিগকে আনিবার জন্য যথাসময়ে দুইখানি মোটর-যান প্রেরণ করিয়াছিলেন। রাজা সাহেবের ইচ্ছাক্রমে একটী বিরাট্ সভার আয়োজন হইয়াছিল। এই সভার বিবরণ পাঠকগণ গত ২০৮ সংখ্যা নদীয়া-প্রকাশে পাইয়াছেন।

সভায় উপস্থিত জনগণের মধ্যে শ্রীসামন্ত ব্রজসুন্দর ধীর, সামন্তবল্লভ নারায়ণ ধীর, সামন্ত কালাচাঁদ ধীর, সামন্ত চিন্তামণি ধীর, শ্রীদয়ানিধি ধীর, শ্রীগোপালচন্দ্র ধীর, মহান্ত জয়রাম দাস, অধিকারী রামচন্দ্র দাস (বড়-চনা গ্রাম) মহান্ত রামনাথ পুরী (ভুবন গ্রাম), মহান্ত বৃন্দাবন দাস (ঠেঁগড়গ্রাম), মহান্ত সর্ব্বেশ্বর দাস (অসুরেশ্বর), অধিকারী শ্রীচরণ দাস (যাজপুর), বাবাজী গৌরহরি দাস (যাবাপুর) প্রভৃতি ভদ্র মহোদয়গণের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

শ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্যতম প্রচারক পরি-ব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রকাশ অরণ্য মহারাজ পূর্ব্ববঙ্গের বিভিন্ন স্থানে প্রচার করিতে করিতে কতিপয় ব্রহ্মচারি-সহ ত্রিপুরাজেলার অন্তর্গত চাঁদপুর পুরাণবাজারে শুভাগমন করেন। স্থানীয় ভদ্রমহোদয়গণের আগ্রহাতিশয্যে গত ২৮শে আশ্বিন ইং ১৪ই অক্টোবর তারিখে 'গৌরনিতাই'এর আখড়ায় স্বামীজী 'শ্রীচৈতন্যদেবের দান সম্বন্ধে' একটী গবেষণাপূর্ণ বক্তৃতা প্রদান করেন। বক্তৃতা-কালে বলেন, অদ্যকার আলোচ্য বিষয় 'শ্রীচৈতন্যের দান'। শ্রীচৈতন্যদেবের নাম এবং তাঁহার ধাম এতদ্দেশবাসী সকলেই কিছু না কিছু পরিমাণে অবগত আছেন। ৪৪৭ বৎসর পূর্ব্বে শ্রীধাম-মায়াপুরে মহা-যোগপীঠে তিনি আবির্ভূত হইয়াছিলেন, সেবিষয়ও অনেকে অবগত আছেন। তিনি অবতীর্ণ হইয়া জগদ্বাসীকে এমন কি-জিনিষ দান করিয়াছিলেন যে, তিনি 'মহাবদান্য' এই আখ্যা প্রাপ্ত হইলেন? জাগতিক বিচারে আমরা দেখিতে পাই, তিনি কাহাকেও অন্ন দান করেন নাই বা বস্ত্রহীনকে বস্ত্র দান করেন নাই বা অসুস্থ ব্যক্তির শুশ্রূষাও তিনি করেন নাই। তিনি এমন একটী বস্তু দান করিয়াছিলেন, যে-দান লাভ করিলে কখনও অভাব থাকে না, যে-দান কখনও মন্দোদয় করে না, যে-দান লাভ করিতে পারিলে আমরা চিৎ-স্বভাবে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারি। সে-বস্তু দান করিলে ফুরায় না, বরং উত্তরোত্তর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। এরূপ একটী বস্তু তিনি জগৎকে দান করিয়াছিলেন; সে-বস্তুটী আর কিছুই নয় স্বয়ংরূপ বস্তু কৃষ্ণ। সেই কৃষ্ণকে দান করিতে জগতের কোন ব্যক্তি সমর্থ নহেন বলিয়া জগতের দানের মধ্যে আমরা হেয়তা ও অবরতা লক্ষ্য করিয়া থাকি। কিন্তু শ্রীচৈতন্যদেব পূর্ণবস্তু দান করিয়াছিলেন। তাঁহার দানে কখনও হেয়তা, নশ্বরতা বা মন্দোদয় করায় না বলিয়া তিনি 'মহাবদান্য'। তৎপর দিবসও 'শ্রীচৈতন্যদেবের দান' সম্বন্ধেই বক্তৃতা হইয়াছিল। বক্তৃতা শ্রবণে স্থানীয় ভদ্রলোক ও ভদ্রমহিলাগণ প্রীতিলাভ করেন।

তৎপরে স্বামীজী রেলোব্রাদার্সে'র হেডক্লার্ক শ্রীযুক্ত রোহিণীকুমার রায় মহোদয়ের ভবনে দুই দিবস শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ ও ছায়া-চিত্রে শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গলীলা প্রদর্শন করেন এবং পুরাণবাজার হরিসভাতে একদিন ছায়াচিত্র-যোগে শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পূর্ব্বে দেশের অবস্থা এবং বর্ত্তমান অবস্থায় যে কি প্রকার ধর্ম্মবিপ্লব উপস্থিত হইয়াছে তাহা বিশেষরূপে বুঝাইয়া দেন। স্থানীয় ভদ্র-মহোদয়গণের মধ্যে শ্রীযুক্ত হরিচরণ পাল, শ্রীযুক্ত বাবু গোপালচন্দ্র পোদ্দার মারচেণ্ট, শ্রীযুক্ত বাবু সুকুমার পাল, শ্রীযুক্ত বাবু রোহিণীকুমার রায় হেডক্লার্ক, শ্রীযুক্ত বাবু রাধিকামোহন পোদ্দার মারচেণ্ট, শ্রীযুক্ত বাবু নিত্যগোপাল সাহা, শ্রীযুক্ত বাবু বিরাজমোহন দে, শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রচন্দ্র দাস, শ্রীযুত মতি-লাল সাহা (বস্ত্রব্যবসায়ী) প্রভৃতি ব্যক্তি-গণের সেবাচেষ্টা বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

অপূর্ব্ব সুযোগ

শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত সুবৃহৎ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য ও অনুভাষ্য সহ) বর্ত্তমানে ১০৲ দশ টাকা ভিক্ষা স্থলে মাত্র ৬৲ টাকায় দেওয়া হইতেছে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

৮ কেশব নিধি পর্ব্বোদশারী

তরুর পরিচয়

আমরা সেদিন 'সজ্জন তোষণ তরু'র সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছি, পাঠকগণ বোধ হয় তৎপাঠে সহজেই বুঝিতে পারিয়াছেন যে, তাহার নাম 'প্রেমতরু'। এই তরু অবনীমধ্যে অবতীর্ণ হইলেও অতি অল্প-সংখ্যক লোকই তাঁহার দর্শন পায়। গুরু-কৃষ্ণ প্রসাদে ইহার বীজ লাভ হয়। সেই বীজ নিষ্কপট-সাধকের চিত্ত-ক্ষেত্রে উপ্ত হইলে শ্রবণ-কীর্ত্তন-জল প্রাপ্ত হইয়া ফলবান্ বিটপীতে পরিণত হয়।

শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর এই তরুর মূল-স্কন্ধ, আবার অচিন্ত্য শক্তিবলে ইনিই মালাকার হইয়া ইহার বল্কল-অষ্টি প্রভৃতি হেয়াংশ-রহিত, সুপক্ক রসাল-ফল প্রেম স্বয়ং আস্বাদন পূর্ব্বক জগদ্বাসীকে অযাচিতভাবে বিতরণ করেন। এই তরুটীর একটী বৈশিষ্ট্য এই যে, যোগ্য ব্যক্তি ইহাঁর ফল যতই দান করেন, বৃক্ষটী ততোধিক পরিমাণে ফল ধারণ করেন। সর্ব্বসময়েই ইহাঁতে ফল থাকে। বৃক্ষটীর আর একটী বৈশিষ্ট্য এই যে, ইনি স্থাবর হইয়াও জঙ্গমের ধর্ম্মযুক্ত। মহাপ্রভু একাকী ইহাঁর ফল বিতরণ করিয়া শেষ করিতে না পারিয়া বলিতেছেন—

"একলা মালাকার আমি কাঁহা কাঁহা যাব।
একলা বা কত ফল পাড়িয়া বিলাব॥
একলা উঠাঞা দিতে হয় পরিশ্রম।
কেহ পায়, কেহ না পায়, মনে রহে ভ্রম॥
অতএব আমি আজ্ঞা দিলুঁ সবাকারে।
যাঁহা তাঁহা প্রেমফল দেহ' যারে তারে॥
একলা মালাকার আমি কত ফ'ল খাব।
না দিয়া বা এই ফল আর কি করিব?
আত্ম-ইচ্ছামৃতে বৃক্ষ সিঞ্চি নিরন্তর।
তাহাতে অসংখ্য ফল বৃক্ষের উপর॥
অতএব সব ফল দেহ' যারে তারে।
খাইয়া হউক লোক অজর অমরে॥

———

আমাদের বর্ণিত প্রেমকল্পতরুর প্রথম অঙ্কুর শ্রীল মাধবেন্দ্র পুরীপাদ। এই অঙ্কুরটী শ্রীল ঈশ্বরপুরীপাদরূপে পুষ্টিলাভ করিয়াছে এবং তাহা হইতেই শ্রীচৈতন্য-মালী স্কন্ধরূপে আবির্ভাবের লীলা প্রকাশ করিয়াছেন। এক্ষণে আমরা মূল নয়টীর নাম করিতেছি। শ্রীপরমানন্দপুরী, শ্রীকেশবভারতী, শ্রীব্রহ্মানন্দপুরী, শ্রীব্রহ্মানন্দভারতী, শ্রীবিষ্ণুপুরী, শ্রীকেশবপুরী, শ্রীকৃষ্ণানন্দপুরী, শ্রীসুখানন্দ পুরী ও শ্রীনৃসিংহতীর্থ—এই নবজনই প্রেম-তরুর নয়টী মূল।

সেদিন বৃক্ষটির মূল স্কন্ধের দুইদিকে যে দুইটী স্কন্ধের কথা বর্ণিত হইয়াছে তাঁহারা শ্রীপাদ নিত্যানন্দ প্রভু ও শ্রীল অদ্বৈত প্রভু। এই শাখাসমূহের সকল প্রশাখা বর্ণন সম্ভবপর নহে। কয়েকটীর নাম মাত্র বর্ণিত হইতেছে।

মূলস্কন্ধ-জাত শাখা

শ্রীবাস পণ্ডিত, শ্রীরাম পণ্ডিত, শ্রীপতি ও শ্রীনিধি-সহোদর-চতুষ্টয়। শ্রীচন্দ্রশেখর, শ্রীপুণ্ডরীক, শ্রীগদাধর, শ্রীবক্রেশ্বর, শ্রীজগদানন্দ, শ্রীরাঘব পণ্ডিত, শ্রীগঙ্গাদাস, শ্রীপুরন্দর আচার্য্য, শ্রীদামোদর পণ্ডিত, শ্রীশঙ্কর পণ্ডিত, শ্রীসদাশিব পণ্ডিত, শ্রীপ্রদ্যুম্ন ব্রহ্মচারী, শ্রীনারায়ণ পণ্ডিত, শ্রীমান্ পণ্ডিত, শ্রীশুক্লাম্বর ব্রহ্মচারী, শ্রীনন্দনাচার্য্য, শ্রীমুকুন্দ দত্ত, বাসুদেব দত্ত, নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাস, শ্রীমুরারী গুপ্ত, শ্রীমান সেন, শ্রীগদাধর দাস, শ্রীশিবানন্দ সেন, শ্রীগোবিন্দানন্দ, শ্রীগোবিন্দ দত্ত, শ্রীবিজয় দাস, শ্রীঅকিঞ্চন কৃষ্ণদাস, শ্রীধর, শ্রীভগবান্ পণ্ডিত, শ্রীজগদীশ পণ্ডিত, শ্রীহিরণ্য, শ্রীপুরুষোত্তম, শ্রীসঞ্জয়, শ্রীবনমালী শ্রীবুদ্ধিমন্ত খান, শ্রীগরুড় পণ্ডিত, গোপীনাথ সিংহ, মুকুন্দ, নরহরি, চিরঞ্জীব, সুলোচন, শ্রীসনাতন, শ্রীরূপ, শ্রীঅনুপম, শ্রীরঘুনাথ, শ্রীগোপাল ভট্ট, শ্রীশঙ্করারণ্য, শ্রীনাথ পণ্ডিত, জগন্নাথ আচার্য্য, কৃষ্ণদাস, পণ্ডিত শেখর কবিচন্দ্র, ষষ্ঠীবর, শ্রীনাথ মিশ্র, শুভানন্দ, শ্রীরাম, ঈশান, শ্রীনিধি, গোপীকান্ত, ভগবান্ মিশ্র, সুবুদ্ধি মিশ্র, হৃদয়ানন্দ, কমলনয়ন, মহেশ পণ্ডিত, শ্রীকর, মধুসূদন, পুরুষোত্তম, শ্রীগালিম জগন্নাথ দাস, চন্দ্রশেখর, দ্বিজ হরিদাস, রামদাস, কবিদত্ত, গোপাল দাস, রঘুনাথ, শার্ঙ্গ ঠাকুর, জগন্নাথ তীর্থ, জানকী নাথ, গোপালাচার্য্য, দ্বিজবাণী নাথ, গোবিন্দ, মাধব, বাসুদেব, অভিরাম ঠাকুর, গোবিন্দ ঘোষ, মাধবাচার্য্য, কমলাকান্ত, যদুনন্দন, জগাই, মাধাই, এই সকল এবং আরও অসংখ্য শাখা মূলস্কন্ধ হইতে বহির্গত হইয়াছেন। ইঁহাদের এবং ইঁহাদের উপস্কন্ধের সুশীতল ছায়ায় গৌরভূমি শান্তি লাভ করিয়াছেন। ইহাঁরা মধ্যে মধ্যে নীলাচলেও উপস্থিত হইয়া মূলস্কন্ধচরণে প্রণতি জ্ঞাপন করিতেন।

———

এক্ষণে শুধু নীলাচল যে যে শাখার ছায়া-লাভের সৌভাগ্য পাইয়াছে, তাঁহাদের নাম বর্ণিত হইতেছে। শ্রীপরমানন্দপুরী, শ্রীস্বরূপদামোদর, শ্রীসার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য, শ্রীগোপীনাথ আচার্য্য, কাশীমিশ্র, প্রদ্যুম্ন মিশ্র, ভবানন্দ রায়, শ্রীরায় রামানন্দ, গোপীনাথ পট্টনায়ক, কলানিধি পট্টনায়ক, সুধানিধি পট্টনায়ক, বাণীনাথ পট্টনায়ক, রাজা প্রতাপ রুদ্র, কৃষ্ণানন্দ, পরমানন্দ মহাপাত্র, ওড্র শিবানন্দ, ভগবানাচার্য্য, ব্রহ্মানন্দ ভারতী, শিখি মাহিতী, মুরারী মাহিতী, মাধবীদেবী, কাশীশ্বর, গোবিন্দ, [illegible], নন্দাই, [illegible], [illegible] ভট্ট, বড় হরিদাস, ছোট হরিদাস, রামভদ্র, সিংহেশ্বর, তপনাচার্য্য, রঘুনাথ, নীলাম্বর, সিংহভট্ট, কামভট্ট, শিবানন্দ, কমলানন্দ, অচ্যুতানন্দ, গঙ্গারাম দাস, বিষ্ণুদাস প্রভৃতি অসংখ্য ভক্ত।

———

মূল-স্কন্ধ হইতে শ্রীপাদ নিত্যানন্দ ও শ্রীল অদ্বৈত নামে যে দু'টী প্রধান শাখা বহির্গত হইয়াছে তাঁহাদের শাখাসমূহের নাম আমরা আগামীতে প্রকাশ করিব এবং যথাসাধ্য সকল শাখারই বিবরণ ক্রমশঃ প্রকাশ করিয়া আত্মশোধনের প্রয়াস পাইব।

'নাস্তিকতা'র জীবনী

[৩]

বিভিন্ন-জাতীয় জ্ঞান জড়বস্তুর গুণসকল নির্দ্দেশ করিয়া দেয় এবং জড়বস্তুই নিত্য ও সকলের মূল কারণ ধারণায় ইহার পোষকতা করে। বিশুদ্ধভাবে ইহা ব্রহ্মকে নির্গুণ প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করে, যাহা হইতে আবার জড় বস্তুর অস্তিত্বই অস্বীকৃত হইয়া থাকে।

বিভিন্ন-জাতীয় উত্তরের বিভাগের মধ্যে যাহা অনিত্য ও ক্ষণিক ভোগের জন্য কার্য্য-কারিতা নামে অভিহিত হয়, তাহা মায়ার কর্ত্তৃত্বাধীনে আত্মারই কার্য্য বটে। ইহার বিপরীত অবস্থা হচ্ছে—স্বরূপে আত্মার ভগবৎসেবা। উক্ত বিভিন্ন জাতীয় উত্তর-সমূহকে মোটামুটী দুইভাগে ভাগ করা যায়—(১) জড়ানন্দ ও (২) জড়সত্তার লোপ সাধন। বিভিন্ন জাতীয় উত্তর-সকল প্রাকৃত বিষয়েই আবদ্ধ। জড়ানন্দ যেখানে চরম বলিয়া স্বীকৃত হয়, সেখানে আবার জড়ানন্দের মধ্যে দুইটী বিভাগ দেখা যায়—(১) স্বার্থপর জড়ানন্দ ও (২) নিঃস্বার্থপর জড়ানন্দ।

'স্বার্থপর জড়ানন্দ'ই মানুষের জীবনের একমাত্র লক্ষিতব্য বস্তু'—এই কথাটার বিচার প্রথমে করা যাক্। এই মতের পক্ষপাতী ব্যক্তিগণের ধারণায় ভগবান্ নাই, আত্মা নাই, এই জগৎ ব্যতীত অন্য কোন জগৎ নাই, বা আমাদের কৃতকর্ম্মের জন্য কোন ফলাফল নাই। আমাদের একমাত্র কর্ত্তব্য হচ্ছে যে, কেবলমাত্র ইন্দ্রিয়-সুখভোগে কালাতিপাত করা, তাহা আবার এমনভাবে যাহাতে জাগতিক কোন প্রকার অপ্রিয় ঘটনা না ঘটে। সভ্য জগতে এইরকম বিচারটা প্রায়শঃই গৃহীত হয় না। যে-সকল ব্যক্তি যুগে যুগে ঐপ্রকার চিন্তা ক'রে থাকে, ইহা কেবল তাহাদের কল্পনামাত্রেই পর্য্যবসিত হয়। ঐসকল ব্যক্তির পরি স্বদেশ ভারতের [illegible] নাম, চীন-দেশের [illegible] নাম, অথবা আশিরিয়ার সার-ডানাপালাসের নাম, রোমের [illegible]দের নাম উল্লিখিত হইতে পারে। চার্ব্বাক্ বলেন যে, যে-ধর্ম্ম মানুষকে ইন্দ্রিয়সুখ প্রদান করিতে পারে, কেবল তাহাই মাত্র [illegible]; কারণ তাঁহার মতে [illegible] সুখের দ্বারা নিজের সুখ আদায় করিবার কৌশলই ধর্ম্ম।

যুগে যুগে বিভিন্ন প্রদেশে নিঃস্বার্থপর জড়ানন্দের পক্ষপাতী [illegible] সংখ্যা অনেক দেখিতে পাওয়া যায়। ভারতবর্ষের ঈশ্বর-বিশ্বাসহীন প্রাচীন কর্ম্মকাণ্ডিগণ এই সম্প্রদায়ের অন্তর্গত বলিয়া মনে হয়। ইহা-দের বিচারে 'অপূর্ব্ব'ই হচ্ছেন ঈশ্বর। বেদের ভ্রমাত্মক বিচারের ফলে উক্তপ্রকার ধারণার উৎপত্তি। গ্রীসদেশের মনীষি ডিমোক্রিটাস্ বলেন যে, আকাশ ও জড়—এই দুইটী নিত্য, বস্তুসকলের মধ্যে যে ভেদ দৃষ্ট হয় তাহা কেবল পরিমাণগত, গুণগত নহে। জ্ঞানটী কতকগুলি বাহ্য ও আভ্যন্তরিক বস্তুর সমাবেশের একটা অবস্থামাত্র। সমস্ত বস্তুই পরমাণু-ঘটিত।

———

কণাদ বলেন যে, বিভিন্ন পরমাণুসকলের মধ্যে স্থায়ী গুণগত ভেদ আছে। বৈশেষিক-গণের মতে জীবাত্মা ও পরমাত্মা উভয়ই জড় বস্তুর পর্য্যায়ভুক্ত। প্লেটো ও এরিস্টটল্ ভগবান্‌কেই একমাত্র নিত্যসত্য বা জগতের একমাত্র কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন না। কণাদের বিচারের গলদসমূহ তাঁহাদেরও বিচারে লক্ষিত হয়। গ্যাসেণ্ডি, ডিডিরো এবং লামেট্রিও এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। কোমতের (Comte) বিচারে মানুষের ক্রমচিন্তার মধ্যে পরমার্থতত্ত্বকে শিশুকাল, দার্শনিক তত্ত্বকে বাল্যকাল এবং জড়বাস্তব-বাদকে (Positivism) প্রৌঢ়াবস্থা বলা যাইতে পারে। তাঁহাদের মতে মানুষ-মাত্রেরই পরোপকারী ও নিঃস্বার্থভাবে ধার্ম্মিক হওয়া উচিত। কোমতের মতে এই পৃথিবীই দেবতা, দেশসমূহ তাঁহারই মূল আধার এবং মানবপ্রকৃতিই প্রধান জীব। মিলও কোমতের সহিত একমতাবলম্বী। ইংলণ্ডের জড়সর্ব্বস্ববাদ-প্রচারকারিগণের মধ্যে ষ্টুয়ার্ট-মিল, লিউইস্, পেন্, কারলাইল, বেন্থাম্, কোম্ব, হেলিডক্ এবং ব্র্যাড্‌ল প্রভৃতির নাম অন্তর্ভুক্ত করা যাইতে পারে।

কিন্তু মানুষের বিচারশক্তি জড় বিষয়ে আবদ্ধ হইলেও যদি তাহারা নিরপেক্ষভাবে বিষয়টার বিচারে প্রবৃত্ত হয়, তাহা হইলে উহা নিশ্চয়ই উপরোক্ত প্রচারকারিগণের অযৌক্তিক যুক্তিসকল পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইবে। জড়বাদিগণ সমস্ত বিষয়ে শ্রেণীবিভাগ করাইবার যৌক্তিকতা দেখায়

করিয়া থাকেন ; ইহাতে তাঁহারা ক্রমশঃ অপ্রাকৃতের অস্তিত্ব অস্বীকার করিতে প্রবৃত্ত হন। কিন্তু ইহাতে তাঁহারা অসংখ্য শ্রেণীবিভাগ সৃষ্টি করিতে বাধ্য হইয়া পড়েন। জড়বাদটা কৃত্রিম ও অবৈজ্ঞানিক এবং ইহা জড়া-প্রকৃতির নিত্যত্ব প্রতিপাদন করিয়া আত্মচৈতন্যকে অস্বীকার করিয়া বসে। ইহা আত্মচৈতন্যকে-জড়ের গুণ বলিয়া নির্দ্দেশ করে এবং জড়কে-চৈতন্যের একটা পরিণাম-বিশেষ না বলিয়া, চৈতন্যসত্তার চালক বলিয়া থাকে।

ইহা দ্বারা চৈতন্যসত্তাকে জড়ের অধীন করিয়া ফেলা হয়। জড়ের স্থায়ী অস্তিত্বের কোন প্রমাণ নাই। বুচার এবং মোলেশট জড়কে নিত্য বলিয়া বর্ণন করিলেও তাহা স্বতঃসিদ্ধ নহে। পৃথিবীর আদি ও অন্তের অনুসন্ধান হইতে মানুষ-মাত্রেরই বিরত থাকা উচিত, 'কোমতের' এই মতের অনুধাবন করিলে দেখা যাইবে যে—তাহাতে মানুষ একটা চৈতন্যহীন জড়মাত্রে পর্য্যবসিত হয়। ক্রমোন্নতির দ্বারা মানুষ জন্মগ্রহণ করছে বা মানুষ আপনা আপনি ইচ্ছাক্রমে জন্মগ্রহণ করছে। গত তিন হাজার বৎসরের অভিজ্ঞতায় এ রকম একটা ঘটনা দৃষ্টিগোচর হয় নাই। এ রকম তর্কপথ অবলম্বিত হইলে বুদ্ধি-বৃত্তিই পৃথিবীর কারণ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইবে, যাহা আবার জড়বাদকেও ধ্বংস করিয়া দিবে।

আবার আমরা যদি সমাজের প্রতি জড়বাদীদের ব্যবহার লক্ষ্য করি, তা'হলে দেখ্‌তে পাই যে—তাহারা মানবমাত্রকেই ধার্ম্মিক হইতে বল্‌ছে। পাপ ও পুণ্য যথাক্রমে দুঃখ ও সুখ উৎপন্ন করিয়া থাকে। নিজ সুখটা নিরপেক্ষ হওয়া উচিত। ধর্ম্মাচরণের দ্বারা পাপ এবং তাহার ফলের হাত থেকে অব্যাহতি পাওয়া যায়। সমাজে যাহাতে মানুষের অস্তিত্ব বজায় থাকে, তৎসম্বন্ধে তাহাদের আইন-কানুনের অনুসন্ধান করা দরকার। মানুষ যে-সমস্ত কার্য্য করে, মৃত্যুর পরেও তাহাকে তাহার ফলভোগী হইতে হয়। এই বিচারে মানুষের কার্য্যের বিনাশ নাই। পূর্ব্বে যে-শক্তির অস্তিত্ব ছিল না, সেই রকম একটা শক্তিতে মানুষের কার্য্য পরিণত হয় এবং ঐ শক্তি আবার পুনরায় ভাবিকার্য্যের দ্বারা পুষ্টি লাভ করিয়া ক্রমাগত জগতের উন্নতি-বিধানের কারণ হয়। ইহাই জীবের পক্ষে নিরপেক্ষ পুরস্কার।

জড়সুখ মানবজীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য বলিয়া যাঁহারা প্রচার করেন, তাঁহারা আত্মেন্দ্রিয়-সুখকামী-সম্প্রদায়ের সমশীল। ডন্ হলব্যাক্ তাঁহার পুস্তকে ইহা প্রমাণ করিয়াছেন। তাঁহার পুস্তকে তিনি দেখাইয়াছেন যে, এই জগতে নিঃস্বার্থপরতা বলিয়া কোন জিনিষ নাই। ধর্ম্ম জিনিষটা অপরের সুখ-বিধানের সহিত নিজের সুখবিধান করা ব্যতীত আর কিছুই নহে। এইরূপ কার্য্যে যদি নিজের কোন সুখ না থাকে, তবে লোকে অন্যের সুখ বিধান করতে যায় না। এমন কি, নিজ জীবন উৎসর্গ করার মধ্যেও নিজ-সুখ-বাঞ্ছা নিহিত আছে। ধর্ম্ম হইতে যে কোন সুখ, সবই নিজ সুখের জন্য। এমন কি, ভগবানের প্রতি যে ভালবাসা, তাহাতেও নিজ-সুখৈষণা নিহিত। যাহা স্বাভাবিক (natural) তাহা নিশ্চয়ই স্বার্থপর (selfish), কারণ স্বভাব (nature) বল্‌তে 'স্ব'বা নিজকেই (self) বোঝায়। অতএব স্বার্থপরতাই স্বাভাবিক এবং নিঃস্বার্থপরতা অস্বাভাবিক বিষয়, তাহা দৃষ্টিগোচর হয় না।

গোদাবরীতীরে

(২)

আমি—উক্ত অধ্যায়ের অন্যত্র প্রবোধন-মুখে শ্রীগৌরসুন্দর তদীয় নিত্য পার্ষদবৃন্দের প্রতি বলিতেছেন—

"এই মত আরো আছে দুই অবতার।
কীর্ত্তন-আনন্দ - রূপ হইবে আমার॥"

অর্থাৎ শ্রীগৌর-ভগবান্ বলিলেন— অবিলম্বে আমার আরও দুইটী অবতার হইবে। মদীয় চিন্ময় নাম-সংকীর্ত্তনের সহিত আমি স্বয়ং অবতীর্ণ হইয়া থাকি। দ্বিতীয়তঃ আমার নিত্য-সচ্চিদানন্দরূপ প্রদর্শন করিবার জন্য আমি অর্চ্চনকারীর নিকট সচ্চিদানন্দ-ময়রূপে অর্চ্চায় আবির্ভূত হই।

মৎসর-স্বভাব পাষণ্ডী জনগণ কু-অভিসন্ধির বশবর্ত্তী হইয়া শ্রীগৌরসুন্দরের আরও দুই অবতারের ছলনায় শ্রীগৌরসুন্দরের অর্চ্চার পরিবর্ত্তে সাধারণ মানবগণকেও ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দরের অবতাররূপে (?) স্থাপন করে! শুদ্ধভক্তগণ ঔদার্য্যময়বিগ্রহ শ্রীগৌর-ভগবানে এই দুই অবতারের বিচারকে 'আবেশাবতার' বিচারে প্রতিষ্ঠিত করায় - অধুনা মায়াবাদি-সম্প্রদায়ের কতিপয় ব্যক্তিও মায়াবশযোগ্য গোদাসগণকে কৃষ্ণাবতার, রামাবতার, গৌরাঙ্গাবতার, গোপালাবতার, নিতাই-গৌর-মিলিত অবতার প্রভৃতি সাজাইবার দুষ্বুদ্ধিবশে যে অপরাধের আহ্বান করিয়াছেন, তৎফলে শ্রৌতপথ অর্থাৎ অবরোহ বা বিষ্ণুর অবতারবাদের বিরোধী কুতর্ক-পথাশ্রিত হেতুবাদী তথাকথিত অবতার পুঙ্গবগণ জীবিতোত্তর-কালে ঈশ্বরত্ব-লাভের পরিবর্ত্তে শৃগাল-যোনি লাভ করিবেন। যথা শ্রীমন্মহাভারতে শান্তিপর্ব্বান্তর্গত মোক্ষধর্ম্ম-পর্ব্বে—

"আন্বীক্ষিকীং মধীয়ানঃ শার্গালীং যোনি-
মাপ্নুয়াৎ।"

বিশেষতঃ শ্রীচৈতন্যলীলার ব্যাস শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুরও প্রসঙ্গক্রমে গ্রন্থ-রচনার সমকালে পূর্ব্ববঙ্গে শুদ্ধভক্তি 'ও ভগবানের বিরুদ্ধে কতিপয় পাপিষ্ঠ অনুকরণ-কারীর অহংগ্রহোপাসনাময় অপকৃষ্ট মত প্রচারের দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিয়াছেন। তাহা আমরা আগামী কল্য বর্ণন করিব।

ভক্ত কবি

[শ্রীযুক্তা অপর্ণা দেবী]

এই প্রবাসের জয়ের গানে, কণ্ঠ তাঁ'দের দেয় না সাড়া—
চির মৌনী শাবক আপন।
(আবার) ব্রজভূমির সরস গীতে উচ্চ তানে আত্মহারা,
কোটি কণ্ঠে গাহে অনুক্ষণ॥
জানে তাঁরা এই ধরণী, প্রতিবিম্ব প্রদর্শনী,
তাই সদা বিশ্বে দেখ আন।
(তাঁ'রা) কল্পনার কল্পবনে, না খুঁজিয়া কল্প-মণি,
করে নিত্য ধনের সন্ধান॥
এই রূপ-রস-গন্ধময়ী, শব্দবতী বসুন্ধরা,
হাস্যে, লাস্যে, ভুলায় বিশ্বজন।
ভোলে না সে চপল ধনে, দেয় না তা'রে ধরা,
লক্ষ্য তাঁ'দের গোকুল বৃন্দাবন॥
সেই স্বদেশের বার্ত্তা-সুধা, বিলায় সদা হৃষ্টমনে,—
চির সুখী অপ্রাকৃত কবি।
অমর প্রাণের পরশ দিয়া, জাগায় যত সুপ্তজনে,
কাব্যে আঁকি, হৃদয়েরি ছবি॥
সৎসাহিত্য-সম্পৎপতি, ব্রজের যুগল ধন—
(ওই) রাঙ্গা চরণ রাখি' হিয়ার প'রে।
ভক্ত-কবির সব সাধনা, সকল আয়োজন,—
গানের তানে আত্মপ্রকাশ করে॥
শুনেছে সে শ্যামের বাঁশী, সজাগ কাণের দ্বারে,—
নাইকো তাঁ'দের দেহ-গেহের স্মৃতি।
অযুত কর্ণ মাগে সে তাই, শুন্‌তে বারে বারে,
অনুক্ষণই কৃষ্ণকথায় প্রীতি॥
চিরতরুণ প্রাণটি তাঁ'দের, জানে তরুণের সেবা,
সেব্য—স্বরাট্, কিশোর গিরিধর।
ব্রজের নবকিশোর শ্যামে, তুষিতে পারে কে বা?
(তাই) ভক্ত-কাব্য শ্যাম-তোষণ-পর॥
চণ্ডীদাস, বৃন্দাবন, নরোত্তম, কবি কৃষ্ণদাস।
বিদ্যাপতি, স্বরূপ, রূপ, শ্রীজীব, শ্রীরঘুনাথ দাস॥
অসংখ্য বৈষ্ণব-কবি —এঁ'রা জানে সাহিত্যের সার।
বৃন্দাবন-কুসুমেতে গাঁথে নিত্য কবিতার হার॥
তাঁ'রা জানে শব্দ-বেদ,—সৎসাহিত্যে নিত্য মাতোয়ারা।
অপ্রাকৃত-শব্দ-বাণে প্রচারিছে পরামৃত-ধারা॥
(অনুগতা) ভাষাদেবী নিজশক্তি তাঁ'দের করেছে সমর্পণ।
গোলোকের সুষমায় সে-লেখনী সদা সুশোভন॥
প্রাকৃত্য সাহিত্য গাহে তৃষ্ণাময় জগতের গান।
অপ্রাকৃত কবি-কুল প্রদানিছে শান্তির সন্ধান॥
বৈষ্ণব প্রকৃত-কবি, বিশ্ব-বন্ধু, সেবা-শিক্ষাদাতা।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড মাঝে নাহি আর এমন প্রদাতা॥
বৃন্দাবন-কুঞ্জবাসি অপ্রাকৃত হে কবি-সমাজ।
তোমাদের পাদপদ্মে নতশিরে নমিতেছি আজ॥
তোমরা ত' দয়াময়, দীনজনে বড়ই করুণা।
দাও শুদ্ধা সেবা-মতি, ঘুচে যাক্ অপর বাসনা॥

শরণ লঞা করে কৃষ্ণে আত্মসমর্পণ। কৃষ্ণ তারে করে তৎকালে আত্মসম

শুদ্ধভক্তি গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। ভাষ্যসহ বিরাট্ শ্রীচৈতন্যভাগবত ৫৲
২। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্যান্ত ২৮৲
একাদশ স্কন্ধ হইতে প্রতিখণ্ড ।৵০
৩। ভাষ্যদ্বয়সহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত
(৪র্থ সংস্করণ) ৬৲
৪। ভক্তিবিবেককুসুমাঞ্জলি (বাঁধা) ১৲
৫। গৌড়ীয়-গৌরব ।৵০
৬। গৌড়ীয়-সাহিত্য ।৵০
৭। ভজনরহস্য ॥০
শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও
শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৯। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ)
ঐ (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
১০। গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি টীকাসহ)
ঐ (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
১১। গীতার কেবল মাধ্ব-ভাষ্য ॥০
১২। যুক্তিমল্লিকা গুণসৌরভঃ সানুবাদ
(মাধ্ব) ২৲
১৩। বেদান্ততত্ত্বসার সানুবাদ
(রামানুজীয়) ॥০
১৪। জৈবধর্ম্ম ২৲
১৫। শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৬। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১৭। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ॥৵০
ঐ (বাঁধা) ৸০
১৮। দ্বীপ দিগ্‌দর্শন ৵০
১৯। সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ) ।৵০
২০। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ॥০
ঐ (আবাঁধা) ।৵০
২১। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
২২। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৵০
২৩। গীতমালা ৴১০
২৪। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶০
২৫। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶০
২৬। নবদ্বীপ পঞ্জিকা (৪৪৭ গৌরাব্দ) ৵০
২৭। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
২৮। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা-দর্পণ ।০
২৯। শরণাগতি ৴০
৩০। গীতাবলী ৴০
৩১। চিত্রে নবদ্বীপ ১॥০
৩২। সাধনকণ ৴০
৩৩। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৴০
৩৪। নবদ্বীপশতক ৴০
৩৫। অর্থপঞ্চক ৴০
৩৬। সদাচারস্মৃতিঃ ৴০
৩৭। কল্যাণকল্পতরু (৫ম সংস্করণ) ৴১০
৩৮। অর্চ্চনকণ ৴১০
৩৯। সাধককণ্ঠমালা (বাঁধা) ॥০
ঐ (আবাঁধা) ।৵০
৪০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি
(প্রথম চারিখণ্ড) ৩৲
৪১। ব্রহ্মসংহিতা ।০
৪২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৪৩। মণিমঞ্জরী সানুবাদ ।০
৪৪। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৪৫। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ।০
৪৬। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৪৭। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
৪৮। গৌড়ীয়মঠ কি করেন ? ৴০
৪৯। ঈশোপনিষৎ (বলদেব ও মাধ্ব-ভাষ্য এবং বিবৃতি ও অনুবাদসহ) ।০
৫০। শ্রীভুবনেশ্বর ৶০
৫১। সিদ্ধান্তদর্পণ ৵০
৫২। সাংখ্যবাণী ৴০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৫৩। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী-দিগ্বিজয়ঃ ॥০
৫৪। সটীক-শিক্ষাদশমূলম্ ।০
৫৫। তত্ত্ব-সূত্রম ।০
৫৬। সানুবাদ-শিক্ষাষ্টকম্ ৵০
৫৭। গৌড়ীয়মঠস্য পরিচয়ঃ ৴০
৫৮। সারাংশবর্ণনম ৶০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৫৯। রায় রামানন্দ ॥০
৬০। নামভজন ।০
৬১। রিলেটিভ্ ওয়ার্ল্ড স ।৵০
৬২। লাইফ্ য়্যাণ্ড প্রেসেপ্টস্ অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।০
৬৩। বৈষ্ণবীজম্ ।০
৬৪। কোয়ার্ট্ গৌড়ীয়মঠ উইজ্ ডুইং ৴০
৬৫। দি ভাগবত ।০
৬৬। থিয়োরেটিক্ প্রিন্সিপ্‌ল য়্যাণ্ড আনেলায়েড্ ডিভোসন ।০
৬৭। ব্রহ্ম-সংহিতা ২৷০
৬৮। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (ভলুম ওয়ান) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৬৯। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ॥০
৭০। সাধন পথ ।০
৭১। কল্যাণ-কল্পতরু ৴১০
৭২। গীতাবলী ৴০
৭৩। শরণাগতি ৴০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৭৪। শরণাগতি

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

নদীয়া-প্রকাশপ্রাপ্তির স্থান

১। শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম-মায়াপুর, নদীয়া
২। শ্রীযোগপীঠ ঐ
৩। শ্রীবাস অঙ্গন ঐ
৪। অদ্বৈত-ভবন ঐ
৫। কাজীর সমাধি পাট ঐ
৬। স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ, নদীয়া।
৭। শ্রীভাগবত আসন কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
৮। শ্রীএকায়ন মঠ গোবিন্দপুর, হাঁসখালী।
৯। দ্বাদশগোপাল পাট—পোঃ চাকদহ,
১০। শ্রীগৌর গদাধরমঠ—চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড়, বর্দ্ধমান
১১। শ্রীমোদদ্রুমছত্র মাউগাছি, বর্দ্ধমান
১২। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম, আমলাযোড়া, পোঃ রাজবাধ বর্দ্ধমান
১৩। শ্রীগৌড়ীয়মঠ বাগবাজার, কলিকাতা
১৪। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাজু, হাওড়া,
১৫। শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয়মঠ, ৯০নং নবাবপুর রোড্, ঢাকা
১৬। শ্রীগোপালজী মঠ কমলাপুর, ঢাকা।
১৭। শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ পোঃ বালিয়াটী,
১৮। শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয়মঠ ময়মনসিংহ।
১৯। শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ চিরুলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর
২০। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম গোয়ালপাড়া, আসাম।
২১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ রায়াপেট্টা, মাদ্রাজ।
২২। শ্রীরামানন্দগৌড়ীয় মঠ কব্বুর, জিঃ পশ্চিম গোদাবরী
২৩। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ উড়িয়াবাজার, পোঃ বক্সীবাজার, কটক।
২৪। শ্রীত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয় মঠ ভুবনেশ্বর।
২৫। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ স্বর্গদ্বার, পুরী।
২৬। শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ আলালনাথ পোঃ ব্রহ্মগিরি, পুরী।
২৭। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ ডুমুরকুণ্ডা, পোঃ চিরকুণ্ডা, মানভূম।
২৮। শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ—কাশী।
২৯। শ্রীরূপগৌড়ীয় মঠ—এলাহাবাদ।
৩০। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ পুরাণবাজার, সরকার ঠাকুরের কুঞ্জ, বৃন্দাবন
৩১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, নিউদিল্লী
৩২। শ্রীপরমহংসমঠ—নৈমিষারণ্য,
৩৩। শ্রীসারস্বত গৌড়ীয় মঠ—হরিদ্বার।
৩৪। শ্রীব্যাসগৌড়ীয়মঠ—কুরুক্ষেত্র, পঞ্জাব
৩৫। শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাবুলনাথ রোড, পোঃ গ্র্যাণ্ট রোড, বোম্বে।
৩৬। লণ্ডন গৌড়ীয়মঠ, ৩৯নং ড্রেটন গার্ডেন্স, কেনসিংটন লণ্ডন, (এস্, ডব্লিউ—১০)।
৩৭। অমর্ষি গৌড়ীয়মঠ—মেদিনীপুর
৩৮। সরভোগ গৌড়ীয় মঠ—সরভোগ, কামরূপ আসাম,

শুদ্ধভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীলভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-মহারাজ সম্পাদিত ইংরেজী মাসিক। শ্রীধাম-মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৸০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দি ভাষায় একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ সম্পাদিত ও নৈমিষারণ্য শ্রীপরমহংস মঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ১৸০ দেড় টাকা মাত্র।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৸০ দেড় টাকা মাত্র।

৫। কীর্ত্তন—মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ নিমানন্দ সেবাতীর্থ বি-এজি, বি-টি, সম্পাদিত। আসাম গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম হইতে প্রকাশিত আসামী ভাষায় মাসিক। ভিক্ষা সডাক ১৸০ দেড় টাকা মাত্র

শ্রীচৈতন্যভাগবত

আদিকবি শ্রীল বৃন্দাবন দাস প্রণীত সমগ্র গ্রন্থ

গ্রন্থের মূল বোল্ড অক্ষরে এবং তন্নিম্নে বিশ্ববিশ্রুত গৌড়ীয়মঠের প্রতিষ্ঠাতা ও আচার্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের রচিত বিস্তৃত ভাষ্য উত্তম কাগজে সৌষ্ঠবের সহিত মুদ্রিত হইয়াছেন। ডবল ক্রাউন আটপেজি আকারে ১০৯৬ পৃষ্ঠায় কেবল মূল ও ভাষ্য সম্পূর্ণ হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত শ্লোকসূচী, পদ্যসূচী, স্থানসূচী, পাত্রসূচী, বিষয়সূচী, শব্দসূচী প্রভৃতি বিস্তৃত সূচীপত্রেও একটী গ্রন্থ হইবে। সভাষ্য শ্রীচৈতন্যভাগবতের এরূপ উৎকৃষ্ট ও অমূল্য বিরাট্ সংস্করণ জগতের কোথায়ও আজ পর্যন্ত প্রকাশিত হন নাই, ইহা নিরপেক্ষ পাঠক মাত্রকেই একবাক্যে স্বীকার করিতে হইবে। শ্রীগৌড়ীয়মঠের উৎসব-কালে গ্রন্থের ভিক্ষা ১২৲ বারটাকা স্থলে—৫৲ পাঁচটাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীচৈতন্যমঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

কলিকাতা বাজার দর

লৌহ হার্ডওয়ার

২৭শে অক্টোবর ১৯৩৩

টাটার তৈয়ারী—	প্রতি হন্দর।
লোহার কড়ি (জয়েষ্ট বা বীম)	
মার্কা	৫।৶০—৫৷৶০
ঐ বে-মার্কা হাল্কা ওজন	৪।৶০—৪৷৶০
বরগা (টী-আয়রণ)	৬৶০—৬।০
এঙ্গেল আয়রণ (কোনা)	৫৸৶০—৬।৶০
গালভ্যানাইজড করগেট টীন—	
২২ গেজ ৬ হইতে ১০ ফুট	১১।৶০
২৪ গেজ „ „	১০৸৶০
২৬ গেজ „ „	১২
২৪ গেজ আর, পি, ডি, মার্কা	১২৸৶০
২৪ গেজ গাঃ প্লেন শীট—	১১।৶০
২৬ গেজ „ „	১২।০
২৮ গেজ ও ৩০ গেজ ঐ—	১৩৲—১৬৲
বাগান ঘেরা কাঁটাতার ১০০ পাউণ্ড বাঃ	৮৸০
ষ্টীল পাটী	৬৲৶—৬।০
„ বোলটু (গোল)	৬৲৶—৬।০
„ নরাদে (চৌকা)	৬৶০—৬৲।০
„গোল রড ৶০—।৶০ সূতা	৫৶০—৫৷০
„ টানা রড-চৌকা ৶০—।৶০ ঐ	৫৶০—৫৷০
„ সাজিল ডাল	৭৲—৭৸০
„ প্লেট—তিন সূতা মোটা পর্য্যন্ত	৭।০—৭।০
„ চাদর ৩-১৬ খানা বাণ্ডিল	৯৷৶—১০৲
ষ্টীং ষ্টীল	৮।০—৯৲
কাক রাউণ্ড	৫৸৶—৬৲৶০
তারের পেরেক ১—৬ ইঞ্চি	৯—৯৸০
প্যাটেণ্ট পেরেক ২—৮ ইঞ্চি	১২।০—১৫৷০
ঢালাই কড়া ১ হইতে ১০ নং ২৷০ সাট	
কোদাল ৪, ৫, ৬, ৭৸৶০ ৮৸৶০ ৯৸৶০ডঃ	
ঐ তিন প্লাউণ্ড ৬৲ দেঃ বিঃ	৬।৶০ „
গ্যাঃ প্লেন বালতি ৭—১২ ইঞ্চি	১৷৶০ ৬৷৶০
ঐ রিভিট „ ৭—১২ ইঞ্চি	২৲—৭৲ „
লোহার চেয়ার রঙের গোল ও চৌকা	৮৷০— „
ঐ কাঠের লোহার সিট	১৫৲ „
ঐ কেনেস্তা (কাঠের সিট)	১৮৲ „
লোহার স্ক্রুপ ৷—৩ ইঞ্চি	৴১০—৷৶০ গ্রোস
ঐ কড়া ৭০ নং	
১৸—৪ ইঞ্চি	৷১০—৸৶১০ পেঃ ডজন
গ্যাঃ তার ১৬—২২ নং (গেজ)	১২৲—১৩৲ হন্দর
গ্যাঃ রিজিং (মটকা)	
১২ ইঞ্চি	।৶৫—৷৶০ পীস
গ্যাঃ গাটারিং বা ভোজা	
৬ ইঞ্চি	৷০—৸৶০ „
গ্যাঃ ক্রুপ ১৷০—২৷০ ইঞ্চি	২৩৲—২৯৲ হন্দর
গ্যাঃ ওয়াসার চাকি	১১৷০—১৬৲ „
গ্যাঃ বোল্ট-নাট ৸—৩ ইঞ্চি	৷৶১০—১৶০ গ্রোস
ঢালাই রেলিং	৩৷০—৪৷০ হন্দর
ঐ রেন ওয়াটার পাইপ ৩ ইঞ্চি ৵১০ ও ৪ ইঞ্চি	।১০ ফুট
টিউব ওয়েলের জন্ম গ্যাঃ পাইপ১৷ ইঞ্চি	।৶৫ ফুট
পাম্প ৪নং ১২৷০ ৫নং ১৪৲ ৬নং ১৬৲	
৬০—৮০ বাটখারা ৵১৫ সাট	২।০—২৷০ মণ

সন্তোষকুমার মল্লিক এণ্ড সন্স লিঃ

লোহ ও হাডওয়ার বিক্রেতা।

মীরবহর ঘাট লোহাপটী, বড়বাজার, টেলি—"লোহার মালিক" কলিকাতা।

কেরোসিন

মোক্রেক প্রত্যেক বাক্স (২ টিন)		৯৲৬
সূর্য্য মার্কা	„	৬৷০
ভিক্টোরিয়া	„	৬৲

সোণার দর

পাকা সোণা	৩০৸৶
বড়াল	৩০৸
চিনা পাত	৩২।০

রূপার দর

রূপা প্রতি ১০০ ভরি	৫৫৶০
ঐ খুচরা	৫৶০

কোম্পানীর কাগজ

৩৷০ সুদের কাগজ	৮১৶
৩৷০ নূতন ঋণ (১৯৪৭-৫০)	৯১।০
৪৲ ঋণ (১৯৬০-৭০)	৯৭৲
৫৲ „ বণ্ড (১৯৩৫	১০৪৷৶০

ডিবেঞ্চার

৫৲ সুদের (১৯৫৬-৮৬) কলিকাতা পোর্ট ট্রাষ্ট ডিবে :—	১০২৷৶০

ব্যাঙ্ক

ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক (কনট্রি)	২৯৪৷০
সেণ্ট্রাল ঐ	২২৲

কাপড় ও সূতার কল

এলগিন মিল	৪৫৲

পাট কল

হাওড়া	৫০৲
অকল্যাণ্ড	১৯৫৲
বালী	১৬২৲
বরানগর	১৫০৲
কেরত	৩৭০৲
ভারত	২৪৩৲
ক্লাইভ	২৮।০
ডালহাউসী	৪০৮৷০
ডেল্টা	৪০৫৲

কৃষ্ণনগর নবদ্বীপঘাট রেলওয়ে সময়

কৃষ্ণনগর হইতে নবদ্বীপঘাট

কৃষ্ণনগর সিটি—	৬-৪৫	১০-৪৪	১৩-২২	১৭-৩৮	২০-১৬
কৃষ্ণনগর রোড—	৬-৫৬	১০-৫৫	১৩-৩৩	১৭-৪৭	২০-২৫
আমঘাটা—	৭-১৫	১১-১৩	১৩-৫১	১৮-৩	২০-৪১
মহেশগঞ্জ—	৭-২৪	১১-২১	১৪-০	১৮-৯	২০-৪৭
নবদ্বীপঘাট—	৭-৩৩	১১-৩০	১৪-৯	১৮-১৬	২০-৫৫

বিশেষ দ্রষ্টব্য—নবদ্বীপঘাট ষ্টেশন অপেক্ষা মহেশগঞ্জ ষ্টেশন হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরের দূরত্ব অনেক কম। শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে যাঁহাদিগকে রাণাঘাটে ট্রেণ বদল করিতে হয়, তাঁহারা রাণাঘাটে প্রাতঃ ৫-৫০, ৮-১৪, ১১-৪৬, ১৬-৪৮, ১৮-৩৯ এবং ০-৩২ মিনিটের সময় গাড়ী পাইবেন।

শান্তিপুর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে শান্তিপুর ষ্টেশনে ৫-৪০, ৯-২৯, ১২-২৫, ১৬-৪ এবং ১৮-৪১ মিনিটের সময় ট্রেণ পাওয়া যায়।

নবদ্বীপঘাট হইতে কৃষ্ণনগর

নবদ্বীপ ঘাট—	৫-৩৫	৯-২৫	১২-১০	১৫-৩৪	১৮-৪৪
মহেশগঞ্জ—	৫-৪৩	৯-৩৩	১২-১৯	১৫-৪২	১৮-৫৬
আমঘাটা—	৫-৪৯	৯-৩৯	১২-২৬	১৫-৪৮	১৯-৫
কৃষ্ণনগর রোড—	৬-৫	৯-৫৫	১২-৪৩	১৬-৪	১৯-২৪
কৃষ্ণনগর সিটি—	৬-১৩	১০-৩	১২-৫১	১৬-১২	১৯-৩৫

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে—ডাঃ কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম ভক্তিশাস্ত্রী এল. এম. এফ. কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

তারের ঠিকানা— 'শ্রীপ্রাম' নবদ্বীপ
ডাকের ঠিকানা—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

দৈ নি ক

REG. C 544

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩।০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র।

নদীয়া প্রকাশ

THE NADIA-PRAKASH

সাহায্যের হার
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸০
মাসিক ১৲
নগদ
প্রতি সংখ্যা ৫

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৮ম খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বেদান্তবাচস্পতি [২১১শ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর— ২৫শে কার্ত্তিক শনিবার ১৩৪০, ১১ই নভেম্বর ১৯৩৩

ম্যাজিক দেখাইতে দুর্ঘটনা

৫ই নবেম্বর ঢাকা খড়িয়া গ্রামের একটি বার বৎসরের মুসলমান বালক আপন সঙ্গীদের মধ্যে ম্যাজিক এবং কৌশল দেখাইতে গিয়া এক শোচনীয় দুর্ঘটনার অনুষ্ঠান করিয়া ফেলিয়াছে।

প্রকাশ যে, ঘটনার দিন কয়েক পূর্ব্ব হইতেই একটি যাদুকর এ অঞ্চলে ম্যাজিক ও নানারূপ কসরৎ দেখাইতেছিল। বালকটি এই সমস্ত কৌশলে আকৃষ্ট হইয়া নিজেই উহা শিখিবার চেষ্টা করে—যাদুকরের অন্যান্য কৌশলের মধ্যে মানুষের কাটা মাথা পুনর্ব্বার জোড়া লাগান এবং ধারাল তরবা'রর উপর নৃত্য করা এই দুইটি জিনিষই বালকটিকে বিশেষ মুগ্ধ করে। সে উহা শিখিবার জন্য উক্ত যাদুকরের নিকট যায়। যাদুকর তাহাকে হেলে মামুলীভাবে উহা বুঝাইয়া দেয়। ফলে সে বাড়ী আসিয়া কয়েকটি ছেলে সহ উক্ত কৌশল গুলি দেখাইতে আরম্ভ করে। প্রথমতঃ খেজুর গাছ কাটিবার একখানা ধারাল অস্ত্র লইয়া তাহার ভাইয়ের গলা কাটিয়া পুনরায় জোড়া লাগাইতে চাহে, কিন্তু তাহার ভাই কিছুতেই রাজী না হওয়ায় নিজেই ঐ অস্ত্রখানির উপর দাঁড়াইয়া নাচিবার প্রস্তাব করে। কয়েকটী ছেলে অস্ত্রখানি ধরিলে সে তাহার উপর দাঁড়ায় তৎক্ষণাৎ বালকটির পা দ্বিখণ্ডিত হইয়া যায় এবং সে মাটিতে লুটাইয়া পড়ে অন্যান্য ছেলেরা চীৎকার দেওয়ায় তখনই লোকজন ছুটিয়া আসিয়া বালকটিকে চিকিৎসার্থ প্রেরণ করে।

বাজারে অগ্নিকাণ্ড

কমিল্লায় গত ৩রা নবেম্বর সকাল প্রায় ৫টার সময় কৈলাসচন্দ্র—মহেশচন্দ্র সাহার বাজে মালের গুদামে আগুন লাগে এবং আশেপাশের ২।১টি ঘরও ভস্মীভূত হয়। স্থানীয় লোকজন ও পুলিশের সহায়তায় অনেক কষ্টে আগুন নির্ব্বাণ সম্ভব হয়। ক্ষতির পরিমাণ ও আগুন লাগার সঠিক খবর এখনও জানা যায় নাই।

প্রকৃতির অদ্ভুত খেয়াল

প্রকাশ যে, ত্রিপুরার অন্তর্গত আমথার গ্রামের সাগরালির পত্নী তিন হাত ও পা বিশিষ্ট একটী অদ্ভুত সন্তান প্রসব করিয়াছে। শিশুর তৃতীয় হস্তটি বুকের মধ্য হইতে বাহির হইয়াছে, এবং তৃতীয় পদটি অপেক্ষাকৃত ছোট, কুক্ষির তলা হইতে বাহির হইয়াছে; শিশুটী মৃতাবস্থায় জন্মলাভ করিয়াছে।

ভীষণ নৌ-দুর্ঘটনা

"পাইওনিয়র" পত্রিকার ফতেগড়ের সংবাদদাতা একটী ভীষণ নৌ-দুর্ঘটনার সংবাদ প্রেরণ করিয়াছেন।

ঘটনার বিবরণে প্রকাশ যে, গত ৩রা নবেম্বর হারদয় জিলার মোরচাইঘাট হইতে প্রায় ২০০ জন তীর্থযাত্রী বোঝাই এক খানি নৌকা নদীর অপর পারে রওনা হয়। স্নানার্থীদের নদীর অপর পারে যাইয়া স্নান করিবার ইচ্ছা ছিল। নৌকাখানি রামগঙ্গা নদীর মধ্যভাগে আসিয়াই হঠাৎ উল্টাইয়া যায়। ফলে ১৫০ জন লোকের সলিল সমাধি হয়।

ঐ ২০০ জন লোকের মধ্যে মাত্র ৩০টি লোকের জীবন রক্ষা হইয়াছে। ২০টী মৃতদেহ ও নৌকাখানি উদ্ধার করা হইয়াছে। অবশিষ্ট কাহাকেও পাওয়া যায় নাই।

রাজেন্দ্র বাবুর স্বাস্থ্য

প্রকাশ যে, বাবু রাজেন্দ্র প্রসাদের স্বাস্থ্যের উন্নতি হইতেছে। বর্ত্তমানে তাঁহার ওজন ১১১ পাউণ্ড। পুনরায় পাটনা জেনারেল হাঁসপাতালে প্রেরিত হইবার পর তাঁহার ওজন তিন পাউণ্ড বর্দ্ধিত হইয়াছে। তবে এখনও ২০ পাউণ্ড পর্য্যন্ত হইলে তাঁহার স্বাভাবিক ওজন ১৩১ পাউণ্ডে পৌঁছিবে। বাবু রাজেন্দ্র প্রসাদের সাধারণ স্বাস্থ্যের অবস্থা এখনও তেমন সন্তোষজনক নহে।

কর্ম্মচারীর ২০ হাজার টাকা তহরূপ

টাটা কোম্পানীর নাগপুর এজেন্সীর ম্যানেজার মিঃ পি, সূর্য্যনারায়ণ এবং তাঁহার কেরাণী রাম আর্য্যকে পুলিশ গ্রেপ্তার করিয়াছে। তাহাদের বিরুদ্ধে ২০ হাজার টাকার তহবিল তছরূপের অভিযোগ উপস্থিত করা হইয়াছে। এই দুইজনকে ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট হাজির করা হইয়াছিল। ১৩ই নবেম্বর পর্য্যন্ত তাহাদিগের প্রতি হাজতে থাকিবার আদেশ হইয়াছে।

রাখে কৃষ্ণ মারে কে?

একটি স্ত্রীলোক নিত্যকার মত পাঁচটার সময় উঠিয়া ঘোল প্রস্তুত করে। রাত্রিতে একটি সাপ দধির পাত্রে ঢুকিয়া পড়িয়াছিল; স্ত্রীলোকটি মাখন তুলিবার জন্য দধি মন্থন করিতে থাকিলে সাপটী মরিয়া যায় এবং ঘোল ও মাখন বিষাক্ত হইয়া পড়ে।

প্রাতঃকালে স্ত্রীলোকটী তাহার স্বামী ও ছেলে মেয়েদিগকে আহার্য্যের সহিত ঘোল এবং মাখন দেয়। কিন্তু একটি ছেলে বলে, তাহাকে ঘোল ছেঁকিয়া দিতে হইবে। ঘোল ছেঁকিবার সময় দেখা যায়, পাত্রের নীচে বিষাক্ত সাপটী পড়িয়া আছে।

পণ্ডিত মালব্যের স্বাস্থ্য

পণ্ডিত গোবিন্দ মালব্য দেরাদুন হইতে কলিকাতা মেলে এখানে আসিয়া পৌঁছিয়াছেন। তিনি "ঋষি ভবনে" অবস্থান করিতেছেন।

পণ্ডিত মদনমোহন মালব্যের স্বাস্থ্য এবং কার্য্যপদ্ধতি সম্বন্ধে প্রশ্ন করিলে উত্তরে তিনি বলেন 'পণ্ডিতজী' বর্ত্তমানে সুস্থই আছেন। তাঁহার স্বাস্থ্য মুসৌরী এবং দেরাদুনে অবস্থান করায় অপেক্ষাকৃত ভাল হইয়াছে। তাঁহার মুসৌরী অবস্থান বিশ্রামের জন্য নির্দ্দিষ্ট ছিল, কিন্তু সেখানে তাঁহার চিকিৎসা করাইতে হইয়াছে। পণ্ডিতজীর স্বাস্থ্য সত্বর ফিরিয়া পাইবার আশা করা যায় না।

রেলওয়ে খাজাঞ্চিখানা হইতে টাকা চুরি

আসাম বেঙ্গল রেলওয়ের চীফ ক্যাসিয়ার গত ২রা নবেম্বর রেলওয়ে খাজাঞ্চিখানা হইতে ১৭০১৲ টাকা পাওয়া যাইতেছে না অথচ হিসাব ঠিক আছে দেখিয়া তৎক্ষণাৎ পুলিশের নিকট সংবাদ পাঠান। পুলিশ ঘটনা স্থলে উপস্থিত হইয়া কৃষ্ণচন্দ্র দে নামক একজন পিয়ন এবং উক্ত ডিপার্টমেণ্টের শীতল চন্দ্র দে নামক অপর একজন পুরাতন কর্ম্মচারীকে গ্রেপ্তার করে। এতৎসম্পর্কে জোর তদন্ত চলিতেছে।

ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

২৫শে কার্ত্তিক শনিবার, ১৩৪০

মাদ্রাজের গবর্ণরের উদ্যোগে মাদ্রাজ সহরে ভারতের বন্যজন্তু জানোয়ারদের রক্ষার জন্য একটি সমিতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং এতদুদ্দেশ্যে যথারীতি চাঁদার কথা ঘোষণা হইয়াছে। গবর্ণর নিজে ভাণ্ডারে তিনশত টাকা দান করিয়াছেন। প্রস্তাব হইয়াছে যে, গৃহহীন যাযাবর জন্তুদিগকে আশ্রয় দান করিবার নিমিত্ত যুক্তপ্রদেশে একটী ন্যাশনাল পার্ক প্রতিষ্ঠা করা হইবে। ভারতের জন্তু জানোয়ারদের দুঃখ দূর করিবার জন্য এতটা ব্যস্ত না হইয়া গবর্ণর বাহাদুর যদি মাদ্রাজের করভার-ক্লিষ্ট কৃষকদের করভার হ্রাস করিতে চেষ্টা করেন, তবেই বোধ হয়, অধিক সহৃদয়তা প্রকাশ করা হইবে।

———

সেদিন আগ্রা বিশ্ববিদ্যালয়ের বার্ষিক কনভোকেশন সভায় ছাত্রদিগকে সম্বোধন করিয়া যুক্তপ্রদেশের গবর্ণর বাহাদুর বলিয়াছেন—"আমি একটা স্বীকারোক্তি করিতে চাই, সে স্বীকারোক্তিটা বুড়াদের পক্ষ হইতে স্বীকারোক্তি,—তাহা এই যে, সাম্প্রদায়িকতার বিষ দূর করিতে আমরা ব্যর্থকাম হইয়াছি। এখন তোমাদের দিকে সেই ভরসায় তাকাইয়া আছি; তোমরা পারিবে কি? জাতি, ধর্ম্ম ও বর্ণ নির্ব্বিশেষে প্রত্যেক ভারতবাসীকে ভ্রাতার ন্যায় দেখিতে শিক্ষা কর।" কথাটা শুনিতে বড়ই মনোরম, কিন্তু এক গাছের বাকল অন্য গাছে লাগে কি? জগৎ সম্বন্ধে যে মিলনের সুগম পথ রহিয়াছে, তাঁহার শিক্ষার ব্যবস্থা কোথায়।

———

পাঠকগণ অবগত আছেন, ম্যাঞ্চেষ্টারী প্রতিনিধিগণ, বোম্বাইএর মিঃ মোদীর মাথায় হাত বুলাইয়া একটা চুক্তি করিয়াছে। ভারত গবর্ণমেণ্ট জানিলেন না, ভারতবাসী জানিল না অথচ ভারতের কাপড়ের বাজারে ল্যাঙ্কাশায়ারের পুরাতন আধিপত্য পুনরুদ্ধারের পথ সুগম করা হইল! ওদিকে বিলাতে জাপানী প্রতিনিধিরাও বসিয়া নাই। বহু কথাকথির পর একটা রফা হইয়াছে।

———

জাপানের সঙ্গে ভারতের চুক্তি, জাপান ভারতীয় তুলা ক্রয় করিবে, আবার ভারত বিনিময়ে জাপানী কাপড় কিনিবে। ল্যাঙ্কাশায়ার ভাগ পাইল, জাপানও ভাগ পাইতেছে। বোম্বের মোদীর দলও কিছু দুর্ব্বলিজ করিয়া লইল। এক্ষণে ভারতের বিশেষতঃ বাঙ্গলার প্রতিষ্ঠিত ও প্রস্তাবিত কাপড়ের কলগুলির ভবিষ্যৎ চিন্তা করে কে? ইহাকেই বলে স্বদেশ প্রেমিকতা।

———

ডাঃ আনসারী ও ডাঃ মুঞ্জে লণ্ডন হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন। প্রকাশ ডাঃ আনসারী, গান্ধীজীর সহিত আলোচনা না করিয়া বর্ত্তমান সমস্যা সম্বন্ধে কোন কথা বলিতে অস্বীকার করিয়াছেন। ডাঃ মুঞ্জে আশা করিয়াছেন যে, হোয়াইট পেপার সম্বন্ধে হোর-চার্চ্চিল-যুদ্ধে হোর সাহেব জিতিবেন, এরূপ আশা করা যায়। সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা সম্বন্ধে তিনি বলিয়াছেন, হিন্দুদের প্রতি অবিচারমূলক এই ব্যবস্থার বৃহৎ ভাবে প্রতিবাদ দ্বারাই বৃটিশ গবর্ণমেণ্টকে পরিবর্ত্তনে ইচ্ছুক করা যাইতে পারে।

প্রধান মন্ত্রীর সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা কেবল হিন্দুর প্রতি অবিচার নহে,—ইহা ভারতের প্রতি অবিচার। হিন্দুরা সম্প্রদায় হিসাবে কোন দাবী দাওয়া করে নাই। তাহারা জাতি হিসাবে দাবী দাওয়া করিয়াছে। মুসলমান রাজনৈতিকগণ, প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধির দ্বারা চালিত হইয়া এই সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারাকে সম্ভব করিয়াছেন। কার্য্যক্ষেত্রে ইহার কুফল ও অসারতা না দেখা পর্য্যন্ত মুসলমান রাজনৈতিকগণ নিরস্ত হইবেন না। এখন হিন্দুরা (বাধ্য হইয়া) মুসলমান রাজনৈতিকদের চৈতন্যোদয় পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিবেন না, এখনি সঙ্ঘবদ্ধ প্রতিবাদে উদ্যত হইবেন—ইহাই প্রশ্ন।

———

ঘুরিয়া ফিরিয়া সেই পুরাতন সমস্যাই নূতন করিয়া দেখা দেয়। যে সকল বড় বড় যোদ্ধা, বিলাতী কর্ত্তাদের যুক্তিতর্ক দ্বারা পরাহত করিয়া, সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার রদবদল করিতে সক্ষম হইবেন ভাবিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে ডাঃ মুঞ্জে অন্যতম। তিনি এখন হতাশ হইয়া একটি নিখিল ভারত প্রতিবাদ আন্দোলন কল্পনা করিতেছেন। কিন্তু হিন্দু জননায়কগণ কি মিলিতে পারিবেন? ভারতে ২৪ কোটি হিন্দু কিন্তু তাঁহাদের ঐক্য কোথায়?

———

গত রবিবার দিন সন্ধ্যা সমাগমে বিলাত হইতে সদ্য প্রত্যাগত মিঃ এইচ, এল, সারোয়ার্দ্দি বহু লোক পূর্ণ একটী সভায় হিন্দুদিগকে অভয়দান পূর্ব্বক বলিয়াছেন—"দেশের শাসনকার্য্য হইতে হিন্দুদিগকে তাড়াইবার ইচ্ছা আমাদের নাই; আমরা বাস্তব রাজনীতিক, আমরা বুঝি যে আমরা তাহা করিতে পারিব না, শাসনকার্য্য পরিচালনে হিন্দুদের সহযোগিতা পাইলে আমরা সুখীই হইব।" গুণের আদর করিতে দোষ কি?

চিনির কল

ভারতবর্ষে যে সমস্ত চিনির কলে সোজাসুজি আখ হইতে চিনি প্রস্তুত হয়, তাহাদের সম্বন্ধে ভারত সরকারের চিনি বিশেষজ্ঞ মিঃ শ্রীবাস্তব যে বিবৃতি প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা হইতে জানা যায় যে, ১৯৩০-৩১ সালে ভারতে এই ধরণের ২৯টি, ১৯৩১-৩২ সালে ৩২টি এবং ১৯৩২-৩৩ সালে ৫৭টি কল ছিল। ১৯৩২-৩৩ সালের ৫৭টি কলের মধ্যে সংযুক্তপ্রদেশে ৩৩টী, বিহার ও উড়িষ্যায় ১৯টী, পঞ্জাবে ১টী, মাদ্রাজে ১টী, বোম্বাইয়ে ১টী ও ব্রহ্মদেশে ১টি অবস্থিত এই সালে সংযুক্তপ্রদেশে ১৯টী এবং বিহার উড়িষ্যায় ৭টী নূতন কল প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই সমস্ত কলে বৎসরে গড়ে ১৩৮ দিন কাজ হইয়াছে।

১৯৩১-৩২ সালে ভারতের আখ হইতে সোজাসুজি চিনি উৎপাদনকারী কলগুলিতে মোটমাট ১৫৮৫৮১ টন চিনি উৎপন্ন হইয়াছিল। ১৮৩২-৩৩ সালে কলের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়াতে উৎপন্ন চিনির পরিমাণও বৃদ্ধি পাইয়া ২৯০১৭৭ টনে দাঁড়াইয়াছে। উহার মধ্যে সংযুক্ত প্রদেশের কলগুলিতে ১৪০৩৪৪ টন, বিহারের কলগুলিতে ১২৮৬১০ টন এবং ভারতের, অন্যান্য প্রদেশের কলগুলিতে ২১০২৩ টন চিনি উৎপন্ন হইয়াছে। অভিজ্ঞতা হইতে দেখা গিয়াছে যে আধুনিক উন্নত প্রণালীর যে সমস্ত নূতন চিনির কল প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে তাহাতে আখ হইতে নিষ্কাষিত চিনির পরিমাণ ক্রমেই বাড়িয়া যাইতেছে। বর্ত্তমান সময়ে ভারতীয় চিনির কলগুলিতে গড়ে আখ হইতে শতকরা ৮'৬৬ ভাগ চিনি পাওয়া যাইতেছে। কিন্তু জাভাতে আখ হইতে শতকরা ১১'৯২ ভাগ চিনি প্রস্তুত হয়। সুতরাং ভারতীয় কলগুলিকে যদি জাভার সঙ্গে সমানে সমানে প্রতিযোগিতা করিতে হয় তাহা হইলে আরও উন্নত শ্রেণীর আখের চাষ প্রবর্ত্তন করিতে হইবে এবং যাহাতে আখ হইতে আরও বেশী চিনি নিষ্কাষিত করা যায় তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

———

তুলার চাষ

ভারতবর্ষে বর্ত্তমান বৎসরে কি পরিমাণ জমিতে তুলার চাষ হইয়াছে তৎসম্বন্ধে ২য় সরকারী, অনুমান প্রকাশিত হইয়াছে। এই অনুমান অনুসারে এবার ভারতে মোট ১৯৬৪১০০০ একর জমিতে তুলার চাষ হইয়াছে। গত বৎসর ১৮৪১৫০০০ একর জমিতে চাষ হইয়াছিল। ভারতে মোট যত জমিতে তুলার চাষ হয় তাহার কত অংশ কোন প্রদেশে অবস্থিত তাহা দিয়ে দেওয়া হইল—বোম্বাই ৮৫, মধ্যপ্রদেশ ও বেরার ১৯৪, পঞ্জাব ১০১, মাদ্রাজ ৯০, সংযুক্ত প্রদেশ ৩'১ ব্রহ্মদেশ ১'৩, বাঙ্গলা ০'৩, বিহার ও উড়িষ্যা ০'৩ আসাম ০'২ আজমীঢ় মাড়ওয়ার ০'১, উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ০'১, হায়দ্রাবাদ ১৪৬, মধ্যভারত ৫'৬, বরোদা ৩'০, গোয়ালিয়র ২'৫, রাজপুতানা ১'৯, মহীশূর ০'৭।

———

তিলের চাষ

বর্ত্তমান বৎসরে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে নিম্নলিখিত পরিমাণ জমিতে তিলের চাষ হইয়াছে বলিয়া সরকারী অনুমান (দ্বিতীয়) প্রকাশিত হইয়াছে—

ব্রহ্মদেশ	১১৬৫০০০	একর
সংযুক্ত প্রদেশ	৪৩৫০০০	,,
মাদ্রাজ	৫৩২০০০	,,
বোম্বাই	৫১২০০০	
মধ্য প্রদেশ ও বেরার	৫৭৩০০৭	
বিহার ও উড়িষ্যা	১৯৯০০০	
বাঙ্গলা	১০৭০০০	
পাঞ্জাব	১২৬০০০	,,
আজমীঢ় মাড়ওয়ার	১৯০০০	,,
বরোদা	৭২০০০	,,
ভুপাল	১ ৫০০০	,,
কোটা	৪০০০০	,,
	৪৩০৫০০০	একর

গত বৎসর ভারতে ৩৮৭৯০০০ একর জমিতে তিলের চাষ হইয়াছিল।

বহির্ব্বাণিজ্যের ষাণ্মাসিক নিকাশ

গত এপ্রিল মাস হইতে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত ছয় মাসে ভারতবর্ষ হইতে ৭১ কোটী ৭০ লক্ষ টাকার ভারতীয় মাল এবং ১ কোটী ৬১ লক্ষ টাকার বিদেশাগত মাল বিদেশে রপ্তানি হইয়াছে। ফলে এই ছয় মাসে ভারতবর্ষ হইতে মোট রপ্তানি মালের মূল্য দাঁড়াইয়াছে ৭২ কোটী ৬৮ লক্ষ টাকা। এই ছয় মাসে বিদেশ হইতে ভারতবর্ষে মোট ৫৫ কোটী ৪৯ লক্ষ টাকার মালপত্র আমদানী হইয়াছে। সুতরাং এই ছয় মাসে ভারতবর্ষে যত টাকার মালপত্র আমদানী হইয়াছে তাহা অপেক্ষা ১৭ কোটী ১৯ লক্ষ টাকার বেশী মালপত্র বিদেশে রপ্তানি হইয়াছে, গত বৎসর এই ছয় মাসে যত টাকার মাল ভারতবর্ষ হইতে রপ্তানি হইয়াছিল তাহা অপেক্ষা ৮ কোটী ৭২ লক্ষ টাকার বেশী মাল ভারতে আমদানী হইয়াছিল, দেখা যাইতেছে যে, গত বৎসর এই ছয় মাসের তুলনায় এবার এই ছয় মাসে আমদানী ও রপ্তানির সম্পর্ক সম্পূর্ণ বিপরীত হইয়াছে।

এই বৎসর এই ছয় মাসে বিদেশ হইতে যত টাকার স্বর্ণ রৌপ্য নোট প্রভৃতি ধনসম্পদ ভারতে আমদানী হইয়াছে তাহা অপেক্ষা ২৭ কোটী ৪৫ লক্ষ টাকার বেশী স্বর্ণ রৌপ্য নোট প্রভৃতি বিদেশে রপ্তানি হইয়াছে। গত বৎসর আমদানী অপেক্ষা ২৮ কোটী ৩৫ লক্ষ টাকার বেশী স্বর্ণ, রৌপ্য, নোট প্রভৃতি বিদেশে রপ্তানি হইয়াছিল।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

নদীয়া-প্রকাশ

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক
—পারমার্থিক পত্র—
শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশ
তনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনম্,
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং
প্রেমা পুমর্থো মহান্,
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং
তত্রাদরো নঃ পরঃ॥

৮ম বর্ষ } ৯ কেশব গৌরাব্দ ৪৪৭, ২৫শে কার্ত্তিক বঙ্গাব্দ ১৩৪০, ১১ই নভেম্বর ইং ১৯৩৩, শনিবার } ২১১তম সংখ্যা

শ্রীগৌড়ীয়মঠে বেলজিয়মের 'থিয়লজি'-অধ্যাপক

গত ৩০শে অক্টোবর বেলা ১১—৩০ মিনিটের সময় কলিকাতা সেণ্ট জেভিয়ার্স কলেজের দর্শন-শাস্ত্রের অধ্যাপক ফাদার জোহান্স তদীয় বন্ধু রেভারেণ্ড মাইকেল লেদ্রাস্ এস্-জে মহোদয় সহ শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর প্রচারিত শুদ্ধভক্তি ধর্ম্মের কথা শ্রবণার্থী হইয়া কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠে উপস্থিত হইয়াছিলেন। রেভারেণ্ড লেদ্রাস মহোদয় বেলজিয়ামের গ্রেগরিয়ানা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'থিয়লজি'র অধ্যাপক। অবশ্য শ্রীল প্রভুপাদের দর্শন ও তাঁহার মুখে গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-দর্শনের বাণী শ্রবণ করাই তাঁহাদের উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু শ্রীল প্রভুপাদ সপার্ষদ পাটনায় অবস্থান করায় তাঁহাদের উক্ত বাসনা পূর্ণ হয় নাই। তবে তৎকালে তাঁহারা ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিপ্রসূন বোধায়ন মহারাজ, শ্রীপাদ জয়গোপাল ভক্তিশাস্ত্রী ও শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রকুমার দাসাধিকারী বি-এল, মহোদয়গণের নিকট প্রায় ২ দুইঘণ্টাকাল হরিকথা-শ্রবণের সুযোগ পাইয়াছিলেন।

———

অধ্যাপকদ্বয় গৌড়ীয়মঠ-সেবকগণের নিকট জীবের স্বরূপ, তাহার নিত্য কৃষ্ণদাস্য ও তাহাতে অবস্থিতির উপায়স্বরূপ ভক্তিযোগের একান্ত প্রয়োজনীয়তা, কর্ম্ম জ্ঞান ও ভক্তির তারতম্য, সাধন ও সাধ্য বিচারে শ্রীনাম-কীর্ত্তনের সর্ব্বোৎকর্ষতা, শ্রীনাম ও নামীর অভেদত্ব, শ্রীবৈকুণ্ঠনাম শব্দব্রহ্মের অসমোর্দ্ধতা, উপায় এবং উপেয়ের একতা ও সাধন-বৈচিত্র্য, অদ্বয়জ্ঞানের অসম্যক্ প্রকাশ ব্রহ্ম, আংশিক-প্রকাশ পরমাত্মা এবং পূর্ণ প্রকাশ ভগবত্তার প্রকাশ-বৈশিষ্ট্য, শ্রীভগবানের অন্তরঙ্গা সন্ধিনী, সম্বিদ্ ও হ্লাদিনী শক্তির ক্রিয়া, বহিরঙ্গা মায়াশক্তির কার্য্য, তটস্থা শক্তি জীবের অন্তরঙ্গা শক্তির আশ্রয়ে ভগবদুন্মুখতা, সাধনমার্গে "আদৌ শ্রদ্ধা ততঃ সাধুসঙ্গঃ" প্রভৃতি ভজনক্রম, শ্রীনাম শ্রীবিগ্রহ ও স্বরূপের অদ্বয়ত্ব, জীবের নিত্যত্ব এবং 'নিত্য-নিত্যানাং চেতনশ্চেতনানাম্' বাক্যে বিভুচৈতন্যের সহিত অণুচৈতন্য জীবের নিত্য সম্বন্ধের প্রাকট্য, জীবের স্বরূপ-পরিচয়, শ্রীবিগ্রহ সেবা ও তাহার উপযোগিতা, পৌত্তলিক-মতবাদের সহিত ভক্তের শ্রীবিগ্রহের সেবার পার্থক্য, ষড়ঙ্গ-শরণাগতিই কৃষ্ণকৃপা-লাভের একমাত্র উপায় প্রভৃতি বিষয়ক বিচার শ্রবণ করিয়া অতিশয় আনন্দিত হইয়াছেন।

———

বেলজিয়ামের অধ্যাপক রেভারেণ্ড মাইকেল লেদ্রাস মহোদয় ঐসকল বিচার লিখিয়া লইয়াছেন এবং বিশেষভাবে আলোচনার জন্য শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত প্রায় যাবতীয় শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থাবলী সংগ্রহ করিয়াছেন। এই সকল বিষয়ে আরও সুষ্ঠুভাবে শ্রবণ-মানসে তিনি পাটনায় শ্রীল প্রভুপাদের দর্শনে যাইবেন বলিয়া অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি আরও প্রকাশ করিয়াছেন যে, শ্রীল প্রভুপাদের নিকট তিনি যে-সকল হরিকথা শ্রবণ করিবেন তাহা ধারাবাহিকরূপে ফ্রান্স ও বেলজিয়মের বিভিন্ন ধর্ম্মসম্বন্ধীয় সংবাদপত্রে আলোচনা করিবেন। তিনি শ্রীগৌড়ীয়মঠের ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিপ্রসূন বোধায়ন মহারাজের একখানা আলোকচিত্র গ্রহণ করিয়াছেন। রেভারেণ্ড লেদ্রাস শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত বাণী ও সিদ্ধান্ত শ্রবণে এইরূপ অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে, এই প্রকার নিরপেক্ষ সত্যের বাণী ইতঃপূর্ব্বে তিনি আর কখনও শ্রবণ করেন নাই। অধ্যাপকদ্বয় আড়াই ঘটিকার সময় শ্রীমঠ হইতে তাঁহাদের গন্তব্যস্থানে গমন করেন এবং যাইবার সময় সময়ান্তরে আসিয়া ঐ বিষয়ে আরও অধিক আলোচনা করিবেন —এই প্রকার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন।

———

সাগর মহারাজের বক্তৃতা

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ২০৭ সংখ্যার পর]

গ্রন্থ-ভাগবত ও ভক্ত-ভাগবতের অভাবে আলস্য-পরায়ণ নাস্বকীয় চেষ্টায় বহুমানন কারী জনগণের মধ্যে অন্যাভিলাষিতা ও জ্ঞান-কর্ম্মাদিযুক্ত মিছা ভক্তি আনয়ন করে। সেইরূপ ধর্ম্মগ্লানির যুগে ধ্রুব-প্রহ্লাদাদির ন্যায় ভক্তগণ সমস্ত শক্তি নিয়ে ধর্ম্মার্থকাম-প্রপীড়িত জগতে ভগবৎসেবা-সুখ প্রচার করেন। বর্ত্তমান যুগেও বাবাজী মহারাজ ভোগিকুল-মধ্যে সেইরূপ কার্য্যে, সেইরূপ আবির্ভাব-লীলা প্রকাশ করেন।

———

চোরের অবস্থা যতই স্বচ্ছল থাকুক, তবু সে যেমন চুরি করিবেই, তদ্রূপ আসুরিক-প্রবৃত্তি-বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ মহদ্ ব্যক্তির নিন্দা করিবেই। বাবাজী মহারাজের সাধারণ বেশভূষা ও বাহ্য ভাবে ভুলিয়া মূঢ়গণ তাঁহাকে অনেক ব্যথা দিয়াছিল; তা'তে তা'রা নিজেরাই রাবণের মায়া-সীতা-হরণের ন্যায় বঞ্চিত হইয়াছিল। সেই জন্য বর্ত্তমানে মদীয় শ্রীগুরুদেব সেইরূপ কপটীদের শিক্ষা প্রদানার্থ নানাস্থানে শুদ্ধভক্ত-সঙ্ঘারাম তৈয়ারী করিয়াছেন। বিষ্ণু-বৈষ্ণবগণ অসুর-মোহন, তাই তাঁ'দের সঙ্গে অসুরেরা কোন দিনই পারে না। ভগবদ্ভক্ত জন্মমৃত্যুর কবলে কবলিত নন, তাঁ'রা কৃষ্ণের ইচ্ছায় আসেন ও আবার কৃষ্ণের ইচ্ছায়ই চলিয়া যান তাঁ'রা বিষ্ণুবিচ্ছেদ অনুসন্ধান করিতে করিতে নিত্যজগতে নিত্যলীলা-প্রবিষ্ট হন; বাবাজী মহারাজের ঐরূপ লীলা-প্রবেশে ও আমরা তাঁ'র সেবাধারা চিনলাম না; তবে তাঁ'র কৃপায় এখনও আমরা তাঁ'র নিজজনকে পাইয়াছি; সেই শ্রীল গুরুদেবের শ্রীপাদপদ্মে তাঁহার সেবাধিকার ও মনোহভীষ্ট-পূরণের উপকরণরূপে গৃহীত হইতে পারিলেই আমাদের জীবন সার্থক হ'বে।

———

বাবাজী মহারাজের বৈরাগ্য খাওয়ায় কম বেশীতে নহে, পরন্তু উহা কৃষ্ণেতর বস্তুতে তীব্র বৈরাগ্য। তাঁহার বৈরাগ্য শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী মহারাজের বৈরাগ্য হইতে ন্যূন নহে। তাঁহার বাহ্য আচার-ব্যবহারাদির প্রতি দৃষ্টি বিন্দু-মাত্রও থাকিত না; তাঁহার কৃষ্ণবিরহানল ভাষা দ্বারা ব্যক্ত করা যায় না। কেবল ভজনেই বোধগম্য হয়।

ভগবদ্ভক্তের বিরহ ভগবদ্ভক্ত ভিন্ন অন্যে বুঝিবে না। তাঁহাদের দুঃখ পরম সুখের মধ্য দিয়া। সর্ব্বানর্থ নির্ম্মুক্ত না হ'লে ভগবদ্ভক্ত-বিরহ উপলব্ধি করা যায় না। বাবাজী মহারাজের বিরহ-তত্ত্ব অনুশীলনের ফলে সেবাবৃত্তি বর্দ্ধিত হয়; কিন্তু জাগতিক বিরহের আর্ত্তি আত্মবিনাশকারক।

শ্রীচৈতন্যচরণে যাঁ'দের একান্ত বিশ্বাস, তাঁ'রাই শ্রীল বাবাজী মহারাজের মত কঠোর বৈরাগ্য পালনে সমর্থ, কারণ বৈরাগ্য পাত্রবিশেষে নব-নবায়মান ভাবে চালিত হয়। অনর্থযুক্ত আমাদের বৈরাগ্য নিত্যসিদ্ধ গুরুবর্গের বৈরাগ্যের ন্যায় নহে; গুরুপাদপদ্মে কৃপা প্রার্থনা করাই ভজন চতুষ্টয়ের কার্য্য। বাবাজী মহারাজের মত ছিন্ন-কন্থাদি ধারণ-পূর্ব্বক উচ্ছিষ্ট গণ্ডির মধ্যে থাকিয়া, ভজন অনুকরণ করিতে গিয়া অনেক এঁচড়ে পাকা ব্যক্তি নষ্ট হইয়াছে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

৯ কেশব অব্যয় ক্ষীরোদশায়ী

শ্রীল শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারী

প্রেমবশ্য ভগবান্

"ভক্তের দ্রব্য প্রভু কাড়ি' কাড়ি' খায়"

শ্রীভগবান অজিত হইয়াও প্রেম-বশ্য। তিনি ভক্তের প্রেমে সর্ব্বদা বাঁধা। ভক্তের দর্শনে, স্পর্শনে, শ্রবণে, ঘ্রাণে, নর্ত্তনে, কীর্ত্তনে, আলিঙ্গনে প্রত্যেক কার্য্যেই তাঁহার আনন্দ। অভক্তের বহুমূল্য নৈবেদ্য সম্ভারাদি ভক্তি-চন্দনে চর্চ্চিত না হওয়ায় তাঁহার প্রীতিপ্রদ হয় না, তিনি তৎপ্রতি একবার দৃষ্টিপাতও করেন না; পক্ষান্তরে ভক্তের ক্ষুদ-কণাও তাঁহার বড় আদরের জিনিস, ভক্ত তাহা দিতে সঙ্কোচ বোধ করিলেও তিনি জোরপূর্ব্বক তাহা গ্রহণ করিয়া থাকেন। শ্রীভগবানের সেবার উপযোগী জিনিষ প্রস্তুত করিতে উচ্চ-কুলে জন্মগ্রহণের, বিশ্ববিদ্যালয়ের বা টোলের বড় বিদ্বান্ অথবা সুন্দর দেহ-বিশিষ্ট হইবার প্রতীক্ষা নাই, আছে কেবল শুদ্ধ-ভক্তির প্রতীক্ষা। বিদুর, সুদামা বিপ্র, শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারী প্রমুখ বৈষ্ণব-বৃন্দের চরিত্র আলোচনা করিলে আমরা উপরি-উক্ত সিদ্ধান্তটী বিশেষরূপে দেখিতে পাই। অদ্য আমরা শ্রীল শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারী মহোদয়ের পূত-চরিত্রানুসরণে অগ্রসর হইব।

ভগবদ্-বশকারী শ্রীশুক্লাম্বর

যে-সময়ের কথা বলিতেছি, তাহা আজ-কালের কথা নয়, দুই চারি বৎসরের কথা নয়, চারিশত বৎসরেরও উর্দ্ধ কালের কথা—কোলদ্বীপে বর্ত্তমান নবদ্বীপ সহর স্থাপিত হইবারও তিন শত বৎসরের পূর্ব্বের কথা—যখন পতিতপাবনী সুরধুনী বর্ত্তমানে নবদ্বীপ-মণ্ডলের যে স্থানে প্রবাহিত হইতেছেন তাহার আরও পূর্ব্বদিকে, শ্রীধাম-মায়াপুরের প্রান্তদেশ বিধৌত করিয়া স্বীয় বক্ষে সপার্ষদ শ্রীগৌরসুন্দরের চরণ-রজঃ ও তাঁহার জলকেলি-লীলার সৌভাগ্য পাইতেন—যখন সপার্ষদ মহাপ্রভুর সঙ্কীর্ত্তন-বন্যায় সমগ্র নদীয়া-নগরী টলমল। এই সময়ে—পরমার্থ-জগতের এই মহেন্দ্রক্ষণে নদীয়া নগরীতে গঙ্গার তটদেশে একজন নৈষ্ঠিক ভগবৎ-পরায়ণ ব্রহ্মচারীর নিবাস ছিল। আহারে, বিহারে, শয়নে, স্বপনে সর্ব্বদা স্বায়ই কৃষ্ণধ্যান, কৃষ্ণজ্ঞান ও কৃষ্ণচিন্তা ব্যতীত তাঁহার আর কিছুই ছিল না। তিনি সন্ধ্যায় বসিয়া সুরধুনীর কল-কল-নাদে কৃষ্ণকীর্ত্তন শ্রবণ করিয়া প্রেমে আপ্লুত হইতেন আর মহাপ্রভুর পদরজোলাভে কৃতার্থা সুরধুনীর তীরে বাসের সুযোগ লাভ করিয়া নিজের ভাগ্যের প্রশংসা করিতেন। যাঁ'র শ্রীকৃষ্ণে ও শ্রীকৃষ্ণ-সম্বন্ধে ঈদৃশ প্রেম, কৃষ্ণ তাঁহার প্রেম-বাধ্য হইবেন না ত' কা'র বাধ্য হইবেন? এই ভগবদ্-বশকারী নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারীই আমাদের পূজ্যপাদ শ্রীল শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারী।

শুক্লাম্বরের গৃহে মহাপ্রভুর মহাভাব

মহাপ্রভু শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর যখন ঈশ্বর পুরীপাদের নিকট দীক্ষা গ্রহণ লীলাভিনয়ের পর শ্রীধাম মায়াপুরে প্রত্যাবর্ত্তন পূর্ব্বক মহাপ্রেম প্রকাশ করিতে লাগিলেন, তখন নগর ভ্রমণমুখে শ্রীবাস-শ্রীমান্-গদাধর-সদাশিবাদি ভক্তবৃন্দসহ তিনি ভাগ্যবান্ শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারী মহাশয়ের গৃহেই সর্ব্বপ্রথম সম্মিলিত হইয়া তাঁহার গয়া-দর্শনের প্রেমময়ী কাহিনী বিশদরূপে বর্ণন করেন। এই বৈষ্ণব সভায় উপস্থিত হইয়াই তিনি কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন,—

সর্ব্বোপাধিবিনির্ম্মুক্তং তৎপরত্বেন নির্ম্মলম্।
হৃষীকেণ হৃষীকেশ সেবনং ভক্তিরুত্তমা॥
অন্যাভিলাষিতা-শূন্যং জ্ঞানকর্ম্মাদ্যনাবৃতম্।
আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা॥

আবার পরক্ষণেই সম্পূর্ণ বাহ্যজ্ঞান হারা হইয়া বিপ্রলম্ভভরে গাহিতে লাগিলেন,—

"পাইলুঁ ঈশ্বর মোর কোন্ দিকে গেলা"

এই কীর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে মহাপ্রেমের আবেগে মহাপ্রভু ভাগ্যবান্ শুক্লাম্বরের গৃহে একটী স্তম্ভ আলিঙ্গন করিলেন; আবার

"অয়ি দীনদয়ার্দ্রনাথ হে মথুরানাথ
কদাবলোক্যসে।
হৃদয়ং ত্বদলোককাতরং দয়িত ভ্রাম্যতি
কিং করোম্যহম্।

এই বিপ্রলম্ভ-প্রেম সূচক শ্লোকটী পাঠ করিতে করিতে প্রেমে মূর্চ্ছা প্রাপ্ত হইলেন। মহাপ্রেমে ভক্তগণেরও ঐ প্রকার অবস্থা হইল।

সবে হৈলা কৃষ্ণপ্রেম-আনন্দে মূর্চ্ছিত।
হাসেন জাহ্নবী দেবী হইয়া বিস্মিত॥

কিয়ৎক্ষণ পরে মহাপ্রভুর বাহ্যজ্ঞান প্রকাশ পাইল। তিনি পুনরায় 'কৃষ্ণ' বলিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। আবার মহাপ্রেম-ভরে,—

'কৃষ্ণরে, প্রভুরে, মোর কোন্ দিকে গেলা'

— বলিয়া ক্রন্দন করিতে করিতে মূর্চ্ছিত হইয়া ভূমিতে পড়িলেন, ভক্তগণও তখন বাহ্য হারাইয়া প্রেমাশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। তখন,

উঠিল কীর্ত্তন-রোল প্রেমের ক্রন্দন।
প্রেমময় হৈল শুক্লাম্বরের ভবন॥

মহাপ্রভু এই প্রকারে ভাগ্যবান্ শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারীর গৃহে শ্রীগদাধরাদি ভক্তবৃন্দসহ আরও অনেকক্ষণ মহাপ্রেমলীলা প্রকাশ করিলেন।

শুক্লাম্বরের মহিমা

শ্রীল শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারী বিষ্ণুভক্তিপরায়ণ ভিক্ষুক ব্রাহ্মণ। তিনি ভিক্ষালব্ধ দ্রব্যাদি কৃষ্ণকে অর্পণ করিয়া তদবশেষদ্বারা দেহরক্ষা-পূর্ব্বক অহর্নিশ কৃষ্ণনামগুণ-কীর্ত্তনে নিযুক্ত ছিলেন। সুতরাং দুঃখদারিদ্র্যের লেশমাত্র অনুভূতিও তাঁহার ছিল না। কিন্তু বহির্ম্মুখ জনগণ কৃষ্ণভক্তের পরানন্দ-দর্শনে অসমর্থ হইয়া শ্রীল শুক্লাম্বরকে একজন সামান্য দরিদ্র ব্রাহ্মণ বলিয়া জ্ঞান করিত। কিন্তু যে যাহাই বলুক, ভক্তের মহিমা শ্রীভগবানের নিকট অপরিজ্ঞাত নহে। একদিন মহাপ্রভু ঈশ্বর-আবেশে উপবিষ্ট আছেন এমন সময় শুক্লাম্বর ভিক্ষার ঝুলি স্কন্ধে করিয়া মহাপ্রভুর সমীপে আগমন পূর্ব্বক কৃষ্ণ-প্রেমানন্দে নৃত্য করিতে লাগিলেন। মহাপ্রভু তাঁহাকে দেখিয়াই নিকটে ডাকিলেন এবং তাঁহার গুণ প্রকাশপূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন—

"দরিদ্র সেবক মোর তুমি জন্ম জন্ম।
আমারে সকল দিয়া তুমি ভিক্ষু-ধর্ম্ম॥
আমিত তোমার দ্রব্য অনুক্ষণ চাই।
তুমি না দিলেও আমি বল করি' খাই॥
দ্বারকার মাঝে খুদ কাড়ি' খাইলুঁ তো'র।
পাসারলা? কমলা ধরিল হস্ত মোর॥"

আমরা মহাপ্রভুর উক্ত বাক্য হইতে সহজেই বুঝিতে পারিতেছি, এই শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারীই দ্বাপর-যুগে শ্রীকৃষ্ণের সহাধ্যায়ী সুদামা বিপ্র ছিলেন। সংসারে প্রবিষ্ট হইয়াও ইঁহার গৃহপাত হইবার বাসনা নাই। ইনি ব্রহ্মচারিরূপে দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া ভৈক্ষ্য দ্রব্য শ্রীভগবান্‌কে অর্পণ করেন। তিনি নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী; গৃহস্থের ও বানপ্রস্থের যে প্রাকৃত শাব্দিক অহঙ্কার, তাহা হইতে শ্রীশুক্লাম্বর সম্পূর্ণ নিস্মুক্ত। তিনি পারমহংস্য-ধর্ম্মে অবস্থিত হইয়া অকিঞ্চন তুর্য্যাশ্রমের বর্ণ গ্রহণ করিয়াছেন সুতরাং তিনিই বস্তুতঃপক্ষে পূর্ণ শরণাগত ত্রিদণ্ডি-ভিক্ষু; কায়মনোবাক্যে ভগবৎসেবা ছাড়া তাঁহার অন্য কৃত্য নাই। তাই শ্রীভগবান্‌ও তাঁহার নৈবেদ্য সর্ব্বক্ষণ প্রার্থনা করিয়া থাকেন। শ্রীশুক্লাম্বরের ভগবানে সমর্পণ ব্যতীত অন্য কোন বস্তুতে ভোগপর অভিনিবেশ নাই। সুতরাং শ্রীভগবান্ বল প্রকাশ করিয়াই তাঁহার সর্ব্বস্ব গ্রহণ করেন। ভগবান্ গৌরসুন্দর কৌতুকভরে বলিলেন—"আমি তোমার সর্ব্বস্ব হরণ করিয়াছি বলিয়া তুমি-দরিদ্র।" এই কথা বলিয়াই তিনি শুক্লাম্বরের ঝুলি হইতে মুষ্টি মুষ্টি তণ্ডুল গ্রহণ করিয়া চিবাইতে লাগিলেন।

ভক্ত ভগবান্‌কে কখনও নিকৃষ্ট দ্রব্য দান করিতে পারেন না। তাই শুক্লাম্বর মহাপ্রভুকে ভিক্ষার নিকৃষ্ট কণাযুক্ত চাউল ভক্ষণ করিতে দেখিয়া অতিশয় দুঃখিত হইলেন। মহাপ্রভু তদ্দৃষ্টে শুক্লাম্বরকে বলিলেন,—

* * তোর খুদ কণা মুই খাও।
অভক্তের অমৃত উলটি নাহি চাও॥

এই কথা বলিয়া মহাপ্রভু আরও উল্লাসের সহিত ভক্তের দ্রব্য চিবাইতে লাগিলেন। শুক্লাম্বরের প্রতি শ্রীগৌরসুন্দরের কৃপা-দর্শনে ভক্তগণ আনন্দিতচিত্তে কৃষ্ণকীর্ত্তনে প্রবৃত্ত হইলেন। আর মহাপ্রভু বলিতে লাগিলেন,—

* * শুন শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারি।
তোমার হৃদয়ে আমি সর্ব্বদা বিহরি॥
তোমার ভোজনে হয় আমার ভোজন।
তুমি ভিক্ষায় চলিলে আমার পর্য্যটন॥
প্রেমভক্তি বিলাইতে মোর অবতার।
জন্ম জন্ম তুমি প্রেম-সেবক আমার॥
তোমারে দিলাম আমি প্রেমভক্তি দান।
নিশ্চয় জানিহ প্রেমভক্তি মোর প্রাণ॥

"প্রার্থনা"

"নাই তাই চাই"

[শ্রীযুক্ত ভবদেব চট্টোপাধ্যায়]

'নাই'
তবু নাই
মোর লজ্জা ঘৃণা নাই
হ'ল ভ্রান্তি নাই শান্তি জগতে আমার
কামাদি রিপুর দাপে ভ্রমি বারবার
ধরি' রিপু প্রভুবেশ দেয় সদা কু-আদেশ
পালি সদা অপদেশ তবু নাই দয়ালেশ
ডুবিল জীবন-রবি আয়ু হ'ল শেষ
শেষ-শয্যা হ'তে মাত্র আছে অবশেষ॥
আর যে সময় নাই,
আর যে উপায় নাই,
নাই নাই নাই
কিছু নাই
নাই!
'তাই'
কাঁদি তাই
এ ভব শ্মশানে ভাই
অকূল-সাগরে পড়ি' হাবু ডুবু খাই
অনাদি হইতে ভাসি অনন্তেতে যাই।
হ'য়ে হরি-বহির্ম্মুখ ভুলিয়া যে সেবাসুখ
ব'রেছিনু ভোগসুখ তাইতে অশেষ দুখ
ভবমায়া কারাগারে গলে দিয়ে দড়ি;
টানিছে কামাদি রিপু চতুর্দ্দিকে বেড়ি'।
এঘোর সঙ্কটে ভাই,
তরিতে উপায় নাই,
কেঁদে ডাকি তাই
দাও তাই
তাই!!
'চাই'
শুধু চাই
এই মাত্র সদা চাই
তোমার অশেষ দয়া ওহে যদুপতি,
দিয়েছ বিবেক পুনঃ দীনেরে সম্প্রতি।
ভব মহামায়াপুরে যে বিহনে মরি ঘুরে
রাখি' যোগ-মায়াপুরে সেই সেবা দাও মোরে
সেবা বিনে কাজ নাই মানবজীবনে,
না চাই অপর কিছু সেবাধন বিনে॥
গুরু-কৃষ্ণে সেবা চাই,
গুরু কৃষ্ণে ভক্তি চাই,
নাই তাই চাই
ভক্তি চাই
চাই!!!

সকল জন্মে পিতামাতা সবে পায়। গুরুকৃষ্ণ নাহি মিলে ভজহ হিয়ায়॥

শ্রীকপিলের উপদেশ

বালিয়াটী গদাই-গৌরাঙ্গমঠে শ্রীউর্জ্জা-ব্রতের ১০ম দিবস হইতে ১২ দিবস পর্য্যন্ত দিবসত্রয়ে যে-সকল শিক্ষণীয় বিষয় পাঠ ও ব্যাখ্যা হইয়াছিল তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে প্রকাশিত হইল।

শ্রীকপিলদেব মাতা দেবহূতিকে কহিলেন,—ঈশ্বরই জীবের পূর্ব্বকৃত কর্ম্মের প্রবর্ত্তক। কর্ম্মবশে জীব পুরুষের রেতঃকণা আশ্রয় করিয়া কামিনীর গর্ভে প্রবেশ করে।

তথায় ক্রমশঃ বৃদ্ধি-প্রাপ্ত হইয়া সপ্তম মাসে সর্ব্বাবয়ব-সম্পন্ন হয়; তখন তাহার জ্ঞানের উদয় হয়, সে গর্ভমধ্যে বিবিধ দুঃখ অনুভব করে, এই সময় তাহার পূর্ব্বকৃত পাপ স্মরণ হয় এবং তাহাতে সে অনুতপ্ত হইয়া জগন্নাথ শ্রীহরিকে স্মরণ করিতে থাকে।

তখন সে কাঁদিতে কাঁদিতে বলে,—প্রভো, আর আমি তোমার সেবা ছাড়িয়া বিষয়-সেবা করিব না; আমাকে রক্ষা কর, আমাকে রক্ষা কর; আর যেন আমার এইরূপ গর্ভবাস না হয়।

তাহার পর সে দশম মাসের দশদিনে ভূমিষ্ঠ হইয়া সকল স্মৃতি হারাইয়া ফেলে—তাহার সে প্রতিজ্ঞা আর মনে থাকে না। ক্রমে যে অজ্ঞান-অবস্থায় নানাবিধ ক্লেশ, পৌগণ্ড অবস্থায় অধ্যয়নাদির ক্লেশ সহ্য করিয়া, যৌবনে দেহাত্মবুদ্ধি-সম্পন্ন হইয়া কুটুম্ব-ভরণার্থ ধনোপার্জ্জনে বিপুলকামী হইয়া পড়ে।

জীব সৎপথে থাকিয়াও যদি উদর ও উপস্থবৃত্তি চরিতার্থ করিবার নিমিত্ত ব্যস্ত হইয়া অসাধু ব্যক্তিগণের সহিত সঙ্গ করে এবং তাহাদের প্রদর্শিত পথে বিচরণ করে, তাহা হইলে তাহাকে পূর্ব্বেরই ন্যায় নরকে প্রবেশ করিতে হয়।

সত্য, বাহ্যাভ্যন্তরের পবিত্রতা, দয়া, মৌন, পরমপুরুষার্থ-বিষয়ামতি, লজ্জা, হরিসেবাময়ী শোভা, কীর্ত্তি, ক্ষমাগুণ, ইন্দ্রিয়-নিগ্রহ, চিত্তের প্রশান্ত ভাব, উন্নতি প্রভৃতি সদ্গুণ ঐসকল অসদ্ ব্যক্তির সংসর্গে একেবারেই নষ্ট হইয়া যায়। ঐসকল অশান্ত, দেহে আত্মবুদ্ধি-বিশিষ্ট-ক্রীড়ামৃগের ন্যায় কামিনী-কুলের বশীভূত, মূঢ় ও অতীব শোচ্য অসাধু ব্যক্তিগণের সঙ্গ কখনও করা কর্ত্তব্য নহে।

স্ত্রী ও স্ত্রীসঙ্গী ব্যক্তির সংসর্গে জীবের যেরূপ মোহ ও বন্ধন উপস্থিত হয় অন্য কোন বস্তুর সংসর্গ দ্বারা সেইরূপ হয় না।

স্বয়ং প্রজাপতি ব্রহ্মা পর্য্যন্ত নিজের দুহিতাকে দর্শন করিয়া তাঁহার রূপ-লাবণ্যে মোহিত হইয়া পড়িয়াছিলেন। এমন কি ব্রহ্মা মৃগরূপ ধারণ পূর্ব্বক ভয়ে মৃগরূপধারিণী নিজ কন্যার পশ্চাৎ পশ্চাৎ নির্লজ্জের ন্যায় ধাবমান হইয়াছিলেন।

অতএব কামিনীরূপ-দর্শনে ব্রহ্মার পর্য্যন্ত যখন মোহ উপস্থিত হইয়াছিল তখন তৎ-সৃষ্ট মরীচ্যাদি, মরীচ্যাদি-সৃষ্ট কশ্যপাদি কশ্যপাদি-সৃষ্ট দেব-মনুষ্যাদি কিরূপে স্ত্রী ও স্ত্রীসঙ্গিগণের সংসর্গে অবিচলিত থাকিতে পারিবেন? এক নারায়ণ-ঋষি-ভিন্ন এমন কোন্ পুরুষ আছেন যিনি প্রমদা-রূপিণী মায়ায় বিমুগ্ধ না হইয়া স্থির থাকিতে পারেন?

মাতঃ, আমার (ভগবানের) স্ত্রীরূপিণী মায়ার প্রভাব দেখুন, এই প্রমদা-রূপিণী মায়া একটীমাত্র ভ্রূভঙ্গে দিগ্বিজয়ী বীরগণকে পর্য্যন্ত পদানত করিয়া থাকে।

যিনি যোগের পরপারে গমন করিতে ইচ্ছা করেন, তিনি কখনই কামিনীর সঙ্গ করিবেন না। কারণ যোগিগণ বলেন যে, কামিনীকুল মুমুক্ষু-ব্যক্তিগণের পক্ষে নরকের দ্বার-স্বরূপ।

দেবনির্ম্মিতা যোষিৎরূপিণী মায়া শুশ্রূষাদি ছলে ধীরে ধীরে পুরুষের নিকট গমন করে, কিন্তু বুদ্ধিমান্ পুরুষ তৃণাচ্ছাদিত কূপের ন্যায় তাহাকে স্বীয় মৃত্যুস্বরূপ বলিয়া অবলোকন করিবেন।

জীব স্ত্রীসঙ্গ নিবন্ধন অন্তিমকালে স্ত্রীধ্যান দ্বারা স্ত্রীত্বই প্রাপ্ত হইয়া পুরুষের ন্যায় আচরণকারী আমার (ভগবানের) স্ত্রীরূপা মায়াকে মোহবশতঃ বিত্ত, পুত্র ও গৃহাদির প্রদাতা পতিরূপে মনে করিয়া থাকে।

ব্যাধের সঙ্গীত মৃগের পক্ষে যেরূপ মৃত্যুর কারণ, তদ্রূপ পতি, পুত্র ও গৃহ-স্বরূপ মায়া আপাতত অনুকূল বলিয়া প্রতীয়মান হইলেও স্ত্রীত্ব প্রাপ্ত জীব যদি বুদ্ধিমান্ হন তবে উহাদিগকে দৈব প্রেরিত মৃত্যু-স্বরূপ বলিয়া নিশ্চয় করিবেন।

শমন-সদনের সরণি

যে-পথে যমগৃহে যাইতে হয়, তাহার পরিমাণ নিরানব্বই-সহস্র যোজন। যম-দূতেরা কোন কোন ব্যক্তিকে দুই মুহূর্ত্তের মধ্যে ঐ দীর্ঘপথ অতিক্রম করাইয়া থাকে। সুতরাং সেই পাপী ব্যক্তি যখন যম-সদনে উপস্থিত হয়, তখন সে দেখিতে পায়—কোথাও জলন্ত অঙ্গার দ্বারা গাত্র-বেষ্টিত করিয়া পাপীর দেহ দগ্ধ হইতেছে, কোথাও বা অপরের দ্বারা, আবার কোথাও বা আপন মাংস আপনিই ছিন্ন করিয়া সেই মাংস ভোজন করিতেছে; জীবন থাকিতেই যমালয়স্থ কুকুর, গৃধ্র প্রভৃতি জীবগণ নাড়ী-সকল টানিয়া বাহির করিতেছে, কেহ বা সর্প, বৃশ্চিক ও দংশক প্রভৃতি জন্তুগণের দংশনে অতিশয় বেদনা অনুভব করিতেছে; কাহারও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গসকল খণ্ড খণ্ড করিয়া ছেদন করিতেছে, কাহাকেও বা পর্ব্বত চূড়া হইতে নিক্ষেপ করিতেছে, কাহাকেও জল ও গর্ত্তের মধ্যে অবরুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে—এই সকল যাতনা পাপী ব্যক্তি ভোগ করিয়া থাকে।

অন্ধতামিস্র রৌরব প্রভৃতি যত প্রকার নরক যন্ত্রণা পরস্পরের পাপ সংসর্গ জন্য নির্ম্মিত হইয়াছে, ঐ মৃত গৃহব্রত ব্যক্তি—পুরুষই হউক আর নারীই হউক, সেই সকল যাতনা ভোগ করিতে বাধ্য হয়।

হে মাতঃ! এই স্থানেই নরক, এইস্থানেই স্বর্গ তত্ত্ববিদ্গণ ইহাই কহিয়া থাকেন। নরকে যে-সকল যাতনা ভোগ করিতে হয়, তাহা এই জগতেও দেখিতে পাওয়া যায়।

কুটুম্ব-পোষণেই বিব্রত থাকুক বা স্বীয় উদর ভরণেই ব্যস্ত থাকুক, মৃত্যুর পর কুটুম্ব এবং নিজদেহ উভয়ই পরিত্যাগ করিয়া এই স্থানেই পূর্ব্বোক্তরূপে ঐসকল কর্ম্মের ফল ভোগ করিতে হয়।

প্রাণি-হিংসা দ্বারা পরিপুষ্ট স্থূলদেহ এবং সঞ্চিত ধন—এই উভয়কেই এই জগতে পরিত্যাগপূর্ব্বক পাপরূপ পাথেয় লইয়া ঐ গৃহব্রত ব্যক্তি অন্ধকারপূর্ণ ঘোর নরক প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

ঐ গৃহব্রত পুরুষের কুটুম্ব-পোষণের পাপ পরকালে ঈশ্বর কর্ত্তৃক উপস্থিত হয়; সে আতুরের মত হৃত-জ্ঞান হইয়া নরকে তাহার ফলভোগ করে।

যে ব্যক্তি কেবল অধর্ম্মের দ্বারা কুটুম্ব-ভরণে উৎসুক, সে-ব্যক্তি নরকের চরমপথ অন্ধতামিস্রে গমন করে।

সেই নরক-ভোগের পর কুক্কুর-শূকরাদি যোনিতে যত প্রকার যাতনা আছে, ক্রমশঃ সেই সকল যাতনা ভোগ করিয়া যখন ভোগের দ্বারা সেই ব্যক্তি ক্ষীণপাপ হয়, তখন আবার শুচি হইয়া এই নরলোকে আগমন করে।

গোদাবরীতীরে

[৩]

মধ্যে মধ্যে মাত্র কত পাপিগণ গিয়া।
লোক নষ্ট করে আপনারে লওয়াইয়া॥
উদরভরণ লাগি' পাপিষ্ঠ সকলে।
রঘুনাথ করি' আপনারে কেহ বলে॥
কোন পাপিগণ ছাড়ি কৃষ্ণ-সংকীর্ত্তন।
আপনারে গাওয়ায় বলিয়া নারায়ণ॥
দেখিতেছি দিনে তিন অবস্থা যাহার।
কোন্ লাজে আপনারে গাওয়ায় সে ছার॥
রাঢ়ে আর এক মহা ব্রহ্মদৈত্য আছে।
অন্তরে রাক্ষস, বিপ্র কাচমাত্র কাচে॥
সে পাপিষ্ঠ আপনারে বোলায় গোপাল।
অতএব তারে সবে বলেন শিয়াল॥
শ্রীচৈতন্যচন্দ্র বিনে অন্যেরে ঈশ্বর।
যে অধম বলে সেই ছার শোচ্যতর॥

(চৈঃ ভাঃ আঃ ১৪ অঃ)

অর্থাৎ পাপিষ্ঠগণের অপরাধ অত্যন্ত প্রবল হইলেই তাহারা অহং-গ্রহোপাসনা-মূলে গুরু সজ্জায় সর্ব্বমঙ্গলময় শ্রীকৃষ্ণ-সংকীর্ত্তন বর্জ্জন করিয়া তত্ত্ববিচারানভিজ্ঞ মূঢ়-সম্প্রদায়ের নিকট নিজেকে নারায়ণ বা অবতার প্রভৃতি বলিয়া প্রচার করায় এবং নিজ নিজ দেহ-গেহ-দার-সম্পর্কিত জড়নাম বা শব্দের গান করাইয়া থাকে। ফলতঃ উক্ত পাপিষ্ঠ নারকিগণ আপনাকে 'গোপাল' বা 'অবতার' প্রভৃতি বলিয়া জগতের নিকট প্রচার করাইলেও তত্ত্বজ্ঞ সজ্জনগণ তাহাদিগকে 'গোপাল' বলিবার পরিবর্ত্তে 'শৃগাল' বলিয়াই অভিহিত করেন। অমলপুরাণ শ্রীমদ্ভাগবতের বহুস্থানে 'অহং-গ্রহোপাসনা' নিরতিশয় ঘৃণাভরে নিন্দিত হইয়াছে। দৃষ্টান্তে দেখা যায় যে "আমিই ভগবান্ বাসুদেব" এইরূপ অভিমানী হইয়া পৌণ্ড্রক বাসুদেব ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের সমীপে স্বীয় দূত প্রেরণ করিলে তাহার দূত-মুখে পৌণ্ড্রক-বাসুদেবের ঢঙ্গ চেষ্টা বিষয়ক প্রলাপ বাক্য-শ্রবণে উগ্রসেনাদি শুদ্ধভক্ত যাদবগণ উচ্চৈঃস্বরে উপহাস করিয়া হাস্যরোল উত্থিত করিয়াছিলেন।

শুদ্ধভক্তি গ্রন্থমালা

বাঙ্গলা প্রকাশিত

১। ভাষ্যসহ বিরাট শ্রীচৈতন্যভাগবত ৫৲
২। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২৮৲
একাদশ স্কন্ধ হইতে প্রতিখণ্ড ।৵০
৩। ভাষ্যদ্বয়সহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (৪র্থ সংস্করণ) ৬৲
৪। ভক্তিবিবেকুসুমাঞ্জলি (বাঁধা) ১৲
৫। গৌড়ীয়-গৌরব ।৵০
৬। গৌড়ীয়-সাহিত্য ।৵০
৭। ভজনরহস্য ॥০
শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও
শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৯। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ)
ঐ (বাঁধা)
ঐ (আবাঁধা)
১০। গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি টীকাসহ)
ঐ (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
১১। গীতার কেবল মাধ্ব-ভাষ্য ॥০
১২। যুক্তিমল্লিকা গুণসৌরভঃ সানুবাদ (মাধ্ব) ২৲
১৩। বেদান্ততত্ত্বসার সানুবাদ (রামানুজীয়) ॥০
১৪। জৈবধর্ম্ম ২৲
১৫। শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৬। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১৭। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ॥৵০
ঐ (বাঁধা) ৸০
১৮। দ্বীপ-দিগ্দর্শন ৵০
১৯। সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ) ।৵০
২০। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ॥০
ঐ (আবাঁধা) ।৵০
২১। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
২২। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৵০
২৩। গীতমালা ৴১০
২৪। নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য ৶০
২৫। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶০
২৬। নবদ্বীপ পঞ্জিকা (৪৪৭ গৌরাব্দ) ৵০
২৭। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
২৮। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা-দর্পণ ।০
২৯। শরণাগতি ৴০
৩০। গীতাবলী ৴০
৩১। চিত্রে নবদ্বীপ ১৷০
৩২। সাধনকণা ৴০
৩৩। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৴০
৩৪। নবদ্বীপশতক ৴০
৩৫। অর্থপঞ্চক ৴০
৩৬। সদাচারস্মৃতিঃ ৴০
৩৭। কল্যাণকল্পতরু (৫ম সংস্করণ) ৴১০
৩৮। অর্চ্চনকণ ৴০
৩৯। সাধককণ্ঠমালা (বাঁধা) ॥০
ঐ (আবাঁধা) ।৴০
৪০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (প্রথম চারিখণ্ড) ৩৲
৪১। ব্রহ্মসংহিতা ॥০
৪২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৪৩। মণিমঞ্জরী সানুবাদ ।০
৪৪। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৪৫। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ।০
৪৬। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৪৭। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
৪৮। গৌড়ীয়মঠ কি করেন? ৴০
৪৯। ঈশোপনিষৎ (বলদেব ও মাধ্ব-ভাষ্য এবং বিবৃতি ও অনুবাদসহ) ।০
৫০। শ্রীভুবনেশ্বর ৶০
৫১। সিদ্ধান্তদর্পণ ৵০
৫২। সাংখ্যবাণী ৴০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৫৩। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী-দিগ্বিজয়ঃ ।০
৫৪। সটীক-শিক্ষাদশমূলম্ ।০
৫৫। তত্ত্ব-সূত্রম ।০
৫৬। সানুবাদ-শিক্ষাষ্টকম্ ৵০
৫৭। গৌড়ীয়মঠস্য পরিচয়ঃ ৴০
৫৮। সারাংশবর্ণনম্ ৶০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৫৯। রায় রামানন্দ ॥০
৬০। নামভজন ।০
৬১। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ডস ।৵০
৬২। লাইফ য়্যাণ্ড প্রিসেপ্টস অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।০
৬৩। বৈষ্ণবীজম্ ।০
৬৪। হোয়াট গৌড়ীয়মঠ ইজ ডুইং ৴০
৬৫। দি ভাগবত ।০
৬৬। ইরোটিক প্রিন্সিপল য়্যাণ্ড আনেলয়েড ডিভোসন ।০
৬৭। ব্রহ্ম সংহিতা ২৷০
৬৮। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (ভলুম ওয়ান) ১৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৬৯। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ॥০
৭০। সাধন পথ ।০
৭১। কল্যাণ-কল্পতরু ৴১০
৭২। গীতাবলী ৴০
৭৩। শরণাগতি ৴০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৭৪। শরণাগতি

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

নদীয়া-প্রকাশপ্রাপ্তির স্থান

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম-মায়াপুর, নদীয়া
শ্রীযোগপীঠ ঐ
শ্রীবাস-অঙ্গন ঐ
অদ্বৈত-ভবন ঐ
কাজীর সমাধি-পাট ঐ
স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ, নদীয়া।
৭। শ্রীভাগবত আসন কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
৮। শ্রীএকায়ন মঠ গোবিন্দপুর, হাঁসখালী।
৯। দ্বাদশগোপাল পাট—পোঃ চাকদহ,
১০। শ্রীগৌর-গদাধরমঠ—চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড়, বর্দ্ধমান
১১। শ্রীমোদদ্রুমছত্র মাউগাছি, বর্দ্ধমান
১২। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম, আমলাযোড়া, পোঃ রাজবাধ বর্দ্ধমান
১৩। শ্রীগৌড়ীয়মঠ বাগবাজার, কলিকাতা
১৪। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাজু, হাওড়া,
১৫। শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয়মঠ, ৯০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা
১৬। শ্রীগোপালজী মঠ কমলাপুর, ঢাকা।
১৭। শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ পোঃ বালিয়াটী,
১৮। শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয়মঠ ময়মনসিংহ।
১৯। শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ চিরুলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর
২০। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম গোয়ালপাড়া, আসাম।
২১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ রায়পেট্টা, মাদ্রাজ।
২২। শ্রীরামানন্দগৌড়ীয় মঠ কব্বুর, জিঃ পশ্চিম গোদাবরী
২৩। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ উড়িয়াবাজার, পোঃ বক্সীবাজার, কটক।
২৪। শ্রীত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয় মঠ ভুবনেশ্বর।
২৫। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ স্বর্গদ্বার, পুরী।
২৬। শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ আলালনাথ পোঃ ব্রহ্মগিরি, পুরী।
২৭। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ ডুমুরকুণ্ডা, পোঃ চিরকুণ্ডা, মানভূম।
২৮। শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ—কাশী।
২৯। শ্রীরূপগৌড়ীয় মঠ—এলাহাবাদ।
৩০। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ পুরাণবাজার, সরকার ঠাকুরের কুঞ্জ, বৃন্দাবন
৩১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, নিউদিল্লী
৩২। শ্রীপরমহংসমঠ—নৈমিষারণ্য,
৩৩। শ্রীসারস্বত গৌড়ীয় মঠ—হরিদ্বার।
৩৪। শ্রীব্যাসগৌড়ীয়মঠ—কুরুক্ষেত্র, পঞ্জাব
৩৫। শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাবুলনাথ রোড, পোঃ গ্র্যাণ্ট রোড, বোম্বে।
৩৬। লণ্ডন গৌড়ীয়মঠ, ৩৯নং গ্লেডটন গার্ডেন্স, কেনসিংটন লণ্ডন, (এস, ডবলিউ—১০)।
৩৭। অমর্ষি গৌড়ীয়মঠ—মেদিনীপুর
৩৮। সরভোগ গৌড়ীয় মঠ—সরভোগ, কামরূপ, আসাম,

শুদ্ধভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীলভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী মাসিক। শ্রীধাম-মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲।

২। **গৌড়ীয়**—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৷০ টাকা মাত্র।

৩। **ভাগবত**—হিন্দি ভাষায় একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি হৃদয় বন মহারাজ সম্পাদিত ও নৈমিষারণ্য শ্রীপরমহংস মঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ১৷০ দেড় টাকা মাত্র।

৪। **পরমার্থী**—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ দেড় টাকা মাত্র।

৫। **কীর্ত্তন**—মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ নিমানন্দ সেবাতীর্থ বি-এজি, বি-টি, সম্পাদিত। আসাম গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম হইতে প্রকাশিত আসামী ভাষায় মাসিক। ভিক্ষা সডাক ১৷০ দেড় টাকা মাত্র

শ্রীচৈতন্যভাগবত

আদিকবি শ্রীল বৃন্দাবন দাস প্রণীত সমগ্র গ্রন্থ

গ্রন্থের মূল বোল্ড অক্ষরে এবং তন্নিম্নে বিশ্ববিশ্রুত গৌড়ীয়মঠের প্রতিষ্ঠাতা ও আচার্য্য ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তি-সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভু-পাদের রচিত বিস্তৃত ভাষ্য উত্তম কাগজে সৌষ্ঠবের সহিত মুদ্রিত হইয়াছেন। ডবল ক্রাউন আটপেজি আকারে ১০৯৬ পৃষ্ঠায় কেবল মূল ও ভাষ্য সম্পূর্ণ হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত শ্লোকসূচী, পদ্যসূচী, স্থানসূচী, পাত্রসূচী, বিষয়সূচী, শব্দসূচী প্রভৃতি বিস্তৃত সূচীপত্রেও একটী গ্রন্থ হইবে। সভাষ্য শ্রীচৈতন্যভাগবতের এরূপ উৎকৃষ্ট ও অমূল্য বিরাট সংস্করণ জগতের কোথায়ও আজ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হন নাই, ইহা নিরপেক্ষ পাঠকমাত্রকেই একবাক্যে স্বীকার করিতে হইবে। শ্রীগৌড়ীয়মঠের উৎসব-কালে গ্রন্থের ভিক্ষা ১২৲ বারটাকা স্থলে—৫৲ পাঁচটাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীচৈতন্যমঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

কলিকাতা বাজার দর

লৌহ হার্ডওয়ার

২৭শা অক্টোবর ১৯৩৩

টাটার তৈয়ারী— প্রতি হন্দর।

লোহার কড়ি (জয়েষ্ট বা বীম)

মার্কা ৫।৵০—৫॥৵০

বে-মার্কা হাল্কা ওজন ৪।৵০—৪॥৵০

বরগা (টী-আয়রণ) ৬৵০—৬।০

এঞ্জেল আয়রণ (কোনা) ৫৸৵০—৬।৵০

গ্যালভ্যানাইজড করগেট টীন—

২২ গেজ ৬ হইতে ১০ ফুট ১১।৵০

২৪ গেজ „ „ ১০৸৵০

২৬ গেজ „ „ ১২

২৪ গেজ আর, পি, ডি, মার্কা ১২৸৵০

২৪ গেজ গ্যাঃ প্লেন শীট— ১১।৵০

২৬ গেজ „ „ ১২।০

২৮ গেজ ও ৩০ গেজ ঐ— ১৩৲—১৬৲

বাগান ঘেরা কাঁটাতার ১০০

পাউণ্ড বাঃ ৮৸০

পাটী ৬৵—৬।০

„ বোল্টু (গোল) ৬৵—৬।০

চৌকো (চৌকা) ৬৵০—৬৲।০

„ গোল রড ৵০—।৵০ সূতা ৫৵০—৫॥০

„ টানা রড-

চোকা ৵০—।৵০ ঐ ৫৵০—৫॥০

„ নাগুল চাল ৭৲—৭৸০

„ প্লেট—তিন সূতা মোটা

সর্গ্র ৭।০—৭।০

„ চাদর ৩-১৬ খানা বাণ্ডিল ৯॥৵—১০৲

ষ্টীল ৮।০—৯৲

টাক রাড়িং ৫৸৵—৭৲৵০

তারের পেরেক ১—৬ ইঞ্চি ৯—৯৸০

প্যাটেন্ট পেরেক ২—৮ ইঞ্চি ১২।০—১৫॥

টালাই কড়া ১ হইতে ১০ নং ২॥০ সাট

কোদাল ৪, ৫, ৬, ৭৸৵০ ৮৸৵০ ৯৸৵০ ডঃ

ঐ টিন পাউণ্ড ৬৲ দেঃ বিঃ ৬।৵০ „

গ্যাঃ প্লেন বালতি ৭—১২ ইঞ্চি ১॥৵০ ৬॥৵০

ঐ মজিট „ ৭—১২ ইঞ্চি ২৲—৭৲ „

লোহার চেয়ার রডের গোল ও

চৌকা ৮॥০— „

ঐ গালের লোহার সিট ১৫৲ „

ঐ কেনেপ্রা (ক্রাটের সিট) ১৮৲ „

লোহার স্ক্রুপ ॥—৩ ইঞ্চি /১০—৸৵০ গ্রোস

ঐ কব্জা ৭৩ নং

১॥—৪ ইঞ্চি ।১০—৸৵১০ গেঃ ডজন

গ্যাঃ তার ১৬—২২ নং

(গেজ) ১২৲—১৩৲ হন্দর

গ্যাঃ রিভিট (মটকা)

১৯ ইঞ্চি ।৵৫ ॥৵০ পীস

গ্যাঃ গাটারিং বা জোলা

৬ ইঞ্চি ৷০—৸৵০ „

গ্যাঃ স্ক্রুপ ১॥০—২॥০ ইঞ্চি ২৩৲—২৯৲ হন্দর

গ্যাঃ ওয়াসার চাকি ১১॥০—১৬৲

গ্যাঃ বোল্ট-নাট ৸—৩ ইঞ্চি

॥৵১০—১৵০ গ্রোস

ঢালাই রেলিং ৩॥০—৪॥০ হন্দর

ঐ গ্রেন ওয়াটার পাইপ

৩ ইঞ্চি ৵১০ ও ৪ ইঞ্চি ।১০ ফুট

টিউব ওয়েলের জন্য গ্যাঃ

পাইপ১॥ ইঞ্চি ।৵৫ ফুট

পাম্প ৪নং ১২॥০ ৫নং ১৪৲ ৬নং ১৬৲

৬০—৮০ বাটখারা ৵১৫ সাট ২।০—২॥০ মণ

সন্তোষকুমার মল্লিক এণ্ড সন্স লিঃ

লৌহ ও হাডওয়ার বিক্রেতা।

মীরবহর ঘাট লোহাপটী, বড়বাজার, টেলি—"লোহার মালিক" কলিকাতা

কেরোসিন

ক্লোক্রেক প্রত্যেক বাক্স (২ টিন) ৯৲৬

সুধা মার্কা „ ৬॥০

ভিক্টোরিয়া „ ৬৲

সোণার দর

পাকা সোণা ৩০৸৵

বড়াল ৩০৸

চিনা পাত ৩২।০

রূপার দর

রূপা প্রতি ১০০ ভরি ৫৫৵০

ঐ খুচরা ৫৵০

কোম্পানীর কাগজ

৩॥০ সুদের কাগজ ৮১৵

৩॥০ নূতন ঋণ (১৯৪৭-৫০) ৯১।০

৪৲ ঋণ (১৯৬০-৭০) ৯৭৲

৫৲ „ বণ্ড (১৯৩৫ ১০৪॥৵০

ডিবেঞ্চার

৫৲ সুদের (১৯৫৬-৮৬) কলিকাতা পোর্ট-

ট্রাষ্ট ডিবে:— ১০২॥৵০

ব্যাঙ্ক

ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক (কনট্রি) ২৯৪॥০

সেণ্ট্রাল ঐ ২২৲

কাপড় ও সূতার কল

এলগিন মিল ৪৫৲

পাট কল

হাওড়া ৫০৲

অকল্যাণ্ড ১৯৫৲

বালী ১৬২৲

বরানগর ১৫০৲

কেলভিন ৩৭০৲

ভরই ২৪৩৲

ক্লাইভ ২৮।০

ডালহাউসী ৪০৮॥০

ডেল্টা ৪০৫৲

কৃষ্ণনগর নবদ্বীপঘাট রেলওয়ে সময়

কৃষ্ণনগর হইতে নবদ্বীপঘাট

কৃষ্ণনগর সিটি—	৬-৪৫	১০-৪৪	১৩-২২	১৭-৩৮	২০-১৬
কৃষ্ণনগর রোড—	৬-৫৬	১০-৫৫	১৩-৩৩	১৭-৪৭	২০-২৫
আমঘাটা—	৭-১৫	১১-১৩	১৩-৫১	১৮-৩	২০-৪১
মহেশগঞ্জ—	৭-২৪	১১-২১	১৪-০	১৮-৯	২০-৪৭
নবদ্বীপঘাট—	৭-৩৩	১১-৩০	১৪-৯	১৮-১৬	২০-৫৫

বিশেষ দ্রষ্টব্য—নবদ্বীপঘাট ষ্টেশন অপেক্ষা মহেশগঞ্জ ষ্টেশন হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরের দূরত্ব অনেক কম। শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে যাঁহাদিগকে রাণাঘাটে ট্রেণ বদল করিতে হয়, তাঁহারা রাণাঘাটে প্রাতঃ ৫-৫০, ৮-১৪, ৯ ৪৬, ১৬-৪৮, ১৮-৩৯ এবং ০-৩২ মিনিটের সময় গাড়ী পাইবেন।

শান্তিপুর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে শান্তিপুর ষ্টেশনে ৫-৪০, ৯-২৯, ১২-২৫, ১৬-৪ এবং ১৮-৪১ মিনিটের সময় ট্রেণ পাওয়া যায়।

নবদ্বীপঘাট হইতে কৃষ্ণনগর

নবদ্বীপ ঘাট—	৫-৩৫	৯-২৫	১২-১০	১৫-৩৪	১৮-৪৫
মহেশগঞ্জ—	৫-৪৩	৯-৩৩	১২-১৯	১৫-৪২	১৮-৫৬
আমঘাটা—	৫-৪৯	৯-৩৯	১২-২৬	১৫-৪৮	১৯-৫
কৃষ্ণনগর রোড—	৬-৫	৯-৫৫	১২-৪৩	১৬-৪	১৯-২৪
কৃষ্ণনগর সিটি—	৬-১৩	১০-৩	১২-৫১	১৬-১২	১৯-৩৫

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে—ডাঃ কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম তর্কশাস্ত্রী এল. এম. এফ কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

নীলাম ইস্তাহার

মোকাম কৃষ্ণনগর সার্টিফিকেট আদালত

নীলামের দিন ৭ই ডিসেম্বর ১৯৩৩

(১)

২৪৮ এম, এন, আর, ১৯৩১-৩২ দাবি ২৫॥৶৯ বাদী নদীয়া রাজ এষ্টেট সাং কৃষ্ণনগর প্রতিবাদী ছিতবিবি দিং সাং শান্তিপুর

কৃষ্ণনগর থানার যাত্রাপুর মৌজায়-৮ খতিয়ানের অধীন ৬০শঃ জমি ৩৷৯ জমা মূল্য ২৫৲

নীলামের দিন ১৮ই ডিসেম্বর

(২)

২৩৬ এম, এন, আর ৩২।৩৩ দাবি ৪৫॥৵৭ বাদি ঐ

প্রতিবাদি সুবাসী ঘোষাণী সাং দিগনগর

কৃষ্ণনগর থানার গিজেবডাঙ্গা মৌজায় ৪২০।৪২১ ৪২৫ খতিয়ানের ৪-৩৭শঃ জমি ৭৸৭ জমা মূল্য ৪০৲

(৩)

২৯৮ এম, এন, আর, ৩২।৩৩ দাবি ৩৭।৵৬

বাদি ঐ

প্রতিবাদী কার্ত্তিকচন্দ্র ঘোষদিং সুত্রাগড়

শান্তিপুর থানার সুত্রাগড় মৌজার ১৪৩-১৪৪-১৪৫ খতিয়ানের -৬৪শঃ জমি ৭॥০ জমা মার বাড়ীঘর দুয়ার সমেত মূল্য ৩৫৲

(৪)

৫২১ এন, আর, ২৯।৩০ দাবী ১২১৭॥০

বাদী ঐ

প্রতিবাদী নিহাররঞ্জন সিংহদিং সাং কাটালপোতা

কোতয়ালি থানার শ্রীশচন্দ্রপুর মৌজায় ২৪৭২নং তৌজীর অধীন দরপত্তনী স্বত্ব উক্ত মহালের ॥০ আনা অংশ ৭৪৫৲ জমা মূল্য ৪০০৲

২। ঐ থানার খামারপাড়া ২খতিয়ানে পলাশীপাড়া মৌজায় ২খতিয়ানের কুলগাছি মৌজায় ২ খতিয়ানের জমি ॥০ অংশ ৫৬।০ জমা মূল্য ২০০৲

(৫)

৫৬২ এন, আর, ৩০।৩১ দাবি ১৮৸৬

বাদী ঐ

প্রতিবাদী সুবোধচন্দ্র ভট্টাচার্য্য দিং সাং ব্রহ্মশাসন

শান্তিপুর থানার ব্রহ্মশাসন মৌজায় ৮৮।৮৯ খতিয়ানের ৩-৩৪শঃ লাখরাজ ব্রহ্মত্তর জমি মূল্য ২০৲

(৬)

৬২৯ এন, আর, ৩১।৩২ দাবি ১০৯॥/৩

বাদী ঐ

প্রতিবাদী ধীরেন্দ্রনাথ বিশ্বাসদিং সাং মালীয়াথী

কৃষ্ণগঞ্জ থানার বাণপুর মৌজায় ৬১৪।৬১৫।৬৩৬ খতিয়ানের ১৯-৩৭শঃ জমি ১১৴১ জমা মায় বাড়ীঘর সমেত মূল্য ১২৫৲

(৭)

৬৫০ এম, এন, আর, ২৮।২৯ দাবি ৭৫।৩

বাদী ঐ

প্রতিবাদী মণীন্দ্রকুমার দাসদিং সাং কৃষ্ণনগর

কৃষ্ণনগর থানার কৃষ্ণনগর মৌজায় ৫২৪২ খতিয়ানের ১-৩৮ শঃ জমি ৯৸৴৯ জমা নীলাম হইবে।

নীলামের দিন ২০শে ডিসেম্বর

(৮)

৫৪ এম, এন, আর, ৩২।৩৩ দাবি ১৩৸৵৩

বাদী ঐ

প্রতিবাদী অবিনাশচন্দ্র দত্তদিং সাং কৃষ্ণপুর

কৃষ্ণগঞ্জ থানায় কৃষ্ণপুর মৌজার ৭০ খতিয়ানের -৩৫শঃ জমি ৸৶৫ জমা মূল্য ১২৲

(৯)

৫৫ এম, এন, আর, ৩২।৩৩ দাবি ১১॥৵১১

বাদী ঐ

প্রতিবাদী মহরম মণ্ডল সাং তারিণীপুর

দামুরহুদা থানার রামপুর মৌজায় ৩৫২৯ খতিয়ানের -৩৬শঃ জমি ১৵০ জমা মূল্য ১২৲

(১০)

৬৩ এম, এন, আর, ৩২।৩৩ দাবি ৩১৵৩

বাদী ঐ

প্রতিবাদী মাখনচন্দ্র দাসদিং সাং পশ্চিম শম্ভুপুর

রাণাঘাট থানার দক্ষিণ হরধাম মৌজায় ১১৪ খতিয়ানের জমি ৩৸৶০ জমা মূল্য ৩০৲

(১১)

৭২ এন, আর, ৩১।৩২ দাবি ৮।৴৬

বাদী ঐ

প্রতিবাদী কালীদাস কুণ্ডু সাং দিননাথপুর

চুয়াডাঙ্গা থানার দিননাথপুর মৌজায় ৪০ খতিয়ানের -২১শঃ জমি ৴৪ জমা মূল্য ১০৲

(১২)

৩১১ এম, এন, আর, ৩২।৩৩ দাবি ১৭৷৩

বাদী ঐ

প্রতিবাদী নটকৃষ্ণ সাহা দিং সাং সুত্রাগড়

শান্তিপুর থানার সুত্রাগড় মৌজায় ২০৮ খতিয়ানের -১১শঃ জমি ১॥০ জমা মায় ঘর দরজা সাজ সরঞ্জামসহ মূল্য ১৩৲

(১৩)

৫১৮ এন, আর ৩১।৩২ দাবি ৭৸৶৬

বাদী ঐ

প্রতিবাদী উপেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়দিং সাং গোয়াড়ী

হরিণঘাটা থানার জুনকরমপুর মৌজায় ১৮১-১৮৩ খতিয়ানের ১-৭০শঃ নিষ্কর ব্রহ্মত্তর জমি মূল্য ৮৲

(১৪)

৮৩৬ এন, আর, ৩১।৩২ দাবি ৯।৶৯

বাদী ঐ

প্রতিবাদী মনোরমা দেবীদিং সাং বাশবাড়িয়া

কৃষ্ণনগর থানার দিগনগর মৌজায় ৪৬১।৪৬২ খতিয়ানের -৪১শঃ লাখরাজ জমি মূল্য ১০৲

(১৫)

৮৮৭ এন, আর, ৩১।৩২ দাবি ৮॥৶৩

বাদী ঐ

প্রতিবাদী আমেলা খাতুন সাং তেওরপালি

কৃষ্ণনগর থানার চকচাপড়া মৌজায় ৫৯ খতিয়ানের জমি ৴৬ লাখরাজ জমা মূল্য ৯৲

(১৬)

৯২৪ এন, আর, ৩১।৩২ দাবি ৮৸৶৯

বাদী ঐ

প্রতিবাদী শৈলবালা দাসী সাং যুগীরপাড়া

শান্তিপুর থানার পাঁচপোতা গ্রামে ১৭৪ খতিয়ানের -৪৯শঃ লাখরাজ ব্রহ্মত্তর জমি মূল্য ৯৲

নীলামের দিন ২১শে ডিসেম্বর

(১৭)

৭২ এম, এন আর ৩২।৩৩ দাবি ১৩৷৩

বাদী ঐ

প্রতিবাদী রহিমবক্স মণ্ডল সাং চৌগাছা

চাকদহ থানার চৌগাছা মৌজায় ১৬২৭ খতিয়ানের -১৮শঃ জমি ১৵০ জমা মূল্য ১৪

দস্যু সর্দ্দার আবদুর রহমান

আবদুর রহমান নামক নামজাদা ডাকাতের মৃত্যু সম্পর্কে অনুসন্ধানে জানা যায়, তাহাকে গ্রেপ্তার করিবার জন্য চাগাই বাহিনীর (বেলুচিস্থানের গভর্ণমেণ্টের অস্থায়ী সৈন্যদল, একদল সৈন্য কালাত রাজ্যে প্রেরণ করা হয়। কালাত রাজ্য সিন্ধুদেশের সীমান্তে অবস্থিত এবং এই রাজ্যে নাকি আবদুল রহমান মাঝে মাঝে আশ্রয় গ্রহণ করিত। ১লা সেপ্টেম্বর তারিখে সংবাদ পাওয়া যায় যে, আবদুর রহমানের একজন অনুচর বেলুচিস্থানের শিবি জেলার নাশিরাবাদ মহকুমার অধীন কোনও গ্রামে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে। চাগাই বাহিনীর কয়েকজন সৈন্য সেই লোকটীকে ধরিলে ফোলগে সে বলে, তাহার নেতা কোথায় লুকাইয়া আছে, তাহাকে দেখাইয়া দিবে। সে চাগাই বাহিনীর চল্লিশজন সৈন্য ও কয়েকজন গ্রামবাসীকে রাস্তা দেখাইয়া নূতন রোয়ান নামক স্থানে লইয়া যায়, আবদুর রহমানের জন্য জোয়ারী ক্ষেত অনুসন্ধান করা হয়। দুইজন সিপাহী একস্থানে চারিজন লোককে বসিয়া থাকিতে দেখে; তাহারা তথায় বসিয়া কি করিতেছে জিজ্ঞাসা করায় তাহারা সন্তোষজনক উত্তর দিতে পারে না। করিতে সমর্থ হয়

ব্যক্তিই আবদুর রহমান বাকী তিনজন গ্রেপ্তার হয়।

উহার কিছুক্ষণ পরই নাশিরাবাদের এসিষ্টাণ্ট পলিটিকেল এজেণ্ট চাগাই বাহিনীর আরও কয়েকজন সৈন্য লইয়া উপস্থিত হন এবং আবদুর রহমানের পশ্চাদ্ধাবন করেন। তাঁহারা কিছুদূর অগ্রসর হইলে জোয়ারী ক্ষেতে গুলীর আওয়াজ শুনা যায়। এসিষ্টাণ্ট পলিটিক্যাল এজেণ্ট তথায় দৌড়াইয়া গিয়া দেখিতে পান, আবদুর রহমান আহত হইয়া মাটিতে পড়িয়া আছে। তাহার কয়েক মিনিট পরই, এই দুর্দ্দান্ত দস্যুর মৃত্যু হয়। চাগাই বাহিনীর একজন সৈন্য তাহাকে গুলীবিদ্ধ করিয়া ছল।

নৃশংস অত্যাচারের নির্ম্মম কাহিনী

আলীপুরের সহকারী দায়রা জজ মিঃ ডি পি পাল, জুরীদের সর্ব্ববাদিসম্মত মত গ্রহণ করিয়া বসিরহাটের ইরার্ণ মণ্ডল ও সুজাউদ্দিনের প্রত্যেককে বাবু রাখালচন্দ্র পালের বাড়ীতে ডাকাতি করার অভিযোগে সাড়ে ছয় বৎসর করিয়া সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন। হাসামতুল্লা ও অপর দুইজনের প্রত্যেকেই অনুরূপ অপরাধের অভিযোগে ছয় বৎসর সশ্রম কারয়া কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছে।

অভিযোগে বিবরণ প্রকাশ যে, গত ২২শে এপ্রিল রাত্রিতে রাখালবাবুর নিদ্রা ভাঙ্গিয়া যায় এবং দুইজন লোক তাহাকে ধরিয়া রহিয়াছে দেখিতে পান তাহার উপর লাঠি চালিতে থাকে। অনুমান ২৬ জন ডাকাত উক্ত বাড়ীতে প্রবেশ করে ও রাখাল বাবুর স্ত্রী নিস্তারিণীর শরীর হইতে তাঁহার গহনাপত্র ছিনাইয়া লয়। অতঃপর তাহারা রাখালবাবুর স্ত্রীর শরীরে মশাল দ্বারা ছেঁকা দেয়। এবং বলপূর্ব্বক তাঁহার (রাখাল বাবুর স্ত্রীর) কাপড় খুলিয়া লয় এবং তিনি সম্পূর্ণরূপে বিবস্ত্র হইয়া যান। রাখাল বাবুর আর্ত্তনাদ শুনিয়া তাঁহার পুত্র শরৎ এবং অপর একটি ঘর হইতে দৌড়াইয়া আসেন। তিনি প্রহৃত হন এবং তাঁহাকে উলঙ্গ করিয়া উঠানে একটী গরুর গাড়ী চাকার সহিত তাহার নিজের কাপড় দিয়া বাঁধিয়া রাখা হয়। ডাকাতেরা শরতের স্ত্রীর গহনাপত্রও ছিনাইয়া লয়। সমস্ত কাপড় চোপড় ও কাঁথা উঠানে আনিয়া আগুন ধরাইয়া দেওয়া হয়। স্থানীয় লোকজনের মধ্যে যাহারা তাঁহাদের উদ্ধারার্থ আসিয়াছিল তাহারাও প্রহৃত হয়। ডাকাতেরা নগদে ও গহনাপত্রে অনুমান ৭০০৲ টাকা লইয়া নৌকাযোগে উক্ত স্থান হইতে ৩০ গজ দূরবর্তী নদীতে ছিল।

তারের ঠিকানা— 'শ্রীধাম' নবদ্বীপ
ডাকের ঠিকানা—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

দৈনিক

REG. C1544

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩৷৹
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার স্বতন্ত্র।

নদীয়া-প্রকাশ
THE
NADIA-PRAKASH

সাহায্যের হার
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৷৹
মাসিক ১৲
নগদ
প্রতি সংখ্যা ৵৹

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৮ম খণ্ড । সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বেদান্তবাচস্পতি [২১২শ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর— ২৭শে কার্ত্তিক সোমবার ১৩৪০, ১৩ই নভেম্বর ১৯৩৩

আরামবাগে ডাকাতি

আরামবাগ মহকুমায় একটি ডাকাতি হইয়া গিয়াছে। গোঘাট থানার অন্তর্গত আশপুরের অবনীপতি রায়ের গৃহে উক্ত ডাকাতি হয়। প্রকাশ যে, দুপুর রাত্রিতে সিঁদ কাটার যন্ত্রপাতিসহ প্রায় ১৫ জন লোক প্রাচীর ডিঙ্গাইয়া গৃহ-প্রাঙ্গণে প্রবেশ করে। গণ্ডগোল শুনিতে পাইয়া তৎসম্পর্কে অনুসন্ধান করিবার জন্য জনৈকা স্ত্রীলোক দরজা খুলিলে দুষ্কৃতগণের মধ্যে কয়েকজন সরাসরি ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া মূল্যবান্ জিনিষপত্র দাবী করে। উক্ত মহিলা কোন খোঁজ দিতে অস্বীকার করিলে দুষ্কৃতগণ বাক্স, আলমারী ও সিন্দুক ভাঙ্গিয়া ফেলে এবং স্ত্রীলোক-গণের শরীর হইতে গহনা খুলিয়া লইয়া পলায়ন করে। গহনাপত্রের মূল্য প্রায় ২৪০৲ টাকা। প্রকাশ যে, দুষ্কৃতগণ পলায়ন করিবার পূর্ব্বে স্ত্রীলোকগণকে মারপিট করে ও কতকগুলি কাপড়চোপড়ে অগ্নি প্রদান করে।

গান্ধীজীর অভ্যর্থনা

গান্ধীসেবা-সমিতির আহ্বানে গত শনিবার সন্ধ্যার পর স্বর্গীয় অশ্বিনীকুমার দত্ত মহাশয়ের ভবনে বিভিন্ন সমাজের নেতৃ-বর্গের এক পরামর্শ বৈঠকে গান্ধীজীর আগমন আশা করিয়া সম্বর্দ্ধনা সম্পর্কীয় আলোচনা হইয়াছিল। আলোচনায় বিশেষ উৎসাহের লক্ষণ পরিস্ফুট হইয়াছে। উপস্থিত ব্যক্তিবর্গের মধ্যে শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র গুহ, মিউনিসিপ্যাল চেয়ারম্যান, সতীশ-চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, অধ্যক্ষ, ব্রজমোহন কলেজ, নমঃশূদ্র সমাজের অন্যতম নেতা দ্বিজেন্দ্রনাথ [illegible] উকিল, ডাক্তার ক্ষিরোদবিহারী মুখোপাধ্যায়, বারের সেক্রেটারী রোহিণী লাল রায়, শ্রীযুক্তা মন্দাকিনী রায় চৌধুরাণী, মনোরমা বসু প্রমুখ নেতৃস্থানীয় বহু পুরুষ ও মহিলা উপস্থিত ছিলেন

বগুড়ায় ডাকাতি

আদমদীঘী থানার অন্তর্গত তারতা গ্রামের একজন ধনী ব্যক্তির গৃহে একটি ডাকাতি হইয়াছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে।

প্রকাশ যে, প্রায় কুড়ি জন লোক নানাপ্রকার অস্ত্র লইয়া গৃহে প্রবেশ করিলে গৃহস্বামী তাঁহার পত্নীকে লইয়া পলায়ন করে। ডাকাতেরা বাড়ীর অন্য স্ত্রীলোক-দিগকে প্রহার করে। দুর্বৃত্তেরা নগদ ১৫০৲ টাকা এবং অলঙ্কারাদি লইয়া পলায়ন করে। এ সম্পর্কে জোর পুলিশ তদন্ত চলিতেছে। এ পর্য্যন্ত কোন ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হয় নাই।

জনৈক জমিদার হত্যা

সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে, কুণ্ডার বলবন্ত সিংহকে দিনের বেলায় গ্রামের মাঠের মধ্য দিয়া যাইবার সময় গ্রামের কয়েকজন লোক আক্রমণ করিয়া হত্যা করিয়াছে। তিনি নাগলা আলের একজন জমিদার। পুলিশ এই সম্পর্কে দুইজনকে গ্রেপ্তার করিয়াছে। তন্মধ্যে একব্যক্তি গ্রামের একজন চৌকিদার। প্রকাশ যে, ধৃত ব্যক্তিদের একজন পুলিশকে একটি বিবৃতি প্রদান করিয়াছে। পুলিশ আরও কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করিবার চেষ্টা করিতেছে। তাহারা ফেরারী হইয়াছে।

এলাহাবাদে পণ্ডিত মালব্য

পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য দেরাদুন হইতে এখানে আসিয়া পৌঁছিয়াছেন। সেদিন তিনি স্বদেশী প্রদর্শনীর উদ্বোধন করিবেন।

নাগপুরে ছাত্র-ধর্ম্মঘট

একজন শিক্ষককে সসপেণ্ড করায় তাহার প্রতিবাদে নাগপুর নিউ ইংলিশ হাই স্কুলের ৫০০ জন ছাত্র একযোগে ধর্ম্ম-ঘট করিয়াছে। তাহারা একটি মিছিল করিয়া সহরের প্রধান রাস্তাগুলি পরিভ্রমণ করে এবং এক প্রতিবাদ সভায় সেই শিক্ষককে পুনর্নিয়োগ করিবার দাবী জানায়।

রেঙ্গুনে মোটর দুর্ঘটনা

গত ৩রা নভেম্বর বৃহস্পতিবার সকাল বেলা প্রোম রোডে একটি বেবী মোটর গাড়ী ও লরীতে ধাক্কা লাগিয়া জর্জ ভাটা-নেস নাম বিখ্যাত বাজথাজার কোম্পানীর একজন ডিরেক্টর মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন। জর্জ ভাটানেস একজন জনপ্রিয় খেলোয়াড় ছিলেন। তিনি নিজে মোটর চালাইয়া যাইতেছিলেন, এমন সময় একটি মোড়ের মাথায় একখানি লরীতে ধাক্কা লাগিয়া তাঁহার গাড়ী উল্টাইয়া যায় এবং তিনি ও তাঁহার ভৃত্য গাড়ী চাপা পড়িয়া সাংঘাতিক ভাবে আহত হন। এম্বুলেন্স করিয়া হাঁস-পাতালে পৌঁছিবার পূর্ব্বেই তাঁহার মৃত্যু হয়।

রাজবন্দী স্থানান্তরিত

রাজবন্দী শৈলেশ্বর চক্রবর্ত্তী অধুনা দেওলী বন্দীশালায় আবদ্ধ আছেন। তাঁহার জনৈক আত্মীয়ের নিকট তাঁহার একখানি পত্রে জানা যায় যে, তাঁহাকে পাঞ্জাবের কাম্বেলপুর জিলা জেলে স্থানান্তরিত করিবার আদেশ দেওয়া হইয়াছে।

এক নামে তিন জন গ্রেপ্তার

মনসা অস্ত্র প্রাপ্তি সম্পর্কে একমাস পূর্ব্বে পুলিশ গোয়ালমঠের সুধীর মুখুজ্যে ও কৃষ্ণধন চক্রবর্ত্তীকে গ্রেপ্তার করিয়াছিল। গত ১লা নভেম্বর তাহাদিগকে ধলনগর ডাকাতি সম্পর্কে দোষী সাব্যস্ত করিয়া ৫০০৲ টাকার জামীনে মুক্ত দেওয়া হইয়াছে। গত ১৩ই তাহাদের মোকদ্দমার তারিখ পড়িয়াছে। গোয়ালমঠ স্কুলের অন্যতম ছাত্র শ্রীমান্ কৃষ্ণগোপাল চক্র-বর্ত্তীকে ঐ সম্পর্কে গ্রেপ্তার করিয়া খুলনা প্রেরণ করা হইল। পাঠকগণের স্মরণ থাকিতে পারে, কিছুদিন পূর্ব্বে স্থানীয় উকিল বিধু বাবুর পুত্র কৃষ্ণ ঘোষকেও ঐ সম্পর্কে গ্রেপ্তার করিয়া ৫০০৲ টাকার জামিনে মুক্তি দেওয়া হইয়াছে।

বার্জ্জ হত্যার জের

হাওড়া পুলিশ জনৈক বাঙ্গালী যুবককে গ্রেপ্তার করে। উক্ত যুবক তাহার নাম সরকার বলিয়া বলে। উক্ত যুবক নাকি জনৈক অবসর প্রাপ্ত পুলিশ কর্ম্মচারীর পুত্র। মেদিনীপুরের জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ বার্জ্জের হত্যা সম্পর্কে তাহাকে গ্রেপ্তার করা হয় বলিয়া জানা যায়। তাহাকে হাওড়ার মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেটের এজলাসে হাজির করা হইলে আরও তদন্ত না হওয়া পর্য্যন্ত তাহাকে পুলিশ হাজতে রাখিবার জন্য আদেশ দেওয়া হয়।

ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

২৭শে কার্ত্তিক সোমবার, ১৩৪০

চলতি পথে

সেদিন মহীশূরের উকীলদের এক সভায় বক্তৃতাকালে শ্রীযুক্ত সম্পমূর্ত্তি বলিয়াছেন "আমরা নৈতিক কোন অপরাধ করি আমাদিগকে সাজা দাও, আপত্তি নাই কিন্তু নীতিগত কোন অপরাধ যখন আমরা কেহ করি না, তখন আমাদিগকে আমাদের ব্যবসায় হইতে বঞ্চিত করিবার কি নৈতিক অধিকার আদালতের থাকিতে পারে? আইন অমান্য আন্দোলন সম্পর্কে আমি দুই দুইবার দণ্ডিত হইয়াছি। ইহা কি আমার কোন নৈতিক অপরাধ? কিন্তু এ দেশের ব্যবহারজীবীদের পক্ষে তাহাও নৈতিক অপরাধ বলিয়া গণ্য হয় পক্ষান্তরে বিলাতের একটি নজীর দেখুন। স্যার জন সাইমন বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের মন্ত্রিমণ্ডলের একজন মহামান্য ব্যক্তি। আজকাল তিনি পররাষ্ট্র সচিব। ১৯১৯ সালে আমি যখন ইংলণ্ডে ছিলাম, তখন তিনি বে-আইনীভাবে শুল্ক না দিয়া কতকগুলি জিনিষ ইংলণ্ডে আনয়ন করেন এবং বৃটিশ গবর্ণমেণ্টকে জানান যে তাহাদের সাধ্য থাকে তাহার নামে মামলা আনয়ন করুন, তিনি শুল্ক দিবেন না। গবর্ণমেণ্ট তো মামলা আনেন নাই পক্ষান্তরে শুল্ক ব্যবস্থারই পরিবর্ত্তন সাধন করেন। স্যারজন সাইমনের অপরাধ নৈতিক অপরাধ বলিয়া গণ্য করা হয় নাই; কিন্তু এদেশে যাহা অন্যায় বুঝিব, তাহার বিরুদ্ধে নীতিসঙ্গত আন্দোলনও আমাদের পক্ষে দণ্ডনীয় অপরাধ।" স্বাধীন দেশে ও পরাধীন দেশে কি নিয়ম চলিতে পারে?

———

মেজর ড্যান রেনেন পাঞ্জাবের মণ্টেগোমারী জেলার একজন বড় জমিদার। ৮০ হতে ইনি ইংরেজ গত ৪ঠা নবেম্বর লাহোর সহরে ভারতের আর্থিক অবস্থা সম্পর্কে বক্তৃতায় তিনি বলেন, ভারতের লক্ষ লক্ষ লোকের এই যে, নিদারুণ দুঃখ দুর্দ্দশা দারিদ্র্য এবং গুরুতর ঋণভার, ইহা তাহাদের নিজেদের দোষে নহে। সরকারের ভ্রান্ত অর্থনীতি, ব্যয়-বহুল শাসন এবং অসমীচীনভাবে, বিধিবদ্ধ আইনই এর জন্য দায়ী। চুক্তি সম্পর্কিত আইন পক্ষপাতিত্ব পূর্ণ; যাহারা দরিদ্র, যাহারা অজ্ঞ, তাহাদের রক্ষার ব্যবস্থা তাহাতে নাই। লালা হরকিষণলাল মিঃ ড্যান রেনেনকে ইংরেজের নীতির অনুসরণ না করিয়া তাহার নিজের বিবেকের অনুসরণ করিতে পরামর্শ দান করিয়াছিলেন। ইহাতে সরকারের বিবেকের সহিত মেজরড্যান রেনেন'এর বিবেকে সংঘর্ষ হইবে না ত'।

———

গত ৫ই নবেম্বর বাঙ্গালোর সহরে এক বক্তৃতায় মহীশূরের শিক্ষা বিভাগের ডিরেক্টর মিঃ সুব্বারাও বলিয়াছেন, বর্ত্তমানে জগতের জাতিসমূহ পরস্পরের সহিত সহযোগিতা করিতে অনিচ্ছুক। সহযোগিতার মহিমা প্রচারের যত ভার শেষটা আসিয়া পড়িয়াছে শুধু বেচারা শিক্ষকদের উপর। সহযোগিতা করিতে শিক্ষা দিতে হইবে যাঁহাদিগকে, তাঁহাদিগকেই ছাত্রদের ভিতর সহযোগিতার মনোভাব গড়িয়া তুলিতে হইবে। সহযোগিতা যেখানে এক তরফা হয়, সেখানে তাহা এইরূপ হুকুমেই চলে। আন্তরিক সহযোগিতার অভাবের কারণ যেখানে রহিয়াছে, সেইখানেই শিশুকাল হইতেই লোককে সহযোগিতার পথে সায়েস্তা করিয়া তুলিবার দরকার হয়। কথাটা ঠিক; কিন্তু আদর্শ চরিত্র করিয়া তুলিবার লোক কয় জন আছেন?

নিরস্ত্রীকরণ বৈঠক

কমন্স সভায় আলোচনা

স্যারজন সাইমনের বক্তৃতা

গত ৭ই নবেম্বর লণ্ডন কমন্স সভায় নিরস্ত্রীকরণ সংক্রান্ত আলোচনা হইয়া গিয়াছে। স্যারজন সাইমন তাঁহার বক্তৃতায় বলিয়াছেন, "ব্যাপার গুরুতর এসময়ে ইহাকে অতিরঞ্জিত করিলে অধিকতর জটিলতার সম্ভাবনা আছে তথাপি আমি বলিব যে আতঙ্কের কারণ নাই, বৃটিশ জাতি কখনও আতঙ্কগ্রস্ত হয় না. ধীরভাবে কর্ত্তব্য পালন করাই এজাতির বিশেষত্ব। জার্ম্মাণী কর্তৃক রাষ্ট্রসঙ্ঘ পরিত্যাগের কথা উল্লেখ করিয়া স্যার জন সাইমন বলেন, কিছুতেই ইহা সমর্থন করা যায় না। স্যার হিটলার যে নীতি অবলম্বন করিয়াছেন, তাহাতে ফল শুভ হইবে না সম্প্রতি ব্যারণ ভন নিউরাথ যে বক্তৃতা করিয়াছেন তাহাতে বুঝা যায় যে বহুদিন পূর্ব্ব হইতেই জার্ম্মাণী রাষ্ট্রসঙ্ঘ পরিত্যাগের কল্পনা করিয়া রাখিয়াছিল।

———

অতঃপর স্যার জন সাইমন বলেন, নিরস্ত্রীকরণের ব্যাপারে বৃটেনই পথ প্রদর্শন করিয়াছে। এস্থলে তিনি বৃটিশের সামরিক দলের একটি হিসাব প্রদান করেন। প্রসঙ্গ ক্রমে তিনি শ্রমিক নেতা স্যার ষ্টাফোর্ড ক্রিপ্‌সকে তীব্র ভাষায় আক্রমণ করিয়া বলেন অজস্র কথা সত্ত্বেও স্যার ষ্টাফোর্ড ক্রিপ বলেন যে—বৃটেন কিছু করে নাই, যখন আনন্দ-ধ্বনির মধ্যে স্যার জন সাইমন বলেন,—জার্ম্মাণীর জন্য ন্যায়বিচার প্রার্থনা করা হইয়াছে। বৃটেনও একেত্রে ন্যায়বিচার প্রার্থনা করিতে পারে।

— —

বৃটেন জার্ম্মাণীর জন্য কম করে নাই বৃটেনের চেষ্টাতেই জার্ম্মাণীর সমানাধিকার স্বীকৃত হইয়াছিল এবং জার্ম্মাণীকে বিশ্বরাষ্ট্র সঙ্ঘের সদস্য করা হইয়াছিল এই মর্য্যাদা এখন জার্ম্মাণী স্বেচ্ছায় প্রত্যাখ্যান করিল বৃটেনের চেষ্টাতেই রাইন অঞ্চল খালি করা হইয়াছে, এই অঞ্চল হইতে ফরাসী কর্তৃত্ব রহিত হইয়াছে। মহাযুদ্ধের ক্ষতিপূরণ সম্পর্কে বলিতে পারি, সময়ে পরিকল্পনা হইতে লুসান বৈঠক পর্যন্ত, বৃটেন যাহা করিয়াছে তাহাতেই প্রমাণিত হয় যে, বৃটেন কখনও চেষ্টার ত্রুটি করে নাই।

———

চতুঃশক্তির চুক্তির কথা আলোচনা করিয়া স্যারজন সাইমন বলেন যে এই চুক্তিতে জার্ম্মাণীর সমান মর্য্যাদা স্বীকার করা হইয়াছিল। কিন্তু সম্প্রতি জার্ম্মাণী যে ঘোষণা করিয়াছে, তাহার ফলের আন্তর্জাতিক নিরস্ত্রীকরণ সমস্যা অধিকতর জটিল হইয়াছে। তবে সুখের কথা এই যে, ফ্রান্স ও ইটালীর মধ্যে অনেকটা মিত্রতা দেখা যাইতেছে।

———

স্যারজন সাইমন ঘোষণা করেন, জার্ম্মাণীর কার্য্যদ্বারা নিরস্ত্রীকরণ সমস্যা জটিল হইলেও এবিষয়ে যথাসাধ্য চেষ্টা করাই বৃটেনের কর্ত্তব্য। সকল জাতির শান্তি ও সমৃদ্ধের জন্য গ্রেট ব্রিটেন তাহার নৈতিক কর্তৃত্ব অবশ্যই প্রয়োগ করিবে।

———

লকার্ণো চুক্তি সম্পর্কে স্যার জন সাইমন বলেন, আইনজ্ঞ ব্যক্তিগণের সহিত পরামর্শ করিয়া বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট এই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে এই চুক্তির এক পক্ষ সরিয়া দাঁড়াইলেই অন্যান্য পক্ষগণের দায়িত্ব দূর হয় না। তবে যদি জার্ম্মাণীর কার্য্য প্রকৃত প্রস্তাবে প্রভাব বিস্তার করে, তাহা হইলে জটিল সমস্যার উদ্ভব হইবে। তখন কি করা হইবে, তৎসম্বন্ধে চুক্তির অন্যান্য পক্ষের সহিত আলোচনা না করিয়া কোন বিবৃতি প্রদান করা যায় না।

———

পরিশেষে স্যার জন সাইমন বলেন,—জার্ম্মাণী অস্ত্র দরজা বন্ধ করিবার চেষ্টা করিয়াছে। ইহাতে নিরস্ত্রীকরণের দ্বার একেবারে রুদ্ধ হইয়াছে, এমন কথা যেন কেহই মনে না করেন. লকার্ণো চুক্তির অন্যান্য স্বাক্ষরকারীর সহিত আমরা যেমন সংযোগ রাখিব, তেমনি জার্ম্মাণীর সংস্পর্শে আসিবার জন্যও সর্ব্বপ্রযত্নে চেষ্টা করিব।

স্যার অষ্টেন চেম্বারলেন

স্যার অষ্টেন চেম্বারলেন, জার্ম্মাণীর "যুদ্ধং দেহি" মনোভাবের তীব্র সমালোচনা করিয়া বলেন,—ভার্সাই সন্ধির মধ্যে এমন কোন প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয় নাই যে, বিজয়ী জাতিরাও অস্ত্রবল হ্রাস করিয়া বিজিত জাতির সমকক্ষ হইবেন। পক্ষান্তরে এরূপ আশাই প্রকাশ করা হইয়াছিল যে, সর্ব্বপ্রথমে জার্ম্মাণীই অস্ত্রবল হ্রাস করিবে এবং তাহার পর একে একে অন্যান্য রাষ্ট্রের রণসম্ভার হ্রাসের ব্যবস্থা হইবে।

———

মিঃ লয়েড জর্জ্জ

মিঃ লয়েড জর্জ্জ একরাশি সংখ্যা দ্বারা প্রদর্শন করেন যে, মহাযুদ্ধের পর বিভিন্ন রাষ্ট্রের রণসম্ভার যথেষ্ট পরিমাণে বর্দ্ধিত হইয়াছে। তিনি বলেন, লকার্ণো চুক্তির পর ফ্রান্স তাহার কামান ও বোম বর্ষণকারী বিমানপোতের সংখ্যা শতকরা ৫০ করিয়া বৃদ্ধি করিয়াছে। ১৯১৪ সালে ফ্রান্সের ৩৫০০০ টন ডেষ্ট্রয়ার ছিল কিন্তু এক্ষণে তাহার ডেষ্ট্রয়ারের পরিমাণ ১৯৮০০০ টন ১৯১৪ সালে আমেরিকার ৪৮০০০ টন ডেষ্ট্রয়ার ছিল; এখন হইয়াছে ২৫৯০০০ টন। তথাপি ফ্রান্স ও আমেরিকাই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে শান্তির কথা বলিয়া থাকে। লকার্ণোর পর ফ্রান্সের অস্ত্রশস্ত্রের বাজেটে প্রায় দ্বিগুণ হইয়াছে। আমেরিকা এই বাবদে ৫৯০০০০০০ ডলার ব্যয় করিত; এখন ৭ ৯০০০০০০ ডলার ব্যয় করিতেছে। সমস্ত দুনিয়াকে না জানাইয়া বড় বড় কামান তৈয়ারী করা জার্ম্মাণীর পক্ষে কখনও সম্ভবপর নহে; ইহা জানিয়াও কেন একটা পরীক্ষামূলক সময় নির্দ্দিষ্ট করার জন্য পীড়াপীড়ি করা হইল?

———

কর্ণেল এল আমেরি

কর্ণেল এল আমেরি বলেন,—জার্ম্মাণী আবার সমরসজ্জা করিতে যাইতেছে, কেহই তাহাকে বাধা দিতে পারিবে না সুতরাং এখন বৃটিশের নীতি সম্পর্কে বিবেচনা করিবার সময় আসিয়াছে।

———

মিঃ চার্চ্চিল

মিঃ চার্চ্চিল বলেন,—জার্ম্মাণী সম্পর্কে মিঃ লয়েড জর্জ্জ যাহা বলিলেন, আমি তাহা বিশ্বাস করি না। পক্ষান্তরে আমি দেখিতেছি জার্ম্মাণী যুবকগণের মধ্যে রক্তপাতের স্পৃহা জাগাইবার চেষ্টা হইতেছে, এই প্রচেষ্টার তুলনা এ যুগে মিলে না; একমাত্র আদিম বর্ব্বরতার সহিত ইহার তুলনা হইতে পারে সুতরাং জার্ম্মাণীর প্রতিবেশী দেশসমূহের যে আতঙ্ক উপস্থিত হইবে, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি?

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

নদীয়া প্রকাশ

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্র—

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশ
তনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনম্,
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং
প্রেমা পুমর্থো মহান্
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং
তত্রাদরো নঃ পরঃ॥

৮ম বর্ষ ১১ কেশব গৌরাব্দ ৪৪৭, ২৭শে কার্ত্তিক বঙ্গাব্দ ১৩৪০, ১৩ই নভেম্বর ইং ১৯৩৩, সোমবার { ২১২তম সংখ্যা

পাটনা সংশিক্ষা-প্রদর্শনী

দারভাঙ্গার মহারাজাধিরাজ কর্ত্তৃক ১৪ই নভেম্বর দ্বারোদ্ঘাটন

—•—

দারভাঙ্গা হইতে ও পাটনা হইতে প্রেরিত তারের সংবাদে প্রকাশ, পাটনা বাঁকিপুরে শ্রীগৌড়ীয়মঠের উদ্যোগে যে বিরাট্ সংশিক্ষা-প্রদর্শনীর আয়োজন হইয়াছে, আগামী কল্য ২৮শে কার্ত্তিক ১৪ই নভেম্বর মঙ্গলবার অপরাহ্ণ ৪॥ ঘটিকার সময় দারভাঙ্গার মাননীয় মহারাজাধিরাজ উহার দ্বার উদ্ঘোচন করিবেন। সেই সময় শ্রীগৌড়ীয়মঠের সদস্যবৃন্দ মাননীয় মহারাজাধিরাজকে একটী অভিনন্দন-পত্র প্রদান করিবেন।

———

দারভাঙ্গা হইতে গত ৯ই নভেম্বর যে-তার আসিয়াছে তাহাতে প্রকাশ, শ্রীধাম-মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠের অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি মহারাজ ও শ্রীপাদ অতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী, ভক্তিসারঙ্গ মহোদয় ইংরেজী ও হিন্দী ভাষায় দারভাঙ্গা টাউনহলে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর শিক্ষা-সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন। তাঁহাদের বক্তৃতা শ্রোতৃবৃন্দের হৃদয়গ্রাহিণী হইয়াছিল।

———

প্রভুপাদ-সমীপে বিশিষ্ট সজ্জনগণ

গত ৫ই নভেম্বর রবিবার অপরাহ্ণে পাটনার ডিষ্ট্রীক্ট ও সেসন জজ হোলানিবাসী শ্রীযুক্ত শিবপ্রিয় চাটার্জ্জি মহোদয় সস্ত্রীক বাঁকিপুর গৌড়ীয়মঠ অফিসে উপস্থিত হইয়া শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমুখে কয়েক ঘণ্টা যাবৎ হরিকথা শ্রবণ করিয়াছেন। জুডিসিয়াল বিভাগের সহকারী সম্পাদক ও স্থানীয় হরিসভার সম্পাদক শ্রীযুক্ত অন্নদাচরণ ঘোষ, উক্ত হরিসভার সভাপতি উকীল শ্রীযুক্ত বিশ্বম্ভর দে, অনৈক ডিপুটী সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট অব্ পুলিস্, অনৈক য়্যাডভোকেট এবং পাটনা হাইকোর্টের কতিপয় কেরাণী উক্ত দিবস শ্রীল প্রভুপাদের পাদপদ্মে উপস্থিত হইয়া অনেকক্ষণ পরমার্থ বাণী শ্রবণ করিয়াছেন।

———

বিগত ৯ই কার্ত্তিক বৃহস্পতিবার শ্রীশ্রী-ভক্তিসিদ্ধান্ত-বাণী-সেবক-সমিতির সাপ্তাহিক অধিবেশনে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠকালে নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ আলোচিত হইয়াছে।

"মথ্যতে তু জগৎসর্ব্বং ব্রহ্ম-জ্ঞানেন যেন বা।
তৎসারভূতং যদ্ যস্যাং মথুরা সা নিগদ্যতে"॥

অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞানের—শব্দের বিদ্বদ্রূঢ়ি বা মুক্তপ্রগ্রহ-বৃত্তিযোগে ব্রহ্ম-জ্ঞানের অর্থ ভগবদ্ভক্তিযোগ; তদ্দ্বারা সমগ্র জগৎকে মথন করেন এবং যথায় স্বয়ং ভগবান্ ব্রজেন্দ্রনন্দনে একনিষ্ঠা ভক্তি ও জ্ঞানের সার বর্ত্তমান, সেই স্থানই "মথুরা" নামে অভিহিত হয়; কিম্বা মথ্নাতি অর্থাৎ সর্ব্বপ্রকার তত্ত্বজ্ঞান খণ্ডন করেন বলিয়া "মথুরা"। (তোষণী)

———

"যত্র নিত্যং সন্নিহিতো হরিঃ" অর্থাৎ যে-স্থানের নিকটে ভগবান্ শ্রীহরি নিত্যকাল অবস্থান করিতেছেন; 'নিত্য' শব্দ প্রয়োগ দ্বারা মথুরাদি ভগবদ্ধামেরও নিত্যত্ব কথিত হইয়াছে। ভগবদ্ধাম কাল-দোষে অন্য স্থানের ন্যায় অন্তর্হিত হন না। (তোষণী)

———

"নিত্য সন্নিহিতঃ" অর্থাৎ ভগবান্ মথুরামণ্ডলে নিত্যই অবস্থান করিতেছেন—এই বাক্যের দ্বারায় বুঝা যায় যে, স্বয়ং ভগবান্ পরিপূর্ণ স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ স্বীয়-ধামে বর্ত্তমান থাকিয়াই প্রপঞ্চের গোচরীভূত হইয়াছেন। বৈকুণ্ঠ হইতে আসিয়া প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হইয়াছেন এরূপ নহে। কিন্তু ভগবানের আবির্ভাব সময়ে বৈকুণ্ঠ ও শ্বেতদ্বীপ হইতে অংশাবতারগণ আসি। তাঁহাতেই মিলিত হন, লীলান্তে তাঁহারা নিজ নিজ ধামে গমন করেন। সুতরাং অন্যান্য অবতারগণ বৈকুণ্ঠ হইতেই অবতীর্ণ হন, ইহাও সূচিত হইল (শ্রীচক্রবর্ত্তী)

স্বয়ং ভগবান্ অবতীর্ণ যেই কালে।
আর আর অবতার তাতে আসি' মিলে॥

— —

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-প্রকাশ অরণ্য মহারাজ চাঁদপুর হইতে নৌকাযোগে বরিশাল জেলার পিঙ্গলাকাটী-নিবাসী পরমভাগবত শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার পাল মহোদয়ের ভবনে গমন করেন এবং তথায় দুই দিবস অবস্থানপূর্ব্বক শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-পাঠ ও মানবজীবনের কর্ত্তব্য-সম্বন্ধে একটী বক্তৃতা ও ছায়া চিত্রযোগে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচার্য্য বিষয়টী বিশেষরূপে বুঝাইয়া দেন।

———

তৎপর-দিবস গত ৮ই কার্ত্তিক পিঙ্গলাকাটী হইতে রওনা হইয়া আড়কান্দি নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু রাইচরণ পাল সাব ডেপুটী বাবুর বাটীতে উপস্থিত হন এবং ঐদিবস উক্ত ডেপুটী বাবুর বিশেষ আগ্রহে তদীয় ভবনে একটী বিরাট্-সভা আহূতা হয় এবং ঐ সভায় স্বামীজী মহারাজ সনাতন-ধর্ম্ম-সম্বন্ধে একটী বক্তৃতা প্রদান করেন। ঐ সভায় উক্ত ডেপুটী বাবু সর্ব্বপ্রথমে সভায় জনমণ্ডলীকে আহ্বান করিয়া স্বামীজী মহারাজের পরিচয়-প্রদানমুখে একটী নাতিদীর্ঘ-বক্তৃতা প্রদান করেন এবং শ্রীগৌড়ীয়মঠই যে বর্ত্তমানে সনাতন-ধর্ম্মের বিজয়-পতাকা সমগ্র বিশ্বে উড্ডীন করিয়াছেন, ইহা বিশেষভাবে বুঝাইয়া দেন।

———

পরে মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন হইবার পর স্বামীজী মহারাজ প্রায় দেড়ঘণ্টাকাল সনাতন ধর্ম্ম-সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন এবং বক্তৃতাদানকালে বলেন,—ধর্ম্ম একটী, সেই ধর্ম্মের পথও একটী। সেই পথটী মহাজনের পথ। "মহাজনো যেন গতঃ স পন্থা।" ভগবান্ বা মহাজনের বাক্যে ভ্রম, প্রমাদ, বিপ্রলিপ্সা, করণাপাটব—এই দোষ-চতুষ্টয় নাই। এই দোষ চতুষ্টয় হইতে মহাজন-মাত্রই মুক্ত। যে বস্তুটী নিত্য, তাহার ধর্ম্মও নিত্য। দেহ নিত্য নহে, অতএব উহার ধর্ম্মও নিত্য নহে। মনও সর্ব্বদা পরিবর্ত্তনশীল অতএব উহার ধর্ম্মও পরিবর্ত্তনশীল। একমাত্র আত্মার ধর্ম্মই অপরিবর্ত্তনীয়, নিত্য বা সনাতন। কারণ আত্মা নিত্য, উহার ধর্ম্মও নিত্য অতএব মানবমাত্রেরই অনিত্য-দেহ-মনোধর্ম্মে আবদ্ধ না থাকিয়া একমাত্র আত্মধর্ম্মের অনুশীলন করাই কর্ত্তব্য।

———

দিল্লী হইতে প্রেরিত, নিজস্ব-সংবাদদাতার পত্রে প্রকাশ, নিউদিল্লীস্থ শ্রীগৌড়ীয়মঠে গত উত্থানৈকাদশী দিবস পরম-হংস বাবাজী শ্রীশ্রীল গৌরকিশোর দাস গোস্বামী মহারাজের অষ্টাদশ-বার্ষিক বিরহোৎসব পাঠ-কীর্ত্তন-বক্তৃতাদি মুখে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। মঠরক্ষক শ্রীপাদ ভুবনেশ্বর ব্রহ্মচারী ভক্তিবিবেক মহোদয় বাবাজী মহারাজের অতিমর্ত্ত্য জীবনী প্রেমাপ্লুত-চিত্তে অতি সুন্দর-রূপে বর্ণন করিয়াছেন। তাঁহার উৎসাহে উৎসাহান্বিত হইয়া অন্যান্য মঠ সেবকগণ সমস্ত দিন কীর্ত্তনাদি করিয়াছেন। প্রাতে ও সন্ধ্যায় বিরহ-সূচক কীর্ত্তন হইয়াছে। ভিন্ন ভিন্ন কতিপয় বিশিষ্ট ব্যক্তি উক্ত উৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১১ কেশব সর্ব্বশিব সঙ্কর্ষণ

শ্রীশুক্লাম্বরের আদর্শ

বেদ, স্মৃতি প্রভৃতি শাস্ত্রে আমরা দেখিতে পাই, শ্রীভগবান্‌কে কোনও দ্রব্য নিবেদন করিতে হইলে মুদ্রার সহিত নিবেদন করিতে হয়। "অস্ত্রায় ফট্"—এই মন্ত্রদ্বারা জল-জলযোগে নৈবেদ্য প্রোক্ষণ-পূর্ব্বক চক্রমুদ্রা ভ্রমণ দ্বারা রক্ষণ করিতে হয়। তৎপর বায়ুবীজ 'যং' দশধা জলে জপ করত সেই জল নৈবেদ্যে সেচন করিতে হইবে। উহা-দ্বারা নৈবেদ্য-দ্রব্যের শুষ্কত্ব-দোষের বিশুদ্ধি করিয়া দক্ষিণ-করে বহ্নিবীজ 'রং' ভাবনা করিবে এবং দক্ষিণ হস্ততলের পৃষ্ঠভাগে বামকর সংলগ্ন করত প্রদর্শন করিবে। তদুক্ত বহ্নি-দ্বারা নৈবেদ্য-দ্রব্যের শুষ্কত্ব-দোষ মনে মনে দহন করিতে হইবে। তৎপর বামকরে অমৃতবীজ 'ঠং' চিন্তা করিবে। অনন্তর দক্ষিণ-হস্তের তলদেশ বামকরের পৃষ্ঠভাগে লগ্ন করিয়া দেখাইবে এবং উক্ত মুদ্রা হইতে জাত সুধাধারা দ্বারা সেই নৈবেদ্য দ্রব্য সেচন করিবে। পরে মূলমন্ত্র-যোগে অভিমন্ত্রিত জল দ্বারা ঐ নৈবেদ্য প্রোক্ষণ করত তৎসমস্ত সুধাময় চিন্তা করিবে। তদনন্তর উহা দক্ষিণ-করদ্বারা স্পর্শপূর্ব্বক অষ্টধা মূলমন্ত্র জপ করিবে। তৎপরে ধেনুমুদ্রাযোগে উক্ত নৈবেদ্যকে পরিপূর্ণ জ্ঞান করত গন্ধ জলাদি-দ্বারা উহার এবং শ্রীহরির অর্চ্চন করিবে। অনন্তর কুসুমাঞ্জলি লইয়া শ্রীহরিকে এই বলিয়া অর্চ্চন করিবে. "হে ভগবন্, নৈবেদ্য গ্রহণার্থ তদীয় শ্রীবদনপদ্ম হইতে তেজঃ বহির্গত হউক।" এই প্রকারে পূজা করিয়া যেন প্রভুর বদন হইতে তেজঃ বিনির্গত হইয়া নৈবেদ্যে মিলিত হইতেছে, এইরূপ চিন্তা করিবে। তৎপর বামকরে নৈবেদ্যপাত্র স্পর্শ করিয়া দক্ষিণ করে গন্ধ-পুষ্পসহ জল লইবে এবং স্বহস্তে মূলমন্ত্র পাঠ করিয়া "শ্রীকৃষ্ণায় ইদং নৈবেদ্যং কল্পয়ামি" বলিয়া গন্ধপুষ্পাদিসহ দক্ষিণকরস্থ উজ্জল ভূতলে পরিত্যাগ করিবে। তৎপরে তুলসীদলসহ নৈবেদ্য-প্রদানের মন্ত্রদ্বারা প্রভুকে নিবেদন করিয়া দিবে। নিবেদনের মন্ত্র --"নিবেদয়ামি ভবতে জুষাণেদং হবির্হরে॥" পরে "অমৃতোপস্তরণমসি স্বাহা" মন্ত্র পাঠ করত বাম-কর-দ্বারা যথা-বিধানে প্রভুকে বারি-গণ্ডুষ প্রদান করিবে এবং বিকসিত-কমল-সদৃশ গ্রাসমুদ্রা দেখাইবে। ফলতঃ, প্রথমে প্রণববিশিষ্ট এবং শেষে চতুর্থী বিভক্তি ও স্বাহাযুক্ত প্রাণাদি মন্ত্রদ্বারা দক্ষিণ-করে প্রাণাদি পঞ্চমুদ্রা-প্রদর্শন কর্ত্তব্য। তৎপরে করদ্বয়ের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠযুগলদ্বারা স্ব-স্ব অনামাযুগল স্পর্শ করত নৈবেদ্যদ্রব্যের মন্ত্র জপপূর্ব্বক নৈবেদ্য-মুদ্রা দেখাইবে। নৈবেদ্যমুদ্রার মন্ত্র "ওঁ নমঃ পরায় অবাত্মনেঽনিরুদ্ধায় নিবেদ্যং কল্পয়ামি।"

—————

শ্রীহরিভক্তিবিলাস বলেন, ভগবদ্ভক্তি-পরায়ণগণ নিজ অভীষ্ট-মন্ত্র নিবেদ্য-পদার্থের মন্ত্ররূপে জপ করেন এবং গ্রাসমুদ্রা দেখাইয়া থাকেন। শ্রীহরিমুখপদ্ম হইতে যে তেজঃ বিনিষ্ক্রান্ত হয়, তাঁহারা তদ্রূপ চিন্তা করেন না; ফল-কথা, শিষ্টাচারানুসারে প্রফুল্লমনে শ্রীহরিকে ভোজন করাইয়া থাকেন।

—————

শ্রীভগবান্ বেদাদি-শাস্ত্রে বলিয়াছেন, নৈবেদ্য পূর্ব্বোক্ত মুদ্রাদি-যোগে প্রদত্ত হইলে গ্রহণ করেন. নতুবা গ্রহণ করেন না। আমরা গতকল্য শ্রীল শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারীর উদাহরণে দেখিতে পাইয়াছি, শ্রীশুক্লাম্বর পূর্ব্বোক্ত মুদ্রাদি কিছুই প্রদর্শন করেন নাই, তাঁহার চাউল শুধু আতপও নহে, ভিক্ষালব্ধ বলিয়া আতপোষ্ণ-মিশ্র, শুক্লাম্বর কোনও প্রকারে তাহা নিবেদন করেন নাই, অথচ শ্রীভগবান্ তাঁহার খুদকণা কাড়িয়া খাইলেন। ইহার কারণ কি? তাঁহার বেদের প্রতিজ্ঞা রহিল কোথায়? এই প্রশ্নের উত্তরে গৌর-লীলার ব্যাস শ্রীল বৃন্দাবন-দাস ঠাকুর বলিতেছেন—

"সকল প্রতিজ্ঞা চূর্ণ ভক্তের দুয়ারে।"

শ্রীভগবান 'অজ' হইয়াও ভক্তের বাৎসল্য-প্রেমের পুত্রত্ব এবং অজিত হইয়াও প্রেমিক ভক্তের নিকট পরাজয় স্বীকার করেন, তিনি স্বতন্ত্র হইয়াও ভক্তপরতন্ত্র। তাই ভক্তের দুয়ারে তাঁহার প্রতিজ্ঞা চূর্ণ হয়। এই লীলায়ই তাঁহার ভগবত্তার বৈশিষ্ট্য। পরস্পর বিরুদ্ধগুণের সমাবেশ তাঁহাতে আছে বলিয়াই তিনি সর্ব্বশক্তিমান্। যে-ভক্তের প্রেমদ্বারে শ্রীভগবানের প্রতিজ্ঞা ঐ প্রকারে চূর্ণ হইল, ভক্ত প্রার্থনা না করা সত্ত্বেও ভগবান্ স্বেচ্ছায় স্বীয় প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিলেন, সেই প্রেমিক শুক্লাম্বরের চরণে অসংখ্য দণ্ডবৎপ্রণতি জ্ঞাপন করিতেছি। তাঁহার সৌভাগ্যের কীর্ত্তন করিলে ভবভয় ত' দূর হইবেই, অধিকন্তু কৃষ্ণপাদপদ্মে প্রেমভক্তির উদয়ও হইবে। তিনি আমাদের চিত্তে নিত্য জাগরিত থাকিয়া, তাঁহার আদর্শ-সেবার অনুসরণে আমাদিগকে অনুপ্রেরণা প্রদান করুন।

শ্রীল শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারী আমাদিগকে শিক্ষা দিলেন, নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারিগণ বিষয় হইতে সম্পূর্ণরূপে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া কায়-মনোবাক্যে হরিসেবার্থ নানাস্থান হইতে মাধুকরী সংগ্রহ করিবেন। যিনি কায়মনো-বাক্যে হরিসেবা করেন, তাঁহার মাধুকর-ভৈক্ষ্য অনন্ত ঐশ্বর্য্যপতি শ্রীভগবান্ স্বতঃ-প্রবৃত্ত হইয়া গ্রহণ করেন। এই নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারিগণই বস্তুতঃপক্ষে ত্রিদণ্ডী। ত্রিদণ্ডি ভিক্ষুগণ নিজের উদরপূর্ত্তি বা ইন্দ্রিয়তর্পণের উদ্দেশে কোন মাধুকরী সংগ্রহ করেন না; পরন্তু তদ্দ্বারা কৃষ্ণসেবাই করিয়া থাকেন। ত্যাগী বৈষ্ণব-সন্ন্যাসীর অন্নপ্রসাদি যাবতীয় বিষয় গ্রহণ নিজেন্দ্রিয়-প্রীতিবাঞ্ছা নহে; পরন্তু তাঁহারা তদ্দ্বারা কৃষ্ণ ও বৈষ্ণবের সেবাতাৎপর্য্য ব্যতীত অন্য কোন সুযোগি-বৈভবে আবদ্ধ থাকেন না।

—————

শ্রীচৈতন্যমঠে দীক্ষিত বা দিব্যজ্ঞানলব্ধ জনগণ শ্রীগৌড়ীয়মঠে বাস করিয়া শ্রীল শুক্লাম্বরের ব্রহ্মচর্য্যের অনুসরণ মাত্র করিয়া থাকেন। শ্রীচৈতন্যদেব মঠবাসিগণের যাবতীয় ভৈক্ষ্যদ্রব্য কাড়িয়া খান বলিয়াই তাঁহারা শ্রীশ্রীগৌরহরির অপহরণকার্য্যের সহায়তা করিতে সমর্থ। সর্ব্বস্ব শ্রীগৌর-সুন্দরের সেবায় নিযুক্ত করাই ভক্তিমঠবাসি-গণের একান্ত কর্ত্তব্য। ঐ বৃত্তিই 'প্রেম'-শব্দবাচ্য। প্রেমার অনুসরণ করিতে হইলে মঠবাসীর পবিত্র চরিত্র দর্শন করাই সুকৃতি-মন্ত জীবগণের একমাত্র বিধেয়। চারি আশ্রমে থাকিয়া, চারিবর্ণে প্রতিষ্ঠিত হইয়া পঞ্চম আশ্রম বা পঞ্চমবর্ণের অনুপযোগিতা-দর্শনে অকৃতকার্য্য হইয়া যে সমদর্শন, তাহা ভক্তিমঠবাসিগণের চিন্ময় চরিত্রে প্রতিভাত হয়। সুতরাং ভক্তিমঠবাসী পরম-সুচতুর রসজ্ঞ মহাভাগবতসকলই এই সকল কথা বুঝিতে পারিয়া জগতের সকল কার্য্য পরি-ত্যাগপূর্ব্বক প্রতিগৃহে নাম-প্রেম-প্রচার-কার্য্যদ্বারা ভাগ্যবন্ত গৃহস্থগণের সেবা করিতে সর্ব্বদা উদ্‌গ্রীব।

—————

শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর শ্রীশুক্লাম্বরের নিকট হইতে আতপ ও উষ্ণের বিচার-রহিত হইয়া সমগ্র নৈবেদ্য-দানবিধি অতিক্রম পূর্ব্বক অনুরাগবশে ভৈক্ষ্য খুদকণা গ্রহণ পূর্ব্বক যে লীলা প্রকাশ করিলেন, উহাই সকল পাঞ্চরাত্রিক বৈধ-ভক্তির অর্চ্চনপথের এক-মাত্র পরমফল। বৈদিক যাবতীয় বিধিনিষেধ সকলই ভক্তির অনুকূল-চেষ্টা মাত্র। সুতরাং অনুরাগপথের ভক্তগণ "স্মর্ত্তব্যঃ সততং বিষ্ণুর্বিস্মর্ত্তব্যো ন জাতুচিৎ। সর্ব্বে বিধি-নিষেধাঃ স্যুরেতয়োরেব কিঙ্করাঃ॥" এই মূলবিধি প্রতিপালন করেন বলিয়া তাঁহারা প্রাতিকূল্য চেষ্টা হইতে অনন্তযোজন দূরে অবস্থান করেন। তাঁহারা কোন দিনই বিধিপথের উল্লঙ্ঘনকারী নহেন। পক্ষান্তরে বিধিভক্তির সাধ্য ব্যাপারে নিরন্তর অবস্থান করিয়া অনুরাগ-পথে কৃষ্ণসেবা-রত থাকেন। যাহারা আধ্যক্ষিক বিচার অবলম্বন পূর্ব্বক অনুরাগ-পথের সেবা বুঝিতে অসমর্থ, সেই মূঢ় আধ্যক্ষিকগণ কৃষ্ণসেবা বৈমুখ্য-লাভের দুর্ভাগ্য বরণ করে। অনুরাগ-মার্গের প্রেমিক ভক্তগণের চেষ্টা আধ্যক্ষিক বিচারে বুঝিতে পারা যায় না বলিয়াই সর্ব্বসাধারণকে সাবধান করিয়া শ্রীভগবান্ স্বয়ং তারস্বরে গাহিয়াছেন—

"অপি চেৎ সুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্।
সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যগ্ব্যবসিতো হি সঃ॥"

—যিনি অনন্যভাবে আমার (শ্রীভগ-বানের) ভজন করেন, তিনি বাহ্যদৃষ্টিতে সুদুরাচার বলিয়া প্রতিভাত হইলেও তিনিই বস্তুতঃপক্ষে সাধু।

—————

উপরিউক্ত শ্লোক হইতে কেহ যেন মনে না করেন যে, পাপজীবন বা উচ্ছৃঙ্খলতাময় অপস্বার্থপরতায় দ্বারা ভক্তি সহজে লাভ করা যায়। কৃষ্ণে প্রেমগন্ধহীন ব্যক্তির পূর্ব্বোক্ত বৃত্তিদ্বয় তাহাকে নিরয়গামী করে। বিষয়াসক্ত প্রাকৃত-সহজিয়া ইহা বুঝিতে না পারিয়া শুদ্ধভক্ত ও ভক্তির প্রতি বিদ্রোহ করিয়া নরকপথের যাত্রী হন।

—————

শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর যে পরম উচ্চ রাগানুগ-বিচার-ধারা বিধিভক্তির চরম-ফলরূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহাতে জানা যায় যে অনুরাগ-পথের মহিমা ও মধুরিমা অর্চ্চনমার্গের সকল ব্যবস্থা অতিক্রম করিয়া অবস্থিত। যাঁহারা আধ্যক্ষিক বিচারে আপনাদিগকে অত্যুন্নত মনে করিয়া বৈষ্ণবে প্রাকৃত-বুদ্ধি করেন তাঁহারা নিজের পায়ে নিজেই কুঠারা-ঘাত করেন মাত্র। সেই সকল বিষয়-মদান্ধ ব্যক্তি বহু পুত্র লাভ করিয়া, প্রচুর ধনবন্ত হইয়া, মর্য্যাদাসম্পন্ন বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া 'বৈষ্ণবই যে একমাত্র গুরু' তাহা বুঝিতে পারেন না। শৌক্র-বিচার-পদ্ধতিতে যে কৃত্রিম অর্চ্চন ও দীক্ষা-প্রদান প্রভৃতি বংশোচিত ক্রিয়া প্রবর্ত্তিত আছে উহা মদান্ধতা মাত্র। তজ্জন্যই জাতি-গোস্বামি-বাদের বিচারসমূহ বৈষ্ণব-নির্দ্দেশ করিতে অসমর্থ হয়। পণ্ডিতকুল প্রচুর পরিমাণে স্বাধ্যায়-নিরত হইয়া বৈষ্ণবকে অনভিজ্ঞ মূর্খ, দরিদ্র ও উপহাসের পাত্র মনে করে; কিন্তু তাদৃশ দাম্ভিকের পূজা শ্রীকৃষ্ণ কখনই স্বীকার করেন না। দরিদ্র বৈষ্ণবের সর্ব্বস্ব সমর্পণ প্রাপঞ্চিক ইতর-বস্তু-সমূহে লোভহীনতার পরিচায়ক। সুতরাং ঐকান্তিক বৈষ্ণবতা না হওয়া পর্য্যন্ত কৃষ্ণের তুষ্টি হইতে পারে না। শ্রীব্রহ্মা শ্রীনারদের নিকট শ্রীভগবানের লীলাবতার-সমূহের কর্ম্ম, প্রয়োজন ও বিভূতি বর্ণনপূর্ব্বক ভক্তমাহাত্ম্য-বর্ণনমুখে কীর্ত্তন করিয়াছেন—

যেষাং স এব ভগবান্ দয়য়েদনন্তঃ
সর্ব্বাত্মনাশ্রিতপদো যদি নির্ব্যলীকম্।
তে দুস্তরামতিতরন্তি চ দেবমায়াং
নৈষাং মমাহমিতিধীঃ শ্বশৃগালভক্ষ্যে॥

সর্ব্বপ্রকারে শ্রীভগবানের পাদপদ্ম আশ্রয় করিলে অনন্তস্বরূপ ভগবান্ যাঁহাদের প্রতি অকপট দয়া করেন, তাঁহারাই ভগ-বানের দুস্পারা দৈবী মায়াকে অতিক্রম করিয়া থাকেন। শৃগাল-কুকুর-ভক্ষ্য এই

সকল জন্মে পিতামাতা সবে পায়। গুরুকৃষ্ণ নাহি মিলে ভজহ হিয়ায়॥

প্রাকৃত শরীরে যাহাদের 'আমি' ও 'আমার' বুদ্ধি আছে, ভগবান্ তাহাদিগকে দয়া করেন না।

শ্রীভগবান্ স্বমুখে বলিয়াছেন—যস্যাহং অনুগৃহ্নামি হরিষ্যে তদ্ধনং শনৈঃ।" অর্থাৎ শ্রীভগবান্ যাঁহাদিগকে অনুগ্রহ করেন তিনি ক্রমে ক্রমে তাঁহাদের ধন হরণ করিয়া থাকেন। শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীধরকেও এই কথা বলিয়াছেন। সুতরাং ভক্ত দরিদ্র হইলে তাহা তাঁহার প্রাক্তন দুষ্কৃতির ফল নহে—তাহা শ্রীভগবানের অনুগ্রহ। সেই অনুগ্রহ লাভ করিয়া ভক্ত পরানন্দে নিমগ্ন থাকেন। তাই শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত বলেন,—

"যত দেখ বৈষ্ণবের ব্যবহার-দুঃখ।
নিশ্চয় জানিহ তাহা পরানন্দসুখ॥"

স্বপ্নকালীন প্রতীতির ন্যায় প্রাকৃতবস্তু-লাভ-প্রতীতি অকিঞ্চিৎকর—এই বিচারটী বৈষ্ণবগণের হৃদয়ে সর্ব্বদা জাগরূক থাকে। সুতরাং প্রাকৃত-সাহজিকের ন্যায় যোগিকুল হইতে তাঁহারা সর্ব্বদা দূরে থাকেন। কিন্তু পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি, রায় রামানন্দ প্রমুখ ভক্তাধিরাজগণের সম্পত্তি-দর্শনে যে বিষয়-চেষ্টার প্রাপঞ্চিকতা আধ্যক্ষিকের নয়ন-পথে পতিত হয়, উহা তাহাদের বিড়ম্বনা-বৃদ্ধির জন্য। কৃষ্ণই একমাত্র বিষয়, তদ্ব্যতীত অন্য কোন বিষয় নাই—এরূপ প্রতীতি বিষ্ণুভক্তের একমাত্র লোভনীয় বস্তু। এই লোভের বশবর্ত্তী হইয়া কৃষ্ণের রূপ-গুণ-পরিকর-বৈশিষ্ট্য-লীলাদিতে যাঁহাদের উৎসাহ বর্ত্তমান, তাঁহারাই প্রকৃত-প্রস্তাবে প্রাক্তন শত শত জন্মে বাসুদেবের অর্চ্চনপূর্ব্বক নিজ মঙ্গল লাভ করিয়া ও নামাশ্রিত হইয়া অনুরাগপথে স্বীয় আদর্শ ভজন-প্রণালী প্রদর্শন করিবার সুযোগ লাভ করেন।

উপরে যাহা আলোচিত হইয়াছে, তাহাতে স্পষ্টই দেখা গেল, জগতে যাঁহার কোন বস্তুতে আসক্তি নাই, কৃষ্ণ এরূপ অকিঞ্চনেরই প্রাণ-সদৃশ। এই কথা সকল-বেদ-শাস্ত্র ও বেদানুগ শাস্ত্র গান করিয়াছেন। শ্রীগৌরসুন্দর সেই বৈদিক নিগূঢ় সত্যের একমাত্র আচার্য্য ও প্রচারক। তিনি তাঁহার অনুগত দাসগণের দ্বারা আধ্যক্ষিকের অকিঞ্চিৎকরতা ও তাঁহার সেবকগণের বেদার্থ-সংগ্রহ-কার্য্যে সুনিপুণতা প্রকাশ করেন। যাঁহারা শুক্লাম্বর-গৌরসুন্দরের লীলা-কথা শ্রবণ করেন, তাঁহাদের চিন্ময়-কর্ণবেধ-সংস্কার লাভ ঘটে এবং তাঁহারা চৈতন্যদেবের চরণে প্রেম সেবা করিতে যাইয়া ভক্তিমঠের ভিক্ষুরূপে 'গৌড়ীয়' নামে পরিচিত হন। কিন্তু তাঁহারা আপনাকে গৌড়ীয় বলিয়া পরিচয় দিয়া চৈতন্যচরণ-সেবা হইতে বহুদূরে অবস্থানপূর্ব্বক গোবিন্দ-সেবা-বিমুখ হইয়া আত্মপাতের চেষ্টা করিতে যান্ না।

স্বরূপ-দামোদর

(২)

[২০০ সংখ্যায় প্রকাশিতাংশের পর]

তদবধি স্বরূপ মহাপ্রভুর একনিষ্ঠ পার্ষদ-রূপে তাঁহার নিকট অবস্থান করিতে লাগিলেন। স্বরূপ মহাপ্রভুর অত্যন্ত প্রিয়। পার্ষদগণের মধ্যে স্বরূপের ন্যায় প্রিয় মহাপ্রভুর অতি অল্প ভক্তই আছেন। স্বরূপকে ছাড়িয়া প্রভু তিলার্দ্ধও থাকেন না। কি ভোজনে, কি শয়নে, কি পর্য্যটন-কালে অহর্নিশ প্রভু স্বরূপের সহিত কীর্ত্তনানন্দে বিহার করেন। পথে চলিবার সময়ও মহাপ্রভুর সঙ্গী থাকেন—একলা স্বরূপদামোদর। দামোদরের সুমধুর-কীর্ত্তন-শ্রবণে প্রেমাবেশে আবিষ্ট হইয়া প্রভু নৃত্য করিতে করিতে গমন করেন। তখন আর দিগ্বিদিক্ জ্ঞান থাকে না। স্বরূপ নাম করেন, আবার যাহাতে প্রস্তর-খণ্ড অথবা কন্টকাকীর্ণ তৃণ-গুল্মাদি প্রভুর শ্রীঅঙ্গে আঘাত প্রদান না করে, তজ্জন্য সর্ব্বদা সতর্ক থাকেন। স্বরূপের সঙ্গীত প্রভু অত্যন্ত ভালবাসেন। সে-সঙ্গীত পুনঃপুনঃ শ্রবণ করিয়াও প্রভুর কর্ণ পরিতৃপ্ত হয় না। স্বরূপের চিত্তোন্মাদন-কারী সঙ্গীত শ্রবণ-করিবামাত্র প্রভু আর নিজেকে সম্বরণ করিতে পারেন না। সাত্ত্বিক বিকারসমূহ তখন প্রভুর শরীরে যেন মূর্ত্তিমন্তভাবে স্ফূর্ত্তি লাভ করে। ভাবাবেশে বিহ্বল হইয়া প্রভু মনোহর নৃত্য করিতে থাকেন। কখনও বা আনন্দের আতিশয্যে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়েন।

"দামোদর স্বরূপ—সঙ্গীতরসময়।
যাঁর ধ্বনি শ্রবণে প্রভুর নৃত্য হয়॥
(চৈঃ ভাঃ অন্ত্য ১০।৪৩)

প্রভু যখন যে ভাবে বিভাবিত হন, সেই-ভাব-অনুযায়ী স্বরূপ গান করেন। স্বরূপ যখন গান করেন, তখন প্রভুর চক্ষু-কর্ণাদি নিজেন্দ্রিয়-সকল যেন স্বরূপের ইন্দ্রিয়ে আবিষ্ট হইয়া সঙ্গীত শ্রবণ করিতে থাকে। উভয়ের একচিত্ততা ও একতানতা আসিয়া উপস্থিত হয়। এইজন্য মহাপ্রভু স্বরূপকে ছাড়িয়া এক মুহূর্ত্তও স্বস্তি পান না।

"স্বরূপ-গোসাঞির ভাগ্য না যায় বর্ণন।
প্রভুতে আবিষ্ট যাঁ'র কায়-বাক্য-মন॥
(চৈঃ চঃ মধ্য, ১৩।১৪৩)

দামোদর-স্বরূপের ভাগ্যের যে সীমা।
দামোদর-স্বরূপ সে তাহার উপমা॥
(চৈঃ ভাঃ অন্ত্য ১০।৫৭)

কিন্তু এইরূপ মহা-সৌভাগ্যের অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও মহা-ভাগবতোত্তম শ্রীস্বরূপ গোস্বামীর হৃদয়ে ইন্দ্রিয়-পরায়ণ-অহঙ্কার-বিমূঢ়-জন-সুলভ গর্ব্বের উদয় হয় নাই। যাঁহার দর্শনে মুখে কৃষ্ণনাম আসে, সেই ভাগবতোত্তমে জড় গর্ব্বের স্পর্শন কি-প্রকারে সম্ভবে ? তাই বহির্ম্মুখ যোগি-কুলের ন্যায় বৈষ্ণব-কুলশেখর দামোদরের জাগতিক প্রতিষ্ঠা-লাভের পিপাসা আদৌ না থাকায় তিনি সাধারণের নিকট সর্ব্বদাই আত্মগোপন করিয়া চলিতেন।

রথযাত্রা আসিয়া নিকটবর্ত্তী হইল, প্রভু পার্ষদগণ সহ মহোল্লাসে গুণ্ডিচা-মন্দির মার্জ্জন করিতে চলিলেন, নিজে শ্রীহস্তে একখানি মার্জ্জনী লইয়াছেন এবং সকলের হস্তে এক একখানি মার্জ্জনী দিয়াছেন, মন্দিরে গিয়া মহাপ্রভু প্রথমে মার্জ্জনীদ্বারা মন্দিরের সংস্কার করিয়া মন্দির ধৌত করিতে আদেশ দিলেন।

স্বয়ং মহাপ্রভু, নিত্যানন্দ প্রভু, অদ্বৈত, স্বরূপ, পরমানন্দপুরী ও ব্রহ্মানন্দ ভারতী—ইঁহারা মন্দির ধৌত করিতেছেন ও অন্যান্য সকলে জল আনয়ন করিতেছেন। এমন সময় একজন সরল-প্রকৃতির গৌড়ীয়ভক্ত প্রভুর পাদ-প্রক্ষালন করিয়া সেই জল গ্রহণপূর্ব্বক পান করিলেন। গৌড়দেশীয় ভক্তগণ সকলেই শ্রীস্বরূপগোস্বামীর অধীন, সুতরাং মহাপ্রভু স্বরূপকে ডাকিয়া উক্ত ভক্তটীর ব্যবহার-সম্বন্ধে অভিযোগ করিলেন—"স্বরূপ, তোমার গৌড়ীয়ভক্তের ব্যবহার দেখিলে ? ঈশ্বরের মন্দিরের মধ্যে আমার পদ-ধৌত জল পান করিল! এই অপরাধে আমার কোথায় গতি হইবে ?" স্বরূপ প্রভুর বাক্য শ্রবণ করিয়া সেই গৌড়ীয়াকে মন্দির হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিলেন।

জীবের নিত্যপ্রভু ভগবানের মন্দিরে পাদ-ধৌতি প্রভৃতি কার্য্য জীবের পক্ষে মর্য্যাদা-লঙ্ঘন-হেতু সেবাপরাধ বটে কিন্তু মহাপ্রভু স্বয়ং ভগবান্ তজ্জন্য তাঁহার পাদ ধৌত করিয়া সেই পাদোদক গৌড়ীয় ভক্তটী পান করায় তাঁহার বস্তুতঃপক্ষে কোনও অন্যায় হয় নাই। কিন্তু লোকশিক্ষক মহাপ্রভু আচার্য্যের কার্য্য করিতেছেন বলিয়া নিজেকে একজন বিভিন্নাংশ জীবমাত্র মনে করিয়া নির্ব্বোধ গুরু-ব্রুবগণকে সেবাপরাধ হইতে সতর্ক হইবার শিক্ষা দিলেন। মহাপ্রভুর ইচ্ছা-পূর্ত্তিই স্বরূপের কার্য্য। সুতরাং মহাপ্রভুর অভীপ্সিত শিক্ষা যাহাতে সর্ব্ব-সাধারণে জানিয়া সাবধান হইতে পারে, তজ্জন্য তিনি গৌড়ীয়-ভক্তটীকে মন্দিরের বাহির করিয়া দিলেন। তদ্ব্যতীত মহাপ্রভু অসন্তুষ্ট হইয়া কি করেন সে-ভয়ও স্বরূপের আছে।

ক্রমে রথযাত্রা-বাসর উপস্থিত হইল। প্রভু পারিষদবর্গ সহ জগন্নাথের রথযাত্রা দেখিতে চলিলেন। দীর্ঘকাল পরে জগন্নাথ বৃন্দাবন চলিয়াছেন, এই আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া ভগবান্ গৌরসুন্দর কখনও ভক্ত-গণকে নৃত্য কীর্ত্তন করিতে আদেশ দিতেছেন, কখনও বা নিজেই উদ্দণ্ড নৃত্য করিতেছেন, আর স্বরূপ তাঁহার অমৃত-নিন্দিত-কণ্ঠে মধুর কীর্ত্তন করিতেছেন। নৃত্য করিতে করিতে প্রভুর হৃদয়ে সহসা কুরুক্ষেত্র-মিলনে শ্রীরাধার ভাব আসিয়া উপস্থিত হইল। রাধা-ভাবে বিভাবিত হইয়া মহাপ্রভু তখন একটী শ্লোক পাঠ করিলেন। শ্লোকটী একখানি প্রাকৃত কাব্যে লিখিত নায়কের প্রতি নায়িকার উক্তি। প্রভু যে কেন ঐ শ্লোকটী পাঠ করিলেন তাহা কেহ হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইলেন না। কেবলমাত্র, যাঁহার নিকট প্রভুর হৃদয়ের প্রত্যেকটী কথা সুস্পষ্টরূপে প্রকাশিত সেই স্বরূপ-গোস্বামীই প্রভুর মনোগত ভাব উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইলেন। কিন্তু স্বরূপ শ্লোকের অর্থ প্রকাশ করিলেন না। তিনি ঐ শ্লোকের ভাব-অনুযায়ী পদসমূহ কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। সম্মুখে জগন্নাথ বিরাজিত, আর পার্শ্বে স্বরূপ মধুর গান করিতেছেন, দুইটী অপূর্ব্ব বস্তুর মিলনে প্রভুর হৃদয়ে রাধাভাব-বৈচিত্র্য যেন মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিল। বহুক্ষণ ভাবাবেশে নৃত্য করিবার পর ভক্তগণের শ্রান্তি জানিয়া অন্তর্যামী ভক্তবৎসল প্রভু নৃত্য বন্ধ করিলেন।

জগন্নাথ সুন্দরাচলে গিয়াছেন, আবার হেরাপঞ্চমীর দিনে নীলাচলে ফিরিয়া আসিবেন। মহাপ্রভু সগণ সেই সুন্দরাচলে শুভ-বিজয় করিয়া জগন্নাথ দর্শন করিয়া পুনরায় নীলাচলে ফিরিয়া আসিলেন। প্রভু নীলাচলে আগমন করিলে কাশী-মিশ্র প্রভুর নিমিত্ত উত্তম বিশ্রাম-স্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিলেন। প্রভু সুখে উপবেশন করিয়া, লক্ষ্মীর সঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া জগন্নাথের "বৃন্দাবন-গমনের কারণ স্বরূপের নিকট জিজ্ঞাসা করিলেন। স্বরূপ কহিলেন,—"বৃন্দাবন-ক্রীড়ায় লক্ষ্মীর অধিকার নাই। বৃন্দাবন-লীলায় গোপীগণই কৃষ্ণের সহায়। গোপী ব্যতীত অপর কেহ কৃষ্ণের মন হরণ করিতে পারে না।" প্রভু পুনরায় জগন্নাথের বৃন্দাবন-গমনে লক্ষ্মীর ক্রোধের হেতু জিজ্ঞাসা করিলেন; রসজ্ঞ স্বরূপ তখন প্রভুর মনোভাব বুঝিতে পারিয়া তাঁহার নিকট লক্ষ্মীর মানের স্বরূপ, লক্ষ্মীর ক্রোধের কারণ, লক্ষ্মীর মান অপেক্ষা ব্রজগোপীগণের মানের উৎকর্ষ, শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনীর মানের স্বরূপ প্রভৃতি কীর্ত্তন করিলেন। স্বরূপের শুদ্ধ-বিচারপরা অমৃতময়ী বাণী-শ্রবণে প্রীত হইয়া মহাপ্রভু তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন।

শুদ্ধভক্তি গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। ভাষ্যসহ বিরাট শ্রীচৈতন্যভাগবত ৫৲
২। শ্রীমদ্ভাগবতম্‌—সমগ্র ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২৮৲
একাদশ স্কন্ধ হইতে প্রতিখণ্ড ।৴০
৩। ভাষ্যদ্বয়সহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত
(৪র্থ সংস্করণ) ৬৲
৪। ভক্তিবিবেককুসুমাঞ্জলি (বাঁধা) ১৲
৫। গৌড়ীয়-গৌরব ।৵০
৬। গৌড়ীয়-সাহিত্য ।৵০
৭। ভজনরহস্য ॥০
শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও
শ্রীনবদ্বীপশতকম (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৯। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ)
ঐ (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
১০। গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি টীকাসহ)
ঐ (বাঁধা) ৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
১১। গীতার কেবল মাধ্ব-ভাষ্য ॥০
১২। মুক্তিমল্লিকা গুণসৌরভঃ সানুবাদ
(মাধ্ব) ২৲
১৩। বেদান্ততত্ত্বসার সানুবাদ
(রামানুজীয়) ॥০
১৪। জৈবধর্ম্ম ২৲
১৫। শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৬। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১৭। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ॥৵০
ঐ (বাঁধা) ৸০
১৮। দ্বীপ-দিগ্দর্শন ৶০
১৯। সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ) ।৵০
২০। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ॥০
ঐ (আবাঁধা) ।৵০
২১। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
২২। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৵০
২৩। গীতমালা ৴১০
২৪। নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য ৶০
২৫। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶০
২৬। নবদ্বীপ পঞ্জিকা (৪৪৭ গৌরাব্দ) ৵০
২৭। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
২৮। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা-দর্পণ ।০
২৯। শরণাগতি ৴০
৩০। গীতাবলী ৴০
৩১। চিত্রে নবদ্বীপ ১॥০
৩২। সাধনকণ ৴০
৩৩। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৴০
৩৪। নবদ্বীপশতক ৴০
৩৫। অর্থপঞ্চক ৴০
৩৬। সদাচারস্মৃতিঃ ৴০
৩৭। কল্যাণকল্পতরু (৫ম সংস্করণ) ৴১০
৩৮। অর্চ্চনকণ ৴১০
৩৯। সাধককণ্ঠমালা (বাঁধা) ।০
ঐ (আবাঁধা) ৷৴০
৪০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি
(প্রথম চারিখণ্ড) ৩৲
৪১। ব্রহ্মসংহিতা ।০
৪২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৪৩। মণিমঞ্জরী সানুবাদ ।০
৪৪। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৪৫। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ।০
৪৬। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৪৭। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
৪৮। গৌড়ীয়মঠ কি করেন ? ৴০
৪৯। ঈশোপনিষৎ (বলদেব ও মাধ্ব-ভাষ্য এবং বিবৃতি ও অনুবাদসহ) ।০
৫০। শ্রীভুবনেশ্বর ৶০
৫১। সিদ্ধান্তদর্পণ ৵০
৫২। সাংখ্যবাণী ৴০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৫৩। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী-দিগ্বিজয়ঃ ॥০
৫৪। সটীক-শিক্ষাদশমূলম্ ।০
৫৫। তত্ত্ব-সূত্রম্ ।০
৫৬। সানুবাদ-শিক্ষাষ্টকম্ ৵০
৫৭। গৌড়ীয়মঠস্য পরিচয়ঃ ৴০
৫৮। সারাংশবর্ণনম্ ৶০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৫৯। রায় রামানন্দ ॥০
৬০। নামভজন ।০
৬১। রিলেটীভ্ ওয়ার্ল্ড্স্ ।৵০
৬২। লাইফ্ য়্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।০
৬৩। বৈষ্ণবীজম্ ।০
৬৪। হোয়াট্ গৌড়ীয়মঠ ইজ্ ডুইং ৴০
৬৫। দি ভাগবত ।০
৬৬। ইরোটিক্ প্রিন্সিপ্ল্ য়্যাণ্ড আনেলয়েড্ ডিভোসন ।০
৬৭। ব্রহ্ম-সংহিতা ২॥০
৬৮। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (ভলুম ওয়ান) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৬৯। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ॥০
৭০। সাধন পথ ।০
৭১। কল্যাণ-কল্পতরু ৴১০
৭২। গীতাবলী ৴০
৭৩। শরণাগতি ৴০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৭৪। শরণাগতি

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

১। শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম-মায়াপুর, নদীয়া
২। শ্রীযোগপীঠ ঐ
৩। শ্রীবাস অঙ্গন ঐ
৪। অদ্বৈত-ভবন ঐ
৫। কাজীর সমাধি পাট ঐ
৬। স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ, নদীয়া।
৭। শ্রীভাগবত আসন কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
৮। শ্রীএকায়ন মঠ গোবিন্দপুর, হাঁসখালী।
৯। দ্বাদশগোপাল পাট—পোঃ চাকদহ,
১০। শ্রীগৌর গদাধরমঠ—চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড়, বর্দ্ধমান
১১। শ্রীমোদদ্রুমছত্র মাউগাছি, বর্দ্ধমান
১২। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম, আমলাযোড়া, পোঃ রাজবাঁধ বর্দ্ধমান
১৩। শ্রীগৌড়ীয়মঠ বাগবাজার, কলিকাতা
১৪। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাজু, হাওড়া,
১৫। শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয়মঠ, ৯০নং নবাবপুর রোড্, ঢাকা
১৬। শ্রীগোপালজী মঠ কমলাপুর, ঢাকা।
১৭। শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ পোঃ বালিয়াটী,
১৮। শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয়মঠ ময়মনসিংহ।
১৯। শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ চিরুলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর
২০। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম গোয়ালপাড়া, আসাম।
২১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ রায়াপেট্টা, মান্দ্রাজ।
২২। শ্রীরামানন্দগৌড়ীয় মঠ কব্বুর, জিঃ পশ্চিম গোদাবরী
২৩। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ উড়িয়াবাজার, পোঃ বক্সীবাজার, কটক।
২৪। শ্রীত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয় মঠ ভুবনেশ্বর।
২৫। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ স্বর্গদ্বার, পুরী।
২৬। শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ আলালনাথ পোঃ ব্রহ্মগিরি, পুরী।
২৭। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ ডুমুরকুণ্ডা, পোঃ চিরকুণ্ডা, মানভূম।
২৮। শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ—কাশী।
২৯। শ্রীরূপগৌড়ীয় মঠ—এলাহাবাদ।
৩০। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ পুরাণবাজার, সরকার ঠাকুরের কুঞ্জ, বৃন্দাবন
৩১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, নিউদিল্লী
৩২। শ্রীপরমহংসমঠ—নৈমিষারণ্য,
৩৩। শ্রীসারস্বত গৌড়ীয় মঠ—হরিদ্বার।
৩৪। শ্রীব্যাসগৌড়ীয়মঠ—কুরুক্ষেত্র, পঞ্জাব
৩৫। শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাবুলনাথ রোড, পোঃ গ্র্যাণ্ট রোড, বোম্বে।
৩৬। লণ্ডন গৌড়ীয়মঠ, ৩৯নং ড্রেটন্ গার্ডেন্স, কেন্‌সিংটন্ লণ্ডন, (এস্, ডব্লিউ—১০)।
৩৭। অমর্ষি গৌড়ীয়মঠ—মেদিনীপুর
৩৮। সরভোগ গৌড়ীয় মঠ—সরভোগ, কামরূপ, আসাম,

শুদ্ধভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীলভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী মাসিক। শ্রীধাম-মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, যাণ্মাসিক ১॥০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দি ভাষায় একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি হৃদয় বন মহারাজ সম্পাদিত ও নৈমিষারণ্য শ্রীপরমহংস মঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ১॥০ দেড় টাকা মাত্র।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥০ দেড় টাকা মাত্র।

৫। কীর্ত্তন—মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ নিমানন্দ সেবাতীর্থ বি-এজি, বি-টি, সম্পাদিত। আসাম গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম হইতে প্রকাশিত আসামী ভাষার মাসিক। ভিক্ষা সডাক ১॥০ দেড় টাকা মাত্র

শ্রীচৈতন্যভাগবত

আদিকবি শ্রীল বৃন্দাবন দাস প্রণীত সমগ্র গ্রন্থ

গ্রন্থের মূল বোল্ড অক্ষরে এবং তন্নিম্নে বিশ্ববিশ্রুত গৌড়ীয়মঠের প্রতিষ্ঠাতা ও আচার্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ **শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের** রচিত বিস্তৃত ভাষ্য উত্তম কাগজে সৌষ্ঠবের সহিত মুদ্রিত হইয়াছেন। ডবল ক্রাউন আটপেজি আকারে ১০৯৬ পৃষ্ঠায় কেবল মূল ও ভাষ্য সম্পূর্ণ হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত শ্লোকসূচী, পদ্যসূচী, স্থানসূচী, পাত্রসূচী, বিষয়সূচী, শব্দসূচী প্রভৃতি বিস্তৃত সূচীপত্রেও একটী গ্রন্থ হইবে। সভাষ্য শ্রীচৈতন্যভাগবতের এরূপ উৎকৃষ্ট ও অমূল্য বিরাট্ সংস্করণ জগতের কোথায়ও আজ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হন নাই, ইহা নিরপেক্ষ পাঠক-মাত্রকেই একবাক্যে স্বীকার করিতে হইবে। শ্রীগৌড়ীয়মঠের উৎসব-কালে গ্রন্থের ভিক্ষা ১২৲ বারটাকা স্থলে—৫৲ পাঁচটাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীচৈতন্যমঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

কলিকাতা বাজার দর

লৌহ হার্ডওয়্যার

২৭শা অক্টোবর ১৯৩৩

টাটার তৈয়ারী—	প্রতি হন্দর।
লোহার কড়ি (জয়েষ্ট বা বীম)	
মার্কা	৫।৴০—৫॥৵০
ঐ বে-মার্কা হাল্‌কা ওজন	৪।৵০—৪॥৴০
বরগা (টী-আয়রণ)	৬৵০—৬।০
এঙ্গেল আয়রণ (কোনা)	৫৸৵০—৬।৵০
গ্যালভ্যানাইজড করগেট টীন—	
২২ গেজ ৬ হইতে ১০ ফুট	১১।৵০
২৪ গেজ ,, ,,	১০৸৵০
২৬ গেজ ,, ,,	১২
২৪ গেজ আর, পি, ডি, মার্কা	১২৸৴০
২৪ গেজ গ্যাঃ প্লেন শীট—	১১।৵০
২৬ গেজ ,, ,,	১২।০
২৮ গেজ ও ৩০ গেজ ঐ—	১৩৲—১৬৲
বাগান ঘেরা কাঁটাতার ১০০	
পাউণ্ড বাঃ	৮৸০
ষ্টীল পাটী	৬৲৵—৬।০
,, গোলটু (গোল)	৬৲৵—৬।০
,, পরাদে (চৌকা)	৬৵০—৬৲।০
,,গোল রড ৴০—।৴০ সুতা	৫৵০---৫॥০
,, টানা রড-	
চৌকা ৴০-- ।৵০ ঐ	৫৵০—৫॥০
,, বাণ্ডিল তাল	৭৲—৭৸০
,, প্লেট—তিন সুতা মোটা	
পর্য্যন্ত	৭।০—৭।০
,, চাদর ৩-১৬ খানা বাণ্ডিল	৯॥৵—১০৲
গ্যাঃ ষ্টীল	৮।০—৯৲
হাফ রাউণ্ড	৫৸৵—৬৲৵০
কাঠের পেরেক ১—৬ ইঞ্চি	৯—৯৸০
প্যাটেন্ট পেরেক ২—৮ ইঞ্চি	১২।০—১৫॥০
চালাই কড়া ১ হইতে ১০ নং ২॥০	সাট
কোদাল ৪, ৫, ৬, ৭৸৵০ ৮৸৵০ ৯৸৵০ডঃ	
ঐ তিন পাউণ্ড ৬৲ দেঃ বিঃ	৬।৵০ ,,
গ্যাঃ প্লেন বালতি ৭—১২ ইঞ্চি ১॥৴০	৬॥৴০
ঐ রিভিট ,, ৭—১২ ইঞ্চি	২৲--৭৲ ,,
লোহার চেয়ার রডের গোল ও	
চৌকা	৮॥০— ”
ঐ তালের লোহার সিট	১৫৲ ,,
ঐ ভেনেস্তা (কাঠের সিট)	১৮৲ ,,
লোহার স্ক্রুপ ॥—৩ ইঞ্চি /১০--॥৴০	গ্রোস
ঐ কব্জা ১৩ নং	
১॥—৪ ইঞ্চি	।১০—৸৵১০ পেঃ ডজন
গ্যাঃ তার ১৬—২২ নং	
(গেজ)	১২৲---১৩৲ হন্দর
গ্যাঃ রিজিং (মটকা)	
১২ ইঞ্চি	।৵৫ - ॥৴০ পীস
গ্যাঃ গাটারিং বা ডোঙ্গা	
৬ ইঞ্চি	।০—৸৴০ ,,
গ্যাঃ স্ক্রুপ ১॥০--২॥০ ইঞ্চি	২৩৲--২৯৲ হন্দর
গ্যাঃ ওয়াসার চাক্তি	১১॥০—১৬৲ ,,
গ্যাঃ বোল্ট নাট ৸—৩ ইঞ্চি	
	॥৵১০—১৵০ গ্রোস
চালাই রেলিং	৩॥০---৪॥০ হন্দর
ঐ রেন ওয়াটার পাইপ	
৩ ইঞ্চি ৵১০ ও	৪ ইঞ্চি ।১০ ফুট
টিউব ওয়েলের জন্য গ্যাঃ	
পাইপ১॥ ইঞ্চি	।৵৫ ফুট
পাম্প ৪নং ১২॥০ ৫নং ১৪৲ ৬নং ১৬৲	
৬০--৮০ বাটখারা ৵১৫ সাট ২।০--২॥০ মণ	

কেরোসিন

শ্লোক্রেক প্রত্যেক বাক্স (২ টিন)	৯৲৬
সূর্য্য মার্কা ,,	৬॥০
ভিক্টোরিয়া ,,	৬৲

সোণার দর

পাকা সোণা	৩০৸৴
বড়াল	৩০৸
চিনা পাত	৩২।০

রূপার দর

রূপা প্রতি ১০০ ভরি	৫৫৵০
ঐ খুচরা	৫৵০

কোম্পানীর কাগজ

৩॥০ সুদের কাগজ	৮১৴
৩॥০ নূতন ঋণ (১৯৪৭-৫০)	৯১।০
৪৲ ,, ঋণ (১৯৬০-৭০)	৯৲
৫৲ ,, বণ্ড (১৯৩৫	১০৪॥৴০

ডিবেঞ্চার

৫৲ সুদের (১৯৫৬-৮৬) কলিকাতা পোর্ট-	
ট্রাষ্ট ডিবে :—	১০২॥৵০

ব্যাঙ্ক

ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক (কন্ট্রি)	২৯৪॥০
সেণ্ট্রাল ঐ	২২৲

কাপড় ও সুতার কল

এলগিন মিল	৪৫৲

পাট কল

হাওড়া	৫০৲
অকল্যাণ্ড	১৯৫৲
বালী	১৬২৲
বরানগর	১৫০৲
জেবক	[illegible]
ভুয়ট	২৪৩৲
ক্লাইভ	২৮।০
ডালহাউসী	৪০৮॥০
ডেল্টা	৪০৫৲

কৃষ্ণনগর নবদ্বীপঘাট রেলওয়ে সময়

কৃষ্ণনগর হইতে নবদ্বীপঘাট

কৃষ্ণনগর সিটি—	৬-৪৫	১০-৪৪	১৩-২২	১৭-৩৮	২০-১৬
কৃষ্ণনগর রোড—	৬-৫৬	১০-৫৫	১৩-৩৩	১৭-৪৭	২০-২৫
আমঘাটা—	৭-১৫	১১-১৩	১৩-৫১	১৮-৩	২০-৪১
মহেশগঞ্জ—	৭-২৪	১১-২১	১৪-০	১৮-৯	২০-৪৭
নবদ্বীপঘাট—	৭-৩৩	১১-৩০	১৪-৯	১৮-১৬	২০-৫৫

বিশেষ দ্রষ্টব্য—নবদ্বীপঘাট ষ্টেশন অপেক্ষা মহেশগঞ্জ ষ্টেশন হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরের দূরত্ব অনেক কম। শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে যাহাদিগকে রাণাঘাটে ট্রেণ বদল করিতে হয়, তাঁহারা রাণাঘাটে প্রাতঃ ৫-৫০,৮-১৪,৯ ৪৬, ১৬-৪৮,১৮-৩৯ এবং ০-৩২ মিনিটের সময় গাড়ী পাইবেন।

শান্তিপুর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে শান্তিপুর ষ্টেশনে৫-৪০,৯-২৯, ১২-২৫,১৬-৪ এবং ১৮-৪১ মিনিটের সময় ট্রেণ পাওয়া যায়।

নবদ্বীপঘাট হইতে কৃষ্ণনগর

নবদ্বীপ ঘাট—	৫-৩৫	৯-২৫	১২-১০	১৫-৩৪	১৮-৪৫
মহেশগঞ্জ—	৫-৪৩	৯-৩০	১২-১৯	১৫-৪২	১৮-৫৬
আমঘাটা—	৫-৪৯	৯-৩৯	১২-২৬	১৫-৪৮	১৯-৫
কৃষ্ণনগর রোড—	৬-৫	৯-৫৫	১২-৪৩	১৬-৪	১৯-২৪
কৃষ্ণনগর সিটি—	৬-১৩	১০-২৩	১২-৫১	১৬-১২	১৯-৩৫

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস হইতে—ডাঃ কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম ভক্তিশাস্ত্রী এল, এম, এফ কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

ম্যানেজার হত্যার মামলা

ডালহৌসীর এক সংবাদে প্রকাশ যে, নরফোক রেজিমেণ্টের প্রাইভেট রোলফ রেঙ্গুণের ক্যাণ্টিন ম্যানেজার মুন্সী রামকে হত্যা করে। গুরুদাসপুরের জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট তাহাকে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩০২ ধারা অনুসারে অভিযুক্ত করিয়া সেসনে সোপর্দ্দ করেন। সে হত্যার জুরীর নিকট তাহার বিচার চালাইবার জন্য প্রার্থনা করে। যে জেলায় ইংরাজ জুরী মিলিতে পারে, এইরূপ জেলায় ঐ মামলা স্থানান্তর করা সম্বন্ধে হাইকোর্টে জানান হইয়াছে।

চেক চুরি ও নাম জাল করিবার অভিযোগ

বেলগাছিয়া কারমাইকেল মেডিকেল কলেজ হাঁসপাতালের ডাঃ এন এন, বসুর অভিযোগ অনুসারে হেমচন্দ্র চৌধুরী ও শ্রীশচন্দ্র রায় নামক দুইজন ব্যক্তি হাসপাতালের অফিস ঘর হইতে ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের ৪২৭৫৷৷০ টাকার একখানি চেক চুরি করিবার জন্য এবং চেকের উপর ডাঃ মৃগেন্দ্রলাল মিত্রের নাম জাল করিয়া উক্ত ব্যাঙ্ককে প্রতারণা করিবার চেষ্টার জন্য অভিযুক্ত হয়। আসামীদ্বয় ষড়যন্ত্র ও অপরাধ করা সম্পর্কে একে অপরকে সাহায্য ও প্ররোচনা দান করিবার জন্যও অভিযুক্ত হয়।

প্রথম আসামী আদালতে হাজির হইলে তাহাকে পুলিশ হেপাজতে রাখিবার আদেশ দেওয়া হয়। অপর আসামীর বিরুদ্ধে পরোয়ানা বাহির করা হইয়াছে সে নাকি ফেরার আছে।

ডাক বিভাগের কর্ম্মচারী

ভারতীয় ডাক ও টেলিগ্রাফ বিভাগের ডিরেক্টার জেনারেল নিম্নলিখিত ইস্তাহার প্রকাশ করিয়াছেন:—

"ভারত সরকার প্রস্তাব করিয়াছিলেন যে, ডাক বিভাগের কোন কর্ম্মচারী বিপ্লবীর হস্তে আহত কিংবা নিহত হইলে, উক্ত কর্ম্মচারী কার্য্য সম্পাদন কালেই আহত কিংবা নিহত হইয়াছেন বলিয়া ধরা হইবে এবং ঐ অবস্থায় তাহাদিগকে আইনতঃ সর্ব্বোচ্চ পরিমাণ ক্ষতিপূরণ দিতে হইবে। সপারিষদ ভারত সচিব উক্ত প্রস্তাব মঞ্জুর করিয়াছেন।

আত্মহত্যার চেষ্টা

গত মঙ্গলবার ভবানীপুরে ১৮ বি গোবিন্দ বসুর লেনে নরেশকুমার ঘোষ নামক ৩০ বৎসর বয়স্ক একব্যক্তি অহিফেন সেবন করিয়া আত্মহত্যার চেষ্টা করে। তাহাকে শম্ভুনাথ পণ্ডিত হাঁসপাতালে পাঠান হইয়াছে। তাহার অবস্থা অত্যন্ত আশঙ্কা জনক প্রকাশ, পিতামাতার ভর্ৎসিত হইয়া সে এই কাণ্ড করিয়াছে।

তারের ঠিকানা— 'শ্রীধাম' নবদ্বীপ
ডাকের ঠিকানা—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

দৈনিক

REG. C1544

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩॥০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার স্বতন্ত্র।

সাহায্যের হার
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষান্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸০
মাসিক ১৲
নগদ
প্রতি সংখ্যা ৫

নদীয়া-প্রকাশ

THE NADIA-PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৮ম খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বেদান্তবাচস্পতি ২১৩শ সংখ্যা।

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর— ২৮শে কার্ত্তিক মঙ্গলবার ১৩৪০, ১৪ই নভেম্বর ১৯৩৩

মাদ্রাজে নূতন মেয়র

৭ই নবেম্বর মাদ্রাজ কর্পোরেশনের সভায় মেয়র নির্ব্বাচন হইয়া গিয়াছে। মেয়র পদের জন্য মিঃ ডবলিউ ডবলিউ লেডেন ও ভারতীয় খৃষ্টান মিঃ সি, আর, চেট্টি নাম প্রস্তাব করা হয়। ভোট গ্রহণ করার ফলে মিঃ চেট্টির পক্ষে ১৬ জন এবং মিঃ লেডেনের পক্ষে ২৯ জন ভোট দেন। এই অবস্থায় মিঃ লেডেন নির্ব্বাচিত হইলেন বলিয়া ঘোষণা করা হয়।

বর্ত্তমান মেয়র মিঃ কে, এম চেট্টি নবনির্ব্বাচিত মেয়রকে অভ্যর্থনা করেন। অতঃপর বিভিন্ন দলের বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ বক্তৃতা করেন। ব্যবস্থা-পরিষদের সদস্য মিঃ এফ, এ, জেমস্ বলেন, এইবার সর্ব্বপ্রথম একজন বে-সরকারী ইউরোপীয়ান একটা মিউনিসিপ্যালিটির মেয়র নির্ব্বাচিত হইলেন। আমি এস্থলে বিভিন্ন প্রদেশের মনোবৃত্তি সম্পর্কে তুলনামূলক সমালোচনা করিতে চাহি না। তথাপি একটা কথা বলিতেছি, এই মাদ্রাজ প্রদেশে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে যে সম্প্রীতির ভাব বিদ্যমান আছে, তাহাই এই প্রদেশের একটা বৈশিষ্ট্য।

বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের অভিনন্দনের প্রত্যুত্তরে নবনির্ব্বাচিত মেয়র মিঃ লেডেন বলেন, আমার উপর যে গুরু দায়িত্বভার অর্পিত হইল' তাহার কথা আমি কখনও ভুলিব না এবং আমি নিজকে এই কার্য্যের উপযুক্ত করিবার জন্য সর্ব্বদাই বিশেষ যত্ন করিব।

আত্রাইতে খানাতল্লাস

গত ৪ঠা নবেম্বর অস্ত্র আইন অনুসারে আত্রাইতে বেঙ্গল রিলিফ কমিটির ১১খানি ঘরে খানাতল্লাস হইয়া গিয়াছে। অপরাধজনক কিছুই পাওয়া যায় নাই এবং কাহাকেও গ্রেপ্তার করা হয় নাই। পর দিন রাজসাহী পুলিশের ডি, আই, জি, ডাক্তার যশোদানন্দ পাল চৌধুরী ও ডাক্তার পরেশনাথ ঘোষের জবানবন্দী গ্রহণ করেন। বিশাগ্রামেও অনুরূপ খানাতল্লাস হইয়া গিয়াছে।

মালদহে খানাতল্লাসী

স্থানীয় পুলিশ এবং গোয়েন্দা পুলিশ প্রাতে সহরের ব্যবসায়ী শ্রীযুত হরিভূষণ দাস, নির্ম্মলচন্দ্র রায়, মণীন্দ্রনাথ সাহা, রাখালচন্দ্র সাহা (একটি দোকানদার) ও গোসাইভূত নারায়ণ গিরি নামক জনৈক জমিদারের বাড়ী খানাতল্লাসী করে। বাজেয়াপ্ত সাহিত্যের খোঁজেই নাকি এই সব খানাতল্লাসী করা হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ কাহাকেও গ্রেপ্তার করা হয় নাই কিংবা আপত্তিজনক কিছুই পাওয়া যায় নাই।

হিলি ষ্টেশনে ডাকাতি

সম্প্রতি হিলি ষ্টেশনে ডাকাতির ফলে কালীচরণ নামক এক ডাক হরকরা বন্দুকের গুলীতে জখম হইয়া কলিকাতায় ক্যাম্বেল হাঁসপাতালে প্রেরিত হয় ও পরে মারা যায়। তাহার পরিবারবর্গকে সাহায্য করিবার জন্য বগুড়ার পোষ্ট অফিসসমূহের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মিঃ জে, এন, গুপ্ত এবং ইন্‌স্পেক্টর মিঃ শরৎচন্দ্র বাঁড়ুয্যে কালীচরণ ফণ্ড নামে এক ফণ্ড খুলিয়াছেন এবং সমুদায় পোষ্ট অফিসের কর্ম্মচারিগণের নিকট সাহায্যের জন্য আবেদন করিয়াছেন।

এম, সি, সি, দলের লাহোরের খেলা শেষ

এম সি, সি, খেলোয়াড় দল লাহোরের খেলা শেষ করিয়া অমৃতসর যাত্রা করিয়াছেন। তথায় দক্ষিণ পাঞ্জাবের সঙ্গে তাঁহারা তিন দিন ক্রিকেট ম্যাচ খেলিবেন। উত্তর ভারত ক্রিকেট এসোসিয়েশনের প্রতিনিধি এবং বহু বিশিষ্ট পুরুষ ও স্ত্রীলোক ষ্টেশনে এম, সি, সি, দলকে বিদায় অভিনন্দন দিয়াছেন।

এম, সি, সি, দল গত ৮ই নবেম্বর লাহোর হইতে ট্রেণ যোগে অমৃতসরে পৌঁছিয়াছেন। ডেপুটি কমিশনার মিঃ এ, ম্যাকফারকুহার, পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ও মিউনিসিপ্যালিটির প্রেসিডেণ্ট প্রভৃতি সহরের বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি তাঁহাদিগকে বিশেষ উৎসাহের সহিত সম্বর্দ্ধনা করিয়াছেন। মিঃ ডি, আর, জার্ডিন ও টীমের অপরাপর খেলোয়াড়গণকে বহু মূল্যবান মালায় ভূষিত করা হয়। এবং উপস্থিত ভদ্র মণ্ডলীর সহিত তাঁহাদের পরিচয় করাইয়া দেওয়া হয়।

বর্দ্ধমান বিভাগের কমিশনার

বর্দ্ধমান বিভাগের কমিশনার মিঃ এল, বি, বারো, জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ এম, এম, ষ্টিয়ার্টের সহিত ৭ই কালনা পরিদর্শন করিতে আসেন। স্থানীয় বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ তাহার নিকট প্রতিনিধি প্রেরণ করেন। প্রতিনিধিবর্গ বাঙ্গলা সরকারের কালনা মহকুমা কাটোয়ায় স্থানান্তর করিবার প্রস্তাব সম্বন্ধে স্থানীয় লোকদিগের মতামত কর্ত্তৃপক্ষের নিকট জানাইতে ইচ্ছা করেন। এতৎ সম্পর্কে তাহারা কালনাবাসীর দাবীও জানান।

অতঃপর মিঃ বারো এবং মিঃ ষ্টুয়ার্টকে একটী টি-পার্টিতে আপ্যায়িত করা হয়। আতিথ বর্গের মধ্যে বর্দ্ধমানের মহারাজা, মিস্ ক্যাম্বেল প্রভৃতি উপস্থিত ছিলেন।

চলন্ত ট্রেণে বিপদ

বৃহস্পতিবার বেলা ১১টার সময় বালিগঞ্জ রেল ষ্টেশনে একটা দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে। একটী কুলী রমণী বালীগঞ্জ ট্রেণ হইতে লাফাইয়া পার্শ্বস্থ লাইনের উপর পড়িয়াছিল। সেই সময় একখানি ট্রেণ তাহার দুইপায়ের উপর দিয়া চলিয়া যায়। একখানি পা উরুদেশ হইতে দ্বিখণ্ড হইয়া যায়, অপরখানি হাঁটুর নীচে হইতে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়। তাহাকে শম্ভুনাথ পাণ্ডিত হাঁসপাতালে পাঠান হইয়াছে। তাহার অবস্থা খুব সঙ্কটজনক।

জেলা ত্যাগের নোটীশ

মেদিনীপুর কলেজিয়েট স্কুলের সহকারী প্রধান শিক্ষক শ্রীযুত নারায়ণকুমার মুখুজ্যে ও তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র বাদল তাঁহার বাগানের এক কোণে এক বিস্ফোরক প্রাপ্তি সম্পর্কে ধৃত হইয়াছিলেন। তাঁহাদিগকে আদালতে হাজির করা হয় এবং উভয়কেই মুক্তি প্রদান করা হয়। কিন্তু তৃতীয় আসামী বাদলকে ২২শে নবেম্বর পর্য্যন্ত জেল হাজতে রাখিবার আদেশ হয়।

মুক্তির পর ২৪ ঘণ্টার মধ্যে মেদিনীপুর জেলা ত্যাগ করিবার জন্য নারায়ণ বাবুর উপর এক নোটীশ জারী করা হয়।

ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

২৮শে কার্ত্তিক মঙ্গলবার, ১৩৪০

মাননীয় সার্জ্জন জেনারেল

আমরা জানিয়া সন্তুষ্ট হইলাম, কর্ণেল ডি, পি, গোয়েল আই-এম-এস মহোদয় বঙ্গ গবর্ণমেন্টের সার্জন জেনারেল-পদে নিযুক্ত হইয়াছেন। ভারতবাসীগণের মধ্যে ইনিই সর্বপ্রথম এই সম্মানজনক পদ লাভ করিলেন। কিছুকাল পূর্ব্বে ইনি কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজের প্রিন্সিপাল ছিলেন। তৎকালে তাঁহার কার্য্যকুশলতায় দেশের গবর্ণমেন্ট অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়াছেন। তাঁহার সৌজন্য, অমায়িক-ব্যবহার ও ধর্ম্মনিষ্ঠা কর্ম্মদক্ষতার সহিত সংযুক্ত হইয়া ঐ প্রকার দায়িত্বপূর্ণ কার্য্যে তাঁহাকে সাফল্যমণ্ডিত করিয়া তাঁহার গৌরব ঘোষণা করিতেছে। উপযুক্ত ভারতবাসীগণকে দায়িত্বপূর্ণ উচ্চ পদে নিযুক্ত করিলে সকলেই গবর্ণমেন্টের গুণগ্রাহিতার প্রশংসা করিবেন এবং হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন যে, গবর্ণমেন্ট বস্তুতঃই মহামান্যা মহারাণী ভিক্টোরিয়ার ঘোষণা অনুসারে কার্য্য করিতেছেন।

আফগানিস্থান

আফগানিস্থানের সঠিক-সংবাদ পাওয়া দুরূহ। যাহা পাওয়া যাইতেছে, তাহার মধ্যে প্রকাশ, তথাকার অবস্থা শান্তিপূর্ণ। এই শান্তিপূর্ণ অবস্থায় হঠাৎ কোন গুপ্তঘাতক আমির নাদির সাহকে হত্যা করিল। এই ঘাতক সম্বন্ধে মনে স্বতঃই নানাপ্রকার সন্দেহ উপস্থিত হয়। রাজ্যচ্যুত ভূতপূর্ব্ব আমির আমানুল্লা নাদীর সাহের ঐ প্রকারে নিহত হইবার সংবাদ পড়িয়া যে বিবৃতি প্রদান করিয়াছেন, তাহাতে নাদীরের জন্য দুঃখ প্রকাশ করিয়া আবার সঙ্গে সঙ্গেই নাদিরের কঠোর শাসনের প্রতি বেশ কটাক্ষপাতও করিয়াছেন। এই প্রকার শ্লেষপূর্ণ বাণী অনেক সময় স্নেহের পাত্রের প্রতি প্রকাশিত হয় কিন্তু তাহা মৃত্যুর পরে নহে। আমানুল্লার প্রতি অনুরক্ত ব্যক্তিও আফগানিস্থানে আছে বলিয়া বোধ হয়। আফগান কনসাল-জেনারেলের সংবাদে প্রকাশ, নাদির সাহের হত্যাকারী ব্যক্তিটীর নাম আবদুল খালিক, সে অনুন্নত নীচ-বংশজাত। তাহার বিচারের সময় হত্যাকাণ্ডের রহস্য কিছু প্রকাশ হয় কি না দেখা যাক।

আরব-ইহুদী অশান্তি

প্যালেষ্টাইনে আরব ইহুদী ঘটিত অশান্তি সম্পর্কে পার্লামেন্টে ঔপনিবেশিক সচিব স্যার ফিলিপ কানলিফ-লিষ্টার বলিয়াছেন, "ব্রিটীশ গবর্ণমেন্ট অতি সাবধানে ইহুদী ও আরবদিগের প্রতি অপক্ষপাত সুবিচার করিতেছেন এবং এই সুবিচারের ভার যাহার উপর আছে—অভিজ্ঞতা, জ্ঞান ও সহৃদয়তায় সেই হাইকমিশনারের তুলনা আর কেহ নাই।" বিচারে উভয় দল সন্তুষ্ট ও শান্তি স্থাপিত হইলেই আনন্দের কথা।

শ্রীযুক্ত গুরুদাস দত্তের বক্তৃতা

আনন্দবাজার লিখিতেছেন,—"বাঙ্গলার শিল্প বিভাগের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত গুরুসদয় দত্ত মহাশয় হুগলীর মোবারি টেকনিকেল স্কুলে ছাত্র ও উপস্থিত ভদ্রগণের সম্মুখে একটি বক্তৃতা করিয়াছেন। তিনি বেকার সমস্যার সমাধানকল্পে আধুনিক বৈজ্ঞানিক-প্রণালীতে কুটীর-শিল্প প্রবর্তনের জন্য যুবকগণকে উৎসাহিত করেন। তাঁহার বক্তৃতার কোন অংশ অস্পষ্ট নহে, দ্ব্যর্থকও নহে। কিন্তু সহযোগী 'বসুমতী' এই বক্তৃতাটি উপলক্ষ্য আলঙ্কার না আরোপ করিয়া, নিজের বিনাইয়া বিনাইয়া ' [illegible] কি"?—এই দুর্ভাগ্য আবরণে, শ্রীযুক্ত দত্তের উপদেশের মধ্যে বিভিন্ন সন্দেহ ও অস্পষ্টতা আরোপ করিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছেন, (কিন্তু 'ও' 'যদি' জুড়িয়া) "শ্রীযুক্ত দত্ত কি শিক্ষিত যুবকদের মুটে মজুর দেখিতে চাহেন?" শ্রীযুক্ত দত্তের "বাঙ্গলার প্রতি মমত্ব বোধ আছে, ইহা সর্ব্বজন-বিদিত।" একথা জানিয়াও 'বসুমতী' কি প্রকারে আবিষ্কার করিলেন, তিনি শিক্ষিত বাঙ্গালীদের প্রত্যেককে এবং সকলকে মুটে মজুর দেখিতে বাঞ্ছা করেন? কোন গরজ যদি থাকে তো স্বতন্ত্র কথা।

"কে যেন কুক্ষণে বলিয়াছিল, বাঙ্গালী জাতি ভাবপ্রবণ জাতি। দেশশুদ্ধ লোক ভাবিতেছে, আমরাই ভাবপ্রবণ জাতি। ভাবপ্রবণতা সব জাতির মধ্যেই আছে এবং অল্পবয়স্কদের মধ্যে কিছু অধিক। উহা বাঙ্গলার কিছু একচেটিয়া সম্পত্তি নহে। শ্রীযুক্ত দত্ত, অল্পবয়স্কদের লক্ষ্য করিয়াই বলিয়াছেন—ভাবপ্রবণতা কমাইয়া কর্ম্মপ্রবণতা বাড়াইবার জন্য। 'বসুমতী' বলিয়াছেন,—"বাঙ্গালীর ছেলেরা যদি সেই বিধিদত্ত ভাবপ্রবণ কল্পনাশক্তি হারাইয়া ফেলে, তাহা হইলে তাহাদের কি অবশিষ্ট থাকিবে? যে-বস্তু মানব স্বভাবের অঙ্গীভূত, তাহা একটা জাতির সন্তানদের মধ্য হইতে অন্তর্হিত হইতে পারে না।

দত্তের সমালোচনা করিবার জন্যই যেন জোর করিয়া এই অনাবশ্যক হাস্যকর আশঙ্কা ব্যক্ত করা হইয়াছে। বাঙ্গলার ছেলেরা আরব্য উপন্যাসের এক একটী 'আলনস্কর' হইয়া থাকিলেই কি জাতির গৌরব বৃদ্ধি পাইবে?

কোর্ট অব ওয়ার্ডের

অধীন জমিদারী

১৯৩১-৩২ সালের রিপোর্ট

গত ১৯৩১-৩২ সালে কোর্ট অব ওয়ার্ড বিভাগের যে কার্য্য-বিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে। তাহাতে দেখা যায়, ১৯৩১-৩২ সালের প্রথমে বাঙ্গলা দেশে কোর্ট অব ওয়ার্ডের আমলে ৯৮টী জমিদারী ছিল। এই বৎসর ১১টী নূতন জমিদারী কোর্ট অব ওয়ার্ডের আমলে আসে, ১টী জমিদারী কোর্ট অব ওয়ার্ডের আমল হইতে বিমুক্ত হয় এবং ঢাকা নবাব এষ্টেটের দুইটী জমিদারীকে একীভূত করা হয়। ফলে বৎসরের শেষে ১০৭টী জমিদারী কোর্ট অব ওয়ার্ডের অধীনে ছিল। এই বৎসর যে ১১টী নূতন জমিদারী কোর্ট অব ওয়ার্ডের অধীনে আসে, তাহাদের নাম—(১) মেদিনীপুর জেলাস্থ মহেশপুরের চৌধুরী নরেন্দ্রনাথ পাহাড়ীর জমিদারী, (২) ঢাকা জেলাস্থ মুড়াপাড়ার রায় কেশব চন্দ্র ব্যানার্জ্জি বাহাদুরের জমিদারী, (৩) ময়মনসিংহ জেলাস্থ সেরপুরের রায় হেমাঙ্গ চন্দ্র চৌধুরী বাহাদুরের জমিদারী, (৪) ঢাকা এবং ফরিদপুর জেলাস্থ মৌলবী গোলাম সরওয়ার চৌধুরীর জমিদারী (৫) বরিশাল জেলাস্থ মিসেস এন টি ব্রাউনের জমিদারী (৬) চট্টগ্রামের শ্রীমতী প্রমীলা বালা দেবীর জমিদারী (৭) চট্টগ্রামের মিসেস এফ, এম, ই, ব্রাউন'লার জমিদারী (৮) ত্রিপুরা জেলাস্থ বাবু সত্যেন্দ্রমোহন ঠাকুরের জমিদারী (৯) ত্রিপুরা জেলার মহিৎপুরের বাবু জগৎচন্দ্র রায় ও অন্যান্যের জমিদারী (১০) রাজসাহী জেলাস্থ [illegible] বাবু পঞ্চানন ব্যানার্জ্জির জমিদারী (১১) দিনাজপুর জেলাস্থ বাবু [illegible]ীন্দ্রনাথ মল্লিকের জমিদারী।

এই বৎসর নদীয়ার মহারাজা ক্ষৌণীশচন্দ্র রায় বাহাদুরের জমিদারী কোর্ট অব ওয়ার্ডের আমল হইতে বিমুক্ত হয়। এই জমিদারীটি যখন কোর্ট অব ওয়ার্ড গ্রহণ করেন, তখন উহার বার্ষিক আয় ১৫২৯৫৮ টাকা এবং মোট ঋণের পরিমাণ ৪১৮৩৫৯ টাকা ছিল। কোর্ট অব ওয়ার্ড হইতে মুক্ত হইবার সময় উহার ঋণের পরিমাণ কমিয়া ১৫২৯৫৮ টাকা হয় এবং বার্ষিক আয় আরও ১০০২৯ টাকা বৃদ্ধি পায়।

কোর্ট অব ওয়ার্ডের অধীনে যতগুলি জমিদারী আছে, তাহাদিগকে বৎসরে গবর্ণমেন্টের নিকট রাজস্ব ও সেস হিসাবে ৭৮৩৬৯১৫ টাকা দিতে হয় এবং উপরন্তু ভূস্বামিগণের নিকট বকেয়া সমেত উহাদের ২১০৯৩০০ টাকা দেনা ছিল। কোর্ট অব ওয়ার্ড এই বৎসরে গবর্ণমেন্ট রাজস্বের শতকরা ৭৮'৩ ভাগ এবং উপরন্তু ভূস্বামীদের পাওনার ৬৯'৮ ভাগ পরিশোধ করিয়াছেন। এই সমস্ত জমিদারীর বার্ষিক আয় মোটমাট ১৬৭৯৫৩৫৫ টাকা এবং বকেয়া বাবদ উহাদের আরও ২৩২৭৯৩৬৩ টাকা পাওনা ছিল উহার ভিতর কোর্ট অব ওয়ার্ড বৎসরের মধ্যে মোটমাট ১৩৯৫৯১৫৭ টাকা বা শতকরা ৩৫'১ ভাগ মাত্র আদায় করিতে সমর্থ হইয়াছেন। তবে এই বৎসর চালু খাজনার শতকরা ৮৪ ভাগ আদায় হইয়াছে

এই বৎসরের শেষে সমস্তগুলি জমিদারীর মোটমাট ঋণের পরিমাণ ছিল ২৭৩৪৮৬৬০ টাকা। পূর্ব্ব বৎসরের শেষে ঋণের পরিমাণ ছিল ২৫০৩০৮০৬ টাকা। এই বৎসরে ১১টী নূতন জমিদারী কোর্ট অব ওয়ার্ডের আমলে আসাতেই মোটমাট ঋণের পরিমাণ বাড়িয়াছে। দেশে কৃষকদের দুরবস্থার জন্য খাজনা আদায় না হওয়াতে কোন কোন জমিদারীর পক্ষে নূতন ঋণ গ্রহণ করিতে হইয়াছে এবং ঋণের অপরিশোধিত সুদ বাবদও ঋণ বাড়িয়াছে। এই বৎসর সমস্ত জমিদারীর ঋণের আসল টাকার মধ্যে ১২১০৩৯৩ টাকা এবং সুদের মধ্যে ১৪১৮৪৫ টাকা পরিশোধ করা হইয়াছে।

কোর্ট অব ওয়ার্ডের রিপোর্ট হইতে জানা যায় যে, কোর্ট অব ওয়ার্ড বিভিন্ন জমিদারী গ্রহণ করিবার সময় যেভাবে উহাদের ঋণ আদায় করিয়া দিবেন স্থির করিয়াছিলেন, কার্য্যক্ষেত্রে সেই আশা সফল হইতেছে না। নানা প্রতিকূল অবস্থার জন্য অনেক জমিদারীর ঋণের পরিমাণ বাড়িতেছে

নিম্নে বাঙ্গলাদেশে কোর্ট অব ওয়ার্ডের পরিচালনাধীন কয়েকটী বড় বড় জমিদারীর বার্ষিক আয় এবং ১৯৩১-৩২ সালের শেষে উহাদের ঋণের পরিমাণ কত ছিল তাহা দেখান হইল—

	বার্ষিক আয়	ঋণের পরিমাণ
বর্দ্ধমান রাজ	৫১২৮৯৯০৲	১৯৪৭৯২৫৲
কাশিমবাজার	২৩২৪৭৮১৲	১৭৭৯২৯০৲
মহিষাদল	৬৭০৪২৭৲	৭৯৯৲
ভবানীপুর বড়তল (২৪ পরগণা)	২৫৬৪৯১৲	১১৭৯৯৭
সৈয়দপুর ট্রাষ্ট	২৩৪৯০০৲	×
নবাব হবিবুল্লা	২৫৭১২৩৲	৭৭৫৪৩৮৲
নবাবজাদা আতিকুল্লা	২৪৫০৬৪৲	৪৮১২৩০৲
নবাবজাদি পরীবানু	২৪৫০৬৪৲	১৫০০০৲
ভাওয়াল	৬৯৫৭৪৭৲	৩২৮৯০৲
দক্ষিণ সাহাবাজপুর	২১২০৯৪৲	
ভুলুয়া	৪৩৩১৫৯৲	৭৮৪৯৭৲
মালদুয়ার	২২৮২৭৮৲	৪২৭০৬৯৲
কাকিনা	৪৪৮৯১৮৲	২৫২১১৫৭৲

বাঙ্গলাদেশে কোর্ট অব ওয়ার্ডের অধীনে আর যে সব জমিদারী আছে তাহার সমস্তগুলিরই আয় দুই লক্ষ টাকার নীচে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক

—পারমার্থিক পত্র—

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশ
তনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনম্,
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং
প্রেমা পুমর্থো মহান্,
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং
তত্রাদরো নঃ পরঃ॥

৮ম বর্ষ { ১২ কেশব গৌরাব্দ ৪৪৭, ২৮শে কার্ত্তিক বঙ্গাব্দ ১৩৪০, ১৪ই নভেম্বর ইং ১৯৩৩, মঙ্গলবার } ২১৩তম সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

গত সোমবার ২০শে কার্ত্তিক কাশীস্থ শ্রীসনাতনগৌড়ীয় মঠে পণ্ডিত শ্রীপাদ সর্ব্বেশ্বরানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রীজী শ্রীমদ্ ভাগবত ৭ম স্কন্ধ ১ম অধ্যায় পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। উক্ত বিষয়ের সারমর্ম্ম নিম্নে প্রদত্ত হইতেছে।

———

মহারাজ পরীক্ষিৎ শ্রীল শুকদেব গোস্বামীর নিকট প্রশ্ন করিতেছেন,—হে ব্রহ্মন্, সর্ব্বভূতে সমদর্শী, সকলের প্রিয় ও সুহৃৎ ভগবান্ বিষ্ণু দেবরাজ ইন্দ্রের নিমিত্ত অসমদর্শীর ন্যায় কি জন্য দৈত্যগণকে বধ করিয়াছিলেন? তাঁহার ন্যায় ব্যক্তির পক্ষে পক্ষপাতিত্ব যুক্তিযুক্ত নহে। ভগবান্ বিষ্ণু সাক্ষাৎ পরমানন্দ-আত্মস্বরূপ, সুতরাং দেবপক্ষপাতিত্ব দ্বারা তাঁহার কি প্রয়োজন সিদ্ধ হইতে পারে? আবার তিনি স্বয়ং নির্গুণ বলিয়া অসুরগণের নিকট হইতে তাঁহার ভয়ের বিষয়ই বা কি থাকিতে পারে? অতএব তিনি কি জন্য অসুর বিদ্বেষ করিলেন?

———

তদুত্তরে মহাভাগবত শ্রীল শুকদেব বলিতেছেন,—ভগবান্ বিষ্ণু প্রকৃতির অতীত সুতরাং নির্গুণ এবং জন্মরহিত তথা রাগদ্বেষাদির নিমিত্ত ভূত-দেহেন্দ্রিয়াদি-রহিত। এরূপ হইলেও সত্ত্বাদিগুণের অধিষ্ঠান-হেতু গুণগণের পরস্পর বাধ্যবাধকত্ব-লক্ষণ বৈষম্য গুণাধিষ্ঠাতা ভগবানে আরোপিত হইয়াছে। সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ—প্রকৃতির এই গুণত্রয়ের এককালে হ্রাস ও বৃদ্ধি হয় না। গুণগণ স্বভাবতঃ জড় বলিয়া ভগবদধিষ্ঠানে তাহাদের হ্রাস বৃদ্ধি হইয়া থাকে। সত্ত্বগুণ স্বীয় বৃদ্ধিসময়ে সত্ত্বগুণবিশিষ্ট দেবতা ও ঋষিগণকে ভজন করিয়া থাকে। রজোগুণ নিজ বৃদ্ধি-কালে অসুরদিগকে এবং তমোগুণ স্বীয় বৃদ্ধিকালে যক্ষ রাক্ষসাদির ভজন করিয়া থাকে অর্থাৎ তাহাদের দেহে প্রবেশ পূর্ব্বক তাহাদের উৎকর্ষ বিধান করিয়া থাকে।

———

সর্ব্বভূতে সমদর্শী ভগবান্ বিভিন্ন বস্তুতে বিভিন্ন প্রকারে ন্যূনাধিকরূপে প্রকাশিত হইয়া থাকেন। কাষ্ঠাদিতে অগ্নি, পাত্রাদিতে জল এবং ঘটপটাদিতে আকাশ প্রভৃতির অবস্থানের ন্যায় তিনি সুরাসুর প্রভৃতিতে সমভাবে অবস্থিত। মন্থনাদি দ্বারা অগ্নি প্রকাশের ন্যায় বিবেকী ব্যক্তিগণ ভক্তিযোগদ্বারা মন্থন করিয়া অর্থাৎ ভক্তিযোগাভ্যাস দ্বারা পরমাত্মাকে অবগত হইয়া থাকেন

ভগবান্ জীবভোগ্য দেহ সৃষ্টি করিতে ইচ্ছা করিয়া রজোগুণের পৃথক্ সৃষ্টি করেন এবং ঐসকল বিচিত্র দেহে ক্রীড়া করিতে ইচ্ছুক হইয়া সত্ত্বগুণের পৃথগ্ রূপে সৃষ্টি করেন; পরে তাহা সংহারেচ্ছায় তমোগুণের পৃথগ্ ভাবে সৃষ্টি করেন। চিদচিদীশ্বর অমোঘ জগৎকর্ত্তা ভগবান্ কালকে নিজেই সৃষ্টি করেন। সুতরাং কাল তাঁহার চেষ্টাস্বরূপ হওয়ায় তিনি কালের পরতন্ত্র নহেন। এই কালই সত্ত্বাদির জয়কালে তত্তদ্‌গুণবিশিষ্ট ব্যক্তিগণকে ভজন করিয়া থাকে। অর্থাৎ সত্ত্বগুণের জয়কালে কাল সত্ত্বগুণ-বিশিষ্ট দেবতাদির উৎকর্ষ সাধন করে এবং রজস্তমোগুণের বৃদ্ধিকালে অসুর-যক্ষ-রাক্ষসাদির উৎকর্ষ সাধন পূর্ব্বক দেবগণকে বর্জ্জন করিয়া থাকে। সুতরাং এই প্রকার বৈষম্যের কারণ—গুণগণ স্বয়ং এবং কাল তাহাদের নিমিত্ত-স্বরূপ; কিন্তু পুরুষ স্বজাতত্ব, অধীনত্ব ও অধিষ্ঠেয়ত্ব-সত্ত্বেও তাহা পুরুষে অর্থাৎ পরমেশ্বরে কল্পিত হইতে পারে না। যেরূপ গৃহের সৃষ্টিকর্ত্তা—গৃহের অধিষ্ঠাতা; এবং গৃহ তাহার অধীন, কিন্তু গৃহের উষ্ণতা বা শৈত্যাদি যেরূপ পুরুষের হইতে পারে না, তদ্রূপ প্রকৃতির গুণত্রয় ভগবৎসৃষ্ট, ভগবদধীন ও ভগবদধিষ্ঠানযুক্ত হইলেও তাহাদের কৃত বৈষম্য ভগবানে আরোপিত হইতে পারে না। পুনশ্চ সুরগণ ভক্ত বলিয়া তাঁহাদের প্রতি ভগবানের বৈষম্য বিচারিত হইলেও তাহা দূষণ না হইয়া ভূষণস্বরূপই হইয়া থাকে। গীতোক্ত 'সমোঽহং সর্ব্বভূতেষু' শ্লোকই তাহার প্রমাণ। কদাচিৎ অসুরগণের দ্বারা সুরগণের পরাভব, তাঁহাদের মত্ততা নিবারণ জন্য পরম-কৃপালু ভগবানের দ্বারাই সাধিত হইয়া থাকে। অসুরগণের বিদ্বেষাদি দ্বারাও তাঁহার সর্ব্বপ্রিয়ত্ব ও সর্ব্বসুহৃত্ত্বের লাঘব হয় না। যেহেতু 'অহো বকী যং স্তনকালকূটম্' শ্লোকে বিদ্বেষপোষণ কারিণী পূতনাকে ধাত্রীগতি-প্রদান ভগবানের মহত্ত্ব মহিমারই পরিচয় দিয়া থাকে।

———

বিগত ১৬ই কার্ত্তিক বৃহস্পতিবার শ্রীশ্রীভক্তিসিদ্ধান্তবাণীসেবকসমিতিতে রাসযাত্রা-উপলক্ষে একটী বিশেষ অধিবেশন হইয়াছিল। তাহাতে আচার্য্য শ্রীপাদ রাধাচরণ গোস্বামী ভক্তিরত্ন মহোদয় রাসলীলা প্রাকৃতজনের শ্রোতব্য, দ্রষ্টব্য ও কীর্ত্তনীয় নহে, এসম্বন্ধে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, ভক্তিরত্নাকর, শ্রীগৌরগণোদ্দেশদীপিকা, শ্রীচৈতন্যভাগবত ও শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত প্রভৃতি বহু গ্রন্থ হইতে প্রমাণ দেখাইয়া প্রায় ১॥ ঘণ্টা ব্যাপী একটী সারগর্ভ-বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন। বক্তৃতান্তে ২০২শ সংখ্যা নদীয়া-প্রকাশে প্রকাশিত 'রাসযাত্রা'-শীর্ষক প্রবন্ধটি উচ্চৈঃস্বরে পাঠ করা হইয়াছিল।

শ্রীভক্তিরঞ্জনবিরহোৎসবের

নিমন্ত্রণ-পত্র

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীগৌড়ীয় মঠ

ফোন নং বড়বাজার ৪১১৫

১৬নং কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট

বাগ্‌বাজার, কলিকাতা

১৪ই কার্ত্তিক, ১৩৪০

যথা-বিহিত সম্মানপুরঃসর নিবেদন,—

আগামী ৩রা অগ্রহায়ণ, ১৯শে নভেম্বর কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠের শ্রীমন্দির-দাতা বদান্যবর স্বধামগত শ্রীমৎ জগবন্ধু ভক্তিরঞ্জন শ্রেষ্ঠ্যার্য্য মহোদয়ের তৃতীয়-বার্ষিক বিরহ-মহোৎসব শ্রীমঠে সম্পন্ন হইবে। ঐ দিবস সন্ধ্যা ৫ ঘটিকার সময় বিরহ-মহোৎসব-উপলক্ষে একটী সজ্জন-সভার অধিবেশনে বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্টের মন্ত্রী মাননীয় স্যর বিজয় প্রসাদ সিংহ রায় মহোদয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিবেন। ভক্তিরঞ্জন মহাশয়ের সাধুতা ও কৃতিত্ব-বিষয়ে ঐ সভায় আলোচনা হইবে।

মহাশয়, কৃপা-পূর্ব্বক সবান্ধবে সভায় যোগদান করিলে শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজ সভার পারিষদবর্গ—সকলেই পরম আনন্দিত হইবেন।

বিনীত

শ্রীঅতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রীনিশিকান্ত সান্ন্যাল

শ্রীকুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ

শ্রীবিশ্ববৈষ্ণব-রাজসভার সম্পাদকত্রয়

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১২ কেশব স্বাম্নু প্রত্যয়

পাটনা সংশিক্ষা-প্রদর্শনী

ঐতিহাসিকগণ সকলেই 'পাটলীপুত্র'-নগরীর নাম বিশেষরূপে অবগত আছেন। এই স্থানটী একসময়ে মগধরাজ্যের রাজধানী ছিল। বর্ত্তমান বিহার-প্রদেশের দক্ষিণ-ভাগই প্রাচীন মগধরাজ্য। মহারাজ অশোকের সময় অঙ্গ (ভাগলপুর জেলা) বঙ্গ ও কলিঙ্গ (উড়িষ্যাপ্রদেশ এবং আরও অনেক রাজ্য মগধের অধীন হইয়াছিল। বস্তুতঃপক্ষে এই সময়েই মগধের প্রতাপ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ছিল। মগধরাজ্যের নালন্দ-বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম সকলেই অবগত আছেন। এই 'নালন্দ-বিশ্ববিদ্যালয়টী বর্ত্তমান পাটনা জেলাস্থ 'বিহার'-মহকুমার অন্তর্গত 'বড়গাঁও' নামক আধুনিক গ্রামের নিকটে অবস্থিত ছিল। এই স্থানে সম্প্রতি মৃত্তিকা-খনন দ্বারা অনেক পুরাতন মঠ-মন্দির, ছাত্রাবাস প্রভৃতি আবিষ্কৃত হইয়াছে। চীন-পরিব্রাজক 'হিউ-এন-সাঙ'এর বিবরণে প্রকাশ, এশিয়ার সুদূরান্তর প্রদেশ হইতে ছাত্রগণ অধ্যয়নের জন্য এই নালন্দে সমবেত হইত এবং ইহাই তৎকালীন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বিদ্যালয় ছিল। এই নালন্দ-বিশ্ববিদ্যালয়ে বহু সুরম্য হর্ম্ম্য ছিল এবং ইহার অধ্যাপকগণ সকলে বিদ্যাবত্তার জন্য তৎকালে প্রসিদ্ধ ছিলেন। তখন এই বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রায় দশহাজার ছাত্র আহার ও বাসস্থান পাইয়া বিদ্যালাভ করিত। শিশুনাগবংশের প্রবলপরাক্রান্ত রাজা অজাতশত্রুর পর এই বংশে আরও চারিজন রাজা পর পর রাজত্ব করেন। তাঁহাদের দ্বিতীয় রাজা উদয় খৃষ্টপূর্ব্ব পঞ্চম-শতাব্দীর শেষভাগে মগধের রাজধানী রাজগৃহ হইতে গঙ্গাতীর-বর্ত্তী পাটলীপুত্রে স্থানান্তরিত করেন। এই সুপ্রসিদ্ধ পাটলীপুত্র-নগরীর বর্ত্তমান নাম পাটনা। ইহা বর্ত্তমানে বিহার ও উড়িষ্যা-প্রদেশের রাজধানী।

পাটনার প্রাচীন গৌরব-কাহিনী ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে অঙ্কিত আছে। এই নগরী একসময়ে আয়ুর্ব্বেদ, ধনুর্ব্বিদ্যা, সঙ্গীত, কলা, স্থাপত্যবিদ্যা, জ্যোতিষ প্রভৃতি আলোচনার সুপ্রসিদ্ধ স্থান ছিল। এই স্থানে তৎকালে জ্যোতিষিগণের একটী মানমন্দির (Observatory)ও ছিল। এই স্থান হইতেই মহারাজ অশোকের চেষ্টায় ভারতের বিভিন্ন স্থানে ও সিংহলাদি প্রদেশে বেদবিরুদ্ধ বৌদ্ধবাদ বিস্তৃত হইয়া পড়ে।

পাটনার প্রাচীন গৌরবরশ্মি ঐতিহাসিকের চিত্তকে বিস্ময়ে আপ্লুত করে; কিন্তু আজ গৌড়ীয়মঠের উদ্যোগে পাটনার বক্ষে যে সংশিক্ষা প্রদর্শনীর দ্বার উন্মুক্ত হইতেছে, তাহার আলোক জনসাধারণের চিত্তে প্রবেশ করিলে তাঁহারা অনায়াসেই বুঝিতে পারিবেন, পাটনার এই গৌরবের তুলনায় পূর্ব্বোক্ত গৌরব সূর্য্যসকাশে খদ্যোত-আকার ধারণ করিতেছে মাত্র। পূর্ব্বোক্ত প্রাচীন গৌরবের বিষয়সমূহ এখন আর নাই বলিয়া তাহাদিগকে 'সৎ' বলা যায় না; যাহা সর্ব্বকাল থাকে, তাহাই 'সৎ'। সংশিক্ষা-প্রদর্শনীর উদ্যোক্তৃগণ কোন দেশ-বিশেষের বা কালবিশেষের অধীন নহেন। তাঁহাদের একমাত্র অধিপতি স্বরাট্-পুরুষ শ্রীভগবান্। তাঁহাদের নিবাস জড় ভূমিকায় নহে নিত্য-নব-নব-বৈচিত্র্যে বিভূষিত চিন্ময়-ধামে। তাঁহাদের প্রদর্শিত প্রদর্শনী জাগতিক প্রতিযোগিতামূলা কোন প্রদর্শনী নহে; এই প্রদর্শনী সংশিক্ষা-প্রদর্শনী; এই প্রদর্শনী যে শিক্ষা প্রদান করিবেন, তাহা আত্মমঙ্গলকর। আত্মা বলিতে কেহ যেন দেহ বা মনকে মনে না করেন আত্মা নিত্য বস্তু ও অবিনাশী কিন্তু দেহ ও মন—অনিত্য ও ধ্বংসশীল। জগতে যতপ্রকার অশান্তির সৃষ্টি হইতেছে, তাহার মূলে 'দেহে আত্মবুদ্ধি'। এই দেহাত্মবুদ্ধি হইতেই বিভিন্ন জাতির, এমন কি, এক পরিবারের বিভিন্ন ব্যক্তির সহিত সংঘর্ষ উপস্থিত হয়। দেহাত্মবুদ্ধি বজায় রাখিয়া শান্তিস্থাপনের যতপ্রকার চেষ্টাই হউক না কেন, তাহার ফল 'ভস্মে ঘৃত ঢালা' ব্যতীত আর কিছুই হইতে পারে না। যদি আমরা উক্ত সংশিক্ষা-প্রদর্শনীর শিক্ষা হৃদয়ে ধারণ করিতে পারি, তাহা হইলে আমরা আত্মধর্ম্মে উদ্বুদ্ধ হইতে পারিব; তখন 'আমি বাঙ্গালী, আমি বিহারী, আমি ভারতবাসী, আমি ইংরেজ, আমি চীনা, আমি জাপানী' এইপ্রকার সঙ্কীর্ণতার হস্ত হইতে উদ্ধার লাভ করিয়া 'আমি ভগবানের দাস, বিশ্বের যাবতীয় স্থাবর জঙ্গম সকলেই আমার প্রভুর দাস-সূত্রে আমার প্রভুর সেবা করিতেছেন, সুতরাং তাঁহারা সকলেই আমার পরমবান্ধব ও সেব্য'—এই প্রকার প্রকৃত সম্বন্ধ লাভ করিতে পারিব। তখন আর বিশ্বে অশান্তি থাকিতে পারিবে না, তখন আর ত্রাণকর্ত্তার হস্ত হইতে নিষ্কৃতি-লাভের জন্য পর্ব্বতের গুহায় প্রবিষ্ট হইয়া উহার বহির্গমনদ্বার প্রস্তরখণ্ড দ্বারা বদ্ধ করিয়া আত্মহত্যা বরণ করিতে হইবে না, তখন বিশ্ব বাস্তবিকই ভগবৎসেবানন্দে পরিপূর্ণ থাকিবে। এই প্রকার নিত্যশান্তির সন্ধান প্রদান করিতেছেন বলিয়াই সংশিক্ষা প্রদর্শনী পাটনার ইতিহাসে এমন একটি অভিনব অধ্যায় সৃষ্টি করিল, যাহার নিত্যনবত্ব অধিকারী পাঠক নিত্যকালই লক্ষ করিবেন। স্থূলবুদ্ধি জনগণ এই প্রদর্শনীটীকে বড় তামাসার জিনিষ মনে করিলেও যাঁহাদের সংশিক্ষা-গ্রহণের কিঞ্চিন্মাত্রও আগ্রহ আছে তাঁহারা এই প্রদর্শনী হইতে যাহা লাভ করিবেন সমগ্র বিশ্বের ধনসম্পত্তি একত্রীভূত করিলেও তাহার সহস্রাংশের একাংশেরও মূল্য হইতে পারে না।

শ্রীমদ্ভাগবত দেহ-মনোধর্ম্মের যাবতীয় বিচারকে চূর্ণীভূত করিয়া তদুপরি স্বরাট্ ভগবানের নিত্যানন্দ প্রদ সেবা-সৌধ নির্ম্মাণ করিয়াছেন। এই সৌধের সৌন্দর্য্যই সংশিক্ষা-প্রদর্শনীর আলোক। সংশিক্ষা-প্রদর্শনীর অপর নাম ভাগবত-প্রদর্শনী। ভগবান্ ও ভাগবত ব্যতীত আর কিছুই 'সৎ' নহে; সুতরাং ভাগবতের শিক্ষা ব্যতীত আর কোন শিক্ষাই 'সংশিক্ষাপ্রদর্শনী' নাম পাইবার উপযুক্ত নহে।

শ্রীধাম-মায়াপুরে, কলিকাতা মহানগরীতে ও পূর্ব্ববঙ্গের রাজধানী ঢাকা নগরীতে গত কয়েক বৎসর পর্য্যায়ক্রমে যে সংশিক্ষা-প্রদর্শনী উন্মুক্ত হইয়াছিল, তাহাতে প্রত্যহ লক্ষ লক্ষ ব্যক্তি ভাগবতের শিক্ষা-সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করিয়া পরমোপকৃত হইয়াছেন। আমরা আশা করি, পশ্চিম ভারতবাসিগণও পাটনায় অনুষ্ঠিত এই প্রদর্শনীটী দর্শন করিয়া জীবন সার্থক করিবেন। দর্শকবৃন্দকে বিষয়গুলি ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিবার জন্য সুবক্তৃগণ প্রদর্শনী-ক্ষেত্রে সর্ব্বদাই উপস্থিত থাকিবেন।

পাটনা বাঁকিপুরস্থ সুপ্রসিদ্ধ গোলঘরের পার্শ্বে প্রশস্ত ময়দানে প্রদর্শনীটী উন্মুক্ত হইতেছে। পুরুষ ও মহিলাগণের জন্য পৃথক্ পৃথক্ রাস্তা নির্ম্মিত হইয়াছে। চিত্র-গুলি উচ্চ-বেদীর উপর স্থাপিত, সুতরাং দর্শনে কাহারো অসুবিধা হইবে না। আজ অপরাহ্ণ ৪॥ ঘটিকার সময় দারভাঙ্গার মাননীয় মহারাজাধিরাজ প্রদর্শনীর দ্বার উন্মোচন করিবেন শুনিয়া আমরা পরমানন্দিত হইয়াছি। প্রদর্শিত বিষয়সমূহের বিস্তৃত সংবাদ আমরা ক্রমশঃ প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিব।

শিক্ষাসার কি ?

একদা দৈত্যপতি হিরণ্যকশিপু স্বীয়পুত্র প্রহ্লাদকে সাদরে ক্রোড়ে স্থাপন করিয়া জিজ্ঞাসা করিল — হে প্রহ্লাদ, এতকাল-যাবৎ গুরুর নিকট হইতে তুমি যাহা শিখিয়াছ, তন্মধ্যে যাহা শ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে কর তাহা আমাকে বল।

শ্রীপ্রহ্লাদ কহিলেন,—বিষ্ণুর নাম রূপ গুণ-পরিকর-লীলা-শ্রবণ, তাঁহার তত্তৎ কীর্ত্তন, তত্তৎ স্মরণ, তাঁহার পাদপদ্ম সেবন, ষোড়শোপচার দ্বারা তাঁহার পূজন, তাঁহার দাস্য, তৎসহ সখ্যভাব-স্থাপন এবং তাঁহাতে আত্মনিবেদন অর্থাৎ কায়মনোবাক্য সমর্পণ — এই নয়টী ভক্তির লক্ষণ যে-ব্যক্তি বিষ্ণুতে পূর্ব্বেই সমর্পণ পূর্ব্বক পরে এই নববিধা ভক্তির সাক্ষাৎ অনুষ্ঠান করেন আমার মতে তিনিই উত্তম অধ্যয়ন বা শিক্ষা করিয়াছেন।

দৈত্যরাজ বালক প্রহ্লাদের বাক্য-শ্রবণে তাঁহার প্রতি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইল এবং তৎপুত্রে ষণ্ডামর্ক প্রভৃতি গুরুপুত্রের প্রতি দুর্ব্বচন প্রয়োগ করিতে লাগিল।

গুরুপুত্রগণ 'প্রহ্লাদের বুদ্ধি আপনা হইতেই বিপথগামী হইয়াছে' কহিয়া তাহাদের স্ব-স্ব নির্দ্দোষতা প্রমাণ করিলে দৈত্যরাজ প্রহ্লাদের নিকট তাঁহার বিষ্ণুভক্তি-শিক্ষা-লাভের হেত্বন্তর জানিতে চাহিল।

শ্রীপ্রহ্লাদ কহিলেন,—যে-সকল গৃহব্রত ব্যক্তি অসংযত ইন্দ্রিয়-সমূহ দ্বারা ঘোর-অন্ধকার নরকে প্রবেশ ও সংসারে চর্ব্বিত সুখ-দুঃখ বারংবার চর্ব্বণ করে, তাহাদের বুদ্ধি কখনও অসৎ গুরুপুত্রের উপদেশে, কিংবা নিজ চেষ্টায় অথবা উভয়ের সংযোগে, কোনরূপেই কৃষ্ণের দিকে ধাবিত হইতে পারে না।

যাহাদের চিত্ত বিষয়ভোগ-দুষ্ট হইয়াছে ও বহির্বিষয়াসক্ত কামিগণকে গুরুত্বে বরণ করিয়াছে, তাহারা পরম-পুরুষার্থ-স্বরূপ, জনগণের একমাত্র গতি ভগবান্ শ্রীবিষ্ণুর মহিমা জ্ঞাত নহে। সুতরাং অন্ধ-চালিত অন্ধ ব্যক্তিগণ যেরূপ প্রকৃত পথের সন্ধান না জানিয়া গর্ত্তে পতিত হয়, তদ্রূপ ঐসকল ব্যক্তিও কর্ম্মকাণ্ডাত্মক বেদরূপ দীর্ঘ রজ্জুর ব্রাহ্মণাদিরূপ মহাসূত্রে কাম্য-কর্ম্ম দ্বারা আবদ্ধ হইয়া পড়ে।

নিষ্কিঞ্চন অর্থাৎ নিরস্ত-বিষয়াভিমান পরমহংস মহাবৈষ্ণবগণের পদরজে যে-পর্য্যন্ত ঐসকল ইন্দ্রিয়তর্পণ-পরায়ণ ব্যক্তি অভিষিক্ত না হয়, তৎকালাবধি তাহাদের মতি ভগবান্ উরুক্রমের পাদপদ্ম স্পর্শ করে না অর্থাৎ তাহারা মহৎ বা বৈষ্ণবগণের পদধূলি বরণ না করা কাল পর্য্যন্ত ভগবানের প্রতি তাহাদের বুদ্ধি নিবিষ্ট হয় না; সুতরাং তাহাদের অনর্থ বা সংসার-বাসনাও অপগত হয় না, বিশেষতঃ অনর্থরূপ সংসারের নিবৃত্তিই সেই ভগবৎ-পাদপদ্মস্পর্শিনী মতির একমাত্র তাৎপর্য্য।

সকল জন্মে পিতামাতা সবে পায়। কৃষ্ণগুরু নাহি মিলে ভজহ হিয়ায়॥

পতিতের আর্ত্তনাদ

কুরঙ্গ-মাতঙ্গ-পতঙ্গ-ভৃঙ্গ-মীনাঃ হতাঃ
পঞ্চভিরেব পঞ্চ।
একঃ প্রমাদী স কথং ন হন্যতে যঃ
সেবতে পঞ্চভিরেব পঞ্চ ॥

[১]

আমায় ফেলিয়ে প্রভো, ভীষণ আহবে,
…ভু করি' পরবল, চিত্ত করি' দুর্ব্বল,
বুঝিতে নারিনু হায় কি খেলা খেলিবে।
প্রপন্ন হইনু, হ'য়ে নিরুপায় এবে ॥
অশোক-অভয়-পদ আমায় রক্ষিবে ॥

[২]

এহেন অরির মাত্র এককের করে,
…জীবলীলা চিরতরে, সমর্পয়ে মোহ-ঘোরে,
হতভাগা হেন কত আছে ভূ-মাঝারে।
চণ্ডভাবে যুঝে মোরে সে অরি-নিকরে ॥
কাতরে স্মরিছে তাই রূপানুগবরে ॥

[৩]

(যার) প্রেরণায় হৃতচিত কুরঙ্গিনীচয়,
…তি তৃপ্তি আশা নিয়ে, নিষাদ সুনিরদয়ে,
খরশরা-সম প্রাণ সঁপে স্ব ইচ্ছায়।
শ্রুতির পিপাসা চিরতরে নিবারয় ॥
শুদ্ধ-গৌর রক্ষ মোরে সেই পিপাসায় ॥

[৪]

…(র) প্রেরণায় করিবর কুঞ্জ-ভোগ-আশে,
…র দেহ সঁপি' দেয়, আমিও তেমতি হায়,
সদেহ হৃষীকবৃন্দ কন্দর্প-উদ্দেশে।
সঁপিনু কৌতুকে হায় ভুলি' হৃষীকেশে ॥
লব-খেদ নাহি তবু কৃতকর্ম্মদোষে ॥

[৫]

(যার) প্রেরণায় পতঙ্গিনী রূপজ মোহেতে,
…কাং কৃতান্ত সম, হুতাশনে সঁপে প্রাণ,
আপ্রাণ চেষ্টায় মোরে কাল-করে দিতে
সেই অরি রাজে অই রঞ্জন-মূর্ত্তিতে ॥
ভুলাইয়া নিতে মোরে প্রেয়ের বিপথে ॥

[৬]

(যার) প্রেরণায় মকরন্দলোভে ভৃঙ্গ হায়,
…স্বগন্ধা জানিসম, মকরন্দে হ'তে লীন,
শূলরূপী পুষ্পে গিয়া আত্মসমর্পয়।
আমিও উন্মত্ত প্রেয়ঃ-গন্ধের নেশায় ॥
নাসিকার দাস হ'য়ে ভুলে নাশি কায় ॥

[৭]

(যা)র) প্রেরণায় ভ্রমে রসনার তৃপ্তি মানি',
…শ-যুক্তামিষ, গ্রহয়ে হয়ে হরিষ,
মীন কুতূহলে বৈকর্ত্তনে আহ্বানি'।
তেমতি বরিণু আমি কনক-কামিনী ॥
ভোগ-মত্ত হ'য়ে ত্যজি' মুকুন্দশিরোমণি ॥

[৮]

(যারে) যুগপৎ এবম্বিধ পঞ্চ অতিরথ,
বিপুলোদ্যমে, ডুবায়ে অজ্ঞানতমে,
অন্ধ ক'রে দেখিতে না দেয় শ্রেয়ঃপথ।
…রোত্তম তায় মার্যজ্ঞানবীদম্বিত ॥
…বাঁধি' দাসত্ব-শৃঙ্খলে কর শৃঙ্খলিত ॥

—শ্রীরামকৃষ্ণ দাস

শ্রীল স্বরূপ-দামোদর

(৩)

শ্রীবাস পণ্ডিত তখন প্রভুর নিকট বসিয়া দামোদরের কথা শ্রবণ করিতেছিলেন। শ্রীবাস লক্ষ্মীনারায়ণের সেবক, আর দামোদরের শুদ্ধ ব্রজপ্রেম। সুতরাং শ্রীবাস ও দামোদরে প্রেম-কলহ উপস্থিত হইল। শ্রীবাস হাসিয়া কহিলেন "দামোদর, শোন, আমার লক্ষ্মী ঠাকুরাণী অনন্ত ঐশ্বর্য্যের অধীশ্বরী। তোমার বৃন্দাবনে কি আছে? পুষ্প, কিসলয়, গিরিধাতু, শিখিপুচ্ছ আর গুঞ্জামালা এইত' তোমার বৃন্দাবনের সম্বল। আর আমার লক্ষ্মীর শক্তি দেখ। এত সম্পত্তি ছাড়িয়া জগন্নাথ বৃন্দাবনে গেলেন ইহাতে মনে মনে অসুখী হইয়া লক্ষ্মী দাস-দাসী-সহকারে জগন্নাথকে আনিতে গেলেন। লক্ষ্মীর দাসীগণ জগন্নাথের সেবকগণকে কত নিগ্রহই না করিলেন! অবশেষে তাঁহারা কৃতাঞ্জলিপুটে লক্ষ্মীর নিকট "কল্যই জগন্নাথকে ফিরাইয়া দিব" বলিয়া প্রতিশ্রুতি দিলে তবে লক্ষ্মীর ক্রোধের উপশম হইল। আমার লক্ষ্মীর সম্পদের অন্ত নাই। তোমার গোপীগণ দুগ্ধ আবর্ত্তন করিয়া দধি মন্থন করে, আর আমার লক্ষ্মী ঠাকুরাণী রত্ন-সিংহাসনে উপবেশন করেন।"

দামোদর হাসিয়া প্রত্যুত্তর করিলেন "শ্রীবাস, শোন, বৃন্দাবনের ঐশ্বর্য্যের কথা তুমি জান না। বৃন্দাবনের সম্পদ্-সিন্ধুর নিকট বৈকুণ্ঠের সম্পদ্ গোষ্পদ-তুল। কৃষ্ণ যেখানে ঐশ্বর্য্য পরিত্যাগ করিয়া পুষ্পাদির মাধুর্য্যে আপনাকে ধনী মনে করেন, তাহাই বৃন্দাবন-ধাম। সেখানকার ভূমি চিন্তামণিময়, ভবন চিন্তামণি-নির্ম্মিত। চিন্তামণি-রত্ন সেখানকার দাসীগণের চরণ শোভিত করে। বৃন্দাবনে চিন্তামণিময় কল্পবৃক্ষ-লতাকীর্ণ সহজসিদ্ধ বনানী বিরাজিত। অনন্ত-কোটী কামধেনু তথায় বিচরণ করিতেছে। কিন্তু মাধুর্য্য-বিচার প্রবল হওয়ায় ফল, পুষ্প, দুগ্ধ ব্যতীত কেহ ধন-রত্নাদি বাঞ্ছা করে না। সেখানকার জল অমৃত-তুল্য। সেখানে অপ্রাকৃত-কামদেব শ্রীকৃষ্ণই একমাত্র কান্ত এবং ঐশ্বর্য্যবতী লক্ষ্মীকে পরাস্ত করিয়া অনন্ত কোটী মাধুর্য্যময়ী লক্ষ্মী তথায় বিরাজমানা।"

শ্রিয়ঃ কান্তাঃ কান্তঃ পরমপুরুষঃ কল্পতরবো
দ্রুমা ভূমিশ্চিন্তামণিগণময়ী তোয়মমৃতম্।
কথা গানং নাট্যং গমনমপি বংশী প্রিয়সখী
চিদানন্দং জ্যোতিঃ পরমপি তদাস্বাদ্যমপি চ ॥
—ব্রহ্মসংহিতা, ৫।২৬

স্বরূপের বাক্য-শ্রবণে শ্রীবাস প্রভু অট্ট অট্ট হাসিতে হাসিতে নৃত্য করিতে লাগিলেন। মহাপ্রভুও আনন্দে আত্মহারা হইয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন। স্বরূপ কীর্ত্তন করিতেছেন, আর প্রভু যত শুনিতেছেন ততই আরও শুনিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিতেছেন। ভক্তগণ ক্রমে সকলেই শ্রান্ত হইয়া পড়িলেন কিন্তু প্রভুর আর বাহ্যজ্ঞান হয় না। অবশেষে স্বরূপ কৌশল করিয়া ভক্তগণের শ্রান্তির কথা প্রভুর কর্ণ-গোচর করিলে প্রভু নৃত্য সম্বরণ করিলেন।

— —

কাহারও কোন বিষয়ে দুর্ব্বলতা বা মর্য্যাদা-লঙ্ঘন আচার্য্যপ্রবর স্বরূপ গোস্বামী সহ্য করিতে পারেন না। কাহারও কিঞ্চিৎ ত্রুটি দেখিলেই কঠোর বাক্য-দণ্ডদ্বারা তাঁহাকে শাসন করেন। নীলাচলে ভগবান্-আচার্য্য প্রভুর সঙ্গী ছিলেন। তাঁহার ভ্রাতা গোপাল আচার্য্য কাশীতে বেদান্ত অধ্যয়ন করিয়া নীলাচলে ভ্রাতার নিকট আগমন করিলেন। ভগবান্-আচার্য্য ভ্রাতাকে মহাপ্রভুর শ্রীপাদপদ্মে উপনীত করিলে, প্রভু আচার্য্যের উপরোধে বাহিরে গোপালের সহিত প্রীতিপূর্ণ ব্যবহার করিলেও—গোপালের মায়াবাদে আস্থা থাকায় তাঁহার সহিত আলাপে অন্তরে সুখ পাইলেন না। একদিন ভট্টাচার্য্য স্বরূপ গোস্বামীকে কহিলেন, "আইস, আমরা সকলে গোপালের নিকট বেদান্তের ভাষ্য শ্রবণ করি।" নিখিল বৈষ্ণব-গুরু স্বরূপ গোস্বামী আচার্য্যের বাক্যে প্রেম-ক্রোধ প্রকাশ পূর্ব্বক ভর্ৎসনা করিয়া কহিলেন, "গোপালের সঙ্গে থাকিয়া তোমার বুদ্ধি-ভ্রংশ হইয়াছে, তজ্জন্য ভক্তিবিরোধী মায়াবাদপূর্ণ ভাষ্য-শ্রবণে তোমার এইরূপ স্পৃহা উপস্থিত হইয়াছে; বৈষ্ণব হইয়া যিনি শারীরক-ভাষ্য শ্রবণ করেন, 'ভগবান্ আমার নিত্য প্রভু ও আমি তাঁহার নিত্যদাস', এইরূপ সম্বন্ধ-জ্ঞান তাঁহার আর থাকে না, তিনি তখন নিজেকেই ঈশ্বর বলিয়া কল্পনা করেন। বিশেষতঃ অসৎ-সিদ্ধান্তের এতদূর প্রভাব যে, যিনি মহাভাগবত, তিনিও যদি মায়াবাদপূর্ণ শারীরক-ভাষ্য শ্রবণ করেন, তাহা হইলে তাঁহারও চিত্ত ভক্তিপথ হইতে বিচ্যুত হয়।" ভট্টাচার্য্য স্বীয় কৃষ্ণ-নিষ্ঠার শ্লাঘা-প্রকাশপূর্ব্বক কহিলেন, "আমাদের চিত্ত কৃষ্ণপাদপদ্মে দৃঢ়রূপে আরূঢ় হইয়াছে; সুতরাং মায়াবাদপূর্ণ তথ্য শ্রবণ করিলেও আমাদের চিত্ত বিচলিত হইবার সম্ভাবনা নাই।" তথাপি বৈষ্ণবশিরোমণি দামোদর ভট্টাচার্য্যের প্রস্তাব সমর্থন করিলেন না। তিনি কহিলেন,—যদিও তোমাদের কৃষ্ণনিষ্ঠ-চিত্ত শাঙ্কর-ভাষ্যাদি-শ্রবণে বিচলিত হয় না তথাপি ঐসকল ভাষ্যে "ব্রহ্ম চিৎস্বরূপ নিরাকার", "এই জগৎ মায়ামাত্র বা মিথ্যা" "জীব বস্তুতঃ নাই—কেবল অজ্ঞান-কল্পিত", "ঈশ্বরে মায়া-মুগ্ধতারূপ অজ্ঞানতাই বিদ্যমান" ইত্যাদি ভক্তিসিদ্ধান্ত-বিরোধী বিচার-সমূহ আছে। ঐসকল বিচার শ্রবণ করিলে ভক্তের অত্যন্ত দুঃখ হয়। অতএব উহা শ্রবণ করা কোন মতেই কর্ত্তব্য নহে।" ভট্টাচার্য্য স্বরূপের বাক্যের যাথার্থ্য হৃদয়ঙ্গম করিয়া লজ্জিত হইলেন। কয়েকদিবস পরে তিনি গোপালকে স্বদেশে প্রেরণ করিলেন।

———

রসাভাসযুক্ত এবং সিদ্ধান্তবিরুদ্ধ কথা প্রভুর প্রীতিকর হয় না। এইজন্য গীত, গ্রন্থ, শ্লোক প্রভৃতি যে যাহা কিছু প্রণয়ন করিয়া আনেন স্বরূপ সর্ব্বাগ্রে তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখেন। যদি সিদ্ধান্তসম্মত হয়, তবে তাহা প্রভুকে শ্রবণ করান। স্বরূপের নিকট ছাড়পত্র না পাইলে কেহ মহাপ্রভুর নিকট যাইতে পারেন না।

———

একদিন একজন বঙ্গদেশীয় কবি প্রভুর চরিত্র-অবলম্বনে একখানি নাটক প্রণয়ন করিয়া প্রভুকে শুনাইবার অভিলাষে নীলাচলে আসিলেন। ভগবান্-আচার্য্যের সহিত তাঁহার পূর্ব্ব হইতেই পরিচয় ছিল আচার্য্যের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া সেই কবি তাঁহার গৃহে অবস্থান করিলেন। আচার্য্য প্রথমে সেই নাটক শ্রবণ করিলেন, তাঁহার সহিত অনেক বৈষ্ণবও নাটক শ্রবণ করিলেন। সকলেই কহিলেন, নাটক উত্তম হইয়াছে। বৈষ্ণবগণের সমর্থন পাইয়া আচার্য্য স্বরূপের নিকট একদিন নিবেদন করিলেন—"এক কবি প্রভুর চরিত্র অবলম্বন করিয়া একখানি উত্তম নাটক লিখিয়াছেন। তুমি আগে তাহা শ্রবণ কর, যদি তোমার অভিপ্রায় হয়, তাহা হইলে তাহা প্রভুকে শ্রবণ করান যাইবে।"

কৃষ্ণতত্ত্ববিদ্‌শ্রেষ্ঠ স্বরূপ গোস্বামী আচার্য্যের প্রস্তাবে বিশেষ উৎসাহ প্রদান না করিয়া কহিলেন,—"তুমি পরম উদার, সুতরাং যে যাহা রচনা করিয়া থাকে, তাহাই শ্রবণ করিতে তোমার স্পৃহা জন্মে। ভক্তিসিদ্ধান্ত অনভিজ্ঞ কবির বাক্যে প্রায়ই রসাভাস ও সিদ্ধান্ত-বিরোধ-দোষ থাকে। রস এবং রসাভাসের তারতম্য সম্বন্ধে যাহার জ্ঞান নাই, সে কখনও ভক্তিসিদ্ধান্ত-সমুদ্র উত্তীর্ণ হইতে পারে না। যাহার ব্যাকরণ জ্ঞান নাই, অলঙ্কার প্রভৃতি শাস্ত্রে যাহার প্রবেশাধিকার হয় নাই, সে কিরূপে কৃষ্ণ-লীলা বর্ণন করিবে? বিশেষতঃ এই চৈতন্য লীলা অতীব দুর্জ্ঞেয়, যে ব্যক্তি কায়মনোবাক্যে চৈতন্যচরণ আশ্রয় করিয়াছে, কেবলমাত্র সেই ব্যক্তিই গৌরসুন্দরের প্রসাদে তাঁহার লীলা-বর্ণনে সমর্থ হইতে পারে; সিদ্ধান্তানভিজ্ঞ প্রাকৃত-বুদ্ধিবিশিষ্ট ব্যক্তি গৌরলীলা-বর্ণনে কিছুতেই সমর্থ হইতে পারে না।

স্মরণ লজ্জা কারে কৃষ্ণে আত্মসমর্পণ। কৃষ্ণ তারে করে তৎকালে আত্মসম ॥

শুদ্ধভক্তি গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। ভাষ্যসহ বিরাট্ শ্রীচৈতন্যভাগবত ৬৲
২। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২৮৲
একাদশ স্কন্ধ হইতে পাওয়া যায় ।৶০
৩। ভাষ্যসহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত
(৪র্থ সংস্করণ) ৬৲
৪। ভাগবতার্কমরীচিমালা (বাঁধা) ২৲
৫। গৌড়ীয়-গৌরব ।৶০
৬। গৌড়ীয়-সাহিত্য ।৶০
৭। ভজনরহস্য ॥০
শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও
শ্রীনবদ্বীপশতকম (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৯। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ)
ঐ (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
১০। গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি টীকাসহ)
ঐ (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
১১। গীতার কেবল মাধ্ব-ভাষ্য ॥০
১২। বৃক্তিমল্লিকা গুণসৌরভঃ সানুবাদ
(মাধ্ব) ২৲
১৩। বেদান্ততত্ত্বসার সানুবাদ
(রামানুজীয়) ॥০
১৪। জৈবধর্ম্ম ২৲
১৫। শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৬। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১৭। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ ॥৶০
ঐ (বাঁধা) ৸০
১৮। দ্বীপ-দিগ্ দর্শন ৶০
১৯। সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ) ।৶০
২০। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ॥০
ঐ (আবাঁধা) ।৶০
২১। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
২২। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৶০
২৩। গীতমালা ৴১০
২৪। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶০
২৫। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶০
২৬। নবদ্বীপ পঞ্জিকা (৪৪৭ গৌরাব্দ) ৶০
২৭। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
২৮। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা-দর্পণ ।০
২৯। শরণাগতি ৴০
৩০। গীতাবলী ৴০
৩১। চিত্রে নবদ্বীপ ১॥০
৩২। সাধনকণা ৴০
৩৩। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৴০
৩৪। নবদ্বীপশতক ৴০
৩৫। অর্থপঞ্চক ৴০
৩৬। সদাচারস্মৃতিঃ ৴০
৩৭। কল্যাণকল্পতরু (৫ম সংস্করণ) ৴১০
৩৮। অর্চ্চনকণ ৴১০
৩৯। সাধককণ্ঠমালা (বাঁধা) ।০
ঐ (আবাঁধা) ৷৴০
৪০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি
(প্রথম চারিখণ্ড) ৩৲
৪১। ব্রহ্মসংহিতা ।০
৪২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৪৩। মণিমঞ্জরী সানুবাদ ।০
৪৪। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৪৫। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ।০
৪৬। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৪৭। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
৪৮। গৌড়ীয়মঠ কি করেন ? ৴০
৪৯। ঈশোপনিষৎ (বলদেব ও মাধ্ব-
ভাষ্য এবং বিবৃতি ও অনুবাদসহ) ।০
৫০। শ্রীভুবনেশ্বর ৶০
৫১। সিদ্ধান্তদর্পণ ৶০
৫২। সাংখ্যবাণী ৴০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৫৩। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী দীপ্তয়ঃ ॥০
৫৪। সটীক-শিক্ষাদশমূলম্ ।০
৫৫। তত্ত্ব-সূত্রম ।০
৫৬। সানুবাদ-শিক্ষাষ্টকম ৶০
৫৭। গৌড়ীয়মঠস্য পরিচয়ঃ ৴০
৫৮। সারার্থদর্শনম্ ৶০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৫৯। রায় রামানন্দ ॥০
৬০। নামভজন ।০
৬১। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ডস ।৶০
৬২। লাইফ অ্যাণ্ড প্রিসেপ্টস অব
শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।০
৬৩। বৈষ্ণবীজম ।০
৬০। হোয়াট গৌড়ীয়মঠ ইজ ডুইং ৴০
৬৫। দি ভাগবত ।০
৬৬। ইরোটিক প্রিন্সিপল অ্যাণ্ড
আনরেলেয়েড ডিভোশন ।০
৬৭। ব্রহ্ম-সংহিতা ২॥০
৬৮। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (ভলুম ওয়ান) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৬৯। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ॥০
৭০। সাধন পথ ।০
৭১। কল্যাণ-কল্পতরু ৴১০
৭২। গীতাবলী ৴০
৭৩। শরণাগতি ৴০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৭৪। শরণাগতি

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

নদীয়া-প্রকাশপ্রাপ্তির স্থান

১। শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া
২। শ্রীযোগপীঠ ঐ
৩। শ্রীবাস অঙ্গন ঐ
৪। অদ্বৈত-ভবন ঐ
৫। কাজীর সমাধি পাট ঐ
৬। স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ শ্রীগোদ্রুম,
পোঃ স্বরূপগঞ্জ, নদীয়া।
৭। শ্রীভাগবত আসন কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
৮। শ্রী একায়ন মঠ গোবিন্দপুর, হাঁসখালী।
৯। দ্বাদশগোপাল পাট—পোঃ চাকদহ,
১০। শ্রীগৌর গদাধরমঠ—চাঁপাহাটী,
পোঃ সমুদ্রগড়, বৰ্দ্ধমান
১১। শ্রীমোদদ্রুমছত্র মাউগাছি, বৰ্দ্ধমান
১২। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম, আমলাযোড়া,
পোঃ রাজবাঁধ বৰ্দ্ধমান
১৩। শ্রীগৌড়ীয়মঠ বাগবাজার, কলিকাতা
১৪। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম ব্রাহ্মণপাড়া,
পোঃ মাজু, হাওড়া,
১৫। শ্রীমাধব-গৌড়ীয়মঠ,
৯০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা
১৬। শ্রীগোপালজী মঠ কমলাপুর, ঢাকা।
১৭। শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ পোঃ বালিয়াটী
১৮। শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয়মঠ ময়মনসিংহ।
১৯। শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ চিরুলিয়া,
পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর
২০। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম গোয়ালপাড়া, আসাম।
২১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ রায়পেট্টা, মাদ্রাজ।
২২। শ্রীরামানন্দগৌড়ীয় মঠ কব্বূর,
জিঃ পশ্চিম গোদাবরী
২৩। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ উড়িয়াবাজার,
পোঃ বক্সীবাজার, কটক।
২৪। শ্রীত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয় মঠ ভুবনেশ্বর।
২৫। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ স্বর্গদ্বার, পুরী।
২৬। শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ আলালনাথ
পোঃ ব্রহ্মগিরি, পুরী।
২৭। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ ডুমুরকুণ্ডা,
পোঃ চিবকুণ্ডা, মানভূম।
২৮। শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ—কাশী।
২৯। শ্রীরূপগৌড়ীয় মঠ—এলাহাবাদ।
৩০। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ পুরাণাবাজার,
সরকার ঠাকুরের কুঞ্জ, বৃন্দাবন
৩১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, নিউদিল্লী
৩২। শ্রীপরমহংসমঠ—নৈমিষারণ্য,
৩৩। শ্রীসারস্বত গৌড়ীয় মঠ—হরিদ্বার।
৩৪। শ্রীব্যাসগৌড়ীয়মঠ—কুরুক্ষেত্র, পঞ্জাব
৩৫। শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাবুলনাথ রোড,
পোঃ গ্র্যাণ্ট রোড, বোম্বে।
৩৬। লণ্ডন গৌড়ীয়মঠ, ৩৯নং গ্লেডটন
গার্ডেন্স, কেনসিংটন লণ্ডন,
(এস্, ডব্লিউ—১০)।
৩৭। অমরি গৌড়ীয়মঠ—মেদিনীপুর
৩৮। সরভোগ গৌড়ীয় মঠ—সরভোগ,
কামরূপ, আসাম,

শুদ্ধভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী মাসিক। শ্রীধাম-মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲।

২। **গৌড়ীয়**—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১॥০ টাকা মাত্র।

৩। **ভাগবত**—হিন্দি ভাষায় একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি হৃদয় বন মহারাজ সম্পাদিত ও নৈমিষারণ্য শ্রীপরমহংস মঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ১॥০ দেড় টাকা মাত্র।

৪। **পরমার্থী**—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥০ দেড় টাকা মাত্র।

৫। **কীর্ত্তন**—মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ নিমানন্দ সেবাতীর্থ বি-এজি, বি-টি, সম্পাদিত। আসাম গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম হইতে প্রকাশিত আসামী ভাষায় মাসিক। ভিক্ষা সডাক ১॥০ দেড় টাকা মাত্র

শ্রীচৈতন্যভাগবত

আদিকবি শ্রীল বৃন্দাবন দাস প্রণীত সমগ্র গ্রন্থ

গ্রন্থের মূল বোল্ড অক্ষরে এবং তন্নিম্নে বিশ্ববিশ্রুত গৌড়ীয়মঠের প্রতিষ্ঠাতা ও আচার্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের রচিত বিস্তৃত ভাষ্য উত্তম কাগজে সোষ্ঠবের সহিত মুদ্রিত হইয়াছেন। ডবল ক্রাউন আটপেজি আকারে ১০৯৬ পৃষ্ঠায় কেবল মূল ও ভাষ্য সম্পূর্ণ হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত শ্লোকসূচী, পদ্যসূচী, স্থানসূচী, পাত্রসূচী, বিষয়সূচী, শব্দসূচী প্রভৃতি বিস্তৃত সূচীপত্রেও একটী গ্রন্থ হইবে। সভাষ্য চৈতন্যভাগবতের এরূপ উৎকৃষ্ট ও অমূল্য বিরাট্ সংস্করণ জগতের কোথায়ও আজ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই, ইহা নিরপেক্ষ পাঠক মাত্রকেই একবাক্যে স্বীকার করিতে হইবে। শ্রীগৌড়ীয়মঠের উৎসব-কালে গ্রন্থের ভিক্ষা ১২৲ বারটাকা স্থলে—৫৲ পাঁচটাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীচৈতন্যমঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

কলিকাতা বাজার দর

লৌহ হার্ডওয়ার

২৭শে অক্টোবর ১৯৩৩

টাটার তৈয়ারী— প্রতি হন্দর।

লোহার কড়ি (জয়েষ্ট বা বীম)

মার্কা ৫।৶০—৫॥৵০

সে-মার্কা হাল্কা ওজন ৪।৵০—৪॥৶০

বরগা (টী-আয়রণ) ৬৵০—৬।০

এঙ্গেল আয়রণ (কোনা) ৫৸৵০---৬।৵০

গ্যালভানাইজড করগেট টীন—

২২ গেজ ৬ হইতে ১০ ফুট ১১।৵০

২৪ গেজ ,, ,, ১০৸৵০

২৬ গেজ ,, ,, ১২

২৪ গেজ আর, পি, ডি, মার্কা ১২৸৶০

২৪ গেজ গ্যাঃ প্লেন শীট— ১১।৵০

গেজ ,, ,, ১২।০

গেজ ও ৩০ গেজ ঐ— ১৩৲—১৬৲

ন ঘেরা কাঁটাতার ১০০

উণ্ড বাঃ ৮৸০

গোল পাটী ৬৲৵—৬।০

, বোল্টু (গোল) ৬৲৵—৬।০

চৌকো (চৌকা) ৬৵০—৬৲।০

ল রড ৶০—।৶০ সূতা ৫৵০---৫॥০

টানা রড-

চোকা ৶০-- ।৵০ ঐ ৫৵০—৫॥০

,, নাগুল তাল ৭৲—৭৸০

,, প্লেট—তিন সূতা মোটা

গাজ ৭।০ – ৭।০

, চাদর ৩-১৬ খানা বাণ্ডিল ৯॥৵—১০৲

গ্যাঃ তার ৮।০— ৯৲

রাং রাউণ্ড ৫৸৵—৬৲৵০

তারের পেরেক ১—৬ ইঞ্চি ৯— ৯৸০

প্যাটেণ্ট পেরেক ২—৮ ইঞ্চি ১২।০ — .৫॥০

লোহার কড়া ১ হইতে ১০ নং ২॥০ সাট

কাপাস ৪, ৫, ৬, ৭৸৵০ ৮৸৵০ ৯৸৵০ডে.

টিন পাউণ্ড ৬৲ দেঃ বিঃ ৬।৵০ ..

গ্যাঃ প্লেন বালতি ৭—১২ ইঞ্চি ২॥৵০ ৬॥৶০

ঐ রিভিট ,, ৭—১২ ইঞ্চি ২৲--৭৲ ,,

তার স্কয়ার রডের গোল ও

চাকা ৮॥০— ”

কলের লোহার সিট ১৫৲ .,

ঐ সেন্টো (কাঠের সিট) ১৮৲ ,.

লোহার স্ক্রুপ ॥—৩ ইঞ্চি / ১০--॥৶০ গ্রোস

ঐ কব্জা: ১৩ নং

॥—৪ ইঞ্চি ।১০—৸৵১০ পেঃ ডজন

তার ১৬—২২ নং

কোং) ১২৲---১৩৲ হন্দর

স্প্রিং (মটকা)

২ ইঞ্চি ।৵৫ -- ॥৶০ পীস

গ্যাঃ গাটার্সিং বা ডোঙ্গা

ইঞ্চি ।০—৸৶০ ,,

গ্যাঃ স্ক্রুপ ১॥০--২॥০ ইঞ্চি ২৩৲--২৯৲ হন্দর

গ্যাঃ ওয়াসার চাকি ১১॥০—১৩৲ ,,

গ্যাঃ বোল্ট নাট ৸—৩ ইঞ্চি

॥৵১০—১৵০ গ্রোস

ঢালাই রেলিং ৩॥০--৪॥০ হন্দর

ঐ রেন ওয়াটার পাইপ

৩ ইঞ্চি ৵১০ ৪ ৪ ইঞ্চি ।১০ ফুট

টিউব ওয়েলের জন্য গ্যাঃ

পাইপ১॥ ইঞ্চি ।৵৫ ফুট

পাম্প ৪নং ১২॥০ ৫নং ১৪৲ ৬নং ১৬৲

৬০--৮০ বাটখারা ৵১৫ সাট ২।০-২॥০ মণ

কেরোসিন

ফ্লোক্রেক প্রত্যেক বাক্স (২ টিন) ৯,৬

সুর্য্য মার্কা ,, ৬॥০

ভিক্টোরিয়া ,, ৬৲

সোণার দর

পাকা সোণা ৩০৸৴

বড়াল ৩০৸

চিনা পাত ৩২।০

রূপার দর

রূপা প্রতি ১০০ ভরি ৫৫৵০

ঐ খুচরা ৫৵০

কোম্পানীর কাগজ

৩॥০ সুদের কাগজ ৮১৶

৩॥০ নূতন ঋণ (১৯৪৭-৫০) ৯১।০

৪৲ ,, ঋণ (১৯৬০-৭০) ৯৭৲

৫৲ ,, বণ্ড (১৯৩৫ ১০৪॥৵০

ডিবেঞ্চার

৫৲ সুদের (১৯৫৬-৮৬) কলিকাতা পোর্ট-

ট্রাষ্ট ডিবে :— ১০২॥৵০

ব্যাঙ্ক

ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক (কন্ট্রা) ২৯৪॥০

সেণ্ট্রাল ঐ ২২৲

কাপড় ও সূতার কল

এলগিন মিল ৪৫৲

পাট কল

হাওড়া ৫০৲

অকল্যাণ্ড ১৯৫৲

বালী ১৬২৲

বরানগর ১৫০৲

জেবক ৩৭০৲

ভয়ট ২৪৩৲

ক্লাইভ ২৮।০

ডালহাউসী ৪০৮॥০

ডেল্টা ৪০৫৲

কৃষ্ণনগর নবদ্বীপঘাট রেলওয়ে সময়

কৃষ্ণনগর হইতে নবদ্বীপঘাট

কৃষ্ণনগর সিটি—	৬-৪৫	১০-৪৪	১৩-২২	১৭-৩৮	২০-১৬
কৃষ্ণনগর রোড —	৬-৫৬	১০-৫৫	১৩-৩৩	১৭-৪৭	২০-২৫
আমঘাটা —	৭-১৫	১১-১৩	১৩ ৫১	১৮-৩	২০-৪১
মহেশগঞ্জ—	৭-১৪	১১-২১	১৪-০	১৮-৯	২০-৪৭
নবদ্বীপঘাট —	৭-৩১	১১-৩০	১৪-৯	১৮-১৬	২০-৫৫

বিশেষ দ্রষ্টব্য—নবদ্বীপঘাট ষ্টেশন অপেক্ষা মহেশগঞ্জ ষ্টেশন হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরের দূরত্ব অনেক কম। শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে যাঁহাদিগকে রাণাঘাটে ট্রেণ বদল করিতে হয়, তাঁহারা রাণাঘাটে প্রাতঃ ৫-৫০, ৮-১৪, ৯ ৪৬, ১৬-৪৮, ১৮-৩৯ এবং ০-৩২ মিনিটের সময় গাড়ী পাইবেন।

শান্তিপুর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে শান্তিপুর ষ্টেশনে ৫-৪০, ৯-২৯, ১২-২৫, ১৬-৪ এবং ১৮-৪১ মিনিটের সময় ট্রেণ পাওয়া যায়।

নবদ্বীপঘাট হইতে কৃষ্ণনগর

নবদ্বীপ ঘাট—	৫-৩৫	৯-২৫	১২-১০	১৫-৩৪	১৮-৪৫
মহেশগঞ্জ—	৫-৪৩	৯-৩৩	১২-১৯	১৫-৪২	১৮-৫৬
আমঘাটা—	৫-৪৯	৯-৩৯	১২-২৬	১৫-৪৮	১৯-৫
কৃষ্ণনগর রোড—	৬-৫	৯-৫৫	১২-৪৩	১৬-৪	১৯-২৪
কৃষ্ণনগর সিটি—	৬-১১	১০-৩৩	১২-৫১	১৬-১২	১৯-৩৫

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে—ডাঃ কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম ভক্তিশাস্ত্রী এল. এম. এফ কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

ছাত্রের শোচনীয় মৃত্যু

সংবাদ পাওয়া গিয়াছেন, পরেশকুমার ঘোষ নামক যাদবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের চতুর্থ বার্ষিক শ্রেণীর জনৈক ছাত্র আফিং খাইয়া আত্মহত্যা করিয়াছে।

ছাত্রটী ভবানীপুর, গোবিন্দ বসু লেনে পিতামাতার সঙ্গে বাস করিত প্রকাশ, মঙ্গলবার দিন পিতামাতার সহিত বিবাদের পর ঘোষ আফিং খায় তৎক্ষণাৎ তাহাকে শম্ভুনাথ পণ্ডিত হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়, তথায় পরে তাহার মৃত্যু হইয়াছে।

শোচনীয় সংবাদ পাইয়া যাদবপুর কলেজের চতুর্থ বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্রগণ বুধবার এক শোক-সভায় গভীর শোক প্রকাশ করেন এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারের নিকট তাঁহাদের সমবেদনা জ্ঞাপন করেন।

নাক ভাঙ্গিবার জের

লোহার ডাণ্ডা দ্বারা মতীর দেসাদ নামক জনৈক ব্যক্তিকে গুরুতরভাবে আহত করিবার জন্য গত বুধবার গঙ্গাচরণ দোসাদ নামক এক ব্যক্তি শিয়ালদহের পুলিশ ম্যাজিষ্ট্রেট কর্ত্তৃক ৯ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়।

প্রকাশ যে, উভয়ের মধ্যে মতের অনৈক্য হইবার ফলে আসামী মতীরকে একটি লোহার ডাণ্ডা দ্বারা আঘাত করে। ফলে তাহার কণ্ঠার হাড় ভাঙ্গিয়া যায় এবং ডান নাসিকা ভাঙ্গিয়া বাম দিকে সরিয়া যায়।

প্রেসিডেন্টের মিথ্যা রিপোর্ট হইতে অব্যাহতি

চণ্ডীতলার পুলিশ, জনাই ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেণ্ট বাবু কৃষ্ণলাল মুখোপাধ্যায়, ভাইস প্রেসিডেণ্ট বাবু [illegible]দাস বন্দ্যোপাধ্যায় এবং শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মিত্রকে দণ্ডবিধির ১৭৬ ধারা এবং ১৯৩ ধারা অনুসারে বিচারার্থ চালান দিয়াছিল। অভিযোগের বিবরণ এই যে, একদা ব্যোমকেশের স্ত্রী পীড়িতা হন অতঃপর তাহার মৃত্যু হয় স্থানীয় ডাক্তারগণ পরীক্ষা করিয়া বলেন যে, হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হইয়া তাহার মৃত্যু হইয়াছে। জনাই ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেণ্ট ও ভাইস প্রেসিডেণ্ট এই মৃতদেহ পর্য্যবেক্ষণ করিয়া রিপোর্ট দেন যে, স্বাভাবিক মৃত্যু ঘটিয়াছে। অতঃপর তাহাদের আদেশ অনুসারে শবদাহ করা হয়, কিন্তু পুলিশ কোনসূত্রে সংবাদ পাইয়া রিপোর্ট দেয় যে, উক্ত মহিলার মৃত্যু সন্দেহজনক। অতঃপর উপরোক্ত তিন ব্যক্তিকে মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়ার অভিযোগে ম্যাজিষ্ট্রেট অভিযুক্ত করেন। ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ এন রায়ের আদালতে এই মামলার বিচার হয়। তিনি তিনজন আসামীকেই অব্যাহতি প্রদান করিয়াছেন।

বিচারাধীন এডভোকেট সর্দ্দার রঘুবীর সিং

দিল্লীর এডভোকেট সর্দ্দার রঘুবীর সিং পাতিয়ালা মামলায় বিচারাধীন বন্দী তাঁহার কৌঁশুলি ভারত সরকারের রাজনৈতিক বিভাগে এক আবেদন করার পর পাতিয়ালার দায়রা জজ উক্ত মামলার শুনানী ১১ই ডিসেম্বর পর্য্যন্ত স্থগিত রাখিবার আদেশ দিয়াছেন।

———

ইউনিয়ন বোর্ডের ফর্ম

ফর্ম সর্ব্বদা বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত থাকে। অর্ডার পাইলে আমরা প্রতি রেজেষ্টারী বহির উপরে ইউনিয়ন বোর্ডের নাম ও নং লেবেল ছাপাইয়া আটিয়া সরবরাহ করিয়া থাকি। কতকগুলি ফরমের তালিকা নিম্নে দেওয়া গেল—

আসেসমেণ্ট তালিকা

ইউনিয়ন বোর্ডের, বেঞ্চের এবং কোর্টের যাবতীয়

১ নং ফরম প্রতি শত ১৲ টাকা।

বজেট এষ্টিমেট

২নং ফরম প্রতি খানা /০ আনা, প্রতি শত ৪৲ টাকা।

ক্যাস বহি

৩ নং ফরম (আয় ব্যয়ের জমা খরচের বহি) ১০০ পৃষ্ঠার বহি ১৲

আদায়ের রেজেষ্টারী

৪ নং ফরম ১০০ পৃষ্ঠার বহি ১৲ টাকা, ২০০ পৃষ্ঠার বহি ২৲ টাকা।

দৈনিক আদায়ের রেজেষ্টারী

৫ নং ফরম ১০০ পৃষ্ঠার বহি ১৲ টাকা, ২০০ পৃষ্ঠার বহি ২৲ টাকা।

খোঁয়াড় ও খেয়াঘাটের জমার রেজেষ্টারী

৬ নং ফরম প্রতি বহি ১৲ টাকা।

মুৎফরাক্কা রসিদ

৭ নং ফরম প্রতি বহি ॥০ আনা।

অগ্রিম দেওয়া টাকার রেজেষ্টারী

৮ নং ফরম প্রতি বহি ১৲ টাকা।

মাসিক হিসাব প্রকাশের রেজেষ্টারী

৯ নং ফরম ১০০ পৃষ্ঠার বহি ১৲ টাকা, ২০০ পৃষ্ঠার বহি ২৲ টাকা।

জমি ও বন্দোবস্তের রেজেষ্টারী প্রতি বহি ১৲ টাকা।

সি ফরম দফাদার বা চৌকীদারের বেতন বিলির রেজেষ্টারী প্রতি বহি ১৲ টাকা।

ডি ফরম দফাদার বা চৌকীদারের বেতনের রেজেষ্টারী হাজিরা প্রতি বহি ১৲ টাকা।

ই ফরম দফাদার বা চৌকীদারের বেতন বিলির ফরম প্রতি কপি ১০ পয়সা, প্রতি শত ১৲ টাকা।

"জি ফরম" দণ্ড বিষয়ক কার্য্য-প্রণালী প্রতি কপি ১০ পয়সা প্রতি শত ১৲ টাকা।

আইন ফরম জারীর জন্য প্রাপ্ত পরওয়ানার রেজেষ্টারী প্রতি বহি ১৲ টাকা।

জরিমানা মুচলেকা প্রভৃতি পাওনা টাকার রেজেষ্টারী প্রতি বহি ১৲ টাকা।

প্রাপ্ত চিঠির রেজেষ্টারী—১ খানা ১৲ টাকা।

প্রেরিত চিঠির রেজেষ্টারী—১ খানা ১৲ টাকা।

পাড কাগজ—প্রত্যেকটা ৫০ আনা।

মিটিংএর নোটীশ বহি—১ খানা ॥০ আনা।

নোটিশ বহি—১ খানা ॥০ আনা

জন্মের তালিকা—প্রতি বহি ।০ আনা।

মৃত্যুর তালিকা—প্রতি বহি ।০ আনা।

নকলের দরখাস্তের রেজেষ্টারী বহি—১ খানা ১৲ টাকা।

দেওয়ানি মামলার রেজেষ্টারী বহি—১ খানা ১৲ টাকা।

প্রত্যেক প্রকার বেঞ্চ ও কোর্টের সমন পরওয়ানা প্রভৃতি শত ॥০ আনা হিসাবে পাওয়া যায়।

নিবেদক—ম্যানেজার, ভাগবত প্রেস হাইষ্ট্রীট কৃষ্ণনগর নদীয়া

ডাকের টিকানা— "শ্রীগৌরাঙ্গ" নব। নি
ভাকেন্দ্র টিকানা—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

দৈ নি ক

REG. C1544

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩৷৹
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র।

নদীয়া-প্রকাশ
THE
NADIA-PRAKASH

অগ্রিম মূল্যের হার
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸৹
মাসিক ১৲
নগদ
প্রতি সংখ্যা ৴৫

ভারতের সর্বত্র বহুল-প্রচারিত নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৮ম খণ্ড । সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বেদান্তবাচস্পতি ২১৪শ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর— ২৯শে কার্ত্তিক বুধবার ১৩৪০, ১৫ই নভেম্বর ১৯৩৩

পলাতক ধরিবার জন্য পুরস্কার ঘোষণা

অমৃতসরের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডে দণ্ডিত বন্দী ফেরোজেদ্দীন গত ২৭শে সেপ্টেম্বর গুরুদাসপুর জিলা জেল হইতে পলায়ন করে। তাহাকে ধরিবার বা তাহার সম্বন্ধে কোন সঠিক সংবাদ দিবার জন্য পাঞ্জাব সরকার পাঁচশত টাকা পুরস্কার ঘোষণা করিয়াছেন।

স্মরণ থাকিতে পারে, গত ২০শে এপ্রিল (১৯৩৩) তারিখে ফেরোজেদ্দীন পোর্ট ব্লেয়ার হইতে পলায়ন করে। তাহাকে এক হত্যাপরাধে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডে দণ্ডিত করিয়া পোর্ট ব্লেয়ারে পাঠান হইয়াছিল। সে তথা হইতে উক্ত তারিখে প্রথম পলায়ন করে এবং গুরুদাসপুর জেলায় ধৃত হয়। ঐ সময় বিচারাধীন অবস্থায় থাকা কালে সে দ্বিতীয়বার পলায়ন করে।

ফিরোজ নাকি বলিয়াছে যে, চীফ জাষ্টিস স্যার সাদিলাল এবং অমৃতসরের কুখ্যাত বিজলীকে হত্যা করিবার জন্যই সে আন্দামান হইতে পলায়ন করিয়াছে।

হীরেন্দ্র বাবুর প্রমাণাভাবে মুক্তি

ভয় দেখাইয়া স্যার রাজেন্দ্র নাথ মুখুয্যের নিকট হইতে টাকা আদায় করার চেষ্টার অভিযোগে ময়মনসিংহের উকিল শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্র লাল ভট্টাচার্য্যকে গত ২৮শে অক্টোবর রাত্রি ১২টার সময় ময়মনসিংহ সূর্য্যকান্ত হাঁসপাতাল হইতে গ্রেপ্তার করিয়া কলিকাতায় আনা হয়। দুই তারিখ পুলিশ তদন্ত সাপেক্ষে আদেশের পর ১০ই নবেম্বর শুক্রবার দিন অতিরিক্ত প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ জে, কে, বিশ্বাস তাঁহার বিরুদ্ধে কোন প্রমাণ না থাকায় তাঁহাকে মুক্তি দিয়াছেন।

স্মরণ থাকিতে পারে, হীরেণ বাবুকে তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার মৃত্যুশয্যার পাশ হইতে গ্রেপ্তার করা হইয়াছিল। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা অশ্বিনী ভট্টাচার্য্য অস্ত্র প্রচারের অস্ত্রোপচারের ফলে ২৯শে অক্টোবর রবিবার সূর্য্যকান্ত হাঁসপাতালে মারা গিয়াছেন। হীরেণ বাবুর কনিষ্ঠ ভ্রাতা রাজবন্দী হিতেন্দ্র লাল ভট্টাচার্য্য বহরমপুর হাঁসপাতালে এপেণ্ডিসাইটিসে পীড়িত আছেন।

সন্দেহে গ্রেপ্তার

গোয়েন্দা পুলিশের সাহায্যে কোতোয়ালী পুলিশ কদম খাঁ অঞ্চলে শিবপ্রসাদ নামক এক ব্যক্তির বাড়ীতে খানাতল্লাস করিয়া একখানা কুঠার ও একটি ছোরা পাইয়াছে শিউপ্রসাদ, যমুনা এবং কুকুরের (সিন্ধু) তারাচাঁদ প্রত্যহ সন্দেহজনক ভাবে সোনপুর মেলায় গিয়া সন্ধ্যাবেলা ফিরিয়া আসিতে শিউপ্রসাদ পলাতক হয় কিন্তু অপর দুই ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

মার্কিন গুপ্তচর নিহত

গত ৬ই নবেম্বর অমৃতসর হইতে সংবাদ আসিয়াছে যে, মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের গদর পার্টি কর্ত্তৃক ক্যালিফোর্ণিয়ায় নন্দ সিংহ নামক একজন ভারতীয় নিহত হইয়াছে। প্রকাশ যে, তাহাকে চারটি গুলী করা হয়। এবং ঘটনাস্থলেই সে মারা যায়। তাহার সাত মাসের একটি শিশু সন্তান নিকটেই ঘুমাইতেছিল, তাহার শরীরে কোনও আঘাত লাগে নাই। প্রকাশ যে, সে মার্কিণ কর্ত্তৃপক্ষের একজন গুপ্তচর ছিল।

লক্ষ্ণৌ ইউনিভারসিটি ইউনিয়নের প্রেসিডেন্ট

প্রকাশ, লক্ষ্ণৌ ইউনিভারসিটি ইউনিয়নের প্রেসিডেন্ট মিঃ আর, এস, পাস্তকে ইউনিভারসিটি হইতে অপসারিত করা হইয়াছে। ইউনিয়নের নিয়মাবলি সংশোধনের জন্য ভাইস চ্যান্সেলার কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির সহিত পরামর্শ না করিয়াই এক কমিটি নিয়োগ করায় মিঃ পান্থ উক্ত কার্য্যের সমালোচনা করেন। সম্ভবত এই কারণেই তাহাকে বিতাড়িত করা হইয়াছে।

গ্রেপ্তার

গত ৪ঠা নবেম্বর শ্রীযুত রামনলিনী চক্রবর্ত্তীর বাড়ী হইতে অভয় আশ্রমের কর্ম্মী শ্রীযুত জগদীশচন্দ্র পালিত ও শ্রীযুত আশুতোষ মাইতিকে পুলিশ গ্রেপ্তার করিয়া থানায় লইয়া যায়। তথায় অনুসন্ধানের ফলে তাঁহাদের কাছে কতকগুলি আপত্তিজনক বিজ্ঞাপন পাওয়া গিয়াছে বলিয়া প্রকাশ। তাঁহারা বিষ্ণুপুর মহকুমায় আইন অমান্য আন্দোলন চালাইবার জন্য সবে মাত্র ৩রা নবেম্বর তারিখে কলিকাতা হইতে বিষ্ণুপুরে আসিয়া পৌঁছিয়াছিলেন। তাঁহাদিগকে বিষ্ণুপুর হাজতে আটক করিয়া রাখা হইয়াছে।

বগুড়ায় খানাতল্লাসী ও গ্রেপ্তার

শিক্ষাতত্ত্ব শ্রীযুত বঙ্কুবিহারী সান্ন্যালের পুত্র শ্রীযুত বসন্তকুমার সান্ন্যালকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। তাহার বাড়ীতে খানাতল্লাস করিয়া একখানি ছোরা ও একটী নোটবুক পাওয়া গিয়াছে। প্রকাশ ডিনী ষ্টেশনে ডাকাতি সম্পর্কে আসামীকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

নৃশংস হত্যাকাণ্ড

হায়দ্রাবাদের এক সংবাদপত্রে নিজাম রাজ্যের ভানামল্লার নিকটবর্ত্তী ইয়াল্লাপালেয়মের গ্রামবাসিগণ কর্ত্তৃক এক প্রতিহিংসামূলক হত্যাকাণ্ড সাধিত হইয়াছে বলিয়া প্রকাশিত হইয়াছে। উহাতে ৫ ব্যক্তিকে আগুনে পুড়াইয়া মারা হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ উক্তসংবাদে জানা যায়, আক্রান্ত ব্যক্তিগণ পাঁচ ভাই; তাহারা কোন অজ্ঞাত কারণে অপরাপর গ্রামবাসিগণের অপ্রীতিভাজন হইয়া পড়ে একদিন রাত্রিতে তাহারা যখন ঘুমাইতেছিল, তখন কয়েক ব্যক্তি তাহাদের কুটীর ঘেরাও করিয়া উহাতে খড় ও অন্যান্য জ্বালানী কাষ্ঠ চাপাইয়া অগ্নি সংযোগ করে। আক্রান্ত ব্যক্তিগণ অগ্নিকুণ্ড হইতে পলাইবার চেষ্টা করিলে তাহাদিগকে লাঠির দ্বারা পিটাইয়া প্রতিহত করা হয়; ফলে তাহারা সকলেই আগুনে পুড়িয়া মারা যায়। উক্ত সংবাদ পাইবামাত্র পুলিশ সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট ঘটনাস্থলে উপস্থিত হন এবং তদন্তের পর উক্ত ঘটনা সম্পর্কে কয়েক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করেন।

হাওড়া পুল সংস্কার

হাওড়া পুলের নীচের দিকের কাঠগুলি নরম হওয়া যাওয়ায় কলিকাতা পোর্ট কমিশনার অনুমান করিতেছেন যে, এই কাঠের পরিবর্ত্তে নূতন কাঠ দিতে হইলে অনুমান দেড় লক্ষ টাকা ব্যয় পড়িবে। তদনুসারে গত মঙ্গলবার একটী টেণ্ডার আহ্বান করা হইয়াছে।

ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

২৯শে কার্ত্তিক বুধবার, ১৩৪০

ব্রিটিশ পার্লামেন্টে নিরস্ত্রীকরণ বৈঠক সম্পর্কে একটা আলোচনা হইয়া গিয়াছে। স্যার জন সাইমন হইতে আরম্ভ করিয়া কর্ণেল আমেরী, মিঃ চার্চ্চিল পর্য্যন্ত সমস্ত দলের রাজনৈতিকগণ প্রকাশ করিয়াছেন,—বর্ত্তমানে যে সঙ্কটজনক অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে, তাহার জন্য জার্ম্মানীই দায়ী। হার হিটলারের নেতৃত্বে জার্ম্মানী নিরস্ত্রীকরণ বৈঠক ও রাষ্ট্রসঙ্ঘ ত্যাগ করিয়াছে, অস্ত্র হ্রাস করিবার কোন প্রকার ন্যায়সঙ্গত প্রস্তাবেই তিনি সম্মত হন নাই। ব্রিটেন, জার্ম্মানীকে 'জাতে' তুলিবার জন্য অনেক চেষ্টা করিয়াছেন নিজেরা অস্ত্রহ্রাস করিয়া শান্তির পথ প্রদর্শন করিয়াছেন কিন্তু জার্ম্মানীর হঠকারিতা ও অদূরদর্শিতার ফলে সে সমস্তই ব্যর্থ হইয়া গেল। অবশ্য গ্রেট ব্রিটেন তাহাতে নিরাশ হইবেন না। তাঁহারা শেষ পর্য্যন্ত পৃথিবীতে শান্তি ও মৈত্রী স্থাপনের জন্য চেষ্টা করিবেনই।

মিঃ লয়েড জর্জ্জ তাহাদের বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া বলিয়াছেন, কেবল জার্ম্মানীর ঘাড়ে সমস্ত দোষ চাপাইয়া নিজেরা সাধু সাজিবার চেষ্টা নিষ্ফল। লোকার্ণো সন্ধির পর হইতেই ইউরোপ ও আমেরিকার অধিকাংশ রাষ্ট্র নিজেদের সৈন্য সামন্ত ও রণসম্ভার ক্রমাগত বৃদ্ধি করিতেছেন। ফ্রান্সের কামান ও বোমারু এবং প্লেনের সংখ্যা শতকরা ৫০ ভাগ বাড়িয়াছে। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থাও প্রায় সেইরূপ। লোকার্ণোর পর হইতে এ পর্য্যন্ত ফ্রান্সের সামরিক বাজেট দ্বিগুণ বাড়িয়াছে। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের ব্যয় বাড়িয়াছে ৫৯ কোটি পাউণ্ড হইতে প্রায় ৭০ কোটি পাউণ্ড। সুতরাং কেবলমাত্র জার্ম্মানীকে দোষী করিলে কি হইবে? মুখে বিশ্বমৈত্রী ও শান্তির বুলি আওড়াইয়া নিরস্ত্রীকরণ বৈঠকের আয়োজন করিয়া ফল কি হইবে।

ল্যাঙ্কাসায়ারের প্রতিনিধিদের সঙ্গে বোম্বাই কলওয়ালা সমিতির পক্ষ হইতে মিঃ মোদী যে চুক্তি করিয়াছেন তাহার বিরুদ্ধে ভারতের সর্ব্বত্র প্রতিবাদ ধ্বনি উত্থিত হইয়াছে। মিঃ মোদী নিজেদের কোন সঙ্কীর্ণ স্বার্থ সিদ্ধির জন্য সমগ্র দেশের স্বার্থ অনাদর করিবেন ইহা কখনও সহ্য করা যাইতে পারে না। এলাহাবাদ স্বদেশী প্রদর্শনীর উদ্বোধন উপলক্ষে পণ্ডিত জওহরলাল এই চুক্তির তীব্র নিন্দা করিয়া বলিয়াছেন, বোম্বাইয়ের মিলমালিকগণ এই চুক্তি করিয়া কংগ্রেসের সহিত চুক্তি স্বেচ্ছায় ভঙ্গ করিয়াছেন। পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য বলেন, কাহারও আত্মীয়স্বজন যখন উপবাসী তখন অপরকে খাওয়ানো পাপ। পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য এবং পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু ল্যাঙ্কাসায়ার মোদী চুক্তি সম্বন্ধে দেশবাসীর মনোভাবেরই প্রতিধ্বনি করিয়াছেন। এখন দেখা যা'ক ভারত গবর্ণমেণ্ট এই চুক্তি সমর্থন করেন কি না।

'ট্রিবিউনের' দিল্লীর সংবাদদাতা নাকি লিখিয়াছেন যে, ভারত গবর্ণমেণ্টের দপ্তর হইতে উচ্চ শ্রেণীর সার্ভিসের (সিভিল সার্ভিস ইত্যাদি) নিয়মকানুন সংশোধনের জন্য একটা চেষ্টা হইতেছে। সংশোধনের উদ্দেশ্য, সংখ্যা লঘিষ্ঠ সম্প্রদায়গুলির জন্য ঐ সব সার্ভিসের কিয়দংশ "রিজার্ভ" রাখা। বর্ত্তমানে প্রধানতঃ প্রতিযোগিতা পরীক্ষার দ্বারাই ঐ সব কাজে লোক নেওয়া হয়। কিন্তু প্রস্তাবিত নূতন নিয়মে ভারতবাসীদিগকে যত গুলি পদ দেওয়া হইবে, তাহার শতকরা সাড়ে তেত্রিশ ভাগ সংখ্যা লঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের জন্য সুরক্ষিত থাকিবে। উপরন্তু সংখ্যা-লঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের লোকেরা অন্য সকলের সঙ্গে সাধারণ ভাবে প্রতিযোগিতা পরীক্ষাতেও যোগ দিতে পারিবেন। শতকরা সাড়ে তেত্রিশটী "রিজার্ভ" পদের মধ্যে মুসলমানদের জন্য থাকিবে ২৫টী ৬টী থাকিবে এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান ও প্রবাসী ইউরোপীয়দের জন্য এবং অবশিষ্ট সাড়ে দুইটী শিখ ভারতীয় খৃষ্টান ও অন্য সংখ্যা লঘিষ্ঠদের ভাগে পড়িবে প্রকাশ, স্যার ফজলী হোসেন এবং হোমমেম্বার উভয়ে মিলিয়া এই নূতন ধরণের সাম্প্রদায়িক ভাগ বাঁটোয়ার ব্যবস্থা প্রণয়নে নিযুক্ত আছেন। গুণগ্রাহিতা কি তবে গঙ্গার জলে বিসর্জ্জন প্রাপ্ত হইবে?

হামবার্গস্থ ভারতীয় ট্রেড কমিশনার ১৯৩২-৩৩ সালের যে রিপোর্ট প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে দেখা যাইতেছে যে, ইউরোপের অধিকাংশ দেশের সহিত ভারতের রপ্তানি বাণিজ্য অস্বাভাবিকরূপে হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়াছে। জার্ম্মানীতে ভারতের পাট ও তুলার রপ্তানি কমিয়া গিয়াছে ঐ দেশে ভারতীয় চায়ের রপ্তানি ও কমিয়াছে। উত্তর ইউরোপের অধিকাংশ দেশে ভারতীয় চাউলের রপ্তানি হ্রাস পাইয়াছে। ভারত হইতে চামড়া কাঠ, লোহা প্রভৃতির রপ্তানিও হ্রাস পাইয়াছে। জগতব্যাপী অর্থনৈতিক দুর্গতির উপর উহার সমস্ত দায়িত্ব চাপাইয়া দিয়া নিশ্চিন্ত হইলে চলিবে কি?

মিঃ প্যাটেলের শব শোভাযাত্রা

স্বর্গীয় বিঠলভাই প্যাটেলের প্রতি শেষ অর্ঘ্য প্রদান করিবার জন্য বোম্বাইয়ের অধিবাসীগণ গত ১০ই নভেম্বর দলে দলে সহরে আসিয়া সমবেত হইয়াছেন। রাত্রি প্রভাত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই ট্রাম ও ট্রেণ শত সহস্র লোক সহরে প্রবেশ করে। বেলা বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে জনতাও বাড়িতে থাকে।

অতি প্রত্যুষে আন্দাজ ৬টার সময় জি টি হাঁসপাতাল হইতে স্বর্গীয় প্যাটেলের শবাধারটি বেলার্ড এষ্টেটস্থিত এসিয়ান বিল্ডিংসে স্থানান্তরিত করা হয়। পাতিদারগণের চিরাচরিত প্রথানুসারে এই সময় সকলেই সম্পূর্ণ মৌন ছিলেন। বেলা আন্দাজ ৭।১৫ মিনিটের সময় এসিয়ান বিল্ডিংস হইতে একটি মিছিল বাহির হয়, মিছিল বাহির হইবার পূর্ব্বে বেলার্ড এষ্টেটে মাত্র এক হাজার লোককে সমবেত হইতে দেওয়া হইয়াছিল, এতদপেক্ষা বেশী লোককে তথায় যাইতে দেওয়া হয় নাই। পত্র পুষ্পাদি দ্বারা সুসজ্জিত করিয়া স্বর্গীয় বিঠলভাই প্যাটেলের শবাধারটি একখানি খোলা মোটর লরীর উপর রাখা হয়। এই লরীর চালকের সম্মুখে বিঠলভাইয়ের একখানি প্রকাণ্ড চিত্র স্থাপন করা হইয়াছিল, উহার পশ্চাতে শোকযাত্রীরা নগ্নপদে এবং অনাবৃত মস্তকে সারি বাঁধিয়া অগ্রসর হন। এক এক সারিতে ছয় জন ছিলেন এবং শোভাযাত্রীরা সকলেই সাদা খদ্দরের পোষাক পরিয়াছিলেন।

শোভাযাত্রীদের পশ্চাতে লাঠিধারী পুলিশ ফৌজ ছিল। পাছে কোন প্রকার দুর্ঘটনা ঘটে এই আশঙ্কায় এম্বুলেন্স গাড়ীও সঙ্গে রাখা হইয়াছিল। শোকযাত্রীর পথে সকলপ্রকার যানবাহন চলাচল বন্ধ ছিল।

সকাল ৮।১৫ মিনিটের সময় বিরাট শোকযাত্রাটি বোম্বাই কর্পোরেশনের আফিসের সম্মুখে উপস্থিত হয়। তথায় অল্প সময়ের জন্য মিছিল থামাইয়া স্বর্গীয় প্যাটেলের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়। কর্পোরেশনের পক্ষ হইতে মেয়র ডাঃ যান্দে শবাধারের উপর একগাছি পুষ্পমালা অর্পণ করেন। অন্যান্য কয়েকটি সমিতির পক্ষ হইতেও এরূপভাবে সম্মান প্রদর্শন করা হয়।

সমস্ত বাজার, কতিপয় অফিস এবং দোকান বন্ধ রাখা হইয়াছে। শোকযাত্রাটি কালবাদেবী রোড ও গিরগাঁও রোডে পৌঁছিলে জনতা বহুল পরিমাণে বর্দ্ধিত হইয়াছিল।

স্বর্গীয় বিঠলভাইয়ের শব লইয়া মিছিল বেলা সাড়ে এগারটার সময় শ্মশান ক্ষেত্রে উপস্থিত হয়। এক ঘণ্টার মধ্যেই শবাধার উন্মুক্ত করা হয়। শবটি অবিকৃত অবস্থায় ছিল। প্রথমে মৃতদেহকে গঙ্গাজলে সিঞ্চন করিয়া উহাতে চন্দন ও [illegible] অনুলিপ্ত করা হয়, অতঃপর মথুরা হইতে আনীত তুলসী মালা গলায় পরাইয়া দেওয়া হয় এবং একখানা শ্রীমদ্ভাগবত গীতা শয্যাপার্শ্বে রক্ষা করা হয়।

যতক্ষণ এই সকল অনুষ্ঠান হইতেছিল, ততক্ষণ নেতৃবর্গ শ্রদ্ধাপ্লুত হৃদয়ে নীরবে পার্শ্বদেশে দণ্ডায়মান ছিলেন। একদিকে চিতা রচিত হইতেছিল। অপর দিকে দর্শনার্থীরা দলে দলে পরলোকগত নেতাকে শেষ বার দেখিয়া যাইতেছিল।

বেলা চারিটার সময় সৎকার আরম্ভ হয়।

নিখিল বঙ্গীয় আয়ুর্ব্বেদ সম্মেলন

গত ২০শে কার্ত্তিক শনিবার নিখিল বঙ্গীয় আয়ুর্ব্বেদ-সম্মেলনের অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি মহামহোপাধ্যায় কবিরাজ শ্রীযুক্ত গণনাথ সেন সরস্বতী মহাশয়ের সভাপতিত্বে উক্ত সমিতির একটা সাধারণ সভা হয়। সভার প্রারম্ভে সভাপতি মহাশয় শারিরীক অসুস্থতার জন্য এতদিন সভায় উপস্থিত হইতে না পারায় দুঃখ প্রকাশ করেন এবং যাহাতে সম্মেলনের ও প্রদর্শনীর কার্য্য সুচারু রূপে সম্পন্ন হয় তাহার জন্য সকলকে সমবেত চেষ্টা করিতে অনুরোধ করেন। কবিরাজ শ্রীযুক্ত দীননাথ সেন মহাশয়ের প্রস্তাবে ও কবিরাজ শ্রীযুক্ত [illegible]চরণ সাংখ্যদর্শনতীর্থ মহাশয়ের সমর্থনে ও সর্ব্বসম্মতিক্রমে স্থির হয় যে, কর্ত্তৃপক্ষের অনুমতি পাইলে আগামী ১১ই, ১২ই ও ১৩ই পৌষ সিনেট হলে সম্মেলন ও ১০ই পৌষ হইতে এক সপ্তাহ কাল সংস্কৃত-কলেজ-প্রাঙ্গনে প্রদর্শনী খোলা হইবে। কবিরাজ শ্রীযুক্ত বিমলানন্দ তর্কতীর্থ মহাশয়ের প্রস্তাবে, শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন রায় চৌধুরী মহাশয়ের সমর্থনে ও সর্ব্বসম্মতিক্রমে স্থির হয় যে অভ্যর্থনা সমিতির যে সভায় কার্য্যকরী সমিতি গঠিত হয় সেই সময় হইতে বর্ত্তমানে অভ্যর্থনা সমিতির সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় পূর্ব্ব নির্দ্ধারিত সংখ্যানুযায়ী আরও পনের জন সভ্য লইয়া কার্য্যকরী সমিতিকে পরিপুষ্ট ও অধিক প্রতিনিধিমূলক করা হইবে। সভাপতি মহাশয়ের অভিপ্রায়ানুসারে কবিরাজ শ্রীযুক্ত যুগলকিশোর সেন মহাশয়ের প্রস্তাবে আরও স্থির হয় যে, আবশ্যক হইলে ভবিষ্যতে নিয়মাবলী পরিবর্ত্তন করিয়া আরও অধিক সংখ্যক সভ্য কার্য্যকরী সমিতিতে লওয়া হইবে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক
— পারমার্থিক পত্র —
শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশ
তনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনম্,
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং
প্রেমা পুমর্থো মহান্,
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং
তত্রাদরো নঃ পরঃ॥

৮ম বর্ষ } ১৩ কেশব গৌরাব্দ ৪৪৭, ২৯শে কার্ত্তিক বঙ্গাব্দ ১৩৪০, ১৫ই নভেম্বর ইং ১৯৩৩, বুধবার { ২১৪তম সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

আচার্য্য শ্রীপাদ রাধাচরণ গোস্বামী ভক্তিরত্ন মহোদয় গত ১৬ই কার্ত্তিক রাস-যাত্রা-সম্বন্ধে যে বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন, তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল।

১। "রস" দ্বিবিধ—গৌণ ও মুখ্য।

২। গৌণ,—বীর, করুণ, অদ্ভুত, হাস্য, ভয়ানক, বীভৎস, রৌদ্র প্রভৃতি; ঐ পদার্থ-বিজ্ঞানে—অম্ল, মধুর, কষায়, তিক্ত, কটু ও লবণ এই ৬টী।

৩। মুখ্য শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর—৫টী। পারমার্থিক জগতে ইহার উপাদেয়তার পূর্ণত্ব-রাসে। জড়জগতে উহার হেয়ত্ব—আত্মেন্দ্রিয়-তোষণ কামে।

৪। রাস="রস" (শব্দ করা + ঘঞ্।

৫। পারমার্থিক শান্তরসে নিষ্ঠা—কৃষ্ণে সুদৃঢ় বিশ্বাস।

৬। কৃষ্ণ-নিষ্ঠা হইতে স্বরূপোপলব্ধি। সম্বন্ধ জ্ঞান-তৎপর দাস্য বা সাধনভক্তি অভিধা বৃত্তির কার্য্য।

৭। কৃষ্ণনিষ্ঠার অর্থাৎ শান্ততা-লাভের অভাবে শ্রবণ-কীর্ত্তনে উদাসীন থাকিয়া যত ভজনের চেষ্টা সব পৌত্তলিকতা বা প্রাকৃত দেহমনের অনুশীলন মাত্র।

৮। শ্রবণ-দ্বারা শব্দব্রহ্মের কৃপা লাভ হইলে ভগবদ্বিশ্বাস বা শান্ততার উদয় হয়।

৯। শান্তভক্ত শুদ্ধ-কৃষ্ণভজন-পরায়ণ।

১০। যাবতীয় রসের উপাদেয়ত্ব মধুর রসে বিদ্যমান।

১১। সেই মধুর-রসে কৃষ্ণ-প্রেমই আস্বাদ্য বস্তু।

১২। শ্রীমতী রাধিকা ও তদনুগ যাবতীয় ভক্তের ভোক্তা একমাত্র কৃষ্ণ।

১৩। কৃষ্ণ-ভাব-অনুসরণে ভক্তের জীবন সার্থক হয়, সুতরাং ভক্ত-ভাবই সাধকের অনুসরণীয়।

১৪। স্ত্রী ও পুরুষগত জড়াভিমান না গেলে গোপী-অনুগত-ভজনে রাগমার্গে কৃষ্ণ প্রেমাস্বাদনের অধিকার নাই।

১৫। কৃষ্ণ সমস্ত ভক্তগণের ভোক্তা, এমন কি স্বীয় রসেরও ভোক্তা। তদীয় রসের আস্বাদন তিনিই অবগত আছেন।

১৬। রাস বা রাধাগোবিন্দ-লীলা শুধু মহাভাবের বিহার-মাত্র; ভক্ত ও ভগবানের নৃত্যোৎসব।

১৭। উহাতে প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের ন্যায় প্রাকৃত কোন ক্রিয়া নাই।

১৮। জগৎ-সৃষ্টির উপাদান-মাত্র প্রাকৃত ইন্দ্রিয়বর্গ।

১৯। রাসলীলা শুধু শ্রীরাধামদন-মোহনের নৃত্যোৎসব।

(ভক্তিরত্নাকর)

২০। কলিতে গৌরলীলায়, দ্বাপরের ও অন্যান্য যুগের গোপীগণ পুরুষদেহ ধারণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যের সঙ্গে সংকীর্ত্তনে নৃত্য করিতেছেন।

(গৌরগণোদ্দেশ-দীপিকা)

২১। গৌরলীলার সূত্র ও গৌণ-মুখ্য কারণ-নির্দ্দেশ। কৃষ্ণই—গৌরসুন্দররূপে অবতীর্ণ (শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ও চৈতন্য-ভাগবত প্রমাণ)

২২। কলিতে কৃষ্ণ-সংকীর্ত্তনে চিত্ত শোধন হইতে মধুর-রসাশ্রয় পর্য্যন্ত লাভ।

(শিক্ষাষ্টক)

২৩। শ্রীচৈতন্যদেবের আচার-প্রচারে উদাসীন থাকিয়া রাস আলোচনা নিজেন্দ্রিয়-তোষণ মাত্র।

২৪। সাধুসঙ্গে শ্রবণকীর্ত্তনরূপ শুদ্ধ-ভক্তির অনুশীলন দ্বারা রাসের বাস্তব তাৎপর্য্য অবগত হওয়া যায়।

২৫। কলিতে তারকব্রহ্ম মহামন্ত্র নাম শুদ্ধভক্তের আনুগত্যে কীর্ত্তনই ভক্ত ও ভগবানের মিলনরূপ রাস।

২৬ একমাত্র শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যমহাপ্রভুই রাসের তাৎপর্য্য অন্তরঙ্গ ভক্তকে জানান।

(চৈতন্যচরিতামৃত ও চৈতন্যচন্দ্রামৃত)

২৭। প্রায় তিনশত বৎসরাবধি প্রাকৃত ভক্তাভিমানিদিগের কবলে রাসলীলাটী বিকৃত আকার ধারণ করায় বর্ত্তমান যুগাচার্য্য-প্রবর ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল প্রভুপাদ শুদ্ধ-রাসলীলার অনুশীলন কৃষ্ণ-সংকীর্ত্তন শুদ্ধভাবে প্রকট করিয়াছেন।

২৮। যাঁহারা এই অতিমর্ত্ত্য আচার্য্য-বর্য্যের আচারপ্রচারময় শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তবাণী-পতাকার ছায়ায় আশ্রয় না লইয়া বিবিধ-প্রকার সাধন ভজনের প্রয়াস বা রাসলীলার অনুশীলন করিতে যাইবেন, তাঁহারা প্রাকৃত-ভক্ত নামে খ্যাত থাকিবেন সন্দেহ নাই। যেমন মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের প্রচার গ্রহণ না করিয়া তৎকালে অনেকেই বঞ্চিত ছিলেন। (চন্দ্রামৃত)

বক্তৃতান্তে নদীয়া-প্রকাশ পাঠান্তে বক্তা সমাগত সকলকেই আহ্বান করেন—আসুন সকলে মিলিয়া শুদ্ধভক্তিদাতা আচার্য্যদেবের শ্রীচরণাশ্রয়ে শুদ্ধহরিকীর্ত্তনে মানব-জন্ম ধন্য করি। মহামন্ত্র-কীর্ত্তনান্তে রাত্রি ১০ ঘটিকার সময় সভা ভঙ্গ হয়, প্রায় তিন শতাধিক বিশিষ্ট ব্যক্তি সভায় উপস্থিত ছিলেন।

গত ১৬ই কার্ত্তিক (১৩৪০) বৃহস্পতিবার চাতুর্ম্মাস্যব্রত ও ঊর্জ্জাব্রত সমাপ্তি-দিবস ঢাকা জেলার অন্তর্গত বালিয়াটীস্থ শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গমঠে শ্রীপাদ নিম্বার্কাচার্য্য প্রভু ও শ্রীসুন্দরানন্দঠাকুরের তিরোভাবোপলক্ষে মহা-মহোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। এতদুপলক্ষে শ্রীমঠে পাঠ, কীর্ত্তন ও ভক্তসম্মেলনাদি বিবিধ ভক্ত্যঙ্গসকল অনুষ্ঠিত হইয়াছিল এবং সমাগত বহু ব্যক্তিকে চতুর্ব্বিধ-রসসমন্বিত বিচিত্রতাপূর্ণ মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হইয়াছিল। এই উৎসবে বালিয়াটী নিবাসী পরম-ভক্তিমতী শ্রীযুক্তা জ্ঞানদাসুন্দরী দাসী মহোদয়া আংশিকভাবে আনুকূল্য করিয়া ভক্ত্যুন্মুখী সুকৃতি সঞ্চয় করিয়াছেন।

উক্ত দিবস সন্ধ্যায় মঠরক্ষক শ্রীপাদ অনাদিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রীজী বিষ্ণু-বৈষ্ণবের তিরোভাব-মহোৎসব এবং মহা-প্রসাদ প্রভৃতি বিষয়ের সুদার্শনিক ব্যাখ্যা করেন ও বার-ব্রতাদি শাস্ত্র-বিধিনিষেধ-সকল পালনের তাৎপর্য্য বর্ণন করেন।

ভক্তিশাস্ত্রীজীর বক্তৃতার সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম এই যে, বিষ্ণুবৈষ্ণবের আবির্ভাব-তিরোভাব প্রাকৃত মনুষ্যগণের জন্ম-মৃত্যুর ন্যায় নহে। কেবল সেবোন্মুখী ব্যক্তির নিকট ঐসকল তত্ত্ব স্বতঃ স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত হইয়া থাকে।

শ্রীগদাইগৌরাঙ্গমঠে প্রায়ই মহোৎসবাদি হইয়া থাকে কিন্তু তাহার মুখ্য উদ্দেশ্য ভক্ত্যঙ্গ-সকল যাজন করা, যেখানে খাওয়া-দাওয়াকে মুখ্য উদ্দেশ্য করিয়া মহোৎসবাদির অনুষ্ঠান হইয়া থাকে তাহা ইন্দ্রিয়তর্পণ মাত্র। কিন্তু শ্রীগৌড়ীয়মঠে বা শ্রীগৌড়ীয়মঠের শাখা-মঠসমূহে যে-সকল মহোৎসবাদির অনুষ্ঠান হইয়া থাকে তাহার উদ্দেশ্য কেবল ভাল দ্রব্যাদি সংগ্রহ করিয়া বন্ধুবান্ধবকে নিমন্ত্রণ করিয়া তাঁহাদের সহিত একত্রে আনন্দিত-চিত্তে জিহ্বা-ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তিসাধন করা নহে;

(অতঃপর ৫ম পৃষ্ঠার শেষ কলমে দ্রষ্টব্য)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১৩ কেশব বৃত্ত অনিরুদ্ধ

শ্রেয়োবাণী

প্রাকৃত-জগতে রজস্তমোগুণ কাম-ক্রোধ-লোভ-মোহ-মদ-মাৎসর্য্য রিপুষট্‌ককে প্রসব করিয়া সকল সদ্‌গুণ নষ্ট করে। এই গুণ-দ্বয়ের দ্বারা চালিত হইয়া ভোগের উদ্দেশ্যে যে সকল কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হয়, তাহা অচঞ্চল সত্ত্বগুণ স্থাপন করে না। সত্ত্বগুণ-প্রাবল্যে অর্থাৎ জীবের নিত্যানিত্য-বিবেক উদিত হইলে রজস্তমোগুণের বৃত্তি-সমূহ জীবকে আচ্ছন্ন করিতে পারে না। তখন শুদ্ধ নির্ম্মল জীবাত্মা দুর্গতি স্বীকার না করিয়া হরিসেবা-ময়ী অবস্থাতে অবস্থিত হ'ন।

জীবের অনর্থ নিবৃত্ত হইলে তিনি নৈষ্ঠিকী ভক্তিতে অবস্থিত হইয়া ভগবত্তত্ত্বের উপলব্ধি করেন, তখন ভক্তিযোগক্রমে তাঁহার চিত্ত শোক ও অভাবের হস্ত হইতে মুক্ত হইয়া প্রসন্নতা লাভ করে। তাই গীতা (১৮।৫৪) বলেন,—

ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।
সমঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পরাম্॥

শ্রীভগবদ্‌-গীতা (১৮।৫৫) আরও বলেন,—

ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্
যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ॥
ততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা
বিশতে তদনন্তরম্॥

—অর্থাৎ নির্গুণা ভক্তি উদিত হইলেই জীব শ্রীভগবানের স্বরূপ ও স্বভাব বিশেষ-রূপে জানিতে পারে। ভগবৎ সম্বন্ধে বস্তু-জ্ঞান হইলেই জীব ভগবৎ-সেবায় প্রবেশ করে। ইহাকেই ভগবৎসম্বন্ধীয় গুহ্য জ্ঞান বলে। ইহাকে নিষ্কাম-কর্ম্মযোগ দ্বারা বর্ণী-দিগের সন্ন্যাস-আশ্রম গ্রহণ-রূপ ব্রহ্মপ্রাপ্তি বলে। ইহারও চরম ফল,—নির্গুণ ভক্তি বা প্রেম। "বিশতে মাম্" এই শব্দ প্রয়োগ দ্বারা শুদ্ধ আত্মবিনাশরূপ দুষ্ট মুক্তির নিরাস হইয়াছে। জড় হইতে স্বরূপতঃ মুক্তি হইলে পরমচিদ্রূপ ভগবৎস্বরূপ-লাভকেই "বিশতে মাম্" শব্দ দ্বারা লক্ষ্য করা হইতেছে; সেই স্বরূপ-লাভকে "নিরুদ্ধ ভগবৎ-প্রেম লাভ" বলা যাইতে পারে।

কর্ম্মবন্ধনাদি ভোগপ্রবৃত্তি হইতে মুক্ত হইলেই সম্বন্ধজ্ঞান-বিশিষ্ট হইয়া ভগবৎ সেবাময় রাজ্যে প্রবেশ লাভ ঘটে। হরিসেবা-কার্য্যে নিরত জনগণই নিত্যানন্দধামে বাস করেন। যে-কালে নিত্য চিন্ময় ইন্দ্রিয় অপ্রা-জ্ঞান ব্রজেন্দ্রনন্দনের প্রীতিস্থাপনে নিযুক্ত হয়, তৎকালে নশ্বর ইন্দ্রিয়ের উপাধিগুলির অধিষ্ঠান দেখা যায় না। হৃষীকেশ প্রত্যেক জীবের সেবোন্মুখ ইন্দ্রিয়বৃত্তির দ্বারা নিরুপাধি সেবা গ্রহণ করেন। তদ্দ্বারা জীবের কামতৃপ্তি-ফল মাত্র লাভ হয় না। চিদিন্দ্রিয়-দ্বারা কৃষ্ণদাসের নিত্যকাল কৃষ্ণ-সেবা এবং বদ্ধজীবের ইন্দ্রিয়জ-জ্ঞানে নশ্বর স্বার্থপরতারূপ কাম, এক বৃত্তি নহে। ইন্দ্রিয় তর্পণ ও চিন্ময়-ইন্দ্রিয়-দ্বারা হরিসেবন পরস্পর সম্পূর্ণ পৃথক্ ব্যাপার। কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতিবাঞ্ছামূলে সেবকের যে নিত্যবৃত্তি-ক্রিয়া, তাহাতেই ভগবৎ-সাক্ষাৎকার। উহার সহিত বহিঃপ্রজ্ঞার প্রতিকূল সম্বন্ধ। ভগবদ্-সাক্ষাৎকারের অভাবেই বদ্ধজীবের বাহ্য দর্শন।

অনাত্মায় ঈশ্বরদর্শন-জ্ঞান বদ্ধজীবের ধর্ম্ম। মায়াবাদিগণ আত্মবস্তুতে ঈশ্বর-দর্শনের পরিবর্ত্তে মায়িক বিচিত্রতার অন্তরালে ঈশ্বরত্ব (?) দেখিয়া থাকে। নির্ব্বিশেষবাদ জীবের শেষ প্রাপ্য হইলে বৈকুণ্ঠে ঈশ্বর-দর্শনাভাব ঘটে।

হরি-পরিকরবর শ্রীগুরুপাদপদ্ম সর্ব্বদা আত্মধর্ম্মে অবস্থিত। তিনি আম্নায় পার স্পর্শে স্বয়ং আশ্রয়জাতীয় ঈশ্বরতত্ত্ব হইয়াও বিষয়জাতীয় ঈশ্বরের সেবক-অভিমান করেন। এই উপাস্য ও উপাসকের নিত্য ঈশ্বরত্বে বৈচিত্র্য-সন্দর্শনকারী ভাগ্যবান্ ব্যক্তিই পরম-শ্রেয়ঃ লাভ করেন। তাই শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ্ বলেন,—

যস্য দেবে পরা ভক্তির্যথা দেবে
তথা গুরৌ।
তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে
মহাত্মনঃ॥

শ্রীগুরুকৃপা ব্যতীত শ্রুতির অর্থ কেহই জানিতে পারেন না, কারণ আরোহবাদে বা তর্কপথে অচিন্ত্য অপ্রাকৃত ঈশ্বরভাব কখনই প্রকাশিত হয় না। শ্রৌতপথে গুরুকৃপাবলেই তাহা লভ্য। তাই কঠোপ-নিষদ্ বলেন,—

নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো,
ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন।
যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্য-
স্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনূং স্বাম্॥

শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ্ বলেন—
দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং
পরিষস্বজাতে।
তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্ত্যনশ্নন্নন্যোঽভি-
চাকশীতি॥

—সর্ব্বদা সংযুক্ত সখ্যভাবাপন্ন দুইটী পক্ষী একটী দেহরূপ বৃক্ষকে আশ্রয় করিয়া বাস করিতেছে, তাহাদের মধ্যে একজন অর্থাৎ জীব নানাবিধ স্বাদযুক্ত সুখ দুঃখ-রূপ কর্ম্মফল ভোগ করিয়া থাকে, অন্যজন অর্থাৎ পরমেশ্বর ভোগ না করিয়া সাক্ষিস্বরূপ পরি-দর্শন করেন।

শ্রুতির এই উক্তি হইতে স্পষ্টই দেখা যাইতেছে—ঈশ ও ঈশ্য, পূজনীয় বস্তু ও ভক্ত এবং তাঁহাদের নিত্য ভজনের কথা নিত্যকালই বিদ্যমান; সেই ভক্তির কথা হৃদয়ঙ্গম না হইলে কেহই পদার্থ-সংগ্রহে সমর্থ হন না। শ্রীগুরুদেব ও তাঁহার উপাস্য ভগবানে ভক্তিবিশিষ্ট ব্যক্তিই কর্ম্মফল ভোগের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পান।

গুরুকৃষ্ণকৃপা হইতেই ভক্তিলতাবীজ পাওয়া যায়, তৎকালে হৃদয়স্থিত স্থূল-সূক্ষ্ম-জগতের গ্রন্থিসমূহ ছিন্ন-ভিন্ন হয়, জীব স্বীয় ঔপাধিক মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কারের হস্ত হইতে পরিত্রাণ লাভ করেন এবং অজ্ঞান আর তাঁহাকে প্রতারিত করিতে পারে না। তৎকালে তাঁহার সকল সংশয় বিদূরিত হয় এবং কর্ম্ম-ফল-ভোগস্পৃহা ক্ষীণ হইয়া পড়ে।

বলা বাহুল্য, স্থূল-সূক্ষ্ম-উপাধিরূপ নিগড়ে আবদ্ধ থাকা পর্য্যন্ত বদ্ধজীবের জড়ভোগের অহঙ্কার নষ্ট হয় না, সংশয় ছেদন হয় না এবং কর্ম্মফলভোগের সমাপ্তিও হয় না। যে-কালে তিনি ভগবান্‌কে নিজ ঈশ বলিয়া এবং আপনাকে হরিদাস বৈষ্ণব বা কার্ষ্ণ বলিয়া জানিতে না পারেন, তৎকালাবধি তাঁহার স্থূল সূক্ষ্ম দ্বিবিধ শরীর ও তাহার ভিত্তিসমূহ তাঁহাকে বিপন্ন করিতে থাকে। ভক্তিচক্ষুদ্বারা আশ্রয়জাতীয় সেবকবেষ্টিত শ্রীশ্যামসুন্দরকে দর্শন করিলে জীবের যাবতীয় মনোমালিন্য ও হরিভজনে অযোগ্যতা দূরী-ভূত হয়। হরিসেবাবর্জ্জিত ব্যক্তিই নিজ-স্বরূপ বিস্মৃত হইয়া ভোগী বা ত্যাগী হইয়া পড়েন; কিন্তু বৈষ্ণবের দর্শনে নিত্যসেবা বর্ত্তমান।

শ্রীল স্বরূপ-দামোদর

(৪)

"কৃষ্ণসুখ-তাৎপর্য্য-রহিত প্রাকৃত কবির কাব্যে কৃষ্ণ-লীলার মাধুর্য্য কিছুই প্রকাশ পায় না। সুতরাং সেই সকল কাব্যশ্রবণে হৃদয়ে উল্লাস হয় না, পরন্তু তত্ত্বজ্ঞানচতুর সজাতীয়াশয়স্নিগ্ধ ব্যক্তির রচনাই হৃদয়ে তৃপ্তি প্রদান করিতে পারে। সুতরাং ঐসকল সিদ্ধান্ত-বিরোধী কাব্য শ্রবণ করিয়া কর্ণপীড়া উৎপাদন করিবার কোন প্রয়োজন নাই।"

স্বরূপের এতাদৃশ বাক্য শ্রবণ করা সত্ত্বেও আচার্য্য তাঁহাকে কাব্য শ্রবণ করিবার জন্য পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন। তিনি নির্ব্বন্ধ প্রকাশ অনুরোধ-উপরোধের ফলে স্বরূপ অবশেষে নাটক শুনিতে উদ্যত হইলেন। সকল ভক্তবৃন্দ সঙ্গে লইয়া স্বরূপ নাটক শ্রবণ করিতে বসিলেন। শ্রীস্বরূপই স্বরূপ নাটকের নান্দী-শ্লোক পাঠ করিবার জন্য কবিকে আদেশ দিলেন। কবি তখন নান্দী-শ্লোক পাঠ করিলেন—

"বিকচ-কমল-নেত্রে শ্রীজগন্নাথ-সংজ্ঞে
কনকরুচিরিহাত্মন্যাত্মতাং যঃ প্রপন্নঃ।
প্রকৃতিজড়মশেষং চেতয়ন্নাবিরাসীৎ
স দিশতু তব ভব্যং কৃষ্ণচৈতন্যদেবঃ॥
চৈঃ চঃ অন্ত্য, ৫।১১২,

শ্লোক শুনিয়া স্বরূপ-ব্যতীত সকলেই উহার প্রশংসা করিতে লাগিলেন। স্বরূপ তখন কবিকে ঐ শ্লোকের ব্যাখ্যা করিতে আদেশ দিলেন। তত্ত্বজ্ঞানানভিজ্ঞ কবি তখন নিজকৃত শ্লোকের এইরূপ ব্যাখ্যা করিলেন,—

* * জগন্নাথ সুন্দর শরীর।
চৈতন্য-গোসাঞি শরীরী মহাধীর॥
সহজ জড়-জগতের চেতন করাইতে।
নীলাচলে মহাপ্রভু হইয়া আবির্ভূতে॥
চৈঃ চঃ অন্ত্য ৫ম পরিচ্ছেদ।

ব্যাখ্যা শুনিয়া সকলেই আনন্দ-প্রকাশ করিলেন। কেবল জগদ্‌গুরু বৈষ্ণবাচার্য্য স্বরূপ গোস্বামী এইরূপ কুসিদ্ধান্তপর ব্যাখ্যা-শ্রবণে ক্রোধ প্রকাশপূর্ব্বক কহিলেন—"তুমি মূর্খ, তত্ত্বজ্ঞান সম্যগ্‌রূপে অবগত না হইয়াই তত্ত্ব-বর্ণনের চেষ্টা করিতে গিয়া নিজের সর্ব্বনাশ ঘটাইয়াছ। প্রকৃত-তত্ত্বে অনভিজ্ঞতা-বশতঃ তোমার দুইটী মহাপরাধ সংঘটিত হইয়াছে। প্রথমতঃ তুমি বিভু-চৈতন্য মায়াধীশ-তত্ত্ব বিষ্ণুকে মায়াধীন ও অণুচিৎ জীবের সহিত সমপর্য্যায়ভুক্ত করিয়া ফেলিয়াছ। অপ্রাকৃত লীলাময়তনু কৃষ্ণের সহিত তাঁহার অর্চ্চা-মূর্ত্তির বাস্তবিক কোন ভেদ নাই। উভয়েই পরস্পর অভিন্ন এবং পূর্ণ-চিদানন্দময় বস্তু। কিন্তু তুমি সেই পূর্ণানন্দ-চিৎস্বরূপ জগন্নাথের অর্চ্চা-বিগ্রহকে জড় নশ্বর, প্রাকৃত-জীব-দেহ বলিয়া ভ্রম করিয়াছ এবং সচ্চিদানন্দবিগ্রহ সর্ব্বকারণ-কারণ পরমেশ্বর শ্রীচৈতন্যদেবকে জড়-দেহবিশিষ্ট মায়াবদ্ধ জীব-বুদ্ধি করিয়াছ। দ্বিতীয়তঃ তোমার বিচারে ঈশ্বরের দেহ ও দেহীতে ভেদবুদ্ধি উপস্থিত হইয়াছে। বদ্ধজীবের দেহ ও দেহীতে ভেদ দেখা যায় বটে, কিন্তু অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব ব্রজেন্দ্রনন্দনে সেই-রূপ দেহ-দেহীতে ভেদ নাই। তাঁহার দেহ ও স্বরূপ অভিন্ন-চিদানন্দময়। কোথায় মহা-মহেশ্বর কৃষ্ণের পূর্ণানন্দময় ঐশ্বর্য্যবিগ্রহ, আর কোথায় ক্ষুদ্র বদ্ধজীবের মায়ার দাসত্ব। এতদুভয়ের সমতা দূরে থাউক, তুলনা করাও অসঙ্গত, অথচ তুমি সেই দুই তত্ত্বকে এক করিয়া ফেলিয়া মহাপ্রমাদ উপস্থিত করিয়াছ।"

স্বরূপের বাক্য-শ্রবণে সকলেই চমৎকৃত হইলেন। কবিও স্বরূপের অলৌকিক বিচার-

প্রলাপী-দর্শনে লজ্জিত ও বিস্মিত হইলেন। তখন পরম-কারুণিক মহাবদান্য স্বরূপ-গোস্বামী কবির প্রতি সদয় হইয়া যাহাতে তাঁহার প্রকৃত হিত হয়, তাহাই উপদেশ করিলেন—

"যাহ ভাগবত পড় বৈষ্ণবের স্থানে।
একান্ত আশ্রয় কর চৈতন্যচরণে॥
চৈতন্যের ভক্তগণের নিত্য কর সঙ্গ।
তবে জানিবা সিদ্ধান্ত-সমুদ্র-তরঙ্গ॥
(চৈঃ চঃ অন্ত্য পঞ্চম পরিচ্ছেদ)

"বৈষ্ণবের আনুগত্য স্বীকার পূর্ব্বক তাঁহার নিকট ভাগবত অধ্যয়ন কর। বৈষ্ণবের কৃপা-প্রভাবে তোমার হৃদয়ে প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞান স্ফূর্ত্তি লাভ করিবে। তখন তুমি শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্ত সম্যগ্‌ভাবে কৃষ্ণ-লীলা বর্ণন সমর্থ হইবে। এখন তোমার তত্ত্বজ্ঞানশূন্য বুদ্ধিবৃত্তিদ্বারা যাহাই বিচার করিতে যাইবে তাহাই দোষযুক্ত হইয়া পড়িবে। তোমার শ্লোকের তুমি যে ব্যাখ্যা করিয়াছ, সাধারণ-রূঢ়ি-বিচারে তাহাতে পূর্ব্বোক্ত দোষ উপস্থিত হইয়াছে। কিন্তু বিদ্বদ্রূঢ়ি-বিচারে সমস্ত শব্দই একমাত্র পরাৎপর-বস্তুকেই উদ্দেশ করে। তুমি অনভিজ্ঞতা-বশতঃ দোষযুক্ত ব্যাখ্যা করিয়াছ বটে, কিন্তু তোমার ঐ বাক্যদ্বারাই সরস্বতী কৃষ্ণের স্তুতি করিয়াছেন। একটী দৃষ্টান্ত দিতেছি, শ্রবণ কর। বিষয়মদে অন্ধ হইয়া ইন্দ্র কৃষ্ণকে নিন্দা করিতেছেন—

বাচালং বালিশং স্তব্ধং অজ্ঞং পণ্ডিতমানিনম্
কৃষ্ণং মর্ত্ত্যমুপাশ্রিত্য গোপা মে চক্রুরপ্রিয়ম্।

এই বাচাল, নির্ব্বোধ, স্তব্ধ, অজ্ঞ, পণ্ডিতম্মন্য, মরণশীল কৃষ্ণকে আশ্রয় করিয়া গোপগণ আমার অপ্রিয় সাধন করিয়াছে।

বিদ্বদ্রূঢ়ি-বিচারে ইহার অর্থ এইরূপ—
'বাচাল' কহিয়ে বেদ-প্রবর্ত্তক ধন্য।
'বালিশ' তথাপি শিশুপ্রায় গর্ব্বশূন্য॥
বন্দ্যাভাবে 'অনম্র' 'স্তব্ধ' অর্থে কয়।
যাহা হইতে বিজ্ঞ নাহি সে 'অজ্ঞ' হয়॥
পণ্ডিতের মান্য পাত্র হয় 'পণ্ডিতমানী'।
তথাপি ভক্ত-বাৎসল্য মনুষ্যাভিমানী॥
(চৈঃ চঃ অন্ত্য ৫ম প)

"আর একটী দৃষ্টান্ত দেখ, জরাসন্ধ কৃষ্ণকে কহিলেন,—'হে কৃষ্ণ, তুমি পুরুষাধম, তুমি বন্ধু-হন্তারক। তোমার সহিত আমি যুদ্ধ করিব না।' সরস্বতী জরাসন্ধের সেই বাক্যে এই প্রকারে কৃষ্ণকে স্তুতি করিলেন—

'যাহা হইতে সকল পুরুষ অধম। সেই পুরুষোত্তমই শ্রীকৃষ্ণ। সংসারে যে উন্নতি আশা করে সেই বন্ধু। মায়া বা অবিদ্যাই 'বন্ধ'। তাহাকে যিনি হনন করেন তিনি 'বন্ধ-হন্'।'

"এইরূপে তুমি তোমার রচিত শ্লোকে যে দোষ-যুক্ত ব্যাখ্যা করিয়াছ, শুদ্ধ বিচারে তাহার অর্থ এইরূপ। জগন্নাথ ও তাঁহার অর্চ্চা-বিগ্রহ উভয়ে পরস্পর অভিন্ন হইলেও এখানে তিনি দারু-ব্রহ্ম, স্থাবর-স্বরূপে বিরাজিত। জগন্নাথ-দর্শনে জীব সংসার হইতে নিস্তার পায় বটে, কিন্তু সকলে জগন্নাথ-দর্শন করিবার জন্য এখানে আসিতে সমর্থ হয় না। সেই সকল জীবের উদ্ধার-মানসে সর্ব্বশক্তিমান্ ভগবান্ আপনার নিরঙ্কুশ ইচ্ছা-শক্তি-প্রভাবে এক অদ্বয়-তত্ত্ব হইয়াও আপনাকে দুইরূপে প্রকটিত করিলেন। জগন্নাথের অর্চ্চা-বিগ্রহ স্থাবর-ব্রহ্ম। সুতরাং মহাপ্রভু জঙ্গম-ব্রহ্মরূপে অবতীর্ণ হইয়া সকল স্থানে গমন পূর্ব্বক জীবকুলকে উদ্ধার করিলেন।"

স্বরূপের কৃপা-প্রভাবে তখন সেই কবির সুকৃতির উদয় হইল। প্রাকৃত পাণ্ডিত্যের গর্ব্ব পরিত্যাগ করিয়া তিনি তখন অকিঞ্চন হইয়া মহাপ্রভুর শ্রীপাদপদ্মে শরণ গ্রহণ করিলেন।

মহাপ্রভু কঠোর সন্ন্যাস-বিধি পালন করেন। কলার শরলায় আহার করেন। কলার শরলায়ই প্রভু শয্যার কার্য্য করে। কঠিন শরলায় প্রভুর শ্রীঅঙ্গে আঘাত লাগে দেখিয়া ভক্তগণ অত্যন্ত দুঃখিত হন। কিন্তু স্বতন্ত্র-ইচ্ছাময় প্রভুর কার্য্যের উপর কেহই কোন প্রতিবাদ করিতে সাহস করেন না। অবশেষে জগদানন্দ আর সহ্য করিতে না পারিয়া একদিন একটী তুলার উপাধান প্রস্তুত করিয়া আনিয়া প্রভুকে দিবার জন্য স্বরূপকে অনুরোধ করিলেন, স্বরূপ পণ্ডিতের কথা মত বালিশটী প্রভুর শয্যায় যথা স্থানে রাখিয়া দিলেন। প্রভু শয়ন করিবার সময় বালিশ দেখিয়া অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ গোবিন্দকে ডাকিয়া, তাঁহাকে দিয়া সেই বালিশ দূর করিয়া দিলেন। স্বরূপ আর কি করেন? প্রভুকে জানাইলেন—শয্যা উপেক্ষা করিলে পণ্ডিত অত্যন্ত দুঃখ পাইবে। প্রভু নিজেকে যতি-অভিমানে কৃত্রিম ক্রোধ প্রকাশপূর্ব্বক কহিলেন—"তাহা হইলে তুমি গিয়া একখানা খাট লইয়া আইস। জগদানন্দের এখন আমাকে বিষয়-ভোগ করাইবার ইচ্ছা হইয়াছে। আমি ত্যক্ত গৃহ সন্ন্যাসী, আমার পক্ষে এই সকল বিলাস-দ্রব্য ব্যবহার করা অত্যন্ত লজ্জাকর।" প্রভু শয্যা অঙ্গীকার করিলেন না। তখন সেবাচতুর স্বরূপ এক কৌশল করিলেন। শুষ্ক কদলীপত্র নখে চিরিয়া তাহা অতি সূক্ষ্ম করিলেন এবং সেইগুলি প্রভুর বহির্ব্বাসে ভরিয়া উপাধান প্রস্তুত করিলেন। প্রভু তাহাও গ্রহণ করিতে সম্মত নহেন। অবশেষে বহু সাধ্য-সাধনার পর প্রভু তাহা অঙ্গীকার করিলেন। প্রভুর ক্লেশের লাঘব-দর্শনে ভক্তগণেরও প্রাণে একটু শান্তি আসিল। ক্রমে প্রভুর অপ্রাকৃত দিব্যোন্মাদ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। নিজেকে মহাভাব-স্বরূপা শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনী-অভিমানে প্রভু দয়িত-বিরহে কাতর হইয়া অহর্নিশ,—

"কোথা কৃষ্ণ প্রাণনাথ মুরলীবদন।
কাঁহা যাও কাঁহা পাও ব্রজেন্দ্রনন্দন॥"

—এই বলিয়া উন্মত্তের ন্যায় কৃষ্ণানুসন্ধান করিয়া ফিরিতে লাগিলেন। দিবসে কোন মতে কথঞ্চিৎ ধৈর্য্য ধারণ করিয়া থাকেন। কিন্তু রাত্রি আসিলে প্রভুর বিরহ-ক্লেশ চতুর্গুণ বর্দ্ধিত হয়। তখন বিপ্রলম্ভ-রসে অধিরূঢ়-মহাভাব-বশে উদ্‌ঘূর্ণা, চিত্র-জল্প-প্রলাপাদি দিব্যোন্মাদসমূহ প্রকাশ পাইতে থাকে। প্রভুর সেই অসহ্য যন্ত্রণায় একমাত্র রামানন্দের কৃষ্ণকথা এবং স্বরূপের গানই কথঞ্চিৎ শান্তি প্রদান করে। প্রভু তাঁহাদিগকে অভিন্ন-হৃদয়-জ্ঞানে তাঁহাদের নিকট নিজের হৃদয়ের আকুলতা ব্যক্ত করিলেন।

দ্বাদশ-বৎসরকাল ধরিয়া প্রভু এইরূপ মহা-অধিরূঢ় ভাব-বিকার প্রকাশ করেন। ঐই দ্বাদশ-বৎসর রামানন্দ ও স্বরূপই ছিলেন মহাপ্রভুর প্রধান সঙ্গী, বাহ্যজ্ঞানশূন্য মহাপ্রভু কৃষ্ণবিরহে উন্মত্ত হইয়া কখনও চটক-পর্ব্বতকে গোবর্দ্ধন-ভ্রমে তৎপ্রতি ধাবিত হইতেছেন। কখনও সমুদ্রকে যমুনা-ভ্রমে তাহাতে ঝাঁপ দিয়া পড়িতেছেন, কখনও বন দেখিয়া বৃন্দাবন ভাবিয়া তথায় ছুটিয়া যাইতেছেন, সঙ্গে সঙ্গে ছায়ার ন্যায় ফিরিতেছেন—স্বরূপ। বাহ্যজ্ঞান-রহিত প্রভু কখন কি করিয়া বসেন, এই আশঙ্কায় উৎকণ্ঠিত স্বরূপ সর্ব্বদা সতর্ক হইয়া রহিয়াছেন। আবার প্রভু যখন যে-ভাব পরিগ্রহ করিতেছেন, তখন সেই ভাবানুযায়ী কীর্ত্তন করিয়া প্রভুর বিরহ-সন্তপ্ত হৃদয়ে সান্ত্বনার প্রলেপ দিতেছেন। যাহাতে প্রভু কোথাও যাইতে না পারেন বা কোন কিছুতেই প্রভুর শ্রীঅঙ্গ আঘাতপ্রাপ্ত না হয়, তজ্জন্য দামোদরের সতর্কতার অন্ত নাই। প্রভু মানভরে ভূমিতে বসিয়া ভূমিতে অঙ্গুলি দ্বারা লিখিতে থাকেন; তখন পাছে কঠিন ভূমিতে অঙ্গুলি ঘর্ষণফলে প্রভুর হস্তে ক্ষত হয়, এই আশঙ্কায় স্বরূপ নিজ হস্ত দ্বারা প্রভুর হস্ত আচ্ছাদন করেন। রাত্রিকালে প্রভু গৃহ হইতে কোথাও চলিয়া না যান, তজ্জন্য স্বরূপ আপন ভ্রাতাকে প্রভুর গৃহে প্রহরী রাখেন। আবার এত সতর্কতা সত্ত্বেও যখন প্রভু এক এক দিন সবার অলক্ষিতে গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া চলিয়া যান, তখন স্বরূপের দেহে আর প্রাণ থাকে না। উৎকণ্ঠায় আকুল হইয়া স্বরূপ প্রভুর অন্বেষণ করিতে থাকেন। কোন দিন প্রভুকে সংজ্ঞাহীন অবস্থায়, কোন দিন বা মৃতপ্রায় অবস্থায় দেখিতে পান, দুঃখে স্বরূপের হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যাইবার উপক্রম হয়। তখন বহু আয়াস করিয়া প্রভুর কিছু বাহ্যজ্ঞান ফিরাইয়া আনেন। এইরূপে—

কৃষ্ণ-চৈতন্য যাহা করেন আস্বাদন।
সবে এক জানে তাহা স্বরূপাদি গণ॥
চৈঃ চঃ অন্ত্য ১৪।১২০

দ্বাদশ বৎসরকাল ধরিয়া অপ্রাকৃত মহা-বিপ্রলম্ভভাব প্রকাশ করিয়া মহাপ্রভু যাহা আস্বাদন করিলেন, একমাত্র স্বরূপ প্রভৃতি মহাপ্রভুর অতি প্রিয়জন এবং তাঁহাদের অনুগবর্গই তাহা জানেন। বহির্ম্মুখ জীবের তাহাতে প্রবেশাধিকার নাই।

সাময়িক প্রসঙ্গ

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

কিন্তু তাহা পঞ্চমপুরুষার্থ কৃষ্ণভক্তির প্রধানতম অঙ্গস্বরূপ প্রতিপালিত হইয়া থাকে। অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ ভক্ত্যঙ্গ কৃষ্ণকীর্ত্তন-প্রচারের ইহাই একমাত্র সেতু-স্বরূপ। অতএব শ্রীমন্মহাপ্রভুর উক্তি—

'জন্মদিনাদি মহোৎসব লঞা ভক্তগণ।'

বৈধভক্তগণের ঐসকল ব্রত-মহোৎসবাদি-অকরণে প্রত্যবায় আছে এবং তাহা একটী প্রধান সেবাপরাধ।

———

মহাপ্রসাদের অর্থ—কৃষ্ণের অধরামৃত; তাহা প্রাকৃত ডাল ভাত নহে। ভক্তগণ অপ্রাকৃত বুদ্ধিতে উহার সেবা করিয়া থাকেন। উদরপূর্ত্তির আশায় বা জিহ্বালাম্পট্যের বশবর্ত্তী হইয়া মহাপ্রসাদে ভোগবুদ্ধি করা কোনমতেই কর্ত্তব্য নহে, তাহা হইলে অপরাধ হইয়া যায়। কিন্তু পাপীষ্ঠ ব্যক্তিগণের বা স্বল্পপুণ্যবান্ ব্যক্তির এই মহাপ্রসাদে বিশ্বাস হয় না; তাই শাস্ত্র বলেন—

মহাপ্রসাদে গোবিন্দে নাম-ব্রহ্মণি বৈষ্ণবে।
স্বল্পপুণ্যবতাং রাজন্ বিশ্বাসো নৈব জায়তে॥

অনিয়ন্ত্রিত, অসংযতচিত্ত ও ইন্দ্রিয়-লম্পট ব্যক্তিগণকে সংযত ও নিয়ন্ত্রিত করিবার নিমিত্তই শাস্ত্রসমূহে ব্রতাদি-ধারণ ও বিধিনিষেধসমূহ প্রতিপালনের ব্যবস্থা, সর্ব্বক্ষণ বিষ্ণুস্মরণই একমাত্র সকল বিধিনিষেধাদির মূল তাৎপর্য্য।

পরমহংসকুল আমাদিগের ন্যায় বদ্ধজীবগণকে মুক্ত করিবার নিমিত্ত এই সকল শাস্ত্রীয় বিধি-নিষেধসকল তাঁহাদের নিজের জীবনে আচরণ করিয়া আমাদিগকে শিক্ষা দিয়া থাকেন।

———

যে সকল মূঢ় লোক শাস্ত্রের প্রকৃত তাৎপর্য্য-গ্রহণে অসমর্থ তাহারা কয়েকদিনের জন্য ব্রতনিয়মাদি ধারণ করিয়া তৎপরে পুনরায় পূর্ব্ববৎ পাপকার্য্যে লিপ্ত হইয়া যায়, তাহাতে তাহাদের ব্রতাদিধারণের প্রকৃত ফল লাভ ঘটে না; কিছু পুণ্যাদি সঞ্চয় হয় মাত্র। বৈষ্ণব ব্রতসকল যথাবিধি আচরিত হইলে শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবচরণে ক্রমশঃ ভক্তি বৃদ্ধি পাইতে থাকে, তাহাই সমগ্র বিধি-নিষেধ-পালন এবং ব্রতাদি-ধারণের চরমফল।

স্মরণ লঞা করে কৃষ্ণে আত্মসমর্পণ। কৃষ্ণ তারে করে তৎকালে আত্মসম॥

শুদ্ধভক্তি গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। ভাষ্যসহ বিরাট্ শ্রীচৈতন্যভাগবত ৫৲
২। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২৮৲
একাদশ স্কন্ধ খণ্ডে পাওয়া ।৶০
৩। ভাষ্যদ্বয়সহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত
(৪র্থ সংস্করণ) ৬৲
৪। ভাগবতার্কমরীচিমালা (বাঁধা) ১৲
৫। গৌড়ীয়-গৌরব ।৶০
৬। গৌড়ীয়-সাহিত্য ।৶০
৭। ভজনরহস্য ॥০
শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও
শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৯। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ)
ঐ (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
১০। গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি টীকাসহ)
ঐ (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
১১। গীতার কেবল মাধ্ব-ভাষ্য ॥০
১২। মুক্তাফলিকা গুণগৌরবঃ সানুবাদ
(মাধ্ব) ২৲
১৩। বেদান্ততত্ত্বসার সানুবাদ
(রামানুজীয়) ॥০
১৪। জৈবধর্ম্ম ২৲
১৫। শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৬। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১৭। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ॥৶০
ঐ (বাঁধা) ৸০
১৮। দ্বীপ-দিগ্দর্শন ৶০
১৯। সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ) ।৶০
২০। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ॥০
ঐ (আবাঁধা) ।৶০
২১। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
২২। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৶০
২৩। গীতমালা ৴১০
২৪। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶০
২৫। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶০
২৬। নবদ্বীপ পঞ্জিকা (৪৪৭ গৌরাব্দ) ৶০
২৭। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
২৮। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা-দর্পণ ।০
২৯। শরণাগতি ৴০
৩০। গীতাবলী ৴০
৩১। চিত্রে নবদ্বীপ ॥০
৩২। সাধনকণ ৴০
৩৩। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৴০
৩৪। নবদ্বীপশতক ৴০
৩৫। অর্থপঞ্চক ৴০
৩৬। সদাচারস্মৃতিঃ ৴০
৩৭। কল্যাণকল্পতরু (৫ম সংস্করণ) ৴১০
৩৮। অর্চ্চনকণ ৴১০
৩৯। সাধককণ্ঠমালা (বাঁধা) ॥০
ঐ (আবাঁধা) ৷৶০
৪০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি
(প্রথম চারিখণ্ড) ৩৲
৪১। ব্রহ্মসংহিতা ।০
৪২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৪৩। মণিমঞ্জরী সানুবাদ ।০
৪৪। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৪৫। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ।০
৪৬। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৪৭। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
৪৮। গৌড়ীয়মঠ কি করেন ? ৴০
৪৯। ঈশোপনিষৎ (বলদেব ও মাধ্ব-ভাষ্য এবং বিবৃতি ও অনুবাদসহ) ।০
৫০। শ্রীভুবনেশ্বর ৶০
৫১। সিদ্ধান্তদর্পণ ৶০
৫২। সাংখ্যবাণী ৴০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৫৩। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী-দিগ্বিজয়ঃ ॥০
৫৪। সটীক-শিক্ষাদশমূলম্ ।০
৫৫। তত্ত্ব-সূত্রম্ ।০
৫৬। সানুবাদ-শিক্ষাষ্টকম্ ৶০
৫৭। গৌড়ীয়মঠস্য পরিচয়ঃ ৴০
৫৮। সারাংশবর্ণনম্ ৶০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৫৯। রায় রামানন্দ ॥০
৬০। নামভজন ।০
৬১। রিলেটীভ্ ওয়ার্ল্ড্স ।৶০
৬২। লাইফ্ য়্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।০
৬৩। বৈষ্ণবীজম্ ।০
৬৪। হোয়াট্ গৌড়ীয়মঠ ইজ্ ডুইং ৴০
৬৫। দি ভাগবত ।০
৬৬। থিয়োটিক্ প্রিন্সিপ্ল্ য়্যাণ্ড আনেলায়েড্ ডিভোসন ।০
৬৭। ব্রহ্ম-সংহিতা ২॥০
৬৮। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (প্রথম খণ্ড) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৬৯। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ॥০
৭০। সাধন পথ ।০
৭১। কল্যাণ-কল্পতরু ৴১০
৭২। গীতাবলী ৴০
৭৩। শরণাগতি ৴০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৭৪। শরণাগতি

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

নদীয়া-প্রকাশপ্রাপ্তির স্থান

১। শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম-মায়াপুর, নদীয়া
২। শ্রীযোগপীঠ ঐ
৩। শ্রীবাস অঙ্গন ঐ
৪। অদ্বৈত-ভবন ঐ
৫। কাজীর সমাধি পাট ঐ
৬। স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ নদীয়া।
৭। শ্রীভাগবত আসন কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
৮। শ্রীএকায়ন মঠ গোবিন্দপুর, হাঁসখালী।
৯। দ্বাদশগোপাল পাট—পোঃ চাকদহ,
১০। শ্রীগৌর-গদাধরমঠ—চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড়, বৰ্দ্ধমান
১১। শ্রীমোদদ্রুমছত্র মাউগাছি, বৰ্দ্ধমান
১২। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম, আমলাযোড়া, পোঃ রাজবাঁধ বৰ্দ্ধমান
১৩। শ্রীগৌড়ীয়মঠ বাগবাজার, কলিকাতা
১৪। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাজু, হাওড়া,
১৫। শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয়মঠ, ৯০নং নবাবপুর রোড্, ঢাকা
১৬। শ্রীগোপালজী মঠ কমলাপুর, ঢাকা।
১৭। শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ পোঃ বালিয়াটী,
১৮। শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয়মঠ ময়মনসিংহ।
১৯। শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ চিরুলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর
২০। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম গোয়ালপাড়া, আসাম
২১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ রায়পেট্টা, মাদ্রাজ।
২২। শ্রীরামানন্দগৌড়ীয় মঠ কব্বূর, জিঃ পশ্চিম গোদাবরী
২৩। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ উড়িয়াবাজার, পোঃ বক্সীবাজার, কটক।
২৪। শ্রীত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয় মঠ ভুবনেশ্বর।
২৫। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ স্বর্গদ্বার, পুরী।
২৬। শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ আলালনাথ পোঃ ব্রহ্মগিরি, পুরী।
২৭। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ ডুমুরকুণ্ডা, পোঃ চিরকুণ্ডা, মানভূম।
২৮। শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ—কাশী।
২৯। শ্রীরূপগৌড়ীয় মঠ—এলাহাবাদ।
৩০। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ পুরাণবাজার, সরকার ঠাকুরের কুঞ্জ, বৃন্দাবন
৩১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, নিউদিল্লী
৩২। শ্রীপরমহংসমঠ—নৈমিষারণ্য,
৩৩। শ্রীসারস্বত গৌড়ীয় মঠ—হরিদ্বার।
৩৪। শ্রীব্যাসগৌড়ীয়মঠ—কুরুক্ষেত্র, পঞ্জাব
৩৫। শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাবুলনাথ রোড, পোঃ গ্র্যাণ্ট রোড, বোম্বে।
৩৬। লণ্ডন গৌড়ীয়মঠ, ৩৯নং গ্লেডন গার্ডেন্স, কেনসিংটন্ লণ্ডন, (এস, ডব্লিউ—১০)।
৩৭। অমরি গৌড়ীয়মঠ—মেদিনীপুর
৩৮। সরভোগ গৌড়ীয় মঠ—সরভোগ, কামরূপ, আসাম,

শুদ্ধভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী মাসিক। শ্রীধাম-মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১॥০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত হিন্দি ভাষায় একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি হৃদয় বন মহারাজ সম্পাদিত ও নৈমিষারণ্য শ্রীপরমহংস মঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ১॥০ দেড় টাকা মাত্র।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥০ দেড় টাকা মাত্র।

৫। কীর্ত্তন—মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ নিমানন্দ সেবাতীর্থ বি-এজ, বি-টি, সম্পাদিত। আসাম গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম হইতে প্রকাশিত আসামী ভাষায় মাসিক। ভিক্ষা সডাক ১॥০ দেড় টাকা মাত্র

শ্রীচৈতন্যভাগবত

আদিকবি শ্রীল বৃন্দাবন দাস প্রণীত সমগ্র গ্রন্থ

গ্রন্থের মূল বোল্ড অক্ষরে এবং তন্নিম্নে বিশ্ববরেণ্য গৌড়ীয়মঠের প্রতিষ্ঠাতা ও আচার্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তি-সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের রচিত বিস্তৃত ভাষ্য উত্তম কাগজে সৌষ্ঠবের সহিত মুদ্রিত হইয়াছেন। ডবল ক্রাউন আটপেজি আকারে ১০৯৬ পৃষ্ঠায় কেবল মূল ও ভাষ্য সম্পূর্ণ হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত শ্লোকসূচী, পদ্যসূচী, স্থানসূচী, পাত্রসূচী, বিষয়সূচী, শব্দসূচী প্রভৃতি বিস্তৃত সূচীপত্রেও একটী গ্রন্থ হইবে। সভাষ্য শ্রীচৈতন্যভাগবতের এরূপ উৎকৃষ্ট ও অমূল্য বিরাট্ সংস্করণ জগতের কোথায়ও আজ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই, ইহা নিরপেক্ষ পাঠক মাত্রকেই একবাক্যে স্বীকার করিতে হইবে। শ্রীগৌড়ীয়মঠের উৎসব-কালে গ্রন্থের ভিক্ষা ১২৲ বারটাকা স্থলে—৫৲ পাঁচটাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীচৈতন্যমঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

কলিকাতা বাজার দর

লোহ হার্ডওয়ার

২৭শে অক্টোবর ১৯৩৩

টার তৈয়ারী— প্রতি হন্দর।

লোহার কড়ি (জয়েষ্ট বা বীম)

টাটা ৫।৶০—৫॥৵০
ঐ দে-মার্কা হালকা ওজন ৪।৵০—৪॥৶০
বরগা (টী-আয়রণ) ৬৵০—৬৷০
এঙ্গেল আয়রণ (কোনা) ৫৸৵০—৬।৵০

গ্যালভ্যানাইজড করগেট টীন—

২২ গেজ ৬ হইতে ১০ ফুট ১১।৵০
২৪ গেজ ,, ,, ১০৸৵০
২৬ গেজ ,, ,, ১২
২৪ গেজ আর, পি, ডি, মার্কা ১২৸৶০
২৪ গেজ গাঃ প্লেন শীট— ১১।৵০
২৬ গেজ ,, ,, ১২।০
২৮ গেজ ও ৩০ গেজ ঐ— ১৩৲—১৬৲
গান ঘেরা কাঁটাতার ১০০
পাউণ্ড দাঃ ৮৸০
ঢাল পাটী ৬৲৵—৬।০
, বোলটু (গোল) ৬৲৵—৬।০
বাদে (চৌকা) ৬৵০—৬৲।০
,গোল রড ৶০—।৶০ সূতা ৫৵০—৫॥০
. টানা রড-
চৌকা ৶০— ।৵০ ঐ ৫৵০—৫॥০
,, সাতিল তাল ৭৲—৭৸০
,, প্লেট—তিন সূতা মোটা
পর্যন্ত ৭।০—৭।০
,, চাদর ৩-১৬ খানা বাণ্ডিল ৯॥৶—১০৲
স্প্রীং ষ্টীল ৮।০ ৯৲
হুক রাউণ্ড ৫৸৵—৬৲৵০
তারের পেরেক ১—৬ ইঞ্চি ৯—৯৸০
প্যাটেন্ট পেরেক ২—৮ ইঞ্চি ১১।০—১৫॥০
ঢালাই কড়া ১ হইতে ১০ নং ২॥০ সাট
কোদাল ৪, ৫, ৬, ৭৸৵০ ৮৸৵০ ৯৸৵০ডজন
ঐ তিন পাউণ্ড ৬৲ দেঃ বিঃ ৬।৵০ ,,
গ্যাঃ প্লেন বালতি ৭—১২ ইঞ্চি ১॥৵০ ৩॥৵০
ঐ ফেপিট ,, ৭—১২ ইঞ্চি ২৲—৭৲ ,,
লে তার ছেয়ার রডের গোল ও
চৌকা ৮॥০— ,,
গজের লোহার সিট ১৫৲ ,,
ঐ নেস্তা (কাঠের সিট) ১৮৲ ,,
লোহার স্ক্রুপ ॥—৩ ইঞ্চি ৴১০—॥৶০ গ্রোস
ঐ কজা ১৩ নং
॥—৪ ইঞ্চি ।১০—৸৵১০০পেঃ ডজন
তার ১৬—২২ নং
(গজ) ১২৲—১৩৲ হন্দর
গ্যাঃ রিভিং (মটকা)
১২ ইঞ্চি ।৵৫—॥৶০ পীস
গ্যাঃ গাটারিং বা ডোঙ্গা
৬ ইঞ্চি ।০—৸৵০ ,,
গ্যাঃ স্ক্রুপ ১॥০—২॥০ ইঞ্চি ২৩৲—২৯৲ হন্দর
গ্যাঃ ওয়াসার চাকি ১১॥০—১৬৲ ,,
গ্যাঃ বোল্ট নাট ৮—১ ইঞ্চি
॥৵১০—১৵০ গ্রোস
ঢালাই রেলিং ৩॥০—৭॥০ হন্দর
ঐ রেণ ওয়াটার পাইপ
৩ ইঞ্চি ৵১০ ও ৪ ইঞ্চি ।১০ ফুট
টিউব ওয়েলের জন্য গ্যাঃ
পাইপ১॥ ইঞ্চি ।৵৫ ফুট
পাম্প ৪নং ১২॥০ ৫নং ১৪৲ ৬নং ১৬৲
৬০—৮০ বাটখারা ৵১৫ সাট ২।০—২॥০ মণ

সন্তোষকুমার মল্লিক এণ্ড সন্স লিঃ

লৌহ ও হাডওয়ার বিক্রেতা।

নীমতলা ঘাট লোহাপটী বড়বাজার.
টেলি—"লোহার মালিক" কলিকাতা

কেরোসিন

ফ্লোক্রেক প্রত্যেক বাক্স (২ টিন) ৯,৬
সূর্য্য মার্কা ,, ৬॥০
ভিক্টোরিয়া ,, ৬৲

সোণার দর

পাকা সোণা ৩০৸৶
গড়াণ ৩০৸
চিনা পাত ৩২।০

রূপার দর

রূপা প্রতি ১০০ ভরি ৫৫৵০
ঐ খুচরা ৫৵০

কোম্পানীর কাগজ

৩॥০ সুদের কাগজ ৮১৶
৩॥০ নূতন ঋণ (১৯৪৭-৫০) ৯১।০
৪৲ ,, ঋণ (১৯৬০-৭০) ৯৭৲
৫৲ ,, বণ্ড (১৯৩৫ ১০৪॥৴০

ডিবেঞ্চার

৫৲ সুদের (১৯৫৬-৮৬) কলিকাতা পোর্ট-
ট্রাষ্ট ডিবে :— ১০২॥৵০

ব্যাঙ্ক

ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক (ফুলপেড) ২৯৪॥০
সেণ্ট্রাল ঐ ২২৲

কাপড় ও সূতার কল

এলগিন মিল ৪৫৲

পাট কল

হাওড়া ৫০৲
আংলো ১৯৫৲
বালী ১৬২৲
বরানগর ১৫০৲
কেলভিন ৩৭০৲
ভারত ২৪৩৲
ক্লাইভ ২৮।০
ডালহৌসী ৪০৮॥০
ডেল্টা ৪০৫৲

কৃষ্ণনগর নবদ্বীপঘাট রেলওয়ে সময়

কৃষ্ণনগর হইতে নবদ্বীপঘাট

কৃষ্ণনগর সিটি—	৬-৪৫	১০-৪৪	১৩-২২	১৭-৩৮	২০-১৬
কৃষ্ণনগর রোড—	৬-৫৭	১০-৫৫	১৩-৩৩	১৭-৪৭	২০-২৫
আমঘাটা—	৭-১৫	১১-১৩	১৩-৫১	১৮-৭	২০-৪১
মহেশগঞ্জ—	৭-২৪	১১-২১	১৪-০	১৮-৯	২০-৪৭
নবদ্বীপঘাট—	৭-৩৩	১১-৩০	১৪-৯	১৮-১৬	২০-৫৫

বিশেষ দ্রষ্টব্য—নবদ্বীপঘাট ষ্টেশন অপেক্ষা মহেশগঞ্জ ষ্টেশন হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরের দূরত্ব অনেক কম। শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে যাঁহাদিগকে রাণাঘাটে ট্রেণ বদল করিতে হয়, তাঁহারা রাণাঘাটে প্রাতঃ ৫-৫০,৮-১৪,৯-৪৬, ১৬-৪৮,১৮-৩১ এবং ০-৩২ মিনিটের সময় গাড়ী পাইবেন।

শান্তিপুর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে শান্তিপুর ষ্টেশনে ৫-৪০,৯-২৯, ১২-২৫,১৬-৫ এবং ১৮-৪১ মিনিটের সময় ট্রেণ পাওয়া যায়।

নবদ্বীপঘাট হইতে কৃষ্ণনগর

নবদ্বীপ ঘাট—	৫-৩৫	৯-২৫	১২-১০	১৫-৩৪	১৮-৪৫
মহেশগঞ্জ—	৫-৪২	৯-৩৩	১২-১৯	১৫-৪২	১৮-৫৩
আমঘাটা—	৫-৪৯	৯-৩৯	১২-২৬	১৫-৪৮	১৯-৫
কৃষ্ণনগর রোড—	৬-৫	৯-৫৫	১২-৪৩	১৬-৪	১৯-২৪
কৃষ্ণনগর সিটি-	৬-১৯	১০-৭	১২-৫১	১৬-১৭	১৯-৩৫

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রেস ওয়ার্কস হইতে—ডাঃ কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম ভক্তিশাস্ত্রী এম. এম. এফ কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

আমাদের ঠিকানা— "শ্রীধাম" নবদ্বীপ
জেলা—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

দৈনিক

REG. C1544

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩৷৷০
সিকি কলম ২৲
চুক্তি স্বতন্ত্র।

নদীয়া-প্রকাশ

THE NADIA-PRAKASH

সাহায্যের হার
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸০
মাসিক ১৲
নগদ
প্রতি সংখ্যা ৫

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার— নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৮ম খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বেদান্তবাচস্পতি [২১৫শ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর— ৩০শে কার্ত্তিক বৃহস্পতিবার ১৩৪০, ১৬ই নভেম্বর ১৯৩৩

মিঃ প্যাটেলের সৎকার

মিঃ বিঠলভাইজীর শবদেহ শেষ দেখা দেখিয়া লইবার জন্য শ্মশান ভূমিতে লক্ষ লক্ষ লোকের সমাবেশ হইয়াছিল। বোম্বাইয়ের ইতিহাসে এত বড় বিপুল জনতা আর কখনও পরিদৃষ্ট হয় নাই, এইরূপ অভূতপূর্ব্ব জনসমাবেশ হইতেই অনুমান করা যায় মিঃ পেটেল জনগণের কতখানি শ্রদ্ধা ও ভালবাসার পাত্র ছিলেন। এবং জনগণের উপর তাঁহার প্রভাব কিরূপ ব্যাপক ছিল। আগোকুল সেই বিরাট জনতাকে সংযত রাখিবার জন্য পুলিশকে রীতিমত বেগ পাইতে হইয়াছিল। বেলা যত পড়িয়া আসিতে লাগিল জনতা ততই বৃদ্ধি হইতে লাগিল। অবশেষে এরূপ অবস্থা হইয়া উঠিল যে, সন্ধ্যা ৭টার সময় শ্মশান ভূমির ফটক বন্ধ করিয়া দিতে হইল।

পরলোকগত বিঠলভাইজীর আত্মীয়গণ শবদেহটি বহন করিয়া আনেন এবং চন্দন কাষ্ঠের চিতায় উপরে উহা স্থাপন করেন। অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার প্রাক্কালে শ্রীযুক্তা সরোজিনী নাইডু দণ্ডায়মান হইয়া বলেন, আর কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই বিঠলভাইজীর মৃতদেহ ভস্মাবশেষে পরিণত হইবে কিন্তু যে দেহে তিনি সর্ব্বদা ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের পুরোভাগে থাকিয়া স্বরাজ আমাদিগকে পরিচালিত করিতেন। ভাইজীর আশা ছিল ভারত অচিরেই স্বাধীনতা অর্জ্জন করিবে বিঠলভাইজীর সে আশা পূরণের ভার ভারতের তরুণ যুবকদের উপরেই ন্যস্ত হইল।

শ্রীযুক্ত যমুনালাল, দ্বারকা দাস, প্রভৃতি বিঠলভাইজী আমাদের নেতার নেতা অসুস্থাবস্থায় বিঠলভাইজীর শুশ্রূষাদির জন্য ও তাঁহার শবদেহটি ভারতে পাঠাইবার ব্যবস্থার জন্য শ্রীযুক্তা নাইডু ও শ্রীযুক্ত যমুনাদাসজী, শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসুকে, ধন্যবাদ দান করেন।

জাতীয়তামূলক তুমুল জয়ধ্বনির মধ্যে সর্দ্দার বল্লভভাইজীর পুত্র চিতায় অগ্নি সংযোগ করেন।

লঞ্চের মধ্যে সজ্বর্ষ

প্রধান প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট অনারেবল এস. কে. সিংহ (প্রেসিডেন্ট) ক্যাপ্টেন হেংক্স ও জে, আর, এম, সারম্যানকে লইয়া গঠিত মিঃ রণ কোর্টের সম্মুখে গত ১৮ই আগষ্ট গঙ্গায় দুইটি লঞ্চের মধ্যে যে সজ্বর্ষ হয় তাহার তদন্ত হইয়াছে। তদন্তের ফলাফল যথাবিধি বাঙ্গলা গবর্ণমেণ্টকে জানান হইবে।

গত ১৮ই আগষ্ট অপরাহ্ণ ১টা ৫০ মিনিটের সময় কলিকাতা পোর্ট পুলিশের ডার্ভিস নামক লঞ্চখানা বালী হইতে কুটিঘাট রওনা হয়। ঐ দিনই অপরাহ্ণ ২-১৫ মিনিটের সময় বঙ্গীয় জলযান সমিতির 'বঙ্গবীর লঞ্চখানা কুটিঘাট হইতে রওনা হয়। উভয় লঞ্চের মধ্যে সজ্বর্ষের ফলে ডার্ভিস' লঞ্চের ক্ষতি হইয়াছে।

প্রতারণার দায়ে মোক্তার

মুঙ্গেরের মোক্তার বাবু কমলেশ্বর প্রসাদ এবং ল্যাণ্ড একু জিশন বিভাগের কেরাণী দণ্ডবিধির ১২০ বি, ও ৪২০ ধারা (ষড়যন্ত্র ও প্রতারণা) অনুসারে অভিযুক্ত হন। ম্যাজিষ্ট্রেট উহাদের প্রতি প্রত্যেকটী অপরাধের জন্য ২ বৎসর করিয়া সশ্রম কারাদণ্ড ও যথাক্রমে ৭০০৲ ও ৫০০৲ টাকা করিয়া অর্থদণ্ডের আদেশ দিয়াছেন। উভয় দণ্ডাদেশই এককালে চলিবে।

প্রকাশ উক্ত মোক্তার উক্ত কেরাণীর সহিত ষড়যন্ত্র করিয়া মুঙ্গের সরকারী ট্রেজারীতে জাল লোক খাড়া করিয়া প্রায় ৪ হাজার টাকা গায়েব করে।

স্বগৃহে অন্তরীণ

নারিন্দা দোলতপুরের ভুবনেশ্বর গুহ রায় নিজগৃহে অন্তরীণ ছিলেন। অন্তরীণ সর্ত্ত ভঙ্গের অভিযোগে অভিযুক্ত করিয়া তাঁহাকে দুই বৎসরের সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হইয়াছে। ইহার বিরুদ্ধে অভিযোগ এই ছিল যে, ইনি কর্ত্তৃপক্ষের অনুমতি না লইয়া গৃহ ত্যাগ করিয়া গিয়াছিলেন। ইনি আত্মপক্ষ সমর্থন করেন নাই। তবে প্রকাশ যে, বাড়ী হইতে ময়মনসিংহ আই. বি. গোয়েন্দা অফিসে গমন করিয়াছিলেন। পরে সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের নিকট গমন করিয়া তিনি কয়েকটী বিষয়ে অভিযোগ জানান বহরমপুর জেল হইতে অন্ত্র বৃদ্ধিতে অস্ত্রোপচার করা হইয়াছিল এবং গৃহে অন্তরীণ হইবার পর হইতেও ইহার স্বাস্থ্য ভাল ছিল না।

জলপাইগুড়িতে খানাতল্লাসী

এখানে মেসার্স দত্ত ব্রাদার্সের ফার্ম্ম ও শ্রীযুত নবীন ভৌমিক, হেমন্ত বসু, উপেন্দ্র গাঙ্গুলী, শ্রীনাথ হোড়, রাজেন্দ্র নিয়োগী চারু সান্যাল, পঞ্চানন দত্ত, এবং রাজেন দাসের বাড়ীতে পুলিশ খানাতল্লাসী করে এবং অতুল দত্ত, যোগেন দাস, বিণ ঘোষ ভূপেন গাঙ্গুলী অমূল্য নিয়োগী এবং ফণী ভাদুড়ীকে গ্রেপ্তার করিয়া লইয়া যায়।

প্রকাশ, সন্দেহজনক কিছুই পাওয়া যায় নাই।

ভিয়েনায় আইন জারী

মন্ত্রিপরিষদ সামরিক আইন জারি করিয়াছেন। একটি সরকারী ইস্তাহারে প্রকাশ যে, হত্যা অগ্নিপ্রদান এবং রাষ্ট্রের নিয়মশৃঙ্খলার ঘোরতর বিরোধী কোন কার্য্যের জন্য সামরিক আদালতে বিচার ও মৃত্যুদণ্ড দান পুনরায় প্রবর্ত্তন করা হইল।

গত ১২ই নবেম্বর তারিখ জার্ম্মানীর পার্লামেণ্টীয় নির্ব্বাচন ও অষ্ট্রীয়ার সাধারণ তন্ত্র প্রতিষ্ঠার উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে। এই দুইটি ব্যাপার একই তারিখে পড়ায় পাছে কোন গোলযোগ হয়, এই আশঙ্কাতেই গবর্ণমেণ্ট সামরিক আইন জারি করিলেন।

ঘাটালে খানাতল্লাসীর ধুম

পুলিশ ডাঃ যতীশচন্দ্র ঘোষ, উকীল শ্রীযুত মোহিনীমোহন দাস, ভূতপূর্ব্ব কংগ্রেস কর্ম্মী শ্রীযুত ক্ষুদীরাম লাহা, মাখনলাল সাহা, ও কালীপদ মণ্ডল, অবৈতনিক ম্যাজিষ্ট্রেট বাবু শীতলদাস রায়, জমিদার শ্রীযুত করুণাময় ঘোষ, ডাঃ গৌরহরি ঘোষ, ডাঃ লক্ষ্মণচন্দ্র সরকার, অবৈতনিক ম্যাজিষ্ট্রেট বাবু কালিদাস বর্দ্ধন এবং স্কারর যতীন্দ্রনাথ নামক জনৈক ব্যবসায়ী গৃহে হানা দেয়।

অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাবারুদের সন্ধানেই উক্ত খানাতল্লাসী করা হয় বলিয়া প্রকাশ। প্রকাশ যে, আপত্তিজনক কিছুই হস্তগত হয় নাই বা কাহাকেও গ্রেপ্তার করা হয় নাই।

শ্রীযুক্ত ক্ষুদীরাম লাহা ও মাখনলাল সাহা সাক্ষা আইন ভঙ্গ করিবার জন্য কয়েক দিন পূর্ব্বে গ্রেপ্তার হন। তাঁহাদের প্রত্যেকের প্রতি ৬ মাস করিয়া সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ দেওয়া হইয়াছে।

ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

৩০শে কার্ত্তিক বৃহস্পতিবার, ১৩৪০

পাটনার বিজ্ঞান-কলেজের ছাত্রদিগকে উপদেশ দান প্রসঙ্গে, বিহারের শিক্ষা-মন্ত্রী খান বাহাদুর মোহাম্মদ হোসেন বলিয়াছেন,—"তোমরা উদারহৃদয় ও পরম সহিষ্ণু না হইলে ভাল নাগরিক হইতে পারিবে না। হে যুবকগণ, তোমাদের কর্ত্তব্য, ভারতবর্ষ হইতে সাম্প্রদায়িকতার কলঙ্ক রেখা মুছিয়া ফেলা। তোমরাই আমাদের আশার স্থল—তোমাদেরই হাতে ভারত এবং এই প্রদেশের ভবিষ্যৎ! অতএব তোমরা জাগ্রত হইয়া প্রমাণ কর যে, তোমরা ভারত মাতার কর্ত্তব্য পরায়ণ সন্তান।" যুবকগণ মন্ত্রী মহাশয়ের কথানুসারে কার্য্য করিলে সদস্য-পদের ভাগবাটারা লইয়া আর গোলযোগ থাকে না। কিন্তু সর্ব্ব সম্প্রদায়ের প্রাণ অন্তরতম ভগবানের শরণাগত না হইলে সম্প্রদায় উৎসাদনের নামে ঝগড়া বৃদ্ধি পাইবে মাত্র। আত্মা না জাগরিত হইলে মন ঝগড়া বাধাইবেই। কারণ উহাই মনের স্বভাব সুতরাং মনের সঙ্কীর্ণতা দূর করিতে হইলে আত্মতত্ত্বের সন্ধান সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন। মূলে জল না ঢালিয়া পাতায় পাতায় জল দিলে বৃক্ষের কোনও উপকার হয় না।

যখন খাঁ বাহাদুর মোহাম্মদ হোসেন সাম্প্রদায়িকতার কলঙ্কের বিরুদ্ধে অভিযান করিতে উপদেশ দিতেছিলেন, ঠিক সেই সময়ে, মৌলানা সফী দায়ুদী সাহেব দ্বার-ভাঙ্গার মুসলিম কনফারেন্সে শুনাইতে-ছিলেন,—"হিন্দুরা মুসলমানদিগকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিতেছে, তোমরা কি আত্মরক্ষা করিতে প্রস্তুত আছ?" এইরূপ হইবার কারণ পূর্ব্বেই বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু এত মূল কারণ লক্ষ্য করিবার দৈন্য কয়জনের আছে?

আবদুল রহমান নামক সিন্ধুদেশের একজন নামজাদা ডাকাত কিছুদিন পূর্ব্বে পুলিশের গুলীতে নিহত হয়। জ্যাকোবা-বাদের একটি সংবাদে প্রকাশ, তাহার মৃতদেহ স্থানীয় আঞ্জুমান ইস্লামের হাতে দিলে একদল মুসলমান "গাজী আবদুল রহমান" এবং "আল্লা হো আকবর" ধ্বনি করিতে করিতে তাঁহার শব লইয়া মিছিল করে। ঘটনা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে মিছিলকারিগণ কারণটা বলিবেন কি? বীরের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্যই কি এত মিছিল?

পাঠকবর্গ অবগত আছেন, এলাহাবাদের একদল কংগ্রেস কর্ম্মী গ্রাম অঞ্চলে পরি-ভ্রমণে বাহির হইয়াছেন। একজন দারোগা একজন নায়েব এবং একদল পুলিশও তাঁহা-দের সঙ্গে সঙ্গে চলিতেছে। কংগ্রেস কর্ম্মীরা কৃষকদের সঙ্গে কথাবার্ত্তা বলিয়া তাহা-দিগকে গঠনমূলক কার্য্যের উপকারিতা বুঝাইয়া দিতেছেন, কোন সভা সমিতি করিতেছেন না। সুতরাং পুলিশেরা বেশ শান্তিতে অবস্থান করিতে পারিতেছেন। দারোগা সাহেব নাকি কংগ্রেস কর্ম্মিদিগকে কেবলই বলিতেছেন—কষ্ট মহাশয়, আপনারা সভাসমিতি করিতেছেন না? তাঁহারা উত্তরে বলিতেছেন, আমরা যখন খুসী করিব। কাযের লোক কার্য্য ছাড়া থাকিতে পারে না। দারোগা বাবু না হয় এই সময়টা পূর্ণভাবে গঠনমূলক কার্য্যে মনোনিবেশ করুন।

খান বাহাদুর আন্টিয়া আমেদাবাদের ডেপুটি পুলিশ সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট। ১৯৩০ সালের যে মাসে ধরসানার লবণের গুদামে সত্যাগ্রহ-দমনে ইনি বিশেষ নৃশংসতা প্রদর্শন করিয়াছিলেন এবং শ্রীযুক্ত গান্ধী, ও শ্রীযুক্তা সরোজিনী নাইডুকে গ্রেপ্তার করিয়াছিলেন। গুজরাট ক্লাবের ইনি একজন সদস্য ছিলেন; কিন্তু উক্ত ক্লাবের সদস্য তালিকা হইতে তাঁহার নাম বাদ দেওয়া হয়। ইনি একজন দেওয়ানী মামলা আনেন। আমেদাবাদের অতিরিক্ত দায়রা জজ মিঃ কনষ্টান্টাইন এই রায় দিয়াছেন যে, গুজরাট ক্লাব খান বাহা-দুরের নাম সদস্য তালিকা হইতে কাটিয়া দিবার যে প্রস্তাব করিয়াছেন, উহা বে-আইনী। গবর্ণমেণ্টের বিরোধী রাজনৈতিক মনোবৃত্তিই ঐ প্রস্তাবের মূলে রহিয়াছে। খান বাহাদুরের কি দোষে তাঁহাকে সদস্য-পদ হইতে বাদ দিবার প্রস্তাব হইয়াছিল, তাহা জানিতে পারিলে বিষয়টা ভাল করিয়া আলোচনা করা যাইত।

বগুড়ায় রাজবন্দী শ্রীযুত দ্বিজেন্দ্রলাল রায়কে তাঁহার পিতৃবাসস্থ ভবনে অন্তরীণ করা হইয়াছে। প্রকাশ উক্ত বাটীতে বহু-দিন যাবৎ লোকজন ছিল না; সুতরাং এই বাড়ীটি বর্ত্তমানে বাসের পক্ষে অযোগ্য হইয়া পড়িয়াছে। দ্বিজেন্দ্রবাবু মেরামতহীন বাটীতে পাক করিয়া দিবার কেহ নাই। তদুপরি কয়েকমাস হইতে তিনি ম্যালেরিয়ায় ভুগিতে-ছেন। আমরা এবিষয়ে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

নিয়মিত শরীরচর্চ্চার অভাবে বাঙ্গালী জাতির স্বাস্থ্যের দিন দিন অধোগতি হই-তেছে। বর্ত্তমান সময়ে এই বিষয়ে সাধা-রণের মধ্যে একটু আগ্রহের সৃষ্টি হইয়াছে বটে, কিন্তু পাশ্চাত্য ধরণে ব্যয়বহুল যন্ত্র-পাতির সাহায্যে শরীরচর্চ্চার চেষ্টা হওয়াতে উহা তেমন সাফল্যলাভ করিতে পারিতেছে না। ভারতীয় পদ্ধতিতে ডন, বৈঠক ও কুস্তীর দ্বারা একপ্রকার বিনাব্যয়ে এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারে। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য বাঙ্গলার স্বনামখ্যাত কুস্তীগীর গোবর বাবু বাঙ্গালী জাতির মধ্যে ডন কুস্তীর সম্বন্ধে আগ্রহ সৃষ্টি করিবার উদ্দেশ্যে কলিকাতায় কতকগুলি কুস্তী প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করিতেছেন। আগামী ২৬শে নভেম্বর তারিখে টালিগঞ্জ রঙ্গমঞ্চে উহার প্রথম অনুষ্ঠান হইবে। পল্লীগ্রামে হাডুডু দাঁড়িয়া বান্ধা প্রভৃতির প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা হইলে আরও ভাল হয়।

প্রায় তিন সপ্তাহ যাবৎ সিরাজগঞ্জ ঘাট ও জগন্নাথগঞ্জ ঘাটের মধ্যে ষ্টীমার সার্ভিস বন্ধ হইয়া গিয়াছে। ময়মনসিংহ জেলার অধিবাসীদের পক্ষে কলিকাতা যাতায়াত করিবার উহাই প্রধান পথ ছিল। এই ষ্টীমার সার্ভিস হঠাৎ বন্ধ হইয়া যাওয়ার ফলে যাত্রিগণকে শান্তাহার ও ভৈরববাজার ঘাটের পথে ময়মনসিংহে যাতায়াত করিতে হই-তেছে। উহাতে প্রত্যেকের প্রায় এক টাকার মত অধিক ভাড়া লাগিতেছে এবং যাওয়ায় যে কষ্ট হইতেছে, তাহা অবর্ণনীয়। ক্রমাগত ৮ বৎসরব্যাপী আন্দোলনের ফলে গত ১লা অক্টোবর হইতে সিরাজগঞ্জ মেলের যাত্রিগণকে ময়মনসিংহ-ভৈরব মেল সরাইবার ব্যবস্থা হওয়াতে ময়মনসিংহবাসী স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়াছিল। কিন্তু বর্ত্তমানে ষ্টীমার সার্ভিস বন্ধ হইয়া যাওয়াতে ময়মন-সিংহবাসীদের কলিকাতা যাতায়াত পূর্ব্বা-পেক্ষাও কষ্টকর হইয়া উঠিল। প্রকাশ যে, ষ্টীমার কোম্পানীর সঙ্গে রেল কোম্পানীর বনিবনাও হইতেছে না বলিয়াই হঠাৎ ষ্টীমার সার্ভিস বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। ইতি-পূর্ব্বে ষ্টীমার কোম্পানীর খামখেয়ালী সম্বন্ধে সংবাদপত্রে বহু আলোচনা হইয়াছে, কিন্তু কোন প্রতিকার হয় নাই। এই অবস্থায় সিরাজগঞ্জ ও জগন্নাথগঞ্জ ঘাটের মধ্যে ই.বি, রেল কর্ত্তৃপক্ষের একটী ষ্টীমার সার্ভি-সের ব্যবস্থা করা উচিত এবং আপাততঃ ভৈরববাজার ঘাট হইতে শান্তাহার পর্য্যন্ত সরাসরি যাত্রী লইয়া যাইবার জন্য এক খানা ট্রেণের ব্যবস্থা করা উচিত। আমরা এবিষয়ে ই, বি, রেলের এজেণ্ট মহোদয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

টাকার মূল্যহ্রাস

ট্রেড কমিশনারের মন্তব্য

বর্ত্তমান সময়ে যাঁহারা ভারতবর্ষে টাকার মূল্য হ্রাসের আন্দোলনে অগ্রণী হইয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ বলিতেছেন যে, টাকার মূল্য হ্রাসের ফলে বিদেশে ভারতীয় পণ্যের চাহিদা বাড়িবে এবং উহার অবশ্যম্ভাবী ফল হিসাবে ভারতীয় কৃষিজাত পণ্যের মূল্য চড়িবে। উহাদের উক্তি সত্য নহে। এই সম্পর্কে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা হইতে হামবুর্গস্থিত ভারতীয় বাণিজ্য দূত মিঃ এস এন গুপ্ত আই সি এস সম্প্রতি উত্তর ইউরোপে ভারতীয় বাণিজ্য সম্পর্কে ১৯৩২-৩৩ সালের যে, রিপোর্ট প্রকাশ করিয়াছেন তাহার নিম্নলিখিত অংশ উদ্ধৃত করা হইল। মিঃ গুপ্ত বলেন—"এই বৎসর (১৯৩২-৩৩ সাল) পৃথিবীব্যাপী ব্যবসা বাণিজ্য মন্দা আগাগোড়া বলবৎ ছিল পাঠকের স্মরণ থাকিতে পারে যে ১৯৩১ সালের সেপ্টেম্বর মাসে পাউণ্ডের মূল্য হ্রাসের সঙ্গে সঙ্গে পাউণ্ডের হিসাবে ভারতীয় পণ্যদ্রব্যের মূল্য চড়িয়া যায় এবং পাউণ্ডের মূল্য হ্রাসের পূর্ব্বে পণ্যদ্রব্যের যে মূল্য ছিল—কয়েক মাস পর্য্যন্ত সেই মূল্য অপেক্ষা অধিক হারে মূল্য বলবৎ থাকে। কিন্তু পণ্য-দ্রব্যের এই মূল্য বৃদ্ধি স্থায়ী হয় নাই। কারণ ১৯৩২ সালের ফেব্রুয়ারী মাস হইতে মূল্য পুনরায় কমিয়া যাইতে থাকে। ১৯৩২ সালের এপ্রিলে মূল্য হ্রাস পুরাপুরি ভাবে চলিতে থাকে ভারতবর্ষ হইতে যে সব প্রধান পণ্যদ্রব্য উত্তর ইউরোপে রপ্তানি হয় তাহার প্রত্যেকটি এই মূল্য হ্রাসের দ্বারা প্রভাবিত হয়। পাট, তুলা শণ তৈলবীজ, খোল, চামড়া, চাউল প্রভৃতির ছয় মাস পূর্ব্বে যে দর ছিল এই সময়ে উহা-দের দর আরও কমিয়া যায়। অবশ্য পরে জুলাই মাস হইতে আরম্ভ করিয়া ৪ মাস পর্য্যন্ত এই সব পণ্যদ্রব্যের মূল্য শতকরা ৭ হইতে ১০ ভাগ চড়িয়াছিল। জুলাই মাসে লুসানে ক্ষতিপূরণ বৈঠকের সাফল্যের জন্যই এইভাবে মূল্য চড়িয়াছিল। এই বৎসরের প্রায় ছয় মাসে আমেরিকাতে ব্যবসা বাণিজ্যে মন্দা কাটাইবার জন্য যে সব চেষ্টা হইয়াছিল তজ্জন্য লোকের মনে আশার সঞ্চার হওয়ায় এই মূল্য বৃদ্ধির অন্যতম কারণ। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে, এইবারেও মূল্যবৃদ্ধি স্থায়ী হয় নাই ১৯৩২ সালের নবেম্বর মাস হইতে পুনরায় পণ্যদ্রব্যের মূল্য কমিতে থাকে এবং পণ্য-দ্রব্যের দর বৃদ্ধি পাওয়ার পূর্ব্বে যে দর ছিল ডিসেম্বরের শেষের দিকে তা অপেক্ষাও দর নামিয়া যায়। উহার পরে কোন কোন পণ্য-দ্রব্যের দর আরও নামিয়াছে এবং কোন কোন ক্ষেত্রে দর সমভাবেই আছে।"

ট্রেড কমিশনারের উক্তি হইতে উহা স্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে, ইউরোপে ভারতীয় পণ্যদ্রব্যের দর টাকার মূল্য অপেক্ষা আন্তর্জাতিক অবস্থার উপরই অধিক নির্ভর করে। এস্থলে উহা উল্লেখযোগ্য যে, ভারত হইতে যে পাট বিদেশে রপ্তানি হয় তাহা সবচেয়ে বড় ক্রেতা জার্ম্মাণী।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক

— পারমার্থিক পত্র —

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশ
তনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনম্,
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং
প্রেমা পুমর্থো মহান্,
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং
তত্রাদরো নঃ পরঃ॥

৮ম বর্ষ } ১৪ কেশব গৌরাব্দ ৪৪৭, ৩০শে কার্ত্তিক বঙ্গাব্দ ১৩৪০, ১৬ই নভেম্বর ইং ১৯৩৩, বৃহস্পতিবার } ২১৫তম সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিবৈভব সাগর মহারাজের বক্তৃতার পর গত উত্থানৈকাদশী তিথিতে শ্রীপাদ যদুনন্দন দাসাধিকারী বি-এ মহাশয় পরমহংস বাবাজী মহারাজ সম্বন্ধে শ্রীগৌড়ীয়মঠে যে বক্তৃতা প্রদান করিয়াছিলেন তাহার মর্ম্ম নিম্নে প্রকাশিত হইতেছে।

মহাভাগবতগণের অপ্রকটতিথি-সমূহ পালনের উদ্দেশ্য—কৃষ্ণ-প্রেমরস-বৈচিত্র্য উপলব্ধি ও ভক্তজীবনী-স্মরণ। অপ্রকট শব্দের অর্থ আড়াল হওয়া; উহা সাধারণ জগতের মৃত্যুর মত নহে। ভগবদ্ভক্তের ভগবৎসেবা-বৈচিত্র্য তাঁহাদের অপ্রকট সময়ে তাঁহাদের সেবকগণের হৃদয়ে নবনবায়মানভাবে উদিত হয়। ইহাই সেবকগণের সাধন-ভজন।

———

সাধনদ্বারা ভজনরাজ্যে প্রবেশের নানা উপায় আছে। তার মধ্যে একমাত্র শ্রেষ্ঠ উপায়—ভাগবত বা বৈষ্ণবের আনুগত্য। যোগী, জ্ঞানী ও কর্ম্মিগণের শম-দম-তিতিক্ষা তা'দের নিজ নিজ সুখ-সুবিধায় পর্য্যবসিত এবং তৎসমুদয়েই তা'দের কর্ম্মকৃত ফল রহিয়াছে। ভগবদ্ভক্ত ঐপ্রকার ফলের প্রত্যাশী নহেন। কৃষ্ণকার্ষ্ণ-সেবাই তাঁহাদের প্রার্থনীয় বিষয়; ইহাই তাঁহাদের সাধন, ইহাই তাঁহাদের সাধ্য। সুতরাং ভজনের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদের অভিলাষ পূর্ণ হয়।

———

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রী শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের প্রকটকালে যে শুদ্ধভক্তির স্রোত প্রবাহিত হইয়াছিল উহা তাঁহার অপ্রকট-সময়ে তাঁহার আনুগত্যফলে শতগুণে শতদিক দিয়ে সমুদ্রগামী নদীস্রোতের ন্যায় দিগ্ দিগন্তে প্রবাহিত হইতেছে। মহাভাগবতের অপ্রকট-তিথি ভক্তগণের হৃদয়ে বিপ্রলম্ভ-সমুদ্র উদ্বেলিত করিতে পারে।

শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামী প্রভুর বৈরাগ্যের প্রশংসা অনেকেই করেন। কারণ তিনি রাস্তায় পতিত সড়া-মহাপ্রসাদ সানন্দে সেবা করিতেন এরূপ মহাপুরুষের সেই সেবার আনন্দ পে'তে হ'লে মহাপ্রসাদের আনুগত্য কর্‌তে হ'বে। গৌড়ীয়মঠে মহাপ্রসাদের আনুগত্য তাহা লভ্য হইলেও যদি তাহাতে অনবধান থাকে তবে উপায় নাই।

———

বাবাজী মহারাজ (গৌরকিশোর দাস গোস্বামী প্রভু) শ্রীধামের নর্দ্দমার মধ্যে পতিত মহাপ্রসাদসেবন করিতেন। শ্রীধামের কর্দ্দমও প্রেমভক্তের নিকট একটা বৈশিষ্ট্য। অনেকে হয়ত ভাবিবেন, তবে এমন ধামে গেলে মনঃ সংযত হবে; কিন্তু গোস্বামী মহারাজ বল্‌তেন—গৌর-ভক্ত, গৌর-নাম ও গৌরধামে যখন অত্যন্ত রতি হবে, তখনই ধামের সারবত্তা বুঝা যা'বে। ভগবদ্ভক্তগণসঙ্গে এইরূপ হইতে পারে।

———

গৌড়ীয়মঠকে অনেকে কংগ্রেস অফিস, স্বদেশহিতৈষী আশ্রম প্রভৃতি জাগতিক সুখসুবিধান্বেষী জনমতবাদিগণের আড্ডা বলিয়া মনে করিতে পারেন কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ইহা ভজনস্থলী। মূর্ত্তবিগ্রহের সেবা না হ'লে বৃথা জীবনধারণ। ভাগবত-চরণতলে অবস্থিত না হ'লে ভগবান্‌কে দেখতে পাওয়া যায় না।

———

বৃন্দাবনের কৃষ্ণই যেমন আমাদের আদরের ধন, আমাদের প্রয়োজন, মহাভাগবত শ্রীল গৌরকিশোর দাস গোস্বামী প্রভুর শ্রীচরণ-তলও আমাদের তদ্রূপ প্রয়োজনীয় ভজনস্থলী। তিনি নর্দ্দমায় পতিত মহাপ্রসাদ যে শ্রদ্ধা, ভক্তি ও স্মৃতিতে গ্রহণ করিতেন সেই শ্রদ্ধা ও ভক্তি আদৌ আমাদের প্রয়োজন; আমরা যেমন মহাপ্রভুর আবির্ভাবে শ্রীল মাধবেন্দ্র পুরীপাদের মহিমা অবগত হইলাম, তেমনি তাঁহারই কৃপায় যেন দাস গোস্বামী মহারাজের কৃপা পাই। মহাপ্রভুর পাদপীঠ ও তাঁহার বাণী সর্ব্বত্র প্রচারের মূল-কারণই আমাদের পরমগুরুদেব শ্রীল বাবাজী মহারাজ। তাঁর আনুগত্যেই আমাদের ভজন হবে নচেৎ যতই বুদ্ধি, যতই বিদ্যা, গবেষণা, সমাজ-সংস্কার আদি আমরা করি না কেন, ভগবদ্ভক্ত-পাদপদ্মে উপনীত হইবার সৌভাগ্য পা'ব না।

যদুনন্দন প্রভুর পর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিপ্রদীপ বোধায়ন মহারাজ 'বিষ্ণুর আরাধনা হইতেও তদীয়ের আরাধনার শ্রেষ্ঠত্ব, আচারমুখে শ্রীচৈতন্যমনোঽভীষ্ট-প্রচার, শ্রীমাধবপ্রিয় সুমেধা তিথির সম্মানে সর্ব্বজীবের সর্ব্বশুভোদয়' প্রভৃতি কীর্ত্তন করেন।

তদনন্তর উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ প্রণবানন্দ ব্রহ্মচারী প্রত্নবিদ্যালঙ্কার মহোদয় "শ্রীগুরুদেব চৈতন্যের দাসাভিমানী হইলেও শিষ্যের তাঁহাকে তাঁহার প্রকাশবিগ্রহ নিত্যানন্দাভিন্নতত্ত্ব জ্ঞান, শ্রীগুরুতত্ত্বকে জীব-কোটীর অন্তর্গত সাধারণ 'বৈষ্ণব'-সাম্যে দর্শন গুরুত্বে লঘুত্বারোপ-মাত্র, দীক্ষালীলাভিনয়-দ্বারা জীবগণকে গুরুপাদাশ্রয়ের শিক্ষা প্রদান করিলেও সচ্ছিষ্যের তাঁহাকে "মদ্‌গুরুঃ জগদ্‌গুরুঃ" বলিয়া বিচার, শ্রীরূপ-রঘুনাথাদির বৈরাগ্য হইতে 'আমার গুরুদেবে'র বৈরাগ্যের অনন্যতা-দর্শন গুরুতত্ত্বে অনভিজ্ঞতার পরিচায়ক, পরমগুরুদেব বাবাজী মহারাজের অভিন্নবিগ্রহ মদীয় শ্রীগুরুপাদপদ্মের সর্ব্বতোভাবে আনুগত্যেই বাবাজী মহারাজের বিরহানুভূতি, নতুবা 'বিরহ' কাহাকে বলে, তাহা বুঝা যায় না, সম্বন্ধজ্ঞানের অনুদয়ে বিরহানুভূতি কোন প্রকারেই হইতে পারে না, কৃষ্ণপ্রেষ্ঠের বিরহকাতর ভক্তবৃন্দের বিরহোৎসবে যোগদানের ফলে কৃষ্ণান্বেষণ-স্পৃহার উদয়, "আমার গুরু, তোমার গুরু" বিচারাবলম্বিগণের উক্ত মহোৎসবে যোগদানের প্রয়োজনানুভূতির অভাব, শ্রীল বাবাজী মহারাজ যেহেতু কৃষ্ণের প্রিয়, সেহেতু তদ্‌বিরহোৎসবে যোগদানের প্রয়োজনীয়তা সকল শুদ্ধাত্মারই উপলব্ধির বিষয়, শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের নির্য্যাণে স্বয়ং ভগবান্ গৌরসুন্দরের "কৃষ্ণভক্তবিরহ বিনা দুঃখ নাহি দেখি পর" এই মহাবাক্যের আদর্শ ভাগবতের আচরণদ্বারা নিজজীবনে প্রদর্শন, মহাপ্রভুর "কৃপা করি কৃষ্ণ মোরে দিয়াছিল সঙ্গ। স্বতন্ত্র কৃষ্ণের ইচ্ছা হৈল সঙ্গ-ভঙ্গ॥"—বাক্য তাঁহার হরিদাসপ্রীতি-পরাকাষ্ঠার অত্যুজ্জ্বল নিদর্শন—ভক্তসঙ্গলাভের জন্য জীবের অন্তর কি-প্রকার ব্যাকুল হওয়া আবশ্যক, তাহার শিক্ষাদান; ১৩২২ সালে উত্থানৈকাদশী-দিবসে ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে দেহরক্ষার পূর্ব্বে একদিন শ্রীল বাবাজী মহারাজের শ্রীল প্রভুপাদসমীপে তাঁহার চিদানন্দময় কলেবরকে শ্রীগোদ্রুমে অথবা শ্রীধাম মায়াপুরে সমাধিস্থ করিবার কথা, তদনুসারে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গেচ্ছায় দৈবানুগ্রহে কোলদ্বীপ বা বর্ত্তমান সহর নবদ্বীপ হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে শ্রীচৈতন্যমঠে তাঁহার সমাধিকে স্থানান্তরিতকরণ, গত বর্ষে (১৩৩৯ সালে) ২রা আশ্বিন শ্রীচৈতন্যমঠে শ্রীল প্রভুপাদের সহস্তে গুণমঞ্জরী স্মৃতিমুখে শ্রীরাধাকুণ্ডতটে মথুরামণ্ডলে সমাধি-প্রদান প্রভৃতি অনেক বিষয় কীর্ত্তন করিয়াছেন।

———

সেই সে বিদ্যার ফল জানিহ নিশ্চয়। কৃষ্ণপাদপদ্মে যদি চিত্তবিত্ত রয়॥

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১৪ কেশব আদি কারণোদশায়ী

"মঙ্গল বৈষ্ণব"

"পণ্ডিতের গণ সব ভাগবত ধন্য।
প্রাণবল্লভ সবার—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য॥"

—শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

উপরি উক্ত মহাবাক্যে যে পণ্ডিতের কথা বলা হইয়াছে, তিনি আমাদের পরম-পূজ্যপাদ আচার্য্য শ্রীশ্রীল গদাধর পণ্ডিত গোস্বামী। তাঁহার অসংখ্য কৃপাপাত্রগণের মধ্যে আমরা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে ধ্রুবানন্দ, শ্রীধর ব্রহ্মচারী, রঘুনাথ ভাগবতাচার্য্য, হরিদাস ব্রহ্মচারী, অনন্ত আচার্য্য, কবিদত্ত, নয়নমিশ্র, গঙ্গামন্ত্রী, মামুঠাকুর, কণ্ঠাভরণ, ভূগর্ভ গোস্বামী, ভাগবত দাস, বাণীনাথ ব্রহ্মচারী, বল্লভ-চৈতন্য, শ্রীনাথ, উদ্ধব, জিতামিত্র, জগন্নাথ, হরি আচার্য্য, পুরিয়া গোপাল, কৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী, পুষ্প গোপাল, শ্রীহর্ষ, রঘুমিশ্র, লক্ষ্মীনাথ, শ্রীচৈতন্যদাস, রঘুনাথ, অমোঘ, হস্তিগোপাল, চৈতন্যবল্লভ, যদু ও মঙ্গলবৈষ্ণব—এই বত্রিশ জন ভাগবতের নাম আমরা দেখিতে পাই। অদ্য আমরা 'মঙ্গল বৈষ্ণব' সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা করিব। ইনি 'মঙ্গল ঠাকুর' নামেও পরিচিত।

মঙ্গল বৈষ্ণব মুর্শিদাবাদ জেলার অন্তর্গত টিটকণা গ্রামে আবির্ভূত হন। ইঁহার পিতৃকুল মুর্শিদাবাদের দেবী কিরীটেশ্বরীর সেবায়েত ছিলেন। প্রবাদ, ইনি প্রথমে বৃহদ্ব্রত গ্রহণ করিয়া গৃহ হইতে বাহির হন, পরে ময়নাডালে স্বীয় শিষ্য প্রাণনাথ অধিকারীর কন্যার পাণিগ্রহণ করেন। ইঁহার বংশধরগণ সম্প্রতি 'কাঁদড়ার ঠাকুর' বলিয়া প্রসিদ্ধ। কাঁদড়া বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত কাটোয়ার নিকটবর্ত্তী একটী গ্রাম।

ঠাকুর মঙ্গলের প্রসিদ্ধ শিষ্যগণের মধ্যে পূর্ব্বোক্ত ময়নাডাল-নিবাসী শ্রীপ্রাণনাথ অধিকারী ও শ্রীনৃসিংহ প্রসাদ মিত্র এবং কাঁদড়া-নিবাসী শ্রীপুরুষোত্তম চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের নাম সুপ্রসিদ্ধ। ময়নাডালের অধিকারী বংশের লোপ পাইয়াছে, কিন্তু তাঁহাদের দৌহিত্র-বংশ আছে। শ্রীপুরুষোত্তম চক্রবর্ত্তীর বংশে শ্রীকুঞ্জবিহারী চক্রবর্ত্তী ও শ্রীরাধাবল্লভ চক্রবর্ত্তী সম্প্রতি বীরভূমের অন্তর্গত সাকুলেশ্বরের অধীন আঙ্গড়া-গ্রামে বাস করেন। ইঁহারা শ্রীচৈতন্যমঙ্গল গান করেন। নৃসিংহপ্রসাদ মিত্র ঠাকুরের বংশে সুধাকৃষ্ণ মিত্র ঠাকুর ও নিকুঞ্জবিহারী মিত্র ঠাকুর মৃদঙ্গবাদন-বিদ্যায় বিশেষ পারদর্শী।

ঠাকুর মহাশয়ের তিন পুত্র—রাধিকা-প্রসাদ, গোপীরমণ ও শ্যামকিশোর। ইঁহাদের বংশ বর্ত্তমান। কাঁদড়ায় পরবর্ত্তিকালে শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্রের সেবা স্থাপিত হইয়াছে।

শ্রীল মঙ্গল ঠাকুর মহাশয় গৌড়েশ্বরের গৌড় হইতে ক্ষেত্র পর্য্যন্ত রাজপথ প্রস্তুত ও দীর্ঘিকা খনন-কালে শ্রীরাধাবল্লভ যুগল-বিগ্রহ লাভ করিয়াছিলেন। তৎকালে তিনি কাঁদড়ার পশ্চিমে রাণীপুর নামক গ্রামে বাস করিতেন। ঠাকুর মহাশয়ের পূজিত শ্রীনৃসিংহশিলা আজও কাঁদড়ায় আছেন। বিগ্রহগণের সেবার জন্য গৌড়েশ্বর কিছু সম্পত্তি প্রদান করিয়াছিলেন। কিন্তু কোন কারণে উক্ত সম্পত্তি নষ্ট হইয়া যায়। তাহাতে ঠাকুরের মনে কোনও প্রকার ক্ষোভের উদয় হয় নাই। উহা শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছায়ই সংঘটিত হইয়াছে মনে করিয়া ঠাকুর মহাশয় ভিক্ষা-দ্বারা শ্রীবিগ্রহের সেবা করিতেন। সেবা যাঁহার প্রাণ, দুঃখ দারিদ্র্য-রোগ-শোকাদি কিছুতেই তাঁহাকে সেবা হইতে বিচ্যুত করিতে পারে না। সেব্য—নিত্য, সেবক—নিত্য, সেবা—নিত্য; সুতরাং নিত্য সেবককে নিত্য-সেব্যের নিত্য-সেবা হইতে বিচ্যুত করে কাহার সাধ্য?

বৈষ্ণবগণ যে সর্ব্বাবস্থায়ই শুদ্ধ-চিত্ত-কলেবর, তাঁহারা যে সর্ব্বদাই ব্রজনব-যুবদ্বন্দ্বের লীলামৃতলহরীতে স্নান করিয়া স্নিগ্ধ থাকেন তাহা শ্রীল মঙ্গল বৈষ্ণবের চরিত্রে সুন্দররূপে প্রকাশিত হইয়াছে। আমরা আত্মশোধনের জন্য তাঁহার পাদপদ্ম বন্দনা করিতেছি—

"মঙ্গলং বৈষ্ণবং বন্দে শুদ্ধ-চিত্তকলেবরম্।
বৃন্দাবনেশয়োর্লীলামৃতস্নিগ্ধকলেবরম্॥"

"বেদান্তে শব্দবাদ"

[২০৯ সংখ্যায় প্রকাশিতাংশের পর]

[৪]

উক্ত প্রমাণগুলিতে যে দোষ আছে, তাহার বিস্তারিত আলোচনা না করিয়া দুই একটী মাত্র প্রমাণের দোষ দর্শন করিয়া আমি প্রমাণতত্ত্বসম্বন্ধে শেষ করিতে চাই। আপনারা এই হলের ভিতরে বসিয়া আছেন, আপনাদের পশ্চাদ্দিকে এই সুবৃহৎ অট্টালিকার প্রাচীর বর্ত্তমান। এই স্থানে বসিয়া এই প্রাচীরের উত্তর পার্শ্বে কোন বস্তু আছে বলিয়া আপনারা প্রত্যক্ষ করিতে পারিতেছেন না। এখন যদি আমরা কেহ বলি যে, এই প্রাচীরের উত্তরপার্শ্বে কোন বস্তু নাই তাহা হইলে আমাদের কিপ্রকার ভুল হয়, আপনারা চিন্তা করিয়া দেখুন। কলম্বসের New world আবিষ্কারের পূর্ব্বে আমরা সকলেই প্রত্যক্ষবাদের দ্বারা চালিত হইয়া উহার অস্তিত্ব স্বীকার করি নাই; সুতরাং দেখুন, চার্ব্বাকের ন্যায় একটীমাত্র প্রমাণ স্বীকার করিলে প্রমেয় অর্থাৎ বস্তুবিষয়ক জ্ঞানলাভে কতটা ভ্রম প্রবিষ্ট হয়। চার্ব্বাক বলেন, যে-বস্তু প্রত্যক্ষ হয় নাই তাহার অনুমান হয় না এবং অন্যান্য প্রমাণসমূহ প্রত্যক্ষ প্রমাণেরই অন্তর্ভুক্ত সুতরাং অত্যধিক প্রমাণ-স্বীকারের আবশ্যকতা নাই। চার্ব্বাকের মতানুসারে অন্য প্রমাণগুলিকে প্রত্যক্ষের অন্তর্ভুক্ত স্বীকার করিলে, মূল ও পূর্ববস্তুতে দোষ প্রমাণিত হইলে শাখা ও অন্তর্ভুক্ত বস্তুতে দোষ প্রবিষ্ট হয়, ইহা স্বতঃসিদ্ধ প্রমাণ। আমি এই অল্পসময়ের ভিতরে এই বিষয়ের অধিক আলোচনা দ্বারা আপনাদের সময় নষ্ট না করিয়া শব্দপ্রমাণরূপ প্রমেয়কে শব্দপ্রমাণের দ্বারাই প্রমাণ করিবার প্রয়াস পাইব।

উপনিষদ্ সাধুর লক্ষণ-নির্ণয়ে বলেন—"শাব্দে পরে চ নিষ্ণাতঃ", এখানে 'শব্দ' অর্থে 'শাস্ত্র' বা 'বেদ'। বেদের শিরোভাগ বা সারভাগের নাম 'বেদান্ত'। আপনারা এই বেদান্ত-সূত্রের কথা সকলেই জানেন। বেদান্তসূত্রে একমাত্র শব্দই প্রতিপাদ্য বিষয়। আমি আপনাদিগকে 'শব্দ'-সম্বন্ধে বেদান্ত-সূত্রকারের উপদেশ জানাইতে পারিলে আপনাদের নিশ্চয়ই সংশয় দূর হইবে। বৈয়াসকি হিন্দুসম্প্রদায় 'বেদান্ত' শাস্ত্রের উপর ভিত্তি স্থাপন করিয়া তাঁহাদের ধর্ম্মপথ নিরূপণ করিয়াছেন। একমাত্র শব্দেরই আশ্রয় গ্রহণ করিয়া অর্থাৎ চৈতন্যশব্দের শ্রবণাঙ্গীকারের দ্বারাই আমাদের পরমার্থ সিদ্ধ হইবে। বেদান্তের প্রথম সূত্র "অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা" এই সূত্রে 'অথ' অর্থাৎ অনন্তর এই শব্দের দ্বারা "প্রাকৃত শব্দ-সমূহের হেয়ত্ব, অনুপাদেয়ত্ব ও অপ্রমাণত্ব উপলব্ধির পর" বুঝাইতেছে এবং শব্দ ব্যতীত প্রমাণান্তর গ্রহণে বস্তুনির্ণয়ে ভ্রমাদি-দোষ উৎপন্ন হইবার সম্ভাবনা আছে, এইরূপ জ্ঞান হইলে পর অপ্রাকৃত শব্দ কি, এইরূপ জিজ্ঞাসার উদয় হয়। 'ব্রহ্ম' শব্দের অর্থ 'শব্দ'। 'অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা' বলিলে অথাতো শব্দ-জিজ্ঞাসা বুঝাইবে। আপনারা 'নাদব্রহ্ম' 'শব্দ-ব্রহ্মের' কথা শুনিয়া থাকিবেন। 'ব্রহ্ম' বলিতে অপ্রাকৃত শব্দকেই বুঝায়। ব্রহ্মকাণ্ডে স্বয়ং হরি এই সম্পর্কে বলিয়াছেন—শব্দ তত্ত্বই ব্রহ্ম। যথা—

"অনাদিনিধনং ব্রহ্ম শব্দতত্ত্বং যদক্ষরঃ।
নিবর্ত্ততেঽর্থভাবেন প্রক্রিয়া জগতো যতঃ॥"

এই শ্লোকের দ্বারা অক্ষর অর্থাৎ অবিনাশী নিত্য শব্দ-তত্ত্বই ব্রহ্ম, ইহা প্রতিপাদিত হইতেছে। সুতরাং ব্রহ্মজিজ্ঞাসা অর্থে শব্দ-জিজ্ঞাসাই বুঝাইতেছে। আমার বক্তব্য বিষয় শ্রবণানন্তর আপনাদের অন্তঃকরণের ভিতরে যে-প্রকার শব্দ-তত্ত্বের জিজ্ঞাসা উদিত হইয়াছে, ব্যাসদেব অন্তর্যামিসূত্রে তাহাই সূত্রাকারে আমাদের মঙ্গলের জন্য লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। শব্দ তত্ত্বটী কি, তাহা নিরূপণ করিতে গিয়া ব্যাসদেব তাঁহার দ্বিতীয়সূত্রে বলিয়াছেন—"জন্মাদ্যস্য যতঃ"; জন্মাদি অর্থাৎ জন্মস্থিতিভঙ্গম্, অস্য অর্থাৎ জগতঃ যতঃ। অর্থাৎ যাহা হইতে এই জগতের জন্ম, স্থিতি ও ভঙ্গ হইতেছে; সুতরাং শব্দ হইতেই এই বিশ্বের আবির্ভাব-তিরোভাব হইতেছে, ব্রহ্মসূত্রাকার এইরূপ বলিয়াছেন। উক্ত ব্রহ্মকাণ্ডীয় শ্লোকটীর শেষ-চরণটী অর্থাৎ "নিবর্ত্ততেঽর্থভাবেন প্রক্রিয়া জগতো যতঃ" এই চরণটী আমার বক্তব্যের সত্যতা প্রমাণ করিতেছে। যে শব্দ-তত্ত্বরূপ ব্রহ্ম হইতে জগতের প্রক্রিয়া অর্থাৎ প্রকাশ, স্থিতি ও নিবৃত্তি হইতেছে, সেই ব্রহ্ম-তত্ত্বই 'শব্দ'। এই প্রসঙ্গে আমি দুই একটী উদাহরণ দ্বারা শব্দ হইতে জন্ম, স্থিতি ও ভঙ্গের সম্ভাবনা সম্বন্ধে আপনাদের বিশেষ প্রত্যয়-উৎপাদনের চেষ্টা করিব। উদাহরণ-গুলি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর না হইলেও আপনাদের চিত্তের সংশয়-নিরসনে সমর্থ হইবে আশা করি। আমরা সন্ধ্যাবেলা গন্ধ-ধূপ-প্রদীপাদি দিয়া শঙ্খধ্বনি করিয়া থাকি। আধুনিক চিকিৎসা-বৈজ্ঞানিকগণ প্রমাণ করিয়াছেন যে, শঙ্খধ্বনিতে বহু অস্বাস্থ্যকর বীজাণু ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। শঙ্খ আমাদের পবিত্র জিনিস। জীবের কোন অস্থি সাধারণতঃ কোন দৈব-ব্যাপারে লাগে না; কিন্তু শঙ্খ অস্থি হইলেও আমাদের দৈবকার্য্যে প্রযুক্ত হয়। শঙ্খের ধ্বনিতে আমাদের পবিত্রতা আনয়ন করে। এখন চিন্তা করিয়া দেখুন, শব্দের ধ্বংস করিবার ক্ষমতা আছে কি না। ইহা ছাড়া আপনারা বহু পৌরাণিক ঘটনা শুনিয়াছেন, যাহাতে বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণগণের বাক্যতেজে বা অভিসম্পাতে বহু অসুর-গণের বিনাশ সাধিত হইয়াছে। ঋষি-বাক্যের এমনই ক্ষমতা যে, তাঁহার বাক্য-প্রভাবে জনৈক পুরুষ ব্যক্তির (স্ত্রীলোকের নহে) গর্ভোৎপন্ন হয় এবং তদগর্ভে সেই ঋষির বাক্য-প্রভাবে একটী মুষল জন্মগ্রহণ করে। সেই মুষল যদুবংশের বিনাশের কারণ হইয়াছিল। সুতরাং শব্দের প্রভাবে জন্ম হইতে পারে, ইহাই প্রতিষ্ঠিত হইল। আপ্তবাক্য বা আম্নায়-বাক্যের এমনই শক্তি যে, তাহার প্রভাবে জন্ম, স্থিতি ও ভঙ্গ হইয়া থাকে। এই প্রকার শব্দ-তত্ত্ব ব্যাসদেব শাস্ত্র হইতেই নিরূপণ করিয়াছেন এবং আমরাও শাস্ত্র হইতেই শব্দ-তত্ত্বের অভিজ্ঞান লাভ করিব। এইজন্য বেদান্তের তৃতীয়সূত্রে ব্যাসদেব বলিয়াছেন—"শাস্ত্র-যোনিত্বাৎ" অতএব আমরা শাস্ত্র ত্যাগ করিয়া যথেচ্ছা স্বকপোল-কল্পনাদ্বারা যেন আমাদের আত্মমঙ্গলদায়ক পথ নিরূপণ করিবার বৃথা চেষ্টা না করি।

প্রাকৃত-শব্দবাদী দার্শনিকগণ শব্দমাত্র হইতে শব্দোদ্দিষ্ট বস্তুর পার্থক্য কল্পনা করিয়া থাকেন, অর্থাৎ বাচক ও বাচ্য

দেখা প্রদর্শন করেন কিন্তু অপ্রাকৃত শব্দ ও শব্দী বা বাচ্য ও বাচকের মধ্যে কোন মায়ার ব্যবধান না থাকায় অদ্বয়জ্ঞান-বিচারে উহা একই বস্তু। ব্রহ্মকাণ্ডেও আর একস্থলে শ্রুতি বলিয়াছেন,—"বাচ্যা সা সর্ব্ব-শব্দানাং শব্দাশ্চ ন পৃথক্ ততঃ।" সুতরাং বাচ্য-বাচকে, শব্দ-শব্দীতে কোন ভেদ নাই, ইহা শাস্ত্র-দ্বারাই প্রমাণিত হইল। এই শব্দের আলোচনা করিতে হইলে শব্দান্তর বস্তুর আলোচনা দ্বারা শব্দের সাধন হইতে পারে না। বেদান্তের চতুর্থ সূত্র—"সমন্বয়াৎ" তাহার প্রমাণ। 'সমন্বয়াৎ' সূত্রের অর্থ সম্—সম্যগ্ রূপে অর্থাৎ একমাত্র। অন্বয়াৎ অর্থাৎ অন্বয় বা অনুকূল অনুশীলন কর্ত্তব্য; 'সম্'-শব্দের অন্বয় ব্যতিরেক-পথের নিরাস করিতেছেন। নৈয়ায়িকগণের বস্তু হইতে ভিন্ন বস্তুর আলোচনারূপ ব্যতিরেক চেষ্টা ও নির্ব্বিশেষ-বাদিগণের 'নেতি' 'নেতি' বিচার-রূপ ব্যতিরেক-চেষ্টাকে 'সম্' ও 'অন্বয়াৎ' এই উভয় শব্দের দ্বারা ব্যাসদেব নিরস্ত করিয়াছেন। অন্বয়-পথই আমাদের একমাত্র পথ, ইহাই স্বীকার করিতে হইবে। নৈয়ায়িক ও নির্ব্বিশেষবাদিগণের অপ্রাকৃত শব্দ-প্রমাণে অনাস্থা থাকার দরুণ প্রত্যক্ষ-অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া তাঁহারা প্রমেয়-নির্ণয় করিবার যে চেষ্টা করিয়াছেন তাহাতে আমাদের বস্তুতঃ কোন প্রকার মঙ্গলের কথা নাই। শব্দই আমাদের একমাত্র আশ্রয়স্থল। অপ্রাকৃত শব্দ অর্থাৎ মহাপুরুষগণের বাণী আমাদের কাণের ভিতর দিয়া প্রবিষ্ট হইলে আমাদের মর্ম্মস্পর্শ করিয়া প্রাণকে আকুল করিয়া তুলে। আপনারা বৈষ্ণব-কবির পদ শুনিয়া থাকিবেন—"কাণের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো, আকুল করিল মোর প্রাণ।" এখন আমার পূর্ব্বকথিত লোহাগ্নির ন্যায়টী স্মরণ করুন। আমাদের হৃদয় লোহার মত কঠিন হইলেও অপ্রাকৃত শব্দ-শ্রবণ ফলে অগ্নিপ্রবিষ্ট লৌহের ন্যায় উহা তরল অর্থাৎ কোমল হইয়া যাইবে। কারণ ভগবান্ সর্ব্বশক্তিমান্, ভগবদভিন্ন শব্দও সর্ব্বশক্তিমান্ সুতরাং শব্দ আমাদিগকে সৎপথে লইয়া যাইবে, ইহাতে আর বিচিত্রতা কি?

———

শব্দ, আত্মা, বিষ্ণু, ব্রহ্ম ইত্যাদি একই তত্ত্বের বাচক সুতরাং উহাদের মধ্যে বৈচিত্র্য ও বৈশিষ্ট্য থাকিলেও ভেদ নাই। উপনিষদ্ বলেন—"আত্মা বা আরে শ্রোতব্যো দ্রষ্টব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ" আত্মাকে শ্রবণ করিতে হইবে, আত্মাকে দর্শন করিতে হইবে ও আত্মার ধ্যান করিতে হইবে সুতরাং আমাদের শব্দের শ্রবণ করিতে হইবে ও শব্দের দর্শন করিতে হইবে। উপনিষদের উক্ত কথায় শব্দের দর্শন ব্যাপার পরিলক্ষিত হয়। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, যাহা শ্রবণ-যোগ্য তাহা দর্শন-যোগ্য নহে এবং যাহা দর্শন-যোগ্য তাহা শ্রবণ-যোগ্য নহে। এস্থলে পূর্ব্বপক্ষ এইরূপ যে, শব্দ চক্ষু-ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য হয় কি-প্রকারে? চক্ষু রূপবিশিষ্ট বস্তু দর্শন করে, শব্দ নিরাকার বস্তু; সুতরাং রূপহীন শব্দ-দর্শন ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহে। সময় সংক্ষেপ বশতঃ আমি ইহার বিস্তারিত আলোচনা করিতে না পারিলেও আপনাদের কথঞ্চিৎ সংশয় নিরসন করিতেছি। 'সরীসৃপ' অর্থাৎ সর্প কর্ণেন্দ্রিয়-হীন, সে চক্ষু-ইন্দ্রিয়ের দ্বারাই শ্রবণ করিয়া থাকে ইহা আপনারা যথেষ্ট লক্ষ্য করিয়াছেন। সুতরাং শব্দকে দর্শন করিতে হইবে বলিলে শাস্ত্রকারগণের উক্ত বাক্যের আমরা সত্যতা উপলব্ধি করিতে পারিতেছি। তাহা ছাড়া শব্দের কোন আকার নাই, একথা বেদান্ত স্বীকার করেন না। বেদান্ত-সূত্রকার ভগবদবতার ব্যাসদেব উক্ত মত ও আপত্তি নিরসনকল্পে পঞ্চমসূত্রে বলিয়াছেন "ঈক্ষতের্নাশব্দম্"।

"ঈক্ষতেঃ" ন "অশব্দম্"; অর্থাৎ অশব্দ নয়, এমন বস্তুকে অর্থাৎ শব্দকে দর্শন করিতে হইবে। ইহাতে আমরা বুঝি, শব্দের রূপ আছে। এই সূত্রেতে আপনাদের পূর্ব্বপক্ষ হইতে পারে—'ঈক্ষতের্নাশব্দম্' এই প্রকার ঘুরাইয়া সূত্র না করিয়া ঝটিতি অর্থ প্রতিপাদনার্থ 'ঈক্ষতেঃ শব্দম্' সূত্র করিলেই ভাল হইত। ইহ পূর্ব্বপক্ষের মীমাংসা এই যে, ব্যতিরেক-পথে যে অশব্দ-রূপ প্রাকৃত শব্দের দর্শন তাহাকেও নিরাস করিয়া একমাত্র অবিমিশ্র অপ্রাকৃত বিশুদ্ধ-চেতন-বিশিষ্ট শব্দেরই নিত্য রূপ দর্শন করিতে হইবে। বেদান্ত-সূত্রকার উক্তরূপে শব্দের রূপ ও আকার নির্ণয় করিয়াছেন।

এক্ষণে শব্দের আকার কি, আমাদের শ্রবণ করিবার কৌতূহল হইতেছে। আচার্য্যাঙ্কুশ-চূড়ামণি শ্রীপাদ কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী শব্দের রূপ-সম্বন্ধে বলিয়াছেন —"নামরূপে কলিকালে কৃষ্ণ-অবতার"। সাক্ষাৎ ভগবান্ নামরূপ ধারণ করিয়া কলিকালে আমাদের উদ্ধারার্থ অবতীর্ণ হইয়াছেন। একমাত্র নামই শব্দের রূপ। শব্দ শাস্ত্রাকারেও আমাদের নিকটে বহুরূপে প্রকাশিত আছেন। শাস্ত্রই হইল শব্দের অঙ্গরূপ। আপনাদের প্রশ্ন হইতে পারে—শব্দের নাম ও শাস্ত্ররূপ কি প্রকারে সম্ভব হইল এবং নামেতে ও শাস্ত্রেতে পার্থক্য কি? এই প্রশ্নের উত্তরে আমি এই জড় জগতেরই শব্দের রূপতা-সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিকগণের আবিষ্কারের একটী উদাহরণের দ্বারা বুঝাইতে চেষ্টা করিব। আপনারা গ্রামোফোন দেখিয়াছেন—একজন লোক গান করিলে বৈজ্ঞানিক যন্ত্র-সাহায্যে কীর্ত্তনকারীর সেই শব্দগুলি সেই যন্ত্রেতে প্রতিফলিত হইলে plateএ তাহা গ্রহণ করে। ঐ plateএ আমরা Sound Boxএ পিন দিয়া move করিলেই কীর্ত্তনকারীর শব্দ আমরা শ্রবণ করিতে পারি। জীব-গোস্বামী হরিনামামৃত-ব্যাকরণে বলিয়াছেন—"নারায়ণাৎ উদ্ভূতোঽয়ং বর্ণক্রমঃ" নারায়ণ হইতেই বর্ণক্রম অর্থাৎ শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে। সেই শব্দ ব্রহ্মার অপ্রাকৃত কর্ণে গৃহীত হওয়ার পর তাঁহার অপ্রাকৃত জিহ্বায় কীর্ত্তিত হইলে নারদ উহা শ্রবণ করিয়া ব্যাসদেবের নিকট কীর্ত্তন করেন। এই অপ্রাকৃত শব্দ আম্নায়ক্রমে ব্যাসদেবের নিকট আসিয়া পৌছিলে ব্যাসদেব সেই অপ্রাকৃত শব্দকে উক্ত Analogy ক্রমে গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ করেন। অপ্রাকৃত Sound Box সদ্‌গুরুপাদাশ্রয় দ্বারা উক্ত অপ্রাকৃত শব্দসমূহ শ্রবণ করিতে পারা যায়। প্রাকৃত জগতের উদাহরণ দ্বারা যতদূর সম্ভব আমি আপনাদিগকে বুঝাইতে যত্ন করিয়াছি। এক্ষণে উক্ত শাস্ত্ররূপ ও ও নামরূপের সম্বন্ধে আমি বলিতে চাই। সূর্য্য তাঁহার কিরণ সমস্ত দিকে বিস্তার করেন এবং ঐ বিস্তীর্ণ কিরণ-কণের দাহিকা-শক্তি থাকিলেও উহা নানাস্থানে বিকীর্ণ থাকা-হেতু এত দূরের বস্তু দগ্ধ করিতে পারিতেছে না। আপনারা পড়িয়াছেন—"অনন্তপারং কিল শব্দশাস্ত্রম্।" শাস্ত্রের প্রত্যেক বাণী প্রত্যেক শব্দ এই সূর্য্য-কিরণের সহিত তুলনা করুন। প্রত্যেক শাস্ত্র-বাক্যেরই আমাদিগকে উদ্ধার করিবার ক্ষমতা থাকিলেও আমরা শাস্ত্র হইতে বহুদূরে থাকার দরুণ উক্ত বাণী আমাদের প্রতি ক্রিয়াবতী হইতেছে না; কিন্তু বিচ্ছিন্ন কিরণসমূহ আতস-পাথরের দ্বারা কেন্দ্রীভূত হইলে উহা যে-কোন দ্রব্য দগ্ধ করিতে সমর্থ হয়। শ্রীনামকে তদ্রূপ জানিতে হইবে। বিচ্ছিন্ন ও বিস্তৃত শাস্ত্রসমূহ কেন্দ্রীভূত হইয়া তাঁহার সমুদয় ক্ষমতাই শ্রীনামে অবস্থিত থাকায় শ্রীভগবন্নামই সর্ব্বশক্তিসম্পন্ন হইয়া আমাদের উদ্ধারের নিমিত্ত অবতীর্ণ হইয়াছেন। শাস্ত্র-বাক্য আমাদের নিকট ক্রিয়াশীল না হইলেও ভগবন্নাম-গ্রহণ-মাত্রেই আমাদের মঙ্গল হইবে। অদ্য রাত্রি অধিক হইয়াছে, বেদান্তের অন্য সূত্রসমূহের আলোচনা করিবার সুযোগ হইল না। বেদান্ত-সূত্রের উপসংহারে শ্রীল ব্যাসদেব বলিয়াছেন "অনাবৃত্তিঃ শব্দাৎ অনাবৃত্তিঃ শব্দাৎ" অর্থাৎ শব্দ হইতেই অনাবৃত্তি হইবে। 'শব্দ' অর্থে 'শ্রীনাম' বুঝিতে হইবে। শ্রীনামগ্রহণেই জীবের মুক্তি, অন্য উপায়েতে মুক্তির সম্ভাবনা নাই, ইহা প্রতিপাদনার্থ সূত্রকার দুই-বার উক্ত পদের বিন্যাস করিয়াছেন এবং শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন "কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ" মায়াদীর বচনেও আমরা জানিতে পারি—

"হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্। কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা॥" তিনি একবার বা দুইবার বলিয়া সন্তুষ্ট হন নাই, তিন বার করিয়া উক্ত নামগ্রহণের কথা বলিয়াছেন এবং কলিকালে অর্থাৎ বর্ত্ত-জীবের পক্ষে নামগ্রহণ ব্যতীত অন্য কোন প্রকার গতি নাই—ইহা বেদান্তসম্মত, শাস্ত্র-সম্মত ও যুক্তিসম্মত। সুতরাং আপনাদের নিকট প্রার্থনা—নামগ্রহণ ব্যতীত অন্য কোন প্রকার ধর্ম্মের অঙ্গীকার না করিয়া বাস্তবিক সৎসঙ্গে অপ্রাকৃত-শব্দ 'শ্রীনাম'-শ্রবণ করুন। অদ্যকার মত আপনাদের নিকট হইতে আমি বিদায় গ্রহণ করিলাম।

———

"নাম-কৃপা"

(শ্রীযুত ভবদেব চট্টোপাধ্যায়)

সেবারাধ্য-ধন নাম-সংকীর্ত্তন
কলিযুগ-মাঝে সর্ব্বধর্ম্মসার।
নামরূপে হরি ভবে অবতরি'
কলিহত জীবে করয়ে উদ্ধার॥
সেই হরিনাম ভজ অবিরাম
সাধু-গুরুপদ আশ্রয় করিয়া।
তবে পরিণামে পাবে রাধাশ্যামে
এ ভব-বারিধি যাইবে তরিয়া॥
কলিযুগে ভাই অন্য গতি নাই
হরি-গুরু-পদ করহ সম্বল।
কর্ম্ম,যোগ, জ্ঞান, ব্রত, তপঃ, ধ্যান,
যজ্ঞ, দান—সব কৈতব কেবল॥
সপ্তশিখা নাম দহে জীব-কাম
সুধা প্রদানিয়া ভবক্ষুধা হরে।
অজ্ঞানতা-ধূলি দেয় হৃদে ঢালি'
শুদ্ধসত্ত্ব করে মানস-মুকুরে॥
ভব-দাবানল নিদাঘ সকল
অতি সুশীতল শান্তি-সুধাধারে।
দূরে যায় জ্বালা পায় শান্তি মেলা
প্রেমানন্দ হাটে আনন্দে বিহরে॥
চাঁদিমা কিরণ করে বিতরণ
স্নিগ্ধ সুশীতল সর্ব্বাশুভ-হর।
সকল পরাণী আত্মকুমুদিনী
সদা ফুল্ল রয় হেরি' প্রাণেশ্বর॥
বিদ্যার জীবন কৃষ্ণনাম-ধন
বিদ্যাবধূ তাঁর নাম বিদ্যাপতি।
যদি বিদ্যাবান্ ভুলে বিদ্যা-প্রাণ
অবিদ্যা ঘিরেছে সেইজন-মতি॥
নামে বৃদ্ধি করে আনন্দসাগরে
খাতোদক-সম ব্রহ্মানন্দ হয়।
কৃষ্ণ-প্রেমানন্দ দানে নিত্যানন্দ
জড়ানন্দ হয় নিরানন্দময়।
জীব প্রতিক্ষণে হৃষ্টচিত্ত-মনে
পূর্ণামৃত-প্রেম করে আস্বাদন।
নাম সুধাপানে মৃত্যুভয় জিনে
পায় ভয়াপহ 'অভয়-চরণ'॥
সর্ব্ব আত্মা হয় শান্ত স্নিগ্ধময়
মাত হ'য়ে নাম-কীর্ত্তন গায়রে।

(অতঃপর ৬ষ্ঠ পৃষ্ঠা ৩য় কলমে দ্রষ্টব্য)

শুদ্ধভক্তি গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। ভাষ্যসহ বিরাট শ্রীচৈতন্যভাগবত ৫৲
২। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত
একাদশ স্কন্ধ হইতে প্রতিখণ্ড ।৶০
৩। ভাষ্যদ্বয়সহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত
(৪র্থ সংস্করণ)
৪। ভক্তিবিবেককুসুমাঞ্জলি (বাঁধা) ১৲
৫। গৌড়ীয়-গৌরব ।৶০
৬। গৌড়ীয়-সাহিত্য ।৶০
৭। ভজনরহস্য ॥০
শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও
শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৯। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ)
ঐ (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
১০। গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি টীকাসহ)
ঐ (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
১১। গীতার কেবল মাধ্ব-ভাষ্য ॥০
১২। যুক্তিমল্লিকা গুণসৌরভঃ সানুবাদ
(মাধ্ব) ২৲
১৩। বেদান্ততত্ত্বসার সানুবাদ
(রামানুজীয়) ॥০
১৪। জৈবধর্ম্ম ২৲
১৫। শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৬। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১৭। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ॥৶০
ঐ (বাঁধা) ৸০
১৮। দ্বীপ-দিগ্দর্শন ৶০
১৯। সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ) ।৶০
২০। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ॥০
ঐ (আবাঁধা) ।৶০
২১। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
২২। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৶০
২৩। গীতমালা ⁄১০
২৪। নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য ৴০
২৫। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৴০
২৬। নবদ্বীপ পঞ্জিকা (৪৪৭ গৌরাব্দ) ৶০
২৭। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
২৮। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা-দর্পণ ।০
২৯। শরণাগতি ⁄০
৩০। গীতাবলী ⁄০
৩১। চিত্রে নবদ্বীপ ।॥০
৩২। সাধনকণ ⁄০
৩৩। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ⁄০
৩৪। নবদ্বীপশতক ⁄০
৩৫। অর্থপঞ্চক ⁄০
৩৬। সদাচারস্মৃতিঃ ⁄০
৩৭। কল্যাণকল্পতরু (৫ম সংস্করণ) ⁄১০
৩৮। অর্চ্চনকণ ৲১০
৩৯। সাধককণ্ঠমালা (বাঁধা) ।০
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৪০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি
(প্রথম চারিখণ্ড) ৩৲
৪১। ব্রহ্মসংহিতা ।০
৪২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৪৩। মণিমঞ্জরী সানুবাদ ।০
৪৪। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৪৫। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ।০
৪৬। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৪৭। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
৪৮। গৌড়ীয়মঠ কি করেন ? ⁄০
৪৯। ঈশোপনিষৎ (বলদেব ও মাধ্ব-ভাষ্য এবং বিবৃতি ও অনুবাদসহ) ।০
৫০। শ্রীভুবনেশ্বর ৴০
৫১। সিদ্ধান্তদর্পণ ৶০
৫২। সাংখ্যবাণী ⁄০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৫৩। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী-দিগ্বিজয়ঃ ॥০
৫৪। সটীক-শিক্ষাদশমূলম্ ।০
৫৫। তত্ত্ব-সূত্রম্ ।০
৫৬। সানুবাদ-শিক্ষাষ্টকম্ ৶০
৫৭। গৌড়ীয়মঠস্য পরিচয়ঃ ⁄০
৫৮। সারাংশবর্ণনম্ ৴০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৫৯। রায় রামানন্দ ॥০
৬০। নামভজন ।০
৬১। রিলেটীভ্ ওয়ার্ল্ড্স ।৶০
৬২। লাইফ্ অ্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।০
৬৩। বৈষ্ণবীজম্ ।০
৬৪। হোয়াট্ গৌড়ীয়মঠ ইজ্ ডুইং ⁄০
৬৫। দি ভাগবত ।০
৬৬। থিয়োটিক্ প্রিন্সিপ্ল্ অ্যাণ্ড আনেলয়েড্ ডিভোসন ।০
৬৭। ব্রহ্ম-সংহিতা ২॥০
৬৮। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (ভলুম ওয়ান) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৬৯। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ॥০
৭০। সাধন পথ ।০
৭১। কল্যাণ-কল্পতরু ⁄১০
৭২। গীতাবলী ⁄০
৭৩। শরণাগতি ⁄০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৭৪। শরণাগতি

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

নদীয়া-প্রকাশপ্রাপ্তির স্থান

১। শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম-মায়াপুর, নদীয়া
২। শ্রীযোগপীঠ ঐ
৩। শ্রীবাস অঙ্গন ঐ
৪। অদ্বৈত-ভবন ঐ
৫। কাজীর সমাধি-পাট ঐ
৬। আনন্দ-সুখদ-কুঞ্জ শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ, নদীয়া।
৭। শ্রীভাগবত আসন কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
৮। শ্রীএকায়ন মঠ গোবিন্দপুর, হাঁসখালী।
৯। দ্বাদশগোপাল পাট—পোঃ চাকদহ,
১০। শ্রীগৌর গদাধরমঠ—চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড়, বর্দ্ধমান
১১। শ্রীমোদদ্রুমছত্র মাউগাছি, বর্দ্ধমান
১২। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম, আমলাযোড়া, পোঃ রাজবাধ বর্দ্ধমান
১৩। শ্রীগৌড়ীয়মঠ বাগবাজার, কলিকাতা
১৪। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাজু, হাওড়া,
১৫। শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয়মঠ, ৯০নং নবাবপুর রোড্, ঢাকা
১৬। শ্রীগোপালজী মঠ কমলাপুর, ঢাকা।
১৭। শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ পোঃ বালিয়াটী,
১৮। শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয়মঠ ময়মনসিংহ।
১৯। শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ চিরুলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর
২০। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম গোয়ালপাড়া, আসাম।
২১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ রায়াপেট্টা, মান্দ্রাজ।
২২। শ্রীরামানন্দগৌড়ীয় মঠ কব্বুর, জিঃ পশ্চিম গোদাবরী
২৩। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ উড়িয়াবাজার, পোঃ বক্সীবাজার, কটক।
২৪। শ্রীত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয় মঠ ভুবনেশ্বর।
২৫। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ স্বর্গদ্বার, পুরী।
২৬। শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ আলালনাথ পোঃ ব্রহ্মগিরি, পুরী।
২৭। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ ডুমুরকুণ্ডা, পোঃ চিরকুণ্ডা, মানভূম।
২৮। শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ—কাশী।
২৯। শ্রীরূপগৌড়ীয় মঠ—এলাহাবাদ।
৩০। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ পুরাণবাজার, সরকার ঠাকুরের কুঞ্জ, বৃন্দাবন
৩১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, নিউদিল্লী
৩২। শ্রীপরমহংসমঠ—নৈমিষারণ্য,
৩৩। শ্রীসারস্বত গৌড়ীয় মঠ—হরিদ্বার।
৩৪। শ্রীব্যাসগৌড়ীয়মঠ—কুরুক্ষেত্র, পঞ্জাব
৩৫। শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাবুলনাথ রোড, পোঃ গ্র্যাণ্ট রোড, বোম্বে।
৩৬। লণ্ডন গৌড়ীয়মঠ, ৩৯নং গ্লেটন গার্ডেন্স, কেন্সিংটন্ লণ্ডন, (এস্, ডব্লিউ—১০)।
৩৭। অমর্ষি গৌড়ীয়মঠ—মেদিনীপুর
৩৮। সরভোগ গৌড়ীয় মঠ—সরভোগ, কামরূপ, আসাম,

"নাম-কৃপা"

(৫ম পৃষ্ঠার পর)

যায় সর্ব্বক্লেদ পূরে চিত্ত-খেদ
নামগত প্রাণে সতত বিহরে ॥
জয় জয় জয় শ্রীনামের জয়
নিত্য শুদ্ধনাম মুকত রতন।
নাম-নামী ভেদ নাই রে, অভেদ
সর্ব্বারাধ্য নাম ভজ মূঢ় মন ॥
হয়ো না হে বাম মুক্ত-সেবা নাম
প্রচারিছে তোমা যেবা মহীতলে।
সেই তব জনে যেন সেবি' প্রাণে
এই ভিক্ষা মাগি' তব পাদমূলে ॥

———

শুদ্ধভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী মাসিক। শ্রীধাম-মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১॥০ টাকা মাত্র।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

আদিকবি শ্রীল বৃন্দাবন দাস প্রণীত সমগ্র গ্রন্থ

গ্রন্থের মূল বোল্ড অক্ষরে এবং তন্নিম্নে বিশ্ববিশ্রুত গৌড়ীয়মঠের প্রতিষ্ঠাতা ও আচার্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তি-সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভু-পাদের রচিত বিস্তৃত ভাষ্য উত্তম কাগজে সৌষ্ঠবের সহিত মুদ্রিত হইয়াছেন। ডবল ক্রাউন আটপেজি আকারে ১০৯৬ পৃষ্ঠায় কেবল মূল ও ভাষ্য সম্পূর্ণ হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত শ্লোকসূচী, পদ্যসূচী, স্থানসূচী, পাত্রসূচী, বিষয়সূচী, শব্দসূচী প্রভৃতি বিস্তৃত সূচীপত্রেও একটী গ্রন্থ হইবে। সভাষ্য শ্রীচৈতন্যভাগবতের এরূপ উৎকৃষ্ট ও অমূল্য বিরাট্ সংস্করণ জগতের কোথায়ও আজ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হন নাই, ইহা নিরপেক্ষ পাঠক মাত্রকেই একবাক্যে স্বীকার করিতে হইবে। শ্রীগৌড়ীয়মঠের উৎসব-কালে গ্রন্থের ভিক্ষা ১২৲ বারটাকা স্থলে- ৫৲ পাঁচটাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীচৈতন্যমঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

কলিকাতা বাজার দর

লৌহ হার্ডওয়্যার

১০ই নবেম্বর ১৯৩৩

টাটার তৈয়ারী— প্রতি হন্দর।

লোহার কড়ি (জয়েষ্ট বা বীম)

মার্কা ৫।৵০—৫৷৵০

ঐ বে-মার্কা হাল্কা ওজন ৪।৵০—৪৷৵০

বরগা (টী-আয়রণ) ৬৵০—৬।০

এঙ্গেল আয়রণ (কোনা) ৫৸৵০—৬।৵০

গ্যালভ্যানাইজড করগেট টীন—

২২ গেজ ৬ হইতে ১০ ফুট ১১।৵০

২৪ গেজ ,, ,, ১০৸৵০

২৬ গেজ ,, ,, ১২

২৪ গেজ আর, পি, ডি, মার্কা ১২৸৵০

২৪ গেজ গাঃ প্লেন শীট— ১১।৵০

২৬ গেজ ,, ,, ১২।০

২৮ গেজ ও ৩০ গেজ ঐ— ১৩৲—১৬৲

বাগান ঘেরা কাঁটাতার ১০০

পাউণ্ড বাঃ ৮৸০

ষ্টীল পাটী ৬৲৵—৬।০

,, ফোলট্রু (গোল) ৬৲৵—৬।০

,, পরাদে (চৌকা) ৬৵০—৬৲।০

,,গোল রড ৵০—।৵০ সুতা ৫৵০—৫৷০

,, টানা রড-

চৌকা ৵০— ।৵০ ঐ ৫৵০—৫৷০

,, সাউণ্ড তাল ৭৲—৭৸০

,, প্লেট—তিন সুতা মোটা

পর্য্যন্ত ৭।০—৭।০

,, চাদর ৩-১৬ খানা বাণ্ডিল ৯৷৵—১০৲

ষ্টাঃ ষ্টীল ৮।০—৯৲

হাফ রাউণ্ড ৫৸৵—৬৲৵০

তারের পেরেক ১—৬ ইঞ্চি ৯—৯৸০

প্যাটেণ্ট পেরেক ২—৮ ইঞ্চি ১২।০—১৫৷০

ঢালাই কড়া ১ হইতে ১০ নং ২৷০ সাট

কোদাল ৪, ৫, ৬, ৭৸৵০ ৮৸৵০ ৯৸৵০ডঃ

ঐ তিন পাউণ্ড ৬৲ দেঃ বিঃ ৬।৵০ ,,

গ্যাঃ প্লেন বালতি ৭—১২ ইঞ্চি ১৷৵০ ৬৷৵০

ঐ রিভিট ,, ৭—১২ ইঞ্চি ২৲—৭৲ ,,

লোহার চেয়ার রডের গোল ও

চৌকা ৮৷ ,,

ঐ ঢালের লোহার সিট ১৫৲ ,,

ঐ বেনেস্তা (কাঠের সিট) ১৮৲ ,,

লোহার স্ক্রুপ ৷—৩ ইঞ্চি /১০—৷৵০ গ্রোস

ঐ স্ক্রু ৭৩ নং

১৷—৪ ইঞ্চি ।১০—৸৵১০ পেঃ ডজন

গ্যাঃ তার ১৬—২২ নং

(গেজ) ১২৲—১৩৲ হন্দর

গ্যাঃ রিজিং (মটকা)

১২ ইঞ্চি ।৵৫—৷৵০ পীস

গ্যাঃ পাটারিং বা জোড়া

৬ ইঞ্চি ।০—৸৵০ ,,

গ্যাঃ স্ক্রুপ ১৷০—২৷০ ইঞ্চি ২৩৲—২৯৲ হন্দর

গ্যাঃ ওয়াসার চাকি ১১৷০—১৬৲ ,,

গ্যাঃ বোল্ট নাট ৸—৩ ইঞ্চি

৷৵১০—১৵০ গ্রোস

ঢালাই রেলিং ৩৷০—৪৷০ হন্দর

ঐ রেন ওয়াটার পাইপ

৩ ইঞ্চি ৵১০ ও ৪ ইঞ্চি ।১০ ফুট

টিউব ওয়েলের জন্য গ্যাঃ

পাইপ ১৷ ইঞ্চি ।৵৫ ফুট

পাম্প ৪নং ১২৷০ ৫নং ১৪৲ ৬নং ১৬৲

৬০—৮০ বাটখারা ৵১৫ সাট ২।০—২৷০ মণ

সন্তোষকুমার মল্লিক এণ্ড সন্স লিঃ

লৌহ ও হাডওয়ার বিক্রেতা।

মীরবহর ঘাট লোহাপটী বড়বাজার.

টেলি—"লোহার মালিক" কলিকাতা

কেরোসিন

শ্লোক্রেক প্রত্যেক বাক্স (২ টিন) ৯৲৬

সূর্য্য মার্কা ,, ৬৷০

ভিক্টোরিয়া ,, ৬৲

সোণার দর

পাকা সোণা ৩০৸৵

বড়াল ৩০৸

চিনা পাত ৩২।০

রূপার দর

রূপা প্রতি ১০০ ভরি ৫৫৵

ঐ খুচরা ৫৵০

কোম্পানীর কাগজ

৩৷০ সুদের কাগজ ৮১৵

৩৷০ নূতন ঋণ (১৯৪৭-৫০) ৯১।০

৪৲ ,, ঋণ (১৯৬০-৭০) ৯৭৲

৫৲ ,, বণ্ড (১৯৩৫ ১০৪৷৵০

ডিবেঞ্চার

৫৲ সুদের (১৯৫৬-৮৬) কলিকাতা পোর্ট-

ট্রাষ্ট ডিবে :— ১০২৷৵০

ব্যাঙ্ক

ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক (কন্ট্রা) ২৯৪৷০

সেণ্ট্রাল ঐ ২২৲

কাপড় ও সূতার কল

এলগিন মিল ৪৫৲

পাট কল

হাওড়া ৫০৲

অকল্যাণ্ড ১৯৫৲

বালী ১৬২৲

বরানগর ১৫০৲

রিলায়েন্স ৩৭০৲

ভিরুট ২৪৩৲

ক্লাইভ ২৮।০

ডালহাউসী ৪০৮৷০

ফোর্ট ৪০৫৲

কৃষ্ণনগর নবদ্বীপঘাট রেলওয়ে সময়

কৃষ্ণনগর হইতে নবদ্বীপঘাট

কৃষ্ণনগর সিটি—	৬-৪৫	১০-৪৪	১৩-২২	১৭-৩৮	২০-১৬
কৃষ্ণনগর রোড—	৬-৫৬	১০-৫৫	১৩-৩৩	১৭-৪৭	২০-২৫
আমঘাটা—	৭-১৫	১১-১৩	১৩ ৫১	১৮-৩	২০-৪১
মহেশগঞ্জ—	৭-২৪	১১-২১	১৪-০	১৮-৯	২০-৪৭
নবদ্বীপঘাট—	৭-৩৩	১১-৩০	১৪-৯	১৮-১৬	২০-৫৫

বিশেষ দ্রষ্টব্য—নবদ্বীপঘাট ষ্টেশন অপেক্ষা মহেশগঞ্জ ষ্টেশন হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরের দূরত্ব অনেক কম। শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে যাঁহাদিগকে রাণাঘাটে ট্রেণ বদল করিতে হয়, তাঁহারা রাণাঘাটে প্রাতঃ ৫-৫০, ৮-১৪, ৯ ৪৬, ১৬-৪৮, ১৮-৩৯ এবং ০-৩২ মিনিটের সময় গাড়ী পাইবেন।

শান্তিপুর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে শান্তিপুর ষ্টেশনে ৫-৪০, ৯-২৯, ১১-২৫, ১৬-৩ এবং ১৮-৪১ মিনিটের সময় ট্রেণ পাওয়া যায়।

নবদ্বীপঘাট হইতে কৃষ্ণনগর

নবদ্বীপ ঘাট—	৫-৩৫	৯-২৫	১২-১০	১৫-৩৪	১৮-৪৫
মহেশগঞ্জ—	৫-৪৩	৯-৩৩	১২-১৯	১৫-৪১	১৮-৫৬
আমঘাটা—	৫-৪৯	৯-৩৯	১২-২৬	১৫-৪৮	১৯-৫
কৃষ্ণনগর রোড—	৬-৫	৯-৫৫	১২-৪৩	১৬-৪	১৯-২৪
কৃষ্ণনগর সিটি—	৬-১১	১০-৩	১২-৫১	১৬-১২	১৯-৩৫

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রোণ্ট ওয়ার্কস্ হইতে—ডাঃ কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম ভক্তিশাস্ত্রী এল. এম. এফ কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

জমাদারের প্রতি প্রাণ-দণ্ডের আদেশ

বিগত ২৮শে মে রাত্রে জামেথিলের ব্রুকের সামরিক পুলিশ বিভাগের জমাদার কাউনান, সুবেদারচরণ দাস নামক একজনকে হত্যা করা সম্পর্কে এবং রফিক নামক একজন ড্যাংটিয়া গাড়োয়ানকে হত্যা করার চেষ্টা করিবার অভিযোগে পিয়ানমানার দায়রা জজ কর্তৃক প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হয়। উক্ত দণ্ডাজ্ঞার বিরুদ্ধে সে হাইকোর্টে আপীল করে। ঐ আপীলের বিচার করিবার জন্য হাইকোর্ট ছুটী থাকাকালে বিচারপতি মাবু বিচারপতি সেনকে লইয়া এক বেঞ্চ গঠিত হয়। তাঁহারা উক্ত আপীল অগ্রাহ্য করিয়াছেন।

মামলায় প্রকাশ যে, ২৫শে মে তারিখে কম্যাণ্ডাণ্ট আসামীর হিসাবপত্র পরীক্ষা করিতে আসেন এবং তাহাকে বলেন, যে পরদিন সুবেদার আসিয়া পৌঁছিলে তাহাকে সাসপেণ্ড করা হইবে এবং জমাদারকে জানান যে এই সম্বন্ধে তিনি প্যাবিউয়ের পুলিশের ডেপুটী ইন্স্পেক্টারকে জানাইবেন। ঐ রাত্রেই সুবেদারকে গুলী করিয়া হত্যা করা হয়।

আসামী এক আবেদনে জানায় যে উক্ত অপরাধ করিবার দিবসের পূর্ব্বে তাহার চরিত্র অত্যন্ত নির্ম্মল ছিল এবং তাহার যুদ্ধে পারদর্শিতা সম্বন্ধে রেকর্ডও আছে। আসামী আরও বলে যে, চারি মাস যাবৎ তাহার অত্যন্ত আর্থিক কষ্ট চলিতেছিল এবং তাহাকে হঠাৎ চাকরী হইতে সাসপেণ্ড করা হইবে জানিয়া সেই রাত্রে অত্যধিক মদ্যপান করে।

রায় দানকালে বিচারপতি মা বু বলেন যে, সুবেদারকে হত্যা ও গাড়োয়ানকে হত্যা করিবার চেষ্টা সম্পর্কে আসামী যে সম্পূর্ণ দোষী, উহা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হইয়াছে। আসামী পক্ষের এডভোকেট যে কারণ দর্শাইয়া আসামীর প্রতি লঘুদণ্ডের ব্যবস্থা করিতে বলিয়াছেন, সেই সব কারণ গ্রহণ যোগ্য নহে। সেই জন্য বিচারপতিগণ তাহার আপীল বাতিল করিয়া পূর্ব্ব দণ্ডাজ্ঞা বহাল রাখিবার আদেশ দিয়াছেন।

পলাতক আসামী গ্রেপ্তার

নলডাঙ্গা ডাকাতির মামলার আসামী বলিয়া অভিযুক্ত পলাতক সরসীলাল মৈত্র নামক এক ব্যক্তিকে পুলিশ সেদিন প্রাতে কাউনিয়া রেলওয়ে ষ্টেশনে রেলওয়ে কামরার মধ্য হইতে গ্রেপ্তার করে। তাহাকে মহারম হাকিমের আদালতে হাজির করা হইলে তিনি তাহাকে আটক রাখার আদেশ দেওয়া হয়।

স্মরণ থাকিতে পারে ভবানী তালুকদার নামক যে ব্যক্তির বাড়ীতে ডাকাতি হইয়াছিল তাহার বাড়ীর একখানি প্ল্যান ও নামচিত্র নাকি সরসীলাল মিত্রের বাড়ী হইতে পাওয়া গিয়াছিল। পুলিশ সরসী লাল মৈত্রকে গ্রেপ্তারের পুরস্কার ঘোষণা করিয়াছিল। কিন্তু এতাবৎ তাহার কোন খোঁজ পাওয়া যায় নাই সরসীলাল মিত্রের স্থাবর অস্থাবর সমস্ত সম্পত্তি নাকি ক্রোক করা হইয়াছে।

অন্তরীণ বন্দীর বিচার

রাজবন্দী সুশীলকুমার বাড়ুযোকে ও হৃদয়রঞ্জন সেন ওরফে ফুটিয়া ফরিদপুর চরভদ্রাসনে অন্তরীণ করা হইয়াছিল। উহাদিগকে গত ৩১শে অক্টোবর ফরিদপুরে আনা হয় এবং মহকুমা হাকিমের আদালতে হাজির করা হয়। চরভদ্রাসন থানার প্রধান পুলিশ কর্ম্মচারীসমেত মোট ৬ জন সাক্ষীকে জেরা করা হয়। এবং আসামীদের বিরুদ্ধে যথাক্রমে দণ্ডবিধির ৩৫২ ধারা ও ৩৫৩ ধারানুসারে (সরকার কর্ম্মচারীকে জোর পূর্ব্বক আটক ও প্রহারের চেষ্টা) চার্জ্জ গঠন করা হয়। আসামীরা উক্ত অভিযোগ অস্বীকার করে। সুশীল বাবু ও হৃদয়বাবু চরভদ্রাসন থানার প্রধান কর্ম্মচারীকে ভয় প্রদর্শন করেন এবং সুশীল বাবু উক্ত কর্ম্মচারীকে মারিবার জন্য ছড়ি তুলিয়াছিল।

শুনানী ১৮ই নবেম্বর পর্য্যন্ত মুলতুবী আছে।

গাড়ী চালনার অভিযোগ

দ্রুত এবং অসতর্কভাবে জেব্রার সাহায্যে ফিটন গাড়ী চালাইয়া গত ১লা অক্টোবর মারহাট্টা ডিচ লেনে বদ্রি গোয়ালা বংশী নামক দুইজন পথিককে চাপা দেওয়া এবং অপর এক মোটর গাড়ীর সহিত সংঘর্ষ করার অভিযোগে ললিতমোহন ঠাকুরের বিরুদ্ধে মামলা রুজু হয়। শুক্রবার দিন ৪র্থ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ এইচ কে দের এজলাসে এই মামলার পুনরায় শুনানী আরম্ভ হয়।

উল্লিখিত জেব্রা দুইটীকে আদালতে আনিয়া গাড়ী চালাইতে বলা হয়। সাক্ষীদের জবানবন্দী ও জেরা শেষ হইলে আসামী পক্ষের এডভোকেট মিঃ পশুপতি ভট্টাচার্য্য উকিল মিঃ প্রভাষ চক্রবর্ত্তীর সাহায্যে সওয়াল করেন। ম্যাজিষ্ট্রেট শনিবার দিন রায় প্রদান করিবেন বলিয়া মামলা স্থগিত রাখিয়াছেন।

অস্ত্রপ্রাপ্তির মামলা

১০ই নবেম্বর স্পেশ্যাল ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ এস বসু লালবাগ অস্ত্রপ্রাপ্তি মামলার রায় প্রদান করেন। উক্ত মামলায় নগেন্দ্র দাস নামক মেডিকেল স্কুলের জনৈক ছাত্র এবং অজিত পাল ও অসিত পাল নামক অপর দুইজন অস্ত্র আইনের ১৯ (এফ) ও ২০ অনুসারে অভিযুক্ত হয়।

ম্যাজিষ্ট্রেট নগেন্দ্র দাসকে অপরাধী সাব্যস্ত করিয়া তাঁহার প্রতি ২০ ধারা অনুসারে ৫ বৎসর কারাদণ্ডাদেশ দেন। দণ্ড একযোগে চলিবে।

অজিত ও অসিতকে নির্দ্দোষী সাব্যস্ত করিয়া তাহাদিগকে মুক্তি দেওয়া হয়।

ফরিয়াদী পক্ষের বিবরণে প্রকাশ যে, জিলা গোয়েন্দা বিভাগের ইন্স্পেক্টর শ্রীযুত অবিনাশচন্দ্র গুহ কোন এক সংবাদ পাইয়া গত ২০শে আগষ্ট আসামীগণের পড়িবার ঘরে খানাতল্লাসী করেন। নগেন্দ্র দাসের প্রকোষ্ঠে ১টি সুটকেশের ভিতরে বন্দুকের ২০টি কার্ত্তুজ, রিভলভারের ব্যবহৃত ২টি কার্ত্তুজের খোল, ২টী বন্দুকের নালা, ও বন্দুকসহ একটি যন্ত্রের নক্সা দেখিতে পাওয়া যায়, ইন্স্পেক্টার কর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত হইলে আসামীগণ উক্ত সুটকেশ ও উহার ভিতরের জিনিষপত্র সম্পর্কে তাহারা কিছু জানে না বলিয়া বলে।

তাহাদিগকে তৎক্ষণাৎ গ্রেপ্তার করিয়া বিচারার্থ প্রেরণ করা হয়।

মাদ্রাজ ষড়যন্ত্র মামলা

সেদিন মাদ্রাজ ষড়যন্ত্র মামলার শুনানী উঠিলে আসামী পক্ষ হইতে দরখাস্ত করা হয়, রাজসাক্ষী পি আর রেড্ডীর জবানবন্দী পুনরায় গ্রহণ করা হউক; কারণ সে তাহার প্রথম জবানবন্দী প্রত্যাহার করিয়াছে।

বিচারক ঐ দরখাস্ত অগ্রাহ্য করিয়া আসামীদিগকে তাহাদের বক্তব্য বলিতে আদেশ করেন। কোনও কোনও আসামী সরকার পক্ষের সাক্ষীদের সাক্ষ্য পাঠের জন্য সময় প্রার্থনা করে। সরকার এবং অপর এক আসামী বলে, তাহাদের আর কিছু বক্তব্য নাই, একমাত্র বক্তব্য এই যে, তাহাদের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ মিথ্যা।

সোমবার পর্য্যন্ত শুনানী স্থগিত আছে, ঐ দিন সওয়াল হইবে।

চাঁদপুরে সশস্ত্র ডাকাতি

চাঁদপুর মহকুমার অন্তঃপাতী ফরিদগঞ্জ থানার অধীন রূপসী গ্রামে শ্রীযুত নরেন্দ্র ভৌমিক মহাশয়ের বাড়ীতে গত অক্টোবর মাসের শেষভাগে এক ভীষণ ডাকাতি হইয়াছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। প্রকাশ, ঘটনার রাত্রে নরেন্দ্র কার্য্যোপলক্ষে চট্টগ্রামে ছিল। বাড়ীতে কেবল তাঁহার বিধবা মা ও বিধবা ভগ্নী ছিল, ডাকাতগণ গভীর রাত্রে অস্ত্রাদি সহ নরেন্দ্রের বাড়ীতে যাইয়া দরজা ভাঙ্গিয়া গৃহে প্রবেশ করে এবং অসহায় নিদ্রিত মাতা ও ভগ্নীকে গুরুতর প্রহার করে। তাহাদের মুখ রঞ্জিত ছিল ও হাতে মশাল ছিল। তাহারা বাক্স, পোর্টম্যান্ট প্রভৃতি যাহা পাইয়াছিল, ভাঙ্গিয়া নগদ টাকা, অলঙ্কার ও অন্যান্য জিনিষপত্রসহ প্রায় ৫০০৲ টাকা লইয়া যায়।

ঘটনার পর থানায় সংবাদ দেওয়া হইলে পুলিশ অগোণে তদন্ত কার্য্য আরম্ভ করে। আহাম্মদালী, হায়দালী, আবদুল মজিদ, মিরআলী, মাহাম্মদ আলী, প্রভৃতি সহ মোট ১৪ জন গ্রেপ্তার হইয়াছে। অনেক আসামীর বাড়ী নোয়াখালী জেলায় বলিয়া শুনা যায়। আরও পুলিশ তদন্ত চলিতেছে।

সোভিয়েটে জাপানী বিমানপোত

৭ই নবেম্বর সোভিয়েট ও জাপানী রাজদূতগণের মধ্যে তিনঘণ্টা ধরিয়া আলোচনা হয়। সোভিয়েট অঞ্চলের উপর নয়টি জাপানী বিমানপোত উড়িয়াছে বলিয়া রুশিয়া যে অভিযোগ করিয়াছে, জাপানী রাজদূত তাহা অস্বীকার করেন।

সোভিয়েট প্রতিনিধি বলেন, রুশ ডিভইকের নিকট রুশিয়া যে সকল দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়াছে, জাপান যে তাহার সমস্ত বিবরণ জানিবার জন্য ব্যগ্র, তিনি তাহা জানেন, তিনি জাপানকে সতর্ক করিয়া দেন যে, ভবিষ্যতে রুশিয়া এই সকল বিমানপোতের উপর গোলাবর্ষণ করিবে।

ক্ষিপ্ত গ্রাম্য মোড়লের কাণ্ড

একখণ্ড জমি লইয়া বিবাদ প্রসঙ্গে জনৈক গ্রাম্য মোড়ল (লাম্বরদার) কর্ত্তৃক বন্দুকের গুলীতে একজন স্ত্রীলোক তিনটী বালকসহ মোট ৮ জন লোক নিহত হইয়াছে বলিয়া লাহোর হইতে ৩০ মাইল দূরবর্ত্তী একগ্রাম হইতে এক খবর আসিয়াছে। আসামীও তাহার জ্ঞাতি ভ্রাতা সদাগর সিংহের মধ্যে জমি লইয়া এই বিরোধ উপস্থিত হইতেছিল, প্রকাশ যে কথা কাটাকাটি চলিতে চলিতে সদাগর কৃপাণ বাহির করিয়া উক্ত মোড়লকে শাসায়, ইহাতে মোড়ল বন্দুক দিয়া তৎক্ষণাৎ তাহাকে গুলী করিয়া হত্যা করে। তৎপর সে সদাগরের বাড়ীতে ঢুকিয়া সদাগরের পুত্র ও পত্নী গুলী করে স্ত্রীলোকটী গুলিতে আহত হয়। তারপর সে গুলী করিয়া সদাগরের মাতা ও ৪ বৎসর বয়স্ক বালকটিকে হত্যা করে। রাস্তায় সদাগরের এক বন্ধুকে দেখিতে পাইয়া আসামী তাহাকে ও সদাগরের পক্ষের অপর দুইজন বালককে গুলী করে। তাহার পর আসামী সারারাত্রি পল্লী মধ্যে আতঙ্ক বিস্তার করিয়া ভ্রমণ করিতে থাকে পুলিশের নিকট আসামী পরে আত্মসমর্পণ করিয়াছে, তাহার নিকট নাকি একটী দোনালা বন্দুক ও ১৬টী কার্ত্তুজ পাওয়া গিয়াছে।

চাঁদের টিকানা- 'শ্রীধাম' নবদ্বীপ
ডাকের টিকানা—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

দৈ নি ক

REG. C1544

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩৷৽
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার স্বতন্ত্র।

সাহায্যের হার
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষান্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸৽
মাসিক ৲
নগদ
প্রতি সংখ্যা ৫

THE NADIA-PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৮ম খণ্ড ; সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বেদান্তবাচস্পতি [২১৬শ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর— ১লা অগ্রহায়ণ শুক্রবার ১৩৪০, ১৭ই নভেম্বর ১৯৩৩

লবণ তৈয়ারীর প্রস্তাব

নোয়াখালি আবগারী ও লবণ বিভাগীয় কমিশনার মিঃ এস, কে, হালদার সম্প্রতি এখানে আসিয়াছেন। ব্যবসা করার উদ্দেশ্যে নোয়াখালিতে লবণ তৈয়ারী সম্পর্কে সহরের কতিপয় বিশিষ্ট ভদ্র ব্যক্তি এক-যোগে উক্ত কমিশনারের সহিত সাক্ষাৎ করেন।

কমিশনার তাঁহাদের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সহানুভূতি প্রকাশ করিয়া বলেন যে, এইরূপ ব্যবস্থায় লবণ প্রস্তুত করার জন্য ফ্রী লাইসেন্স দেওয়াতে তাঁহার কোন আপত্তি নাই; তবে যে কোম্পানী লবণ তৈয়ারী করিয়া ব্যবসা করিবেন, তাঁহাদিগকেই সুবিধা দেওয়া হইবে। সমুদ্রোপকূলে চরের অধিবাসীরা ঘরোয়া ব্যবহারের জন্য যে লবণ প্রস্তুত করে, ঐ লবণ ক্রয় করিয়া ব্যবসা চালাইতে দেওয়া হইবে না। ব্যবসায়ী কোম্পানীকে লবণ তৈয়ারীর জন্য শ্রমিক নিয়োগ করিয়া লবণ তৈয়ারী করিতে হইবে। এই অবস্থায় বহু বেকার যুবকের অন্ন সংস্থান হইতে পারিবে।

কমিশনার দুঃখ প্রকাশ করিয়া বলেন যে, তিনি এতাবৎ ১২ জনকে ফ্রী লাইসেন্স দিয়াছেন, কিন্তু মাত্র একটী কোম্পানীই লবণ তৈয়ারী আরম্ভ করিয়াছেন এবং বাজারে তাঁহাদের মালের কাটতিও বেশ হইয়াছে। কমিশনার ডেপুটেশনকে বলেন যে, তাঁহাদের প্রস্তাবটী সম্পর্কে বিশেষরূপ বিবেচনা করা হইবে।

গ্রেপ্তার ও খানাতল্লাসী

জলপাইগুড়ীর পুলিশ বিভিন্ন গৃহ খানাতল্লাসী করিবার পর ফণী ভৌমিক, নম্র নিয়োগী, অতুল দত্ত, যোগেন দাস, বিনয় ঘোষ ভূপেন গাঙ্গুলী এবং রমণী চন্দ্রকে গ্রেপ্তার করে। পরে ফণী অতুল এবং যোগেনকে ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। প্রকাশ যে, অস্ত্রশস্ত্রের সন্ধানেই পুলিশ খানাতল্লাসী করিয়াছিল; কিন্তু কোথাও আপত্তিজনক কিছুই পাওয়া যায় নাই। গ্রেপ্তারের কারণ এপর্য্যন্ত জানা যায় নাই।

মুর্শিদাবাদে ডাকাতি

সম্প্রতি মুর্শিদাবাদ জেলার বহরমপুর থানার অধীন উদয়নগর গ্রামে এক ডাকাতি হইয়া গিয়াছে। গত ৪ঠা কার্ত্তিক রাত্রিকালে দুর্বৃত্তগণ গৃহস্বামীকে ভুলাইয়া ডাকিয়া ঘরের বাহির করে। তারপর যথেচ্ছা প্রহার করতঃ সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিয়া নৈশ অন্ধকারে গা ঢাকা দেয়। তাহারা পটকার শব্দে গ্রামবাসিগণকে বন্দুকের ভয় দেখাইয়া অভীষ্ট সিদ্ধ করে। গ্রামে কাহারও বন্দুক না থাকায় কেহই তাহাদের সম্মুখীন হইতে পারে নাই। দুর্বৃত্তগণ বাটীর স্ত্রীলোকদিগকেও প্রহার করিতে কুণ্ঠাবোধ করে নাই। গৃহকর্ত্রী চিনিতে পারায় দুইজনকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। জোর পুলিশ তদন্ত চলিতেছে। গৃহস্বামীর নাম শ্রীরাখাল চন্দ্র মণ্ডল ইনি স্থানীয় ম্যালেরিয়া নিবারণী সমিতির কার্য্যাধ্যক্ষ।

মেদিনীপুরে খানাতল্লাস

গত ৬ই নবেম্বর বেলা প্রায় সাড়ে পাঁচ ঘটিকার সময় ডেবরা থানার বড় দারোগা ও আরও দুইজন আই, বি, ব্রাঞ্চের সাব-ইন্সপেক্টার ও ইন্সপেক্টার সহ বালিচক বোর্ডিংএ আসিয়া মৃত অনাথ পাঁজা বাজ্জ হত্যার পূর্ব্বে এখানে আসে কিনা তাহার খোঁজ এবং বিশেষ করিয়া হুগলী ও বীরভূমের ছাত্রদের খোঁজ করে। কোন বালক কোন বৈপ্লবিক আন্দোলনে সংশ্লিষ্ট কিনা ইত্যাদি নানা বিষয়ের খোঁজ করে ও বহু উপস্থিত অনুপস্থিত ছাত্রের ট্রাঙ্ক ইত্যাদি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে খানাতল্লাসী করে। কিন্তু সন্দেহজনক কিছুই না পাইয়া নিরাশ হইয়া ফিরিয়া যাইতে বাধ্য হয়।

চলন্ত ট্রেণে ডাকাতি

গত ১১ই নবেম্বর সকালে আম্বাতুরাই ও কোদাইকানেলের মধ্য দিয়া সেনকোটার সাএ.গাড়ী যাওয়ার সময় চলন্ত গাড়ীর মধ্যে এক দুঃসাহসিক ডাকাতির চেষ্টা হইয়াছিল। দুর্ব্বত্তদল গাড়ীর এক কামরায় উঠে ঐ গাড়ীতে একজন অবসর-প্রাপ্ত রেলওয়ে কর্ম্মচারী তাঁহার স্ত্রী ও অপর একজন রেলওয়ে কেরাণী ছিল প্রকাশ, দুর্বৃত্তদল পুরুষ দুইজনকে ডাকাতি করিবার উদ্দেশ্যে ছোরা দ্বারা গুরুতর জখম করে। স্ত্রীলোকটি গাড়ীর শিকল ধরিয়া টান দেয় এবং গাড়ী থামিয়া গেলে আক্রমণকারীদিগকে গ্রেপ্তার করা হয়।

আদেশ অমান্যের জন্য গ্রেপ্তার

ই, আই, রেলের শ্রমিক সঙ্ঘের সহযোগী সম্পাদক শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র রায়ের প্রতি গত ১০ই নবেম্বর ১৪৪ ধারা অনুসারে ৪ ঘণ্টার মধ্য হাওড়া পরিত্যাগ করিবার আদেশ দেওয়া হয় উক্ত আদেশ অমান্য করিবার জন্য গত শনিবার সন্ধ্যার সময় তিনি লিলুয়াতে গ্রেপ্তার হইয়াছেন।

উৎপীড়নপূর্ব্বক হত্যা

একজন লোককে উৎপীড়ন করিয়া হত্যা করা হইয়াছে বলিয়া গোধালয় হইতে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। প্রকাশ, যে, আমরা পাহাড়ের পাদদেশে এক বাগানে এক সাধু বাস করিত। এক দিন মধ্যরাত্রে একদল ডাকাত তাহার নিকট যাইয়া তাহার যাহা কিছু আছে দিতে বলে এবং অস্বীকার করায় তাহাকে প্রহার ও অগ্নি দ্বারা উৎপীড়ন করে। সকালে তাহাকে মৃত অবস্থায় দেখিতে পাওয়া যায়।

সীমান্তে বোমা বর্ষণ

ব্যবস্থা পরিষদের সভাপতি স্যার আর, কে, সন্মুখম চেট্টির সহিত কোনও সংবাদ-পত্রের প্রতিনিধির সাক্ষাৎ হইলে, তিনি পেশোয়ার হইতে সীমান্তে বোমা বর্ষণ সম্পর্কে উক্ত প্রতিনিধির নিকট এই মর্ম্মে একটি মন্তব্য করিয়াছিলেন বলিয়া প্রকাশ, কোৎকাইতে বোমা বর্ষণের ফলে খুব সামান্য ক্ষতি হইয়াছে। কারণ গ্রামের মাটির দেওয়াল ও মাটির বাড়ীগুলির খুব বেশী ক্ষতি হয় নাই।

এসোসিয়েটেড প্রেস বিশ্বস্ত সূত্রে জানিতে পারিয়াছে যে, স্যার সন্মুখম চেট্টি ঐরূপ কোনও বিবৃতি প্রদান করেন নাই। কিংবা তিনি কোনও সংবাদপত্রের প্রতিনিধির সহিত এবিষয়ে আলোচনাও করেন নাই।

শ্রীযুক্ত দেবকীপ্রসাদ সিংহ

পাটনা হাইকোর্টের বিখ্যাত এডভোকেট ও ব্যবস্থা পরিষদের ভূতপূর্ব্ব সদস্য শ্রীযুক্ত দেবকীপ্রসাদ সিংহ গত রাত্রে ফিটন গাড়ী হইতে পড়িয়া গুরুতরভাবে আহত হইয়াছেন। শ্রীযুক্ত সিংহ জেনারেল হাঁসপাতালে আছেন তাঁহার অবস্থা গুরুতর তিনি মাথায় ও শরীরের অন্য অংশে আঘাত পাইয়াছেন। উক্ত গাড়ীর গাড়োয়ান ও আহত হইয়াছে।

ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

১লা অগ্রহায়ণ শুক্রবার, ১৩৪০

গত ১০ই নবেম্বর সীমান্ত ব্যবস্থাপক সভায় মিঃ পীরবক্স খান রাজনৈতিক বন্দীদের প্রতি পুলিশের অত্যাচার সম্পর্কে কতকগুলি প্রশ্ন করেন। প্রশ্নের উত্তরে হোমমেম্বর বলেন,—"গত ১০ই আগষ্ট মিঃ গান্ধার গ্রেপ্তারের প্রতিবাদকল্পে পেশোয়ার জেলার এক্তাবাদে একটি সভার অধিবেশন হয় এবং পুলিশ ৩০ জন লাল-কোর্তাকে গ্রেপ্তার করে। প্রশ্নকর্ত্তা এই অভিযোগ করিয়াছেন যে, তাহাদের সকলকে একটি ছোট আঁধা কুঠরীর ভিতর আবদ্ধ করিয়া রাখা হইয়াছিল এবং প্রত্যেক সকাল বেলা তাহাদিগকে পা উপরে বাঁধিয়া এবং মাথা নীচুতে ঝুলাইয়া বেত্রাঘাত করা হইত, এ সংবাদ মিথ্যা। গবর্ণমেন্ট এ সংবাদে আর কোন তদন্ত করা আবশ্যক বোধ করেন না; কারণ, তাঁহারা বিশেষভাবে তদন্ত করিয়া নিশ্চিতরূপে বুঝিয়াছেন যে, ঐ অভিযোগ একটা অসত্য যে, উহা উপেক্ষাই করা উচিত।"

মিঃ পীরবক্স উত্তরে বলেন যে, তিনি বার জন লোকের নিকট হইতে ঐ সম্বন্ধে লিখিত বিবরণ পাইয়াছেন, তদনুসারেই তিনি ঐসব অভিযোগ করিয়াছেন; ঐগুলি যে মিথ্যা হইতে পারে, তিনি তাহা মনে করেন নাই। অভিযোগ অমূলক হইতে পারে, মিথ্যাও হইতে পারে, কিন্তু তদন্ত করিয়া তৎসম্বন্ধে প্রকৃত বিবরণ প্রকাশ করিতে আপত্তি কি, আমরা বুঝিতে পারি না। যে সব বন্দীদের উপর অত্যাচার করা হইয়াছিল বলিয়া অভিযোগ, তাহাদের উক্তি হইতে ঐ অভিযোগ মিথ্যা বলিয়া প্রমাণিত হইলে, সুবিচারের মর্য্যাদাই তো অধিক সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। মিঃ পীরবক্সের কথার যৌক্তিকতা সকলেই স্বীকার করিবেন।

ইটালীর সর্ব্বময় কর্ত্তা মুসোলিনী সম্প্রতি একটী বক্তৃতায় বলিয়াছেন,—"আমি দৃঢ়তার সহিত বলিতেছি, আমরা শান্তি চাই। কিন্তু সে শান্তি সম্মানজনক শান্তি, রোমান শান্তি—যে শান্তি বহু শতাব্দীকাল সুবিশাল রোম সাম্রাজ্যের সর্ব্বত্র বিরাজ করিত। যে শান্তির মধুময় ফলস্বরূপে বিশ্বজগৎ সীজার, দান্তে মাইকেল এঞ্জেলো, নেপোলিয়ান এবং তাঁহাদের ন্যায় শত সহস্র পুরুষকে পাইয়াছে, আমরা সেই শান্তি কামনা করি।" সকলেই এই প্রকার শান্তির কামনা করে কি?

জার্ম্মাণীতে ভোটে নাৎসীদলের জয় হইয়াছে। হার হিটলার কিছুদিন পূর্ব্বে বলিয়াছিলেন, কমিউনিষ্টদিগকে যদি তাহাদের নিজেদের ইচ্ছামত চলিতে দেওয়া হইত, তাহা হইলে এশিয়ার সাম্রাজ্য সমূহে ও সভ্য পাশ্চাত্য শক্তিসমূহের পক্ষে শান্তি থাকিত না। এইদিক হইতে নাৎসীরা শুধু জার্ম্মাণীর নহে, সমগ্র ইউরোপের হিতসাধন করিয়াছে। প্রজাগণ শান্তিতে থাকিলেই মঙ্গলের কথা।

অটোয়া চুক্তির ফলে ল্যাঙ্কাশায়ারের বস্ত্রবয়নকারীদের কিছু সুবিধা হইয়াছে বটে, কিন্তু ল্যাঙ্কাসায়ারী সঙ্কট এখনও কাটিতেছে না। ল্যাঙ্কাসায়ার অঞ্চলের ২২৫০০০ শ্রমিক এখনও বেকার। ল্যাঙ্কাসায়ার বণিক্ সমিতির কর্ত্তা বলিতেছেন, ব্রিটিশের অধীনস্থ রাজ্যসমূহের বাজারই আমাদের একমাত্র ভরসা। পৃথিবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ জম্বুদ্বীপ। তাহাতে ভারতবর্ষ ধর্ম্মের প্রদীপ। বোধ হয় ভারতবর্ষের দিকেই তাঁহারা আকুলনেত্রে তাকাইয়া আছেন। বোম্বের মোদী মহাশয় কি তাঁহাদিগকে আহ্বান করিবেন না?

লাইব্রেরীয়ান কাজ শিক্ষা দিবার প্রস্তাব বহুদিন হইলে গবর্ণমেন্টের নিকট উপস্থিত করা হইয়াছে। কালকাতায় বিগত গ্রন্থাগার সম্মিলনেও এইরূপ একটি প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে; দুঃখের বিষয় গবর্ণমেন্ট এপর্য্যন্ত এ সম্বন্ধে কোন ব্যবস্থা করেন নাই। মাদ্রাজ ও পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারিক বিদ্যা শিক্ষা দিবার জন্য নিজেরাই ক্লাস খুলিয়াছেন। কালকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ঐরূপ ক্লাস খোলা যাইতে পারে না কি? গত ১০ই নবেম্বর 'ফরওয়ার্ড' পত্র লিখিয়াছেন "অর্থের অভাবে কালকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এরূপ কোন উদ্যোগ করিতে পারিবেন না। অতএব ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীর লাইব্রেরীয়ান মিঃ কে এম আসাদুল্লার তত্ত্বাবধানে ঐরূপ শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা হউক।" ফরওয়ার্ডের এই কথার আলোচনা করিয়া আনন্দবাজার বলিতেছেন—"আমরা 'ফরওয়ার্ডের' এই মত সমর্থন করিতে পারি না। প্রথমতঃ মিঃ আসাদুল্লাকে আমরা গ্রন্থাগারিক বিদ্যায় বিশেষজ্ঞ মনে করি না। তাঁহার অপেক্ষা অধিক বেশী যোগ্য ও বিশেষজ্ঞ লোক বাঙ্গলা দেশে আছেন, যথা কালকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরীয়ান বসন্তবাবু, প্রেসিডেন্সী কলেজের লাইব্রেরীয়ান গোকুলবাবু, ইম্পিরিয়াল রেকর্ড বিভাগের শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র গাঙ্গুলী, ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীর শ্রীযুত সুরেন্দ্রকুমার প্রভৃতি। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় যদি গ্রন্থাগারিক বিদ্যাশিক্ষা দিবার জন্য ক্লাস খুলেন, ইঁহাদের যে কেহ সানন্দে শিক্ষার ভার লইতে পারেন।" যেই শিক্ষার ভার গ্রহণ করুণ, কাজটা শীঘ্র আরম্ভ করিলেই ভাল হয়।

টাকার মূল্য হ্রাস

কারেন্সী লীগের যুক্তিতর্কের বিশ্লেষণ করিয়া কালকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রকুমার সান্যাল মহাশয় যে-প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার কিয়দংশ নিম্নে প্রদত্ত হইল।

গত ১৮ই অক্টোবর "আনন্দবাজার পত্রিকায়" আমি টাকার মূল্য হ্রাস সম্পর্কে বিরুদ্ধ মত প্রকাশ করিয়া একটি প্রবন্ধ লিখি। ইহার পর দিন কারেন্সী লীগের কলিকাতা শাখার সভা হইল, বক্তৃতা হইল, সংবাদপত্রে বাদানুবাদ হইল এবং উহা আরও হইবে বলিয়া আশা করা যায়। টাকার মূল্য হ্রাস সম্পর্কে যে-সকল যুক্তি-তর্কের অবতারণা করা হইয়াছে, তাহা আমি অতি মনোযোগের সহিত পাঠ করিয়াছি—কিন্তু আমার এখনও স্থির বিশ্বাস, বর্ত্তমানে টাকার যে মূল্য আছে, তাহা কমাইয়া অর্দ্ধেক করিয়া দিলে বা হ্রাস করিয়া দিলেই দরিদ্র কৃষক রাতারাতি ধনী হইয়া উঠিবে না।

কেহই উহা অস্বীকার করিবেন না যে, প্রত্যেক ঋণগ্রস্ত দেশেরই ঋণ শোধ করিবার জন্য আমদানী অপেক্ষা অধিক পরিমাণে রপ্তানি করা দরকার; কিন্তু বর্ত্তমান জগদ্ব্যাপী আর্থিক দুর্গতির সময় কেবলমাত্র টাকার মূল্য হ্রাস করিয়া দিলেই যদি রপ্তানি বাণিজ্য চক্ষুর নিমেষই বাড়িয়া যাইত, তাহা হইলে জার্ম্মাণী এখনও স্বর্ণমান ধরিয়া বসিয়া থাকিত না। পৃথিবীর মধ্যে জার্ম্মাণীর ঋণ অন্যান্য যে কোনও দেশ অপেক্ষা বেশী এবং কেবল একটু বেশী নহে, বহুল পরিমাণে বেশী, তাহা কেহই অস্বীকার করিবেন না। ঋণ পরিশোধের জন্য ভারতের ন্যায় জার্ম্মাণী কিন্তু তাহার মূল্য হ্রাস করিবার জন্য মতলব করিতেছে না; কেননা টাকার মূল্য হ্রাস করার দরুণ জার্ম্মাণীকে যে একবার কিরূপ দুর্গতি ভোগ করিতে হইয়াছিল তাহা জার্ম্মাণী এখনও ভুলে নাই। ইহা ভিন্ন টাকার মূল্য হ্রাস করিয়া দিলেই যে দেশের দুর্গতির অবসান হইবে তাহা বিশ্বাস করে না এবং করে না বলিয়াই লণ্ডনে অনুষ্ঠিত গত অর্থনৈতিক বৈঠকে জার্ম্মাণীর প্রতিনিধি ডাঃ ভোক বলিয়াছিলেন যে, মুদ্রা মূল্যের পরিবর্ত্তন সাধন কৃত্রিম উপায়ে দেশের পণ্যদ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধির যৌক্তিকতা সম্বন্ধে তাঁহার সন্দেহ আছে। তাঁহার মতে পণ্য দ্রব্যের মূল্য হ্রাসের প্রধান কারণ অর্থনৈতিক মুদ্রা সম্পর্কীয় নহে। যদি নূতন নূতন কাজের সৃষ্টি করিয়া লোকের হাতে টাকা দেওয়া যায় তাহা হইলে এই মূল্য হ্রাস সমস্যার সমাধান আপনা হইতে হইয়া যাইবে। কৃত্রিম উপায়ে মূল্য বৃদ্ধি করিলে উহা ঋণের ভারই বৃদ্ধি করিবে।

টাকা আত্মসাৎ করিবার জন্য

আলীপুরের অতিরিক্ত দায়রা জজ মিঃ এস, কে গুপ্ত ও একজন জুরীর সাহায্যে জাল করিবার ষড়যন্ত্র এবং গবর্ণমেন্টের ২১১২৫৲ টাকা সম্পর্কে বিশ্বাসঘাতকতা জন্য উল্টাডিঙ্গি পোষ্ট অফিসের পোষ্টমাষ্টার সতীশচন্দ্র বসু ও শ্যামাদাস ব্রহ্মচারী নামক অপর এক ব্যক্তি অভিযুক্ত হয়। দুইখানি দলিল জাল করা সম্পর্কে শ্যামাদাসের বিরুদ্ধে অপর একটী চার্জ্জ গঠন করা হয়।

উপরি-উক্ত টাকা সম্পর্কে বিশ্বাসঘাতকতা করা এবং উক্ত দলিল জাল করা সম্পর্কে সতীশকে সহায়তা করিবার জন্য সতীশের বিরুদ্ধে আরও চার্জ্জ গঠন করা হয়।

প্রকাশ যে, সুবাসিনী পাল নাম্নী জনৈকা মহিলা পূর্ব্বে উল্টাডাঙ্গিতে বাস করিতেন, তিনি তাঁহার নাবালক পুত্রদের নামীয় ২০,০০০৲ টাকা মূল্যের পোষ্টাল ক্যাশ সার্টিফিকেট বিক্রয় করিতে চাহেন।

তিনি তাঁহার ভ্রাতা হরিপদকে এতৎ-সম্পর্কে খোঁজ লইতে বলেন। হরিপদ সতীশের নিকট গেলে, সে সতীশের পরামর্শ অনুযায়ী একখানি দরখাস্ত করে, এবং পোষ্টাল সার্টিফিকেটের পুস্তে তাঁহার ভগ্নীর আঙ্গুলের ছাপ লইয়া উহা সতীশের নিকট দেয়। সতীশ হরিপদকে বলে যে, নাবালকের নামে টাকা থাকার দরুণ উহা উঠাইতে প্রায় এক মাস লাগিবে। পরন্তু উহা পোষ্ট মাষ্টার জেনারেলের অনুমতি সাপেক্ষ। ইতিমধ্যে সতীশ টেলিফোন করিয়া হেড অফিস হইতে টাকা লইয়া আসে এবং হরিপদর স্বাক্ষর দিয়া একখানি রসিদ জাল করিয়া উক্ত টাকা আত্মসাৎ করে। প্রকাশ যে, সতীশের পরামর্শ অনুসারে শ্যামাদাস উক্ত রসিদ জাল করে। শুনানী চলিতেছে।

ডাকাতি ও নরহত্যা

সমযদ্দী শেখের বাড়ীতে এক ডাকাতির সময় বাড়ীর কর্ত্তা নিহত হয়। এই সম্পর্কে পাঁচলার (হাওড়া) পুলিশ একজন মুসলমানকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। সে তাহার নাম বলিয়াছে আহম্মদ মল্লিক। ধৃত ব্যক্তিকে পরে হাওড়ার মহকুমা হাকিম মিঃ বি, কে, দাসের সম্মুখে উপস্থিত করা হইলে, তাহার পক্ষ হইতে জামিনে মুক্তি দেওয়ার আবেদন হয়।

কোর্ট ইন্স্পেক্টার নৃপেন্দ্রলাল বাঁড়ুয্যে এই বলিয়া আপত্তি করেন যে, ইহাকে ছাড়িয়া দিলে তদন্তে বিঘ্ন উৎপন্ন হইবে এবং অপর সন্দিগ্ধ ব্যক্তিদিগকে পাওয়া কঠিন হইবে। ম্যাজিষ্ট্রেট জামিনের আবেদন অগ্রাহ্য করিয়াছেন।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক

—পারমার্থিক পত্র—

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশ
তনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনম্,
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং
প্রেমা পুমর্থো মহান্,
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং
তত্রাদরো নঃ পরঃ॥

৮ম বর্ষ } ১৫ কেশব গৌরাব্দ ৪৪৭, ১লা অগ্রহায়ণ বঙ্গাব্দ ১৩৪০, ১৭ই নভেম্বর ইং ১৯৩৩, শুক্রবার ২১৬তম সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

গত ২৮শে কার্ত্তিক, ১৪ই নভেম্বর মঙ্গলবার অপরাহ্ণ ৪॥ ঘটিকার সময় দ্বারভাঙ্গার মাননীয় মহারাজাধিরাজ স্যার কামেশ্বর সিংহ বাহাদুর পাটনা সৎশিক্ষা-প্রদর্শনীর দ্বার উন্মোচন করিয়াছেন। এতদুপলক্ষে বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি মহারাজ ও পণ্ডিত শ্রীপাদ অতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী ভক্তিসারঙ্গ মহোদয় দ্বারভাঙ্গায় হরিকথা প্রচার করিয়া প্রদর্শনী উন্মোচনের কয়েকদিন পূর্ব্বেই পাটনায় শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীচরণসমীপে উপস্থিত হইয়াছিলেন। কলিকাতা গৌড়ীয়মঠ হইতে মহামহোপদেশক আচার্য্যত্রিক পণ্ডিত শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ ভাগবতরত্ন ভক্তিশাস্ত্রী; পণ্ডিত শ্রীপাদ জগদ্বন্ধু ভক্তিবান্ধব বি-এ, পণ্ডিত শ্রীপাদ হরিপদ বিদ্যারত্ন এম্-এ, বি-এল, মহোদয়গণও এই উপলক্ষে পাটনায় শুভবিজয় করিয়াছিলেন। প্রদর্শনীর বিস্তৃত বিবরণ পরে প্রকাশিত হইবে।

আচার্য্য শ্রীপাদ পরমানন্দ বিদ্যারত্ন, উপদেশক শ্রীপাদ হয়গ্রীব ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী ও পণ্ডিত শ্রীপাদ প্যারীমোহন ব্রহ্মচারী প্রমুখ মহোদয়গণ প্রদর্শনীটি আচার্য্যদেবের ইঙ্গিত অনুযায়ী সাজসজ্জিত করিবার জন্য আহার-নিদ্রাদি পরিত্যাগ করিয়া দিনরাত্রি পরিশ্রম করিয়াছেন। তাঁহাদের পরিশ্রম সার্থক হইয়াছে, প্রদর্শনীটি সাধারণের বড়ই চিত্তাকর্ষক হইয়াছে। তাঁহারা আচার্য্যচরণে সেবাবৃত্তি বিধান পূর্ব্বক [illegible] প্রদান করিয়া নিশ্চয়ই আত্মপ্রসাদ লাভ করিয়াছেন।

আমরা এই সকল একনিষ্ঠ গুরুসেবকগণের পাদপদ্ম অভিনন্দিত করিতেছি।

উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ গৌরদাস ব্রহ্মচারী কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ মহোদয় প্রত্যহ অপরাহ্ণ ৭ ঘটিকা হইতে ৮॥ ঘটিকা পর্য্যন্ত দেড়ঘণ্টাকাল শ্রীধাম মায়াপুরে বিশ্ববৈষ্ণব-রাজসভার আকর মঠরাজ শ্রীচৈতন্যমঠে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করিতেছেন। তিনি শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিপাদের ও অন্যান্য টীকাকারগণের টীকাও বিশদরূপে ব্যাখ্যা করেন। শ্রীধামবাসী বৈষ্ণবগণ পরমানন্দিত চিত্তে তাঁহার পাঠ নিয়মিতভাবে শ্রবণ করিতেছেন।

চাঁদপুর হইতে গত ১২ই নভেম্বর প্রেরিত নিজস্ব সংবাদদাতার পত্রে প্রকাশ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিপ্রকাশ অরণ্যমহারাজ কতিপয় ব্রহ্মচারিসহ বরিশাল জেলার অন্তর্গত পিংলাকাঠী, রামনিকি, চাঁদসী, গোঁসাইর হাট প্রভৃতি স্থানে শ্রীশ্রীগৌরশিক্ষামৃত বিতরণ করিয়া গত ৯ই নভেম্বর বৃহস্পতিবার ত্রিপুরাজেলার অন্তর্গত চাঁদপুর পুরাতন বাজারে উপস্থিত হইয়াছেন। তথায় দিবসত্রয় হরিকথা কীর্ত্তন করিয়া স্বামীজী গত ১২ই নভেম্বর চট্টগ্রামে উপস্থিত হইয়াছেন। এই স্থানে স্বামীজীর পাঠ ও বক্তৃতাদি হইতেছে।

শ্রীরাসোপলক্ষে কয়েকদিন শ্রীগৌড়ীয় মঠে অসংখ্য দর্শনার্থীর সমাগম হইয়াছিল। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিবৈভব সাগর মহারাজ গত ১৫ কার্ত্তিক বুধবার সন্ধ্যার পর এই মঠের শ্রীসারস্বত নাট্যমন্দিরে "শ্রীকৃষ্ণ-তত্ত্ব"-সম্বন্ধে একটী গবেষণাপূর্ণা সুদীর্ঘা বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন। তৎপর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ বোধায়ন মহারাজও ঐবিষয়ে কিছু কীর্ত্তন করিয়াছেন। শ্রীমৎ সাগর মহারাজ উক্ত নাট্যমন্দিরে গত ১৯শে কার্ত্তিক রবিবার 'শ্রীচৈতন্যের প্রেম' সম্বন্ধে একটী তত্ত্বপূর্ণা বক্তৃতা করিয়াছেন। দুই দিবসই বহু শ্রোতার সমাবেশ হইয়াছিল।

গত ১৮ই কার্ত্তিক শনিবার অপরাহ্ণে রাজর্ষি শ্রীযুক্ত শরদিন্দুনারায়ণ রায় এম-এ প্রাজ্ঞ বেদান্তভূষণ মহোদয় রাঁচি হইতে কলিকাতায় প্রত্যাবৃত্ত হইয়া তাঁহার পরিচিত একজন বিশিষ্ট ভদ্রলোকের সহিত শ্রীশ্রীল প্রভুপাদপদ্মদর্শনার্থ শ্রীগৌড়ীয়মঠে আগমন করিয়াছিলেন। শ্রীল প্রভুপাদের ভাগবত-প্রদর্শনী উপলক্ষে পাটনায় শুভবিজয়ের কথা শ্রবণ করিয়া প্রাজ্ঞ মহোদয় বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করেন। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিবৈভব সাগর মহারাজ তাঁহাদের সহিত অনেকক্ষণ যাবৎ হরিকথা কীর্ত্তন করেন। রাজর্ষি মহোদয়ের সঙ্গী ভদ্রলোকটীর আধুনিক প্রচলিত সমন্বয়বাদ সম্বন্ধে জিজ্ঞাস্য থাকায় প্রসঙ্গক্রমে 'যস্তু নারায়ণং দেবং ব্রহ্মরুদ্রাদিদৈবতৈঃ। সমত্বেনৈব বীক্ষেত স পাষণ্ডী ভবেদ্ ধ্রুবম্॥' প্রভৃতি শাস্ত্রসিদ্ধান্তানুসারে তথাকথিত সমন্বয়বাদের সহিত প্রকৃত 'সমন্বয়'-শব্দের পার্থক্য এবং তৎসহ সম্বন্ধাভিধেয়-প্রয়োজনতত্ত্ব বিষয়ে অনেক কথা আলোচনা হয়। তচ্ছ্রবণে উভয়েই প্রীত হন।

ভ্রম-সংশোধন

তারে ও বিমানডাকে বিভিন্ন স্থানের বিনিময়ে লণ্ডন হইতে প্রেরিত সংবাদে কিছু কিছু ভ্রম প্রবেশ করিয়াছে। লণ্ডন হইতে ২৬শে অক্টোবর বেতারে প্রেরিত ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিহৃদয় বন মহারাজেরপত্রে আমরা অবগত হইলাম—

(১) বর্ত্তমানবর্ষের ১৮৬শ সংখ্যা নদীয়া প্রকাশের ৩য় পৃষ্ঠায়—

The University Building looks almost like the Council House of New Delhi both in design and in size স্থলে The Town Hall at Manchester is just after the design and size of The Council House at Delhi হইবে।

(২) ১৮৯ সংখ্যায় ৩য় পৃষ্ঠায়—

ক Dr. B. H. Streeter M. A. D. D. Dean Professor of Holy Scriptures of Queen's College স্থলে Dr B. H, Streeter is the Provost (Principal) of Qneen's College হইবে।

(খ Dr. F. R. Micklem D. Litt M. A. of The New College স্থলে Dr. F. R. Micklem is the Principal of Mansfield College হইবে।

(গ) Dr. L W. Gransted D. D. Criel Professor of Philosophy, Oxford University স্থলে Dr. L. W. Gransted D. D. Professor of Oriel College হইবে।

(ঘ Rev. Dr. L. B. Cross M, A. D. D Pro-Procter of The Oxford University স্থলে Rev. Dr. L. B. Cross M A D D of The Jesus College হইবে

(ঙ) Dr. F. W. Thomas M A Boden Professor of Sanskrit, Queen's College স্থলে Dr. F W Thomas M A the Director of the Indian Institute, Oxford University হইবে

পাঠকগণ অনুগ্রহপূর্ব্বক ঐ অংশগুলি সংশোধন করিয়া লইবেন এবং যে-সকল মনীষিগণের পরিচয় দিতে আমাদের ভুল হইয়াছিল, তাঁহারা অনুগ্রহপূর্ব্বক ক্ষমা করিবেন।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

:৫ কেশব নিধি গর্ভোদশায়ী

?-রহস্য

কর্ম্মের মূল কর্ম্ম-বাসনা, আবার কর্ম্ম-বাসনার মূল অবিদ্যা। 'জীব কৃষ্ণের নিত্য-দাস'—এই কথা ভুলিয়া যাওয়ার নাম 'অবিদ্যা'। অবিদ্যা জড়কালের মধ্যে আবদ্ধ হয় নাই। চিদচিদ্‌রাজ্যের তটদেশে অবস্থানকালে উহার উদয়, সুতরাং জড়কাল-মধ্যে কর্ম্মের আদি পাওয়া যায় না। এই জন্যই কর্ম্মকে 'অনাদি' বলা হয়।

এক্ষণে 'মায়া' ও 'অবিদ্যা'র মধ্যে প্রভেদ কি, তাহা আলোচনা করা যা'ক। 'মায়া'—কৃষ্ণের শক্তি; তিনি এই 'মায়া'-শক্তিদ্বারা জড়ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করিয়াছেন এবং বহির্ম্মুখ জীবগণকে সংশোধন করিবার জন্য তাঁহাকে (মায়াকে) ক্রিয়াবতী করিয়াছেন। এই মায়ার দুইটী বৃত্তি—'অবিদ্যা' ও 'প্রধান'; 'অবিদ্যা' বৃত্তি—জীবনিষ্ঠ, আর 'প্রধান'—জড়নিষ্ঠ। 'প্রধান' হইতে জড়জগতের এবং 'অবিদ্যা' হইতে জীবের কর্ম্মবাসনার উদয় হইয়াছে।

মায়ার দুই প্রকার বিভাগ আছে—'বিদ্যা' ও 'অবিদ্যা'; দুইটীই জীবনিষ্ঠ। অবিদ্যাবৃত্তি-ক্রমে জীবের বন্ধন, আর 'বিদ্যা'-বৃত্তিক্রমে জীবের মুক্তিলাভ হয়। বদ্ধজীব কৃষ্ণোন্মুখ হইলেই তাঁহাতে 'বিদ্যা'-বৃত্তির ক্রিয়া আরম্ভ হয়। কৃষ্ণকে ভুলিয়া থাকিলেই তাহার উপর অবিদ্যার প্রভাব। ব্রহ্মজ্ঞানাদি বিদ্যাবৃত্তির ক্রিয়া-বিশেষ। বিবেকের প্রথমাংশে জীবের শুভচেষ্টা, চরমাংশে সুজ্ঞান লাভ হইয়া থাকে। অবিদ্যাই জীবের আবরণ এবং বিদ্যাই আবরণ মোচন।

মায়ার 'অবিদ্যা'-বৃত্তির বিষয় বর্ণিত হইল। এক্ষণে 'প্রধান' বৃত্তি-সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ আলোচিত হইতেছে। মায়া-প্রকৃতি ঈশ্বর-চেষ্টারূপ কালদ্বারা ক্ষোভিত হইলে প্রথমে 'মহৎ'-তত্ত্বের সৃষ্টি হয়। 'প্রধান' ক্ষোভিত হইয়া দ্রব্য সৃষ্টি করে। 'মহৎ' তত্ত্ব ক্ষোভিত হইলে 'অহঙ্কারে'র উদয় হয়। অহঙ্কারের তামস-বিকার হইতে 'আকাশ' হয়; 'আকাশ' বিকৃত হইলে 'বায়ু'র উদয়। 'বায়ু'র বিকারে 'তেজ', 'তেজে'র বিকারে 'জল' এবং 'জলে'র বিকারে 'ক্ষিতি'র সৃষ্টি হয়। 'অহঙ্কার' হইতে ক্রমান্বয়ে উৎপন্ন আকাশ, বায়ু, তেজঃ, জল ও মৃত্তিকা—পঞ্চভূত বা পঞ্চমহাভূত নামে পরিচিত।

'কাল' প্রকৃতির অবিদ্যাবৃত্তিকে ক্ষোভিত করিয়া মহৎতত্ত্বের 'জ্ঞান' ও 'কর্ম্ম'ভাব উৎপন্ন করে। মহৎতত্ত্বের কর্ম্মভাব বিকৃত হইয়া সত্ত্ব ও রজোগুণ হইতে 'জ্ঞান' ও 'ক্রিয়া'কে সৃষ্টি করে। এই প্রকারে মহৎতত্ত্ব বিকৃত হইয়া 'অহঙ্কার' হয়। অহঙ্কার বিকার-প্রাপ্ত হইয়া 'বুদ্ধি' হয়। বুদ্ধি বিকৃত হইয়া আকাশের 'শব্দ'-গুণ উপলব্ধি করে। শব্দগুণবিকারে বায়ুর 'স্পর্শ'গুণের উদয়; বায়ুতে শব্দ-গুণও আছে। ইহাতে 'প্রাণ', 'ওজঃ' ও 'বল' সৃষ্টি করে। স্পর্শ বিকৃত হইলে তেজঃপদার্থের 'রূপ' উদিত হয়; ইহাতে শব্দ ও স্পর্শ গুণও আছে। 'রূপের' বিকারে জলের 'রস'গুণের উদয়। জলে শব্দ, স্পর্শ ও রূপ—এই গুণত্রয়ও বিদ্যমান। রসের বিকারে পৃথিবীর 'গন্ধ'-গুণের সৃষ্টি; ইহাতে শব্দ,স্পর্শ, রূপ ও রস এই গুণচতুষ্টয়ও আছে। শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ—এই গুণপঞ্চকই 'পঞ্চতন্মাত্র' নামে অভিহিত। এই সকল বিকারক্রিয়ায় পুরুষের ক্রমাগত আনুকূল্য থাকে।

অহঙ্কার তিন প্রকার—'বৈকারিক', 'তৈজস' ও 'তামস'। বৈকারিক অহঙ্কার হইতেই দেবতাদির উৎপন্ন। তৈজস অহঙ্কার হইতে দশটী ইন্দ্রিয়ের সৃষ্টি। ইন্দ্রিয় দুইপ্রকার জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয়। চক্ষু,কর্ণ,নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক্—এই পাঁচটী ইন্দ্রিয় জ্ঞান আহরণে নিযুক্ত হয় বলিয়া ইহাদিগকে জ্ঞানেন্দ্রিয় বলা হয়। বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু ও উপস্থ ইহারা কর্ম্মেন্দ্রিয়। এই প্রকারে মহাভূত ও সূক্ষ্মভূত সকল সঙ্গত হইলেও যে-পর্য্যন্ত চৈতন্যকণ জীব তাহাতে প্রবিষ্ট না হন, সে-পর্য্যন্ত কোন কার্য্য চলিবে না। ভগবদীক্ষণরূপ কিরণ-কণ-স্থিতি জীব যখন মহাভূত ও সূক্ষ্মভূত-নির্ম্মিত দেহে সঞ্চারিত হয়,তখনই সমস্ত কার্য্য আরম্ভ হয়। বৈকারিক ও তৈজসগুণ 'প্রধান'-বিকৃত তামস বস্তুতে সংযুক্ত হইয়া কার্য্যোপযোগী হয়। এই প্রকারে 'অবিদ্যা' ও 'প্রধানে'র কার্য্য নিষ্পন্ন হয়।

উপরি-আলোচিত পঞ্চমহাভূত, পঞ্চতন্মাত্র, দশ ইন্দ্রিয় এবং মন, চিত্ত, বুদ্ধি ও অহঙ্কার—এই চতুর্বিংশ প্রাকৃত তত্ত্ব। জীব-চৈতন্য এই চতুর্বিংশতি তত্ত্বযুক্তশরীরে পঞ্চবিংশতিতম তত্ত্ব এবং পরমাত্মা ষড়বিংশতিতমতত্ত্ব।

শ্রীগৌড়ীয়মঠে ভাগবত পাঠ

উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ প্রণবানন্দ ব্রহ্মচারী প্রত্নবিদ্যালঙ্কার মহোদয় প্রত্যহ সন্ধ্যারাত্রিকের পর কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠের সারস্বত নাট্যমন্দিরে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করিতেছেন। তাঁহার প্রাঞ্জল ব্যাখ্যায় শ্রোতৃবৃন্দের শ্রবণ-পিপাসা ক্রমশঃই বৃদ্ধিত হইতেছে।

নাস্তিকতার জীবনী

[৪]

ভগবানের কোন পূর্ণ ইতিহাস নাই; কিম্বা তিনি কোন প্রকার একটী শক্তির সহিত সমজাতীয়—জৈমিনী কিম্বা পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের ঐরকম ধরণের বিচার সূক্ষ্ম-বুদ্ধিবিশিষ্ট জনগণের নিকট কার্য্যকরী নহে। যাঁহারা উহাদের বিচার গ্রহণ করেন, তাঁহারা পূর্ণ বস্তুর অংশমাত্র গ্রহণ ক'রে সন্তুষ্ট হ'য়ে থাকেন। ভগবানের পূর্ণ ইতিহাস-অবিশ্বাসকারী জনগণের ধারণা ঈশ্বর-বিরোধিনী। ভগবানের নিকট বশ্যতা স্বীকার করিবার একটা স্বাভাবিক ইচ্ছা মানুষের হৃদয়ে বর্ত্তমান আছে; জৈমিনী ইহা অবগত হইয়া খুব কৌশলের সহিত কর্ম্মফল-প্রদায়ক-রূপে ঈশ্বরের ধারণা বজায় রাখিয়াছেন এবং তাঁহাকে (ঈশ্বরকে) তাঁহার গণ্ডীর মধ্যে অর্থাৎ ঈশ্বরের কোন পূর্ণেতিহাস নাই, এরূপ ধারণার মধ্যে রাখিয়া দিয়াছেন। ঐরকমের ধারণা থেকে ভারতবর্ষে কর্ম্ম-কাণ্ডীয় স্মার্ত্ত-পণ্ডিতগণের প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। তাহাদের নিঃস্বার্থপরতার পুরস্কার সহজেই লভ্য হইবে মনে করিয়া অজ্ঞানান্ধ ব্যক্তিগণ উক্ত প্রকারের বিচারে সত্বর আস্থা স্থাপন করিয়া থাকে। নাস্তিক কর্ম্মকাণ্ডিগণের প্রাধান্যলাভের ইহা একটী অন্যতম কারণ।

নিজ সুখৈষণার সহায়ক বলিয়া নিঃস্বার্থপর জড়সুখবাদীদিগের উপদেশসমূহ মনুষ্য-মাত্রেই আদর করিয়া থাকে; কিন্তু মানুষ ঐসকল উপদেশের মধ্যে যতই প্রবেশ করিতে থাকে, ততই তাহারা পাপকার্য্য করিতে আদৌ পশ্চাৎপদ হয় না। পরিশেষে দেখা যায়, ঐসকল বিচারের পক্ষপাতী জনগণ কেবলমাত্র সুবিধাবাদী হইয়া পড়ে; যাহাতে আত্মেন্দ্রিয়তৃপ্তি-সাধনের জন্য সাধারণের স্বার্থে প্রকাশ্যভাবে আঘাত না লাগে, এইটুকু বজায় রাখিয়া নিজসুখ অন্বেষণ করে এবং নিজ কর্ম্মের কেবল বাহ্য আচরণের দিকেই লক্ষ্য রাখিয়া চলা ফেরা করিতে চেষ্টিত হয়। শাস্তি দিবার জন্য যখন কোন ভগবান্ নাই, তখন নিজ সুখৈষণার মূলে স্বেচ্ছাচারিতাকে দমন করিবার একমাত্র ঔষধ সাধারণের নিকট অপদস্থ হইবার ভীতি। তাই ঐরকম ভীতি হইতে অব্যাহতি পাইবার উপায়স্বরূপ নানারকম কৌশল আবিষ্কৃত হইয়া থাকে। ব্যক্তিগত-স্বার্থ-পূরণের জন্য ধর্ম্মজগতের নিয়মাবলীকে ইচ্ছামত আকার প্রদান করিবার যে-চেষ্টা সাধারণ স্মার্ত্ত পণ্ডিতদিগের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা হইতে প্রাগুক্ত সমালোচনার সত্যতা দৃঢ়ীভূত হইতে দেখা যায়।

তথাকথিত ভগবানের পূজার বিধির মধ্যে আমরা ভগবদ্ভক্তির লক্ষণ দেখিতে পাই না। কাহারও মতে ভগবানের পূজা কর্ম্মকাণ্ডের প্রকার-ভেদ-বিশেষ মাত্র; ইহা মানুষের জন্য কেবল সাধারণ-ভাবে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে এবং ইহা গ্রহণ করা, না করা তাহার ইচ্ছাধীন। জৈমিনী ও কোমতের ধারণা প্রায় একরূপ। কর্ম্মকাণ্ডিগণও সময় সময় ছলনা করিয়া বলিয়া থাকে যে, তাহারাও মানুষের অন্তঃকরণ শুদ্ধ করিয়া তাহাদিগকে ভগবদ্ভক্তির যোগ্য করিয়া দিবার জন্য যত্ন করিয়া থাকে। ইহা তাহাদের কপটতা মাত্র। কর্ম্ম যখন ভক্তিকে অনুসরণ করে, তখন কর্ম্মী নিজের জন্য কিছুই চায় না, মাত্র ভক্তিলাভেই তাঁহার সন্তোষ। কিন্তু কর্ম্মী নামের কাঙ্গাল হ'লে, ঐ কর্ম্ম ভক্তির প্রতিদ্বন্দ্বী হ'য়ে দাঁড়ায়। এই রকম চিত্তবৃত্তি হইতে সমাজের উন্নতি, বিজ্ঞানের উন্নতি, শিল্পের উন্নতি প্রভৃতির দ্বারা যশোলাভ করিবার ইচ্ছা উদিত হয়। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে, কর্ম্ম যদি ভগবৎসেবায় নিয়োজিত হ'য়ে ভগবদ্ভক্তিতে পরিণত হয়, তা'হলে বিজ্ঞান, সমাজ, শিল্প প্রভৃতি অধিকতর ভাবে উজ্জ্বল ও উন্নতিশীল হয়।

বৌদ্ধ ও জৈন দার্শনিকগণের বিচারে জড়সত্তার লোপ-সাধনই জীবনের উদ্দেশ্য বলিয়া কথিত হয়। এই বিচারের মূলে ও ইহার সমর্থন পক্ষে দেখা যায় যে, জড়ীয় সুখটা অতি তুচ্ছ এবং ইহা চিন্ময় সত্তার উপযোগী নহে। এই প্রকার অভিজ্ঞতা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, বেঁচে থাকাটাই দুঃখজনক। বর্ত্তমান কালে এটা একটা লক্ষিতব্য বিষয় যে, সাধারণ বৌদ্ধগণ, অন্ততঃ বর্ম্মা দেশের বৌদ্ধগণ বিশ্বনিন্দক নহেন। ভগবান্ নিত্যকাল আছেন এবং তিনি এই পৃথিবী সৃষ্টি করিয়াছেন, ইহা তাঁহারা বিশ্বাস করেন। ভগবান্ বুদ্ধদেবরূপে এই জগতে আসিয়াছিলেন এবং তিনি স্বর্গে চিরকাল অবস্থান করিয়া থাকেন, মনুষ্যগণ সৎকর্ম্ম দ্বারা এবং বুদ্ধদেবের প্রচারিত নিয়মাবলী পালন পূর্ব্বক স্বর্গলোক প্রাপ্ত হইবে, ইহা তাঁহারা বিশ্বাস করেন। কিন্তু বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের বিচার এই সকল নহে।

কিন্তু সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম তর্কদ্বারা জগতের প্রত্যেক বস্তুর হেয়ত্ব প্রতিপাদনকারী যে-সমস্ত বিচার উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহা সমাজে সাধারণ সম্পত্তি বলিয়া কখনও গৃহীত হয় না; অধিকন্তু তাহা তত্তৎ শিক্ষকগণের লিখিত পুস্তকসমূহের মধ্যে এবং তাহাদের অন্তঃকরণের মধ্যেই আবদ্ধ থাকিতে বাধ্য। সাধারণ লোকসকল যদি কখনও ঐসকল মতের পক্ষপাতী বলিয়া অভিমান করে, তবে দেখা যায় যে তাহাদের ঐরূপ করিবার

কারণমূলে তাহাদের নিজ নিজ বদ্ধ ধারণার সহিত ঐক্যতা আছে।

কোমতের বিচারে "বিশ্বপ্রেম", জৈমিনীর বিচারে কর্ম্মফল প্রদানকারী "অপূর্ব্ব" এবং শাক্যসিংহের বিচারে "জড়-সত্তার লোপ সাধন" তত্তৎ ধর্ম্মের অনুসরণকারিগণের নিকট মানবের স্বাভাবিক ধর্ম্ম বলিয়া গৃহীত হইয়া থাকে এবং ঐরূপ সিদ্ধিলাভের জন্ত তাঁহারা অদ্যাবধি যত্নবিশিষ্ট আছেন। পাশ্চাত্যদেশের সন্দসন্দিগ্ধ ব্যক্তিগণ এইরূপ গণ্ডীর অন্তর্ভুক্ত। তাঁহাদের ধারণায় পুনর্জ্জন্ম বলিয়া কোন কিছু নাই, জড়সত্তার লোপ-সাধনই মনুষ্যজীবনের বাঞ্ছিত উদ্দেশ্য এবং ঐ উদ্দেশ্য কেবলমাত্র এক জন্মেই আবদ্ধ। বৌদ্ধ ও জৈনগণ কিন্তু বিভিন্ন জন্ম ও পুনর্জ্জন্মের মধ্য দিয়া ঐরূপ জড়-সত্তার বিলোপ-সাধনই মানবজীবনের উদ্দেশ্য বলিয়া থাকেন।

বুদ্ধদেবের মতে মানুষ সাধুতা ধৈর্য্য, ক্ষমা, দয়া, নিঃস্বার্থপরতা, ধ্যান, বৈরাগ্য, মিত্রতা প্রভৃতির আচার-ফলে 'পরিনির্ব্বাণ' মুক্তি লাভ করিতে পারে। পরিনির্ব্বাণ-লাভে তাহার সমস্ত সত্তার লোপ হয়। সাধারণ-নির্ব্বাণ-লাভে দয়ারূপে সত্তার কিছু অস্তিত্ব বর্ত্তমান থাকে। জৈনগণের মতে দয়া ও বৈরাগ্যের আচরণ-ফলে জীবের যেমন ক্রমোন্নতি হইতে থাকে, তদনুযায়ী জীবের উত্তরোত্তর নারদ, মহাদেব, বাসুদেব, প্রভৃতির অবস্থা লাভ এবং অবশেষে ঈশ্বরত্বপ্রাপ্তিতে তাহার সমস্ত জড়-সত্তার লোপ প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

বৌদ্ধ ও জৈন উভয়েরই মতে এই পার্থিব জগৎ নিত্য; অনাদি কর্ম্মের শেষ আছে, সত্তা থাকাই দুঃখের হেতু; পরিনির্ব্বাণই সুখ। জৈমিনীর প্রবর্ত্তিত কর্ম্মফল জীবের পক্ষে আনন্দকর। যে নিয়মাবলী পরিনির্ব্বাণ লাভ করাইয়া দেয়, কেবলমাত্র তাহাই মঙ্গলের জনক। ইন্দ্র প্রভৃতি অন্যান্য দেবতাগণ কর্ম্মিসকলের প্রভু হইলেও তাঁহারা পরিনির্ব্বাণ লাভকারিগণের দাস ব্যতীত আর কিছুই নহেন।

"মনের বৈরাগ্য"

[শ্রীযুক্ত ভবদেব চট্টোপাধ্যায়]

(১)

ওরে মন, বাল্যাবধি
বিষয়ের ভোগেতে।
নব নব ভাবে কত
হইয়াছ সুবর্দ্ধিত;
মায়ার মোহিনী হেরে
ভুলি' রও মোহেতে॥

(২)

দেহ-গেহ ভোগ-আশে
বিষয়ীর দ্বারেতে।
করিয়াছ কত পাপ,
পাও নাই হৃদে তাপ,
দিয়াছ উদ্বেগ কত
দীন-হীনে জগতে॥

(৩)

হেরিয়া পরের দুঃখ
মত্ত হ'য়ে সুখেতে
দিয়া কত করতালি,
গিয়াছ আনন্দে গলি',
পর সুখে অবিরত
ব্যথা পাও বুকেতে॥

(৪)

পাইয়া দুর্লভ দেহ
কদাচারে কত রে।
অনাচার ব্যভিচারে
ধাইনু যথেচ্ছাচারে,
সদাচার ভুলি' হায়
করি' দিন গত রে॥

(৫)

তারপর অতিভাগ্যে
দৈব-যোগে যবে রে।
কোন সুকৃতির বলে
কোন সাধু-কৃপাবলে
শুনিলি চৈতন্যবাণী
অচৈতন্য যাবে রে॥

(৬)

আত্মার ধরম শুনি'
সাময়িক-মোহেতে।
সাধুর মহিমা-লোভে
হৃদয় ভরিল ক্ষোভে
সেজে সাধু হ'লি মন
চিহ্নধরি' দেহেতে॥

(৭)

ধেয়ে গেলি একবারে
গৃহবাস ত্যজি' রে।
কোথা 'কৃষ্ণ' 'কৃষ্ণ' বলি'
ভাবে হ'লি উতরোলি'
দেখাইলি কত প্রেম
কামে মন মজি'রে॥

(৮)

ভ্রমিলি'রে কত ভাবে
সাধুর মতন রে।
যথা গৌরনিজজন
শ্রীরূপ, শ্রীসনাতন,
দেখালেন আচরণে
বৈরাগ্য-জীবন রে॥

(৯)

কপট বৈরাগি-বেশে
সাধু হ'ব ব'লে রে।
কভু বৃক্ষতলে বসি'
কভু থাকি' উপবাসী,
অন্তরে ভোগের বহ্নি—
ধু-ধু ক'রে জ্বলে রে॥

(১০)

যুক্ত-বৈরাগ্য কভু
দেখাবারে জগতে।
যথা ভক্ত গুণনিধি
পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি,
প্রহ্লাদ, জনক, ভীষ্ম
সাজিনুরে মোহেতে॥

(১১)

সাধু সাজি' প্রবেশিনু
সাধু-গুরু-গৃহেতে।
কিসে হ'বে প্রতিপত্তি
লভিনু বণিগ্-বৃত্তি
কু-বাসনা চিত্তে মোর,
আত্মবুদ্ধি দেহেতে॥

(১২)

দেহের সুখের লাগি'
সাধু-গুরু সেবকে।
নিজের সেবক করি'
নিজে বক-রূপ ধরি'
প্রতিষ্ঠার তরে ঘুরি
ফাঁকি দিতে সবাকে॥

(১২)

কনকের লাভ-আশে
বৈষ্ণবের বেশে রে।
পুরাইতে জড়-কাম,
গ্রাম ত্যজি' এলি ধাম
তাই মায়া অবিরাম
টানে ধরি' কেশেরে॥

(১৩)

যথাধ্যানে বাপি-তটে
সন্ন্যাসীর আকারে,
কামিনী-কোমল-ধ্বনি',
কঙ্কণ ঝঙ্কার শুনি',
মেলিনু নয়ন-মণি
ভোগ-আশে অন্তরে॥

(১৪)

হেরি' তোরে হাসি পায়
চঞ্চল ওরে মন।
এ কিরে বৈরাগ্য তোর,
পড়িলি নরকে ঘোর,
উদ্দাম-প্রবৃত্তি-বশে
কেন কর গমন॥

(১৫)

চাও যদি পরাগতি
সেব' হরিজন রে।
আজি হ'তে এক যোগে
ভজ তীব্র-ভক্তিযোগে
অশান্তি হইতে পাবে
শান্তি-নিকেতন রে॥

প্রকৃত নেতা কে?

[আচার্য্য শ্রীপাদ রাধাচরণ গোস্বামী, ভক্তিরত্ন]

(১)

মনুষ্য জাতি সমাজবদ্ধ হইয়া সুশৃঙ্খলাবস্থায় শান্তিতে অবস্থান করিতে চায়। সেইজন্য মনুষ্যজাতি স্বেচ্ছা-প্রণোদিত হইয়া একজন নেতার আনুগত্য স্বীকার করে। এইটাই হইল চিরকালের চিরন্তন ব্যবহার।

এই নেতা-নির্ব্বাচনে বিভিন্ন রুচির মর্য্যাদা রক্ষা করিতে যাইয়া মনুষ্য-সমাজের বিস্তীর্ণতার লাঘব ঘটে। তদ্দ্বারা শান্তি-প্রিয়তার বিনিময়ে অনেক সময় অশান্তির করাল-কবলে গ্রস্ত হইতে হয় এবং সেই অশান্তিই শান্তি বা ভগবানের আশীর্ব্বাদ অথবা অভিশাপ-জ্ঞানে মানব-সমাজ বরণ করিতে বাধ্য হয়। ইহাতে সংসার দুঃখের আগার বা নরকের জ্বলন্ত কুণ্ড স্বরূপে পরিণত হইবার সম্ভাবনা। মায়াবদ্ধ মানব যখন নিজের চেষ্টায় নিজের মঙ্গলের দিকে প্রধাবিত হয়, তখন তাহাকে ঐপ্রকার দুর্দ্দশায় পড়িতেই হইবে।

মনুষ্যজাতির সর্ব্বপ্রধান ব্যবহারিক নেতা দেশ-পালক, প্রজারঞ্জক রাজা। রাজার নিয়ামকত্বে সকল প্রাণী সুনীতির অশ্বত্থ বিটপি ছায়ায় শান্তিসুখ অনুভব করে। ব্যবহারিক জগতে ইনিই সর্ব্বপ্রধান অধিনায়ক

এই রাজাকেও কোন সুযোগ্য ব্যক্তিকে নায়কত্বে বরণ করিতে হয়; তিনিই ধর্ম্ম-গুরু। সেই ধর্ম্ম-গুরু সমগ্র জগতের নেতা বা জগদ্গুরু। জগদ্গুরুর গুরুত্ব জগদপেক্ষা অধিক হওয়া চাই। এক পাল্লায় ওজনে, মায়িক চতুর্দ্দশ ভুবনাপেক্ষা গুরুর গুরুত্ব যদি অনেক গুণে অধিক প্রমাণ হয়, তবেই তিনি গুরু। এই গুরুত্বটী বিশ্বম্ভরের অভিন্ন কলেবর ভিন্ন অসম্ভব, ইহাও নিঃসংশয়িত প্রমাণ।

আমরা কয়জনে এই বাস্তব নীতির অনুসরণ করি? আমরা চাই ধর্ম্ম-গুরু-বাদ দিয়া কর্ম্মবীর সাজিতে। তাহাও যদি সর্ব্বেন্দ্রিয়ের অনুশীলন হইত তবুও কতকটা; কিন্তু একমাত্র বাগেন্দ্রিয়ের বাক্পটুতায়ই যাবতীয় কর্ম্ম পর্য্যবসিত দেখা যায়। ইহা অদৈব সমাজের ধর্ম্ম-বিপ্লব-চেষ্টা মাত্র।

বাস্তবপক্ষে যিনি আচার্য্য বা ধর্ম্ম-গুরু-তিনিই জগতেরই নেতা; শুধু ইহজগতের নহেন, পারমার্থিক জগতেরও একমাত্র জগদ্গুরু। তাহাতে সন্দেহ নাই।

শুদ্ধভক্তি গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। ভাষ্যসহ বিরাট শ্রীচৈতন্যভাগবত ২৲
২। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২৮৲
একাদশ স্কন্ধ হইতে প্রতিখণ্ড ।৵০
৩। ভাষ্যদ্বয়সহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (৪র্থ সংস্করণ) ৬৲
৪। ভাববিবেককুসুমাঞ্জলি (বাঁধা) ২৲
৫। গৌড়ীয়-গৌরব ।৵০
৬। গৌড়ীয়-সাহিত্য ।৵০
৭। ভজনরহস্য ॥০
শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও
শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৯। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ)
ঐ (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
১০। গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি টীকাসহ)
ঐ (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
১১। গীতার কেবল মাধ্ব-ভাষ্য ॥০
১২। যুক্তিমল্লিকা গুণসৌরভঃ সানুবাদ (মাধ্ব) ২৲
১৩। বেদান্ততত্ত্বসার সানুবাদ (রামানুজীয়) ॥০
১৪। জৈবধর্ম্ম ২৲
১৫। শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৬। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১৭। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ।৵০
ঐ (বাঁধা) ৸০
১৮। দ্বীপ-দিগ্দর্শন ৵০
১৯। সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ) ।৵০
২০। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ৸০
ঐ (আবাঁধা) ।৵০
২১। নবদ্বীপধাম গ্রন্থমালা ৸০
২২। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৵০
২৩। গীতমালা ৴১০
২৪। নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য ৵০
২৫। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৵০
২৬। নবদ্বীপ পঞ্জিকা (৪৪৭ গৌরাব্দ) ৵০
২৭। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
২৮। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা-দর্পণ ।০
২৯। শরণাগতি ৴০
৩০। গীতাবলী ৴০
৩১। চিত্রে নবদ্বীপ ১৸০
৩২। সাধনকণ ৴০
৩৩। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৴০
৩৪। নবদ্বীপশতক ৴০
৩৫। অর্থপঞ্চক ৴০
৩৬। সদাচারস্মৃতিঃ ৴০
৩৭। কল্যাণকল্পতরু (৫ম সংস্করণ) ৴১০
৩৮। অর্চ্চনকণ ১০
৩৯। সাধককণ্ঠমালা (বাঁধা) ।০
ঐ (আবাঁধা) ৵০
৪০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (প্রথম চারিখণ্ড) ৩৲
৪১। ব্রহ্মসংহিতা ।০
৪২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৪৩। মণিমঞ্জরী সানুবাদ ।০
৪৪। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৵০
৪৫। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ।০
৪৬। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৪৭। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
৪৮। গৌড়ীয়মঠ কি করেন? ৴০
৪৯। ঈশোপনিষৎ (বলদেব ও মাধ্ব-ভাষ্য এবং বিবৃতি ও অনুবাদসহ) ।০
৫০। শ্রীভুবনেশ্বর ৴০
৫১। সিদ্ধান্তদর্পণ ৵০
৫২। সাংখ্যবাণী ৴০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৫৩। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী-দিগ্বিজয়ঃ ।০
৫৪। দর্শনাভ্যাসানুপাদ ।০
৫৫। তত্ত্ব-সূত্রম্ ।০
৫৬। সানুবাদ-শিক্ষাষ্টকম্ ৵০
৫৭। গৌড়ীয়মঠস্য পরিচয়ঃ ৴০
৫৮। সারাংশগণনম্ ৵০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৫৯। রায় রামানন্দ ।০
৬০। নামভজন ।০
৬১। রিলেটিভ্ ওয়ার্ল্ড‌স ।৵০
৬২। লাইফ্ য়্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।০
৬৩। বৈষ্ণবীজম্ ।০
৬৪। হোয়াট্ গৌড়ীয়মঠ ইজ্ ডুইং ৴০
৬৫। দি ভাগবত ।০
৬৬। ইরোটিক্ প্রিন্সিপল্ য়্যাণ্ড আনেলয়েড্ ডিভোশন ।০
৬৭। ব্রহ্ম-সংহিতা ২॥০
৬৮। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (ভলুম ওয়ান) ১৫

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৬৯। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ॥০
৭০। সাধন পথ ।০
৭১। কল্যাণ-কল্পতরু ৴১০
৭২। গীতাবলী ৴০
৭৩। শরণাগতি ৴০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৭৪। শরণাগতি

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

নদীয়া-প্রকাশ প্রাপ্তির স্থান

১। শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম-মায়াপুর, নদীয়া
২। শ্রীযোগপীঠ ঐ
৩। শ্রীবাস অঙ্গন ঐ
৪। অদ্বৈত-ভবন ঐ
৫। কাজীর সমাধি পাট ঐ
৬। স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ, নদীয়া।
৭। শ্রীভাগবত আসন কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
৮। শ্রীএকায়ন মঠ গোবিন্দপুর, হাঁসখালী।
৯। দ্বাদশগোপাল পাট—পোঃ চাকদহ,
১০। শ্রীগৌর গদাধরমঠ—চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড়, বর্দ্ধমান
১১। শ্রীমোদদ্রুমছত্র মাউগাছি, বর্দ্ধমান
১২। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম, আমলাযোড়া, পোঃ রাজবাঁধ বর্দ্ধমান
১৩। শ্রীগৌড়ীয়মঠ বাগবাজার, কলিকাতা
১৪। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাজু, হাওড়া,
১৫। শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয়মঠ, ২০নং নবাবপুর রোড্, ঢাকা
১৬। শ্রীগোপালজী মঠ কমলাপুর, ঢাকা।
১৭। শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ পোঃ বালিয়াটী,
১৮। শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয়মঠ ময়মনসিংহ।
১৯। শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ চিরুলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর
২০। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম গোয়ালপাড়া, আসাম।
২১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ রায়পেটা, মান্দ্রাজ।
২২। শ্রীরামানন্দগৌড়ীয় মঠ কভুর, জিঃ পশ্চিম গোদাবরী
২৩। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ উড়িয়াবাজার, পোঃ বক্সীবাজার, কটক।
২৪। শ্রীত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয় মঠ ভুবনেশ্বর।
২৫। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ স্বর্গদ্বার, পুরী।
২৬। শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ আলালনাথ পোঃ ব্রহ্মগিরি, পুরী।
২৭। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ ডুমুরকুণ্ডা, পোঃ চরকুণ্ডা, মানভূম।
২৮। শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ—কাশী।
২৯। শ্রীরূপগৌড়ীয় মঠ—এলাহাবাদ।
৩০। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ পুরাণবাজার, সরকার ঠাকুরের কুঞ্জ, বৃন্দাবন
৩১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, নিউদিল্লী
৩২। শ্রীপরমহংসমঠ—নৈমিষারণ্য,
৩৩। শ্রীসারস্বত গৌড়ীয় মঠ—হরিদ্বার।
৩৪। শ্রীব্যাসগৌড়ীয়মঠ—কুরুক্ষেত্র, পঞ্জাব
৩৫। শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাবুলনাথ রোড, পোঃ গ্র্যাণ্ট রোড, বোম্বে।
৩৬। লণ্ডন গৌড়ীয়মঠ, ৩৯নং ডেটন গার্ডেন্স, কেনসিংটন্ লণ্ডন, (এস্, ডব্লিউ—১০)।
৩৭। অমরি গৌড়ীয়মঠ—মেদিনীপুর
৩৮। সরভোগ গৌড়ীয় মঠ—সরভোগ, কামরূপ, আসাম,

শুদ্ধভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীলভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী মাসিক। শ্রীধাম-মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিকভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১॥০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দি ভাষায় একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূধর বন মহারাজ সম্পাদিত ও নৈমিষারণ্য শ্রীপরমহংস মঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ১॥০ দেড় টাকা মাত্র।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥০ দেড় টাকা মাত্র।

৫। কীর্ত্তন—মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ নিত্যানন্দ সেবাতীর্থ বি-এজি, বি-টি, সম্পাদিত। আসাম গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম হইতে প্রকাশিত আসামী ভাষায় মাসিক। ভিক্ষা সডাক ১॥০ দেড় টাকা মাত্র

চৈতন্যভাগবত

আদিকবি শ্রীল বৃন্দাবন দাস প্রণীত সমগ্র গ্রন্থ

গ্রন্থের মূল বোল্ড অক্ষরে এবং তন্নিম্নে বিশ্ববিশ্রুত গৌড়ীয়মঠের প্রতিষ্ঠাতা ও আচার্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তি-সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভু-পাদের রচিত বিস্তৃত ভাষ্য উত্তম কাগজে গোটাইপের সহিত মুদ্রিত হইয়াছেন। ডবল ক্রাউন আটপেজি আকারে ১০৯৬ পৃষ্ঠায় কেবল মূল ও ভাষ্য সম্পূর্ণ হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত শ্লোকসূচী, পদ্যসূচী, স্থানসূচী, পাত্রসূচী, বিষয়সূচী, শব্দসূচী প্রভৃতি বিস্তৃত সূচীপত্রেও একটী গ্রন্থ হইবে। সভাষ্য শ্রীচৈতন্যভাগবতের এরূপ উৎকৃষ্ট ও অমূল্য বিরাট সংস্করণ জগতের কোথায়ও আজ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হন নাই, ইহা নিরপেক্ষ পাঠক মাত্রকেই একবাক্যে স্বীকার করিতে হইবে। শ্রীগৌড়ীয়মঠের উৎসব-কালে গ্রন্থের ভিক্ষা ১২৲ বারটাকা স্থলে ৫৲ পাঁচটাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—
ঐ
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

কলিকাতা বাজার দর

লৌহ হাডওয়ার

১০ই নবেম্বর ১৯৩৩

টাটার তৈয়ারী— প্রতি হন্দর।

লোহার কড়ি (জয়েষ্ট বা বীম)

মার্কা ৫।৶০—৫।৵০

ঐ বে-মার্কা হাল্কা ওজন ৪।৵০—৪৷৷৶০

বরগা (টী-আয়রণ) ৬৵০—৬।০

এঙ্গেল আয়রণ (কোনা) ৫৸৵০—৬।৵০

গ্যালভ্যানাইজড করগেট টীন—

২২ গেজ ৬ হইতে ১০ ফুট ১১।৵০

২৪ গেজ ,, ,, ১০৸৵০

২৬ গেজ ,, ,, ১২

২৪ গেজ আর, পি, ডি, মার্কা ১২৸৶০

২৪ গেজ গাঃ প্লেন শীট— ১১।৵০

২৬ গেজ ,, ,, ১২।০

২৮ গেজ ও ৩০ গেজ ঐ— ১৩৲—১৬৲

বাগান ঘেরা কাঁটাতার ১০০

পাউণ্ড বাঃ ৮৸০

ষ্টীল পাটী ৬৲৵—৬।০

,, বোলটু (গোল) ৬৲৵—৬।০

,, পয়াদে (চৌকা) ৬৵০—৬৲।০

,,গোল রড ৶০—।৶০ সুতা ৫৵০---৫৷৷০

,, টানা রড-

চৌকা ৶০--।৵০ ঐ ৫৵০—৫৷৷০

,, বাণ্ডিল তার ৭৲—৭৸০

,, প্লেট—তিন সুতা মোটা

পর্য্যন্ত ৭।০ —৭।০

,, চাদর ৩-১৬ খানা বাণ্ডিল ৯৷৷৵—১০৲

স্প্রাঃ ষ্টীল ৮।০—৯৲

হাফ রাউণ্ড ৫৸৵—৬৲৵০

তারের পেরেক ১—৬ ইঞ্চি ৯—৯৸০

প্যাটেণ্ট পেরেক ২—৮ ইঞ্চি ১২।০—১৫৷৷০

ঢালাই কড়া ১ হইতে ১০ নং ২৷৷০ সাট

কাদাল ৪, ৫, ৬, ৭৸৵০ ৮৸৵০ ৯৸৵০ডঃ

[illegible]তন পাউণ্ড ৬৲ দেঃ বিঃ ৬।৵০ ,,

[illegible]াঃ প্লেন বালতি ৭—১২ ইঞ্চি ১৷৷/০ ৬৷৷/০

[illegible]বিভিট ,, ৭—১২ ইঞ্চি ২৲--৭৲ ,,

লোহার চেয়ার রডের গোল ও

[illegible]কা ৮৷৷০— ”

[illegible]ালের লোহার সিট ১৫৲ ,,

[illegible]েনেস্তা (কাঠের সিট) ১৮৲,,

লোহার স্ক্রুপ ৷৷—৩ ইঞ্চি /১০--৷৷৶০ গ্রোস

কব্জা ১৩ নং

-৪ ইঞ্চি ।১০—৸৵১০ পেঃ ডজন

[illegible]ার ১৬—২২ নং

গেজ) ১২৲---১৩৲ হন্দর

[illegible]াঃ রিভিট (মটকা)

ইঞ্চি ।৵৫ ৷৷৶০ পীস

[illegible]াঃ গার্টারিং বা ডোঙ্গা

ইঞ্চি ।০—৸/০ ,,

[illegible]াঃ স্ক্রুপ ১৷৷০--২৷৷০ ইঞ্চি ২৩৲--২৯৲ হন্দর

গ্যাঃ ওয়াসার চাকি ১১৷৷০—১৩৲ ,,

গ্যাঃ বোল্ট নাট ৸—৩ ইঞ্চি

৷৷৵১০—১৵০ গ্রোস

ঢালাই রেলিং ৩৷৷০---৪৷৷০ হন্দর

ঐ ব্রেন ওয়াটার পাইপ

৩ ইঞ্চি ৵১০ ঐ ৪ ইঞ্চি ।১০ ফুট

টিউব ওয়েলের জন্ত গ্যাঃ

পাইপ১৷৷ ইঞ্চি ।৵৫ ফুট

পাম্প ৪নং ১২৷৷০ ৫নং ১৪৲ ৬নং ১৬৲

৬০--৮০ বাটখারা ৵১৫ সাট ২।০-২৷৷০ মণ

সন্তোষকুমার মল্লিক এণ্ড সন্স লিঃ

লৌহ ও হাডওয়ার বিক্রেতা।

মীরবহর ঘাট লোহাপটী, বড়বাজার.

টেলি--“লোহার মালিক” কলিকাতা

কেরোসিন

প্লোক্রেক প্রত্যেক বাক্স (২ টিন) ৯,৬

সূর্য্য মার্কা ,, ৬৷৷০

ভিক্টোরিয়া ,, ৬৲

সোণার দর

পাকা সোণা ৩০৸৶

নড়াল ৩০৸

চিনা পাত ৩২।০

রূপার দর

রূপা প্রতি ১০০ ভরি ৫৫৵০

ঐ খুচরা ৫৵০

কোম্পানীর কাগজ

৩৷৷০ সুদের কাগজ ৮১৶

৩৷৷০ নূতন ঋণ (১৯৪৭-৫০) ৯১।০

৪৲ ,, ঋণ (১৯৬০-৭০) ৯৭৲

৫৲ ,, বণ্ড (১৯৩৫ ১০৪৷৷/০

ডিবেঞ্চার

৫৲ সুদের (১৯৫৬-৮৬) কলিকাতা পোর্ট

ট্রাষ্ট ডিবে :— ১০২৷৷৵০

ব্যাঙ্ক

ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক (কর্নট্র) ২৯৪৷৷০

সেণ্ট্রাল ঐ ২২৲

কাপড় ও সূতার কল

এলগিন মিল ৪৫৲

পাট কল

হাওড়া ৫০৲

অকল্যাণ্ড ১৯৫৲

বালী ১৬২৲

বরানগর ১৫০৲

জেবজ ৩৭০৲

ডয়ই ২৪৩৲

ক্লাইভ ২৮।০

ডালহাউসী ৪০৮৷৷০

ফোর্টা ৪০৫৲

কৃষ্ণনগর নবদ্বীপঘাট রেলওয়ে সময়

কৃষ্ণনগর হইতে নবদ্বীপঘাট

কৃষ্ণনগর সিটি—	৬-৪৫	১০-৪৪	১৩-২২	১৭-৩৮	২০-১৬
কৃষ্ণনগর রোড—	৬-৫৬	১০-৫৫	১৩-৩৩	১৭-৪৭	২০-২৫
আমঘাটা—	৭-১৫	১১-১৩	১৩-৫১	১৮-৩	২০-৪১
মহেশগঞ্জ—	৭-১৪	১১-২১	১৪-০	১৮-৯	২০-৪৭
নবদ্বীপঘাট—	৭-৩৩	১১-৩০	১৪-৯	১৮-১৬	২০-৫৫

বিশেষ দ্রষ্টব্য—নবদ্বীপঘাট ষ্টেশন অপেক্ষা মহেশগঞ্জ ষ্টেশন হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরের দূরত্ব অনেক কম। শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে যাঁহাদিগকে রাণাঘাটে ট্রেণ বদল করিতে হয়, তাঁহারা রাণাঘাটে প্রাতঃ ৫-৫০,৮-১৪,৯ ৪৬, ১৬-৪৮,১৮-৩৯ এবং ০-৩২ মিনিটের সময় গাড়ী পাইবেন।

শান্তিপুর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে শান্তিপুর ষ্টেশনে৫-৪০,৯-২৯, ১২-২৫,১৬-৪ এবং ১৮-৪১ মিনিটের সময় ট্রেণ পাওয়া যায়।

নবদ্বীপঘাট হইতে কৃষ্ণনগর

নবদ্বীপ ঘাট—	৫-৩৫	৯-২৫	১২-১০	১৫-৩৪	১৮-৪৫
মহেশগঞ্জ—	৫-৪৩	৯-৩৩	১২-১৯	১৫-৪২	১৮-৫৩
আমঘাটা—	৫-৪৯	৯-৩৯	১২-২৬	১৫-৪৮	১৯-৫
কৃষ্ণনগর রোড—	৬-৫	৯-৫৫	১২-৪৩	১৬-৪	১৯-২৪
কৃষ্ণনগর সিটি—	৬-১৩	১০৯৩	১২-৫১	১৬-১২	১৯-৩৫

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রোপ্ট ওয়ার্কস হইতে—ডাঃ কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম ভক্তিশাস্ত্রী এল, এম, এফ কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

ফাঁসিকাষ্ঠ হইতে অব্যাহতি

সারাণ সিভিল কোর্টের লছমী নামে পানওয়ালাকে হত্যা করিবার অভিযোগে সারাণের দায়রা জজ চারি ব্যক্তির প্রতি প্রাণদণ্ডের আদেশ দেন। ঐ দণ্ডাজ্ঞার বিরুদ্ধে উহারা হাইকোর্টে আপীল করে। সেদিন বিচারপতি নুর ও বিচারপতি জেমস্ ঐ আপীলের রায় দান করেন।

রায় প্রদানকালে বিচারপতিগণ ঐ মামলায় সরকার পক্ষের দুইজন প্রধান সাক্ষী গুলিষ্ট লোহার ও সরবন সিংহের সম্পর্কে তীব্র মন্তব্য করিয়া বলেন, উহাদের সাক্ষ্য সম্পূর্ণ মিথ্যা। ঐসঙ্গে তাঁহারা অভিমত প্রকাশ করেন যে, চারিজন আসামীর কাহারও বিরুদ্ধেই কোনও প্রমাণ নাই। সুতরাং উহাদের বিরুদ্ধে মামলা চলিতে পারে না। এতৎপ্রসঙ্গে বিচারপতিদ্বয় উক্ত অভিযোগে দুইজন সাক্ষীকে মিথ্যা সাক্ষী দেওয়ায় ভারতীয় দণ্ডবিধির ১৯৩ ধারানুসারে অভিযুক্ত করিতে বলেন। উক্ত সাক্ষীদ্বয় সারাণের দায়রা জজ এবং তদন্তকারী ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট যাহা বলিয়াছিল, তাহা পরস্পর বিরোধী, উক্ত কারণে উহার কৈফিয়ৎ দেওয়ার জন্য সাক্ষীদ্বয়ের প্রতি সমন জারির আদেশ হইয়াছে।

প্যাকিং মেসিন আত্মসাৎ

এক হাজার টাকার একটি প্যাকিং প্রেস মেসিন আত্মসাৎ করিবার অভিযোগে সোমবার দিন হাওড়ার সাব ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ সি সি ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক কালী দ মিস্ত্রীর বিরুদ্ধে তছরুপের চার্জ্জ গঠিত হইয়াছে। আসামী দোষ অস্বীকার করিয়াছে।

অভিযোগ এই, শিব মুকুন্দ হাওড়ার কোন কারখানা হইতে একটী প্যাকিং প্রেস মেসিন আনিয়া উহার অংশগুলি ঠিকমত লাগাইয়া দিবার জন্য উহা আসামীর নিকট দেয়। আসামী একজন মিস্ত্রী। আসামীর কাজের সমস্ত মজুরী দেওয়া হয়। কিন্তু সে যন্ত্রটী ফিরাইয়া দেয় নাই পরে ফরিয়াদী কোনক্রমে সংবাদ পায় যে, আসামী কলিকাতা, উল্টাডিঙ্গীর কোন কারখানার মালিকের নিকট উহা বিক্রী করিয়াছে। ইহার পর ফরিয়াদী কারখানায় গিয়া তল্লাসী পরোয়ানা বলে যন্ত্রটি সেখানে পায়।

মামলা স্থগিত আছে। মিঃ পান্নালাল সিং ও মিঃ রমণী ঘোষাল ফরিয়াদী পক্ষে উপস্থিত ছিলেন।

মুদ্রা জাল করিবার অভিযোগে স্ত্রীলোক

মুদ্রা জাল করিবার অভিযোগে শ্রীমতী জ্ঞানদা বালা দেবীকে গত সোমবার জোড়াবাগানের এডিসন্যাল চীফ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট খাঁ বাহাদুর আবদুল গফুরের এজলাসে হাজির করা হইলে ম্যাজিষ্ট্রেট আরও তদন্ত সাপেক্ষে তাহাকে ২১শে নবেম্বর পর্য্যন্ত হাজতে রাখিবার আদেশ দিয়াছেন।

প্রকাশ, কোনও সূত্রে সংবাদ পাইয়া পুলিশ দুর্গাদাস মুখুয্যে ষ্ট্রীটে জ্ঞানদা বালার বাড়ীতে হানা দেয় এবং সিকি, দুয়ানি ও অন্যান্য মুদ্রা জাল করিবার ছাঁচ পায়। একখানা জাল দশ টাকার নোটও নাকি তথায় পাওয়া গিয়াছে। অতঃপর জ্ঞানদাবালা দেবীকে গ্রেপ্তার করা হয়। এই সম্পর্কে হরিশ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী ও অনিলকুমার চক্রবর্ত্তীর বিরুদ্ধেও ওয়ারেণ্ট জারি করা হইয়াছে।

ম্যাজিষ্ট্রেটের রিভলভার চুরি

চট্টগ্রামের অধিবাসী রাসবিহারী নাগ নামক জনৈক ছাত্রকে চট্টগ্রাম অবস্থানকালে বাঁকুড়ার ম্যাজিষ্ট্রেটের রিভলভার চুরি সম্পর্কে মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীটের একটী বোর্ডিং হইতে গ্রেপ্তার করা হইয়াছিল। তাহার বিরুদ্ধে প্রমাণাভাবে প্রধান প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট গত সোমবার তাহাকে মুক্তিদান করেন, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই তাহাকে বঙ্গীয় সংশোধিত ফৌজদারী দণ্ডবিধি বলে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

স্যার আকবর হায়দরী

স্যার আকবর হায়দরী বিলাত যাত্রা করিয়াছেন। সেখানে হইতে তিনি ১০ই নবেম্বর "কোনটী রাস" জাহাজ যোগে ভারতবর্ষ অভিমুখে যাত্রা করিবেন। আগামী ২৯শে নবেম্বর বড়লাট হায়দ্রাবাদ পরিদর্শন করিতে আসিবেন। সেখানে উপস্থিত থাকার জন্যই তিনি নিজেস্ক কমিটীর কার্য শেষ হইবার কিছু পূর্ব্বেই ভারতবর্ষে ফিরিবেন তাঁহার সাথে মিঃ এস এম এ হায়দরী ও তাঁহার পত্নী ও আসিবেন।

মিঃ এম এস এ হায়দরী তিন বৎসর যাবৎ হায়দ্রাবাদ ডেলিগেশনের সেক্রেটারী ছিলেন। তিনি ভারতবর্ষে ফিরিয়াই ভারত সরকারের শিক্ষা স্বাস্থ্য ভূসম্পত্তি বিভাগের ডেপুটী সেক্রেটারীর কার্য্য ভার গ্রহণ করিবেন।

একদিনের বিদ্রোহে ২০০ জন খুন ১০০জন জখম

কিউবা দ্বীপে এখনও শান্তি আসিল না গত ৮ই নবেম্বর তারিখে বিদ্রোহীরা গোল বাধাইয়াছিল। ইহাতে ২০১ জন নিহত এবং ১০০ জন আহত হইয়াছে। কারাগারে বন্দীরভিড় এবং হাঁসপাতালে আহত লোকের ভিড় হইয়াছে। বিদ্রোহ প্রশমিত হইলেও অধিবাসীরা এখনও যথেষ্ট পরিমাণে উত্তেজিত রহিয়াছে। বাড়ীর ছাদে উপর হইতে হাভানা সহরের নানাস্থানে গুলী বর্ষণ চলিতেছে।

তারের ঠিকানা— 'শ্রীধাম' নবদ্বীপ

দৈনিক

REG. C. 548

ম্যানেজার — শ্রীধাম — পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

নদীয়া-প্রকাশ

THE NADIA-PRAKASH

ভারতের সর্বত্র বহুল-প্রচারিত—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৮ম খণ্ড | সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বেদান্তবাচস্পতি | ২১৭শ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর— ২রা অগ্রহায়ণ শনিবার ১৩৪০, ১৮ই নভেম্বর—১৯৩৩

শ্রীমায়াপুরে স্বাস্থ্য সম্বন্ধে বক্তৃতা

গত ১৫ই নবেম্বর নবদ্বীপ থানার সেনিটারি ইন্সপেক্টর শ্রীধাম মায়াপুরস্থ ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্সটিটিউটএর শিক্ষক ও ছাত্রমণ্ডলীর সমক্ষে ছায়াচিত্র যোগে একটী সুন্দর বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন।

কি প্রকারে কলেরা, বসন্ত, ম্যালেরিয়া প্রভৃতি সংক্রামক ব্যাধির হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যায় তৎসম্বন্ধে বিশদরূপে আলোচনা করেন। কেরোসিন তৈল দ্বারা মশকের আবাসস্থান ডোবা প্রভৃতি কি প্রকারে শোধিত করিতে পারা যায় তৎসম্বন্ধেও তিনি বক্তৃতা করিয়াছেন।

পত্রিকার জামীন তলপ

মানভূমের "তরুণ শক্তি" পত্রিকার ১ম বর্ষ পূর্ণ হইবার পর পত্রিকার পরিচালকেরা কিছু দিন পত্রিকা বন্ধ রাখিয়াছিলেন। পরে গত ২১শে অগ্রহায়ণ তাহা আবার পুনঃ প্রকাশিত হয়। দ্বিতীয় বর্ষের ১ম সংখ্যা বাহির হইবার পরই শ্রীযুক্ত অন্নদাকুমার চক্রবর্ত্তীকে ৫০০৲ টাকা সিকিউরিটি দিবার জন্য জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট এক আদেশ পত্র পাঠাইয়াছেন।

ষ্টেশন আক্রমণের অভিযোগ

গভীর রাত্রে ষ্টেশন আক্রমণ করিবার অভিযোগে ইন্দ্র চক্রবর্ত্তী, ফণী চক্রবর্ত্তী এবং ব্যাস কুণ্ডু নামক তিনজন যুবককে ফুলগাছি রেলওয়ে ষ্টেশনের কর্ম্মচারীরা গ্রেপ্তার করিয়াছিলেন। মহকুমা হাকিম প্রমাণাভাবে তাহাদের সকলকেই মুক্তি প্রদান করিয়াছেন।

যমালয় হইতে ফেরৎ

গত ২৮শে কার্ত্তিক প্রত্যুষে কলিকাতার কাশী মিত্র ঘাটে এক অপ্রত্যাশিত ঘটনা ঘটিয়াছে। জনৈকা রমণী পুনর্জ্জীবন লাভ করিয়াছেন। ইনি নাকি ২৩ বি শ্যামবাজার ষ্ট্রীটের অধিবাসী এবং পুলিশ কোর্টের উকীল শ্রীযুক্ত জীবনকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের পত্নী। ইঁহার বয়স ৩০ বৎসর কিছুদিন যাবৎ ইনি রক্তহীনতা রোগে ভুগিতেছিলেন। আন্দাজ ছয় মাসের গর্ভবতীও ছিলেন। রোগে ভুগিয়া ভুগিয়া ইহার চেহারা বিকৃত হইয়া গিয়াছে।

এই মহিলার মৃত্যু হইয়াছে মনে করিয়া মঙ্গলবার প্রাতে ৫-৩০ মিনিটের সময় তাঁহাকে দাহ করিবার জন্য কাশীমিত্র ঘাটে লইয়া যাওয়া হয়।

সাব রেজিষ্ট্রার শ্রীযুক্ত চিন্ময় মুখোপাধ্যায় তাঁহাকে পরীক্ষা করিতে গিয়া তাঁহার অল্প অল্প ঠোঁট নড়িতেছে দেখিতে পান। চিন্ময় বাবু তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে গঙ্গাযাত্রী ঘরে লইয়া যান এবং গরম জলের সেঁকের ব্যবস্থা করেন। পরে হেমকর লেনের ডাক্তার যোগীন্দ্র নাথ ঘোষকে আনয়ন করা হয়। তিনি আসিয়া তাহাকে 'ষ্ট্রিকনিনা' ইনজেকসন্ করেন। ক্রমে ক্রমে স্ত্রীলোকটি সংজ্ঞা লাভ করে এবং কথাবার্ত্তা বলিতে সমর্থ হন। বেলা আন্দাজ ৮-৩০ মিনিটের সময় তাহাকে স্বগৃহে প্রেরণ করা হয়।

অন্ধ্র প্রদেশে গান্ধীজী

অন্ধ্র প্রাদেশিক বোর্ডের সেক্রেটারী এসোসিয়েটেড প্রেসকে জানাইয়াছেন যে, ডিসেম্বর মাসের মধ্যভাগে গান্ধীজী অন্ধ্র পরিদর্শন করিতে আসিবেন। তিনি মাত্র ১১ দিন অন্ধ্র প্রদেশে অবস্থান করিবেন এবং এক একটী জেলার জন্য এক এক দিন ব্যয় করিবেন।

পাঁজিয়ায় গান্ধীজীর আমন্ত্রণ

পাঁজিয়া সারস্বত পরিষদের সম্পাদক গত ২৮ই অক্টোবর তারিখে গান্ধীজীর বাঙ্গলা ভ্রমণের সময় সারস্বত পরিষদে পদার্পণ করিবার জন্য তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিয়া একখানি পত্র প্রেরণ করেন। এই প্রতিষ্ঠানটি হরিজনের উন্নয়ন অবরোধ প্রথা দূরীকরণ প্রভৃতি সমাজ সংস্কার মূলক প্রচেষ্টা বিশেষ তৎপরতার সহিত অনেকদিন ধরিয়া করিয়া আসিতেছে। সম্পাদক মহাশয় পত্রের উত্তরে জানিতে পারিয়াছেন যে, তাঁহাদের উদ্দেশ্য ও কার্য্যাবলীর সহিত গান্ধীজীর পূর্ণ সহানুভূতি আছে এবং বাঙ্গলার কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা অনুকূল ব্যবস্থা করিলে তিনি আনন্দিত চিত্তে পাঁজিয়ায় আসিবেন।

দুগ্ধে বিষাক্ত দ্রব্য

ফরাসগঞ্জ নিবাসী অবসর প্রাপ্ত স্কুল ইনস্পেক্টর শ্রীযুত শরৎচন্দ্র সেনের বাড়ীর ৪টী শিশু অজ্ঞান হইয়া পড়ে। পরে তাহাদিগকে মিটফোর্ড হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। বিষাক্ত খাদ্য গ্রহণের ফলেই এই দুর্ঘটনা হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। প্রাতঃরাশ গ্রহণের অল্পক্ষণ পরেই শিশুরা অসুস্থ বোধ করে। তাহারা যে দুগ্ধ খাইয়াছিল তাহাতে কোন বিষাক্ত দ্রব্য ছিল বলিয়া সন্দেহ হয়।

হত্যাকারী কে?

দিল্লীতে একজন মুসলমান গাড়োয়ানের দুই স্ত্রীর এক স্ত্রী পুলিশের সংবাদ দিয়াছে, তাহার স্বামীকে মৃত্যু অবস্থায় পাইয়াছে। তাহার গলা কাটা ছিল এবং মস্তক চূর্ণ। গাড়োয়ান অধিক রাত্রে বাড়ী আসিয়াছিল। শবব্যবচ্ছেদের জন্য তাহার লাস মর্গে পাঠান হইয়াছে।

নিহত

চান্দইর গ্রামের শ্রীযুক্ত রাইমোহন সাহা একজন বিখ্যাত মহাজন। তিন চার দিন পূর্ব্বে মাণিকনগর হাট হইতে সন্ধ্যার প্রাক্কালে তিনি বাড়ী ফিরিতেছিলেন, এমন সময় কে বা কাহারা তাহার নিজ বাটীর নিকটবর্ত্তী একটী স্থানে তীক্ষ্ণ অস্ত্রদ্বারা তাহাকে হত্যা করিয়াছে। শবব্যবচ্ছেদের জন্য তাহার দেহ মাণিকগঞ্জে প্রেরিত হইয়াছে।

পুরাতন পাপী ধৃত

ভোলার দাগী আসামী নূর মহম্মদকে কিছুদিন পূর্ব্বে ফৌজদারী কার্য্যবিধির ৫৬৫ ধারা অনুসারে মুক্তি দেওয়া হইয়াছিল। বিটের কনেষ্টবল তাহাকে গভীর রাত্রে সহরে সন্দেহজনকভাবে ঘোরাফেরা করিতে দেখিয়া গ্রেপ্তার করেন। তাহার নিকট হইতে একটী সুটকেশ পাওয়া যায়। উহার মধ্যে সন্দেহজনক দ্রব্যাদি পাওয়া যায়। তাহাকে পুনরায় গ্রেপ্তার করিয়া কোতোয়ালী থানায় লইয়া যাওয়া হইয়াছে।

ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

২রা অগ্রহায়ণ শনিবার, ১৩৪০

ম্যালেরিয়া-প্রকোপে কর্ত্তব্য

আজ কয়েক দিন যাবত বেশ শীত পড়িতেছে। ইহাতে বিসূচিকাদি ব্যাধির প্রকোপ না হইবার কথা। কিন্তু ম্যালেরিয়া রাক্ষসী নদীয়া, বর্দ্ধমান, হুগলি, যশোহর প্রভৃতি জেলাগুলিকে জনশূন্য করিবার উপক্রম করিয়াছে। পল্লীগ্রামে একটু দৃষ্টিপাত করিলেই দেখিতে পাওয়া যায়, চাষা রোগ-ভগ্ন শরীরে লাঙ্গলটী ক্ষেতে স্থাপন করিল, দুচ পা অগ্রসর হইতে না হইতেই হু হু করিয়া জ্বর আসিয়া উপস্থিত হইল। আর ক্ষেত চাস হইল না ; সে লাঙ্গল ছাড়িয়া কম্বার সহিত মিত্রতা করিতে বাধ্য হইল। পেট-জোড়া 'পিলে' ; 'পিলে জ্বর' নাই—এই কথাটী জেলার মধ্যে এইরূপ কৃষক খুব কমই আছেন। সেদিন রাস-যাত্রার সময় শুনা গেল, নবদ্বীপ খেয়াঘাটে বসিয়া সরকারী চিকিৎসকগণ 'কলেরা-ইম্‌অকুলেশন' করিয়াছেন। ভাল কথা। কিন্তু পল্লীগ্রামের 'স্পিলীন-ইনডেক্স' প্রভৃতি গ্রহণ করিয়া নিয়মিতভাবে ম্যালেরিয়ার চিকিৎসাদির ব্যবস্থা করা কি সরকার বাহাদুরের ও ডিষ্ট্রীক্টবোর্ডের একান্ত কর্ত্তব্য নহে? অবশ্য কোন কোন গ্রামে দাতব্য চিকিৎসালয় আছে, কিন্তু তাহা গরায় কয়টী? উহাতে কি সকল নিঃস্ব গ্রামবাসীর চিকিৎসা সুচারুরূপে হয়? আমাদের মনে হয়, এই সময় গবর্ণমেণ্ট ও ডিষ্ট্রীক্টবোর্ডের যথেষ্ট ডাক্তার ও চলন্ত ডিস্পেন্‌সারীর ব্যবস্থা করিয়া ম্যালেরিয়ার হস্ত হইতে গ্রামবাসিগণকে রক্ষা করা একান্ত কর্ত্তব্য। বিস্তর ব্যয় সাপেক্ষ হইলেও এই ব্যবস্থাটী আচরে করা উচিত। ইহার সঙ্গে সঙ্গে গ্রামে গ্রামে ল্যাণ্টার্ণ-যোগে বক্তৃতাদি দিয়া গ্রামবাসিগণ যাহাতে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকিয়া শোধিত জলাদি পান করিবার উপযোগিতা উপলব্ধি করিতে পারে, তাহার ব্যবস্থাও হওয়া উচিত।

কয়েকটী কৃষি-প্রধান দেশের কথা

(শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রকুমার সান্যাল লিখিত)

কারেন্সী লীগের যুক্তিতর্কের বিচার করিবার পূর্ব্বে ভারতের যে সকল দেশ নিজ নিজ মুদ্রার মূল্য হ্রাস করিয়াছে তাহাদের এখনও কিরূপ আর্থিক অবস্থা দাঁড়াইয়াছে তাহা আলোচনা করা যাউক। ভারতবর্ষ কৃষি প্রধান দেশ, কাজেই প্রথমে কয়েকটী কৃষিপ্রধান দেশের কথা বিবেচনা করা যাক। বর্ত্তমান আর্থিক দুর্গতি হইবার পর সর্ব্ব প্রথমে দক্ষিণ আমেরিকার উরুগুয়ে দেশ ১৯২৯ সালের এপ্রিল মাসে তাহার মুদ্রার মূল্য হ্রাস করে। কিন্তু তাহার ফলে তাহার কি রপ্তানি বৃদ্ধি পাইয়াছে? ১৯২৯ সালে ঐ দেশ হইতে ৯ কোটী ২০ লক্ষ ডলারের মাল বিদেশে রপ্তানি করিয়াছিল এবং উহা ১৯৩২ সালে ২ কোটী ৭০ লক্ষ ডলারে দাঁড়াইয়াছে। দক্ষিণ আমেরিকার আর্জ্জেন্টিনা এক কৃষি প্রধান দেশ। উহা ১৯২৯ সালের নভেম্বর মাসে মুদ্রা মূল্য হ্রাস করে এবং উহার মুদ্রার মূল্য স্বাভাবিক মূল্যের বর্ত্তমানে অনুপাতে শতকরা ৪০ ভাগ কম। কিন্তু তাহাতে কি উহার রপ্তানি বাণিজ্য বৃদ্ধি পাইয়াছে? ঐ দেশ ১৯২৯ সালে ৯০ কোটী ৭০ লক্ষ ডলারের মাল বিদেশে রপ্তানি করিয়াছিল এবং মুদ্রার মূল্য হ্রাস থাকা সত্ত্বেও উহা ১৯৩০ সালে ৫১ কোটী ৩০ লক্ষ ডলার হইল এবং উহার রপ্তানি মূল্যের পরিমাণ দিন দিন হ্রাস পাইতেছে। ব্রেজিল আর একটী কৃষি প্রধান দেশ। উহা ১৯২৯ সালের ডিসেম্বর মাসে মুদ্রার মূল্য হ্রাস করে এবং বর্ত্তমানে উহার মুদ্রার মূল্য শতকরা ৪৮ ভাগ কম। কিন্তু উহাতে কি এদেশের কোন লাভ হইয়াছে। গত ১৯২৯ সালে ব্রেজিল ৪৬ কোটী ১০ লক্ষ টাকার মাল বিদেশে বিক্রয় করিয়াছিল। পরবর্ত্তী বৎসরে উহা ৩১ কোটী ৮০ লক্ষ ডলারে দাড়ায় এবং ১৯৩২ সালে উহা ১৭ কোটী ৯০ লক্ষ ডলারে দাঁড়াইয়াছে। এইরূপে আমরা যদি অষ্ট্রেলিয়া, কানাডা, নিউজিল্যাণ্ড ডেনমার্ক প্রভৃতি কৃষিপ্রধান দেশের কথা আলোচনা করি তাহা হইলে দেখিতে পাইব মুদ্রার মূল্য হ্রাস করিয়া কেহই লাভবান হয় নাই।

এতক্ষণ পর্য্যন্ত আমি কয়েটী কৃষি প্রধান দেশের কথাই আলোচনা করিয়াছি। এখন কয়েকটি কলকারখানার দেশের কথা আলোচনা করি। প্রায়ই বলা হয় যে, মুদ্রার মূল্য হ্রাস করিবার দরুণ ১৯৩১ সালের সেপ্টেম্বর মাস হইতে ১৯৩৩ সালের আগষ্ট মাসের মধ্যে ইংলণ্ডে জিনিষের দাম শতকরা ৩॥ ভাগ বৃদ্ধি পাইয়াছে। এই কথাটা আংশিক ভাবে সত্য। কেন যে আংশিক ভাবে সত্য তাহার কারণ বলিতেছি। অবশ্য ইহা ঠিক কথা যে, মুদ্রার মূল্য হ্রাস করিবার পর ১৯৩১ সালের শেষ ভাগে ইংলণ্ডে জিনিষের দাম কিছু বাড়িয়াছিল, কিন্তু উহা স্থায়ী হয় নাই, বরং পরে দাম আরও কমিয়াছিল। বিশ্বরাষ্ট্র সঙ্ঘ ১৯৩২ সালের জগতের বাণিজ্য সম্বন্ধে যে বিবরণী প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে লিখিতেছেন যে, ১৯৩২ সালে মুদ্রামূল্য হ্রাস থাকা সত্ত্বেও ইংলণ্ডে রপ্তানি আমদানী দ্রব্যের মূল্য পূর্ব্ব বৎসরের অনুপাতে শতকরা ৯ ভাগ কম ছিল। ইহা সত্য যে, ১৯৩৩ সালের প্রারম্ভ হইতে ইংলণ্ডে জিনিষের দাম ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পাইতেছে, কিন্তু তাহা মুদ্রার মূল্য হ্রাস করার জন্য নহে, মুদ্রার মূল্য হ্রাস করিয়াও যখন ইংলণ্ড দেখিল যে, দেশে জিনিষের দাম বাড়িল না, তখন সে শুল্কের হার বাড়াইয়া দিল এবং সাম্রাজ্যান্তর্গত দেশ সমূহ ও অন্যান্য দেশের সহিত বাণিজ্য চুক্তিতে আবদ্ধ হইল। ভারতবর্ষও যদি নিজের স্বার্থ বাঁচাইয়া উহা করে তাহা হইলে এখানেও জিনিষের দাম বাড়িতে পারে। এখানে একথাও বলা দরকার যে, ইংলণ্ডের পণ্যদ্রব্যের বর্দ্ধিত মূল্য যে এই সকল চুক্তি করা সত্ত্বেও স্থায়ী হইবে সে সম্বন্ধে ইংলণ্ডের সন্দেহ আছে এবং সেইজন্য সে শ্রমিক শ্রেণীর হাতে আরও টাকা দিবার জন্য রেলওয়ে প্রভৃতি বিভাগে বহু টাকা খরচ করিবার সঙ্কল্প করিয়াছে।

জাপানের আর্থিক অবস্থা

ভারতবর্ষের নিকট জাপান তাহার মুদ্রামূল্য শতকরা প্রায় ৬০ ভাগ হ্রাস করিবার জন্য খুনী আসামীর সামিল। কিন্তু ইহা করিয়া কি জাপানের লাভ হইয়াছে? বিশ্ব-রাষ্ট্র সঙ্ঘের মতে মুদ্রার মূল্য হ্রাস করা সত্ত্বেও জাপানের আর্থিক অবস্থা ভারতবর্ষ অপেক্ষাও শোচনীয়।

জগতের বিভিন্ন দেশের বর্ত্তমান আর্থিক অবস্থা বিবেচনা করিলে বিখ্যাত অর্থ-নীতিবিদ মিঃ জন মেনার্ড কীনসের ভাষায় বলিতে হয় যে, কৃত্রিম উপায়ে দেশের পণ্যদ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি করার চেষ্টায় কোন দেশেরই কোন লাভ হয় না, কেবল ক্ষতিই হয়।

ইংলণ্ড ও আমেরিকার দৃষ্টান্ত

কারেন্সী লীগের উদ্যোক্তাগণ প্রায়ই ইংলণ্ড ও আমেরিকার দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিয়া থাকেন কিন্তু তাঁহাদের ইহা জানা দরকার যে, ইংলণ্ড ও আমেরিকা যাহা করিতে পারে, সম্পূর্ণ বিভিন্ন রাজনৈতিক ও অর্থ-নৈতিক অবস্থা বিদ্যমান থাকিবার জন্য ভারতবর্ষের পক্ষে তাহা করা সম্ভবপর নহে। ইংলণ্ড ইচ্ছা করিলে আমেরিকাকে তাহার দেনা ও দেনার সুদ আংশিকভাবে দিতে পারে, কিম্বা রৌপ্য দিতে পারে বা একেবারে না দিয়াও থাকিতে পারে। কিন্তু আমি জিজ্ঞাসা করি, আমাদের ইংলণ্ডের নিকট যে ঋণ আছে এবং যাহার যৌক্তিকতা সম্বন্ধে অনেকে সন্দেহও করিয়া থাকেন। তাহার সম্বন্ধে কি আমরা ইংলণ্ডের ন্যায় আচরণ করিতে পারি?

আমেরিকা সম্পর্কেও এইরূপ কথা খাটে। আমেরিকা মুদ্রা মূল্য হ্রাস করা স্থির করিবার সঙ্গে সঙ্গেই শিল্প সমস্যা সমাধান করিবার জন্য এক আইন পাশ করিল এবং এই আইন দ্বারা সে কলকারখানার মালিকগণকে শ্রমিকদের বেতন বৃদ্ধি ও কার্য্যের সময় হ্রাস করিতে বাধ্য করিতেছে কিন্তু আমাদের শিল্পপতিগণ কি অনুরূপ আইন দ্বারা পরিচালিত হইতে ইচ্ছুক? কিম্বা কারেন্সী লীগের ধুরন্ধরগণের কি অনুরূপ আইন পাশ করিবার জন্য গবর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করিবার ভরসা আছে?

টাকার মূল্য কি সত্যই বেশী?

টাকার মূল্য অন্যান্য দেশের মুদ্রা অপেক্ষা বেশী, এই ধারণার বশবর্ত্তী হইয়াই কারেন্সী লীগের উদ্যোক্তাগণ টাকার মূল্য হ্রাস করিবার জন্য আন্দোলন করিতেছেন। কিন্তু টাকার মূল্য কি সত্যই বেশী? আমাদের দেশে বৈজ্ঞানিক ভাবে অর্থনৈতিক তথ্যসমূহ সংগৃহীত না হওয়ার দরুণ এই প্রশ্নের যথাযথ উত্তর দেওয়া একটু কঠিন। কিন্তু শ্রীযুত নলিনীরঞ্জন সরকার মহাশয় যে সকল তথ্যের উপর নির্ভর করিয়া টাকার বর্ত্তমান মূল্য বেশী বলিয়া দাবী করিতেছেন, আমি সেই সকল তথ্যের উপর নির্ভর করিয়াই টাকার মূল্য বেশী কিনা বিবেচনা করিতেছি। শ্রীযুত সরকার বলিতেছেন যে, যখন আমাদের রপ্তানি বাণিজ্যের অনুপাতে আমদানী বাণিজ্য হ্রাস পায় নাই তখন নিশ্চয় টাকার মূল্য বেশী। বিষয়টী আরও একটু সহজভাবে বলা যাক। গোড়া অর্থ-নীতিবিদেরা বলিয়া থাকেন যে, যখন কোন দেশের পক্ষে বিদেশী জিনিষ কেনা সহজ-সাধ্য হয়, কিন্তু বিদেশে জিনিষ বিক্রয় করা অসুবিধাজনক হয়, তখন সেই দেশের মুদ্রার মূল্য বৃদ্ধি পাইয়াছে বলিয়া ধরিয়া লইতে হইবে। অতএব যখন গত কয়েক বৎসর ভারতের আমদানী রপ্তানির অনুপাতে হ্রাস হয় নাই তখন ভারতের পক্ষে বিদেশী জিনিষ কেনা সহজসাধ্য হইয়াছে কিন্তু বিদেশীর পক্ষে ভারতের জিনিষ কেনা সহজসাধ্য হয় নাই। টাকার মূল্য পূর্ব্বে অতিরিক্ত ছিল কিনা তাহা এক্ষণে বিচার্য্য নহে ; বর্ত্তমানে টাকার মূল্য বেশী কিনা তাহাই আমাদের বিচার্য্য বর্ত্তমান বৎসরের ১লা এপ্রিল হইতে ৩০শে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত ভারতবর্ষের আমদানী রপ্তানির হিসাব নিকাশ আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, এই ছয়মাসে ভারতবর্ষ ৫৫ কোটী ৪৮ লক্ষ টাকার আমদানী করিয়াছে এবং ৭১ কোটী ৭ লক্ষ টাকার জিনিষ রপ্তানি করিয়াছে কিন্তু গত বৎসর অনুরূপ সময়ে ভারতবর্ষ ৭০ কোটি ৯২লক্ষ টাকার জিনিষ আমদানী করিয়াছিল, এবং ৬০ কোটি ৭২ লক্ষ টাকার জিনিষ রপ্তানি করিয়াছিল। কাজেই দেখা যাইতেছে যে, গত বৎসর ভারতবর্ষের পক্ষে বিদেশী জিনিষ কেনা সহজসাধ্য ছিল, কিন্তু বিদেশী জিনিষ বিক্রয় করা অসুবিধাজনক ছিল কিন্তু এবৎসর ভারতের পক্ষে বিদেশে জিনিষ বিক্রয় করা সহজসাধ্য হইয়া উঠিয়াছে, কিন্তু বিদেশী জিনিষ কেনা অসুবিধা হইয়া উঠিতেছে। (ক্রমশঃ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

নদীয়া-প্রকাশ

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক
— পারমার্থিক পত্র —
শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশ-
তনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনম্,
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং
প্রেমা পুমর্থো মহান্,
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং
তত্রাদরো নঃ পরঃ॥

১৬ কেশব গৌরাব্দ ৪৪৭, ২রা অগ্রহায়ণ বঙ্গাব্দ ১৩৪০, ১৮ই নভেম্বর ইং ১৯৩৩, শনিবার ২১৭ তম সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

পাঠকগণ অবগত আছেন, শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠের অবিদ্যাহরণ নাট্য-মন্দিরে প্রত্যহ প্রাতে শ্রীচৈতন্যভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা হয়। শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভু স্বীয় সহপাঠীর নিকট 'বৈষ্ণব-চরিত্রে দোষ দর্শনের বিষময়ফল' সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছিলেন, তাহার কিয়দংশ গত ২০শে নভেম্বর প্রাতে পাঠ ও ব্যাখ্যা হইয়াছে। উহার মর্ম্মার্থ নিম্নে প্রকাশিত হইতেছে।

———

মহাপ্রভু সন্ন্যাস গ্রহণের পর নীলাচলে অবস্থান-কালে গৌড়দেশ নাম-প্রেমে প্লাবিত করিবার ভার শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর উপর অর্পণ করেন। শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভু মহাপ্রভুর আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া গৌড়ে প্রত্যাবর্ত্তন পূর্ব্বক হরিরস-সুধা বিতরণ করিতে লাগিলেন। তিনি স্বয়ং মূল-সঙ্কর্ষণ অভিন্ন-বলদেব। তাই সেই বলদেব-ভাবে বিভাবিত হইয়া অনেক সময় নানাবিধ অলঙ্কার ও বেশভূষা পরিধান করিতেন এবং তাম্বুল-কর্পূরাদি ব্যবহার করিতেন।

———

হরিরস-মত্ত শ্রীশ্রীল নিত্যানন্দ প্রভুর আচার ব্যবহার সাধারণ বহির্ম্মুখ-সমাজের দুরধিগম্য। বহির্ম্মুখ-গণ্ডীর সাধারণ জনগণ কেন, বিজ্ঞগণও মহাভাগবতের লীলাদি কিছুই বুঝিতে পারেন না, তাই সেবাবৃত্তি-রহিত জনগণ মহাভাগবতের নিকট যাইয়া বহির্ম্মুখ-বুদ্ধিতে তাঁহার কার্য্য-কলাপাদি বুঝিবার ধৃষ্টতা প্রকাশ করিয়া অনেক সময় তাঁহাকে 'দুরাচার' আখ্যা প্রদান করে, ফলে ঐ বহির্ম্মুখ জনগণের নরকের পথ পরিষ্কৃত হয় মাত্র। এই শ্রেণীর লোকদিগকে সাবধান করিয়াই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ শ্রীগীতায় বলিয়াছেন—

শ্রীল জগবন্ধু ভক্তিরঞ্জনের বিরহ-স্মৃতি

আগামী কল্য ৩রা অগ্রহায়ণ, ১৯শে নভেম্বর, রবিবার সন্ধ্যা ৫ ঘটিকার সময় শ্রেষ্ঠার্য্য শ্রীল জগবন্ধু ভক্তিরঞ্জন মহোদয়ের তৃতীয়-বার্ষিকী বিরহ-স্মৃতি উপলক্ষে কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠে একটী মহতী সভার অধিবেশন হইবে। বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্টের সুযোগ্য মন্ত্রী স্যার বিজয়প্রসাদ সিংহ রায় মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিবেন। সর্ব্বসাধারণের যোগদান প্রার্থনীয়।

অপি চেৎ সুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্।
সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যগ্ব্যবসিতো হি সঃ॥

—"ওহে বহির্ম্মুখ সমাজ, যিনি অনন্য-চিত্তে আমার (শ্রীভগবানের) সেবা করেন, তিনি তোমাদের বিচারে 'সুদুরাচার' বলিয়া প্রতিভাত হইলেও তিনিই বস্তুতঃপক্ষে সাধু। কারণ তাঁহার কার্য্য সর্ব্বোত্তম।"

———

মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব পার্ষদগণ সহ শাস্ত্রের উপদেশাদিই আমাদিগকে বিশেষ-রূপে শিক্ষা প্রদান করিয়াছেন। তাঁহার ও তাঁহার পার্ষদগণের চরিত্র—শিক্ষাসুধাময়। যাঁহারা এই সুধা নিরন্তর পান করেন, তাঁহাদের ন্যায় ভাগ্যবান্ জগতে কে? যাঁহারা এই সৌভাগ্য বরণ করেন, তাঁহাদের প্রত্যেকেই ব্রহ্মাণ্ড উদ্ধার করিতে ক্ষমতা প্রাপ্ত হন। আমরা তাঁহাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করিতে চেষ্টা করিব।

———

শ্রীল নিত্যানন্দ প্রভুর দিব্য বেশ-ভূষা ও অলঙ্কারাদি ধারণে মহাপ্রভুর সহপাঠী শ্রীধাম-মায়াপুরবাসী জনৈক বিপ্রের চিত্তে একটু সন্দেহের উদয় হইয়াছিল। তিনি একবার নীলাচলে যাইয়া মহাপ্রভুর শ্রীচরণ-সমীপে স্বীয় অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়া বলিলেন,—"শ্রীনিত্যানন্দকে সকলে 'সন্ন্যাসী' বলেন, সন্ন্যাসীর ধাতুদ্রব্য স্পর্শ নিষিদ্ধ কিন্তু নিত্যানন্দ সর্ব্বদা দেহে সোণা-রূপা-মণি-মুক্তা জড়িত করিয়া থাকেন, কাষায় কৌপীন ছাড়িয়া দিব্য পট্টবাস পরিধান করেন, দণ্ড ছাড়িয়া লৌহদণ্ড ধারণ করেন, সর্ব্বদা শূদ্রের গৃহে অবস্থান ও ভোজনাদি করেন; তাঁহার আচারের কোনটাই শাস্ত্রের অনুযায়ী বলিয়া দৃষ্ট হয় না। যাঁহাকে সকল লোকে 'বড়-লোক' বলিয়া বলেন, তাহাতে আশ্রম-বিরুদ্ধাচার কেন লক্ষিত হইতেছে?"

———

মহাপ্রভু বিপ্রের সন্দেহ নিরাশ করিবার জন্য ভাগবত-প্রমাণ উল্লেখ পূর্ব্বক বলিলেন যে, যিনি উত্তম অধিকারী তাঁহাতে প্রাকৃত দৃষ্টিতে যাহা দোষ বলিয়া মনে হয়, তাহা দোষ নহে। কৃষ্ণচন্দ্র স্বরাট্ বস্তু, উত্তমাধিকারীর দেহে সেই স্বরাট্ বস্তু অনুক্ষণ অবস্থিত থাকিয়া বিহার করেন। সুতরাং উত্তমাধিকারীর সকল আচারই কৃষ্ণানুসুখ-তাৎপর্য্যময়। ইহা একমাত্র অকৃত্রিম উত্তমাধিকারীতেই সম্ভব। রুদ্রই কালকূট পান করিয়া 'নীলকণ্ঠ' নাম ধারণ করিতে পারেন, অপরের পক্ষে তাহা সম্ভব নহে। উত্তমাধিকারীর অনুকরণ করিলে বিনাশ অনিবার্য্য।

———

শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর ভাগবতীয় দশম স্কন্দের তিনটী শ্লোক প্রমাণ স্বরূপ উল্লেখ করিলেন এবং অত্যুত্তম মহতের বাহ্য অনাচার দর্শনে আধ্যক্ষিক বিচারে কোনও প্রকার কটাক্ষ মাত্র করিলেও কিরূপ ক্লেশ ভোগ ও পাপ-যোনি ভ্রমণ করিতে হয় তাহার উদাহরণ-স্বরূপ শ্রীমদ্ভাগবতের ১০।৮৫ অধ্যায়ের একটী দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিলেন।

———

যখন সিদ্ধব্যক্তিগণও অপ্রাকৃত মহাভাগবত বৈষ্ণবের ব্যবহারের প্রতি পরিহাস করিয়া অশেষ ক্লেশে ও কর্ম্মপাকে পতিত হন, তখন আর অসিদ্ধ ব্যক্তিগণের সম্বন্ধে কথা কি? যে-ব্যক্তি বিষ্ণুপূজা (?) করে, হরিনাম (?) গ্রহণ করে, কিন্তু হরি-ভক্তকে নিন্দা করে, তাহার সমস্ত পূজা ও নাম গ্রহণাদির ছলনা নিরর্থক। আর যে-ব্যক্তি ভগবানের ভক্তের প্রতি প্রীতি-ময়ী সেবায় নিযুক্ত, সেই ব্যক্তিই নিঃসংশয়িত-রূপে কৃষ্ণসেবা লাভ করিতে পারেন।

———

যে ব্যক্তি কেবল বিষ্ণুপূজায় ছলনা দেখায়, কিন্তু বৈষ্ণব পূজায় অনাদর করে, সে-ব্যক্তি 'দাম্ভিক'। স্বরাট্ অভিন্ন-বলদেব শ্রীনিত্যানন্দের চরিত্র জীববুদ্ধির অগম্য, অচিন্ত্য ও সর্ব্ব বিধি-নিষেধাতীত। অজ্ঞতা-ক্রমেও যদি কেহ সেই নিত্যানন্দের নিন্দা করে, সে-ব্যক্তি বিষ্ণুভক্তির সম্মান প্রাপ্ত হইয়াও তাহা চিরতরে ভ্রষ্ট হয়।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১৬ কেশব অব্দ ক্ষীরোদশায়ী

বৈষ্ণব—'নিষ্কাম'

আমরা মহাজন-বিরচিত গ্রন্থে দেখিতে পাই—

"কৃষ্ণভক্ত-নিষ্কাম, অতএব শান্ত।
ভুক্তি-মুক্তি সিদ্ধিকামী সকলি অশান্ত॥"

যিনি অন্যগ্রহোপাসনামদে মত্ত নহেন, যিনি স্বীয় কর্ম্মফল-লাভের জন্য ব্যস্ত নহেন এবং যিনি ভগবৎ সেবা ভিন্ন অপর বস্তু লাভের জন্য উদ্গ্রীব নহেন, তাঁহার জ্ঞান সম্পত্তি, কর্ম্ম, সমৃদ্ধি ও লৌকিক সুখলাভে চিত্ত ব্যগ্র নহে। এই জড় জগতে থাকিয়া জীব অনেক সময়ে আত্মহারা হইয়া নির্বিশেষ জ্ঞানে জ্ঞানী, স্বর্গসুখাদিতে ভোগী এবং ঐহিক ইন্দ্রিয়পর হইয়া আপনাকে ধনী মনে করেন। জগতের কোন না কোন বস্তুকে নিজের আয়ত্ত করিতে প্রয়াসী হইয়া তৎফল-লাভের উদ্দেশে কখনও বা ভোগীর বেশে, ভোগীর ভোগময় তাৎপর্য্যে এবং যথেচ্ছাচারের প্রবল তাড়নায়—"আমার ছিল, আমার চাই বা আমার আছে" বলিয়া "কিছুর" অন্বেষণে প্রধাবিত হয়; যে কাল-পর্য্যন্ত জীব "কিছু"র পশ্চাদ্ধাবিত হইবার দাবী রাখেন, তখন পর্য্যন্ত "কিছু" তাঁহাকে ওতঃপ্রোতভাবে আকরিয়া থাকে, জাগতিক নশ্বর "কিছু" সংগৃহীত হইলেই জগতের সকল লোক তাঁহার পিছু পিছু ছুটীতে থাকে। যাহার জাগতিক এই "কিছুর" বালাই নাই, তিনিই নিষ্কিঞ্চন বৈষ্ণব, তাঁহার "কিছু" অন্বেষণ করিতে হয় না। "কিছু" ছিল বা আছে বা থাকিবে বলিয়া তাঁহার দৌড়িতেও হয় না। "জীব" আশ্রয় জাতীয় বস্তু হইয়াও তাহা ভুলিয়া গিয়া নিজেকে বিষয়জাতীয় অভিমান করে ও ছোটখাট ভগবান্ সাজিতে চাহে। জীব যে নিত্য আশ্রয়-জাতীয় বস্তু, এবং বিষ্ণু যে নিত্য বিষয়-জাতীয় বস্তু তাহা ভুলিয়া যাওয়ার নামই স্বরূপ-বিভ্রম এবং এই স্বরূপ-বিভ্রমই জীবের ত্রিতাপ ভোগ করিবার একমাত্র কারণ। আমরা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে দেখিতে পাই—

"কৃষ্ণ ভুলি' সেই জীব অনাদি বহির্ম্মুখ।
অতএব মায়া তারে দেয় সংসারাদি দুঃখ॥
কৃষ্ণ-বহির্ম্মুখ হইয়া ভোগবাঞ্ছা করে।
নিকটস্থ মায়া তারে জাপটিয়া ধরে॥"

এই মায়ার আলিঙ্গনই জীবকে ভোক্তা সাজায়। যে-কাল পর্য্যন্ত জীবের অকিঞ্চনভাব উপলব্ধি না হয়, তৎকালাবধি তিনি সকিঞ্চন অর্থাৎ জ্ঞানী, কর্ম্মী বা অন্যাভিলাষী থাকেন; একমাত্র ভগবানের শুদ্ধ ভক্ত হইতে পারিলেই নিষ্কাম হওয়া যায়।

উত্তমা ভক্তি

উত্তমা ভক্তি দ্বিবিধা—সাধন ও সাধ্য। ইন্দ্রিয়সমূহে প্রেরণার দ্বারা সাধনীয় শ্রবণ-কীর্ত্তনাদির নাম সাধন ভক্তি। আর ঐ সকল সাধনের ফলে প্রকটিত যে নিত্যসিদ্ধ ভাব, তাহা সাধ্যভক্তি। সাধন ভক্তি বৈধী ও রাগানুগা ভেদে দ্বিবিধা। সাধ্যভক্তিও ভাব ও প্রেমভেদে দ্বিবিধা।

সর্ব্বপ্রথমে শ্রদ্ধা, শ্রদ্ধার পর সাধুসঙ্গ, তৎপর ভজন-ক্রিয়া, ভজনক্রিয়া-দ্বারা অনর্থ নিবৃত্তি, তৎপর নিষ্ঠা, নিষ্ঠার পর রুচি, তৎপর আসক্তি, আসক্তির পর ভাব, পরিশেষে ভাবের গাঢ় অবস্থায় প্রেমের উদয় হইয়া থাকে। এই ক্রমপথেই সাধকগণ প্রেমের অধিকারী হ'ন।

শ্রদ্ধালু ব্যক্তিমাত্রেই ভক্তিবিদ্যালয়ে প্রবেশের অধিকারী। যাঁহারা বেদ, গীতা প্রভৃতি পাঠ করিয়া কর্ম্ম ও জ্ঞান-সম্বন্ধে ভগবানের আদেশ জ্ঞাত হইয়াও শ্রীভগবান্ সর্ব্বশেষে ভক্তিসম্বন্ধে যাহা আদেশ করিয়াছেন, তাহাকে চরম বস্তু জ্ঞানে কর্ম্ম ও জ্ঞান পথদ্বয় পরিত্যাগ পূর্ব্বক ভক্তিদেবীর চরণাশ্রয় করেন, তাঁহারাই শ্রদ্ধালু।

শ্রদ্ধা শব্দে বিশ্বাস কহে করিয়া নিশ্চয়।
'কৃষ্ণে ভক্তি কৈলে সর্ব্ব কর্ম্ম কৃত হয়'

শ্রদ্ধাভেদে সাধক কনিষ্ঠ মধ্যম ও উত্তম এই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত। যিনি শাস্ত্র-যুক্তিতে নিপুণ নহেন এবং যাঁহার শ্রদ্ধা কোমল বলিয়া শ্রীবিগ্রহে বিশ্বাস থাকিলেও বৈষ্ণবে শ্রদ্ধার অভাব আছে, তিনি কনিষ্ঠ ভক্ত। যিনি শাস্ত্রযুক্তিতে সুনিপুণ নহেন, কিন্তু দৃঢ় শ্রদ্ধাযুক্ত তিনি মধ্যম অধিকারী। আর যিনি শাস্ত্রযুক্তিকে সুনিপুণ ও দৃঢ়শ্রদ্ধা-সম্পন্ন, যাঁহার স্থাবর জঙ্গম সর্ব্বত্রই ইষ্টদেব স্ফূর্ত্তি হয়, যাঁহাকে দেখিলে মুখে কৃষ্ণনাম আসে, তিনিই উত্তম বৈষ্ণব।

কনিষ্ঠ অধিকারী অসৎসঙ্গ পরিত্যাগ পূর্ব্বক সৎসঙ্গ করেন এবং অকিঞ্চন হইয়া শ্রীমূর্ত্তির সেবায় নিযুক্ত হন। মধ্যম অধিকারী ঈশ্বরে প্রেম, ভগবদ্ভক্তের সহিত মৈত্রী, বালিশের অর্থাৎ শ্রদ্ধালু অজ্ঞ-ব্যক্তির প্রতি কৃপা এবং বিদ্বেষ-পরায়ণ ব্যক্তিগণকে উপেক্ষা করেন। আর উত্তম অধিকারী শ্রীভগবানের ভাব-সেবায় নিমগ্ন।

শ্রদ্ধার পর সাধুসঙ্গ, সাধুসঙ্গ হইতে ভজন-ক্রিয়া আরম্ভ হয়। ভক্তিরসামৃত-সিন্ধুতে আমরা চতুঃষষ্টি প্রকার ভজনাঙ্গের উল্লেখ পাই। তন্মধ্যে শ্রীগুরুপাদপদ্ম-আশ্রয়, শ্রীকৃষ্ণমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া শ্রীগুরু-দেবের নিকট হইতে তদ্বিষয়ক শিক্ষাদি লাভ, বিশ্বাস সহকারে শ্রীগুরুদেবের সেবা, সাধুগণের অনুসরণ, ভজনরীতি-বিষয়ক-প্রশ্ন, কৃষ্ণের প্রীতির উদ্দেশে ভোগাদি ত্যাগ, তীর্থবাস ও তীর্থের মাহাত্ম্য শ্রবণ, যে পরিমাণে ভোজনাদি না করিলে ভজন নির্ব্বাহ হয় না, সেই পরিমাণে ভোজনাদি স্বীকার, একাদশী ও জন্মাষ্টমী প্রভৃতি হরিবাসর-সকলের যথাশক্তি সম্মান, আমলকী, অশ্বত্থ, তুলসী প্রভৃতি বৃক্ষসকলের ও গো-ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণবগণের সম্মান—এই দশটী অঙ্গ সাধন-ভক্তির উপক্রমস্বরূপে গ্রহণীয়।

এখন ত্যাজ্য দশটীর কথা বলা হইতেছে। দূর হইতে ভগবদ্বহির্ম্মুখ অসাধু ব্যক্তির সংসর্গ ত্যাগ, বহু শিষ্য ও অনধিকারী শিষ্য-করণ ত্যাগ, বহ্বারম্ভ ত্যাগ, বহু শাস্ত্রের অভ্যাস, ব্যাখ্যা ও বিবাদাদি-ত্যাগ, ব্যবহারে কার্পণ্য-ত্যাগ, শোক-ক্রোধাদি ত্যাগ, দেবতান্তরের নিন্দা ত্যাগ, প্রাণিমাত্রে উদ্বেগ ত্যাগ, সেবা-অপরাধ ও নামাপরাধ-ত্যাগ, গুরু-কৃষ্ণ-ভক্তনিন্দা-সহন ত্যাগ।

বৈষ্ণব-চিহ্ন ধারণ, হরিনামাক্ষরের ধারণ, নির্ম্মাল্য ধারণ, নৃত্য, দণ্ডবৎ প্রণাম, অভ্যুত্থান, অনুগমন, শ্রীমূর্ত্তিস্থানে গমন, পরিক্রমা, পূজা, পরিচর্য্যা গীত, সঙ্কীর্ত্তন, জপ, স্তব, পাঠ, মহাপ্রসাদ সেবা, বিজ্ঞপ্তি, চরণামৃত পান, ধূপ, মাল্যাদির সৌরভ-গ্রহণ, শ্রীমূর্ত্তি-দর্শন, শ্রীমূর্ত্তি স্পর্শন, আরাত্রিক-দর্শন, শ্রীকৃষ্ণের নাম-গুণাদি শ্রবণ, শ্রীকৃষ্ণের কৃপাপেক্ষা, তাঁহার গুণ-লীলাদি স্মরণ, ধ্যান দাস্য, সখ্য, আত্মনিবেদন, নিজপ্রিয়বস্তু সমর্পণ, কৃষ্ণার্থে সমস্ত কর্ম্মকরণ, সর্ব্বপ্রকারে তাঁহার চরণে শরণাপত্তি, তুলসী সেবন, বৈষ্ণব-শাস্ত্রসমূহের অনুশীলন, যথাশক্তি দোলাদি মহোৎসব করা, কার্ত্তিক-ব্রত, সর্ব্বদা হরিনাম-গ্রহণ ও ভগবজ্জন্ম-যাত্রাদি মহোৎসব—এই ঊনচত্বারিংশৎ লক্ষণ এবং পূর্ব্বে বর্ণিত বিধি ও নিষেধ-সূচক বিংশতি লক্ষণ—একুনে ঊনষষ্টি ভক্ত্যঙ্গের নাম বলা হইল। অতঃপর যে অবশিষ্ট পাঁচটী অঙ্গের কথা বলা হইতেছে, তাহারা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। সেই পাঁচটী শ্রেষ্ঠাঙ্গ যথা—শ্রীমূর্ত্তির সেবা-নৈপুণ্য, রসিক ভক্তগণসহ শ্রীভাগবতের অর্থ আস্বাদন, স্বজাতীয় আশয় বিশিষ্ট মহত্তর স্নিগ্ধ সাধুর সঙ্গ, নামসঙ্কীর্ত্তন ও শ্রীধাম বৃন্দাবনে বাস

যিনি সদ্‌গুরুর পাদপদ্ম আশ্রয় পূর্ব্বক নিরপরাধে নিরন্তর মহামন্ত্র কীর্ত্তন করেন, তাঁহার চতুঃষষ্টি-প্রকার ভক্ত্যঙ্গ পালন হইয়া থাকে। কিন্তু নাম-গ্রহণের ছলনায় আলস্য ও বিত্তশাঠ্যের আশ্রয় গ্রহণ করিলে কোনও সুবিধা হইবে না, পিত্তবৃদ্ধি হইবে মাত্র।

লজ্জা।

[আচার্য্য শ্রীপাদ বঙ্কিমচন্দ্র অধিকারী]

স্ত্রীবিকর্ষণি লজ্জা। সংসারে দৈব ও আসুরভেদে দুইপ্রকার লোকের অবস্থান। দৈবসম্পৎ-যুক্ত ব্যক্তিগণই ভববন্ধন মুক্ত হইবার যোগ্য। লজ্জা তাহাদের একটী গুণ। লজ্জা আছে বলিয়া লোকে অপকর্ম্ম হইতে বিরত থাকে। লোকে লজ্জা দিবে, তিরস্কার করিবে বলিয়া পরদ্রব্য-অপহরণ, পরদার-গমন, হিংসা প্রভৃতি কুকর্ম্ম করিতে পারে না। যাহাদের লজ্জা নাই, তাহারা সমাজে বহুবিধ অসৎকার্য্য করিতে দ্বিধাবোধ করে না। অবৈধ-স্ত্রীসঙ্গী নির্লজ্জভাবে প্রকাশ্যে সমাজে বসবাস করে এবং কেহ কিছু বলিলেই তৎকর্ম্মের কর্ম্মিগণকে লইয়া দলপুষ্টি করে। বহু সংখ্যক লোকে সাধুজন-বিগর্হিত কার্য্য করে বলিয়া সেই সব কার্য্য করাকে দোষ বিবেচনা করে না। ধূম্র-পান, আসব-পান, অমেধ্য-আহার, বারবনিতাসঙ্গ প্রভৃতি কার্য্য বহু লোকে করে—এটা যেন সমাজচলতি, এতে আর দোষ কি?

এই লজ্জাই আবার কোন কোন সময় ধর্ম্মপথের অন্তরায় হয়। অনেক লোক বন্ধু-বান্ধবসঙ্গে বিড়ি, সিগারেট, তাড়ি খেতে পারে কিন্তু গুরুজন, বৈষ্ণব বা সাধুগণকে প্রণাম করিতে তাহাদের যত লজ্জা! তাহারা দেবালয়ে শ্রীবিগ্রহ দর্শন করিয়া মস্তক নত করিতে পারে না; তুলসী-প্রণাম, সন্ধ্যা, আহ্নিক, তর্পণ প্রভৃতি কার্য্যে লজ্জাবোধ করে। অসৎ সঙ্গের ফলে এই সকল উৎপাত উপস্থিত হয়। পাছে তাহার সঙ্গীরা ঠাট্টা করিয়া বলে—তুমি যে বড়ই ভক্ত হ'য়ে গেলে, পিতা-মাতা, স্ত্রীপুত্রাদিকে কাঁদাইয়া সন্ন্যাসী হইয়া চলিয়া যাইবে নাকি?

গলদেশে তুলসীর মালা ধারণ করিতে পারে না, ললাটে ঊর্দ্ধপুণ্ড্র ধারণ করিতে সাহস হয় না; এইরূপ সাজ সজ্জা করা যেন অসভ্যতা! যদি কেহ সাধুবাক্যে সাহস করিয়া মালা পরে, শিখা রাখে, তাহা হইলে অনেকের বন্ধুবর্গ মালা ছিঁড়িয়া শিখা কাটিয়া দেয়, কাহারও স্মার্ত্ত অভিভাবক অতিশয় রুষ্ট হইয়া ভর্ৎসনা করিতে করিতে মালা ছিঁড়িয়া দিয়া অমেধ্য আহার করাইতে জবর-দস্তি করে, ইহাও দেখিয়াছি।

ভজনোন্মুখ কনিষ্ঠ অধিকারীর সঙ্গের বৃত্তি অবলম্বন করিয়া ভজনপথে যাওয়ার সময় লোক-লজ্জার ভয় তাহার পক্ষে যে কত অনিষ্টকর, তাহা সেই পথের পথিক ভিন্ন, অন্যে বুঝিতে অক্ষম। গৃহে মৎস্যাদি অমেধ্য দ্রব্য আহার পরিত্যাগ করিয়া সাত্ত্বিক

সকল জন্মে পিতামাতা সবে পায়। গুরুকৃষ্ণ নাহি মিলে ভজহ হিয়ায়॥

কথা উঠিলেই যেন কি বিপদের পূর্ব্বাভাস হইল! ছেলের বুদ্ধি বৈরাগ্য উপস্থিত হইয়াছে। এখন কি এসব ছাড়বার বয়স? অনেকে উপদেষ্টা হইয়া সৎপথে যাইতে বাধা দেয়। সাধারণ ভোগী জনগণ পাছে কটাক্ষ করিয়া উপহাস করে, এই লজ্জার ভয়ে আর সে কথা উত্থাপন করিতে পারে না। লজ্জার ভয়ে ভাগবতকথা শুনতেও যেতে পারে না।

—

লোকলজ্জা পরমার্থ-পথের পরম শত্রু। যাহাদের হৃদয় দুর্ব্বল, তাহাদের ভজনপথে অগ্রসর হওয়া বড়ই কষ্টকর। কলিকালে নিজের ইন্দ্রিয়বর্গ প্রতিকূল। ভজনপথের প্রতিকূল বিষয়গুলির সহিত ঘোরতর সংগ্রাম করিতে হইবে। হৃদয়ে অদম্য উৎসাহ, ধৈর্য্য ও নিশ্চয়তার সহিত সাধুগণের উপদেশমত তত্তৎ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে হইবে। সাধুসঙ্গ ও সাধুসেবা করা নিতান্ত আবশ্যক।

তা'তে কৃষ্ণ ভজে, করে গুরুর সেবন।
মায়াজাল ছুটে, পায় কৃষ্ণের চরণ॥

—

অসৎসঙ্গ ত্যাগ করিতেই হইবে। তাহারা প্রশংসা বা নিন্দা করে, সে-কথা শুনবার অপেক্ষা না করিয়া নিরপেক্ষ সাধুগণের আলোচ্য বীর্য্যবতী হরিকথা সর্ব্বদা শ্রবণ কীর্ত্তন করিতে হইবে। মন্ত্রের সাধন, কিংবা শরীর পতন। ইহাতে কোন লজ্জার কথা নাই। অসৎ কে? — যোষিৎসঙ্গী কৃষ্ণের অভক্তগণ অসৎ। যাহারা মিথ্যাপরায়ণ, যাহাদের শৌচাশৌচ জ্ঞান নাই, যাহারা দাম্ভিক, ক্রোধী, নিষ্ঠুর ও গ্রাম্যকথায় কাল কাটায় বা তাস, পাশা প্রভৃতি খেলিয়া আয়ুঃ নষ্ট করে, অস্থিরেন্দ্রিয়, বাহ্যেন্দ্রিয়-দমনে যাহাদের চেষ্টা নাই, যাহারা অবৈধ স্ত্রীসঙ্গী, বিষয়ী, ভোগপরায়ণ, কপটী আত্মজ্ঞানলাভে বীতস্পৃহ, ভক্তদ্বেষী, তাহারাই অসৎ। তাহাদের সঙ্গ করিলে আয়ুঃ-যশঃ-সৌভাগ্যসমূহ নষ্ট হইয়া যায়। ইহাদের সঙ্গে ভোগপিপাসা প্রবল হইয়া শত শত আশাপাশে বদ্ধ করে। তখন কাম-ক্রোধ-লোভের বশবর্ত্তী করিয়া নরকের পথে অগ্রসর করায়।

—

অনন্তদেবের নামসমূহ কীর্ত্তন করিতে কোন লজ্জা নাই, শ্রীনারদঋষি নিজ শিষ্য শ্রীব্যাসদেবের নিকট বলিতেছেন—"তদনন্তর আমি লজ্জা পরিত্যাগ করিয়া শ্রীভগবানের মঙ্গলময় নামসমূহ অনবরত কীর্ত্তন করিতে করিতে পৃথিবী পর্য্যটন করিতে লাগিলাম এবং সন্তুষ্টচিত্তে সকল প্রকার বাঞ্ছা ত্যাগ করিয়া নিরহঙ্কার ও মাৎসর্য্যহীন হইলাম।" তিনি অমানী ও মানদ হইয়া নামকীর্ত্তনকালে কাহাকেও লজ্জা করিতেন না। নাম ও নামী অভিন্ন, এইরূপ উপলব্ধি হইলে জীবের লজ্জা থাকে না।

—

অনেকে শ্রীহরি-মন্দিরে হরিকথা বিষয়ক নৃত্য-গীতাদি করিতে লজ্জা বোধ করেন। কিন্তু শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন—

বিসৃজ্য লজ্জাং যোঽধীতে
গায়তে নৃত্যতেঽপি চ।
কুলকোটিসমাযুক্তো লভতে মামকং পদম্॥

—যিনি লজ্জা ত্যাগ করিয়া—মৎসন্নিধানে অধ্যয়ন ও সঙ্গীত কিংবা নৃত্য করেন, মদীয় ধামে তিনি কোটিকুলসহ বসতি প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। স্বাভাবিক-নৃত্য-গীত-দ্বারা হরি প্রীত হইয়া থাকেন। ভক্তগণ যখন নৃত্যগীতাদি করেন, তাঁহাদের নৃত্য উপবেশনপূর্ব্বক দেখিলে জন্মে জন্মে খঞ্জ হইয়া দেহ ধারণ করিতে হয়। দণ্ডায়মান হইয়া প্রেমিক ভক্তগণের নৃত্য দেখিতে হয়। নৃত্যাদিকারী ভক্তকুল ও প্রভুকে অন্তরাল করত তন্মধ্য দিয়া বক্রভাবে গমন করিতে নাই। করিলে তির্য্যগ্ যোনি লাভ হয়।

পরিবদতু জনো যথা তথা বা নন্তু মুখরো
ন বয়ং বিচারয়ামঃ।
হরিরসমদিরা-মদাতিমত্তা ভুবি বিলুঠাম
নটাম নির্ব্বিশাম॥

—

শ্রীকৃষ্ণের সন্তোষ-বিধানের জন্য শ্রবণ, কীর্ত্তন, নৃত্য, গীত, বাদ্য প্রভৃতির অনুষ্ঠান করিতে হইবে। তাহার জন্য, অভক্ত মুখরগণ কি বলিবে বলিয়া লজ্জা করিতে হইবে না। সে বিচারের আবশ্যকতা নাই। যখন ভগবদ্ভক্তিরসে হৃদয় আপ্লুত হয়, যখন প্রেমের উদয় হয়, তখন লোক বাহ্য-জ্ঞান শূন্য হইয়া হাসে, কাঁদে ও গান করে এবং উন্মাদের ন্যায় নৃত্য করে, লোক লজ্জার ভয় থাকে না। কোন সৌভাগ্যবানের যখন কৃষ্ণে দৃঢ় অনুরাগ উপস্থিত হয়, তখন তিনি কৃষ্ণসুখহেতু লৌকিক ও বৈদিক ধর্ম্মসমূহ পরিত্যাগ করিয়া—এমন কি নিজ দেহ-ধর্ম্ম-কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া কৃষ্ণসেবায় নিযুক্ত হন, তখন লজ্জা, ভয় অথবা নিজ পরিজনের তাড়ন-ভর্ৎসন গ্রাহ্য করেন না। "সর্ব্বত্যাগ করি' করে কৃষ্ণের ভজন।" ইহাতে নিজ ভোগবাঞ্ছা কিছুই নাই।

কামের তাৎপর্য্য নিজ সম্ভোগ কেবল।
কৃষ্ণসুখ তাৎপর্য্য মাত্র প্রেমেতে প্রবল॥

—

'কামনা'

[শ্রীযুক্ত ভবদেব চট্টোপাধ্যায়]

জগ-মাঝে নর ভ্রমে নিরন্তর
অশেষ-কামনা-বশে।
যাহা কিছু চায় সবে দুঃখ পায়
তবু ধায় আশাপাশে।
সুখের লাগিয়া আনন্দে হাসিয়া
বাঁধি মনোরম ঘর।
দারুণ অনল কোথা হ'তে এল
ছাই হ'ল আশা মোর॥
অনেক যতনে সঞ্চিনু কাঞ্চনে
হ'বে পরকালে ভোগ।
গলা চেপে ধরি' চোরে কৈল চুরি
অথবা জন্মিল রোগ॥
ব্যাধিতে ভুগিয়া সে-ধন ফেলিয়া
রবিসুত-পুরে যায়।
অর্থ উপার্জ্জনে রক্ষণে নাশনে
জীব কত দুঃখ পায়॥
ভোগে প্রতি অহঃ করিতে নির্ব্বাহ
বিবাহ করিনু সুখে।
গিন্নীর দু'বেলা খাই বাক্যজ্বালা
পড়িনু জীবন-দুঃখে॥
বহু সুতাসুত হইল আগত
বাড়িল বিষম-ভার।
এবে নিশিদিনে ধরি' ঘানি টেনে
ঘুরি দুঃখে চারিধার॥
গৃহিণীর রোগে গৃহিণী যে ভোগে
গৃহিণী জুড়াতে হয়।
ভুগিয়া গৃহিণী চলিল গৃহিণী
গৃহ দেখি শূন্যময়॥
এক দুই করি' কতবার ধরি'
পরে করি পরিণয়।
কেহ অতিসারে, ইনফ্লুয়েঞ্জা জ্বরে,
একে একে গত হয়॥
কত দুঃখ পাই, তবু লজ্জা নাই,
পাজী মন সদা ধায়।
ভোগ-সুখ-তরে যবে যাহা ধরে
তাহে শোক-তাপ হায়॥
প্রতিষ্ঠা লাগিয়া বিরলে বসিয়া
দেখাহ ত্যাগের ভাণ।
মায়াবিনী আসি' হেসে' মৃদু হাসি
ম'লে দিল ঠেসে কাণ॥
প্রতিষ্ঠা জড়ের বিষ্ঠা শূকরের
যাহা সাধু সদা কয়।
তা'রি তরে ধায় তবু নাহি পায়
কত জ্বালা হৃদে সয়॥
সুখ-ভোগ-তরে ভব-কারাগারে
ধন জন যাহা চায়।
কনক-কামিনী প্রতিষ্ঠা মোহিনী
প্রদানে অসুখ ভয়॥
ওরে রে কামনা চেয়োনা চেয়োনা
কৃষ্ণেতর যত ধন।
ভীষণ অনলে ঘৃতাহুতি দিলে
তাহা কি নিভে কখন?
দাউ দাউ রবে জ্বলিবে পুড়িবে
দহিবে সকল অঙ্গ।
যদি চাও শান্তি ত্যজ সব ভ্রান্তি
কর সদা সাধুসঙ্গ॥
ওরে মম কাম ছাড়ি' জড় কাম
কামদেবে সদা ভজ।
মদন-মোহন ব্রজেশ-নন্দন
চরণ-সরোজে মজ॥

প্রকৃত নেতা কে?

[আচার্য্য শ্রীরাধাচরণ গোস্বামী, ভক্তিরত্ন]

(২)

আমরা যে-কাল-পর্য্যন্ত দেহ-মনের বহির্ম্মুখিনী প্রজ্ঞা লইয়া অখণ্ড জগৎকে খণ্ড করিয়া সংকীর্ণ বিচারে স্বদেশ-বিদেশ কল্পনা করিব, স্বজাতি-বিজাতি স্বধর্ম্মী-বিধর্ম্মী প্রভৃতি প্রাকৃত দর্শনে আবদ্ধ থাকিব, অপ্রাকৃত ও প্রাকৃত-তত্ত্বে বিভেদ না জানিয়া সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয় ও সার্ব্বজনীন বিচার প্রচার করিতে যাইব, সেই পর্য্যন্ত আমরা পদে পদে বাধা প্রাপ্ত হইয়া অস্থির-সিদ্ধান্তের সু-উচ্চ চূড়া হইতে ভৃগুপাত করিতে থাকিব। খণ্ড-বিচারে কখনও সার্ব্বজনীন ভাব থাকিতে পারে না; উহাতে পরিপূর্ণতার অভাব। তবে কি—অখণ্ড জগতের কোন খণ্ডে বসিয়া, খণ্ডদলের নেতা হইয়া, সার্ব্বভৌমিক, সার্ব্বজনীন, সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয় প্রভৃতি পূর্ণদর্শন সুদার্শনিকের বাণী আওড়াইলে জগদ্গুরু বা নেতা হওয়া যায়? তাহা কখনই নহে।

—

একমাত্র আত্মারামগণই আত্মারামেশ্বরেশ্বর শ্রীকৃষ্ণে পূর্ণ আকৃষ্ট থাকিয়া খণ্ড জগদ্দর্শন হইতে মুক্ত। সেই আত্মারামগণ সকলেই এক পরমাত্মার আশ্রিত বলিয়া তাঁহারা দেহমনের বিচার হইতে ছুটি প্রাপ্ত হওয়ায় বিভিন্ন রুচি হইতে মুক্ত। সুতরাং আত্মারামগণই সকলের নেতা হইতে পারেন। আত্মারামগণের ভ্রম, প্রমাদ, বিপ্রলিপ্সা ও করণাপাটব দোষ নাই। দেহারামীর তাহা পূর্ণভাবে আছে; কারণ তাহারা কোনও স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছিতে না পারিয়া যখন যাহা মনে উদয় হয়, তাহাই কর্ত্তব্য বলিয়া গ্রহণ করিয়া থাকেন। বর্ত্তমান জগতে এরূপ উদাহরণের নেতার আদর্শ বিরল নহে।

—

যাঁহারা জানেন—মনুষ্য জন্ম দুর্লভ, মনুষ্যজন্ম ব্যতীত এ ভব-সমুদ্র উদ্ধারের অন্য জন্ম নাই, অথচ এই মনুষ্যজন্ম ক্ষণস্থায়ী, কখন জীবন-প্রদীপ নির্ব্বাপিত হইয়া যাইবে তাহার কিছুমাত্র স্থিরতা নাই, তৎপর আবার কোন্ দেশে কোন্ জন্ম লাভ করিতে হইবে তাহার নিশ্চয়তা নাই, তাঁহারাই শাস্ত্রে 'সুমেধা' আখ্যায় স্থান লাভ করিয়াছেন। কারণ তাঁহারা ইহজন্মেই একমাত্র ঐহিক ও পারমার্থিক নেতা জগদ্গুরুর শ্রীচরণান্তিকে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া থাকেন। আর যাহারা, ইহজগতে ঐহিক-গুরু, জাগতিক নেতার আনুগত্য কর্ত্তব্য মনে করিয়া, যিনি ইহজগতেই পরমার্থদাতা-রূপে অবতীর্ণ, সেই পারমার্থিক গুরুর কোন বাণী শ্রবণ করে না, তাহারা কুমেধা নামে পরিচিত। তাহাদের আনুগত্যে শাশ্বত শান্তি কখনও লব্ধ হইতে পারে না।

শুদ্ধভক্তি গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। ভাষ্যসহ বিরাট শ্রীচৈতন্যভাগবত ৫৲
২। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২৮৲
একাদশ স্কন্ধ হইতে পাণ্ডুলিপি ৷৶০
৩। ভাষ্যসহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (৪র্থ সংস্করণ) ৬৲
৪। ভাগবতবিবেককুসুমাঞ্জলি (বাঁধা) ১৲
৫। গৌড়ীয় গৌরব ৷৶০
৬। গৌড়ীয়-সাহিত্য ৷৶০
৭। ভজনরহস্য ৷৷০
শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৯। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ)
ঐ (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
১০। গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি টীকাসহ)
ঐ (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
১১। গীতার কেবল মাধ্ব-ভাষ্য ৷৷০
১২। যুক্তিমল্লিকা গুণসৌরভঃ সানুবাদ (মাধ্ব) ২৲
১৩। বেদান্তত্ত্বসার সানুবাদ (রামানুজীয়) ৷৷০
১৪। জৈবধর্ম্ম ২৲
১৫। শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৬। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১৭। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ৷৷৶০
ঐ (বাঁধা) ৸০
১৮। দ্বীপ-দিগ্‌দর্শন ৶০
১৯। সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ) ৷৶০
২০। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ৷৷০
ঐ (আবাঁধা) ৷৶০
২১। নবদ্বীপধাম গ্রন্থমালা ৸০
২২। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৶০
২৩। গীতমালা ৴১০
২৪। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶০
২৫। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶০
২৬। নবদ্বীপ পঞ্জিকা (৪৪৭ গৌরাব্দ) ৶০
২৭। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ৷০
২৮। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা-দর্পণ ৷০
২৯। শরণাগতি ৴০
৩০। গীতাবলী ৴০
৩১। চিত্রে নবদ্বীপ ১৷৷০
৩২। সাধনকণ ৴০
৩৩। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৴০
৩৪। নবদ্বীপশতক ৴০
৩৫। অর্থপঞ্চক ৴০
৩৬। সদাচারস্মৃতিঃ ৴
৩৭। কল্যাণকল্পতরু (৫ম সংস্করণ) ৴১০
৩৮। অর্চ্চনকণ ৴১০
৩৯। সাধককণ্ঠমালা (বাঁধা) ৷০
ঐ (আবাঁধা) ৷৴০
৪০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (প্রথম চারিখণ্ড) ৩
৪১। ব্রহ্মসংহিতা ৷০
৪২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৪৩। মণিমঞ্জরী সানুবাদ ৷০
৪৪। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৷৶০
৪৫। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ৷০
৪৬। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ৷০
৪৭। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
৪৮। গৌড়ীয়মঠ কি করেন? ৴০
৪৯। ঈশোপনিষৎ (বলদেব ও মাধ্ব-ভাষ্য এবং বিবৃতি ও অনুবাদসহ) ৷০
৫০। শ্রীভুবনেশ্বর ৶০
৫১। সিদ্ধান্তদর্পণ ৶০
৫২। সাংখ্যবাণী ৴০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৫৩। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী-দিগ্বিজয়ঃ ৷৷০
৫৪। সটীক-শিক্ষাদশমূলম্ ৷০
৫৫। তত্ত্ব-সূত্রম্ ৷০
৫৬। সানুবাদ-শিক্ষাষ্টকম্ ৶০
৫৭। গৌড়ীয়মঠস্য পরিচয়ঃ ৴০
৫৮। সারাংশবর্ণনম্ ৶০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৫৯। রায় রামানন্দ ৷৷০
৬০। নামভজন ৷০
৬১। রিলেটীভ্ ওয়ার্ল্ড্‌স ৷৶০
৬২। লাইফ্ অ্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ৷০
৬৩। বৈষ্ণবীজম্ ৷০
৬৪। হোয়াট্ গৌড়ীয়মঠ ইজ্ ডুইং ৴০
৬৫। দি ভাগবত ৷০
৬৬। থিয়োটিক্ প্রিন্সিপ্‌ল্ অ্যাণ্ড অ্যানেলায়েড্ ডিভোসন ৷০
৬৭। ব্রহ্ম-সংহিতা ২৷৷০
৬৮। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (ভলুম ওয়ান) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৬৯। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ৷৷০
৭০। সাধন পথ ৷০
৭১। কল্যাণ-কল্পতরু ৴১০
৭২। গীতাবলী ৴০
৭৩। শরণাগতি ৴০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৭৪। শরণাগতি

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

নদীয়া-প্রকাশপ্রাপ্তির স্থান

১। শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম-মায়াপুর, নদীয়া
২। শ্রীযোগপীঠ ঐ
৩। শ্রীবাস অঙ্গন ঐ
৪। অদ্বৈত-ভবন ঐ
৫। কাজীর সমাধি পাট ঐ
৬। স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ, নদীয়া।
৭। শ্রীভাগবত আসন কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
৮। শ্রীএকায়ন মঠ গোবিন্দপুর, হাঁসখালী।
৯। দ্বাদশগোপাল পাট—পোঃ চাকদহ,
১০। শ্রীগৌর-গদাধরমঠ—চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড়, বর্দ্ধমান
১১। শ্রীমোদদ্রুমছত্র মাউগাছি, বর্দ্ধমান
১২। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম, আমলাযোড়া, পোঃ রাজবাঁধ বর্দ্ধমান
১৩। শ্রীগৌড়ীয়মঠ বাগবাজার, কলিকাতা
১৪। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাজু, হাওড়া,
১৫। শ্রীমাধব গৌড়ীয়মঠ, ২০নং নবাবপুর রোড্, ঢাকা
১৬। শ্রীগোপালজী মঠ কমলাপুর, ঢাকা।
১৭। শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ পোঃ বালিয়াটী,
১৮। শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয়মঠ ময়মনসিংহ।
১৯। শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ চিরুলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর
২০। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম গোয়ালপাড়া, আসাম।
২১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ রায়াপেট্টা, মান্দ্রাজ।
২২। শ্রীরামানন্দগৌড়ীয় মঠ কব্বুর, জিঃ পশ্চিম গোদাবরী
২৩। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ উড়িয়াবাজার, পোঃ বক্সীবাজার, কটক।
২৪। শ্রীত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয় মঠ ভুবনেশ্বর।
২৫। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ স্বর্গদ্বার, পুরী।
২৬। শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ আলালনাথ পোঃ ব্রহ্মগিরি, পুরী।
২৭। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ ডুমুরকুণ্ডা, পোঃ চিরকুণ্ডা, মানভূম।
২৮। শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ—কাশী।
২৯। শ্রীরূপগৌড়ীয় মঠ—এলাহাবাদ।
৩০। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ পুরাণবাজার, সরকার ঠাকুরের কুঞ্জ, বৃন্দাবন
৩১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, নিউদিল্লী
৩২। শ্রীপরমহংসমঠ—নৈমিষারণ্য,
৩৩। শ্রীসারস্বত গৌড়ীয় মঠ—হরিদ্বার।
৩৪। শ্রীব্যাসগৌড়ীয়মঠ—কুরুক্ষেত্র, পঞ্জাব
৩৫। শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাবুলনাথ রোড, পোঃ গ্র্যাণ্ট রোড, বোম্বে।
৩৬। লণ্ডন গৌড়ীয়মঠ, ৩৯নং গ্লেডন গার্ডেন্স, কেনসিংটন্ লণ্ডন, (এস, ডব্লিউ—১০)।
৩৭। অমর্ষি গৌড়ীয়মঠ—মেদিনীপুর
৩৮। সরভোগ গৌড়ীয় মঠ—সরভোগ, কামরূপ, আসাম,

শুদ্ধভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীলভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী মাসিক। শ্রীধাম-মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৷৷০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দি ভাষায় একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ সম্পাদিত ও নৈমিষারণ্য শ্রীপরমহংস মঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ১৷৷০ দেড় টাকা মাত্র।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷৷০ দেড় টাকা মাত্র।

৫। কীর্ত্তন—মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ নিমানন্দ সেবাতীর্থ বি-এজ, বি-টি, সম্পাদিত। আসাম গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম হইতে প্রকাশিত অসমীয়া ভাষায় মাসিক। ভিক্ষা সডাক ১৷৷০ দেড় টাকা মাত্র

শ্রীচৈতন্যভাগবত

আদিকবি শ্রীল বৃন্দাবন দাস প্রণীত সমগ্র গ্রন্থ

গ্রন্থের মূল বোল্ড অক্ষরে এবং তন্নিম্নে বিশ্ববিশ্রুত গৌড়ীয়মঠের প্রতিষ্ঠাতা ও আচার্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তি-সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভু-পাদের রচিত বিস্তৃত ভাষ্য উত্তম কাগজে সৌষ্ঠবের সহিত মুদ্রিত হইয়াছেন। ডবল ক্রাউন আটপেজি আকারে ১০৯৬ পৃষ্ঠায় কেবল মূল ও ভাষ্য সম্পূর্ণ হইয়াছে। তদ্ব্যতীত শ্লোকসূচী, পদ্যসূচী, স্থানসূচী, পাত্রসূচী, বিষয়সূচী, শব্দসূচী প্রভৃতি বিস্তৃত সূচীপত্রেও একটী গ্রন্থ হইবে। সভাষ্য শ্রীচৈতন্যভাগবতের এরূপ উৎকৃষ্ট ও অমূল্য বিরাট সংস্করণ জগতের কোথায়ও আজ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই, ইহা নিরপেক্ষ পাঠক মাত্রকেই একবাক্যে স্বীকার করিতে হইবে। শ্রীগৌড়ীয়মঠের উৎসব-কালে গ্রন্থের ভিক্ষা ১২৲ বারটাকা স্থলে—৫৲ পাঁচটাকা মাত্র

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীচৈতন্যমঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

কলিকাতা বাজার দর

লৌহ হার্ডওয়ার

১০ই নবেম্বর ১৯৩৩

টাটার তৈয়ারী—	প্রতি হন্দর।
লোহার কড়ি (জয়েষ্ট বা বীম)	
মার্কা	৫।৶০—৫॥৶০
ঐ বে-মার্কা হাল্‌কা ওজন	৪।৶০—৪॥৶০
বরগা (টী-আয়রণ)	৬৶০—৬।০
এঙ্গেল আয়রণ (কোনা)	৫৸৶০—৬।৶০
গ্যালভানাইজড করগেট টীন—	
২২ গেজ ৬ হইতে ১০ ফুট	১১।৶০
২৪ গেজ ,, ,,	১০৸৶০
২৬ গেজ ,, ,,	১২
২৪ গেজ আর্, পি, ডি, মার্কা	১২৸৶০
২৪ গেজ গ্যাঃ প্লেন সীট—	১১।৶০
২৬ গেজ ,, ,,	১২।০
২৮ গেজ ও ৩০ গেজ ঐ—	১৩৲—১৩৲
গান ঘেরা কাঁটাতার ১০০	
পাউণ্ড বাঃ	৮৸০
ইল পাটী	৬৲৶—৬।০
বোল্‌টু (গোল)	৬৲৶—৬৷০
,, গরাদে (চৌকা)	৬৶০—৬৲।০
,, গোল রড ৶০—।৶০ সূতা	৫৶০—৫॥০
,, টানা রড-	
চৌকা ৶০—।৶০ ঐ	৫৶০—৫॥০
,, বাণ্ডিল চাল	৭৲—৭৸০
,, প্লেট—তিন সূতা মোটা	
পর্য্যন্ত	৭।০—৭।০
,, চাদর ৩-১৬ খানা বাণ্ডিল	৯॥৶—১০৲
স্প্রাং ষ্টীল	৮।০—৯৲
হাফ রাউণ্ড	৫৸৶—৬৲৶০
তারের পেরেক ১—৬ ইঞ্চি	৯—৯৸০
প্যাটেণ্ট পেরেক ২—৮ ইঞ্চি	১২।০—১৫॥০
ঢালাই কড়া ১ হইতে ১০ নং ২॥০	সাট
কোদাল ৪, ৫, ৬, ৭৸৶০ ৮৸৶০ ৯৸৶০ডঃ	
ঐ টিন পাউণ্ড ৬৲ নেঃ বিঃ	৬।৶০ ,,
গ্যাঃ প্লেন বালতি ৭—১২ ইঞ্চি ১॥৶০	৩॥৶০
ঐ রিভিট ,, ৭—১২ ইঞ্চি	২৲—৭৲ ,,
লোহার চেয়ার রডের গোল ও	
চৌকা	৮॥০— ,,
ঐ তালের লোহার সিট	১৫৲ ,,
ঐ ভেনেস্তা (কাঠের সিট)	১৮৲ ,,
লোহার ক্রুপ ॥—৩ ইঞ্চি /১০—॥৶০	গ্রোস
ঐ কব্জা ১৩ নং	
১॥—৪ ইঞ্চি ।১০—৸৶১০	পেঃ ডজন
গ্যাঃ তার ১৬—২২ নং	
(গেজ) ১২৲—১৩৲	হন্দর
গ্যাঃ রিজিং (মটকা)	
১২ ইঞ্চি ।৶৫—॥৶০	পীস
গ্যাঃ গাটারিং বা ডোঙ্গা	
৬ ইঞ্চি ।০—৸৶০	,,
গ্যাঃ ক্রুপ ১॥০—২॥০ ইঞ্চি ২৩৲—২৯৲	হন্দর
গ্যাঃ ওয়াসার চাকি	১১॥০—১৩৲ ,,
গ্যাঃ বোল্ট-নাট ৸—৩ ইঞ্চি	
॥৶১০—১৶০	গ্রোস
ঢালাই রেলিং ৩॥০—৪॥০	হন্দর
ঐ রেন ওয়াটার পাইপ	
৩ ইঞ্চি ৶১০ ঐ ৪ ইঞ্চি	।১০ ফুট
টিউব ওয়েলের জন্ম গ্যাঃ	
পাইপ১॥ ইঞ্চি	।৶৫ ফুট
পাম্প ৪নং ১২॥০ ৫নং ১৪৲ ৬নং	১৬৲
৬০—৮০ বাটখারা ৶১৫ সাট ২।০—২॥০	মণ

সন্তোষকুমার মল্লিক এণ্ড সন্স লিঃ

লৌহ ও হাডওয়ার বিক্রেতা।

মীরবহর ঘাট লোহাপটী, বড়বাজার,
টেলি—"লোহার মালিক" কলিকাতা

কেরোসিন

ষ্টোক্রেক প্রত্যেক বাক্স (২ টিন)		৯৲৬
সূর্য্য মার্কা	,,	৬॥০
ভিক্টোরিয়া	,,	৬৲

সোণার দর

পাকা সোণা	৩০৸৶
বড়াল	৩০৸
চিনা পাত	৩২।০

রূপার দর

রূপা প্রতি ১০০ ভরি	৫৫৶০
ঐ খুচরা	৫৶০

কোম্পানীর কাগজ

৩॥০ সুদের কাগজ	৮১৶
৩॥০ নূতন ঋণ (১৯৪৭-৫০)	৯১।০
৪৲ ,, ঋণ (১৯৬০-৭০)	৯৭৲
৫৲ ,, বণ্ড (১৯৩৫	১০৪॥৶০

ডিবেঞ্চার

৫৲ সুদের (১৯৫৬-৮৬) কলিকাতা পোর্ট-	
ট্রাষ্ট ডিবে :—	১০২॥৶০

ব্যাঙ্ক

ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক (কর্নট্রি)	২৯৪॥০
সেণ্ট্রাল ঐ	২২৲

কাপড় ও সূতার কল

এলগিন মিল	৪৫৲

পাট কল

হাওড়া	৫০৲
অকল্যাণ্ড	১৯৫৲
বালী	১৬২৲
বরানগর	১৫০৲
কেলভ	৩৭০৲
ভরট	২৪৩৲
ক্লাইভ	২৮।০
ডালহাউসী	৪০৮॥০
ডেল্টা	৪০৫৲

কৃষ্ণনগর নবদ্বীপঘাট রেলওয়ে সময়

কৃষ্ণনগর হইতে নবদ্বীপঘাট

কৃষ্ণনগর সিটি—	৬-৪৫	১০-৪৪	১৩-২২	১৭-৩৮	২০-১৬
কৃষ্ণনগর রোড—	৬-৫৬	১০-৫৫	১৩-৩৩	১৭-৪৭	২০-২৫
আমঘাটা—	৭-১৫	১১-১৩	১৩-৫১	১৮-৩	২০-৪১
মহেশগঞ্জ—	৭-১৪	১১-২১	১৪-০	১৮-৯	২০-৪৭
নবদ্বীপঘাট—	৭-৩৩	১১-৩০	১৪-৯	১৮-১৬	২০-৫৫

বিশেষ দ্রষ্টব্য—নবদ্বীপঘাট ষ্টেশন অপেক্ষা মহেশগঞ্জ ষ্টেশন হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরের দূরত্ব অনেক কম। শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে যাঁহাদিগকে রাণাঘাটে ট্রেণ বদল করিতে হয়, তাঁহারা রাণাঘাটে প্রাতঃ ৫-৫০, ৮-১৪, ৯ ৪৬, ১৬-৪৮, ১৮-৩৯ এবং ০-৩২ মিনিটের সময় গাড়ী পাইবেন।

শান্তিপুর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে শান্তিপুর ষ্টেশনে ৫-৪০, ৯-২৯, ১২-২৫, ১৬-৪ এবং ১৮-৪১ মিনিটের সময় ট্রেণ পাওয়া যায়।

নবদ্বীপঘাট হইতে কৃষ্ণনগর

নবদ্বীপ ঘাট—	৫-৩৫	৯-২৫	১২-১০	১৫-৩৪	১৮-৪৫
মহেশগঞ্জ—	৫-৪৩	৯-৩৩	১২-১৯	১৫-৪১	১৮-৫৩
আমঘাটা—	৫-৪৯	৯-৩৯	১২-২৬	১৫-৪৮	১৯-৫
কৃষ্ণনগর রোড—	৬-৫	৯-৫৫	১২-৪৩	১৬-৪	১৯-২৪
কৃষ্ণনগর সিটি—	৬-১৩	১০-৩	১২-৫১	১৬-১২	১৯-৩৫

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্‌ হইতে—ডাঃ কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম ভক্তিশাস্ত্রী এল. এম. এফ কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

শিশু অপহরণকারী দস্যু

পাতিয়ালা রাজ্যের মানসা তহশীল হইতে এক সংবাদে প্রকাশ, বাপ্পাওয়ালা গ্রামের জনৈক ব্যাঙ্কারের অপহৃত পুত্রকে প্রত্যর্পণ করার কড়ারে দুইজন ডাকাত উক্ত ব্যাঙ্কারের নিকট হইতে টাকা আদায় করার সময় পুলিশ কর্ত্তৃক ধরা পড়ে উক্ত ডাকাতদ্বয়ের নিকট অস্ত্রশস্ত্র ও গুলী বারুদ পাওয়া গিয়াছে।

প্রকাশ ভুচোয়ালের নারাইনা ও নাগ্রা ওয়ালের হাকিম সিং—এই দুইজন দুর্দ্দান্ত দস্যু বায়াওয়ালের জনৈক ব্যাঙ্কারের প্রথম পুত্রকে অপহরণ করে এবং পরে ব্যাঙ্কারের নিকট হইতে দুই হাজার টাকা দাবী করে। ব্যাঙ্কার নাকি ডাকাতদ্বয়কে অগ্রিম ১৬০ টাকা দিয়া, তাঁহার পুত্রকে ফেরৎ দেওয়া হইলে, বাকী টাকা দিবেন বলিয়া তাহাদিগকে প্রতিশ্রুতি দেন এবং ডাকাতদ্বয় তদনুসারে তাহার পুত্রকে ফিরাইয়া দেয়।

ডাকাতদ্বয় অতঃপর বাকী টাকা আদায়ের জন্য ব্যাঙ্কারের নিকট নিত্যই দাবী করিতে থাকে। কিন্তু ব্যাঙ্কার তাহাদের কথায় কর্ণপাত না করায় ডাকাতদ্বয় ব্যাঙ্কারের দ্বিতীয়টিকেও অপহরণ করে এবং এই মর্ম্মে এক সংবাদ দেয় যে, দুইহাজার টাকা না দিলে তাঁহার পুত্রকে হত্যা করা হইবে। কোন্ স্থানে টাকা দিতে হইবে ডাকাতের তাহো নির্দ্দেশ করিয়া দেয়।

ব্যাঙ্কার ঐ সংবাদ পুলিশে জানায় এবং ফলে নির্দ্দিষ্ট স্থানে পুলিশ ও ডাকাত দলে এক সঙ্ঘর্ষ বাধে।

ব্যাঙ্কারের পুত্রটীর জীবন বিপন্ন বুঝিয়া পুলিশ ডাকাতদিগকে গ্রেপ্তার না করিয়া সরিয়া পড়ে।

অতঃপর উক্ত ব্যাঙ্কার ডাকাতদিগকে পত্রে জানান যে, তাঁহার পুত্রকে ফেরৎ দেওয়া হইলে ১৫০০৲ টাকা তাহাদিগকে দেওয়া হইবে।

এই সর্ত্তে এক তুলার ক্ষেত্রে তাহারা সমবেত হয়, এবং ব্যাঙ্কারের সহিত সাক্ষাৎ করে। তাহাদিগকে নগদ টাকা দেওয়া হইলে তাহারা উহা গণনা করিতে আরম্ভ করে। ইত্যবসর ইন্‌স্পেক্টর ফজল রহমান খাঁ এবং সাব ইন্‌স্পেক্টর কৃপাল সিংহ একদল সশস্ত্র পুলিশ সমেত ডাকাতদিগকে ঘিরিয়া ফেলেন দুইজন ডাকাতকেই গ্রেপ্তার করা হয়। কিন্তু নারায়ণ ধরা পড়িয়াই কিছু বিষগলাধঃকরণ করে। তৎক্ষণাৎ তাহাকে হাঁসপাতালে পাঠান হয় এবং চিকিৎসা দ্বারা তাহার জীবন রক্ষা হয়।

দুইটী বন্দুক ও ১৫০টি কার্ত্তুজ ডাকাতদের নিকট হইতে পাওয়া গিয়াছে। নারায়ণ না নাকি প্রায় ৩টী ডাকাতী ও ৩টী হত্যাকাণ্ডে সংশ্লিষ্ট বলিয়া পুলিশ উহার সন্ধানে ব্যাপৃত ছিল। দুইটী দুর্দ্দান্ত দস্যুকেই মানসা পুলিশ থানায় আটক রাখা হইয়াছে।

ষড়যন্ত্রের মামলা

১৩ই নভেম্বর স্পেশ্যাল ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ টি আর কৃষ্ণস্বামী আয়েঙ্গারের আদালতে মাদ্রাজ ষড়যন্ত্র মামলার প্রাথমিক তদন্ত সমাপ্ত হইয়াছে। বিচারক ২০জন আসামীকে ভারতীয় দণ্ডবিধির ১২০ (খ) ধারা অনুসারে রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ডে ও ডাকাতের ষড়যন্ত্রে লিপ্ত বলিয়া হাইকোর্ট সেসনে সোপর্দ্দ করিয়াছেন। আসামীদের মধ্যে মুকুন্দলাল সরকার অন্যতম।

উক্ত মামলা সম্পর্কে দুই মাস হইল তদন্ত আরম্ভ হয়। ফরিয়াদী পক্ষের ৮৩ জন সাক্ষীর সাক্ষ্য গ্রহণ করা হইয়াছে হাইকোর্টের সেসন আসামীগণের পক্ষে প্রায় ৪৫ জন সাক্ষীর নামের তালিকা দাখিল করা হইয়াছে। উহার মধ্যে (অধুনা ভারতের বাহিরে) শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসুর নাম আছে।

বিহারের মন্ত্রীর সম্মান প্রদর্শন

বিহার উড়িষ্যার স্বায়ত্ত শাসন বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী অনারেবল স্যার গণেশ দত্ত সিং পাটনা বিশ্ববিদ্যালয় কম পক্ষে তিনলক্ষ টাকা দান করিয়াছেন। আগামী ২৫শে নবেম্বর বিশ্ববিদ্যালয়ের বার্ষিক কনভোকেশন উৎসব হইবে, ঐ উপলক্ষে তাহাকে ডি,এল উপাধিতে ভূষিত করা হইবে।

স্মরণ আছে যে, ১২ বৎসর আগে কংগ্রেসের প্রবল বাধা সত্ত্বেও স্যার গণেশ যখন মন্ত্রীগিরি লন তখন তিনি বলিয়াছিলেন যে, তিনি তাঁহার বেতনের তিন চতুর্থাংশ টাকা শিক্ষা ও অন্যান্য কার্য্যে ব্যয় করিবেন।

সৈন্যনিবাসে প্রহরী আক্রান্ত

প্রকাশ, কয়েকদিন পূর্ব্বে পিশন তহশিলের কুচালক নামক স্থানের নিকটবর্ত্তী হিন্দুচনা নামক স্থানের ছাউনীতে একজন গুর্খা সৈন্য পাহারা দিতে ছিল, এমন সময় একজন পাঠান ডাকাত তাহার বন্দুক কাড়িয়া লইবার উদ্দেশ্যে কুঠার হস্তে তাহাকে আক্রমণ করে। গুর্খা সৈন্যটি সামান্য আঘাত পাইয়াছে। পাঠানকে ধরা যায় নাই; সে পলাইয়া গিয়াছে।

বিষ্ণুপুরে রিভলভার প্রাপ্তি

রিভলভার প্রাপ্তি সম্পর্কে সুধাংশু দাস গুপ্ত দেবীদাস বিশ্বাস, করুণাময় সরকার ও শ্রীমান শম্ভুনাথ কর্ম্মকারের মামলার শুনানী ১৪ই নবেম্বর পর্য্যন্ত মুলতুবী রহিল। শ্রীমান সুধাংশুকুমারের বয়স ১৬ বৎসরের অধিক হইবে না। বিষ্ণুপুর মহকুমা হাকিম তাহার জামিন মঞ্জুর না করায় তাহাকে জেলীর হাজতে আবদ্ধ করিয়া রাখা হইয়াছে।

আরামবাগে ডাকাতি

এই জেলার আরামবাগ মহকুমায় আবার একটি ডাকাতি অনুষ্ঠিত হইয়াছে। থানাকুল থানার অন্তর্গত মহেশপতি শ্রীযুক্ত তিনকড়ি মণ্ডলের গৃহে উপরোক্ত ডাকাতি হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ।

প্রকাশ যে, প্রায় ১৭ জন ব্যক্তি টর্চ্চ প্রভৃতি লইয়া রাত্রি ২টার সময় মণ্ডলের গৃহে প্রবেশ করে। গোলমাল শুনিয়া, মণ্ডল বাহির হইয়া আসে এবং ডাকাতদিগকে চারি দিকে অসম্মত হইয়াছে প্রস্তুত হন। অতঃপর ডাকাতদল বাক্স, আলমারী এবং সিন্দুক ভাঙ্গিয়া নগদ টাকা ও অলঙ্কারাদি লইয়া গ্রামবাসীগণ ঘটনাস্থলে পৌঁছিবার পূর্ব্বেই পলায়ন করে। প্রকাশ যে, এতৎসম্পর্কে কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

কনেষ্টবলকে মারার জের

জনৈক পুলিশ কনেষ্টবলকে মারপিট করা সম্পর্কে হাওড়া শিবপুরের পুলিশ কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করিয়াছে।

প্রকাশ যে, আমতলা থানার নিকট আন্দুল রোডে জনৈক কনেষ্টবল কার্য্যে নিযুক্ত ছিল। সে একখানি মোটর খুব দ্রুত আসিতে দেখিতে পায় উক্ত মোটরখানি রাস্তার মোড় ঘুরিতে একটী টেলিগ্রাফের থামের সহিত ধাক্কা খায় ফলে মোটরখানির একটি অংশ চূর্ণ হইয়া যায় এবং আরোহিগণের মধ্যে কয়েকজন আহত হয়। অতঃপর উক্ত কনেষ্টবল মোটর চালকের নিকট তাহার লাইসেন্স চাহিলে সে উহা দিতে অস্বীকার করে। ইহাতে উক্ত কনেষ্টবল যখন মোটর চালককে থানায় লইয়া যাইতেছিল তখন কতকগুলি লোক ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইয়া কনেষ্টবলের সহিত বাদ-প্রতিবাদ করিতে থাকে। অতঃপর জনতা কয়েকজন কনেষ্টবলকে মারপিট করে।

মীরাটে গুরুতর দাঙ্গা

মোয়ানা হইতে একটী গুরুতর দাঙ্গার সংবাদ পাওয়া গিয়াছে প্রকাশ যে, ৩০, ৪০ জন লাঠি ও বল্লম লইয়া বিভিন্ন স্থানে কয়েক ব্যক্তিকে আক্রমণ করে; পূর্ব্ব হইতে উহাদের সঙ্গে তাহাদের শত্রুতা ছিল। তহশীল কাছারীর প্রাঙ্গণেও তাহারা কয়েকজনকে প্রহার করে। জনতাকে ছত্রভঙ্গ করিবার তহশীলদার বন্দুকের ফাঁকা আওয়াজ করেন; কিন্তু পুলিশ না আসা পর্য্যন্ত তাহারা ছত্রভঙ্গ হয় না।

আহত ব্যক্তিদের মধ্যে দুইজন [illegible] গিয়াছে। [illegible] করা হইয়াছে। দুই ঘটনার ফলে [illegible] সাধারণের মধ্যে বড় আতঙ্কের সৃষ্টি হইয়াছে।

মীরাট জিলার মিওয়ানা গ্রামে দুইদল মুসলমান মেষপালকের মধ্যে তুমুল দাঙ্গা হইয়া গিয়াছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। দাঙ্গার ফলে দুইজন নিহত ও কয়েকজন গুরুতর আহত হইয়াছে।

স্পেশ্যাল পুলিশ হইবার আদেশ অমান্যের জের

কাঁথি জাতীয় বিদ্যালয়ের ছাত্র এগ[…] থানার অন্তর্গত পাঁচরোলের শ্রীমান সন্তোষ কুমার মহাপাত্রের প্রতি স্পেশাল পুলি[…] কনেষ্টবল হইবার আদেশ দেওয়া হ[…] উক্ত আদেশ অনুসারে স্পেশাল পুলি[…] হইতে অস্বীকার করায়, তাঁহার প্রতি ২৫ টাকা অর্থদণ্ড অন্যথায় সাড়ে নয় মাস কার[…] দণ্ড করিয়াছে।

দুইটী চাকরের রহস্যজনক মৃত্যু

ব্রিটিশ মিলিটারী হাঁসপাতালের দুই ওয়ার্ডের চাকরের মৃত্যু অতিশয় রহস্যাবৃ[…] একজনকে হাঁসপাতালের আস্তাবলের সংল[…] স্থান হইতে অচৈতন্যাবস্থায় উঠাইয়া আ[…] আনা হইয়াছে এবং অপরটীকে চাকরদে[…] বাসায় পাওয়া গিয়াছে। হাঁসপাতালে [illegible] করিবার অল্পক্ষণ পরেই তাহারা মা[…] গিয়াছে।

বন্দী স্থানান্তরিত

জলপাইগুড়ির রাজবন্দী শ্রীযুক্ত [illegible] মজুমকে বহরমপুর ক্যাম্প হইতে খুল[না] জেলার অন্তর্গত শ্যামনগর থানায় অন্তরী[ণ] করা হইয়াছিল। গত ৮ই নবেম্বর তাহা[কে] শ্যামনগর হইতে খুলনার অন্তর্গত বাটিয়াঘা[টায়] অন্তরীণ করা হইয়াছে।

জয়পুর ডাকাতির জের

জয়পুর থানার অন্তর্গত [illegible] গ্রামে ডাকাতি সম্পর্কে অভিযুক্ত শ্রীমান দেবীদাস বিশ্বাস, শম্ভুনাথ কর্ম্মকার, বঙ্কিমচ[ন্দ্র] চৌধুরী, সিদ্ধেশ্বর সাহ, শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্র রায় (কুচিয়াকোল), যতীদাস, সরকা[র] বিমলচন্দ্র সরকার, বীরেন্দ্র সিংহ দেবী কালিদাস সরকারের মামলার শুনানি ১৩ই নবেম্বর ধার্য্য হইয়াছে। শ্রীম[ান] বিমল সরকারের বিরুদ্ধে বাঁকুড়া ডাকা[তি] সম্পর্কে আর একদফা অভিযোগ আ[না হইয়াছে] বলিয়া প্রকাশ। শ্রীমান যতীদাস সরকা[র] বিমল সরকার, বীরেন্দ্র সিংহ দেব ও শ্রী[মান] কালিদাস, সরকারের জামিনের আবে[দন] বিষ্ণুপুর মহকুমা হাকিম মঞ্জুর করিয়াছে[ন।] তাহাদিগকে মেদিনীপুর সেন্ট্রাল জে[লে] আবদ্ধ করিয়া রাখা হইয়াছে। [illegible] সকলে জামিনে মুক্ত আছে।

তারের ঠিকানা— 'শ্রীধাম' নবদ্বীপ
রেজেষ্টার্ড অফিস— শ্রীচৈতন্যমঠ— পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

দৈনিক

REG. C. 544

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩৷৽
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র।

সাহায্যের হার
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸৽
মাসিক ১৲
নগদ
প্রতি সংখ্যা ৫

নদীয়া-প্রকাশ

THE NADIA-PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৮ম খণ্ড সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বেদান্তবাচস্পতি [২১৮শ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর— ৪ঠা অগ্রহায়ণ সোমবার ১৩৪০, ২০শে নভেম্বর ১৯৩৩

গৃহস্থের নিকট বন্দুক দাবী

গত বৃহস্পতিবার রাত্রে তিনটী যুবক বাংলার শ্রীযুক্ত ললিত তোপাদারের বাড়ী যাইয়া তাঁহার বন্দুকটী তাহাদিগকে দিয়া দিবার জন্য দাবী জানায়। উক্ত যুবকত্রয়ের দুইজনের হাতে নাকি রিভলভার ছিল উহারা নাকি বন্দুকটী জন্য মোটা টাকাও দিতে চাহে।

শ্রীযুত তোপাদার তাহার ভাইপোকে খবর দিবার জন্য বাড়ীর মধ্যে চলিয়া যান। ইতিমধ্যে যুবকত্রয় সরিয়া পড়ে। এতৎ সম্পর্কে নেত্রকোনা কোর্ট ষ্টেশনে জনৈক বাঙ্গালী যুবককে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

ট্রেণে মৃতদেহ আবিষ্কার

গত শুক্রবার আপ মোগলসরাই প্যাসেঞ্জারের একখানি গাড়ী হইতে বস্ত্রাচ্ছাদিত একজন মধ্যবয়সী হিন্দুর মৃতদেহ পাওয়া যাওয়াতে রেলওয়ে ষ্টেশনে অত্যন্ত চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইয়াছিল। মধ্য প্রদেশ নেটিভ ষ্টেটের একদল সৈন্য ঐ গাড়ী হইতে মৃতদেহটি আবিষ্কার করে। ঘটনাটি তৎক্ষণাৎ ষ্টেশন মাষ্টারকে জানান হয়; তিনি অনেক চেষ্টার ফলে কুলীদের দ্বারা মৃত দেহটি গাড়ী হইতে নামাইতে সমর্থ হন। সৈন্যগণকে প্রশ্ন করাতে তাহারা বলে যে, তাহারা লোকটিকে গাড়ীতে উঠিতে দেখে নাই। তাহাদের মধ্যে একজন প্রক্ষালনাগারে যাইবার সময় মৃতদেহটি লক্ষ্য করে।

গান্ধীজীর মীরাট ভ্রমণ

আর্য্যসমাজ-মন্দিরে স্থানীয় অভ্যর্থনা কমিটির এক সভা হয়। বাবু রূপচাঁদ সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। সভায় গান্ধীজীকে তাঁহার ভারত পরিভ্রমণ কালে মীরাটে আমন্ত্রণ করিবার প্রস্তাব গৃহীত হয়। তদুপরি উক্ত কমিটী আগামী ১৭ই নবেম্বর তারিখে লালালাজপত রায় দিবস উদ্‌যাপন করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। এই সময় সহরের নানা স্থানে সভা-সমিতি ইত্যাদির অনুষ্ঠান হইবে।

গড়ের মাঠে আত্মহত্যা

সোমবার প্রত্যুষে কলিকাতায় গড়ের মাঠে মহাযুদ্ধে নিহত সৈন্যদের স্মৃতিস্তম্ভের নিকটে অনাদি মুখুয্যে নামক যে যুবকের মৃতদেহ পাওয়া গিয়াছে, সে "চুঁচুড়া বার্ত্তাবহ" নামক সাপ্তাহিক পত্রের সম্পাদক শ্রীযুক্ত নিতাইচাঁদ মুখুয্যের জ্যেষ্ঠ পুত্র।

মৃত যুবক কয়েকখানা বাঙ্গলা পুস্তক প্রণয়ন করিয়াছিল এবং হুগলী জেলার ৫ শত সৎ ব্যক্তির জীবনী প্রকাশ করিয়াছিল।

দেবকী বাবুর স্বাস্থ্য

পাটনার বিখ্যাত এডভোকেট শ্রীযুক্ত দেবকী প্রসাদ সিংহ গত শনিবার গুরুতরভাবে আহত হইয়া জেনারেল হাঁসপাতালে অজ্ঞান অবস্থায় আছেন। সকালে দেখা গিয়াছে যে, তাঁহার অবস্থা উন্নতির দিকে যাইতেছে।

তাঁহার মাথা ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল, এবং তাঁহার শরীরের বাম অঙ্গ প্রায় অবশ হইয়া গিয়াছে।

রাজবন্দীর মুক্তি

ব্রাহ্মণবাড়িয়ার বিশিষ্ট কংগ্রেস কর্ম্মী ও ব্রাহ্মণবাড়িয়া বারের উকীল শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্র গুহঠাকুর এম, এ, বি, এল, দুই বৎসর কারাদণ্ড ভোগান্তে গত ৪ঠা নবেম্বর কুমিল্লা জেল হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছেন। কয়েক দিন পূর্ব্বেই হিজলি স্পেশাল জেল হইতে তাঁহাকে এই জেলে আনা হইয়াছিল।

শ্রীযুক্ত দেবেন বাবুর স্বাস্থ্য একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে।

ইংলণ্ডে বাঙ্গালী বৈমানিক

মিঃ ডি, কে, রায় তাঁহার নিজস্ব বিমানপোত চালাইয়া লিম্পন হইতে ক্রকল্যাণ্ডে যাইতেছিলেন, কিন্তু পথিমধ্যে রাত্রে ক্রয়ডন বিমান ঘাটীতে তিনি দুর্য্যোগপূর্ণ আবহাওয়ার মধ্যে নামিতে চেষ্টা করেন এবং ফলে, তাহার পোতটি ভাঙ্গিয়া পড়িয়া যায়। মিঃ রায়ের মুখ জখম হইয়াছে এবং তাঁহার বিমানপোত ভগ্ন হইয়াছে।

ডাঃ আলমের পক্ষ সমর্থন

১৪ই নবেম্বর ১২ টায় হাইকোর্ট বার-এসোসিয়েসনের এক জরুরী সভায় সর্ব্বসম্মতিক্রমে এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে যে, হাইকোর্ট বার এসোসিয়েসনের ভূতপূর্ব্ব ভাইস প্রেসিডেন্ট ডাক্তার মহম্মদ আলমের বিরুদ্ধে পেটাস পেটেন্টের ৮ ধারানুসারে যে মামলা আনীত হইয়াছে ঐ মামলায় এ্যাডভোকেট মিঃ মালিক বরকত আলী ও মিঃ জগন্নাথ অগ্রবাল ডাঃ আলমের পক্ষ সমর্থন করিবেন।

গ্রেপ্তার

কাসিয়াবাদের অবিনাশ মজুমদার বিপ্লবী বলিয়া এক ব্যক্তির সহিত পত্র ব্যবহার করিবার অভিযোগে তাহার প্রতি প্রযুক্ত দণ্ডাজ্ঞার বিরুদ্ধে আপীল করাতে মুক্তিলাভ করে। তাহাকে সম্প্রতি গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। প্রকাশ যে তাহাকে সংশোধিত ফৌজদারী আইন অনুসারে আটক রাখা হইয়াছে।

বিনয়েন্দ্র সেন নামক চট্টগ্রাম কলেজের তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীর জনৈক ছাত্র সংশোধিত ফৌজদারী আইন অনুসারে গ্রেপ্তার হইয়াছে।

নোটীশ

মোঃ নদীয়া কালেক্টারী

এতদ্দ্বারা সর্ব্বসাধারণের অবগতির জন্য এই নোটীশ দেওয়া যায় যে, বাকী সেস্‌ রাজস্ব ও সেসের দায়ে জিলা নদীয়া ও পাবনা স্থিত নিম্নলিখিত ক্রোকবদ্ধ মিঃ সুরেন্দ্র নাথ ঠাকুর মহাশয়ের তৌজিগুলি মাননীয় রেভেনিউবোর্ডের ১০ই অক্টোবর ১৯৩৩ তারিখের আদেশ অনুযায়ী আগামী তারিখ ১লা ডিসেম্বর ১৯৩৩ সামিল বাংলা ১৫ই অগ্রহায়ণ ১৩৪০ সাল হইতে ক্রোকমুক্ত করা গেল এবং নিম্নলিখিত মোকর্দ্দমায় মাননীয় কলিকাতা হাইকোর্টের নিযুক্ত রিসিভার-হস্তে উক্ত ক্রোকমুক্ত সম্পত্তি ১।১২।৩৩ তারিখ হইতে ন্যস্ত হইল।

নদীয়া কালেক্টারী—

৩৪৪০, ৩৪৩১, ৩৪৪৩, ৩৪৬৯, ৩৪৬৯/১৮, ৩৪৭০/৪, ৩৪৭০/০, ৩৬৩৫/০, ৩৬৩৫/১, ৩৮০৪, ৩৪৩০,

পাবনা কালেক্টারী—

১৮৪২,

১৯৩০ সালের
মোকদ্দমা নং ২৭৮
শ্রীমতী প্রমথরঞ্জিনী রায়চৌধুরাণী দিং
ডিক্রিদারগণ
বনাম
মিঃ সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর—
দেনদার

ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

৪ঠা অগ্রহায়ণ সোমবার, ১৩৪০

শুনা যায়, জার্ম্মাণীর নবনির্বাচন শেষ হইতে না হইতেই অস্ত্রসজ্জা আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। জাপান ও আমেরিকার ও তাঁহাদের নৌ সম্ভার বাড়াইয়াছে, ইংলণ্ড এতদিন নিশ্চেষ্ট ছিলেন। কিন্তু এখন আর সমর সম্ভার বৃদ্ধি না করিয়া থাকিতে পারিতেছেন না। পার্লামেণ্টের কমন্স সভা আগ্রহের সহিত বিবেচনাপূর্ব্বক স্থির করিয়াছেন যে, তাঁহারা ১৯৩৩ সালে তিনখানা নূতন ক্রুজার প্রস্তুত করিবেন। এদিকে ফরাসী-মন্ত্রী পল বঙ্কুর বলিতেছেন, জার্ম্মাণ জাতীয়তাবাদের উন্মাদ উত্তেজনায় ইউরোপের সমস্ত শক্তি বিপন্ন হইয়া উঠিয়াছে। ফ্রান্সের কোন কোন সংবাদপত্র ইতিমধ্যেই জার্ম্মাণী অধিকার করিবার জন্য ফরাসীদিগকে উপদেশ দিতে আরম্ভ করিয়াছে। বিশ্বশান্তি আর কত দূরে?

ব্রিটিশ উপনিবেশ সচিব মিঃ টমাস ১৪ই নবেম্বর পার্লামেণ্টের কমন্স সভায় দুঃখ প্রকাশ করিয়া বলিয়াছেন, মিঃ ডি, ভ্যালেরার উদ্দেশ্য হইল আয়র্লণ্ডে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা, এমন প্রস্তাব আমরা কিছুতেই গ্রহণ করিতে পারি না। ফ্রী ষ্টেটের লোকেরা নিজেদের ইচ্ছায় ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের নাগরিক অধিকারের সুবিধা হারাইতে বসিয়াছে, সাম্রাজ্যের সহিত ব্যবসার সুবিধাও তাহারা ভোগ করিতে পারিবে না, একথা যেন তাহারা স্মরণ রাখে। ফ্রীষ্টেট বাণিজ্যে সাম্রাজ্যের মধ্যে স্বাধীনভাবে চলিতে পারে, গবর্ণমেণ্ট এইরূপ ইচ্ছাই পোষণ করেন। মাল্টাতে উপনিবেশ সচিব মহাশয়ের সে শুভ ইচ্ছা কার্য্যে পরিণত হইয়াছে?

ল্যাঙ্কাশায়ার হইতে যে বৃটিশ প্রতিনিধিদল ভারতে আসিয়াছিলেন, তাঁহারা বিলাতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন। ম্যাঞ্চেষ্টারের এক সভায় তাঁহারা তাঁহাদের রিপোর্টে বলিয়াছেন, সকল বাণিজ্য-প্রতিষ্ঠান হইতেই ভারতবর্ষে এইরূপ প্রতিনিধিদল প্রেরণ করা উচিত। সেদিন বোম্বাইয়ের নব নির্ব্বাচিত লাট লর্ড ব্রাবোর্ণও বিলাতী বণিকদিগকে ভারতবর্ষে দলে দলে প্রতিনিধি প্রেরণ করিতে বলিয়াছিলেন। এখন প্রত্যেক প্রতিনিধিদল ভারতে আসিয়া যদি মিঃ মোদীর ন্যায় বিশ্বস্ত বন্ধু সংগ্রহ করিয়া ভারতের স্বার্থের বিনিময়ে নিজেদের শুল্ক সুবিধা লাভেরই সুযোগ দেখেন তাহা হইলেই বন্ধুত্ব পাকাপাকি হইবে।

ল্যাঙ্কাশায়ারের প্রতিনিধিগণ তাঁহাদের রিপোর্টে বলিয়াছেন—সাম্রাজ্যের মধ্যে পরস্পরের আদান প্রদানমূলক বাণিজ্য-নীতি গড়িয়া তুলিতে হইলে বিভিন্ন গবর্ণমেণ্টের ভিতর বাণিজ্য শুল্কের দর কষাকষি ছাড়াও অন্য কিছু আবশ্যক। খুবই ভাল কথা কিন্তু নিজেদের স্বার্থটাই শুধু দেখিলে ঐ যে 'অন্য কিছু' নিশ্চয়ই তাহার পথ প্রশস্ত হয় না। ল্যাঙ্কাশায়ারী-মোদী চুক্তিকে ভারতবাসীরা কিভাবে গ্রহণ করিয়াছে, ল্যাঙ্কাসায়ারের প্রতিনিধিগণ সে খোঁজও যে কিছু রাখেন তাহা নহে। 'অন্য কিছু'র খোঁজ হইতেছে সে খোঁজ কিছু কিছু পাইবার সম্ভাবনা

কলিকাতা হাইকোর্টের মাননীয় বিচারপতি মিঃ টি, আমীর আলী আগামী ২৪শে নবেম্বর হইতে দীর্ঘকালের জন্য ছুটি লওয়ায় তাঁহার স্থলে শ্রীযুত অশোককুমার রায় বিচারপতি নিযুক্ত হইয়াছেন। শ্রীযুত রায় হাইকোর্টের ভূতপূর্ব্ব বিচারপতি পরলোকগত স্যার চন্দ্রমাধব ঘোষের দৌহিত্র। তিনি লব্ধপ্রতিষ্ঠ ব্যবহারজীবী এবং বাঙ্গলা গবর্ণমেণ্টের ষ্ট্যাণ্ডিং কাউন্সেল। স্যার নৃপেন্দ্রনাথ সরকার বিলাতে গেলে তিনি কিছুকাল এ্যাডভোকেট জেনারেলের পদেও কার্য্য করিয়াছিলেন। শ্রীযুত রায় ইতিপূর্ব্বে আর একবার হাইকোর্টের বিচারপতির পদে অস্থায়িভাবে নিযুক্ত হইয়াছিলেন, সেই সময়েই তিনি বিচারপ্রার্থী জনসাধারণ ও আইনজীবী সকলেরই শ্রদ্ধা অর্জ্জন করেন। এবারেও তাঁহার ন্যায় যোগ্য ব্যক্তির এই পদলাভে সকলেই যে প্রীত হইবেন বলিয়াই আমরা আশা করি।

ব্রাহ্মণবাড়িয়া, কালিগঞ্জ হইতে এক বৃদ্ধ ভদ্র লোকের শোচনীয় মৃত্যুর সংবাদ পাওয়া গিয়াছে।

রবিবার প্রত্যূষে পুলিশ অবসরপ্রাপ্ত পোষ্টমাষ্টার শ্রীযুক্ত গোকুলচন্দ্র চক্রবর্ত্তীর বাড়ীতে তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র নীরদচন্দ্র চক্রবর্ত্তীর জন্য হানা দেয়। বৃদ্ধ ভদ্রলোকটী সেই সময় স্নানের ঘাটে ছিলেন, তাঁহাকে ঐ সংবাদ জানান হয়, কিন্তু তাঁহার আসিতে বিলম্ব দেখিয়া সন্দেহ হয় পরে তাঁহাকে অজ্ঞানাবস্থায় ঘাটে পড়িয়া থাকিতে দেখা যায় তাঁহাকে গৃহে আনয়ন করার অল্পক্ষণ পরেই তাঁহার মৃত্যু হয়।

প্রকাশ যে, নীরদকে পুলিশ থানায় লইয়া গিয়াছিল। কিন্তু পরে ছাড়িয়া দিয়াছে।

টাকার মূল্য কি সত্যই বেশী?

এক কথায় বলিতে গেলে বর্ত্তমান বৎসরের ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্যের গতি হইতে দেখা যাইতেছে যে, ভারতের রপ্তানি বাণিজ্য যে পরিমাণে বৃদ্ধি পাইতেছে তাহা অপেক্ষা আমদানী বাণিজ্য অধিক পরিমাণে হ্রাস পাইতেছে। শ্রীযুত সরকার টাকার মূল্য বেশী এই অভিমত প্রকাশ করিবার জন্য গত বৎসরের ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্যের হিসাব নিকাশের উপর নির্ভর করিয়াছেন। কিন্তু ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্যের গতি যখন গত বৎসরের তুলনায় সম্পূর্ণ বিভিন্নরূপ ধারণ করিয়াছে, তখন কি শ্রীযুক্ত সরকার টাকার মূল্য বেশী প্রমাণ করিবার জন্য যে অর্থনীতির সংস্কার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন, সেই সংস্কারের উপর নির্ভর করিয়া এখনও বলিবেন যে টাকার মূল্য বেশী আছে?

গত কয়েক বৎসরে আমাদের আমদানী বেশী হইয়াছে বলিয়াই টাকার মূল্য নিশ্চয়ই বেশী এই কথা বলিলে একটু অন্যায় বলা হইবে। রপ্তানির অনুপাতে আমদানীর হ্রাস না হওয়ার আরও কয়েকটী কারণ আছে এবং টাকার মূল্য বেশী—এই অভিমত প্রকাশ করিবার পূর্ব্বে সেই সকল কারণগুলিও বিবেচনা করা দরকার। আমি কারণগুলি দেখাইতেছি। প্রথমতঃ ভারতবর্ষ বিদেশে কৃষিজাত দ্রব্য বিক্রয় করিয়া থাকে এবং বিদেশ হইতে শিল্পজাত দ্রব্য ও কলকারখানার সামগ্রী কিনিয়া থাকে। সকলেই জানেন যে, বিশ্বব্যাপী আর্থিক দুর্গতির ফলে শিল্পজাত দ্রব্যের মূল্য হ্রাসের তুলনায় কৃষিজাত দ্রব্যের মূল্য অধিক পরিমাণে হ্রাস পাইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ ভারতবর্ষে কাপড়ের কল চিনির কল প্রভৃতি স্থাপন করিবার জন্য এবং মোটর বাসের চলাচল বৃদ্ধি পাওয়ায় জন্য কলকারখানার সামগ্রী ও মোটর বাস আমদানী বিশেষ হ্রাস হয় নাই। তৃতীয়তঃ রাসায়নিক দ্রব্য লবণ প্রভৃতির আমদানী খুব হ্রাস হয় নাই। চতুর্থতঃ জাহাজ ভাড়া কৃষিজাত দ্রব্যের মূল্য হ্রাস হওয়া সত্ত্বেও বিশেষ হ্রাস হয় নাই, যাহার জন্য বিদেশী ক্রেতা তাহাদের ক্রয় ক্ষমতার স্বল্পতাহেতু বেশী দাম দিয়া আমাদের জিনিষ কিনিতে পারিতেছে না। পঞ্চমতঃ গত কয়েক বৎসর জগতের অন্যান্য কৃষিপ্রধান দেশ বৈজ্ঞানিক উপায় অবলম্বন করিয়া কৃষিজাত দ্রব্য উৎপাদনের খরচ কমাইয়া ফেলায় জন্য ভারতকে উহাদের প্রতিযোগিতায় সস্তা দরে মাল বিক্রয় করিতে হইতেছে। এই সকল কারণগুলি বিশেষ মনোযোগ দিয়া বিবেচনা করিলে সকলেই বুঝা যাইবে কেন ভারতের রপ্তানি গত দুই তিন বৎসর আমদানীর অনুপাতে অধিক পরিমাণে হ্রাস পাইয়াছে।

বৃটিশ মুদ্রার ভবিষ্যৎ

কারেন্সীলীগের উদ্যোক্তাগণ বলিতেছেন যে যদি ভবিষ্যতে বৃটিশ মুদ্রার মূল্য বৃদ্ধি পায় তাহা হইলে টাকার মূল্যও বৃদ্ধি পাইবে। কিন্তু সেক্ষেত্রে হয়ত ভারতীয় জিনিষের মূল্য টাকার মূল্য বৃদ্ধির সহিত সমতা রক্ষা করিয়া চলিতে পারিবে না। কিন্তু শ্রীযুক্ত সরকার তাঁহার রিজার্ভ ব্যাঙ্ক বিল সম্পর্কিত বিবৃতিতে নিজেই স্বীকার করিয়াছেন যে, "ইংলণ্ডের কর্তৃপক্ষ ভবিষ্যৎ মুদ্রা নীতি সম্পর্কে স্থির করিয়াছেন যে, তাঁহারা কিছুতেই ব্রিটিশ মুদ্রার স্বর্ণমূল্য বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে দিবেন না।" কাজেই এই বিষয় লইয়া কারেন্সীলীগের উদ্যোক্তাগণের মাথা ঘামাইবার দরকার নাই।

ব্যয়সঙ্কোচের প্রশ্ন

শ্রীযুত সরকার বলিয়াছেন যে, অবশ্য টাকার মূল্য হ্রাসের ফলে ভারতকে বিদেশে যে টাকা পাঠাইতে হয় তাহার পরিমাণ বাড়িবে। কিন্তু এই অতিরিক্ত টাকার জন্য ট্যাক্স বৃদ্ধি করিবার আবশ্যক হইবে না, ভারত সরকারের ব্যয়সঙ্কোচ করিলেই চলিবে। ব্যয় সঙ্কোচের প্রস্তাব করা যত সহজ উহা কার্য্যে পরিণত করা যে তত সহজ নহে, তাহা আমরা বিভিন্ন ব্যয়সঙ্কোচ কমিটির রিপোর্টের অবস্থা হইতেই বুঝিতে পারি। গত অটোয়া বৈঠকে রাজস্ব সচিব সার জর্জ্জ সুষ্টার বলিয়াছেন যে, "খরচ কমান সম্ভবপর নয় বলিয়াই তাঁহাকে আরও ট্যাক্স বসাইতে হইয়াছে।" অবশ্য কেহই ইহা অস্বীকার করিবেন না যে, সরকারের পক্ষে ব্যয় সঙ্কোচ করা সম্ভব এবং মন্ত্রীদের হাতে টাকা দেওয়ার জন্য উহা একান্ত আবশ্যক। কিন্তু ব্যয় সঙ্কোচের টাকা যদি বিলাতী দেনার ঘাটতি পূরাইতেই যায়, তাহা হইলে শিক্ষা স্বাস্থ্য প্রভৃতি বিভাগ কোথা হইতে আর টাকা পাইবে।

ফেডারেল গবর্ণমেণ্ট

বিশ্বরাষ্ট্র সঙ্ঘের মতে মুদ্রা-মূল্য হ্রাসের ফলে ঋণী দেশ সমূহের বাজেটের আয় ব্যয়ের সমতা রক্ষা করা কঠিন হইয়া উঠে। ভারতবর্ষ একটি ঋণী দেশ, কাজেই তাহার বাজেটের মধ্যে যে বৈলক্ষণ্য ঘটিবে তাহা সন্দেহ নাই। কিন্তু এদিকে হোয়াইট পেপারের একটী সর্ত্ত অনুসারে ভারতের বাজেটে আয়ব্যয়ের মধ্যে যদি বৈলক্ষণ্য ঘটিবার আশঙ্কা থাকে, তাহা হইলে নূতন শাসন সংস্কার প্রবর্ত্তন করা হইবে না এবং পুনরায় ঐ সম্বন্ধে বিবেচনা করিবার জন্য গোলটেবিল বৈঠক বসাইতে হইবে। কাজেই মুদ্রা মূল্য হ্রাস করিবার প্রস্তাব করিবার পূর্ব্বে এই কথাটীও ভাবিয়া দেখা দরকার।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক
-পারমার্থিক পত্র-
শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশ
তনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনম্,
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং
প্রেমা পুমর্থো মহান্,
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং
তত্রাদরো নঃ পরঃ॥

৮ম বর্ষ | ১৮ কেশব গৌরাব্দ ৪৪৭, ৪ঠা অগ্রহায়ণ বঙ্গাব্দ ১৩৪০, ২০শে নভেম্বর ইং ১৯৩৩, সোমবার | ২১৮ তম সংখ্যা

পাটনা সৎশিক্ষা-প্রদর্শনী

দ্বারভাঙ্গার মহারাজাধিরাজ-কর্ত্তৃক দ্বারোদ্ঘাটন

শত শত বিশিষ্ট দর্শকের সমাবেশ

ইহা নিশ্চয়ই শুভ-সংবাদ যে, পাটনা-সহরে শ্রীগৌড়ীয়মঠ কর্ত্তৃক যে সৎশিক্ষা-প্রদর্শনীর কথা বিজ্ঞাপিত হইয়াছিল, গত ১৪ই নভেম্বর মঙ্গলবার অপরাহ্ণ ৪॥ ঘটিকার সময় পাটনা সহরে আহূত একটী সভায় দ্বারভাঙ্গার মহারাজাধিরাজ সার কামেশ্বর সিং বাহাদুর কে, সি, আই, ই, কর্ত্তৃক সেই প্রদর্শনী উন্মুক্ত করা হইয়াছে। সভা-মণ্ডপটী অতি সুন্দরভাবে সজ্জিত করা হইয়াছিল এবং তথায় পাটনা সহরের বহু শিক্ষিত ব্যক্তির সমাবেশ হইয়াছিল। পাটনার গোল-ঘরের নিকট প্রদর্শনীর জমির অতি সন্নিকটে ঐ মণ্ডপ নির্ম্মিত হইয়াছিল। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভারতী মহারাজ ও মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ অতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (শ্রীবিশ্ব-বৈষ্ণবরাজসভার সম্পাদক) মহারাজাধিরাজ বাহাদুরকে সভামণ্ডপের তোরণদ্বারে অভ্যর্থন করেন। মণ্ডপের মধ্যে তৎকালে সুগায়কগণ কর্ত্তৃক সুমিষ্ট পদাবলী গীত হইয়াছিল।

তৎপরে মহারাজাধিরাজ বাহাদুরের নিকট শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রধান প্রধান সভ্য-গণকে পরিচিত করান হইলে পর এবং তাঁহাকে সভাপতির আসনের নিকট লইয়া যাইলে তিনি মিশনের সভাপতি ও বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর কর্ত্তৃক অভ্যর্থিত হন।

মহারাজাধিরাজ আসন গ্রহণ করিলে মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ ভাগবতরত্ন তাঁহার গলদেশে পুষ্পমাল্য অর্পণ করেন এবং সভার প্রারম্ভে পণ্ডিত শ্রীপাদ হরিপদ বিদ্যারত্ন এম-এ,বি-এল মহোদয় সুমিষ্টস্বরে একটী প্রারম্ভিক গীতি গান করেন। তৎপর পণ্ডিত শ্রীপাদ অতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সভাপতিকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য একটী বক্তৃতা প্রদান করেন। তারপর রৌপ্যনির্ম্মিত সুন্দর কৌটায় পূরিত ইংরাজী ভাষায় ও সংস্কৃত ভাষায় লিখিত একটী উপযুক্ত অভিনন্দন-পত্র মহারাজাধিরাজ বাহাদুরকে অর্পণ করা হয়। সেই অভিনন্দন-পত্রে মিথিলার এবং দ্বারভাঙ্গার রাজকীয় সংসারের ঐতিহ্য ও গৌরবের অনেক কথা আলোচিত হয় এবং শ্রীগৌড়ীয়মঠের কার্য্যকলাপ ও উদ্দেশ্য সম্বন্ধে অভাবনীয় সৎশিক্ষা-প্রদর্শনীর বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে অনেক কথা আলোচিত হয়। তৎপরে মহারাজা-ধিরাজ বাহাদুর সভাস্থ আনন্দধ্বনির মধ্যে দণ্ডায়মান হইয়া তাঁহার স্বাভাবিক উন্নত গাম্ভীর্য্যের সহিত একটী বক্তৃতা প্রদান করেন।

দ্বারোন্মোচন-সময়ে বহু শিক্ষিত ও সজ্জন ব্যক্তি প্রদর্শনীদ্বারে উপস্থিত ছিলেন। তন্মধ্যে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

আমওয়ানের রাজা, সুরজপুরের রাজা, মিঃ সচ্চিদানন্দ সিংহ, ব্যারিষ্টার, বাবু দীপ-নারায়ণ সিংহ, জমীদার এম-এল-সি, রায় শ্যামনন্দন সাহাই বাহাদুর এম এল-সি, মজঃফরপুর মিউনিসিপ্যালিটীর চেয়ারম্যান রায় বারিজরাজ কিসন, জমিদার এম-এল-সি, বাবু রাজেশ্বরী সিংহ, এম এল সি, চেয়ারম্যান ডিঃ বোর্ড পাটনা, দি অনারেবল রায় বাহাদুর, রাধাকৃষ্ণ জালান জমিদার ও ব্যাঙ্কার, বাবু রামকৃষ্ণ ঝা, এম, এল, এ, রায় বাহাদুর অমরনাথ চাটার্জ্জি রিঃ ডিঃ জজ, রায় বাহাদুর সুরেন্দ্রপ্রসাদ মুখার্জ্জি, রিঃ ডিঃ জজ, রায় সাহেব শিবপ্রিয় চাটার্জ্জি ডিঃ সেসন জজ, রায় বাহাদুর চুনিলাল রায় আবগারী বিভাগের রিঃ ডিপুটী কমিশনার, বাবু অতুলচন্দ্র সোম, ডিপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট, রায় সাহেব উপেন্দ্রনাথ মুখার্জ্জি এসিস্‌টেন্ট সেক্রেটারী এরিগেসান ডিপার্টমেন্ট, রায় বাহাদুর অমরেন্দ্রনাথ দাস ডিপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট, মিঃ এল, কে, শীল, পি, এ, কমিশনার বাহাদুর, রায় সাহেব ননীগোপাল ভট্টাচার্য্য এক্‌জিকিউটিব ইঞ্জিনিয়ার, বাবু পরেশচন্দ্র মজুমদার এ্যাসিস্‌টেন্ট সেক্রেটারী এডুকেশন ডিপার্টমেন্ট, রায় সাহেব অন্নদা প্রসাদ ঘোষ রেজিষ্টার জুডীশিয়াল ডিপার্টমেন্ট, মিঃ বৈকুণ্ঠ নাথ মিত্র য়্যাড্‌ভোকেট, রায় বাহাদুর মিহিরনাথ রায় য়্যাড্‌ভোকেট, বাবু অরুণ কুমার রায় য়্যাড্‌ভোকেট, মিঃ অমলকৃষ্ণ মিত্র, ব্যারিষ্টার, বাবু মুরারী প্রসাদ, ব্যারিষ্টার, মিঃ লক্ষ্মীকান্ত ঝা, ব্যারিষ্টার, বাবু সুধাচরণ ভট্টাচার্য্য জমিদার, মিঃ এস, এস, প্রসাদ, ব্যারিষ্টার, জমিদার, সেক্রেটারী বি, এন, কলেজ কাউন্সেল, মিঃ মনোহর লাল, ব্যারিষ্টার, মিঃ নাগেশ্বর প্রসাদ, য়্যাডভোকেট, মিঃ জাটী প্রসাদ য়্যাড্-ভোকেট, মিঃ এ, কে, রায় য়্যাড্‌ভোকেট, মিঃ বি, এল, লাল য়্যাডভোকেট, প্রফেসার ডিঃ এন, সেন, প্রফেসার বিমান বিহারী মজুমদার, পি, আর, এস, প্রফেসার এস, এন ভট্টাচার্য্য, প্রফেসার ডি, এল, ভট্টাচার্য্য, প্রফেসার এস, জি, মুখার্জ্জি, প্রফেসার বি, কে, চৌধুরী, প্রফেসার ডব্‌লিউ, সি, দত্ত, প্রফেসার বংশীধর ঘোষ, প্রফেসার এম, এন, দে, রায় সাহেব ডাক্তার কে, এন, বাকচি গবর্ণ-মেণ্ট ক্যামিকেল এক্‌জামিনার, প্রফেসার এস, এল, দাস বর্ম্মা, বাবু বিমানবিহারী বসু, রায়সাহেব বেচুনারায়ণ লাল, হেডমাষ্টার পাটনা কলেজিয়েট স্কুল, রায় সাহেব রাধা-কান্ত দত্ত, রেজিষ্টার পি, ডব্‌লিউ ডি, বাবু চারুচন্দ্র কোয়ারী, রেজিষ্টার সিভিল-কোর্ট পাটনা, বাবু নন্দকিশোর চৌধুরী সব-জজ, নাগেশ্বর দেওয়ান, ইন্‌কমট্যাক্স অফি-সার, বাবু এস, এল, সাহাই আবগারী ডিপার্টমেণ্ট, বাবু বসন্তকুমার মিত্র বি-এল, সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট, বাবু বিভূতিভূষণ ঘোষ ষ্ট্যাম্প প্রপ্রাইটার, বাবু কালিপ্রসাদ সরকার হেড এ্যাসিষ্টাণ্ট ইংলিশ ডিপার্টমেণ্ট হাই-কোর্ট, বাবু অবিনাশচন্দ্র দে, সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট হাইকোর্ট, বাবু কামাখ্যাচরণ মুখার্জ্জি হেড এ্যাসিষ্টেণ্ট এডুকেশন ডিপার্টমেণ্ট বিহার উড়িষ্যা, বাবু মৃত্যুঞ্জয় চাটার্জ্জি হেড এ্যাসি-ষ্টেণ্ট পাটনা ইউনিভারসিটি, বাবু আর, সি, মুখার্জ্জি সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, জে, সি, গুহ, বাবু তেজেন্দ্র নাথ গুপ্ত।

ড়ীয়মঠে শ্রীল প্রভুপাদ

পাটনা হইতে প্রেরিত তারের সংবাদে প্রকাশ, শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার সভাপতি প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর উক্ত রাজসভার সম্পাদক ও প্রচারক-গণ সহ গত ১৭ই নভেম্বর প্রাতে পাটনা হইতে রওনা হইয়া শিয়ালদহ এক্সপ্রেসে সন্ধ্যার পরে কলিকাতা গৌড়ীয়মঠে শুভ-বিজয় করিয়াছেন।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১৮ কেশব সর্ব্বশিব সঙ্কর্ষণ

শ্রীল জগবন্ধু ভক্তিরঞ্জন

সর্ব্বশাস্ত্র-শিরোমণি অমল-প্রমাণ শ্রীমদ্‌ভাগবত বলিয়াছেন,—

"তস্মাদেকেন মনসা ভগবান্ সাত্বতাং পতিঃ।
শ্রোতব্যঃ কীর্ত্তিতব্যশ্চ ধ্যেয়ঃ
পূজ্যশ্চ নিত্যদা॥"

অর্থাৎ মানবগণের স্বধর্ম্মের চরম ফল যখন শ্রীহরির সন্তোষ-বিধান, তখন মানবগণের সর্ব্বক্ষণ একান্তভাবে ধর্ম্মার্থ-কাম-মোক্ষবাঞ্ছাশূন্য হইয়া ভক্তজন-পালক ভগবান্ শ্রীহরির শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ ও পূজা করা কর্ত্তব্য। আবার সেই ভগবানই যখন বলিতেছেন,—"মদ্ভক্তপূজাভ্যধিকা" অর্থাৎ ভগবানের পূজা হইতে তাঁহার ভক্তের পূজা বড়, তখন আজ আমরা সেই ভগবদ্ভক্তের কথঞ্চিৎ গুণকীর্ত্তন পূর্ব্বক আত্মশোধন-করণান্তর আত্যন্তিক মঙ্গলের পথে ধাবিত হইবার চেষ্টা করিব।

আজ তিন বৎসর হইতে চলিল ভক্তপ্রবর শ্রীল জগবন্ধু আমাদিগকে বিরহ-সাগরে নিমজ্জিত করিয়া প্রকট-লীলা সংগোপন পূর্ব্বক তাঁহার নিত্যধামে চলিয়া গিয়াছেন। তিনি জগতে যে-লীলার অভিনয় এবং জগদ্বাসীর আত্যন্তিক মঙ্গলের জন্য যে বদান্যতার কার্য্য সম্পাদন করিয়া গিয়াছেন, তাহা এই জগতের পক্ষে নিত্যকাল অমর-অক্ষরে লিখিত থাকিবে। এই জড়জগতে বহুতর বিষয়াভিনিবিষ্ট মহা মহা মনীষিগণের কার্য্যাবলীর গৌরব ও ঔজ্জ্বল্য বিশ্ববাসীর চক্ষুকে ঝলসিত করিয়া দিলেও, সেই সমস্ত গৌরব কালের স্রোতে নিষ্প্রভ হইয়া গিয়া পরে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইতে দেখা যায়। কিন্তু শ্রীল ভক্তিরঞ্জন প্রভু যে-কার্য্য সম্পাদন করিয়া গিয়াছেন তাহার উপর কালের কোন দিন কোন প্রভাব বিস্তার হইতে পারিবে না। উহা নিত্যকাল অমর, অক্ষয় ও অব্যাহত-ভাবে জগতের বক্ষে বিরাজিত থাকিয়া বদ্ধজীবের নিত্যমঙ্গল-সাধনে তৎপর থাকিবে।

জগতে যাঁহার কীর্ত্তি আছে, তিনি মৃত হইয়াও জীবিত—"কীর্ত্তির্যস্য স জীবতি"। কিন্তু এই কীর্ত্তির মধ্যে আবার উত্তম বিচার করিয়া দেখিতে হইবে যে, উহাদের মধ্যে কি প্রকারের 'কীর্ত্তি' সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। যে সকল কীর্ত্তির পরিণাম আছে, তাহারা শ্রেষ্ঠ নহে। যাহার পরিণাম নাই, তাহা সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। সমস্ত জাগতিক কীর্ত্তিই পরিণামশীল, কিন্তু একমাত্র পারমার্থিক কীর্ত্তিরই কোন পরিণাম নাই। তাই শ্রীল রায় রামানন্দ-সংবাদে শ্রীমন্ মহাপ্রভুর প্রশ্নোত্তরে আমরা জানিতে পারি,—

"কীর্ত্তিগণ মধ্যে জীবের কোন্ বড় কীর্ত্তি?
'কৃষ্ণভক্ত' বলিয়া যাঁহার হয় খ্যাতি॥"

যে-কীর্ত্তিকে মহাজনগণ শূকরী-বিষ্ঠার ন্যায় গণ্য করিয়া তাহা হইতে বহু দূরে অবস্থান করিবার উপদেশ দিয়া থাকেন, সেইরূপ কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠার জন্য শ্রীল জগবন্ধু মহোদয় লালায়িত হয়েন নাই।

জীবের অহৈতুকী আত্মবৃত্তি যে ভক্তি, সেই অকৈতব ভক্তির চরম সেবক শ্রীল জগবন্ধু 'কৃষ্ণভক্ত' বলিয়া সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কীর্ত্তিই রাখিয়া গিয়াছেন। তাই আজ জাগতিক অন্যান্য বিরহের সহিত তাঁহার বিরহের প্রভূত পার্থক্য। কৃষ্ণবিরহই অখিল-চেষ্টা-বিশিষ্ট ভক্তের নিকট কৃষ্ণানুশীলন; আবার সেই ভগবদ্ভক্তের বিরহ ব্যথানুভবই আমাদের মত বদ্ধজীবের পক্ষে কৃষ্ণানুশীলনের প্রকার-ভেদ মাত্র। তাই আমরা তাঁহার বিরহ-স্মৃতি উপলক্ষে তাঁহার গুণকীর্ত্তন করিতে চেষ্টা করিয়া কৃষ্ণানুশীলনের পথে অগ্রসর হইবার বাসনা করিতেছি।

আমরা যদি আত্মমঙ্গল বরণ করিতে চাই, তবে শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মে আত্মনিবেদন পূর্ব্বক আমাদিগকে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের মনোঽভীষ্ট-পূরণ-কার্য্যে ব্রতী হইতে হইবে। শ্রীচৈতন্যমনোঽভীষ্ট-পূরণ-কার্য্যই শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের সেবা।

"পৃথিবীতে আছে যত নগরাদি গ্রাম।
সর্ব্বত্র প্রচার হইবে মোর নাম॥"

শ্রীমন্ মহাপ্রভুর এই বাণীর প্রচারকারী শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্ম ইচ্ছা করিয়াছিলেন যে, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের চেতনময়ী বাণী বিশ্বের দ্বারে দ্বারে বজ্র-নির্ঘোষে প্রচারিত হইবার জন্য উচ্চশিক্ষিত, সম্ভ্রান্ত, বহুদেশ-বিদেশ হইতে সমাগত 'জন্মৈশ্বর্য্যশ্রুতশ্রী'-সম্পন্ন ব্যক্তিগণের সমবেত হইবার কেন্দ্রস্থলী কলিকাতার ন্যায় মহানগরীতে একটী শ্রীমন্দির ও চেতনময় মঠ স্থাপিত হউক।

কলিকাতার মত নগরীতে অবশ্য শিক্ষিত, সম্ভ্রান্ত ও ধনাঢ্য ব্যক্তিগণের অভাব নাই; কত লক্ষ লক্ষ কীর্ত্তি এখানে স্থাপিত হইয়াছে। কিন্তু অনুসন্ধান করিলে দেখা যাইবে, সকলেরই মূলে ভগবদ্বহির্ম্মুখতা; কাহারও মূলে জীবের নিত্যমঙ্গলকারী ভগবৎ-সেবার কোন গন্ধ নাই কেবল আত্মেন্দ্রিয়তর্পণের চরম পরাকাষ্ঠা কিসে লাভ হইবে, তাহার জন্যই সকলের সকল চেষ্টা পর্য্যবসিত। কিন্তু এই রকম দুর্দ্দিনে জীবের ভাগ্যে অপজন্মা পুরুষ আবির্ভূত হইয়া শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গমনোঽভীষ্টানুধাবী গৌড়ীয়-সেবা-সদন নির্ম্মাণ করিয়া জগদ্বাসীর নিকট যে অবঞ্চক, অকৃত্রিম ও অকৈতব বান্ধবতা প্রকাশ করিলেন এবং বহির্ম্মুখদিগকে কৃষ্ণ-কীর্ত্তনে যোগদানের সুযোগ করিয়া দিয়া কৃষ্ণোন্মুখ করিবার জন্য সারাজীবনের বহু কষ্টার্জ্জিত, রক্ত-জল-করা প্রচুর অর্থ কৃষ্ণ-কীর্ত্তন-দুর্ভিক্ষ-প্রপীড়িতগণের সেবায় নিয়োজিত করিয়া যে মহতী সেবা করিলেন মাদৃশ দুর্ব্বলা লেখনী তাহা বর্ণন করিতে অসমর্থ।

তিনি যে-কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন তাহার মূল কোথায়? জগতে সমস্ত কীর্ত্তির মূল অনুসন্ধান করিলে আমরা দেখিতে পাইব যে, হয় সেখানে 'ভোগ', না হয় 'ত্যাগ' নৃত্য করিতেছে। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের বিচারে এই দুইটী পরিত্যাজ্য। ভোগের দ্বারা জীবের কোনও মঙ্গল হয় না, আবার 'ত্যাগ'টাও ভোগের সূক্ষ্ম-আকারে বিরাজমান বলিয়া উহাও স্থূলভোগের ন্যায় পরিত্যাজ্য, এই বিচারটী যিনি জানিতে পারিয়াছেন, তাঁহারই জ্ঞান সুষ্ঠু হইয়াছে।

"অনাসক্তস্য বিষয়ান্ যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥"

—সেই যুক্তবৈরাগ্যের সম্যগ্ উপলব্ধিকারী শ্রীল জগবন্ধু ভোগী ও ত্যাগীর বিরুদ্ধে চেতনময়ী ভগবদুপাসনার সহায়করূপে একমাত্র বিষ্ণুর চেতনময় কীর্ত্তনযজ্ঞপীঠের সংস্থাপন-মানসে আত্মাহুতি প্রদান জন্য, "সর্ব্বস্বং বিষ্ণবে দত্ত্বা মূঢ় বর্ত্তিষ্যসে কথম্"—শুক্রাচার্য্যের এই নীতির উপর পদাঘাত করিয়া শ্রীবিষ্ণুপাদপদ্মে সর্ব্বস্ব বলি দিলেন। এত বড় বদান্যতার পরিচয় এ যুগে আর কেহ কোন দিন দিয়াছেন কি না জানি না।

জগতে মঠমন্দিরের অভাব নাই, কিন্তু সেই সমস্ত মঠমন্দিরের কার্য্যকলাপ সূক্ষ্মভাবে বিচার করিলে দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, হয় তাহার মূলে ভোগ, না হয় ত্যাগ বিদ্যমান। সেই সমস্ত মঠমন্দিরাদি হইতে যে-সমস্ত কথা বিঘোষিত হইতেছে, অথবা তদ্দ্বারা জীবের প্রতি যে দয়ার স্বরূপ প্রকাশিত হইতেছে, তাহাতে মন্দোদয়-দয়াই নিহিত আছে। কিন্তু আমাদের শ্রীল জগবন্ধু শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের চেতনময় কীর্ত্তনের সহায়তা সাধন করিয়া জীবের প্রতি যে অমন্দোদয় দয়ার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন, তাহা বর্ত্তমানযুগে অতুলনীয়। শ্রীমন্মহাপ্রভু শিক্ষাষ্টকের প্রথম শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ-সঙ্কীর্ত্তনের সপ্তশক্তিবিশিষ্ট যে পরম-চমৎকারিতার কথা বর্ণন করিয়াছেন এবং যাহা আপামরে অযাচিতভাবে বিতরণ করিবার জন্য স্বয়ং মালী হইয়া বলিয়াছেন—

"অতএব প্রেম-ফল দেহ যাঁরে তাঁরে।
খাইয়া হউক লোক অজর অমরে॥
জগৎ ব্যাপিয়া মোর হবে পুণ্য-খ্যাতি।
সুখী হইয়া লোক মোর গাহিবেক কীর্ত্তি॥"

—আজ শ্রীল জগবন্ধু সেই শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন-প্রচারের সহায়তা করিয়া শ্রীরূপানুগ শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মের শ্রীচৈতন্যমনোঽভীষ্ট-প্রচারে যে আত্মোৎসর্গ করিয়াছেন, তাহাতে বিশ্ববাসী-মাত্রেই ভাবিকালে আর শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের অমন্দোদয় দয়া হইতে বঞ্চিত হইবেন না বলিয়া আশা করা যায়।

শ্রীল জগবন্ধু বণিক্‌কুলে আবির্ভূত হইয়াছিলেন সত্য, কিন্তু কুলগত বণিগ্‌বৃত্তি তাঁহাতে দেখা যায় না। লোকে একটা স্বার্থে বা বিনিময়ের বশীভূত হইয়া দানাদি কার্য্য করিয়া থাকে। মানব মাত্রেরই প্রত্যেক কার্য্যের অন্তরালে কনক, কামিনী, প্রতিষ্ঠার কোন না কোনটী লুক্কায়িত থাকিতে দেখা যায়। "যস্ত আশিস আশাস্তে ন স ভৃত্যঃ স বৈ বণিক্"—প্রহ্লাদ মহারাজের এই শিক্ষাটী তিনি সম্যগ্‌রূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছিলেন। তাই তিনি বিনিময়ে কিছু প্রার্থনা না করিয়া কেবল নৈষ্কর্ম্ম্যবাদের বিচার প্রদর্শন পূর্ব্বক কীর্ত্তনপ্রচারের উদ্দেশ্যে এই মহৎকার্য্য সাধন করিয়াছেন।

তিনি নিজে জাগতিক বিদ্যায় পারদর্শী না হইলেও শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মে আত্মনিবেদন-ফলে স্বাভাবিক দিব্যজ্ঞান লাভ পূর্ব্বক বেদ-বেদান্তের সারভূত ভগবদ্ভক্তি সুষ্ঠুরূপে লাভ করিয়াছিলেন।

"পড়ে কেন লোক? কৃষ্ণভক্তি জানিবারে।
সে যদি নহিল তবে বিদ্যায় কি করে॥"

—শ্রীল বৃন্দাবন ঠাকুরের এই উপদেশ তিনি গ্রন্থমধ্যে পাঠ না করিলেও, গুরুসেবা-ফলে এই শিক্ষা তাঁহার মর্ম্মে মর্ম্মে স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত হইয়াছিল। "কৃষ্ণে ভক্তি কৈলে সর্ব্ব-কর্ম্ম কৃত হয়"—শ্রীমন্ মহাপ্রভুর এই শিক্ষাটী তাঁহার জীবনের আদর্শ আমাদিগের নিকট পূর্ণভাবে প্রতিভাত করাইয়াছে।

"নগ্ন-মাতৃক ন্যায়" অবলম্বন পূর্ব্বক তাঁহার পূর্ব্ব ইতিহাস ও চরিত্র আলোচনা করিবার আবশ্যকতা বোধ করি না। তিনি পূর্ব্বে বহুদেবপূজক হইলেও সাধুবৈষ্ণবগণের সঙ্গ-প্রভাবে ও কৃপায় অত্যাশ্চর্য্যরূপে কিরূপভাবে শ্রীমদ্ভাগবতের সিদ্ধান্তসার গ্রহণ করিতে সমর্থ হইয়া বৈষ্ণবধর্ম্মে আস্থাবান্ ও শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মে পূর্ণভাবে আত্মনিবেদন করিতে পারিয়াছিলেন, তাহা বৈষ্ণব-ইতিহাসে জলন্ত অক্ষরে লিখিত থাকিবে।

শক্ত্যা পুংসামনুষ্ঠেয়ং মহৎসু লভেত বুদ্ধিমান্।
ন হ্যবাপ্তি স্থিরধি মনোবাসনমুক্তিভিঃ॥

—ভাগবতের এই সিদ্ধান্তবাণী শ্রীগুরুমুখ হইতে শ্রবণ করিয়া তিনি ইহা তাঁহার নিজ জীবনে প্রতিফলিত করিয়া গিয়াছেন।

———

মানুষ ভগবৎ-সেবায় নিয়োজিত হইলে, সেবা করিতে করিতে দিন দিন তাহার সেবাপ্রবৃত্তি বৃদ্ধি পাইতে থাকে; ইহা শাস্ত্র-সিদ্ধান্ত। শ্রীল জগবন্ধুর আচরণেও ইহার ব্যতিক্রম হয় নাই। তিনি প্রথমে যে-প্রকার আশাবন্ধ লইয়া শ্রীগৌড়ীয়মঠ-মন্দির-নির্ম্মাণে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, সেবার ফলে তাঁহার সেবাপ্রবৃত্তি ক্রমশঃ উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হওয়ায়, তিনি ভগবানের মন্দিরকে সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর করিবার জন্য—হরি-গুরু-বৈষ্ণবের সেবার স্থায়ী বন্দোবস্ত করিবার জন্য যে-প্রকার সেবাপ্রাণতা দেখাইয়াছেন, তাহাতে উপরিউক্ত সিদ্ধান্ত তাঁহার আচরণে মূর্ত্তিমন্তরূপেই প্রকাশিত হইয়াছে। তিনি গৃহস্থ-বৈষ্ণবের আদর্শ-স্থানীয় এবং গৃহে থাকিয়াও বস্তুতঃপক্ষে সন্ন্যাসী ছিলেন। আবার তাঁহার সহধর্ম্মিণীদ্বয়ও পতির সেবাময় জীবনের সহায়তা করিয়া 'সহধর্ম্মিণী'নামের সার্থকতা-সম্পাদন ও আদর্শ স্থাপন করিয়াছেন। স্বামীর অবর্ত্তমানেও তাঁহাদের সেই সেবা-প্রবৃত্তি উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইতেছে দেখিয়া আমাদের আনন্দের সীমা নাই। শ্রীশ্রীগুরু-পাদপদ্মে অচলা ভক্তি তাঁহাদিগকে দীর্ঘজীবী করিয়া জগতে সেবার আদর্শ প্রদর্শন করুন, ইহাই আমাদের একান্ত প্রার্থনা।

———

ভবরোগে জর্জ্জরিত ও ত্রিতাপক্লিষ্ট-অবস্থায় আমরা আমাদের মনোধর্ম্মের বশে তন্নিবারণ-কল্পে কতপ্রকার কৌশল ও ঔষধ সৃষ্টি করিতেছি তাহার ইয়ত্তা নাই। কিন্তু মনোধর্ম্মোত্থ ঐসমস্ত ব্যবস্থার দ্বারা আমাদের আত্যন্তিক মঙ্গল ত' হইতেছেই না, অধিকন্তু আমরা ক্রমশঃ বিষয়ানলে আবদ্ধ হইয়া কখনও বুভুক্ষু, কখনও বা মুমুক্ষু হইয়া এই সংসার-চক্রে নিষ্পেষিত হইতেছি। শ্রীগুরুপাদ-পদ্মের কৃপায় শ্রীল জগবন্ধুর এই বিষয়টী সম্যগ্‌রূপে হৃদয়ঙ্গম হওয়ায় তিনি উহা নিবারণ-কল্পে ভবরোগের মহৌষধ ও পথ্যের সন্ধান-প্রদানের জন্য এই গৌড়ীয়-সেবা-সদন খুলিয়া গিয়াছেন। কৃষ্ণ-দীক্ষায় দীক্ষিত হইয়া কৃষ্ণশিক্ষায় শিক্ষিত হইলে হরি-গুরুবৈষ্ণবের কৃপায় জীবমাত্রেরই এইরূপ সুবুদ্ধির উদয় হইয়া থাকে।

———

ক্ষুদ্র বস্তু বৃহতের ধারণা করিতে পারে না। তাই শ্রীল জগবন্ধুর সম্পূর্ণ গুণকীর্ত্তন করিবার সাধ্য আমার নাই। "যেখানে মূর্ত্ত ভগবদ্বিগ্রহ, যেখান হইতে ভগবদ্বিগ্রহের জীবন্ত কথা প্রকাশিত হয়, যেখানে প্রশ্ন ক'রে উত্তর পাওয়া যায়, 'সেবা'-কা'কে বলে জান্‌তে পারা যায়, সেই ভগবদ্ভক্তের সেবা ভগবানের অর্চ্চামূর্ত্তির সেবা অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ। অর্চ্চামূর্ত্তির সেবাও ভগবদ্ভক্তের বাণী শ্রবণ ব্যতীত সুষ্ঠু হ'তে পারে না। ভগবদ্ভক্তের পূজার দ্বারাই পূজ্য বস্তুর পূজার পূর্ণতা সাধিত হয়। কেবল ভগবানের পূজায় পূর্ণতা সাধিত হয় না। তা'তে বাকী থেকে যায়।"—শ্রীগুরুপাদপদ্ম-নিঃসৃত উপরিউক্ত বাণী এবং শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের নির্য্যাণ-সময়ে স্বয়ং ভগবান্ শ্রীশ্রীগৌর-সুন্দরের স্বমুখ-বাণী—প্রচারবাণী—

'কৃপা করি' কৃষ্ণ মোরে দিয়াছিল সঙ্গ।
স্বতন্ত্র কৃষ্ণের ইচ্ছা হৈল সঙ্গ ভঙ্গ॥'

—প্রভৃতি হইতে ভক্তসঙ্গ-লাভের জন্য জীবের হৃদয় কি-প্রকার ব্যাকুল হওয়া আবশ্যক, তৎশিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া আমরা অন্ধকার মত শ্রীল জগবন্ধু ভক্তিরঞ্জন মহোদয়ের বিরহ-স্মৃতি-উপলক্ষে বর্ত্তমান প্রবন্ধের উপসংহার করিতেছি।

শুক্রাচার্য্যের প্রভাব

[আচার্য্য শ্রীরাধাচরণ গোস্বামী ভক্তিরত্ন]

আমরা পুরাণাদি পাঠে জানিতে পারি, দৈত্যগণের গুরু—শুক্রাচার্য্য। আর দেবগণের গুরু—বৃহস্পতি।

দৈব ও আসুর দ্বিবিধ ভূত-সৃষ্টির কথা পদ্মপুরাণ বলিয়াছেন,—

"দ্বৌ ভূতসর্গৌ লোকেঽস্মিন্
দৈব-আসুর এব চ।
বিষ্ণুভক্তঃ স্মৃতো দৈব আসুরস্তদ্বিপর্য্যয়ঃ॥"

এই লোকে (জগতে বা ভূলোকে) দৈব ও আসুর দুই প্রকার ভূতসৃষ্টি। বিষ্ণু-ভক্তগণ দৈব এবং যাঁহারা বিষ্ণু-বিরোধী, তাঁহারা তদ্বিপরীত অর্থাৎ আসুর-স্বভাব-নিবন্ধন অসুর।

———

একই মানব, স্বভাব ও আচরণ-ভেদে দৈব ও আসুর-ভাব লাভ করিয়াছেন। এখানে, বংশ-পরম্পরায়—শৌক্রধারায় দৈব ও আসুর-ভাবের কোন সূচনা পাওয়া যায় না। বিষ্ণুভক্তগণের বংশানুক্রমে বিষ্ণু-ভক্তির অধিকারী হইবেন এবং তাহাতে তাঁহাদিগের দৈবভাব সংরক্ষিত থাকিবে, এমন কোন প্রমাণ নাই। আবার অসুর-গণের অধস্তনেরা সকলেই আসুরিক-ভাবে উত্তরাধিকারিসূত্রে অসুর থাকিবেন, এমন প্রমাণও বিরল। সুতরাং শৌক্রধারায় স্বভাব ও আচরণ আবদ্ধ থাকিবে, এরূপ কোন স্বতঃসিদ্ধ বা স্বীকার্য্য নিয়ম থাকিতে পারে না। যে-কোনও বংশে জন্ম হউক না কেন, স্বভাব বা আচরণ-প্রভাবেই মানবগণ দেব ও অসুর আখ্যা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ইহাই সাত্বত-শাস্ত্রের সুমীমাংসিতা বাণী।

———

দেব-বংশে উৎপন্ন হইয়া আসুর ভাব-প্রাপ্ত হইলেও দেব থাকিবেন, অথবা অসুর-বংশে জন্মপরিগ্রহ করিয়া আসুর-ভাবে না থাকিয়া দেবভাব গ্রহণ করিয়াও অসুর থাকিবেন, এরূপ অসঙ্গতিপূর্ণ কোন কথা শাস্ত্রে নাই। তবে আধুনিক-কালে পুরাণাদির দোহাই দিয়া দুই একটী অনুস্বার-বিসর্গযুক্ত কবিতার আবৃত্তি দেখা গেলেও, উহা সাত্বত-বাণী নহে; গোত্র-বুদ্ধিজাত মাত্র। দেহাভিমানী মৎলববাজ অদৈব-বর্ণাশ্রম-স্থাপন-প্রয়াসী ব্যক্তিগণের আত্মম্ভরিতার কল্পনা জল্পনামাত্র। এসকল কথা অদৈব-সমাজে ধ্রুব-তারার ন্যায় সর্ব্বোপরি স্থান-লাভ করিলেও সুমেধা বিষ্ণুভক্ত বা দৈব-ভাবাপন্ন সুরগণের নিকট অন্ধ-কপর্দ্দকের ন্যায় অনাদৃত। অদৈবগণ সংখ্যা বাহুল্যাভি-মানে গায়ের জোরে সুরগণকে নানা ভীতি-প্রদর্শনে শৌক্রবিচার প্রবল রাখিবার জন্য প্রয়াস পান বটে, কিন্তু সুরগণ নির্ভীক।

দৈববর্ণাশ্রম ধর্ম্ম বিরোধী সম্প্রদায়,—যাঁহারা সংস্কার-যোগ্য ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য—এই ত্রিবর্ণে জন্মগ্রহণ করেন, তাঁহারা স্বভাব বা আচারভ্রষ্ট হইয়াও, বৃত্তচ্যুত হইয়াও সূত্র-গর্ব্বে গর্ব্বিত থাকেন। স্ববর্ণোচিত বৃত্ত-গ্রহণ প্রয়োজন বোধ না করিয়াও তাঁহারা উচ্চ-বর্ণাভিমানী। আবার শূদ্রগণেরও কেহ কেহ তদিতর বর্ণে জন্মলাভ করিয়া তদূর্দ্ধ-বর্ণের নিকট সম্মান আদায় করিতে প্রয়াসী; কেহ কেহ নিজেকে অবর, হেয়-বর্ণ-বোধে মুহ্যমান হইয়া অবস্থান করেন, কিন্তু এই প্রকার উভয়বিধ ব্যক্তিরাও সদ্বৃত্তি, সৎস্বভাব, সদাচার-গ্রহণে বিমুখ। এইভাবে স্ব-স্ব-প্রধান সমাজে, অদৈব শৌক্র-বিচারকে প্রবল রাখিয়া দৈব বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম-প্রতিষ্ঠাকারী আচার্য্যদিগকে বিপর্য্যস্ত করিবার দুরাশায় শৌক্রবিচার-প্রবর্ত্তক শুক্রাচার্য্যের ধূর বহন করিয়া থাকে। বর্ত্তমান-কালে তথা-কথিত ধূরবাহীর অভাব নাই বলিলেও চলে। যাঁহারা স্পৃশ্যাভিমানে অপরকে অস্পৃশ্য বোধ করেন এবং যাঁহারা অস্পৃশ্য ও অস্পৃশ্যাচারে অবস্থিত থাকিয়া স্পৃশ্যগণের প্রতিযোগিতা আকাঙ্ক্ষা করেন, তাঁহারা সকলেই অদৈব-বিচারে পতিত ও ভ্রান্ত।

"সর্ব্বোঽয়ং ব্রাহ্মণো লোকে বৃত্তেন তু বিধীয়তে।
বৃত্তে স্থিতস্তু শূদ্রোঽপি ব্রাহ্মণত্বং নিয়চ্ছতি॥"

(মহাভারত অনুঃ শাঃ পঃ)

জন্ম, সংস্কার, বেদাধ্যয়ন বা সন্ততি—কোনটীই দ্বিজত্বের কারণ নহে, বৃত্তই একমাত্র কারণ। বৃত্তে অর্থাৎ বর্ণাভিব্যঞ্জক স্বভাবে প্রতিষ্ঠিত হইলে শূদ্রও ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হয়।

শৌক্র-বিচারে উচ্চাভিমান বা নীচাভি-মান কোনটীই সুমীমাংসার পন্থা নহে। বর ও অবর উভয় কুলে উৎপন্ন ব্যক্তিরই আচার্য্যানুগমনে পাঞ্চরাত্রিক বিধানানুসারে সংস্কার গ্রহণপূর্ব্বক দীক্ষা-পুরশ্চরণাদি-লাভের ব্যবস্থা রহিয়াছে। জাগতিক সংস্কার দ্বারা অদৈব-সমাজ-পরিচালিত হইয়া পারমার্থিক দৈবগণকে অস্পৃশ্য-বোধ বা স্পৃশ্য করিয়া লইবার ধৃষ্টতা করা বিপ্লবা-নয়ন মাত্র।

———

অধুনা শৌক্রভাব-ধারায় জগতের ভাবুকগণের চিত্ত পরিপ্লুত হওয়ায়, সুযোগ বুঝিয়া শুক্রাচার্য্যের প্রভাব-বিস্তারের আয়োজন বিপুলভাবেই চলিয়াছে। দণ্ড কলিযুগ, "সাচ্চা কহেত মারে লাঠ্‌ঠা॥"

বরিশালে প্রচার

গত ১৩ই কার্ত্তিক ৩০শে অক্টোবর গৌড়ীয়মঠের অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডি-স্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রকাশ অরণ্য মহারাজ কতিপয় ব্রহ্মচারী সহ বরিশাল জেলার অন্তর্গত বানবাড়া (সোন্দরদী) নামক স্থানে উপস্থিত হন এবং তথায় ঐ দিবস শ্রীরামচরণ নন্দী মহাশয়ের বাটীতে "মনুষ্য-জীবনে দিব্যজ্ঞান লাভের উপায় কি"—এই সম্বন্ধে একটী বক্তৃতা প্রদান করেন। বক্তৃতাকালে স্বামীজী বলেন—দিব্যজ্ঞান-লাভের জন্যই মনুষ্যজন্ম কিন্তু সে-বিষয়ে আমরা উদাসীন। কিন্তু যে-প্রক্রিয়ার দ্বারা দিব্যজ্ঞানের উদয় হয় সেই দিব্যজ্ঞানদাতা দিব্যসূরিগণের কৃপা ব্যতীত আমরা দিব্যজ্ঞান লাভ করিতে পারি না। একটী জন্ম শুক্র-শোণিত জাত এবং আর একটা জন্ম দৈক্ষ্য-সাবিত্র্য-জন্ম। দিব্যজ্ঞানদাতা আচার্য্য পিতা এবং বেদমাতা গায়ত্রী। যে-প্রক্রিয়ার দ্বারা দিব্যজ্ঞানের উদয় হয় পণ্ডিতগণ তাকে দীক্ষা বলেন। পুরুষোত্তম-বিচারে উদাসীন পাণ্ডিত্য-প্রভাব মত্ত জনগণ কি ক'রে দিব্যজ্ঞান লাভ করবে? তাই শাস্ত্র বলেছেন,—

তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া।
উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ॥

যেকাল পর্য্যন্ত আমরা সদ্‌গুরুর চরণে প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবা এই তিনটী বৃত্তি লইয়া উপস্থিত না হই সে-কাল পর্য্যন্ত আমরা দিব্যজ্ঞান লাভ করিতে পারি না।

শুদ্ধভক্তি গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। ভাষ্যসহ বিরাট্ শ্রীচৈতন্যভাগবত ৫৲
২। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্যন্ত ২৮৲
একাদশ স্কন্ধ হইতে প্রতিখণ্ড ।।৵০
৩। ভাষ্যদ্বয়সহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত
(৪র্থ সংস্করণ) ৬৲
৪। তাৎপর্যবিবেককুসুমাঞ্জলি (বাঁধা) ১৲
৫। গৌড়ীয়-গৌরব ।৵০
৬। গৌড়ীয়-সাহিত্য ।৵০
৭। ভজনরহস্য ।০
শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও
শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৯। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ)
ঐ (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
১০। গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি টীকাসহ)
ঐ (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
১১। গীতার কেবল মাধ্ব-ভাষ্য ।০
১২। যুক্তিমল্লিকা গুণসৌরভঃ সানুবাদ
(মাধ্ব) ২৲
১৩। বেদান্তভাষ্যসার সানুবাদ
(রামানুজীয়) ।০
১৪। জৈবধর্ম্ম ২৲
১৫। শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৬। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১৭। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ।৵০
ঐ (বাঁধা) ৸০
১৮। দ্বীপ-দিগ্দর্শন ৵০
১৯। সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ) ।৵০
২০। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ।০
ঐ (আবাঁধা) ।৵০
২১। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
২২। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৵০
২৩। গীতমালা ৴১০
২৪। নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য ৵০
২৫। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৵০
২৬। নবদ্বীপ পঞ্জিকা (৪৪৭ গৌরাব্দ) ৵০
২৭। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
২৮। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা-দর্পণ ।০
২৯। শরণাগতি ৴০
৩০। গীতাবলী ৴০
৩১। চিত্রে নবদ্বীপ ১।০
৩২। সাধনকণ ৴০
৩৩। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৴০
৩৪। নবদ্বীপশতক ৴০
৩৫। অর্থপঞ্চক ৴০
৩৬। সদাচারস্মৃতিঃ ৴০
৩৭। কল্যাণকল্পতরু (৫ম সংস্করণ) ৴১০
৩৮। অর্চ্চনকণ ৴১০
৩৯। সাধককণ্ঠমালা (বাঁধা) ।০
ঐ (আবাঁধা) ৷৴০
৪০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি
(প্রথম চারিখণ্ড) ৩৲
৪১। ব্রহ্মসংহিতা ।০
৪২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৪৩। মণিমঞ্জরী সানুবাদ ।০
৪৪। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৷০
৪৫। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ।০
৪৬। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৪৭। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
৪৮। গৌড়ীয়মঠ কি করেন ? ৴০
৪৯। ঈশোপনিষৎ (বলদেব ও মাধ্ব-ভাষ্য এবং বিবৃতি ও অনু দসহ) ।০
৫০। শ্রীভুবনেশ্বর ৵০
৫১। সিদ্ধান্তদর্পণ ৵০
৫২। সাংখ্যবাণী ৴০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৫৩। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী-দিগ্বিজয়ঃ ।০
৫৪। সটীক-শিক্ষাদশমূলম্ ।০
৫৫। তত্ত্ব-সূত্রম্ ।০
৫৬। সানুবাদ-শিক্ষাষ্টকম্ ৵০
৫৭। গৌড়ীয়মতত্ত্ব পরিচয়ঃ ৴০
৫৮। সারাংশবর্ণনম্ ৵০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৫৯। রায় রামানন্দ ।০
৬০। নামভজন ।০
৬১। রিলেটীভ্ ওয়ার্ল্ড্স্ ।৵০
৬২। লাইফ্ এ্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব
শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।০
৬৩। বৈষ্ণবীজম্ ।০
৬৪। হোয়াট্ গৌড়ীয়মঠ ইজ্ ডুইং ৴০
৬৫। দি ভাগবত ।০
৬৬। ইরোটিক্ প্রিন্সিপ্ল্ এ্যাণ্ড
আনেলয়েড্ ডিভোসন ।০
৬৭। ব্রহ্ম-সংহিতা ২।০
৬৮। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (ভলুম ওয়ান) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৬৯। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ।০
৭০। সাধন পথ ।০
৭১। কল্যাণ-কল্পতরু ৴১০
৭২। গীতাবলী ৴০
৭৩। শরণাগতি ৴০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৭৪। শরণাগতি

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

১। শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম-মায়াপুর, নদীয়া
২। শ্রীযোগপীঠ ঐ
৩। শ্রীবাস-অঙ্গন ঐ
৪। অদ্বৈত-ভবন ঐ
৫। কাজীর সমাধি পাট ঐ
৬। স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ শ্রীগোদ্রুম,
পোঃ স্বরূপগঞ্জ, নদীয়া।
৭। শ্রীভাগবত আসন কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
৮। শ্রীএকায়ন মঠ গোবিন্দপুর, হাঁসখালী।
৯। দ্বাদশগোপাল পাট—পোঃ চাকদহ,
১০। শ্রীগৌর গদাধরমঠ—চাঁপাহাটী,
পোঃ সমুদ্রগড়, বৰ্দ্ধমান
১১। শ্রীমোদদ্রুমছত্র মাউগাছি, বৰ্দ্ধমান
১২। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম, আমলাযোড়া,
পোঃ রাজবাধ বৰ্দ্ধমান
১৩। শ্রীগৌড়ীয়মঠ বাগবাজার, কলিকাতা
১৪। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম ব্রাহ্মণপাড়া,
পোঃ মাজু, হাওড়া,
১৫। শ্রীমাধ্ব গৌড়ীয়মঠ,
২০।২ নবাবপুর রোড্, ঢাকা
১৬। শ্রীগোপালজী মঠ কমলাপুর, ঢাকা।
১৭। শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ পোঃ বালিয়াটী,
১৮। শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয়মঠ ময়মনসিংহ।
১৯। শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ চিরুলিয়া,
পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর
২০। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম গোয়ালপাড়া, আসাম।
২১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ রায়াপেট্টা, মাদ্রাজ।
২২। শ্রীরামানন্দগৌড়ীয় মঠ কব্বুর,
জিঃ পশ্চিম গোদাবরী
২৩। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ উড়িয়াবাজার,
পোঃ বক্সীবাজার, কটক।
২৪। শ্রীত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয় মঠ ভুবনেশ্বর।
২৫। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ স্বর্গদ্বার, পুরী।
২৬। শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ আলালনাথ
পোঃ ব্রহ্মগিরি, পুরী।
২৭। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ ভুমুরকুণ্ডা,
পোঃ চিরকুণ্ডা, মানভূম।
২৮। শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ—কাশী।
২৯। শ্রীরূপগৌড়ীয় মঠ—এলাহাবাদ।
৩০। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ পুরাণবাজার,
সরকার ঠাকুরের কুঞ্জ, বৃন্দাবন
৩১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, নিউদিল্লী
৩২। শ্রীপরমহংসমঠ—নৈমিষারণ্য,
৩৩। শ্রীসারস্বত গৌড়ীয় মঠ—হরিদ্বার।
৩৪। শ্রীব্যাসগৌড়ীয়মঠ—কুরুক্ষেত্র, পঞ্জাব
৩৫। শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাবুলনাথ রোড,
পোঃ গ্র্যাণ্ট রোড, বোম্বে।
৩৬। লণ্ডন গৌড়ীয়মঠ, ৩৯নং ড্রেটন
গার্ডেন্স, কেনসিংটন লণ্ডন,
(এস্, ডব্লিউ—১০)।
৩৭। অমৃত গৌড়ীয়মঠ—মেদিনীপুর
৩৮। সরভোগ গৌড়ীয় মঠ—সরভোগ,
কামরূপ, আসাম,

শুদ্ধভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী মাসিক। শ্রীধাম-মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲।

২। **গৌড়ীয়**—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১।৷০ টাকা মাত্র।

৩। **ভাগবত**—হিন্দি ভাষায় একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি হৃদয় বন মহারাজ সম্পাদিত ও নৈমিষারণ্য শ্রীপরমহংস মঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ১।৷০ দেড় টাকা মাত্র।

৪। **পরমার্থী**—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১।৷০ দেড় টাকা মাত্র।

৫। **কীর্ত্তন**—মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ নিমানন্দ সেবাতীর্থ বি-এজি, বি-টি, সম্পাদিত। আসাম গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম হইতে প্রকাশিত আসামী ভাষায় মাসিক। ভিক্ষা সডাক ১।৷০ দেড় টাকা মাত্র

তথ্যভাগবত

আদিকবি শ্রীল বৃন্দাবন দাস প্রণীত সমগ্র গ্রন্থ

গ্রন্থের মূল বোল্ড অক্ষরে এবং তন্নিম্নে বিশ্ববিশ্রুত গৌড়ীয়মঠের প্রতিষ্ঠাতা ও আচার্য্য ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের রচিত বিস্তৃত ভাষ্য উত্তম কাগজে সৌষ্ঠবের সহিত মুদ্রিত হইয়াছেন। ডবল ক্রাউন আটপেজি আকারে ১০৯৬ পৃষ্ঠায় কেবল মূল ও ভাষ্য সম্পূর্ণ হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত শ্লোকসূচী, পদ্যসূচী, স্থানসূচী, পাত্রসূচী, বিষয়সূচী, শব্দসূচী প্রভৃতি বিস্তৃত সূচীপত্রেও একটী গ্রন্থ হইবে। সভাষ্য শ্রীচৈতন্যভাগবতের এরূপ উৎকৃষ্ট ও অমূল্য বিরাট্ সংস্করণ জগতের কোথায়ও আজ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হন নাই, ইহা নিরপেক্ষ পাঠক মাত্রকেই একবাক্যে স্বীকার করিতে হইবে। শ্রীগৌড়ীয়মঠের উৎসব-কালে গ্রন্থের ভিক্ষা ১২৲ বারটাকা স্থলে—৫৲ পাঁচটাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীচৈতন্যমঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

কলিকাতা বাজার দর

লৌহ হাডওয়ার

১০ই নবেম্বর ১৯৩৩

তৈয়ার দৈয়ারী— প্রতি হন্দর।

গাতার কাড়ি (অষ্টেষ্ট বা নীম)

টাকা ৫।৶০—৫৸৶০

সে-মার্কা হালকা ওজন ৪।৶০—৪৸৶০

রূপা (টী-আয়রণ) ৬৶০—৬।০

কেল আয়রণ (কোনা) ৫৸৶০—৬।৶০

গ্যালভানাইজড করগেট টিন—

২ গেজ ৬ হইতে ১০ ফুট ১১।৶০

৪ গেজ ,, ,, ১০৸৶০

৬ গেজ ,, ,, ১২

৪ গেজ আর, পি, ডি, মার্কা ১২৸৶০

৪ গেজ গাঃ প্লেন সীট— ১১।৶০

৬ গেজ ,, ,, ১২।০

৮ গেজ ও ৩০ গেজ ঐ— ১৩৲—১৬৲

পান খেরা কাটা তার ১০০

তক্তা বাঃ ৮৸০

ল পাটী ৬৲৶—৭।০

গোলটু (গোল) ৬৲৶—৬৷০

পয়াদে (চৌকা) ৬৶০—৬৲।০

গোল রড ৶০—।৶০ সুতা ৫৶০—৫।।০

টানা রড-

।৶০—।৶০ ঐ ৫৶০—৫।।০

গালভ তার ৭৲—৭৸০

প্রেট—তিন সুতা মোটা

।।ক ৭।০—৭।০

চাদর ৩-১৬ খানা বাণ্ডিল ৯।।৶—১০৲

হঃ টীল ৮।০—৯৲

ফক টীল ৪৸৶—২৲৶০

ারের পেরেক ১—৬ ইঞ্চি ৯—৯৸০

ট্যাটেন্ট পেরেক ২—৮ ইঞ্চি ১২।০ —১৫।।০

সাই কড়া ১ হইতে ১০ নং ২।।০ সাট

মাথাল ৪, ৫, ৬, ৭৸৶০ ৮৸৶০ ৯৸৶০ডি.

টিন পাউণ্ড ৬৲ পেঃ লিঃ ৬।৶০ ,,

গাঃ প্লেন বালতি ৭—১২ ইঞ্চি ২।।৶০ ৬।।৶০

বেণ্টি ,, ৭—১২ ইঞ্চি ২৲—৭৲ ,,

তার চেয়ার রঙের গোল ও

চাকা ৮।।০— ''

গালের লোহার সিট ১৫৲ ,,

লোহা (কাঠের সিট) ১৮৲ ,,

লোহার স্ক্রুপ ।।—৩ ইঞ্চি /১০—।।৶০ গ্রোস

কব্জা ১৩ নং

—৪ ইঞ্চি ।১০—৸৶১০ পেঃ ডজন

গাঃ তার ১৬—২২ নং

(লোহা) ১২৲—১৩৲ হন্দর

টিন রিভিট (মটকা)

।৶৫—।।৶০ পীস

গাঃ গাটারিং বা ডোঙ্গা

ইঞ্চি ।০—৸৶০ ,,

টুপ ১।০—২।০ ইঞ্চি ২৩৲—২৯৲ হন্দর

গ্যাঃ ওয়াসার চাকি ১১।।০—১৩৲ ,,

গ্যাঃ বোল্ট নাট ৸—৩ ইঞ্চি

।।৶১০—১৶০ গ্রোস

ঢালাই রেলিং ৩।।০—৭।।০ হন্দর

ঐ রেন ওয়াটার পাইপ

৩ ইঞ্চি ৶১০ ও ৪ ইঞ্চি ।১০ ফুট

টিউব ওয়েলের জন্য গ্যাঃ

পাইপ১।। ইঞ্চি ।৶৫ ফুট

পাম্প ৪নং ১২।।০ ৫নং ১৪৲ ৬নং ১৬৲

৬০—৮০ বাটখারা ৶১৫ সাট ২।০—২।।০ মণ

সন্তোষকুমার মল্লিক এণ্ড সন্স লিঃ

লৌহ ও হাডওয়ার বিক্রেতা।

মীরবহর ঘাট লোহাপটী, বড়বাজার.

টেলি—"লোহার মালিক" কলিকাতা

কেরোসিন

প্রোক্রেক প্রত্যেক বাক্স (২ টিন) ৯.৬

সূর্য্য মার্কা ,, ৬।।০

ভিক্টোরিয়া ,, ৬৲

সোণার দর

পাকা সোণা ৩০৸৶

বড়াল ৩০৸

চিনা পাত ৩২।০

রূপার দর

রূপা প্রতি ১০০ ভরি ৫৫৶০

ঐ খুচরা ৫৶০

কোম্পানীর কাগজ

৩।।০ সুদের কাগজ ৮১৶

৩।।০ নূতন ঋণ (১৯৪৭-৫০) ৯১।০

৩৲ ,, ঋণ (১৯৬০-৭০) ৲

৫৲ ,, বণ্ড (১৯৪৫ ১০৪।।৶০

ডিবেঞ্চার

৫৲ সুদের (১৯৫৮-৬৮) কলিকাতা পোর্ট-

ট্রাষ্ট ডিবে :— ১০২।।৶০

ব্যাঙ্ক

ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক (কর্ণা টি) ১৯৪।।০

সেণ্ট্রাল ঐ ২২৲

কাপড় ও সূতার কল

এলগিন মিল ৪৫৲

পাট কল

হাওড়া ৫০৲

অকল্যাণ্ড ১৯৫৲

বালী ১৬২৲

বরানগর ১৫০৲

কেলভিন ৩১০৲

ভারত ২৪৩৲

ক্লাইভ ২৮।০

ডালহাউসী ৩০৮।।০

ডেল্টা ৪০৫৲

কৃষ্ণনগর নবদ্বীপঘাট রেলওয়ে সময়

কৃষ্ণনগর হইতে নবদ্বীপঘাট

কৃষ্ণনগর সিটি—	৬-৪৫	১০-৪৪	১৩-২২	১৭-৩৮	২০-১৬
কৃষ্ণনগর রোড—	৬-৫৭	১০-৫৫	১৩-৩৩	১৭-৪৭	২০-২৫
আমঘাটা—	৭-১৫	১১-১৩	১৩-৫১	১৮-৩	২০-৪১
মহেশগঞ্জ—	৭-২৪	১১-২১	১৪-০	১৮-৯	২০-৪৭
নবদ্বীপঘাট—	৭-৩৩	১১-৩০	১৪-৯	১৮-১৬	২০-৫৫

বিশেষ দ্রষ্টব্য—নবদ্বীপঘাট ষ্টেশন অপেক্ষা মহেশগঞ্জ ষ্টেশন হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরের দূরত্ব অনেক কম। শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে যাহাদিগকে রাণাঘাটে ট্রেণ বদল করিতে হয়, তাঁহারা রাণাঘাটে প্রাতঃ ৫-৫০, ৮-১৪, ৯-৪৬, ১৬-৪৮, ১৮-৩৯ এবং ০-৩২ মিনিটের সময় গাড়ী পাইবেন।

শান্তিপুর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে শান্তিপুর ষ্টেশনে ৫-৪০, ৯-২৯, ১২-২৫, ১৬-৪ এবং ১৮-৪১ মিনিটের সময় ট্রেণ পাওয়া যায়।

নবদ্বীপঘাট হইতে কৃষ্ণনগর

নবদ্বীপ ঘাট—	৫-৩৫	৯-২৫	১২-১০	১৫-৩৪	১৮-৪৫
মহেশগঞ্জ—	৫-৪৩	৯-৩৩	১২-১৯	১৫-৪১	১৮-৫৩
আমঘাটা—	৫-৪৯	৯-৩৯	১২-২৬	১৫-৪৮	১৯-৫
কৃষ্ণনগর রোড—	৬-৫	৯-৫৫	১২-৪৩	১৬-৪	১৯-২৪
কৃষ্ণনগর সিটি—	৬-১৩	১০-৩	১২-৫১	১৬-১১	১৯-৩৫

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রেস ও ওয়ার্কস হইতে—ডাঃ কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম ভক্তিশাস্ত্রী এল. এম. এফ কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

নোয়াখালী সহর স্থানান্তরের প্রস্তাব

নোয়াখালী জেলার ভবিষ্যৎ হেড কোয়ার্টার কোথায় করা হইবে তৎসম্বন্ধে তদন্ত করিবার জন্য সম্প্রতি বাঙ্গলা সরকার নোয়াখালী কমিটী গঠন করিয়াছেন। খিলপাড়া হাইস্কুলের হেড মাষ্টার ও নোয়াখালী জেলা শিক্ষক সমিতির সম্পাদক শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন মিত্রের নেতৃত্বে এতদঞ্চলের একটা ডেপুটেশন উক্ত কমিটির চেয়ারম্যানের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছেন। উক্ত প্রতিনিধিদল উক্ত অঞ্চলের জনসাধারণের অভিমত গ্রহণ করিয়াছেন, তাহারা জেলাকে পৃথক করার প্রস্তাবের বিরুদ্ধে অভিমত প্রকাশ করেন, প্রতিনিধিদল বলেন যে, নোয়াখালী একটী কৃষি প্রধান জেলা, তজ্জন্য জেলার কেন্দ্রস্থলে হেড কোয়ার্টার প্রতিষ্ঠিত হওয়া উচিত, কারণ তদ্দ্বারা ব্যবসা-বাণিজ্যের সুবিধা হইবে।

প্রতিনিধিদল বলিয়াছেন যে, হেড কোয়ার্টারের জন্য বজরাই উপযুক্ত স্থান, কারণ উহা জেলার কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত। এতদ্ব্যতীত উক্ত স্থানের তিন মাইল উত্তরে সোনাইমুড়ী ও তিন মাইল দক্ষিণে চৌমুহনী বাজার অবস্থিত। ঐ দুইটী জেলার বড় বন্দর সন্নিকটে। রাস্তাঘাট ও নৌকা চলাচলেরও ভাল ব্যবস্থা আছে। যদি উক্ত স্থানের হেডকোয়ার্টার নেওয়া সম্ভব না হয় তবে মাইজদিতে হেডকোয়ার্টারের জন্য প্রতিনিধিদল অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন।

প্রফেসারের মৃত্যু

কটকের র‍্যাভেন্‌শ কলেজের ভূতপূর্ব্ব প্রফেসার হরিপদ দত্ত সেদিন স্নান করিতে আসিয়া কাটজুড়ি নদীতে ডুবিয়া মারা গিয়াছেন। উহার বয়স ৩৭ বৎসর হইয়াছিল। উঁহার বিধবা পত্নী ও মাতা বিদ্যমান আছেন মৃতদেহের সন্ধান এখনও পাওয়া যায় নাই। ইনি একজন ভাল সন্তরণকারী ছিলেন। প্রায় ২০ মিনিট কাল ইনি প্রবল স্রোতের বিরুদ্ধে লড়িয়া ছিলেন। নদীর ভাটির দিক হইতে একখানা দেশীয় নৌকা উজান ঠেলিয়া ইঁহার দিকে আসিতেছিল, কিন্তু ইঁহার নিকট হইতে অনুমান ছুই হাত দূরে থাকিতেই নৌকাখানকে স্রোতে টানিয়া লইয়া যায়। নৌকাখানি দূরে সরিয়া যাইবার অর্দ্ধ মিনিট কাল মধ্যে প্রফেসার চিরতরে নদীগর্ভে তলাইয়া যান এবং আর তাঁহাকে দেখিতে পাওয়া যায় না। এই স্থানের জল প্রায় ৩০ ফিট গভীর।

দেওয়াস রাজ্যের আর্থিক অবস্থা

"হিন্দুস্থান টাইমস" এর নিজের সংবাদদাতা নয়াদিল্লী হইতে ১১ই নবেম্বর তারিখে জানাইতেছেন:—

'রয়টার' যদিও লণ্ডন হইতে জানাইয়াছিল যে, দেওয়াস মহারাজার নিকট গবর্ণমেণ্টের চরমপত্রের শেষদিন ১৩ই নবেম্বর, তথাপি গুরুতর কিছু ঘটিয়াছে বলিয়া মনে হয় না।

মহারাজা এখনও অসুস্থ অবস্থায় পণ্ডিচারীতে আছেন। এবং তিনি যে শাসন পরিষদ নিযুক্ত করিয়াছিলেন তাঁহাদের হাতে রাজ্যের শাসনভার রহিয়াছে।

দেওয়াস রাজ্যে যে দেউলিয়ার মত হইয়াছে তাহা সকলেই স্বীকার করেন। প্রকাশ যে, রাজ্যের আর্থিক ও তাহার দেনা সম্বন্ধে হিসাব পরীক্ষা করিবার জন্য গবর্ণমেণ্ট ইম্পিরিয়াল সার্ভিসের একজন কর্ম্মচারীকে মোতায়েন করিয়াছেন, হিসাব পরীক্ষার ফলে রাজ্যের আর্থিক অবস্থা অচ্ছল বলিয়া বুঝা গেলে অবিলম্বে রাজ্যের যে সকল দেনা মিটাইতে হইবে তাহা পরিশোধ করিবার জন্য ভারত সরকার ২৫ লক্ষ টাকা ঋণদানের বন্দোবস্ত করিতে সম্মত হইবেন বলিয়া প্রকাশ।

মুক্তিলাভ

কংগ্রেসকর্ম্মী শ্রীযুক্ত গগনচন্দ্র দাস, অতুলচন্দ্র মণ্ডল, ভবেন্দ্রনাথ হালদার, চণ্ডীচরণ বৈরাগী ও শরৎচন্দ্র হালদার সেদিন হিজলী স্পেশ্যাল জেল হইতে দণ্ড শেষ হইবার পূর্ব্বেই বিনাসর্ত্তে মুক্তিলাভ করিয়াছেন

স্মরণ থাকিতে পারে, তাঁহারা সকলেই ডায়মণ্ডহারবার হইতে ব্যক্তিগত ভাবে আইন অমান্য করিবার জন্য গত ২০শে সেপ্টেম্বর ৬ মাস সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিলেন এবং হিজলী জেলে "সরকার সেলাম" না করার দরুণ ২ মাস করিয়া ডাণ্ডাবেড়ীর শাস্তিভোগ করিতেছিলেন।

খুনের তদন্ত করিতে যাইয়া পুলিশের বিস্ময়

বেথুন রো'র জীবন ঘোষ নামে এক গোয়ালার নিকট হইতে খবর পাইয়া বড়তলা পুলিশ তদীয় পত্নীর মৃত্যু সম্বন্ধে তদন্ত করিবার জন্য উক্ত জীবন ঘোষের বাড়ী যাইয়া বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া পড়ে।

জীবন এই মর্ম্মে অভিযোগ করিয়াছিল যে, তাহার ছোট ভাই তাহার পত্নীকে হত্যা করিয়াছে এবং মৃতদেহটি ঐ বাড়ীর একখানা ঘরের মধ্যে পড়িয়া রহিয়াছে।

পুলিশ ঐ বাড়ীতে যাইয়াই জীবনকে মৃতদেহটী কোন ঘরে আছে, তাহা দেখাইয়া দিতে বলে। জীবন ঘরটী দেখাইয়া দিলে পুলিশ উঁকি দিয়া যাহা দেখিতে পায়, তাহাতে তাহারা স্তম্ভিত ও ভীতি বিহ্বল হইয়া পড়ে।

উহারা দেখিতে পায় যে, জীবনের পত্নী ঘরের মধ্যে বসিয়া শিশু সন্তানকে স্তন্যদান করিতেছে। প্রথমতঃ পুলিশের লোকেরা ধরিয়া লয় যে, হয়ত বা মৃতদেহটিকে দানায় পাইয়াছে, কিছুকাল পর জীবনের ছোট ভাই যখন আসিয়া বলে যে, তাহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার সহিত তাহার কলহ হইয়াছে এবং সে ভ্রাতাকে (ছোট ভাইকে) বিপদে ফেলিবে বলিয়া শাসাইয়া বাড়ী হইতে চলিয়া গিয়াছিল। তখন সকলেই ব্যাপারটা বুঝিতে পারে। প্রকাশ যে, মিথ্যা এজাহার দানের অভিযোগে জীবনকে অভিযুক্ত করা হইবে।

প্রতারণার মামলা ডিস্‌মিস্‌

বার্ণ এণ্ড কোম্পানীর মিঃ সি জে ম্যাকক্যথী টেলর বাঙ্গলার কৃষিবিভাগের ভূতপূর্ব্ব ডেপুটি ডিরেক্টর এন এম গুপ্তের বিরুদ্ধে চীফ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেটের এজলাসে প্রতারণার অভিযোগে এক মামলা রুজু করিয়াছিলেন। ঐ মামলা ডিস্‌মিস্‌ হয়। মিঃ ম্যাকক্যথী টেলরের আবেদনক্রমে গত বুধবার মাননীয় বিচারপতি মিঃ মুখার্জ্জী ও মিঃ বার্টলী এক রুল জারি করিয়াছেন।

ফরিয়াদীর আবেদনে প্রকাশ, আসামী তিন সপ্তাহের মধ্যে মূল্য পরিশোধ করিবার প্রতিশ্রুতি দিলে তিনি তাঁহার নিকট ৮৩৯ টাকার মাল বিক্রয় করেন। কিন্তু আসামী মূল্য পরিশোধ করেন নাই। অনুসন্ধানে ফরিয়াদী জানিতে পারেন যে, মাল ক্রয় করিবার সময় আসামী জানিতেন যে, মূল্য পরিশোধ করিবার তাঁহার ক্ষমতা নাই। সুতরাং আসামীর বিরুদ্ধে প্রতারণার অভিযোগে মামলা রুজু হয়। কিন্তু পুলিশের রিপোর্ট পাইয়া ম্যাজিষ্ট্রেট মামলা ডিস্‌মিস্‌ করেন। শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র তালুকদার আবেদনকারীর পক্ষে উপস্থিত ছিলেন।

টাকা আত্মসাৎ করিবার অপরাধে দণ্ড

চীফ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট কর্ত্তৃক তিন মাস কারাদণ্ড ও ১০০০৲ টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত এটর্ণী অক্ষয়কুমার বসু উক্ত দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে আপীল করিলে মাননীয় বিচারপতি মিঃ মুখার্জ্জী ও মিঃ বার্টলী আপীল গ্রাহ্য করিয়াছেন এবং এটর্ণীকে মুক্তি দান করিয়াছেন।

সংক্ষেপে মামলার বিবরণ এই যে, আসামীর এক মক্কেল বাড়ী কিনিবার জন্য তাঁহাকে টাকা দিলে তিনি বাড়ী না কিনিয়া মক্কেলের টাকা আত্মসাৎ করেন, তাহাতে মক্কেলের ক্ষতি হয়। এটর্ণীর পক্ষ হইতে বলা হয় যে, তিনি সমস্ত টাকা ফেরৎ দিতে প্রস্তুত ছিলেন, কিন্তু অপ্রত্যাশিত কারণবশতঃ পারেন নাই। পরে তিনি সমস্ত টাকা পরিশোধ করিয়াছেন। তথাপি চীফ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট তাঁহাকে দণ্ডিত করেন মিঃ এস কে, বসু ও শ্রীযুত যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এটর্ণীর পক্ষে উপস্থিত ছিলেন।

তারের ঠিকানা— 'নদীয়াপ্রকাশ'
ঠিকানা — শ্রীচৈতন্যমঠ—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

দৈ নি কং

REG. C1544

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩।০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র।

নদীয়াপ্রকাশ

THE
NADIA-PRAKASH

সাহায্যের হার
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸০
মাসিক ১৲
নগদ
প্রতি সংখ্যা ৫

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৮ম খণ্ড সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বেদান্তবাচস্পতি [২১৯শ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর— ৫ই অগ্রহায়ণ মঙ্গলবার ১৩৪০. ২১শে নভেম্বর ১৯৩৩

ভারতে বড়লাট-পুত্রের আগমন

"ডি হেবিল্যাণ্ড ড্রাগন" নামক দুইটি বিমানপোত কলিকাতা, রেঙ্গুন এবং কলিকাতা, ঢাকা যাতায়াত করিবে স্থির হইয়াছে। উহা ২রা নবেম্বর বিলাত হইতে রওনা হইয়া গত ৬ই নবেম্বর অপরাহ্ণ ৩-৪৫ মিনিটের সময় বিমান ষ্টেশনে ড্রিগ রোডে আসিয়া পৌঁছিয়াছে।

বড়লাটের পুত্র লর্ড র‍্যাটেনডন্ উহার মধ্যে একটি বিমানযোগে ভারতে পৌঁছিয়াছেন। এসোসিয়েটেড প্রেসের প্রতিনিধি তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলে তিনি বলেন, আবহাওয়া খারাপ থাকার জন্য বিমান পৌঁছাইতে এত বিলম্ব হইয়াছে এবং এইরূপ খারাপ আবহাওয়াতেও বিমান দুইটি স্থির ছিল। তিনি প্রাতে বিমানযোগে যোধপুর রওনা হইবেন এবং শনিবার দিল্লীতে পৌঁছিবেন।

আটলাণ্টিক সমুদ্রে বিমান-ঘাটি

বাণিজ্যসচিব ঘোষণা করিয়াছেন যে, তীরভূমি হইতে ৫০০ মাইল দূরে আটলান্টিক মহাসমুদ্রবক্ষে একটী ভাসমান বিমানঘাটি নির্ম্মাণ করা হইবে। মার্কিণ গবর্ণমেণ্টের পূর্ত্ত বিভাগ এই জন্য ৩০ লক্ষ পাউণ্ড (৪০ লক্ষ টাকার অধিক) খরচ করিবেন। আপাততঃ ইহা পরীক্ষার উদ্দেশ্যেই তৈয়ারী হইবে।

যদি পরীক্ষা-কার্য্য সফল হয়, তবে আমেরিকা হইতে ইউরোপ পর্য্যন্ত আটলান্টিক মহাসমুদ্রে ৫০০ মাইল পর পর এক একটি বিমানঘাটি নির্ম্মিত হইবে। প্রত্যেকটি ঘাটি ১২৫০ ফুট লম্বা হইবে এবং এই ঘাটির জন্য মোট ৬০ লক্ষ পাউণ্ড খরচ হইবে।

এই সমস্ত ঘাটিতে উড়োজাহাজসমূহ অবতরণ করিতে পারিবে। তবে প্রত্যেককে এই জন্য নির্দ্দিষ্ট হারে 'অবতরণ মূল্য' দিতে হইবে।

জার্ম্মাণ পর্য্যটকের অভিজ্ঞতা

জার্ম্মাণ-পর্য্যটকদের মধ্যে এক ব্যক্তি গত শুক্রবার বরিশাল পৌঁছেন। অশ্বিনী কুমার হলে রায় বাহাদুর গণেশচন্দ্র দাসের সভাপতিত্বে এক সভায় উক্ত পর্য্যটক তাঁহাদের ভ্রমণের অভিজ্ঞতা ও রোমাঞ্চকর ঘটনা বিবৃত করেন। তাঁহারা ১৮ মাস পূর্ব্বে হামবার্গ হইতে দুইখানা রবারের নৌকা করিয়া রওনা হন, লোহিতসাগরে নৌকা ডুবিয়া গিয়া তাঁহাদের সর্ব্বস্ব ডুবিয়া যায়। কোনও গতিকে তাঁহাদের প্রাণ রক্ষা হওয়ায় তাঁহারা টাইগ্রিস ও ইউফ্রেটিসের মধ্য দিয়া রওনা হন। করাচীতে পৌঁছিয়া তাঁহারা তথা হইতে ট্রেণযোগে কলিকাতায় আসেন কলিকাতা হইতে পর্য্যটকগণ সুন্দরবনের মধ্য দিয়া অগ্রসর হইতে থাকেন। তথায় তাঁহারা এক রয়াল বেঙ্গল টাইগারের পাল্লায় পড়িয়াছিলেন। এক্ষণে তাঁহারা চট্টগ্রাম যাইবার ইচ্ছা করিয়াছেন। এবং তথা হইতে তাঁহারা চীন দেশে যাইবেন তাঁহাদের ভ্রমণ শেষ হইতে আর তিন মাস লাগিবে।

সামরিক বেশে ডাকাতদল

নাগোলা ও রঘুনাথপুর গ্রামে এক সশস্ত্র ডাকাতদল কর্ত্তৃক দুইটী অসীমসাহসিক ডাকাতি হইয়া গিয়াছে। ফলে ত্রিশজন গ্রামবাসী আহত হইয়াছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে।

প্রকাশ যে, ডাকাতদল সৈন্যদলের ন্যায় সজ্জিত হইয়া নগোলা গ্রামের একটি বাটীতে চড়াও করে। তাহারা উক্ত বাটীর লোকজনকে নির্দ্দয়ভাবে প্রহার করতঃ মূল্যবান দ্রব্যাদি লইয়া প্রস্থান করে। বাটীস্থ লোকজনের চীৎকারে গ্রামবাসিগণ ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয় এবং তাহাদের সহিত ডাকাতদলের সংঘর্ষ হয়। ডাকাতদল অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হইয়া আসিয়াছিল বলিয়া তাহারা সহজেই গ্রামবাসিদিগকে পরাস্ত করতঃ পলায়ন করে।

ঐ ডাকাতদলই নিকটবর্ত্তী রঘুনাথপুর গ্রামের অন্য একটী বাটীতে চড়াও করিয়াছিল। এখানেও গ্রামবাসীরা সাহস সহকারে ডাকাতদলের সহিত যুদ্ধ করে। প্রকাশ যে, ডাকাতদলের মধ্যে একজন ধৃত হইয়াছে।

ভীষণ মোটর দুর্ঘটনা

গত শুক্রবার সেনট্রাল এভিনিউতে এক ভীষণ মোটর দুর্ঘটনা হইয়া গিয়াছে।

প্রকাশ যে, সেনট্রাল এভিনিউর জেনারেল ইলেকট্রিক সাপ্লাই কোম্পানীর নিকটবর্ত্তী সোকোনী পেট্রোল পাম্পিং ষ্টেশনের সম্মুখ দিয়া শুক্রবার বেলা ৫-১৫ মিনিটের সময় দক্ষিণ দিক হইতে একখানা প্রাইভেট মোটর গাড়ী মোড় ঘুরিয়া উত্তর দিকে যাইতেছিল। সেই মোড়ের নিকটেই তিনজন পথিক ফুটপাতে তাহাদের খাবার তৈরী করিতেছিল মোড় ঘুরিবার সময় গাড়ীখানি হঠাৎ তাহাদের উপর উঠিয়া যায় ফলে দুইজন গুরুতরভাবে আহত হয় এবং একজন সামান্য জখম হয়।

আহত তিন জনকে মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল স্থানান্তরিত করিবার সময় পথিমধ্যে একজন মৃত্যুমুখে পতিত হয়। হাসপাতালে অনুসন্ধান করিয়া জানা গেল যে, একজন অজ্ঞান অবস্থায় আছে ও অপর ব্যক্তির অবস্থা অপেক্ষাকৃত ভাল।

পুলিশ এই বিষয়ে তদন্ত করিতেছে।

তদন্তে বিপদ

স্বরূপকাঠি থানার দারোগা শ্রীশচন্দ্র চৌধুরীকে পূর্ব্ব জলাবাড়ীর রতনমণি নাম্নী জনৈকা বিধবার মৃত্যু ঘটাইবার অভিযোগের ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩০৪ ও ৩৩১ ধারা অনুসারে অভিযুক্ত করা হয়। শ্রীশচন্দ্র পিরোজপুর মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেটের এজলাসে হাজির হইলে ম্যাজিষ্ট্রেট তাহাকে ৩০০৲ টাকা জামিনে খালাস দেন। আগামী ২০শে নবেম্বর শুনানীর দিন ধার্য্য থাকে।

অভিযোগের বিবরণে প্রকাশ যে, গত ৫ই সেপ্টেম্বর উক্ত দারোগা কোনও ডাকাতি সম্পর্কে তদন্ত করিবার জন্য পূর্ব্বজলাবাড়ী যান এবং উক্ত বিধবা ডাকাতিতে সংশ্লিষ্ট আছে সন্দেহ করিয়া দারোগা বিধবার নিকট হইতে স্বীকারোক্তি লইবার জন্য নির্য্যাতন করে। অত্যাচারের ফলে স্ত্রীলোকটির মৃত্যু ঘটে। তাহার শরীরে জখমের দাগ আছে। জনৈক ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট উক্ত ঘটনার তদন্ত করিয়া দারোগাকে ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের ৩০৪ ও ৩৩১ ধারা অনুসারে অভিযুক্ত করেন দারোগাকে কার্য্য হইতে সাসপেণ্ড করা হয়।

উপাধি গ্রহণ

শ্রীযুক্ত জীবনকৃষ্ণ সরকার "অনুভূতি সম্পর্কে নূতন মতবাদ" বিষয়ে এক প্রবন্ধ লিখিয়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পি, এইচ, ডি, ডিগ্রী পাইয়াছেন।

সুমাত্রা দ্বীপের ভ্রমণকারীদ্বয়ের কাহিনী

১৫ই নবেম্বর বুধবার কলিকাতা ভৌগোলিক সমিতির উদ্যোগে প্রেসিডেন্সী কলেজে এক সভা হয়। বিশেষ মোহন মজুমদার এম্. এ. বি. এল মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। উক্ত সভায় বহু অধ্যাপক, শিক্ষক এবং ছাত্র যোগদান করিয়াছিলেন। সুমাত্রা দ্বীপের পৃথিবী ভ্রমণকারী শ্রীযুত এ, হাকিম ও এসেলিন তাহাদের ভ্রমণের অদ্ভুত কাহিনী বর্ণনা করিয়া সকলকে মোহিত করেন। সুমাত্রা জাভা, বলি ও বর্নিও দ্বীপের ভৌগোলিক বিবরণ বিশদভাবে বর্ণনা করিয়া, শ্রীযুক্ত সেলিম বলেন, উঁহারা মালাক্কা হইয়া সিঙ্গাপুর এবং মালয় উপদ্বীপের পার্শ্বস্থ পথে বহু বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়া শ্যাম রাজ্যে প্রবেশ করেন। পথে ভীষণ ব্যাঘ্রদ্বারা তাহারা আক্রান্ত হইয়া বৃক্ষে আরোহণ করিয়া জীবন রক্ষা করিয়াছিলেন। শ্যামের বর্ত্তমান শাসন প্রণালী, রাষ্ট্রীয় অবস্থা বর্ণনা করিয়া, ইন্দো চিনের ও কাম্বোডিয়ার হিন্দু সভ্যতা ও সামাজিক আচার, বর্ণনা করেন। সাইগণে উঁহারা অনেক দিন অবস্থান করেন। চীনের বর্ত্তমান রাষ্ট্র বিপ্লব হেতু উঁহারা ঐ পথে যান নাই। পুনরায় শ্যামরাজ্যের ভিতর দিয়া দুর্ভেদ্য পাহাড় অতিক্রম করিয়া ব্রহ্মদেশে প্রবেশ করেন। এবং ব্রহ্মদেশ অতিক্রম করিয়া ভারতে প্রবেশ করেন। উঁহারা ভারত হইয়া আফগানীস্থানের ভিতর দিয়া পারস্য, ইরাক, প্যালেষ্টাইন হইয়া মিশরে যাইবেন। পুনরায় তুরস্ক হইয়া ইউরোপ ভ্রমণ করিয়া আমেরিকায় পদার্পণ করিবেন।

বাঙ্গলায় ডাকাতির সংখ্যা

গত ৪ঠা নবেম্বর যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে, সেই সপ্তাহে বাঙ্গলার বিভিন্ন জেলা হইতে ৩১টী ডাকাতির সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। পূর্ব্ব সপ্তাহে ২৫টী ডাকাতির সংবাদ পাওয়া গিয়াছিল। ইহার মধ্যে মেদিনীপুরে ৮টী এবং রঙ্গপুরে ৩টীর সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। উক্ত ৩টী ডাকাতির মধ্যে রঙ্গপুরের এক ডাকাতিতে অলঙ্কারে ও নগদে ৮হাজার টাকা সহ একটি বন্দুকও খোয়া গিয়াছে।

হাওড়া, হুগলী, মুর্শিদাবাদ এবং নদীয়ার প্রত্যেক জেলায় ২টী করিয়া এবং ঢাকা, ময়মনসিংহ, জলপাইগুড়ী, দিনাজপুর, বগুড়া, চব্বিশ পরগণা, যশোহর, খুলনা, বর্দ্ধমান, বীরভূম ও বাঁকুড়ার প্রত্যেক জেলায় ১টী করিয়া ডাকাতির সংবাদ পাওয়া গিয়াছে।

৩১টি ডাকাতির মধ্যে ১টীতে ডাকাতির সময় খুন হইয়াছে. ইষ্ট বেঙ্গল রেলের দেপি ষ্টেশনে ডাকলুট সম্পর্কে আহত মেল পিওন ঘটনার পরবর্ত্তী অপরাহ্ণের আঘাতের ফলে মারা গিয়াছে।

বিজয়কুমার গ্রেপ্তার

কপূর্থলা হিন্দু সভা ও মহাবীর দলের ৩জন কর্ম্মচারীসহ স্বামী বিজয়কুমার সেদিন রাত্রে ধৃত হইয়া কোন অজ্ঞাত স্থানে প্রেরিত হইয়াছেন। হিন্দু ও শিখগণ এই গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে পূর্ণ হরতাল পালন করিতেছেন।

একটি জনসভায় এই গ্রেপ্তারের প্রতিবাদ করিয়া সর্ব্বসম্মতিক্রমে প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। কিছুদিন হয় কপূর্থলা রাজ সরকারের সাম্প্রদায়িক নীতির প্রতিবাদে হিন্দু ও শিখদের পক্ষ হইতে নাকি আন্দোলন চলিতেছিল।

'শ্রমিকের' জামিন তলব

কলিকাতা হইতে প্রকাশিত "শ্রমিক" নামক সাপ্তাহিকের নিকট গবর্ণমেণ্ট গত ১৯শে তারিখে ৫০০৲ টাকা জামিন তলব করিয়াছিলেন। এই পত্রিকা বীণাপাণি আর্ট প্রেস হইতে ছাপা হইত সেই প্রেসের নিকটও ৫০০৲ টাকা জমীন তলব করা হইয়াছিল। বিগত ১৩ই নবেম্বর তারিখে বাঙ্গলা গবর্ণমেণ্ট আর একটী আদেশ দ্বারা "শ্রমিকের" জামানত দেওয়ার আদেশ বাতিল করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন যে, বিণাপাণি আর্ট প্রেস ছাড়া অপর কোন প্রেস হইতে এই কাগজ ছাপাইতে হইবে। কারণ বিণাপাণি প্রেসের উপর জামিন তলবের আদেশ এখনও বলবৎ রহিয়াছে।

বন্দীর প্রতি দণ্ডাদেশ

পাটনার "সার্চ্চ লাইট" পত্রের ভূতপূর্ব্ব সহকারী সম্পাদক রাজবন্দী মণীন্দ্রনারায়ণ রায়কে অন্তরীণ আইন ভঙ্গ করিবার অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত করিয়া আদালতের কার্য্য বন্ধ না হাওয়া পর্য্যন্ত আটক রাখিবার জন্য নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছিল।

ঘটনার বিবরণ এই যে মণীন্দ্র বাবুকে বঙ্গীয় সং ফৌঃতে গ্রেপ্তার করিয়া বক্সা বন্দীনিবাসে আটক রাখা হইয়াছিল। তৎপর তাহাকে তাহাদের বাড়ী ধামরাইতে অন্তরীণাবদ্ধ রাখা হয়। চাকুরী করা অবস্থায় তিনি মাসিক ১০০৲ টাকা রোজগার করিতেন। তিনি পরিবারের ভরণপোষণের জন্য ভাতা দেওয়ার আবেদন করেন, কিন্তু কর্তৃপক্ষ কোন ব্যবস্থা করেন না। অতঃপর তিনি অন্তরীণ আইন ভঙ্গ করিয়া অন্যত্র যান। তখন তাহাকে গ্রেপ্তার করিয়া বিচারার্থ প্রেরণ করা হয়।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক
— পারমার্থিক পত্র —
শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশ
তনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনম্,
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং
প্রেমা পুমর্থো মহান্
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং
তত্রাদরো নঃ পরঃ॥

বর্ষ কেশব গৌরাব্দ ৪৪৭, ৫ই অগ্রহায়ণ বঙ্গাব্দ ১৩৪০, ২১শে নভেম্বর ইং ১৯৩৩, মঙ্গলবার ২

সাময়িক প্রসঙ্গ

গত ১৬ই কার্ত্তিক ২রা নভেম্বর ত্রিদণ্ডি-স্বামী শ্রীপাদ ভক্তিপ্রকাশ অরণ্য মহারাজ নান্দরদী-গ্রাম-নিবাসী বাবু মতিলাল দাস মহাশয়ের বাটীতে 'জীবের স্বরূপ-ধর্ম্মের পরিচয়' সম্বন্ধে একটী বক্তৃতা প্রদান করেন বঃ বক্তৃতা দানকালে বলেন :—

"জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্যদাস।
কৃষ্ণের তটস্থা শক্তি ভেদাভেদ-প্রকাশ॥"
"পিশাচী পাইলে যেন মতিচ্ছন্ন হয়।
মায়াগ্রস্ত জীবের হয় সে-ভাব উদয়॥"

———

শ্রীকৃষ্ণই জীবের নিত্যপ্রভু এবং জীব তাঁহার নিত্যদাস। যে মুহূর্ত্তে জীব তাঁহার দাস্য পরিত্যাগ করিয়া নিজে প্রভু হইবার বাসনা করে সেই মুহূর্ত্তেই কৃষ্ণের বহিরঙ্গা শক্তি মায়া তাহাকে সঙ্গদান করে এবং তাহার সঙ্গপ্রভাবে 'জীব যে কৃষ্ণদাস' ইহা সে বিস্মৃত হইয়া যায়। সেই অবস্থায় তাহার যে ধর্ম্ম দেখা যায় সেটী তাহার স্বরূপের ধর্ম্ম নহে বিরূপের ধর্ম্ম; স্বরূপের ধর্ম্ম একমাত্র কৃষ্ণদাস্য করা। সেই কৃষ্ণদাস্য ভুলিয়াই তাহাদের এইপ্রকার দুরবস্থা হইয়াছে। সুতরাং সেই দুরবস্থার হাত হইতে উদ্ধার লাভ করা মানুষমাত্রেরই কর্ত্তব্য। নতুবা আবার চৌরাশী লক্ষ যোনি ভ্রমণ করিতে হইবে। সেই জন্য শ্রীমদ্ভাগবত আমাদিগকে সাবধান করিয়া দিতেছেন :—

"নৃদেহমাদ্যং সুলভং সুদুর্লভং
প্লবং সুকল্পং গুরুকর্ণধারম্।
ময়ানুকূলেন নভস্বতেরিতং
পুমান্ ভবাব্ধিং ন তরেৎ স আত্মহা॥"

এই মনুষ্যজন্ম লাভ করিয়া যদি স্বরূপ-ধর্ম্মের বিষয়ে অনভিজ্ঞ হইয়া আমরা চলিয়া তাহা হইলে মনুষ্যজন্ম পাওয়া না পাওয়া একই কথা।

বক্তৃতার চুম্বক

পাটনা সৎশিক্ষা-প্রদর্শনীর দ্বারোদ্ঘাটন-দিবস দারভাঙ্গার মহারাজাধিরাজ যে বক্তৃতা প্রদান করেন, তাহার চুম্বক নিম্নে প্রদত্ত হইল।

———

পূজনীয় স্বামীজি এবং শ্রীগৌড়ীয়মঠের ভক্তবৃন্দ, আপনারা আপনাদের অভিনন্দন-পত্রে আমার বংশগৌরব এবং আমার সম্বন্ধে উল্লেখ করিয়া এই সৎশিক্ষা-প্রদর্শনী উন্মোচন করিবার জন্য আমাকে যে-সম্মান প্রদর্শন করিয়াছেন তজ্জন্য আপনারা আমার আন্তরিক ধন্যবাদার্হ।

ভারতবর্ষ যে ধর্ম্মের স্থান ইহা সত্য। যদিও এখানে বিভিন্ন সম্প্রদায় ও বিভিন্ন সাম্প্রদায়িক চিন্তাস্রোত প্রচলিত আছে, তথাচ কোন সত্যানুসন্ধিৎসু ব্যক্তির পক্ষে এই সমস্ত বিভিন্নতার মধ্য হইতে নিত্য একতা অনুসন্ধান করা কষ্টকর নহে, যে নিত্য একতা হিন্দুধর্ম্মকে বিভিন্ন দেশীয় আক্রমণ হইতে রক্ষা করিতে পারে ও তাহা দূর করিয়া দিতে সমর্থ। কিন্তু ইহা বড় দুঃখের বিষয় যে, ধর্ম্মের প্রতি হিন্দুগণের আগ্রহ ক্ষয়োন্মুখ হইতেছে। ইহার কারণ-অনুসন্ধানে আমার মনে হয় তাঁহাদিগের অজ্ঞানই ধর্ম্মের প্রতি তাঁহাদের এইরূপ অশ্রদ্ধা আনয়ন করিয়াছে। পূর্ব্বকালের অবতার-সকল, ঋষিগণ এবং প্রচারকগণ সময় সময় ধর্ম্মের প্রকৃত সত্যের স্থাপনোদ্দেশে এবং লোকের রুচি-অনুযায়ী প্রাগুক্ত অজ্ঞতা দূর করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু আমরা অভিজ্ঞতার ফলে জানিতে পারি যে, বহুকাল পরে তাহাদের সেই চেষ্টা তাহাদের সংগঠন-সংস্কারের অভাবে অত্যন্ত মন্দীভূত হইয়াছে। এক্ষণে ইহা অত্যন্ত সুখের বিষয় এই যে, আপনারা হিন্দুধর্ম্মের কোন সম্প্রদায়-বিশেষে আবদ্ধ হইলেও হিন্দুধর্ম্মের আভ্যন্তরিক একতা এবং উহার সার্ব্বজনীনতা লোকলোচনের নিকট প্রতিপাদন করিবার জন্য এইরূপ সৎশিক্ষা-প্রদর্শনীর আয়োজন করিয়াছেন।

যতদিন পর্য্যন্ত না আমরা সাম্প্রদায়িক গণ্ডীসকল অতিক্রম করিতে না পারিতেছি এবং সার্ব্বজনীন ভ্রাতৃত্ব উদ্দেশ করিতে পারিতেছি ততদিন পর্য্যন্ত সৎশিক্ষার সৌন্দর্য্য এবং মহত্ত্ব লক্ষ্য করিতে পারিব না এবং আমাদের সমস্ত দার্শনিক চিন্তাস্রোতের ধারা আমাদের দৃষ্টির বহির্ভূত থাকিবে।

———

আপনারা ধর্ম্মের প্রধান প্রধান তথ্যগুলি এবং দর্শনশাস্ত্রের মিশ্রিত ও কূট প্রশ্নগুলি সহজে মীমাংসা করিবার জন্য ও সাধারণকে সম্যগ্ প্রকারে উপলব্ধি করাইবার জন্য যে উপায় অবলম্বন করিয়াছেন তাহা খুবই নূতন বটে। যে যুগে আমরা অবস্থিত আছি, তাহা একটী বৈজ্ঞানিক যুগ বলিয়া মানুষের কার্য্যাবলীতে প্রচুরপরিমাণে বিজ্ঞানের কার্য্যকারিতা উপলব্ধ হয় এবং আমি বিবেচনা করি, আপনারা যে এই বৈজ্ঞানিক যুগের চিন্তা-ধারা অবলম্বন করিয়া এই সৎশিক্ষা-প্রদর্শনীর আয়োজন করিয়াছেন তাহা আপনাদের প্রাচীন মিশনের উদ্দেশ্যকে সম্পূর্ণরূপে সাফল্যমণ্ডিত করিবে। শ্রীভগবানের নিকট প্রার্থনা করি ... আমি অতি আনন্দের সহিত এই সৎশিক্ষা-প্রদর্শনীর দ্বার উন্মোচন করিলাম।

———

সভাপতি মহোদয়ের বক্তৃতার পর শ্রীমদ্ ...রি মহারাজ গৌড়ীয়মঠের পক্ষ হইতে তাঁহাকে ধন্যবাদ প্রদান করেন। তৎপরে ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর মহারাজাধিরাজ বাহাদুরকে সঙ্গে লইয়া প্রদর্শনীর দ্বারে উপনীত হইলে প্রদর্শনীর দ্বার উন্মোচন করা হয়। মহারাজের পশ্চাৎ পশ্চাৎ বহুদর্শক গমন করিয়াছিলেন এবং মহারাজের সহিত সকলেই প্রদর্শনীর দ্রষ্টব্য বিষয়গুলি তন্ন তন্ন করিয়া দেখিয়াছিলেন। প্রত্যেক দ্রষ্টব্য বিষয়ের নির্দ্দিষ্ট বিষয় তাঁহাদিগকে সম্যগ্ প্রকারে বুঝাইয়া দিলে তাঁহারা অত্যন্ত সন্তুষ্ট ও আনন্দিত হন। সনাতন-ধর্ম্মের প্রকৃত তথ্য শিক্ষা দিবার জন্য প্রদর্শনীতে প্রায় ১০০ একশত দ্রষ্টব্য বিষয় মডেলের দ্বারা প্রদর্শিত হইয়াছে। যে সনাতন-ধর্ম্ম ভারতের গৌরবের বস্তু সেই ধর্ম্মের তথ্য বুঝাইয়া দিবার জন্য মিশনের আচার্য্যপ্রবর এই নূতন উপায় উদ্ভাবন করিয়াছেন। দ্রষ্টব্য বিষয়-গুলি এরূপ সুন্দর চিত্তাকর্ষক হইতেছে এবং বিষয়গুলি আলোক-মালায় সুশোভিত হইয়া এরূপ জীবন্ত বলিয়া প্রতীয়মান হইয়াছে যে প্রত্যেক দর্শকমাত্রেই উহাতে আকৃষ্ট হইয়া উহা হইতে কিছু না কিছু সত্য-সার গ্রহণ করিতেছেন। এই নূতন রকমের প্রদর্শনীর শিক্ষাপ্রদ উপাদেয়ত্ব অতিরঞ্জিত করা যায় না। শ্রীগৌড়ীয়-মিশনের সভ্যগণ যে শিক্ষাপ্রদ সৎশিক্ষা-প্রদর্শনী উন্মোচন করিয়াছেন সেই শিক্ষা-গ্রহণের সুযোগ হইতে বিমুখ হওয়া কাহারও কর্ত্তব্য নয়।

———

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১৯ কেশব স্বাচ্ছ প্রত্যয়

শ্রীমুরারি গুপ্ত

[১]

আদি নিবাস ও মহাপ্রভু-সঙ্গ মিলন

মহাপ্রভু শ্রীগৌরসুন্দর যখন শ্রীধাম-মায়াপুরে আবির্ভাব-লীলা প্রকাশ করেন, তখন বঙ্গের বিভিন্ন স্থানে তাঁহার অনেক পার্ষদ প্রকটিত ছিলেন। শুধু বঙ্গের নহে, ভারতের বিভিন্ন প্রদেশেও অনেক গৌর-পরিকরের আবির্ভাবের কথা আমরা প্রামাণিক গ্রন্থে দেখিতে পাই। যে-সকল স্থান বৈষ্ণবগণের পদরজে অভিষিক্ত হইয়াছে, তন্মধ্যে শ্রীহট্ট অন্যতম। যিনি মহাপ্রভুকে তনয়রূপে লাভ করিবার সৌভাগ্য পাইয়াছিলেন সেই জগন্নাথ মিশ্র পুরন্দরের নিবাসও প্রথমে শ্রীহট্টেই ছিল। এই সুপ্রসিদ্ধ স্থানটীতে বৈদ্যকুলে মহাপ্রভুর একজন অন্তরঙ্গ পার্ষদের প্রকট হইয়াছিল। তিনি মহাপ্রভুরও কিছু পূর্ব্বে আবির্ভাব-লীলা প্রকাশ করিয়াছিলেন। এই ভক্তবরই আমাদের সুপ্রসিদ্ধ শ্রীমুরারি গুপ্ত। লৌহ যেমন সুবৃহৎ চুম্বকের আকর্ষণে আকৃষ্ট না হইয়া থাকিতে পারে না, সেই প্রকার যদিও শ্রীগৌরপারিকরগণ বিভিন্ন স্থানে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন তথাপি তাঁহারা প্রাণ প্রভুর আকর্ষণে আকৃষ্ট না হইয়া থাকিতে পারেন নাই। নিতান্ত অপরিচিত স্থান হইতেও তাঁহারা আসিয়া গৌরপাদপদ্মসন্নিধিতে মিলিত হইয়াছেন। আবির্ভাবস্থান শ্রীহট্টে হইলেও শ্রীল মুরারি শ্রীধাম-মায়াপুরে বাসগৃহ নির্ম্মাণ পূর্ব্বক মহাপ্রভুর সেবার্থ নবদ্বীপধামে বাস করেন।

অবতারীর অবতার-প্রাকট্য-রহস্য

বিভিন্ন সেবকের অধিকার অনুযায়ী মহাপ্রভুর রামনৃসিংহাদি অবতারমূর্ত্তির প্রকাশলীলার বিষয় আমরা শ্রীচৈতন্যভাগবত ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে দেখিয়াছি। অনেকে প্রশ্ন করেন, মহাপ্রভু যখন অভিন্ন অবতারি-ব্রজেন্দ্রনন্দন, তখন তিনি অবতার-মূর্ত্তিতে ভক্তগণসমক্ষে দেখা দিলেন কেন? বলা বাহুল্য, অবতার ও অবতারীর মধ্যে পরস্পর যে সম্বন্ধ তাহা জ্ঞানাভাব-বশতঃই ঐ প্রকার প্রশ্নের উদয় হয়। অবতারসমূহের আশ্রয় হন অবতারী। অবতারগণ অবতারী হইতেই প্রাকট্য লাভ করেন। তাঁহারা প্রত্যেকই স্বরূপে, সকলেই পূর্ণ। কোন প্রদীপ হইতে অপর একটী প্রদীপ প্রজ্জ্বলিত করিলে যে-প্রকার পরে প্রজ্জ্বলিত প্রদীপটীর আলো-প্রদানধর্ম্ম মূল প্রদীপটী হইতে কোন অংশে ন্যূন হয় না, সেই প্রকার অবতারগণের পূর্ণতার হানি হয় না। বিভিন্ন অধিকারের ব্যক্তিগণ তাঁহাদের সেবার অধিকার-অনুযায়ী অবতারের দর্শন-লাভ করিয়া থাকেন।

মুরারিগৃহে মহাপ্রভুর বরাহ-ভাব

কৃষ্ণসেবায় তন্ময়তাহেতু শ্রীগৌরসুন্দর তাঁহার ভক্তগণের মুখে কৃষ্ণের যে-যে-লীলার কথা শ্রবণ করেন, তাদৃশী লীলায় লবিষ্ট হইয়া তদ্রূপ ভাব প্রদর্শন করেন। একদিন তিনি বরাহভাবের শ্লোক শ্রবণ করিয়া গর্জ্জন করিতে করিতে মুরারিগুপ্তের গৃহে চলিয়া গেলেন এবং 'শূকর' 'শূকর' বলিতে বলিতে তাঁহার বিষ্ণুগৃহে প্রবেশ করিলেন। মুরারি শ্রীগৌরসুন্দরের সহসা এরূপ অপূর্ব্ব গর্জ্জন ও 'শূকর' 'শূকর' উক্তির কারণ নির্ণয়ে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইলেন। মহাপ্রভু মুরারির বিষ্ণুগৃহে প্রবিষ্ট হইয়াই দন্তদ্বারা উক্ত গৃহ-স্থিত বৃহৎ জলপাত্র উত্তোলন করিলেন। মুরারি তাঁহাকে তৎকালে চতুষ্পদ যজ্ঞবরাহ-রূপে গর্জ্জন করিতে দেখিলেন।

মায়াবাদীর ভ্রম

মহাপ্রভুর মুরারিকে বরাহ-বিগ্রহরূপে দর্শন-দানে মায়াবাদের কোন প্রশ্রয় দেওয়া হয় নাই। যদিও মায়াবাদিগণ মহাপ্রভুর মহাপ্রকাশ-লীলাকে তাঁহাদের ঘৃণ্য-মতবাদের সহায়ক বলিয়া গ্রহণ করিতে প্রধাবিত হইবেন, কিন্তু তত্ত্বদর্শী বৈষ্ণবের পাদপদ্মে উপস্থিত হইবার সৌভাগ্য হইলে তাঁহারা প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞানের আলোকে আলোকিত হইয়া মায়াবাদ-তিমির হইতে উদ্ধার পাইবেন।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে মহাপ্রভু স্বয়ং সর্ব্বশক্তিমান্ অবতারী সুতরাং তাঁহার পক্ষে স্বীয় অবতাররূপে প্রকট হওয়া কিছুমাত্র বিচিত্র নহে। কিন্তু অণুচিৎ জীবের পক্ষে ঐ প্রকার লীলা-প্রকাশ কথনই সম্ভবপর নহে।

মুরারির স্তব

শ্রীগৌরসুন্দর মুরারিকে স্তব করিতে আদেশ করিলেন; বরাহমূর্ত্তি ও তাঁহার অনুষ্ঠান দেখিয়া মুরারি গুপ্ত ভয়ে কম্পিত-কলেবর হইয়া বলিতে লাগিলেন—

তুমি সে জানহ প্রভু তোমার যে স্তুতি॥
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড যাঁ'র এক কণে ধরে।
সহস্রবদন হই যাঁ'রে স্তুতি করে॥
তবু নাহি পায় অন্ত সেই প্রভু কয়।
তোমায় স্তুতিতে আর কে সমর্থ হয়॥
যে বেদের মত করে সকল সংসার।
সেই বেদ সর্ব্বতত্ত্ব না জানে তোমার॥
যত দেখি শুনি প্রভু অনন্ত ভুবন।
তোর লোমকূপে গিয়া মিলায় যখন॥
হেন সদানন্দ তুমি যে কর যখনে।
বল দেখি বেদে তাহা জানিবে কেমনে॥
অতএব তুমি সে তোমারে জান মাত্র।
তুমি জানাইলে জানে তোর কৃপাপাত্র॥
তোমার স্তুতি এ মোর কোন্ অধিকার॥

চৈঃ ভাঃ মঃ ৩অ

একমাত্র ভক্তই ভগবানের চরিত্র লিখিবার অধিকারী

জড়ভোগপর কবি, সাহিত্যিক, লেখক প্রভৃতি কথনই ভক্ত ও ভগবানের লীলা সম্যগ্রূপে বর্ণন করিতে সমর্থ নহেন। কারণ জড়-দার্শনিকগণের ত্রিগুণান্তর্গত আধ্যক্ষিক বিচার কথনই লোকাতীত বিষ্ণু বিক্রম বুঝিতে সমর্থ হয় না। তাহারা স্বাভাবিক অপরাধ বশে সেবাবিমুখ বলিয়া সাধুর প্রকৃষ্ট সঙ্গের অভাবে স্ব-স্ব দম্ভ ও মূঢ়তা প্রকাশ করিতে গিয়া শ্রীচৈতন্যচরণে অপরাধ-মাত্র লাভ করে। ভক্ত-বাক্যকে অতিরঞ্জিত মনে করিয়া স্ব-স্ব মানসিক বিকারকে সত্যের উপলব্ধি জ্ঞান করতঃ তাঁহারা বিপথগামী হইয়াছেন ও হইতেছেন এই প্রকার দৃষ্টান্তের অভাব নাই। যাঁহাদের ঐ প্রকার দুর্ভাগ্য উপস্থিত হইয়াছে আমরা তাঁহাদের সঙ্গ সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাগ করিয়া বৈষ্ণবের পাদপদ্ম-আশ্রয়েই তত্ত্বজ্ঞান-লাভের জন্য যত্নপর হইব।

মহাপ্রভুর স্বীয়-তত্ত্ব-প্রকাশ

মহাপ্রভু মুরারির স্তব শ্রবণ করিয়া অতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন এবং বেদের প্রতি ক্রোধ-প্রকাশ-পূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন—

হস্ত, পদ, মুখ মোর নাহিক লোচন।
এই মত বেদে মোরে করে বিড়ম্বন॥
কাশীতে পড়ায় বেটা প্রকাশানন্দ।
সেই বেটা করে মোর অঙ্গ খণ্ড খণ্ড॥
বাখানয়ে বেদ মোর বিগ্রহ না মানে।
সর্ব্ব অঙ্গে হইল কুষ্ঠ তবু নাহি জানে॥
সর্ব্বযজ্ঞময় মোর যে অঙ্গ পবিত্র।
অজভব আদি গায় যাঁহার চরিত্র॥
পুণ্য পবিত্রতা পায় যে অঙ্গ-পরশে।
তাহা মিথ্যা বলে বেটা কেমন সাহসে?
শুনহ মুরারি গুপ্ত কহি যত সার।
বেদগুহ্য কহি এই তোমার গোচর॥
আমি যজ্ঞ-বরাহ সকল বেদ-সার।
আমি সে করিনু পূর্ব্বে পৃথিবী উদ্ধার॥
সংকীর্ত্তন-আরম্ভে মোহার অবতার।
ভক্তগণ লাগি' দুষ্ট করিব সংহার॥
সেবকের দ্রোহ মুঞি সহিতে না পারোঁ।
পুত্র যদি হয় মোর তথাপি সংহারোঁ॥
পুত্র কাটোঁ আপনার সেবক লাগিয়া।
মিথ্যা নাহি কহি গুপ্ত শুন মন দিয়া॥
যে-কালে করিনু মুঞি পৃথিবী উদ্ধার।
হইল ক্ষিতির গর্ভ পরশে আমার॥
হইল নরক নামে পুত্র মহাবল।
আপনে পুত্রেরে ধর্ম্ম কহিনু সকল॥
মহারাজ হইলেন আমার নন্দন।
দেব-দ্বিজ-গুরুভক্ত করেন পালন॥
দৈব-দোষে তাহার হইল দুষ্টসঙ্গ।
বাণের সংসর্গে হৈল ভক্তদ্রোহে রঙ্গ॥
সেবকের হিংসা মুঞি না পারোঁ সহিতে।
কাটিনু আপন পুত্র সেবক রাখিতে॥
জনমে জনমে তুমি সেবিয়াছ মোরে।
এতেক সকল তত্ত্ব কহিল তোমারে॥

(চৈঃ ভাঃ মঃ ৩অ)

মহাপ্রভুর বাণীর রহস্য

এক্ষণে আমরা মহাপ্রভুর এই পরম শিক্ষাপ্রদা বাণী সম্বন্ধে একটু বিচার করিব। শ্রুতি-সকল আধ্যক্ষিক-জ্ঞান-সম্পন্ন মুমুক্ষুগণকে বঞ্চনা করিবার জন্য শব্দের অভিধাবৃত্তি তাঁহাদের নিকট প্রকাশ করেন। আধ্যক্ষিক মায়াবাদী অধিরোহবাদ অবলম্বন পূর্ব্বক বেদাধ্যয়ন করেন বলিয়া বেদশাস্ত্র তাঁহাদের নিকট অনুকূল-ভাবে পরিদৃষ্ট হওয়ায় তাদৃশ বেদের মোহন-শক্তির প্রতি ক্রোধ প্রকাশ করিয়া মহাপ্রভু জীবগণকে মায়াবাদ-গর্ত্তে পতন হইতে সাবধান করিলেন। সুতরাং তাঁহার এই ক্রোধ-প্রকাশে 'জীবে দয়া'রই প্রকৃষ্ট উদাহরণ পাওয়া যাইতেছে। প্রকৃত প্রস্তাবে যে বেদশাস্ত্র তাঁহার সেবায় নিযুক্ত, তৎপ্রতি মহাপ্রভুর ক্রোধের কোনও প্রকার সম্ভাবনা নাই। কেবল নির্ব্বিশেষ-বিচারপর বেদপাঠিগণের অমঙ্গলের প্রতিই তাঁহার ক্রোধ-প্রকাশ। এতদ্বিষয়ে আমরা আগামী কল্য বিশদরূপে আলোচনা করিব।

মহিমা-গীতি

(শ্রীযুক্ত গৌরানুগ্রহ ব্রহ্মচারী)

(আমি) কবে হে চিনিব শ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত-
সরস্বতী প্রভুপাদে।
(যিনি) গোলোক হইতে জীব নিস্তারিতে
এসেছেন এ জগতে॥
নিত্যানন্দাভিন্ন প্রভুপাদ আজি
জীবে শিখাবার তরে।
মধ্যমাধিকারি বৈধীভক্ত-লীলা
সদা আচরণ করে॥
উলুকেতে যৈছে চন্দ্রের কিরণ
দেখিবারে নাহি পায়।
ঐছন রূপেতে অভক্তের গণ
চিনিতে না পারে তায়॥
জীবহিত-তরে দেশ-দেশান্তরে
পাঠাইয়া নিজজন।
আত্মধর্ম্ম-কথা শিখায় সকলে
দেয় বিনা মূল্যে প্রেমধন॥
সাগর-পারেতে ম্লেচ্ছ-দেশেতেও
প্রেরিল আপন জন।
কৃষ্ণনাম-সুধা পিয়াবার তরে
দিতে গোলোকের ধন॥
শিব-বিরিঞ্চির বাঞ্ছিত যে প্রেম
জগতে দিতেছে ঢালি।

ম্লেচ্ছেতে ব্রাহ্মণে খেতেছে চাহিয়া
বাজাইয়া করতালি ॥
প্রেম-ভক্তি-যুত মন্দাকিনী-বারি
আনিয়া এ জগৎ-মাঝে।
ডুবাল জগৎ ভক্তির প্লাবনে
সবে আনন্দেতে ভাসে।
(কৃষ্ণ) নাম-সুধা-রসে মাতিল অবনী,
আচার্য্যের করুণাতে।
শমন-কিঙ্কর পাইয়া তরাস
কপাট হানে দ্বারেতে ॥

গুরু ও লঘু

[শ্রীযুক্ত মধুসূদন চট্টোপাধ্যায় বি-এ]

'গুরু' এই শব্দটী উচ্চারণ করিলেই তৎসঙ্গে সঙ্গে আমাদের মনে তদ্বিপরীত 'লঘু' শব্দটীরও উদয় হয়। গুরুর শ্রেষ্ঠত্ব ও লঘুর নীচত্ব সর্ব্ববাদি-সম্মত বলিয়াই মনে হয়। গুরুও নানাপ্রকারের হইতে পারে, যথা—পাঠশালার গুরু, স্কুলের গুরু, কলেজের গুরু, সঙ্গীত শিক্ষার গুরু ইত্যাদি। ইঁহারা সকলেই গুরুজন পদবাচ্য। আমরা এখানে পরমার্থ-বিষয়ের গুরুর সম্বন্ধে শাস্ত্রযুক্তিমূলে কিছু আলোচনার প্রয়াস পাইব। কিন্তু একটী কথা—আমাদের বর্ত্তমান প্রবন্ধের আলোচ্য বস্তুটী গুরুজন নহেন, ইনি গুরুদেব পদবাচ্য। বেদ বলেন,—

"তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেব অভিগচ্ছেৎ"

অর্থাৎ যাঁহার বাস্তববস্তু শ্রীভগবানের বিষয়ে সবিশেষ জ্ঞানলাভের প্রয়োজন তিনি অবশ্যই শ্রীগুরুপাদপদ্মের আশ্রয় গ্রহণ করিবেন। অতএব দেখা যাইতেছে যে, শ্রীগুরুপাদপদ্মের আশ্রয় ব্যতীত পরমার্থ-লাভের চেষ্টা সম্ভবপর নহে। এখন কথা হইতেছে,—গুরু কে? পরমার্থ-রাজ্যে প্রবেশেচ্ছু জনগণের নিকটও তথাকথিত গুরুব্রুবগণ আসিয়া উপস্থিত হইতেছেন,—যথা কুল-গুরু, সন্ন্যাসী-গুরু, যোগী-গুরু, জ্ঞানীগুরু ইত্যাদি। তাই প্রশ্ন হইতেছে কাহাকে গুরু বলা যাইবে? গুরু ও লঘুর বিচার সাধারণ জনগণের পক্ষে অতীব কষ্টসাধ্য। এইরূপ-ক্ষেত্রে অনেকের এইরূপ মত দেখিতে পাওয়া যায় যে, গুরু যাহাই হউক না কেন, আমরা তাঁহাকে গুরু মনে করিলেই হইল এবং তাহাতেই আমাদের প্রয়োজন সিদ্ধ হইতে পারিবে কিন্তু একটু স্থিরভাবে বিচার করিলে দেখা যাইবে-শাস্ত্রের বিচার ত দূরের কথা, সাধারণ-যুক্তিও এই মতের সমর্থন করে না। যাহার যে বস্তু নাই সে কি করিয়া সেই বস্তু দিতে পারিবে? আমার দুগ্ধের প্রয়োজন আমি যদি কোনও বঞ্চকের প্রলোভনে পড়িয়া চুণ-গোলাকেই দুগ্ধ বলিয়া মনে করি তবে তাহাতে কি আমার দুগ্ধের প্রাপ্তি ঘটিবে? না, উহা পান করিয়া আমার কোনও প্রকার তৃপ্তি লাভ ঘটিবে? অতএব গুরু বলিতে বেদ এখানে ভগবত্তত্ত্ববিদ্ সদ্গুরুকেই নির্দ্দেশ করিয়াছেন। গুরুর লক্ষণ বলিতে গিয়া বেদ তাঁহাকে "শ্রোত্রিয় ও ব্রহ্মনিষ্ঠ" বলিয়াছেন। শ্রীগুরুদেব শ্রুতি-শাস্ত্র-বিশারদ ও ব্রহ্মনিষ্ঠ হইবেন। গুরুর লক্ষণ শাস্ত্রে এইরূপ কথিত হইয়াছে

"কৃপাসিন্ধুঃ সুসম্পূর্ণঃ সর্ব্বসত্ত্বোপকারকঃ।
নিস্পৃহঃ সর্ব্বতঃ সিদ্ধঃ সর্ব্ববিদ্যাবিশারদঃ ॥
সর্ব্বসংশয়সচ্ছেত্তাঽনলসো গুরুরাহৃতঃ॥"

অর্থাৎ গুরুদেব করুণার সাগর, সর্ব্বতোভাবে পরিপূর্ণ, সর্ব্বজীবের উপকারক, স্পৃহাশূন্য, নিত্যমুক্ত, ভগবত্তত্ত্বজ্ঞ, শিষ্যের সর্ব্ববিধ-সংশয়-ছেদনকারী ও অলসতা-পরিশূন্য হইবেন। অনেকে হয়ত বলিবেন এবম্বিধ লক্ষণ-বিশিষ্ট গুরু কোথায় পাওয়া যাইবে? সন্ন্যাসী না হইলে কি গুরু হইতে পারে? কেহ কেহ আবার এরূপও মনে করেন সাধু-গুরু কি আর লোকালয়ে থাকেন তাঁহারা হিমালয়ের গহ্বরে থাকিলেও থাকিতে পারেন। কিন্তু শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত এরূপ নহে। শাস্ত্র বলেন,—

কিবা বিপ্র কিবা ন্যাসী শূদ্র কেনে নয়।
যেই কৃষ্ণতত্ত্ব-বেত্তা সেই গুরু হয় ॥

গুরুর স্বরূপ আলোচনা করিতে গিয়া আমাদের পূর্ব্বাচার্য্য শ্রীল দাস গোস্বামী প্রভু-কৃত বিলাপ-কুসুমাঞ্জলির নিম্নলিখিত শ্লোকটী প্রণিধান-যোগ্য হয়।

"বৈরাগ্যযুগ্ ভক্তিরসং প্রযত্নৈরপায়য়ন্
মামনভীপ্সুমন্ধং।
কৃপাম্বুধির্যঃ পরদুঃখদুঃখী সনাতনং তং
প্রভুমাশ্রয়ামি ॥"

আমাদের ন্যায় বদ্ধজীবসকলকে নিত্য শ্রীগুরুপাদপদ্ম বিবিধ প্রকার যত্নের দ্বারা আমাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধেও ভগবদিতর বিষয়ে বৈরাগ্য সৃষ্টি করাইয়া ভগবদ্ভক্তি-রস পান করাইয়া থাকেন এমনই তিনি পর-দুঃখদুঃখী—এতই তাঁহার অপার করুণা। অতএব আসুন, আমরা সেই গুরুপাদপদ্মের সন্ধান করিয়া আমাদের জীবন সার্থক করি।

ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমিতে কোন ভাগ্যবান্ জীব।
গুরু-কৃষ্ণ-প্রসাদে পায় ভক্তিলতা-বীজ।

আমরা যদি সত্য সত্যই বাস্তব-বস্তু শ্রীভগবান্‌কে পাইতে ইচ্ছুক হই তাহা হইলে শাস্ত্ররূপে তিনি আমাদিগকে বলিয়া দেন—

"দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন
মামুপযান্তি তে"।

শ্রীভগবান্ নিজেই তখন আমাদিগকে তাঁহার প্রকাশবিগ্রহ শ্রীগুরুপাদপদ্মের সমীপে লইয়া যাইবেন এবং জগতের যত প্রকার লঘু ব্যক্তিগণ গুরুর সজ্জায় সজ্জিত হইয়া মনুষ্য-সমাজের অকল্যাণের জন্য যত্নপরায়ণ আছেন তাঁহাদের স্বরূপ প্রকাশ করাইয়া আমাদিগকে রক্ষা করিবেন। কারণ গীতায় শ্রীভগবান্ নিজমুখে বলিয়াছেন,—

পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্ম্ম-সংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥

আমরা তখন—

গুরবো বহবঃ সন্তি শিষ্যবিত্তাপহারকাঃ।
দুর্ল্লভঃ সদ্গুরুর্দেবি শিষ্যসন্তাপহারকঃ ॥

এই শাস্ত্র-বাক্যের তাৎপর্য্যও উপলব্ধি করিতে পারিব।

শ্রীভগবানে বিশ্বাসই পরমার্থরাজ্যে প্রবেশের দ্বারস্বরূপ ও শ্রীসদ্গুরুপাদপদ্মের সন্ধান-লাভের একমাত্র উপায়।

নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়।

"নাম-শক্তি"

(শ্রীযুক্ত ভক্তিসৌরভ দাসাধিকারী)

জগমাঝে যত তপঃ দান ব্রত
ধর্ম্ম-কর্ম্ম পুণ্য রয়।
তীর্থ-পর্য্যটন যোগ অধ্যয়ন
নাম সর্ব্ব-যজ্ঞময় ॥
নাম নাশে ভয় নামে ভোগ-ক্ষয়
নাম সাধনের সার।
নাম মহাগতি ভক্তি প্রীতি মতি
নাম-প্রভু জীবাধার ॥
সর্ব্ব-শাস্ত্রগণে গায় একতানে
সাধ্য ও সাধন নাম।
নাম-কৃপা-বলে বিনাশে সমূলে
সকল অবিদ্যা-কাম ॥
নাম-চিন্তামণি কৃষ্ণ-রস-খনি
নিত্যশুদ্ধ মুক্ত হয়।
পূরে আত্মকাম দানে প্রেমধাম
নাম নামী ভেদ নয় ॥
নামে দিয়া জয় সিন্ধু উল্লঙ্ঘয়
পাষাণ সলিলে ভাসে।
নাম-শক্তি-বলে ভক্ত-কক্ষতলে
প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ড হাসে ॥
শ্রীনামের জোরে শিরের উপরে
ধরি শৈল মহাভার।
এক নিমিযোগে ধায় মহাবেগে
লক্ষ যোজনের পার ॥
গাহি' নাম জয় বিষপানে হয়
মহাকাল মৃত্যুঞ্জয়।
গরল অমৃত শিলা দ্রবীভূত
অনল শীতল হয় ॥
নামের মহিমা দিতে নাই সীমা
নাম-গুণ কব কত।
ভুবন-ভুলান পরাণ-মাতান
ভজ নাম অবিরত ॥
হরি বিশ্বম্ভর দয়ার সাগর
তারয়িতে জগজীবে।
গাহি' অবিরাম শিখাইল নাম
কৃষ্ণনাম আনি ভবে ॥
শকতি-সকল নামে প্রদানিল
অপার কৃপায় হরি।
নাহি কালাকাল ভজ সর্ব্বকাল
ভব-সিন্ধু যাবে তরি ॥
নাম-চিন্তামণি বিলাইল আনি'
ভুলোকে গোলোক হ'তে।
হেন দয়া যাঁর পরম উদার
সেব তাঁরে দিবা-রাতে ॥
এনেছে শ্রীনাম নিত্যানন্দ রায়
আজিকে ভুবন তরে।
ঈশান-ভুলান নামের নিশান
উড়িল সাগর-পারে ॥
সেবি' সেই জনে ভকত সজ্জনে
নামাশ্রয়ে সদা থাকি'।
লভিল আনন্দ পেয়ে নিত্যানন্দ
ভাগ্যেতে দিল ফাঁকি ॥
মন্দভাগ্য মোর অপরাধে ঘোর
নহিল শ্রীনামে রুচি।
ভেকের মত ডাকিনু শমন
করি ভোগ কচ কচি ॥

"ভোক্তা কে"

[শ্রীরাধারমণ ব্রহ্মচারী]

(১)

ভোক্তা কে? ইহা আমার ন্যায় মায়া-প্রপীড়িত বদ্ধজীবের বোধগম্য হয় না। তাই জীব নিজেকে নিজে ভোক্তাভিমান করতঃ প্রকৃত ভোক্তার স্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারে না।

পতিত জীবের এই প্রকার দুর্দ্দশা দর্শন করিয়া করুণার অবতার শ্রীভগবান্ আশ্রয়জাতীয়-রূপে আচার্য্যের বেশ ধারণ করত এই ধরাধামে অবতীর্ণ হন এবং শাস্ত্রযুক্তিমূলে বুঝাইয়া দেন যে প্রকৃত ভোক্তা কে?

তিনি বলেন,—শ্রীভগবানের ত্রিবিধা শক্তি যথা চিচ্ছক্তি, জীবশক্তি ও মায়া-শক্তি; তন্মধ্যে তটস্থা-শক্তি হচ্ছে জীব। জীবেতে একটা স্বতন্ত্রতা দেওয়া আছে। সে তদ্দ্বারা ভাল এবং মন্দ উভয় কার্য্য করিতে পারে, জীব অণুচৈতন্য; শ্রীভগবান্ বিভুচৈতন্য। জীব অণুচৈতন্য বলিয়া মায়া-বশযোগ্য আর মায়া কৃষ্ণের বহিরঙ্গা-শক্তি বা অপরা শক্তি, কৃষ্ণবিমুখ জীবকে নিয়ন্ত্রিত করাই মায়ার কার্য্য।

শুদ্ধভক্তি গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। ভাষ্যসহ বিরাট্ শ্রীচৈতন্য ভাগবত ৫৲
২। শ্রীমদ্ভাগবতম্—সমগ্র ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২৮৲
একাদশ স্কন্ধ হইতে প্রতিখণ্ড ।৶০
৩। ভাষ্যদ্বয়সহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত
(৪র্থ সংস্করণ) ৬৲
৪। ভাগবতার্কমরীচিমালা (বাঁধা) ১৲
৫। গৌড়ীয়-গৌরব ।৶০
৬। গৌড়ীয়-সাহিত্য ।৶০
৭। ভজনরহস্য ।০
শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও
শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৯। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ)
ঐ (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
১০। গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি টীকাসহ)
ঐ (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
১১। গীতার কেবল মাধ্ব-ভাষ্য ॥০
১২। যুক্তিমল্লিকা গুণসৌরভঃ সানুবাদ
(মাধ্ব) ২৲
১৩। বেদান্ততত্ত্বসার সানুবাদ
(রামানুজীয়) ॥০
১৪। জৈবধর্ম্ম ২৲
১৫। শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৬। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১৭। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ॥৶০
ঐ (বাঁধা) ৸০
১৮। দ্বীপ-দিগ্ দর্শন ৶০
১৯। সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ) ।৶০
২০। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ॥০
ঐ (আবাঁধা) ।৶০
২১। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
২২। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৶০
২৩। গীতমালা ৵১০
২৪। নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য ৶০
২৫। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶০
২৬। নবদ্বীপ পঞ্জিকা (৪৪৭ গৌরাব্দ) ৶০
২৭। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
২৮। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা-দর্পণ ।০
২৯। শরণাগতি ৵০
৩০। গীতাবলী ৵০
৩১। চিত্রে নবদ্বীপ ১৷০
৩২। সাধনকণ ৵০
৩৩। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৵০
৩৪। নবদ্বীপশতক ৵০
৩৫। অর্থপঞ্চক ৵০
৩৬। সদাচারস্মৃতিঃ ৵০
৩৭। কল্যাণকল্পতরু (৫ম সংস্করণ) ৵১০
৩৮। অর্চ্চনকণ ৵১০
৩৯। সাধককণ্ঠমালা (বাঁধা) ।০
ঐ (আবাঁধা) ৶০
৪০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি
(প্রথম চারিখণ্ড) ৩৲
৪১। ব্রহ্মসংহিতা ।০
৪২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৪৩। মণিমঞ্জরী সানুবাদ ।০
৪৪। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৪৫। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ।০
৪৬। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৪৭। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
৪৮। গৌড়ীয়মঠ কি করেন ? ৵০
৪৯। ঈশোপনিষৎ (বলদেব ও মাধ্ব-ভাষ্য এবং বিবৃতি ও অনুবাদসহ) ।০
৫০। শ্রীভুবনেশ্বর ৶০
৫১। সিদ্ধান্তদর্পণ ৶০
৫২। সাংখ্যবাণী ৵০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৫৩। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী-দিগ্বিজয়ঃ ॥০
৫৪। সটীক-শিক্ষাদশমূলম্ ।০
৫৫। তত্ত্ব-সূত্রম্ ।০
৫৬। সানুবাদ-শিক্ষাষ্টকম্ ৶০
৫৭। গৌড়ীয়মঠস্য পরিচয়ঃ ৵০
৫৮। সারাংশবর্ণনম্ ৶০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৫৯। রায় রামানন্দ ।০
৬০। নামভজন ।০
৬১। রিলেটীভ্ ওয়ার্ল্ড্স্ ।৶০
৬২। লাইফ্ য়্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব
শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।০
৬৩। বৈষ্ণবীজম্ ।০
৬৪। হোয়াট্ গৌড়ীয়মঠ ইজ্ ডুইং ৵০
৬৫। দি ভাগবত ।০
৬৬। ইরোটিক্ প্রিন্সিপ্ল্ য়্যাণ্ড
আনেলয়েড্ ডিভোসন ।০
৬৭। ব্রহ্ম-সংহিতা ২৷০
৬৮। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (ভলুম ওয়ান) ১৫

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৬৯। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ॥০
৭০। সাধন পথ ।০
৭১। কল্যাণ-কল্পতরু ৵১০
৭২। গীতাবলী ৵০
৭৩। শরণাগতি ৵০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৭৪। শরণাগতি

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

নদীয়া-প্রকাশপ্রাপ্তির স্থান

১। শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম-মায়াপুর, নদীয়া
২। শ্রীযোগপীঠ ঐ
৩। শ্রীবাস-অঙ্গন ঐ
৪। অদ্বৈত-ভবন ঐ
৫। কাজীর সমাধি-পাট ঐ
৬। স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ শ্রীগোদ্রুম,
পোঃ স্বরূপগঞ্জ, নদীয়া।
৭। শ্রীভাগবত আসন কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
৮। শ্রীএকায়ন মঠ গোবিন্দপুর, হাঁসখালী।
৯। দ্বাদশগোপাল পাট—পোঃ চাকদহ,
১০। শ্রীগৌর-গদাধরমঠ—চাঁপাহাটী,
পোঃ সমুদ্রগড়, বর্দ্ধমান
১১। শ্রীমোদদ্রুমছত্র মাউগাছি, বর্দ্ধমান
১২। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম, আমলাযোড়া,
পোঃ রাজবাধ বর্দ্ধমান
১৩। শ্রীগৌড়ীয়মঠ বাগবাজার, কলিকাতা
১৪। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম ব্রাহ্মণপাড়া,
পোঃ মাজু, হাওড়া,
১৫। শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয়মঠ,
৯০নং নবাবপুর রোড্, ঢাকা
১৬। শ্রীগোপালজী মঠ কমলাপুর, ঢাকা।
১৭। শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ পোঃ বালিয়াটী,
১৮। শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয়মঠ ময়মনসিংহ।
১৯। শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ চিরুলিয়া,
পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর
২০। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম গোয়ালপাড়া, আসাম।
২১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ রায়পেট্টা, মাদ্রাজ।
২২। শ্রীরামানন্দগৌড়ীয় মঠ কব্বুর,
জিঃ পশ্চিম গোদাবরী
২৩। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ উড়িয়াবাজার,
পোঃ বক্সীবাজার, কটক।
২৪। শ্রীত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয় মঠ ভুবনেশ্বর।
২৫। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ স্বর্গদ্বার, পুরী।
২৬। শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ আলালনাথ
পোঃ ব্রহ্মগিরি, পুরী।
২৭। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ ডুমুরকুণ্ডা,
পোঃ চিরকুণ্ডা, মানভূম।
২৮। শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ—কাশী।
২৯। শ্রীরূপগৌড়ীয় মঠ—এলাহাবাদ।
৩০। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ পুরাণবাজার,
সরকার ঠাকুরের কুঞ্জ, বৃন্দাবন
৩১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, নিউদিল্লী
৩২। শ্রীপরমহংসমঠ—নৈমিষারণ্য,
৩৩। শ্রীসারস্বত গৌড়ীয় মঠ—হরিদ্বার।
৩৪। শ্রীব্যাসগৌড়ীয়মঠ—কুরুক্ষেত্র, পঞ্জাব
৩৫। শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাবুলনাথ রোড,
পোঃ গ্র্যাণ্ট রোড, বোম্বে।
৩৬। লণ্ডন গৌড়ীয়মঠ, ৩৯নং গ্লেডন
গার্ডেন্স, কেন্‌সিংটন্ লণ্ডন,
(এস্, ডব্লিউ—১০)।
৩৭। অমরি গৌড়ীয়মঠ—মেদিনীপুর
৩৮। সরভোগ গৌড়ীয় মঠ—সরভোগ,
কামরূপ, আসাম,

শুদ্ধভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী মাসিক। শ্রীধাম-মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৷০ টাকা মাত্র

৩। ভাগবত—হিন্দি ভাষায় একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ সম্পাদিত ও নৈমিষারণ্য শ্রীপরমহংস মঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ১৷০ দেড় টাকা মাত্র।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ দেড় টাকা মাত্র।

৫। কীর্ত্তন—মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ নিমানন্দ সেবাতীর্থ বি-এজি, বি-টি, সম্পাদিত। আসাম গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম হইতে প্রকাশিত আসামী ভাষায় মাসিক। ভিক্ষা সডাক ১৷০ দেড় টাকা মাত্র

শ্রীচৈতন্যভাগবত

আদিকবি শ্রীল বৃন্দাবন দাস প্রণীত সমগ্র গ্রন্থ

গ্রন্থের মূল বোল্ড অক্ষরে এবং তাহাতে বিশ্ববিশ্রুত গৌড়ীয়মঠের প্রতিষ্ঠাতা ও আচার্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের রচিত বিস্তৃত ভাষ্য উত্তম কাগজে গোষ্ঠের সহিত মুদ্রিত হইয়াছেন। ডবল ক্রাউন আটপেজি আকারে ১০৯৬ পৃষ্ঠায় কেবল মূল ও ভাষ্য সম্পূর্ণ হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত শ্লোকসূচী, পদ্যসূচী, স্থানসূচী, পাত্রসূচী, বিষয়সূচী, শব্দসূচী প্রভৃতি বিস্তৃত সূচীপত্রেও একটী গ্রন্থ হইবে। সর্ব্বাঙ্গ শ্রীচৈতন্যভাগবতের এরূপ উৎকৃষ্ট ও অমূল্য বিরাট্ সংস্করণ জগতের কোথাও আজ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হন নাই, ইহা নিরপেক্ষ পাঠক মাত্রকেই একবাক্যে স্বীকার করিতে হইবে। শ্রীগৌড়ীয়মঠের উৎসব-কালে গ্রন্থের ভিক্ষা ১২৲ বারটাকা স্থলে—৫৲ পাঁচটাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীচৈতন্যমঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

কলিকাতা বাজার দর

লৌহ হার্ডওয়্যার

১০ই নবেম্বর ১৯৩৩

টাটার তৈয়ারী— প্রতি হন্দর।

লোহার কড়ি (জয়েষ্ট বা বীম)

মাকা ৫৸৵০—৫৸৶০

ঐ বে-মার্কা চালকা ওজন ৪৸৵০—৪৸৶০

বন্ধুগা (টী-আয়রণ) ৬৸৵০—৬৷০

এঙ্গেল আয়রণ (কোনা) ৫৸৵০—৬৸৵০

গ্যাল্ভ্যানাইজড করগেট টীন—

২২ গেজ ৬ হইতে ১০ ফুট ১১৸৵০

২৪ গেজ „ „ ১০৸৶০

২৬ গেজ „ „ ১২

২৪ গেজ আর, পি, ডি, মার্কা ১২৸৶০

২৪ গেজ গাঃ প্লেন শীট— ১১৸৵০

২৬ গেজ „ „ ১২৷০

২৮ গেজ ও ৩০ গেজ ঐ— ১৩৲—১৬৲

বাগান ঘেরা কাঁটাতার ১০০

পাউণ্ড বাঃ ৮৸০

ষ্টীল পাটী ৬৸৵—৬৷০

„ গোলটু (গোল) ৬৸৵—৬৷০

„ চৌকো (চৌকা) ৬৸৵০—৬৷০

„ গোল রড ৵০—৷৵০ সূতা ৫৸৵০—৫৷০

„ টানা রড—

চোকা ৵০—৷৵০ ঐ ৫৸৵০—৫৷০

„ গাড়ুল তাল ৭৲—৭৸০

„ প্লেট—১৫ন সূতা মোটা

পর্যন্ত ৭৷০—৭৷০

„ চাদর ৩-১৬ খানা বাণ্ডিল ৯৸৵০—১০৲

প্যাঃ ষ্টীল ৮৷০—৯৲

হাফ রাউণ্ড ৫৸৵০—৬৸৵০

তারের পেরেক ১—৬ ইঞ্চি ৯—৯৸০

প্যাটেন্ট পেরেক ২—৮ ইঞ্চি ১২৷০—১৫৷০

ঢালাই কড়া ১ হইতে ১০ নং ২৷০ সাট

কোদাল ৪, ৫, ৬, ৭৸৵০ ৮৸৵০ ৯৸৵০ ডঃ

ঐ ৭ন পাউণ্ড ৬৲ দেঃ বিঃ ৬৸৵০ „

গাঃ প্লেন বালতি ৭—১২ ইঞ্চি ৷৵০ ৬৷৵০

ঐ রিভিট „ ৭—১২ ইঞ্চি ২৲—৭৲ „

লোহার চেয়ার রঙের গোল ও

চোকা ৮৷০— „

ঐ গালের লোহার সিট ১৫৲ „

ঐ কেদারা (কাষ্ঠের সিট) ১৮৲ „

লোহার স্ক্রুপ —৩ ইঞ্চি ৵১০—৷৵০ গ্রোস

ঐ কব্জা ৭৩ নং

১—৪ ইঞ্চি ৷১০—৸৵১০ গেঃ ডজন

গাঃ তার ১৬—২২ নং

(গেজ) ১২৲—১৩৲ হন্দর

গাঃ রিভিং (মটকা)

১২ ইঞ্চি ৷৵৫—৷৷৵০ পীস

গাঃ পাটাবিং বা জোড়া

৬ ইঞ্চি ৷০—৸৵০ „

গাঃ স্ক্রুপ ১৸০—২৷০ ইঞ্চি ২৩৲—২৯৲ হন্দর

গ্যাঃ ওয়াসার চাকি ১১৷০—১৩৲ „

গ্যাঃ বোল্ট নাট ৮—৩ ইঞ্চি

৷৵১০—১৵০ গ্রোস

ঢালাই রেলিং ৩৷০—৪৷০ হন্দর

ঐ রেন ওয়াটার পাইপ

৩ ইঞ্চি ৵১০ ও ৪ ইঞ্চি ৷১০ ফুট

টিউব ওয়েলের জন্য গ্যাঃ

পাইপ১॥ ইঞ্চি ১৵৫ ফুট

পাম্প ৪নং ১২৷০ ৫নং ১৪৲ ৬নং ১৬৲

৬০—৮০ বাটখারা ৵১৫ সাট ২৷০—২৷০ মণ

সন্তোষকুমার মল্লিক এণ্ড সন্স লিঃ

লৌহ ও হাডওয়ার বিক্রেতা।

মীরবহর ঘাট লোহাপটী, বড়বাজার,

টেলি—"লোহার মালিক" কলিকাতা

কেরোসিন

প্লোফ্রক প্রত্যেক বাক্স (২ টিন) ৯,৬

সূর্য্য মার্কা „ ৬৷০

ভিক্টোরিয়া „ ৭৲

সোণার দর

পাকা সোণা ৩০৸৵

বড়াল ৩০৸

চিনা পাত ৩২৷০

রূপার দর

রূপা প্রাঃ ১০০ ভরি ৫৫৸৵০

ঐ খুচরা ৫৸৵০

কোম্পানীর কাগজ

৩৷০ সুদের কাগজ ৮১৸৵

৩৷০ নূতন ঋণ (১৯৪৭-৫০) ৯১৷০

৪৲ „ ঋণ (১৯৬০-৭০) ৯৭৲

৫৲ „ বণ্ড (১৯৪৫) ১০৪৷৸৵০

ডিবেঞ্চার

৫৲ সুদের (১৯৫৬-৮৬) কলিকাতা পোর্ট-

ট্রাষ্ট ডিবে:— ১০২৷৸৵০

ব্যাঙ্ক

ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক (কর্ণাট) ২৯৪৷০

সেণ্ট্রাল ঐ ২২৲

কাপড় ও সূতার কল

এলাগিন মিল ৪৫৲

পাট কল

হাওড়া ৫০৲

অকল্যাণ্ড ১৯৫৲

বালী ১৬২৲

বরানগর ১৫০৲

ক্লেভ ৩৭০৲

ডন্ডী ২৪৩৲

ক্লাইভ ২৮৷০

ডালহাউসী ৪০৮৷০

ডেল্টা ৪০৫৲

কৃষ্ণনগর নবদ্বীপঘাট রেলওয়ে সময়

কৃষ্ণনগর হইতে নবদ্বীপঘাট

কৃষ্ণনগর সিটি—	৬-৪৫	১০-৪৪	১৩-২২	১৭-৩৮	২০-১৬
কৃষ্ণনগর রোড—	৬-৫৬	১০-৫৫	১৩-৩৩	১৭-৪৭	২০-২৫
আমঘাটা—	৭-১৫	১১-১৩	১৩-৫১	১৮-৩	২০-৪১
মহেশগঞ্জ—	৭-২৪	১১-২১	১৪-০	১৮-৯	২০-৪৭
নবদ্বীপঘাট—	৭-৩৩	১১-৩০	১৪-৯	১৮-১৬	২০-৫৫

বিশেষ দ্রষ্টব্য—নবদ্বীপঘাট ষ্টেশন অপেক্ষা মহেশগঞ্জ ষ্টেশন হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরের দূরত্ব অনেক কম। শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে যাঁহাদিগকে রাণাঘাটে ট্রেণ বদল করিতে হয়, তাঁহারা রাণাঘাটে প্রাতঃ ৫-৫০,৮-১৪,১১-৪৬, ১৬-৪৮,১৮-৩৯ এবং ০-৩২ মিনিটের সময় গাড়ী পাইবেন।

শান্তিপুর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে শান্তিপুর ষ্টেশনে৫-৪০,৯-২৯, ১২-২৫,১৬-৪ এবং ১৮-৪১ মিনিটের সময় ট্রেণ পাওয়া যায়।

নবদ্বীপঘাট হইতে কৃষ্ণনগর

নবদ্বীপ ঘাট—	৫-৩৫	৯-২৫	১২-১০	১৫-৩৪	১৮-৪৫
মহেশগঞ্জ—	৫-৪৩	৯-৩০	১২-১৯	১৫-৪২	১৮-৫৩
আমঘাটা—	৫-৪৯	৯-৩৯	১২-২৬	১৫-৪৮	১৯-৫
কৃষ্ণনগর রোড—	৬-৫	৯-৫৫	১২-৪৩	১৬-৪	১৯-২৪
কৃষ্ণনগর সিটি—	৬-১৩	১০-৩	১২-৫১	১৬-১২	১৯-৩৫

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে—ডাঃ কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম ভক্তিশাস্ত্রী এল. এম. এফ. কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

কলিকাতায় মৃত্যুর সংখ্যা

গত ৪ঠা নবেম্বর যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে, সেই সপ্তাহে কলিকাতায় (সহর ও সহরতলী) মোট ৬২৭ জন মারা গিয়াছে। পূর্ববর্ত্তী দুই সপ্তাহে মৃত্যুর সংখ্যা যথাক্রমে ৬০৮ এবং ৫৬৮ জন। গত বৎসরের অনুরূপ সপ্তাহ অপেক্ষা আলোচ্য সপ্তাহের মৃত্যু সংখ্যা ৫৬ জন বেশী। সপ্তাহের হাজার করা গড়ে মৃত্যুর হার ২৭'২ জন, গত ৫ বৎসরের হাজার করা মৃত্যুর গড় ২৬'২ জন।

সহর (ওয়ার্ড ১'২৫ এবং ২৭)

আলোচ্য সপ্তাহে ৫১০ জন মরিয়াছে। পূর্ব্ববর্ত্তী দুই সপ্তাহে ৪৯৩ ও ৪৬৪ জন মরিয়াছিল। সপ্তাহে কলেরায় ২ জন মরিয়াছে; পূর্ব্ব দুই সপ্তাহে যথাক্রমে ১ এবং ২ জন মারা গিয়াছে। আলোচ্য সপ্তাহে বসন্তে ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জায় ১০ জন, জ্বরে ৫০ জন এবং পেটের পীড়ায় ৫৫ জন মারা গিয়াছে। পূর্ব্ব সপ্তাহে উক্ত রোগে যথাক্রমে ১২ ৪৫ এবং ৫৬ জন মরিয়াছে। সপ্তাহের হাজার করা মৃত্যুর গড় ২৬,৫ জন। ইহার মধ্যে বাহির হইতে আগত ৩৬ জন মরিয়াছে। ইহা ছাড়া সহরের মৃত্যুর হার ২৪'৭ জন।

আলোচ্য সপ্তাহে শ্বাসযন্ত্রের পীড়ায় ১১৫ জন মারা গিয়াছে, পূর্ব্ব সপ্তাহের মৃত্যু সংখ্যাও ১১৫ জন যক্ষ্মা রোগে ৪৩ জন মারা গিয়াছে, পূর্ব্ব সপ্তাহের মৃত্যু সংখ্যা ৩৪ জন।

এক বৎসরের অনধিক বয়স্ক শিশুর মৃত্যুর সংখ্যা ১০৪ জন।

সহরতলী (ওয়ার্ড ২৬ এবং ২৮ ৩২)

আলোচ্য সপ্তাহের মোট মৃত্যু সংখ্যা ১১৭ জন। পূর্ব্ববর্ত্তী দুই সপ্তাহে যথাক্রমে ১১৫ ও ১০৪ জন মারা গিয়াছে। ইহাদের মধ্যে কলেরায় ১, বসন্ত রোগে ১, ইনফ্লুয়েঞ্জায় ৩, জ্বরে ১৪, পেটের পীড়ায় ৭ এবং শ্বাসযন্ত্রের পীড়ায় ২৯ জন মারা গিয়াছে সহরতলীর হাজার করা গড়ে মৃত্যুর হার ৩০,৭ জন।

ভিন্ন স্থান হইতে আগত ব্যক্তিদের মধ্যে ৩জন মরিয়াছে। ইহা ছাড়া মৃত্যুর হার ২৯'৯ জন।

আলোচ্য সপ্তাহে যক্ষ্মা রোগে ১০ জন মারা গিয়াছে; পূর্ব্ব সপ্তাহের মৃত্যু সংখ্যা ৯ জন।

বেলডাঙ্গা হাঙ্গামার জের

উমর সেখ নামক এক ব্যক্তির মৃত্যু সম্পর্কে অভিযুক্ত উপেন্দ্র মণ্ডল ও অপর এক ব্যক্তিকে মুর্শিদাবাদের সেসন জজ জামিন দিতে অস্বীকার করিয়াছিলেন। গত শুক্রবার হাইকোর্টের মাননীয় বিচারপতি শ্রীযুত মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায় ও মিঃ বার্টল। সেসন জজের আদেশ নাকচ করিয়া আদেশ দিয়াছেন যে, আসামীদের বিরুদ্ধে ম্যাজিষ্ট্রেটের কোর্টে যে প্রাথমিক তদন্ত চলিতেছে। তাহা শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট তাঁহার বিবেচনারূপ জামিনে আসামীদগকে মুক্তিদান করিবেন।

জামীন প্রার্থী উপেন্দ্র মণ্ডল ও অপর ব্যক্তির আবেদনে প্রকাশ, গত ১০ই জুলাই তারিখে বহরমপুর থানায় এজাহার দেওয়া হয় যে, ৪ঠা জুলাই তারিখে ওমর সেখ নওপুকুরিয়া গ্রামের মধ্য দিয়া বেলডাঙ্গা যাইতে ছিল এমন সময় খাঁড়া দিয়া তাহাকে হত্যা করিয়া তাহার মৃতদেহ গোপন করিয়া ফেলা হইয়াছে। পরে তাহার মুণ্ডহীন মৃতদেহ নওপুকুরিয়ার বিন্দু অঞ্চলের উত্তরে নদীতে ভাসিয়া থাকিতে পায়, মৃতদেহটি পচিয়া এইরূপ বিকৃত হইয়া গিয়াছে যে, তাহা সনাক্ত করা অসম্ভব। কিন্তু ওমর সেখের স্ত্রী আমেনা খাতুন নারাজী দরখাস্ত দিলে তদনুসারে তদন্ত হয়, এবং ১৪ জনের বিরুদ্ধে ওয়ারেণ্ট জারি হয়। ম্যাজিষ্ট্রেট কোনও আসামীকেই জামিন দিতে চাহেন না। পরে সেসন জজের এজলাসে দরখাস্ত করা হয়, সেসন জজ অন্যান্য সকলকে জামিনে মুক্তি দিয়া বর্ত্তমান দরখাস্তকারীদ্বয়ের জামিনের আবেদন অগ্রাহ্য করেন। আবেদনকারীদ্বয়ের পক্ষ হইতে বলা হয়, তাহাদের জোত জমি আছে, সুতরাং তাহারা যে বিচার এড়াইবার জন্য পলায়ণ করিবে, এমন আশঙ্কা নাই।

শ্রীযুত সন্তোষকুমার বসু ও শ্রীযুত পরিমল মুখোপাধ্যায় আবেদনকারী পক্ষে উপস্থিত ছিলেন।

সরকার পক্ষ হইতে মিঃ এ, সি, রায় চৌধুরী বলেন, এই আবেদন সম্পর্কে তাঁহারা কর্ত্তৃপক্ষের কোনও নির্দ্দেশ পান নাই।

টিটাগড়ে ডাকাতি

গত ১৬ই নবেম্বর রাত্রিতে পাঁচ ছয় জন হিন্দুস্থানী টিটাগড়ের পারমেনেণ্ট ওয়ে ইন্‌সপেক্টর বাবু হার নারায়ণ কর্ম্মকারের বাড়ী চড়াও করিয়া নগদ টাকা ও অলঙ্কারপত্র লইয়া প্রস্থান করে। ক্ষতির পরিমাণ জানা যায় নাই।

প্রকাশ, বাড়ীর লোকজনের চীৎকারে পাড়ার লোক সাহায্যার্থ আসে এবং একজনকে ধরিয়া ফেলে তাহার নাম নাকি লক্ষ্মণ চামার।

জোর পুলিশ তদন্ত চলিতেছে।

আত্মহত্যার চেষ্টা

গত শুক্রবার হাঁসপুকুরিয়াতে মথুর নামক ১৫ বৎসর বয়স্ক একটী মোড়োয়ারী যুবক নাকি ট্রিক এসিড খাইয়া আত্মহত্যার চেষ্টা করিয়াছিল। তাহাকে মেডিক্যাল কলেজ হাঁসপাতালে স্থানান্তরিত করা হইয়াছিল। তথায় সে অনেকটা ভাল আছে।

মুদ্রাজালের অভিযোগে দুই ভাগনী

জাল মুদ্রা রাখা এবং মুদ্রা জাল করিবার উদ্দেশ্যে যন্ত্রপাতি রাখার অভিযোগে অভিযুক্ত মাণিকতলা মেন রোডের রাধারাণী দাসী ও তাহার ভগিনী অধিবাস দাসীকে শিয়ালদহের পুলিশ ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ এইচ এন্ দত্ত আলীপুর দায়রায় সোপর্দ্দ করিয়াছেন।

রাধারাণীর স্বামী গোষ্ঠবিহারী দাস নাকি এই মামলার মূল আসামী; সে ফেরার আছে।

অভিযোগে প্রকাশ, কোনও সূত্রে সংবাদ পাইয়া বেলেঘাটা থানায় পুলিশ আসামীদের বাড়ীতে হানা দেয়। পুলিশ দেখিয়া আসামীরা একটী টিনের বাক্স পুকুরে ফেলিয়া দেয়। পুলিশ টিনের বাক্স তুলিয়া তাহাতে জাল মুদ্রা ও মুদ্রাজালের যন্ত্রপাতি পায়। অতঃপর আসামীদিগকে গ্রেপ্তার করিয়া বিচারার্থ চালান দেওয়া হয়।

বার বার আট বার জেল

ভিকি নাম্নী একটী মুসলমান স্ত্রীলোক ইতিপূর্ব্বে সাতবার জেল খাটিয়াছে। গত ৩১শে অক্টোবর তারিখে ইসমাইল ষ্ট্রীটের এক বাড়ী হইতে কাপড়চোপড় চুরি করিবার অপরাধে শিয়ালদহের পুলিশ ম্যাজিষ্ট্রেট শুক্রবার দিন তাহাকে আট মাস সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন। কারাদণ্ড ভোগের পরও তাহাকে তিন বৎসর পুলিশের নজরবন্দী থাকিতে হইবে।

লুধিয়ানা গুলীমারা মামলার আপীল

লুধিয়ানা গুলীমারা মামলা সম্পর্কে দণ্ডিত ছাত্র শিবনাথ লাহোর হাইকোর্টে বিচারপতি কে. ম্যাক্‌ট্রীম ও কুরিসের আদালতে আপীল করে। আপীলের শুনানী শেষ হইয়াছে। বিচারপতিগণ রায় দান স্থগিত রাখিয়াছেন।

স্মরণ আছে যে, আবেদনকারী শিবনাথ তাহার সহপাঠী শ্রীকৃষ্ণকে গুলী করিয়া হত্যা করিবার অভিযোগে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিল। শ্রীকৃষ্ণ একজন মিউনিসিপ্যাল কমিশনারের পুত্র উক্ত মিউনিসিপ্যাল কমিশনারের স্ত্রী ও ভৃত্যকে হত্যা করিবার চেষ্টা করার অভিযোগেও তাহাকে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডে দণ্ডিত করা হইয়াছিল।

অস্ত্র আইনের মামলা

বিনা লাইসেন্সে একটি পাঁচঘড়া রিভলভার ও ১০টি তাজা কার্ত্তুজ রাখিবার অভিযোগে অজিতকুমার মিত্রকে গত বুধবার দুর্গাচরণ ডাক্তার রোডে গ্রেপ্তার করা হয়। গত শুক্রবার তাঁহাকে চীফ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেটের এজলাসে হাজির করা হইলে ম্যাজিষ্ট্রেট তাহাকে পুলিশ হাজতে রাখিবার আদেশ দেন ২৫শে নবেম্বর পর্য্যন্ত শুনানী স্থগিত রাখিয়াছেন।

আসামীর পক্ষ হইতে মিঃ এইচ, এম বসু জামিনের দরখাস্ত করেন, কিন্তু দরখাস্ত অগ্রাহ্য হয়।

রিভলভার ও কার্ত্তুজ প্রাপ্ত

গত ২রা সেপ্টেম্বর ৩১নং ঠাকুর ক্যাসল ষ্ট্রীটের দোতালায় এক ঘরে নাকি তিনটি রিভলবার ও ১৯২টি কার্ত্তুজ পাওয়া যায়। এই সম্পর্কে ধৃত রাধবল্লভ গোপ, অমর চাটুয্যে ও চুণিলাল বাঁড়ুয্যের বিরুদ্ধে গত শুক্রবার চীফ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট অস্ত্র আইনের ১৯ এফ, ও ২০ এ ধারা এবং ভারতীয় দণ্ডবিধির ১২০বি ধারা অনুসারে চার্জ্জ গঠন করিয়াছেন।

আসামীরা অভিযোগ অস্বীকার করিয়াছে। শুনানী স্থগিত আছে।

আগরতলায় রাশিয়ান পর্য্যটক

রাশিয়ার বিখ্যাত পর্য্যটক মিঃ জে, টিবর্গিন, গত সোমবার এখানে আসিয়াছেন তিনি ১৯৩২ সালের ২রা ডিসেম্বর চীনের সাংহাই হইতে রওনা হইয়া সান ষ্টেট বর্ম্মা মণিপুর ষ্টেট দীনাপুর ষ্টেট দিয়া এখানে আসিয়াছেন। পথিমধ্যে চীনাদস্যুগণ তাঁহাকে আক্রমণ করিয়া তাঁহার পরিধানের বস্ত্র ব্যতীত সব লইয়া গিয়াছিল।

এখানে তাঁহাকে বিপুলভাবে সম্বর্দ্ধনা করা হইয়াছে। ত্রিপুরা মহারাজার মন্ত্রী ও প্রাইভেট সেক্রেটারী তাঁহার সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়াছিলেন। তিনি সোমবার রাত্রেই আগরতলা হইতে অন্যত্র চলিয়া গিয়াছেন।

মথুরাতে ভীষণ চুরি

স্থানীয় এক ক্ষত্রীয় জমিদারের গৃহে একটী ভীষণ চুরি হইয়া গিয়াছে। প্রকাশ যে, প্রায় ২৫ হাজার টাকা মূল্যের অলঙ্কার অপহৃত হইয়াছে।

তারের ঠিকানা— 'শ্রীধাম' নবদ্বীপ

ডাকের ঠিকানা—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

দৈ নি ক

REG. C1544

বিজ্ঞাপনের হার

প্রতিবারে

প্রতি ইঞ্চি ১৲

প্রতি কলম ৬৲

অর্দ্ধ কলম ৩॥০

সিকি কলম ২৲

চুক্তির হার স্বতন্ত্র।

নদীয়া-প্রকাশ

THE NADIA-PRAKASH

সাহায্যের হার

অগ্রিম দেয়

বার্ষিক ৯৲

ষাণ্মাসিক ৫৲

ত্রৈমাসিক ২৸০

মাসিক ১৲

নগদ

প্রতি সংখ্যা ৫

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৮ম খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বেদান্তবাচস্পতি [২২০শ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর— ৬ই অগ্রহায়ণ বুধবার ১৩৪০, ২২শে নভেম্বর ১৯৩৩

দিল্লীতে বড়লাট পুত্র

লর্ড ন্যাটেনডন ১৭ই নবেম্বর সন্ধ্যায় বিমানপোত যোগে দিল্লীতে পৌছিয়াছেন। বড়লাট, বড়লাট পত্নী এবং বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি বিমানপোত অবতরণ স্থানে পূর্ব্ব হইতে উপস্থিত ছিলেন। অতঃপর লর্ড ন্যাটেনডন পিতামাতার সহিত বড়লাট প্রাসাদে যান।

মহিলা হস্তশিল্প-প্রদর্শনী

লক্ষ্ণৌ মহিলা-সমিতির উদ্যোগে যে যুক্তপ্রদেশ হস্তশিল্পপ্রদর্শনী খোলা হইয়াছে কাইজারাবাগের ফাইনান্স মেম্বার মিঃ ই, এ, গ্রাণ্টের পত্নী মিসেস গ্রাণ্ট উহার উদ্বোধন করিলেন। প্রথম দুই দিন প্রদর্শনীর দ্বার কেবলমাত্র মহিলাদের জন্যই খোলা থাকিবে। অপর দুই দিন প্রদর্শনী সর্ব্বসাধারণের জন্য খোলা থাকিবে।

স্বহস্তে মোটর বোট নির্ম্মাণ

সিলেট গবর্ণমেণ্ট হাই স্কুলের ষষ্ঠমান শ্রেণীর ছাত্র আবদুল কাদের স্বহস্তে একখানা ছোট মোটর বোট্ তৈয়ার করিয়াছেন। ইহার কলকব্জা কলিকাতা হইতে আনান হইয়াছে। এই বোট খানা তৈলের সাহায্যে লালদীঘিতে চালান হইতেছে।

সিলেট গবর্ণমেণ্ট হাই স্কুলের উচ্চ শ্রেণীর ছাত্রেরা বিদ্যালয়ের শিক্ষা বিভাগের শিক্ষক বাবু দ্বারকানাথ দাসের তত্ত্বাবধানে একখানা এরোপ্লেন, একখানা সাইকেল ও একটা গ্রামোফোন প্রস্তুত করিয়াছেন।

পাটনা হাইকোর্টের নূতন জজ

পাটনা হাইকোর্টের এডভোকেট মিঃ এল, সি, বর্ম্মাকে উক্ত হাইকোর্টের মিঃ আইন কুলবন্ত সাহেবের স্থলে স্থায়ীভাবে নিয়োগ করা হইয়াছে। মিঃ বর্ম্মা আগামী ২৩শে ডিসেম্বর হইতে কার্য্য আরম্ভ করিবেন। মিঃ বর্ম্মার এইরূপ পদোন্নতিতে বিহারের সর্ব্বশ্রেণীর লোকই আনন্দ প্রকাশ করিয়াছেন।

মিঃ বর্ম্মা কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজ হইতে গ্রাজুয়েট হন এবং ১৯১০ সালে আইন ব্যবসা আরম্ভ করেন। ১৯৩২ সালে বিহারের গবর্ণমেণ্ট এডভোকেট স্যার সুলতান আমেদের স্থলে তিনি কিছুকাল কার্য্য করিয়াছিলেন।

রংপুরে খানাতল্লাসী

শ্রীযুত কৈলাশচন্দ্র সোম নামক সহরের জনৈক হোমিওপ্যাথিক ডাক্তারের বাড়ী খানাতল্লাসী হইয়া গিয়াছে। আপত্তিজনক কয়েকখানি পুস্তক পাওয়া গিয়াছে বলিয়া প্রকাশ। এই সম্পর্কে কাহাকেও গ্রেপ্তার করা হয় নাই।

রংপুর বামনডাঙ্গা কোর্ট অব ওয়ার্ডসের কর্ম্মচারী মণীন্দ্রনাথ দাশগুপ্তকে বঙ্গীয় সংফো আইনে গ্রেপ্তার করা হয়। এক বন্দুক চুরির মামলা সম্পর্কে তাহাকে পূর্ব্বে গ্রেপ্তার করা হইয়াছিল। কিন্তু তখন প্রমাণাভাবে তাহাকে মুক্তি দেওয়া হয়।

ই, আই, আর শ্রমিকসঙ্ঘে খানাতল্লাস

গত ১০ই নবেম্বর পুলিশ লিলুয়াস্থ ই, আই, রেলওয়ের শ্রমিকসঙ্ঘের অফিসে হানা দেয়। পুলিশ উক্ত খানাতল্লাসী করিবার পর ১৭০০ শত খানা "নয়াযুজুর" পত্রিকা হস্তগত করে ও উক্ত সঙ্ঘের সাধারণ সম্পাদক শ্রীযুক্ত শান্তিরাম মণ্ডল ও অপর দুইজনকে গ্রেপ্তার করে। তাহাদিগকে থানায় লইয়া গিয়া ১৪৪ ধারা অনুসারে তাহাদের প্রতি দুই মাসের জন্য হাওড়া এবং হাওড়ার উপকণ্ঠ হইতে বহিষ্কারের আদেশ দেওয়া হয়।

গ্রেপ্তার

কৃষ্ণ দে, যশোদা মজুমদার, মাধব ভট্টাচার্য্য, জগদীশ ভট্টাচার্য্য ও মতিলাল চক্রবর্ত্তীকে ফেরারী বলিয়া অভিহিত সুশীল দের গ্রেপ্তার ও কানুনগো পাড়ায়, রিভলভার প্রাপ্তি সম্পর্কে বিচারার্থ প্রেরণ করা হয়। তাহাদিগকে আদালতে হাজির করা হয়। তাহাদের সহিত বিধবা বিনোদিনীকেও হাজির করা হয়। তাহার গৃহেই ফেরারীকে গ্রেপ্তার করা হয়। আগামী ২৯শে নবেম্বর পর্য্যন্ত তাহাদিগের প্রতি হাজতবাসের আদেশ দেওয়া হইয়াছে।

সর্দ্দার রঘুবীর সিংহের মুক্তি

দিল্লীর এডভোকেট সর্দ্দার রঘুবীর সিংহ পাতিয়ালা রাজ্যের পুলিশের কার্য্যে হস্তক্ষেপ করেন বলিয়া এবং তাহাদিগকে মার পিট করেন বলিয়া পাতিয়ালা রাজ্যে অভিযুক্ত হন। প্রকাশ পাতিয়ালার মহারাজার বিশেষ আদেশ যে উক্ত মামলা উঠাইয়া লওয়াতে সর্দ্দার রঘুবীর সিংহ মুক্তিলাভ করিয়াছেন তিনি সকালে দিল্লীতে আগমন করিলে দিল্লীর বার এসোসিয়েসন তাঁহাকে সম্বর্দ্ধনা করে।

ডাকাতি

গত বৃহস্পতিবার রাত্রিতে ২৪ পরগণার অন্তর্গত ব্যারাকপুর পি, ডব্লু ই, বিভাগের মিস্ত্রিগণের আবাসস্থলে এক ডাকাতি হইয়া গিয়াছে বলিয়া প্রকাশ, এতদ সম্পর্কে যে সামান্য সংবাদ পাওয়া গিয়াছে তাহাতে প্রকাশ যে, ডাকাতগণ নগদ টাকা কড়ি ও কাপড়চোপড় লইয়া পলায়ন করিয়াছে। উহার পরিমাণ জানা যায় নাই। ডাকাতগণ পলায়ন করিবার সময় এক সংঘর্ষের ফলে ২১ জন ডাকাত আহত হয়। তাহাদের মধ্যে একজন গ্রেপ্তার হইয়াছে।

বিজ্ঞাপন

চুয়াডাঙ্গা মহকুমার অন্তর্গত আলমডাঙ্গা থানার অধীন নিজ আলমডাঙ্গায় দেশী মদের দোকান এবং সদর মহকুমার অন্তর্গত কালিগঞ্জ থানার অধীন কুষ্ঠিয়ায় দুই মদের দোকান খালি হইয়াছে। উক্ত দোকান দুইখানি আগামী ১লা ডিসেম্বর তারিখ হইতে নূতন বন্দোবস্ত হইবে। যাঁহারা উক্ত দোকান লইতে ইচ্ছা করেন তাঁহারা আগামী ২৮শে নভেম্বর তারিখের মধ্যে নিম্ন স্বাক্ষরকারীর নিকট আবেদন করুন। উক্ত দুইখানি দোকানের গত ছয় মাসের গরপড়তায় মাসিক বিক্রয় নিম্নে প্রদত্ত হইল।

	২৫ ইউ পি	৫৫ ইউ পি
আলমডাঙ্গা	২॥০ গ্যালন	৫ গ্যালন
কুষ্ঠিয়া	৪মণ ২৯সের চাউলের পচুই বিক্রয় হয়।	

নদীয়া কলেক্টরেট — কলেক্টর নদীয়া

কৃষ্ণনগর — ১৮.১১।৩৩

জমিদার নিহত

সাংলাদের ধনী জমিদারকে কয়েকজন অজ্ঞাত ব্যক্তি নৃশংসভাবে হত্যা করিয়াছে; অমরাবতী হইতে ঐ সংবাদ পাইয়া মধ্যপ্রদেশের ভূতপূর্ব্ব মন্ত্রীদ্বয় শ্রীযুত আর, এন, দেশমুখ ও পি, এম, দেশমুখ ঘটনাস্থলে উপস্থিত হন।

কারামুক্তি

বাঁকুড়া জেলা কংগ্রেসের ও অভয় আশ্রমের বিশিষ্ট কর্ম্মী কবিরাজ হরিগোপাল চৌধুরী মহাশয় গত ১১ই নবেম্বর হিজলী জেল হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছেন, তিনি গত ১৯৩২ সনের ১০ই ফেব্রুয়ারী মাসে নিষেধাজ্ঞা অমান্যের দরুণ দুই বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন এবং পূর্ণ দণ্ড ভোগ করিয়াই তিনি জেল হইতে বাহির হইয়াছেন। জেলে তাঁহার ওজন প্রায় ১৩ পাউণ্ড কমিয়া গিয়াছিল। সম্প্রতি তিনি ... রোগে বিশেষ কষ্ট পাইতেছেন।

বাঁকুড়া জেলা কংগ্রেসের ও বাঁকুড়া সদর মহকুমার লোকাল বোর্ডের সদস্য বিশিষ্ট কংগ্রেস কর্ম্মী শ্রীযুক্ত গোবিন্দচন্দ্র মল্লিক পূর্ণ দুই বৎসর কারাদণ্ড ভোগ করিয়া গত ১১ই নবেম্বর হিজলী জেল হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছেন। গত ১১ই নবেম্বর তারিখে হিজলী জেল হইতে ২৪ পরগণার মোট ১৫জন কংগ্রেস কর্ম্মী বিনা সর্ত্তে মুক্তিলাভ করিয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে ১১জন বসিরহাট ডায়মণ্ডহারবার অঞ্চল হইতে করবন্ধ আন্দোলন করায় দণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিলেন। বাকী ৪জন ব্যক্তিগত আইন অমান্য করিয়া পিকেটিং করার দরুণ কারাদণ্ডিত হইয়াছিলেন।

অভয় আশ্রমের কর্ম্মী শ্রীযুক্ত রবীন্দ্র নাথ চৌধুরী গত ১১ই নবেম্বর মেদিনীপুর জেল হইতে ১৪দিনের সশ্রম কারাদণ্ড ভোগ করিয়া বাহির হইয়াছেন। তিনি গত ৭ই অক্টোবর হিজলী জেল হইতে মুক্ত হইবার সময় কারা আইনে গ্রেপ্তার হইয়া উক্তরূপ দণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিলেন। ত্রিপুরা জেলা কংগ্রেসের বিশিষ্ট কর্ম্মী কাজি সামসুদ্দিন খাদেম সাহেব গত ১৩ই নবেম্বর হিজলী জেল হইতে ২ বৎসরের পূর্ণ কারাদণ্ড ভোগ করিয়া মুক্তিলাভ করিয়াছেন। তিনি গত ১৯৩২ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে নিষেধাজ্ঞা অমান্য করিয়া উক্তরূপ কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন, দুই বৎসর কাল জেলে থাকার ফলে তাঁহার শ্রবণ শক্তি ও দর্শন শক্তি উভয়ই কমিয়া গিয়াছে। তিনি কর্ণ ও চক্ষু চিকিৎসার নিমিত্ত কিছুদিন কলিকাতায়ই অবস্থান করিয়াছেন।

কার্ত্তুজ প্রাপ্তি

দিনাজপুর জেলার অন্তর্গত ও সদর হইতে ছয় মাইল দূরবর্ত্তী কাউগা রেল ষ্টেশনের নিকট আত্রাই নদীর পুল মেরামত করিবার সময় মিস্ত্রিদের একটী যন্ত্র পুলের নীচে জলে হঠাৎ পড়িয়া যায়। জনৈক মিস্ত্রি যন্ত্রটী খোঁজ করিবার জন্য জলে নামিয়া পড়ে এবং প্রকাশ, সে খোঁজ করিতে করিতে একটী কাপড়ের পুটলী দেখিতে পায় এবং তাহা খুলিয়া ১০টি তাজা কার্ত্তুজ ও কতকগুলি ব্যবহার করা কার্ত্তুজ পাইয়াছে এবং তাহা স্থানীয় পুলিশকে দিয়াছে। সেইদিন রাত্রি ১১৷০ টার সময় পলাতক আসামীর সন্ধানে দিনাজপুর সহরের কালীতলায় সারদেশ্বরী বালিকা বিদ্যালয় পুলিশ সশস্ত্র ফৌজ-লইয়া খানাতল্লাসী করে এবং প্রকাশ যে খানাতল্লাসীর ফলে পুলিশ বিদ্যালয়গৃহের ছাদের উপর কতকগুলি তাজা কার্ত্তুজ পাইয়াছে।

কলেজের ছাত্রের কৃতিত্ব

১৯৩২ সালের এপ্রিল মাসে আয়ুর্ব্বেদ সাহিত্যের যে উপাধি পরীক্ষা হইয়াছিল, উহার ফল বাহির হওয়াতে জানা গিয়াছে যে, পুরী সংস্কৃত বিদ্যালয়ের ছাত্র কবিরাজ কৃষ্ণচন্দ্র মিশ্র আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে পারদর্শিতার জন্য শোনপুর রাজ্যের যুবরাজ শ্রীসোমভূষণ সিংহ কর্ত্তৃক প্রদত্ত স্বর্ণ পদক প্রাপ্ত হইয়াছেন এবং পণ্ডিত গোবিন্দচন্দ্র মিশ্র সাহিত্যাচার্য্য সংস্কৃত শাস্ত্রে পারদর্শিতার জন্য যুবরাজ কর্ত্তৃক প্রদত্ত রৌপ্য পদক প্রাপ্ত হইয়াছেন।

লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয়

লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সমিতির প্রেসিডেণ্ট মিঃ আর এন গুর্ত্তকে ভাইস চ্যান্সেলার ডাঃ আর পি পরাঞ্জপে বহিষ্কৃত করিয়া দেওয়ায় বিশ্ববিদ্যালয় মহলে অত্যন্ত চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইয়াছে। মিঃ গুর্ত্ত পি এইচ ডি ডিগ্রীর জন্য গবেষণা করিতেছিলেন।

বিদ্যালয় ছাত্র সমিতির সঙ্গে পরামর্শ না করিয়া সমিতির নিয়মাবলী সংশোধন করিবার জন্য ভাইস চ্যান্সেলার একটী কমিটী নিযুক্ত করিবার যে, প্রস্তাব করিয়াছেন, গত ৭ই নবেম্বর সমিতির এক সভায় প্রেসিডেণ্ট তাহার উল্লেখ করিয়া নাকি মন্তব্য প্রকাশ করেন। ইহাই তাঁহার বহিষ্কারের কারণ বলিয়া প্রকাশ। সমিতির এই সভায় ইংলণ্ড হইতে যে ছাত্রদল ভারতীয় ছাত্রদের সঙ্গে বিতর্ক করিবার জন্য আসিয়াছে, তাহারা এবং লক্ষ্ণৌর কয়েকজন বিশিষ্ট নাগরিকও উপস্থিত ছিলেন। প্রেসিডেণ্টের মন্তব্যের ফলে নাকি ভাইস চ্যান্সেলারের প্রস্তাবের কার্য্য সম্পর্কে কয়েকটী ছাত্র "সেম" বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠে।

প্রকাশ যে ভাইস চ্যান্সেলার মিঃ গুর্ত্তর নিকট হইতে একটী লিখিত ক্ষমা প্রার্থনা চাহিয়াছেন। কিন্তু মিঃ গুর্ত্ত নাকি বলিয়াছেন। যে তিনি ছাত্রদের চীৎকারের জন্য দায়ী নহেন এবং তজ্জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিতে অস্বীকার করেন।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক
—পারমার্থিক পত্র—
শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

আরাধ্যো ভগবান ব্রজেশ-
তনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনম্,
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং
প্রেমা পুমর্থো মহান
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং
তত্রাদরো নঃ পরঃ॥

৮ম বর্ষ } কেশব গৌরাব্দ ৪৪৭, ৬ই অগ্রহায়ণ বঙ্গাব্দ ১৩৪০, ২২শে নভেম্বর ইং ১৯৩৩, বুধবার } ২২০ তম সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

বিগত ২৩শে কার্ত্তিক বৃহস্পতিবার শ্রীশ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত-বাণী সেবক-সমিতিতে সাপ্তাহিক অধিবেশনে শ্রীমদ্ভাগবত-পাঠের সংক্ষিপ্ত-সার নিম্নে প্রদত্ত হইল।

বিবাহোৎসবে ভগ্নী-বধোদ্যত কংসকে শ্রীবসুদেব, ইহকালে নিন্দা ও পরকালে নরক ভোগ হইবে এই দুই প্রকার ভেদ এবং সম্বন্ধ, লাভ, উপকার, অভেদ ও গুণ-কীর্ত্তন এই পঞ্চ প্রকার সাম দর্শন করাইয়া সান্ত্বনা করিয়াছিলেন। কিন্তু উহার প্রকৃত অর্থ বিপরীত অর্থাৎ শ্লাঘনীয় গুণ বলিতে যশস্বিগণের মধ্যে অতি নিকৃষ্ট। সাধুগণ এ গুণের প্রশংসা করেন না।

ভোজযশস্কর :—

ভোজ অর্থাৎ ভোগপর দুষ্ট বা কলহ, তাহার আধিক্য যাহাতে দৃষ্ট হয় সেই ভোজযশস্কর।

দীন বৎসল এই শ্লোকে বসুদেব নৃশংস কংসকে দীনবৎসল বলিতেছেন, ইহার তাৎপর্য্য, উগ্রসেন বা দেবক যখন বিপ্রগণকে গো প্রদান করিবার নিমিত্ত কংসকে আদেশ করিতেন, তখন সে তাঁহাদের বাক্য রক্ষা করিবার জন্য মৃতপ্রায় অকর্ম্মণ্য বৎস দান করিত বলিয়া কংসকে দীন-বৎসল বলিতেছেন, অথবা রাজকরের বিনিময়ে দীনহীন প্রজাদিগের নিকট হইতে গো-বৎস পর্য্যন্ত গ্রহণ করিতেন তজ্জন্য তাঁহাকে "দীন বৎসল' বলা যাইতে পারে।

সুহৃদ্‌—সু অর্থাৎ শোভন হৃদয় যাঁহার, দেবকী কংসের সুহৃদ্, তাঁহার নিষ্কপটতা ও চিত্তের নির্ম্মলতা লক্ষ্য করিয়া তাঁহাকে সুহৃদ্ বলা হইয়াছে।

এই 'সুহৃদ্' শব্দ দ্বারা ইহাও স্পষ্ট লক্ষিতব্য যে, যাঁহারা কৃষ্ণসেবা করেন তাঁহারাই নিষ্কপট সরল আর বাদ-বাকী সব জটিলা-কুটিলার অনুসরণকারী কপট। তাহারা কখনও নিজের বা কাহারও সুহৃদ্ নহে। তাই দেবকীকে কংসের সুহৃদ্ বলা হইয়াছে। কংসকে সুহৃদ্ বলা হয় নাই। কৃষ্ণভক্তগণ বিশ্বে সকলের সুহৃদ্। কৃষ্ণাভক্তগণ কৃষ্ণভক্তের শত্রু না হইলেও সুহৃদ্ নহেন যেহেতু কপটতারূপ অশোভন-বুদ্ধিতে তাহাদের হৃদয় শোভন নহে।

বিগত ২৫শে ও ২৬শে কার্ত্তিক শনি ও রবিবার জেলা জলপাইগুড়ীর অধীন বোদা থানার এলাকায় করতোয়া নদীর তীরে কালীগঞ্জ গ্রামে স্থানীয় লোকের প্রায় বৎসরাধিক-কালের আয়োজনে শ্রীশ্রীভক্তি-সিদ্ধান্ত-বাণী-সেবক-সমিতির সেবকগণ যাইয়া উক্ত দুই দিবসই "সনাতন ধর্ম্ম" কি তাহা বিশ্লেষণ করিয়াছেন। সভাস্থলটী এমন একটী উল্লেখযোগ্য স্থানে নির্দ্ধারিত করা হইয়াছিল যে তাহা দেখিলে প্রাণে নৈরাশ্য উদিত হওয়া স্বাভাবিক।

দক্ষিণে করতোয়ানদী কলকলনাদে প্রবল প্রবাহে প্রবাহিতা। উত্তরে বহু জনাকীর্ণ সুন্দর লোকালয়। পূর্ব ও পশ্চিম দিকে শ্বাপদসঙ্কুল গভীর অরণ্যানী। সেবকগণ এবম্বিধ সভামণ্ডপস্থলীতে উপনীত হইয়া বিস্ময়াভিভূত হইলেন, এখানে কি তবে শুধু অরণ্যবাসী আরণ্যজন্তুগণই শ্রীচৈতন্যবাণী শ্রবণ করিবে? নির্জ্জন-প্রিয় জনের পক্ষে স্থানটী বড়ই প্রীতিপ্রদ ও মনোরম।

অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকা পর্য্যন্ত স্থানীয় প্রাকৃতিক দৃশ্যই সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছিল; কিন্তু ইতঃমধ্যেই চতুর্দ্দিক হইতে পিপীলিকা-শ্রেণীর ন্যায় জনগণের আগমনপর দৃশ্য দেখিয়া ক্রমে ধারণার পট পরিবর্ত্তিত হইতে লাগিল। দিনমণি অস্তাচলে বিশ্রামলাভের সঙ্গে সঙ্গে ঐ গভীরারণ্য-পরিবেষ্টিত কয়েক বিঘা পরিষ্কৃত ভূমিতে অসংখ্য লোকের সমাগম হইল। কৃষ্ণানবমীর গাঢ় অন্ধকারে একটী ডেলাইট ও কয়েকটী মাত্র লণ্ঠন সকলকে আলো দিতে সমর্থ হয় নাই। সহরে বন্দরে অসংখ্য জনসমাগম বেশী আশ্চর্য্য নহে; কিন্তু এরূপ নিভৃত অরণ্যে ধর্ম্মকথা-শ্রবণ-পিপাসু হইয়া একত্র এত লোকের সমাবেশ তাহা বোধ হয় অনেকের পক্ষেই অদৃষ্ট ও অশ্রুতপূর্ব ঘটনা। প্রথম-দিন এরূপ; তৎপরদিন বেলা ১১টার পূর্ব হইতে শ্রোতাদের সমাবেশ লক্ষ্য করিবার সৌভাগ্য হইয়াছিল। সেদিন যেন ঐ অরণ্যগর্ভে একটী প্রকাণ্ড মেলার সৃষ্টি হইল। কত দোকান-পাট বসিয়া গেল।

বক্তৃতায়,—বিভিন্ন জনমত-কল্পিত সনাতন-ধর্ম্ম নামে প্রচারিত মতে নিরপেক্ষতার অভাব, একমাত্র আত্মধর্ম্মানুশীলনের উপদেষ্টা ভাগবতগণের ভাগবদ্ধর্ম্মই সনাতনধর্ম্ম; যাহা শ্রীচৈতন্যদেব স্বয়ং আচার-প্রচার দ্বারা কৃষ্ণ-সংকীর্ত্তনৈক-ধর্ম্ম সংস্থাপন করিয়াছেন। সনাতন ধর্ম্মের পরিচয় হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান, ব্রাহ্ম, বৌদ্ধ ও জৈন প্রভৃতি শব্দযোগে হইতে পারে না। যদি ঐসকল শব্দযোগে সনাতন-ধর্ম্মের পরিচয় দেওয়া যায় তাহা হইলে সোণার পাথরের বাটী বা সোণার পিত্তলের কলসের ন্যায় পরিচয় হইয়া যায় বলিয়া বহু যুক্তি ও শাস্ত্রীয়-প্রমাণ দেখান হয়।

সত্যপিপাসু ব্যক্তিগণ যে সকল প্রশ্ন সংগ্রহ করিয়া আসিয়াছিলেন বক্তৃতামুখে তাঁহাদের জিজ্ঞাসার পূর্বেই তাহা মীমাংসিত হইয়াছে বলিয়া তাঁহারা পরমানন্দিত হইয়াছেন। আউল, বাউল প্রভৃতি অপসম্প্রদায়ীরা ভক্ত-সজ্জে তাহাদের দুর্ভাগ্যের সংগৃহীত প্রমাণ কল্পিত-পুঁথির বস্তা প্রকাশ্যে আনিলেও তাঁহারা যখন শ্রবণ করিলেন যে, আউল, বাউল প্রভৃতি অপসম্প্রদায় বৈষ্ণব নামে পরিচয় দিয়া জগদ্-ধ্বংসের ব্যবস্থা করিতেছে মাত্র, তখন তাহারা তাহাদের পূর্বগুরু শুক্রাচার্য্যের অবতার কলিতে রূপকবিরাজের অনুগত হইয়া, বীরভদ্র প্রভুর দোহাই দিয়া ভীষণ পাপ ও অপরাধ সঞ্চয় করিতেছে, তাহা সুধীসমাজের বহির্ভূত ত্যক্ত সমাজ তখন তাঁহারা সেই সকল অপ্রামাণিক পুঁথি বস্ত্রাঞ্চলে ঢাকিয়া "পলায় দুরন্ত কলি পড়িয়া বিভ্রাটে" নীতি অবলম্বন করিলেন।

শেষের দিনে,—প্রায় দেড়ঘণ্টা শরণাগতির পদ ও মহামন্ত্র-সংকীর্ত্তন হওয়ার পর উচ্চৈঃস্বরে গৌরহরিনাম-ধ্বনির সঙ্গে সভা ভঙ্গ হয়। জানি না মহাপ্রভুর কি ইচ্ছা। ৮।১০ মাইল দূরে দূরে বোদা, পচাগড়, সালডাঙ্গা, সাঁকোয়া প্রভৃতি বন্দরাদি থাকিতে এই গভীর অরণ্য মধ্যে কেন হরিকীর্ত্তনের ব্যবস্থা হইল? অথচ উক্ত জনপদ হইতে আগত বহু ব্যক্তি এখানে উপস্থিত ছিলেন। তবে কি তথাকার স্থাবর-জঙ্গমাদি পশুপক্ষীর সৌভাগ্য অনেক বেশী?

শুদ্ধভক্তি গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। ভাষ্যসহ বিরাট্ শ্রীচৈতন্য ভাগবত ৫৲
২। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্যান্ত ২৮৲
একাদশ স্কন্ধ হইতে প্রতিখণ্ড ।৶০
৩। ভাষ্যদ্বয়সহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (৪র্থ সংস্করণ) ৬৲
৪। ভক্তিবিবেককুসুমাঞ্জলি (বাঁধা) ১৲
৫। গৌড়ীয়-গৌরব ।৶০
৬। গৌড়ীয়-সাহিত্য ।৶০
৭। ভজনরহস্য ৷০
শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও
শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৯। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ)
ঐ (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
১০। গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি টীকাসহ)
ঐ (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
১১। গীতার কেবল মাধ্ব-ভাষ্য ৷০
১২। মুক্তিমল্লিকা গুণলেশমঞ্জরী সানুবাদ (মাধ্ব) ২৲
১৩। বেদান্তত্ত্বসার সানুবাদ (রামানুজীয়) ৷০
১৪। জৈবধর্ম্ম ২৲
১৫। শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৬। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১৭। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ৷৶০
ঐ (বাঁধা) ৸০
১৮। দ্বীপ-দিগ্দর্শন ৶০
১৯। সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ) ।৶০
২০। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ৷০
ঐ (আবাঁধা) ।৶০
২১। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
২২। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৶০
২৩। গীতমালা ৵১০
২৪। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৺০
২৫। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৺০
২৬। নবদ্বীপ পঞ্জিকা (৪৪৭ গৌরাব্দ) ৶০
২৭। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
২৮। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা-দর্পণ ।০
২৯। শরণাগতি ৵০
৩০। গীতাবলী ৵০
৩১। চিত্রে নবদ্বীপ ১৷০
৩২। সাধনকণ ৵০
৩৩। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৵০
৩৪। নবদ্বীপশতক ৵০
৩৫। অর্থপঞ্চক ৵০
৩৬। সদাচারস্মৃতিঃ ৵০
৩৭। কল্যাণকল্পতরু (৩য় সংস্করণ) ৵১০
৩৮। অর্চ্চনকণ ৵১০
৩৯। সাধককণ্ঠমালা (বাঁধা) ।০
ঐ (আবাঁধা) ৺০
৪০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (প্রথম চারিখণ্ড) ৩৲
৪১। ব্রহ্মসংহিতা ।০
৪২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৪৩। মণিমঞ্জরী সানুবাদ ।০
৪৪। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৪৫। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ।০
৪৬। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৪৭। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
৪৮। গৌড়ীয়মঠ কি করেন ? ৵০
৪৯। ঈশোপনিষৎ (বলদেব ও মাধ্ব-ভাষ্য এবং বিবৃতি ও অনুবাদসহ) ।০
৫০। শ্রীভুবনেশ্বর ৺০
৫১। সিদ্ধান্তদর্পণ ৶০
৫২। সাংখ্যবাণী ৵০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৫৩। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী দিগ্বিজয়ঃ ৷০
৫৪। সটীক-শিক্ষাদশমূলম্ ।০
৫৫। তত্ত্ব-সূত্রম্ ।০
৫৬। সানুবাদ-শিক্ষাষ্টকম্ ৶০
৫৭। গৌড়ীয়মঠস্য পরিচয়ঃ ৵০
৫৮। সারাংশবর্ণনম্ ৺০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৫৯। রায় রামানন্দ ৷০
৬০। নামভজন
৬১। রিলেটীভ্ ওয়ার্ল্ড স ।৶০
৬২। লাইফ্ য্যাণ্ড প্রিসেপ্টস অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।০
৬৩। বৈষ্ণবীজম্ ।০
৬৪। হোয়াট্ গৌড়ীয়মঠ ইজ্ ডুইং ৵০
৬৫। দি ভাগবত ।০
৬৬। ইরোটিক্ প্রিন্সিপ্ল য্যাণ্ড আনেলয়েড্ ডিভোসন ।০
৬৭। ব্রহ্ম-সংহিতা ২১০
৬৮। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (ভলুম ওয়ান) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৬৯। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ৷০
৭০। সাধন পথ ।০
৭১। কল্যাণ-কল্পতরু ৵১০
৭২। গীতাবলী ৵০
৭৩। শরণাগতি ৵০

আসাম ভাষায় প্রকাশিত

৭৪। শরণাগতি

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

নদীয়া-প্রকাশপ্রাপ্তির স্থান

১। শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম-মায়াপুর, নদীয়া
২। শ্রীযোগপীঠ ঐ
৩। শ্রীবাস অঙ্গন ঐ
৪। অদ্বৈত-ভবন ঐ
৫। কাজীর সমাধি পাট ঐ
৬। আনন্দ-সুখদ-কুঞ্জ শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ, নদীয়া।
৭। শ্রীভাগবত আসন কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
৮। শ্রীএকায়ন মঠ গোবিন্দপুর, হাঁসখালী।
৯। দ্বাদশগোপাল পাট—পোঃ চাকদহ,
১০। শ্রীগৌর গদাধরমঠ—চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড়, বর্দ্ধমান
১১। শ্রীমোদদ্রুমছত্র মাউগাছি, বর্দ্ধমান
১২। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম, আমলাযোড়া, পোঃ রাজবাঁধ বর্দ্ধমান
১৩। শ্রীগৌড়ীয়মঠ বাগবাজার, কলিকাতা
১৪। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাজু, হাওড়া,
১৫। শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয়মঠ, ২০০২ নবাবপুর রোড্, ঢাকা
১৬। শ্রীগোপালজী মঠ কমলাপুর, ঢাকা।
১৭। শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ পোঃ বালিয়াটী
১৮। শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয়মঠ ময়মনসিংহ।
১৯। শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ চিরুলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর
২০। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম গোয়ালপাড়া, আসাম।
২১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ রায়পেট্টা, মাদ্রাজ।
২২। শ্রীরামানন্দগৌড়ীয় মঠ কব্বুর, জিঃ পশ্চিম গোদাবরী
২৩। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ উড়িয়াবাজার, পোঃ লক্ষ্মীবাজার, কটক।
২৪। শ্রীত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয় মঠ ভুবনেশ্বর।
২৫। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ স্বর্গদ্বার, পুরী।
২৬। শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ আলালনাথ পোঃ ব্রহ্মগিরি, পুরী।
২৭। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ ডুমুরকুণ্ডা, পোঃ চৈবকুণ্ডা, মানভূম।
২৮। শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ—কাশী।
২৯। শ্রীরূপগৌড়ীয় মঠ—এলাহাবাদ।
৩০। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ পুরাণবাজার, সরকার ঠাকুরের কুঞ্জ, বৃন্দাবন
৩১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, নিউ দিল্লী
৩২। শ্রীপরমহংসমঠ—নৈমিষারণ্য,
৩৩। শ্রীসারস্বত গৌড়ীয় মঠ—হরিদ্বার।
৩৪। শ্রীব্যাসগৌড়ীয়মঠ—কুরুক্ষেত্র, পঞ্জাব
৩৫। শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাবুলনাথ রোড, পোঃ গ্রাণ্ট রোড, বোম্বে।
৩৬। লণ্ডন গৌড়ীয়মঠ, ৩৯নং গ্লেডন গার্ডেন্স, কেন্সিংটন লণ্ডন, (এস্, ডব্লিউ—১০)।
৩৭। অমরি গৌড়ীয়মঠ—মেদিনীপুর
৩৮। সরভোগ গৌড়ীয় মঠ—সরভোগ, কামরূপ, আসাম,

শুদ্ধভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীলভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী মাসিক। শ্রীধাম-মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৷০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দি ভাষায় একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি হৃদয় বন মহারাজ সম্পাদিত ও নৈমিষারণ্য শ্রীপরমহংস মঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ১৷০ দেড় টাকা মাত্র।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ দেড় টাকা মাত্র।

৫। কীর্ত্তন—মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ নিমানন্দ সেবাতীর্থ বি-এজ, বি-টি, সম্পাদিত। আসাম গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম হইতে প্রকাশিত আসামী ভাষায় মাসিক। ভিক্ষা সডাক ১৷০ দেড় টাকা মাত্র

শ্রীচৈতন্যভাগবত

আদিকবি শ্রীল বৃন্দাবন দাস প্রণীত সমগ্র গ্রন্থ

গ্রন্থের মূল বোল্ড অক্ষরে এবং তন্নিম্নে বিশ্বপ্রসিদ্ধ গৌড়ীয়মঠের প্রতিষ্ঠাতা ও আচার্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তি-সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভু-পাদের রচিত বিস্তৃত ভাষ্য উত্তম কাগজে সোষ্ঠবের সহিত মুদ্রিত হইয়াছেন। ডবল ক্রাউন আটপেজি আকারে ১০৯৬ পৃষ্ঠায় কেবল মূল ও ভাষ্য সম্পূর্ণ হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত শ্লোকসূচী, পদ্যসূচী, স্থানসূচী, পাত্রসূচী, বিষয়সূচী, শব্দসূচী প্রভৃতি বিস্তৃত সূচীপত্রেও একটী গ্রন্থ হইবে। সভাষ্য শ্রীচৈতন্যভাগবতের এরূপ উৎকৃষ্ট ও অমূল্য বিরাট্ সংস্করণ জগতের কোথায়ও আজ পর্যন্ত প্রকাশিত হন নাই, ইহা নিরপেক্ষ পাঠক মাত্রকেই একবাক্যে স্বীকার করিতে হইবে। শ্রীগৌড়ীয়মঠের উৎসব-কালে গ্রন্থের ভিক্ষা ১২৲ বারটাকা স্থলে—৫৲ পাঁচটাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীচৈতন্যমঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

কলিকাতা বাজার দর

লৌহ হাডওয়ার

১০ই নভেম্বর ১৯৩৩

টাটার তৈয়ারী—	প্রতি হন্দর।
লোহার কড়ি (জয়েষ্ট বা বীম)	
মার্কা	৫।৶০—৫৸৵০
ঐ বে-মার্কা হাল্কা ওজন	৪।৵০—৪৸৶০
বরগা (টি-আয়রণ)	৬৵০—৬।০
এঙ্গেল আয়রণ (কোনা)	৫৸৵০—৬।৵০
গ্যালভানাইজড করগেট টীন—	
২২ গেজ ৬ হইতে ১০ ফুট	১১।৵০
২৪ গেজ ,, ,,	১০৸৵০
২৬ গেজ ,, ,,	১২
২৪ গেজ আর, পি, ডি, মার্কা	১২৸৶০
২৪ গেজ গাঃ প্লেন শীট—	১১।৵০
২৬ গেজ ,, ,,	১২।০
২৮ গেজ ও ৩০ গেজ ঐ—	১৩৲—১৬৲
বাগান ঘেরা কাঁটাতার ১০০	
পাউণ্ড বাঃ	৮৸০
ষ্টীল পাটী	৬৲৵—৬।০
,, বোল্টু (গোল)	৬৲৵—৬।০
,, মবাদে (চৌকা)	৬৵০—৬৲।০
,,গোল রড ৶০—।৶০ সূতা	৫৵০—৫॥০
,, টানা রড-	
চৌকা ৶০—।৵০ ঐ	৫৵০—৫॥০
নারিকেল গাল	৭৲—৭৸০
,, প্লেট—তিন সূতা মোটা	
পর্য্যন্ত	৭।০—৭।০
,, চাদর ৩-১৬ থানা বাণ্ডিল	৯॥৵—১০৲
স্প্রীং ষ্টীল	৮।০—৯৲
তাক রাউণ্ড	৫৸৵—৭৲৵০
তারের পেরেক ১—৬ ইঞ্চি	৯—৯৸০
প্যাটেন্ট পেরেক ২—৮ ইঞ্চি	১২।০—১৫॥০
ঢালাই কড়া ১ হইতে ১০ নং	২॥০ সাট
কোদাল ৪, ৫, ৬,	৭৸৵০ ৮৸৵০ ৯৸৵০ডজন
ঐ তিন পাউণ্ড ৯৲ পেঃ নিঃ	৬।৵০ ,,
গ্যাঃ প্লেন বালতি ৭—১২ ইঞ্চি	২॥৶০ ৬॥৶০
ঐ রিভিট ,, ৭—১২ ইঞ্চি	২৲—৭৲ ,,
লোহার চেয়ার রডের গোল ও	
চৌকা	৮॥০— ,,
ঐ গালের লোহার সিট	১৫৲ ,,
ঐ ভেনেস্তা (কাঠের সিট)	১৮৲ ,,
লোহার স্ক্রুপ ॥—৩ ইঞ্চি	/১০—॥৶০ গ্রোস
ঐ কজা ৭৩ নং	
১॥—৪ ইঞ্চি	।১০—৸৵১০ পেঃ ডজন
গ্যাঃ তার ১৬—২২ নং	
(গেজ)	১২৲—১৩৲ হন্দর
গ্যাঃ রিজিং (মটকা)	
১২ ইঞ্চি	।৵৫—॥৶০ পীস
গ্যাঃ গাটারিং বা জোলা	
৬ ইঞ্চি	।০—৸৶০ ,,
গ্যাঃ ক্রুপ ১॥০—২॥০ ইঞ্চি	২৩৲—২৯৲ হন্দর
গ্যাঃ ওয়াসার চাকি	১১॥০—১৬৲
গ্যাঃ বোল্ট-নাট ৸—৩ ইঞ্চি	
	॥৵১০—১৵০ গ্রোস
ঢালাই রেলিং	৩॥০—৪॥০ হন্দর
ঐ রেন ওয়াটার পাইপ	
৩ ইঞ্চি ৵১০ ও	৪ ইঞ্চি ।১০ ফুট
টিউব ওয়েলের জন্য গ্যাঃ	
পাইপ১॥ ইঞ্চি	।৵৫ ফুট
পাম্প	৪নং ১২॥০ ৫নং ১৪৲ ৬নং ১৬৲
৬০—৮০ বাটখারা ৵১৫ সাট	২।০—২॥০ মণ

সন্তোষকুমার মল্লিক এণ্ড সন্স লিঃ

লৌহ ও হাডওয়ার বিক্রেতা।

মীরবহর ঘাট লোহাপটী, বড়বাজার, টেলি—"লোহার মালিক" কলিকাতা

কেরোসিন

ওলোক্রেক প্রত্যেক বাক্স (২ টিন)		৯,৬
সূর্য্য মার্কা	,,	৬॥০
ভিক্টোরিয়া	,,	৬৲

সোণার দর

পাকা সোণা	৩০৸৶
বড়াল	৩০৸
চিনা পাত	৩২।০

রূপার দর

রূপা প্রতি ১০০ ভরি	৫৫৵০
ঐ খুচরা	৫৵০

কোম্পানীর কাগজ

৩॥০ সুদের কাগজ	৮১৶
৩॥০ নূতন ঋণ (১৯৪৭-৫০)	৯১।০
৪৲ ,, ঋণ (১৯৬০-৭০)	৯৭৲
৫৲ ,, বণ্ড (১৯৪৫	১০৪॥৵০

ডিবেঞ্চার

৫৲ সুদের (১৯৫৬-৮৬) কলিকাতা পোর্ট-ট্রাষ্ট ডিবে :—	১০২॥৵০

ব্যাঙ্ক

ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক (কনট্রি)	২৯৪॥০
সেন্ট্রাল	২২৲

কাপড় ও সুতার কল

এলগিন মিল	৪৫৲

পাট কল

হাওড়া	৫০৲
অকল্যাণ্ড	১৯৫৲
বালী	১৬২৲
বরানগর	১৫০৲
কেবল	৩৭০৲
ডয়াট	২৪৩৲
ক্লাইভ	২৮।০
ডালহাউসী	৪০৮॥০
ডেল্টা	৪০৫৲

কৃষ্ণনগর নবদ্বীপঘাট রেলওয়ে সময়

কৃষ্ণনগর হইতে নবদ্বীপঘাট

কৃষ্ণনগর সিটি—	৬-৪৫	১০-৪৪	১৩-২২	১৭-৩৮	২০-১৬
কৃষ্ণনগর রোড—	৬-৫৬	১০-৫৫	১৩-৩৩	১৭-৪৭	২০-২৫
আমঘাটা—	৭-১৫	১১-১৩	১৩-৫১	১৮-৩	২০-৪১
মহেশগঞ্জ—	৭-২৪	১১-২১	১৪-০	১৮-৯	২০-৪৭
নবদ্বীপঘাট—	৭-৩৩	১১-৩০	১৪-৯	১৮-১৬	২০-৫৫

বিশেষ দ্রষ্টব্য—নবদ্বীপঘাট ষ্টেশন অপেক্ষা মহেশগঞ্জ ষ্টেশন হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরের দূরত্ব অনেক কম। শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে যাঁহাদিগকে রাণাঘাটে ট্রেণ বদল করিতে হয়, তাঁহারা রাণাঘাটে প্রাতঃ ৫-৫০,৮-১৪,৯-৪৬, ১৬-৪৮,১৮-৩৯ এবং ০-৩২ মিনিটের সময় গাড়ী পাইবেন।

শান্তিপুর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে শান্তিপুর ষ্টেশনে৫-৪০,৯-২৯, ১২-২৫,১৬-৪ এবং ১৮-৪১ মিনিটের সময় ট্রেণ পাওয়া যায়।

নবদ্বীপঘাট হইতে কৃষ্ণনগর

নবদ্বীপ ঘাট—	৫-৩৫	৯-২৫	১২-১০	১৫-৩৪	১৮-৪৫
মহেশগঞ্জ—	৫-৪৩	৯-৩৩	১২-১৯	১৫-৪২	১৮-৫৬
আমঘাটা—	৫-৪৯	৯-৩৯	১২-২৬	১৫-৪৮	১৯-৫
কৃষ্ণনগর রোড—	৬-৫	৯-৫৫	১২-৪৩	১৬-৪	১৯-২৪
কৃষ্ণনগর সিটি—	৬-১৩	১০-৩	১২-৫১	১৬-১২	১৯-৩৫

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে—ডাঃ কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম ভক্তিশাস্ত্রী এল. এম. এফ. কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়

জার্ম্মাণীর ভিয়াটসে একাডেমী নামক বৈজ্ঞানিক শিক্ষায়তনের পক্ষ হইতে এক মুনার নিম্নলিখিত মর্ম্মে আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়কে একখানি পত্র লিখিয়াছেন :—

গত ১৩ই এবং ১৪ই অক্টোবর তারিখে ভিয়াটসে একাডেমীর সপ্তম বার্ষিক অধিবেশন হইয়াছিল। এই অধিবেশনে স্থির হইয়াছে যে, আপনি ভারতবর্ষে বিজ্ঞানের প্রসারকল্পে যে চেষ্টা করিয়াছেন, তাহার কথা স্মরণ করিয়া আপনাকে সম্মান করা কর্ত্তব্য আমরা তাই আপনাকে আমাদের এই বিদ্যায়তনের অনারারী করেসপণ্ডেন্স মেম্বার নিযুক্ত করিতে চাই। আমরা আশা করি এইরূপ ব্যবস্থা দ্বারা ভারত ও জার্ম্মাণীর মধ্যে বুদ্ধিবৃত্তিগত মৈত্রীবন্ধন অধিকতর সুদৃঢ় হইবে। আপনি ইহাতে রাজী আছেন কিনা শীঘ্র জানাইয়া বাধিত করিবেন।

মসজিদের মধ্যে বোমা বিস্ফোরণ

আজামগড় হইতে ২৪ মাইল দূরবর্ত্তী মাউ সহরের ডমিনপুরী মহল্লার এক মসজিদের মধ্যে গত ১০ই নবেম্বর একটি বোমা বিস্ফোরণ হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ।

নৃশংস হত্যাকাণ্ড

শোলাপুরের এক সংবাদে প্রকাশ যে জনৈক ব্রাহ্মণ বিধবাকে দানাপুরে নৃশংস ভাবে হত্যা করা হইয়াছে। আরও প্রকাশ যে, আততায়ী ও উক্ত ঘটনার কিছুক্ষণ পরেই মারা গিয়াছে। সে আফিং খাইয়া আত্মহত্যা করিয়াছে বলিয়া সন্দেহ করা যায়।

এতৎসম্পর্কে দশ জনকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

৬২ বৎসরের বৃদ্ধ

বাবু হৃষীকেশ সান্যাল সদর আদালতে মোক্তারী করিবার অনুমতি প্রার্থনা করিয়া এক আবেদন করিয়াছেন। তাঁহার বয়স ৬২ বৎসর। এই দরখাস্তে এখানকার আইনজীবি মহলে এবং জনসাধারণের মধ্যে বেশ একটা হৈ চৈ পড়িয়া গিয়াছে।

ভারতীয় বৈমানিকের উদ্যোগ

নূতন রেকর্ড প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে মনোমোহন সিংহ নামক ভারতীয় বৈমানিক লণ্ডন হইতে বিমান যোগে কেপটাউনে রওনা হইয়াছেন। এই সংবাদ তাঁহার ভ্রাতা সদ্দার হুকুম সিংহ পাঠাইয়াছেন। তিনি আরও জানাইয়াছেন যে, মনোমোহন সিংহ কেপটাউন হইতে বিমানযোগে করাচী আসিবেন।

সিলেক্টকমিটির বৈঠক শেষ

লর্ড লিনলিথ গো, আর্চ বিশপ অব ক্যান্টার বেরী, মাননীয় আগাখান ও মিঃ টমসনের প্রভৃতির বিদায় সম্ভাষণের পর সিলেক্টকমিটির বৈঠক শেষ হইয়া গিয়াছে।

বার্জ্জ হত্যার মামলা

মিঃ বি এন শাসমল বার্জ্জ হত্যার মামলার কয়েকজন আসামীর পক্ষ সমর্থন করিবেন বলিয়া জানা গিয়াছে। গত ১৭ই উক্ত মামলার চার্জ্জসিট দাখিল করা হইয়াছে।

কয়েকজন আসামীর আত্মীয় স্বজন ও উকিলগণ কিছুদিন হইল মেদিনীপুর হইতে বহিস্কৃত হইয়াছেন। তাই তাহাদের পক্ষে উক্ত মামলা আলীপুর স্থানান্তরীত করিবার জন্য জিলা ম্যাজিষ্ট্রেটের মারফৎ স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের নিকট এক আবেদন করা হইয়াছে বলিয়া জানা যায়।

রিভলভার সহ গ্রেপ্তার

গত বুধবার রাত্রিতে কলিকাতা পুলিশের স্পেশাল ষ্টাফের অফিসারগণ তালতলা থানার এলাকায় একটী বাঙ্গালী যুবককে গ্রেপ্তার করে। যুবকটী তাহার নাম অজিত কুমার (২৫) বলিয়া বলে। একপ প্রকাশ যে, পুলিশ উক্ত যুবকের নিকট হইতে একটী রিভলভার ও কতকগুলি কার্তুজ পায়। ধৃত যুবকটীকে তদন্ত সাপেক্ষে হাজতে রাখা হইয়াছে।

অন্তরীণ আইন ভঙ্গের মামলা

পাটনার "সার্চলাইট" পত্রিকার পূর্ব্বতন সহকারী সম্পাদক রাজবন্দী মনীন্দ্রনারায়ণ রায় (ধামুরাই, ঢাকা) অন্তরীণ আইন অমান্যের জন্য ১৯৩০ সালের বঙ্গীয় সংশোধিত আইনে অভিযুক্ত হন। ১৩ই নবেম্বর শুনানী আরম্ভ হয় ধামুরাই থানার প্রধান কর্ম্মচারী মৌলবী আসরফউদ্দীন তালুকদার জেরায় বলেন যে, গত ১৫ই আগষ্ট তারিখে লিখিত আসামীর পত্র তিনি (সাক্ষী) পাইয়াছিলেন কিনা তাহা তিনি ঠিক বলিতে পারেন না। তবে আসামীর অপর আবেদনখানি সাক্ষী পান এবং তাহা উর্দ্ধতন কর্ত্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ করেন। সাক্ষী আরও বলেন যে, গত ১৫ই তারিখে গ্রেপ্তারের পূর্ব্বে আসামীকে কোনরূপ ভাতা দেওয়া হয় নাই। তবে তাহার খোরাকী দিবার আদেশ উহার পরেই আসে।

শুনানী শেষ হওয়ার পর ঢাকার ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ এস, এন, মুখুর্য্যে রায়দান স্থগিত রাখেন।

মাদ্রাজে ছাত্র মহলে চাঞ্চল্য

বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের সিণ্ডিকেট মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি ও অন্যান্য পরীক্ষার মূল্য দিতে অস্বীকার করায় মাদ্রাজের ছাত্র মহলে একটা চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইয়াছে। মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের অফিসে খবর লইয়া জানা গেল যে, বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয় এই সম্পর্কে মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের নিকট হইতে একটা পত্র পাইয়াছেন।

বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের এই ব্যবস্থা গ্রহণের ফলে বহু মাদ্রাজী ছাত্র বোম্বাইতে ভর্ত্তি হওয়ার চেষ্টা করিতেছে, কিন্তু ভর্ত্তি হইতে তাহাদিগকে খুবই বেগ পাইতে হইতেছে।

বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা পরিষদে এই মর্ম্মে এক প্রস্তাব হইয়াছে যে, মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয় বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষাকে সমান সম্মান দিতেছে না বলিয়া বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়, মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ম্যাট্রিকুলেশন, ইণ্টারমিডিয়েট, বি, এ, ও বি, এল পরীক্ষাকে সম্মান দিতে অস্বীকার করিতেছে। প্রকাশ, বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি ছাত্রকে ম্যাঙ্গালোর কলেজে ভর্ত্তি করিতে অস্বীকার করায় বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয় উক্ত প্রকার ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছে, মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষ ম্যাঙ্গালোর কলেজের সিদ্ধান্তকে নাকচ করিয়া দেন।

ভারতের ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন

ই, আই, রেলওয়ের শ্রমিক সঙ্ঘের জেনারেল সেক্রেটারী জানাইতেছেন— সম্প্রতি লিলুয়ায় ই, আই রেলওয়ে শ্রমিক সঙ্ঘের কর্ম্মচারিগণের প্রতি বহিষ্কারের আদেশ দেওয়া হয় এবং এম, এণ্ড এস, এম রেলওয়ে শ্রমিক সংঘের সম্পাদক শ্রীযুক্ত ভি, কৃষ্ণমূর্ত্তিকে কর্ম্মচ্যুত করা হয়। উপরোক্ত ঘটনাবলীতে ভারতবর্ষে ট্রেড ইউনিয়ন প্রতিষ্ঠান সমূহের কার্য্য ব্যাহত হইতেছে বলিয়া ব্রিটিশ ট্রেডস ইউনিয়ন কংগ্রেসের জেনারেল কাউন্সিল এক আবেদন করায় ভারত সচিব উক্ত কাউন্সিলকে এই আশ্বাস দিয়াছেন যে, তিনি উপরোক্ত ব্যাপার সম্পর্কে তদন্ত করিবেন।

চেয়ারম্যান দণ্ডিত

পুলিশকে আক্রমণ করিবার অপরাধে বিষ্ণুপুরের মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট সোনামুখী মিউনিসিপালিটীর চেয়ারম্যান শ্রীযুত গোলক বিহারী সাংকে ২ মাস সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করেন। মিঃ এ কে, ফজলুল হক এবং মিঃ মিঃ কে সি [illegible] উক্ত আসামীর পক্ষে উক্ত দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে বিচারপতি মিঃ মুখার্জ্জি এবং বিচারপতি মিঃ বার্টলের এজলাসে আপীল দায়ের করেন।

অভিযোগের বিবরণে প্রকাশ যে, একদিন আবেদনকারী অত্যন্ত রাগান্বিত হইয়া অতি জঘন্যভাবে সকলকে গালাগালি দিতে আরম্ভ করে। দারোগা তাহাকে শান্ত করিতে চেষ্টা করিলে আসামী পাল্টা পুলিশকে গালি দেয়, পাছে সমবেত জনতা আসামীকে তাহার এইরূপ ব্যবহারের জন্য মারপিট করে এই ভয়ে পুলিশ তাহাকে ভারতীয় দঃ বিঃ ২৯৪ ধারা অনুসারে গ্রেপ্তার করে। ম্যাজিষ্ট্রেট তাহাকে ভারতীয় দঃ বিঃ ৩৫৩ ধারা অনুসারে দণ্ডিত করেন।

বিচারপতিগণ রুল জারী করেন এবং আসামীকে জামীনে মুক্তি দেন।

চট্টগ্রামে খানাতল্লাস

সহরের প্রত্যেক রাস্তার মোড়ে মোড়ে সৈন্য ও পুলিশ পাহাড়া মোতায়েন দেখা যায়। পুলিশ রাস্তার প্রত্যেক লোক, বিশেষতঃ সকল সম্প্রদায়ের যুবকগণকে থামাইয়া তাহাদের দেহ তল্লাসী করে হিন্দু যুবকগণের বেলায় তাহাদের পরিচয় পত্র পরীক্ষা করা হয়, এই সকল পাহারা ও খানাতল্লাসীর কারণ অজ্ঞাত।

বন্যা পীড়িতের সাহায্য

প্রকাশ যে, রামনাদ জেলার বন্যাপীড়িত লোকদিগের সাহায্যকল্পে গবর্ণমেণ্ট ১০০০ টাকা মঞ্জুর করিয়াছেন প্রবল বন্যায় অনুমান পঁয়ত্রিশটী ছোট দেশলাইয়ের কারখানা ভাসিয়া গিয়াছে ক্ষতির পরিমাণ ১ লক্ষ টাকা এইরূপ জানা গিয়াছে।

বি-এ ও বি এস-সি পরীক্ষা দিন

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বি-এ এবং বি, এস-সি পরীক্ষা আগামী ১৯৩৪ সালের ২৬শে মার্চ্চ সোমবার আরম্ভ হইবে বলিয়া পূর্ব্বে ঘোষণা করা হইয়াছিল। কিন্তু বাঙ্গলা সরকার মুসলমান পর্ব্ব ইদুজ্জোহা উপলক্ষে ১৯৩৪ সালের ২৬শে ও ২৭শে মার্চ্চ ছুটির দিন বলিয়া ঘোষণা করায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিণ্ডিকেট ভাইস চ্যান্সেলার সর্ব্বসাধারণের অবগতির জন্য জানাইতেছেন যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের বি, এ এবং বি, এস-সি পরীক্ষা ২৬শে মার্চ্চের পরিবর্ত্তে ২৮শে মার্চ্চ (১৯৩৪ সাল) বুধবার আরম্ভ হইবে।

তারের ঠিকানা— 'শ্রীধাম' নবদ্বীপ
ডাকের ঠিকানা—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

দৈনিক

REG. C1544

নদীয়া-প্রকাশ

THE NADIA-PRAKASH

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩।০
সিকি কলম ২৲
চাঁদার হার
স্বতন্ত্র।

সাহায্যের হার
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸০
মাসিক ১৲
নগদ
প্রতি সংখ্যা /৫

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৮ম খণ্ড সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বেদান্তবাচস্পতি [২২১শ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর— ৭ই অগ্রহায়ণ বৃহস্পতিবার ১৩৪০, ২৩শে নভেম্বর ১৯৩৩

স্থলচর মৎস্য

"মৎস্যও মানুষের ন্যায় স্বচ্ছন্দে ডাঙ্গায় বিচরণ করিতে পারে" একথা শুনিয়া আপনারা নিশ্চয়ই আজগুবী গল্প বলিয়া উড়াইয়া দিতে চাহিবেন কিন্তু মিঃ বার্ণর্ড ক্লিথ্যান অষ্ট্রেলিয়ায় ইহা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন।

তিনি তাঁহার ভ্রমণ-কাহিনীতে লিখিয়াছেন যে, জলাশয় হইতে প্রায় আধ মাইল দূরে এবং সমতল ভূমি হইতে বহু উচ্চে একটী শুষ্ক পর্ব্বত-গহ্বরের মধ্যে তিনি এক-ফুট লম্বা তিনটী মাছকে জীবিতাবস্থায় দেখিতে পান। তাহারা স্বচ্ছন্দে সেই পর্ব্বতকন্দরে বিচরণ করিয়া বেড়াইতেছিল। এই শ্রেণীর মৎস্যগুলি জল ছাড়িয়া কয়েক দিন পর্য্যন্ত অনায়াসে থাকিতে পারে।

অনেক সময় তাহাদিগকে গাছের ফাঁকড়া ডালের ফাঁকেও অবস্থান করিতে দেখা যায়। সমতল ভূমি হইতে এত উচ্চে ও জলাশয় হইতে দূরে পর্ব্বত-গহ্বরে মৎস্য আসিল কিরূপে, এ প্রশ্ন অনেকেরই মনে উদিত হওয়া স্বাভাবিক। খুব সম্ভবতঃ বন্যা প্রবাহে মাছগুলি ভাসিয়া আসিয়াছিল এবং তাহার পর আর তাহাদের প্রিয় বাসস্থান জলাশয়ে ফিরিয়া যাইতে পারে নাই।

ষ্টেশন মাষ্টার অভিযুক্ত

হাওড়ার ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ বি, সি, সেনের এজলাসে, আব্দুলগণি নামক একব্যক্তি বি, এন, রেলওয়ের আন্দুল-মৌড়ী ষ্টেশনের ষ্টেশন মাষ্টার মনমোহন রায় নামক এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে আক্রমণের অভিযোগ আনয়ন করিয়াছিল। ম্যাজিষ্ট্রেট বিচারে ষ্টেশন মাষ্টারকে বেকসুর খালাস দেন।

অভিযোগের বিবরণে প্রকাশ যে, গণি কোনও ষ্টেশনের জন্য একখানা টিকেট চাহে এবং বাবুকে একখানা দুই আনী দেয়। ঐ দুই আনী মেকী বলিয়া রায় তাহা ফেরৎ দিলে গণি পুনরায় আর একখানা দুই আনী দেয়, কিন্তু তাহাও মেকি ছিল বলিয়া ফেরৎ দেওয়া হয়। এই সময় রায় অফিস হইতে বাহির হইয়া ফরিয়াদীকে আক্রমণ করে এবং ঘুষি মারিতে থাকে।

ষ্টেশন মাষ্টার ফরিয়াদীর বিরুদ্ধে এই মর্ম্মে একটী পাল্টা মামলা দায়ের করেন যে, পরদিন বহু সংখ্যক মুসলমান তাঁহার অফিস গৃহে প্রবেশ করিয়া তাঁহাকে তরবারী দ্বারা আক্রমণ করে। কিন্তু অত্যন্ত সাহসের সহিত সে তরবারী খানা কাড়িয়া নিলে জনতা চলিয়া যায়। এতৎ সম্পর্কে এখনও কোনও আদেশ দেওয়া হয় নাই।

ডাকাতি

মিঃ আর, কে, মিত্র আই, সি, এস, কানও ডাকাতি মামলা সম্পর্কে ৯জন আসামীর মধ্যে ৪ জনকে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৪১২ ধারা অনুসারে ৫ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করেন এবং অবশিষ্ট ৫জনকে খালাস দেন।

এই ঘটনার বিবরণে প্রকাশ যে, গত ১৮ই এপ্রিল আমালতী গ্রামের আলীমুদ্দিন মাতব্বরের বাড়ীতে তাহাদিগের নিদ্রিত অবস্থায় প্রায় ২৫ জন ডাকাত প্রবেশ করে। ডাকাতগণ আলীমুদ্দিনকে প্রহার করে এবং তাহার দুই স্ত্রী, কন্যা ও পুত্রবধূর শরীর হইতে অলঙ্কার কাড়িয়া নেয়। অতঃপর মাটীর নীচে যেসব অলঙ্কার ও নগদ টাকা পোতা ছিল তাহা বাহির করিয়া সর্ব্বসমেত প্রায় ১০০০৲ টাকা লইয়া প্রস্থান করে।

ডাকাতির অভিযোগ হইতে অব্যাহতি

দণ্ডবিধির ৩৯৫ ধারা (ডাকাতি) অভিযোগে অভিযুক্ত রামচরণ ও আলাম জুলাকে চুচুড়ার দায়রা জজ জুরীদের সহিত একমত হইয়া মুক্তি দিয়াছেন।

প্রকাশ, আসামীদ্বয় ও অপর কয়েক জন সশস্ত্র লোক ভদ্রেশ্বরের বিঘাটি গ্রামের পঞ্চানন কুণ্ডুর বাড়ীতে হানা দেয়, (১০শে এপ্রিল) এবং বাড়ীর বাসিন্দা দিগকে মারপিট করিয়া নগদ টাকা ও গহনা পত্র লইয়া পলায়ন করে। গ্রেপ্তারের পর আসামীদের নিকট হইতে নাকি অপহৃত দ্রব্যাদি পাওয়া গিয়াছিল।

জুলা, হাওড়ার আর একটি ডাকাতি মামলা সম্পর্কে অভিযুক্ত ছিল। অদালতের বাহিরে আসার সঙ্গে সঙ্গে তাহাকে গ্রেপ্তার করা হয়।

কটক মিউনিসিপ্যালিটির প্রতি নোটিশ

মিউনিসিপ্যালিটির কার্য্যের অব্যবস্থার জন্য গবর্ণমেন্ট দুই বৎসরের জন্য উহা নিজ কর্ত্তৃত্বাধীনে লইবেন না কেন, দুই সপ্তাহের মধ্যে তাহার কারণ দেখাইবার জন্য বিহার ও উড়িষ্যার স্বায়ত্তশাসন বিভাগের মন্ত্রী কটক মিউনিসিপ্যালিটির কমিশনারগণের প্রতি নোটীশ দিয়াছেন বলিয়া যে রিপোর্ট প্রকাশ হয় তাহা সরকারী মহলে অনুসন্ধান করিয়া সত্য বলিয়া জানা গিয়াছে।

এতৎসম্পর্কে উক্ত মিউনিসিপ্যালিটির কৈফিয়তের জন্য অপেক্ষা করা হইতেছে। উহা পাইবামাত্র গবর্ণমেন্ট শেষ আদেশ জারী করিবেন।

১১০ বৎসর বয়স্ক বাঙ্গালী

যশোহর জেলার নড়াইল মহকুমার অধীন চণ্ডিনা নামক গ্রামে শ্রীযুক্ত চণ্ডী-দাস নামক একজন ১১০ বৎসরের বৃদ্ধ লোক বাস করেন। ইনি কখনও ডাক্তারী বা কবিরাজী ঔষধ ব্যবহার করেন নাই। অর্থাৎ জীবনে এমন কোন কঠিন ব্যাধি হয় নাই, যাহার জন্য চিকিৎসকের শরণাপন্ন হইতে হয়। সুদীর্ঘকাল টোটকা ও মুষ্টিযোগের সাহায্যে সামান্য সামান্য ব্যাধি হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া আসিতেছেন। ইহাকে দেখিলে ৬০।৬৫ বৎসরের অধিক বয়স বলিয়া অনুমান করা যায় না। দর্শন ও শ্রবণ শক্তি এখনও আছে—সামান্য চলাফেরাও করিতে পারেন। ১০০ বৎসর পর্য্যন্ত দাঁত ছিল, ১০ বৎসর যাবৎ সমস্ত পড়িয়া গিয়াছে।

খানাতল্লাস ও গ্রেপ্তার

হিলি ষ্টেশনে সশস্ত্র ডাকাতি সম্পর্কে শ্রীযুক্ত তারকনাথ দাসকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছিল। তাঁহাকে গত ১৫ই নবেম্বর নাটোরের মহকুমা হাকিমের নিকট উপস্থিত করা হইলে তিনি ৩০শে নবেম্বর পর্য্যন্ত হাজতে রাখিবার আদেশ দিয়াছেন।

নানাস্থানে পুলিশের হানা

তমলুকের পুলিশ সহরের বিভিন্ন বাড়ীতে হাজির হইয়া বাড়ীওয়ালাদের বন্দুকগুলি ও উহার লাইসেন্সধারীরা কিরূপ স্থানে ঐ সকল দ্রব্য রাখিয়াছেন তাহা পরীক্ষা করেন।

চোর ধরিবার অদ্ভুত ফন্দী

মিঃ বার্ণাড ফ্রিম্যান আরব্য-বিচারের একটী অপূর্ব্ব কাহিনী প্রকাশ করিয়াছেন। একজন আরবীয় শেখের ঘর হইতে একটী ঘড়ি ও এক ছড়া চেন চুরি যায়। গৃহস্বামী সন্দেহ করেন যে, তাঁহার ভৃত্যেরাই এই দুষ্কর্ম্ম করিয়াছে। চোর ধরিবার জন্য তিনি এক অদ্ভুত ফন্দী বাহির করিয়া বসিলেন। একটি মেষকে গাঢ় নীল রঙে ডুবাইয়া তাহাকে একটী ঘরের মধ্যে আবদ্ধ করিয়া রাখা হইল। তারপর শেখ তাঁহার ভৃত্যদিগকে এই আদেশ করিলেন যে, তোমরা এক এক করিয়া ঐ ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া দুই হাত দিয়া মেষের গাত্র স্পর্শ করিবে—যাহার কর স্পর্শে মেষ-শাবক চীৎকার করিয়া উঠিবে, আল্লার নির্দ্দেশ মাফিক তাহাকেই চোর ঠাওরাইতে হইবে।

শেখের আদেশমত ভৃত্যগণ একে একে মেষের ঘরে প্রবেশ করিয়া তাহাকে স্পর্শ করিল কিন্তু কাহারও কর স্পর্শে মেষশাবক চীৎকার করিল না। তখন শেখ ভৃত্যদিগকে বলিলেন, যে যে মেষের গাত্র স্পর্শ করিয়াছ হাত দেখাও। তখন একজন ব্যতীত অপরাপর ভৃত্যগণ সকলেই হাত খুলিয়া দেখাইল যে, নীল বর্ণের রঞ্জিত মেষ-নন্দনের নধর বপু স্পর্শে তাহাদের কর পল্লব নীলাভ হইয়া উঠিয়াছে। যে ব্যক্তি মেষের দেহ স্পর্শ করে নাই, সেই চোর—আল্লার নির্দ্দেশ মাফিক পাছে তাহার কর স্পর্শে মেষ-শাবক চীৎকার করে, এই আশঙ্কায় সে তাহার দেহ স্পর্শ করে নাই। তখন সেই ব্যক্তিকেই চোর ঠাওরান হইল।

১৮ বৎসর পরে নেশা,

লণ্ডন কলউইনের জন উইলিয়ম নামে এক ব্যক্তি ১৮ বৎসর পূর্ব্বে একটি গুলী সেবন করে, এতদিন পরে সে গুলীর নেশা টের পাইয়াছে।

গুলী সেবনের কথা শুনিয়া পাঠকগণ যেন মাদক গুলী বুঝিবেন না। ১৮ বৎসর পূর্ব্বে উইলিয়মের বুকের উপর রাইফেলের একটী গুলী বিদ্ধ হইয়াছিল. কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এতদিন সে ইহার বিন্দু বিসর্গও টের পায় নাই।

এই সুদীর্ঘ অষ্টাদশ বর্ষকাল সে স্বচ্ছন্দে চিত্রকর ও গৃহ সজ্জাকারের কার্য্য করিতেছে কিন্তু একদিনের জন্যও কোন অস্বস্তি অনুভব করে নাই।

বুকের গুলী বুকেই থাক

উইলিয়মের বুকের ভিতর একটা গুলী যে নিরাপদে গা ঢাকা দিয়া আছে, সে কথা একেবারেই বিস্মৃত হইয়াছিল। হঠাৎ কয়েক সপ্তাহ পূর্ব্বে সে গুলীটার নড়ন-চড়ন টের পায়। হাঁসপাতালে রঞ্জনরশ্মির সাহায্যে ফটো লইয়া গুলীটা তাহার বুকে কোন জায়গায় আস্তানা গাড়িয়াছে তাহা ঠিক করা হইয়াছে বটে কিন্তু ডাক্তারেরা বলিয়াছেন যে গুলী বাহির করিলে হয়ত বিপদ ঘটিতে পারে, সুতরাং উইলিয়মের বুকের গুলী বুকেই থাক।

উইলিয়মের অনুতাপ

উইলিয়ম বিগত মহাযুদ্ধের সময় ঐ গুলীটা সেবন করিয়াছিল। এখন সে সাময়িকভাবে শয্যাগত আছে। তাহার জীবনে এইটাই সবচেয়ে বড় দুঃখ যে, ১৮ বৎসর পরে গুলীটা তাহাকে শয্যাশায়ী ও অকর্ম্মণ্য করিয়া ফেলিল।

নাথদ্বার মন্দিরের সম্পত্তি

গোবর্দ্ধন লালজীর পুত্র দামোদর লালজী তাঁহার পৈতৃক সম্পত্তির দাবী জানাইয়া যে আবেদন করিয়াছিলেন, হাইকোর্টের বিচারপতি মিঃ রঙ্গনেকারের এজলাসে উক্ত আবেদনের শুনানী হইয়াছিল।

বিচারপতি আবেদনকারীকে এই আদেশ দেন, ১৯৩৪ সালের ১০ই জানুয়ারীর মধ্যে যে পিতৃ সম্পত্তির উত্তরাধিকারী ইহা প্রতিপন্ন করিবার জন্য মামলা দায়ের করিতে হইবে।

ইতিমধ্যে উদয়পুর রাজ্য কর্ত্তৃক মনোনীত এবং কোর্ট অব ওয়ার্ডস কর্ত্তৃক নিযুক্ত ম্যানেজার নাথদ্বার মন্দিরের সম্পত্তির যথাযথ হিসাব পত্রাদি রাখিবার ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন।

গত সেপ্টেম্বর মাসে স্থানীয় লোকগণ স্বর্গীয় গোবর্দ্ধন লালজীর সম্পত্তির একজন রক্ষক নিযুক্ত করার জন্য হাইকোর্টে আবেদন করেন। ঐ আবেদনে দামোদর লালজী তাঁহার পূর্ব্ব কার্য্যকলাপ অনুযায়ী পিতৃ সম্পত্তি পাইবার সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত, এইরূপ জানান হয়।

উক্ত আবেদনানুসারে হাইকোর্ট একটী আদেশ জারি করেন, কিন্তু পরে দামোদর লালজীর পক্ষ হইতে বলা হয় যে, তিনি পিতৃ সম্পত্তির ন্যায্য অধিকারী ইহা এক মাসের মধ্যে প্রতিপন্ন করা হইবে। এইরূপ প্রতিশ্রুতি দেওয়াতে হাইকোর্ট উক্ত আদেশ বাতিল করিয়াছেন।

আইন ব্যবসায়ে অসম্মতি

আজমীঢ় বারের উকীল শ্রীযুত বিশ্বম্ভরনাথ ভার্গব পুনরায় আইন ব্যবসায় আরম্ভ করিবার জন্য এক আবেদন করেন। আজমীঢ় ও মাড়োয়ারের জুডিশিয়াল কমিশনার তিনি রাজনৈতিক কারণে দণ্ডিত হইয়াছিলেন, এই হেতু দর্শাইয়া উক্ত আবেদন নাকচ করিয়া দিয়াছেন বলিয়া প্রকাশ। শ্রীযুত ভার্গব নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটী সভ্য এবং বিগত এপ্রিল মাসে প্রাদেশিক রাজনৈতিক সম্মেলনের বীওয়ার অধিবেশনে সভাপতিত্ব করিবার জন্য তিনি সং কোঃ আইনের ১৭ (২) ধারা অনুসারে এক বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন।

আসক্তিরহিত বিষয়ভোগ

(১)

শুদ্ধবৈষ্ণব গৃহস্থ ও গৃহত্যাগী ভেদে দুই প্রকার। সাধারণ সংসারী লোকের ন্যায় যাঁহারা এই সংসারে স্ত্রীপুত্র-বন্ধুবান্ধব-পরিবৃত হইয়া ভক্তিবিষয় আলোচনা করেন তাঁহারা গৃহস্থ-ভক্ত। পক্ষান্তরে যাঁহারা স্ত্রীপুত্র বিষয়ভোগ সমুদয় পরিত্যাগ করিয়া নিষ্কিঞ্চন হইয়া জীবন-ধারণোপযোগী বস্তুমাত্র স্বীকার করত ভগবদ্ভজনে দিন যাপন করেন, তাঁহারা গৃহত্যাগী ভক্ত। গৃহস্থ ও গৃহত্যাগী ভক্ত উভয়েরই জীবনের উদ্দেশ্য এক—ভগবদ্ভজন তাহাতে মতদ্বৈধ নাই। তবে গৃহস্থ-জীবনে যাঁহাদের ভজনে নানারূপ বাধা উপস্থিত হয়, গৃহ পরিত্যাগ করিয়া একান্তে ভজন করাই তাঁহাদের পক্ষে শ্রেয়স্কর। কিন্তু সহসা সকলেরই গৃহ-পরিত্যাগের অধিকার জন্মে না। গৃহস্থ-জীবনে, যুক্ত-বৈরাগ্যের সহিত বিষয়-ভোগ করিতে করিতে হৃদয় যে পরিমাণে ভগবদ্ভাবে পূর্ণ হয় বিষয়-তৃষ্ণাও সেই পরিমাণে কমিয়া আসে, গৃহত্যাগেও সেই পরিমাণে শক্তি জন্মে। বিষয়াসক্তি সম্পূর্ণরূপে দূরীভূত হইবার পূর্ব্বেই গৃহত্যাগ করিয়া অনেককে নানাবিধ উৎপাত ভোগ করিতে ও স্থান-বিশেষে অধঃপতিত হইতে দেখা গিয়াছে। সেইজন্য গৃহত্যাগের পূর্ব্বে উত্তমরূপ বিচার করা উচিত যে বাস্তবিক হৃদয় বিষয়-স্পৃহা-শূন্য হইয়াছে কি না? তবে গৃহস্থ-জীবন নিতান্ত ভজনবাধক বোধ হইলে, তদ্রূপ গৃহ পরিত্যাগ করিয়া নিষ্কিঞ্চন গৃহত্যাগী সাধুর আশ্রয় করতঃ সাধু-সঙ্গে ভজন করাই মঙ্গল। ভক্ত-জীবনে সাধারণতঃ দুইটী অবস্থা পরিলক্ষিত হয়, যথা পক্ক বা সিদ্ধাবস্থা এবং অপক্ক বা সাধক-অবস্থা। বহু ভাগ্যক্রমে যাঁহার প্রথমোক্ত অবস্থা উপস্থিত হয় তিনি কোন বিধি-নিষেধের বাধ্য থাকেন না। ভগবৎ-প্রেমে উত্তেজিত হইয়া তিনি যাহা করেন, তাহাই অন্যজীব-সম্বন্ধে বিধি এবং যাহা না করেন তাহাই নিষেধ বলিয়া গৃহীত হয়। প্রেমানন্দময় তাদৃশ মহাত্মার নিকট তখন গৃহস্থ বা গৃহত্যাগী জীবন উভয়েরই সমান মূল্য বোধ হয়, আশ্রমাদি-বিধানে তাঁহার কোন রাগ-দ্বেষ থাকিতে পারে না; কিন্তু অপক্ক বা সাধকাবস্থায় জীব বিধি-নিষেধের অতীত হইতে পারেন না। পরন্তু স্বীয় অধিকারোচিত বিধি-নিষেধের পালন না করিলে তাঁহার জীবনে কোনরূপ উন্নতি পরিলক্ষিত হয় না। অপার-করুণাময় শ্রীমন্মহাপ্রভু স্বীয় আচরণ এবং উপদেশ দ্বারা সকলকেই স্ব-স্ব অধিকারানুরূপ শিক্ষা দিয়াছেন। বিষয়স্পৃহা-শূন্য বৈরাগীকে তিনি তদুপযুক্ত কৃত্য শিক্ষা দিয়া, অপক্ক সাধককে বিষয়ভোগ করাইয়া বিষয়ত্যাগের উপায় বলিয়া দিলেন। শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীকে লক্ষ্য করিয়া মহাপ্রভু জগৎকে শিক্ষা দিলেন—

"স্থির হঞা ঘরে যাও না হও বাতুল।
ক্রমে ক্রমে পায় লোক ভবসিন্ধুকূল॥
মর্কট-বৈরাগ্য না কর লোক দেখাইয়া।
যথা-যোগ্য বিষয়-ভুঞ্জ অনাসক্ত হঞা॥
অন্তর-নিষ্ঠা কর বাহ্যে লোক-ব্যবহার।
অচিরাতে কৃষ্ণ তোমায় করিবেন উদ্ধার॥"

—সপ্তগ্রামের জমিদার হিরণ্য ও গোবর্দ্ধন মজুমদার। গোবর্দ্ধনের পুত্র শ্রীরঘুনাথ। বাল্যকাল হইতেই রঘুনাথের বিষয়ে বিতৃষ্ণা জন্মিয়াছিল। রাজোচিত ভোগ-সুখে তাঁহার কোনমতেই রুচি হইত না, তাঁহার অন্তর নিরন্তর ভগবৎ-পদারবিন্দের মকরন্দ লোভে লালায়িত ছিল। শ্রীমন্মহাপ্রভু সন্ন্যাস-গ্রহণানন্তর শান্তিপুরে আসিলে রঘুনাথ তথায় আসিয়া শ্রীগৌরাঙ্গের চরণ দর্শন করতঃ আত্মকাহিনী সমুদয় কহিলেন। প্রভু তাঁহাকে বিদায় দিয়া নীলাচলে গেলেন। কিন্তু রঘুনাথ গৃহে আসিয়া সুস্থির হইতে পারিলেন না, শ্রীচৈতন্যের কৃপা-আশায় পূর্ব্বাপেক্ষা-অধিকতর ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন। পুনরায় শ্রীবৃন্দাবন গমন করিবার মানসে প্রভু যখন শান্তিপুরে পদার্পণ করিলেন, রঘুনাথ বহু অনুনয় বিনয়ে তাঁহার জ্যেষ্ঠতাত ও পিতাকে প্রসন্ন করিয়া তাঁহাদিগের অনুমতিক্রমে শান্তিপুরে আসিয়া প্রভুর চরণে নিপতিত হইলেন এবং গৃহবন্ধন হইতে মুক্তি প্রার্থনা করিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু রঘুনাথকে তখন উপর্য্যুক্ত উপদেশ দিলেন। প্রভু-বাক্যের তাৎপর্য্য এই যে, ভগবানের জন্য ব্যাকুল হওয়া ভাল কিন্তু সেই ব্যাকুলতা-ক্রমে অস্থির হইয়া যথেচ্ছাচার করিলে কোন লাভ নাই। এ সংসার-সমুদ্র অপার একদিনে পার হওয়া যায় না। কৃষ্ণ ও বৈষ্ণবের কৃপায় ক্রমে ক্রমে সংসার-সমুদ্রের পরপারে উপস্থিত হওয়া যায়। প্রতিষ্ঠার বশবর্ত্তী হইয়া বা সংসার-পরিত্যাগের জন্য কৃত-সঙ্কল্প হইয়া বাহ্যে বৈরাগ্যচিহ্ন ধারণ করিলেই কৃষ্ণ-কৃপা সহজলভ্য হয় না, কিন্তু এই সংসারে বর্ত্তমান থাকিয়া, সাধু-সঙ্গ-বলে যথাযোগ্য বিষয় অনাসক্তভাবে ভোগ করিতে করিতে অন্তর যে পরিমাণে ভগবন্নিষ্ঠ হইতে থাকে, কৃষ্ণ-কৃপাও সেই পরিমাণে লাভ হয়। কৃষ্ণের প্রতি পূর্ণ-তৃষ্ণা হইলেই বিষয়ভোগে সম্পূর্ণ বিতৃষ্ণা জন্মে। তদ্ব্যতীত অন্য কারণে বিষয়-ত্যাগের সামর্থ্য জন্মে না। শ্রীল রঘুনাথ শ্রীগৌরাঙ্গের নিত্যপার্ষদ হইলেও তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু সমস্ত অপক্ক ভক্তদিগকে এই শিক্ষা দিয়াছেন। এই শিক্ষানুযায়ী কার্য্য করিলেই কৃষ্ণকৃপা লাভ হইতে পারে। শ্রীরঘুনাথও প্রভুর এই উপদেশ পালন করিয়া অচিরে স্বীয়াভীষ্ট প্রাপ্ত হইলেন।

যথা চরিতামৃতে,—

"ঘরে আসি মহাপ্রভুর শিক্ষা আচরিল।
দেখি তার পিতামাতা বড় সুখ পাইল॥
বাহ্য বৈরাগ্য বাতুলতা সকল ছাড়িয়া।
যথাযোগ্য কার্য্য করে অনাসক্ত হঞা॥

—"ভিতরে বৈরাগ্য, বাহিরে সর্ব্ব কর্ম্ম অনাসক্তভাবে করিতে করিতে প্রভুর কৃপায় রঘুনাথের অন্তর্নিষ্ঠা সম্পূর্ণরূপে উদিত হইলে, কোন ছলে তিনি নীলাচলে শ্রীচৈতন্য-চরণে উপস্থিত হইলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু তখন অতিমাত্র কৃপার্দ্র হইয়া রঘুনাথকে আত্মসাৎ করিলেন এবং তাঁহার পিতা-জ্যেঠার বিষয় এইরূপ কহিতে লাগিলেন,—

"ইহার বাপ জ্যেঠা বিষয়-বিষ্ঠা-গর্ত্তের কীড়া।
সুখ করি মানে বিষয়-বিষের মহাপীড়া॥
যদ্যপি ব্রহ্মণ্য করে ব্রাহ্মণের সহায়।
শুদ্ধবৈষ্ণব নহে, বৈষ্ণবের প্রায়॥
তথাপি বিষয়ের স্বভাব হয় মহা-অন্ধ।
সেই কর্ম্ম করায় যাতে হয় ভববন্ধ॥

যে-বিষয় অনাসক্তভাবে ভোগ করিতে করিতে সম্পূর্ণ অন্তর্নিষ্ঠার সহিত রঘুনাথ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের শ্রীচরণ-সম্পদ লাভ করিতে সমর্থ হইলেন, সেই বিষয়কেই সুখ-প্রদ মনে করিয়া ভোগ করিতে করিতে রঘুনাথের বাপ জ্যেঠার পক্ষে তাহা মহাপীড়ায় পরিণত হইল। একই কার্য্য অন্তর্নিষ্ঠার বৈপরীত্যহেতু বিপরীত ফল ধারণ করিল।

এইক্ষণ শ্রীমন্মহাপ্রভুর উপদেশ-মত অনাসক্তভাবে বিষয়ভোগ কিরূপ, তাহা আমাদের অবশ্য বিচার্য্য সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। জীবগণ ভগবানের নিত্য কিঙ্কর হইলেও, আত্মসুখাভিলাষে এ সংসারে আসিয়া নানাপ্রকার সুখদুঃখ ভোগ করিয়া বেড়াইতেছে। যে-বিষয় যাহার পক্ষে যতক্ষণ যত সুখকর, জীবও ততক্ষণ সেই বিষয়ে সেই পরিমাণে নৈসর্গিক রূপে আসক্ত হইয়া থাকে।

"নাম-সাধন"

(শ্রীযুক্ত ভক্তিসৌরভ দাসাধিকারী)

গোলোকের ধন কৃষ্ণ-সঙ্কীর্ত্তন
সকল সাধন সার।
করিয়া যতন সাধ ওরে মন
লভ নামে অধিকার॥
হও নিজে দীন তৃণাধিক হীন
অতি অকিঞ্চন ছার।
চিন্ত সদা মনে আমি এ ভুবনে
ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্রাকার॥
প্রতিহিংসা ভুল' হিংসকেরে পাল'
ধর হৃদে ক্ষমাগুণ।
যাপিতে জীবন অন্যেরে কখন
ক'রো না যাতনা দান॥
যথা মহীরুহ ছিন্ন কৈলে দেহ
দানে ছায়া পুষ্প ফল।
তীব্র রবি-করে তাপে দহি' মরে
তবু নাহি মাগে জল॥
ভুলি' নিজসুখ সহি সর্ব্ব-দুঃখ
কর পর-উপকার।
তাপিত-হৃদয় পথিক-নিচয়
মুছ সবা অশ্রুধার॥
অন্যে মান দানি' থাকহ অমানী
উত্তম হইয়া নিজে।
পরিহরি সর্ব্ব ধন বিদ্যা গর্ব্ব
খর্ব্ব করি ভয় লাজে॥
অভিমানী জন পায় না কখন
শ্রীনাম প্রভুর দয়া।
সর্ব্বজীবে জান কৃষ্ণ-অধিষ্ঠান
সম্মানহ ভুলি' মায়া॥
হও দয়াবান্ অন্যে দাও মান
দীনতা ভূষণ করি।
প্রতিষ্ঠা-বর্জ্জন এই চারি গুণ
লভি' সদা গাও হরি॥
এই চারি গুণে গুণী যেই জনে
সেই মোর নিত্য প্রভু।
সেই সুমহান্ করে নাম দান
সেই জগতের বিভু॥
সর্ব্ব সদাচারে সেবিলে তাঁহারে
তবে শুদ্ধনাম হয়।
তাঁ'র কৃপা বিনে শ্রীকৃষ্ণচরণে
নাহি প্রেম উপজয়॥
হেন অধিকার হবে কি আমার
ওহে নামব্রত-ধর।
কর মোরে দয়া দাও পদছায়া
আমি দীন ক্ষুদ্র নর॥

জগবন্ধু-বিরহ-স্মৃতি

[৩য় পৃষ্ঠার পর]

বিভাগের কমিশনারের পার্শনাল এসিষ্টান্ট নবাব-আমা ওয়ামী-উল ইস্‌লাম, আলিপুরের এস্-ডি-ও শ্রীযুক্ত হৃদয়রঞ্জন সেন, ব্যারিষ্টার শ্রীযুক্ত এস্, এল্ ভট্টাচার্য্য, এটর্ণি শ্রীযুক্ত নলিনপ্রকাশ গাঙ্গুলী, য়্যাডভোকেট্ শ্রীযুক্ত প্রভাতচন্দ্র দত্ত, সলিসিটর শ্রীযুক্ত এস্ কে মুখার্জ্জি, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত এম্ এম্ বসু, এটর্ণি শ্রীযুক্ত এইচ, সি, দে, শ্রীযুক্ত কে, সি, দত্ত এম্-আর্-এ এস্, এটর্ণি শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র মিত্র, ডাঃ চারুচন্দ্র সাহা এম্-বি, ডাঃ মাখনলাল দে এম্-বি, এটর্ণি শ্রীযুক্ত এস্ এম্ মিত্র, হাওড়া ডিষ্ট্রিক্টবোর্ডের ভাইস্-চেয়ারম্যান শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র পাল, বালিয়াটীর জমিদার শ্রীযুক্ত মোহিনীমোহন রায় চৌধুরী, শ্রীযুক্ত যোড়শীমোহন রায় চৌধুরী প্রভৃতি শত শত বিশিষ্ট ব্যক্তি উক্ত স্মৃতি-সভায় উপস্থিত ছিলেন।

স্মরণ লঞা করে কৃষ্ণে আত্মসমর্পণ। কৃষ্ণ তারে করে তৎকালে আত্মসম॥

শুদ্ধভক্তি গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। ভাষ্যসহ বিরাট শ্রীচৈতন্যভাগবত ৫৲
২। শ্রীমদ্ভাগবতম্‌—সমগ্র ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ৩৮৲
একাদশ স্কন্ধ হইতে প্রতিখণ্ড ।৶০
৩। ভাষ্যদ্বয়সহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (৪র্থ সংস্করণ) ৬৲
৪। ভক্তিবিবেকপুষ্পাঞ্জলি (বাঁধা) ১৲
৫। গৌড়ীয়-গৌরব ।৶০
৬। গৌড়ীয়-সাহিত্য ।৶০
৭। ভজনরহস্য
শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্‌ ও
শ্রীনবদ্বীপশতকম্‌ (বাঁধা)
ঐ (আবাঁধা) ৷৹
৯। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ)
ঐ (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৷৹
১০। গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি-টীকাসহ)
ঐ (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৷৹
১১। গীতার কেবল মাধ্ব-ভাষ্য ।০
১২। মুক্তিমল্লিকা গুণসৌরভঃ সানুবাদ (মাধব) ২৲
১৩। বেদান্ততত্ত্বসার সানুবাদ (রামানুজীয়) ॥০
১৪। জৈবধর্ম্ম ২৲
১৫। শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৷৹
১৬। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১৭। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ॥৶০
ঐ (বাঁধা) ৷৹
১৮। দ্বীপ-দিগ্‌দর্শন ৶০
১৯। সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ) ।৶০
২০। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ॥০
ঐ (আবাঁধা) ।৶০
২১। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৷৹
২২। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৶০
২৩। গীতমালা ৴১০
২৪। নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য ৶০
২৫। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶০
২৬। নবদ্বীপ পঞ্জিকা (৪৪৭ গৌরাব্দ) ৶০
২৭। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
২৮। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা-দর্পণ ।০
২৯। শরণাগতি ৴০
৩০। গীতাবলী ৴০
৩১। চিত্রে নবদ্বীপ ১৷০
৩২। সাধনকণ ৴০
৩৩। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৴০
৩৪। নবদ্বীপশতক ৴০
৩৫। অথপঞ্চক ৴০
৩৬। সদাচারস্মৃতিঃ ৴০
৩৭। কল্যাণকল্পতরু (৫ম সংস্করণ) ৴১০
৩৮। অর্চ্চনকণ ১০
৩৯। সাধককণ্ঠমালা (বাঁধা) ।০
ঐ (আবাঁধা) ৷৴০
৪০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (প্রথম চারিখণ্ড) ৩৲
৪১। ব্রহ্মসংহিতা ।০
৪২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৷৹
৪৩। মণিমঞ্জরী সানুবাদ ।০
৪৪। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৷৹
৪৫। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ।০
৪৬। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৪৭। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৷০
৪৮। গৌড়ীয়মঠ কি করেন? ৴০
৪৯। ঈশোপনিষৎ (বলদেব ও মাধ্ব-ভাষ্য এবং বিবৃতি ও অনুবাদসহ) ।০
৫০। শ্রীভুবনেশ্বর ৶০
৫১। সিদ্ধান্তদর্পণ ৶০
৫২। সাংখ্যবাণী ৴০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৫৩। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী-দিগ্বিজয়ঃ ।০
৫৪। সটীক-শিক্ষাদশমূলম্‌ ।০
৫৫। তত্ত্ব-সূত্রম ।০
৫৬। সানুবাদ-শিক্ষাষ্টকম্‌ ৶০
৫৭। গৌড়ীয়মঠস্য পরিচয়ঃ ৴০
৫৮। সারাংশবর্ণনম্‌ ৶০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৫৯। রায় রামানন্দ ।০
৬০। নামভজন ।০
৬১। রিলেটিভ্‌ ওয়ার্ল্ড্‌স্‌ ।৶০
৬২। লাইফ্‌ য়্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্‌ অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।০
৬৩। বৈষ্ণবীজম্‌ ।০
৬৪। হোয়াট্‌ গৌড়ীয়মঠ ইজ ডুইং ৴০
৬৫। দি ভাগবত ।০
৬৬। ইরোটিক্‌ প্রিন্সিপল্‌ য়্যাণ্ড আনেলয়েড্‌ ডিভোসন ।০
৬৭। ব্রহ্ম-সংহিতা ২॥০
৬৮। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (ভলুম ওয়ান) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৬৯। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ॥০
৭০। সাধন পথ ।০
৭১। কল্যাণ-কল্পতরু ৴১০
৭২। গীতাবলী ৴০
৭৩। শরণাগতি ৴০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৭৪। শরণাগতি

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

নদীয়া-প্রকাশপ্রাপ্তির স্থান

১। শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম-মায়াপুর, নদীয়া
২। শ্রীযোগপীঠ ঐ
৩। শ্রীবাস-অঙ্গন ঐ
৪। অদ্বৈত-ভবন ঐ
৫। কাজীর সমাধি-পাট ঐ
৬। স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ, নদীয়া।
৭। শ্রীভাগবত আসন কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
৮। শ্রীএকায়ন মঠ গোবিন্দপুর, হাঁসখালী।
৯। দ্বাদশগোপাল পাট—পোঃ চাকদহ,
১০। শ্রীগৌর-গদাধরমঠ—চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড়, বর্দ্ধমান
১১। শ্রীমোদদ্রুমছত্র মাউগাছি, বর্দ্ধমান
১২। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম, আমলাযোড়া, পোঃ রাজবাধ বর্দ্ধমান
১৩। শ্রীগৌড়ীয়মঠ বাগবাজার, কলিকাতা
১৪। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাজু, হাওড়া,
১৫। শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয়মঠ, ৯০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা
১৬। শ্রীগোপালজী মঠ কমলাপুর, ঢাকা।
১৭। শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ পোঃ বালিয়াটী,
১৮। শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয়মঠ ময়মনসিংহ।
১৯। শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ চিরুলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর
২০। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম গোয়ালপাড়া, আসাম।
২১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ রায়াপেট্টা, মাদ্রাজ।
২২। শ্রীরামানন্দগৌড়ীয় মঠ কভ্বুর, জিঃ পশ্চিম গোদাবরী
২৩। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ উড়িয়াবাজার, পোঃ বক্সীবাজার, কটক।
২৪। শ্রীত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয় মঠ ভুবনেশ্বর।
২৫। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ স্বর্গদ্বার, পুরী।
২৬। শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ আলালনাথ পোঃ ব্রহ্মগিরি, পুরী।
২৭। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ তুমুরকুণ্ডা, পোঃ চিণ্ডকুণ্ডা, মাদ্রাজ।
২৮। শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ—কাশী।
২৯। শ্রীরূপগৌড়ীয় মঠ—এলাহাবাদ।
৩০। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ পুরাণবাজার, সরকার ঠাকুরের কুঞ্জ, বৃন্দাবন
৩১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, নিউদিল্লী
৩২। শ্রীপরমহংসমঠ—নৈমিষারণ্য,
৩৩। শ্রীসারস্বত গৌড়ীয় মঠ—হরিদ্বার।
৩৪। শ্রীব্যাসগৌড়ীয়মঠ—কুরুক্ষেত্র, পঞ্জাব
৩৫। শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাবুলনাথ রোড, পোঃ গ্র্যাণ্ট রোড, বোম্বে।
৩৬। লণ্ডন গৌড়ীয়মঠ, ৪৯নং গ্লেডন গার্ডেন্স, কেনসিংটন লণ্ডন, (এস্‌, ডব্লিউ—১০)।
৩৭। অমৃত্তি গৌড়ীয়মঠ—মেদিনীপুর
৩৮। সরভোগ গৌড়ীয় মঠ—সরভোগ, কামরূপ, আসাম,

শুদ্ধভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীলভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী মাসিক। শ্রীধাম-মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১॥০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দি ভাষার একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি হৃদয় বন মহারাজ সম্পাদিত ও নৈমিষারণ্য শ্রীপরমহংস মঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ১॥০ দেড় টাকা মাত্র।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥০ দেড় টাকা মাত্র।

৫। কীর্ত্তন—মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ নিমানন্দ সেবাতীর্থ বি-এজি, বি-টি, সম্পাদিত। আসাম গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম হইতে প্রকাশিত আসামী ভাষায় মাসিক। ভিক্ষা সডাক ১॥০ দেড় টাকা মাত্র

শ্রীচৈতন্যভাগবত

আদিকবি শ্রীল বৃন্দাবন দাস প্রণীত সমগ্র গ্রন্থ

গ্রন্থের মূল বোল্ড অক্ষরে এবং তন্নিম্নে বিশ্ববিশ্রুত গৌড়ীয়মঠের প্রতিষ্ঠাতা ও আচার্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের রচিত বিস্তৃত ভাষ্য উত্তম কাগজে সৌষ্ঠবের সহিত মুদ্রিত হইয়াছেন। ডবল ক্রাউন আটপেজি আকারে ১০৯৬ পৃষ্ঠায় কেবল মূল ও ভাষ্য সম্পূর্ণ হইয়াছে। তদ্ব্যতীত শ্লোকসূচী, পদ্যসূচী, স্থানসূচী, পাত্রসূচী, বিষয়সূচী, শব্দসূচী প্রভৃতি বিস্তৃত সূচীপত্রের একটী গ্রন্থ হইবে। সমগ্র শ্রীচৈতন্যভাগবতের এরূপ উৎকৃষ্ট ও অমূল্য বিরাট সংস্করণ জগতের কোথায়ও আজ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হন নাই, ইহা নিরপেক্ষ পাঠক মাত্রকেই একবাক্যে স্বীকার করিতে হইবে। শ্রীগৌড়ীয়মঠের উৎসব-কালে গ্রন্থের ভিক্ষা ১২৲ বারটাকা স্থলে—৫৲ পাঁচটাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীচৈতন্যমঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

নদীয়া-প্রকাশ

বিশ্বের একমাত্র দৈনিক

—পারমার্থিক পত্র—

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশ
তনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনম্,
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং
প্রেমা পুমর্থো মহান্,
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং
তত্রাদরো নঃ পরঃ॥

৮ম বর্ষ | ২১ কেশব গৌরাব্দ ৪৪৭, ৭ই অগ্রহায়ণ বঙ্গাব্দ ১৩৪০, ২৩শে নভেম্বর ইং ১৯৩৩, বৃহস্পতিবার | ২২১ তম সংখ্যা

জগবন্ধু-বিরহ-স্মৃতি

তৃতীয় বার্ষিক অধিবেশন

স্বধাম-গত শ্রেষ্ঠার্য্য শ্রীল জগবন্ধু ভক্তি-রঞ্জন মহাশয়ের তৃতীয়-বার্ষিক-স্মৃতির প্রতি সম্মান-প্রদর্শনার্থ কলিকাতা মহানগরীর সুপ্রসিদ্ধ শ্রীগৌড়ীয়মঠের সুবৃহৎ সারস্বত নাটামন্দিরে গত ৩রা অগ্রহায়ণ (১৩৪০), ১৯শে নভেম্বর (১৯৩৩) রবিবার অপরাহ্ণে একটী সুমহতী সভার অধিবেশন হইয়াছিল। শ্রীমঠের শ্রীমন্দিরের সংলগ্ন-ভূমিতে শ্রেষ্ঠার্য্য মহোদয়ের যে সমাধিস্থান অবস্থিত, তাহা বহু-মূল্য বস্ত্রাদিদ্বারা মন্দিরাকারে সুসজ্জিত করা হইয়াছিল। বিভিন্ন বর্ণের পুষ্প ও তৃণ-গুল্মাদি ইহাকে অভিনব সৌন্দর্য্যে বিমণ্ডিত করিয়াছিল। তদুপরি রাত্রিকালে যখন তড়িদালোক-মালা শিরোদেশে রত্নহাররূপে প্রকাশিত হইল, তখন এই মন্দিরটীর সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ না হইয়া কেহই থাকিতে পারেন নাই। এই বস্ত্রনির্ম্মিত মন্দিরটীর দ্বারদেশ হইতে সারস্বত-নাটামন্দির পর্য্যন্ত চন্দ্রাতপ-বস্ত্রে বিমণ্ডিত একটি সুন্দর পথ প্রস্তুত হইয়াছিল। উক্ত মন্দিরটীর অন্তঃপ্রকোষ্ঠে তুলসী-কানন-মধ্যে ভক্তিরঞ্জন মহোদয়ের আলেখ্যটী স্থাপিত ও অতি সুন্দররূপে পুষ্প-মালিকাদ্বারা সজ্জিত করা হইয়াছিল। শ্রীল প্রভুপাদ অনুকম্পিত-জনের প্রতি স্বাভাবিকী প্রীতির আকর্ষণে সংকীর্ত্তন-সহযোগে ঐ স্থানে গমন করেন এবং বৈষ্ণবপূজার আদর্শ-প্রদর্শনার্থ স্বয়ং ঐ স্থানে দণ্ডবৎ প্রণাম করেন। সঙ্কীর্ত্তনমণ্ডলী মহামন্ত্র কীর্ত্তন করিতে করিতে সমাধি-স্থান পরিক্রমা করিয়া শ্রীল প্রভুপাদের সহিত শ্রীগৌড়ীয়মঠের সারস্বত নাটামন্দিরস্থ সভামণ্ডপে উপস্থিত হন। অপরাহ্ণ ৫ ঘটিকার সময় সভার কার্য্য আরম্ভ হয়।

সভায় স্থানীয় বহু সম্ভ্রান্ত ও বিদ্বন্মণ্ডলী এবং বিভিন্ন স্থান হইতে বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত হইয়াছিলেন। শ্রীগৌড়ীয়মঠের শ্রীমন্দিরে শ্রীবিগ্রহ পুষ্পালঙ্কারে অতি সুন্দর-রূপে সজ্জিত হইয়াছিলেন; সভামণ্ডপ সারস্বত-নাট্যমন্দিরটীও নানাপ্রকার নয়নমনোঽভিরাম বস্ত্রে মণ্ডিত হইয়াছিল। নাট্যমন্দিরে আচার্য্য ও গুরুবর্গের আলেখ্যসমূহ পুষ্প-মালিকায় বিভূষিত হইয়াছিলেন এবং শ্রীগুরু-দেবের আলেখ্যের নিম্নে উচ্চবেদীতে ভক্তি-রঞ্জন শ্রীল জগবন্ধুর সুদীর্ঘ আলেখ্যটী চন্দন-সিক্ত উৎকৃষ্ট পুষ্পমালিকায় মণ্ডিত করা হইয়াছিল। বক্তৃতামঞ্চটী অতি সুন্দররূপে সাজান হইয়াছিল। ইহাতে দুইটী আসন ছিল—একটী শ্রীগৌড়ীয়মঠের আচার্য্যদেবের জন্য, অপরটী স্মৃতি-সভার সভাপতি মহা-শয়ের জন্য।

বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্টের মন্ত্রী অনারেবল স্যার বিজয়প্রসাদ সিংহ রায় মহাশয় সভাপতির পদে বৃত হইয়াছিলেন। সভা আরম্ভ হইবার নির্দ্দিষ্ট সময়ের পূর্ব্বেই নাটামন্দিরটী শ্রোতৃ-বৃন্দে পূর্ণ হয়। শ্রীগৌড়ীয়মঠের সম্পাদক মহামহোপদেশক আচার্য্যত্রিক পণ্ডিত শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ ভক্তিশাস্ত্রী ভাগবতরত্ন মহাশয় স্বয়ং এবং তাঁহার নির্দ্দেশানুসারে আরও কতিপয় মঠসেবক দ্বারদেশে অবস্থান করিয়া উপস্থিত ভদ্রমহোদয়গণকে সম্বর্দ্ধনা করেন। তাঁহাদের মধুর ব্যবহারে ভদ্রমণ্ডলী অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়াছেন।

যথাসময়ে সভাপতি মহাশয় আসিয়া উপস্থিত হইলে আচার্য্যত্রিক প্রভু তাঁহাকে দ্বারদেশে অভ্যর্থনা করেন এবং তিনি আসন গ্রহণ করিলে মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ অতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী মহাশয় তাঁহার গলদেশে মালিকা পরাইয়া দেন।

সভাপতি মহাশয়ের নির্দ্দেশানুসারে সর্ব্ব-প্রথম শ্রীযুক্ত হরিপদ বিদ্যারত্ন এম্-এ বি-এল মহোদয় সুমধুর-স্বরে উদ্বোধন-সঙ্গীত কীর্ত্তন করেন। তৎপর শ্রীযুক্ত যদুনন্দন দাসাধি-কারী বি-এ মহাশয় 'গৌড়ীয়' ভক্তিরঞ্জন-বিরহ-সংখ্যা (বর্ত্তমান ১২শ খণ্ড, ১৫শ সংখ্যা) হইতে শ্রীযুক্তা অপর্ণা দেবী লিখিত 'শ্রদ্ধাপুষ্পাঞ্জলি' পাঠ করেন। তৎপর গৌড়ীয়-সম্পাদক মহামহোপদেশক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ, মহাশয় স্বরচিত 'শ্রীল জগবন্ধুর তৃতীয়বার্ষিকী স্মৃতি'-শীর্ষক প্রবন্ধটী পাঠ করেন। তাহার পরে পণ্ডিত বিদ্যারত্ন মহাশয় শ্রীযুক্ত বৈকুণ্ঠনাথ বেদান্তবাচস্পতি মহাশয় লিখিত 'ভক্তিরঞ্জনপ্রশস্তি' পাঠ করেন। তৎপরে উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ প্রণবানন্দ ব্রহ্মচারী প্রত্নবিদ্যালঙ্কার মহাশয় শ্রীল জগবন্ধুর রচিত একটী কবিতা এবং শ্রীজগবন্ধুরই লিখিত "দান নহে, স্বার্থ"-শীর্ষক প্রবন্ধটী পাঠ করেন।

অতঃপর মাননীয় সভাপতি মহাশয়, উপস্থিত জনগণের মধ্যে যাঁহার যাঁহার ইচ্ছা বক্তৃতা করিতে পারেন এই প্রকার অভিপ্রায় জানাইলে, উপস্থিত জনসাধারণের পক্ষ হইতে প্রেসিডেন্সী কলেজের বিজ্ঞান-বিভাগের প্রধান অধ্যাপক ডাঃ শ্রীযুক্ত পঞ্চানন নিয়োগী এম্-এ, পি-এইচ-ডি মহাশয় একটী সারগর্ভ বক্তৃতা প্রদান করেন। তাহার মর্ম্ম আমরা সময়ান্তরে প্রকাশ করিব।

অধ্যাপক নিয়োগী মহাশয়ের পর সভাপতি স্যার বিজয়প্রসাদ সিংহরায় মহাশয় ভক্তিপূত-চিত্তে একটী অভিভাষণ প্রদান করিয়াছেন। এই অভিভাষণটীও আগামীতে প্রকাশিত হইবে। সভাপতি মহাশয়ের বক্তৃতার পর উপদেশক প্রত্নবিদ্যালঙ্কার মহোদয় "শুদ্ধ ভকত-চরণ-রেণু" এই গীতিটী কীর্ত্তন করিলে সভা ভঙ্গ হয়। অতঃপর সমবেত সকলকেই বিচিত্র মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হইয়াছে। তৎপর-দিবস অর্থাৎ ৪ঠা অগ্রহায়ণ সোমবার কাঙ্গালীগণকে পুনরায় মহাপ্রসাদ প্রদান করা হইয়াছে।

স্যার দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী কে টি, সি-আই-ই, এল্-এল্-ডি প্রভৃতি, এটর্ণি শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু এম্-এ, এম্-এল্-সি, রায় শ্রীযুক্ত পি, এন্, গুহ এম্-এল-সি, বাহাদুর, দ্বারভাঙ্গার মহারাজাধিরাজের ফাই-নান্‌শিয়াল এজেণ্ট ও থেকার স্পিঙ্ক কোম্পানীর ডিরেক্টার শ্রীযুক্ত জে, এন, বসু, প্রেসিডেন্সী কলেজের অধ্যাপক ডাঃ পি নিয়োগী পিএইচ্-ডি, ডি-এস্‌সি, প্রেসি-ডেন্সী বিভাগের ইন্সপেক্টার সাম্‌স্-উল-উলামা কামালুদ্দিন আহাম্মদ, বৰ্দ্ধমান

(অতঃপর ৫ম পৃষ্ঠার শেষ কলমে দ্রষ্টব্য)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

২১ কেশব আদি কারণোদশায়ী

শ্রীমুরারি গুপ্ত

মুরারির বর-প্রার্থনা

মহাপ্রভুর পার্ষদ মুরারি তাঁহার কৃপা লক্ষ্য করিয়া প্রেমে আকুলভাবে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। তাঁহার সেই ক্রন্দনে শুষ্ক কাষ্ঠ পর্য্যন্ত দ্রবত্ব লাভ করে, ভাগবতগণের আর কথা কি? মুরারিকে তখন মহাপ্রভু ইচ্ছামত বর প্রার্থনা করিতে বলিলেন। মুরারি উত্তর করিলেন,—"প্রভো, জন্ম জন্ম তোমার সেবা ব্যতীত আমার আর কোন প্রার্থনা নাই কোন জন্মেই যেন আমি তোমাকে ভুলিয়া অন্য কিছুতে প্রবেশ না করি। সকল জন্মেই যেন আমি তোমার সেবা করিতে সমর্থ হই আমার যেন তোমার সেবা ব্যতীত ইতরবুদ্ধি কখনও না হয়। মুকুন্দমালা-স্তোত্রের নিম্নলিখিত শ্লোকসমূহ সর্ব্বদাই যেন আমার স্মরণ থাকে—

মুকুন্দ মূর্দ্ধ্না প্রণিপত্য যাচে ভবন্তমেকান্ত-
মিয়ন্তমর্থম্।
অবিস্মৃতিস্ত্বচ্চরণারবিন্দে ভবে ভবে
মেঽস্তু ভবৎপ্রসাদাৎ॥
নাস্থা ধর্ম্মে ন বসুনিচয়ে নৈব
কামোপভোগে
যদ্যদ্ভব্যং ভবতু ভগবন্ পূর্ব্বকর্ম্মানুরূপম্।
এতৎ প্রার্থ্যং মম বহুমতং জন্মজন্মান্তরেঽপি
ত্বৎপাদাম্ভোরুহযুগগতা নিশ্চলা ভক্তিরস্তু॥
দিবি বা ভুবি বা মমাস্তু বাসো
নরকে বা নরকান্তকপ্রকামম্।
অবধীরিতসারদারবিন্দৌ চরণৌ তে
মরণেঽপি চিন্তয়ামি॥
মা দ্রাক্ষং ক্ষীণপুণ্যান্ ক্ষণমপি ভবতো
ভক্তিহীনান্ পদাব্জে
মা শ্রৌষং শ্রাব্যবন্ধং তব চরিতম-
পাস্যান্যদাখ্যানজাতম্।
মা স্মার্ক্ষং মাধব ত্বামপি ভুবনপতে
চেতসাঽপহ্নুবানান্।
মা ভূবং ত্বৎসপর্য্যা-পরিকররহিতো

জন্মজন্মনঃ ফলমিদং মধুকৈটভারে
মৎপ্রার্থনীয়মদনুগ্রহ এষ এব।
ত্বদ্ভৃত্য-ভৃত্য পরিচারক-ভৃত্য ভৃত্য-ভৃত্যস্য
ভৃত্য ইতি মাং স্মর লোকনাথ

হে মুকুন্দ! আমি মস্তক দ্বারা আপনাকে প্রণাম করিয়া একাগ্রভাবে আপনার নিকটে এই অর্থ যাচ্ঞা করিতেছি যে আমার জন্মে জন্মে যেন আপনার পাদপদ্মের স্মৃতি বিলুপ্ত না হয়।

হে ভগবন্! আমার ধর্ম্ম ও বহু ধনের আশা নাই এবং কাম উপভোগ করিবারও বাসনা নাই। পূর্ব্বকর্ম্মানুরূপ আমার যাহা হইবে তাহা হউক। আমার অতিশয় অভিমত প্রার্থনা এই যে, জন্মে জন্মে যেন আপনার পাদপদ্ম-যুগলে আমার নিশ্চলা ভক্তি থাকে।

স্বর্গে, পৃথিবীতে অথবা নরকে আমার বাস যেখানেই হউক, আপনার যে চরণদ্বয় শরৎকালে পদ্ম-পুষ্পকে অবজ্ঞা করিয়াছে সেই নরকান্তক আপনার চরণদ্বয় যেন আমি মরণকালেও চিন্তা করিতে পারি।

হে ভুবনপতি মাধব! আপনার পাদপদ্মে ভক্তিহীন ক্ষীণপুণ্য জনগণের সহিত যেন আমার ক্ষণকাল-মাত্রও সাক্ষাৎ না হয়, আপনার চরিত্র-বর্জ্জিত শ্রাব্য কাব্য-বন্ধ-সকল যেন আমার শ্রুতিগোচর না হয়, আপনাকে যাহারা অপলাপ করে তাহাদিগকে যেন আমি মনে মনেও স্পর্শ না করি এবং আমি জন্মে জন্মে যেন আপনার পূজা ও ভক্তসঙ্গরহিত না হই

হে মধুকৈটভারে! হে লোকনাথ! আমার জন্মের এই ফল এবং আমার প্রার্থনীয় ও আমার প্রতি অনুগ্রহ এই যে, আপনি আমাকে আপনার ভৃত্যের ভৃত্য তাহার ভৃত্যের ভৃত্য এবং তাহার ভৃত্যের ভৃত্য মনে করুন।

আমার যেন সর্ব্বদাই স্মরণ থাকে—

অহং ত্বকামস্ত্বদ্ভক্তস্ত্বঞ্চ স্বাম্যনপাশ্রয়।
নান্যথেহাবয়োরর্থো রাজসেবকয়োরিব॥
ভাঃ ৭।১০।৬

—আমি আপনার নিষ্কাম ভক্ত এবং আপনি আমার নিরুপাধিক স্বামী, অতএব রাজা ও ভৃত্যের ন্যায় আমাদের অন্য প্রকার আবশ্যক নাই।

আমি যেন শ্রীহনুমানের নিম্নলিখিত বাক্যটী সর্ব্বদাই আলোচনা করি—

ভববন্ধচ্ছিদে তস্মৈ স্পৃহয়ামি ন মুক্তয়ে।
ভবান্ প্রভুরহং দাস ইতি যত্র বিলুপ্যতে॥

সংসারবন্ধ-নাশক আপনার দাসত্ব আমি প্রার্থনা করি, কিন্তু যাহা 'আপনি প্রভু আমি দাস'-এইরূপ সম্বন্ধরহিত সেই সাযুজ্য-মুক্তির কামনা করি না।

নারদ-পঞ্চরাত্রের নিম্নলিখিত শ্লোকটীও যেন আমার অনুসরণীয় হয়—

ধর্ম্মার্থকামমোক্ষেষু নেচ্ছা মম কদাচন।
ত্বৎপাদ-পঙ্কজস্যাধো জীবিতং দীয়তাং মম॥

আমি ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ চাহি না। আপনার পাদপদ্মতলে আপনি আমার জীবন প্রদান করুন

আমি যেন আপনার শিক্ষায় শিক্ষিত হইয়া থাকিতে পারি—

ন ধনং ন জনং ন সুন্দরীং
কবিতাং বা জগদীশ কাময়ে।
মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে
ভবতাদ্ভক্তিরহৈতুকী ত্বয়ি॥

—হে জগদীশ, আমি ধন, জন বা সুন্দরী কবিতা কামনা করি না। আমি এই মাত্র কামনা করি যে, জন্মে জন্মে আপনাতে আমার অহৈতুকী ভক্তি হউক।

এই শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে আমার প্রার্থনা—

নাথ, যোনিসহস্রেষু যেষু যেষু ব্রজাম্যহম্।
তেষু তেষ্বচ্যুতা ভক্তিরচ্যুতাস্তু সদা ত্বয়ি॥
—বিষ্ণুপুরাণ

হে প্রভো,—

তুমি প্রভু মুক্তি দাস—ইহা নাহি যথা।
হেন সত্য কর প্রভু, না ফেলিহ তথা॥
সপার্ষদে তুমি যথা করহে অবতার।
তথাই তথাই দাস হইব তোমার॥

মুরারির চরিত্র

মুরারির প্রার্থনা শুনিয়া মহাপ্রভু অতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন এবং তাঁহাকে অভীপ্সিত বর প্রদান করিলেন। ভক্তগণ মুরারির সৌভাগ্য দেখিয়া আনন্দে জয়ধ্বনি করিলেন। লোকশিক্ষক শ্রীমুরারির মধুর-চরিত্রের বিষয়ে শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী বলিতেছেন—

মুরারির প্রতি সব বৈষ্ণবের প্রীত।
সর্ব্বভূতে কৃপালুতা—মুরারি-চরিত॥
যে তে স্থানে মুরারির যদি সঙ্গ হয়।
সেই স্থান সর্ব্বতীর্থ শ্রীবৈকুণ্ঠময়॥
মুরারির প্রভাব বলিতে শক্তি কার।
মুরারির বল্লভ—প্রভু সর্ব্ব অবতার॥

স্বয়ং মহাপ্রভু শ্রীল মুরারি গুপ্ত সম্বন্ধে বলিতেছেন—

* * * * শুন সর্ব্বজন।
সকৃৎ মুরারি-নিন্দা করে যেই জন॥
কোটী গঙ্গা-স্নানে তা'র নাহিক নিস্তার।
গঙ্গা-হরিনামে তা'রে করিবে সংহার॥
'মুরারি' বৈসয়ে গুপ্তে ইহার হৃদয়ে।
এতেকে 'মুরারি গুপ্ত' নাম যোগ্য হয়ে॥

ভক্ত-বিদ্বেষীর দুর্গতি

মুরারির প্রতি মহাপ্রভুর কৃপা দর্শন করিয়া তদীয় অপরাপর সেবকগণ আনন্দে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। মহাপ্রভু তদীয় ভক্তগণকে মুরারির সম্বন্ধে সর্ব্বশেষে যাহা বলিলেন, আমরা তৎসম্বন্ধে একটু আলোচনা করিব। মহাপ্রভুর উক্ত বাণী হইতে আমরা সহজেই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি যে-সকল দাম্ভিক ব্যক্তি আপনা-দিগকে গঙ্গাস্নানরত ও হরিনামপরায়ণ মনে করিয়া আত্মশ্লাঘায় উৎফুল্ল হইয়া ভগবদ্ভক্তের নিন্দা করে সেই সকল ব্যক্তি কখনও শ্রীগঙ্গা-দেবীর বা শ্রীহরিনামের কৃপা প্রাপ্ত হয় না; বরং ভক্তবিদ্বেষী বলিয়া শ্রীহরিনাম ও গঙ্গা তাহাদিগকে সংহারই করিয়া থাকে। তাই আমরা দ্বারকামাহাত্ম্যে দেখিতে পাই—

পূজিতো ভগবান্ বিষ্ণু জন্মান্তরশতৈরপি।
প্রসীদতি ন বিশ্বাত্মা বৈষ্ণবে চাপমানিতে॥

'মুরারি-গুপ্ত' নাম কেন?

মহাপ্রভুর উপরিউক্ত বাক্যে আরও লক্ষ্য করিলাম, মুরারিগুপ্তের হৃদয়ে ভগবান্ মুরারি সর্ব্বদা গুপ্তভাবে অবস্থান করিতে-ছেন বলিয়া তাঁহার নাম মুরারিগুপ্ত হইয়াছে।

মহাপ্রভুর নিত্যানন্দ-তত্ত্ব শিক্ষাদান

এখন আমরা মহাপ্রভু শ্রীলমুরারিগুপ্তের চিত্তে যে-প্রকার নিত্যানন্দতত্ত্ব প্রকাশ করিয়াছিলেন তৎসম্বন্ধে কিছু আলোচনা করিব। একদিন মহাপ্রভু শ্রীবাসগৃহে বসিয়া আছেন, এমন সময়ে মুরারিগুপ্ত আসিয়া সর্ব্বপ্রথম মহাপ্রভুকে প্রণাম করিলেন, তৎপর নিত্যানন্দ-প্রভুর চরণে প্রণত হইলেন। মহাপ্রভু তখন মুরারিকে বলিলেন যে, তাঁহার ব্যবহার ব্যতিক্রম হইয়াছে। মুরারি ইহার অর্থ বুঝিতে না পারিয়া বিষয়টী বিশদরূপে জানিতে চাহিলেন। অতঃপর মুরারি গৃহে গমন পূর্ব্বক রাত্রিকালে স্বপ্নযোগে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুকে সাক্ষাৎ হলধর-মূর্ত্তিতে এবং তাঁহারই পশ্চাতে ব্যজন-রত বিশ্বম্ভরকে দর্শন করিলেন। মুরারি স্বপ্নে দুইজনেরই তত্ত্ব জ্ঞাত হইয়া পরদিন মহাপ্রভু-স্থানে গমন পূর্ব্বক প্রথমে নিত্যানন্দপ্রভুকে প্রণাম করিয়া তৎপর শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরকে প্রণাম করিলেন। মহাপ্রভু মৃদু হাসিয়া ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন, উত্তরে মুরারি বলিলেন যে, মহাপ্রভুই তাঁহার চিত্তে ঐ প্রকার ভাব প্রদান করিয়াছেন। মহাপ্রভু তখন মুরারিকে জানাইলেন যে, মুরারি তাঁহার অতি প্রিয়পাত্র বলিয়াই তাঁহাকে তিনি নিজতত্ত্ব জানাইয়াছেন।

স্বপ্ন-রহস্য

শ্রীল মুরারিগুপ্তের স্বপ্ন-দর্শনলীলা হইতে আমরা সহজেই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি যে, শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু স্বয়ং বলদেব, আর মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণ। শ্রীবলদেব শ্রীকৃষ্ণের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, তাই অভিন্নকৃষ্ণ শ্রীবিশ্বম্ভর শ্রীবলদেবকে ব্যজন করিতেছেন। মহাপ্রভুর পূর্ব্বে নিত্যা-নন্দপ্রভুকে প্রণাম করিবার যে আদর্শ মহা-প্রভু স্বয়ং শিক্ষা প্রদান করিলেন তাহাতে আমরা বুঝিতে পারি, 'আদৌ গুরুপূজা' প্রথমে শ্রীগুরুদেবের পূজা করিয়া তৎপর গৌরাঙ্গের পূজা করিতে হয়। শ্রীগুরুপাদপদ্ম অভিন্ন-নিত্যানন্দতত্ত্ব। কৃষ্ণকে দান করিতে পারেন একমাত্র শ্রীগুরুদেব। শ্রীগুরুদেবই ভগবানের প্রকাশ-বিগ্রহ। তিনি ভগবত্তত্ত্ব হইয়াও স্বয়ং সেবকাভিমানে নিরন্তর ভগ-বানের সেবা করিয়া জগদ্বাসীকে সেই সেবা-শিক্ষা প্রদান করেন। তাঁহার ন্যায় পতিত-পাবন আর কেহ হইতে পারেন না। জীবের পরম ও চরমকল্যাণ-বিধানদ্বারা শ্রীভগবানের পতিতপাবন নামের সার্থকতা-প্রদর্শনকল্পে তাঁহার জগতে আবির্ভাব।

সকল জন্মে পিতামাতা সবে পায়। গুরুকৃষ্ণ নাহি মিলে ভজহ হিয়ায়॥

কলিকাতা বাজার দর

লৌহ হার্ডওয়ার

১৫ই নবেম্বর ১৯৩৩

টাটার তৈয়ারী— প্রতি হন্দর।

লোহার কড়ি (জয়েষ্ট বা বীম)

মার্কা ৫।৶০—৫॥৶০

ঐ বেসোকা চালুকা ওজন ৪।৶০—৪॥৶০

বন্ধগা (টী-আয়রণ) ৬৶০—৬।০

এঙ্গেল আয়রণ (কোনা) ৫৸৶০—৬।৶০

গ্যালভ্যানাইজড করগেট টীন—

২২ গেজ ৬ হইতে ১০ ফুট ১১।৶০

২৪ গেজ ,, ,, ১০৸৶০

২৬ গেজ ,, ,, ১২

২৪ গেজ আর, পি, ডি, মার্কা ১২৸৶০

২৪ গেজ গাঃ প্লেন শীট— ১১।৶০

২৬ গেজ ,, ,, ১২।০

১৮ গেজ ও ৩০ গেজ ঐ— ১৩৲—১৬৲

বাগান ঘেরা কাঁটাতার ১০০

পাউণ্ড বাঃ ৮৸০

টীল পাটী ৬৲৶—৬।০

,, বোলটু (গোল) ৬৲৶—৬।০

,, চাদের (চৌকা) ৬৶০—৬৲।০

,, গোল রড ৵০—।৶০ সূতা ৫৶০—৫॥০

,, টানা রড-

চৌকা ৶০—।৶০ ঐ ৫৶০—৫॥০

,, বাণ্ডিল চাল ৭৲—৭৸০

,, প্লেট—তিন সূতা মোটা

পর্য্যন্ত ৭।০—৭।০

,, চাদর ৩-১৬ খানা বাণ্ডিল ৯॥৶—১০৲

স্প্রীং ষ্টীল ৮।০—৯৲

হাফ রাউণ্ড ৫৸৶—৬৲৶০

তারের পেরেক ১—৬ ইঞ্চি ৯—৯৸০

প্যাটেণ্ট পেরেক ২—৮ ইঞ্চি ১২।০—১৫॥০

ঢালাই কড়া ১ হইতে ১০ নং ২॥০ সাট

কোদাল ৪, ৫, ৬, ৭৸৶০ ৮৸৶০ ৯৸৶০ডঃ

ঐ তিন পাউণ্ড ৬৲ বেঃ বিঃ ৬।৶০ ,,

গ্যাঃ প্লেন বালতি ৭—১২ ইঞ্চি ১॥৶০ ২॥৶০

ঐ রবিট ,, ৭—১২ ইঞ্চি ২৲—৭৲ ,,

লোহার চেয়ার রডের গোল ও

চৌকা ৮॥০— ,,

ঐ গালের লোহার সিট ১৫৲ ,,

ঐ কেনেস্তা (কাঠের সিট) ১৮৲ ,,

লোহার স্ক্রুপ ॥—৩ ইঞ্চ /১০—॥৶০ গ্রোস

ঐ কব্জা ৭৩ নং ,,

১।—৪ ইঞ্চি ।১০—৸৶১০ পেঃ ডজন

গ্যাঃ তার ১৬—২২ নং

(গেজ) ১২৲—১৩৲ হন্দর

গ্যাঃ রিভিং (মটকা)

১২ ইঞ্চি ।৶৫—॥৶০ পীস

গ্যাঃ গাটারিং বা ডোঙ্গা

৬ ইঞ্চি ।০—৸৶০ ,,

গ্যাঃ স্ক্রুপ ১॥০—২॥০ ইঞ্চি ২৩৲—২৯৲ হন্দর

গ্যাঃ ওয়াসার চাকি ১১॥০—১৬৲ ,,

গ্যাঃ বোল্ট নাট ৸—৩ ইঞ্চি

॥৶১০—১৶০ গ্রোস

ঢালাই রেলিং ৩॥০—৪॥০ হন্দর

ঐ রেন ওয়াটার পাইপ

৩ ইঞ্চি ৵১০ ও ৪ ইঞ্চি ।১০ ফুট

টিউব ওয়েলের জন্য গ্যাঃ

পাইপ১॥ ইঞ্চি ।৶৫ ফুট

পাম্প ৪নং ১২॥০ ৫নং ১৪৲ ৬নং ১৬৲

৬০—৮০ বাটখারা ৶১৫ সাট ২।০—২॥০ মণ

সন্তোষকুমার মল্লিক এণ্ড সন্স লিঃ

লৌহ ও হাডওয়ার বিক্রেতা।

মীরবহর ঘাট লোহাপটী বড়বাজার.

টেলি—"লোহার মালিক" কলিকাতা

কেরোসিন

ক্র্যাক্রেক প্রত্যেক বাক্স (২ টিন) ৯৲৬

সূর্য্য মার্কা ,,

ভিক্টোরিয়া ,, ৬৲

সোণার দর

পাকা সোণা ৩০৸৶

গড়াল ৩০৸

চনা পাত ৩২।০

রূপার দর

রূপা প্রতি ১০০ ভরি ৫৫৶০

ঐ খুচরা

কোম্পানীর কাগজ

৩॥০ সুদের কাগজ ৮১৶

৩॥০ নূতন ঋণ (১৯৪৭-৫০) ৯১।০

৪৲ ,, ঋণ (১৯৬০-৭০) ৲

৫৲ ,, বণ্ড (১৯৩৫ ১০৪॥৶০

ডিবেঞ্চার

৫৲ সুদের (১৯৫৬-৮৬) কলিকাতা পোর্ট-

ট্রাষ্ট ডিবে :— ১০২॥৶০

ব্যাঙ্ক

ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক (কলি ট্রা) ২৯৪॥০

সেণ্ট্রাল ঐ ২২৲

কাপড় ও সূতার কল

এলগিন মিল ৪৫৲

পাট কল

হাওড়া ৫০৲

অকল্যাণ্ড ১৯৫৲

বালী ১৬২৲

বরানগর ১৫০৲

কেলভিন ৩৭০৲

ওয়াই ২৪৩৲

ক্লাইভ ২৮।০

ডালহাউসী ৪০৮॥০

ডেল্টা ৪০৫

কৃষ্ণনগর নবদ্বীপঘাট রেলওয়ে সময়

কৃষ্ণনগর হইতে নবদ্বীপঘাট

কৃষ্ণনগর সিটি—	৬-৪৫	১০-৪৪	১৩-২২	১৭-৩৮	২০-১৬
কৃষ্ণনগর রোড—	৬-৫৬	১০-৫৫	১৩-৩৩	১৭-৪৭	২০-২৫
আমঘাটা—	৭-১৫	১১-১৩	১৩ ৫১	১৮-৩	২০-৪১
মহেশগঞ্জ—	৭-২৪	১১-২১	১৪-০	১৮-৯	২০-৪৭
নবদ্বীপঘাট—	৭-৩৩	১১-৩০	১৪-৯	১৮-১৬	২০-৫৫

বিশেষ দ্রষ্টব্য—নবদ্বীপঘাট ষ্টেশন অপেক্ষা মহেশগঞ্জ ষ্টেশন হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরের দূরত্ব অনেক কম। শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে যাঁহাদিগকে রাণাঘাটে ট্রেণ বদল করিতে হয়, তাঁহারা রাণাঘাটে প্রাতঃ ৫-৫০,৮-১৪,৯ ৪৬, ১৬-৪৮,১৮-৩৯ এবং ০-৩২ মিনিটের সময় গাড়ী পাইবেন।

শান্তিপুর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে শান্তিপুর ষ্টেশনে৫-৪০,৯-২৯, ১২-[illegible] এবং ১৮-৪১ মিনিটের সময় ট্রেণ পাওয়া যায়।

নবদ্বীপঘাট হইতে কৃষ্ণনগর

নবদ্বীপ ঘাট—	৫-৩৫	৯-২৫	১২-১০	১৫-৩৪	১৮-৪৫
মহেশগঞ্জ—	৫-৪৩	৯-৩৩	১২-১৯	১৫-৪২	১৮-৫৬
আমঘাটা—	৫-৪৯	৯-৩৯	১২-২৬	১৫-৪৮	১৯-৫
কৃষ্ণনগর রোড—	৬-৫	৯-৫৫	১২-৪৩	১৬-৪	১৯-২৪
কৃষ্ণনগর সিটি—	৬-১৩	১০-৩	১২-৫১	১৬-১২	১৯-৩৫

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস হইতে—ডাঃ কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম ভক্তিশাস্ত্রী এল. এম. এফ. কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

অধ্যাপকের বিরুদ্ধে অভিযোগ

চিফ প্রেসীডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেটের আদালতে সেণ্ট জেভিয়ার্স কলেজের ছাত্র জে এন গুহ্যগেলের পক্ষে এডভোকেট মিঃ জে লিগুন ডি সোজা সেণ্ট জেভিয়ার্স কলেজের পালির সহকারী অধ্যাপক মিঃ এন কে ভাগবতের বিরুদ্ধে একটি চাঞ্চল্যকর অভিযোগ আনয়ন করিয়াছেন। ফরিয়াদীর অভিযোগ এই যে, গত মার্চ্চ মাসে বিশ্ববিদ্যালয়ের যে ইণ্টার আর্টস পরীক্ষা হইয়াছে। তাহাতে তাহাকে ফেল করিবার অভিপ্রায়ে আসামী তাহার উত্তরের কাগজ পরীক্ষা করিবার সময় অপর একজন পরীক্ষক তাহাকে যে নম্বর দিয়াছিলেন, তাহা পরিবর্ত্তিত করিয়াছেন। মিঃ ডিসোজার আবেদন অনুসারে ম্যাজিষ্ট্রেট আসামীর উপর একটি নোটীশ এবং অবিলম্বে পরীক্ষা পত্র ও অপর কয়েকটী দলিল আদালতে উপস্থিত করিবার জন্য বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিষ্ট্রারের উপর সমনজারী করিয়াছেন।

প্রভাতে মিঃ ডিসোজা ম্যাজিষ্ট্রেটকে জানান যে, দলিলগুলি এখনও উপস্থিত করা হয় নাই। সুতরাং আগামী তারিখের মধ্যে দলীলগুলি আদালতে উপস্থিত করিবার জন্য রেজিষ্ট্রারের উপর আর একটি নোটীশ জারী করা হইয়াছে। তাহা করা না হইলে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে একটী গ্রেপ্তারী পরোয়ানা বাহির করা হইবে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের গত মার্চ্চ মাসের পরীক্ষায় পালির তিনজন পরীক্ষক ছিলেন। তন্মধ্যে অধ্যাপক ভাগবত একজন।

ডাঃ কিচলুর স্বাস্থ্য

মুলতান হইতে প্রাপ্ত এক সংবাদে প্রকাশ, ডাঃ কিচলু যে দিন হইতে স্পেশাল ক্লাসের সুবিধা ত্যাগ করিয়া "সি" ক্লাসের আহার গ্রহণ করিতে আরম্ভ করিলেন তখন হইতে তাঁহার ওজন ৮ পাউণ্ড হ্রাস হইয়াছে।

নরকঙ্কাল আবিষ্কার

মাউণ্ট রোডে এক পুষ্পস্তবকের নিম্ন হইতে এক নরকঙ্কাল আবিষ্কার করা হয়। উক্ত কঙ্কালটী রায় বাহাদুর অমুলেন্দানের বলিয়া সন্দেহ করা হইয়াছিল। এই সম্পর্কে চেজানী নামক এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হয়। উক্ত লোকটীকে মুক্তি দেওয়া হইয়াছে।

কাশেজে গ্রেপ্তার

জনৈক ফেরারীর গৃহে সন্দেহজনক অবস্থায় থাকার অভিযোগে সতীশ দাস নামক জনৈক যুবককে গ্রেপ্তার করা হয়। তাহার বিরুদ্ধে ফৌজদারী কার্য্য বিধির ১০৯ ধারানুযায়ী মামলা আনা হয়। আদালতে পুনরায় উক্ত মামলার শুনানী উঠিলে পর ক্যাপ্টেন ষ্টিভেনসন সাক্ষী প্রদানকালে ব্যাপক খানাতল্লাসীর সময় আসামীকে কিরূপভাবে পাওয়া গিয়াছিল তাহা বর্ণনা করেন।

ঘড়ি চুরির জন্য ২১ মাস কারাদণ্ড

শিয়ালদহের পুলিশ ম্যাজিষ্ট্রেট, আবদুল লতিফ নামক জনৈক মুসলমানকে খড়দহের একটী মসজিদ হইতে একটী ঘড়ি চুরি করিবার অপরাধে ২১ মাস সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করেন।

আসামীকে বেলঘড়িয়া ষ্টেশনের রেল লাইনের নিকট ঘড়ি সহ গ্রেপ্তার করা হয়।

গান্ধীজীকে অভ্যর্থনার আয়োজন

উনাও, লক্ষ্ণীপুর, খেরী এবং পেলিভিত হইতে যে সকল সংবাদ পাওয়া গিয়াছে তাহা হইতে জানা যায় যে, গান্ধিজী আগামী জানুয়ারী মাসে যখন ঐ অঞ্চল পরিদর্শনে আসিবেন, তখন তাঁহাকে অভ্যর্থনা করার জন্য ঐ সকল স্থানে এখন হইতেই বিপুল আয়োজন আরম্ভ হইয়াছে।

রেঙ্গুণে আমন্ত্রণ

দীনপো ঢাকা সমিতির বিশেষ অধিবেশনে সর্ব্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত হইয়াছে যে, মহাত্মাজীকে রেঙ্গুণ আসিবার জন্য আমন্ত্রণ করা হইবে। তদনুসারে গান্ধীজীর নিকট আমন্ত্রণ লিপি প্রেরিত হইয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে।

ব্যাঙ্কারকে হত্যা ও ডাকাতি

কিছুদিন পূর্ব্বে লাল সিং নামে একজন দাগী কয়েদী অপরাপর ৫ জন লোকের সহিত জাইকের থানার অধীন পুনথালা গ্রামে একজন হিন্দু ব্যাঙ্কার ও ব্যবসায়ীর বাড়ীতে ডাকাতি করে। ডাকাতদল ডাকাতি করিবার পর যখন পলাইতেছিল, সেই সময় গৃহকর্ত্রীর নিদ্রা ভঙ্গ হওয়ায় তিনি গোলমাল করিয়া উঠেন। চীৎকারে তাঁহার স্বামীর নিদ্রাভঙ্গ হয় এবং তিনি ডাকাতদলের পশ্চাদ্ধাবন করেন। ইত্যবসরে কেবল ডাকাত গুলী চালাইয়া তাঁহাকে হত্যা করে। এই সম্পর্কে লাল সিং এবং অন্যান্য ৫ জনকে গ্রেপ্তার করিয়া দায়রা সোপর্দ্দ করা হয়।

দায়রা জজ আসামীদিগকে মুক্ত দিয়া এই মন্তব্য প্রকাশ করেন যে, বাদীপক্ষ আসামীদিগের বিরুদ্ধ আনীত অভিযোগ প্রমাণ করিতে পারে নাই।

ডাক লুঠের মামলা

প্রকাশ, হিলি ডাক লুঠ সম্পর্কে ধৃত ব্যক্তিদের মধ্যে এক ব্যক্তি নাকি সদর মহকুমা হাকিমের নিকট এক বিবৃতি দিয়াছে জানা যায়, তাহার নাম কিরণচন্দ্র দে এবং তাহাকে নাকি বহরমপুরে গ্রেপ্তার করা হয়।

আরও জানা যায়, আই বি পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মিঃ জাবাহন হিলি ডাক লুঠ সম্পর্কে সেদিন এখানে পৌঁছিয়াছেন। প্রকাশ, উক্ত ডাক লুঠ মামলার আসামীদের বিচার করিবার জন্য এখানে একটী স্পেশাল ট্রাইব্যুনাল বসিবে।

উক্ত হিলি ডাক লুঠ সম্পর্কে ধৃত স্থানীয় উকীল বরদাভূষণ চক্রবর্ত্তী বি এল'এর পক্ষ হইতে উকিল শ্রীযুত সুশীল চন্দ্র খাসনাবিশ সদর মহকুমা হাকিমের নিকট এক জামীনের আবেদন করেন; ম্যাজিষ্ট্রেট পুলিশ রিপোর্ট পাইয়া উক্ত আবেদন অগ্রাহ্য করিয়াছেন। তিনি বলেন যে, হিলি ডাকাতি মামলায় ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৯৬ ধারার অভিযোগের কয়েকজন আসামী ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট স্বীকারোক্তিতে বরদা চক্রবর্ত্তীকে জড়াইয়াছে ডাকাতির পূর্ব্বে হিলি ডাকাতি মামলার কয়েকজন প্রধান আসামীর সহিত আসামী বরদা চক্রবর্ত্তীর সম্পর্ক ছিল বলিয়া প্রমাণ পাওয়া যায়। এখনও মামলার তদন্ত চলিতেছে, এমতাবস্থায় আসামীকে জামীনে মুক্তি দেওয়া যায় না।

কমলাদেবী চট্টোপাধ্যায়

শ্রীমতী কমলাদেবী চট্টোপাধ্যায়ের নামে ফৌজদারী কার্য্যবিধি আইনের ১০৮ ধারা অনুসারে যে মামলা চলিতেছে, তাহা নাজাফের মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেটের আদালতে বিচারার্থ প্রেরণ করা হইয়াছে।

শ্রীমতী কমলাদেবী চট্টোপাধ্যায় যে বক্তৃতা করিয়াছিলেন, তাহা তেলেগু ভাষায় অনুবাদ করিয়া শ্রীযুক্ত কালেশ্বরি রাও সকলকে বুঝাইয়া দিয়াছিলেন। তাই তাহার প্রতিও ১০৮ ধারার নোটীশ জারী করা হইয়াছে। তাহাতে বলা হইয়াছে যে, তিনি শ্রীমতী কমলাদেবী চট্টোপাধ্যায়ের বক্তৃতার অনুবাদ করিয়া রাজদ্রোহ প্রচার করিয়াছেন। সুতরাং এক বৎসর সদ্ভাবে থাকিবার জন্য কেন তাহাকে জামিন মুচলেকায় আবদ্ধ করা হইবে না, তাহার কারণ দর্শাইতে হইবে।

প্যালেষ্টাইন দাঙ্গার তদন্ত

সম্প্রতি প্যালেষ্টাইনে যে সমস্ত দাঙ্গা হাঙ্গামা হইয়া গিয়াছে, তদ্বিষয়ে তদন্ত করিবার জন্য হাই কমিশনার এ... দন নিযুক্ত করিয়াছেন। ষ্টেট সেটেলমেণ্টের প্রধান বিচারপতি স্যার উইলিয়ম কমিশনের সভাপতির কার্য্য করিবেন।

হিন্দু যুবকদের উপর নোটীশ

রাজসাহী বিভাগের স্কুল সমূহের ইন্সপেক্টার খাঁ বাহাদুর টি আমেদের সভাপতিত্বে সান্তাহার উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ে বগুড়ার জিলা শিক্ষক সম্মিলনীর চতুর্থ অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। বিভিন্ন স্কুল হইতে প্রায় ৬০ জন প্রতিনিধি সভায় যোগদান করিয়াছিলেন।

অভ্যর্থনা সমিতির চেয়ারম্যান প্রতিনিধিদিগকে সম্বর্দ্ধিত করেন।

সভায় ২৪টী প্রস্তাব গৃহীত হয় এবং তাহার অধিকাংশই ছেলেদের পাঠ্য পুস্তক সম্পর্কে।

দশ দিনের মধ্যে তিনজনের মৃত্যু

দশ দিনের মধ্যে ৩টী লোকের মৃত্যু হওয়ায় প্রিন্সটনে এক বিস্ময়ের সৃষ্টি হইয়াছে। প্রিন্সটন ইউনিভার্সিটী অঞ্চলে এই ব্যাপার লইয়া বেশ সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। সকলেই মনে করিতেছেন যে, ঐ তিনটী লোকের মৃত্যু রহস্যাবৃত।

গত ১৭ই নভেম্বর একটী ছয় বৎসর বয়স্ক বালকের মৃতদেহ এক আবর্জ্জনার উপর দেখিতে পাওয়া যায়। গত ৯ই নভেম্বর তারিখে ইউনিভার্সিটির লাইব্রেরীর নিম্ন বিজ্ঞান দেহ মাটের উপর হইতে পাওয়া যায় এবং ঠিক প্রায় পরদিন জে, এফ, টাউলার নামক একটী শিক্ষিত ছাত্রের মৃতদেহ খেলার মাঠে পাওয়া যায়। ফুটবল ম্যাচের সময় দর্শকবৃন্দের পদ নিষ্পেষণে টাউলারের মৃত্যু হয় বলিয়া সকলে মনে করেন। কিন্তু উহার মৃতদেহটী উপুড়ভাবে পড়িয়াছিল এবং অপর দুটী ঘটনারও অনুরূপ ব্যাপার লক্ষ্য করিয়া সন্দেহ বাড়িয়া গেছে। পুলিশ তদন্ত চালাইতেছে।

বগুড়া জিলা শিক্ষক সাম্মিলনী

তমলুকে পুনরায় মেদিনীপুরের জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট, তমলুকের হিন্দু ভদ্রলোক যুবকদের উপর এই মর্ম্মে এক নোটীশ জারী করিয়াছেন যে, তাহারা সাব ট্রেজারী আফিস ও সিভিল কোর্টের পাণ্ডাওয়ালা ঘরের মধ্যবর্ত্তী জেলাবোর্ডের রাস্তা দিয়া চলা ফেরা করিতে পারিবে না।

তারের ঠিকানা— 'শ্রীধাম' নবদ্বীপ
ডাকের ঠিকানা— পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

দৈ নি ক

REG. C-544

নদীয়া-প্রকাশ

THE NADIA-PRAKASH

গ্রাহকের দেয়
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸০
মাসিক ১৲
নগদ
প্রতি সংখ্যা ৫

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার - নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৮ম খণ্ড সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বেদান্তবাচস্পতি [২২২শ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর— ৮ই অগ্রহায়ণ শুক্রবার ১৩৪০, ২৪শে নভেম্বর ১৯৩৩

স্বদেশী দ্রব্য প্রদর্শনী

ধর্ম্মদা স্বদেশীদ্রব্য প্রদর্শনী শেষ হইল। এই প্রদর্শনী সাধারণের মধ্যে স্বদেশীদ্রব্য ব্যবহার বাড়াইবার বিশেষ চেষ্টা করিয়াছেন। বহুস্থান হইতে বহু রকমের জিনিষ আসিয়াছিল। পল্লী গ্রামে অন্তঃপুরের মহিলারা এমন সুন্দর সুন্দর শিল্পকার্য্যের নমুনা দিয়াছেন, যাহা দর্শকদিগের বিস্ময় উৎপাদন না করিয়া পারে নাই। একটী বালিকা-প্রদত্ত একখানি লেপ ও কার্পেটের কার্য্য শ্রেষ্ঠ আসন লাভ করিয়াছে। বাহিরগাছি নিবাসী শ্রীমান কুমারেন্দ্রনাথ দত্ত একটী ইঞ্জিন প্রস্তুত করিয়াছেন যাহাতে তাঁহার মেধা ও বুদ্ধিমত্তার বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। পল্লীগ্রামে এইরূপ প্রদর্শনী এই প্রথম। নানাপ্রকারের স্বদেশী দ্রব্যের একত্র সমাবেশ দেখি। সকলেই পুলকিত হইয়াছেন। উপযুক্ত ব্যক্তিগণকে সার্টিফিকেট ও পারিতোষিক দিবার ব্যবস্থা হইতেছে। স্বেচ্ছাসেবকগণের কার্য্য বিশেষ প্রশংসনীয়। নদীয়া জিলাবোর্ডের স্বাস্থ্যবিভাগের ইন্সপেক্টর শ্রীযুক্ত যতীন্দ্র বাবুর উপর স্বাস্থ্য-বিভাগের ভার প্রদত্ত হইয়াছিল। তিনি বিশেষ তৎপরতার সহিত তাঁহার কর্ত্তব্য সম্পন্ন করিয়াছেন।

যুবকের শোচনীয় মৃত্যু

সাজানপুর টেঁরা গ্রামের এক যুবকের অতি শোচনীয় অবস্থায় মৃত্যু হইয়াছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। প্রকাশ যে, সে একটি ঘোড়াকে মাঠে লইয়া যাইতেছিল এবং ঘোড়ার গলা বাঁধা দড়িটি নিজের কোমরে জড়াইয়া রাখিয়াছিল। ঘোড়াটি হঠাৎ কোনরূপ কারণে ভয় পাইয়া দৌড়াইতে আরম্ভ করে এবং যুবককে হেঁচড়াইয়া টানিয়া লইয়া যায়। ঘোড়াটিকে যখন থামান হয় তখন দেখা যায় যে, হতভাগ্য যুবকের মাথার খুলি ভাঙ্গিয়া সে মারা গিয়াছে।

ভৌতিক সিগন্যাল

কিছুদিন পূর্ব্বে বেঙ্গল নাগপুর রেলওয়ের একজন যাত্রীর মুখে বিপদ-জ্ঞাপক ভৌতিক সিগন্যালের এক কাহিনী প্রকাশ পাইয়াছিল। বেঙ্গল নাগপুর রেলপথের কোন ষ্টেশন হইতে কিছুদূরে একটী বনের ধার দিয়া রাত্রিকালে ট্রেণ যাইবার সময় কে বা কাহারা লালবাতি দেখাইয়া ট্রেণ থামাইয়া দিত। অনেক অনুসন্ধান করিয়াও এই সিগন্যালার উপ-দেবতার কোন হদিস পাওয়া যায় নাই। একদিন রাত্রিতে উক্ত বনের ধার দিয়া ট্রেণখানি অতিক্রম করিবার সময় লাল আলোক দেখাইয়া ট্রেণ থামাইয়া দেওয়া হয়। তৎক্ষণাৎ নিকটবর্ত্তী ষ্টেশন ও সিগন্যালারের কাছে সংবাদ লইয়া জানা গেল যে, এই বিপদজ্ঞাপক সিগন্যালের বিষয় তাহারা কিছুই জানে না। কোন বদমায়েস লোক হয়ত এই কাণ্ড করিয়া থাকিবে মনে করিয়া সন্নিকটবর্ত্তী স্থান তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান করা হয় কিন্তু সেখানে জনমানবের চিহ্ন মাত্র দেখা যায় না। ইত্যবসরে কয়েকজন গ্রামবাসী তথায় উপস্থিত হয় এবং বলে যে, কিছুদিন যাবৎ এক উপ দেবতা গ্রামের মধ্যে উপদ্রব করিবার পর এখন এই বনে আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে এবং সেই মাঝে মাঝে এইরূপ বিপদজ্ঞাপক লাল বাতি দেখাইয়া ট্রেণ থামাইয়া দেয়। অবশ্য এই ঘটনার পর ঐ পথে উপরোক্ত উপ-দেবতার ট্রেণের উপর এরূপ অনুগ্রহের আর কোন সংবাদ পাওয়া যায় নাই।

গাড়োয়ানের কাল নিদ্রা

মাহুদার ৬ মাইল উত্তরে নেপাড়ি হইতে সংবাদ আসিয়াছে যে; গত ১৫ই নভেম্বর তারিখে প্রত্যুষে একজন গাড়োয়ান গরুর গাড়ী চালাইবার সময় ঘুমের ঘোরে গাড়ীর চাকার নীচে পড়িয়া যায় এবং পিষিয়া যাওয়ায় তৎক্ষণাৎ তাহার মৃত্যু হয়।

প্রকাশ, চামড়া বোঝাই লইয়া গাড়ীখানি গোয়ান সমষ্যানাজুরের দিকে যাইতেছিল। নিহত ব্যক্তি সব শেষের গাড়ীখানি হাঁকাইতে ছিল। শেষের গাড়ীখানা থামিয়া দাঁড়াইতেই অগ্রবর্ত্তী গাড়ীগুলির গাড়োয়ানদের সন্দেহ হয়। এবং তাহারা নামিয়া আসিয়া দেখে যে, চাকায় পিষিয়া যাওয়ায় তাহার মৃত্যু হইয়াছে। পুলিশকে এই ঘটনার সংবাদ দেওয়া হইয়াছে। মৃতদেহটী পরীক্ষার জন্য শববাবচ্ছেদাগারে পাঠান হইয়াছে।

সাংঘাতিক মোটর দুর্ঘটনা

গত ২০শে নভেম্বর লক্ষ্ণৌ হইতে ফয়জাবাদ যাইবার রাস্তায় এক মোটর দুর্ঘটনার ফলে ব্রিটিশ মিলিটারী হাঁসপাতালের মিস্ ডোরথি কুথবার্ট নাম্নী এক বিলাতি নার্স মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে। এবং ক্যাপ্টেন আর এ বেনেট, আর এ, এম, সি, ও লেপ্টেন্যাণ্ট ডাব্লউ আর, এম ডুক, আর এ, এম, সি, ভীষণভাবে আহত হইয়াছেন।

প্রকাশ যে, তাঁহারা মোটরে করিয়া ফয়জাবাদ যাইতেছিলেন মিস্ ডোরথি মোটর চালাইতেছিলেন। একজন পথিক মোটরের সম্মুখে পড়িলে তাঁহাকে এড়াইতে যাইয়া মিস্ ডোরথি গাড়ী খানি বে-কায়দায় ঘোরাইয়া দেয়। গাড়ীখানি একটি গাছের সহিত ধাক্কা খায়। ভীষণ আঘাতের ফলে মিস ডোরথির অল্পকাল মধ্যেই মৃত্যু হয়. ক্যাপ্টেন বেনেট মস্তিষ্কে আঘাত পাইয়া হাঁসপাতালে আছেন. লেঃ ডুকও ভীষণ আহত হইয়াছেন।

দুর্ঘটনার সংবাদ পাইয়া ক্যাপ্টেন বস আহতদের সাহায্যার্থ অবিলম্বে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইয়াছিলেন।

চুচুড়ায় কার্ণিভ্যাল বন্ধ

চুঁচুড়ায় "এ্যামিউজমেণ্ট মার্ট" নামে একটি কার্ণিভালে প্রকাশ্যভাবে জুয়া খেলা চলিতে থাকায় দরিদ্র জনসাধারণ এবং স্কুল ও কলেজের ছাত্রবৃন্দ বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিলেন। কয়েক মাস পূর্ব্বে হুগলীর চুঁচুড়া মিউনিসিপ্যালিটির কমিশনারগণ উহার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করিয়া হুগলীর ম্যাজিষ্ট্রেটকে জানাইয়াছিলেন। কিন্তু তাহাতে কোন ফলোদয় হয় নাই। গত ৩১শে অক্টোবর তারিখে শ্রীযুক্ত বলাইচাঁদ আঢ্য এই ক্ষতিকর প্রতিষ্ঠান বন্ধ করিয়া দিবার জন্য ম্যাজিষ্ট্রেট বাহাদুরকে এক পত্র লিখেন। তৎপরে ২রা নভেম্বর তারিখে তিনি বর্দ্ধমান বিভাগের স্কুল ইন্সপেক্টার বাহাদুরকে আর একখানি পত্র দ্বারা অনুরোধ করেন যে, বিদ্যালয় সমূহের ছাত্রগণকে জুয়া খেলায় যোগদান করিতে নিষেধ করা হউক। স্কুল-ইন্সপেক্টার বাহাদুর ৪ঠা নভেম্বর তারিখে বলাই বাবুর পত্রের নকল স্থানীয় বিদ্যালয় সমূহে প্রেরণ করিয়া তদনুসারে কার্য্য করিতে আদেশ করেন। ইহার অব্যবহিত পরেই জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট বাহাদুর ৭ই নভেম্বর হইতে ঐ কার্ণিভ্যাল বন্ধ করিয়া দিয়াছেন।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

নদীয়া-প্রকাশ

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্র

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশ
তনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনম্,
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং
প্রেমা পুমর্থো মহান্,
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং
তত্রাদরো নঃ পরঃ॥

৮ম বর্ষ } ২২ কেশব গৌরাব্দ ৪৪৭, ৮ই অগ্রহায়ণ বঙ্গাব্দ ১৩৪০, ২৪শে নভেম্বর ইং ১৯৩৩, শুক্রবার { [illegible] তম সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

গত ৩০শে কার্ত্তিক বৃহস্পতিবার শ্রীশ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত-বাণী-সেবক সমিতিতে শ্রীমদ্ভাগবত ব্যাখ্যার সংক্ষিপ্ত-সার নিয়ে প্রদত্ত হইল।

দেবর্ষি নারদ কংসের নিকট ভগবানের অবতার-বিষয় জ্ঞাপন করিয়াছিলেন; তজ্জন্য তাঁহার প্রতি দোষারোপ করা উচিত নয়। কারণ দেবর্ষি নারদ সর্ব্বদা জীবের হিতের নিমিত্তই কার্য্য করিয়া থাকেন।

তবে বলা যাইতে পারে, দেবর্ষি নারদ বিষ্ণুভক্তি-শিক্ষাদাতা জগদ্গুরু; তিনি দেবপক্ষ হইয়া অসুরদের পক্ষ অবলম্বন করিলেন কেন? প্রাকৃত-জন প্রকৃতিজাত জ্ঞানোত্থ-বিচারে এই প্রকার ভ্রমে পতিত হন। তাহা অপনোদনার্থ শ্রীল চক্রবর্ত্তী ঠাকুর নিম্নলিখিত সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

ভগবান্ শীঘ্র আবির্ভূত হইলে দৈত্য-তাড়িত দেবকুলের আনন্দ হইবে। তিনিও আপনার অভীষ্টদেবকে দর্শন করিয়া আনন্দিত হইবেন। কংসকে ভগবান্ দ্বারা নাশ করাইয়া তাহার সদ্গতি দান করাইবেন। যে-সকল ব্যক্তি কংসের দাসত্ব স্বীকার করিয়া অত্যন্ত যন্ত্রণা ভোগ করিতেছিলেন, তাঁহাদিগকে ভগবানের আবির্ভাব-বিষয়ের নিশ্চয় জ্ঞাপন করিয়া তাঁহাদের সন্দেহ-ভঞ্জন পূর্ব্বক আনন্দবিধান প্রভৃতি বহুবিধ মুখ্য কারণে দেবর্ষি নারদ কংসকে নিগূঢ় বিষয় ব্যক্ত করিয়াছিলেন।

"অসুরাঃ সর্ব্ব এবৈতে লোকোপদ্রবকারিণঃ।"

—অসুরগণ লোকসকলকে সর্ব্বদা উৎপীড়ন করিয়া স্বীয় প্রভুত্ব বিস্তার দ্বারা ভোগের কায়েমী-সত্ত্ব স্থাপন করিতে প্রয়াস পায়।

সুতরাং উহাতে দেবর্ষি নারদের অসুর-পক্ষ ও দেবপক্ষ উভয় পক্ষের মঙ্গলবিধান জন্য পক্ষপাতিত্ব দোষ বর্ত্তিতে পারে না।

গত ২৬শে কার্ত্তিক ১২ই নভেম্বর রবিবার কলিকাতা গৌড়ীয়মঠের অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রকাশ অরণ্য মহারাজ কতিপয় ব্রহ্মচারিসহ পুরাণ-বাজার হইতে রওনা হইয়া তৎপরদিবস চট্টগ্রাম সহরে উপস্থিত হন এবং তথায় শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র ঘোষ কবিরত্ন কবিরাজ মহোদয়ের বাসায় অবস্থান করেন।

গত ২৯শে কার্ত্তিক ১৫ই নভেম্বর স্বামীজী উক্ত কবিরাজ মহোদয়ের বাসায় শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত হইতে 'সনাতন-শিক্ষা' সম্বন্ধে পাঠ করেন। ঐ দিবস বহু শিক্ষিত ভদ্রলোক ও ভদ্রমহিলা উপস্থিত হইয়া স্বামীজী মহারাজের শ্রীমুখনিঃসৃত হরিকথা শ্রবণ করিয়া বিশেষ আনন্দ লাভ করেন এবং তৎপরদিবসও উক্ত কবিরাজ মহাশয়ের বাসায় পুনরায় শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের 'সনাতন-শিক্ষা' পাঠ ও কীর্ত্তন হয়।

গত ১লা অগ্রহায়ণ ১৭ই নভেম্বর স্থানীয় জে, এম, সেন হলে 'শ্রীশ্রীচৈতন্যদেবের দান' সম্বন্ধে স্বামীজী মহারাজ তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ ওজস্বিনী ভাষায় একটী বক্তৃতা প্রদান করেন। উক্ত সভায় স্থানীয় চট্টগ্রাম কলেজের সুযোগ্য ভাইস্ প্রিন্সিপাল শ্রীযুক্ত বাবু করুণাময় খাস্তগীর এম-এ, মহোদয় সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। উক্ত সভায় সহস্রাধিক ভদ্রমহোদয় ও ভদ্রমহিলা উপস্থিত হইয়াছিলেন। বক্তৃতান্তে ছায়াচিত্রে শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গলীলা প্রদর্শিত হইয়াছিল।

বক্তৃতা-শ্রবণ ও ছায়াচিত্রে শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ-লীলা দর্শন করিয়া সমাগত শ্রোতৃমণ্ডলী বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করেন। উক্ত সভায় যে-সমস্ত ভদ্রমহোদয় উপস্থিত ছিলেন তন্মধ্যে কতিপয় ব্যক্তির নাম নিম্নে প্রদত্ত হইল।

শ্রীযুক্ত করুণাময় খাস্তগীর এম-এ ভাইস্ প্রিন্সিপাল চট্টগ্রাম কলেজ, শ্রীযুক্ত নলিনী-রঞ্জন দাস এম-এ একাউণ্ট্যাণ্ট উর্দ্দাম কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক, শ্রীযুক্ত আশুতোষ ব্যানার্জ্জি এম্-এ, বি-এল (উকীল), শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশ-চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (সাবজজ), শ্রীযুক্ত ত্রিপুরাচরণ চৌধুরী বি-এ (জননায়ক চট্টগ্রাম), শ্রীযুক্ত মহিমচন্দ্র দাস এম-এ, বি-এল (জননায়ক চট্টগ্রাম) শ্রীযুক্ত মহিমচন্দ্র দাসগুপ্ত (ডাক্তার), শ্রীযুক্ত বাবু যোগেন্দ্রলাল দত্ত (জমিদার), শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র সেন (জমিদার), শ্রীযুক্ত অন্নদাচরণ সেন এম-এ, বি-এল, শ্রীযুক্ত অন্নদা চরণ দত্ত এম-এ, বি-এল (য়্যাডভোকেট), শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র সিংহ এম-এ, (প্রফেসার চট্টগ্রাম কলেজ), শ্রীযুক্ত বাবু মহেন্দ্রলাল চৌধুরী (মার্চেণ্ট), শ্রীযুক্ত রেবতীকান্ত পোদ্দার (মার্চেণ্ট)।

গত ২৭শে কার্ত্তিক সোমবার শ্রীহরি-বাসর-তিথিতে শ্রীঅমরবি গৌড়ীয়মঠে অপরাহ্ণ ৩টার সময় এক বিরাট্ "নগর-সংকীর্ত্তন" বাহির হয়।

শ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত-সেবক-সম্মিলনী হইতে শ্রীপুলিনচন্দ্র ভক্তিভূষণ, শ্রীকৃষ্ণসুন্দর দাসাধিকারী, শ্রীগোপালচন্দ্র রায়, শ্রীগোপাল চন্দ্র দাসাধিকারী প্রভৃতি ভক্তবৃন্দ যোগদান করেন। এই কীর্ত্তনে স্থানীয় জমিদারগণ ও এম-ই স্কুলের মাষ্টার, পণ্ডিত ও ছাত্রবৃন্দ সকলে যোগদান করিয়া আনন্দ বর্দ্ধন করেন। অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকার সময় শ্রীঅমরবি গৌড়ীয়মঠ হইতে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-বিজ্ঞান আশ্রম মহারাজের নেতৃত্বে এই সংকীর্ত্তনবাহিনী নগর-ভ্রমণে বহির্গত হইয়াছিলেন।

প্রথমে শ্রীগুরু-স্তোত্র পাঠ হয়; পরে সমাগত ভক্তমণ্ডলীর উচ্চৈঃস্বরে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকার জয়ধ্বনিতে চতুর্দ্দিক প্রকম্পিত হইয়া উঠে। শঙ্খ, ঘণ্টা, করতাল, কাঁসর, মৃদঙ্গাদির ধ্বনিতে চতুর্দ্দিক মুখরিত হয়। সমবেত ভক্তবৃন্দের এই উচ্চ-সংকীর্ত্তন-রোলে গ্রামবাসী জনগণের নিমিষ-মধ্যে যেন জড়াভিনিবেশরূপ মোহ-তন্দ্রা কাটিয়া গেল; স্থানীয় সজ্জনবৃন্দ আনন্দ-সহকারে এই বিরাট্-সংকীর্ত্তনে যোগদান করিয়া অজ্ঞাত সুকৃতি অর্জ্জন করিলেন।

নানাবিধ বিচিত্র রংয়ের ধ্বজা, পতাকাদি দ্বারা সুশোভিত হইয়া এই বিরাট্ সংকীর্ত্তন-বাহিনী প্রশস্ত পথে, (১) দয়াল নিতাই চৈতন্য ব'লে নাচরে আমার মন, (২) যশোমতী-নন্দন, ব্রজবরনাগর গোকুলরঞ্জন কান, (৩) নিতাই গুণমণি আমার, নিতাই গুণমণি, আনিয়া প্রেমের বন্যা ভাসা'ল অবনী, (৪) নন্দের নন্দন যশোদা-জীবন, (৫) শুদ্ধ-ভকত-চরণ-রেণু ভজন-অনুকূল, (৬) শ্রীহরি ব'লে মোদের গৌর-এলো প্রভৃতি মহাজনগীতি ও শ্রীনামযজ্ঞে নগর-কীর্ত্তন করিয়া সন্ধ্যা এ ঘটিকার সময় শ্রীমঠে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

সেই সে বিদ্যার ফল জানিহ নিশ্চয়। কৃষ্ণপাদপদ্মে যদি চিত্তবিত্ত রয়॥

শ্রীশ্রী গুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

২৯ কেশব নিধি গর্ভোদশায়ী

শ্রীমুরারি গুপ্ত

মুরারির সহিত মহাপ্রভুর রহস্য

মহাপ্রভু মুরারির নিকট নিজ তত্ত্ব প্রকাশ করিয়াই ক্ষান্ত হইলেন না, তাঁহাকে স্বীয় প্রসাদী তাম্বুল প্রদান করিলেন। মুরারি সসম্মানে তাহা ভক্ষণ করিলেন। তদনন্তর মহাপ্রভু মুরারিকে হস্ত ধৌত করিতে আদেশ করিলেন। কিন্তু মুরারি তাহা না করিয়া আনন্দে সেই হস্ত স্বীয় মস্তকে প্রদান করিলেন। মহাপ্রভু তখন মুরারিকে বলিলেন—

* * "আরে বেটা জাতি গেল তোর।
তোর অঙ্গে উচ্ছিষ্ট লাগিল সব মোর॥"

ঈশ্বরাবেশে মহাপ্রভুর উপদেশ

এই কথা বলিতে না বলিতেই মহাপ্রভুর ঈশ্বরাবেশ হইল। তিনি এই আবেশে ভুবন কম্পিত করিয়া বলিতে লাগিলেন -

"সন্ন্যাসী প্রকাশানন্দ বসয়ে কাশীতে।
মোরে খণ্ড খণ্ড বেটা করে ভাল মতে॥
পড়ায় বেদান্ত, মোর বিগ্রহ না মানে।
কুষ্ঠ করাইলু অঙ্গে তবু নাহি জানে॥
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড মোর যে অঙ্গেতে বৈসে।
তাহা মিথ্যা বলে বেটা কেমন সাহসে॥
সত্য কহোঁ মুরারি, আমার তুমি দাস।
যে না মানে মোর অঙ্গ, সেই যায় নাশ
অজ-ভবানন্ত প্রভুর বিগ্রহ সে সেবে।
সে-বিগ্রহ প্রাণ করি' পূজে সর্ব-দেবে॥
পুণ্য-পবিত্রতা পায় যে অঙ্গ পরশে।
তাহা মিথ্যা বলে বেটা কেমন সাহসে॥
সত্য সত্য করোঁ তো'রে এই পরকাশ।
সত্য মুই, সত্য মোর দাস, তা'র দাস॥
সত্য মোর লীলা কর্ম, সত্য মোর স্থান।
ইহা মিথ্যা বলে, মোরে করে খান খান॥
যে যশঃ-শ্রবণে আদি-অবিদ্যা বিনাশ।
পাপী অধ্যাপকে বলে 'মিথ্যা সে বিলাস'॥
যে যশঃশ্রবণ-রসে শিব দিগম্বর।
যাহা গায় আপনে অনন্ত মহীধর॥
যে যশঃ-শ্রবণে শুক-নারদাদি মত্ত।
চারিবেদে বাখানে যে যশের মহত্ত্ব॥
এই পুণ্যকীর্ত্তি প্রতি অনাদর যা'র।
সে কভু না জানে গুপ্ত মোর অবতার॥"

মায়াবাদীর কুবিচার

মহাপ্রভু মুরারিগুপ্তকে ভগবদাবেশে উপরিউক্ত যে সকল উপদেশ প্রদান করিলেন, তাহাতে তিনি মায়াবাদের অসদ্‌যুক্তি চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া শ্রীভগবত্তত্ত্ব ও তদীয় ভক্ত-তত্ত্ব-সম্বন্ধে সৎসিদ্ধান্ত ব্যাখ্যা করিলেন। মায়াবাদের যে-যুক্তির উপর লগুড়াঘাত হইল, তাহা এই—"জগৎ মিথ্যা। বৈকুণ্ঠে বৈচিত্র্য নাই। যাহা কিছু জাগতিক বিচিত্রতা, তাহা সকলই মিথ্যামাত্র। জীবের নিত্যস্বরূপ নাই, ভ্রান্তিবশে ব্রহ্মই আপনাকে জীবরূপে কল্পনা করেন। অজ্ঞান তিরোহিত হইলে নির্ব্বিশেষ-ব্রহ্মেরই অবস্থিতি থাকে। শ্রীভগবানের চিন্ময় রূপ নাই; তাহার হেতু-প্রদর্শনকল্পে রূপমাত্রেই অচিজ্জগতে অবস্থিত হওয়ার ভ্রান্তি মাত্র। রূপরহিত অবস্থাই নির্ব্বিশেষ-ব্রহ্মের নিত্যস্থিতি। ভগবানের নাম-রূপ-গুণ-পরিকর-বৈশিষ্ট্য-লীলাদি প্রাপঞ্চিক-বিচারোত্থ বিবর্ত্তাশ্রিত বিচারেরই অন্তর্গত। ভগবদ্বিগ্রহ বলিয়া কোন সেব্য-পুরুষোত্তম নাই। সেব্য-সেবক-দ্বয় পার্থিব বিচারে প্রতিষ্ঠিত মাত্র। সবিশেষ সচ্চিদানন্দ ভগবান্ নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম হইতে পৃথক্—বিবর্ত্তোত্থ বিচার মাত্র। উপাসনা—অনিত্য। পুরুষোত্তম-বাদের নির্ব্বিশিষ্ট্য-বিচারই জ্ঞানরাহিত্য।"

সাবধান-বাণী

মায়াবাদ-কুণপের উক্ত কুবিচারগুলি কলির প্রভাবে জগতের অধিকস্থানেই বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে। মহাপ্রভুর প্রকট লীলা-কালে কাশী এই কুবিচারেই আচ্ছন্ন ছিল। যাঁহারা এই কুবিচারের পাণ্ডা ছিলেন, তাঁহাদের সর্ব্বপ্রধান নায়ক ছিলেন—শ্রীপ্রকাশানন্দ সরস্বতী। পূর্ব্বেই আলোচিত হইয়াছে, তিনি পরবর্ত্তিকালে মহাপ্রভুর কৃপালোকে উদ্ভাসিত হইয়া স্বীয় প্রকাশানন্দ নামের সার্থকতা লাভ করিয়াছিলেন; তৎপূর্ব্বে 'কাণা' ছেলের নাম পদ্মলোচনের ন্যায় তাঁহার প্রকাশানন্দ নাম ছিল মাত্র। মহাপ্রভুর কৃপালাভের পূর্ব্বে তিনি বস্তুতঃপক্ষে 'অজ্ঞানানন্দ' ছিলেন। যাঁহারা সদ্‌গুরু পরম্পরায় আগত শ্রৌতরশ্মি-দর্শনের সৌভাগ্য পাইয়াছেন, তাঁহারা অনায়াসেই বুঝিতে পারেন যে, মায়াবাদের ঐ কুবিচার অক্ষজ-জ্ঞানের একটি বিকার ব্যতীত আর কিছুই নহে। যতিবেশধারী বা যে-কোন বেশধারী মায়াবাদিগণের কবলে পতিত হইয়া ঐ সকল বিশ্লেষণ বিষপানে আত্মহত্যা যাহাতে না করিতে হয় তন্নিমিত্ত সর্ব্বসাধারণকে সাবধান করিবার জন্যই প্রসঙ্গক্রমে এই স্থানে এই বিষের স্বরূপ বর্ণিত হইল।

বেদান্তদর্শনের কথা

অক্ষজ-বিচারে আবদ্ধ বিভিন্ন-রুচিসম্পন্ন জনগণ স্ব স্ব-মতানুযায়ী শ্রুতিসকলের বিভিন্নার্থ প্রকাশ করিয়া স্ব-স্ব সঙ্কীর্ণতার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। ঐসকল সঙ্কীর্ণতা প্রকাশের ফলে শাস্ত্রবিচারে বিবাদ স্থান লাভ করিয়াছে। ঐ বিবাদ প্রশমনকল্পে শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসদেব বাদরায়ণ-সূত্রের অবতারণা করিয়াছেন। ইহাই 'বেদান্ত-দর্শন'নামে পরিচিত। ইহার সহিত অন্বয়ভাবে ভারতীয় অপর পঞ্চবিধ দর্শনের কোনও সম্বন্ধ নাই। এই বাদরায়ণ-সূত্র বা ব্রহ্মসূত্রের অকৃত্রিম-ভাষ্যই শ্রীমদ্ভাগবত। শ্রীমদ্ভাগবত বলেন—অদ্বয়জ্ঞান ভগবদ্বস্তুই ব্রহ্ম ও পরমাত্মা-নামে আর দুই শ্রেণীর ব্যক্তিগণের উপযোগী শব্দ-দ্বারা সেই বস্তু-বিষয়ে পরিচয় লাভ করেন। কিন্তু প্রকৃত-প্রস্তাবে তিন প্রকার সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত বস্তুটী এক ও অদ্বিতীয়। যাঁহারা শব্দের বিদ্বদ্রূঢ়ি বৃত্তি অবজ্ঞা করিয়া অজ্ঞরূঢ়ি-বৃত্তির আশ্রয় করেন, তাঁহাদের নিকটই ভগবদ্বস্তু ব্রহ্ম, পরমাত্মা হইতে পৃথগ্‌রূপে পরিলক্ষিত হন। এই শ্রেণীর ব্রহ্মসূত্র-ব্যাখ্যাতৃগণ ন্যূনাধিক কেবলাদ্বৈত-মতবাদ স্থাপনের জন্য বেদান্তের বৌদ্ধমনোচিত ব্যাখ্যা করিয়া বৌদ্ধতর্ক দ্বারা হত হন মাত্র। প্রচ্ছন্ন-বৌদ্ধ বৈদান্তিকগণ আধ্যক্ষিক-বিচার-প্রণালীতে অভ্যস্ত হইয়া ভোগ্য-জগতের কুযুক্তিসমূহে আবদ্ধ হন, ফলে নিজ-গুরুত্ব ও প্রভুত্ব সংরক্ষণ-মানসে অকৃত্রিম শ্রীমদ্ভাগবত হইতে মত-বৈষম্য প্রচার করেন। শ্রীমদ্ভাগবত-কথিত শুদ্ধাদ্বৈত, দ্বৈতাদ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত ও শুদ্ধদ্বৈত-বিচার পরিত্যাগ-পূর্ব্বক কেবলাদ্বৈতবাদকে বেদান্তের তাৎপর্য্য বলিয়া প্রমাণ করিতে যাইয়া যে অপরাধ সঞ্চিত হয়, সেই অপরাধের নামান্তর 'ভগবদ্বিদ্বেষ'—ভগবদ্বিগ্রহের বিঘাতন—ভগবদঙ্গে খড়্গাঘাত। চিন্ময় অঙ্গীর চিন্ময় অঙ্গ বিচ্ছিন্ন করিবার প্রয়াস—নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর। এই হীন চেষ্টার ফলে আধ্যক্ষিক-জ্ঞানীর স্থূল ও সূক্ষ্ম অঙ্গে কুষ্ঠরোগ দেখা দেয়। শ্রীপ্রকাশানন্দও তাহা ভোগ করিয়াছেন।

মায়াবাদী অভক্ত ও অপরাধী

বিশ্ব—সত্য, এই বিচার পরিহার করিয়া ও বিশ্বের অন্তর্গত জীব-শরীরের নশ্বরতা বিচার না করিয়া যাহারা ভগবানের বহিরঙ্গা-শক্তি-পরিণত জগৎকে মিথ্যা কল্পনা করে এবং বিশ্বের অন্তর্গত জীব-শরীরও মিথ্যা—এইরূপ বলেন, তাহাদের অর্ব্বাচীনতা ও ধৃষ্টতা অপরাধের অন্তর্গত। বস্তুতঃপক্ষে বিশ্বান্তর্গত জীব-শরীর—নশ্বর কিন্তু সত্য। শ্রীভগবানের বহিরঙ্গা শক্তিতে খণ্ডকালের ক্রিয়া আহিত থাকায় নির্ব্বোধ জনগণ আধ্যক্ষিক-চেষ্টা-লব্ধ অজ্ঞানকে আশ্রয় করে। মায়াবাদিগণ প্রাপঞ্চিক বিশ্ব-শরীরকে শ্রীভগবানের বহিরঙ্গ-শক্তি-পরিণত স্বীকার করে না; পরন্তু ভগবানের নিত্য-বিগ্রহকে তাহাদের ফল্গু-চিন্তাস্রোত দ্বারা প্রকৃতি-প্রসূত সবিশিষ্ট ভাবমাত্র মনে করিয়া বিচার-দৌর্ব্বল্য প্রকাশ করে। মায়াবাদিগণের অপরাধ-পূর্ণ মস্তিষ্কে কিছুতেই প্রবেশ করে না যে, শ্রীভগবানের অন্তরঙ্গা শক্তি নিত্যকাল পূর্ণ-চিন্ময়তা সংরক্ষণপূর্ব্বক নিত্যানন্দে বিচরণ করেন। জড়-বিচিত্রতা-ভোগকারী বুদ্ধি লইয়া চিদ্‌-বৈচিত্র্য-আক্রমণ—রাবণের মায়া-সীতা হরণের ন্যায় মিথ্যা-চেষ্টা মাত্র। মায়াবাদী সর্ব্বতোভাবে অপরাধী ও অভক্ত। তাহার ভক্তি-পথে বিচরণ-ছলনা কপটতার পরিচয় মাত্র।

উপসংহারে নিবেদন

প্রিয় পাঠক, মায়াবাদিগণের কুবিচার ও মহাপ্রভুর উপদিষ্ট সৎসিদ্ধান্ত-সম্বন্ধে আমরা উপরে কিছু আলোচনা করিলাম। মহাপ্রভু তদীয় প্রিয়-পার্ষদ মুরারিকে যে-সকল উপদেশ প্রদান করিলেন, তাহা সর্ব্বদাই আমাদের কণ্ঠহার হউক। আমরা যেন নিম্নলিখিত তত্ত্বগুলি কখনও বিস্মৃত না হই।

শ্রীভগবান্—পুরুষোত্তম-বস্তু, জীব তাঁহার আশ্রিত নিত্যদাস। শ্রীভগবান্ তাঁহার অন্তর ও বাহ্য অঙ্গসমূহের অঙ্গী। বাহ্য অঙ্গগুলিকে যাহারা অন্তর-অঙ্গের সহিত সম-পর্য্যায়ে গণনা করে, তাহারাই মায়ায় আবদ্ধ হইয়া শ্রীভগবানের অন্তর-অঙ্গ 'বৈকুণ্ঠ'-তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে না। মায়াবাদী ভগবানের শ্রীবিগ্রহে দেহ-দেহি-ভেদের আরোপ করে। মায়াবাদী যদিও বিচার-চাঞ্চল্য প্রকাশ করিয়া মায়াপ্রসূত জগৎকে মিথ্যা বলে, তথাপি আত্মম্ভরিতা-ক্রমে নিজের বহিঃপ্রজ্ঞা চালনা করিয়াই অন্তঃপ্রজ্ঞাকে সমশ্রেণীস্থ মনে করে এবং নির্ব্বাণ-মুক্তির প্রয়াসী হয়। সেইরূপ চেষ্টা আত্মবিনাশের লক্ষণ মাত্র কিন্তু ভগবানের দাস কখনও নিজ প্রভুর সহিত অভিন্ন হইতে চাহে না। অভিন্ন হইবার প্রয়াসই আত্ম-বিনাশ।

সর্ব্বজনবন্দ্য ব্রহ্মা, শিব ও অনন্তদেব শ্রীভগবানের শ্রীবিগ্রহ-সেবা করিয়া থাকেন। সকল দেবতা সেই বিগ্রহকে প্রাণপণে পূজা করিয়া থাকেন। যাঁহারা পুরুষোত্তম-সেবা না করিয়া অমূর্ত্তের কল্পনা করেন, তাঁহারাই অজ, ভব, অনন্ত ও অন্যান্য দেবতাগণকে লঙ্ঘন করেন। যে-সকল লোক নিজ নিজ স্থূল-বিগ্রহের অথবা সূক্ষ্ম-বিগ্রহের নশ্বর-অভিমানে প্রমত্ত, তাঁহারা মনে করেন যে, সকল বিগ্রহের জনক 'বিগ্রহশূন্য' হইয়া নির্ব্বিশিষ্ট হইবেন। প্রকৃত-প্রস্তাবে তদ্রূপ-উক্তি প্রকৃতিবাদী বা মায়াবাদীর দাম্ভিকতা বা অজ্ঞতা মাত্র।

মায়াবাদি-সম্প্রদায় 'প্রপঞ্চ মিথ্যা' বিচার-পূর্ব্বক পুণ্য, পবিত্রতা, সত্ত্বগুণের অধিষ্ঠান প্রকৃতিকে পাপ, অপবিত্রতা, রজঃ-সত্ত্ব-তমোমিশ্র প্রকৃতি বলিয়া মনে করায়

তাঁহাদের আয়নিক চিন্তাস্রোত বাস্তব-সত্যের অনুসন্ধান হইতে বঞ্চিত হয়। কিন্তু সর্ব্বশক্তিমান্ ভগবান্ সকল সত্তার একমাত্র আধার। নিত্য অজ ও অজীর মধ্যে পার্থক্য নিদূরিত করিয়াই তাঁহার নিত্য অবস্থিতি,—একথা যাহারা বুঝিতে পারে না, তাহারা প্রপঞ্চের মিথ্যাত্ব দর্শন করিয়া ভগবদ্দেহ-দেহি-ভেদের আরোপ-পূর্ব্বক সত্য হইতে ভ্রষ্ট হয়।

শ্রীভগবানের প্রকাশ-সমূহ নিত্য এবং মিথ্যা হইতে বিপরীত দিকে অবস্থিত। ভগবান্—সত্য, ভগবানের দাস্য—সত্য, ভগবদনুগত দাসসমূহ—সকলেই সত্য। ভগবান্ ও ভক্তে উপাধিগত নশ্বরতা আরোপ করিলে অবিকৃত আত্ম-পরমাত্মের বিচার বিপদগ্রস্ত হয়। সংসার—অনিত্য; বাস্তব সত্য তাহাতে স্থান না পাইলেও সংসারাতীত ভগবান্ ও ভক্ত নিত্য সত্য।—এবিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। তাঁহাদিগকে প্রপঞ্চান্তর্গত বস্তু-বিশেষ-জ্ঞানে যে-বিচার উপস্থিত হয়, তাহা বিবর্ত্তের উদাহরণ মাত্র।

ভক্তিরঞ্জন-বিরহস্মৃতি

—:•:—

ডাঃ নিয়োগীর বক্তৃতা

মাননীয় সভাপতি, মহিলাবৃন্দ ও সমবেত ভদ্র-মহোদয়গণ,

আমরা যে উদ্দেশ্যে আজ এখানে সমবেত হ'য়েছি, তা' আপনারা সকলেই অবগত আছেন। যে প্রবন্ধটি পাঠ করা হ'ল, তা'তে পরলোকগত মহাত্মার অনেক কথাই সুন্দরভাবে বলা হ'য়েছে এবং তিনি কিরূপ আদর্শে প্রণোদিত হ'য়ে ভগবানের সেবার জন্য—তাঁ'র নাম-প্রচারের জন্য নিজের সাঞ্চত সর্ব্বস্ব সমর্পণ ক'রেছিলেন, তা'ও বিশদ ভাবে বুঝান' হ'য়েছে।

তাঁ'র জীবনচরিত শুনে দু'টি কথা আমার প্রাণে খুব বেজেছে। একটি হ'ল—তিনি অতি সামান্য অবস্থা হ'তে ব্যবসা আরম্ভ ক'রে তাঁ'র বুদ্ধি ও প্রতিভা-বলে লক্ষপতি থেকে ক্রোড়পতি হ'য়েছিলেন। আর দ্বিতীয় কথাটি হ'ল—তাঁ'র জীবনে সদ্‌গুরু-লাভ হ'য়েছিল, যে সদ্‌গুরু-লাভ করাতে তাঁ'র আত্মার এমন একটা আনন্দ ও সেবা-ধর্ম্ম লাভ করবার প্রেরণা এসেছিল, যা'তে ক'রে তাঁর জীবন ঠিক বিদ্যুৎ-স্পর্শের মত মুহূর্ত্তের মধ্যে পরিবর্ত্তিত হ'য়েছিল।

আমরা এখানে প্রবন্ধে 'যান্ত্রিক সভ্যতা' ব'লে একটা কথা কএকবার শুনলাম। আমরা বিজ্ঞানের ছাত্র ও অধ্যাপকসূত্রে—এ'সম্বন্ধে এইটুকু বলতে পারি যে, যেমন সকল জিনিষেরই খারাপ ও ভাল দু'টো দিক্ আছে, 'যান্ত্রিক সভ্যতা'ও সেই গণ্ডীরই অন্তর্গত। যন্ত্র এজগতের অনেক সাফল্য-বিধান ও ইষ্ট সাধন ক'রেছে, আবার ইহার দ্বারা জগতের যে অনেক অকল্যাণ না হচ্ছে, তা'ও নয়; তবে আমরা মুক্তকণ্ঠে ব'লতে পারি, যে যান্ত্রিক যুগ অকল্যাণ আনয়ন ক'রেছিল, জগবন্ধুর মত লোক যদি সে-যুগে জন্মগ্রহণ করেন, তবে তা'র সমস্ত অসুবিধা দূর হ'তে পারে। জগবন্ধুর এখানেই বৈশিষ্ট্য যে, তিনি যান্ত্রিক সভ্যতাকে প্রেমময়ের নাম-প্রচারের সহায়ক ক'রতে পেরেছিলেন—এখানেই তাঁ'র গুরু-কৃপার প্রভাব।

তিনি লক্ষপতি—ক্রোড়পতি হ'তে পেরেছিলেন, এটা কেবল তাঁ'র সৌভাগ্য; কিন্তু তিনি সে-অর্থের ফল যে মহৎকাজে নিয়োজিত ক'রেছিলেন, সেটা কেবল তাঁ'র ব্যক্তিগত সৌভাগ্য নয় বিশ্বের সৌভাগ্য।

আমরা শুনি, সদ্‌গুরু-লাভ না হ'লে জীবনে কোনদিনই প্রকৃত-ধর্ম্মের আন্তরিক প্রেরণা আসতে পারে না। ইহা আমরা ধ্রুবচরিত্রে দেখতে পাই। মানব-জীবনের সবচেয়ে দুর্লভ আকাঙ্ক্ষা হ'চ্ছে সদ্‌গুরু-লাভের চেষ্টা। মহাপুরুষ-মাত্রের জীবনই সদ্‌গুরুর কৃপায় উদ্ভাসিত দেখতে পাওয়া যায়।

স্কুল-কলেজে আমরা গুরুর সন্ধান পাই—কিন্তু অন্যান্য বিষয়ে। এই মহাপুরুষের জীবন-পাঠে দেখি, তিনি ব্যবসায়ে লিপ্ত ছিলেন, বিষয়ে অভিনিবিষ্ট ছিলেন, কিন্তু তাঁ'র সেই জাগতিক আসক্তি এক মুহূর্ত্তে বদলে গেল—আমূল পরিবর্ত্তিত হ'ল। তিনি তখন তাঁ'র সেই বিষয়াসক্তি ও অর্থ-চেষ্টার স্থানে তাঁর প্রাণদেবতাকে অভিষিক্ত ক'রলেন। সেই অর্থোপার্জ্জনই সার্থক, সেই বিষয়াসক্তিই সার্থক, যদি তাহা ধর্ম্ম-সেবায় নিযুক্ত হয়। জগবন্ধুর জীবন পূর্ণ-মাত্রায় ইহার সাক্ষ্য দিয়াছে। তাই আজ আমরা যেখানে দণ্ডায়মান হ'য়ে সকলে সমবেত হ'য়ে তাঁ'র স্মৃতি-তর্পণের সঙ্গে সঙ্গে ভগবৎ-সেবার পারিপার্শ্বিকতার প্রভাব উপলব্ধি ক'রছি, সেই গৌড়ীয়মঠ এই কলিকাতার ন্যায় সহরে ধর্ম্মের একটী প্রধান-কেন্দ্র হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। এই গত তিন বৎসরের মধ্যে এই গৌড়ীয়মঠ তাঁ'র যে প্রভাব বিস্তার ক'রেছেন, তা' শুধু বঙ্গদেশ নয়, সমগ্র ভারতে—কেবল ভারতবর্ষ নয়, এই মঠের প্রতিভা, জ্যোতিঃ এবং বার্ত্তা আজ বিশ্বের চতুর্দ্দিকে বিকীর্ণ হইতেছে। যাঁ'রা সংবাদপত্র পড়েন, তাঁরা মাঝে মাঝে নিশ্চয়ই দেখছেন, ইংলণ্ডে এবং ভারতের অন্যান্য স্থানে এই মঠের প্রকৃত ভ্রাতৃজনীন প্রেমধর্ম্ম কিরূপ সর্ব্বত্র অভিনন্দিত হ'চ্ছে। যখন যীশুখৃষ্টের মুষ্টিমেয় অনুগামী কএকজন লোক খৃষ্টের ধর্ম্মপ্রচার ক'রবার জন্য বহির্গত হ'ল, তখন কে জানতো পৃথিবী-ভরা এত লোক তাঁ'র ধর্ম্মে অনুপ্রাণিত হ'বে। আজ শ্রীগৌড়ীয়মঠের একজন বা দু'জন সন্ন্যাসী ইউরোপে গুরুদেবের বাণী নিয়ে প্রচারের অভিযান ক'রেছেন, কে জানে এই প্রচেষ্টা শত-গুণ—সহস্রগুণ হ'য়ে সর্ব্বত্র যুগবার্ত্তা প্রচার ক'রতে সমর্থ না হ'বে।

আমি গৌড়ীয়মঠের কার্য্যাবলী তিন বৎসর যাবৎ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে লক্ষ্য ক'রছি। যদিও আমি তাঁ'দের সহিত বিশেষভাবে সংশ্লিষ্ট নই, তথাপি আমি তাঁদের বিষয় যেরূপভাবে অনুধাবন ও অনুসন্ধান ক'রেছি, তাঁ'দের আচার্য্যের বাণী শ্রবণ ক'রেছি, তা'তে আমি দৃঢ়তার সহিত ব'লতে পারি যে, এই জড়ধর্ম্মের যুগে শ্রীগৌড়ীয়মঠ চৈতন্যধর্ম্মের যে জয়পতাকা উড্ডীন ক'রেছেন, তা'তে তাঁরা প্রকৃত হিন্দুধর্ম্মের মহোপকার ক'রেছেন।

আমি ২৫ বৎসর যাবৎ শিক্ষকতা ক'রছি, কিন্তু আমরা যাহা শিখি বা শিক্ষা দেই, তা'তে রাজনীতি—সমাজনীতি—শিল্প-বিজ্ঞানের কেবল জড়রূপ ও জড়-ভাব-মাত্র আয়ত্ত হয়, ছাত্রজীবনে আমরা নিজেরাও কোন ধর্ম্মের সন্ধান পাই না এবং ছাত্রগণকেও প্রকৃত ধর্ম্মের কোন সন্ধান দিতে পারি না। তাই গৌড়ীয়-মঠের নিকট আমার প্রার্থনা ও অনুরোধ যে, তাঁ'দের ধর্ম্মাচরণ যেন কেবল তাঁ'দের নিজেদের জন্যই আবদ্ধ না থেকে জাগতিক লোকের মধ্যে—ছাত্রবৃন্দের মধ্যে প্রচার হয়। আমার মনে হয় বর্ত্তমান যুগে তাঁ'দের প্রচার প্রণালী এই ভাব-ধারাই অবলম্বন ক'রেছে। তাঁ'রা মহাপ্রভুরই আদর্শে জাগতিক সকল লোকের নিকট প্রেমধর্ম্মের কথা বিলিয়ে দিচ্ছেন।

এবার পূজার ছুটিতে দেওঘরে ছিলাম। সেখানে আমি কোন ধর্ম্মসভায় তাঁ'দের আলোচনা শুনতে যেতাম। কিন্তু আমার মত বিজ্ঞানের ছাত্র কেন ধর্ম্মসভায় আসেন, এজন্য আমাকে জবাবদিহি দিতে হ'য়েছিল। বর্ত্তমানে অবস্থা কিন্তু এরূপ দাঁড়িয়েছে! ত্রিশ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত ছেলেরা আমাদের হাত দিয়ে চ'লে যায়, তা'রা এত পরিণত বয়সেও ধর্ম্মের কথা শুনতে পায় না। কেননা আমরা সেই চেতনরাজ্যের কথা নিজেরাই কিছু শুনি নাই, তাদের ব'লতে গেলেও হয় ত' ভুলই ব'লে ফেলি বা বলতে পারি। তাই গৌড়ীয়মঠের প্রচারকগণ—যাঁরা সর্ব্বক্ষণ চেতনের অনুশীলন নিয়ে ব্যস্ত আছেন, এ রাজ্যের শিক্ষক ও ছাত্র হ'য়েছেন, তাঁ'রা যদি ছাত্রদিগের এ সকল কথা না শুনান, তবে ভবিষ্যতে এরা যে সমাজ গঠন ক'রবে, জাতি গঠন ক'রবে, তা' কেবল জড়তা-সর্ব্বস্বই হ'য়ে প'ড়বে।

মহাপুরুষ জগবন্ধুর নির্ম্মিত মঠে যদি বৎসর বৎসর বিশ্বে ধর্ম্মকথা-প্রচারের প্রচেষ্টাই উজ্জ্বল হ'য়ে ওঠে, তবেই জগবন্ধুর স্মৃতি-সভার সার্থকতা লাভ হ'বে।

পতিতের অদৃষ্ট

(১)

অবিদ্যার তমে, প্রেয়ের আরামে,
ভোগের বাড়বানলে।
মায়ার কবলে, মায়াবাদাবিলে,
ত্যাগের মোহন জালে।

(২)

আশার নেশায়, মরু পিপাসায়,
জড়রস-মোহে মুগ্ধ।
কুসিদ্ধান্ত-দ্বারে, সিদ্ধান্ত-বাণীরে
খণ্ডিবারে হয় লুব্ধ॥

(৩)

প্রণিপাত ভুলে', কৃতকর্ম্ম-ফলে,
পরিপ্রশ্ন নাহি করে।
ভ্রান্ত মনোধর্ম্মে, ত্যজি' সেবাকর্ম্মে,
বরে আনন্দভরে॥

(৪)

আপনাকে স্থির, সুপণ্ডিত ধীর,
'কর্ত্তাহমিতি মন্যতে'।
একেতে প্রমাদী, বদ্ধ সেবে যদি,
'স কথং ন হন্যতে'॥

(৫)

কর্ম্মের চেষ্টায়, সর্ব্বদা ধায়,
সুখ-মরীচিকা-আশে।
জানে না জানে না, কেন বা পায় না,
ডুবিবারে সেবা-রসে॥

(৬)

ভজনের বপু, হিরণ্যকশিপু,
লালসায় করে ক্ষয়।
পুণ্যাদি সঞ্চয়ে স্বর্গ লভে গিয়ে,
ক্ষীণে আসে এ ধরায়॥

(৭)

অন্ধকার হ'তে, অন্ধতম পথে,
অষ্টপাশে হয় বদ্ধ।
নির্ব্বিশেষ-জ্ঞানে, লয়ে যায় সনে,
অন্ধে লয় যথা অন্ধ॥

(৮)

হ'য়েছে লব্ধ, সুদুর্ল্লভ বাঞ্ছিত,
মনুষ্য-জনম যার।
হ'লেও অনিত্য, লভ্য তায় নিত্য,
গুরুসেবা-অধিকার॥

(৯)

সেবার এ কায়, কর্ম্মযোগে তায়,
বিলিও না হায় সাধে।
আত্মঘাতী হবে, আশা না মিটিবে,
ডুবিবে ভব-অম্বুধে॥

—শ্রীরামকৃষ্ণ দাস

বেলডাঙ্গা দাঙ্গার জের

পুনরায় ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ কে এ, বিলের এজলাসে নপুকুরিয়া গ্রামের দাঙ্গামা সম্পর্কীয় মামলার শুনানী উঠে।

বাদী পক্ষীয় সাক্ষী ভূপতি মণ্ডলের সাক্ষ্য গৃহীত হয়। ভূপতি মণ্ডলের বাড়ীর উপরেই সর্ব্বপ্রথম পঞ্চাশ জন দাঙ্গাকারীগণ আক্রমণ করে।

ভূপতি মণ্ডল তাহার সাক্ষ্যে বলে, তাহাদের পাড়ার একই সীমানার মধ্যে তাহার ভ্রাতা ও ভগ্নী পৃথক্ পৃথক্ বাস করে। আক্রমণকারী মুসলমানগণ ছোরা, লাঠি ও বর্শা প্রভৃতি সঙ্গে আনিয়াছিল এবং "হিন্দু দের আর বাঁচিতে দেওয়া হবে না" বলিয়া চীৎকার করিতেছিল, যে সমস্ত দাঙ্গাকারী পরে আসিয়াছিল, তাহারা গোলাপাড়ায় আগুন লাগাইয়া দেয়। পুলিশ তাহাদিগকে ঘটনাস্থল ত্যাগ করিতে বলিলে তাহারা এই উত্তর দেয় যে, তাহারা সংখ্যায় অনেক আছে এবং সকলেই মারিতে প্রস্তুত। অনেক বলা সত্ত্বেও তাহারা পুলিশের কথা মানিল না। তাহাদের উপর গুলী চালানোর (ভয় দেখান) হয়। কতিপয় দাঙ্গাকারী আহত হইয়া পড়িয়া যায়। জনতা পুলিশের উপর আসিয়া আক্রমণ করিলে তাহারা (পুলিশ) পলায়ন করিলে বাদী ও একদল দাঙ্গাকারী সাক্ষীর গৃহে প্রবেশ করিয়া দরজা জানালা ভাঙ্গিয়া দেয়। সাক্ষী অন্তঃপুরের এক ইক্ষু ক্ষেত্রের মধ্যে গিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল। দাঙ্গাকারীগণ ধানপূর্ণ গোলাঘরও ভস্মীভূত করে।

দাঙ্গাকারীরা চলিয়া গেলে পর সাক্ষী নিজ গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করে এবং গৃহে কিছুই দেখিতে পায় না। তাহাদের পাড়ার সমস্ত বাড়ীই পোড়াইয়া দেওয়া হইয়াছিল। সাক্ষী নিজগ্রাম ছাড়িয়া আশ্রয়ের চলিয়া যায়। পরদিন সে পুলিশের কাছে এজাহার দেয়। শুনানী মুলতুবী রাখা হইয়াছে।

জিক-হুগুরে মদ চোলাইএর জের

আবগারী বিভাগের দারোগা কোন এক সংবাদ পাইয়া উত্তর কলিকাতার মহেন্দ্র চাটুয্যে লেনের এক স্থানে হানা দিয়া বিনা লাইসেন্সে মদ চোলাই করা ও বে-আইনী মদ রাখা জন্য কালীপদ সাধু খাঁ নামক জনৈক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করে।

প্রকাশ যে, আবগারী পুলিশ বহুদিন হইতে, উক্ত স্থানের উপর লক্ষ্য রাখিত। ঘটনার দিন একজন আবগারী পুলিশ ছদ্মবেশে উক্ত স্থানে প্রবেশ করে এবং কিছু মদ ক্রয় করিবার প্রস্তাব করে। আসামী মদ বিক্রয় করিতে স্বীকার করার সঙ্গে সঙ্গে উক্ত কর্ম্মচারী দাম দিবার জন্য তাহার সঙ্গীকে উক্ত স্থান হইতে বাহির আসিবার আঙ্গিনার বাহিরে হুইসিল আসে। অতঃপর আবগারী পুলিশ সদলবলে উক্ত স্থানে প্রবেশ করিয়া খানাতল্লাসী আরম্ভ করে। প্রায় দুই ঘণ্টাব্যাপী খানাতল্লাসীর ফলে বহু পরিমাণ পচাই ও চোলাই মদ হস্তগত হয়।

আসামীকে হস্তগত জিনিষপত্রসহ স্থানীয় থানায় লইয়া যাওয়া হয়।

উপরোক্ত দারোগা মানিকতলা লেনের অপর এক স্থানে হানা দিয়া প্রায় ১০ সের পচাই ও কিছু পরিমাণ বে-আইনী মদ রাখিবার জন্য রামেশ্বর কাহার নামক অপর একজনকে গ্রেপ্তার করে।

এতৎ সম্পর্কে আরও তদন্ত না হওয়া পর্য্যন্ত উপরোক্ত দুইজনকে জামীনে মুক্তি দেওয়া হয়।

বৈপ্লবিক আন্দোলন সম্পর্কে গ্রেপ্তার

প্রকাশ, কলিকাতার ভবানীপুর অঞ্চলস্থিত কোন একটী বাড়ী হইতে সাধুনাথ নন্দী নামক জনৈক বাঙ্গালী যুবককে কলিকাতার স্পেশ্যাল ব্রাঞ্চের পুলিশ গ্রেপ্তার করিয়াছে। বৈপ্লবিক আন্দোলন সম্পর্কেই উক্ত যুবকটিকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে বলিয়া অনুমিত হয়।

দেওয়াসের মহারাজা

দেওয়াসের মহারাজা সম্প্রতি বড়লাটের নিকট প্রেরিত তার দ্বারা বর্ত্তমান বাসস্থান হইতে নিজের অক্ষমতা জ্ঞাপন করিয়াছেন বলিয়া প্রকাশ। এই সম্পর্কে মহারাজার মনোভাবের ফল কি হইবে তাহা লইয়া এখানে বেশ জল্পনা কল্পনা চলিতেছে; কেননা গবর্ণমেণ্ট এই বিষয় কিরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করিবেন বলিয়া স্থির করিয়াছেন, তাহার বিবরণ এখনো সুস্পষ্টরূপে ঘোষণা করেন নাই।

যাঁহারা ভিতরের খবর রাখেন তাঁহাদের মতে মহারাজা খুব সম্ভবতঃ ইংরাজ সরকারের নিকট সমস্ত বিষয় বিবৃত করিয়া একটি আবেদন পেশ করিবেন। উক্ত আবেদনপত্রে ভারত সরকার কিরূপ অবস্থায় শাসন কার্য্য সম্পর্কিত অন্য বক্তব্য বিষয় সম্পর্কে ব্যবস্থা অবলম্বনে উদ্যত হইয়াছেন তাহা ইতিহাসও বর্ণিত হইবে।

কুড়গ্রামে ডাকাতি

কুড়িগ্রাম থানার অন্তর্গত কালিকাপুর গ্রামে একটী ভীষণ ডাকাতি হইয়াছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে।

এইরূপ প্রকাশ যে, গত ১৭ই নভেম্বর রাত্রিতে প্রায় ১২জন লোক লাঠি ও মশাল লইয়া একজন মুসলমান জোতদারের বাড়ীতে হানা দেয় এবং বাড়ীর লোকজনকে মারপিট করিয়া নগদ টাকা ও অলঙ্কার প্রায় ২০৬৲ টাকা লইয়া চম্পট দেয়।

ইউনিয়ন বোর্ডের ফর্ম্ম

সব সময় বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত থাকে। অর্ডার পাইলে আমরা ফর্ম্মের বা রেজেষ্টারী বহির উপরে ইউনিয়ন বোর্ডের নাম ও নম্বর লেবেল ছাপাইয়া আটিয়া সরবরাহ করিয়া থাকি। কতকগুলি ফর্ম্মের তালিকা নিম্নে দেওয়া গেল—

অ্যাসেসমেণ্ট তালিকা

ইউনিয়ন বোর্ডের, বেঞ্চের এবং কোর্টের বাবতী

১ নং ফরম প্রতি শত ১৲ টাকা।

বকেয়া এষ্টিমেট

২নং ফরম প্রতি খানা /০ আনা, প্রতি শত ৪৲ টাকা।

ক্যাস বহি

৩নং ফরম (আয় ব্যয়ের জমা খরচের বহি) ১০০ পৃষ্ঠার বহি ১৲

আদায়ের রেজেষ্টারী

৪ নং ফরম ১০০ পৃষ্ঠার বহি ১৲ টাকা, ২০০ পৃষ্ঠার বহি ২৲ টাকা।

দৈনিক আদায়ের রেজেষ্টারী

৫ নং ফরম ১০০ পৃষ্ঠার বহি ১৲ টাকা, ২০০ পৃষ্ঠার বহি ২৲ টাকা।

খোঁয়াড় ও খেয়াঘাটের জমার রেজেষ্টারী

৬ নং ফরম প্রতি বহি ১৲ টাকা।

মুৎফরাক্কা তলব

৭ নং ফরম প্রতি বহি ।০ আনা।

অগ্রিম দেওয়া টাকার রেজেষ্টারী

৮ নং ফরম প্রতি বহি ১৲ টাকা।

মাসিক হিসাব প্রকাশের রেজেষ্টারী

৯ নং ফরম ১০০ পৃষ্ঠার বহি ১৲ টাকা, ২০০ পৃষ্ঠার বহি ২৲ টাকা।

কাম ও বস্ত্র সঙ্কেত রেজেষ্টারী প্রতি বহি ১৲ টাকা।

নিবেদক—ম্যানেজার, ভাগবত প্রেস লাইব্রেরী কৃষ্ণনগর নদীয়া

তারের ঠিকানা— 'শ্রীধাম' নবদ্বীপ
ডাকযোগে ঠিকানা—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

দৈ নি ক

REG. C1544

বিজ্ঞাপনের হার	
প্রতিবারে	
প্রতি ইঞ্চি	১৲
প্রতি কলম	৬৲
অর্দ্ধ কলম	৩।০
সিকি কলম	২৲
চুক্তির হার	স্বতন্ত্র।

THE
NADIA-PRAKASH

সাহায্যের হার	
অগ্রিম	দেয়
বার্ষিক	৯৲
ষাণ্মাসিক	৫৲
ত্রৈমাসিক	২৸০
মাসিক	
নগদ	
প্রতি সংখ্যা	৫

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৮ম খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বেদান্তবাচস্পতি [২২৩শ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর— ৯ই অগ্রহায়ণ শনিবার ১৩৪০, ২৫শে নভেম্বর ১৯৩৩

পদোন্নতি

বিহার ও উড়িষ্যার পোষ্ট মাষ্টার জেনারেল মিঃ কুলকার্ণি ছুটি লওয়াতে ছয় সপ্তাহের জন্য মাদ্রাজের অস্থায়ী পোষ্ট মাষ্টার জেনারেল রায় বাহাদুর পি. এন, মুখুয্যে তাঁহার স্থলে কার্য্য করিবেন। প্রকাশ যে, কার্য্যকাল অতীত হইলে রায় বাহাদুর ভারতের প্রতিনিধিস্বরূপ নিখিল বিশ্ব পোষ্ট এবং টেলিগ্রাফ কনফারেন্সে যোগদান করার উদ্দেশ্যে কাইরো যাত্রা করিবেন।

সাইকেলে নয় হাজার মাইল

মিঃ খুরসাজী নামক একজন ভারতবাসী ৯০০০ মাইল সাইকেলে চড়িয়া ইংলণ্ড হইতে বোম্বাই আগমন করিয়াছেন। হ্যারবরার মেয়রের লিখিত একখানি পত্র লইয়া আসিয়া তিনি বোম্বাই গবর্ণরের হাতে দিয়াছেন।

গঞ্জামে গান্ধীজীর ভ্রমণের ব্যবস্থা

গান্ধীজী অন্ধ্র-দেশ-ভ্রমণকালে গঞ্জাম পরিদর্শন করিবেন। এই জন্য বিধিব্যবস্থা করিবার জন্য এখানে সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। সম্প্রতি অন্ধ্র অস্পৃশ্য-বিরোধী লীগের সেক্রেটারী মিঃ বাপিণ্ড এখানে আগমন করতঃ স্থানীয় অন্ধ্র ও উড়িয়া নেতৃবৃন্দের এক ঘরোয়া বৈঠকে যোগদান করিয়া গান্ধীজীর গঞ্জামভ্রমণ-তালিকার একটী কাঁচা খসড়া তৈয়ারী করেন।

মিঃ বাপিণ্ড সেন্ট্রাল বোর্ডের পক্ষ হইতে হরিজন-কার্য্যের জন্য প্রত্যেক কমিটীকে ১৫০০৲ খরচ বরাদ্দ করিয়াছেন।

বর্ত্তমান ভ্রমণ তালিকা অনুসারে গান্ধীজী বহরমপুরে মাত্র ২½ ঘণ্টাকাল অবস্থান করিতে পারিবেন। বহরমপুর মিউনিসিপ্যাল কাউন্সিল হইতে তাঁহাকে একখানি মানপত্র প্রদান করা হইবে বলিয়া প্রকাশ।

মুঙ্গেরে চাঞ্চল্যকর হত্যাকাণ্ড

মুঙ্গের হইতে যে সংবাদ আসিয়াছে তাহা হইতে জানা গেল যে, জামালপুরের সহকারী পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের আর্দ্দালী বলিয়া অভিহিত জনৈক কনেষ্টবল নাকি গত বুধবার রাত্রি ৯টার সময় রেলওয়ে ষ্টেশনের নিকটবর্ত্তী মুঙ্গের রোডের এক জনাকীর্ণ মোড়ের উপর জনৈক যুবককে ছোরার দ্বারা আঘাত করে। উক্ত যুবক তাহার মৃত্যুকালীন জবানবন্দীতে উপরোক্ত কনেষ্টবলটীর নাম করে। কনেষ্টবলটীকে গ্রেপ্তার করিয়া আটক রাখা হইয়াছে। উক্ত কনেষ্টবলের সহিত যুবকটীর বন্ধুত্ব ছিল।

আজমীঢ়ে প্রবল ঝড় ও শিলাবৃষ্টি

গত ২১শে নবেম্বর অপরাহ্ণে প্রবল ঝড় ও শিলাবৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। এরূপ প্রবল ঝড় ও শিলাবৃষ্টি এ অঞ্চলে আর কখনও দেখা যায় নাই। গত ২০শে নবেম্বর অপরাহ্ণ হইতে ফোঁটা ফোঁটা বৃষ্টি পড়িতে থাকে এবং সন্ধ্যা ৭ ঘটিকা হইতে প্রবল ঝড় ও শিলাবৃষ্টি আরম্ভ হইয়া প্রায় ১৫ মিনিট কাল ঐ অঞ্চলটী তচনচ করিয়া ফেলে। শিলাবৃষ্টি এত বেগে পতিত হইয়াছিল যে, তাহার ফলে বহুসংখ্যক পক্ষী নিহত হইয়াছে। ঝড়ের প্রাবল্যে বড় বড় বৃক্ষ উৎপাটিত হইয়াছে। ৫ মিনিটের মধ্যে রাস্তার উপর দেড়হাত জল দাঁড়াইয়াছিল।

অবিরাম সাইকেল চালনা

গত শুক্রবার (১৭ই নবেম্বর) কালীঘাট সতীশ মুখার্জ্জী রোডে একটি অবিরাম সাইকেল চালনা প্রতিযোগিতা হইয়াছে। তাহাতে শ্রীহরেন্দ্রনাথ রায় ৫১ ঘণ্টা ১০ মিনিট চালনা করিয়া ১ম স্থান, বিমল দে, ৪২ ঘণ্টা করিয়া ২য় স্থান এবং নবে সরকার ৩০ঘণ্টা করিয়া ৩য় স্থান অধিকার করিয়াছেন। ১মকে রৌপ্য কাপ, ২য়কে একটি রৌপ্য পদক এবং তৃতীয়কে একটি রৌপ্য পদক দেওয়া হইয়াছে। দক্ষিণ কলিকাতা যুবক সম্প্রদায় তাঁহাদের খাদ্য সরবরাহ এবং অন্যান্য আমোদ প্রমোদের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।

কুস্তি প্রতিযোগিতা

গত রবিবার চমেংকপ্প বুরুদ পালোয়ান নামক জনৈক কোলাপুরের কুস্তিগীরের সহিত জগতের শ্রেষ্ঠ কুস্তিগীর গামার শিষ্য নিজাম পালোয়ান নামক পাঞ্জাবের অপর এক কুস্তিগীরের একটি কুস্তিপ্রতিযোগিতা হইয়াছে। এই রোমাঞ্চকর খেলা দেখিবার জন্য ২০,০০০ দর্শক সমবেত হইয়াছিল। কোলাপুরের কুস্তিগীর কুস্তিতে জয়লাভ করিয়া ৩০০০৲ টাকার একটি তোড়া উপহার পাইয়াছে।

এক মল্লযুদ্ধ ১০ মিনিটকাল স্থায়ী ছিল। তৎপর নিজাম কুস্তির স্থান ত্যাগ করিয়া চলিয়া যায়।

ইংলণ্ডে খনি দুর্ঘটনা

গত ২০শে নবেম্বর সকাল বেলা চেষ্টার ফিল্ডের নিকট গ্রাসমুর খনিতে এক সাংঘাতিক দুর্ঘটনা হইয়া গিয়াছে। এত বড় খনিদুর্ঘটনা ইংলণ্ডে এই বৎসর আর হয় নাই। খনিতে একটা বিস্ফোরণ হওয়ার ফলে ছাদের কতকাংশ ভাঙ্গিয়া পড়ে এবং ৩১ জন শ্রমিকের মধ্যে ১৮ জন চাপা পড়ে।

পার্শ্ববর্ত্তী অন্যান্য খনি হইতে তৎক্ষণাৎ উদ্ধারকার্য্য আরম্ভ হয়। উদ্ধারকারিগণ গ্যাসের বিষক্রিয়া হইতে আত্মরক্ষার জন্য গ্যাসনিরোধক মুখোস পরিয়াছিল।

সাড়ে ৩ ঘণ্টা চেষ্টার পর চারজন লোককে উদ্ধার করা হয়, তাহারা গুরুতররূপে আহত হয় নাই। বাকি ১৪ জন বিষাক্ত গ্যাসের ফলে মারা গিয়াছে।

মাটীর এক মাইল নিম্নস্থ গর্ত্তে এই দুর্ঘটনা হয়।

বন্দীর অনশন

মালিকার্জ্জুন নামক একজন মাদ্রাজী বন্দী পায়খানা পরিষ্কার করিতে অনুমতি না দেওয়ার প্রতিবাদে অনশন আরম্ভ করিয়াছেন। তবে উক্ত বন্দী একবার মাত্র আহার্য্য গ্রহণ করিতেছেন।

অফিসে তল্লাসী

খাজা হাসান নিজামী এক চুরির মামলা দায়ের করায় তৎসম্পর্কে "রিয়াসত" ও 'হিন্দুস্থান হতিফা' পত্রিকা আফিসে খানাতল্লাসী করা হয়। প্রকাশ, খাজা হাসান ও রামপুর ষ্টেটের উচ্চকর্ম্মচারীবৃন্দের সহিত যে সকল পত্রাবালিময় হয়, ঐ সকল পত্রাদিই নাকি নিজামীর অফিস হইতে চুরি যায় এবং তৎসম্পর্কে উপরোক্ত পত্রিকার আফিসে খানাতল্লাসী করা হয়।

ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

৬ই অগ্রহায়ণ শনিবার, ১৩৪০

স্পেনে পুনরায় রাষ্ট্র বিপর্য্যয়ের আতঙ্ক দেখা দিয়াছে। নূতন নির্ব্বাচনের চূড়ান্ত ফল এখনও জানিতে পারা যায় নাই, তবে রাজতন্ত্রীদের পক্ষেই ভোটের জোর দেখা যাইতেছে। প্রধান মন্ত্রী হইতে আরম্ভ করিয়া মন্ত্রীরা সকলেই পরাজিত হইয়াছেন। স্পেনে এখনও গোঁড়া ক্যাথলিক সম্প্রদায়ের প্রাধান্য; কিন্তু সিনর আজানার প্রধান-মন্ত্রীত্বের আমলা হইতে এই আড়াই বৎসর-কাল সেখানকার পাদ্রীগণের সমস্ত সম্পত্তি কাড়িয়া লওয়া হইয়াছে; পাদ্রীদিগকে রাজনৈতিক আন্দোলনের অধিকার হইতে বঞ্চিত করা হইয়াছে। এবার তাহারই প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়াছে। স্পেনের রাষ্ট্রীয় নির্ব্বাচনে নারীদের ভোট এই প্রথম; ৮০লক্ষ নারী এবার ভোট দিয়াছে। ধর্ম্মমত সম্বন্ধে স্বভাবতঃ সংরক্ষণশীলা নারীদের ভোটে ঐ প্রতিক্রিয়া অধিকতর প্রবল আকার ধারণ করিয়াছে।

রাজতন্ত্রী দলের ভোটের জোর দেখা গেলেও, বিভিন্ন দলের ভোটে স্পেনে রাজতন্ত্র যে সম্ভব হইবে, ইহা মনে হয় না। তবে ক্যাথলিক দলেরই প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হইবে বলিয়া মনে হয়। স্পেনের ভূতপূর্ব্ব ডিরেক্টার প্রিমো ডি, রেভেরার পুত্র এই দলের নেতা, এই দলের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হইলে মরক্কোর উপর প্রভুত্ব প্রতাপ বৃদ্ধি পাইবে, আলজিরিয়ার এবং জিব্রালটারের উপরও এই দলের লোলুপ দৃষ্টি আছে বলিয়া শুনা যাইতেছে ইউরোপের সর্ব্বত্র গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে যে ঢেউ উঠিয়াছে, স্পেনের নির্ব্বাচনের গতিও সেই দিকে যাইবে বলিয়া মনে হইতেছে।

ত্রিবাঙ্কুরের শিক্ষা-সংস্কার কমিটি তাঁহাদের রিপোর্টে এই প্রস্তাব করিয়াছেন যে, বিবাহিতা কোন মহিলা শিক্ষা বিভাগে চাকুরী পাইবেন না। এই রিপোর্টের সমালোচনা করিয়া সেদিন ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যের আইন সভায় শ্রীমতী নারায়ণী আম্মা বলেন, বিবাহ এবং মাতৃত্বে নারীর প্রাথমিক অধিকার রহিয়াছে। ঐ অধিকার হইতে তাহাকে বঞ্চিত করা অত্যন্ত অন্যায় কার্য্য হইবে। কমিটির রিপোর্ট যদি গ্রাহ্য হয়, তাহা হইলে মেয়েরা চাকুরী ছাড়ার অপেক্ষা বরং বিবাহ-বাসনা পরিত্যাগ করাই শ্রেয়ঃ মনে করিবে। ভাগে। ত্রিবাঙ্কুর মুসোলিনীর রাজত্ব নয়; তাহা হইলে, বিবাহের পথে এমন প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করিলে না জানি রিপোর্টকারীদের অদৃষ্টে কি ঘটিত।

সেদিন যুক্তপ্রদেশের গবর্ণর বাহাদুর লক্ষ্ণৌয়ের মিউনিসিপ্যাল বোর্ডের অভিনন্দনের উত্তরে বলিয়াছেন—আমরা সকলেই জানি, প্রত্যেক প্রতিনিধিত্বমূলক প্রতিষ্ঠানে সংখ্যার জোর যাঁহাদের অধিক। তাঁহারাই জয়ী হইয়া থাকেন,—তাহা হইলেও শাসন কার্য্যের যোগ্যতা এবং কর্ত্তৃত্বাধিকারীদিগকে তাঁহাদের কর্ত্তব্য পালনে সচেতন রাখিবার পক্ষে বিরোধী দলের সমালোচনা আবশ্যক। গবর্ণর বাহাদুর আরও বলেন, এই জগতে বিরোধী শক্তির দ্বারা আমরা যে কতটা উপকৃত হইয়া থাকি, আমরা তাহা উপলব্ধি করিতে পারি না। প্রতিকূলতার সমাবেশেই সব জিনিষ সুস্পষ্টরূপে ফুটিয়া উঠে। অন্ধকার ভিন্ন আলো, কদর্য্যতা ব্যতীত সৌন্দর্য্য, দুর্ব্বলতা ব্যতীত শক্তির উপলব্ধি করা আমাদের পক্ষে সম্ভব হইত না। গবর্ণর বাহাদুরের কথার সত্যতা সকলেই স্বীকার করিবেন।

গত ২৫শে অক্টোবর লণ্ডনের এসেক্স হলে ভারতীয় সমস্যা সম্বন্ধে আলোচনার জন্য একটি সাধারণ সভার অধিবেশন হইতেছিল। তাহাতে একজন ছোকরা নাকি উঠিয়া চীৎকার করিয়া বলিতে থাকে,—যুদ্ধে পরাজয় ঘটিলে, পরাজিত সেনাধ্যক্ষদিগকে বরখাস্ত করা হয়। আমি ভারতের তরুণদের দোহাই দিয়া বলিতেছি, কংগ্রেসের নেতাদিগকে তাড়াইয়া দাও। ছোকরা আরও কিছু ধারণা জাহির করিতে যাইতেছিল, কিন্তু তাহাতে একটা প্রতিবন্ধকতা ঘটে।

শ্রীযুত ভুলাভাই দেশাই এই সভার প্রধান বক্তা ছিলেন। তিনি উঠিয়া বলেন,—"লণ্ডন সহরের স্বাধীন আবহাওয়ার নিরাপত্তার আড়ালে থাকিয়া ভারতে যাহারা স্বাধীনতা আন্দোলনে রত আছে, তাহাদিগকে এভাবে গালিগালাজ করা খুবই সোজা; বড় বড় কথা বলাও সহজ। এই সব বাজে বাক্‌ বিস্ফোট ছাড়িয়া দাও। যে দশ বৎসর হইল ইংলণ্ডে আছে, ভারতের জন্য কার্য্যতঃ কিছুই করে নাই ভারতের তরুণদের নামে তাহার এই বাক্‌ চাপল্যকে আমি ঘৃণাই করি।" পূর্ব্বোক্ত বাল-চাপল্য সকলেরই ঘৃণার বস্তু।

বৃটেন হইতে বিশেষজ্ঞ আমদানী

ভারত গবর্ণমেণ্ট স্থির করিয়াছেন যে, এই শীত ঋতুতে দুইজন অর্থনৈতিক বিশেষজ্ঞকে নিমন্ত্রণ করিয়া ভারতবর্ষে আনা হইবে। কেমব্রিজের লেকচারার মিঃ ডি, এইচ, রবার্টসন এবং তথ্য সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক বাউলেকে আহ্বান করা হইবে। ভবিষ্যতে ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক তথ্য সমূহ বিস্তারিত ও সুসংবদ্ধভাবে সংগ্রহ করার উপযুক্ত বিধি-ব্যবস্থা করিয়া দেওয়ার জন্য উহাদিগকে অনুরোধ করা হইবে। ভারত গবর্ণমেণ্ট স্থির করেন যে, অতঃপর ভারতবাসী দ্বারাই একার্য্য সম্পাদিত হইবে, তাই স্থির করা হইয়াছে, উপরোক্ত দুইজন বিশেষজ্ঞের সহিত তিন জন ভারতবাসীকেও সংযুক্ত করা হইবে। তন্মধ্যে একজন সেক্রেটারীর কাজ করিবেন। একাজে প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট, বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠানসমূহের সাহায্য পাওয়া যাইবে বলিয়া ভারত গবর্ণমেণ্ট মনে করেন।

মেদিনীপুরের বন্যা প্লাবিত অঞ্চল

মেদিনীপুরের জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর মাননীয় মিঃ পি, কে, গ্রিফিথ আই, সি, এস, মহোদয় তমলুকের এস ডি, ও সমভিব্যাহারে মহিষাদল থানার পশ্চিমাংশের বন্যা প্লাবিত অঞ্চল পরিদর্শনার্থে আগমন করিয়াছিলেন। কল্যানচক গুমাই, রাজনগর প্রভৃতি অঞ্চলের বহুদূরব্যাপী স্থানের যে সমস্ত ক্ষেত্রের ধান্য বন্যায় নষ্ট হইয়া গিয়াছে, তাহা তাঁহারা দেখিয়া গিয়াছেন। কেন্দ্রীয় খাদেমুল "এনছাস সমিতির" কল্যানচক বন্যা সাহায্য কেন্দ্রের অফিসে আসিয়া ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব বিপন্নদের সাহায্য সম্পর্কে অনেক বিষয় আলোচনা করিয়া গিয়াছেন। কল্যানচকের মধ্য ইংরেজী বিদ্যালয় ও ব্যাঙ্ক তাঁহারা পরিদর্শন করিয়া গিয়াছেন।

কুমিল্লায় গান্ধীজির আমন্ত্রণ

গত ১৪ই নবেম্বর রায় উপেন্দ্রমোহন মিত্র বাহাদুরের বাড়ীতে শ্রীযুত ধীরেন্দ্র দত্তের আহ্বানে সহরবাসিগণের এক সভায় মহাত্মা গান্ধীকে কুমিল্লা সহরে আমন্ত্রণ করা ঠিক হয় এবং মহাত্মা কুমিল্লা আসিলে একটি ৫০০৲ টাকার তোড়া হরিজন উন্নয়ন কার্য্যের জন্য উপহার দেওয়া হইবে ইহাও স্থির হয়।

একটি প্রতিনিধিমূলক অভ্যর্থনা সমিতি ও কর্ম্মকর্ত্তাগণ সভায় নির্ব্বাচিত হয়। শ্রীযুত বসন্তকুমার মজুমদার সভাপতি, শ্রীযুক্তা নবনিত কোমলা সিংহ সহকারী সভাপতি, ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত সম্পাদক ও অবনীকুমার দাস, বিনয়কুমার দত্ত ও সুরেন্দ্রচন্দ্র সাহা সহকারী সম্পাদক এবং কমল রায় কোষাধ্যক্ষ নির্ব্বাচিত হন। অভ্যর্থনা সমিতি অবিলম্বে প্রচার ও অর্থ সংগ্রহের ব্যবস্থা করিবেন।

ডাকাতির অপরাধে কারাদণ্ড

জুরীদের সহিত একমত হইয়া পাবনার সহকারী দায়রা জজ মিঃ তারাপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়, কেফাজদ্দিন, আব্বাস আকন্দ ও মাহিম নামক তিনজন মুসলমানকে ডাকাতির অপরাধে ২ বৎসর করিয়া সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন। মামলার বিবরণে প্রকাশ, গত ৬ঠা বৈশাখ রাত্রি ১টার সময় পাবনা জিলার চাটমোহর থানার মাজগাও গ্রামে শ্রীযুক্ত রামকৃষ্ণ লাহিড়ী মহাশয়ের বাড়ীতে ডাকাতি হয়। লাহিড়ী মহাশয় সেই সময় শিষ্য বাড়ীতে ছিলেন। বাড়ীতে তাঁহার স্ত্রী সরোজিনী দেবী ও একটী চাকরাণী ছিল। দুর্ব্বৃত্তগণের মধ্যে ৪ জন বাড়ীতে ঢুকিয়া ঘরের চৌকাট কাটিয়া সরাইয়া ফেলিলে সরোজিনী দেবী ঘর হইতে বাহিরে আসেন এবং হজন তাঁহার গলার হার ছিনাইয়া লয়। অন্যান্যেরা ঘরের ভিতরকার বাক্স, সুটকেশ, আলমারী প্রভৃতি সরাইতে আরম্ভ করে। ইতিমধ্যে গণ্ডগোলে গ্রামের লোকজন আসিবার পূর্ব্বেই ডাকাতের দল জিনিষপত্র লইয়া সরিয়া পড়ে। পুলিশ যথাসময়ে ঘটনার তদন্তে আরম্ভ করে এবং কেফাজদ্দিন, আব্বাচ আকন্দ, মাহিম, শুকুর মামুদ সুন্দরী বেওয়া (শুকুর মামুদের স্ত্রী), আবেদালী সহর ও বাবুকে বিচারার্থ চালান দেয়। প্রাথমিক বিচার শেষ হইবার পর আসামীগণ দায়রায় সোপর্দ্দ হয়। জজ সাহেব বিচার শেষ করিয়া প্রথমোক্ত তিনজন আসামীকে ফৌঃ দঃ বিঃ ৩৯২ ধারামতে দুই বৎসরের সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিয়া অবশিষ্ট আসামীগণকে বে-কসুর খালাস দিয়াছেন।

মুক্তিলাভ

শ্রীযুত পঞ্চানন বসু ভুপেন্দ্রচন্দ্র বসু এবং কার্ত্তিকচন্দ্র ভৌমিক মঙ্গলবার দিন পূর্ণ দণ্ড ভোগান্তে হিজলি জেল হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছেন। গত ২২শে আগষ্ট তারিখ আরামবাগে তাঁহাদের প্রতি জনরক্ষা আইন অনুসারে ৩ মাস করিয়া কারাদণ্ডের আদেশ হইয়াছিল। পঞ্চানন বাবু একটু দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছেন।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক
— পারমার্থিক পত্র —
শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশ
তনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনম্,
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং
প্রেমা পুমর্থো মহান্,
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং
তত্রাদরো নঃ পরঃ॥

৮ম বর্ষ } ২৩ কেশব গৌরাব্দ ৪৪৭, ৯ই অগ্রহায়ণ বঙ্গাব্দ ১৩৪০, ২৫শে নভেম্বর ইং ১৯৩৩, শনিবার } ২২৩ তম সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

গত ১৯শে নভেম্বর রবিবার শ্রীল জগবন্ধু ভক্তিরঞ্জন মহোদয়ের তৃতীয়-বার্ষিকী স্মৃতি-সভায় প্রেসিডেন্সী কলেজের অধ্যাপক ডাঃ শ্রীযুক্ত পঞ্চানন নিয়োগী পি-এইচ্-ডি, সি-এস্-সি মহোদয় যে সংক্ষিপ্ত-সার বক্তৃতা প্রদান করিয়াছিলেন তাহা আমরা গত কল্য প্রকাশ করিয়াছি। অধ্যাপক মহোদয়ের পর উক্ত সভায় সভাপতি বঙ্গ-গবর্ণমেণ্টের মাননীয় মন্ত্রী স্যার বিজয়প্রসাদ সিংহ রায় মহোদয় যে অভিভাষণ প্রদান করিয়াছেন তাহা অদ্য ৫ম পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হইতেছে। সভাপতি মহাশয়ের অভিভাষণের পর তাঁহাকে ও উপস্থিত ভদ্রমণ্ডলীকে ধন্যবাদ-প্রদান-মুখে গৌড়ীয়-সঙ্ঘপতি মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ অতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী, ভক্তিসারঙ্গ মহোদয় ইংরেজী ভাষায় একটী সারগর্ভ বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন। সভায় উপস্থিত ব্যক্তিগণের মধ্যে বঙ্গভাষা-অনভিজ্ঞ কতিপয় ব্যক্তি ছিলেন বলিয়াই তিনি ইংরেজীতে বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন। তাঁহার বক্তৃতায় বৈষ্ণবের মাহাত্ম্য, বৈষ্ণব-পূজার প্রয়োজনীয়তা, কর্ম্মফলবাধ্য জনগণের স্মৃতিপূজা ও বৈষ্ণবের স্মৃতিপূজার পার্থক্য, ভক্তিরঞ্জন প্রভুর আদর্শ-সেবা প্রভৃতি বিষয়গুলি অল্প কথায় অতি সুন্দররূপে ব্যক্ত হইয়াছে। মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় অসুস্থ-থাকা-সত্ত্বেও সভায় যোগদান করিয়া সভাপতির আসন গ্রহণপূর্ব্বক স্বধাম-গত ভক্তিরঞ্জন মহোদয়ের প্রতি যে শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিয়াছেন তাহা বাস্তবিকই প্রশংসনীয়। ইহার জন্য ভক্তিসারঙ্গ প্রভু মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে বিশেষ ধন্যবাদ প্রদান করিয়াছেন।

পাটনা-সৎশিক্ষা-প্রদর্শনী পূর্ণোদ্যমে চলিতেছে। প্রত্যহই তৎপূর্ব্ব-দিবস অপেক্ষা লোক-সংখ্যা বেশী হইতেছে। প্রদর্শনীর বিষয়সমূহের দিগ্‌দর্শন ইংরেজী ও হিন্দি-ভাষায় মুদ্রিত গ্রন্থে প্রকাশিত হইয়াছে। আমরা আগামী সংখ্যায় বঙ্গভাষায় তাহা প্রকাশ করিব। হিন্দি, ইংরেজী ও বঙ্গ-ভাষায় অভিজ্ঞ গৌড়ীয়মঠ-সেবকগণ দর্শনার্থি-গণের নিকট সর্ব্বদাই শিক্ষিতব্য বিষয়গুলি অতি সুন্দররূপে ব্যাখ্যা করিতেছেন। মহিলা ও ভদ্রমহোদয়গণের জন্য পৃথক্ পৃথক্ পথ থাকায় অতি সুশৃঙ্খলরূপে কার্য্যাদি চলিতেছে। 'বৈদ্যুতিক' আলোকমালায় প্রদর্শনীক্ষেত্র অতি মনোরমভাবে সজ্জিত হইয়াছে।

অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিপ্রদীপ বোধায়ন মহারাজ ও বিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার অন্যতম সম্পাদক মহোপদেশক শ্রীপাদ অতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী ভক্তিসারঙ্গ মহোদয় গত ২১শে নভেম্বর মঙ্গলবার কলিকাতা হইতে পাটনা শুভবিজয় করিয়াছেন। সৎশিক্ষা প্রদর্শনীতে যে-সকল শিক্ষা প্রদর্শিত হইয়াছে তাঁহারা তাহা যাত্রিগণের নিকট ব্যাখ্যা করিবেন। ভক্তিসারঙ্গ মহোদয় শীঘ্রই কাশীতে প্রদর্শনী-উন্মোচনের আয়োজন করিবেন। আচার্য্য শ্রীপাদ পরমানন্দ ব্রহ্মচারী বিদ্যারত্ন ও উপদেশক শ্রীপাদ হয়গ্রীব ব্রহ্মচারী মহাশয়েরও ঐ কার্য্যের জন্য পাটনা হইতে কাশীতে যাইবার কথা। কাশীতে প্রদর্শনী শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গেই যাহাতে এলাহাবাদেও সৎশিক্ষা-প্রদর্শনীর দ্বারোদ্‌বোধন হইতে পারে তাহার আয়োজনও হইতেছে। এইপ্রকার কৃষ্ণভক্তিপ্রচারের উদ্যম সর্ব্বত্র দৃষ্ট হইলে কাহার না আনন্দ হয়?

গত ২২শে নভেম্বর বুধবার পঞ্চমী তিথিতে ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট্ বোর্ডিংএর ছাত্রবৃন্দের সাপ্তাহিক অধিবেশনে শ্রীপাদ গুরুবিলাস দাসাধিকারী ভক্তিশাস্ত্রী মহাশয় শ্রীচৈতন্যভাগবত অন্ত্যখণ্ড পঞ্চম অধ্যায় হইতে শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ-মাহাত্ম্য কিছু পাঠ ও ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

নবদ্বীপবাসী জনৈক ব্রাহ্মণ-কুমার দস্যু-দলের সেনাপতি ছিলেন। ঐ দস্যুদলপতি শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর শ্রীঅঙ্গস্থ মণিমুক্তা-নির্ম্মিত অলঙ্কারাদি হরণোদ্দেশ্যে গোপনে তাঁহার পশ্চাদ্‌গমন করিতে লাগিল। শ্রীশ্রীনিত্যানন্দপ্রভু হিরণ্য পণ্ডিতের গৃহে একাকী বাস করিতেছেন জানিতে পারিয়া উক্ত দস্যু-সেনাপতি অন্যান্য দস্যুগণের সহিত নিশাভাগে অস্ত্রশস্ত্র লইয়া হিরণ্য-পণ্ডিতের গৃহের নিকট অপেক্ষা করিতে লাগিল এবং শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর শ্রীঅঙ্গের কোন্ অলঙ্কারটী কে গ্রহণ করিবে তদ্বিষয় পূর্ব্বেই সঙ্কল্প করিতে লাগিল; কিন্তু শ্রীপাদ নিত্যানন্দ প্রভুর ইচ্ছায় দস্যুগণ অতি সত্বরেই নিদ্রার ক্রোড়ে ঢলিয়া পড়িল। এই অবস্থায় রাত্রি প্রভাত হইল। তখন দস্যুগণ কাকের রবে জাগরিত হইয়া আস্তে ব্যস্তে কোনওরূপে অস্ত্রশস্ত্র কোথাও লুকাইয়া রাখিয়া নিজ নিজ স্থানে চলিয়া গেল ও পরস্পর দোষারোপ করিতে লাগিল।

দ্বিতীয়-দিন দস্যুগণ মদ্যমাংসদ্বারা মহা-আড়ম্বরে চণ্ডীর পূজা করিয়া নানাবিধ অস্ত্র-শস্ত্রের সহিত কবচ পরিধান পূর্ব্বক মহা-নিশায় নিত্যানন্দ প্রভুর বাসস্থানের চারিদিক ঘিরিয়া ফেলিল। কিন্তু তাহারা নিত্যানন্দ-বাসস্থানের চতুর্দ্দিকে অনুক্ষণ হরিনামগ্রহণ-কারী অসংখ্য অস্ত্রধারী প্রচণ্ডমূর্ত্তি পদাতিকের অবস্থান দেখিয়া মহা-আশ্চর্য্যান্বিত হইল ও পরস্পর নানাপ্রকার বিতর্ক করিতে করিতে সে-দিবস তাহাদের কার্য্য-সাফল্যের আশা নাই মনে করিয়া স্থান পরিত্যাগ করিল।

তৃতীয়-দিন মহাঘোর-নিশাযোগে উক্ত দস্যুগণ শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর বাসস্থানে প্রবিষ্ট হইবামাত্র সকলেই অন্ধত্ব প্রাপ্ত হইয়া পরস্পর জড়াজড়ি করিতে করিতে গর্ত্তে ও কণ্টকপূর্ণ স্থানে নিপতিত হইল। এমন সময় ইন্দ্রদেব মহাঝড়বৃষ্টি আরম্ভ করিলেন, সুতরাং দস্যুগণের আর দুর্ভাগ্যের সীমা রহিল না।

উক্ত ঘটনার পর দস্যুসেনাপতি ব্রাহ্মণ-তনয়ের মনে হঠাৎ নির্ব্বেদ উপস্থিত হইল, এবং সে স্বীয় কার্য্যের জন্য অনুশোচনা করিতে করিতে শ্রীনিত্যানন্দচরণে শরণ গ্রহণ পূর্ব্বক নিজ উদ্ধার প্রার্থনা করিতে লাগিল। অদোষদর্শী নিতাইচাঁদ দস্যু-সেনাপতিকে স্বতন্ত্রতার অপব্যবহার দ্বারা পুনরায় অসৎকার্য্যে লিপ্ত হইতে নিষেধ করিয়া তাহাকে কৃপা করিলেন। তাহার দ্বারা আবার অন্যান্য দস্যুগণেরও উদ্ধার হইল। এই প্রকারে শ্রীপাদ নিত্যানন্দ প্রভু বিবিধ উপায়ে স্বীয় করুণারশ্মি পাষণ্ডগণের উপর নিক্ষেপ করিয়া তাহা-দিগকে বহির্ম্মুখতা হইতে উদ্ধার করিয়াছেন। অভিন্ন-নিতাইচাঁদ শ্রীগুরুপাদপদ্মের শরণ গ্রহণ করিলে আর দুঃখকষ্টপ্রদ সংসারে আবদ্ধ হইতে ও পুনঃপুনঃ মাতৃকুক্ষিতে গমন করিতে হয় না।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

২৩ কেশব অবায় ক্ষীরোদশায়ী

সমন্বয় ও সৎসাহস

আরব্য উপন্যাসের গল্পগুলি সাধারণ ব্যক্তিগণকে বিস্ময় অভিভূত করে, কিন্তু সজ্জনগণের নিকট তাহা অপেক্ষা কোটি-গুণে অধিক বিস্ময়কর—মনোধর্ম্মের নবীন-নেশার প্রলাপোক্তিমালা। এই উক্তিসমূহ আপাত-দর্শনের অমৃত দ্বারা এমন সুন্দর-রূপে বার্নিশ করা যে, তদ্দর্শনে বার্নিশকারীর কলা-বিদ্যার প্রশংসা না করিয়া থাকা যায় না। এই শ্রেণীর বার্নিশকারিগণের কাপট্য-গিরি উল্লঙ্ঘন করা সাধারণ ব্যক্তিগণের কার্য নহে। মনোধর্ম্মজীবি-সম্প্রদায় 'মনের মত' কথা পাইয়া এরূপভাবে আকৃষ্ট হন যে, তাঁহাদের কোনও প্রকৃত হিতৈষী তাঁহাদের প্রকৃত উপকারের কোনও কথা বলিলে তাঁহারা তৎপ্রতি খড়্গহস্ত হন। শাস্ত্রে এতৎসম্বন্ধে অনেক উদাহরণ আছে; তন্মধ্যে মাত্র একটী নিম্নে প্রদত্ত হইল।

একদা দেবরাজ ইন্দ্র গুরুপত্নীর প্রতি ভোগ দৃষ্টিপাতের ফলে মর্ত্ত্যধামে শূকর-যোনি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। শূকরীর সঙ্গ-ক্রমে তাঁহার কয়েকটী তনয়-তনয়া জন্মগ্রহণ করে। তিনি শূকরী ও শিশু-সন্তানাদি সহ পরমানন্দ-মনে বিষ্ঠা ভোজনাদি করিয়া ভ্রমণাদি করিতেন। তাঁহার ঐপ্রকার-দুর্দ্দশা-দর্শনে আমাদের আদি-গুরু ব্রহ্মার হৃদয়ে করুণার উদয় হইল। প্রকৃত পর-দুঃখ-দুঃখী শ্রীব্রহ্মা শূকরদেহ-প্রাপ্ত ইন্দ্রের সমীপে গমন করিয়া তাঁহার অধোগতির কথা তাঁহাকে স্মরণ করাইয়া দিলেন এবং যাহাতে ইন্দ্র বিষ্ঠাভোজনাদি কার্য্য ও শূকর-দেহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক ভগবদ্ভজনদ্বারা জীবন সার্থক করিতে পারেন তজ্জন্য অনেক উপদেশ করিলেন। ফল—প্রথমমুখে "উল্টা বুঝলি রাম" হইয়া গেল। শূকর-দেহধারী ইন্দ্র গর্জ্জন করিতে করিতে ব্রহ্মাকে আক্রমণ করিতে প্রধাবিত হইল। কিন্তু করুণার্দ্র হৃদয় বৈষ্ণববর ব্রহ্মা তাহাতে কিছুমাত্র ভীত না হইয়া ইন্দ্রের উপকারো-পায় চিন্তা করিতে লাগিলেন। ব্রহ্মা তখন শূকর-রূপী ইন্দ্রের আসক্তির সামগ্রী সন্তান-গুলির ভব-লীলার সাঙ্গ করিয়া দিলেন; তাহাতে শূকর-শূকরীর উভয়েরই অতিশয় ক্রোধ হইল। ক্রোধে অন্ধ হইয়া উভয়েই ব্রহ্মাকে পুনরায় ভীষণ-বেগে আক্রমণ করিতে ছুটিল। এইবার শ্রীব্রহ্মা শূকরীর দেহ হইতে আত্মাকে বিচ্ছিন্ন করিলেন। আসক্তির সামগ্রীসমূহ সকলই অপগত হইয়াছে দেখিয়া এইবার ইন্দ্রের চৈতন্যোদয় হইল। তিনি শ্রীব্রহ্মার পাদপদ্মে প্রণত হইয়া করুণা ভিক্ষা করিলেন এবং তাঁহার কৃপায় আত্মমঙ্গল-লাভে সমর্থ হইলেন।

উপরি-উক্ত উপাখ্যানে আমরা হিতোপ-দেশের—

"পয়ঃপানং ভুজঙ্গানাং কেবলং বিষবর্দ্ধনম্।
উপদেশো হি মূর্খানাং প্রকোপায়
ন শান্তয়ে॥"

—এই উপদেশটী অতি সুন্দররূপে দেখিতে পাইলাম। আর দেখিতে পাইলাম, জগতের সাধারণ মানবগণ কাহারও উপ-কার করিতে যাইয়া তাহার বিরুদ্ধাচরণ লক্ষ্য করিলে তাহার উপকার না করিয়া তাহার প্রতি বিদ্বেষ ও শত্রুভাব পোষণ করিলেও পতিতপাবন বৈষ্ণবগণ যাহার উপ-কার করিতে যাইতেছেন, সেই ব্যক্তি তাঁহাদের বিরুদ্ধাচরণ করিলেও তাঁহারা উক্ত ব্যক্তির অমঙ্গল কামনা ত' করেনই না, পক্ষান্তরে নিজেরা নানাপ্রকার লাঞ্ছনাগঞ্জনাদি সহ্য করিয়াও তাহার উপকারই করিয়া থাকেন। উপকার করিবার নামে তাঁহারা জগতের জনগণের বহির্ম্মুখতার ইন্ধন আনিয়া দেন না। ব্রহ্মা শূকরদেহ-প্রাপ্ত ইন্দ্রের ভোগবৃত্তি বৃদ্ধি করিবার জন্য আর একটী শূকরী সংগ্রহ করিয়া আনিয়া দেন নাই, বরং যে ভোগের সামগ্রীটী তাঁহার (ইন্দ্রের) পরমার্থ-পথে অগ্রসরে বাধা দিতেছিল, তাহা সরাইয়া দিয়া ইন্দ্রের প্রকৃত মঙ্গলই সাধন করিলেন। জগদ্গুরু পতিত-পাবন শ্রীপাদ নিত্যানন্দ প্রভুকে জগাই-মাধাই আক্রমণ করিলে তিনি উহাদের মনস্তুষ্টিদ্বারা আত্মরক্ষার্থ মদিরা-পানের বহু-মানন করেন নাই, পক্ষান্তরে মাধাইদ্বারা প্রহৃত হইয়াও তাহার (মাধাইয়ের) প্রকৃত মঙ্গলোপায়ই চিন্তা করিয়াছেন এবং তন্নিমিত্তই জগাই-মাধাইকে শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের পাদপদ্ম আশ্রয় করিতে অনুরোধ করিয়াছেন।

বর্ত্তমান সময়ে মুড়ি-মিছরী-সমন্বয়প্রয়াসী জনগণ ধর্ম্মের সজ্জা গ্রহণ করিয়া মধুর-ভাষের কপটতাদ্বারা জগতে যে হলাহল ছড়াইয়া দিতেছেন, তাহা হইতে সর্ব্ব-সাধারণকে রক্ষাকল্পে গৌড়ীয়-সম্পাদক মহোদয় আচার্য্যবাণীর অকাট্য-যুক্তিরূপ ভিত্তির উপর "সাম্প্রদায়িকতা ও সমন্বয়" শীর্ষক একটী প্রবন্ধ-হর্ম্ম্য রচনা করিতেছেন। গৌড়ীয়-পত্রিকায় তাহার কিয়দংশ দেখি-য়াই কোন কোন মনোধর্ম্মী আর্ত্তনাদ আরম্ভ করিয়াছেন, শুনা যায় পাছে মনো-ধর্ম্মের মনোরম ভোগবাড়ী হইতে আত্ম-রক্ষার জন্য চেষ্টা হয়, ইহাই তাঁহাদের ভয়। শুনা যায়, তাঁহাদের কেহ কেহ নাকি "It is better to reign in hell than serve in Heaven" এই বাক্যের এক-নিষ্ঠ সেবকসূত্রে ব্রহ্মার প্রথম উপদেশে শূকরদেহপ্রাপ্ত ইন্দ্র যে বীরত্ব (!) প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তাহারই দ্বিতীয় অভিনয় করিতে প্রস্তুত হইয়াছেন। কিন্তু

শ্রীমুরারি গুপ্ত

[৫]

উপসংহার

ভগবানের নাম, গুণ ও কীর্ত্তি শ্রবণ করিলে মানবের আধ্যক্ষিক-বিচার-প্রণালী বিনষ্ট হয়। যে-সকল ব্যক্তি প্রাপঞ্চিক বিচার লইয়া প্রত্যক্ষ প্রভৃতি অচিৎ-সর্গের ব্যাপারের ফল্গুত্ব উপলব্ধি করত হরিসম্বন্ধিনী লীলাকেও নশ্বর বস্তুর অকিঞ্চিৎকরতার সহিত সমজ্ঞান করেন, সেই সকল অনভিজ্ঞ অভিমানী মায়া-পাশবদ্ধ অধ্যাপক-নাম-ধারী জনগণ পাপে প্রবৃত্ত হইয়া অপরাধ করেন।

———

যে ভাগবত-শ্রবণ-রঙ্গে মহাদেব ভবানী-ভর্ত্তৃত্ব প্রভৃতি অভিমান পরিত্যাগপূর্ব্বক দিগ্‌বসন গ্রহণ করেন, যাঁহার নিত্য-কীর্ত্তিসমূহ অনন্ত-শক্তিমান্ মহীধর অনন্তদেব নিরন্তর গান করেন, শুক নারদাদি সংসার-মুক্ত মহাভাগবতগণ যাঁহার গুণ-গান-শ্রবণে প্রাপঞ্চিক কঠিন-বিধি প্রক্ষেপ করিয়া ভগবৎ-প্রেমে উন্মত্ত, চতুর্দ্ধা বেদ যাঁহার যশের মহত্ত্ব-বর্ণনে সর্ব্বদা ব্যস্ত, সেই সকল গুরুবর্গের ও শুদ্ধ-জ্ঞানের যাহারা বিরোধী, তাহারা কখনই প্রপঞ্চে ভগবানের অবতরণ-বিষয় সুষ্ঠুরূপে বুঝিতে পারে না।

———

মুরারিকে পূর্ব্বোক্ত সকল কথা বলিবার পরই মহাপ্রভু বাহ্যদশা প্রাপ্ত হইলেন এবং স্নেহে তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন—

"সত্য তুমি মুরারি আমার শুদ্ধ-দাস।
তুমি সে জানিলা নিত্যানন্দের প্রকাশ॥
নিত্যানন্দে যাহার তিলেক দ্বেষ রহে।
দাস হইলেও সেই মোর প্রিয় নহে॥

———

অতঃপর শ্রীমুরারি মহাপ্রভুর আদেশ-ক্রমে বাড়ী গেলেন এবং ভাবাবিষ্ট-চিত্তে পত্নীকে অন্ন আনিতে আদেশ করিলেন। তিনি অন্ন আনিলে শ্রীমুরারি পাত্র হইতে গ্রাস গ্রাস অন্ন লইয়া কৃষ্ণোদ্দেশে অর্পণ করত তাহা ভূমিতে নিক্ষেপ করিতে লাগি-লেন। শ্রীমুরারির এই-লীলা-দর্শনে মাদৃশ আমরা বলি, কোনও প্রকার পাশবিক অত্যাচার একনিষ্ঠ গুরুসেবককে তাঁহার সঙ্কল্পিত সেবা-ধর্ম্ম হইতে বিচ্যুত করিতে পারিবে না, তিনি শ্রীগুরুকৃপাবল সম্বল করিয়া জগদ্বাসীর হিতার্থে অভিযান করি-বেনই। শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর যে 'খড়-জাঠিয়া'-যুক্তির কুফল চক্ষে আঙ্গুল দিয়া প্রদর্শন করিয়াছেন, গৌরভক্তগণ সেই কুযুক্তি-জাত চিজ্জড় সমন্বয়বাদের সমাধির উপর চিদ্রাজ্যের সৌধ নির্ম্মাণদ্বারা জগদ্বাসীর উপকার করিবেনই।

মায়াবদ্ধ জীব তাঁহাকে বিকৃত-মস্তিষ্ক বই আর কি বলিবে? কিন্তু "ভক্তের হৃদয়ে সদা গোবিন্দের বিশ্রাম।" ভক্তের লীলা মায়া-বদ্ধ জনগণ না বুঝিলেও তাঁহার জগন্নাথ গোবিন্দ তাঁহার সেবকের প্রেম-সেবা সর্ব্বদাই অঙ্গীকার করিয়া থাকেন। এই বিষয়টী শ্রীগৌরসুন্দর আমাদিগকে শিক্ষা দিয়াছেন। যে-দিন মুরারি শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশে ঐপ্রকারে অন্ন ভূমিতে ফেলিলেন, তাহার পরদিন প্রত্যূষে শ্রীগৌরসুন্দর তাঁহার গৃহে আসিয়া বলিলেন যে, তিনি ভক্তের দ্রব্য কখনও অঙ্গীকার না করিয়া পারেন না; শ্রীমুরারি তৎপূর্ব্ব-দিবস তাঁহাকে (মহাপ্রভুকে) এত অন্ন ভোজন করাইয়া-ছেন যে, তদ্‌ভোজন-ফলে মহাপ্রভুর অজীর্ণ হইয়াছে। এই কথা বলিয়াই তিনি অজীর্ণ উপশমের নিমিত্ত মুরারির জলপাত্র হইতে স্বয়ংই জল গ্রহণ করিলেন এবং জানাইলেন যে, ঐ জলপানের সঙ্গে সঙ্গে অজীর্ণ উপশম হইয়াছে। মহাপ্রভুর করুণা লক্ষ্য করিয়া মুরারি প্রেমে মূর্চ্ছিত হইলেন এবং তাঁহার আত্মীয়বর্গ প্রেমাবেশে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন।

———

একদিন মহাপ্রভু শ্রীবাস-গৃহে হুঙ্কার পূর্ব্বক চতুর্ভুজ-মূর্ত্তি ধারণ করিয়া 'গরুড়' 'গরুড়' বলিয়া ডাকিতে থাকিলেন। শ্রীমুরারি তখন 'গরুড়'-ভাবে আবিষ্ট হইয়া প্রভু-সমীপে উপস্থিত হইলেন এবং নিজেকে গরুড় বলিয়া পরিচয় প্রদান করিলেন। তিনি দ্বাপর-যুগে 'গরুড়'-রূপে মহাপ্রভুর যে-সেবা করিয়াছেন তাহা জানাইয়া মহাপ্রভুকে তাঁহার স্কন্ধে আরোহণ করিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। শ্রীগৌরসুন্দর মুরারির স্কন্ধে আরোহণ করিলে শ্রীমুরারি স্বীয় প্রভু-সহ অঙ্গনে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে ভক্তগণ আনন্দে 'জয়ধ্বনি' করিয়া উঠিলেন এবং শত মুখে মুরারির ভাগ্যের প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

———

আর একদিন শ্রীমুরারি শ্রীমন্মহাপ্রভুর লীলা-সঙ্গোপনের পূর্ব্বেই নিজ-দেহ-রক্ষার সঙ্কল্প করিয়া একখানি শাণিত অস্ত্র নিজ-গৃহে লুকাইয়া রাখিলেন। অন্তর্যামী মহা-প্রভুর নিকট তাহা গোপন থাকিল না। তিনি মুরারিকে তাঁহার সঙ্কল্পের কথা বলিয়া তাঁহার বিস্ময় উৎপাদন করিলেন। মুরারি কথাটী চাপা দিবার চেষ্টা করিলেও পারিলেন না। মহাপ্রভু মুরারিকে ঐ প্রকার কার্য্য করিতে নিষেধ করিলেন। মুরারি মহাপ্রভুর আজ্ঞা পালন না করিয়া পারেন না; সুতরাং তাঁহাকে ঐ সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিতে হইল।

———

শ্রীমুরারি-গুপ্তের দাসগণের ভাগ্যের প্রশংসা করিয়া শ্রীগৌরাঙ্গলীলার ব্যাস ঠাকুর শ্রীল বৃন্দাবন দাস গোস্বামী বলিতেছেন—

ক্রমশঃ

মুরারি গুপ্তের দাসে যে-প্রসাদ পাইল।
সেই নদীয়ায় ভট্টাচার্য্য না দেখিল॥
বিদ্যা-ধন-প্রতিষ্ঠায় কিছুই না করে।
বৈষ্ণবের প্রসাদে সে ভক্তিফল ধরে॥
যে-সে কেনে নহে বৈষ্ণবের দাসী-দাস।
'সর্ব্বোত্তম' সেই—এই বেদের প্রকাশ॥

শ্রীমুরারি-গুপ্তের দাসানুদাসগণ আমাদিগকে হরি-গুরু-বৈষ্ণব-সেবার নৈরন্তর্য্যের নিমিত্ত আশীর্ব্বাদ করুন।

সভাপতির অভিভাষণ

[কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠে ভক্তিরঞ্জন-স্মৃতি-সভায় গত ১৯শে নভেম্বর অধ্যাপক ডক্টর নিয়োগীর পর সভাপতি মাননীয় স্যার বিজয়প্রসাদ সিংহ রায় কেটি মহোদয় নিম্নলিখিত অভিভাষণটী প্রদান করেন]

সমবেত ভদ্রমণ্ডলি ও ভক্তবৃন্দ,

আজকের এই বিরহ-স্মৃতিসভায় আপনারা যে আমাকে পৌরহিত্য করার সুযোগ দি'য়েছেন সেজন্য আপনাদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমি যে এ সম্মানের একান্ত অযোগ্য তা' আমি যতটা জানি বোধ হয় ততটা আর কেহ জানেন না। তবুও যখন আপনাদের সাদর নিমন্ত্রণ এল তখন তা মাথা পেতেই নিলুম। আপনাদের মঠায়তনের নামটা শুনেই স্বতঃই আমার অন্তর সেই পুণ্যশ্লোক পরমভক্ত দানবীর পরলোকগত জগবন্ধু—যাঁর পুণ্যস্মৃতি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত—তাঁ'র উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধায় ও সম্ভ্রমে নত হ'ল। তাই আজকার এই স্মৃতিবাসরে সেই মহাপুরুষের উদ্দেশ্যে আপনাদের সঙ্গে সমবেতভাবে অর্ঘ্য-অঞ্জলি দেবার সুযোগ পেয়ে নিজেকে কৃতার্থ মনে করছি।

শ্রীজগবন্ধু আমাদের এই বাঙ্গলাদেশের এক নিভৃত পল্লীতে দরিদ্রপরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। জীবন-প্রভাতেই তিনি সাংসারিক সুখস্বাচ্ছন্দ্যের মধ্যে মানুষ হ'বার সুযোগ পান নাই, কঠোর জীবন-সংগ্রামে তাঁ'কে বীরের মত যুদ্ধ ক'রে দাঁড়াতে হ'য়েছিল। উত্তরকালে ভাগ্যলক্ষ্মী তাঁ'র ললাটে জয়তিলক পরিয়েছিলেন। কিন্তু যে ভক্তিপ্রস্রবণ এই মহাপুরুষের অন্তরকে চিরদিন সিঞ্চিত ক'রেছিল সে-উৎসের রসধারা তাঁ'র ললাটে জয়তিলক অপেক্ষাও মহত্তর ভক্তি-তিলক অঙ্কিত ক'রে গেছে। লক্ষ্মীর জয়তিলক সংসারে অনেকের ভাগ্যে ঘটে, কিন্তু ভক্তির জয়তিলক পা বার সৌভাগ্য ক'জনের হয়? তাই আজ তিনি আমাদের সকলের নমস্য—মরজগতে জন্মগ্রহণ ক'রেও আজ তিনি অমর।

আপনারা জানেন, শ্রীচৈতন্যপ্রভুর জীবনকালে আমাদের দেশে কিরূপ প্রেমের বন্যা হ'য়েছিল—সমগ্র দেশে নামসংকীর্ত্তনে মেতে উঠেছিল। ভগবান্ প্রেমময়, তাঁ'র নামকীর্ত্তনে জীবের আনুসঙ্গিকভাবে সকল দুঃখ, সকল কষ্ট দূর হয়—আর ভগবানে প্রেম হয়,—এই ছিল তাঁর বাণী। আমাদের দেশের অন্তরে এ বাণী যে কতটা প্রভাব বিস্তার ক'রেছিল ইতিহাস তার সাক্ষ্য দেবে; কিন্তু কালের পরিবর্ত্তনে নানাকারণে শ্রীচৈতন্যের এই বাণীর প্রভাব আমাদের গৌড়দেশে ক্রমশঃ শিথিল হ'য়ে পড়ে। অনেককাল ধ'রে এই নির্ম্মল প্রেমের ধর্ম্ম দেশের মধ্যে নানাকারণে কোন প্রাণের স্পন্দন আনে নাই; কিন্তু আজকাল আমরা দেখ্‌তে পাচ্ছি, এই প্রেমের ধর্ম্ম আবার জনসাধারণের মধ্যে প্রবেশ লাভ ক'রছে, মহাপ্রভুর প্রেমের বাণী আবার আমাদের দেশবাসীর অন্তরে সাড়া দিচ্ছে। তাই আজ সমগ্র দেশে একটা নূতন আশা জেগেছে।

সর্ব্বদেশে ও সর্ব্বকালে সাধারণ মানুষের মধ্যেই ধার্ম্মিক লোকের আবির্ভাব হ'য়েছে। ধন, মান ও যশের গৌরব তাঁ'দের উপর বিন্দুমাত্র প্রভাব বিস্তার ক'রতে পারেনি। তাঁ'দের লক্ষ্য ধ্রুবতারার মত স্থির রেখে তাঁ'রা সংসারপথে অগ্রসর হ'য়েছেন, কোন প্রলোভনেই তাঁরা লক্ষ্যভ্রষ্ট হন নি। তাঁদের জীবনের আদর্শ সমগ্র জাতিকে সত্যের ও কল্যাণের পথে চালিত ক'রেছে। আজ আমরা যাঁ'র স্মৃতি-তর্পণ কর্‌তে সমবেত হ'য়েছি, তিনিও এই শ্রেণীর মানুষ ছিলেন। ভগবানের নামগান তাঁ'র অন্তরে যে কি প্রেরণা এনেছিল তা আপনারা জানেন। তিনি সেই পরমপুরুষের প্রেমে বিভোর ছিলেন, তাই তাঁর কর্ম্মবহুল জীবনের সঞ্চিত বিত্ত সমস্তই সেই প্রেমময় ঠাকুরের চরণে অর্পণ ক'রে গেছেন। গৌড়ীয়মঠের এই বিরাট্ প্রতিষ্ঠান আজ তাঁর ভক্তির পরিচয় দিচ্ছে।

বৈকুণ্ঠগত জগবন্ধু সংসারী হ'য়েও নিরাসক্ত—হরিসেবাসক্ত পুরুষ ছিলেন। সর্ব্বস্ব তিনি তাঁ'র প্রেমময়ের পায়ে উৎসর্গ ক'রেছিলেন—নিজের বল্‌তে তাঁর কিছুই ছিল না। তিনি বলতেন—সবই তাঁর দেবতার, তিনি শুধু রক্ষক মাত্র।

যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ।
যত্তপস্যসি কৌন্তেয় তৎ কুরুষ্ব মদর্পণম্॥

—গীতার এই ভগবদ্বাক্য তাঁ'র জীবনে অক্ষরে অক্ষরে ফ'লেছিল।

তাঁ'র ভক্তি ছিল অহৈতুকী। "ধনং দেহি, যশো দেহি" প্রভৃতি তাঁ'র মোটেই ছিল না—যদিও ধন এবং যশঃ দুইই তাঁর ভাগ্যে জুটেছিল। জীবন-সায়াহ্নে তিনি ভক্তিরসেই ডুবেছিলেন। রামায়ণে গুহকরাজ ব'লেছেন—

ন হি রামাৎ প্রিয়তরো মমাস্তি ভুবি কশ্চন।

তিনিও বল্‌তেন—

ন হি কৃষ্ণাৎ প্রিয়তরো মমাস্তি ভুবি কশ্চন।

এবং তাঁর এই কথা তাঁর জীবনে মূর্ত্ত হ'য়ে উঠেছিল।

পদ্যাবলীতে আছে, নামসংকীর্ত্তনে চিত্ত-দর্পণ মার্জ্জিত হয়, চিত্তের সমস্ত কলঙ্ক দূর হয়, বিষয় বাসনা নির্ব্বাপিত হয়, চন্দ্রের জ্যোৎস্নায় কুমুদ যেমন ফুটে ওঠে শ্রীকৃষ্ণ-সংকীর্ত্তনে তেমনি আনন্দ প্রস্ফুটিত হয়। সত্যিকারের রস আস্বাদন করার একমাত্র উপায় এই—নামসংকীর্ত্তন, যা ভক্তকে সেবা-তন্ময় করে। শ্রীজগবন্ধু তাঁ'র জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত এই নামরসেই ডুবে ছিলেন। মৃত্যুবিভীষিকা তাঁ'কে এই আনন্দরস থেকে এক মুহূর্ত্তও বঞ্চিত করতে পারে নি।

তৃণাদপি সুনীচেন তরোরপি সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ॥

—শ্রীগৌরাঙ্গের এই উপদেশের সার্থকতা তাঁ'র (শ্রীজগবন্ধুর) জীবনে পরিস্ফুট হ'য়ে উঠেছিল।

আজ আমরা সেই পুণ্যাত্মা দানবীরকে আমাদের অন্তরের ভক্তি-পুষ্পাঞ্জলি দিচ্ছি—যিনি তাঁর উপার্জ্জনের সমস্ত অর্থ এই প্রতিষ্ঠানে দান ক'রে গেছেন যে প্রতিষ্ঠান দুঃখ-দৈন্যক্লিষ্ট মানবের অন্তরে ভক্তিরস-ধারা উদ্‌বুদ্ধ ক'রে হৃদয়ে শান্তিবারি সিঞ্চন করছে। গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-ধর্ম্ম বাঙ্গালী জাতির একান্ত নিজস্ব জিনিস। তা'কে বাঁচিয়ে রাখবার জন্য যাঁ'রা অক্লান্ত পরিশ্রম করছেন তাঁ'রা আমাদের শ্রদ্ধার পাত্র এবং তাঁদের প্রতি আমরা চিরকৃতজ্ঞ। যন্ত্রসভ্যতা ও জড়বাদ সমগ্র জগতে যে মানসিক অবস্থার সৃষ্টি করছে তা' থেকে রক্ষা পেতে হ'লে জীবনকে ধর্ম্মের ভিত্তির উপর সংস্থাপন করা ছাড়া অন্য উপায় নাই। গৌড়ীয়মঠ সেই মহৎকার্য্যে ব্রতী হ'য়েছেন। তাঁ'রা ঘরে ঘরে এই ভাবধারা-প্রচারের ভার নিয়েছেন। আশা করি শ্রীজগবন্ধুর এই বিরাট্ দান সমগ্রদেশে গৌড়ীয়মঠের আদর্শ-প্রচারে বিশেষ সহায়তা করবে এবং তাঁ'র দেশবাসী কৃতজ্ঞহৃদয়ে তাঁ'র স্মৃতিপূজা ক'রে ধন্য হ'বে।

আসক্তিরহিত বিষয়ভোগ

[২]

সমুদয় বদ্ধজীবই এই নিয়মে প্রতিনিয়ত ইন্দ্রিয়ের দ্বারা বিষয় হইতে স্বীয়াভীষ্ট-ভোগ অন্বেষণ করিতেছে। ইহাই জীবের বদ্ধ-দশা। বহু সৌভাগ্য-ফলে যখন এই ভোগবাঞ্ছা ক্ষয়োন্মুখ হইয়া ভগবৎসেবা-অভিলাষ কিয়ৎ-পরিমাণে উদিত হয়, তখনই বিষয়াসক্তি কাজে কাজেই খর্ব্ব হইয়া পড়ে। তখন অনাসক্ত হইয়া বিষয়ভোগের অধিকার আরম্ভ হয়। শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাক্যানুযায়ী ইহা পরম সত্য যে, "বিষয়ের স্বভাব হয় মহা অন্ধ। সেই কর্ম্ম করায় যাতে হয় ভববন্ধ॥" কিন্তু বিষয়সুখে বিরতমনা হইয়া ভজন-সাধনের জন্য দেহরক্ষার্থে তদুপযোগী বিষয়সকল স্বীকার করিয়া তাহাতে ভগবৎ-সুখ অন্বেষণ করিলে, তাহা বিষয়-বন্ধনের পরিবর্ত্তে মুক্তিফল প্রদান করে। যে-মনকে জড়ীয় স্ত্রী বা পুরুষাভিমানে অভিভাবিত করত জীব নানাপ্রকার সুখ-দুঃখের ইতিহাস কল্পনা করিয়া মোহে অভিভূত হয়, সেই মনকেই ভগবদ্দাসাভিমানে বিভাবিত করিয়া তদীয় সেবায় নিযুক্ত করিলে, তাহাই অনন্ত মঙ্গল প্রসব করে। যে নেত্র বা শ্রোত্র জড়াভিমানে আবিষ্ট হইয়া, তদুচিত বিষয়ে মোহিত হইয়া নানারূপ অমঙ্গল সৃজন করে, সেই নেত্র, সেই শ্রোত্রই আবার ভগবৎসম্বন্ধযুক্ত হইয়া, লুপ্তপ্রায় সুপ্ত ভগবদ্ভক্তিকে উদ্বোধিত করে। এইরূপ সমস্ত কার্য্যই অবশ্য ঘটনীয়, ইহাই কৃপাময় ভগবানের মঙ্গলময় বিধি। যে-ধর্ম্ম বিষয়ভোগ-বাঞ্ছায় কৃত হইলে অনন্ত বন্ধন সৃজন করিয়া কর্ত্তাকে অনন্তকালেও মুক্ত করিতে পারে না, সেই কর্ম্মই বিষয়-সুখ-চেষ্টাবিরহিত ভগবৎ সুখাভিলাষে কৃত হইলে অতি শীঘ্রই সর্ব্ববন্ধ-বিনাশক হইয়া থাকে। যথা শ্রীমদ্ভাগবতে—

এবং নৃণাং ক্রিয়া-যোগাঃ সর্ব্বে সংসৃতি-হেতবঃ।
ত এবাত্ম-বিনাশায় কল্পন্তে কল্পিতাঃ পরে॥

মনুষ্য সুখাশায় যত কিছু কর্ম্ম করিতেছে, তাহাই তাহার অনন্ত সংসারবন্ধন সৃজন করে। কর্ম্ম না করিয়া দেহধারী কেহই এসংসারে বর্ত্তমান থাকিতে পারে না। অতএব পরতত্ত্বস্বরূপ ভগবানে সেই সমস্ত কল্পিত হইলেই সেই কর্ম্ম সর্ব্ববন্ধ-বিনাশক মোক্ষসাধক হইয়া পড়ে।

জন্মজন্মান্তরার্জ্জিত সুকৃতির পরিপাকে যখন জীবহৃদয় হইতে বিষয়ভোগ-অভিলাষ ক্ষয়োন্মুখ হয় তখন তিনি সাধুগুরু-প্রসাদে ভগবদ্ভজনে প্রবৃত্ত হন। সংসারের যাবতীয় বিষয় পরিত্যাগ করিয়া আহারনিদ্রারহিত হইয়া শুষ্ক বৈরাগ্য করিলেই যে ভগবান্ প্রসন্ন হন, তাহা নহে। দেহ ধারণ করিলেই ভজনের জন্য তাহার পোষণচেষ্টা সকলেরই অবশ্য কর্ত্তব্য, দেহধারণোপযোগী বস্তু সংগ্রহ করিতে হইলে গৃহস্থভক্তের অর্থের আবশ্যক সুতরাং সে-প্রয়োজন-সাধনেও অনেক বিষয়-কার্য্য ঘটে। তদ্ব্যতীত জীবের ইন্দ্রিয়-নিচয় অবিরতই বিষয়ে ধাবমান।

শুদ্ধভক্তি গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। ভাষ্যসহ বিরাট শ্রীচৈতন্যভাগবত ৫৲
২। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ১৮৲
একাদশ স্কন্ধ হইতে প্রতিখণ্ড ।৶০
৩। ভাষ্যদ্বয়সহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত
(৪র্থ সংস্করণ) ৬৲
৪। ভাকবিবেকক্রমাঞ্জলি (বাঁধা) ১৲
৫। গৌড়ীয় গৌরব ।৶০
৬। গৌড়ীয়-সাহিত্য ।৶০
৭। ভজনরহস্য ॥০
শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম ও
শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৯। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ)
ঐ (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
১০। গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি টীকাসহ)
ঐ (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
১১। গীতার কেবল মাধ্ব-ভাষ্য ॥০
১২। যুক্তিমল্লিকা গুণসৌরভঃ সানুবাদ,
(মাধ্ব) ২৲
১৩। বেদান্ততত্ত্বসার সানুবাদ
(রামানুজীয়) ॥০
১৪। জৈবধর্ম্ম ২৲
১৫। শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৬। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১৭। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ॥৶০
ঐ (বাঁধা) ৸০
১৮। দ্বীপ-দিগ্দর্শন ৶০
১৯। সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ) ।৶০
২০। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ॥০
ঐ (আবাঁধা) ।৶০
২১। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
২২। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৶০
২৩। গীতমালা ১০
২৪। নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য ৴০
২৫। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৴০
২৬। নবদ্বীপ পঞ্জিকা (৪৪৭ গৌরাব্দ) ৶০
২৭। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
২৮। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা-দর্পণ ।০
২৯। শরণাগতি ৴০
৩০। গীতাবলী ৴০
৩১। চিত্রে নবদ্বীপ ১॥০
৩২। সাধনকণ ৴০
৩৩। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৴০
৩৪। নবদ্বীপশতক ৴০
৩৫। অর্থপঞ্চক ৴০
৩৬। সদাচারস্মৃতিঃ ৴০
৩৭। কল্যাণকল্পতরু (৫ম সংস্করণ) ১০
৩৮। অর্চ্চনকণ ১০
৩৯। সাধককণ্ঠমালা (বাঁধা) ।০
ঐ (আবাঁধা) ৷৴০
৪০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি
(প্রথম চারিখণ্ড) ৩৲
৪১। ব্রহ্মসংহিতা ।০
৪২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৪৩। মণিমঞ্জরী সানুবাদ ।০
৪৪। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৪৫। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ।০
৪৬। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৪৭। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
৪৮। গৌড়ীয়মঠ কি করেন? ৴০
৪৯। ঈশোপনিষৎ (বলদেব ও মাধ্ব-ভাষ্য এবং বিবৃতি ও অনুবাদসহ) ।০
৫০। শ্রীভুবনেশ্বর ৴০
৫১। সিদ্ধান্তদর্পণ ৶০
৫২। সাংখ্যবাণী ৴০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৫৩। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী দিগ্বিজয়ঃ ॥০
৫৪। সটীক-শিক্ষাদশমূলম্ ।০
৫৫। ভক্তি-সূত্রম্ ।০
৫৬। সানুবাদ-শিক্ষাষ্টকম্ ৶০
৫৭। গৌড়ীয়মঠস্য পরিচয়ঃ ৴০
৫৮। সারাংশবর্ণনম্ ৴০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৫৯। রায় রামানন্দ ॥০
৬০। নামভজন ।০
৬১। রিলেটীভ ওয়ার্ল্ডস ।৶০
৬২। লাইফ এ্যাণ্ড প্রিসেপ্টস অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।০
৬৩। বৈষ্ণবীজম্ ।০
৬৪। হোয়াট গৌড়ীয়মঠ ইজ ডুইং ৴০
৬৫। দি ভাগবত ।০
৬৬। ইরোটিক্ প্রিন্সিপল এ্যাণ্ড আনেলয়েড ডিভোসন ।০
৬৭। ব্রহ্ম-সংহিতা ২॥০
৬৮। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (ভলুম ওয়ান) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৬৯। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ॥০
৭০। সাধন পথ ।০
৭১। কল্যাণ-কল্পতরু ১০
৭২। গীতাবলী ৴০
৭৩। শরণাগতি ৴০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৭৪। শরণাগতি

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

নদীয়া-প্রকাশপ্রাপ্তির স্থান

১। শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম-মায়াপুর, নদীয়া
২। শ্রীযোগপীঠ ঐ
৩। শ্রীবাস-অঙ্গন ঐ
৪। অদ্বৈত-ভবন ঐ
৫। কাজীর সমাধি-পাট ঐ
৬। স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ, নদীয়া।
৭। শ্রীভাগবত আসন কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
৮। শ্রীএকায়ন মঠ গোবিন্দপুর, হাঁসখালী।
৯। দ্বাদশগোপাল পাট—পোঃ চাকদহ,
১০। শ্রীগৌর গদাধরমঠ—চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড়, বর্দ্ধমান
১১। শ্রীমোদদ্রুমছত্র মাউগাছি, বর্দ্ধমান
১২। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম, আমলাযোড়া, পোঃ রাজবাধ বর্দ্ধমান
১৩। শ্রীগৌড়ীয়মঠ বাগবাজার, কলিকাতা
১৪। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাজু, হাওড়া,
১৫। শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয়মঠ, ৯০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা
১৬। শ্রীগোপালজী মঠ কমলাপুর, ঢাকা।
১৭। শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ পোঃ বালিয়াটী.
১৮। শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয়মঠ ময়মনসিংহ।
১৯। শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ চিরুলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর
২০। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম গোয়ালপাড়া, আসাম।
২১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ রায়পেট্টা, মাদ্রাজ।
২২। শ্রীরামানন্দগৌড়ীয় মঠ কব্বুর, জিঃ পশ্চিম গোদাবরী
২৩। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ উড়িয়াবাজার, পোঃ বক্সীবাজার, কটক।
২৪। শ্রীত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয় মঠ ভুবনেশ্বর।
২৫। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ স্বর্গদ্বার, পুরী।
২৬। শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ আলালনাথ পোঃ ব্রহ্মগিরি, পুরী।
২৭। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ ডুমুরকুণ্ডা, পোঃ চিরকুণ্ডা, মানভূম।
২৮। শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ—কাশী।
২৯। শ্রীরূপগৌড়ীয় মঠ—এলাহাবাদ।
৩০। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ পুরাণবাজার, সরকার ঠাকুরের কুঞ্জ, বৃন্দাবন
৩১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, নিউদিল্লী
৩২। শ্রীপরমহংসমঠ—নৈমিষারণ্য,
৩৩। শ্রীসারস্বত গৌড়ীয় মঠ—হরিদ্বার।
৩৪। শ্রীব্যাসগৌড়ীয়মঠ—কুরুক্ষেত্র, পঞ্জাব
৩৫। শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাবুলনাথ রোড, পোঃ গ্র্যাণ্ট রোড, বোম্বে।
৩৬। লণ্ডন গৌড়ীয়মঠ, ৩৯নং গ্লেটন গার্ডেন্স, কেনসিংটন্ লণ্ডন, (এস, ডব্লিউ—১০)।
৩৭। অমর্ষি গৌড়ীয়মঠ—মেদিনীপুর
৩৮। সরভোগ গৌড়ীয় মঠ—সরভোগ, কামরূপ, আসাম,

শুদ্ধভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী মাসিক। শ্রীধাম-মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১॥০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দি ভাষায় একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি হৃদয় বন মহারাজ সম্পাদিত ও নৈমিষারণ্য শ্রীপরমহংস মঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ১॥০ দেড় টাকা মাত্র।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥০ দেড় টাকা মাত্র।

৫। কীর্ত্তন—মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ নিমানন্দ সেবাতীর্থ বি-এজি, বি-টি, সম্পাদিত। আসাম গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম হইতে প্রকাশিত আসামী ভাষায় মাসিক। ভিক্ষা সডাক ১॥০ দেড় টাকা মাত্র

শ্রীচৈতন্যভাগবত

আদিকবি শ্রীল বৃন্দাবন দাস প্রণীত সমগ্র গ্রন্থ

গ্রন্থের মূল বোল্ড অক্ষরে এবং তন্নিম্নে বিশ্ববিশ্রুত গৌড়ীয়মঠের প্রতিষ্ঠাতা ও আচার্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তি-সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভু-পাদের রচিত বিবৃত ভাষ্য উত্তম কাগজে সৌষ্ঠবের সহিত মুদ্রিত হইয়াছেন। ডবল ক্রাউন আটপেজি আকারে ১০৯৬ পৃষ্ঠায় কেবল মূল ও ভাষ্য সম্পূর্ণ হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত শ্লোকসূচী, পদ্যসূচী, স্থানসূচী, পাত্রসূচী, বিষয়সূচী, শব্দসূচী প্রভৃতি বিস্তৃত সূচীপত্রেও একটী গ্রন্থ হইবে। সত্যই শ্রীচৈতন্যভাগবতের এরূপ উৎকৃষ্ট ও অমূল্য বিরাট সংস্করণ জগতের কোথায়ও আজ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই, ইহা নিরপেক্ষ পাঠক মাত্রকেই একবাক্যে স্বীকার করিতে হইবে। শ্রীগৌড়ীয়মঠের উৎসব-কালে গ্রন্থের ভিক্ষা ১২৲ বারটাকা স্থলে—৫৲ পাঁচটাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীচৈতন্য মঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

ডা বাজার দর

লৌহ হাডওয়্যার

১০ই নবেম্বর ১৯৩৩

টাটার তৈয়ারী— প্রতি হন্দর।

লোহার কড়ি (জয়েষ্ট বা বীম)

মার্কা ৫।৶০—৫॥৶০

ঐ বে-মার্কা হালকা ওজন ৪।৶০—৪॥৶০

বরগা (টী-আয়রণ) ৬৶০—৬।০

এঙ্গেল আয়রণ (কোনা) ৫৷৶০—৬।৶০

গ্যালভ্যানাইজড করগেট টীন—

২২ গেজ ৬ হইতে ১০ ফুট ১১।৶০

২৪ গেজ ,, ,, ১০৷৶০

২৬ গেজ ,, ,, ১২

২৪ গেজ আর, পি, ডি, মার্কা ১২৷৶০

২৪ গেজ গাঃ প্লেন শীট— ১১।৶০

২৬ গেজ ,, ,, ১২।০

২৮ গেজ ও ৩০ গেজ ঐ— ১৩৲—১৬৲

বাগান ঘেরা কাঁটাতার ১০০

পাউণ্ড বাঃ ৮৷০

ষ্টীল পাটী ৬৲৶—৬।০

,, বোলটু (গোল) ৬৲৶—৬।০

,, পয়াদে (চৌকা) ৬৶০—৬৲।০

,,গোল রড ৶০—।৶০ সূতা ৫৶০—৫॥০

,, টানা রড-

চৌকা ৶০—।৶০ ঐ ৫৶০—৫॥০

বাণ্ডিল তার ৭৲—৭৷০

,, প্লেট—তিন সূতা মোটা

পর্যন্ত ৭।০—৭।০

,, চাদর ৩-১৬ খানা বাণ্ডিল ৯॥৶—১০৲

স্প্রাঃ ষ্টীল ৮৷৶—৯৲

হাফ রাউণ্ড ৫৷৶—৬৲৶০

তারের পেরেক ১—৬ ইঞ্চি ৯—৯৷০

প্যাটেণ্ট পেরেক ২—৮ ইঞ্চি ১২।০—১৫॥০

ঢালাই কড়া ১ হইতে ১০ নং ২॥০ সাট

কোদাল ৪, ৫, ৬, ৭৷৶০ ৮৷৶০ ৯৷৶০ ডঃ

ঐ তিন পাউণ্ড ৬৲ দেঃ বিঃ ৬।৶০ ,,

গ্যাঃ প্লেন বালতি ৭—১২ ইঞ্চি ১॥৶০ ৩॥৶০

ঐ ঝিরিট ,, ৭—১২ ইঞ্চি ২৲—৭৲ ,,

লোহার চেয়ার রডের গোল ও

চৌকা ৮॥০— ,,

ঐ গাদের লোহার সিট ১৫৲ ,,

ঐ মেজো (কাঠের সিট) ১৮৲ ,,

লোহার স্ক্রুপ ॥—৩ ইঞ্চি /১০—॥৶০ গ্রোস

ঐ কব্জা ৭৩ নং

১॥—৪ ইঞ্চি ।১০—৷৶১০ পেঃ ডজন

গ্যাঃ তার ১৬—২২ নং

(গেজ) ১২৲—১৩৲ হন্দর

গ্যাঃ রিজিং (মটকা)

১২ ইঞ্চি ।৶৫—॥৶০ পীস

গ্যাঃ পাটারিং বা জোড়া

৬ ইঞ্চি ৭০—৷৶০ ,,

গ্যাঃ স্ক্রুপ ১॥০—২॥০ ইঞ্চি ২৩৲—২৯৲ হন্দর

গ্যাঃ ওয়াসার চাকি ১১॥০—১৬৲ ,,

গ্যাঃ বোল্ট-নাট ৮—৩ ইঞ্চি

॥৶১০—১৶০ গ্রোস

ঢালাই রেলিং ৩॥০—৭॥০ হন্দর

ঐ রেন ওয়াটার পাইপ

৩ ইঞ্চি ৶১০ ও ৪ ইঞ্চি ।১০ ফুট

টিউব ওয়েলের জন্ম গ্যাঃ

পাইপ১॥ ইঞ্চি ।৶৫ ফুট

পাম্প ৪নং ১৭॥০ ৫নং ১৪৲ ৬নং ১৬৲

৬০—৮০ বাটখারা ৶১৫ সাট ২।০—২॥০ মণ

সন্তোষকুমার মল্লিক এণ্ড সন্স লিঃ

লোহ ও হাডওয়্যার বিক্রেতা।

মীরবহর ঘাট লোহাপটী বড়বাজার,

টেলি—"লোহার মালিক" কলিকাতা

কেরোসিন

স্নোক্রেক প্রত্যেক বাক্স (২ টিন) ৯৲৬

সূর্য্য মার্কা ,, ৬॥০

ভিক্টোরিয়া ,, ৬৲

সোণার দর

পাকা সোণা ৩০৷৶

গড়াল ৩০৷

চিন্না পাত ৩২।০

রূপার দর

রূপা প্রতি ১০০ ভরি ৫৫৶০

ঐ খুচরা ৫৶০

কোম্পানীর কাগজ

৩॥০ সুদের কাগজ ৮১৶

৩॥০ নূতন ঋণ (১৯৪৭-৫০) ৯১।০

৪৲ ,, ঋণ (১৯৬০-৭০) ৯৭৲

৫৲ ,, বণ্ড (১৯৩৫ ১০৪॥৶০

ডিবেঞ্চার

৫৲ সুদের (১৯৫৬-৮৬) কলিকাতা পোর্ট-

ট্রাষ্ট ডিবে :— ১০২॥৶০

ব্যাঙ্ক

ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক (কর্ণট) ২৯৪॥০

সেণ্ট্রাল ঐ ২২৲

কাপড় ও সূতার কল

এলগিন মিল ৪৫৲

পাট কল

হাওড়া ৫০৲

অকল্যাণ্ড ১৯৫৲

বালী ১৬২৲

বরানগর ১৫০৲

কেলভিন ৩৭০৲

ভরত ২৪৩৲

ক্লাইভ ২৮।০

ডালহাউসী ৪০৮॥০

ডেল্টা ৪০৫৲

কৃষ্ণনগর নবদ্বীপঘাট রেলওয়ে সময়

কৃষ্ণনগর হইতে নবদ্বীপঘাট

কৃষ্ণনগর সিটি—	৬-৪৫	১০-৪৪	১৩-২২	১৭-৩৮	২০-১৬
কৃষ্ণনগর রোড—	৬-৫৬	১০-৫৫	১৩-৩৩	১৭-৪৭	২০-২৫
আমঘাটা—	৭-১৫	১১-১৩	১৩-৫১	১৮-৩	২০-৪১
মহেশগঞ্জ—	৭-২৪	১১-২১	১৪-০	১৮-৯	২০-৪৭
নবদ্বীপঘাট—	৭-৩৩	১১-৩০	১৪-৯	১৮-১৬	২০-৫৫

বিশেষ দ্রষ্টব্য—নবদ্বীপঘাট ষ্টেশন অপেক্ষা মহেশগঞ্জ ষ্টেশন হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরের দূরত্ব অনেক কম। শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে যাহাদিগকে রাণাঘাটে ট্রেণ বদল করিতে হয়, তাঁহারা রাণাঘাটে প্রাতঃ ৫-৫০, ৮-১৪, ৯ ৪৬, ১৩-৪৮, ১৮-৩৯ এবং ০-৩২ মিনিটের সময় গাড়ী পাইবেন।

শান্তিপুর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে শান্তিপুর ষ্টেশনে ৫-৪০, ৯-২৯, ১২-২৫, ১৬-৩ এবং ১৮-৪১ মিনিটের সময় ট্রেণ পাওয়া যায়।

নবদ্বীপঘাট হইতে কৃষ্ণনগর

নবদ্বীপ ঘাট—	৫-৩৫	৯-২৫	১২-১০	১৫-৩৪	১৮-৪৫
মহেশগঞ্জ—	৫-৪৩	৯-৩৩	১২-১৯	১৫-৪২	১৮-৫৩
আমঘাটা—	৫-৪৯	৯-৩৯	১২-২৬	১৫-৪৮	১৯-৫
কৃষ্ণনগর রোড—	৬-৫	৯-৫৫	১২-৪৩	১৬-৪	১৯-২৪
কৃষ্ণনগর সিটি—	৬-১৩	১০-৩	১২-৫১	১৬-১২	১৯-৩৫

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস হইতে—ডাঃ কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম ভক্তিশাস্ত্রী এল, এম, এফ কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

পোষ্ট মাষ্টারের ৪ বৎসর কারাদণ্ড

জাল দলিল রাখার ষড়যন্ত্র জাল করিবার প্ররোচনা এবং গবর্ণমেণ্টের ২১১২৫৲ টাকা তহবিল তছরুপ করিবার অভিযোগে জগদীশ উণ্টাডিঙ্গির পোষ্ট মাষ্টারকে এক মামলায় দোষী সাব্যস্ত করায় মঙ্গলবার দিন আলীপুরের সহকারী দায়রা জজ মিঃ এস কে গুপ্ত পোষ্ট মাষ্টারের প্রতি ৪ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড ও ১০ হাজার টাকা জরিমানা অনাদায়ে আরও ১ বৎসর কারাদণ্ডের আদেশ দিয়াছেন। জাল করিবার ষড়যন্ত্র, বিশ্বাস ভঙ্গ এবং জাল দলিল রাখার অভিযোগে শ্যামা দাস ব্রহ্মচারীর প্রতি ৩ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড ও ১০ হাজার টাকা জরিমানা অনাদায়ে আরও ৬ মাস কারাদণ্ডের আদেশ হইয়াছে।

অভিযোগের বিবরণ এই, সুবাসিনী দাসী নাম্নী এক বিধবা সতীশের কাছে ২০ হাজার ক্যাশ সার্টিফিকেট ভাঙ্গাইতে দেয়. বস্তু ঐগুলি ভাঙ্গাইয়া টাকা আত্মসাৎ সতীশের কথামত শ্যামা এক মর্ম্মে জাল দলিল প্রস্তুত করে যে, বিধবার ভ্রাতার নিকট টাকা ডেলিভারী দেওয়া হইয়াছে।

রায়বাহাদুর আর এম বাঁড়ুয্যে ও মিঃ জে মুখুয্যে সরকার পক্ষে এবং মেসার্স পি এন বাঁড়ুয্যে, জে নাথ ও কে সি রাহা আসামী পক্ষে উপস্থিত ছিলেন।

ভাইস-চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে অভিযোগ

মিস লুসি লামো নাম্নী একটি শিক্ষিত তিব্বতীয় বালিকা ডেপুটী কমিশনারের এজলাসে এই মর্ম্মে এক দরখাস্ত করেন যে, তাহার অভিভাবক সর্দ্দার বাহাদুর এস ডবলিউ লেডেনলাকে যে উত্তরাধিকারিত্বের সার্টিফিকেট প্রদান করা হয় তাহা নাকচ করিয়া দেওয়া হউক এবং উত্তরাধিকারিত্বের সার্টিফিকেটের দরখাস্তে মিথ্যা উক্তি করায় তাহাকে ভারতীয় দণ্ডবিধির ১৯৩ ধারা অনুসারে অভিযুক্ত করা হউক।

পাঠকদিগকে স্মরণ থাকিতে পারে যে, উক্ত বালিকা ম্যাজিষ্ট্রেট এন এম ঘোষের এজলাসে সর্দ্দার বাহাদুরের বিরুদ্ধে বিভিন্ন ধারায় এই মর্ম্মে অভিযোগ আনয়ন করে যে, তিনি তাহার পিতৃপরিত্যক্ত বহু স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি অন্যায়ভাবে আত্মসাৎ করেন। অভিযোগে ইহাও বলা হয় যে, তাহার পিতার যখন মৃত্যু হয় তখন তিনি নাবালিকা ছিলেন। প্রাপ্তবয়স্কা হইলে তিনি সর্দ্দার বাহাদুরকে সমস্ত সম্পত্তি দান করিয়াছেন, এই মর্ম্মে একটী মিথ্যা দলিল তাঁহার দ্বারাই সম্পাদন করাইয়া লওয়া হয়। অভিযোগকারিণী দার্জ্জিলিংয়ের ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ লিগম্যানের একমাত্র কন্যা।

গত ১৬ই নবেম্বর শুনানী স্থগিত হইলে ফৌঃ কাঃ বিঃ ৫২৬ ধারা অনুসারে মামলা স্থানান্তর করিবার জন্য হাইকোর্টে দরখাস্ত করা হইবে বলিয়া শুনানী স্থগিতের জন্য প্রার্থনা করা হইয়াছে।

বাঙ্গালী যুবকের আত্মহত্যা

রামচন্দ্র সেন লেনের ২০ বৎসর বয়স্ক যুবক সাতকড়ি দত্ত ক মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্ত্তি করার অল্পক্ষণ পরই তাহার মৃত্যু হয়। মঙ্গলবার দিন তাহার মৃত্যু তদন্ত কালে, করোণার মিঃ এ, সি, দত্ত ও জুরীগণ মন্তব্য করেন যে, স্বেচ্ছায় নাইট্রিক এসিড খাইয়াই উক্ত সাতকড়ি আত্মহত্যা করিয়াছে।

দত্ত অতিশয় দরিদ্র ছিল। তাহার মাসিক আয় ছিল মাত্র ১০ টাকা, ইহার দ্বারাই তাহাকে নিজের ও পিতামাতার ভরণপোষণ করিতে হইত। সাতকড়ি বেতন হইতে নিজের পকেট খরচ বাবত ২ টাকা রাখিয়া বাকী টাকা পিতার হাতে দেয়। কিন্তু পিতা সকল টাকাই তাহার হাতে দিতে বলেন ইহা লইয়া বিবাদ হওয়ার পর পুত্র সারা দিনরাত্রি কিছু খায় নাই এবং রাত্রে বিছানায় তাহাকে ছটফট করিতে দেখা যায়। বিছানার কোনায় একটা গ্লাসে ও নাইট্রিক এসিডের একটা শিশি পাওয়া যায়। তৎক্ষণাৎ তাহাকে হাসপাতালে প্রেরণ করা হয়. তখন সে এক ডাক্তারের নিকট বলিয়াছে যে সে এক আউন্স নাইট্রিক এসিড খাইয়াছে। সে অবিবাহিত ছিল।

টাউনহলে প্যাটেলের প্রতিমূর্ত্তি

দিল্লী টাউনহলে মিঃ ভি জে প্যাটেলের একটী প্রতিমূর্ত্তি স্থাপনের জন্য দিল্লী মিউনিসিপ্যাল কমিটীর কয়েকজন বে-সরকারী সদস্য একটি প্রস্তাব আনিবেন বলিয়া জানা গিয়াছে।

স্মরণ আছে, ইতিমধ্যে উক্ত হলে পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু মৌলানা মহম্মদ ও হাকিম আজমল খাঁনের প্রতিকৃতি স্থাপন করা হইয়াছে।

ভীষণ দাঙ্গা

আমেদাবাদ ৩০শে নবেম্বর গতপর রাত্রিতে রাধিয়ানের নিকটস্থ এক গ্রামে দুইদল "ঠাকুরদাসের" মধ্যে এক দাঙ্গা হইয়া গিয়াছে। একজন লোক গাদাবন্দুকের গুলীতে এবং একটী বৃদ্ধা বর্শায় আহত হয়। উভয়ের মৃত্যু হইয়াছে। আর একজন গুরুতর জখম হইয়াছে। আক্রমণকারীরা পলায়ন করিয়াছে।

ইউনিয়ন বোর্ডের ফর্ম্ম

ফর্ম্ম সর্ব্বদা বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত থাকে। অর্ডার পাইলে অথবা অতিরের সাহত রেজেষ্টারী বহির উপরে ইউনিয়ন বোর্ডের নাম ও নং লেবেল ছাপাইয়া আটিয়া সরবরাহ করিয়া থাকি। কতকগুলি ফরমের তালিকা নিম্নে দেওয়া গেল—

আসেসমেণ্ট তালিকা

ইউনিয়ন বোর্ডের, বেঞ্চের এবং কোর্টের ব্যবহার্য্য

১ নং ফরম প্রতি শত ১৲ টাকা।

বজেট এষ্টিমেট

২নং ফরম প্রতি খানা /০ আনা, প্রতি শত ৪৲ টাকা।

ক্যাস বহি

৩ নং ফরম (আয় ব্যয়ের জমা খরচের বহি) ১০০ পৃষ্ঠার বহি ১৲

আদায়ের রেজেষ্টারী

৪ নং ফরম ১০০ পৃষ্ঠার বহি ১৲ টাকা, ২০০ পৃষ্ঠার বহি ২৲ টাকা।

দৈনিক আদায়ের রেজেষ্টারী

৫ নং ফরম ১০০ পৃষ্ঠার বহি ১৲ টাকা, ২০০ পৃষ্ঠার বহি ২৲ টাকা।

খোঁয়াড় ও খেয়াঘাটের জমার রেজেষ্টারী

৬ নং ফরম প্রতি বহি ১৲ টাকা।

মুদ্রিত রসিদ

৭ নং ফরম প্রতি বহি ||০ আনা।

অগ্রিম দেওয়া টাকার রেজেষ্টারী

৮ নং ফরম প্রতি বহি ১৲ টাকা।

মাসিক হিসাব নিকাশের রেজেষ্টারী

৯ নং ফরম ১০০ পৃষ্ঠার বহি ১৲ টাকা, ২০০ পৃষ্ঠার বহি ২৲ টাকা।

জমি ও বন্দোবস্তের রেজেষ্টারী প্রতি বহি ১৲ টাকা।

সি ফরম দফাদার বা চৌকীদারের বেতন বিলির রেজেষ্টারী প্রতি বহি ১৲ টাকা।

ডি ফরম দফাদার বা চৌকীদারের বেতনের রেজেষ্টারী হাজিরা প্রতি বহি ১৲ টাকা।

ইন্ ফরম দফাদার বা চৌকীদারের বেতন বিলির ফরম প্রতি কাপি ,৫ পয়সা, প্রতি শত ১৲ টাকা।

"জ ফরম" দণ্ড বিষয়ক কার্য্য-প্রণালী প্রতি কপি ,৫ পয়সা প্রতি শত ১৲ টাকা

আইন ফরম জারীর জন্য প্রাপ্ত পরওয়ানার রেজেষ্টারী প্রতি বহি ১৲ টাকা।

জরিমানা মুচলেকা প্রভৃতি পাওনা টাকার রেজেষ্টারী প্রতি বহি ১৲ টাকা।

প্রাপ্ত চিঠির রেজেষ্টারী—১ খানা ১৲ টাকা।

প্রেরিত চিঠির রেজেষ্টারী—১ খানা ১৲ টাকা।

গার্ড ফাইল—প্রত্যেকটী ৵০ আনা।

মিটিংএর নোটীশ বহি—১ খানা ||০ আনা।

নোটিশ বহি—১ খানা ||০ আনা

জন্মের তালিকা—প্রতি বহি |০ আনা।

মৃত্যুর তালিকা—প্রতি বহি |০ আনা।

নকলের দরখাস্তের রেজেষ্টারী বহি—১ খানা ১৲ টাকা।

দেওয়ানী মামলার রেজেষ্টারী বহি—১ খানা ১৲ টাকা।

প্রত্যেক প্রকার বেঞ্চ ও কোর্টের সমন পরওয়ানা প্রভৃতি শত ||০ আনা হিসাবে পাওয়া যায়।

নিবেদক—ম্যানেজার, ভাগবত প্রেস, হাইষ্ট্রীট কৃষ্ণনগর নদীয়া।

তারের ঠিকানা— 'শ্রীধাম' ...
ডাকের ঠিকানা—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

REG. C1544

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩।০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার স্বতন্ত্র।

সাহায্যের হার
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸০
মাসিক ১৲
নগদ বর্ত্তমান সংখ্যা ৴১০

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

THE NADIA-PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৮ম খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বেদান্তবাচস্পতি [২২৪শ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর— ১১ই অগ্রহায়ণ সোমবার ১৩৪০, ২৭শে নভেম্বর ১৯৩৩

প্রদর্শনী-পরিচয়

—::*::—

আমরা আমাদের চক্ষু, কর্ণ, নাসা, জিহ্বা, ত্বক্ ও মনের দ্বারা যথাক্রমে রূপ, শব্দ, গন্ধ, রস, স্পর্শ ও বিষয়-চিন্তায় নিযুক্ত থাকি। পার্থিব-জগতের ব্যাপারে সুষ্ঠুভাবে থাকিবার জন্য ঋক্, সাম, যজুঃ, অথর্ব্ব, শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, ছন্দঃ, জ্যোতিষ প্রভৃতি যে-সকল বেদাঙ্গ-শাস্ত্র আমাদের প্রয়োজন হয়, তাহারা আমাদের কর্ম্ম-জগতে বিচরণ করিবার সাহায্য ও ফল প্রদান করিয়া থাকে। এই সকল ব্যাপার স্তব্ধ করিয়া ফলভোগ-রাজ্য অতিক্রম পূর্ব্বক আমরা মুক্তির আকাঙ্ক্ষা করি। ভোগ ও মোক্ষ—উভয়ই আমাদের স্বার্থপরতার প্রকার ভেদ। ঐগুলি পরমার্থ না হওয়ায় উহাদের আশ্রয়ে আমাদের চিত্তে শান্তির উদয় হয় না। আমাদের আদি-গুরু শ্রীব্যাসদেব আমাদের অবস্থা চিন্তা করিয়া নিত্য-শান্তির সন্ধান-প্রদানের নিমিত্ত ভক্তি, ভগবান্ ও ভক্তের স্বরূপ-নির্ণায়ক শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। শ্রীগুরুদেবের নিকট হইতে দিব্য-জ্ঞান লাভ করিয়া ভক্তিকে অভিধেয়রূপে গ্রহণ করিলে পঞ্চম-পুরুষার্থ লাভ হয়। শ্রীমদ্ভাগবত রসিকগণসহ রসময়ের নিত্যবিহার-বর্ণনমুখে উক্ত পঞ্চম-পুরুষার্থ 'কৃষ্ণপ্রেমা'র স্বরূপ প্রকাশ করিয়াছেন। উহা ইন্দ্রিয়জ-জ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত আম্নায়-বিচারমুখে প্রতিষ্ঠিত নহে। জীবের ভক্তি-স্বরূপ-জ্ঞানে ভজনের উভয় পার্শ্বে ভগবান্ ও ভক্তের নিত্য-অবস্থানমুখে যে নিত্য-জ্ঞানানন্দের অবস্থান আছে, তাহাতে শিক্ষিত হইলেই আমরা নিত্য মঙ্গল লাভ করিতে পারিব। ইহার সন্ধান প্রদানের নিমিত্তই 'সৎশিক্ষা-প্রদর্শনী'র প্রতিষ্ঠা।

পাটনায় সৎশিক্ষা-প্রদর্শনী

দেখিবার ও শিখিবার অপূর্ব্ব ব্যবস্থা

১ম দৃশ্য

শম্যাপ্রাসে বিষণ্ণচিত্তে অবস্থিত শ্রীব্যাসদেব

—::*::—

শ্রীব্যাসদেব বেদ বিভাগ করিয়া এবং মহাভারত-পুরাণাদি রচনা করিয়া, চিত্তে শান্তি না পাইয়া, শম্যাপ্রাসে উপবিষ্ট আছেন। অপরা বিদ্যার পাঠকগণের উপকারার্থ পরা বিদ্যা বলিয়া যে-সকল বিচার জগতে প্রতিষ্ঠিত আছে, তদ্দ্বারা আত্মার নিত্যবৃত্তি শুদ্ধভক্তির উদয় হয় না। মন-বুদ্ধি-অহঙ্কার-চালিত পাঞ্চভৌতিক জগতের আত্মবৃত্তি-উন্মেষণের ব্যবস্থার অভাব-নিবন্ধন ব্যাসদেবের চিত্তের খেদ।

২য় দৃশ্য

শ্রীব্যাসদেবের অবসাদ-গ্রস্ত-অবস্থায় তদীয় শ্রীগুরুদেব নারদের তথায় আগমন।

—::*::—

শ্রীব্যাসদেবকে অবসাদগ্রস্ত-অবস্থায় দর্শন করিয়া শ্রীনারদ তাঁহাকে তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। শ্রীব্যাসদেব কর্ত্তৃক অবসাদের কারণ-বর্ণনের উত্তরে শ্রীনারদ তাঁহাকে প্রপঞ্চের ভোগ ও ত্যাগ-বৃত্তির আলোচনা হইতে নিরস্ত করিয়া স্বীয় পাঞ্চরাত্রিক বিধান জানাইয়া দেন এবং শুদ্ধ হরিকথা কীর্ত্তন করিবার উপদেশ করেন। শ্রীব্যাসদেব তদুত্তরে বলেন যে, তিনি সাধারণ ভাবে জনসাধারণের জন্য রাজস, তামস প্রভৃতি পুরাণাদির কথা, বিশেষতঃ শ্রীকৃষ্ণের কথা প্রচুর-পরিমাণে লিখিয়াছেন। সুতরাং হরিকথা-বর্ণনের ফল তাঁহার হওয়া উচিত ছিল। শ্রীনারদ তাঁহাকে ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষের কথা অতিক্রম পূর্ব্বক প্রকৃতির অতীত রাজ্যে শ্রীনাম-ভজনমুখে ভগবৎ-সেবার অর্থাৎ ভক্তিযোগের কথা উপদেশ করেন। ভক্তিযোগের দ্বারাই সেব্য-বস্তুর প্রতি নির্ম্মলা সেবা বিহিত হয় তাহা আত্মসুখেচ্ছার প্রতি ঔদাসীন্য জন্মাইয়া পরতত্ত্বের সেবায় পরার্থিতা উপলব্ধি করায়। ঐরূপ সেবা-বিমুখতা হইতেই বদ্ধজীবের ভোগ-প্রবৃত্তি ও ভোগ-নিবৃত্তি দৃষ্ট হয় এবং উহা হইতে অবসর পাইলেই জীব সেব্য-বস্তুতে আকৃষ্ট হইয়া চিন্ময় আনন্দ লাভ করে।

৩য় দৃশ্য

শ্রীব্যাসের অপ্রাকৃত দর্শন ও অনুভূতি

—::*::—

কেবলা ভক্তি আশ্রয় করিয়া শ্রীব্যাসদেব শ্রবণের পর বরণ-দশায় চিন্ময়চক্ষে দর্শন করিতেছেন যে, শ্রীকৃষ্ণই একমাত্র বিষয়-বিগ্রহ আর সকলেই আশ্রয়-তত্ত্ব। শ্রীরাধিকা ও তাঁহার কায়ব্যূহগণ মধুর-রসের, নন্দ-যশোদা বাৎসল্য-রসের, শ্রীদাম-সুদামাদি সখ্যরসের, চিত্রক-পত্রকাদি ভৃত্যবর্গ দাস্যরসের এবং গো-বেত্র-বিষাণ-বেণু-যামুনসৈকতাদি শান্তরসের আশ্রয়-বিগ্রহ। শ্রীকৃষ্ণ এই পঞ্চরসের আশ্রয়জাতীয় পরিকর-বৈশিষ্ট্যের সহিত দ্বিদলের ন্যায় অবস্থিত হইয়া বিষয়-আশ্রয়-বিগ্রহরূপে পূর্ণতা সাধন করিতেছেন। শ্রীব্যাসদেব আরও দেখিলেন, —ভগবানের পশ্চাদ্দেশে অপাশ্রয়া অচিৎ-শক্তি মহামায়া বিরাজমানা। তাঁহার দুই হস্ত দুই প্রকারে জীবকে অপ্রাকৃত রাজ্যে যাইতে বাধা দিতেছে। তাহাদের কৃষ্ণ-বিস্মৃতি করাইয়া কাম-ক্রোধ-লোভ-মোহাদির বশীভূত করাইয়াছে। তাহাতে তাহারা ভোগী ও ত্যাগী হইয়া জগতের প্রত্যেক বস্তুকে স্বীয় ভোগ্য-বিবেচনায় স্বয়ং প্রভু সাজিয়া বসিয়া আছে। কালাধীন হইয়া পড়ায় তাহাদের ভাব ও অভাব সাধিত হইতেছে।

একমাত্র অধোক্ষজ-সেবা-প্রবৃত্তি জাগিলে ঐরূপ ক্ষুৎপিপাসা বিগত হয় এবং জীব স্বরূপে ভগবদ্ভজন করিয়া থাকে।

৪র্থ দৃশ্য

শ্রীব্যাসদেব তৎপুত্র শ্রীশুকদেবকে শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ করাইতেছেন।

—::*::—

শ্রীশুকদেব ও শ্রীব্যাসের অন্যান্য শিষ্যগণ আরোহপথ পরিত্যাগ পূর্ব্বক অর্থাৎ ইন্দ্রিয়জ্ঞানের তর্কপথ পরিত্যাগ পূর্ব্বক শ্রৌতপথে ভক্তিযোগে অবস্থিত হইয়া অনুকূলভাবে কৃষ্ণপ্রীতিরাজ্যে অগ্রসর হইবার লীলা প্রদর্শন করিতেছেন; তাহাতে শোক, মোহ ও ভয় দূরে পলায়ন করিতেছে।

৫ম দৃশ্য

মাকড়সা ও তাহার জালের সহিত সৃষ্টিকর্ত্তা ও এই পৃথিবীর তুলনা; ঐজাল হইতে ভক্তের উদ্ধার।

মাকড়সা নিজ শরীর হইতে জাল বিস্তার করিয়া বদ্ধজীব-রূপ মূঢ় মক্ষিকা মশকাদি ভোগী জীবসকলকে ভোগ-বাসনায় আবদ্ধ করিতেছে এবং পরিশেষে উহাদিগকে বিশেষ বিপন্ন করিবার জন্য জাল বিস্তার করিতেছে, কিন্তু যেরূপ তাহার নিজ-ধর্ম্মাবলম্বী বৎসগণ ঐরূপ মায়িক জালের উপর দিয়া চলিয়া গেলেও তাহাতে আবদ্ধ হয় না, সেই মত জীব ভগবদানুগত্য স্বীকার করিলে বদ্ধ-অবস্থার অবসান হয় এবং এই প্রপঞ্চে বিচরণ-কালে তাহার কোন ভয়ের কারণ থাকে না।

৬ষ্ঠ দৃশ্য

মহাভারতে লিখিত রাজসূয়-সভায় দুর্য্যোধনের বঞ্চিত ও হাস্যাস্পদ হইবার দৃশ্য

—::০::—

রাজসূয়-যজ্ঞ-সভায় দুর্য্যোধন কৃষ্ণভক্ত পাণ্ডবগণের সুখ্যাতি না করিয়া বিদ্রূপ করিতে আসিয়াছিল। ঈর্ষান্ধ হওয়ায় সে বস্তুর প্রকৃত স্বরূপ দেখিতে পায় নাই; তাহার ইন্দ্রিয়গণ তাহাকে বঞ্চনা করিয়া বস্তুর বিকৃতরূপ প্রদর্শন করিয়াছিল। সে স্ফটিকে জল এবং জলে স্ফটিক ধারণা করায়, আহত ও সিক্ত হইয়া দর্শকবৃন্দের নিকট হাস্যাস্পদ হইয়াছিল।

যাহারা ইন্দ্রিয়জ্ঞানের উপর এবং জাগতিক জ্ঞান ও ধনের উপর অধিক আস্থা স্থাপন করে, দুর্য্যোধনের মত তাহাদের দুর্দ্দশা ঘটে। ভগবৎসেবাই আমাদের ইন্দ্রিয়সকলের এক-মাত্র কার্য্য হওয়া উচিত, কিন্তু তাহা পরিত্যাগ করিয়া তদ্দ্বারা নিজ ভোগ-সংগ্রহে ব্যস্ত হইলে দুর্য্যোধনের মত আত্মবঞ্চিত হইতে হয়। কারণ, ঐসমস্ত ইন্দ্রিয়জ-জ্ঞান অসম্পূর্ণ ও ভ্রমাত্মক। তেজ, বারি ও অমৃতের পরস্পর বিনিময়ে এক বস্তুকে অপর-বস্তু বলিয়া বিবেচনা, বদ্ধজীবে বিবর্ত্ত-স্বভাব-রূপে পরিণত হয়।

৭ম দৃশ্য

ধৃতরাষ্ট্রকর্ত্তৃক লৌহ-ভীম চূর্ণ

—:০:—

এখানে একটী কপট-স্নেহের দৃশ্য প্রদর্শিত হইয়াছে। ভীমের প্রভূত শক্তির প্রশংসা-শ্রবণে ধৃতরাষ্ট্রের মনে ঈর্ষানল প্রজ্বলিত হয়, তিনি (ধৃতরাষ্ট্র) কপট-স্নেহে আনন্দের অভিনয় করিয়া ভীমকে আলিঙ্গন করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন, তাঁহার অন্তরের উদ্দেশ্য কিন্তু ঐ আলিঙ্গনের দ্বারা ভীমকে সংহার করা। কৃষ্ণভক্ত ভীম চতুরতা করিয়া ধৃতরাষ্ট্রকে আলিঙ্গন দিবার জন্য লৌহমূর্ত্তি-ভীম প্রদান করিলেন; তদালিঙ্গনে তাহা চূর্ণীকৃত হইল।

জগতে ভক্তগণের ধৃতরাষ্ট্রের মত কপট-বন্ধুর অভাব নাই। কিন্তু চতুর ভক্তগণের নিকট তাহাদিগের কপটতা সহজেই ধরা পড়িয়া যায়, এবং তাহাদের ফন্দিও অপ্রমাণিত হয়, তাহাতে ভক্তের প্রতি কোনও অত্যাচার হইবার পূর্ব্বেই কপট ব্যক্তিগণের বন্ধুত্ব বা বা শত্রুতা প্রকাশ পাইয়া থাকে।

৮ম দৃশ্য

সদ্‌গুরু-নির্ব্বাচন

—:০:—

ভগবৎপ্রেষ্ঠ যিনি, তিনিই আমাদের সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট বন্ধু এবং অকৃত্রিম স্নেহের আকর। সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমণ করিয়া তাঁহাকে খুঁজিয়া লইতে হয়। সেইরূপ পরিশ্রম অস্বীকার করিয়া যাঁহারা কুলপ্রথা-অনুসারে লঘুবস্তুকে গুরুত্বে বরণ করেন, তাঁহারা নিজ মঙ্গলের হন্তারক।

প্রহ্লাদ মহারাজের পৌত্র বলি মহা-রাজের কুলগুরু শুক্রাচার্য্য উক্ত প্রকার লঘু-গুরুর নিদর্শন। জাগতিক বিচারে অনেকে আমাদের বন্ধু বলিয়া পরিচিত হইতে চাহিলেও তাহারা আমাদের নিত্য মঙ্গলের সহায়ক না হওয়ায় প্রকৃত বন্ধু-পদবাচ্য নহে। শুক্রা-চার্য্যের প্রতি মহারাজ বলির ব্যবহারে ইহা পরিস্ফুট হইয়াছে।

মহারাজ বলি যজ্ঞ-সমাপনান্তে দানবীর হইয়া বামন-রূপী ভগবানকে ত্রিপাদ-ভূমি-প্রদানের ছলনায় সর্ব্বস্ব অর্পণ করিয়া নিত্য-মঙ্গলের পথ বরণ করিতে চাহিলে, শুক্রাচার্য্য ঐরূপ কার্য্যে বাধা প্রদান করেন; কিন্তু বলি মহারাজ ঐরূপ গুরুব্রুবের কথায় কর্ণপাত না করিয়া ভগবানকে সর্ব্বস্ব অর্পণ করেন এবং ঐরূপ গুরুব্রুবকে পরিত্যাগ করেন।

ভোগ ও ত্যাগ-রাজ্যে বদ্ধজীবের দেয় সর্ব্ব-সমর্পণ-ধর্ম্মদ্বয় প্রদত্ত হইলেও তৃতীয় পদদ্বারা বামন-দেব বলিকে স্বরূপ-গ্রহণের সুযোগ দিয়াছিলেন অর্থাৎ বলি মহারাজ ভগবানের দ্বিপাদ-ভূমির জন্য স্ববাসনার ভোগ ও ত্যাগ দিবার পরেও পাদ-সেবার জন্য তৃতীয়বারে মস্তক-প্রদানরূপ আত্মনিবেদন করিয়াছিলেন। পূর্ণ শরণাগতির ইহাই লক্ষণ। কিন্তু অসুর-গুরু শুক্রাচার্য্য বলির ইন্দ্রিয়-ভোগ ও ত্যাগ-পিপাসা নির্ম্মূলিত হইতে দেখিয়া তাহাতে বাধা দিয়াছিলেন। সুতরাং তাঁহার দর্শন অপেক্ষাযুক্ত এক-নয়ন-দৃষ্টিরূপে পরিণত হইয়াছিল।

৯ম দৃশ্য

জাগতিক চিত্তবিশিষ্ট অগ্রজের প্রতি হরিভক্ত কনিষ্ঠের কর্ত্তব্য

—:০: —

সীতা-হরণের পর রাবণকে রামচন্দ্রের সীতা প্রত্যর্পণ ও তাঁহার নিকট শরণাগত হইবার জন্য কনিষ্ঠ ভ্রাতা বিভীষণের সমুদয় চেষ্টা ব্যর্থ হইলে পর বিভীষণ তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার কার্য্য-প্রণালী আদর করিতে না পারায়, জ্যেষ্ঠের আদর কনিষ্ঠের ধর্ম্ম হইলেও তাহা তাঁহার উদ্দেশ্যের অন্তরায় হওয়ায় তিনি (বিভীষণ) রাবণের সঙ্গ পরিত্যাগ করেন। তিনি রাবণকে স্বজন বোধ করিতে পারেন নাই। লৌকিক-বিচারে অগ্রজ গুরু-পদবাচ্য হইলেও এবং তাঁহাকে পরিত্যাগ করা আদরণীয় না হইলেও শাস্ত্র-তাৎপর্য্য-অনুসারে ঐরূপ কার্য্যই সিদ্ধান্ত-সম্মত।

১০ম দৃশ্য

বিষ্ণু-বিরোধী পিতার প্রতি বিষ্ণুভক্ত পুত্রের ব্যবহার

সেব্য ভগবান্ পুরুষোত্তম 'বিষ্ণু' বলিয়া কথিত হ'ন। বিষ্ণু-সেবাই জীবাত্মার একমাত্র কর্ত্তব্য এবং শ্রেয়োদয়ের কারণ। বিষ্ণু-বিমুখ দ্বিতীয়াভিনিবিষ্ট হিরণ্যকশিপু বিষ্ণু-বিরোধী হইয়া নিজ প্রতিষ্ঠায় আপনাকে সর্ব্বব্যাপিত্বে বা সার্ব্বভৌমত্বে প্রতিষ্ঠিত জানিতেন। তৎপুত্র প্রহ্লাদ কিন্তু আত্মানাত্ম-বিবেক-বিশিষ্ট বিষ্ণুভক্ত হইয়া অসুর-ভাবাপন্ন বিষ্ণুবিদ্বেষী পিতাকে সম্মান দিতে পারেন নাই। এমন কি, তিনি মৃত্যুভয়েও ভীত না হইয়া পিতৃবাক্য অবহেলা পূর্ব্বক বিষ্ণু-ভক্তির শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করিয়াছেন এবং ঐরূপ পিতাকে গুরু বলিয়া জানিবার পরিবর্ত্তে পরিত্যাগ করিয়াছেন। এমন কি নৃসিংহদেব কর্ত্তৃক তাঁহার পিতার মৃত্যু সাধিত হইলেও তিনি শোকযুক্ত হ'ন নাই।

১১শ দৃশ্য

কু-পরামর্শদাত্রী মাতার প্রতি ব্যবহার

—:০:—

মাতা কৈকেয়ী ভগবদ্বস্তু রামচন্দ্রের পূর্ণতা স্বীকার না করিয়া অংশ-আশ্রয়োচিত ধর্ম্মাবস্থিত বিষয়-বিগ্রহের সেবাকে অর্থাৎ পূর্ণ-ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্রকে বনবাসে পাঠাইয়া ভরতকে অযোধ্যার রাজ-সিংহাসনে বসাই-বার চেষ্টা করায় তিনি জননী হইলেও ভরত মহারাজ তাঁহার বিচার সমর্থন করেন নাই অধিকন্তু তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। সুতরাং ভরত মহারাজ 'জননী ন সা স্যাৎ' শ্লোকের বিচার-প্রদর্শক।

১২শ দৃশ্য

ভগবদিতর দেবতাগণের প্রতি ব্যবহার

—:০:

অখিল-রসামৃত-মূর্ত্তি পুরুষোত্তম তত্ত্ব ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই একমাত্র সেব্য বস্তু। ইন্দ্র বরুণ প্রভৃতি দেবতাগণ ভগবৎপর্য্যায়ে গণ্য হ'ন না। ইতরদেবতাগণ আধিকারিক দেবতা-হিসাবে ভগবানের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়া আমাদিগকে জাগতিক সুখ-সুবিধা বা তাহা হইতে মুক্তি দিবার অধিকারী মাত্র; তাঁহারা মানবের চরম-প্রাপ্য বাস্তব-বস্তু-প্রদানে অসমর্থ; তাঁহাদের ভজন ভগবদুপাসনার বাধক-স্বরূপ। তাই খট্বাঙ্গ রাজা ঐসমস্ত দেবতাগণের ভজন পরিত্যাগ করিয়া জীবনের শেষ মুহূর্ত্তে ভগবান্ বিষ্ণুর পাদপদ্মে শরণাগত হইয়া-ছিলেন। তাঁহার আদর্শে মানবের সতর্ক হওয়া উচিত।

১৩শ ও ১৪শ দৃশ্য

বিষ্ণুবিরোধী স্বামীর প্রতি পত্নীর ব্যবহার

—:০:—

শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ভগবৎস্বরূপের জ্ঞানের অভাবে ভগবৎ-সেবা-বিমুখ যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণ-গণ কৃষ্ণকে বৃন্দাবনে গরু চরাইতে দেখিয়া সামান্য গোপবালক বলিয়া ধারণা করিয়া-ছিলেন। তাই তাঁহারা বৈদিক কর্ম্মকাণ্ডে আবদ্ধ থাকিয়া তাঁহার প্রার্থনা-সত্ত্বেও ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে যজ্ঞান্ন দিতে অস্বীকার করিয়া রামকৃষ্ণের সেবায় বিমুখতা প্রদর্শন করিয়া ছিলেন।

কৃষ্ণ-সখাগণ তৎপরে কৃষ্ণকর্ত্তৃক যাজ্ঞিক-ব্রাহ্মণপত্নীগণের নিকট প্রেরিত হইলে তাঁহারা (ব্রাহ্মণীগণ) উক্ত সখাগণকে আদর অভ্যর্থনা করেন এবং তাঁহাদিগের স্বামিগণের নিষেধসত্ত্বেও অর্থাৎ তাঁহাদের বাধা অমান্য করিয়াও রামকৃষ্ণের ভোগের জন্য যজ্ঞান্ন লইয়া স্বয়ং তৎসকাশে উপস্থিত হ'ন।

কৃষ্ণবিমুখ স্বামীর অনুগমনে বাস্তব পাতিব্রত্য-ধর্ম্ম-পালন হয় না। কিন্তু যাঁহারা কৃষ্ণভক্তির পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া নিজেদের এবং তাঁহাদের স্বামীর আত্যন্তিক মঙ্গল আনয়ন করিতে পারেন তাঁহারাই বাস্তবিক 'পতিব্রতা' নামে খ্যাতা।

১৫শ ও ১৬শ দৃশ্য

শ্রীবাসঅঙ্গনে মহাপ্রভুর সঙ্কীর্ত্তন-লীলা ও শুদ্ধভক্তের আদর্শ-সেবা

—:০:—

মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য শিক্ষা দিয়াছেন যে; ভগবানের সম্বন্ধে বাস্তব জ্ঞান লাভ করিতে হইলে শ্রীহরিনাম-সংকীর্ত্তনই এক-মাত্র উপায়। তিনি নবদ্বীপে শ্রীধাম-মায়াপুরে শ্রীবাসঅঙ্গনে জীবের পঞ্চম-পুরুষার্থ কৃষ্ণ-প্রেম-প্রদান-লীলা করিয়াছিলেন। ভগবানের নাম ও ভগবান্ পৃথক্ বস্তু নহেন। বৈকুণ্ঠ-নামভজনকারিগণ ভগবৎ-সেবা-পরায়ণ এবং তাঁহার প্রীতি-আকর্ষণে সিদ্ধ হ'ন। শ্রীগৌরসুন্দর সেই সহজ-পন্থার অধোক্ষজের সেবা করিবার সনাতন বিধান প্রচার করিতেছেন।

সকলে জন্মে পিতামাতা সবে পায়। শ্রীগুরুকৃষ্ণ নাহি মিলে ভজহ হিয়ায়॥

শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীবাসের গৃহে কীর্ত্তনরসে মগ্ন থাকাকালে প্রদোষকালে শ্রীবাসের পুত্রের মৃত্যু হয়। শ্রীবাসের অন্তঃপুরস্থ নারীগণ পুত্রশোকে শোকাতুরা হইয়া আর্ত্তনাদ করিতে ব্যস্ত হইলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর কীর্ত্তন-রসে বাধা হইবে ভাবিয়া শ্রীবাস তাঁহাদিগকে শোকপ্রকাশ করিতে নিষেধ করেন। সাধ্বী পতিব্রতাগণ সেবোন্মুখিনী থাকায় ভগবদ্ভক্ত শ্রীবাসের কথার উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিয়া আত্মেন্দ্রিয়তৃপ্তিরূপ ক্রন্দনাদি শোকপ্রকাশ হইতে বিরত হন। এইরূপ গৃহস্থ-জীবন-যাপন সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য।

১৭শ দৃশ্য

ভক্তের প্রতি অভক্তের কপট ব্যবহার

ভগবদ্ভক্ত কোন দিনই ভোগচতুর ব্যক্তিদিগের বিচার-প্রণালী বুঝিতে অসমর্থ নহেন। তাঁহারা ভোগের সকল প্রকার তাৎপর্য্য বুঝিয়া এবং উহার অকিঞ্চিৎকরতা উপলব্ধি করিয়া তদ্বিষয়ে উদাসীন। শ্রীল সনাতন গোস্বামী শ্রীচৈতন্যপাদপদ্মমিলনের জন্য জাগতিক সমস্ত ঐশ্বর্য্যকে থূৎকার করিয়া যখন ভৃত্য ঈশানকে সঙ্গে লইয়া পাতড়া পর্ব্বতে উপস্থিত হন তখন সেখানকার দস্যু-সম্প্রদায় তাঁহার ভৃত্য ঈশানের নিকট কিছু সুবর্ণমোহর আছে জানিতে পারিয়া তাহা অপহরণ-মানসে তাঁহাকে সমাগত অতিথিকে ন্যায় অভ্যর্থনা করেন।

১৮শ দৃশ্য

ভোগিজীব ভক্তের অন্তঃকরণ বুঝিতে অসমর্থ

—:०:—

দস্যুদিগের সৌজন্য দেখিয়া সন্দিগ্ধচিত্তে সনাতন প্রভু ঈশানের নিকট অর্থ আছে কিনা জিজ্ঞাসা করায় ভৃত্য ঈশান একটী সুবর্ণমুদ্রা ভবিষ্যতে প্রভুর সেবায় লাগিবে বলিয়া সংরক্ষণ করিয়া বাকী মুদ্রা ৭টা তাঁহার নিকট অর্পণ করিলে তিনি ঐগুলি দস্যুপতিকে প্রদান করিতেছেন।

১৯শ দৃশ্য

ভক্ত কখনও নির্ব্বোধ নহেন

—:०:—

ভোগিকুল জাগতিক মঙ্গলের বিনিময়ে সুবর্ণকে স্থাপন করায় ভগবদ্ভক্তগণ ঐ সকলকে বহুমানন করেন না। সনাতনপ্রভু ঐরূপ সুবর্ণ অপ্রয়োজনীয় জানিয়া এবং ইন্দ্রিয়চরিতার্থতার বিনিময় অর্থ নিকটে থাকিলে উহাতে ইন্দ্রিয়পরায়ণ ব্যক্তিগণের লোভ হইতে পারে জানিয়া উহা দস্যুদিগকে অর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত হইলেন ও বুদ্ধিমানের পরিচয় দিলেন।

২০শ দৃশ্য

তথাকথিত জাগতিক বন্ধুগণ ভক্তগণের নিকট প্রকৃত বন্ধু নহেন

—:०:—

বাকী সুবর্ণ-মুদ্রাটী ঈশানের কার্য্যে লাগিবে বলিয়া সনাতন প্রভু ঐ মুদ্রাসহিত ভৃত্যকে বিদায় দিলেন। ঈশান লৌকিক-বিচারে প্রভুর সেবার জন্য জাগতিক অর্থের প্রয়োজন মনে করিয়াছিল; কিন্তু সনাতন প্রভু তাহার বিচার-ভ্রান্তি প্রদর্শন করাইয়া এবং সুবর্ণমুদ্রাতে তাহার লোভ আছে জানিয়া তাহার সঙ্গ পরিত্যাগ করিলেন। সুবর্ণমুদ্রা রক্ষাকর্ত্তা নহে কৃষ্ণই একমাত্র রক্ষাকর্ত্তা, এরূপ বোধ ঈশানের ছিল না। সুতরাং 'স্বজাতীয়াশয় স্নিগ্ধ সঙ্গ' না পাইয়া সনাতন প্রভু ঈশানকে পরিত্যাগ করিলেন।

২১তম দৃশ্য

একান্ত ভক্তের প্রতি নির্য্যাতন ও তাঁহার সহিষ্ণুতা

—:०:—

ঠাকুর হরিদাস জাগতিক-সম্বন্ধ-বিচ্ছিন্ন হইয়া সর্ব্বতোভাবে সর্ব্বক্ষণ ভগবৎসেবায় নিরত হওয়ায় তাঁহার ব্যবহারাবলী মুলুকের কাজীর অসন্তোষের বিষয় হয়। তাহাদিগের গদি পদ্দ হইবার আশঙ্কায় ঠাকুর হরিদাস কারাগৃহে নিক্ষিপ্ত হইলেন। তথাপি হরি-সংকীর্ত্তনরূপ ভগবৎসেবা হইতে বিরত হইলেন না। তিনি বলিলেন—

"খণ্ড খণ্ড হয় যদি যায় দেহ প্রাণ।
তথাপি বদনে নাহি ছাড়ি হরিনাম॥"

দেবতাগণও ভক্তের ভগবদ্ভজনের অনেক সময় ব্যাঘাত করিয়া থাকেন। কিন্তু শুদ্ধভক্তগণ তাহাতে বিচলিত হ'ন না।

২২তম দৃশ্য

জাগতিক বিপদের আধিক্যে ভক্তের সেবা-বৃত্তির আধিক্য

—:०:—

ঠাকুর হরিদাস কারাগৃহে আবদ্ধ হইলে তথাকার পাপকর্ম্মনিপুণ কারানিক্ষিপ্ত ভোগিসম্প্রদায় তাঁহার সাধুতা ও মহিমা আশ্রয় লইয়া কারা হইতে অবৈধভাবে স্বাধীনতা আকাঙ্ক্ষা করিতে লাগিলেন। তিনি তদুত্তরে কারাবদ্ধ জনগণকে কারাগৃহ হইতে বাহিরে যাইবার পরামর্শ না দিয়া সেখানে থাকিয়া নির্ব্বিঘ্নে নাম-ভজনে মনোযোগ দিতে অনুরোধ করিলেন। ভজন-প্রভাবে গৌণভাবে জীবের পাপপ্রবৃত্তি প্রশমিত হয়, এই সকল কথা সুষ্ঠুভাবে বুঝাইয়া দিলেন। জীব-মাত্রেরই একমাত্র কর্ত্তব্য সর্ব্বাবস্থায় ভগবদ্ভজন। সুতরাং অন্য কোন বাসনা যে কখনই মঙ্গলের হেতু হইতে পারে না, ইহাই বুঝাইয়া দিলেন।

---

২৩ তম দৃশ্য

ভক্তের বান্ধব-নির্ব্বাচন, গুরুদ্রুব কখনও বন্ধু নহে

—:०:

উপদিষ্ট ব্যক্তিকে বঞ্চনা করা উপদেশকারীর সরলতার পরিচয় নহে। মন্ত্র-প্রদান বা দীক্ষাদান করিলেই শিষ্যকে অর্চ্চন-অধিকার দেওয়া হয়। অর্চ্চনাধিকারে যোগ্যতার আবশ্যকতা আছে। উপদেশ-গ্রহণকারীকে অযোগ্য বিচার করিলে কোনমতেই তাহাকে ভগবৎপূজার আনুষ্ঠানিক কার্য্যের অধিকার দেওয়া হয় না। কিন্তু যাঁহারা অধিকার দিবেন, পতিতকে উদ্ধার করিয়া স্বয়ং পতিত-পাবন নামের সার্থকতা সম্পাদন করিবেন, তাঁহারা বঞ্চনা করেন না. যোগ্যতার অভাব থাকাকাল পর্য্যন্ত উঁহাদিগকে অপেক্ষা করিতে বলেন, এবং যোগ্যতা-লাভের জন্য যাহা করা কর্ত্তব্য সেরূপ উপদেশ দেন। যোগ্য হইলেই কেবল বঞ্চনা করিয়া নিজের স্বার্থ ও স্বার্থ সংগ্রহ করা গুরুর কর্ত্তব্য নহে। উহা লঘুর বিচারেই প্রতিষ্ঠিত।

২৪তম দৃশ্য

সদ্‌গুরুই প্রকৃত বন্ধুরূপে ভগবদ্ভজন শিক্ষা দেন

—::०::—

সদ্‌গুরু পতিতকে উন্নত করিয়া ভগবৎসেবায় নিযুক্ত করেন এবং আত্মসাৎ করিয়া তাহাকে আত্মসমতায় প্রতিষ্ঠিত করেন। যোষিৎসঙ্গাদি মায়াবাদ ও সৎকর্ম্মের আবরণে উন্নতির ব্যাঘাত ঘটায়। ভূতশুদ্ধি হইবার পর অর্থাৎ তাহার সমস্ত পাপ ও অজ্ঞান দূরীভূত হইবার পর সদ্‌গুরু তাহাকে অর্চ্চনের অধিকারী করিয়া আত্মসম করেন, সদ্‌গুরু নিজে ভগবদ্ভজন জানেন বলিয়া শিষ্যকেও তাহাই শিক্ষা দেন। শিষ্যের শ্রীবিগ্রহ কিম্বা শ্রীশালগ্রাম-পূজার অধিকার-প্রাপ্তিতে সদ্‌গুরু মৎসরতা প্রকাশ করেন না এবং শিষ্যকে পতিত রাখিয়া নিজে গুরু-গিরি করিবার দুরাশা পোষণ করেন না।

২৫তম দৃশ্য

মানবের জড়েন্দ্রিয়সকল দমিত না হইলে আত্মবিনাশ করে। শিকারী-ব্যাধের বংশীধ্বনিতে মৃগের মুগ্ধতা

—:०:—

এই দৃশ্যে দেখা যাইতেছে, ব্যাধের বংশীধ্বনিতে আকৃষ্ট হইয়া হরিণ প্রাণ হারাইতেছে। এখানে হরিণ একটি মাত্র ইন্দ্রিয়ের আকর্ষণে ক্ষুব্ধ হইয়া যেরূপ অবস্থা প্রাপ্ত হইতেছে, তাহাতে মানুষের পক্ষে পঞ্চেন্দ্রিয়ের আকর্ষণে কি অবস্থা হইতে পারে, তাহা সহজেই অনুমেয়। অতএব ঐসকল ইন্দ্রিয়ের হস্ত হইতে রক্ষা পাইতে হইলে মানুষের কি-প্রকার সাবধান ও সহিষ্ণু হইতে হইবে তাহাই বিচার্য্য।

২৬তম দৃশ্য

মধুমক্ষিকাসকল জিহ্বা-লাম্পট্যফলে মুগ্ধ হইয়া প্রাণ হারাইতেছে

—:०:—

মধুমক্ষিকা-গণ যখন মধু বা গুড় দর্শন করে তখন জিহ্বেন্দ্রিয়ের বশবর্ত্তী হইয়া তাহাতে এরূপ আকৃষ্ট হয় যে, পরিশেষে মত্ততা-প্রযুক্ত উহাতে আবদ্ধ হইয়া প্রাণ হারায়।

২৭তম দৃশ্য

স্পর্শ-সুখের পরিণামে হস্তীর দুর্দ্দশা

হস্তিশিকারকারী ব্যক্তিগণ হস্তি-শিকার করিবার জন্য মৃত্তিকাভ্যন্তরে গহ্বর প্রস্তুত করিয়া এই গহ্বরের নিকটে হস্তিনী আনিয়া দেয়। হস্তিসকল প্রায়শঃ স্পর্শ-সুখ ভালবাসে, তন্নিবন্ধন হস্তিনীর স্পর্শ-সুখ-আশায় তাহার নিকটে আসিয়া প্রচ্ছন্ন-গহ্বরে পতিত হয় ও শিকারীর হস্তে সহজেই আবদ্ধ হয়। সামান্য স্পর্শ-সুখের পরিণামের ইহা

২৮ ২৯তম দৃশ্য

ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের প্রলোভনে মৎস্যসকলের দুর্দ্দশা

—:०:—

ভোগনিপুণ লোভী ব্যক্তি নির্ব্বোধ মৎস্যের ন্যায় কণ্টকবিদ্ধ টোপকে সঞ্চিত খাদ্য-জ্ঞানে গ্রহণ করিবার জন্য উৎসাহ-বিশিষ্ট হয়। ভোগ্য-পদার্থে উন্মত্ত হইয়া যখনই মৎস্য উহা গ্রহণ করে, তখনই সে কণ্টক বিদ্ধ হইয়া জানিতে পারে যে, ভোগ করিবার জন্য তাহারই বিনাশকের উদ্যম চেষ্টা। যদি এক একটী ইন্দ্রিয়ের প্রলোভনে এরূপ দুর্দ্দশা ঘটে, তাহা হইলে মানুষ যখন সর্ব্বেন্দ্রিয়ের দ্বারা আকৃষ্ট হয়, তখন তাহার যে কি ভীষণ পরিণতি হয় তাহা বিচার্য্য। কিন্তু মানুষ যে এরূপ দুর্দ্দশা-প্রাপ্ত হইয়াও নিজের সুবুদ্ধির বড়াই করে, ইহাই আশ্চর্য্য। কিন্তু ভগবদ্ভক্ত ইন্দ্রিয়ের আকর্ষণের পরিণাম অবগত থাকায় ঐরূপ প্রলোভনে পতিত হন না।

শরণ লঞা করে কৃষ্ণে আত্মসমর্পণ। কৃষ্ণ তারে করে তৎকালে আত্মসম॥

৩০তম দৃশ্য
প্রাকৃত সহজিয়াগণের মধুর-রস-আস্বাদনের বৃথা চেষ্টা

—:০:—

যাহারা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে অন্তরের সহিত সেবা করিতে পারে না অথচ কৃষ্ণের অপ্রাকৃত রস আস্বাদন করিয়াছে বলিয়া অভিনয় করে, তাহারা নিশ্চয়ই ঐ রসাস্বাদনে বঞ্চিত। মক্ষিকাকুল যেমন কাঁচভাণ্ডের মধ্যে অবস্থিত মধু আস্বাদন করিবার লোভে কাঁচভাণ্ডের উপর বসিয়াই মধুর প্রকৃত আস্বাদন করিয়াছে মনে করে, তদ্রূপ প্রাকৃত-সহজিয়া-কুলও প্রপঞ্চান্তর্গত ভোগ-পিপাসায় ব্যস্ত থাকিয়া—ভাবনা-বর্ত্ম অতিক্রম পূর্ব্বক চমৎকার-ভাবপূর্ণ সমুজ্জ্বল-হৃদয়ে আস্বাদ্য রস-লাভে বঞ্চিত হইলেও জড়-রসকে পর-রস-জ্ঞানে অপ্রাকৃত রস আস্বাদন করিয়াছে বলিয়া মনে করে। বস্তুতঃ উহা ভোগের প্রবৃত্তি মাত্র। উহাতে ভজনের কোন সৌন্দর্য্য নাই। আত্মবঞ্চনার ফলে এই সকল প্রাকৃত-সহজিয়া নিজ অস্ত্রে নিজেই আহত হয় মাত্র। স্বরূপজ্ঞানাভাবে বস্তুবিবেক তাহাদিগের নিকট হইতে দূরে চলিয়া যায় এবং পরিশেষে অমঙ্গল উপস্থিত হয়।

৩১তম দৃশ্য
বিপদ্ হইতে উদ্ধারের জাগতিক চেষ্টার ব্যর্থতা

—:০:—

সন্তরণশীল কুকুরের লাঙ্গুল ধরিয়া সমুদ্র পার হইবার প্রয়াস করিলে যে-প্রকার কুকুর ও তাহার লাঙ্গুলধারী ব্যক্তি—উভয়ের পক্ষেই বিষম বিপদ, তদ্রূপ কৃষ্ণ-ভক্তিকে বাদ দিয়া অসদ্গুরু কিম্বা কর্ম্ম-যোগ-জ্ঞান প্রভৃতির আশ্রয়ে সংসারসমুদ্র উত্তীর্ণ হইতে যাওয়াও দুরূহ ব্যাপার। তাহার ফলে সংসারসমুদ্রে প্রাণ-বিসর্জ্জন করিতে হয় মাত্র।

৩২তম দৃশ্য
সদ্গুরুপাদপদ্মে শরণাগতিই সংসার-সমুদ্র উত্তীর্ণ হইবার একমাত্র উপায়

—:০:—

সদ্গুরুর উপদেশানুসারে অখিল রসামৃত-মূর্ত্তি ভগবদ্-বিগ্রহের সেবায় চেষ্টা বিশিষ্ট হইলে ভব-সংসারে ত্রিবিধ ক্লেশ হইতে উত্তীর্ণ হওয়া যায় এবং নিত্য সচ্চিদানন্দ বিগ্রহের সেবা-সুখ লাভ ঘটে।

৩৩তম দৃশ্য
শ্রীমদ্ভাগবতই আমাদের একমাত্র পরমার্থ-পথ-প্রদর্শক

—:০:—

শ্রীভগবদ্বিগ্রহ প্রপঞ্চে অবতরণ করিলে ভাগ্যবন্ত জীবগণ তাঁহার সেবা করিতে সমর্থ হয়। ভগবানের অন্তর্দ্ধানে ভগবন্নাম, রূপ, গুণ, পরিকর-বৈশিষ্ট্য ও লীলা-বিষয়িণী কথারূপ শ্রীমদ্ভাগবতের প্রাকট্য হয়। কৃষ্ণ-সেবা-বিমুখ সংসারে নামী ও নামের অভ্যুদয় না হইলে জগৎ কেবল ত্রিতাপক্লিষ্ট রাজ্যে পরিণত হয়। ভগবৎ-কীর্ত্তনের দ্বারাই জীবের ইন্দ্রিয়তর্পণ-পিপাসা-রূপ ব্যাধি প্রশমিত হয়। শ্রীমদ্ভাগবতে ঐরূপ কীর্ত্তন লক্ষিত হয়।

৩৪ তম দৃশ্য
শ্রীমদ্ভাগবত সর্ব্বশাস্ত্র-শিরোমণি

—:০:—

জগতের সকল শাস্ত্র ও সকল উপদেশ তৌলদণ্ডের একদিকে প্রদত্ত হইলে অন্যদিকে একমাত্র শ্রীমদ্ভাগবতেরই গুরুত্ব লক্ষিত হয়। সকল শাস্ত্র ও সকল উপদেশ চরমে ধর্ম্মার্থ-কামরূপ ভোগ এবং ত্যাগরূপ মোক্ষকে প্রাপ্য জ্ঞান করেন। শ্রীমদ্ভাগবত এই সকলের অকিঞ্চিৎকরতা স্থাপন করায় অপর সকলের গুরুত্ব ভাগবতের নিকট লঘুত্বে পরিণত হয়।

৩৫ তম দৃশ্য
ধর্ম্ম-অর্থ-জ্ঞান-বৈরাগ্য প্রভৃতি যাবতীয় জাগতিক উপাদেয়তা হইতে অপ্রাকৃত শ্রীবিগ্রহের শ্রেষ্ঠত্ব

—:০:—

শ্রীনারদ সত্যভামাকে শিক্ষা দিয়াছিলেন যে, অপ্রাকৃত শ্রীবিগ্রহ জাগতিক সমস্ত ধন হইতেই শ্রেষ্ঠ। শ্রীভগবদ্-বিগ্রহ দ্বাদশরসের একমাত্র আশ্রয় বলিয়া আকাঙ্ক্ষণীয় ঐশ্বর্য্য এবং সর্ব্বোচ্চ-কল্পনাপ্রসূত জাগতিক চিন্তা-স্রোতগুলি ওজনে কম হইয়া যায়। ভগবান অপেক্ষা ভগবন্নামের শ্রেষ্ঠত্ব এবং জীবের পক্ষে ভজনীয়তা-বিচারে তৌলদণ্ডে লক্ষিত হইয়াছে সত্যভামা তৌলদণ্ডের একদিকে সমস্ত জাগতিক ঐশ্বর্য্য চাপাইয়া দিবার পর উহার অপরদিকে শ্রীরুক্মিণী একটী শ্রীতুলসীপত্রে লিখিত অপ্রাকৃত শ্রীনাম চাপাইয়া দিলে ঐ দিকেই গুরুত্ব লক্ষিত হইয়াছিল। ইহাতে ভক্তিরই শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদিত হয়। অযোগ্য-ব্যক্তি বাধ-রেখা দ্বারা যোগ্যতা লাভ করেন বলিয়া নামী অপেক্ষা নামের দ্বারা অধিক ফললাভের গুরুত্ব স্থাপিত হইয়াছে।

৩৬ তম দৃশ্য
ভগবৎপ্রসাদে সমস্ত জীবের ভগবৎকৃপা-প্রাপ্তি

—:০:—

ভগবান্ বা ভক্তের অনুগ্রহ-প্রাপ্তে জীবের অনর্থ নিবৃত্ত হইয়া মঙ্গলের উদয় হয়। উক্ত কৃষ্ণ প্রসাদজ বা কৃষ্ণ-ভক্ত-প্রসাদজ বিচারে প্রতিষ্ঠিত। যখন আমরা বিড়ালীকে তাহার শাবককে সাহায্য করিতে দেখি তখনই আমরা শরণাগতির মাহাত্ম্য অনুভব করিয়া ভগবৎ-কৃপার উপর পূর্ণ নির্ভরতার প্রয়োজনীয়তা বুঝিতে পারি। তেজন্যই বা উত্তর-দেশের শ্রীবৈষ্ণবের মধ্যে এই প্রকার ভগবদনুগ্রহের নির্ভরতা দৃষ্ট হয়। ইহাকে "মার্জ্জার ন্যায়" বলে।

৩৭ তম দৃশ্য
নিজচেষ্টায় সেবাসাফল্য-লাভের দৃশ্য

—:০:—

বানরীর দৃষ্টান্তে আমরা জানিতে পাই, সে নিজ শাবকের অধিক সাহায্য করে না। বানর-শিশু মাতার অনুগ্রহপ্রার্থী না হইয়া নিজ চেষ্টায় মাতাকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া থাকে। ইহাই সাধনাভিনিবেশজ অনুকম্পার উদাহরণের স্থল। ইহাকে "মর্কট ন্যায়" বলে। দক্ষিণদেশীয় বড়গলই শ্রীবৈষ্ণবগণের মধ্যে সাধনের দ্বারাই সিদ্ধি হউক, এই বিচারই প্রবল। আর 'মার্জ্জার-ন্যায়'-অবলম্বিগণ সাধন-বিষয়ে অনেকটা উদাসীন থাকিয়া কেবল ভগবান্ ও ভক্ত-কৃপায় সিদ্ধি লভ্য, বিচার করেন। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু সাধন, ভাব ও প্রেম-ভক্তির বিচার এবং শ্রীকৃষ্ণ ও ভক্ত-প্রসাদজ এবং সাধনাভিনিবেশজ বিচার যুগপৎ আলোচনা করিয়া এই উভয় সম্প্রদায়ের বিপদ ভঞ্জন করিয়া দেন। অর্থাৎ নিত্যসিদ্ধভাবে সাধনদ্বারা ভগবৎপ্রাকট্য-সাধ্যতা নিরূপণ করেন।

৩৮তম দৃশ্য
আত্মনিবেদনই সেবার মূল-মন্ত্র

—:০:—

অসুররাজ বলি স্বীয় ভোগ ও ত্যাগ নির্বিশেষ ধামত্রয়ের সমর্পণ দ্বারা বামনদেবের প্রীতিবিধান করেন পরন্তু বামন-ভিক্ষায় আত্মসমর্পণ নামক তৃতীয় অধিষ্ঠানের যোগ্যতা লোক-লোচনের বিষয় হইয়াছে। শরণাগত ব্যক্তি স্বয়ং শরণ গ্রহণ করিলেই তাঁহার সেবা-চেষ্টা দেখা যাইবে।

৩৯তম দৃশ্য
ভগবৎপ্রীতির সহিত সর্ব্বস্ব অর্পণ

—:০:—

শ্রীগৌরভক্তগণ আপনা হইতেই আত্ম-সমর্পণ করিয়া ভগবৎপ্রীতি অর্জ্জন করেন দানাদি অপর ব্রত বা নির্ভেদ ব্রহ্মানুসন্ধানরূপ শান্তি-লাভাদি রসজীবের ধারণায় পরানুকূল বিষয়বৎ। ভগবদ্ভক্তগণ ঐ দুইটী কেই ভগবৎসেবাবিমুখতা জানিয়া তাহাতে রুচিবিশিষ্ট হন না। গৌরভক্তগণের ঐরূপ অমঙ্গলকে মঙ্গল বোধ নাই।

৪০তম দৃশ্য
পদ্মানীতি

—:০:—

জড়বিচারপরা উগ্রসেনপত্নী পদ্মাবতী কৃষ্ণের ব্রজবাসিগণের প্রতি আন্তরিক স্নেহ লক্ষ্য করিয়া উপদেশ দিয়েছেন যে, জগতে ভোগপরায়ণ ব্যক্তিগণের দেনা-পাওনা মিটাইয়া দিলে পরস্পর সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হয়। সুতরাং, কৃষ্ণ যে কয়দিবস গোপগৃহে বাস করিয়াছিলেন সেই কয়দিন তাঁহাকে পালন করিতে তাঁহাদের যে ব্যয় হইয়াছে এবং কৃষ্ণ তাঁহাদের কার্য্য করিয়া যে বেতন লাভ করিয়াছিলেন উহার জমা-খরচে ব্রজবাসিগণের যে পাওনা হয় তাহা গোপগণকে দিলে নিত্য-পঞ্চরসের আশ্রয়-বিগ্রহগণ বণিগ্‌বৃত্তি অবলম্বন করিয়া চিরতরে কৃষ্ণ-সম্বন্ধ হইতে বিচ্ছিন্ন হইতে পারেন।

কর্ম্মী ও জ্ঞানীর চেষ্টায় নিজেন্দ্রিয়তর্পণ ও তর্পণ-রাহিত্য-মুখে নিজ মঙ্গল সাধন করিতে হয়; কিন্তু ভগবদ্ভক্ত সেরূপ ভোগ্য-জগতের ক্রীড়াপুত্তলী মাত্র হন না।

অনেক সময় আমরা ভগবদ্ভক্তগণের, তথা বৃন্দাবনবাসিগণের শ্রীকৃষ্ণের প্রতি আন্তরিক প্রীতি উপলব্ধি করিতে না পারিয়া তাঁহাদিগের ঐরূপ ক্রিয়া-মুদ্রাকে আমাদিগের জড়েন্দ্রিয়-তর্পণের সমভূমিকায় টানিয়া আনিবার চেষ্টা করি। জড়ভূমিকায় এই অপস্ব-বৃত্তিই পদ্মানীতিতে দৃষ্ট হইতেছে।

৪১তম দৃশ্য
অংশ-ভগবানের সেবার অনুপযোগিতা

—:০:—

মন্থরার কুমন্ত্রণায় কৈকেয়ী রামের বনবাস ও স্বপুত্র ভরতের রাজ্যাভিষেকের জন্য রাজা দশরথের নিকট বর-প্রার্থনা জ্ঞাপন করিলেন। দশরথ বাৎসল্যরসের সেবকসূত্রে যে সেবাফল লাভ করেন, কৈকেয়ীর প্রার্থনায় সেই সেবা-সুখ হইতে বঞ্চিত হইলেন। কৈকেয়ী অংশ-ভগবান্ ভরতের পূর্ণতা-আকাঙ্ক্ষায় পূর্ণ ভগবান্ রামের সেবা হইতে বঞ্চিত হইয়া আত্মসুখ-কামনা-নিরতা হন। মহাত্মা ভরত জননীর সেই সকল কথায় আদর করেন নাই। কৈকেয়ী ভরতের সেবাকারী হইয়া তপস্যা করায় প্রদ্যুম্ন ভগবান্ তাঁহার পুত্ররূপে কিছুদিন সেবিত হইয়াছিলেন, পরে তিনি সেবাবিচ্যুত হইয়া শ্রীরামচন্দ্রকে বৈকুণ্ঠ হইতে স্থানান্তরে পাঠাইবার রুচি বিশিষ্ট হন।

৪২তম দৃশ্য
শ্রীরামচন্দ্র সর্ব্বসৎকর্ম্ম-নিপুণ-চিন্তা-স্রোতের আদর্শ ভগবদ্বিগ্রহ

—:০:—

শ্রীরামচন্দ্র জাগতিক বিচারসম্পন্ন জনগণকে পাপকার্য্য হইতে বিরত হইবার আদর্শ প্রদর্শনকারী বিগ্রহ। শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় স্বয়ং পুরুষোত্তমের অভিনয় না করিয়া শ্রীরামচন্দ্র পিত্রাজ্ঞা-পালনমুখেই পিতাকে নিজ স্নেহাধিকার হইতে বঞ্চনা করিয়া লোকরঞ্জনের অভিনয়ে কৈকেয়ীর নিকট পিতার প্রতিজ্ঞা-পালন উপলক্ষ্য করিয়া আত্মগোপন করিয়াছেন।

৪৩তম দৃশ্য
শ্রীরামচন্দ্রের অযোধ্যা-ত্যাগ

—:০:—

শ্রীরামচন্দ্র মাতা কৌশল্যা ও অযোধ্যা-বাসিগণকে শোকসাগরে ভাসাইয়া সীতাদেবী ও লক্ষ্মণের সহিত অযোধ্যা পরিত্যাগ করিতেছেন। বাৎসল্য রসের সেবকাভিমানিগণের প্রাপঞ্চিক বিচার নিরাস-কল্পে সুনীতিপরায়ণ ভগবদ্বিগ্রহ কিছুকালের জন্য সাকেতবাসীর সঙ্গ ত্যাগ করেন।

৪৪তম দৃশ্য
সেবক সেব্যের বিরহ সহ্য করিতে পারেন না

—:০:—

বাৎসল্যরসের সেবক দশরথ নিত্য-সেব্য পুত্রের বিরহ সহ্য করিতে না পারিয়া কৈকেয়ীর দুঃসঙ্গহেতু মৃত্যুর অভিনয় করেন।

৪৫তম দৃশ্য
রামচন্দ্র ও বাসুদেবের লীলাগত পার্থক্য

—:০:—

দশরথের ন্যায় বাসুদেব-পিতা বসুদেব জাগতিক নীতির প্রাচীর উল্লঙ্ঘন করিতে পশ্চাৎপদ নহেন। দশরথ ভগবৎ-সেবা অপেক্ষা লোকপ্রতিষ্ঠা মুখে কর্ত্তব্য-পালন-কার্য্য শ্রেষ্ঠ, এইরূপ ভ্রান্তি জগৎকে শিক্ষা প্রদান করিয়া নিম্নাধিকারীর বাসনায় আদর্শ রাখিয়া যাইতেছেন। অর্থাৎ ভগবৎ-সেবা অপেক্ষা তাৎকালিক জাগতিক মঙ্গলসাধনের শ্রেষ্ঠতা যাহাদের বিচারে উদ্দিষ্ট হয়, সেই সকল বঞ্চিত ব্যক্তিগণের জন্য দশরথের এই লীলার অভিনয়। এই লীলা-প্রকাশে নিত্য-পুত্র ভগবানের সেবা-বৃত্তির ওজন জড়-ভোগ-নীতিমূলে লঘু হইয়া পড়ে। কিন্তু কৃষ্ণ-লীলায় কৃষ্ণ-প্রীতিবর্দ্ধনের জন্য বিরোধীর হস্ত হইতে জাগতিক নীতি-সমূহ লঙ্ঘন করিয়া কংস-কারাগার হইতে বসুদেবের পলায়ন করিবার চেষ্টায় কৃষ্ণের সেবাদর্শ লক্ষিত হইতেছে। বসুদেব বাৎসল্য-রসের সেবক। তিনি কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইয়াও অনুক্ষণ নিত্যকাল ভগবৎসেবা করিয়াছেন বলিয়া বাৎসল্য-রসের ঔজ্জ্বল্য রাম-লীলা অপেক্ষা কৃষ্ণ-লীলায় অধিক সাধিত হইতেছে। বসুদেবের শ্রীকৃষ্ণের সেবা এবং বিধিবাধ্য রাম-সেবা – উভয়ের মধ্যে তারতম্য আছে তাহা মর্য্যাদা ও প্রীতিপথে পরিস্ফুট হইয়াছে।

৪৬-৪৭তম দৃশ্য
পূর্ণ ভগবানের প্রতি আংশিক ভগবানের সেবক-ভাবের ব্যবহার

—:০:—

ভরত রাজ্যাভিষিক্ত হইলেও নিজ-প্রভু শ্রীরামচন্দ্রের ভৃত্য-সূত্রে তাঁহার প্রতিনিধি-স্বরূপে তাঁহার অভিলাষ-পূরণের জন্যই সেবা-কার্য্যে প্রবৃত্ত। তিনি নিজেন্দ্রিয়-তৃপ্তির জন্য রাজ্যভার গ্রহণ করেন নাই। শ্রীরামচন্দ্রের পাদুকাই তাঁহার আরাধ্য। এই উচ্চ বিচার গ্রহণ করিয়া নিজ-প্রভু রামেরই সেবা করিতেছেন। তাহাতে যে প্রভুত্ব ভরতে আরোপিত হইতেছে উহা ভক্ত-জীবনের বিমুখতা-প্রদর্শন নহে।

৪৮তম দৃশ্য
জড়-ভোক্তার ভগবান্‌কে ভোগের চেষ্টা

—:০:

জগদ্ভোগী ভগবান্‌কেও ভোগ্য মনে করে। রাবণ-ভগ্নী সূর্পণখার অনুগামিনীগণ শ্রীরামচন্দ্রের সহিত সীতাদেবীর সুখ সহ্য করিতে না পারিয়া ভোগ-বাসনা-মূলে শ্রীভগবানের উপর প্রভুত্ব করিতে চায় কিন্তু তাঁহার সেবা করিতে চায় না।

৪৯তম দৃশ্য
জড়-ভোগ প্রবৃত্তি সেবা নহে

—:০:—

সূর্পণখা রামচন্দ্রকে ভোগ করিবার চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু সফলকামা হয় নাই। ভগবান্ ইন্দ্রিয়ের দাসগণকে কৃপা করেন না। নৈতিক-জীবনযাপনের আদর্শ-প্রদর্শনকারী এক-পত্নীধর শ্রীরামচন্দ্র সীতা-ব্যতীত অপর কাহাকেও পত্নীত্বে স্বীকার করেন না।

৫০তম দৃশ্য
ভোগপ্রবৃত্তি নীতি-বিষয়ে অন্ধ; তৎফলে দণ্ডপ্রাপ্তি

—:০:—

সূর্পণখা রামচন্দ্রের প্রতি ভোগ-প্রবৃত্তি-প্রয়োগে ব্যর্থ হইয়া শ্রীলক্ষ্মণের প্রতি তাহা প্রয়োগ করিতে চেষ্টা করে, কিন্তু তথায়ও ব্যর্থ-প্রযত্না হয়। তাহার ভালবাসায় অভিনয় সেব্যের প্রতি সেবকের বাস্তব-প্রীতি নহে। উহা জড় ভোগের চেষ্টা মাত্র। উক্ত প্রকার চেষ্টার ফলে দণ্ডস্বরূপ শ্রীলক্ষ্মণ-কর্ত্তৃক সূর্পণখার নাসা ও কর্ণচ্ছেদন। সেব্য-বস্তুকে ভোগ করিতে গিয়া, নীতির গণ্ডী লঙ্ঘন করিতে গিয়া অঙ্গহানির জন্য সূর্পণখা বিরূপ-প্রাপ্তি।

৫১তম দৃশ্য
সেব্যের নিকট হইতে সেবকের সেবা-আদায় করিয়া লইবার চেষ্টার ছলনা

—:০:—

কপট-মৃগ ধরিয়া দিবার জন্য রামচন্দ্রের নিকট সীতাদেবীর প্রার্থনায় নির্ব্বোধ লোক-দিগের মনে সীতাদেবীকে সামান্য মানবের বনিতা বলিয়া ধারণা হয়।

রামলীলায় যে আদর্শ প্রদর্শিত হইয়াছে, উহাতে মর্য্যাদা-পথের সেবা-প্রণালীর কথা বর্ণিত। অনুরাগ-পথে ইহা অপেক্ষা উজ্জ্বলতা আছে।

জগন্মাতা সীতাদেবী আত্ম-প্রার্থনা-মুখে যে অভিনয় প্রদর্শন করিলেন, উহা মায়িক বিচারপর নির্ব্বোধগণের লোভনীয় পদবীরূপ প্রার্থনা। যাঁহারা মায়িক রাজ্যে আত্মেন্দ্রিয়তর্পণে ব্যস্ত, তাঁহারা নিজের সুবিধার জন্য ভগবদ্বস্তুর সেবার ছলনা দেখান। অপ্রাকৃত জগল্লক্ষ্মী সীতাদেবী এইরূপ বিচারপরায়ণা না হইলেও রামচন্দ্রের নিকট হইতে ভোগা-কাঙ্ক্ষাপরায়ণ ভাবকগণের কৃত্যের অভিনয় করিতে গিয়া তাঁহার মৃগ-প্রার্থনা বহির্জগতের শক্তি ও শক্তিমত্তত্ত্ব-সম্বন্ধে অজ্ঞান-ব্যক্তিগণের নয়নাবরণকার্য্যে আত্ম-গোপনাকাঙ্ক্ষায় সীতাদেবীর এই লীলার প্রদর্শন।

৫২তম দৃশ্য
সততার আবরণে কপটতা

এখানে কপট রাবণ ভিক্ষুকের বেশে সীতাদেবীর নিকট ভিক্ষা-প্রার্থী। জগতের এই রীতিই বটে, কিন্তু ভগবৎসেবকগণের মধ্যে অতি অল্প লোকেরই চিত্তবৃত্তি ঐরূপ হইয়া থাকে। ভগবৎসেবা-বহির্ম্মুখ জনগণ ভগবদ্ভোগ্য বস্তুকে ভোগ করিবার ইচ্ছা করে।

৫৩তম দৃশ্য
রাবণের কপটতা-প্রকাশ

—:০:—

অপ্রাকৃত সীতাদেবীকে ভোগ করিতে গিয়া বঞ্চিত হইয়া রাবণের মায়াসীতা-গ্রহণ। অপ্রাকৃত-শক্তি প্রাকৃত-মানুষের ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য হন না এমত-অবস্থায় অপ্রাকৃত সীতা-দেবীকে স্পর্শ করিবার যোগ্যতা রাবণের নাই।

ভোগী রাবণ যথেচ্ছাচার-বশে মায়িক-বুদ্ধিতে নিজকে অপ্রাকৃত শক্তির শক্তিমত্তত্ত্ব-জ্ঞানে ভিক্ষুকের বেশে যে কপটতা করিলেন তাহা দ্বারাই ইন্দ্রিয়জ্ঞানে অতীন্দ্রিয় বস্তুকে পরিমিত করিবার জন্য যত্ন প্রদর্শিত হইয়াছিল।

৫৪ তম দৃশ্য
বঞ্চনার পুনরভিনয়

—:০:—

সীতাদেবীর অনুসন্ধান-ব্যপদেশে শ্রীরাম-চন্দ্রের ভ্রমণ-লীলা পার্থিব জনগণকে শ্রীরাম-চন্দ্র-সম্বন্ধে সামান্য মানব-জ্ঞান করাইয়া তাহাদিগকে বঞ্চিত করিতেছে। কারণ তাহারা ভগবদ্বস্তুতে পূর্ণ-বিশ্বাস-হীনতাবশতঃ শক্তি ও শক্তিমৎ-তত্ত্বকে বদ্ধজীবের ন্যায় মনে করে।

মায়াসীতা-হরণ-যোগ্যতা মায়িক রাবণের আছে। তাহার অপ্রাকৃত সেবাবুদ্ধির অভাব। ভক্তিহীনতা-প্রদর্শন জন্য সীতাকে মায়িকশক্তি মনে করিয়া তাহার হরণ-প্রবৃত্তি। এতদ্দ্বারা যথেচ্ছাচারী ব্যক্তিগণ আত্মতৃপ্তির মত্ত হইয়া ক্লেশের আবাহন করিবার সুযোগ পাইলেন, সেবা-বিমুখতার দণ্ড অধিক আর কি হইতে পারে?

---

৫৫ তম দৃশ্য
বঞ্চনার আর একটী দৃশ্য

—:০:—

যাহারা পরতত্ত্ব শ্রীরামচন্দ্রকে মায়া-মানুষ জ্ঞান করে, তাহাদিগকে প্রতারণার জন্য শ্রীরামচন্দ্র স্বীয় দুর্ব্বলতা বা আশ্রিত-বৎসলতা প্রদর্শন করিতেছেন।

---

৫৬ তম দৃশ্য
সেব্য-বস্তুকে অতিক্রম করার জন্য দণ্ড

যে-ব্যক্তি সেব্য বস্তুকে লঙ্ঘন করে, প্রকৃত সেবক তাহাকে সমুচিত দণ্ড প্রদান করিয়া সেব্যের প্রতি সেবার চমৎকারিতা প্রদর্শন করেন। শ্রীরামচন্দ্রের প্রতি রাবণের ব্যবহারে রুষ্ট হইয়া রামভক্ত হনুমান রাবণ-ভোগ্য লঙ্কা দগ্ধ করিতেছেন। শ্রীহনুমানের এইরূপ কার্য্য আদৌ অন্যায় বা নীতি-বিগর্হিত নহে।

শ্রীরামসেবক বজ্রাঙ্গজী বিকারী জগতের পরিণামশীলতা প্রদর্শন করিতেছেন। ইহাই প্রভুর জন্য ভক্তের একমাত্র কৃত্য। তাহাতে বৈমুখ্য-প্রদর্শন করিলেই প্রভু-সেবা বিলুপ্ত হইয়া আত্মতৃপ্তি ও জড়ভোগিদিগের মনস্কামনার পরিতৃপ্তি হয়।

৫৭ তম দৃশ্য

সেবার জন্য জাগতিক পারদর্শিতার তুচ্ছত্ব

—:০:—

লঙ্কা যাইবার জন্য সাগরের উপর ক্ষুদ্র কাঠবিড়ালীগণের সেবা-চেষ্টাও শ্রীরামচন্দ্র কর্ত্তৃক গৃহীত ও পুরস্কৃত হইয়াছে। সেবকের নগণ্য ক্ষুদ্র চেষ্টাও ভগবান্ স্বীকার করিয়া থাকেন। অর্থাৎ ভক্তি সর্ব্ব-বিষয়ে ভগবান্ কর্ত্তৃক গৃহীত হইয়া থাকে।

করুণাময় অতি দুর্ব্বল ব্যক্তিকেও সেবাধিকার দিতেছেন। সবল ব্যক্তিগণ স্ব-স্ব সেবা-নৈপুণ্য প্রকাশ করিতেছেন। দুর্ব্বল ব্যক্তিও নিজের যোগ্যতা-অনুসারে সেবা-পূর্ণতায় সমধিক ব্যগ্র। হর, নারদ প্রভৃতি যাঁহার সেবক, অতিক্ষুদ্র আমি সেই মহানের সেবা-বিধান কিরূপে করিব, এইরূপ সেবনোন্মুখতারূপ আত্মধর্ম্মে যেন বঞ্চিত না হই।

— — —

৫৮তম দৃশ্য

জগদ্গুরু আচার্য্যগণের ও ভগবদ্ভক্ত লোক-শিক্ষক বৈষ্ণবগণের আলেখ্য অর্চ্চা-মূর্ত্তি সকল

—:০:—

জগতের লোক মৃত আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবগণের স্মৃতির জন্য তাঁহাদিগের আলেখ্য সংগ্রহ করেন। কিন্তু পরমার্থ-বিচার ইহা হইতে ভিন্ন। পূজার জন্য ৮ প্রকারের অর্চ্চা-বিগ্রহ বর্ত্তমান আছেন। এবং ভক্তগণ ঐ সমস্ত অর্চ্চা-বিগ্রহের পূজক। প্রথমোক্ত আলেখ্যগুলি ভোগ-মূলে প্রতিষ্ঠিত এবং শেষোক্ত অর্চ্চা-মূর্ত্তি সেবা-মূলে প্রতিষ্ঠিত।

৫৯তম দৃশ্য

শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত গ্রন্থাবলী

শ্রীব্যাসশ্রুত ভক্তির উপদেশ বিশুদ্ধভাবে সমাগত হইয়া অদ্যাবধি সেই সকল কথা অসংখ্য প্রতিবাদের অন্তরালে বিলুপ্ত না হওয়ায় শুদ্ধ ভক্তগণ শ্রীরূপানুগত্যে জগতের সকল যোগ্যাযোগ্য ব্যক্তিগণের নিকট তাঁহাদের অধিকারোচিত ভক্তিগানে ব্রতী হইয়াছেন। তাঁহারা শ্রীগৌরানুগত্যে "বৈরাগ্য-বিদ্যা-নিজভক্তি-যোগঃ" ইত্যাদি শ্লোকের অনুগমনে কায়মনোবাক্যে শ্রীবৈয়াসিকগণের সংখ্যাত্তমতা-প্রচার-সেবা করিতেছেন, এবং সর্ব্বতোভাবে সকলের অক্ষি ও কর্ণ-গোচর করাইবার প্রচেষ্টা করাইতেছেন। তাঁহারা প্রদর্শনী, বাস্তব-সত্যের পাঠ বক্তৃতা, কীর্ত্তন প্রভৃতি করিতেছেন, বিভিন্ন ভাষায় ছয়খানা পত্রের দ্বারে এই কথা বহুল প্রচার করিতেছেন। তাঁহারা অন্যাভিলাষিতা-শূন্য, জ্ঞান-কর্ম্মাদির দ্বারা অনাবৃত, অনুকূল কৃষ্ণ-সেবা-প্রবৃত্তিই যে শুদ্ধভক্তি এবং এই শুদ্ধভক্তিই যে অসংস্পৃষ্ট আত্মায় বৈকুণ্ঠ-প্রতীতি তাহা জগদ্বাসীকে জানাইতেছেন। ঐহিক পন্থা-নীতি তাঁহাদের স্কন্ধে চাপাইবার প্রবৃত্তি না হয়, ইহাই প্রদর্শনী-দর্শনাভিমানিগণের নিকট সবিনয় নিবেদন।

ধাম-মায়াপুরে

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট"—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র শিক্ষকগণ ছাত্রদিগকে অতি যত্নের সহিত শিক্ষা প্রদান করিতেছেন। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের বন্দোবস্ত হইয়াছে। খোরাকী ও বেতন বাবদ প্রতি মাসে মাত্র ছয় টাকা ব্যয়। স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর। শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে পরমার্থ আলোচনার এই প্রকার সুযোগ পৃথিবীতে আর কোথাও নাই।

স্কুলটী বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক স্বীকৃত (এফিলিয়েটেড্) হইয়াছে। সবিস্তার সংবাদের জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র লিখুন।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

সংশিক্ষা-প্রদর্শনীর নিয়মাবলী

১। প্রদর্শনী-উন্মোচনের দিবস, উদ্‌বোধন-কার্য্য শেষ হইলে পর, সন্ধ্যা ৭ ঘটিকা হইতে রাত্রি ১০ ঘটিকা পর্য্যন্ত জনসাধারণকে প্রদর্শনীর স্থলে প্রবেশ করিতে দেওয়া হইবে।

২। জনসাধারণের জন্য প্রত্যহ প্রাতঃ ৭॥ ঘটিকা হইতে অপরাহ্ণ ৪॥ ঘটিকা পর্য্যন্ত এবং পুনরায় অপরাহ্ণ ৫ ঘটিকা হইতে রাত্রি ৮ ঘটিকা পর্য্যন্ত প্রদর্শনীর দ্বার উন্মুক্ত থাকিবে।

৩। স্ত্রীলোক ও পুরুষদের জন্য ভিন্ন ভিন্ন রাস্তার বন্দোবস্ত করা হইবে, এবং প্রত্যেক দর্শক নির্দ্দিষ্ট রাস্তায় ভিতর দিয়া চলিবেন।

৪। ধূমপান বা অন্য কোন মাদক-দ্রব্য-সেবন কিংবা অনাবশ্যক ও অহঙ্কারোচিত বাক্যালাপ প্যাণ্ডেলের ভিতর একেবারে নিষিদ্ধ।

৫। জনতার ভিড় এবং অন্যান্য দর্শক-গণের যাহাতে অসুবিধা না হয়, তজ্জন্য দর্শকগণকে কোন দৃশ্যের সম্মুখে অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিতে দেওয়া হইবে না।

৬। প্যাণ্ডেলের মধ্যে প্রবেশেচ্ছু দর্শকগণকে দ্বারস্থ ভলান্টিয়ারগণের নির্দ্দেশ-অনুসারে চলিতে হইবে।

৭। প্যাণ্ডেলের দ্বারে কোন রকম গোল-যোগ করিতে পারিবেন না, অথবা সংক্রামক-ব্যাধি সহ কেহ ভিতরে প্রবেশ করিতে পারিবেন না। প্রয়োজন হইলে পুরুষ ও মহিলাদর্শকগণ তাঁহাদের জন্য নির্দ্দিষ্ট ভিন্ন ভিন্ন বিশ্রামাগারে বিশ্রাম করিতে পারিবেন।

৮। প্রয়োজন হইলে প্রদর্শনীর কর্ত্তৃপক্ষ যে কোন মুহূর্ত্তে প্রদর্শনীর দ্বার বন্ধ করিতে পারিবেন, এবং মহিলা ও পুরুষদর্শকগণের সুবিধার জন্য কোন নির্দ্দিষ্ট সময়ের ব্যবস্থা করিতে পারিবেন। প্রয়োজন হইলে তাঁহারা যে কোন নূতন নিয়ম স্থাপন করিতে পারিবেন। ভিড়ের মধ্যে কোন ছেলে অথবা সঙ্গী হারাইয়া গেলে তৎক্ষণাৎ 'অনুসন্ধান অফিসে' সংবাদ দিতে হইবে।

প্রদর্শনী-সম্বন্ধে অভিমত

I visited the Theistic Exhibition organised by the Gaudiya Math at Patna on the 18th Nov, 1933. Swami B. S. Giri accompanied me round the Exhibits and was most helpful in his explanations. I enjoyed my visit and found it both interesting and instructive.

Sd/ F. R. Blair M. A.
(Edin) I. E. S.
Principal, Training College,
Patna.

18. 11. 33

মর্ম্মানুবাদ

গৌড়ীয়মঠের কর্ত্তৃপক্ষগণ পাটনা-নগরীতে যে সংশিক্ষা-প্রদর্শনী প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন আমি তাহা গত ১৮ই নভেম্বর দর্শন করিয়াছি। স্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি মহারাজ আমাকে দৃশ্যগুলি দেখাইয়াছেন; তাঁহার ব্যাখ্যায় আমি অতিশয় উপকৃত হইয়াছি। প্রদর্শনীটি দর্শন করিয়া আমি অতিশয় আনন্দলাভ করিয়াছি; ইহা বাস্তবিকই আনন্দ ও শিক্ষাপ্রদ।

স্বাঃ এফ্, আর, ব্লেয়ার
এম-এ, (এডিন্) আই-ই-এস
অধ্যক্ষ, পাটনা ট্রেণিং কলেজ

I visited the Exhibition on the 19th evening and went round to each and every stall being instructed inside views aud theories of the Gaudiya Math. I found it all very interesting indeed and was glad I did call.

Sd/ R. Phenom.
19—11—33

মর্ম্মানুবাদ

আমি গত ১৯শে নভেম্বর প্রদর্শনীটি দর্শন করিয়াছি। আমি ঘুরিয়া ঘুরিয়া প্রত্যেকটী ষ্টলই দেখিয়াছি এবং গৌড়ীয়-মঠের উদ্দেশ্য ও প্রচার্য্য বিষয় অবগত হইয়া প্রদর্শনীটিকে আনন্দদায়ক ও পরম-শিক্ষাপ্রদ বলিয়াই জানিতে পারিয়াছি।

স্বাঃ আর, ফেনম্
১৯|১১|৩৩

কলিকাতা বাজার দর

লৌহ হার্ডওয়ার

১০ই নবেম্বর ১৯৩৩

টাটার তৈয়ারী— প্রতি হন্দর।

লোহার কড়ি (জয়েষ্ট বা বীম)

মার্কা ৫।৶০—৫।৵০

ঐ বে-মার্কা হাল্কা ওজন ৪।৵০—৪॥৶০

বর্গা (টী-আয়রণ) ৬৵০—৬।০

এঙ্গেল আয়রণ (কোনা) ৫৸৵০—৬।৵০

গ্যালভ্যানাইজড করগেট টীন—

২২ গেজ ৬ হইতে ১০ ফুট ১১।৵০

২৪ গেজ ,, ,, ১০৸৵০

২৬ গেজ ,, ,, ১২

২৪ গেজ আর, পি, ডি, মার্কা ১২৸৶০

২৪ গেজ গ্যাঃ প্লেন শীট— ১১।৵০

২৬ গেজ ,, ,, ১২।০

২৮ গেজ ও ৩০ গেজ ঐ— ১৩৲—১৬৲

বাগান ঘেরা কাঁটাতার ১০০

পাউণ্ড বাঃ ৮৸০

ষ্টীল পাটী ৬৲৵—৬।০

,, বোলটু (গোল) ৬৲৵—৬।০

,, স্কোয়ার (চৌকা) ৬৵০—৬৲।০

,, গোল খড় ৶০—।৵০ সূতা ৫৵০—৫॥০

,, টানা রড-

চৌকা ৶০—।৵০ ঐ ৫৵০—৫॥০

,, বাণ্ডিল তাল ৭৲—৭৸০

,, প্লেট—তিন সূতা মোটা

পর্য্যন্ত ৭।০—৭।০

,, চাদর ৩-১৬ খানা বাণ্ডিল ৯॥৵—১০৲

স্প্রাং ষ্টীল ৮।০—৯৲

হাফ রাউণ্ড ৫৸৵—৬৲৵০

তারের পেরেক ১—৬ ইঞ্চি ৯—৯৸০

প্যাটেণ্ট পেরেক ২—৮ ইঞ্চি ১২।০—১৫॥০

ঢালাই কড়া ১ হইতে ১০ নং ২॥০ সাট

কোদাল ৪, ৫, ৬, ৭৸৵০ ৮৸৵০ ৯৸৵০ ডঃ

ঐ তিন পাউণ্ড ৬৲ দেঃ বিঃ ৬।৵০ ,,

গ্যাঃ প্লেন বালতি ৭—১২ ইঞ্চি ২॥৴০ ৬॥৴০

ঐ রিভিট ,, ৭—১২ ইঞ্চি ২৲—৭৲ ,,

লোহার চেয়ার রডের গোল ও

চৌকা ৮॥০— ,,

ঐ তালের লোহার সিট ১৫৲ ,,

ঐ ভেনেস্তা (কাঠের সিট) ১৮৲ ,,

লোহার স্ক্রুপ ॥—৩ ইঞ্চি /১০—॥৶০ গ্রোস

ঐ কব্জা ১৩ নং

১॥—৪ ইঞ্চি ।১০—৸৵১০ দেঃ ডজন

গ্যাঃ তার ১৬—২২ নং

(গেজ) ১২৲—১৩৲ হন্দর

গ্যাঃ রিজিং (মটকা)

১২ ইঞ্চি ।৵৫—॥৶০ পীস

গ্যাঃ গাটারিং বা ডোঙ্গা

৬ ইঞ্চি ॥০—৸৵০ ,,

গ্যাঃ স্ক্রুপ ১॥০—২॥০ ইঞ্চি ২৩৲—২৯৲ হন্দর

গ্যাঃ ওয়াশার চাকি ১১॥০—১৬৲

গ্যাঃ বোল্ট-নাট ৸—৬ ইঞ্চি

॥৵১০—১৵০ গ্রোস

ঢালাই রেলিং ৩॥০—৪॥০ হন্দর

ঐ রেন ওয়াটার পাইপ

৩ ইঞ্চি ৵১০ ও ৪ ইঞ্চি ।১০ ফুট

টিউব ওয়েলের জন্য গ্যাঃ

পাইপ১॥ ইঞ্চি ।৵৫ ফুট

পাম্প ৪নং ১২॥০ ৫নং ১৪৲ ৬নং ১৬৲

৬০—৮০ বাটখারা ৵১৫ সাট ২।০—২॥০ মণ

সন্তোষকুমার মল্লিক এণ্ড সন্স লিঃ

লৌহ ও হার্ডওয়ার বিক্রেতা।

মীরবহর ঘাট লোহাপটী, বড়বাজার.

টেলি—"লোহার মালিক" কলিকাতা

কেরোসিন

ক্রোক্রেক প্রত্যেক বাক্স (২ টিন) ৯৲৬

সূর্য্য মার্কা ,, ৬॥০

ভিক্টোরিয়া ,, ৬৲

সোণার দর

পাকা সোণা ৩০৸৴

বড়াল ৩০৸

চিনা পাত ৩২।০

রূপার দর

রূপা প্রতি ১০০ ভরি ৫৫৵০

ঐ খুচরা ৫৵০

কোম্পানীর কাগজ

৩॥০ সুদের কাগজ ৮১৶

৩॥০ নূতন ঋণ (১৯৪৭-৫০) ৯১।০

৪৲ ,, ঋণ (১৯৬০-৭০) ৯৭৲

,, বণ্ড (১৯৩৫ ১০৪॥৴০

ডিবেঞ্চার

৫৲ সুদের (১৯৫৬-৮৬) কলিকাতা পোর্ট

ট্রাষ্ট ডিবে :— ১০২॥৵০

ব্যাঙ্ক

ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক (কনট্রি) ২৯৪॥০

সেণ্ট্রাল ঐ ২২৲

কাপড় ও সূতার কল

কেশরাম মিল ৪৫৲

পাট কল

হাওড়া ৫০৲

অকল্যাণ্ড ১৯৫৲

বালী ১৬২৲

বরানগর ১৫০৲

জেবজ ৩৭০৲

ভারত ২৪৩৲

ক্লাইভ ২৮।০

ডালহাউসী ৪০৮॥০

ডেল্টা ৩০৫৲

কৃষ্ণনগর নবদ্বীপঘাট রেলওয়ে সময়

কৃষ্ণনগর হইতে নবদ্বীপঘাট

কৃষ্ণনগর সিটি—	৬-৪৫	১০-৪৪	১৩-২২	১৭-৩৮	২০-১৬
কৃষ্ণনগর রোড—	৬-৫৬	১০-৫৫	১৩-৩৩	১৭-৪৭	২০-২৫
আমঘাটা—	৭-১৫	১১-১৩	১৩-৫১	১৮-৩	২০-৪১
মহেশগঞ্জ—	৭-২৪	১১-২১	১৪-০	১৮-৯	২০-৪৭
নবদ্বীপঘাট—	৭-৩৩	১১-৩০	১৪-৯	১৮-১৬	২০-৫৫

বিশেষ দ্রষ্টব্য—নবদ্বীপঘাট ষ্টেশন অপেক্ষা মহেশগঞ্জ ষ্টেশন হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরের দূরত্ব অনেক কম। শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে যাহাদিগকে রাণাঘাটে ট্রেণ বদল করিতে হয়, তাঁহারা রাণাঘাটে প্রাতঃ ৫-৫০, ৮-১৪, ৯-৪৬, ১৬-৪৮, ১৮-৩৯ এবং ০-৩২ মিনিটের সময় গাড়ী পাইবেন।

শান্তিপুর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে শান্তিপুর ষ্টেশনে ৫-৪০, ৯-২৯, ১২-২৫, ১৬-৪ এবং ১৮-৪১ মিনিটের সময় ট্রেণ পাওয়া যায়।

নবদ্বীপঘাট হইতে কৃষ্ণনগর

নবদ্বীপ ঘাট—	৫-৩৫	৯-২৫	১২-১০	১৫-৩৪	১৮-৪৫
মহেশগঞ্জ—	৫-৪৩	৯-৩৩	১২-১৯	১৫-৪১	১৮-৫৩
আমঘাটা—	৫-৪৯	৯-৩৯	১২-২৬	১৫-৪৮	১৯-৫
কৃষ্ণনগর রোড—	৬-৫	৯-৫৫	১২-৪৩	১৬-৪	১৯-২৪
কৃষ্ণনগর সিটি—	৬-১৩	১০-৩	১২-৫১	১৬-১২	১৯-৩৫

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে—ডাঃ কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম ভক্তিশাস্ত্রী এল. এম. এফ কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

শুদ্ধভক্তি গ্রন্থমালা

৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ১৮৲
একাদশ স্কন্ধ হইতে প্রতিখণ্ড ।৶০

৩। ভাষ্যদ্বয়সহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (৪র্থ সংস্করণ) ৬৲
৪। ভক্তিবিবেককুসুমাঞ্জলি (বাঁধা) ১৲
৫। গৌড়ীয়-গৌরব ।৵০
৬। গৌড়ীয়-সাহিত্য ।৵০
৭। ভজনরহস্য ॥০
শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও
শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৯। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ)
ঐ (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
১০। গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি টীকাসহ)
ঐ (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
১১। গীতার কেবল মাধ্ব-ভাষ্য ॥০
১২। যুক্তিমল্লিকা গুণসৌরভঃ সানুবাদ (মাধ্ব) ২৲
১৩। বেদান্ততত্ত্বসার সানুবাদ (রামানুজীয়) ॥০
১৪। জৈবধর্ম্ম ২৲
১৫। শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৬। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১৭। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ॥৵০
ঐ (বাঁধা) ৸০
১৮। দ্বীপ-দিগ্‌দর্শন ৶০
১৯। সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ) ।৵০
২০। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ॥০
ঐ (আবাঁধা) ।৵০
২১। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸৹
২২। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৵০
২৩। গীতমালা ৴১০
২৪। নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য ৶০
২৫। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶০
২৬। নবদ্বীপ পঞ্জিকা (৪৪৭ গৌরাব্দ) ৵০
২৭। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
২৮। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা-দর্পণ ।০
২৯। শরণাগতি ৴০
৩০। গীতাবলী ৴০
৩১। চিত্রে নবদ্বীপ ১॥০
৩২। সাধনকণ ৴০
৩৩। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৴০
৩৪। নবদ্বীপশতক ৴০
৩৫। অর্থপঞ্চক ৴০
৩৬। সদাচারস্মৃতিঃ ৴০
৩৭। কল্যাণকল্পতরু (৫ম সংস্করণ) ৴১০
৩৮। অর্চ্চনকণ ৴১০
৩৯। সাধককণ্ঠমালা (বাঁধা) ।০
ঐ (আবাঁধা) ৷৴০
৪০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (প্রথম চারিখণ্ড) ৩৲
৪১। ব্রহ্মসংহিতা ।০
৪২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৪৩। মণিমঞ্জরী সানুবাদ ।০
৪৪। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৪৫। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ।০
৪৬। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৪৭। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
৪৮। গৌড়ীয়মঠ কি করেন? ৴০
৪৯। ঈশোপনিষৎ (বলদেব ও মাধ্ব-ভাষ্য এবং বিবৃতি ও অনুবাদসহ) ।০
৫০। শ্রীভুবনেশ্বর ৶০
৫১। সিদ্ধান্তদর্পণ ৵০
৫২। সাংখ্যবাণী ৴০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৫৩। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী-দিগ্বিজয়ঃ ॥০
৫৪। সটীক-শিক্ষাদশমূলম্ ।০
৫৫। তত্ত্ব-সূত্রম্ ।০
৫৬। সানুবাদ-শিক্ষাষ্টকম্ ৵০
৫৭। গৌড়ীয়মঠস্য পরিচয়ঃ ৴০
৫৮। সারাংশবর্ণনম্ ৶০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৬৯। রায় রামানন্দ ॥০
৭০। নামভজন ।০
৭১। রিলেটীভ্ ওয়ার্ল্ডস্ ।৵০
৭২। লাইফ্ য়্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।০
৭৩। বৈষ্ণবীজম্ ।০
৭৪। হোয়াট্ গৌড়ীয়মঠ ইজ্ ডুইং ৴০
৭৫। দি ভাগবত ।০
৭৬। ইরোটিক্ প্রিন্সিপ্‌ল য়্যাণ্ড আনেলয়েড্ ডিভোসন ।০
৭৭। ব্রহ্ম-সংহিতা ২॥০
৭৮। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (ভলুম ওয়ান) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৬৯। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ॥০
৭০। সাধন পথ ।০
৭১। কল্যাণ-কল্পতরু ৴১০
৭২। গীতাবলী ৴০
৭৩। শরণাগতি ৴০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৭৪। শরণাগতি

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

নদীয়া-প্রকাশপ্রাপ্তির স্থান

১। শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম-মায়াপুর, নদীয়া
২। শ্রীযোগপীঠ ঐ
৩। শ্রীবাস-অঙ্গন ঐ
৪। অদ্বৈত-ভবন ঐ
৫। কাজীর সমাধি-পাট ঐ
৬। স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ, নদীয়া।
৭। শ্রীভাগবত আসন কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
৮। শ্রীএকায়ন মঠ গোবিন্দপুর, হাঁসখালী।
৯। দ্বাদশগোপাল পাট—পোঃ চাকদহ,
১০। শ্রীগৌর-গদাধরমঠ—চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড়, বর্দ্ধমান
১১। শ্রীমোদদ্রুমছত্র মাউগাছি, বর্দ্ধমান
১২। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম, আমলাযোড়া, পোঃ রাজবাঁধ বর্দ্ধমান
১৩। শ্রীগৌড়ীয়মঠ বাগবাজার, কলিকাতা
১৪। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাজু, হাওড়া,
১৫। শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয়মঠ, ৯০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা
১৬। শ্রীগোপালজী মঠ কমলাপুর, ঢাকা।
১৭। শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ পোঃ বালিয়াটী,
১৮। শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয়মঠ ময়মনসিংহ।
১৯। শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ চিরুলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর
২০। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম গোয়ালপাড়া, আসাম।
২১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ রায়াপেট্টা, মাদ্রাজ।
২২। শ্রীরামানন্দগৌড়ীয় মঠ কব্বুর, জিঃ পশ্চিম গোদাবরী
২৩। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ উড়িয়াবাজার, পোঃ বক্সীবাজার, কটক।
২৪। শ্রীত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয় মঠ ভুবনেশ্বর।
২৫। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ স্বর্গদ্বার, পুরী।
২৬। শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ আলালনাথ পোঃ ব্রহ্মগিরি, পুরী।
২৭। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ ডুমুরকুণ্ডা, পোঃ চিরকুণ্ডা, মানভূম।
২৮। শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ—কাশী।
২৯। শ্রীরূপগৌড়ীয় মঠ—এলাহাবাদ।
৩০। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ পুরাণবাজার, সরকার ঠাকুরের কুঞ্জ, বৃন্দাবন
৩১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, নিউদিল্লী
৩২। শ্রীপরমহংসমঠ—নৈমিষারণ্য,
৩৩। শ্রীসারস্বত গৌড়ীয় মঠ—হরিদ্বার।
৩৪। শ্রীব্যাসগৌড়ীয়মঠ—কুরুক্ষেত্র, পঞ্জাব
৩৫। শ্রীগৌড়ীয়ম[illegible]বুলনাথ রোড, পোঃ গ্র্যাণ্ট রোড, বোম্বে।
৩৬। লণ্ডন গৌড়ীয়মঠ, ৩৯নং গ্লেটন্ গার্ডেন্স, কেন্‌সিংটন্ লণ্ডন, (এস্. ডব্লিউ—১০)।
৩৭। অমরি গৌড়ীয়মঠ—মেদিনীপুর
৩৮। সরভোগ গৌড়ীয় মঠ—সরভোগ, কামরূপ, আসাম,

শুদ্ধভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী মাসিক। শ্রীধাম-মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১॥০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দি ভাষার একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি হৃদয় বন মহারাজ সম্পাদিত ও নৈমিষারণ্য শ্রীপরমহংস মঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ১॥০ দেড় টাকা মাত্র।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥০ দেড় টাকা মাত্র।

৫। কীর্ত্তন—মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ চিদানন্দ সেবাতীর্থ বি-এজি, বি-টি, সম্পাদিত। আসাম গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম হইতে প্রকাশিত আসামী ভাষার মাসিক। ভিক্ষা সডাক ১॥০ দেড় টাকা মাত্র

শ্রীচৈতন্যভাগবত

আদিকবি শ্রীল বৃন্দাবন দাস প্রণীত সমগ্র গ্রন্থ

গ্রন্থের মূল বোল্ড অক্ষরে এবং তন্নিম্নে বিশ্ববিশ্রুত গৌড়ীয়মঠের প্রতিষ্ঠাতা ও আচার্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের রচিত বিস্তৃত ভাষ্য উত্তম কাগজে সৌষ্ঠবের সহিত মুদ্রিত হইয়াছেন। ডবল ক্রাউন আটপেজি আকারে ১০৯৬ পৃষ্ঠায় কেবল মূল ও ভাষ্য সম্পূর্ণ হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত শ্লোকসূচী, পদ্যসূচী, স্থানসূচী, পাত্রসূচী, বিষয়সূচী, শব্দসূচী প্রভৃতি বিস্তৃত সূচীপত্রেও একটী গ্রন্থ হইবে। সভাষ্য শ্রীচৈতন্যভাগবতের এরূপ উৎকৃষ্ট ও অমূল্য বিরাট্ সংস্করণ জগতের কোথাও আজ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হন নাই; ইহা নিরপেক্ষ পাঠক মাত্রকেই একবাক্যে স্বীকার করিতে হইবে। শ্রীগৌড়ীয়মঠের উৎসব-কালে গ্রন্থের ভিক্ষা ১২৲ বারটাকা স্থলে—৫৲ পাঁচটাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীচৈতন্যমঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

তারের ঠিকানা— 'শ্রীধাম' নবদ্বীপ
ডাকের ঠিকানা—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

দৈনিক

REG. C 1944

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩৷৹
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র।

নদীয়া-প্রকাশ
THE
NADIA-PRAKASH

সাহায্যের হার
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸৹
মাসিক ১৲
নগদ বর্ত্তমান
সংখ্যা ৵

ভারতের সর্ব্বত্র মঙ্গল-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৮ম খণ্ড সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বেদান্তবাচস্পতি [২২৫শ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর— ১২ই অগ্রহায়ণ মঙ্গলবার ১৩৪০, ২৮শে নভেম্বর ১৯৩৩

ষ্টীমারে ডাকাতি

মেঘনা নদীতে আই জি, এন. ও আর আর এস, এন. কোম্পানীর ষ্টীমার মোমিনী ঘাটের নিকট নোঙ্গর করা ছিল। একদল ডাকাত ঐ ষ্টীমারে ডাকাতি করিয়াছে বলিয়া এক সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। প্রকাশ প্রায় এক ডজন ডাকাত ঐ ষ্টীমারে চড়াও হইয়া সারেঙ্গদের যা-দাম ত্রিশ টাকা লইয়া সরিয়া পড়ে জোর পুলিশ তদন্ত চলিতেছে।

স্কটল্যাণ্ডে বিমান দুর্ঘটনা

ম্যাঞ্চেষ্টারে একটা বিমান দুর্ঘটনা হইয়াছে। দুর্ঘটনার ফলে সোভিয়েট সরকারের কয়েকজন কর্ম্মচারী সহ তের জন লোক মারা গিয়াছে।

উক্ত বিমানপোত খানি জগতের একখানা সুবৃহৎ পোত। যাত্রী ও কর্ম্মচারী ব্যতীত ১২৯ জন লোক এই পোতখান বহন করিতে পারিত। কয়মাস আগে উহা তৈরী হইয়াছে। উহাতে বসিবার খুব ভাল ব্যবস্থা ছিল এবং বাহির দৃশ্য দেখিবার সুবিধা ছিল। পাখাগুলিতেও বসিবার জায়গা ছিল পাঠকদের স্মরণ থাকিতে পারে যে গত ৫ই সেপ্টেম্বর এই প্রকার আর একটা বিমান দুর্ঘটনা হইয়াছিল, উক্ত দুর্ঘটনার ফলে পাঁচজন সোভিয়েট কর্ম্মচারী মারা গিয়াছিল।

আগুনে মৃত্যু

কাশীতে আজমগড়ের পুলিশ সুপারিন্টেণ্ডেণ্টের ছয় বৎসর বয়স্ক একমাত্র পুত্র আগুনে পুড়িয়া মারা গিয়াছে। বালকটী দেশলাই লইয়া খেলা করিতেছিল, তখন তার কাপড়ে আগুন ধরে তাহার সমস্ত শরীর আগুনে পুড়িয়া গিয়াছিল, বালকটিকে বাঁচাইবার জন্য বহু চেষ্টা করা হইয়াছিল, কিন্তু মৃত্যুর হাত হইতে তাহাকে রক্ষা করা সম্ভব হইল না।

একদল দস্যু ধৃত

শিকার ষ্টেটের পুলিশ বহু চেষ্টা করিয়া একদল দস্যুকে গ্রেপ্তার করিতে পারিয়াছে। উক্ত দস্যুদিগকে একত্রকালে মীনা বলা হয়। উহারা রাজ্যের বহুস্থানে ও ব্রিটিশ ভারতে লুটপাঠ করিয়া থাকে।

মীনারা ডাকাতি করিয়া যে সকল জিনিষ যোগাড় করিয়াছিল, পুলিশ সেই সকল জিনিষ হস্তগত করিয়াছে।

ভারতাভিমুখে বোম্বের ভাবী লাট

পি, এণ্ড ও স্পেশ্যাল ট্রেণ বোম্বের ভাবী লাট লর্ড ব্রেবোর্ণ ও লেডী ব্রেবোর্ণ কাণ্ডট্রম পার্কের ক্যাপ্টেন মিলব্যাঙ্ক, অড্রিকং ও লেডী ব্রেবোর্ণের ভ্রাতা লর্ড আণ্টামর্ণ সঙ্গে লইয়া মার্সেলিস অভিমুখে যাত্রা করিয়াছেন লর্ড ব্রেবোর্ণকে বিদায় সম্বর্দ্ধনা করিবার জন্য স্যার স্যামুয়েল ও লেডী মর্ড হোর লর্ড আরুইন স্যার ভূপেন্দ্র মিত্র, মিঃ ও মিসেস বাটলার, মিঃ জ্যাকর, স্যার ফিরোজ সেথনা ভিক্টোরিয়া ষ্টেশনে উপস্থিত ছিলেন।

মিঃ এম, আর জয়াকর ২৫শে তারিখে যাইবেন না, তিনি আরও এক সপ্তাহ অপেক্ষা করিবেন।

মুক্তিলাভ

রংপুর খৃষ্টান পাড়ার বন্দুক প্রাপ্তি সম্পর্কে মোহিনী মজুমদার তাজহাট এষ্টেটের একজন কেরাণী এবং অপর চারজনকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছিল। সদর মহকুমা হাকিম তাহাদের সকলকেই ছাড়িয়া দিয়াছেন।

বাঙ্গলায় ডাকাতির হিড়িক

গত অক্টোবর মাসে বাঙ্গলার বিভিন্ন জিলায় ৮৮টি ডাকাতির সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। গত বৎসর অক্টোবরে ১০৯টী ডাকাতি হইয়াছিল।

অক্টোবরের শেষ সপ্তাহে ৬টি ডাকাতির সংবাদ পাওয়া গিয়াছে; পূর্ব্ববর্ত্তী সপ্তাহে ৩০টি ডাকাতির সংবাদ পাওয়া গিয়াছিল।

অক্টোবরের শেষ সপ্তাহের ৬টির মধ্যে মালদহ, মেদিনীপুর, রাজসাহী, ময়মনসিংহ, এবং ত্রিপুরা হইতে একটি করিয়া ডাকাতির সংবাদ আসিয়াছে। অবশিষ্ট একটি কুড়িগ্রাম ট্রেণ ডাকাতি।

ছাত্রগণের কার্ণিভালে যাওয়া নিষিদ্ধ

শ্রীযুত বি, সি, আঢ্যের আবেদন ক্রমে বর্দ্ধমান বিভাগের স্কুলসমূহের ইন্সপেক্টার রায় কে, সি, রায় বাহাদুর ছাত্রগণের কার্ণিভালে যাওয়া (যেখানে গিয়া ছাত্রেরা জুয়া খেলায় রত হয়) নিষিদ্ধ করিয়া এক আদেশ জারী করেন। বাঙ্গলার শিক্ষা বিভাগের ডিরেক্টর মিঃ জে. এম, বটমলী বর্দ্ধমান বিভাগের স্কুলসমূহের ইন্সপেক্টার রায় কে, সি, রায় বাহাদুরের উক্ত আদেশের প্রতি স্কুলসমূহের ইন্স্পেক্টারদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন।

আগ্নেয়াস্ত্র সন্ধানে পুলিশ

এরূপ প্রকাশ যে, শ্রীযুক্ত দাশরথি চৌধুরী সর্ব্বেশ্বর অগ্রসরযোগে দিনাজপুর যাইবার পথে পুলিশ আগ্নেয়াস্ত্রের সন্ধানে তাহার শরীর তল্লাসী করে। দিনাজপুর ষ্টেশনে পৌছিলে পর তাঁহাকে রেলওয়ে পুলিশের নিকট সমর্পণ করা হয়। রেলওয়ে পুলিশ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে তাহার মালপত্র তল্লাসী করে এবং তাঁহার জবানবন্দী গ্রহণ করিয়া তাঁহাকে ছাড়িয়া দেয়।

পোষ্ট মাষ্টারের বিরুদ্ধে মামলা

আগরতলার সদর ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ সি, আর দাশগুপ্তের আদালতে ভারতীয় ডাকঘর আইনের ৫৩ ধারা অনুসারে একটি মামলার বিচার চলিতেছে।

শ্রীকামিনী কুমার চক্রবর্ত্তী আগরতলা পোষ্ট অফিসের অস্থায়ী পোষ্টমাষ্টার ছিলেন। প্রকাশ যে, তিনি পোষ্টাল সেভিংস ব্যাঙ্ক হইতে ১৩০ তারিখ হইতে ১৮৩২ তারিখ পর্য্যন্ত বিভিন্ন ১৩০০ টাকা উঠাইয়া লইয়াছিলেন। ঐ টাকা আগরতলার শ্রীযুত যামিনী কুমার চাটুর্য্যে গচ্ছিত রাখিয়াছিলেন। প্রকাশ যে, স্বয়ং সহি করিয়া তিনি ঐ সমস্ত টাকা আত্মসাৎ করেন। পরে সহি জাল বলিয়া সন্দেহ হওয়াতে ডাক-বিভাগ উহার তদন্ত করেন। অতঃপর পোষ্ট মাষ্টারের বিরুদ্ধে মামলা আনা হইলে তিনি ফেরার হন তিনি ধৃত হইবার পর জামিনে মুক্তি পান।

সৈন্যদের টেলিফোন তার অপহৃত

পটিয়া থানার অন্তর্গত গড়িয়া হইতে সেনা বিভাগের প্রায় ১৫০ গজ টেলিফোনের তার অপহৃত হইয়াছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। এই সম্পর্কে জোর পুলিশ তদন্ত চলিতেছে।

এখানের অবস্থা ঠিক একই ভাবে চলিতেছে। পুরের ন্যায় এখনও সশস্ত্র পিকেটার নিযুক্ত হইতেছে এবং খানাতল্লাস চলিতেছে।

ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

১১ই অগ্রহায়ণ সোমবার, ১৩৪০

পত্রান্তরে প্রকাশ, বরেন্দ্র গবেষণা সমিতি কর্ত্তৃক কিছুদিন যাবৎ উত্তর বঙ্গের নানাস্থান হইতে বহু প্রস্তর মূর্ত্তি এবং বহু প্রকারের স্থাপত্য শিল্পের উদ্ধার সাধন হইয়াছে। অনেকেই অনুমান করেন যে, এগুলি পাল রাজগণের রাজত্বকালীন এবং তৎসমসাময়িক শিল্প কলার নিদর্শন। এতদ্ভিন্ন বৌদ্ধ যুগেরও বহু মূর্ত্তি এবং ভাস্কর শিল্পের ভগ্নাবশেষ পাওয়া গিয়াছে। ইহাতে ঐতিহাসিকগণের গবেষণার সুবিধা হইবে।

গত ২১শে নভেম্বর তারিখে ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্র চন্দ্র মিত্র জিজ্ঞাসা করেন,—সাড়ে তিন কোটি টাকা ব্যয়ে বালির পুল নির্ম্মিত হইয়াছিল। উহার স্তম্ভ নাকি নদীগর্ভে বসিয়া যাইতেছে। তাই এই পুলের উপর দিয়া যাতায়াত বন্ধ করা হইয়াছে। উত্তরে মিঃ পি আর রাও বলেন অতিরিক্ত বারিপাত এবং অন্যান্য কারণে এরূপ হইয়াছে। এবার দৈবে ও বৈজ্ঞানিকে দ্বন্দ্ব।

বঙ্গদেশে লবণ তৈয়ারী হয় না বলিয়া বহুদিন আন্দোলন হইয়াছে। আবগারী ও লবণ বিভাগের কমিশনার জানাইয়াছেন যে, বঙ্গদেশে বারটি বিনামূল্যে লাইসেন্স দেওয়া হইয়াছে কিন্তু মাত্র একটি কোম্পানী লবণ প্রস্তুত করিতেছে এবং বাজারে বিক্রয় করিতেছে। ইহার কাটতি ভাল হইয়াছে এবং ঐ প্রস্তুত লবণ আমদানী লবণের সমকক্ষ। সুবিধা পাইয়াও বাঙ্গালী সে সুযোগ গ্রহণ করে না। সুতরাং বেকার সংখ্যা যে বৃদ্ধি পাইবে তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি?

সংপ্রতি টাটা কোম্পানী কর্ম্মকর্ত্তাগণ বোম্বাই হইতে কলিকাতায় বিমানযোগে ডাক বহন করিবার অনুমতি প্রার্থনা করিয়া গভর্ণমেন্টের নিকট এক প্রস্তাব করিয়াছেন। সাধারণতঃ বোম্বাই হইতে কলিকাতায় ডাক পৌঁছিতে রেলে ৩৯ ঘণ্টা সময় লাগে। কিন্তু বিমানযোগে মাত্র ৭ ঘণ্টা লাগিবে। গবর্ণমেন্ট এই প্রস্তাবের বিষয় বিবেচনা করিতেছেন।

কাশীতে যাইয়া পণ্ডিত জহরলাল নেহেরু আন্তর্জাতিক সমস্যা সম্বন্ধে এক বক্তৃতা করিয়াছেন। তিনি বলেন,—"আজিকার দিনে অনেক সমস্যাই মাথা তুলিয়া আমাদের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়াছে। এই সমস্ত সমাধান করিবার অনেক চেষ্টা হইয়াছে; কিন্তু এগুলি সকল পন্থাই ব্যর্থ হইয়াছে। আমার মতে এক মাত্র বিজ্ঞানসম্মত সমাজতন্ত্রবাদের সাহায্যেই এই সমস্ত সমস্যার সমাধান হইতে পারে।" আমরা বলি ভগবদ্ভক্তির আলোচনা না হওয়া পর্য্যন্ত কোন বিষয়েরই সুসমাধান হইতে পারে না।

বাঙ্গলায় গত বৎসর অন্যান্য বৎসর অপেক্ষা অপরাধ কম হইয়াছে। গত জুন মাসে যে অর্দ্ধ বৎসর শেষ হইয়াছে তাহাতে ৪৪০ জন খুন হইয়াছে। ইহা গত বৎসরের ঐ সময় অপেক্ষা ৭০টি কম। ডাকাইতির সংখ্যা ১০৫৩টা ইহা ১৯৩২ সালে অপেক্ষা ২০০ বেশী। বর্দ্ধমানের দিকেই ডাকাইতি বেশী হইয়াছে ইহার কারণ বেকার ও অর্থ সঙ্কট। উক্ত বৎসর ৫০০ লুঠ হইয়াছে এবং ৪১টি দাঙ্গা হইয়াছে ইহার অনেক টাকা ও বর্দ্ধমানে হইয়াছে। ৪টি দাঙ্গায় পুলিশ আক্রমিত হইয়াছিল।

গত আগষ্ট মাসে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভা কর্ত্তৃক অনুমোদিত কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল সংশোধন বিলটিকে সপারিষদ বড়লাট অনুমোদন করায় গত ১৬ই নভেম্বর হইতে উক্ত বিল আইনরূপে বলবৎ হইয়াছে। এই আইন অনুসারে গভর্ণমেন্টের বিরুদ্ধে পরিচালিত কোন আন্দোলনে কিম্বা সরকার বিরোধী কোন কার্য্যে সংশ্লিষ্ট থাকার অপরাধে দণ্ডিত কোন ব্যক্তিকে কর্পোরেশন কর্ম্মচারী নিয়োগ করিতে পারিবে না এবং ঐরূপ কোন ব্যাপারে যে সকল প্রতিষ্ঠানের সহিত যুক্ত থাকিবে কর্পোরেশন সে সকল প্রতিষ্ঠানে অর্থ সাহায্য করিতে পারিবে না।

বাগেরহাট সহরে নাকি প্রতি হাটবারে জাপান হইতে আমদানী চাউলে বাজার ছাইয়া যায়। এই নিমিত্ত দেশীয় চাউলের দামও ক্রমান্বয়ে হ্রাস পাইতেছে। দেশীয় বাজার পূর্ব্ব হইতেই যেরূপভাবে নামিয়া গিয়াছিল তাহাতেই চাষী কুলের হাহাকার পড়িয়া গিয়াছিল। জাপানী চাউলের সহিত প্রতিযোগিতা করিতে গিয়া তাহারা আরও বিপন্ন হইয়া পড়িবে। চাষীদের ঘরে টাকা না থাকিলে উক্ত অঞ্চল সমূহের অন্যান্য ব্যবসায় ক্ষেত্রেও যে স্বভাবতঃ দুর্দ্দৈব উপস্থিত হইবে, তাহা সহজেই অনুমান করা চলে। আমরা ইহার প্রতিকারের জন্য গবর্ণমেন্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

সুটকেসের জন্য ৬ মাস দণ্ড

হ্যারিসন রোডের সেখ লালুর দোকান হইতে একটা সুটকেস চুরি করার অভিযোগে শুক্রবার দিন অতিরিক্ত প্রধান প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট খান বাহাদুর আবদুল গফুর কর্ত্তৃক বিশ্বপদ মালীর প্রতি ৬ মাস সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হইয়াছে।

আর একটি চুরির অভিযোগ

বুধবার রাত্রে দীননাথ পাণ্ডের ঘরে সিঁদ কাটিয়া মূল্যবান দ্রব্য চুরি করার অভিযোগে অতিরিক্ত প্রধান প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট কর্ত্তৃক নারায়ণ দত্ত ব্রাহ্মণের প্রতি ৬ সপ্তাহ সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হইয়াছে।

জাল মুদ্রা চালাইবার চেষ্টা

বাগবাজারে ট্রাম গাড়ীর মধ্যে জাল মুদ্রা চালাইবার চেষ্টা করার অভিযোগে শুক্রবার দিন ৩য় প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ ওয়াজিদ আলির সম্মুখে গোপচন্দ্র পাল নামক এক বাঙ্গালীকে অভিযুক্ত করা হইয়াছে।

অভিযোগ এই, আসামী বাগবাজারের নিকট চিৎপুর রোডের ট্রামে চড়ে। কণ্ডাক্টর টিকেট লইতে আসিলে সে একটী জাল টাকা দেয়। উহা ফেরৎ দেওয়া হয় পর পর তিনটী টাকা এইরূপ জাল বাহির হওয়ায় কণ্ডাক্টরের মনে সন্দেহ হয় এবং সে পুলিশের হাতে আসামীকে ধরাইয়া দেয় পরে পুলিশ আসামীর দোকান তল্লাস করিয়া আরও জাল মুদ্রা পাইয়াছে বলিয়া প্রকাশ।

১৭ হাজার টাকা প্রতারণার অভিযোগ

মিথ্যা এফিডেবিট প্রদান ও প্রতারণা পূর্ব্বক ১৭ হাজার টাকা আত্মসাৎ করিবার অভিযোগে জানকী সামন্ত এবং তাহার ৪ পুত্র—হরিনারায়ণ সামন্ত, সত্যনারায়ণ সামন্ত, শঙ্করনারায়ণ সামন্ত, লক্ষ্মীনারায়ণ সামন্তের বিরুদ্ধে জমিদার ও ধনী বাবু পুলিনকৃষ্ণ রায়ের পক্ষ হইতে মকুন্দলাল চৌধুরী যে মামলা রুজু করিয়াছিলেন, শুক্রবার দিন জোড়াবাগানের তৃতীয় প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ ওয়াজিদ আলীর এজলাসে ঐ মামলার যবনিকাপাত হইয়াছে। ম্যাজিষ্ট্রেট আসামীদিগকে নির্দ্দোষ বোধে ছাড়িয়া দিয়াছেন। অভিযোগ এই গত ১৯৩২ সালের ২রা অক্টোবর আসামীরা ভূসম্পত্তি বন্ধক দিয়া ফরিয়াদীর নিকট হইতে টাকা ধার লইতে আসে উভয় পক্ষের মধ্যে স্থির হয় যে বর্ত্তমানে সাধারণ বন্ধকী দলিল সম্পাদন করিয়া টাকার লেনদেন হইবে পরে কাগজপত্র দৃষ্টে যথারীতি পাকা দলিল সম্পন্ন হইবে আরও প্রকাশ, পূজা উপলক্ষে আদালত বন্ধ হইয়া যাইবে বলিয়া ৪ঠা অক্টোবর (১৯৩২) আসামীরা এক এফিডেবিট দেওয়ায় নিয়ম মত জমির স্বত্বাধিকারী সম্বন্ধে খোঁজ না লইয়াই উক্ত ১৭ হাজার টাকা দেওয়া হয়।

প্রকাশ, টাকা দেওয়ার পর আসামীরা কথামত কাজ করে নাই। যার যার জমির দেওয়া সত্ত্বেও তাহারা টাকা দিবার কোন ব্যবস্থা করে নাই। অধিকন্তু, তথাকথিত ভূসম্পত্তি নীলামে বিক্রয় হইয়া যাইতেছিল ইহাতে ফরিয়াদীর মনিবের মনে সন্দেহ জাগে এবং তদন্তে জানা যায়, আসামীরা সম্পূর্ণ মিথ্যা বলিয়া টাকা লইয়াছে।

ফরিয়াদী পক্ষে এডভোকেট রায় বাহাদুর জে, সি গুপ্ত ও উকিল মিঃ জে এন রায় চৌধুরী এবং আসামী পক্ষে এডভোকেট মিঃ আর এল সিংহ ও উকিল জগমোহন বসু এবং মিঃ প্রতাপ চক্রবর্ত্তী উপস্থিত ছিলেন।

৩টি রিভলভার প্রাপ্তি

গত ২রা সেপ্টেম্বর ৩১নং ঠাকুরক্যাসেল ষ্ট্রীটের বাড়ীর দোতালার এক ঘরে বেআইনী ভাবে লাইসেন্স ছাড়া তিনটি রিভলভার ও ১৮২টি কার্তুজ রাখা এবং বৈপ্লবিক অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্যে পুলিশের নিকট উহাগুলি গোপন করার অভিযোগে রাধাবল্লভ গোপ, অময় চাটুর্য্যে ও চুণীলাল বাড়ুয্যে নামক ৩ জন যুবক অস্ত্র আইনের ১৯ চ, ২০ ক ধারা এবং ভারতীয় দণ্ড বিধির ১২০ খ ধারা মতে অভিযুক্ত হয়। বঙ্গীয় বিপ্লব দমন আইনের স্পেশ্যাল ম্যাজিষ্ট্রেট অনারেবল এস, কে সিংহের এজলাসে এই মামলার বিচার চলিতেছিল। শুক্রবার দিন ইহার শুনানী শেষ হইয়াছে, রায় দান স্থগিত আছে।

কারামুক্তি

দ্বিতীয় আসামী অমরের ভ্রাতা অপর্ণাচরণ চাটুর্য্যে সাফাই সাক্ষী হিসাবে জবানবন্দী দিয়াছেন অমিয়ের পক্ষে মিঃ এস পি চট্টোপাধ্যায় বক্তৃতা দিয়াছেন।

ত্রিপুরা জেলার বাঘমারা কংগ্রেস কমিটির সম্পাদক পণ্ডিত জমীরুদ্দিন মুন্সী ও গালিমপুর কংগ্রেস কমিটির বিশিষ্ট কর্ম্মী মহম্মদ আলতাফ আলী মিঞা দুই বৎসর পূর্ব্বদণ্ড ভোগান্তে গত ১৮ই নবেম্বর হিজলী জেল হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছেন। পণ্ডিত সাহেবের শারীরিক অবস্থা খারাপ।

গত ২০শে নবেম্বর হিজলী জেল হইতে অভয় আশ্রমের নিম্নলিখিত কর্ম্মীগণ ছয়মাস কারাদণ্ড ভোগান্তে মুক্তিলাভ করিয়াছেন। ১। শ্রীযুক্ত বলাই লাল দাস মহাপাত্র, ২। শ্রীযুক্ত মনীন্দ্রচন্দ্র রাহা, ৩। শ্রীযুক্ত অশ্বিনী কুমার ধর, ৪। শ্রীযুক্ত কমলাকান্ত মুখোপাধ্যায়, ৫। বংশীধর গাঙ্গুলী। ইঁহারা সকলেই বাঁকুড়া জেলার সোনামুখীতে গ্রেপ্তার হইয়া উক্তরূপ দণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিলেন। বলাই বাবু জেল হইতেই জ্বর ও আমাশয় রোগে ভুগিতেছেন।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিশ্বের একমাত্র দৈনিক

— পারমার্থিক পত্র —

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশ
তনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনম্,
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং
প্রেমা পুমর্থো মহান্,
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং
তত্রাদরো নঃ পরঃ॥

৮ম বর্ষ { ২৬ কেশব গৌরাব্দ ৪৪৭, ১২ই অগ্রহায়ণ বঙ্গাব্দ ১৩৪০, ২৮শে নভেম্বর ইং ১৯৩৩, মঙ্গলবার ২২৫ তম সংখ্যা

শ্রীধামে শ্রীল প্রভুপাদ

শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার সভাপতি শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ গত ৮ই অগ্রহায়ণ ২৪শে নভেম্বর শুক্রবার ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ, শ্রীযুক্ত রাধারমণচন্দ্র দাসাধিকারী, শ্রীযুক্ত সজ্জনানন্দ ব্রহ্মচারী প্রমুখ স্বীয় অন্তরঙ্গ জনগণ সহ কলিকাতা গৌড়ীয় মঠ হইতে রওনা হইয়া ভোরে কৃষ্ণনগর লোকাল ট্রেণে প্রায় ৮॥ ঘটিকার সময় কৃষ্ণনগর ষ্টেশনে উপস্থিত হন। এই স্থানে শ্রীমায়াপুর-ষ্টেটের ম্যানেজার শ্রীপাদ প্রাণানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্ত্যালোক ব্রহ্মচারী শ্রীযুক্ত অঘদমন ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকারুণ্য ব্রহ্মচারী, কৃষ্ণনগরের আরও কতিপয় বিশিষ্ট ব্যক্তি সহ শ্রীল প্রভুপাদের পাদপদ্মে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান পূর্ব্বক অভিনন্দিত করেন। পূর্ব্ব হইতেই সুসজ্জিত মোটর-যান শ্রীল প্রভুপাদের জন্য ষ্টেশনে প্রস্তুত ছিল। তিনি সেই মোটরযানেই কতিপয় শিষ্যসহ নবদ্বীপঘাটে উপস্থিত হন। তথায় শ্রীধাম-মায়াপুরের ভক্তবৃন্দ আচার্য্যের জয়ধ্বনি সহ তাঁহার পাদপদ্ম বন্দনা করেন।

গঙ্গা পার হইয়া শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীধাম মায়াপুরের দিকে অগ্রসর হইতে থাকিলে ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউটের সুযোগ্য প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত কিশোরীমোহন ভক্তিবান্ধব বি-এ, বি-এল মহোদয় অন্যান্য শিক্ষক, ছাত্র ও কতিপয় শ্রীমঠসেবকসহ সংকীর্ত্তন করিতে করিতে তাঁহার পাদপদ্ম-সমীপে উপস্থিত হন। বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা ও সভাপতি শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের প্রতি এই প্রকার সম্মান প্রদর্শন করিয়া শিক্ষক ও ছাত্রবৃন্দ তাঁহাদের পরবিদ্যা-শিক্ষার আলোক-প্রাপ্তির পরিচয়ই প্রদান করিয়াছেন। আমরা তজ্জন্য তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি। আশা করি, আচার্য্যপ্রবর যে উদ্দেশ্যে বিদ্যালয়টী স্থাপন করিয়াছেন সেই শ্রীচৈতন্যশিক্ষা লাভ পূর্ব্বক তাঁহারা নিজ জীবন সফল করিয়া জগজ্জীবের মঙ্গল বিধান করিবেন।

শ্রীল প্রভুপাদ এই সংকীর্ত্তনমণ্ডলী সহ শ্রীচৈতন্যমঠস্থ ভক্তিবিজয়-ভবনে শুভ পদার্পণ করিলে শ্রীধামবাসী গৃহস্থবৈষ্ণবগণ পুষ্পমাল্যাদি সহ তাঁহার শ্রীচরণ বন্দনা করেন।

হংসক্ষেত্রে শ্রীল প্রভুপাদ

শ্রীল প্রভুপাদ এবার মাত্র দুই দিন শ্রীধামে অবস্থান করিয়া গত ২৬শে নভেম্বর রবিবার দিবস শ্রীধাম-মায়াপুর হইতে ত্রিদণ্ডী স্বামী শ্রীপাদ ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ, মহামহোপদেশক আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ ভাগবতরত্ন, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউটের সেক্রেটারী শ্রীপাদ জগদ্বন্ধারণ ভক্তিবান্ধব বি এ, শ্রীযুক্ত প্রণব চিচ্ছিদ্ ভক্তিগৌরব বি-এ, বি-এল, শ্রীপাদ যশোদানন্দন ভাগবতভূষণ, শ্রীপাদ রাখালচন্দ্র অধিকারী, শ্রীপাদ গোপালচন্দ্র ভক্তিরত্ন, শ্রীপাদ রাসবিহারী ভক্তিজ্যোতিঃ, শ্রীপাদ শচীচরণ ভক্তিবিজয়, শ্রীপাদ সজ্জনানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ মহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্ত্যালোক, শ্রীচৈতন্যমঠের মঠরক্ষক শ্রীপাদ নরহরি ব্রহ্মচারী সেবাবিগ্রহ, শ্রীযুক্ত বিনয়ভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র অধিকারী, শ্রীযুক্ত অনন্তদেব দাসাধিকারী, শ্রীযুক্ত ভূদেব দাসাধিকারী প্রমুখ বহু সেবকসহ হংসক্ষেত্র গোবিন্দপুর শ্রীএকায়নমঠে শুভবিজয় করিয়াছেন। পথিমধ্যে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর সেবার্থ প্রাপ্ত তেতিয়া নামক স্থান পরিদর্শন করিয়াছেন। এই স্থানটী কৃষ্ণনগর রোড্ ষ্টেশন হইতে প্রায় দেড় ক্রোশ। এই স্থানের অধিবাসিগণের পানীয় জলের অভাব বহুদিন হইতেই ছিল। শ্রীল প্রভুপাদের নির্দ্দেশক্রমে তাহা অপনোদনের জন্য একটী নলকূপ নির্ম্মিত হইয়াছে।

গত ২৬শে নভেম্বর ও ২৭শে নভেম্বর শ্রীএকায়ন মঠে বাৎসরিক মহোৎসব সুচারুরূপে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। সেবকগণ এই উৎসবে শ্রীল প্রভুপাদকে পাইয়া পরমানন্দভরে দ্বিগুণ উৎসাহে সেবা-কার্য্যাদি নির্ব্বাহ করিয়াছেন। গ্রামবাসিগণও শ্রীল প্রভুপাদের চরণে তাঁহাদের শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন পূর্ব্বক উৎসবে যোগদান করিয়াছেন। পাঠ, কীর্ত্তন ও মহাপ্রসাদ-বিতরণ-মুখে উৎসবটী সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে। শ্রীল প্রভুপাদ স্বয়ং বহু হরিকথা পরিবেশন করিয়াছেন। শ্রীধাম-মায়াপুরে অবস্থান-কালে শ্রীল প্রভুপাদ কৃষ্ণ ও নারায়ণ-তত্ত্ব এবং ভক্তিতত্ত্ব-সম্বন্ধে অনেক হরিকথা কীর্ত্তন করিয়াছেন।

সৎশিক্ষা-প্রদর্শনী

THE THEISTIC EXHIBITION

(From the Editorial Column of the 'Searchlight' Nov. 17th, 1933)

The Theistic Exhibition, organised by the Gaudiya Math and opened by the Hon'ble Maharajadhiraj Sir Kameswar Singha last Tuesday evening, suggests a novel method of religious propaganda and we congratulate the organisers of their successful effort. The exhibition consists of about a hundred stalls, depicting, in clay, incidents and episodes of Hindu Mythology with a view to interpreting some of the underlying principles of what is called 'Sanatan Dharma". The clay-models are beautiful pieces of workmanship and the entire affair is an artistic performance of great value. The exhibition is an attempt at introducing modern method of advertising into religious propaganda.

মর্ম্মানুবাদ

[পাটনা হইতে প্রকাশিত "সার্চ্চ লাইট্ (১৭ই নভেম্বর, ১৯৩৩) পত্রিকার সম্পাদকীয় মন্তব্য]

গত মঙ্গলবার সন্ধ্যাকালে মাননীয় মহারাজাধিরাজ কামেশ্বর সিংহ গৌড়ীয়মঠ-চালিত যে সৎশিক্ষা-প্রদর্শনী উন্মোচন করিয়াছেন, তাহা ধর্ম্মপ্রচারের জন্য একটী নূতন উপায় উদ্ভাবন করিয়াছে এবং তাঁহাদের এই সাফল্যমণ্ডিত চেষ্টার জন্য আমরা আনন্দ প্রকাশ করিতেছি। সনাতনধর্ম্মের অন্তর্নিহিত বিধানগুলিকে সম্যগ্‌রূপে বুঝাইয়া দিবার মানসে হিন্দুপুরাণের ঘটনা এবং গল্পগুলির মর্ম্ম কর্দ্দমময় পুতুলের দ্বারা প্রকাশ করিয়া প্রায় একশত ষ্টলে স্থাপন করা হইয়াছে। কর্দ্দমের প্রতিমূর্ত্তিগুলি অতি সুন্দর শিল্পের পরিচায়ক এবং সমস্তই শিল্পবিদ্যার চরম সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। আধুনিক নিয়মে কি ভাবে ধর্ম্মপ্রচার করা যায়, সৎশিক্ষা-প্রদর্শনী তাহারই জন্য চেষ্টা করিতেছে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

২৬ কেশব স্বাপু প্রত্যয়

আমাদের নিবেদন

আমরা গতকল্য পাটনা-সৎশিক্ষা-প্রদর্শনীর দৃশ্যসমূহের সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রকাশ করিয়াছি। ঐ দৃশ্যগুলির প্রত্যেকটী বিশেষরূপে অনুধাবনের বিষয়। ধৈর্য্য-সহকারে আলোচনা না করিলে যে-শিক্ষা-প্রদানোদ্দেশ্যে প্রদর্শনীটী উন্মুক্ত হইয়াছে, আমরা তাহা লাভে বঞ্চিত হইব। জাগতিক প্রদর্শনীসমূহের ন্যায় রং-তামাসা অথবা ঐহিক সুখভোগের উপায়-নির্দ্দেশ-কল্পে এই প্রদর্শনীটী উন্মুক্ত হয় নাই। ইতঃপূর্ব্বে কুরুক্ষেত্র, শ্রীধাম-মায়াপুর, কলিকাতা, ঢাকা প্রভৃতি স্থানে শ্রীগৌড়ীয়মঠের উদ্যোগে যে আরও ছয় বার পারমার্থিক-প্রদর্শনী উন্মুক্তা হইয়াছে, যাঁহারা তাহা দর্শনের সৌভাগ্য লাভ করিয়াছেন, তাঁহারা বিশেষরূপে অবগত আছেন—আত্মপ্রীতি-বাঞ্ছামূলে ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ প্রভৃতি যে চতুর্ব্বর্গের কথা সত্ত্ব-রজস্তমোগুণের বিচারে আবদ্ধ জনগণের জন্য প্রাকৃত শাস্ত্র ব্যবস্থা করিয়াছেন, শ্রীগৌড়ীয়মঠ-কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত সৎশিক্ষা-প্রদর্শনী অপ্রাকৃত ভগবদ্বস্তুর সেবা যে তাহাদের উচ্চ সীমায় অবস্থিত, তৎসম্বন্ধে আলোক প্রদান করিতেছেন। এই আলো-দর্শনের যোগ্যতা লাভ করিলে অজ্ঞানান্ধ-নয়ন জ্ঞানাঞ্জন-শলাকা দ্বারা উন্মীলিত হইবে এবং আচার্য্য-কৃপা-স্পর্শে মানবজীবনের সার্থকতা—হরিভজন আমাদের একমাত্র লক্ষিতব্য বিষয় হইবে, তখন আমাদের স্বার্থ জড়বিষয়ে প্রধাবিত না হইয়া পর-বিষয়-বিগ্রহ স্বার্থগতি বিষ্ণুপাদপদ্মেই আশ্রয় প্রাপ্ত হইবে। তখন, যে বিষয়সমূহের সংক্ষিপ্ত-পরিচয়-পাঠেও আমরা এখন ধৈর্য্য-হারা হইতেছি তাহাদের প্রত্যেকটী বৃহৎ-গ্রন্থাকারে দর্শনের স্পৃহা স্বতঃই আমাদের হৃদয়ে জাগিয়া উঠিবে। তখন প্রত্যেকটী বিষয়েই এত চমৎকারিতা দর্শন করিব যে, আচার্য্যদেবের অঙ্গুলি হেলনে এই মহতী প্রদর্শনী অনুষ্ঠিতা হইতেছে, কৃতজ্ঞতা ও ভক্তিভরে মস্তক আপনা হইতেই তাঁহার পাদপদ্মে বিলুণ্ঠিত হইবে, অনির্ব্বচনীয় সেবানন্দ হৃদয়-মরুকে সুধা-বাহী স্রোতস্বিনীতে পরিণত করিবে, জীবন সার্থক হইবে, ত্রিতাপজ্বালা-ভোগের নিমিত্ত মর্ত্ত্যজগতে আর আসিতে হইবে না বা বিরজার জলে আত্ম-বিনাশের জন্য কোন প্রকার যত্ন থাকিবে না। তাই আমরা পাঠকগণকে প্রদর্শনীর বিষয়সমূহ অনুকূল-ভাবে আলোচনার জন্য বিশেষরূপে নিবেদন জ্ঞাপন করিয়া প্রত্যেকটী বিষয় আচার্য্যের প্রদর্শিত আলোতে অনুসন্ধানের প্রয়াস পাইব।

সতর্ক হ

অন্ধকার না থাকিলে আলোর, পাপ না থাকিলে পুণ্যের এবং মিথ্যা না থাকিলে সত্যের সৌন্দর্য্য ও মহত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম হয় না। তাই আমরা ঈশ্বর সৃষ্টির মধ্যে পাশাপাশি সত্য-মিথ্যা, পাপ পুণ্য ও আলো-অন্ধকার দেখিতে পাই, আলোর ঔজ্জ্বল্য প্রদর্শন-কল্পে অন্ধকারের প্রয়োজনীয়তা সকলেই অনুভব করিয়া থাকিবেন। পরমার্থ-বিষয়ের আলোচনা করিতে গিয়াও আমরা ইহার সুস্পষ্ট উদাহরণ দেখিতে পাই এবং পাওয়াই স্বাভাবিক। কারণ যে প্রকার ক্ষতস্থানে আঘাত লাগিলে রোগী চীৎকার না করিয়া থাকিতে পারে না, সেই প্রকার ধর্ম্মধ্বজী-গণের কুৎসিৎ চিত্রপট যখন আচার্য্যের প্রচারে প্রকাশিত হইয়া পড়ে, তখন তাহারাও মর্ম্মান্তিক যাতনা অনুভব করিয়া থাকে। এই বিষয়টী আমরা ঢাকা-সৎশিক্ষা-প্রদর্শনীর সময় বিশেষরূপে লক্ষ্য করিয়াছি। সন্ন্যাসীর বেশে ইন্দ্রিয়তর্পণের জঘন্য-বৃত্তি-নিরাস-কল্পে মহাপ্রভু শ্রীগৌরসুন্দর যে শিক্ষাটী প্রদান করিয়াছেন, তাহা যখন প্রদর্শিত হইল তখন প্রাকৃত-সহজিয়ার ধ্বজবাহী জনগণ প্রমাদ গণিল এবং তাহাদের স্বরূপ প্রকাশিত হওয়ায় তাহারা শুদ্ধভক্ত-গণকে আক্রমণ করিয়া স্ব-স্ব চিত্তবৃত্তির পরিচয় প্রদান করিল। তাহাদের মধ্যে কোনও ব্যক্তি সহজিয়াগণের বলে বলীয়ান্ হইয়া হুমকি দেখাইলেন,—তিনি রাজদ্বারে বিচার-প্রার্থী হইবেন। ভগবদিচ্ছায় সময় আসিল, যখন তিনি উপলব্ধি করিলেন যে, বৈষ্ণবগণ তাঁহাদের চালের দুই অঙ্গুলী উপরে অবস্থিত। "যেই জন কৃষ্ণ ভজে সে বড় চতুর" সুতরাং শুদ্ধভক্তগণ যে রাজদ্বার বা অন্য কোন বিষয়ের ভয়ে ভীত হইয়া সত্য-প্রচার হইতে বিন্দুমাত্রও বিচলিত হন না, বাধা-প্রাপ্ত হইয়া তাঁহাদের প্রচার-স্রোত যে দ্বিগুণ বর্দ্ধিত হয়, তাহাও তিনি বেশ বুঝিতে পারিলেন। অবশ্য এই সকল কথা আমাদের লিখিবার প্রয়োজন ছিল না, কিন্তু সর্ব্বসাধারণ কপটগণের বিষকুম্ভপয়োমুখে পতিত হইয়া পরমার্থ-আলোচনা হইতে পতিত না হ'ন, এই উদ্দেশ্যেই তাঁহাদিগকে সাবধান করিবার জন্য আমাদের এই সকল উক্তির অবতারণা। সহৃদয় পাঠকগণ নিরপেক্ষভাবে বিষয়সমূহ আলোচনা করুন, সত্তত্বযুক্ত হইয়া ভগবদ্ভজনে অগ্রসর হউন, দেখিতে পাইবেন—ভগবৎতত্ত্ব-রশ্মি আপনিই হৃদয়ে বিকশিত হইবে এবং সেই রশ্মিতে আউল-বাউলাদি ত্রয়োদশ গৌড়ীয়ব্রুব-সম্প্রদায়ের হীনচেষ্টা ও অন্যাভিলাষ, কর্ম্ম, জ্ঞান, প্রভৃতির অকিঞ্চিৎকর ফল অনায়াসে প্রকাশিত হইয়া পড়িবে। যাহারা প্রতিষ্ঠার আশায় আঁকুপাঁকু-ভাবকেই বৈষ্ণবতা বলিয়া গ্রহণ করিয়া শ্রীশ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর পাষণ্ডদলনকার্য্যের প্রতিবাদে অগ্রসর হয়, তাহাদের সঙ্গ হইলে অপ্রাকৃত কৃষ্ণচন্দ্রের ভজন কখনও করা যাইবে না। সুতরাং আমাদের পুনরায় নিবেদন—

ততো দুঃসঙ্গমুৎসৃজ্য সৎসু সজ্জেত বুদ্ধিমান্।
সন্ত এবাস্য ছিন্দন্তি মনোব্যাসঙ্গমুক্তিভিঃ॥

— — —

বিষাদ সাগরে শ্রীব্যাস

এখন আমরা বৈষ্ণবগণের আনুগত্যে প্রদর্শনী-দর্শনে অগ্রসর হইতেছি। প্রথমেই সুদৃশ্য তোরণটী আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছে। এই তোরণটীতে দেখিতে পাইতেছি শ্রীমদ্ভাগবতের পরমশিক্ষাপ্রদা বাণী—

"প্রাণৈরর্থৈর্ধিয়া বাচা শ্রেয় আচরণং সদা"

—প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি ও বাক্য দ্বারা সর্ব্বক্ষণ 'শ্রেয়ঃ' আচরণ করিতে হইবে। এক্ষণে, 'শ্রেয়ঃ' কি, তাহাই আমাদের আলোচ্য। সৎশিক্ষা-প্রদর্শনীতে আমরা এই শ্রেয়ের সন্ধানই পাইব। সুতরাং দৃশ্য-মালা দর্শনের সঙ্গে সঙ্গে প্রসঙ্গক্রমে আমরা এতদ্বিষয়ে বিশদ আলোচনা করিব।

তোরণ দিয়া প্রবেশ করিয়া সর্ব্বপ্রথম আমরা দেখিতেছি, শ্রীব্যাসদেব বিষণ্ণভাবে অবস্থান করিতেছেন। তাঁহার এই অবস্থাটী বেদবিভাগ, মহাভারত-প্রণয়ন ও অষ্টাদশ-পুরাণ-রচনার পর। যাঁহারা ঐসকল গ্রন্থ আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহারা বিশেষরূপে অবগত আছেন যে, তাহাতে কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগ প্রভৃতি পন্থা অতি সুন্দররূপে বর্ণিত হইয়াছে। ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ-লাভার্থিগণ তৎপাঠে হাতে চাঁদ পাইবেন। কিন্তু এত সকল বিষয় রচনা করিয়াও শ্রীব্যাসের ঐপ্রকার বিষাদগ্রস্ত অবস্থা কেন? জাগতিক জনগণ ত' ঐ চতুর্ব্বর্গ ছাড়া আর কিছু চাহেন না। মোক্ষের উপর যে আরও কোন কথা আছে, তাহাও জানেন না। কিন্তু আমরা শ্রীব্যাসদেবের উদাহরণে স্পষ্টই দেখিতে পাইতেছি, কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগ, তপস্যা প্রভৃতি মানবের চিত্তের বিষাদ দূরীভূত করিতে পারে না। অবশ্য কথাটী শুনিয়া আমাদের শিহরিয়া উঠিবারই সম্ভাবনা কিন্তু ধৈর্য্যধারণ-পূর্ব্বক বিষয়টী আলোচনা করিতে হইবে, নতুবা চঞ্চলতা প্রকাশ করিলে বাস্তব মঙ্গল কিছুই লাভ হইবে না।

— —

আমরা প্রসঙ্গক্রমে শ্রীব্যাসদেবের প্রকট-কালীন লীলা-সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করিতেছি। মহর্ষি ব্যাসদেব দ্বাপরের প্রারম্ভে পরাশর ঋষির ঔরসে ও উপরিচর বসুর কন্যা সত্যবতীর গর্ভে শ্রীহরির অংশে অবতীর্ণ হ'ন। একদা এই ভূতভবিষ্যদ্বেত্তা মহর্ষি উপলব্ধি করিলেন যে কালবশে পৃথিবীতে যুগধর্ম্মের ব্যতিচার এবং মানুষের দেহের অসামর্থ্যের সঙ্গে সঙ্গে ধৈর্য্য, বুদ্ধি ও আয়ুর হ্রাস ও পরমার্থে অশ্রদ্ধা উপস্থিত হইয়াছে। অতএব যাহাতে সকল বর্ণাশ্রমেরই উপকার হয়, তজ্জন্য চিন্তা করিতে করিতে বৈদিক যজ্ঞাদি কর্ম্ম দ্বারা মানুষ শুদ্ধ হইতে পারে, স্থির করিয়া শ্রীব্যাসদেব একমাত্র বেদকেই ঋক্, সাম, যজুঃ ও অথর্ব্ব—এই চারিভাগে বিভক্ত করিলেন। ইহা ছাড়া পুরাণ ও ইতিহাস পঞ্চম-বেদ নামে বিখ্যাত হইল, তন্মধ্যে পৈলমুনি ঋগ্বেদে, জৈমিনী ঋষি সাম-বেদে, বৈশম্পায়ন ঋষি যজুর্বেদে এবং সুমন্তু-মুনি অথর্ব্ববেদে, আর সূতগোস্বামীর পিতা রোমহর্ষণ পুরাণ ও ইতিহাসে প্রাজ্ঞ হইলেন। তাঁহারা আবার স্ব-স্ব বেদাদি বহু অংশে বিভক্ত করাইয়া স্ব-স্ব শিষ্য প্রশিষ্যাদি দ্বারা বিস্তৃত করাইয়াছেন। নির্ব্বোধ লোক যাহাতে ধারণা করিতে পারে, তজ্জন্য দয়া-পরবশ হইয়া শ্রীব্যাসদেব ঐরূপ বিধান করিলেন। সংস্কারহীন স্ত্রী, শূদ্র ও সংস্কার-চ্যুত পতিত দ্বিজগণ বেদ-শ্রবণে অনধিকারী বলিয়া তাঁহাদেরও কল্যাণের নিমিত্ত তিনি মহাভারতাদি রচনা করিলেন।

শ্রীব্যাস পূর্ব্বোক্তপ্রকারে লোকমঙ্গলের জন্য দিবারাত্র পরিশ্রম করিয়াও আত্মপ্রসাদ-লাভে বঞ্চিত হইলেন। একদিন তিনি সরস্বতীতীরে বসিয়া চিত্তের ঐ প্রকার বিষাদ-প্রাপ্তির কারণ-নির্ণয়ে চেষ্টা করিতে লাগিলেন কিন্তু কোনও স্থির-সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইতে পারিলেন না। অবশ্য ভাগবতধর্ম্ম বিশেষরূপ আলোচিত না হওয়াই যে ঐ প্রকার চিত্তের বিষাদ, তাহা কোন কোন সময় তাঁহার চিন্তার বিষয় হইতেছে।

শ্রীহরির অংশে অবতীর্ণ শ্রীব্যাসদেবের চিত্তে বিষাদ উপস্থিত হইবার বা তাঁহার পক্ষে কর্ম্ম-যোগ-জ্ঞানাদির প্রাধান্য দিবার সম্ভাবনা না থাকিলেও মনোধর্ম্মী জীবগণের অধিকার-অনুযায়ী প্রাপ্য সাধন ও তাঁহার ফল প্রদর্শন-কল্পেই শ্রীব্যাসদেবের পূর্ব্বোক্ত লীলা। যাঁহারা ভোগে প্রমত্ত, তাঁহারা ভোগলাভের জন্য যথেচ্ছাচারী হইয়া একনিষ্ঠ ভগবদ্ভক্তগণের ভজনে বাধা-প্রদান দ্বারা অন্ধতামিস্রে গমন না করে, তজ্জন্যই তিনি বেদে মধু-পুষ্পিত বাক্য সংরক্ষণ করিয়াছেন। শ্রীভগবদ্গীতা মহাভারতের অংশবিশেষ, তাহাতেও কর্ম্ম-জ্ঞান-যোগাদির বিষয় বর্ণনা আছে কিন্তু শ্রীগীতার সর্ব্বশেষে—

সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥

—এই যে ভগবানে শরণাগতির শ্লোকটী রহিয়াছে তাহার আশ্রয় না করিয়া যে-পর্য্যন্ত

আমরা কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগ প্রভৃতিতে আসক্ত থাকিব, তৎকালপর্য্যন্ত চিত্তের বিষাদ নিরাস হইবার সম্ভাবনা নাই। এই শ্লোকটীই শ্রীগীতার চরমশিক্ষা, এই শিক্ষায় শিক্ষিত হইলে আমরা ভাগবতধর্ম্মে প্রবেশের অধিকার পাইব। শ্রীব্যাসদেবের জীবনী হইতেই ইহা প্রমাণিত হইবে। আমরা আগামী কল্য তাহা আলোচনা করিব।

—————

জনমত ও পারমার্থিকের মত এক নহে

কৃষ্ণ-সেবার্থে স্বতন্ত্রতা-প্রাপ্ত অণুস্বতন্ত্র ব্যষ্টি জীব-সমুদয় সমষ্টিগত হইয়া বহু মতের বহু পথ ভাঙ্গিয়া একমতে এক পথ অবলম্বন করিলেও স্বতন্ত্রতার অপব্যবহার-জনিত অপরাধে আমরা সকলেই অপরাধী। আমাদের এই ভব-কারামুক্তির উপায় যে-কাল পর্য্যন্ত অবলম্বিত না হয়, সে-কাল-পর্য্যন্ত আমরা সকলেই লঘু ও গুরু পাপে দণ্ডিত ও বিতাড়িত অপরাধী। কৃষ্ণ-বহির্ম্মুখতা-নিবন্ধন আমরা কোন বাস্তব মতামত গ্রহণ করিবার উপযুক্ত নহি। আমরা যে-দেহে অবস্থান করি তাহা অবাস্তব, যে-মনের অনুশীলনে কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নির্ণয় করি তাহাও অবাস্তব; অর্থাৎ স্থূল-দেহ ও লিঙ্গ-দেহ লইয়াই আমাদিগের যত বিচার যত সিদ্ধান্ত। সুতরাং অবাস্তব বস্তুর ক্রিয়া বা তৎফল কখনও বাস্তব হইতে পারে না।

—————

যদি বলা যায় দেহ যতদিন থাকিবে, ততদিন দেহের বিচার অবশ্যম্ভাবী; কিন্তু 'দেহ যতদিন থাকিবে' কথাটা আনুমানিক বা কাল্পনিক ভাবের হইলেও সূক্ষ্ম-দেহ—মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কার-সম্বন্ধে ঐ প্রকার অমূলক কথায় পার পাওয়া যাইবে না; যেহেতু যতদিন দেহ-মনের বিচারে আমরা অবস্থিত থাকিব ততদিন বাস্তবতার কোন কথা নাই। সুতরাং স্বতন্ত্রতার অপব্যবহার-কারী জীবগণের ভোট-পর্য্যায়ে গণতান্ত্রিকের যতই প্রবলতম জনমতের সৃষ্টি হউক না কেন, উহা অণুর সমষ্টির অংশের সেবক-মাত্র। বিষ্ণুচিত্তের সেবায় কোন প্রকার বাস্তব অনুশীলন উহাতে নাই, অনুসন্ধান করিলেও পাওয়া যায় না। অতএব গণ-তান্ত্রিকের বহুমতের সমষ্টি এক মতে পরমার্থে আকৃষ্ট নাও হইতে পারেন। অজ্ঞ-বুদ্ধিতে যত প্রকার একতার বাঁধই বাঁধা যাউক না কেন অপস্বার্থ-পরতা পর্দ্দার আড়ালে থাকিয়া নিষ্কপটতার দুর্ভিক্ষ আনয়ন করিয়া থাকে বলিয়া সঙ্কল্প-বিকল্পাত্মক ব্যাপার আরম্ভ হয়।

—————

জনমত সংখ্যাধিক্যের ভোটের কাঙ্গাল; কিন্তু পারমার্থিকগণ তাহা নহেন। যদিও পারমার্থিকগণকে কোথাও কোথাও জন-মতের অপেক্ষার অভিনয় করিতে দেখা যায়, তাহা মাত্র জন-সংখ্যাকে গণতান্ত্রিকের স্বতন্ত্রতার অপব্যবহার হইতে পূর্ণ-স্বতন্ত্র বিষ্ণুচৈতন্ত কৃষ্ণতান্ত্রিকের চরণে নিয়মিত করিবার উদ্দেশ্যে। আমরা এখানেই ভুল বুঝি যে,—'পারমার্থিকগণও জনমত-সংগ্রহে ব্যস্ত; যেহেতু তাঁহারাও পারমার্থিক-সংবাদপত্র ব্যতীত অপরাপর জগদ্বিখ্যাত সংবাদ-পত্রাদিতে তাঁহাদিগের বৈশিষ্ট্যকীর্ত্তন দেখিতে চান অথবা জাগতিক হোম্‌রা-চোম্‌রা ব্যক্তিদিগের সহিত সাক্ষাৎ-ভাবে আলাপ পরিচয় করিয়া নিজেকে খুব গৌরবান্বিত (?) বলিয়া মনে করেন। সেই সকল সংবাদ আবার বিশ্ব-বাসীর নিকট প্রচার করেন। অতএব পারমার্থিকগণের মত জনমত-সাপেক্ষ ও জনমতই পারমার্থিক-মত অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ'!

এখানে পারমার্থিকগণের জনমঙ্গল-বিধানের বহু পন্থা-আবিষ্কারের উদ্দেশ্য রহি-য়াছে। প্রথমতঃ মহান্তের স্বভাব—নিজ প্রয়োজন না থাকিলেও জীবকল্যাণে ব্যস্ত হইয়া তাঁহারা অপরাপর সংবাদ-পত্রাদিতে বৈষ্ণব-মহিমা কীর্ত্তন করতঃ জীবগণকে সুকৃতিলাভের সুযোগ প্রদান করিয়া থাকেন। জনসঙ্ঘে যোগদান, পণ্ডিত বা ধনী লোকের দ্বারে যাওয়ার উদ্দেশ্যও উহাই। দ্বিতীয়তঃ হরিবিমুখ আমরা জনমতের কাঙ্গাল, যখন কোন প্রসিদ্ধ সংবাদ-পত্র পারমার্থিকগণের বিষয় কীর্ত্তন করে অথবা আমাদের শীর্ষস্থানীয় হোম্‌ড়া-চোম্‌ড়া রাজা মহারাজা-গণ পারমার্থিকগণের সহিত সাগ্রহে কথা-বার্ত্তা বলেন বা তাঁহাদের কথা শ্রদ্ধাপূর্ব্বক মনোযোগ-সহকারে শ্রবণ করেন, আমরাও তখন দায়ে ঠেকিয়া—অন্ততঃ সাময়িক-ভাবে পারমার্থিকগণের মঙ্গলময়ী বাণী-শ্রবণাভিনয়ের অনবিস্তর চেষ্টা দেখাই। ইহাতে আমাদিগের অজ্ঞাত সুকৃতি সঞ্চিত হয় তাই পারমার্থিকগণের ঐ প্রকার চেষ্টা। বাস্তবপক্ষে পারমার্থিকগণের জনমত-সংগ্রহের যত প্রয়াস সবই একমাত্র জীবকল্যাণ-কল্পে। অন্য কোনও অবান্তর উদ্দেশ্য উহাতে থাকিতে পারে না। কারণ তাঁহারা জড়-প্রতিষ্ঠারও ভিক্ষুক নহেন। গোষ্ঠানন্দী পারমার্থিকগণ গোষ্ঠী-বর্দ্ধনার্থ—জড়জীবকে কৃষ্ণসেবায় নিযুক্ত করিয়া তাহাদের নিত্য-মঙ্গল-কামনায় অখিল-চেষ্টা-বিশিষ্ট।

—————

জনমত পারমার্থিকের প্রয়োজন হয় না। কারণ তাঁহারা কৃষ্ণে শরণাগত ও আত্ম-বিক্রীত বলিয়া, স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণই সাক্ষাৎ, আবেশ ও আবির্ভাবরূপে তাঁহাদিগের বুদ্ধি, যোগ এবং ক্ষেম যোগাইয়া থাকেন।

"তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতি-
পূর্ব্বকম্।
দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন
মামুপযান্তি তে ॥"
(গীতা ১০।১০)

"অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ
পর্য্যুপাসতে।
তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগ-ক্ষেমং
বহাম্যহম্ ॥"
(গীতা ৯।২২)

এবম্বিধ শরণাগত পারমার্থিকগণই বলিতে পারেন,—"ভগবান্ যাহা করান তাহাই করি। তিনি কর্ত্তা, আমি করণ, আমাদ্বারা তিনি কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেছেন।" নতুবা দেহ-মনের খেয়ালে স্ব-স্বতন্ত্রতা বজায় রাখিয়া ঐ প্রকার বোল্ কপচাইয়া নিজের কৃতপাপের বোঝা ভগবানের ঘাড়ে চাপাইতে যাওয়া বাতুলের চেষ্টামাত্র।

অতএব যাঁহারা মনে করেন জনমত প্রবল থাকিলেও পরমার্থ অনায়াসে করতল-গত হয় তাঁহাদের সেই ধারণা সর্ব্বৈব ভ্রমাত্মক। অবশ্য জগতে একটা চল্‌তি-কথা আছে "দশজন যেখানে, পরমেশ্বর সেই খানে।" সেই দশজন অবান্তর উদ্দেশ্য লইয়া একত্র মিলিত হইলেও তথায় পরমেশ্বরে অবস্থান সম্পূর্ণ অসম্ভব, শ্রীভগবানের উক্তিই তাহার সাক্ষ্য দিতেছে। কিন্তু পারমার্থিকগণ যেখানে শুভবিজয় করেন সেইখানে পরমেশ্বর নিশ্চয়ই থাকেন। তিনি স্বয়ং বলিয়াছেন,—

"নাহং তিষ্ঠামি বৈকুণ্ঠে যোগিনাং
হৃদয়ে ন চ।
মদ্ভক্তা যত্র গায়ন্তি তত্র তিষ্ঠামি নারদ ॥"

আসক্তিরহিত বিষয়ভোগ

(৩)

এ অবস্থায় বিষয়ভোগ অনিবার্য্য। কিন্তু বিষয়-ভোগে আত্মসুখাশা জলাঞ্জলি দিয়া সমুদয় কর্ম্ম ও বিষয়ে ভগবৎ-সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া সেই সেই বিষয়-ভোগদ্বারা আত্মরতি অন্বেষণ করিলেই আসক্তিরহিত বিষয়ভোগ হয় এবং তাহার ফলস্বরূপ নিত্যধর্ম্ম ভগবদ্দাস্য সমুদিত হইয়া পড়ে। ভক্তগণের যুক্তবৈরাগ্য-সম্বন্ধে শ্রীরূপ গোস্বামীপ্রভু এইরূপ ব্যবস্থা দিয়াছেন:—

অনাসক্তস্য বিষয়ান্ যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে ॥

—যথাযোগ্য বিষয় অনাসক্তভাবে ভোগ করিয়া সেই সেই বিষয়ে কৃষ্ণসম্বন্ধে দৃঢ় নির্ব্বন্ধ স্থাপন করাই যুক্তবৈরাগ্য; ফলতঃ কৃষ্ণভক্তগণ কদাপি বিষয়সুখ প্রার্থনা করেন না—কৃষ্ণের সুখই তাঁহাদের জীবনের তাৎ-পর্য্য। তথাপি যাবজ্জীবন বিষয়ভোগ অনিবার্য্য জানিয়া বিষয় স্বীকার করেন, যথা ভাগবতে:—

জাতশ্রদ্ধো মৎকথাসু নির্ব্বিণ্ণঃ সর্ব্বকর্ম্মসু।
বেদ দুঃখাত্মকান্ কামান্ পরিত্যাগে-
ঽপ্যনীশ্বরঃ ॥
ততো ভজেত মাং প্রীতঃ শ্রদ্ধালুর্দৃঢ়নিশ্চয়ঃ।
জুষমাণশ্চ তান্ কামান্ দুঃখোদর্কাংশ্চ
গর্হয়ন্ ॥

—শ্রীভগবান্ উদ্ধবকে কহিতেছেন,—আমার কথায় যাহার শ্রদ্ধোদয় হইয়াছে কর্ম্ম এবং কর্ম্মের ফল যে সুখভোগ তাহাতে তাহার নির্ব্বেদ জন্মে। এই সংসারের সমস্ত কর্ম্মই নিত্যসুখের পরিবর্ত্তে অনন্ত দুঃখ প্রসব করে। তাহা বুঝিতে পারিলেও যাবৎ দেহ তাবৎ সে সেই সমস্ত কর্ম্ম পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হয় না। অন্যের পক্ষে সেই সমুদয় কর্ম্ম অনন্তদুঃখের আকর জানিয়াও সে দৃঢ়শ্রদ্ধ হইয়া সেই সেই কর্ম্মে যে ভগবদ্-ভক্তি-সাধিকা বৃত্তি আছে তাহার অন্বেষণ করতঃ সেই সমুদয় কর্ম্মের আদর করে। এই প্রকার আসক্তিরহিত বিষয়ভোগেই ভক্ত সমস্ত বিষয় জয় করিয়া আমাকে লাভ করেন।

কলিপাবনাবতার শ্রীমন্মহাপ্রভুর পার্ষদ অধিকাংশ ভক্তই গৃহস্থ ছিলেন। সুতরাং গৃহস্থবৈষ্ণবকে আমরা যেন কোন ক্রমে হীন মনে না করি। শ্রীরামানন্দ, শ্রীঅদ্বৈত প্রমুখ ভক্তগণ গৃহস্থজীবনেই সর্ব্বোৎকর্ষতা লাভ করিয়াছিলেন। বিশেষতঃ গৃহস্থজীবন পক্ক সাধকদিগের পরম মঙ্গলপ্রদ। বিষয়-তৃষ্ণা সম্পূর্ণরূপে বিগত না হইতেই গৃহ-ত্যাগ করিলে অনেক অমঙ্গলের আশঙ্কা থাকে। কিন্তু গৃহস্থজীবনে সেই সমস্ত বিষয় ভোগ করিতে করিতে ভগবদনুশীলন করিলে বিষয়ের তুচ্ছ রস অতি শীঘ্র স্মরণ-পথের অতীত হয়। তবে বিষয়ভোগ করিলে তাহাতে আত্মসুখের অভিলাষ প্রবল হইয়া ভগবদনুশীলনে বিঘ্ন না জন্মায় তাহা অতি সতর্কতা-সহকারে দ্রষ্টব্য, তাহা না করিলে বিষয়প্রীতি বর্দ্ধিত হইয়া পড়ে এবং ভববন্ধন-রূপ ফল করতলগত হয়। শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপায় এই এই বিষয়ে সাবধান হওয়াই সকল লাভের মূল।

শাস্ত্র-তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম করা অতীব দুষ্কর; সেইজন্য শাস্ত্রে 'যাহ ভাগবত পড় বৈষ্ণবের স্থানে' এই বাণীর অবতারণা। তাৎপর্য্য বুঝিয়া চলিলেই মঙ্গল নতুবা হিতে বিপরীত হইয়া দাঁড়ায়।

শুদ্ধভক্তি গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। ভাষ্যসহ বিরাট শ্রীচৈতন্যভাগবত ৬৲
২। শ্রীমদ্ভাগবতম্—সমগ্র ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২৮৲
একাদশ স্কন্ধ হইতে প্রাপ্তব্য ৷৶০
৩। ভাষ্যসহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (৪র্থ সংস্করণ) ৬৲
৪। ভক্তিবিবেককুসুমাঞ্জলি (বাঁধা) ২৲
৫। গৌড়ীয়-গৌরব ৷৶০
৬। গৌড়ীয়-সাহিত্য ৷৶০
৭। ভজনরহস্য ৷০
শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও
শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৯। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ)
ঐ (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
১০। গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি টীকাসহ)
ঐ (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
১১। গীতার কেবল মাধ্ব-ভাষ্য ৷০
১২। মুক্তিমল্লিকা গুণসৌরভঃ সানুবাদ (মাধ্ব) ২৲
১৩। বেদান্ততত্ত্বসার সানুবাদ (রামানুজীয়) ৷০
১৪। জৈবধর্ম্ম ২৲
১৫। শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৬। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১৭। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ৷৶
ঐ (বাঁধা) ৸০
১৮। দ্বীপ-দিগ্‌দর্শন ৶০
১৯। সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ) ৷৶০
২০। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ৷০
ঐ (আবাঁধা) ৷৶০
২১। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
২২। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৶০
২৩। গীতমালা ৴১০
২৪। নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য ৶০
২৫। ঐ প্রমাণ-খণ্ড
২৬। নবদ্বীপ পঞ্জিকা (৪৪৭ গৌরাব্দ) ৶০
২৭। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
২৮। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা-দর্পণ ।০
২৯। শরণাগতি ৴০
৩০। গীতাবলী ৴০
৩১। চিত্রে নবদ্বীপ ১৷০
৩২। সাধনকণ ৴০
৩৩। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৴০
৩৪। নবদ্বীপশতক ৴০
৩৫। অর্থপঞ্চক ৴০
৩৬। সদাচারস্মৃতিঃ ৴০
৩৭। কল্যাণকল্পতরু (৫ম সংস্করণ) ৴১০
৩৮। অর্চ্চনকণ ৴১০
৩৯। সাধককণ্ঠমালা (বাঁধা) ।০
ঐ (আবাঁধা) ৵০
৪০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (প্রথম চারিখণ্ড) ৩
৪১। ব্রহ্মসংহিতা ।০
৪২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৪৩। মণিমঞ্জরী সানুবাদ ।০
৪৪। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৪৫। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ।০
৪৬। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৪৭। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
৪৮। গৌড়ীয়মঠ কি করেন ? ৴০
৪৯। ঈশোপনিষৎ (বলদেব ও মাধ্ব-ভাষ্য এবং বিবৃতি ও অনুবাদসহ) ।০
৫০। শ্রীভুবনেশ্বর ৶০
৫১। সিদ্ধান্তদর্পণ ৵০
৫২। সাংখ্যবাণী ৴০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৫৩। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী-দিগ্বিজয়ঃ ৷০
৫৪। সটীক-শিক্ষাদশমূলম্ ।০
৫৫। তত্ত্ব-সূত্রম্ ।০
৫৬। সানুবাদ-শিক্ষাষ্টকম্ ৵০
৫৭। গৌড়ীয়মঠস্য পরিচয়ঃ ৴০
৫৮। সারাংশবর্ণনম্ ৶০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৫৯। রায় রামানন্দ ৷০
৬০। নামভজন ।০
৬১। রিলেটিভ্ ওয়ার্ল্ডস্ ৷৶০
৬২। লাইফ্ য়্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।০
৬৩। বৈষ্ণবীজম্ ।০
৬৪। হোয়াট্ গৌড়ীয়মঠ ইজ্ ডুইং ৴০
৬৫ দি ভাগবত
৬৬। ইরোটিক্ প্রিন্সিপ্‌ল্ য়্যাণ্ড আনেলয়েড্ ডিভোসন
৬৭। ব্রহ্ম-সংহিতা ২৷০
৬৮। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (ভলুম ওয়ান) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৬৯। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ৷০
৭০। সাধন পথ ।০
৭১। কল্যাণ-কল্পতরু ৴১০
৭২। গীতাবলী ৴০
৭৩। শরণাগতি

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৭৪। শরণাগতি

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

নদীয়া-প্রকাশপ্রাপ্তির স্থান

১। শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম-মায়াপুর, নদীয়া
২। শ্রীযোগপীঠ ঐ
৩। শ্রীবাস অঙ্গন ঐ
৪। অদ্বৈত-ভবন ঐ
৫। কাজীর সমাধি পাট ঐ
৬। স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ নদীয়া।
৭। শ্রীভাগবত আসন কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
৮। শ্রীএকায়ন মঠ গোবিন্দপুর, হাঁসখালী।
৯। শ্যামসুন্দর গোপাল পাট—পোঃ চাকদহ,
১০। শ্রীগৌর গদাধরমঠ—চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড়, বর্দ্ধমান
১১। শ্রীমোদদ্রুমচ্ছত্র মাউগাছি, বর্দ্ধমান
১২। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম, আমলাযোড়া, পোঃ বাকলাপ বর্দ্ধমান
১৩। শ্রীগৌড়ীয়মঠ বাগবাজার, কলিকাতা
১৪। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাজু, হাওড়া,
১৫। শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয়মঠ, ৯০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা
১৬। শ্রীগোপালজী মঠ কমলাপুর, ঢাকা।
১৭। শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ পোঃ বালিয়াটী,
১৮। শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয়মঠ ময়মনসিংহ।
১৯। শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ চিরুলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর
২০। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম গোয়ালপাড়া, আসাম।
২১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ রায়পেট্টা, মাদ্রাজ।
২২। শ্রীরামানন্দগৌড়ীয় মঠ কব্বুর, জেঃ পশ্চিম গোদাবরী
২৩। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ উড়িয়াবাজার, পোঃ বক্সীবাজার, কটক।
২৪। শ্রীত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয় মঠ ভুবনেশ্বর।
২৫। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ স্বর্গদ্বার, পুরী।
২৬। শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ আলালনাথ পোঃ ব্রহ্মগিরি, পুরী।
২৭। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ ডুমুরকুণ্ডা, পোঃ চৈবকুণ্ডা, মানভূম।
২৮। শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ—কাশী।
২৯। শ্রীরূপগৌড়ীয় মঠ—এলাহাবাদ।
৩০। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ পুরাণবাজার, সরকার ঠাকুরের কুঞ্জ, বৃন্দাবন
৩১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, নিউদিল্লী
৩২। শ্রীপরমহংসমঠ—নৈমিষারণ্য,
৩৩। শ্রীসারস্বত গৌড়ীয় মঠ—হরিদ্বার।
৩৪। শ্রীব্যাসগৌড়ীয়মঠ—কুরুক্ষেত্র, পঞ্জাব
৩৫। শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাবুলনাথ রোড, পোঃ গ্র্যাণ্ট রোড, বোম্বে।
৩৬। লণ্ডন গৌড়ীয়মঠ, ৩৯নং গ্লেটম গার্ডেন্স, কেনসিংটন লণ্ডন, (এস, ডব্লিউ—১০)।
৩৭। অমর্ষি গৌড়ীয়মঠ—মেদিনীপুর
৩৮। সরভোগ গৌড়ীয় মঠ—সরভোগ, কামরূপ, আসাম,

শুদ্ধভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী মাসিক। শ্রীধাম-মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৷০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দি ভাষায় একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি হৃদয় বন মহারাজ সম্পাদিত ও নৈমিষারণ্য শ্রীপরমহংস মঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ১৷০ দেড় টাকা মাত্র।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ দেড় টাকা মাত্র।

৫। কীর্ত্তন—মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ নিমানন্দ সেবাতীর্থ-কবি-আর্য্য, বি-টি, সম্পাদিত। আসাম গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম হইতে প্রকাশিত। আসামী ভাষায় মাসিক। ভিক্ষা সডাক ১৷০ দেড় টাকা মাত্র

শ্রীচৈতন্যভাগবত

আদিকবি শ্রীল বৃন্দাবন দাস প্রণীত সমগ্র গ্রন্থ

গ্রন্থের মূল গোল্ড অক্ষরে এবং তন্নিম্নে বিশ্ববিশ্রুত গৌড়ীয়মঠের প্রতিষ্ঠাতা ও আচার্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তি-সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভু-পাদের রচিত বিস্তৃত ভাষ্য উত্তম কাগজে গোল্ডের সহিত মুদ্রিত হইয়াছেন। ডবল ক্রাউন আটপেজি আকারে ১০৯৬ পৃষ্ঠায় কেবল মূল ও ভাষ্য সম্পূর্ণ হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত শ্লোকসূচী, পদ্যসূচী, স্থানসূচী, পাত্রসূচী, বিষয়সূচী, শব্দসূচী প্রভৃতি বিস্তৃত সূচীপত্রেও একটী গ্রন্থ হইয়েছে। সত্যই শ্রীচৈতন্যভাগবতের এরূপ উৎকৃষ্ট ও অমূল্য বিরাট সংস্করণ জগতের কোথায়ও আজ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হন নাই, ইহা নিরপেক্ষ পাঠক মাত্রকেই একবাক্যে স্বীকার করিতে হইবে। শ্রীগৌড়ীয়মঠের উৎসব-কালে গ্রন্থের ভিক্ষা ১২৲ বারটাকা স্থলে—৫৲ পাঁচটাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীচৈতন্যমঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

কলিকাতা বাজার দর

লৌহ হার্ডওয়ার

১০ই নবেম্বর ১৯৩৩

টাটার তৈয়ারী— প্রতি হন্দর।

লোহার কড়ি (জয়েষ্ট বা বীম)

মার্কা ৫।৶০—৫॥৶০

ঐ বে-মার্কা হাল্কা ওজন ৪।৵০—৪॥৶০

বরগা (টী-আয়রণ) ৬৵০—৬।০

এঙ্গেল আয়রণ (কোনা) ৫৸৵০—৬।৵০

গ্যালভ্যানাইজড করুগেট টীন—

২২ গেজ ৬ হইতে ১০ ফুট ১১।৵০

২৪ গেজ „ „ ১০৸৵০

২৬ গেজ „ „ ১২

২৪ গেজ আর, পি, ডি, মার্কা ১২৸৶০

২৪ গেজ গ্যাঃ প্লেন শীট— ১১।৵০

২৬ গেজ „ „ ১২।০

১৮ গেজ ও ৩০ গেজ ঐ— ১৩৲—১৬৲

বাগান ঘেরা কাঁটাতার ১০০

পাউণ্ড বাঃ ৮৸০

হাঁল পাটি ৬৲৵—৬।০

„ বোল্টু (গোল) ৬৲৵—৬।০

„ চ্যাপ্টা (চৌকা) ৬৵০—৬৲।০

„ গোল বড় ৴০—।৶০ সুতা ৫৵০—৫॥০

„ টানা রড-

চৌকা ৶০—।৵০ ঐ ৫৵০—৫॥০

„ সাঁড়াশি তার ৭৲—৭৸০

„ প্লেট—তিন সুতা মোটা

সাইজ ৭।০—৭।০

„ চাদর ৩-১৬ খানা বাণ্ডিল ৯॥৵—১০৲

গ্যাঃ তার ৮।০—৯৲

হাফ রাউণ্ড ৫৸৵—৬৲৵০

তারের পেরেক ১—৬ ইঞ্চি ৯—৯৸০

প্যাটেন্ট পেরেক ২—৮ ইঞ্চি ১২।০—১৫॥

ঢালাই কড়া ১ হইতে ১০ নং ২॥০ সাট

কোদাল ৪, ৫, ৬, ৭৸৵০ ৮৸৵০ ৯৸৵০ ডঃ

ঐ টিন পাউণ্ড ৬৲ দেঃ বিঃ ৬।৶০ „

গ্যাঃ প্লেন বালতি ৭—১২ ইঞ্চি ২॥৴০ ৬॥৴০

ঐ রিভিট „ ৭—১২ ইঞ্চি ২৲—৭৲ „

লোহার চেয়ার খাটের গোল ও

চৌকা ৮॥০— „

ঐ গাদের লোহার সিট ১৫৲ „

ঐ ভেনেস্তা (কাঠের সিট) ১৮৲ „

লোহার স্ক্রু ॥—৩ ইঞ্চি /১০—॥৶০ গ্রোস

ঐ কব্জা ১৩ নং

১॥—৪ ইঞ্চি ।১০—৸৵১০ পেঃ ডজন

গ্যাঃ তার ১৬—২২ নং

(গেজ) ১২৲—১৩৲ হন্দর

গ্যাঃ রিজিং (মটকা)

১২ ইঞ্চি ।৵৫—॥৶০ পীস

গ্যাঃ গাটারিং বা ডোঙ্গা

৬ ইঞ্চি ।০—৸৵০ „

গ্যাঃ স্ক্রুপ ১॥০—২॥০ ইঞ্চি ২৩৲—২৯৲ হন্দর

গ্যাঃ ওয়াসার চাকি ১১॥০—১৬৲ „

গ্যাঃ বোল্ট-নাট ৸—১ ইঞ্চি

।৵১০—১৵০ গ্রোস

ঢালাই রেলিং ৩॥০—৪॥০ হন্দর

ঐ রেন ওয়াটার পাইপ

৩ ইঞ্চি ৵১০ ও ৪ ইঞ্চি ।১০ ফুট

টিউব ওয়েলের জন্য গ্যাঃ

পাইপ১॥ ইঞ্চি ।৵৫ ফুট

পাম্প ৪নং ১২॥০ ৫নং ১৪৲ ৬নং ১৬৲

৬০—৮০ বাটখারা ৵১৫ সাট ২।০—২॥০ মণ

কেরোসিন

প্রোক্রেক প্রত্যেক বাক্স (২ টিন) ৯৲৬

সূর্য্য মার্কা „ ৬॥০

ভিক্টোরিয়া „ ৬৲

সোণার দর

পাকা সোণা ৩০৸৴

গড়াল ৩০৸

চেনা পাত ৩২।০

রূপার দর

রূপা প্রতি ১০০ ভরি ৫৫৵০

ঐ খুচরা ৫৵০

কোম্পানীর কাগজ

৩॥০ সুদের কাগজ ৮১৶

৩॥০ নূতন ঋণ (১৯৪৭-৫০) ৯১।০

৪৲ „ ঋণ (১৯৬০-৭০) ৯৭৲

৫৲ „ বণ্ড (১৯৩৫ ১০৪॥৶০

ডিবেঞ্চার

৫৲ সুদের (১৯৫৬-৮৬) কলিকাতা পোর্ট-

ট্রাষ্ট ডিবে :— ১০২॥৵০

ব্যাঙ্ক

ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক (কলি ট্রি) ২৯৪॥০

সেণ্ট্রাল ঐ ২২৲

কাপড় ও সুতার কল

এলগিন মিল ৪৫৲

পাট কল

হাওড়া ৫০৲

অকল্যাণ্ড ১৯৫৲

বালী ১৬২৲

বরানগর ১৫০৲

কেলভিন ৩৭০৲

ডন্ডী ২৪৩৲

ক্লাইভ ২৮।০

ডালহাউসী ৪০৮॥০

ডেল্টা ৪০৫৲

কৃষ্ণনগর নবদ্বীপঘাট রেলওয়ে সময়

কৃষ্ণনগর হইতে নবদ্বীপঘাট

কৃষ্ণনগর সিটি—	৬-৪৫	১০-৪৪	১৩-২২	১৭-৩৮	২০-১৬
কৃষ্ণনগর রোড—	৬-৫৬	১০-৫৫	১৩-৩৩	১৭-৪৭	২০-২৫
আমঘাটা—	৭-১৫	১১-১৩	১৩-৫১	১৮-৩	২০-৪১
মহেশগঞ্জ—	৭-২৪	১১-২১	১৪-০	১৮-৯	২০-৪৭
নবদ্বীপঘাট—	৭-৩৩	১১-৩০	১৪-৯	১৮-১৬	২০-৫৫

বিশেষ দ্রষ্টব্য—নবদ্বীপঘাট ষ্টেশন অপেক্ষা মহেশগঞ্জ ষ্টেশন হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরের দূরত্ব অনেক কম। শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে যাঁহাদিগকে রাণাঘাটে ট্রেণ বদল করিতে হয়, তাঁহারা রাণাঘাটে প্রাতঃ ৫-৫০, ৮-১৪, ১১ ৪৬, ১৬-৪৮, ১৮-৩৯ এবং ০-৩২ মিনিটের সময় গাড়ী পাইবেন।

শান্তিপুর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে শান্তিপুর ষ্টেশনে ৫-৪০, ৯-২৯, ১২-২৫, ১৬-৭ এবং ১৮-৪১ মিনিটের সময় ট্রেণ পাওয়া যায়।

নবদ্বীপঘাট হইতে কৃষ্ণনগর

নবদ্বীপ ঘাট—	৫-৩৫	৯-২৫	১২-১০	১৫-৩৪	১৮-৪৫
মহেশগঞ্জ—	৫-৪৩	৯-৩৩	১২-১৯	১৫-৪১	১৮-৫৬
আমঘাটা—	৫-৪৯	৯-৩৯	১২-২৬	১৫-৪৮	১৯-৫
কৃষ্ণনগর রোড—	৬-৫	৯-৫৫	১২-৪৩	১৬-৪	১৯-২৪
কৃষ্ণনগর সিটি—	৬-১৩	১০-৩	১২-৫১	১৬-১২	১৯-৩৫

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্‌ হইতে—শ্রীঃ কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম ভক্তিশাস্ত্রী এল, এম, এফ, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

হত্যাপরাধে দশ বৎসর

জুরীদের সহিত একমত হইয়া ফরিদপুরের দায়রা জজ মিঃ পি বাঁড়ুয্যে সোনাপুর নিবাসী হাসান চৌকিদার নামক এক আসামীর প্রতি হত্যা ও গুরুতর আঘাত করার অভিযোগে দশ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ দেন।

প্রকাশ যে, গত ২০শে জুন দ্বিপ্রহরে আসামী তাহার স্ত্রী মাজু বিবির নিকট পান চাহে। তাহাতে মাজু বিবি মুখ হইতে চিবান পান বাহির করিয়া তাহার স্বামীর দিকে ছুড়িয়া দেয়। এতদ্রূপ ব্যবহারে ভীষণ ক্রুদ্ধ হইয়া আসামী তাহার স্ত্রীকে তাড়া করিয়া লইয়া যায় এবং একখানা দাওয়ের সাহায্যে দেহে তিনবার আঘাত করে। আসামীর বৌদিদ ঝঙ্কুবিবিও তথায় দণ্ডায়মান ছিল। সে উক্ত স্ত্রীলোকটীকেও তথায় আঘাত করে এবং তৎক্ষণাৎ তাহার মৃত্যু হয়। চীৎকার শব্দে আসামীর বৈমাত্রের ভ্রাতা নাসের চৌকিদার তথায় হাজির হয়। কিন্তু আসামী তাহাকেও দাও দিয়া গুরুতর আঘাত করে এবং নাসও গুরুতর আহত হয়। তায়েত্তমেসা নাম্নী আর একটী রমণী ও তথায় উপস্থিত হওয়ায় তাহার ভাগ্যেও একই ফল ফলেই কয়েকটী আঘাতে সে মুহূর্ত মধ্যে অজ্ঞান হইয়া পড়ে তন্মধ্যে মাজু গত ২৭শে জুন মারা যায় এইরূপে চারজনকে আঘাত করিয়া আসামী সাহসটিয়া গ্রামে তাহার মাতুলালয়ে ছুটিয়া পালায় তথায় তাহাকে ধরিয়া পুলিশের হাতে দেওয়া হয়। শেষোক্ত তিনজন আহতকে হাঁসপাতালে পাঠান হইয়াছিল।

দায়রা জজ আসামীর প্রতি উপরোক্ত দণ্ডাদেশ দেন।

বিষাক্ত চা-পানের পরিণাম

দিল্লীতে বিষাক্ত চা-পানে দুইটী শিশুর শোচনীয় মৃত্যু ঘটিয়াছে ধনীরাম নামক জনৈক রাজমিস্ত্রী সম্প্রতি আগ্রা হইতে এখানে আসিয়াছিল এবং পাহাড়গঞ্জস্থিত একটী বাড়ীতে অবস্থান করিতেছিল। ধনীরাম তাহার স্ত্রী ও দুইটী শিশু চা-পান করে। এরূপ প্রকাশ যে, চা-পান করার কিছুকাল পরেই তাহারা সকলে সংজ্ঞাহীন হইয়া পড়ে। বাড়ীওয়ালা প্রথমে মনে করেন যে, তাহারা সকলে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু পরে তাহাদিগকে দীর্ঘকাল যাবৎ এরূপ অবস্থায় থাকিতে দেখিয়া তাহাদিগকে জাগাইতে চেষ্টা করেন এবং ধনীরামের পত্নীর সংজ্ঞা ফিরাইয়া আনিতে সমর্থ হন। অতঃপর তাহারা বিষাক্ত চা-পান করিয়াছিল বলিয়া জানা যায়। এই বিষাক্ত চা-পানের ফলে শিশু দুইটির মৃত্যু হয়। ধনীরাম ও তাহার পত্নীকে অবিলম্বে হাঁসপাতালে প্রেরণ করা হয়। ধনীরাম হাঁসপাতালে এখনও সংজ্ঞাহীন অবস্থায় আছে।

৭ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড

গত বৃহস্পতিবার স্পেশাল ম্যাজিষ্ট্রেট অনরেবল এস কে সিংহ, বিস্ফোরক দ্রব্য আইনের ৪ (খ) ধারা অনুসারে যোগেন্দ্র নাথ বাঁড়ুয্যে নামক একটী যুবককে ৭ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করেন। যুবকের অভিযোগ এই যে, সে গত ৩১শে আগষ্ট ২নং নিমতলা লেনের একটী বাড়ীর ভিতরের কোনও প্রকোষ্ঠে একটী বাক্সের ভিতর বৈপ্লবিক কার্য্যের জন্য ১৭৭টী ডিনামাইট-ষ্টীক, ৩২টি জেলিগ্‌নাইটষ্টীক ১১৮টি ডিটোনেটার্স ইত্যাদি বহু বিস্ফোরক জিনিষ রাখিয়াছিল।

আসামীকে বিস্ফোরক দ্রব্য আইনের ৫ ধারা অনুসারেও দোষী সাব্যস্ত করা হইয়াছিল, কিন্তু এই জন্য ভিন্ন দণ্ড প্রদান করা হয় নাই।

তারাপ্রসন্ন ঘটক পরিক্ষিত রায় নামক অপর ২জন আসামীকে মুক্তি দেওয়া হয়। রায়কে মুক্তির সঙ্গে সঙ্গেই সং ফৌঃ আইনে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। যে বাক্সটী ভিতর বিস্ফোরক দ্রব্য ছিল তাহা ২নং নিমতলা লেনে ঘটকের কোঠায় ছিল। ঘটককে তথায় গ্রেপ্তার করা হয়। ঐ প্রকোষ্ঠ তল্লাসীর ফলে একখানি চিঠি পাওয়া যায় এবং সেই চিঠি অনুসারে পরীক্ষিৎকে ট্রাণ্ড রোডে কেস ঔষধালয়ে গ্রেপ্তার করা হয় যোগেন্দ্র নামক একজন রাজবন্দীকে এত সম্পর্কে অভিযুক্ত করা হয়। যোগেন্দ্রকে ইহার একমাস পূর্ব্বে ফরিদপুরে গ্রেপ্তার করা হইয়াছিল যোগেন্দ্র পরীক্ষিতের মারফৎ এই বাক্স পাঠাইবার জন্য ঘটককে এই পত্রখানা লিখে। যোগেন্দ্র ঘটকের দূরসম্পর্কীয় আত্মীয়। ঘটক ব্যাঙ্কশাল ষ্ট্রীটে মিষ্টান্ন বিক্রয় করিত। ম্যাজিষ্ট্রেট সুদীর্ঘ রায় প্রদানকালে বলেন যে, চিঠিখানা যে যোগেন্দ্র লিখিয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। এবং এই চিঠিখানিই বাক্সের প্রকৃত মালিকের অনুসন্ধান দিয়াছে পরীক্ষিত যে এই চিঠী খানার বাহক তাহার কোনও প্রকৃষ্ট প্রমাণ নাই। তারাপ্রসন্নের বিরুদ্ধেও সন্তোষজনক কোনও প্রমাণ নাই। সুতরাং তারাপ্রসন্ন সন্দেহের ফল পাইতে পারে। একমাত্র যোগেন্দ্রকেই দোষী সাব্যস্ত করা গেল

ছোরার আঘাতে খুন

গত ২৬শে আগষ্ট রাত্রে ছোরার আঘাতে টিটাগড়ের যদু কুর্মীর মৃত্যু ঘটাইবার অভিযোগে বৃহস্পতিবার শিয়ালদহের পুলিশ ম্যাজিষ্ট্রেটের এজলাসে রামচরণ তাতুয়াকে অভিযুক্ত করা হইয়াছে।

অভিযোগ এই, মৃত ব্যক্তি আসামীর স্ত্রীর সহিত অবৈধ আচরণ করিতেছিল।

শুনানী স্থগিত আছে, আসামীকে হাজত বাসের আদেশ দেওয়া হইয়াছে।

ভারতীয় সিভিল সার্ভিস পরীক্ষার ফল

স্বরাষ্ট্র বিভাগের একটী ইস্তাহারে প্রকাশ যে গত আগষ্ট মাসে লণ্ডনে গৃহীত ভারতীয় সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ভারতীয় প্রার্থীগণের নাম ১৯৩৩ সালের ২৫শে অক্টোবর তারিখে প্রকাশিত হইয়াছিল। ইহাদের মধ্যে বারজন হিন্দু, ২জন মুসলমান এবং ২জন ভারতীয় খৃষ্টান।

এরূপ প্রস্তাব করা হইয়াছে যে, ১৯৩৪ সালে দিল্লী ও রেঙ্গুনে পরীক্ষা দ্বারা ছয়জন ভারতীয়কে গ্রহণ করা হইবে। ব্রহ্মদেশে তিনটী পদ শূন্য আছে এবং রেঙ্গুনে গৃহীত পরীক্ষায় ব্রহ্মদেশীয় প্রার্থীদের মধ্যে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা গৃহীত হইবে। অবশিষ্ট তিনটি পদের জন্য আগামী জানুয়ারী মাসে দিল্লীতে প্রতিযোগিতা-মূলক পরীক্ষা গৃহীত হইবে। দিল্লীতে গৃহীত পরীক্ষায় ফলে যদি সম্প্রদায়গত বৈষম্যের প্রতিকারার্থ মনোনয়নের প্রয়োজন হয় তাহা হইলে পরীক্ষার ফল বাহির হইলে প্রার্থীদের সংখ্যা নির্দ্দেশের বিষয় মীমাংসিত হইবে।

বাস দুর্ঘটনা

হাজিয়ার মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট ফ্রাঙ্কলিন ইয়ং নামক জনৈক এ্যাংলোইণ্ডিয়ানকে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩০৪ ধারা এবং মোটর আইনের ১৬ ধারা অনুসারে অভিযুক্ত করিয়া তাহার প্রতি ছয়মাস সশ্রম কারাদণ্ড ও ২৫০্ টাকার অর্থদণ্ডের আদেশ দিয়াছেন। আসামী গত চন্দ্রগ্রহণের সময় রাত্রিতে একদল স্নানার্থী হইতে প্রত্যাগত যাত্রীকে বাসে ভর্ত্তি করিয়া এলাহাবাদ হইতে বারাণসীতে আসিতেছিল প্রকাশ যে, বাস চালাইতে চালাইতে আসামী ঘুমাইয়া পড়ে। সেই সময় একটি গাছের সহিত বাসটির ধাক্কা লাগায় উহা ভাঙ্গিয়া যায়। ফলে যাত্রীদিগের মধ্যে দুইজন স্ত্রীলোক ও একজন পুরুষ নিহত হয় এবং অপর ছয়জন যাত্রী আহত হয়।

জেলরক্ষককে আঘাতের অভিযোগ

মেছুয়াবাজার ষড়যন্ত্র মামলার এক জন পুরাতন আসামী ঢাকা সেন্ট্রাল জেলে আটক আছে। প্রকাশ যে, জেলরক্ষক সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সমভিব্যাহারে জেল পরিদর্শন করিতে গেলে সে একটি ধারাল ছুরিকা দ্বারা জেল রক্ষককে আঘাত করে। সেই সময় সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট তাহার উপর পতিত হইয়া তাহাকে কাবু করেন প্রকাশ যে, অন্য একজন কয়েদীকে প্রহার করিবার জন্য জেল রক্ষক আসামী শাস্তি দিয়াছিলেন এবং উক্ত কারণেই সে জেলরক্ষককে আঘাত করিয়াছিল। ঢাকার ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট তাহার বিচার হইয়াছিল। তিনি তাহাকে উক্ত অপরাধের জন্য দণ্ডিত করিয়াছেন।

...রের ঠিকানা— "শ্রীধাম" নবদ্বীপ
...কর ঠিকানা—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

দৈনিক

REG. C1544

...বজ্ঞাপনের হার
...তিমাসে
...ত ইঞ্চি ১৲
...ক কলম ৬৲
... কলম ৩।০
...কি কলম ২৲
...চুক্তির হার
...স্বতন্ত্র।

নদীয়া-প্রকাশ

THE
NADIA-PRAKASH

সাহায্যের হার
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸০
মাসিক ১৲
নগদ বর্ত্তমান
সংখ্যা ৫

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৮ম খণ্ড   সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বেদান্তবাচস্পতি   [২২৬শ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর— ১৩ই অগ্রহায়ণ বুধবার ১৩৪০, ২৯শে নভেম্বর ১৯৩৩

নূতন ফোন আবিষ্কার

গত ২২শে নবেম্বর বিকালে নয়াদিল্লীর এসোসিয়েটেড প্রেস ও 'রয়টার' লণ্ডনস্থ রয়টার আফিসে ১২ মিনিট ধরিয়া একটী পরীক্ষামূলক ফোন করেন। রয়টারের ইউরোপিয়ান ম্যানেজার মিঃ মুর এসোসিয়েটেড প্রেসের প্রায় ৬জনের সহিত খুব তাড়াতাড়ি কথাবার্ত্তা বলেন। তাঁহাদের প্রত্যেকেই ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ে কথাবার্ত্তা বলেন এবং স্পষ্টভাবে প্রত্যুত্তর শুনিতে পান।

সাধারণ একটি টেলিফোনযোগে ডাকা হয়। কিন্তু তবুও আগাগোড়া অতি সুন্দরভাবে কথাবার্ত্তা চলে।

এই পরীক্ষামূলক ফোনে ইহা সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হইল যে, ভারতবর্ষে ট্রাঙ্ক লাইনে যেরূপ খবর বার্ত্তা চলে, লণ্ডন হইতেও ঐরূপ নিশ্চিন্তভাবে লওয়া যাইবে।

কমন্স সভায় প্রশ্নোত্তর

গত কমন্স সভায় স্যার চার্লস্ ওমান জিজ্ঞাসা করেন—নীলগিরির জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট ইউরোপীয়ানদিগকে এমন কি, অবসরপ্রাপ্ত শ্বেতাঙ্গ রাজকর্ম্মচারিদিগকে পর্য্যন্ত অস্ত্র রাখার লাইসেন্স দিতে অসম্মত। একথা ঠিক কি না? উত্তরে সহকারী ভারত-সচিব মিঃ বাটলার বলেন যে, এ বিষয় স্থানীয় কর্ত্তৃপক্ষেরই বিবেচ্য। তবে কিনা তিনি এবিষয়ে অনুসন্ধান করিতে রাজী আছেন। স্যার চার্লস্ ওমান বলেন যে, এ সম্পর্কে ম্যাজিষ্ট্রেট যে কৈফিয়ৎ দিয়াছেন, তাহা একান্ত হাস্যকর; ম্যাজিষ্ট্রেট লিখিয়াছেন যে, বিপ্লবীরা শ্বেতাঙ্গদিগের নিকট হইতে অস্ত্র অপহরণ করিতে পারে, এজন্যই লাইসেন্স দেওয়া হইতেছে না।

মিঃ বাটলার বলেন যে তিনি এই চিঠির একখানি অনুলিপি পাইলে বিষয়টী বিবেচনা করিয়া দেখিতে প্রস্তুত আছেন।

শ্রীযুক্ত নরম্যানের উদ্যম

শ্রীযুক্ত আগে নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতি ভাঙ্গিয়া দিয়া যে ঘোষণা জারী করিয়াছিলেন তৎপূর্ব্বে কংগ্রেসের গঠন প্রণালী যেরূপ ছিল তাহা পুনঃ প্রবর্ত্তন সম্বন্ধে নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির সভ্যদের সুনির্দ্দিষ্ট অভিমত জানিবার জন্য শ্রীযুত নরম্যান তাঁহাদিগের নিকট পত্র লিখিতেছেন বলিয়া প্রকাশ। একটা রিকুইজিসন সভা আহ্বানের জন্য ত্রিশজন সভ্যের স্বাক্ষর সংগ্রহ করা এবং তদ্দ্বারা পণ্ডিত জহরলাল নেহেরুকে নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির অধিবেশন আহ্বান করিতে বাধ্য করাই উক্তরূপ পত্র লেখার উদ্দেশ্য বলিয়া প্রতীয়মান হয়।

স্যার ড্যানিয়েল ও লেডী হ্যামিলটন

স্যার ড্যানিয়েল ও লেডী হ্যামিলটন এবং রয়েল ইটালীয়ান একাডেমীর সিনর করমিচিকালে গত ২২শে নবেম্বর একখানা ইটালীয়ান জাহাজে বোম্বাই আসিয়া পৌঁছিয়াছেন।

আবগারী-অভিযানে বাধা

কোন উড়া সংবাদ পাইয়া আবগারী বিভাগের কর্ম্মচারিগণ বিনোদ বিহারী সাহা নামক লোকের এক স্থানে হানা দিতে যায়। প্রকাশ, তথায় তাহাদের উপর বলপ্রয়োগ করা হয় এবং তাহাদের কার্য্যে বাধা প্রদান করা হয়। এই সম্পর্কে প্রাণকৃষ্ণ সাহা ও অপর ৩জনকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

জহরলালজীর বক্তৃতা

করাচীর স্বামী গোবিন্দানন্দ কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটীর বিরুদ্ধে প্রচার করিয়া বেড়াইতেছেন। পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু তৎসম্বন্ধে এক বিবৃতিদান প্রসঙ্গে বলেন যে উহা শৃঙ্খলা-বিরোধী কার্য্য। অতঃপর পণ্ডিতজী বলেন, 'স্বামী গোবিন্দানন্দ ব্যক্তিগতভাবে সভা আহ্বান করিবার জন্য আমাকে বলিয়াছিলেন এবং আমি জেনারেল সেক্রেটারী হিসাবে সভা আহ্বান করিতেও প্রস্তুত ছিলাম আমি স্বামী গোবিন্দানন্দের নিকট রিকুইজিসন পাঠাইবার জন্য তার করিয়াছিলাম। কিন্তু কোনই জবাব পাই নাই। তিনি করাচীতে যাহা বলিয়াছেন, ঐ প্রকার প্রস্তাব সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইতে পারে না এবং এই প্রকার প্রস্তাব শুধু কংগ্রেসের বর্ত্তমান নীতির বিরোধী নহে—পরন্তু কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটীর পক্ষ হইতে উহা উপস্থিত করা যাইতে পারে না, কারণ বর্ত্তমান নীতির জন্য ওয়ার্কিং কমিটীই পূর্ণাংশে দায়ী। তিনি এই ভ্রান্তির মধ্যে আছেন ও আর একটা গুরুতর ভুল করিতেছেন। উহার দ্বারা আর একটা সর্ব্বনাশ করা হইবে। আমি পুনরায় বলিতেছি যে, রিকুইজিসন পাওয়ামাত্রই ওয়ার্কিং কমিটীর কোন সদস্য নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির অধিবেশন আহ্বান করিব আমি মনে করি, যাঁহারা কংগ্রেসের নীতির পরিবর্ত্তন ইচ্ছা করেন, তাঁহারা অধিবেশন আহ্বান করিবার জন্য অগ্রণী হইবেন। আমি তাঁহাদের পথে দাঁড়াইতে চাহি না। আমি কংগ্রেসের বর্ত্তমান নীতির পরিবর্ত্তন চাহি না, তজ্জন্যই নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতি আহ্বান করিতে অগ্রণী হইতেও চাহি না।

শিখুপুরাতে বোমা আবিষ্কার

শিখুপুরার নিকটে এক তুলা-ক্ষেত্রে ৯টী দেশীয় বোমা পাওয়া গিয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে। প্রকাশ দুইজন শিখ চাষী ক্ষেত্রে বোমাগুলি দেখিতে পাইয়া পুলিশকে খবর দেয়, পুলিশ দৌড়াইয়া ঘটনাস্থলে আসে এবং বোমাগুলি হস্তগত করিয়া আরও খানাতল্লাস করিতে থাকে।

সিন্ধু কংগ্রেস কর্ম্মিগণের সভা

নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির একটী অধিবেশনের জন্য পুনঃপুনঃ কয়েকটী অঞ্চল হইতে যে দাবী করা হইতেছে তজ্জন্য এবং কিছুদিন হইল কংগ্রেসের কর্ম্ম-তালিকা সম্পর্কে যে মতভেদ প্রকাশ পাইয়াছে, তৎসম্পর্কে তাঁহাদের মতামত স্থিরীকৃত করিবার জন্য ডাঃ চৈতরাম গিদোয়াণী সিন্ধু প্রদেশের কংগ্রেস কর্ম্মিগণের একটী সভা আহ্বান করিয়াছেন।

সিন্ধু প্রদেশের প্রায় একশত বিশিষ্ট কংগ্রেস কর্ম্মিগণকে উক্ত সভায় যোগদান করিবার জন্য আমন্ত্রণ করা হইয়াছে।

ইংলণ্ডে উপনির্ব্বাচন

মিঃ স্মিথ ক্যারিংটনের মৃত্যুর ফলে রাটল্যাণ্ড কেন্দ্রের যে উপনির্ব্বাচন হইয়াছে, তাহাতে লর্ড উইলণী ডিরেসবী রক্ষণশীল ১৪৬০৫ ভোট ও মিঃ আলাণ্ড শ্রমিক ১২৮১৮ ভোট পাইয়াছেন।

বাউরিয়ায় ডাকাতি

গত ২৭শে নবেম্বর রাত্রিতে হাওড়া জিলায় বাউরিয়াতে অক্ষয় দাসের বাড়ীতে এক ডাকাতি হইয়া গিয়াছে। ১০।১২ জন লোক লাঠি সোটা লইয়া বাড়ীর একজন পুরুষকে আক্রমণ করিয়া তাহাকে অস্ত্রাঘাতে জখম করতঃ টাকা পয়সা ও অলঙ্কার লইয়া চম্পট দিয়াছে।

কলিকাতা বাজার দর

লৌহ হার্ডওয়ার

১০ই নবেম্বর ১৯৩৩

টাটার তৈয়ারী— প্রতি হন্দর।

লোহার কড়ি (জয়েষ্ট বা বীম)

মার্কা ৫।৶০—৫৷৷৵০

ঐ বে-মার্কা হালকা ওজন ৪।৵০—৪৷৷৶০

বরগা (টী-আয়রণ) ৬৵০—৬।০

এঙ্গেল আয়রণ (কোনা) ৫৸৵০—৬।৵০

গ্যালভানাইজড করগেট টীন—

২২ গেজ ৬ হইতে ১০ ফুট ১১।৵০

২৪ গেজ ,, ,, ১০৸৵০

২৬ গেজ ,, ,, ১২

২৪ গেজ আর, পি, ডি, মার্কা ১২৸৶০

২৪ গেজ গাঃ প্লেন শীট— ১১।৵০

২৬ গেজ ,, ,, ১২।০

২৮ গেজ ও ৩০ গেজ ঐ— ১৩৲—১৬৲

বাগান ঘেরা কাঁটাতার ১০০

পাউণ্ড দাঃ ৮৸০

ষ্টীল পাটী ৬৲৶—৬।০

,, গোলটু (গোল) ৬৲৶—৬।০

,, গরাদে (চৌকা) ৬৵০—৬৲।০

,, গোল রড ৶০—।৶০ সুতা ৫৵০—৫৷৷০

,, টানা রড-

চৌকা ৶০—।৵০ ঐ ৫৵০—৫৷৷০

,, বাণ্ডিল তাল ৭৲—৭৸০

,, প্লেট—তিন সুতা মোটা

পর্য্যন্ত ৭।০—৭।০

,, চাদর ৩-১৬ খানা বাণ্ডিল ৯৷৷৵—১০৲

স্প্রীং ষ্টীল ৮।০—৯৲

হাফ র উণ্ড ৫৸৵—৬৲৵০

তারের পেরেক ১—৬ ইঞ্চি ৯—৯৸০

প্যাটেন্ট পেরেক ২—৮ ইঞ্চি ১২।০—১৫৷৷০

ঢালাই কড়া ১ হইতে ১০ নং ২৷৷০ সাট

কোদাল ৪, ৫, ৬, ৭৸৵০ ৮৸৵০ ৯৸৵০ ডঃ

ঐ তিন পাউণ্ড ৬৲ পেঃ বিঃ ৬।৵০ ,,

প্যাঃ প্লেন বালতি ৭—১২ ইঞ্চি ১৷৷৶০ ৬৷৷৶০

ঐ রিভিট ,, ৭—১২ ইঞ্চি ২৲—৭৲ ,,

লোহার চেয়ার রডের গোল ও

চৌকা ৮৷৷০— ৭০

ঐ চালের লোহার সিট ১৫৲ ,,

ঐ চেয়ারে (কাঠের সিট) ১৮৲ ,,

লোহার স্ক্রুপ ৷৷—৩ ইঞ্চি /১০—৷৷৶০ গ্রোস

ঐ কব্জা: ১১ নং

১৷৷—৪ ইঞ্চি ।১০—৸৵১০ পেঃ ডজন

গ্যাঃ তার ১৬—২২ নং

(গেজ) ১২৲—১৩৲ হন্দর

গ্যাঃ রিভিং (মটকা)

১২ ইঞ্চি ।৵৫—৷৷৶০ পীস

গ্যাঃ গাটারিং বা ডোঙ্গা

৬ ইঞ্চি ।০—৸৵০ ,,

গ্যাঃ স্ক্রুপ ১৷৷০—২৷৷০ ইঞ্চি ২৩৲—২৯৲ হন্দর

গ্যাঃ ওয়াসার চাকি ১১৷৷০—১৬৲ ,,

গ্যাঃ বোল্ট-নাট ৮—৩ ইঞ্চি

৷৵১০—১৵০ গ্রোস

ঢালাই রেলিং ৩৷৷০—৭৷৷০ হন্দর

ঐ রেন ওয়াটার পাইপ

৩ ইঞ্চি ৵১০ ও ৪ ইঞ্চি ।১০ ফুট

টিউব ওয়েলের জন্ম গ্যাঃ

পাইপ১৷৷ ইঞ্চি ।৵৫ ফুট

পাম্প ৪নং ১২৷৷০ ৫নং ১৪৲ ৬নং ১৬৲

৬০-৮০ বাটখারা ৵১৫ সাট ২।০—২৷৷০ মণ

সন্তোষকুমার মল্লিক এণ্ড সন্স লিঃ

লৌহ ও হাডওয়ার বিক্রেতা।

মীরবহর ঘাট লোহাপটী বড়বাজার.

টেলি—"লোহার মালিক" কলিকাতা

কেরোসিন

প্রোক্রেক প্রত্যেক বাক্স (২ টিন) ৯৲৬

সূর্য্য মার্কা ,, ৬৷৷০

ভিক্টোরিয়া ,, ৬৲

সোণার দর

পাকা সোণা ৩০৸৶

বড়াল ৩০৸

চেনা পাত ৩২।০

রূপার দর

রূপা প্রতি ১০০ ভরি ৫৫৵০

ঐ খুচরা ৫৵০

কোম্পানীর কাগজ

৩৷৷০ সুদের কাগজ ৮১৶

৩৷৷০ নূতন ঋণ (১৯৪৭-৫০) ৯১।০

৪৲ ,, ঋণ (১৯৬০-৭০) ৯৭৲

৫৲ ,, বণ্ড (১৯৩৫ ১০৪৷৷৵০

ডিবেঞ্চার

৫৲ সুদের (১৯৫৬-৮৬) কলিকাতা পোর্ট-

ট্রাষ্ট ডিবে :— ১০২৷৷৵০

ব্যাঙ্ক

ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক (কনট্রি) ২৯৪৷৷০

সেণ্ট্রাল ঐ ২২৲

কাপড় ও সূতার কল

এলগিন মিল ৪৫৲

পাট কল

হাওড়া ৫০৲

অকল্যাণ্ড ১৯৫৲

বালী ১৬২৲

বরানগর ১৫০৲

কেলভিন ৩৭০৲

ভয়ট ২৪৩৲

ক্লাইভ ২৮।০

ডালহাউসী ৩০৮৷৷০

ডেল্টা ৪০৫৲

কৃষ্ণনগর নবদ্বীপঘাট রেলওয়ে সময়

কৃষ্ণনগর হইতে নবদ্বীপঘাট

কৃষ্ণনগর সিটি—	৬-৪৫	১০-৪৪	১৩-২২	১৭-৩৮	২০-১৬
কৃষ্ণনগর রোড—	৬-৫৬	১০-৫৫	১৩-৩৩	১৭-৪৭	২০-২৪
আমঘাটা—	৭-১৫	১১-১৩	১৩-৫১	১৮-৩	২০-৪১
মহেশগঞ্জ—	৭-২৪	১১-২১	১৪-০	১৮-৯	২০-৪৭
নবদ্বীপঘাট—	৭-৩৩	১১-৩০	১৪-৯	১৮-১৬	২০-৫৫

বিশেষ দ্রষ্টব্য—নবদ্বীপঘাট ষ্টেশন অপেক্ষা মহেশগঞ্জ ষ্টেশন হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরের দূরত্ব অনেক কম। শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে যাঁহাদিগকে রাণাঘাটে ট্রেণ বদল করিতে হয়, তাঁহারা রাণাঘাটে প্রাতঃ ৫-৫০, ৮-১৪, ৯-৪৬, ১৬-৪৮, ১৮-৩৯ এবং ০-৩২ মিনিটের সময় গাড়ী পাইবেন।

শান্তিপুর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে শান্তিপুর ষ্টেশনে ৫-৪০, ৯-২৯, ১২-২৫, ১৮-৪ এবং ১৮-৪১ মিনিটের সময় ট্রেণ পাওয়া যায়।

নবদ্বীপঘাট হইতে কৃষ্ণনগর

নবদ্বীপ ঘাট—	৫-৩৫	৯-২৫	১২-১০	১৫-৩৪	১৮-৪৫
মহেশগঞ্জ—	৫-৪৩	৯-৩৩	১২-১৯	১৫-৪১	১৮-৫৩
আমঘাটা—	৫-৪৯	৯-৩৯	১২-২৬	১৫-৪৮	১৯-৫
কৃষ্ণনগর রোড—	৬-৫	৯-৫৫	১২-৪৩	১৬-৪	১৯-২৪
কৃষ্ণনগর সিটি—	৬-১৩	১০-৩৩	১২-৫১	১৬-১২	১৯-৩২

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে—ডাঃ কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম ভক্তিশাস্ত্রী এম, এম, এফ, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

নদীয়া-প্রকাশ

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক
— পারমার্থিক পত্র —
শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশ
তনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনম্,
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং
প্রেমা পুমর্থো মহান্,
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং
তত্রাদরো নঃ পরঃ॥

৮ম বর্ষ } ২৭ কেশব গৌরাব্দ ৪৪৭, ১৩ই অগ্রহায়ণ বঙ্গাব্দ ১৩৪০, ২৯শে নভেম্বর ইং ১৯৩৩, বুধবার { ১২৬ তম সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

বিগত ১১ই নভেম্বর ২৫শে কার্ত্তিক মুম্বাই চৌপাটিস্থ "ব্লাভট্স্কি" হলে ত্রিদণ্ডী স্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ 'শ্রীগৌরাঙ্গদেবের শিক্ষার উৎকর্ষ' সম্বন্ধে ইংরাজী ভাষায় একটী নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা প্রদান করেন। মিঃ এম্, এল, হকিম, এম্ এ, বি এল, 'য়্যাড্ভোকেট উক্ত সভায় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। বক্তৃতার আদি ও অন্তে মৃদঙ্গ-করতাল-সহযোগে শ্রীনাম-সঙ্কীর্ত্তন হয়। বক্তৃতা এবং সঙ্কীর্ত্তন-শ্রবণে প্রত্যেক শ্রোতাই এত অধিক পরিমাণে মুগ্ধ হইয়াছিলেন যে, বক্তৃতা শেষ হইবার পর সভাপতি মহাশয় স্বামীজী মহারাজের সুদার্শনিক-তত্ত্ব-পূর্ণ বক্তৃতার বিশেষ প্রশংসা করেন এবং বহু ভদ্রলোক জিজ্ঞাসু হইয়া বক্তৃতামঞ্চের নিকট আগমন পূর্ব্বক স্বামীজী মহারাজের নিকট নানাপ্রকার প্রশ্ন করিতে থাকেন এবং তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ মহারাজের সহিত শ্রীগৌড়ীয়মঠে আগমন করেন। স্বামীজী মহারাজের বক্তৃতার কিয়দংশ অন্তই প্রকাশিত হইল।

গত ১৬ই কার্ত্তিক ২রা নভেম্বর রামসিদ্ধি-গ্রামনিবাসী ভক্তবৃন্দের আহ্বানে ত্রিদণ্ডি-স্বামী শ্রীপাদ ভক্তিপ্রকাশ অরণ্য মহারাজ রামসিদ্ধিনিবাসী পরমভাগবত শ্রীযুক্ত রাধা-গোবিন্দ দাসাধিকারী মহোদয়ের গৃহে পদার্পণ করেন এবং স্থানীয় ভদ্রমহোদয়দিগের আগ্রহাতিশয্যে ১৭ই কার্ত্তিক শ্রীযুক্ত বাবু বসন্তকুমার দাস মহোদয়ের ভবনে একটী মহতী সভার অধিবেশন হয় এবং স্বামীজী মহারাজ 'মনুষ্যজীবনের কর্ত্তব্য' সম্বন্ধে একটী নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা প্রদান করেন। স্বামীজী মহারাজের বক্তৃতার পূর্ব্বে তাঁহার আদেশে শ্রীপতিতপাবন ব্রহ্মচারী প্রায় একঘণ্টাকাল বক্তৃতা প্রদান করেন। ব্রহ্মচারীজী বক্তৃতাকালে বলেন,—মনুষ্যজাতির মধ্যে কর্ত্তব্য বলিয়া একটী কথা শুনা যায়। পিতামাতার সেবা করা কর্ত্তব্য, দেশবাসীর সেবা করা কর্ত্তব্য এবং আত্মীয়-স্বজনের সেবা করা কর্ত্তব্য ইত্যাদি ইত্যাদি বহুপ্রকার কর্ত্তব্য মনুষ্যজাতির ভিতর দেখা যায় কিন্তু বাস্তবিক কর্ত্তব্য যে কি, সেবিষয়ে অনেকেই অনভিজ্ঞ। আমরা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে দেখিতে পাই যে,—

'জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্য দাস'

সুতরাং এই উক্তিতে দেখা যায় জীবের কর্ত্তব্য একমাত্র ভগবানের সেবা করা কিন্তু সেই কথা ভুলিয়া গিয়া দেহ-মনোধর্ম্মে চালিত হওয়ায় আমাদের অনেক প্রকার কর্ত্তব্য বর্ত্তমানে হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু আমাদের নিত্য-কর্ত্তব্য বিস্মৃত হইয়া আমরা যদি এই প্রকার অনিত্য বস্তুর সেবায় প্রমত্ত থাকিয়া নিত্য কর্ত্তব্য ভগবানের সেবা বিস্মৃত হই তাহা হইলে ঐ প্রকার কর্ত্তব্য প্রতিপালন করিতে করিতে আমরা নিরয়গামী হইব। আমরা বর্ত্তমানে অনেকপ্রকার কর্ত্তব্য-প্রতি-পালনে ব্যস্ত কিন্তু যে ভগবান্ আমাদিগকে মাতৃকুক্ষিতে রক্ষা করিয়াছিলেন, ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর মাতৃস্তনে দুগ্ধ দান করিয়াছিলেন, যে ভগবান্ কত ভাবে আমাদের রক্ষা করছেন, যে ভগবানের কৃপা ব্যতীত আমরা এক মুহূর্ত্তও চলিতে পারি না আমরা এত বড় কর্ত্তব্যপরায়ণ যে সেই ভগবানের কথা ভুলেও একবার স্মরণ করিনা। সেই জন্য কৃষ্ণের শত-নামে দেখিতে পাই,—

'কৃষ্ণনাম ভজ জীব আর সব মিছে।
পলাইতে পথ নাই যম আছে পিছে॥'

যখন গর্ভবাসে ভীষণ যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া ভগবানকে ডাকিয়াছিলাম তখন তিনি কৃপাপূর্ব্বক আমাদিগকে দর্শন দিয়াছিলেন এবং সেই যন্ত্রণার হাত হইতে নিষ্কৃতি দান ক'রেছিলেন তখন আমরা কি প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম ?

"বারেক করহ যদি এ দুঃখের পার।
তোমা বই তবে প্রভু না গাহিব আর॥"

কিন্তু আমরা যদি সে কথাটী ভুলিয়া যাই এবং অন্য কর্ত্তব্য-প্রতিপালনে ব্যস্ত থাকি তাহা হইলে আবার গর্ভবাস-যন্ত্রণা আমাদের ভোগ করিতে হইবে সেইজন্য বলছিলাম যে, ভগবানের সেবা করাই আমাদের মনুষ্য-জীবনে একমাত্র কর্ত্তব্য। তৎপরে স্বামীজী মহারাজ প্রায় একঘণ্টাকাল ঐ সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান করিয়া শ্রোতৃমণ্ডলীর চিত্তাকর্ষণ করেন।

গত ১০ই অগ্রহায়ণ রবিবার দিবস শ্রীচৈতন্যমঠস্থ পরবিদ্যাপীঠের সুযোগ্য অধ্যাপক উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ গৌরদাস ব্রহ্মচারী কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ মহোদয় শ্রীচৈতন্য-মঠের অবিদ্যাহরণ-নাট্যমন্দিরে শ্রীমদ্ভাগবত-পাঠকালে বলেন,—ভগবান্ শ্রীব্যাসদেব শ্রীনারদ গোস্বামীর শ্রীমুখে পরম-মঙ্গল-প্রদা উপদেশবাণী শ্রবণ করিয়া 'শম্যাপ্রাস'-আশ্রমে সমাধিস্থ হইয়া কৃষ্ণচিন্তায় নিমগ্ন হইলেন। সাধুমুখে বীর্য্যবতী হরিকথা শ্রবণ-রূপ ভক্তিযোগাবলম্বনে তাঁহার চিত্ত অমল ও একাগ্র হওয়ায় সমাধি-অবস্থায় তিনি পূর্ণপুরুষ কৃষ্ণ ও তৎপশ্চাতে বিলজ্জমানা মায়াকে দর্শন করিলেন। সর্ব্বাবতারী শ্রীকৃষ্ণদর্শনের সঙ্গে সঙ্গেই রাম-নৃসিংহাদি অবতার-সমূহ দর্শন করিলেন। অদ্বৈত-বাদিগণ ভগবান্‌কে নিরাকার নির্ব্বিশেষ কল্পনা করেন, তাঁহাদের কল্পনা যে ভ্রমাত্মক, ভগবান্ ব্যাসদেবের দর্শনই তাহার সাক্ষ্য দিতেছে। কৃষ্ণ, মায়া ও ভক্ত ব্যতীত তিনি অন্য জীবসমূহকে মায়ার কবলে কবলিত দেখিলেন। জীব মায়াতীত - ত্রিগুণাতীত হ'য়েও স্বতন্ত্র-তার অপব্যবহার-ফলে মায়ার কবলে পতিত হইয়া দুঃখ কষ্ট ভোগ করিতেছে। নিত্য কৃষ্ণদাস্যাভিমান অপগত হওয়ায় ভোক্তা-অভিমানে জীবের অনর্থাগম। শ্রীব্যাসদেব স্বচক্ষে এ বিষয় দর্শন করিয়া আমাদের মঙ্গলের জন্য অতিকষ্টে যাহা লিপিবদ্ধ করিয়া গেলেন, পণ্ডিতাভিমানী মূর্খ আমরা সে কথায় আস্থা-স্থাপনে বিরত হইয়া মনোধর্ম্ম-বশে অন্য পথে যাইতেছি এতেই আমার অমঙ্গল হইতেছে।

গত ১৩ই নভেম্বর দিনাজপুরের স্বনাম-ধন্য মহারাজা শ্রীযুক্ত জগদীশ নাথ রায় বাহাদুর (এম্-এল-সি) মহোদয় সবান্ধবে শ্রীগৌড়ীয়মঠে আসিয়া অনেকক্ষণ হরিকথা শ্রবণ করেন। তাঁর বিনয়াবনত স্বভাব সৌজন্য এবং দৈন্যাদি-দর্শনে সকলেই মুগ্ধ হন। গৌড়ীয়মঠের পার্শ্বেই তাঁর বর্ত্তমান বাস-ভবন নির্ণীত হওয়ায় তিনি নিজেকে ভাগ্যবান্ মনে করিতেছেন। মঠে প্রবেশ করিয়াই তিনি ভূপতিত হইয়া শ্রীবিগ্রহকে দণ্ডবৎ প্রণাম করেন এবং কিছুক্ষণ হরিকথা-শ্রবণান্তর পুনরায় ভূম্যাবলুণ্ঠন পূর্ব্বক প্রণামাদি করিয়া স্বগৃহে গমন করেন। তিনি ঐশ্বর্য্যাদির আভিজাত্যে অভিভূত নন বলিয়া ঐশ্বর্য্যাপন্ন শ্রীভগবানের এবং তাঁর ভক্তের কৃপালাভের যোগ্য পাত্র।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

২৭ কেশব তুষ্ট অনিরুদ্ধ

শ্রীব্যাস-সমীপে শ্রীনারদ

গত কল্য আমরা পাটনা-সৎশিক্ষা-প্রদর্শনীতে প্রবেশ করিয়া মাত্র প্রথম দৃশ্যটী দেখিয়াছি। অবশ্য ভাল করিয়া দেখিতে ও শিখিতে হইলে প্রত্যহ একটীর বেশী দৃশ্য দর্শনের সময় হইয়া উঠিবে না। আমরা গত পরশ্ব সকল দৃশ্যগুলিরই দিগ্‌দর্শন পাইয়াছি সুতরাং এখন বিষয়গুলি ধীরভাবে হৃদয়ঙ্গম করিবার চেষ্টা করিব।

প্রথম দৃশ্যটীতে দেখিয়াছি, শ্রীব্যাসদেব বেদ বিভাগ করিয়া ও সপ্তদশ পুরাণ (গতকল্য ভুলক্রমে 'অষ্টাদশ পুরাণ' ছাপা হইয়াছে) মহাভারত প্রভৃতি রচনা করিয়াও সরস্বতীতীরে বিষণ্ণ-বদনে উপবিষ্ট আছেন এবং স্বীয় চিত্ত-বিষাদের কারণ-সম্বন্ধে নানাবিধ চিন্তা করিতেছেন। এই অবস্থায় তদীয় গুরু দেবর্ষি নারদ তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এইটী আমরা দ্বিতীয় দৃশ্যে দেখিতে পাইতেছি। শ্রীনারদ শ্রীকৃষ্ণ-দ্বৈপায়ন বেদব্যাসকে যে উপদেশ করিয়াছেন তাহাই এই দৃশ্য হইতে আমাদের শিক্ষণীয়।

শ্রীনারদ ব্যাস-সমীপে উপস্থিত হইয়াই জিজ্ঞাসা করিতেছেন—"হে মহাত্মন্ পরাশর নন্দন! আপনার শারীরিক ও মানসিক কুশল ত'? ধর্ম্মাদি যাহা কিছু জানিবার আপনার ইচ্ছা ছিল, আপনি তৎসমুদয় সম্যগ্‌রূপে অবগত হইয়াছেন এবং অনুষ্ঠানও করিয়াছেন। কারণ আপনি ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ—এই চতুর্ব্বর্গের কথা অতি সুন্দররূপে বর্ণন করিয়া মহাভারত রচনা করিয়াছেন। হে তত্ত্ববিৎ, পরম-স্বরূপ যে নিত্য, তাহাও আপনি বিচার করিয়া প্রাপ্ত হইয়াছেন। তথাপি আপনি আপনাকে বিফল-মনোরথ-জ্ঞানে শোক করিতেছেন কেন?

শ্রীনারদের এই কুশল-জিজ্ঞাসার মধ্যে অনেক তত্ত্ব-কথা নিহিত আছে। প্রপঞ্চে জীবের অধিষ্ঠানে পাঞ্চভৌতিক স্থূল শরীর ও সূক্ষ্ম শরীর মনকে আত্মা বলিয়া নির্দ্দিষ্ট করা হয়। প্রকৃত-প্রস্তাবে শরীর ও মন নির্ম্মল আত্মপ্রতীতি হইতে ভিন্ন। আত্ম-প্রতীতিতে নিত্যকালই হরিসেবা বর্ত্তমান। শ্রীহরি—সচ্চিদানন্দ-বস্তু। যে জীবাত্মা সচ্চিদানন্দে অবস্থিত, হরিতে উন্মুখতা-বশতঃ তাঁহার অনাত্ম-প্রতীতি নাই। স্থূল দেহ ও সূক্ষ্ম-মনদ্বারা লব্ধ বাহ্য জগতের শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ ও চিন্তা সচ্চিদানন্দ-প্রতীতি হইতে জীবাত্মাকে পৃথক্ করাইয়া দেয়। তৎফলে দ্বিতীয়াভিনিবেশ বা কৃষ্ণেতর-প্রতীতি জীব-হৃদয়ে উদিত হয়; ইহার ফলে জীব শ্রীহরির অভয় পাদপদ্ম-সেবা হইতে বঞ্চিত হয় এবং 'ভীতি'—নামক বৃত্তিটী তাঁহার দেহ ও মনের বৈক্লব্য উপস্থিত করে। যে জন্য ভীতি, তাহা প্রকাশিত হইলে দেহ ও মন শোকের বশীভূত হয়। ভয় ও শোকের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য অনাত্ম প্রতীতিতে যে চেষ্টা হয়, তৎফলে কামনার সূত্রপাত হয়। বদ্ধ-প্রতীতির বৃত্তিসমূহ কামনাজাত ও নশ্বর। জীবাত্মা হরি-সেবোন্মুখ হইলে শোক, মোহ ও ভয়ের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পায়। দেবর্ষি নারদ স্বীয় শিষ্য শ্রীব্যাসদেবকে উদ্দেশ করিয়াই অজ্ঞ-ধারণা-বিশিষ্ট বদ্ধজীবোচিত ব্যক্তি-নির্দ্দেশে দৈহিক ও মানসিক কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন। বস্তুতঃপক্ষে ভগবৎ সেবাময়ী আত্ম-প্রতীতিতে কোনও অনুপাদেয়তার স্থান নাই। শিষ্যের গুরু-সেবা-প্রবৃত্তি সমৃদ্ধ হইলে কোন প্রকার কৃষ্ণতত্ত্ব-বিজ্ঞানের অভাব থাকে না। কৃষ্ণ-তত্ত্ব-বিজ্ঞানে সমৃদ্ধ করিবার জন্যই শ্রীগুরুপাদপদ্ম শিষ্যকে সঙ্গ প্রদান করিয়া থাকেন

শ্রীনারদের প্রশ্নের উত্তরে শ্রীব্যাসদেব শ্রীগুরুদেবকে যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শন করিয়া বিনয়-নম্র-বচনে বলিতেছেন—"হে প্রভো! আপনি যাহা বলিলেন, আমার সেই সব কার্য্যে সামর্থ্য আছে বটে, তথাপি আমার শরীর ও মন প্রসন্ন হইতেছে না। হে শ্রীগুরুদেব! আপনি স্বয়ম্ভু ব্রহ্মার আত্মজ, আপনার ন্যায় গম্ভীরবুদ্ধি আর কেহই নহেন। সুতরাং আপনাকে আমার এই অপ্রসন্নতার গূঢ় কারণ জিজ্ঞাসা করিতেছি। আপনি নিশ্চয়ই সকল গূঢ় রহস্যই অবগত আছেন। কারণ যিনি বিশ্বের কার্য্য-কারণ-নিয়ন্তা এবং নির্ব্বিকার হইয়াও সঙ্কল্পমাত্রেই ত্রিবিধ গুণদ্বারা এই বিশ্ব সৃষ্টি, পালন ও ধ্বংস করেন, সেই আদি-পুরুষ বিষ্ণুকে আপনি উপাসনা করেন। বিশেষতঃ আপনি ত্রিলোক পরিভ্রমণ করিয়া সূর্য্যের ন্যায় সমদর্শী। আপনি যোগ-বল-প্রভাবে প্রাণ-বায়ুর ন্যায় সকল প্রাণীর অন্তঃকরণে বিচরণ করিয়া বুদ্ধি-বৃত্তি জানিতে পারিতেছেন। সুতরাং যোগবলে পরব্রহ্ম ও নিয়মাদি অর্থাৎ ব্রত-অধ্যয়নাদি দ্বারা বেদ নামক অবর-ব্রহ্মে আমি পারঙ্গত হইলেও আমার এত অধিক অভাব বোধ হইতেছে কেন, আপনি অনুগ্রহপূর্ব্বক বিচার করিয়া তাহা বলুন।"

আমরা আগামী কল্য শ্রীব্যাসদেবের এই প্রশ্নের বিশদব্যাখ্যা ও শ্রীনারদ-প্রদত্ত উত্তরের বিষয় আলোচনা করিব।

মজার খেলা

(১)

স্বর্গদপি গরীয়সী জননী ও জন্মভূমির পাদপদ্মে বিদায় গ্রহণ করিয়া, সর্ব্বকারণ-কারণ সর্ব্বময় কর্ত্তা শ্রীকৃষ্ণের বিশ্ববিজয়িনী ইচ্ছায়, আমি সম্প্রতি এক অপূর্ব্ব স্থানে আগমন করিয়াছি। এই স্থানটীর দুই দিকে দুইটী বিভিন্ন ভাবের দুইটী বিচিত্র চিত্র এক অভিনব দৃশ্যের অবতারণা করিয়াছে। একে সত্ত্ব, অন্যে রজঃ; দুইটী চিত্র প্রকৃতির দুইটী বিভিন্নগুণের প্রত্যক্ষ প্রতিমা-স্বরূপ হইয়া রসরাজ শ্রীকৃষ্ণের অসীম সৃষ্টিবৈচিত্র্যের অত্যল্প আভাসমাত্রেই ভাবুকহৃদয়ে কি মধুর ভাব-তরঙ্গের বিকাশ করিতেছে।

ভাব-চক্ষে চাহিয়া দেখিলাম, একদিকে প্রেমের মেলা, অন্য দিকে কামের খেলা। প্রথমেই আমার চিত্ত স্বভাবতঃ প্রথম চিত্রে আকৃষ্ট হইল। আ—মরি, কি ভুবনমোহন সুন্দর দৃশ্য! একটী বহু দূর বিস্তৃত জন-মানব-শূন্য বিজন প্রান্তর। নব বসন্তের শুভা-গমনে মনোহর পুষ্প-সম্ভারে সুসজ্জিত হইয়া পুঞ্জপুঞ্জ পলাশ-বৃক্ষ ঐ প্রান্তরটীকে একটী পরমানন্দময় কুঞ্জকাননে পরিণত করিয়াছে। 'স্মরণা নাম্না শুভ্র বালুকাময়ী শুভ্রসলিলা একটী ক্ষুদ্র নদী উহার মধ্যদেশে প্রবাহিতা হইয়া পলাশ-লোহিত-বসনা শোভনাকুঞ্জ-বালার কটিতটে মোহন রজত মেখলার মত শোভা পাইতেছে। এইরূপ সুসজ্জিতা, সতী কুঞ্জরাণী বিবিধ-বিহগ কাকলি-কণ্ঠে পরম প্রেম-সুখে প্রেমময় শ্রীগোবিন্দের মহিমা কীর্ত্তন করিতেছে। আহা,—আ মরি মরি, কি অপূর্ব্ব অমিয়-ধারা প্রেমিকার প্রতি অঙ্গে উথলিয়া পড়িতেছে।

এই শান্তিময় কুঞ্জকাননের কেন্দ্রদেশে একটী শীতল উপলখণ্ডে একাকী উপবেশন করতঃ স্থিরচক্ষে চারিদিকে পর্য্যবেক্ষণ করিয়া দেখিতে পাইলাম,—প্রতি তরু, প্রতি লতা, প্রতি পত্র, প্রতি পুষ্প, প্রত্যেক অণু পরমাণু সকলেই সদানন্দময়ী কৃষ্ণ-স্মৃতিতে অনুপ্রাণিত হইয়া, পরিপূর্ণ কৃষ্ণপ্রেমে গরগর হইয়া প্রেমময় শ্রীকৃষ্ণের অনুভূতিপূর্ব্ব-স্পর্শসুখে যেন একান্ত পুলকিত ও বিগলিত হইয়া তন্ময়ভাবে অবস্থান করিতেছে। দেখিতে দেখিতে অতি অল্পক্ষণ মধ্যেই আমিও তাহাদের ভাবেই বিভোর হইয়া পড়িলাম। আমার অন্তরের সকল গ্লানি অপনীত হওয়ায় তাহা গঙ্গাজল-ধৌত রত্নপীঠের ন্যায় নির্ম্মল হইয়া গেল। ভুবন-দুর্ল্লভ ভগবদ্ভাব সেই নির্ম্মল হৃদয়াসনে একাধিপত্য স্থাপন করিয়া বিরাজমান হইল। অহো, কি শান্তি—কি তৃপ্তি তখন আমার অন্তর-ভবন উদ্ভাসিত করিয়া আমাকে এই তাপময় সংসারের বহু ঊর্দ্ধে লইয়া কি অলৌকিক আনন্দরাজ্যে প্রবেশ করাইল। সেই নিত্যানন্দের নিত্য-নিকেতনের স্বরূপ তথ্য ক্ষুদ্র ভাষায় বর্ণন করা সম্পূর্ণ অসম্ভব। আভাসেও কখন সেই অব্যয় আনন্দের আস্বাদ পরম সৌভাগ্যে যিনি লাভ করিতে পারিয়াছেন, তিনিই কেবল সেই অচিন্ত্য অব্যক্ত বিষয় আপনার অমল অন্তরে ঈষৎ অনুভব করিতে পারিবেন।

মহাভাবে মগ্ন হইয়া আমার হৃদয়নাথ শ্যামসুন্দরের মধুময় শ্রীপাদপদ্ম-যুগল হৃদয়ে ধারণ করিয়া বহুক্ষণ আমি অচল প্রতিমার ন্যায় তথায় বসিয়া রহিলাম। অপূর্ব্ব আনন্দরসের তর-তর তরঙ্গ আমার সর্ব্বাঙ্গ পুলকিত করিয়া মানস-সরসে নৃত্য করিতে লাগিল। এইভাবে বহুক্ষণ অতীত হইল। তখন যেন কাহার কুসুম-কমল-কর-স্পর্শে সহসা আমার ধ্যান ভঙ্গ হইল। চমকিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম,—কে গা তুমি? এই বিজন বনপ্রদেশে তুমি কে গা? উত্তর পাইলাম না। পশ্চাতে ফিরিয়া দেখিলাম একটী সপুষ্প গুল্মশাখা ধীরসমীরে সঞ্চালিত হইয়া আমার পৃষ্ঠদেশ স্পর্শ করিতেছে। গুল্ম শিশু সুকোমল কর-স্পর্শে আমাকে আহ্বান করিয়া মৃদু হাসিয়া কি যেন বলিবার উপক্রম করিতেছে। ধীরে ধীরে আমি তাহার হাতটী ধরিলাম; আমার কঠোর স্পর্শ যেন কাতর হইয়া অথবা সংসারের অশুচি জীবের অনধিকার-স্পর্শে বুঝি সঙ্কুচিত হইয়া সে হাতটী সরাইয়া লইল। বলিল, ছাড় ছাড়; ধরোনা আমায়। ধরা-বাঁধার বড় বিরোধী আমরা। অন্যের ঠাঁই অযথা ধরা দিতে—ধরা থাকিতে আমরা কখনও পারি না। তোমরা সাধ করিয়া ধরা দাও; ধরা থাকিতেই ভালবাস; তাহাতেই যাওয়া আসা, উঠানামা করিয়া বৃথা কালপাত কর। আমরা কিন্তু তাই তা' ভালবাসি না। আমরা মুক্তক্ষেত্রে মুক্ত-চিত্তে মুক্তিপদেই সতত নিবিষ্ট থাকিতে ভালবাসি। আমরা সেই ধ্বজ-বজ্রাঙ্কুশ-চিহ্নিত শিববিরিঞ্চি-বাঞ্ছিত শ্রীপদেরই নিত্য কাঙ্গাল। তোমাদের মত বিফল বিষয়ে মজিয়া, গভীর মোহ-কূপে বদ্ধ থাকিতে আমরা কখনই পারি না। তাহার নাম-মাত্রে আমরা শিহরিয়া উঠি। মোহকূপের কৃমি জীবগণকে দেখিলেই আমরা দুঃখ পাই। তাহাদের সঙ্গ আমাদিগকে বড় তাপ দেয়। আমরা মুক্তহৃদয় ভক্তসঙ্গেরই নিত্য ভিখারী। তাঁহারাই আমাদের—শুধু আমাদের কেন, জগতের পরম সুহৃদ্। তাঁহাদের পবিত্র স্পর্শ—পবিত্র সঙ্গ পরম পবিত্র পরমানন্দ পাইবার আশাতেই আমরা সংসারের সুদূর অন্তরে এই বিজন প্রান্তরে বাস করি।

কৃষ্ণসেবার জন্যই আমাদের জীবনধারণ, আমাদের দেহ, মন ও প্রাণ কৃষ্ণসুখ-সম্পাদনের জন্যই সতত লালায়িত। আমাদের হৃদয় শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মে সর্ব্বদা নিহিত ও সমাহিত। এই বলিয়া পুনর্ব্বার মৃদু হাসি হাসিয়া হেলিয়া দুলিয়া নাচিয়া নাচিয়া সে আমাকে জিজ্ঞাসা করিল, তুমি এখানে কেন আসিয়াছ ভাই? এখানে তোমার কি হইবে? মানুষ যাহা চায়, যা'র জন্য চারিদিকে ধায়, পুনঃ পুনঃ আসে যায়, এখানে তো আর তাহা নাই! তবে তুমি এখানে কেন?

শিশু নীরব হইল! যেন উত্তরের অপেক্ষা করিতেছে। আমিও তাহার কথায় অবাক্ হইয়া কিছুক্ষণ তাহার দিকে চাহিয়া নীরব রহিলাম। পরে উত্তর করিলাম; "কেন ভাই, তুমি অমন বলিতেছ? সকল মানুষ কি সমান? তাহাদের উপর তোমার এত বিরাগ দেখিতেছি কেন? তা'রা কি চায় ভাই?" শিশু যেন একটু বিরক্ত হইয়া কহিল—"ছাই চায়! চাহিবে আর কি? কালের আগুনে যাহা পুড়িয়া ছাই হইয়া যায়, তা'রা তাহাই চায়। সেটা কি, তা' তুমি জান না কি? ন্যাকা সাজিতেছ? ছি? আপন হৃদয়টাই খুঁজিয়া দেখ দেখি, সেটা যে তথায় মূর্ত্তিমান হইয়া বসিয়া আছে; তাহার জন্যই তোমার গতি এত দূরে। বুঝেছ কি—কি সেটা? সেটা অর্থ—অর্থ—অর্থ! তোমরা যা'কে বল, টাকা—টাকা টাকা? শিশুর কথায় আমি চমকিয়া উঠিলাম। ভাবিয়া দেখিলাম, কথা ত' মিথ্যা নহে; সে তো সত্যই বলিয়াছে। মানুষ তো এই অর্থলাভের জন্যই একান্ত লালায়িত। তাহার যাহা কিছু চিন্তা, তাহার যাহা কিছু চেষ্টা সমস্তই তো এই অর্থের জন্য। গৃহ হইতে বাহির হইয়া অশ্বযানে, বাষ্পযানে ও পর্য্যটনে এই যে এতদূর আসিলাম, কত দেশ, কত মানুষ, কত ব্যাপার, কত কাণ্ড প্রত্যক্ষ করিলাম,—সর্ব্বত্রই তো এক অর্থ-চেষ্টা; সর্ব্বস্থলেই কেবল 'টাকা'—'টাকা'…'টাকা' শব্দ। টাকাই যেন এদেশের পরম পুরুষার্থ, গৃহস্থের গৃহে, দরিদ্রের কুটীরে, ধনীর অট্টালিকায়, ব্যবসায়ীর পণ্যবীথিকায়, পথিকের পথে, তীর্থযাত্রীর তীর্থে, দেবসেবীর দেবালয়ে, সন্ন্যাসীর মঠে, দস্যুর গুহায়, শিশুর পাঠশালায়,—কোথায় নয়? সকলক্ষেত্রেই ঐ অর্থের কথা, অর্থের চেষ্টা। সারা-সংসারটা ব্যাপিয়া একটা বিরাট্ 'টাকার খেলা' চলিয়াছে! কিন্তু আমার হৃদয়ে? সেখানেও কি তাই? হায় হায় হায়, সে কি আমারও হৃদয় অধিকার করিয়াছে? হরিমন্দিরে অশুচি চণ্ডাল গিয়া অধিষ্ঠিত হইয়াছে? দেখি দেখি! ও কি ঐ যে আমার অন্তরের একদেশে বিকটমূর্ত্তি কে একজন দাঁড়াইয়া আমার প্রতি ভীষণ ভ্রূভঙ্গি করিয়া কঠোর স্বরে বলিতেছে,—ক্ষুধা! ক্ষুধা! জলন্ত অক্ষরে তাহার ললাটফলকে লিখিত রহিয়াছে, অভাব! কিন্তু ও আবার কে? কে ঐ ভুবন-আলোককরা সকল তাপহরা শান্তিময়ী মহাদেবী বরহস্ত উত্তোলন করিয়া আমার অন্তরের কেন্দ্রদেশে অতি উচ্চাসনে দাঁড়াইয়া, অতি মধুর অথচ দৃঢ়স্বরে আমাকে ডাকিয়া বলিতেছেন, ভয় নাই। বিভীষিকায় বিচলিত হইও না। আমি আছি! যাহা যথার্থ পরমার্থ ভবক্ষুধায় যাহা সিদ্ধ মহৌষধি তাহা আমিই দিব। কোনও অভাব থাকিবে না। 'অভাব' বলিয়া ভ্রমে যাহা দেখিতেছ, তাহা 'স্বভাব'-ছায়ার খেলা—মায়ার ছল। ভুলিও না, ভুলিও না, উহাতে ভুলিও না। কে ইনি? বেশ বুঝিতে পারিলাম না; তিনি পলক মধ্যেই অন্তর্হিতা হইলেন। দেখিলাম, সেই মসিবর্ণ বিকটমূর্ত্তি পিশাচও পশ্চাৎ ফিরিয়া দ্রুতপদে পলায়ন করিতেছে, মাঝে মাঝে থমকিয়া দাঁড়াইতেছে, ফিরিয়া ফিরিয়া চাহিতেছে। দেখিতে দেখিতে অদৃশ্য হইল।

চিন্তার বিরামে আবার আমি আমার সম্মুখস্থ সেই সুন্দর বন-বালককে সম্ভাষণ করিয়া কহিলাম,—"ভাই, বলিয়াছ যা, তা কখনই মিথ্যা নহে। ভাইরে, আমি যে এই বিজনবনে, তোদের সনে দু'দণ্ড বসবাস করিয়া তোদের বিমল হৃদয়ের দু'টী বিমল কাহিনী শুনিয়া তোদের কাছে দু'টী প্রাণের কথা কহিয়া আমার এই তপ্তপ্রাণ শীতল করিতে আসিয়াছি, তাহা ঐ জ্বালাতেই চারিদিকে, জলে, স্থলে, গৃহে, বাহিরে, দেশে, বিদেশে, ধর্ম্মে, অধর্ম্মে কেবল ঐ এক জগদ্‌-ব্যাপী 'মজার খেলা' দেখিতে দেখিতে তাহার সদা-দ্বন্দ্বময় মহা কোলাহল শুনিতে শুনিতে আমার প্রাণ ওষ্ঠাগত হইয়া আসিয়াছে। ওরে, আমার এই প্রবল পিপাসা কাতর শ্রবণ ও নয়ন, এরা উভয়েই যে ভাগবত-শ্রবণ ও দর্শনসুখ লাভের জন্যই একান্ত আকুল হইয়া আছে। সতৃষ্ণ নয়ন চারিদিকে ধায়, ছট ফট্ করিয়া বেড়ায়, যদি কোথাও সে পায় একটীমাত্র হরিপরায়ণ সাধুজন। উৎকণ্ঠিত শ্রবণ উৎকর্ণ হইয়া থাকে যদি কচিৎ কোথাও সে শুনিতে পায় একটীমাত্রও সুধামাখা 'কৃষ্ণ' নাম, আলাপেও একটু অমিয়-মধুর কৃষ্ণকথা। কিন্তু বৃথা, বৃথা, বৃথা আশা তাহাদের, এই জনপূর্ণ বিরাট্ ভবের হাটে; মহামায়ার অনন্ত আধিপত্যে, অবিচ্ছিন্ন 'টাকার'খেলার বিশাল ক্ষেত্রে, প্রায় প্রত্যেকের কাছ হইতেই তাহারা সম্পূর্ণ বিফলমনোরথ হইয়া এবং অধিকন্তু বিপরীত আচরণে বিষম ব্যথা পাইয়া ফিরিয়া আসে।

"সৎশিক্ষা-প্রদর্শনী"

[শ্রীযুক্ত ভবদেব চট্টোপাধ্যায়]

পাঠ করি জড়-শিক্ষা বিশ্ব-শিক্ষালয়ে।
টানিছে শমন-দূতে মানব-নিচয়ে॥
লিপ্ত থাকি বিষয়েতে দহিছে ত্রিতাপে।
পুণ্যে লভে স্বর্গসুখ দুঃখ পায় পাপে॥
ত্রাণ দিতে এসঙ্কটে কে গো মহাজন?
নগরে প্রান্তরে কর শ্রীকৃষ্ণ-কীর্ত্তন॥
পারাসিল ভোগ-রাহু মানব-চৈতন্য।
রীতি-নীতি-হীন নর পশু-মধ্যে গণ্য॥
সে-কারণে মহাজন জগৎ-মাঝারে।
সৎ-শিক্ষা-প্রদর্শনী দেখালে সবারে॥
শিক্ষা দিয়া কৃষ্ণভক্তি জীবের অন্তরে।
প্রক্ষালিত করিছ সর্ব্ব হৃদয়-মুকুরে॥
প্রচারিত যথা হৈতে অনাত্মা ধরম।
দর্শন করা'লে তথা আত্মার করম॥
নীতিসার কৃষ্ণ-সেবা গাহে শাস্ত্রগণ।
উপকার শ্রেষ্ঠ, জীবে কৃষ্ণ-সেবা দান॥
পর উপকার তরে নাম-প্রচারণে।
সেব-মাত্র নহ স্থির রত সর্ব্বক্ষণে॥
ক্ষেপিছ' সতত কাল জীব-হিত-তরে।
শ্রীনাম-সেবায় সর্ব্ব-নীতি-পরিহারে॥
চৈতন্য দানিতে জীবে অচৈতন্য ভবে।
তমঃ নাশি' চিৎসূর্য্য প্রকাশিলে এবে॥
সুস্থ করি কৃষ্ণপদে কায়-বাক্য-মন।
বাসনা কৃষ্ণের যাহা করিছ পূরণ॥
নীতিবাদী শিরে স্থাপি' সেবা নীতি পদ।
প্রকাশিছ সর্ব্ব বিশ্বে সেবার সম্পদ॥
চারি যুগে তব সেবা জীবধর্ম্ম হয়।
স্মৃত কর সেবা-দানে দীনে দয়াময়॥

শ্রীধর মহারাজের বক্তৃতা

(১)

স্বামীজী প্রথমে সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন সম্বন্ধে বলিতে আরম্ভ করিয়া বলেন যে,—দুই প্রকার জ্ঞানের কথা আমরা জানি—অধোক্ষজ-জ্ঞান এবং আধ্যক্ষিক-জ্ঞান। বৈষ্ণব-সম্প্রদায়গণ আধ্যক্ষিক জ্ঞানের নশ্বরতা প্রদর্শন করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন—'জড়জগতের জ্ঞান অবলম্বন করিয়া আমরা অপ্রাকৃত বস্তু সম্বন্ধে কোনই জ্ঞান লাভ করিতে পারি না। প্রাকৃত-ইন্দ্রিয় তৃতীয়-মানের বহির্ভূত অর্থাৎ অতীন্দ্রিয় বস্তুর কোন প্রকার ধারণা করিতে পারে না, অধোক্ষজ-বস্তু-সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করিতে হইলে অবরোহ-পন্থা অবলম্বন ব্যতীত গত্যন্তর নাই'। শ্রীগৌরাঙ্গদেবও আমাদিগকে এই কথাই জানাইয়াছেন। নশ্বর বস্তুর সম্বন্ধ পরিত্যাগ করিয়া সদ্‌বস্তুর সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করিতে হইবে। তিনি জীব-ব্রহ্মবাদ নিরাস করিয়া অচিন্ত্যভেদাভেদ-মত স্থাপন করিয়াছেন।

শ্রীভগবান্ পরিপূর্ণ মাধুর্য্য এবং পরিপূর্ণ সৌন্দর্য্যের একমাত্র আকর-বস্তু। সেই সর্ব্বতন্ত্র-স্বতন্ত্র স্বরাট্ পুরুষোত্তম অসমোর্দ্ধ বস্তু। সেই অপ্রাকৃত কামদেবের কামাগ্নির ইন্ধন-স্বরূপ হওয়াই জীবের জীবত্বের পূর্ণ অভিব্যক্তি। কারণ সত্যবস্তু নিত্যকালই নিরপেক্ষভাবে নিজ অস্তিত্ব বজায় রাখিতে পারেন। লীলাপুরুষোত্তমই অনন্তকোটী বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের একমাত্র ভোক্তা এবং অন্য সমস্ত বস্তুই তাঁহার ভোগ্য। তাঁহার স্বেচ্ছাচারিতার বিরুদ্ধাচরণই জীবের পক্ষে বৈকুণ্ঠ-জগৎ হইতে অনন্ত নরক মধ্যে ভৃগুপাত আনয়ন করে। শক্তিমান্ পুরুষের অনন্ত শক্তির মধ্যে ত্রিবিধ শক্তি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

'পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে স্বাভাবিকী
জ্ঞান বল-ক্রিয়া চ'
(শ্রুতিঃ)

জৈব-জগৎ তটস্থাশক্তি-সম্ভূত। ভোগেচ্ছার বশবর্ত্তী হইয়া জীব বহিরঙ্গাশক্তি-জাত মায়িক জগতে মায়া-কবলিত হইয়া পড়ে, কিন্তু ভোগবাসনা পরিত্যাগপূর্ব্বক জীব যখন মুকুন্দের পাদপদ্ম-সেবায় অনুপ্রাণিত হয় তখনই মায়ার কবল হইতে বিমুক্ত হইয়া বৈকুণ্ঠ-জগতে বসবাস করিবার অধিকারী হয়। বৈকুণ্ঠের জীবসকল শতকরা শতভাগই ভগবৎ-সেবায় উদ্বুদ্ধ। সেবাই তাঁহাদের জীবাতু কিন্তু মায়াবদ্ধ জীব, স্বার্থান্ধ হইয়া নিজেন্দ্রিয়-তর্পণে সর্ব্বদা ব্যতিব্যস্ত। আপাত-দর্শনে নিজ স্বার্থ পরিত্যাগপূর্ব্বক যদি কেহ দেশের জন্য কিম্বা দশের জন্য আত্মোৎসর্গ করেন সেই ব্যক্তিই গৃহমেধী ব্যক্তিদিগের আদর্শ-স্বরূপ হয়। 'কূপমণ্ডূক ন্যায়ে' দেশসেবী কিম্বা বিশ্বহিতৈষী গৃহকূপান্ধ ব্যক্তিদিগের আদর্শস্থানীয় সন্দেহ নাই কিন্তু অনন্তের তুলনায় উহা বিন্দুমাত্র। শ্রীমদ্ভগবদ্-গীতায় আমরা দেখিতে পাই "বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নং একাংশেন স্থিতো জগৎ।" অনন্তের জন্য জীবন-ধারণ করা এবং তাঁহার সেবায় আত্মোৎসর্গ করাই আমাদের জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। অংশ যত বড়ই হোক্ না কেন, তাহার জন্য আমাদের বিন্দুমাত্র শক্তি ব্যয়িত হওয়া উচিত নয়; আনন্দলাভই যখন জীবনাত্মের একমাত্র উদ্দেশ্য তখন পূর্ণানন্দের উৎস-স্বরূপ রসময় পুরুষ কৃষ্ণচন্দ্রের সেবাতেই জীবের পরিপূর্ণ আনন্দানুভূতি নিহিত।

শরণ লঞা করে কৃষ্ণে আত্মসমর্পণ। কৃষ্ণ তারে করে তৎকালে আত্মসম॥

শুদ্ধভক্তি গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। ভাষ্যসহ বিরাট শ্রীচৈতন্য ভাগবত ৫৲
২। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২৮৲
একাদশ স্কন্ধ হইতে প্রতিখণ্ড ।৶
৩। ভাষ্যসহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (৪র্থ সংস্করণ) ৬
৪। ভক্তিবিবেককুসুমাঞ্জলি (বাঁধা) ১৲
৫। গৌড়ীয় গৌরব ।৶
৬। গৌড়ীয়-সাহিত্য ।৶
৭। ভজনরহস্য ।০
শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও
শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৯। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ)
ঐ (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
১০। গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি টীকাসহ)
ঐ (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
১১। গীতার কেবল মাধ্ব-ভাষ্য ।০
১২। মুক্তিমল্লিকা গুণসৌরভঃ সানুবাদ (মাধ্ব) ২৲
১৩। বেদান্ততত্ত্বসার সানুবাদ (রামানুজীয়) ।০
১৪। জৈবধর্ম্ম
১৫। শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৬। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১৭। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ॥৶০
ঐ (বাঁধা) ৸০
১৮। দ্বীপ-দিগ্দর্শন ৵০
১৯। সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ) ।৶০
২০। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ॥০
ঐ (আবাঁধা) ।৶০
২১। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
২২। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৵০
২৩। গীতমালা ⁄১০
২৪। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৵০
২৫। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶০
২৬। নবদ্বীপ পঞ্জিকা (৪৪৭ গৌরাব্দ) ৵০
২৭। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
২৮। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা-দর্পণ ।০
২৯। শরণাগতি ⁄০
৩০। গীতাবলী ⁄০
৩১। চিত্রে নবদ্বীপ ১॥০
৩২। সাধনকণা ⁄০
৩৩। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ⁄০
৩৪। নবদ্বীপশতক ⁄০
৩৫। অর্থপঞ্চক ⁄০
৩৬। সদাচারস্মৃতিঃ ⁄০
৩৭। কল্যাণকল্পতরু (৫ম সংস্করণ) ⁄১০
৩৮। অর্চ্চনকণ ১
৩৯। সাধককণ্ঠমালা (বাঁধা) ।০
ঐ (আবাঁধা) ৷৴০
৪০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (প্রথম চারিখণ্ড) ৩
৪১। ব্রহ্মসংহিতা ।০
৪২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৪৩। মণিমঞ্জরী সানুবাদ ।০
৪৪। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৪৫। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ।০
৪৬। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৪৭। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
৪৮। গৌড়ীয়মঠ কি করেন ? ⁄০
৪৯। ঈশোপনিষৎ (বলদেব ও মাধ্ব-ভাষ্য এবং বিবৃতি ও অনুবাদসহ) ।০
৫০। শ্রীভুবনেশ্বর ৶০
৫১। সিদ্ধান্তদর্পণ ৵০
৫২। সাধ্যবাণী ⁄০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৫৩। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী দিগ্বিজয়ঃ ।০
৫৪। সটীক-শিক্ষাদশমূলম্ ।০
৫৫। তত্ত্ব-সূত্রম্ ।০
৫৬। সানুবাদ-শিক্ষাষ্টকম্ ৵০
৫৭। গৌড়ীয়মঠস্থ পরিচয়ঃ ⁄০
৫৮। সারাংশবর্ণনম্ ৶০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৫৯। রায় রামানন্দ ॥০
৬০। নামভজন ।০
৬১। রিলেটীভ্ ওয়ার্ল্ড্স্ ।৶০
৬২। লাইফ্ য়্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।০
৬৩। বৈষ্ণবীজম্ ।০
৬৪। কোয়াট্ গৌড়ীয়মঠ ইজ্ ডুইং ⁄০
৬৫। দি ভাগবত ।০
৬৬। ইরোটিক্ প্রিন্সিপ্ল য়্যাণ্ড আনেলয়েড্ ডিভোসন ।০
৬৭। ব্রহ্ম-সংহিতা ২॥০
৬৮। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (ভলুম ওয়ান) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৬৯। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ॥০
৭০। সাধন পথ ।০
৭১। কল্যাণ-কল্পতরু ⁄১০
৭২। গীতাবলী ⁄০
৭৩। শরণাগতি ⁄০

আসামী ভাষায় প্রকাশিত

৭৪। শরণাগতি

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

নদীয়া-প্রকাশপ্রাপ্তির স্থান

১। শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম-মায়াপুর, নদীয়া
২। শ্রীযোগপীঠ ঐ
৩। শ্রীবাস অঙ্গন ঐ
৪। অদ্বৈত-ভবন ঐ
৫। কাজীর সমাধি পাট ঐ
৬। স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ নদীয়া।
৭। শ্রীভাগবত আসন কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
৮। শ্রীএকায়ন মঠ গোপীনাথপুর, হাঁসখালী।
৯। দ্বাদশগোপাল পাট —পোঃ চাকদহ,
১০। শ্রীগৌর গদাধরমঠ —চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড়, বৰ্দ্ধমান
১১। শ্রীমোদদ্রুমছত্র মাউগাছি, বৰ্দ্ধমান
১২। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম, আমলাযোড়া, পোঃ রাজবাঁধ বৰ্দ্ধমান
১৩। শ্রীগৌড়ীয়মঠ বাগবাজার, কলিকাতা
১৪। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাজু, হাওড়া,
১৫। শ্রীমাধব গৌড়ীয়মঠ, ৯০নং নবাবপুর রোড্, ঢাকা
১৬। শ্রীগোপালজী মঠ কমলাপুর, ঢাকা।
১৭। শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ পোঃ বালিয়াটী,
১৮। শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয়মঠ ময়মনসিংহ।
১৯। শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ চিরুলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর
২০। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম গোয়ালপাড়া, আসাম
২১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ রায়াপেট্টা, মাদ্রাজ।
২২। শ্রীরামানন্দগৌড়ীয় মঠ কব্বুর, জিঃ পশ্চিম গোদাবরী
২৩। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ উড়িয়াবাজার, পোঃ বক্সীবাজার, কটক।
২৪। শ্রীত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয় মঠ ভুবনেশ্বর।
২৫। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ স্বর্গদ্বার, পুরী।
২৬। শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ আলালনাথ পোঃ ব্রহ্মগিরি, পুরী।
২৭। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ ভুমুরকুণ্ডা, পোঃ চিরকুণ্ডা, মানভূম।
২৮। শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ—কাশী।
২৯। শ্রীরূপগৌড়ীয় মঠ—এলাহাবাদ।
৩০। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ পুরাণবাজার, সরকার ঠাকুরের কুঞ্জ, বৃন্দাবন
৩১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, নিউ দিল্লী
৩২। শ্রীপরমহংসমঠ—নৈমিষারণ্য,
৩৩। শ্রীসারস্বত গৌড়ীয় মঠ—হরিদ্বার।
৩৪। শ্রীব্যাসগৌড়ীয়মঠ—কুরুক্ষেত্র, পঞ্জাব
৩৫। শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাবুলনাথ রোড, পোঃ গ্র্যাণ্ট রোড, বোম্বে।
৩৬। লণ্ডন গৌড়ীয়মঠ, ৩৯।২ গ্লেডন গার্ডেন্স, কেনসিংটন্ লণ্ডন, (এস্, ডব্লিউ—১০)।
৩৭। অমরি গৌড়ীয়মঠ—মেদিনীপুর
৩৮। সরভোগ গৌড়ীয় মঠ—সরভোগ, কামরূপ, আসাম,

শুদ্ধভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীলভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী মাসিক। শ্রীধাম-মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১॥০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দি ভাষার একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি হৃদয় বন মহারাজ সম্পাদিত ও নৈমিষারণ্য শ্রীপরমহংস মঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ১॥০ দেড় টাকা মাত্র।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহা-পাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥০ দেড় টাকা মাত্র।

৫। কীর্ত্তন—মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ নিত্যানন্দ সেবাতীর্থ বি-এজি, বি-টি, সম্পাদিত আসাম গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম হইতে প্রকাশিত আসামী ভাষায় মাসিক। ভিক্ষা সডাক ১॥০ দেড় টাকা মাত্র

শ্রীচৈতন্যভাগবত

আদিকবি শ্রীল বৃন্দাবন দাস প্রণীত সমগ্র গ্রন্থ

গ্রন্থের মূল বোল্ড অক্ষরে এবং তন্নিম্নে বিশ্ববিশ্রুত গৌড়ীয়মঠের প্রতিষ্ঠাতা ও আচার্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তি-সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভু-পাদের রচিত বিস্তৃত ভাষ্য উত্তম কাগজে সৌষ্ঠবের সহিত মুদ্রিত হইয়াছেন। ডবল ক্রাউন আটপেজি আকারে ১০৯৬ পৃষ্ঠায় কেবল মূল ও ভাষ্য সম্পূর্ণ হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত শ্লোকসূচী, পত্রসূচী, স্থানসূচী, পাত্রসূচী, বিষয়-সূচী, শব্দসূচী প্রভৃতি বিস্তৃত সূচীপত্রেও একটী গ্রন্থ হইবে। সভাষ্য শ্রীচৈতন্যভাগবতের এরূপ উৎকৃষ্ট ও অমূল্য বিরাট সংস্করণ জগতের কোথায়ও আর পর্য্যন্ত প্রকাশিত হন নাই, ইহা নিরপেক্ষ পাঠক মাত্রেকেই একবাক্যে স্বীকার করিতে হইবে। শ্রীগৌড়ীয়মঠের উৎসব-কালে গ্রন্থের ভিক্ষা ১২৲ বারটাকা স্থলে—৫৲ পাঁচটাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীচৈতন্যমঠ

ঔ মধ্যে মুদ্রণকালে রাজনৈতিক

দৈনিক পত্রিকা প্রকাশ

১৩ই অগ্রহায়ণ বুধবার, ১৩৪০

স্বদেশ বলিয়া হাবড়া পুল নির্ম্মিত হইবার কথা হইতেছে। এই উপলক্ষে কথা উঠিয়াছে যে, ভারতবর্ষ হইতে সমস্ত লৌহ ক্রয় করা হইবে। তবে ১৭০০০ টন পরিমিত হাই টেনসাইল ইস্পাতের প্রয়োজন। উহা ভারতবর্ষে পাওয়া যাইবে না; সুতরাং বিদেশ হইতে ক্রয় করিতে হইবে। টাটা কোম্পানীর কারখানায় এরূপ ইস্পাত তৈয়ারী হইতেছে। প্রয়োজন হইলে জামসেদপুরের কারখানা হইতে এরূপ মাল সরবরাহ করা যাইতে পারে। সুতরাং ভারতবর্ষে পাওয়া যায় না বলিয়া বিদেশ হইতে ক্রয় করিবার কোন কারণ নাই।

বিহার উড়িষ্যার গভর্ণমেণ্ট হইতে নিম্নলিখিত জাতি সকলকে অনুন্নত সম্প্রদায় ভুক্ত বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে। (১) চাউড়, (২) কেওতা, (৩) ভুঁইয়া (৪) ভুঞা (৫) চামার (৬) চানপাল (৭) ধোপী (৮) দোসাদ (৯) ডোম (১০) ঘাসি (১১ দুসাদ (১২) গোড়া (১৩) গোখা (১৪) হালালখোর—বক্সী ও মেথর (১৫) হদি। (১৬) হাঁরিয়া, (১৭) কাওরা (১৮) কেলা (১৯) কাঞ্জার, (২০) কুরারিয়ার (২১) লালবেগী (২২) মাহুরিয়া (২৩) মঘেন (২৪) মুচী (২৫) মুসাহার (২৬) নট (২৭) পান (২৮) পাসী (২৯) রাজোয়ার (৩০) সিয়াল (৩১) তুরী।

বাঙ্গলা দেশে মোট ৪৭৫০০০০৲ টাকা মূল্যের ছাতা, ছাতার বাট ও কাপড় ইত্যাদি বিক্রয় হয়। তন্মধ্যে প্রতি বৎসর জাপান হইতে ৮০০০০৲ টাকার ছাতার কাপড় আমদানী হয়। ভারতে প্রস্তুত ছাতার কাপড় ৯০০০০৲ টাকার ব্যবহৃত হয়। ছাতা তৈয়ারী কল কব্জা ইত্যাদি শতকরা ৮০ ভাগ জাপানী এবং অবশিষ্ট ২০ ভাগ ইউরোপীয়। এই সমস্ত প্রায় ২০০০০০০৲ টাকার আমদানী হয়। ভারতে প্রস্তুত কলকব্জা ১০০০০০ টাকার ব্যবহৃত হয়। এই সমস্ত দ্রব্যাদির মধ্যে চারি লক্ষ টাকা মূল্যের জিনিষ বাঙ্গালীরাই আমদানী করে।

আমরা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলাম। ঢাকার অতিরিক্ত জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ এ, ডিউস আই, সি, এস উত্তম বাঙ্গালা শিক্ষা করিয়াছেন। প্রকাশ, তিনি বাঙ্গালা ভাষায় এরূপ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছেন যে কয়েকখানি বাঙ্গালা মাসিক পত্রের পাঠকদের জন্য তিনি প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। তাঁহার [illegible] এরূপ সুন্দর, অধিকারী তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছে। এমন কি কেহ কেহ এরূপ বলেন যে, পূর্ব্বজন্মে তিনি বাঙ্গালী ছিলেন।

গত ১৫ই নবেম্বর তারিখে কলিকাতার স্কটিশ চার্চ্চ কলেজের অধ্যক্ষ ডাঃ আর্কহার্ট গ্রেট ইষ্টার্ণ হোটেলে রোটারী ক্লাবের ভোজ সভায় "বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা" সম্বন্ধে এক বক্তৃতা করেন। তিনি বলেন, উচ্চ শিক্ষা অনর্থের আকর, একথা স্বীকার করা যায় না। দুর্ভাগ্যক্রমে সম্প্রতি কতকগুলি ঘটনা ঘটিয়াছে, এগুলি সত্যসত্যই শোচনীয়। আরও পরিতাপের বিষয় এই যে, এই সমস্ত ঘটনায় সুশিক্ষিত বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রেরা জড়িত। এই কারণ অধুনা বিশ্ববিদ্যালয় অনেকের নিকট চক্ষুঃশূল হইয়াছে, বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম করিলেই তাহাদের মনে বিতৃষ্ণার ভাব জাগ্রত হয়। আমি ইহাতে দুঃখিত। বিশ্ববিদ্যালয়ের কতিপয় ছাত্র বিপ্লবী; সুতরাং ছাত্র মাত্রেই যে বিপ্লববাদী, এরূপ ধারণা করা অন্যায়। কোন কোনও জাহাজ কাষ্ঠ নির্ম্মিত বলিয়াই কি ধারণা করিতে হইবে যে, কাষ্ঠ নির্ম্মিত সমস্ত তরণীই জাহাজ?

প্রকাশ, সেদিন মিঃ সি, এফ, এণ্ড্রুজের সহিত তাঁহার কোন সংবাদ বন্ধু সাক্ষাৎ করিলে তিনি বলেন, অত্যন্ত চাতুরীর সহিত সমগ্র যুরোপে হিন্দুদের বিরুদ্ধে প্রচার কার্য্য চলিতেছে। উহা ধর্ম্ম সম্বন্ধে নহে। কিন্তু রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ধর্ম্মের আচ্ছাদনে উহা কার্য্যে লাগান হইতেছে। হিন্দুদিগকে অবনমিত করিবার জন্য অসত্য যুক্তির অবতারণা করা হইয়াছে। তিনি শ্রীমতী মেয়োদের পুস্তকের উল্লেখ করিয়া বলেন যে, ইহার প্রতিরোধ করার জন্য শক্তিশালী ও প্রতিপত্তিশালী ভারতবাসীর বক্তার যুরোপে যাওয়া উচিত। তিনি নিজেই উহা করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু ইচ্ছানুযায়ী কার্য্য করিতে পারেন নাই। তিনি ইংলণ্ডে যাইয়া এই অসত্য আক্রমণের বিরুদ্ধে প্রচার কার্য্যে নিযুক্ত হইবেন জার্ম্মাণী, ডেনমার্ক ও সুইটজারল্যাণ্ডে তিনি যাইয়া দেখিয়াছেন যে, ভারতবাসীর বিরুদ্ধে বিশেষতঃ হিন্দুর বিরুদ্ধে এই প্রচার কার্য্য চালান হইতেছে।

২১শে নবেম্বর তারিখে ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় কলোনাদের রাজার প্রশ্নের উত্তরে স্যার যোসেফ ভোর বলেন গত জুলাই হইতে অক্টোবর মাস পর্য্যন্ত চারি মাসে ভারতবর্ষে প্রায় ৬৬ টন জাপানী চাউল আমদানী হইয়াছে। এবিষয়ে কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের পক্ষ হইতে গভর্ণমেণ্টের নিকট আবেদন প্রেরিত হইয়াছে। গভর্ণমেণ্ট বিশেষ সতর্কতার সহিত এতদ বিষয় লক্ষ্য করিতেছেন।

নীলাম ইস্তাহার

মোকাম কৃষ্ণনগর প্রথম মুন্সেফি আদালত

নীলামের দিন ৮ই ডিসেম্বর ১৯৩৩

(১)

১৪৫০ দেঃজারী ৩৩ দাবি ৮০॥১০

বাদী ননীগোপাল ভট্টাচার্য্য দিং সাং নবদ্বীপ

বিবাদী ধীরেন্দ্রনাথ সান্ন্যাল দিং সাং ঐ পোঃ ঐ

নবদ্বীপ থানায় নিজ নবদ্বীপ গ্রামে ডিঃ অধীন ৬৮৫৯ খতিয়ানের ৩৮শঃ জমি ১৲ মোকররী মৌরশী জমা মায় সুরকীর কল সাজ সরঞ্জাম ইত্যাদি সহ মূল্য ৭০৲

(২)

১৫৯১ দেঃজারী ৩৩ দাবি ৫৪৯৸৶০

বাদী দাসীবালা ঘোষাণী সাং পানিনালা

বিবাদী গৌর ঘোষ সাং পানিনালা পোঃ কৃষ্ণনগর

কোতয়ালি থানার পানিনালা গ্রামে বদনীনারায়ণ চেৎলাকিয়া অধীন ২৯১-২৯৭ খতিয়ানের ১৪-৭৭শঃ জমি ১০৸৶১১ জমা দেঃ অংশ ॥০ মূল্য ৫০৲

২। ঐ গ্রামে ঐ মালিক অধীন ২৮৭-২৮৯ খতিয়ানের ১৩ ৫০শঃ জমি ১৪৸৪ জমা দেঃ ॥০ অংশ মূল্য ৫০৲

৩। ঐ গ্রামে ঐ মালিক অধীন ১৯২-১৯৬ খতিয়ানের ১০ ৬৪শঃ জমি ১৫৲ জমা দেঃ ॥০ অংশ মূল্য ৫০৲

(৩)

১৫৭৭ দেঃজারী ৩৩ দাবি ১৮৭৸৶১৫

বাদী যতীন্দ্র দত্ত সাং দেউলি

বিবাদী অক্ষয়কুমার দত্ত দিং সাং দেউলি পোঃ চাকদহ

৪। চাকদহ থানায় কুতুলিয়া গ্রামে আফিলা বিবি দিং অধীন ৩১৩ খতিয়ানের ১৫-৫৬শঃ জমি ৪০৲ জমা দেঃ ॥০ অংশ মূল্য ৫০৲

৬। হরিণঘাটা থানায় হাজরাপোতা গ্রামে রমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় অধীন ১৫৩-১৫৭ খতিয়ানের ১৬-০৬শঃ জমি ১৫৶৬ মধ্যস্বত্ব চিরস্থায়ী মোকররী জমা দেঃ ॥০ অংশ মূল্য ৫০৲

৭। চাকদহ থানায় গড়ইমারি, সন্যাসপুর মৌজায় অবিনাশচন্দ্র ঘোষদিং অধীন দুই মৌজায় একত্রে ৫-০৫শঃ জমি ১৬॥৶৮ জমা দেঃ ॥০ অংশ মূল্য ৩০৲

৮। ঐ থানায় দেউলি গ্রামে লালগোপাল পাল অধীনে ৩৫ খং ১-১৮শঃ জমি ৩।০ জমা দেঃ ॥০ অংশে মূল্য ১০০৲

১০। হরিণঘাটা থানার খলসী গ্রামে উক্ত মালিক অধীন ২১৮খঃ ৭-৭১শঃ জমি দেঃ ৶০ অংশে ৩-৮৫শঃ জমি ৯॥/৯ জমা মূল্য ৫০৲

(৪)

১৫৬৫ দেঃজারি ৩৩ দাবি ১৩৯৸৶৩

বাদী সুরেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য্য সাং নবদ্বীপ তেঘাড়িপাড়া

বিবাদী অহিভূষণ চক্রবর্ত্তী সাং কাইগ্রাম পোঃ কালনা বর্দ্ধমান

কৃষ্ণনগর থানায় নবদ্বীপ হেম ভুলাড়া মধ্যে ১ ১১।১২ খতিয়ানের ১/৪৸৶০ ব্রহ্মত্তর জমি দেঃ ৷৷০ অংশ মূল্য ১০০৲

(৫)

২৬৪ খাংজারি ৩৩ দাবি ১২৭৸৶০

বাদী অমরনাথ মুখোপাধ্যায় সাং দেবগ্রাম

বিবাদী এংকান সেখ দিং সাং ভুলাপোতা

পোঃ কালীগঞ্জ

কালীগঞ্জ থানায় দেবগ্রাম মৌজায় রতিকান্ত সাহা সেরেস্তায় ২৬৪৭ খতিয়ানের ৫-৮৩শঃ জমি ১০।০ জমা মূল্য ৬০৲

(৬)

৩৫৮ খাংজারি ৩৩ দাবি ১৪।৩

বাদী নৃসিংহপ্রসাদ পাল চৌধুরী দিং সাং চকপাতীপাড়া

বিবাদী কাজি মহম্মদ হোসেন সাং মীড়া পোঃ কালীগঞ্জ

কালীগঞ্জ থানায় মীড়া গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ১৪৬ খতিয়ানের ৩-৫২শঃ জমি ৬টবন্দী জোত মূল্য ৫৲

(৭)

৫৫৭ খাংজারি ৩৩ দাবি ৮৯৶৩

বাদী রামরেণু বন্দোপাধ্যায় সাং মাটিয়ারী

বিবাদী কালীপদ সামন্ত দিং সাং আকন্দবেড়িয়া পোঃ কালীগঞ্জ

কালীগঞ্জ থানায় আকন্দবেড়িয়া গ্রামে ডিক্রীদার দিং অধীন ১৪৫।১৪৬ খতিয়ানের ৪-৯৮শঃ জমি ১৩।/০ জমা মূল্য ৪০৲

(৮)

৮৯৫ খাংজারী ৩৩ দাবি ৩৯৸০/৬

বাদী সুরথনাথ বন্দোপাধ্যায় সাং কাশীরামপুর

বিবাদী যতীন্দ্রনাথ রায় সাং কৃষ্ণনগর পোঃ ঐ

কোতয়ালি থানায় কৃষ্ণনগর মিউনিসিপ্যালির অন্তর্গত নদীয়া মহারাজাধীন ৮২৯ খতিয়ানের -১৯শঃ জমি ২।০ জমা মায় পাকা ইমারাৎ ও দ্বিতলগৃহ ইত্যাদি সহ মূল্য ২০০০৲

২। ঐ থানায় ঐ মিউনিসিপ্যালির মধ্যে ঐ মালিক অধীন ৮৫৮ খতিয়ানের -১২শঃ জমি ১৷৷০ জমা মূল্য ২০০০৲

(৯)

১৬৫০ খাংজারি ৩৩ দাবি ১০৬৷৷৩

বাদী কালীপদ বিশ্বাস সাং গোয়াড়ী

বিবাদী হাজারী মণ্ডল দিং সাং দুর্গাপুর পোঃ কৃষ্ণনগর

কোতয়ালি থানায় দুর্গাপুর গ্রামে জীবনকৃষ্ণ বন্দোপাধ্যায়দিং অধীন ২৩৫ খতিয়ানের ৫-১২শঃ জমি ৮৷৷/০ বারুজী যোতজমা দেঃ ।৶৮ অংশ মূল্য ১০৲

২। ঐ গ্রামে আওরাই বিশ্বাস অধীন ১৫০ খতিয়ানের -২১শঃ জমি ১৸৶৫ রুপনী স্বত্ব বিশিষ্ট জমা মূল্য ৫৲

৩। ঐ গ্রামে আফজাল হোসেন তুজাদার অধীন ৩৫৬ খতিয়ানের ১-৯৮শঃ জমি ৷৷৶০ জমা দেঃ ৮৸/১৫ অংশ মূল্য ৫৲

৪। ঐ গ্রামে ঐ মালিক অধীন ৩৯৬ খং ১ ১৫শঃ জমি ২৲ জমা দেঃ ৷৷০ অংশ মূল্য ২৲

৫। ঐ গ্রামে পঞ্চুর মণ্ডল সরকারের ১৫৭ খতিয়ানের ১৬শঃ জমি ১।/০ জমা দেঃ ৷৷৶০ অংশ মায় খড়ুয়াঘর ও খানা সাজসরঞ্জাম সহ মূল্য ১০৲

৬। ঐ গ্রামে ঐ মালিক অধীন -১৭২ খতিয়ানের -২শঃ জমি ৶০ জমা মায় খড়ুয়া ঘর সাজ সরঞ্জাম মূল্য ২৲

৭। সেনপুর ও দুর্গাপুর গ্রামে ডিঃ অধীন ৩৮০ খং ৪-৬৩ ও দুর্গাপুর মৌজায় ১৬ খং -৮৮শঃ মোট ৫-৫১শঃ জমি ১৪৷৷০ জমা মূল্য ২৫৲

(১০)

৫১ মনিজারী ৩৩ দাবি ৩৮৮৷৷০

ডিঃ নিস্তারিণী দাসী সাং নবদ্বীপ দণ্ড পানিতলা

দেঃ হরিচরণ মোহন্ত সাং হেশরিপাড়া পোঃ নবদ্বীপ

নবদ্বীপ থানায় নিজ নবদ্বীপ ৩নং ওয়ার্ডে নদীয়া মহারাজাধীন ৬০ খতিয়ানের ।১ জমি ৷৷০ জমা মায় ছাদ বিহীন কোটাঘর প্রাচীর ইত্যাদি সহ মূল্য ৩৫০৲

(১১)

৯৬১ মনিজারি ৩৩ দাবি ৬২১৸/৯

ডিঃ নফরচন্দ্র পাল চৌধুরী সাং নাটুদহ

দেঃ নজারী বিবি দিং সাং সাধুঘাটা পোঃ বাজালঝি

চাপড়া থানায় সাধুঘাটা গ্রামে ডিঃ সেরেস্তায় ১১১ খতিয়ানের ৫-০৮শঃ জমি ১৪৸৩। জমা মূল্য ২৫৲

২। ঐ গ্রামে ডিঃ সেরেস্তায় ৮২খং ৪-৯৮শঃ জমি ১৪৸৩ জমা মূল্য ২৫৲

(১২)

১১৬২ মনিজারি ৩৩ দাবি ১৫৯৶০

ডিঃ বিনোদবিহারী পাল সাং বামুনপুকুর

দেঃ আয়নদ্দিন সেখ সাং ঐ পোঃ শ্রীমায়াপুর

নবদ্বীপ থানায় সরডাঙ্গা গ্রামে দীননাথ চট্টোপাধ্যায় সেরেস্তায় ৭৬ খতিয়ানের ৩-০২শঃ জমি ৮৲ জমা দেঃ ৷৷০ অংশ মূল্য ০

২। ঐ গ্রামে জয়দুর্গাদাসী দিং অধীন ২৩ক, ২৩খ, ২৩গ খতিয়ানের -৫৮শঃ জমি ১৸৩ জমা দেঃ ৶০ অংশ মূল্য ৫৲

৩। ঐ গ্রামে ঐ মালিক অধীন ৫৫৬ খতিয়ানের ৪৯শঃ জমি ২।৶৫ জমা বিক্রয় হইবে।

৪। ঐ থানায় রাজাপুর গ্রামে ঐ মালিক অধীন ২৯৪ ক, ২৯৪খ, খতিয়ানের জমি ১৷৷/০ জমা মূল্য ২০৲

৫। ঐ গ্রামে ঐ মালিক অধীন ২৯৪ক, খ, খতিয়ানের জমি ৪৸৶৫ জমা মূল্য ২৫৲

৬। ঐ থানায় বাসিদটা মৌজায় জয়দুর্গাদাসী দিং সেরেস্তায় ২৬ ক, খ খতিয়ানের ১ ২২শঃ জমি ২।৶৩ জমা মূল্য ১৫৲

৭। ঐ গ্রামে ঐ মালিক অধীন ২৬ ক খতিয়ানের -৭৯শঃ ও রাজাপুরের -৭৪শঃ মোট ১-৩৩শঃ জমি ৫।৶৩ জমা মূল্য ১০৲

(১৩)

১১৬৩ মনিজারি ৩৩ দাবি ৬২৷৷৩

ডিঃ শ্রীপতি ভট্টাচার্য্য সাং সুবর্ণবিহার

দেঃ গেরা সেখ সাং তেওরখালি পোঃ মহেশগঞ্জ

নবদ্বীপ থানায় তেওরখালি গ্রামে তারাপদ চট্টোপাধ্যায় অধীন ৩৯৪ খতিয়ানের ১-৫৯শঃ জমি ১২৲ মধ্যস্বত্ব চিরস্থায়ী মোকররী জমা। মায় ৬ চালাঘর ১ খানা বাঁশ আম, কাটাল তেতুল ইত্যাদি বৃক্ষসহ দেঃ ৫কের পাঁচ অংশ মূল্য ২৫৲

২য় মুন্সেফ আদালত

(১)

৭৪২ মনিজারি ৩৩ দাবী ৪৬২৸০

বাদী রিলায়েন্স মটোর ইলেকট্রীক এণ্ড কোং সাং গুলাবাগান কলিকাতা

বিবাদী সচিন্দ্রনাথ সিংহ রায় সাং নাকাশীপাড়া পোঃ ঐ

নাকাশীপাড়া থানায় নদীয়া কালেক্টরীর ৪৩৩।১ নং তৌজীভুক্ত মহাল মৌজে রায় বালি ১নং খতিয়ানের ৶৮ অংশ মালিক জমিদারী স্বত্ব ৯৫৷৷/৮ জমা মায় স্বপ্রজা; নদী, নালা ইত্যাদি সমেত মূল্য ১০০৲

২। উক্ত কালেকটরীর ৪৩৩।৭নং তৌজীভুক্ত ঐ মৌজার ১ খতিয়ান ভুক্ত ৶৮ মালিক জমিদারী স্বত্ব ১৯/১১ জমা মায় সপ্রজা; বিল, নদী, নালা, ইত্যাদি সহ মূল্য ১০০৲

(২)

৭৬৮ দেঃজারী ৩৩ দাবি ৩৩৬৸/৩

বাদী শ্রীশচন্দ্র পালচৌধুরী সাং গোয়াড়ী

বিবাদী শরৎচন্দ্র ঘোষ সাং বিলকুমারী পোঃ নাকাশীপাড়া

নাকাশীপাড়া থানায় বিলকুমারী গ্রামে ডিক্রীদার সেরেস্তায় ২৬৫।২৮৪।২৮৬।২৯৬। ৩০১খতিয়ানের ১২-৬৫শঃ জমি ১২৶/১৯। — জমা মূল্য ৫০৲

(৩)

৬৮৭ খাংজারি ৩৩ দাবী ১৮৸৶৯

বাদী মন্মথপাল চৌধুরী সাং আমিনবাজার

বিবাদী নজরালি খাঁ সাং ডোমপুকুরিয়া পোঃ বাজালঝি

চাপড়া থানায় ডোমপুকুরিয়া গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ১৮১খং ৯৸১৶০ জমি ৯৲১০ জমা মূল্য ১০৲

(৪)

৭১৮ খাংজারি ৩৩ দাবি ১৫৮।৯

বাদী সতীশ চন্দ্র পালচৌধুরী সাং নাটুদহ

বিবাদী অখোর খাঁ দিং সাং গোংড়া পোঃ বাজালঝি

চাপড়া থানায় গোংড়া গ্রামে ডিক্রীদার অধীনে ৪ খতিয়ানের ৪৩শঃ জমি মায় ঘর দরজা ইত্যাদি সহ মূল্য ১০৲

(৫)

১০১৪ খাংজারি ৩৩ দাবি ২৪।/৯

বাদী জ্ঞানেন্দ্র গোপাল গাঙ্গুলী দিং সাং বেতবাড়িয়া

বিবাদী আতামদ মল্লিক দিং সাং ঐ পোঃ বাজালঝি

চাপড়া থানায় বেতবাড়িয়া গ্রামে ডিঃ অধীন ৩৪১।৩৪২।৩৪৮ খতিয়ানের ৩-৬৭শঃ জমি ৬।/১০ জমা মায় ঘর দরজা সমেত মূল্য ৮৲

(৬)

১০১৫ খাংজারি ৩৩ দাবি ১৬৷৷৶৬

বাদী ঐ

বিবাদী ঐ

চাপড়া থানায় বেতবাড়িয়া গ্রামে ডিঃ অধীন ১৪০ খতিয়ানের ১ ৪২শঃ জমি ৩৷৷৶১০ জমা মায় ঘর বাড়ী সমেত মূল্য ৬৲

(৭)

১০১৬ খাংজারি ৩৩ দাবি ৭১/৬

বাদী ঐ

বিবাদী ভুতুই সেখ দিং সাং বেতবাড়িয়া পোঃ বাজালঝি

চাপড়া থানায় বেতবাড়িয়া গ্রামে ডিঃ অধীন ৩৩৬।২০৫ খতিয়ানের ৬-৩৫শঃ জমি মূল্য ১২৲

(৮)

১০১৭ খাংজারি ৩৩ দাবি ২৪০৯

বাদী কৈলাস কামিনী দেবী যোঃ বেতবাড়িয়া

বিবাদী গোলাপী বিবি সাং ঐ পোঃ বাজালঝি

চাপড়া থানায় বেতবাড়িয়া গ্রামে ডিঃ অধীন ৩০৮ খতিয়ানের ২-৯২শঃ জমি ৫৷৷/৫ জমা মায় ঘর বাড়ী সহ মূল্য ১০৲

(৯)

১০৩৯ খাংজারি ৩৩ দাবি ৬১৶৩

ডিঃ ঐ

দেঃ ভুতই সেখ সাং বেতবাড়িয়া পোঃ বাজালঝি

চাপড়া থানায় বেতবাড়িয়া গ্রামে ডিঃ অধীন ৩৩৬ খতিয়ানের ৬-৩৫ শঃ জমি মূল্য ১০৲

(১০)

১০৪০ খাংজারি ৩৩ দাবি ১৬৷৷৶০

ডিঃ ঐ

দেঃ আতামদ মল্লিক দিং সাং বেতবাড়িয়া পোঃ বাজালঝি

চাপড়া থানায় বেতবাড়িয়া গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ৩৪০ খতিয়ানের ১-৫৯ শঃ জমি ৩৷৷৶১৫ জমা মায় বাড়ী ঘর সহ মূল্য ৫৲

দৈ নি ক

REG. C1544

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩।০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার স্বতন্ত্র।

সাহায্যের হার
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸০
মাসিক ১৲
নগদ বর্ত্তমান সংখ্যা ৫

নদীয়া-প্রকাশ

THE NADIA-PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৮ম খণ্ড । সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বেদান্তবাচস্পতি [২২৭শ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর— ১৪ই অগ্রহায়ণ বৃহস্পতিবার ১৩৪০, ৩০শে নভেম্বর ১৯৩৩

বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্থাভাব

গত ২২শে নবেম্বর এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলার পণ্ডিত ইকবাল নারায়ণ গুপ্তের সভাপতিত্বে উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে কোর্টের এক অধিবেশন হয়। উক্ত অধিবেশনে স্যার ম্যালকম হেলীকে ডি, এল, উপাধি দেওয়ার প্রস্তাব গৃহীত হয়।

সভায় বিশ্ববিদ্যালয়ের বার্ষিক হিসাব নিকাশ সম্বন্ধে বহুক্ষণ ধরিয়া আলোচনা হয়।

সরকার বিশ্ববিদ্যালয়কে সাহায্য করিতে অস্বীকার করায় পণ্ডিত হৃদয়নাথ কুঞ্জরু সরকারের কার্য্যের তীব্র সমালোচনা করেন।

দ্বারকা নদীর উপর সেতু

মুর্শিদাবাদ জেলা বোর্ড একটি সভায় কান্দি রাধাঘাট রাস্তার জন্য দ্বারকা নদীর উপর একটি সেতু নির্ম্মাণকল্পে টেণ্ডার আহ্বান করিবেন স্থির করিয়াছেন।

সেতু নির্ম্মাণের জন্য প্রায় ৬৫০০০৲ টাকার দরকার। জেলা বোর্ড ঐ টাকা জন্য ঋণ গ্রহণ করিতে প্রস্তুত আছেন।

দ্বারকা নদীর উপর সেতুটী নির্ম্মিত হইলে এই জেলার অধিবাসীরা অনেকদিন হইতে যে অসুবিধা ভোগ করিতেছেন তাহা দূর হইবে।

নিহত ব্যক্তির আবির্ভাব

আদালতের বিচারে এবং পুলিশ তদন্তে কয়েক বৎসর পূর্ব্বে যে ব্যক্তি খুন হইয়াছে বলিয়া সাব্যস্ত হইয়াছিল, সেই ব্যক্তিকে জীবিত এবং সম্পূর্ণ সুস্থ দেখিতে পাইয়া মুন্সিগঞ্জের সকলেই বিশেষ আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া গিয়াছে।

কয়েক বৎসর পূর্ব্বে মুন্সিগঞ্জে এক ব্যক্তি খুন হইয়াছে বলিয়া এজাহার দেওয়া হয় এবং পুলিশ তদন্ত করিয়া কয়েকজনের বিরুদ্ধে চার্জসীট দাখিল করে আসামীরা দায়রায় সোপর্দ্দ হয় এবং দায়রার বিচারে কয়েকজন দীর্ঘকাল কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয় ও বাকী আসামীরা মুক্তিলাভ করে।

কিন্তু এখন বুঝা যাইতেছে যে, যে ব্যক্তির খুনের অপরাধে আসামীরা দণ্ডিত হইয়াছিল, সেই ব্যক্তি জীবিত আছে এবং আর এক ব্যক্তির মৃতদেহ এই ব্যক্তির মৃতদেহ বলিয়া পরীক্ষার নিমিত্ত প্রেরিত হইয়াছিল উক্ত মামলায় জনৈক আসামীর এক আত্মীয়ের আবেদনক্রমে বরিশালের সদর মহকুমা হাকিম এবং ঐ জেলার চরসন্তোষে গিয়া লোকটিকে গ্রেপ্তার করেন।

লোকটিকে ৫০০৲ টাকার জামিনে মুক্তি দেওয়া হইয়াছে।

নাগপুরে ভীষণ মোটর দুর্ঘটনা

নাগপুর হইতে ১২ মাইল দূরে এক ভীষণ মোটর দুর্ঘটনা ঘটিয়া গিয়াছে বলিয়া প্রকাশ। এরূপ প্রকাশ যে, আরোহীপূর্ণ একখানা মোটর পূর্ণবেগে নাগপুরের দিকে অগ্রসর হইতেছিল। এই সময় উক্ত মোটরখানি জনৈক সাইকেল আরোহীকে বাঁচাইবার চেষ্টা করিতে গিয়া একটি সেতুতে ধাক্কা খায়। ফলে উক্ত মোটর খানি উলটাইয়া যায়। উক্ত মোটরে ১৫ জন আরোহী ভীষণ বেগে ছিটকাইয়া পড়িয়া যায় ও গুরুতররূপে আহত হয়। শুধু মাত্র দুইটি শিশু কোন প্রকার আঘাত না পাইয়া রক্ষা পায়। আহত লোকদিগকে চিকিৎসার্থ মেয়ো হাঁসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। তন্মধ্যে আটজনের অবস্থা সঙ্কটাপন্ন বলিয়া প্রকাশ।

বন্দুক পরীক্ষা করিতে মানুষ গুলী

প্রকাশ, বর্দ্ধমান কলেক্টরের চাপরাসী কেষ্টধর তাহার বন্দুক ছুড়িয়া গুলীর গতিবেগ নিরূপণ করিতে গিয়া হঠাৎ বসন্ত কহরী নামক একটী লোককে গুলী করে শ্রীযুক্ত শ্রীকুমার মিত্র ও সুনীন্দ্রনাথ সরকার বসন্তকে সদর থানায় লইয়া যায় এবং তথা হইতে তাহাকে জেলার হাঁসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। হাঁসপাতালের ক্যাপ্টেন কে, এম, বসু বসন্তর দেহ হইতে একটী গুলী বাহির করেন। দণ্ডবিধির ৩২৪ ও ৩৩৭ ধারানুসারে চাপরাসীকে গ্রেপ্তার করে। তাহাকে জামীনে মুক্তি দেওয়া হইয়াছে।

আড়াই হাজার কমিউনিষ্ট ধৃত

নাৎসীদল জার্ম্মাণীর শাসনভার গ্রহণ করিয়াছে পর, এই পর্য্যন্ত ২৩০০ কমিউনিষ্টকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। এই তথ্য গোয়েন্দা পুলিশের এক বিবৃতি হইতে জানা গিয়াছে। ধৃত ব্যক্তিদের অর্দ্ধেক লোককে আদালতে অভিযুক্ত করা হইয়াছে এবং বাকি অর্দ্ধেকের বিরুদ্ধে তদন্ত সাপেক্ষ অভিযোগ মুলতুবী রাখা হইয়াছে। এই সময়ের মধ্যে যে পরিমাণ বিপ্লবাত্মক সাহিত্য পাওয়া গিয়াছে উহার ওজন প্রায় দেড় হাজার টন হইবে।

বিপ্লবী সন্দেহে গ্রেপ্তার

ঝিনাইদহের পুলিশ ঝিনাইদহ মহকুমার অন্তর্গত রূপসা গ্রামে ৺কেদার নাথ মিত্রের পুত্র শ্রীযুক্ত সুনীলকুমার মিত্রকে গ্রেপ্তার করিয়া কলিকাতায় চালান দিয়াছে। তাহার বাড়ী খানাতল্লাস হইয়াছে। প্রকাশ আপত্তিজনক কিছুই পাওয়া যায় নাই। বিপ্লবাত্মক কার্য্য বিষয়ে তাহাকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে বলিয়া জানা যায়।

সন্দেহক্রমে ধৃত

গত শনিবার চুরি করিবার উদ্দেশ্যে একটী 'টর্চ্চ লাইট' ও সিঁধ কাটার যন্ত্রপাতি লইয়া রাস্তায় ঘুরাফিরা করিবার অভিযোগে পুলিশ, রামদাস বেদীয়া নামক এক ব্যক্তিকে উক্ত বিভাগের পুলিশ কমিশনারের নিকট হাজির করে।

এইরূপ প্রকাশ যে, সুকিয়া ষ্ট্রীটের থানার কর্ম্মচারী আসামীকে মধ্য রাত্রিতে সন্দেহজনকভাবে রাস্তায় ঘুরিতে দেখে এবং আসামী সন্তোষজনক কোনও কৈফিয়ৎ দিতে না পারায় পুলিশ তাহাকে গ্রেপ্তার করে। তাহার নিকট ঐ সব জিনিষ পাওয়া যায়।

শ্রমিক সভায় হট্টগোল

মুক্তিপ্রাপ্ত মীরাট মামলায় বন্দীদের সম্বর্দ্ধনার্থ নয়াগাঁওতে গিণী কামগার ইউনিয়নের এক সভা হয়। এই সভায় বিষম হট্টগোলের সৃষ্টি হইয়াছিল। সভাপতির বক্তৃতার পর একদল শ্রোতার নেতাগণ সভায় বক্তৃতা করিতে চাহেন। অপর দল তাহাতে আপত্তি করে ইহাতে উভয় পক্ষে হাতাহাতি আরম্ভ হয়। পুলিশ আসিয়া মারামারি বন্ধ করে। একজনকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

১৪ই অগ্রহায়ণ বৃহস্পতিবার, ১৩৪০

শুনা যায়, "পশুক্লেশ নিবারণী সমিতির" আভ্যন্তরীণ অবস্থা অতিশয় শোচনীয় হইয়া উঠিয়াছে। ইতঃপূর্ব্বে পশুক্লেশ নিবারণী সমিতির ব্যাপার লইয়া তদন্ত হইয়া গিয়াছে, তদন্ত কমিটি রিপোর্টও বহুদিন হইল দাখিল করিয়াছেন। কমিটির প্রধান প্রস্তাব ছিল এই যে, পশুক্লেশ নিবারণী সমিতির কার্য্য পরিচালনার ভার হয় গবর্ণমেণ্ট স্বয়ং গ্রহণ করিবেন, অথবা কলিকাতা কর্পোরেশন প্রভৃতির ন্যায় কোন প্রতিষ্ঠানের হাতে দেওয়া হইবে। শুনিয়াছিলাম যে, গবর্ণমেণ্ট স্বয়ং সমিতির কার্য্যভার গ্রহণ করিবেন এবং উহা সরকারী ভেটারেনারী বিভাগের অন্তর্ভুক্ত হইবে। গবর্ণমেণ্ট এই সমিতিকে যথেষ্ট অর্থ সাহায্য করিয়া থাকেন ; সুতরাং এই সমিতির কার্য্য যাহাতে সুপরিচালিত হয় এবং সরকারী অর্থের অনর্থক অপব্যবহার না হয়, তাহার জন্য জনসাধারণ নিশ্চয়ই দাবী করিতে পারে। সুতরাং বিষয়টীর তদন্ত হওয়া দরকার।

সারা ও বালীর সেতু দুইটী বহু কোটী টাকা ব্যয়ে নির্ম্মিত হয়, দুই জন বড়লাট লর্ড হার্ডিঞ্জ এবং লর্ড উইলিংডন যথাক্রমে সেতু দুইটীর উদ্বোধন করেন এবং তাঁহাদের দুই জনের নামও ইহাদের সঙ্গে যুক্ত রহিয়াছে। সেতু দুইটী নির্ম্মাণ করিবার জন্য বিলাত হইতে বড় বড় নামজাদা ইঞ্জিনিয়ার আসিয়াছিলেন। কিন্তু শুনা যাইতেছে, সেতু দুইটীর অবস্থা ভাল নয় এবং অদূর ভবিষ্যতে অকর্ম্মণ্য বলিয়াও গণ্য হইতে পারে, বালী সেতুর একটী স্তম্ভ ইহার মধ্যেই নীচে বসিয়া যাইতেছে। রেলওয়ে সমূহের ফাইন্যান্সিয়াল কমিশনার মিঃ পি, আর, রাও ইহার কৈফিয়ৎ স্বরূপ বলিয়াছেন, এ অতি স্বাভাবিক ঘটনা, অতিরিক্ত বর্ষা এবং 'অন্যান্য কারণে', এরূপ ঘটিয়াই থাকে। 'অন্যান্য কারণ' গুলি যে কি, কমিশনার মহাশয় তাহা খুলিয়া বলিবেন কি ?

ভারতবর্ষ ব্যতীত আর কোন দেশে কি সরকারী কর্ম্মচারী এরূপ কৈফিয়ৎ দিতে সাহস করেন ? রৌদ্র বর্ষা ঝড় ঝঞ্ঝা এসব প্রাকৃতিক ঘটনা ভারতবর্ষে যে ঘটিতে পারে, বিদেশ হইতে আনীত ডাকসাইটে ইঞ্জিনিয়ারেরা সেতু নির্ম্মাণ করিবার সময় তাহা কি বিস্মৃত হইয়াছিলেন ? গরীব দেশবাসীর যে কোটী কোটী টাকা ব্যয় হইয়াছে। এবং যাহার জন্য তাহাদিগকে ট্যাক্স যোগাইতে হইতেছে, বড় বড় ইঞ্জিনিয়ার বা মিঃ রাওয়ের মত দিলদরিয়া লোক তাহা তুচ্ছ বোধ করিতে পারেন। কিন্তু সেই যাহাদের টাকায়, তাহারা তুচ্ছ করিবে কিরূপে ?

প্রকাশ, দক্ষিণ আফ্রিকা এবং কেনিয়ার ন্যায় মালয়ও ক্রমে ক্রমে ভারত বিদ্বেষী হইয়া দাঁড়াইতেছে। মালয়ের প্রধান প্রধান ব্যবসা এখন জাপানীদের হাতে, অটোয়া চুক্তি অনুসারে মালয়স্থ ভারতবাসীরা জাপানীদের প্রতিযোগিতার বিরুদ্ধে সংরক্ষণ ব্যবস্থার আশ্রয় চাহিতেছেন। কিন্তু মালয় গবর্ণমেণ্ট সে দিকে কিছুমাত্র আগ্রহ এ পর্য্যন্ত প্রদর্শন করেন নাই, তদ্ব্যতীত ভারত হইতে আমদানী চাউলের উপর আমদানী-শুল্ক বসাইয়া তাঁহারা পরোক্ষভাবে মালয়-প্রবাসী ভারতবাসীদের অন্নসংস্থানই দুষ্কর করিয়া তুলিয়াছেন। মালয়প্রবাসী ভারতবাসীরা নিকৃষ্ট ধরণের জাপানী অথবা শ্যাম দেশীয় চাউল খাইতে পারেন না, অথচ আমদানী শুল্কের কল্যাণে ভারতীয় চাউলও মহার্ঘ্য। এদিকে ব্যবসা বাণিজ্যের মন্দার অজুহাতে ভারতীয় শ্রমিকদের বেতন দিন দিন ছাঁটাই করা হইতেছে। অপরকে এই প্রকার কষ্টে ফেলাই কি সভ্যতার নিদর্শন ?

মালয়ের শ্রমিক বিভাগের কর্ত্তা এবং শ্বেতাঙ্গ চাষী সমিতির চেয়ারম্যান মালয়ে ভারতীয় কুলী চালানের সম্বন্ধে আলোচনা করিবার জন্য সিমলাতে আসিয়াছিলেন। স্যার ফজলী হোসেনের সঙ্গে তাঁহাদের বৈঠক হইয়া গিয়াছে। ভারত গবর্ণমেণ্ট বলিতেছেন, রবারের দাম যখন চড়িয়াছে, তখন ভারতীয় শ্রমিকদের বেতনও বাড়াইতে হইবে। ১৯৩০ সালে শ্রমিকদের বেতন শতকরা ২০৲ টাকা হারে হ্রাস করা হয়, এখন উহা বৃদ্ধি করিয়া পূর্ব্ব হারে লওয়া হউক। মালয়ী কর্ত্তারা অবশ্য বলিতেছেন যে, মালয়ে গিয়া ভারতীয় শ্রমিকরা বড় সুখে আছে, সুতরাং কুলী চালানের আরও সুবিধা দেওয়া হউক। মালয়া ডেপুটেশনের এই সব বোলচালে ভুলিয়া ভারত গবর্ণমেণ্ট মালয়প্রবাসী ভারতবাসীদের স্বার্থ বিপন্ন হইতে না দেন, ইহাই আমাদের নিবেদন।

চুরি ও মারপিটের অভিযোগ

চারুচন্দ্র চক্রবর্ত্তী নামক এক ব্যক্তি চুরি ও মারপিটের অভিযোগে চিনিবাস ঠাকুর, খোকা ঠাকুর ও অপর পাঁচ ব্যক্তির বিরুদ্ধে জোড়াবাগানের অতিরিক্ত প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট খাঁ বাহাদুর আবদুল গফুরের এজলাসে এক অভিযোগ আনয়ন করে। আসামীগণ গত শনিবার আদালতে হাজির হইলে তাহাদিগকে জামিনে মুক্তি দেওয়া হয়।

অভিযোগের বিবরণ এই যে, ফরিয়াদী ব্যবসাদার পাচকগণের একজন সর্দ্দার এবং "অন্নপূর্ণা ব্রাহ্মণ সমিতি" নামক উক্ত ব্যবসাদার পাচকদিগের একটী সমিতির সেক্রেটারী। প্রথম ও দ্বিতীয় আসামীও পাচকদিগের সর্দ্দার এবং অন্যান্য আসামীগণ তাহাদের দলের লোক।

সম্প্রতি, ফরিয়াদীর কাজ বৃদ্ধির ফলে আসামীগণ তাহার প্রতি ঈর্ষান্বিত হয়। এইজন্য সকল আসামী একত্রিত হইয়া ফরিয়াদিকে কলিকাতা হইতে বিতাড়িত করিবার চেষ্টা করে।

গত ২৪শে অক্টোবর সন্ধ্যা ৫টার সময় ফরিয়াদী যখন তাহার ঘরে তাহার জনৈক বন্ধুর সহিত আলাপ করিতেছিল এমন সময় আসামীগণ তাহার ঘরে ঢুকিয়া তাহাকে বলপূর্ব্বক একটী চেয়ারে বসায় এবং তাহার পকেট হইতে চাবি লইয়া গিয়া তাহার বাক্স হইতে নগদ ৭০৲ টাকা লইয়া যায়। আসামীগণ তাহাকে মারপিটও করে।

এই ঘটনা দেখিয়া বাড়ীর অন্যান্য লোকজন আসিয়া পড়িয়া ফরিয়াদীকে রক্ষা করে ফরিয়াদী জোড়াসাঁকো থানায় যাইয়া সংবাদ দেয়।

ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট দরখাস্ত করিলে তিনি পুলিশ তদন্ত জন্য আদেশ দেন। পুলিশের রিপোর্ট পাঠ করিয়া ম্যাজিষ্ট্রেট আসামীদিগের বিরুদ্ধে সমনজারী করেন।

কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীটের কে নও গ্রামোফোনের দোকান হইতে একটি গ্রামোফোন চুরি করিবার অপরাধে জোড়াবাগানের তৃতীয় প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ ওয়াজিদ আলী, যতীন্দ্র গোঁসাই নামক একজন বিখ্যাত সিঁদচোরকে তিনমাস সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করেন।

অভিযোগের বিবরণ এই যে, ঘটনার দিন রাত্রিতে আসামী দোকানের "সোরুমে" প্রবেশ করিয়া একটি গ্রামোফোন চুরি করে। অপহৃত দ্রব্য লইয়া বাহির হইবার সময় পুলিশ তাহাকে গ্রেপ্তার করে।

দক্ষিণেশ্বর কালীর অলঙ্কার চুরি

গত ২৪শে নভেম্বর দক্ষিণেশ্বর কালী-মন্দিরে একটী ভীষণ চুরি হইয়া গিয়াছে। মন্দিরের দেবীবিগ্রহের গাত্র হইতে কে বা কাহারা প্রায় ৫০০০০৲ টাকার অলঙ্কার ইত্যাদি অপহরণ করিয়াছে।

শুক্রবার রাত্রি ১টার পর মন্দিরের ম্যানেজার এবং পূজারিগণ শয়ন করেন এবং শনিবার প্রাতঃকাল ৫ ঘটিকার সময় তাহারা দেবী প্রতিমার মঙ্গল আরতির জন্য যাইলে মন্দিরের দরজা খোলা অবস্থায় দেখিতে পান সুতরাং অনুমান রাত্রি ২টা হইতে ৫টার মধ্যে এই চুরি সংঘটিত হইয়াছে।

এইরূপ অনুমান হয় যে, চোরেরা প্রথমতঃ মন্দিরের পূর্ব্বদিকের দরজার বাহির হইতে খুব বড় বড় কয়েকটী ছিদ্র করে এবং সম্ভবতঃ এই দরজা দ্বারাই তাহারা মন্দিরের অঙ্গনে প্রবেশ করিয়াছিল। দরজাটা ভিতর হইতে তালাবদ্ধ ছিল সেই ভাঙ্গা তালাটী পরে পুকুরের ধারে পাওয়া যায়।

মন্দিরের প্রথম দরজায় দুইটী পিত্তলের তালা লাগান ছিল সেই তালা দুইটী ভাঙ্গিয়া বা খুলিয়া তাহারা ভিতরে প্রবেশ করে তালা দুইটি কোথাও পাওয়া যায় নাই। মন্দিরের ভিতরের দরজায় ১টি লোহার ও তিনটি পিতলের তালা লাগান ছিল। লোহার তালাটি ভগ্ন অবস্থায় মন্দিরের ভিতরে আসনের উপর পড়িয়া থাকিতে দেখা যায়। অপর তালা দুটি নিখোঁজ।

দেবী প্রতিমার অঙ্গে যে সমস্ত স্বর্ণ, হীরা, মুক্তা, জহরতের অলঙ্কার ছিল, তৎসমুদয়ই অপহৃত হইয়াছে। মাথার মণিমুক্তা সমন্বিত রত্নমুকুট, চূড়া, খাঁড়া প্রভৃতি হইতে আরম্ভ করিয়া পায়ের নূপুর পর্য্যন্ত কিছুই বাদ যায় নাই। মোটমাট ৩৪ দফা অলঙ্কার চুরি গিয়াছে এতদ্ব্যতীত এক ছোট গহনার বাক্স ; তাহাতে খুচরা কিছু গহনা ছিল এবং প্রণামী পয়সার বাক্স চুরি গিয়াছে। গাত্রের গহনা বাক্সের খুচরা গহনা এবং প্রণামীর অর্থসমেত প্রায় ৫০০০০৲ টাকা চুরি হইয়াছে। প্রণামী অর্থের ভাঙ্গা বাক্সটী পরে প্রাঙ্গণের মধ্যে মাঠে পাওয়া গিয়াছে তাহার মধ্যে একটী মাত্র পয়সা ছিল।

প্রতিমার গাত্রে যে সামান্য অলঙ্কার চোরেরা রাখিয়া গিয়াছে তাহা তাড়াতাড়িতে খুলিয়া লইতে পারে নাই বলিয়াই লইয়া যায় নাই। চুরির পর প্রতিমার অঙ্গে যে অলঙ্কার অবশিষ্ট আছে তাহার তালিকা প্রদত্ত হইল :—

সোনার জিভ, বাম হস্তে তাবিজ ২, নারিকেল বালা ৪টা, আঙ্গুলী ৩, বামদিকে সোনার মুণ্ড, ডানহাতে ৪ গাছি চুড়ি, বামহাতে ৩ গাছি চুড়ি। এ সমস্তর মূল্য অনুমান ২০০৲ টাকা।

এতদ্ভিন্ন একটি পিত্তল-নির্ম্মিত গোপাল বিগ্রহ চুরি গিয়াছে। বিগ্রহের বাম হস্তটী ভাঙ্গা, চোরের সম্ভবতঃ মূর্ত্তিটী সোণার ভ্রমে করিয়া লইয়া গিয়াছে।

বরাহনগর পুলিশ এবং আলিপুরের ডিটেকটিভ এই চুরি সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিতেছে। এ পর্য্যন্ত কাহাকেও গ্রেপ্তার করা হয় নাই।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

[illegible]

বিশ্ব [illegible] দৈনিক

— পারমার্থিক পত্র —

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশ
তনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনম্,
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং
প্রেমা পুমর্থো মহান্,
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং
তত্রাদরো নঃ পরঃ॥

৮ম বর্ষ } ২৮ কেশব গৌরাব্দ ৪৪৭, ১৪ই অগ্রহায়ণ বঙ্গাব্দ ১৩৪০, ৩০শে নভেম্বর ইং ১৯৩৩, বৃহস্পতিবার [illegible]২৭ তম সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

গৌড়ীয়মঠে শ্রীল প্রভুপাদ

গত ২৭শে নভেম্বর সোমবার দিবস বেলা ৯ – ১৫ মিনিটের ট্রেণে আচার্য্যভাস্কর শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তি বিবেক ভারতী মহারাজ ও শ্রীপাদ সজ্জনানন্দ ব্রহ্মচারীসহ কৃষ্ণনগর হইতে কলিকাতা গৌড়ীয়মঠে শুভবিজয় করিলে গৌড়ীয়মঠের ভক্তবৃন্দ আচার্য্যের পাদপদ্ম বন্দনা করেন।

পাটনা হইতে প্রেরিত গত ২৫শে নভেম্বর তারিখের তারে প্রকাশ, পাটনার চিফ্ জাষ্টিস্ ও বহু বিশিষ্ট ভদ্রলোক প্রদর্শনী দর্শন এবং তদুদ্দিষ্ট বিষয়সমূহের প্রাঞ্জল ব্যাখ্যা স্বামীজিগণের নিকট শ্রবণ করিয়া পরম আনন্দিত হইয়াছেন।

গত ৩রা অগ্রহায়ণ ১৯শে নভেম্বর রবিবার সন্ধ্যা ৬টা হইতে ৯টা পর্য্যন্ত শ্রীল জগবন্ধু ভক্তিরঞ্জন প্রভুর বিরহ-মহোৎসব কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠে কীর্ত্তনমুখে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি শ্রীরূপ পুরী মহারাজ শ্রীগৌড়ীয়মঠে তৃতীয়-বার্ষিক-স্মৃতি-সভায় আলোচিত বিষয়ণ পাঠ ও ব্যাখ্যামুখে শোকসভা ও বিরহস্মৃতি-সভায় পার্থক্য, কৃষ্ণভক্ত-বিরহদুঃখ গুরুতর কেন? ভক্তিরঞ্জনের সংক্ষিপ্ত জীবনী, নিজচিত্তরঞ্জন, পরচিত্তরঞ্জন ব্যক্তিগণের সহিত ভক্তিরঞ্জনের বৈশিষ্ট্য, শ্রীজগবন্ধুর অর্থনীতি ও জীবনবীমার আদর্শ, তাঁহার দেশপ্রেমের সুষ্ঠু বিচার প্রভৃতি বিষয়ের অনুকীর্ত্তন করিয়াছিলেন। শ্রীপাদ সুদর্শন ব্রহ্মচারী আদি ও অন্তে শ্রীগুরুবৈষ্ণবের মহিমা কীর্ত্তন ও বিরহ-গীত গান করিয়াছিলেন।

গত ৮ই অগ্রহায়ণ ২৪শে নভেম্বর কটকবাসী শ্রীহরি বল্লভ ঘোষ নামক জনৈক ব্যক্তি শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠে আসিয়া—'হরিজন সম্বন্ধে আপনাদের মত কি?' জিজ্ঞাসা করিলে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তি শ্রীরূপ পুরী মহারাজ যে উত্তর প্রদান করেন তাহার মর্ম্ম নিম্নে লিখিত হ'ল।

জীবমাত্রেই স্বরূপে হরিজন হইলেও প্রকৃতি-জন এবং হরিজনের বৈশিষ্ট্য আছে। হরিজনের সহিত প্রকৃতি-জনকে একাসনে বসাইলে অপরাধ হয়। যিনি কায়মনোবাক্যে শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণব-সেবায় নিযুক্ত তিনিই হরিজন, যাঁহারা কৃষ্ণেতর সেবায় রত তাঁহারাই প্রকৃতিজন। প্রকৃতিজন ইতর সেবা ছাড়িয়া যখন হরিজনের আনুগত্য স্বীকার করিবেন তখনই তাঁহারা হরিজনের কৃপায় হরিজন-কিঙ্কর হইতে পারিবেন, তখনই তাঁহাদের বিষ্ণুবৈষ্ণব-সেবার অধিকার হইবে, বিষ্ণুমন্দিরে প্রবেশের অধিকার হইবে। তখন তাঁহাদের চরিত্রে পূর্ব্ব-আচরিত কোন প্রকার নিষিদ্ধাচার দৃষ্ট হইবে না। যাঁহাদের আচরণে শাস্ত্রবিরুদ্ধ আচার দেখা যাইবে তাঁহারা ব্রাহ্মণকুলেই জন্মলাভ করুন আর চণ্ডাল কুলেই জন্মলাভ করুন কেহই তৎকালে 'হরিজন' পদবাচ্য হইতে পারেন না বা কেহই তদবস্থায় বিষ্ণুমন্দিরে প্রবেশের অধিকার লাভ করিতে পারেন না কিন্তু নিষ্কপটে শ্রোত্রীয় ও ব্রহ্মনিষ্ঠ আচার্য্যের আনুগত্য স্বীকার করিলে তাঁহার কৃপায় সদাচারে প্রতিষ্ঠিত হইয়া মনুষ্যমাত্রেই, কি ব্রাহ্মণ-কুলোদ্ভূত কি চণ্ডাল-কুলোদ্ভূত প্রত্যেকেই 'হরিজন' হইতে পারেন, প্রত্যেকেই বিষ্ণুমন্দিরে প্রবেশ করিয়া বিষ্ণু-বৈষ্ণব-সেবায় অধিকার লাভ করিতে পারেন।

যথা কাঞ্চনতাং যাতি কাংস্যং রসবিধানতঃ।
তথা দীক্ষা-বিধানেন দ্বিজত্বং জায়তে নৃণাম্॥

অর্থাৎ যেরূপ কোন বিশেষ রাসায়নিক প্রক্রিয়া দ্বারা কাঁসা স্বর্ণত্ব প্রাপ্ত হয় তদ্রূপ বৈষ্ণবী দীক্ষাবিধানের দ্বারা নরমাত্রেরই বিপ্রতা সাধিত হয়।

যদি কেহ সাত্বতশাস্ত্র-বিধি উল্লঙ্ঘন পূর্ব্বক অযোগ্য অবস্থাতেই প্রকৃতিজনকে বিষ্ণুমন্দিরে প্রবেশ করিবার অনুমোদন করেন বা প্রকৃতিজনকে 'হরিজন' বলেন তবে তিনিও বিষ্ণুমন্দিরে প্রবেশের অধিকারী নন এবং তিনিও হরিজন পদবাচ্য নন বুঝিতে হইবে। সেইরূপ অন্যায় আচরণের অনুমোদনকারীর ও তাঁহার অনুগতজনের প্রাপ্ত স্থানের কথা শাস্ত্র এইরূপ বর্ণন করিয়াছেন—

যো ব্যক্তি ন্যায়রহিতমন্যায়েন শৃণোতি যঃ।
তাবুভৌ নরকং ঘোরং ব্রজতঃ কালমক্ষয়ম্॥

অর্থাৎ যিনি অন্যায় কথা বা শাস্ত্রবিরোধী কথা কীর্ত্তন করেন এবং যিনি বা যাঁহারা অন্যায়ভাবে তাহা শ্রবণ করেন তাঁহারা অর্থাৎ বক্তা ও শ্রোতা সকলেই অনন্তকাল ঘোর নরকে গমন করেন।

ইহা ছাড়া তাঁহার সহিত জীবের স্বরূপ, ত্রিতাপের মূল কারণ কি? তাপত্রয়ের মূলোৎপাটনের সুব্যবস্থা কি? পরোপকার কাহাকে বলে? নিত্যানন্দলাভের উপায় কি? প্রভৃতি বিষয়ের আলোচনা প্রায় দুই ঘণ্টা হইয়াছিল।

গত ৩রা অগ্রহায়ণ ১৯শে নভেম্বর রবিবার সন্ধ্যা ৬ ঘটিকার সময় বোম্বাই গৌড়ীয় মঠে শ্রীচৈতন্যমঠের অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবিলাস গভস্তিনেমি মহারাজ হিন্দি ভাষায় শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। পাঠের আদি এবং অন্তে শ্রীনাম-সংকীর্ত্তন হয়। বহু সুকৃতিশালী শ্রোতৃবৃন্দ-কর্ত্তৃক মঠের হলঘরটি পরিপূর্ণ হইয়াছিল। স্বামীজী মহারাজের অপূর্ব্ব সৎসিদ্ধান্তবাণী এবং সুমধুর ব্যাখ্যা-শ্রবণে দিন দিনই শ্রোতাগণের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় হলঘরটিতে স্থানের সঙ্কুলান হইতেছে না।

উক্ত দিবসে স্বামীজী মহারাজ শ্রীমদ্ভাগবতের ৬ষ্ঠ স্কন্ধ ১ম অধ্যায় হইতে 'প্রায়শ্চিত্ত' সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ ব্যাখ্যা করেন। রাজা পরীক্ষিৎ শ্রীশুকদেবকে প্রশ্ন করেন—কি উপায় অবলম্বন করিলে মানব জীবগণ যাতনাপ্রদ নরক-যন্ত্রণা হইতে উদ্ধার লাভ করিতে পারে। উক্ত প্রশ্নোত্তরে শ্রীশুকদেব গোস্বামী বলিলেন যে,—প্রায়শ্চিত্তদ্বারা কষ্টদায়ক নরক-যন্ত্রণা হইতে নিষ্কৃতিলাভ করিতে পারা যায়। বেদে কর্ম্মকাণ্ডোক্ত অনুশীলনানুযায়ী প্রায়শ্চিত্ত সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠিত হইলে জীব কৃতকর্ম্মের ফলভোগ হইতে উদ্ধার লাভ করিতে পারে।

রাজা পরীক্ষিৎ উক্তপ্রকার উত্তর শ্রবণ করতঃ পরিপ্রশ্ন করিলেন যে, প্রায়শঃ দেখা যায় যে, প্রায়শ্চিত্ত-অনুষ্ঠানকারী ব্যক্তি পুনরায় পাপকর্ম্মে লিপ্ত হয়। যে পাপক্ষালনের নিমিত্ত প্রায়শ্চিত্তাদি অনুষ্ঠিত হয় পুনরপি বিবশপ্রায় হইয়াই যেন সে-ব্যক্তি পূর্ব্বকৃত সেই পাপকার্য্যেই লিপ্ত হয় সুতরাং আমার মনে হয় প্রায়শ্চিত্তাদির ফল কুঞ্জরশৌচবৎ। তদুত্তরে শ্রীশুকদেব গোস্বামী বলিলেন—কর্ম্মদ্বারা কর্ম্মফলের হস্ত হইতে সম্পূর্ণরূপে নিষ্কৃতিলাভ হয় না। কর্ম্ম—পুণ্যজনক হউক অথবা পাপজনক হউক, কেবলমাত্র বন্ধন আনয়ন করে। [অবশিষ্টাংশ আগামী-কল্য প্রকাশিত হইবে।]

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

২৮ কেশব আদি কারণোদশায়ী

শ্রীনারদের উপদেশ

মায়াবদ্ধ জনগণ স্ব-স্ব কর্ম্মফলে ত্রিতাপ-যন্ত্রণা ভোগ করিয়া ঐসকল যন্ত্রণা হইতে নিষ্কৃতিলাভের জন্য যতটা সম্ভব স্ব-স্ব-বুদ্ধি-বৃত্তির চালনা করিয়া থাকেন। কিন্তু কিছুতেই নিজচেষ্টায় ত্রিতাপের কবল হইতে নিষ্কৃতি পান না।

নিত্যসিদ্ধ ভগবৎপার্ষদগণ বদ্ধজীব নহেন। কিন্তু তাঁহারা জগদ্বাসীকে প্রাণ প্রভু শ্রীভগবানের নিত্য-শান্তিপ্রদ সেবা-সন্ধান-প্রদানের জন্যই প্রপঞ্চে অবতরণ করেন। তাঁহারা যদি নিত্যসিদ্ধভাবের জগদ্বাসীকে উপদেশ দেন তাহা হইলে বিশ্ব-জনগণ সেই উপদেশের প্রতি ঔদাসীন্য প্রদর্শন করে; কারণ তাহারা মনে করে, ঐসকল উপদেশ তাহাদের পালনযোগ্য নহে। তাই নিত্যসিদ্ধ ভগবদ্ভক্তগণ প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হইয়া নিজদিগকে মায়াবদ্ধ জীবরূপে সর্ব্বসাধারণকে দেখাইয়া শ্রীগুরুদেবের পাদপদ্ম আশ্রয়পূর্ব্বক কি-প্রকারে বদ্ধভূমিকা হইতে উদ্ধার লাভ করা যায় তাহার আদর্শ প্রদর্শন করেন। ইহজগতেও আমরা দেখিতে পাই, যে-শিক্ষক ছাত্রের বুঝিবার অসুবিধা হৃদয়ঙ্গম করিয়া তাহার ভাবে তাহাকে শিক্ষা প্রদান করিতে পারেন সেই শিক্ষকই উক্ত ছাত্রের উন্নতিবিধান করিতে সমর্থ, আর খুব বড় পণ্ডিত হইয়াও যদি ছাত্রের বুঝিবার অসুবিধাস্থল ধরিতে না পারিয়া তাঁহার ইচ্ছামত বক্তৃতা করেন তাহা হইলে সেই বক্তৃতায় ছাত্রের কোনও উন্নতি হয় না, বরং অনেক সময় তাহা হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিয়া সে বক্তৃতার প্রতি ঔদাসীন্যই প্রকাশ করিয়া থাকে। শ্রীব্যাসদেবের হৃদয় বদ্ধ-ভূমিকা-সুলভ বিষাদ-স্থান পাইবার যোগ্য না হইলেও মাদৃশ বদ্ধজীব যখন ঐ প্রকার বিষাদে আচ্ছন্ন হয়, তখন তাহা হইতে কি প্রকারে নিষ্কৃতিলাভ করিতে হইবে সেই পথ প্রদর্শনকল্পেই আমাদের পূর্ব্বগুরু শ্রীব্যাসদেবের বিষাদগ্রস্ত হইবার লীলা।

শ্রীব্যাসদেবের ঐ লীলায় ও শ্রীগুরুপাদপদ্মে নিবেদিত পরিপ্রশ্নে আমরা শ্রীগুরুপাদপদ্মের নিকট কি-প্রকার বিনয়নম্রবচনে শরণাগতি সহ উপস্থিত হইতে হয়, তাহার উদাহরণ দেখিতে পাইতেছি। জগদ্গুরু শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরও একদিন কাশীবাসী সন্ন্যাসিগণের নিকট নিজ দৈন্য জ্ঞাপন করিতে করিতে শ্রীগুরুপূজার আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছেন। শ্রীগুরুতত্ত্ব আশ্রয়জাতীয় ভগবত্তায় অধিষ্ঠিত হইলেও তিনিও উপাস্য তত্ত্ব। শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভুর "কে আমি, কেন মোরে জারে তাপত্রয়" প্রভৃতি প্রশ্ন-জিজ্ঞাসার ন্যায় ব্যাসানুগত জনগণের শ্রীগুরুদেবের নিকট স্ব-স্ব দৈন্য ও মঙ্গল-প্রার্থনা শ্রৌতপথের বিশেষত্ব ও রহস্য। গুর্ব্বব-জ্ঞাকারী তর্কপথাশ্রিত অধিরোহবাদিগণ গুরুদেবকে যে প্রকার বিপথগামী বলিয়া নির্দ্দেশ করে, বৈয়াসিক গুরুদাসগণের বিচার সেরূপ নহে।

শ্রীব্যাসদেব স্বীয় গুরুদেবকে অধোক্ষজ-সেবানিরত বলিয়াই জানেন। অধোক্ষজ বিষ্ণুই নিত্য অধোক্ষজগণের নিত্য-সেব্য। প্রপঞ্চান্তর্গত স্বর্গস্থ দেবগণ—বিষ্ণুদাস বৈষ্ণব, তাঁহারা সকলেই জীবসমূহকে অব্যভিচারিণী ভক্তিতে অবস্থিত হইবারই পরামর্শ দিয়া থাকেন। তবে যে-সকল ভোগী বদ্ধজীব স্ব-স্ব কামনার বশবর্ত্তী হইয়া তাহাদের কামচরিতার্থকারী বিভিন্ন দেবরূপ কল্পনা করে, তাহারা বিষ্ণুসেবাচ্যুত হইয়া ত্রিতাপ-যন্ত্রণা ভোগ করিয়া থাকে। তাহাদের কামনামূলক পূজা বস্তুতঃপক্ষে পূজা নহে, পূজ্যবস্তু হইতে পূজা-সংগ্রহের ফন্দী মাত্র। শ্রীগুরুপাদপদ্ম কামদেব বিষ্ণুরই কামনা-পূরণকারিণী সেবা ব্যতীত নিজেন্দ্রিয়তর্পণ-পরতায় ব্যস্ত থাকেন না। মায়ামোহিত জীব ভোগ বা ত্যাগকেই পরমার্থস্থানে অনর্থের হস্তে নিক্ষেপিত হয়। ঐকান্তিকী বিষ্ণুভক্তিতেই জীবের চরমকল্যাণ লাভ হইয়া থাকে। শ্রীব্যাসদেব শ্রীগুরুদেবের নিকট যে পরিপ্রশ্ন করিয়াছিলেন তাহাতে এই সিদ্ধান্তটী সুন্দররূপে পরিস্ফুট হইয়াছে।

শ্রীব্যাসদেবের উক্তি হইতে আমরা স্পষ্টরূপে জানিতে পারি—সাধক-শিষ্য ও শ্রীগুরুদেবের মধ্যে পার্থক্য রহিয়াছে। সাধনকালে অনর্থনিবৃত্তি ও নিত্যভাবের আংশিক উন্মেষ হইয়া থাকে। সাধন-দশার অতীতকালে পরমার্থে অবস্থান-হেতু পতিত জীবগণকে অনর্থ হইতে উত্তোলন করিবার অধিকার মহাভাগবতের আছে। শিষ্যের পাতিত্য-লীলার অভিনয় ও অসমর্থতা শ্রীব্যাসদেবের উক্তিতে পরিস্ফুট।

শ্রীব্যাসদেব স্বীয় চিত্ত বিষাদগ্রস্ত হইবার কারণ শ্রীল নারদঋষিকে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি যে উত্তর করিয়াছেন এক্ষণে আমরা তাহাই আলোচনা করিতেছি। শ্রীব্যাস-গুরু শ্রীনারদ বলিতেছেন,—"হে মহর্ষে, আপনি শ্রীহরির নির্ম্মল-লীলা সুষ্ঠুরূপে কীর্ত্তন করেন নাই। শ্রীভগবানের লীলাবর্ণনেই জীবের চরমকল্যাণ লাভ ঘটে। ভগবল্লীলা-বিমুখ জীব নিজ স্বরূপ-বিস্মৃতিবশে ভোগময়ী ভূমিকায় ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম-সংগ্রহে তৎপর হয়। ত্যাগময়ী বিরক্তিতে তাঁহাদের মোক্ষের আকাঙ্ক্ষা প্রবলা হয়। বদ্ধজীবগণ অভাবের বশবর্ত্তী হইয়াই ইন্দ্রিয়-পরায়ণ হয় এবং ভোগরহিত হইয়া নির্ভেদব্রহ্মানুসন্ধানে ব্যস্ত হয়। এই চতুর্ব্বর্গ জীবাত্মার নিত্যস্বরূপলাভের অন্তরায় মাত্র। আপনি এই চতুর্ব্বর্গের বিষয় যত অধিক কীর্ত্তন করিয়াছেন, ভগবান্ বাসুদেবের মহিমা তদ্রূপ কীর্ত্তন করেন নাই। সুতরাং জীবের প্রতি আপনার দয়া সুষ্ঠুরূপে প্রদর্শিত হয় নাই।

পূতি-গন্ধ-পূর্ণ গর্ত্তে অন্ন পতিত হইলে কাকের আনন্দ হইলেও যে-প্রকার পদ্ম-সরোবরবাসী রাজহংসগণ ঐ অন্নের আদর করে না সেই প্রকার "শ্রীহরি-তাৎপর্য্য-সিদ্ধান্ত-রসহীন বাক্যসমূহ বিচিত্র পদসম্পন্ন ও অলঙ্কার ভূষিত হইলেও তাহাতে ভগবদিতর কথা স্থান পাওয়ায় তাহা কামুক-লোকের আনন্দবর্দ্ধন করিলেও বৈষ্ণবগণ ঐসকল বাক্যের আদর করেন না। জড়-চিত্তোন্মাদী বাক্যবিবর্জ্জিত শ্রীহরিনাম সকল মঙ্গল বিধান করিয়া থাকেন। জড়সাহিত্যের সুর, মান, লয় ও তাল প্রভৃতি বিবিধ অলঙ্কার-বর্জ্জিত ভাষায়ও শ্রীভগবানের নামকীর্ত্তন জড়রোগ বিনাশ করিয়া অপূর্ব্ব আনন্দ বিধান করিতে সমর্থ। সাধুর মুখে বিগীত হরিনামই সর্ব্ব-শুভোদয়ের কারণ, আর হরিবিমুখ-ব্যক্তির জড়বিবর্ত্তিনী ভাষা বা আলঙ্কারিক ভঙ্গিমার কোনও মূল্য নাই। কারণ তাহাতে ভগবদ্রস-রসিকের হৃদয়ে বৈরস্য উৎপন্ন করে। নির্ব্বিশেষ-ব্রহ্মজ্ঞান অচ্যুত-ভক্তি-বিবর্জ্জিত হইলে এবং দুঃখ-প্রদ কর্ম্মসমূহ নিষ্কাম হইলেও পরমেশ্বর বিষ্ণুতে সমর্পিত না হওয়ায় উভয়েই নিষ্ফল।

"নেহ যৎকর্ম্ম ধর্ম্মায় ন বিরাগায় কল্পতে।
ন তীর্থপাদসেবায়ৈ জীবন্নপি মৃতো হি সঃ॥

—যে কর্ম্ম ধর্ম্মের উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত হয় না, যে ধর্ম্মার্থকাম বিরাগপর জ্ঞানের উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত হয় না, যে বৈরাগ্যপূর্ণ সম্বিদ্-বিকাশ ভগবৎপাদপদ্ম-সেবায় নিযুক্ত হয় না তাহাই জড় বা অচিৎ অর্থাৎ জীবনরহিত—প্রাকৃত মাত্র। সর্ব্বাত্মা-অচ্যুত হইতে চ্যুত হইয়া তাদৃশ নৈষ্কর্ম্ম্যজ্ঞান কোন সুফল প্রসব করে না। গো-ময় যেরূপ পবিত্রতা সাধন করে খণ্ডবিষ্ঠা তদ্রূপ করে না সেই প্রকার কর্ম্মবীরগণের অনুষ্ঠিত নশ্বর কর্ম্ম নিজ নিজ আসুরিক বৃত্তির চরিতার্থতা করিলেও তাহা ভগবদ্বিমুখ-চেষ্টা হওয়ায় নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর। সেইজন্য কাল তাহাকে বিনাশ করিয়া তিন খণ্ডে বিভক্ত করে, কিন্তু হরিসেবা-কর্ম্ম বা হরিসেবন-জ্ঞান নিত্য অখণ্ডরূপে বর্ত্তমান। নিত্য হরিসেবা ছাড়িয়া যে জীব নশ্বর-ভোগ-প্রবৃত্তিতে ধাবিত হয়, তাহার সেই অসৎ [illegible] মঙ্গল সাধন করিতে সমর্থ হয় না। সচ্চিদানন্দ-বস্তু-বর্জ্জিত অসৎ, অচিৎ ও নিরানন্দময় ত্রিগুণ ভূমিকায় কর্ম্ম ও জ্ঞান-বৃত্তির জীবকে ঈশসেবা বিমুখ করায়। ঈশ-বৈমুখ্যই জীবের যাবতীয় অশুভ আনয়ন করে। সেই ঈশ বৈমুখ্য-প্রকাশ নৈষ্কর্ম্ম্য-জ্ঞান ভগবানের উদ্দেশ্যে হরিসেবায় নিযুক্ত না হওয়া পর্য্যন্ত তাহা পঞ্চম-পুরুষার্থ শ্রীহরিপ্রেমা উৎপন্ন করিতে পারে না। হরি-প্রেমাতেই নিত্য নব নব আনন্দের উৎস বর্ত্তমান। অতএব হে ব্যাসদেব, আপনি সমাহিত-চিত্তে শ্রীহরির চরিত কীর্ত্তন করুন। এখন বুঝিতে পারিতেছেন, আপনি—মহাভারতাদিতে যে চতুর্ব্বর্গের কথা উপদেশ করিয়াছেন তাহা কেবল তুচ্ছ নহে পক্ষান্তরে বিরুদ্ধ এবং তাহা রচনা করা আপনার পক্ষে মহা অন্যায় হইয়াছে। কারণ সকাম ধর্ম্মে স্বাভাবিক অনুরক্ত জনগণ আপনার বাক্যে চতুর্ব্বর্গাদি সকাম-ধর্ম্মকেই শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম বিশ্বাস করিয়া আত্মধর্ম্মের বিষয়ে অন্য কোন তত্ত্ববিদ্ আচার্য্যের নিষেধ আর গ্রাহ্য করিবে না।

"নিবৃত্তিমার্গাবলম্বী বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিই বাসুদেবের নিত্যস্বরূপ জানিয়া ভজন করিতে পারেন, প্রবৃত্তি-মার্গরত নির্ব্বোধ জন তাহাতে অসমর্থ। অতএব তাহাদের মঙ্গলের জন্য শ্রীভগবানের লীলা কথা প্রদর্শন করুন। ধর্ম্মার্থ-কামাদি ত্রৈবর্গিক ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া ভক্ত্যঙ্গ সাধন করিতে করিতে অসিদ্ধ অবস্থায়ও যদি মৃত্যু বা পতন হয় তথাপি ঐ অনিত্য স্বধর্ম্ম-ত্যাগের জন্য তাহার কোন প্রকার অনর্থের বা অসুবিধার আশঙ্কা নাই। দুঃখ যেমন প্রার্থনা না করিলেও বিনা চেষ্টাই আসিয়া থাকে, তদ্রূপ উচ্চাবচ সকললোকেই বিষয়-সুখাদি লাভ হইলেও উহা আগমাপায়ী সুতরাং বুদ্ধিমান ব্যক্তি অতি দুর্ল্লভ নিত্য পরমার্থের জন্যই সতত চেষ্টা করিবেন। ভক্তিশূন্য কর্ম্মী বা জ্ঞানী সংসার লাভ করে, কিন্তু ভক্ত যে কোন অবস্থায় থাকুন বা কেন, তিনি শ্রীভগবানের পাদ-পদ্ম-মধু একবার পান করিয়া আর তাহা পরিত্যাগ পূর্ব্বক বিষয়-বিষ-রসপানে সংসারে আবদ্ধ হ'ন না। এই বিশ্ব ও জীব যে ভগবান্ বিষ্ণু হইতে ভেদাভেদ-প্রকাশ, তাহা আপনি নিজ প্রমাণবলে জানেন। আপনি স্বয়ং ঈশ্বরের শক্ত্যাবেশ অবতার, অতএব শ্রীহরির অদ্ভুত লীলা-চরিত আপনিই বর্ণন করুন। ভগবৎ-কথা-কীর্ত্তনই যাবতীয় তপস্যা, স্বাধ্যায়, যজ্ঞ, মন্ত্রপাঠ ও দানাদির ফল।

অহৈতুকী গুরু-কৃপা

মর্ম্মে [illegible] যে বেদনা হায়,
প্রকাশিতে নাই শকতি।
মনের [illegible] মোরে লয়ে যায়,
যথায় প্রেমের বসতি॥
মনকে ভাবিনু আপনার জন,
সর্ব্বস্ব তাহারে সঁপিনু।
কিন্তু হায়, নারি বুঝিতে এমন
গরলে কি তরে সেবিনু॥
মন আততায়ী সুজাকজনকে,
গৃহ-শত্রু নাম ধরিয়া।
ধ্বসিল আমার জ্ঞানের পরিধে,
মোহ কূপে দিল ডারিয়া॥
মনের সনে সন্ধি করিনু ভয়ে
প্রকাশিনু গূঢ় বারতা।
সন্ধির ভানে সে সকল হরয়ে,
সাজিয়ে বিষম হন্তা॥
মনের প্রধান সেনানী যেজন,
অহঙ্কার নামে খেয়াতি।
বাড়িয়া আমায় করাল যেজন,
মনের ধরমে পিরীতি॥
এহেন দুর্দ্দিনে শুভদিন মানি,
কৈতব আঁধারে ভ্রমিতে।
অদোষ-দরশি-মহাজন-বাণী,
পশিল বধির কাণেতে॥
"তাঁর সে মোহন বাণীর ঘোষণ,
শোন শোন ঐ বাজিছে।
তিলক-মালায় শোভিত বুটন,
'হরে রাম' নাম জপিছে!!
ভকতি-প্রদীপ লইয়ে ওপারে,
সম্বিৎ-আলো করি' দান।
কৃষ্ণ-সলিল ঐ বিপুল লহরে,
গাহিছে গউরের গান॥
নগরাদি গ্রামে বালবৃদ্ধ কত,
ভকতি-হৃদয়ে লহিছে।
ঐ হের গোরার সে-বাণী-খচিত,
বিজয়-পতাকা উড়িছে॥"
উদপানে যত প্রয়োজন রয়,
সর্ব্বত্র প্লাবিত হ'লে।
ততোধিক হেয় এবে মনে হয়,
ভোগের গোষ্পদ-জলে॥
বিমলবাণীর অমল ধারায়,
নহে যেই আদৌ সিক্ত।
কোটী কল্পতরে বঞ্চিত সে হায়,
উলূক অন্তাগার মত॥
[illegible]তো!
ভোগানল হ'তে দিয়েছ বিশ্রাম,
অহৈতুকী কৃপা করিয়া।
সবোন্মুখে যেন গাই তব নাম,
অনন্ত জীবন ধরিয়া॥

—শ্রীরামকৃষ্ণ দাস

জীবে দয়া

(শ্রীযুক্ত রাধাচরণ গোস্বামী, ভক্তিরত্ন)

স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র শ্রীবৃন্দাবন-ধামে যে অপ্রাকৃত মধুরলীলা প্রকট করিয়াছিলেন তাহা শ্রীব্যাসদেব পুরাণ মুকুট শ্রীমদ্ভাগবতে বিশেষতঃ দশমস্কন্ধে বিশেষ করিয়া কীর্ত্তন করায়, অপ্রাকৃত-রসলুব্ধ ভক্তজনের শ্রবণ-কীর্ত্তনদ্বারে পরমানন্দ-রসে নিমগ্ন থাকিবার উপায় আবিষ্কার করিয়াছেন। নতুবা সাধক ভক্তগণ কৃষ্ণলীলারস-পানের এত সহজ ও সুগম ব্যবস্থা প্রাপ্ত হইতে পারিতেন বলিয়া কোন উপায় দেখা যায় না।

———

যে লীলা অজ-ভবাদিরও দুরধিগম্য তাহা আপামরকে বিতরণ করিবার জন্য ও স্বীয় লীলারস-মাধুর্য্য আস্বাদনের জন্য, দ্বাপরের শেষ কলির প্রথম সন্ধ্যায় স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ স্বীয় ধাম ও স্বপার্ষদগণ-সহ শ্রীধাম-মায়াপুরে শ্রীশচী-জগন্নাথ-গৃহে জন্মলীলা আবিষ্কার করিয়া শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-মহাপ্রভু নামে প্রকটিত আছেন।

———

ঔদার্য্যবিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব অবতীর্ণ না হইলে ব্রজের নিগূঢ় তত্ত্ব ও লীলায় প্রবেশাধিকার কাহারও ছিল না। যে-লীলায় কৃষ্ণ ও তদীয় মধুর-রসাশ্রিত গোপী-গণের এত গূঢ় আকর্ষণ সেই গূঢ় রসাস্বাদন চৈতন্যাবতারের মুখ্য কারণ বটে, কিন্তু স্বনাম-প্রেম-প্রদানরূপ জীবোদ্ধার-লীলা তাঁহার পক্ষে গৌণ কারণ হইলেও জীবের উহাই একমাত্র পরম-ধন-লাভের সৌভাগ্যোদয় জানিতে হইবে। এইটী জীবে দয়ার চরম, যে দয়া-লাভে কলিযুগে কলির জীবগণ ধন্য।

———

শ্রীচৈতন্যতত্ত্ব, ভক্ততত্ত্ব ও নাম, গুণ, লীলা এবং পরিকর-বৈশিষ্ট্য-কীর্ত্তনকারী ব্যাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবন ও শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী প্রভু। এই পৃথিবীর অনন্তকোটী বার ধ্বংস প্রাপ্ত হইবার অবস্থা উপস্থিত হইলেও তাঁহাদের মহিমার অণু-মাত্রও বিলুপ্ত হইবার সম্ভাবনা নাই। তত্ত্বের হিসাবে তাঁহারা উভয়ে অভিন্ন। জীবে দয়া উভয়েরই তুল্য। ঠাকুর বৃন্দাবন শ্রীচৈতন্যলীলা-চিত্রটী শ্রীচৈতন্য-ভাগবতে (শ্রীচৈতন্যমঙ্গলে) ভাষার তুলিকার সাহায্যে এমন সহজ ও প্রাঞ্জল-সুবোধগম্য করিয়া অঙ্কিত করিয়াছেন, যাহাতে আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা পণ্ডিত-মূর্খ সকলেই ঔদার্য্যবিগ্রহের লীলা-মহিমা উপলব্ধি করিতে পারেন। আবার রসিকভক্ত-চূড়ামণি শ্রীল কৃষ্ণ-দাস কবিরাজ গোস্বামীপ্রভু বিপ্রলম্ভ-বিগ্রহ শ্রীগৌরসুন্দরের মহাভাবস্বরূপা শ্রীরাধার ভাবকান্তি-বিলাসের, স্বকীয়-রস কৃষ্ণরসের তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়া, মূঢ়গণের দুর্ব্বোধ্য রাখিয়া, রসিকভক্তগণের বোধগম্য করিয়া শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-দানে জীবের অময়ত্ব-লাভের পন্থা সুগম করিয়াছেন। ইহাপেক্ষা জীবে দয়া আর কি হইতে পারে।

———

কৃষ্ণাবতারে বেদব্যাস কৃষ্ণদ্বৈপায়ন আম্নায়পারম্পর্য্যে শ্রৌতসিদ্ধান্তসার শ্রীমদ্ভাগবত কীর্ত্তন করিয়াছেন। গৌরাবতারে সেই বেদব্যাস ঠাকুর বৃন্দাবন ও কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী শ্রীচৈতন্য-ভাগবত ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থরাজ প্রকট করিয়া জীবের সেই শ্রীমদ্ভাগবতের গূঢ় সিদ্ধান্ত বুঝিবার সুগম পন্থা আবিষ্কার করিয়াছেন। ইহাই পরম দয়া।

———

ভগবান্ পূর্ণ, অংশ, গুণ, শক্ত্যাবেশ, ভক্ত প্রভৃতি নানাবিধ অবতার-লীলা প্রকট করিলেও তৎসঙ্গে সঙ্গে শক্ত্যাবেশ-অবতার শ্রীব্যাসদেব ও তদনুগগণ উহা শ্রৌতধারায় জগতে প্রকাশ না করিলে কে জানিত? সুতরাং ব্যাসদেবের জীবে-দয়া অতুলনীয়া।

———

শ্রৌতসিদ্ধান্তবাণী বা ভক্তিসিদ্ধান্ত-বাণী অথবা ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভু অভিন্ন-ব্যাসবিগ্রহ। যাঁহার কৃপায় ভগবদ্ভক্তির অঙ্গ—শ্রবণ-কীর্ত্তনাদির সুযোগ উপস্থিত হয় (যে শ্রবণ-কীর্ত্তন-প্রভাবে স্বয়ং ভগবান্ বশীভূত হন) তিনি বিশ্ববরেণ্য বেদ-প্রকাশক ব্যাস। আমি নিত্যকাল তাঁহার দাসানুদাসের কৈঙ্কর্য্যে নিযুক্ত হওয়ার যোগ্যতা অভিলাষ করি।

শ্রীধর মহারাজের বক্তৃতা

(২)

যে-পরিমাণে আমাদের বৃত্তি ভগবৎ-সেবোন্মুখী হইবে, সেই পরিমাণেই আমরা আনন্দলাভের অধিকারী হইব। ভগবদিতর বিষয়ে মনোনিবেশই জীবের বন্ধনের কারণ। "যজ্ঞার্থাৎ কর্ম্মণোঽন্যত্র লোকেঽয়ং কর্ম্মবন্ধনঃ" (গীতা) ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম দুঃখ-যোনি-স্বরূপ। পুণ্যাত্মারা স্বর্গলাভ হইতে পারে কিন্তু ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্ত্যলোকং বিশন্তি। ত্রিবর্গকামী ব্যক্তিগণ স্থূলভাবে নিজ নিজ ইন্দ্রিয়তর্পণের জন্য অতি-মাত্রায় ব্যস্ত কিন্তু মুক্তিকামী ব্যক্তি আর একটু সুচতুর, ত্রিবর্গের নশ্বর ফল দর্শন করিয়া তিনি স্থায়ী ভোগের ব্যবস্থার জন্য বিশেষ চেষ্টিত। ভগবদ্ভক্তগণ আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতিবাঞ্ছা সম্পূর্ণরূপে গর্হণ করেন এমন কি, মনোহারিণী মুক্তি অযাচিতভাবে অর্পিত হইলেও মুনিগণ তাহা উপেক্ষা করেন। তাঁহারা সত বস্তু ব্যতীত অন্য কোন প্রকার বস্তু-লাভে সন্তুষ্ট হন না। জীবমাত্রেরই সত্যবস্তুর অনুসন্ধান করা একমাত্র কর্ত্তব্য। নির্ব্বেদ-ব্রহ্মানুসন্ধান-কারী জ্ঞানিগণের এবং পরমাত্মা-উপাসক যোগিগণের ভগবত্তার উপলব্ধি আংশিক মাত্র; কারণ ব্রহ্ম এবং পরমাত্মা ভগবানের আংশিক প্রকাশ। শ্রীকৃষ্ণেই ভগবত্তার পূর্ণ অভিব্যক্তি। দর্শনকারীর অধিকার এবং যোগ্যতা-অনুযায়ী ভগবদ্-বস্তু বিভিন্ন প্রকারে প্রতিভাত হন। মুক্তিলাভের পরই সুষ্ঠুভাবে ভগবদ্ভক্তি আরম্ভ হয়।

ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।
সমঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পরাম্॥

———

মুক্ত হওয়ার পরই বাস্তব জীবন আরম্ভ হয়। বাস্তব-জীবনে ভক্তগণ শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর এই পঞ্চবিধ রসে শ্রীভগবানের সেবা করিয়া থাকেন। এই জড় জগতেও ঐ পাঁচ প্রকার রসের বিকৃত প্রতিফলন দৃষ্ট হয় কিন্তু বৈকুণ্ঠ-জগতের রসে কোন প্রকার হেয়তা, অনরতা অথবা অনুপাদেয়তা নাই, তাহা পূর্ণানন্দময়। শ্রীনারায়ণের উপাসনায় কেবলমাত্র আড়াই প্রকার রসের অবস্থিতি দৃষ্ট হয়—তাহা শান্ত, দাস্য এবং গৌরব-সখ্য। শ্রীকৃষ্ণে উক্ত পঞ্চবিধ রসই পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান কিন্তু উহাদের মধ্যে মাধুর্য্যের তারতম্য আছে। মধুর রসে ভজনই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এবং উহা দুই প্রকার—কামরূপা এবং সম্বন্ধ-রূপা। দ্বারকার মহিষীদিগের মধুর-রসের সেবাই সম্বন্ধ-রূপা এবং ব্রজগোপীদিগের সেবা কামরূপা। কামরূপা সেবাতেই মাধুর্য্যের সর্ব্বোত্তমতা বর্ত্তমান। ব্রজগোপীর আনুগত্যে ব্রজরাজ শ্রীকৃষ্ণের ভজনই জীবের একমাত্র আকাঙ্ক্ষণীয় হওয়া উচিত।

জীবের ধর্ম্মই হচ্ছে সেবা করা তাই চেতন জীব সেবা না করিয়া থাকিতে পারে না। যখন সে ভগবানের সেবা বিস্মৃত হয় তখন পিতা, পুত্র, স্ত্রী, দেবতা, পশু, পক্ষী ও মনুষ্যগণ তাহাকে সেবক বলিয়া দাবী করে এবং সেও অনেকের মন যোগাইতে গিয়া অবশেষে ভীষণ বিপদে পতিত হয়। সেই জন্যই সকলেরই একমাত্র সেব্য কৃষ্ণের ভজনার্থই শাস্ত্রের উপদেশ।

শুদ্ধভক্তি গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। ভাষ্যসহ বিরাট্ শ্রীচৈতন্য ভাগবত ৫০৲
২। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্যন্ত ২৮৲
একাদশ স্কন্ধ হইতে প্রতিখণ্ড ।৵০
৩। ভাষ্যদ্বয়সহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (৪র্থ সংস্করণ) ৯৲
৪। ভক্তিবিবেককুসুমাঞ্জলি (বাঁধা) ১৲
৫। গৌড়ীয়-গৌরব ।৵০
৬। গৌড়ীয়-সাহিত্য ।৵০
৭। ভজনরহস্য ॥০
শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৮০
৯। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ)
ঐ (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
১০। গীতা (শ্রীচক্রবর্তি টীকাসহ)
ঐ (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
১১। গীতার কেবল মাধ্ব-ভাষ্য ॥০
১২। যুক্তিমল্লিকা গুণসৌরভঃ সানুবাদ (মাধ্ব) ২৲
১৩। বেদান্ততত্ত্বসার সানুবাদ (রামানুজীয়) ॥০
১৪। জৈবধর্ম্ম ২৲
১৫। শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৬। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১৭। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ॥৵০
ঐ (বাঁধা) ৸০
১৮। দ্বীপ-দিগ্দর্শন ৵০
১৯। সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ) ।৵০
২০। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ॥০
ঐ (আবাঁধা) ।৵০
২১। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
২২। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৵০
২৩। গীতমালা ১০
২৪। নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য ৵০
২৫। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৵০
২৬। নবদ্বীপ পঞ্জিকা (৪৪৭ গৌরাব্দ) ৵০
২৭। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
২৮। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা-দর্পণ ।০
২৯। শরণাগতি /০
৩০। গীতাবলী /০
৩১। চিত্রে নবদ্বীপ ১॥০
৩২। সাধনকণা /০
৩৩। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা /০
৩৪। নবদ্বীপশতক /০
৩৫। অর্থপঞ্চক /০
৩৬। সদাচারস্মৃতিঃ /০
৩৭। কল্যাণকল্পতরু (৫ম সংস্করণ) /১০
৩৮। অর্চ্চনকণ ১০
৩৯। সাধককণ্ঠমালা (বাঁধা) ৷০
ঐ (আবাঁধা) ৷৵০
৪০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (প্রথম চারিখণ্ড) ৩৲
৪১। ব্রহ্মসংহিতা ।০
৪২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৪৩। মণিমঞ্জরী সানুবাদ ।০
৪৪। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৪৫। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ।০
৪৬। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৪৭। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
৪৮। গৌড়ীয়মঠ কি করেন? /০
৪৯। ঈশোপনিষৎ (বলদেব ও মাধ্ব-ভাষ্য এবং বিবৃতি ও অনুবাদসহ) ।০
৫০। শ্রীভুবনেশ্বর ৵০
৫১। সিদ্ধান্তদর্পণ ৵০
৫২। সাংখ্যবাণী /০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৫৩। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী-দিগ্বিজয়ঃ ॥০
৫৪। সটীক-শিক্ষাদশমূলম্ ।০
৫৫। তত্ত্ব-সূত্রম্ ।০
৫৬। সানুবাদ-শিক্ষাষ্টকম্ ৵০
৫৭। গৌড়ীয়মঠস্য পরিচয়ঃ /০
৫৮। সারাংশবর্ণনম্ ৵০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৫৯। রায় রামানন্দ ॥০
৬০। নামভজন ।০
৬১। রিলেটীভ্ ওয়ার্ল্ডস্ ।৵০
৬২। লাইফ্ য্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব্ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।০
৬৩। বৈষ্ণবীজম্ ।০
৬৪। হোয়াট্ গৌড়ীয়মঠ ইজ্ ডুইং /০
৬৫। দি ভাগবত ।০
৬৬। ইরোটিক্ প্রিন্সিপ্ল্ য্যাণ্ড আনেলয়েড্ ডিভোশন ।০
৬৭। ব্রহ্ম-সংহিতা ৪॥০
৬৮। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (প্রথম ভাগ) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৬৯। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ॥০
৭০। সাধন পথ ।০
৭১। কল্যাণ-কল্পতরু /১০
৭২। গীতাবলী /০
৭৩। শরণাগতি /০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৭৪। শরণাগতি

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

নদীয়া-প্রকাশপ্রাপ্তির স্থান

১। শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম-মায়াপুর, নদীয়া
২। শ্রীযোগপীঠ ঐ
৩। শ্রীবাস অঙ্গন ঐ
৪। অদ্বৈত-ভবন ঐ
৫। কাজীর সমাধি পাট ঐ
৬। স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ, নদীয়া।
৭। শ্রীভাগবত আসন কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
৮। শ্রীএকায়ন মঠ গোবিন্দপুর, হাঁসখালী।
৯। দ্বাদশগোপাল পাট—পোঃ চাকদহ,
১০। শ্রীগৌর গদাধরমঠ—চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড়, বর্দ্ধমান
১১। শ্রীমোদদ্রুমছত্র মাউগাছি, বর্দ্ধমান
১২। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম, আমলাযোড়া, পোঃ রাজবাধ বর্দ্ধমান
১৩। শ্রীগৌড়ীয়মঠ বাগবাজার, কলিকাতা
১৪। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাজু, হাওড়া,
১৫। শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয়মঠ, ৯০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা
১৬। শ্রীগোপালজী মঠ কমলাপুর, ঢাকা।
১৭। শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ পোঃ বালিয়াটী,
১৮। শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয়মঠ ময়মনসিংহ।
১৯। শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ চিরুলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর
২০। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম গোয়ালপাড়া, আসাম।
২১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ রায়পেট্টা, মাদ্রাজ।
২২। শ্রীরামানন্দগৌড়ীয় মঠ কভূর, জিঃ পশ্চিম গোদাবরী
২৩। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ উড়িয়াবাজার, পোঃ বক্সীবাজার, কটক।
২৪। শ্রীত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয় মঠ ভুবনেশ্বর।
২৫। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ স্বর্গদ্বার, পুরী।
২৬। শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ আলালনাথ পোঃ ব্রহ্মগিরি, পুরী।
২৭। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ ভুবুক্কুণ্ডা, পোঃ চিরকুণ্ডা, মানভূম।
২৮। শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ—কাশী।
২৯। শ্রীরূপগৌড়ীয় মঠ—এলাহাবাদ।
৩০। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ পুরাণবাজার, সরকার ঠাকুরের কুঞ্জ, বৃন্দাবন
৩১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, নিউদিল্লী।
৩২। শ্রীপরমহংসমঠ—নৈমিষারণ্য,
৩৩। শ্রীসারস্বত গৌড়ীয় মঠ—হরিদ্বার।
৩৪। শ্রীব্যাসগৌড়ীয়মঠ—কুরুক্ষেত্র, পঞ্জাব
৩৫। শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাবুলনাথ রোড, পোঃ গ্র্যাণ্ট রোড, বোম্বে।
৩৬। লণ্ডন গৌড়ীয়মঠ, ৩৯নং গ্লেডন্ গার্ডেন্স, কেনসিংটন্ লণ্ডন, (এস্, ডব্লিউ—১০)।
৩৭। অমর্ষি গৌড়ীয়মঠ—মেদিনীপুর
৩৮। সরভোগ গৌড়ীয় মঠ—সরভোগ, কামরূপ, আসাম,

শুদ্ধভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীলভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী মাসিক। শ্রীধাম-মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১॥০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দি ভাষায় একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ-সম্পাদিত ও নৈমিষারণ্য শ্রীপরমহংস মঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ১॥০ দেড় টাকা মাত্র।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥০ দেড় টাকা মাত্র।

৫। কীর্ত্তন—মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ চিদানন্দ সেবাতীর্থ বি-এজি, বি-টি, সম্পাদিত। আসাম গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম হইতে প্রকাশিত আসামী ভাষায় মাসিক। ভিক্ষা সডাক ১॥০ দেড় টাকা মাত্র

শ্রীচৈতন্যভাগবত

আদিকবি শ্রীল বৃন্দাবন দাস প্রণীত সমগ্র গ্রন্থ

গ্রন্থের মূল বোল্ড অক্ষরে এবং জগদ্বিশ্ববিশ্রুত গৌড়ীয়মঠের প্রতিষ্ঠাতা ও আচার্য্য ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের রচিত বিস্তৃত ভাষ্য উত্তম কাগজে সৌষ্ঠবের সহিত মুদ্রিত হইয়াছেন। ডবল ক্রাউন আটপেজি আকারে ১০৯৬ পৃষ্ঠায় কেবল মূল ও ভাষ্য সম্পূর্ণ হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত শ্লোকসূচী, পদ্যসূচী, স্থানসূচী, পাত্রসূচী, বিষয়সূচী, শব্দসূচী প্রভৃতি বিস্তৃত সূচীপত্রেও একটী গ্রন্থ হইবে। সভাষ্য শ্রীচৈতন্যভাগবতের এরূপ উৎকৃষ্ট ও অমূল্য বিরাট্ সংস্করণ জগতের কোথায়ও আজ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই, ইহা নিরপেক্ষ পাঠকমাত্রকেই একবাক্যে স্বীকার করিতে হইবে। শ্রীগৌড়ীয়মঠের উৎসব-কালে গ্রন্থের ভিক্ষা ১২৲ বারটাকা স্থলে—৫৲ পাঁচটাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—

পোঃ [illegible] নদীয়া

কলিকাতা বাজার দর

লৌহ হার্ডওয়ার

১০ই নবেম্বর ১৯৩৩

টাটার তৈয়ারী— প্রতি হন্দর।

লোহার কড়ি (জয়েষ্ট বা বীম)

মার্কা ৫।✓০—৫।।৶০

ঐ বে-মার্কা হাল্‌কা ওজন ৪।৵০—৪।।✓০

বরগা (টী-আয়রণ) ৬৶০—৬।০

এঙ্গেল আয়রণ (কোনা) ৫৸৶০—৬।৵০

গ্যালভ্যানাইজড করগেট টীন—

২২ গেজ, ৬ হইতে ১০ ফুট	১১।৵০
২৪ গেজ „ „	১০৸৶০
২৬ গেজ „ „	১২
২৪ গেজ আর, পি, ডি, মার্কা	১২৸✓০
২৪ গেজ গাঃ প্লেন সীট—	১১।৵০
২৬ গেজ „ „	১২।০
২৮ গেজ ও ৩০ গেজ ঐ—	১৩৲—১৬৲

বাগান ঘেরা কাঁটাতার ১০০

পাউণ্ড বাঃ	৮৸০
চাল পাটী	৬৲৵—৬।০
„ বোলটু (গোল)	৬৲৵—৬।০
„ পবাদে (চৌকা)	৬৶০—৬৲।০
„ গোল রড ✓০—।✓০ সূতা	৫৵০—৫।।০
„ টানা রড-	
চৌকা ✓০—।৵০ ঐ	৫৵০—৫।।০
„ বাণ্ডিল তার	৭৲—৭৸০
„ প্লেট—তিন সূতা মোটা	
পর্য্যন্ত	৭।০—৭।০
„ চাদর ৩-১৬ খানা বাণ্ডিল	৯।।৵—১০৲
স্প্রীং ষ্টীল	৮।০—৯৲
হাফ রাউণ্ড	৫৸৶—৭৲৵০
তারের পেরেক ১—৬ ইঞ্চি	৯—৯৸০
প্যাটেণ্ট পেরেক ২—৮ ইঞ্চি	১২।০—১৫।।০

ঢালাই কড়া ১ হইতে ১০ নং ২।।০ সাট

কোদাল ৪, ৫, ৬, ৭৸৶০ ৮৸৶০ ৯৸৶০ ডঃ

ঐ হিম পাউণ্ড ৬৲ পেঃ বিঃ ৬।৵০ „

গ্যাঃ প্লেন বালতি ৭—১২ ইঞ্চি ২।৴০ ৬।।৴০

ঐ রিভিট „ ৭—১২ ইঞ্চি ২৲—৭৲ „

লোহার চেয়ার কড়ের গোল ও

চৌকা ৮।।০— „

ঐ তালের লোহার সিট ১৫৲ „

ঐ ভেনেস্তা (কাঠের সিট) ১৮৲ „

লোহার স্ক্রুপ ।।—৩ ইঞ্চি ৴১০—।।✓০ গ্রোস

ঐ কজা: ৭৩ নং

১।।—৪ ইঞ্চি ।১০—৸৵১০ পেঃ ডজন

গ্যাঃ তার ১৬—২২ নং

(গেজ) ১২৲—১৩৲ হন্দর

গ্যাঃ রিভিং (মটকা)

১২ ইঞ্চি ।৵৫—।।✓০ পীস

গ্যাঃ ফাটাসিং বা জোড়া

৬ ইঞ্চি ।০—৸✓০ „

গ্যাঃ স্ক্রুপ ১।।০—২।।০ ইঞ্চি ২৩৲—২৯৲ হন্দর

গ্যাঃ ওয়াসার চাকি ১১।।০—১৬৲ „

গ্যাঃ বোল্ট-নাট ৸—৩ ইঞ্চি

।।৵১০—১৵০ গ্রোস

ঢালাই রেলিং ৩।।০—৪।।০ হন্দর

ঐ রেন ওয়াটার পাইপ

৩ ইঞ্চি ৵১০ ও ৪ ইঞ্চি ।১০ ফুট

টিউব ওয়েলের জন্য গ্যাঃ

পাইপ ১।। ইঞ্চি ।৵৫ ফুট

পাম্প ৪ নং ১২।।০ ৫ নং ১৪৲ ৬ নং ১৬৲

৬০—৮০ বাটখারা ৵১৫ সাট ২।০-২।।০ মণ

সন্তোষকুমার মল্লিক এণ্ড সন্স লিঃ

লৌহ ও হার্ডওয়ার বিক্রেতা।

মীরবহর ঘাট লোহাপটী, বড়বাজার,

টেলি—"লোহার মালিক" কলিকাতা

কেরোসিন

স্নোফ্লেক প্রত্যেক বাক্স (২ টিন)		৯৲৬
সূর্য্য মার্কা	„	৬।।০
ভিক্টোরিয়া	„	৬৲

সোণার দর

পাকা সোণা	৩০৸✓
গড়াণ	৩০৸
চনা পাত	৩২।০

রূপার দর

রূপা প্রতি ১০০ ভরি	৫৫৵০
ঐ খুচরা	৫৵০

কোম্পানীর কাগজ

৩।।০ সুদের কাগজ	৮১✓
৩।।০ নূতন ঋণ (১৯৪৭-৫০)	৯১।০
৪৲ „ ঋণ (১৯৬০-৭০)	৯৭৲
৫৲ „ বণ্ড (১৯৩৫	১০৪।।✓০

ডিবেঞ্চার

৫৲ সুদের (১৯৫৬-৮৬) কলিকাতা পোর্ট-

ট্রাষ্ট ডিবে:— ১০২।।৵০

ব্যাঙ্ক

ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক (কনটি)		২৯৪।।০
সেণ্ট্রাল	ঐ	২২৲

কাপড় ও সূতার কল

এলগিন মিল	৪৫৲

পাট কল

হাওড়া	৫০৲
অকল্যাণ্ড	১৯৫৲
বালী	১৬২৲
বরানগর	১৫০৲
কেলভিন	৩৭০৲
ডণ্ডি	২৪৩৲
ক্লাইভ	২৮।০
ডালহাউসী	৪০৮।।০
ফোর্ট	৪০৫৲

কৃষ্ণনগর নবদ্বীপঘাট রেলওয়ে সময়

কৃষ্ণনগর হইতে নবদ্বীপঘাট

কৃষ্ণনগর সিটি—	৬-৪৫	১০-৪৪	১৩-২২	১৭-৩৮	২০-১৬
কৃষ্ণনগর রোড—	৬-৫৮	১০-৫৫	১৩-৩৩	১৭-৪৭	২০-২৫
আমঘাটা—	৭-১৫	১১-১৩	১৩-৫১	১৮-৩	২০-[illegible]১
মহেশগঞ্জ—	৭-১৪	১১-২১	১৪-০	১৮-৯	২০-৪৭
নবদ্বীপঘাট—	৭-৩৩	১১-৩০	১৪-৯	১৮-১৬	২০-৫৫

বিশেষ দ্রষ্টব্য—নবদ্বীপঘাট ষ্টেশন অপেক্ষা মহেশগঞ্জ ষ্টেশন হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরের দূরত্ব অনেক কম। শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে যাঁহাদিগকে রাণাঘাটে ট্রেণ বদল করিতে হয়, তাঁহারা রাণাঘাটে প্রাতঃ ৫-৫০, ৮-১৪, ১১-৪৬, ১৬-৪৮, ১৮-৩৯ এবং ০-৩২ মিনিটের সময় গাড়ী পাইবেন।

শান্তিপুর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে শান্তিপুর ষ্টেশনে ৫-৪০, ৯-২৯, ১২-২৫, ১৬-৪ এবং ১৮-৪১ মিনিটের সময় ট্রেণ পাওয়া যায়।

নবদ্বীপঘাট হইতে কৃষ্ণনগর

নবদ্বীপ ঘাট—	৫-৩৫	৯-২৫	১২-১০	১৫-৩৪	১৮-৪৫
মহেশগঞ্জ—	৫-৪৩	৯-৩০	১২-১৯	১৫-৪২	১৮-৫৬
আমঘাটা—	৫-৪৯	৯-৩৯	১২-২৬	১৫-৪৮	১৯-৫
কৃষ্ণনগর রোড—	৬-৫	৯-৫৫	১২-৪৩	১৬-৪	১৯-২৪
কৃষ্ণনগর সিটি—	৬-১৭	১০-৩	১২-৫১	১৬-১২	১৯-৩৫

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে—ডাঃ কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম ভক্তিশাস্ত্রী এল, এম, এফ, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

চট্টগ্রামে ভীষণ ডাকাতি

গত ১৩ই নবেম্বর সীতাকুণ্ড থানার অন্তঃপাতী মহদিভা নিবাসী মৃত কৈলাস চন্দ্র মহাজনের পুত্র রমণীরমণ শীলের বাড়ীতে এক অদ্ভুত রকমের ডাকাতি হইয়া গিয়াছে। ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, ঐদিন রাত্রি ১২টার পর রমণীর মাতা বাহিরে কে জিজ্ঞাসা করায় অস্পুটস্বরে "হরিপদ" বলিয়া পরিচয় দিতে থাকে, পরে তাহারা দরজা ভাঙ্গিয়া ঘরে প্রবেশ করে। তখন বৃদ্ধা স্ত্রীলোকটি রমণীকে ডাকাত পড়িয়াছে বলিয়া ডাকিতে থাকে অতঃপর রমণী তাহার সঙ্গে একটা লোহার বল্টু লইয়া বাহিরে আসিলে উভয়পক্ষে ভয়ানক মারামারি আরম্ভ হয়। প্রথমে রমণী ডাকাতগণকে ঘর হইতে বাহির করিয়া দিতে সক্ষম হয়, কিন্তু পরে ডাকাতগণ একযোগে আক্রমণ করে এবং রমণীকে একখানি খাটের উপর ফেলিয়া দিয়া কেহ কেহ তাহার গলা টিপিয়া ধরে এবং অন্যেরা লাঠি ইত্যাদি দ্বারা তাহাকে ভীষণ ভাবে প্রহার করিতে থাকে এই সময় রমণীর বৃদ্ধা মাতা ছেলের এইরূপ অবস্থা দেখিয়া এবং ছেলেকে মারিয়া ফেলিবে মনে করিয়া বিশেষতঃ কোন উপায়ন্তর না দেখিয়া ছেলে ও ডাকাতগণের মধ্যে ঝাপাইয়া পড়ে। ইহাতে সেও নিষ্ঠুরভাবে প্রহৃত হইয়া মুর্চ্ছা প্রাপ্ত হয়। ইত্যবসরে রমণী কোন রকমে ছুটিয়া বাহিরে চলিয়া যাইতে সক্ষম হয় এবং তাহার পশ্চিমদিকে পাড়ার লোকজনকে ডাকিতে থাকে। ডাকাতগণ অগত্যা ফিরিয়া যাইতে বাধ্য হয়। যাইবার সময় দোতালার সিঁড়ির নিকট রমণীর ছোট ভগ্নী কমলার সাক্ষাৎ পায় এবং তাহাকে নিষ্ঠুরভাবে প্রহার করে, ফলে সেও আহত হয়। বাড়ী হইতে চলিয়া যাইবার সময় ডাকাতগণ রমণীর ছোটভাই অশ্বিনীকে আক্রমণ করে, এবং তাহার হস্তস্থিত লাঠিটী ছিনাইয়া লইয়া তাহাকে বিষম প্রহার করতঃ চলিয়া যায়। ডাকাতেরা সংখ্যায় অনুন ১৭।১৮ জন ছিল। তাহারা যাইবার সময় একটি টর্চ্চলাইটের আয়না ও একখানি বেত ফেলিয়া যায়। বর্ত্তমানে পুলিশের জোর তদন্ত চলিতেছে।

বালুরঘাটে ডাকাতির চেষ্টা

গভীর রাত্রে বালুরঘাট হইতে ৫ মাইল পশ্চিমে শ্রীযুক্ত পিয়ারীমোহন শীলের গৃহে অনুমান ৭।৮ জন লোক ডাকাতি করিবার চেষ্টা করিয়াছিল বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে।

প্রকাশ যে, ডাকাতেরা পিয়ারী বাবুর গৃহে প্রবেশ করিয়া তাঁহার নিকট হইতে টাকার জন্য পীড়াপীড়ি করিতে থাকে ঐ সময় গৃহের অন্যান্য লোকজন চীৎকার করিয়া উঠে। গোলমাল শুনিয়া জনকয়েক প্রতিবেশী বাড়ী ঘেরাও করার চেষ্টা করে। ইত্যবসরে ডাকাতেরা কয়েকটী গুলী ছুড়িয়া পলায়ন করে।

পরদিন স্থানীয় থানায় এজাহার দাখিল করা হয়। সংবাদ পাইয়া বুধবার রাত্রি প্রায় ১২টার সময় সদর হইতে পুলিশের ডেপুটী সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট আই বি ইন্‌স্পেক্টার সমভিব্যবহারে এখানে আসেন এবং স্থানীয় কর্ম্মচারীদের সহিত মোটর যোগে তৎক্ষণাৎ ঘটনাস্থলে উপস্থিত হন। এতৎসম্পর্কে এপর্য্যন্ত কাহাকেও গ্রেপ্তার করা হয় নাই। পুলিশের জোর তদন্ত চলিতেছে।

কাশীতে ফেরারী বিপ্লবী গ্রেপ্তার

২৩শে নবেম্বর রাত্রি দ্বিপ্রহরের কিছু পূর্ব্বে দুর্গাকুণ্ডস্থিত একটী বাড়ীতে হানা দেয় এবং অনেক বাঙ্গালী যুবককে গ্রেপ্তার করে এরূপ প্রকাশ, আন্তপ্রাদেশিক ষড়যন্ত্র মামলা সম্পর্কে পুলিশ উক্ত যুবকের সন্ধান করিতেছিল এবং বাঙ্গালা সরকার উক্ত যুবকের গ্রেপ্তারের জন্য দুই হাজার টাকার একটী পুরস্কার ঘোষণা করিয়াছিলেন।

আরও প্রকাশ যে, ফেরারী সন্দেহে ধৃত যুবকের সহিত উক্ত বাড়ী হইতে আরও ৪ জন লোককে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। তন্মধ্যে একজন বিহারী, একজন বাঙ্গালী একজন কাশীপ্রবাসী বাঙ্গালী এবং অপর একজন অমৃতসরের অধিবাসী ম্যাজিষ্ট্রেট কুনওয়ার রণবীর সিং, সহকারী পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মিঃ পারেখ ডেপুটী পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মিঃ ষ্ট্রেগ, সহর কোতোয়াল খানবাহাদুর মহম্মদ জাফর এবং দশাশ্বমেধ থানার রাণা মরনাম সিংয়ের পরিচালনাধীনে পুলিশ উক্ত বাড়ীতে হানা দিয়াছিল।

সীতানাথ ওরফে "ব্রহ্মচারী" ধৃত

সীতানাথ ওরফে "ব্রহ্মচারী ফেরার ছিল এবং আন্তপ্রাদেশিক ষড়যন্ত্র মামলা সম্পর্কে পুলিশ তাহার সন্ধান করিতেছিল। আলীপুরস্থিত স্পেশাল ট্রাইবিউন্যালে উক্ত মামলার শুনানী চলিতেছে প্রকাশ, উক্ত সীতানাথ ওরফে "ব্রহ্মচারী"কে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। এবং তাহাকে কড়া পুলিশ পাহারায় কলিকাতায় স্থানান্তরিত করা হইয়াছে।

এরূপ প্রকাশ যে, পাঞ্জাবে বৈপ্লবিক প্রতিষ্ঠান গঠন সম্পর্কে সীতানাথ "ব্রহ্মচারী"র ছদ্মবেশে তথায় যায়। এবং ফরিয়াদী পক্ষ হইতে উক্ত মামলা সম্পর্কে পাথিমধ্যে যে সব সাক্ষী, সাক্ষ্য গৃহীত হইয়াছে, তন্মধ্যে পাঞ্জাবের কয়েকজন সাক্ষী উক্ত লোকটির নাম উল্লেখ করিয়াছিল।

দায়রা জজ ও জুরীর মতভেদ

দণ্ডবিধির ৩০২, ৩০২।১০৯, ৩০৯ ১৪৯, ১৪৭ ও ১৪৮ ধারা অনুসারে যে মামলাটী চলিতেছিল, উক্ত মামলার বিচারে ত্রিপুরার দায়রা জজ স্পেশ্যাল জুরীর সহিত একমত হইতে না পারিয়া মামলাটি হাইকোর্টে রেফার করিয়াছেন।

প্রকাশ ত্রিপুরার দাউদকান্দী থানার অন্তর্গত আড়ালিয়াবাজারে কালীর পঙ্কু সরকার (মৃত) ঢাকার বাবু আনন্দমোহন পোদ্দারের (এম, এল, সি) তহশীলদার ছিল। আনন্দমোহন পোদ্দারের প্রজা ও খাতকদিগের বিরুদ্ধে কতকগুলি মামলা রুজু করা হইয়াছিল। কারণ তাঁহারা কয়েকজন প্রজা ট্যাক্স ও পাওনা টাকা না দেওয়ায় বাধ্য হইয়া তাহাদের নামে মামলা রুজু করিতে বাধ্য হন। ফলে ঐসকল প্রজা পক্ষের মধ্যে ২৯জনের বিরুদ্ধে নালিশ করা হয় এবং গত ফেব্রুয়ারী মাসে ঐমামলা মিটমাট হইয়া যায়।

গত জ্যৈষ্ঠ মাসে একদা প্রাতে পঙ্কু সরকার তাহার বাড়ীর নিকট হইতে প্রায় দেড় মাইল দূরে এক জঙ্গলে শীকার করিতে যায়। ঐ স্থানে তাহাকে হত্যা করা হয়। দশজন লোক ঐ হত্যাকাণ্ডে লিপ্ত বলিয়া সন্দেহ করা হয়, তন্মধ্যে নাকি পঙ্কু সরকারের ভ্রাতুষ্পুত্র এবং জ্ঞাতি ভ্রাতারাও ছিল। এই ঘটনায় পঙ্কু সরকারের শবদেহ বাহিত করা হয়। ৮জনকে গ্রেপ্তার করা হয় এবং তাহাদের বিচার হইতেছে। আরও দুইজন আসামী নাকি পলাতক আছে।

তহবিল তছরূপের মামলা

পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে ময়মনসিংহ ইষ্ট বেঙ্গল কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক লিমিটেড স্থানীয় মহকুমা হাকিমের নিকট উক্ত ব্যাঙ্কের কর্ম্মচারী শ্রীসুবোধচন্দ্র রায়ের বিরুদ্ধে তহবিল তছরূপের মামলা আনয়ন করেন। প্রকাশ যে, উভয় দলের মধ্যে ঐ ব্যাপারে একটা আপোষ নিষ্পত্তি করা স্থির হয়। কিন্তু আসামীর বিরুদ্ধে আনীত মামলা প্রত্যাহার না করায় আসামী ফেরার হয়। গত বার্ষিক রেকর্ড পরীক্ষার সময় স্থগিত মামলাটি মহকুমা হাকিমের দৃষ্টিতে পড়ে। তিনি আসামীর বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা জারি করেন এবং বিচারার্থ আদালতে উপস্থিত করান। অভিযোগকারী মামলাটী উঠাইয়া দিবার জন্য আবেদন করেন, কিন্তু মহকুমা হাকিম তাহা অগ্রাহ্য করেন এবং ভারতীয় দণ্ডবিধির ৪০৮ ধারা অনুসারে অভিযোগ আনয়ন করেন। সাক্ষ্য গ্রহণের পর ম্যাজিষ্ট্রেট আসামীকে নির্দ্দোষ সাব্যস্ত করিয়া মুক্তি প্রদান করিয়াছেন।

টাকার লোভে অগ্নিপ্রদান

বোম্বাইয়ের ব্যবসায়ী ... কোটওয়ালা একটি গৃহ ২৫০০৲ টাকায় ইনসিওর করিবার পর তাঁহাকে অগ্নিপ্রদান করাতে তাহার বিরুদ্ধে ফৌজদারী মামলা আনয়ন করা হইয়াছিল। বিচারপতি মিঃ কানিয়া আসামীর প্রতি ১৮ মাস সশ্রম কারাদণ্ড এবং ৫০০৲ টাকা অর্থদণ্ডের আদেশ দিয়াছেন।

জেলারের বিপদ

গত মঙ্গলবার সন্ধ্যাকালে ... সাব-জেলে একটী কৌতুকজনক ঘটনা ঘটিয়াছে। উক্ত সাব জেলে পুলিশ পাহারায় ৪ জন আসামীকে আনা হইলে জেলার মিঃ হাচিন্স অন্যান্য দিনের মত আসামীদিগকে পরীক্ষা করে। মঙ্গল রায়না নামক একজন আসামীর গাল ফুলিয়া আছে দেখা গেলে জেলার তাহাকে থুথু ফেলিতে বলে। থুথু ফেলিবার সময় একখানা ক্ষুর আসী ঐ আসামীর মুখ হইতে বাহির হয়। আরও কিছু আছে কিনা পরীক্ষা করিবার জন্য জেলার ঐ আসামীর মুখে তাহার আঙ্গুল ঢুকাইয়া দিলে আসামী জেলারের একটী আঙ্গুল কামড়াইয়া ধরে। অন্যান্য লোক আসিয়া আসামীকে তাহার এই কার্য্যের জন্য প্রহার করে। কিন্তু গোলমালে কোঠারি নামক একজন অন্য আসামী পলায়ন করে। তাহাকে তৎক্ষণাৎ মুন্সেফ কোর্ট প্রাঙ্গণে গ্রেপ্তার করা হয়।

বরিশালে ব্যাপক খানাতল্লাসী

প্রকাশ, কয়েকজন ফেরারী এই সহরে আত্মগোপন করিয়া রহিয়াছে—এই মর্ম্মে সংবাদ পাওয়ায় সেদিন প্রত্যূষে পুলিশের বিরাট আয়োজন উদ্যোগ লক্ষিত হয়। সহরের প্রায় সমস্ত পুলিশসহ সদর রোড হইতে নিউমার্কেট ও দক্ষিণে হাঁসপাতাল পর্য্যন্ত সমগ্র অঞ্চলে হানা দেন। অনুমান দুইশত বাড়ীতে পুলিশ খানাতল্লাসী করে এবং প্রত্যেক বাড়ীতেই কোন নূতন লোক আসিয়াছে কিনা কিম্বা কোথাও কোন অপরিচিত লোক আছে না সন্ধান হয়।

আরো প্রকাশ যে কয়েকটী ছেলে উক্ত অঞ্চলের একখণ্ড জমিতে প্রাতঃকালে ঘুড়ি ... করিতেছিল। তন্মধ্যে দেবভূষণ সেনগুপ্ত, সুধীররঞ্জন দাশগুপ্ত ও নরেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত (সকলেই ছাত্র) নামক তিনজন ছেলেকে থানায় লইয়া যাওয়া হয় এবং পরে তাহাদের জবানবন্দী গ্রহণ করিয়া তাহাদিগকে ছাড়িয়া দেওয়া হয়।

স্বগৃহে অন্তরীণ

আমেরিকায় নির্বাসিত শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রনাথ ঘোষের ভ্রাতা রাজবন্দী শচীন্দ্র ... দেবকে হিজলী বন্দীনিবাস হইতে আনিয়া এখানে তাহার স্বগৃহে অন্তরীণ রাখা হইয়াছে।

স্মরণ থাকিতে পারে যে, ... হিজলী বন্দী-নিবাসে ... বাবু ও আহত হইয়াছিলেন।

অফিসের ঠিকানা— 'শ্রীধাম' নবদ্বীপ

ডাকের ঠিকানা—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

দৈ নি ক

REG. C1544

নদীয়া প্রকাশ

THE NADIA-PRAKASH

সাহায্যের হার

অগ্রিম দেয়

বার্ষিক ৯৲

ষাণ্মাসিক ৫৲

ত্রৈমাসিক ২৷৹

মাসিক ১৲

নগদ বর্ত্তমান সংখ্যা ৫

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৮ম খণ্ড সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বেদান্তবাচস্পতি [২২৮শ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর— ১৫ই অগ্রহায়ণ শুক্রবার ১৩৪০, ১লা ডিসেম্বর ১৯৩৩

ট্রেণ ধ্বংসের চেষ্টা

পাটনা জংশন হইতে দশ মাইল দূরবর্ত্তী পাটনা সিটি ও বকথাট ষ্টেশনের মধ্যবর্ত্তী স্থানে গত শুক্রবার ট্রেণ ধ্বংসের চেষ্টা হইয়াছিল। প্রকাশ, লাইনের মধ্য হইতে কয়েকখানি কাঠ সরাইয়া রাখা হইয়াছিল, ফলে পাঞ্জাব-কলিকাতা মেলের সামান্য ক্ষতি হইয়াছিল, এই সম্বন্ধে তদন্ত চলিতেছে।

ঘটনার বিবরণ এই যে, মেল গাড়ী পাটনা হইতে ৫৮ মাইল দূরবর্ত্তী পরের ষ্টেশনের দিকে ছাড়িলে বকথাট ষ্টেশনের নিকট ড্রাইভার লাইনের উপর কিছু একটা পড়িয়া থাকিতে দেখিতে পায়। ড্রাইভার উহা দেখিতে পাইয়াই গাড়ী থামাইয়া ফেলে, অতঃপর ড্রাইভার ও গার্ড সেখানে গিয়া লাইনের উপর কয়েকখানি লাইনের কাট দেখিতে পায় এবং ঐ গুলিকে লাইনের ভিতরে ঢুকাইয়া গাড়ী চালাইয়া নিয়া ফতোয়া নামক ষ্টেশনে পৌঁছে। তৎপর তাহারা ষ্টেশন মাষ্টারকে এই খবর প্রদান করিলে তিনি পাটনা জংশনের রেলওয়ে পুলিশকে খবর দেন। এই সম্পর্কে জোর তদন্ত চলিতেছে।

অন্তরীণের কারাদণ্ড

অর্দ্ধেন্দু শেখর চক্রবর্ত্তী গত ২ বৎসর অন্তরীণ অবস্থায় ঢাকদহে অবস্থানকালীন 'স্ত্রী পেযে' কোন পত্র লিখিয়াছেন এই অভিযোগে বঙ্গীয় সং ফৌঃ আইনের ৩১ ধারায় অভিযুক্ত হন। রাণাঘাটের এস, ডি, ও র নিকট তাহার বিচার হয়। ভোলানাথ চট্টোপাধ্যায় উকিল তাহার সমর্থন করেন, বিচারে উহার ৬ মাস কারাদণ্ড হইয়াছে।

সত্যানন্দের ফাঁসী

দায়রা জজ সত্যানন্দকে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩০২ ধারা অনুযায়ী হাইকোর্টের অনুমোদন সাপেক্ষে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন এবং পুরুষোত্তমকে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৪ ধারার সাহিত পঠিত ৩০২ ধারানুযায়ী যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডে দণ্ডিত করেন। তদুপরি সত্যানন্দ ভারতীয় দণ্ড বিধির ৩০৭ ধারা অনুযায়ী দশবৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছে। সত্যানন্দকে এক সপ্তাহ কালের মধ্যে আপিল করিতে হইবে বলিয়া জানান হইয়াছে।

মামলার বিবরণে প্রকাশ যে, গত ফেব্রুয়ারী মাসে হরপ্রসাদ নামক জনৈক লোক কয়েকখণ্ড রৌপ্য ও কিছু টাকাকড়ি লইয়া বাড়ী যাইতেছিল এবং বাড়ীর নিকট আসিলে সত্যানন্দ ফাঁকা আওয়াজ করিয়া হরপ্রসাদের মালপত্র ছিনাইয়া লইতে চেষ্টা করে। পরে আসামীগণ হরপ্রসাদকে গুলী করিয়া আহত করে। পরদিন হরপ্রসাদ মারা যায়। অভিযোগের বিবরণে আরও প্রকাশ যে, পুরুষোত্তমকে রক্ষা করিবার জন্য সত্যানন্দ দুইবার গুলী চালায় ফলে তাহাদের পশ্চাদ্ধাবনকারী ৩ জন লোক আহত হয়। এই মামলা সম্পর্কে ফরিয়াদী পক্ষ হইতে ৫২ জন সাক্ষীর সাক্ষ্য গ্রহণ করা হয়।

বহরমপুরে হত্যাকাণ্ড

ভরতপুর থানার গোপগ্রাম নিবাসী সুরেন ঘোষের পুত্র শ্রীমান্ হরেকৃষ্ণ ঘোষ ওরফে বাদলকে কে বা কাহারা হত্যা করিয়া হাতের কনুই ও পায়ের হাটু পর্য্যন্ত কাটিয়া ফেলিয়া একটা মাঠের কোণে রাখিয়া গিয়াছে বলিয়া প্রকাশ। পুলিশ তদন্ত করিতেছে।

জাল গোয়েন্দার কঠোর কারাদণ্ড

রাজপুতানার চীফ মেডিকেল অফিসার ও আজমীঢ়ের সিভিল সার্জ্জন কর্ণেল এইচ. ইচ. থরবার্ণের আগমনে জগন্নাথ সিং নামক এক ব্যক্তি জাল পুলিশ অফিসাররূপে হাজির হয়। তাহাকে তৎক্ষণাৎ গ্রেপ্তার করা হইয়াছিল। উহার নিকট হইতে একখানি বড় ধরণের ছোরাও পাওয়া গিয়াছিল। সিটি ম্যাজিষ্ট্রেট রায় বাহাদুর পণ্ডিত ত্রিলোকীনাথ শর্ম্মা আসামীর প্রতি তিন বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ দিয়াছেন।

প্রকাশ আসামী নিজেকে একজন সি. আই ডি, অফিসারের পরিচয়ে কর্ণেল থরবার্ণের বাংলায় আসিয়া হাজির হয় এবং বলে যে, কিশোরগঞ্জ থানার প্রধান পুলিশ কর্ম্মচারী তাহাকে পাঠাইয়াছে। জগন্নাথ সিং কর্ণেলের সহিত কথাবার্ত্তা বলিবার সময় হঠাৎ আসামীর জামার ভিতর হইতে একখানা ছোরা পড়িয়া যায়। আসামীকে তৎক্ষণাৎ গ্রেপ্তার করা হয়।

বিলাত হইতে ভারতবর্ষে সোণা রপ্তানী

ইংলণ্ড স্বর্ণমান পরিত্যাগ করিবার পর এই প্রথম একজন ভারতীয় বণিক ভারতবর্ষে রপ্তানী করিবার উদ্দেশ্যে ইংলণ্ডে ১০০০০ পাউণ্ডের (প্রায় ১ লক্ষ ৩৩ হাজার টাকার) সোণা কিনিয়াছেন। ২৪শে নবেম্বর তারিখে ঐ সোণা বিলাত হইতে রপ্তানী হইয়াছে এবং উহা আগামী সপ্তাহে এখানে আসিয়া পৌঁছিবে।

স্যার ম্যালকম হেলীর প্রত্যাবর্ত্তন

যুক্তপ্রদেশের সরকারী গেজেটের এক অতিরিক্ত সংখ্যায় প্রকাশ যে, ২৭শে নবেম্বর হইতে যুক্ত প্রদেশের অস্থায়ী গবর্ণর ক্যাপ্টেন নবাব স্যার মহম্মদ আমেদ সৈয়দখান, কে সি, এস, আই, কে. সি আই, ই, এম বি ই'র নিকট হইতে স্যার উইলিয়ম ম্যালকম হেলী কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াছেন।

ট্রেণে সুটকেসের মধ্যে শিশুর মৃতদেহ

কয়েকদিন হইল, ই, বি, আর আপ, এন, বি, এক্সপ্রেস ট্রেণের এক কম্পার্টমেণ্টের পাইখানার মধ্যে একটি সুটকেস পড়িয়া থাকিতে দেখা যায় এবং উহার অভ্যন্তরে নাকি একটী নবজাত শিশুর মৃতদেহ আবিষ্কার হয়। রেলওয়ে পুলিশ এ বিষয় তদন্ত করিতেছে। এখনও কোন সন্ধান পাওয়া যায় নাই।

অমৃতসরে বোমা ও কার্ত্তুজ প্রাপ্তি

গত ২৬শে নবেম্বর স্থানীয় গোয়েন্দা পুলিশ অমৃতসরের সহরতলীতে এক বাড়ীতে হানা দিয়া দুইটা তাজা বোমা ও পাঁচটা কার্ত্তুজ হস্তগত করে। যে কোটাতে ঐগুলি পাওয়া গিয়াছিল, সে কোটাতে শিয়ারপুরের গিরধারী লাল নামক একজন ব্রাহ্মণ যুবক ছিল, তাহাকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে; এই সম্পর্কে সহরে বহু বাড়ীতে তল্লাসী করা হইয়াছে।

ছাত্র গ্রেপ্তার

চট্টগ্রামের অধিবাসী শ্রীযুত ননীগোপাল সেনগুপ্ত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পোষ্ট গ্রাজুয়েট ছাত্র। তাঁহাকে গ্রেপ্তার করিয়া সংশোধিত ফৌজদারী আইনে আবদ্ধ করা হইয়াছে।

ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

১৫ই অগ্রহায়ণ শুক্রবার, ১৩৪০

ভারত ও ল্যাঙ্কাশায়ারের মধ্যে ভারতের কাপড়ের বাজারের বাটোয়ারা নামা পাকাপাকি হইয়া গিয়াছে বলিয়া যাঁহারা সিমলাতে আনন্দের তুফান তুলিতেছেন, তাঁহারা শুনিয়া দুঃখিত হইবেন, শ্রীযুত মোদী ও স্যার মানমোহনকে বোম্বাইএর ভারতীয় বণিক্ সমিতির সদস্য ও সভাপতির পদ ত্যাগ করিতে হইয়াছে। মোদী ক্লেয়ার চুক্তি সম্বন্ধ ভারতীয় স্বার্থের বিরোধী। বর্ত্তমান অবস্থায় সাম্রাজ্য-বাণিজ্যের খাতিরে অর্থাৎ ম্যাঞ্চেষ্টারী দ্রব্য ভারতের বাজারে বিক্রয়ের অনুকূল অবস্থা সৃষ্টির জন্য যদি কোন তরফ হইতে "মৃদু চাপ" দেওয়া হয় এবং ভারতীয় বণিকগণ কোন চুক্তি করিতে বাধ্য হয় তাহা হইলে সে আলোচনা প্রতিনিধিমূলক এবং প্রকাশ্য হওয়াই কর্ত্তব্য মিঃ মোদী সমস্ত ভারতের মিলওয়ালাদের সনন্দপ্রাপ্ত প্রতিনিধি নহেন।

বিশ্ববিদ্যালয় ও সরকারী শিক্ষাবিভাগের মধ্যে অধিকতর সহযোগিতার আবশ্যক হইয়াছে,—এই বিষয় লইয়া যখন লাট-প্রাসাদের শিক্ষা-সম্মেলনে আলোচনা চলিতেছিল, ঠিক সেই সময়েই দিনাজপুর হইতে একটা দৃষ্টান্ত আসিয়াছে। উক্ত জেলার উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকগণকে, বিশ্ববিদ্যালয় প্রথম শ্রেণীর শতকরা ৮০ জন ছাত্রকে ম্যাট্রিক পরীক্ষার জন্য মনোনীত করা যাইতে পারে বলিয়া উপদেশ দিয়াছেন। পক্ষান্তরে রাজসাহী বিভাগের স্কুলসমূহের ইনস্পেক্টার হেড মাষ্টার মহাশয়দের হুকুম দিয়াছেন, যত ছাত্র পরীক্ষায় পাঠান হইবে, তাহাদের মধ্যে শতকরা ২০ জনের অধিক ছাত্র ফেল করিলে, সরকারী সাহায্য বন্ধ করিয়া দেওয়া হইবে। এখন হেডমাষ্টার মহাশয়গণ, এই দুই আদেশের কোন্‌টিকে মান্য করিবেন? বলা বাহুল্য প্রত্যক্ষ দেবতা-'বড়াগীর ইন্‌স্পেক্টারের হুকুমের জোরই অধিক শোনা গেল। সুতরাং হেডমাষ্টারগণ নাকি নিরুপায় হইয়া অভিভাবকদের ছেলে স্কুল হইতে সরাইয়া লইবার পরামর্শ দিতেছেন।

ব্যবস্থা পরিষদের অনৈক বিখ্যাত সদস্য, নাকি লণ্ডন হইতে সদ্য ফিরিয়া বলিয়াছেন, (১) ১৯৩৭এর প্রথমেই ভারতে যুক্তরাষ্ট্র ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হইবে (২) ১৯৩৪এর সেপ্টেম্বরে প্রাদেশিক কাউন্সিলের নির্ব্বাচন হইবে এবং ১৯৩৫এর প্রথমেই নূতন কাউন্সিল দেখা দিবে। এই সংবাদের মধ্যেই বলা হইয়াছে, ১৯৩৪এর শেষ ভাগে পার্লামেণ্টে শাসনতন্ত্র পাশ হইবে। শাসনতন্ত্র পাশ হইবার পূর্ব্বেই ইলেক্‌শন শেষ হইবে কিরূপে? হয়তো ছাপার ভুল হইয়াছে। ১৯৩৪এর স্থলে ৩৫ এবং ৩৫এর স্থলে ৩৬ হইবে। যাহাই হউক তবু একজন ব্যক্তি একটা সাল তারিখের নির্দ্দেশ করিলেন। এখন বোধ হয় নির্ব্বাচন-সংগ্রাম আরম্ভ হইবে।

— —

"ডেইলী হেরল্ড" সংবাদ দিতেছেন, লাহোরে একটি লোকের ভুলক্রমে ফাঁসি হইয়া গিয়াছে। প্রিভি-কাউন্সিলে ঐ হতভাগ্যের আপীল গ্রাহ্য হইয়াছিল এবং মামলার মীমাংসা না হওয়া পর্য্যন্ত প্রাণদণ্ড স্থগিতের আদেশ ও যথারীতি জেল আফিসে আসিয়াছিল। কিন্তু ঐ পত্র জেল-সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট ২৪ ঘণ্টার মধ্যে দেখিবার অবসর পান নাই। এ কর্ত্তব্য অবহেলিত হইলেও ফাঁসি দিবার কর্ত্তব্যটি অক্ষরে অক্ষরে পালন করিয়াছেন। জেল সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের ভুলে এক হতভাগ্যকে অকালে প্রাণ দিতে হইল।

আনন্দ-বাজারের বাণিজ্য-সম্পাদক 'আর্থিক প্রসঙ্গে' নিম্নলিখিত মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন।

টাকার মূল্য হ্রাসের আন্দোলনের বিপক্ষে বাঙ্গলা দেশে যে প্রবল জনমত সৃষ্টি হইয়াছে, তাহা এখন আর কেহ অস্বীকার করিতে পারিতেছেন না। আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র ভাগ্যকুলের কৃতী ব্যবসায়ী এবং কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক তদন্ত কমিটীর সদস্য শ্রীযুত যদুনাথ রায়, অধ্যাপক বিনয়কুমার সরকার, ডাঃ এম রায় প্রভৃতি সকলেই একবাক্যে টাকার মূল্য হ্রাসের ফলে যে দেশের বিশেষ অনিষ্ট হইবে তাহা ব্যক্ত করিয়াছেন। কিন্তু উহা সত্ত্বেও স্বার্থসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণ লোকের মনে বিরুদ্ধ ধারণা সৃষ্টি করিতে চেষ্টা পাইতেছেন। কেহ বলিতেছেন আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র একজন রাসায়নিক এবং অধ্যাপক বিনয় সরকার একজন সমাজতত্ত্ববিদ; কাজেই বাট্টার হার সম্বন্ধে তাঁহারা মত প্রকাশে অধিকারী নহেন। যাঁহারা বলিতে চান যে বাট্টার হার সম্বন্ধে মত প্রকাশের পক্ষে আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র বা অধ্যাপক বিনয় সরকারের কোন বিদ্যাবুদ্ধি নাই, তাহাদিগকে মাত্র এই কথা জিজ্ঞাসা করি যে বাঙ্গলা দেশে অর্থনৈতিক ব্যাপারে মত প্রকাশের যোগ্যতা কোন কোন ব্যক্তির আছে এবং তাঁহাদের মধ্যে কে কে টাকার মূল্য হ্রাসের প্রস্তাব সমর্থন করিয়াছেন?

এই সম্পর্কে বিরুদ্ধ পক্ষ আর একটী অপকৌশল অবলম্বন করিয়াছেন। আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র সংবাদপত্রে যে বিবৃতি দিয়াছেন তাহার অকাট্য যুক্তি খণ্ডন করিতে অসমর্থ হইয়া তাহারা জনসমাজে প্রচার করিয়া বেড়াইতেছেন যে, আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র ঐ বিবৃতি প্রকাশ করিয়া বর্ত্তমানে বড়ই অনুতপ্ত হইয়াছেন এবং এমন কি, পুনরায় একটী বিবৃতি দিয়া পূর্ব্বমত প্রত্যাহার করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন। এই গুজবে কেহ আস্থা স্থাপন করে নাই। বর্ত্তমানে আর্থিক ব্যাপার সম্পর্কিত একখানা ইংরাজী সংবাদপত্র প্রচার করিয়াছেন যে, অনারেবল মিঃ বি, কে বসু জয়েণ্ট সিলেক্ট কমিটিতে টাকার মূল্য হ্রাসের প্রস্তাবের বিরুদ্ধে ভোট দিয়া কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াই একজন মত অনুতপ্ত হইয়াছেন। আমরা এই বিষয়ে অনুসন্ধান করিয়া জানিলাম যে, মিঃ বসু তাঁহার কার্য্যের জন্য বিন্দুমাত্রও অনুতপ্ত হন নাই। বর্ত্তমানে টাকার মূল্য হ্রাস করিলে বাঙ্গলা দেশের বিশেষ অনিষ্ট হইবে দেখিয়া তিনি বুঝিয়া শুনিয়াই টাকার মূল্য হ্রাসের বিপক্ষে ভোট দিয়াছেন এবং এখনও তিনি এই মতে দৃঢ় আছেন যুক্তিতর্ক ছাড়িয়া দিয়া যাহারা এই ধরণের মিথ্যা প্রচারের দ্বারা লোকের মনে ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি করিতে চাহে, তাহাদের সম্বন্ধে কিছু না বলাই ভাল। ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদে ৩।৪ দিনের মধ্যেই রিজার্ভ ব্যাঙ্ক বিলের আলোচনা প্রসঙ্গে পুনরায় এই বাট্টার হারের বিতর্ক উপস্থিত হইবে। আমরা আশা করি এই সব প্রচার কার্য্যে আস্থা স্থাপন না করিয়া এবং জনসাধারণের মুখ চাহিয়া ব্যবস্থা পরিষদের বাঙ্গালী সদস্যগণ টাকার মূল্য হ্রাসের বিপক্ষেই ভোট দিবেন।

টাকার মূল্য হ্রাসের আন্দোলনের প্রতিবাদ করিয়া ইণ্ডিয়ান মাইনিং ফেডারেশনের ভূতপূর্ব্ব সভাপতি এবং বেঙ্গল ন্যাশনাল চেম্বার অব কমার্সের ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক শ্রীযুক্ত সুশীলচন্দ্র ঘোষ আমাদের নিকট একটি সুদীর্ঘ প্রবন্ধ প্রেরণ করিয়াছেন। শ্রীযুত ঘোষের প্রথম প্রবন্ধ আমরা পূর্ব্বেই প্রকাশ করিয়াছি। বর্ত্তমান প্রবন্ধে শ্রীযুক্ত ঘোষ যে সমস্ত অকাট্য যুক্তিতর্ক দিয়াছেন তাহার অধিকাংশ পূর্ব্বে নানা ভাবে সাধারণের সমক্ষে উপস্থিত হইয়াছে বলিয়া আমরা শ্রীযুক্ত ঘোষের এই প্রবন্ধটী প্রকাশ করা আবশ্যক বোধ করিলাম না। কিন্তু শ্রীযুক্ত ঘোষের এক উক্তি বিশেষ ভাবে প্রণিধানযোগ্য বলিয়া আমরা তাহা প্রকাশ করিতেছি। যাঁহারা টাকার মূল্য হ্রাসের বিপক্ষাচরণ করিতেছেন, তাহাদিগকে 'জাতীয়তা বিরোধী' দলের বলিয়া অভিহিত করা হইতেছে। শ্রীযুক্ত ঘোষ বলেন যে, এই আখ্যা ঠিক নহে। উহাদিগকে "ক্যাপিট্যালিষ্টবিরোধী" এই আখ্যায় অভিহিত করা উচিত বাস্তবিক পক্ষে টাকার মূল্য হ্রাসের ব্যাপারে ধনীদের স্বার্থ দরিদ্রকে শোষণের চেষ্টাই আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। উহা প্রাদেশিক সমস্যা নহে—সর্ব্বভারতীয় সমস্যা হইতে পারে যে, এই ব্যাপারে অন্যান্য প্রদেশের কৃষক ও শ্রমিকগণের মনোভাব ব্যক্ত হইবার কোন সুবিধা পায় নাই, কিন্তু তাহা বলিয়া বাঙ্গলা দেশে কেহ, সমগ্র ভারতের জনসাধারণের মুখ চাহিয়া কথা বলিবে না—ইহা হইতে পারে না। আমরা দেশ বা বিদেশী কোন ধনী ব্যক্তি দ্বারাই দেশের জনসাধারণকে শোষণের চেষ্টা সমর্থন করি না।

গত সপ্তাহে ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক বিলের সিলেক্ট কমিটির রিপোর্ট পেশ হইয়াছে। এই সপ্তাহে সাধারণভাবে আলোচনার পর বিলটির প্রত্যেক ধারা লইয়া আলোচনা হইবে। কিন্তু আলোচনার ফলে বিলটির একটুও রদবদল হইবে একটি ধারা সম্পর্কেও গবর্ণমেণ্ট দেশের জনমত গ্রাহ্য করিতে রাজী হইবেন—এরূপ আশা নাই। ভারতের আর্থিক ব্যাপারে ভারতবাসীর এতদিন পর্য্যন্ত সঙ্কীর্ণ ক্ষেত্রের মধ্যে যে সামান্য একটু স্বাধীনতা ছিল--এই বিল পাশ হইলে তাহাও লুপ্ত হইবে। ভারতবর্ষে যে ধরণের রিজার্ভ ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠিত হইতেছে তাহা অপেক্ষা কোন কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক না থাকাই শতগুণে ভাল। কিন্তু কে কাহার কথা শুনে? ব্যবস্থা পরিষদে বর্ত্তমানে যে শ্রেণীর বাঁধাধরা লোকের প্রাধান্য তাহাতে উহারা দেশের এই সর্ব্বনাশ মূলক প্রস্তাবে সায় দিবেই। ফল এই হইবে যে ভারতের আর্থিক ক্ষেত্রের নাড়ীনক্ষত্র লণ্ডনের ধনী সম্প্রদায়ের কবলে বাঁধা পড়িবে। উপায় কি?

উত্তর কলিকাতায় খানাতল্লাসী

গত সোমবার প্রত্যুষে গোয়েন্দা পুলিশ আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীটের এক বাড়ীতে ও আমহার্ষ্ট রোডের বাড়ীতে হানা দেয়। কার্ত্তিক চন্দ্র বিশ্বাস ও রামচন্দ্র দাস নামক দুইজন যুবককে পুলিশ ইলিসিয়াম রোডে গোয়েন্দা আফিসে লইয়া গিয়াছে।

প্রকাশ, বিপ্লববাদ সম্পর্কেই এই খানাতল্লাসী হইয়াছে।

ভারতের স্বর্ণ রপ্তানি

'ভাইসরয় অব ইণ্ডিয়া' জাহাজে ৪৯'৯১০১৲ টাকা মূল্যের স্বর্ণ বোম্বাই হইতে ইউরোপে রপ্তানি হইয়াছে।

ব্রিটিশ স্বর্ণমান ত্যাগ করার পর হইতে এই পর্য্যন্ত বোম্বাই হইতে ১৫০৩৩৮৮৩৩৲ টাকা মূল্যের স্বর্ণ রপ্তানি হইয়াছে।

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক
—পারমার্থিক পত্র—
শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশ
তনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনম্,
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং
প্রেমা পুমর্থো মহান্,
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং
তত্রাদরো নঃ পরঃ॥

৮ম বর্ষ } ২৯ কেশব গৌরাব্দ ৪৪৭, ১৫ই অগ্রহায়ণ বঙ্গাব্দ ১৩৪০, ১লা ডিসেম্বর ইং ১৯৩৩, শুক্রবার { ২২৮ তম সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

গত ২৮শে নবেম্বর শ্রীএকাদশী-তিথি-দিবস ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট বোর্ডিংএর সাপ্তাহিক অধিবেশনে শ্রীপাদ শুভবিলাস দাসাধিকারী ভক্তিশাস্ত্রীজী শিক্ষক ও ছাত্রবৃন্দ-সমীপে শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীযোগ-পীঠে 'শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাল্যলীলা' পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন।

পঠদ্দশায় শ্রীমন্মহাপ্রভু চাঞ্চল্য ও ক্রীড়াদি পরিত্যাগ পূর্ব্বক পাঠে মনোনিবেশ করিলে বালকের ধীশক্তি দেখিয়া সকলেই বিস্মিত হন এবং শ্রীশচী-জগন্নাথের নিকট তাঁহার ভূয়সী প্রশংসা করেন। বালকের এইরূপ প্রশংসা শুনিয়া শ্রীজগন্নাথ মিশ্র সুখী হইতে পারিলেন না। জ্যেষ্ঠপুত্র শ্রীবিশ্বরূপের ন্যায় পণ্ডিত হ'য়ে পাছে নিমাই সংসার ত্যাগ করে এই ভয়ে তিনি নিমাইএর পাঠ বন্ধ করিলেন। নিমাই পিত্রাজ্ঞা লঙ্ঘন করিলেন না বটে, কিন্তু মনে মনে অতিশয় দুঃখিত হইলেন। মূর্খ হইলে বালকের কি দুর্দ্দশা হয় তাহা প্রদর্শনার্থ ঔদ্ধত্যপ্রকাশ-মূলক শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাল্যচাপল্য-লীলা, বর্জ্জ্যহাণ্ডীর উপরে গিয়া আসনগ্রহণ, মাতাকে দত্তাত্রেয়-ভাবে শিক্ষা, 'কৃষ্ণই যে জগতের পালক ও রক্ষাকর্ত্তা' এবিষয়ে শ্রীশচী-দেবীকে শ্রীজগন্নাথের মিশ্রের উপদেশাদির বিষয় আলোচিত হইয়াছে।

পাঠের আদি ও অন্তে শিক্ষক ও ছাত্রবৃন্দ সুললিতকণ্ঠে মহাজনপদাবলী ও মহামন্ত্র উচ্চৈঃস্বরে কীর্ত্তন করেন।

বোম্বাই সহরে প্রচার

শ্রীচৈতন্যমঠের শাখা-মঠ শ্রীবোম্বে গৌড়ীয়মঠে গত ৭ই অগ্রহায়ণ বৃহস্পতিবার পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি-বিলাস গভস্তি নেমি মহারাজ বহু সজ্জন-মণ্ডলীর সমক্ষে প্রায় দুই ঘণ্টাকাল-ব্যাপী হিন্দিভাষায় শ্রীমদ্ ভাগবত ব্যাখ্যা করেন। স্বামীজী মহারাজ বলেন—

কর্ম্মদ্বারা কর্ম্মফলের হস্ত হইতে সম্পূর্ণ-রূপে নিষ্কৃতিলাভ হয় না। কর্ম্ম—পুণ্যজনক হউক অথবা পাপজনকই হউক, কেবলমাত্র বন্ধন আনয়ন করে। পুনঃ পুনঃ জন্মমরণ-মালায় গতাগতির মূলে তিনটি বস্তুর অস্তিত্ব দেখা যায়—পাপ, পাপবীজ এবং অবিদ্যা। অবিদ্যারূপ তমঃ যতদিন পর্য্যন্ত জীবের হৃদয়-গুহা হইতে সম্যগ্‌রূপে অপসারিত না হয় ততদিন অনাদি কর্ম্মের হস্ত হইতে উদ্ধার-লাভ করিবার গত্যন্তর নাই।

"কর্ম্মণা কর্ম্মনির্হারো নহ্যাত্যন্তিক ইষ্যতে।
অবিদ্বদধিকারিত্বাৎ প্রায়শ্চিত্তং বিমর্শনম্॥"

তপস্যা, ব্রহ্মচর্য্য, শম, দম, ত্যাগ, সত্য, শৌচ, যম, নিয়ম প্রভৃতি দ্বারা পাপের হস্ত হইতে নিষ্কৃতিলাভ করিতে পারা যায় কিন্তু ঐ ফল সাময়িক। যে-প্রকার বাঁশ গাছের নিম্নস্থ গুল্মলতাদি অগ্নিসংযোগদ্বারা বিনষ্ট হইয়া যায় কিন্তু মৃত্তিকাভ্যন্তরে মূলের অস্তিত্ব থাকা হেতু বর্ষার বারিপাতে পুনরায় উহা অঙ্কুরিত হয় তদ্রূপ তপস্যা, ব্রহ্ম-চর্য্যাদি দ্বারা পাপ সাময়িক ধ্বংসপ্রাপ্ত হইলেও অবিদ্যার বিদ্যমানতাহেতু পুনরায় পাপকার্য্যে প্রবৃত্তি জন্মে।

কেবলা ভক্তিদ্বারাই অবিদ্যা সম্যগ্‌রূপে বিনষ্ট হয়। ভগবান্ বাসুদেবে ভক্তি-পরায়ণ ব্যক্তিগণ অব্যভিচারিণী সেবাবৃত্তি-প্রভাবে অবিদ্যার হস্ত হইতে সম্পূর্ণরূপে নির্ম্মুক্ত হইয়া পরা শান্তি লাভ করেন। যে-প্রকার অরুণোদয়ে নীহাররাশি সম্যগ্‌রূপে বিলুপ্ত হয় তদ্রূপ অবিদ্যা নাশপ্রাপ্ত হওয়াতে বাসুদেব-পরায়ণ মহাত্মাদিগের হৃদয়ে পাপ-বীজের উদ্গম হইবার সম্ভাবনা কদাপিও থাকে না।

জন্মযোগী মুনিগণ-গুরু শ্রীশুকদেব গোস্বামী বলেন, প্রায়শ্চিত্ত-কর্ম্ম এবং যোগাদি-দ্বারা পাপ ক্ষয় হয়। যথা—'বেণুগুল্মমিবানলম্'। এই প্রকার উত্তর শ্রবণ করিয়া পরীক্ষিৎ মহারাজ প্রশ্ন করিলেন, পাপ হইতে সম্যগ্‌রূপে মুক্তি কিপ্রকারে পাওয়া যায় তাহা আমাকে কৃপা পূর্ব্বক বলুন।

তখন শ্রীশুকদেব গোস্বামী বলিলেন,—

কেচিৎ কেবলয়া ভক্ত্যা বাসুদেবপরায়ণাঃ।
অঘং ধুন্বন্তি কার্ৎস্ন্যেন নীহারমিব ভাস্করঃ॥
(ভাঃ ৬।১।১৫)

একমাত্র কেবলা ভক্তি দ্বারা পাপ নষ্ট হয়। ধুনাতি যে-প্রকার তুলা ধুনিয়া তার হেয় পদার্থসমূহ নষ্ট ক'রে দেয়, সূর্য্য উদিত হইবা-মাত্র যে প্রকার শিশির বিদূরিত হয় সেই প্রকার কেবলা ভক্তিদ্বারা পাপ, পাপবীজ সব সমূলে নষ্ট হইয়া যায়, এইটাই হচ্ছে চরম সিদ্ধান্ত।

কেবলা ভক্তির কথা কৃষ্ণ গীতাতে অর্জ্জুনকে উপদেশ করিয়াছেন। শ্রীভগবানের নিমিত্ত সর্ব্বকর্ম্ম করাই হচ্ছে কেবলা ভক্তি; কেবলা ভক্তিলাভের জন্য বিদ্যা, ধন, জ্ঞান, যোগ, কর্ম্ম কিছুই প্রয়োজন হয় না। সর্ব্ব-প্রথমে মনকে দমন করিয়া তবে ভগবান্‌কে লাভ করিবার জন্য যোগীদের যে চেষ্টা ইহা রাত্রিকালে লণ্ঠন দ্বারা সূর্য্য দেখিবার চেষ্টার ন্যায় নিরর্থক; ভগবদ্ভক্তের বিচার এপ্রকার নয়। শ্রীভগবান্ যখন কৃপা-পূর্ব্বক দেখা দিবেন তখন তাঁকে দেখা যাইবে নচেৎ নয়। এইজন্য সেবাই আমাদের একমাত্র প্রয়োজন। ভক্তির অপর নাম সেবা; তাঁহার সেবা লাভ করিতে হইলে সৎসঙ্গ আমাদের একমাত্র প্রয়োজন।

"ভক্তিস্তু ভগবদ্ভক্ত-সঙ্গেন পরিজায়তে"

ইহ জগতের স্ত্রী, পুত্র, বন্ধু ইত্যাদি বস্তুর প্রতি যতটা মনপ্রাণ অর্পণ করি সেই প্রকার যদি শ্রীভগবানকে আমরা মনপ্রাণ দিয়ে এক মুহূর্ত্তের জন্য ভালবাসতে শিখি তাহা হইলে পাপের মূল যে অবিদ্যা সেই অবিদ্যা আমাদিগকে গ্রাস করিতে পারে না এবং পাপপ্রবৃত্তি হইবার সম্ভাবনা থাকে না। কিন্তু কর্ম্মী, জ্ঞানী যোগী ইহাদের পতন অবশ্যম্ভাবী। কারণ তাদের পাপ নষ্ট হয় বটে কিন্তু পাপবীজ নষ্ট হয় না, তাই পুনরায় প্রকাশ পায়।

কিন্তু কেবলা ভক্তি-সাধনের দ্বারা যখন গোবিন্দের সাক্ষাৎকার হয় তখন মায়া তাহাকে গ্রাস করিতে পারে না, কেবলা ভক্তি-সাধনই হচ্ছে পরম-মঙ্গলদায়িনী; ইহাতে কোন ভয় নাই। অতএব আমাদের নিজ চেষ্টা পরিত্যাগ পূর্ব্বক শ্রীভগবানের সেবা করাই একমাত্র কর্ত্তব্য।

পাঠের আদি ও অন্তে শ্রীপাদ সত্য-বিগ্রহ ব্রহ্মচারী সুললিতকণ্ঠে মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তন করেন। এবং পাঠান্তে সমস্ত ভদ্রমহোদয়গণকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

চাকদহে শ্রীপাদ ভারতী মহারাজ

গত ২৪শে নভেম্বর শুক্রবার দিবস ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ কলিকাতা গৌড়ীয় মঠ হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিবার সময় পথিমধ্যে চাকদহে অবতরণ পূর্ব্বক 'মায়ার স্বরূপ ও মায়া-উত্তরণের উপায়' সম্বন্ধে ওজস্বিনী ভাষায় একটী চিত্তাকর্ষক বক্তৃতা প্রদান করেন। চাকদহ হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক এবং আরও অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তি সভায় উপস্থিত ছিলেন।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

২৯ কেশব নিধি গর্ভোদশায়ী

সৎসঙ্গের প্রভাব

ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষের অকিঞ্চিৎকরতা প্রদর্শন পূর্ব্বক শ্রীল নারদ গোস্বামী শ্রীবেদব্যাসকে শ্রীহরির নাম, রূপ, গুণ, পরিকরবৈশিষ্ট্য ও লীলাবর্ণনের নিমিত্ত যে আদেশ প্রদান করিয়াছেন, তাহা আমরা গতকল্য 'শ্রীনারদের উপদেশে' লক্ষ্য করিয়াছি। সৎসঙ্গ ব্যতীত শ্রীভগবানের নামরূপাদিতে শ্রদ্ধার উদয় হয় না। সাধুগণই একমাত্র অপ্রাকৃত নামের মাহাত্ম্য জানেন। মুক্ত মহাপুরুষগণের মুখেই অপ্রাকৃত শ্রীনাম উচ্চারিত হ'ন। তাই সাধুগণের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়া শ্রীভগবান্ বলিতেছেন,—

সতাং প্রসঙ্গান্মম বীর্য্যসংবিদো
ভবন্তি হৃৎকর্ণরসায়নাঃ কথাঃ।
তজ্জোষণাদাশ্বপবর্গবর্ত্মনি
শ্রদ্ধা-রতির্ভক্তিরনুক্রমিষ্যতি ॥

—সাধুদিগের প্রকৃষ্ট-সঙ্গ হইতে আমার (শ্রীভগবানের) মাহাত্ম্য-প্রকাশক ও শুদ্ধ-হৃদয় কর্ণের প্রীতি-উৎপাদক যে-সকল কথা আলোচিত হয়, তাহা প্রীতির সহিত সেবা করিতে করিতে শীঘ্রই অবিদ্যানিবৃত্তির বর্ত্ম-স্বরূপ আমাতে (শ্রীভগবানে) যথাক্রমে প্রথমে শ্রদ্ধা, পরে রতি ও অবশেষে প্রেম-ভক্তি উদিত হইবে।

বর্ত্তমানযুগে নাস্তিক্যবাদ ও সন্দেহবাদের তাণ্ডবনৃত্যে বিশ্ব প্রকম্পিত। যে-কোন কথাই বলা যা'ক্ না কেন, তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ অথবা প্রত্যক্ষ-প্রমাণ-রূপেই গ্রহণ করা যাইতে পারে এরূপ প্রকার কোনও উদাহরণ প্রদর্শন করিতে না পারিলে কোন কথা সাধারণতঃ কেহ বিশ্বাস করিতে চাহেন না। অবশ্য শুধু বর্ত্তমানযুগে নহে, সর্ব্বযুগে সর্ব্বকালেই বদ্ধজীবের হৃদয়ে সন্দেহের দোলনা সর্ব্বক্ষণই দোদুল্যমান। তাই এই শ্রেণীর লোকের উপকারার্থই শ্রীনারদ পূর্ব্ব-জন্মে সৎসঙ্গের যে প্রভাব লাভ করিয়া বদ্ধ-ভূমিকার শৃঙ্খল হইতে উন্মুক্ত হইয়াছেন এবং 'জাতিস্মর' বর লাভ করায় যাহা পরজন্মে মহাভাগবত-অবস্থায় নিরন্তর কৃষ্ণ কীর্ত্তন-সময়েও তাঁহার স্মরণ আছে, তিনি সেই ঘটনা শ্রীবেদব্যাসের নিকট কীর্ত্তন করিলেন। আমরা আজ তাহাই এস্থলে আলোচনা করিয়া সৎসঙ্গের মাহাত্ম্য প্রদর্শন করিব।

শ্রীনারদ পূর্ব্বকল্পে পূর্ব্বজন্মে বেদার্থবেত্তা ভক্তিযোগী মুনিগণের এক পরিচারিকার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। উক্ত ঋষিগণ চাতুর্ম্মাস্য-ব্রতোপলক্ষে বর্ষার মাসচতুষ্টয় কোথাও একত্র বাস করিতে ইচ্ছুক হইলে শ্রীনারদ বালক হইলেও বালক-সুলভ চাপল্য ও বাল্যক্রীড়া পরিত্যাগ পূর্ব্বক সংযতবাক্ ও আজ্ঞানুবর্ত্তী হইয়া অনুচররূপে কায়মনোবাক্যে তাঁহাদের সেবা-শুশ্রূষা করিতে থাকেন। তাঁহার প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবা-বৃত্তিতে সন্তুষ্ট হইয়া মুনিগণ স্বভাবতঃই তাঁহার প্রতি কৃপালু হইয়া তাঁহার (শ্রীনারদের) প্রার্থনামত তাঁহাকে (শ্রীনারদকে) তাঁহাদের উচ্ছিষ্ট প্রদান করিতেন।

আমরা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে দেখিতে পাইয়াছি,—

কৃষ্ণের উচ্ছিষ্ট হয় 'মহাপ্রসাদ' নাম।
ভক্তশেষ হইলে মহামহাপ্রসাদাখ্যান ॥
ভক্ত-পদ-ধূলি আর ভক্ত-পদ-জল।
ভক্ত ভুক্ত-শেষ এই তিন সাধনের বল ॥
এই তিন সেবা হইতে কৃষ্ণ প্রেমা হয়।
পুনঃ পুনঃ সর্ব্বশাস্ত্রে ফুকারিয়া কয় ॥

বৈষ্ণবের উচ্ছিষ্ট-ভোজনের ফল আমরা শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী প্রভুর জ্ঞাতি-খুড়া শ্রীল কালিদাসের চরিত্রে দেখিতে পাইয়াছি। তাঁহার বৈষ্ণবের উচ্ছিষ্ট-ভোজন-সম্বন্ধে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে দেখিতে পাই—

গৌড়দেশে হয় যত বৈষ্ণবের গণ।
সবার উচ্ছিষ্ট তিঁহ করিলা ভোজন ॥
উত্তম বস্তু ভেট লঞা তাঁ'র ঠাঞি যায় ॥
তাঁ'র ঠাঞি শেষ পাত্র লয়েন মাগিয়া।
এই মত তাঁ'র উচ্ছিষ্ট খায় লুকাইয়া ॥
এই মত যত বৈষ্ণব বৈসে গৌড়দেশে।
কালিদাস ঐছে সবার নিল অবশেষে ॥

কালিদাস বৈষ্ণবের মাহাত্ম্য জানিতেন, বৈষ্ণবের উচ্ছিষ্টের মাহাত্ম্য জানিতেন। তাঁহার বৈষ্ণবে কখনও 'জাতি-বুদ্ধি' ছিল না। বৈষ্ণব যে-কোন কুলেই জন্মগ্রহণ করুন না কেন, তিনি পতিতপাবন—ব্রাহ্মণগণেরও পূজার পাত্র, ইহা তাঁহার চিন্ময় দর্শনে সর্ব্বদাই লক্ষিত হইত। তাই ভুইমালী-কুলে আবির্ভূত 'ঝড়ুঠাকুরে'র উচ্ছিষ্টও তিনি 'আস্তাকুড়' হইতে উঠাইয়া পরমানন্দে সেবন করিয়াছেন। তিনি যখন পুরীতে গমন করেন, সেই সময় শুধু বৈষ্ণবোচ্ছিষ্ট-সম্মানের ফলেই তিনি মহাপ্রভুর মহা-কৃপার পাত্র হন।

সন্ন্যাসী শিরোমণি চৈতন্য ঈশ্বর
বৈষ্ণবে তাঁহার বিশ্বাস জানেন অন্তর ॥
সেই গুণ লঞা প্রভু তাঁ'রে তুষ্ট হইল।
অন্যের দুর্লভ প্রসাদ তাঁহারে করিল ॥
প্রভুর ইঙ্গিতে গোবিন্দ সব জানে।
কালিদাসেরে প্রভুর শেষ-পাত্র দানে।

কালিদাস মহাপ্রভুর অবশেষ পাইয়া প্রেমে আপ্লুত হইলেন। বৈষ্ণবের পদধূলি এবং পাদোদকও এই প্রকার কৃষ্ণপ্রেম-প্রদানে সমর্থ। তাই শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী আমাদিগকে আদেশ করিতেছেন,—

"তাতে বার বার বলি শুন ভক্তগণ।
বিশ্বাস করিয়া কর এ তিন সেবন ॥
এ তিন হইতে কৃষ্ণনাম-প্রেমের উল্লাস।"

এখন ভগবদ্ভক্ত মুনিগণের উচ্ছিষ্ট-ভোজনে শ্রীনারদের কি অবস্থা হইল, তাহাই আলোচনা করিতেছি। তাঁহাদের উচ্ছিষ্ট মহাপ্রসাদ একবারমাত্র সেবনের ফলেই সমস্ত পাপ দূরীভূত ও চিত্ত মার্জ্জিত হইয়া ভাগবত ধর্ম্মে তাঁহার রুচি জন্মিল। সাধুগণের হরিকথা শ্রদ্ধার সহিত শ্রবণফলে তাঁহার শ্রীহরিতে রুচি বৃদ্ধি পাইল অর্থাৎ সাধন-ভক্ত্যঙ্গ শ্রবণাখ্য-ভক্তির অনুবর্ত্তিতায় অল্পদিনের মধ্যেই শ্রীনারদ জাতরতি ভক্ত হইলেন। হইবারই কথা, কারণ শ্রবণেচ্ছুর সকল যোগ্যতাই ঘটনাক্রমে তাঁহাতে অধিষ্ঠিত ছিল। এবং বিষয়-বিরক্ত হরি-পরায়ণ কীর্ত্তনকারিগণ তাঁহার নিকট হরিকথা কীর্ত্তন করিয়াছেন।

শ্রবণ ও কীর্ত্তনের ফলেই জীবের চরম কল্যাণ লীলা-স্মরণাদির সম্ভাবনা হয়। শ্রবণ-কীর্ত্তনের অভাবে সম্বন্ধ-জ্ঞান সমৃদ্ধ হয় না, ফলে জীব হরিলীলার পরিবর্ত্তে মায়িক-ভোগ্য ঘটনাবলীকে স্মরণের বিষয় মনে করে। তাহা অপূর্ণ ও নশ্বর এবং ভাবাঙ্কুর-প্রাপ্তিপথে মহাব্যাঘাত-কর। এই কথাটী সাধন-পথে প্রবেশেচ্ছু জনমাত্রেরই জানা একান্ত আবশ্যক।

যে কালে স্থূল ও সূক্ষ্মদেহে আমিত্ব-বোধ থাকে, তৎকালে আমরা চতুর্দ্দশ ভুবনে ফল ভোগের আশায় ভ্রমণ করি। সৎসঙ্গ-প্রভাবে জীবের আত্মার নির্ম্মল-বৃত্তি উন্মেষিত হইলে হরিসেবার উপযোগী নিত্য-চিন্ময় ইন্দ্রিয়সমূহ কৃষ্ণোন্মুখ হয়। স্থায়িভাব-রতি আত্মবৃত্তিতে অধিষ্ঠিত থাকিয়া পাঁচ প্রকার আশ্রয়ের আনুগত্যে শ্রীকৃষ্ণরূপ বিষয়ের সেবায় নিত্যকাল উদ্বুদ্ধ হয়। তৎকালেই তাঁহার ভোগময় জড়দর্শনাদির সম্ভাবনা থাকে না অথবা ভোগ্যবস্তু দৃশ্যজগৎ-প্রতীতি প্রবল হয় না, সুতরাং অবিদ্যাজাত স্থূল-সূক্ষ্মোপাধি বিগত হইলে নিজ ভোক্তৃত্বের অবকাশ থাকে না। জাতরতি শ্রীনারদেরও তাহাই হইল, তিনি ভগবৎসেবায় অচলবুদ্ধি হইলেন এবং শুদ্ধস্বরূপের উদয়ে জানিতে পারিলেন যে, এই স্থূল সূক্ষ্ম শরীর অবিদ্যাক্রমে বিরচিত হইয়াছে।

বর্ষা ও শরৎ অর্থাৎ শ্রাবণ, ভাদ্র, আশ্বিন ও কার্ত্তিক এই চাতুর্ম্মাস্য-কালে ঋষিগণের মুখে প্রত্যহ ত্রিসন্ধ্যায় শ্রীহরির নির্ম্মল-লীলাদি কীর্ত্তন বিশেষভাবে শ্রবণ করিবার ফলে শ্রীনারদের মনে প্রাকৃত সত্ত্ব-রজঃ-তমঃ-গুণত্রয়-বিনাশিনী শুদ্ধা ভক্তি প্রকাশিত হইল। সুতরাং যাবতীয় পাপ আপনা হইতেই তাঁহার হৃদয় পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইল।

চাতুর্ম্মাস্য-সমাপনান্তে মুনিগণ যখন স্থানান্তরে গমনোদ্যত হইলেন, সেই সময় তাঁহারা অনুকম্পাবশে শ্রীনারদকে সাক্ষাৎ ভগবন্নারায়ণ-কথিত গুহ্যতম তত্ত্বজ্ঞান উপদেশ করিলেন, তদ্দ্বারা তিনি শ্রীভগবচ্ছক্তির স্বরূপ জ্ঞান লাভ করিলেন এবং তৎকালে তাঁহার বিষ্ণুর পরম পদ লাভ হইল। ভোক্তার ভাব ত্যাগ করিয়া ভগবদ্দাস বুদ্ধিতে অর্থাৎ ভগবদুদ্দেশে অনুষ্ঠিত হইলেই অনুষ্ঠিত কার্য্যসমূহের দ্বারা ত্রিতাপ ধ্বংস হয়। ভক্তি-যোগাধীন জ্ঞান হরিতোষণোদ্দেশে অনুষ্ঠিত কর্ম্মেরই অব্যভিচারি ফল।

ভগবৎ-সম্বন্ধবিহীন—

কর্ম্মকাণ্ড জ্ঞানকাণ্ড কেবল বিষের ভাণ্ড
অমৃত বলিয়া যেবা খায়।
নানা যোনি ভ্রমণ করে, কদর্য্য ভক্ষণ করে,
তার জন্ম অধঃপাতে যায় ॥

শ্রীনারদ সাধুসঙ্গ-ফলে যে সুদুর্লভা ভগবদ্ভক্তি লাভ করিয়াছেন তাহা বর্ণন পূর্ব্বক শ্রীব্যাসদেবের নিকট বলিতে লাগিলেন—"আমি পঞ্চরাত্রবক্তা শ্রীনারায়ণ হইতে এই জন্মে প্রণব-মন্ত্র লাভ করি। যিনি বাসুদেবাদি চতুর্ব্যূহের নামাত্মক মন্ত্রদ্বারা অপ্রাকৃত সচ্চিদানন্দবিগ্রহ বিষ্ণুকে উপাসনা করেন, তাঁহারই সম্যগ্দর্শন বা অধোক্ষজ দর্শন হয়। ভগবান্ শ্রীনারায়ণ আমাকে নিজ নিগম পঞ্চরাত্রানুষ্ঠান-রত জানিয়া জ্ঞান, ঐশ্বর্য্য ও রতি প্রদান করিলেন। আপনিও শ্রীহরির চরিত-কথা বর্ণন করুন। তদ্দ্বারাই তত্ত্ব-জিজ্ঞাসার সকল মীমাংসা হইবে। তদ্ব্যতীত পুনঃ পুনঃ ত্রিতাপক্লিষ্ট জীবের শান্তি বা আত্মপ্রসাদ-লাভের আর দ্বিতীয় পন্থা নাই।"

আমরা পূর্ব্বোক্ত বিষয়-সমূহ আলোচনা দ্বারা নিম্নলিখিত বিষয় লক্ষ্য করিতেছি।

(১)

অনর্থ দ্বারা অনর্থের নিবৃত্তি হয় না। যাহাতে অনর্থ ঘটে, তাহাকে অনর্থের উপশমকারক বলা যাইতে পারে না। কর্ম্মভোগ-পিপাসা কর্ম্মফল দ্বারা কখনই প্রশমিত হয় না। নাম-ভজন-বিচারে যে অপরাধ ঘটে তাহা হইতে অপরাধযুক্ত নামের পুনঃ পুনঃ উচ্চারণেও মুক্ত হওয়া যায় না, কিন্তু অপরাধ-বর্জ্জিত-অবস্থায় অবিশ্রান্ত

সকল জন্মে পিতামাতা সবে পায়। গুরুকৃষ্ণ নাহি মিলে ভজহ হিয়ায় ॥

নাম করিলে অপরাধ হইতে মুক্ত হওয়া যায়। নামসাধনে অপরাধ ও নামোচ্চারণ-কালে নিরপরাধ—এই অবস্থাদ্বয় এক নহে। অপরাধের সহিত নামগ্রহণ সেবার বিরুদ্ধাচরণ করিলে, তাঁহাকে কখনই নাম-সাধন বলা যাইতে পারে না। অপরাধ-বলে অপরাধ প্রশমিত হইবার কোনও সম্ভাবনা নাই। 'নামাপরাধ' কিছু 'নাম' নহে। অপরাধ-বিমুক্ত-অবস্থায় সম্বন্ধজ্ঞান প্রবল। সম্বন্ধ-জ্ঞান প্রবল হইলে আর অনর্থ থাকিতে পারে না, অনর্থ কখনও অনর্থনাশের কারণ হইতে পারে না, তবে অনর্থ-পাকাকালে অনর্থের অবকাশ না দিলেই পূর্ব্ব অনর্থ বিনষ্ট হয়। অভক্তি ফলভোগমূলক; কর্ম্ম বা জ্ঞান কখনই ভক্তির কারণ নহে বা হরিবিমুখতা-দ্বারা কখনই হরিতে উন্মুখতা লাভ করা যায় না।

(২)

শ্রীমদ্ভাগবত পঞ্চরাত্র-কথিত চতুর্ব্যূহের 'ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায় ধীমহি। প্রদ্যুম্নায়ানিরুদ্ধায় নঃ সঙ্কর্ষণায় চ॥' —এই মন্ত্রকে বৈদিক মন্ত্র বলিয়াই স্বীকার করিয়াছেন। বেদ-বিরোধিগণ স্বীয় রুচিবশে পঞ্চরাত্রকে বেদের সহিত পৃথক্ বলিয়া স্থাপন করেন কিন্তু পঞ্চরাত্র বেদের বিস্তার-গ্রন্থ। এই কথাই শ্রীমন্মহাপ্রভু স্বীকার করিয়াছেন। যাঁহারা পাঞ্চরাত্রিক প্রথাকে অবৈদিক বলিবার দুঃসাহস করেন, তাঁহারা প্রচ্ছন্ন-বৌদ্ধ।

———

শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য্য "উৎপত্ত্যসম্ভবাধিকরণে" বাসুদেবকে সঙ্কর্ষণের জনক, সঙ্কর্ষণকে প্রদ্যুম্নের জনক ও প্রদ্যুম্নকে অনিরুদ্ধের জনক বলিয়া যে পঞ্চরাত্রোক্ত বিচার উদ্ধার করিয়াছেন, তাহা অশাস্ত্র। ঐ চতুর্ব্যূহ চারিমূর্ত্তিতে প্রকাশিত হইয়াও এক অদ্বয়জ্ঞান বাসুদেবই, কেহ কাহারও জনক নহেন। মায়াবাদিগণের বিচারে সঙ্কর্ষণ জীবতত্ত্ব, প্রদ্যুম্ন অহঙ্কার-তত্ত্ব ও অনিরুদ্ধ মনস্তত্ত্ব বলিয়া উল্লিখিত হ'ন; কিন্তু তাঁহারা ঐ সকল তত্ত্ব না হইয়া ঐ সকল তত্ত্বেরই মূল কারণ। এই চতুর্ব্যূহ সমানধর্ম্ম-বিশিষ্ট—দীপ হইতে অপর দীপের প্রকাশের ন্যায়। তবে তাঁহাদিগের লীলাগত পরস্পর বৈচিত্র্য আছে।

———

শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য্য আরও বলেন, বেদ হইতে শাণ্ডিল্য ঋষি অধিক উপকার পান নাই। পঞ্চরাত্র হইতে বিশেষ লাভবান্ হইয়াছেন, সুতরাং পঞ্চরাত্র অবৈদিক। প্রকৃত-প্রস্তাবে ঐরূপ লেখনীতে পঞ্চরাত্রের অবৈদিকতা প্রমাণিত হয় না। পঞ্চরাত্র বেদ-বিস্তৃতি মাত্র, বেদ-বিরোধী নহে। শাণ্ডিল্য ঋষির পাঞ্চরাত্রিক অভিজ্ঞতা অধিকতর সুবিধাজনক বলায় তাঁহার উক্তি দ্বারা বেদের মৌলিকতাই স্বীকৃত হয়। তদ্দ্বারা পঞ্চরাত্রের উপযোগিতার আধিক্যই জানা যায়। দুগ্ধ হইতে ঘৃত হয়, দুগ্ধ অপেক্ষা ঘৃতের উপযোগিতা অধিক বলিলে দুগ্ধের মৌলিকতার হানি করা হয় না।

———

এই চতুর্ব্যূহ হইতেই পুরুষাবতারগণের দ্বারা ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্ট হয় ও বৈকুণ্ঠের বৈচিত্র্য সম্পাদিত হয়। যাঁহারা এই পুরুষাবতার-তত্ত্ব ও তন্মূলস্থ চতুর্ব্যূহ-তত্ত্ব অবগত আছেন, তাঁহারাই মায়াবন্ধন হইতে মুক্ত হ'ন। প্রাকৃতিক দৃশ্য-জগৎ তাঁহাদিগকে হরিবিস্মরণ করাইতে পারে না।

(৩)

দাসী-গর্ভজাত নারদ বৈদিক-সংস্কারে সংস্কৃত না হইয়াও প্রণব-সংযুক্ত মন্ত্র ঋষিগণের নিকট হইতে প্রাপ্ত হইয়া সেই মন্ত্রে পূজাধিকার লাভ করিয়া মন্ত্রমূর্ত্তিতে দেবের উপাসনা করেন। এই কার্য্যে—

স্বাহা-প্রণবসংযুক্তং শূদ্রে মন্ত্রং দদদ্দ্বিজঃ।
শূদ্রো নিরয়মাপ্নোতি দ্বিজশ্চাণ্ডালতাং ব্রজেৎ

স্মার্ত্ত-ব্রাহ্মণগণের এই বিচারে পারমার্থিক ব্রাহ্মণগণের পাতিত্য ঘটে নাই। শ্রীনারদের নিকট হইতেই এই মন্ত্র শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস লাভ করিয়াছিলেন—এই কথা টীকাকার আচার্য্যগণের লেখায় ও মূলশ্লোকে উদাহৃত আছে।

———

যাহারা পঞ্চরাত্রোক্ত অধোক্ষজ সেবাবিচার বুঝেন না তাঁহারাই অক্ষজ-দর্শনের বশীভূত হইয়া প্রকৃত শ্রৌতপথ স্বীকার করেন না—তাঁহারা অবৈদিক বৌদ্ধ; তাঁহাদের দর্শনই অসম্যগ্ দর্শন।

মিনতি

(শ্রীযুক্ত গৌরাঙ্গনুগ্রহ ব্রহ্মচারী)

(এস) অধমতারণ পতিতপাবন,
প্রাণের নিতাই চাঁদ,
প্রেমের বন্ধনে বাঁধ হে আমায়,
পাতিয়া প্রেমের ফাঁদ।
ছুটাছুটি করি ভ্রমিয়া ভুবন
মায়ার ছলনে ভুলি,
অমিয় ভাবিয়া খাই হলাহল
আপনার হাতে তুলি।
তাই এত জলি নিশিদিন ধরি
তিল শান্তি মোর নাই,
বিফল ভ্রমণে বিষম পীড়িত,
পিপাসায় মরে যাই।
পিপাসা-কাতর পরাণে আমার
দাও বিন্দু প্রেম-সুধা,
যাই সব ভু'লে নাচি 'কৃষ্ণ' ব'লে
নাশি এ বিষম ক্ষুধা।
ভবরোগ-হর অব্যর্থ ঔষধ
প্রেমময় কৃষ্ণনাম,
গাও নাচি নাচি দুটি বাহু তুলি
তুমিও হে অবিরাম।
নিত্যকাল থাক হৃদয়ে আমার
রোধিয়া সকল দ্বার,
কৃষ্ণ-চিন্তা বিনা আন চিন্তা যেন
না আসে তথায় আর।
সব ভার আমি সমর্পিয়া তোমা
নিশ্চিন্ত হইব নাথ,
এইবার প্রভু দিয়া পদছায়া
কর মোরে আত্মসাৎ।
আমুক্ সহস্র ক্ষুধার্ত্ত অতিথি
ওই রুদ্ধ দ্বারদেশে,
চাহিব না আমি কাহারো পানেতে
গলিব না কারো ক্লেশে।
আনি' তরুমূলে সলিল সিঞ্চিলে
তুষ্ট শাখাপত্র-চয়,
মূলকে ত্যজিয়া সলিল ঢালিয়া
না করিব অপচয়।
হও হে সহায় প্রাণের নিতাই
পূরাও বাসনা মম,
বল বলদেব দাও এ দুর্ব্বলে
সাধি মূল প্রয়োজন।
ভুক্তি, মুক্তি, সিদ্ধি নাহি চাই আমি
তব সেবা মাত্র চাই,
জন্ম জন্ম যেন তব শ্রীচরণ-
সেবা-অধিকার পাই।
শ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত প্রভু হে আমার
দাও মোরে ভক্তিবল,
মায়ার ছলনে ভুলিয়া কখন
না হই যেন দুর্ব্বল।
নিষ্কপট ভাবে তোমার সেবাতে
কাটাইব চিরকাল,
এই আশা প্রভু পূরাও আমার
দিয়া চরণের বল।

মজার খেলা

(২)

"ও ভাই বিমলহৃদয় বনবাসী দেবশিশু, ও ভাই কৃষ্ণপ্রিয় কৃষ্ণগত-প্রাণ তাপসকুমার, আমি বড় দীনহীন! চিরদিন আমার হৃদয় এইরূপ নৈরাশ্যের অসহ্য উত্তাপেই দগ্ধ হইয়া গেল! এই দারুণ উত্তাপে, পরম-শান্তিপ্রদ সুশীতল তরুতল, সুবিমল স্নিগ্ধজল—একমাত্র সাধুগুরুর শ্রীপদকমল, আর সাধু-মুখামৃতময় রসনিলয় কৃষ্ণকথা। আমার ভাগ্যে, আমার পোড়া অদৃষ্টে, তা' তো কখনই মিলিল না। পরম সৌভাগ্যে যদি কখন মিলে, তা'ও ক্ষণকালের জন্য। তাপ দূর না হইতেই, পিপাসা না মিটিতেই নিদারুণ কর্ম্মচক্রে চালিত হইয়া, আবার সেই জলন্ত অনলকুণ্ডেই পড়িতে হয়। এই সদা প্রজ্জ্বলিত ভীষণ অগ্নিকুণ্ডে সুতীব্র আকাঙ্ক্ষায় অনল অবিরত ভোগের আহুতি পাইয়া অবিশ্রান্ত ধূ-ধূ শব্দে জ্বলিতেছে। ধর্ম্ম, কর্ম্ম, শাস্ত্রবিধি সমস্তই তাহাতে ভস্মীভূত হইয়া যাইতেছে! তাইরে, বড় জ্বালা—বড় জ্বালা! ছুটিয়া আসিয়াছি তাই তোদের কাছে। ওরে বনই আমার মনের মত; বড় ভালবাসি আমি বন। কেন ভালবাসি জান? আমার সেই মনচোরা ধন বনমালীর লীলাস্মৃতি এইরূপ বিজন বনের প্রতি-অঙ্গেই আমি বিশেষপ্রকারে প্রত্যক্ষ দেখিতে পাই। কৃষ্ণপ্রেমের তর-তর তরঙ্গ যেন তার প্রতি-অঙ্গেই উথলিয়া পড়ে, আমাকে ভাসাইয়া ডুবাইয়া দেয়; আমার সকল জ্বালা জল হইয়া যায়,—সকল যন্ত্রণা দূরে সরিয়া যায়; আমি কৃষ্ণময় হইয়া তাহারই ভাবে বিভোর হইয়া যাই।

"মানুষ বলিয়া, মানুষের সঙ্গে মানুষের দেশে থাকি বলিয়া, আমাকে তুমি ঘৃণা করিও না ভাই! তোমাদের কাছে আমি অতীব ঘৃণার পাত্র সত্য; কিন্তু তা' হ'লেও তুমি ঘৃণা করিও না। মহতের তা' ধর্ম্ম নয়। আমি তোমাদের কাছে জুড়াইতে আসিয়াছি, তোমাদের শ্রীমুখের সুধাসুমধুর হরিকথা শুনিয়া আমার এই প্রবল পিপাসা-কাতর অন্তরকে শান্ত করিতে আসিয়াছি;—তোমরা যদি আমাকে ঘৃণার চক্ষে দেখ, আমার প্রতি বিমুখ হও, তবে যে আমার আর দুঃখ রাখিবার ঠাঁই থাকিবে না। ভাই! আমি আর এমন কাহার কাছে গিয়া প্রাণ জুড়াইব? ওকি ভাই?—ওকি! তুমি আমার কাছ হইতে এখন সরিয়া যাইতেছ কেন? আমাকে কি তুমি স্পর্শ করিতে কুণ্ঠিত হইতেছ? সেকি ভাই!—আমি যে তোমাকে বুকে করিয়া, বুক জুড়াইবার জন্য লালায়িত হইয়া, পুনঃ পুনঃ হস্ত প্রসারণ করিতেছি, তুমি কি আমার কাছে আসিবে না? না, না—এস, এস ভাই; কাছে এস; তোমাকে আমি একবার বক্ষে ধারণ করি। তোমাতে কৃষ্ণ-অঙ্গের ভুবন-মনোমোহন গন্ধ যে আমাকে পাগল করিয়া তুলিতেছে! তুমি আমার প্রতি বিমুখ হইয়া আর আমাকে ব্যথা দিও না।"

———

এবার সেই সুবাসিত কুসুম শোভিত স্বরূপ বন-কুমার আমার কাতর প্রার্থনায় যেন বড় দয়ার্দ্র হইয়া আমার কোলের কাছে আসিল এবং হাসিয়া হাসিয়া বলিল—"তুমি সত্য সত্যই যে পাগল হইলে, দেখিতেছি! বলিতেছ কি? আমাদের ধর্ম্মই যে পরার্থে স্বার্থত্যাগ করা।

শুদ্ধভক্তি গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। ভাষ্যসহ বিরাট্ শ্রীচৈতন্য ভাগবত ৫৲
২। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২৮৲
একাদশ স্কন্ধ হইতে প্রতিখণ্ড ।৶০
৩। ভাষ্যদ্বয়সহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত
(৪র্থ সংস্করণ) ৬৲
৪। তর্কবিবেককুসুমাঞ্জলি (বাঁধা) ১৲
৫। গৌড়ীয়-গৌরব ।৶০
৬। গৌড়ীয়-সাহিত্য ।৶০
৭। ভজনরহস্য ॥০
শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও
শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৯। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ)
ঐ (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
১০। গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি টীকাসহ)
ঐ (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
১১। গীতার কেবল মাধ্ব-ভাষ্য ॥০
১২। মুক্তিমল্লিকা ও গৌরতত্ত্বঃ সানুবাদ
(মাধ্ব) ২৲
১৩। বেদান্ততত্ত্বসার সানুবাদ
(রামানুজীয়) ॥০
১৪। জৈবধর্ম্ম ২৲
১৫। শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৬। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১৭। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ॥৶০
ঐ (বাঁধা) ৸০
১৮। দীপ-দিগ্‌দর্শন ৶০
১৯। সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ) ।৶০
২০। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ॥০
ঐ (আবাঁধা) ।৶০
২১। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
২২। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৶০
২৩। গীতমালা ১০
২৪। নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য ৶০
২৫। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶০
২৬। নবদ্বীপ পঞ্জিকা (৪৪৭ গৌরাব্দ) ৶০
২৭। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
২৮। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা-দর্পণ ।০
২৯। শরণাগতি ৴০
৩০। গীতাবলী ৴০
৩১। চিত্রে নবদ্বীপ ১॥০
৩২। সাধনকণ ৴০
৩৩। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৴০
৩৪। নবদ্বীপশতক ৴০
৩৫। অপপঞ্চক ৴০
৩৬। সদাচারস্মৃতিঃ ৴০
৩৭। কল্যাণকল্পতরু (৫ম সংস্করণ) ৴১০
৩৮। অর্চ্চনকণ ৴১০
৩৯। সাধককণ্ঠমালা (বাঁধা) ।০
ঐ (আবাঁধা) ৷৴০
৪০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি
(প্রথম চারিখণ্ড) ৩৲
৪১। ব্রহ্মসংহিতা ।০
৪২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৪৩। মণিমঞ্জরী সানুবাদ ।০
৪৪। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৪৫। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ।০
৪৬। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৪৭। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
৪৮। গৌড়ীয়মঠ কি করেন ? ৴০
৪৯। ঈশোপনিষৎ (বলদেব ও মাধ্ব-ভাষ্য এবং বিবৃতি ও অনুবাদসহ) ।০
৫০। শ্রীভুবনেশ্বর ৶০
৫১। সিদ্ধান্তদর্পণ ৶০
৫২। সাংখ্যবাণী ৴০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৫৩। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী-দিগ্বিজয়ঃ ॥০
৫৪। সটীক-শিক্ষাদশমূলম্ ।০
৫৫। তত্ত্ব-সূত্রম্ ।০
৫৬। সানুবাদ-শিক্ষাষ্টকম্ ৶০
৫৭। গৌড়ীয়মঠস্য পরিচয়ঃ ৴০
৫৮। সারাংশবর্ণনম্ ৶০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৫৯। রায় রামানন্দ ॥০
৬০। নামভজন ।০
৬১। রিলেটীভ্ ওয়ার্ক্‌স্ ।৶০
৬২। লাইফ্ য়্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব
শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।০
৬৩। বৈষ্ণবীজম্ ।০
৬৪। হোয়াট্ গৌড়ীয়মঠ ইজ্ ডুইং ৴০
৬৫। দি ভাগবত ।০
৬৬। ইরোটিক্ প্রিন্সিপ্‌ল য়্যাণ্ড
আনেলয়েড্ ডিভোসন ।০
৬৭। ব্রহ্ম-সংহিতা ২॥০
৬৮। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (ভলুম ওয়ান) ১৫৲

[illegible]শিত

৬৯। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ॥০
৭০। সাধন পথ ।০
৭১। কল্যাণ-কল্পতরু ৴১০
৭২। গীতাবলী ৴০
৭৩। শরণাগতি ৴০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৭৪। শরণাগতি

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

নদীয়া-প্রকাশপ্রাপ্তির স্থান

১। শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম-মায়াপুর, নদীয়া
২। শ্রীযোগপীঠ ঐ
৩। শ্রীবাস অঙ্গন ঐ
৪। অদ্বৈত-ভবন ঐ
৫। কাজীর সমাধি পাট ঐ
৬। স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ, নদীয়া।
৭। শ্রীভাগবত আসন কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
৮। শ্রীএকায়ন মঠ গোবিন্দপুর, হাঁসখালী।
৯। দ্বাদশগোপাল পাট—পোঃ চাকদহ,
১০। শ্রীগৌর গদাধরমঠ—চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড়, বর্দ্ধমান
১১। শ্রীমোদদ্রুমচ্ছত্র মাউগাছি, বর্দ্ধমান
১২। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম, আমলাযোড়া, পোঃ রাজবাঁধ বর্দ্ধমান
১৩। শ্রীগৌড়ীয়মঠ বাগবাজার, কলিকাতা
১৪। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাজু, হাওড়া,
১৫। শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয়মঠ, ৯০নং নবাবপুর রোড্, ঢাকা
১৬। শ্রীগোপালজী মঠ কমলাপুর, ঢাকা।
১৭। শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ পোঃ বালিয়াটী,
১৮। শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয়মঠ ময়মনসিংহ।
১৯। শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ চিরুলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর
২০। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম গোয়ালপাড়া, আসাম
২১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ রায়পেট্টা, মান্দ্রাজ।
২২। শ্রীরামানন্দগৌড়ীয় মঠ কভূর, জিঃ পশ্চিম গোদাবরী
২৩। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ উড়িয়াবাজার, পোঃ বক্সীবাজার, কটক।
২৪। শ্রীত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয় মঠ ভুবনেশ্বর।
২৫। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ স্বর্গদ্বার, পুরী।
২৬। শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ আলালনাথ পোঃ ব্রহ্মগিরি, পুরী।
২৭। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ ডুমুরকুণ্ডা, পোঃ চিরকুণ্ডা, মানভূম।
২৮। শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ—কাশী।
২৯। শ্রীরূপগৌড়ীয় মঠ—এলাহাবাদ।
৩০। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ পুরাণবাজার, সরকার ঠাকুরের কুঞ্জ, বৃন্দাবন
৩১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, নিউদিল্লী
৩২। শ্রীপরমহংসমঠ—নৈমিষারণ্য,
৩৩। শ্রীসারস্বত গৌড়ীয় মঠ—হরিদ্বার।
৩৪। শ্রীব্যাসগৌড়ীয়মঠ—কুরুক্ষেত্র, পঞ্জাব
৩৫। শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাবুলনাথ রোড, পোঃ গ্র্যাণ্ট রোড, বোম্বে।
৩৬। লণ্ডন গৌড়ীয়মঠ, ৩৯নং ক্লেটন গার্ডেন্স, কেন্‌সিংটন্ লণ্ডন, (এস্, ডব্লিউ—১০)।
৩৭। অমবি গৌড়ীয়মঠ—মেদিনীপুর
৩৮। সরভোগ গৌড়ীয় মঠ—সরভোগ, কামরূপ, আসাম,

শুদ্ধভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী মাসিক। শ্রীধাম-মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৷০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—তিলিঙ্গ ভাষায় একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি হৃদয় বন মহারাজ সম্পাদিত ও নৈমিষারণ্য শ্রীপরমহংস মঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ১৷০ দেড় টাকা মাত্র।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ দেড় টাকা মাত্র।

৫। কীর্ত্তন—মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ নিনানন্দ সেবাতীর্থ বি-এজি, বি-টি, সম্পাদিত। আসাম গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম হইতে প্রকাশিত আসামী ভাষায় মাসিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ দেড় টাকা মাত্র।

শ্রীচৈতন্যভাগবত

আদিকবি শ্রীল বৃন্দাবন দাস প্রণীত সমগ্র গ্রন্থ

গ্রন্থের মূল বোল্ড অক্ষরে এবং তাঁহার বিশ্ববিশ্রুত গৌড়ীয়মঠের প্রতিষ্ঠাতা ও আচার্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের রচিত বিবৃত ভাষ্য উত্তম কাগজে সৌষ্ঠবের সহিত মুদ্রিত হইয়াছেন। ডবল ক্রাউন আটপেজি আকারে ১০৯৬ পৃষ্ঠায় কেবল মূল ও ভাষ্য সম্পূর্ণ হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত শ্লোকসূচী, পদ্যসূচী, স্থানসূচী, পাত্রসূচী, বিষয়সূচী, শব্দসূচী প্রভৃতি বিস্তৃত সূচীপত্রের একটী গ্রন্থ হইবে। সভাষ্য শ্রীচৈতন্যভাগবতের এরূপ উৎকৃষ্ট ও অমূল্য বিরাট্ সংস্করণ জগতের কোথাও আজ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হন নাই, ইহা নিরপেক্ষ পাঠক-মাত্রেই একবাক্যে স্বীকার করিবেন। [illegible] শ্রীগৌড়ীয়মঠের উৎসব-কালে গ্রন্থের ভিক্ষা ১২৲ বারটাকা স্থলে—৫৲ পাঁচটাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

কলিকাতা বাজার দর

লৌহ হার্ডওয়ার

১০ই নবেম্বর ১৯৩৩

দ্রব্য	দর
উটাণ্ডি লোহা—	প্রতি হন্দর।
লোহার কড়ি (জয়েষ্ট বা বীম)	
মার্কা	৫৷৶০—৫৸৶০
ঐ বে-মার্কা হাল্কা ওজন	৪৷৵০—৪৷৷৶০
বরগা (টী-আয়রণ)	৬৵০—৬৷০
এঙ্গেল আয়রণ (কোনা)	৫৸৵০—৬৵০
গ্যালভানাইজড করগেট টীন—	
২২ গেজ ৬ হইতে ১০ ফুট	১১৷৵০
২৪ গেজ ,, ,,	১০৸৵০
২৬ গেজ ,, ,,	১২
২৪ গেজ স্টার, পি, ডি, মার্কা	১২৸৶০
২৪ গেজ গাঃ প্লেন শীট—	১১৷৵০
২৬ গেজ ,, ,,	১২৷০
১৮ গেজ ও ৩০ গেজ ঐ—	১৩৲—১৬৲
বাগান ঘেরা কাটাতার ১০০	
পাউণ্ড বাঃ	৮৸০
ষ্টীল পাটী	৬৲৵—৬৷০
,, বোল্টু (গোল)	৬৲৵—৬৷০
,, চৌকা (চৌকা)	৬৵০—৬৲৷০
,, গোল বড় ৵০—৷৶০ সূতা	৫৵০—৫৷৷০
,, টানা রড-	
চৌকা ৶০—৷৵০ ঐ	৫৵০—৫৷৷০
,, গর্ডিল চাল	৭৲—৭৸০
,, প্লেট—তিন সূতা মোটা	
পর্যন্ত	৭৷০—৭৷০
,, চাদর ৩-১৬ খানা বাণ্ডল	৯৷৷৵—১০৲
গ্যাঃ ষ্টীল	৮৷০—৯৲
তার স্টাউণ্ড	৫৸৵—৬৲৵০
তারের পেরেক ১—৬ ইঞ্চি	৯—৯৸০
প্যাটেন্ট পেরেক ২—৮ ইঞ্চি ১২৷০—১৫৷৷০	
ঢালাই কড়া ১ হইতে ১০ নং ২৷৷০ সাট	
কোদাল ৪, ৫, ৬, ৭৸৵০ ৮৸৵০ ৯৸৵০ ডঃ	
ঐ তিন পাউণ্ড ৬৲ পেঃ বিঃ	৬৷৵০ ,,
গ্যাঃ প্লেন বালতি ৭—১২ ইঞ্চি ১৷৷৶০ ৬৷৷৶০	
ঐ রিভিট ,, ৭—১২ ইঞ্চি	২৲—৭৲ ,,
লোহার চেয়ার রডের গোল ও	
চৌকা	৮৷৷০— ,,
ঐ গালের লোহার সিট	১৫৲ ,,
ঐ ঢেলেস্তা (কাঠের সিট)	১৮৲ ,,
লোহার স্ক্রুপ ৷৷—৩ ইঞ্চি / ১০—৷৷৶০ গ্রোস	
ঐ কব্জা ৭৩ নং	
১৷৷—৪ ইঞ্চি ৷১০—৸৵১০ পেঃ ডজন	
গ্যাঃ তার ১৬—২২ নং	
(গেজ)	১২৲—১৩৲ হন্দর
গ্যাঃ রিভিং (রটকা)	
১২ ইঞ্চি	৷৵৫—৷৷৶০ পীস
গ্যাঃ গাটারিং বা ডোঙ্গা	
৯ ইঞ্চি	৷০—৸৶০ ,,
গ্যাঃ স্ক্রুপ ১৷৷০—২৷৷০ ইঞ্চি ২৩৲—২৯৲ হন্দর	
গ্যাঃ ওয়াসার চাকি	১১৷৷০—১৬৲ ,,
গ্যাঃ বোল্ট নাট ৸—৩ ইঞ্চি	
	৷৵১০—১৵০ গ্রোস
ঢালাই রেলিং	৩৷৷০—৪৷৷০ হন্দর
ঐ রেন ওয়াটার পাইপ	
৩ ইঞ্চি ৵১০ ও	৪ ইঞ্চি ৷১০ ফুট
টিউব ওয়েলের জন্য গ্যাঃ	
পাইপ ১৷৷ ইঞ্চি	৷৵৫ ফুট
পাম্প ৭ নং ১২৷৷০ ৫নং ১৪৲ ৬নং ১৬৲	
৬০—৮০ বাটখারা ৵১৫ সাট ২৷০—২৷৷০ মণ	

সন্তোষকুমার মল্লিক এণ্ড সন্স লিঃ

লৌহ ও হাডওয়ার বিক্রেতা।

মীরবহর ঘাট লোহাপটী বড়বাজার, টেলি—"লোহার মালিক" কলিকাতা

কেরোসিন

দ্রব্য		দর
প্লোক্রেক প্রত্যেক বাক্স (২ টিন)		৯,৬
সূর্য্য মার্কা	,,	৬৷৷০
ভিক্টোরিয়া	,,	৭৲

সোণার দর

দ্রব্য	দর
পাকা সোণা	৩০৸৶
গিনি	৩০৸
চেনা পাত	৩২৷০

রূপার দর

দ্রব্য	দর
রূপা প্রতি ১০০ ভরি	৫৫৵০
ঐ খুচরা	৫৵০

কোম্পানীর কাগজ

দ্রব্য	দর
৩৷৷০ সুদের কাগজ	৮১৶
৩৷৷০ নূতন ঋণ (১৯৪৭-৫০)	৯১৷০
৪৲ ,, ঋণ (১৯৬০-৭০)	৯৭৲
৫৲ ,, বণ্ড (১৯৩৫	১০৪৷৷৶০

ডিবেঞ্চার

দ্রব্য	দর
৫৲ সুদের (১৯৫৬-৮৬) কলিকাতা পোর্ট-	
ট্রাষ্ট ডিবেঃ—	১০২৷৷৵০

ব্যাঙ্ক

দ্রব্য	দর
ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক (ফুলি পেড)	২৯৪৷৷০
সেণ্ট্রাল	২২৲

কাপড় ও সূতার কল

দ্রব্য	দর
এলগিন মিল	৪৫৲

পাট কল

দ্রব্য	দর
হাওড়া	৫০৲
অকল্যাণ্ড	১৯৫৲
বালী	১৬২৲
বরানগর	১৫০৲
কেলভিন	৩৭০৲
ডরহাট	২৪৩৲
ক্লাইভ	২৮৷০
ডালহাউসী	৪০৮৷৷০
কেন্টো	৪০৫৲

কৃষ্ণনগর নবদ্বীপঘাট রেলওয়ে সময়

কৃষ্ণনগর হইতে নবদ্বীপঘাট

স্টেশন					
কৃষ্ণনগর সিটি—	৬-৪৫	১০-৪৪	১৩-২২	১৭-৩৮	২০-১৬
কৃষ্ণনগর রোড—	৬-৫৬	১০-৫৫	১৩-৩৩	১৭-৪৭	২০-২৫
আমঘাটা—	৭-১৫	১১-১৩	১৩-৫১	১৮-৩	২০-৪১
মহেশগঞ্জ—	৭-২৪	১১-২১	১৪-০	১৮-৯	২০-৪৭
নবদ্বীপঘাট—	৭-৩৩	১১-৩০	১৪-৯	১৮-১৬	২০-৫৫

বিশেষ দ্রষ্টব্য—নবদ্বীপঘাট ষ্টেশন অপেক্ষা মহেশগঞ্জ ষ্টেশন হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরের দূরত্ব অনেক কম। শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে যাঁহাদিগকে রাণাঘাটে ট্রেণ বদল করিতে হয়, তাঁহারা রাণাঘাটে প্রাতঃ ৫-৫০, ৮-১৪, ১১-৪৬, ১৬-৪৮, ১৮-৩৯ এবং ০-৩২ মিনিটের সময় গাড়ী পাইবেন।

শান্তিপুর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে শান্তিপুর ষ্টেশনে ৫-৪০, ৯-২৯, ১২-২৫, ১৬-৪ এবং ১৮-৪১ মিনিটের সময় ট্রেণ পাওয়া যায়।

নবদ্বীপঘাট হইতে কৃষ্ণনগর

স্টেশন					
নবদ্বীপ ঘাট—	৫-৩৫	৯-২৫	১২-১০	১৫-৩৪	১৮-৪৫
মহেশগঞ্জ—	৫-৪৩	৯-৩০	১২-১৯	১৫-৪২	১৮-৫৬
আমঘাটা—	৫-৪৯	৯-৩৯	১২-২৬	১৫-৪৮	১৯-৫
কৃষ্ণনগর রোড—	৬-৫	৯-৫৫	১২-৪৩	১৬-৪	১৯-২৪
কৃষ্ণনগর সিটি—	৬-১৩	১০-৩	১২-৫১	১৬-১২	১৯-৩৫

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস হইতে—ডাঃ কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম ভক্তিশাস্ত্রী এল, এম, এফ কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

বন্দুক ও অস্ত্রশস্ত্র চুরি

সম্প্রতি রাখেল রায় ওরফে কর্ণ সিং রানা নামক জনৈক পাহাড়িয়া চৌর্য্য প্রভৃতি অপরাধে ধৃত হইয়া শিলিগুড়ীতে বিচারার্থ আনীত হইয়াছে। উক্ত লোকটি নাকি পূর্ব্বে নম্বা প্রদেশে "ইষ্টার্ন ব্যাটেলিয়ান সিং" কোম্পানীতে সিপাহী ছিল। ১৯৩০ সালে হাবিলদারকে প্রহার করার অভিযোগে তাহার জেল হয় এবং ১৯৩১ সালের জুলাই মাসে দার্জ্জিলিং জেল হইতে সে মুক্তিলাভ করে। উহার পর হইতে সে নাকি সিবক হইতে তিস্তা পর্য্যন্ত স্থানসমূহে চোযাবৃত্তি অবলম্বনে লুক্কায়িতভাবে বাস করিতে থাকে। তিস্তাব্রীজের এসিষ্ট্যাণ্ট একজি কউটিভ ইঞ্জিনিয়ারের একটি দোনালা বন্দুক ও গুলীগোলা নাকি উক্ত লোক কর্ত্তৃক অপহৃত হয়। তৎপর ঘন ঘন ঐ অঞ্চলে অনেকগুলি চুরি হয়। এবং চুরি উক্ত লোকটী দ্বারা সংঘটিত হয় বলিয়া পুলিশ সন্দেহ করে ও তাহাকে ধরিবার চেষ্টা করিতে থাকে; কিন্তু তাহার নিকট গুলীগোলা ও বন্দুক প্রভৃতি অস্ত্রশস্ত্র আছে বলিয়া উক্ত অঞ্চলে ভীতির সঞ্চার হয়। রিয়াং ফরেষ্টের "গুটীং পেট্রল" ও ডি এইচ রেলওয়ের কুলীগণ কর্ত্তৃক সম্প্রতি উক্ত লোকটী যখন পার্শ্বে বন্দুক ও অস্ত্রশস্ত্র রাখিয়া একটি নির্জ্জন গিরিপ্রান্তে ঘুমাইতেছিল, ঐ সময়ে হঠাৎ ধৃত হইয়া পুলিশে নীত হয়। ইঞ্জিনিয়ার মিঃ ডলেনবুর অপহৃত বন্দুক ও কিছু অব্যবহৃত গুলীগোলাও নাকি উক্ত লোকটীর নিকট পাওয়া গিয়াছে। আসামী বন্দুক সহ প্রচ্ছন্নভাবে চলাচলের সুবিধার জন্য ঐ বন্দুকটীর নল কাটিয়া ছোট করিয়া লইয়াছিল। ঐরূপ অবস্থায় বন্দুকটী পাওয়া গিয়াছে। ইতিপূর্ব্বে ঐ আসামীর তিনটী পৃথক মামলায় বিচার হইয়া তাহার এক বৎসর নয়মাস সশ্রম কারাদণ্ড হইয়াছে। সম্প্রতি শিলিগুড়ি কোর্টে আরও অন্যান্য মামলার বিচারের নিমিত্ত লোকটি শিলিগুড়িতে আনা হইয়াছে; শীঘ্রই বিচার আরম্ভ হইবে।

তহবিল তছরুপের অভিযোগ

মহকুমা সহর হাইলাকান্দীর বন্যাপ্লাবন সাহায্য কমিটীর সম্পাদক শ্রীযুত নগেন্দ্রচন্দ্র দে চৌধুরী কয়েক মাস পূর্ব্বে উক্ত কমিটীর তহবিল তছরুপের অভিযোগে স্থানীয় মহকুমা হাকিম কর্ত্তৃক অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিলেন। উক্ত আদেশের বিরুদ্ধে শ্রীহট্ট ও কাছাড়ের দায়রা জজের নিকট তিনি আপীল দায়ের করেন, শ্রীহট্ট সহরে আপীলের শুনানী হইয়াছিল। সম্প্রতি খবর আসিয়াছে শ্রীযুত নগেন্দ্র বাবু বেকসুর খালাস পাইয়াছেন। উক্ত মামলায় বেশ একটু চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইয়াছিল, স্থানীয় সরকারী উকিল রায় সাহেব হেমচন্দ্র দত্ত, এডভোকেট এই মামলা সম্পর্কে বাদীপক্ষে শ্রীহট্টে গিয়াছিলেন এবং শ্রীহট্ট বারের খ্যাতনামা এডভোকেট শ্রীযুত বসন্তকুমার দাস নগেন্দ্রবাবুর পক্ষ সমর্থন করিয়াছিলেন।

আজমীরে চাঞ্চল্যকর মামলা

আজমীরের সহকারী কমিশনার ও অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট কাপ্তেন এল, আর, জি, পিংহের আদালতে, পুলিশের সাব-ইন্‌স্পেক্টার রঘুনাথ সিংহ ও আলি রসুল (বর্ত্তমানে কর্ম্মচ্যুত) এবং আল্লা-বলি নামক অপর এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩০৪ ও ৩৩০ ধারা অনুসারে যে অভিযোগ আনয়ন করা হইয়াছিল, তাহার বিচার আরম্ভ হয়। আসামীদের প্রত্যেককে ৫০০৲ টাকার জামিনে মুক্ত দেওয়া হইয়াছে।

আসামীগণের বিরুদ্ধে অভিযোগের বিবরণে প্রকাশ যে, তাহারা বেওয়ার নিবাসী মতিলাল নামক এক ব্যক্তির মৃত্যুর সহায়তা করে। সেপ্টেম্বর মাসে মৃত ব্যক্তি বিওয়ার মন্দির হইতে একটী রৌপ্য বিগ্রহ চুরি করিয়াছিল বলিয়া আসামীরা সন্দেহ করে। মামলার বিবরণে প্রকাশ যে, আসামীগণ মতিলালের নিকট হইতে স্বীকারোক্তি লইবার জন্য তাহাকে নির্দ্দয়ভাবে প্রহার করে। মতিলালকে গ্রেপ্তার করার পরদিন আসামীরা চৌর্য্য দ্রব্যটি উদ্ধার করিবার জন্য তাহাকে তাহার গৃহে লইয়া যায়। মতিলাল আসামীদিগকে দোতলায় লইয়া গিয়াছিল। তাহার কিছুক্ষণ পরে মতিলালকে মৃত অবস্থায় দেখিতে পাওয়া যায় অভিযোগের বিবরণে জানা যে, আসামীদিগের হাতে নির্দ্দয়ভাবে প্রহৃত হওয়ার ফলেই তাহার এইভাবে মৃত্যু হইয়াছে।

এপর্য্যন্ত মৃতব্যক্তির ভ্রাতা কস্তুরচাঁদ ও করকচাঁদ এবং জ্ঞাতিভ্রাতা ঘাসিলালের সাক্ষ্য গ্রহণ করা হইয়াছে। কস্তুরচাঁদ বলে যে, তাহার ভাইকে গ্রেপ্তার করার পর সে জামিনের জন্য আবেদন করিয়াছিল, কিন্তু আসামীরা তাহা অগ্রাহ্য করে। মৃত মতিলালকে আসামীরা তাহাদের গৃহে লইয়া আসিবার সময় যে উপস্থিত ছিল উল্লেখ করে। আসামীরা মতিলালকে প্রহার করার ফলে এক ঘণ্টার মধ্যেই তাহার মৃত্যু ঘটিয়াছিল বলিয়া উল্লেখ করে।

মতিলালের অপর ভ্রাতা করকচাঁদ এবং জ্ঞাতিভ্রাতা কস্তুরচাঁদের কথারই পুনরুক্তি করে।

মোমান্দ অঞ্চলে সীমান্ত গবর্ণর

কাপ্তেন মাল্লার কাবে মেজর ৫ে কাবুলে ব্রিটীশ দূতাবাসের উপদেষ্টা নিযুক্ত হইয়া তথায় কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াছেন, সুতরাং কাপ্তেন মাল্লা এখানে চলিয়া আসিয়াছেন।

আফগানিস্থানের কোথাও এখন কোনও অসন্তোষ বা হাঙ্গামা নাই। পেশোয়ারের ডেপুটি কমিশনার মিঃ এফিসন, এবং মোমান্দ অঞ্চলের পলিটিক্যাল এজেন্টের সহিত সেদিন সীমান্ত প্রদেশের গবর্ণর সাবকা-দার গমন করেন; তথায় জোয়ার মোমান্দদের একটী জীর্গা তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করে, গবর্ণমেণ্ট যে আপার মোমান্দদের অত্যাচার হইতে তাহাদিগকে রক্ষার নিমিত্ত কিপ্রকারিতার সহিত ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন, এবং গবর্ণমেণ্ট যে তাহাদের অঞ্চল হইতে পেশোয়ার পর্য্যন্ত একটী পাকা রাস্তা নির্ম্মাণ করিয়াছেন, তজ্জন্য জীর্গা তাঁহাকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে।

শান্তি রক্ষায় জোয়ার মোমান্দগণ যে গবর্ণমেণ্টের সহিত সহযোগিতা করিয়াছে তজ্জন্য গবর্ণর তাহাদিগকে ধন্যবাদ দেন এবং বলেন যে, গবর্ণমেণ্ট তাঁহাদের বন্ধুদিগকে রক্ষা করিতে সর্ব্বদা তৎপর।

শিলিগুড়ীতে অস্ত্র আইনের মামলা

খড়িবাড়ী থানার এলাকাধীন বুধকরণ নামীয় জোতের মোত সিং ওরফে চোকা সিং নামীয় জনৈক ব্যক্তির সম্প্রতি শিলিগুড়ীর ম্যাজিষ্ট্রেট সম্মুখে অস্ত্র আইনের ১৯ (এফ্) ধারামতে বিচার হইতেছে প্রকাশ, খড়িবাড়ী থানার পুলিশ নাকি গোপন অনুসন্ধানে উক্ত ব্যক্তির গৃহে অস্ত্র ও গুলীবারুদ বে-আইনীভাবে রক্ষিত থাকার বিষয় অবগত হইয়া উক্ত ব্যক্তির গৃহ খানাতল্লাসী করে এবং তাহার ফলে একটী ঘর হইতে একটী 'নেপালী' গাদা বন্দুক, কিছু বারুদ ও ছড় ইত্যাদি পাওয়া যায়। লোকটী বিচারকালে উক্ত বন্দুক গুলীগোলা প্রভৃতি তাহার অজ্ঞাতে তাহার কোনও শত্রু কর্ত্তৃক রক্ষিত হইয়া থাকিবে ও উক্ত ঘর তৎকর্ত্তৃক পরিত্যক্ত বলিয়া নিজকে নির্দ্দোষ জ্ঞাপন করিয়াছে। এখনও হাকিমের রায় হয় নাই।

ফ্রান্সের নূতন মন্ত্রি-সভা

মঃ সোতা নূতন মন্ত্রিসভা গঠন করিয়াছেন। নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণকে লইয়া ফরাসী মন্ত্রি-সভা গঠিত হইয়াছে:—

প্রধান মন্ত্রী ও স্বরাষ্ট্র সচিব—মঃ সোতা, বিচার বিভাগের মন্ত্রী—মঃ রেণার্দি, পররাষ্ট্র সচিব মঃ বঁবু, অর্থ সচিব—মঃ রুণেট, সমর সচিব—মঃ দেলাবদে, নৌ বিভাগীয় মন্ত্রী—মঃ সরাৎ, বিমান-বিভাগীয় মন্ত্রী—মঃ পোর কং, উপনিবেশ সচিব—দালমিয়ার বাজেট মন্ত্রী মঃ মারচান্দু, শিক্ষা মন্ত্রী—মঃ ডেমনজ, পূর্ত্ত বিভাগীয় মন্ত্রী—মঃ প্যাগানেন, শিল্প বাণিজ্য সচিব—মঃ লরেণ্ট আইনাক, কৃষি মন্ত্রী মঃ কোলে, শ্রমিক সচিব—মঃ ক্যামো পেন্সন বিভাগের মন্ত্রী—মঃ হুস, ডাক ও তার বিভাগের মন্ত্রী—মঃ নিলার, স্বাস্থ্য-বিভাগীয় মন্ত্রী—মঃ ইসরেল, ব্যবসায় সংক্রান্ত নৌ-বিভাগের মন্ত্রী—মঃ ফ্রং।

তারের ঠিকানা— 'শ্রীধাম' নবদ্বীপ
ডাকের ঠিকানা—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

দৈ নি ক

REG. C1544

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩৷৹
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার স্বতন্ত্র।

নদীয়া প্রকাশ
THE
NADIA-PRAKASH

সাহায্যের হার
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸৹
মাসিক ১৲
নগদ বর্ত্তমান
সংখ্যা ৵

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার - নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৮ম খণ্ড সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বেদান্তবাচস্পতি [২২৯শ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর— ১৬ই অগ্রহায়ণ শনিবার ১৩৪০, ২রা ডিসেম্বর ১৯৩৩

শ্রীযুক্তা কস্তুর বাঈ গান্ধী ও শ্রীমতী মণিবেন প্যাটেল গ্রেপ্তার

শ্রীযুক্তা কস্তুর বাঈ গান্ধী, সর্দ্দার বল্লভভাই প্যাটেলের কন্যা শ্রীমতী মণিবেন প্যাটেল এবং গান্ধীজীর সহকর্ম্মী শ্রীযুক্ত প্রাগজীভাই দেশাই আমেদাবাদ হইতে ট্রেনে চড়িয়া রাসগ্রামে যাইতেছিলেন। ট্রেনখানি নাদিয়াদ ষ্টেশনে পৌঁছিবামাত্র সাদা পোষাক-পরিহিত দুইজন পুলিশ কর্ম্মচারী প্রায় ছয়জন কনেষ্টবলকে সঙ্গে লইয়া তাঁহাদের কামরায় প্রবেশ করেন এবং বলেন যে, তাঁহাদিগকে গ্রেপ্তার করা হইল। অতঃপর তাঁহাদিগকে ট্রেন হইতে নামাইয়া একখানি মোটর বাসে করিয়া 'আনন্দে' লইয়া যাওয়া যায়। তথাকার জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট এই তিন জনকে উপস্থিত করা হইলে তাঁহারা বলেন, আমরা কংগ্রেসের প্রচারকার্য্য করিবার জন্য রাসগ্রামে যাইতেছিলাম আমাদের অভিপ্রায়ের কথা পূর্ব্বেই আমরা গবর্ণমেণ্টকে জানাইয়াছিলাম।

অতঃপর জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট এই তিন জনের উপর বোম্বাইয়ের জরুরী ক্ষমতা বিষয়ক আইন অনুসারে এক নোটীশ করেন। তাহাতে এই আদেশ দেওয়া হয় যে, একমাস কাল তাঁহারা আইন অমান্য করিয়া কর প্রদান না করিবার জন্য কৃষকগণের মধ্যে প্রচার কার্য্য করিতে পারিবেন না। এমন কোন কাজ করিতে পারিবেন না, যাহাতে আইন অমান্য আন্দোলনের সহায়তা করা হয় এবং সর্ব্ব প্রথমে যে ট্রেণ পাওয়া যাইবে সে ট্রেণে চড়িয়া তাহারা খয়রা জেলা ছাড়িয়া যাইতে বাধ্য থাকিবেন।

শ্রীযুক্তা গান্ধী শ্রীমতী মণিবেন প্যাটেল এবং শ্রীযুক্ত প্রাগজীভাই দেশাই এই আদেশ পালন করিতে অসম্মত হন তৎক্ষণাৎ তাঁহাদিগকে পুনরায় গ্রেপ্তার করা হয়।

ট্রেণের চাপে বৃদ্ধার মৃত্যু

গত শুক্রবার ভোরে পাটনা জংসন হইতে কিয়দ্দূরে পাটনা-গয়া ব্রাঞ্চ লাইনের তলায় পড়িয়া একজন ৬০ বৎসর বয়স্কা বৃদ্ধা গুরুতর আঘাতপ্রাপ্ত হয়। ঘটনার পরক্ষণেই তাহাকে পাটনা জেনারেল হাঁসপাতালে প্রেরণ করা হয়। তথায় সে মারা যায়। বৃদ্ধাকে হিন্দু বলিয়াই মনে হয়। এতদ্ব্যতীত তাহার সম্বন্ধে অন্য কোন খবর পাওয়া যায় নাই। উক্ত দিবস সন্ধ্যার সময় ১৬ নং এক্সপ্রেস যখন পাটনা জংসনের দিকে আসিতেছিল, তখন ড্রাইভার দেখিতে পায় যে, একজন লোক গাড়ীর সম্মুখ দিয়া লাইন অতিক্রম করিতেছে, তখন সে গাড়ীখানি থামাইয়া আর একটা লোকের প্রাণ বাঁচাইতে সমর্থ হয়। লোকটীকে গ্রেপ্তার করিয়া পুলিশের হাতে দেওয়া হইলে তাহাকে বধির বলিয়া মনে হয়, তখন তাহাকে সাবধান করিয়া ছাড়িয়া দেওয়া হয়।

খানাতল্লাস

গত মঙ্গলবার গোয়েন্দা পুলিশ উত্তর কলিকাতা ও মধ্য কলিকাতায় নানাস্থানে খানাতল্লাস করে এবং জবানবন্দী গ্রহণের জন্য পাঁচ ছয় জন যুবককে গোয়েন্দা আফিসে লইয়া যায়। প্রকাশ, বৈপ্লবিক আন্দোলন সম্পর্কেই খানাতল্লাস করা হইয়াছে। কোনও আপত্তিকর কিছুই পাওয়া গিয়াছে কি না, জানা যায় নাই ?

কলিকাতায় ভীষণ চুরি

কলিকাতা চৌরঙ্গীস্থিত 'কার-মহিলানাবিশ এণ্ড কোম্পানীর' দোকানে এক চুরি হইয়া গিয়াছে। ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, গত শনিবার রাত্রে দোকানের কর্ম্মচারিগণ যথারীতি দোকান বন্ধ করিয়া চলিয়া যান রবিবার দিন দোকান বন্ধ থাকে সোমবার সকালে দোকান খুলিলে দেখা যায় যে, দোকানের জানালা ভাঙ্গা এবং কতকগুলি জিনিষ অপহৃত হইয়াছে। চোরেরা জানালা ভাঙ্গিয়া ভিতরে প্রবেশ করিয়া সোনা ও রূপার অনেকগুলি পদক এবং কয়েকটি গ্রামোফোন সর্ব্ব সমেত ১৩০০৲ টাকার জিনিষ লইয়া গিয়াছে। পুলিশ জোর তদন্ত করিতেছেন। এখনও কেহ ধরা পড়ে নাই।

খালাসীর দুই বৎসর সাজা

পুরুলিয়াবিভাগের মহকুমা হাকিম আলি আমেদ নামক একজন জাহাজের খালাসীকে দুইটী পিস্তল ও ৫০টী কার্ত্তুজ রাখিবার অভিযোগে দুই বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন।

ঘটনার বিবরণ এই যে, গত ৩রা অক্টোবর আসামী রাস্তা দিয়া যাওয়ার সময় পুলিশ তাহাকে সন্দেহবশতঃ থামাইয়া তল্লাসী করে এবং তাহার কাপড়ের নীচে উপরোক্ত জিনিষগুলি প্রাপ্ত হয়। অভিযোগে বলা হয় যে, ঐ সকল জিনিষ বিক্রয়ার্থ সংগ্রহ করা হইয়াছিল।

৪২বৎসর কারাদণ্ড

একজন হিন্দু যুবক বিভিন্ন নামে ১২টি কারবার ফাঁদিয়া বসিয়াছিল এবং জনসাধারণকে ক্রমাগত ঠকাইয়া আসিতেছিল। ৫ টাকায় সাইকেল দেওয়া হইবে এবং আরও নানা প্রকার উপহার দেওয়া হইবে—এই প্রকার বিজ্ঞাপন দিয়া জনসাধারণকে প্রলুব্ধ করিয়া সে ক্রমাগত লোককে বঞ্চিত করিতেছিল। সম্প্রতি তাহাকে গ্রেপ্তার করিয়া অভিযুক্ত করা হইয়াছিল। লাহোরের স্পেশাল ম্যাজিষ্ট্রেটের বিচারে ৬টি প্রবঞ্চনার অভিযোগে তাহাকে মোট ৪২ বৎসর কারাদণ্ড দেওয়া হইয়াছে। তবে, ইহার মধ্যে ১৪ বৎসর তাহাকে কারাদণ্ড ভোগ করিতে হইবে। কারণ অধিকাংশ দণ্ডই একত্র ভোগ করিবার নির্দ্দেশ দেওয়া আছে। তাহার অন্যান্য ব্যবসায়ী সঙ্গিগণ তৎসংশ্লিষ্ট জুয়াচুরির অভিযোগে জেলে প্রেরিত হইয়াছে।

সিউড়ীতে ভীষণ ডাকাতি

দুবরাজপুর থানার অধীন যশপুর গ্রামের নবগোপাল দের বাড়ীতে সেদিন ভীষণ এক ডাকাতি হইয়া গিয়াছে। প্রকাশ, ডাকাতেরা নগদে ও অলঙ্কারে প্রায় দশ হাজার টাকা লইয়া গিয়াছে। পুলিশ এই ডাকাতি সম্পর্কে এই পর্য্যন্ত ১২জন লোককে গ্রেপ্তার করিয়াছে।

লক্ষ্ণৌয়ে অগ্নিকাণ্ড

লক্ষ্ণৌয়ে গভীর রাত্রে একটী ময়দার কলে আগুন লাগিয়াছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। রাত্রি প্রায় ২টার সময় অগ্নি নির্ব্বাপিত হয়। অনেক টাকা ক্ষতি নষ্ট হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ।

ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

১৬ই অগ্রহায়ণ শনিবার, ১৩৪০

ভারত গবর্ণমেণ্টের আমন্ত্রণক্রমে বিশ্বরাষ্ট্রসঙ্ঘের অন্যতম কমিটি—স্বাস্থ্য কমিটির ম্যালেরিয়া কমিশন আমাদের দেশের ম্যালেরিয়া দমন বিষয়ক কার্যাপদ্ধতি নির্ণয় গবেষণা ও পর্য্যালোচন করিবার জন্য ১৯২৯ সালে ভারতবর্ষ পরিদর্শন করিয়াছিলেন। বিশ্বরাষ্ট্রনীরদের ভারতের প্রতি এই অপরিসীম উদারতাবলে ভারত ম্যালেরিয়ার দমনে কতটা কৃতকার্য্য হইয়াছে, তাহা কোন ভারতবাসীরই অজ্ঞাত নাই। কিন্তু সে বিষয়ে কৃতকার্য্যতা লাভ হউক না হউক বিশ্বরাষ্ট্র কমিশন যে কৃপা করিয়া ম্যালেরিয়ার বাসভূমি এই ভারতবর্ষে পদার্পণ করিয়াছিলেন, এ জন্যই কি তাঁহাদের নিকট ভারতবাসীদের কৃতজ্ঞ থাকা উচিত নহে? এই গবেষণা কার্য্যে বিশ্বরাষ্ট্র ধুরন্ধরদিগকে ম্যালেরিয়ার বীজবাহী মশার কামড়ও কি নাই খাইতে হইয়াছিল।

সম্প্রতি জার্ম্মাণীর সর্ব্বময় কর্ত্তা হার হিটলার একটি বক্তৃতায় বলিয়াছেন যে, মশা, মদ্য এবং মেয়ে মানুষ—এই তিনের জন্য বহু সাম্রাজ্য ধ্বংস হইয়াছে। বিশ্বরাষ্ট্রসঙ্ঘের এই ম্যালেরিয়া সম্বন্ধে গবেষণার সহিত জগতের একটী সাম্রাজ্য রক্ষার শুভ প্রচেষ্টার পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। শুধু এজন্যই ভারতবাসীদিগকে ভক্তি গদগদচিত্তে তাহাদের গুণ গান করা উচিত। সুতরাং বিশ্বরাষ্ট্র সঙ্ঘের বিরুদ্ধে সমালোচকগণ নিতান্তই ভ্রান্ত ধারণার দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছেন, বলিতে হইবে।

জাপান বিশ্বরাষ্ট্রসঙ্ঘের সদস্যপদ ত্যাগ করিয়াছে। বিশ্বরাষ্ট্রসঙ্ঘের কর্ম্মচারীরগণ তাহাকে বিশেষ পীড়াপীড়ি করিয়া ধরাতে সে নাকি সম্প্রতি জানাইয়া দিয়াছে যে, বিশ্বরাষ্ট্রবীরেরা যদি রাজনীতির সকল সম্পর্ক বর্জ্জন করিয়া নিছক নীতিগত তত্ত্বের আলোচনা-গবেষণায় প্রবৃত্ত থাকেন তাহা হইলে, জাপান বিশ্বরাষ্ট্রসঙ্ঘের সদস্য থাকিতে পারে!

জাপান বিশ্বরাষ্ট্রসঙ্ঘ ছাড়িতে পারে। মেক্সিকো ছাড়িতে পারে, জার্ম্মাণী বিশ্বরাষ্ট্রবীরদিগকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ প্রদর্শন করিতে পারে, তাই বলিয়া ভারতবর্ষ 'সর্ব্বদ্বীপ মধ্যে শ্রেষ্ঠ—শ্রেষ্ঠ জম্বুদ্বীপ, সেও বিশ্বরাষ্ট্রসঙ্ঘ বর্জ্জন করিবে ইহা কি সম্ভব?

ডাক্তার নরউড ইংলণ্ডের হ্যারো স্কুলের হেডমাষ্টার ছিলেন। তিনি সম্প্রতি দিল্লী সহরে বিশ্ব সমস্যা সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন। এই বক্তৃতায় তিনি বলিয়াছেন—"ভারতই বিশ্বশান্তি রক্ষায় চাবীকাঠিস্বরূপ থাকিবে এবং জাতীয়তা ও যন্ত্রজাত-বাণিজ্য বাদ এই দুই প্রলোভনের সহিত ভারতবর্ষকে যুদ্ধ করিতে হইবে।" এমন অবস্থায় বিশ্বরাষ্ট্রবীরেরা কি ভারতবাসীদের সাহায্য হইতে বঞ্চিত হইতে পারে? প্রতিবাদী দল বলিতেছেন যে, বিশ্বরাষ্ট্রসঙ্ঘ তো আজকাল ইংরেজ এবং ফরাসীদেরই একচেটিয়া ব্যাপার হইয়া দাড়াইয়াছে। এসিয়ার কোন শক্তিরই তাহাতে কোন প্রভাব নাই, ভারতবর্ষের তো দূরের কথা। কিন্তু বিশ্ববীরেরা কেহ ভারতবাসীদের সাহায্য চাহেন না বলিয়া ভারতবাসীরা তাহাদিগকে আলিঙ্গন করিবেন কি না ইহা যুক্তি সঙ্গত কথা?

বোম্বাইয়ের কলওয়ালাদিগকে হাত করিয়া মিঃ মোদী ল্যাঙ্কাশায়ারী দলের মিতালীর মহাগৌরবে বিশ্ব মৈত্রী সাধন ক্ষেত্রে সম্মানিত আসন অধিকার করিবেন এ সম্ভাবনা ষোল আনা দেখা দিয়াছিল। গ্রেটব্রিটেন মোদী মহাশয়ের জয় রবে মুখরিত হইতে আরম্ভ হইয়াছিল ইতিমধ্যে এ কি আপদ,—বোম্বাইয়ের বণিক সভা মোদী ল্যাঙ্কাশায়ারী চুক্তির নিন্দা করিয়া বসিল। বিশ্ব প্রেমের বক্ষে এমন বিশ্বাস বা তর্কতার ছুরিকাঘাতে মোদী মহাশয় যে মনঃক্ষুণ্ণ হইবেন, ইহা স্বাভাবিক সুতরাং মোদী মহাশয় বণিক সভার সদস্যপদ ত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহার দোসর স্যার মনোমোহন দাস রামজী নাকি বলিতেছেন, চুক্তিটা দেশের পক্ষে এমন বেশী কি ক্ষতিকর ছিল যে তাহা লইয়া বণিক সমিতির সদস্যদের এতটা হৈ চৈ করা দরকার হইয়া পড়িয়াছিল? হাস্যকর ক্ষোভের বাণী বটে।

মিঃ ওয়াল্টার রুন্সিম্যান সেদিন কমন্স সভায় ল্যাঙ্কাশায়ারী দলকে মোদী চুক্তির মহিমা বর্ণনা করিয়া যে আশ্বাস প্রদান করিয়াছিলেন। ল্যাঙ্কাশায়ারী দল নাকি তাহাতেও সন্তুষ্ট হইতে পারেন নাই; তাঁহাদের অসন্তোষ জ্ঞাপন দ্বারা গত ২৯শে তারিখ কমন্স সভা আবার আলোড়িত করিয়া ভারতে নিজেদের ব্যবসায়ের শুল্ক সুবিধা অবিলম্বে প্রবর্ত্তনের দাবী করিবার কথা ইতিমধ্যে আবার বোম্বাইয়ের বণিক সমিতির এমন বিভ্রাট!

শ্রীযুত বিধুভূষণ কর সয়াইল ডাকঘরের পোষ্টমাষ্টার ছিলেন; এখন পেন্সন লইয়াছেন। স্পেশ্যাল ট্রাইবিউন্যালে একটা মামলায় সরকারপক্ষে সাক্ষ্যদানকালে তিনি নাকি বলিয়াছেন। "পুলিশ ইন্‌স্পেক্টর আবুল আজিজ আমাকে ভয় দেখাইয়া বলিয়াছিলেন আমি যদি সরকারপক্ষ হইতে যথাযথভাবে সাক্ষ্য প্রদান না করি, তাহা হইলে পেন্সন পাইব না।"

শুনা যায়, বাঙ্গলার পোষ্টমাষ্টার জেনারেল তাহার প্রতি নোটীশ দিয়াছেন যে, তাঁহার পেন্সন কেন বাজেয়াপ্ত হইবে না, তাহার কারণ দর্শাইতে হইবে। বিধুবাবু তাঁহার পেন্সনের কিয়দংশ অগ্রিম পাইবার বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন এবং ব্রাহ্মণবাড়িয়া ট্রেজারী হইতে তাঁহার সেই বাবদ ১৮০০৲ টাকা পাইবার কথা ছিল—সে টাকাও নাকি আটক করা হইয়াছে।

বিধুবাবু যাহা বলিয়াছিলেন, তাহার সত্যতা অনুসন্ধান করিয়া দেখা কি কর্ত্তৃপক্ষের উচিত নহে? পুলিশ ইন্‌স্পেক্টর আবুল আজিজ যদি বিধুবাবুকে সত্যই ঐরূপ শাসাইয়া থাকেন, তবে তাহা আদালতে প্রকাশ করা কি রাজদ্রোহের সামিল? শুধু পুলিশের কোপানলে পড়িয়াই কি একজন পুরাতন কর্ম্মচারীর অন্ন মারা যাইবে। এই সকল প্রশ্নের প্রকাশ্য উত্তর দেশবাসী কি আশা করিতে পারেন না?

কলিকাতা মহানগরীতে লাট ভবনে যে শিক্ষা-সম্মেলন হইয়া গেল, তাহাতে শিক্ষা মন্ত্রী মহাশয় নাকি প্রস্তাব করিয়াছিলেন, বাঙ্গলাদেশে হাইস্কুলের সংখ্যা প্রায় ১২০০ শত; কিন্তু অর্থাভাবে ইহার অধিকাংশই ভাল চলে না। অতএব শিক্ষার উন্নতিসাধনের জন্য হাইস্কুলগুলির সংখ্যা কমাইয়া ৪০০ শতকরা হোক;—এমন একটা প্রস্তাব কোন দায়িত্বজ্ঞানসম্পন্ন শিক্ষা মন্ত্রীর মুখ দিয়া বাহির হইতে পারে ইহা সাধারণের ধারণার বহির্ভূত। বাঙ্গলাদেশের আয়তন গ্রেটব্রিটেন বা ফ্রান্সের প্রায় সমান ইহার লোকসংখ্যা প্রায় ৫ কোটী এই জনবহুল বিশাল দেশের পক্ষে ১২০০ শত হাইস্কুল কিছুই নহে হাইস্কুলের সংখ্যা আরও অন্ততঃ ৫ গুণ বৃদ্ধি করা উচিত এবং গবর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতেই সেই চেষ্টা করা উচিত যে ১২০০ শত স্কুল বাঙ্গলাদেশে চলিতেছে, তাহার অধিকাংশই বে-সরকারী লোকদের দ্বারাই প্রতিষ্ঠিত এবং তাহাদেরই অর্থে পরিচালিত স্কুলগুলি যাহাতে সুপরিচালিত হয়, সে জন্য শিক্ষা মন্ত্রী কোথায় আরও অর্থব্যয়ের ব্যবস্থা করিবেন—না, ঐগুলির বেশীর ভাগ উঠাইয়া দিবার জন্যই তিনি ব্যগ্র।

তিন জনের প্রাণদণ্ড

মাহেবুল্লা মণ্ডল এবং অপর ৮ জন আসামীকে জুরিগণ ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৯৬ ধারা মতে (নরহত্যা সহ ডাকাতি) একবাক্যে দোষী সাব্যস্ত করায়, রাজসাহীর দায়রা জজ মিঃ ই এস সিমসন আসামীদের ৩ জনের প্রতি প্রাণদণ্ড, দুইজনের প্রতি যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর এবং অবশিষ্ট ৪ জন আসামীর প্রত্যেকের প্রতি ১০ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ দিয়াছেন। আসামিগণ উক্ত দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে আপীল করে মঙ্গলবার দিন বিচারপতি মিঃ মুখুয্যে, মিঃ বার্টলে এবং মিঃ এ, কে রায়ের সম্মুখে এই আপীলের শুনানী শেষ হইয়াছে, বিচারপতি রায় দান স্থগিত রাখিয়াছেন।

ধনী কৃষাণজীবি আসিরুদ্দিন সরকারের মৃত্যু সম্পর্কে উপরোক্ত ৯ জন আসামীর বিচার হয়। আসিরুদ্দিন নাটোর রাজের পক্ষে খাজনা আদায় করিত। অভিযোগ এই গত ২৮শে এপ্রিল ভোর রাত্রে ২টা হইতে ৪টার মধ্যে আসামিগণ আসিরের গৃহে প্রবেশ করিয়া বলপূর্ব্বক তাহাকে টানিয়া বাহির করে। পরে লোহার হাতুরী দ্বারা তাহার মাথায় আঘাত করায় সে পড়িয়া যায়। তখন কয়েকজন আসামী লোহার হাতুরী দিয়া আসিরের মাথায় এবং চোখের উপর আঘাত করে এবং কয়েকজন তাহার বুকের উপর চড়িয়া বসে অবশেষে আসামিগণ সোণারূপার অলঙ্কার এবং নগদ এক হাজার টাকা লইয়া পলায়ন করে। আসামিগণ দোষ অস্বীকার করিয়াছে।

রায় দেওয়ার সময় দায়রা জজ বলেন যে, হত্যাসহ ডাকাতি অতিশয় নৃশংস অপরাধ এবং এইরূপ অপরাধের নিমিত্ত আসামীদিগের আদর্শ দণ্ড হওয়া বাঞ্ছনীয়।

আসামী পক্ষে মিঃ মণীন্দ্রনাথ বাঁড়ুয্যে এবং মিঃ অনিল রায় চৌধুরী এবং মিঃ এন, সি দাশগুপ্ত সহ মিঃ খন্দকার সরকার পক্ষে উপস্থিত ছিলেন।

রাজবন্দী স্থানান্তরিত

চাঁদপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত নিবারণ চন্দ্র দত্ত বি, এ, এযাবৎ কাল বহরমপুর বন্দী নিবাসে ছিলেন। এখানে খবর আসিয়াছে যে, তাহাকে দেউলীতে প্রেরণ করা হইয়াছে। ইহা জানা গিয়াছে যে, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় শ্রীযুক্ত দত্তকে বি, এল, পরীক্ষা দেওয়ার অনুমতি দিয়াছেন। তিনি পরীক্ষার ফিস দাখিল করিয়াছেন।

পাঠকবর্গের স্মরণ আছে যে, শ্রীযুক্ত দত্ত কুমিল্লা কলেজে তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে অধ্যয়ন কালে বন্দীর সংকোচে যুক্ত হন এবং বন্দীনিবাসে থাকিয়াই বি, এ, পাশ করেন।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রী নদীয়া-প্রকাশ

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক
—পারমার্থিক পত্র—
শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশ
তনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনম্,
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং
প্রেমা পুমর্থো মহান্,
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং
তত্রাদরো নঃ পরঃ॥

৮ম বর্ষ } ৩০শে কেশব গৌরাব্দ ৪৪৭, ১৬ই অগ্রহায়ণ বঙ্গাব্দ ১৩৪০, ২রা ডিসেম্বর ইং ১৯৩৩, শনিবার } ২২৯ তম সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

গত ২রা অগ্রহায়ণ ১৮ই নভেম্বর শনিবার সন্ধ্যায় কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠে 'সাধুনিন্দা'-রূপ নামাপরাধের কথা-বর্ণনমুখে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তি শ্রীরূপ পুরী মহারাজ যে বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন, তাহার সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম নিম্নে প্রদত্ত হইল।

আমরা কয়েক দিন শ্রীনামতত্ত্বের কথা আলোচনা করিতেছি। দশবিধ অপরাধ বর্জ্জন না করিলে শ্রীনাম-কীর্ত্তনের অধিকার হয় না, সেইজন্য অপরাধ-দশকের স্বরূপ অবগত হইয়া ষড়্বিধা শরণাগতির অন্যতম প্রাতিকূল্য-বর্জ্জন-চেষ্টামূলে নামাপরাধ বর্জ্জন করিলে নামাশ্রয়ীর সেবোন্মুখ জিহ্বায় শ্রীনাম কীর্ত্তিত হন।

সাধুর কৃপা ব্যতীত শ্রীনাম-কীর্ত্তনের অধিকার হয় না; কারণ শ্রীনাম ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তু নন যে আমি সাধুর কৃপা বাদ দিয়া প্রাকৃত জিহ্বার দ্বারা নিজ চেষ্টাতেই তাহা উচ্চারণ করিব। সাধুমুখবিগলিত শ্রীনাম সেবোন্মুখ কর্ণে প্রবিষ্ট হইলেই শ্রীনাম প্রভুর কৃপা হয়, তখন শ্রবণকারীর সেবোন্মুখ জিহ্বায় শ্রীনাম নৃত্য করিতে থাকেন। অতএব শাস্ত্র বলিয়াছেন—

অসাধু সঙ্গে ভাই কৃষ্ণনাম নাহি হয়।
নামাক্ষর বাহিরায় বটে নাম কভু নয়॥
ভক্তি করিতে কৃষ্ণনাম সাধুসঙ্গ কয়।

দশটী নামাপরাধের মধ্যে প্রথম অপরাধ সাধুনিন্দা। এই অপরাধ অতিশয় গুরুতর। শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে ইহাকে মত্তহস্তীর সহিত তুলনা করিয়াছেন। মত্তহস্তী যেরূপ [illegible] লতাকে অনায়াসে ছিন্ন করিয়া দেয়, সেইরূপ বৈষ্ণবাপরাধরূপ মত্তহস্তী উদিত হইলে সাধকের হৃদয়স্থিত ভক্তিলতাকে তৎক্ষণাৎ সমূলে উৎপাটিত করিয়া দেয়।

যদি বৈষ্ণব-অপরাধ উঠে হাতী-মাতা।
উপাড়ে বা ছিণ্ডে তার শুকি যায় পাতা॥

'সাধুনিন্দা'-অপরাধ বর্জ্জন করিতে হইলে কি করিলে, সাধুনিন্দা হয় তাহা বিচার করা আবশ্যক। অনেকে মনে করেন, যিনি সাধুর বেষ ধরিয়া আসিবেন বা 'আমি সাধু' বলিয়া পরিচয় দিবেন, এইরূপ হাটে বাজারে পথে ঘাটে, যাহাকে তাহাকে সাধু বলিয়া সম্মান করিব, সাধুবেষধারী কাহাকেও অসাধু বলিব না, তাহা হইলেই আমি বা আমরা সাধুনিন্দা-রূপ অপরাধ হইতে পরিত্রাণ পাইব। কে প্রকৃত সাধু, কে সাধুর বেষ ধরিয়াও অসাধু, তাহা আমাদের বিচার করিবার আবশ্যক কি?

ঐরূপ বিচার অতিশয় ভ্রমপূর্ণ। উহা অজ্ঞজনের শ্রুতিমধুর হইলেও বৈষ্ণবাপরাধ-রূপ মত্তহস্তীকে আকর্ষণ করিবার সর্ব্বপ্রধান উপায়। যেরূপ পিতাকে সম্মান না করা দোষ, আবার অন্য কোন ব্যক্তি 'আমি তোমার পিতা' এই কথা বলিবা-মাত্রই তাহাকে পিতার সম্মান দেওয়া বা মাতার শয়নকক্ষে প্রবেশের অধিকার দেওয়া অধিকতর দোষ, সেইরূপ সাধুকে যথাযোগ্য সম্মান না করা অপরাধ; আবার অসাধুকে সাধু বলিয়া পূজা করা অধিকতর অপরাধ। অতএব 'সাধুনিন্দা'-অপরাধ পরিত্যাগ করিতে হইলে ব্যতিরেকভাবে 'অসৎ'-সঙ্গ ত্যাগ করা ও অন্বয়ভাবে শুদ্ধভক্তের সঙ্গ করা আবশ্যক।

পূর্ব্বদিন আমরা 'অসৎ'-ব্যক্তির স্বরূপ বিস্তারিতভাবে আলোচনা করিয়া বুঝিয়াছি যে, স্ত্রীসঙ্গী ও কৃষ্ণাভক্ত অর্থাৎ অন্যাভিলাষী, কর্ম্মী ও জ্ঞানী ইহারা অসাধু। সঙ্গের ছয় প্রকার লক্ষণের কথাও পূর্ব্বে আলোচিত হইয়াছে। অসজ্জনের সহিত পূর্ব্বকথিত ষড়্বিধ সঙ্গ বর্জ্জন না করিলে সাধুনিন্দা অবশ্যই হইবে। অসৎ ও সৎ দুইটী বিপরীত বস্তুর সহিত প্রীতি কখনও যুগপৎ হইতে পারে না। তাই শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন—

অসৎসঙ্গ-ত্যাগ এই বৈষ্ণব-আচার।
স্ত্রীসঙ্গী এক অসাধু, কৃষ্ণাভক্ত আর॥

সাধু সূর্য্যের ন্যায় স্বতঃ-প্রকাশ বস্তু। অন্য কোন প্রকার আলোকের সাহায্যে যেরূপ সূর্য্য দৃষ্ট হন না, সূর্য্যের শরণাগত হইলেই সূর্য্যের প্রেরিত কিরণ চক্ষু গোলকে পতিত হইলেই সূর্য্যকে দেখা যায়, সেইরূপ আমরা অক্ষজজ্ঞানের দ্বারা সাধুকে মাপিয়া লইতে, সাধুকে চিনিয়া লইতে পারি না। সাধুর শরণাগত হইলে—প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবা এই তিনটী বৃত্তির সহিত তাঁহার নিকট অভিগমন করিলেই তাঁহার প্রদত্ত কৃপালোকে তাঁহাকে চিনিয়া তাঁহার সেবা সৌভাগ্য লাভ করিতে পারি, কিন্তু প্রাকৃতদর্শনে তাঁহাকে দেখিতে গেলেই অপরাধ অর্জ্জন করিব।

চট্টগ্রামে প্রচার

গত ৩রা অগ্রহায়ণ ১৯শে নভেম্বর রবিবার চট্টগ্রাম সহরের অন্তর্গত কোরমানীগঞ্জ নামক স্থানে ডাঃ শ্রীযুক্ত শ্যামলালদাস মহোদয়ের বিশেষ উদ্যোগে স্থানীয় কালীবাড়ীতে এক বিরাট্ ধর্ম্ম-সভা আহূতা হইয়াছিল এবং বহুসংখ্যক নরনারী উক্ত সভায় যোগদান করিয়াছিলেন। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি প্রকাশ অরণ্য মহারাজ ছায়াচিত্রযোগে শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গদেবের আবির্ভাবকালে দেশের তদানীন্তন অবস্থা কিরূপ ছিল তাহা বিশেষভাবে বুঝাইয়া দেন। তৎকালে দেশের লোকের খাওয়া-পরার প্রচুর সুবিধা থাকিলেও লোকে সর্ব্বদা ব্যবহার-রসে উন্মত্ত থাকিত, নানাপ্রকারে অর্থের অপব্যয় করিত, এমন কি বিড়ালের বিবাহ দিয়া অনেক অর্থ নষ্ট করিত। পণ্ডিতগণ সর্ব্বদা তর্ক লইয়া থাকিতেন এবং ইন্দ্রিয়জ-জ্ঞানের প্রাধান্য দেখাইতে চেষ্টা করিতেন। এইরূপে ধনী ব্যক্তিগণ অর্থের অপব্যয় করিতেন এবং পণ্ডিতগণ সর্ব্বদা বিদ্যামদে এবং কুলমদে মত্ত থাকিতেন। এই দুর্দ্দিনে শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব হইয়াছিল এবং তাঁহার পার্ষদগণও তৎসঙ্গে অবিভূর্ত হইয়া 'সর্ব্বাবস্থায় যে ভগবদনুশীলনই মনুষ্যজীবনের একমাত্র কৃত্য', ইহা সপার্ষদে আচরণ করিয়া জগজ্জীবকে শিক্ষা দান করিয়াছিলেন।

কাশীতে সৎশিক্ষা-প্রদর্শনী

কাশী—সনাতন-শিক্ষাস্থলী। এস্থানে শ্রীমন্মহাপ্রভু তাঁহার পার্ষদভক্ত শ্রীল সনাতন গোস্বামীকে সনাতনধর্ম্মের উপদেশ দিয়াছেন। সেই পরম-মঙ্গলময় উপদেশাবলীকে মূর্ত্ত করিয়া জগদ্বাসীকে দেখাইবার জন্য শ্রীসনাতন প্রভুর অভিন্নবিগ্রহ অস্মদীয় গুরুদেব শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ কাশীতে সত্বর সৎশিক্ষাপ্রদর্শনী উদ্ঘাটন করিতেছেন। প্রদর্শনীর কার্য্য দ্রুতগতিতে আরম্ভ হইয়াছে। গৌড়ীয় মঠের প্রচারকগণ কাশীতে গিয়া অক্লান্ত-পরিশ্রমে কার্য্যাদি সম্পন্ন করিবার প্রবৃত্ত করিতেছেন। নিজজনগণকে সেবোৎসাহ ও উপদেশ প্রদানার্থ শ্রীশ্রীল প্রভুপাদও সত্বর তথায় শুভবিজয় করিবেন। প্রদর্শনীর জন্য অতি সুন্দর বিস্তৃত স্থান সংগৃহীত হইয়াছে।

সেই সে বিচার ফল জানিহ নিশ্চয়। কৃষ্ণপাদপদ্মে যদি চিত্তবিত্ত রয়॥

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

৩০ কেশব অধ্যায় ক্ষীরোদশায়ী

আমার ত

আমার পরিচয়-প্রদান-সময়ে আমি বুক ফুলাইয়া বলিয়া থাকি—আমি শ্রীচৈতন্যমঠ-বাসী। শ্রীচৈতন্যমঠের কোন শাখামঠবাসীও বস্তুতঃপক্ষে শ্রীচৈতন্যমঠবাসীই, কারণ শ্রীচৈতন্যমঠের শাখামঠসমূহও শ্রীচৈতন্যমঠের প্রকাশবিগ্রহ। প্রত্যেকের সেবার বৈচিত্র্য ও বৈশিষ্ট্য থাকিলেও উক্ত শাখামঠসমূহকে খণ্ডবুদ্ধিতে দেখিলে দর্শনকারীর বুদ্ধির প্রশংসা করা যাইবে না, তাহাতে দর্শকের বস্তুজ্ঞানে অজ্ঞানতা প্রবেশ করিয়াছে জানিতে হইবে। সুতরাং শ্রীচৈতন্যমঠের বা শ্রীচৈতন্যমঠের যে-কোন শাখামঠের একনিষ্ঠ সেবক হইলে শ্রীচৈতন্যমঠসেবকরূপে নিজকে পরিচয় প্রদান করিবার অধিকার সেবকের আছে। তবে আমি শ্রীচৈতন্য মঠবাসী বলিয়া পরিচয় প্রদান করিলে বিজ্ঞগণ আমার প্রতি অবজ্ঞার হাঁসি প্রকাশ করেন কেন?

— —

পুণ্যভূমি ভারতে অসংখ্য মঠ রহিয়াছে। তাহাদিগকে প্রধানতঃ ৪ ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে—কতকগুলি অন্যাভিলাষের, কতকগুলি কর্ম্মের, আর কতকগুলি জ্ঞানের গণ্ডীতে আবদ্ধ। চতুর্থ-শ্রেণীর মঠের সংখ্যা অতি বিরল। বিরল হইবার কারণ এই যে, সেই মঠসমূহে অন্যাভিলাষ, কর্ম্ম বা জ্ঞান স্থান পায় না; ইঁহাদের যে-কোন একটী প্রবেশ করিলেই সেই মঠটী আর তাহার বৈশিষ্ট্য রক্ষা করিতে পারিল না, উল্লিখিত ত্রটীর কোন না কোনটীতে পর্য্যবসিত হইল। পাঠকগণ বোধ হয় বুঝিতে পারিতেছেন, উক্ত চতুর্থশ্রেণীর মঠ তুরীয় বস্তুর শিক্ষায় গৌরবান্বিত; সেই তুরীয় বস্তুই শুদ্ধভক্তি, যাঁহার সংজ্ঞায় শ্রীল রূপগোস্বামী প্রভু বলিয়াছেন—

অন্যাভিলাষিতাশূন্যং জ্ঞানকর্ম্মাদ্যনাবৃতম্।
আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা॥

আমরা জগতে দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, উচ্চতা—এই তিনটী লক্ষ্য করিয়া ৩ শক্তিবিশিষ্ট বস্তু দেখিতে পাই। গণিতে ৪ শক্তি হইতে অনন্ত শক্তির অঙ্ক কষিলেও সেই সকল শক্তিবিশিষ্ট বস্তুগুলি কি-প্রকারের, তাহা আমাদের বুদ্ধির অগম্য। বস্তুতঃপক্ষে জাগতিক সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণে আবদ্ধ থাকাকাল পর্য্যন্ত তুরীয়ের সন্ধান পাওয়া যায় না। তাহাদের সন্ধান অধোক্ষজ ভূমিকায়। সেই ভূমিকাই শুদ্ধভক্তি, তাহার নিদর্শন শ্রীচৈতন্যমঠ। এখন আমার চিন্তার বিষয় হওয়া উচিত—

আমি যে শ্রীচৈতন্যমঠবাসী বলিয়া অভিমান করিতেছি, আমি কি ঠিকই শ্রীচৈতন্যমঠবাসী, না অন্যাভিলাষ, কর্ম্ম বা জ্ঞান-মঠের কোনওটার অধিবাসী?

শ্রীচৈতন্যমঠ বা তুরীয়-মঠের অধিবাসিগণের স্বরূপ-লক্ষণ—কৃষ্ণৈকশরণতা। এই গুণ চিন্তামণিটীতে আমি ভূষিত কি? যদি হইতাম, তাহা হইলে কৃষ্ণ-সেবায় ত' আমার রতি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইত! কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ শ্রীগুরুপাদপদ্মের সেবাই ত' আমার একমাত্র লক্ষীতব্য বিষয় হইত! গুরুসেবকগণকেও ত' পূজ্য বস্তুরূপে দেখিতাম! কৈ সে-অবস্থা ত' আমার মোটেই নাই! আমি প্রতি-মুহূর্ত্তে নিজের গৌরব বা নিজের সম্মান প্রদর্শন কল্পে কত যুক্তি বা তর্কের ফাঁক অনুসন্ধান করিতেছি। নিজের 'মনোমত' কথা না পাইলে ক্রোধান্ধ হইয়া লঘু গুরু জ্ঞান দ্বীপান্তরিত করিয়া কত ভাবেই না মস্তিষ্ক-বিকৃতির পরিচয় প্রদান করিতেছি! কোথায় আমি গুরুদেবের নির্দ্দেশ-অনুসারে কায়-মনো-বাক্যে সেবাকার্য্য করিয়া কৃষ্ণের আনন্দবর্দ্ধন পূর্ব্বক নিজের নামের সার্থকতা সম্পাদন করিব, শ্রীগৌরসুন্দরের অনুগ্রহ পাইবার জন্য যত্নপর হইয়া স্বরূপের পরিচয় দিব, তাহা না করিয়া গো-দাসত্বে নিজেকে নিযুক্ত করিতেছি! হায় আমার অদৃষ্ট, একবারও কি আমার অধোগমনের বিষয় আমার চিন্তারাজ্যে প্রবেশ করিবে না? একবারও কি আমি ভাবিব না যে, শ্রীগুরুদেবের শ্রেষ্ঠ সেবকগণের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করিয়া শ্রীগুরুদেবের সেবক বলিয়া যে আমি নিজেকে পরিচয় দিতে সাহসী হইতেছি, তাহাতে শ্রীগুরুদেবের প্রীতি সাধনের পরিবর্ত্তে তাঁহার শ্রীঅঙ্গে শেলবিদ্ধ করা হয় মাত্র? মুখে আমি শ্রেয়ঃ পথের পথিক বলিয়া পরিচয় দিলেও আমার মনই যে আমাকে প্রেয়ের পিচ্ছিল পথে লইয়া যাইতেছে তাহা কি একবারও আমার চিন্তার বিষয় হইবে না? একবারও কি আমি ভাবিব না,—কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ ও মাৎসর্য্য—এই শত্রু-ষট্ক মনের মন্ত্রণায় ষড়যন্ত্র করিয়া আমাকে নানা কৌশলে বদ্ধ-ভূমিকায় আবদ্ধ রাখিয়া ত্রিতাপের যূপ কাষ্ঠের সহিত আলিঙ্গন করাইতে কত ভাবে যত্ন করিতেছে? হায় অদৃষ্ট! আমি জন্ম, ঐশ্বর্য্য, শ্রুত ও শ্রী—এই মদ-চতুষ্টয়-পানে এরূপ মত্ততা লাভ করিয়াছি যে, আর আমার স্বরূপের দিকে মোটেই দৃষ্টিপাত নাই। গুরু বৈষ্ণবগণ আমার কল্যাণার্থী হইলে কি হইবে, আমি যে শূকর-যোনি-প্রাপ্ত ইন্দ্রের ন্যায় তাঁহাদিগকে আমার পরম শত্রু বলিয়া মনে করিতেছি। ইন্দ্রেরও পরে বিবেকের উদয় হইয়াছিল, তিনি স্ত্রী পুত্রগণকে হাড়াইয়া শ্রীব্রহ্মার শরণাগত হইয়াছিলেন কিন্তু আমি মুখে ব্রহ্মচারী বলিয়া পরিচয় দিলেও 'আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতিবাঞ্ছা' নাম্নী যে স্ত্রী ও তাহার গর্ভজাত যে পুত্র-ষট্ক লাভ করিয়াছি, তাহাদের সঙ্গ হইতে আমাকে বিচ্যুত করে কাহার সাধ্য?

———

গুরু-বৈষ্ণবগণ, আপনারা কৃপা করুন। আপনারা অধম-তারণ, পতিত-পাবন। আমার ন্যায় অধম ও পতিত বাস্তবিকই জগতে আর কেহ নাই। আমি বাস্তবিকই জগাই মাধাই হইতে অধিক পাপিষ্ঠ, আমি বাস্তবিকই পুরীষের কীট হইতে লঘিষ্ঠ। পুরীষের কীটগুলি বৈষ্ণব-নিন্দা করে না, জগাই-মাধাইও বৈষ্ণব-নিন্দা করেন নাই। কিন্তু হে পতিত-পাবন বৈষ্ণব-ঠাকুরগণ, আমি কত প্রকারে আপনাদের নির্ম্মল চরিত্রে দোষ নিক্ষেপ করিতে চেষ্টা করিয়াছি, আমি কতভাবে লাঞ্ছনা গঞ্জনা দিয়া আপনাদের ক্লেশের কারণ হইয়াছি, তাহার ইয়ত্তা নাই। আপনাদের নিকট হইতে কত অমৃতবর্ষী উপদেশ পাইয়াছি, আপনারা আমার উন্নতির নিমিত্ত কত ভাবে চেষ্টা করিতেছেন কিন্তু তাহার প্রতিদানে আমি আপনাদিগকে কি দিতেছি—মর্ম্ম-ভেদিনী যন্ত্রণা!!

নবীন সেন গাহিয়াছেন—

হৃদয়ের রক্ত দিয়া কর পর উপকার।
সুতীক্ষ্ণ ছুরিকাঘাত পাবে প্রতিদানে তা'র॥

এইটী যখন বাল্যকালে পাঠ করিয়াছি, তখন কৃতঘ্নের কথা স্মরণ করিয়া আরক্ত-লোচন হইয়াছি, ধমনীতে রক্তের গতি সহস্র গুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে, মনে হইয়াছে—কৃতঘ্নকে নিকটে পাইলে গদার আঘাতে তাহার মস্তক চূর্ণবিচূর্ণ করিয়া দিতাম। সেই কৃতঘ্ন—সেই মূর্ত্তিমন্ত কৃতঘ্ন এখন আমি নিজেই সাজিয়াছি। কৈ, এখন ত' কৃতঘ্নের কৃতঘ্নতা নষ্ট করিবার আর সে প্রয়াস হইতেছে না, এখন ত' আর প্রার্থনা আসিতেছে না—হে গদাধর, তোমার গদার আঘাতে আমার কৃতঘ্ন মস্তক চূর্ণ করিয়া দাও, আমার কৃতঘ্নতা সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট করিয়া দেবোজ্জ্বলা বুদ্ধি দাও, যেন আমি তোমার সেবকগণের কৃতজ্ঞতাপাশে চিরকাল আবদ্ধ থাকিতে পারি, যেন তাঁহাদের আনুগত্যই আমার জীবনের একমাত্র কৃত্য হয়, যেন তাঁহাদের আনুগত্যেই আমি তোমার ভজনে যত্নবিশিষ্ট হইতে পারি, যেন মায়িক-বুদ্ধির বহুমানন করিয়া অক্ষজ-জ্ঞানে তোমার সেবার ছলনা দেখাইতে না যাই? অক্ষজ-জ্ঞানে ত' অন্যাভিলাষ, কর্ম্ম বা জ্ঞানগর্ত্তে পতন ব্যতীত আর গত্যন্তর নাই!

———

মন, তুমি কত ভাবে আমাকে বিপদ্গ্রস্ত করিতেছ তাহার ইয়ত্তা নাই। তুমি কি কিছুতেই আত্মার অধীন হইয়া কৃষ্ণানুশীলন করিবে না? তুমি একবার নিজের অবস্থা চিন্তা কর। তুমি ভাবিতেছ—তোমার দীক্ষা অর্থাৎ দিব্য-জ্ঞান হইয়াছে। কিন্তু তুমি যাহা করিতেছ, তাহা কি দিব্যজ্ঞানের পরিচায়ক? দিব্য-জ্ঞান হইলে সর্ব্বদাই তোমার লক্ষ্য থাকিবে শ্রীগুরুদেবের প্রীতি-সাধন; তাহাতে নিজের মানসম্ভ্রমের প্রতি দৃষ্টি থাকিবে না। যাহাতে শ্রীগুরুসেবা সুষ্ঠুরূপে সম্পাদিত হয়, যাহাতে শ্রীগুরুদেবের অমল যশঃ চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত হয়, সেইটী তোমার সম্মান, আর যাহাতে তাহা না হয় অথবা যাহা তোমার জড়-প্রতিষ্ঠা ও সুখভোগের জন্য তোমাকে উত্তেজিত করে সেইটী ত' বস্তুতঃপক্ষে তোমার পক্ষে অপমান। কিন্তু তুমি তাহা বুঝিতেছ কৈ? তুমি ত' ঠিক ইহার বিপরীত দিকে ছুটিয়াছ। যদি বুঝিতে, তাহা হইলে ত' শ্রীগুরুপাদপদ্মের আসন শ্রীমঠে তোমার কলহ-স্থাপনের প্রয়াস মোটেই হইত না, তাহা হইলে ত' গুরুসেবকগণকে পূজ্যবস্তুরূপে গ্রহণ করিতে, তাহা হইলে ত' গীতার "অপি চেৎ সুদুরাচারঃ" শ্লোক ও গোস্বামী শ্রীল রূপপাদ-কথিত "দৃষ্টৈঃ স্বভাবজনিতৈঃ" উপদেশ তোমার আলোচনার বিষয় হইত, তাহা হইলে ত' এক মুহূর্ত্ত সেবা ব্যতীত থাকিলে তোমার আকুল ক্রন্দন আসিত, সেবায় একটু ত্রুটী দেখিলে ত' তোমার বুক ফাটিয়া যাইত, প্রজল্পে ত' তোমার মোটেই রুচি হইত না। কিন্তু তাহা হইয়াছে কি? শুক-পক্ষীর মত শুধু মুখে "লব্ধ্বা সুদুর্লভমিদম্" শ্লোক আওড়াইলেই কি মনুষ্যজীবনের সার্থকতা সম্পাদিত হইবে? অনুকরণ ও অনুসরণ-বিষয়ে শুধু বক্তৃতা দিলেই কি তুমি ভক্তিমঠ বা শ্রীচৈতন্যমঠবাসী বলিয়া পরিচয়-প্রদানের অধিকারী? একবার নিজের অবস্থা চিন্তা কর। যিনি তোমাকে হিতোপদেশ প্রদান করিতেছেন, তাঁহার বাক্যে আস্থা স্থাপন কর। "যঃ স্বভাবো হি যস্য স্যাৎ" শ্লোকের বীর অথবা 'পক্ষি-বানর-কথা'র নায়ক বলিয়া পরিচয় দিতে গৌরব বোধ করিও না। তুমি মনুষ্যকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছ, তদুপরি এই জন্মের সুকৃতিফলে সদ্গুরুর পাদপদ্মের সন্ধান পাইয়াছ। এখন আর স্বতন্ত্রতার অপব্যবহার-ফলে ঐ অমূল্য ধন নষ্ট করিও না, যদি কর তাহা হইলে তোমার ন্যায় দুর্ভাগ্য কে? তুমি যাহাতে ভক্তিমঠের, শ্রীচৈতন্যমঠের অধিবাসী বলিয়া বাস্তবিকই আত্মপরিচয় প্রদান করিতে পার তজ্জন্য 'আচার' ও 'প্রচারে' দৃঢ়নিষ্ঠ হও। ঠিক জানিও আচার বাদ দিয়া প্রচার হয় না। প্রচার করিতে হইলে আচারটী সুষ্ঠুরূপে হওয়া চাই। তুমি আচারপরায়ণ না হইলে তোমার প্রচার এই বৈজ্ঞানিক যুগে কেহই গ্রহণ করিবেন না। আচারহীন প্রচারে অপরের মঙ্গল হওয়া ত' দূরের কথা

প্রচারে নিজেরও কিছুমাত্র সুবিধা হয় না। শরণাগতির সহিত 'গৌর-বাণী আচার ও প্রচারই' শ্রীচৈতন্যমঠবাসীর ব্রতকার্য্য।

পতিতের সম্বল

চন্তামণি কৃষ্ণনাম, চৈতন্য-রসের ধাম,
পূর্ণ মুক্ত নিত্য শুদ্ধ-তত্ত্ব।
নাম-নামী অভেদ সতত॥
চিত্ত-দর্পণ-মল, নাশিতে অমোঘ বল,
ভব-মহাদাবাগ্নি নিবারি।
পরম-অক্ষর-রূপ-ধারী॥
স-প্রারব্ধ ভোগ বিনে,ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকারী জনে,
কোনরূপে না দেয় নিষ্কৃতি।
তার নাশ নাম হ'লে স্ফূর্ত্তি॥
সেবা বিনে কভু সেই, নাম উচ্চারণে যেই,
বাহ্যেন্দ্রিয়-দ্বারে করে আশ।
সে ত' শুধু বিফল প্রয়াস॥
কিন্তু পতিতের তবু, সেই বন্ধু সেই প্রভু,
অশেষ-দুরিত-নাশকারী।
সঙ্কেতেও যদি বলে হরি॥
কৃত-যুগে ধ্যানযোগে, ত্রেতাযুগে পায় যাগে
অর্চ্চনে দ্বাপরে লভ্য যেই।
কীর্ত্তনে সুলভ এবে সেই॥
হরিনাম-সংকীর্ত্তন, কলিতে উপায় আন,
নাই নাই নাই জেনো ধ্রুব।
যোগে জ্ঞানে আশে অশ্রুদ্রব॥

—শ্রীরামকৃষ্ণ দাস

মজার খেলা

(৩)

আর যথার্থই দেখিতে,—আত্ম পরই বা কে? সকল প্রাণীতেই ত আমাদের সেই জীবন ধন কৃষ্ণ আছেন! মায়ার গুণে নানাবর্ণে রঞ্জিত বিচিত্র বহিরাবরণ-গুলি যদি সকলের তুলিয়া লওয়া যায়, তবে তো এই নিখিল বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে সকলের অভ্যন্তরেই সেই এক অদ্বয় বস্তুই দেখিতে পাই। তবে আর কাহাকে ঘৃণা করিব, কাহাকেই বা আদর করিব? কিন্তু, একটী কথা আছে; হৃদয়ের কথা তোমাকে খুলিয়া বলি; গোপন কিছু করিব কেন? দেখ ভাই মাধব, কেমন যে কৃষ্ণেচ্ছা, কেমন যে তাঁর প্রেরণা,—আমরা কৃষ্ণগত-প্রাণ পূতাত্মা মহাত্মাদিগকে বড় ভালবাসি; তাঁহাদের প্রতিই আমাদের চিত্তের নিত্য আকর্ষণ; এটী আমাদের স্বভাব-সিদ্ধ। এতে যদি দোষ দাও, দিতে পার।"

আমি তখন বড় আদরে, বড় যত্নে, তাহাকে বক্ষে ধারণ করিয়া, তাহার মুখে পুনঃ পুনঃ চুম্বন দিয়া কহিলাম,—"দোষ কেন দিব ভাই? কথা তো দোষের নহে। তাঁহারই তো শ্রীমুখ-বাণী—

"সমোহহং সর্ব্বভূতেষু ন মে দ্বেষ্যোঽস্তি ন প্রিয়ঃ।
যে ভজন্তি তু মাং ভক্ত্যা ময়ি তে তেষু চাপ্যহম্॥

আরও বলিতেছেন—

"সাধবো হৃদয়ং মহ্যং সাধূনাং হৃদয়ন্ত্বহম্।
মদন্যত্তে ন জানন্তি নাহং তেভ্যো মনাগপি॥"

ভক্ত ও ভগবানের প্রেমের সম্বন্ধ তো এমনই। ভগবান্ যেমন ভক্ত-ভিন্ন আর কিছুই জানেন না ভক্তও তেমনই ভগবান্ ভিন্ন অন্য কিছুই জানেন না। ভাই, ধন্য,—তোমরাই ধন্য! সার্থক তোমাদেরই জন্ম-গ্রহণ! তোমরাই শ্রীভগবানের যথার্থ অনন্যচিত্ত ভক্ত; তোমরাই তাঁহাকে যথার্থ ভালবাসিতে শিখিয়াছ; তাঁহার পরম দুর্ল্লভ ভালবাসাও যথার্থ তোমরাই পাইয়াছ। তাঁহার প্রতি আমাদের এ ভাল-বাসা, কপট ভালবাসা। কপট বই আর তাহাকে বলিব কি? তাহার গতি যখন সহস্র দিকে, তখন তাহাকে বিশ্বাস কি ভাই? সকল দিকের আকর্ষণ সমূলে উচ্ছেদ করিয়া কৈ সে তো আজিও, সাগরগামিনী সতী গিরিকন্যার ন্যায়, এক টানা স্রোতে সেই জগন্নাথ শ্রীকৃষ্ণের চরণকমলেই প্রবাহিত হইতে পারিল না? সে কোন্ দিকে না যাইতেছে? কিসে না মজিতেছে? হায় রে, এমন ব্যভিচারিণী যে ভালবাসা, সে কি কখন সেই গোপীজনানন্দ শ্রীগোবিন্দ-প্রেম লাভ করিতে পারে! মোহান্ধ মানব আমরা, মায়ার কুহকে মুগ্ধ হইয়া, সংসারের শত সহস্রটিকে প্রিয় বস্তু ভাবিয়া, শত সহস্র প্রকারে তাহাদিগকে এই ভালবাসার অংশ পূর্ণমাত্রায় প্রদান করিয়া, অবশিষ্ট এককণা মাত্র কচিৎ কখন সেই চিন্ময়-আনন্দ-রসপূর্ণ শ্রীগোবিন্দকে অর্পণ করি, তা'ও আবার কোনও স্বার্থ-সিদ্ধির আকাঙ্ক্ষা লইয়া। ইহাতেই আমাদের ভক্ত অভিমান কত! হা ধিক্, হা ধিক্,—শত ধিক্ আমাদি'কে!!

"ভাই বন-বালক, তোমরা যে শ্রীভগবানের একমাত্র নিত্য নিবাস নিকেতন-স্বরূপ সাধুভক্ত-ভিন্ন অন্য কাহাকেও কদাচ দেখিতে পার না, অন্য কাহারও সঙ্গ চাহ না, অন্য কোনও চিন্তাকেই চিত্তে স্থান দাও না, সে কেবল তোমাদের শ্রীকৃষ্ণে অব্যভিচারিণী ভক্তিরই প্রকৃষ্ট পরিচয়। বিশুদ্ধ ভাগবত-ভক্তের হৃদয় অধিকার করিতে একমাত্র হৃদয়নাথ হরি ভিন্ন অন্য কেহই পারেন না। কৃষ্ণেচ্ছায়, সংসারের সহস্র কর্ম্মে ব্যাপৃত থাকিলেও সকল সময় সাধুগণ তাঁহাদের চিত্তকে মুকুন্দ শ্রীরূপাদপদ্মেই সন্নিবিষ্ট রাখেন। তাঁহারা তাঁহাদের হৃদয়েশ্বর হরিকে হরিভক্তের হৃদয়েই প্রত্যক্ষ করেন। তাই আবার ভক্তকে তাঁরা ভালবাসেন এত। ভক্তই তাঁহাদের মস্তকের মুকুটমণি, ভক্তই তাঁহাদের একমাত্র আপনার জন। তাঁহারা ভগবানকে রাখিয়া বরং ভক্তকে লইতে পারেন, তবু ভক্তকে রাখিয়া,ভগবানকে লইতে পারেন না। কারণ তাঁহারা বেশ জানেন, ভক্তকে আপনার করিতে পারিলেই ভগবান্‌ও আপনার না হইয়া থাকিতে পারিবেন না। রত্নাকরকে আপনার করিতে পারিলে, আর কি রত্নের অভাব হয়? রত্নকে পাইলে রত্নস্বামীর তাহা হইতে কখন বিচ্ছেদের সম্ভাবনা থাকিতে পারে; কিন্তু রত্নাকরকে আয়ত্ত করিতে পারিলে, তাহাতে রত্ন সদা বর্ত্তমান। ভাই, তোমরাই যথার্থ সার বুঝিয়াছ, সারবস্তু চিনিয়াছ, সারাৎসার পরমধনে ধনী হইয়াছ। হায়, হায়, মূঢ় আমরা—করিতেছি কি? কি তুচ্ছ বিষয়ের জন্য আমরা এমন অমূল্যজীবন অযথা ক্ষয় করিতেছি! কাহার প্রেমে মুগ্ধ হইয়া, কি লোভে লুব্ধ হইয়া, আমরা শীতল-সলিল-ভ্রমে, জ্বলন্ত মরীচিকায় ধাবিত হইয়াছি। পদে পদে প্রচণ্ড কালদণ্ডের দারুণ আঘাত সহ্য করিতেছি, নিরাশার বিষয়ে শাণিত খড়্গ মুহুর্মুহুঃ মর্ম্মচ্ছেদ করিতেছে, তথাপি অনলমুখগামী অবোধ পতঙ্গের ন্যায় আমাদের এই সবেগ বিপথগতি তো সমভাবেই চলিয়াছে! বুঝিয়াও তো বুঝিতেছি না। কেন, কাহার মুখাপেক্ষী আর? কাহার মনোরঞ্জনের জন্য, কাহার মনের মত কি বিফল বিষয়ে আমাদের এই অমূল্য সময় অপব্যয় করিতে হইবে? সকলেই তো স্বার্থের দাস; কে আমাদের কি উপকারে আসিবে? আমাদের শেষে রক্ষা করিবে আর কে? পিতা, মাতা, পুত্র, পত্নী, আত্মীয়স্বজন, ধন, মান, বিষয়-বৈভব, কে আমাদিগকে কালের কঠোর দণ্ডে রক্ষা করিতে পারিবে? সেদিন সেই মহা দুর্দ্দিনে, আমাদের ভীষণ যমযন্ত্রণার বিন্দু-মাত্রও লাঘব করিতে পারিবে কে? কেন তবে, কা'র মুখাপেক্ষা আর? অনন্ত-জগৎ অনন্ত পথে প্রবাহিত হউক্। অনন্ত-কোটীব্রহ্মাণ্ড অতিক্ষুদ্র মৃৎপিণ্ডের ন্যায় কালের কঠোর পদাঘাতে চূর্ণ হইয়া অনন্তে মিশিয়া যাউক্! আমরা ঐকান্তিক সুখের পরমাশ্রয় সর্ব্বাশ্রয় শ্রীকৃষ্ণের অভয়চরণ-লাভের জন্যই অন্যাপেক্ষা-শূন্য, অনন্যচিত্ত হইয়া মহাসাধনায় দেহ, মন, প্রাণ উৎসর্গ করিব। হায়, হায়, এখনও আমাদের এ দৃঢ়তা এ প্রতিজ্ঞা কৈ? জানি না, কৃষ্ণেচ্ছায় আমাদের এই মহাভাগ্যের উদয় কত দূরে। জানি না, কবে আমাদের শ্রীকৃষ্ণে এমন অকৈতব ভালবাসা অব্যভিচারিণী ভক্তির বিকাশ হইবে!!

আমার অন্তরের আকুল উচ্ছ্বাসে, আনন্দে ডগ-মগ হইয়া, শিশু তখন বলিল—"ভাই মাধব, তোমার কথায় আমি আজ পরমানন্দ লাভ করিলাম। তোমাকে পাইয়া আজ আমি বড় সুখী। কৃষ্ণ তোমায় কৃপা করিবেন। কাঙ্গালের ঠাকুর, অগতির গতি, পতিতপাবন নিতাই তোমায় ধন দিবেন। তোমার কোনও অভাব হইবে না। যে 'কৃষ্ণ' বলিয়া কাঁদিতে জানে, কৃষ্ণপদে একবার যে প্রাণ স'পিয়াছে, শরণ লইয়াছে, তা'র আবার ভয়-ভাবনা কি ভাই? তা'র পথের বাধা-বিঘ্ন কতক্ষণ? ডাক, ভাই, ডাক কেবল তাঁহাকে। তাঁহার সর্ব্বকামপ্রদ 'নামই' সকল রোগের সিদ্ধ মহৌষধি। তিনি যখন, যথায়,যে ভাবেই রাখুন না কেন, তুমি সর্ব্বদা মন রাখ তাঁহাতেই, প্রাণ দাও তাঁহাকেই।

'সর্ব্বেষু কালেষু মামনুস্মর যুধ্য চ।
'অনিত্যমসুখং লোকমিমং প্রাপ্য ভজস্ব মাম্॥'

প্রভুর আমার শ্রীমুখের এই অমূল্য মহাবাক্যগুলি সর্ব্বদা স্মরণ করিয়া এবং সর্ব্বদা তাঁহারই অনুবর্ত্তন করিয়া, তাঁহারই ইচ্ছায়, তাঁহারই সংসারে তাঁহারই প্রীতির জন্য ভক্তি কর। পথ মুক্ত নিশ্চয়ই হইবে। প্রাণের প্রবল পিপাসা নিশ্চয়ই পূর্ণ হইবে।

"ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি!"

বন-বালকের শেষ কথায় আমার দুই চক্ষু আনন্দাশ্রুতে ভাসিয়া গেল। বাষ্প গদগদ-কণ্ঠে কহিলাম,—"ভাই, সত্য হউক তোমারই শ্রীমুখ-বাণী। সাধুবাক্যে, সাধু-কৃপায় না হয় এমন কি আছে? তাঁহাদের পাবনপবন পদরজঃ লাভ করিলে মাদৃশ জীবাধমও যে পরম দুর্ল্লভ কৃষ্ণ-প্রেম লাভ করিয়া কৃত-কৃতার্থ হইবে ইহা আর বিচিত্র কি? আশীর্ব্বাদ কর ভাই, আমি যেন এই শ্রীমুখ-বাক্য সর্ব্বদা শিরোধার্য্য করিয়া সকল স্থলে, সকল অবস্থায়, তাঁহাকেই হৃদয়ে রাখিয়া, তাঁহারাই নিত্যানন্দ ময় নাম-গুণ গান করিয়া, 'মূল প্রয়োজন-লাভে পূর্ণ-মনোরথ হইতে পারি।'

সন্ধ্যার আগমনে বন ক্রমশঃ অন্ধকার হয়ে আসিল। একান্ত অনিচ্ছা হলেও, বন-বালকের নিকট বিদায় লইয়া, আমি বাসায় ফিরিলাম। আবার সেই অবিশ্রাম 'মজার খেলা'র মাঝে আসিয়া পড়িলাম। প্রথম-চিত্র প্রকৃতির পট-অন্তরালে প্রচ্ছন্ন হইল। এখন আমার চারিদিকে সেই দ্বিতীয়-চিত্রের বিচিত্র অভিনয় কুহকিনী অবিদ্যা-কামিনীর ভুবন-মোহিনী নাট্যলীলা!

হরি হে তোমারই ইচ্ছা!!

শুদ্ধভক্তি গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

নদীয়া-প্রকাশপ্রাপ্তির স্থান

১। শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম-মায়াপুর, নদীয়া
২। শ্রীযোগপীঠ ঐ
৩। শ্রীবাস অঙ্গন ঐ
৪। অদ্বৈত-ভবন ঐ
৫। কাজীর সমাধি পাট ঐ
৬। স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ, নদীয়া।
৭। শ্রীভাগবত আসন কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
৮। শ্রীএকায়ন মঠ গোবিন্দপুর, হাঁসখালী।
৯। দ্বাদশগোপাল পাট—পোঃ চাকদহ,
১০। শ্রীগৌর গদাধরমঠ—চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড়, বর্দ্ধমান
১১। শ্রীমোদদ্রুমছত্র মাদগাছি, বর্দ্ধমান
১২। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম, আমলাযোড়া, পোঃ রাজবাধ বর্দ্ধমান
১৩। শ্রীগৌড়ীয়মঠ বাগবাজার, কলিকাতা
১৪। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাজু, হাওড়া,
১৫। শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয়মঠ, ৯০নং নবাবপুর রোড্, ঢাকা
১৬। শ্রীগোপালজী মঠ কমলাপুর, ঢাকা।
১৭। শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ পোঃ বালিয়াটী,
১৮। শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয়মঠ ময়মনসিংহ।
১৯। শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ চিরুলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর
২০। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম গোয়ালপাড়া, আসাম।
২১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ রায়াপেট্টা, মাদ্রাজ
২২। শ্রীরামানন্দগৌড়ীয় মঠ কব্বুর, জিঃ পশ্চিম গোদাবরী
২৩। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ উড়িয়াবাজার, পোঃ বক্সীবাজার, কটক।
২৪। শ্রীত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয় মঠ ভুবনেশ্বর।
২৫। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ স্বর্গদ্বার, পুরী।
২৬। শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ আলালনাথ পোঃ ব্রহ্মগিরি, পুরী।
২৭। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ ডুমুরকুণ্ডা, পোঃ চিরকুণ্ডা, মানভূম।
২৮। শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ—কাশী।
২৯। শ্রীরূপগৌড়ীয় মঠ—এলাহাবাদ।
৩০। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ পুরাণবাজার, সরকার ঠাকুরের কুঞ্জ, বৃন্দাবন
৩১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, নিউদিল্লী
৩২। শ্রীপরমহংসমঠ—নৈমিষারণ্য,
৩৩। শ্রীসারস্বত গৌড়ীয় মঠ—হরিদ্বার।
৩৪। শ্রীব্যাসগৌড়ীয়মঠ—কুরুক্ষেত্র, পঞ্জাব
৩৫। শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাবুলনাথ রোড, পোঃ গ্রাণ্ট রোড, বোম্বে।
৩৬। লণ্ডন গৌড়ীয়মঠ, ৩৯নং ড্রেটন গার্ডেন্স, কেনসিংটন্ লণ্ডন, (এস্, ডব্লিউ—১০)।
৩৭। অমরি গৌড়ীয়মঠ—মেদিনীপুর
৩৮। সরভোগ গৌড়ীয় মঠ—সরভোগ, কামরূপ, আসাম,

শুদ্ধভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী মাসিক। শ্রীধাম-মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১॥০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দি ভাষায় একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি হৃদয় বন মহারাজ সম্পাদিত ও নৈমিষারণ্য শ্রীপরমহংস মঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ১॥০ দেড় টাকা মাত্র।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহা-পাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥০ দেড় টাকা মাত্র।

৫। কীর্ত্তন—মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ নিত্যানন্দ সেবাতীর্থ বি-এজি, বি-টি, সম্পাদিত। আসাম গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম হইতে প্রকাশিত আসামী ভাষায় মাসিক। ভিক্ষা সডাক ১॥০ দেড় টাকা মাত্র

তা, বাজার দর

লৌহ হার্ডওয়ার

১০ই নবেম্বর ১৯৩০

টাটার তৈয়ারী— প্রতি হন্দর।

লোহার কড়ি (জয়েষ্ট বা বীম)

মার্কা	৫।৶০—৫৸৶০
ঐ বে-মার্কা হাল্‌কা ওজন	৪।৶০—৪৸৶০
বরগা (টী-আয়রণ)	৬৶০—৬।০
এঙ্গেল আয়রণ (কোনা)	৫৸৶০—৬।৶০

গ্যালভ্যানাইজড করগেট টীন—

২২ গেজ ৬ হইতে ১০ ফুট	১১।৶০
২৪ গেজ ,, ,,	১০৸৶০
২৬ গেজ ,, ,,	১২
২৪ গেজ আর, পি, ডি, মার্কা	১২৸৶০
২৪ গেজ গ্যাঃ প্লেন সীট—	১১।৶০
২৬ গেজ ,, ,,	১২।০
২৮ গেজ ও ৩০ গেজ ঐ—	১৩৲—১৬৲
বাগান ঘেরা কাঁটাতার ১০০ পাউণ্ড বাঃ	৮৸০
ষ্টীল পাটী	৬৲৶—৬।০
,, বোল্টু (গোল)	৬৲৶—৬।০
,, গরাদে (চৌকা)	৬৶০—৬৲
,, গোল রড ৶০—।৶০ সূতা	৫৶০—৫॥০
,, টানা রড-চৌকা ৶০—।৶০ ঐ	৫৶০—৫॥০
,, বাণ্ডিল হাল	৭৲—৭৸০
,, প্লেট—তিন সূতা মোটা পর্য্যন্ত	৭।০—৭।০
,, চাদর ৩-১৬ খানা বাণ্ডিল	৯॥৶—১০৲
স্প্রীং ষ্টীল	৮।০—৯৲
কাক স্ক্রাউণ্ড	৫৸৶—৬৲৶০
তারের পেরেক ১—৬ ইঞ্চি	৯—৯৸০
প্যাটেন্ট পেরেক ২—৮ ইঞ্চি	১২।০—১৫॥০
ঢালাই কড়া ১ হইতে ১০ নং	২॥০ সাট
কোদাল ৪, ৫, ৬,	৭৸৶০ ৮৸৶০ ৯৸৶০ডঃ
ঐ তিন পাউণ্ড ৬৲ সেঃ বিঃ	৬।৶০ ,,
গ্যাঃ প্লেন বালতি ৭—১২ ইঞ্চি	১॥৶০ ৬॥৶০
ঐ রিভিট ,, ৭—১২ ইঞ্চি	২৲—৭৲ ,,
লোহার চেয়ার রডের গোল ও চৌকা	৮॥০— ,,
ঐ তারের লোহার সিট	১৫৲ ,,
ঐ ভেনেস্তা (কাঠের সিট)	১৮৲ ,,
লোহার স্ক্রু ॥—৩ ইঞ্চি	৴১০—॥৶০ গ্রোস
ঐ কব্জা ৭৩ নং ১॥—৪ ইঞ্চি	।১০—৸৶১০ পেঃ ডজন
গ্যাঃ তার ১৬—২২ নং (গেজ)	১২৲ ১৩৲ হন্দর
গ্যাঃ রিজিং (মটকা) ১২ ইঞ্চি	।৶৫—॥৶০ পীস
গ্যাঃ গাটারিং বা জোড়া	।০—৸৶০ ,,
স্ক্রুপ ১॥০—২॥০ ইঞ্চি	২৩৲—২৯৲ হন্দর

গ্যাঃ ওয়াসার চাকি	১১॥০ ১৬৲ ,,
গ্যাঃ বোল্ট-নাট ৮—৩ ইঞ্চি	॥৶১০—১৶০ গ্রোস
ঢালাই রেলিং	৩॥০—৪॥০ হন্দর
ঐ রেন ওয়াটার পাইপ ৩ ইঞ্চি ৶১০ ও ৪ ইঞ্চি	।১০ ফুট
টিউব ওয়েলের জন্য গ্যাঃ পাইপ১॥ ইঞ্চি	।৶৫ ফুট
পাম্প	৭নং ১৭॥০ ৫নং ১৪৲ ৬নং ১৬৲
৬০—৮০ বাটখারা ৶১৫ সাট	২।০—২॥০ মণ

সন্তোষকুমার মল্লিক এণ্ড সন্স লিঃ

লৌহ ও হাডওয়ার বিক্রেতা।

মীরবহর ঘাট লোহাপটী, বড়বাজার, টেলি—"লোহার মালিক" কলিকাতা

কেরোসিন

শ্লোক্রেক প্রত্যেক বাক্স (২ টিন)		৯৲৬
সূর্য্য মার্কা	,,	৬॥০
ভিক্টোরিয়া	,,	৬৲

সোণার দর

পাকা সোণা	৩০৸৶
গড়াল	৩০৸
চিনা পাত	৩২।০

রূপার দর

রূপা প্রতি ১০০ ভরি	৫৫৶০
ঐ খুচরা	৫৶০

কোম্পানীর কাগজ

৩॥০ সুদের কাগজ	৮১৶
৩॥০ নূতন ঋণ (১৯৪৭-৫০)	৯১।০
,, ঋণ (১৯৬০-৭০)	৯৭৲
৫৲ ,, বণ্ড (১৯৩৫	১০৪॥৶০

ডিবেঞ্চার

৫৲ সুদের (১৯৫৬-৮৬) কলিকাতা পোর্ট-ট্রাষ্ট ডিবে :—	১০২॥৶০

ব্যাঙ্ক

ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক (কনট্রি)	২৯৪॥০
সেণ্ট্রাল ঐ	২২৲

কাপড় ও সূতার কল

এলগিন মিল	৪৫৲

পাট কল

হাওড়া	৫০৲
অকল্যাণ্ড	১৯৫৲
বালী	১৬২৲
বরানগর	১৫০৲
কেলভিন	৩৭০৲
ক্লাইভ	২৪৩৲
ফ্লাইস্ড	২৮।০
ডালহাউসী	৩০৮॥০
ডেল্টা	৪০৫৲

কৃষ্ণনগর নবদ্বীপঘাট রেলওয়ে সময়

কৃষ্ণনগর হইতে নবদ্বীপঘাট

কৃষ্ণনগর সিটি—	৬-৪৫	১০-৪৪	১৩-২২	১৭-৩৮	২০-১৬
কৃষ্ণনগর রোড—	৬-৫৬	১০-৫৫	১৩-৩৩	১৭-৪৭	২০-২৫
আমঘাটা—	৭-১৫	১১-১৩	১৩-৫১	১৮-৩	২০-৪১
মহেশগঞ্জ—	৭-২৪	১১-২১	১৪-০	১৮-৯	২০-৪৭
নবদ্বীপঘাট—	৭-৩৩	১১-৩০	১৪-৯	১৮-১৬	২০-৫৫

বিশেষ দ্রষ্টব্য—নবদ্বীপঘাট ষ্টেশন অপেক্ষা মহেশগঞ্জ ষ্টেশন হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরের দূরত্ব অনেক কম। শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে যাঁহাদিগকে রাণাঘাটে ট্রেণ বদল করিতে হয়, তাঁহারা রাণাঘাটে প্রাতঃ ৫-৫০, ৮-১৪, ৯-৪৬, ১৬-৪৮, ১৮-৩৯ এবং ০-৩২ মিনিটের সময় গাড়ী পাইবেন।

শান্তিপুর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে শান্তিপুর ষ্টেশনে ৫-৪০, ৯-২৯, ১২-২৫, ১৬-৪ এবং ১৮-৪১ মিনিটের সময় ট্রেণ পাওয়া যায়।

নবদ্বীপঘাট হইতে কৃষ্ণনগর

নবদ্বীপ ঘাট—	৫-৩৫	৯-২৫	১২-১০	১৫-৩৪	১৮-৪৫
মহেশগঞ্জ—	৫-৪৩	৯-৩৩	১২-১৯	১৫-৪২	১৮-৫৬
আমঘাটা—	৫-৪৯	৯-৩৯	১২-২৬	১৫-৪৮	১৯-৫
কৃষ্ণনগর রোড—	৬-৫	৯-৫৫	১২-৪৩	১৬-৪	১৯-২৪
কৃষ্ণনগর সিটি—	৬-১৩	১০-৩	১২-৫১	১৬-১২	১৯-৩৫

শ্রী [illegible] প্রেস হইতে—ডাঃ কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম ভক্তিশাস্ত্রী এল, এম, এফ, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

দুইজনের মৃত্যু ও একজন আহত

গত ১৭ই নবেম্বর তারিখে প্রিন্সেপ ষ্ট্রীটে মহম্মদ আলী (৩৫) এবং জনৈক অপরিচিত হিন্দু পুরুষ (৫০) শোচনীয় অবস্থায় মৃত্যুমুখে পতিত হয় করোণার মিঃ এ সি দত্ত উক্ত লোক দুইটির মৃত্যু সম্পর্কে জুরীর সাহায্যে মামলার তদন্ত শেষ করিয়াছেন। "কিশোরীমোহন মুখুয্যে কর্ত্তৃক দ্রুতবেগে ও অসতর্ক ভাবে চালিত মোটরের তলায় চাপা পড়িয়া উক্ত মৃত্যু ঘটিয়াছে" বলিয়া জুরিগণ মত প্রকাশ করে।

সাক্ষ্য প্রমাণে প্রকাশ যে, মুখুয্যে পানোন্মত্ত অবস্থায় দ্রুতবেগে অসতর্কভাবে মোটর চালাইতেছিল। সে প্রথমে প্রিন্সেপ ষ্ট্রীটে বসন্ত কুর্ম্মী নামক জনৈক লোককে পশ্চাৎদিক হইতে চাপা দিয়া আহত করে। লোকটি সংজ্ঞাহীন হইয়া যায়। বহু লোক মুখুয্যের পশ্চাদ্ধাবন করে এবং মুখুয্যে ও মোটর চালাইয়া পলায়ন করে। মোটরটী ফুটপাথের উপর উঠিয়া যায় এবং জনৈক অজ্ঞাতনামা হিন্দু পুরুষকে চাপা দেয়। সে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। উক্ত লোকটী ঐসময় একখণ্ড খোলা জমিতে ভাত রাঁধিতেছিল। অতঃপর মোটরখানি একটি ল্যাম্পপোষ্টে গিয়া ধাক্কা খায়। মহম্মদ আলি উক্ত ল্যাম্প পোষ্টে হেলান দিয়া দাঁড়াইয়াছিল। উহা উক্ত লোকটীর উপর পড়িয়া যায় এবং মোটরখানি ল্যাম্প পোষ্টে ও লোকটীর উপর গিয়া থামিয়া যায়। লোকটিকে টানিয়া বাহির করিতে চেষ্টা করার সময় চালক মোটর হইতে নামিয়া পলায়ন করিতে উদ্যত হয়। কিন্তু তাহার পশ্চাদ্ধাবন করিয়া তাহাকে কলিকাতা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কর্পোরেশন বিল্ ভাগের নিকট গ্রেপ্তার করা হইলে পর সে মারা গিয়াছে বলিয়া দেখা যায়। মোটর চালকের শরীরে আঁচড়ের চিহ্ন ছিল, তাহাকে মেডিকেল কলেজ হাঁসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। তাহার মুখে তীব্র সুরার গন্ধ পাওয়া যাইতেছিল এবং তাহার চক্ষুর তারকাগুলি বিস্ফারিত হইয়া গিয়াছিল।

জাপানী প্রতিনিধিদের পরিচয়পত্র

ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদে মিঃ বি দাসের প্রশ্নের উত্তরে মিঃ মেটকাফ বলেন যে, জাপানের সরকারী প্রতিনিধিদের কয়েকজনের পরিচয়পত্র দুর্ভাগ্যক্রমে হারাইয়া গিয়াছিল। ঐগুলি উদ্ধার করার জন্য তৎক্ষণাৎ ব্যবস্থা করা হয়। এবং প্রতিনিধিদিগকে সরকারীভাবে জানিয়া লওয়ার আদেশ দিবার পূর্ব্বে পরিচয়পত্র পাওয়া যায়।

হুগলীজেলা মিউজিয়াম ও লাইব্রেরী

হুগলী জেলা বোর্ড চুঁচুড়াতে একটি স্থায়ী মিউজিয়াম স্থাপিত করিবার বন্দোবস্ত করিতেছেন, এই মিউজিয়ামে নিম্নলিখিত দ্রব্যাদি রক্ষিত হইবে :—

হুগলী জেলার মধ্যে প্রস্তুত সর্ব্বপ্রকার শিল্পদ্রব্য, হুগলী জেলা ও তাহার কার্য্যাবলী সংক্রান্ত সমস্ত পুস্তকপত্র, জেলার উল্লেখযোগ্য স্থান, সাধারণ প্রতিষ্ঠান ও অট্টালিকা সমূহের চিত্রও জেলার মহৎ ব্যক্তিগণের এবং প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ ও অন্যান্য বস্তুর চিত্র।

এই মিউজিয়ামে প্রদর্শিতব্য দ্রব্যাদি প্রেরণের জন্য হুগলী জেলা বোর্ড জেলার অধিবাসীগণকে আবেদন জানাইতেছেন, জেলা বোর্ডে চেয়ারম্যান শ্রীযুত তারকনাথ মুখুয্যের নিকট হস্তগপাড়ায় তাহার বাড়ীর ঠিকানায় অথবা চুঁচুড়ার অফিসের ঠিকানায় দ্রব্যাদি পাঠাইতে হইবে।

মুদ্রা জালের কারাদণ্ড

মুদ্রা জাল এবং জাল এবং জাল কারবার সরঞ্জাম রাখার অভিযোগে জুরীগণ সেখ সব্বর (৩৮) এবং আবদুল হাকিমকে (২৩) দোষী সাব্যস্ত করায় হাইকোর্টের দায়রা জজ মিঃ প্যাটার্সন প্রথমোক্ত আসামীর প্রতি ৩ বৎসর এবং দ্বিতীয়টির প্রতি এক বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ দিয়াছেন।

গত ৫ই জুলাই পুলিশ কোন সংবাদের বলে দমদমার এক বস্তীতে হানা দেয় এবং একটী ঘরে ১৯১৮ সালের সিকি জাল করার দুইটী ছাঁচ ও অপরাপর সরঞ্জাম পায়। পুলিশ আসামীদিগকে একটা জ্বলন্ত চুল্লীর ধারে বসিয়া থাকিতে দেখে। চুল্লার উপর এক মাটীর বাসনে ধাতুদ্রব্য গলান হইতেছিল। আসামীগণ দোষ অস্বীকার করিয়া বলে যে ঐদিন অপর এক ব্যক্তি ঘটনাস্থলে আসিয়া একটা ঔষধ তৈয়ার করিতেছিল এবং সে বাহির হইয়া যাইবার কিছু পরই পুলিশ আসিয়া উপস্থিত হয় এবং তাহাদিগকে গ্রেপ্তার করে।

সরকারী কৌঁসুলী মিঃ এ কে বসু মিঃ জি গুপ্ত এবং মিঃ বি সি সেন গবর্ণমেণ্ট পক্ষে এবং মিঃ এ কে ফজলুল হক আসামী পক্ষ সমর্থন করেন।

অস্ত্র আইনের অভিযোগ

মঙ্গলবার দিন হাইকোর্টের দায়রা জজ মিঃ প্যাটার্সনের এজলাসে ভারতীয় অস্ত্র আইনের ২০ এবং ১৯ ক ও চ ধারা মতে নায়ার বিচার আরম্ভ হয়। নায়ার বয়স ৪৫ বৎসর।

মিঃ জি গুপ্তের সহিত মিঃ এ কে বসু সরকার পক্ষে মামলার উদ্বোধন করিয়া বলেন যে, কোন সংবাদের বলে একজন পুলিশ কর্ম্মচারী গত ১৫ই জুলাই আগ্নেয়াস্ত্র খরিদ করার ভাণ করিয়া ইডেন গার্ডেনে আসামীর সহিত সাক্ষাৎ করেন। ২ দিন পর পুনরায় তাহাদের দেখা হইবে বলিয়া স্থির হয়। কথামত সাক্ষাতের পর কর্ম্মচারী ১৫০ টাকায় পিস্তল খরিদ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। কোনরূপ সন্দেহ না করিয়া আসামী নির্দ্দিষ্ট দিনে হাওড়া পুলের কলিকাতার দিকে কর্ম্মচারীর সহিত মিলিত হয় এবং পরে গোয়েন্দা ঘাটে গিয়া পিস্তল ও ২৫টি কার্ত্তুজ বাহির করে। পিস্তলটী কার্য্যকারী নয় এই মিথ্যা অজুহাত দেখাইয়া পুলিশ কর্ম্মচারী চলিয়া আসেন এবং সঙ্কেত করেন। ফলে অপরাপর কর্ম্মচারীগণ আসিয়া আসামীকে গ্রেপ্তার করে এবং তাহার কাছে একটী অটোম্যাটিক পিস্তল ও ২২টী কার্ত্তুজ পাওয়া যায় শুনানী স্থগিত আছে।

রাধা প্রভু গোপের মামলা

৩০নং ঠাকুর ক্যাসল ষ্ট্রীটে তিনটি রিভলভার ও ১৮২ কার্ত্তুজ প্রাপ্তি সম্পর্কে সম্প্রতি রাধাবল্লভ গোপের প্রতি সাত বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হইয়াছে। তাহাকে পুনরায় অস্ত্র আইনের ১৯ক ১৯ চ ২০ ধারা এবং বিস্ফোরক আইনে বিচারার্থ উপস্থিত করা হইয়াছে।

অভিযোগের বিবরণ এই যে, ২৯নং ঠাকুর ক্যাসল ষ্ট্রীটে ৬টা রিভলভার ৯টী পিস্তলের কার্ত্তুজ ৭৫টী রিভলভারের, ১৯টি রাইফেলের কার্ত্তুজ এবং রিভলভার প্রভৃতি অস্ত্রের অংশ পাওয়া যায়। যেদিন এ সমস্ত জিনিষ পাওয়া যায় সে দিনই ৬৩ নং প্রসন্ন কুমার ঠাকুর ষ্ট্রীট আসামীর নিকট একটি তাজা বোমা বোমার সাতটি ডিটোনেটার, ডিটোনেটারের সহিত সংযুক্ত দুইটি পলিতা এবং কতকগুলি ভীষণ বিস্ফোরক পদার্থ পাওয়া যায়।

রাধাবল্লভের নামে প্রথম মামলা উদ্বোধনের সময় পাব্লিক প্রসি কিউটর বলিয়াছিলেন যে, আসামীর নিকট প্রসন্নকুমার লেনে এক প্রকার সাঙ্ঘাতিক বিস্ফোরক পদার্থ পাওয়া গিয়াছিল। প্রধান প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব এই মামলার বিচার করিবেন।

বীরেণ রায়ের হাজত বাস

গড়ের মাঠে স্যার আলফ্রেড ওয়াটসনকে হত্যা করার চেষ্টা সম্পর্কে গত ১২ই তারিখ বীরেণ রায়কে গ্রেপ্তার করা হইয়াছিল। তদবধি সে হাজতে আছে। মঙ্গলবার তাহাকে প্রধান প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেটের আদালতে হাজির করা হইলে তাহার প্রতি পুনরায় ১২ই ডিসেম্বর পর্য্যন্ত হাজত বাসের আদেশ হইয়াছে।

মিঃ পি সি দে আসামীর পক্ষ হইতে জামীন প্রার্থনা করিয়া এবং আর বিলম্ব না করিয়া তদন্ত শেষ করিবার প্রার্থনা জানাইয়া একখানা আবেদন করেন। রিপোর্টের জন্য ম্যাজিষ্ট্রেট আবেদন খানি স্পেশাল ব্রাঞ্চের ডেপুটি কমিশনারের নিকট পাঠাইয়া দিয়াছেন।

তারের ঠিকানা— 'শ্রীধাম' নবদ্বীপ

ডাকের ঠিকানা—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

দৈ নি ক

REG. C1544

বিজ্ঞাপনের হার

প্রতিবারে

প্রতি ইঞ্চি ১৲

প্রতি কলম ৬৲

অর্দ্ধ কলম ৩৷৹

সিকি কলম ২৲

চুক্তির হার

স্বতন্ত্র।

নদীয়া-প্রকাশ

THE NADIA-PRAKASH

সাধারণের হার

অগ্রিম দেয়

বার্ষিক ৯৲

ষাণ্মাসিক ৫৲

ত্রৈমাসিক ২৷৹

মাসিক ১৲

নগদ বর্ত্তমান

সংখ্যা ৫

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৮ম খণ্ড | সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বেদান্তবাচস্পতি [২৩০শ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর— ১৮ই অগ্রহায়ণ সোমবার ১৩৪০, ৪ঠা ডিসেম্বর ১৯৩৩

মণিবেন প্যাটেলের কারাদণ্ড

সর্দ্দার বল্লভভাই প্যাটেলের কন্যা শ্রীমতী মণিবেন প্যাটেলকে নাদিয়াদ রেল ষ্টেশনে শ্রীযুক্তা কস্তুরীবাই গান্ধীর সহিত গ্রেপ্তার করা হইয়াছিল। কয়রার প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ ভোগীলাল সাতার আদালতে তাঁহাকে বিচারার্থ উপস্থিত করা হয়। বিচারে শ্রীমতী মণিবেনের প্রতি ১৫ মাস কঠোর কারাদণ্ডের আদেশ হইয়াছে। বোম্বাইয়ের বিশেষ ক্ষমতা বিষয়ক আইন অনুসারে তাহাকে দোষী সাব্যস্ত করা হইয়াছিল শ্রীমতী মণিবেন আদালতে আত্মপক্ষ সমর্থন করেন নাই।

ডেপুটী পুলিশ সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট মহম্মদ সরিফ খাঁ তাঁহার জবানবন্দীতে বলেন,—আসামী বোরসাদ তালুকের রাসগ্রামে যাইবার জন্য টিকেট ক্রয় করিয়াছিলেন। এই টিকেট সহ তাঁহাকে আমি গ্রেপ্তার করিয়াছিলাম। কেন তিনি রাস গ্রামে যাইতেছেন, এই প্রশ্নের উত্তরে তিনি আমাকে বলেন যে, কংগ্রেসের কার্য্য তালিকা অনুসারে আইন অমান্য করিতে যাওয়াই তাহার উদ্দেশ্য।

পুলিশ কর্ম্মচারী দারাসা দাহা তাঁহার সাক্ষ্যে বলেন—রাস গ্রামে রাজনৈতিক উত্তেজনা অতি প্রবল। করবন্ধ এবং আইন অমান্য আন্দোলনে এই গ্রামটি বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। সাক্ষী আরও বলেন যে, পরবর্ত্তী ট্রেণ করিয়া জেলা ছাড়িয়া যাইবার জন্য জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট যে আদেশ দিয়াছিলেন, তাহা আমি আসামীর উপর জারী করিয়াছিলাম। কিন্তু তিনি বলেন যে, এই আদেশ তিনি পালন করিবেন না। অতঃপর আমি তাহাকে পুনরায় গ্রেপ্তার করিয়াছিলাম।

ম্যাজিষ্ট্রেট সমস্ত বিষয় শুনিয়া শ্রীমতী মণিবেনকে দোষী সাব্যস্ত করিয়া ১৫ মাস কঠোর কারাদণ্ড দান করেন এবং "সি" শ্রেণীর কয়েদী বলিয়া গণ্য করিবার জন্য মন্তব্য করেন।

বিচার সমাপ্ত হওয়া মাত্র শ্রীমতী মণিবেনকে সবরমতী জেলে প্রেরণ করা হয়।

জামালপুরে ৪ জন যুবক গ্রেপ্তার

সহর এবং সহরতলীতে ব্যাপক খানাতল্লাসী করিবার পর ৪টি রিভলভার ও কয়েকটি কার্ত্তুজ পাওয়া গিয়াছিল। তৎসম্পর্কে পুলিশ রমেশ সোম, বেণী সোম এবং জ্যোতি দত্ত নামক তিন জন যুবককে গ্রেপ্তার করিয়াছে। এতদ্ব্যতীত পুলিশ শ্রীযুত রাজবিলোচন সোম গণেশ সোম, মোক্তার স্বর্গীয় ঈশানচন্দ্র পালের গৃহে খানাতল্লাসী করে। প্রকাশ যে, ঐ সমস্ত গৃহ হইতে পুলিশ কতকগুলি কাগজপত্র হস্তগত করে।

শ্যামগঞ্জ কালাবাঁধ প্রভৃতি অঞ্চলেও পুলিশ খানাতল্লাসী করিয়াছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। প্রকাশ যে, চরকাউরিয়া গ্রামের রমেশ দেকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে তাঁহাকে ইতঃপূর্ব্বে একবার গ্রেপ্তার করা হইয়াছিল।

রিভলভার সহ 'রাজকন্যা' গ্রেপ্তার

শানরাজ্যে মোমিক নামক স্থানে পুলিশ রিভলভারসহ এক সুবেশী তরুণীকে গ্রেপ্তার করিয়াছে।

তাঁহাকে থানায় হাজির করার পর তরুণীটি বলেন যে, তিনি মান্দালয়ের এক "রাজকুমারী" তাহার পিতা অতিরিক্ত সহকারী কমিশনার শাসন রাজ্যের মধ্য দিয়া ভামো যাইবার উদ্দেশ্যে তিনি মান্দালয় হইতে এখানে আসিয়াছেন তরুণীটি ইংরাজী ভাষায় অনর্গল কথা কহিতে পারেন। তিনি আরও তিনটি ভাষা জানেন।

সম্প্রতি লাসিও হইতে যে তরুণীটিকে নির্ব্বাসিত করা হইয়াছে তাহার সহিত এই রাজকন্যার সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হওয়ায় তাহাকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। মোমিকের সোবাব্বার আদেশ না পাওয়া পর্য্যন্ত তাহাকে আটক রাখা হইবে। তরুণীটির দ্রব্যাদি তল্লাসী করিয়া চামড়ার বেল্টের মধ্য হইতে একটী রিভলভার পাওয়া গিয়াছে।

পাইলট সার্ভিসে সর্ব্বপ্রথম ভারতবাসীর নিয়োগ

বাঙ্গলার পাইলট সার্ভিসের ইতিহাস ভারত গবর্ণমেণ্ট নিম্নলিখিত ৭জন ভারতীয় ভদ্রমহোদয়গণকে সর্ব্বপ্রথম উক্ত চাকুরীতে নিয়োগ করিয়াছেন বলিয়া প্রকাশ।

(১) হবিবুল হক চৌধুরী (২) প্রেমনাথ কোওলী (৩) বালকৃষ্ণ সাগল (৪) কৈলাসনাথ লাহিড়ী (৫) উদয়বীরশঙ্কর রাও (৬) জগৎসিংহ উবেরুই ও (৭) মনোমোহনলাল ভাসদেব তাঁহারা প্রত্যেকেই ডাফেরিণ নামক ভারতীয় বাণিজ্য জাহাজে শিক্ষালাভ করেন।

নবগঠিত জার্ম্মাণ পার্লামেণ্ট

১২ই ডিসেম্বর তারিখে নবগঠিত রিশষ্ট্যাগ বা পার্লামেন্টের প্রথম অধিবেশন হইবে। নাজীগণই পার্লামেন্টের একমাত্র দল তাহাদের সংখ্যা ৬৬০ জন বর্ত্তমান পরিষদে কোন বিরুদ্ধ দল নাই।

জমিদারের নাসিকা ও কর্ণচ্ছেদ

গত ২৮শে নবেম্বর গোকর্ণ গ্রামের ব্রাহ্মণদের দুইটী দলের মধ্যে বিবাদ হইয়া গিয়াছে। ফলে স্থানীয় জমিদারের চরম দুর্দ্দশা উপস্থিত হয়। প্রকাশ যে কথায় কথায় দুইদলের মধ্যে মারামারি আরম্ভ হইলে একজন স্থানীয় জমিদারের নাসিকা ও বামকর্ণচ্ছেদন করে। জমিদার বাবু ও ইউনিয়ন বোর্ডের একজন সভ্য। প্রকাশ যে আততায়ীকে বিচারার্থ চালান দেওয়া হইয়াছে।

অদ্ভুত যৌগিক শক্তি

হায়দরাবাদের বিশিষ্ট ডাক্তার, সরকারী কর্ম্মচারী এবং অন্যান্য বহু বিশিষ্ট নাগরিকদিগের সম্মুখে ডেকান ক্লাবে সেকেন্দরাবাদ মহীশূরের প্রফেসার এস, এস, রাও অদ্ভুত যৌগিক শক্তির পরিচয় দেন।

প্রফেসার রাও এসিড, পেরেক, কাঁচ প্রভৃতি মারাত্মক দ্রব্য গলাধঃকরণ করেন। তিনি একখণ্ড কাচ ভালরূপ চিবাইয়া ফেলেন।

একখানা চীনা বাসন, নারিকেল-মালা এবং একমুট পেরেক, এক আউন্স নাইট্রিক এসিড অনায়াসেই গ্রাস করিয়া ফেলেন। দর্শকবৃন্দ এইসব দর্শন করিয়া স্তম্ভিত হন। প্রফেসার রাও বলেন যে, তিনি অদ্ভুত কিছুই করেন নাই। কেহ অভ্যাস করিলেই এইসব করিতে সমর্থ হইবে।

ধৃত ডাকাতের মৃত্যু

গত বৃহস্পতিবার রাত্রে হাসনাবাদে ডাকাতে ও পুলিশের মধ্যে সঙ্ঘর্ষের ফলে তিনজন ডাকাত ধৃত হয় উপরোক্ত ডাকাত দলের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া একজন মুসলমানকে আহত অবস্থায় হাঁসপাতালে প্রেরণ করা হয়। সে জেনারেল হাঁসপাতালে মারা গিয়াছে বলিয়া প্রকাশ।

ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

১৮ই অগ্রহায়ণ সোমবার, ১৩৪০

পাঠকগণের কেহ কেহ হয়ত পাঞ্জাবের সুপ্রসিদ্ধ পালোয়ান হামিদার নাম শুনিয়া থাকিবেন। ইনি মাত্র ২৬ বৎসর বয়সেই ভারতের ৭৫ খ্যাতনামা মল্লবীরকে পরাজিত করিয়াছেন। কালে ইঁহার গামা পালোয়ানের স্থান অধিকার করিবার সম্ভাবনা। ইনি গত মঙ্গলবার কলিকাতায় আসিয়াছেন। এই স্থানে তাঁহার ওস্তাদ ছোট গামার সঙ্গে তাঁহার শক্তি পরীক্ষায় অবতীর্ণ হইবার কথা। গুরু ভক্তি বটে ?

গত ১৮ই নবেম্বর যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে তাহাতে নাকি সমগ্র বঙ্গদেশে ১৪০টী ডাকাতি হইয়াছে! ইহার মধ্যে কোন কোন স্থানে ডাকাতেরা বন্দুক ব্যবহার করিয়াছে বলিয়া প্রকাশ। এক স্থানে নাকি একটী লোককে তাহারা হত্যাও করিয়াছে। গত ৩ বৎসর ধরিয়াই ডাকাতির তাণ্ডব নৃত্য বঙ্গের বক্ষকে প্রকম্পিত করিয়া তুলিয়াছে। আর্থিক দুরবস্থা যে ইহার অন্যতম কারণ তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই কিন্তু প্রতিকারের উপায় কোথায় ?

শ্রীহট্ট জেলায় ৪টী পুলিশ সাব-ইন্‌স্‌পেক্টরের পদ খালি হইয়াছে। ইহার জন্য নাকি অসংখ্য দরখাস্ত পড়িয়াছে। এই দরখাস্তকারিগণের মধ্যে অনেকেই আবার এম-এ, বি-এল, বি-এ, বি-এসি, প্রভৃতি বিশ্ববিদ্যালয়ের অলঙ্কারে ভূষিত। এই অলঙ্কারেও কুলাইতেছে না, আমরা জানিলাম ৮৮টি জন উমেদার স্ব-স্ব আত্মীয়ের জন্য পুলিশ সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট ও ডিপুটী কমিশনারের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছেন। নিকাচনকারিগণকে আর চক্ষু লজ্জা রাখিবার উপায় নাই। তাহা সহজেই বুঝা যাইতেছে।' বলং বলং বাহু বলম্। অবশ্য ভাগ্যলক্ষ্মী ৪ জনের উপরেই প্রসন্ন হইবেন। আর্থিক শোচনীয় অবস্থা প্রদর্শনের আর অধিক উদাহরণের বোধ হয় প্রয়োজন নাই।

লক্ষ্ণৌ-বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইসচেন্সেলার ডাঃ পরাঞ্জপে সেদিন পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের কনভোকেশনে বক্তৃতা প্রসঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চশিক্ষা ও বেকার সমস্যা সম্বন্ধে কয়েক সারগর্ভ কথা বলিয়াছেন। তাঁহার মতে বেকার সমস্যার জন্য উচ্চশিক্ষা দায়ী নহে এবং উচ্চশিক্ষার সংকোচ সাধন করিলে বেকার সমস্যা হইবে না। তিনি বলেন দেশের কল্যাণ ও শক্তি বৃদ্ধির জন্য উচ্চশিক্ষার বিশেষ প্রয়োজন। বিশ্ববিদ্যালয় জাতীয় সংস্কারের উৎস। যদি এই উৎস শুষ্ক হইয়া যায় তাহা হইলে শিক্ষার সকল স্তরেই শোচনীয় অধোগতি দেখা দিবে। ডাঃ পরাঞ্জপের উক্তি সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য এই যে, উচ্চ শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে যদি ছাত্রদিগকে উদরপোষণের উপায়ের ব্যবস্থা না হয় তাহা হইলে বর্ত্তমান যুগে উচ্চশিক্ষিতগণের অবস্থা অতিশয় শোচনীয় হইবে। অন্নচিন্তায় যাবতীয় বিদ্যাবুদ্ধি লোপ পাইবে। সুতরাং শিক্ষা, অশিক্ষা এক হইয়া যাইবে।

ভারতবর্ষ এক সময় কৃষির জন্য প্রসিদ্ধ ছিল। এখনও ভারতে যত পতীত জমি রহিয়াছে তাহা আবাদ হইলে তাহাতে যে ফসলাদি উৎপন্ন হইবে তাহাতে বোধ হয় সমগ্রবিশ্বের অন্ন সমস্যা দূর করিতে পারে। ভারতের বিজ্ঞান মন্দিরের কৃতি পূজারিগণ সেদিকে যদি একবার দৃষ্টিপাত করিতে শিখেন, তাহা হইলে বোধ হয় আজ ভারতে এই প্রকার দৈন্য, উপস্থিত হইত না। জীবনযাত্রার জন্য বিশেষ প্রয়োজন আহার্য্য ও বস্ত্র। এই দুই বিষয়ে ভারতবাসী স্বাবলম্বী হইতে পারিলে স্বচ্ছন্দে উচ্চশিক্ষায় স্বাধীন চিন্তাস্রোত প্রয়োগ করিতে পারেন। আমাদের মনে হয় সুজলা সুফলা শস্য শ্যামলা ভারত সন্তানগণের দুইটী ব্যবস্থা অনায়াসেই হইতে পারে যদি তাহারা একটু অন্ন সন্ধানের জন্য প্রস্তুত হন।

নলিন সরকার ষ্ট্রীটে ভীষণ কাণ্ড

গত বুধবার শেষরাত্রে উত্তর কলিকাতা নলিন সরকার ষ্ট্রীটে জগদ্ধাত্রী অয়েল মীলের সম্মুখে একটা ভীষণ কাণ্ড ঘটিয়াছে। ২৪।১ নলিন সরকার ষ্ট্রীটের সুরেন্দ্র নাথ সরকার নামক ২৫ বৎসর বয়স্ক একটী যুবক শেষরাত্রে মলত্যাগ করিবার জন্য যখন রাস্তায় বাহির হয় তখন তিনজন লোককে রাস্তা দিয়া যাইতে দেখিতে পায়। তাহাদিগের একজনের মস্তকে একটী বড় বাক্স ছিল। সুরেন্দ্রের সন্দেহ হওয়ায় সে তাহাদিগের পরিচয় জিজ্ঞাসা করে। জিজ্ঞাসা করিবামাত্র তাহাদিগের মধ্যে একজন তাহাকে লক্ষ্য করিয়া গুলী ছাড়ে এবং পলায়ন করে। গুলি তাহার তলপেটে বিদ্ধ হইয়াছে। তাহাকে মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে আনয়ন করা হয় এবং অস্ত্রোপচার করা হয় তাহার অবস্থা অত্যন্ত আশঙ্কাজনক।

বাঙ্গলায় লবণ তৈয়ারী

আমরা জানিয়া আনন্দিত হইলাম যে, বাঙ্গলাদেশে যাহাতে বিদেশ হইতে লবণ আমদানী না করিয়া নিজের প্রয়োজনানুরূপ লবণ নিজেই প্রস্তুত করিতে পারে, সেই চেষ্টা চলিতেছে। মেদিনীপুর জেলায় লবণ প্রস্তুত করিবার অনুমতি দিয়া গবর্ণমেণ্ট এক লাইসেন্স মঞ্জুর করিয়াছেন। বাঙ্গলাদেশে সৈকতরেখা ৪০০০ মাইল লম্বা সুতরাং বাঙ্গলায় লবণ প্রস্তুত করিবার সুযোগ প্রচুর।

১৯৩১-৩২ সালে বাঙ্গলায় ১৩৫০৯১১৮ মণ লবণ আমদানী হইয়াছিল পূর্ববর্ত্তী বৎসর ১৭৩৯২০৮৮ মণ লবণ আমদানী হইয়াছিল। লবণ কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টের এলাকাভুক্ত সুতরাং লবণ সংক্রান্ত কাজকর্ম্মের নিমিত্ত বাঙ্গলা গবর্ণমেণ্ট কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট হইতে বার্ষিক দুই লক্ষ টাকা সাহায্য পাইয়া থাকেন বাঙ্গলা দেশে লবণ প্রস্তুতের ব্যবস্থা করিয়া এই বিষয় বাঙ্গলাকে অন্যের সাহায্য নিরপেক্ষ করিয়া তুলিবার বিশেষ কোনও প্রচেষ্টা হয় নাই। সম্প্রতি কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টও এই বিষয়ে মনোযোগ দিয়াছেন এবং বাঙ্গালা দেশে লবণ প্রস্তুত প্রচেষ্টা যতদূর সাফল্যমণ্ডিত হইতে পারে, তাহা অনুসন্ধানের নিমিত্ত মিঃ টি আর আয়েঙ্গার নামক একজন বিশেষ কর্ম্মচারীকে বাঙ্গলাদেশে প্রেরণ করিয়াছেন। তিনি সুন্দরবন, খুলনা, বরিশাল চট্টগ্রাম মেদিনীপুর ও অন্যান্য স্থান পরিদর্শন করিবেন। প্রকাশ বাঙ্গালা দেশে যে সকল অঞ্চলে লবণ প্রস্তুত হইতে পারে, ঐ অঞ্চল পরিদর্শন করিয়া লবণ বিভাগ পরিচালনা সম্পর্কে গবর্ণমেণ্টের নিকট তাঁহার প্রস্তাব পেশ করিবেন এবং বাঙ্গলা দেশে শীঘ্রই একটি বিশেষ বিভাগ খোলা হইবে। আরও প্রকাশ যে, বাঙ্গলা দেশে এমন বহু বিস্তীর্ণ জলাভূমি আছে যেখানে বহু লবণ পাওয়া যাইতে পারে; সূর্য্যের আলোকে জল শুকাইয়া ঐ সকল অঞ্চলে লবণ প্রস্তুত করাই সুবিধা, কি অন্য কোন প্রক্রিয়া অবলম্বন বাঞ্ছনীয়, তাহা অনুসন্ধান করিতেও নাকি মিঃ আয়েঙ্গারকে উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। যদি এই প্রচেষ্টা সফল হয়, তাহা হইলে বাঙ্গলায় একটি বিলুপ্ত শিল্পের পুনরুদ্ধার হইবে। গবর্ণমেণ্টের প্রচুর আয় হইবে, বহু বেকার যুবকের কর্ম্মের সংস্থান হইবে এবং বাঙ্গলা দেশে আর বিদেশ হইতে লবণ আমদানী করিবার প্রয়োজনও হ্রাস পাইবে। প্রকাশ, বাঙ্গলা দেশে অনুসন্ধান কার্য্য শেষ করিয়া মিঃ আয়েঙ্গার বিহার প্রদেশেও কয়েকটি স্থান পরিদর্শন করিবেন।

নিজামকে বেরার প্রত্যর্পণ

ব্যবস্থা পরিষদে বেরারের সদস্য মিঃ এস, জি, যোগের নিকট ইউনাইটেড প্রেসের প্রতিনিধি অনুসন্ধান করিয়া জানিতে পারিয়াছেন, বেরার নিজামকে প্রত্যার্পণ সম্পর্কে ভারত গবর্ণমেণ্ট ও নিজামের মধ্যে যে আলোচনা চলিতেছিল সেই আলোচনা শেষ হইয়া গিয়াছে। কিন্তু মিঃ যোগ মীমাংসার বিস্তৃত বিবরণ প্রকাশ করিতে অসম্মত হন কর্ত্তৃপক্ষ শীঘ্রই এই বিষয়ে একটী বিবৃতি প্রকাশ করিবেন বলিয়া আশা করা যায়।

কার্ত্তুজসহ সুটকেশ প্রাপ্তি

নয়াদিল্লীর ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ রসিদ ধর্ম্মপাল নামক দিল্লীবাসী বলিয়া অনৈক সন্দেহভাজন ব্যক্তির প্রতি অস্ত্র আইনের ২০ ধারা অনুসারে ২ বৎসর কঠোর কারাদণ্ডের আদেশ প্রদান করিয়াছেন।

পাঠকগণের স্মরণ থাকিতে পারে যে, আসামীর নিকট সুটকেশে ৩০০ শত কার্ত্তুজ ও কার্ত্তুজ তৈয়ারী করিবার একটী যন্ত্র প্রাপ্ত সম্পর্কে তাহাকে দিল্লী ষ্টেশনে গ্রেপ্তার করা হয়। দিল্লীতে একটী রাজনৈতিক ডাকাতি সম্পর্কে সম্প্রতি আসামীর বিচার হয়। উক্ত সম্পর্কে সে মুক্তিলাভ করে।

রিভলভার প্রাপ্তি

পুলিশ কিরূপে আশ্চর্য্য জনক ভাবে একটী রিভলভার প্রাপ্ত হইয়াছে তাহার একটী সংবাদ পাওয়া গিয়াছে।

এইরূপ প্রকাশ যে, ময়মনসিংহের পুলিশ গোয়েন্দা বিভাগের পুলিশ কর্ম্মচারী সহ মৃত উপেন্দ্রলাল রায়ের বাড়ী খানাতল্লাসী করিতে যায়। উক্ত বাড়ী তল্লাসী হইবার সময় একটী যুবককে ঐ বাড়ীতে প্রবেশ করিতে দেখা যায়। পুলিশ তাহাকে প্রশ্ন করিলে সে দৌড়িয়া পলাইয়া যায়। গোয়েন্দা কর্ম্মচারীও তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ দৌড়িতে থাকে কিন্তু ঐ যুবকটীকে ধরিতে পারে না। ঐ কর্ম্মচারীটির মনে হইল, ঐ যুবকটি যেন কিছু ভারি কোনও জিনিষ বিদ্যাময়ী বালিকা বিদ্যালয়ের পশ্চিমদিকস্থ ড্রেণে নিক্ষেপ করিল তৎপর ঐ নালাটি অনুসন্ধান করিয়া রিভলভারটি পাওয়া যায়। খানাতল্লাসীর পর মৃত উপেন্দ্রলালের পৌত্র সুখময় রায় নামক দশম শ্রেণীর একটী ছাত্রকে কোনও ডাকাতি সম্পর্কে গ্রেপ্তার করা হয়।

খানাতল্লাসী

বুধবার দিন স্পেশ্যাল ব্রাঞ্চের পুলিশ মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীটস্থ আইডিয়েল হোম বাদুড়বাগানে একটী বাড়ী এবং অন্যান্য স্থানে পাঁচটি বাড়ীতে খানাতল্লাস করিয়া ছয়জন লোককে গ্রেপ্তার করিয়াছে; তাহাদের মধ্যে একজন নারী।

তারের ঠিকানা— 'শ্রীধাম' নবদ্বীপ
ডাকের ঠিকানা—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

দৈনিক

REG. C1514

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩।০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার স্বতন্ত্র।

নদীয়া-প্রকাশ

THE NADIA-PRAKASH

সাহায্যের হার
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২।০
মাসিক ১৲
নগদ বর্ত্তমান সংখ্যা ৫

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৮ম খণ্ড । সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বেদান্তবাচস্পতি [২৩০শ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর— ১৮ই অগ্রহায়ণ সোমবার ১৩৪০, ৪ঠা ডিসেম্বর ১৯৩৩

মণিবেন প্যাটেলের কারাদণ্ড

সর্দ্দার বল্লভভাই প্যাটেলের কন্যা শ্রীমতী মণিবেন প্যাটেলকে নাদিয়াদ রেল ষ্টেশনে শ্রীযুক্তা কস্তুরীবাই গান্ধীর সহিত গ্রেপ্তার করা হইয়াছিল। কয়রার প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ ভোগীলাল সাহার আদালতে তাঁহাকে বিচারার্থ উপস্থিত করা হয়। বিচারে শ্রীমতী মণিবেনের প্রতি ১৫ মাস কঠোর কারাদণ্ডের আদেশ হইয়াছে। বোম্বাইয়ের বিশেষ ক্ষমতা বিষয়ক আইন অনুসারে তাঁহাকে দোষী সাব্যস্ত করা হইয়াছিল শ্রীমতী মণিবেন আদালতে আত্ম পক্ষ সমর্থন করেন নাই।

ডেপুটী পুলিশ সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট মহম্মদ সদিক খাঁ তাঁহার জবানবন্দীতে বলেন,—আসামী বোরসাদ তালুকের রাসগ্রামে যাইবার জন্য টিকেট ক্রয় করিয়াছিলেন। এই টিকেট সহ তাঁহাকে আমি গ্রেপ্তার করিয়াছিলাম। কেন তিনি রাস গ্রামে যাইতেছেন, এই প্রশ্নের উত্তরে তিনি আমাকে বলেন যে, কংগ্রেসের কার্য্য তালিকা অনুসারে আইন অমান্য করিতে যাওয়াই তাহার উদ্দেশ্য।

পুলিশ কর্ম্মচারী দারাসা লাহা তাঁহার সাক্ষ্যে বলেন—রাস গ্রামে রাজনৈতিক উত্তেজনা অতি প্রবল। করবন্ধ এবং আইন অমান্য আন্দোলনে এই গ্রামটি বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। সাক্ষী আরও বলেন যে, পরবর্ত্তী ট্রেণ করয়া জেলা ছাড়িয়া যাইবার জন্য জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট যে আদেশ দিয়াছিলেন, তাহা আমি আসামীর উপর জারী করিয়াছিলাম। কিন্তু তিনি বলেন যে, এই আদেশ তিনি পালন করিবেন না। অতঃপর আমি তাহাকে পুনরায় গ্রেপ্তার করিয়াছিলাম।

ম্যাজিষ্ট্রেট সমস্ত বিষয় শুনিয়া শ্রীমতী মণিবেনকে দোষী সাব্যস্ত করিয়া ১৫ মাস কঠোর কারাদণ্ড দান করেন এবং "বি" শ্রেণীর কয়েদী বলিয়া গণ্য করিবার জন্য মন্তব্য করেন।

বিচার সমাপ্ত হওয়া মাত্র শ্রীমতী মণিবেনকে সবরমতী জেলে প্রেরণ করা হয়।

জামালপুরে ৪ জন যুবক গ্রেপ্তার

সহর এবং সহরতলীতে ব্যাপক খানাতল্লাসী করিবার পর ৪টি রিভলভার ও কয়েকটি কার্তুজ পাওয়া গিয়াছিল। তৎসম্পর্কে পুলিশ রমেশ সোম, বেণী সোম এবং জ্যোতি দত্ত নামক তিন জন যুবককে গ্রেপ্তার করিয়াছে। এতদ্ব্যতীত পুলিশ শ্রীযুত রাজবিলোচন সোম গণেশ সোম, মোক্তার স্বর্গীয় ঈশানচন্দ্র পালের গৃহে খানাতল্লাসী করে। প্রকাশ যে, ঐ সমস্ত গৃহ হইতে পুলিশ কতকগুলি কাগজপত্র হস্তগত করে।

শ্যামগঞ্জ কালাবাড়ী প্রভৃতি অঞ্চলেও পুলিশ খানাতল্লাসী করিয়াছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। প্রকাশ যে, চরকাউরিয়া গ্রামের রমেশ দেকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে তাঁহাকে ইতঃপূর্ব্বে একবার গ্রেপ্তার করা হইয়াছিল।

রিভলভার সহ 'রাজকন্যা' গ্রেপ্তার

শানরাজ্যে মোমিক নামক স্থানে পুলিশ রিভলভারসহ এক সুবেশী তরুণীকে গ্রেপ্তার করিয়াছে।

তাঁহাকে থানায় হাজির করার পর তরুণীটি বলেন যে, তিনি মান্দালয়ের এক 'রাজকুমারী" তাহার পিতা অতিরিক্ত সহকারী কমিশনার শাসন রাজ্যের মধ্য দিয়া তামে যাইবার উদ্দেশ্যে তিনি মান্দালয় হইতে এখানে আসিয়াছেন তরুণীটি ইংরাজী ভাষায় অনর্গল কথা কহিতে পারেন। তিনি আরও তিনটি ভাষা জানেন।

সম্প্রতি জানিও হইতে যে তরুণীটিকে নির্ব্বাসিত করা হইয়াছে তাহার সহিত এই রাজকন্যার সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হওয়ায় তাহাকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। মোমিকের গোয়েন্দার আদেশ না পাওয়া পর্য্যন্ত তাহাকে আটক রাখা হইবে। তরুণীটির দ্রব্যাদি তল্লাসী করিয়া চামড়ার বেল্টের মধ্য হইতে একটী রিভলভার পাওয়া গিয়াছে।

পাইলট সার্ভিসে সর্ব্বপ্রথম ভারতবাসীর নিয়োগ

বাঙ্গলার পাইলট সার্ভিসের ইতিহাস ভারত গবর্ণমেণ্ট নিম্নলিখিত ৭জন ভারতীয় ভদ্রমহোদয়গণকে সর্ব্বপ্রথম উক্ত চাকুরীতে নিয়োগ করিয়াছেন বলিয়া প্রকাশ।

(১) হাবিবুল হক চৌধুরী (২) প্রেমনাথ কোহলী (৩) বালকৃষ্ণ সাগল (৪) কৈলাসনাথ লাহিড়ী (৫) উদয়বীরশঙ্কর রাও (৬) জগৎসিংহ উবেরুই ও (৭) মনোমোহনলাল ভাসদেব তাঁহারা প্রত্যেকেই ডাফেরিণ নামক ভারতীয় বাণিজ্য জাহাজে শিক্ষালাভ করেন।

নবগঠিত জার্ম্মাণ পার্লামেণ্ট

১২ই ডিসেম্বর তারিখে নবগঠিত রিশষ্ট্যাগ বা পার্লামেণ্টের প্রথম অধিবেশন হইবে। নাজীগণই পার্লামেণ্টের একমাত্র দল তাহাদের সংখ্যা ৬৬০ জন বর্ত্তমান পরিষদে কোন বিরুদ্ধ দল নাই।

জমিদারের নাসিকা ও কর্ণচ্ছেদ

গত ২৮শে নবেম্বর গোকর্ণ গ্রামের ব্রাহ্মণদের দুইটী দলের মধ্যে বিবাদ হইয়া গিয়াছে। ফলে স্থানীয় জমিদারের চরম দুর্দ্দশা উপস্থিত হয়। প্রকাশ যে কথায় কথায় দুইদলের মধ্যে মারামারি আরম্ভ হইলে একজন স্থানীয় জমিদারের নাসিকা ও বামকর্ণছেদন করে। জমিদার বাবুও ইউনিয়ন বোর্ডের একজন সভ্য। প্রকাশ যে আততায়ীকে বিচারার্থ চালান দেওয়া হইয়াছে।

অদ্ভুত যৌগিক শক্তি

হায়দরাবাদের বিশিষ্ট ডাক্তার, সরকারী কর্ম্মচারী এবং অন্যান্য বহু বিশিষ্ট নাগরিকদিগের সম্মুখে ডেকান ক্লাবে সেকেন্দরাবাদ মহীশূরের প্রফেসার এস, এস, রাও অদ্ভুত যৌগিক শক্তির পরিচয় দেন।

প্রফেসার রাও এসিড, পেরেক, কাঁচ প্রভৃতি মারাত্মক দ্রব্য গলাধঃকরণ করেন। তিনি একখণ্ড কাচ ভালরূপ চিবাইয়া ফেলেন।

একখানা চীনা বাসন, নারিকেল-মালা এবং একমুট পেরেক, এক আউন্স নাইট্রিক এসিড অনায়াসেই গ্রাস করিয়া ফেলেন। দর্শকবৃন্দ এইসব দর্শন করিয়া স্তম্ভিত হন। প্রফেসার রাও বলেন ..., তিনি অদ্ভুত কিছুই করেন নাই। কেহ অভ্যাস করিলেই এইসব কারতে সমর্থ হইবে।

ধৃত ডাকাতের মৃত্যু

গত বৃহস্পতিবার রাত্রিতে হাসনাবাদে ডাকাত ও পুলিশের মধ্যে সঙ্ঘর্ষের ফলে তিনজন ডাকাত ধৃত হয় উপরোক্ত ডাকাতদলের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া একজন মুসলমানকে আহত অবস্থায় হাঁসপাতালে প্রেরণ করা হয়। সে জেনারেল হাঁসপাতালে মারা গিয়াছে বলিয়া প্রকাশ।

ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

১৮ই অগ্রহায়ণ সোমবার, ১৩৪০

পাঠকগণের কেহ কেহ হয়ত পাঞ্জাবের সুপ্রসিদ্ধ পালোয়ান হামিদার নাম শুনিয়া থাকিবেন। ইনি মাত্র ২৬ বৎসর বয়সেই ভারতের বহু খ্যাতনামা মল্লদিগকে পরাজিত করিয়াছেন। কালে ইহাঁর গামা পালোয়ানের স্থান অধিকার করিবার সম্ভাবনা। ইনি গত মঙ্গলবার কলিকাতায় আসিয়াছেন। এই স্থানে তাঁহার ওস্তাদ ছোট গামার সঙ্গে তাঁহার শক্তি পরীক্ষায় অবতীর্ণ হইবার কথা। গুরু ভক্তি বটে ?

গত ১৮ই নবেম্বর যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে তাহাতে নাকি সমগ্র বঙ্গদেশে ১৪০টী ডাকাতি হইয়াছে। ইহার মধ্যে কোন কোন স্থানে ডাকাতেরা বন্দুক ব্যবহার করিয়াছে বলিয়া প্রকাশ। এক স্থানে নাকি একটী লোককে তাহারা হত্যাও করিয়াছে। গত ৩ বৎসর ধরিয়াই ডাকাতির তাণ্ডব নৃত্য বঙ্গের-বক্ষকে প্রকম্পিত করিয়া তুলিতেছে। আর্থিক দুরবস্থা যে ইহার অন্যতম কারণ তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু প্রতিকারের উপায় কোথায় ?

শ্রীহট্ট জেলায় ৪টী পুলিশ সাব-ইন্স্পেক্টরের পদ খালি হইয়াছে। ইহার জন্য নাকি অসংখ্য দরখাস্ত পড়িয়াছে। এই দরখাস্তকারিগণের মধ্যে অনেকেই আবার এম-এ, বি-এল, বি-এ, বি-এসি, প্রভৃতি বিশ্ববিদ্যালয়ের অলঙ্কারে ভূষিত। এই অলঙ্কারেও কুলাইতেছে না, আমরা জানিলাম ৮৮টি জন উমেদার স্ব স্ব আত্মীয়ের জন্য পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ও ডিপুটী কমিশনারের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছেন। নিকাচনকারিগণকে আর চক্ষু লজ্জা রাখিবার উপায় নাই। তাহা সংকেই বুঝা যাইতেছে।' বলং বলং বাহু বলম্। অবশ্য ভাগ্যলক্ষ্মী ও জনের উপরেই প্রসন্ন হইবেন। আর্থিক শোচনীয় অবস্থা প্রদর্শনের আর অধিক উদাহরণের বোধ হয় প্রয়োজন নাই।

লক্ষ্মৌ-বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইসচেন্সেলার ডাঃ পরাঞ্জপে সেদিন পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের কনভোকেশনে বক্তৃতা প্রসঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চশিক্ষা ও বেকার সমস্যা সম্বন্ধে অনেক সারগর্ভ কথা বলিয়াছেন। তাঁহার মতে বেকার সমস্যার জন্য উচ্চশিক্ষা দায়ী নহে এবং উচ্চশিক্ষার সংকোচসাধন করিলে বেকার সমস্যা হইবে না। তিনি বলেন দেশের কল্যাণ ও শক্তি বৃদ্ধির জন্য উচ্চশিক্ষার বিশেষ প্রয়োজন। বিশ্ববিদ্যালয় জাতীয় সংস্কারের উৎস। যদি এই উৎস শুষ্ক হইয়া যায় তাহা হইলে শিক্ষার সকল স্তরেই শোচনীয় অধোগতি দেখা দিবে। ডাঃ পরাঞ্জপের উক্তি সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য এই যে, উচ্চ শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে যদি ছাত্রদিগকে উদরপোষণের উপায়ের ব্যবস্থা না হয় তাহা হইলে বর্ত্তমান যুগে উচ্চশিক্ষিতগণের অবস্থা অতিশয় শোচনীয় হইবে। অন্নচিন্তায় যাবতীয় বিদ্যাবুদ্ধি লোপ পাইবে। সুতরাং শিক্ষা, অশিক্ষা এক হইয়া যাইবে।

ভারতবর্ষ এক সময় কৃষির জন্য প্রসিদ্ধ ছিল। এখনও ভারতে যত পতীত জমি রহিয়াছে তাহা আবাদ হইলে তাহাতে যে ফসলাদি উৎপন্ন হইবে তাহাতে বোধ হয় সমগ্রবিশ্বের অন্ন সমস্যা দূর করিতে পারে। ভারতের বিজ্ঞান মন্দিরের কৃতি পূজারিগণ সেদিকে যদি একবার দৃষ্টিপাত করিতেন, তাহা হইলে বোধ হয় আজ ভারতে এই প্রকার দৈন্য, উপস্থিত হইত না। জীবনযাত্রার জন্য বিশেষ প্রয়োজন আহার্য্য ও বস্ত্র। এই দুই বিষয়ে ভারতবাসী স্বাবলম্বী হইতে পারিলে স্বচ্ছন্দে উচ্চশিক্ষার স্বাধীন চিন্তাস্রোত প্রয়োগ করিতে পারেন। আমাদের মনে হয় সুজলা সুফলা শস্য শ্যামলা ভারত সন্তানগণের দুইটী ব্যবস্থা অনায়াসেই হইতে পারে যদি তাহারা একটু অর্থ সঞ্চালনের জন্য প্রস্তুত হন।

নলিন সরকার ষ্ট্রীটে ভীষণ কাণ্ড

গত বুধবার শেষরাত্রে উত্তর কলিকাতা নলিন সরকার ষ্ট্রীটে জগদ্ধাত্রী অয়েল মীলের সম্মুখে একটা ভীষণ কাণ্ড ঘটিয়াছে। ২৪।১ নলিন সরকার ষ্ট্রীটের সুরেন্দ্র নাথ সরকার নামক ২৫ বৎসর বয়স্ক একটী যুবক শেষরাত্রে মলত্যাগ করিবার জন্য যখন রাস্তায় বাহির হয় তখন তিনজন লোককে রাস্তা দিয়া যাইতে দেখিতে পায়। তাহাদিগের একজনের মস্তকে একটী বড় বাক্স ছিল। সুরেন্দ্রের সন্দেহ হওয়ায় সে তাহাদিগের পরিচয় জিজ্ঞাসা করে। জিজ্ঞাসা করিবামাত্র তাহাদিগের মধ্যে একজন তাহাকে লক্ষ্য করিয়া গুলী ছোঁড়ে এবং পলায়ন করে। গুলি তাহার তলপেটে বিদ্ধ হইয়াছে। তাহাকে মেডিকেল কলেজ হাঁসপাতালে আনয়ন করা হয় এবং অস্ত্রোপচার করা হয় তাহার অবস্থা অত্যন্ত আশঙ্কাজনক।

বাঙ্গলায় লবণ তৈয়ারী

আমরা জানিয়া আনন্দিত হইলাম যে, বাঙ্গলাদেশে যাহাতে বিদেশ হইতে লবণ আমদানী না করিয়া নিজের প্রয়োজনানুরূপ লবণ নিজেই প্রস্তুত করিতে পারে, সেই চেষ্টা চলিতেছে। মেদিনীপুর জেলায় লবণ প্রস্তুত করিবার অনুমতি দিয়া গবর্ণমেণ্ট এক লাইসেন্স মঞ্জুর করিয়াছেন। বাঙ্গলাদেশে সৈকতরেখা ৪০০০ মাইল লম্বা সুতরাং বাঙ্গলায় লবণ প্রস্তুত করিবার সুযোগ প্রচুর।

১৯৩১-৩২ সালে বাঙ্গলায় ১৩৫০৯১১৮ মণ লবণ আমদানী হইয়াছিল পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসর ১৭১৯২০৮৮ মণ লবণ আমদানী হইয়াছিল। লবণ কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টের এলাকাভুক্ত সুতরাং লবণ সংক্রান্ত কাজকর্ম্মের নিমিত্ত বাঙ্গলা গবর্ণমেণ্ট কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট হইতে বার্ষিক দুই লক্ষ টাকা সাহায্য পাইয়া থাকেন বাঙ্গলা দেশে লবণ প্রস্তুতের ব্যবস্থা করিয়া এই বিষয় বাঙ্গলাকে অন্যের সাহায্য নিরপেক্ষ করিয়া তুলিবার বিশেষ কোনও প্রচেষ্টা হয় নাই। সম্প্রতি কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টও এই বিষয়ে মনোযোগ দিয়াছেন এবং বাঙ্গালা দেশে লবণ প্রস্তুত প্রচেষ্টা যতদূর সাফল্যমণ্ডিত হইতে পারে, তাহা অনুসন্ধানের নিমিত্ত মিঃ টি আর আয়েঙ্গার নামক একজন বিশেষ কর্ম্মচারীকে বাঙ্গলাদেশে প্রেরণ করিয়াছেন। তিনি সুন্দরবন, খুলনা, বরিশাল চট্টগ্রাম মেদিনীপুর ও অন্যান্য স্থান পরিদর্শন করিবেন। প্রকাশ বাঙ্গালা দেশে যে সকল অঞ্চলে লবণ প্রস্তুত হইতে পারে, ঐ অঞ্চল পরিদর্শন করিয়া লবণ বিভাগ পরিচালনা সম্পর্কে গবর্ণমেণ্টের নিকট তাঁহার প্রস্তাব পেশ করিবেন এবং বাঙ্গলা দেশে স্বতন্ত্র একটি বিশেষ বিভাগ খোলা হইবে। আরও প্রকাশ যে, বাঙ্গলা দেশে এমন বহু বিস্তীর্ণ জলাভূমি আছে যেখানে বহু লবণ পাওয়া যাইতে পারে; সূর্য্যের আলোকে জল শুকাইয়া ঐ সকল অঞ্চলে লবণ প্রস্তুত করাই সুবিধা, কি অন্য কোন প্রক্রিয়া অবলম্বন বাঞ্ছনীয়, তাহা অনুসন্ধান করিতেও নাকি মিঃ আয়েঙ্গারকে উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। যদি এই প্রচেষ্টা সফল হয়, তাহা হইলে বাঙ্গলায় একটি বিলুপ্ত শিল্পের পুনরুদ্ধার হইবে। গবর্ণমেণ্টের প্রচুর আয় হইবে, বহু বেকার যুবকের কর্ম্মের সংস্থান হইবে এবং বাঙ্গলা দেশে আর বিদেশ হইতে লবণ আমদানী করিবার প্রয়োজনও হ্রাস পাইবে। প্রকাশ, বাঙ্গলা দেশে অনুসন্ধান কার্য্য শেষ করিয়া মিঃ আয়েঙ্গার বিহার প্রদেশেও কয়েকটি স্থান পরিদর্শন করিবেন।

নিজামকে বেরার প্রত্যর্পণ

ব্যবস্থা পরিষদে বেরারের সদস্য মিঃ এম, জি, যোগের নিকট ইউনাইটেড প্রেসের প্রতিনিধি অনুসন্ধান করিয়া জানিতে পারিয়াছেন, বেরার নিজামকে প্রত্যার্পণ সম্পর্কে ভারত গবর্ণমেণ্ট ও নিজামের মধ্যে যে আলোচনা চলিতেছিল সেই আলোচনা শেষ হইয়া গিয়াছে। কিন্তু মিঃ যোগ মীমাংসার বিস্তৃত বিবরণ প্রকাশ করিতে অসম্মত হন কর্ত্তৃপক্ষ শীঘ্রই এই বিষয়ে একটী বিবৃতি প্রকাশ করিবেন বলিয়া আশা করা

কার্ত্তুজসহ সুটকেশ প্রাপ্তি

নয়াদিল্লীর ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ রসিদ ধর্ম্মপাল নামক বিপ্লবী বলিয়া জনৈক সন্দেহভাজন ব্যক্তির প্রতি অস্ত্র আইনের ২০ ধারা অনুসারে ২ বৎসর কঠোর কারাদণ্ডের আদেশ প্রদান করিয়াছেন।

পাঠকগণের স্মরণ থাকিতে পারে যে, আসামীর নিকট সুটকেশে ৩০০ শত কার্ত্তুজ ও কার্ত্তুজ তৈয়ারী করিবার একটী যন্ত্র প্রাপ্তি সম্পর্কে তাহাকে দিল্লী ষ্টেশনে গ্রেপ্তার করা হয়। দিবাতে একটী রাজনৈতিক ডাকাতি সম্পর্কে সম্প্রতি আসামীর বিচার হয়। তৎসম্পর্কে সে মুক্তিলাভ করে।

রিভলভার প্রাপ্তি

পুলিশ কিরূপে অত্যাশ্চর্য্যজনক ভাবে একটী রিভলভার প্রাপ্ত হইয়াছে তাহার একটী সংবাদ পাওয়া গিয়াছে।

এইরূপ প্রকাশ যে, ময়মনসিংহের পুলিশ গোয়েন্দা বিভাগের পুলিশ কর্ম্মচারী সহ মৃত উপেন্দ্রলাল রায়ের বাড়ী খানাতল্লাসী করিতে যায়। উক্ত বাড়ী তল্লাসী হইবার সময় একটী যুবককে ঐ বাড়ীতে প্রবেশ করিতে দেখা যায়। পুলিশ তাহাকে প্রশ্ন করিলে সে দৌড়িয়া পলাইয়া যায়। গোয়েন্দা কর্ম্মচারীও তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ দৌড়িতে থাকে কিন্তু ঐ যুবকটীকে ধরিতে পারে না। ঐ কর্ম্মচারীটির মনে হইল, ঐ যুবকটি যেন কিছু ভারি কোনও জিনিষ বিদ্যাময়ী বালিকা বিদ্যালয়ের পশ্চিমদিকস্থ ড্রেনে নিক্ষেপ করিল তৎপর ঐ নালাটি অনুসন্ধান করিয়া রিভলভারটি পাওয়া যায়। খানাতল্লাসীর পর মৃত উপেন্দ্রলালের পৌত্র সুখময় দত্ত নামক দশম শ্রেণীর একটী ছাত্রকে কোনও ডাকাতি সম্পর্কে গ্রেপ্তার করা হয়।

খানাতল্লাসী

বুধবার দিন স্পেশ্যাল ব্রাঞ্চের পুলিশ মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীটস্থ আইডিয়েল হোম বাদুড়বাগানে একটী বাড়ী এবং অন্যান্য স্থানে পাঁচটি বাড়ীকে খানাতল্লাস করিয়া দুইজন লোককে গ্রেপ্তার করিয়াছে; তাহাদের মধ্যে একজন নারী।

কলিকাতা বাজার দর

লোহ হার্ডওয়ার

২৪শে নবেম্বর ১৯৩০

টাটার তৈয়ারী— প্রতি হন্দর।
লোহার কড়ি (জয়েষ্ট বা বীম)
মার্কা ৫।৶০—৫৸৶০
ঐ বে-মার্কা হাল্কা ওজন ৪।৵০—৪॥৶০
রগা (টী-আয়রণ) ৬৵০—৬।০
এঙ্গেল আয়রণ (কোনা) ৫৸৵০—৬।৵০
গ্যালভ্যানাইজড করগেট টীন—
১২ গেজ ৬ হইতে ১০ ফুট ১১।৵০
১৪ গেজ „ „ ১০৸৵০
১৬ গেজ „ „ ১২
২৪ গেজ আর, পি, ডি, মার্কা ১২৸৶০
২৪ গেজ প্যাঃ প্লেন শীট— ১১।৵০
২৬ গেজ „ „ ১২।০
২৮ গেজ ও ৩০ গেজ ঐ— ১৩৲—১৬৲
াগান ঘেরা কাঁটাতার ১০০
পাউণ্ড বাঃ ৮৸০
াল পাটী ৬৲৵—৬।০
, বোলটু (গোল) ৬৲৵—৬।০
, গরাদে (চৌকা) ৬৵০—৬৲।০
,গোল রড ৶০—।৶০ সূতা ৫৵০—৫॥০
, টানা রড-
।০। ৶০—।৵০ ঐ ৫৵০—৫॥০
, বাণ্ডিল তার ৭৲—৭৸০
. প্লেট—তিন সূতা মোটা
াগ,জ ৭।০—৭।০
, চাদর ৩-১৬ খানা বাণ্ডিল ৯॥৵—১০৲
াং টীন ৮।০—৯৲
াক রাউণ্ড ৫৸৵—৭৲৵০
াবের পেরেক ১—৬ ইঞ্চি ৯—৯৸০
প্যাটেণ্ট পেরেক ২—৮ ইঞ্চি ১২।০—১৫॥০
ালাই কড়া ১ হইতে ১০ নং ২॥০ সাট
াদাল ৪, ৫, ৬, ৭৸৵০ ৮৸৵০ ৯৸৵০ডঃ
তিন পাউণ্ড ৬৲ পেঃ বিঃ ৬।৵০ „
াাঃ প্লেন বালতি ৭—১২ ইঞ্চি ১॥৴০ ৬॥৴০
রিভিট „ ৭—১২ ইঞ্চি ২৲--৭৲ „
াহার চেয়ার রঙের গোল ও
চৌকা ৮॥০— „
কালের লোহার সিট ১৫৲ „
ঢেনেপ্স (কাঠের সিট) ১৮৲ „
াহার স্ক্রুপ ॥—৩ ইঞ্চি /১০--॥৶০ গ্রোস
কজা ১৩ নং
॥—৪ ইঞ্চি ।১০—৸৵১০ পেঃ ডজন
াাঃ তার ১৬—২২ নং
গেজ) ১২৲---১৩৲ হন্দর
াাঃ রিজিং (মটকা)
২ ইঞ্চি ।৵৫ - ॥৶০ পীস
াাঃ গাটা্রিং বা ডোঙ্গা
ইঞ্চি ৭০—৸৴০ „
াঃ স্ক্রুপ ১॥৮--২॥০ ইঞ্চি ২৩৲--২৯৲ হন্দর

গ্যাঃ ওয়াসার চাকি ১১॥০—১৭৲ „
গ্যাঃ গোল্ট নাট ৮—৩ ইঞ্চি
।৵১০—১৵০ গ্রোস
ঢালাই বেণ্ডিং ৩॥০--৩॥০ হন্দর
ঐ রে- ওয়াটার পাইপ
৩ ইঞ্চি ৵১০ ঐ ৪ ইঞ্চি ।১০ ফুট
চিউব ওয়েলের জন্ত গ্যাঃ
পাইপ১॥ ইঞ্চি ।৵৫ ফুট
পাম্প ৪নং ১১॥০ ৫নং ১৪৲ ৬নং ১৬৲
৬০- ৮০ বাটখারা ৵.৫ সাট ২।০-২॥০ মণ

সন্তোষকুমার মল্লিক এণ্ড সন্স লিঃ
লৌহ ও হার্ডওয়ার বিক্রেতা।
মীরবহর ঘাট লোহাপটী, বড়বাজার,
টেলি--"লোহার মালিক" কলিকাতা

কেরোসিন

প্লোক্রেক প্রত্যেক বাক্স (২ টিন)		৯৲৬
সূর্য্য মার্কা	„	৬॥০
ভিক্টোরিয়া	„	৬৲

সোণার দর

পাকা সোণা	৩০৸৴
নড়াল	৩০৸
চিনা পাত	৩২।০

রূপার দর

রূপা প্রতি ১০০ ভরি	৫৫৵০
ঐ খুচরা	৫৵০

কোম্পানীর কাগজ

৩॥০ সুদের কাগজ	৮১৶
৩॥০ নূতন ঋণ (১৯৪৭-৫০)	৯১।০
৪৲ „ ঋণ (১৯৬০-৭০)	৯০৲
৫৲ „ বণ্ড (১৯৩৫	১০৪॥৴০

ডিবেঞ্চার

৫৲ সুদের (১৯৫৬-৮৬) কলিকাতা পোর্ট-
ট্রাষ্ট ডিবে :— ১০২॥৵০

ব্যাঙ্ক

ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক (কমট্রি)	২৯৪॥০
সেণ্ট্রাল ঐ	২২৲

কাপড় ও সূতার কল

এলগিন মিল	৪৫৲

পাট কল

হাওড়া	৫০৲
অকল্যাণ্ড	১৯৫
বালী	১৬২
বরানগর	১৫০৲
কেলভিন	৩৭০৲
ষ্টার	২৪৩৲
ক্লাইভ	২৮।০
ডালহাউসী	৩০৮॥০
ডেল্টা	৪০৫৲

কৃষ্ণনগর নবদ্বীপঘাট রেলওয়ে সময়

কৃষ্ণনগর হইতে নবদ্বীপঘাট

কৃষ্ণনগর সিটি—	৬-৪৫	১০-৪৪	১৩-২৭	১৭-৩৮	২০-১৬
কৃষ্ণনগর রোড—	৬-৫৬	১০-৫৫	১৩-৩৩	১৭-৪৭	২০-২৫
আমঘাটা—	৭-১৫	১১-১৩	১৩-৫১	১৮-৩	২০-৪১
মহেশগঞ্জ—	৭-২৪	১১-২১	১৪-০	১৮-৯	২০-৪৭
নবদ্বীপঘাট —	৭-৩৩	১১-৩০	১৪-৯	১৮-১৬	২০-৫৫

বিশেষ দ্রষ্টব্য—নবদ্বীপঘাট ষ্টেশন অপেক্ষা মহেশগঞ্জ ষ্টেশন হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরের দূরত্ব অনেক কম। শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে যাহাদিগকে রাণাঘাটে ট্রেণ বদল করিতে হয়, তাঁহারা রাণাঘাটে প্রাতঃ ৫-৫০, ৮-১৪, ৯ ৪৬, ১৬-৪৮, ১৮-৩৯ এবং ০-৩২ মিনিটের সময় গাড়ী পাইবেন।

শান্তিপুর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে শান্তিপুর ষ্টেশনে ৫-৪০, ৯-২৯, ১২-২৫, ১৬-৪ এবং ১৮-৪১ মিনিটের সময় ট্রেণ পাওয়া যায়।

নবদ্বীপঘাট হইতে কৃষ্ণনগর

নবদ্বীপ ঘাট—	৫-৩৫	৯-২৫	১২-১০	১৫-৩৪	১৮-৪৫
মহেশগঞ্জ—	৫-৪৩	৯-৩০	১২-১৯	১৫-৪১	১৮-৫৩
আমঘাটা—	৫-৪৯	৯-৩৯	১২-২৬	১৫-৪৮	১৯-৫
কৃষ্ণনগর রোড—	৬-৫	৯-৫৫	১২-৪৩	১৬-৪	১৯-২৪
কৃষ্ণনগর সিটি—	৬-১৩	১০-৩	১২-৫১	১৬-১২	১৯-৩৫

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে—ডাঃ কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম ভক্তিশাস্ত্রী এল. এম. এফ. কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

অদ্ভূত ঘটনা

পিতার সহিত পরিণয়

ডিজন ফ্রান্স নামক স্থানে এসাইজ আদালতে অতি সংগোপনে একটী বিবাহ-বিচ্ছেদ মামলার বিচার হইবে। একটি যুবতী বিবাহ-বিচ্ছেদ প্রার্থি হইয়াছে। ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, তাহার অজ্ঞাতসারে সে তাহার পিতাকে বিবাহ করে। পরে সমুদয় বৃত্তান্ত জ্ঞাত হইয়া যুবতীটী বিবাহ-বিচ্ছেদ প্রার্থনা করিয়াছে।

মামলা দৃষ্টে যুবতীর প্রকৃত নামের পরিবর্ত্তে 'এক্স' লিখিয়া রাখা হইয়াছে এই রকম মামলার ফরাসী দেশের আইনে প্রকৃত নাম লিখিবার নিয়ম প্রচলিত নাই।

এফিডেফিটে ঘটনা সম্বন্ধে যাহা বিবৃত করা হইয়াছে তাহা উপন্যাসের মত।

মহাযুদ্ধের প্রারম্ভে একটী ভদ্রবংশীয় ফরাসী যুবককে সৈনিক হিসাবে যুদ্ধক্ষেত্রের একটি স্থানে কিছুদিন থাকিতে হয়। এসময় উক্ত স্থানের একটী তরুণীর সহিত যুবকের সৌহার্দ্দ স্থাপিত হয়। ইহার ফলে গত ১৯২৫ সালে একটী কন্যা জন্মগ্রহণ করে। কন্যা জন্মিবার পূর্ব্বেই যুবককে কার্য্যোপলক্ষে অন্যস্থানে যাইতে হয়। উভয় পরিবারের মধ্যে কোনরূপ দেখা সাক্ষাৎ না থাকায় নব জাত কন্যার পিতার আর কোন সন্ধান পাওয়া যায় না; কিছুদিন পরে শিশু কন্যাটীর মাতা মারা যায় এবং শিশু কন্যাটি তাহার মাসীর কাছে প্রতিপালিত হয়।

মাত্র কিছুদিন পূর্ব্বে উক্ত বালিকার সহিত একজন অসম সামরিক কর্ম্মচারীর কিছুদিন আলাপের পর উভয়ের মধ্যে ভালবাসা জন্মে। তাহাদের মধ্যে কিছুদিন পরেই বিবাহ হয়। বিবাহের সময় তরুণীর পরিচয় দেওয়া হয় যে অজ্ঞাত নামা এক ব্যক্তির ঔরসে এবং অবিবাহিতা এক কুমারীর গর্ভে বালিকাটির জন্ম হয়।

কয়েক সপ্তাহ একসাথে বাস করিবার পর তরুণী জানিতে পারে যে উক্ত অজ্ঞাত নামা পিতাই তাহার বর্ত্তমান স্বামী। এত ভয়ঙ্কর সংবাদ তদন্ত করিয়া সমস্ত বিষয় অবগত হন। ফলে সে বিবাহ-বিচ্ছেদের দরখাস্ত করিয়াছে।

চোরাই রিভলভার বিক্রী

একটী চোরাই রিভলভার রাখা এবং তাহা বিক্রী করার অভিযোগে অমিয়া ওরফে এফ কেশ্চিনসকে (১৮) হাইকোর্টের দায়রা জজ মিঃ প্যাটার্সনের সম্মুখে বিচারার্থ উপস্থিত করা হয়। জুরীগণ আসামীকে দোষী সাব্যস্ত করায় বুধবার দিন বিচারপতি তাহার প্রতি ৫ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ দিয়াছেন।

সরকার পক্ষে মামলার উত্থাপন করিয়া গবর্ণমেণ্ট কৌঁসুলী বলেন যে, পুলিশ সংবাদ পাইয়া আসামীর নিকট সূর্য্য নামক এক ব্যক্তিকে পাঠায়। সূর্য্য আগ্নেয়াস্ত্র খরিদ করিবার ভাণ করিয়া আসামীর সহিত অস্ত্র-ক্রয় করার বন্দোবস্ত করে। পুলিশ সূর্য্যকে বিশেষ চিহ্নিত কতকগুলি ১০টাকার নোট দেয়। কথামত গত ১লা আগষ্ট সূর্য্য নিউ মার্কেটের নিকট আসামীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া উক্ত চিহ্নিত নোটগুলি দেয় এবং পরিবর্ত্তে আসামীর নিকট হইতে একটী পুঁটলী পায়। এই পুঁটলীর ভিতরই অস্ত্রটী এবং কিছু কার্ত্তুজ ছিল। পরে এক সংকেতের ফলে আসামীকে গ্রেপ্তার করিয়া তাহার নিকট চিহ্নিত নোটগুলি পাওয়া যায়

কৌঁসুলী আরও বলেন যে, রিভলভারটি প্রথমে ৫৩ বি নিউ থিয়েটার রোডের মিসেস মর্গ্যানের ছিল। উক্ত মহিলার এই রিভলভারের জন্য লাইসেন্স ছিল। গত ১৩ই জুলাই স্ত্রীলোকটীর গৃহে চুরি হয়, সেই সময় রিভলভারটীও হারাণ যায়। চুরির সংবাদ পুলিশে দেওয়া হয় এবং তদন্তের ফলে আসামী মাসদহ গ্রেপ্তার হয়, আসামী দোষ অস্বীকার করে।

মিঃ এ কে বসু মিঃ জি গুপ্ত ও মিঃ বি সি সেন সরকার পক্ষে উপস্থিত ছিলেন। আসামী পক্ষে কোন ব্যবহারজীব ছিলেন না।

অস্ত্র আইনে ৬ বৎসর

একটা পিস্তল ও কিছু কার্ত্তুজ রাখা ও তাহা বিক্রয়ার্থ যাচাই করার অভিযোগে বুধবার দিন হাইকোর্টের দায়রা জজ মিঃ প্যাটার্সন কর্ত্তৃক নায় সিং (৪৫) এর প্রতি ৬ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হইয়াছে।

অভিযোগ এই কোন পুলিশ কর্ম্মচারী আগ্নেয়াস্ত্র খরিদ করিবার ভাণ করিয়া আসামীর সন্ধান পান এবং কৌশলক্রমে একটী পিস্তল ও ২৫টী কার্ত্তুজ সহ আসামীকে গ্রেপ্তার করেন।

আসামী এক বিবৃতিতে দোষ অস্বীকার করিয়া বলে যে, তাহাকে মিথ্যাভাবে ইহাতে জড়ান হইয়াছে। জুরীগণ তাহাকে দোষী সাব্যস্ত করেন।

সরকারী কৌঁসুলী মিঃ এ কে বসু মিঃ জি গুপ্ত ও মিঃ বি সি সেন সরকার পক্ষে উপস্থিত ছিলেন। আসামী পক্ষে কোন সমর্থনকারী ছিলেন না।

বিহারে দুইজন গ্রেপ্তার

বিহার প্রদেশে দুইজন বাঙ্গালী যুবক গ্রেপ্তার হইয়াছে বলিয়া সংবাদ আসিয়াছে।

নির্ম্মল দাসগুপ্ত নামক এক যুবককে সারণে এবং ধনঞ্জয় কর নামক এক যুবককে সিংভূমে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে নির্ম্মলকে বেতল এবং ধনঞ্জয়কে সিংভূমের পুলিশ খোঁজ করিতেছিল বঙ্গের বিপ্লব আন্দোলন সম্পর্কে এক গ্রেপ্তার হইয়াছে বলিয়া জানা যায়। নির্ম্মল দাসগুপ্তকে বৃহস্পতিবার কলিকাতায় আনিয়া প্রধান প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে উপস্থিত করা হইবে ম্যাজিষ্ট্রেট আরও তদন্ত সাপেক্ষে তাহাকে ৬ই ডিসেম্বর পর্য্যন্ত পুলিশ হেপাজতে থাকার আদেশ দিয়াছেন

পুলিশের বিরুদ্ধে অভিযোগ

পুলিশ হাজতে হিমাংশু বসু ওরফে 'ছোটকার' সম্পর্কে তাহার ভ্রাতা শ্রীযুক্ত শচীকান্ত বসু দারোগা আব্বাস মিঞা সুবেদার সেওনারায়ণ ওবাস ও অন্য কয়েকজন পুলিশ কর্ম্মচারীর বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করিয়াছেন। উক্ত অভিযোগে উপরোক্ত ব্যক্তিগণকে 'ছোটকার' মৃত্যু সম্পর্কে দায়ী করা হইয়াছে। শ্রীযুত শচী বসুকে উক্ত অভিযোগ প্রমাণ করিবার জন্য আদেশ দেওয়া হইয়াছে।

হাজতী আসামীর মৃত্যুরহস্য

আশুতোষ দে নামক জনৈক যুবকের রহস্যজনকভাবে মৃত্যু হইয়াছে। প্রকাশ সে হাওড়ার শিবপুর থানার হাজতে ছিল। এবং তথায় সে মারা যায়।

প্রকাশ, বেলুড়ের জনৈক ডাক্তারের কন্যা রেণুবালার অপহরণ সম্পর্কে আশুতোষ দে বেলুড়ে গ্রেপ্তার হয়। গত শনিবার তাহাকে শিবপুর থানায় আনিয়া হাজতে রাখা হয়। রবিবার তাহার পিতা শ্রীযুত সুরেন্দ্রনাথ দে সংবাদ পান যে আশুতোষ মারা গিয়াছে এবং সে আত্মহত্যা করিয়াছে বলিয়া অনুমিত হয়।

একজন ডাক্তারকে সঙ্গে লইয়া সুরেন্দ্র বাবু শিবপুর থানায় প্রকাশ, আশুতোষের মৃত্যু তাঁহার নিকট সন্দেহজনক বোধ হয়। এবং তিনি হাওড়ার মহকুমা হাকিম মিঃ বি কে দাসের নিকট দরখাস্ত করেন যে, আশুতোষের মৃত্যু সম্পর্কে তদন্তে যেন তাঁহার পক্ষ হইতে একজন ডাক্তারকে উপস্থিত থাকিতে দেওয়া হয়। মিঃ দাস আশুতোষের মৃত্যু সম্পর্কে তদন্ত করিতেছিলেন. মহকুমা হাকিম সুরেন্দ্র বাবুর দরখাস্ত মঞ্জুর করেন। সুরেন্দ্র বাবু হাওড়ার ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ ম্যাক ডক্রোর্কের নিকটেও উক্ত মর্ম্মে এক দরখাস্ত করেন। এবং তিনিও সুরেন্দ্র বাবুর ডাক্তারকে তদন্তে উপস্থিত থাকিতে অনুমতি দেন।

অতঃপর সুরেন্দ্রবাবু দরখাস্ত করিয়াছিলেন, তিনি যথাসময়ে ডাক্তারকে লইয়া উপস্থিত থাকিলেও ডাক্তারকে তদন্তে উপস্থিত থাকিতে দেওয়া হয় নাই। পুত্রের মৃত্যু সম্পর্কে গুরুতর অভিযোগ করিয়া তিনি প্রার্থনা করেন, পুলিশ ব্যতীত অপর কোনও পদস্থ কর্ম্মচারী দ্বারা আশুতোষের মৃত্যু সম্পর্কে তদন্ত করা হউক।

শ্রীযুক্ত পান্নালাল সিংহ শ্রীযুত রমনী ঘোষাল ও শ্রীযুত রমণী বসু আবেদনকারীর পক্ষে উপস্থিত ছিলেন

গোয়েন্দা গিরির উমেদার

পাটনার সেসন জজ রায় সাহেব এস পি চাটুয্যের এজলাসে শিউপ্রসাদ নামক ১৬ বৎসরের একটি স্কুলের ছাত্র বিস্ফোরক আইনের ৪ বি ধারা অন্তর্গত ৫ ধারা অনুসারে অভিযুক্ত হইয়াছে।

অভিযোগে প্রকাশ, সে পাটনা সিটি স্কুলে পড়িত। ১৯৩২ সালে সে গোয়েন্দা বিভাগের নজরে পড়ে। এবং গুরুপ্রসাদ নামক এক ব্যক্তির লচিত ভারতীয় দণ্ডবিধির ১২৪ (ক) ধারা অনুসারে গ্রেপ্তার হয়, কিন্তু সে রাজসাক্ষী হওয়ায় তাহাকে অব্যাহতি দেওয়া হয়। অতঃপর সে গোয়েন্দা গিরি চাকুরীর জন্য গোয়েন্দা বিভাগের দারোগা শ্রীযুত খগেন্দ্রনাথ চাটুয্যেকে অনুরোধ করে, কিন্তু বৈপ্লবিক আন্দোলনের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিল বলিয়া তাহাকে গোয়েন্দা নিযুক্ত করা হয় নাই। তাহার উপর কড়া নজর রাখা হয়। গত ২রা আগষ্ট রাত্রিতে গুলজারবাগ রেল ষ্টেশনের নিকটে শার্টের পকেটে দুইটী তাজা বোমা সহ ধরা পড়ে। তাহাকে পাটনা সহরের আলমগঞ্জ থানায় লইয়া যাওয়া হয়। এসিষ্ট্যান্ট পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট গোয়েন্দা পুলিশ ও উক্ত থানার পুলিশ সহ ঐ রাত্রেই খাজেকালান পল্লীতে তাহার বাড়ীতে খানাতল্লাসী করিয়া গন্ধক, বারুদ, গ্লিসারিণ, গ্রামোফোনের পিন, কাচভাঙ্গা, পাথর, কুচি, হাতুড়ী প্রভৃতি এবং বৈপ্লবিক পুস্তকাদি পান।

সেদিন সি আই ডির দারোগা শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের সাক্ষ্য গৃহীত হয় ও শুনানী মুলতুবী থাকে। উকিল শ্রীযুক্ত দ্বারকাপ্রসাদ. শ্রীযুক্ত মণিলাল সেন ও শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার বাড়ুয্যে আসামী পক্ষ এবং এডভোকেট মিঃ আই বি বিশ্বাস ও শ্রীযুক্ত নির্ম্মল বিশ্বাস প্রভৃতি সরকার পক্ষ সমর্থন করিতেছেন।

বিচার কার্য্যে অযথা বিলম্ব

যে সমস্ত প্রদেশে হাইকোর্ট আছে সে সমস্ত প্রদেশে যাহাতে যথাসময়ে ন্যায় বিচার হয় তাহা দেখা গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তব্য কিনা, মিঃ রামকৃষ্ণ ঝাঁর এই প্রশ্নের উত্তরে স্যার হ্যারিহেগ বলেন যে বিচার বিভাগ প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টের হাতে রহিয়াছে। যাহাতে বিচার কার্য্যে বিলম্ব না ঘটে, তজ্জন্য কতকগুলি ব্যবস্থা অবলম্বিত হইয়াছে।

কলিকাতা বাজার দর

লোহ হাডওয়ার

২৪শে নবেম্বর ১৯৩৩

টাটার তৈয়ারী— প্রতি হন্দর।

লোহার কড়ি (জয়েষ্ট বা বীম)

মার্কা	৫।৶০—৫৸৶০
ঐ বে-মার্কা হাল্কা ওজন	৪।৵০—৪৸৶০
বরগা (টী-আয়রণ)	৬৵০—৬।০
এঙ্গেল আয়রণ (কোনা)	৫৸৵০—৬।৵০
গ্যালভানাইজড করগেট টীন—	
২২ গেজ ৬ হইতে ১০ ফুট	১১।৵০
২৪ গেজ ,, ,,	১০৸৵০
২৬ গেজ ,, ,,	১২
২৪ গেজ আর, পি, ডি, মার্কা	১২৸৶০
২৪ গেজ গাঃ প্লেন শীট—	১১।৵০
২৬ গেজ ,, ,,	১২।০
২৮ গেজ ও ৩০ গেজ ঐ—	১৩৲—১৬৲
বাগান ঘেরা কাঁটাতার ১০০	
পাউণ্ড বাঃ	৮৸০
টীল পাটী	৬৲৶—৬।০
,, বোলটু (গোল)	৬৲৶—৬।০
,, গয়াদে (চৌকা)	৬৵০—৬৲।০
,,গোল রড ৶০—।৶০ সূতা	৫৵০—৫৷০
,, টানা রড-	
চৌকা ৶০— ।৵০ ঐ	৫৵০—৫৷০
,, বান্ডিল কাল	৭৲—৭৸০
,, প্লেট—তিন সূতা মোটা	
পর্য্যন্ত	৭।০—৭।০
,, চাদর ৩-১৬ থানা বাণ্ডিল	৯৷৵—১০৲
ষ্টীং টীল	৮।০—৯৲
চাক রাউণ্ড	৫৸৵—৬৲৵০
তারের পেরেক ১—৬ ইঞ্চি	৯—৯৸০
প্যাটেণ্ট পেরেক ২—৮ ইঞ্চি	১২।০—১৫৷০
ঢালাই কড়া ১ হইতে ১০ নং ২৷০ সাট	
কোদাল ৪, ৫, ৬, ৭৸৵০ ৮৸৵০ ৯৸৵০ডঃ	
ঐ তিন পাউণ্ড ৬৲ দেঃ বিঃ	৬।৵০ ,,
গ্যাঃ প্লেন বালতি ৭—১২ ইঞ্চি	১৷৶০ ৬৷৶০
ঐ রিভিট ,, ৭—১২ ইঞ্চি	২৲—৭৲ ,,
লোহার চেয়ার রডের গোল ও	
চৌকা	৮৷০— ,,
ঐ চালের লোহার সিট	১৫৲ ,,
ঐ জেনেস্তা (কাঠের সিট)	১৮৲ ,,
লোহার স্ক্রুপ ৷—৩ ইঞ্চি /১০—৷৶০ গ্রোস	
ঐ কব্জা ৭৩ নং	
১৷—৪ ইঞ্চি ।১০—৸৵১০ দেঃ ডজন	
গ্যাঃ তার ১৬—২২ নং	
(গেজ)	১২৲—১৭৲ হন্দর
গ্যাঃ রিভিং (মটকা)	
১২ ইঞ্চি	।৵৫ ৷৶০ পীস
গ্যাঃ গাটারিং বা জোলা	
৬ ইঞ্চি	।০—৸৵০ ,,
গ্যাঃ স্ক্রুপ ১৷০—২৷০ ইঞ্চি	২৩৲—২৯৲ হন্দর
গ্যাঃ ওয়াসার চাকি	১১৷০—১৭৲ ,,
গ্যাঃ সোল্ট নাট ৮—৩ ইঞ্চি	
	।৵১০—১৵০ গ্রোস
ঢালাই রেলিং	৩৷০—৪৷০ হন্দর
ঐ রেন ওয়াটার পাইপ	
৩ ইঞ্চি ৵১০ ঐ	৪ ইঞ্চি ।১০ ফুট
টিউব ওয়েলের জন্ম গ্যাঃ	
পাইপ১৷ ইঞ্চি	।৵৫ ফুট
পাম্প ৪নং ১২৷০ ৫নং ১৪৲ ৬নং ১৬৲	
৬০—৮০ বাটখারা ৵১৫ সাট ২।০—২৷০ মণ	

সন্তোষকুমার মল্লিক এণ্ড সন্স লিঃ

লোহ ও হাডওয়ার বিক্রেতা।

মীরবহর ঘাট লোহাপটী, বড়বাজার, টেলি—"লোহার মালিক" কলিকাতা

কেরোসিন

প্লোক্রেক প্রত্যেক বাক্স (২ টিন)		৯৲৬
সুধা মার্কা	,,	৬৷০
ভিক্টোরিয়া	,,	৬৲

সোণার দর

পাকা সোণা	৩০৸৶
বড়াল	৩০৸
চিনা পাত	৩২।০

রূপার দর

রূপা প্রতি ১০০ ভরি	৫৫৵০
ঐ খুচরা	৫৵০

কোম্পানীর কাগজ

৩৷০ সুদের কাগজ	৮১৶
৩৷০ নূতন ঋণ (১৯৪৭-৫০)	৯১।০
৪৲ ,, ঋণ (১৯৬০-৭০)	৯৭৲
৫৲ ,, বণ্ড (১৯৩৫	১০৪৷৵০

ডিবেঞ্চার

৫৲ সুদের (১৯৫৬-৮৬) কলিকাতা পোর্ট-ট্রাষ্ট ডিবে :—	১০২৷৵০

ব্যাঙ্ক

ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক (কনট্রি)	২৯৪৷০
সেণ্ট্রাল ঐ	২২৲

কাপড় ও সূতার কল

এলগিন মিল	৪৫৲

পাট কল

হাওড়া	৫০৲
অকল্যাণ্ড	১৯৫৲
বালী	১৬২৲
বরানগর	১৫০৲
কেভক	৩৭০৲
ভরত	২৪৩৲
ক্লাইভ	২৮।০
ডালহাউসী	৪০৮৷০
ডেল্টা	৪০৫৲

কৃষ্ণনগর নবদ্বীপঘাট রেলওয়ে সময়

কৃষ্ণনগর হইতে নবদ্বীপঘাট

কৃষ্ণনগর সিটি—	৬-৪৫	১০-৪৪	১৩-২২	১৭-৩৮	২০-১৬
কৃষ্ণনগর রোড—	৬-৫৬	১০-৫৫	১৩-৩৩	১৭-৪৭	২০-২৫
আমঘাটা—	৭-১৫	১১-১৩	১৩-৫১	১৮-৩	২০-৪১
মহেশগঞ্জ—	৭-২৪	১১-২১	১৪-০	১৮-৯	২০-৪৭
নবদ্বীপঘাট —	৭-৩৩	১১-৩০	১৪-৯	১৮-১৬	২০-৫৫

বিশেষ দ্রষ্টব্য—নবদ্বীপঘাট ষ্টেশন অপেক্ষা মহেশগঞ্জ ষ্টেশন হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরের দূরত্ব অনেক কম। শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে যাহাদিগকে রাণাঘাটে ট্রেণ বদল করিতে হয়, তাঁহারা রাণাঘাটে প্রাতঃ ৫-৫০, ৮-১৪, ৯ ৪৬, ১৬-৪৮, ১৮-৩৯ এবং ০-৩২ মিনিটের সময় গাড়ী পাইবেন।

শান্তিপুর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে শান্তিপুর ষ্টেশনে ৫-৪০, ৯-২৯, ১২-২৫, ১৬-৪ এবং ১৮-৪১ মিনিটের সময় ট্রেণ পাওয়া যায়।

নবদ্বীপঘাট হইতে কৃষ্ণনগর

নবদ্বীপ ঘাট—	৫-৩৫	৯-২৫	১২-১০	১৫-৩৪	১৮-৪৫
মহেশগঞ্জ—	৫-৪৩	৯-৩৩	১২-১৯	১৫-৪১	১৮-৫৩
আমঘাটা—	৫-৪৯	৯-৩৯	১২-২৬	১৫-৪৮	১৯-৫
কৃষ্ণনগর রোড—	৬-৫	৯-৫৫	১২-৪৩	১৬-৪	১৯-২৩
কৃষ্ণনগর সিটি—	৬-১৩	১০-৩	১২-৫১	১৬-১২	১৯-৩৫

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে—ডাঃ কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী, ভক্তিকুসুম ভক্তিশাস্ত্রী এল, এম, এফ কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

অদ্ভুত ঘটনা

পিতার সহিত পরিণয়

ভিশন ফ্রান্স নামক স্থানে এসাইজ আদালতে অতি সংগোপনে একটী বিবাহ-বিচ্ছেদ মামলার বিচার হইবে। একটি যুবতী বিবাহ-বিচ্ছেদ প্রার্থি হইয়াছে। ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, তাহার অজ্ঞাতসারে সে তাহার পিতাকে বিবাহ করে। পরে সমুদয় বৃত্তান্ত জ্ঞাত হইয়া যুবতীটী বিবাহ-বিচ্ছেদ প্রার্থনা করিয়াছে।

মামলা দৃষ্টে যুবতীর প্রকৃত নামের পরিবর্ত্তে 'এক্স' লিখিয়া রাখা হইয়াছে এই রকম মামলার ফরাসী দেশের আইনে প্রকৃত নাম লিখিবার নিয়ম প্রচলিত নাই।

এফিডেভিট ঘটনা সম্বন্ধে যাহা বিবৃত করা হইয়াছে তাহা উপন্যাসের মত।

মহাযুদ্ধের প্রারম্ভে একটী ভদ্রবংশীয় ফরাসী যুবককে সৈনিক হিসাবে যুদ্ধক্ষেত্রের একটি স্থানে কিছুদিন থাকিতে হয়। ঐসময় স্থানের একটী তরুণীর সহিত যুবকের সৌহার্দ্দ স্থাপিত হয়। ইহার ফলে গত ১৯২৫ সালে একটী কন্যা জন্মগ্রহণ করে। কন্যা জন্মিবার পূর্ব্বেই যুবককে কার্য্যোপলক্ষে অন্যস্থানে যাইতে হয়। উভয় পরিবারের মধ্যে কোনরূপ দেখা সাক্ষাৎ না থাকায় নব জাত কন্যার পিতার আর কোন সন্ধান পাওয়া যায় না; কিছুদিন পরে শিশু কন্যাটীর মাতা মারা যায় এবং শিশু কন্যাটি তাহার মাসীর কাছে প্রতিপালিত হয়।

মাত্র কিছুদিন পূর্ব্বে উক্ত বালিকার সহিত একজন অসম সামরিক কর্ম্মচারীর কিছুদিন আলাপের পর উভয়ের মধ্যে ভালবাসা জন্মে। তাহাদের মধ্যে কিছুদিন পরেই বিবাহ হয়। বিবাহের সময় তরুণীর পরিচয় দেওয়া হয় যে অজ্ঞাত নামা এক ব্যক্তির ঔরসে এবং অবিবাহিতা এক কুমারীর গর্ভে বালিকাটির জন্ম হয়।

কয়েক সপ্তাহ এখানে বাস করিবার পর তরুণী জানিতে পারে যে উক্ত অজ্ঞাত নামা পিতাই তাহার বর্ত্তমান স্বামী। এই ভয়ঙ্কর সংবাদ তদন্ত করিয়া সমস্ত বিষয় অবগত হন। ফলে সে বিবাহ-বিচ্ছেদের দরখাস্ত করিয়াছে।

চোরাই রিভলভার বিক্রী

একটী চোরাই রিভলভার রাখা এবং তাহা বিক্রী করার অভিযোগে অসমিয়া ওরফে এফ কেস্কিনস্কে (২৮) হাইকোর্টের দায়রা জজ মিঃ প্যাটার্সনের সম্মুখে বিচারার্থ উপস্থিত করা হয়। জুরীগণ আসামীকে দোষী সাব্যস্ত করায় বুধবার দিন বিচারপতি তাহার প্রতি ৫ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ দিয়াছেন।

সরকার পক্ষে মামলার উত্থাপন করিয়া [illegible]সেপ্ট কৌঁসুলী বলেন যে, পুলিশ সংবাদ পাইয়া আসামীর নিকট সূর্য্য নামক এক ব্যক্তিকে পাঠায়। সূর্য্য আগ্নেয়াস্ত্র খরিদ করিবার ভাণ করিয়া আসামীর সহিত অস্ত্রক্রয় করার বন্দোবস্ত করে। পুলিশ সূর্য্যকে বিশেষ চিহ্নিত কতকগুলি ১০টাকার নোট দেয়। কথামত গত ১লা আগষ্ট সূর্য্য নিউ মার্কেটের নিকট আসামীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া উক্ত চিহ্নিত নোটগুলি দেয় এবং পরিবর্ত্তে আসামীর নিকট হইতে একটা পুঁটলী পায়। এই পুঁটলীর ভিতরই অস্ত্রটী এবং কিছু কার্তুজ ছিল। পরে এক সংকেতের ফলে আসামীকে গ্রেপ্তার করিয়া তাহার নিকট চিহ্নিত নোটগুলি পাওয়া যায়।

কৌঁসুলী আরও বলেন যে, রিভলভারটি প্রথমে ৫৩ বি নিউ থিয়েটার রোডের মিসেস মর্গ্যানের ছিল। উক্ত মহিলার এই রিভলভারের জন্য লাইসেন্স ছিল। গত ১৩ই জুলাই স্ত্রীলোকটীর গৃহে চুরি হয়, সেই সময় রিভলভারটীও হারাণ যায়। চুরির সংবাদ পুলিশে দেওয়া হয় এবং তদন্তের ফলে আসামী মালসহ গ্রেপ্তার হয়, আসামী দোষ অস্বীকার করে।

মিঃ এ কে বসু মিঃ জি গুপ্ত ও মিঃ বি সি সেন সরকার পক্ষে উপস্থিত ছিলেন। আসামী পক্ষে কোন ব্যবহারজীব ছিলেন না।

অস্ত্র আইনে ৬ বৎসর

একটা পিস্তল ও কিছু কার্তুজ রাখা তাহা বিক্রয়ার্থ যাচাই করার অভিযোগে বুধবার দিন হাইকোর্টের দায়রা জজ মিঃ প্যাটার্সন কর্ত্তৃক নার সিং (৪৫) এর প্রতি ৬ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হইয়াছে।

অভিযোগ এই কোন পুলিশ কর্ম্মচারী আগ্নেয়াস্ত্র খরিদ করিবার ভাণ করিয়া আসামীর সন্ধান পান এবং কৌশ ক্রমে একটী পিস্তল ও ২৫টী কার্তুজ সহ আসামীকে গ্রেপ্তার করেন।

আসামী এক বিবৃতিতে দোষ অস্বীকার করিয়া বলে যে, তাহাকে মিথ্যাভাবে ইহাতে জড়ান হইয়াছে। জুরীগণ তাহাকে দোষী সাব্যস্ত করেন।

সরকারী কৌঁসুলী মিঃ এ কে বসু মিঃ জি গুপ্ত ও মিঃ বি সি সেন সরকার পক্ষে উপস্থিত ছিলেন। আসামী পক্ষে কোন সমর্থনকারী ছিলেন না।

বিহারে দুইজন গ্রেপ্তার

বিহার প্রদেশে দুইজন বাঙ্গালী যুবক গ্রেপ্তার হইয়াছে বলিয়া সংবাদ আসিয়াছে।

নির্ম্মল দাসগুপ্ত নামক এক যুবককে সারণে এবং ধনঞ্জয় কর নামক এক যুবককে সিংভূমে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে নির্ম্মলকে বেঙ্গল এবং ধনঞ্জয়কে সিংভূমের পুলিশ খোঁজ করিতেছিল বঙ্গের বিপ্লব আন্দোলন সম্পর্কে এক গ্রেপ্তার হইয়াছে বলিয়া জানা যায়। নির্ম্মল দাসগুপ্তকে বৃহস্পতিবার কলিকাতায় আনিয়া প্রধান প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে উপস্থিত করা হইবে ম্যাজিষ্ট্রেট আরও তদন্ত সাপেক্ষে তাহাকে ৬ই ডিসেম্বর পর্য্যন্ত পুলিশ হেপাজতে থাকার আদেশ দিয়াছেন।

পুলিশের বিরুদ্ধে অভিযোগ

পুলিশ হাজতে হিমাংশু বসু ওরফে 'ছোটকার' সম্পর্কে তাহার ভ্রাতা শ্রীযুক্ত শচীকান্ত বসু দারোগা আব্বাস মির্জ্জা সুবেদার দেওনারায়ণ ওঝা ও অন্য কয়েকজন পুলিশ কর্ম্মচারীর বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করিয়াছেন। উক্ত অভিযোগে উপরোক্ত ব্যক্তিগণকে 'ছোটকার' মৃত্যু সম্পর্কে দায়ী করা হইয়াছে। শ্রীযুক্ত শচী বসুকে উক্ত অভিযোগ প্রমাণ করিবার জন্য আদেশ দেওয়া হইয়াছে।

হাজতী আসামীর মৃত্যুরহস্য

আশুতোষ দে নামক জনৈক যুবকের রহস্যজনকভাবে মৃত্যু হইয়াছে। প্রকাশ সে হাওড়ার শিবপুর থানার হাজতে ছিল। এবং তথায় সে মারা যায়।

প্রকাশ, বেলুড়ের জনৈক ডাক্তারের কন্যা রেণুবালার অপহরণ সম্পর্কে আশুতোষ দে বেলুড়ে গ্রেপ্তার হয়। গত শনিবার তাহাকে শিবপুর থানায় আনিয়া হাজতে রাখা হয়। রবিবার তাহার পিতা শ্রীযুত সুরেন্দ্রনাথ দে সংবাদ পান যে আশুতোষ মারা গিয়াছে এবং সে আত্মহত্যা করিয়াছে বলিয়া অনুমিত হয়।

একজন ডাক্তারকে সঙ্গে লইয়া সুরেন্দ্র বাবু শিবপুর থানায় যান। প্রকাশ, আশুতোষের মৃত্যু তাঁহার নিকট সন্দেহজনক বোধ হয়। এবং তিনি হাওড়ার মহকুমা হাকিম মিঃ বি কে দাসের নিকট দরখাস্ত করেন যে, আশুতোষের মৃত্যু সম্পর্কে তদন্তে যেন তাঁহার পক্ষ হইতে একজন ডাক্তারকে উপস্থিত থাকিতে দেওয়া হয়। মিঃ দাস আশুতোষের মৃত্যু সম্পর্কে তদন্ত করিতেছিলেন. মহকুমা হাকিম সুরেন্দ্র বাবুর দরখাস্ত মঞ্জুর করেন। সুরেন্দ্র বাবু হাওড়ার ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ ম্যাক ডক্লোর্কের নিকটেও উক্ত মর্ম্মে এক দরখাস্ত করেন। এবং তিনিও সুরেন্দ্র বাবুর ডাক্তারকে তদন্তে উপস্থিত থাকিতে অনুমতি দেন।

অতঃপর সুরেন্দ্রবাবু দরখাস্ত করিয়াছিলেন, তিনি যথাসময়ে ডাক্তারকে লইয়া উপস্থিত থাকিলেও ডাক্তারকে তদন্তে উপস্থিত থাকিতে দেওয়া হয় নাই। পুত্রের মৃত্যু সম্পর্কে গুরুতর অভিযোগ করিয়া তিনি প্রার্থনা করেন, পুলিশ ব্যতীত অপর কোনও পদস্থ কর্ম্মচারী দ্বারা আশুতোষের মৃত্যু সম্পর্কে তদন্ত করা হউক।

শ্রীযুক্ত পান্নালাল সিংহ শ্রীযুক্ত রমণী ঘোষাল ও শ্রীযুত রমণী বসু আবেদনকারীর পক্ষে উপস্থিত ছিলেন।

গোয়েন্দা গিরির উদ্দেশ্য

পাটনার সেসন জজ রায় সাহেব এস পি চাটুয্যের এজলাসে সিউপ্রসাদ নামক ১৬ বৎসরের একটি স্কুলের ছাত্র বিস্ফোরক আইনের ৪ বি ধারা অনুযায়ী ৫ ধারা অনুসারে অভিযুক্ত হইয়াছে।

অভিযোগে প্রকাশ, সে পাটনা সিটি স্কুলে পড়িত। ১৯৩২ সালে সে গোয়েন্দা বিভাগের নজরে পড়ে। এবং গুরুপ্রসাদ নামক এক ব্যক্তির সহিত ভারতীয় দণ্ডবিধির ১২৪ (ক) ধারা অনুসারে গ্রেপ্তার হয়, কিন্তু সে রাজসাক্ষী হওয়ায় তাহাকে অব্যাহতি দেওয়া হয়। অতঃপর সে গোয়েন্দাগিরি চাকুরীর জন্য গোয়েন্দা বিভাগের দারোগা শ্রীযুত খগেন্দ্রনাথ চাটুয্যেকে অনুরোধ করে, কিন্তু বৈপ্লবিক আন্দোলনের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিল বলিয়া তাহাকে গোয়েন্দা নিযুক্ত করা হয় নাই। তাহার উপর কড়া নজর রাখা হয়। গত ২রা আগষ্ট রাত্রিতে গুলজারবাগ রেল ষ্টেশনের নিকটে শার্টের পকেটে দুইটী তাজা বোমা সহ ধরা পড়ে। তাহাকে পাটনা সহরের আলমগঞ্জ থানায় লইয়া যাওয়া হয়। এসিষ্ট্যান্ট পুলিশ সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট গোয়েন্দা পুলিশ ও উক্ত থানার পুলিশ সহ ঐ রাত্রেই খাজেকালান পল্লীতে তাহার বাড়ীতে খানাতল্লাসী করিয়া গন্ধক, বারুদ, মিসারিণ, গ্রামোফোনের পিন, কাচভাঙ্গা, পাথর, কুচি, হাতুড়ী প্রভৃতি এবং বৈপ্লবিক পুস্তকাদি পান।

সেদিন সি আই ডির দারোগা শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের সাক্ষ্য গৃহীত হয় ও শুনানী মুলতুবী থাকে। উকিল শ্রীযুক্ত দ্বারকাপ্রসাদ. শ্রীযুক্ত মণিলাল সেন ও শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার বাঁড়ুয্যে আসামী পক্ষ এবং এডভোকেট মিঃ আই বি বিশ্বাস ও শ্রীযুত নির্ম্মল বিশ্বাস প্রভৃতি সরকার পক্ষ সমর্থন করিতেছেন।

বিচার কার্য্যে অযথা বিলম্ব

যে সমস্ত প্রদেশে হাইকোর্ট আছে, সে সমস্ত প্রদেশে যাহাতে যথাসময়ে ন্যায় বিচার হয় তাহা দেখা গবর্ণমেন্টের কর্ত্তব্য কিনা, মিঃ রামকৃষ্ণ ঝাঁর এই প্রশ্নের উত্তরে স্যার হ্যারিহগ বলেন যে বিচার বিভাগ প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টের হাতে রহিয়াছে। যাহাতে বিচার কার্য্যে বিলম্ব না ঘটে, তজ্জন্য কতকগুলি ব্যবস্থা অবলম্বিত হইয়াছে।

তারের ঠিকানা— 'শ্রীপ্রাম' নবদ্বীপ
ডাকের ঠিকানা—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

দৈনিক

REG. C1544

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অৰ্দ্ধ কলম ৩।০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার স্বতন্ত্র।

নদীয়া-প্রকাশ
THE
NADIA-PRAKASH

সাহায্যের হার
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸০
মাসিক ১৲
নগদ বৰ্ত্তমান সংখ্যা ৫

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৮ম খণ্ড সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বেদান্তবাচস্পতি [২৩১শ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর— ১৯শে অগ্রহায়ণ মঙ্গলবার ১৩৪০, ৫ই ডিসেম্বর ১৯৩৩

সবরমতী-জেলে শ্রীযুক্তা গান্ধী

শ্রীযুক্তা কস্তুরীবাঈ গান্ধীর পূর্ব দণ্ডাদেশ ভোগ স্থগিত করিয়া যে আদেশ বোম্বাই সরকার দিয়াছিলেন, তাহা উক্ত সরকার নাকচ করিয়াছেন।

পাঠকবর্গের বোধহয় স্মরণ আছে যে, যখন গান্ধী তাঁহার ২১ দিনের অনশন আরম্ভ করেন, তখন সরকার শ্রীযুক্তা কস্তুরীবাঈ গান্ধীকে মুক্তিদান করেন। তাঁহার পূর্ব দণ্ডের অবশিষ্ট কালের জন্য এখন দণ্ডভোগ করিতে হইবে। কয়রা জেলা ত্যাগের জন্য জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের আদেশ অমান্যের জন্য আর তাঁহাকে অভিযুক্ত করা হইবে না। তদনুসারে তাঁহাকে সবরমতী জেলে স্থানান্তরিত করা হইয়াছে।

সাড়ে ৫ মাস কারাদণ্ড

শ্রীযুক্তা কস্তুরী বাঈ গান্ধী গত আগষ্ট মাসে ৬ মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। প্রায় ১৫ দিন দণ্ডভোগের পরই তিনি মুক্তিলাভ করেন। এক্ষণে তাঁহাকে পূর্ব্ব দণ্ডের অবশিষ্ট সাড়ে ৫ মাস কাল কারাদণ্ড ভোগ করিতে হইবে।

চৌদ্দ বৎসর কারাদণ্ড

৩১ নং ঠাকুর ক্যাসেল ষ্ট্রীটে ৩টি রিভলভার ও ১৮২টি কার্তুজ রাখার অভিযোগে গত শনিবার রাধাবল্লভ গোপের প্রতি ৭ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হয়। ৯৩নং ঠাকুর ক্যাসেল ষ্ট্রীটে একটা কোটপ্যাট আলমারীতে রক্ষা করার অভিযোগে বৃহস্পতিবার প্রধান প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ রেগিন্যাল্ড এস, কে, সিংহ বঙ্গীয় বিপ্লবদমন-আইনের স্পেশাল ম্যাজিষ্ট্রেট হিসাবে পুনরায় উক্ত রাধাবল্লভের প্রতি আরও ৭ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ দিয়াছেন। উভয় দণ্ড পর পর চলিবে।

বৰ্ত্তমান মামলায় আইনের ২০ ধারা মতে আসামীর শাস্তি হইয়াছে। বিস্ফোরক পদার্থ আইনের ৪থ এবং ৫ ধারায় অভিযোগে কোন পৃথক্ দণ্ডাদেশ হয় নাই।

জামালপুরে আবার খানাতল্লাস

গত ২৯শে নবেম্বর প্রাতে জামালপুরের কাঁসাপাড়া অঞ্চলে আবার ব্যাপক খানাতল্লাসী হইয়াছে। উকীল শ্রীযুত জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র রাহা, রমণীমোহন ঘোষ, উপেন্দ্রচন্দ্র রায় প্রভৃতির বাড়ীতে খানাতল্লাস করা হয়।

কাহারও বাড়ী হইতে অপরাধজনক কিছুই পাওয়া গিয়াছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া যায় নাই।

স্কুলের ছাত্র সমেত কয়েকজন যুবককে থানায় লইয়া যাওয়া হয়। স্কুল-ছাত্রদের বাৎসরিক পরীক্ষা সন্নিকট বলিয়া তাহাদিগকে ছাড়িয়া দেওয়া হয়। কানু, ভণ্টু, মধু, দীনু এবং সুধীর এই কয়জনকে আটক রাখা হইয়াছে। মধুকেও তাহার বাৎসরিক পরীক্ষার জামিন হইতে দেওয়া হইবে। অস্ত্র আইনের ১৯ এফ ও দণ্ডবিধির ১২০ বি ধারানুসারে তল্লাসী পরোয়ানা জারী করা হইয়াছিল।

সাপুড়িয়ার রহস্যজনক মৃত্যু

নড়াইল জমিদারগণের স্থানীয় চাকলা কাছারীর সন্নিকটে একটী সাপুড়িয়ার রহস্যজনকভাবে মৃত্যু ঘটায় পুলিশ তদন্ত চালাইতেছে। স্থানীয় পুলিশ জমিদারগণের নবনিযুক্ত একটি ভৃত্য প্রহরীকে গ্রেপ্তার করিয়াছে।

ভারতে জাপানী চাউল

গত ২৯শে নবেম্বর ব্যবস্থা পরিষদে লালা রামেশ্বর প্রসাদ বাগলার প্রশ্নের উত্তরে স্যার জোসেফ ভোর বলেন মধ্যে মধ্যে ভারত গবর্ণমেন্টের নিকট অভিযোগ করা হয় যে জাপান হইতে বহু চাউল আমদানী হইতেছে, কিন্তু গত পাঁচমাসে জাপান হইতে মাত্র ৭৬ টন চাউল আমদানী হইয়াছে। ১৯২৮ সালে জাপান সরকার এক অর্ডিন্যান্স জারী করিয়া জাপানে চাউল আমদানী নিষিদ্ধ করিয়া দেন, ঐ অর্ডিন্যান্স এক মাত্র ভারতবর্ষের বিরুদ্ধে প্রযুক্ত হয় নাই। ঐ সময় ভারত গবর্ণমেন্ট জাপান গবর্ণমেন্টের নিকট তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছিলেন।

যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর

বালাধন চাবাগানের মাধব নায়েক তাঁহার পিতা শম্ভু নায়েককে হত্যা করিবার অভিযোগে ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের ৩০২ ধারা অনুসারে দ্বিতীয় অতিরিক্ত দায়রা জজ মিঃ কে, জি, মুখার্জ্জীর আদালতে অভিযুক্ত হইয়াছিল। জজ তাহাকে অপরাধী সাব্যস্ত করিয়া যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরবাস দণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন।

মামলার বিবরণে প্রকাশ, আসামী কোনরূপ কাজকর্ম করিত না। সেজন্য তাহার বৃদ্ধ পিতা প্রায়ই তাহাকে তিরস্কার করিত প্রকাশ ইহাতে সে ক্রুদ্ধ হইয়া দায়ের আঘাতে তাহাকে হত্যা করে। আসামী অপরাধ স্বীকার করিয়াছিল।

জাল গোয়েন্দা

রেল ষ্টেশনে কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা বিভাগের যে সব লোক স্থাপিত ছিলেন, তাহারা হরেকৃষ্ণ বসাক নামে এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করিয়াছেন। সে সার্কেল অফিসারের অধীনে কার্য্য করিত; পরে পদচ্যুত হয়। প্রকাশ, সে গোয়েন্দা বিভাগের অফিসার বলিয়া নিজের পরিচয় দিয়া স্থানীয় রেল ষ্টেশনে যাত্রীদের জিনিসপত্র তল্লাস করিয়া দেখিতেছিল। সে আরও বলিয়াছিল যে, সে সম্প্রতি নিযুক্ত হইয়াছে।

পুলিশের তদন্ত চলিতেছে। লোকটাকে হাজতে দেওয়া হইয়াছে।

পুকুরে জাল ফেলিয়া তল্লাস

সম্প্রতি জামালপুরে পুলিশের যে খানাতল্লাস হইয়া গিয়াছে, সে সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণে প্রকাশ, পুলিশ কোনরূপ সংবাদ পাইয়া পরলোকগত উকিল দ্বারকানাথ সেনের পুকুরে জাল ফেলায়। প্রকাশ, পুকুরের মধ্যে কতকগুলি চিঠির একটি তাড়া পাওয়া যায়। কতকগুলা চিঠি, ফটোগ্রাফ ও অন্যান্য কাগজপত্রও পুলিশ উক্ত খানাতল্লাসের ফলে হস্তগত করে।

এ পর্য্যন্ত নিম্নলিখিত ব্যক্তিরা গ্রেপ্তার হইয়াছেন—মিউনিসিপ্যাল কমিশনার শ্রীযুত রমেশচন্দ্র সোম, ডাঃ পূর্ণচন্দ্র দে, শ্রীযুত বেণী সোম, সুধীর দে, জ্ঞান চন্দ, জ্যোতিঃ দত্ত, পরিমল ঘোষ, ও অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়।

স্কুলের কতিপয় ছাত্রকেও থানায় লইয়া যাওয়া হয়। তথায় জবানবন্দী লিখিয়া লইয়া তাহাদিগকে ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। অস্ত্র আইনের ১৯এ, ১৯ এফ, দণ্ডবিধির ১২০ বি, ও কারাবিধির ১১০ ধারার অপরাধ সম্পর্কে এই সকল গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

১৯ই অগ্রহায়ণ মঙ্গলবার, ১৩৪০

ফরিদপুরে শিল্প প্রদর্শনী

১লা ডিসেম্বর ফরিদপুর শিল্প প্রদর্শনীতে সভাপতি শ্রীযুত নলিনীরঞ্জন সরকার যে অভিভাষণ পাঠ করেন, তাহার মর্ম্ম নিম্নে প্রদত্ত হইল।

শিল্প প্রদর্শনীতে প্রবেশ করিয়া আমরা বুঝিতে পারি আমাদের নিত্য প্রয়োজনীয় তুচ্ছ বস্তুগুলির জন্যও আমরা কি পরিমাণে বিদেশের মুখ চাহিয়া থাকি। ছুঁচ, সুতা কলম, পেন্সিল সবই আমাদের বিদেশ হইতে আসে। বাঙ্গালীর ঘরে সন্ধ্যা-প্রদীপ জ্বলে জাপান বা সুইডেনের দীপশলাকায়; বাঙ্গালার অন্ধকার পথে পথ দেখায় জার্ম্মাণের লণ্ঠন; বিদেশী চশমায় আমরা চক্ষুষ্মান, আমাদের নিমক আসে সাতসমুদ্র তের নদীর পার হইতে, আমরা মুখের মিষ্টতা কিছুদিন পূর্ব্বেও বিদেশী চিনিতে সম্পাদন করিতাম; বর্ত্তমানেও আমাদের নিজেদের কোন কলকারখানা হইতে আমাদের প্রয়োজনীয় চিনি আসে না।

শিল্প প্রদর্শনীর উপকারিতা

কিন্তু এক হিসাবে যেমন এই প্রদর্শনীগুলি শিল্প-জগতে আমাদের স্থান কত নিম্নে রহিয়াছে সেই দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে, অপর পক্ষে এযাবৎ আমরা এই বিষয়ে কিরূপ উন্নতি করিতে পারিয়াছি তাহাও বুঝিবার পক্ষে আমাদিগকে সাহায্য করে। শিল্প প্রদর্শনীর আর একটি সার্থকতা হইল ক্রেতা ও বিক্রেতা, দর্শক ও প্রদর্শক উভয়েরই শিল্প ও বাণিজ্য বোধ এই সব প্রদর্শনীক্ষেত্রে প্রসারতা লাভ করে। প্রদর্শনীতে আসিয়া দেশ সম্বন্ধে উদাসীন দর্শক অপেক্ষাকৃত অবহিত হন, দেশের শিল্প সম্ভার দেখিয়া তাঁহার মনেও দেশ-প্রীতির অনুভূতি ক্রমশঃ জাগিয়া উঠে। স্বদেশী শিল্পের প্রতি আমাদের মমত্ব বোধ এমনি করিয়াই বৃদ্ধি পায় এবং পরমুখাপেক্ষী অলস বাঙ্গালীর মনও শিল্প সম্বন্ধে সচেতন হইয়া উঠে। ইহা জাতীয়তা সম্পর্কে ছোট কথা নহে।

আমাদের দেশের ব্যবসায়িগণ এখনও বিজ্ঞাপনের কদর সম্পূর্ণভাবে উপলব্ধি করিতে পারেন নাই অথচ বিজ্ঞাপন ভিন্ন আজকাল কোন ব্যবসায়কে প্রতিষ্ঠিত করা পরম দুঃসাধ্য ব্যাপার। প্রদর্শনীতে আসিয়া আমরা বিবিধ শিল্প সম্ভার দেখিতে পাই ও দেখাই, আর সেই কারণেই শিল্প এখানে বিজ্ঞাপিত হইবার সময় হৃদয়ের যে সত্যকার স্পর্শ লাভ করে, যে সহানুভূতি ও মমতার উদ্রেক করে তাহার ফল চিরস্থায়ী হইয়া ভবিষ্যৎ শিল্প-সম্প্রসারণে সহায়তা করে। বর্ত্তমানে অনেক সময় যে আমাদের দেশের লোকেরা নিজেদের অজ্ঞতাবশতঃ ইচ্ছার বিরুদ্ধেও বিদেশী জিনিষ কিনিতে বাধ্য হন তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। কোথায় কি স্বদেশী জিনিষ পাওয়া যায় অনেক সময় তাহাও অনেকে জানিতে পারেন না। কিন্তু যদি স্থায়ী প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা হয়, তাহা হইলে এই সকল অসুবিধা দূর হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

আর্থিক উন্নতি ও শিল্পসমস্যা

১৯০৫ সালে বাঙ্গালা দেশের স্বদেশী আন্দোলনের ফলে সমগ্র ভারতবর্ষে শিল্প-বাণিজ্য ব্যবসায়ে নবযুগের আবির্ভাব হইয়াছিল, সেই অনুপ্রেরণায় বাঙ্গালী স্বদেশী ব্রত গ্রহণ করিয়া দেশে শিল্প প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করিয়াছিল, উত্তরকালে কোনও কোনও প্রতিষ্ঠানের অসামান্য সাফল্যও আমরা লক্ষ্য করিয়াছি। কিন্তু আন্দোলনের সে উত্তেজনা দীর্ঘকাল স্থায়ী হইল না; ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে মুষ্টিমেয় কয়েকটি টিকিয়া গেল বটে, কিন্তু যেগুলি অকৃতকার্য্যতার ফলে উঠিয়া গেল তাহাদের সংখ্যাও কম নহে। এই সব অকৃতকার্য্যতার ফলে ব্যবসায় ক্ষেত্রে যাঁহারা টাকা খাটাইবেন শিল্প ব্যবসায়ের প্রতি তাঁহাদের আস্থা কমিয়া গেল। কাজেই শিল্পোন্নতির সম্ভাবনাও অনেক পরিমাণে হ্রাসপ্রাপ্ত হইল।

শিল্প প্রচেষ্টা ও ব্যবসায়ের বিস্তৃত ক্ষেত্রে আমাদের বিরাট অজ্ঞতা ও অনভিজ্ঞতা এবং অতি শোচনীয় আভ্যন্তরীণ প্রতিযোগিতা যে আমাদের প্রগতির পথে বাধার সৃষ্টি করিতেছে তাহার প্রতিকারের একমাত্র উপায়, আমার মনে হয়, সম্যক্ ব্যবসায়-বুদ্ধির উদ্বোধন। শিল্প সংগঠন বা সংরক্ষণ সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি না খুলিলে আমরা কখনই প্রকৃত এবং স্থায়ী উন্নতি লাভ করিতে পারিব না। এজন্য প্রত্যেক শিল্প প্রতিষ্ঠানে জাপানের মত শক্তিশালী এক একটি সংঘ গঠন করিতে হইবে। এই সকল সংঘের অন্যতম কাজ হইবে ব্যবসায় বাণিজ্য সম্পর্কে যাবতীয় জ্ঞাতব্য তথ্য ও খবরাখবরের সংগ্রহ ও প্রচার। এতদ্ব্যতীত প্রয়োজনানুসারে শিল্পোৎপাদন প্রণালীর উন্নতিকল্পে এই সকল সংঘকে এক একটি গবেষণামন্দির প্রতিষ্ঠা করিবার দায়িত্ব লইতে হইবে। এই সকল সংঘ উৎপাদনকারীদিগের মধ্যে সমবেত ভাবে ও বিস্তৃত আকারে ক্রয়-বিক্রয়ের ব্যবস্থা করিয়া দিয়া দ্রব্য উৎপাদনের খরচ কমান এবং সঙ্গে সঙ্গে উৎপাদন শক্তি বৃদ্ধির সহায়তা করিবে। এই ভাবে সংঘের কাজ চলিতে থাকিলে কালক্রমে আমাদের মধ্যেকার বর্ত্তমান অনৈতিক, অবাধ এবং ক্ষতিজনক প্রতিযোগিতা নিয়ন্ত্রিত হইবে; প্রয়োজন স্থলে উৎপন্ন মালের পরিমাণও নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হইবে।

এই সকল উদ্দেশ্য যাহাতে কার্য্যে পরিণত হয়, সেজন্য সর্ব্বপ্রকার সাহায্য করা সরকার পক্ষেরও কর্ত্তব্য।

যদি আমরা সঙ্ঘবদ্ধভাবে আমাদের শিল্পগুলির কাঁচা মাল খরিদ ও তৈয়ারী মাল বিক্রয়ের সুব্যবস্থা করিতে পারি, তাহা হইলে আমাদের দ্রব্য উৎপাদনের শক্তি ও উপযুক্ততা বহু পরিমাণে বর্দ্ধিত হইবে। ফলে বৈদেশিক প্রতিযোগিতায় আমরা সহজেই আত্মরক্ষা করিতে পারিব। বিশেষ করিয়া সাবান, মোজা, গেঞ্জি, কাচ ও মৃৎ-শিল্প প্রভৃতির ক্ষেত্রে এই উপায় অবলম্বন একান্ত প্রয়োজন। আজ জাপানও তাহার অজস্র শিল্পসম্ভারে সমগ্র ভারতবর্ষ ছাইয়া ফেলিয়াছে—কলিকাতার রাস্তায় রাস্তায়, মফঃস্বলের সহরে এমন কি সুদূর পল্লীগ্রামের মনিহারী দোকানে, হাটে, বাজারে, মেলায় আজ জাপানী মালের জৌলস আমাদের চোখ ঝলসাইয়া দেয়, কিন্তু আমাদের মোটা চামড়ার চোখে চক্ষুলজ্জা কম, তাই অবাধে জাপানী বাসনে, রঙ্গীন রবারের খেলনায়, গেঞ্জি, মোজা ও সাবান এসেন্সে ঘর সাজাইয়া আভিজাত্য জাহির করিতেছি। ক্ষুব্ধ মনের রূঢ় সত্য কথা আমি আন্তরিক ভাবেই বলিতেছি। আমি বাঙ্গালী, বাঙ্গালীর অতি ক্ষুদ্র লজ্জা ও ত্রুটী যেমন আমাকে ব্যথা দেয়, তাহার সামান্য গৌরব ও সাফল্যেও তেমনি আমার বুক ফুলিয়া উঠে। কবে আমাদের বাঙ্গালী জাতিকে শিল্প-জগতের অগ্রণীরূপে, সোনার বাঙ্গালাকে আদর্শ দেশ হিসাবে লোকবরেণ্য হইতে দেখিব?

জাপানে কুটীর-শিল্প

জাপানের নাম বার বার আমি উল্লেখ করিতেছি, কারণ জাপানের দৃষ্টান্তই বাঙ্গালার কুটীরশিল্পের উদ্ধার এবং নবশিল্প জাগরণের পথপ্রদর্শক এবং জাপানের সহিত প্রতিযোগিতায় আমাদের দেশের শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলির কিরূপ দুর্দ্দশার সৃষ্টি হইয়াছে। আমার মনে হয় যে, জাপানী আমদানী জিনিষের উপর উচ্চহারে সংরক্ষণ শুল্ক বসাইলেই কিম্বা আমাদের দেশের গভর্ণমেণ্ট দেশীয় শিল্পকে নানাভাবে সাহায্য করিলেই সমস্যার মীমাংসা হইবে না। জাপানের শিল্পোন্নতির ভিত্তি আমাদের এবং অন্যান্য অনেক দেশের তুলনায় অনেক বেশী দৃঢ়তর। জাপানে পণ্যদ্রব্য প্রস্তুত প্রণালী আমাদের দেশের তুলনায় অনেক উৎকৃষ্ট এবং অন্য কতকগুলি কারণেও জাপানী শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলি আমাদের অপেক্ষা অনেক সস্তায় জিনিষ তৈয়ারী করিতে পারে। সংরক্ষণ শুল্ক বসাইবার সঙ্গে সঙ্গে যদি আমরা এই সব বিষয়ে দৃষ্টি না দেই তাহা হইলে শেষ পর্য্যন্ত আমাদিগকে প্রতিযোগিতায় পরাজয় মানিতে হইবে।

জাপানে বিভিন্ন প্রত্যেক শিল্পে নিযুক্ত ব্যবসায়িগণের পৃথক পৃথক সঙ্ঘ আছে। সঙ্ঘবদ্ধতার অভাবেই আমাদের দেশের শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলি এযাবৎ সুপ্রতিষ্ঠিত হইতে পারে নাই। জাপানের ন্যায় বিক্রয়প্রণালী নিয়ন্ত্রণ করিবার জন্য এবং মূল্য নির্দ্ধারণ করিবার জন্য শিল্পসঙ্ঘ স্থাপন করিতেই হইবে। কিন্তু কেবল বিক্রয় প্রণালী নিয়ন্ত্রণ করিলেই চলিবে না। পণ্যদ্রব্যের উৎকর্ষ যাহাতে বাড়ে সে চেষ্টাও করা দরকার। এই উদ্দেশ্যে প্রস্তুত প্রণালী পর্য্যবেক্ষণ করা এবং প্রয়োজন মত নিয়ন্ত্রণ করিবার পূর্ণ-ক্ষমতা এই সকল সঙ্ঘকে দিতে হইবে।

— —

বাঙ্গালার কুটীর শিল্পের ব্যবস্থা

জাপানে যেমন বৃহদাকার শিল্পপ্রতিষ্ঠানের অভাব নাই, তেমনি কুটীর শিল্পকে আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে পরিচালিত করিয়া জাপানী শিল্প-পতিগণ নানাবিধ নিত্য-প্রয়োজনীয় দ্রব্যের সরবরাহ ব্যাপারে জাপানকে স্বাবলম্বী করিয়া তুলিয়াছেন। সাধারণতঃ যে সকল দ্রব্য বিদেশে চালান হয়, সেইগুলি বড় বড় কলকারখানায় প্রস্তুত হয়। কিন্তু স্বদেশের চাহিদার যোগান দেওয়ার জন্য জাপানীরা এই সকল কলকারখানার উপর নির্ভর করিয়া থাকে না; এমন কি রপ্তানি মালের সমস্তই যে কলকারখানাতে প্রস্তুত হয় তাহাও নহে। জাপানে কুটীর শিল্পের এমনই সমৃদ্ধি সাধন হইয়াছে যে, সুবৃহৎ ব্যবসায়ের অনেকগুলি এই কুটীরশিল্পজাত দ্রব্য সম্ভারের উপর মূলতঃ নির্ভর করিতেছে। সুতাশঙ্খ, তৈজসপত্র, জুতা, ব্রুশ, ছাতা এবং এই প্রকার ছোট ছোট দ্রব্যের ছোট কারবার মাত্র ১০ হইতে ২০ জন মাত্র কারিগর দ্বারা পরিচালিত হয়। পল্লীতে পল্লীতে চার পাঁচ জন মজুর দ্বারা ছোট ছোট দ্রব্যের কারখানা চলে; রবারের কারখানাও এই প্রকার অতি অল্প লোক দ্বারা চলিয়া থাকে; এমন কি বস্ত্র ও পোষাক পরিচ্ছদের ব্যবসাও অনেকাংশে কুটীরশিল্পের উপর নির্ভর করে।

(ক্রমশঃ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক
—পারমার্থিক পত্র—
শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশ-
তনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনম্,
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং
প্রেমা পুমর্থো মহান্,
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং
তত্রাদরো নঃ পরঃ॥

৮ম বর্ষ } ৩ নারায়ণ গৌরাব্দ ৪৪৭, ১৯শে অগ্রহায়ণ বঙ্গাব্দ ১৩৪০, ৫ই ডিসেম্বর ইং ১৯৩৩, মঙ্গলবার ১৩১ তম সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

পতিতপাবন শ্রীল প্রভুপাদের কৃপাদেশ মস্তকে ধারণ করিয়া পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ পূর্ব্ববঙ্গের প্রধান নগরী ঢাকায় শুভবিজয় করিয়াছেন। বহু দিন হইতে দর্শনাভিলাষী সজ্জনগণ স্বামীজী মহারাজের শুভাগমনে অতিশয় প্রীত হইয়াছেন। বহু লোক তাঁহার দর্শনের জন্য শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠে আগমন করিতেছেন।

গত ৩রা ডিসেম্বর রবিবার সন্ধ্যায় স্বামীজী শ্রীমঠে 'সৎসঙ্গ' সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন। ১৮ই অগ্রহায়ণ ৪ঠা ডিসেম্বর সোমবার হইতে শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠের বার্ষিক উৎসব আরম্ভ হইয়াছে এবং ৪ঠা পৌষ ১৯শে ডিসেম্বর মঙ্গলবার শ্রীল জীবগোস্বামী প্রভুর তিরোভাব-তিথিতে সাধারণ মহামহোৎসব হইবে। প্রত্যহ সন্ধ্যায় শ্রীমদ্ভাগবত-পাঠ ও কীর্ত্তনাদি-ভক্ত্যঙ্গের অনুষ্ঠান হইবে।

— — —

দর্শনভ্রান্তির বিষয় আলোচনা করিতে গিয়া ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিশ্রীরূপ পুরী মহারাজ কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠে বলেন,—নীল-চসমা চক্ষে ধারণ করিয়া শ্বেতবস্ত্র দর্শন করিলে তাহা নীলবর্ণের মনে হইলেও উহার বর্ণ নীল নহে, চক্ষের উপর নীলবর্ণের আবরণ থাকায় বস্ত্রের বর্ণ নীল মনে হইতেছে মাত্র; সেই প্রকার আত্মার দিব্যচক্ষু বা ভক্তিচক্ষুর সাহায্যে গুরু-বৈষ্ণবকে দর্শন করিবার জন্য অপেক্ষা না করিয়া প্রাকৃত-দর্শনরূপ চসমার সাহায্যে দর্শন করিতে উদ্যত হইলে গুরু-বৈষ্ণবের আচরণে যদি কোন দোষ দৃষ্ট হয় তাহা দ্রষ্টার চসমার দোষ ব্যতীত অন্য কিছু নহে; সেইরূপ দর্শন অপরাধজনক।

বৈষ্ণবের স্বাভাবিক দোষ, বপুগত দোষ, এমনকি ক্ষয়াবশিষ্ট দোষও দেখিতে নাই, দেখিলে অপরাধ হয় তবে নিন্দা ও আলোচনা এক নহে। অসৎসঙ্গ বর্জ্জন করিয়া শুদ্ধভক্তের সঙ্গলাভের জন্য যে সিদ্ধান্তের আলোচনা করা যায় তাহাকে নিন্দা বলা যায় না। অহঙ্কার-বিমূঢ় হইয়া ইন্দ্রিয়জ-জ্ঞানের সাহায্যে বৈষ্ণবচরিত্র বিচার করিতে গেলেই অপরাধ হইবে কিন্তু কায়মনোবাক্যে যাঁহারা গুরুপাদপদ্মের সহিত সতত-যোগযুক্ত হইয়া প্রীতিপূর্ব্বক সেবারত তাঁহাদের সেবোন্মুখ চিত্তে যে বিচারের স্ফূর্ত্তি হয় তাহাতে অপরাধ হইবার কোন আশঙ্কা নাই বরং তদ্দ্বারা যুগপৎ দুঃসঙ্গ-বর্জ্জন ও বৈষ্ণবপাদপদ্মের অপ্রাকৃত-শোভা-দর্শনের সৌভাগ্যলাভই হইবে, প্রেমলতিকার মূল ভক্তসেবারূপ পরম-সিদ্ধি লাভই হইবে।

— — —

পাটনা সৎশিক্ষা প্রদর্শনী

দর্শকের মন্তব্য

I have found the Exhibition most interesting and very glad to have had this opportunity of seeing it & having it so well explained.

Sd/. Mrs. Middleton
(Wife of the Commissioner, Patna)
28. 11. 33.

মর্ম্মানুবাদ

পাটনা-সৎশিক্ষা প্রদর্শনী যেরূপ চিত্তাকর্ষক হইয়াছে তাহা দর্শনের সুযোগ লাভ করিয়া আমি বড় আনন্দিত হইলাম এবং যেরূপভাবে ইহার তথ্য আমাকে বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছে তাহাতেও আমি বিশেষ পরিতৃপ্ত হইয়াছি।

স্বাঃ—মিসেস্ মিড্‌লটন্
(পাটনা কমিশনার মহোদয়ের পত্নী)
২৮।১১।৩৩

This Exhibition appears to be a novel method of propagating the spiritual truths. The arrangement helps to bring home the meaning of true Godhead to the masses. We appreciate it very much and hope will receive the encouragement it deserves from the residents of Patna.

Sd/ P. Y. Taraporevala
S. A. Patel.
(Two educated Persian ladies)
29. 11. 33

মর্ম্মানুবাদ

বর্ত্তমান প্রদর্শনী—পরমার্থ-জগতের-বাস্তব-তত্ত্বকে সুন্দরভাবে প্রচার করিবার একটী নূতন পন্থা বলিয়াই মনে হয়। ইহাতে যে বন্দোবস্ত করা হইয়াছে তাহাতে সাধারণ জনগণের নিকট ভগবত্তত্ত্বকে প্রকৃষ্টরূপে বুঝাইবার জন্য সাহায্য করা হইয়াছে। আমরা এই প্রদর্শনীর উপযোগিতা বিশেষভাবে উপলব্ধি করি এবং আশা করি যে উহা পাটনা-সহরবাসীর নিকট হইতে যথাযোগ্য উৎসাহ লাভ করিবে।

স্বাঃ—পি, ওয়াই, তারাপোরেভেলা
এস্, এ প্যাটেল
২৯।১১।৩৩
(পারস্যদেশীয় দুইজন শিক্ষিতা মহিলা)

বোম্বায়ে প্রচার

শ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিলাস গভস্তিনেমি মহারাজ গত ১১ই অগ্রহায়ণ তারিখে কান্দেবাড়ী রোডস্থিত বঙ্কবিহারী জীউর মন্দিরপ্রাঙ্গণে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। স্বামীজী মহারাজ বলেন, ভক্তিদ্বারা ভগবানকে যাহা দেওয়া যায় তিনি অতি আনন্দসহকারে তাহা গ্রহণ করেন।

পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি।
তদহং ভক্ত্যুপহৃতমশ্নামি প্রযতাত্মনঃ॥

পত্র, পুষ্প, ফল, জল ভক্তিসহকারে যাহা দেওয়া যায় তিনি তাহা সাদরে গ্রহণ করেন। যথা—কৃষ্ণের এক বাল্যবন্ধু ছিলেন সুদামা বিপ্র। তিনি অত্যন্ত গরীব ছিলেন। তাঁহার দৈনন্দিন আহার অতি কষ্টেই জুটিত। একদিন বিপ্রের স্ত্রী বলিলেন, তোমার বন্ধু কৃষ্ণ নাকি দ্বারকায় আছেন তুমি তাঁহার নিকট যাও তিনি নিশ্চয়ই তোমাকে কিছু ধন দিবেন তখন সুদামাবিপ্র চিন্তা করিলেন, কিছু হোক্ আর না হোক্ শ্রীভগবানের ত' দর্শন পাইব। এই বাসনা করিয়া সখার জন্য কিছু পুরাতন চিঁড়া লইয়া তিনি দ্বারকা যাত্রা করিলেন। দ্বারকায় আসিয়া অন্দরমহলে প্রবেশ করত দেখিলেন, শ্রীরুক্মিণীদেবী কৃষ্ণের পদসেবা করিতেছেন। কৃষ্ণ সখাকে দেখিবামাত্র শয্যা পরিত্যাগ পূর্ব্বক সখাকে সাদরে অভ্যর্থনা করত উপবেশন করাইলেন এবং তাঁহার আনিত চিঁড়া ভক্ষণ করিলেন। একমুষ্টির পর দু'মুষ্টি যেই ভক্ষণ করিতে যাইবেন, তৎক্ষণাৎ শ্রীরুক্মিণী শ্রীকৃষ্ণের হস্ত ধারণ করিলেন।

তৎপর দিবস সুদামাবিপ্র আসিয়া দেখিলেন তাঁহার কুটীরের স্থানে বৃহৎ অমরাপুরী হইয়াছে। তখন তিনি বুঝিলেন একমুষ্টি চিঁড়ার পরিবর্ত্তে কৃষ্ণ এই দিয়াছেন, এ সখারই কার্য্য। কিন্তু বিপ্র এত ঐশ্বর্য্য

(অতঃপর ৫ম পৃষ্ঠায় শেষ কলমে দ্রষ্টব্য)

সেই সে বিদ্যার ফল জানিহ নিশ্চয়। কৃষ্ণপাদপদ্মে যদি চিত্তবিত্ত রয়॥

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

নারায়ণ স্বাস্থ্য প্রত্যয়

উপনিষদ-পাঠক

শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী লিখিয়াছেন আমি একটী অতি ক্ষুদ্র পক্ষী। আমার সাধ্যমত যে পর্য্যন্ত উড়িতে পারি সেই পর্য্যন্ত ব্যোমপ্রদেশে উঠিতে সমর্থ। এই কথাটী যে-সকল যোগিসম্প্রদায় স্ব-স্ব চক্ষু, কর্ণ, নাসা, ত্বক্‌ ও মনোধর্ম্মে চালন করিয়া নিজের ন্যায় অক্ষম সমাজে আত্মম্ভরিতা প্রকাশ করে কোন বুদ্ধিমান্‌ ব্যক্তি তাহাদের ঐ বুদ্ধির প্রশংসা করিতে পারেন না। মনোধর্ম্মজীবী স্বীয় অভিজ্ঞতার দরিদ্রতায় বালচাপল্যমুখে যে-সকল শিশুযুক্তি প্রদর্শন করেন তাদৃশী যুক্তি শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ মহাশয় প্রেমপ্রদীপ নামক উপন্যাসগ্রন্থে সুষ্ঠুরূপে প্রদর্শন করিয়াছেন। সেই গ্রন্থ প্রকাশিত হইবার পর আর যোগিগণের হঠযোগ ও রাজযোগের এবং অজীর্ণ বিচার-পরায়ণ যুক্তিবাদীর স্থান অনেকটা খর্ব্ব হইয়া থাকিলেও সেই সকল বিচারের অভাব-হেতু পুনঃ পুনঃ অনভিজ্ঞতা-প্রদর্শনকারিগণের ন্যায় অপরিণামদর্শিগণের বাক্য পরবর্ত্তী সময়ে কার্য্যে লাগে না। ব্রজমোহন দাস নামক এক ভেকধারী মৃত কান্তিচন্দ্র রাঢ়ী নামক একজন মোক্তারের আক্রোশমূলে কতিপয় কদর্য্য কথা লইয়া যেরূপ লড়িতেছিলেন তাঁহার যুক্তির দৌর্ব্বল্য, ঐতিহ্যের অবমাননা প্রভৃতি জানিতে আর কাহারও বাকী নাই। তাঁহারই পদানুসরণ করিয়া যদি বর্ত্তমানকালে কেহ নিজকে শিশুবিচারে পারঙ্গত মনে করিয়া উপনিষদের কদর্থ করেন তাহা হইলে তিনি শ্রীমদ্ভাগবত বুঝিতে সম্পূর্ণ অসমর্থ হইবেন। বেদ ও তৎশিরোভাগে অবস্থিত বেদান্তশাস্ত্রে—শ্রীগৌরসুন্দর সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজনতত্ত্বের বিচার করিতে বলিয়াছেন। সেই বিচারে উদাসীন হইয়া যে-সকল অবিবেচক মৌলবী রাজার সুরে গান ধরেন তাঁহাদের পাণ্ডিত্যের অকিঞ্চিৎকরতা-মূলে উপনিষদের উদ্দেশ্য বুঝিতে যে দৌরাত্ম্য প্রকটিত হয় তাহা নিরসন পূর্ব্বক বর্ত্তমান সভ্য বঙ্গদেশবাসী সুধীগণকে বিপথগমন হইতে রক্ষা করিবার যত্ন করা প্রত্যেক সহৃদয় ব্যক্তির কর্ত্তব্য। ভগবৎ শ্রীজীবপাদের বিচার বুঝিতে না পারিয়া যে-সকল শিশু কলধ্বনিতে উপনিষদ্‌ ব্যাখ্যা করে তাহা বিজ্ঞ শুদ্ধভক্তিপথ-প্রচারকের নিকট উচ্চহাস্যের বিষয় হইয়া থাকে। পদ্মানীতি অবলম্বন করিয়া অবিমৃষ্যকারিগণ উপনিষদের যে বিচার করিয়া থাকেন তাহা হইতে মুক্ত হইবার জন্য শ্রীমদ্ভাগবতের আদি মধ্য অন্ত্য পাঠ আবশ্যক; শ্রীমদ্ভাগবতের সিদ্ধান্ত ব্যতীত অপর সিদ্ধান্ত শিশুগণের নাচুনী কুন্দনীতে পরিণত হয়।

— — —

বীজগণিতের Formulaগুলি চিরদিনই বীজিভূত থাকিবে উহা পাটিতে পরিণত হইবে না এরূপ খণ্ডযুক্তি মৌলবী রাজার অনুগত-সম্প্রদায়ে আদর লাভ করিতে পারে। পদ্মানীতিবাদীর ধূয়াধারিগণ সেইরূপ শিশুনৃত্যে তৌর্য্যত্রিকের সাফল্যের সীমা নির্দ্দেশ করিতে পারেন। কিন্তু শিশুর পিঠ-চাপড়ান ও তাহাকে উৎসাহ দেওয়া এক কথা, আর বাস্তব-জগতে ভগবৎসেবারত হওয়া অন্য কথা। সৎকর্ম্ম, কুকর্ম্ম প্রভৃতি বিচারে আবদ্ধ জীবকুলকে উন্নত শ্রেণীতে উত্তোলন-মানসে ভোগী-পৌত্তলিক সম্প্রদায়ের আধ্যক্ষিকতায় যে উপনিষদপাঠ উহা শিশুচিন্তারত ভোগিসম্প্রদায়ের নির্দ্দেশ মাত্র। ভোগাসক্ত প্রাকৃত রাজ্যের অতীত অপ্রাকৃত বিচার যাঁহারা আদৌ বুঝিতে পারেন না সেই সকল অবিবেচকগণ যে ধারণা পোষণ করেন তাহা পরমার্থরাজ্যে পদ্মানীতির অনুকরণ মাত্র।

সেই জন্য আমরা বলি যে, বালোচিত চাপল্য ছাড়িয়া ভোগ্য-বস্তুজ্ঞানে এবং ভোগসৌকর্য্যার্থে যে সকল চেষ্টা অজ্ঞগণের মধ্যে প্রবর্ত্তিত আছে সেইগুলির হস্ত হইতে কি বঙ্গদেশবাসীকে উদ্ধার করা যায় না? যে শিশুজনোচিত বিচার-প্রণালী অবলম্বন করিয়া আধ্যক্ষিক যুক্তিবাদী অকথা-কুকথা-মুখে শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণবগণকে আক্রমণ করেন আমরা সেই প্রবৃত্তির প্রশংসা করিতে পারি না। উপনিষদ্‌ পাঠ করিতে গিয়া পরমার্থ বিমুখ আধ্যক্ষিকগণ যে ধারা, যে কোণজ দর্শনে পাঠাদি করেন ও করান তাহা নিম্ন-শ্রেণীর শিশুর অনুশীলনীয় বিষয় মাত্র। যুবকের অনুশীলনীয়, প্রৌঢ়ের অনুশীলনীয় বিষয়ে দৃষ্টির প্রশস্ততা বিষয়ে কেহই আপত্তি করিবেন না, তবে উদ্ধত যুবক বা চঞ্চল শিশু তাহার নিজ নিজ চিন্তাস্রোতকে শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করে। Anthropomorphic, Zoomorphic, Phytomorphic বিচার-ধারা অনুকরণ করিয়া যেসকল পাণ্ডিত্য অনভিজ্ঞগণের বহুজ্ঞতার অভাব করাইয়াছে তাহা বাস্তবিকই শোচনীয়।

পারমার্থিক প্রদর্শনী

[স্বায়ত্ত শাসন পত্রিকার (১লা অগ্রহায়ণ ১৩৪০) সম্পাদকীয় মন্তব্য]

পাঠকবর্গ অবগত আছেন যে, ঢাকা শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়-মঠের প্রচারকবৃন্দ গত বৎসর ঢাকায় একটী পারমার্থিক প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করিয়া পূর্ব্ব বঙ্গের বহু লোককে সৎশিক্ষা ও প্রকৃত পরমার্থের সন্ধান দিয়াছিলেন। বৈষ্ণবধর্ম্মের গৃঢ়দগুলি এই প্রদর্শনীতে বিশেষভাবে দেখান হইয়াছিল এবং প্রকৃত বৈষ্ণবতা কি তাহাও নানা আদর্শে লোকদিগকে বুঝিবার সুযোগ দেওয়া হইয়াছিল। নানা অপধর্ম্ম মানবের পরমার্থ-বিষয়ে কি অনিষ্ট করিতেছে, সেই সমুদয় দৃশ্যগুলি অনেকেই মনোযোগ-সহকারে দেখিয়াছিলেন। বর্ত্তমান সময়ে দেশ নানা জড়বাদ ও অহমিকায় ডুবিয়া প্রকৃত নিজ কল্যাণ ভুলিয়া কি প্রকার বিপথগামী হইতেছে তাহা চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রেই অনুভব করিতেছেন। গৌড়ীয়বৈষ্ণব-সমাজের অধিনায়কগণ ঢাকায় এই প্রদর্শনী করিয়া অত্রাঞ্চলের বহু কল্যাণ সাধন করিয়াছেন।

আমরা শুনিয়া সুখী হইলাম, কলিকাতা গৌড়ীয়-মঠের উদ্যোগে পাটনা প্রদেশে এই প্রকার আর একটী পারমার্থিক প্রদর্শনীর দ্বার দ্বারভাঙ্গার মাননীয় মহারাজাধিরাজ কর্ত্তৃক উন্মুক্ত হইয়াছে। জ্ঞান-বিজ্ঞানের নানা উপকরণ-সকলও যে ভগবানের সেবায় নিয়োজিত হইতে পারে, তাহা এই প্রদর্শনী হইতে বেশ বুঝা যায়। বৈদ্যুতিক-যন্ত্রচালিত নানাবিধ আদর্শ দেখাইবার জন্য ঢাকা হইতে সুন্দর সুন্দর দৃশ্যাবলী তথায় প্রেরিত হইয়াছে।

বৈষ্ণব-ধর্ম্মের নামে দেশমধ্যে যে ব্যভিচার চলিতেছিল তাহার ফলে শিক্ষিত-সম্প্রদায় এই ধর্ম্মের নামে এতদিন ভ্রূ-কুঞ্চিত করিতেন। বৈষ্ণবনামধারী বহুলোক নিজকে ধর্ম্মের আচার্য্য বলিয়া পরিচয়-প্রদানে কত নিরীহ ধর্ম্মভীরু লোকের যে সর্ব্বনাশ করিতেছে তাহার ইয়ত্তা নাই। তথাকথিত বহু শিষ্যকে ঐ জাতীয় গুরুগণ একদিকে উঁহাদের সর্ব্বস্ব অপহরণ করিতেছে ও অপরদিকে নরকের পথে লইয়া যাইতেছে। গৌড়ীয়মঠ ভারতের নানা স্থানে শাখা-মঠ স্থাপন করিয়া 'প্রকৃত বৈষ্ণবতা কি এবং জীবমাত্রেরই যে একমাত্র ভগবানের সেবা করা কর্ত্তব্য' তাহা সকলকেই সরলভাবে বুঝাইয়া দিতেছেন। মানুষ যে জাতির বা যে অবস্থার হউক না কেন প্রত্যেকেরই সেই শ্রেষ্ঠ ভগবানের সেবা করিবার অধিকার আছে, এই বাণী প্রচার করায় ভারতের চারিদিকেই এতৎসম্পর্কে একটা সাড়া পড়িয়া গিয়াছে।

ইঁহাদের কয়েকজন প্রচারক সুদূর বিলাত পর্য্যন্ত যাইয়া মঠস্থাপন পূর্ব্বক এই সনাতন-ধর্ম্ম-প্রচারের জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করিতেছেন এবং সেখানেও ইঁহারা বিশেষ সাফল্য লাভ করিয়াছেন। এই অল্প সময়ের মধ্যে তথাকার বহু মনীষী এই সম্পর্কে আলোচনার জন্য কেহ বা ঐ মঠে আসিয়া এবং কেহ বা প্রচারকদিগকে নিজ বাড়ীতে ডাকিয়া অথবা বিখ্যাত বিদ্যামন্দিরে, পার্কে ও বক্তৃতাগারে এতৎসম্বন্ধে বক্তৃতা দিবার বন্দোবস্ত করিয়া প্রচারকদিগের কথা শ্রবণ করিতেছেন।

— — —

ভারতের বিভিন্ন দেশের ও বিভিন্ন জাতির বহু লোক ও সামন্ত নৃপতিগণ বিলাতে আছেন, তাঁহারাও প্রচারকদের মুখে নিরপেক্ষ বৈষ্ণবধর্ম্মের সার্ব্বজনীন বার্ত্তা-শ্রবণে আনন্দিত হইয়া ভারতের মুখোজ্জ্বলকারী বলিয়া উঁহাদিগকে অভিহিত করিয়াছেন। বিলাতের কতিপয় উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তি গৌড়ীয়মঠের আনুগত্যে সদাচার পালনপূর্ব্বক হরিনাম করিতেছেন। মঠবাড়ীর পার্শ্বস্থিত গৃহের ইংরেজ বালকগণ মঠে আসিয়া যখন শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নাম কীর্ত্তন করে তাহা প্রকৃতই আনন্দদায়ক।

— — —

বর্ত্তমানকালে বৈষ্ণব-ধর্ম্মের নামে ব্যভিচারগুলি দূর করিয়া প্রকৃত সনাতন-ধর্ম্ম-স্থাপনোদ্দেশে গৌড়ীয় মঠ যাহা করিতেছেন, তাহাতে শুধু ভারতবাসী নয়, বিভিন্ন দেশ-দেশবাসীও উপকৃত হইবে। এই প্রচারের ফলে বাঙ্গালী-জাতির ধর্ম্মবিষয়ক একটা কলঙ্ক দূরীভূত হইয়া উহা হইতে প্রকৃত সত্য বাহির হইবে। আমরা এই প্রদর্শনীর সাফল্য কামনা করিয়া উদ্যোক্তাদিগকে আমাদের হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি।

হৃদয়-ব্যথা

(২)

জগতের নানাশ্রেণীর লোক নানা কার্য্যে ব্যস্ত, কর্ম্মি-সম্প্রদায় ক্ষণভঙ্গুর স্বর্গাদি সুখের আশায় নানাবিধ সৎকার্য্যের আবাহনে ব্যস্ত হইয়া নিত্যকল্যাণপ্রদ সদ্‌গুরু-চরণ-দর্শনে বঞ্চিত, জ্ঞানিগণ জ্ঞানচর্চ্চার দ্বারা 'অহং ব্রহ্মাস্মি'র বিকৃতার্থের দুরাশা পোষণ করিয়া অপ্রাকৃত সেব্যসেবকভাব-রহিত বিচারে প্রমত্ত থাকায় সেবক-ভগবান্‌ শ্রীগুরুপাদপদ্মাশ্রয়ের সৌভাগ্য পান নাই, যোগিকুল যোগাশ্রয়ে ভগবদংশ-মাত্র দর্শন-হেতু অক্ষজ-চেষ্টার আবাহন করিতে গিয়া অধোক্ষজ পূর্ণ-সেব্য ভগবদভিন্ন আশ্রয়-ভগবানের সেবা-মাধুরী উপলব্ধির সুযোগ পান নাই, অন্যাভিলাষী-সম্প্রদায় নানা অভিলাষের দাস হইয়া তত্তৎ-অভীষ্ট-পূরণকারী দেবতাবৃন্দের আরাধনায় মগ্ন হইয়া পরমারাধ্য সর্ব্বসেব্য বিষ্ণুর আরাধনা ও তদপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর আরাধনা—কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ শ্রীগুরুদেবের আরাধনার সুযোগ লাভ করিতে পারেন নাই; যদিও উপরি-উক্ত সম্প্রদায়ের জনগণ ভাগ্যহীন সন্দেহ নাই, তথাপি তাদের চেয়ে অনন্ত-কোটী গুণে ভাগ্যহীন—একমাত্র আমিই, কারণ ইঁহারা দুর্ভাগ্যবশতঃ কোনদিনই পরমা-

ধ্যত্তম শ্রীগুরুপাদপদ্ম-সেবামাধুরী জানিতে পারেন নাই তাই তাঁরা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাজে ব্যস্ত। •

———

যাঁরা পরমোৎকৃষ্ট বস্তুর সন্ধান পান নাই জাগতিক নিকৃষ্ট বস্তুতে আসক্তি থাকা তাঁদের পক্ষে স্বাভাবিক—তাঁদের ত্রুটী হইবারই কথা, আমি কিন্তু পরম-উৎকৃষ্ট কেন,—তার চেয়েও যদি কোন সর্ব্বোত্তমোত্তম বস্তু থাকে তবে সেই শ্রীশ্রীগুরুপদনখের আলোক, যাঁর আলোকে আজ জগৎ আলোকিত, শুধু আলোকিত কেন পরম-উদ্ভাসিত জাগ্রত, যাঁর দয়ার তুলনা—কোন জাগতিক দয়ালু তো' দূরের কথা, চতুর্দ্দশ-ব্রহ্মাণ্ডের কোন জীবে, কোন দেবতায়, দেবশ্রেষ্ঠ ব্রহ্মায়, বৈকুণ্ঠের নারায়ণে, কোন আচার্য্যে, কোন অবতারে এবং এমন কি, অবতারীতেও (স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণেও প্রকাশিত হয় নাই) নাই, সেই পরম-দয়াল নিতাইচাঁদের কাছে এসে অন্ধই রহিলাম! এর চেয়ে দুঃখ—এর চেয়ে মন্দ ভাগ্য আর কার থাকিতে পারে!

———

ব্রজেন্দ্রনন্দন লীলারস-আস্বাদনার্থ গৌরাবতার গ্রহণ ক'রে পঞ্চতত্ত্বরূপে নামপ্রেম বিতরণ-পূর্ব্বক জীবোদ্ধারলীলা ক'রেছিলেন বটে, কিন্তু সে লীলায়ও—

'ভারত-ভূমিতে হইল মনুষ্যজন্ম যার।
জন্ম সার্থক করি কর পর-উপকার॥'

—বাক্যানুসারে মাত্র ভারতভূমির মানবগণের জন্ম-সার্থকতার কথা আমাদের উপলব্ধির বিষয় হয় কিন্তু তিনি বিশ্বম্ভর, তাই বিশ্ববাসীর উদ্ধারের স্থলে কেবলমাত্র ভারতবাসীর উদ্ধারে সন্তুষ্ট না হইয়া—

"পৃথিবীতে আছে যত নগরাদি গ্রাম।
সর্ব্বত্র প্রচার হইবে মোর নাম॥
জগৎ-ব্যাপিয়া মোর হবে পুণ্যখ্যাতি।"

প্রভৃতি বাক্যচ্ছলে ভবিষ্যতে সমস্ত বিশ্ববাসীকে তাঁহার কৃপায় অভিষিক্ত করিবার ইঙ্গিত করিয়া গেলেন। আজ সেই ইঙ্গিত কাজে ফলিল, মানবমেধা যাহা কোন দিন ভাবিতে পারে নাই, বুঝিতে পারে নাই এমন কি, চিন্তাও করিতে পারে নাই আজ সেই অচিন্ত্য-মহাশক্তি—শ্রীগৌরকরুণাশক্তির অযাচিত কৃপায় ভারতভূমি হইতে সুদূরবর্ত্তী লণ্ডনভূমির মানবগণও তাঁহারি দয়া গ্রহণ ক'রে ধন্য হচ্ছে।

———

কলিকালের ধর্ম্ম কৃষ্ণনাম-সংকীর্ত্তন।
কৃষ্ণশক্তি বিনা নহে তার প্রবর্ত্তন॥

যাঁহার কৃপা কিঞ্চিৎ পাইলে কৈবল্য-মুক্তি নরকতুল্য, স্বর্গসুখ আকাশ-কুসুমের বা অশ্বডিম্বের মত অকিঞ্চিৎকর, ব্রহ্মা, ইন্দ্র প্রভৃতি দেববৃন্দের সর্ব্বোচ্চ পদবীও কীটপদবীর তুল্য মনে হয়, সেই পরম-করুণাময় মাধুর্য্যোজ্জ্বল-প্রেমাঢ্য কৃষ্ণশক্তির কোটীচন্দ্রসুশীতল পাদপদ্ম-আশ্রয় করিবার অভিনয় করিয়াও আমি যেই সেই রহিলাম! হায়রে অদৃষ্ট!

পতিত আমি, দীন আমি, অত্যন্ত পামর ও অযোগ্য আমি, পতিতপাবন গুরুদেবের জীবোদ্ধার-লীলায় সেবা-সুযোগ পদ্মপত্রের নীর-সদৃশ আমার এই জীবনে আর কতদিন পাইব তারও কোনই স্থিরতা নাই। আবার স্বেচ্ছাময় তিনিও যে কবে অমন্দোদয়-লীলা লোকলোচনের অন্তরালে সঙ্গোপন করবেন তারও কোন ঠিক নাই। আমাদের পকেটের একটী কাণাকড়ি হারাইলে তার জন্য আমরা কত অনুতাপ ক'রে থাকি কিন্তু এমন অমূল্য সময়—দিনের পর দিন, মাসের পর মাস ক্রমাগত নষ্টই করছি, এমন অমূল্য রত্ন গুরুপাদপদ্ম ধনে আদর করছি না—তাঁকে হৃদয়ে বাঁধবার চেষ্টা করছি না—সে-সব বিষয়ে লক্ষ্য করছি না, এ সকল কথা তো আমার একবারও মনে হয় না—স্বপ্নেও উদিত হয় না! প্রতি সেকেণ্ডে, প্রতি মিনিটে, প্রতি দিনে, প্রতি মাসে, প্রতি পদবিক্ষেপে, আহার-বিহারে, কাজে-কর্ম্মে, প্রতি নিশ্বাস-প্রশ্বাসেও আমার চিন্তা করা উচিত যে, আমি যার জন্য গৌরকরুণাশক্তি শ্রীল প্রভুপাদের কাছে এলাম তার কতটুকু লাভ হইল? সেই অপারকরুণাময়ের করুণা-কণা-লাভের জন্য কি চেষ্টা করলাম, কি কি প্রার্থনা জানালাম! এ সুবর্ণ-সুযোগ কি আর পাব? নিঃশক্তিক দুর্ব্বল আমি এমন পতিতপাবনী কৃপাশক্তি বা আমার একমাত্র রক্ষাকর্ত্তা প্রভুর কাছে এসেও যদি আমি বঞ্চিত হই—বল না পাই, তাহ'লে মায়ার হাত থেকে এ হতভাগাকে আর কে রক্ষা করবে? আমার মর্ম্মবেদনা আর কে ঘুচাবে?

———

পিতার যে সুপুত্র হয়—বুদ্ধিমান্ পুত্র হয়, সে পিতার জীবিতোত্তরকালেই সমস্ত পিতৃধন বুঝিয়া শুঝিয়া লয়; নতুবা পিতার অবর্ত্তমানে পুত্রকে বহু কষ্ট ভোগ করতে হয় এমন কি, পিতৃধনে বঞ্চিত হবার সম্ভাবনাও অনেকস্থলে দেখা যায়; আমি যদি সুপুত্র হ'তাম, তাহ'লে আমার প্রভুর একমাত্র প্রাণ, একমাত্র ধন শ্রীরাধাগোবিন্দের 'সেবা' বুঝিয়া লইতাম, অন্ততঃ বুঝে নেবার প্রার্থনাও জানাতাম। কিন্তু পিতার মূর্খ পুত্র আমি, আমার সেরূপ সুবুদ্ধি কই, আর্ত্তি কই, শরণাগতি কই, আকাঙ্ক্ষাই বা কই!

পুত্র ধনের সদ্ব্যবহার করে কি না পরীক্ষা করিবার জন্য চতুর পিতা প্রথমতঃ তাহাকে কিছু ধন প্রদান করেন এবং অর্থের সদ্ব্যবহার দেখিলে পুত্রকে বহুমূল্য ধনাদি প্রদান করিয়া সুখ লাভ করেন কিন্তু অসদ্ব্যবহার দেখিলে দুঃখিত হইয়া আর তাহাকে ধন দেন না। আমার ন্যায় অধমের অবস্থাও কতকটা ঐরকম ধরণেরই হ'য়ে পড়েছে।

আমার একমাত্র আশ্রয় জগদ্গুরু শ্রীল প্রভুপাদ আমার ন্যায় নীচাধমকে শিব-বিরিঞ্চি-বাঞ্ছিত সর্ব্বোচ্চ ধন দিবার জন্য নানা উপায়ে নানা চেষ্টায় প্রথমতঃ তাঁহার সচ্চিদানন্দ পাদপদ্মে আশ্রয় দিয়ে আমাকে কৃষ্ণধনে ধনী করবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করছেন। এই জীবোদ্ধার-ব্রত নিয়েই যিনি গোলোক থেকে ভূলোকে এসেছেন আমি সেই পরমপিতার পাদপদ্মে আমাকে বিলিয়ে দিতে পারলাম না; তাই পিতৃধনে—আমার নিত্যাকাঙ্ক্ষণীয় সেবাধনে জন্মজন্মান্তরের জন্য বঞ্চিত হ'লাম—এমন অপূর্ব্ব সুযোগ অখণ্ডকালের জন্য হারালাম! নীরে বাস ক'রেও পিপাসা মিট্‌লো! হায়রে দুর-

অলীক নয় কণিক

(১)

না হও হতাশ,
তুমি নও হে অলীক।
দৃঢ় কর আশ,
তুমি হও হে কণিক॥

(২)

শ্বেতাশ্বতরেতে,
অমল প্রমাণে অই।
দিতেছে বারতা,
মোরা চিৎকণ হই॥

(৩)

আম্নায় প্রমাণে,
কহে "হরি পর-তত্ত্ব।"
সেই শক্তিমানে,
রসামৃত-নিধি স্থিত॥

(৪)

জীবকুল তাঁর,
হয় বিভিন্নাংশ-তত্ত্ব।
তটস্থ দশার
হেতু বদ্ধ ও মুক্ত॥

(৫)

কেশাগ্র করিয়ে,
শত ভাগ যত হয়।
পুনঃ বিভাগিয়ে
জীব-স্বরূপ মিলয়॥

(৬)

নিত্য "কৃষ্ণদাস",
জীব ভুলিয়া এ তত্ত্ব।
মায়াপুরে বাস
করে মায়া-কবলিত॥

(৭)

পৌর্ণমাসী যোগ
মায়াপুরে নহে স্থিতি।
তাই ভবরোগ,
জীবে না দেয় নিষ্কৃতি॥

(৮)

দুর্দ্ধর্ষ ভীষণ,
সে অনর্থ চতুষ্টয়,
করয়ে দলন,
যথা দণ্ডোরে শাসয়॥

(৯)

এহেন দুস্তর,
অঘে করিতে নিস্তার।
ঔদার্য্যাবতার
গোরা দিল নামধার॥

(১০)

শুদ্ধভক্তিযোগে,
নাম-সেবাই "সাধন"।
ব্রজে সাধুসঙ্গে
বাস দুঃসঙ্গ-বর্জ্জন॥

(১১)

"কৃষ্ণেন্দ্রিয়প্রীতি',
জেনো সার প্রয়োজন।
স্বেন্দ্রিয়-পিরীতি
বাঞ্ছে কামুক কুজন॥

(১২)

ঘৃত খেয়ে ঋণী,
হ'য়ে দুঃখে সুখ গণি।
মরিতে লভিনি,
নিত্যানন্দযুতাবনী॥

(১৩)

কৃষ্ণ-সেবানন্দ
নর লভয়ে যখন।
বুঝয়ে মাহেন্দ্র
যোগ এজন্ম তখন॥
বুঝে সে মানবজন্ম সুদুর্ল্লভতম॥

—শ্রীরামকৃষ্ণ দাস

———

বোম্বায়ে প্রচার

[৩য় পৃষ্ঠার পর]

পাইয়াও ভগবানের সেবা ভুলিলেন না তিনি অধিকতরভাবে শ্রীভগবানের সেবায় আত্মনিয়োগ করিলেন। সেই প্রকার ভক্তিই আমাদের একমাত্র অবলম্বনীয়, ভক্তিযাজন করিলে তাহার কিছুই অভাব থাকে না। কৃষ্ণ-সেবাও লাভ হয় অধিকন্তু আনুষঙ্গিকভাবে সমস্তই লাভ হইয়া যায় অতএব আমাদের জীবন গঠিত করিতে হইলে সুদামাবিপ্রের আচরণ লক্ষ্য করা একান্ত কর্ত্তব্য। ভগবানকে আমরা যা কিছু অর্পণ করি না কেন যেন ভক্তিসহকারে অর্পণ করি, কর্ত্তৃত্ব-অভিমান যেন না থাকে।

শরণ লঞা করে কৃষ্ণে আত্মসমর্পণ। কৃষ্ণ তারে করে তৎকালে আত্মসম

শুদ্ধভক্তি গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। ভাষ্যসহ বিরাট্ শ্রীচৈতন্যভাগবত ৫৲
২। শ্রীমদ্ভাগবতম,—সমগ্র ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২৮৲
একাদশ স্কন্ধ হইতে প্রতিখণ্ড ।৶০
৩। ভাষ্যত্রয়সহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত
(৪র্থ সংস্করণ) ৬৲
৪। ভক্তিবিবেককুসুমাঞ্জলি (বাঁধা) ১৲
৫। গৌড়ীয়-গৌরব ।৶০
৬। গৌড়ীয়-সাহিত্য ।৶০
৭। স্তবরত্ন
শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও
শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা)
ঐ (আবাঁধা)
৯। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ)
ঐ (বাঁধা) ৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
১০। গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি টীকাসহ)
ঐ (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
১১। গীতায় কেবল মাধ্ব-ভাষ্য ।০
১২। যুক্তিমল্লিকা গুণসৌরভঃ সানুবাদ
(মাধ্ব) ২৲
১৩। বেদান্ততত্ত্বসার সানুবাদ
(রামানুজীয়) ৷০
১৪। জৈবধর্ম্ম ২৲
১৫। শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৬। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১৭। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ৷৶০
ঐ (বাঁধা) ৸০
১৮। দ্বীপ-দিগ্দর্শন ৵০
১৯। সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ) ।৶০
২০। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ৷০
ঐ (আবাঁধা) ।৶০
২১। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
২২। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৵০
২৩। গীতমালা ⁄১০
২৪। নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য ⁄০
২৫। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ⁄০
২৬। নবদ্বীপ পঞ্জিকা (৪৪৭ গৌরাব্দ) ৵০
২৭। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
২৮। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা-দর্পণ ।০
২৯। শরণাগতি ⁄০
৩০। গীতাবলী ⁄০
৩১। চিত্রে নবদ্বীপ ১৷০
৩২। সাধনকণ ⁄০
৩৩। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ⁄০
৩৪। নবদ্বীপশতক ⁄০
৩৫। অর্থপঞ্চক ⁄০
৩৬। সদাচারস্মৃতিঃ ⁄০
৩৭। কল্যাণকল্পতরু (৫ম সংস্করণ) ⁄১০
৩৮। অর্চ্চনকণ ⁄১০
৩৯। সাধককণ্ঠমালা (বাঁধা) ৷০
ঐ (আবাঁধা) ৷⁄০
৪০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি
(প্রথম চারিখণ্ড) ৩৲
৪১। ব্রহ্মসংহিতা ৷০
৪২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৪৩। মণিমঞ্জরী সানুবাদ ।০
৪৪। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৪৫। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ।০
৪৬। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৪৭। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
৪৮। গৌড়ীয়মঠ কি করেন ? ⁄০
৪৯। ঈশোপনিষৎ (বলদেব ও মাধ্ব-
ভাষ্য এবং বিবৃতি ও অনুবাদসহ) ।০
৫০। শ্রীভুবনেশ্বর ⁄০
৫১। সিদ্ধান্তদর্পণ ৵০
৫২। সাংখ্যবাণী ⁄০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৫৩। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী-দিগ্বিজয়ঃ ৷০
৫৪। সটীক-শিক্ষাদশমূলম্ ।০
৫৫। তত্ত্ব-সূত্রম্ ।০
৫৬। সানুবাদ-শিক্ষাষ্টকম্ ৵০
৫৭। গৌড়ীয়মঠস্য পরিচয়ঃ ⁄০
৫৮। সায়াংশরণনম্ ⁄০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৫৯। রায় রামানন্দ ৷০
৬০। নামভজন ।০
৬১। রিলেটীভ্ ওয়ার্ল্ড্স্ ।৶০
৬২। লাইফ্ য়্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব
শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।০
৬৩। বৈষ্ণবীজম্ ।০
৬৪। কোয়াট্ গৌড়ীয়মঠ ইজ্ ডুইং ⁄০
৬৫। দি ভাগবত ।০
৬৬। ইরোটিক্ প্রিন্সিপ্‌ল্ য়্যাণ্ড
আনেলয়েড্ ডিভোসন ।০
৬৭। ব্রহ্ম-সংহিতা ২৷০
৬৮। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (ভলুম ওয়ান) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৬৯। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ৷০
৭০। সাধন পথ ।০
৭১। কল্যাণ-কল্পতরু ⁄১০
৭২। গীতাবলী ⁄০
৭৩। শরণাগতি ⁄০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৭৪। শরণাগতি

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

নদীয়া-প্রকাশপ্রাপ্তির স্থান

১। শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম-মায়াপুর, নদীয়া
২। শ্রীযোগপীঠ ঐ
৩। শ্রীবাস অঙ্গন ঐ
৪। অদ্বৈত-ভবন ঐ
৫। কাজীর সমাধি পাট ঐ
৬। স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ শ্রীগোদ্রুম,
পোঃ স্বরূপগঞ্জ, নদীয়া।
৭। শ্রীভাগবত আসন কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
৮। শ্রীএকায়ন মঠ গোবিন্দপুর, হাঁসখালী।
৯। দ্বাদশগোপাল পাট—পোঃ চাকদহ,
১০। শ্রীগৌর-গদাধরমঠ—চাঁপাহাটী,
পোঃ সমুদ্রগড়, বর্দ্ধমান
১১। শ্রীমোদদ্রুমছত্র মাউগাছি, বর্দ্ধমান
১২। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম, আমলাযোড়া,
পোঃ রাজবাঁধ বর্দ্ধমান
১৩। শ্রীগৌড়ীয়মঠ বাগবাজার, কলিকাতা
১৪। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম ব্রাহ্মণপাড়া,
পোঃ মাজু, হাওড়া,
১৫। শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয়মঠ,
৯০নং নবাবপুর রোড্, ঢাকা
১৬। শ্রীগোপালজী মঠ কমলাপুর, ঢাকা।
১৭। শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ পোঃ বালিয়াটী,
১৮। শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয়মঠ ময়মনসিংহ।
১৯। শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ চিরুলিয়া,
পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর
২০। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম গোয়ালপাড়া, আসাম
২১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ রায়াপেট্টা, মাদ্রাজ।
২২। শ্রীরামানন্দগৌড়ীয় মঠ কব্বূর,
জিঃ পশ্চিম গোদাবরী
২৩। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ উড়িয়াবাজার,
পোঃ লক্ষ্মীবাজার, কটক।
২৪। শ্রীত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয় মঠ ভুবনেশ্বর।
২৫। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ স্বর্গদ্বার, পুরী।
২৬। শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ আলালনাথ
পোঃ ব্রহ্মগিরি, পুরী।
২৭। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ ভুবুরকুণ্ডা,
পোঃ চিরকুণ্ডা, মানভূম।
২৮। শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ—কাশী।
২৯। শ্রীরূপগৌড়ীয় মঠ—এলাহাবাদ।
৩০। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ পুরাণবাজার,
সরকার ঠাকুরের কুঞ্জ, বৃন্দাবন
৩১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, নিউদিল্লী
৩২। শ্রীপরমহংসমঠ—নৈমিষারণ্য,
৩৩। শ্রীসারস্বত গৌড়ীয় মঠ—হরিদ্বার।
৩৪। শ্রীব্যাসগৌড়ীয়মঠ—কুরুক্ষেত্র, পঞ্জাব
৩৫। শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাবুলনাথ রোড,
পোঃ গ্রাণ্ট রোড, বোম্বে।
৩৬। লণ্ডন গৌড়ীয়মঠ, ৩৯নং গ্লেডন
গার্ডেন্স, কেনসিংটন্ লণ্ডন,
(এস্, ডব্লিউ—১০)।
৩৭। অমর্ষি গৌড়ীয়মঠ—মেদিনীপুর
৩৮। সরভোগ গৌড়ীয় মঠ—সরভোগ,
কামরূপ, আসাম,

শুদ্ধভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী মাসিক। শ্রীধাম-মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲।

২। গৌড়ীয় মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৷০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দি ভাষার একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি হৃদয় বন মহারাজ সম্পাদিত ও নৈমিষারণ্য শ্রীপরমহংস মঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ১৷০ দেড় টাকা মাত্র।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ দেড় টাকা মাত্র।

৫। কীর্ত্তন—মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ নিত্যানন্দ সেবাতীর্থ বি-এজি, বি-টি, সম্পাদিত। আসাম গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম হইতে প্রকাশিত আসামী ভাষার মাসিক। ভিক্ষা সডাক ১৷০ দেড় টাকা মাত্র

শ্রীচৈতন্যভাগবত

আদিকবি শ্রীল বৃন্দাবন দাস প্রণীত সমগ্র গ্রন্থ

গ্রন্থের মূল বোল্ড অক্ষরে এবং তন্নিম্নে বিশ্ববিশ্রুত গৌড়ীয়মঠের প্রতিষ্ঠাতা ও আচার্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের রচিত বিস্তৃত ভাষ্য উত্তম কাগজে সৌষ্ঠবের সহিত মুদ্রিত হইয়াছেন। ডবল ক্রাউন আটপেজি আকারে ১০৯৬ পৃষ্ঠায় কেবল মূল ও ভাষ্য সম্পূর্ণ হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত শ্লোকসূচী, পদ্যসূচী, স্থানসূচী, পাত্রসূচী, বিষয়সূচী, শব্দসূচী প্রভৃতি বিস্তৃত সূচীপত্রেও একটী গ্রন্থ হইবে। সভাষ্য শ্রীচৈতন্যভাগবতের এরূপ উৎকৃষ্ট ও অমূল্য বিরাট্ সংস্করণ জগতের কোথায়ও আজ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হন নাই, ইহা নিরপেক্ষ পাঠক-মাত্রকেই একবাক্যে স্বীকার করিতে হইবে। শ্রীগৌড়ীয়মঠের উৎসব-কালে গ্রন্থের ভিক্ষা ১২৲ বারটাকা স্থলে—৫৲ পাঁচটাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীচৈতন্যমঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

কলিকাতা বাজার দর

লোহ হার্ডওয়ার

২৪শে নভেম্বর ১৯৩৩

টার তৈয়ারী— প্রতি হন্দর।

লোর কাড় (জয়েষ্ট বা বীম)

র্কা ৫।৵০—৫॥৵০

বে-মার্কা হাল্‌কা ওজন ৪।৵০—৪॥৵০

রগা (টী-আয়রণ) ৬৵০—৬।০

ল আয়রণ (কোনা) ৫৸৵০—৬।৵০

গ্যালভ্যানাইজড করগেট টীন—

২ গেজ ৬ হইতে ১০ ফুট ১১।৵০

৪ গেজ ,, ,, ১০৸৵০

৬ গেজ ,, ,, ১২

৮ গেজ আর, পি, ডি, মার্কা ১২৸৴০

৪ গেজ গাঃ প্লেন শীট— ১১।৵০

৬ গেজ ,, ,, ১২।০

৮ গেজ ও ৩০ গেজ ঐ— ১৩৲—১৬৲

গান খেরা কাঁটাতার ১০০

উণ্ড বাঃ ৮৸০

ল পাটি ৬৲৵—৬।০

বোল্টু (গোল) ৬৲৵—৬।০

গরাদে (চৌকা) ৬৵০—৬৲।০

গোল বড় ৴০—।৴০ সূতা ৫৵০—৫॥০

, টানা রড-

না ৴০— ।৵০ ঐ ৫৵০—৫॥০

বাণ্ডিল তার ৭৲—৭৸০

প্লেট—তিন সূতা মোটা

রাজ ৭।০—৭।০

চাদর ৩-১৬ খানা বাণ্ডিল ৯॥৵—১০৲

াং ষ্টীল ৮।০—৯৲

রাউণ্ড ৫৸৵—৬৲৵০

য়ের পেরেক ১—৬ ইঞ্চি ৯—৯৸০

প্যাটেন্ট পেরেক ২—৮ ইঞ্চি ১২।০—১৫॥০

লাই কড়া ১ হইতে ১০ নং ২॥০ নাট

কাদাল ৪, ৫, ৬, ৭৸৵০ ৮৸৵০ ৯৸৵০ডঃ

হিন পাউণ্ড ৬৲ দেঃ হিঃ ৬।৵০ ,,

াঃ প্লেন বালতি ৭—১২ ইঞ্চি ১॥৴০ ৬॥৴০

রিভিট ,, ৭—১২ ইঞ্চি ২৲—৭৲ ,,

লোর চেয়ার রডের গোল ও

চৌকা ৮॥০— ”

তালের লোহার সিট ১৫৲ ,,

ভেনেস্তা (কাঠের সিট) ১৮৲ ,,

লাহার ক্রুপ ॥—৩ ইঞ্চি /১০—॥৴০ গ্রোস

কব্জা ৭৩ নং

—৪ ইঞ্চি ।১০—৸৵১০ পেঃ ডজন

াঃ তার ১৬—২২ নং

গেজ) ১২৲—১৩৲ হন্দর

াঃ স্প্রিং (মটকা)

ইঞ্চি ।৵৫ ।৵০ পীস

াঃ গাটারিং বা ডোঙ্গা

।০—৸৴০ ,,

ক্রুপ ১॥০—২॥০ ইঞ্চি ২৩৲—২৯৲ হন্দর

গাঃ ওয়াসার চাকি ১১॥০—১৩৲ ,,

গাঃ বোল্ট নাট ৸—৭ ইঞ্চি

।৵১০—১৵০ গ্রোস

চাপাই রোলিং ৩॥০—৪॥০ হন্দর

ঐ রে ওয়াটার পাইপ

৩ ইঞ্চ ৵১০ ও ৪ ইঞ্চি ।১০ ফুট

টিউব ওয়েলের জন্য গাঃ

পাইপ ১॥ ইঞ্চ ।৵৫ ফুট

পাম্প ৪নং ১৭॥০ ৫নং ১৪৲ ৬নং ১৬৲

৬০-৮০ নাটবোল্ট ৵৫ সাট ২।০-২॥০ মণ

সন্তোষকুমার মল্লিক এণ্ড সন্স লিঃ

লোহ ও হাডওয়ার বিক্রেতা।

নীরহর ঘাট লোহাপটী, বড়বাজার,

টেলি—“লোহার মালিক” কলিকাতা

কেরোসিন

প্লোব্রেক প্রত্যেক বাক্স (২ টিন) ৯,৬

সুষা মার্কা ,, ৮॥০

ভিক্টোরিয়া ,, ৭৲

সোণার দর

পাকা সোণা ৩০৸৴

গিডাল ৩০৸

চিনা পাত ৩২।০

রূপার দর

রূপা প্রাত ১০০ ভরি ৫৫৵

ঐ খুচরা ৫৵০

কোম্পানীর কাগজ

৩॥০ সুদের কাগজ ৮১৴

৩॥০ নূতন ঋণ (১৯৪৭-৫০) ৯১।০

৪৲ ,, ঋণ (১৯৬০-৭০) ৯৭৲

৫৲ ,, বণ্ড (১৯৪৫ ১০৪॥৴০

ডিবেঞ্চার

৫৲ সুদের (১৯৫৬-৮৬) কলিকাতা পোর্ট-

ট্রাষ্ট ডিবে :— ১০২॥৵০

ব্যাঙ্ক

ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক (কনষ্টি) ২৯৪॥০

সেণ্ট্রাল ঐ ২২৲

কাপড় ও সূতার কল

এলগিন মিল ৪৫৲

পাট কল

হাওড়া ৫০৲

অকল্যাণ্ড ১৯৫৲

বালী ১৬২৲

বরানগর ১৫০৲

কেমভ ৩৭০৲

ভিক্টা ২৪৩৲

ক্লাইভ ২৮।০

ডালহৌসী ৪০৮॥০

ডেল্টা ৪০৫৲

কৃষ্ণনগর নবদ্বীপঘাট রেলওয়ে সময়

কৃষ্ণনগর হইতে নবদ্বীপঘাট

কৃষ্ণনগর সিটি—	৬-৪৫	১০-৪৪	১৩-২২	১৭-৩৮	২০-১৬
কৃষ্ণনগর রোড—	৬-৫৬	১০-৫৫	১৩-৩৩	১৭-৪৭	২০-২৫
আমঘাটা—	৭-১৫	১১-১৩	১৩-৫১	১৮-৩	২০-৪১
মহেশগঞ্জ—	৭-২৪	১১-২১	১৪-০	১৮-৯	২০-৪৭
নবদ্বীপঘাট—	৭-৩৩	১১-৩০	১৪-৯	১৮-১৬	২০-৫৫

বিশেষ দ্রষ্টব্য—নবদ্বীপঘাট ষ্টেশন অপেক্ষা মহেশগঞ্জ ষ্টেশন হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরের দূরত্ব অনেক কম। শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে যাঁহাদিগকে রাণাঘাটে ট্রেণ বদল করিতে হয়, তাঁহারা রাণাঘাটে প্রাতঃ ৫-৫০, ৮-১৪, ১৯ ৪৬, ১৬-৪৮, ১৮-৩৯ এবং ০-১২ মিনিটের সময় গাড়ী পাইবেন।

শান্তিপুর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে শান্তিপুর ষ্টেশনে ৫-৪০, ৯-২৯, ১২-২৫, ১৬-৪ এবং ১৮-৪১ মিনিটের সময় ট্রেণ পাওয়া যায়।

নবদ্বীপঘাট হইতে কৃষ্ণনগর

নবদ্বীপ ঘাট—	৫-৩৫	৯-২৫	১২-১০	১৫-৩৪	১৮-৪৫
মহেশগঞ্জ—	৫-৪৩	৯-৩৩	১২-১৯	১৫-৪২	১৮-৫৩
আমঘাটা—	৫-৪৯	৯-৩৯	১২-২৬	১৫-৪৮	১৯-৫
কৃষ্ণনগর রোড—	৬-৫	৯-৫৫	১২-৪৩	১৬-৪	১৯-২৪
কৃষ্ণনগর সিটি—	৬-১৩	১০ ৩	১২-৫১	১৬-১২	১৯-৩৫

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্ট ওয়ার্কস্ হইতে—ডাঃ কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম ভক্তিশাস্ত্রী এল. এম. এফ. কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত,

নীলাম ইস্তাহার

মোকাম কৃষ্ণনগর সার্টিফিকেট আদালত

নীলামের দিন ১৫ই জানুয়ারী ১৯৩৪

(১)

৪৯৪ এন, আর, ১৯৩১।৩২ দাবী ১৩॥৶০

বাদী নদীয়া রাজএষ্টেট সাং কৃষ্ণনগর

প্রতিবাদী হারাণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সাং কুবড়া

চাপড়া থানার ঘোড়াগাছা মৌজার ২৩১ খতিয়ানের ব্রহ্মত্তর জমি মূল্য ১৪৲

(২)

৫১৯ এন্, আর, ১৯৩১।৩২ দাবী ১০/০

বাদী ঐ

প্রতিবাদী উপেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় সাং গোয়াড়ী

হরিণঘাটা থানার পুনকরদপুর মৌজার ১৮০ খতিয়ানের লাখরাজ জমি মূল্য ১০৲

নীলামের দিন ১৬ই জানুয়ারী

(৩)

৪৫ এন, আর, ১৯৩১।৩১ দাবী ৬।৶১১

বাদী ঐ

প্রতিবাদী ছমির সেখ দিং সাং পাবাখালি

কৃষ্ণগর থানার পাবাখালি মৌজার ১৩১ খতিয়ানের -৪৮শঃ জমি ১৮৶৩ জমা মূল্য ৭৲

(৪)

২০৬ এন, আর ১৯৩০।৩১ দাবী ১৭৲৩

বাদী ঐ

প্রতিবাদী রামহরি চৌধুরী সাং কৃষ্ণনগর

কৃষ্ণনগর থানার নিজ কৃষ্ণনগর মৌজার ৫০৬।৫০৭ খতিয়ানের -২৬শঃ জমি ২।৶৫ জমা মূল্য ১৭৲৩

(৫)

৮৩৫ এন, আর ১৯৩১।৩২ দাবী ৮৸৩

বাদী ঐ

প্রতিবাদী সুবোধ ভট্টাচার্য্য সাং ১৯নং যুগলকিশোর দাসের লেন

কৃষ্ণনগর থানার দিগনগরের অন্তঃপাতী মৌজার ৪৩ খতিয়ানের লাখরাজ জমি মূল্য ৯৲

নীলামের দিন ১৮ই জানুয়ারী

(৬)

৫৭৩ এন, আর ১৯৩০।৩১ দাবী ৯॥৶০

বাদী ঐ

প্রতিবাদী কালিন্দী দেবী সাং ব্রহ্মশাসন

শান্তিপুর থানার ব্রহ্মশাসন মৌজার ২৫৩ খতিয়ানের ১-৩৪শঃ লাখরাজ জমি মূল্য ১০৲

(৭)

৬০৪ এন, আর ১৯৩০।৩১ দাবী ১৪॥৶৯

বাদী ঐ

প্রতিবাদী পঞ্চানন কুণ্ডু দিং সাং কৃষ্ণনগর

শান্তিপুর থানার বাগপুর মৌজার ২৯-৩১ খতিয়ানের ৪-৯৪শঃ লাখরাজ ব্রহ্মত্তর জমি মূল্য ১৫৲

লোহারি গেট বোমার মামলা

শ্রীযুত শিবকুমার ও দেব দত্তের বিরুদ্ধে লোহারি গেট থানায় বোমা-নিক্ষেপের জন্য বিস্ফোরক আইনের ৪ ধারায় অভিযোগ গঠন করা হইয়াছে। উভয় আসামীই নিজদিগকে নিরপরাধ বলিয়াছে।

মামলার বিবরণে প্রকাশ, গত ১৪শে অক্টোবর রাত্রি প্রায় ১১টার সময় লোহারি গেট থানায় বোমা নিক্ষেপ করা হয়। পুলিশ পূর্ব্বে সংবাদ পাইয়া সতর্ক ছিল, কিন্তু তাহারা ঘটনার দিন বোমা-নিক্ষেপকারীকে ধরিতে বা তাহার অবস্থান স্থানের সন্ধান করিয়া উঠিতে পারে নাই। পরে ২জন যুবককে এই সম্পর্কে তাহাদের বাড়ীতে গ্রেপ্তার করা হয়।

আগ্রা ষড়যন্ত্র মামলা

সেদিন আগ্রা ষড়যন্ত্র মামলার শুনানী পুনরায় আরম্ভ হইলে শ্রীযুত এল, যমুনাদাস ও তাঁহার মুনিম সরকার পক্ষে সাক্ষ্যদান করেন।

শ্রীযুত যমুনাদাস বলেন, তিনি তাঁহার কারবারের মালিক। তিনি পূজা শেষ করিয়া হনুমানজীর মন্দিরে গমনের জন্য উদ্যোগ করিতেছেন, এমন সময় গোলমাল শুনিতে পান। হঠাৎ তিনি তাঁহার সম্মুখে কতকগুলি লোক দেখিতে পান। তাহারা রিভলভার ধরিয়া টাকার দাবী করে। সাক্ষী বলেন, তিনি পূজারী মাত্র। এই কথা বলিয়া তিনি পলাইতে আরম্ভ করেন। এমন সময় একটা গুলীর আওয়াজ হয় ও তিনি জখম হন। তিনি সিঁড়ি দিয়া দৌড়িয়া উপরে উঠেন এবং ছাদ হইতে লাফ দিয়া পার্শ্ববর্ত্তী বাড়ীতে পড়েন। তাঁহার বাড়ীর স্ত্রীলোকেরাও পার্শ্ববর্ত্তী বাড়ীতে চলিয়া যায়।

সাক্ষী সেই ডাকাতির সময় যাহাদের দেখিয়াছিলেন, তাহাদের একজনকেও সনাক্ত করিতে পারেন নাই। আসামীরা সেই ডাকাতদলের মধ্যে ছিল কি না, তাহা তিনি বলিতে পারেন নাই।

চাঁদপুরে খানাতল্লাস

স্থানীয় হারকানাথ হাইস্কুলের হেড মাষ্টার শ্রীযুত বিনোদবিহারী দত্তের ও স্থানীয় দুইটি পাটের কারবারের কর্ম্মচারী শ্রীযুত রাজেন্দ্র সেন ও আনন্দচন্দ্র দত্তের বাড়ীতে সেদিন খানাতল্লাস হইয়া গিয়াছে। প্রকাশ, আপত্তিজনক কিছু পাওয়া যায় নাই ও কাহাকেও গ্রেপ্তার করা হয় নাই। কয়েকজন যুবককে থানায় লইয়া যাওয়া হয়। কিন্তু পরে ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। খানাতল্লাসের কারণ জানা যায় নাই।

সংশোধিত আইনে গ্রেপ্তার

মাড়খা নগরের জমীদার শ্রীযুত সমরেন্দ্র বসু ঠাকুর ময়মনসিংহে বঙ্গীয় সংশোধিত ফৌজদারী আইনে গ্রেপ্তার হন। তাঁহাকে ঢাকায় আনা হইয়াছে।

শ্রীযুত বসু ঠাকুর আইন অমান্য আন্দোলন সম্পর্কে ২ বৎসরের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন; সম্প্রতি কারাগার হইতে মুক্তিলাভ করেন।

বেলডাঙ্গা দাঙ্গা মামলা

নপুকুরিয়ার পশ্চিম দলের মামলার শুনানী আরম্ভ হইলে সুকু মণ্ডল, রাধাবল্লভ মণ্ডল ও আশুতোষ মণ্ডল সাক্ষ্য প্রদান করে। তাহারা বিস্তর মুসলমানের আক্রমণের বিস্তৃত বিবরণ প্রদান করে। উক্ত আক্রমণের পর হিন্দুদের বাড়ীতে আগুন লাগাইয়া দেওয়া।

পাঞ্জাব ষড়যন্ত্র মামলা

লাহোর সেন্ট্রাল জেলে প্রত্যহ পাঞ্জাব ষড়যন্ত্র মামলার শুনানী চলিতেছিল। উহার সওয়াল জবাব হইয়া গিয়াছে। ১৩ই ডিসেম্বর রায় দেওয়া হইবে।

আসামী কিষেণ গোপালকে ১২ শত টাকার যে জামীন দেওয়া হইয়াছিল, তাহা বাতিল করা হইয়াছে। তাহাকে জেল হাজতে রাখা হইয়াছে। মূল মামলায় আসামীর সংখ্যা ২২, অতিরিক্ত মামলায় ২

ডাকাত গ্রেপ্তার

২৮ জন ডাকাতের একটা দল আমেদাবাদ ও কয়রা জিলার ৭খানা গ্রামে ডাকাতি করিয়াছিল। উক্ত উভয় জেলার পুলিশ মিলিয়া তাহাদিগকে ধরিয়া ফেলিতে সমর্থ হইয়াছে। ডাকাৎ সিং নামে এক নামজাদা ডাকাতকে পুলিশ গত ৫ বৎসর যাবৎ খুঁজিতেছিল। সে লোকটাও এই দলে গ্রেপ্তার হইয়াছে।

হিলি ডাকাতি সম্পর্কে মুক্ত

শ্রীযুত মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য ও বসন্তকুমার সান্যাল—এই ২জন রাজবন্দীকে সেদিন সন্ধ্যাকালে পুলিশ পাহারায় বহরমপুরে স্থানান্তরিত করা হইয়াছে। শ্রীযুত পুলকেশ দে সরকারকে হিজলী ছাউনীতে পাঠান হইয়াছে।

মালদহের শ্রীযুত কৃষ্ণসুন্দর গোস্বামীকে হিলি রেল ষ্টেশনের ডাকাতি সম্পর্কে গ্রেপ্তার করিয়া আনা হয় ও স্থানীয় জেলে রাখা হইয়াছিল। তিনি অব্যাহতি পাইবার পরেই তাঁহাকে বঙ্গীয় সংশোধিত ফৌজদারী আইন অনুসারে পুনরায় গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

তারের ঠিকানা— 'শ্রীধাম' নবদ্বীপ
ডাকের ঠিকানা—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

REG. C1544

দৈনিক

নদীয়া-প্রকাশ
THE
NADIA-PRAKASH

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি লাইন ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩৷৹
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার স্বতন্ত্র।

গ্রাহকের হার
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৮৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৷৹
মাসিক ১৲
নগদ বর্ত্তমান সংখ্যা ৶৫

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার— নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৮ম খণ্ড   সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বেদান্তবাচস্পতি   ২৩২শ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর— ২০শে অগ্রহায়ণ বুধবার ১৩৪০, ৬ই ডিসেম্বর ১৯৩৩

ব্যাঙ্ক হইতে পিওনের টাকা লুঠ

কৃষি বিভাগের জনৈক পেয়াদার নিকট হইতে বহু পরিমাণে টাকা-কড়ি রহস্যজনকভাবে অন্তর্হিত হওয়ার ফলে লক্ষ্ণৌ বিশেষ চাঞ্চল্য প্রকাশ পায়। পেয়াদাটি ইম্পিরীয়াল ব্যাঙ্কে চেক ভাঙ্গাইতে গিয়াছিল বলিয়া জানা গেল। প্রকাশ, চেকের টাকা প্রাপ্তির পর তাহার নিকট হইতে দুই হাজার চারি শত টাকা লুণ্ঠিত হয়। জোর পুলিশ তদন্ত চলিতেছে বটে, কিন্তু এখনও পর্য্যন্ত দুর্ব্বৃত্তের কোন সন্ধান পাওয়া যায় নাই।

ভারতীয় বণিক-সভা

ভারতীয় বণিক সভায় কখনও মতভেদ হয় নাই। স্যার মনোমোহন দাস রামজী পদত্যাগ করিলেও সদস্যগণ তাঁহাকে সম্ভবতঃ পুনরায় সদস্য নির্ব্বাচিত করিবেন। প্রকাশ, শ্রীযুত মথুরা দাস কিষণজী কলিকাতা হইতে প্রত্যাগমন করিলে উক্ত পদত্যাগ সম্বন্ধে বিবেচনা করা হইবে। আগামী সোমবারে একটি সাধারণ সভার অধিবেশন হইবে। আলোচনা চলিতেছে।

গৌহাটীতে পৃথিবী পর্য্যটক

পৃথিবী পর্য্যটক শ্রীযুত আর. সি. বিশ্বাস শ্যাম, মালয়, চীন, কোরিয়া, জাপান ও আমেরিকা ভ্রমণ করিয়া গৌহাটীতে আসিয়া পৌঁছিয়াছেন।

তিনি কাৰ্জ্জন হলের এক জনসভায় ভ্রমণের এক সুস্পষ্ট বর্ণনা প্রদান করেন। তিনি চীনে এক বৎসরকাল অবস্থান করেন। তিনি চীন-জাপান যুদ্ধে জাপানের গোলাগুলী নিক্ষেপ দেখিয়াছেন। চীনে পার্ব্বত্যপথে যাইবার সময় একদল চীনা ডাকাত তাঁহাকে ধরে। পরে তিনি ভারতীয় ভ্রমণকারী জানিয়া ডাকাতসর্দ্দার আসিয়া তাঁহার কাছে ক্ষমা চায়।

শ্রীযুত বিশ্বাস চীনা যুব-আন্দোলনের বিশেষ প্রশংসা করেন। তিনি একটা জিনিষ লক্ষ্য করিয়াছেন যে চীন, কোরিয়া এবং অপর কয়েক স্থানের লোক ভারত হইতে যাহারা যায়, তাহারা যে ধর্ম্মাবলম্বী হউক না কেন, তাহাদের হিন্দু বলিয়া থাকে। চীনে এক পাঠান আছে। তাহাকে সকলে হিন্দু বলে। তিনি শিলং যাত্রা করিয়াছেন।

ডলারের মূল্য নিরূপণ

প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট এবং ফেডারাল রিজার্ভ বোর্ডের চেয়ারম্যান মিঃ ইউজীন ব্ল্যাকের পরামর্শের পর স্বর্ণমূল্যে কোন ঘোষণা প্রচার করা নাই বটে, কিন্তু মিঃ রুজভেল্ট স্বর্ণের সমালোচনায় অটল হইয়া রহিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, মুদ্রার খবর দৈনিক ভাবে প্রকাশিত হইবে না। তবে সম্পূর্ণরূপে অবগত না হইয়া কেহ কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারিবেন না। তিনি আরও বলিয়াছেন, ডলারের পুনরায় মূল্য নিরূপণ হইবেই। রৌপ্যের কথা লইয়া আলোচনা হইতেছে। কিন্তু এখনও কোন পাকা মীমাংসা হয় নাই।

চাঁদপুরে বসন্ত রোগ

এখানে বসন্ত দেখা দিয়াছে। মিউনিসিপ্যালিটীর কর্ত্তৃপক্ষ ডাকযোগে বসন্তরোগের আক্রমণ সম্বন্ধে জনসাধারণকে মিউনিসিপ্যালিটী হইতে জানাইতে বলিয়াছেন।

বিস্ফোরক আইনের মামলা

শ্রীযুত বিপ্রচরণ ভৌমিকের পুত্র বিনয়ভূষণ ভৌমিক বিস্ফোরক আইনে ২ বৎসরের ও অস্ত্র আইনে ৬ মাসের সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। তিনি দায়রা জজ মিঃ এইচ, ডি, বেঞ্জামিনের নিকট আপীল করিয়াছিলেন। জজ আসামীর দণ্ড কমাইয়া ২০ মাসের সশ্রম কারাদণ্ড করিয়াছেন।

বিনয় ১৯৩২ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে গ্রেপ্তার হয় তাহার নিকট একটা খেলনা রিভলভার, একখানা ছুরী ও ৪টা পটকা পাওয়া যায়। প্রথমে মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেটের এজলাসে বিচার আরম্ভ হয়, পরে বাঙ্গালা সরকারের নিকট আবেদন করায় বিস্ফোরক আইনের ৫ ও অস্ত্র আইনের ১৯ই ধারায় মামলা আনিবার মঞ্জুরী পাওয়া যায়। ফলে স্পেশ্যাল ম্যাজিষ্ট্রেটের এজলাসে তাহার বিচার ও উক্তরূপ দণ্ড হয়।

রাজেন্দ্র বাবুর স্বাস্থ্য

বিহার-জননায়ক শ্রীযুত রাজেন্দ্রপ্রসাদ ধীরে ধীরে উন্নতি লাভ করিতেছেন।

শ্রীযুত রাজেন্দ্রপ্রসাদকে যাহাতে একাকী থাকিতে না হয়, সে জন্য কর্ত্তৃপক্ষকে কড়াকড়ি একটু হ্রাস করিতে বলা হইতেছে। এইরূপ প্রস্তাব করা হইয়াছে যে, তাঁহার বালক নাতি ও তাহার জননীকে তাঁহার নিকট অবস্থান করিতে দেওয়া হউক। এইরূপ আর একটি প্রস্তাব করা হইয়াছে যে, বর্ত্তমানে যে একজন মাত্র পুরুষভৃত্যের ব্যবস্থা আছে, তাহার পরিবর্ত্তে তাঁহার ২ জন করিয়া আত্মীয়কে তাঁহার নিকট থাকিতে দেওয়া হউক। এজন্য আত্মীয়দের মধ্যে ৫ জনকে অনুমোদন করা হউক।

স্বগৃহে আটকের নোটিশ জারী

চাংছাড়া নিবাসী শ্রীযুত চন্দ্রবিশ্বাসের কন্যা এবং চিত্তরঞ্জন গুহের উপর স্বগৃহে আটক থাকিবার জন্য নোটীশ জারী হইয়াছে বলিয়া সংবাদপত্রে সম্প্রতি যে সংবাদ প্রচারিত হইয়াছিল, তাহা ঠিক নয় বলিয়া জানা গিয়াছে।

অষ্ট্রীয়ার বন্দী নাজী

ইনসব্রাকের অত্যাচারী নাজীরা বন্দিবাসে আটক হইয়াছে। এই ঘটনায় জার্ম্মাণীর নাজী দল ক্ষেপিয়া উঠিয়াছে। তাহারা স্থানে স্থানে সভা করিয়া অষ্ট্রীয়ার বিরুদ্ধে কত কথাই বলিতেছে। যে সকল নাজীকে বোমাবিদারণের জন্য কারাগারে প্রেরণ করা হইয়াছে, তাহারা জার্ম্মাণ নাজীর সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছে।

মেক্সিকোর ঝটিকা

ভীষণ ঝটিকায় মেক্সিকো সহরের অনেক ঘরবাড়ী ভূমিসাৎ হইয়াছে। অনেকে গৃহহীন হইয়া নিরাশ্রয় হইয়াছে। আর্ত্তের দুঃখ মোচনের জন্য মেক্সিকো সহরে একটি ত্রাণ-কমিটী গঠিত হইয়াছে। ধনী, নির্ধনী, ব্যাঙ্কার, মহাজন সকলেই এই ত্রাণ কমিটীতে সাহায্য প্রদান করিতেছেন। সরকার ও অনেক সাহায্য করিতেছেন।

ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

২০শে অগ্রহায়ণ বুধবার, ১৩৪০

ফরিদপুরে শিল্প প্রদর্শনী

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

আমাদের যে সব কুটীরশিল্পের প্রচলন রহিয়াছে। কিন্তু একমাত্র বস্ত্রবয়ন ছাড়া অন্য কোনও ক্ষেত্রে তাহা এখন মৃতপ্রায়। তাঁতিরাও দেশী ও বিদেশী কলের কাপড়ের সহিত প্রতিযোগিতায় তাহাদের পূর্ব্বপ্রতিষ্ঠা হারাইয়া ফেলিয়াছে। কিন্তু জাপানে কুটীর-শিল্পকে সঙ্ঘবদ্ধ করিয়া সুনিয়ন্ত্রিত কার্য্য-প্রণালীর সাহায্যে যেরূপ উন্নত করা হইয়াছে, তাহা হইতে আমরা অনেক কিছু শিখিতে পারি। বস্তুতঃ কুটীরশিল্পকে যে প্রকার বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে পরিচালিত করিয়া জাপানীরা বিদেশী আমদানীর সহিত প্রতিযোগিতা করিয়া টিকিয়া আছে তাহা খুবই বিস্ময়কর। মহাজনেরা বিভিন্ন গ্রামে পল্লীবাসিগণকে কাঁচামাল সরবরাহ করে। তাহারা তাহাদের কৃষিকার্য্যের অবকাশ সময়ে তাহাদের স্ব স্ব কুটীরে বসিয়া ছোট ছোট যন্ত্রপাতির সাহায্যে তাহাদের নির্দ্দিষ্ট প্রক্রিয়া সম্পন্ন করিলে পর মহাজনেরা তাহাদের নিকট হইতে অর্দ্ধসমাপ্ত মালগুলি লইয়া নিজেরা বাকী প্রক্রিয়াগুলি সম্পন্ন করে। এইরূপ ভাবে পণ্যদ্রব্য প্রস্তুত করা বিশেষ বিচিত্র নহে। আমাদের দেশেও কুটীরশিল্প অনেকটা এইরূপ ভাবেই পরিচালিত হয়। কিন্তু জাপানে এই পদ্ধতিতে যেরূপ নিপুণতার সহিত পণ্যদ্রব্য প্রস্তুত হয় এবং তাহারা বিদেশী প্রতিযোগিতা হইতে যে ভাবে আত্মরক্ষা করিয়া চলে, তাহা বাস্তবিকই আশ্চর্য্যের বিষয়। আমাদের দেশেও যদি জাপানের মতন নানা সঙ্ঘ নানাবিধ পণ্যদ্রব্যের প্রস্তুত প্রণালী, বিক্রয় প্রণালী, মূল্য এবং প্রকারভেদ নিয়ন্ত্রণ করে, তাহা হইলে আমাদের কুটীরশিল্প প্রস্তুত পণ্যদ্রব্যগুলিও সহজেই বিদেশী জিনিষের সহিত প্রতিযোগিতা করিতে পারিবে।

শিল্পের স্থান নির্ব্বাচন

বর্ত্তমানে কলিকাতা এবং তাহার নিকটবর্ত্তী স্থানসমূহে বাঙ্গালাদেশের অধিকাংশ কলকারখানা প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। মফঃস্বলেও যে কিছু না হইয়াছে তাহা নহে। কিন্তু এখন পর্য্যন্ত কলিকাতাই বাংলাদেশের শিল্প বাণিজ্য এবং ব্যবসায়ের একমাত্র কেন্দ্রী হইয়া রহিয়াছে। কিন্তু আমার মনে হয়, এখন হইতে আমাদের শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলি মফঃস্বলেই অধিক সংখ্যায় স্থাপিত হওয়া উচিত। কারণ, তাহা হইলে সমগ্র দেশের আর্থিক সংগঠনের মধ্যে একটি সামঞ্জস্য থাকিবে। দেশের বিভিন্ন স্থানে যদি শিল্প ও ব্যবসায় কেন্দ্রী স্থাপিত হয়, তাহা হইলে তাহার ফলে এই সকল স্থানে শিক্ষা এবং সংস্কৃতির (culture) কেন্দ্র গড়িয়া উঠিবে। বর্ত্তমানে বাঙ্গালাদেশের অধিকাংশ শিক্ষিত লোক কলিকাতা এবং নিকটবর্ত্তী স্থানসমূহেই বাস করিতে আরম্ভ করিয়াছেন. এবং তাহার ফলে এক হিসাবে মফঃস্বলের লোকেরা বাহিরজগৎ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া রহিয়াছেন। কিন্তু যদি মফঃস্বলেও লোকের জীবিকানির্ব্বাহের উপযুক্ত এবং উচ্চতম শিক্ষালাভের সুবিধা ও সুযোগ থাকে, তাহা হইলে সমগ্র বাঙ্গালাদেশের এক প্রান্তের সহিত আর এক প্রান্তের একটি আর্থিক ও সামাজিক সংহতি এবং সামঞ্জস্য থাকিবে।

তাহা ছাড়া বর্ত্তমানে বাঙ্গালার মফঃস্বলেই শিল্প-প্রতিষ্ঠায় সাফল্যলাভ করিবার অধিকতর সম্ভাবনা রহিয়াছে। এই সকল স্থানে শিল্প কারখানার প্রতিযোগিতার দরুণ কোন বিপদ থাকিবে না। উৎপন্ন মাল স্থানীয় বাজারে বিক্রয় করিবার সুবিধা থাকিবার জন্য এই সকল কারখানা রেলভাড়া ইত্যাদির দরুণ খরচের দায় হইতে মুক্তি পাইবে. এবং সেই কারণেই কলিকাতা বন্দরসংস্থিত কারখানায় উৎপন্ন মাল বা বিদেশী আমদানী মালের সহিত প্রতিযোগিতা করিতে সক্ষম হইবে। মফঃস্বলে শিল্পকেন্দ্র স্থাপন করিলে আর একটি সুবিধা এই হইবে যে, তাহাতে বাঙ্গালাদেশের লোকেরাই মজুর, কেরাণী, পাইকারী এবং খুচরা ব্যবসায়ী হিসাবে নিযুক্ত হইবে। বর্ত্তমানে কলিকাতার নিকটবর্ত্তী স্থানসমূহে যে সকল কারখানা আছে তাহার মজুর অধিকাংশই বাঙ্গালা-দেশের বাহির হইতে আসে; কেরাণী হিসাবেও অনেক অ-বাঙ্গালী এই সকল প্রতিষ্ঠানে চাকুরী করে। ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য যাহারা নিযুক্ত আছে, তাহারাও অধিকাংশ ক্ষেত্রে অ-বাঙ্গালী। ভবিষ্যতে যদি বাঙ্গালা-দেশের বিভিন্ন জেলায় কলকারখানা স্থাপিত হয়, তাহা হইলে এই হিসাবেও বাঙ্গালাদেশের প্রভূত উপকার সাধিত হইবে।

ইহার উত্তরে অনেকে বলিতে পারেন যে কলকারখানা চালাইতে হইলে যে পরিমাণ কয়লার দরকার হইবে, তাহা বহু দূরে অবস্থিত রাণীগঞ্জ কিম্বা ঝরিয়া হইতে আনিবার রেল মাশুল বাবদে যে খরচ হইবে, তাহাতে বিদেশের সহিত এবং কলিকাতার শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলির সহিত প্রতিযোগিতায় টিকিয়া থাকা দুষ্কর হইবে। কিন্তু আমার মনে হয়, এই অসুবিধা দূর করা দুঃসাধ্য নহে।

বর্ত্তমান যুগে বৈদ্যুতিক শক্তির সাহায্য অনেক কিছু করা সম্ভব হইয়াছে। যদি রাণীগঞ্জ কয়লার খনিগুলিতে কিম্বা উত্তর বঙ্গে জলস্রোতের সাহায্যে বৈদ্যুতিক শক্তির সৃষ্টি করা যায়, তাহা হইলে সমগ্র বাঙ্গালা দেশে অতি অল্প খরচে কলকারখানা চালাইবার ব্যবস্থা করা যায়. পৃথিবীর সর্ব্বত্রই এইরূপ ভাবে শিল্পের প্রসার হইয়াছে; আমাদের দেশে ইহা অন্যথা হইবার কারণ নাই।

শিল্পের মূলধন

বাঙ্গালা দেশের যৌথকারবারের তালিকা গ্রহণ করিলে দেখা যাইবে যে, এখানে শিল্পের প্রসার আশানুরূপ না হইলেও এক হিসাবে শিল্প ও ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠান স্থাপনের চেষ্টা অন্যান্য প্রদেশ অপেক্ষা অনেক বেশী হইয়াছে। যৌথ-কারবারে প্রদত্ত মূলধনের পরিমাণ একত্রে বাঙ্গালা দেশে অধিক হইলেও গড়পড়তা করিলে ইহা অন্যান্য প্রদেশ অপেক্ষা অধিক নহে। সমগ্র দেশে শিল্প-ব্যবসায়ের প্রসার বৃদ্ধি করিতে হইলে যৌথকারবার স্থাপন বিষয়ে আমাদের এমন সুবিবেচনা করিতে হইবে এবং এরূপ সতর্কতা অবলম্বন করিতে হইবে, যাহাতে যৌথ কোম্পানীর কার্য্যকলাপের উপর সর্ব্বসাধারণ আস্থা স্থাপন করিতে পারে, সত্য বটে বাঙ্গালাদেশে সম্প্রতি অনেক কোম্পানীর সৃষ্টি হইয়াছে কিন্তু এই সকল কোম্পানীর মধ্যে অনেকগুলিই বিধিসঙ্গত প্রণালীর দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইতেছে না। এরূপ অনেক দৃষ্টান্ত আছে. যে স্থলে প্রয়োজনীয় মূলধন তুলিতে না পারায় কোম্পানী স্থাপনের অনতিকাল-মধ্যেই কারবার গুটাইতে হইয়াছে। অংশীদারগণ তাঁহাদের প্রদত্ত টাকা ফেরৎ পাওয়া দূরে থাক বরং শেয়ারের বাকী টাকার তলপে অস্থির হইয়া উঠেন এবং অবশেষে সে টাকা পরিশোধ করিতে বাধ্য হন। এই শোচনীয় অভিজ্ঞতার ফলে, কোন শিল্প ব্যবসায়ে টাকা ফেলিতে জনসাধারণের মনে স্বভাবতঃই বিমুখতার সৃষ্টি হইয়াছে। যে কোনও ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানকেই তাঁহারা আজকাল সন্দেহের চোখে দেখিতেছেন। এই কারণে, আমরা জানি, সন্দেহের বিন্দুমাত্র কারণ না থাকা সত্ত্বেও কয়েকটি উচ্চশ্রেণীর শিল্প প্রতিষ্ঠান অর্থাভাবে বিব্রত হইয়া পড়িয়াছেন।

কাপড়ের কল ও চিনির কারখানা খুলিবার জন্য গত কয়েক বৎসরের মধ্যে এই বাঙ্গালা দেশে বহুসংখ্যক কোম্পানী রেজেষ্ট্রী করা হইয়াছে. কিন্তু তাহাদের মূলধন কম বলিয়া তাহারা এ পর্য্যন্ত কাজ আরম্ভ করিতেই পারিলেন না। এই সব ব্যাপার দেখিয়া ইহাই প্রতীতি হইবে যে, বর্ত্তমানে অনিয়ন্ত্রিত ব্যবস্থায় বাঙ্গালা দেশে শিল্প-বাণিজ্যের পক্ষে সাফল্যলাভ করা পরম দুঃসাধ্য ব্যাপারই থাকিবে। বর্ত্তমানে ভীষণ আন্তর্জ্জাতিক প্রতিযোগিতা ও বাঙ্গলার ব্যবসাশিল্পে অ-ভারতীয় ও অ-বাঙ্গালীর প্রাধান্যের কথা স্মরণ করিলে, এইরূপ সিদ্ধান্তে সন্দেহ করিবার অবকাশ থাকিবে না।

বাঙ্গলার শিল্প ব্যবসায়ের পথ সঙ্কীর্ণ হইয়া রহিয়াছে। প্রত্যেক চেষ্টার বিরুদ্ধে যে প্রতিযোগিতা রহিয়াছে, তাহার সহিত নব শিল্প প্রচেষ্টার সংগ্রাম অনিবার্য্য, এই কারণেই আমাদিগকে বিশেষ সাবধানতার সহিত বর্ত্তমানে শিল্প ব্যবসায় নির্ব্বাচন ও তাহার উৎকর্ষসাধনের উপায় নির্দ্ধারণ করিতে হইবে।

এই প্রকার সুনিয়ন্ত্রিত কর্ম্মপদ্ধতি সমগ্র দেশের ব্যবসায় বাণিজ্যের অবস্থা উন্নত করিবে—প্রত্যেক শিল্প প্রচেষ্টাকে লাভজনক করিয়া গড়িয়া তুলিবে। এইরূপেই কেবল নিশ্চিন্তভাবে দেশের মধ্যে যাহারা টাকা খাটাইতে চাহেন. তাঁহাদের সম্পূর্ণ সহায়তা লাভ করা সম্ভব হইবে। বাঙ্গালা দেশের ব্যবসায়িগণের পক্ষ হইতে এই সমস্যা সমাধানের চেষ্টা হওয়া উচিত। সমবেতভাবে চেষ্টা করিয়া যদি তাঁহারা কয়েকটি আদর্শ প্রতিষ্ঠান পরিচালনে সফলতা লাভ করিতে পারেন, তাহা হইলে সাধারণের মনোভাব পরিবর্ত্তিত হইবে, বহুলোক ব্যবসা বাণিজ্য ব্যাপারে টাকা খাটাইবার জন্য স্বতঃপ্রবৃত্ত-ভাবে অগ্রসর হইবে, মূলধন বা পৃষ্ঠপোষকতার অভাব ঘটিবে না, শিল্প ব্যবসায় ও বাণিজ্য প্রতিষ্ঠার ইচ্ছা লোকের মনে সঞ্জীবিত হইবে।

উপসংহার

আমাদের দেশে শিল্পোন্নতির সুবিপুল সম্ভাবনা রহিয়াছে—কাঁচামালের প্রাচুর্য্য আছে—বেকার মজুরের সুলভ পরিশ্রমও দুষ্প্রাপ্য নহে। এমত ক্ষেত্রে চাই কেবল আমাদের প্রাণপণ চেষ্টা, অক্লান্ত পরিশ্রম। অপরিময়ে অধ্যবসায়, সমগ্র দেশের মধ্যে শিল্প শিক্ষার আগ্রহ। স্বদেশী উৎপাদনের সঙ্গে সঙ্গে স্বদেশী মাল ব্যবহারের প্রতি অনুরাগ যদি অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠানের মধ্য দিয়া তেমন করিয়া জাগ্রত হয়, তাহা হইলে এই পবিত্র বাঙ্গালা দেশই আবার ধন-দৌলতে সমৃদ্ধ হইয়া উঠিতে পারিবে। তুলা ও ইক্ষুচাষের বিরাট সম্ভাবনা আমাদের বাঙ্গালা দেশে আছে. ও তৈল বীজের ব্যবসায়ের সম্ভাবনাও কম নহে। ইক্ষুচাষ ও সঙ্গে সঙ্গে চিনির কারখানা খোলার দিকে দেশের দৃষ্টি ফিরিতেছে—আশার কথা সন্দেহ নাই। কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় তাহা এখনও তুচ্ছ বলিতে হইবে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক
— পারমার্থিক পত্র —
শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশ-
তনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনম্,
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং
প্রেমা পুমর্থো মহান্,
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং
তত্রাদরো নঃ পরঃ॥

৮ম বর্ষ } ৪ নারায়ণ গৌরাব্দ ৪৪৭, ২০শে অগ্রহায়ণ বঙ্গাব্দ ১৩৪০, ৬ই ডিসেম্বর ইং ১৯৩৩, বুধবার ২৩২ তম সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

বিগত ৭ই অগ্রহায়ণ বৃহস্পতিবার শ্রীশ্রীভক্তি-সিদ্ধান্ত-বাণী সেবক সমিতিতে সাপ্তাহিক অধিবেশনে শ্রীশ্রীগুরুবৈষ্ণব-বন্দনা ও গীতির পর শ্রীমদ্ভাগবত ১০ম স্কন্ধ হইতে ২য় অধ্যায় পাঠারম্ভ হয়। তথ্য-সহ বিশেষভাবে আলোচিত হওয়ায় প্রথম অধ্যায়েই কয়েক সপ্তাহ বিগত হইয়া গিয়াছে।

এই অধ্যায়ে কংস বিনাশার্থ দেবকীর গর্ভে শ্রীহরির প্রবেশ, ব্রহ্মাদি দেবগণের গর্ভগত শ্রীহরির বন্দন ও দেবকীকে সান্ত্বনা-দান বর্ণিত হইয়াছে।

শ্রীশুকদেব কহিলেন,—হে মহারাজ পরীক্ষিৎ! মগধরাজ জরাসন্ধের একান্ত আশ্রিত পরাক্রান্ত কংস প্রলম্ব, বক, চানূর, তৃণাবর্ত্ত, অঘাসুর, মুষ্টিক, অরিষ্ট, দ্বিবিদ, পূতনা, কেশী, ধেনুক, বাণ, নরকাসুর এবং অন্যান্য অসুর-ভূপতিগণের সহিত মিলিত হইয়া যাদবদিগকে উৎপীড়ন করিতে আরম্ভ করিল।

আমরা পূর্ব্বাধ্যায়ের তথ্যালোচনা-কালে অবগত হইয়াছি, "অসুরাঃ সর্ব্ব এবৈতে লোকোপদ্রবকারিণঃ" অর্থাৎ অসুরগণ কৃষ্ণভক্ত দেবগণকে ত' উৎপীড়ন করেই, এবং তদপেক্ষা হীনবল অসুরদিগকেও নির্য্যাতন করিতে অবসর অনুসন্ধান করিয়া থাকে।

আমরা, যাহারা দেহাত্মবাদী, দেহের পোষণ ও দেহেন্দ্রিয়ের তোষণকেই পরমাদরে বরণ করি এবং তত্তোষণোদ্দেশে যাবতীয় চেষ্টা নিয়োগ করি, তাহারা সকলেই অসুর-পর্য্যায়ে স্থানলাভ করিবার যোগ্য।

শ্রীগুরুদেবের কৃপায় স্বরূপ উপলব্ধ আত্মদর্শী অথবা 'আত্মদর্শন একান্ত প্রয়োজন' এরূপ বুদ্ধি-বিশিষ্ট সজ্জনগণই অপরাধাদোষ ও পরপীড়নে বিরত। তাঁহারা অসুরদিগকে উপেক্ষা করেন মাত্র, পীড়ন করেন না। তাই সেই সকল উপদ্রুত যাদব কুরু, পাঞ্চাল, কেকয়, শাল্ব, বিদর্ভ, বিদেহ এবং কোশল-প্রদেশ সমূহে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন।

আবার কতকগুলি জ্ঞাতি কংসের চিত্তানুবর্ত্তন করিয়া তাহার সেবা করিতে লাগিলেন। অক্রূরাদি ভক্তগণ শ্রীকৃষ্ণাবতার-দর্শনোৎকণ্ঠায় কংসের অনুবর্ত্তী হইয়া রহিলেন। কৃষ্ণদর্শন-আশায় মথুরা ত্যাগ করিলেন না।

উগ্রসেন-নন্দন কংস দেবকীর ছয়টী পুত্র বিনাশ করিলে, তাঁহার হর্ষ ও শোক-বর্দ্ধনকারী সপ্তম-গর্ভ প্রকাশিত হইলেন। ঐ গর্ভ শ্রীকৃষ্ণের অংশ বা (শ্রীকৃষ্ণময়ধাম)। অভিজ্ঞগণ তাঁহাকে (দ্বিতীয় চতুর্ব্যূহ) সঙ্কর্ষণ বলিয়া কীর্ত্তন করেন।

তদনুগত নিজজন যাদবগণের কংস হইতে ভয় উদিত হইয়াছে জানিতে পারিয়া বিশ্বাত্মা ভগবান্ যোগমায়াকে আদেশ করিলেন,—"হে জগৎপূজ্যে সর্ব্বমঙ্গলে! তুমি গোপ ও গোপী এবং গো-গণ-সুশোভিত-নন্দব্রজে গমন কর"।

শ্রীধাম-মায়াপুর আকর-মঠরাজ শ্রীচৈতন্য-মঠে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীর মঙ্গলারতির পর মহাজনপদাবলী-কীর্ত্তনান্তে প্রত্যহ শ্রীচৈতন্যভাগবত পাঠ এবং সন্ধ্যারাত্রি-কান্তে শ্রীগুরুবৈষ্ণববন্দনা ও গীতির পর নিয়মিতভাবে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা হইতেছে।

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউটের হেড্ পণ্ডিত ও পরবিদ্যাপীঠের অধ্যাপক উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ গৌরদাস ব্রহ্মচারী কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ মহোদয় অতি প্রাঞ্জল ভাষায় শ্রীমদ্ভাগবত ব্যাখ্যা করিয়া ধামবাসী ভক্ত-বৃন্দ ও অন্য স্থান হইতে আগত শ্রোতৃমণ্ডলীর চিত্তাকর্ষণ করিতেছেন। তাঁহার মুখে শ্রীমদ্ভাগবতের রহস্যজনক ও কৌতূহলজ্ঞাপক পাঠ শ্রবণ করিয়া সকলেই আনন্দ প্রকাশ করিতেছেন।

বোম্বাই-সহরে প্রচার

শ্রীশ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্যতম প্রচারক বাগ্মীপ্রবর পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিলাস গভস্তি নেমি মহারাজ বোম্বাই কালেবাড়ী লেনে শ্রীবঙ্কবিহারীজীউর মন্দিরের প্রাঙ্গণে বহু বিশিষ্ট মাড়োয়ারী ও গুজরাটী ভদ্রলোকের সমক্ষে গত ৯ই অগ্রহায়ণ শনিবার তারিখে হিন্দি ভাষায় দুই ঘণ্টাকাল শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। পাঠের আদি ও অন্তে ব্রহ্মচারী শ্রীসত্য বিগ্রহ মৃদঙ্গ সহযোগে 'ভজহুঁ রে মন শ্রীনন্দের নন্দন' এই মহাজনপদাবলী সুললিতকণ্ঠে গান করেন। স্বামীজী মহা-রাজের শ্রীমুখবিগলিত নূতন প্রকারের শ্রীমদ্ভাগবত-ব্যাখ্যা শ্রবণ করিয়া শ্রোতৃবর্গ বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করিয়াছেন এবং প্রত্যহ দুই ঘণ্টা করিয়া উক্ত স্থানে পাঠ করিবার জন্য অনুরোধ প্রকাশ করিয়াছেন।

স্বামীজী মহারাজ পাঠকালে বলেন—এই শ্রীমদ্ভাগবত বেদব্যাস নারায়ণ কর্ত্তৃক রচিত। তিনি জীবের কল্যাণের নিমিত্ত এই শ্রীমদ্ভাগবত প্রণয়ন করিয়াছেন। এই শ্রীমদ্ভাগবত ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষশূন্য, ইহাতে কপটতার লেশ মাত্র নাই। এই শ্রীমদ্ভাগবতে বাস্তববস্তু যে শ্রীভগবান্, তাঁহার নামই কীর্ত্তিত হইয়াছেন। এই শ্রীমদ্ভাগবত যে ব্যক্তি একান্তমনে অর্থাৎ ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ ও কপটতাশূন্য হইয়া সাধুর আশ্রয়ে নিরন্তর শ্রবণ করিতে পারেন তাঁহাকে ত্রিতাপ গ্রাস করিতে সমর্থ হয় না এবং তিনি নিত্য-মঙ্গল লাভ করত শ্রীভগবান্‌কে ভক্তিদ্বারা হৃদয়ে বন্ধন করেন।

কিন্তু জীব এই প্রকার নিত্যমঙ্গলদায়িনী শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ না করিয়া তাঁহার সেবা পরিত্যাগ করত ত্রিতাপকেই বরণ করে। আপনারা সকলেই জানেন—মূল বস্তু হচ্ছেন শ্রীভগবান্। তাঁহার সেবা পরিত্যাগ ক'রে দ্বিতীয় বস্তুতে আসক্ত হওয়ার দরুণ মায়া তাহাকে নিত্য পেষণ করে। তাই কোন কবি ব'লেছেন,—

চলতি চক্কি সব কই দেখে কীল
না দেখে কই।
যো কীল্ পাকাড়্‌কে রহে সাবাত্
রাহাহে ঐ॥

ডাল-দাল জাঁতাতে যত ডাল দেওয়া যায় তাহা চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া যায় কিন্তু ঐ মধ্যস্থিত যে কীল অর্থাৎ ডাণ্ডা, উহাকে যে আশ্রয় করে তাহাকে জাঁতা আর পেষণ করিতে পারে না; সে আস্তই থাকে।

(অতঃপর ৫ম পৃষ্ঠার শেষ কলমে দ্রষ্টব্য)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

৪ নারায়ণ স্তুত অনিরুদ্ধ

শ্রীনারদের ভগবদ্দর্শন

গত শুক্রবার আমরা শ্রীনারদের ভগবদ্দর্শন ও অযাচকভাবে ভগবানের বর-লাভের বিষয় বর্ণন করিয়াছি। শ্রীনারদ ভগবানের যে রূপ দর্শন করিয়াছেন, অদ্য আমরা তৎসম্বন্ধে কিছু বর্ণন করিয়া শ্রীনারদের স্বরূপসিদ্ধি ও তৎপরবর্ত্তি-অবস্থা সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করিব।

নারদের দৃষ্ট শ্রীভগবান্ সর্ব্বব্যাপী, অশরীরী, সর্ব্বনিয়ন্তা ও বিভুচিদ্বস্তু। সেই ভগবানের রূপ ও পাদপদ্ম শ্রীনারদের অনুভবের বিষয় হইয়াছিল। লীলাময় ভগবান্ বিষ্ণু বৈকুণ্ঠে শান্ত দুইটী রসে আশ্রয়জাতীয় রসিকগণের সেবা। তিনি বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ—এই চতুর্ব্যূহ-বিশিষ্ট হইয়া তুরীয় লোকে নিত্য অধিষ্ঠিত। তাঁহার বৈভবপ্রকাশ শ্রীসঙ্কর্ষণরূপ হইতে কারণ, গর্ভ ও ক্ষীরবারিতে তিনটী পুরুষাবতাররূপ প্রকটিত। পুরুষাবতারের মহাবিষ্ণুরূপ ও মহাবিষ্ণুর পাদপদ্ম নিত্য বর্ত্তমান। তবে, সেইগুলি অক্ষজজ্ঞানের গম্য বস্তু নহে। যে-কালে অক্ষজজ্ঞান প্রবল ও তাদৃশ পরিভাষায় সেই বস্তুর সংজ্ঞা প্রদত্ত হয়, তখনই ঐ মহাবিষ্ণু সর্ব্বব্যাপী, অশরীরী, সর্ব্বনিয়ন্তা, বিভুচিৎ প্রভৃতি সংজ্ঞাদ্বারা অভিহিত হ'ন। নারদের উপলব্ধির বিষয় হইতে যে বস্তু দৃষ্টিগোচর হইলেন, তাহা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জড়শরীর মাত্র নহে। সাধকের বাহ্যদশায় পুরুষাবতারের দর্শন সর্ব্বক্ষণ সম্ভবপর হয় না। চতুর্ব্যূহের বদ্ধজগতের সহিত সম্বন্ধ পুরুষাবতারত্রয়ে প্রকটিত। আবার তাদৃশ সম্বন্ধবিশিষ্ট হইয়াও বিষ্ণুতত্ত্ব নিত্যকাল মায়াধীশ। মূঢ় ব্যক্তিগণ আমার পরম-ভাব না জানিয়া, আমার মহেশ্বরতত্ত্বকে কর্ম্মফল-বাধ্য মানুষ-তনু বলিয়া ধারণা করে। তাদৃশ ধারণা পুরুষাবতারত্রয়ের উপলব্ধি হইতে সম্যগ্‌রূপে বিনষ্ট হয়।

ঋষিগণের নিকট হইতে প্রাপ্ত মন্ত্রদ্বারা শ্রীনারদের দীক্ষালাভ ঘটিলে সেই দিব্যজ্ঞান-প্রভাবে স্বীয় চিন্ময় অনুভূতিতে তিনি বাহ্যদশা ক্ষণকালের জন্য অতিক্রম করিয়াছিলেন। তখন তিনি পুরুষাবতার-স্বরূপ অবগত হইয়া বিষ্ণুতত্ত্ব দর্শন করেন। বিষ্ণুতত্ত্ব-দর্শনে দ্বিতীয়াভিনিবেশের অভাবহেতু অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব দ্বিতীয়বার দর্শনীয় বস্তু বা ভেদবুদ্ধিতে ইন্দ্রিয়তর্পণের বস্তুবিশেষ নহেন এইরূপ বলিতে যাইয়া তাঁহার দ্বিতীয়বার দর্শন সম্ভবপর নহে, শুনিতে পাইয়াছিলেন। ভগবান্ যে দর্শন দেন, তাহা তাঁহার নিজ স্বতন্ত্র ইচ্ছা। "যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনুং স্বাম্" এই শ্রুতিবাক্যই ভক্তের প্রতি ভগবানের অনুগ্রহ। শ্রীনারদের ভগবদ্দর্শন-লাভকে কেহ যেন ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ইন্দ্রিয়তর্পণ মাত্র মনে না করেন, এই জন্যই এই শ্লোকে অশরীরী প্রভৃতি বৈশিষ্ট্য বা ভেদ প্রদর্শিত হইয়াছে।

ভগবানের নামকীর্ত্তন এবং ভগবানের মঙ্গলময় রহস্যাত্মক লীলাস্মরণকার্য্যে ব্রতী হইয়া শ্রীনারদ বস্তুসিদ্ধির অপেক্ষা করিতেছিলেন। তিনি অমানী ও মানদ হইয়া নামকীর্ত্তনকালে কাহাকেও লজ্জা করিতেন না। শ্রীনাম ও শ্রীনামীতে অভিন্ন, নামই স্বয়ং কৃষ্ণ, গুরুবৈষ্ণবের কৃপায় এইরূপ উপলব্ধি হইলে জীবের আর লজ্জা থাকে না।

পরিবদতু জনো যথা তথা বা নমু মুখরো
ন বয়ং বিচারয়ামঃ।
হরিরসমদিরামদাতিমত্তা ভুবিবিলুঠাম
নটাম নির্ব্বিশাম॥

—এইরূপ ভক্তের ভাব নারদে প্রকাশিত হইয়াছিল। ভগবানের লীলা পরমমঙ্গলকারিণী ও পরম গোপনীয়া অর্থাৎ গুহ্যে স্থা। সেই সকল লীলা যাহাতে বহির্ম্মুখের কর্ণে প্রবিষ্ট না হইয়া মুক্তপুরুষগণের নিত্য চিন্তনীয় হয় সেই জন্য ভগবল্লীলাস্মরণাদি। কীর্ত্তনীয় নাম সেবার বস্তু। স্মরণীয় লীলা সকলের শ্রবণীয় নহে বলিয়া সাধারণতঃ মুক্ত বৈষ্ণবগণ শ্রদ্ধধানের নিকটই নামকীর্ত্তনাঙ্গ ভক্তির অনুশীলন করেন এবং অনর্থমুক্ত অন্তরঙ্গ ভক্তের নিকট লীলা কীর্ত্তন করেন। জাতরতি ভক্তের নিকট শ্রুত লীলাকথা অনর্থমুক্ত-হৃদয়ে স্মৃতিপথে উদিত হয়। বহিরঙ্গভক্তগণ ঐ সকল কথা স্মরণকালে শুনিতে পান না।

'উত্তম হঞা বৈষ্ণব হবে নিরভিমান।
জীবে সম্মান দিবে জানি কৃষ্ণ-অধিষ্ঠান॥
এই মত হঞা যেই কৃষ্ণনাম লয়।
শ্রীকৃষ্ণচরণে তাঁর প্রেম উপজয়॥
প্রেমের স্বভাব যাঁহা প্রেমের সম্বন্ধ।
সেই মানে কৃষ্ণে মোর নাহি ভক্তিগন্ধ॥'

এইরূপ অমানী ও মানদ হইয়া শ্রীনারদ নামগান করিয়াছিলেন। স্মরণাঙ্গভক্তি শ্রবণকীর্ত্তনের অধীন। অনবধানরহিত হইয়া শ্রীহরি কীর্ত্তিত হইলেই স্মরণের সুষ্ঠুতা হয়। স্মরণকালে ভগবান্ স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া উচ্চারণকারীর হৃদয়ে প্রবিষ্ট হন। কৃত্রিম জড়ীয় যোগচিন্তা স্মরণ-শব্দবাচ্য নহে। অনর্থযুক্তাবস্থায় কৃত্রিমভাবে যে স্মরণের চেষ্টা বদ্ধজীবহৃদয়ে পরিদৃষ্ট হয় তাহা অমঙ্গলজনক ও প্রাকৃতসহজিয়ার ভাব মাত্র।

'কীর্ত্তনপ্রভাবে স্মরণ হইবে
সে-কালে ভজন নির্জ্জন সম্ভব।'

প্রভৃতি মহাজনবাণী—শ্রবণ-কীর্ত্তনের পূর্ব্বে 'গাছে না উঠিতেই এক কাঁদি' ভাবে বিভাবিত হ'য়ে কৃত্রিম-স্মরণের বিফল প্রয়াস নিরাস করিয়াছেন। সুষ্ঠু নামকীর্ত্তন-প্রভাবেই রূপগুণলীলাত্মিকা স্মৃতি মুক্তভক্তের চিন্ময় হৃদয়াকাশে উদিত হন।

শ্রীনারদ গোস্বামী ভগবানের নামসমূহ অনবরত উচ্চারণ এবং রহস্যময় শুভ ভগবলীলা-সমূহ স্মরণ করিতে করিতে পৃথিবী পর্য্যটন করিতে লাগিলেন এবং সন্তুষ্টচিত্তে সকল প্রকার বাঞ্ছা ত্যাগ করিয়া নিরহঙ্কার ও মাৎসর্য্যহীন হইলেন।

জাতরতি ভক্তের কৃষ্ণসেবাপ্রবৃত্তি নির্ম্মল হওয়ায় তিনি সর্ব্বদা হরিগুণগান এবং হরিলীলা-চিন্তাপর হন। ইহাকেই জীবের স্বরূপপ্রাপ্তি বা জীবদ্দশায় ভোগপিপাসা-মুক্তি বলা হয়। স্বরূপসিদ্ধিক্রমে অর্থাৎ অস্মিতায় বিষ্ণুসেবার উদয়ে বাহ্যজগতে ইন্দ্রিয়চালনার অবকাশ হয় না। যাঁহারা বাহ্যজগতের ভোক্তৃত্বভাবের পরিবর্ত্তে কৃষ্ণসেবৈকচিত্ত, তাঁহাদের কার্য্যাবলী ভোগী জীবগণ প্রকৃত-প্রস্তাবে বুঝিতে পারেন না। ভোগবাসনা-নির্ম্মুক্তহৃদয় বৈষ্ণবগণ যে প্রকারে হরিসেবা করেন, তাহাতে হরি-সম্বন্ধি-বস্তুর সন্ধান না পাইলে কর্ম্মফলভোগী ফল্গু-বৈরাগ্যের বশবর্ত্তী হইয়া ভক্তের ক্রিয়ামুদ্রা বুঝিতে পারেন না। ভগবদ্ভক্ত আপনার হরিসেবাপ্রবৃত্তিতে অবস্থিত থাকিয়া বস্তুসিদ্ধিকালের পূর্ব্বপর্য্যন্ত নূতন বাসনা স্বীকার করেন না। প্রাক্তন আরব্ধ ক্রিয়া তাঁহার স্বরূপসিদ্ধির ব্যাঘাত করে না। তাদৃশ স্বরূপসিদ্ধ-ভক্তের ব্যবহার-দর্শনে নানাবিধ অপরাধ উপস্থিত হয়। সেইজন্য উপদেশামৃতে দেখিতে পাই,—

'ন প্রাকৃতত্বমিহ ভক্তজনস্য পশ্যেৎ'

লব্ধস্বরূপ ভক্ত নিরুপাধিক হইয়া স্থূল প্রাপঞ্চিক শরীর ত্যাগ করেন। তৎকালে তাঁহার চিদানন্দ-স্বরূপ ভোগময় কর্ম্মের আবাহন করে না। তখন স্বরূপসিদ্ধ-ভক্তের ভগবানের সেবোপযোগী উপকরণরূপ স্বীয় চিন্ময়ী আত্মপ্রতীতিরূপা শুদ্ধা ভাগবতীতনু লাভ হইয়া থাকে।

এইরূপে কৃষ্ণতাৎপর্য্যবিশিষ্ট এবং কৃষ্ণে অনুরাগী হইয়া শ্রীনারদের অন্তঃকরণ শুদ্ধ অর্থাৎ স্বরূপসিদ্ধি ঘটিল। এই অবসরে বিদ্যুৎ-চমকের ন্যায় তাঁহার মৃত্যু হঠাৎ আসিয়া উপস্থিত হইল।

শ্রীহরির প্রতিশ্রুত সেই শুদ্ধসত্ত্বময় অপ্রাকৃত চিন্ময় ভগবৎ-পার্ষদোচিত শরীর ভগবৎকৃপায় লাভ করিতে উপযুক্ত হইলে শ্রীনারদের প্রারব্ধ-কর্ম্ম ধ্বংস হওয়ায় তাঁহার পঞ্চভূতাত্মক শরীরের পতন হইল।

জীবগণ কি উপায়-অবলম্বনে অনর্থমুক্ত হইয়া সর্ব্বক্ষণ প্রাণপ্রভু কৃষ্ণের সেবায় নিমজ্জিত হইয়া নিত্যমঙ্গল বরণ করিতে পারেন ও কৃষ্ণপাদপদ্ম-লাভে সমর্থ হন তাহা জগদ্‌গুরু শ্রীনারদ গোস্বামীর জীবনে লক্ষ্য করিবার বিষয়।

পরমার্থ রাজ্যে প্রবেশমুখেই আমরা সদ্‌গুরুচরণাশ্রয় ও সাধুসঙ্গের প্রভাব লক্ষ্য করি ও সাধুসঙ্গের ফলেই জীবের মঙ্গলপ্রদীপ ক্রমশঃ উদ্দীপ্ত হইয়া থাকে। পরে কৃষ্ণের নিত্য-সেবক জীব স্বতন্ত্রতার সদ্ব্যবহার-বশতঃ হরিগুরুবৈষ্ণবের সেবা নিষ্কপটে করিতে করিতেই তাঁহাদের অহৈতুকী কৃপা লাভে যোগ্যতাবিশিষ্ট হয় ও শ্রীনারদের অনুগমনে দৃঢ়তার প্রাবল্যে নিত্য সেবাধনে ধনী হইয়া পরম মঙ্গল বরণ করে। শ্রৌতপন্থা—শাস্ত্রপন্থা বা গুরুপন্থাই ভগবদ্দর্শনের অদ্বিতীয় পন্থা ও মঙ্গলেচ্ছু জীবের একমাত্র বরণীয় ইহাই সর্ব্বশাস্ত্র-সম্মত সিদ্ধান্ত। 'নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়'।

ভজনের প্রধান কণ্টক

[১]

ভজনের কণ্টকে এ জগৎ পরিপূর্ণ। যেদিকে যাই, যেদিকে তাকাই ভোগ ছাড়া—ভজনের বাধা ছাড়া আর কিছুই দৃষ্টিপথে আসে না। রোগ নানাপ্রকার থাকিলেও রোগের মধ্যে সংক্রামক বা মারাত্মক রোগও যেমন আছে সেইরূপ জীব-কারাগারসদৃশ এই জগৎ নানাবিধ বিচিত্র কণ্টকে আবৃত থাকিলেও আমরা আজ ভজনপথের সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষতিজনক ও একমাত্র অন্তরায় যে কণ্টকটী আছে তাহার আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়া তাহার করালকবল হইতে নিষ্কৃতিলাভের জন্য যত্নবান্ হইব। সেই কণ্টকটী আর অন্য কিছুই নহে সেটী হচ্ছে যোষিৎ (স্ত্রী), যার প্রলোভনে মুগ্ধ হ'য়েই আজ প্রায় সমগ্রবিশ্ববাসী এমন দুর্লভ মনুষ্যজন্মের সার্থকতা-সম্পাদনে অসমর্থ—নরকের পথে ধাবিত হ'বার জন্য দৃঢ়সঙ্কল্প ও নরকোদ্ধারকারী সাধুগুরুর বাণী-শ্রবণে সম্পূর্ণ উদাসীন ও বিমুখ, শুধু বিমুখ কেন,—

"পয়ঃপানং ভুজঙ্গানাং কেবলং বিষবর্দ্ধনং।
উপদেশো হি মূর্খানাং প্রকোপায়
ন শান্তয়ে॥"

শ্লোকের মূর্ত্তবিগ্রহ হইয়া বিরুদ্ধাচরণে অসিহস্ত।

সকল জন্মে পিতামাতা সবে পায়। গুরুকৃষ্ণ নাহি মিলে ভজহ হিয়ায়॥

আমরা ঐ পার্ষদবররূপিণী বদ্ধজীব-নিবিরূপাকিণী স্ত্রী-জাতীর সঙ্গ ও তৎসঙ্গীর কৌল-বর্ণনে শাস্ত্রাদিতে দেখিতে পাই,—বৃহদেবী স্ত্রীলম্পিগণের বরুস বা আয়ুষ্কালের মধ্যে রাত্রিকাল নিদ্রাতে অথবা স্ত্রীসঙ্গে, এবং দিবাকাল অর্থচেষ্টায় অথবা কুটুম্ব-ভরণকার্য্যে বৃথা ব্যয়িত হয়। দেহ, পুত্র ও কলত্র প্রভৃতি বস্তু অসৎ বা অনিত্য হইলেও এবং সেগুলি আমাদের মঙ্গল-পথের প্রধান অন্তরায়-রূপে দণ্ডায়মান হইয়া আমাদের বিরুদ্ধে অভিযান করিলেও তা'হাতে প্রমত্ত আমরা উহাদের বিনাশ বা কুফল দেখিয়াও দেখি না, মরুভূমিতে জলান্বেষণ করার ন্যায় তাহাদের নিকট হইতে নিজ সুখ বা মঙ্গলের আকাঙ্ক্ষা করি।

উপস্থ ও উদরের বৃত্তি চরিতার্থ করিতে উভয় অসাধুগণের সহিত অবস্থান করিয়া জীব যদি তাহাদের পথে বিচরণ করে, তাহা হইলে সে নিশ্চয়ই নরকে প্রবেশ করে।

শ্রীমন্মহাপ্রভু ও শ্রীসঙ্গ ও স্ত্রীসঙ্গীর (বিষয়ীর) সঙ্গের কুফল-বর্ণনে খেদের সহিত আমাদিগকে শিক্ষা দিয়াছেন,—

নিষ্কিঞ্চনস্য ভগবদ্ভজনোন্মুখস্য
পারং পরং জিগমিষোর্ভবসাগরস্য।
সন্দর্শনং বিষয়িণামথ যোষিতাঞ্চ
হা হন্ত হন্ত বিষভক্ষণতোঽপ্যসাধু॥

—হায়! ভবসাগর সম্পূর্ণরূপে পার হইবার যাহাদের ইচ্ছা, এরূপ ভগবদ্ভজনোন্মুখ নিষ্কিঞ্চন ব্যক্তিগণের পক্ষে বিষয়দর্শন, স্ত্রীসন্দর্শন, বিষভক্ষণ অপেক্ষা অসাধু অর্থাৎ অমঙ্গল-জনক।

আমরা আরও দেখিতে পাই,—

অসৎসঙ্গত্যাগ এই বৈষ্ণব-আচার।
স্ত্রীসঙ্গী এক অসাধু, কৃষ্ণাভক্ত আর॥

'বরং হুতবহজ্বালা পঞ্জরান্তর্ব্যবস্থিতিঃ।
ন শৌরিচিন্তাবিমুখজনসংবাস বৈশসম্॥'

—প্রদীপ্ত-অগ্নিশিখাবিশিষ্ট পিঞ্জরে অবস্থান করিতে হয় সেও বরং ভাল, তথাপি কৃষ্ণচিন্তাবিমুখ জনের (হরিবিমুখ মাতাপিতা, স্ত্রী, পুত্র, আত্মীয়স্বজন, বন্ধু-বান্ধব ও অন্য ব্যক্তি) সহবাসরূপ মারাত্মক বিপদ উপস্থিত না হয়।

আশ্চর্য্য

(শ্রীইন্দুভূষণ ব্রহ্মচারী)

আমি মরিব না, এ ধারণা
মোর হৃদি-মাঝে।
সেথায় সুখের স্বপ্ন
নিত্য নব-সাজে॥
হিরণ্যকশিপু, মহাবীর-
শ্রেষ্ঠ দশানন।
নিয়তির নির্ম্মম নিয়ম
করিল বন্ধন॥
কি আশ্চর্য্য! মৃত্যু মোর
শিয়রে দাঁড়িয়ে।
তবু ভাবি বেঁচে রব
চিরজীবী হ'য়ে॥
আমি বেশী বুঝি, সব চেয়ে
বড় বুদ্ধিমান্।
মহামূর্খ, অতি মূর্খ, তবু
(মোর) এই অভিমান॥
জীবনের প্রথম উষায়,
নবারুণ রাগে।
ভাবিতাম সান্দ্র অমানিশা
কভু না সম্ভবে॥
এবে অস্ত দন্ত, শ্লথ চর্ম্ম
মম শুভ্র কেশ।
জীবন-যবনিকা-পাতে
কিছু অবশেষ॥
তবু, মায়ার মোহিনী-মন্ত্রে
মুগ্ধ হ'য়ে আমি।
কল্পনার নন্দন-কানন
কত গড়ি ভাঙি॥
কিন্তু হায়! কিবা মম গতি
অন্তিমের দিনে।
না করিনু গুরু-কৃষ্ণ-সেবা
জীবনে যৌবনে॥

হৃদয়-ব্যথা

(৩)

স্পর্শমণি পেয়েও দরিদ্র যেমন দুর্ভাগ্যবশতঃ চিনতে না পে'রে উহা ফেলে দেয় তা'তে যেমন তা'র ভাগ্যের প্রশংসা করতে পারা যায় না, সেইরূপ আমিও পুণ্যভূমি বঙ্গদেশে 'অখিলজন্মশোভনম্' মানবজন্ম পেয়ে এবং কৃষ্ণকৃপায় আচার্য্যরূপী ভগবানের—দয়ার সাগরের সমীপে এসেও সাগরের বিন্দুমাত্রও স্পর্শের অযোগ্য রহিলাম। দুরদৃষ্টবশতঃ তজ্জন্য পিপাসাও হ'লো না।

যে অদ্বিতীয় করুণাপারাবারের কথা—বেদে, পুরাণে, শ্রুতি স্মৃতিতে, ধর্ম্মশাস্ত্রে, ইতিহাসে, সাহিত্যে, কবিতায়, কোন যুগে, কোন স্থানে, কোন কালে শুনা যায় নাই, এমন অপার-করুণাময়ের অযাচিত কৃপায় বঞ্চিত হ'লাম! কৃষ্ণপ্রদানরূপ ছত্রের ভিখারী হ'তে পারলাম না! কৃষ্ণপ্রদাতা শ্রীগুরুদেবের অমূল্য-দান-গ্রহণের লোভ আমার হ'লো না! এমনি আমার পোড়া কপাল!

যদি কোন জাগতিক দয়াশীল ব্যক্তির আপাত মনোরম কিন্তু পরিণামে বিষফলপ্রদ দয়ায় বঞ্চিত অথবা বর্ত্তমানে জগজ্জীবের জীবনে মরণে শয়নে স্বপনে একমাত্র লোভনীয় বস্তু হ'য়ে পড়েছে যে স্বর্গসুখভোগ, তাতেও যদি বঞ্চিত হ'তাম, মৎস্যহনন-কারীর ন্যায় দয়ার নামে নিষ্ঠুরতার চরম-পথ-প্রদর্শনকারী, সাযুজ্যমুক্তি প্রভৃতি দাতার দয়ায় যদি বঞ্চিত হ'তাম, শাক্য-সিংহাদির প্রচারিত দয়ায়ও যদি বঞ্চিত হ'তাম তাহ'লে আমি নিজেকে ভাগ্য-হীন মনে করতুম্ না; কিন্তু যাঁর দয়া কোন স্থানে, কোন কালে, কোন পাত্রে আবদ্ধ নহে, এমন কি, মহাপ্রলয়েও যাহা নষ্ট হইবার নহে, যাহা চিরস্থায়ী, অখণ্ডকালের অমন্দোদয়কারিণী, যাঁহার দয়া অনর্পিতচর-প্রেমপ্রদাতা মহাবদান্যাব-তারীর দয়ার পরিপূর্ণত্ব-প্রদর্শনকল্পে নিজ অচিন্ত্যশক্তিবলে সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হ'য়ে পাত্রাপাত্র জাতি-বর্ণনির্ব্বিশেষে মহারাজাধিরাজ হইতে কুটীরবাসী, বৃক্ষতলবাসী, ধনী, দরিদ্র, উচ্চ, নীচ, অন্ধ, পঙ্গু, পণ্ডিত, মূর্খ, ব্রাহ্মণ, চণ্ডাল প্রভৃতি সকলের প্রতিই সমভাবে অকাতরে বিতরিত হচ্ছে, যাঁর কৃপা-কণ লাভ ক'রে আজ বিশ্ববাসী ধন্য, কত শত পথহারা জীব আজ বৈকুণ্ঠালোকে উদ্ভাসিত হ'য়ে মুক্ত এবং ব্রজের পথে গমনোদ্যত হ'য়ে পরমানন্দে মগ্ন ও আমার ন্যায় জীবকুলকে সঙ্গপ্রদানে লোলুপ, আর হতভাগ্য আমি সেই অমন্দোদয়-দয়ায় বঞ্চিত হ'লুম! তাই বল্‌ছি আমার ন্যায় আর মন্দভাগ্য কে?

জাগতিক রাজার সেবকাভিমানহীন অর্থাৎ সাধারণ প্রজাবর্গ যদি রাজার সেবা না করে, কোন অপরাধ করে এবং তাঁহার সেবকাভিমানকারী পুলিস যদি তাঁহার সেবা না করে বা সেবায় শৈথিল্য দেখায় বা আদেশ-বিগর্হিত কোন অন্যায় করে তবে জেনে শুনে অন্যায় করার জন্য পুলিসের বেশী শাস্তি হয় এটা আমরা সকলেই জানি। আমার ন্যায় মুখে শিষ্যাভিনয়কারী হতভাগারও দশা ঐরূপই হ'য়ে দাঁড়িয়েছে; তাই মূর্খ আমি 'শুষ্কগ্রন্থি অকলে বন্ধন' বাণীর মূর্ত্ত হ'য়ে অঘদমন শ্রীগুরুপাদপদ্মের সেবকাভি-মান করছি এবং সেবার ছলনায় প্রকৃত সেবা না ক'রে গুরুতর অপরাধ-পঙ্কে নিমজ্জিত হচ্ছি—দেবদুর্ল্লভ ধন পায়ে ঠেলে দিচ্ছি। তাই বলি আমার ন্যায় বঞ্চিত আর কে?

আমি যদি গুরুর নামে কোন লঘুর, গোস্বামীর নামে কোন গোদাসের, স্বজনের নামে কোন দস্যুর, মিত্রের নামে কোন শত্রুর সেবায় বঞ্চিত হ'তাম তবে ভাগ্যহীন হতুম্ না। কিন্তু যাঁর সেবালাভে—সঙ্গলাভে চতুর্দ্দশব্রহ্মাণ্ডবাসী সকলেই, ৩৩টী কোটী দেবতা, ইন্দ্রাদি লোকপাল, ব্রহ্মাশিবাদি, ব্রহ্মলোক, সিদ্ধলোক, বৈকুণ্ঠ, এমন কি বৃন্দাবনবাসী পর্য্যন্ত শ্লাঘা বোধ করেন, অত্যাও অপকৃষ্ট নিকৃষ্ট আমি তাঁর সেবাধিকার পেয়েও সেই অমূল্য ধন হেলায় হারালাম! অঘ-দমনের নিকট এসেও সেবালাভ তো দূরের কথা আমার অঘসমূহও দমিত হ'লো না—

'অগ্রে হয়ে মুক্ত তবে সর্ব্ববন্ধনাশ।
তবে সে হইতে পারে শ্রীকৃষ্ণের দাস॥'

এ সব শাস্ত্রবাণী আওড়ানই আমার সার হ'লো। মহতের—সাধুগুরুর কৃপা-লাভ আমার ভাগ্যে ঘট্‌ল না! তাই আমার অসত্তে প্রীতি, অনিত্যে আসক্তি। তাই শাস্ত্র আমার মঙ্গলের জন্য—আমাকে সতর্ক করবার জন্য গেয়েছেন,—

'মহৎকৃপা বিনা কোন কর্ম্মে ভক্তি নয়।
কৃষ্ণভক্তি দূরে রহু, সংসার নহে ক্ষয়॥'

তাতেই বল্‌ছি আমার ন্যায় দুর্দ্দৈব-গ্রস্তই বা কে, আর ভাগ্যহীনই বা কে?

'ঈশ্বরে তদধীনেষু' শ্লোকের গূঢ় তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিয়া উপকৃত হওয়ার পরিবর্ত্তে আমি ক্ষতিগ্রস্তই হইয়া পড়ি।

বহির্ম্মুখ আমি, কপট আমি, জড়-প্রতিষ্ঠার কাঙ্গাল আমি জড়প্রতিষ্ঠা-লাভের আশায় শঠতাপূর্ব্বক নানারকম সেবার ভাণ দেখাই। কিন্তু পরম-করুণাব-তার চতুর বৈষ্ণবগণ তাঁহাদের প্রাণপ্রভুর মনোঽভীষ্ট-পূরণার্থ—জগজ্জীবকে হরি-সেবায় নিযুক্ত ক'রে তাদের নিত্যমঙ্গল-বিধান করবার জন্য আমার ন্যায় কপট ব্যক্তির সাময়িক সেবার ভাণ দেখিয়াও ঐ সেবাকে ক্রমশঃ বাস্তবিক সেবায়—শুদ্ধা সেবায় পরিণত করবার জন্য আমাকে সেবাকার্য্যে উত্তরোত্তর উৎসাহ-প্রদানরূপ কৃপা করেন।

বোম্বায়ে প্রচার

[৩য় পৃষ্ঠার পর]

সেই প্রকার শ্রীভগবান্ একমাত্র মূল বস্তু তাঁহার সেবা পরিত্যাগ করতঃ যে ব্যক্তি মায়াকে আশ্রয় করে তাহাকে ঐ প্রকার দুঃখ অনুভব করিতে হয়। এই প্রকার দুর্দ্দশা দর্শন করিয়া কবি দুঃখপ্রকাশ করছেন। শ্রীমদ্ভাগবত নামময় পুরাণ। নিত্য-মঙ্গল লাভ করিতে হইলে শ্রীমদ্ভাগবতের আনুগত্যে মূলবস্তু শ্রীভগবানের সেবা করা দরকার; তাহা না করিলে প্রত্যেককেই ঐ প্রকার দুর্দ্দশা লাভ করিতে হইবে।

শরণ লঞা করে কৃষ্ণে আত্মসমর্পণ। কৃষ্ণ তারে করে তৎকালে আত্মসম॥

শুদ্ধভক্তি গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। ভাষ্যসহ বিরাট শ্রীচৈতন্যভাগবত ৫৲
২। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্যন্ত ২৮৲
একাদশ স্কন্ধ হইতে প্রতিখণ্ড ।৶০
৩। ভাষ্যদ্বয়সহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত
(৪র্থ সংস্করণ) ৩৲
৪। ভক্তিবিবেককুসুমাঞ্জলি (বাঁধা) ১৲
৫। গৌড়ীয়-গৌরব ।৶০
৬। গৌড়ীয়-সাহিত্য ।৶০
৭। ভজনরহস্য ।০
শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও
শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৯। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ)
ঐ (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
১০। গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি টীকাসহ)
ঐ (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
১১। গীতার কেবল মাধ্ব-ভাষ্য ।০
১২। যুক্তিমল্লিকা গুণসৌরভঃ সানুবাদ
(মাধ্ব) ২৲
১৩। বেদান্ততত্ত্বসার সানুবাদ
(রামানুজীয়) ।০
১৪। জৈবধর্ম্ম ২৲
১৫। শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৬। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১৭। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ৷৶০
ঐ (বাঁধা) ৸০
১৮। দ্বীপ-দিগ্‌দর্শন ৶০
১৯। সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ) ।৶০
২০। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ৷০
ঐ (আবাঁধা) ।৶০
২১। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
২২। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৶০
২৩। গীতমালা ৴১০
২৪। নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য ৶০
২৫। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶০
২৬। নবদ্বীপ পঞ্জিকা (৪৪৭ গৌরাব্দ) ৶০
২৭। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
২৮। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা-দর্পণ ।০
২৯। শরণাগতি ৴০
৩০। গীতাবলী ৴০
৩১। চিত্রে নবদ্বীপ ।৷০
৩২। সাধনকণ ৴০
৩৩। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৴
৩৪। নবদ্বীপশতক ৴০
৩৫। অর্থপঞ্চক ৴০
৩৬। সদাচারস্মৃতিঃ ৴০
৩৭। কল্যাণকল্পতরু (৫ম সংস্করণ) ৴১০
৩৮। অর্চ্চনকণ ...
৩৯। সাধককণ্ঠমালা (বাঁধা) ।০
ঐ (আবাঁধা) ৷৴০
৪০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি
(প্রথম চারিখণ্ড) ৩
৪১। ব্রহ্মসংহিতা ।০
৪২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৪৩। মণিমঞ্জরী সানুবাদ ।০
৪৪। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৪৫। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ।০
৪৬। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৪৭। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
৪৮। গৌড়ীয়মঠ কি করেন ? ৴০
৪৯। ঈশোপনিষৎ (বলদেব ও মাধ্ব-ভাষ্য এবং বিবৃতি ও অনুবাদসহ) ।০
৫০। শ্রীভুবনেশ্বর ৶০
৫১। সিদ্ধান্তদর্পণ ৶০
৫২। সাংখ্যবাণী ৴০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৫৩। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী-দিগ্বিজয়ঃ ৷০
৫৪। সটীক-শিক্ষাদশমূলম্ ।০
৫৫। তত্ত্ব-সূত্রম্ ।০
৫৬। সানুবাদ-শিক্ষাষ্টকম্ ৶০
৫৭। গৌড়ীয়মঠস্য পরিচয়ঃ ৴০
৫৮। সারাংশবর্ণনম্ ৶০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৫৯। রায় রামানন্দ ৷০
৬০। নামভজন ।০
৬১। ম্রিলেটীভ ওয়ার্ড্‌স ।৶০
৬২। লাইফ য্যাণ্ড প্রিসেপ্টস অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।০
৬৩। বৈষ্ণবীজম্ ।০
৬৪। হোয়াট গৌড়ীয়মঠ ইজ ডুইং ৴০
৬৫। দি ভাগবত ।০
৬৬। ইরোটিক প্রিন্সিপ্‌ল য্যাণ্ড আনেলয়েড ডিভোসন ।০
৬৭। ব্রহ্ম-সংহিতা ২৷০
৬৮। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (ভলুম ওয়ান) ১৫

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৬৯। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ৷০
৭০। সাধন পথ ।০
৭১। কল্যাণ-কল্পতরু ৴১০
৭২। গীতাবলী ৴০
৭৩। শরণাগতি ৴০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৭৪। শরণাগতি

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

নদীয়া-প্রক প্তির স্থান

১। শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম-মায়াপুর, নদীয়া
২। শ্রীযোগপীঠ ঐ
৩। শ্রীবাস অঙ্গন ঐ
৪। অদ্বৈত-ভবন ঐ
৫। কাজীর সমাধি পাট ঐ
৬। শ্যানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ, নদীয়া।
৭। শ্রীভাগবত আসন কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
৮। শ্রীএকায়ন মঠ গোবিন্দপুর, হাঁসখালী।
৯। দ্বাদশগোপাল পাট—পোঃ চাকদহ,
১০। শ্রীগৌর-গদাধরমঠ—চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড়, বর্দ্ধমান
১১। শ্রীমোদদ্রুমছত্র মাউগাছি, বর্দ্ধমান
১২। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম, আমলাযোড়া, পোঃ রাজবাধ বর্দ্ধমান
১৩। শ্রীগৌড়ীয়মঠ বাগবাজার, কলিকাতা
১৪। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাজু, হাওড়া,
১৫। শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয়মঠ, ৯০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা
১৬। শ্রীগোপালজী মঠ কমলাপুর, ঢাকা।
১৭। শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ পোঃ বালিয়াটী,
১৮। শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয়মঠ ময়মনসিংহ।
১৯। শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ চিরুলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর
২০। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম গোয়ালপাড়া, আসাম।
২১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ রায়াপেট্টা, মাদ্রাজ।
২২। শ্রীরামানন্দগৌড়ীয় মঠ কভুর, জেঃ পশ্চিম গোদাবরী
২৩। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ উড়িয়াবাজার, পোঃ বক্সীবাজার, কটক।
২৪। শ্রীত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয় মঠ ভুবনেশ্বর।
২৫। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ স্বর্গদ্বার, পুরী।
২৬। শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ আলালনাথ পোঃ ব্রহ্মগিরি, পুরী।
২৭। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ ভুবুকুণ্ডা, পোঃ চিরকুণ্ডা, মানভূম।
২৮। শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ—কাশী।
২৯। শ্রীরূপগৌড়ীয় মঠ—এলাহাবাদ।
৩০। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ পুরাণবাজার, সরকার ঠাকুরের কুঞ্জ, বৃন্দাবন
৩১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, নিউদিল্লী
৩২। শ্রীপরমহংসমঠ—নৈমিষারণ্য,
৩৩। শ্রীসারস্বত গৌড়ীয় মঠ—হরিদ্বার।
৩৪। শ্রীব্যাসগৌড়ীয়মঠ—কুরুক্ষেত্র, পঞ্জাব
৩৫। শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাবুলনাথ রোড, পোঃ গ্রাণ্ট রোড, বোম্বে।
৩৬। লণ্ডন গৌড়ীয়মঠ, ৩৯নং গ্লেডেন গার্ডেন্স, কেনসিংটন লণ্ডন, (এস. ডবলিউ—১০)।
৩৭। অমর্ষি গৌড়ীয়মঠ—মোজফ্ফরপুর
৩৮। সরভোগ গৌড়ীয় মঠ—সরভোগ, কামরূপ, আসাম,

শুদ্ধভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী মাসিক। শ্রীধাম-মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৯৲।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিকভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৷০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দি ভাষায় একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি হৃদয় বন মহারাজ সম্পাদিত ও নৈমিষারণ্য শ্রীপরমহংস মঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ১৷০ দেড় টাকা মাত্র।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ দেড় টাকা মাত্র।

৫। কীর্ত্তন—মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ নিমানন্দ সেবাতীর্থ বি-এজি, বি-টি, সম্পাদিত। আসাম গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম হইতে প্রকাশিত আসামী ভাষার মাসিক। ভিক্ষা সডাক ১৷০ দেড় টাকা মাত্র

শ্রীচৈতন্যভাগবত

আদিকবি শ্রীল বৃন্দাবন দাস
প্রণীত সমগ্র গ্রন্থ

গ্রন্থের মূল বোল্ড অক্ষরে এবং তন্নিম্নে বিশ্ববিশ্রুত গৌড়ীয়মঠের প্রতিষ্ঠাতা ও আচার্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তি-সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভু-পাদের রচিত বিবৃত ভাষ্য উত্তম কাগজে সেটিংএর সহিত মুদ্রিত হইয়াছেন। ডবল ক্রাউন আটপেজি আকারে ১০৯৬ পৃষ্ঠায় কেবল মূল ও ভাষ্য সম্পূর্ণ হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত শ্লোকসূচী, পদ্যসূচী, স্থানসূচী, পাত্রসূচী, বিষয়সূচী, শব্দসূচী প্রভৃতি বিস্তৃত সূচীপত্রে একটী গ্রন্থ হইবে। সভায় শ্রীচৈতন্যভাগবতের এরূপ উৎকৃষ্ট ও অমূল্য বিরাট সংস্করণ জগতের কোথায়ও আজ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হন নাই, ইহা নিরপেক্ষ পাঠক মাত্রকেই একবাক্যে স্বীকার করিতে হইবে। শ্রীগৌড়ীয়মঠের উৎসব-কালে গ্রন্থের ভিক্ষা ১২৲ বারটাকা স্থলে—৫৲ পাঁচটাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীচৈতন্যমঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

কলিকাতা বাজার দর

লোহা হার্ডওয়্যার

২৪শে নভেম্বর ১৯৩৩

তৈয়ারী—	প্রতি হন্দর।
লোহার কড়ি (জয়েষ্ট বা বীম)	
টা	৫।৶০—৫॥৶০
বে-মাকা হাল্কা ওজন	৪।৵০—৪॥৶০
টগা (টী-আয়রণ)	৬৵০—৬।০
এঙ্গেল আয়রণ (কোনা)	৫৸৶০—৬৷৵০
গ্যালভ্যানাইজড করগেট টীন—	
গেজ ৬ হইতে ১০ ফুট	১১।৵০
গেজ ,, ,,	১০৸৵০
গেজ ,, ,,	১২
গেজ আর, পি, ডি, মার্কা	১২৸৶০
গেজ গাঃ প্লেন শীট—	১১।৵০
২৬ গেজ ,, ,,	১১।০
১৮ গেজ ও ৩০ গেজ ঐ—	১৩৲—১৬৲
বাগান ঘেরা কাঁটাতার ১০০	
পাউণ্ড বাঃ	৮৸০
পাটী	৬৲৵—৬।০
গোলটু (গোল)	৬৲৵—৬।০
গরাদে (চৌকা)	৬৵০—৬৲।০
গোল রড ৶০—।৶০ সূতা	৫৵০—৫॥০
টানা রড-	
কা ৶০—।৵০ ঐ	৫৵০—৫॥০
সাণ্ডিল চাল	৭৲—৭৸০
প্লেট—তিন সূতা মোটা	
গায়	৭।০—৭।০
চাদর ৩-১৬ খানা বাণ্ডিল	৯॥৵—১০৲
ষ্টীল	৮।০—৯৲
রাউণ্ড	৫৸৵—৬৲৵০
তারের পেরেক ১—৬ ইঞ্চি	৯—৯৸০
প্যাটেণ্ট পেরেক ১—৮ ইঞ্চি	১২।০—১৫॥
লোহাই কড়া ১ হইতে ১০ নং ২॥০	সাট
কোদাল ৪, ৫, ৬. ৭৸৵০ ৮৸৵০ ৯৸৵০ডঃ	
তিন পাউণ্ড ৬৲ সেঃ বিঃ	৬।৵০ ,,
গাঃ প্লেন বালতি ৭—১২ ইঞ্চি ১॥৶০	৬॥৶০
রিভিট ,, ৭—১২ ইঞ্চি	২৲—৭৲ ,,
লোহার চেয়ার রডের গোল ও	
চৌকা	৮॥০— ,,
ঢালের লোহার সিট	১৫৲ ,,
ঐ টেঙেলেস্থা (কাঠের সিট)	১৮৲ ,,
লোহার স্ক্রুপ ॥—৩ ইঞ্চি /১০—॥৶০ গ্রোস	
কব্জা ৭৩ নং	
১॥—৪ ইঞ্চি	।১০—৸৵১০ পেঃ ডজন
গাঃ তার ১৬—২২ নং	
গেজ)	১২৲—১৩৲ হন্দর
গাঃ রিভিং (মটকা)	
ইঞ্চি	।৵৫—॥৶০ পীস
গাঃ গাটারিং বা ডোঙ্গা	
৯ ইঞ্চি	৭০—৸৵০ ,,
গাঃ ক্লপ ১॥০—২॥০ ইঞ্চি ২৩৲—২৯৲ হন্দর	
গাঃ ওয়াসার চাকি	১১॥০—১৩৲ ,,
গাঃ বোল্ট-নাট ৮—১ ইঞ্চি	
	॥৵১০—১৵০ গ্রোস
ঢালাই রেলিং	৩॥০—৪॥০ হন্দর
ঐ রেণ ওয়াটার পাইপ	
৩ ইঞ্চি ৵১০ ঐ	৪ ইঞ্চি ।১০ ফুট
টিউব ওয়েলের জন্য গাঃ	
পাইপ১॥ ইঞ্চি	।৵৫ ফুট
পাম্প ৪নং ১২॥০ ৫নং ১৪৲ ৬নং	১৬৲
৬০—৮০ বাটখারা ৵১৫ সাট ২।০—২॥০	মণ

সন্তোষকুমার মল্লিক এণ্ড সন্স লিঃ

লোহ ও হাডওয়ার বিক্রেতা।

মীরবহর ঘাট লোহাপটী. বড়বাজার. টেলি—"লোহার মালিক" কলিকাতা

কেরোসিন

প্লোক্রেক প্রত্যেক বাক্স (২ টিন)	৯৲৬
সূর্য্য মার্কা	৬॥০
ভিক্টোরিয়া	৬৲

সোণার দর

পাকা সোণা	৩০৸৶
গড়াল	৩০৸
গিনা পাত	৩২।০

রূপার দর

রূপা প্রতি ১০০ ভরি	৫৫৵০
ঐ খুচরা	৫৵০

কোম্পানীর কাগজ

৩॥০ সুদের কাগজ	৮১৶
৩॥০ নূতন ঋণ (১৯৪৭-৫০)	৯৲।০
৪৲ ,, ঋণ (১৯৬০-৭০)	৯৭৲
৫৲ ,, বণ্ড (১৯৩৫	১০৪॥৵০

ডিবেঞ্চার

৫৲ সুদের (১৯৫৬-৮৬) কলিকাতা পোর্ট-	
ট্রাষ্ট ডিবে :—	১০২॥৵০

ব্যাঙ্ক

ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক (কনট্রি)	২৯৪॥০
সেণ্ট্রাল ঐ	২২৲

কাপড় ও সূতার কল

এলগিন মিল	৪৫৲

পাট কল

হাওড়া	৫০৲
অকল্যাণ্ড	১৯৫৲
বালী	১৬২৲
বরানগর	১৫০৲
কেবক	৩৭০৲
ডেল্ট	২৪৩৲
ক্লাইভ	২৮।০
ডালহাউসী	৪০৮॥০
ডেল্টা	৪০৫৲

কৃষ্ণনগর নবদ্বীপঘাট রেলওয়ে সময়

কৃষ্ণনগর হইতে নবদ্বীপঘাট

কৃষ্ণনগর সিটি—	৬-৪৫	১০-৪৪	১৩-২২	১৭-৩৮	২০-১৬
কৃষ্ণনগর রোড—	৬-৫৬	১০-৫৫	১৩-৩৩	১৭-৪৭	২০-২৫
আমঘাটা—	৭-১৫	১১-১৩	১৩-৫১	১৮-৩	২০-৪১
মহেশগঞ্জ—	৭-২৪	১১-২১	১৪-০	১৮-৯	২০-৪৭
নবদ্বীপঘাট—	৭-৩৩	১১-৩০	১৪-৯	১৮-১৬	২০-৫৫

বিশেষ দ্রষ্টব্য—নবদ্বীপঘাট ষ্টেশন অপেক্ষা মহেশগঞ্জ ষ্টেশন হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরের দূরত্ব অনেক কম। শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে যাঁহাদিগকে রাণাঘাটে ট্রেণ বদল করিতে হয়, তাঁহারা রাণাঘাটে প্রাতঃ ৫-৫০, ৮-১৪, ১৯ ৪৬, ১৬-৪৮, ১৮-৩৯ এবং ০-৩২ মিনিটের সময় গাড়ী পাইবেন।

শান্তিপুর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে শান্তিপুর ষ্টেশনে ৫-৪০, ৯-২৯, ১২-২৫, ১৬-৪ এবং ১৮-৪১ মিনিটের সময় ট্রেণ পাওয়া যায়।

নবদ্বীপঘাট হইতে কৃষ্ণনগর

নবদ্বীপ ঘাট—	৫-৩৫	৯-২৫	১২-১০	১৫-৩৪	১৮-৪৫
মহেশগঞ্জ—	৫-৪৩	৯-৩৩	১২-১৯	১৫-৪২	১৮-৫৬
আমঘাটা—	৫-৪৯	৯-৩৯	১২-২৬	১৫-৪৮	১৯-৫
কৃষ্ণনগর রোড—	৬-৫	৯-৫৫	১২-৪৩	১৬-৪	১৯-২৪
কৃষ্ণনগর সিটি—	৬-১০	১০-৩	১২-৫১	১৬-১২	১৯-৩৫

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে—ডাঃ কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম ভক্তিশাস্ত্রী এল, এম, এফ, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

আদালতে বিষম চাঞ্চল্য

সরকারী উকিলের উপর লাঠি নিক্ষেপ

ডিব্রুগড়ের অতিরিক্ত জিলা ও সেসন জজ মিঃ জে, এন, বড়ুয়ার এজলাসে সম্প্রতি বিষম চাঞ্চল্য আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল। প্রকাশ, একজন লোককে চুরির অভিযোগে অভিযুক্ত হইয়াছিল, ইতঃপূর্ব্বে এই প্রকার অভিযোগের জন্য তাহার প্রতি আরও ৮ বার কারাদণ্ডের ব্যবস্থা হইয়াছিল। তাই সরকারী উকিল সওয়াল জবাবের সময় সেসন জজকে যখন তাহার প্রতি গুরুদণ্ডের ব্যবস্থা করিবার জন্য অনুরোধ করিতেছিলেন, ঠিক সেই সময়ে আসামী তাহাকে লক্ষ্য করিয়া একখণ্ড লাঠি নিক্ষেপ করে। ফলে তিনি সামান্য ভাবে আহত হয়েন। পুলিশ তাড়াতাড়ি তাহাকে গ্রেপ্তার করায় ব্যাপারটা আর বেশীদূর অগ্রসর হয় নাই।

আসামীর কাহিনী

এই মামলার শুনানীর সময়ে বরাবরই আসামী বিশেষ ধৃষ্টতার পরিচয় দিয়াছে। সে এমন ভাবে আসামীর কাঠ গড়ায় দাঁড়াইয়া থাকিত যে, তাহাকে দেখিলেই মনে হইত সে এই মামলার ফলাফলের জন্য মোটেই চিন্তিত নহে। একবার তাহাকে জিজ্ঞাসা করা হয় তোমার ব্যবসা কি? উত্তরে সে বলে আমার ব্যবসা চুরি করা। জুরী তাহাকে অপরাধী বলিয়া অভিমত প্রকাশ করিলে সরকারী উকিল জজকে বলেন আসামীর প্রতি যেন এমন দণ্ডের ব্যবস্থা করা হয় যে, সে আর ভবিষ্যতে এই ধরণের কাজ করিতে সাহস না করে। আসামী অমনি বলিয়া উঠে, আমার প্রতি কারাদণ্ডের ব্যবস্থা না করিয়া যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর বাসের ব্যবস্থা হইলে ভাল হয়।

সেসন জজের রায়

অতঃপর সেসন জজ আসামীর প্রতি যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর বাসেরই হুকুম করেন। সেসন জজের এই সিদ্ধান্তে আসামীর মনে কোন প্রকার চাঞ্চল্যের ভাব পরিলক্ষিত হয় নাই। তাহাকে যখন আদালত কক্ষ হইতে লইয়া যাওয়া হইতেছিল তখন সে এই বলিতে বলিতে চলিয়া যায় উকিলের লাঠীটা পাড়িয়াও পাড়িল না; আমারই দুর্ভাগ্য।

জয়পুর ডাকাতির মামলা

ইতঃপূর্ব্বে জয়পুরে যে ডাকাতি হইয়া গিয়াছে, সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্র সরকার ও আর কয়েকজন যুবককে অভিযুক্ত করা হইয়াছে। ২৯শে নভেম্বর মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেটের এজলাসে বঙ্কিমচন্দ্রের পক্ষ হইতে জামীনের প্রার্থনা করা হইলে ম্যাজিষ্ট্রেট তাহাকে ...৲ টাকার জামীনে অব্যাহতি প্রদান করেন। বিমল সরকার নামক আর একজন যুবকও এই সম্পর্কে অভিযুক্ত হইয়াছে। তাহার পক্ষ হইতে জামীনের জন্য যে আবেদন পত্র দাখিল করা হইয়াছিল। তাহা মঞ্জুর হইলেও তাহাকে এখনও ছাড়িয়া দেওয়া হয় নাই।

যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর

গত ১৩ই মে চুণীলাল মণ্ডলের মৃত্যু সম্পর্কে রাজেন্দ্র সর্দ্দার বিনা উত্তেজনায় নরহত্যার অভিযোগে যশোহরের অতিরিক্ত দায়রা জজ শ্রীযুত এস. এন, গুহ রায়ের আদালতে অভিযুক্ত হইয়াছিল। অধিকাংশ জুরী আসামীকে নিরপরাধ সাব্যস্ত করেন। কিন্তু জজ তাহাদের সহিত একমত হইতে না পারিয়া, আসামীকে আদালতে দণ্ডিত করিবার সুপারিশ করিয়া মামলার কাগজ-পত্র হাইকোর্টে প্রেরণ করেন। হাইকোর্টের বিচারপতি শ্রীযুত মুখোপাধ্যায়, বিচারপতি মিত্র বার্টলী ও বিচারপতি শ্রীযুত এ. কে, রায় গত শুক্রবারে উক্ত মামলার বিচার শেষ করিয়াছেন। তাঁহারা অধিকাংশ জুরীর অভিমত অগ্রাহ্য করিয়া আসামীকে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন। হাইকোর্টের বিচারপতিরা ঐ সম্পর্কে অভিযুক্ত ছুটীরাম মণ্ডলকে অব্যাহতি প্রদান করিয়াছেন।

শ্যামবাজারে হত্যার জের

অজ্ঞাত ব্যক্তির বন্দুকের গুলীতে আহত সুরেন্দ্রনাথ সরকারকে মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে প্রেরণ করা হইয়াছিল। তাহার তলপেট হইতে বন্দুকের গুলী বাহির করিবার পূর্ব্বেই হাসপাতালে তাহার মৃত্যু হইয়াছে।

তদন্তের ফলে এ পর্য্যন্ত জানা গিয়াছে যে, ঘটনার দিন প্রাতে ৫।৬ জন লোক নবীন সরকার ষ্ট্রীটের নিকটে একটি "ক্লাবের" সম্মুখে একখানি ঠিকা গাড়ী ভাড়া লইয়া চালককে ঐ পথে গমন করিতে আদেশ করে। প্রকাশ, পুলিশ এই সংবাদে নির্ভর করিয়া উক্ত গাড়ীর চালককে অনুসন্ধান করিয়া বাহির করে। প্রকাশ, সে উহা স্বীকার করিয়া বলিয়াছে; ঐ সকল লোক যখন গাড়ীতে আরোহণ করিতেছিল, তখন সে লক্ষ্য করিয়াছিল যে একজন লোক খোঁড়াইতেছিল। তাহার পায়ে সে আঘাত পাইয়াছিল। আরও প্রকাশ, গাড়ীখানি নবীন সরকার ষ্ট্রীটে উপনীত হইলে ঐসকল ব্যক্তি গাড়ী হইতে নামিয়া কিছুদূর গমন করে। সেই সময়ে বন্দুকের গুলীর শব্দ হয়, ঐ সকল লোক প্রস্থান করে। উক্ত গাড়ীর চালকও ঐ স্থান পরিত্যাগ করে।

পুলিশ উক্ত শকট চালককে গ্রেপ্তার করে এবং ঐ অঞ্চলে কয়েকটি স্থানে খানাতল্লাস করে। একটি "ক্লাব" বাড়ীতেও খানাতল্লাস করা হয়। পুলিশ তিনজন যুবককে গ্রেপ্তার করিয়াছে। উক্ত গাড়ীর চালক ও উক্ত তিনজন যুবককে পুলিশের হেপাজতে রাখিবার আদেশ প্রদত্ত হইয়াছে। পুলিশ তদন্ত চালিতেছে। মৃত দেহটি পরীক্ষার্থ শবব্যবচ্ছেদাগারে প্রেরণ করা হইয়াছে।

তিনজনকে গুলীর জের

রবিবার সন্ধ্যাকালে কোয়েম্বাটোরের নিকটবর্ত্তী কিনাটকাদুভু গ্রামে তিনটি খুন হয়। বিস্তৃত বিবরণে প্রকাশ, আরুমুগাম চেট্টি নামে একজন ভূতপূর্ব্ব সিপাহীর উক্ত গ্রামে কিছু জমি ছিল। তাহার সহিত পলানী গৌণ্ডেন ও তাহার তিনজন লোক—কৃষ্ণ থেভাল, রঙ্গ রেড্ডি ও অপর একজন বৃদ্ধ লোকের সদ্ভাব ছিল না। জমি লইয়া তাহাদের মধ্যে মনোমালিন্যের সৃষ্টি হয়। ঘটনার দিন, বৃদ্ধ লোকটি মাঠে কাজ করিতেছিল. কৃষ্ণ থেভাল বাগানের কুঁড়ে ঘরে এবং রঙ্গ রেড্ডি সরস্বতী মিলে ছিল।

আরুমুগাম চেট্টি একটী এক নলা বন্দুক লইয়া তাড়াতাড়ি মাঠে যায় এবং বৃদ্ধ লোকটিকে গুলী করিয়া মারে। তাহার পর সে বাগানের ঘরটিতে গিয়া কৃষ্ণ থেভালকে গুলী করে এবং শেষে রঙ্গ রেড্ডিকে গুলী করে আরুমুগাম চতুর্থ লোককে মারিবার চেষ্টা করে কিন্তু অকৃতকার্য্য হয়। তাহার পর ভূতপূর্ব্ব সিপাহী কোয়েম্বাটোর আসে।

তথন সে ইন্‌স্পেক্টার আয়াঙ্গার রাও কর্ত্তৃক গ্রেপ্তার হয়। জয়েন্ট ম্যাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে তাহাকে হাজির করানো হইলে তাহাকে জামীনে মুক্ত দেওয়া হয়।

উক্ত সিপাহী দোষ স্বীকার করিয়া ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট এক বিবৃতি প্রদান করে। তাহাকে সেদিন সাব ম্যাজিষ্ট্রেট কর্ত্তৃক বিচারার্থ পোল্লাচীতে লইয়া যাওয়া হইয়াছে।

ব্যাপক ষড়যন্ত্রের মামলা

আলিপুরের স্পেশ্যাল ট্রাইবুনালের এজলাসে সেদিন আন্তঃপ্রাদেশিক ষড়যন্ত্র মামলার আর একদফা শুনানী উঠিলে ইন্‌স্পেক্টার বঙ্কিম সরকার বলেন. গত ১৯শে মে তারিখে তিনি খানাতল্লাসীর এবং স্পেশাল ব্রাঞ্চের কর্ম্মচারীবৃন্দকে সঙ্গে লইয়া পলতায় এক বাড়ীতে খানাতল্লাস করিতে যান। প্রধান ফটক ভিতর হইতে বন্ধ ছিল। তিনি বলপূর্ব্বক দরজা খুলিয়া ভিতরে দুই ব্যক্তিকে দেখিতে পান। একজন তাহার নাম নরেন্দ্রনাথ সরকার বলিয়া পরিচয় প্রদান করে এবং অপর ব্যক্তি বলে তাহার নাম সুধাংশু সরকার। এখানে বহু সংখ্যক দলিলপত্রাদি ক্রোক করা হয়।

বিপিনবিহারী দাস নামে জনৈক খানাতল্লাসকারী সাক্ষী বলেন, তিনি পুলিশদলের সহিত পলতায় যান এবং খানাতল্লাসীতে উপস্থিত থাকেন। দুইটী যুবককে ঘরের মধ্যে নিদ্রিতাবস্থায় দেখিতে পাওয়া যায়। আসামী পক্ষের কৌঁসুলী শ্রীযুত জে, সি, গুপ্ত কর্ত্তৃক জেরায় উত্তরে সাক্ষী বলে পুলিশ বলপূর্ব্বক দরজা খুলিয়া ফেলিয়া ঘরে প্রবেশ করে। প্রথমে পূর্ব্বদিকের ঘরটি এবং তৎপরে অপর ঘরগুলি খানাতল্লাস করা হয়। পুলিশদল যুবকদ্বয়কে তাহাদের নাম জিজ্ঞাসা করে। যুবকদের মধ্যে একজন বলে যে সে তুলার কলে চাকরীর চেষ্টা করিতেছিল। আগামী মঙ্গলবার পর্য্যন্ত শুনানী মুলতুবী রাখা হয়।

ব্যাঙ্ক ডাকাতির আপীল

...টি ব্যাঙ্ক ডাকাতির মামলায় আসামী পক্ষ হইতে হাইকোর্টে যে আপীল করা হইয়াছে। সেদিন হাইকোর্টের বিচারপতি মাননীয় মিঃ লক্ষ্মণ রাওয়ের এজলাসে সেই আপীল সম্পর্কীয় শুনানী আরম্ভ হইয়াছে, এই মামলার ৫নম্বর আসামী শম্ভুনাথের পক্ষ হইতে মিঃ এস. সত্যমূর্ত্তি বলেন যে আসামী যখন অপরাধ স্বীকার করে তখন তাহার উক্তি লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে, সুতরাং তাহার বিরুদ্ধে যে অভিযোগ তাহার আবার বিচার করার কোন দরকার ছিল না। তাহাকে হয় অব্যাহতি প্রদান অথবা না হয় দণ্ডিত করা উচিত ছিল। রেকর্ডে এমন কিছু নাই যাহাতে বুঝা যায় সেসন জজ আসামীর স্বীকারোক্তি সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে সম্মত হন নাই। অতঃপর তিনি এই সম্পর্কে আর কয়েকটা কথা বলিয়া বলেন সেসন জজের কর্ত্তব্য ছিল প্রথম আসামী ও অন্যান্য আসামীদিগকে পৃথক্‌ভাবে বিচার করা। সকলের বিচার এক সঙ্গে করায় ৫নম্বর আসামীর প্রতি অবিচার করা হইয়াছে। মামলা চলিতেছে।

মারপীটের অভিযোগ

কুমিল্লার কোনও ম্যাজিষ্ট্রেট তুফু মিঞা ও অপর ছয় ব্যক্তিকে ভারতীয় দঃ বিঃ ১৪৭ ধারা অনুসারে দণ্ডিত করেন। উক্ত দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে আসামীগণ হাইকোর্টে আপীল করিলে বিচারপতি মিঃ গুহ ও নাসীম আলী আসামীদিগকে দোষী বলিয়া সাব্যস্ত করেন, কিন্তু দণ্ডাদেশ হ্রাস করিয়া তিন মাস করেন।

অভিযোগের বিবরণে প্রকাশ যে আসামীগণ কৃষক সমিতির সভ্য। ... দিগের পাওনা টাকা ও জমিদারের ... বন্ধ আন্দোলন চালানই উক্ত সমিতির উদ্দেশ্য গত ১১ই জুন সমিতির এক অধিবেশনে ফরিয়াদী তিতু মিঞার তাহার জমিদারের বাড়ীর চাকুরী ত্যাগ করিয়া আসিতে বলা হয় এবং সমিতির অনুরোধ সত্ত্বেও সে তাহা না করায় তাহাকে ... করা হয়। তিতুকে কোনও মহাজনের অধীনে কাজ করিতে নিষেধ করা হয় ... সমিতিতে চাঁদ দিবার জন্য বলা হয়। তাহা করিতে স্বীকৃত না হওয়ায় ... ভিতর বচসা হয় এবং তিতু প্রহৃত হয়। আসামীগণ দোষ অস্বীকার করে।

তারের ঠিকানা— "শ্রীধাম" নবদ্বীপ
ডাকের ঠিকানা—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

দৈনিক

REG. C1544

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩।০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র।

সাহায্যের হার
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষান্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸০
মাসিক ১৲
নগদ বর্ত্তমান
সংখ্যা ৫

THE NADIA-PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৮ম খণ্ড । সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বেদান্তবাচস্পতি [২৩৩শ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর— ২১শে অগ্রহায়ণ বৃহস্পতিবার ১৩৪০, ৭ই ডিসেম্বর ১৯৩৩

ফেরারী আসামীর আত্মসমর্পণ

কেষ্টু সন্ন্যাসী নামক জনৈক ফেরারী আসামীকে পুলিশ বহুদিন যাবত পাটগ্রাম নিয়োগী এষ্টেটের নায়েব শ্রীযুক্ত অক্ষয় কর মহাশয়কে সাংঘাতিক ভাবে আঘাত করার সম্পর্কে খুঁজিতেছিল। সে গত ১১ই নবেম্বর মাণিকগঞ্জ মহকুমা হাকিমের নিকট আত্মসমর্পণ করিয়াছেন।

ঘটনা সম্পর্কিত বিবরণে প্রকাশ যে, গত ২২শে জুন সন্ধ্যাবেলা যখন নায়েব মহাশয় স্বগৃহে ফিরিতেছিলেন তখন উক্ত আসামী আসিয়া পথিমধ্যে তাহার সহিত আলাপ সুরু করিয়া দেয় এবং যখন শ্রীযুক্ত কর মহাশয় আলাপ করিতে করিতে অন্যমনস্ক হইয়া পড়েন তখন সে একখানি সাংঘাতিক অস্ত্র বাহির করিয়া মারে। প্রকাশ যে, সৌভাগ্যবশতঃ অস্ত্রখানি লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া মস্তকে আঘাত করে এবং তিনি সংজ্ঞাহীন অবস্থায় ভূতলে পড়িয়া যান।

মহকুমা হাকিম আসামীকে দায়রায় সোপর্দ্দ করিয়াছেন।

ব্যাগসমেত টাকা উধাও

বিহার সেক্রেটারিয়েটের একাউন্টেন্ট শ্রীযুক্ত কমলাপ্রসাদ ইম্পিরীয়াল ব্যাঙ্ক হইতে ৩১২৬৬ টাকা উঠাইয়া ৭টি ব্যাগে ভর্ত্তি করিয়া গাড়ীতে সেক্রেটারীয়েট বিল্ডিংয়ে যাইতেছিলেন, পথি মধ্যে অতি আশ্চর্য্যজনক-ভাবে ২৮০০ টাকার একটি ব্যাগ উধাও হইয়া গিয়াছে।

প্রকাশ যে, সেক্রেটারীয়েটের কয়েকটি বিভাগের বেতন ঐ ব্যাগগুলিতে ছিল যে ব্যাগটি পাওয়া যায় নাই উহার মধ্যে শিক্ষাবিভাগের কর্ম্মচারীদের বেতন রক্ষিত ছিল।

এই সম্পর্কে পুলিশের জোর তদন্ত চলিতেছে।

সাধু সাজিতে গিয়া বিপদ

একটি চোরাই বিগ্রহ রাখিবার অভিযোগে শ্রীরামপুর ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ বি, সি, চাটুয্যে পূর্ণচন্দ্র দাস নামক এক ব্যক্তির প্রতি তিনমাস সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ দিয়াছেন।

প্রকাশ যে, ১০০ বৎসর ধরিয়া আকন্তি এবং অন্যান্য কয়েকটি গ্রামের লোক উক্ত বিগ্রহটির পূজা করিয়াছিল। মাত্র কয়েক-মাস হইল বিগ্রহটিকে পাওয়া যাইতেছিল না। কিছুদিন হইল উক্ত লোকটি মাটীর নীচ হইতে বিগ্রহ বাহির করিয়া গ্রামবাসী-দের চমক উৎপাদন করিতে গিয়াছিল। ঐ সময় বিগ্রহটি চোরাই বলিয়া সকলেই সনাক্ত করেন।

কক্সবাজারে ভীষণ ঝড়

কক্সবাজারের উপকূলস্থিত সামসুল নামক বন্দরে প্রলয়ঙ্কর ঝটিকা হইয়া গিয়াছে। ফলে ২০ জন জলমগ্ন ও ১৫০ জন নিখোঁজ হইয়াছে। এখনও ঝড় বহিতেছে গৃহহীনেরা মসজিদ-সমূহে আশ্রয় গ্রহণ করিতেছে। ৩০ খানা জেলে নৌকা জল-মগ্ন হইয়াছে।

ছয় টাকায় ছয় মাস কারাদণ্ড

এক পানওয়ালার বাক্স হইতে ৬৲ টাকা চুরি করার অভিযোগে গত শুক্রবার প্রধান প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট আবদুল জব্বার নামক এক পুরাতন পাপীর প্রতি ৬ মাস সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ দিয়াছেন।

সেখ কালু নামক এক যুবক জব্বারকে উক্ত চুরিতে সাহায্য ও প্ররোচনা দেয়। তাহাকেও ৩ বৎসরের নিমিত্ত বোর্ষ্টাল ইন্‌ষ্টিটিউটে পাঠান হইয়াছে।

ব্যাঙ্কশাল ও জোড়াবাগান কোর্ট একত্রিত হইবে

জানা যায়, আগামী বৎসরের প্রথম ভাগেই ব্যাঙ্কশাল ও জোড়াবাগান পুলিশ কোর্ট দুইটি একত্র করিয়া ব্যাঙ্কশালেই বসান হইবে। দুই কোর্টের স্থান সঙ্কুলান করিবার উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় অদলবদল করিবার জন্য ইঞ্জিনিয়ারগণ ব্যাঙ্কশাল কোর্ট বাড়ীর মাপ লইতেছেন।

বর্ত্তমানে জোড়াবাগান কোর্টে যাঁহারা ওকালতি করেন তাহাদের বসিবার জন্য বর্ত্তমান বার লাইব্রেরীর উপর আর এক তলা বাড়ী করার প্রস্তাব হইয়াছে। প্রধান বাড়ীর প্রত্যেক তলার সহিত সিঁড়ি যোগ করিয়া আঙ্গিনা হইতে একটা সিঁড়ি তৈয়ার করারও প্রস্তাব হইয়াছে। বার লাই-ব্রেরীর অদূরেই মক্কেল ও জনসাধারণের বসিবার নিমিত্ত একটা ঘর করা হইবে।

এখন জোড়াবাগান ও ব্যাঙ্কশালের প্রত্যেক স্থানে ৬ জন বেতনভোগী ম্যাজি-ষ্ট্রেট ও ৩ জন অনারারি ম্যাজিষ্ট্রেট বিচার করেন। দেখা যায়, নূতন বাড়ীতে অন্ততঃ ১০টী এজলাস ঘর করিতে হইবে।

নোয়াখালী সহর বজরাতে স্থানান্তরের প্রস্তাব

নোয়াখালী জেলার হেড কোয়াটার স্থানান্তর সম্বন্ধে আলোচনা করিবার উদ্দেশ্যে যে কমিটী গঠিত হইয়াছে, গত ২২শে নবেম্বর চট্টগ্রামের কমিশনার মিঃ রাস্তির সভাপতিত্বে উক্ত কমিটীর এক অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। উক্ত অধিবেশনের পর ২রা জানুয়ারী পর্য্যন্ত অধিবেশন মুলতুবী থাকে।

এখানে বেশ্বার খবর যে কমিটি বজরাতে জেলার হেড কোয়াটার স্থানান্তর সম্বন্ধে অভিমত প্রকাশ করিয়া মাইজদিতে বিমানপোত অবতরণের স্থান করিবার জন্য প্রস্তাব করিবেন। ১লা ডিসেম্বর হইতে কলিকাতা রেঙ্গুণ পথে বিমানপোত চলাচল করিতেছে এবং চট্টগ্রামে বিমানপোত অবতরণ করিবে। ভবিষ্যতে কার্য্যের সুবিধার জন্য মাইজদিতে বিমানপোত অবতরণের স্থান করা সম্বন্ধে কমিটী চিন্তা করিতেছেন। মাইজদিতে একটা আকাশ তৈরী মাঠ আছে এবং বজরা হইতে ৪।৫ মাইল দূরে হইবে।

ভয় দেখাইয়া টাকা আদায়

শনিবার দিন ব্যাঙ্কশাল কোর্টের অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ এ, সি, জো কর্ত্তৃক সেখ সামসুদ্দীনের বিরুদ্ধে ভয় দেখাইয়া ৫৲ টাকা আদায় করার অভি-যোগ গঠিত হইয়াছে।

অভিযোগ এই, আসামী আবদুলগণি নামক এক ব্যক্তির নিকট উপস্থিত হইয়া নিজেকে কনেষ্টবল বলিয়া জাহির করে এবং তাহাকে গ্রেপ্তার করার ভয় দেখাইয়া তাহার নিকট হইতে উক্ত ৫৲ টাকা আদায় করে। ঘটনার বিষয় হেড কনেষ্টবলের নিকট সংবাদ দেওয়ার পর আসামীকে গ্রেপ্তার করা হয়। [illegible] মুলতুবী আছে।

ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

২১শে অগ্রহায়ণ বৃহস্পতিবার, ১৩৪০

প্রকাশ, বিহার গবর্ণমেণ্টের আবগারী বিভাগের আয় অত্যন্ত হ্রাস পাইয়াছে। গবর্ণমেণ্ট ইংরাজীতে জানাইয়াছেন লোকে যাহাতে নেশাকর দ্রব্যাদি সহজে না পাইতে পারেন তজ্জন্য উহার উপর ট্যাক্সের মাত্রা বৃদ্ধি করা হইয়াছে। সুতরাং এই বিভাগের আয় কমিলে সরকারের কোন চিন্তার কারণ নাই। কারণ আয় কমাতে ইহাই বুঝা যাইতেছে যে, অর্থের অভাবেই হউক অথবা ঐ সকল দ্রব্যের অপকারীতার উপলব্ধিতেই হউক জনসাধারণ উহার প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইয়াছে। উহাতে সরকারের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়াছে। অবশ্য দেশবাসীও এই সংবাদে আনন্দই প্রকাশ করিবেন। পত্রান্তরে প্রকাশ, নির্দ্দিষ্ট বেতনভোগী ও মজুরদের ক্রয়ের ক্ষমতা সম্পর্কে তদন্ত করিবার জন্য জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট মহোদয়গণ আদেশ প্রাপ্ত হইয়াছেন। ঘটনাটী সত্য কি? যদি হয় ইহারই বা কারণ কি?

গত বৃহস্পতিবার কলিকাতা কর্পোরেশনের এক বিশেষ অধিবেশনে ১৯জন মুসলমান কাউন্সিলার একযোগে প্রস্তাব উপস্থিত করেন যে কলিকাতা কর্পোরেশনের শ্রমিক ও নিম্নতম কর্ম্মচারী বাদে সকল বিভাগের চাকুরীতে মুসলমান কর্ম্মচারীর সংখ্যা এক তৃতীয়াংশ করিতে হইবে, এবং যত দিন পর্য্যন্ত মুসলমান কর্ম্মচারীর সংখ্যা ঐ হারে না দাঁড়ায় ততদিন পর্য্যন্ত এখন হইতেই শূন্য ও নূতন পদে শতকরা ৫০ জন করিয়া মুসলমান নিযুক্ত করিতে হইবে। প্রস্তাবটী আপোষে আলোচনার জন্য ১২ই ডিসেম্বর পর্য্যন্ত স্থগিত আছে। সভ্য ভারতে গুণের আদর ক্রমশঃ হ্রাস পাইতেছে।

সেদিন মৌলবী আবদুল করিম বলিয়াছেন ট্যাক্সের পরিমাণ, শিক্ষা সম্পত্তি প্রভৃতি কিছুই নহে। গণতন্ত্রের দিনে সংখ্যাই সব। তাহা হইলে কলিকাতার জনসংখ্যার হিসাবে মুসলমানগণ শতকরা ১৪টীর বেশী চাকুরী দাবী করিতে পারেন না। ১৪টীর স্থানে প্রায় ৩৪ দাবী হইল কেন বুঝা যায় না। কথা কাটাকাটিতে অবশেষে ১৪টীতে গিয়া দাঁড়ায়, হয়াত করে না ন্যায়ে এই জন্যই কি প্রথম হইতেই গোড়া টিক?

নিম্নতর কর্ম্মচারী বা মজুরদেরই বা গণনা বাদ দিতে হইবে কেন? সেখানেও অ-হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকেই আছে। গরীব মজুর ও কর্ম্মচারীরা কি মানুষ নহে? দেখা যাক মিটমাটে কি দাঁড়ায়। সুমীমাংসা হইলে উভয় পক্ষেরই মঙ্গল।

মহীশূরে বড়লাট বাহাদুরের সংবর্দ্ধনা

মহীশূরের ৩রা ডিসেম্বরের সংবাদে প্রকাশ, মহামান্য বড়লাট বাহাদুর তাঁহার পত্নী মহামান্যা লেডী উইলিংডন মহীশূরের জন-সাধারণ বিশেষ উৎসাহের ও বিপুল আয়োজনের সহিত অভ্যর্থনা করিয়াছেন। ষ্টেশন হইতে 'ললিত মহল' পর্য্যন্ত দুই মাইল ব্যাপী পথের জনগণ সমবেত হইয়া আনন্দ ধ্বনি প্রকাশ করিয়াছেন পাঠকগণ বোধ হয় অবগত আছেন। ললিত-মহল নামক রাজ প্রাসাদটীর নির্ম্মাণ কার্য্য ৬ বৎসর পূর্ব্বে লর্ড আরুইনকে অভ্যর্থনা প্রদানের জন্য সম্পন্ন হইয়াছিল। যে শোভাযাত্রা বড়লাট ও তদীয় পত্নীকে ষ্টেসনে অভ্যর্থনা করিয়াছে তাহাদের সম্মুখ ভাগেই দুইটী অতি সুন্দর কারু কার্য্য খচিত অষ্ট-অশ্বরথী যান ছিল। এতদ্ব্যতীত আরও অনেক যান ছিল। পূর্ব্বোক্ত যানদ্বয়ের প্রথমটীতে মহামান্য ভাইসরয়, মহামান্য মহীশূর রাজ, প্রেসিডেণ্ট মিঃ সি, টি, সি প্লাউডেন এবং মিলিটারী সেক্রেটারী কর্ণেল মূর ছিলেন।

মধ্য পথে উক্ত শোভাযাত্রাটী মিউনিসিপাল নির্ম্মিত সুসজ্জিত তাবুর নিকটে অতি উত্তমরূপ সাজান ও কারুকার্য্যখচিত তোরণের নিকট কিছুক্ষণ অপেক্ষা করেন। এই স্থানে উক্ত অশ্বযানে উপবিষ্ট মহামান্য বড়লাট বাহাদুরকে মহীশূর মিউনিসিপ্যালিটীর প্রেসিডেণ্ট মহোদয় একটী অভিনন্দন পত্র প্রদান করেন। মহামান্য ভাইসরয় মহোদয় অভিনন্দনের উত্তরে প্রেসিডেণ্ট মহোদয়কে এবং মহীশূরের জন সাধারণকে ঐ অভিনন্দন ও বিরাট অভ্যর্থনার জন্য ধন্যবাদ প্রদান পূর্ব্বক একটী সুন্দর বক্তৃতা প্রদান করেন। অতঃপর শোভাযাত্রাটী গ্রীষ্ম প্রসাদের দিকে অগ্রসর হয়। এই স্থানে মোটর যানে আরোহনপূর্ব্বক অবশিষ্ট পথ অতিক্রম করেন।

উক্ত দিবস রবিবার ছিল বলিয়া ভাইসরয়ের পার্টি নিস্তব্ধ ভাবে কাটাইয়াছেন তবে মহামান্যা লেডী উইলিংডন মহীশূরের যুবরাজ এবং এবং ভাইসরয়ের সার্জ্জেন কর্ণেল্ রোজ ষ্টুয়ার্ট বধির ও বোবাগণের শিক্ষাগার স্থাপনের জন্য যে নূতন গৃহের কল্পনা হইয়াছে, সে স্থানে গমন করিয়া উহার ভিত্তি স্থাপন করেন, তৎপর তিনি 'টিউবার কুলোসিস্ স্যানাটোরিয়াম' এমন পূর্ব্বক নূতন বিশ্রাম 'হ'লটীর দ্বার উন্মোচন করেন।

দীপালী উৎসবের জের

কর্ত্তব্য কার্য্যে নিযুক্ত কোনাও কনেষ্টবলকে মারপিট করিবার অভিযোগে আলীপুরের দ্বিতীয় পুলিশ ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ জে আর মুখার্জ্জি কালীঘাটের বৈদ্যনাথ হালদার এবং তাহার ভাই কাশীনাথকে তিনমাস সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করেন।

অভিযোগের বিবরণে প্রকাশ যে, গত দীপালীর দিন একজন সার্জ্জেণ্ট কয়েকজন কনেষ্টবলসহ টালীগঞ্জ রোডে টহল দিতেছিল এমন সময় তাহারা অনেকগুলি লোককে রাস্তায় পটকা ছুঁড়তে দেখে তাহারা ঐ স্থানে পৌঁছুলে বৈদ্যনাথ একজন পুলিশের গায়ে একটী পটকা ছুড়িয়া মারে। বৈদ্যনাথকে গ্রেপ্তার করিয়া দুইজন কনেষ্টবলের হেফাজতে টালীগঞ্জ থানায় পাঠাইয়া দেওয়া হয়। কাশীনাথ তাহার ভাইকে ছাড়িয়া দিবার জন্য কনেষ্টবলদিগকে অনুরোধ করে। কনেষ্টবল তাহার ভাইকে ছাড়িয়া দিতে রাজী না হওয়ায় কাশীনাথ ও আরও বহু লোক তাহাদিগের উপর ঢোল নিক্ষেপ করে, বৈদ্যনাথ কনেষ্টবলকে মারপিট করিয়া পলায়ন করিবার চেষ্টা করে।

বিশ্বাস ঘাতকতার অভিযোগ

আলীপুরের পুলিশ ম্যাজিষ্ট্রেটের এজলাসে শ্রীযুক্তা সুবাসিনী দাসীর পক্ষে মিঃ এ, কে ভাদুড়ী এই মর্ম্মে এক দরখাস্ত করেন যে, সতীশচন্দ্র মান্না এবং তাহার ভাই জিতেন্দ্রনাথ মান্না, ফরিয়াদিনীর কন্যা শ্রীমতী পান্নার ১৫০০ টাকার অলঙ্কার বিশ্বাস ঘাতকতা পূর্ব্বক আত্মসাৎ করিয়াছে। ম্যাজিষ্ট্রেট উক্ত দরখাস্ত অনুসারে আসামীদিগকে গ্রেপ্তারের জন্য জামিন যোগ্য ওয়ারেণ্ট বাহির করেন।

এইরূপ প্রকাশ যে, দুই বৎসর পূর্ব্বে ফরিয়াদীনি জীতেনের সহিত তাহার কন্যা পান্নার বিবাহ দেয় কন্যাকে তাহার স্বামীর বাড়ীতে অত্যন্ত নির্য্যাতন করা হইত গত ১৮ই মে পান্নাকে বাড়ী হইতে বিতাড়িত করিয়া দিয়া আসামিগণ তাহার সমস্ত অলঙ্কার রাখিয়া দেয়। আসামীদিগের বিরুদ্ধে ফৌজদারী মোকদ্দমা দায়ের করিলে পরে তাহা আপোষে নিষ্পত্তি হয়। আসামিগণ, অতঃপর থানায় এই মর্ম্মে এজাহার দেয় যে পান্না আত্মহত্যা করিতে চেষ্টা করিতেছে। এই সংবাদ পাইয়া পুলিশ পান্নাকে গ্রেপ্তার করে, কিন্তু পরে তাহাকে মুক্তিদান করা হয়। ফরিয়াদীনি ইহার পর আসামীদের নিকটে তাহার কন্যার অলঙ্কার দাবী করে। কিন্তু আসামিগণ তাহাকে গালাগালি করে। অলঙ্কার সম্বন্ধে তাহারা কিছু জানে না বলে তাহার জামাতা জিতেন পুনরায় বিবাহ করিতে যাইতেছে।

নাগপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে স্যার সি, ভি রমণের বক্তৃতা

নাগপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের দশম বার্ষিক উপাধি বিতরণী সভায় স্যার সি, ভি, রমণ বক্তৃতা করিয়াছেন। মধ্য প্রদেশের গবর্ণর স্যার হাইড গোয়ান চ্যান্সেলার সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি বক্তাকে সকলের নিকট পরিচয় করাইয়া দেন। গবর্ণর আরও বলেন যে, তিনি গবর্ণর থাকা কালে কোন কোন বিষয়ে নাগপুর বিশ্ববিদ্যালয়কে সাহায্য করিতে পারিবেন বলিয়া আশা করেন।

গ্রাজুয়েটগণকে সম্বোধন করিয়া স্যার সি, ভি, রমণ বলেন—আপনাদের জীবনের একটা সুস্পষ্ট অধ্যায়ের সূচনা হইল। ভারতবর্ষ এখন একটা সঙ্কটময় যুগ অতিক্রম করিতেছে। আমি আশা করি যে, ইহার অবসান হইবে এবং আপনাদের জীবনেই নানাবিধ সুযোগ উপস্থিত হইবে, আমি মোটেই নিরাশ হইতে চাহি না; যাঁহারা প্রচলিত মুদ্রার মাপকাঠিতে শিক্ষা ও সভ্যতার পরিমাপ করেন, আমি তাঁহাদের দলভুক্ত নহি। আমি মনে করি, শিক্ষা ও সভ্যতার একটা নিজস্ব মূল্য আছে। বিজ্ঞান জগতের বড় বড় আবিষ্কার তাঁহারাই করিয়াছেন, যাঁহারা বিজ্ঞানের উৎকর্ষের জন্যই বিজ্ঞান চর্চ্চা করিয়া গিয়াছেন—টাকার কথা ভাবিয়া কাজ করেন নাই।

পরিশেষে স্যার সি, ভি, রমণ বলেন, —তীক্ষ্ণ বিচার বুদ্ধি এবং ন্যায়ের দ্বারা আপনাদের জীবন নিয়ন্ত্রিত হওয়া উচিত। ভাবপ্রবণতা এবং দুষ্প্রবৃত্তিকে জীবনে স্থান দেওয়া উচিত নহে। তাহা হইলেই আপনাদের ভবিষ্যৎ সুখকর হইবে এবং দেশে ও সমাজে আপনারা যথাযোগ্য স্থান লাভ করিতে পারিবেন।

লাল ইস্তাহারের মামলা

ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ খলিল ১লা ডিসেম্বর লালইস্তাহারের মামলায়, আসামীদের বিরুদ্ধে হত্যায় প্রবোচনা দানের অভিযোগ গঠন করিয়াছেন।

হিন্দুস্থান সোসিয়ালিষ্ট রিপাব্লিকান সেনাবাহিনী নাম দিয়া লাল ইস্তাহার প্রকাশিত করার অভিযোগে এবং স্বাধীনতা দিবস উৎসবে যোগদান করার অভিযোগেই আসামীদের বিরুদ্ধে মামলা চলিতেছিল।

'অর্জ্জুন' পত্রিকার রিপোর্টার আসামী ফুলচাঁদ জৈন, কস্তেচাঁদ এবং মহারাষ্ট্র প্রেসের স্বত্বাধিকারীর বিবৃতি আদালতে গৃহীত হইয়াছে। আসামীগণ দোষ অস্বীকার করিয়াছে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক
— পারমার্থিক পত্র —
শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশ
তনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনম্,
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং
প্রেমা পুমর্থো মহান্,
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং
তত্রাদরো নঃ পরঃ॥

৮ম বর্ষ | ৫ নারায়ণ গৌরাব্দ ৪৪৭, ২১শে অগ্রহায়ণ বঙ্গাব্দ ১৩৪০, ৭ই ডিসেম্বর ইং ১৯৩৩, বৃহস্পতিবার | ২৩৩ তম সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

বিগত ১৪ই কার্ত্তিক বৃহস্পতিবার শ্রীশ্রীভক্তি সিদ্ধান্ত-বাণী-সেবক সমিতির সাপ্তাহিক অধিবেশনে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা হয়। পাঠের সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইতেছে।

যোগমায়াকে আদেশ করিলেন,—তুমি মথুরাতে যাইয়া দেবকীর উদরে আমার দ্বিতীয়-স্বরূপ বা আশ্রয় সঙ্কর্ষণ, যিনি (অংশে) শেষ-সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত হন তাঁহাকে অক্লেশে আকর্ষণ করিয়া অন্যের অলক্ষ্যে নন্দব্রজ গোকুলে নন্দালয়ে রোহিণীর উদরে সংস্থাপন কর।

শ্রীবলদেব শ্রীকৃষ্ণের স্বীয় অংশভূত। সঙ্কর্ষণ, কারণাব্ধিশায়ী ও শেষ যাঁহার অংশ ও কলা তিনিই রাম।

"একই স্বরূপ দোঁহে ভিন্ন মাত্র কায়।
আদ্য-কায়ব্যূহ কৃষ্ণলীলার সহায়॥
সর্ব্ব-অবতারী কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্।
তাঁহার দ্বিতীয় দেহ শ্রীবলরাম॥
(শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত)

ভক্তি-পরিপাটী প্রদর্শনের জন্য এই লীলা। ভক্তজনের শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি-লক্ষণা ভক্তি প্রতিষ্ঠার জন্য ষড়্‌বিষয়রূপ ষড়্‌গর্ভ বিনাশ।

ভগবদ্যশঃ-শ্রবণ-কীর্ত্তন-পরিচর্য্যাদিময়ী ভক্তিরতি প্রবৃদ্ধি হইলে, ভগবানের রূপ-গুণাদি আবির্ভূত ও ভগবৎপ্রকাশক রজস্তমো-বিবর্জ্জিত শুদ্ধ-সত্ত্ব-স্বরূপ ভক্তির উদয় হয়।

দেবী দেবকীর ষড়্‌গর্ভ-নিবৃত্তির পর ভগবৎযশঃ-নিবাস শয্যাসন-ছত্রাদি রূপ অনন্ত সপ্তম-গর্ভে আবির্ভূত হন. অতঃপর প্রেম-ভক্তি আবির্ভাবের পর ভগবৎ-সাক্ষাৎকার। ভক্তের অষ্টম গর্ভ অর্থাৎ দেবকীর অষ্টম গর্ভে ভগবান্ আবির্ভূত হইয়া দর্শন দান করেন।

একমাত্র শ্রীকৃষ্ণতত্ত্বদর্শী সদ্গুরু বা আচার্য্যের কৃপানুগ্রহে এই সকল তত্ত্বের দ্বার উদ্ঘাটিত হয়। এবম্বিধ সুষ্ঠু ভজনক্রম অবগত হইবার উপায় স্বীয় চেষ্টায় বা জাগতিক অন্য কাহারও চেষ্টায় কোন কালেই আবিষ্কৃত হয় নাই। আমরা যে যেখানে যেভাবেই থাকি সকলকেই ঐশ্বর্য্য-শ্রুত-শ্রীর আকৃষ্টি পরিহার করিয়া, সদ্গুরু—যিনি অভিন্ন শ্রীবলদেব, তাঁহার শ্রীপাদপদ্মে শরণাগত হইতেই হইবে। তাই কোন মহাজন, আমার বল-লাভের উপায়-বিধানের জন্য গাহিয়াছেন,—

একাকী আমার নাহি পায় বল
কৃষ্ণ-নাম-সংকীর্ত্তনে।
তুমি কৃপা করি শ্রদ্ধা বিন্দু দিয়া
দাও কৃষ্ণ-নাম-ধনে॥
কৃষ্ণ সে তোমার কৃষ্ণ দিতে পার
তোমার শকতি আছে।
আমি ত কাঙ্গাল কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি
ধাই তব পাছে পাছে॥

দ্বাদশ-মহাজনের অন্যতম শ্রীপ্রহ্লাদ মহারাজও 'সদ্গুরুচরণাশ্রয় ব্যতীত হরি-ভজনে ব্যর্থ প্রয়াসে'র কথা শ্রীমদ্ভাগবতের—'মতির্ন কৃষ্ণে পরতঃ স্বতো বা মিথোঽভি-পদ্যেত গৃহব্রতানাম্' শ্লোকে কীর্ত্তন করিয়াছেন।

শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতা

(১)

গত ২৫শে নভেম্বর বর্ত্তমান যুগাচার্য্য শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ শ্রীধাম-মায়াপুরস্থ ভক্তি-বিজয়-ভবনে সমাগত বহু শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউটের শিক্ষক ও মঠবাসী ভক্তবৃন্দের নিকট কৃপা-পূর্ব্বক যে শ্রীহরিকথা কীর্ত্তন করেন তাঁহারই কিয়দংশ নিম্নে প্রকাশ করিবার প্রয়াস পাইতেছি মাত্র।

সেবা জিনিষটা আর অন্য কিছুই নয় সেটা হচ্ছে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণে অনুরাগ—তাঁ'র প্রীত্যর্থে সর্ব্বতোমুখী প্রচেষ্টা। কিন্তু বর্ত্তমান কালে সেবার নামে অন্তরে যে নিজেন্দ্রিয়তর্পণের সূক্ষ্ম স্রোত চলছে তা'কে সেবা বলে না সেটা সেবার ভাণ মাত্র। নিজের মঙ্গল না চেয়ে কপটতা করলে—সেবার ভাণ দেখালে অবশেষে অসুবিধায় পড়্‌তে হবে।

ভক্তিটী সর্ব্বতোভাবে একমাত্র শ্রীকৃষ্ণেই প্রযোজ্য। 'একলা ঈশ্বর কৃষ্ণ আর সব ভৃত্য' কৃষ্ণ সকলেরই সেব্য ব'লে তাঁ'কেই ভক্তি করতে হ'বে। সর্ব্বতোভাবে সেবা-গ্রহণের যোগ্যতা একমাত্র কৃষ্ণেরই আছে। অন্যান্য অবতারে এরূপ সেবাগ্রহণ-সুষ্ঠুতা পরিদৃষ্ট হয় না; এ সব কথা শাস্ত্র বিশেষভাবে আলোচনা ক'রেছেন।

আমরা কিন্তু কৃষ্ণকে বাদ দিয়ে শিবাদি দেবতার পূজা করবার জন্য দৌড়াচ্ছি। আমাদের যে দেবসেবা (?) তা' আমাদের অভীষ্ট দেবতার কাছ থেকে কিছু আদায় করবার চেষ্টা ছাড়া আর কিছুই নয়। আমরা দেবসেবার ভাণ করি বটে কিন্তু তা'র অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য হচ্ছে—সুখে স্বচ্ছন্দে থেকে নিজেন্দ্রিয়তর্পণের প্রবলা আকাঙ্ক্ষা। বর্ত্তমানে দেবসেবা ব'লে যে একটা ব্যাপার জগতে চলছে সেটা দেবসেবার নামে নিজেরই সেবা মাত্র। এরূপ করার জন্য আমাদের অমঙ্গলই দিন দিন বেড়ে যাচ্ছে।

পরম-সেব্যবিগ্রহ কৃষ্ণ কোনও দিন কাহারও ভোগের ইন্ধন সরবরাহ করেন না। তাঁর সেবা করলেই জীবের মঙ্গল হবে, এ ত্রিতাপময় সংসার থেকে ছুটি পাওয়া যাবে। সকলের একমাত্র আশ্রয়—কৃষ্ণ। অন্য সকলেই তাঁর আশ্রিত; এই আশ্রিতগণের পরস্পরে মধ্যে যে সেবার ছলনা তা ভোগ ছাড়া আর কিছুই নয়।

আমরা 'কৃষ্ণের সেবক' এই কথা ভু'লে গিয়েই অসুবিধায় পড়ে যাচ্ছি। কৈতব—ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ এসে আমাদের সেবাবিস্মৃতি ঘটাচ্ছে। কৈতব-বস্তুর জন্য ব্যগ্র হ'চ্ছি ব'লে অকৈতব-ভক্তির কথা আমাদের কাণে পৌঁছাচ্ছে না। এই সব ইতর বিষয়ে আসক্তি-নিবন্ধন ভক্তিতে প্রতিষ্ঠিত হওয়া বা সেবা করাটা আমাদের অপ্রীতিকর ব'লে মনে হচ্ছে। কৃষ্ণই সেব্য; এ জগতে ও পরজগতে যা কিছু আছে সব কৃষ্ণেরই ভোগ্য—তিনিই অদ্বিতীয় ভোক্তা। আমরা সকলেই তাঁর ভোগের বস্তু—তাঁর নিত্য সেবক-সম্প্রদায়।

জগতের সকলেই ভগবানের সেবক একথা মুখে বলি কিন্তু কাজের বেলায় তার উল্টো হয়। তখন আমরা বলি—They should serve us. জগতের লোক, আমার আত্মীয়বান্ধব আমার সেবা করুক। এখানে হরিবিমুখ জীবগণ কপটতা করছে। নিজের পায়ে নিজে কুড়ুল মেরে সেবা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

৫ নারায়ণ আদি কারণোদশায়ী

অবতার

আমরা শাস্ত্রে অবতারবাদের কথা শুনিতে পাই। যিনি বৈকুণ্ঠজগৎ হইতে এই কুণ্ঠ বা নশ্বর জগতে জীব-মঙ্গলার্থ অবতরণ করেন তিনিই অবতার। বৈকুণ্ঠ-জগতের একচ্ছত্রাধিপতি সর্ব্বাবতারী ভগবান্ কৃষ্ণের অবতারাবলীর মধ্যে কেহ বা তাঁহার অংশ, কেহ বা তাঁহার কলা হইলেও সকলেই পূর্ণ—মায়াতীত ও আব্রহ্মস্তম্ব সকলেরই সেব্য।

অধোক্ষজ ভগবান্ কৃপাপূর্ব্বক পরজগৎ হইতে এ জগতে অবতীর্ণ না হইলে ইন্দ্রিয়-জ্ঞান-সম্বল বদ্ধজীবগণের তাঁহাকে জানিবার আর গত্যন্তর নাই; তাই স্বয়ং ভগবান্ গীতায় অর্জ্জুনকে এই অবতারবাদের কথা স্বমুখে বলিয়াছেন,—

যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্॥
পরিত্রাণায় সাধূনাম্ বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥

—'আমি ইচ্ছাময়। আমার ইচ্ছা হইলেই আমি অবতীর্ণ হই। যখন যখন ধর্ম্মের গ্লানি ও অধর্ম্মের অভ্যুত্থান হয় তখন তখনই আমি স্বেচ্ছাপূর্ব্বক আবির্ভূত হই। আমার জগদ্ব্যাপারনির্ব্বাহক বিধিসকল অজেয় কিন্তু কালক্রমে যখন ঐ সকল বিধি কোন অনির্দ্দেশ্য কারণ বশতঃ বিগুণ হইয়া পড়ে, তখনই কালদোষ-ক্রমে অধর্ম্ম প্রবল হয়। সেই দোষ নিবারণ করিতে আমি ব্যতীত আর কেহ সমর্থ হয় না। অতএব আমি স্বীয় চিচ্ছক্তিসহকারে প্রপঞ্চে উদিত হইয়া ঐ ধর্ম্মগ্লানি নিবৃত্ত করি

'এই ভারত-ভূমিতেই যে আমার উদয় দেখিতে পাও, তাহা নয়। আমি দেব-তির্য্যগাদি সমস্ত রাজ্যেই আবশ্যকমত ইচ্ছাপূর্ব্বক উদিত হই। অতএব ম্লেচ্ছ ও অন্ত্যজদিগের রাজ্যে উদিত হই না, তাহা মনে করিও না। সেই সকল শোচ্য পুরুষগণ যতটুকু ধর্ম্মকে স্বধর্ম্ম বলিয়া স্বীকার করে ততটুকু ধর্ম্মের গ্লানি হইলেও তাহাদের মধ্যে শক্ত্যাবেশ-অবতাররূপে আমি তাহাদের ধর্ম্ম রক্ষা করি। কিন্তু ভারতভূমিতে বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মরূপে সাম্বন্ধিক স্বধর্ম্ম সুষ্ঠুরূপে আচরিত হয় বলিয়াই তদ্দেশবাসী আমার প্রজাসকলের ধর্ম্ম-সংস্থাপন-করণার্থে আমি অধিকতর যত্ন করি।

'রাজর্ষি, ব্রহ্মর্ষি প্রভৃতি আমার যে-সকল ভক্ত তাঁহাদের সত্তায় আমি শক্ত্যাবেশ করতঃ বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম সংস্থাপন করি, কিন্তু অভক্তব্যক্তিগণ হইতে পরমভক্ত সাধুগণের সংরক্ষণার্থ আমার স্বীয় অবতারের আবশ্যকতা অতএব যুগাবতার হইয়া আমি সাধুদিগকে রক্ষা করি, অসাধুদিগকে পৃথক্ করিয়া নাস্তধর্ম্মে ব্যবস্থাপিত করি এবং শ্রবণকীর্ত্তনাদি ভক্তি প্রচার করিয়া জীবের নিত্য স্বধর্ম্ম সংস্থাপন করি। আমি যুগে যুগে অবতীর্ণ হই, এই কথা দ্বারা, কলিকালেও আমার অবতার হয়—ইহা স্বীকার করিবে।

'কলিকালের অবতার কেবল কীর্ত্তনাদি দ্বারা পরম-দুর্ল্লভ-প্রেম সংস্থাপন করিবেন। তাহাতে অন্য তাৎপর্য্য না থাকায় সেই অবতার সর্ব্বাবতার-শ্রেষ্ঠ হইলেও সাধারণের নিকট গোপনীয়। আমার পরমভক্তগণ স্বভাবতঃ সেই অবতার কর্ত্তৃক বিশেষরূপে আকৃষ্ট হইবেন, তাহা তুমিও তৎসাহচর্য্যে অবতীর্ণ হইয়া দেখিতে পাইবে; কলিজন-নিস্তারকাবতার কর্ত্তৃক দুষ্কৃতজনের দুষ্কৃতি-বিনাশ ব্যতীত অসুর-বিনাশকার্য্য নাই, ইহাই সেই গুহ্য অবতারের পরম রহস্য।

'অচিন্ত্য-চিচ্ছক্তি দ্বারা যে দিব্য জন্ম ও কর্ম্ম আমি স্বীকার করি, তাহা পূর্ব্বোক্ত-মত তত্ত্ববিচার-ক্রমে যিনি অবগত হন, তিনি দেহত্যাগ পূর্ব্বক পুনরায় জন্মগ্রহণ করেন না; পরন্তু আমার চিচ্ছক্তিপ্রকাশরূপ হ্লাদিনীশক্তির বশীভূত হইয়া আমার নিত্য-সেবা প্রাপ্ত হন। যাহারা তত্ত্বজ্ঞানের অভাবে আমার জন্ম, কর্ম্ম ও প্রপঞ্চে প্রকাশিত দেহকে অনিত্য ও প্রাপঞ্চিক বলিয়া সিদ্ধান্ত করে, তাহারা অবিদ্যাবশতঃ সংসার লাভ করে। কর্ম্মজড় পুরুষেরা প্রায় ঐরূপ সিদ্ধান্ত দ্বারা কর্ম্ম-জড়তাতে আবদ্ধ থাকে। সাধুকৃপা ব্যতীত তাহাদের বিমল-ভক্তি উদিত হয় না।'

কঠ, বৃহদারণ্যক, মুণ্ডকাদি শ্রুতি "যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যঃ", "প্রোবাচ তাং তত্ত্বতো ব্রহ্মবিদ্যাং" প্রভৃতি মন্ত্রে 'অবতারবাদ' প্রতিপাদন করিয়াছেন। সাত্বতগণও এই শ্রুতিপ্রতিপাদ্য 'অবতারবাদ' বা 'অবরোহবাদ' স্বীকার করিয়াছেন। জগদ্গুরু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবও এই অবতারবাদেরই একনিষ্ঠ প্রচারক। সুতরাং "সাধু, শাস্ত্র ও গুরুবাক্য"—সকলেই এই অবতারবাদেরই প্রমাণ করিতেছেন।

এই অবতারবাদের তাৎপর্য্য এই যে, 'নিরস্তকুহক বাস্তবসত্য' স্বতঃপ্রকাশ বস্তু। সেই সত্য যখন কৃপা করিয়া নিজকে নিজে প্রকাশিত করেন, তখনই জীব সেই সত্যের নির্ম্মলালোকে সত্যের স্বরূপ পরিদর্শন করিতে পারেন। সত্য অবতীর্ণ হইলেই সত্যকে জানা যায়, মানব বিদ্যা, বুদ্ধি, মনীষা, গবেষণা বা প্রাকৃত শত শত আরোহচেষ্টাদ্বারাও সেই পরমসত্যের সন্ধান পান না।

শ্রীলঘুভাগবতামৃত টীকায় শ্রীপাদ বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু বলেন,—"অপ্রপঞ্চাৎ প্রপঞ্চেঽবতরণং খল্বাবতারঃ"—অর্থাৎ অপ্রপঞ্চ হইতে প্রপঞ্চে অবতরণই অবতার সেই অবতরণ দুই প্রকারের—কখনও পরম-সত্যস্বরূপ শ্রীভগবান্ স্বয়ং অবতীর্ণ হ'ন কখনও ভক্তদ্বারে সত্য অবতীর্ণ করান। সুতরাং অবতারবাদের স্বরূপ-লক্ষণ—অপ্রপঞ্চস্থিত নিত্য পরম সত্য প্রপঞ্চে প্রকটিকরণ। এই পরমসত্য-প্রকাশরূপ ব্যাপারের তাৎপর্য্য উপলব্ধি করিতে না পারিয়া অনেক মনোধর্ম্মযুক্ত ব্যক্তি, অনেক কলির ভৃত্য নিজে নিজে বা অর্ব্বাচীন শিষ্য-গণের দ্বারা নিজদিগকে এক একজন অবতার (?) সাজিতে ও সাজাইতে প্রয়াসী হইয়াছেন ও হইতেছেন। জগদ্গুরু, সর্ব্বাবতারী শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর অবতীর্ণ হইবার পর হইতে কত শত অবতার (?) হইয়াছেন ও হইতেছেন তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। জড়ীয় প্রতিষ্ঠার বশবর্ত্তী হইয়া কত লোক যে মহাপ্রভু (?) সাজিলেন ও সাজাইলেন, আবার কেহ তাহাতেও সন্তুষ্ট না হইয়া 'মহামহাপ্রভু' প্রভৃতি বহু 'মহৎ' শব্দ উত্তরপদে যোজনা করিতে থাকিলেন।

এই সকল 'গোখর'-বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি বড়ই দয়ার পাত্র! এইরূপ বিষ্ণুবিরোধিনী বুদ্ধি জগৎ-সৃষ্টির সময় হইতে চলিয়া আসিতেছে। জগতের নৈসর্গিক অবস্থা (Normal Condition)ই বিষ্ণুবিরোধী-বিষ্ণুর সিংহাসন গ্রহণে প্রয়াস। এই চেষ্টা কেহ সাক্ষাৎভাবে, কেহ বা প্রচ্ছন্নভাবে করিয়া আসিতেছেন। সাক্ষাৎঅভিন্নব্রজেন্দ্র-নন্দন শ্রীগৌরসুন্দর যখন এজগতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন তখনও এরূপ অসদ্ভাব ছিল। শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুর শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবতের চতুর্দ্দশ-অধ্যায়ে ইহার ইঙ্গিত প্রদান করিয়াছেন। তিনি পূর্ব্ববঙ্গের অবস্থা-বর্ণনে বলিয়াছেন যে,—

মধ্যে মধ্যে মাত্র কত পাপিগণ গিয়া।
লোক নষ্ট করে আপনারে লওয়াইয়া॥
উদরভরণ লাগি 'পাপিষ্ঠ' সকলে।
রঘুনাথ করি' কেহ আপনারে বলে॥
কোন পাপিগণ ছাড়ি কৃষ্ণ-সঙ্কীর্ত্তন।
আপনারে গাওয়ায় বলিয়া নারায়ণ॥"

আবার রাঢ়দেশের বিষয়-বর্ণনে বলিয়াছেন,—

রাঢ়ে আর এক মহা ব্রহ্মদৈত্য আছে।
অন্তরে রাক্ষস বিপ্র কাচ মাত্র কাচে॥
সে পাপিষ্ঠ আপনারে বলায়—'গোপাল'।
অতএব তারে সবে বলেন—'শিয়াল'॥
শ্রীচৈতন্যচন্দ্র বিনে অন্যেরে ঈশ্বর।
যে অধমে ব'লে সেই ছার শোচ্যতর॥"

কতকগুলি লোক আবার শ্রীচৈতন্য-ভাগবতের শচীদেবীর প্রতি শ্রীগৌরসুন্দরের সন্ন্যাসগ্রহণকালীন—

আর দুই জন্ম এই সংকীর্ত্তনারম্ভে।
হইব তোমার পুত্র আমি অবিলম্বে॥

—এই বাক্যের কদর্থ করিয়া কত কত অবতারের সৃষ্টি করিতেছেন। শুদ্ধ ভাগবতের চরণ আশ্রয় না করাতে ঐ সকল লোকের শ্রীঅর্চ্চায় শিলাবুদ্ধি, গুরুতে নরমতি, ভৌমবস্তুতে পূজ্যবুদ্ধি, সলিলে তীর্থবুদ্ধি এই সকল নরকের বুদ্ধি উদিত হইয়াছে। ঐসকল অক্ষজবাদী, আরোহপন্থী অবতারবাদের গূঢ়ার্থ হৃদয়ঙ্গম করিবার সুকৃতি অর্জ্জন করিতে পারেন নাই বলিয়াই উঁহাদের এইরূপ স্বকপোল-কল্পিত-মত-উদ্ভাবিনী রতির উদয় হইয়াছে। ঐসকল লোক জরামরণশীল কাল্পনিক বস্তুতে পূজ্যবুদ্ধি করিবার জন্য বড়ই ব্যস্ত। শ্রীগৌরসুন্দর সেইরূপ জন্মের কথা বলেন নাই। অভিন্ন-যশোমতীস্বরূপিণী শ্রীশচীমাতা যখন অভিন্ন-ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীগৌরসুন্দরের অপ্রাকৃত দর্শন-বিচ্ছেদ স্মরণ করিয়া কাতর হইতেছিলেন তখন তিনি—শীঘ্রই শ্রীগৌরের অর্চ্চাবিগ্রহ ও শ্রীগৌরনামরূপে অবতীর্ণ হইয়া মাতার বিরহদুঃখাপনোদন করিবেন ইহাই ইঙ্গিতে বলিয়াছিলেন। আমরা কোনও কোনও প্রাচীন পুঁথিতে নিম্নলিখিত পদটী লক্ষ্য করিয়াছি,—

"মোর অর্চ্চা-মূর্ত্তি মাতা তুমি সে ধরণী।
জিহ্বারূপা তুমি মাতা নামের জননী॥
এই দুই জন্ম মোর সঙ্কীর্ত্তনারম্ভে।
দুই ঠাঁঞি তোর পুত্র হঁহ অবিলম্বে॥"

শ্রীভগবানের শাস্ত্র অবতারগণ বাস্তব-সত্যের প্রচারক। তাঁহাদের প্রচারিত সত্যে কোনও প্রকার কপটতা নাই। 'শ্রীমদ্ভাগবত' গ্রন্থও একটী অবতার, কারণ তাঁহাতে নিরস্তকুহক সত্যের কথা প্রচারিত হইয়াছে। এই জন্যই শ্রীগৌরসুন্দর 'শ্রীমদ্-ভাগবত'-সম্বন্ধে বলিয়াছেন—

"গ্রন্থরূপে ভাগবত কৃষ্ণ-অবতার।"

শ্রীমদ্ভাগবতের দ্বিতীয় শ্লোক হইতে জানা যায় যে ভাগবতের প্রচারিত সত্যে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম বা মোক্ষ-বাঞ্ছারূপ কপটতা নাই। তাঁহাতে 'প্রোজ্ঝিত'-কৈতব ধর্ম্মের কথা আছে। ঐ ধর্ম্ম পরম-নির্ম্মৎসর সাধুগণের আচরিত ধর্ম্ম এবং একমাত্র সেই ধর্ম্ম যাজন করিলেই জীবের ত্রিতাপ উন্মূলিত হয়। সেই ভাগবতধর্ম্মের অপর নামই 'সেবা' বা ভাগবতের ভাষায় 'স বৈ পুংসাং

সকল জন্মে পিতামাতা সবে পায়। গুরুকৃষ্ণ নাহি মিলে ভজহ হিয়ায়॥

পরোধর্ম্ম যতো ভক্তিরধোক্ষজে। অহৈতুক্য-প্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি ॥' অপ্রাকৃত পরম-তত্ত্ব শ্রীভগবানে অহৈতুকী ও অপ্রতিহতা ভক্তিই পুরুষমাত্রের পরমধর্ম্ম। সেই ভক্তির দ্বারা আত্মা সম্যক্ প্রসন্ন হন। শ্রীনামও অবতার-তত্ত্ব। যথা শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে—

'কলিকালে নাম-রূপে কৃষ্ণ অবতার।

শ্রীকৃষ্ণনামে ও শ্রীকৃষ্ণে কোনও ভেদ নাই। সুতরাং শ্রীনামই—শ্রীকৃষ্ণ। শ্রীনাম জাগতিক আভিধানিক শব্দ বা নশ্বর দেবী-ধামের বস্তুর অন্যতম নহেন। জগতের শব্দের দ্বারা ধর্ম্ম, অর্থ, কামের উদ্দেশ করা যায়। কিন্তু শ্রীনাম জীবহৃদয়ে অপ্রাকৃত সেবা-রস উদিত করাইয়া সেবার নিত্য বিষয়-বিগ্রহরূপে বিরাজিত থাকেন। শ্রীবিগ্রহও শ্রীভগবানের অবতার। অজ্ঞবাদিগণ শ্রীবিগ্রহকে অজ্ঞজ্ঞানে দর্শন করিতে যাইয়া বিতাড়িত হন। কেহ শ্রীবিগ্রহকে মাটী, পাথর, কাঠ দেখিয়া বলেন, কেহ বা মাটী, পাথর, কাঠে চৈতন্যের আরোপ করিয়া থাকেন। কিন্তু শ্রীগৌরসুন্দর বলেন,—

"ঈশ্বরের শ্রীবিগ্রহ সচ্চিদানন্দাকার।"

'ভক্তভাগবত'-গণও শ্রীভগবানের অবতার। ভগবান্ই 'গ্রন্থ-ভাগবত' ও 'ভক্ত-ভাগবত'-দ্বারা বাস্তব সত্য প্রচার করেন। ভক্ত ভগবানের অবতার হইলেও স্বয়ং ভগবান্ নহেন। তিনি ভগবানের আশ্রয়জাতীয় সেবকতত্ত্ব—ভগবানের ভেদা-ভেদ-প্রকাশ। মূঢ় লোকগণই নিজদিগকে ভগবান্ ও নিত্যপার্ষদগণের সহিত অভেদ মনে করে। শুদ্ধভাগবতগণ নিজকে সর্ব্বদা নিত্য ভগবৎপার্ষদবৃন্দের অনুগত ও পাল্য-কিঙ্করবোধে ভগবানের সেবা করিয়া থাকেন। আজকাল অনেক অর্ব্বাচীন ব্যক্তিকে 'নন্দ' যশোদা, ললিতা, বিশাখা, বালগোপাল কত কি সাজিতে দেখা যায়। শ্রীজীব গোস্বামীপাদ বলেন যে, নিজকে ভগবান্ মনে করা ত' দূরের কথা, যদি কোনও ব্যক্তি নিজকে নিত্যভগবদ্দাসগণের অনুগত বা কিঙ্কর না জানিয়া তত্তৎ নিত্য ভগবদ্-পার্ষদ-স্থানীয় কোনও একজন বলিয়া চিন্তা করেন সেই অপরাধী ব্যক্তি নিশ্চয় মায়াবাদ-দোষে দুষ্ট হইয়া অধোগতি লাভ করিবেন।

শ্রীল জীবগোস্বামিপাদ তাঁহার শ্রীভক্তি-রসামৃতসিন্ধুগ্রন্থে লিখিয়াছেন,—

'পিতৃত্বাদি অভিমান' দুই প্রকারের হইতে পারে—'আমি কৃষ্ণের পিতা ইত্যাদি এইরূপ স্বতন্ত্র অভিমান এবং শ্রীকৃষ্ণের পিতা প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন রসের নিত্য রসিকগণের সহিত অভেদ অভিমান। ইহার মধ্যে শেষোক্ত আশ্রয়-বিগ্রহস্থ অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের নিত্য রসিকগণের সহিত অভেদ-অভিমান অত্যন্ত অনুচিত। বিষয়বিগ্রহ ভগবানের সহিত অভেদ-অভিমানে যেরূপ অহংগ্রহোপাসনা-রূপ অপরাধ হয় তদ্রূপ ভগবানের নিত্যপরিকরগণের সহিতও আপনাকে অভেদজ্ঞান করিলে সেইরূপ অপরাধ হইয়া থাকে।

এক্ষণে অবতারবাদ—আরোহবাদ বা শ্রৌতপন্থা যে একমাত্র স্বীকার্য্য ও গ্রহণীয় তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। সুতরাং বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিগণ এ সব বিষয় সুন্দররূপে বিচারপূর্ব্বক নিত্যমঙ্গলের পথে অগ্রসর হইবেন ইহাই আমাদের ইচ্ছা।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

নিমন্ত্রণ-পত্র

শ্রীমাধবগৌড়ীয় মঠ
৯০, নবাবপুর রোড, ঢাকা
১৫ই অগ্রহায়ণ, ১৩৪০

বিপুলসম্মানপুরঃসর নিবেদনম্

আগামী ১৮ই অগ্রহায়ণ, ৪ঠা ডিসেম্বর সোমবার হইতে শ্রীশ্রীবিশ্ব-বৈষ্ণবরাজসভার উদ্যোগে ঢাকা শ্রীমাধবগৌড়ীয় মঠের বার্ষিক মহোৎসব আরম্ভ হইবে। এতদুপলক্ষে প্রত্যহ উষঃকীর্ত্তন, নগরে শ্রীনাম-প্রচার এবং সন্ধ্যা ৬॥ ঘটিকায় শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা হইবে। ৪ঠা পৌষ, ১৯শে ডিসেম্বর মঙ্গলবার শ্রীল জীব গোস্বামীপ্রভুর তিরোভাব-তিথিতে **সাধারণ মহোৎসব** হইবে।

আপনি সবান্ধবে কৃপা-পূর্ব্বক মহোৎসবে যোগদান করিলে সভার সদস্যবর্গ পরমানন্দিত হইবেন।

বৈষ্ণবদাসানুদাস

শ্রীঅতুলচন্দ্র দেবশর্ম্মা (বন্দ্যোপাধ্যায়, ভক্তিসারঙ্গ, গোস্বামী)
শ্রীনিশিকান্ত দেবশর্ম্মা (সান্যাল এম-এ, ভক্তিসুধাকর)
শ্রীকুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ (ভাগবতরত্ন, ভক্তিশাস্ত্রী, আচার্য্যত্রিক)
শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার সম্পাদকগণ

হৃদয়-ব্যথা

(৪)

প্রতিষ্ঠার দাস আমি ঐ প্রতিষ্ঠা-বিষ্ঠা পেয়ে আমার প্রকৃত-স্বরূপ ভু'লে গিয়ে এত বড় হ'য়ে পড়ি যে, তখন আর আমায় ধরে কে? এবং তখন ঐরূপ প্রতিষ্ঠা বা ভালবাসার সুবিধা লইয়া অন্যের উপর আধিপত্য করতেও কুণ্ঠিত হই না। 'জড়ের প্রতিষ্ঠা শূকরের বিষ্ঠা' প্রভৃতি মহাজনবাণী তোতাপাখীর ন্যায় লোকের কাছে আওড়াই বটে, কিন্তু সেই প্রতিষ্ঠা-বিষ্ঠা-ভোজনের অভাব হইলেই আমার সব বন্ধ হ'য়ে যায়। ক্রমাগত এই বিষয়েই মত্ত হ'তে হ'তে আমি এরূপ হ'য়ে পড়ি যে, কৃষ্ণবিরহকাতর ভক্তের কৃষ্ণচিন্তার ন্যায় সর্ব্বক্ষণ ঐ বিষ্ঠা-চিন্তাতেই দিন কাটাই এবং তার অভাবে আমার প্রাণধারণ অসম্ভব হ'য়ে উঠে।

যখন অন্তর্যামী বৈষ্ণবগণ আমার ভাবী মঙ্গলের জন্য আমার গলদ ধরিয়ে দেন তখন গুরুসেবকবেষী ভোগী আমি বিষ্ঠাভোজী কুকুরের ন্যায় প্রতিষ্ঠা-বিষ্ঠা-সন্ধানের জন্য গুরু-সেবা ত্যাগ ক'রে—আমার নিত্যা বৃত্তি সেবা ছেড়ে দিয়ে 'কাণা গরুর ভিন্ন গোঠ'এর ন্যায় নিজের রাস্তা নিজেই খুঁজিয়া লই এবং অবশেষে একূল ওকূল দুকূল যায় অর্থাৎ সেবাও হয় না, প্রতিষ্ঠা কামী জগৎ আমাকে প্রতিষ্ঠাও দেয় না। তাই বলি, আমার ন্যায় নির্বোধ আর কে?

সব রকমই দেখ্‌লাম, কিন্তু কিছুতেই কিছু নাই দেখ্‌ছি। এ জগৎটাই যে দুঃখাগার, লবণসমুদ্রে কি ক্ষীর পাওয়া যায়? ত্রিতাপক্লিষ্ট জগৎবাসী আমায় সুখ বা আনন্দ দিবে কি ক'রে? আনন্দ দিতে পারে তাঁরাই, যাঁরা আনন্দ পেয়েছেন—যাঁরা এই জাগতিক বিষয়কে বিষজ্ঞানে ভক্তিধনে—শ্রীগুরুপাদপদ্মধনে ধনী হ'য়েছেন। হায়, হায়! আমি করছি কি? দেবদুর্ল্লভ নিত্য ধনে—গুরুবৈষ্ণব-গণকে অবহেলা করছি, তাঁদের সেবা না ক'রে কনক-কামিনী ও প্রতিষ্ঠার সেবার জন্য দৌড়াচ্ছি! ধিক্ আমাকে, শত ধিক্! কৃষ্ণদাস হ'য়ে এ কি করছি! হায় রে দুর্দৈব!

শ্রীল সেবাবিগ্রহপ্রভু, কুঞ্জদা ও অন্যান্য বৈষ্ণবগণের আনুগত্যে যাঁহারা সেবা করিতে পারেন তাঁহারা এরূপ ভয় হইতে একেবারেই মুক্ত, কারণ তাঁহারা পতিতপাবন এবং তাঁহাদের দয়া, তাঁহাদের ভালবাসা, তাঁহাদের যত কিছু সবই গুরুসেবার সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যসম্বন্ধ-বিশিষ্ট। আর তাঁদের সর্ব্বতো-মুখী চেষ্টাই হচ্ছে—আমাদের ন্যায় জীবকুলের সম্মুখে সেবাদর্শ প্রকট পূর্ব্বক আমাদিগকে নিত্যমঙ্গলপ্রদা শ্রীগুরুসেবার আকর্ষণ করা। তাতেই বলছি যদি কৃষ্ণকে পেতে হয়, শ্রীগুরু-দেবের প্রীতি-কামনা করতে হয়, শুদ্ধসেবার প্রতিষ্ঠিত হ'তে হয়, 'শ্রীচৈতন্যমঠই যে সমস্ত জীবের একমাত্র বসতিস্থল' এটা হৃদয়-ঙ্গম করতে হয়, 'গুরুগৌর ছাড়া আমাদের আর কেউ নাই' এই বিষয়টী যদি মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি করতে হয়, মায়াকে জয় করতে বা আশার মুখে চিরতরে ছাই দিতে হয়, তাহ'লে আমাদের অতীব প্রয়োজনীয় বিষয় হচ্ছে—গুরুবৈষ্ণবের আনুগত্য ও সরলতা। আমি দেখ্‌ছি আমার এই দুইটীরই সম্পূর্ণ অভাব, আর আমার হৃদয়ে কেবল হিংসা-দ্বেষাদি শত্রুগণের একত্র সমাবেশ; তাই বলি, আমার মত মন্দভাগ্য আর কে?

হে গুরুদেব, হে বৈষ্ণবগণ, আমার হৃদয়ের দু'একটী ব্যথা নিবেদন করলাম। অন্য বিষয় আর কি বলবো। অন্ত 'কহিবারে পাই লজ্জা সব জান তুমি' এই ব'লেই এবং পতিতপাবন আপনারা নিশ্চয়ই এ পতিতকে কৃপা করবেন এই আশা-ভরসা নিয়ে কৃপা প্রার্থনা করতে করতে অন্ধকার মত আমার কপটতার যবনিকা ফেল্‌লাম।

অয়ি নন্দতনুজ কিঙ্করং পতিতং মাং
বিষমে ভবাম্বুধৌ।
কৃপয়া তব পাদপঙ্কজস্থিতধূলিসদৃশং
বিচিন্তয় ॥

শুদ্ধভক্তি গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। ভাষ্যসহ বিরাট শ্রীচৈতন্যভাগবত ৫৲
২। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ১৮৲
একাদশ স্কন্ধ হইতে পাঁচখণ্ড ।৶০
৩। ভাষ্যদ্বয়সহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (৪র্থ সংস্করণ) ৬৲
৪। ভক্তিবিবেককুসুমাঞ্জলি (বাঁধা) ১৲
৫। গৌড়ীয়-গৌরব ।৶০
৬। গৌড়ীয়-সাহিত্য ।৶০
৭। ভজনরহস্য ॥০
শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও
শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৯। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ)
ঐ (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
১০। গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি টীকাসহ)
ঐ (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
১১। গীতার কেবল মাধ্ব-ভাষ্য ।০
১২। যুক্তিমল্লিকা গুণসৌরভঃ সানুবাদ (মাধ্ব) ২৲
১৩। বেদান্ততত্ত্বসার সানুবাদ (রামানুজীয়) ॥০
১৪। জৈবধর্ম্ম ২৲
১৫। শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৬। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১৭। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ॥৶০
ঐ (বাঁধা) ৸০
১৮। দ্বীপ-দিগ্‌দর্শন ৶০
১৯। সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ) ।৶০
২০। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ॥০
ঐ (আবাঁধা) ।৶০
২১ নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
২২। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৶০
২৩। গীতমালা ৴১০
২৪। নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য ৵০
২৫। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৵০
২৬। নবদ্বীপ পঞ্জিকা (৪৪৭ গৌরাব্দ) ৶০
২৭। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
২৮। শ্রীগোদ্রুমণ্ডলপরিক্রমা-দর্পণ ।০
২৯। শরণাগতি ৴০
৩০। গীতাবলী ৴০
৩১। চিত্রে নবদ্বীপ ১।০
৩২। সাধনকণ ৴০
৩৩। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৴০
৩৪। নবদ্বীপশতক ৴০
৩৫। অর্থপঞ্চক ৴০
৩৬। সদাচারস্মৃতিঃ ৴০
৩৭। কল্যাণকল্পতরু (৫ম সংস্করণ) ৴১০
৩৮। অর্চ্চনকণ ৴১০
৩৯। সাধককণ্ঠমালা (বাঁধা) ॥০
ঐ (আবাঁধা) ।৴০
৪০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (প্রথম চারিখণ্ড) ৩৲
৪১। ব্রহ্মসংহিতা ।০
৪২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৪৩। মণিমঞ্জরী সানুবাদ ।০
৪৪। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৪৫। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ।০
৪৬। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৪৭। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
৪৮। গৌড়ীয়মঠ কি করেন? ৴০
৪৯। ঈশোপনিষৎ (বলদেব ও মাধ্ব-ভাষ্য এবং বিবৃতি ও অনুবাদসহ) ।০
৫০। শ্রীভুবনেশ্বর ৵০
৫১। সিদ্ধান্তদর্পণ ৶০
৫২। সাংখ্যবাণী ৴০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৫৩। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী-দিগ্বিজয়ঃ ॥০
৫৪। সটীক-শিক্ষাদশমূলম্ ।০
৫৫। তত্ত্ব-সূত্রম্ ।০
৫৬। সানুবাদ-শিক্ষাষ্টকম্ ৶০
৫৭। গৌড়ীয়মঠস্থ পরিচয়ঃ ৴০
৫৮। সারাংশবর্ণনম্ ৵০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৫৯। রায় রামানন্দ ॥০
৬০। নামভজন ।০
৬১। রিলেটীভ্ ওয়ার্ল্ড্স্ ।৶০
৬২। লাইফ্ য়্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।০
৬৩। বৈষ্ণবীজম্ ।০
৬৪। হোয়াট্ গৌড়ীয়মঠ ইজ্ ডুইং ৴০
৬৫। দি ভাগবত ।০
৬৬। ইরোটিক্ প্রিন্সিপ্‌ল্ য়্যাণ্ড আনেলয়েড্ ডিভোসন ।০
৬৭। ব্রহ্ম-সংহিতা ২॥০
৬৮। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (ভলুম ওয়ান) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৬৯। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ॥০
৭০। সাধন পথ ।০
৭১। কল্যাণ-কল্পতরু ৴১০
৭২। গীতাবলী ৴০
৭৩। শরণাগতি ৴০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৭৪। শরণাগতি

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

নদীয়া-প্রকাশপ্রাপ্তির স্থান

১। শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম-মায়াপুর, নদীয়া
২। শ্রীযোগপীঠ ঐ
৩। শ্রীবাস অঙ্গন ঐ
৪। অদ্বৈত-ভবন ঐ
৫। কাজীর সমাধি-পাট ঐ
৬। স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ, নদীয়া।
৭। শ্রীভাগবত আসন কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
৮। শ্রীএকায়ন মঠ গোবিন্দপুর, হাঁসখালী।
৯। দ্বাদশগোপাল পাট—পোঃ চাকদহ,
১০। শ্রীগৌর-গদাধরমঠ—চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড, বর্দ্ধমান
১১। শ্রীমোদদ্রুমছত্র মাউগাছি, বর্দ্ধমান
১২। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম, আমলাযোড়া, পোঃ রাজবাধ বর্দ্ধমান
১৩। শ্রীগৌড়ীয়মঠ বাগবাজার, কলিকাতা
১৪। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাজু, হাওড়া,
১৫। শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয়মঠ, ৯০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা
১৬। শ্রীগোপালজী মঠ কমলাপুর, ঢাকা।
১৭। শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ পোঃ বালিয়াটী,
১৮। শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয়মঠ ময়মনসিংহ।
১৯। শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ চিরুলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর
২০। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম গোয়ালপাড়া, আসাম।
২১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ রায়পেট্টা, মান্দ্রাজ।
২২। শ্রীরামানন্দগৌড়ীয় মঠ কব্বুর, জেঃ পশ্চিম গোদাবরী
২৩। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ উড়িয়াবাজার, পোঃ বক্সীবাজার, কটক।
২৪। শ্রীত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয় মঠ ভুবনেশ্বর।
২৫। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ স্বর্গদ্বার, পুরী।
২৬। শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ আলালনাথ পোঃ ব্রহ্মাগিরি, পুরী।
২৭। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ ডুমুরকুণ্ডা, পোঃ চিরকুণ্ডা, মানভূম।
২৮। শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ—কাশী।
২৯। শ্রীরূপগৌড়ীয় মঠ—এলাহাবাদ।
৩০। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ পুরাণবাজার, সরকার ঠাকুরের কুঞ্জ, বৃন্দাবন
৩১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, নিউদিল্লী
৩২। শ্রীপরমহংসমঠ—নৈমিষারণ্য,
৩৩। শ্রীসারস্বত গৌড়ীয় মঠ—হরিদ্বার।
৩৪। শ্রীব্যাসগৌড়ীয়মঠ—কুরুক্ষেত্র, পঞ্জাব
৩৫। শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাবুলনাথ রোড, পোঃ গ্র্যাণ্ট রোড, বোম্বে।
৩৬। লণ্ডন গৌড়ীয়মঠ, ৩৯নং গ্রেটন গার্ডেন্স, কেনসিংটন লণ্ডন, (এস, ডবলিউ—১০)।
৩৭। অমাথ গৌড়ীয়মঠ—মেদিনীপুর
৩৮। সরভোগ গৌড়ীয় মঠ—সরভোগ, কামরূপ, আসাম,

শুদ্ধভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী মাসিক। শ্রীধাম-মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১॥০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দি ভাষায় একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি হৃদয় বন মহারাজ সম্পাদিত ও নৈমিষারণ্য শ্রীপরমহংস মঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ১॥০ দেড় টাকা মাত্র।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥০ দেড় টাকা মাত্র।

৫। কীর্ত্তন—মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ নিমানন্দ সেবাতীর্থ বি-এজি, বি-টি, সম্পাদিত। আসাম গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম হইতে প্রকাশিত আসামী ভাষায় মাসিক। সডাক ১॥০ দেড় টাকা মাত্র

শ্রীচৈতন্যভাগবত

আদিকবি শ্রীল বৃন্দাবন দাস প্রণীত সমগ্র গ্রন্থ

গ্রন্থের মূল বোল্ড অক্ষরে এবং তন্নিম্নে বিশ্ববিশ্রুত গৌড়ীয়মঠের প্রতিষ্ঠাতা ও আচার্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তি-সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভু-পাদের রচিত বিস্তৃত ভাষ্য উত্তম কাগজে সৌষ্ঠবের সহিত মুদ্রিত হইয়াছেন। ডবল ক্রাউন আটপেজি আকারে ১০৯৬ পৃষ্ঠায় কেবল মূল ও ভাষ্য সম্পূর্ণ হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত শ্লোকসূচী, পদ্যসূচী, স্থানসূচী, পাত্রসূচী, বিষয়সূচী, শব্দসূচী প্রভৃতি বিস্তৃত সূচীপত্রেও একটী গ্রন্থ হইবে। সভাষ্য শ্রীচৈতন্যভাগবতের এরূপ উৎকৃষ্ট ও অমূল্য বিরাট্ সংস্করণ জগতের কোথায়ও আজ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হন নাই, ইহা নিরপেক্ষ পাঠক-মাত্রকেই একবাক্যে স্বীকার করিতে হইবে। শ্রীগৌড়ীয়মঠের উৎসব-কালে গ্রন্থের ভিক্ষা ১২৲ বারটাকা স্থলে—৫৲ পাঁচটাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীচৈতন্যমঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

হিলি ডাকলুঠের মামলা

স্পেশ্যাল ট্রাইবুন্যালে কয়েকজন আসামীর স্বীকারোক্তি দাখিল করার পর সরকারী এডভোকেটের বক্তব্য শেষ হয়। আসামী পক্ষের উকিল মিঃ পি দাস কিরণ-স্বীকারোক্তি পেশ হওয়ার আপত্তি তুলিয়া বলিয়াছিলেন যে, সে নিজের দোষ স্বীকার করে নাই. সুতরাং তাহার স্বীকারোক্তি পেশ হইতে পারে না। কমিশনারগণ আপত্তি অগ্রাহ্য করিয়া বলেন যে, অন্ততঃ পক্ষে উহা আসামীর বক্তব্য হিসাবে পেশ করা যাইতে পারে।

ঘটনার পরই হিলি হইতে কি ব্যবস্থা করা হইয়াছিল তাহার বর্ণনা করিয়া সরকারী উকীল বলেন যে, ডাকাতরা কুঠার দ্বারা কোন টেলিগ্রাফের তার কাটিয়া ফেলিয়াছিল, কিন্তু পাকুসির সঙ্গে যুক্ত কোনটি ঠিক ছিল। এই ফোনযোগে দুর্ঘটনার কথা পাকুসিতে জানাইয়া দেওয়া হয়, এবং পাকসি হইতে গাম্ভাতার, পার্বতীপুর ও হিলাকপুরের মধ্যবর্ত্তী সমস্ত থানায় জানাইয়া দেওয়া হয়। কয়েকটি পুলিশ দল চিনলা সনের দিকে অগ্রসর হয়। তথা হইতে সংবাদ পাওয়া গিয়াছিল যে, সেদিকে সাত-জন ডাকাতকে দেখা গিয়াছে। দিনাজপুর হইতে একদলকে সোজা সমজিয়ার দিকে পাঠান হইয়াছিল। তথায় কনেষ্টবল রামসিংহের কৌশলে এবং জমীদার ক্ষিতীশচন্দ্র রায়ের লোকের সহায়তার আসামীরা ধরা পড়ে। মামলার শুনানী স্থগিত আছে। প্রকাশ যে, এই মামলায় প্রায় দুইশত সাক্ষীর সাক্ষ্য গৃহীত হইবে।

---

২৪ ঘণ্টার মধ্যে লাহোর ত্যাগের আদেশ

১৯৩২ সালের পাঞ্জাব সংশোধিত ফৌজদারী আইনের ৩ ধারা অনুসারে সেদিন শ্রীযুত ওমপ্রকাশের উপর এক নোটীশ জারী হইয়াছে। উহাতে তাঁহাকে ২৪ ঘণ্টা উত্তীর্ণ হইবার পূর্ব্বে লাহোর মিউনিসিপ্যালিটির এলাকা ত্যাগ করিতে এবং করনা জেলার অন্তর্গত মুরপুর গ্রামের সীমানায় বাস করিতে আদেশ দেওয়া হইয়াছে। পূর্ব্ব অনুমতি ব্যতীত তিনি উক্ত সীমানার বাহিরে যাইতে পারিবেন না। অনুরূপ আদেশ প্রদত্ত না হওয়া পর্য্যন্ত এই আদেশ বলবৎ থাকিবে।

শ্রীযুক্ত ওমপ্রকাশ উক্ত আইনের ২ধারা অনুসারে দুইমাস অবরুদ্ধ থাকার পর ২২শে নবেম্বর কোর্ট হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছিলেন। তিনি আয়ুর্ব্বেদীয় কলেজের একজন কেরাণী এবং সেদিন চাকুরীতে যোগদান করিয়াছিলেন। এই সময় তাহার উপর এই নোটীশ জারী হয়।

শ্যাম রাজার জন্মোৎসব

ব্যাঙ্ককের ১৬ই নবেম্বরের সংবাদে প্রকাশ, শ্যামদেশের রাজা তাঁহার জন্মদিন উপলক্ষে আমেরিকা হইতে প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট এবং সদীপুর হইতে গবর্ণর স্যার সসিল ক্লেমেনটির নিকট হইতে টেলিগ্রামে অভিনন্দন প্রাপ্ত হইয়াছেন। এখানে বলা প্রয়োজন যে, শ্যামরাজা কিছু দিন পূর্ব্বে রাজ্যে এক ঘোষণা দ্বারা এই বৎসর তাঁহার জন্মদিবস উৎসব সংক্ষিপ্ত করিবার হুকুম দিয়াছিলেন। তাঁহার উক্ত ঘোষণা রাজ্যে বিদ্রোহজনিত বিশৃঙ্খলা ও অর্থসমস্যার জন্য

১০ই তারিখে পরিষদের উদ্বোধন

শ্যামের রাজা শীঘ্রই রাজধানীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন। ১০ই ডিসেম্বর তারিখে নূতন পরিষদের উদ্বোধন হইবে, সেই জন্য বিরাট উৎসবের ব্যবস্থা হইয়াছে। রাজা স্বয়ং পরিষদের উদ্বোধন-ক্রিয়া সম্পন্ন করিবেন, বিদ্রোহের পর হইতে রাজা ও রাণী সিঙ্গোরীতে অবস্থান করিতেছেন।

ছবি তুলতে বিপদ

সুন্দরী ফিল্ম অভিনেত্রী মিস এডউইনা বুথ যিনি ট্রেডার হর্ণে শ্বেতদেবীর ভূমিকায় অভিনয় করিয়া বিশ্ববিখ্যাত হইয়াছেন; সম্প্রতি মেট্রোগোল্ডউইন মেয়ারের বিরুদ্ধে ১০লক্ষ ডলার ক্ষতি পূরণের দাবী করিয়া নালিশ করিয়াছেন। মিস বুথ যখন গত ১৯২৯ সালে ট্রেডার হর্ণ তুলবার জন্য আফ্রিকার বন্য জঙ্গলের মধ্যে গিয়াছিলেন সেই সময় ছবি তুলিতে তুলিতে বৃক্ষ হইতে পড়িয়া এবং সর্দ্দিগর্ম্মিতে তাঁহার স্বাস্থ্য ভঙ্গ হইয়াছে। তিনি বলেন, প্রযোজকের অনুরোধে ফিল্ম তুলিবার জন্য নিজে "রৌদ্র-দগ্ধ" Suntan করাইতে গিয়া তাঁহার এক টা মজ্জাগত রোগ জন্মিয়াছে। তাঁহার চিকিৎসকের মতে তিনি আর কখনও তাঁহার পূর্ব্বকার স্বাস্থ্য ফিরিয়া পাইবেন না।

জয়পুর ডাকাতির মামলা
৯ই ডিসেম্বর পর্য্যন্ত স্থগিত রহিল

জয়পুর ডাকাতি সম্পর্কে অভিযুক্ত বঙ্কিচরণ সরকার বিমল সরকার এবং আরও কয়েকজন যুবককে মহকুমা হাকিমের আদালতে উপস্থিত করা হয়। এখনও পুলিশের শেষ রিপোর্ট পাওয়া যায় নাই; সুতরাং ম্যাজিষ্ট্রেট ৯ই ডিসেম্বর পর্য্যন্ত শুনানী স্থগিত রাখিয়াছেন।

সেদিন বঙ্কিচরণ সরকারকে ৩০০৲ টাকার জামীনে মুক্তি দেওয়া হইয়াছে। বিমল সরকারের জামিনের দরখাস্তও মঞ্জুর করা হইয়াছে। কিন্তু তাহাকে এখনও মুক্তি দেওয়া হয় নাই।

বিচারকের প্রতি প্রস্তর নিক্ষেপ

মজঃফরপুরের ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ শত্রুঘ্নপ্রসাদ সহায়ের আদালতে এক ব্যক্তির বিচার হইতেছিল, ম্যাজিষ্ট্রেট তাহাকে ৪ মাস কারাদণ্ডের আদেশ দেন দণ্ডাদেশ শ্রবণমাত্র আসামী ম্যাজিষ্ট্রেটকে লক্ষ্য করিয়া একটী প্রস্তর নিক্ষেপ করে। এই জন্য আসামীর বিরুদ্ধে নূতন করিয়া মামলা রুজু হইয়াছে।

যে কনেষ্টবল তাহাকে হাজত হইতে আদালতে আনিয়াছিল সে যথোচিতভাবে আসামীর দেহ তল্লাস করে নাই বলিয়া তাহার বিরুদ্ধেও মামলা রুজু হইয়াছে।

আর একটী ঘটনা

গত ১লা ডিসেম্বর সিউড়িতে স্পেশ্যাল ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ এ, এন, চক্রবর্ত্তীর আদালতে দেলখোস নামক এক ব্যক্তির বিচার হইতেছিল। ইতিপূর্ব্বে সে আরও আটবার দণ্ডভোগ করিয়াছে। তাহার প্রতি এইবার ৩॥০ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হয়। দণ্ডাদেশ শ্রবণ মাত্র সে ম্যাজিষ্ট্রেটকে লক্ষ্য করিয়া একটী প্রস্তর নিক্ষেপ করে। প্রস্তরটি ম্যাজিষ্ট্রেটের বুকের ডান দিকে লাগে, তিনি বিশেষ আঘাত পান নাই। কর্ত্তব্যরত রাজকর্ম্মচারীকে প্রহার করার আসামীর প্রতি দুই বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হইয়াছে।

জার্ম্মাণীর দাবী

হার হিটলার প্রস্তাব করিয়াছিলেন যে, স্যার প্রদেশকে বিনাসর্ত্তে জার্ম্মাণীর নিকট ফেরৎ দেওয়া হউক. ইহার উত্তরে ফরাসী মন্ত্রিসভার পররাষ্ট্র কমিটির এক সভা হইয়াছিল। এবং উহাতে মিঃ হেরিয়েট সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। স্থির হইয়াছে যে, ১৯৩৫ সালের গণমত নির্দ্ধারণের পূর্ব্বে স্যার প্রদেশ ফেরৎ দেওয়ার প্রশ্ন উঠিতে পারে না।

এই মর্ম্মে একটি সরকারী ইস্তাহার প্রকাশিত হইয়াছে যে. উক্ত প্রস্তাবের উদ্দেশ্য হইল স্যার প্রদেশের গণমত নির্দ্ধারণের জন্য বিশ্বরাষ্ট্রসঙ্ঘের দৃষ্টি আকর্ষণ করা এবং গণমত যাহাতে স্বাধীনভাবে নির্দ্ধারিত হইতে পারে সেরূপ ব্যবস্থা করা। সন্ধি সর্ত্তের নিয়মানুসারে ভোটারদিগকে স্যার প্রদেশের অধিবাসী হইতে হইবে এবং তাহাদের বয়স ২০ বৎসরের অধিক হওয়া চাই। ১৯২৯ সালের পর যে সমস্ত ভোটার এখানে বাস করিতে গিয়াছে তাহারা কোন মত প্রকাশ করিতে পারিবে না।

দুই বৎসর পর মুক্তিলাভ

খাদি মণ্ডলের বিশিষ্ট কর্ম্মী শ্রীযুক্ত সুধীরচন্দ্র সিংহ চৌধুরী প্রায় দুই বৎসর কারাদণ্ড ভোগ করিয়া গত ২রা ডিসেম্বর হিজলী স্পেশ্যাল জেল হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত সিংহ চৌধুরীকে আইন অমান্য আন্দোলন সম্পর্কে ১৯৩২ সালের ৪ঠা এপ্রিল এক বৎসর তিন মাস সশ্রম কারাদণ্ড ও ৩০০৲ টাকা অর্থদণ্ড অনাদায়ে আরও ছয় মাস সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হইয়াছিল। হিজলী জেলে থাকাকালীন তাঁহার শরীর একবারেই ভাঙ্গিয়া গিয়াছে।

তারের ঠিকানা— 'শ্রীধাম' নবদ্বীপ
ডাকের ঠিকানা—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

দৈ নি ক

REG. C1544

নদীয়া প্রকাশ

THE
NADIA-PRAKASH

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩৷৹
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র।

সাহায্যের হার
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২ℴ৹
মাসিক ১৲
নগদ বর্ত্তমান
সংখ্যা ৫৹

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৮ম খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বেদান্তবাচস্পতি [২৩৪শ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর— ২১শে অগ্রহায়ণ শুক্রবার ১৩৪০, ৮ই ডিসেম্বর ১৯৩৩

জব্বলপুরে গান্ধীজী

গান্ধীজী গত ৩রা ডিসেম্বর সন্ধ্যাকালে সেওোরা হইতে জব্বলপুরে আসিয়া পৌঁছিয়াছেন। অভ্যর্থনা সমিতির সদস্যরা ও সহরের অন্যান্য বিশিষ্ট লোকজন গোহালপুর ষ্টেশনের নিকটে তাঁহাকে অভ্যর্থিত করেন।

গান্ধীজীকে শোভাযাত্রা করিয়া লইয়া যাওয়া হয়। এই উপলক্ষে জব্বলপুর সহর ধ্বজাপতাকায় সুশোভিত হইয়াছিল। গান্ধীজী বেলবাগে বেওহারজীর বাংলোয় গমন করেন। জব্বলপুরে অবস্থানকালে তিনি ঐখানেই থাকিবেন।

অল্প বিশ্রামের পর গান্ধীজী গোলবাজারের মাঠে গমন করেন। তথায় বিরাট সভা বসে। মিউনিসিপ্যালিটীর সভাপতি শ্রীযুত ডি, পি, মিশ্র মিউনিসিপাল কমিটীর পক্ষ হইতে গান্ধীজীকে অভিনন্দন প্রদান করেন। উহা হাতে কাটা ও হাতে বুনা রেশমী খদ্দরের উপর মুদ্রিত ছিল।

কাটনীতে গান্ধীজী

গত ৪ঠা ডিসেম্বর প্রাতে গান্ধীজী কাটনীতে পৌঁছিলে তাঁহাকে অভিনন্দন ও মোট ২ হাজার ৩ শত ৩২ টাকার তোড়া প্রদান করা হয়। স্বেচ্ছাসেবকগণ গঠিত গার্ড অব অনার পরিদর্শন করিয়া গান্ধীজী মোটরে সেওোরা এবং বড়াবাজারের মধ্য দিয়া জব্বলপুরে আসেন। তিনি দুইটি সভায় বক্তৃতা করেন এবং অভিনন্দন পত্র পান ও সেওোরায় ১ হাজার টাকার একটি তোড়া প্রদান করা হয়।

কমলাদেবী দণ্ডিতা

শ্রীমতী কমলা দেবী এবং ব্যবস্থাপক সভার ভূতপূর্ব্ব সদস্য শ্রীযুত কালেশ্বর রাও দণ্ডবিধির ১০৯ ধারানুসারে বক্সীপুরের মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট কর্ত্তৃক গত ৪ঠা ডিসেম্বর ১ বৎসর করিয়া সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন। উভয়কেই প্রথম শ্রেণীর কয়েদীরূপে গণ্য করিতে ম্যাজিষ্ট্রেট সুপারিশ করিয়াছেন। একটি বক্তৃতা করা সম্পর্কে শ্রীমতী কমলা দেবী এবং শ্রীযুত কালেশ্বর রাও উহা অনুবাদ করার অভিযোগে অভিযুক্ত হন।

ডাঃ আন্সারী ও গান্ধীজীর আলোচনা

পণ্ডিত জহরলাল নেহরু, মৌলানা আবুল কালাম আজাদ, ডাঃ আন্সারী ও অন্যান্য কংগ্রেস-নেতারা গান্ধীর সহিত সাক্ষাতের জন্য জব্বলপুর আসিয়া পৌঁছিয়াছেন। তাঁহারা মিউনিসিপ্যালিটীর সভাপতি শ্রীযুত ডি, পি, মিশ্রের আতিথ্য গ্রহণ করেন।

গান্ধীজী শেঠ যমুনালাল বাজাজ, মিঃ নরীম্যান, ডাক্তার সৈয়দ মামুদ প্রভৃতি নেতৃবৃন্দ আসিয়া পৌঁছিয়াছেন।

কংগ্রেসের স্বেচ্ছাসেবকরা শ্বেত ও জাতীয় স্কাউটরা খাকী পোষাকে ব্যাণ্ড সহ নেতাদিগকে বিরাটভাবে অভ্যর্থনা জানান। তাঁহাদিগকে শোভাযাত্রা করিয়া গোলবাজারে লইয়া যাওয়া হয়।

ডঃ আন্সারী জব্বলপুরে সকালে আসিয়া পৌঁছিয়াছেন। তিনি ষ্টেশন হইতে সরাসরী মোটরে গান্ধীজীর আবাসে উপনীত হন। গান্ধীজীর মৌন দিবস হওয়া সত্ত্বেও দীর্ঘকাল রুদ্ধদ্বারে গান্ধীজীর সহিত তাঁহার আলোচনা হয়।

দশ হাজার তিব্বতীয়ের সীমান্ত অতিক্রম

হাইকাংএর পশ্চিম অঞ্চলে যুদ্ধের হাওয়া বহিয়াছে। চীনের দখলে কতকগুলি প্রদেশের আত্মসমর্পণ দাবী করিয়া তিব্বত শেষ সতর্কবাণী দিয়াছিল। তিব্বতের শেষ সতর্কবাণীর শেষ তারিখ ছিল ২রা ডিসেম্বর। ২রা ডিসেম্বরের পর কি ঘটনা ঘটিয়াছে, তাহা জানা যায় নাই। যুদ্ধবিগ্রহের সৃষ্টি হইল কি না তাহাও প্রকাশ পায় নাই। তবে দশ হাজার তিব্বতবাসী চিংসা নদী পার হইয়াছে। পূর্ব্বের যুদ্ধবিগ্রহের পর চিংসা নদীই সীমারূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল।

বর্দ্ধমানে সৈন্যদল

প্রথমে কথা ছিল যে, রয়াল গাড়োয়ালী ফৌজ গত ২রা ডিসেম্বর বেলা ২টায় আসিবে, পরে জানা যায় যে, সৈন্যদল বেলা ৩৷৹ টায় আসিবে এবং তদনুযায়ী সরকারী কর্ম্মচারিগণ, মিউনিসিপাল জেলাবোর্ডে কমিশনরগণ, শিক্ষক ও ছাত্রগণ কার্জ্জন গেটে সৈন্যগণকে অভ্যর্থিত করিবার জন্য সমবেত হয়। বেলা ৪৷৹টার সময় মাত্র ৩০ জন সৈন্য আসে, ইহার এক ঘণ্টা পর আরও ১৫০ সৈন্য ট্রেণ হইতে অবতরণ করে। কলেক্টরের বাংলোতে সৈন্যদলের সঙ্গে ফুটবল ম্যাচের আয়োজন হইয়াছে।

মৃত নর শিশু ভক্ষণ

বসিরহাট থানার অন্তর্গত কাঁটাপুকুরিয়ার অমূল্য কর্ম্মকারের মৃত শিশুর প্রোথিত দেহ তুলিয়া খাইবার অপরাধে উপেন্দ্র পঞ্চানন ও মঙ্গল ধৃত হইয়া বিচারাধীন অবস্থায় জামিনে থাকে। গত ৩০।১১।৩৩ তারিখে মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেটের বিচারে উপেন্দ্র ও পঞ্চানন মণ্ডলের প্রত্যেকের এক বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড হইয়াছে।

ফুচু বন্দরে বৃটিশ রণতরী

জাপানের বৈদেশিক আফিসে সংবাদ আসিয়াছে, বৃটিশ ডেসট্রয়ার 'হোয়াইট হল' ফুচু সহরে পৌঁছিয়াছে। ফুকিন প্রদেশে বৃটিশ এবং আমেরিকার জাতীয় দলকে রক্ষণ করাই উহার ফুকিন আসিবার উদ্দেশ্য। জেনারল টাসি টিংথাই সম্প্রতি এখানে একটি বাহিনী প্রেরণ করিয়াছেন। একখানি জাপানী রণতরী ৪ঠা ডিসেম্বর এইস্থানে উপস্থিত হইবে।

মহীশূরে বড়লাট

ভারতের রাজপ্রতিনিধি ও লেডি ওয়েলিংডনকে মহীশূরের জনসাধারণ বিপুল অভ্যর্থনা করিয়াছেন।

মিউনিসিপ্যালিটীর সভাপতি ভারতের রাজপ্রতিনিধিকে একখানি অভিনন্দন পত্র প্রদান করিয়াছেন। রাজপ্রতিনিধি তাঁহার উত্তরে উক্ত অভিনন্দনপত্র প্রদান জন্য কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিয়াছেন।

ভীষণ মোটর দুর্ঘটনা

গত ৩রা ডিসেম্বর দ্বিপ্রহরে নূতন মডেল এক ফোর্ডগাড়ীর সহিত এক সাইকেল আরোহী পিওনের সংঘর্ষের ফলে পিওন জখম হয় ও দ্বিচক্রযান চুরমার হইয়া যায়। তাড়িৎবেগে মোটর চালনায় বিপদের কারণ বলিয়া অনুমিত হয়।

ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

২২শে অগ্রহায়ণ শুক্রবার, ১৩৪০

প্রতিদিন প্রতি মুহূর্তে কত শিশু, কত যুবক, কত প্রৌঢ়, কত বৃদ্ধ যে মৃত্যুমুখে পতিত হয় তাহার ইয়ত্তা নাই। সংবাদ পত্র গুলি কয়টারই বা সংবাদ রাখেন? তথাপি যে ২।৪টী সংবাদ কাগজে প্রকাশিত হয় তাহাতেই আমরা শিহরিয়া উঠি। গত ৪ঠা ডিসেম্বর নূতনদীল্লির একটী বাজীর কারখানায় অকস্মাৎ আগুণ লাগায় ঐ কারখানা বাটিস্থিত শিবচরণ নামক জনৈক ব্যক্তি তাহার একটী পুত্র ও কন্যা সহ মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে। ঐ দিবসই শবেবরাৎ উৎসব উপলক্ষে বাজী প্রস্তুত করিবার সময় বিস্ফোরণ ফলে লুধিয়ানায় এক পরিবারের ৬ জনের মৃত্যু হইয়াছে। বগুড়ার মহিউদ্দিন সেখ নামক ২০ বৎসর বয়স্ক এক যুবকও বাজী প্রস্তুত করিতে গিয়া ঐ দিবসই মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে। গত সোমবার অর্থাৎ ঐ ৪ঠা তারিখে কলিকাতা বাগিবাটোলা-গঙ্গাঘাটে নৌকাদৌড় খেলিতে গিয়া প্রবোধ চন্দ্র দত্ত নামক এক যুবকের হঠাৎ হৃদ্‌যন্ত্রের কার্য্য বন্ধ হওয়ায় মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে। চক্ষের সামনে এই প্রকারে মৃত্যুর কত আকস্মিক ঘটনা দেখিতেছি। কিন্তু ইহা দেখিয়া শুনিয়াও মৃত্যুর অর্থাৎ পরকালের জন্য প্রস্তুত ক'জন হয়?

বাংলাদেশের সরকারের মধ্যে ও জনসাধারণের মধ্যে সহযোগিতা স্থাপনের জন্য বাংলা সরকারের বাণিজ্য বিভাগ হইতে 'অর্থনীতি-অনুসন্ধান-সমিতি' (Board of Economic enquiry) নামক একটী সমিতি প্রতিষ্ঠিত হইতেছে। এই সমিতির জন্য বেঙ্গল চেম্বার অব্ কমার্স, বেঙ্গল ন্যাশেনাল কমার্স, ইন্ডিয়ান চেম্বার ও কমার্স, মাড়োয়ারী এসোসিয়েসন, মোসলেম চাম্বার্স অব্ কমার্স, বঙ্গীয় মহাজন—এই ৬টী প্রতিষ্ঠানের প্রত্যেকটী হইতে এক জন করিয়া প্রতিনিধি বাংলা সরকার কর্ত্তৃক মনোনীত হইবেন। এতদ্ব্যতীত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন করিয়া ২ জন প্রতিনিধি গৃহীত হইবেন। দেশের কৃষি সংক্রান্ত সমিতি হইতে ২ জন, শ্রমিকগণের পক্ষ হইতে ১ জন, দেশীয় অর্থনীতি সমস্যায় ২ জন বে-সরকারী ব্যক্তিও এই সমিতির সদস্য হইবেন; সরকারের পক্ষ হইতে ডিরেক্টর অব্ ল্যাণ্ড রেকর্ড, কৃষি বিভাগের ডাইরেক্টর, সমবায় সমিতি সমূহের রেজিষ্ট্রার, প্রেসিডেন্সি কলেজের অর্থনীতি শাস্ত্রের প্রধান অধ্যাপক এবং অন্য ২জন সরকারী কর্ম্মচারীও এই বোর্ডের সদস্য থাকিবেন। এতদ্ব্যতীত ১জন সভাপতি নিযুক্ত হইবেন। এই সমিতির দ্বারা যদি জনসাধারণের আর্থিক অবস্থার কিছু উন্নতি সাধিত হয় তবেই ইহা গঠনের সার্থকতা।

জোড়াবাগানের পুলিস আদালত ও ব্যাঙ্কশালের পুলিস আদালত—এই দু'টি একত্র করিবার কথা হইতেছে। দুইটি আদালত মিশাইয়া একটিতে পরিণত করিলে যদি তাহাতে কার্য্যের সুবিধা ও ব্যয়সঙ্কোচ হয়, তবে অবিলম্বে তাহা করা বাঞ্ছনীয়। অবশ্য পূর্ব্বে যখন দুইটি পুলিস আদালতের স্থলে একটি ছিল তখনও কার্য্যের যে বিশেষ কোনও অসুবিধা হইয়াছে তাহা নহে। আবার সেই পুরাতন প্রথানুযায়ী দুইটি ভাঙ্গিয়া একটি হইলেও তাহাতে কার্য্যের কোনও অসুবিধা না হইবারই কথা বরং তাহাতে মামলাকারিগণের ইচ্ছামত উকিল ব্যারিষ্টার পাইবার সুবিধা হইবে; কারণ উকিল ব্যারিষ্টার দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া থাকিলে তাঁহাদের সকল সময় এক আদালত হইতে অন্য আদালতে যাতায়াতের সুযোগ হয় না।

সেদিন সার হেনরি বলিয়াছেন:—"শ্বেতপত্রের মতে ভারতবর্ষে ১১টি প্রাদেশিক সরকার বসাইবার প্রস্তাব হইয়াছে, কিন্তু রাজস্ব সংক্রান্ত ও শাসন-সংক্রান্ত কারণগুলি বিবেচনা করিয়া দেখিলে প্রদেশগুলির সংখ্যা যতদূর সম্ভব হ্রাস করা উচিত। মধ্যপ্রদেশ আসাম, সিন্ধু, উড়িষ্যা এবং হয়ত উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশকেও অপর দেশের সহিত সংযুক্ত করিয়া দিলে ব্যয়ও হ্রাস হয়, শাসন কার্য্যেরও শৃঙ্খলা সাধিত হয়।" সার হেনরি এক সময়ে সিন্ধুর কমিশনার ছিলেন, পরে তিনি বোম্বাইয়ের লাট পদে অধিষ্ঠিত হন। প্রদেশ বিভাগ সম্বন্ধে তাঁহার কথা নিতান্ত অগ্রাহ্য করিবার নহে। পূর্ব্বের মত বিহার, ছোটনাগপুর, উড়িষ্যা ও আসামকেও বাঙ্গালা দেশের অন্তর্ভুক্ত করিলে শাসন ব্যয় আরও হ্রাস করা যাইতে পারে। পূর্ব্বে ছোটলাট একাকী যে প্রদেশ শাসন করিতেন, একজন লাটের পক্ষে তাহা শাসন করা কি অসম্ভব? শাসন ব্যয় না কমাইলে কিছুতেই শাসনকার্য্য সুন্দররূপে নির্ব্বাহ হইতে পারিবে না।

মাঞ্চুরিয়ার ব্যাপারের তদন্ত করিবার জন্য যে লিটন-কমিটী' নিযুক্ত হইয়াছিল, সেই কমিটীর রিপোর্ট জাপানের অনুকূল না হওয়ায় জাপান অভিমানে জাতিসঙ্ঘের সদস্যপদ ত্যাগ করিয়াছিলেন। এক্ষণে জাপান আবার জাতিসঙ্ঘের সদস্যপদ গ্রহণ করিবার জন্য একটি অভিনব সর্ত্তের প্রস্তাব করিয়াছেন। জাতিসঙ্ঘ যদি রাজনীতির আলোচনা পরিত্যাগ করেন, তবে জাপান ইহার সদস্যপদ গ্রহণ করিতে সম্মত আছেন। রাজনীতি আলোচনা ত্যাগ করিলে জাতিসঙ্ঘের সার্থকতা কি থাকে? বোধ হয় জাতিসঙ্ঘকে লইয়া জাপান একটু রঙ্গ করিলেন! জাতিসঙ্ঘ যদি সাহসপূর্ব্বক রাজনৈতিক ব্যাপারে অভিমত প্রকাশ করিতে পারেন, তবে দুর্ব্বল জাতি সমূহের বহু পরিমাণে উপকার সাধিত হইত সন্দেহ নাই। কিন্তু প্রবল জাতিসমূহের স্বার্থে আঘাত লাগিলে জাতিসঙ্ঘের অস্তিত্ব রক্ষা করাই সম্ভবপর হইবে বলিয়া বোধ হয় না। এ অবস্থায় জাতিসঙ্ঘের জগতের শক্তিশালী জাতিসমূহের ছন্দানুবর্ত্তন না করিয়া উপায় নাই। এইরূপ জাতিসঙ্ঘের দুর্ব্বল নির্য্যাতিত জাতির কোনও উপকার সাধন করিবার ক্ষমতা থাকা সম্ভবপর নহে। এই জন্যই জাতিসঙ্ঘের কোনও সার্থকতা দেখা যাইতেছে না। অথচ প্রতি বৎসর এই জাতিসঙ্ঘের জন্য ভারতবর্ষ হইতে কতকগুলি করিয়া টাকা দেওয়া হইতেছে।

নরহত্যার মামলা

নারায়ণ চন্দ্র বাগচীর মৃত্যু সম্পর্কে যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী, সুরেন্দ্রকুমার বাগচী, তাহার পুত্র হিতেন্দ্রকুমার বাগচী ও অমূল্যকুমার সরকার নরহত্যার অভিযোগে পাবনার দায়রা জজের আদালতে অভিযুক্ত হইয়াছিল। ৯ জন জুরীর মধ্যে ৭ জন জুরী আসামীদিগকে অপরাধী সাব্যস্ত করেন কিন্তু জজ তাঁহাদের সহিত একমত হইতে না পারিয়া আসামীদিগকে অব্যাহতি প্রদান করিয়া শেষ নিষ্পত্তির জন্য মামলার কাগজপত্র হাইকোর্টে প্রেরণ করেন।

হাইকোর্টের বিচারপতি শ্রীযুত মুখোপাধ্যায়, বিচারপতি মিষ্টার বার্টলী ও বিচারপতি শ্রীযুত এ. কে. রায়ের আদালতে গত সোমবারে উক্ত মামলার শুনানী হইয়া গিয়াছে। রায় মুলতুবি আছে।

মামলার বিবরণে প্রকাশ, গত ২৪শে জুন মধ্যাহ্নে নারায়ণ স্নান করিবার জন্য স্থানীয় একটি পুষ্করিণীতে গমন করে। সেই সময়ে হিতেন তাহাকে ডাকিয়া সুরেনের বাটীতে লইয়া যায়। প্রকাশ, সেই স্থানে আসামীগণ ও অজ্ঞাতনামা কোন লোক তাঁহাকে আক্রমণ করে। তাঁহারা তাহার গলদেশে একখানি গামছা জড়াইয়া তাহাকে প্রহার করে। ফলে, নারায়ণের মৃত্যু হয়। আসামীগণ তৎপরে উক্ত মৃতদেহ একটি নিকটবর্ত্তী কাঁঠালগাছের নিকট লইয়া গিয়া উহা তথায় ঝুলাইয়া রাখে। পরে যখন মৃতদেহটি বাহির করা হয় তখন ২ জন আসামী প্রকাশ করে যে, সে আত্মহত্যা করিয়াছে। কিন্তু শ্রীযুত শ্রীগোবিন্দ চৌধুরীর চেষ্টায় মৃতদেহটি শবব্যবচ্ছেদের জন্য প্রেরণ করা হয়। উক্ত পরীক্ষার ফলে প্রকাশ, শ্বাসরোধের ফলে মৃত্যু হইয়াছে। আসামীরা অপরাধ অস্বীকার করে।

আগলপাশা ডাকাতির জের

গত ৩রা ডিসেম্বর আগলপাশা ডাকাতির মামলার বিচার আরম্ভ হইবার কথা ছিল, কিন্তু পুলিস এখন পর্য্যন্ত আসামীদিগের বিরুদ্ধে কোন চার্জ্জসিট দাখিল করে নাই বলিয়া ম্যাজিষ্ট্রেট আগামী ১৫ই ডিসেম্বর পর্য্যন্ত আবার মামলা মুলতুবী রাখিয়াছেন।

পূর্ব্ব কথা

পাঠকবর্গের হয়তো স্মরণ থাকিতে পারে যে, প্রায় তিন মাস পূর্ব্বে আগলপাশায় এক ডাকাতি হইয়া গিয়াছে। এই সম্পর্কে ২২ জন যুবককে গ্রেপ্তার করা হইয়াছিল। তারপর ১১বার মামলা মুলতুবী রাখিবার পর ম্যাজিষ্ট্রেট তাহাদিগের মধ্যে ১১ জনকে ছাড়িয়া দিয়া বাকী ১১ জনের প্রতি হাজতবাসের ব্যবস্থা করিয়াছেন।

ডাকাতির ষড়যন্ত্র মামলা

খুলনার সরকারী দায়রা জজ মিঃ এম, পি, মজুমদারের আদালতে এক ষড়যন্ত্র মামলা আরম্ভ হইয়াছে। এই মামলায় হলেম কারিকর ও অপর দশজন ব্যক্তি ভারতীয় দণ্ডবিধির আইনের ১২০ বি। ৩৯৫ ধারা মতে (ডাকাতি করিবার ষড়যন্ত্র) অভিযুক্ত হইয়াছে।

মামলার বিবরণে প্রকাশ, আসামীগণ হলেমের নেতৃত্বে ডাকাতি করিবার এক ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইয়াছিল। তাহার ফলে পাইগাছা, আসাসুনী, সাতক্ষীরা, কালীগঞ্জ ও রামনগর থানাসমূহের অধীন কয়েকটি স্থানে ডাকাতি সংঘটিত হইয়াছিল। সব স্থানের ডাকাতিই আগ্নেয়াস্ত্র সাহায্যে হইয়াছিল। দুই স্থানের ডাকাতিতে বন্দুকের গুলীর আঘাতে কয়েকজন লোকও নিহত হইয়াছিল। আসামীদিগের একজন এপ্রুভার হইয়াছে।

সরকারী উকিল শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র সেন সরকার পক্ষ এবং উকিল শ্রীযুত বিমলানন্দ দাস ও শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রলাল ভট্টাচার্য্য আসামী পক্ষ সমর্থন করিয়াছেন।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

নদীয়া-প্রকাশ

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক
— পারমার্থিক পত্র —
শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশ-
তনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনম্,
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং
প্রেমা পুমর্থো মহান্,
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং
তত্রাদরো নঃ পরঃ॥

৮ম বর্ষ } ৬ নারায়ণ গৌরাব্দ ৪৪৭, ২০শে অগ্রহায়ণ বঙ্গাব্দ ১৩৪০, ৮ই ডিসেম্বর ইং ১৯৩৩, শুক্রবার { ২৩৪ তম সংখ্যা

ইংলণ্ডের বিভিন্ন স্থানে শ্রীচৈতন্যবাণীর প্রচার-পতাকা

TEACHINGS OF CHAITANYA

—:o:—

A Lecture In London

—:o:—

(From 'Forward' Dec. 4, 1933.)

Swamiji B. H. Bon Maharaj of the London Gaudiya Math delivered a highly interesting lecture on "Drama and its influence on Indian Religious life" at a largely attended meeting of notable learned persons of London held at Bedford Square under the auspices of the well-known cultured organisation "India Society" Lt. Col. Sir Francis Younghusband K.C. S. I., K. C. I. E., the famous literateur and philosopher presided over the meeting.

The Swamiji, in course of the origin and meaning of the dramatic idea, its incidence on individual, social and religious life, dwelt at length on the different forms of dramatic representations existing in India at different times since the early times, the formalities and essential unities of drama and critical estimate of the recognised dramas in India with a comparison to the dramas in other parts of the world and also the great effect of the drama made in the religious life in India upto the present.

The learned audience were kept spell-bound for over an hour and at the close the president, in a neat little speech, highly appreciated the educative lecture which was very learned and well thought out. He was particularly struck with the idea that Indian drama has always aimed at a harmony even after all incidental tragedies as harmony is the positive state of existence in the eternal Transcendental Realm.

Next day Swamiji began his first lecture of the series on "The life and teachings of Sri Chaitanya Mahaprabhu" in the big hall of the Central Theosophical Society of London at the Lancaster Gate with Mr F. H. Lee the President of the London Theosophical Society in the chair. The audience was unusually large and the hall was fully packed. All listened with rapt attention to the sublime life and teachings of Sri Chaitanya Mahaprabhu and the eagerness was found to its pitch when the lecture ended because each and every person wanted to know more. The language and delivery were quite good and every new point was clearly explained with the help of chalk and board showing the ideas on diagrams which were helpful in understanding and retaining in memory.

শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা

লণ্ডনে বক্তৃতা

লণ্ডনে "ইণ্ডিয়া সোসাইটীর" উদ্যোগে এবং প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক ও দার্শনিক লেফ্টেনাণ্ট কর্ণেল সার ফ্রেন্সিস্ ইয়ং হাজ্-ব্যাণ্ড কে-সি-এস্-আই, কে-সি-আই-ই, মহোদয়ের সভাপতিত্বে লণ্ডন সহরের 'বেড্-ফোর্ড স্কোয়ারে' যে বহু শিক্ষিত বিশিষ্ট সজ্জনমণ্ডিত একটী সভা আহূত হইয়াছিল, সেই সভায় লণ্ডনগৌড়ীয়মঠের স্বামী বি, এইচ্, বন মহারাজ "ভারতীয় ধর্ম্মজীবনের উপর নাটকের প্রভাব" (Drama and its influence on Indian Religious life) সম্বন্ধে একটী অতি চিত্তাকর্ষক বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন।

স্বামীজী তাঁহার বক্তৃতা-প্রসঙ্গে নাটকের উৎপত্তি, তাহার অর্থ, ব্যক্তিগত জীবনের উপর তাহার প্রভাব, সামাজিক ও ধর্ম্ম-জীবনে তাহার ব্যবহার পূর্ব্বকাল হইতে ভারতবর্ষে প্রচলিত নাটকের বিভিন্ন প্রকার-ভেদ, নাটকসমূহের বাহ্যিক আকার ও প্রধান প্রধান ঐক্য, ভারতবর্ষের বিশিষ্ট নাটকসমূহের সমালোচনা, ভারতবর্ষীয় নাটক-সমূহের সহিত অন্যান্য দেশের নাটকসমূহের তুলনামূলক বিচার, আজ পর্য্যন্ত ভারতবর্ষের ধর্ম্মজীবনে নাটকের প্রভাব প্রভৃতি বহু বিষয় সম্বন্ধে গবেষণাময়ী প্রচুর আলোচনা করেন।

শিক্ষিত শ্রোতৃমণ্ডলী স্বামীজীর বক্তৃতা-শ্রবণে এক ঘণ্টার ঊর্দ্ধকাল মন্ত্রমুগ্ধবৎ অবস্থান করেন। সর্ব্বশেষে সভাপতি মহোদয় একটী সুন্দর নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা করিয়া স্বামীজীর পাণ্ডিত্যপূর্ণ ও চিন্তাশীল বক্তৃতার প্রশংসা করেন। অপ্রাকৃত-জগতে নিত্যশান্তির ঐক্যতানের স্বাভাবিক অস্তিত্ব এবং ভারতীয় নাটকসমূহ প্রসঙ্গক্রমে শোকাত্মক ঘটনার (Tragedy) উল্লেখ করিলেও শেষে ঐক্যতানের কথাই উদ্দেশ করিয়া থাকে—এই সমস্ত কথা শুনিয়া সভাপতি মহোদয় অত্যন্ত আকৃষ্ট ও আশ্চর্য্যান্বিত হ'ন।

পরদিন স্বামীজী লণ্ডনের 'ল্যাঙ্কাষ্টার গেটে' সেন্ট্রাল থিয়সফিক্যাল্ সোসাইটীর বিস্তীর্ণ হলে "শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভুর জীবন ও শিক্ষা" সম্বন্ধে বক্তৃতাবলীর প্রথম বক্তৃতা প্রদান করেন। উক্ত সভায় লণ্ডন থিয়সফিক্যাল সোসাইটীর সভাপতি মিঃ এফ্, এইচ, লি মহোদয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। সভাগৃহটী আশাতীত সভ্যবৃন্দের দ্বারা পরিপূর্ণ হইয়াছিল। উপস্থিত সভ্যমণ্ডলী সকলেই শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভুর আদর্শ-জীবন ও আদর্শ-শিক্ষামৃতের কথা চিত্রার্পিতের ন্যায় শ্রবণ করেন এবং বক্তৃতা-শেষে পর পর ঘটনাবলী শ্রবণ করিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করেন। বক্তৃতার ভাষা ও ভঙ্গী অতি উত্তম হইয়াছিল এবং বক্তৃতার প্রত্যেক নূতন বিষয়টী বোর্ডের উপর খড়ির সাহায্যে চিত্রাঙ্কন দ্বারা বুঝাইয়া দেওয়ায় তাহা সহজে স্মরণ রাখিবার পক্ষে বিশেষ উপযোগী হইয়াছিল।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

৬ নারায়ণ নিধি গর্ভদোশায়ী

কারাবরণ

আজকাল দেশাত্ম-বুদ্ধির দিনে দেশবাসীর স্বাধীনতাকল্পে কারাবরণ একটী গৌরবের বস্তু হইয়া পড়িয়াছে। যিনি একবার কারাবরণ না করিয়াছেন সাধারণতঃ তিনি নেতৃপদবাচ্যই নহেন। ইহার অর্থ কি? ইহার অর্থ আর কিছুই নহে—তিনি নিজের অর্থাগমাদি ও স্বচ্ছন্দে বাস প্রভৃতিকে উপেক্ষা করিয়া নিজের ক্লেশ বিপত্তি প্রভৃতি গণনা না করিয়া যাহা নিজের কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করিয়াছেন তাহা পালন করিতে প্রস্তুত। এতদবস্থায় রাজপ্রতিনিধি রাজকর্ম্মচারী তাহার কার্য্যের অনুমোদন করিবেন না ও তাঁহাকে দণ্ড দিবেন, ইহা জানা সত্ত্বেও সেই নির্দ্দিষ্ট কর্ত্তব্য হইতে প্রত্যাবৃত্ত না হইয়া অনেকেই কারাবরণ স্বীকার করেন। সরলচিত্তে দেশসেবার জন্য তিনি দেশবাসীর প্রিয় হ'ন, সম্মান প্রাপ্ত হন, বিশ্বাসভাজন হইয়া তাঁহাদের নেতার আসন প্রাপ্ত হ'ন।

—

এই সকল অকপটচিত্ত নেতার যদি দেশাত্মবুদ্ধিরূপ দেহাত্মবুদ্ধি প্রবল না হইয়া সাধু-মহাজন-সঙ্গক্রমে আত্মজ্ঞান লাভ হইত তাহা হইলে তাঁহারা এই ক্ষুদ্র দেশের অধিবাসীবৃন্দের কাল্পনিক দুঃখে কাতর হইয়া তাঁহাদের যথার্থ দুঃখের প্রতি উদাসীন থাকিতেন না। তখন তাঁহাদের পক্ষে স্বার্থই পরার্থ ও পরার্থই স্বার্থ হইত। তখন তাঁহারা নিজের নিত্যমঙ্গলের পথ খুঁজিয়া লইয়া ব্রহ্মাণ্ডবাসী আকুলি-দেব সকল জীবকেই সেই পথে লইয়া যাইতে চাহিতেন। ইহারই নাম দেশোদ্ধার, জীবেদয়া, পরোপকার নচেৎ বদ্ধজীবদেহে আত্মবুদ্ধি করিয়া আহার্য্যের অভাব, বস্ত্রের অভাব, গৃহের অভাব, ঔষধের অভাব, তাহার স্বেচ্ছাচারিতার অভাব প্রভৃতি স্বরচিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অভাব-দূরীকরণকে প্রকৃত দেশোদ্ধার, জীবে দয়া বা পরোপকার বলে না, এ ধারণা আমাদের দেহাত্মাভিমান যতদিন প্রবল থাকিবে ততদিন আমাদের হইবে না। এই দেহকে 'আমি আমি' বুদ্ধি করিয়া তাহার সম্পর্কে এই আমার দেশ, এই আমার প্রয়োজন, এই আমার নিজজন, ইনি বিদেশী, উনি স্বদেশবাসী প্রভৃতি ক্ষুদ্র অভিমান আমাদিগকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে।

আমরা যথার্থ দেশোদ্ধারব্রতে ব্রতী, জীবে যথার্থ দয়াশীল, যথার্থ পরোপকারী একমাত্র শুদ্ধভক্তকেই দেখিতে পাই। তিনি এদেশ (পৃথিবী)-বাসীর ন্যায় পূর্ব্ব হইতেই বদ্ধ নহেন। আমাদের কারাবরণ কিরূপ—কারাগারের মধ্যেই এ গৃহ হইতে আর এক গৃহে গমন। যদি কেহ গৃহমধ্যস্থ মশারির মধ্যে প্রবেশ করিয়া মনে করে আমি গৃহে প্রবেশ করিলাম, আমাদের কারাবরণও সেইরূপ। আমরা ভবকারাগারে আবদ্ধ ত' আছিই, মনে করিতেছি আমি বেশ আছি, ঐ বুদ্ধি আমাকে কারারুদ্ধ করিল। এখানকার কারাগারে যাঁহারা পরিদর্শক, তাঁহারা কিছুক্ষণের জন্য সেখানে গিয়া চলিয়া আসেন। মুহূর্ত্তের অধিকক্ষণ সেখানে থাকিতে চান না। কিন্তু ভক্তগণ আমাদের জন্য কি করেন দেখুন। তাঁহারা নিত্যমুক্ত। এ ভবকারাগারে তাঁহাদের শোধনের আবশ্যকতা নাই। কিন্তু বদ্ধজীবকুলের প্রতি তাঁহাদের এমনই কৃপা যে তাঁহারা এই সংসার-কারাগারে আমাদিগকে দেখিতে আসেন; শুধু দেখিতে আসেন না, আমাদের সহিত এখানে কিছুকাল থাকেন, শুধু থাকেন না, আমাদের মত কয়েদী সাজিয়া কয়েদীর পোষাক না পরিলেও এই পোষাকের মত পোষাক পরেন। কয়েদীর সঙ্গে থাকিয়া তাঁহারা, যাহাতে কারাবন্ধন মুক্ত হয় তজ্জন্য আমাদিগকে শিক্ষা দিতেছেন, নিজেরা আদর্শ দেখাইয়া এই কারাগারে থাকাকালেই কিরূপ আচারবান্ হইলে সেই শিক্ষা সম্যক্ গ্রহণ করা যায় তাহা দেখাইতেছেন কারাবরোধের হেতুমূলে যে ভগবদ্বিমুখতা-বীজ বর্ত্তমান, তাহা যাহাতে নষ্ট হয় তজ্জন্য আমাদিগকে সাহায্য করিতেছেন। এমন দয়া আর কাহার হইবে?

তবে দেখা যাইতেছে যে, আমরা আমাদের ভগবদ্বিমুখতারূপ দোষের জন্য কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইয়াছি, আর শ্রীভগবানের পার্ষদভক্তগণ আমাদিগকে উদ্ধার করিতে সেই কারাগারে আসিয়া বলিতেছেন,—'ভাই জাগো, আর মোহনিদ্রায় অভিভূত থাকিও না, চল গৃহে চল. গৃহে যাইতে হইলে এই কারাগারে মমত্ববুদ্ধি পরিত্যাগ পূর্ব্বক তোমার নিত্য-গৃহ বৈকুণ্ঠগোলোকের জন্য ব্যাকুল হইয়া তোমার যে দোষ ভগবদ্বিমুখতা তাহা বর্জ্জন করতঃ ভগবদুন্মুখ হও। তুমি ভগবানের সেবা ভুলিয়া ক্লেশ পাইতেছ, দয়াল শ্রীহরি তোমার কষ্ট নিবারণ জন্য আমাকে পাঠাইয়াছেন, প্রভু নিজে আসিয়া যে আদর্শ রাখিয়া গিয়াছেন সেই আদর্শ তোমার সম্মুখে ধরিয়া তোমার ঐ মোহ, ঐ স্বরূপ-বিস্মৃতি ভাঙ্গিয়া তোমাকে প্রভুর নিকট লইয়া যাইব। তাই বলি আর ঘুমায়ো না, চল আমার সঙ্গে চল। আমার প্রদর্শিত প্রণালী-অনুসারে ভগবৎসেবায় মনোনিবেশ কর, তাহ'লে তোমার সেবাবুদ্ধির পুনরুন্মেষ হইবে, ক্রমে নিজ স্বরূপের উপলব্ধি ঘটিবে, তখন আর মোহ থাকিবে না, ভ্রম ঘুচিয়া যাইবে। তখন আর কারাকর্ত্রী মায়ার তোমার উপর শাসনযোগ্যতা থাকিবে না, এই কয়েদীর পোষাক-পরা থাকা-সত্ত্বেও তুমি যথার্থ স্বাধীনভাবে বিচরণ করিতে ও নিজস্বরূপের একমাত্র কৃত্য ভগবৎ-সেবাতেই রত থাকিবে। সুতরাং তখন তুমি যথার্থ আনন্দের অধিকারী হইবে।

—

কারাগারের বন্দোবস্তের মধ্যে থাকিলে যতই তুমি আনন্দের জন্য ছুটাছুটী কর না, কেন এ বন্দোবস্তে আনন্দের মত যাহা কিছু দেখায় তা' সব নিরানন্দময়, কেবল তাহাই পাইবে, এখানে আনন্দের সন্ধান করিয়া কেহই তাহা পায় নাই। নিজের আনন্দের কথা ভুলিয়া যে ভগবৎসেবায় আত্মনিয়োগ করিতে পারিবে সে না চাহিয়া, না খুঁজিয়া আনন্দ পাইবে। সে তখন জীবন্মুক্ত। জীবন্মুক্তের লক্ষণ কি জান? দয়াল ভগবান্ গৌরহরির প্রিয়তম পার্ষদ কি লক্ষণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন তবে শুন।

—

কায়-মনো-বাক্যে সকল অবস্থায় ও সকল সময় হরিদাস্যে যাঁহার চেষ্টা, যাঁহার আর অন্য কোন চেষ্টা নাই তিনি জীবন্মুক্ত। জীবন্মুক্তির অন্য কিছু যাহা লক্ষণ বলিয়া শুনিয়াছ সেগুলি সম্যক্ নহে। কেহ বলিতেছেন দেখ, বদ্ধ-অবস্থায় ভগবান্ স্বীকার করিয়া সেবার মত কিছু কর। তাহা হইলে মন বিষয়মুক্ত হইবে, তখন আর সেবা করিতে হইবে না। এই বুদ্ধি লইয়া যদি কল্পিত সেবা-কার্য্যে সাময়িকভাবে নিযুক্ত হও তাহা হইলে তোমার মুক্তি হইবে না। সম্পূর্ণভাবে নিত্য ভগবচ্চরণে আত্মসমর্পণ না করিলে মুক্তির আশা দুরাশা; মুক্তির জন্য ছুটাছুটী করিলে মুক্তি মিলিবে না।

—

নিজের স্বাভাবিকভাবে উপনীত হইলেই আর বদ্ধতা কোথায়? বদ্ধাবস্থায় স্বাভাবিকভাব আসিবে কোথা হইতে? সুতরাং সেবাবুদ্ধির যখন পূর্ণতা আসিবে তখনই মুক্ত অবস্থা। সেই মুক্ত-অবস্থায় নিত্যকাল হরিসেবা। যেখানে হরিসেবার অভাব, সেখানে মুক্তভাব নাই। শ্রীমদ্ভাগবতের একটী শ্লোকে ব্রহ্মা শ্রীকৃষ্ণকে বলিয়াছিলেন যে, হে অরবিন্দাক্ষ (কমলনয়ন), ঐকান্তিক ভক্ত ভিন্ন অন্য ব্যক্তিগণ, যাহারা তোমা হইতে বুদ্ধি অপহৃত করিয়া অবিশুদ্ধ বা সমল-বুদ্ধি হইয়াছে, তাহারা অতি ক্লেশে (নানা কৃচ্ছ্রসাধ্য ব্রতোপবাসাদি দ্বারা) যে ভোগবিরতিরূপ নির্ম্মল অবস্থা পাইয়াছিল, তোমার চরণ অনাদর করা হেতু, তাহা হইতে ভ্রষ্ট হইয়া অধঃপতিত হয়; এবং পুনরায় ভোগবন্ধনে বদ্ধ হইয়া পড়ে।

—

সুতরাং ভাই, ঐ সকল লোককে তোমার মঙ্গলপ্রার্থী মনে করিও না। তাহারা নিজেদের মঙ্গল পায় নাই, তোমাকে কিরূপে মঙ্গলের পথ দেখাইবে? তাহাদিগকে দুঃসঙ্গ জানিয়া বর্জ্জন করিবে। তাহাদের ভগবদ্ভক্তি নাই, তবে যেটুকু দেখায়, তাহা তাৎকালিক, নিত্যা ভক্তি নহে। আমি তোমার মত সকল বদ্ধজীবকে এই সংবাদ শুনাইতে আসিয়াছি। যাহার দুর্ভাগ্য কাটিয়াছে, সেই আমার কথা শুনিবে, সেই আমার প্রবর্ত্তিত পথে চলিবে, সেই জীবন্মুক্ত হইবে, পরে নিত্য গোলোক-বৃন্দাবনলীলায় প্রবেশাধিকার পাইবে। আমাকে তোমাদের মত একজন কারারুদ্ধ মনে করিয়া অপরাধ করিয়া বসিও না, তাহা হইলে আমার কথায় আস্থা হইবে না, আর পাঁচ জনের কথার মত আমার কথাও একটা মতবাদ বলিয়া মনে করিবে তখন তোমার সুবিধা ত' দূরের কথা, আরও দৃঢ়ভাবে বদ্ধ হইয়া পড়িবে। তাই বলি, যথার্থ শুদ্ধভক্তের ন্যায় আর কে এমন দয়াল আছে বা হইতে পারে? আমরা স্থূল মস্তিষ্কে তাঁহার দয়ার মর্ম্ম বুঝিতে পারি না। মনে করি অন্নদান, বস্ত্রদান প্রভৃতি বুঝি প্রকৃত দয়া, কিন্তু ঐগুলি প্রাকৃত দয়া বটে, প্রকৃত নহে। আরও বলি, ভক্তের কারাগার হয় না, তিনি নিত্যমুক্ত।

ভজনের প্রধান কণ্টক

(২)

অসৎসঙ্গের - স্ত্রীসঙ্গ ও বিষয়-সঙ্গের এরূপ প্রবল প্রভাব যে তৎসঙ্গফলে সত্য, শৌচ, দয়া, মৌন, বুদ্ধি, লজ্জা, শ্রী, যশঃ, ক্ষমা, শম ও দম প্রভৃতি যাবতীয় সদ্গুণরাশি সমস্তই নষ্ট হইয়া যায়। ঐ সকল মূঢ় অশান্তচিত্ত, দেহাত্মবুদ্ধিবিশিষ্ট, ক্রীড়ামৃগের ন্যায় কামিনীকুলের বশীভূত স্ত্রৈণ অসদ্ব্যক্তিগণের অনুগ হওয়া—তাদের আচরণ গ্রহণ করা তো' দূরের কথা, তাদের সঙ্গ করাও মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী জীবের কখনও উচিত নয়। যোষিৎ (স্ত্রী) ও যোষিৎসঙ্গীর (স্ত্রীসঙ্গী) সংসর্গফলে জীবের যেরূপ মোহ ও বন্ধন উপস্থিত হয়, তজ্জনিত কদভ্যাস যেরূপ ভজনকালে তীব্র বাধা দেয়, অন্য বস্তুর সংসর্গে সেইরূপ সর্ব্বনাশ হয় না। গুরুকৃপাবলে যোষিৎসঙ্গাদি বর্জ্জন করিবার সৌভাগ্য যাঁদের হ'য়েছে এবং যাঁরা ঐ কামিনী-রাক্ষসীর হাত থেকে রক্ষা পে'য়ে ভজনে অগ্রসর হচ্ছেন তাঁরা প্রত্যেকেই এ বিষয়টী উপলব্ধি করতে পেরেছেন। এ বিষয়টী ত্যাগ না করলে বা ত্যাগ করবার জন্য উদ্গ্রীব না হ'লে ইহার জীব-হননরূপ দোষ ধরা যায় না। তবে, ঠকে শেখার চেয়ে দেখে শুনে শেখাটাই বুদ্ধিমানের বিচার; ঠ'কে

কৃষ্ণনাম ভজ জীব, আর সব মিছে। পলাইতে পথ নাই যম আছে পিছে॥

শেষে অসুবিধায় পড়্‌তে হয়। সাপ খেলাতে না জেনে সাপ নাচাতে গেলে যেমন বিপদ হয়, রিপুকে জয় না ক'রে—বৈষ্ণব না হ'য়ে মায়ারূপিণী, ভুজঙ্গিনীরূপা রমণী-সঙ্গ কর্‌তে গেলে শেষে মৃত্যুকেই গলার হার কর্‌তে হয়—হাতুড়ে সাপুড়ের মত সর্ব্বনাশ ঘটে। স্ত্রী-পুরুষ-অভিমান যতদিন আছে ততদিন স্ত্রীর প্রকৃষ্ট-সঙ্গ তো' দূরের কথা, স্ত্রী-দর্শনেও স্ত্রীসঙ্গ হ'তে পারে।

———

অভিমানটা কেটে গেলে আর কোন অসুবিধা নাই। তবে ওভাবটা যাবার আগে—বৈষ্ণব হবার আগে মায়ামানবীর সঙ্গ কর্‌তে গেলে বা কর্‌লে হরিভজনেচ্ছু, বদ্ধজীবের আর নিস্তার নাই। বদ্ধ হ'য়ে মুক্তের অভিমান, সাঁতার না শিখে সমুদ্রে সাঁতারের চেষ্টা বুদ্ধিমানের কার্য্য নয়। সেটা ভয়াবহ ব্যাপার। কোন বিষয়ে উন্নতি কর্‌তে হ'লে বুঝে চল্‌তে হয়, নইলে হিতে বিপরীত হয় শিব গড়্‌তে গিয়ে বানর গড়ে বসে, তাতে অভীষ্ট সিদ্ধ হয় না।

———

হরিভজন কর্‌তে হ'লে ভোগটা থামিয়ে দিতে হইবে। ভোগটা রেখে—স্ত্রীসঙ্গ-লিপ্সা রেখে সেবা করা যায় না। দুদিক্‌ এককালে হ'তে পারে না। দু'নায়ে পা দিলেই মুস্কিল। 'হয় গোরা ভজ নয় লোক ভজ ভাই' হয় আমি ভোগ ক'রে অথবা আমার স্ত্রীপুত্রগণকে সুখী ক'রে সুখী হব, হরিভজন কর্‌বো না—গুরুবৈষ্ণবের প্রীতি-বিধান কর্‌বো না—তাঁদের সঙ্গ কর্‌বে না, না হয় গুরুবৈষ্ণবের সঙ্গ কর্‌বো তাঁদের প্রীতিবিধান ক'রে কৃষ্ণপ্রীত্যর্থে চেষ্টা কর্‌বো। কিন্তু মূলে গলদ ঐ একটা—লোকভজা—স্ত্রীভজা বা দেহাদি অন্য কিছু ভজা, যার নামান্তর যোষিৎসঙ্গ বা যোষিৎ-সঙ্গী সঙ্গ।

শ্রীল প্রভুপাদের জীবনী

সজ্জনগণের নিকট প্রার্থনা

আমাদের সতীর্থ ভ্রাতা, প্রভুপাদের অতিমর্ত্ত্য ব্যক্তিত্বে অনুরাগী এবং শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচারের মহত্ত্ব-অনুভবকারী সজ্জন মহোদয়গণ বোধ হয় অবগত আছেন, যে, শ্রীগৌড়ীয়মঠের মূল-পুরুষ ও শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের সংরক্ষক ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের ষষ্টিতম আবির্ভাব-তিথি আগামী ২১শে মাঘ (১৩৪০), ৪ঠা ফেব্রুয়ারী (১৯৩৪) মাঘী কৃষ্ণা পঞ্চমীতে জগতের ভাগ্যে আগমন করিতেছেন। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য বহু সজ্জনব্যক্তির অনুরোধ এই যে, প্রভুপাদের এই ষষ্টিতম ভুবনমঙ্গলময়ী আবির্ভাব-তিথিটি বিশেষভাবে অনুষ্ঠিত হয় এবং সেই অবসরে শ্রীল প্রভুপাদের একটি জীবমঙ্গল জীবনচরিত গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। আমরা সজ্জনগণের আর্ত্তি দেখিয়া প্রভুপাদের জীবনী গ্রন্থাকারে প্রকাশের ইচ্ছা করিয়াছি এবং এতদ্ব্যতীত প্রভুপাদের ভুবনমঙ্গল চরিত্র, শিক্ষা ও নানাদিক্‌ হইতে তাহার আলোচনা একটি মিউজিয়াম বা প্রদর্শনী-দ্বারা সাধারণের বোধগম্য করিবার আশা পোষণ করিতেছি। শ্রীল প্রভুপাদের কৃপা, তাহা বরণার্থ আমাদের অকপট ঐকান্তিকতা এবং সজ্জনগণের সেবানুরাগের উপরই ইহার সাফল্য সম্পূর্ণ নির্ভর করিতেছে।

———

সময় খুবই অল্প, অপরদিকে কার্য্য বিপুল। বর্ত্তমানে প্রভুপাদের জীবনী বিশেষভাবে প্রকাশ করিবার সময় নাই। অন্ততঃ ৮ পেজি রয়াল সাইজে ৫০০ পাতার মধ্যে সংক্ষেপে গ্রন্থখানি শেষ করা হইবে,—এইরূপ পরিকল্পনা হইয়াছে। ইহাতে অসংখ্য চিত্র, মানচিত্র, হস্তাক্ষর প্রভৃতি সংযোজিত হইবে। মিউজিয়ামের মধ্যেও বহু চিত্র ও প্রচার-সম্পর্কিত বহুমূল্যবান্‌ অনেক দ্রব্যাদি সংগৃহীত থাকিবে।

———

প্রভুপাদের জীবনী একদিকে যেমন তাঁহার অতিমর্ত্ত্য ব্যক্তিত্বের ইতিহাস প্রদান করিবে, অপরদিকে সেই ব্যক্তিত্বের সহিত অবিচ্ছেদ্যভাবে সম্বন্ধযুক্ত ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর, শ্রীল গৌরকিশোর, শ্রীল জগন্নাথ দাস বাবাজীমহারাজ-প্রমুখ পূর্ব্বগুরুবর্গের এবং শ্রীবিষ্ণুস্বামী, শ্রীরামানুজ প্রভৃতি সাত্বত-আচার্য্য-বৃন্দ ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর সময় হইতে বর্ত্তমানকাল পর্য্যন্ত গৌড়ীয়-বৈষ্ণবধর্ম্ম এবং প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য যাবতীয় ধর্ম্মের ইতিহাস ও শিক্ষার বিষয় আনুষঙ্গিকভাবে সংক্ষেপে আলোচিত হইবে। গত প্রায় একশত বৎসরের বিশ্বের সামাজিক, রাষ্ট্রনৈতিক, অর্থ-নৈতিক ইতিহাস ও নানাপ্রকার মূল্যবান্‌ তথ্যও ঐ জীবন-চরিত্রের আনুষঙ্গিক বর্ণনীয় বিষয় হইবে। বলিতে কি, ইহা বহুশত বৎসরের একটী খাঁটি ইতিহাস ও তথ্যপূর্ণ অদ্বিতীয়, অভিনব, মৌলিক গ্রন্থরূপে প্রকাশিত হইবে।

———

এরূপ গুরু ও বিপুল ব্রত উদ্‌যাপন করিতে হইলে সর্ব্বতোমুখী সেবার প্রয়োজন। প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি, বাক্য—যাবতীয় উপকরণ এই সেবায় নিযুক্ত করিবার জন্যই ভগবান্‌ ও ভগবদ্ভক্তগণ সময় সময় এরূপ অবসর প্রদান করেন।

এই কার্য্যের জন্য একটী পৃথক্‌ তহবিল উন্মুক্ত হইয়াছে। আমাদের সতীর্থ ভ্রাতৃবৃন্দ এবং সত্যানুরাগী ব্যক্তিমাত্রই উক্ত তহবিলে আনুকূল্য প্রেরণ করিয়া শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের শিক্ষা-প্রচারে সহায়তা করুন, এই প্রার্থনা।

শ্রীগুরুসেবা ও শ্রীআচার্য্য-সেবা-ব্যতীত কৃষ্ণসেবায় অধিকার লাভ হয় না এবং কোন জীবের কোন মঙ্গলই হইতে পারে না। আচার্য্য-পাদপদ্মই সর্ব্বদেবময়। আচার্য্য-সেবাবিমুখ ব্যক্তি কোন দিনই ভগবানের প্রসাদ লাভ করিতে পারে না। তাই আমাদের সতীর্থ ভ্রাতা ও আচার্য্য-মহিমায় অনুরাগী ব্যক্তিমাত্রেরই নিকট আমাদের সবিনয় নিবেদন এই যে, তাঁহারা কৃষ্ণ-বিস্মৃতের কারাগার এই জগতের স্বভাবজ চিরন্তন অভাব-অসুবিধার মধ্যেও এই অদ্বিতীয় সুযোগ বরণ করিতে পশ্চাৎপদ না হন। আমরা সতীর্থ ও সত্যানুরাগী আবাল বৃদ্ধ-বনিতা প্রত্যেকের নিকটেই এই বিপুল কার্য্যের জন্য আনুকূল্য যাচ্ঞা করিতেছি। কার্য্য যেরূপ বিপুল, আনুকূল্য তদনুপাতে যথাসাধ্য প্রেরিত না হইলে এরূপ বিরাট্‌ কার্য্য অনুষ্ঠিত হওয়া সম্ভব হইবে না। কাজেই কার্য্যের বিপুলত্ব, গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা—সমস্ত দিক্‌ হইতে বিচার করিয়া আমরা প্রত্যেক সতীর্থ ও সত্যানুরাগী ব্যক্তির নিকট এই আবেদন উপস্থিত করিতেছি। শ্রীব্যাসপূজার কোন কোন বিশিষ্ট সেবার জন্য এক একটি বিশিষ্ট আনুকূল্যের ভার বহন করিলে সেবার সৌকর্য্য সাধিত হইতে পারে।

সতীর্থ ভ্রাতৃগণের মধ্যে যদি কাহারও নিকট শ্রীল প্রভুপাদের কোন উপদেশপূর্ণ পত্র বা কোন প্রকার বিশেষ নিদর্শনাদি থাকে, তাহা হইলে তাঁহারা কৃপা-পূর্ব্বক শ্রীল প্রভুপাদের জীবনচরিত ও মিউজিয়ামের উপকরণের জন্য তাহা অতি শীঘ্র আমার নিকট পাঠাইবেন। কেহ যদি চিত্রকলায় কিম্বা নানা আকারে শ্রীল প্রভুপাদের আলেখ্য বা উপদেশাবলী সজ্জিত করিতে পারেন, তাহা হইলে তাহাও শ্রীব্যাসপূজার মিউজিয়ামে প্রদর্শিত হইবে এবং সেবা-কারীর সেবা স্বীকার করা হইবে। ভগবৎ-সেবাপরায়ণা মহিলাবৃন্দ কারুকার্য্যাদি দ্বারা শ্রীল প্রভুপাদের উপদেশাবলী বা শ্রীগৌড়ীয়-মঠের বিশ্বমঙ্গল-প্রচারের বিভিন্ন অনুষ্ঠানাবলী সজ্জিত ও গুম্ফিত করিয়া মিউজিয়ামে পাঠাইলে তাহা সাদরে গৃহীত হইবে। কেবল বঙ্গদেশে যে এই পূজার উপচার আবদ্ধ থাকিবে, তাহা নহে; আমরা সমগ্র ভারতবর্ষ, এমন কি, ভারতের বাহিরের স্থান-সমূহ হইতে সতীর্থ ভ্রাতা ও সত্যানুরাগী ব্যক্তিগণের নিকট এই পূজার বিভিন্ন উপায়ন ও মিউজিয়ামে প্রদর্শনীর বিবিধ দ্রব্যের জন্য আবেদন জানাইতেছি।

———

যাবতীয় আনুকূল্য অন্ততঃ অর্থানুকূল্য ২৪শে অগ্রহায়ণের মধ্যে নিম্নলিখিত ঠিকানায় অনুগ্রহপূর্ব্বক প্রেরণ করিবেন। মিউজিয়ামের দ্রব্যাদি নির্ম্মাণ ও সংগ্রহ করিয়া কিছু পরে পাঠাইলেও হইবে।

অর্থাদি পাঠাইবার ঠিকানা

মহামহোপদেশক পণ্ডিত
শ্রীকুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ, ভাগবতরত্ন
সেক্রেটারী—শ্রীগৌড়ীয়মঠ,
পোঃ বাগ্‌বাজার, কলিকাতা
[বিনীত-নিবেদনমিদং সম্পাদকস্য]

———

দীনের প্রার্থনা

(শ্রীগৌরানুগ্রহ ব্রহ্মচারী)

গৌর নিত্যানন্দ বলিতে এ অঙ্গ
কবে পুলকিত হবে।
নাম-সঙ্কীর্ত্তনে কবে এ নয়নে
অশ্রুধারা প্রবাহিবে॥
অক্রোধ পরমা- নন্দ নিত্যানন্দ
শ্রীগুরু আমার কবে।
অধম ভাবিয়া আমায় গৌরাঙ্গ-
শ্রীচরণে সমর্পিবে॥
কৃষ্ণেতর জড় বিষয়াভিমান,
কবে বা পুড়িয়া যাবে।
কবে বা আমার চিৎ-অনুরাগ
শ্রীকৃষ্ণেতে উপজিবে॥
অন্য-অভিলাষী কর্ম্মী-জ্ঞানী-সঙ্গ
কবে বা যাইবে মোর।
কবে বা শ্রীগুরু- চরণ-কৃপায়
নাম-রসে হব ভোর॥
কবে বা বুঝিব নাম চিন্তামণি
জড়াক্ষর কভু নয়।
সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যস্বরূপ
শ্রীরস-বিগ্রহ হয়॥
কবে বা বুঝিব নাম নিত্য শুদ্ধ
পূর্ণ মুক্ত এই সার।
নাম-নামী ভিন্ন নহে ত' কখন
যদ্যপি অন্য-আকার॥
দশ অপরাধ ত্যজিয়া যে কবে,
সদা নামাশ্রয় করি।
গুরু-আনুগত্যে কায়-মনোবাক্যে
সদাই সেবিব হরি॥

শুদ্ধভক্তি গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। ভাষ্যসহ বিরাট শ্রীচৈতন্যভাগবত ৫৲
২। শ্রীমদ্ভাগবতম্—সমগ্র ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্যন্ত ২৮৲
একাদশ স্কন্ধ হইতে প্রাপ্তব্য ।৶০
৩। ভাষ্যদ্বয়সহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (চতুর্থ সংস্করণ) ৬৲
৪। ভক্তিবিবেককুসুমাঞ্জলি (বাঁধা) ১৲
৫। গৌড়ীয়-গৌরব ।৶০
৬। গৌড়ীয়-সাহিত্য ।৶০
৭। ভজনরহস্য ॥০
শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৯। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ) ঐ (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
১০। গীতা (শ্রীচক্রবর্তি টীকাসহ) ঐ (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
১১। গীতার কেবল মাধ্ব-ভাষ্য ॥০
১২। মুক্তিমাল্লিকা ভগসৌরভঃ সানুবাদ (মাধ্ব) ২৲
১৩। বেদান্ততত্ত্বসার সানুবাদ (রামানুজীয়) ॥০
১৪। জৈবধর্ম ২৲
১৫। শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৬। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১৭। প্রেমবিবর্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ॥৶০
ঐ (বাঁধা) ৸০
১৮। দ্বীপ-দিগ্দর্শন ৶০
১৯। সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ) ।৶০
২০। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ॥০
ঐ (আবাঁধা) ।৶০
২১ নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
২২। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৶০
২৩। গীতমালা ৴১০
২৪। নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য ৶০
২৫। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶০
২৬। নবদ্বীপ পঞ্জিকা (৪৪৭ গৌরাব্দ) ৶০
২৭। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
২৮। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা-দর্পণ ।০
২৯। শরণাগতি ৴০
৩০। গীতাবলী ৴০
৩১। চিত্রে নবদ্বীপ ।১০
৩২। সাধনকণ ৴০
৩৩। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৴০
৩৪। নবদ্বীপশতক ৴০
৩৫। অর্থপঞ্চক ৴০
৩৬। সদাচারস্মৃতিঃ ৶০
৩৭। কল্যাণকল্পতরু (৫ম সংস্করণ) ৴১০
৩৮। অর্চ্চনকণ ।১০
৩৯। সাধককণ্ঠমালা (বাঁধা) ॥০
ঐ (আবাঁধা) ৷৶০
৪০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (প্রথম চারিখণ্ড) ৩৲
৪১। ব্রহ্মসংহিতা ।০
৪২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৪৩। মণিমঞ্জরী সানুবাদ ৵০
৪৪। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ
৪৫। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ।০
৪৬। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৪৭। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
৪৮। গৌড়ীয়মঠ কি করেন? ৴০
৪৯। ঈশোপনিষৎ (বলদেব ও মাধ্ব-ভাষ্য এবং বিবৃতি ও অনুবাদসহ) ।০
৫০। শ্রীভুবনেশ্বর ৶০
৫১। সিদ্ধান্তদর্পণ ৶০
৫২। সাংখ্যবাণী ৴০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৫৩। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী-দিগ্বিজয়ঃ ॥০
৫৪। সটীক-শিক্ষাদশমূলম্ ।০
৫৫। তত্ত্ব-সূত্রম্ ।০
৫৬। সানুবাদ-শিক্ষাষ্টকম্ ৶০
৫৭। গৌড়ীয়মঠস্য পরিচয়ঃ ৴০
৫৮। সারাংশবর্ণনম্ ৶০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৫৯। রায় রামানন্দ ॥০
৬০। নামভজন ।০
৬১। রিলেটিভ্ ওয়ার্ল্ড'স ।৶০
৬২। লাইফ্ য়্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।০
৬৩। বৈষ্ণবীজম্ ।০
৬৪। হোয়াট্ গৌড়ীয়মঠ ইজ্ ডুইং ৴০
৬৫। দি ভাগবত ।০
৬৬। ইরোটিক্ প্রিন্সিপ্‌ল য়্যাণ্ড আনেলয়েড্ ডিভোসন ।০
৬৭। ব্রহ্ম-সংহিতা ২॥০
৬৮। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (ভলুম ওয়ান) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৬৯। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ॥০
৭০। সাধন পথ ।০
৭১। কল্যাণ-কল্পতরু ৴১০
৭২। গীতাবলী ৴০
৭৩। শরণাগতি ৴০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৭৪। শরণাগতি

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

নদীয়া-প্রকাশপ্রাপ্তির স্থান

১। শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম-মায়াপুর, নদীয়া
২। শ্রীযোগপীঠ ঐ
৩। শ্রীবাস-অঙ্গন ঐ
৪। অদ্বৈত-ভবন ঐ
৫। কাজীর সমাধি পাট ঐ
৬। স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ, নদীয়া।
৭। শ্রীভাগবত আসন কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
৮। শ্রীএকায়ন মঠ গোবিন্দপুর, হাঁসখালী।
৯। দ্বাদশগোপাল পাট—পোঃ চাকদহ,
১০। শ্রীগৌর-গদাধরমঠ—চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড়, বর্দ্ধমান
১১। শ্রীমোদদ্রুমছত্র মাউগাছি, বর্দ্ধমান
১২। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম, আমলাযোড়া, পোঃ রাজবাধ বর্দ্ধমান
১৩। শ্রীগৌড়ীয়মঠ বাগবাজার, কলিকাতা
১৪। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাজু, হাওড়া,
১৫। শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয়মঠ, ৯০নং নবাবপুর রোড্, ঢাকা
১৬। শ্রীগোপালজী মঠ কমলাপুর, ঢাকা
১৭। শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ পোঃ বালিয়াটী।
১৮। শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয়মঠ ময়মনসিংহ।
১৯। শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ চিকলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর
২০। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম গোয়ালপাড়া, আসাম
২১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ রায়াপেট্টা, মাদ্রাজ।
২২। শ্রীরামানন্দগৌড়ীয় মঠ কববুর, জিঃ পশ্চিম গোদাবরী
২৩। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ উড়িয়াবাজার; পোঃ বক্সীবাজার, কটক।
২৪। শ্রীত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয় মঠ ভুবনেশ্বর।
২৫। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ স্বর্গদ্বার, পুরী।
২৬। শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ আলালনাথ পোঃ ব্রহ্মগিরি, পুরী।
২৭। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ ডুমুরকুণ্ডা, পোঃ চিরকুণ্ডা, মানভূম।
২৮। শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ—কাশী।
২৯। শ্রীরূপগৌড়ীয় মঠ—এলাহাবাদ।
৩০। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ পুরাণবাজার, সরকার ঠাকুরের কুঞ্জ, বৃন্দাবন
৩১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, নিউদিল্লী
৩২। শ্রীপরমহংসমঠ—নৈমিষারণ্য,
৩৩। শ্রীসারস্বত গৌড়ীয় মঠ—হরিদ্বার।
৩৪। শ্রীব্যাসগৌড়ীয়মঠ—কুরুক্ষেত্র, পঞ্জাব
৩৫। শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাবুলনাথ রোড, পোঃ গ্র্যাণ্ট রোড, বোম্বে।
৩৬। লণ্ডন গৌড়ীয়মঠ, ৩৯নং গ্লেডউইন গার্ডেন্স, কেনসিংটন্ লণ্ডন, (এস্, ডব্লিউ—১০)।
৩৭। অমর্ষি গৌড়ীয়মঠ—মেদিনীপুর
৩৮। সরভোগ গৌড়ীয় মঠ—সরভোগ, কামরূপ, আসাম,

শুদ্ধভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীলভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী মাসিক। শ্রীধাম-মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১॥০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দি ভাষায় একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি হৃদয় বন মহারাজ সম্পাদিত ও নৈমিষারণ্য শ্রীপরমহংস মঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ১॥০ দেড় টাকা মাত্র।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥০ দেড় টাকা মাত্র।

৫। কীর্ত্তন—মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ নিমানন্দ সেবাতীর্থ বি-এজি, বি-টি, সম্পাদিত। আসাম গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম হইতে প্রকাশিত আসামী ভাষায় মাসিক ভিক্ষা সডাক ১॥০ দেড় টাকা মাত্র

শ্রীচৈতন্যভাগবত

আদিকবি শ্রীল বৃন্দাবন দাস প্রণীত সমগ্র গ্রন্থ

গ্রন্থের মূল বোল্ড অক্ষরে এবং তন্নিম্নে বিশ্ববিশ্রুত গৌড়ীয়মঠের প্রতিষ্ঠাতা ও আচার্য্য ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের রচিত বিস্তৃত ভাষ্য উত্তম কাগজে সৌষ্ঠবের সহিত মুদ্রিত হইয়াছেন। ডবল ক্রাউন আটপেজি আকারে ১০৯৭ পৃষ্ঠায় কেবল মূল ও ভাষ্য সম্পূর্ণ হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত শ্লোকসূচী, পদ্যসূচী, স্থানসূচী, পাত্রসূচী, বিষয়সূচী, শব্দসূচী প্রভৃতি বিস্তৃত সূচীপত্রের একটী গ্রন্থ হইবে। সভাষ্য শ্রীচৈতন্যভাগবতের এরূপ উৎকৃষ্ট ও অমূল্য বিরাট সংস্করণ জগতের কোথায়ও আজ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হন নাই, ইহা নিরপেক্ষ পাঠক মাত্রকেই একবাক্যে স্বীকার করিতে হইবে। শ্রীগৌড়ীয়মঠের উৎসব-কালে গ্রন্থের ভিক্ষা ১২৲ বারটাকা স্থলে—৫৲ পাঁচটাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীচৈতন্যমঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

কলিকাতা বাজার দর

লৌহ হার্ডওয়ার

২৪শে নভেম্বর ১৯৩৩

টাটার তৈয়ারী—	প্রতি হন্দর।
লোহার কড়ি (জয়েষ্ট বা বীম)	
মার্কা	৫।৶০—৫॥৶০
ঐ বে-মার্কা হাল্কা ওজন	৪।৵০—৪॥৶০
বরগা (টী-আয়রণ)	৬৵০—৬।০
এঙ্গেল আয়রণ (কোনা)	৫৸৵০—৬৶০
গ্যালভ্যানাইজড করগেট টীন—	
২২ গেজ ৬ হইতে ১০ ফুট	১১৶০
২৪ গেজ " "	১০৸৵০
২৬ গেজ " "	১২
২৪ গেজ আর, পি, ডি, মার্কা	১২৸৶০
২৪ গেজ গাঃ প্লেন সীট—	১১৶০
২৬ গেজ " "	১২।০
২৮ গেজ ও ৩০ গেজ ঐ—	১৩৲—১৬৲
বাগান ঘেরা কাঁটাতার ১০০	
পাউণ্ড বাঃ	৮৸০
ষ্টীল পাটী	৬৲৵—৬।০
" বোলটু (গোল)	৬৲৵—৬।০
" ময়াদে (চৌকা)	৬৵০—৬৲।০
"গোল রড ৶০—।৶০ সুতা	৫৶০—৫॥০
" টানা রড-	
চৌকা ৶০—।৶০ ঐ	৫৶০—৫॥০
" বাণ্ডিল চাল	৭৲—৭৸০
" প্লেট—তিন সুতা মোটা	
পর্যন্ত	৭।০—৭।০
" চাদর ৩-১৬ খানা বাণ্ডিল	৯॥৶—১০৲
স্প্রীং ষ্টীল	৮।০—৯৲
ব্লাক স্ট্যাণ্ড	৫৸৶—৬৲৶০
তারের পেরেক ১—৬ ইঞ্চি	৯—৯৸০
প্যাটেণ্ট পেরেক ২—৮ ইঞ্চি ১২।০—১৫॥	
ঢালাই কড়া ১ হইতে ১০ নং	২॥০ সাট
কোদাল ৪, ৫, ৬,	৭৸৶০ ৮৸৶০ ৯৸৶০ডঃ
ঐ তিন পাউণ্ড ৬৲ দেঃ বিঃ	৬।৶০ "
গ্যাঃ প্লেন বালতি ৭—১২ ইঞ্চি	২॥৴০ ৬॥৴
ঐ রিজিট " ৭—১২ ইঞ্চি	২৲—৭৲ "
লোহার পেয়ার রডের গোল ও	
চৌকা	৮॥০— "
ঐ চালের লোহার সিট	১৫৲ "
ঐ ভেনেস্তা (কাঠের সিট)	১৮৲ "
লোহার স্ক্রুপ ॥—৩ ইঞ্চি /১০—৸৶০ গ্রোস	
ঐ কব্জা ১৩ নং	
১॥—৪ ইঞ্চি	।১০—৸৶১০ পেঃ ডজন
গ্যাঃ তার ১৬—২২ নং	
(গেজ)	১২৲—১৩৲ হন্দর
গ্যাঃ রিজিং (মটকা)	
১২ ইঞ্চি	।৶৫ ॥৶০
গ্যাঃ গাটারিং বা ডোঙ্গা	
৬ ইঞ্চি	।০—৸৶০ "
গ্যাঃ ক্রুপ ১॥০—২॥০ ইঞ্চি ২৩৲—২৯৲ হন্দর	
গ্যাঃ ওয়াসার চাকি	১১৷৷৸০—১৭৲ "
গ্যাঃ বোল্ট-নাট ৸—৬ ইঞ্চি	
	॥৶১০—১৶০ গ্রোস
ঢালাই রেলিং	৩॥০—৩॥০ হন্দর
ঐ রেন ওয়াটার পাইপ	
৩ ইঞ্চি ৵১০ ও	৪ ইঞ্চি ।১০ ফুট
টিউব ওয়েলের জন্য গ্যাঃ	
পাইপ১॥ ইঞ্চি	।৶৫ ফুট
পাম্প ৪নং ১২॥০ ৫নং ১৪৲ ৬নং ১৬৲	
৬০—৮০ বাটখারা ৵৫ সাট ২।০—২॥০ মণ	

সন্তোষকুমার মল্লিক এণ্ড সন্স লিঃ

লৌহ ও হার্ডওয়ার বিক্রেতা।

মীরবহর ঘাট লোহাপটী, বড়বাজার,
টেলি—"লোহার মালিক" কলিকাতা

কেরোসিন

শ্লোফ্লেক প্রত্যেক বাক্স (২ টিন)		৯৲৬
সূর্য্য মার্কা	"	৬॥০
ভিক্টোরিয়া	"	৬৲

সোণার দর

পাকা সোণা	৩০৸৶
গিনি	৩০৸
চিনা পাত	৩২।০

রূপার দর

রূপা প্রতি ১০০ ভরি	৫৫৶০
ঐ খুচরা	৫৶০

কোম্পানীর কাগজ

৩॥০ সুদের কাগজ	৮১৶
৩॥০ নূতন ঋণ (১৯৪৭-৫০)	৯১।০
৪৲ " ঋণ (১৯৬০-৭০)	৯৭৲
৫৲ " বণ্ড (১৯৩৫	১০৪॥৴০

ডিবেঞ্চার

৫৲ সুদের (১৯৫৬-৮৬) কলিকাতা পোর্ট	
ট্রাষ্ট ডিবে :—	১০৫॥৶০

ব্যাঙ্ক

ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক (কলিঃ)		২৯৪॥০
সেণ্ট্রাল	ঐ	২২৲

কাপড় ও সূতার কল

এম্পায়ার মিল	৪৫৲

পাটের কল

হাওড়া	৫০৲
অকল্যাণ্ড	১৯৫৲
বালী	১৬২৲
বরানগর	১৫০৲
ক্লাইভ	৩৭০৲
ক্লাইভ	২৪৩৲
হুগলী	২৮।০
ক্যালকাটা	৪০৮॥০
ডেল্টা	৪০৫

কৃষ্ণনগর নবদ্বীপঘাট রেলওয়ে সময়

কৃষ্ণনগর হইতে নবদ্বীপঘাট

কৃষ্ণনগর সিটি—	৬-৪৫	১০-৪৪	১৩-২২	১৭-৩৮	২০-১৬
কৃষ্ণনগর রোড—	৬-৫৬	১০-৫৫	১৩-৩৩	১৭-৪৭	২০-২৪
আমঘাটা—	৭-১৫	১১-১৩	১৩-৫১	১৮-৩	২০-৪১
মহেশগঞ্জ—	৭-২৪	১১-২১	১৪-০	১৮-৯	২০-৪৭
নবদ্বীপঘাট—	৭-৩৩	১১-৩০	১৪-৯	১৮-১৬	২০-৫৫

বিশেষ দ্রষ্টব্য—নবদ্বীপঘাট ষ্টেশন অপেক্ষা মহেশগঞ্জ ষ্টেশন হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরের দূরত্ব অনেক কম। শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে যাঁহাদিগকে রাণাঘাটে ট্রেণ বদল করিতে হয়, তাঁহারা রাণাঘাটে প্রাতঃ ৫-৫০, ৮-১৪, ১১-৪৬, ১৬-৪৮, ১৮-৩৯ এবং ০-৩২ মিনিটের সময় গাড়ী পাইবেন।

শান্তিপুর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে শান্তিপুর ষ্টেশনে ৫-৪০, ৯-২৯, ১২-২৫, ১৬-৪ এবং ১৮-৪১ মিনিটের সময় ট্রেণ পাওয়া যায়।

নবদ্বীপঘাট হইতে কৃষ্ণনগর

নবদ্বীপ ঘাট—	৫-৩৫	৯-২৫	১২-১০	১৫-৩৪	১৮-৪৫
মহেশগঞ্জ—	৫-৪৩	৯-৩৩	১২-১৯	১৫-৪১	১৮-৫০
আমঘাটা—	৫-৪৯	৯-৩৯	১২-২৬	১৫-৪৮	১৯-৫
কৃষ্ণনগর রোড—	৬-৫	৯-৫৫	১২-৪৩	১৬-৪	১৯-২৪
কৃষ্ণনগর সিটি—	৬-১৩	১০-৩	১২-৫১	১৬-১২	১৯-৩৫

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে—ডাঃ কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম ভক্তিশাস্ত্রী এল, এম, এফ, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

কাবুল হত্যাকাণ্ডের জের

রাজা জাহির শাহ তাঁহার দেশ-শাসন নীতি ঘোষণা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে "শারয়ত" অনুসারেই তিনি দেশের শাসনকার্য্য পরিচালনা করিবেন। ভূতপূর্ব্ব রাজার বৈদেশিক নীতিই অনুসারিত হইবে। ভূতপূর্ব্ব রাজার সময় যে সকল সন্ধি করা হইয়াছে, তাহা মানিয়া চলা হইবে এবং অনুমোদন করা হইবে। আর যে সকল সন্ধির কথাবার্ত্তা চলিতেছিল, তাহাও সম্পূর্ণ করা হইবে। সকল শক্তির সহিতই শান্তি ও সদ্ভাব রক্ষা করিয়া চলা হইবে।

তুর্কীর রাজদূতের সহিত রাজা জাহির শাহের সাক্ষাৎ

আফগানিস্থানের কন্সাল জেনারেল কাবুল হইতে এক তার পাইয়াছেন। উহাতে উল্লিখিত হইয়াছে যে, শনিবারে রাজা জাহির শাহ আফগানিস্থানে তুরস্কের রাজদূত মিঃ মহম্মদ সৌকতবেগের সহিত সাক্ষাৎ করেন। মিঃ সৌকতবেগ রাজা নাদির শাহের হত্যার পর আফগানিস্থানে পৌঁছিয়াছেন। মিঃ সৌকতবেগ রাজা নাদির শাহের হত্যায় বিশেষ করিয়া গাজি মুস্তাফা কামাল পাশা এবং তুরস্কের সরকারের পক্ষ হইতে গভীর দুঃখ ও আতঙ্ক প্রকাশ করেন। রাজা জাহির শাহ সিংহাসন আরোহণ করাতেও তিনি গাজি কামাল পাশার পক্ষ হইতে আন্তরিক ধন্যবাদ ও শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করেন। রাজা এবং রাজপরিবারগণ সুস্থ আছেন ও আফগানিস্থানে শান্তি ও শৃঙ্খলা বিরাজ করিতেছে।

হত্যাকারীর সহচরগণ ধৃত

আবদুল খলিফার উক্তি অনুসারে আফগানিস্থানের পুলিশ হত্যাকারীর সহচরগণকে গ্রেপ্তার করিয়াছে বলিয়া প্রকাশ। বাণিজ্যদূত কর্ত্তৃক প্রাপ্ত এক তারের খবরে প্রকাশ, ধৃত ব্যক্তিগণ নাকি স্বীকার করিয়াছে যে, তাহারা পরলোকগত রাজার হত্যা কার্য্যে সংশ্লিষ্ট ছিল।

হত্যার নিন্দাবাদ

আফগানিস্থানের সরকারী গেজেটে "ইছলাহে" প্রকাশ, গত বৃহস্পতিবারে, পুনরায় সমস্ত মন্ত্রী, মুইন, জোরাইমিলির সদস্যগণ, জমিয়েৎ উলেমার সদস্যগণ-সুপারিন্টেণ্ডেণ্টগণ, উলেমাগণ, সেখগণ সৈয়দগণ, সামরিক বিভাগের উচ্চতম কর্ম্মচারিগণ এবং সকল প্রদেশের প্রতিনিধিগণ, রাজকীয় সেলাম খানায় সমবেত হইয়া পরলোকগত রাজার জন্য সমবেদনা ও নূতন রাজার প্রতি আনুগত্য জ্ঞাপন করেন। কাবুল, কান্দাহার, হীরাট, মুজার-ই-সরিফ, ফোরাটখানা, বাখেমান, সেমাক-ইমুস্রিক, সোভ-ই-জাহুবি, বারাহ এবং মেমনর প্রদেশের প্রতিনিধিগণ এবং আফগান সীমান্তের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ ও শিক্ষিত ব্যক্তিগণ ঐ সভায় বক্তৃতা করেন। বক্তৃতা-প্রসঙ্গে তাঁহারা ভূতপূর্ব্ব রাজার ভূয়সী প্রশংসা করেন এবং রাজা জাহির প্রতি আনুগত্য জ্ঞাপন করেন।

খুনের অভিযোগ দারোগা

কোন এক আসামীর নিকট হইতে স্বীকারোক্তি আদায় করিতে গিয়া তাহাকে প্রহার করিতে করিতে খুন করিয়াছে বলিয়া বেওয়ার থানার দুইজন সাব ইন্স্পেক্টার রঘুনাথ সিং ও আলি রসুল ও তাহাদিগের সহকর্মী আম্বা বেলাইকে অভিযুক্ত করা হইয়াছে, তাহা পাঠকবর্গের অবশ্যই স্মরণ আছে। সম্প্রতি এই সম্পর্কে জমাদের বালওয়াণ সিংকে জেরা করা হইয়াছে ও মিঃ এ, সি, এরেজওয়াস ও এডভোকেট মিঃ মতিপ্রসাদ মেরার সাক্ষ্য গ্রহণ করা হইয়াছে। অতিরিক্ত জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট ক্যাপ্টেন পিনহের এজলাসে এই মামলার বিচার হইতেছে। সাক্ষী বালওয়ান্তের সাক্ষ্যে পরস্পর-বিরোধী উক্তি থাকায় তিনি তীব্র মন্তব্য করিয়াছেন বলিয়া প্রকাশ।

অভিযোগ

প্রকাশ, বেওয়ারের মতিলাল বোয়াঙ্ককে কোন এক জৈন মন্দির হইতে রৌপ্য নির্ম্মিত একটা বিগ্রহ চুরি করিবার অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হইয়াছিল। তারপর তাহার নিকট হইতে এই সম্পর্কে স্বীকারোক্তি আদায় করিবার জন্য আসামীরা তাহার উপর এমন ভাবে অত্যাচার করে যে, তাহাতেই সে মারা যায়. অতঃপর তাহাদিগকে গ্রেপ্তার করিয়া বিচারার্থ প্রেরণ করা হয়। ১১ই ডিসেম্বর আবার মামলার শুনানী হইবে।

নিমতলায় ভীষণ কাণ্ড

বেলা আন্দাজ ১০টার সময় ষ্ট্রাণ্ড রোড নিমতলা ষ্ট্রীটের সংযোগস্থলে আনন্দময়ী মন্দিরের পশ্চিম দিকে গঙ্গার ধারে পোর্ট কমিশনরদের খোলা ভাড়াটিয়া জমির উপর এক দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে। কুলিগণ সর্দ্দারদের অধীনে রূপলাল রজলালের লোহকাঠের থাক লাগাইতেছিল তাহারই পার্শ্বে দেবীন পালের লৌহ কাষ্ঠের উচ্চ থাক ছিল। হঠাৎ সেই থাক পড়িয়া গিয়া ১২জন হতভাগ্য কুলি চাপা পড়ে। তখনই লোকজন আসিয়া পড়িয়া কাষ্ঠ সরাইয়া ১০ জনকে নিকটস্থ মেও হাঁসপাতালে পাঠাইয়া দেয়। রামখেলাওন (২২।২৩) নামক একজন কুলি সেইস্থানেই মারা গিয়াছে। শুকনন্দন (৩০) ও খদেরু (১৭।১৮) হাঁসপাতালে রাখবার পরই মারা যায়। জগী, লেউর, পাতি ও মীরপৎ বিন ও জন হাঁসপাতালে, দুইজনের অবস্থা খুবই খারাপ। রামকরণ, গুদারী, নিঘোট ওলু নামক বৃদ্ধ কুলী ও আর একজনকে ব্যাণ্ডেজ করিয়া হাঁসপাতাল হইতে ছাড়িয়া দিয়াছে। কুলীরা সকলেই পশ্চিম দেশীয় বলিষ্ঠ পুরুষ। মৃতদেহ শবব্যবচ্ছেদাগারে পাঠান হইয়াছে।

তারের ঠিকানা— 'শ্রীধাম' নবদ্বীপ
গ্রাহকের ঠিকানা—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

দৈ নি ক

REG. C.544

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩৷৹
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার স্বতন্ত্র।

নদীয়া-প্রকাশ
THE NADIA-PRAKASH

সাপ্তাহিকের হার
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৷৹
মাসিক ১৲
নগদ বর্ত্তমান সংখ্যা ৵৫

ভারতের সর্ব্বত্র মঙ্গল-প্রচার - নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৮ম খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বেদান্তবাচস্পতি [২৩৫শ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর— ২৩শে অগ্রহায়ণ শনিবার ১৩৪০, ৯ই ডিসেম্বর ১৯৩৩

চীন ঝান্সীর রাণীর অদ্ভুত বীরত্ব

চীনের এক বীর-বালা স্বেচ্ছাসেবক ফৌজের শেষ দল লইয়া জাপানী ও মাঞ্চুকুও সৈন্যদলের সহিত এখনও যুদ্ধ করিতেছে। এই যুবতীর নাম কুমারী চাও আইফান। এই সুন্দরী বীর ললনার অসমসাহসিক কাহিনী চীনা সংবাদপত্রগুলি প্রত্যহ দিতেছে।

গত বৎসর চীনা জাপানী যুদ্ধে সামান্য কার্য্য করিবার পর সন্ধি হইয়া গেলে কুমারী উত্তর অঞ্চলে গিয়া জেনারাল কুং-চি-চাও এর দলে যোগদান করেন। এক যুদ্ধে তিনি নাকি একা ৫ জন জাপানী সৈনিককে অস্ত্রহীন করিয়া নিহত করেন। বীরত্বের পুরস্কার স্বরূপ কুমারী আইফানকে গোয়েন্দা বিভাগে কার্য্য দেওয়া হয়। জাপানীরা তাঁহার বুদ্ধির নিকট যে কতবার পরাজিত হইয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই।

মুকদেনে এক বিপ্লব সৃষ্টি করিবার কালে একজন লোক তাহাকে প্রতারিত করিয়া জাপানীদের নিকট ধরাইয়া দেয়। কারাগারে হাতকড়ি ও পায়ের বেড়ী অদ্ভুত কৌশলে ভগ্ন করিয়া ও কক্ষের লৌহদণ্ড নষ্ট করিয়া ফেলিয়া এই শক্তিমতী নারী মুক্তিলাভ করেন। মুক্তি পাইয়াই প্রথমে তিনি জাপানী শাস্ত্রীকে হত্যা করিয়া তাহার বন্দুক ও বেওনেট লইয়া পিকিং চলিয়া যান। তথা হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিবা মাত্র কতিপয় সহকর্ম্মীর সাহায্যে জাপানী ও মাঞ্চুকুয়ো সৈন্যদলকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছেন।

মন্ত্রিমণ্ডলের বিশেষ বৈঠক

আয়র্ল্যাণ্ডের সমস্যার আলোচনার জন্য বৃহস্পতিবার মন্ত্রী-মণ্ডলের এক বিশেষ [illegible] হয়। [illegible], মন্ত্রীর মিঃ ডি.

ভেলেরাকে যে উত্তর প্রদান করা হইবে তাহার সর্ত্ত সম্পর্কে আলোচনা হয়। গত ৪ঠা ডিসেম্বর উত্তর প্রেরণ করা হইয়াছে। মিঃ টমাস খুব সম্ভব কমন্স সভায় এক বিবৃতি প্রদান করিবেন।

বৃটিশের সহিত ফ্রান্সের চুক্তি

বৃটিশ সরকারের সহিত ফ্রান্স সরকারের একটি চুক্তি হইয়া গিয়াছে। এই চুক্তির সর্ত্ত এই যে, ইন্দো চীন হইতে যে সকল ব্যক্তিকে বিতাড়িত করা হইয়াছে সেই সকল ব্যক্তির মধ্যে বৃটিশ ভারতীয় প্রজাদিগকে মাদ্রাজে এবং এসিয়ার অন্যান্য দেশের লোকজনকে হংকংয়ে ও সিঙ্গাপুরে ফরাসী নিজ ব্যয়ে পৌঁছাইয়া দিবে।

সেইরূপ বৃটিশ ভারতীয় সরকারও ফরাসী ইন্দো চীনের বিতাড়িত প্রজাগণকে সাইগনে ও হেইপংয়ে পৌঁছাইয়া দিবে।

নাগপুরে মহাদেওজী গ্রেপ্তার

মহাদেও দেওজী কংগ্রেসের দ্বিতীয় "ডিক্টেটার" বলিয়া নিজের পরিচয় প্রদানপূর্ব্বক গত ৪ঠা ডিসেম্বর সন্ধ্যাকালে টাউনহলে এক জনসভায় বক্তৃতা করিবার চেষ্টা করিবামাত্র অবিলম্বে পুলিশ কর্ত্তৃক গ্রেপ্তার হন।

রিভলভার সহ মুসলমান গ্রেপ্তার

বড়লাটের ট্রেণ নিরাপদে গমনের জন্য তুঙ্গভদ্রা রেলষ্টেশনে মোতায়েন পুলিশ কর্ম্মচারিগণ আলিকোসেন নামে একজন মুসলমানকে গ্রেপ্তার করিয়াছে এবং তাহার নিকট হইতে একটি রিভলভার ও কতকগুলি কার্ত্তুজ পাইয়াছে বলিয়া প্রকাশ, আবদুল করিম নামে আর ব্যক্তিও গ্রেপ্তার হইয়াছে। এক কার্ত্তুজের বাক্স প্রাপ্ত, তাড়াতাড়ি পেন্সিলে লেখা এক খণ্ড কাগজে প্রেমারঞ্জন আশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা পণ্ডিত তারানাথের নামের উল্লেখ আছে। পণ্ডিত তারানাথকে গ্রেপ্তার করা হয়। কিন্তু তিনি মুক্তিলাভ করিয়াছেন। তাঁহাকে প্রশ্ন করা হইলে তিনি বলেন যে, সমস্ত ব্যাপারটি তাঁহার নিকট রহস্যপূর্ণ বলিয়া মনে হইতেছে।

শ্রীযুক্তা স্বরূপরাণী নেহেরু

পণ্ডিত জহরলাল নেহেরুকে তাঁহার মাতার অবস্থা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি বলেন, তাঁহার অবস্থা সন্তোষজনক বটে। কিন্তু তিনি জব্বলপুর পরিত্যাগ করিয়া আসিবার পূর্ব্বে পুনরায় তাঁহার ফোঁড়া হইয়াছে, ইহাতে তিনি বড় কষ্ট পাইতেছেন।

ডাঃ সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

সোমবার প্রাতে ডাঃ সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় নর্থ বেঙ্গল এক্সপ্রেস গাড়ীতে কার্শিয়ং হইতে কলিকাতা পৌঁছিয়াছেন। তিনি কালীঘাটে ২৮।৯ নং নকুলেশ্বর ভট্টাচার্য্যের লেনে অবস্থান করিতেছেন। শীঘ্রই তাঁহার রক্তনমুনা পরীক্ষা হইবে।

ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

২৩শে অগ্রহায়ণ শনিবার, ১৩৪০

প্রজাতন্ত্রের ভীষণ অবস্থা

স্পেনের নির্ব্বাচনে যে পক্ষেরই জয় হউক না কেন এবার প্রজাতন্ত্রের পতন নিশ্চয়। প্রজাতন্ত্রের পক্ষ হইতে মিটমাটের অনেক চেষ্টা হইয়াছে, কিন্তু তাহা বিফল হইবে। স্পেনের ইতিহাসে এত গোলযোগ কখনও ঘটে নাই। এবার সর্ব্বত্রই পরিবর্ত্তন। কর্ডোভায় এবং সেসাগায় পুলিস পাহারার ছড়াছড়ি হইয়াছিল। মাদ্রিদেও বিষম গোলযোগ। মাদ্রিদে চারিশত হোটেল পরিচারক ধর্ম্মঘট করিয়াছিল। সুতরাং খাদ্য-নিকেতন হইতে বাহির হইয়া আহারান্বেষণকারীকে রাস্তায় আসিয়া দাঁড়াইতে হইয়াছিল।

বার্সিলোনায় বিষম কাণ্ড। ক্রমাগত অত্যাচার হওয়ায় সহরের তথা প্রদেশের লোকজনের উপর বহির্গমন নিষেধ হইয়াছে।

ব্যবস্থাপক সভার তিনশত বাহান্নটি আসন পূর্ণ হইয়াছে। ছিয়াত্তরটি আসনের জন্য সরকারী ঘোষণার উপর অপেক্ষা করা হইতেছে। ৩রা ডিসেম্বর পাঁচাত্তরটী আসন দ্বিতীয় দফায় পূর্ণ হইবে।

গুজব উঠিয়াছে, আগামী শুক্রবার ব্যবস্থাপক সভার অধিবেশন রদ করিবার জন্য মাদ্রিদের জনসাধারণ বিদ্রোহের ভয় দেখাইবে। নির্ব্বাচনের ফলাফল যাহাই হউক না কেন, স্পেনের রাজনৈতিক অবস্থা বড়ই শোচনীয়। ক্যাবিনেটে গোলমাল সৃষ্টি করিবার জন্য এ একটা আন্দোলন উঠিয়াছে।

তারপর আর একটা ভীষণ গোলযোগ। বোধ হয় ব্যবস্থাপক সভা ভঙ্গ হইবে। কারণ, ব্যবস্থাপক সভার সদস্যগণ অধিকাংশ রাজতন্ত্রের পক্ষপাতী। উঁহারা রাজতন্ত্রের দাবীদার।

গণতন্ত্রীরা নূতন নির্ব্বাচনের দাবী করিয়াছে। সরকারের পক্ষে জয় হওয়ায় সরকারের অবস্থা নিরাপদ হইয়াছে।

আগামী কল্য নির্ব্বাচনের সময় কোন দাঙ্গা হাঙ্গামা হইলে সরকার যাহাতে তাহা নিবারণ করিতে সমর্থ হন, [illegible] সমগ্র স্পেন রাজ্যে সরকারের নিষেধাজ্ঞা প্রচার হইয়াছে।

বলপূর্ব্বক মুসলমান করার চেষ্টা

হবিগঞ্জ থানার এলাকাধীন গাটিয়াবাড়ী গ্রামের কামারুদ্দী ও আরও ৫ জন একটী বিবাহিতা নমশূদ্র বালিকাকে হরণ করার অভিযোগ ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৬৬ ধারানুসারে অভিযুক্ত হইয়াছে। অপহৃত বালিকার পিতা আলোকরাম ই, এ, সি মিঃ সালের সমক্ষে সেই দুঃসাহসিক হরণকাহিনী বিবৃত করে।

ফরিয়াদী পক্ষের অভিযোগে প্রকাশ, রাধারাণী তাহার পিতা আলোকরামের সহিত অবস্থান করিতেছিল। একদিন আসামিগণ চৌকিদারের ছদ্মবেশে তাহাদের গৃহে আসিয়া বলে যে রাধারাণীর বিরুদ্ধে ম্যাজিষ্ট্রেটের গ্রেপ্তারী পরোয়ানা আছে। রাধারাণীর স্বামী তাহার সম্পর্কে নাকি এক ফৌজদারী মামলা উপস্থিত করিয়াছে, সুতরাং রাধারাণীকে লইয়া যাইতে হইবে। আসামীদের মধ্যে একজন প্রকৃতই চৌকিদার ছিল, এবং অপর সকলে চৌকিদার সাজিয়া আসিয়াছিল।

আসামিগণ মুহূর্ত্তকাল অপেক্ষা না করিয়া রাধারাণীকে টানিয়া লইয়া যাইতে থাকে। তাহার পিতা প্রতিবাদ—করায়, সে প্রহৃত হয়। অতঃপর আসামীরা রাধারাণীকে বলপূর্ব্বক লইয়া যায়।

আরও প্রকাশ, অপহৃতা রাধারাণী এখনও আসামী কামারুদ্দীর গৃহে আটক আছে এবং সেখানে তাহাকে বলপূর্ব্বক মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত করার চেষ্টা হইতেছে।

ফরিয়াদীকে জেরা করার পর রাধারাণীকে অবিলম্বে হাজির করার জন্য ম্যাজিষ্ট্রেট পরোয়ানা জারী করিয়াছেন।

বিনা লাইসেন্সে পিস্তল

থান্না থানার ভারপ্রাপ্ত পুলিস কর্ম্মচারী কোন এক সংবাদের উপর নির্ভর করিয়া সম্প্রতি সিমলা বাঁদের শ্রীযুক্ত রাধিকাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ীতে খানাতল্লাস করিয়াছেন। প্রকাশ, সেখানে তিনি একটা বিনা লাইসেন্সের পিস্তল পাইয়াছেন। এই সম্পর্কে রাধিকাপ্রসাদকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। তাহার প্রতি জেল হাজতের ব্যবস্থা হইয়াছে। এই সম্পর্কে আরও তদন্ত হইতেছে।

গন্ধক ও এসিড প্রাপ্ত

স্থানীয় পুলিস এই মর্ম্মে সংবাদ পায় যে জনৈক বিপ্লবী হলদিবাড়ী নিবিড়ে লুকাইয়া আছে। ফলে, তাহারা উক্ত বাড়ী ঘেরাও করিয়া মেরিজী নামে এক যুবককে গ্রেপ্তার করে। ২ ঘণ্টা খানা-তল্লাসের পর লোকটির নিকট গন্ধক ও এসিড পাওয়া গিয়াছে বলিয়া প্রকাশ।

ছুটিতে ফেরারী হওয়ার দণ্ডিত

অন্তরীণ বিধি ভঙ্গের অভিযোগ বঙ্গীয় সংশোধিত ফৌজদারী আইনের ৬ ধারা অনুযায়ী এক বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত আটক আসামী ননীগোপাল সেনগুপ্তের পক্ষ হইতে যে আপীল দায়ের করা হয় বাখরগঞ্জের জেলা দায়রা জজ মিঃ মেকসার্প আই-সি এস উক্ত আপীলের রায় প্রদান স্থগিত রাখেন।

পাঠকগণের স্মরণ থাকিতে পারে, ননীগোপাল তাহার পীড়িতা পিতামহীকে দেখিবার জন্য চারিদিনের ছুটিতে বরিশালে থাকাকালীন গত ১১ই আগষ্ট তারিখে নিরুদ্দেশ হয় কিন্তু পরিশেষে এই জেলায় উঠিয়া নামক স্থানে তাহাকে গ্রেপ্তার করা হয় বলিয়া প্রকাশ।

নীলা নাগিনীর নূতন জালা-কাহিনী

মিস্ ক্র্যাম কুক ওরফে নীলা নাগিনী ৪ঠা ডিসেম্বর সন্ধ্যাকালে কাহাকেও কিছু না বলিয়া তাঁহার দিল্লী অবস্থান স্থান—হোটেল ত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছেন।

তিনি ট্রেণে চাপিবার পূর্ব্বে একজন পুলিস ইনস্পেক্টার তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করেন। তাঁহাকে তিনি বলেন, তিনি এক জন বন্ধুকে বিদায় দিতে আসিয়াছেন।

৪ঠা ডিসেম্বর প্রাতে চা-পানের পর তিনি সকলের অলক্ষ্যে ধীরে ধীরে সদরকে সরিয়া পড়েন। মনে হয়, তিনি ট্রেণে কোন অজ্ঞাত স্থান অভিমুখে যাত্রা করিয়াছেন।

পুলিসের অভিযোগ

গত ৩রা ডিসেম্বর তিনি পুলিসের নিকট এই মর্ম্মে সংবাদ দেন যে, তাঁহার ৪০ হাজার ডলারের একখানা চেক হারাইয়া গিয়াছে, এবং তাঁহার ঘর হইতে তাঁহার গহনা, পকেটঘড়ি প্রভৃতি চুরি গিয়াছে।

প্রকাশ, কর্তৃপক্ষ তাঁহার এই কথা তেমন বিশ্বাস করিতেছেন না। পুলিস এই ব্যাপারের তদন্ত করিতেছে।

বিষম কাণ্ড

যুনাইটেড প্রেসের একজন প্রতিনিধি দিল্লীর মেডেন্‌স হোটেলের বারান্দার এক নির্জ্জন প্রান্তে মিস্ নীলা নাগিনী ওরফে জেনট গেনরকে বিষম ভাবে সরিয়া থাকিতে দেখেন। তাঁহাকে দেখিয়া মনে হয় তিনি তাঁহার [illegible] [illegible] ফিরিয়া পাইয়াছেন, কিন্তু পূর্ব্বের সুখ ও মানসিক সুস্থিরতা এখনও লাভ করিতে পারেন নাই।

মিস জেনট গেনর অনেকটা বায়স্কোপের চিত্রের মত তাঁহার চেয়ারে সটান লম্বা হইয়া শুইয়াছিলেন। তাঁহার স্পন্দনরহিত দেহ ও বিষাদময় মুখমণ্ডল দেখিয়া মনে হয়, তিনি যেন নৈরাশ্যের প্রতিমূর্ত্তি, যেন জগতে তিনি নির্ব্বান্ধব অবস্থায় উপনীত। তিনি হোটেলের ভৃত্যকে মদ আনিতে বলেন, কিন্তু তাহা আনা হইলে তীব্রভাবে তাহাতে আপত্তি করেন। মদের পরিবর্ত্তে তিনি চা আনিতে বলেন, কিন্তু তাহা আসিয়া পৌঁছিবার পূর্ব্বেই তিনি বেড়াইতে চলিয়া যান।

যুনাইটেড প্রেসের প্রতিনিধি মিস্ জেনটের ঘরের সম্মুখেই তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করেন। কিন্তু তিনি তাঁহার সহিত কথা কহিতে সম্মত হন নাই। তাঁহাকে বিরক্ত না করার জন্যই তিনি পুনঃ পুনঃ বলেন।

প্রকাশ, সাধারণতঃ তাঁহাকে কোন বায়স্কোপ কোম্পানীর ম্যানেজারের সহিত কথা কহিতে ইচ্ছুক দেখা যায়। তিনি বায়স্কোপের অভিনেত্রী বলিয়া ঘোষিত হইতে পারেন কি না, সেই বিষয়ে তিনি তাঁহার সহিত আলাপ করেন।

মোটর দুর্ঘটনার অন্যান্য কথা

"হিন্দুস্থান টাইমস" উক্ত সংবাদ প্রদান করিয়া আরও বলিতেছেন, মিস্ নীলা নাগিনী দিল্লীতে আসায় এখানে নানা গুজব রটিয়াছে। প্রকাশ একদিন তিনি কোন মোটর বিক্রেতার দোকানে যান ও সেইদিন সন্ধ্যাকালে একখানা নূতন মোটর লন। পরদিন তিনি আর একটা মোটরের দোকানে একখানা রোডষ্টার কিনিতে চান। তাহার পর তিনি একখানা "এম, জি, ম্যাগনা" মোটর লইয়া পরীক্ষার্থ বাহির হন। তিনি মধ্যাহ্নে ফিরিয়া আসিয়া আরও পেট্রোল লন এবং গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড দিয়া গাড়ী চালান। তাহার দিল্লী হইতে ৭ মাইল দূরে একটি দুর্ঘটনা ঘটে। মোটর খানাকে দুর্ঘটনার স্থলে ভগ্ন অবস্থায় ফেলিয়া আসা হয়। তাহার পর কিরূপে তিনি ৭ মাইল দূরবর্তী মেডেন্‌স হোটেলে ফিরিয়া আসেন, তাহা এখনও রহস্যাবৃত। মোটর ব্যবসায়ীদের ম্যানেজার কোন বন্ধুর নিকট হইতে সংবাদ পাইয়া ঘটনাস্থলে যাইয়া মোটরটি লইয়া আসেন।

মিস্ জেনট গেনর নানা ব্যবসায়ীর নিকট হইতে বিস্তর জিনিস ধারে কিনিয়াছেন। ফলে, গোয়েন্দারা তাঁহার উপর বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়াছে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক
— পারমার্থিক পত্র —
শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশ-
তনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনম্,
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং
প্রেমা পুমর্থো মহান্,
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং
তত্রাদরো নঃ পরঃ॥

৮ম বর্ষ | ৭ নারায়ণ গৌরাব্দ ৪৪৭, ২৩শে অগ্রহায়ণ বঙ্গাব্দ ১৩৪০, ৯ই ডিসেম্বর ইং ১৯৩৩, শনিবার | ২৩৫ তম সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

গত ২রা ডিসেম্বর শনিবার সন্ধ্যা ৬টার সময় শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার অন্যতম সম্পাদক মহোপদেশক শ্রীপাদ অপ্রাকৃত ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী ভক্তিশাস্ত্রী ও ত্রিদণ্ডি-স্বামী শ্রীপাদ ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ দানাপুর রেলওয়ে ইনষ্টিটিউটে 'ভগবৎপ্রেম' সম্বন্ধে যথাক্রমে ইংরাজী ও হিন্দিভাষায় বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন। বহু শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোক, রেলওয়ে অফিসার, বাঙ্গালী, হিন্দুস্থানী, মুসলমান, পাঞ্জাবী, মারাঠী প্রভৃতির সমাগম হইয়াছিল এবং সকলেই মনোযোগসহকারে উক্ত বক্তৃতা শ্রবণ করিয়াছিলেন।

বক্তৃতার প্রারম্ভে মহামহোপদেশক শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ প্রভু সুললিতকণ্ঠে 'ভজহুঁ রে মন শ্রীনন্দনন্দন' গীতিটী উদ্বোধন-সঙ্গীতরূপে কীর্ত্তন করিলে পর শ্রীমদ্ অপ্রাকৃত ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভু 'ভগবৎপ্রেম'-সম্বন্ধে ইংরাজী ভাষায় জলদগম্ভীর-স্বরে সভাস্থল মুখরিত করিয়া প্রায় ১ঘণ্টাকাল বক্তৃতা করেন। তৎপরে শ্রীপাদ শ্রৌতী মহারাজ হিন্দিভাষায় প্রায় ১ঘণ্টাকাল বক্তৃতা করেন। উভয়েরই বক্তৃতা বিশেষ সদ্যুক্তিপূর্ণ ও শাস্ত্রসিদ্ধান্ত-সম্মত।

প্রেমের স্বরূপ, ভগবৎশব্দের অর্থ, কাম ও প্রেমে প্রভেদ, প্রেমশব্দের অপব্যবহার, প্রেমের সংবাদদাতা মহাবদান্য শ্রীমন্ মহাপ্রভু ও তদীয় জনগণ, প্রেমের পূর্ণতা একমাত্র কৃষ্ণপাদপদ্মেই হইয়া থাকে, নির্ব্বিশেষ-ব্রহ্ম বা অবতারাদিতে পূর্ণ-প্রেম অসম্ভব, প্রেমের প্রকার-ভেদ, সর্ব্বোৎকৃষ্ট প্রেম-প্রাপ্তির উপায়, প্রেমপথের বিঘ্ন প্রভৃতি বিষয়সমূহ বক্তৃতায় বিশদরূপে আলোচিত হইয়াছে।

ঢাকায় প্রচার

বাগ্মিপ্রবর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তি-বিবেক ভারতী মহারাজের শ্রীমাধব-গৌড়ীয়-মঠে আগমনে তথায় ঢাকার বহু সজ্জনব্যক্তির সমাগম হইতেছে। স্বামীজী প্রত্যহ সন্ধ্যা-রাত্রিকের পর শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ, ব্যাখ্যা ও কীর্ত্তন করিতেছেন। 'বিদ্যা ভাগবতাবধি' বাক্যের তাৎপর্য্য এই যে, শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করিলে জীবের অজ্ঞানজ বুদ্ধি অর্থাৎ দেহাত্মবোধ বিদূরিত হইয়া 'বৈশারদী ধী'র উদয় হয়। তখন ভাগবতসেবী প্রকৃত বিদ্বান্ হইয়া ভোগ ও মুক্তিপিশাচীর কবল হইতে উদ্ধার লাভ করতঃ পরা ভক্তির আশ্রয়ে পরাৎপরতত্ত্বের নিত্য সেবায় নিযুক্ত হন। তবে ভক্তভাগবতের নিকট ভাগবত-পাঠ ও তদীয় সেবা ব্যতীত এবম্বিধ সৌভাগ্য-লাভের সম্ভাবনা আদৌ নাই।

শ্রৌতপথের কীর্ত্তনকারী স্বামীজীর মুখে ভাগবতের সহজ সরল ব্যাখ্যা-শ্রবণে সকলেই মুগ্ধ ও আনন্দিত হইতেছেন। শ্রীমঠে শ্রোতৃবর্গের স্থানাভাব হইয়া উঠিয়াছে। নয়নমন-বিমোহনকারী শ্রীশ্রীগৌরবিনোদ-কান্ত-জীউর শ্রীমূর্ত্তি-দর্শনে সকলেই বিমুগ্ধ হইতেছেন।

গত ৩রা ডিসেম্বর রবিবার সন্ধ্যা ৬॥ ঘটিকার সময় ঢাকা শ্রীমাধব-গৌড়ীয় মঠের সাপ্তাহিক অধিবেশন হয়। বাগ্মিপ্রবর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ বক্তা। পূর্ব্বাহ্নে সহরে এতৎ মর্ম্মে বিজ্ঞাপন বিতরিত হয়। সুপরিচিত স্বামীজীর বক্তৃতা শ্রবণের জন্য বহু ভদ্রমহোদয় ও মহিলা আগমন করেন। বক্তব্য বিষয় ছিল 'সৎসঙ্গ'। পরমারাধ্য শ্রীল প্রভুপাদের আলেখ্য উচ্চ বেদীতে স্থাপন পূর্ব্বক যথারীতি বন্দনানন্তর স্বামীজী তাঁহার স্বভাবসুলভ ওজস্বিনী ভাষায় গুরুগম্ভীর-স্বরে দেড়ঘণ্টারও অধিককাল বক্তৃতা করিয়াছেন। তাঁহার বক্তৃতার মর্ম্ম নিম্নে প্রদত্ত হইল।

অবিনাশি-বস্তু সৎ এবং বিনাশি বস্তু অসৎ। অর্থাৎ আত্মা 'সৎ' আর স্থূল সূক্ষ্ম দেহদ্বয় 'অসৎ'। দেহমনোরূপ অসতের সঙ্গহেতু সৎ আত্মা স্বরূপের অনুভূতি-লাভে অসমর্থ।

গীতার বচনে সৎ শব্দে ব্রহ্ম ও ব্রহ্মজ্ঞতেই অর্থসংগতি হয়। 'সদেব সৌম্যে দমগ্র আসীৎ' আর 'সতাং প্রসঙ্গাৎ' প্রভৃতি। সাধুর সঙ্গেই ভক্ত ও ভগবানের সঙ্গ হয়। সাধুর লক্ষণ-আলোচনায় ও তাঁহার সঙ্গক্রমে বীর্য্যবতী হরিকথা-শ্রবণের সুযোগ হয় এবং তাঁহার সেবায় ও শ্রুতবিষয়ের কীর্ত্তনে সাধু-সেব্য ভগবানে শ্রদ্ধা, রতি ও ভক্তির উদয় হয়। ভক্তিবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে অনুশীলনকারীর ইষ্টরাগ ও ইতর-বিষয়ে বিরাগ উপস্থিত হয়, তৎফলে ইষ্টের অনুভূতি লাভ হইতে থাকে তখন তিনি জগৎকে ভোগাগার দর্শন করিয়া ভগবানের সেবাসদন দর্শন করেন। অসৎ-দেহমনে আত্মবুদ্ধি না থাকায় তাঁহার জড়দর্শন স্তব্ধ হইয়া চেতনই দর্শন হয়। স্থাবর জঙ্গম-দর্শনের পরিবর্ত্তে তদন্তর্যামী সেব্য-সেবকের দর্শনামোদে প্রমত্ত হইয়া তিনি উন্মত্তবৎ প্রভুর শ্রীনামসেবায়ই নিমগ্ন থাকেন।

স্বামীজীর বক্তৃতা-শ্রবণে শ্রোতৃবৃন্দের হৃদয়ে সৎসঙ্গের আকাঙ্ক্ষার উদয় হইয়াছে। বক্তৃতান্তে স্বামীজী উচ্চ শ্রীনামসংকীর্ত্তন করেন। তৎপরে সমাগত শ্রোতৃবর্গকে মহা-প্রসাদ বিতরণ করা হয়।

গত ১৫ই অগ্রহায়ণ ১লা ডিসেম্বর শুক্রবার অন্তর্দ্বীপ শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীচৈতন্য-মঠের শাখামঠ শ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিশ্রীরূপ পুরী মহারাজ শ্রীপাদ সুদর্শন ব্রহ্মচারী, শ্রীযুক্ত চিন্তামণিদাস প্রভৃতি কতিপয় ভক্তবৃন্দ সহ কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ হইতে উড়িষ্যাদেশের অন্তর্গত নরসিংহপুর পানিছত্র গ্রামবাসী শ্রীযুক্ত সাধুচরণ মহান্তি ও শ্রীযুক্ত ঈশ্বর সাউ মহাশয়দ্বয়ের আহ্বানে উক্ত গ্রামে আগমন করিয়া বিভিন্নস্থানে শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচার করিতেছেন। শ্রীযুক্ত সাধুচরণ মহান্তি মহাশয় বিবিধপ্রকারে প্রচারের সহায়তা করিতেছেন। শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের নিকট প্রার্থনা করি, তাঁহার সেবাবৃত্তি উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হউক।

গত ২রা ডিসেম্বর শনিবার বেলা ১॥ টার সময় উক্ত গ্রামে একটী বিরাট্ সভার আয়োজন হইয়াছিল। সভায় বিভিন্নস্থানের প্রায় পাঁচ ছয় শত ব্যক্তি সমবেত হইয়া-ছিলেন। কিছুক্ষণ খোল-করতাল-সংযোগে গৌরবিহিত কীর্ত্তনের পর "শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দের পতিতোদ্ধার-লীলা" সম্বন্ধে বক্তৃতা হইয়াছিল। বক্তৃতাটী আগামীতে প্রকাশিত হইবে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

৭ নারায়ণ অবায় ক্ষীরোদশায়ী

শিক্ষা

(১)

অবিজ্ঞাত বিষয় যে প্রক্রিয়ার দ্বারা অবগত হওয়া যায় তাহার নাম শিক্ষা। সংসারচক্রে ভ্রাম্যমান বদ্ধ-জীবসমূহ, মানব বা তদিতর যোনিতে যখন জন্মগ্রহণ করেন, তৎকালে তাঁহারা সম্পূর্ণরূপে অজ্ঞানাচ্ছন্ন থাকেন। কোন বৃহৎ কাষ্ঠখণ্ডের একদেশে যদি অগ্নির সামান্য একটী স্ফুলিঙ্গ সংযুক্ত হয় তাহা হইলে সেই অগ্নিকণা যেরূপ ধীরে ধীরে নিজ মাহাত্ম্যকে প্রসারিত করিতে থাকে ও অবশেষে সমগ্র কাষ্ঠখণ্ডকে ছাইয়া ফেলে তদ্রূপ জ্ঞানের দ্বারা আচ্ছাদিত চেতন জীবসমূহও সম্বিৎশক্তির লুপ্তপ্রায় ক্ষীণালোক-প্রভাবে, ধীরে ধীরে বহির্দ্দেশ হইতে অভিজ্ঞান সংগ্রহ করিতে করিতে চৌরাশীলক্ষ-যোনি ভ্রমণান্তর বিবেকবুদ্ধিসম্পন্ন নরজীবন লাভ করেন ও নরদেহে অবস্থানকালে যদি কোন মহাভাগবতের সঙ্গ ও তাঁহার আনুগত্যে ভগবৎসেবাবুদ্ধিলাভে সমর্থ হন তাহা হইলে তাঁহারা একদিন না একদিন যাবতীয় অজ্ঞানান্ধকার ও তজ্জনিত ইতর-অভিলাষ-বর্জ্জিত হইতে ও জীবনের চরম প্রাপ্যফল দিব্য অধোক্ষজ-জ্ঞানে পূর্ণরূপে স্থিতি লাভ করিতে পারেন।

যে-কোন মনুষ্য পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেন তাঁহাকে মৃত্যুর পূর্ব্বমুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত কাহারও না কাহারও সঙ্গ করিতে হয় এবং সঙ্গ প্রভাবে যাঁহার অভিজ্ঞান অধিক তাঁহার নিকট হইতে কিছু না কিছু অজ্ঞাত বিষয়ের সংস্কার অল্প-অভিজ্ঞান বিশিষ্ট ব্যক্তি লাভ করিয়া থাকেন। ইহা বিশ্বনিয়ন্তার অব্যর্থ নিয়ম; অদ্যাবধি কেহ এই অব্যর্থ নিয়মকে অতিক্রম করিতে সমর্থ হ'ন নাই এবং ভবিষ্যতেও সমর্থ হইবেন না। শিশুগণ যে ক্রমশঃ বাগ্‌বিন্যাস, গমনাগমন, ক্রীড়াসে বিনোদন করিতে, যুবকগণ যে স্ত্রীর পাণিগ্রহণপূর্ব্বক গৃহস্থ সাজিয়া অর্থ-উপার্জ্জন অথবা বিবাহ না করিয়া ব্রহ্মচর্য্যব্রত অবলম্বন করতঃ গুরুগৃহে বাস করিতে, পরিণত বয়স্কগণের মধ্যে কেহ কেহ আমরণ গার্হস্থ্য বা ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে অবস্থান ও কেহবা গার্হস্থ্য ও ব্রহ্মচর্য্যব্রতকে পরিত্যাগপূর্ব্বক সন্ন্যাসাশ্রমে প্রবিষ্ট হইতে সমর্থ হ'ন, তাহা সঙ্গপ্রভাবেই সিদ্ধ হইয়া থাকে। যাঁহারা নিতান্ত ভাগ্যহীন ও অসদাচারী, কেবল তাঁহারাই সাধুসঙ্গ করিতে চাহেন না; যাহার ফলে তাঁহারা গৃহমেধী হইয়া বাহ্য বিষয় ভোগ করিতে করিতে মৃত্যুমুখে পতিত হন ও সন্ন্যাসাশ্রমে প্রবেশাধিকার লাভ করিতে পারেন না। ইঁহারা জীবদ্দশায় ভারবাহী গর্দ্দভের ন্যায় গৃহের বিপুল ভার অনর্থক বহন করেন মাত্র। বর্ত্তমান ত্রিপাদ-অধর্ম্মপূর্ণ ঘোর কলিযুগে এবম্প্রকার গৃহমেধিগণের সংখ্যা অত্যধিক।

বহির্দ্দেশ হইতে যে সমুদয় সংস্কার প্রাপ্ত হওয়া যায় তাহা দুই প্রকার; যথা—স্বসুখতাৎপর্য্যময় ও ভগবৎপ্রীতিতাৎপর্য্যময়। স্বসুখতাৎপর্য্যময় সংস্কারগুলি ত্রিবিধ, যথা—(১) ঐহিক ভোগাত্মক, (২) পারত্রিক ভোগাত্মক এবং (৩) ত্যাগাত্মক, এই ত্রিবিধ এষণার কবল হইতে যাঁহারা পরিত্রাণ পাইতে সমর্থ হন, তাঁহারা পরমার্থপর ও আত্মসুখ-নিরপেক্ষ। 'পর' শব্দের অর্থ—শ্রেষ্ঠ এবং যেহেতু শ্রীভগবানই একমাত্র শ্রেষ্ঠ বস্তু তন্নিমিত্ত 'পরার্থপরতা' শব্দটী ভগবৎসেবাকেই লক্ষ্য করে। পরার্থপর ব্যক্তিগণই শান্ত, অন্যে নহে; যথাহি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে,—

"কৃষ্ণভক্ত নিষ্কাম, অতএব শান্ত।
ভুক্তি-মুক্তি-সিদ্ধিকামী সকলেই অশান্ত।"

মুণ্ডকোপনিষদ্ বলেন,—"দ্বে বিদ্যে বেদিতব্যে, পরা অপরা চ।" যাঁহারা স্বসুখতাৎপর্য্যময় কার্য্যে অত্যন্ত আসক্ত তাঁহারা অপরা বিদ্যার অধিকারী। একমাত্র ভগবৎসেবাপরায়ণ সজ্জনগণই পরবিদ্যালাভে সমর্থ। "জন্মনা জায়তে শূদ্রঃ সংস্কারাৎ দ্বিজোচ্যতে। বেদপাঠাৎ ভবেদ্বিপ্রো ব্রহ্ম-জানাতি ব্রাহ্মণঃ॥" এই শাস্ত্রপ্রমাণ হইতে অবগত হওয়া যাইতেছে যে, প্রত্যেক মানবই জন্মান্তে শূদ্র বলিয়া পরিগণিত হন, সাবিত্রী-সংস্কারলাভের পর দ্বিজ হইবার যোগ্য হন, বেদাধ্যয়ন সমাপনান্তে বিপ্র হইতে পারেন এবং ব্রহ্মজ্ঞ হইতে ব্রাহ্মণ বলিয়া গণ্য হইয়া থাকেন। বেদাদি সাত্বতশাস্ত্রের নীতি-বিধি-বাক্যসমূহের পালনদ্বারা সাধুসঙ্গপ্রভাবে শাস্ত্রের গূঢ় অভিপ্রায় অবগত হওয়া যায়।

যাঁহারা অনর্থশূন্য হইয়াছেন তাঁহারা ব্রহ্ম বা ভগবত্তত্ত্বের স্বরূপ উপলব্ধি করিতে সমর্থ। তাঁহারাই বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ ও সদাচারপূত। যাঁহারা বেদাদিশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াও সৎসঙ্গাভাবে ভোগ-মোক্ষপর অসৎকার্য্যে সর্ব্বদা ব্যস্ত থাকেন ও তৎকালে চরিত্রগঠনে অসমর্থ, তাঁহারা শুকপক্ষী বা 'গ্রামোফন্' যন্ত্রের ন্যায় শাস্ত্রের নিগূঢ় রহস্য অবগত হইতে পারেন না এবং ব্রহ্মতত্ত্বের অনুপলব্ধি-হেতু ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচিত হইবার অযোগ্য। সাধুসঙ্গে বেদাদি অধীত না হইলে তাহারা পাঠককে অনর্থশূন্য ও ব্রহ্মের উপলব্ধি করাইতে অসমর্থ। যেহেতু ঐ সমুদয় শাস্ত্র স্বাধীনভাবে ফলদানে অপারক, তন্নিমিত্ত তাহাদিগকে অপরা বিদ্যার অন্তর্ভুক্ত বলা হইয়াছে।

অনেকের ধারণা যে, শাস্ত্র ও মন্ত্রাদি শুদ্ধভাবে উচ্চারিত হইলে উহারা স্বাধীনভাবে ফলপ্রদানে সমর্থ হয়। পূর্ব্বে দেখান হইয়াছে যে, শিক্ষাশাস্ত্রটীও অপরা বিদ্যার তালিকাভুক্ত। অতএব উহাতে প্রদর্শিত পন্থায় শাস্ত্রের গূঢ়রহস্য উদ্‌ঘাটন করা অসম্ভব।

"যাহ ভাগবত পড়, বৈষ্ণবের স্থানে।"
(শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত)

"তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া॥
উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ॥"
(শ্রীগীতা)

"তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ।
সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠম্॥"
(শ্রুতি)

এই প্রমাণ-সমূহ হইতে জানা যাইতেছে যে, ভ্রম, প্রমাদ, বিপ্রলিপ্সা ও করণাপাটবরূপ দোষচতুষ্টয় দ্বারা কলুষিত বুদ্ধির সাহায্যে শাস্ত্রের নিগূঢ় রহস্য বুঝিতে পারা যায় না এবং তদ্ধেতু শাস্ত্রজ্ঞ ও তত্ত্বদর্শী আচার্য্যের নিকট যাইয়া তাহা জানিতে হয়। সাধুর নিকট শরণাপন্ন হইয়া শাস্ত্র অধ্যয়ন কালে চরিত্রগঠন করিতে হয় ও ক্রমশঃ অনর্থ নষ্ট হওয়ায় বুদ্ধি শুদ্ধভাব ধারণ করে। শুদ্ধবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিগণ নিজ পবিত্র হৃদয়ে ভগবানের দিব্য শ্যামসুন্দর-মূর্ত্তি দর্শন করেন, যথা হি শ্রুতি,—

"ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি
সূরয়ঃ দিবীব চক্ষুরাততম্।"

শিক্ষা দ্বিবিধ উপায়ে সম্পূর্ণতা লাভ করে। সেই দ্বিবিধ উপায়ের মধ্যে একটী বাচনিক উপদেশ ও অপরটী আদর্শজীবন। যেখানে আদর্শজীবনের অভাব, সে-স্থলে কেবল উপদেশ-মাত্র লভ্য। বিহঙ্গ যেমন উভয় পক্ষের সাহায্যে শূন্যে বিচরণ করিতে পারে এবং তাহার একটী পক্ষ ছেদন করিয়া দিলে সে যেরূপ শূন্যমার্গে উড্ডীয়মান হইতে সমর্থ হয় না, তদ্রূপ আদর্শজীবনের অভাবে কেবল বাচনিক উপদেশে বদ্ধজীবগণ ইতর বাসনা পরিত্যাগ করিতে ও শাস্ত্রের গূঢ় অভিপ্রায় অবগত হইতে পারেন না। এই জন্য নিখিলজীবের ঐকান্তিক-সুহৃৎ অখিলব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীমন্ গৌরসুন্দর ধরাধামে অবতীর্ণ হইয়া ভক্তরূপে অখিল বস্তুর ত্যাগরূপ দিব্যলীলার অভিনয় করিয়াছিলেন, লোকশিক্ষার্থে তাঁহার এইরূপ অভিনয় করা আবশ্যক হইয়াছিল এবং তিনি সাধারণের চক্ষু উন্মীলন করিবার জন্য আপনি আচরণ পূর্ব্বক আদর্শজীবন দেখাইয়াছিলেন, যথা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে,—

"আপনি আচরি' ধর্ম্ম জীবেরে শিখায়।
আপনি না কৈলে ধর্ম্ম শিখান না যায়॥"

অতএব দেখা যাইতেছে যে আচারবান্ ব্যক্তিই গুরু বা আচার্য্য হইবার যোগ্য। আচারবিহীন গুরুব্রুবগণ বিষদন্তহীন সর্পবৎ ও তাহাদিগের জ্ঞানচক্ষু না থাকায় তাহারা অন্ধকে জ্ঞানচক্ষু-প্রদানে সম্পূর্ণরূপে অসমর্থ। এবম্প্রকার লঘু ব্যক্তিকে যাঁহারা গুরুত্বে বরণ করিয়াছেন তাঁহাদিগের উচিত—অসৎসঙ্গ-জ্ঞানে উহার সঙ্গ অনতিবিলম্বে পরিত্যাগ করা ও শুদ্ধ-মহাভাগবতের সঙ্গলাভের জন্য বদ্ধপরিকর হওয়া; নতুবা ভাবী নরকযন্ত্রণা-পরিহারের উপায়ান্তর নাই।

পাশ্চাত্য জড়বিদ্যার দ্বারা ইন্দ্রিয়তর্পণ ও প্রতিষ্ঠার সুযোগ হইতে পারে। যেহেতু ইন্দ্রিয়তর্পণাদি কার্য্য পরবিদ্যালাভের বিঘ্নকারক তন্নিমিত্ত পাশ্চাত্য-জড়বিদ্যা-নিপুণ ব্যক্তিগণকে মূর্খ-সমাজ সুশিক্ষিত মনে করিলেও ভক্ত-সমাজ তাঁহাদিগকে অসদাচারী ও কুসংস্কারাবদ্ধ মনে করেন ও সরলমতি মনুষ্যগণকে তাহাদিগের সঙ্গ-পরিত্যাগের উপদেশ দিয়া থাকেন। অতএব "সেক্সপিয়ার" "মিল্টন" "কেণ্ট" ইত্যাদি পাশ্চাত্য-জগতের ধুরন্ধরদিগকে এবং অস্মদ্দেশীয় রমেশ দত্ত, গিরীশ ঘোষ, মাইকেল মধুসূদন, বঙ্কিমবাবু ইত্যাদি প্রতিষ্ঠা-পরায়ণ ব্যক্তিদিগকে আচার্য্য-স্থান হইতে সরাইয়া শ্রীব্যাসদেব, শ্রীশুকদেব, শ্রীরামানুজাচার্য্য, শ্রীমধ্বমুনি, শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য, শ্রীজীব গোস্বামী, শ্রীবৃন্দাবন দাস, শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ ইত্যাদি মহাভাগবতবৃন্দকে তৎপরিবর্ত্তে আচার্য্যত্বে বরণ করা ভগবৎভক্তি লাভেচ্ছুগণের একান্ত কর্ত্তব্য।

যোগী, কর্ম্মী ও জ্ঞানিগণ—সকলেই একপ্রকার না একপ্রকার কামনার দাস এবং তদ্ধেতু ত্রিতাপ-জ্বালা-নিবারণে অসমর্থ। ভোগিকুল ঐহিক-সুখান্বেষী, কর্ম্মিগণ পারত্রিক স্বর্গাদি-সুখাকাঙ্ক্ষী এবং জ্ঞানিগণ, ঐহিক সুখের ক্ষণভঙ্গুরতা ও পুণ্যক্ষয়ে স্বর্গাদি-লোক হইতে পতন হয় দেখিয়া ভোগত্যাগজনিত সুখের আশায় ধাবমান। একমাত্র ভক্তগণই স্বসুখ-লক্ষ্যহীন অর্থাৎ নিষ্কাম। তাঁহারা যে-কোন কার্য্য করেন, তদ্দ্বারা ভগবৎপ্রীতিই উদ্দিষ্ট হইয়া থাকে। ভগবৎপ্রীতি-উপদেশক কর্ম্মই একমাত্র অকাম শব্দবাচ্য; সুতরাং নিষ্কাম-ভক্তিপথারোহণেচ্ছুদিগকে যত্ন পূর্ব্বক কাম-কলুষিত ভোগী, কর্ম্মী ও জ্ঞানীদিগের সঙ্গ, পাশ্চাত্য-শিক্ষামত্ত ব্যক্তিগণের সঙ্গের ন্যায় অসৎসঙ্গ-বোধে বর্জ্জন করিতে হইবে।

যথাহি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে—

"অসৎ-সঙ্গ-ত্যাগ এই বৈষ্ণব-আচার।"

শ্রীল-প্রভুপাদের বক্তৃতা

(২)

সেবা ও ভোগ্য দুটো পৃথক্ অবস্থা। যখন সেবা করি তখন সেবক। যখন সেবা করি না তখন ধর্ম্মার্থকাম বা মোক্ষ-পথের পথিক হ'য়ে পড়ি। ধর্ম্মার্থকামিগণ সোজাসুজি ভোগ কর্ছে—নিজের সুখটাই চাচ্ছে। মুক্তি-কামিগণ সেবাপ্রার্থনা না ক'রে নিজের দুঃখনিবৃত্তিরূপ মুক্তি চাচ্ছে; তাই তাদেরও ভুল হচ্ছে। এটা ছেড়ে যখন সেবাপ্রাপ্তি ব্যতীত অন্য কোন অবান্তর প্রার্থনা তাদের কিছু থাক্‌বে না তখন সেবা হ'বে। তখন যা দরকার নাই তার চেয়েও অনেক বেশী জিনিষ পাবে। এসব কথা তারা বুঝ্‌তে চেষ্টা কর্ছে না বা বুঝ্‌তে পার্ছে না। বৈষ্ণবগণ অবুঝ নহেন. তাঁরা বড় চতুর; তাঁরা অন্যাভিলাষশূন্য-সেবাতেই প্রতিষ্ঠিত থেকে পরমানন্দে বাস কর্ছেন; তাতেই এ জগতের জিনিষগুলো তাঁদের কোন অসুবিধা কর্‌তে পার্ছে না। যেখানে চতুর্ব্বর্গের কথা—কৃষ্ণের সুখ সুবিধাটাকে বাদ দিয়ে নিজের সুখ সুবিধার কথা, তার হাত থেকে পরিত্রাণ লাভ করা দরকার।

এসব কথা চোখে আঙ্গুল দিয়ে বুঝাবার জন্য আমরা সৎশিক্ষা-প্রদর্শনীর ব্যবস্থা ক'রেছি। তাতে ভাগবতের অনেক বিষয় প্রদর্শিত হ'য়েছে।

বেদব্যাস সপ্তদশ পুরাণ, মহাভারত, ইতিহাসাদি এত ক'রেও puzzled হ'য়ে রইলেন। শুদ্ধা ভক্তি সুষ্ঠুভাবে প্রচারের অভাবই তাঁ'র বিষণ্ণতার কারণ। আমরা দেবসেবাই করি বা এ-জগতের সেবাই করি, বেদবিহিত কর্ম্মকাণ্ডে বা জ্ঞানকাণ্ডে আবদ্ধ থাকি বা বেদ-কথিত গৌণ-ভক্তির কথা প্রচার বা প্রকাশ করি, শুদ্ধা ভক্তি গ্রহণ না কর্‌লে—সদ্‌গুরুর আনুগত্যে ভাগবতের কথা না শুন্‌লে পরম মঙ্গললাভ করা অসম্ভব; ইহাই ব্যাসদেবের আচরণে আমাদের শিক্ষণীয় বিষয়।

আমরা যখন এ সব কথা কাণ দিয়ে শুনে কিছু বুঝি তখন এ সব বিষয় আরও জান্‌বার ইচ্ছা হয়, utilised করতে আগ্রহ জন্মে। Dreamএ জিনিষটা নাই কিন্তু ভয় আছে। জাগর-অবস্থায় বাঘ থাক্‌লে তা'কে মেরে ফেলা যায় আর যদি চেতন নষ্ট করা যায় তবে আমার আগেই সে মরে যায়। বাঘটা যদি মেরে ফেলে তবে আমি বাঁচি না। এখানে বাঘ ও আমার অবস্থা নিত্য, তাই এখানে Temporary face এর দেখা হ'চ্ছে। হয় সে আমায় মার্‌বে নয় আমি তাকে মার্‌বো।

স্বপ্ন, জাগর ও সুষুপ্তি ছাড়া Transcendental manifestation ব'লে একটা জিনিষ আছে, সেটা এরূপ নয়। সেখানে বাঘে কামড়ালে আনন্দ হয়, এখানে তার ঠিক বিপরীত—কষ্ট হয়। সেখানে—

শ্রিয়ঃ কান্তাঃ কান্তঃ পরমপুরুষ কল্পতরবো
দ্রুমা ভূমিশ্চিন্তামণিগণময়ী তোয়মমৃতম্।
কথা গানং নাট্যং গমনমপি বংশী প্রিয়সখী
চিদানন্দং জ্যোতিঃ পরমপি তদাস্বাদ্যমপি॥

সেই বৃন্দাবনে কান্তা—ব্রজলক্ষ্মী গোপীগণ, কান্ত—পরমপুরুষ কৃষ্ণ, বৃক্ষগণ—সকলেই কল্পতরু, সমস্ত ভূমিই চিন্ময়,জল অমৃত, কথা—সঙ্গীত, গমন—নাট্য এবং কৃষ্ণবংশী—প্রিয়সখী এবং সর্ব্বত্র চিদানন্দ-জ্যোতিঃ অনুভূত। অতএব জীবমাত্রেরই তাহা আস্বাদ্য।

Theismএর দুইটী বই—একটী ব্রহ্ম-সংহিতা ও অপরটী শ্রীমদ্ভাগবত। এই গ্রন্থদ্বয়ের প্রতি অনাদর প্রদর্শন ক'রে Pantheistic, Agnostic প্রভৃতি অনেকে অনেক বাজে বই তৈয়ার ক'রে ভোগপ্রবণ অল্পবুদ্ধি জীবগণের অমঙ্গল আনয়ন ক'রেছে। এদের হাত থেকে ছুটী পাওয়া দরকার; তা'হলেই পরমমঙ্গলময় গ্রন্থাবতারদ্বয়ের আশ্রয়েই জীবের মঙ্গলোদয় হবে।

এখানে স্বপ্ন ও জাগর ছাড়া সুষুপ্তি ব'লে একটা ব্যাপার এসে পড়্‌ছে। তাতে Subject ও object এর কথা না থাকায় Neutral stage এর বিচার উপস্থিত হচ্ছে। আরও অগ্রসর হ'লে Predominating moiety ও Predominated moiety—এই দুইটীর বিচার আমরা দেখ্‌তে পাচ্ছি। এই বিষয়টি বিচার করিতে গিয়ে আমাদের লক্ষীতব্য বিষয় হচ্ছে—

দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং
পরিষস্বজাতে।
তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্ত্যনশ্নন্নন্যোঽভি-
চাকশীতি॥
সমানে বৃক্ষে পুরুষো নিমগ্নোঽনীশয়া
শোচতি মুহ্যমান।
জুষ্টং যদা পশ্যত্যন্যমীশমস্য মহিমানমেতি
বীতশোকঃ॥

দুটো পক্ষী একটী দেহরূপ বৃক্ষকে আশ্রয় ক'রে সর্ব্বদা সংযুক্ত ও সখ্য-ভাবাপন্ন হ'য়ে বাস কর্ছেন। তাঁদের মধ্যে এক-জন মায়াধীন জীব; সে দেহকে দেহি-জ্ঞানে সুখদুঃখরূপ ফল ভোগ কর্ছে। অন্য জন হচ্ছেন—শ্রীভগবান্; তিনি ভোগ না ক'রে সাক্ষীস্বরূপে দর্শন কচ্ছেন। কর্ম্মফলের ভোক্তা জীব একই আত্মবৃক্ষে ভগবানের সঙ্গে সর্ব্বদা বাস ক'রেও তাঁ'কে ভুলে যাওয়ার জন্য কষ্ট পাচ্ছে। এইরূপে কষ্ট ভোগ কর্‌তে কর্‌তে সাধু-গুরুকৃপায় যখন অনুভূতি লাভ হয় তখন সে তার মঙ্গলের পথে ধাবিত হয়—নিত্য সেব্যবস্তুর সেবা কর্‌তে পারে। তখন জীবের এইরূপ অবস্থা ঘটে,—

যদা পশ্যঃ পশ্যতে রুক্মবর্ণং কর্ত্তারমীশং
পুরুষং ব্রহ্মযোনিম্।
তদা বিদ্বান্ পুণ্যপাপে বিধূয় নিরঞ্জন পরমং
সাম্যমুপৈতি॥

ভগবদ্দর্শন লাভ ঘট্‌লে পরবিদ্যালাভ-ফলে পাপ-পুণ্যের ধারণা চিরতরে বিদূরিত হ'য়ে যায় এবং তখন জীব নির্ম্মলতা ও সাম্য প্রাপ্ত হয়।

ভগবদ্দর্শন ফলে বিদ্বান্ ব্যাসেরও এই অবস্থা ঘটেছিল। তিনি প্রকৃত বিদ্বান্ ছিলেন তাই 'কিসে জীবের বন্ধন হয়' ও কিসে জীবের মুক্তি হয়' এ বিষয়টী উপলব্ধি ক'রে আমাদের মঙ্গলের জন্য শাস্ত্রাকারে তাঁর উপলব্ধ বিষয়টী গ্রথিত ক'রেছেন। আমরা যদি তাঁকে অনুসরণ করি, শ্রীমদ্ভাগবত আলোচনা করি তাহ'লে আমরাও বিদ্বান্ হ'তে পার্‌বো—মায়ার হাত থেকে এড়াতে পার্‌বো।

পাপ ও পুণ্য এ দুটো জিনিষই নষ্ট হ'য়ে যাচ্ছে। পুণ্যফলে কখন সুখ ভোগ কর্‌ছি আর যখন সেটা used up হ'য়ে যাচ্ছে তখন আর পুণ্য নাই। পুণ্যের অভাবেই পাপপ্রবৃত্তি এসে পড়্‌ছে; তখন তমোগুণে চালিত হ'য়ে পাপ কর্‌ছি। এই পাপ থেকেই প্রায়শ্চিত্ত অর্থাৎ দুঃখভোগ। এটা unpleasant sensation. পাপে—প্রায়শ্চিত্ত, পুণ্যে—সুখভোগ। সুখ-ভোগ করি তাহ'লে পুণ্য ক্ষয় হ'য়ে গেল। 'ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্ত্যলোকং বিশন্তি' শেষে আবার অসুবিধায় পড়্‌তে হয়। যদি Trouble ভোগ করি তবে পাপ নষ্ট হ'লো। শোধ দেবো—এটা দেনা পাওনার কথা।

বর্ত্তমানে আমি যা কিছু কর্‌ছি সবই নষ্ট হ'য়ে যাচ্ছে; কিন্তু শ্রীব্যাসদেব পুণ্য-পাপে বিধূয়—পাপপুণ্যকে অতিক্রম ক'রে নিত্য ভক্তিতে প্রতিষ্ঠিত; তাই শাস্ত্র তাঁকে বিদ্বান্ ব'লেছেন। Virtue to be secured by the agent. I should be helpful by imposing some troublesome situation to others. ভক্তি না থাকার জন্য আমাদের এরূপ ধরণের বুদ্ধি হচ্ছে। আমরা অন্যের পকেটে হাত দিয়ে ফেল্‌ছি।

এ জগতে Elevationist ও Salvationist-দের অনেক বই আছে। তাতে পাপপুণ্যের কথা ছাড়া অধোক্ষজ-বস্তুর সেবার কথা দেখা যায় না। তাদের পুস্তকাদি পড়তে গিয়ে আমরা মুস্কিলে পড়ে যাচ্ছি। আমরা বর্ত্তমানে এই সব কথাগুলি বল্‌তে বসেছি—সমস্ত মত নিরাস ক'রে নিরস্তকুহক ভাগবত-ধর্ম্মের কথা বল্‌তে বসেছি ব'লে সমস্ত জগৎ আজ আমাদের বিরুদ্ধে অভিযান কর্‌ছে। বিষ্ণুভক্ত আমরা শুদ্ধ বিষ্ণুভক্তির কথা প্রচার কর্‌তে গিয়ে সমগ্র জগতের—ভক্তিবিরুদ্ধ অসংখ্য সম্প্র-দায়ভুক্ত ব্যক্তিবর্গের শত্রু হ'য়ে পড়েছি। তাঁরা যখন আমাদের কথাগুলো বুঝ্‌বেন তখন শুদ্ধা ভক্তির কথা—কৃষ্ণসেবার কথা তাঁদের হৃদয়ে স্থান লাভ কর্‌বে। তার আগে যত কিছু সমস্তই সেবার নামে কপটতা—কৃষ্ণকে ফাঁকি দিয়ে নিজ ভোগ-প্রবণতা।

বাল্যে নামাশ্রয়

(শ্রীহরিপদ ব্রহ্মচারী)

(১)

বাল্যকালে সাধন ভজন হয়,
(তখন) মন ত সরল বুদ্ধি থাকে স্থুল
আনন্দে সকল বলে হরিবোল
(তাই) অধিকারী তারা সর্ব্বশাস্ত্রে কয়।

(২)

শাস্ত্র কি কেবল পূজিবার তরে,
অমল পুরাণ পূত ভাগবত
বক্তা শ্রীশুক শ্রোতা পরীক্ষিৎ
শুনি যাহা গেল বৈকুণ্ঠপুরে।

(৩)

শাস্ত্রপৃষ্ঠা খুলে দেখ ওরে ভাই,
স্পষ্ট স্বর্ণাক্ষরে ঝল-ঝল করে
ঐ ধ্রুব প্রহ্লাদ জীবনচরিত
আর কত প্রত প্রমাণ রয়েছে তায়।

(৪)

বাল্য হ'তে কৃষ্ণে ছিল দৃঢ়া মতি,
অসাধ্য সাধন দুর্লভ রতন
বিরিঞ্চি-বাঞ্ছিত কৃষ্ণপ্রেমধন
পেয়েছিল তাই সহজে অতি।

(৫)

যৌবনে জড়কামে মত্ত হইয়ে,
অসার অলীক সংসার-তটিনী
(তাহে) সুখ নামে দুঃখ দেয় মায়াবিনী
নব নব কত স্বপ্ন দেখয়ে।

(৬)

মায়ায় জড়ীকৃত বুদ্ধের চিত্ত,
মনে থাকে সদা বিষয়-কামনা
শীঘ্র সৎপথে লওয়া যায় না
তারাই স্ব-স্বরূপ হয় বিস্মৃত।

(৭)

করিতে নারে তারা ঈশ চিন্তন,
দুর্লভ অর্থদ মানবজনম
হরি লয় কাল দেখি ক্ষণে ক্ষণ
শেষে কাল ভুজঙ্গ করে দংশন।

(৮)

বাল্য-বয়স নামাশ্রয়ের মূল,
আকুল পরাণে ডাকলে শ্রীহরি
ত্বরা করি লবে শ্রীব্রজবিহারী
আহা ফোটে যেন চারা গাছে ফুল।

শুদ্ধভক্তি গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। ভাষ্যসহ বিরাট্ শ্রীচৈতন্যভাগবত ৬৲
২। শ্রীমদ্ভাগবতম্, —সমগ্র ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২৮৲
একাদশ স্কন্ধ হইতে প্রতিখণ্ড ।৶০
৩। ভাষ্যদ্বয়সহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত
(৪র্থ সংস্করণ) ৬৲
৪। ভক্তিবিবেককুসুমাঞ্জলি (বাঁধা) ১৲
৫। গৌড়ীয়-গৌরব ।৶০
৬। গৌড়ীয়-সাহিত্য ।৶০
৭। ভজনরহস্য ॥০
শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও
শ্রীনবদ্বীপশতকম (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৯। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ)
ঐ (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
১০। গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি টীকাসহ)
ঐ (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
১১। গীতার কেবল মাধ্ব-ভাষ্য ॥০
১২। মুক্তিমল্লিকা গুণসৌরভঃ সানুবাদ
(মাধ্ব) ২৲
১৩। বেদান্ততত্ত্বসার সানুবাদ
(রামানুজীয়) ॥০
১৪। জৈবধর্ম্ম ২৲
১৫। শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৬। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১৭। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ॥৶০
ঐ (বাঁধা) ৸০
১৮। দ্বীপ-দিগ্দর্শন ৶০
১৯। সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ) ।৶০
২০। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ॥০
ঐ (আবাঁধা) ।৶০
২১ নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
২২। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৶০
২৩। গীতমালা ৴১০
২৪। নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য ৵০
২৫। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৵০
২৬। নবদ্বীপ পঞ্জিকা (৪৪৭ গৌরাব্দ) ৶০
২৭। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
২৮। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা-দর্পণ ।০
২৯। শরণাগতি ৴০
৩০। গীতাবলী ৴০
৩১। চিত্রে নবদ্বীপ ৷১০
৩২। সাধনকণ ৴০
৩৩। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৴০
৩৪। নবদ্বীপশতক ৴০
৩৫। অর্থপঞ্চক ৴০
৩৬। সদাচারস্মৃতিঃ ৴০
৩৭। কল্যাণকল্পতরু (৫ম সংস্করণ) ৴১০
৩৮। অর্চ্চনকণ ৴১০
৩৯। সাধককণ্ঠমালা (বাঁধা) ।০
ঐ (আবাঁধা) ।৴০
৪০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি
(প্রথম চারিখণ্ড) ৩৲
৪১। ব্রহ্মসংহিতা ।০
৪২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৪৩। মণিমঞ্জরী সানুবাদ ।০
৪৪। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৪৫। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ।০
৪৬। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৪৭। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
৪৮। গৌড়ীয়মঠ কি করেন ? ৴০
৪৯। ঈশোপনিষৎ (বলদেব ও মাধ্ব-ভাষ্য এবং বিবৃতি ও অনুবাদসহ) ।০
৫০। শ্রীভুবনেশ্বর ৵০
৫১। সিদ্ধান্তদর্পণ ৶০
৫২। সাংখ্যবাণী ৴০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৫৩। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী-দিগ্বিজয়ঃ ॥০
৫৪। সটীক-শিক্ষাদশমূলম্ ।০
৫৫। তত্ত্ব-সূত্রম্ ।০
৫৬। সানুবাদ-শিক্ষাষ্টকম্ ৶০
৫৭। গৌড়ীয়মঠস্য পরিচয়ঃ ৴০
৫৮। সারাংশবর্ণনম্ ৵০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৫৯। রায় রামানন্দ ॥০
৬০। নামভজন ।০
৬১। রিলেটিভ্ ওয়ার্ল্ড্স ।৶০
৬২। লাইফ্ য্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব
শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।০
৬৩। বৈষ্ণবীজম্ ।০
৬৪। হোয়াট্ গৌড়ীয়মঠ হ্যজ্ ডুইং ৴০
৬৫। দি ভাগবত ।০
৬৬। ইরোটিক্ প্রিন্সিপ্ল য্যাণ্ড
আনেলয়েড্ ডিভোসন ।০
৬৭। ব্রহ্ম-সংহিতা ২॥০
৬৮। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (ভলুম ওয়ান) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৬৯। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ॥০
৭০। সাধন পথ ।০
৭১। কল্যাণ-কল্পতরু ৴১০
৭২। গীতাবলী ৴০
৭৩। শরণাগতি ৴০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৭৪। শরণাগতি

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

নদীয়া-প্রকাশপ্রাপ্তির স্থান

১। শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম-মায়াপুর, নদীয়া
২। শ্রীযোগপীঠ ঐ
৩। শ্রীবাস-অঙ্গন ঐ
৪। অদ্বৈত-ভবন ঐ
৫। কাজীর সমাধি পাট ঐ
৬। স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ, নদীয়া।
৭। শ্রীভাগবত আসন কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
৮। শ্রীএকায়ন মঠ গোবিন্দপুর, হাঁসখালী।
৯। দ্বাদশগোপাল পাট—পোঃ চাকদহ,
১০। শ্রীগৌর-গদাধরমঠ—চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড়, বর্দ্ধমান
১১। শ্রীমোদদ্রুমছত্র মাউগাছি, বর্দ্ধমান
১২। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম, আমলাযোড়া, পোঃ রাজবাধ বর্দ্ধমান
১৩। শ্রীগৌড়ীয়মঠ বাগবাজার, কলিকাতা
১৪। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাজু, হাওড়া,
১৫। শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয়মঠ, ৯০নং নবাবপুর রোড্, ঢাকা
১৬। শ্রীগোপালজী মঠ কমলাপুর, ঢাকা।
১৭। শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ পোঃ বালিয়াটী.
১৮। শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয়মঠ ময়মনসিংহ।
১৯। শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ চিক্কলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর
২০। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম গোয়ালপাড়া, আসাম।
২১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ রায়াপেট্টা, মাদ্রাজ।
২২। শ্রীরামানন্দগৌড়ীয় মঠ কব্বুর, জিঃ পশ্চিম গোদাবরী
২৩। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ উড়িয়াবাজার, পোঃ বক্সীবাজার, কটক।
২৪। শ্রীত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয় মঠ ভুবনেশ্বর।
২৫। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ স্বর্গদ্বার, পুরী।
২৬। শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ আলালনাথ পোঃ ব্রহ্মগিরি, পুরী।
২৭। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ ডুমুরকুণ্ডা, পোঃ চিরকুণ্ডা, মানভূম।
২৮। শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ—কাশী।
২৯। শ্রীরূপগৌড়ীয় মঠ—এলাহাবাদ।
৩০। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ পুরাণবাজার, সরকার ঠাকুরের কুঞ্জ, বৃন্দাবন
৩১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, নিউদিল্লী
৩২। শ্রীপরমহংসমঠ—নৈমিষারণ্য,
৩৩। শ্রীসারস্বত গৌড়ীয় মঠ—হরিদ্বার।
৩৪। শ্রীব্যাসগৌড়ীয়মঠ—কুরুক্ষেত্র, পঞ্জাব
৩৫। শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাবুলনাথ রোড, পোঃ গ্রাণ্ট রোড, বোম্বে।
৩৬। লণ্ডন গৌড়ীয়মঠ, ৩৯নং গ্লেডন গার্ডেন্স, কেনসিংটন্ লণ্ডন, (এস, ডব্লিউ—১০)।
৩৭। অমর্ষি গৌড়ীয়মঠ—মেদিনীপুর
৩৮। সরভোগ গৌড়ীয় মঠ—সরভোগ, কামরূপ, আসাম,

শুদ্ধভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী মাসিক। শ্রীধাম-মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲।

২। **গৌড়ীয়**—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১॥০ টাকা মাত্র।

৩। **ভাগবত**—হিন্দি ভাষায় একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি হৃদয় বন মহারাজ সম্পাদিত ও নৈমিষারণ্য শ্রীপরমহংস মঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ১॥০ দেড় টাকা মাত্র।

৪। **পরমার্থী**—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥০ দেড় টাকা মাত্র।

৫। **কীর্ত্তন**—মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ নিমানন্দ সেবাতীর্থ বি-এজি, বি-টি, সম্পাদিত। আসাম গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম হইতে প্রকাশিত আসামী ভাষার মাসিক। ভিক্ষা সডাক ১॥০ দেড় টাকা মাত্র

শ্রীচৈতন্যভাগবত

আদিকবি শ্রীল বৃন্দাবন দাস প্রণীত সমগ্র গ্রন্থ

গ্রন্থের মূল বোল্ড অক্ষরে এবং তন্নিম্নে বিশ্ববিশ্রুত গৌড়ীয়মঠের প্রতিষ্ঠাতা ও আচার্য্য ও বিষ্ণুপাদ **শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের** রচিত বিস্তৃত ভাষ্য উত্তম কাগজে সৌষ্ঠবের সহিত মুদ্রিত হইয়াছেন। ডবল ক্রাউন আটপেজি আকারে ১০৯৬ পৃষ্ঠায় কেবল মূল ও ভাষ্য সম্পূর্ণ হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত শ্লোকসূচী, পদ্যসূচী, স্থানসূচী, পাত্রসূচী, বিষয়সূচী, শব্দসূচী প্রভৃতি বিস্তৃত সূচীপত্রেও একটী গ্রন্থ হইবে। সভাষ্য শ্রীচৈতন্যভাগবতের এরূপ উৎকৃষ্ট ও অমূল্য বিরাট্ সংস্করণ জগতের কোথায়ও আজ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হন নাই, ইহা নিরপেক্ষ পাঠক মাত্রকেই একবাক্যে স্বীকার করিতে হইবে। শ্রীগৌড়ীয়মঠের উৎসব-কালে গ্রন্থের ভিক্ষা ১২৲ বারটাকা স্থলে—৫৲ পাঁচটাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীচৈতন্যমঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

[illegible]তা বাজার দর

লৌহ হাডওয়ার

২৪শে নভেম্বর ১৯৩৩

টাটার তৈয়ারী— প্রতি হন্দর।

লোহার কড়ি (জয়েষ্ট বা বীম)

মার্কা ৫।৶০—৫॥৶০

ঐ বে-মার্কা হাল্কা ওজন ৪।৵০—৪॥৶০

বরগা (টি-আয়রণ) ৬৵০—৬।০

এঙ্গেল আয়রণ (কোনা) ৫৸৵০—৬৷৵০

গ্যালভানাইজড করগেট টীন—

২২ গেজ ৬ হইতে ১০ ফুট ১১।৵০

২৪ গেজ ,, ,, ১০৸৵০

২৬ গেজ ,, ,, ১২

২৪ গেজ আর, পি, ডি, মার্কা ১২৸৶০

২৪ গেজ গাঃ প্লেন শীট— ১১।৵০

২৬ গেজ ,, ,, ১২।০

১৮ গেজ ও ৩০ গেজ ঐ— ১৩৲—১৬৲

বাগান ঘেরা কাঁটাতার ১০০

পাউণ্ড বাঃ ৮৸০

টীল পাটী ৬৲৵—৬।০

,, বোলটু (গোল) ৬৲৵—৬।০

,, গরাদে (চৌকা) ৬৵০—৬৲।০

,, গোল রড ৶০—।৶০ সূতা ৫৵০—৫॥০

,, টানা রড-

চৌকা ৶০—।৵০ ঐ ৫৵০—৫॥০

,, নাভিল তাল ৭৲—৭৸০

,, প্লেট—তিন সূতা মোটা

পর্য্যন্ত ৭।০—৭।০

,, চাদর ৩-১৬ খানা বাণ্ডিল ৯॥৵—১০৲

ষ্টীঃ টীল ৮।০—৯৲

হাফ রাউণ্ড ৫৸৵—৬৲৵০

তারের পেরেক ১—৬ ইঞ্চি ৯—৯৸০

প্যাটেণ্ট পেরেক ২—৮ ইঞ্চি ১২।০—১৫॥০

চালাই কড়া ১ হইতে ১০ নং ২॥০ সাট

কোদাল ৪, ৫, ৬, ৭৸৵০ ৮৸৵০ ৯৸৵০ ডঃ

ঐ তিন পাউণ্ড ৬৲ দেঃ বিঃ ৬।৵০ ,,

গ্যাঃ প্লেন বালতি ৭—১২ ইঞ্চি ২॥৴০ ৬॥৴০

ঐ বিভিট ,, ৭—১২ ইঞ্চি ২৲—৭৲ ,,

লোহার চেয়ার রডের গোল ও

চৌকা ৮॥০— ,,

ঐ কাপের লোহার সিট ১৫৲ ,,

ঐ জেনেস্তা (কাঠের সিট) ১৮৲ ,,

লোহার স্ক্রুপ ॥—৩ ইঞ্চি/১০—॥৶০ গ্রোস

ঐ কব্জা ১৩ নং

১॥—৪ ইঞ্চি ।১০—৸৵১০ দেঃ ডজন

গ্যাঃ তার ১৬—২২ নং

(গেজ) ১২৲—১৩৲ হন্দর

গ্যাঃ রিভিট (মটকা)

১৯ ইঞ্চি ।৵৫—॥৵০ পীস

গ্যাঃ গাটারিং বা ডোঙ্গা

৬ ইঞ্চি ।০—৸৵০ ,,

গ্যাঃ স্ক্রুপ ১॥০—২॥০ ইঞ্চি ২৩৲—২৯৲ হন্দর

গ্যাঃ ওয়াশার চাকি ১১॥০—১৬৲ ,,

গ্যাঃ বোল্ট-নাট ৮—৩ ইঞ্চি

।৵১০—১৵০ গ্রোস

চালার রেলিং ৩॥০—৪॥০ হন্দর

ঐ রেণ ওয়াটার পাইপ

৩ ইঞ্চি ৵১০ ও ৪ ইঞ্চি ।১০ ফুট

টিউব ওয়েলের জন্য গ্যাঃ

পাইপ ১॥ ইঞ্চি ।৵৫ ফুট

পাম্প ৪নং ১২॥০ ৫নং ১৪৲ ৬নং ১৬৲

৬০—৮০ বাটখারা ৵.৫ সাট ২।০-২॥০ মণ

কেরোসিন

স্নোফ্লেক প্রত্যেক বাক্স (২ টিন) ৯৲৬

সূর্য্য মার্কা ,, ৬।০

ভিক্টোরিয়া ,, ৭৲

সোণার দর

পাকা সোণা ৩০৸৶

বড়াল ৩০৸

চিনা পাত ৩২।০

রূপার দর

রূপা প্রতি ১০০ ভরি ৫৫৵০

ঐ খুচরা ৫৵০

কোম্পানীর কাগজ

৩॥০ সুদের কাগজ ৮১৶

৩॥০ নূতন ঋণ (১৯৪৭-৫০) ৯১।০

৪৲ ,, ঋণ (১৯৬০-৭০) ৯৭৲

৫৲ ,, বণ্ড (১৯৪৫ ১০৪॥৵০

ডিবেঞ্চার

৫৲ সুদের (১৯৫৬-৮৬) কলিকাতা পোর্ট-

ট্রাষ্ট ডিবে:— ১০২॥৵০

ব্যাঙ্ক

ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক (কনট্রি) ২৯৪॥০

সেণ্ট্রাল ঐ ২২৲

কাপড় ও সূতার কল

এলগিন মিল ৪৫৲

পাট কল

হাওড়া ৫০৲

অকল্যাণ্ড ১৯৫৲

বালী ১৬২৲

বরানগর ১৫০৲

কেলভিন ৩৭০৲

ডাফ ২৪৩৲

ক্লাইভ ২৮।০

ডালহাউসী ৪০৮।০

ডেল্টা ৪০৫৲

কৃষ্ণনগর নবদ্বীপঘাট রেলওয়ে সময়

কৃষ্ণনগর হইতে নবদ্বীপঘাট

কৃষ্ণনগর সিটি—	৬-৪৫	১০-৪৪	১৩-২২	১৭-৩৮	২০-১৬
কৃষ্ণনগর রোড—	৬-৫৬	১০-৫৫	১৩-৩৩	১৭-৪৭	২০-২৫
আমঘাটা—	৭-১৫	১১-১৩	১৩-৫১	১৮-৩	২০-৪১
মহেশগঞ্জ—	৭-২৪	১১-২১	১৪-০	১৮-৯	২০-৪৭
নবদ্বীপঘাট—	৭-৩৩	১১-৩০	১৪-৯	১৮-১৬	২০-৫৫

বিশেষ দ্রষ্টব্য—নবদ্বীপঘাট ষ্টেশন অপেক্ষা মহেশগঞ্জ ষ্টেশন হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরের দূরত্ব অনেক কম। শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে যাঁহাদিগকে রাণাঘাটে ট্রেণ বদল করিতে হয়, তাঁহারা রাণাঘাটে প্রাতঃ ৫-৫০, ৮-১৪, ৯-৪৬, ১৬-৪৮, ১৮-৩৯ এবং ০-৩২ মিনিটের সময় গাড়ী পাইবেন।

শান্তিপুর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে শান্তিপুর ষ্টেশনে ৫-৪০, ৯-২৯, ১২-২৫, ১৬-৪ এবং ১৮-৪১ মিনিটের সময় ট্রেণ পাওয়া যায়।

নবদ্বীপঘাট হইতে কৃষ্ণনগর

নবদ্বীপ ঘাট—	৫-৩৫	৯-২৫	১২-১০	১৫-৩৪	১৮-৪৫
মহেশগঞ্জ—	৫-৪৩	৯-৩৩	১২-১৯	১৫-৪১	১৮-৫৬
আমঘাটা—	৫-৪৯	৯-৩৯	১২-২৬	১৫-৪৮	১৯-৫
কৃষ্ণনগর রোড—	৬-৫	৯-৫৫	১২-৪৩	১৬-৪	১৯-২৪
কৃষ্ণনগর সিটি—	৬-১৩	১০-৩	১২-৫১	১৬-১২	১৯-৩৫

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে—ডাঃ কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম ভক্তিশাস্ত্রী এল. এম. এফ. কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

মামলা স্থানান্তরিতের আবেদন

রায় দেবেন্দ্রপ্রসাদ বাগচী বাহাদুর ও ২ জনের বিরুদ্ধে রাজা জগদীশচন্দ্র দেব, ধবল দেব মেদিনীপুরে প্রথম সব-জজের আদালতে একটি মামলা উপস্থিত করিয়াছেন। উক্ত মামলা বাঁকুড়ার সব-জজের আদালতে স্থানান্তরিত করিবার প্রার্থনা করিয়া বাদী গত সোমবারে হাইকোর্টের বিচারপতি লর্ট উইলিয়মস ও বিচারপতি শ্রীযুত এম, সি, ঘোষের আদালতে আবেদন দাখিল করিয়াছেন,

উক্ত আবেদন পত্রে প্রকাশ, রাজনৈতিক কারণে মেদিনীপুর সহর পুলিশ ও সৈন্যের বিশেষ পরিদর্শনাধীনে আছে। গত অক্টোবর মাসে সান্ধ্য আইন জারি করা হইয়াছে। অদ্যাপি উহা প্রচলিত আছে। টিকিট লইয়া উক্ত সহরে প্রবেশ করিতে হয়। পুলিশ কর্ত্তৃপক্ষের নিকট আবেদন করিলে তাঁহারা উক্ত টিকিট প্রদান করেন। সহরের বহু-সংখ্যক অধিবাসীকে সহর হইতে বহিস্কৃত করিয়া দেওয়া হইয়াছে; জিলা পরিত্যাগ করিবার জন্য উহাদিগকে আদেশ করা হইয়াছে। আরও প্রকাশ, আবেদনকারী বহু ব্যক্তিকে সাক্ষী মান্য করিয়া তাহাদের প্রতি সমন জারি করিয়াছেন। তাহারা পল্লীগ্রামের সরল অধিবাসী। আগামী ১২ই ডিসেম্বর আদালতে উপস্থিত হইয়া হাজির থাকিতে তাহাদিগকে আবেদনকারীর লোকেরা অনুরোধ করায় তাহারা বর্ত্তমানে মেদিনীপুরে গমন করিতে অসম্মতি প্রকাশ করে। কারণ তাহারা এইরূপ জনরব শ্রবণ করিয়াছে যে, মেদিনীপুরে সাক্ষীদিগকে নানা-[illegible] পীড়ন করা হইতেছে। আরও বলা হইয়াছে যে, বর্ত্তমানে মফঃস্বল হইতে কেহ মেদিনীপুরে আসিলে হোটেলে বা কোনও লোকের বাড়ীতে আশ্রয় সংগ্রহ করা তাহার পক্ষে কঠিন। এমত অবস্থায় সাক্ষীরা আসিয়া সাক্ষ্য প্রদান না করিলে বাদী ক্ষতিগ্রস্ত হইবেন। অধিকন্তু, যে সকল ব্যক্তিকে মেদিনীপুর হইতে বহিস্কার করা হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে ২ জন উকিলকে বাদী ঐ মামলার প্রথম হইতে নিযুক্ত করিয়াছেন। উক্ত মামলার ভার তাঁহাদের উপরে ছিল। তাঁহাদের স্থলে নিযুক্ত উকিলরা উক্ত মামলা পরিচালিত করিতে সমর্থ হইবেন না এমন অবস্থায় মামলা পরিচালিত করিবার জন্য আবেদনকারী উপযুক্ত উকিলের সাহায্য পাইতেছেন না। হাইকোর্টের বিচারপতিদ্বয় রুল জারির আদেশ দিয়াছেন এবং উক্ত রুলের শুনানী হওয়া পর্য্যন্ত মামলা স্থগিত রাখিতে আদেশ দিয়াছেন।

কংগ্রেসের কার্য্যে সাহায্যের মামলা

গুরুদাস দত্ত সংশোধিত ভারতীয় ফৌজদারী আইনের ১৭ (১) ধারা অনুসারে উলুবেড়িয়ার ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত নেপালচন্দ্র সেনের আদালতে অভিযুক্ত হইয়া দণ্ডিত হইয়া গত সোমবারে উক্ত দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে আবেদন করিয়াছেন। আবেদনে প্রকাশ, ১৯৩২ খৃষ্টাব্দের ২৬শে জুলাই আইন অমান্য আন্দোলন সম্পর্কে আবেদনকারী ১৫ মাস সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়। মুক্তিলাভ করিয়া সে স্বাস্থ্য লাভের জন্য এলাহাবাদে গমন করে। সেখানে কংগ্রেসের একজন পুরাতন সভ্যের নিকট হইতে কয়েকখানি পত্র প্রাপ্ত হয়। একখানি পত্রে তাহাকে লেখা হইয়াছিল যে, হরিজনদিগকে শিক্ষার জন্য স্থাপিত দীনবন্ধু আশ্রম ভাঙ্গিয়া দেওয়া হইয়াছে। আবেদনকারী যেমন নিজের ব্যবস্থা নিজে করেন। আবেদনকারী অনন্তর উক্ত স্থানে গমন করিয়া অনুসন্ধান করে এবং সংবাদপত্রে প্রকাশ জন্য একটী রিপোর্ট প্রকাশ করে। হাওড়ার প্রতিগমনকালে গত ২০শে সেপ্টেম্বর পুলিশ তাহাকে ও তাহার সঙ্গীকে উলুবেড়িয়া ষ্টেশনে গ্রেপ্তার করে। আবেদনকারী তাহার আত্মীয়দের নিকট সংবাদ প্রেরণ করিবার সুযোগ প্রাপ্ত হয় নাই। ২১শে সেপ্টেম্বর উলুবেড়িয়ার মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট কারাগারে গমন করিয়া মামলাটির বিচার আরম্ভ করেন। উকিল নিয়োগ করিবার সুযোগ প্রাপ্ত না হইয়া আবেদনকারী স্বয়ং নিজেই সাক্ষীদিগকে জেরা করেন। আবেদনকারীর বিরুদ্ধে এই মর্ম্মে একটী অভিযোগ উপস্থিত করা হইয়াছিল যে, বে-আইনী সমিতি হাওড়া জেলা কংগ্রেসের কার্য্যে সাহায্য করিয়াছে। সন্ধ্যা ৬টার সময় মামলার শুনানী আরম্ভ হয় এবং রাত্রি ৮টা ৩০ মিনিটের সময় বিচার শেষ হয়। অনন্তর আবেদনকারীকে পুনরায় কারাগারে লইয়া যাওয়া হয়। রাত্রি ৯টার সময় ম্যাজিষ্ট্রেট তথায় গমন করিয়া আবেদনকারীকে বলেন, আবেদনকারী ও তাহার সহকর্ম্মী প্রত্যেক ৬ মাস সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন। ম্যাজিষ্ট্রেট রায় পাঠ করেন নাই।

উক্ত দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে হাওড়ার দায়রা জজের আদালতে আপীল করা হয়। আবেদনকারীর সহকর্ম্মীকে জজ অব্যাহতি প্রদান করেন, কিন্তু আবেদনকারীর দণ্ড অনুমোদন করেন। আবেদনকারীর উক্ত সম্বন্ধে হাইকোর্টের বিচারপতিগণ উলুবেড়িয়ার মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেটের কৈফিয়ৎ তলব করিয়াছেন।

হিন্দু সমাজ সঙ্ঘের বিবৃতি

হিন্দু সমাজ সঙ্ঘ ভাই পরমানন্দ, ডাক্তার মুঞ্জে ও অন্যান্য বিশিষ্ট হিন্দু নেতাকে অনুরোধ জানাইয়াছেন, তাঁহারা যেন পণ্ডিত জহরলালের সহিত তর্ক যুদ্ধ পরিত্যাগ করেন। এইরূপ তর্কের ফলে অনাবশ্যক সাম্প্রদায়িক বিচ্ছেদ বৃদ্ধি পাইবে এবং দেশের মহা অনিষ্ট সাধিত হইবে। ইতিমধ্যেই বহু হিন্দু ও মুসলমান প্রতিষ্ঠান একে অন্যকে দোষ রোপ করিতেছে।

পণ্ডিত জহরলালের সাম্যবাদ মূলক দেশবাসীর ক্ষতিকর সামাজিক ব্যবস্থার পরিকল্পনার বিরোধিতা করা সর্ব্বপ্রথম কর্ত্তব্য। ভারতের কল্যাণকামী সকলেরই সমাজ সংস্কারে মনোযোগী হওয়া প্রয়োজন। সাম্যবাদ দেশের সমস্যা নিরাকরণের উপযুক্ত ঔষধ নহে অপর পক্ষে উহা ধ্বংসমূলক। রুশিয়ার সাম্যবাদ জনসাধারণকে ধনিক কর্ত্তৃক শোষণের পথ রোধ করিয়া রাষ্ট্র কর্ত্তৃক জনসাধারণের শোষণ ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছে। রুশিয়ার প্রচেষ্টা বেকার সমস্যা সমাধানে সফল হয় নাই। দেশের হিতকামীদের পথ নির্দ্দেশ ও সামাজিক গ্লানি দূর করিলে আর্থিক সমস্যার সমাধান হইতে পারে। ইহার মধ্য দিয়াই দেশের মুক্তি আসিবে।

অর্ডিনান্সে গ্রেপ্তার

বিপ্লব-মূলক কাজের সহিত সংশ্লিষ্ট বলিয়া আইন কলেজের ছাত্র শম্ভুনাথ বসুকে ইতঃপূর্ব্বে গ্রেপ্তার করা হইয়াছিল। গত ৪ঠা ডিসেম্বর তাঁহাকে চিফ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেটের এজলাসে হাজির করা হইলে ম্যাজিষ্ট্রেট তাঁহাকে অব্যাহতি প্রদান করেন। কিন্তু তিনি আদালত কক্ষ হইতে বাহির হইতে না হইতেই পুলিশ তাঁহাকে অর্ডিনান্সের সাহায্যে গ্রেপ্তার করে।

ত্রিগুলে ব্যাঙ্ক প্রতারণার মামলা

ত্রিগুলে ব্যাঙ্ক প্রতারণার মামলা সম্পর্কে নীরেন্দ্র দাসগুপ্ত, পান্নালাল চক্রবর্ত্তী, মণীন্দ্র দত্ত ও ১০ জন যুবককে গ্রেপ্তার করিয়া বিচারার্থ প্রেরণ করা হইয়াছে। গত ৪ঠা ডিসেম্বর তাহাদিগকে চিফ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেটের এজলাসে হাজির করা হইয়াছিল। ম্যাজিষ্ট্রেট আগামী ১১ই ডিসেম্বর পর্য্যন্ত তাহাদিগের প্রতি পুলিশ হাজতের ব্যবস্থা করিয়াছেন।

রুশিয়ার নষ্ট গৌরব

সিনর মাসোলিনীর সহিত এম, লিটভিনফের পরামর্শের পর জানা গিয়াছে, বিশ্ব শান্তি যাহাতে ভঙ্গ না হয়, উভয়ে মিলিয়া সেই চেষ্টা করিয়াছেন। আন্তর্জ্জাতিক ব্যাপারে ইতালি এবং রুশিয়া একমত হইয়াছে।

রুশিয়ার সহিত জার্ম্মাণীর মনোমালিন্য দূর করিবার জন্য এ বিষয়ে হার হিটলারের সহিত সিনর মাসোলিনীর কথোপকথন হইয়াছে। সিনর মাসোলিনীর গতিবিধি দেখিয়া বোঝা যায় রুশের সহিত জার্ম্মাণীর একটা মিলন চুক্তি হইলে য়ুরোপে রুশিয়ার নষ্ট গৌরব উদ্ধার হইবে। তারপর ফ্রান্সের সঙ্গেও জার্ম্মাণীর শুভ সম্মিলন হইবে।

বোধ হয় এই প্রসঙ্গে রুশিয়ার সহিত জাপানের সম্পর্কও উঠিয়াছিল। কিন্তু কোন কথায় পাকা মীমাংসা হয় নাই।

এম, লিটভিনফ সিনর মাসোলিনীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছেন। প্যারীর সংবাদপত্র মহলে প্রকাশ, এ সাক্ষাতের একটা গুরুতর কারণ আছে। ফ্রান্সের ক্রমাগত মন্ত্রী পরিবর্ত্তনে বৈদেশিক ব্যাপারে ফ্রান্সের স্বার্থ নষ্ট হইয়াছে। এম, লিটভিনফ অনুমান করিতেছেন, পরামর্শ করিবার পক্ষে রোমনগরীই সুবিধাজনক, নিত্য পরিবর্ত্তনশীল ফ্রান্স অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িয়াছে।

নানা স্থানে সৈন্য

ডিসেম্বর মাসের মাঝামাঝি সময়ে পল্লী-তলায় একদল সৈন্য আসিতেছে। তাহাদের অভ্যর্থনা করিবার জন্য য়ুনিয়ন বোর্ডসমূহের সভাপতিদিগকে লইয়া ও বন্দুকের লাইসেন্সপ্রাপ্ত ব্যক্তিদিগকে লইয়া একটি অভ্যর্থনা সমিতি গঠিত হইয়াছে। প্রকাশ, এই উদ্দেশ্যে সাধারণের নিকট হইতে চাঁদা তোলা হইবে।

সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে, আগামী জানুয়ারী মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে একদল সৈন্য সিরাজগঞ্জ পরিদর্শন করিবে এবং গ্রাম সমূহের মধ্য দিয়া অভিযান করিবে। ১১ই তারিখে তাহারা সিরাজগঞ্জে অভিযান করিলে এবং বেলকুচী ও কাজীপুর থানার গ্রামসমূহ পরিদর্শন করিবে। পাঠকবর্গের স্মরণ থাকিতে পারে যে, গত বৎসরের শীত ঋতুতে একদল গুর্খা সৈন্য সিরাজগঞ্জ পরিদর্শন করিয়াছিল এবং উল্লাপাড়া সাহাজাদপুর, ভয়ারগঞ্জ অঞ্চলের মধ্য দিয়া অভিযান করিয়াছিল।

উড়ো জাহাজে ঢাকা যাতায়াত

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসের জ্যেষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী অপর্ণা দেবী ও তাঁহার স্বামী শ্রীযুক্ত সুধীর রায় ৪ঠা ডিসেম্বর সকাল [illegible]টার বিমানে চড়িয়া বেলা ৮টায় ঢাকা সহরে পৌঁছিয়া টেলিগ্রাম করিয়াছেন পরদিন প্রাতে ভবানীপুরের বাটীতে ফিরিবেন। ঢাকা মিউনিসিপালিটীর ভূতপূর্ব্ব ভাইস চেয়ারম্যান অশীতিবর্ষ বয়স্ক শ্রীযুক্ত প্যারীচরণ রায়ের সাংঘাতিক অসুখের কথা শুনিয়াই তাঁহারা তথায় গমন করিয়াছেন।

তারের ঠিকানা— 'শ্রীধাম' মায়াপুর
ডাকের ঠিকানা—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

দৈ নি ক

REG. C1544

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩॥০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার স্বতন্ত্র।

THE NADIA-PRAKASH

সাহায্যের হার
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸০
মাসিক ১৲
নগদ বর্ত্তমান সংখ্যা ৫

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার - নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৮ম খণ্ড। সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বেদান্তবাচস্পতি [২৬৬শ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর— ২৫শে অগ্রহায়ণ সোমবার ১৩৪০, ১১ই ডিসেম্বর ১৯৩৩

গান্ধীজী সকাশে নেতৃবৃন্দ

জব্বলপুরে ৫ই ডিসেম্বর নিম্নলিখিত সদস্যগণ গান্ধীজীর সহিত পরামর্শের জন্য সমবেত হন :—পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু, মৌলানা আবুল কালাম আজাদ, ডাঃ সৈয়দ মামুদ, ডাঃ আন্সারী, শেঠ যমুনালাল বাজাজ এবং শ্রীযুক্ত ত্রিবেদী।

প্রকাশ, নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটীর বৈঠক আহ্বান সম্পর্কে নিয়মতান্ত্রিক নির্দ্দেশের কোনরূপ সংশোধন হয় নাই। পরে উক্ত আলোচনা সম্বন্ধে এক বিবৃতি প্রকাশ হইবে। গান্ধীজী মোটরে মান্দালাতে যান। অপরাহ্ণে তিনি তথা হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু এলাহাবাদ রওনা হইয়া গিয়াছেন।

আবার ডাক লুটের চেষ্টা

গত ৬ই ডিসেম্বর রেঙ্গুণ সন্ধ্যাকালে ২ জন লোক ইন্সিনে ডাকের ব্যাগ লুট করিবার চেষ্টা করে।

তাহার ফলে চট্টগ্রামবাসী ডাক-পিয়ন আব্দুল কাদের গুরুতর জখম হইয়াছে।

প্রকাশ, প্রোমের ডাক লইবার জন্য কাদের ইন্সিন্ ষ্টেশনে যায়। তাহার পর ডাক লইয়া পদব্রজে ডাকঘরে ফিরিবার সময় ২ জন লোক যষ্টি-হস্তে তাহাকে আক্রমণ করে। তাহারা তাহাকে মাটির উপর ফেলিয়া দিয়া ডাকের ব্যাগ কাড়িয়া লয়। পিয়ন বিশেষ জখম হইলেও চীৎকার করিতে থাকে। তাহার ফলে ঘটনাস্থলে অনেক লোক জমিয়া যায়। তাহার পর ডাকাতরা ডাকের ব্যাগ লইয়া পলাইবার চেষ্টা করিবার সময় তাহারা তাহার পশ্চাদ্ধাবন করে। ডাকাতরা তখন অবস্থা বেগতিক দেখিয়া ব্যাগ ফেলিয়া পলাইয়া গিয়াছে।

আহত পিয়ন হাঁসপাতালে অবস্থান করিতেছে। তাহার মৃত্যুকালীন জবানবন্দী লিখিয়া লওয়া হইয়াছে।

ডাকের ব্যাগ লুণ্ঠিত

রেঙ্গুণের ইম্পিরিয়াল মোটর ওয়ার্কসের কর্তৃপক্ষ, তাঁহাদের কিয়াউক পাড়াংএর ম্যানেজারের নিকট হইতে সংবাদ পাইয়াছেন, ২ জন মামতাবা ডাকাত সর্দ্দার তাহাদের দলবলসহ সম্প্রতি গোয়েগিয়ো নামক স্থানে ডাকের একখানা বাস আক্রমণ করে। তাহারা ডাকের জিনিষপত্র, টাকার ব্যাগ ও অন্যান্য জিনিষপত্র লুটিয়া লইয়া গিয়াছে। ডাক বিভাগের গুভার সিয়ার জখম হইয়া কিয়াউক পাড়াংএর হাঁসপাতালে অবস্থান করিতেছে।

পুলিসের রিভলভার চুরি

হবীগঞ্জে, প্রায় ২০ বৎসর বয়স্ক অঘোর চন্দ্র শর্ম্মা ও লখাই থানার করালা গ্রামের প্রায় ২২ বৎসর বয়স্ক যুবক গণেশচন্দ্র দত্তকে পুলিশ গ্রেপ্তার করিয়া হবীগঞ্জের মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে উপস্থিত করিয়াছিল। তিনি তাহাদিগকে হাজতে পাঠাইয়াছেন।

মৌলবী বাজারের পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের বাটী হইতে যে রিভলভার ও গহনা প্রভৃতি চুরি গিয়াছে, প্রকাশ, গ্রেপ্তার সেই সম্পর্কে। আসামীদিগকে শীঘ্রই মৌলবী বাজারে পাঠান হইবে। গণেশ আলিনগর চা বাগানে কাজ করে।

টেলিগ্রাফ অফিসে রিভলভার

ঢাকা কয়েকদিন পূর্ব্বে রাত্রিতে টেলিগ্রাফ অফিসের সিঁড়ির ঘরে একটা ৫ নলা রিভলভার পাওয়া গিয়াছে।

প্রকাশ, টেলিগ্রাফ অফিসের কোন চৌকীদার প্রথমে উহা দেখিতে পায়। সে সিগনালারকে সে সংবাদ প্রদান করে। তিনি পুলিসের ডেপুটী সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টকে জানান। ফলে কোতোয়ালী হইতে একজন দারোগা তাড়াতাড়ি তথায় যান। তিনি সেখানে খানাতল্লাস করিবার পর রিভলভারটি লইয়া গিয়াছেন।

জেল হইতে পলাইবার চেষ্টা

রাজমহেন্দ্রীর লক্ষ্মীকান্তের বিরুদ্ধে জেল হইতে পলাইবার চেষ্টার অভিযোগ আনা হইয়াছিল। তাহার প্রতি ৬ মাস সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ দেওয়া হইয়াছে।

আসামী বলে যে, তাহাকে যাহাতে আন্দামানে পাঠান হয়, সে জন্য সে সরকারের নিকট আবেদন করিয়াছে। ইতোমধ্যে সে পুলিশকে মামলার প্রত্যাহার করিতে বলে। পুলিশ তাহা করে নাই।

ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

২৫শে অগ্রহায়ণ সোমবার, ১৩৪০

বিক্রমপুর ষড়যন্ত্র মামলা

ঢাকার স্পেশাল ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ সাদিক খাঁ বিক্রমপুর ষড়যন্ত্র মামলার আসামী উপেন্দ্রচন্দ্র চৌধুরী ও প্রফুল্লকুমার দত্তকে গত ২রা তারিখে দণ্ডবিধির ৩৯২ ও ১২৯।ব ধারা অনুসারে ডাকাতির ষড়যন্ত্রের অপরাধে ৫ বৎসর করিয়া সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন।

মামলায় সরকার পক্ষের বিবরণ এইরূপ —ঢাকার গোয়েন্দা বিভাগের অতিরিক্ত সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট গত মে মাসে সংবাদ পান যে, হাসাইল পোষ্ট অফিসে অথবা পথে ডাকাতির আশঙ্কা আছে। ফলে, তিনি গোয়েন্দা বিভাগের ইনস্পেক্টর প্রফুল্লকুমার সেনকে আরও কতিপয় গোয়েন্দা কর্ম্মচারী ও কনষ্টেবল সমভিব্যাহারে সাবধানতা অবলম্বনের নিমিত্ত হাসাইলে পাঠান। কলিকাতার বিপ্লবী দলের কয়েকজন লোকের ঐ ডাকাতি করিবার সম্ভাবনা ছিল। উক্ত দলের সহিত মাদারীপুরেরও যোগাযোগ ছিল।

উক্ত কর্ম্মচারীরা হাসাইলে অবস্থান করার সময় সংবাদ পান যে, ডাকাতি করিবার জন্য আবশ্যক কতিপয় জিনিষপত্র কলিকাতা হইতে প্রফুল্লকুমার দত্তের নামে আসিবে। প্রফুল্ল গঙ্গর গাঁর স্কুলের ছাত্র। ফলে, পুলিস হাসাইল পোষ্ট অফিসের ও বাহার ষ্টেশনের উপর দৃষ্টি রাখে। ১২ই মে তারিখে পুলিস প্রফুল্লকুমার দত্তের হস্তাক্ষরের নমুনা লয়। ১৩ই মে প্রফুল্লকুমারের নামে যে পত্র আসে, তাহা আটকান হয়। ১৫ই মে হাসাইল পোষ্ট অফিসে প্রফুল্লকুমার দের নামে একখানা পত্র ও প্রফুল্লকুমার দত্তের নামে একটা পুলিন্দা আসে। ঐ চিঠিখানাও আটকান হয়। ১৫ই তারিখে প্রফুল্লকুমার দত্ত পোষ্ট অফিসে আসিয়া পার্শেলটি গ্রহণ করে। সে পুলিন্দা লইয়া কয়েকপদ অগ্রসর হইবামাত্র তাহাকে গ্রেপ্তার করা হয়। পুলিন্দাটি খুলিয়া দেখা যায়, উহার ভিতর চামড়ার একটা চাবুক, একখানা ছোরা ও একশিশি এমোনিয়া আছে। অপর আসামী উপেন্দ্রচন্দ্র চৌধুরী কলিকাতার কোন কলেজের ছাত্র সে কলিকাতায় ৯নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটে অবস্থান করিত। তাহার নিকট ডাকে যে সকল চিঠি পত্রাদি যাইত পুলিস তাহাও আটক করিত। গত ২৭শে এপ্রিল তাহার নামে যে চিঠি যায়, পুলিস তাহা আটকায় ও তাহার ফটো লয়। ৩০শে এপ্রিল উপেন্দ্রের আর একখানা চিঠি আটকান ও তাহার ফটো লওয়া হয়। উপেন্দ্র তাহার ভগ্নীর অসুখের জন্য যখন নারায়ণগঞ্জে গিয়াছিল, সেই সময় ৮ই মে তারিখে তাহাকে তথায় গ্রেপ্তার করা হয়। তাহাকে ঢাকার গোয়েন্দা অফিসে লইয়া যাইয়া তাহার জবানবন্দী ও হস্তাক্ষরের নমুনা লওয়া হয়। তাহার পর তাহাকে ছাড়িয়া দেওয়া হয়। তাহার পর ১৮ই মে তাহাকে নারায়ণগঞ্জে আবার গ্রেপ্তার করা হয়।

উপেন্দ্র ও প্রফুল্লর হস্তাক্ষরের নমুনা হস্তাক্ষর বিশেষজ্ঞর নিকট প্রদান হয়। তাহার সহিত উল্লিখিত পত্রগুলির লেখা মিলাইয়া দেখা হয়। বিশেষজ্ঞ এইরূপ অভিমত প্রকাশ করেন যে, চিঠিগুলির নমুনার হস্তাক্ষরের সহিত মিল আছে।

খড্‌দান ষ্টেশনে গ্রেপ্তার

ডাকাতির জন্য ষড়যন্ত্র করার অভিযোগে শেখ মস্তান গৌর পাত্র, কালী দাস, রাম কাণ্ডার এবং মোনা পাণ্ডা ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৯৫, ১২০ (খ) ও ৪০২ ধারানুসারে গ্রেপ্তার হয়। চুঁচুড়ার সরকারী দায়রা জজ রায়সাহেব পি চৌধুরীর আদালতে এই মামলার বিচার আরম্ভ হইয়াছে।

উপরোক্ত অভিযোগ ভিন্ন কয়েকজন আসামীর বিরুদ্ধে আরও কয়েকটি অভিযোগ উপস্থিত করা হয়। মস্তান অস্ত্র আইনের ১৯ (চ) ধারানুসারে, গৌর বঙ্গীয় আবগারী আইনের ৪৬ (ক) ধারানুসারে এবং কালী বিস্ফোরণ আইনের ৫ ধারানুসারে অভিযুক্ত হইয়াছে।

ডাকাতির চেষ্টা ও গ্রেপ্তার

অভিযোগে প্রকাশ, গত ১৯শে জুন সন্ধ্যা ৭টার সময় ৬ জন আসামী ডাকাতির অভিপ্রায়ে খড্‌দান রেল-ষ্টেশনে ট্রেণ হইতে নামে। ঐ ট্রেণে আলিপুরের গোয়েন্দা পুলিস তাহাদের উপর লক্ষ্য রাখিতেছিল। পুলিস ষ্টেশনে ৪ জনকে গ্রেপ্তার করে। মোনা ও আর একজন আসামী গা ঢাকা দেয় বটে, কিন্তু মোনা পরে কলিকাতায় গ্রেপ্তার হয়।

অস্ত্র ও বিস্ফোরক প্রাপ্তি

অতঃপর ধৃত ব্যক্তিদের দেহ খানাতল্লাস করা হয়। মস্তানের নিকট হইতে একটা ভরা রিভলভার ও ২১টা টোটা এবং আরও কয়েকজনের নিকট হইতে কয়েকটা অস্ত্র ও বিস্ফোরক পদার্থ পাওয়া যায়।

সাক্ষীদের মধ্যে বিস্ফোরক বিভাগের ইনস্পেক্টর, খড্‌দান ষ্টেশনের সহকারী ষ্টেশন মাষ্টারকে জেরা করা হইয়াছে।

স্পেনে বিদ্রোহের আশঙ্কা

স্পেনের নির্ব্বাচনে সোসিয়ালিষ্ট এবং কামিউনিষ্ট দলের পরাজয় হওয়ায় কেহ কেহ উৎপাত আরম্ভ করিয়াছে। দলের শ্রমিকগণ ধর্ম্মঘট করিয়াছে। মাদ্রিদ হইতে সেসারিশ প্রদেশ ত্রিশ শত মাইল দূর। এই সেসারিশ অঞ্চলেই কোরিয়ার অবস্থিতি।

টেলিগ্রাফের তার কাটা

বিপ্লবীর দারুণ অত্যাচার, উহারা টেলিগ্রাফ এবং টেলিফোনের তার কাটিয়া দিয়াছে। বিপ্লবী দমনে পুলিস বাহিনী প্রেরিত হইয়াছে।

বার্সিলোনায় হাঙ্গামা

বার্সিলোনার ভীষণ হাঙ্গামা হইবার কথা। ৫ই তারিখ ধর্ম্মঘটকারিগণের উপর গভর্ণর জেনারেলের শেষ সতর্ক বাণীর আয়ু ফুরাইবে। সহরের গাড়ী চলাচল গভর্ণরের তত্ত্বাবধানে রহিয়াছে।

বিদ্রোহের ভয়

ভূতপূর্ব্ব সোসিয়ালিষ্ট সচিব সিনর ইন্দালেসিও পিয়েটো বলিয়াছেন, যদি ফ্যাসিষ্ট তন্ত্রের প্রভা হইতে হয় তাহা হইলে ভীষণ বিদ্রোহ উপস্থিত হইবে।

গভর্ণরের সতর্কবাণী

মালবাড়ী শ্রমিকদের উপর গভর্ণর সতর্কবাণী প্রয়োগ করিয়া বলিয়াছেন— তোমরা যদি ধর্ম্মঘট বন্ধ না কর এবং ৮ দিন রাত্রি হইতে কার্য্যে যোগদান না কর। তাহা হইলে তোমাদিগকে বিতাড়িত করা হইবে।

বিপজ্জনক অবস্থা

স্পেনের অবস্থা এখন বিপজ্জনক। সরকার ভাবিতেছেন, পাছে বা অরাজকতা উপস্থিত হয়। সংবাদপত্রের উপর কড়া হুকুম। প্রকাশিত হইবার পূর্ব্বে কাগজখানিকে বিশিষ্ট আদালতে হাজির করিতে হইবে।

বিদ্রোহের সৃষ্টি

সভা সমিতি বন্ধ। কর্তৃপক্ষকে না দেখাইয়া সংবাদপত্র প্রকাশ করা নিষেধ। পুলিসের চেষ্টায় স্পেনে বিদ্রোহের সৃষ্টি হইতে পারে নাই। সৈন্যবাহিনী আসিয়া পৌঁছিয়াছে। ধর্ম্মঘটকারীরা বড়ই হাঙ্গামা আরম্ভ করিয়াছে, যখন তখন একটা ভীষণ বিদ্রোহ উপস্থিত করিতে পারে। সোসিয়ালিষ্ট এবং কমিউনিষ্ট দল পুরা বিদ্রোহের যাত্রী হইয়াছে।

চাঁদপুরে বিমান অবতরণ

কলিকাতা হইতে আগত একখানা এরোপ্লেন ৬ই তারিখ বেলা ১১টার সময় ঘোড়ামারার এ, বি, রেলের মাঠে অবতরণ করে। উহা সহরের পূর্ব্ব দিকে এক মাইল দূরে অবস্থিত। পুলিস পূর্ব্ব হইতে সংবাদ পাইয়া মাঠে পাহারা দিবার জন্য উপস্থিত ছিল। বিমান অবতরণ দেখিবার জন্য বহু সহস্র ব্যক্তি তথায় সমবেত হইয়াছিল। বিমানখানা প্রায় এক ঘণ্টা পরে ঢাকা যাত্রা করে।

সিসিতে গুর্খা সৈন্য

প্রথম সংখ্যক গুর্খা রাইফেল সৈন্যদলের কতিপয় সৈন্য ১৪ই তারিখে সাহারানপুরে যাইয়া কুচকাওয়াজ করিবে। তাহার পরদিন উহারা ছাতিন-গ্রামে যাইবে। গ্রামটী সাহারানপুর রেল ষ্টেশনের নিকটে। ছাতিন-গ্রাম হইতে সৈন্যরা শিলং যাইবে।

নাদির শা খুনের তদন্ত

নাদির শাহের খুন সম্পর্কীয় সমস্ত তদন্তই পুলিস শেষ করিয়াছে। অবদুল খালিক ও তাহার সহকর্ম্মীদিগের বিচার শীঘ্রই আরম্ভ হইবে। প্রকাশ, আফগান পুলিস এই ব্যাপারের যখন তদন্ত করিতেছিল সেই সময়ে তাহারা বৃটিশ বিরোধী কতকগুলি কাগজপত্রের সন্ধান পায়, তারপর তাহারা জোর তদন্ত করিয়া বিশেষ আপত্তিজনক কতকগুলি পুস্তক হস্তগত করে। প্রকাশ, আসামী এক স্বীকারোক্তি করিয়াছে।

সর্ব্বত্র শান্তি প্রতিষ্ঠিত

আফগানিস্থানের সর্ব্বত্র শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। কাবুলের বৈদেশিক বিভাগ হইতে পেশোয়ারের আফগান ট্রেড এজেণ্ট এই মর্ম্মে এক তার পাইয়াছেন যে, জার্ম্মাণ মন্ত্রী রাজা জাহির শাহকে রাজা বলিয়া স্বীকার করিয়া তাঁহাকে এক নিদর্শন পত্র প্রদান করিয়াছেন।

রাজা জাহির শাহের নিকট জার্ম্মাণ দূত

কাবুল হইতে স্থানীয় আফগান কন্‌সাল কর্ত্তৃক প্রাপ্ত তারের সংবাদে প্রকাশ, গত ৪ঠা ডিসেম্বর কাবুলস্থ জার্ম্মাণ রাজদূত সরকারীভাবে রাজা জহির শাহের নিকট তাঁহার পরিচয় পত্র প্রদান করেন।

হত্যায় পুলিস তদন্ত শেষ

কাবুল হইতে প্রাপ্ত আর একটি তারের সংবাদে প্রকাশ, রাজা নাদির শাহের হত্যাকারী আবদুল খালেকের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ সম্পর্কে তদন্ত আফগান পুলিস শেষ করিয়াছে। শীঘ্রই তাহার বিচার হইবে।

পুলিস তদন্তের ফলে আফগান সরকারের বিরুদ্ধে রাজদ্রোহকর পুস্তিকা প্রচারের সন্ধান নাকি পুলিস পাইয়াছে। সমস্ত আফগানিস্থানে শান্তি ও শৃঙ্খলা বিরাজ করিতেছে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক
—পারমার্থিক পত্র—
শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশ
তনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনম্,
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং
প্রেমা পুমর্থো মহান্,
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং
তত্রাদরো নঃ পরঃ॥

৮ম বর্ষ ৯ নারায়ণ গৌরাব্দ ৪৪৭, ২৫শে অগ্রহায়ণ বঙ্গাব্দ ১৩৪০, ১১ই ডিসেম্বর ইং ১৯৩৩, সোমবার ২৩৫ তম সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

গত ১৮ই অগ্রহায়ণ ৪ঠা ডিসেম্বর সোমবার শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয় মঠের উৎসব আরম্ভের দিন ছিল। সেদিন ভোর ৫টায় শ্রীশ্রীগৌরবিনোদ জীউর মঙ্গলারাত্রিকের পর ভক্তগণ সমকণ্ঠে—

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ।
শ্রীঅদ্বৈত গদাধর শ্রীবাসাদি গৌরভক্তবৃন্দ॥"

—গীত আরম্ভ করিলেন। মৃদঙ্গ ও করতাল কণ্ঠধ্বনির সহিত মিলিত হইয়া অনন্তের কীর্ত্তনে চতুর্দ্দিক মুখরিত করিয়া তুলিল। প্রভুর মধুর মৃদঙ্গ, জীবন্ত-মৃদঙ্গ সঙ্গে অসৎসঙ্গের করালগ্রাস হইতে উদ্ধার করিয়া নিদ্রিত জীবকুলকে শুধু জাগ্রত করিয়া নিরস্ত হইল না, চেতনমন্ত্র-শ্রবণে শ্রীচৈতন্য-নিত্যানন্দের অমন্দোদয়দয়ার বিচার করিবার অবকাশ দিল।

পূর্ব্বাহ্নে ভক্তগণ দ্বারে দ্বারে প্রভুর বাণী প্রচার করিলেন। দ্বিপ্রহরে ঠাকুরের ভোগারতি ও কীর্ত্তন হইল। অপরাহ্নকাল ইষ্টগোষ্ঠীতে গুরু গৌরের গুণ-বর্ণনায় অতিবাহিত হইল।

সন্ধ্যারাত্রিকের পর গৌরবিহিত কীর্ত্তনান্তে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ আরম্ভ করিলেন। বুদ্ধির ত্রিবিধ অবস্থা—জাগরণ নিদ্রা ও সুষুপ্তি। বদ্ধজীবের এই বুদ্ধিই সংসারের কারণ, অসত্যে সত্য-প্রতীতি-প্রদানই এই বুদ্ধির দান। সেই বুদ্ধির মূল—অজ্ঞান। সুতরাং ত্রিগুণাত্মক কর্ম্ম-প্রবাহের বীজনাশ ব্যতীত সংসারনাশের সম্ভাবনা নাই।

যেমন দিগ্ভ্রান্ত জীবগণের ভ্রান্তি-নাশের উপদেশে ভিন্ন ভিন্ন লোক ভিন্ন ভিন্ন দিকের নির্দ্দেশ করিলেও সূর্য্যদেবের উদয়ে যেমন অভ্রান্তভাবে দিগ্ভ্রান্তির নাশ হয় তেমনি বীজনাশের পন্থা বহু লোক বহু প্রকার বলিলেও শ্রীভগবদ্ কথিত পন্থাই একমাত্র অবলম্বনীয়।

শ্রোতার সংখ্যা এত বৃদ্ধি পাইয়াছে যে বহু লোক বসিবার স্থান না পাইয়া ১॥ ঘণ্টাকাল দণ্ডায়মান হইয়া একাগ্রচিত্তে পাঠ শ্রবণ করিয়াছে।

'মধুরেণ সমাপয়েৎ' রীতি-অনুসারে স্বামীজীর মধুর-সংকীর্ত্তনে সকলেই পরম প্রীত হইয়াছেন।

মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ অনন্ত-বাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ প্রভু পাটনা সৎশিক্ষা-প্রদর্শনীর কার্য্য সমাপন-পূর্ব্বক গত ৬ই ডিসেম্বর বুধবার কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠে শ্রীল প্রভুপাদের পাদপদ্মে উপস্থিত হইয়াছেন।

গত ৭ই ডিসেম্বর বৃহস্পতিবার ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট বোর্ডিংএর সাপ্তাহিক অধিবেশনে শ্রীধাম-মায়াপুর শ্রীযোগপীঠে শ্রীপাদ শুভবিলাস দাসাধিকারী ভক্তিশাস্ত্রীজী শ্রীচৈতন্যভাগবত হইতে 'শ্রীভৃগুমুনি'র উপাখ্যান পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। পাঠের আদি ও অন্তে শিশুমতি বালকবৃন্দ সুললিত-কণ্ঠে গুরুবন্দনা, মহাজনপদাবলী ও 'হরেকৃষ্ণ' মহামন্ত্র কীর্ত্তন করেন।

ভক্তিশাস্ত্রীজী পাঠকালে বলেন,—একদা সরস্বতীনদীতটে একটী বৃহতী সভায় মুনিবৃন্দ আগমন করিলে তথায় 'ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর' এই তিন জনের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ এই প্রশ্ন উত্থাপিত হয়। কেহ ব্রহ্মা, কেহ বিষ্ণু এবং কেহ বা শিবের মহিমা-কীর্ত্তনমুখে নিজ নিজ মত-স্থাপনে অনুকূল যুক্তি প্রদর্শন করেন। স্থির-সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে না পারিয়া তাঁহারা সকলেই বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ ভৃগুমুনির উপর এই প্রশ্নসমাধানের ভার অর্পণ করেন।

বৈষ্ণবপ্রবর ভৃগুমুনি প্রশ্ন সমাধানোদ্দেশ্যে সভা পরিত্যাগ পূর্ব্বক ব্রহ্মার সমীপে উপনীত হইলেন। ব্রহ্মার জ্যেষ্ঠ তনয় হইয়া তিনি বিরিঞ্চির স্তব, গৌরববাক্য বা পাদ-সম্বাহনাদি কিছুই করিলেন না। পুত্র হইয়া পিতার গৌরব হানি করা কোনক্রমেই কর্ত্তব্য নহে, তথাপি ব্রহ্মার সর্ব্বিজ্ঞত্ব পরীক্ষা করিবার জন্য ভৃগু ঐরূপ অসৌজন্য প্রকাশ করিলেন। উহাতে ব্রহ্মা অসন্তুষ্ট হইয়া ভৃগুকে ভস্মসাৎ করিতে গেলেন। তখন ভৃগু স্বয়ং বুঝিতে পারিলেন—ব্রহ্মা সর্ব্বকারণ-কারণ নহেন, ব্রহ্মাণ্ডের স্রষ্টা মাত্র।

অতঃপর ভৃগু রুদ্রের নিকট গমন করিলে রুদ্র আপনাকে শ্রেষ্ঠ-জ্ঞানে ভৃগুকে কনিষ্ঠ জানিয়া প্রেমালিঙ্গন দিতে গেলেন। ভৃগু রুদ্রকে ভৎর্সনা করিলেন। কনিষ্ঠ ভৃগু জ্যেষ্ঠ ত্রিলোচনকে দুর্বিনীত ব্যবহার দেখাইতে গিয়া রুদ্রের ক্রোধ উদ্রেক করিলেন। রুদ্র সংহারমূর্ত্তিতে ভৃগুবধে যত্নবান্ হওয়ায় রুদ্রতত্ত্ব বুঝিতে ভৃগুর বিলম্ব হইল না। তদনন্তর ব্রহ্মার মানসপুত্র ভৃগুমুনি ক্ষীরসাগরে গিয়া লক্ষ্মীসেবিতচরণ শ্রীবিষ্ণুর দর্শন পাওয়া মাত্রই ভগবান্ বিষ্ণুর বক্ষে পদাঘাত করিলেন। ভগবান্ তৎক্ষণাৎ উঠিয়া ব্রহ্মার ও রুদ্রের বিচারের ন্যায় ক্রুদ্ধ ত' হইলেনই না, বরং তৎপরিবর্ত্তে অত্যন্ত প্রসন্নভাবে ভৃগুকে সসম্ভ্রমে নমস্কার করিলেন এবং আত্মদোষ ক্ষালন করাইবার প্রার্থনা জানাইলেন। ভগবান্ ভৃগুকে আরও বলিলেন—তাঁহার সেবিকা লক্ষ্মী যে বক্ষে স্থান পাইয়াছেন, তিনি সেই বক্ষেই ভক্ত-বরের পদ ধারণ করিলেন।

শ্রীবিষ্ণুর এবম্প্রকার বিনয়-ব্যবহার দর্শন করিয়া ভৃগু অত্যন্ত বিস্মিত ও লজ্জিত হইলেন। পরে তাঁহার অঙ্গে সাত্ত্বিক বিকার প্রকাশিত হইলে তিনি এই বলিয়া আনন্দে প্রেমভরে নৃত্য করিতে লাগিলেন।

'সবার ঈশ্বর কৃষ্ণ, সবার জীবন।
এই সত্য বলি নাচে ব্রহ্মার নন্দন॥'

অনন্তর ভৃগু সর্ব্বভাবে ঈশ্বরকে প্রাণ সমর্পণ করিয়া মুনিসভায় আগমন পূর্ব্বক তাঁহাদের সংশয় নিরসন করতঃ বলিতে লাগিলেন,—

'সর্ব্বশ্রেষ্ঠ—শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ নারায়ণ।
সত্য সত্য সত্য এই বলিল বচন॥
সবার ঈশ্বর কৃষ্ণ—জনক সবার।
ব্রহ্মা শিব করেন যাঁহার অধিকার॥
কর্ত্তা হর্ত্তা রক্ষিতা সবার নারায়ণ।
নিঃসন্দেহে ভজ গিয়া তাঁহার চরণ॥
সেই কৃষ্ণ সাক্ষাৎ—চৈতন্য ভগবান্।
কীর্ত্তন-বিহারে' হইয়াছেন বিদ্যমান॥'

ভৃগুমুনির এই ত্রিকালসত্য বচন শুনিয়া মুনিগণ নিঃসন্দেহে পরমানন্দিত-মনে কৃষ্ণ-সেবায় মনোনিবেশ করিলেন,—

'কৃষ্ণভক্তি সবে লইলেন দৃঢ় মনে।
ভক্তরূপে ব্রহ্মা-শিব পূজেন যতনে॥'

(ক্রমশঃ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১ নারায়ণ সর্কারের সঙ্কর্ষণ

শিক্ষা

(২)

অসৎসঙ্গ-ত্যাগের যেরূপ প্রয়োজন সৎসঙ্গলাভের প্রয়োজনও ততোধিক। যাঁহারা উপর্য্যুপরি সৎসঙ্গ করিতে থাকেন, তাঁহাদিগের সেবাবৃত্তি উত্তরোত্তর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। যাহার যে পরিমাণে ভগবৎসেবা করিবার সুযোগ উপস্থিত হয়, তন্মাত্রায় তাহাকে ভোগ মোক্ষপর কার্য্যে নিযুক্ত থাকিতে হয় না। অবশেষে যখন পূর্ণমাত্রায় ভগবৎসেবা-কার্য্য হইতে থাকে, তৎকালে ইতর-কার্য্যের সম্পূর্ণরূপ অনুশীলনাভাব সংঘটিত হয়। এরূপ অবস্থাকে অনর্থশূন্যাবস্থা কহে। এই অনর্থশূন্যাবস্থাপ্রাপ্ত ব্যক্তি ভগবত্তত্ত্বের অনুভব করিতে সমর্থ হ'ন এবং মনঃপ্রাণহর দিব্যানুভূতির প্রভাবে তাঁহাকে আর কস্মিন্‌কালেও ইতর কামনার বশীভূত হইতে হয় না। অতএব পতিতপাবন সাধুর অনুসন্ধান পাইবামাত্র বৃথা কালক্ষেপ না করিয়া তাঁহার সঙ্গ করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হওয়া উচিত।

শ্রীমদ্ভাগবত বলেন,—"সতাং প্রসঙ্গান্মম বীর্য্যসংবিদো ভবন্তি হৃৎকর্ণরসায়নাঃ কথাঃ" অর্থাৎ সাধুর নিকট গমন করিলে ভগবদ্ভক্তির বৃদ্ধিকর ও কর্ণমনের তৃপ্তিকর অজস্র হরিকথা শ্রবণ করিতে পারা যায়। যখন মানবগণ সাধুসঙ্গ করেন না—তৎকালে অসৎ কাম্যকথাই শুনিতে হয়। এই কাম্যকথাগুলি ভেক-গর্জ্জন সদৃশ। ভেকের গর্জ্জন শুনিয়া সর্পকুল বুঝিতে পারে কোথায় সেই ভেক অবস্থান করিতেছে এবং হঠাৎ তথায় আগমন পূর্ব্বক তাহাকে গলাধঃকরণ করিয়া থাকে। সুতরাং কাম্যকথার বক্তা এবং শ্রোতা উভয়েই ভেকগণের ন্যায় অকালমৃত্যুকে আকর্ষণ করিতে থাকেন ও দেহান্তে যম-কিঙ্করগণ কর্ত্তৃক ভীষণ নরকে নীত হ'ন। কাম্যকথাকে গ্রাম্যকথাও কহে। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে উক্ত হইয়াছে, 'গ্রাম্য কথা না কহিবে, গ্রাম্য কথা না শুনিবে' এই বিধিবাক্য হইতে স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে, গ্রাম্যকথা বর্জ্জনীয় ও পরমার্থবিষয়ক কথা আদরণীয়। যেহেতু অসৎসঙ্গ হইতে গ্রাম্যকথা শুনিবার অবসর হয় তজ্জন্য উহা ত্যাজ্য, অতএব সাধুসঙ্গে বাস করিবার সুবিধা যাহাতে হয় তদ্বিষয়ে বিশেষ মনোযোগ দেওয়া একান্ত কর্ত্তব্য।

শ্রীমদ্ভাগবত বলেন,—'সন্ত এবাস্য ছিন্দন্তি মনোব্যাসঙ্গমুক্তিভিঃ' অর্থাৎ মহাভাগবতগণ শাস্ত্রীয় উক্তিরূপ খড়্গ দ্বারা বদ্ধজীবের হৃদয়স্থ কুসংস্কার ও তজ্জনিত দুর্ব্বাসনাসমূহের ছেদন করেন। কুসংস্কার ও তৎপুষ্ট অন্যাভিলাষিতারূপ বন্ধনরজ্জুসমূহের ছেদনার্থ ভক্তগণ কর্ত্তৃক যে-সকল বাক্য কথিত হয় অনেক সময় শিক্ষার্থীর নিকট তাহা কটু বলিয়া অনুভূত হইয়া থাকে। 'কুইনাইন' তিক্ত হইলেও উহার তুল্য জ্বরনাশক পদার্থান্তর না থাকায় উহাই যেমন সেবনযোগ্য ও অব্যর্থ-ফলপ্রদ এবং যন্ত্রণাদায়ক হইলেও দেহে উৎপন্ন বিস্ফোটক-শান্তির জন্য অস্ত্রোপচারের যেরূপ প্রয়োজনীয়তা দৃষ্ট হয় তদ্রূপ সাধুবর্গনিঃসৃত জীবোদ্ধারকল্পে প্রযুক্ত শাস্ত্রীয় বচনাবলী বদ্ধজীবের নিকট আপাততঃ কঠোর হৃদয়বিদারক বাণসদৃশ বোধ হইলেও উহাদিগকে ভবিষ্যৎ-কল্যাণের বীজস্বরূপ মনে করাই যুক্তিসঙ্গত। বিদ্যাভ্যাসের সময় শিশুকে ক্রীড়া করিতে দেখিলে তাহার অভিভাবক তাহাকে তিরস্কার করেন। সেই ভর্ৎসনাকে যেমন লোকে গর্হিত বিষয় মনে করেন না, তদ্রূপ স্বসুখপর ব্যক্তিগণের কুসংস্কারাদি বিনাশার্থে সাধুগণকৃত প্রযত্নকে নিন্দনীয় ব্যাপার মনে করা উচিত নহে। যাঁহারা সাধুগণের কার্য্যে দোষ দর্শন করেন তাঁহাদিগের বিষয়াসক্তি পরিত্যক্ত না হইয়া অপরাধহেতু উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইতে থাকে।

নিরপেক্ষভাবে বিচারপূর্ব্বক আত্মোন্নতি-সাধনেচ্ছুগণকে সার গ্রহণে সর্ব্বদা তৎপর হইতে হইবে। পক্ষপাতিত্বহেতু যাঁহারা সারগ্রহণে অপারক বা বিরত তাঁহারা এই দোষ হইতে অধঃপতিত হন; ইঁহারা কদাপি আত্মার উন্নতি-সাধনে সমর্থ হন না। শুদ্ধ মহাভাগবতের অনুসন্ধান পাইবামাত্র মাহেন্দ্র ক্ষণ আসিয়াছে স্থির করিয়া যাঁহারা তাঁহার দর্শনার্থ উৎসুক হন, তাঁহার দর্শন লাভ করেন এবং তাঁহার শ্রীমুখনিঃসৃত হরিগুণানুকীর্ত্তন শুনিতে শুনিতে ও তদীয় আনুগত্যে ভগবৎসেবা করিতে করিতে ক্রমশঃ অনর্থশূন্য ও কৃতার্থ হন। যাঁহারা হেলা বা অশ্রদ্ধাপূর্ব্বক তাঁহার সঙ্গলাভে বঞ্চিত হন তাঁহারা মহৎ-লঙ্ঘনরূপ অপরাধবশতঃ ক্রমশঃ বাহ্যবিষয়ে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর আসক্ত হন ও ক্ষীণদশায় পুনশ্চ সাধুসঙ্গ করিবার সুযোগ প্রাপ্ত হন না। আত্মোন্নতি করিবার সোপানরূপ ভক্তসঙ্গের সুযোগ জীবনে বহুবার উপস্থিত হয় না। তজ্জন্য শুদ্ধভক্তের অনুসন্ধান পাইবামাত্রই কালবিলম্ব না করিয়া তাঁহার সঙ্গলাভের জন্য যাঁহারা বদ্ধপরিকর হন তাঁহারাই ভাগ্যবান্।

জীবের স্বরূপে অহৈতুকী কৃষ্ণসেবার প্রবৃত্তি বর্ত্তমান। সদা অজ্ঞানাচ্ছন্ন-অবস্থায় তাঁহারা আপনাদিগকে অভাবগ্রস্ত অল্প কোন প্রকার স্বভাববান্ মনে করেন ও স্বসুখ সাধনার্থ তৎপর হন। সুতরাং বদ্ধভূমিকায় কৃতকার্য্যের মূলে কাম প্রবর্ত্তনরূপে অবস্থান করিয়া থাকে। এই জন্য ঐ নিম্নভূমিকা হইতে উন্নত অহৈতুকী ভগবৎসেবাপর ভূমিকায় যাইতে হইলে, কামগন্ধ-পরিশূন্য হইতে হয়। যাঁহারা কামনার বশীভূত হইয়া ভগবদারাধনায় নিযুক্ত হন, তাঁহারা স্বসুখান্বেষী হওয়ায় কখনও অহৈতুক-রাজ্যে প্রবেশ করিতে সমর্থ হন না।

যাঁহারা শ্রীশালগ্রাম-শিলার দ্বারা বাদাম ভাঙ্গিয়া খাইতে প্রস্তুত তাঁহারা প্রকৃতপক্ষে ভগবানের দ্বারা নিজ সেবা করাইবার প্রার্থী। তাঁহারা যখন বাদামগুলিকে অন্য যন্ত্রের সাহায্যে ভাঙ্গিয়া শ্রীশালগ্রামকে নিবেদন করিতে উদ্যত হইবে কেবল তখনই তাঁহাদিগকে ভগবানের সেবক বলা যাইবে—তৎপূর্ব্বে নহে। ভগবৎ সেবাপ্রার্থী ব্যক্তিদিগকে কামগন্ধ-পরিত্যাগের জন্য প্রথমতঃ বিধিমার্গে অর্থাৎ কর্ত্তব্যবুদ্ধিতে সেবাকার্য্য সাধন করিতে হইবে। পরে অনর্থমুক্ত হইলে আত্মসুখবাঞ্ছার লেশমাত্র না থাকায় তাঁহারা প্রীতিপূর্ব্বক ভগবৎ-সেবা করিতে সমর্থ হইবেন। এই প্রীতিভাবের উদয় না হওয়া পর্য্যন্ত কর্ত্তব্যপরায়ণ হইয়া ভগবৎ-সেবাকার্য্য সাধন না করিলে সকাম-উপাসনার ভাব হৃদয়কে ছাড়িয়া ফেলে ও সাধককে নিষ্কাম-রাজ্যে প্রবেশ করিতে দেয় না। যাঁহারা সেবাকালে প্রীতির ভাব হৃদয়ে একবারও আস্বাদন করিতে সমর্থ হইয়াছেন, তাঁহাদিগকে বৈষয়িক সুখ আর আকর্ষণ করিতে পারে না। তাঁহারা উত্তরোত্তর অধিক সেবানন্দরস আস্বাদন করিয়া থাকেন, যথা শ্রীনারদ ভক্তিসূত্রে "প্রতিক্ষণং বর্দ্ধমানং আনন্দং লভতে"।

মহাভাগবতদিগকে ভক্তগণ অপ্রাকৃত গুণসম্পন্ন নিষ্কিঞ্চন মহাপুরুষরূপে দর্শন করেন এবং অভক্তগণ তাঁহাদিগকে তাঁহাদিগের ন্যায় কাম-কলুষিত সাধারণ মনুষ্যরূপ দেখেন। একই ব্যক্তিকে বিভিন্নরূপে দর্শন করায় প্রতিপন্ন হইতেছে যে দ্রষ্টার স্বভাবের পার্থক্যই উক্ত প্রকার পৃথক্ পৃথক্ দর্শনের মূলীভূত কারণ। অভক্তগণের বুদ্ধি ভ্রম, প্রমাদ, বিপ্রলিপ্সা ও করণাপাটবরূপ দোষযুক্ত এবং তন্নিমিত্ত তাঁহারা অসাধুকে সাধু, অসৎ উপদেশকে সদুপদেশ, সাধুকে অসাধু, এবং সদুপদেশকে অসদুপদেশ ইত্যাদি প্রকার বিপরীত-ভাব-পোষণে বাধ্য হন।

বিষয়াসক্তি পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য; কিন্তু অজ্ঞব্যক্তিগণকে যাঁহারা উক্ত আসক্তিবর্দ্ধক উপদেশ দেন তাঁহাদিগকে তাঁহারা গুরুত্বে বরণ করিতে প্রবৃত্ত হন। সাধুগণ যদি বিষয়াসক্তি ছেদনার্থ হিতকর কথা বলেন, তাহা তাঁহাদিগের নিকট অমঙ্গলজনক ও কটু বোধ হয় এবং তজ্জন্য তাঁহারা সাধুদিগের নিন্দা করিতে ও অপযশ-ঘোষণার দ্বারা অনিষ্টসাধন করিতেও কুণ্ঠিত হন না। যে পর্য্যন্ত না তাঁহারা বুঝিতে পারিবেন যে, তাঁহাদিগের দর্শনে ভুল আছে এবং ভ্রম-সংশোধনের জন্য মহাভাগবতদিগের শরণাপন্ন হইবেন—তাবৎকাল পর্য্যন্ত তাঁহারা আপনার 'খাট্টা' দধিকে 'মিঠা' বলিতে পশ্চাৎপদ হইবেন না। দর্শন-রহস্যটী ভেদ করা অত্যন্ত কঠিন। অতএব সর্ব্বাগ্রেই এতদ্‌রহস্যের উদ্‌ঘাটন করিবার শিক্ষা করা কর্ত্তব্য। দর্শনরহস্য যত উদ্‌ঘাটিত হইতে থাকিবে, শিক্ষার্থী ততই অনিত্য বিষয়ের অসারতা, অক্ষজজ্ঞানের হেয়তা, সাধুসঙ্গের প্রয়োজনীয়তা, অধোক্ষজ-জ্ঞানের উপাদেয়তা উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইবেন।

একদিন কতিপয় মহিষ কোন এক পুষ্করিণীর জলে অবগাহন করিতেছিল। তাহাদিগকে জল হইতে উঠাইবার জন্য তাহাদিগের পালক একটী শূন্য-পাত্র পুষ্করিণীর তীর হইতে দেখাইতে লাগিলেন। নিকটবর্ত্তী মহিষটী ঐ শূন্য-পাত্রকে দেখিয়া উহাতে খাদ্য আছে মনে করিল এবং খাইবার আশায় জল হইতে উঠিল। এই মহিষটী জল হইতে খাদ্যের লোভে উঠিয়া যাইতেছে দেখিয়া অন্যান্য মহিষগুলিও তাহার অনুগমন করিতে আরম্ভ করিল। অবশেষে যখন সমুদয় মহিষ জল হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল, তখন ঐ পালক কিছু কিছু পশ্চাৎপদ হইতে লাগিলেন, মহিষগুলিও পূর্ব্বের ন্যায় খাদ্যের লোভে পালকের নিকটবর্ত্তী হইবার জন্য গমন করিতে লাগিল। ক্রমশঃ পালক নিজগৃহে প্রবেশ করায় মহিষগুলিও গৃহে প্রবিষ্ট হইল।

মহিষগুলি গৃহে প্রবিষ্ট হইবার পর গৃহস্বামী তাহাদিগকে বন্ধন-রজ্জুতে আবদ্ধ করিলেন। এই ঘটনাটী সত্য; বদ্ধমানবগণ ঠিক এই মহিষগুলির ন্যায় শূন্যগর্ভ বাহ্য-পদার্থলাভের আশায় মায়াশক্তি কর্ত্তৃক চালিত ও আসক্তি-রূপ রজ্জু দ্বারা কারাগার-সদৃশ ত্রিতাপপূর্ণ অনিত্য জগতে আবদ্ধ হইয়াছেন। সাধুরূপ সুহৃদ্ ব্যতীত আর কেহ এই কারাগার হইতে মুক্ত করিতে সমর্থ নহে। অতএব ত্রিতাপজ্বালা-নিবারণের জন্য সাধুবৈদ্যের শরণাপন্ন হইতে যাহারা অক্ষম তাহারা যে নিতান্ত মূর্খ ইহা বলা নিষ্প্রয়োজন।

কৃষ্ণনাম ভজ জীব, আর সব মিছে। পলাইতে পথ নাই যম আছে পিছে॥

"ভোগী, কর্ম্মী ও জ্ঞানিগণ স্বসুখের আশায় সাধনে নিযুক্ত। ইহাদিগের মধ্যে যাহারা ক্ষুধাতুরকে অন্নদান, রোগীকে ঔষধপ্রদান, পথিকের জন্য পান্থনিবাস-গঠন ইত্যাদি প্রকার পরোপকারজনক কার্য্য করেন, তদ্দ্বারা নিজকল্যাণ সাধিত হইবে এইরূপ একটী উদ্দেশ্য সেই কর্ম্মীদিগের হৃদয়ে অন্তর্নিহিত থাকে সুতরাং নিজ-কল্যাণই মুখ্য ও পরোপকারটী গৌণ-উদ্দেশ্য। যেহেতু নিজকল্যাণই মুখ্য উদ্দেশ্যরূপে অবস্থিত, তজ্জন্য সেই সমুদয় কার্য্য প্রকৃতপক্ষে পরোপকারের ভাণ মাত্র। দেহ ও মন অনিত্য পদার্থ এবং তদতিরিক্ত যে জীব নামক বস্তু তাহা নিত্য। দেহ ও মন বাহ্যবিষয়ে রত থাকে, কিন্তু জীবের কার্য্য সর্ব্বদা ভগবৎসেবা করা। 'পরার্থপরতা' শব্দ যখন ভগবৎসেবাকেই বুঝায় এবং জীবের একমাত্র কার্য্যই যখন ভগবৎ-সেবা তখন ভক্তগণই কেবল পরার্থপর। বদ্ধজীব-গণ ভগবৎসেবা ভুলিয়া গিয়াছেন। যাঁহারা বদ্ধজীবগণকে সদুপদেশ-দানে ভগবৎ-সেবার্থ উন্মুখ করেন, তাঁহারা সেবক সংখ্যা বৃদ্ধি করা হেতু ভগবৎসেবার সহায়তা করেন। এই সহায়তা-করণরূপ কার্য্য ভগবানের অভিপ্রেত, যথা—শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে অব-তার-শিরোমণি শ্রীমদ্ গৌরসুন্দরাদেশ—

'আমার আজ্ঞায় গুরু হঞা তার এই দেশ।'

"পরিত্রাণায় সাধূনাম্ বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্ম্ম-সংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে।"

এই গীতোক্তি হইতে জানা যাইতেছে যে, ভগবান্ স্বয়ং জীব-উদ্ধারের জন্য যুগে যুগে ধরাধামে অবতীর্ণ হ'ন। ভগবান্ ধর্ম্মপ্রচারার্থ যখন নিজে আগমন করেন তখন প্রচার-কার্য্যটী যে তাঁহার অভিপ্রেত অর্থাৎ বিরুদ্ধ-ভাবাত্মক নহে, ইহা কে না স্বীকার করিবে? সুতরাং বদ্ধজীবের নিকট হরিগুণানুকীর্ত্তন-করারূপ কার্য্যের মূলে ভগবৎ-প্রীতিরূপ উদ্দেশ্যের পরিবর্ত্তে স্বার্থ-পরতার লেশমাত্রও অবস্থান করিতে পারে না। সাধুগণের একমাত্র কৃত্য ভগবচ্চর্চ্চা করা। তাঁহারা অন্য সাধুর সঙ্গেই থাকুন বা বদ্ধজীবের নিকটেই থাকুন, ভগবৎ-চর্চ্চা ব্যতীত তাঁহাদিগের যখন অন্য কোন কৃত্য নাই, তখন বদ্ধজীবের নিকটস্থ হইলে তাঁহারা স্বভাবসিদ্ধ ভগবৎ-চর্চ্চাই করিবেন। ভগবচ্চর্চ্চাটী তাঁহাদিগের মুখ্য উদ্দেশ্য হইলেও গৌণভাবে জীবোদ্ধার-কার্য্যও সাধিত হইয়া থাকে, কাজেই সাধুগণের প্রচারকার্য্যে স্বার্থপরতার অপবাদ আদৌ স্পর্শযোগ্য নহে।

বর্ত্তমানকালে শিক্ষা-শব্দের প্রকৃত অর্থ অনেকেই অবগত নহেন। ভোগমোক্ষপর কার্য্যের উন্নতিবিধান করাই বর্ত্তমানকালের শিক্ষার বিষয়—পদার্থবিদ্যা, অর্থনীতি, রাজনীতি, শিল্পবিদ্যা ইত্যাদি। বিদ্যার দ্বারা ভোগেরই সুবিধা হয়। যেহেতু এই সমুদয় বিদ্যার দ্বারা কামেরই অনুশীলন হইয়া থাকে, তন্নিমিত্ত উহাদিগকে কুশিক্ষা বলাই যুক্তিসঙ্গত। যদ্দ্বারা ভগবদ্ভক্তি বৃদ্ধি পায় তাহাকে প্রকৃত শিক্ষা কহে। সেই শিক্ষার সাধুসঙ্গই প্রথম পাঠ বা বর্ণপরিচয়, সৎশাস্ত্রাদির অধ্যয়ন দ্বিতীয় পাঠ, চরিত্রগঠন তৃতীয়পাঠ ও ভগবৎসেবা চতুর্থ পাঠ। অনর্থনিবৃত্তি হইলে শিক্ষার উদ্‌-যাপন হয়। অনর্থনিবৃত্ত ব্যক্তি ভগবদ্দর্শন লাভ করেন। যিনি ভগবদ্দর্শন লাভ করেন তাঁহাকে আর কদাপি অনর্থযুক্ত হইতে হয় না। ইহাই মানব-জীবনের শিক্ষার চরম।

শ্রীপাদ পুরী মহারাজের বক্তৃতা

(১)

সমবেত সজ্জনমণ্ডলি; আজ আমি আপনাদের আহ্বানে এই স্থানে এসে "শ্রীশ্রীগৌরনিত্যানন্দের পতিতোদ্ধারলীলা" সম্বন্ধে কিছু কীর্ত্তন করবার জন্য দাঁড়িয়েছি। আপনারা অনুগ্রহপূর্ব্বক কিছু সময় ভিক্ষা দিয়ে কীর্ত্তনের সুযোগ দিয়েছেন, সেজন্য আপনাদিগকে ধন্যবাদ দিচ্ছি।

শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর ব'লেছেন—

"গৌরাঙ্গের মধুর লীলা যার কর্ণে প্রবেশিলা,
হৃদয় নির্ম্মল ভেল তার"

অর্থাৎ আমাদের মত কলিহত পতিত-জীবের চিত্তদর্পণ মার্জ্জিত করতে হ'লে শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের অমৃতময়ী নাম-রূপ-গুণ-লীলার কথা গৌরভক্তের নিকট শ্রবণ ব্যতীত অন্য কোন উপায় নাই। গৌরাঙ্গের নিগূঢ় লীলার মর্ম্ম গৌরভক্ত ব্যতীত অন্য কেহ উপলব্ধি করতে ও কীর্ত্তন করতে সমর্থ নহেন। তবে শ্রীচৈতন্য-নিজজন বা শ্রীচৈতন্যবাণীর মূর্ত্ত-বিগ্রহের পাদপদ্মে যা' শ্রবণ ক'রেছি তাই কিছু অনুকীর্ত্তন করবার চেষ্টা করব মাত্র।

আপনারা অনেকেই জানতে পারেন, শ্রীশ্রীচৈতন্যদেব ৪৪৭ বৎসর পূর্ব্বে অন্তর্দ্বীপ শ্রীধাম-মায়াপুরে অবতীর্ণ হ'য়ে পতিতোদ্ধার-লীলা ক'রেছিলেন। 'নবদ্বীপ' ধামের সম্পূর্ণ পরিচয় সম্ভবতঃ অনেকেই জানেন না। নবদ্বীপ বল্‌তে নববিধা ভক্তির নয়টী দ্বীপকে বুঝায়। অন্তর্দ্বীপ, সীমন্তদ্বীপ, গোদ্রুমদ্বীপ, মধ্যদ্বীপ, কোলদ্বীপ, ঋতুদ্বীপ, জহ্নুদ্বীপ, মোদদ্রুমদ্বীপ ও রুদ্রদ্বীপ—এই দ্বীপ নয়টী। ইহা অষ্টদলপদ্মের ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট অপ্রাকৃত-ধাম। ঐ অপ্রাকৃত পদ্মের কর্ণিকার স্বরূপ অন্তর্দ্বীপ। শ্রীধাম মায়া-পুরে শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গদেব আবির্ভূত হ'য়েছিলেন এবং তাঁর ইচ্ছাক্রমে সেখানে তাঁর পার্ষদ-গণও সমবেত হ'য়েছিলেন। সেইস্থান হ'তেই প্রেমদান-লীলা আরম্ভ হ'য়েছিল। আবির্ভাব-কালেও তিনি চন্দ্রগ্রহণের ছলে সকলকে হরিনাম করিয়েছিলেন। আবার বাল্যকালে ক্রন্দনের ছলে (হরিনাম না শুন্‌লে কিছুতেই চুপ করতেন না) হরিনাম করাতেন। বিদ্যাবিলাস-লীলাতে শ্রীগৌর-সুন্দর পরবিদ্যা অর্থাৎ যাতে কৃষ্ণভক্তি লাভ হয় সেই বিদ্যা দান করেছেন এবং জড়বিদ্যা বাদ দিয়ে সেই বিদ্যা-অর্জ্জনের উপদেশ ক'রেছেন। এইরূপে তিনি বিভিন্ন লীলা প্রকট ক'রে গয়াধামে গিয়েছিলেন। গয়াধামে যাওয়ার বাহ্য উদ্দেশ্য পিতৃলোককে প্রসাদ-পিণ্ডদান কিন্তু গুহ্য উদ্দেশ্য সদ্‌গুরুর অন্বেষণ-শিক্ষাদানরূপ-লীলা। তিনি সেখানে গিয়ে শ্রীল ঈশ্বরপুরীর নিকট দীক্ষাগ্রহণের লীলাভিনয় ক'রে তাঁকে ধন্য ক'রেছিলেন এবং সদ্‌গুরুর-পাদপদ্ম-আশ্রয়ের আবশ্যক-তার কথা জানিয়েছেন। নদী পার হ'তে হ'লে সুদৃঢ় নৌকা থাক্‌লেও তাহা পরিচালন করবার জন্য উপযুক্ত নাবিক বা কর্ণধারের দরকার, সেইজন্য আমাদের ভবসমুদ্র পার হ'তে হ'লে মনুষ্যদেহরূপ সুদৃঢ় নৌকা পেলেও তাহা পরিচালন করবার জন্য উপযুক্ত কর্ণধার বা সদ্‌গুরুর আবশ্যক, তাই তিনি স্বয়ং ভগবান্ হ'লেও গুরুপাদ-পদ্ম-আশ্রয়ের অভিনয় ক'রে জগজ্জীবকে শিক্ষা দিয়েছেন।

সেখান থেকে নবদ্বীপে ফিরে এ'সে তিনি অন্তরঙ্গ ভক্তগণকে জানালেন যে—"আমি কৃষ্ণ হইয়াও জীবকে কৃষ্ণপ্রেম দান করবার জন্য রাধাকৃষ্ণ-মিলিততনু গৌরাঙ্গ-রূপে অবতীর্ণ হ'য়েছি।" অবশ্য কৃষ্ণলীলার মত গৌরাঙ্গের লীলাও নিত্য, পূর্ব্বে ছিল না তাহা নহে। গয়াধাম হ'তে ফিরে এসে তিনি ভক্তগণের সহিত মিলিত হইয়া উচ্চ-কীর্ত্তন আরম্ভ করলেন। একদিন তিনি নিত্যানন্দপ্রভু ও হরিদাস ঠাকুরকে বল্‌-লেন—

শুন শুন নিত্যানন্দ, শুন হরিদাস।
সর্ব্বত্র আমার আজ্ঞা করহ প্রকাশ॥
প্রতি ঘরে ঘরে গিয়া কর এই ভিক্ষা।
বল কৃষ্ণ, ভজ কৃষ্ণ, কর কৃষ্ণ শিক্ষা॥
ইহা বই আর না বলাবে না বলিবা।
দিবা-অবসানে আসি আমারে কহিবা॥
তোমরা করিলে ভিক্ষা যেই না বলিব।
তবে আমি চক্রহস্তে সবারে কাটিব॥

তাঁর আজ্ঞায় শ্রীপাদ নিত্যানন্দ প্রভু ও শ্রীল হরিদাস ঠাকুর প্রতি ঘরে ঘরে গিয়া নাম প্রচার করছেন। একদিন দুই জন মত্তপকে দেখে শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভু তাঁহাদের পরিচয় জিজ্ঞাসা কর্‌লে স্থানীয় লোকে বল্লেন—এরা ব্রাহ্মণ-কুলে জন্মলাভ ক'রেও মদ্য-মাংস-ভক্ষণ ও সর্ব্বপ্রকার পাপ-কার্য্যে রত; এমন কোন পাপকার্য্য নাই যা তারা ক'রে নাই। তাদের দুজনকে দেখে নিত্যানন্দ প্রভুর দয়া হ'ল, তিনি তাদের উদ্ধার চিন্তা ক'রে বল্‌ছেন—

পাতকী তারিতে প্রভু কৈলে অবতার।
এমত পাতকী কোথা পাইবেন আর॥
এ দুইয়েরে প্রভু যদি অনুগ্রহ করে।
তবে সে প্রভাব দেখে সকল সংসারে॥
তবে হও নিত্যানন্দ চৈতন্যের দাস।
এ দুইয়ের করো যদি চৈতন্য-প্রকাশ॥
এখন যেমন মত্ত আপনা না জানে।
এইমত হয় যদি শ্রীকৃষ্ণের নামে॥
মোর প্রভু বলি যদি কাঁদে দুইজন।
তবে সে সার্থক মোর যত পর্য্যটন॥
যে যে জন এই দুয়ের ছায়া পরশিয়া।
বস্ত্রের সহিত গঙ্গাস্নান করে গিয়া॥
সেই সব জন যদি এ দোঁহারে দেখি।
গঙ্গাস্নান হেন মানে তবে মোরে লিখি॥

এইরূপ চিন্তা ক'রে তিনি হরিদাস ঠাকুরকে বল্লেন—চল হরিদাস আমরা এই দুইজনের নিকট গিয়া প্রভুর আজ্ঞা প্রচার করি। তিনি ত সকলকেই বল্‌বার আদেশ করেছেন, বিশেষতঃ পাপিষ্ঠ ব্যক্তির প্রতি দয়া করবার বিশেষ আদেশ আছে। আমা-দের প্রতি বল্‌বার ভার আছে মাত্র যদি কেহ না বলে তবে তার ব্যবস্থা তিনি করবেন। এইরূপ তাঁরা দুইজনে সেই দুই মদ্যপের নিকট গিয়ে বল্লেন—

বল কৃষ্ণ, ভজ কৃষ্ণ, লহ কৃষ্ণনাম।
কৃষ্ণ মাতা, কৃষ্ণ পিতা, কৃষ্ণ ধনপ্রাণ॥
তোমা সবা লাগিয়া কৃষ্ণের অবতার।
হেন কৃষ্ণ ভজ সব ছাড় অনাচার॥

এই কথা শুনে তারা 'ধর' 'ধর' ব'লে নিত্যানন্দপ্রভু ও হরিদাস ঠাকুরের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হ'ল, তাঁরাও পলায়ন করবার লীলাভিনয় করলেন। পরে শ্রীমন্মহা-প্রভুর নিকট গিয়ে সমস্ত কথা জানালেন। তিনি সে-কথা শুনে বল্লেন আমার এখানে এলে তাদিকে চক্রদ্বারা খণ্ড খণ্ড করবো। তাহা শুনিয়া—

নিত্যানন্দ বলে খণ্ড খণ্ড কর তুমি।
সে দুই থাকিতে কোথাও না যাইব আমি॥
এ দুই উদ্ধারো যদি দিয়া ভক্তি দান।
তবে জানি পাতকি-পাবন হেন নাম॥
আমারে তারিয়া যত তোমার মহিমা।
ততোধিক এ দুয়ের উদ্ধারের সীমা॥

গৌর যে শিখাল নাম সেই নাম গাও। অন্য সব নাম-মাহাত্ম্য সেই-নামে পাও॥

শুদ্ধভক্তি গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। ভাষ্যসহ বিরাট শ্রীচৈতন্যভাগবত ৫৲
২। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২৮৲
একাদশ স্কন্ধ হইতে প্রতিখণ্ড ।৵৹
৩। ভাষ্যসহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (৪র্থ সংস্করণ) ৬৲
৪। ভক্তিবিবেককুসুমাঞ্জলি (বাঁধা) ১৲
৫। গৌড়ীয়-গৌরব ।৵৹
৬। গৌড়ীয়-সাহিত্য ।৵৹
৭। ভজনরহস্য ॥৹
শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও
শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸৹
৯। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ)
ঐ (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸৹
১০। গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি টীকাসহ)
ঐ (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸৹
১১। গীতার কেবল মাধ্ব-ভাষ্য ॥৹
১২। যুক্তিমল্লিকা গুণসৌরভঃ সানুবাদ (মাধ্ব) ২৲
১৩। বেদান্ততত্ত্বসার সানুবাদ (রামানুজীয়) ॥৹
১৪। জৈবধর্ম্ম ২৲
১৫। শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸৹
১৬। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১৭। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ॥৵৹
ঐ (বাঁধা) ৸৹
১৮। দ্বীপ-দিগ্‌দর্শন ৶৹
১৯। সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ) ।৵৹
২০। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ॥৹
ঐ (আবাঁধা) ।৵৹
২১। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸৹
২২। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৵৹
২৩। গীতমালা ৴১৹
২৪। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶৹
২৫। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶৹
২৬। নবদ্বীপ পঞ্জিকা (৪৪৭ গৌরাব্দ) ৵৹
২৭। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।৹
২৮। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা-দর্পণ ।৹
২৯। শরণাগতি ৴৹
৩০। গীতাবলী ৴৹
৩১। চিত্রে নবদ্বীপ ১॥৹
৩২। সাধনকণ ৴৹
৩৩। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৴৹
৩৪। নবদ্বীপশতক ৴৹
৩৫। অর্থপঞ্চক ৴৹
৩৬। সদাচারস্মৃতিঃ ৴৹
৩৭। কল্যাণকল্পতরু (৫ম সংস্করণ) ৴১৹
৩৮। অর্চ্চনকণ ৴১৹
৩৯। সাধককণ্ঠমালা (বাঁধা) ।৹
ঐ (আবাঁধা) ।৴৹
৪০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (প্রথম চারিখণ্ড) ৩
৪১। ব্রহ্মসংহিতা ।৹
৪২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸৹
৪৩। মণিমঞ্জরী সানুবাদ ।৹
৪৪। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৵৹
৪৫। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ।৹
৪৬। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।৹
৪৭। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸৹
৪৮। গৌড়ীয়মঠ কি করেন? ৴৹
৪৯। ঈশোপনিষৎ (বলদেব ও মাধ্ব-ভাষ্য এবং বিবৃতি ও অনুবাদসহ) ।৹
৫০। শ্রীভুবনেশ্বর ৶৹
৫১। সিদ্ধান্তদর্পণ ৵৹
৫২। সাংখ্যবাণী ৴৹

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৫৩। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী-দিগ্বিজয়ঃ ॥৹
৫৪। সটীক-শিক্ষাদশমূলম্ ।৹
৫৫। তত্ত্ব-সূত্রম্ ।৹
৫৬। সানুবাদ-শিক্ষাষ্টকম্ ৵৹
৫৭। গৌড়ীয়মঠস্য পরিচয়ঃ ৴৹
৫৮। সারাংশবর্ণনম্ ৶৹

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৫৯। রায় রামানন্দ ।৹
৬০। নামভজন ।৹
৬১। রিলেটীভ্ ওয়ার্ল্ড্‌স ।৵৹
৬২। লাইফ্ য়্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।৹
৬৩। বৈষ্ণবীজম্ ।৹
৬৪। হোয়াট্ গৌড়ীয়মঠ ইজ্ ডুইং ৴৹
৬৫। দি ভাগবত ।৹
৬৬। ইরোটিক্ প্রিন্সিপ্‌ল য়্যাণ্ড আনেলয়েড্ ডিভোসন ।৹
৬৭। ব্রহ্ম-সংহিতা ২১৹
৬৮। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (ভলুম ওয়ান) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৬৯। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ॥৹
৭০। সাধন পথ ।৹
৭১। কল্যাণ-কল্পতরু ৴১৹
৭২। গীতাবলী ৴৹
৭৩। শরণাগতি ৴৹

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৭৪। শরণাগতি

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

নদীয়া-প্রকাশপ্রাপ্তির স্থান

১। শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম-মায়াপুর, নদীয়া
২। শ্রীযোগপীঠ ঐ
৩। শ্রীবাস অঙ্গন ঐ
৪। অদ্বৈত-ভবন ঐ
৫। কাজীর সমাধি পাট ঐ
৬। স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ, নদীয়া।
৭। শ্রীভাগবত আসন কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
৮। শ্রীএকায়ন মঠ গোবিন্দপুর, হাঁসখালী।
৯। দ্বাদশগোপাল পাট—পোঃ চাকদহ,
১০। শ্রীগৌর গদাধরমঠ—চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড়, বর্দ্ধমান
১১। শ্রীমোদদ্রুমছত্র মাউগাছি, বর্দ্ধমান
১২। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম, আমলাযোড়া, পোঃ রাজবাধ বর্দ্ধমান
১৩। শ্রীগৌড়ীয়মঠ বাগবাজার, কলিকাতা
১৪। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাজু, হাওড়া,
১৫। শ্রীমাধব-গৌড়ীয়মঠ, ৯০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা
১৬। শ্রীগোপালজী মঠ কমলাপুর, ঢাকা।
১৭। শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ পোঃ বালিয়াটী,
১৮। শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয়মঠ ময়মনসিংহ।
১৯। শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ চিরুলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর
২০। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম গোয়ালপাড়া, আসাম।
২১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ রায়াপেট্টা, মাদ্রাজ।
২২। শ্রীরামানন্দগৌড়ীয় মঠ কব্বুর, জেঃ পশ্চিম গোদাবরী
২৩। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ উড়িয়াবাজার, পোঃ বক্সীবাজার, কটক।
২৪। শ্রীত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয় মঠ ভুবনেশ্বর।
২৫। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ স্বর্গদ্বার, পুরী।
২৬। শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ আলালনাথ পোঃ ব্রহ্মগিরি, পুরী।
২৭। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ ডুমুরকুণ্ডা, পোঃ চিরকুণ্ডা, মানভূম।
২৮। শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ—কাশী।
২৯। শ্রীরূপগৌড়ীয় মঠ—এলাহাবাদ।
৩০। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ পুরাণবাজার, সরকার ঠাকুরের কুঞ্জ, বৃন্দাবন
৩১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, নিউদিল্লী
৩২। শ্রীপরমহংস মঠ—নৈমিষারণ্য,
৩৩। শ্রীসারস্বত গৌড়ীয় মঠ—হরিদ্বার।
৩৪। শ্রীব্যাসগৌড়ীয়মঠ—কুরুক্ষেত্র, পঞ্জাব
৩৫। শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাবুলনাথ রোড, পোঃ গ্র্যাণ্ট রোড, বোম্বে।
৩৬। লণ্ডন গৌড়ীয়মঠ, ৩৯নং গ্লেডন গার্ডেন্স, কেনসিংটন লণ্ডন, (এস. ডব্লিউ—১০)।
৩৭। অমরি গৌড়ীয়মঠ—মেদিনীপুর
৩৮। সরভোগ গৌড়ীয় মঠ—সরভোগ, কামরূপ, আসাম,

শুদ্ধভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী মাসিক। শ্রীধাম-মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১॥৹ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দি ভাষায় একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি হৃদয় বন মহারাজ সম্পাদিত ও নৈমিষারণ্য শ্রীপরমহংস মঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ১॥৹ দেড় টাকা মাত্র।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥৹ দেড় টাকা মাত্র।

৫। কীর্ত্তন—মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ নিমানন্দ সেবাতীর্থ বি-এজি, বি-টি, সম্পাদিত। আসাম গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম হইতে প্রকাশিত আসামী ভাষায় মাসিক। ভিক্ষা সডাক ১॥৹ দেড় টাকা মাত্র

শ্রীচৈতন্যভাগবত

আদিকবি শ্রীল বৃন্দাবন দাস প্রণীত সমগ্র গ্রন্থ

গ্রন্থের মূল বোল্ড অক্ষরে এবং তন্নিম্নে বিশ্ববিশ্রুত গৌড়ীয়মঠের প্রতিষ্ঠাতা ও আচার্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের রচিত বিবৃত ভাষ্য উত্তম কাগজে সোষ্টবের সহিত মুদ্রিত হইয়াছেন। ডবল ক্রাউন আটপেজি আকারে ১০৯৬ পৃষ্ঠায় কেবল মূল ও ভাষ্য সম্পূর্ণ হইয়াছে। তদ্ব্যতীত শ্লোকসূচী, পদ্যসূচী, স্থানসূচী, পাত্রসূচী, বিষয়সূচী, শব্দসূচী প্রভৃতি বিস্তৃত সূচীপত্রেও একটী গ্রন্থ হইবে। সভাষ্য শ্রীচৈতন্যভাগবতের এরূপ উৎকৃষ্ট ও অমূল্য বিরাট সংস্করণ জগতের কোথায়ও আজ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই, ইহা নিরপেক্ষ পাঠক মাত্রকেই একবাক্যে স্বীকার করিতে হইবে। শ্রীগৌড়ীয়মঠের উৎসব-কালে গ্রন্থের ভিক্ষা ১২৲ বারটাকা স্থলে—৫৲ পাঁচটাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

কলিকাতা বাজার দর

লৌহ হার্ডওয়ার

২৪শে নভেম্বর ১৯৩৩

টাটার তৈয়ারী— প্রতি হন্দর।

লোহার কাড়ি (জয়েষ্ট বা বীম)

মার্কা ৫।৶০—৫॥৶০

ঐ বে-মার্কা চাদ্দরা ওজন ৪।৶০—৪॥৶০

বরগা (টী-আয়রণ) ৬৶০—৬।০

এঙ্গেল আয়রণ (কোনা) ৫৸৶০—৬।৶০

গ্যালভ্যানাইজড করগেট টীন—

২২ গেজ ৬ হইতে ১০ ফুট ১১।৶০

২৪ গেজ ,, ,, ১০৸৶০

২৬ গেজ ,, ,, ১২

২৪ গেজ আর, পি, ডি, মার্কা ১২৸৶০

২৪ গেজ গাঃ প্লেন শীট— ১১।৶০

২৬ গেজ ,, ,, ১২।০

২৮ গেজ ও ৩০ গেজ ঐ— ১৩৲—১৬৲

বাগান ঘেরা কাঁটাতার ১০০

পাউণ্ড বাঃ ৮৸০

ষ্টীল পাটী ৬৲৶—৬।০

,, বোল্টু (গোল) ৬৲৶—৬।০

,, চারাদে (চৌকা) ৬৶০—৬৲।০

,, গোল রড ৶০—।৶০ সূতা ৫৶০—৫॥০

,, টানা রড-

চৌকা ৶০—।৶০ ঐ ৫৶০—৫॥০

,, বান্ডিল চাল ৭৲—৭৸০

,, প্লেট—তিন সূতা মোটা

পর্য্যন্ত ৭।০—৭।০

,, চাদর ৩-১৬ খানা বাণ্ডিল ৯॥৶—১০৲

ষ্টীল ষ্টীল ৮।০—৯৲

হাফ র.উণ্ড ৫৸৶—৬৲৶০

তারের পেরেক ১—৬ ইঞ্চি ৯—৯৸০

প্যাটেণ্ট পেরেক ২—৮ ইঞ্চি ১২।০—১৫॥০

চালাই কড়া ১ হইতে ১০ নং ২॥০ সাট

কোদাল ৪, ৫, ৬, ৭৸৶০ ৮৸৶০ ৯৸৶০ডঃ

ঐ তিন পাউণ্ড ৬৲ দেঃ বিঃ ৬।৶০ ,,

গ্যাঃ প্লেন বালতি ৭—১২ ইঞ্চি ১॥৴০ ৬।৴০

ঐ রিভিট ,, ৭—১২ ইঞ্চি ২৲—৭৲ ,,

লোহার চেয়ার রডের গোল ও

চৌকা ৮॥০— ”

ঐ চালের লোহার সিট ১৫৲ ,,

ঐ বেনেস্তা (কাঠের সিট) ১৮৲ ,,

লোহার স্ক্রুপ ॥—৩ ইঞ্চি /১০—॥৶০ গ্রোস

ঐ বল্টু ১৩ নং

১॥—৪ ইঞ্চি ।১০—৸৶১০ পেঃ ডজন

গ্যাঃ তার ১৬—২২ নং

(গেজ) ১২৲—১৭৲ হন্দর

গ্যাঃ রিভিং (মটকা)

১২ ইঞ্চি ।৶৫—॥৶০ পীস

গ্যাঃ গাটারিং বা ডোঙ্গা

৬ ইঞ্চি ।০—৸৶০ ,,

গ্যাঃ স্ক্রুপ ১॥০—২॥০ ইঞ্চি ২৩৲—২৯৲ হন্দর

গ্যাঃ ওয়াসার চাকি ১১॥০—১৬৲ ,,

গ্যাঃ বোল্ট নাট ৮—৭ ইঞ্চি

॥৶১০—১৶০ গ্রোস

ঢালাই রেলিং ৩॥০—৬॥০ হন্দর

ঐ রেন ওয়াটার পাইপ

৩ ইঞ্চি ৵১০ ঐ ৪ ইঞ্চি ।১০ ফুট

টিউব ওয়েলের জন্য গ্যাঃ

পাইপ১॥ ইঞ্চি ।৶৫ ফুট

পাম্প ৪নং ১১॥০ ৫নং ১৪৲ ৬নং ১৬৲

৬০-৮০ বাটখারা ৶৴৫ সাট ২।০-২॥০ মণ

সন্তোষকুমার মল্লিক এণ্ড সন্স লিঃ

লৌহ ও হার্ডওয়ার বিক্রেতা।

নীরবহর ঘাট কোলাপটী বড়বাজার,

টেলি—“লোহার মালিক” কলিকাতা

কেরোসিন

প্রোক্রেক প্রত্যেক বাক্স (২ টিন) ৯৲৬

সূর্য্য মার্কা ,, ৬॥০

ভিক্টোরিয়া ,, ৬৲

সোণার দর

পাকা সোণা ৩০৸৴

বড়াল ৩০৸

চিনা পাত ৩২।০

রূপার দর

রূপা প্রতি ১০০ ভরি ৫৫৶০

ঐ খুচরা ৫৶০

কোম্পানীর কাগজ

৩॥০ সুদের কাগজ ৮১৶

৩॥০ নূতন ঋণ (১৯৪৭-৫০) ৯১।০

৪৲ ,, ঋণ (১৯৬০-৭০) ৯৭৲

৫৲ ,, বণ্ড (১৯৩৫ ১০৪॥৴০

ডিবেঞ্চার

৫৲ সুদের (১৯৫৬-৮৬) কলিকাতা পোর্ট

ট্রাষ্ট ডিবেঃ— ১০২॥৶০

ব্যাঙ্ক

ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক (কর্ণটি) ২৯৪॥০

সেণ্ট্রাল ঐ ২২৲

কাপড় ও সূতার কল

এলগিন মিল ৪৫৲

পাট কল

হাওড়া ৫০৲

অকল্যাণ্ড ১৯৫৲

বালী ১৬২৲

বরানগর ১৫০৲

ক্লেবক ৩৭০৲

ডয়ই ২৪৩৲

ক্লাইভ ২৮।০

ডালহাউসী ৪০৮॥০

ডেল্টা ৪০৫৲

কৃষ্ণনগর নবদ্বীপঘাট রেলওয়ে সময়

কৃষ্ণনগর হইতে নবদ্বীপঘাট

কৃষ্ণনগর সিটি—	৬-৪৫	১০-৪৪	১৩-২১	১৭-৩৮	২০-১৬
কৃষ্ণনগর রোড —	৬-৫৬	১০-৫৫	১৩-৩৩	১৭-৪৭	২০-২৫
আমঘাটা—	৭-১৫	১১-১৩	১৩-৫১	১৮-৩	২০-৪১
মহেশগঞ্জ—	৭-২৪	১১-২১	১৪-০	১৮-৯	২০-৪৭
নবদ্বীপঘাট —	৭-৩৩	১১-৩০	১৪-৯	১৮-১৬	২০-৫৫

বিশেষ দ্রষ্টব্য—নবদ্বীপঘাট ষ্টেশন অপেক্ষা মহেশগঞ্জ ষ্টেশন হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরের দূরত্ব অনেক কম। শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে যাত্রীদিগকে রাণাঘাটে ট্রেণ বদল করিতে হয়, তাহারা রাণাঘাটে প্রাতঃ ৫-৫০, ৮-১৪, ৯ ৪৬ ১৬-৪৮, ১৮-৩৯ এবং ০-৩২ মিনিটের সময় গাড়ী পাইবেন।

শান্তিপুর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে শান্তিপুর ষ্টেশনে ৫-৪০, ৯-২৯, ১২-২৫, ১৬-৪ এবং ১৮-৪১ মিনিটের সময় ট্রেণ পাওয়া যায়।

নবদ্বীপঘাট হইতে কৃষ্ণনগর

নবদ্বীপ ঘাট—	৫-৩৫	৯-২৫	১২-১০	১৫-৩৪	১৮-৪৫
মহেশগঞ্জ—	৫-৪৩	৯-৩৩	১২-১৯	১৫-৪২	১৮-৫৬
আমঘাটা—	৫-৪৯	৯-৩৯	১২-২৬	১৫-৪৮	১৯-৫
কৃষ্ণনগর রোড—	৬-৫	৯-৫৫	১২-৪৩	১৬-৬	১৯-২৪
কৃষ্ণনগর সিটি—	৬-১৩	১০-৩	১২-৫১	১৬-১২	১৯-৩৫

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস হইতে—ডাঃ কৃষ্ণকান্ত ব্রহ্মচারী আয়ুর্ব্বেদ ভক্তিশাস্ত্রী এল. এম. এফ কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

বোমা বিস্ফোরণ

কেরাণীগঞ্জ পোষ্ট অফিসের অধীন ব্রাহ্মণকীর্ত্তা গ্রামের মনোরঞ্জন রায়কে সেদিন রাত্রিতে বিশেষ জখম অবস্থায় মুন্সীগঞ্জ হাঁসপাতালে আনা হইয়াছে। তাঁহার ডান হাতের ৩টা আঙ্গুল উড়িয়া গিয়াছে। হাতের তালু বিশেষ বিশেষ জখম হইয়াছে। প্রকাশ, বিক্রমপুর, পাইকপাড়ায় একটা বোমা বিস্ফোরণের ফলে তাঁহার হাতের এই অবস্থা ঘটিয়াছে। অবস্থা খারাপ দেখিয়া তাঁহার মৃত্যুকালীন জবানবন্দী লওয়া হইয়াছে। প্রকাশ, ৬ই তারিখ প্রাতে এই বিস্ফোরণটি ঘটে। পুলিশ তথায় যাইয়া মনোরঞ্জনকে গ্রেপ্তার করে এবং বিস্ফোরিত বোমার ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত জিনিষপত্র সকল হস্তগত করিয়াছে। আরও ২জনকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

সংবাদ দিতে যাইয়া গ্রেপ্তার

মনোরঞ্জন রায় ইতঃপূর্ব্বে আইন-অমান্য আন্দোলনে যোগদান করিয়া কারাদণ্ড ভোগ করিয়াছে। সেদিন অধিক রাত্রে তাহাকে পাইকপাড়া গ্রাম হইতে পুলিশ পাহারায় মুন্সীগঞ্জ হাঁসপাতালে আনা হইয়াছে। তাহার শরীরের নানা স্থানে ক্ষত দেখা যাইতেছে। প্রকাশ, বোমার খোল ফাটিয়া যাওয়াতেই সে আহত হইয়াছে। অন্য ২ জন যুবক পুলিশে সংবাদ দিবার জন্য থানায় যাইলে তাহাদিগকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

মল রোড বোমার মামলা

মল রোড বোমার মামলায় মুলরাজ, কুন্দী চাঁদ, লোহারীমল ও রামদেব নামক ৪ জন আসামী বিস্ফোরক আইন অনুসারে অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের এজলাসে অভিযুক্ত আছে। আজ উক্ত মামলার শুনানী আরম্ভ হইলে একজন পুলিশ সাক্ষ্য প্রদানকালে বলিয়াছে, একজন আসামী প্রকাশ করিয়াছে—যে মণ্টগোমারি হলে লাহোরের [illegible] সমবেত হন, সেখানে বোমা ফেলিবার কথা হইয়াছিল। আসামী মর উক্ত প্রকার সঙ্কল্পের বিষয় লোহারীমল তাহাকে জানায়। উক্ত ঘটনার জন্য আসামীরা অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হইবার চেষ্টাও করিয়াছিল। তাহারা রিভলভারের জন্য চেষ্টা করে। আসামীদের গ্রেপ্তারের পূর্ব্ববর্ত্তী ঘটনাবলী সাক্ষী বিবৃত করে।

ঝরিয়া বোমার মামলা আরম্ভ

ধানবাদের ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুত এস, এন, সিংহ আসামী প্রমথনাথ ঘোষ, [illegible]চন্দ্র হাজরা ও জ্যোতির্ম্ময় রায়কে দণ্ডবিধির ১২০ বি ধারা (ষড়যন্ত্র) অনুসারে ও উল্লিখিত ভবেশকে বিস্ফোরক আইনের ৫ ও ৬ ধারা অনুসারেও দায়রা সোপর্দ্দ করিয়াছিলেন। সেদিন মানভূমের দায়রা জজ খাঁ বাহাদুর নওয়াব হোসেনের এজলাসে এই মামলার শুনানী আরম্ভ হইয়াছে। জুরের সাহায্যার্থ ৪জন এসেসর লওয়া হইয়াছে।

ঝরিয়া নেছেরি পাথরা কয়লার খনিতে ভবেশচন্দ্র হাজরার বাসার পশ্চাতে বোমা পাওয়া যায়। ঐ সম্পর্কে অনেকে গ্রেপ্তার হয়। পরে কয় জনকে ছাড়িয়া দেওয়া হয় ও চাপরাসী সুখাই গোয়ালা গ্রেপ্তার হয়।

কৃষকদের মধ্যে মারামারি

লক্ষ্ণৌ স্থানীয় এক সংবাদপত্রে প্রকাশ, লক্ষ্ণৌ জেলায় নবস্তকাল নামক গ্রামে কুর্ম্মীদের দুইটী দলের তুমুল সংঘর্ষ হইয়া গিয়াছে। তাহার ফলে রামাবতার ও আরও অনেকে গুরুতর জখম হইয়াছে। একদল কুর্ম্মী ক্ষেত্রে জল সেচিতেছিল। যে পথ দিয়া তাহাদের জল যাইতেছিল, অন্য একদল কুর্ম্মী সেই পথের এক স্থান হইতে জল কাটিয়া অন্য এক বাড়ীতে লইয়া যায়। মারামারির সময় লাঠি চলিয়াছিল ও ইট পাটকেল বর্ষিত হইয়াছিল।

ম্যাজিষ্ট্রেটকে ধাপ্পা

নেলোর এক মামলার কাঙ্গালির মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেটকে ঠকাইবার অদ্ভুত চেষ্টা হইয়াছিল। সাব্বা রাদি রেড্ডি কোন স্ত্রীলোককে প্রহার করার জন্য নিম্ন আদালতে ৫০ টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হয়। আসামী উক্ত দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে আপীল করে। আপীলের বিচারের সময় একজন স্ত্রীলোক আদালতে উপস্থিত হইয়া বলে, আসামী তাহাকেই প্রহার করিয়াছিল। যাহা হউক, অতঃপর আসামীর সহিত তাহার আপোষ হইয়া গিয়াছে। আসামীকে মুক্তি দেওয়া যাইতে পারে।

ফলে ম্যাজিষ্ট্রেট আসামীকে মুক্তি দেন। ইহার ২ দিন পরে আসামীর বিরুদ্ধে উপস্থাপিত আর এক মামলায় প্রকৃত স্ত্রীলোকটি সাক্ষ্য দিতে আসে। তখন আসামীর চক্রান্ত ধরা পড়ে।

সেই স্ত্রীলোক ও আসামীকে মিথ্যা পরিচয় প্রদান ও তাহাতে সাহায্য করার অভিযোগে অভিযুক্ত করা হইবে।

হত্যা ও ডাকাতির দায়ে ১১ জন ধৃত

ত্রিপুরার দায়রা জজ মিঃ এইচ, ডি, বেঞ্জামিন আই, সি, এসের আদালতে সেদিন চাঁদপুর হাজীগঞ্জ থানার এলাকাধীন বালসিদ গ্রামের একটি ডাকাতি মামলার যবনিকাপাত হইয়াছে। এই মামলায় ডাকাতি ও নরহত্যার অভিযোগে মজন আলি এবং আরও ১০ জন ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৯৬ ধারানুসারে অভিযুক্ত হয়। স্পেশ্যাল জুরিগণ অভিমত প্রকাশকালে সেরা, আমা, সুন্দর আলিকে সন্দেহের সুযোগ প্রদান করায়, জজ তাহাদিগকে মুক্তি দিয়াছেন। অবশিষ্ট ৭ জন আসামীকেও ৯ জনের মধ্যে ৬জন জুরী সন্দেহের সুযোগ দেন, কিন্তু জজ শেষোক্ত ৭ জন আসামী সম্বন্ধে তাঁহাদের অভিমত অগ্রাহ্য করিয়া, আসামীদিগকে পুনর্ব্বিচারের জন্য হাইকোর্টে প্রেরণ করিয়াছেন।

ডাকাতির বিবরণ

অভিযোগে প্রকাশ, গত ২৩শে এপ্রিল রাত্রে ১১ জন আসামীসমেত একদল ডাকাত বালসিদ গ্রামের তালুকদার ও মহাজন শ্রীযুত ভগবানচন্দ্র মজুমদারের গৃহ আক্রমণ করে এবং নগদে ও অলঙ্কারে ৩ হাজার টাকা লইয়া উধাও হয়। ডাকাতির সময় আততায়িগণ ভগবানবাবুর মধ্যম পুত্র যতীন্দ্রকে নির্দ্দয়ভাবে প্রহার করে।

কয়েকটি ছোটখাট আঘাত দিয়া যতীন্দ্রকে একটা বৃহৎ হাতুড়ির দ্বারা আঘাত করা হয় এবং তীক্ষ্ণধার অস্ত্রে তাহার বাহু কাটিয়া যায়। আহত ব্যক্তিকে চাঁদপুরের এলগিন হাঁসপাতালে স্থানান্তরিত করা হইয়াছিল। তিনদিন পরে তাহার মৃত্যু ঘটে।

ফরিয়াদীপক্ষ হইতে গৃহের মহিলাগণ এবং যতীন্দ্রের ৯ বৎসরের পুত্র বলে যে, কয়েকজন ডাকাত তাহাদেরই প্রতিবেশী। আসামীগণ অভিযোগ অস্বীকার করিয়া বলে যে, শত্রুতাবশতঃ ফরিয়াদীপক্ষ তাহাদের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ আনয়ন করিয়াছে।

রায় বাহাদুর দাস বাহাদুর ও মৌলবী রেজাউর রহমান চৌধুরী ৬জন আসামীর পক্ষ সমর্থন করেন এবং অবশিষ্ট আসামীর পক্ষ সমর্থনের ব্যবস্থা সরকার হইতে করা হয়। পাবলিক প্রসিকিউটার খাঁ বাহাদুর সিদ্দিকার রহমান ও শ্রীযুত রমণীরঞ্জন ভৌমিক সরকারপক্ষ হইতে মামলার তদ্বির করেন।

জগদীশ পালিতের মুক্তি

অভয় আশ্রমের বিশিষ্ট কর্ম্মী শ্রীযুত জগদীশচন্দ্র পালিতের বিরুদ্ধে অননুমোদিত প্রচারপত্র নিজের নিকটে রাখিবার অভিযোগ আনা হইয়াছিল। মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেটের এজলাসে মামলার বিচারে তিনি প্রমাণাভাবে মুক্তি পাইয়াছেন।

কন্যা প্রসব করিবার অপরাধে স্বামী কর্ত্তৃক স্ত্রী পরিত্যক্ত

একর নেসাব জজ আদালতে এক জননী তাঁহার কন্যার অভিভাবকত্বের দাবী করিয়া সম্প্রতি এক দরখাস্ত দিয়াছেন। অভিযোগে প্রকাশ যে,—তিনি একটি কন্যা প্রসব করিলে নানাপ্রকারে নির্য্যাতিতা হইতে থাকেন। স্বামী পুত্র কামনা করিয়াছিলেন। কিন্তু ভগবান বিমুখ হন। একদিন স্ত্রীকে শিশুকন্যার চুল বিনুনী করিয়া দিতে দেখিয়া স্বামী ক্রুদ্ধ হইয়া বলেন যে, মেয়েছেলের আবার অত যত্ন লওয়া কেন? এই বলিয়া তিনি কন্যাকে কাড়িয়া লইয়া স্ত্রীকে বাড়ী হইতে তাড়াইয়া দেন। স্বামী শিশুকন্যার চুল একেবারে কাটিয়া ফেলিয়া স্ত্রীর নিকট লিখিত ত্যাগপত্র পাঠাইয়া দেন।

তারের ঠিকানা— 'শ্রীধাম' নবদ্বীপ
ডাকের ঠিকানা—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

দৈনিক

REG. C1544

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩।০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার স্বতন্ত্র।

নদীয়া-প্রকাশ

THE NADIA-PRAKASH

সাহায্যের হার
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৷৷০
মাসিক ১৲
নগদ বর্ত্তমান
সংখ্যা ৫

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার · নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৮ম খণ্ড । সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বেদান্তবাচস্পতি [২৩৭শ সংখ্যা।

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর— ২৬শে অগ্রহায়ণ মঙ্গলবার ১৩৪০, ১২ই ডিসেম্বর ১৯৩৩

গান্ধীজী-সমীপে জার্ম্মান

গত ৭ই ডিসেম্বর অপরাহ্ণে জব্বলপুর ষ্টেশনের প্ল্যাটফরমে এক অসাধারণ ঘটনা ঘটে। যখন গান্ধীজী বোম্বাই মেলে সোহাগপুর রওনা হন, একজন জার্ম্মাণ সংবাদপত্র-প্রতিনিধি তাড়াতাড়ি একটি পুষ্পমালা ও ফুল লইয়া প্ল্যাটফরমে গান্ধীজীকে দিবার জন্য প্রবেশ করেন। এই জার্ম্মাণ সংবাদ-পত্র প্রতিনিধি গত ছয় সপ্তাহ ধরিয়া ভারতে নানাস্থানে পরিভ্রমণ করিতেছেন। কিন্তু প্রবেশপথে যে বৃটিশ সামরিক কর্ম্মচারী ছিলেন তিনি তাঁহার গতিরোধ করেন। উক্ত সংবাদপত্র প্রতিনিধি এই বাধাদানের তীব্র প্রতিবাদ করেন এবং পরে তাঁহাকে প্ল্যাটফরমে প্রবেশ করিয়া গান্ধীজীর নিকট যাইতে দেওয়া হয়। গান্ধীজীও পুষ্প উপঢৌকন পাইয়া বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করেন।

স্কাউট দল কর্ত্তৃক গান্ধীজীর বিদায় সম্বর্দ্ধনা

গত ৭ই ডিসেম্বর অপরাহ্ণে সোহাগপুর যাত্রার পূর্ব্বে গান্ধীজীকে জব্বলপুর বিশেষভাবে ব্যস্ত থাকিতে হয়। স্কাউট দল তাঁহাকে রাজোচিত সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন করে। গান্ধীজী স্বেচ্ছাসেবক দলে গঠিত গার্ড অব অনারও পর্য্যবেক্ষণ করেন।

প্রাতে গান্ধীজী এক মহিলা সভায় বক্তৃতা করেন ও খদ্দর ভাণ্ডার পরিদর্শন করেন। তিনি পাঁচ মিনিটে এক হাজার টাকার খাদি বিক্রয় করেন।

জহরগঞ্জের সভায় বক্তৃতা

জহরগঞ্জের এক বণিক সভায় গান্ধীজী বক্তৃতা করেন এবং অভিনন্দনপত্র ও ৫০১ টাকার একটি তোড়া প্রাপ্ত হন। তিনি স্বদেশী মিউজিয়মও পরিদর্শন করেন এবং পরে সদর বাজারে আর এক বণিক সভায় বক্তৃতা করেন। এই সভাতেও তিনি অভিনন্দন ও ৩৫১ টাকার একটি তোড়া প্রাপ্ত হন।

গান্ধীজী লিওনার্ড থিওসফিকেল কলেজ পরিদর্শন করেন এবং খৃষ্টান ছাত্রসভায় বক্তৃতা করেন। খৃষ্টান সহচরগণের বন্ধুত্বের উল্লেখ করিয়া তিনি ইংরাজীতে আবেগপূর্ণ ভাষায় বক্তৃতা করেন।

রেভারেণ্ড পার্কার, বিশপ চিতম্বর এবং ছাত্রগণের সঙ্গীত ও স্তোত্রপাঠ শ্রবণ করিয়া গান্ধীজী থিওসফিক্যাল কলেজে বিশেষ আনন্দেই কাটান। বেলা ২ ঘটিকার সময় তিনি চলিতাশ্রম পরিদর্শন করেন।

গুণ্ডাদের গোলযোগ সৃষ্টির চেষ্টা

প্রাতে এক অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটে একদল গুণ্ডা-প্রকৃতির লোক গান্ধীজীর প্রতি গালি বর্ষণ করিয়া গোলযোগ সৃষ্টি করিতে চেষ্টা করে। উহাতে স্বেচ্ছাসেবকগণের সহিত তাহাদের হাঙ্গামা বাধে। কতিপয় স্বেচ্ছাসেবক ঐ হাঙ্গামায় আহত হয়।

কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দের সম্মেলন

মিষ্টার কে, এফ, নরীম্যান জব্বলপুর সম্মেলন হইতে প্রত্যাগমন করিয়াছেন। সংবাদপত্রের প্রতিনিধির নিকট তিনি কোনরূপ বর্ণনা প্রকাশ করিতে অসম্মতি প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি এইরূপ আভাস দিয়াছেন যে, জব্বলপুরের সিদ্ধান্তের পরেই কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দের একটি সম্মেলন হইবার সম্ভাবনা আছে।

অন্ধ্রদেশে রবীন্দ্রনাথ

ডাক্তার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিজয়নগরম-রায়পুরের প্যাসেঞ্জারে ভিজাগাপটমে পৌঁছেন। ওয়ালটেয়ার রেল ষ্টেশনে সমবেত প্রতিনিধি স্থানীয় ব্যক্তিগণ তাঁহাকে সাদর অভ্যর্থনা জানান।

ডাঃ ঠাকুর ট্রেণ হইতে অবতরণ করিলে অন্ধ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলার স্যার এস, রাধাকৃষণ তাঁহাকে পুষ্পমাল্যে সংবৰ্দ্ধিত করেন। ভিজাগাপটম মিউনিসিপ্যালিটীর পক্ষ হইতে ভাইস-চেয়ারম্যান শ্রীযুত পি, নরসিংরাও এই সম্মানিত অতিথিকে একটি ফুলের তোড়া উপহার দেন।

অন্ধ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিষ্ট্রার শ্রীযুত চেট্টি ও মাদ্রাজ সরকারের প্রধান মন্ত্রী, ববিলির রাজার দেওয়ান শ্রীযুত সুব্বা রেড্ডির সহিত অতঃপর কবিবরের পরিচয় করিয়া দেওয়া হয়।

ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

২৬শে অগ্রহায়ণ মঙ্গলবার, ১৩৪০

কুমিল্লায় তীর চিহ্নিত রিভলভার

একটা রিভলভার, একটা টোটা এবং কয়েকটি পটাস-মসলার বোমা সঙ্গে রাখার অভিযোগে উপেন্দ্রলোচন দাস গ্রেপ্তার হইয়াছে।

ধৃত ব্যক্তিকে ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ এ, কে, জি, সর্দারের সমক্ষে উপস্থিত করা হয়। আসামী নিম্নলিখিত স্বীকারোক্তি প্রদান করিয়াছে:—

"রিভলভার প্রভৃতি বস্তু আমার নিকট হইতে পাওয়া গিয়াছে। আমার সঙ্গে একটা সাইকেল ছিল, সাইকেলটা আমার আত্মীয় বোঙ্গা রায়ের পুত্র বঙ্কুবিহারী। আমি নিজের প্রয়োজনীয় কার্য্যের জন্য তাহার নিকট হইতে সাইকেল চাহিয়া লইয়াছিলাম। সাইকেলে চড়িয়া আমি যখন বাড়ী যাইতেছিলাম, তখন আমার মুসলমান সহপাঠী আজেদ রিভলভার, টোটা ও পটকাগুলি আমার নিকট রাখিতে দেয়। পরে পুলিস আমায় গ্রেপ্তার করে।"

উপেন্দ্রের নিকট হইতে যে রিভলভারটি পাওয়া গিয়াছে, তাহার গায়ে ছোট একটি তীরচিহ্ন আঁকা আছে। প্রকাশ উহা গত ১৯৩০ সালের এপ্রিল মাসে চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার হইতে লুণ্ঠিত হয়।

সহরে খানাতল্লাস ও গ্রেপ্তার

এ সম্পর্কে পুলিস সহরের কয়েকটি বাড়ীতে হানা দেয় এবং শ্রীযুত রণজিৎ চক্রবর্ত্তী ওরফে কাশী নিবারণ বর্ম্মণ, হেরম্ব দাস ও প্রমোদ রায় চৌধুরীকে গ্রেপ্তার করে।

ধরণী চৌধুরীও এ সম্পর্কে নারায়ণগঞ্জে গ্রেপ্তার হইয়াছেন। চাঁদমিঞার পুত্র আজাদকেও পুলিস ধরিয়া লইয়া গিয়াছে।

শ্রীহট্ট জেলে দুর্ঘটনা

বে-আইনী ঘোষিত শ্রীহট্ট জিলা কংগ্রেস কমিটীর ২য় ডিক্টেটার শ্রীযুত রাধানন্দ ভট্টাচার্য্য এডভোকেট বিগত ২রা ডিসেম্বর নওগাঁ জেল হইতে কারামুক্ত হইয়া সম্প্রতি শ্রীহট্ট আসিয়াছেন। শ্রীযুত অবলাকান্ত গুপ্ত দুই বৎসর কারাদণ্ড ভোগ করিয়া বিগত ১লা ডিসেম্বর জোড়হাট জেল হইতে মুক্ত হইয়া ৩রা ডিসেম্বর রাত্রিতে শ্রীহট্ট আসিয়াছেন। জেলে জেলের থানীর পাথর পড়িয়া তাঁহার বাম পা ভীষণ আহত হইয়াছে। মুক্তি পর্য্যন্ত দেড় মাস তিনি জেলে শয্যাশায়ী ছিলেন—এখনও তিনি হাঁটিতে অক্ষম। স্থানীয় ডাক্তারেরা পরীক্ষা করিতেছেন খুব সম্ভব অস্ত্রোপচার করিতে হইবে এবং সুস্থ হইতে আরও মাস দুই যাইবে। অস্থি ভাঙ্গিয়া গিয়াছে কি না, এখনও সম্পূর্ণ নির্দ্ধারিত হয় নাই।

কংগ্রেসকর্ম্মী শ্রীযুত বিগেন্দ্রনাথ আচার্য্য ২৮শে নভেম্বর গৌহাটী জেল হইতে মুক্ত হইয়া শ্রীহট্ট আসিয়াছেন।

টমাস ভ্যালেরা আলাপন

মিঃ টমাসের সহিত মিঃ ডি, ভ্যালেরার যে সব কথাবার্ত্তা চলিয়াছে, তাহাতে শান্তির আশা বিরল। এই দেখিয়া আইরিশ ফ্রীষ্টেটে হতাশের সঞ্চার হইয়াছে। মিঃ ডি, ভ্যালেরা এখন সমগ্র আয়ারলণ্ডে গণতন্ত্রের দাবী করিয়াছেন। বিশেষজ্ঞেরা বলিতেছেন, এইরূপ অনিশ্চিত ভাব বেশী দিন চলিলে আয়ারলণ্ডে দারুণ অর্থ কষ্ট উপস্থিত হইবে।

ব্রহ্ম বিচ্ছেদ আলোচনা

৬ই ডিসেম্বর অপরাহ্ণে ব্রহ্ম ডেলিগেট লইয়া সিলেক্ট কমিটির পুনরায় অধিবেশন হইয়াছিল। অধিবেশনে প্রাথমিক আলোচনা ব্যতিরেকে আর কিছুই হয় নাই।

ব্রহ্ম প্রতিনিধির সম্মানার্থ ১৩ই ডিসেম্বর বৃটিশ সরকার ক্লারিজ হোটেলে একটি ভোজের আয়োজন করিবেন। ভোজসভার সভাপতি হইবেন সার স্যামুয়েল হোর।

উত্তর আয়ারলণ্ডের নূতন পারলামেন্ট

বেলফাষ্টের কুইন্স বিশ্ববিদ্যালয়ের চারি জন সদস্যের নির্ব্বাচনকালে উত্তর আয়ারলণ্ডের নূতন পার্লামেন্ট সম্পূর্ণভাবে গঠিত হইয়াছে। এই চারি জনের মধ্যে তিনজন য়ুনিয়নিষ্ট এবং একজন 'ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট' দলের। গত নির্ব্বাচনের ন্যায় ইহাতে প্রতিনিধি বদল হয় নাই।

শেষ ফলাফল

য়ুনিয়নিষ্ট ছত্রিশ জন, পূর্ব্বের পারলামেন্টে ছিল সাইত্রিশ জন. ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট তিন জন। পূর্ব্বের পারলামেন্টেও তিনজন ছিল। শ্রমিক দুই জন পূর্ব্বের পারলামেন্ট ছিল এক জন। ন্যাশানালিষ্ট নয় জন; পূর্ব্বের পারলামেন্টে ছিল এগার জন; গণতান্ত্রিক একজন; পূর্ব্বের পারলামেন্টে একজনও ছিল না। কম্যুনিষ্ট কেহ একজন। পূর্ব্বের পারলামেন্টে একজনও ছিল না — একুনে বাহান্ন জন।

পাটনা বোমার মামলা

পাটনার দায়রা জজ রায় সাহেব শিবপ্রিয় চট্টোপাধ্যায় ৭ই ডিসেম্বর পাটনা সহর বোমার মামলায় রায় দিয়াছেন।

এই মামলায় শিউপ্রসাদ নামে ১৬ বৎসর বয়সের এক যুবক বিস্ফোরক আইনের ৪ বি বা ৫ ধারার অভিযোগে অভিযুক্ত হয়।

৪ জন এসেসরের মধ্যে ৩ জন এইরূপ মত প্রকাশ করেন যে, আসামী ৪ বি ধারার অপরাধে অপরাধী নহে। সকল এসেসর সর্ব্ববাদিসম্মতিক্রমে তাহাকে ৫ ধারার অপরাধে অপরাধী বলেন।

জজ তাঁহাদের মত গ্রহণ না করিয়া আসামীকে বিস্ফোরক আইনের ৪ বি ধারা অনুসারে অপরাধী সাব্যস্ত করিয়াছেন। তবে আসামীর বয়স অল্প বলিয়া তাহাকে ৩ বৎসরের সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন।

মামলার বিবরণে প্রকাশ, গোয়েন্দা বিভাগের ইন্সপেক্টর স্থানীয় পুলিসের সাহায্যে আসামীকে গুলজারবাগ ষ্টেশনের নিকট গ্রেপ্তার করেন। আসামীর পকেটে নারিকেলের মালা দিয়া তৈয়ারী ২টা বিস্ফোরকপূর্ণ বোমা পাওয়া যায়। পরে আসামীর বাটী খানাতল্লাস করিয়া হাতুড়ী, লোহার তার, কাঁচ পাথর ও এসিড—বোমা তৈয়ারীর সরঞ্জাম পাওয়া যায়।

লিণ্ডবার্গের বিমান

সস্ত্রীক লিণ্ডবার্গ সস্ত্রীক বিমান পর্য্যটনে বাহির হইয়াছেন। অনেক দেশ ঘুরিয়া আটলাণ্টিকের উপর দিয়া আমেরিকা যাইবেন ইহাই তাঁহার সঙ্কল্প ছিল। সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত হইয়াছে। সস্ত্রীক লিণ্ডবার্গ ব্রেজিলে পৌঁছিয়াছেন।

তাঁহারা বথেষ্ট হইতে বাহির হইয়াছিলেন। বথেষ্ট হইতে ব্রেজিল উনিশশত মাইল দূর।

জার্ম্মাণীর শ্রমজীবি

মুনিকের পুলিস একটা গ্রেপ্তারের খবর দিয়াছে। গত শনিবার এক জন শ্রমজীবি তুফান সৈন্যদিগকে গালাগালি করিতেছিল। পুলিস তাহাকে গ্রেপ্তার করে। উহাকে পুলিস ষ্টেশনে লইয়া যাইবার সময় আসামী পুলিসকে আক্রমণ করে। এই সময় কোথা হইতে গুলী আসিয়া তাহার উপর পতিত হয়। হাসপাতালে লইয়া যাইবার সময় তাহার মৃত্যু হইয়াছে।

ছাত্রের প্রতি বেত্রাঘাতের জের

সেণ্ট এণ্টনী স্কুলের শিক্ষক মিঃ বার্ণেট উক্ত স্কুলের ৪র্থ মান শ্রেণীর ছাত্র, মেজর পুরীর পুত্র ললিতকুমার পুরীকে শারীরিক শাস্তি প্রদান করায় ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩২৩ ধারায় অভিযুক্ত হয়। মিঃ বার্ণেট জুরীর বিচারের জন্য আবেদন করেন। লাহোরের সিটি ম্যাজিষ্ট্রেট সর্দ্দার নরেন্দ্র সিং অভিযুক্তের আবেদন বাতিল করিয়াছেন। উক্ত আদেশের বিরুদ্ধে আপীল করিবার জন্য বিচারক অভিযুক্তকে এক মাস সময় দিয়াছেন।

কয়েকমাস পূর্ব্বে অভিযুক্ত মিঃ বার্ণেট ললিতকুমারকে শ্রুতলিপিতে ভুল করার জন্য বেত্রাঘাত করেন। বেত্রাঘাতের ফলে বালকের হস্তে ও হস্তাঙ্গুলিতে ক্ষত হয় এবং সে জ্বরে আক্রান্ত হয়।

লাট পরিষদে পরিবর্ত্তন

একাদিক্রমে চৌদ্দ বৎসর কাল কার্য্য করিয়া বোম্বাই লাটের শাসন পরিষদের সদস্য সার গোলাম হিদায়েৎউল্লা আগামী এপ্রিল মাসে ৪ মাসের ছুটী পাইবেন। এই সময় ভূতপূর্ব্ব রাজস্ব সদস্য সার গোবিন্দ প্রধান সার হিদায়েৎ উল্লার স্থলে কার্য্য করিবেন।

মিঃ বার্জ্জের পরিবারে পেন্সন

মেদিনীপুরের ভূতপূর্ব্ব কালেক্টর পরলোকগত মিঃ বি, ই, জে, বার্জ্জের পরিবারবর্গের জন্য নিম্নলিখিতরূপ পেন্সন ও অর্থসাহায্য ভারত-সচিব অনুমোদন করিয়াছেন। পাঠক জানেন, মিঃ বার্জ্জ মেদিনীপুরে বিপ্লবীর গুলীতে নিহত হন।

মিসেস বার্জ্জকে এককালীন ৪৫০ পাউণ্ড দেওয়া হইবে। তাহার পর তিনি বিশেষ পেন্সন বাৎসরিক ১৮০ পাউণ্ড হিসাবে ও ভারতীয় সিভিল সার্ভিসের ফ্যামিলি পেন্সন ফণ্ড হইতে বাৎসরিক ৪৫০ পাউণ্ড সাধারণ পেন্সন পাইবেন।

মিস বার্জ্জকে ২১ বৎসর বয়স অথবা বিবাহ না হওয়া পর্য্যন্ত বাৎসরিক ২৪ পাউণ্ড হিসাবে ভাতা দেওয়া হইবে। ইহা ছাড়া ইণ্ডিয়ান সিভিল সার্ভিস ফ্যামিলি পেন্সন ফণ্ড হইতে ৬ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত তাহাকে বাৎসরিক ৩৭॥ পাউণ্ড করিয়া, ১২ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত ৭৫ ও তাহার পর বিবাহ না হওয়া পর্য্যন্ত ১৫০ পাউণ্ড করিয়া দেওয়া হইবে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

নদীয়া-প্রকাশ

একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্র—
শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশ
তনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনম্,
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং
প্রেমা পুমর্থো মহান্,
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং
তত্রাদরো নঃ পরঃ॥

৮ম বর্ষ } ১০ নারায়ণ গৌরাব্দ ৪৪৭, ২৬শে অগ্রহায়ণ বঙ্গাব্দ ১৩৪০, ১২ই ডিসেম্বর ইং ১৯৩৩, মঙ্গলবার { ৩৭ তম সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

ঢাকা হইতে প্রেরিত নিজস্ব সংবাদদাতার গত ৮ই ডিসেম্বর তারিখের তারে প্রকাশ,—ঢাকা শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয় মঠের বার্ষিক মহোৎসব মহাসমারোহে সুসম্পন্ন হইতেছে। শ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ সমাগত বহু শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত শ্রোতৃমণ্ডলীর সমক্ষে শ্রীমঠে প্রত্যহ সন্ধ্যাকালে অতি সহজ ও সরল ভাষায় শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করিতেছেন। স্বামীজী মহারাজের সুসিদ্ধান্তপূর্ণ প্রাঞ্জল ব্যাখ্যা শ্রবণ করিয়া শ্রোতৃমণ্ডলীর সংখ্যা প্রত্যহই উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে।

গত ১০ই ডিসেম্বর রবিবার দিবস ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষগণের উদ্যোগে ঢাকা কারণ-হলে একটী মহতী সভা আহূতা হয়। কর্তৃপক্ষগণের আহ্বানে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ ঐ বিদ্বজ্জন-মণ্ডিতা সভায় নিজ স্বভাব সুলভ ওজস্বিনী ভাষায় একটী নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা প্রদান করেন। বিস্তৃত বিবরণ আগামীতে প্রকাশিত হইবে।

ঢাকা শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয় মঠের বার্ষিক উৎসব উপলক্ষে গত ২২শে অগ্রহায়ণ ৮ই ডিসেম্বর শুক্রবার মঙ্গল-আরাত্রিকের পর ভক্তগণ বৃহৎ সঙ্কীর্ত্তনদল রচনা করিয়া নগরে শ্রীনাম প্রচারের জন্য বাহির হইলেন। সর্ব্বাগ্রে শ্রীমঠের নামাঙ্কিত বৃহৎ পতাকা, পশ্চাতে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রকাশ অরণ্য মহারাজ, তৎপশ্চাৎ মৃদঙ্গবাদক ব্রহ্মচারিগণ বিচিত্র পতাকাধারী ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ ও বাণপ্রস্থ ভক্তগণের সহিত মৃদঙ্গ, করতাল ও কণ্ঠধ্বনির মিলিতস্বরে,—

জীব জাগ, জীব জাগ, গোরাচাঁদ বলে।
কত নিদ্রা যাও মায়া-পিশাচীর কোলে॥

—গীত কীর্ত্তন করিতে করিতে চলিলেন। প্রত্যূষে ভক্তকণ্ঠে গীত সুমধুর গৌরকীর্ত্তনের ধ্বনিতে চতুর্দ্দিক মুখরিত হইয়া উঠিল। যিনি যেখানে ছিলেন তথায় থাকিয়া আত্মার উদ্বোধনকারী বৈকুণ্ঠশব্দ-শ্রবণে কীর্ত্তনকারিদিগকে দেখিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন। সুতরাং পথিমধ্যে, পার্শ্বে, ঊর্দ্ধে সর্ব্বস্থানেই নরনারীর সমাবেশ।

বিবিধ ভঙ্গিতে নৃত্যকারী ভক্তগণ নাচিয়া গাহিয়া চলিতেছেন। প্রভুর আদেশে প্রভুর গুণগাথা কীর্ত্তন ও শ্রবণ-সুযোগলাভকারী ভক্তগণের আনন্দের সীমা নাই। এ দৃশ্য বর্ণনা করা অসাধ্য। আবার সেবোন্মুখ চিত্তবৃত্তি ব্যতীত দেখিয়াও বুঝা কঠিন।

সহরের মধ্যে সাড়া পড়িল; শ্রদ্ধালু জনের চিত্তে পরকালের কথা ক্ষণিকের জন্য উঁকি মারিয়া অতীত ও ভবিষ্যতের চিন্তা আনয়ন করিল। সঙ্গে সঙ্গে

এনেছি ঔষধি মায়া নাশিবার লাগি।
হরিনাম-মহামন্ত্র লও তুমি মাগি॥

—কীর্ত্তনে নিরাশ্রিতের আশ্রয় মিলিল। নামী-অভিন্ন শ্রীনামকীর্ত্তনই জীবের একমাত্র কৃত্য এবং ইহাই চরম-কল্যাণ ও পরম প্রয়োজন বুঝিবার অবকাশ হইল।

ভক্তগণ সহরে শ্রীনাম-হট্ট বিলাইয়া শ্রীমঠের তোরণ-দ্বারে ফিরিলেন। তথায় কিছুক্ষণ ধরিয়া কীর্ত্তন করিলেন। পরে সমাগত লোকদিগকে কিঞ্চিৎ বাল্যভোগ-প্রসাদ বিতরিত হইল।

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিপ্রকাশ অরণ্য মহারাজ ও উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সিদ্ধস্বরূপ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রীজী শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠের মহোৎসবকে সাফল্যমণ্ডিত করিবার জন্য ইতঃপূর্ব্বেই ঢাকার উৎসবে যোগদান করিয়াছেন। স্বামীজী ভক্তগণসমভিব্যাহারে নারায়ণগঞ্জে শুভবিজয় করিয়া নানাস্থানে শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচার করিতেছেন।

গত ৬ই ডিসেম্বর বুধবার শ্রীধাম-মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠে উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ গৌরদাস ব্রহ্মচারী কাব্যব্যাকরণ-তীর্থ ভক্তিশাস্ত্রীজী শ্রীমদ্ভাগবত হইতে পাণ্ডবাগ্রজ ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠিরকে বৈষ্ণবপ্রবর ভীষ্মের সদুপদেশ প্রদানাদির বিষয় কীর্ত্তন করেন। পাঠের আদি ও অন্তে মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তন হইয়াছিল।

গতকল্য ভৃগুচরিত্রালোচনায় আমাদের মীমাংসিত বিষয় হচ্ছে—ভগবান্ কৃষ্ণই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও আব্রহ্মস্তম্ব সকলেরই নিত্য পূজ্য। কৃষ্ণই সকলের প্রভু; ব্রহ্মা ও শিবাদি দেবতা তাঁহার সেবক-সম্প্রদায়। ব্রহ্মা ও শিবাদি দেবতাকে বৈষ্ণব-বুদ্ধিতে পূজা ও সম্মান করিয়া ভগবান্ কৃষ্ণের সেবাতেই জীবের মঙ্গল, কৃষ্ণসেবা বাদ দিয়া দেবপূজার ছলনা দ্বারা জীবের নিত্যমঙ্গল হইতেই পারে না ইহাই সিদ্ধান্ত। গীতার 'যেঽপ্যন্য দেবতা ভক্তাঃ' শ্লোকই তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ।

এখানে শুদ্ধবৈষ্ণব ভৃগুমুনির ব্যবহার-দর্শনে অজ্ঞ আমাদের নানা সংশয় উপস্থিত হয় ও তৎফলে আমরা বৈষ্ণবের ক্রিয়ামুদ্রা না বুঝিয়া তচ্চরণে অপরাধ করিয়া বসি। তাই মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী শাস্ত্র আমাদের সংশয়-নিরাসকল্পে বলিয়াছেন,—

সিদ্ধবৈষ্ণবের যেন বিষম ব্যবহার।
কহিলাম ইহা বুঝিবার শক্তি কার॥
পরীক্ষিতে কর্ম্ম কিনা ছিল কিছু আর।
তা'র লাগি করিলেন চরণপ্রহার॥
সৃষ্টিকর্ত্তা ভৃগুদেব যাঁ'র অনুগ্রহে।
কি সাহসে চরণ দিলেন সে-হৃদয়ে॥
'অবোধ অগম্য অধিকারীর ব্যবহার'।
ইহা বই সিদ্ধান্ত না দেখি কিছু আর॥

এই জটিল সমস্যার মীমাংসায় আমরা দেখিতে পাই—ভগবৎসেবাপর ভক্ত ভগবানের বিশ্রম্ভ সেবক। সাধারণ লোক বহিঃপ্রজ্ঞাচালিত হইয়া তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারে না। ভক্তবৎসল ভগবান্ সাধারণ বিচারে ভৃগু কর্ত্তৃক অবজ্ঞাত হইলেও তদ্দ্বারা ভৃগুর ভগবৎসেবায় বিশ্রম্ভভাব ও অত্যাসক্তি প্রকটিত হইয়াছে। ভৃগু যাহা করিলেন তাহা তাঁহার নিজের কর্ম্ম নয়। ভগবান্ ভৃগুশরীরে প্রবেশ করিয়া ভক্ত-মহিমা প্রকাশ করিবার জন্য ঐরূপ অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। ভৃগুর মর্য্যাদাজ্ঞান থাকাকালে কখনও ঐরূপ অনুষ্ঠান করিতে সাহস হইত না। ভক্তগণের জয় বিঘোষিত করিবার জন্যই শ্রীভগবানের ঐপ্রকার লীলাভিনয়। সহিষ্ণুতা-প্রদর্শনের পরিবর্ত্তে বৈষ্ণবপ্রবর শিব ও ব্রহ্মার যে ক্রোধপ্রকাশের অভিনয় তাহাও কৃষ্ণযশঃ জগতে প্রচারের জন্যই।

অল্পবুদ্ধি-জনগণ ইহার তাৎপর্য্য না বুঝিয়া বিপরীত-বুদ্ধিতে পরমমুক্ত ভৃগুর শ্রীচরণে অপরাধ না করেন এবং তদনুকরণে বিষ্ণু-বৈষ্ণবের মর্য্যাদা-লঙ্ঘন না করেন ইহাই আমার প্রার্থনা।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১০ নারায়ণ স্বামী প্রত্যয়

ছড়া কীর্ত্তনীয় নহে

(১)

বিচারে নিরপেক্ষতার প্রয়োজন

কোন প্রশ্নের সদুত্তর দিতে হইলে তদ্‌বিষয়ে নিরপেক্ষ বিচার আবশ্যক। কারণ—"নিরপেক্ষ নহিলে ধর্ম্ম না যায় রক্ষণ" (চৈঃ চঃ অন্ত্য ৩য় পঃ) উত্তরে কোনও ব্যক্তিগত মন্তব্য প্রকাশ করিলে নিরপেক্ষতার হানি হইতে পারে। নিরপেক্ষ না হইলে উত্তরটী সদুত্তর হইল কিম্বা মৎসরতার বশবর্ত্তী হইয়া বঞ্চনামূলক হইল তাহা বুঝা যাইবে না। ব্যক্তিগত মন্তব্যে (১) ভ্রম (এক বস্তুকে অন্য বস্তু জ্ঞান, যথা—রজ্জু দেখিয়া সর্প মনে করা), (২) প্রমাদ (অনবধান অর্থাৎ অন্যমনস্ক থাকার দরুণ এককথা অন্য প্রকারে উপলব্ধি করা বা শ্রবণ করা ও বলা, যথা—'ইন্দ্র চোর নহেন' এ কথাটী কেহ বলিলেন কিন্তু শ্রোতা অন্যমনস্ক থাকার দরুণ 'ইন্দ্র চোর' ইহা শুনিলেন, 'নহেন' শব্দটী শ্রবণ না করায় অসত্য ধারণা হইল, তখন তিনি ইন্দ্র-সম্বন্ধে যে মন্তব্য অন্যের নিকট প্রকাশ করিলেন তাহাও মিথ্যা হইল), (৩) বিপ্রলিপ্সা (বঞ্চনেচ্ছা অর্থাৎ অসদ্বার্থের বশবর্ত্তী হইয়া সত্যকে গোপন করিয়া অসত্য প্রচার), (৪) করণাপাটব (ইন্দ্রিয়ের অপটুতা অর্থাৎ চক্ষুদ্বারা দেখিলে মনে হয়, দুই চারি মাইল দূরে আকাশটী মৃত্তিকার সহিত মিলিত হইয়াছে কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে, ঐরূপ দর্শন কেবল ইন্দ্রিয়ের অপটুতা-জনিত)—এই চারিটী দোষ থাকিতে পারে; কিন্তু সাত্বতশাস্ত্রের সিদ্ধান্তে, শ্রীচৈতন্যদেবের পূর্ব্ববর্ত্তী ও পরবর্ত্তী মহাজনগণের বাক্যে, কিম্বা চারিটী সাত্বতসম্প্রদায়ের গুরুপারম্পর্য্যে অবতীর্ণ শ্রৌতবাণীতে ঐ চারিটী দোষ থাকিতে পারে না।

মায়ামুগ্ধ জীবের নাহি কৃষ্ণস্মৃতি-জ্ঞান।
জীবেরে কৃপায় কৈলা কৃষ্ণ বেদ-পুরাণ॥
(চৈঃ চঃ বিংশ পঃ)

ভ্রম, প্রমাদ, বিপ্রলিপ্সা, করণাপাটব।
আর্ষ-বিজ্ঞ-বাক্যে নাহি দোষ এই সব॥
(চৈঃ চঃ আদি ২য় পঃ)

শ্রীমন্মহাপ্রভুর পরবর্ত্তী আচার্য্য বা মহাজন শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর বলিয়াছেন—

"মহাজনের যেই পথ, তা'তে হব অনুরত
পূর্ব্বাপর করিয়া বিচার।"

'সাধু, শাস্ত্র, গুরুবাক্য চিত্তেতে করিয়া ঐক্য'

মহাজন বা সাধুর বাক্য, সাত্বতশাস্ত্রের বাক্য ও গুরুপারম্পর্য্যে অবতীর্ণ বাক্য বা গুরুবাক্যের মধ্যে তারতম্য হইবার আশঙ্কা নাই; কারণ, মূলে সবই ভগবদ্বাক্য অর্থাৎ ভগবানের শ্রীমুখবিগলিত বাক্যই সাত্বতশাস্ত্রে আছে। ভগবানের শ্রীমুখনিঃসৃত শব্দই মহাজনগণ কীর্ত্তন করিয়াছেন ও করেন এবং ভগবদ্বাণীই মন্ত্র, নাম বা উপদেশাদিরূপে গুরুপারম্পর্য্যে অবতীর্ণ হইয়াছেন, তাহাই সদ্‌গুরু কীর্ত্তন করেন।

অতএব কোন বিষয় সত্য কি অসত্য, ইহা নিরপেক্ষভাবে বিচার করিতে হইলে ব্যক্তিগত মন্তব্য প্রকাশ করিলে চলিবে না। যাহা সাত্বতশাস্ত্রে আছে, মহাজনগণের আচার-প্রচারের সহিত যাহার কোন তফাৎ নাই, যে কথা সাত্বত-সম্প্রদায়চতুষ্টয়ের মধ্য হইতে গুরুপারম্পর্য্যে অবতীর্ণ হইয়াছেন তাহাই সত্য কিন্তু যাহা সাত্বতশাস্ত্রে নাই বা মহাজনগণের আচার-প্রচারের সহিত যাহার কোন মিল নাই কিম্বা যাহা সাত্বতসম্প্রদায়ের গুরুপারম্পর্য্যে আগত নহে তাহাই অসত্য বা মনঃকল্পিত পাষণ্ডমত বুঝিতে হইবে। শ্রীমদ্ভাগবতের উদ্ধবগীতার ১১।১৪।৩-৮ শ্লোক আলোচনা করিলেই তাহা প্রমাণিত হইবে।

ভগবদ্‌বাণী

কালেন নষ্টা প্রলয়ে বাণীয়ং বেদসংজ্ঞিতা।
ময়াদৌ ব্রহ্মণে প্রোক্তা ধর্ম্মো যস্যাং মদাত্মকঃ॥
তেন প্রোক্তা স্বপুত্রায় মনবে ইত্যাদি।

যাভির্ভূতানি ভিদ্যন্তে ভূতানাং পতয়স্তথা
* *
এবং প্রকৃতিবৈচিত্র্যাদ্ভিদ্যন্তে মতয়ো নৃণাম্
পারম্পর্য্যেণ কেষাঞ্চিৎ পাষণ্ডমতয়োঽপরে॥

শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে কহিলেন বেদসংজ্ঞিতা বাণী আমি আদৌ ব্রহ্মাকে বলিয়াছিলাম। তাহাতেই আমার স্বরূপনিষ্ঠ বিশুদ্ধ-ভক্তিরূপ জৈবধর্ম্ম কথিত আছে। সেই বেদসংজ্ঞিতা বাণী নিত্যা। প্রলয়কালে তাহা সংগুপ্ত হওয়ায় সৃষ্টিসময়ে আমি তাহা বিশদরূপে ব্রহ্মাকে বলি। ব্রহ্মা তাহা স্বপুত্র মনু প্রভৃতিকে বলেন, ক্রমশঃ দেবগণ, ঋষিগণ, নরগণ সকলেই সেই বেদসংজ্ঞিতা বাণী প্রাপ্ত হন। ভূতসকল ও ভূতপতি-সকল সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণোদ্ভূত পৃথক্ পৃথক্ প্রকৃতি লাভ করিয়া পরস্পর ভিন্ন হইয়াছেন। সেই প্রকৃতি-ভেদানুসারে পৃথক্ পৃথক্ অর্থ দ্বারা নানা বিচিত্র মতে প্রকাশিত হইয়াছে। হে উদ্ধব, যাঁহারা ব্রহ্মা হইতে গুরুপরম্পরাক্রমে সেই বেদসংজ্ঞিতা বাণীর প্রকৃত অনুব্যাখ্যাদি প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহারাই বিশুদ্ধ মত স্বীকার করেন। অপর সকলে মতভেদক্রমে নানাবিধ পাষণ্ডমতের দাস হইয়া পড়িয়াছে।

সৎসম্প্রদায়ের আবির্ভাব

অতএব দেখা যাইতেছে, সৃষ্টির সময় হইতে 'ব্রহ্মসম্প্রদায়'-নামে একটী সাত্বত-সম্প্রদায় চলিয়া আসিতেছে। পরে কলিকালে চারিটী সাত্বত-সম্প্রদায় প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। শ্রীল ব্যাসদেব পদ্মপুরাণে বলিয়াছেন—

সম্প্রদায়বিহীনা যে মন্ত্রাস্তে বিফলা মতাঃ।
অতঃ কলৌ ভবিষ্যন্তি চত্বারঃ সম্প্রদায়িনঃ॥
শ্রী-ব্রহ্ম-রুদ্র-সনকা বৈষ্ণবা ক্ষিতিপাবনা।
চত্বারস্তে কলৌ ভাব্যা হ্যুৎকলে পুরুষোত্তমাৎ॥
রামানুজং শ্রীঃ স্বীচক্রে মধ্বাচার্য্যং চতুর্ম্মুখঃ।
শ্রীবিষ্ণুস্বামিনং রুদ্রো নিম্বাদিত্যং চতুঃসনঃ

—সৎসম্প্রদায়-বিহীন মন্ত্রসমূহ কখনই সিদ্ধিপ্রদ হয় না। এই হেতু শ্রীভগবানের ইচ্ছায় কলিকালে চারিটী সম্প্রদায়-প্রবর্ত্তক মূল-আচার্য্যের আবির্ভাব হইবে। কলি অর্থে বিবাদ বা তর্ক। কলিকালে শ্রৌতপথের অনাদর করিয়া তর্কপথের আদর হইবে। এই তর্কপথের কবল হইতে জীবকুলকে রক্ষা করিয়া শ্রৌতপথে প্রবর্ত্তিত করিবার জন্য শ্রী, ব্রহ্মা, রুদ্র চতুঃসন—এই চারিটী সাম্প্রদায়িক মূল হইতে কলিকালে ভুবনপাবন সাত্বত-আচার্য্য-চতুষ্টয় উৎকল-দেশে শ্রীপুরুষোত্তম-ক্ষেত্রে উদিত হইবেন। শ্রীলক্ষ্মীদেবী শ্রীরামানুজাচার্য্যকে, শ্রীব্রহ্মা শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যকে, শ্রীরুদ্র শ্রীবিষ্ণুস্বামীকে ও চতুঃসন শ্রীনিম্বাদিত্যকে আচার্য্যরূপে স্থাপন করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব স্বয়ং অবতারী হইয়াও শ্রৌতপথ ও আম্নায়ের (গুরুপরম্পরা প্রাপ্ত বেদসংজ্ঞিতা বিশুদ্ধা বাণীর) সম্মান সংরক্ষণার্থ সাত্বত-সম্প্রদায়-চতুষ্টয়ের অন্যতম ব্রহ্মসম্প্রদায় কৃপাপূর্ব্বক স্বীকার করিয়া শ্রীউদ্ধব-গীতোক্ত স্বীয় বাক্যের মর্য্যাদা স্থাপন করিয়াছেন।

কাঁহার বাক্য গ্রাহ্য?

মহাজনগণের আচরণে দেখা যায় যে, তাঁহারা যাহা কিছু উপদেশ দিয়াছেন তাহার সম্বন্ধে সাত্বত-শাস্ত্রের প্রমাণ দেখাইয়াছেন কিম্বা যেখানে কাহারও সহিত বিচার করিয়া সত্যের সংস্থাপন করিয়াছেন তাহাও সাত্বত-শাস্ত্রের উক্তি দ্বারাই করিয়াছেন, নিজের মনঃকল্পিত কোন কথা বলেন নাই। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য, শ্রীরামানুজাচার্য্য প্রভৃতি পূর্ব্ববর্ত্তী আচার্য্যগণ শাস্ত্রযুক্তিমূলেই বিরুদ্ধ মতবাদ খণ্ডন করিয়াছেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীসার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য, শ্রীপ্রকাশানন্দ সরস্বতী প্রভৃতির সহিত যে বিচার করিয়াছেন কিম্বা শ্রীল রূপগোস্বামী বা শ্রীল সনাতন গোস্বামীকে লক্ষ্য করিয়া যে-সকল উপদেশ করিয়াছেন সর্ব্বত্রই সাত্বত-শাস্ত্রের প্রমাণ দেখাইয়াছেন। সুতরাং ইহাই স্থির হইল যে, সাত্বত-শাস্ত্রের যথাযথ প্রমাণ ব্যতীত শ্রীমন্মহাপ্রভুর পূর্ব্ববর্ত্তী ও পরবর্ত্তী মহাজনগণের বাক্য ব্যতীত এবং গুরুপরম্পরায় অবতীর্ণ বাক্য ব্যতীত কোন কথাই গ্রাহ্য হইবে না।

ভজনের প্রধান কণ্টক

(৪)

বদ্ধজীব তো দূরের কথা, স্বয়ং প্রজাপতি ব্রহ্মাও স্বীয় দুহিতাকে দেখিয়া তাহার রূপে মোহিত হ'য়ে নির্লজ্জের ন্যায় মৃগরূপ ধরিয়া মৃগরূপধারিণী সেই কন্যার পশ্চাদ্ধাবন ক'রেছিলেন। এক নারায়ণ-ঋষি ব্যতীত সেই ব্রহ্মাদি দেবতা ও অন্যান্য দেব-মনুষ্যাদির মধ্যে এমন কোন্ ধৃতিমান্ পুরুষ আছেন—যিনি এই প্রমদারূপিণী মায়ায় মুগ্ধ না হন?

এসব কথা শুনে যেন আমরা "উল্টা বুঝ্‌লি রাম'এর পাল্লায় পড়ে না যাই—ব্রহ্মাদি দেবতার চরণে অপরাধ ক'রে না বসি। 'বৈষ্ণবের ক্রিয়ামুদ্রা বিজ্ঞে না বুঝয়' এটা সর্ব্বক্ষণ আমাদের স্মরণীয় হওয়া উচিত।

ব্রহ্মার পুত্রগণ ব্রহ্মার এই কার্য্য বুঝ্‌তে না পেরে অপরাধ করায় জন্য অধঃপতিত হ'য়েছিল। অতএব ব্রহ্মার এই লীলায় আমাদের শিক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে—যোষিৎ-দর্শনে আমাদের চেয়ে অনন্ত গুণে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিরও যখন এরূপ অবস্থা হয়, তখন আমাদের যে ওপথে না যাওয়াই শ্রেয়ঃ, উহা সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাজ্য ইহাতে কোনও সন্দেহ নাই। শিব বিষ খেতেও পারেন আবার তা' হজম করতেও পারেন। তাঁদের সবই সাজে কিন্তু আমাদের সাবধান থাকা দরকার। সুস্থ যাঁরা—রোগী নন যাঁরা, তাঁরা সবই খেতে পারেন তাতে তাঁদের কোন অসুবিধার কথা নাই কিন্তু রোগীর কুপথ্য হ'লেই দুরবস্থা—রোগের সাম্যাবস্থার পরিবর্ত্তে কুপিতাবস্থা।

স্ত্রীরূপা মায়ার এমনি প্রভাব—সে একটী-মাত্র ভ্রূভঙ্গে দিগ্বিজয়ী বীরগণকে পর্য্যন্ত পদানত এবং বিশ্বামিত্রের ন্যায় মহাতপারও তপ ভঙ্গ ক'রে থাকে। তাই পরম-শুভাকাঙ্ক্ষী ভগবদবতার শাস্ত্র ব'লেছেন,—যিনি সাধন-ভক্তি-যোগের পরপার অর্থাৎ কৃষ্ণপ্রেমা লাভ করতে ইচ্ছুক, তিনি কখনও কামিনীর সঙ্গ করবেন না। শিশুর ন্যায় সাপ ধরতে যাবেন না।

এই যোষিৎকুল সাধকের পক্ষে নিরয়দ্বারস্বরূপ, ইহাই তত্ত্ববিদ্‌গণের উক্তি। পুরুষাভিমানীর পক্ষে প্রমদা যেরূপ জরাবহা, জলৌকার ন্যায় রক্তশোষিকা, ভজনপথে বিঘ্নকারিণী ও নরকসঙ্গিনী, স্ত্রী-অভিমানিনীদিগের পক্ষে পুরুষসঙ্গও তদ্রূপই বিপজ্জনক। স্ত্রীরূপা দৈবীমায়া যে কি ছলে পুরুষের প্রিয়া হয়, কি উদ্দেশ্যে তাকে স্বামীত্বে বরণ করে, কিরূপে তাকে নিজের

কৃষ্ণনাম ভজ জীব, আর সব মিছে। পলাইতে পথ নাই যম আছে পিছে।

জীভাস্বপ ক'রে ফেলে, তা' অল্পবুদ্ধি আমরা বুঝ্তে পারি না।

প্রমদারূপিণী মায়া ধীরে ধীরে পুরুষের নিকটে গমন করে এবং তার সঙ্গক্রমে তাহার অবস্থা গুলীখোরের মত হ'য়ে দাঁড়ায়; কিন্তু বুদ্ধিমান্ সাধক তাহাকে তৃণাচ্ছাদিত কূপের ন্যায় দেখেন।

স্ত্রীসঙ্গ ফলে স্ত্রীত্ব লাভ করিয়া জীব গৃহবাসিনীর ন্যায় আচরণকারিণী স্ত্রীরূপা মায়াকেই মোহবশতঃ বিত্ত, পুত্র, গৃহদাতা স্বামী বা প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তম বন্ধু বলিয়া মনে করে। স্ত্রীত্ব-প্রাপ্ত—অসৎ বিষয়ে আসক্ত—কৃষ্ণেতর স্ত্রীপুত্রাদির মনোরঞ্জনে প্রমত্ত জীবের এই মায়াকে পতি, পুত্র, স্ত্রী, পিতা, বন্ধু ও গৃহকে মৃত্যু ব'লে জানা কর্ত্তব্য।

স্ত্রীসঙ্গী মূঢ় ব্যক্তি অনিত্য পুত্র-কলত্র-ধনাদিতেই 'পরমার্থ'-বুদ্ধিরূপ ভ্রান্তি দ্বারা চালিত হ'য়ে স্বীয় ইন্দ্রিয়সুখ সাধক গৃহ ও কাম্যকর্ম্মাদিতে এবং জন্মমরণময় সংসার-মার্গে ভ্রমণ করতে থাকে, বিষ্ণুর পরমপদ কখনও লাভ করতে পারে না।

পুষ্পের ন্যায় প্রথমে সরস এবং পরিণামে বিরসধর্ম্মযুক্তা স্ত্রীগণের আশ্রয়স্থল গৃহে বাস ক'রে আমরা জিহ্বা ও উপস্থাদি-ইন্দ্রিয়লভ্য পুষ্পমধুগন্ধসদৃশ অতি তুচ্ছ কামসুখলেশ—ক্ষণিক ইন্দ্রিয়সুখ অন্বেষণ করতে করতে স্ত্রীগণের সহিত সহবাস ক'রে তাহাদিগকে ভালবেসে ফেল্‌ছি, পত্নী ও স্বজনাদির অতি মনোহর আলাপে লুব্ধ হ'চ্ছি, মৃগের সম্মুখস্থিত ব্যাঘ্রের ন্যায় তারা আমার আয়ু হরণ করছে দেখেও তাতে উদাসীন থাকছি। হরিবিমুখ আমরা, নিজেন্দ্রিয়-তর্পণরত ও স্ত্রীসঙ্গী আমরা আমাদের দুরবস্থার কথা একবারও স্বপ্নেও ভাব্‌ছি না, এমনি আমাদের স্বরূপ-বিভ্রান্তি বা মস্তিষ্কবিকৃতি ঘটেছে। কিন্তু বুদ্ধিমান্ যাঁরা তাঁরা অসদ্বার্ত্তা-মুখরিত, ইন্দ্রিয়-তর্পণপর ; যোষিৎসঙ্গমূলক আশ্রম পরিত্যাগ ক'রে জীবের একমাত্র আশ্রয়স্থল শ্রীহরির প্রীতি বিধান ক'রে থাকেন এবং দয় জীবকুলকে ক্রমে ক্রমে অসৎসঙ্গ হ'তে বিরত হ'বার জন্য অনুরোধ ও বদ্ধ ব্যক্তিগণকে উপদেশ প্রদান করেন। এরূপ বুদ্ধিবিশিষ্ট ব্যক্তিগণই ধীমান্—এঁরাই প্রকৃত পণ্ডিত ও পরোপকারী।

শ্রীপাদ পুরী মহারাজের বক্তৃতা

(২)

একদিন নিত্যানন্দপ্রভু নগর ভ্রমণ ক'রে আস্‌ছেন তখন সেই দুই মত্তপ অর্থাৎ জগাই মাধাই মদমত্ত হ'য়ে বল্‌ছে—'কেরে কে রে', তিনি বল্‌লেন 'আমি অবধূত'। এই কথা শুনেই মাধাই কল্‌সীর একটী কানা লয়ে তাঁ'র মস্তকে নিক্ষেপ কর্‌ল। তখন বাহ্যদর্শনে দেখা গেল যে, নিত্যানন্দ প্রভুর মস্তক থেকে রক্ত পড়্‌তে লাগ্‌ল। এই কথা শুনে শ্রীমন্মহাপ্রভু সপার্ষদে এসে সুদর্শন-চক্রকে আহ্বান ক'রলেন। তাঁর আদেশমাত্রই চক্র এসে উপস্থিত হ'লেন। তখন নিত্যানন্দপ্রভু বল্লেন—"প্রভো! আপনি স্থির হউন, আমার কোন কষ্ট হয় নাই, এ দুজনকে আমি ভিক্ষা চাই। মাধাই মার্‌তে গেলে জগাই তার হাত ধ'রে আমাকে রক্ষা ক'রেছে। এই কথা শুনে মহাপ্রভু আনন্দিত হ'য়ে জগাইকে আলিঙ্গন ক'র্‌লেন এবং ব'ল্‌লেন—

* * * "কৃষ্ণ কৃপা করুন তোরে।
নিত্যানন্দ রাখিয়া কিনিলা তুমি মোরে॥
যে অভীষ্ট চিত্তে দেখ তাহা তুমি মাগ।
আজি হৈতে হউ তোর প্রেম-ভক্তিলাভ॥"

এই আশীর্ব্বাদ করা মাত্রই জগাই প্রেমে মূর্চ্ছিত হ'য়ে পড়্‌লেন এবং শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধর চতুর্ভুজমূর্ত্তি দর্শন কর্‌লেন। জগাইয়ের বক্ষে শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর তাঁর পাদ-পদ্ম ধারণ কর্‌লেন, তিনিও সেই পাদপদ্ম বক্ষে ধারণ ক'রে ক্রন্দন করতে লাগ্‌লেন ইহা দর্শন ক'রে মাধাইয়েরও চিত্ত পরিবর্ত্তন হ'ল এবং বল্‌লে—"প্রভো! আমাকেও উদ্ধার করতে হ'বে। পরে নিত্যানন্দের অহৈতুকী কৃপায় মাধাইয়েরও উদ্ধার হ'ল।

হেন মতে দুজনেতে পাইল মোচন।
দুইজনে স্তুতি করে দুয়ের চরণ॥
প্রভু বলে—'তোরা আর না করিস্ পাপ'।
জগাই মাধাই বলে—'আর নারে বাপ'॥
প্রভু বলে—"শুন শুন তোরা দুইজন।
সত্য সত্য আমি তোরে করিব মোচন॥
কোটী কোটী জন্মে যত আছে পাপ তোর।
আর যদি না করিস্ সব দায় মোর॥
তো দোঁহার মুখে মুঞি করিব আহার।
তোর দেহে হইবেক মোর অবতার॥"

এইরূপে পতিতপাবন গৌর-নিত্যানন্দ জগাই মাধাইয়ের মত পাপিষ্ঠকেও উদ্ধার কর্‌লেন। এখন এই শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যা-নন্দের পতিতোদ্ধার-লীলায় কি শিক্ষা পাওয়া যায় তা বিচার করা দরকার। তা' না হ'লে কেবল ইতিহাস শুন্‌লে বা গল্পের মত শুন্‌লে আমাদের কোন মঙ্গল হ'বে না। যারা কেবল গল্প শুন্‌তে আসে তা'রা সার গ্রহণ করতে পারে না, উল্টো বুঝে যায় তখন তা'রা মনে ক'রে—'আমরা গৌর-নিত্যানন্দের নাম কর্‌বো, তাঁদের অনুগত ব'লে পরিচয় দিব এবং পাপ-কার্য্যও খুব চালাব।' এইরূপ অজ্ঞ লোক কীর্ত্তনের খুব ঠাটবাট কর্‌তে কর্‌তে—লম্ফ ঝম্প কর্‌তে কর্‌তে অনন্ত নরকের পথে চলে যায়। তার কারণ—তারা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের প্রচারিত সিদ্ধান্ত বিচার করে না—তাঁর প্রচারিত সিদ্ধান্তের অনুগত হয় না, কেবল মুখে তাঁর অনুগত ব'লে পরিচয় দেয় মাত্র।

এই লীলাটী আলোচনা কর্‌লে দেখা যায়, শ্রীমন্মহাপ্রভু সকলের নিকট এই ভিক্ষা কর্‌তে ব'লেছেন—"বল কৃষ্ণ ভজ কৃষ্ণ, কর কৃষ্ণ-শিক্ষা।" কেবল 'বল কৃষ্ণ' বা 'ভজ কৃষ্ণ' বলেন নাই তার সঙ্গে ব'লেছেন—'কর কৃষ্ণ শিক্ষা' অর্থাৎ কৃষ্ণ-শিক্ষা না ক'রে যদি কৃষ্ণ বলা যায় বা কৃষ্ণ-নাম কর্‌বার চেষ্টা করা যায় তবে কৃষ্ণ বলা হবে না, কৃষ্ণনাম হবে না, কেবল নামাক্ষর বা নামাপরাধ হবে মাত্র, সেইরূপ কৃষ্ণশিক্ষা না ক'রে যদি কৃষ্ণভজনের ঠাটবাট করা যায়, তা'তে কৃষ্ণভজন বা কৃষ্ণেন্দ্রিয়-তর্পণ হবে না, তা' বাহিরে দেখ্‌তে কৃষ্ণভজনের মত মনে হ'লেও তা'র নাম আত্মেন্দ্রিয়-তর্পণ বা কাম। সেইজন্য 'কর কৃষ্ণ-শিক্ষা' এই কথাটী আছে। কৃষ্ণশিক্ষা অর্থে—কৃষ্ণ কি বস্তু, কি কর্‌লে কৃষ্ণভজন হয়, কে কৃষ্ণভজন কর্‌বে, ভজনকারীর সঙ্গে কৃষ্ণের কি সম্বন্ধ, জীব কৃষ্ণভজন ছেড়ে অন্য কার্য্যে ব্যস্ত হ'য়েছে কেন, কৃষ্ণভজন না কর্‌লেই বা কি অসুবিধা হবে, ইত্যাদি প্রশ্নের মীমাংসা সদ্‌গুরু-পাদপদ্মে শ্রবণ করা ও তদনুসারে আচরণ করা। কৃষ্ণ-শিক্ষা কর্‌তে হ'লে প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবা—এই তিনটী বৃত্তি ল'য়ে গুরুপাদপদ্মে যেতে হয়। যদি নিজের খেয়াল মত কৃষ্ণ বল্‌লেই কৃষ্ণ বলা হ'ত, যদি খেয়াল মত কৃষ্ণভজন কর্‌লেই কৃষ্ণভজন হ'ত, তবে 'কর কৃষ্ণ-শিক্ষা' এ কথাটী বল্‌বার আবশ্যক ছিল না।

আরও দেখা যায়, শ্রীমন্মহাপ্রভু জগাই মাধাইকে বল্‌ছেন—

'তোরা আর না করিস্ পাপ'
কোটী কোটী জন্মে যত আছে পাপ তোর।
আর যদি না করিস্ সব দায় মোর।"

এই কথা বলার তাৎপর্য্য এই যে, শ্রীগৌরাঙ্গের পাদপদ্ম-আশ্রয় করার পর আর যেন কেহ স্বতন্ত্রতার অপব্যবহার-ফলে পাপকার্য্য না করে। পুনরায় পাপকার্য্য না কর্‌লেই তাঁর কৃপা লাভ হ'বে এবং কোটী কোটী জন্মের কর্ম্মফল ভোগ কর্‌তে হবে না কিন্তু স্বতন্ত্রতার অপব্যবহার কর্‌লেই—পুনরায় পাপকার্য্যে লিপ্ত হ'লেই তাঁর কৃপা হ'তে বঞ্চিত হ'তে হবে। কেবল মুখে তাঁর অনুগত ব'লে পরিচয় দিলে বা ঠাটবাট দেখালে চল্‌বে না কারণ তিনি অন্তর্য্যামী, অন্তরের কপটতা বুঝতে পারেন তাঁকে ফাঁকি দেওয়া যায় না। কপটতা রেখে বহুজন্ম নামাক্ষর উচ্চারণ কর্‌লেও, অনেক লম্ফ ঝম্ফ প্রদান কর্‌লে বা খোল ভাঙ্গলেও কোন ফল হ'বে না—একবারও হরিনাম হবে না।

গোরার আমি, গোরার আমি,
মুখে বল্লে নাহি চলে।
গোরার আচার, গোরার বিচার
লইলে ফল ফলে॥
লোক-দেখান গোরা-ভজা,
তিলক মাত্র ধরি।
গোপনেতে অত্যাচার গোরা ধরে চুরি॥
বহুজন্ম করে যদি শ্রবণ-কীর্ত্তন।
তবুও না পায় কৃষ্ণপদে প্রেমধন॥
কৃষ্ণনাম করে অপরাধের বিচার।
কৃষ্ণ বলিলে অপরাধীর না হয় বিকার॥

শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দের কৃপালাভের পর জগাই-মাধাইয়ের আচরণ বিচার করুন। তাঁ'রা কৃপা-লাভের পর আর কোন পাপ-কার্য্য ত' করেনই নাই বরং তাঁ'রা পূর্ব্ব আচরণের কথা স্মরণ ক'রে পুনঃ পুনঃ সকলের নিকট কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে ক্ষমা প্রার্থনা ক'রেছেন, গঙ্গার ঘাট পরিষ্কার করেছেন এবং প্রত্যহ দুই লক্ষ হরিনাম কীর্ত্তন ক'রেছেন। নিষ্কপটে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের অনুগত হ'লে চৈতন্যবাণীর পাদপদ্ম আশ্রয় কর্‌লে তাঁর কৃপায় দিব্যজ্ঞান লাভ হয়; তখন আর সর্ব্বপাপের মূল অবিদ্যা থাকে না, তা চিরতরে নষ্ট হ'য়ে যায় সুতরাং আশ্রিত জনের দ্বারা পাপ কার্য্য অনুষ্ঠিত হ'তেই পারে না। যেমন গাছের মূলটা উৎপাটিত হ'লে আর গাছটা বেঁচে থাক্‌তে পারে না।

এ সম্বন্ধে আরও অনেক কথা বল্‌বার ইচ্ছা ছিল তবে বাঙ্গলা ভাষা সকলের বোধ-গম্য হচ্ছে না মনে হচ্ছে। এখন পণ্ডিত শ্রীপাদ সুদর্শন ব্রহ্মচারী প্রভু উৎকল ভাষায় বক্তৃতা-মুখে কিছুক্ষণ কীর্ত্তন কর্‌বেন। আশা করি তাঁ'র বক্তৃতা আপনাদের সকলেরই বুঝ্‌বার সুবিধা হ'বে।

স্বামীজীর বক্তৃতান্তে শ্রীপাদ সুদর্শন ব্রহ্মচারীজী প্রায় এক ঘণ্টা কাল গৌর-নিত্যানন্দের লীলামৃত উৎকল-ভাষায় কীর্ত্তন করিয়াছিলেন।

গৌর যে শিখাল নাম সেই নাম গাও। অন্য সব নাম-মাহাত্ম্য সেই নামে পাও॥

শুদ্ধভক্তি গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। ভাষ্যসহ বিরাট শ্রীচৈতন্যভাগবত ৫৲
২। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্যান্ত ২৮৲
একাদশ স্কন্ধ হইতে পরিশেষ ।৶৹
৩। ভাষ্যসমেত শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত
(চতুর্থ সংস্করণ) ৬৲
৪। ভক্তিবিবেককুসুমাঞ্জলি (বাঁধা) ১৲
৫। গৌড়ীয়-গৌরব ।৶৹
৬। গৌড়ীয়-সাহিত্য ।৶৹
৭। ভজনরহস্য ।৹
শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও
শ্রীনবদ্বীপশতকম (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸৹
৯। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ)
ঐ (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸৹
১০। গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি টীকাসহ)
ঐ (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸৹
১১। গীতার কেবল মাধ্ব-ভাষ্য ।৹
১২। যুক্তিমল্লিকা গুণসৌরভঃ সানুবাদ
(মাধ্ব) ২৲
১৩। বেদান্ততত্ত্বসার সানুবাদ
(রামানুজীয়) ৷৹
১৪। জৈবধর্ম্ম
১৫। শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸৹
১৬। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১৭। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ৷৶৹
ঐ (বাঁধা) ৸৹
১৮। দ্বীপ-দিগ্দর্শন ৶৹
১৯। সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ) ।৶৹
২০। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ৷৹
ঐ (আবাঁধা) ।৶৹
২১ নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸৹
২২। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৶৹
২৩। গীতমালা ৵১০
২৪। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶৹
২৫। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶৹
২৬ নবদ্বীপ পঞ্জিকা (৪৪৭ গৌরাব্দ) ৶৹
২৭। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।৹
২৮। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা-দর্পণ ।৹
২৯। শরণাগতি ৵৹
৩০। গীতাবলী ৵৹
৩১। চিত্রে নবদ্বীপ ২৷৹
৩২। সাধনকণ ৵৹
৩৩। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৵৹
৩৪। নবদ্বীপশতক ৵৹
৩৫। অর্থপঞ্চক ৵৹
৩৬। সদাচারস্মৃতিঃ ৵৹
৩৭। কল্যাণকল্পতরু (৫ম সংস্করণ) ৵১০
৩৮। অর্চ্চনকণ ৵১০
৩৯। সাধককণ্ঠমালা (বাঁধা) ।৹
ঐ (আবাঁধা) ৶৹
৪০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি
(প্রথম চারিখণ্ড) ৩
৪১। ব্রহ্মসংহিতা ।৹
৪২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸৹
৪৩। মণিমঞ্জরী সানুবাদ ।৹
৪৪। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸৹
৪৫। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ।৹
৪৬। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।৹
৪৭। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸৹
৪৮। গৌড়ীয়মঠ কি করেন ? ৵৹
৪৯। ঈশোপনিষৎ (বলদেব ও মাধ্ব-ভাষ্য এবং বিবৃতি ও অনুবাদসহ) ।৹
৫০। শ্রীভুবনেশ্বর ৶৹
৫১। সিদ্ধান্তদর্পণ ৶৹
৫২। সাংখ্যবাণী ৵৹

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৫৩। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী-দিগ্বিজয়ঃ ৷৹
৫৪। সটীক-শিক্ষাদশমূলম্ ।৹
৫৫। তত্ত্ব-সূত্রম্ ।৹
৫৬। সানুবাদ-শিক্ষাষ্টকম্ ৶৹
৫৭। গৌড়ীয়মঠস্য পরিচয়ঃ ৵৹
৫৮। মায়াপুরবর্ণনম্ ৶৹

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৫৯। রায় রামানন্দ ।৹
৬০। নামভজন ।৹
৬১। রিলেটীভ্ ওয়ার্ল্ড্স ।৶৹
৬২। লাইফ্ অ্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব
শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।৹
৬৩। বৈষ্ণবীজম্ ।৹
৬৪। হোয়াট্ গৌড়ীয়মঠ ইজ্ ডুইং ৵৹
৬৫। দি ভাগবত ।৹
৬৬। ইয়োটিক প্রিন্সিপ্ল্ অ্যাণ্ড
আনেলয়েড্ ডিভোসন ।৹
৬৭। ব্রহ্ম-সংহিতা ২৷৹
৬৮। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (ভলুম ওয়ান) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৬৯। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ।৹
৭০। সাধন পথ ।৹
৭১। কল্যাণ-কল্পতরু ৵১০
৭২। গীতাবলী ৵৹
৭৩। শরণাগতি ৵৹

আসামী ভাষায় প্রকাশিত

৭৪। শরণাগতি

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

নদীয়া-প্রকাশপ্রাপ্তির স্থান

১। শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম-মায়াপুর, নদীয়া
২। শ্রীযোগপীঠ ঐ
৩। শ্রীবাস অঙ্গন ঐ
৪। অদ্বৈত-ভবন ঐ
৫। কাজীর সমাধি পাট ঐ
৬। স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ শ্রীগোদ্রুম,
পোঃ স্বরূপগঞ্জ, নদীয়া।
৭। শ্রীভাগবত আসন কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
৮। শ্রীএকায়ন মঠ গোবিন্দপুর, হাঁসখালী।
৯। দ্বাদশগোপাল পাট—পোঃ চাকদহ,
১০। শ্রীগৌর গদাধরমঠ—চাঁপাহাটী,
পোঃ সমুদ্রগড়, বর্দ্ধমান
১১। শ্রীমোদদ্রুমছত্র মাউগাছি, বর্দ্ধমান
১২। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম, আমলাযোড়া,
পোঃ রাজবাঁধ বর্দ্ধমান
১৩। শ্রীগৌড়ীয়মঠ বাগবাজার, কলিকাতা
১৪। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম ব্রাহ্মণপাড়া,
পোঃ মাজু, হাওড়া,
১৫। শ্রীমাধ্ব গৌড়ীয়মঠ,
২০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা
১৬। শ্রীগোপালজী মঠ কমলাপুর, ঢাকা।
১৭। শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ পোঃ বালিয়াটী,
১৮। শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয়মঠ ময়মনসিংহ।
১৯। শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ চিরুলিয়া,
পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর
২০। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম গোয়ালপাড়া, আসাম।
২১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ রায়াপেট্টা, মাদ্রাজ।
২২। শ্রীরামানন্দগৌড়ীয় মঠ কব্বুর,
জিঃ পশ্চিম গোদাবরী
২৩। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ উড়িয়াবাজার,
পোঃ বক্সীবাজার, কটক।
২৪। শ্রীত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয় মঠ ভুবনেশ্বর।
২৫। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ স্বর্গদ্বার, পুরী।
২৬। শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ আলালনাথ
পোঃ ব্রহ্মগিরি, পুরী।
২৭। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ ডুমুরকুণ্ডা,
পোঃ চিরকুণ্ডা, মানভূম।
২৮। শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ—কাশী।
২৯। শ্রীরূপগৌড়ীয় মঠ—এলাহাবাদ।
৩০। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ পুরাণবাজার,
সরকার ঠাকুরের কুঞ্জ, বৃন্দাবন
৩১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, নিউদিল্লী
৩২। শ্রীপরমহংসমঠ—নৈমিষারণ্য,
৩৩। শ্রীসারস্বত গৌড়ীয় মঠ—হরিদ্বার।
৩৪। শ্রীব্যাসগৌড়ীয়মঠ—কুরুক্ষেত্র, পঞ্জাব
৩৫। শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাবুলনাথ রোড,
পোঃ গ্র্যাণ্ট রোড, বোম্বে।
৩৬। লণ্ডন গৌড়ীয়মঠ, ৩৯নং গ্লেডউইন্
গার্ডেন্স, কেন্সিংটন্ লণ্ডন,
(এস্, ডব্লিউ—১০)।
৩৭। অমরি গৌড়ীয়মঠ—মেদিনীপুর
৩৮। সরভোগ গৌড়ীয় মঠ—সরভোগ, কামরূপ, আসাম,

শুদ্ধভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী মাসিক। শ্রীধাম-মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৷৹ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দি ভাষায় একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি হৃদয় বন মহারাজ সম্পাদিত ও নৈমিষারণ্য শ্রীপরমহংস মঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ১৷৹ দেড় টাকা মাত্র।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত যদুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷৹ দেড় টাকা মাত্র।

৫। কীর্ত্তন—মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ নিমানন্দ সেবাতীর্থ বি-এজি, বি-টি, সম্পাদিত। আসাম গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম হইতে প্রকাশিত আসামী ভাষায় মাসিক। ভিক্ষা সডাক ১৷৹ দেড় টাকা মাত্র

শ্রীচৈতন্যভাগবত

আদিকবি শ্রীল বৃন্দাবন দাস প্রণীত সমগ্র গ্রন্থ

গ্রন্থের মূল বোল্ড অক্ষরে এবং তন্নিম্নে বিশ্ববিশ্রুত গৌড়ীয়মঠের প্রতিষ্ঠাতা ও আচার্য্য ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের রচিত বিস্তৃত ভাষ্য উত্তম কাগজে সৌষ্ঠবের সহিত মুদ্রিত হইয়াছেন। ডবল ক্রাউন আটপেজি আকারে ১০৯৬ পৃষ্ঠায় কেবল মূল ও ভাষ্য সম্পূর্ণ হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত শ্লোকসূচী, পদ্যসূচী, স্থান-সূচী, পাত্রসূচী, বিষয়সূচী, শব্দসূচী প্রভৃতি বিস্তৃত সূচীপত্রের একটী গ্রন্থ হইবে। সত্যই শ্রীচৈতন্যভাগবতের এরূপ উৎকৃষ্ট ও অমূল্য বিরাট সংস্করণ জগতের কোথায়ও আজ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হন নাই, ইহা নিরপেক্ষ পাঠক-মাত্রকেই একবাক্যে স্বীকার করিতে হইবে। শ্রীগৌড়ীয়মঠের উৎসব-কালে গ্রন্থের ভিক্ষা ১২৲ বারটাকা স্থলে—৫৲ পাঁচটাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীচৈতন্যমঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

[illegible]লিকাতা বাজার দর

লৌহ হার্ডওয়ার

২৪শে নভেম্বর ১৯৩৩

টার বৈরাগী— প্রতি হন্দর।
[illegible]ঙার কাড়ি (অয়েষ্ট বা নীম)
কা ৫।৶০—৫॥৶০
পে-ঢাকা হাল্কা ওজন ৪।৶০—৪॥৶০
গা (টী-আয়রণ) ৬৶০—৬।০
জল আয়রণ (কোনা) ৫৸৶০—৬।৶০
গালভ্যানাইজড করগেট টীন—
গেজ ৬ হইতে ১০ ফুট ১১।৶০
গেজ ,, ,, ১০৸৶০
গেজ ,, ,, ১২
গেজ আর, পি, ডি, মার্কা ১২৸৶০
গেজ গাঃ প্লেন শীট— ১১।৶০
গেজ ,, ,, ১২।০
গেজ ও ৩০ গেজ ঐ— ১৩৲—১৬৲
ান ঘেরা কাঁটাতার ১০০
উত বাঃ ৮৸০
পাটী ৬৲৶—৭।০
বালটু (গোল) ৬৲৶—৬।০
[illegible]তাদে (চৌকা) ৬৶০—৬৲।০
[illegible]ল রড ৶০—।৶০ সূতা ৫৶০—৫॥০
টানা রড-
[illegible] ৶০—।৶০ ঐ ৫৶০—৫॥০
[illegible]গুল কাল ৭৲—৭৸০
প্লট—তিন সূতা মোটা
[illegible] ৭।০—৭।০
[illegible]দর ৩-১৬ খানা বাণ্ডিল ৯॥৶—১০৲
টীল ৮।০—৯৲
রাউণ্ড ৫৸৶—৬৲৶০
রর পেরেক ১—৬ ইঞ্চি ৯—৯৸০
টেন্ট পেরেক ২—৮ ইঞ্চি ১২।০—১৫॥০
[illegible]ই কড়া ১ হইতে ১০ নং ২॥০ সাট
দাল ৪, ৫, ৬, ৭৸৶০ ৮৸৶০ ৯৸৶০ ডঃ
[illegible]ন পাউণ্ড ৬৲ দেঃ বিঃ ৬।৶০ ,,
[illegible] প্লেন বালতি ৭—১২ ইঞ্চি ২॥৶০ ৬॥৶০
রঞ্জিট ,, ৭—১২ ইঞ্চি ২৲—৭৲ ,,
[illegible]য় চার রঙের গোল ও
[illegible] ৮॥০— ,,
[illegible]লের লোহার সিট ১৫৲ ,,
[illegible]মেন্তা (কাঠের সিট) ১৮৲ ,,
[illegible] স্ক্রুপ ॥—৩ ইঞ্চি ৴১০—॥৶০ গ্রোস
[illegible]জা ৭৩ নং
-৪ ইঞ্চি ।১০—৸৶১০ পেঃ ডজন
[illegible]তার ১৬—২২ নং
[illegible]) ১২৲—১৩৲ হন্দর
রিজিং (মটকা)
ইঞ্চি ।৶৫—৸৶০ পীস
গাটাকিং বা জোড়া
[illegible] ।০—৸৶০ ,,
স্ক্রুপ ১॥০—২॥০ ইঞ্চি ২৩৲—২৯৲ হন্দর

গাঃ ওয়াসার চাকি ১১॥০—১৩৲ ,,
গাঃ বোল্ট-নাট ৮—৭ ইঞ্চি
॥৶১০—১৶০ গ্রোস
চালাই রেলিং ৩॥০—৭॥০ হন্দর
ঐ রেন ওয়াটার পাইপ
৩ ইঞ্চি ৸১০ ও ৪ ইঞ্চি ।১০ ফুট
টিউব ওয়েলের জন্য গাঃ
পাইপ১॥ ইঞ্চি ।৶৫ ফুট
পাম্প ৪নং ১২॥০ ৫নং ১৪৲ ৬নং ১৬৲
৬০--৮০ বাটখারা ৶১৫ সাট ২।০-২॥০ মণ

সন্তোষকুমার মল্লিক এণ্ড সন্স লিঃ
লৌহ ও হার্ডওয়ার বিক্রেতা।
মীরবহর ঘাট লোহাপটী, বড়বাজার,
টেলি—"লোহার মল্লিক" কলিকাতা

কেরোসিন

প্লোক্রেক প্রত্যেক বাক্স (২ টিন) ৯৲৬
সূর্য্য মার্কা ,, ৬॥০
ভিক্টোরিয়া ,, ৬৲

সোণার দর

পাকা সোণা ৩০৸৶
বড়াল ৩০৸
চিনা পাত ৩২।০

রূপার দর

রূপা প্রতি ১০০ ভরি ৫৫৶০
ঐ খুচরা ৫৶০

কোম্পানীর কাগজ

॥০ সুদের কাগজ ৮১৶
৩॥০ নূতন ঋণ (১৯৪৭-৫০) ৯১।০
৩৲ ,, ঋণ (১৯৬০-৭০) ৯০৲
৩৲ ,, বণ্ড (১৯৩৫ ১০৪॥৶০

ডিবেঞ্চার

৫৲ সুদের (১৯৫৬-৮৬) কলিকাতা পোর্ট-
ট্রাষ্ট ডিবে:— ১০২॥৶০

ব্যাঙ্ক

ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক (কলট্রি) ২৯৪॥০
সেণ্ট্রাল ঐ ২২৲

কাপড় ও সূতার কল

এলগিন মিল ৪৫৲

পাট কল

হাওড়া ৫০৲
অকল্যাণ্ড ১৯৫৲
বালী ১৬২৲
বরানগর ১৫০৲
কেলভিন ৩৭০৲
ডয়র ২৪৩৲
ক্লাইভ ২৮।০
ডালহাউসী ৪০৮॥০
ডেল্টা ৪০৫৲

কৃষ্ণনগর নবদ্বীপঘাট রেলওয়ে সময়

কৃষ্ণনগর হইতে নবদ্বীপঘাট

কৃষ্ণনগর সিটি—	৬-৪৫	১০-৪৪	১৩-২২	১৭-৩৮	২০-১৬
কৃষ্ণনগর রোড—	৬-৫৬	১০-৫৫	১৩-৩৩	১৭-৪৭	২০-২৫
আমঘাটা—	৭-১৫	১১-১৩	১৩-৫১	১৮-৩	২০-৪১
মহেশগঞ্জ—	৭-২৪	১১-২১	১৪-০	১৮-৯	২০-৪৭
নবদ্বীপঘাট—	৭-৩৩	১১-৩০	১৪-৯	১৮-১৬	২০-৫৫

বিশেষ দ্রষ্টব্য—নবদ্বীপঘাট ষ্টেশন অপেক্ষা মহেশগঞ্জ ষ্টেশন হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরের দূরত্ব অনেক কম। শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে যাহাদিগকে রাণাঘাটে ট্রেণ বদল করিতে হয়, তাঁহারা রাণাঘাটে প্রাতঃ ৫-৫০, ৮-১৪, ৯ ৪৬ ১৬-৪৮, ১৮-৩৯ এবং ০-৩২ মিনিটের সময় গাড়ী পাইবেন।

শান্তিপুর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে শান্তিপুর ষ্টেশনে ৫-৪০, ৯-২৯, ১২-২৫, ১৬-৪ এবং ১৮-৪১ মিনিটের সময় ট্রেণ পাওয়া যায়।

নবদ্বীপঘাট হইতে কৃষ্ণনগর

নবদ্বীপ ঘাট—	৫-৩৫	৯-২৫	১২-১০	১৫-৩৪	১৮-৪৫
মহেশগঞ্জ—	৫-৪৩	৯-৩৩	১২-১৯	১৫-৪২	১৮-৫৩
আমঘাটা—	৫-৪৯	৯-৩৯	১২-২৬	১৫-৪৮	১৯-৫
কৃষ্ণনগর রোড—	৬-৫	৯-৫৫	১২-৪৩	১৬-৪	১৯-২৪
কৃষ্ণনগর সিটি—	৬-১৩	১০-৩	১২-৫১	১৬-১২	১৯-৩৫

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে—ডাঃ কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম ভক্তিশাস্ত্রী এল, এম, এফ, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

কলিকাতায় জার্ম্মাণ রণতরী

বুধবার দিন সকালে জার্ম্মাণ ক্রুজার 'কাল্‌স্রুহে' গঙ্গার প্রিন্সেপ ঘাটে আসিয়া নঙ্গর করিয়াছে। মহাযুদ্ধের পর এই প্রথম জার্ম্মাণ রণতরী কলিকাতায় আসিয়াছে। গত ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে মহাযুদ্ধের পূর্ব্বে ভূতপূর্ব্ব ক্রাউন প্রিন্স যখন ভারত পরিদর্শনে আসিয়াছিলেন, সেই সময় একখানি জার্ম্মাণ রণতরী কলিকাতায় আসিয়াছিল। তাহার পর আর গত ২০ বৎসরের মধ্যে কোন জার্ম্মাণ রণতরী ভারতে আসে নাই। উহা দেখিবার জন্য গঙ্গাতীরে প্রত্যহ বহু লোকের সমাগম হইতেছে।

রণতরী হিসাবে জাহাজখানি বিশেষ বৃহদাকার না হইলেও আধুনিকতম সর্ব্বপ্রকার সমর-সম্ভারে উহা বিশেষভাবে সমৃদ্ধ। উহার দৈর্ঘ্য ৪৮০ ফীট। উহাতে সর্ব্বসমেত ২৫টী কামান আছে। জাহাজের সামরিক কর্ম্মচারী, নাবিক ও সৈন্য সংখ্যা সর্ব্বসমেত প্রায় ৫ শত।

এই তৃতীয়বার রণতরীখানি সমুদ্র বিহারে বহির্গত হইয়াছে। ইহার পূর্ব্বে গত ১৯৩০ খৃষ্টাব্দে আফ্রিকা ও দক্ষিণ আমেরিকায় এবং গত ১৯৩১-৩২ খৃষ্টাব্দে ও দক্ষিণ আমেরিকায় সমুদ্র বিহারে দুইবার বহির্গত হইয়াছিল। গত ১৪ই অক্টোবর তরীখানি এই তৃতীয় জলবিহারে বহির্গত হইয়াছে এবং সমান কাল নানাদেশ পরিভ্রমণের পর উহা পুনরায় স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিবে। জাহাজের কাপ্তেন মিঃ এফ. ই. ফন্ ওডেন ড্রুক গত যুদ্ধের সময় নানা রণতরীতে বিভিন্ন পদে কার্য্য করেন।

গত বৃহস্পতিবারে কতিপয় সংবাদপত্র প্রতিনিধি উক্ত জাহাজ পরিদর্শন করিতে যান। উক্ত প্রতিনিধিগণকে স্থানীয় অস্থায়ী জার্ম্মাণ কন্সাল জেনারেল মিঃ ই. ভন্ সেলজম ও জাহাজের সামরিক কর্ম্মচারীবৃন্দ সাদরে সম্বর্দ্ধিত করেন এবং জাহাজের সকল বিভাগ দেখান।

রণতরী প্রেস অফিসার ও অন্যান্য কর্ম্মচারীর সহিত স্থানীয় সংবাদপত্র প্রতিনিধিগণের নানা বিষয়ে আলোচনা হয়। জাহাজের এই বিহারের উদ্দেশ্য সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হইয়া উক্ত প্রেস অফিসার বলেন যে, শিক্ষার্থী দলের শিক্ষাদান এবং প্রবাসী জার্ম্মাণবাসীদিগকে স্বদেশে সম্প্রতি কি হইতেছে তাহা জ্ঞাপন করাই এই বিহারের মুখ্য উদ্দেশ্য। জাহাজের সর্ব্বত্র পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা ও লোকজনের নিয়মানুবর্ত্তিতা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

জাহাজের কর্ত্তৃপক্ষ গত শুক্রবার ও রবিবার বেলা সাড়ে ৩টা হইতে সাড়ে ৫টা পর্য্যন্ত সাধারণকে জাহাজ পরিদর্শন করিতে দিয়াছিলেন। শনিবারে জাহাজের ব্যাণ্ড-বাদক দল ইডেনগার্ডেনে ব্যাণ্ড বাজাইয়াছিল।

হবীগঞ্জে আবার ডাক-লুট

শ্রীহট্ট জিলার হবীগঞ্জ হইতে কলিকাতায় এই মর্ম্মে সংবাদ আসিয়াছে যে, তথায় ভদ্রঘরের বাঙ্গালী যুবকরা আবার ডাক লুট করিয়াছে। প্রকাশ, ৪জন সশস্ত্র বাঙ্গালী যুবক গত ৫ই ডিসেম্বর সন্ধ্যাকালে হবীগঞ্জ মহকুমার সুনারী নামক স্থানে ডাক হরকরাকে আক্রমণ করে। উক্ত হরকরা আজমিরিগঞ্জ ও বেনিয়াচঙ্গের মধ্যে ডাক লইয়া যাতায়াত করিত।

আক্রমণকারীরা সকলেই ভদ্রঘরের যুবক। তাহাদের ২ জনের চোখে চশমা ছিল। তাহারা সাইকেলে করিয়া গিয়াছিল তাহাদের নিকট খেলানা পিস্তল, শাবল ও অন্যান্য অস্ত্র ছিল।

তাহারা ডাক হরকরাকে আক্রমণ করিয়া আজমিরিগঞ্জের ডাক হইতে একটা বাণ্ডিল লইয়া পলাইয়াছে, বাণ্ডিলে ১৬ খানা বীমা করা খাম ছিল। খাম গুলিতে ৭ হাজার ৬ শত ৮০ টাকা ছিল। পুলিশ তদন্ত করিতেছে; কিন্তু এখনও কেহ গ্রেপ্তার হয় নাই।

৫জন যুবকের আক্রমণ

সুনাক বাজার হবীগঞ্জ হইতে ৪ মাইল দূরে। সেদিন অপরাহ্ণে তথায় ডাক-লুট হইয়া গিয়াছে। ডাক-হরকরা পদব্রজে আজমিরিগঞ্জ হইতে আসিতেছিল। ৫জন যুবক তাহাকে পর্য্যুদস্ত করিয়া ফেলে এবং রিভলভার দেখাইয়া তাহার ডাকের ব্যাগ ব্যাগ কাড়িয়া লয়। উহারা তাহার পরে সাইকেলে করিয়া পলাইয়া যায়।

ঘটনাস্থলে ম্যাজিষ্ট্রেট

সংবাদ পাইয়া মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট ও পুলিশ কর্ম্মচারীরা তাড়াতাড়ি স্থানীয় প্রধান পোষ্ট অফিসে গমন করেন। পুলিশের জোর তদন্ত চলিতেছে।

বিড়াল কর্ত্তৃক শিশু ভক্ষণ

নবাব নামক স্থান হইতে একটী আশ্চর্য্য ও শোচনীয় সংবাদ আসিয়াছে। রমজান নামে এক সূত্রধরের স্ত্রী তাহার দেড় মাসের শিশু কন্যাকে এক চারপায়ের উপর শুয়াইয়া প্রতিবেশীর গৃহে গমন করে। ফিরিয়া আসিয়া দেখে যে, তাহার পোষা বিড়ালটী শিশুটিকে ভক্ষণ করিতেছে এবং স্থানটী রক্তরঞ্জিত হইয়া গিয়াছে। মাতা তৎক্ষণাৎ মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া যায়। প্রতিবেশীরা আসিয়া দেখে শিশু মৃত, বিড়াল তাহার চক্ষু দুইটিকে থাবা মারিয়া নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছে। এবং উদর কামড়াইয়া অন্ত্রাদি বাহির করিয়া ফেলিয়াছে।

পাইকপাড়ায় বোমা বিভ্রাট

গত মঙ্গলবার রাত্রিতে ব্রহ্মকীর্ত্তের মনোরঞ্জন রায়কে মুন্সীগঞ্জ হাঁসপাতালে গুরুতর আহত অবস্থায় আনা হইয়াছে। ইতঃপূর্ব্বে বিক্রমপুরের পাইকপাড়ায় যে বোমা বিভ্রাট হইয়া গিয়াছে তাহাতেই সে আহত হইয়াছে বলিয়া লোকের ধারণা। সেদিন তাহার অঙ্গে অস্ত্রোপচার করিতে হইয়াছে। তাহার আহত হাতখানি সম্পূর্ণভাবে কাটিয়া ফেলা হইয়াছে। তাহার শরীরের অন্যান্য অংশ হইতে প্রস্তর ও নারিকেলের মালার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ড বাহির করা হইয়াছে। ফলে মনোরঞ্জন ক্রমেই ভাল হইতেছে মনোরঞ্জনের সহিত আরও দুইজন যুবককে আহত অবস্থায় গ্রেপ্তার হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ। এই সম্পর্কে আর কাহাকেও গ্রেপ্তার করা হয় নাই।

আদেশ অমান্যের অভিযোগ

নোটীশ প্রাপ্তির সময় হইতে ৪ ঘণ্টার মধ্যে লিলুয়া পরিত্যাগ করিতে আদেশ করিয়া জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট লিলুয়ার রেলপথ শ্রমিক সঙ্ঘের সম্পাদক শ্রীযুত দীনেশচন্দ্র রায়ের প্রতি ফৌজদারী কার্য্যবিধি আইনের ১৪৪ ধারা অনুসারে নোটিশ জারি করেন। উক্ত আদেশ অমান্য করিবার অভিযোগে দীনেশ বাবু হাওড়ার মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেটের আদালতে অভিযুক্ত হইয়াছিলেন।

আসামীর পক্ষ হইতে শ্রীযুত গোবিন্দলাল পাইন বলেন, আসামীকে ৪ ঘণ্টার মধ্যে লিলুয়া পরিত্যাগ করিবার জন্য ফৌজদারী কার্য্যবিধি আইনের ১৪৪ ধারা অনুসারে তাঁহার প্রতি যে নোটীশ জারি করিয়াছে, তাহা উক্ত ধারার নীতির বিরোধী; উক্ত আদেশ উক্ত ধারার নিষেধাত্মক অধিকারের বিরোধী। সেজন্য উহা অবৈধ। আরও বলা হইয়াছে যে, উক্ত আদেশ অমান্য করায় সাধারণের শান্তি ভঙ্গের কোনওরূপ আশঙ্কা উদ্ভূত হয় নাই। সেজন্য মামলাটি ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের ১৮৮ ধারার [illegible]ত নয়।

ফরিয়াদী ও আসামীপক্ষের সওয়াল জবাব শেষ হইলে মামলাটি প্রত্যাহার করা হয়। আসামী অব্যাহতি লাভ করেন।

উহার অব্যাহতি পরে তাঁহাকে হাওড়া গোলাবাড়ী মালিপাঁচঘরা, বাঁটরা, বালী ও জগাছা পুলিশ থানার এলাকাধীন স্থানে প্রবেশ করিতে নিষেধ করিয়া তাহার প্রতি ফৌজদারী কার্য্যবিধি আইনের ১৪৪ ধারা অনুসারে পুনরায় একটী নোটীশ জারি করা হয়। তাঁহাকে উক্ত নিষিদ্ধ অঞ্চলে দেখা যায়। তাঁহাকে পুনরায় গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

---

৮০ থান কাপড় তছরূপ

সারাম জবানের ফাণ্ডের ৮০ থান কাপড় তছরূপ করার অভিযোগে ইসাক জান নামে এক ব্যক্তি জোড়াবাগানের চতুর্থ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ এইচ, কে, দে কর্ত্তৃক দুইশত টাকা অর্থদণ্ডে, অনাদায়ে দুই মাস সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছে। ম্যাজিষ্ট্রেট আরও আদেশ দিয়াছেন যে, জরিমানার অর্থ যদি আদায় হয় তবে ক্ষতিপূরণ স্বরূপ দেড় শত টাকা অভিযোগকারী ফার্ম্মকে দেওয়া হইবে।

মামলার বিবরণে প্রকাশ, ১১ই অক্টোবর তারিখে ঐ ফার্ম্মের গোমস্তা [illegible] দিবার জন্য আসামীকে ঐ কাপড় দিয়াছিল। এক সপ্তাহের মধ্যে তাহা ফেরৎ দিতে আসামী প্রতিশ্রুত হইয়াছিল। কিন্তু সে তাহা দেয় নাই। অভিযোগকারী তাহার নিকট হইতেই কাপড় আনিতে গমন করিলে আসামী কাপড় লওয়ার কথা অস্বীকার করে।

বগুড়ায় ১৪৪ ধারা জারি

দণ্ডবিধির ১৪৪ ধারানুসারে মৌলবী রজবুদ্দীন তরফদারের বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা জারি করিয়া তাঁহাকে পাঁচবিবি থানার কোন স্থানে সভা সমিতি করিতে বা বক্তৃতা করিতে নিষেধ করা হইয়াছে।

মৌলবী সাহেব উক্ত থানার নানাস্থানে সভা করিয়া বক্তৃতা প্রসঙ্গে পরোক্ষভাবে জনসাধারণকে ভূমি রাজস্ব ও খাজনা না দিতে উত্তেজিত করিতেছেন এবং শান্তি ভঙ্গের আশঙ্কা হইয়াছে বলিয়া থানার দারোগার রিপোর্ট অনুসারে তাঁহার বিরুদ্ধে এই নিষেধাজ্ঞা জারি করা হইয়াছে।

ইন্দোর ষড়যন্ত্র মামলা

ইন্দোর হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি ও বিচারপতি ভাণ্ডারকর ইন্দোর ষড়যন্ত্র মামলার আপীলের রায় দিয়াছেন। জগৎ, দুর্গাশঙ্কর নায়েক, গিরিধারীলাল, বাবুলাল, মহাবীর সিং ও লক্ষ্মণ সিংহের প্রতি স্পেশ্যাল ম্যাজিষ্ট্রেট যে দণ্ডাদেশ প্রদান করিয়াছিলেন, তাঁহারা তাহা নাকচ করিয়া দিয়াছেন। নারায়ণ সিং, শিলাই, মহাবীর সিং (২) যোগীরাজ কুচকেনিং ভাস্কর থাণ্ডার কর, রামগোপাল ও গঙ্গাদাসের দণ্ড বজায় আছে।

রাধাশ্যাম, বাবু রাও রাজারাম ও মদনগোপাল ৭ বৎসর করিয়া সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়। তাহাদের দণ্ড কমাইয়া যথাক্রমে ২ বৎসর, ৫ বৎসর ও ২ বৎসর মিয়াদ করা হইয়াছে।

তারের ঠিকানা— ... নবদ্বীপ
ডাকের ঠিকানা—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

দৈ নি ক

REG. C1544

নদীয়া-প্রকাশ

THE NADIA-PRAKASH

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩৷০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র।

সাহায্যের হার
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸০
মাসিক ১৲
নগদ বর্তমান
সংখ্যা ৫

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৮ম খণ্ড সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বেদান্তবাচস্পতি [২৬৮-শ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর— ১৭শে অগ্রহায়ণ বুধবার ১৩৪০, ১৩ই ডিসেম্বর ১৯৩৩

গান্ধী-সমীপে নেহরুজী

গান্ধীজী ১২ই ডিসেম্বর নাগাদ দিল্লী পৌছিবেন। পণ্ডিত জহরলাল নেহরু তথায় যাইতে পারেন। দিল্লীতে আরও অনেক নেতার আগমনের সম্ভাবনা।

বীভৎস হত্যাকাণ্ড

খুলনার সেসন জজ শ্রীযুত কে, সি, চন্দ্রের এজলাসে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩০২ ধারা অনুসারে এক খুনের মামলার বিচার হইতেছে। ইহাতে এই স্থানে বেশ একটু চাঞ্চল্য সৃষ্টি হইয়াছে।

প্রকাশ কিছুদিন পূর্ব্বে দৈবাকাটী ইউনিয়নবোর্ডের প্রেসিডেণ্ট ও জমিদার জানকীনাথ বিশ্বাস লোহাগাল পুলের নিকট দিয়া যাইতেছিলেন সেই সময় কালিমদ্দীকে একটু সন্দেহজনকভাবে ঝোপের মধ্য সরিয়া যাইতে দেখিয়া তিনি তাহাকেই সম্বোধন করিয়া জিজ্ঞাসা করেন ব্যাপার কি? তাঁহার কথা শেষ হইতে না হইতেই পাঁচু ওরফে বীরেন্দ্র চক্রবর্ত্তী তাহাকে ধরিয়া পুলের উপরে টানিয়া লইয়া যায়। আর সেই সঙ্গে সঙ্গে কালিমদ্দী তাঁহাকে এমনভাবে আঘাত করিতে থাকে যে, তাহাতেই তাঁহার মৃত্যু হয়। অতঃপর এই সম্পর্কে বীরেন্দ্র, কালিমদ্দী, রাজকুমার চক্রবর্ত্তী (বীরেন্দ্রের পিতা) ও অতুল আইচকে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩০২ ও ১২০ বি ধারা অনুসারে গ্রেপ্তার করিয়া বিচারার্থ প্রেরণ করা হয়। সম্প্রতি এই মামলার বিচার আরম্ভ [illegible]। পাবলিক প্রসিকিউটর রায় বাহাদুর মহেন্দ্রচন্দ্র সেন, শ্রীযুত নলিনীমোহন গুহের সাহায্যে সরকার পক্ষ ও উকীল শ্রীযুত বিমলানন্দ দাস শ্রীযুত নকুলেশ্বর সাহা প্রমুখ কতিপয় আইনজীবী আসামী পক্ষ সমর্থন করিতেছেন।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

নিমন্ত্রণ পত্র

শ্রীল মহেশ পণ্ডিতের শ্রীপাট
কাঁঠালপুলি, চাকদহ
৯ই ডিসেম্বর, ১৯৩৩

যথাবিহিত সম্মানপুরঃসর নিবেদন,—

আগামী ২৮শে অগ্রহায়ণ (১৩৪০), ১৪ই ডিসেম্বর (১৯৩৩) বৃহস্পতিবার ও তৎপরদিবস শুক্রবার কাঁঠালপুলিস্থিত শ্রীপাট-বাটীতে দ্বাদশ গোপালের অন্যতম শ্রীল মহেশ পণ্ডিত ঠাকুরের অপ্রকট তিথির মহোৎসব হইবে।

মহাশয় কৃপাপূর্ব্বক প্রশংসিত মহোৎসবে যোগদান করিয়া শ্রীগৌরভক্তগণের আনন্দ বর্দ্ধন করিলে সুখী হইব। নিবেদন ইতি—

শ্রীচরণকিঙ্কর
শ্রীঅতুলচন্দ্র দেবশর্ম্মা (গোস্বামী, ভক্তিসারঙ্গ)
শ্রীনিশিকান্ত দেবশর্ম্মা (সান্যাল, ভক্তিসুধাকর)
শ্রীকুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ (ভাগবতরত্ন, ভক্তিশাস্ত্রী)
শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজ সভার-সম্পাদকত্রয়

কলিকাতা হইতে চাকদহ যাইবার ট্রেণ-সমূহ

কলিকাতা ছাঃ ৫-৫৬ ৭-১৬ ৯-৬ ১০-৩৬ ১৪-১ ১৪-১৪ ১৫-১০ ১৬-০
চাকদহ পৌঃ ৭-৪০ ৯-১৩ ১০-৫০ ১৩ ০ ১৫-৫১ ১৬ ২২ ১৭ ৩২ ১৭-৪৪
ছাঃ ১৬-৫৬ ১৭-২৬ ১৫ ০ ১৭ ৫৬ ১৮-১৬ ১৮ ৩৬ ২০-২৭
পৌঃ ১৮-১৭ ১৮-৫৪ ১৯ ২৮ ২০ ০ ২০-৪৫ ২১-৫৮

চাকদহ হইতে কলিকাতা প্রত্যাগমনের ট্রেণ-সমূহ

চাকদহ ছাঃ ৫-১১ ৭-১৩ ৭-৪৫ ৮-১৮ ৮-৩৫ ১০-৩৪ ১২-৫১
কলিকাতা পৌঃ ৭-১০ ৯ ০ ৯ ২০ ৯ ৫০ ১০-৩০ ১১-৫৫ ১৪ ২৫
ছাঃ ১৩-১৭ ১৩-৪২ ১৫-৩৫ ১৫-৩৪ ১৭ ৫ ১৯-৩৭ ২২-৬
পৌঃ ১৫-১৬ ১৭ ২০ ১৮ ৫০ ২১-২১ ২৩-৪৫

দাঙ্গায় ১৬ জন আহত

বাঁকুড়া জেলার অন্তর্গত কামুখি হইতে আট মাইল দূরবর্ত্তী এক গ্রামে নাদার জমিদার এবং প্রজাগণের মধ্যে এক দাঙ্গার ফলে পাঁচ ব্যক্তি নিহত এবং প্রায় এক ডজন লোক গুরুতরভাবে আহত হইয়াছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। প্রকাশ, জমি লইয়া বিবাদের ফলে এই দাঙ্গাহাঙ্গামার সূত্রপাত হয়।

লাহোর জেলে ফাঁসি

লাহোর সেণ্ট্রাল জেলে প্রাণদণ্ডাদেশপ্রাপ্ত এক ব্যক্তিকে অনিয়মিতভাবে ফাঁসি দেওয়া সম্পর্কে ডাঃ জিয়াউদ্দীন আহম্মদ অল্প সময়ের জন্যে নিম্নলিখিত প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিবেন বলিয়া নোটিশ দিয়াছেন।

ইহা কি সত্য যে, যে পত্রে ফাঁসী স্থগিতের আদেশ প্রেরিত হইয়াছিল, তাহা জেলসুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ফাঁসির ৪৮ ঘণ্টা পরে খুলিয়াছিলেন? ইহা কি নরহত্যা নহে? এ বিষয়ে কি নিয়মানুবর্ত্তিতা রক্ষার ব্যবস্থা সরকার অবলম্বন করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন?"

চীনে আবার যুদ্ধের আশঙ্কা

চীন আবার যুদ্ধে ব্রতী হইবে, এই সংবাদ পাইয়া প্রবাসীর দল নানকিং সরকারের অনুরোধ অনুসারে ফুকেনের গ্রাম্য অঞ্চল ত্যাগ করিতেছে। খৃষ্টানের দল পূর্ব্ব হইতেই ইয়েনপিং হইতে নানকিংএ আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। চীনের ভিতর যেন একটা বিষম গণ্ডগোল উপস্থিত হইয়াছে। পালাও পালাও ডাকে চারিদিক প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছে।

বোম্বায়ের নূতন লাট

বোম্বায়ের ভাবী গবর্ণর লর্ড ব্রাবোর্ণ 'ক্যাথে' ডাক জাহাজে গ্রাত্রে সস্ত্রীক এখানে আসিয়া পৌঁছিয়াছেন। তাঁহাদিগকে সহরবাসীদের পক্ষ হইতে অভ্যর্থনা জানান হয়।

ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

২৭শে অগ্রহায়ণ বুধবার, ১৩৪০

গান্ধীজীর দুই শত সভায় বক্তৃতা

গান্ধীজীর মধ্যপ্রদেশ ভ্রমণকালে যেরূপ উৎসাহ পরিলক্ষিত হয় তাহাতেই প্রমাণিত হইতেছে যে, গান্ধীজীর শক্তি বিনষ্ট হয় নাই; এখনও তাঁহার যথেষ্ট আকর্ষণ ও প্রভাব জনসাধারণের উপর আছে। গান্ধীজীর শরীর তেমন ভাল নহে; কিন্তু তবুও তিনি মধ্যপ্রদেশ পরিভ্রমণে বহির্গত হন এবং পরিভ্রমণ কালে সনাতনীরা অকোলায় নাগপুরে, সাগোরে, বেতুলে এবং অন্যান্য স্থানে তাঁহাকে বাধা প্রদান করেন।

---

২ শত সভায় বক্তৃতা ও সহস্র সহস্র অভিনন্দন

এ পর্য্যন্ত তিনি ২ শত সভায় বক্তৃতা করিয়াছেন এবং হাজার হাজার অভিনন্দন প্রাপ্ত হইয়াছেন ও ৭৫ হাজার টাকা সংগ্রহ করিয়াছেন। তিনি মোটরেই অধিকাংশ স্থান পরিভ্রমণ করেন। গড়ে দৈনিক ১৬০ মাইল করিয়া তিনি মোটরে পরিভ্রমণ করেন। তাঁহার মধ্যপ্রদেশ ভ্রমণ শেষ হইল।

হারদায় গান্ধীজী

প্রাতে গান্ধীজী হারদায় উপস্থিত হইলে অভ্যর্থনা সমিতির সদস্যগণ তাঁহাকে সম্বর্দ্ধিত করেন। বহু পীত টুপী পরিহিত স্বেচ্ছাসেবক এই সম্বর্দ্ধনায় যোগদান করিয়াছিল। গান্ধীজী সদলে মিউনিসিপাল বোর্ডিংয়ে অবস্থান করিতেছেন।

অতঃপর গান্ধীজী এক মহতী সভায় বক্তৃতা করেন ও অভিনন্দন এবং ১৬৩৪ টাকার একটি তোড়া প্রাপ্ত হন।

খান্দোয়ায় গান্ধীজী

৮ই তারিখ তিনি হারদায় হইয়া খান্দোয়ায় পৌঁছিয়াছেন। এখানেও তিনি এক মহতী সভায় বক্তৃতা করেন। এই সভায় "লাউড স্পীকার" বসান হইয়াছিল। গান্ধীজীর বক্তৃতা শ্রবণের জন্য ইন্দোর, মাদ্রাজ, গোয়ালিয়র এবং রটলাম রাজ্য হইতে বহু লোক আসিয়াছিল।

রাত্রিতে তিনি বারহানপুর রওনা হইয়াছেন। বারহানপুরে যাইবার পরই তাঁহার যেরার পরিভ্রমণ শেষ হইবে।

প্রকাশ, মধ্যপ্রদেশ ভ্রমণে গান্ধীজী যে ৭৫ হাজার টাকা প্রাপ্ত হইয়াছেন, তন্মধ্যে জব্বলপুর সহরেই ১২ হাজার এবং ছত্রিশগড়ে ২০ হাজার টাকা সংগৃহীত হয়।

লোমহর্ষণ ডাকাতি

ধুবড়ীতে এইমাত্র নরহত্যাসহ এক নৃশংস ডাকাতি ঘটনার সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। প্রকাশ, গত ২৯শে অক্টোবর রাত্রিকালে অনুমান বিশ পঁচিশ জন লোক ধুবড়ীর অন্তর্গত বিলাসীপাড়া থানার এলাকাধীন দেবরগাঁও গ্রামের দিং চ্যাং গাতোর বাড়ীতে দরজা ভাঙ্গিয়া প্রবেশ পূর্ব্বক তৎক্ষণাৎ দিং চ্যাংকে নিহত করে এবং মৃত দিং চ্যাংয়ের পত্নী ও পুত্রাদি সহ গৃহের অপরাপর অধিবাসিবৃন্দকে নৃশংসভাবে মারপিট করিয়া নগদ সাত শত টাকা এবং মৃত ব্যক্তির একটি বন্দুকও হস্তগত করিয়া চম্পট দেয়। মৃত দিং চ্যাংয়ের পুত্র গুরুতর আঘাতের ফলে থানায় যাইতে অসমর্থ হওয়ায় জনৈক আদায়কারী কর্ম্মচারী থানায় যাইয়া পুলিসের নিকট প্রথম সংবাদ প্রদান করে।

বিস্তৃত বিবরণ এখনও পর্য্যন্ত জানা যায় নাই বটে, তবে চাঞ্চল্যকর রহস্য আবিষ্কার হইবে বলিয়া আশা করা যাইতেছে।

আসামীদের সন্ধানের কোন সূত্র এখনও পর্য্যন্তও আবিষ্কার করা সম্ভব হয় নাই এবং এ, এস, পি, মামলার তদ্বিরের ভারপ্রাপ্ত হইয়াছেন।

জেল হইতে ডাকাতদলের চম্পট

সাঁওতাল পরগণার অন্তর্গত পাকুড় সাব জেলে আট জন কারওয়াল দুর্বৃত্তগণের একটি দলভুক্ত ব্যক্তিগণ কোন এক অপরিচিত প্রদেশাভিমুখে চম্পট দিয়াছে বলিয়া এইমাত্র এক সংবাদ পাইয়া দুমকায় বিশেষ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইয়াছে।

পাঠকগণের স্মরণ থাকিতে পারে, হিরণপুরস্থ গৃহপালিত পশু ক্রয়-বিক্রয়ের বাজার হইতে ফিরিবার কালে এক গরুর-গাড়ীতে নরহত্যা পূর্ব্বক ডাকাতিতে যোগদান করার অভিযোগে আসামীদের সাতজনের এই দলকে গ্রেপ্তার করা হয়। পাকুড়ের মহকুমা হাকিমের আদালতে অদূর ভবিষ্যতে ষড়যন্ত্রের অভিযোগে ইহাদিগের বিচার হইবার কথা ছিল।

পুলিসের সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট দ্রুত ঘটনাস্থলাভিমুখে যাত্রা করিয়াছেন। জোর পুলিস তদন্ত চলিতেছে, এখনও পর্য্যন্ত বিস্তৃত বিবরণ কিছুই পাওয়া যায় নাই।

উত্তর কলিকাতায় আবগারী হানা

কোনরূপ সংবাদ প্রাপ্তিমাত্র আবগারী সাব-ইন্‌স্পেক্টার শ্রীযুক্ত এম, এম, বন্দ্যোপাধ্যায় অপার চিৎপুর রোডে এক বাড়ীতে হানা দিয়া কার্য্যতঃ মদ্য প্রস্তুত করিতে নিযুক্ত অবস্থায় হীরালাল কাহার এবং সুরেন পাশী নামে দুই ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করেন।

এই স্থানে কিছুদিন যাবৎ খানাতল্লাসী চলে এবং ঐ সময়ের মধ্যে বহু পরিমাণ সম্পূর্ণ প্রস্তুত মদ, পচাই এবং ঐ সমস্ত দ্রব্য প্রস্তুত করিবার পূর্ণ একপ্রস্থ যন্ত্রপাতি আবগারী কর্ম্মচারীগণ কর্ত্তৃক ক্রোক করা হয়।

উক্ত আবগারী কর্ম্মচারীবৃন্দ ঐ অঞ্চলের অপর এক বাড়ীতে হানা দিয়া বহু পরিমাণ মদ্য এবং পচাই নিকটে রাখার অভিযোগে লছমীনারায়ণ নামে এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করেন।

এই ব্যাপারের আরও তদন্ত সাপেক্ষে। ধৃত ব্যক্তিগণের সকলকেই জামিনে খালাস দেওয়া হয়।

চট্টগ্রামে গ্রেপ্তার

নিকটে পরিচয় পত্র না রাখার অভিযোগ রোশন গিরি নিবাসী দীনেশচন্দ্র নামে এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তারপূর্ব্বক বিচারার্থ চালান দেওয়া হয়।

ডাকাত ও গ্রামবাসীর লড়াই

শম্ভু নামক একজন লোককে ডাকাতির অভিযোগে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৯৫ ধারা অনুসারে সেসন জজ মিঃ এস, কে গাঙ্গুলীর এজলাসে অভিযুক্ত করা হইয়াছিল। জুরীরা সকলেই তাহাকে অপরাধী বলিয়া অভিমত প্রকাশ করিলে জজ তাহাদিগের সহিত একমত হইয়া আসামীর প্রতি ৫ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডের ব্যবস্থা করিয়াছেন। প্রকাশ, গত ২৩শে জুলাই রাউতোড়া গ্রামের পাঁচু মণ্ডল ও মহেন্দ্র মণ্ডলের বাড়ীতে ডাকাতি হয়। গ্রামবাসীরা এই ডাকাতির সংবাদ পাইয়া ডাকাতদিগকে ঘেরাও করে। তারপর দুইদলে রীতিমত লড়াই হয়। লড়াইয়ের পর কিন্তু সকলেই সরিয়া পড়ে। কিন্তু আসামী ধরা পড়ে। তারপর তাহাকে বিচারার্থ প্রেরণ করা হইলে সেসন জজ তাহার প্রতি উপরিউক্ত দণ্ডের ব্যবস্থা করেন। আসামীর কথা সে নির্দ্দোষ। সে গ্রামের মধ্য দিয়া যাইতেছিল। অন্ধকার রাত্রি বিশেষতঃ সে মাতাল অবস্থায় ছিল তাই সে গ্রামের একস্থানে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। সেই সময়ে গ্রামবাসীরা তাহাকে ডাকাত ডাকাত বলিয়া গ্রেপ্তার করে। বাস্তবিক পক্ষে সে ডাকাতির বিন্দু বিসর্গও জানে না।

[illegible] সিঁদেল চোর গ্রেপ্তার

শুক্রবার অতি প্রত্যুষে কলিকাতা পুলিসের কর্ম্মচারিবৃন্দ বড়বাজার অঞ্চলে নিম্নলিখিত চাঞ্চল্যকর অবস্থায় সিঁদেল চোরের এক [illegible] দলের সদস্য বলিয়া সন্দেহভাজন দুইজন হিন্দুস্থানী পশ্চিমা ছোট্টাকে গ্রেপ্তার করেন।

সংবাদে প্রকাশ, অতি প্রত্যুষে কয়েকজন পুলিস কর্ম্মচারী রোদে বাহির হইয়া হ্যারিসন রোডে এক কাপড়ের দোকানের সম্মুখে চারিজন হিন্দুস্থানী পশ্চিমা ছোট্টাকে দাঁড়াইয়া নিজেদের মধ্যে সন্দেহজনকভাবে কানে কানে ফিস্-ফিস্ করিয়া চুপি চুপি কথাবার্ত্তা কহিতে লক্ষ্য করেন। পুলিস কর্ম্মচারিগণ অবিলম্বে ঘটনাস্থলে তাহাদের নিকট উপস্থিত হইয়া তাহাদের পরিচয়াদি বিবিধ প্রশ্ন জিজ্ঞাসাবাদ করিলে তাহারা পলায়ন করিবার চেষ্টা করে বলিয়া প্রকাশ। দুই ব্যক্তি পলায়ন করিতে সমর্থ হয় এবং দ্রুতবেগে পশ্চাদ্ধাবনপূর্ব্বক অপর দুই জনকে গ্রেপ্তার করা হয়।

পুলিস কর্ম্মচারিগণ তখন ধৃত ব্যক্তিদ্বয়ের দেহ তল্লাসী করিয়া তাহাদের নিকট হইতে বৈদ্যুতিক "টর্চ্চ" (বাতি আলো), দুই খানি প্রকাণ্ড চুরি এবং কতকগুলি সিঁদ কাটিবার যন্ত্রপাতি উদ্ধার করে।

আরও তদন্তের প্রকাশ পায়, ধৃত ব্যক্তিদ্বয় সর্ব্বশেষে ফেরারী অপর দুইজনের সহিত ষড়যন্ত্রপূর্ব্বক উপরোক্ত কাপড়ের দোকানে সিঁদ কাটিয়া নগদে প্রায় পাঁচশত টাকা অপহরণ করে।

সংবাদে আরও প্রকাশ, সিঁদেল চোরগণ কোন না কোন প্রকারে দোকানের মধ্যে সিঁদ কাটিবার বন্দোবস্ত করে এবং ক্যাশবাক্সের তহবিল হইতে নগদ টাকা অপহরণ পূর্ব্বক লুণ্ঠিত দ্রব্যসহ বাহিরে আসিয়া এরূপ কৌশলে বাহির হইতে দরজা বন্ধ করিয়া দেয় যে, দোকানে সিঁদচুরি হইয়াছে বলিয়া সন্দেহ করা বা ধরিতে পারা কাহারও পক্ষে সম্ভব হয় না।

ধৃত ব্যক্তিদ্বয়ের উত্তর বিভাগীয় পুলিসের ডেপুটী কমিশনারের এজলাসে হাজির করা হইলে উভয়ের প্রতিই আরও তদন্ত সাপেক্ষ হাজতে প্রেরণের আদেশ দেওয়া হয়।

অপর দুইজন ফেরারী আসামীর সন্ধান করিয়া বাহির করিবার উদ্দেশ্যে পুলিস তদন্ত চলিতেছে। তাহারা এখনও ফেরার আছে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক

— পারমার্থিক পত্র —

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশ
তনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনম্,
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং
প্রেমা পুমর্থো মহান্,
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং
তত্রাদরো নঃ পরঃ॥

৮ম বর্ষ } ১১ নারায়ণ গৌরাব্দ ৪৪৭, ২৭শে অগ্রহায়ণ বঙ্গাব্দ, ১৩৪০, ১৩ই ডিসেম্বর ইং ১৯৩৩, বুধবার } ২৩৮ তম সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

ঢাকা শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠের মহোৎসবের দ্বিতীয় দিবস ভক্তগণ ব্রাহ্মমুহূর্ত্তের পূর্ব্বেই শয্যাত্যাগ করিয়া শ্রীনামব্রহ্মের সেবায় নিমগ্ন। মঙ্গলারাত্রিকের ধ্বনি-শ্রবণে সকলেই আরতি-সেবায় যোগদান করিলেন। পরে উঃ কীর্ত্তনান্তে শ্রীচৈতন্যভাগবত পাঠ হইল।

পূর্ব্বাহ্নে ভক্তগণ সহরে দ্বারে দ্বারে দয়াল নিতাইয়ের গুণগাথা কীর্ত্তন করিলেন। চট্টগ্রাম হইতে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রকাশ অরণ্য মহারাজ সদলে উৎসবে যোগদানার্থ আগমন করিলেন। পরাবিদ্যাবিনোদ মহা-মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ প্রভু বিদ্যালঙ্কার শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ ভক্তিশাস্ত্রী প্রভুর সহিত জগদ্গুরু শ্রীল আচার্য্য-অবদানের প্রচারকার্য্যে নিযুক্ত আছেন।

দ্বিপ্রহরে ভোগারতির পর ভক্তগণ সম্মিলিত হইয়া গ্রন্থ-পাঠ ও আলোচনায় রত হইলেন। সন্ধ্যারাত্রিকের পর কীর্ত্তন হইল; তদনন্তর শ্রীল ভারতী মহারাজ শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ আরম্ভ করিলেন। অজ্ঞানজ বুদ্ধি-নাশের উপায় শ্রীভগবানের অহৈতুকী ভক্তিই—প্রতিষ্ঠাদি-ত্যাগে ভক্তির সহিত শ্রীগুরুসেবা, তাঁহাকে সর্ব্বলাভ অর্পণ, সদাচারী নিষ্কপট ভক্তের সঙ্গ এবং ঈশ্বর-আরাধনা। শ্রীগুরুবাক্যে দৃঢ়া শ্রদ্ধা, ভগবান্, গুরু ও ভক্তের গুণকর্ম্মের কীর্ত্তন, ধ্যান, শ্রীবিগ্রহদর্শন এবং সেবা।

শ্রীহরি অন্তর্য্যামী পরমাত্মারূপে সর্ব্ব জীবের সহিত অবস্থিত। সুতরাং 'সকলেই তাঁহার নিত্যদাস' এই বুদ্ধিতে বৈষ্ণবের সেবা এবং জীবে দয়া করিতে হইবে।

এবম্বিধ বহুপ্রকার অবতারণা করিয়া স্বামীজী শাস্ত্রযুক্তিমূলে সহজভাবে সকলেরই চিত্তে গুরুবৈষ্ণবে শ্রদ্ধা আনয়ন করিলেন।

গুরুদেব !
কৃপাবিন্দু দিয়া, কর এই দাসে
তৃণাপেক্ষা অতি হীন।

— গীতিটী কীর্ত্তনান্তে মহাপ্রসাদ বিতরণ হইল।

গত ৯ই ডিসেম্বর শনিবার উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ গৌরদাস ব্রহ্মচারী কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ ভক্তিশাস্ত্রীজী শ্রীধাম-মায়াপুরে শ্রীচৈতন্যমঠে শ্রীমদ্ভাগবতপাঠকালে বলেন,—

প্রপঞ্চে স্থূল-শরীর ও সূক্ষ্ম-মনকে আত্মা বলিয়া নির্দ্দিষ্ট করা হয়। প্রকৃতপ্রস্তাবে ঐ দুইটী অনাত্মপ্রতীতি নির্ম্মল আত্মপ্রতীতি হইতে ভিন্ন। আত্মপ্রতীতিতে হরিসেবা নিত্যকাল বর্ত্তমান। হরি সচ্চিদানন্দ বস্তু। যে জীবাত্মা সচ্চিদানন্দে অবস্থিত, তাঁহার হরিতে উন্মুখতাবশতঃ অনাত্মপ্রতীতির অভাব। স্থূলদেহ ও সূক্ষ্ম মনের দ্বারা বাহ্যজগতে শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ ও চিন্তা জীবাত্মার সচ্চিদানন্দপ্রতীতি হইতে পৃথক্।

কৃষ্ণেতর-প্রতীতি, যাহাকে দ্বিতীয়াভি-নিবেশ বলে, তাহার উদয়ে জীব অভয় পাদ-পদ্ম-সেবা বঞ্চিত হন এবং ভীতিধর্ম্ম দেহ ও মনের বৈক্লব্য উপস্থিত করায়। যে জন্য ভীতি, তাহা প্রকাশিত হইলে দেহ ও মন শোকের বশীভূত হয়। ভয় ও শোকের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য আত্ম-প্রতীতির চেষ্টা হইতে কামনার সূত্রপাত হয়। বদ্ধপ্রতীতির বৃত্তিসমূহ কামনাজাত ও নশ্বর। জীবাত্মা হরিসেবোন্মুখ হইলে শোক, মোহ ও ভয়ের হস্ত হইতে ক্লেশলাভ করে না। ভগবৎসেবাময়ী আত্মপ্রতীতিতে কোন অনুপাদেয়তা অবস্থান করে না। বদ্ধ-জীবের শ্রেয়োলাভের জন্যই শ্রীগুরুবৈষ্ণবের শিষ্যসঙ্গ। শিষ্যের গুরুসেবাপ্রবৃত্তি সমৃদ্ধ হইলে কোনপ্রকার কৃষ্ণতত্ত্ববিজ্ঞানের অভাব থাকে না।

জীবের জ্ঞান ও ভগবানের সম্বিদ্বৃত্তির যেখানে বৈষম্য সেইখানে নিত্য শুদ্ধ পূর্ণ ও মুক্ত অপ্রতিহত ভগবজ্জ্ঞানের অভাব আছে। জীব অনুকূল সেবাবৃত্তিক্রমে ভগ-বানের সন্তোষবিধান করিতে পারেন। গুরু কৃপা হইতেই সেই বৃত্তি জীবহৃদয়ে উন্মেষিত হয়। শ্রীগুরুদেবই বদ্ধজীবের তমসাচ্ছন্ন হৃদয়ে ভগবজ্জ্ঞানালোক প্রদানপূর্ব্বক জীবকে সেবোন্মুখ করান। ভগবৎসেবা ব্যতীত জৈবজ্ঞানে ভোগময়ী প্রবৃত্তি প্রবলা। তাহাতে ভগবানের প্রীতি নাই।

ভগবানের লীলা-বর্ণনে জীবের চরম-কল্যাণ লাভ ঘটে। ভগবল্লীলাবিমুখ জীব নিজ স্বরূপবিস্মৃতি-বশে ভোগময়ী ভূমিকায় ধর্ম্মার্থকাম-সংগ্রহে তৎপর হন। ত্যাগময়ী বিরক্তিতে তাঁহাদের মোক্ষাকাঙ্ক্ষা প্রবলা হয়। বদ্ধজীব স্বভাবের বশবর্ত্তী হইয়াই ইন্দ্রিয়পরায়ণ হ'ন অথবা ভোগরহিত হইয়া নির্ভেদ-ব্রহ্মানুসন্ধানে ব্যস্ত হন।

এই চতুর্ব্বর্গ জীবাত্মার নিত্য স্বরূপলাভের অন্তরায় মাত্র। জীবেদয়ার অভাবে অর্থাৎ জীব-গণকে হরিসেবোন্মুখ-করণে ঔদাসীন্য প্রকাশ করিলে যাবতীয় ভুক্তিমুক্তিকামীর চিত্ত হরি-সেবার পরিবর্ত্তে অশান্তিতে পর্য্যবসিত হয়। চতুর্ব্বর্গ-প্রশংসিনী চেষ্টা অশান্তির হেতু এবং তাহার পরিবর্ত্তে পঞ্চম-পুরুষার্থ কৃষ্ণপ্রেমাই বদ্ধজীবের একমাত্র মঙ্গলোপায়। শ্রীগুরুদেব শ্রৌতপথে ভগবানের কথা শিষ্যের হৃদয়ে প্রতিফলিত করেন. সেই শ্রৌতবাক্য কীর্ত্তন করিলেই জীবের পরম শুভোদয় হয়।

প্রাকৃত-ভোগময় রাজ্যে বদ্ধজীবগণ কাব্যামোদী হইয়া ইন্দ্রিয়তর্পণপর গ্রন্থাদি পঠন-পাঠনাদি করিয়া থাকেন। ভগবদ্গুণ-নিপুণ কবিগণ ঐ সকল জড়কাব্যকে নশ্বর হরিসেবাবিমুখ চেষ্টা জানিয়া নিত্যকাল বিরক্তি প্রদর্শন করেন। পশুস্বভাববিশিষ্ট সমস্ত মানবগণ নিত্য হরিকথা পরিত্যাগ করিয়া নিজ-বিনাশী অসৎ তাণ্ডব-নৃত্যে ধাবমান হন। উঁহারা সদসৎ বিচারজ্ঞানের আদর কখনই করেন না।

জীবের ভোগবাসনা হইতেই কর্ম্মফল-ভোগের চেষ্টা। তাহার বিপরীত-ভাব নৈষ্কর্ম্ম্য অর্থাৎ আত্মেন্দ্রিয়প্রীতিবাঞ্ছা এবং প্রীতিবাঞ্ছারহিত তটস্থ নির্ব্বিশেষ ভাব নৈষ্কর্ম্ম্যে ফলভোগবাসনারহিত হইলে কেবল চেতনধর্ম্ম অবস্থান করে। তাহা যদি হরিসেবার কার্য্যে না লাগে, তাহা হইলে উহা সম্পূর্ণ নিরর্থক।

নেহ যৎকর্ম্ম ধর্ম্মায় ন বিরাগায় কল্পতে।
ন তীর্থপাদসেবায়ৈ জীবন্নপি মৃতো হি সঃ॥

যে কর্ম্ম ধর্ম্মের উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত না হয়, যে ধর্ম্মার্থকাম বিরাগপর জ্ঞানের উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত না হয়, যে বৈরাগ্যপূর্ণ সম্বিৎপ্রকাশ ভগবৎপাদপদ্ম-সেবায় নিযুক্ত না হয়, তাহাই জড় বা অচিৎ, জীবরহিত—প্রাকৃত মাত্র। সর্ব্বাত্মা অচ্যুত হইতে চ্যুত হইয়া তাদৃশ নৈষ্কর্ম্ম্য-জ্ঞান কোন সুফল প্রসব করে না।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১১ নারায়ণ ভূত অনিরুদ্ধ

বিদ্বেষের কারণ

শ্রীচৈতন্যের অনুগত বলিয়া যাঁহারা পরিচয় দেন, তাঁহাদের মধ্যে কাহার কতদূর ভগবানের প্রতি অনুরাগ, তাহা বাহির হইতে বুঝা যায় না। কিন্তু যাঁহারা মহাপ্রভুর কথা ও উপদেশ পালন করেন, তাঁহারা সহজেই বুঝিতে পারেন—কোন্ ব্যক্তি প্রকৃতপ্রস্তাবে কি-পরিমাণ প্রভুর প্রতি অনুরক্ত।

শ্রীমহাপ্রভুর ত্যাগী অনুগতগণের মধ্যে ত্যাগের আবরণে গোপনে বিষয় গ্রহণ করিবার প্রবৃত্তি যাহাদের আছে এরূপ বিচারপরায়ণ জনগণকে প্রকৃত-প্রস্তাবে শ্রীচৈতন্যানুগ বলা যায় না। তন্মধ্যে 'বাউল' নামক এক উপসম্প্রদায়ের কথা আমরা "ভারতবর্ষের উপাসক-সম্প্রদায়ের" লেখক অক্ষয়কুমার দত্তের রচনা হইতে অবগত হই। কেবল যে আমরা ঐ গ্রন্থ হইতেই এবিষয় পাঠ করি, তাহা নহে; উক্ত সম্প্রদায়ের লোকগুলির বাহ্য আকার ও আচরণাদিও আমরা লক্ষ্য করি।

যশোহর, খুলনা ও নদীয়ার কতক অংশে এই বাউলদলের কতিপয় লোক আপনাদিগকে শ্রীচৈতন্যদেবের অনুগত বৈষ্ণব বলিয়া অভিমান করে। কিন্তু উহাদের আচার ব্যবহার প্রভৃতি কি পরিমাণে শ্রীচৈতন্যশিক্ষার অনুমোদিত, তাহা যাঁহারা বিচার করিতে পারেন না তাঁহারা ভ্রমক্রমে উহাদিগকেই শ্রীচৈতন্যানুগ বিষ্ণুভক্ত বলিয়া মনে করেন।

এই বাউলদিগের বাহ্য আকারে লম্বা চুলের খোঁপা, হস্তে গোপীযন্ত্র, পরিধানে গৈরিকবসনের আলখাল্লা, মুখমণ্ডলে শ্মশ্রুগুম্ফ এবং হস্ত ও পদে অকর্ত্তিত নখ দৃষ্ট হয়। ইহাদের চক্ষুর ভাবও সাধারণ মানুষের ন্যায় নহে। প্রায়ই ইহাদের সঙ্গে পরদার বা বিধবা ভ্রষ্টা স্ত্রীলোক বাউলিনীর বেশে উহাদের পুঁটুলি বহন করে—দেখা যায়। অনেক সময়ে বৃক্ষতলে বাস, গাঁজা ও তামাকের কলিকা ইহাদের নিত্যসঙ্গী।

ইহাদের বিবরণ যে-সকল গ্রন্থে সংগৃহীত আছে উহাতে জানা যায় যে, ইহারা "চারিচন্দ্র-সাধন" নামে এক প্রকার পদ্ধতির অনুগমন করে। উহা সাধারণ নৈতিক ভদ্রলোকের চক্ষে রুচিবিকারের অন্তর্গত বিষয়। ইহারা দেহতত্ত্বের আলোচনায় নবদ্বারযুক্ত দেহকেই "নবদ্বীপ" বলিয়া জ্ঞান করে।

বর্ত্তমান Municipal নবদ্বীপ সহর কোলদ্বীপের বনচারীর বাগানে ইহাদের অনেকগুলিকে দেখিতে পাওয়া যায়। এই ত্যাগি-বাউলগণের অনেক ক্রিয়ায় স্মার্ত্ত-বিধি অতিক্রান্ত হইয়াছে বলিয়া বঙ্গদেশীয় হিন্দুগৃহস্থগণ ইহাদিগকে সামাজিকভাবে আদর করেন না—কতকটা অবজ্ঞাই করেন।

এতদ্ব্যতীত ইহাদের অপর এক সম্প্রদায় বাহ্যবেশ গ্রহণ না করিয়া—গৃহস্থ-ধর্ম্মে অবস্থিত হইয়া সর্ব্বজীবের উপাস্য বস্তু শ্রীচৈতন্যদেবকে অত্যন্ত গৃহাসক্ত মনে করিয়া অবৈধভাবে তাঁহার অনুকরণ পূর্ব্বক গৃহব্রত-ধর্ম্মে অত্যাসক্ত হইয়া বাস করে। কিন্তু উহারা শ্রীচৈতন্যদেবের কৃষ্ণব্রত-ধর্ম্ম বুঝিতে না পারিয়া কৃষ্ণের স্থানে আপনাদিগকে "গৃহপতি" মনে করিয়া গৃহে অত্যাসক্তিকেই শ্রীচৈতন্যপ্রবর্ত্তিত ধর্ম্ম বলিয়া মনে করে।

বিশেষতঃ ইহারা মনে করে যে, শ্রীচৈতন্যদেব যখন নির্ব্বিশেষ-ব্রহ্মজ্ঞানের আদর করেন নাই, তখন ইন্দ্রিয়াসক্ত গৃহব্রত-ধর্ম্মেরই তিনি একমাত্র উপদেশক। কিন্তু প্রকৃত-প্রস্তাবে শ্রীচৈতন্যদেবের প্রচারিত উপদেশের মধ্যে অতি-গৃহাসক্তি বা বৃষলীপতিরূপে অবৈধ গৃহস্থ হইয়া অবস্থান কখনও আদৃত হয় নাই।

শ্রীচৈতন্যের উপদেশে আমরা জানিতে পারি যে, শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র বাস্তবসত্যের একমাত্র আকর এবং তাঁহার আশ্রিত জগতে পাঁচ প্রকার রতিবিশিষ্ট জীবের তিনিই একমাত্র সেব্যবস্তু। কর্ম্মফলবশে জীবের ভোগপ্রবৃত্তি বৃদ্ধি হওয়ায় তাহার অভিমান ক্রমশঃ এতই প্রবলতর যে, সে আপনাকে গৃহপতি মনে করিয়া সেব্যের সেবনোপযোগী সূক্ষ্ম কলেবর ও স্থূল-কলেবরে আবৃত ও কর্ম্মফলের বাধ্য হইয়া বিপরীত-বিচার-সম্পন্ন হয়। গৃহি-বাউলগণ ত্যাগের মধ্যে কপটতা করিয়া ভোগের আবাহনে দিনপাত করে।

১৯০১ খৃষ্টাব্দের শীতকালে অর্থাৎ জানুয়ারীর প্রথম ভাগে শ্রীরামানুজ-শঙ্করের জীবনচরিত-লেখক শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ ঘোষ মহাশয় বাউলদিগের দেহতত্ত্ববিষয়িণী গীতি-সমূহে প্রভাবিত হন। তিনি শ্রীশঙ্কর-মতাবলম্বী হওয়ায়, বাউলদের মধ্যে মায়াবাদের স্রোত যথেষ্ট প্রবল আছে বলিয়া, বাউলমতকে বিশেষ আদর করিতে থাকেন। দার্জ্জিলিংস্থিত হরিসভায় কতিপয় বাউল-মতাবলম্বী ব্যক্তির সঙ্গক্রমে তাঁহার বিচার-প্রণালী বাউলমতেরই সমর্থন করে। রাজেন্দ্র বাবু গৃহস্থ হইলেও তৎকালে ত্যাগের বিচার অবলম্বন করিয়া আপনাকে বিরক্ত জ্ঞান করিতেন। বিরিঞ্চিদেব তাঁহাকে কন্যা-পুত্র প্রভৃতি প্রদান করেন নাই।

ইঁহারই পরিচিত মৌভোগ-নিবাসী শ্রীযুত সত্যেন্দ্রনাথ বসু স্বরূপবাহিরদিয়া নিবাসী গিরিশচন্দ্র নন্দীর পুত্র শিয়ালদহের রোগ-বিশেষের চিকিৎসক পরলোকগত প্রিয়নাথ নন্দীর কুটুম্ব-বিশেষ ছিলেন। এই প্রিয়নাথ বাবুর পত্নী পরলোকগতা প্রমোদাসুন্দরী নন্দী মোদদ্রুমদ্বীপের অন্তর্গত কোলদ্বীপপ্রান্তে 'কাঁকড়ার মাঠ' নামক চরভূমিতে কএক বিঘা জমি সংগ্রহ করিয়া নবদ্বীপে বাস কামনা করেন। শুনা যায় তদবধি উক্ত প্রমোদাসুন্দরী নন্দীর ও ডাক্তার নন্দীর Executor-সূত্রে সতোন বাবু কাঁকড়ার 'কাকুড়ের মাঠ'কে প্রাচীন নবদ্বীপ বলিয়া ধারণা করিতে অভ্যস্ত হন। ডাক্তার নন্দীবাবুর আনুগত্য-সূত্রে এবং পরবর্ত্তিকালে তাঁহার বিষয়ের Executorসূত্রে সতোনবাবু শ্রীধাম মায়াপুরের বিরোধি-শ্রেণীতে আপনাকে গণন করেন। ডাক্তার নন্দী গৃহিবাউলগণের ধর্ম্মকে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের ধর্ম্ম বলিয়া লোক-সমাজে অবৈধভাবে প্রচার করিতে গিয়া 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যতত্ত্ব-প্রচারিণী' নামে একটী জনসভা তাঁহার চিকিৎসাগারে সৃষ্টি করেন এবং একখানি সাময়িক পত্রিকার যোগে শুদ্ধ-ভক্তগণকে আক্রমণ করিবার সকল আয়োজন করিতে থাকেন। Dextrinised food এর বিক্রেতা ও রোগবিশেষের চিকিৎসক-রূপে ডাঃ নন্দী গৌড়দেশ-প্রচলিত বৈষ্ণব-ধর্ম্মের কর্ণধার হইবার আকাঙ্ক্ষা প্রবল করেন কিন্তু বৈষ্ণবের সদাচার-গ্রহণে পরাঙ্মুখ হইয়া বিলম্বিত শ্মশ্রুগুম্ফ রাখেন এবং আপনাকে বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রচারক বলিয়া অভিমান করেন।

উহার কিছুদিন পূর্ব্বে 'অমৃতবাজার পত্রিকা'র সম্পাদক শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার ঘোষ মহাশয় কলিকাতা মহানগরীতে সংকীর্ত্তন-প্রচারকল্পে যে যত্ন করেন উক্ত নন্দীবাবু তাঁহার উত্তরাধিকারিসূত্রে সেই কার্য্যের সহায়তা করিতে আরম্ভ করেন। তিনি একটী Joint stock Company খুলিয়া গৌড়ীয়বৈষ্ণব-গ্রন্থ-প্রকাশ এবং বৃন্দাবনের রাধারমণ-ঘেরার পণ্ডিত শ্রীযুক্ত মধুসূদন গোস্বামী সার্ব্বভৌম মহাশয়ের আনুগত্য করিবার চেষ্টা প্রদর্শন করেন।

১৯০৫ বা ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে পুরুষোত্তমে শ্রীরাধাকান্তমঠের গদি লইয়া বিবাদ উপস্থিত হইলে অতিবাড়ী জগন্নাথদাসের অনুগত উড়িয়া-মঠের অধিকারিগণের সহিত শ্রীরাধাকান্ত মঠাধ্যক্ষের ঘনিষ্ট সম্বন্ধ হয়। শ্রীরাধাকান্তমঠের শ্রীযুত ভুবন পাণ্ডার পুত্র শ্রীরাধাকান্তের গদির উত্তরাধিকারী হইবার প্রয়াস করিলে শ্রীবলভদ্রদাসের অপর এক ভ্রাতুষ্পুত্র তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী হন। তৎকালে পাণ্ডামহাশয়ের (মঠাশ্রিত নাম শ্রীভগবান দাস অধিকারী) ও তাঁহার পুত্রের বিরুদ্ধে যে মোকদ্দমা হইয়াছিল, তাহাতে উক্ত উড়িয়ামঠের অধিকারী রামকৃষ্ণদাস ইঁহাদের পক্ষ গ্রহণ করিয়া প্রভূত সাহায্য করেন।

বলা বাহুল্য—এই উপকারী অতিবাড়ী-মঠের শুভানুধ্যায়ীর সামাজিক মঙ্গলবিধানের বাসনায় শ্রীরাধাকান্তমঠের পক্ষ হইতে নানাপ্রকার উন্নতিবিধানের চেষ্টা হইয়াছিল। সেই চেষ্টায় সহায়তা করিবার উদ্দেশ্যে বাগবাজারনিবাসী ডাক্তার শ্রীযুক্ত রসিক-মোহন চক্রবর্ত্তী মহাশয়, ডাক্তার প্রিয়নাথ নন্দী প্রভৃতিকে সমর্থন করিতে থাকেন।

বলা বাহুল্য—ডাক্তার নন্দী ইতঃপূর্ব্বে শ্রীমন্মহাপ্রভুর সম্প্রদায়ের কোন ব্যক্তির সহিত পরিচিত ছিলেন না। তদবধি তিনি স্বকার্য্যসাধনে জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন। যে-সময়ে আনন্দবাজার ও বিষ্ণুপ্রিয়া-সম্পাদক শ্রীযুত চক্রবর্ত্তী মহাশয় উড়িয়া মঠের রামকৃষ্ণ অধিকারীর উপকারের জন্য ব্রতী হন, সেই সময়ে ডাক্তার নন্দীবাবুর দ্বারা তিনি কতকগুলি কার্য্য লইতেছিলেন। আনন্দবাজার-সম্পাদক মহাশয় চূড়াধারি-সম্প্রদায়কে ও দাড়িচূড়াধারী গৃহিবাউলগণকে বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত করাইবার যত্ন করিতেছিলেন।

সেই সময়ে ঠাকুর শ্রীল ভক্তিবিনোদ শুদ্ধভক্তিধর্ম্ম প্রচার হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াছিলেন। ডাক্তার নন্দী হঠাৎ একদিন 'গৌড়ীয়-বৈষ্ণব'-নামধারিগণের মধ্যে প্রচলিত দুশ্চরিত্রতা ও তত্ত্ববিচারে ভ্রান্তি অপসারণ করিবার আবরণে একটী ব্যবস্থা-পত্রিকা বহু সংখ্যক মুদ্রিত করেন। এই মুদ্রাঙ্কনের ব্যয়ভার উৎকলদেশ হইতে আগত হয়।

উৎকলদেশ হইতে আগত হইবার হেতু এই যে, অতিবাড়ীদলের রামকৃষ্ণ অধিকারীকে 'সামাজিক বৈষ্ণব' বলিয়া উত্তোলন করিবার চেষ্টায় গৌড় ও ব্রজমণ্ডলাদির স্থানে স্থানে একটী ব্যবস্থা-পত্র-প্রচারের আবশ্যকতা হইয়াছিল। যাহাতে দুর্নীতি ও বৈষ্ণবসদাচার-বিরুদ্ধ কার্য্য লুপ্ত হয়—বাহিরের দিকে এইরূপই উক্ত পত্রের ভাষা ছিল। ব্যবস্থাপক-সূত্রে উহাতে 'গৌড়ীয়-বৈষ্ণবসমাজ-ধুরন্ধর' ও তদনুগ শুদ্ধভক্ত বৈষ্ণবপণ্ডিত আচার্য্য-সন্তানাদির স্বাক্ষর সন্নিবিষ্ট হইয়াছিল।

এই ব্যবস্থাপকদলের মধ্যে শ্রীমদ্ভক্তি- ঠাকুরের স্বাক্ষর সংগ্রহ করিবার জন্য ডাক্তার নন্দী এবং শ্রীগোক্রমের স্বানন্দসুখদকুঞ্জে উপস্থিত হইয়া কৃপা প্রার্থনা করেন। উক্ত ব্যবস্থাপত্রের বিবরটি দোষা-বহ নহে, পরন্তু অসদ্-ব্যবহারের শোধন-কল্পেই উদ্দিষ্ট—প্রভৃতি স্তোকবাক্যসকল বলিয়া ডাক্তার নন্দী শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অনুমোদন লাভ করেন। শ্রীল ঠাকুর মহাশয় তাঁহাকে স্পষ্টভাবেই বলিয়া-ছিলেন যে, আউল, বাউল, অতিবাড়ী প্রভৃতি ১৩ প্রকার উপ ও অপসম্প্রদায় শ্রীচৈতন্য-দেবের অনুগত নহে। উঁহাদের ক্রিয়া-কলাপ গোস্বামিগণের অনুমোদিত নহে। সুতরাং সেই শ্রেণীর ব্যবস্থাপক-সম্প্রদায়ের অথবা দুর্নীতি-পরায়ণ ধাপ্পিগণের মাঝের সহিত তাঁহার নাম যেন সংযুক্ত না হয়; বিশেষতঃ উৎকল দেশের শ্রীচৈতন্যবিরোধী অতিবাড়ী-সম্প্রদায়কে গৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণের অন্তর্গত যেন মনে না করা হয়। কিন্তু ডাক্তার নন্দী ও ডাক্তার শ্রীযুত রসিক মোহন চক্রবর্ত্তী উভয়েই শ্রীরাধাকান্ত-মঠের তত্ত্বানুসন্ধায়ী অতিবাড়ী-সম্প্রদায়কে ব্যবস্থাপক-শ্রেণী হইতে পৃথক্ করিতে সম্মত হইলেন না; কেন না, পৃথক্ করিতে গেলে উঁহাদের মুখ্য ও একমাত্র উদ্দেশ্য নষ্ট হইয়া যায়। ঠাকুর ভক্তিবিনোদের নাম সংযুক্ত করিয়া যে ব্যবস্থাপত্র মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইল, উহাতে অতিবাড়ী নামক উপসম্প্রদায়কে গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া লিখাইয়া উহা প্রচার করার ফলে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর ডাক্তার নন্দী বাবুকে ঐরূপ বিরুদ্ধ-আচরণ করিবার কারণ জিজ্ঞাসা করেন। উহার কোন সদুত্তর না পাইয়া এবং তাঁহার বিচারের বিরুদ্ধে উক্ত ডাক্তার নন্দীকে উৎসাহান্বিত দেখিয়া তাঁহার নাম সংযুক্ত ঐরূপ handbill বিতরণ করিতে নিষেধপত্র লিখেন। ডাক্তার শ্রীযুত রসিক-মোহন তাঁহার সাময়িক পত্রিকায় শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদকে অতিবাড়ীগণের সহায়তা করিতে অনেক অনুনয় বিনয় করেন কিন্তু "গৌড়ীয়বৈষ্ণব সমাজ-ধুরন্ধর" কোন প্রকারেই ঐরূপ অবৈধ প্রস্তাবের অনুমোদন করিতে পারিলেন না জানিয়া ডাক্তার নন্দী অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হন এবং ঠাকুর ভক্তিবিনোদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে উক্ত ব্যবস্থাপত্রের আরও কতিপয় সহস্র সংখ্যা চতুর্দ্দিকে বিতরণ করেন। ডাক্তার নন্দীর নিকট ঐরূপ ব্যবস্থাপত্র প্রকাশ করার বিরুদ্ধে পুনঃপুনঃ নিষেধ করার ফলে যখন তিনি শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নামটী ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হইলেন, তখন হইতেই ডাক্তার নন্দী প্রকাশ্যভাবে শ্রীমন্মহাপ্রভুর ও শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের বিরুদ্ধে প্রবল-ভাবে দৌরাত্ম্য করিতে আরম্ভ করেন। ডাক্তার নন্দীর গুরুবুদ্ধি নিজাতিসদ্ভির প্রতিকূল হওয়ায় তাঁহার পরবর্ত্তী-ব্যবহার-গুলিকে বঙ্গদেশীয় সুধী ভক্ত-সমাজ আদৌ আদর করিতে পারেন নাই।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যতত্ত্ব-প্রচারিণী-পত্রিকায় উক্ত ডাক্তার নন্দী এরূপ অযুক্তভাবে গুরুবিদ্বেষ, ভগবদ্বিদ্বেষ ও ভক্তিবিদ্বেষ আরম্ভ করিলেন যে, ঐ শ্রেণীর সাময়িক-পত্রিকা স্পর্শ করাও অপরাধজনক বলিয়া শুদ্ধভক্তগণ মনে করিতে লাগিলেন। বিশেষতঃ ডাক্তার নন্দী গৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণের কোন কথাই হজম করিতে পারেন নাই। তিনি স্মার্ত্তের অনুগত হইয়া যে-সকল ভক্তি-বিদ্বেষ আরম্ভ করিয়াছিলেন তাহারই উত্তরাধিকারিসূত্রে সত্যেনবাবু সেই বিদ্বেষটার আজও অনুসরণ করিতেছেন।

সুপ্রসিদ্ধ বাগ্মিপ্রবর শ্রীযুক্ত গৌর-গোবিন্দ বিদ্যাভূষণ সম্প্রদায়-বৈষ্ণবাচার্য্য মহাশয় ডাঃ নন্দীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহার অনভিজ্ঞতার কথা বেশ স্পষ্টভাবে বুঝাইয়া দেন কিন্তু উত্তরোত্তর উক্ত ডাঃ নন্দী কোনও দিকে বিদ্বেষ করিবার কোনও সুযোগ না পাইয়া পরিশেষে শ্রীগৌরজন্ম-স্থানের অবস্থিতি-সম্বন্ধে তর্ক উত্থাপন করেন এবং তাঁহার সজাতীয়াশয়-স্নিগ্ধ শিষ্যবর্গের দ্বারা শ্রীগৌরাঙ্গদেবকে অত্যন্ত গৃহাসক্ত ত্যাগকুলবৈরী বলিয়া অনেকগুলি প্রবন্ধ লিখিতে থাকেন। কেবলা ভক্তিকে আক্রমণ করিবার জন্য তাঁহার যে-সমস্ত চেষ্টা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যতত্ত্ব-প্রচারিণী সভার সাময়িক পত্রে লিখিত আছে, ঐ গুলি উক্ত ডাক্তারের ভক্তিশাস্ত্রের অনভিজ্ঞতার পরিচয় প্রচুর পরিমাণে দিতে পারিবে। কিন্তু সত্যেন্দ্র বাবু সেইগুলিকে তাঁহার বিষয়ের Executor সূত্রে সজীব রাখিতে চিরদিনই সচেষ্ট আছেন।

সত্যেন্দ্র বাবুর দ্বারা শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথার প্রয়োজন-উপলব্ধি-বিচারে আমরা দেখিতে পাই যে তিনি আদা জল খাইয়া ভক্তিবিদ্বেষ, ভক্তবিদ্বেষ প্রভৃতি প্রত্যেক অনুষ্ঠান প্রদর্শন করিয়া স্বীয় ব্যবহার-জীবীর ধর্ম্ম বলিয়া যে কোন পক্ষ সমর্থনে নিযুক্ত আছেন। উহা তাঁহার ব্যবসায়-অঙ্গ হইতে পারে, কিন্তু তাঁহার ভগবদ্বিশ্বাস কিরূপ তাহাই আমরা আলোচনা করিব। আমরা তাঁহাকে সাধারণ বিচারে সম্পূর্ণ অর্ব্বাচীন বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি না। কেন না, তিনি সামান্য সংস্কৃতও জানেন এবং সংস্কৃত-সাহিত্য-পরিষদের সম্পাদকীয় বিভাগে সাহায্যে নিপুণ। বিশেষতঃ তিনি ২৪ পরগণার আদালতসমূহের একজন ব্যবহারজীবী। কত ইনকামট্যাক্স দেন তাহার খবর আমরা জানি না। কিন্তু তাঁহার ভক্তিবিদ্বেষিণী চেষ্টার প্রচুর-পরিমাণ প্রমাণ হিতবাদী-নামক সাময়িক-পত্রের পাঠকেরা অবগত আছেন। তাঁহার অবিচারের কথা বিগত পঞ্চদশবর্ষ কাল আলোচিত হইতেছে, তথাপি তিনি আপনাকে অনভিজ্ঞের পরিচ্ছদে আবরণ করিয়া অনভিজ্ঞ ঈর্ষাপরায়ণ পক্ষকে সমর্থন করেন। কেবল সমর্থন করেন না, যেখানে যত ভক্তিবিরোধী কামক্রোধাদি ষড়্‌রিপুর দাস কৃষ্ণসেবা-বিমুখ জনগণ সংসারে প্রতিপত্তি-বিশিষ্ট হইয়াছেন, তাঁহাদের সকলকে সংগ্রহ করিয়া কি প্রকারে ভজনের আবরণে ভক্তি-বিদ্বেষ করা যায় ও ভক্ত-বিদ্বেষ করা যায় তাহার অভিনয় করিতে-ছেন—যেন সত্য ও পরলোক নাই এবং কোন প্রকারে লোক-সংগ্রহ করিলেই জনমত দ্বারা সত্যের আবরণ করা যায়। আমরা এরূপ ব্যবহারের আদর করি না।

তিনি জগতের লোকদিগকে এরূপ নির্ব্বোধ মনে করেন যে, অনভিজ্ঞ বলিয়া সুধী-সমাজ তাঁহাকে ক্ষমা করিবেন।

---

(১) শ্রীচৈতন্যচরিত-মহাকাব্যে লিখিত আছে যে - গঙ্গার পারে কুলিয়া নামক গ্রাম অবস্থিত। পূর্ব্বপারে নবদ্বীপ নগর এবং অপর পশ্চিমপারে কুলিয়া উপনগর। শ্রীচৈতন্যভাগবত প্রভৃতি বঙ্গভাষায় লিখিত গ্রন্থগুলিও উহাই অতি দৃঢ়ভাবে প্রমাণ করে। কিন্তু তাঁহার মক্কেল তাঁহার দ্বারা যে প্রাচীন নবদ্বীপের অপর পারে সাত-কুলিয়া গ্রামকে কুলিয়া বলিয়া নির্দ্দেশ করেন ইহাতে কি যুক্তি আছে? সাত-কুলিয়া যদি কুলিয়া হয় তবে তাহার পূর্ব্বে গঙ্গার অবস্থান এবং তাহার অপরপারে শ্রীমায়াপুর। ক্যাকড়ার কাঁকুড়ের মাঠ বা রামচন্দ্রপুর চর যদি প্রাচীন নবদ্বীপ হয়—তাহা হইলে তাহার পূর্ব্বে গঙ্গার স্রোতের প্রাচীনগর্ভ তিনি দেখাইবেন এবং তাহার পূর্ব্বে অব্যবহিত অপরপারে গঙ্গাতটে কুলিয়া-নগর দেখাইতেও হইবে। সুধী-সমাজ কি সত্যেন বাবুকে এই সত্যটুকু প্রদর্শন করিতেও পশ্চাৎপদ বা অনভিজ্ঞ হ্যাকা-বোকা বলিতে পারেন না? অথবা জিজ্ঞাসা করি তাহার কি অন্য কোন অবান্তর উদ্দেশ্য আছে। অনভিজ্ঞের সজ্জা ও কাপট্যের অভিনয় এক নহে। সত্যেন্দ্র বাবু কিছু তাঁহার মক্কেলের ন্যায় সাধারণ-যুক্তি-বিচারে পরাঙ্মুখ নহেন। সত্যেন বাবুর দিক্ বিদিক্ জ্ঞান নাই বা তিনি একেবারে দিশেহারা—একথাও আমরা বলিতে চাহি না; তবে তিনি তাঁহার মক্কেলের প্রলপিত বাক্যকে ধ্রুবসত্যজ্ঞানে যে-সকল চেষ্টা প্রদর্শন করেন তাহা কি কোন উদ্দেশ্যের বশবর্ত্তী হইয়া করিয়াছেন—একথা কি ভারতবাসী ও ভারতেতরবাসী অন্য সকলে জিজ্ঞাসা করিবেন না? এই প্রশ্নটীর সদুত্তর তিনি দিতে পারিলেই তাঁহার অভিসন্ধি কি, তাহা জানা যাইবে। তিনি সংস্কৃতজ্ঞ সুতরাং তিনি চৈতন্যচরিত-মহাকাব্য পড়িয়া অর্থ বুঝিতে পারেন, কিন্তু তাঁহার মক্কেল তাহা পারেন না। তিনি বাংলা-সাহিত্যে নিপুণ সুতরাং "সবে মাত্র গঙ্গা নদীমাত্র কুলিয়ায়" বলিতে গেলে কাঁকুড়ের মাঠ ও সাতকুলিয়া গঙ্গার এপার ওপার প্রদেশ ইহা কি একবারও তিনি ভাবেন নাই? যদি প্রকৃতপ্রস্তাবে তাঁহার সরল বিশ্বাস ইহাতে প্রতিবাদী হয় তাহা হইলে সুধী-সমাজ তাঁহাকে যুক্তিহীন অবিবেচক বলিবে। আর যদি তাঁহাকে শিক্ষিতাভিমানী বলা হয় তাহা হইলে তাঁহাকে কিরূপ আখ্যায় লোকে দেখিবে একথার ভার তাঁহার উপর আমরা দিতেছি।

সত্যেন বাবুর বিচারটী ঠিক অয়ন-নিরয়ণ বিচারের ন্যায় কি না—আমরা জিজ্ঞাসা করি। হিন্দুগণিত-শাস্ত্র নিরয়ণ-পদ্ধতিতে গণিত হয়। নিরয়ণের সহিত অয়ন-সংযোগ করিলে সায়ন শব্দ ব্যবহৃত এবং তাহার ফলটী সায়ন শব্দে উদাহৃত হয়। সায়ন হইতে অয়নাংশ বিযুক্ত করিলে নিরয়ণ হয়। নিরয়ণ-গণনা-প্রথা ও সায়নাংশ-গণনার প্রথাদ্বয় এক কথা আর পাশ্চাত্য দৃগ্‌গণিত সায়নাংশ স্পষ্ট ও অয়নাংশ নিরূপণ করেন। গোঁজামিল দিতে গিয়া শাস্ত্রীয় নিরয়ণের সহিত সায়ন-মতের পার্থক্যকে অয়ন স্বীকার করিবার যে-প্রথা, সেই অয়নাংশ হিন্দুগণিত-শাস্ত্র ও পাশ্চাত্য-গণিত উভয় মতেই সিদ্ধ নহে। সেইরূপ দ্বিতীয় গোঁজামিল দিবার অভিপ্রায়ে যদি সত্যেন্দ্র বাবু শিক্ষিত হইয়াও দুঃসাহসের বশবর্ত্তী হইয়া ক্যাকড়ার মাঠকে 'মিঞাপুর' বলিয়া চালাইতে থাকেন তবে আমরা তাঁহাকে বোধরহিত বা বিপ্রলিপ্সা-দোষদুষ্ট—এই দুইটী বিশেষণের কোন্‌টীতে অভিহিত করিব?

সাময়িক

গত ৯ই ডিসেম্বর শনিবার কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় প্রফেসার শ্রীযুত তমোনাশচন্দ্র দাসগুপ্ত এম-এ, পি-এইচ-ডি মহোদয় আরও কতিপয় প্রফেসার ও কলেজের ২০।২২ জন ছাত্র সহ শ্রীধাম-দর্শনার্থ শ্রীধাম-মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠে আগমন করেন। শ্রীধাম-মায়াপুরের তথ্যাদি শ্রবণ ও বিভিন্ন স্থানাদি পরিদর্শন করিয়া পরমানন্দিত মনে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

শুদ্ধভক্তি গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। ভাষ্যসহ বিরাট্ শ্রীচৈতন্যভাগবত ৫৲
২। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২৮৲
একাদশ স্কন্ধ হইতে প্রতিখণ্ড ।৶০
৩। ভাষ্যদ্বয়সহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত
(৪র্থ সংস্করণ) ৬.
৪। ভক্তিবিবেককুসুমাঞ্জলি (বাঁধা) ১৲
৫। গৌড়ীয় গৌরব ।৶০
৬। গৌড়ীয়-সাহিত্য ।৶০
৭। ভজনরহস্য ॥০
শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম ও
শ্রীনবদ্বীপশতকম (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৯। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ)
ঐ (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
১০। গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি টীকাসহ)
ঐ (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
১১। গীতার কেবল মাধ্ব-ভাষ্য ॥০
১২। যুক্তিমল্লিকা গুণসৌরভঃ সানুবাদ
(মাধ্ব) ২৲
১৩। বেদান্ততত্ত্বসার সানুবাদ
(রামানুজীয়) ॥০
১৪। জৈবধর্ম্ম ২৲
১৫। শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৬। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ৲
১৭। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ॥৶
ঐ (বাঁধা) ৸০
১৮। দ্বীপ-দিগ্ দর্শন ৶০
১৯। সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ) ।৶০
২০। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ॥০
ঐ (আবাঁধা) ।৶০
২১ নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
২২। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৶০
২৩। গীতমালা ৴১০
২৪। নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য ৶০
২৫। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶০
২৬। নবদ্বীপ পঞ্জিকা (৪৪৭ গৌরাব্দ) ৶০
২৭। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
২৮। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা-দর্পণ ।০
২৯। শরণাগতি ৴০
৩০। গীতাবলী ৴০
৩১। চিত্রে নবদ্বীপ ১৷০
৩২। সাধনকণ ৴০
৩৩। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৴০
৩৪। নবদ্বীপশতক ৴০
৩৫। অর্থপঞ্চক ৴০
৩৬। সদাচারস্মৃতিঃ ৴০
৩৭। কল্যাণকল্পতরু (৫ম সংস্করণ) ৴১০
৩৮। অচ্চনকণ ৴১০
৩৯। সাধককণ্ঠমালা (বাঁধা) ।০
ঐ (আবাঁধা) ।৴০
৪০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি
(প্রথম চারিখণ্ড) ৩
৪১। ব্রহ্মসংহিতা ।০
৪২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৪৩। মণিমঞ্জরী সানুবাদ ।০
৪৪। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৪৫। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ।০
৪৬। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৪৭। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
৪৮। গৌড়ীয়মঠ কি করেন? ৴০
৪৯। ঈশোপনিষৎ (বলদেব ও মাধ্ব-ভাষ্য এবং বিবৃতি ও অনুবাদসহ) ।০
৫০। শ্রীভুবনেশ্বর ৶০
৫১। সিদ্ধান্তদর্পণ ৶০
৫২। সাংখ্যবাণী ৴০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৫৩। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী-দিগ্বিজয়ঃ ॥০
৫৪। সটীক-শিক্ষাদশমূলম্ ।০
৫৫। তত্ত্ব-সূত্রম ।০
৫৬। সানুবাদ-শিক্ষাষ্টকম্ ৶০
৫৭। গৌড়ীয়মঠস্য পরিচয়ঃ ৴০
৫৮। সারাংশবর্ণনম্ ৶০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৫৯। রায় রামানন্দ ।০
৬০। নামভজন ।০
৬১। রিলেটিভ্ ওয়ার্ল্ড্‌স্ ।৶০
৬২। লাইফ্ য়্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।০
৬৩। বৈষ্ণবীজম্ ।০
৬৪। হোয়াট্ গৌড়ীয়মঠ ইজ্ ডুইং ৴০
৬৫। দি ভাগবত ।০
৬৬। ইরোটিক্ প্রিন্সিপ্‌ল্ য়্যাণ্ড আনেলয়েড্ ডিভোসন ।০
৬৭। ব্রহ্ম-সংহিতা ২৷০
৬৮। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (ভলুম ওয়ান) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৬৯। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ॥০
৭০। সাধন পথ
৭১। কল্যাণ-কল্পতরু ৴১০
৭২। গীতাবলী
৭৩। শরণাগতি

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৭৪। শরণাগতি

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

নদীয়া-প্রকাশপ্রাপ্তির স্থান

১। শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম-মায়াপুর, নদীয়া
২। শ্রীযোগপীঠ ঐ
৩। শ্রীবাস-অঙ্গন ঐ
৪। অদ্বৈত-ভবন ঐ
৫। কাজীর সমাধি পাট ঐ
৬। স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ, নদীয়া।
৭। শ্রীভাগবত আসন কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
৮। শ্রীএকায়ন মঠ গোবিন্দপুর, হাঁসখালী।
৯। দ্বাদশগোপাল পাট—পোঃ চাকদহ,
১০। শ্রীগৌর গদাধরমঠ—চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড়, বর্দ্ধমান
১১। শ্রীমোদদ্রুমছত্র মাউগাছি, বর্দ্ধমান
১২। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম, আমলাযোড়া, পোঃ রাজবাধ বর্দ্ধমান
১৩। শ্রীগৌড়ীয়মঠ বাগবাজার, কলিকাতা
১৪। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাজু, হাওড়া,
১৫। শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয়মঠ, ৯০নং নবাবপুর রোড্, ঢাকা
১৬। শ্রীগোপালজী মঠ কমলাপুর, ঢাকা।
১৭। শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ পোঃ বালিয়াটী,
১৮। শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয়মঠ ময়মনসিংহ।
১৯। শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ চিদালয়, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর
২০। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম গোয়ালপাড়া, আসাম
২১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ রায়পেট্টা, মাদ্রাজ।
২২। শ্রীরামানন্দগৌড়ীয় মঠ কব্বুর, জিঃ পশ্চিম গোদাবরী
২৩। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ উড়িয়াবাজার, পোঃ বক্সীবাজার, কটক।
২৪। শ্রীত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয় মঠ ভুবনেশ্বর।
২৫। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ স্বর্গদ্বার, পুরী।
২৬। শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ আলালনাথ পোঃ ব্রহ্মগিরি, পুরী।
২৭। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ ডুমুরকুণ্ডা, পোঃ চিরকুণ্ডা, মানভূম।
২৮। শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ—কাশী।
২৯। শ্রীরূপগৌড়ীয় মঠ—এলাহাবাদ।
৩০। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ পুরাণবাজার, সরকার ঠাকুরের কুঞ্জ, বৃন্দাবন
৩১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, নেউদিল্লী
৩২। শ্রীপরমহংসমঠ—নৈমিষারণ্য,
৩৩। শ্রীসারস্বত গৌড়ীয় মঠ—হরিদ্বার।
৩৪। শ্রীব্যাসগৌড়ীয়মঠ—কুরুক্ষেত্র, পঞ্জাব
৩৫। শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাবুলনাথ রোড, পোঃ গ্রাণ্ট রোড, বোম্বে।
৩৬। লণ্ডন গৌড়ীয়মঠ, ৩৯নং ড্রেটন্ গার্ডেন্স, কেনসিংটন লণ্ডন, (এস, ডব্লিউ—১০)।
৩৭। অমরি গৌড়ীয়মঠ—মেদিনীপুর
৩৮। সরভোগ গৌড়ীয় মঠ—সরভোগ, কামরূপ, আসাম,

শুদ্ধভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী মাসিক। শ্রীধাম-মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲।

২। **গৌড়ীয়**—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১॥০ টাকা মাত্র।

৩। **ভাগবত**—হিন্দি ভাষায় একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি হৃদয় বন মহারাজ সম্পাদিত ও নৈমিষারণ্য শ্রীপরমহংস মঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ১॥০ দেড় টাকা মাত্র।

৪। **পরমার্থী**—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥০ দেড় টাকা মাত্র।

৫। **কীর্ত্তন**—মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ নিমানন্দ সেবাতীর্থ বি-এজি, বি-টি, সম্পাদিত। আসাম গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম হইতে প্রকাশিত আসামী ভাষায় মাসিক। ভিক্ষা সডাক ১॥০ দেড় টাকা মাত্র

শ্রীচৈতন্যভাগবত

আদিকবি শ্রীল বৃন্দাবন দাস প্রণীত সমগ্র গ্রন্থ

গ্রন্থের মূল বোল্ড অক্ষরে এবং তন্নিম্নে বিশ্ববিশ্রুত গৌড়ীয়মঠের প্রতিষ্ঠাতা ও আচার্য্য ও বিষ্ণুপাদ **শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের** রচিত বিস্তৃত ভাষ্য উত্তম কাগজে সৌষ্ঠবের সহিত মুদ্রিত হইয়াছেন। ডবল ক্রাউন আটপেজি আকারে ১০৯৬ পৃষ্ঠায় কেবল মূল ও ভাষ্য সম্পূর্ণ হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত শ্লোকসূচী, পদ্যসূচী, স্থানসূচী, পাত্রসূচী, বিষয়সূচী, শব্দসূচী প্রভৃতি বিস্তৃত সূচীপত্রেও একটী গ্রন্থ হইবে। সভাষ্য শ্রীচৈতন্যভাগবতের এরূপ উৎকৃষ্ট ও অমূল্য বিরাট্ সংস্করণ জগতের কোথায়ও আজ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হন নাই, ইহা নিরপেক্ষ পাঠক মাত্রকেই একবাক্যে স্বীকার করিতে হইবে। শ্রীগৌড়ীয়মঠের উৎসব-কালে গ্রন্থের ভিক্ষা ১২৲ বারটাকা স্থলে—৫৲ পাঁচটাকা মাত্র

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীচৈতন্যমঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

কলিকাতা বাজার দর

লৌহ হার্ডওয়ার

২৪শে নভেম্বর ১৯৩৩

টাটার তৈয়ারী—	প্রতি হন্দর।
লোহার কড়ি (জয়েষ্ট বা বীম)	
মার্কা	৫।৶০—৫৷৵০
ঐ বে-মার্কা হালকা ওজন	৪।৵০—৪৷৶০
বরগা (টী-আয়রণ)	৬৵০—৬।০
এঞ্জেল আয়রণ (কোনা)	৫৸৵০—৬।৵০
গ্যালভ্যানাইজড করগেট টীন—	
২২ গেজ ৬ হইতে ১০ ফুট	১১।৵০
২৪ গেজ ,, ,,	১০৸৵০
২৬ গেজ ,, ,,	১২
২৪ গেজ আর, পি, ডি, মার্কা	১২৸৶০
২৪ গেজ গাঃ প্লেন শীট—	১১।৵০
২৬ গেজ ,, ,,	১২।০
১৮ গেজ ও ৩০ গেজ ঐ—	১৩৲—১৬৲
বাগান ঘেরা কাঁটাতার ১০০ পাউণ্ড বাঃ	৮৸০
ষ্টীল পাটী	৬৲৵—৬।০
,, বোলটু (গোল)	৬৲৵—৬।০
,, পরাদে (চৌকা)	৬৵০—৬৲।০
,,গোল রড ৶০—।৶০ সুতা	৫৵০—৫৷০
,, টানা রড-	
চৌকা ৶০—।৵০ ঐ	৫৵০—৫৷০
বাণ্ডিল তার	৭৲—৭৸০
,, প্লেট—তিন সূতা মোটা পর্য্যন্ত	৭।০—৭।০
,, চাদর ৩-১৬ খানা বাণ্ডিল	৯৷৵—১০৲
স্প্রীং ষ্টীল	৮।০ ৲
হাক রাউণ্ড	৫৸৵—৬৲৵০
তারের পেরেক ১—৬ ইঞ্চি	৯—৯৸০
প্যাটেণ্ট পেরেক ২—৮ ইঞ্চি	১২।০—১৫৷০
ঢালাই কড়া ১ হইতে ১০ নং	২৷০ সাট
কোদাল ৪, ৫, ৬,	৭৸৵০ ৮৸৵০ ৯৸৵০ডঃ
ঐ টিন পাউণ্ড ৬৲ দেঃ বিঃ	৬।৵০ ,,
গ্যাঃ প্লেন বালতি ৭—১২ ইঞ্চি	১৷৵০ ৬৷৵০
ঐ রিভিট ,, ৭—১২ ইঞ্চি	২৲—৭৲ ,,
লোহার চেয়ার রডের গোল ও চৌকা	৮৷০— ,,
ঐ চালের লোহার সিট	১৫৲ ,,
ঐ ভেনেস্তা (কাঠের সিট)	১৮৲ ,,
লোহার স্ক্রুপ ৷—৩ ইঞ্চি	৴১০—৷৶০ গ্রোস
ঐ কব্জা ৭৩ নং ১৷—৪ ইঞ্চি	।১০—৸৵১০ পেঃ ডজন
গ্যাঃ তার ১৬—২২ নং (গেজ)	১২৲—১৩৲ হন্দর
গ্যাঃ রিজিং (মটকা) ১২ ইঞ্চি	।৵৫—৷৶০ পীস
গ্যাঃ পাটাডিং বা জোড়া ৬ ইঞ্চি	।০—৶
গ্যাঃ স্ক্রুপ ১৷০—২৷০ ইঞ্চি	২৩৲—২৯৲ হন্দর
গ্যাঃ ওয়াসার চাকি	১১৷০—১৩৲ ,,
গ্যাঃ বোল্ট-নাট ৮—৩ ইঞ্চি	৷৵১০—১৵০ গ্রোস
ঢালাই রেলিং	৩৷০—৪৷০ হন্দর
ঐ রেন ওয়াটার পাইপ ৩ ইঞ্চি ৵১০ ও ৪ ইঞ্চি	।১০ ফুট
টিউব ওয়েলের জন্য গ্যাঃ পাইপ১৷ ইঞ্চি	।৵৫ ফুট
পাম্প ৪নং ১২৷০ ৫নং ১৪৲ ৬নং ১৬৲	
৬০—৮০ বাটখারা ৵১৫ সাট	২।০—২৷০ মণ

সন্তোষকুমার মল্লিক এণ্ড সন্স লিঃ

লৌহ ও হাডওয়ার বিক্রেতা।

মীরবহর ঘাট লোহাপটী বড়বাজার.

টেলি--"লোহার মালিক" কলিকাতা

কেরোসিন

প্রোক্রেক প্রত্যেক বাক্স (২ টিন)		৯৲৬
সূর্য্য মার্কা	,,	৬৷০
ভিক্টোরিয়া	,,	৬৲

সোণার দর

পাকা সোণা	৩০৸৶
বড়াল	৩০৸
চিনা পাত	৩২।০

রূপার দর

রূপা প্রতি ১০০ ভরি	৫৫৵০
ঐ পুচরা	৫৵০

কোম্পানীর কাগজ

৩৷০ সুদের কাগজ	৮১৶
৩৷০ নূতন ঋণ (১৯৪৭-৫০)	৯১।০
৪৲ ,, ঋণ (১৯৬০-৭০)	৯৹৲
৫৲ ,, বণ্ড (১৯৩৫	১০৪৷৶০

ডিবেঞ্চার

৫৲ সুদের (১৯৫৮-৮৬) কলিকাতা পোর্ট-ট্রাষ্ট ডিবেঃ :— ১০২৷৵০

ব্যাঙ্ক

ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক (কর্নট)	২৯৪৷০
সেণ্ট্রাল ঐ	২২৲

কাপড় ও সূতার কল

এলগিন মিল	৪৫৲

পাট কল

হাওড়া	৫০৲
অকল্যাণ্ড	১৯৫৲
বালী	১৬২৲
বরানগর	১৫০৲
জেবক	৩৭০৲
ভরট	২৪৩৲
ক্লাইভ	২৮।০
ডালহাউসী	৪০৮৷০
ডেল্টা	৪০৫৲

কৃষ্ণনগর নবদ্বীপঘাট রেলওয়ে সময়

কৃষ্ণনগর হইতে নবদ্বীপঘাট

কৃষ্ণনগর সিটি—	৬-৪৫	১০-৪৪	১৩-২২	১৭-৩৮	২০-১৬
কৃষ্ণনগর রোড—	৬-৫৬	১০-৫৫	১৩-৩৩	১৭-৪৭	২০-২৫
আমঘাটা—	৭-১৫	১১-১৩	১৩ ৫১	১৮-৩	২০-৪১
মহেশগঞ্জ—	৭-১৪	১১-২১	১৪-০	১৮-৯	২০-৪৭
নবদ্বীপঘাট—	৭-৩৩	১১-৩০	১৪-৯	১৮-১৬	২০-৫৫

বিশেষ দ্রষ্টব্য—নবদ্বীপঘাট ষ্টেশন অপেক্ষা মহেশগঞ্জ ষ্টেশন হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরের দূরত্ব অনেক কম। শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে যাহাদিগকে রাণাঘাটে ট্রেণ বদল করিতে হয়, তাহারা রাণাঘাটে প্রাতঃ ৫-৫০,৮-১৪,৯ ৪৬, ১৬-৪৮,১৮-৩৯ এবং ০-৩২ মিনিটের সময় গাড়ী পাইবেন।

শান্তিপুর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে শান্তিপুর ষ্টেশনে৫-৪০,৯-২৯, ১২-২৫,১৬-৪ এবং ১৮-৪১ মিনিটের সময় ট্রেণ পাওয়া যায়।

নবদ্বীপঘাট হইতে কৃষ্ণনগর

নবদ্বীপ ঘাট—	৫-৩৫	৯-২৫	১২-১০	১৫-৩৪	১৮-৪৫
মহেশগঞ্জ—	৫-৪৩	৯-৩৩	১২-১৯	১৫-৪১	১৮-৫৩
আমঘাটা—	৫-৪৯	৯-৩৯	১২-২৬	১৫-৪৮	১৯-৫
কৃষ্ণনগর রোড—	৬-৫	৯-৫৫	১২-৪৩	১৬-৪	১৯-২৪
কৃষ্ণনগর সিটি—	৬-১৭	১০-৩	১২-৫১	১৬-১২	১৯-৩৫

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রেস হইতে—ডাঃ কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম ভক্তিশাস্ত্রী এল. এম. এফ. কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

হবিগঞ্জে ডাক লুঠ

গত মঙ্গলবার অপরাহ্ণে গোয়াড়া গ্রামের নিকট জেলাবোর্ডের রাস্তায় দুঃসাহসিকভাবে ডাক-লুঠের সম্বন্ধে হবিগঞ্জে জানা গেল যে, বেলা প্রায় ২ ঘটিকায় সময় ডাকহরকরা ডাক লইয়া বেনিয়াচং হইয়া হবিগঞ্জে আসিতেছিল। সেই সময় ৫ জন যুবক হঠাৎ উক্ত হরকরাকে আক্রমণ করে এবং রিভলভার দেখাইয়া তাহাকে পরাভূত করিয়া তাহার গতিরোধ করে। ইহাদের মধ্যে দুইজন সাইকেলে করিয়া এবং আর কয়েকজন পায়ে হেঁটে আসে বলিয়া প্রকাশ। আক্রমণকারীদের মধ্যে কয়েকজন নাকি ডাকহরকরার মুখে কি একটা পাউডার মাখাইয়া দেয়। তাহার ফলে সে কিছুক্ষণ কিছু দেখিতে পায় না। ডাকাইতগণ নাকি তখন তাহার নিকট হইতে একটি ব্যাগ ছিনাইয়া লইয়া চম্পট দেয়। উহাতে ৮ হাজার টাকার কয়েকটি রেজিষ্টারী করা খাম ছিল। ঘটনার পর ডাকহরকরা দৌড়াইয়া হবিগঞ্জ পোষ্ট আফিসে গিয়া সংবাদ দেয় ও ঘটনার বিষয় বিবৃত করে। তখন মহকুমা হাকিম ও পুলিশের ডেপুটি সুপারিন্টেণ্ডেণ্টকে সংবাদ দেওয়া হয়। সংবাদ পাইয়াই তাঁহারা পোষ্ট আফিসে উপস্থিত হন ও অবিলম্বে তদন্ত আরম্ভ করেন। প্রকাশ, ঘটনাস্থলে একখানি ডাক থেলার ছিপ পাওয়া গিয়াছে। এই সম্পর্কে দুই ব্যক্তিকে এ পর্য্যন্ত গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

মিঠাইয়ের দোকানে রাহাজানি

আগরতলায় ৮ই ডিসেম্বর রাত্রিতে এক মিঠাইয়ের দোকানে ভীষণ রকমের এক রাহাজানি হইয়া গিয়াছে। প্রকাশ, কয়েকজন লোক এই দোকানের মধ্যে ঢুকিয়া দোকানদারদিগকে বলে সমস্ত মিঠাই আমাদিগকে দিয়া দেও তাহা না হইলে তোমাদিগকে খুন করা হইবে। তাহারা তারপর সমস্ত জিনিষপত্র তাহাদিগকে গোপনে তুলিয়া দেয়। একজন যুবক তাহাদিগকে বাধা দেওয়ায় তাহারা তাহাকে গুরুতর আঘাত করে। তাহার অবস্থা সঙ্কটজনক। পুলিশে সংবাদ দেওয়া হইয়াছে। এই সম্পর্কে জোর তদন্ত হইতেছে। এখন পর্য্যন্তও দুর্বৃত্তদিগের কোন সন্ধান পাওয়া যায় নাই।

মোটর-লরীতে মৃতদেহ

হায়দ্রাবাদে একটি মোটর লরীর মধ্যে রূপ রেড্ডি নামে একজন হিন্দুর মৃতদেহ পাওয়া যায়। সেই সম্পর্কে লরী-চালককে গ্রেপ্তার করা হয়। লরী-চালক জামিনে মুক্তিলাভ করিয়াছে।

লরী চালক বলে, সে এবং মৃত ব্যক্তি আসিতেছিল। পথে দুর্ঘটনা ধাক্কা খায়। ফলে বল পড়িয়া গিয়া আহত হয়। লরী-চালক তাহার অজ্ঞানের চিকিৎসা করিতে তাহাকে লরীতে করিয়া লইয়া আসিতেছিল। আসিয়া দেখে তাহার মৃত্যু হইয়াছে।

সিন্ধিয়া ষ্টিম নেভিগেশন কোম্পানী

বোম্বাইয়ের সিন্ধিয়া ষ্টীম নেভিগেশন কোম্পানীর একজন অংশীদার প্রধান প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেটের আদালতে অভিযোগ করে যে, ঐ কোম্পানীর হিসাব খাঁটি নহে। ম্যাজিষ্ট্রেট তদনুসারে এজেণ্ট, ডিরেক্টর ও অডিটারদিগকে সমন দিয়াছেন।

মিঃ বালচাঁদ হীরাচাঁদ, শার লালুভাই শ্যামলদাস ও মিঃ লালজী নারায়ণজী এই মামলার প্রতিবাদী। অভিযোগকারীর অভিযোগ এই যে, বন্দরে জাহাজ বহর সম্পর্কে মিথ্যা হিসাব রাখা হইয়াছে। কোম্পানীর বার্ষিক রিপোর্ট গৃহীত হওয়ার জন্য যে প্রস্তাব উত্থাপন করা হয়, তিনি তাহার এক সংশোধন প্রস্তাব উত্থাপন করিতে চাহেন। কিন্তু চেয়ারম্যান তাহাতে বাধা প্রদান করেন।

বিলাসপুরে রেলওয়ে শ্রমিক সভা

বিগত ৫ই ডিসেম্বর নিখিল ভারত রেলওয়ে শ্রমিক সঙ্ঘ সম্পর্কে বিলাসপুর রেলওয়ে শ্রমিকদিগের এক সভার অধিবেশন হইয়াছিল। মিঃ আনন্দন সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। এল, এন, রায় অল্প বেতনের শ্রমিকদের বেতন হ্রাস সম্পর্কে রেলওয়ে কর্তৃপক্ষের প্রস্তাবের বিরুদ্ধে সমালোচনা করেন। তিনি সকলকে এই ব্যাপার সম্পর্কে একতা-বদ্ধ হইতে অনুরোধ করেন। অল্প বেতন প্রাপ্ত শ্রমিকদের বেতনের হার হ্রাস করিবার উদ্দেশ্যে রেলওয়ে কর্তৃপক্ষের প্রস্তাবের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করিয়া ঐ সমস্ত প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিতে রেলওয়ে ও ভারত সরকারকে অনুরোধ করিয়া সভায় প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে।

অভিনব প্রচার অভিযান

লাহোরের সর্দার সেবা সিং নাভা হইতে নির্ব্বাসিত। সম্প্রতি তিনি এই মর্ম্মে প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করেন যে, তিনি অসাম্প্রদায়িকভাবে কৃষক ও শ্রমিকদের মধ্যে সাম্য ও একতার বাণী প্রচার করিবেন। আজ ৮ই ডিসেম্বর তিনি লোহারি গেট হইতে প্রচার অভিযানে দিল্লী অভিমুখে যাত্রা করিয়াছেন। তাঁহার সঙ্গে তাঁহার সহধর্ম্মিণী ৩টি সন্তান ও প্রায় ৪০ বৎসর বয়স্ক শাশুড়ী আছেন।

সর্দার সেবা সিং ভারতের বহু রাজনৈতিক আন্দোলন সম্পর্কে ৮বার কারাদণ্ড ভোগ করিয়াছেন। তিনি য়ুরোপীয় মহাসমরে বৃটীশ পক্ষে সংগ্রাম করেন। সেনা বিভাগে কৃতিত্বের জন্য তিনি একখানি সামরিক পদক প্রাপ্ত হন। রাজনৈতিক কার্য্য-কলাপের জন্য তিনি ১৯২৩ খৃষ্টাব্দে নাভা রাজ্য হইতে নির্ব্বাসিত হন। সম্প্রতি তিনি মধ্যপ্রদেশের কারাগার হইতে বাহির হন।

ডাকাতির অভিযোগ

দস্যুদলভুক্ত থাকিবার অভিযোগে রহমান বেপারি ও অপর ৮ জন লোক বরিশালের দায়রা জজের আদালতে অভিযুক্ত হইয়াছিল। জজ আসামীদিগকে অপরাধী সাব্যস্ত করিয়া অপরাধের তারতম্য অনুসারে তাহাদিগকে বিভিন্নরূপ কারাদণ্ড ও যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর বাস দণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন। সরকারের বিশেষ ঘোষণা অনুসারে এসেসরগণের সাহায্য বা জজ উক্ত মামলার বিচার করে। প্রকাশ, উক্ত দস্যুদল ৪ বৎসরের মধ্যে উক্ত জিলায় ৩৬টি স্থানে ডাকাতি করিয়াছে। ঐ সকল ডাকাতি সম্পর্কে কয়েক স্থানে নরহত্যাও হইয়াছিল; এবং মোট ৫০ হাজার টাকা লুণ্ঠিত হইয়াছিল।

আফজলের স্বীকারোক্তি অনুসারে উক্ত মামলা উপস্থিত করা হয়। প্রকাশ, তাহার মন্দ কার্য্যের জন্য তাহার স্ত্রী তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া এক আত্মীয়ের নিকট বাস করিয়াছিল। প্রকাশ, আফজল পরে জনৈক পীরের নিকট উপস্থিত হইয়া অনুতপ্ত হইয়া অপরাধ স্বীকার করে।

আসামী পক্ষের উকিলের প্রকাশ, অন্যের উপদেশের ফলে সে স্বীকারোক্তি করিয়াছে। ঐ সম্পর্কে অভিযুক্ত আর ৫ জন আসামীকে অধিকন্তু সেসন নিরপরাধ সাব্যস্ত করায় তাহারা অব্যাহতি লাভ করিয়াছে।

জজের দণ্ডাজ্ঞার বিরুদ্ধে আসামীগণ গত শুক্রবারে হাইকোর্টের বিচারপতি শ্রীযুক্ত মুখোপাধ্যায় ও বিচারপতি মিষ্টার বার্টলীর আদালতে আপীল দাখিল করিয়াছে। হাইকোর্টের বিচারপতিগণ উক্ত আপীলের মামলা গ্রহণ করিয়াছেন।

প্লাটফরম টিকিট সমস্যা

দিনাজপুরের মোক্তার শ্রীযুক্ত পি, এম, নিয়োগী রেলষ্টেশনে অনধিকার প্রবেশের অভিযোগে রেলওয়ে আইনের ১২২ ধারা অনুসারে দিনাজপুরের জনৈক ম্যাজিষ্ট্রেটের আদালতে অভিযুক্ত হইয়া বিচারে ৫ টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হন। উক্ত আদেশের বিরুদ্ধে তিনি হাইকোর্টের বিচারপতি শ্রীযুক্ত মুখোপাধ্যায় ও বিচারপতি মিষ্টার বার্টলীর আদালতে আবেদন করিয়াছেন।

মামলার বিবরণে প্রকাশ, গত ২রা মে তিনি প্লাটফর্ম টিকেট কালেক্টরকে তিরস্কার করেন। উক্ত মোক্তার অপরাধ অস্বীকার করিয়া বলেন, অধিক সময় না থাকায় তিনি প্লাটফরম টিকিট ক্রয় করিতে পারেন নাই, তিনি বরং জনৈক টিকেট কালেক্টরের অনুমতি গ্রহণ করিয়াছিলেন। অধিকন্তু জনৈক টিকেট কালেক্টর তাঁহার প্রতি অভদ্র ভাষা ব্যবহার করিয়াছিলেন। তিনি উহাতে আপত্তি করিয়াছিলেন। ম্যাজিষ্ট্রেট আসামীকে ৫ টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করেন এবং ফৌজদারী কার্য্যবিধি আইনের ২৫০ ধারা অনুসারে আসামীকে ক্ষতিপূরণস্বরূপ কি জন্য ২০ টাকা প্রদান করিবেন না তাহার কারণ প্রদর্শন জন্য উক্ত টিকেট পরীক্ষককে আদেশ করিয়াছেন। হাইকোর্টের বিচারপতিদ্বয় রুল জারির আদেশ দিয়াছেন।

তারের ঠিকানা— 'শ্রীধাম' নবদ্বীপ
ডাকের ঠিকানা—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

দৈ নি ক

REG. C1544

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩॥০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার স্বতন্ত্র।

THE NADIA-PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

দাদনের হার
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৮৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৷৷০
মাসিক ১৲
নগদ বর্ত্তমান সংখ্যা ৵৫

৮ম খণ্ড সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বেদান্তবাচস্পতি [২৩৭শ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর— ২৮শে অগ্রহায়ণ বৃহস্পতিবার ১৩৪০, ১৪ই ডিসেম্বর ১৯৩৩

সন্তরণবীর প্রফুল্ল ঘোষ

গত শনিবার সেন্ট্রাল সুইমিং ক্লাবের সভ্যগণ কর্ত্তৃক জগদ্বিখ্যাত সন্তরণবীর শ্রীযুক্ত প্রফুল্লকুমার ঘোষকে সম্বর্দ্ধনা করিবার জন্ত সেন্ট্রাল সুইমিং ক্লাব টেণ্টে একটী জলসভার অনুষ্ঠান হইয়াছিল। কলিকাতা করপোরেশনের প্রধান কর্ম্মকর্ত্তা জে. সি. মুখুজ্যে সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। ক্লাবের সভ্য যূথিকা গুপ্তার একটি সঙ্গীতের পর সভার কার্য্য আরম্ভ হয়।

সভাপতি মহাশয় শ্রীযুক্ত প্রফুল্লকুমার ঘোষকে 'দীর্ঘ ৭৯ঘণ্টা ২৪ মিনিট অবিরাম সন্তরণ করিয়া পৃথিবীর রেকর্ড করিয়াছেন' বলিয়া অভিনন্দিত করেন এবং বলেন যে তাঁহার কার্য্যে আজ ভারত গর্ব্বিত। তিনি আশা করেন শ্রীযুক্ত ঘোষ শীঘ্রই ইংলিস চ্যানেল পার হইয়া জগতের কাছে ভারতের সন্তরণ-বিভায় প্রাধান্য প্রতিপন্ন করিবেন।

শ্রীযুক্ত প্রফুল্লকুমার ঘোষ বলেন—আমি দীর্ঘকাল সন্তরণে পৃথিবীর রেকর্ড ভঙ্গ করিয়াছি বলিয়া আনন্দিত কিন্তু ততটা আনন্দিত হইতে পারি নাই, কেননা আমি একজন জার্ম্মাণ বালিকার রেকর্ড ভঙ্গ করিয়াছি। আগামী বৎসরে আমার ইংলিশ চ্যানেল পারাপারের এবং মণ্টা হইতে সিসিলি পর্য্যন্ত সন্তরণের ইচ্ছা আছে। শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র দে, নবীন রক্ষিত এবং শান্তি পাল আমার সন্তরণের গুরু; এই আনন্দের দিনে আমি তাঁহাদিগকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।

ক্লাবের সভ্যগণ শ্রীযুক্ত প্রফুল্লকুমার ঘোষকে তাঁহারই একখানি ছবি বাঁধাইয়া উপহার দেন।

ভীষণ অগ্নিকাণ্ড

গত ৯ই ডিসেম্বর রাত্রি ১১টার কিছু পর রেঙ্গুন হইতে ১৫ মাইল দূরে মিঙ্গলডন গলফ ক্লাব ঘরে আগুন লাগে। ক্লাবের একতলা পাকা বাড়ী সম্পূর্ণরূপে নষ্ট হইয়া যায়। প্রায় ৬০,০০০৲ পরিমাণ ক্ষতি হইয়াছে বলিয়া অনুমান করা যাইতেছে। কিন্তু ক্লাব ঘরটি ইনসিওর করা ছিল। অগ্নি-নির্ব্বাপকগণ আসিয়া ঘরটি প্রজ্জ্বলিত অবস্থায় দেখিতে পায়। নিকটে জলের বন্দোবস্ত না থাকায় অগ্নি নির্ব্বাপিত করা সুকঠিন হয়।

করাচিতে ডাকাতি

নওসেরেক জোকের গ্রামবাসিগণ হঠাৎ একদল ডাকাত কর্ত্তৃক আক্রান্ত হয়। ডাকাতদল কয়েকজন গ্রামবাসীর গরু, মহিষ ও নগদ টাকা লুণ্ঠন করে। গ্রামবাসিগণ ডাকাতগণকে বাধা দেয় কিন্তু ডাকাতগণ গুলী করাতে তাহারা কয়েকজন আহত হয়। পুলিশ সংবাদ পাইয়া ডাকাতগণকে অনুসরণ করে এবং তাহাদের মধ্যে দুইজনকে গ্রেপ্তার করে।

বোম্বাই গভর্ণরের বিলাত-যাত্রা

বোম্বাইয়ের বিদায়ী গবর্ণর স্যার ফ্রেডারিক সাইক্‌স ও লেডী সাইক্‌স গত ৯ই ডিসেম্বর অপরাহ্নে ইংলণ্ড যাত্রা করেন। তাঁহারা "মুলতান" জাহাজে আরোহণ করিবার পূর্ব্বে কর্পোরেশন হইতে তাঁহাদিগকে বিদায় দিবার জন্য সামরিক ও অসামরিক কর্ম্মচারিগণ এবং তাঁহাদের বহু ইউরোপীয় ও ভারতীয় বন্ধু উপস্থিত ছিলেন।

লর্ড ব্রেবোর্ণ ৯ই ডিসেম্বর অপরাহ্ণ ৫ ঘটিকার সময় বোম্বাইয়ের গবর্ণরের কার্য্যভার গ্রহণ করেন।

সশ্রম কারাদণ্ড

শিয়ালদহের দ্বিতীয় পুলিশ ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ এ, এফ, এম, মামুদ নিবারণ চন্দ্র দত্তকে (৬০) বেলিয়াঘাটা ষ্টেশনে জনৈক যাত্রীর নিকট হইতে তিন আনা চুরি করিয়া লইবার অভিযোগে নয় মাস সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন। উক্ত তিন আনা পয়সা একটী রুমালে বাঁধা ছিল। আসামী ইতঃপূর্ব্বে আরও ২০ বার দণ্ডিত হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ।

ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

২৮শে অগ্রহায়ণ বৃহস্পতিবার, ১৩৪০

কার্ণিভালে জুয়া খেলার প্রতিবাদ

কার্ণিভাল সমূহে জুয়া খেলারূপ পাপ কিরূপে দূর করা যাইতে পারে তৎসম্পর্কে আলোচনা করিবার জন্ত গত শনিবার হাওড়া টাউন হলে এক জনসভা হইয়া গিয়াছে। বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সভ্য ডাঃ অমূল্য-রতন ঘোষ সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। সভায় নিম্নলিখিত প্রস্তাব সর্ব্ব-সম্মতিক্রমে গৃহীত হইয়াছে ঃ—

(ক) হাওড়া জনসাধারণের এই সভা বেঙ্গল প্রেমেসেস অব পাবলিক এমিউজমেণ্ট বিল আইনে পরিণত হওয়ায় আনন্দ প্রকাশ করিতেছে এবং বাঙ্গলা গবর্ণমেণ্টকে ধন্তবাদ জ্ঞাপন করিতেছে। এই সভা হাওড়ার জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট এবং হাওড়া মিউনিসি-প্যালিটীর সভাপতি মহোদয়দিগকে উক্ত আইন অনুযায়ী হাওড়ার বিভিন্ন স্থানে কার্ণিভালের ভিতর যে সমস্ত জুয়া খেলা চলিতেছে তাহা বন্ধ করিবার জন্ত অনুরোধ করিতেছে।

ভবিষ্যতে কিভাবে জুয়া খেলার বিরুদ্ধে নিয়ত আন্দোলন চালান যাইতে পারে তাহার উপায় নির্দ্ধারণ করিবার জন্ত হাওড়ার কতিপয় বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গকে লইয়া একটি কমিটিও গঠিত হইয়াছে। এই কমিটী প্রয়োজনানুযায়ী সভ্যসংখ্যা বৃদ্ধি করিতে পারিবে।

সভাপতি ডাঃ অমূল্যরতন ঘোষ বলেন যে জুয়া খেলার বিরুদ্ধে বহুদিন পূর্ব্বেই জনসাধারণের তরফ হইতে এক আন্দোলন হইয়াছিল। এই আন্দোলনের প্রতি প্রথমতঃ বাঙ্গলার সরকার বাহাদুরের বিশেষ দৃষ্টি না পড়িলেও বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার বিগত অধিবেশনে জুয়া খেলার প্রতি যাহাতে কড়া নজর রাখা যায় তদ্রূপ একটী কড়া আইন পাস হইয়াছে। আইনটি অতি ব্যাপক। আগামী ১৫ই ডিসেম্বর এই আইন আমলে আসিবে জনসাধারণ আইনটি আমলে আসায় পূর্ব্বাহ্ণে জুয়ার বিরুদ্ধে আন্দোলন চালাইবার স্বল্প করিয়া এবং সরকার বাহাদুরের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া প্রকৃতই দেশের মঙ্গল সাধন করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত বিভূতি-ভূষণ হাজরা বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন—জুয়া খেলা হাওড়ায় সংক্রামক ব্যাধির স্তায় সমাজের সর্ব্বনাশ সাধন করিবার জন্ত অলিতে গলিতে গজিয়া উঠিতেছে। যদি সঙ্ঘবদ্ধ ভাবে প্রারম্ভেই ইহা দূরীভূত করিবার জন্ত প্রচেষ্টা না হয় তাহা হইলে সমাজের বিশেষতঃ দরিদ্র শ্রেণীর সমূহ অনিষ্ট অবশুম্ভাবী। শ্রীযুক্ত গঙ্গাধর মুখোপাধ্যায় বলেন, জুয়া এমন এক প্রলোভন যে, ইহার প্রকোপে একবার পতিত হইলে আর রেহাই পাইবার উপায় নাই। শত শত মধ্যবিত্ত ও দরিদ্র এই পাপের মোহে আকৃষ্ট হইয়া সমাজদেহকে রুগ্ন ও পূতি-গন্ধময় করিয়া তুলিয়াছে। এই ব্যাধির নিরাকরণের জন্ত অবিলম্বে সকলের বদ্ধপরিকর হওয়া উচিত শ্রীযুক্ত বনবিহারী বসু জুয়া খেলায় সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছে। এমন কতিপয় ব্যক্তির উদাহরণ প্রাঞ্জল ভাষায় ব্যক্ত করিয়া সমবেত জনমণ্ডলীকে জুয়ার বিষম পরিণাম এক চিত্র অঙ্কিত করেন। সভায়-সমবেত জনগণের মধ্যে শ্রীযুক্ত পুরুষোত্তম রায়, যোগেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় স্বামী বিশ্বানন্দ মতিলাল দেঁওড়া এবং অমূল্যচরণ ঘোষ প্রভৃতিও উপস্থিত ছিলেন।

পরিষদে ভোট গ্রহণের নূতন ব্যবস্থা

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক বিলের আলোচনার সময় কোন একটা প্রস্তাব সম্পর্কে ভোট গ্রহণের সময় যখন অল্প কয়েকজন সদস্য হইতে "হাঁ" উচ্চারণ উঠে, তখন মিঃ ইয়ামিন খান ডিভিসনের দাবী করেন। যাহারা ডিভিসন সমর্থন করেন, প্রেসিডেণ্ট তাহা-দিগকে দাঁড়াইতে বলেন। অতঃপর প্রেসিডেণ্ট বলেন যে, যখন ডিভিসনের দাবী উপস্থিত করা হইবে এবং তিনি যদি দেখেন যে ডিভিসনের পক্ষে সদস্য সংখ্যা খুবই কম, তখন তিনি ডিভিসন লইতে যাওয়ার পরিবর্ত্তে সদস্যদের স্বঃ স্বঃ আসন হইতে দাঁড়াইয়া তাঁহাদের সম্মতি দিতে বলিবেন তিনি বলেন, এই ব্যবস্থা পরিষদ এবং কমন্সসভাও আছে।

মিঃ এস সি মিত্র এই ব্যবস্থা সম্পর্কে আশঙ্কা প্রকাশ করিলে প্রেসিডেণ্ট আশ্বাস দেন যে, তিনি বিশেষ কারণ না হইলে এই ক্ষমতা ব্যবহার করিবেন না।

নরহত্যার দায় হইতে মুক্তি

গত ৯ই জুলাই তারিখ রেঙ্গুণ হইতে ৭ মাইল দূরস্থিত এক গ্রামে একটি রিভলভার দ্বারা গুলী করিয়া মং চেট্টিকে হত্যা করিবার অভিযোগে হাইকোর্টের ফৌজদারী দায়রার বিচারপতি কানলিফের আদালতে জনৈক স্পেশাল জুরীর সমক্ষে ডবলিউ স্যামুয়েল নামক জনৈক এ্যাংলো বার্ম্মাণের বিরুদ্ধে যে মামলার বিচার চলিতেছে, তাহাতে আসামী তাহার অপরাধ অস্বীকার করে।

মামলার বিবরণে প্রকাশ যে, একটী বন্দুকের আওয়াজে মৃতব্যক্তির পরিবারস্থ সকলে চমকিত হয়; তাহারা ঐদিন রাত্রি প্রায় ৮টার সময় তাহাদের বাড়ীর সম্মুখে বসিয়াছিল। ডাকাতদল আসিয়াছে মনে করিয়া তাহারা চীৎকার করিয়া উঠে। গ্রামবাসীরা আসিয়া আসামী এবং অপর এক ব্যক্তিকে দৌড়াইয়া পলায়ন করিতে দেখে আসামীর কাছে একটি রিভলভার ছিল। প্রকাশ, সে কয়েকটি গুলী ছোড়ে এবং একব্যক্তি কপালে গুলীর আঘাত সহ মৃত অবস্থায় পড়িয়াছিল। আসামীকে বিচারার্থ প্রেরণ করা হয় হয় এবং পুলিস-আদালতে আসামীর সঙ্গীকে ছাড়িয়া দেওয়া হয়।

আসামী পক্ষ হইতে বলা হয় যে, গ্রাম-বাসীদের এক বৃহৎ জনতা তাহার ও তাহার সঙ্গীকে তাড়া করে, তখন সে শূন্তে কয়েকটী গুলী ছুড়িয়াছিল। তাহাকে ঘিরিয়া ফেলিয়া প্রহার করা হয় এবং তাহার হাতে আঘাত করিলে তাহার রিভলভার হইতে হঠাৎ গুলী ছুটিয়া বাহির হয় এবং মৃত ব্যক্তিকে আঘাত করে।

সরকার পক্ষে কয়েকজন সাক্ষীর সাক্ষ্য গৃহীত হইলে পর জজ জুরীকে নির্দ্দোষ সাব্যস্ত করিতে নির্দ্দেশ দেন।

তদনুসারে স্যামুয়েলকে নির্দ্দোষ সাব্যস্ত করা হয় এবং আদা ত তাহাকে মুক্তি দেন।

আবার নেতৃসম্মেলন

"ইউনাইটেড প্রেস" জানিতে পারিয়াছেন যে, ভবিষ্যত কর্ম্মনীতি আলোচনার উদ্দেশ্যে ১৪ই ডিসেম্বর তারিখে নেতৃবৃন্দের আর একটি বৈঠক হইবে।

জব্বলপুর বৈঠকের পর ডাঃ সৈয়দ মামুদ বোম্বাই আসিয়াছেন। দিল্লীর বৈঠক সম্পর্কে তিনি শ্রীযুক্তা সরোজিনী নাইডু ও মিঃ নরীম্যানের সহিত আলোচনা করিতেছেন। তিনি কয়েকজন কল-ওয়ালা ও ব্যবসায়ীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া মোদী-লিজ চুক্তি সম্পর্কে পণ্ডিত জওহর-লাল নেহেরুর অভিমত তাঁহাদের গোচর করিয়াছেন।

বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভা

দিনাজপুরের সরকারী উকীল ও জিলা বোর্ডের চেয়ারম্যান রায়সাহেব যতীন্দ্রমোহন সেন এবং সদর লোক্যাল বোর্ডের ভাইস চেয়ারম্যান মিঃ প্রেমহরি বর্ম্মন দিনাজপুর অ-মুসলমান কেন্দ্র হইতে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার উপনির্ব্বাচনে মনোনয়নপত্র দাখিল করিয়াছেন। এই কেন্দ্র হইতে মহারাজা জগদীশনাথ রায় বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার প্রতিনিধি ছিলেন। তিনি রাষ্ট্রীয় পরিষদের সদস্য মনোনীত হওয়ায় ব্যবস্থাপক সভার সদস্যপদে ইস্তফা দিয়াছেন সুতরাং এই উপ-নির্ব্বাচনের দরকার হইয়াছে।

ডাকাত ধরিতে গিয়া বিপদ

কয়েকদিন আগে পঙ্কলাইন থানার কয়েকজন পুলিশ কয়েকজন ডাকাতকে গ্রেপ্তার করিতে যায়, তখন ডাকাতগণ পুলিশকে আক্রমণ করে। ফলে হেডকোয় বড়ুয়া নামক একজন কনেষ্টবল গুরুতরভাবে আহত হয়। গত ৮ই ডিসেম্বর চট্টগ্রাম জেনারেল হাসপাতালে সে মারা গিয়াছে।

পাটনাতে অস্ত্র আইনের মামলা

পাটনা সিটির মহকুমা হাকিমের আদালতে হরিনারায়ণ পাণ্ডে নামক একজন যুবককে লাইসেন্সহীন পিস্তল রাখিবার অভিযোগে অস্ত্র আইনের ১৯ (এফ) ধারানুসারে অভিযুক্ত করা হইয়াছে।

ঘটনার বিবরণ এই যে গোয়েন্দা পুলিশ হরিনারায়ণের বাড়ী তল্লাস করিয়া একটি পিস্তল কিছু বারুদ এবং অন্যান্য কতগুলি জিনিষ পাইয়াছিল।

এই সম্পর্কে ফরিয়াদী পক্ষের সাক্ষ্য শেষ হইয়া গিয়াছে। ১৩ই ডিসেম্বর পর্য্যন্ত মামলা মুলতুবী আছে।

আসামী পক্ষে এডভোকেট মিঃ অবধেশ নন্দন সাহী মামলা চালাইতেছেন।

গবর্ণমেণ্ট আর্ট প্রদর্শনী

গবর্ণমেণ্ট আর্ট স্কুলের ছাত্র ও শিক্ষকগণের চারুশিল্প, ভাস্কর্য্য, কাঠ খোদাইয়ের কাজ ইত্যাদির প্রদর্শনী আগামী ১৮ই ডিসেম্বর সোমবার খুলিবে এবং ২২শে ডিসেম্বর শুক্রবার পর্য্যন্ত খোলা থাকিবে। প্রদর্শনীর সময় প্রত্যহ সকাল দশটা হইতে বেলা ৪টা পর্য্যন্ত, প্রবেশ মূল্য লাগিবে না।

প্রদর্শনীতে স্কুলের ছাত্র ও শিক্ষকগণের হাতের কাজ থাকিবে। উহা হইতে স্কুলে কিরূপ কাজ হইতেছে, তাহা বুঝা যাইবে। ইহা ছাড়া প্রদর্শনী ছাত্র ও শিক্ষকগণের কার্য্যাবলীর মধ্য দিয়া বাঙ্গলার চারুশিল্পের বিভিন্ন বিভাগের প্রগতির পরিচয় প্রদান করিবে এবং আধুনিক বিজ্ঞান-সম্মত ও নিয়মিত প্রণালীতে চিত্রবিদ্যা শিক্ষাদান—যাহা গবর্ণমেণ্ট আর্ট স্কুলে কিছুদিন হইল অনুসৃত হইতেছে, তাহা কিরূপ ফল-প্রসূ হয়, তাহার প্রকৃষ্ট পরিচয় দিবে।

বাঙ্গলার শিক্ষা বিভাগের ডিরেক্টর মহোদয়-পত্নী মাননীয়া মিসেস, জে, এম বটমলি মহাশয়া অনুগ্রহ করিয়া ১৮ই ডিসেম্বর সোমবার সকাল ১০টায় প্রদর্শনীর উদ্বোধন করিবেন।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

নদীয়া-প্রকাশ

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক
—পারমার্থিক পত্র—
শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশ
তনয়স্তদ্ধাম-বৃন্দাবনম্,
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং
প্রেমা পুমর্থো মহান্,
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং
তত্রাদরো নঃ পরঃ॥

৮ম বর্ষ } ১২ নারায়ণ গৌরাব্দ ৪৪৭, ২৮শে অগ্রহায়ণ বঙ্গাব্দ ১৩৪০, ১৪ই ডিসেম্বর ইং ১৯৩৩, বৃহস্পতিবার { ২৩৯ তম সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

ঢাকা হইতে প্রেরিত গত ১১ই ডিসেম্বর তারিখের তারে প্রকাশ,— গত ১০ই ডিসেম্বর রবিবার দিবস ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হিন্দুধর্ম্মশিক্ষাসমিতির উদ্যোগে কার্জ্জন হলে একটী মহতী সভা অনুষ্ঠিত হয়। শ্রীগৌড়ীয়-মঠের অন্যতম প্রচারক পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ প্রফেসার ডাঃ জে, সি ঘোষ মহোদয় কর্ত্তৃক আহূত হইয়া সভায় উপস্থিত হইলে প্রফেসার শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র ব্যানার্জ্জী মহোদয় শ্রোতৃ-মণ্ডলীর সহিত স্বামীজীর পরিচয় করাইয়া দেন।

অতঃপর স্বামীজী গুরুগম্ভীরস্বরে "শ্রীচৈতন্যের শিক্ষা' সম্বন্ধে তাঁহার স্বভাবসুলভ ওজস্বিনী ভাষায় একটী তত্ত্বপূর্ণ হৃদয়গ্রাহিণী বক্তৃতা প্রদান করিয়া শিক্ষিত শ্রোতৃমণ্ডলীর চিত্ত আকর্ষণ করেন। সজ্জন-মণ্ডলী স্বামীজীর মুখে এইরূপ গবেষণাপূর্ণ ধর্ম্মতত্ত্ব-শিক্ষার উৎকর্ষ ও বৈশিষ্ট্য উপলব্ধি করিয়া পরমানন্দিত-মনে স্বামীজীর ভূয়সী প্রশংসা করেন।

বক্তৃতান্তে মিঃ ব্যানার্জ্জী সভার পক্ষ হইতে স্বামীজীকে ধন্যবাদ প্রদান ও আন্তরিক শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন। সুললিতকণ্ঠে কিছুক্ষণ মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তনের পর সভা ভঙ্গ হয়।

গত ১১ই ডিসেম্বর তারিখের প্রাপ্ত পত্রে প্রকাশ,—কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয় মঠের অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ লণ্ডনের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন বিদ্বজ্জনমণ্ডিতা সভায় সুযুক্তিপূর্ণ বক্তৃতা-মুখে শ্রীচৈতন্যদেবের বাণী প্রচার করিতেছেন। সকলেই তাঁহার নিকট 'শ্রীচৈতন্যদেবের কৃপা ও শিক্ষা'র কথা শ্রবণ করিয়া আনন্দ প্রকাশ করিতেছেন এবং এসব তত্ত্ব বিশেষভাবে অবগত হইবার জন্য স্বামীজীর নিকটে আসিয়া পরিপ্রশ্ন করিতেছেন। শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের ইচ্ছায় ৫ জন ইংরাজ শ্রীগৌড়ীয়-মঠাচার্য্যের নিকট হইতে হরিনাম-গ্রহণান্তে শ্রীগুরুপ্রদত্ত কৃষ্ণদাস্যসূচক কৃষ্ণদাসাদি নামে গৌরবান্বিত হইয়া আগ্রহের সহিত শ্রীনাম-সেবা করিতেছেন। বিস্তৃত বিবরণ আগামীতে প্রকাশিত হইবে।

গত ৭ই ডিসেম্বর স্বয়ং ভগবান্ শ্রীমন্মহা-প্রভুর শ্রীধাম-মায়াপুর জন্মভিটা শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দিরে পণ্ডিত শ্রীপাদ নন্দকিশোর দাসাধি-কারী ভক্তিশাস্ত্রীজী সন্ধ্যারাত্রিকের পর গুরুবন্দনা, 'নারদমুনি বাজায় বীণা' প্রভৃতি মহাজন-পদাবলী সুললিতস্বরে কীর্ত্তন করিয়া শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ করেন। শ্রোতৃবৃন্দ ভক্তিশাস্ত্রীজীর সুমধুর পাঠ ও কীর্ত্তন শ্রবণ করিয়া পরমানন্দিত হন। পাঠান্তে মহাজন-পদাবলী, মহামন্ত্র ও 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ' প্রভৃতি কীর্ত্তন করা হয়।

গত ১০ই ডিসেম্বর উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ গৌরদাস ব্রহ্মচারী কাব্যব্যাকরণতীর্থ ভক্তি-শাস্ত্রী মহোদয় শ্রীধাম-মায়াপুর শ্রীচৈতন্য মঠে শ্রীমদ্ভাগবত-পাঠকালে বলেন,—গোময় যেরূপ পবিত্রতা সাধন করে, মণ্ডবিষ্ঠা সেরূপ করে না; তদ্রূপ কর্ম্মবীরগণের অনুষ্ঠিত নশ্বর কর্ম্ম নিজ আসুরিক বৃত্তির চরিতার্থতা সম্পন্ন করিলেও তাহা ভগবদ্বিমুখ চেষ্টা হওয়ায় নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর। সেইজন্য কাল তাহাকে বিনাশ করিয়া তিনখণ্ডে বিভক্ত করে।

হরিসেবাকর্ম্ম বা হরিসেবকজ্ঞান নিত্য অখণ্ডরূপে বর্ত্তমান। নিত্য হরিসেবা ছাড়িয়া যে জীব নশ্বর ভোগ-প্রবৃত্তিতে ধাবিত হন, তাঁহার সেই অমঙ্গল জ্ঞান কখনই চরম মঙ্গল সাধন করিতে সমর্থ হয় না। সচ্চিদানন্দ-বস্তুবর্জ্জিত অসৎ অচিৎ নিরানন্দময় ত্রিগুণ-ভূমিকায় কর্ম্ম ও জ্ঞানবৃত্তিদ্বয় জীবকে ঈশ-সেবা-বিমুখ করায়। ঈশবৈমুখ্যই জীবের যাবতীয় অশুভ আনয়ন করে। সেই ঈশ-বৈমুখ্যপ্রকাশ নৈষ্কর্ম্ম্যজ্ঞান ভগবানের উদ্দেশ্যে হরিসেবায় নিযুক্ত না হওয়া কাল পর্য্যন্ত তাহা পঞ্চমপুরুষার্থ হরিপ্রেমা উৎপন্ন করিতে সমর্থ হয় না।

চতুর্দ্দশভুবনে উচ্চাবচভাবে অবস্থিত দুঃখাভাবরূপ সুখ ক্ষণভঙ্গুর অর্থাৎ নিত্য নহে। ফলকামী জীব স্ব স্ব কর্ম্মফলে উন্নত-লোকলভ্য স্বর্গাদিবাসের সুবিধা পাইয়া থাকেন সত্য কিন্তু তাহা স্থায়ী নহে। কালের প্রবলা গতিতে আপনা হইতেই ফলকামীর ভাগ্যে অনিবার্য্য সুখদুঃখাদি আসিয়া উপস্থিত হয়। ফলদাতৃত্ব জীবের আয়ত্তাধীনে নহে। একজ্ঞ হেতুমূলে অস্থায়ী-সুখান্বেষণ ছাড়িয়া আত্মার নিত্যধর্ম্ম হরি-সেবনসুখের জন্যই যত্ন করা বুদ্ধিমান্ জনের কর্ত্তব্য। যে সুখ-দুঃখ নিবারণ করা জীবের চেষ্টা-সাধ্য নহে, তাহার জন্য যত্ন করা বাল-চাপল্য মাত্র।

গৃহব্রতগণ সংসারে অনিত্য সুখ প্রার্থনা করেন। কিন্তু হরিজনগণের হরিভক্তিরস ব্যতীত অন্য কোনও বাসনা নাই। হরিজনগণ সংসারে দৃষ্ট হইলেও তাঁহারা গৃহব্রতের ন্যায় সুখদুঃখ-ভোগের জন্য ব্যস্ত নহেন। সাংসারিক সুখদুঃখ-ভোগে সর্ব্বদা উদাসীন থাকিয়া তাঁহাদের চেষ্টাসমূহ ভগবৎসেবার উদ্দেশে সর্ব্বদা নিযুক্ত। জড়রসভোগে অভাব, শোক ও মোহ বর্ত্তমান। চিন্ময়-রস পরম উপাদেয়, অভাব-বর্জ্জিত ও নিত্যকাল অধিষ্ঠিত। ভগবান্, ভক্তি ও ভক্ত নিত্য। গৃহব্রত, সংসার ও সুখদুঃখফলাদি অনিত্য তজ্জন্য সাংসারিক সুখদুঃখ ভক্তের অপ্রয়োজনীয়।

ভগবান্ হইতে এই পরিদৃশ্যমান্ বিশ্ব উদ্ভূত হইয়াছে, ভগবান্ হইতে তটস্থাখ্য জীব আবির্ভূত হইয়াছে। ভগবান্ই জীব ও বিশ্বের কারণ। বিশ্ব ও জীব ভগবৎ-কারণের কার্য্য এরূপ বিচার করিলে ভগবান্ হইতে তাহাদিগের অনন্যত্ব সিদ্ধ হয়। এতদুভয় কার্য্যরূপে গৃহীত হইলে ভগবান্ হইতে তাহাদিগের অন্যত্ব সিদ্ধ। এই জন্যই সমস্তই ব্রহ্ম, চেতন ও অচেতন, সকল উপলব্ধিই ব্রহ্মময় এরূপ শ্রুতিতে বর্ণিত আছে।

শক্তি ও শক্তিমানের মধ্যে পার্থক্য নাই, তাঁহাদের মধ্যে অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ। শক্তি ও শক্তিমানের প্রতীতিদ্বয় এক নহে। বাস্তব-বস্তুর সংখ্যাগত পার্থক্য না থাকিলেও তাহা-দের বিশেষগত নিত্যভেদ অবশ্যই জ্ঞাতব্য। শক্তিমৎতত্ত্ব অদ্বয়জ্ঞান, শক্তিতত্ত্বে নানা বৈচিত্র্য থাকায় তাহার অদ্বয়জ্ঞানের সহিত পৃথগ্ বস্তুরূপে ভেদ দৃষ্টি হয় না। এই জন্যই এখানে ভগবান্কে পরতত্ত্ব ও কারণ-রূপে বর্ণনা করিয়া বিশ্ব ও জীব ভগবদংশ-স্বরূপ বলিবার উদ্দেশে ভগবৎপ্রতীম কিন্তু ভগবান্ নহেন বলা হইয়াছে। প্রাকৃত বিশ্ব ভগবানের তুল্য বা অধিক নহে। জীবও ভগবানের তুল্য বা অধিক হইতে পারে না।

গুরু কৃষ্ণরূপ হন শাস্ত্রের প্রমাণে। গুরুরূপে কৃষ্ণ কৃপা করেন ভক্তগণে॥

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১২ নারায়ণ আদি কারযোদশাহী

ছড়া কীর্ত্তনীয় নহে

[২]

বিচার প্রণালী

কোন বিষয় বিচার করিতে হইলে তৎ-সম্বন্ধীয় (১) বিষয়, (২) সংশয়, (৩) পূর্ব্বপক্ষ, (৪) উত্তর বা সিদ্ধান্ত ও (৫) সঙ্গতি, বিচারের এই পাঁচটী অবয়বের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া বিচার করা আবশ্যক। নিম্নে উক্ত পঞ্চাঙ্গ বিচারের দ্বারা কয়েকটী প্রশ্নের মীমাংসা করা হইতেছে।

প্রথম-বিচার

বিষয়—কলিসন্তরণোপনিষৎ ও বৃহন্নারদীয় পুরাণোক্ত—

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥

এই শ্রীতারকব্রহ্ম-নাম বা মহামন্ত্র আদি-গুরু ব্রহ্মা শ্রীকৃষ্ণের নিকট হইতে প্রাপ্ত হইয়া শ্রীনারদ গোস্বামীকে দিয়াছিলেন। এইরূপে উক্ত শ্রীনাম বা মহামন্ত্র গুরুপারম্পর্য্যে অবতীর্ণ হইয়াছেন, সেই শ্রীনামই স্বয়ংরূপ শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভু, স্বয়ং-প্রকাশ শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু ও নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুর জগজ্জীবের নিকট প্রচার করিয়াছেন। তাঁহারা গুরুপরম্পরা উল্লঙ্ঘন করিয়া কোন নূতন নাম প্রচার করেন নাই সুতরাং সেই ষোলনাম বত্রিশ অক্ষরাত্মক মহামন্ত্র ব্যতীত কোন ছড়া বা ছন্দোবন্ধকে শ্রীনাম বলা যাইতে পারে না; ঐরূপ ছড়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর অনুমোদিত নহে। যিনি বা যাঁহারা অবান্তর উদ্দেশ্যের বশবর্ত্তী হইয়া গুরুপারম্পর্য্যে অবতীর্ণ নাম অবজ্ঞাপূর্ব্বক কোন কল্পিত ছড়া প্রচার করেন তিনি বা তাঁহারা সাত্বতশাস্ত্র ও সাধুগণের নিরপেক্ষ বিচারে মহাজন বা সাধুপদবাচ্য হইতে পারেন না। ঐপ্রকার ছন্দোবন্ধ দেশের সর্ব্বত্র প্রচারিত হইলেও জগজ্জীবের কোন মঙ্গল না হইয়া বরং তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত ফলই প্রসব করিবে, ইহা নিরপেক্ষ বিচারকমাত্রেই বুঝিতে পারিবেন।

সংশয়—ঐ ছড়া যদি শ্রীমন্মহাপ্রভুর অনুমোদিত না হয়, যদি উহা 'নাম'পদবাচ্য না হয় ও তাহা কীর্ত্তন করিয়া যদি জগতের কোন মঙ্গল না হয় এবং উহার আদি-প্রবর্ত্তক যদি 'মহাজন' না হন তবে দেশের বহুলোক তাহা কীর্ত্তন করেন কেন? বহুলোক তাহার প্রবর্ত্তককে অবতার বলেন কেন? তবে সব লোকই কি মূর্খ? তাঁহাদের মধ্যেও অনেক শিক্ষিত ব্যক্তি আছেন। অতএব এই সব সংশয়ের সমাধান কি?

পূর্ব্বপক্ষ—উক্ত ছড়া-প্রবর্ত্তকের পক্ষ হইতে শ্রীযুক্ত রাধাকৃষ্ণ বসু এম্-এ মহাশয় কর্ত্তৃক প্রকাশিত 'অষ্টপ্রহর নাম সঙ্কীর্ত্তন' নামক উৎকল-ভাষায় লিখিত পুস্তকের ৭ম পৃষ্ঠায় নিম্নলিখিত পূর্ব্বপক্ষ অবগত হওয়া যায়।

"এই যুগধর্ম্মের প্রথম প্রবর্ত্তক শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যমহাপ্রভু। তাঁহার প্রকটসময়ে লোক-সকলকে তাঁহার উপদেশ-অনুসারে "হরি হরয়ে নমঃ কৃষ্ণ যাদবায় নমঃ গোপাল গোবিন্দ রাম শ্রীমধুসূদন" এই নামের দ্বারা বিশেষ-ভাবে কীর্ত্তন প্রকাশ করিতে দেখা যায়। শ্রীমদ্ভাগবতে পীতবর্ণধারী, সদা কৃষ্ণবর্ণনশীল সাঙ্গোপাঙ্গ-পরিবেষ্টিত মহাপ্রভুকে সঙ্কীর্ত্তন দ্বারা কলিকালে উপাসনা করা কর্ত্তব্য বলিয়া বিধান থাকার জন্য শ্রীশ্রীআচার্য্যপ্রভু ও ঠাকুর মহাশয়—

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু নিত্যানন্দ।
হরে কৃষ্ণ হরে রাম রাধে গোবিন্দ॥"

এই নাম সংকীর্ত্তন করিবার জন্য প্রচার করিয়া গেলেন। লোকসকলও তাঁহার মতানু-যায়ী উক্ত নামে উপাসনা করিতে লাগিলেন। তৎপরে শ্রীনিত্যানন্দ ও শ্রীগৌরাঙ্গ-মহা-প্রভু একতনু ধারণ পূর্ব্বক শ্রীশ্রীরাধা-রমণদেবরূপে অবতীর্ণ হইয়া কলিহত জীব সকলের অপরাধ-প্রাচুর্য্য দেখিয়া তাঁহা-দিগকে নিরপরাধ করাইয়া প্রেমদান-মানসে শ্রীনিত্যানন্দ মহাপ্রভুর নাম অগ্রে দিয়া ইতঃপূর্ব্বে প্রচারিত "ভজ নিতাই গৌর রাধে শ্যাম। জপ হরে কৃষ্ণ হরে রাম॥" আকারে গ্রহণ করিয়া প্রচার করিলেন। এই সুমধুর নামমালা আকারে অল্পাক্ষর-বিশিষ্ট, উচ্চারণ করিতে সরল ও অসংখ্য প্রকার রাগ-রাগিণীতে গান করিবার উপ-যোগী থাকায় তাহা আবালবৃদ্ধবনিতা গান করিয়া কি প্রকার আনন্দ লাভ করিতেছেন তাহা সকলের প্রত্যক্ষ বিষয়। অতএব সুবুদ্ধি ব্যক্তিসকল দেশকালপাত্র-বিবেচনায় শ্রীশ্রীরাধারমণদেব দ্বারা প্রচারিত এই নামে যে অষ্টপ্রহরাদি নামযজ্ঞ অনুষ্ঠান করিবেন ইহা বলা বাহুল্য মাত্র।"

উত্তরপক্ষ বা সিদ্ধান্ত ১। উক্ত ছড়াটীতে কি দোষ আছে, উহা সাত্বতশাস্ত্র, মহাজন ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর অনুমোদিত কি না তাহা ক্রমশঃ শাস্ত্রযুক্তিমূলে বিচার করতঃ পূর্ব্বপক্ষসকল খণ্ডনপূর্ব্বক প্রকৃত সিদ্ধান্ত স্থাপন করিয়া সর্ব্বপ্রকার সংশয় দূর করিতে হইবে।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, ষোল নাম বত্রিশ-অক্ষরাত্মক মহামন্ত্র ব্যতীত কোন ছড়াকে নাম বলা যাইবে না কারণ উহা কোন সাত্বত শাস্ত্রে নাই এবং কোন মহাজনকর্ত্তৃক অনু-মোদিত নহে সুতরাং "ভজ নিতাই গৌর রাধে শ্যাম। জপ হরে কৃষ্ণ হরে রাম।" এই ছড়াকে নাম বলা যাইতে পারে না। ইহা যে শ্রীমন্মহাপ্রভুর অনুমোদিত নহে তাহা শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত আদি চতুর্দ্দশ অধ্যায়ের নিম্নলিখিত পয়ারগুলি আলোচনা করিলে সহজেই বুঝা যাইবে।

হেনই সময়ে এক সুকৃতি-ব্রাহ্মণ।
অতি সারগ্রাহী নাম মিশ্র তপন॥
সাধ্য-সাধন-তত্ত্ব নিরূপিতে নারে।
হেন জন নাহি তথা জিজ্ঞাসিবে তারে॥
নিজ ইষ্ট-মন্ত্র সদা জপে রাত্রদিনে।
সোয়াস্তি নাহিক চিত্তে সাধনাঙ্গ বিনে॥
ভাবিতে চিন্তিতে একদিন রাত্র-শেষে।
সুস্বপ্ন দেখিল দ্বিজ নিজ ভাগ্যবশে॥
সম্মুখে আসিয়া এক দেব মূর্ত্তিমান্।
ব্রাহ্মণেরে কহে গুপ্ত চরিত্র আখ্যান॥
শুন শুন ওহে দ্বিজ পরম সুধীর।
চিন্তা না করিহ আর মন কর স্থির॥
নিমাঞি পণ্ডিত পাশ করহ গমন।
তিঁহো কহিবেন তোমা সাধ্য-সাধন॥
মনুষ্য নহেন তিঁহো নর-নারায়ণ।
নররূপে লীলা তাঁর জগৎ-কারণ॥
বেদ-গোপ্য এ সকল না কহিবে কারে।
কহিলে পাইবে দুঃখ জন্মজন্মান্তরে॥
অন্তর্দ্ধান হৈলা দেব ব্রাহ্মণ জাগিলা।
সুস্বপ্ন দেখিয়া বিপ্র কাঁদিতে লাগিলা॥
অহো ভাগ্য মানি পুনঃ চেতন পাইয়া।
সেইক্ষণে চলিলেন প্রভু ধেয়াইয়া॥
বসিয়া আছেন যথা শ্রীগৌরসুন্দর।
শিষ্যগণ সহিত পরম মনোহর॥
আসিয়া পড়িলা বিপ্র প্রভুর চরণে।
যোড়হস্তে দাণ্ডাইল সবার সদনে॥
বিপ্র বলে আমি অতি দীন হীন জন।
কৃপা-দৃষ্টে কর মোর সংসার-মোচন॥
সাধ্য-সাধন-তত্ত্ব কিছুই না জানি।
কৃপা করি' আমা প্রতি কহিবা আপনি॥
বিষয়াদি সুখ মোর চিত্তে নাহি লয়।
কিসে জুড়াইবে প্রাণ কহ দয়াময়।
প্রভু বলে বিপ্র তোমার ভাগ্যের কি কথা
কৃষ্ণ ভজিবারে চাহ সেই সে সর্ব্বথা॥
ঈশ্বর-ভজন অতি দুর্গম অপার।
যুগধর্ম্ম স্থাপিয়াছে করি পরচার॥
চারি যুগে চারি ধর্ম্ম রাখি ক্ষিতিতলে।
স্বধর্ম্ম স্থাপিয়া প্রভু নিজস্থানে চলে॥
'পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে।'
(গীতা)
'আসন্ বর্ণাস্ত্রয়োহ্যস্য গৃহ্নতোঽনুযুগং তনূঃ।
শুক্লো রক্তস্তথাপীত ইদানীং কৃষ্ণতাং গতঃ॥'
(ভাগবতে)
কলিযুগে ধর্ম্ম হয় নামসঙ্কীর্ত্তন।
চারি যুগে চারি ধর্ম্ম জীবের কারণ॥
'কৃতে যদ্ধ্যায়তো বিষ্ণুং ত্রেতায়াং যজতো মখৈঃ।
দ্বাপরে পরিচর্য্যায়াং কলৌ তদ্ধরিকীর্ত্তনাৎ॥
(ভাগবতে)
অতএব কলিযুগে নাম-যজ্ঞ সার।
আর কোন ধর্ম্ম কৈলে নাহি হয় পার॥
রাত্রি-দিন নাম লয় খাইতে শুইতে।
তাহার মহিমা বেদে নাহি পারে দিতে॥
শুন মিশ্র কলিযুগে নাহি তপযজ্ঞ।
যেই জন ভজে কৃষ্ণ তার মহাভাগ্য॥
অতএব গৃহে তুমি কৃষ্ণ ভজ গিয়া।
কুটিনাটি পরিহরি একান্ত হইয়া॥
সাধ্য সাধন তত্ত্ব যে কিছু সকল।
হরিনাম-সঙ্কীর্ত্তনে মিলিবে সকল॥
'হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা॥'
(বৃহন্নারদীয় পুরাণ)

**'হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ
কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম
রাম রাম হরে হরে॥'**

এই শ্লোক নাম বলি লয় মহামন্ত্র।
ষোল নাম বত্রিশ অক্ষর এই তন্ত্র॥
সাধিতে সাধিতে যবে প্রেমাঙ্কুর হবে।
সাধ্য-সাধন-তত্ত্ব জানিবা সে তবে॥

২। আমরা পূর্ব্বেই শ্রীমদ্ভাগবতের উদ্ধব-গীতার ১১।১৪।৩-৮ শ্লোক আলোচনা করিয়া জানিয়াছি যে বেদসংজ্ঞিতা বাণী সর্ব্বপ্রথমে শ্রীকৃষ্ণ ব্রহ্মাকে বলিয়াছিলেন, পরে ঐ বাণী ব্রহ্মা হইতে গুরুপারম্পর্য্যে অবতীর্ণ হইয়া-ছেন। যাঁহারা গুরুপরম্পরাক্রমে সেই বাণী প্রাপ্ত হইয়াছেন তাঁহারাই বিশুদ্ধ মত স্বীকার করিয়াছেন। যাঁহারা গুরুপরম্পরা উল্লঙ্ঘন পূর্ব্বক কল্পিত মত প্রকাশ করিয়াছেন বা গ্রহণ করিয়াছেন তাঁহারা পাষণ্ড মতের দাস হইয়াছেন অর্থাৎ তাঁহাদের প্রচারিত মতটী পাষণ্ড মত। যাঁহারা শ্রীমদ্ভাগবত মানিবেন, তাঁহারা উপরি-উক্ত সিদ্ধান্তটী স্বীকার করিতে বাধ্য। পূর্ব্বে আরও আলোচনা করা হইয়াছে যে, শ্রীল ব্যাসদেব পদ্মপুরাণে বলিয়াছেন—"সম্প্রদায়-বিহীনা যে মন্ত্রাস্তে বিফলা মতাঃ" অর্থাৎ সৎসম্প্রদায়বিহীন মন্ত্র-সমূহ বা যে মন্ত্রাদি গুরুপারম্পর্য্যে অবতীর্ণ নহে এরূপ কল্পিত মন্ত্র বা নামসমূহ কখনই সিদ্ধিপ্রদ হয় না। শ্রীল ব্যাসদেব-কথিত পদ্মপুরাণের এই সিদ্ধান্তও আস্তিক ব্যক্তিমাত্রেই স্বীকার করিবেন। পদ্মপুরাণ স্বর্গখণ্ড ৪৮ অধ্যায়ে যে দশবিধ নামাপরাধের উল্লেখ আছে তন্মধ্যে গুরোরবজ্ঞা একটী অপরাধ। গুরুপরম্পরা উল্লঙ্ঘন করিয়া কল্পিত নাম-মন্ত্রাদি প্রচার করিলে গুরু অবজ্ঞারূপ নামাপরাধ হইতে পরিত্রাণের উপায় নাই। অতএব শ্রীমদ্-ভাগবত ও পদ্মপুরাণের সিদ্ধান্ত বিচার করিয়া ইহাই স্থির হইল যে, গুরুপরম্পরা উল্লঙ্ঘন পূর্ব্বক যে মত প্রচার করা যায় তাহা পাষণ্ড মত, যে কল্পিত নাম প্রচারিত হয় তাহা নামাপরাধ, যাঁহারা প্রচার করেন বা গ্রহণ করেন তাঁহারা পাষণ্ডমতের দাস ও নামাপরাধী।

কৃষ্ণনাম ভজ জীব আর সব মিছে। পলাইতে পথ নাই যম আছে পিছে॥

মোদের গোরা

(১)

অসুমোর্দ্ধ অর বিভু, সর্ব্বগুরুকোত্তমা প্রভু,
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড যাঁর পায়ে পায় ঠাঁই।
সেই ত' মোদের গোরা শচীর নিমাই॥

(২)

যোগীন্দ্র মুনীন্দ্র যাঁর, সদা হৃদয়ে ধেয়ায়,
ভকতি-সিদ্ধান্তে প্রীত যিনি সর্ব্বদাই।
সেই ত' মোদের গোরা শচীর নিমাই॥

(৩)

লীলাময়ানন্দ-মূর্ত্তি, পুলট-সুন্দর-দ্যুতি,
অদ্বয়-জ্ঞান-তত্ত্ববাচ্য কোটী যার জয়ী॥
সেই ত' মোদের গোরা শচীর নিমাই॥

(৪)

লয়ে রাধা-ভাবকান্তি, আদিতে সার্দ্ধা রতি,
ভাবোন্মত্ত যেই ফিরে রা'রা' নাম গাই।
সেই ত' মোদের গোরা শচীর নিমাই॥

(৫)

অবতারাবলী-সার, সর্ব্বারাধ্য শুভঙ্কর,
কলিহত জীবে নাম-প্রেমদাতা যেই।
সেই ত' মোদের গোরা শচীর নিমাই॥

(৬)

শরণাগত-পালক, প্রেমবন্যা বাবদূক,
সর্ব্বাসিদ্ধিনিষেবিত গভিদ গোসাই।
সেই ত মোদের গোরা শচীর নিমাই॥

(৭)

বঞ্চিত জ্ঞানীর গতি, যাঁহার অঙ্গের কান্তি,
মহাপ্রেমরসদাতা করুণ বিনয়ী।
সেই ত' মোদের গোরা শচীর নিমাই॥

(৮)

জীব লাগি' তমোমাঝে, প্রিয়তমে পূর্ণসাজে
প্রভু ভক্তিসিদ্ধান্তে যে দানিল তাই।
সেই ত' মোদের গোরা শচীর নিমাই॥

(৯)

ভকতি-সিদ্ধান্ত প্রভু, সকৃৎ না 'ভজি' কভু,
যাঁকে লভিবার আশা নিরাশা-বালাই।
সেই ত' মোদের গোরা শচীর নিমাই॥

(১০)

ভকতি-সিদ্ধান্ত ভবে, ভজনীয় জেনো সবে,
একমাত্র তার ভজি' যাঁকে মোরা পাই।
সেই ত' মোদের গোরা শচীর নিমাই॥

শ্রীরামকৃষ্ণ দাস

ভজনের প্রধান কণ্টক

(৫)

স্ত্রীসঙ্গের কুপরিণাম বা বিষময় ফল আমরা শ্রীমদ্ভাগবতে সার্ব্বভৌম-নৃপতি গৃহস্থ-বৈষ্ণব প্রিয়ব্রতের জীবনেই দেখ্‌তে পাই। মহারাজ প্রিয়ব্রত গার্হস্থ্যলীলার অভিনয় যথেষ্ট ক'রেছিলেন, তৎপত্নী বিশ্বকর্ম্মা-তনয়া সম্রাজ্ঞী বর্হিষ্মতীর পতিদর্শনে হর্ষ ও অভ্যুত্থান, অঙ্গাবরণ-চেষ্টা, ললিতা-গমনাদি চালচলন, স্ত্রীসুলভ কটাক্ষ-নিক্ষেপাদি শৃঙ্গারবিলাস-প্রকাশ, লজ্জাসঙ্কোচ-নিবন্ধন হাস্য, কটাক্ষ ও মনোহর পরিহাস-বাক্যাদি অনুদিন বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হওয়ায় প্রিয়ব্রতের সদসদ্‌জ্ঞান ক্রমশঃ লুপ্ত হ'য়ে পড়েছিল। সুতরাং বিষয়াসক্তি স্ত্রীসঙ্গাসক্তি-বশতঃ তিনি আত্মবিস্মৃত হইয়া—কৃষ্ণসেবা ভুলিয়া গিয়া স্ত্রৈণের ন্যায় ভোগে প্রমত্ত হ'য়েছিলেন। পরে নিজের ভ্রম বুঝ্‌তে পেরে বিষয়ভোগকে ধিক্কার কর্‌তে কর্‌তে খেদের সহিত ব'লেছিলেন,—'অহো, আমি কতবার অসৎকার্য্য করিয়াছি; ইন্দ্রিয়বর্গ এতদিন ধরিয়া আমাকে অবিদ্যাবিরচিত বিষয়ান্ধকূপে অভিনিবিষ্ট ক'রে রেখেছিল! বিষয়ভোগ ত' যথেষ্টই হ'য়েছে, আর নয়! আর নয়! হায়! আমি কামিনীর ক্রীড়ামৃগ হ'য়ে পড়েছি; আমাকে ধিক্, শত ধিক্'!

তত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ শুদ্ধভক্ত বা মহাজনের সেবাকেই স্বরূপাবস্থিতিরূপা মুক্তির দ্বার এবং স্ত্রীসঙ্গ ও স্ত্রীসঙ্গীগণের সঙ্গকেই তমোরূপ নরকের দ্বার ব'লে অভিহিত করেন। জ্ঞানী পণ্ডিত হ'য়েও জীব যখন ইন্দ্রিয়তর্পণ-চেষ্টা বা ভোগময়ী প্রবৃত্তিকে 'অনর্থ' বলিয়া দর্শন না করে, তখন সে স্বরূপ বিস্মৃত, প্রমত্ত ও মূঢ় হ'য়ে মৈথুনসুখপ্রধান গৃহ লাভ করিয়া তাপত্রয় ভোগ করে। তত্ত্ববিদ্‌গণ স্ত্রী-পুরুষের এই মিথুনীভাবকেই তাহাদের পরস্পরের হৃদয়গ্রন্থি বলিয়া অভিহিত ক'রেছেন; যেহেতু উহা হইতেই জীবের দেহ-গৃহ-পুত্র-ধনাদিতে 'আমি ও আমার' বুদ্ধিরূপ মোহ উৎপন্ন হয়। যখন কর্ম্মফলজনিত মোহরূপ হৃদয়-গ্রন্থি শিথিল হয়, তখনই সেই পুরুষ স্ত্রীসঙ্গ থেকে বিরত হ'য়ে সংসারমূল অহঙ্কার ত্যাগ করতঃ মুক্তি ও পরমপদ লাভ করেন।

———

দেহাদিতে আত্মবুদ্ধি থেকেই বিষয়-ভোগকামনা; এই ভোগকামনা হইতেই জড়ীয় শুভাশুভকর্ম্মে আসক্তি,—ইহাই জীবের বন্ধন; রমণীরূপিণী যে বিষ্ণুমায়া ক্রীড়াপশুর ন্যায় বদ্ধজীবগণকে লইয়া যথেচ্ছভাবে ক্রীড়া করিতেছে সেই মায়ার হাত থেকে মুক্তিলাভ করা এবং পরমার্থ বাস্তব-বস্তুতে বুদ্ধি স্থির করিয়া 'আমি ও আমার' জ্ঞান পরিত্যাগপূর্ব্বক শ্রীনাম-কীর্ত্তন-প্রভাবে শোধিতচিত্তকে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মে নিয়োগ করা জীবমাত্রেরই একান্ত কর্ত্তব্য।

যমরাজের উক্তিতেও আমরা দেখিতে পাই,—নিষ্কিঞ্চন, স্ত্রীসঙ্গ-বর্জ্জনকারী ভাগবত পরমহংসকুল ভগবান্ মুকুন্দের যে পাদ-পদ্মমকরন্দ-রস নিরন্তর সেবন করেন, তাহাতে পরাঙ্মুখ হইয়া যে সকল অসাধু ব্যক্তি—নরকের দ্বারস্বরূপ স্ত্রী-সঙ্গাগার গৃহেই একান্ত লোলুপ, সেই সকল অধম ব্যক্তিগণকেই যমদূতগণ যমালয়ে আনয়ন করিয়া থাকেন।

ভক্তিপথের বিরুদ্ধপথ বা প্রধান কণ্টক হচ্ছে অভক্তি—যার অপর নাম স্ত্রীসঙ্গ বা বিষয়ভোগ। এই সর্ব্বপ্রধান কণ্টকের হাত থেকে নিজকে বাঁচাতে চেষ্টা করা আবশ্যক, না তাতে উদাসীন থেকে উষ্ট্রের ন্যায় কণ্টকভোজনে রত হ'য়ে দুঃখের পর দুঃখভোগই বরণীয় তা বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিগণ বিচার কর্‌বেন।

——

ভগবদভিন্ন বৈষ্ণব-দর্শনে বা বৈষ্ণব-সেবায় যেরূপ পবিত্রতা লাভ হয় ভোগ-বুদ্ধিতে মায়াভিন্ন প্রমদা দর্শনেও তার ঠিক বিপরীত ফল অর্থাৎ অপবিত্রতা, ভগবদ্বিমুখতা লাভ হ'য়ে থাকে। দুগ্ধ জলে মিশে যায় কিন্তু মাখন জলে থাক্‌লেও মিশে না, ভেসে বেড়ায়; সেইরূপ দুগ্ধস্থানীয় বদ্ধজীব আমরা মায়ারূপিণী রমণীর সঙ্গ কর্‌তে গেলেই ভোগী হ'য়ে যাব, হরিসেবা থেকে আমাদের ছুটী পেতে হবে; কিন্তু মাখন-স্থানীয় মুক্ত জীব বা বৈষ্ণব যাঁরা, তাঁরা রমণীর নিকট থাক্‌বার অভিনয় কর্‌লেও তাতে কখনও আসক্ত না হ'য়ে প্রাণপ্রিয় ভগ-বানের সেবায় প্রমত্ত থাকেন। বদ্ধ হ'য়ে মুক্তাভিমানে যেন বিপদে না পড়ি, এ সব বিষয় বিচার করিবার বুদ্ধি ও বল ভগবান্ আমাদিগকে প্রদান করুন্ ইহাই আমাদের প্রার্থনা।

———

এই অসৎসঙ্গের পরিণাম ও ইহা হইতে পরিত্রাণোপায়বর্ণনে আমরা আরও দেখিতে পাই,—গৃহমেধিগণের স্ত্রীসঙ্গাদি যে সুখ, তাহা নিতান্ত তুচ্ছ, হস্তদ্বয়ের কণ্ডুয়নের ন্যায় উহাতে দুঃখের পর দুঃখই বৃদ্ধি পাইয়া থাকে; কিন্তু কামুক দীন ব্যক্তিগণ তৎফলে বহুদুঃখ পাইয়াও তাহাতে তৃপ্ত বা বিরত হয় না; কেবলমাত্র কৃষ্ণ-কৃপাপ্রাপ্ত ভক্তগণই এই রিপুর বেগ দমন করিতে পারেন, ষড়্‌বেগজয়ী সেই সাধুগণের সঙ্গ যাঁরা ক'রেছেন বা কর্‌ছেন তাঁরাই ইহা দমনে সমর্থ; অন্য নহে। প্রকৃত সাধুর সঙ্গ ব্যতীত নিজ-মঙ্গল-লাভের চেষ্টা সুদুষ্পরাহতা, ইহা বেদবাণী।

প্রপঞ্চ পরিচয়

(১)

প্রপঞ্চের অতীত চেতন জীব হইয়াও ·বশতঃ আমরা এই সুখদুঃখময় প্রপঞ্চে—মায়ার রাজ্যে বসবাস করিতেছি বটে কিন্তু এ প্রপঞ্চটী যে কি তা' আমরা অনেকেই জানি না বা জানিবার অনুসন্ধিৎসা-বৃত্তিও আমাদের নাই। কোন স্থানে বা কাহারও সঙ্গে বাস করিতে হইলে তাহার পরিচয় বিশেষভাবে অবগত হওয়া একান্ত আবশ্যক; নতুবা ব্যবহার-ব্যতিক্রম-বশতঃ মঙ্গলের পরিবর্ত্তে অমঙ্গলের সম্ভাবনাই অত্যধিক। বস্তুর পরিচয়াভাবে সাধারণতঃ তাহার অসদ্ব্যবহারের আবাহনই পরিলক্ষিত হয়। তাই আমরা অদ্য আমাদের বর্ত্তমান-বসতিস্থল এই প্রপঞ্চের দিগ্‌দর্শনে প্রয়াস পাইব।

— —

'প্রপঞ্চ' এই শব্দের বিশ্লেষণে আমরা দেখিতে পাই—পঞ্চভেদ যেখানে প্রকৃষ্টরূপে বর্ত্তমান তাহাই প্রপঞ্চ। জীবে ও জীবে ভেদ, জীবে ও জড়ে ভেদ, জড়ে ও জড়ে ভেদ, জীবে ও ভগবানে ভেদ, ভগবানে ও জড়ে ভেদ, এই পঞ্চপ্রকার ভেদের রঙ্গস্থলই —প্রপঞ্চ বা কুণ্ঠ জগৎ। এই প্রপঞ্চ সত্য হইলেও ইহা অনিত্য - নশ্বর। সৃষ্ট বস্তু-মাত্রেই যখন বিনাশশীল তখন লীলাময় শ্রীভগবানের স্বতন্ত্রেচ্ছায় সৃষ্ট এই প্রপঞ্চ যে নিশ্চয় একদিন না একদিন ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবেই ইহাতে আর কোনই সন্দেহ নাই বা থাকিতে পারে না। আমাদের ধারণা—আমরা এ জন্মে বা জন্মজন্মান্তরে এই প্রপঞ্চেই বাস করিব বা ইহাকে আমাদের ভোগের ইন্ধন বলিয়া গ্রহণ করতঃ জগদ্ভোগ-সুখে প্রমত্ত থাকিব; কিন্তু এই প্রপঞ্চ যখন অনিত্য—চিরদিন থাকিবে না, কৃষ্ণেচ্ছায় লয়প্রাপ্ত হইবে, তখন আমাদের ধারণার অমূলকত্ব এখন আমরা সহজেই অনুমান করিতেছি। অতএব এস্থলে এ জগতের মালিক কে, ইহা কাহার ভোগের উপকরণ ও এ প্রপঞ্চে থাকাকালে ইহার প্রতি আমাদের কর্ত্তব্য কি ইহাই আমাদের বিচার্য্য বিষয়।

আমরা এখন আলোচনা করিব—এই ফল-ফুলে-ভরা বসুন্ধরা, এই রমণীয় প্রকৃতি, এই সাগর, এই কানন, এই মানবজগতের সভ্যতার ফলস্বরূপ কত বিলাস-সম্ভার এ সকল কাহার ভোগ্য? ভোগিপাল বলিবেন, এ সকল আমাদেরই জন্য। ধনিক-সম্প্রদায় বলিবেন—আমাদের অর্থ আছে, সুন্দর সভ্যতার যা কিছু আবিষ্কৃত বস্তু অর্থের সাহায্যে আমরাই উপভোগ করিব।

গৌর যে শিখাল নাম সেই নাম গাও। অন্য সব নাম-মাহাত্ম্য সেই নামে পাও॥

শুদ্ধভক্তি গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। ভাষ্যসহ বিরাট্ শ্রীচৈতন্যভাগবত ৫৲
২। শ্রীমদ্ভাগবতম্—সমগ্র ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২৮৲
একাদশ স্কন্ধ হইতে প্রতিখণ্ড ।৶০
৩। ভাষ্যদ্বয়সহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত
(৪র্থ সংস্করণ) ৬৲
৪। ভক্তিবিবেককুসুমাঞ্জলি (বাঁধা) ১৲
৫। গৌড়ীয়-গৌরব ।৶০
৬। গৌড়ীয়-সাহিত্য ।৶০
৭। ভজনরহস্য ।০
শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও
শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৯। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ)
ঐ (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
১০। গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি টীকাসহ)
ঐ (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
১১। গীতার কেবল মাধ্ব-ভাষ্য ।০
১২। যুক্তিমল্লিকা গুণসৌরভঃ সানুবাদ
(মাধ্ব) ২৲
১৩। বেদান্ততত্ত্বসার সানুবাদ
(রামানুজীয়) ।০
১৪। জৈবধর্ম্ম ২৲
১৫। শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৬। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১৭। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ।৶০
ঐ (বাঁধা) ৸০
১৮ দ্বীপ-দিগ্‌দর্শন ৶০
১৯। সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ) ।৶০
২০। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ।০
ঐ (আবাঁধা) ।৶০
২১ নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
২২। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৶০
২৩। গীতমালা ⁄১০
২৪। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶০
২৫। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶০
২৬। নবদ্বীপ পঞ্জিকা (৪৪৭ গৌরাব্দ) ৶০
২৭। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
২৮। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা-দর্পণ ।০
২৯। শরণাগতি ⁄০
৩০। গীতাবলী ⁄০
৩১। চিত্রে নবদ্বীপ ১।০
৩২। সাধনকণ ⁄০
৩৩। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ⁄০
৩৪। নবদ্বীপশতক ⁄০
৩৫। অথশতক ⁄০
৩৬। সদাচারস্মৃতিঃ ⁄০
৩৭। কল্যাণকল্পতরু (৫ম সংস্করণ) ⁄১০
৩৮। অর্চ্চনকণ ⁄১০
৩৯। সাধককণ্ঠমালা (বাঁধা) ।০
ঐ (আবাঁধা) ৷৶০
৪০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি
(প্রথম চারিখণ্ড) ৩৲
৪১। ব্রহ্মসংহিতা ।০
৪২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৪৩। মণিমঞ্জরী সানুবাদ ।০
৪৪। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৪৫। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ।০
৪৬। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৪৭। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
৪৮। গৌড়ীয়মঠ কি করেন ? ⁄০
৪৯। ঈশোপনিষৎ (বলদেব ও মাধ্ব-ভাষ্য এবং বিবৃতি ও অনুবাদসহ) ।০
৫০। শ্রীভুবনেশ্বর ৶০
৫১। সিদ্ধান্তদর্পণ ৶০
৫২। সাংখ্যবাণী ⁄০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৫৩। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী-দিগ্বিজয়ঃ ।০
৫৪। সটীক-শিক্ষাদশমূলম্ ।০
৫৫। তত্ত্ব-সূত্রম্ ।০
৫৬। সানুবাদ-শিক্ষাষ্টকম্ ৶০
৫৭। গৌড়ীয়মঠস্য পরিচয়ঃ ⁄০
৫৮। সারাংশবর্ণনম্ ৶০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৫৯। রায় রামানন্দ ।০
৬০। নামভজন ।০
৬১। রিলেটীভ্ ওয়ার্ল্ড্‌স্ ।৶০
৬২। লাইফ্ য়্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।০
৬৩। বৈষ্ণবীজম্ ।০
৬৪। হোয়াট্ গৌড়ীয়মঠ ইজ্ ডুইং ⁄০
৬৫। দি ভাগবত ।০
৬৬। ইয়োটিক্ প্রিন্সিপ্‌ল য়্যাণ্ড আবেলেভেড্ ডিভোসন ।০
৬৭। ব্রহ্ম-সংহিতা ২।০
৬৮। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (ভলুম ওয়ান) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৬৯। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ।০
৭০। সাধন পথ ।০
৭১। কল্যাণ-কল্পতরু ⁄১০
৭২। গীতাবলী ⁄০
৭৩। শরণাগতি ⁄০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৭৪। শরণাগতি

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

নদীয়া-প্রকাশপ্রাপ্তির স্থান

১। শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম-মায়াপুর, নদীয়া
২। শ্রীযোগপীঠ ঐ
৩। শ্রীবাস অঙ্গন ঐ
৪। অদ্বৈত-ভবন ঐ
৫। কাজীর সমাধি পাট ঐ
৬। স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ, নদীয়া।
৭। শ্রীভাগবত আসন কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
৮। শ্রীএকায়ন মঠ গোবিন্দপুর, হাঁসখালী।
৯। দ্বাদশগোপাল পাট—পোঃ চাকদহ,
১০। শ্রীগৌর গদাধরমঠ—চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড়, বর্দ্ধমান
১১। শ্রীমোদদ্রুমছত্র মাউগাছি, বর্দ্ধমান
১২। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম, আমলাযোড়া, পোঃ রাজবাধ বর্দ্ধমান
১৩। শ্রীগৌড়ীয়মঠ বাগবাজার, কলিকাতা
১৪। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাজু, হাওড়া,
১৫। শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয়মঠ, ৯০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা
১৬। শ্রীগোপালজী মঠ কমলাপুর, ঢাকা।
১৭। শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ পোঃ বালিয়াটী,
১৮। শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয়মঠ ময়মনসিংহ।
১৯। শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ চিরুলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর
২০। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম গোয়ালপাড়া, আসাম।
২১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ রায়াপেট্টা, মাদ্রাজ।
২২। শ্রীরামানন্দগৌড়ীয় মঠ কব্বূর, জিঃ পশ্চিম গোদাবরী
২৩। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ উড়িয়াবাজার, পোঃ বক্সীবাজার, কটক।
২৪। শ্রীত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয় মঠ ভুবনেশ্বর।
২৫। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ স্বর্গদ্বার, পুরী।
২৬। শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ আলালনাথ পোঃ ব্রহ্মগিরি, পুরী।
২৭। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ ডুমুরকুণ্ডা, পোঃ চিরকুণ্ডা, মানভূম।
২৮। শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ—কাশী।
২৯। শ্রীরূপগৌড়ীয় মঠ—এলাহাবাদ।
৩০। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ পুরাণবাজার, সরকার ঠাকুরের কুঞ্জ, বৃন্দাবন
৩১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, নিউদিল্লী
৩২। শ্রীপরমহংসমঠ—নৈমিষারণ্য,
৩৩। শ্রীসারস্বত গৌড়ীয় মঠ—হরিদ্বার।
৩৪। শ্রীব্যাসগৌড়ীয়মঠ—কুরুক্ষেত্র, পঞ্জাব
৩৫। শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাবুলনাথ রোড, পোঃ গ্রাণ্ট রোড, বোম্বে।
৩৬। লণ্ডন গৌড়ীয়মঠ, ৩৯নং ব্রেটন গার্ডেন্স, কেনসিংটন্ লণ্ডন, (এস্, ডব্লিউ—১০)।
৩৭। অমরি গৌড়ীয়মঠ—মেদিনীপুর
৩৮। সরভোগ গৌড়ীয় মঠ—সরভোগ, কামরূপ, আসাম,

শুদ্ধভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী মাসিক। শ্রীধাম-মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১।০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দি ভাষায় একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি হৃদয় বন মহারাজ সম্পাদিত ও নৈমিষারণ্য শ্রীপরমহংস মঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ১।০ দেড় টাকা মাত্র।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১।০ দেড় টাকা মাত্র।

৫। কীর্ত্তন—মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ নিমানন্দ সেবাতীর্থ বি-এজি, বি-টি, সম্পাদিত। আসাম গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম হইতে প্রকাশিত আসামী ভাষায় মাসিক। ভিক্ষা সডাক ১।০ দেড় টাকা মাত্র

শ্রীচৈতন্যভাগবত

আদিকবি শ্রীল বৃন্দাবন দাস প্রণীত সমগ্র গ্রন্থ

গ্রন্থের মূল গোল্ড অক্ষরে এবং তন্নিম্নে বিশ্ববিশ্রুত গৌড়ীয়মঠের প্রতিষ্ঠাতা ও আচার্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের রচিত বিবৃত ভাষ্য উত্তম কাগজে গোটকের সহিত মুদ্রিত হইয়াছেন। ডবল ক্রাউন আটপেজি আকারে ১০৯৬ পৃষ্ঠায় কেবল মূল ও ভাষ্য সম্পূর্ণ হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত শ্লোকসূচী, পদ্যসূচী, স্থানসূচী, পাত্রসূচী, বিষয়সূচী, শব্দসূচী প্রভৃতি বিস্তৃত সূচীপত্রের একটী গ্রন্থ হইবে। সভাষ্য শ্রীচৈতন্যভাগবতের এরূপ উৎকৃষ্ট ও অমূল্য বিরাট্ সংস্করণ জগতের কোথায়ও আজ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হন নাই, ইহা নিরপেক্ষ পাঠক মাত্রকেই একবাক্যে স্বীকার করিতে হইবে। শ্রীগৌড়ীয়মঠের উৎসব-কালে গ্রন্থের ভিক্ষা ১২৲ বারটাকা স্থলে—৫৲ পাঁচটাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—
চৈতন্যমঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

কলিকাতা বাজার দর

লোহ হার্ডওয়্যার

২৪শে নভেম্বর ১৯৩৩

টাটার তৈয়ারী— প্রতি হন্দর।

লোহার কড়ি (জয়েষ্ট বা বীম)

মার্কা ৫।৵০—৪৸৵০

ঐ বে-মার্কা হাল্কা ওজন ৪।৵০—৪৸৵০

বরগা (টী-আয়রণ) ৬৶০—৬।০

এঙ্গেল আয়রণ (কোনা) ৫৸৶০—৬।৵০

গ্যালভ্যানাইজড করগেট টীন—

২২ গেজ ৬ হইতে ১০ ফুট ১১।৵০

২৪ গেজ ,, ,, ১০৸৶০

২৬ গেজ ,, ,, ১২

২৪ গেজ আর, পি, ডি, মার্কা ১২৸৵০

২৪ গেজ গ্যাঃ প্লেন সীট— ১১।৵০

২৬ গেজ ,, ,, ১২।০

২৮ গেজ ও ৩০ গেজ ঐ— ১৩৲—১৬৲

বাগান ঘেরা কাঁটাতার ১০০

পাউণ্ড বাঃ ৮৸০

ষ্টীল পাটী ৬৲৵—৬।০

,, বোল্টু (গোল) ৬৲৵—৬।০

পয়াদে (চৌকা) ৬৶০—৬৲।০

,,গোল রড ৵০—।৵০ সূতা ৫৵০---৫॥০

,, টানা রড-

চৌকা ৵০---।৵০ ঐ ৫৵০—৫॥০

,, বাণ্ডিল হাল ৭৲—৭৸০

,, প্লেট—তিন সূতা মোটা

পর্য্যন্ত ৭।০—৭।০

,, চাদর ৩-১৬ খানা বাণ্ডিল ৯॥৵—১০৲

স্প্রীং ষ্টীল ৮।০—৯৲

হাফ রাউণ্ড ৫৸৶—৬৲৵০

তারের পেরেক ১—৬ ইঞ্চি ৯—৯৸০

প্যাটেন্ট পেরেক ২—৮ ইঞ্চি ১২।০—১৫॥

ঢালাই কড়া ১ হইতে ১০ নং ২॥০ সাট

কোদাল ৪, ৫, ৬, ৭৶০ ৮৸৶০ ৯৸৶০ডঃ

ঐ তিন পাউণ্ড ৬৲ দেঃ বিঃ ৬।৵০ ,,

গ্যাঃ প্লেন বালতি ৭—১২ ইঞ্চি ১॥৵০ ৬॥৵০

ঐ রিভিট ,, ৭—১২ ইঞ্চি ২৲--৭৲ ,,

লোহার চেয়ার রডের গোল ও

চৌকা ৮॥০— ,,

ঐ চালের লোহার সিট ১৫৲ ,,

ঐ ভেনেস্তা (কাঠের সিট) ১৮৲ ,,

লোহার স্ক্রুপ ॥—৩ ইঞ্চি /১০---॥৵০ গ্রোস

ঐ কব্জা ৭৩ নং

১॥—৪ ইঞ্চি ।১০—৸৶১০ পেঃ ডজন

গ্যাঃ তার ১৬—২২ নং

(গেজ) ১২৲---১৩৲ হন্দর

গ্যাঃ রিজিং (মটকা)

১২ ইঞ্চি ।৵৫—॥৵০ পীস

গ্যাঃ পাটা রিং বা ডোঙা

৬ ইঞ্চি ।০—৸৵০ ,,

গ্যাঃ স্ক্রুপ ১॥০--২॥০ ইঞ্চি ২৩৲--২৯৲ হন্দর

গ্যাঃ ওয়াসার চাকি ১১॥০—১৬৲ ,,

গ্যাঃ বোল্ট-নাট ৸—৩ ইঞ্চি

।৵১০—১৵০ গ্রোস

ঢালাই রেলিং ৩॥০---৪॥০ হন্দর

ঐ রেন ওয়াটার পাইপ

৩ ইঞ্চি ৵১০ ও ৪ ইঞ্চি ।১০ ফুট

টিউব ওয়েলের জন্য গ্যাঃ

পাইপ১॥ ইঞ্চি ।৵৫ ফুট

পাম্প ৪নং ১২॥০ ৫নং ১৪৲ ৬নং ১৬৲

৬০---৮০ বাটখারা ৵১৫ সাট ২।০--২॥০ মণ

কেরোসিন

ম্রোক্রেক প্রত্যেক বাক্স (২ টিন) ৯৲৬

সূর্য্য মার্কা ,, ৬॥০

ভিক্টোরিয়া ,, ৬৲

সোণার দর

পাকা-সোণা ৩০৸৵

বড়াল ৩০৸

চিনা পাত ৩২।০

রূপার দর

রূপা প্রতি ১০০ ভরি ৫৫৵০

ঐ খুচরা ৫৵০

কোম্পানীর কাগজ

৩॥০ সুদের কাগজ ৮১৵

৩॥০ নূতন ঋণ (১৯৪৭-৫০) ৯১।০

৩৲ ,, ঋণ (১৯৬০-৭০) ৯৭৲

৫৲ ,, বণ্ড (১৯৩৫ ১০৪॥৵০

ডিবেঞ্চার

৫৲ সুদের (১৯৫৬-৮৬) কলিকাতা পোর্ট-

ট্রাষ্ট ডিবে :— ১০২॥৶০

ব্যাঙ্ক

ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক (কনট্রি) ২৯৪॥০

সেণ্ট্রাল ঐ ২২৲

কাপড় ও সূতার কল

এলগিন মিল ৪৫৲

পাট কল

হাওড়া ৫০৲

অকল্যাণ্ড ১৯৫৲

বালী ১৬২

বরানগর ১৫০

কেমব্রীজ ৩৭০৲

শ্যামনগর ২৪৩৲

ক্লাইভ ২৮।০

আলেকজাণ্ডা ৪০৮॥০

ডেল্টা ৪০৫৲

কৃষ্ণনগর নবদ্বীপঘাট রেলওয়ে সময়

কৃষ্ণনগর হইতে নবদ্বীপঘাট

কৃষ্ণনগর সিটি—	৬-৪৫	১০-৪৪	১৩-২২	১৭-৩৮	২০-১৬
কৃষ্ণনগর রোড —	৬-৫৬	১০-৫৫	১৩-৩৩	১৭-৪৭	২০-২৫
আমঘাটা—	৭-১৫	১১-১৩	১৩-৫১	১৮ ৩	২০-৪১
মহেশগঞ্জ—	৭-১৪	১১-২১	১৪-০	১৮-৯	২০-৪৭
নবদ্বীপঘাট —	৭-৩৩	১১-৩০	১৪-৯	১৮-১৬	২০-৫৫

বিশেষ দ্রষ্টব্য---নবদ্বীপঘাট ষ্টেশন অপেক্ষা মহেশগঞ্জ ষ্টেশন হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরের দূরত্ব অনেক কম। শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে যাঁহাদিগকে রাণাঘাটে ট্রেণ বদল করিতে হয়, তাঁহারা রাণাঘাটে প্রাতঃ ৫-৫০,৮-১৪,১৯ ৪৬, ১৬-৪৮,১৮-৩৯ এবং ০-৩২ মিনিটের সময় গাড়ী পাইবেন।

শান্তিপুর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে শান্তিপুর ষ্টেশনে৫-৪০,৯-২৯, ১২-২৫,১৬-৪ এবং ১৮-৪১ মিনিটের সময় ট্রেণ পাওয়া যায়।

নবদ্বীপঘাট হইতে কৃষ্ণনগর

নবদ্বীপ ঘাট—	৫-৩৫	৯-২৫	১২-১০	১৫-৩৪	১৮-৪৫
মহেশগঞ্জ—	৫-৪৩	৯-৩০	১২-১৯	১৫-৪২	১৮-৫৬
আমঘাটা—	৫-৪৯	৯-৩৯	১২-২৬	১৫-৪৮	১৯-৫
কৃষ্ণনগর রোড—	৬-৫	৯-৫৫	১২-৪৩	১৬-৪	১৯-২৪
কৃষ্ণনগর সিটি—	৬-১৩	১০-৩	১২-৫১	১৬-১২	১৯-৩৫

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে—ডাঃ কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম ভক্তিশাস্ত্রী এল, এম, এফ্ কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

গান্ধীজীর দিল্লী যাত্রা

মহাত্মা গান্ধীর মধ্যপ্রদেশ সফর সমাপ্ত হইয়াছে ৯ই ডিসেম্বর প্রাতে শ্রীযুত রবিশঙ্কর শুক্ল ও অন্যান্য কয়েক ব্যক্তিসহ তিনি বাণী নদী অতিক্রম করেন এবং আগ্রা হইয়া দিল্লী যাত্রা করেন।

গত রাত্রে বারহানপুরে গান্ধীজী এক বিরাট জনসভায় বক্তৃতা করেন এবং ৯০০ টাকার একটি তোড়া পান। ৯ই ডিসেম্বর প্রাতে ভূপালে পৌছেন এবং ভূপাল রাজ্যের জনগণ কর্ত্তৃক বিপুলভাবে সম্বর্দ্ধিত হন।

ভোপালের এলাকার মধ্যে এক বিরাট জনসভায় গান্ধীজী খাটী উর্দ্দুতে বক্তৃতা করেন এবং পোলো খেলার সময় আঘাতপ্রাপ্ত ভূপালের নবাবের সত্বর আরোগ্য লাভের জন্য কামনা করেন।

অস্পৃশ্যতার অভিশাপ দূর করিবার জন্য হিন্দুদের নিকট আবেদন করিয়া গান্ধীজী মুসলমানদিগকে অনুরোধ করেন যে, তাহারা যেন হরিজনদিগকে ইসলাম ধর্ম্মে দীক্ষিত করার পরিবর্ত্তে তাহাদের উন্নতি সাধন জন্য হিন্দুদের সহিত সহযোগিতা করেন তিনি বলেন,—"আমরা যদি শুধু অস্পৃশ্যতাকে জয় করিতে পারি, তাহা হইলে আমরা শ্রেণী সংগ্রামেরও অবসান করিতে পারিব।"

ছাত্র সমিতির পক্ষ হইতেও গান্ধীজিকে কয়েকখানি অভিনন্দন পত্র দেওয়া হয়। পথিমধ্যে মহাত্মাজী গোয়ালিয়র রাজ্য দিয়া যান এবং ভেলসা ষ্টেশনে জনসাধারণ তাঁহাকে টাকার একটি তোড়া উপহার দেন।

গান্ধীজী ইহা শুনিয়া অতীব ব্যথিত হন যে, জব্বলপুরে মারামারির সময় দুইজন স্বেচ্ছাসেবক ব্যতীত লালনাথ নামে এক সন্ন্যাসী আহত হইয়াছেন। তিনি তাঁহার প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করেন এবং দুঃখের সহিত বলেন যে, শাস্ত্রে যদি অস্পৃশ্যতার বিধান থাকে, তাহা হইলে জবরদস্তীমূলক উপায়দ্বারা নহে—সঙ্গত যুক্তিতর্কের দ্বারা তাঁহাকে তাহা বুঝানো সনাতনীদের উচিত।

ডি ভ্যালেরার নূতন ঘোষণা

প্রেসিডেণ্ট ডি ভ্যালেরা তাঁহার বিরুদ্ধবাদী দলকে দমন করিবার জন্য কঠোর নীতি গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি জনরক্ষা আইনানুসারে ইয়ং আয়র্লণ্ড এসোসিয়েশনকে বে-আইনী ঘোষণা করিয়াছেন। উক্ত এসোসিয়েশনের সদস্যদিগকে এখন সামান্য কারণেও গ্রেপ্তার করা যাইবে। মিলিটারী ট্রাইবিউন্যাল ধৃত লোকদের বিচার করিবে। ট্রাইবিউন্যাল অপরাধের গুরুত্ব অনুযায়ী চাবুক মারা হইতে ফাঁসি পর্য্যন্ত দিতে পারিবেন। জেনারেল ও' ডাফি এই ঘোষণা শুনিয়া বিস্ময় প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি সংবাদপত্রে এক বিবৃতি দান প্রসঙ্গে বলেন যে, ফ্রী ষ্টেটের পার্লিমেণ্টে ইউনাইটেড আয়র্লণ্ড পার্টি আছে, উহা গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধবাদী দল এখন ইয়ং আয়র্লণ্ড এসোসিয়েশনের সকল সদস্য উক্ত দলে যোগদান করিবে। অতঃপর তিনি বলেন যে, উহা বে-আইনী এবং উহা ন্যায়ের দিক হইতে ঠিক হয় নাই।

ইংলণ্ডে পণ্য বিক্রয় বন্ধ হইবে

রেটফোর্ড নামক স্থানে বৃটিশ ঔপনিবেশিক সচিব মিঃ জে এইচ টমাস বলেন,—বড় বড় বক্তৃতা এবং কৌশলপূর্ণ পত্র বিনিময়ের দ্বারা ইঙ্গ আইরিশ বিরোধের মীমাংসা হইবে না। আমি আইরিশদিগকে সতর্ক করিয়া দিতেছি, বর্ত্তমানে যে অর্থনৈতিক বিরোধ চলিতেছে তাহাতে ইংরাজগণ পরিবর্ত্তিত অবস্থার সঙ্গে পরিচিত এবং অভ্যস্ত হইয়া আসিতেছে। ইহার ফলে আইরিশগণ ইংলণ্ডের বাজারে পণ্য বিক্রয়ের সুবিধা চিরতরে হারাইবে। সে যাহাই হউক বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট স্থায়ী এবং সম্মানজনক মীমাংসার পথ বন্ধ করিবেন না। তবে এই মীমাংসা দ্বারা স্বীকার করিতে হইবে যে, একবার কোন চুক্তি করিলে তাহা কেবল একপক্ষের ইচ্ছায় ভঙ্গ করা চলে না।

করাচীতে বিপ্লবী ষড়যন্ত্রের মামলা

করাচী স্থানীয় পুলিশ সহরের ভিতর একটা বিপ্লব ষড়যন্ত্র আবিষ্কার করিয়াছে বলিয়া প্রকাশ। এতদসম্পর্কে হিরিলাল থমজী ও কাসণ গ্রেপ্তার হইলে তাহারা একটা স্বীকারোক্তি করে বলিয়া জানা যায়। তদনুসারে তাহাদের বিরুদ্ধে মমলা রুজু করা হইয়াছে ফরিয়াদি পক্ষে প্রায় ৫০ জন সাক্ষীর সাক্ষ্য গ্রহণ করা হইয়াছে বোম্বাই গবর্ণমেণ্টের অনুমতি সাপেক্ষে থাকায় সেখান হইতে অনুমতি না পাওয়া পর্য্যন্ত মামলার শুনানী স্থগিত আছে।

বেলডাঙ্গা দাঙ্গার জের

বেলডাঙ্গা সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সম্পর্কে যে সকল ফৌজদারী মামলা রুজু করা হয় তাহার বিচারের ভার বিশেষভাবে মিঃ জে এ বিলের উপর ন্যস্ত হয় মিঃ বিল আগামী ১০ই ডিসেম্বর বিধ্বস্ত অঞ্চল সমূহ পরিদর্শন করিবেন।

দাঙ্গা সম্পর্কে যে সকল মামলা রুজু হইয়াছে—তাহার ব্যয়ের জন্য বেলডাঙ্গা হিন্দু সাহায্য সমিতির তহবিল হইতে ২১০০৲ টাকা মুর্শিদাবাদে জিলা হিন্দুসভার তহবিলে স্থানান্তরিত করা হইয়াছে।

বার্জ্জ হত্যার জের

গত শনিবার প্রধান প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট বার্জ্জ হত্যা সম্পর্কে ধৃত বিজনকুমার সেনগুপ্ত এম-এ, জিতেন সেনগুপ্ত এবং ক্ষিতীশ দত্ত রায়কে প্রমাণ অভাবে মুক্তি দেন। কিন্তু মুক্তির সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহাদিগকে সং কোঃ আইনানুসারে পুনরায় গ্রেপ্তার করা হয়।

পোষ্ট গ্রাজুয়েট ক্লাসের ছাত্র ভজন ঘোষ, তাহার ভগিনী কুমারী সুশীলা ঘোষ (আশুতোষ কলেজের বি-এস-সি ক্লাসের ছাত্রী), শৈলেশ রায় এবং সুকুমার দেকেও এই সম্পর্কে গ্রেপ্তার করা হইয়াছিল। ম্যাজিষ্ট্রেট তাঁহাদিগকেও মুক্তি দেন।

বে-আইনী পুস্তক রাখিবার জের

কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট আসামীর বসত বাটিতে 'গান্ধী গথলেজ' প্রভৃতি কতকগুলি বাজেয়াপ্ত পুস্তক রাখিবার অভিযোগে প্রধান প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেটের এজলাসে দীনেশচন্দ্র বর্ম্মণ নামক এক ব্যক্তিকে অভিযুক্ত করা হয়। আসামীকে গত ১লা ডিসেম্বর গ্রেপ্তার করা হয়, শুনানী মুলতুবী আছে।

খেতাজ গ্রেপ্তার

গত শুক্রবার-রিপোক ষ্ট্রীটে, ইনস্পেক্টর জার মন, জার্ম্মাণ ক্রুজার 'কালস্ক্র' দেখিয়া বাহির হইবার সময়, এডওয়ার্ড জেমস হট ড্রাগও নামক একজন খেতাজকে গ্রেপ্তার করে। তাহাকে নাগপুর কোনও বিশ্বাসঘাতকতা মামলায় পুলিশ খোঁজ করিতেছিল, গত শনিবার তাহাকে প্রধান প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেটের এজলাসে হাজির করা হইলে ম্যাজিষ্ট্রেট বিচারার্থ তাহাকে নাগপুর প্রেরণ করিবার আদেশ দেন। চিত্তরঞ্জন এভেনিউতে কোনও সার্কাসের সে রিং মাষ্টার ছিল বলিয়া প্রকাশ।

নিরস্ত্রীকরণ বৈঠকের পুনর্জ্জীবন

৮ই ডিসেম্বর মিঃ আর্থার হেণ্ডারসন, পররাষ্ট্র সচিব স্যার জন সাইমনের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। ইহাতে নিরস্ত্রীকরণ সম্পর্কিত আলোচনার কথা আবার সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে।

প্যারিসস্থিত বৃটিশ দূত লর্ড টাইরেল লণ্ডনে আসিয়াছেন। তিনি আবার পুনরায় স্যার জন সাইমনের সহিত দেখা করিয়াছেন। বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট সম্প্রতি বার্লিনস্থিত বৃটিশ দূতের মারফতে হার হিটলারের সহিত রাজনৈতিক আলোচনা চালাইতেছেন। রোমস্থিত বৃটিশ দূতের দ্বারা সিনর মুসোলিনীর সঙ্গেও কথাবার্ত্তা চালান হইতেছে।

অতঃপর লণ্ডনে বৃটিশ পররাষ্ট্র সচিবের সহিত লর্ড টাইরেল ও মিঃ আর্থার হেণ্ডার সনের আলোচনার দ্বারা মনে হইতেছে, বার্লিন ও রোমের সহিত লণ্ডনের রাজনৈতিক আলোচনার ফলে নিরস্ত্রীকরণ সম্পর্কিত প্রস্তাব পুনরুত্থাপিত হইয়াছে। ইদানীং বার্লিনে ফরাসী দূতের সহিত হার হিটলারের যে কথাবার্ত্তা হইয়াছে তাহাতেও এই আশা বলবতী হইয়াছে।

কটক বন্যা পীড়িতদের অবস্থা

শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় উড়িষ্যার বন্যাপ্লাবিত স্থানে গমন করিয়াছিলেন। তথাকার অবস্থা দেখিয়া বিপন্ন নরনারীর সাহায্যার্থে তিনি নিম্নলিখিত বিবৃতি প্রচার করিয়াছেন:—রামমোহন শতবার্ষিকী অনুষ্ঠান উপলক্ষে আমি কটক গিয়াছিলাম। সেই সময় কটক জেলার কাটজুড়ী নদীর তীরবর্তী কাঠপাদা গ্রামের বন্যাসাহায্য কেন্দ্রটি পরিদর্শন করিতে যাই ভারত-ভৃত্য সমিতির শ্রীযুক্ত লক্ষ্মীনারায়ণ সাহু, শ্রীমতী মালতী চৌধুরী এবং অন্যান্য কয়েকজন আমাকে তথায় লইয়া যান, আমাদিগকে আঠার মাইল মোটরে, দেড় মাইল পায়ে হাঁটিয়া এবং অবশিষ্ট চার মাইল নৌকাযোগে যাইতে হইয়াছিল। সাহায্য করার জন্য অস্থায়ীভাবে গাছতলায় একটি ছোট ঘর নির্ম্মাণ করা হইয়াছে। বন্যার্তদের মধ্যে চাউল বিতরণ করা হয়, চাউল বিতরণের দিন বহু সংখ্যক পুরুষ, স্ত্রী, শিশুর দল সেই স্থানে সমবেত হইতে থাকে। উড়িষ্যা বন্যা সমিতি জানাইয়াছেন যে, ঐ সমস্ত বন্যাবিধ্বস্ত অঞ্চলে সাহায্য করার জন্য অন্ততঃ পক্ষে ৫ লক্ষ টাকার প্রয়োজন বর্ত্তমানে কর্ম্মিদিগকে মাত্র ২৭০০০৲ টাকা লইয়া সাহায্য কার্য্য চালাইতে হইতেছে। উক্ত কারণে তাঁহারা বয়স্কদের জন্য জন পিছু একপোয়া চাউল দিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। অগত্যা বন্যাক্রান্ত লোকেরা গাছ গাছড়া সিদ্ধ করিয়া তাহার দ্বারাই ক্ষুন্নিবৃত্তি করিয়া থাকে। কর্ম্মীদের হাতে এখন যে পরিমাণ অর্থ আছে তাহার দ্বারা আর মাত্র পাঁচ সপ্তাহ সাহায্য কার্য্য চালান যাইতে পারে। কিন্তু আমার মনে হয় সাহায্য আরও বেশীদিন ধরিয়া চালান দরকার। শীতকাল আসিয়া পড়িয়াছে। সুতরাং বন্যাবিধ্বস্ত অঞ্চলের লোকদিগের কিছু শীতবস্ত্রেরও প্রয়োজন এই সময় ঐ লোকদিগের বাড়ীঘরেরও কিছু কিছু সংস্কার আবশ্যক। বর্ত্তমানে যে পরিমাণ টাকা আছে, তদ্দ্বারা এই সমস্ত করা সম্ভবপর নয়। আমি বিভিন্ন গ্রামের মোড়লদের সহিত দেখা করিয়াছি ঐ সমস্ত গ্রামে যে বাঁধ দেওয়া হইয়াছিল তাহা বন্যায় বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে। সুতরাং উহারও সংস্কার আবশ্যক। শ্রীযুক্ত লক্ষ্মীনারায়ণ সাহু কোন্ গ্রামে কিরূপ অবস্থা হইয়াছে তাহা একটি ম্যাপের সাহায্যে আমাকে বুঝাইয়া দেন।

ঐ সমস্ত অঞ্চলের বাঁধগুলির সংস্কার করা যদি আপাততঃ সম্ভব না হয়। তথাপি লোকদিগের মধ্যে খাদ্য, বস্ত্র এবং গৃহ সামগ্রী বিতরণ করা একান্ত প্রয়োজন।

তারের ঠিকানা— 'শ্রীধাম' ...

ডাকের ঠিকানা—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

দৈ নি ক

REG. C1544

বিজ্ঞাপনের হার

প্রতিবারে

প্রতি ইঞ্চি ১৲

প্রতি কলম ৬৲

অৰ্দ্ধ কলম ৩।০

সিকি কলম ২৲

চুক্তির হার

স্বতন্ত্র।

THE NADIA-PRAKASH

সাহায্যের হার

অগ্রিম দেয়

বার্ষিক ৯৲

ষান্মাসিক ৫৲

ত্রৈমাসিক ২৷০

মাসিক ১৲

নগদ বর্ত্তমান

সংখ্যা ৫

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৮ম খণ্ড : সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বেদান্তবাচস্পতি [২৪০শ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর— ২৯শে অগ্রহায়ণ শুক্রবার ১৩৪০. ১৫ই ডিসেম্বর ১৯৩৩

স্পেনে ভীষণ দাঙ্গা

বিপ্লবীদল সমগ্র স্পেনে দাঙ্গা আরম্ভ করিয়াছে। গত ৯ই ডিসেম্বর বিপ্লবীদলের উত্তেজনাপূর্ণ একটা ঘোষণা পত্র প্রচারিত হয়। যে ঘোষণার মর্ম্ম ছিল স্পেন-রাজ্য ধ্বংস করিতে হইবে এবং ব্যাঙ্ক ও বাসস্থানের সকল আটক করিতে হইবে। এই প্রসিদ্ধি পত্রের উত্তেজনায় বিপ্লবীদল ক্ষেপিয়া উঠিয়া পুনরায় দাঙ্গা আরম্ভ করিয়াছে।

জোরোগোজা হইতে এক ভীষণ সংবাদ আসিয়াছে। বিপ্লবীদল এখানে বিষমকাণ্ড করিয়াছে। জোরোগোজার কমিউনিষ্টেরা সিভিল গার্ডের পুত্র-কন্যাদিগকে ধরিয়া সৈন্যের ন্যায় সম্মুখ দিয়া চালাইতে বলিয়াছে এবং স্বামীদিগের উপর গুলী বর্ষণ করিয়াছে। স্বামীরা নির্ব্বাক হইয়া অত্যাচার সহ্য করিয়াছে। মৃত্যুর সংখ্যা হইয়াছে বাট। অনেকে আহত হইয়াছে। তারপর গ্রেপ্তার হইয়াছে এক সহস্র।

ধর্ম্মমন্দির চুরমার

গ্রানাডায় দুইটি গীর্জ্জা বিপ্লবীরা চুরমার করিয়াছে। দুইটি ধর্ম্মমন্দিরে ডিনামাইট দিয়া আগুন ধরাইয়া দিয়াছে। অনেকে মোটর লইয়া যাইতে পারে নাই পথিমধ্যে বিপ্লবীর অত্যাচারে পড়িয়াছে। গাড়ীগুলিকে উল্টাইয়া দেওয়া হইয়াছে। গাড়ীর যাহারা আরোহী ছিল তাহাদিগকে বিপ্লবীদলে ধরিয়া বন্ধ রাখিয়াছে।

ধর্ম্মঘটের আশঙ্কা

সমগ্র স্পেনে বিপ্লবী কেন্দ্র এবং জাতীয় শ্রমিক সঙ্ঘের সমস্ত অফিস বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। পাছে কোন অশান্তির উদ্ভব হয়, এই আশঙ্কায় কতকগুলি লোককেও গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। গত ৯ই ডিসেম্বর বার্সিলোনায় তেমন কোন গোলযোগ হয় নাই। কেবলমাত্র কয়েকটি বোমা এবং বন্দুকের আওয়াজ হইয়াছিল। বন্দুকের গুলীতে দু'জন নিহত হইয়াছে। এখন রাস্তায় রাস্তায় সৈন্য পাহারা। দেশের সকল জায়গায় শান্তি নাই আবার ধর্ম্মঘটের আশঙ্কা হইয়াছে।

বার্সিলোনায় দাঙ্গা

গত ১০ই তারিখ বার্সিলোনায় জোর দাঙ্গা হইয়াছিল। দাঙ্গাকারীরা দল বাঁধিয়া রাস্তার মাঠে, ময়দানে, সাধারণের বস্তিতে খুব হাঙ্গামা করিয়াছিল। ঢিল, পাটকেল, ছোড়াছুড়ও চলিয়াছিল। বোমা বন্দুকও বাদ যায় নাই। হাঙ্গামার দলে এত অধিক লোক ছিল যে, পুলিশ সহসা কিছু করিতে পারে নাই। পুলিশ আক্রমণ করিলে দুর্ব্বৃত্তেরা সরিয়া যাইবার পরিবর্ত্তে পুলিশকেই আক্রমণ করিয়াছিল। পুলিশ তখন সৈন্য সাহায্য চাহিলে দলে দলে যখন সৈন্য দেখা দিল, তখন বিপ্লবীদল দল-বাঁধিয়া পলায়ন করিয়াছিল। কিন্তু তাহার পরক্ষণেই আবার দাঙ্গা। আবার বোমার ছড়াছড়ি, ইটপাটকেল নিক্ষেপ ও বেজায় হৈ চৈ। আবার পুলিশের দেখা, এবার নিঃশব্দে সকলের পলায়ন।

নোয়াখালিতে সশস্ত্র ডাকাতি

বেগমগঞ্জ থানার অন্তর্গত আমকির সন্নিকটে ৯ই তারিখে প্রাতে প্রকাশ্য রাজপথে এক সশস্ত্র ডাকাতির সংবাদ আসিয়া পৌছিয়াছে। ডাকাতগণ কর্ত্তৃক আক্রান্ত এবং ক্ষতিগ্রস্থ দ্বারিকানাথ নামে দশঘরিয়ার জনৈক ব্যবসায়ী ১০৬৮৲ টাকা লইয়া বাইসাইকেলে চড়িয়া চৌমুহনী অভিমুখে যাইতেছিল। এমন সময় বাইসাইকেল আরোহী দুইজন যুবক পিস্তল এবং ছোড়া দেখাইয়া তাহার সমস্ত টাকা-কড়ি অপহরণ পূর্ব্বক চম্পট দেয়।

পাটনায় ডাকলুট

মজঃফরপুর হইতে ১১ই ডিসেম্বর সংবাদ পাওয়া গেল যে, বি, এন, ডব্লিউ রেলপথের মাহনর রোড ষ্টেশনে যাইবার যে রাজপথ, ১০ই ডিসেম্বর সন্ধ্যাকালে তথায় ডাকলুট হইয়া গিয়াছে।

প্রকাশ, গোধূলির সময় মাহনর ডাকঘরের একজন ডাকহরকরাকে ২ জন লোক পথিমধ্যে আক্রমণ করে। তাহারা তাহাকে লাঠির সাহায্যে প্রহার করিয়া ডাকের ব্যাগ লইয়া পলাইয়া যায়।

ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

২৯শে অগ্রহায়ণ শুক্রবার ১৩৪০

জাপ-ভারত বাণিজ্য আলোচনা

টোকিও হইতে প্রাপ্ত সংবাদে প্রকাশ, ভারত গবর্ণমেণ্টের শেষ প্রস্তাব সম্পর্কে জাপানী গবর্ণমেণ্ট উত্তরের খসড়া করিয়াছেন, কিন্তু জাপানী বাণিজ্য-সচিব মিল-মালিকগণের সহিত পরামর্শ করিবার জন্য ওসাকা যাত্রা করিয়াছেন। ওসাকার ব্যবসায়িগণ ভারতীয় তুলা বয়কটের জন্য পুনরায় সিদ্ধান্ত করায় ফলে ভারতে যে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হইয়াছে, তাহা বিবেচনা করিয়া বাণিজ্য চুক্তি সংক্রান্ত আলোচনা কালে জাপানী ব্যবসায়িগণ যাহাতে আর ঐরূপ ভুল না করেন, তজ্জন্য জাপানী কর্তৃপক্ষ বিশেষ উদ্বিগ্ন হইয়াছেন।

আরও জানা গিয়াছে যে, ইয়েনের বিনিময়-হার কমিয়া যাওয়ার বিরুদ্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থা রাখিয়া বাণিজ্য চুক্তিতে একটী ধারা সংযুক্ত করিবার জন্য ভারতীয়দের দাবীর যৌক্তিকতা জাপানী গবর্ণমেণ্ট উপলব্ধি করিয়াছেন।

বাণিজ্যচুক্তি অনুযায়ী যাহাতে কাজ-কর্ম্ম সুচারুরূপে নির্ব্বাহ হয়, তজ্জন্য জাপানী গবর্ণমেণ্ট ইচ্ছা করিলে টোকিয়োর একজন ভারতীয় ট্রেড-এজেণ্ট নিযুক্ত হইতে পারে।

এখন পর্য্যন্ত এরূপ কিছুই ঘটে নাই, যাহাতে অনুমান করা যাইতে পারে যে, মীমাংসার আশা পূর্ব্বাপেক্ষা কমিয়া গিয়াছে। খুব সম্ভব ১৩ই ডিসেম্বর বুধবার আবার জাপ-ভারত বাণিজ্য আলোচনা আরম্ভ হইবে।

কলেজের ছাত্র গ্রেপ্তার

শ্রীহট্টের পুলিস প্রাক্তে সরকারী উকীল রায়বাহাদুর সতীশচন্দ্র দত্তের বাড়ীতে খানাতল্লাস করে। পরে পুলিস রায় বাহাদুরের পুত্র স্থানীয় কলেজের ছাত্র বারীন্দ্রচন্দ্র দত্তের জিনিষপত্র খানাতল্লাস করিয়াছে। আপত্তিকর কিছু পাওয়া গিয়াছে বলিয়া জানা যায় নাই। পুলিস বীরচন্দ্রকে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৪২০ ও ১২০ বি ধারা অনুযায়ী গ্রেপ্তার করে। পরে তাহাকে জামীনে মুক্তি দেওয়া হইয়াছে।

প্রকাশ, কলিকাতার ত্রিগুণে-ব্যাঙ্ক প্রতারণা মামলার সম্পর্কেই এই খানাতল্লাস ও গ্রেপ্তার।

তিনজন দণ্ডিত

বাখরগঞ্জের সহকারী দায়রা জজ মিঃ বি, পি, মজুমদার কোতয়ালী থানার অন্তর্গত শোলনা গ্রামের অনন্ত দোবী, শুক্তা দাস ওরফে যোগেন্দ্র দাস ও লোহা দত্ত ওরফে সতীশ দত্তকে ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের ৩৯৫ ধারা (ডাকাতি) মতে দোষী সাব্যস্ত করিয়া আসামী তিন জনের প্রত্যেককে ৫ বৎসর করিয়া সশ্রম কারাদণ্ডে দাণ্ডত করিয়াছেন।

প্রকাশ, বিগত ২২শে জুন তারিখে প্রায় ৭ জন লোক শোলনার অনন্ত সিকদার নামে এক ব্যক্তির বাটীতে জোর করিয়া প্রবেশ করে এবং বাটীর লোকের উপর অত্যাচার করিয়া সোনার অলঙ্কার প্রভৃতি লইয়া চম্পট দেয়। আরও প্রকাশ, আসামী লোহা দত্ত ও শুক্তা দাসকে ডাকাতি করার সময়ে চিনিতে পারা গিয়াছিল।

আসামী পক্ষ হইতে বলা হইয়াছে যে অভিযোগকারী আসামীদিগের বিরুদ্ধে বহুদিন ধরিয়া হিংসা পোষণ করিত। তাহা চরিতার্থ করিবার জন্য অভিযোগকারী এই মামলা আনয়ন করিয়াছেন।

উকীল শ্রীযুত বঙ্কিম চন্দ্র গুহ ও জিতেন্দ্র নাথ রায় আসামী পক্ষ ও এ্যাডভোকেট মিঃ জিতেন্দ্র নাথ সেন সরকার পক্ষের মামলা পরিচালনা করেন।

শ্যাম রাজের পুনরাগমন

শ্যামের রাজা-রাণী রাজধানীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন। বিদ্রোহের প্রারম্ভেই তাঁহারা রাজধানী ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছিলেন। বিদ্রোহীরা কিছুই করিতে পারে নাই। কেবল একটা সাময়িক অশান্তির সৃষ্টি করিয়াছিল।

নূতন পরিষদ উদ্ঘাটন

শ্যামরাজ ১১ই ডিসেম্বর নূতন পরিষদের দ্বার উদ্ঘাটন করিবেন। ঐ দিবস নিয়মতন্ত্রের গঠন হইয়াছিল। সুতরাং উদ্ঘাটনের দিবস নিয়মতন্ত্রের বার্ষিকী। শুভক্ষণে পরিষদের দ্বার উদ্ঘাটন হইবে, রাজজ্যোতিষিগণ সময় দিয়াছেন, বেলা এগারটা দুই মিনিট। উহাই উদ্ঘাটনের মহেন্দ্রক্ষণ।

জমিদারের বাড়ীতে রিভলভার

ঢাকা সহরের কলতাবাজারের জমিদার শ্রীযুত অনন্তহরি বসাকের বাড়ীতে একটি ৬ নলা রিভলভার পাওয়া যায়। সেই সম্পর্কে পুলিস গত ৯ই ডিসেম্বর ছয় জনকে গ্রেপ্তার করে। উকীল শ্রীযুত শ্রীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাঁহাদের জামীনে মুক্তি দিবার জন্য আবেদন করেন।

অনন্তহরি বসাকের ১৪ বৎসর বয়স্ক পৌত্রের জন্য যে জামীনের আবেদন করা হয় ১২ই তারিখে তাহার সম্বন্ধে বিবেচনা করা হইবে।

২০শে ডিসেম্বর পুনরায় শুনানী হইবে।

ম্যাজিষ্ট্রেটের বাড়ীতে চুরি

কিষণগঞ্জের সাব ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ দেও সাগর সিংহের বাড়ীতে সম্প্রতি এক চুরি হইয়া গিয়াছে। চোরের নগদে ও অলঙ্কারে প্রায় দেড় হাজার টাকা লইয়া সরিয়া পড়িয়াছিল। পুলিসে সংবাদ দিলে এই সম্পর্কে জোর তদন্ত হয়। ফলে, এক জন লোক ধরা পড়ে। প্রকাশ, তাহার নিকট নাকি অপহৃত অলঙ্কারগুলি পাওয়া গিয়াছে।

রেল ষ্টেশনে বিস্ফোরক

প্রকাশ, মজঃফরপুর রেল ষ্টেশনের প্লাটফরমে কে বা কাহারা কিছু বিস্ফোরক দ্রব্য ফেলিয়া গিয়াছিল। শুক্রবার উক্ত ষ্টেশনের কোন বিহারী খালাসী না জানিয়া সেই বিস্ফোরক দ্রব্যের উপর যাইয়া পড়ে। ফলে, সে গুরুতর জখম হয়। গোয়েন্দারা এ ব্যাপারের তদন্ত করিতেছে।

বেরার বিচ্ছেদের প্রতিবাদ

বেরার সমস্যা সম্পর্কে রাজপ্রতিনিধির ঘোষণায় জনসাধারণ অত্যন্ত চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে। বেরার প্রদেশের প্রায় সমস্ত নেতা এই অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে, বেরার নিজামকে ফিরাইয়া দেওয়া চলিবে না।

শ্রীযুত দেশমুখের মন্তব্য

বেরার প্রদেশের জাতীয়তাবাদী দলের নেতা এবং নবগঠিত গণতান্ত্রিক স্বরাজ-দলের অস্থায়ী সভাপতি শ্রীযুত আর, এম, দেশমুখ অত্যন্ত স্পষ্টভাবায় "য়ুনাইটেড প্রেসের" নিকট নিম্নলিখিত অভিমত প্রকাশ করিয়াছে :—

"রাজপ্রতিনিধির ঘোষণা বেরার প্রদেশের জনসাধারণের পক্ষে শুভকর নহে। ইহার ফলে যে দুইটি প্রদেশের ভাগ্য একত্রে বাঁধা আছে, তাহাদের মধ্যে বিরোধের সূত্রপাত হইবে। বেরারের অর্থে মধ্য প্রদেশকে পরিপুষ্ট করার নীতি আইন দ্বারা মঞ্জুর করা হইয়াছে এবং এই নীতিকে স্থায়ী করিবার সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে।

শ্রীযুত কেশপাণ্ডের অভিমত

বেরার যুবসঙ্ঘের ভূতপূর্ব্ব সভাপতি শ্রীযুত কেশপাণ্ডে দৃঢ়ভাবে এই অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে, আইন অনুসারে নিজাম বেরার প্রদেশের উপর নাম মাত্র প্রভুত্বের দাবীও বিস্তার করিতে পারেন না।

শ্রীযুত দেশ পাণ্ডে বেরার বিচ্ছেদে বিরোধী। তিনি বলেন, বিচ্ছেদ কেবল যে অর্থনৈতিক দিক হইতে অসম্ভব, তাহা নহে, অন্যান্য দিক হইতেও ইহা বিপজ্জনক।

তিনি বলিয়াছেন :—"জাতীয়তার দিক হইতে বিবেচনা করিলে বুঝা যায় যে, মধ্য প্রদেশের সহিত বেরার সংযুক্ত থাকিলেই, তাহার স্বার্থ চিরদিন নিরাপদ থাকিবে।"

দিল্লীতে কর্ম্মি ও নেতৃ সম্মিলন

নেতৃবর্গ এবং কর্ম্মীগণের এক সম্মেলনে সাব্যস্ত করা হইয়াছে যে, কোন বেতনভুক স্বেচ্ছাসেবক ভর্ত্তি করা হইবে না এবং নেতৃবৃন্দ নিজেরাই স্বেচ্ছাসেবকগণের "ব্যাজ" পরিধান করিবেন। মিঃ আসফ আলীর নেতৃত্বে ১১ই ডিসেম্বর অপরাহ্ণে ফিরোজশা-কোটলার স্বেচ্ছাসেবকদিগের শ্রেণীবদ্ধভাবে সমাবেশ ব্যবস্থা প্রদর্শিত হইবে। পণ্ডিত ইন্দ্র, লালা দেশবন্ধু, শ্রীযুত কোহলী, মিঃ আসফ আলির সহধর্ম্মিণী, শ্রীযুক্ত সাহনীর সহধর্ম্মিণী এবং শ্রীমতী সত্যবতী প্রভৃতি সকলেই স্বেচ্ছাসেবক ও স্বেচ্ছাসেবিকারূপে ভর্ত্তি হন।

বিপ্লব দমন আইনে দুই ভ্রাতা

দুই ভ্রাতা হেমেন্দ্রকুমার সাহা ও সুধীন্দ্রকুমার সাহা বঙ্গীয় বিপ্লব দমন আইন অনুযায়ী অভিযুক্ত হয়। স্পেশাল ম্যাজিষ্ট্রেট মৌলভী মুস্তাফিজীর রহমান খাঁর এজলাসে পুলিস সাব ইনস্পেক্টর সাক্ষ্যপ্রদান করিয়াছেন। তিনি বলেন, তিনি তদন্ত আরম্ভ করেন ও অভিযোগপত্র দাখিল করেন।

পিতার মুক্তি লাভ

এ স্থলে উল্লেখ করা যাইতে পারে, জিলা ম্যাজিষ্ট্রেটের পরোয়ানার বলে গোয়েন্দা বিভাগের পুলিস আসামীদের বাড়ীতে খানাতল্লাস করে এবং কয়েকটি আপত্তিকর পুস্তিকা পায়। দুই ভ্রাতাকে পিতা শ্রীযুত গুরুচরণ সাহার সহিত গ্রেপ্তার করিয়া ম্যাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে পাঠাইয়া দেওয়া হয়। পুলিস দুই ভ্রাতার বিরুদ্ধে অভিযোগপত্র দাখিল করে, কিন্তু পিতাকে প্রমাণাভাবে মুক্তিপ্রদান করে। উভয় পক্ষের সওয়াল জবাব শেষ হইলে মামলা ১২ই তারিখ পর্য্যন্ত রায়প্রদানের জন্য মুলতুবী হইয়াছে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক

— পারমার্থিক পত্র —

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশ-
তনয়স্তদ্ধাম-বৃন্দাবনম্,
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং
প্রেমা পুমর্থো মহান্,
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং
তত্রাদরো নঃ পরঃ॥

৮ম বর্ষ ১৩ নারায়ণ গৌরাব্দ ৪৪৭, ২৯শে অগ্রহায়ণ বঙ্গাব্দ ১৩৪০, ১৫ই ডিসেম্বর ইং ১৯৩৩, শুক্রবার ১৪০ তম সংখ্যা

লণ্ডন সংবাদ

লণ্ডন হইতে প্রেরিত গত ২৩শে নভেম্বর তারিখের পত্রে প্রকাশ, লণ্ডন গৌড়ীয়-মঠের অন্যতম প্রচারক বাগ্মীপ্রবর ত্রিদণ্ডি-স্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ পিকাডেলী পল্‌মলের ট্রাভেলারস্ ক্লাবে স্যার ফ্রেন্সিস্ ইয়ং হাজ্‌ব্যাণ্ডের সহিত 'ভগবান্ ও তাঁহার প্রেমের ধারণা' সম্বন্ধে অনেক আলোচনা করিয়াছেন। উক্ত স্যার ফ্রেন্সিস্ মহোদয় পুনরায় বাস্তব ভগবানের উন্নততর ধারণায় বিষয়ে আরও অনেক কথা শুনিবার জন্য উদ্‌গ্রীব আছেন।

বর্দ্ধমানের মহারাজা বাহাদুর ভিন্ন ভিন্ন স্থানে পরিচয় প্রদান পূর্ব্বক আমাদের প্রচার-কার্য্যে সহায়তা করিবার জন্য প্রতি-শ্রুতি দিয়াছেন।

ডক্টর সুকুমার চক্রবর্ত্তী, ডি-লিট, বার-এট্-ল প্যারিসের ডক্টর সিল্‌ভিয়ান্ ল্যাভি কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া স্বামীজীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিলেন। "শ্রীচৈতন্যের দর্শন" সম্বন্ধে একটী প্রবন্ধ লিখিয়া ডক্টর চক্রবর্ত্তী মহোদয় প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয় হইতে সম্প্রতি 'ডক্টর' উপাধি লাভ করিয়াছেন। ঐ বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহার বিবৃতিতে এবং যেরূপ ভাবে তিনি শ্রীচৈতন্যের দর্শন প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার ধারাপ্রণালীতে সন্তুষ্ট হইয়া সাধারণভাবে আলোচনার পর উহা প্রকাশ করিতে মনস্থ করিয়াছেন। ঐ প্রবন্ধটী ফরাসী ভাষায় লিখিত। ডক্টর চক্রবর্ত্তী উহার কয়েক পৃষ্ঠা পড়িয়া স্বামীজীকে শুনাইয়াছিলেন, তাহাতে তিনি তাহার প্রতি-ছত্রে*

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে

শ্রীমদ্ ভারতী মহারাজের বক্তৃতা

গতকল্য ১০ই ডিসেম্বর সন্ধ্যা ৬ ঘটিকায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্জ্জন হলে পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ "শ্রীচৈতন্যের শিক্ষা" বিষয়ে একটী বক্তৃতা প্রদান করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন-শাস্ত্রের অধ্যাপক ডাঃ শ্রীযুক্ত জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ মহোদয় এই বক্তৃতার ব্যবস্থা করিয়া ঢাকার ছাত্রবৃন্দ ও সর্ব্বসাধারণকে সভায় আহ্বান করিয়াছিলেন। ছাত্রবৃন্দ ব্যতীত সভায় বহু ভদ্রমহিলা ও উচ্চশিক্ষিত বিশিষ্ট ভদ্রলোক উপস্থিত হইয়াছিলেন।—

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙ্গালা সাহিত্যের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় স্বামীজীর সংক্ষিপ্ত পরিচয়-প্রদান-মুখে সভার কার্য্য আরম্ভ করেন। পরে শ্রীগুরু-বৈষ্ণববন্দনা ও একটী মহাজন-পদ কীর্ত্তনের পর স্বামীজী তাঁহার স্বাভাবিক বজ্রগম্ভীরস্বরে ওজস্বিনী ভাষায় পূর্ণ এক ঘণ্টাকাল বক্তৃতা করেন। বক্তৃতার সারাংশ নিম্নে প্রদত্ত হইল।

স্বামীজী বক্তৃতা-আরম্ভ-মুখে প্রকৃত বিদ্যার সংজ্ঞা প্রদানপূর্ব্বক 'শ্রীচৈতন্যের শিক্ষা' কথাটীর বিশ্লেষণ করেন। অনন্তর শ্রীচৈতন্যের স্বরূপ ও স্বরূপ-জ্ঞানলাভের উপায় নির্দ্দেশ করিয়া তাঁহার শিক্ষার ত্রিধারা কীর্ত্তন করেন। "জীবে-দয়া নামে-রুচি বৈষ্ণব-সেবন"—এই ত্রিধারাতেই শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা-মন্দাকিনী জগজ্জীবের কল্যাণার্থ জগতে প্রবাহিতা। স্বামীজী মহারাজ এই ত্রিধারায় প্রত্যেকটীর ধারা-বাহিক বিচার বিশ্লেষণ পূর্ব্বক সুষ্ঠু তাৎপর্য্য প্রদর্শন করেন। অচৈতন্য-গ্রস্ত নিত্যচেতন জীবের চৈতন্যস্বরূপ-উদ্বোধনই প্রকৃষ্ট জীবে-দয়া। আত্মচৈতন্য-জ্ঞান ও পরমচৈতন্যজ্ঞান সাক্ষাৎ পরম-চৈতন্য শ্রীচৈতন্যদেবের বা তাঁহার নিজজনের কৃপায় ও সঙ্গপ্রভাবে লভ্য। তজ্জন্য বৈষ্ণবসেবা বা সঙ্গ অর্থাৎ প্রকৃত সাধুসঙ্গ একান্ত প্রয়োজন। সাধুসঙ্গে শব্দব্রহ্ম শ্রীহরিনাম-কীর্ত্তনই জীবের সুপ্ত বা আবৃত চৈতন্যকে উদ্বোধিত করিয়া দেয় এবং জীবকে শোক, মোহ ও ভয়ের কবল হইতে চিরতরে মুক্ত করিয়া নিত্যানন্দের সন্ধান প্রদান করে।

উপসংহারে অধ্যাপক বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বলেন—'আমরা আজ বাগ্মীশ্রেষ্ঠ পরম পণ্ডিত পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজের নিকট শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষার কথা শ্রবণ করিয়া অনেক চৈতন্য লাভ করিলাম—অনেক শিক্ষা লাভ করিলাম। তাঁহার এই শিক্ষা যেন আমরা জীবনে পালন করিতে পারি, তাঁহার নিকট এই প্রার্থনা জানাইতেছি। আমরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ হইতে স্বামীজী-মহারাজকে আমাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও অভিনন্দন জানাইতেছি।' অতঃপর একটী মহাজনপদ কীর্ত্তনান্তে সভা ভঙ্গ হয়।

(ক্রমশঃ)

*অসম্ভব ভ্রম দেখাইতে বাধ্য হইয়াছিলেন। ডক্টর সুকুমার বাবু পুনরায় আসিবেন বলিয়াছেন।

সাময়িক প্রসঙ্গ

পাঠকগণ শুনিয়া সুখী হইবেন যে; বর্ত্তমানযুগে শুদ্ধভক্তিপ্রচারের মূলপুরুষ শ্রীল ভক্তিবিনোদঠাকুর-কৃত বঙ্গভাষায় লিখিত 'শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত' নামক অপূর্ব্ব গ্রন্থটী শ্রীল প্রভুপাদের অনুকম্পিত শ্রীযুক্ত প্রমোদভূষণ গুহ ঠাকুরতা বি-এ মহোদয় ইংরাজীতে অনুবাদ করিতেছেন। শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের কৃপায় এই জীবমঙ্গল-কার্য্যটী সমাপ্ত হইলে তাহা পাঠের সুযোগ লাভ করিয়া বহু বঙ্গভাষানভিজ্ঞ ব্যক্তি যে মহোপকৃত হইবেন—নিত্যমঙ্গলময় পথের সন্ধান পাইবেন তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই।

কটক রেভেন্স কলেজের ইতিহাসের প্রধান অধ্যাপক মহামহোপদেশক আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল এম এ ভক্তি-সুধাকর, ভক্তিশাস্ত্রী মহোদয় এক কার্য্যব্যপদেশে পুরীধামে গমন করেন। তথায় শিলিগুড়ি হাইস্কুলের হেড্‌মাষ্টার ও শ্রীহট্টের জনৈক হেডমাষ্টারের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। ভক্তিসুধাকর প্রভুর মুখে গৌড়ীয়মিশনের জগন্মঙ্গল-কার্য্যাদির কথা—শ্রীচৈতন্যবাণী-প্রচারের কথা শ্রবণ করিয়া শিলিগুড়ি হাইস্কুলের হেডমাষ্টার মহোদয় পরমানন্দিত হন।

ভক্তিসুধাকর প্রভু দেওঘরের সন্নিকটস্থ মধুপুর হইতে আগত জনৈক শিক্ষিত ভদ্র-লোক এবং তথাকার স্কুলবিভাগের ডিষ্ট্রিক্ট ইন্‌স্পেক্টর মহোদয়ের সহিতও ধর্ম্মসম্বন্ধে কিছুক্ষণ আলোচনা করেন। তাঁহারা উভয়ে শ্রীচৈতন্যদেবের অমন্দোদয়দয়ার কথা অত্যন্ত আগ্রহের সহিত শ্রবণ করেন।

গুরু কৃষ্ণরূপ হন শাস্ত্রের প্রমাণে। গুরুরূপে কৃষ্ণ কৃপা করেন ভক্তগণে॥

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১৩ নারায়ণ নিধি গর্ভোদশায়ী

ছড়া কীর্ত্তনীয় নহে

[৩]

পূর্ব্বোক্ত ছড়াটী গুরুপরম্পরায় আগত নহে, উহা কোন সাত্বত-শাস্ত্রেই নাই এবং শ্রীমন্মহাপ্রভু কিম্বা তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী বা পরবর্ত্তী কোন মহাজন কর্ত্তৃক অনুমোদিত নহে। অতএব উহা কোন ব্যক্তি-বিশেষের কল্পিত ছন্দসন্দ বা নামাপরাধ মাত্র। নামাপরাধ কীর্ত্তন করিলে নামাপরাধের বিষময় ফলই লাভ হইবে।

— —

শ্রীযুক্ত রাধাকৃষ্ণ বসু মহাশয় কর্ত্তৃক প্রকাশিত "অষ্টপ্রহর নামসংকীর্ত্তন" নামক পুস্তকের ৭ম পৃষ্ঠায় দেখা যায় যে ঐ ছড়া তাঁহার গুরু (?) শ্রীরাধারমণ (শুনা যায় তাঁহার পূর্ব্বনাম বঙ্গদেশের অন্তর্গত মহিষখোলা-নিবাসী শ্রীরাইচরণ ঘোষ) কর্ত্তৃক রচিত হইয়াছে। বসু মহাশয় উক্ত পুস্তকে শ্রীশ্রীচৈতন্য-ভাগবতের ও শ্রীশ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতের নিম্নলিখিত পয়ার ও শ্লোক উল্লেখ করিয়া ছড়া-প্রবর্ত্তককে শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দের মিলিততনু বা অবতার সাজাইবার বৃথা চেষ্টা করিয়াছেন।

এই মত আরো আছে দুই অবতার।
কীর্ত্তন-আনন্দরূপ হইবে আমার॥
এই দুই জন্ম মোর সঙ্কীর্ত্তনারম্ভে।
দুই ঠাঞি তোর পুত্র রহু অবিলম্বে॥
(চৈঃ ভাঃ মধ্য ২৭ পঃ)

বন্দে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-নিত্যানন্দৌ সহোদিতৌ
গৌড়োদয়ে পুষ্পবন্তৌ চিত্রৌ শন্দৌ
তমোনুদৌ॥
(চৈঃ চঃ আদি ১ম পঃ)

তিনি শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবতের পূর্ব্বোক্ত পয়ার দুইটী উল্লেখ করিয়াছেন কিন্তু শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবতের নিম্নলিখিত পয়ারটী বাদ দিয়াছেন কেন?

মোর অর্চ্চা-মূর্ত্তি মাতা তুমি সে ধরণী।
জিহ্বারূপা তুমি মাতা নামের জননী॥
(চৈঃ ভাঃ মধ্য ২৭ পঃ)

এই পয়ারটীর মর্ম্ম সকলে সহজেই বুঝিবেন যে—"অর্চ্চাবিগ্রহ ও শ্রীনাম" এই দুই অবতারের কথাই বর্ণিত হইয়াছে কিন্তু ঐ পয়ারটী উল্লেখ করিলে অবতার সাজিয়া বা সাজাইয়া লোকবঞ্চনা করিবার বিঘ্ন হইবে বলিয়া উহা বাদ দিয়াছেন কি?

— —

দ্বিতীয় কথা এই যে শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী-কৃত শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের—

"বন্দে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-নিত্যানন্দৌ
সহোদিতৌ।
গৌড়োদয়ে পুষ্পবন্তৌ চিত্রৌ শন্দৌ
তমোনুদৌ॥"

এই শ্লোকটীর কদর্থ করিয়া তিনি তাঁহার গুরুকে (?) গৌরনিত্যানন্দের মিলিততনু বা অবতার সাজাইবার বৃথা চেষ্টা করিয়াছেন। "শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-নিত্যানন্দৌ সহোদিতৌ পুষ্পবন্তৌ" অর্থে "এককালে গৌরনিত্যানন্দ দিবাকর ও নিশাকররূপে উদিত হইয়াছেন" এইরূপ হইবে অর্থাৎ—"অতীত কালে এবং এককালে দুইজন পৃথক্ পৃথক্ মূর্ত্তি—গৌর ও নিত্যানন্দ"। কিন্তু তিনি যাহা বলিয়াছেন তাহা বজায় রাখিতে হইলে নিম্নলিখিতরূপ অর্থ করিতে হয়; যথা—"গৌরনিতাই মিলিত-তনু হইয়া উদিত হইবেন"। কিন্তু যাঁহারা সামান্য ব্যাকরণ পড়িয়াছেন তাঁহারা সহজেই বুঝিবেন যে এই প্রকার অর্থ করিলে "অতীত কালকে ভবিষ্যৎ করিবার চেষ্টা বা 'অতীত ঘটনাকে ভবিষ্যতে হইবে'" এইরূপ বলিবার চেষ্টা ও দুইটী পৃথক্ মূর্ত্তি না বলিয়া দুইজন একত্র মিলিত-তনু বলিবার চেষ্টা-রূপ বিপ্রলিপ্সা-দোষ ঘটে। তাঁহার কথা বিপ্রলিপ্সামূলক কিনা তাহা শ্রীল কবিরাজ গোস্বামীর বর্ণিত উক্ত শ্লোকের যথার্থ-রূপে বর্ণিত নিম্নলিখিত পয়ারগুলি আলোচনা করিলেই বুঝিতে পারা যাইবে।

সেই দুই জগতের হইয়ে সদয়।
গৌড়দেশ পূর্ব্বশৈলে করিল উদয়॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য আর প্রভু নিত্যানন্দ।
যাঁহার প্রকাশে সর্ব্ব জগৎ আনন্দ॥
সূর্য্য চন্দ্র হরে যৈছে সব অন্ধকার।
বস্তু প্রকাশিয়া করে ধর্ম্মের প্রচার॥
এইমত দুই ভাই জীবের অজ্ঞান।
তমোনাশ করি করে বস্তু-তত্ত্ব-জ্ঞান॥
এক অদ্ভুত সমকালে দোঁহার প্রকাশ।
আর অদ্ভুত চিত্তগুহার তমঃ করে নাশ॥
এই চন্দ্র সূর্য্য দুই পরম সদয়।
জগতের ভাগ্যে গৌড়ে করিল উদয়॥
(চৈঃ চঃ আদি ১ম পঃ)

———

এখন হে সত্যানুসন্ধিৎসুগণ! আপনারা নিরপেক্ষ হইয়া বিচার করুন যে, ছড়া-প্রবর্ত্তক গৌর-নিতাই মিলিত-তনু বা অবতার কিনা?

গোলোকে যে নিত্য লীলা আছে এই প্রাপঞ্চিক-লীলাতেও তাহাই প্রকটিত হয়। গোলোকের ঔদার্য্য-প্রধান মাধুর্য্য-প্রকোষ্ঠে বা নবদ্বীপে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণমিলিত-তনু বা গৌরাঙ্গের নিত্য লীলা আছে; তাই ভগবান্ শ্রীরাধাকৃষ্ণমিলিততনু বা গৌরাঙ্গরূপে ধাম-সহ প্রপঞ্চেও প্রকটিত হন কিন্তু গৌরনিতাই-মিলিততনু বা রাধারমণদেবের কোন স্বতন্ত্র-প্রকোষ্ঠ গোলোকে বা বৈকুণ্ঠে যে আছে তাহার প্রমাণ ত' কোন সাত্বত-শাস্ত্রেই দেখা যায় না! তবে উলুকসকল কি মুর্শিদ-কুলিখাঁর রচিত বৈকুণ্ঠ (?) হইতে সেই প্রকোষ্ঠটী এবং উক্ত প্রকোষ্ঠে অবস্থিত দেবতাটীকে আবিষ্কার করিয়াছেন? ইহাই সাধারণের জিজ্ঞাস্য হইতে পারে।

———

শ্রীশ্রীচৈতন্যচন্দ্র ব্যতীত অন্য কেহ অবতার সাজিলে বা কাহাকেও সাজাইলে তাহার সম্বন্ধে শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুর যাহা বলিয়াছেন তাহা নিম্নে লিখিত হইল।

মধ্যে মধ্যে মাত্র কত পাপিগণ গিয়া।
লোক নষ্ট করে আপনারে লওয়াইয়া॥
উদর-ভরণ লাগি পাপিষ্ঠ সকলে।
রঘুনাথ করি আপনারে কেহ বলে॥
কোন পাপিগণ ছাড়ি কৃষ্ণ-সঙ্কীর্ত্তন।
আপনারে গাওয়ায় বলিয়া নারায়ণ॥
দেখিতেছি দিনে তিন অবস্থা যাহার।
কোন লাজে আপনারে গাওয়ায় সে ছার॥
রাঢ়ে আর এক ব্রহ্মদৈত্য আছে।
অন্তরে রাক্ষস বিপ্র কাচ মাত্র কাচে॥
সে পাপিষ্ঠ আপনারে বলায় গোপাল।
অতএব তারে সবে বলেন শিয়াল॥
শ্রীচৈতন্যচন্দ্র বিনে অন্যেরে ঈশ্বর।
যে অধমে বলে সেই ছার শোচ্যতর॥
দুই বাহু তুলি এই বলি সত্য করি।
অনন্ত-ব্রহ্মাণ্ড-নাথ গৌরাঙ্গ শ্রীহরি॥
(চৈঃ ভাঃ আদি ১৪শ পঃ)

বসুমহাশয় কর্ত্তৃক ঐপুস্তকে আর একটী অসত্য কথা প্রচারিত হইয়াছে। তিনি লিখিয়াছেন—"শ্রীশ্রীআচার্য্যপ্রভু ও ঠাকুর মহাশয়—"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভু নিত্যানন্দ। হরে কৃষ্ণ হরে রাম রাধে গোবিন্দ॥" এই নাম-সঙ্কীর্ত্তন করিবার জন্য প্রচার করিয়া গেলেন।" এই কথা কোন প্রামাণিক-গ্রন্থে নাই সুতরাং ইহা কোন ব্যক্তির দ্বারা যে বিপ্রলিপ্সামূলে প্রচারিত কল্পিত কথা মাত্র, তদ্বিষয় কোন সন্দেহ নাই।

ধর্ম্মে ব্যভিচার

পরম-কারুণিক ভগবান্ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু, প্রভু নিত্যানন্দের ও প্রভু অদ্বৈতের অনুগৃহীত এই গৌড়দেশ। তন্মধ্যে বিশেষতঃ যাঁহারা গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-ধর্ম্মাবলম্বী তাঁহারা যে গুরুপারম্পর্য্যে শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীচরণাশ্রিত ও তৎপার্ষদ গৌড়ীয়বৈষ্ণবাচার্য্য গোস্বামিগণের মতানুগত্যে ভক্তিলাভার্থ বৈষ্ণবধর্ম্মাচরণে অনুরক্ত তাহা গৌড়ীয়-বৈষ্ণবমাত্রেই অবগত আছেন। তাহা কাহারও অস্বীকার করিবার উপায়ান্তর নাই। কিন্তু কাল প্রভাবে এমনি একটী দল বা সমাজের সৃষ্টি হইয়াছে যে, তাহারা শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর অননুমোদিত গোস্বামিশাস্ত্রবহির্ভূত প্রতিকূলে স্মার্ত্ত-মতানুকূল্যে বৈষ্ণব-পর্ব্বোৎসব-যাত্রাদি এবং অষ্ট-মহাবাক্যাদির উচ্চারণ, অন্যোদয়বিধি শ্রী[illegible] ব্রত-ধারণ, ভগবদনিবেদিত অসংস্কৃত বিষ্ঠামূত্রবৎ দ্রব্যাদিতে প্রেতশ্রাদ্ধাদি যাবতীয় ক্রিয়াদির অনুষ্ঠান করেন, অথচ আপনাদিগকে 'শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীচরণাশ্রিত গৌড়ীয়বৈষ্ণব' এই লোক-প্রতারণারূপ মিথ্যা-বাক্য বলিতেও কোন কুণ্ঠা বা লজ্জাবোধ করেন না তাহা তাঁহারাই বলিতে পারেন।

———

বিশুদ্ধ গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্য গোস্বামিগণের আচরিত ও প্রচারিত শুদ্ধ বৈষ্ণব-ধর্ম্মের বিলোপসাধনকারিগণের স্বেচ্ছাচারে বিশাল গৌড়ীয়-সমাজের যে কত অনিষ্ট সাধিত হইতেছে তাহা সুধী বৈষ্ণবমাত্রেই উপলব্ধি করিতেছেন। স্বেচ্ছাচারিগণ স্বকর্ত্তব্য-প্রস্তাবায়ে নিজ এবং তদনুগত নিরীহ ব্যক্তিগণকে লইয়া অনন্ত রৌরবের দিকে অগ্রসর হইতেছেন। প্রকৃত বৈষ্ণব-ধর্ম্মানুসন্ধিৎসু ব্যক্তিগণও যে কপটাচারিগণের কুহকে পতিত হইয়া বিশুদ্ধ বৈষ্ণব-ধর্ম্মের উজ্জ্বল-আলোক-দর্শনে বঞ্চিত হইতেছেন না একথা বলাও সঙ্গত নহে।

———

শ্রীমন্মহাপ্রভু ও তৎপার্ষদ বিশিষ্ট ভক্তগণের অপ্রকটের পর কিছুদিন শুদ্ধবৈষ্ণব-ধর্ম্মের বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইলে শ্রীমন্মহাপ্রভু, তাঁহার নিত্য-পরিকর শ্রীল ঠাকুর নরোত্তম, শ্রীনিবাস, শ্যামানন্দ প্রভু প্রভৃতিকে প্রপঞ্চে পাঠান। তাঁহাদের আচরিত ও প্রচারিত শুদ্ধবৈষ্ণবধর্ম্মের বহুল প্রকৃত প্রচার এখন আবশ্যক হইয়াছে। গোস্বামী আচার্য্য বৈষ্ণবগণের সমবায়ে শুদ্ধবৈষ্ণবধর্ম্মের অধিকারিভেদে যে প্রকৃত আচরণ তাহা নির্ণীত হইয়া প্রভুদের অনুগৃহীত এই গৌড়দেশে প্রচার হওয়া আবশ্যক।

বর্ত্তমান স্বধর্ম্মরহিত ব্যভিচারযুক্ত সমাজানুগত্যে যাঁহারা ছেলে মেয়ের বিবাহের জন্য নিজ স্বধর্ম্ম বৈষ্ণবাচার ত্যাগ করিয়াছেন বা করিতে বসিয়াছেন তাঁহাদের দ্বারা গৌড়দেশে শুদ্ধবৈষ্ণব-ধর্ম্মের প্রচারের সম্ভাবনা নাই। সমাজ অনিত্য বস্তু উহা ভগবদিচ্ছাক্রমে যোগ্যতানুসারে গঠিত হয় ও পরিবর্ত্তিত হয়। ভিন্ন ভিন্ন দেশের বিশিষ্ট নিঃস্বার্থ মহান্ ব্যক্তিগণের দ্বারাই সমাজ ধর্ম্মানুগত্যে স্থাপিত হয় এবং কালে সমাজে ব্যভিচার প্রবেশ করিলে তত্তৎ-দেশেরই বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিগণের দ্বারাই উহা ভগবদ্-ইচ্ছায় পুনঃ স্থাপিত হয়। কান্যকুব্জ, গৌড়-সারস্বত মৈথিল, দ্রাবিড়, মহারাষ্ট্র প্রভৃতি সমাজ ভগবানের সৃষ্ট অনাদি-সিদ্ধ নহে। তত্তৎপ্রদেশে উহা ব্যক্তিবিশেষগণের দ্বারা কালে কালে [illegible]

জীবের যা করিয়া যে সমাজ পরিচালিত হয় সেই ব্যক্তিত্বায়ময় সমাজের সংস্রব ত্যাগ করা বিধেয় কি না বিজ্ঞ ব্যক্তিগণেরই বিচার্য্য।

ধর্ম্মানুগত্যে ও সদাচারমূলেই জাগতিক সমাজ ও কৌলীন্যাদি প্রথা পর্য্যবসিত হয়। স্বকর্ত্তব্য-বিমুখ ব্যক্তিগণ বর্ত্তমান সময়ে তাহা বিচার না করিয়া যেকী বা মকলের জন্য লালায়িত।

শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভুর কৃপাপাত্র বিশুদ্ধ-বৈষ্ণবধর্ম্মযাজী ব্যক্তিগণ যে যেখানে আছেন—তাঁহারা সকলে জীবের প্রতি কৃপাপরবশ হইয়া শুদ্ধবৈষ্ণবধর্ম্মের উজ্জ্বল আলোক দেখাইয়া আপামর জীবগণের প্রকৃতোপকার করুন।

'ভারত ভূমিতে হৈল মনুষ্য-জন্ম যার।
জনম সার্থক কর করি পরোপকার॥

তবে জীবের মঙ্গলময়ী সেবাধর্ম্ম—আত্মধর্ম্ম বা বৈষ্ণবধর্ম্ম কাহাকেও শিক্ষা দিবার পূর্ব্বে সকলেই নিজে আচারবান্ হইয়া স্বয়ং ভগবান্ মহাপ্রভুর শিক্ষায় শিক্ষিত হইয়া প্রচারকার্য্যে ব্রতী হউন ও জীবমঙ্গল বিধান করুন ইহাই আমাদের প্রার্থনা।

আবার সেকাল

(১)

ছিল গৌর-যুগে ধরা মেতে,
শুদ্ধভক্তি-কুসুমের বাসে।
কালে তাহা কালের ইঙ্গিতে,
হ'ল লীন কালের বাতাসে॥

(২)

মনোধর্ম্মে আত্মধর্ম্ম বলি',
বহে জ্ঞান-কর্ম্ম-খরস্রোত।
আক্রমিলা ভীমবেগে কলি,
হ'ল ধরা কৈতব আবৃত॥

(৩)

গুরুগৃহে সেবক সেকালে,
শিখিত সেবায় নিপুণতা।
এ কালের গুরুগৃহে গেলে,
হৈল শিখে গোপী-অনুগতা।

(৪)

গুরুর আশীষে শিষ্য হ'ত,
সর্ব্বশাস্ত্রদর্শী দিব্যজ্ঞানী।
হ'ল যত গুরুব্রুব রত,
শাস্ত্ররায়ে লভিতে জীবনী॥

(৫)

অগ্নিহোত্রী চূড়াধারী-গুরু,
এইরূপে মজিল দুরূহে।
ভক্তি-শাস্ত্রমতে হ'য়ে নিজ,
ক্রমে বন্দী হ'ল অষ্টপাশে॥

(৬)

এ দুর্দ্দিনে জগন্নাথ জীবে,
দয়া করি বাৎসল্য-রসে।
পাঠান কিশোর-মূর্ত্তি ভবে,
নাশি' গুরুব্রুব-কুল শাসে॥

(৭)

ভক্তিবিনোদ গৌরকিশোরে,
ভক্তিবিহীন ভবভবন।
বার্ষভানবী-দয়িত দ্বারে,
হৈল ভক্তিবিজয়-ভবন॥

(৮)

"স্থাপিয়ে পরবিদ্যার পীঠে,
প্রদানিল হরিনামামৃত।
জানিয়ে দিল স্বর-সন্ধিতে,
সমেত সর্ব্বেশ্বরের তত্ত্ব॥

(৯)

ব্যঞ্জনসন্ধি শিখাতে দিল,
বিষ্ণুজনের সেবন-শিক্ষা।
বিভক্তিতে প্রবণ করাল,
বিষ্ণুভক্তির নিগূঢ় ব্যাখ্যা॥

(১০)

নরোত্তম-দর্শিত প্রচার,
আবার অতীব বৃদ্ধি হ'ল।
সেনানীত্রয় নীরধি পার,
নাম-সংকীর্ত্তন প্রচারিল॥

(১১)

প্রভুর সেই সুদৈন্ত গীতি,
লৌল্য উৎকণ্ঠা আদি যত।
তদনুরূপ শরণাগতি,
জীব-কল্যাণে প্রকটিত॥

(১২)

শুদ্ধভক্তি-সন্ধান দিতে,
'নদীয়া-প্রকাশ' নাম ধরি।
হইল প্রকট শ্রীপত্রেতে,
গৌর-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারী॥

(১৩)

ভক্তিসিদ্ধান্ত প্রচারবাণী,
সময় বুঝিয়ে সাময়িকে।
বিলিয়ে দিল সারা অবনী,
ফুটিয়ে ভক্তিকুসুমকে॥

(১৪)

(আমি)
বঞ্চিত কূপমণ্ডুক ছিনু,
সঙ্কীর্ণ কাম-কূপোদকে।
রসনোপস্থে ভাবিয়েছিনু,
তারাই আমায় রাখবে সুখে॥

(১৫)

(সেই)
প্রতীপত্বয় যবে আমার,
বিষয় ধাঁধায় ফেলিল রে।
তবুও আমি ছিনু আশায়,
তাদের আজ্ঞায় মজিবারে॥

(১৬)

ভক্তিসিদ্ধান্ত প্রভু এ দিনে,
জানি না শুভ কোন্ লগনে।
পশিয়ে দিল কাণে সঘনে,
মন্ত্র শ্রীগৌরহরি-সেবনে॥

(১৭)

সেবিতে শক্তি ছিল না মোর,
বিষয়-মদে ছিলাম ভোর।
নাশিয়ে নেশা প্রভু ত' মোর,
সেবা ভক্তির খুলিল দোর॥

(১৮)

প্রভু ভকতি-সিদ্ধান্ত মোর,
নিষ্কপটোপদেশ দানি সদা।
সেবানন্দে করিবারে ভোর,
নাশিছে জগজীবের ধাঁধা॥

—শ্রীরামকৃষ্ণ দাস

প্রপঞ্চ-পরিচয়

(২)

ত্যাগিকুল বলিলেন—আমরা চাই না ঐসকল বিলাস, উহারা সব মায়া। কিন্তু ইহা মিটায় কে? পরমহিতকারিণী শ্রুতি-মাতা এই বিবাদ মিটাইয়া দিয়াছেন—কিন্তু আমরা তাঁহার মঙ্গলোপদেশ উপেক্ষা করিয়াছি। তিনি বলিয়াছেন—

"ঈশাবাস্যমিদং সর্ব্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ।
তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্যস্বিদ্ধনম্॥"

(ঈশোপনিষৎ প্রথম মন্ত্র)।

এই জগতে যাহা কিছু বর্ত্তমান সেই নশ্বর বস্তুসমূহে ওতঃপ্রোতভাবে পরমেশ্বরের সত্তা বা চৈতন্য ব্যাপিয়া রহিয়াছে। অতএব যুক্তবৈরাগ্য-সহকারে ভগবানের উচ্ছিষ্ট গ্রহণ কর। ভগবানের ধনে লোভ করিও না।

কিন্তু আমরা কি অবাধ্য সন্তান! কি কুলাঙ্গার! মাতার আদেশই সর্ব্বতোভাবে অমান্য করিতেছি। আমরা কেহ ভগবানের ভোগের বস্তুতে হস্ত প্রসারণ করিতেছি, কেহ বা শ্রীভগবান্ আমাদের নিকট যে সম্পত্তি গচ্ছিত রাখিয়াছেন, তাহার অসদ্ব্যবহার করিতেছি, আবার কেহ ভগবানের উচ্ছিষ্ট বস্তুকে প্রাপঞ্চিক-জ্ঞানে পরিত্যাগ করিতেছি। শ্রীভগবান্ নিজ মুখেই না বলিয়াছেন—"মদ্ভক্তপূজাভ্যধিকা"—"আমার ভক্তের পূজা আমা হইতে বড়" তিনি না ব্রহ্মাকে আরও বলিয়াছেন—'ভক্তস্য রসনাগ্রেণ রসমশ্নামি পদ্মজ'—'হে পদ্মযোনি ব্রহ্মন্, আমি ভক্তের রসনাগ্র দ্বারা রস গ্রহণ করি' সুতরাং যাবতীয় বস্তু ভগবানের ও ভগবানের সেবকের। ভগবানের সেবক ভগবানের সেবার জন্য জগতের বস্তুসকলকে গ্রহণ করেন—উহা ভগবানের সেবায় নিয়োগ করেন।

"কামুকাঃ পশ্যন্তি কামিনীময়ং জগৎ"

কামুকগণই জগতকে কামিনীময় দর্শন করে, কামলারোগী সব বস্তুকেই হরিদ্রাবর্ণ বলিয়া দেখে—মূঢ় অন্ধ আমিও তদ্রূপ ভক্তগণের আচারকে আমার আচারের সদৃশ মনে করি। তাহা ত' নয়—ইহা আমার দর্শনের ত' ভুল!!

জগতের যা কিছু শ্রেষ্ঠ জিনিষ—সমস্তই ভগবানের অংশ-সম্ভূত, ইহাই গীতার বাণী; সুতরাং ঐ সকল বস্তু যদি ভক্ত ব্যবহার করেন তাহা হইলে ঐসকলের যথার্থ সদ্ব্যবহার হইবে—উহার দ্বারা ভগবানের সেবা হইবে। জগতে যত বৃহদট্টালিকা আছে, সমস্তই ভগবন্মন্দির হইলে সেই সকল স্থান হইতে ভোগের তাণ্ডব নৃত্য বিদূরিত হইবে। জগতে যত সুন্দর আলো আছে তাহা ভগবানের শ্রীবিগ্রহ-দর্শন ও ভক্তের সেবায় নিযুক্ত হইলে ঐসকল দ্বারা বারবনিতার মুখদর্শনরূপ নরকগমনের কার্য্য নিবারিত হইবে। মলয়-পবন, বৈদ্যুতিক পাখা ভগবান্ ও ভগবানের সেবাকারী ভক্তের সেবায় নিযুক্ত হইলে বেশ্যালয়, নাট্যালয়ে ভোগিপালের নরকগমনের পথ রুদ্ধ হইবে। পুষ্পরথ, এরিওপ্লেন, মটরকার, বাষ্পযান ভোগিকুলের সেবা না করিয়া ভগবানের সেবা-রত ভক্তের সেবা করিলেই ত' যথার্থ সত্তাতার সার্থকতা হইবে—অনিত্য জগতে নিত্যফল প্রসব করিবে। ভগবানের সেবকের বৈদ্যুতিক পাখা, মটোরকার, সুন্দর সুন্দর অট্টালিকায় বাস—তিনি তাহা নিজ ভোগের দ্রব্য বলিয়া স্বীকার না করিয়া তদ্দ্বারা ভগবৎসেবা করিয়া থাকেন। মূঢ়লোক! বহির্ম্মুখ-চিন্তায় পরিপূরিত তোমার মস্তক, ভক্ত সেবিত হইয়াও কি প্রকারে সেবা করেন, তুমি তাহার ধারণা করিয়া উঠিতে পার না। গোপীগণ মার্জ্জিত বিচিত্র অলঙ্কারভূষিত, নানাবিধ বস্ত্রে সুসজ্জিত বহুবিধভাবে সেবিতা হইয়া ভগবানের সেবাই করেন; শুন, ঐ ভক্ত-চূড়ামণি কি বলিয়াছেন.—

"তবে যে দেখিয়ে গোপীর নিজদেহে প্রীত।
সেহো ত' কৃষ্ণের লাগি' জানিহ নিশ্চিত॥
এই দেহ কৈল আমি কৃষ্ণে সমর্পণ।
তাঁর ধন তাঁর এই সম্ভোগ-কারণ॥
সেই দেহ-স্পর্শে কৃষ্ণ-সন্তোষণ।
এই লাগি করে অঙ্গের মার্জ্জন ভূষণ॥

গৌর যে শিখাল নাম সেই নাম গাও। অন্য সব মন্ত্র-মাহাত্ম্য সেই নামে পাও॥

শুদ্ধভক্তি গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। ভাষ্যসহ বিরাট্ শ্রীচৈতন্যভাগবত ৫৲
২। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২৮৲
একাদশ স্কন্ধ হইতে প্রতিখণ্ড ।৶০
৩। ভাষ্যদ্বয়সহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত
(৪র্থ সংস্করণ)
৪। ভক্তিবিবেককুসুমাঞ্জলি (বাঁধা) ১৲
৫। গৌড়ীয়-গৌরব ।৶০
৬। গৌড়ীয়-সাহিত্য ।৶০
৭। ভজনরহস্য ৷০
শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও
শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৯। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ)
ঐ (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
১০। গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি টীকাসহ)
ঐ (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
১১। গীতার কেবল মাধ্ব-ভাষ্য ৷০
১২। মুক্তিমল্লিকা গুণসৌরভঃ সানুবাদ
(মাধ্ব) ২৲
১৩। বেদান্ততত্ত্বসার সানুবাদ
(রামানুজীয়) ৷০
১৪। জৈবধর্ম্ম ২৲
১৫। শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৬। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১৭। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ॥৶০
ঐ (বাঁধা) ৸০
১৮। দ্বীপ-দিগ্দর্শন ৶০
১৯। সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ) ।৶০
২০। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ৷০
ঐ (আবাঁধা) ।৶০
২১ নবদ্বীপধাম গ্রন্থমালা ৸০
২২। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৶০
২৩। গীতমালা ⁄১০
২৪। নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য ৶০
২৫। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶০
২৬ নবদ্বীপ পঞ্জিকা (৪৪৭ গৌরাব্দ) ৶০
২৭। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
২৮। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা-দর্পণ ।০
২৯। শরণাগতি ⁄০
৩০। গীতাবলী ⁄০
৩১। চিত্রে নবদ্বীপ ১৷০
৩২। সাধনকণ ⁄০
৩৩। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ⁄০
৩৪। নবদ্বীপশতক ⁄০
৩৫। অর্থপঞ্চক ⁄০
৩৬। সদাচারস্মৃতিঃ ⁄০
৩৭। কল্যাণকল্পতরু (৫ম সংস্করণ) ⁄১০
৩৮। অর্চ্চনকণ ⁄১০
৩৯। সাধককণ্ঠমালা (বাঁধা) ৷০
ঐ (আবাঁধা) ৷⁄০
৪০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি
(প্রথম চারিখণ্ড) ৩
৪১। ব্রহ্মসংহিতা ।০
৪২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৪৩। মণিমঞ্জরী সানুবাদ ।০
৪৪। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ॥০
৪৫। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ।০
৪৬। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৪৭। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
৪৮। গৌড়ীয়মঠ কি করেন ? ⁄০
৪৯। ঈশোপনিষৎ (বলদেব ও মাধ্ব-ভাষ্য এবং বিবৃতি ও অনুবাদসহ) ।০
৫০। শ্রীভুবনেশ্বর ৶০
৫১। সিদ্ধান্তদর্পণ ৶০
৫২। সাংখ্যবাণী ⁄০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৫৩। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী-দিগ্বিজয়ঃ ।০
৫৪। সটীক-শিক্ষাদশমূলম্ ।০
৫৫। তত্ত্ব-সূত্রম ।০
৫৬। সানুবাদ-শিক্ষাষ্টকম্ ৶০
৫৭। গৌড়ীয়মঠস্য পরিচয়ঃ ⁄০
৫৮। সারাংশবর্ণনম্ ৶০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৫৯। রায় রামানন্দ ।০
৬০। নামভজন ।০
৬১। রিলেটীভ্ ওয়ার্ল্ড্স্ ।৶০
৬২। লাইফ্ য্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।০
৬৩। বৈষ্ণবীজম্ ।০
৬৪। হোয়াট্ গৌড়ীয়মঠ ইজ্ ডুইং ⁄০
৬৫। দি ভাগবত ।০
৬৬। ইরোটিক্ প্রিন্সিপ্ল্ য্যাণ্ড আনেলয়েড্ ডিভোসন ।০
৬৭। ব্রহ্ম-সংহিতা ২৷০
৬৮। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (ভলুম ওয়ান) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৬৯। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ৷০
৭০। সাধন পথ ।০
৭১। কল্যাণ-কল্পতরু ⁄১০
৭২। গীতাবলী ⁄০
৭৩। শরণাগতি ⁄০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৭৪। শরণাগতি

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া).

নদীয়া-প্রকাশপ্রাপ্তির স্থান

১। শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম-মায়াপুর, নদীয়া
২। শ্রীযোগপীঠ ঐ
৩। শ্রীবাস-অঙ্গন ঐ
৪। অদ্বৈত-ভবন ঐ
৫। কাজীর সমাধি পাট ঐ
৬। স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ, নদীয়া।
৭। শ্রীভাগবত আসন কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
৮। শ্রীএকায়ন মঠ গোবিন্দপুর, হাঁসখালী।
৯। দ্বাদশগোপাল পাট—পোঃ চাকদহ,
১০। শ্রীগৌর গদাধরমঠ—চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড়, বর্দ্ধমান
১১। শ্রীমোদদ্রুমছত্র মাউগাছি, বর্দ্ধমান
১২। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম, আমলাযোড়া, পোঃ রাজবাঁধ বর্দ্ধমান
১৩। শ্রীগৌড়ীয়মঠ বাগবাজার, কলিকাতা
১৪। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাজু, হাওড়া,
১৫। শ্রীমাধব গৌড়ীয়মঠ, ৯০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা
১৬। শ্রীগোপালজী মঠ কমলাপুর, ঢাকা।
১৭। শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ পোঃ বালিয়াটী.
১৮। শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয়মঠ ময়মনসিংহ।
১৯। শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ চিরুলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর
২০। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম গোয়ালপাড়া. আসাম
২১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ রায়াপেট্টা, মান্দ্রাজ
২২। শ্রীরামানন্দগৌড়ীয় মঠ কব্বুর, জেঃ পশ্চিম গোদাবরী
২৩। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ উড়িয়াবাজার, পোঃ বক্সীবাজার, কটক।
২৪। শ্রীত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয় মঠ ভুবনেশ্বর।
২৫। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ স্বর্গদ্বার, পুরী।
২৬। শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ আলালনাথ পোঃ ব্রহ্মগিরি, পুরী।
২৭। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ ডুমুরকুণ্ডা, পোঃ চিরকুণ্ডা, মানভূম।
২৮। শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ—কাশী।
২৯। শ্রীরূপগৌড়ীয় মঠ—এলাহাবাদ।
৩০। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ পুরাণবাজার, সরকার ঠাকুরের কুঞ্জ, বৃন্দাবন
৩১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, নিউদিল্লী
৩২। শ্রীপরমহংসমঠ—নৈমিষারণ্য,
৩৩। শ্রীসারস্বত গৌড়ীয় মঠ—হরিদ্বার।
৩৪। শ্রীব্যাসগৌড়ীয়মঠ—কুরুক্ষেত্র, পঞ্জাব
৩৫। শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাবুলনাথ রোড, পোঃ গ্র্যাণ্ট রোড, বোম্বে।
৩৬। লণ্ডন গৌড়ীয়মঠ, ৩৯নং ডেটন্ গার্ডেন্স, কেনসিংটন্ লণ্ডন, (এস, ডব্লিউ—১০)।
৩৭। অমরি গৌড়ীয়মঠ—মেদিনীপুর
৩৮। সরভোগ গৌড়ীয় মঠ—সরভোগ, কামরূপ আসাম,

শুদ্ধভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী মাসিক। শ্রীধাম-মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৷৷০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত -হিন্দি ভাষার একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি হৃদয় বন মহারাজ সম্পাদিত ও নৈমিষারণ্য শ্রীপরমহংস মঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ১৷৷০ দেড় টাকা মাত্র।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷৷০ দেড় টাকা মাত্র।

৫। কীর্ত্তন—মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ নিমানন্দ সেবাতীর্থ বি-এজি, বি-টি, সম্পাদিত। আসাম গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম হইতে প্রকাশিত আসামী ভাষায় মাসিক। ভিক্ষা সডাক ১৷৷০ দেড় টাকা মাত্র

শ্রীচৈতন্যভাগবত

আদিকবি শ্রীল বৃন্দাবন দাস প্রণীত সমগ্র গ্রন্থ

গ্রন্থের মূল বোল্ড অক্ষরে এবং তন্নিম্নে বিশ্ববিশ্রুত গৌড়ীয়মঠের প্রতিষ্ঠাতা ও আচার্য্য ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তি-সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের রচিত বিস্তৃত ভাষ্য উত্তম কাগজে সৌষ্ঠবের সহিত মুদ্রিত হইয়াছেন। ডবল ক্রাউন আটপেজি আকারে ১০৯৬ পৃষ্ঠায় কেবল মূল ও ভাষ্য সম্পূর্ণ হইয়াছে। তদ্ব্যতীত শ্লোকসূচী, পদ্যসূচী, স্থানসূচী, পাত্রসূচী, বিষয়সূচী, শব্দসূচী প্রভৃতি বিস্তৃত সূচীপত্রেও একটী গ্রন্থ হইবে। সভাষ্য শ্রীচৈতন্যভাগবতের এরূপ উৎকৃষ্ট ও অমূল্য বিরাট্ সংস্করণ জগতের কোথায়ও আজ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই, যাহা নিরপেক্ষ পাঠক মাত্রকেই একবাক্যে স্বীকার করিতে হইবে। শ্রীগৌড়ীয়মঠের উৎসব-কালে গ্রন্থের ভিক্ষা ১২৲ বারটাকা স্থলে—৫৲ পাঁচটাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—
মঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

কলিকাতা বাজার দর

লোহ হার্ডওয়ার

২৪শে নভেম্বর ১৯৩৩

টাটার তৈয়ারী—	প্রতি হন্দর।
লোহার কড়ি (জয়েষ্ট বা বীম)	
মার্কা	৫।৶০—৫॥৶০
ঐ বে-মার্কা হাল্‌কা ওজন	৪।৶০—৪॥৶০
বরগা (টী-আয়রণ)	৬৶০—৬.০
এঙ্গেল আয়রণ (কোনা)	৫৸৶০—৬।৶০
গ্যালভ্যানাইজড করগেট টীন—	
২২ গেজ ৬ হইতে ১০ ফুট	১১।৶০
২৪ গেজ ,, ,,	১০৸৶০
২৬ গেজ ,, ,,	১২
২৪ গেজ আর, পি, ডি, মার্কা	১২৸৶০
২৪ গেজ গ্যাঃ প্লেন শীট—	১১।৶০
২৬ গেজ ,, ,,	১২।০
২৮ গেজ ও ৩০ গেজ ঐ—	১৩৲—১৬৲
বাগান ঘেরা কাঁটাতার ১০০	
পাউণ্ড বাঃ	৮৸০
ষ্টীল পাটী	৬৲৵—৬।০
,, বোলটু (গোল)	৬৲৵—৬।০
,, গরাদে (চৌকা)	৬৶০—৬৲।০
,, গোল রড ৵০—।৵০ সূতা	৫৶০—৫॥০
,, টানা রড-	
চৌকা ৵০—।৶০ ঐ	৫৶০—৫॥০
,, পাত্তিল হাল	৭৲—৭৸০
,, প্লেট—তিন সূতা মোটা	
পর্য্যন্ত	৭।০—৭।০
,, চাদর ৩-১৬ খানা বাণ্ডিল	৯॥৶—১০৲
ষ্টীং ষ্টীল	৮।০—৯৲
তাফ রাউণ্ড	৫৸৶—৬৲৵০
তারের পেরেক ১—৬ ইঞ্চি	৯—৯৸০
প্যাটেন্ট পেরেক ২—৮ ইঞ্চি	১২।০—১৫॥০
ঢালাই কড়া ১ হইতে ১০ নং ২॥০	মাট
কোদাল ৪, ৫, ৬; ৭৸৶০ ৮৸৶০ ৯৸৶০ডঃ	
ঐ হিম পাউণ্ড ৬৲ পেঃ বিঃ	৬।৶০ ,,
গ্যাঃ প্লেন বালতি ৭—১২ ইঞ্চি	১॥৵০ ৬॥৵০
ঐ রিভিট ,, ৭—১২ ইঞ্চি	২৲—৭৲ ,,
লোহার চেয়ার রডের গোল ও	
চৌকা	৮॥০— ,,
ঐ কালের লোহার সিট	১৫৲ ,,
ঐ ভেনেস্তা (কাঠের সিট)	১৮৲ ,,
লোহার স্ক্রুপ ॥—৩ ইঞ্চি /১০—॥৵০ গ্রোস	
ঐ কব্জা ৭৩ নং	
১॥—৩ ইঞ্চি	।১০—৸৶১০ পেঃ ডজন
গ্যাঃ তার ১৬—২২ নং	
(গেজ)	১২৲—১৩৲ হন্দর
গ্যাঃ রিভিং (মটকা)	
১২ ইঞ্চি	।৶৫—॥৵০ পীস
গ্যাঃ গাটারিং বা জোয়া	
৬ ইঞ্চি	।০—৸৵০ ,,
গ্যাঃ স্ক্রুপ ১॥০—২॥০ ইঞ্চি ২৩৲—২৯৲ হন্দর	

গ্যাঃ ওয়াসার চাকি	১১॥০—১৭৲ ,,
গ্যাঃ বোল্ট-নাট ৮—৯ ইঞ্চি	
	৸৶১০—১৶০ গ্রোস
ঢালাই রেলিং	৩॥০—৫॥০ হন্দর
ঐ রেন ওয়াটার পাইপ	
৩ ইঞ্চি ৵১০ ঐ	৪ ইঞ্চি ।১০ ফুট
টিউব ওয়েলের জন্য গ্যাঃ	
পাইপ১॥ ইঞ্চি	।৶৫ ফুট
পাম্প ৪নং ১২॥০ ৫নং ১৪৲ ৬নং ১৬৲	
৬০—৮০ বাটখারা ৵১৫ সাট ২।০—২॥০ মণ	

সন্তোষকুমার মল্লিক এণ্ড সন্স লিঃ

লৌহ ও হাড্ওয়ার বিক্রেতা।

মীরবহর ঘাট লোহাপটী, বড়বাজার, টেলি—"লোহার মালিক" কলিকাতা

কেরোসিন

প্রোক্রেক প্রত্যেক বাক্স (২ টিন)	৯৲৬
সূর্য্য মার্কা ,,	৮॥০
ভিক্টোরিয়া ,,	৮৲

সোণার দর

পাকা সোণা	৩০৸৵
বড়াল	৩০৸
চিনা পাত	৩২।০

রূপার দর

রূপা প্রতি ১০০ ভরি	৫৫৶০
ঐ খুচরা	৫৶০

কোম্পানীর কাগজ

৩॥০ সুদের কাগজ	৮১৵
৩॥০ নূতন ঋণ (১৯৪৭-৫০)	৯১।০
৪৲ ,, ঋণ (১৯৬০-৭০)	৯৭৲
৫৲ ,, বণ্ড (১৯৩৫	১০৪॥৵০

ডিবেঞ্চার

৫৲ সুদের (১৯৫৬-৮৬) কলিকাতা পোর্ট-ট্রাষ্ট ডিবে :—	১০২॥৶০

ব্যাঙ্ক

ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক (কর্ণিষ্ট)	২৯৪॥০
সেণ্ট্রাল ঐ	২২৲

কাপড় ও সূতার কল

এলগিন মিল	৪৫৲

পাট কল

হাওড়া	৫০৲
অকল্যাণ্ড	১৯৫৲
বালী	১৬২৲
বরানগর	১৫০৲
জেবজ	৩৭০৲
ডরহ	২৪৩৲
ক্লাইভ	২৮।০
ডালহাউসী	৩০৮॥০
ডেল্টা	৩০৫৲

কৃষ্ণনগর নবদ্বীপঘাট রেলওয়ে সময়

কৃষ্ণনগর হইতে নবদ্বীপঘাট

কৃষ্ণনগর সিটি—	৬-৪৫	১০-৪৪	১৩-২২	১৭-৩৮	২০-১৬
কৃষ্ণনগর রোড —	৬-৫৬	১০-৫৫	১৩-৩৩	১৭-৪৭	২০-২৫
আমঘাটা—	৭-১৫	১১-১৩	১৩ ৫১	১৮-৩	২০-৪১
মহেশগঞ্জ—	৭-২৪	১১-২১	১৪-০	১৮-৯	২০-৪৭
নবদ্বীপঘাট —	৭-৩৩	১১-৩০	১৪-৯	১৮-১৬	২০-৫৫

বিশেষ দ্রষ্টব্য—নবদ্বীপঘাট ষ্টেশন অপেক্ষা মহেশগঞ্জ ষ্টেশন হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরের দূরত্ব অনেক কম। শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে যাঁহাদিগকে রাণাঘাটে ট্রেণ বদল করিতে হয়, তাঁহারা রাণাঘাটে প্রাতঃ ৫-৫০, ৮-১৪, ৯ ৪৬, ১৬-৪৮, ১৮-৩৯ এবং ০-৩২ মিনিটের সময় গাড়ী পাইবেন।

শান্তিপুর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে শান্তিপুর ষ্টেশনে ৫-৪০, ৯-২৯, ১২-২৫, ১৬-৪ এবং ১৮-৪১ মিনিটের সময় ট্রেণ পাওয়া যায়।

নবদ্বীপঘাট হইতে কৃষ্ণনগর

নবদ্বীপ ঘাট—	৫-৩৫	৯-২৫	১২-১০	১৫-৩৪	১৮-৪৫
মহেশগঞ্জ—	৫-৪৩	৯-৩৩	১২-১৯	১৫-৪২	১৮-৫৬
আমঘাটা—	৫-৪৯	৯-৩৯	১২-২৬	১৫-৪৮	১৯-৫
কৃষ্ণনগর রোড—	৬-৫	৯-৫৫	১২-৪৩	১৬-৪	১৯-২৪
কৃষ্ণনগর সিটি—	৬-১৪	১০-৩	১২-৫১	১৬-১২	১৯-৩৫

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে—ডাঃ কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম ভক্তিশাস্ত্রী এল. এম. এফ. কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

সার উইলিয়াম প্রেণ্টিসের মৃত্যু

বাঙ্গালা সরকারের শাসন পরিষদের সদস্য, রাজনৈতিক বিভাগের ভারপ্রাপ্ত সার উইলিয়াম প্রেণ্টিস ১১ই তারিখ প্রাতে ৮টার সময় মারা গিয়াছেন।

পাঠক জানেন, স্বরাষ্ট্র-সদস্য গত ৬ই তারিখে তীব্র অন্ত্র-প্রদাহ রোগের প্রবল আক্রমণে আক্রান্ত হন। ফলে সেই দিন রাত্রিতেই নার্সিং হোমে তাঁহার অঙ্গে অস্ত্রোপচার করা হয়। অস্ত্রোপচারে সাফল্য লাভ হয়। কিন্তু পরদিন অবস্থা খুব খারাপের দিকে যায়।

শূন্যপদে মিঃ রবার্ট রীড

কলিকাতা গেজেটের ১১ই ডিসেম্বরের অতিরিক্ত সংখ্যায় প্রকাশ :—

১৯৩৩ সালের ১১ই ডিসেম্বর তারিখে সার উইলিয়াম ডেভিড রাসেল প্রেণ্টিসের মৃত্যুতে বাঙ্গালার লাটের কার্য্যনির্ব্বাহক পরিষদে একটি সদস্যের পদ শূন্য হইয়াছে। অন্য কোনও উত্তরাধিকারী বর্ত্তমান না থাকায়, সপারিষদ লাট ভারত-শাসন আইনের ৯২ ধারার ১ উপধারানুসারে মিঃ রবার্ট নীল রীড সি, আই. ই, আই, সি, এসকে উক্ত শূন্যপদে অস্থায়ীভাবে নিয়োগ করিয়াছেন। মিঃ রীড ১১ই ডিসেম্বর কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াছেন।

অফিস-আদালত বন্ধ

স্যার উইলিয়াম প্রেণ্টিসের মৃত্যুতে শোক ও শ্রদ্ধাপ্রকাশের জন্য কলিকাতা হাইকোর্ট কলিকাতা, হাওড়া আলীপুর ও শিয়ালদহের দেওয়ানী ও ফৌজদারী আদালতগুলি এবং সরকারী আফিসসমূহ ১১ই ডিসেম্বর বন্ধ থাকে, জেলা আদালত ও আফিসসমূহও বন্ধ থাকে। লাট-প্রাসাদে এবং অন্যান্য সরকারী ও সাধারণ সৌধের শিখরে পতাকাগুলিকে অর্দ্ধ-নমিত দেখা যায়।

অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া

লেডী প্রেণ্টিসের পূর্ব্বেই মৃত্যু হইয়াছিল এবং স্যার প্রেণ্টিসের শেষ শয্যাপার্শ্বে তাঁহার কোনও নিকট আত্মীয় উপস্থিত ছিলেন না।

আদালতে শোকপ্রকাশ

বাঙ্গালা সরকারের স্বরাষ্ট্র-সদস্য সার উইলিয়াম প্রেণ্টিসের মৃত্যুর জন্য গত ১১ই ডিসেম্বর চীফ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট ও অতিরিক্ত চীফ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট এজলাসে শোক প্রকাশ করা হইয়াছে। এই জন্য ঐ দিন সমস্ত আদালত বন্ধ ছিল।

রাজা নাদিরশাহের গুপ্তহত্যা

রাজা নাদিরশাহের হত্যার প্রতিশোধ লইতে অনুমতি প্রদানে সরকারের অস্বীকারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদস্বরূপ গত ৭ই ডিসেম্বর তারিখে আব্দুল খাঁ বাজৌরী নামে জনৈক বিখ্যাত সর্দার একটি রাইফেল পরীক্ষা করিবার অছিলায় প্রকাশ্যে আত্মহত্যা করিয়াছেন বলিয়া পাওয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে।

সংবাদে আরও প্রকাশ, উক্ত গুপ্তহত্যার প্রকৃত প্ররোচনাদাতাদিগের প্রাণনাশের চেষ্টা করিতে অনুমতি প্রদানের জন্য তিনি ইতিপূর্ব্বে পুনঃ পুনঃ আবেদন করিয়াও বিফল মনোরথ হয়। তাঁহার শেষ আকাঙ্ক্ষা পূরণকল্পে পরলোকগত রাজার সমাধির পাদদেশে তাঁহার দেহ সমাহিত করা হয়।

সেনাপতি ক্রোজন্ গ্রেপ্তার

ইং আয়র্লণ্ড এসোসিয়েশন ইউনাইটেড আয়র্লণ্ড পার্টির শাখা। ইয়ং আয়র্লণ্ড এসোসিয়েশনের সেক্রেটারী কমাণ্ডাণ্ট ক্রোনন গোবর্ণরের আদেশ লঙ্ঘন করিয়া নীলকোর্ত্তা পরিধান করিবার অভিযোগে বান্ডোরানে গ্রেপ্তার হইয়াছেন। তাঁহাকে সামরিক আদালতে উপস্থিত হইতে হইবে।

ফরাসীর ঋণ গ্রহণ

ফরাসী সরকার ঋণ গ্রহণের ইস্তাহার জারি করিয়াছিলেন। ইস্তাহারের বলে যে টাকা উঠিয়াছে তাহা প্রয়োজনীয় মাত্রা অতিক্রম করিয়াছে।

জার্ম্মাণীর বন্দী বিদায়

জার্ম্মাণীর রাজনৈতিক অপরাধীদিগকে ছাড়িয়া দিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। তাহাদিগকে কারাগারের অধিবাসী আর রাখা হইবে না—হিণ্ডেনবার্গ আইনের নূতন সর্ত্ত। আইন আমলে আসিবার পূর্ব্বেই প্রায় তিনশত কয়েদীকে মুক্তিদান করা হইয়াছিল। এক্ষণে আইন আমোলে আসায় আরও দুইশত পঞ্চাশ জন আটক বন্দীকে ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। ছাড় তালিকায় আরও অনেকের নাম উঠিয়াছে। উহাদিগের মধ্যে কমিউনিষ্টের দলই বেশী। এই কমিউনিষ্ট নাৎসী দলের সহিত দাঙ্গা করায় কঠিন শাস্তির আসামী হইয়াছিল। শাস্তির সময় উত্তীর্ণ হইবার পূর্ব্বেই উহাদিগকে ছাড়িয়া দিবার ব্যবস্থা হইয়াছে।

নূতন লাটের শাসনভার গ্রহণ

ডাক জাহাজে সার ফ্রেডারিক সাইক্স যাত্রা করিবার পর মহামান্য লর্ড ব্র্যাবোর্ণ বোম্বায়ের শাসন কর্ত্তৃত্ব ভার গ্রহণ করিয়াছেন। চীফ সেক্রেটারী নিয়োগের পরোয়ানা বা আজ্ঞাপত্র পাঠ করেন এবং প্রধান বিচারপতি রাজানুগত্যের শপথ পাঠ করাইবার যথারীতি অনুষ্ঠানাদির ব্যবস্থা করেন।

মিউনিসিপ্যালিটী অভিনন্দনপত্রের উত্তর প্রদান প্রসঙ্গে অবসর গ্রহণোন্মুখ লাট বাহাদুর বায় হ্রাস প্রচেষ্টায় এবং আইন অমান্য আন্দোলন ধ্বংসে বা উচ্ছেদ সাধনে সাফল্য লাভের বিষয় বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, বর্ত্তমান শান্তি পূর্ণ আইন ও শৃঙ্খলায় শাসন অপেক্ষা অধিকতর সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের বিধান করিতে পারিলে সুখী হইতেন এবং বোম্বাই প্রদেশকে রাজনৈতিক নেতৃত্বের পুরোভাগে অবস্থান করিতে আহ্বান করেন।

ঝরিয়া বোমা প্রাপ্তির মামলা

মানভূম-বর্দ্ধমানপুরের জেলা ও দায়রা জজ খাঁ বাহাদুর নেজামৎ হোসেনের আদালতে ঝরিয়া বোমা প্রাপ্তির যে মামলা চলিতেছে, সরকার পক্ষ হইতে ৭৫ জনের মধ্যে এ পর্য্যন্ত ১৯ জন সাক্ষীর সাক্ষ্য গৃহীত হইয়াছে। তিনজন বাঙ্গালী যুবক এই মামলার আসামী। তাহাদের নাম ভবেশচন্দ্র হাজরা, প্রথমনাথ ঘোষ ও জ্যোতির্ম্ময় রায় এবং তাহাদের বয়স যথাক্রমে ৩২, ৩৬ ও ২২ বৎসর। তাহারা বিস্ফোরক দ্রব্য সংক্রান্ত আইনের ৪ বি, ৫, ৬ এবং ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের ১২ বি ধারা মতে অভিযুক্ত আছে।

মামলার বিবরণ এই যে বিগত ১৪ই জানুয়ারী তারিখে কলিকাতার পুলিশ ১১নং ষষ্ঠীতলা লেন, কলিকাতায় এক খানাতল্লাস করে। ঐ বাটি প্রভাতচন্দ্র চক্রবর্ত্তীর অধিকৃত ছিল। ঐ বাটীতে খানাতল্লাসের ফলে যে একখানি খাতা উদ্ধার করা হইয়াছিল, তাহা হইতে ভবেশচন্দ্র হাজরার নাম প্রকাশ পায়। তদনুসারে বিগত ১৬ই জানুয়ারী তারিখে ভবেশচন্দ্র হাজরার কলিয়ারী কোয়ার্টারসমূহে খানাতল্লাস করা হয় এবং খানাতল্লাসের ফলে, কতকগুলি পত্র পাওয়া যায়। প্রকাশ, ঐ পত্রগুলি নাকি আসামী জ্যোতির্ম্ময় রায় কর্ত্তৃক লিখিত।

তাহার পর ১০শে জানুয়ারী তারিখে পাণ্ডেবেড়া কলিয়ারীতে জ্যোতির্ম্ময় রায়ের ঘরে খানাতল্লাস করা হয়। প্রকাশ, পুলিশ নাকি তথায় কতকগুলি পুস্তক, পত্র ও ফটো উদ্ধার করে। বিগত ৯ই ফেব্রুয়ারী তারিখে ঝরিয়ার আসামী প্রথমনাথ ঘোষের বাটিতেও খানাতল্লাস করা হয়। তথায় কয়েকটি ফটো পাওয়া যায়। গত ১৬ই মার্চ্চ তারিখে কলিকাতা পুলিশ কলিকাতার ৮১।১ এ পটুয়াটোলা লেনে 'অমিয় নিবাস' নামে এক বাটীতে খানাতল্লাস করে। তাহার ফলে "কলিকাতা ডিনামাইট প্রাপ্তির মামলার" উদ্ভব হয়। ইহাতে মহাদেবী ও দাশরথি তালদার অভিযুক্ত হয়। আসামী ভবেশচন্দ্র হাজরা ও প্রথমনাথ ঘোষকেও ঐ মামলা সম্পর্কে গ্রেপ্তার হয়। কিন্তু কলিকাতায় প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট পরে তাহাদিগকে ছাড়িয়া দেন। আসামী ভবেশচন্দ্র হাজরা পুলিশের নিকট যে কয়েকটী জবানবন্দী প্রদান করে তাহার ফলে মুকুন্দ গোয়ালা নামে ঝরিয়ার একজন চাপরাসীকেও গ্রেপ্তার করা হয়। তিমুনী পাত্র কলিয়ারীর নিকট আসামী ভবেশচন্দ্র হাজরার কোয়ার্টার সমূহে কয়েকটি নিক্ষিপ্ত গোলাকৃতি ও একটী বোমার খোল পুলিশ উদ্ধার করে। মুকুন্দ গোয়ালা রাজসাক্ষী হওয়ায় তাহাকে ক্ষমা করা হইয়াছে।

তারের ঠিকানা— 'শ্রীধাম' নবদ্বীপ
ডাকের ঠিকানা—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

দৈনিক

REG. C1544

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩॥०
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র।

নদীয়া প্রকাশ

THE
NADIA-PRAKASH

সাহায্যের হার
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸०
মাসিক ১৲
নগদ বর্ত্তমান
সংখ্যা ৫

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার— নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৮ম খণ্ড সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বেদান্তবাচস্পতি [২৪১শ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর— ১লা পৌষ শনিবার ১৩৪০, ১৬ই ডিসেম্বর ১৯৩৩

৩ জন ডাকাত গ্রেপ্তার

গত ১১ই ডিসেম্বর সওদাগরগঞ্জের পুলিশ সাহেবী-পোষাকধারী তিন ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করে। তাহাদের নিকট হইতে একটি বন্দুক ও ১১টী কার্ত্তুজ হস্তগত হয়। এতদসম্পর্কে জানা যায় যে, হামিদের গ্রেপ্তারের পর তাহার সঙ্গীগণকে গ্রেপ্তার করিবার জন্য লক্ষ্ণৌয়ের পুলিশ অনুসন্ধান করিতেছিল উক্ত ডাকাতদল কয়েক মাস হইল লক্ষ্ণৌ সহরে প্রায়ই ডাকাতি করিতেছিল। দায়রায় এজলাসে ডাকাতি সম্পর্কে হামিদের মামলা চলিতেছে।

নিকটস্থ একটি তাড়ির দোকানে কয়েকজন ডাকাত পানাহার করিতেছে সংবাদ পাইয়া সওদাগরগঞ্জের দারোগা তৎক্ষণাৎ একদল কনেষ্টবলসহ উক্ত স্থানে যায় এবং তিনজনকে গ্রেপ্তার করে। তাহাদের মধ্যে একজন নাকি খৃষ্টান।

ছাত্রের আত্মহত্যা

নোয়াখালী পরীক্ষার হল হইতে বহিস্কৃত হইবার ফলে স্কুলের জনৈক ছাত্র কি করিয়া আত্মহত্যা করে, তৎসম্পর্কে মফঃস্বল হইতে এক সংবাদ পাওয়া গিয়াছে।

অন্যায় উপায় অবলম্বন করিবার জন্য বাবুপুর জীরতলা উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের শচীন্দ্রকুমার দাস (১৬) নামক নবম শ্রেণীর জনৈক ছাত্রকে পরীক্ষার হল হইতে বহিস্কৃত করিয়া দেওয়া হয়। বহিস্কৃত হইবার এই অপমান বালকটীর প্রাণে লাগে; পর দিন সে নিকটস্থ এক বাগানে গিয়া একটী গাছে ফাঁসী লাগাইয়া আত্মহত্যা করে।

তাহার কাপড়ের মধ্যে একখানি চিঠি পাওয়া যায়, পুলিশ উহা লইয়া গিয়াছে।

কমন্সসভায় ফাঁসিপ্রসঙ্গ

লাহোর জেলে ফাঁসি সম্পর্কে কমন্স সভায় স্যার স্যামুয়েল হোরের বিবৃতির যে সংবাদ গতবারে প্রেরিত হইয়াছে তাহাতে বলা হইয়াছিল যে, ২১শে নবেম্বর বিশেষ পত্রবাহক দ্বারা জেল সুপারিন-টেণ্ডেণ্টের নিকট হুকুমনামা প্রেরিত হইয়াছিল কিন্তু উহা ঠিক নহে,—২০শে নবেম্বর হুকুমনামা প্রেরিত হইয়াছিল।

প্রতিবেশী-হত্যার অভিযোগ

১০ই ডিসেম্বর সক্রম থানার সালসাল গ্রামের আনন্দ ত্রিপুরকে হত্যা করিবার অভিযোগে আগরতলার দায়রা জজ মিঃ রমণীমোহন গোস্বামী এম এ, বি. এল, কুঞ্জ ত্রিপুরকে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩০২ ধারানুসারে দোষী সাব্যস্ত করিয়া যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত করেন। চারজন এসেসার জজকে সাহায্য করিয়াছিলেন তাঁহারা আসামীকে দোষী বলিয়া অভিমত প্রকাশ করেন।

অভিযোগের বিবরণ এই যে, আসামী গত জুলাই মাসে তাহার প্রতিবেশী আনন্দ ত্রিপুরকে সামান্য একটা ব্যাপার লইয়া ঝগড়ার পর ছোরা মারিয়া হত্যা করে।

কাশীপুরে ভীষণ অগ্নিকাণ্ড

সোমবার রাত্রিতে কাশীপুর নিউ ইণ্ডিয়ান জুট প্রেসে একখানি দোতালা গুদামে আগুন ধরে, ঐ ঘরে পাট ছিল, আগুন ধরিবার অনতিবিলম্বে পাঁচখানি দমকল আসিয়া উপস্থিত হয়। দমকলের আপ্রাণ চেষ্টার পর আগুনের প্রতাপ কিছু কমিয়া আসে, আড়াই ঘণ্টা চেষ্টার পর আগুন কমিয়া আসিলে দুইখানি দমকল চলিয়া যায়, তৎপর অবশিষ্ট দমকলগুলি সারারাত্রি চেষ্টা করিয়া আগুন নিভাইতে সমর্থ হয়।

৫০০০, টাকা জরিমানা।

আদেশ অমান্য করিয়া জনসভায় বক্তৃতা করিবার অভিযোগে আমেদনগরের কংগ্রেসকর্ম্মী শ্রীপুরুষোত্তম হরি পট্টবর্দ্ধনের প্রতি দুই বৎসর কঠোর কারাদণ্ড এবং ৫০০০৲ টাকা অর্থদণ্ড হইয়াছিল। দায়রা জজের নিকট আপীলে তিনি জরিমানা মকুব করিয়াছেন, তবে দুই বৎসর কঠোর কারাদণ্ডের আদেশ বলবৎ রাখিয়াছেন।

ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

১লা পৌষ শনিবার, ১৩৪০

গবর্ণমেণ্টের বার্ষিক কার্য্যবিবরণী

ভারত গবর্ণমেণ্টের ১৯৩১-৩২ সালের কার্য্য বিবরণী নিম্নে প্রকাশিত হইতেছে।

রিপোর্টে ১৯৩১ সালের এপ্রিল হইতে ১৯৩২ সালের ডিসেম্বর মাস পর্য্যন্ত ভারতবর্ষের রাজনৈতিক অবস্থার বিশদ বর্ণনা আছে। ঐ সময়কে দুই ভাগে ভাগ করিয়া প্রথম ভাগের নাম দেওয়া হইয়াছে, দিল্লী চুক্তির আমল, এবং দ্বিতীয় ভাগের নাম দেওয়া হইয়াছে, পুনরুজ্জীবিত আইন-অমান্যের আমল। ১৯৩১ সালের ৫ই মার্চ্চ দিল্লীতে গান্ধী-আরুইন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। ঐ সময় হইতে আরম্ভ করিয়া ১৯৩১ সালের ডিসেম্বর পর্য্যন্ত দেশের রাজনৈতিক অবস্থা বর্ণনা প্রসঙ্গে গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে কংগ্রেস কর্ত্তৃক চুক্তি-ভঙ্গের অভিযোগ, সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ, আর্থিক দুর্গতি, গুজরাট, যুক্ত প্রদেশ ও সীমান্ত প্রদেশে চাঞ্চল্য ব্রহ্ম বিদ্রোহ, কাশ্মীরে অশান্তি প্রভৃতি আলোচনা পূর্ব্বক রিপোর্টে বলা হইয়াছে :—

১৯৩২ সালের সঙ্গে সঙ্গে আইন-অমান্য আন্দোলন পুনরুজ্জীবিত হয়। কংগ্রেস তাহার সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া মাত্রেই গবর্ণমেণ্টও উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করেন। গান্ধীজী ও অন্যান্য কংগ্রেস নেতা গ্রেপ্তার হন, কংগ্রেসের আন্দোলন ব্যর্থ করিবার উদ্দেশ্যে ৪ঠা জানুয়ারী তারিখে চারিটি অর্ডিন্যান্স জারি করা হয় এবং কংগ্রেস কমিটিগুলিকে আক্রমণ করা হয়। সংশোধিত ফৌজদারী আইন অনুসারে বহু কংগ্রেস কমিটি বে-আইনী ঘোষণা করা হয়। তাহা করিবার সঙ্গে সঙ্গেই ঐ সকল প্রতিষ্ঠানের হেড কোয়ার্টার এবং উহাদের টাকা পয়সা বাজেয়াপ্ত করণ যোগ্য হইয়া পড়ে। পিকেটিংএর ফলে ব্যবসা বাণিজ্যের গুরুতর ক্ষতি হইতে থাকে, সুতরাং গবর্ণমেণ্ট জনসাধারণকে প্রতিশ্রুতি দেন যে, প্রত্যেকের বিষয়-কর্ম্ম-সম্পাদনে যাহাতে বিঘ্ন না হয়, গবর্ণমেণ্ট সর্ব্বতোভাবে সেইরূপ ব্যবস্থা করিবেন। গবর্ণমেণ্টের এইরূপ দৃঢ়তায় জনসাধারণের মনে যে বিশেষ প্রভাব বিস্তৃত হইয়াছিল, তাহা নিঃসন্দেহ রাজভক্ত দল উৎসাহিত হয়, সরকারী কর্ম্মচারিগণ হৃদয়ে বল পায়, যাহারা সন্দেহ দোলায় দুলিতেছিল, তাহারা গবর্ণমেণ্টের দিকে ঝুঁকিয়া পড়ে, এবং কংগ্রেসের প্রতি সহানুভূতি সম্পন্ন দল নিরুৎসাহ হইয়া পড়ে ১৯৩০ সালে আইন অমান্য আন্দোলন প্রবর্ত্তনের সময় দেশে গুরুতর হাঙ্গামা হইয়াছিল, নেতৃদিগকে গ্রেপ্তার করা হইলে বিশেষ চাঞ্চল্যের সঞ্চার হইত, কিন্তু ১৯৩২ সালে তেমন কোনও চাঞ্চল্য বা উৎসাহ দেখা যায় নাই ইহাতেই প্রমাণ হয় আন্দোলনে জনসাধারণের আগ্রহ মন্দীভূত হইয়া পড়িয়াছিল, আন্দোলন ও বাদ-বিসম্বাদে শান্তিশ্রদ্ধ হইয়া অনেকে সহযোগিতায় কি ফল হয় তাহা দেখিবার জন্য উৎসুখ হইয়া পড়িয়াছিলেন। কংগ্রেস আত্মক্ষমতা সম্পর্কে অতিরিক্ত ধারণা করিয়াছিল। গবর্ণমেণ্টের দৃঢ়তায় মুসলমান সম্প্রদায় মোটের উপর সন্তুষ্ট হইয়াছিল ;—উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ এবং কাশ্মীরের হাঙ্গামায় কোনও কোনও মুসলমান বিচলিত হইয়াছিল বটে, কিন্তু তাহা দর্ত্তব্যের মধ্যে নহে। সহরেও উৎসাহের অভাব বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হইয়াছিলই, এবং কংগ্রেস গ্রামাঞ্চলে চাঞ্চল্য সৃষ্টি করিবার সময়ই পায় নাই। কিন্তু তথাপি আন্দোলন পুনরুজ্জীবনের প্রথম উৎসাহে কোথাও কোথাও পুলিশের সহিত সামান্য সঙ্ঘর্ষ হইয়াছে।

হাঙ্গামা

৪ঠা জানুয়ারী তারিখে এলাহাবাদের, ৫ই তারিখে কাশীতে, মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সীর বারহামপুরে ১৫ই তারিখে যুক্তপ্রদেশের জগন্নাথপুরে ১৬ই তারিখে, বাঙ্গলার চাটাখোলায় ২৩শে তারিখে, বিহার-উড়িষ্যার মতিহারিতে এবং যুক্তপ্রদেশের সিমারিয়ায় ২৬শে তারিখে, বাঙ্গলার হাসনাবাদে ১৭ই ফেব্রুয়ারী তারিখে, বিহার-উড়িষ্যার তারাপুরে ১৫ই তারিখে ও শিউহারে ২৮শে তারিখে হাঙ্গামা হয়। ধৃত কংগ্রেস নেতাদের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন জন্য শোভাযাত্রা করা প্রভৃতি উদ্দেশ্যে এই সকল স্থানে বহুলোক জমায়েৎ হয়, একস্থানে পুলিসের হাত হইতে কংগ্রেস আফিস পুনরুদ্ধারও জনতার উদ্দেশ্য ছিল। প্রত্যেক স্থানেই জনতা উত্তেজিত হইয়া পুলিসকে ইটপাটকেল লইয়া আক্রমণ করে। একস্থানে তাহারা জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটকেও আক্রমণ করিয়াছিল। আত্মরক্ষার্থ অথবা গুরুতর অনর্থ দমনের নিমিত্ত পুলিস গুলীবর্ষণ করিতে বাধ্য হয় এবং কোনও কোনও ক্ষেত্রে জনতার মধ্যে কেহ কেহ আহত ও নিহত হয়।

পিকেটিং

গবর্ণমেণ্ট তেজস্বিতা ও ক্ষিপ্রকারিতার সহিত ব্যবস্থা অবলম্বন করায় কংগ্রেস পর্য্যুদস্ত হইয়া পড়ে এবং পুনরায় বল সংগ্রহ করিতে পারে নাই। কিন্তু সাময়িক কালের জন্য কংগ্রেস সজীব হইয়া উঠে এবং জানুয়ারী মাসের শেষভাগে কংগ্রেসের কিছু জোর দেখা যায় আইন অমান্য আন্দোলন পুনঃ প্রবর্ত্তনের প্রথমভাগে কংগ্রেসের কর্ম্মতালিকা ছিল পিকেটিং, বিভিন্ন ঘটনার স্মারক হিসাবে কতকগুলি "দিবস" উদযাপন এবং বৃটিশ পণ্য ও বৃটিশ প্রতিষ্ঠানসমূহ বয়কট। পিকেটিংএর মধ্য দিয়াই কংগ্রেসের আন্দোলন সমধিক বিকাশ লাভ করিয়াছিল এবং সাধারণঃ কাপড়ের দোকানে পিকেটিং করা হইত। পিকেটিং এর অপরাধে বহু লোক গ্রেপ্তার হয় কিন্তু পিকেটিং সাধারণতঃ নিরুপদ্রবে করা হইত "দিবস" উদযাপনের উদ্দেশ্য ছিল জনসাধারণের মধ্যে উত্তেজনা সঞ্চার এবং পুলিশের সঙ্গে হাঙ্গামা বাধাইয়া গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ প্রচার জানুয়ারী ও ফেব্রুয়ারী মাসে যে সকল "দিবস" উদযাপিত হয়, তন্মধ্যে স্বাধীনতা দিবস সীমান্ত দিবস ও 'গান্ধী দিবস'ই সমধিক উল্লেখযোগ্য। কিন্তু এই সকল দিবস উদযাপনে লোকের বিশেষ উৎসাহ দেখা যায় নাই, সুতরাং পুলিসের সঙ্গে হাঙ্গামা বাধানও সম্ভব হয় নাই। ১৯৩০ সালে এই বিষয়ে যেরূপ সাফল্য দেখা গিয়াছে, তাহার তুলনায় ১৯৩২ সালের বিফলতা সুস্পষ্ট।

বয়কট

নিরুপদ্রব বয়কটে যে কংগ্রেসের সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য সাফল্য, তাহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। 'ব্রিটিশ প্রতিষ্ঠান বর্জ্জনান্দোলন ব্রিটিশ পণ্য- বর্জ্জনান্দোলনের তুলনায় অধিকতর সাফল্য লাভ করিয়াছিল। লোকের ভাবপ্রবণতার উপর নির্ভর করিয়াই প্রধানতঃ ব্রিটিশ পণ্য বর্জ্জনান্দোলন পরিচালিত হইয়াছে। সামাজিক শাস্তি বিধান দ্বারা কোনও কোনও ক্ষেত্রে সামান্য বল প্রয়োগ করা হইত বটে, কিন্তু ১৯৩০ সালে যেরূপ প্রকাশ্য বলপ্রয়োগ ও ভীতি প্রদর্শন করা হইয়াছে, ১৯৩২ সালে তদ্রূপ করা হয় নাই। এবার লোককে গোপনে বুঝাইয়া কংগ্রেসের মতে আনিবার চেষ্টা করা হইয়াছিল। বোম্বাই সহরেই বিলাতী বর্জ্জনান্দোলন সর্ব্বাপেক্ষা সফল হইয়াছিল ; কিন্তু তাহার প্রধান কারণ স্বার্থ। বোম্বাই সহর ব্যতীত অন্যত্র বিভিন্ন প্রদেশে সাফল্যের মাত্রা বিভিন্নরূপ কিন্তু কংগ্রেসের প্রচেষ্টার ফলে এই আন্দোলন কতদূর সফল হইয়াছে, তাহা বলা শক্ত ; কারণ কংগ্রেসের প্রচার কার্য্য ব্যতীতও বাণিজ্য-মন্দা এবং জাপানী প্রতিযোগিতা প্রভৃতি অন্যান্য কারণ বর্ত্তমান ছিল। যাহা হউক ব্রিটিশ বর্জ্জনই আন্দোলনের প্রধান অঙ্গ ছিল, এবং কংগ্রেসের কার্য্যতালিকার অন্যান্য বিষয় অপেক্ষা এই বিষয়টিই সর্ব্বাধিক সফল হইয়াছিল।

আন্দোলনের অন্যান্য দিক

এতদ্ব্যতীত বোম্বাই প্রদেশে মাঝে মাঝে লবণ আইন ভঙ্গের চেষ্টা হইয়াছে, কোথাও কোথাও লবণ আইন ভঙ্গের চেষ্টা হইয়াছে এবং কোনও কোনও অঞ্চলে ট্যাক্স বন্ধ আন্দোলন চালাইবারও চেষ্টা চলিয়াছিল। কিন্তু এই সকল প্রচেষ্টার আন্তরিকতা ছিল না। ১৯৩২ সালের আইন অমান্য আন্দোলনের তীব্রতা পূর্ব্ববর্ত্তী আন্দোলন অপেক্ষা অনেক কমিয়াছে, তাহার আর একটি প্রমাণ এই যে, এবার গ্রামাঞ্চলে প্রায় কোনও আন্দোলন হয় হয় নাই, সরকারী কর্ম্মচারীরা কর্ম্মপরিত্যাগ করে নাই এবং সরকারী কর্ম্মচারীদিগকে সমাজে এক ঘরে করাও হয় নাই। এবার খুব অল্প সংখ্যক ছাত্র আন্দোলনে যোগদান করিয়াছে। কংগ্রেসের প্রস্তাব ফাঁসিয়া যাওয়ায় তাহার প্রধান কারণ বটে, কিন্তু এপ্রিল ও মে মাসে ছাত্রদের পরীক্ষা থাকে এবং কৃষকের কাজে ব্যস্ত থাকে এবার আইন অমান্য আন্দোলনে ছাত্র ও কৃষকের সংখ্যাল্পতার তাহাও একটি কারণ বটে।

সভাসমিতি ও শোভা যাত্রা ইত্যাদিতে ১৯৩০ সালের আন্দোলন ও ১৯৩২ সালের আন্দোলনের পার্থক্য বোম্বাই প্রেসিডেন্সীতে যেরূপ দেখা গিয়াছে, অন্যত্র তেমন দেখা যায় নাই। ১৯৩০ সালে বোম্বাই সহর ছিল ঝঞ্ঝাবর্ত্তের কেন্দ্র, এবং বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর বিশাল অংশের উপর দিয়া ঝঞ্ঝাবাত বহিয়া গিয়াছিল। নানাস্থানে লবণ আইন ভঙ্গের উৎসাহ চরমে উঠিয়াছিল, নানাস্থানে পুলিশের সহিত গুরুতর সঙ্ঘর্ষ হইয়াছে। বোম্বাই সহরে প্রায়ই বিরাট জনতা ছত্রভঙ্গ করিতে হইয়াছে। গুজরাটের বহু জেলায় তীব্র ট্যাক্স বন্ধ আন্দোলন চলিয়াছিল ; অনেক স্থানের অবস্থা সঙ্গীন হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। কিন্তু ১৯৩২ সালে আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষায় বিশেষ বেগ পাইতে হয় নাই ; এবং অনায়াসেই জনতা ছত্রভঙ্গ করা গিয়াছে। মফঃস্বলেও আন্দোলনে জোর ধরে নাই এবং জনসাধারণ বিশেষ সাড়া দেয় নাই।

জানুয়ারী মাসের শেষাশেষি আন্দোলনে যে উৎসাহ দেখা যায়, ফেব্রুয়ারী মাসের মাঝামাঝি পর্য্যন্ত তাহা চলিয়াছিল, কিন্তু ফেব্রুয়ারী মাসের মধ্যভাগ হইতে পুনরায় আন্দোলন মন্দীভূত হয়। আন্দোলনে দণ্ডিতদের সংখ্যা দর্পণস্বরূপ। আন্দোলন সম্পর্কে সাধারণ আইনে ও অর্ডিন্যান্স আইন অনুযায়ী দণ্ডিতদের সংখ্যা জানুয়ারী মাসে ১৪৮০৩ জন ফেব্রুয়ারী মাসে ১৭৮১৩ জন, মার্চ্চ মাসে ৬৯০৯ জন। মার্চ্চ মাস হইতে কারাদণ্ডিতদের সংখ্যা ক্রমাগত হ্রাস পাইতে থাকে। জানুয়ারী ও ফেব্রুয়ারী মাসে কারাদণ্ডিতদের সংখ্যা অপেক্ষাকৃত বেশী দেখিয়া মনে হইবে তখন আন্দোলন সত্য সত্যই সফল হইয়াছিল, কিন্তু বস্তুতঃপক্ষে তাহা নহে।

(ক্রমশঃ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক
— পারমার্থিক পত্র —
শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

আরাধ্যো ভগবান ব্রজেশ
তনয়স্তদ্ধাম-বৃন্দাবনম্,
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং
প্রেমা পুমর্থো মহান্,
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং
তত্রাদরো নঃ পরঃ॥

৮ম বর্ষ | ১৪ নারায়ণ গৌরাব্দ ৪৪৭, ১লা পৌ৷ বঙ্গাব্দ ১৩৪০, ১৬ই ডিসেম্বর ইং ১৯৩৩, শনিবার | ২৪১ তম সংখ্যা

লণ্ডনে প্রচার

গত ২১শে নভেম্বর সন্ধ্যা ৬টার সময় লণ্ডন-গৌড়ীয়-মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্-ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ ৫৫নং প্রিন্সেস্ গেটের বসতবাটীতে আলোয়ারের মহারাজার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। তাঁহার সঙ্গে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজও ছিলেন। মহারাজা বাহাদুর লণ্ডনে গৌড়ীয়-মঠের প্রচারবার্ত্তা অবগত হইয়া বড়ই সন্তুষ্ট হইয়াছেন।

পাঠকগণ শুনিয়া সুখী হইবেন যে, বর্ত্তমানে আমরা লণ্ডনে পরমহংস শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের ৫ পাঁচজন শিষ্য পাইয়াছি। যথা, (১) মিঃ কবুরুথ, (কৃষ্ণদাস) (২) মিসেস্ হিল্দা করবেল, ৩ ও ৪ মিঃ ও মিসেস্ জর্জ্জ সি গিল্ নিক্সন্ (৫ মিস্ শ (বয়ঃক্রম ৬০ ষাট বৎসর)। প্রথমোক্ত চারি ব্যক্তি লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠে বাস করিতে অভিলাষী এবং আমাদের ইচ্ছামত ভারত-বর্ষে আসিতেও প্রস্তুত। শ্রীল প্রভুপাদের প্রতি মিসেস্ করবেলের আন্তরিক শ্রদ্ধা বিশেষ প্রশংসনীয়া।

শ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ লণ্ডন ব্যতীত অন্যান্য স্থানেও শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচার করিতেছেন। ডিসেম্বর মাসে প্যারিসের তিন স্থানে এবং জার্ম্মানের তিন স্থানে (বার্লিন, মিউনিক ও কনিগ্সবার্গ) তাঁহার বক্তৃতার বন্দোবস্ত হইয়াছে।

কেম্ব্রিজে বক্তৃতার বন্দোবস্ত এ মাসে না হইয়া আগামী মাসে হইয়াছে। এই ডিসেম্বরমাসেই স্বামীজী বার্লিনের উদ্দেশ্যে যাত্রা করিতে পারেন। এক্জিটার বিশ্ব-বিদ্যালয়েও বক্তৃতার বন্দোবস্ত হইয়াছে।

আগামী শ্রীব্যাসপূজায় আহুতা সভায় অনারেবল্ দি মারকুইস্ অব্ জেট্‌লেণ্ড পি, সি,জি,সি,এস, আই, জি, সি, আই, ই মহোদয় আগামী ২রা ফেব্রুয়ারী তারিখে সভা-পতির কার্য্য করিতে স্বীকৃত হইয়াছেন। লর্ড জেট্‌ল্যাণ্ড মহোদয় এদেশে একজন বিশিষ্ট প্রতিষ্ঠালব্ধ সামাজিক ব্যক্তি। শ্রীব্যাস পূজার আয়োজন পিকাডেলীর পার্ক-লেনস্থিত "গোর্ভেনার হাউস" নামক স্থানে বন্দোবস্ত করা হইয়াছে।

লণ্ডন হইতে ৬৬ মাইল দূরে সাসেক্স ইষ্ট বুরন্ নামক স্থানে থিয়জফিক্যাল্ হলে ২৪শে ও ২৫শে তারিখে সন্ধ্যায় দুইটী বক্তৃতা দিবার জন্য স্বামীজী আগামীকল্য রওনা হইবেন। তথায় সমুদ্রতীরে মিস্ শ'য়ের 'দি ঈগল্স্ আই' নামক একটী সুন্দর বাড়ী আছে। তিনি ঐ বাড়ীটী আমাদিগের মিশন্‌কে উৎসর্গ করিয়া দিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিতেছেন। তাঁহার সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত হইলে তথায় আমাদের একটী শাখামঠ স্থাপিত হইতে পারে।

শ্রীল প্রভুপাদের কৃপায় ও আশীর্ব্বাদে লণ্ডন থিয়জফিক্যাল সোসাইটীতে যে বক্তৃতা হইয়াছিল তাহা খুব মর্ম্মস্পর্শী হওয়ায় শ্রোতৃমণ্ডলী সাদরে গ্রহণ করিয়াছেন।

জার্ম্মাণী হইতে সংবাদ পাইয়াছি যে, জার্ম্মাণ-সমিতিগুলি স্বামীজীকে লইয়া যাইবার জন্য আতিথ্য ও পাথেয় খরচ নিজ হইতে সরবরাহ করিবেন। বর্ত্তমানে বক্তৃতার এরূপ বন্দোবস্ত হইয়াছে

বক্তৃতার বন্দোবস্ত

২৪শে ও ২৫শে নভেম্বর ইষ্টবুরন্ থিয়জফিক্যাল সোসাইটীতে।

২৯শে, ৩০শে ও ১লা ডিসেম্বর তারিখে এক্জিটার বিশ্ববিদ্যালয়ে বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের প্রিন্সিপ্যাল ডাঃ জন্ মরে এম্-এ, ডি-লিট্ এর অতিথিস্বরূপে, ২রা ৩রা ডিসেম্বর কেম্ব্রিজের ওয়েষ্ট মিনিষ্টার কলেজের আলোচনা-সভায় ঐ কলেজের প্রিন্সিপ্যাল্ ডক্টর জন্ ওমান্ এম, এ, ডি, ডি,এর অতিথি স্বরূপ।

জার্ম্মাণীতে,—

১০ই ডিসেম্বর মুনচেনের ডিউট্ সি য়্যাকাডেমিতে।

১২ই ডিসেম্বর বার্লিন সহরে জার্ম্মাণ ইণ্ডিয়ান্ আণ্ডার ষ্ট্যাণ্ডিং কমিটির মেম্বার ফ্রো ব্যারোনিন্ ভন্ পটলিজের তত্ত্বাবধানে 'হামবল্ড হাউসে'।

১৪ই ডিসেম্বর – কনিগসবার্গে অধ্যাপক ডাঃ এইচ্ ভন্ গ্লাসেন্যাপের তত্ত্বাবধানে।

ফ্রান্সে, —

১৬ই হইতে ১৮ই ডিসেম্বর ইন্‌ষ্টিটিউট ডি সিভিলিজেশান্ ইণ্ডিয়েনীতে। পুনশ্চ জার্ম্মাণি এবং ফ্রান্সদেশে শ্রোতৃমণ্ডলী অধিক আগ্রহ প্রকাশ করিলে হয়ত তাঁহাকে তথায় আরও অধিক দিন থাকিতে হইবে। এতদ্ব্যতীত আরও অনেক বক্তৃতা দিতে হইবে। উপরোক্ত বক্তৃতাগুলি বর্ত্তমানে স্থিরীকৃত হইয়াছে।

সাময়িক প্রসঙ্গ

গত ৩রা ডিসেম্বর রবিবার মহামহোপদেশক আচার্য্য শ্রীপাদ নারায়ণদাস ভক্তিশাস্ত্রী ভক্তিসুধাকর প্রভু পুরী শ্রীপুরুষোত্তম মঠে সন্ধ্যাকালে শ্রীচৈতন্যভাগবত হইতে বল-দেবাভিন্ন শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর মহিমা, জীবের প্রতি তাঁহার অহৈতুকী কৃপার কথা কীর্ত্তন করেন। শ্রোতৃমণ্ডলী তাঁহার সুযুক্তিপূর্ণ অতি প্রাঞ্জল ব্যাখ্যা শুনিয়া অতিশয় আনন্দ প্রকাশ করেন।

শ্রীল প্রভুপাদের অনুকম্পিত শ্রীপাদ ভক্তিজ্যোতিঃ ব্রহ্মচারীজী লণ্ডন গৌড়ীয়মঠের রক্ষকের কার্য্যভার গ্রহণ করিবার নিমিত্ত সত্বর লণ্ডন যাত্রা করিবেন। তিনি মঠবাসী নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী। ইনি শ্রীগৌড়ীয়মঠে শ্রীপাদ আচার্য্যত্রিক প্রভুর নির্দ্দেশানুসারে গৌড়ীয়-পত্রিকার ও গ্রন্থবিভাগের রক্ষক ও পরি-চালকসূত্রে বহুকাল সেবাসৌষ্ঠব প্রদর্শন করিয়াছেন। যাঁহারা তাঁহার সহিত আলাপ করিবার সুযোগ পাইয়াছেন তাঁহারা সকলেই তাঁহার গুণে মুগ্ধ। তিনি শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর একনিষ্ঠ সেবক। আমরা শ্রীভগবানের নিকট প্রার্থনা করি তিনি যেন লণ্ডন-গৌড়ীয় মঠের রক্ষকের কার্য্যভার গ্রহণ করিয়া শ্রীগুরুদেবের মনোহভীষ্ট সম্পাদনে কৃতকার্য্য হন।

গত ১৩ই ডিসেম্বর বুধবার শ্রীএকাদশী দিবস ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট বোর্ডিং এর সাপ্তাহিক অধিবেশনে শ্রীপাদ শুভবিলাস দাসাধিকারী ভক্তিশাস্ত্রীজী শ্রীধাম-মায়াপুর শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দিরে শ্রীমন্মহা-প্রভুর নামকরণ, ক্রন্দনচ্ছলে হরিনাম-শ্রবণ প্রভৃতি অত্যদ্ভুত বাল্যলীলাদি পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। পাঠের আদিতে শিক্ষক ও কোমল-মতি ছাত্রবৃন্দ শ্রীশ্রীগুরুবৈষ্ণবগণের বন্দনা, পঞ্চতত্ত্ব নামকীর্ত্তন, অন্তে মহাজনপদাবলী ও 'হরেকৃষ্ণ' নাম উচ্চৈঃস্বরে কীর্ত্তন করেন।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১৭ নারায়ণ অধায় ক্ষীরোদশায়ী

ছড়া কীর্ত্তনীয় নহে

[৭]

৩। ভক্তিরসামৃতে পূঃ ১ল ২০৮ শ্লোক—

"নাম চিন্তামণিঃ কৃষ্ণশ্চৈতন্যরসবিগ্রহঃ।
পূর্ণঃ শুদ্ধো নিত্যমুক্তোঽভিন্নত্বান্নাম-
নামিনোঃ॥"

বিচার করিলে দেখা যায়—কৃষ্ণনাম চিন্তামণিস্বরূপ, স্বয়ং কৃষ্ণ, চৈতন্যরসবিগ্রহ, পূর্ণ, মায়াতীত, নিত্যমুক্ত ও নাম-নামীতে ভেদ নাই।

শ্রীল নরোত্তম ঠাকুরও বলিয়াছেন—

"যেই নাম সেই কৃষ্ণ"

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মধ্য ১৭শ পরিচ্ছেদেও ঐ কথাই বলিয়াছেন—

'নাম', 'বিগ্রহ' 'স্বরূপ' তিন এক রূপ।
তিনে ভেদ নাহি তিন চিদানন্দরূপ॥

সুতরাং 'নিতাই' 'গৌর' 'রাধা' ও 'শ্যাম' এই সব নামও নামী হইতে অভিন্ন।

শ্রীকৃষ্ণই—শ্রীগৌরাঙ্গ ও শ্রীবলরামই—শ্রীনিত্যানন্দ। যথা—

"সেই কৃষ্ণ নবদ্বীপে শ্রীচৈতন্যচন্দ্র।
সেই বলরাম সঙ্গে নিত্যানন্দ॥
(চৈ. চ: আদি ৫ম পঃ)

"ব্রজেন্দ্রনন্দন যেই শচীসুত হইল সেই,
বলরাম হইল নিতাই॥"
(শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর)

রসশাস্ত্রে পারদর্শিগণ জানেন শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীবলরামের লীলাগত বৈচিত্র্য আছে। কৃষ্ণের রাসাদি লীলায় বলদেবের উপস্থিতি অথবা কৃষ্ণপরিগৃহীতা গোপীগণের সহিত শ্রীবলরামের রাসাদি লীলা নাই। উভয়ের রাসস্থলী শ্রীবৃন্দাবনের পৃথক্ প্রকোষ্ঠে অবস্থিত। যথা—দশম স্কন্ধের সারার্থদর্শিনীতে রসিককুল-শিরোমণি শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর লিখিয়াছেন—যমুনোপবনে শ্রীরামঘট্টতয়া প্রসিদ্ধেস্থলে কিন্তু যত্র শ্রীকৃষ্ণেন রাসক্রীড়া কৃতা, তৎস্থলমপি রামেণ দূরতঃ পরিহৃতম্।

এই জয় রামঘাট পরম নির্জ্জন।
যাহা রাসলীলা কৈলা রোহিণীনন্দন॥
(শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর)

অতএব ইহাই প্রমাণিত হইল যে যেখানে শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দ আছেন সেখানে বলরামের অবস্থান নাই। সুতরাং বলরাম-অভিন্ন নিত্যানন্দকে শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের সহিত এক সিংহাসনে রাখিলে যেরূপ সিদ্ধান্তবিরুদ্ধ ও রসাভাস-দোষ হয় সেইরূপ নামী হইতে অভিন্ন শ্রীনামকে অর্থাৎ "নিতাই, গৌর, রাধা ও শ্যাম" এই নামগুলিকে একত্রে কীর্ত্তন করিলেও নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তবিরুদ্ধ ও রসাভাস-দোষ ঘটে।

(ক) শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভু কৃষ্ণাগ্রজ শ্রীবলদেব। কৃষ্ণের প্রতি তাঁহার সখ্যমিশ্রিত বাৎসল্যভাব, শ্রীবলদেব শ্রীকৃষ্ণের গৌরবের ভাই, তিনি সখা হইলেও সুহৃদ্ সখা সেইজন্য শৃঙ্গার-রসগত কোন চেষ্টা তাঁহাতে থাকিতে পারে না; কারণ সখ্যরস মধুর-রসের মিত্র হইলেও বাৎসল্যরস মধুর-রসের শত্রু। যথা শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু উ: ৮ল ৪১ শ্লোকে—

শুচেঃ সখ্যগন্ধোঽপি কথঞ্চিদ্ যদি বৎসলে।
কচিষ্মবেক্ততঃ সুষ্ঠু বৈরস্যায়ৈব কল্পতে॥

অর্থাৎ শুদ্ধ বৎসলরসে যদি কথঞ্চিৎ শৃঙ্গার-রসের গন্ধও থাকে তাহা হ'লে ঐ বৎসল-রস বিরসতা প্রাপ্ত হয়। অতএব শ্রীবলদেব বা শ্রীনিত্যানন্দের সহিত শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ যুগল-মূর্ত্তি এক সিংহাসনে রাখিলে কিম্বা নামী হইতে অভিন্ন 'নিতাই' নামের সহিত 'রাধেশ্যাম' নাম কীর্ত্তন করিলে রসাভাস দোষ উপস্থিত হয় বলিয়া উহা শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্ত-বিরুদ্ধ ও মহা অপরাধজনক।

(খ) চিদ্বস্তুর হেয় প্রতিফলন এই জড় জগতের ব্যাপারেও দেখা যায় যে, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতার সহিত মিলিত হইয়া কখনও শৃঙ্গার-বিলাসাদি করেন না। গরুড়-পুরাণে ত্রয়ত্রিংশ প্রকার পিতার উল্লেখ আছে, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা তাহার অন্যতম। সুতরাং পিতৃতুল্য জ্যেষ্ঠভ্রাতার সমক্ষে কনিষ্ঠের শৃঙ্গারগত কোনও প্রকার ব্যবহার থাকিতে পারে না।

(গ) শ্রীল নরোত্তম ঠাকুরের প্রার্থনার মধ্যে "হেন নিতাই, বিনে ভাই, রাধাকৃষ্ণ পাইতে নাই" ইহা পাঠ করিয়া কেহ কেহ বলিতে পারেন যে নিত্যানন্দের কৃপাতেই যখন রাধাকৃষ্ণের সেবা পাওয়া যায় তখন রাধাকৃষ্ণের নিকট শ্রীনিত্যানন্দের শ্রীবিগ্রহ রাখিতে বা 'রাধাশ্যাম' নামের সঙ্গে শ্রীনিত্যানন্দের নাম কীর্ত্তন করিতে দোষ কি? অনেক বিখ্যাত স্থানেও ত' এক সিংহাসনে গৌরনিতাই ও রাধাকৃষ্ণ-মূর্ত্তি দেখা যায়? ইহার উত্তর এই যে মধুররসের উপাসকগণ ঐস্থলে শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুকে শ্রীমতী রাধিকার কনিষ্ঠা ভগ্নী অনঙ্গমঞ্জরীরূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন অর্থাৎ রাধাকৃষ্ণের নিকট বিষয়জাতীয় নিত্যানন্দ-মূর্ত্তিতে অবস্থিত নহেন সেখানে নিত্যানন্দ আশ্রয়জাতীয় অনঙ্গমঞ্জরী-মূর্ত্তিতে থাকিয়া রাধাকৃষ্ণের মিলন-প্রয়াসিনী ইহা রসশাস্ত্রজ্ঞ ভক্তমাত্রেই অবগত আছেন।

শ্রীনিত্যানন্দই সন্ধিনীশক্তির শক্তিমত্তত্ত্ব শ্রীবলরাম, তিনি মূর্ত্তিভেদে বহুপ্রকারে কৃষ্ণের সেবা করেন। গৌরলীলায় শ্রীবলদেবই নিত্যানন্দ-মূর্ত্তিতে নিজে বিষয় হইয়াও আশ্রয়াভিমানে বা আচার্য্যরূপে 'পাষণ্ডদলন ও প্রেমপ্রচারণ" এই দুইটী কার্য্যদ্বারা গৌরসুন্দরের মনোহভীষ্ট পূর্ণ করেন। বলদেব স্বরূপে অগ্রজরূপে বাৎসল্যমিশ্র সখ্যভাবে কৃষ্ণলীলার সহায়, অনঙ্গমঞ্জরীরূপে রাধাকৃষ্ণের মিলনপ্রয়াসিনী, বৈকুণ্ঠের মহা-সঙ্কর্ষণ, কারণোদক, গর্ভোদক ও ক্ষীরোদকশায়ী বিষ্ণুরূপে সৃষ্টিলীলা-কার্য্য করেন এবং শেষরূপে গৃহ, ছত্র, শয্যা, বস্ত্র, আসন, ভূষণাদি হইয়া কৃষ্ণের সেবা করেন।

এক্ষেত্রে অনঙ্গমঞ্জরী বা শয্যাবস্ত্রাদি শ্রীবলদেব বা শ্রীনিত্যানন্দ হইলেও শ্রীবলদেব-মূর্ত্তিতে বা শ্রীনিত্যানন্দমূর্ত্তিতে অর্থাৎ বিষয়-জাতীয়স্বরূপে বা বিষয়জাতীয় অভিমানে রাধাকৃষ্ণের নিকট অবস্থিত নহেন। পরন্তু আশ্রয়জাতীয়-স্বরূপে অর্থাৎ অনঙ্গমঞ্জরীরূপে বা শয্যাবস্ত্রাদিরূপে অবস্থান করিতেছেন। এই কারণে এসব ক্ষেত্রে কোন সিদ্ধান্তবিরুদ্ধ বা রসাভাস-দোষ ঘটিতেছে না কিন্তু শ্রীবলদেব বা শ্রীনিত্যানন্দের স্বরূপ বিষয়জাতীয় বলিয়া নিত্যলীলায় ও প্রকটলীলায় রাধাকৃষ্ণের নিকট বলদেব বা নিত্যানন্দ অবস্থান করেন না, এমন কি শ্রীমন্মহাপ্রভু রাধাপ্রেমে যখন আবিষ্ট থাকিতেন তখন নিত্যানন্দ প্রভু রস-বিরোধভয়ে দূরে অবস্থান করিতেন, আবার স্বরূপ হইতে অভিন্ন শ্রীবিগ্রহ এবং শ্রীনামও বিষয়জাতীয় বলিয়া শ্রীবলদেব বা শ্রীনিত্যানন্দের শ্রীবিগ্রহকে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের শ্রীবিগ্রহের সহিত এক সিংহাসনে রাখিলে অথবা শ্রীবলদেব বা শ্রীনিত্যানন্দ নামের সঙ্গে 'রাধাশ্যাম' নাম উচ্চারণ করিলে সিদ্ধান্ত-বিরোধ ও রসাভাস-দোষ ঘটে। প্রাচীন মহাজনগণ কেহই রাধাকৃষ্ণের শ্রীবিগ্রহের সহিত বলরাম বা নিত্যানন্দের শ্রীমূর্ত্তি এক সিংহাসনে রাখেন নাই। কালক্রমে ধর্ম্মের গ্লানি উপস্থিত হইলে রসশাস্ত্রে অনভিজ্ঞ, মূর্খ,ধর্ম্মধ্বজী অপরাধিগণ নিজ নিজ খেয়ালের বশবর্ত্তী হইয়া শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের সহিত শ্রীবলরাম বা শ্রীনিত্যানন্দকে রাখিয়াছেন মাত্র। সুতরাং যাহা সাত্বতশাস্ত্র ও মহাজনানুমোদিত নহে তাহা বিখ্যাত স্থানে থাকিলেও আদর্শ হইতে পারে না। শ্রীবলরাম যে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের নিকট অবস্থান করেন না, তাঁহার পৃথক্ রাসস্থলী আছে ইহা পূর্ব্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে। শ্রীমহাপ্রভু যখন রাধাপ্রেমে আবিষ্ট থাকিতেন তখন শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু রসবিরোধভয়ে যে দূরে অবস্থান করিতেন শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভুর নিম্নলিখিত বাক্যই তাহার প্রমাণ—

'রাধাপ্রেমাবেশে প্রভু হৈলা সেই স্ফূর্ত্তি।
নিত্যানন্দ দূরে দেখি করিলেন স্তুতি॥
নিত্যানন্দ দেখিয়া প্রভুর ভাবাবেশ।
নিকটে না আইসে কিছু রহে দূর দেশ॥'

(ঘ) স্বয়ংরূপ কৃষ্ণ ও স্বয়ং-প্রকাশ বলদেব অভিন্ন-বস্তু হইলেও তাঁহাদের লীলা-বৈচিত্র্যে অপলাপ বা তাঁহাদের মধ্যে কোনও রসাভাসদুষ্ট বা রসবিরুদ্ধ ভাব আরোপ করিবার চেষ্টা করিলে চিরতরে ভক্তিরাজ্য হইতে বিচ্যুত হইতে হইবে। মর্য্যাদা ও মাধুর্য্যভেদে নিত্য চিদ্বিলাস-বৈচিত্র্য আছে। যাঁহারা উক্ত চিদ্বিলাস-বৈচিত্র্য নষ্ট করিবার চেষ্টা করেন তাঁহারা প্রচ্ছন্ন বা স্পষ্ট নির্ব্বিশেষবাদী। শ্রীভগবান্ রসময়, সুতরাং তাঁহার উপাসনাও রসময়ী, অতএব কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা শ্রীগুরুবৈষ্ণবের আনুগত্যে ভগবদুপাসনা বা শ্রীনামভজনপ্রণালী শিক্ষা না করিয়া রসতত্ত্বে অনভিজ্ঞ গুরুব্রুবের উপদেশে (?) চালিত হইয়া কিম্বা স্বতন্ত্রভাবে স্বমত কল্পনা করিয়া কল্পিত ভজনচেষ্টা করিলে বৈষ্ণব-ধর্ম্মাবলম্বী পরিচয় প্রদান করিয়াও প্রচ্ছন্ন নির্ব্বিশেষবাদী হইতে হইবে।

৪। "ভজ নিতাই গৌর রাধে শ্যাম। জপ হরে কৃষ্ণ হরে রাম॥" ইহা সংস্কৃত শ্লোকই হউক বা বাংলা কবিতাই হউক ইহার অর্থ ও সিদ্ধান্ত করিলে ঐরূপ বাক্য কোনপ্রকারেই রক্ষিত হইতে পারে না। ইহার প্রথম পঙ্‌ক্তিতে 'রাধে' শব্দ এবং দ্বিতীয় পঙ্‌ক্তিতে 'হরে' শব্দ দেখিয়া বুঝা যায় ঐ দুইটী সম্বোধনের পদ। 'রাধা' ও 'হরা' শব্দ স্ত্রীলিঙ্গ 'লতা' শব্দের ন্যায় সুতরাং তাহাদের সম্বোধনের একবচনে 'রাধে' ও 'হরে' পদ সিদ্ধ হইয়াছে। উক্ত সম্বোধনের পদ থাকায় উহার অর্থ নিম্নলিখিতরূপ হইবে। যথা—কোন ব্যক্তি রাধাকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন—'হে রাধে। তুমি ভজনা কর', 'হে হরে তুমি জপ কর' তদ্রূপভাবে গৌর বা শ্যামকেও বলা হইয়াছে—'হে গৌর! তুমি ভজনা কর', 'হে শ্যাম! তুমি ভজনা কর'। 'হে কৃষ্ণ! তুমি জপ কর', 'হে রাম! তুমি জপ কর'।

আবার যদি বাংলা কবিতা হয় তাহা হইলে এইরূপ অর্থ হয়। যথা—"হে রাধে! তুমি নিতাই, গৌর ও শ্যামকে ভজনা কর।" "হে হরে! তুমি কৃষ্ণ ও রামকে জপ কর।" কিন্তু ঐ উভয়প্রকার অর্থতেই নানাপ্রকার তত্ত্ব ও সিদ্ধান্তবিরোধ উপস্থিত হয়। ক্ষুদ্র জীব ভজনীয় বস্তুর প্রতি "তুমি ভজনা কর' 'তুমি জপ কর' এইরূপ আদেশ

প্রদান করিতে অসমর্থ। "হে রাধে! তুমি নিতাইকে ভজনা কর" এইরূপ বাক্যও রসাভাস-দুষ্ট এবং অপরাধময়।

———

যদি বলা যায়—

"মূর্খো বদতি বিষ্ণায় ধীরো বদতি বিষ্ণবে
উভয়স্তু সমং পুণ্যং ভাবগ্রাহী জনার্দ্দন॥"

এই ন্যায়ানুসারে ছড়া-রচয়িতার কোন দোষ ধরিতে পার না। তদুত্তর এই যে কোনও ব্যক্তি যদি অজ্ঞাতভাবে বিষ্ণুকে সঙ্কেত করিয়া "বিষ্ণায় নমঃ" এইরূপ বাক্য বলিয়া ফেলেন তাহাতে কেবল উচ্চারণের দোষ হইল মাত্র সে-ক্ষেত্রে অন্তর্যামী শ্রীনাম তাঁহার ভাবগ্রহণপূর্ব্বক তাঁহাকে কৃপা করিবেন কিন্তু এক্ষেত্রে ছড়া-রচয়িতা 'অবতার' সাজিয়া বিপ্রলিপ্সা-বশে গুরু-পরম্পরা উল্লঙ্ঘনপূর্ব্বক একটী কল্পিত ছড়া প্রচার করিয়াছেন। গুরু-পরম্পরায় অবতীর্ণ নাম বা মহাজন-কর্ত্তৃক অনুমোদিত নাম সাধুমুখে শুনিয়া সেইনাম কীর্ত্তন করিবার কালে কেবল উচ্চারণগত দোষটীই ভাবগ্রাহী জনার্দ্দন ক্ষমা করিবেন কিন্তু গুরুপারম্পর্য্য, মহাজন ও সাধুবর্গকে এবং সাত্বত-শাস্ত্রাদি উল্লঙ্ঘনপূর্ব্বক সিদ্ধান্ত-বিরুদ্ধ ও রসাভাসদোষদুষ্ট ছড়াকে নাম বলিয়া প্রচার করিলে ভাবগ্রাহী জনার্দ্দন উক্ত ছড়া-প্রচারকারীর বিপ্রলিপ্সা ও কপটতা বুঝিয়া তাঁহাকে ও তাঁহার অনুগত-জনকে নামাপরাধের ফলই প্রদান করিবেন। শ্রীনাম-প্রচার করা আচার্য্য বা গুরুর কার্য্য। আমরা পূর্ব্বেই বিচার করিয়াছি যে—

"ভ্রম, প্রমাদ, বিপ্রলিপ্সা, করণাপাটব।
আর্ষ-বিজ্ঞবাক্যে নাহি দোষ এই সব॥"

সুতরাং শ্রীগুরুদেবের বাক্যে কোন-প্রকার সিদ্ধান্তগত, রসগত বা ব্যাকরণ-গত ভ্রম থাকিতে পারে না। শ্রীগুরুদেব আশ্রয়জাতীয় ভগবান্—

"গুরু কৃষ্ণরূপ হন শাস্ত্রের প্রমাণে।
গুরুরূপে কৃষ্ণ কৃপা করেন ভক্তগণে॥"

(চৈঃ চঃ আদি ১ম পঃ)

মুণ্ডক-উপনিষদে (১।২।১২) গুরুর লক্ষণ বলিয়াছেন—

তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ।
সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠম্॥

অর্থাৎ সেই ভগবদ্বস্তুর বিজ্ঞান লাভ করিবার জন্য সমিধ্-হস্তে বেদতাৎপর্য্যজ্ঞ ও কৃষ্ণতত্ত্ব-বিৎ সদ্গুরুর সমীপে কায়মনোবাক্যে গমন করিবেন। গীতাতেও (৪।৩৪) সেই কথাই বলিয়াছেন—

তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া।
উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ॥

এখানেও গুরুর লক্ষণ, জ্ঞানী ও তত্ত্ব-দর্শী বলিয়াছেন। আবার শ্রীমদ্ভাগবত বলিতেছেন—

তস্মাদ্ গুরুং প্রপদ্যেত জিজ্ঞাসুঃ
শ্রেয় উত্তমম্।
শাব্দে পরে চ নিষ্ণাতং ব্রহ্মণ্যুপশমাশ্রয়ম্॥

এখানেও গুরুর লক্ষণে বলিতেছেন, তিনি শব্দব্রহ্ম ও পরব্রহ্মে নিষ্ণাত। শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতেও (মধ্য ২২।৬৫) দেখা যায়—

"শাস্ত্রযুক্ত্যে সুনিপুণ দৃঢ়া শ্রদ্ধা যাঁর।
উত্তম-অধিকারী সেই তারয়ে সংসার॥"

সুতরাং মুণ্ডক-উপনিষদ্, গীতা, শ্রীমদ্ভাগবত ও শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের সিদ্ধান্ত বিচার করিয়া স্থির হইল যে, আচার্য্য বা গুরুদেব শাস্ত্রীয় সিদ্ধান্তে পারদর্শী ও পর-ব্রহ্মে নিষ্ণাত বা সর্ব্বক্ষণ হরিভজন-পরায়ণ। যাঁহার বাক্যে ব্যাকরণগত, ভক্তিসিদ্ধান্তগত ও রসগত ভ্রম থাকে তিনি 'অবতার' 'গুরু' বা 'সাধু' হইতে পারেন না।

শ্রীমন্মহাপ্রভু ও তাঁহার দ্বিতীয়স্বরূপ স্বরূপ দামোদর গোস্বামী কখনও সিদ্ধান্তবিরুদ্ধ, রসাভাসদোষ, ব্যাকরণগত ও আলঙ্কারিক দোষের প্রশ্রয় দেন নাই। শ্রীশ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতের অন্ত্য ৫ম পরিচ্ছেদোক্ত পূর্ব্ব-বঙ্গবাসী প্রাকৃত কবির নিম্নলিখিত বৃত্তান্ত আলোচনা করিলে তাহা সহজেই বুঝা যাইবে।

———

রসাভাস হয় যদি সিদ্ধান্ত-বিরোধ।
সহিতে না পারে প্রভু মনে হয় ক্রোধ॥
'যথা তথা' কবির বাক্যে হয় রসাভাস।
সিদ্ধান্তবিরুদ্ধ শুনিতে না হয় উল্লাস॥
'রস' 'রসাভাস' যার নাহিক বিচার।
ভক্তিসিদ্ধান্তসিন্ধু নাহি পায় পার॥
'ব্যাকরণ' নাহি জানে না জানে 'অলঙ্কার'।
'নাটকালঙ্কার' জ্ঞান নাহিক যাহার॥
কৃষ্ণলীলা বর্ণিতে না জানে সেই ছার।
বিশেষে দুর্গম এই চৈতন্যবিহার॥
কৃষ্ণলীলা, গৌরলীলা সে করে বর্ণন।
গৌরপাদপদ্ম যাঁর হয় প্রাণধন॥
গ্রাম্য কবির কবিত্ব শুনিতে হয় দুঃখ।
বিদগ্ধ আত্মীয় বাক্য শুনিতে হয় সুখ॥
আরে মূর্খ আপনার কৈলি সর্ব্বনাশ।
দুই ত ঈশ্বরে তোর নাহিক বিশ্বাস॥
পূর্ণানন্দ চিৎস্বরূপ জগন্নাথ রায়।
তাঁরে কৈলি জড় নশ্বর-প্রাকৃত কায়॥
পূর্ণ ষড়ৈশ্বর্য্য-চৈতন্য স্বয়ং ভগবান্।
তাঁরে কৈলি ক্ষুদ্র জীব স্ফুলিঙ্গসমান॥
দুই ঠাঞি অপরাধে পাইবি দুর্গতি।
অতত্ত্বজ্ঞ তত্ত্ব বর্ণে, তার এই গতি॥
শুনি সভাসদের হৈল মহা চমৎকার।
সভা কহে গোসাঞি, করিয়াছে তিরস্কার।
শুনিয়া কবির হৈল লজ্জা ভয় বিস্ময়।
হংস মধ্যে বক যেন কিছু নাহি কয়॥
তার দুঃখ দেখি স্বরূপ পরম সদয়।
উপদেশ কৈলা তারে যৈছে হিত হয়॥
যাহ ভাগবত পড় বৈষ্ণবের স্থানে।
একান্ত আশ্রয় কর চৈতন্যচরণে॥
চৈতন্যের ভক্তগণের নিত্য কর সঙ্গ।
তবে জানিবা সিদ্ধান্তসমুদ্র-তরঙ্গ॥
তবে ত' পাণ্ডিত্য তোমার হইবে সফল।
কৃষ্ণের স্বরূপ লীলা বর্ণিবা নির্ম্মল॥

উপরোক্ত বৃত্তান্তটী আলোচনা করিলে দেখা যায় শ্রীল স্বরূপ গোস্বামী প্রভু "ভাব-গ্রাহী জনার্দ্দন" শ্লোকের অছিলায় উক্ত কবিকে প্রশ্রয় না দিয়া সভাস্থলে—"আরে মূর্খ" "কৈলি" "তোর" 'পাইবি দুর্গতি" প্রভৃতি নৈতিকবিচারে ভদ্রতাবিরুদ্ধ অশ্লীল কথা বলিয়া তাহাকে শাসনরূপ কৃপা করিলেন। সভাস্থ সকলেই স্বরূপ-গোস্বামীর নিরপেক্ষ বিচারে সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহার পক্ষই সমর্থন করিলেন। তাঁহারা ত' স্বরূপ গোস্বামীকে বলিলেন না যে—"আপনি কেন পণ্ডিত মহাশয়ের নিন্দা করিতেছেন? অথবা তাঁহাকে ভর্ৎসনা করিতেছেন কেন? ভাবগ্রাহী জনার্দ্দন তাঁহার ভাব গ্রহণ করি-বেন ইত্যাদি"। ইহার কারণ এই যে সভাস্থ সকলেই গোস্বামী প্রভুর নিরপেক্ষ বিচার বিশেষভাবে আলোচনা করিয়া বুঝিলেন যে—স্বরূপ-প্রভু মৎসরতার বশবর্ত্তী হইয়া পণ্ডিতের প্রতি ক্রোধ প্রকাশ করেন নাই বা তাঁহাকে অপমান করেন নাই বরং তাঁহার প্রতি কৃপাই করিলেন।

প্রপঞ্চ-পরিচয়

(২)

সাবধান! দেহারামী, তুমি যদি ইহা অনুকরণ করিতে যাও, তুমি নরকে যাইবে। কারণ তুমি কৃষ্ণের সেবা জান না। কিন্তু যিনি কৃষ্ণের সেবা জানেন, অপরের দ্বারা কৃষ্ণের সেবা করাইতে জানেন, জগতের যা কিছু শ্রেষ্ঠ, সুন্দর, মনোরম—যদি সেই সেবকের সেবায় লাগে তবেই তার শ্রেষ্ঠত্ব, সুন্দরত্ব ও মনো-রমত্ব; নতুবা উহা মূত্র-পুরীষবৎ ত্যাজ্য। উহাতে নরকের পূতিগন্ধ ছাড়া আর কিছু নাই। যাদের বহির্ম্মুখ-দৃষ্টি প্রবল, প্রাকৃত বিচার প্রবল, তারা ভোগের ব্যতিরেক ফল্গুত্যাগকেই বড় মনে করে, উহা বহি-র্ম্মুখতা, প্রাকৃতাভিনিবেশ ছাড়া আর কিছু নহে। সেবক ভগবানের সেবার জন্য রথে চড়িতে পারেন—এবং বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের লোকসকল সেই রথের কাছি ধরিতে পারিলে কৃতার্থ হন। সেবক ভগবানের সেবার জন্য জগতের সমস্ত ঐশ্বর্য্য স্বীকার করিতে পারেন। এ জগতে ত' শ্রীনারা-য়ণের অনন্ত ঐশ্বর্য্যের একটু বিকৃত প্রতি-ফলনমাত্র দেখা যাইতেছে। সপরিকর বিষ্ণুই এ জগতের মালিক। তিনিই জগতের একমাত্র ভোক্তা। এইজন্য শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথমশ্লোকে শ্রীব্যাসদেব সেই স্বরাট্ পুরুষকে তদীয় ভক্তগণের সহিত ধ্যান করিতেছেন।

———

শাস্ত্রালোচনা-মুখে আমরা দেখিলাম, এ প্রপঞ্চের মালিকও আমরা নই এবং ইহা আমাদের ভোগের উপকরণও নয়, ইহার মালিক—ভগবান্ কৃষ্ণ, যাঁহার ভোগেরই একমাত্র সম্ভার—এই প্রপঞ্চ। ভগবানের সেবক অণুচেতন জীব আমরা, এ জগতের প্রতি আমাদের কর্ত্তব্য—প্রাপঞ্চিক সমস্ত বস্তুই একমাত্র অদ্বিতীয় ভোক্তা স্বরাট্ পুরুষোত্তম হৃষিকেশ কৃষ্ণ ও তদীয় নিজজন বৈষ্ণবগণের সেবায় সর্ব্বতোভাবে নিয়োজিত করা এবং বৈষ্ণবগণের দাসানুদাসসূত্রে তাঁহাদের কৃপাপ্রদত্ত উচ্ছিষ্ট প্রসাদ-বুদ্ধিতে গ্রহণ করা। মালিককে বঞ্চিত করিয়া নিজে ভোগ করা বা এ সব জিনিষ মালিকের ভোগে না লাগাইয়া পরিত্যাগের যে এষণা এ দুইটীই অকর্ত্তব্য ও অপরাধজ্ঞাপক। বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিগণ প্রপঞ্চ-পরিচয় সম্যক্ অবগত হইয়া সেবার বিরুদ্ধ ভোগ ও ত্যাগ এই দুইটী কুপন্থা বর্জ্জনপূর্ব্বক সেবক-সূত্রে নিজেকেও ভগবৎ-সেবোপকরণ-জ্ঞানে ভগবানের সেবায় আত্মনিয়োগ ও যুক্ত-বৈরাগ্য গ্রহণ করিবেন ইহাই প্রবন্ধের শিক্ষণীয় বিষয়।

নির্য্যাণ

শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণব-রাজসভার অন্যতম সম্পাদক মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ অতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী ভক্তি-সারঙ্গ মহোদয়ের সপ্তমাস-বয়ীয় শিশুপুত্র শ্রীমান্ শ্যামসুন্দর দাস গত ১১ই নারায়ণ (গৌরাব্দ ৪৪৭), ২৭শে অগ্রহায়ণ (১৩৪০) ১৩ই ডিসেম্বর (১৯৩৩), বুধবার 'শ্রীসফলা একাদশী' হরিবাসর-তিথিতে সন্ধ্যা ৬ ঘটিকার সময় শ্রীধাম-মায়াপুরস্থ অপ্রাকৃত-কুটীরে শ্রীধামের বৈষ্ণববৃন্দের মুখে মহামন্ত্র কীর্ত্তন শ্রবণ করিতে করিতে ভবলীলা সাঙ্গ করিয়াছে।

বিশেষ সুকৃতি না থাকিলে বৈষ্ণব-গৃহে বা ভগবদ্ধামে জন্ম হয় না। শিশুটী গত ৩ই জ্যৈষ্ঠ শনিবার (১৩৪০) তারিখে শ্রীধাম-মায়াপুরে জন্মগ্রহণ করিয়াছিল; এই অল্পবয়সেই সে মুকুন্দ-প্রেষ্ঠ পতিত-পাবন শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের চরণে প্রণতি-জ্ঞাপনের সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিল; তৎফলেই নির্য্যাণ-সময়ে তাহার হরিনাম-শ্রবণের সৌভাগ্য হইয়াছিল। তাহার ন্যায় ভাগ্যবান্ ভব-মাঝে অতি অল্পই দৃষ্ট হয়।

শুদ্ধভক্তি গ্রন্থমালা

স্বক্ষাক্ষরে প্রকাশিত

১। ভাষ্যসহ বিরাট শ্রীমদ্ভাগবত ৫৲
২। শ্রীমদ্ভাগবতম্—... ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ১৮৲
একাদশ স্কন্ধ হইতে প্রাপ্তিব্য ।৶০
৩। ভাষ্যসহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (৪র্থ সংস্করণ) ৬৲
৪। ভক্তিবিবেককুসুমাঞ্জলি (বাঁধা) ১৲
৫। গৌড়ীয়-গৌরব ।৶০
৬। গৌড়ীয়-সাহিত্য ।৶০
৭। ভজনরহস্য ৷০
শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও
শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৯। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ)
ঐ (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
১০। গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি টীকাসহ)
ঐ (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
১১। গীতার কেবল মাধ্ব-ভাষ্য ৷০
১২। মুক্তিমল্লিকা গুণসৌরভঃ সানুবাদ (মাধ্ব) ২৲
১৩। বেদান্ততত্ত্বসার সানুবাদ (রামানুজীয়) ৷০
১৪। জৈবধর্ম্ম ২৲
১৫। শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৬। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১৭। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ৷৶০
ঐ (বাঁধা) ৸০
১৮। দ্বীপ-দিগ্‌দর্শন ৶০
১৯। সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ) ।৶০
২০। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ৷০
ঐ (আবাঁধা) ।৶০
২১ নবদ্বীপধাম গ্রন্থমালা ৸০
২২। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৶০
২৩। গীতমালা ৴১০
২৪। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶০
২৫। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶০
২৬। নবদ্বীপ পঞ্জিকা (৪৪৭ গৌরাব্দ) ৶০
২৭। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
২৮। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা-দর্পণ ।০
২৯। শরণাগতি ৴০
৩০। গীতাবলী ৴০
৩১। চিত্রে নবদ্বীপ ১৷০
৩২। সাধনকণা ৴০
৩৩। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৴০
৩৪। নবদ্বীপশতক ৴০
৩৫। অর্থপঞ্চক ৴০
৩৬। সদাচারস্মৃতিঃ ৴০
৩৭। কল্যাণকল্পতরু (৫ম সংস্করণ) ৴১০
৩৮। অর্চ্চনকণ ৴০
৩৯। সাধককণ্ঠমালা (বাঁধা) ।০
ঐ (আবাঁধা) ৶০
৪০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতিঃ (প্রথম চারিখণ্ড)
৪১। ব্রহ্মসংহিতা ।০
৪২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা)
ঐ (আবাঁধা)
৪৩। মাধমঞ্জরী সানুবাদ ।০
৪৪। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ
৪৫। পুরুষার্থ-বিনির্ণয়
৪৬। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৪৭। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
৪৮। গৌড়ীয়মঠ কি করেন? ৴০
৪৯। ঈশোপনিষৎ (বলদেব ও মাধ্ব-ভাষ্য এবং বিবৃতি ও অনুবাদসহ) ।০
৫০। শ্রীভুবনেশ্বর ৶০
৫১। সিদ্ধান্তদর্পণ ৶০
৫২। সাধ্যবাণী ৴০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৫৩। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী দিগ্বিজয়ঃ ।০
৫৪। সটীক-শিক্ষাদশমূলম্ ।০
৫৫। তত্ত্ব-সূত্রম্ ।০
৫৬। সানুবাদ-শিক্ষাষ্টকম্ ৶০
৫৭। গৌড়ীয়মঠস্য পরিচয়ঃ ৴০
৫৮। সারাংশবর্ণনম্ ৶০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৫৯। রায় রামানন্দ ৷০
৬০। নামভজন ।০
৬১। রিলেটিভ্ ওয়ার্ল্ড্‌স্ ।৶০
৬২। লাইফ্ য্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।০
৬৩। বৈষ্ণবীজম্ ।০
৬৪। হোয়াট্ গৌড়ীয়মঠ ইজ ডুইং ৴০
৬৫। দি ভাগবত ।০
৬৬। ইরোটিক্ প্রিন্সিপ্‌ল য্যাণ্ড আনেলয়েড্ ডিভোসন ।০
৬৭। ব্রহ্ম-সংহিতা ২৷০
৬৮। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (ভলুম ওয়ান) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৬৯। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ৷০
৭০। সাধন পথ ।০
৭১। কল্যাণ-কল্পতরু ৴১
৭২। গীতাবলী
৭৩। শরণাগতি

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৭৪। শরণাগতি

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

নদীয়া-প্রকাশপ্রাপ্তির স্থান

১। শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম-মায়াপুর, নদীয়া
২। শ্রীযোগপীঠ ঐ
৩। শ্রীবাস অঙ্গন ঐ
৪। অদ্বৈত-ভবন ঐ
৫। কাজীর সমাধি পাট ঐ
৬। স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ, নদীয়া।
৭। শ্রীভাগবত আসন কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
৮। শ্রীএকায়ন মঠ গোবিন্দপুর, চাঁদখালী।
৯। দ্বাদশগোপাল পাট—পোঃ চাকদহ,
১০। শ্রীগৌর গদাধরমঠ—চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড়, বর্দ্ধমান
১১। শ্রীমোদদ্রুমছত্র মাউগাছি, বর্দ্ধমান
১২। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম, আমলাযোড়া, পোঃ রাজবাধ বর্দ্ধমান
১৩। শ্রীগৌড়ীয়মঠ বাগবাজার, কলিকাতা
১৪। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাজু, হাওড়া,
১৫। শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয়মঠ, ৯০নং নবাবপুর রোড্, ঢাকা
১৬। শ্রীগোপালজী মঠ কমলাপুর, ঢাকা।
১৭। শ্রীঅদ্বৈত-গৌরাঙ্গ মঠ পোঃ বালিয়াটী,
১৮। শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয়মঠ ময়মনসিংহ।
১৯। শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ চিরুলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর
২০। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম গোয়ালপাড়া, আসাম।
২১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ রায়াপেট্টা, মাদ্রাজ।
২২। শ্রীরামানন্দগৌড়ীয় মঠ কব্বুর, জিঃ পশ্চিম গোদাবরী
২৩। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ উড়িয়াবাজার, পোঃ নয়াবাজার, কটক।
২৪। শ্রীত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয় মঠ ভুবনেশ্বর।
২৫। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ স্বর্গদ্বার, পুরী।
২৬। শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ আলালনাথ পোঃ ব্রহ্মগিরি, পুরী।
২৭। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ ডুমুরকুণ্ডা, পোঃ চিরকুণ্ডা, মানভূম।
২৮। শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ—কাশী।
২৯। শ্রীরূপগৌড়ীয় মঠ—এলাহাবাদ।
৩০। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ পুরাণবাজার, সরকার ঠাকুরের কুঞ্জ, বৃন্দাবন
৩১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, নিউদিল্লী
৩২। শ্রীপরমহংসমঠ—নৈমিষারণ্য,
৩৩। শ্রীসারস্বত গৌড়ীয় মঠ—হরিদ্বার।
৩৪। শ্রীব্যাসগৌড়ীয়মঠ—কুরুক্ষেত্র, পঞ্জাব
৩৫। শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাবুলনাথ রোড, পোঃ গ্র্যাণ্ট রোড, বোম্বে।
৩৬। লণ্ডন গৌড়ীয়মঠ, ৩৯নং গ্লেডিন গার্ডেন্স, কেনসিংটন লণ্ডন, (এস, ডব্লিউ—১০)।
৩৭। অমরি গৌড়ীয়মঠ—মেদিনীপুর
৩৮। সরভোগ গৌড়ীয় মঠ—সরভোগ, কামরূপ আসাম,

শুদ্ধভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী মাসিক। শ্রীধাম-মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা

৩। ভাগবত—হিন্দি ভাষায় একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি হৃদয় বন মহারাজ সম্পাদিত ও নৈমিষারণ্য শ্রীপরমহংস মঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ১৷০ দেড় টাকা মাত্র।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ দেড় টাকা মাত্র।

৫। কীর্ত্তন—মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ নিমানন্দ সেবাতীর্থ বি-এজি, বি-টি, সম্পাদিত। আসাম গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম হইতে প্রকাশিত আসামী ভাষায় মাসিক। ভিক্ষা সডাক ১৷০ দেড় টাকা মাত্র

শ্রীচৈতন্যভাগবত

আদিকবি শ্রীল বৃন্দাবন দাস প্রণীত সমগ্র গ্রন্থ

গ্রন্থের মূল বোল্ড অক্ষরে এবং তন্নিম্নে বিশ্ববিশ্রুত গৌড়ীয়মঠের প্রতিষ্ঠাতা ও আচার্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের রচিত বিস্তৃত ভাষ্য উত্তম কাগজে সৌষ্ঠবের সহিত মুদ্রিত হইয়াছেন। ডবল ক্রাউন আটপেজি আকারে ১০৯৬ পৃষ্ঠায় কেবল মূল ও ভাষ্য সম্পূর্ণ হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত শ্লোকসূচী, পদ্যসূচী, স্থানসূচী, পাত্রসূচী, বিষয়সূচী, শব্দসূচী প্রভৃতি বিস্তৃত সূচীপত্রেও একটী গ্রন্থ হইবে। সভাষ্য শ্রীচৈতন্যভাগবতের এরূপ উৎকৃষ্ট ও অমূল্য বিরাট সংস্করণ জগতের কোথায়ও আজ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হন নাই, ইহা নিরপেক্ষ পাঠক মাত্রকেই একবাক্যে স্বীকার করিতে হইবে। শ্রীগৌড়ীয়মঠের উৎসব-কালে গ্রন্থের ভিক্ষা ১২৲ বারটাকা স্থলে ৫৲ পাঁচটাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীচৈতন্যমঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

কলিকাতা বাজার দর

লোহ হার্ডওয়ার

২৪শে নভেম্বর ১৯৩৩

টাটার তৈয়ারী— প্রতি হন্দর।

লোহার কড়ি (জয়েষ্ট বা বীম)

মার্কা ৫।৶০—৫৷৵০

ঐ বে-মার্কা হাল্কা ওজন ৪।৵০—৪৷৶০

বরগা (টী-আয়রণ) ৬৵০—৬।০

এঞ্জেল আয়রণ (কোনা) ৫৸৵০—৬।৵০

গ্যালভানাইজড করগেট টীন—

২২ গেজ ৬ হইতে ১০ ফুট ১১।৵০

২৪ গেজ ,, ,, ১০৸৵০

২৬ গেজ ,, ,, ১২

২৪ গেজ আর, পি, ডি, মার্কা ১২৸৶০

২৪ গেজ গাঃ প্লেন শীট— ১১।৵০

২৬ গেজ ,, ,, ১২।০

২৮ গেজ ও ৩০ গেজ ঐ— ১৩৲—১৬৲

বাগান ঘেরা কাঁটাতার ১০০

পাউণ্ড বাঃ ৮৸০

গোল পাটী ৬৲৵—৬।০

,, বোলটু (গোল) ৬৲৵—৬।০

,, গরাদে (চৌকা) ৬৵০—৬৲।০

,, গোল রড ৶০—।৶০ সূতা ৫৵০—৫৷০

,, টানা রড-

চৌকা ৶০—।৵০ ঐ ৫৵০—৫৷০

,, বাণ্ডিল হাল ৭৲—৭৸০

,, প্লেট—তিন সূতা মোটা

বিঙ্গ ৭।০—৭।০

,, চাদর ৩-১৬ খানা বাণ্ডিল ৯৷৵—১০৲

ষ্টীং টীন ৮।০—৯৲

হাফ রাউণ্ড ৫৸৵—৬৲৵০

তারের পেরেক ১—৬ ইঞ্চি ৯—৯৸০

প্যাটেণ্ট পেরেক ২—৮ ইঞ্চি ১২।০—১৫৷০

ঢালাই কড়া ১ হইতে ১০ নং ২৷০ সাট

কোদাল ৪, ৫, ৬, ৭৸৵০ ৮৸৵০ ৯৸৵০ ডে.

ঐ তিন পাউণ্ড ৬৲ ফেঃ বিঃ ৬।৵০ ,,

গ্যাঃ প্লেন বালতি ৭—১২ ইঞ্চি ১৷৵০ ৬৷৶০

ঐ রিভিট ,, ৭—১২ ইঞ্চি ২৲—৭৲ ,,

লোহার চেয়ার রডের গোল ও

চৌকা ৮৷০০

ঐ জালের লোহার সিট ১৫৲

ঐ ভেনেস্তা (কাঠের সিট) ১৮৲ ,,

লোহার স্ক্রুপ ৷—৩ ইঞ্চি /১০—৷৶০ গ্রোস

ঐ কব্জা ১৩ নং

১৷—৪ ইঞ্চি ।১০—৸৵১০ পেঃ ডজন

গ্যাঃ তার ১৬—২২ নং

গেজ) ১২৲—১৫৲ হন্দর

গ্যাঃ রিজিং (মটকা)

১২ ইঞ্চি ।৵৫—৷৶০ পীস

গ্যাঃ গাটারিং বা জোলা

ইঞ্চি ৷০—৸৶০ ,,

গ্যাঃ স্ক্রুপ ১৷০—২৷০ ইঞ্চি ২৩৲—২৯৲ হন্দর

গ্যাঃ ওয়াসার চাক্তি ১১৷০—১৯৲ ,,

গ্যাঃ বোল্ট-নাট ৸—৩ ইঞ্চি

৷৵১০—১৵০ গ্রোস

ঢালাই রেলিং ৩৷০—৪৷০ হন্দর

ঐ রেন ওয়াটার পাইপ

৩ ইঞ্চি ৵১০ ও ৪ ইঞ্চি ।১০ ফুট

টিউব ওয়েলের জন্য গ্যাঃ

পাইপ১৷ ইঞ্চ ।৵৫ ফুট

পাম্প ৪নং ১২৷০ ৫নং ১৪৲ ৬নং ১৬৲

৬০—৮০ বাটখারা ৵৹৫ সাট ২।০-২৷০ মণ

সন্তোষকুমার মল্লিক এণ্ড সন্স লিঃ

লৌহ ও হাডওয়ার বিক্রেতা।

মীরবহর ঘাট লোহাপটী, বড়বাজার,

টেলি—"লোহার মালিক কলিকাতা

কেরোসিন

প্রোক্রেক প্রত্যেক বাক্স (২ টিন) ৯৲৬

পুষ্প মার্কা ,, ৬৷০

ভিক্টোরিয়া ,, ৬৲

সোণার দর

পাকা সোণা ৩৩৸৶

গড়াণ ৩০৸

চিনা পাত ৩২।০

রূপার দর

রূপা প্রতি ১০০ ভরি ৫৫৵০

ঐ খুচরা ৫৵০

কোম্পানীর কাগজ

৩৷০ সুদের কাগজ ৮১৶

৩৷০ নূতন ঋণ (১৯৪৭-৫০) ৯১।০

৪৲ ,, ঋণ (১৯৬০-৭০) ৯৭৲

,, বণ্ড (১৯৩৫ ১০৪৷৶০

ডিবেঞ্চার

৫৲ সুদের (১৯৫৮ ৮৬) কলিকাতা পোর্ট-

ট্রাষ্ট ডিবে :— ১০২৷৵০

ব্যাঙ্ক

ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক (কনট্রি) ২৯৪৷০

সেণ্ট্রাল ঐ ২২৲

কাপড় ও সূতার কল

এলগিন মিল ৪৫৲

পাট কল

হাওড়া ৫০৲

অকল্যাণ্ড ১৯৫৲

বালী ১৬২৲

বরানগর ১৫০৲

কেলভিন ৩৭০৲

শ্যামনগর ২৪৩৲

ক্লাইভ ২৮।০

ডালহাউসী ৪০৮৷০

ডেল্টা ৪০৫৲

কৃষ্ণনগর নবদ্বীপঘাট রেলওয়ে সময়

কৃষ্ণনগর হইতে নবদ্বীপঘাট

কৃষ্ণনগর সিটি—	৬-৪৫	১০-৪৪	১৩-২২	১৭-৩৮	২০-১৬
কৃষ্ণনগর রোড—	৬-৫৬	১০-৫৫	১৩-৩৩	১৭-৪৭	২০-২৫
আমঘাটা—	৭-১৫	১১-১৩	১৩-৫১	১৮-৩	২০-৪১
মহেশগঞ্জ—	৭-২৪	১১-২১	১৪-০	১৮-৯	২০-৪৭
নবদ্বীপঘাট—	৭-৩৩	১১-৩০	১৪-৯	১৮-১৬	২০-৫৫

বিশেষ দ্রষ্টব্য—নবদ্বীপঘাট ষ্টেশন অপেক্ষা মহেশগঞ্জ ষ্টেশন হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরের দূরত্ব অনেক কম। শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে যাঁহাদিগকে রাণাঘাটে ট্রেণ বদল করিতে হয়, তাঁহারা রাণাঘাটে প্রাতঃ ৫-৫০, ৮-১৪, ১১-৪৬, ১৬-৪৮, ১৮-৩৯ এবং ০-৩২ মিনিটের সময় গাড়ী পাইবেন।

শান্তিপুর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে শান্তিপুর ষ্টেশনে ৫-৪০, ৯-২৯, ১২-২৫, ১৬-৪ এবং ১৮-৪১ মিনিটের সময় ট্রেণ পাওয়া যায়।

নবদ্বীপঘাট হইতে কৃষ্ণনগর

নবদ্বীপ ঘাট—	৫-৩৫	৯-২৫	১২-১০	১৫-৩৪	১৮-৪৫
মহেশগঞ্জ—	৫-৪৩	৯-৩৩	১২-১৯	১৫-৪২	১৮-৫৬
আমঘাটা—	৫-৪৯	৯-৩৯	১২-২৬	১৫-৪৮	১৯-৫
কৃষ্ণনগর রোড—	৬-৫	৯-৫৫	১২-৪৩	১৬-৪	১৯-২৪
কৃষ্ণনগর সিটি—	৬-১৩	১০-৩	১২-৫১	১৬-১২	১৯-৩৫

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্ট ওয়ার্কস হইতে—ডাঃ কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম ভক্তিশাস্ত্রী এল. এম. এফ. কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

লাহোর জেলের ফাঁসির কথা

কমন্স সভায় মিঃ র‍্যাণ্ট বার্ণেসের প্রশ্নের উত্তরে লাহোরে ফাঁসী সম্পর্কে ভারত-সচিব স্যার স্যামুয়েল হোর এক বিবৃতি প্রদান করেন, তিনি বলেন যে, হত্যা অপরাধে বন্দীর প্রতি প্রাণদণ্ডের আদেশ হইয়াছিল। গবর্ণর প্রাণভিক্ষার আবেদন ১৯ই নবেম্বর তারিখে না-মঞ্জুর করিয়াছিলেন, পরদিন ফাঁসীর আদেশ প্রেরিত হয় এবং ২১শে নবেম্বর ফাঁসীর তারিখ ধার্য্য হয়।

১৮ই নবেম্বর তারিখে বন্দীর পিতা প্রিভি-কাউন্সিলে আপীলের অভিপ্রায় জ্ঞাপন করে এবং ফাঁসি স্থগিত রাখিবার জন্য প্রার্থনা করে। ২১শে নবেম্বর তারিখে ফাঁসী স্থগিত রাখিবার জন্য নির্দ্দেশ প্রদান করিয়া একটী হুকুম-নামা বিশেষ পত্রবাহক দ্বারা জেল সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের নিকট প্রেরিত হয়।

ফাঁসী হইয়া যাইবার পর সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট চিঠিপত্র খুলিবার জন্য তাঁহার অফিসে গমন করেন। তৎপূর্ব্বে তিনি এই আদেশ পান নাই। দায়িত্বশীল কর্ম্মচারী দ্বারা তদন্ত করান হইতেছে।

মিঃ বার্ণেস অনুরোধ করেন যে, এরূপে শোচনীয় ঘটনা যাহাতে না ঘটে, তজ্জন্য ভারত গবর্ণমেণ্টকে বলা হউক যে, ভবিষ্যতে এরূপ আদেশ তারযোগে প্রেরণের ব্যবস্থা করা হউক। স্যার স্যামুয়েল হোর উত্তরে বলেন যে, এবিষয়ে আর কোন মন্তব্য প্রকাশ করিবার পূর্ব্বে তদন্তের ফলাফলের জন্য অপেক্ষা করা আবশ্যক। তদন্ত যে একান্ত প্রয়োজন তাহা বুঝাইবার জন্য তিনি অনেক কথাই বলিয়াছেন।

সার্কুলার রোডে মোটর দুর্ঘটনা

বীরবাহাদুর লাল নামক জলপাইগুড়ী পুলিশ বাহিনীর একজন অস্ত্রধারী কনেষ্টবল সম্প্রতি জলপাইগুড়ী হইতে কয়েকজন কয়েদী লইয়া কলিকাতায় আসিয়াছিল। মঙ্গলবার দিন শিয়ালদহ ষ্টেশনের নিকটে এক মোটরচাপার ফলে তাহার মৃত্যু হইয়াছে।

প্রকাশ, কনেষ্টবলটি রিক্শা চড়িয়া যাইতেছিল। তখন এক মোটর গাড়ীর সহিত সংঘর্ষ হওয়ায় কনেষ্টবল রিক্শা হইতে পড়িয়া যায় এবং মোটর গাড়ী চাপা পড়ে। স্থানীয় পুলিশ এই সম্পর্কে তদন্ত করিতেছে।

বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভা

আগামী ৮ই জানুয়ারী হইতে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার অধিবেশন আরম্ভ হইবে। এই অধিবেশনে প্রায় ২০টি সরকারী ও বে-সরকারী বিলের আলোচনা হইবে। মিঃ আবদুল গণি চৌধুরী ১৯৩২ সালের বেঙ্গল ওয়াকফ্ বিলের সিলেক্ট কমিটির রিপোর্ট পেশ করিবেন। সিলেক্ট কমিটিতে বিলটিকে একরূপ নূতন আকার দান করা হইয়াছে অতঃপর ইহাকে আইনের আকার দান করার জন্য চারিজন বিচারপতিকে লইয়া গঠিত এক কমিটির হাতে দেওয়া হইয়াছে ইহাদের নাম: স্যার জাহিদ সুরাবর্দ্দি, মিঃ আমীর আলী, মিঃ এ জি এ হেণ্ডারসন ও মিঃ নাসিম আলী মিঃ জি বক্স্ যার প্রস্তাবিত সরকার কর্ত্তৃক পরিচালিত চিঠি-খেলা বিষয়ক বিলও এই অধিবেশনে উত্থাপিত হইবে।

দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে চুরির মামলা

দক্ষিণেশ্বর কালীমন্দির হইতে এক লক্ষ টাকার পরিমাণ স্বর্ণালঙ্কার চুরি সম্পর্কে পুলিশ কর্পোরেশন ষ্ট্রীটে রাণী রাসমণির বাড়ীর রামলাল সিংহ ও অপর ৭জন ভৃত্যকে গ্রেপ্তার করে। গত মঙ্গলবার তাহাদিগকে প্রধান প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেটের এজলাসে হাজির করা হইলে ম্যাজিষ্ট্রেট তাহাদিগকে ১৬ই ডিসেম্বর পর্য্যন্ত পুলিশ হাজতে রাখিবার আদেশ দেন।

অস্ত্র আইনের অভিযোগ

দুর্গাচরণ ডাক্তার রোডে গাঁচঘরা একটি রিভলভার ও ১০টী কার্ত্তুজ সহ শ্রীঅনিলকুমার মিত্রকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছিল। মঙ্গলবার দিন ইহাকে প্রধান প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট হাজির করা হয়। ১৮ই ডিসেম্বর পর্য্যন্ত তাহাকে জেল হাজতে রাখিবার আদেশ হইয়াছে।

লাইসেন্স বিহীন একটী পাঁচঘরা রিভলভার রাখিবার অভিযোগে রাসেল ষ্ট্রীটে ক্ষেত্র গোয়ালাকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। মঙ্গলবার দিন তাহাকে প্রধান প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট হাজির করা হয়। ১৮ই ডিসেম্বর পর্য্যন্ত তাহাকে জেল হাজতে রাখিবার আদেশ হইয়াছে।

পিতৃহত্যার চেষ্টায় পুত্র

জ্যেষ্ঠপুত্রের প্রতি পক্ষপাতিত্ব করার অভিযোগে একটী ১৬ বৎসরের মুসলমান ছেলে উত্তেজিত হইয়া পিতার বন্দুক দিয়া পিতাকে হত্যা করার চেষ্টা করে। বিচারে তাহার ৭ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড হয়। লাহোর হাইকোর্টের বিচারপতি মিঃ আবদুল রসিদ উক্ত দণ্ডাদেশ কমাইয়া ৭ বৎসরের পরিবর্ত্তে আসামীর প্রতি ২ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ দিয়াছেন।

ফরিয়াদি পক্ষের অভিযোগ এই যে, পিতা একজন অবসরপ্রাপ্ত সুবেদার এবং লুধিয়ানা জেলার কোন গ্রামে তাঁহার বাস। তিনি তাঁহার প্রথম ছেলের জন্য একখানা দালান তৈয়ার করিতেছিলেন পিতার পক্ষে পক্ষপাত ব্যবহার বলিয়া ছোট পুত্র ইহাতে আপত্তি করায় পিতাপুত্রে ঝগড়া হয় ফলে পুত্র পিতার বন্দুক আনিয়া তাঁহাকে গুলী করে। কোন প্রকারে পিতার প্রাণরক্ষা হয়। পুত্রকে গ্রেপ্তার করিয়া বিচারার্থ প্রেরণ করা হয়।

চেক জাল করিবার অভিযোগ

৪৫৭৫৲ টাকার একখানি চেক জাল করা সম্পর্কে কারমাইকেল মেডিক্যাল কলেজের ডেসপাচিং ক্লার্ক শ্রীহেমচন্দ্র চৌধুরীর নামে শিয়ালদহের পুলিশ ম্যাজিষ্ট্রেটের আদালতে এক মামলা চলিতেছে। এই মামলার দ্বিতীয় আসামী শ্রীশচন্দ্র রায় ফেরার হইয়াছে। তাহার বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা বাহির হইয়াছে।

মঙ্গলবার দিন ডাঃ এম এন বসু সাক্ষ্য প্রদান করেন। তিনি বলেন, বিগত সেপ্টেম্বর মাসে আমি কারমাইকেল কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত ছিলাম। ২৫শে সেপ্টেম্বর রাত্রি কালে আমাদের অফিসের হেডক্লার্ক আসিয়া আমাকে জানান যে, সেইদিন কলেজের অস্থায়ী প্রিন্সিপালের স্বাক্ষরযুক্ত একখানি চেক ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কে উপস্থিত করা হইয়াছিল; কিন্তু সন্দেহবশে এই চেকের টাকা দেওয়া হয় নাই। পরদিন সকালবেলায় আমি পুলিশের নিকট সংবাদ দিই এবং এই চেকের বিষয় তদন্ত করিতে বলি টাকা না দেওয়ার জন্য ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ককে অনুরোধ করিয়াও আমি এক পত্র প্রেরণ করি। অফিসে গিয়া চেক বহি পরীক্ষা করিয়া আমি দেখিতে পাই যে, একখানা সাদা কাউণ্টারফয়েল রহিয়াছে; কিন্তু চেকখানা কোথায় গেল, তাহা বুঝা যাইতেছে না।

ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের কর্ম্মচারী মিঃ পি বি গুপ্ত বলেন, গত ২৫শে সেপ্টেম্বর তারিখে চেকখানি আমাদের হাতে আসে। স্বাক্ষর ঠিক না হওয়ায় আমরা টাকা দিতে অসম্মত হই অতঃপর উহা ফেরৎ লইবার জন্য কেহই কাউণ্টারে আসে নাই। ৩০শে সেপ্টেম্বর তারিখে এই চেকখানি পুলিশের নিকট প্রেরণ করা হয়।

ডাঃ মৃগেন্দ্রনাথ মিত্র বলেন, আমি ঐ সময়ে কলেজের অস্থায়ী প্রিন্সিপাল ছিলাম। চেকের মধ্যে ননীগোপাল বসুর নাম আছে, আমি এই নামে কাহাকেও চিনি না। চেকের কাউণ্টারফয়েলে যে সহি আছে তাহাও আমার সহি নহে।

এজেন্সির টাকা আত্মসাৎ

মেসার্স এম ডোভিড এণ্ড কোম্পানীর চাঁদপুর খিদাবাজারস্থিত আউট এজেন্সির আড়তদার প্রফুল্লচন্দ্র মজুমদার ও গগনচন্দ্র মজুমদার এবং খাজাঞ্চি অতুলচন্দ্র ভট্টাচার্য্যকে দণ্ডবিধির ৪০৮-১২০ বিঃ ৪০৯ ও ৪২০ ধারানুসারে ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট হাজির হইবার এক সমন দেওয়া হইয়াছে। উক্ত এজেন্সির তহবিল হইতে ২২০২৸৹ টাকা আত্মসাৎ করার অভিযোগে তাঁহাদের বিরুদ্ধে চার্জ্জ আনা হইয়াছে।

২৪ পরগণা জেলা শ্রমিক ও কৃষক সম্মেলন

আগামী ১৬ই এবং ১৭ই ডিসেম্বর সদলপুরে ২৪পরগণা জেলা শ্রমিক ও কৃষক সম্মেলনের দ্বিতীয় বার্ষিক অধিবেশন হইবে।

১৭ই তারিখ পাটকল শ্রমিকদের সম্মেলন হইবে। শ্রমিকদের বর্ত্তমান অবস্থা, একটা কার্য্যপন্থা স্থির করা এবং ২৪ পরগণা জেলায় শ্রমিক আন্দোলনকে সঙ্ঘবদ্ধ করিয়া তোলাই এই সম্মেলনের উদ্দেশ্য। ১৫ই নবেম্বর মধ্যে প্রতিনিধির তালিকা এবং প্রস্তাবের নকল বজবজ চৌরাস্তায় অভ্যর্থনা সমিতির আফিসে পৌঁছাইতে হইবে।

আগুনে পুড়িয়া শিশুর মৃত্যু

কাশীপুরের সদর রাস্তার নিকট একটি খোলা জায়গাতে ঐ স্থানের কতকগুলি ছোট ছোট ছেলেমেয়ে খেলা করিতেছিল। ইহার মধ্যে ৭ বৎসর বয়স্ক একটী শিশু একটা দিয়াশলাইয়ের কাঠি জ্বালাইয়া অপর একটি ৩ বৎসর বয়স্ক শিশুর গায়ে তাহা নিক্ষেপ করে। ইহাতে শিশুটির কাপড়ে আগুন ধরিয়া যায় এবং ফলে তাহার মৃত্যু হয়। স্থানীয় পুলিশ অনুসন্ধান করিতেছে।

উত্তর-কলিকাতায় গুলী দুর্ঘটনা

নলিন সরকার ষ্ট্রীটের গুলী দুর্ঘটনা সম্পর্কে মঙ্গলবার দিন আবদুল আজিজ, আবদুল হাকিম ও অপর ৩জনকে জোড়াবাগানের অতিরিক্ত প্রধান প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে উপস্থিত করা হইলে এই সম্পর্কে আরও তদন্ত সাপেক্ষে ম্যাজিষ্ট্রেট প্রত্যেক আসামীকে ৫০০৲ টাকা জামিনে মুক্তি দেওয়ার আদেশ দিয়াছেন।

স্মরণ থাকিতে পারে, একদিন ভোরে সুরেন্দ্র সরকার নামক এক ব্যক্তি বেড়াইতে বাহির হইয়া নলিন সরকার ষ্ট্রীটে কয়েক ব্যক্তিকে একটি বাক্সসহ ভাড়াটে গাড়ী হইতে নামিতে দেখে এবং সন্দেহ হওয়ায় সে তাহাদিগকে প্রশ্ন করে। এমন সময় তাহার তলপেটে বন্দুকের গুলী করা হয় ইহার ফলে পরে মেডিকেল-কলেজ হাসপাতালে সুরেন্দ্রের মৃত্যু হয়। পুলিশের তদন্তের ফলে উপরোক্ত আসামীগণ ধৃত হইয়া বিচারার্থ চালান হয়।

তারের ঠিকানা— 'শ্রীধাম' নবদ্বীপ
ডাকের ঠিকানা—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

দৈনিক

REG. C1544

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩৷৹
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র।

অগ্রিম মূল্যের হার
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸৹
মাসিক ১৲
নগদ বর্ত্তমান
সংখ্যা ৫

THE NADIA-PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৮ম খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বেদান্তবাচস্পতি [২৪২শ সংখ্যা।

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর— ৩রা পৌষ সোমবার ১৩৪০, ১৮ই ডিসেম্বর ১৯৩৩

প্রেতের জবানবন্দী

তারকেশ্বরের নিকটবর্ত্তী তেওয়া গ্রামে মুরলীধর শরণের চতুর্দ্দশ বৎসর বয়স্ক পুত্র রামপ্রসাদ চারিমাস পূর্ব্বে অস্বাভাবিক মনোভাব সম্পন্ন হয়। রোজা আসিয়া বালককে পরীক্ষা করিয়া জানিতে পারে যে, বালক প্রেতাক্রান্ত হইয়াছে। মন্ত্রের বলে প্রেত চীৎকার করিয়া উঠিয়া আপন নাম বলে ও বালককে ত্যাগ করিয়া যাইতে স্বীকার করে। প্রেত বলে—

আমার নাম গঙ্গাপ্রসাদ। জাতিতে তেলি ছিলাম। নায়া গ্রামে আমার এক দোকান ছিল। অবৈধ উপায়ে বহু টাকা আমি সঞ্চয় করিয়া বাড়ীতে পুতিয়া রাখি। ৪৫ বৎসর বয়সে আমার মৃত্যু হইলে টাকার আকর্ষণে আমি উদ্ধার পাই নাই। রামপ্রসাদ আমার গ্রামে যাইলেই আমি তাহাকে পাগল করিয়া ফেলিবার জন্য উহাকে ধরি। উহার মগজের আমি কিছু ক্ষতি করিয়াছি। আমাকে শাস্তি দিবেন না। রামপ্রসাদ ভাল হইয়া যাইবে। আমি ক্ষতি করিতে পারি, কিন্তু ক্ষতি করিয়া তাহার সংশোধন করিবার শক্তি আমার নাই। আপনি যখন আমাকে ডাকিবেন তখনই আমি আসিব।

প্রেত বালককে ছাড়িয়া যাইবামাত্র বালকের চৈতন্য হইল, সে তাহার আত্মীয়-স্বজনকে চিনিতে পারিল। বালক সুস্থ হইয়া গিয়াছে।

গ্রামবাসী ও ডাকাতে লড়াই

সাহাগোয়ান থানার অন্তর্গত ভামাউরী গ্রামে সম্প্রতি এক ভীষণ ডাকাতি হইয়া গিয়াছে। বন্দুকধারী ডাকাতগণ রাত্রিযোগে প্রভাত ব্রাহ্মণের বাড়ী আক্রমণ করে। গ্রামবাসীগণ সমবেত হইয়া মাত্র লাঠির সাহায্যে ডাকাতদের সহিত লড়াই করিয়া দুইজন ডাকাতকে গ্রেপ্তার করে। বন্দী সহ সঙ্গীগণকে উদ্ধার করিবার নিমিত্ত ডাকাতেরা গুলী চালাইলে একজন গ্রামবাসী আহত হয়। কিন্তু লাঠির সম্মুখে ডাকাতগণ দাঁড়াইতে পারে নাই। ইতোমধ্যে পুলিশ আসিয়া পড়িল, দেখিয়া ডাকাতেরা পলায়ন করে। ধৃত ডাকাত দুইজন লাঠির আঘাতের ফলে পরে মারা গিয়াছে।

হরিণ-ভ্রমে গ্রামবাসী নিহত

প্রকাশ, কয়েকদিন পূর্ব্বে ব্রহ্মদেশে বিদ্যালয়ের জনৈক শিক্ষক ও অপর কয়েকজন লোক থাটনের নিকটে পাহাড়ে শিকার করিতে গমন করিয়াছিলেন। তাঁহারা একটি গ্রামের নিকটে ঝোপের মধ্যে একটী প্রাণী দেখিতে পান এবং উহাকে হরিণ মনে করিয়া বন্দুকের গুলী করেন। তাঁহারা ঐ স্থানে উপস্থিত হইয়া দেখেন, একজন গ্রামবাসী বন্দুকের গুলীতে নিহত হইয়া পড়িয়া আছে। মৃতদেহটি হাসপাতালে লইয়া যাওয়া হয় এবং ঐ শিক্ষক পুলিশের নিকট সংবাদ প্রেরণ করেন। প্রকাশ, জ্বালানিকাষ্ঠ সংগ্রহ করিবার অভিপ্রায়ে ঐ লোকটি অপরাহ্নে বাটী হইতে বাহির হইয়াছিল।

সারাগোসায় ভীষণ দাঙ্গা

সারাগোসায় ভীষণ দাঙ্গা। সারাগোসার সিটি হলে বিদ্রোহীর ঘোর আক্রমণ। সৈন্য আসিয়া উপস্থিত হওয়ায় বিদ্রোহের দমন হইয়াছে। পূর্ণ চারিদিন ধরিয়া বিদ্রোহের তরঙ্গ বহিয়াছিল, অনেকগুলি বিদ্রোহী হত হইয়াছে।

লানাজার বিদ্রোহের ভয় হইয়াছে। সিভিল গার্ড বিদ্রোহ দমনে ছুটিয়াছে। বিদ্রোহীরা ভয় দেখাইয়াছে, তাহারা গির্জ্জার লোকজন জ্যান্ত পুড়াইয়া দিবে।

পুলিশের সহিত ঘোর দাঙ্গায়। উভয় পক্ষেই হতাহত হইয়াছে। আটজন বিদ্রোহী ধরা পড়িয়াছে। এখন দাঙ্গাস্থলে বিস্তর সৈন্য ও পুলিশ পাহারা।

বর্ত্তমান সমস্যায় নেহরুজী

নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির অধিবেশন নিষেধ সম্পর্কে ভারত সরকারের স্বরাষ্ট্র-সচিব স্যার হারিহেগ ১১ই ডিসেম্বর ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদে যে বক্তৃতা করেন, পণ্ডিত জহরলাল নেহেরু আজ সন্ধ্যাকালে বক্তৃতা প্রসঙ্গে তাহার উত্তর প্রদান করিয়াছেন। তিনি বিগত আন্দোলনের প্রতি রাজন্যগণের, জমীদারদের ও অন্যান্য স্বার্থবান্ সম্প্রদায়ের ভাবগতির উল্লেখও করেন। পণ্ডিতজী, আর একটি জগৎব্যাপী যুদ্ধের সম্ভাবনা ও দেশবাসীর ভবিষ্যৎ কার্য্যতালিকা সম্বন্ধেও আলোচনা করেন।

ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

৩রা পৌষ সোমবার, ১৩৪০

গবর্ণমেণ্টের বার্ষিক কার্য্যবিবরণী

(২)

১৯৩০ সালে গবর্ণমেণ্ট প্রথম হইতে কড়া ব্যবস্থা অবলম্বন করেন নাই, সুতরাং গবর্ণমেণ্ট কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে করিতে কংগ্রেসের আন্দোলনে জোর ধরিয়া গিয়াছিল। কিন্তু ১৯৩২ সালের আন্দোলনে গবর্ণমেণ্ট প্রথমাবধি ব্যাপক ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছিলেন। মার্চ্চ মাসের শেষ হইতেই স্পষ্ট বুঝা যায়, কংগ্রেস বনাম গবর্ণমেণ্ট সজ্ঘর্ষে গবর্ণমেণ্টই জয়লাভ করিয়াছেন।

আন্দোলন যে মন্দীভূত হইয়া গিয়াছিল তাহা ৬ই এপ্রিল হইতে ১৩ই এপ্রিল পর্য্যন্ত "জাতীয় সপ্তাহ" অনুষ্ঠানেই বুঝা গিয়াছিল এই সপ্তাহে প্রধান করণীয় ছিল, বিদেশী পণ্য বিশেষতঃ বিলাতী পণ্য বর্জ্জন; সভা-সমিতি, শোভাযাত্রা ইত্যাদিও অনুষ্ঠানের অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছিল। কিন্তু সামান্য কয়েকটি সহর ব্যতীত অন্য কোথাও "জাতীয় সপ্তাহ উদ্‌যাপনে কোনও উৎসাহ পরিলক্ষিত হয় নাই। একমাত্র এলাহাবাদে এক ভীষণ সঙ্ঘর্ষ হয়, কিন্তু হাঙ্গামা পাকাইবার চেষ্টার ফলেই এই হাঙ্গামা হইয়াছিল। জনতা পুলিশের উপর ইষ্টক নিক্ষেপ করে, কাজেই পুলিশের গুলী চালাইতে হয়, গুলী চালাইবার ফলে দুইজন নিহত, ৩৩ জন আহত হয়।

দিল্লীর কংগ্রেস

অতঃপর ২৩শে এপ্রিল তারিখে কংগ্রেস দিল্লীতে বার্ষিক অধিবেশনের আয়োজন করে কাল বিলম্ব না করিয়া গবর্ণমেণ্ট অধিবেশন নিষিদ্ধ করিয়া দেন। কংগ্রেসের এই চেষ্টাও বিফল হয়। পুলিশের দৃষ্টি এড়াইয়া প্রায় ছয় শত লোক ত্রস্তে ব্যস্তে একস্থানে সমবেত হইয়া অধিবেশন করে এবং তাঁহাদের একজন পাঁচটি প্রস্তাব করে ও তাহা সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।" পাঁচ মিনিটের মধ্যেই অধিবেশন শেষ হয়, এবং পুলিশ অধিবেশনে উপস্থিত সকলকেই গ্রেপ্তার করে। অধিবেশন অন্ততঃপক্ষে একটা প্রহসন হইয়াছিল বটে, কিন্তু অধিবেশনের আয়োজনে সত্য সত্যই বিশেষ চাঞ্চল্য দেখা গিয়াছিল; এবং পুলিশ হাঙ্গামা থামাইবার বিশেষ সুবন্দোবস্ত করিয়াছিল।

অবশ্য কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানটিকে বে-আইনী ঘোষণা না করিয়াও কংগ্রেসের দিল্লী অধিবেশন নিষিদ্ধ করায় দেশে গবর্ণমেণ্টের সমালোচনা হইয়াছিল।

অবশ্য কংগ্রেস অবৈধ-ঘোষণা না করিবার কারণ

কিন্তু এই যুক্তি বিচার সহ নহে। কংগ্রেসের অসংখ্য সদস্য, তাঁহাদের প্রত্যেকেই কংগ্রেসের উদ্দেশ্য ও মূল নীতি সমর্থন করে; কিন্তু অনেকেই আইন অমান্য আন্দোলন পুনরুজ্জীবনের পক্ষপাতি নহে এদিকে গবর্ণমেণ্টের উদ্দেশ্য কেবল আইন অমান্য আন্দোলন দমন। যদি সমগ্র ভাবে কংগ্রেসকে অবৈধ প্রতিষ্ঠান বলিয়া ঘোষণা করা হইত, তাহা হইলে আইন অমান্য আন্দোলনের সহিত সংশ্লিষ্ট থাকুক বা না থাকুক, প্রত্যেক কংগ্রেস সদস্যই আইনতঃ দণ্ডনীয় হইয়া পড়িত। আইন অমান্য আন্দোলন দমন-কল্পে যে ব্যবস্থা অবলম্বন আবশ্যক, সমগ্র কংগ্রেসটিকে অবৈধ ঘোষণা করিতে গেলে তদপেক্ষ অধিক ও অনাবশ্যক ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইত। কিন্তু যখন প্রকাশিত হয় যে, দিল্লীতে আহূত গোটা কংগ্রেসই আইন অমান্য আন্দোলনের সমর্থক, তখন গবর্ণমেণ্ট ঐ অধিবেশন নিষিদ্ধ করিয়া দিতে বাধ্য হন।

পোষ্ট অফিস বয়কট

মন্দীভূত আন্দোলন জাগাইয়া তুলিবার উদ্দেশ্যেই জাতীয় সপ্তাহ ও দিল্লী অধিবেশনের আয়োজন হইয়াছিল, কিন্তু ঐ দুইটি আয়োজন ব্যর্থ হওয়ায় বুঝা যায়, কংগ্রেসের আন্দোলনে জনসাধারণের আর আগ্রহাম্বিত নহে। তাহার পর হইতে আইন অমান্য আন্দোলন ক্রমশঃই নির্জ্জীব হইয়া পড়ে; কিন্তু তথাপি "পোষ্ট আফিস সপ্তাহ" প্রভৃতি অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করিয়া বিলীয়মান উৎসাহ জাগাইয়া তুলিবার চেষ্টা হইতে থাকে। মে মাসে "পোষ্ট আফিস সপ্তাহের" আয়োজন হয়; এই আয়োজনের উদ্দেশ্য ছিল পোষ্ট আফিস এবং ডাক বিভাগ বয়কট, কিন্তু কার্য্যতঃ এই আয়োজনের ফলে ডাকবাক্সের চিঠিপত্র দগ্ধ করা হইয়াছিল। এই নির্ব্বোধ দুষ্ট কার্য্যের ফলে ক্ষতি হইয়াছিল সামান্যই; কিন্তু ইহার বিরুদ্ধে তীব্র জনমত উদ্রিক্ত হইয়াছিল। এস্থলে প্রকাশ থাকে যে, কংগ্রেস বলিয়াছিল, কংগ্রেস এই আন্দোলন প্রবর্ত্তন করে নাই।

আইন অমান্য ব্যবস্থা পরিষদ

আইন অমান্য আন্দোলনের প্রতিকার কল্পে গবর্ণমেণ্ট যে ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছিলেন। ব্যবস্থা পরিষদে তাহাকে "অর্ডিন্যান্স রাজ" নামে অভিহিত করা হয়। ন্যাশনালিষ্ট দলের নেতা স্যার হরি সিং গৌর ঐ সম্পর্কে যে প্রস্তাব উত্থাপন করেন, স্বরাষ্ট্র সচিব স্যার জেমস্ ক্রেরার ঐ প্রস্তাবটিকে বলেন, "অদ্ভুত জগাখিচুরী।" এই প্রস্তাবে গান্ধীজী, দেশপ্রিয় সেনগুপ্ত আবদুল গফুর খাঁ প্রভৃতি নেতার গ্রেপ্তারের প্রতিবাদ করা হয়, ব্যবস্থা-পরিষদের পূর্ব্ববর্ত্তী অধিবেশনের পরক্ষণেই গবর্ণমেণ্ট যে অর্ডিন্যান্স জারী করেন, তাহার প্রতিবাদ করা হয়, বিপ্লববাদ, ট্যাক্স বন্ধ আন্দোলন প্রভৃতির নিন্দা করা হয়। অর্ডিন্যান্সের পরিবর্ত্তে পরিষদে জরুরী বিল উত্থাপন করিতে গবর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করা হয়, এবং সীমান্ত প্রদেশে যে অত্যাচার হইয়াছিল বলিয়া বলিয়াছিল ঐ সম্পর্কে অনুসন্ধানের নিমিত্ত ব্যবস্থা-পরিষদের বে-সরকারী সদস্য লইয়া একটি তদন্ত কমিটি গঠন করিতে অনুরোধ করা হয়। স্যার হরি সিং গৌরের এই প্রস্তাব উপলক্ষে ব্যবস্থা পরিষদের সদস্যরা অভিযোগ করেন, অর্ডিন্যান্স গুলি অত্যন্ত কঠোর ভাবে প্রয়োগ করা হইতেছে এবং স্থানে স্থানে অত্যাচার হইয়াছে। তাঁহারা বলেন, গবর্ণমেণ্ট যে ব্যবস্থা অবলম্বন করেন তাহা ব্যবস্থা পরিষদে পাশ করাইয়া লওয়া কর্ত্তব্য স্যার জেমস্ ক্রেরার ও স্যার জর্জ্জ রেণী অভিযোগ অস্বীকার করে। এবং বলেন ব্যবস্থা পরিষদের অধিবেশন শেষ হইবার পর আইন অমান্য আন্দোলন আরম্ভ হয় সুতরাং গবর্ণমেণ্ট ব্যবস্থা পরিষদে মতামত গ্রহণ করিতে পারেন নাই। স্যার হরি সিংহের প্রস্তাবটি ৬২—৪৪ ভোটে পরিত্যক্ত হয়।

আন্দোলন মন্দীভূত

আইন অমান্য আন্দোলন মন্দীভূত হইয়া পড়িলেও মধ্যে মধ্যে আন্দোলনে বল সঞ্চারের চেষ্টা চলিতে থাকে। যুক্তপ্রদেশে তথাকথিত "ডিষ্ট্রিক্ট পলিটিক্যাল কনফারেন্সের অধিবেশন করিবার চেষ্টা হয়; কিন্তু দিল্লীতে কংগ্রেস অধিবেশনের চেষ্টার ন্যায় ঐ চেষ্টা ও ব্যর্থ হয়। জুন মাসে বাঙ্গলার চেহট্টে এবং জুলাই মাসে মাদুরিয়ায় রাজনৈতিক সম্মেলন অধিবেশনের চেষ্টায় পুলিশের সহিত সজ্ঘর্ষ হয়, এবং গুলী বর্ষণ করিয়া পুলিশ অসংযত জনতা ছত্রভঙ্গ করে। ৫ই জুলাই তারিখে যুক্তপ্রদেশের উপরাও নামক স্থানে রাজস্ববিভাগের একজন কর্ম্মচারী বাকী রাজস্ব আদায় করিতে গেলে জনতা তাঁহাকে আক্রমণ করে। ১২ই জুলাই তারিখে মেদিনীপুর জেলায় ঐ স্থানে একদল লোক ১৪৪ ধারা অমান্য করিয়া হাঙ্গামা বাধায়; এই দুই স্থলেও পুলিশ জনতা বিতাড়িত করিতে বাধ্য হয়। রাজনৈতিক সম্মেলন আহ্বানের চেষ্টা ব্যতীতও এই সময় ডাক বাক্সের চিঠি পোড়ান হইতে থাকে; যুক্তপ্রদেশে ১৬০ বার ডাক বাক্সের চিঠি পোড়াইবার চেষ্টা হয়, ৫৮ জায়গায় টেলিগ্রাফের তার কাটা হয়, এবং আটবার রেলগাড়ীতে আগুন লাগাইবার চেষ্টা হয়। একবার একদল বালক ও যুবক রেলের বিপদ জ্ঞাপক শিকল টানিয়া গাড়ী থামায় এবং যুবক ও বালকেরা কংগ্রেসের ধ্বনি করিতে করিতে কংগ্রেসের ইস্তাহার বিলি করিতে থাকে। এই সকল বালকোচিত কাজ হইতেই আন্দোলনের দৈন্য বুঝা যায়, কিন্তু জনসাধারণের সহানুভূতি আকর্ষণের চেষ্টা হইতেছিল তাহাও এই সকল ঘটনা হইতে বুঝা যাইবে।

আইন অমান্যে দণ্ডিতদের সংখ্যা

১৯৩২ সালের আইন অমান্য আন্দোলনে দণ্ডিত লোকের সংখ্যা এইরূপ :—

মাস	সংখ্যা
জানুয়ারী	১৪৮০৩
ফেব্রুয়ারী	১৭৮১৮
মার্চ্চ	৬৯০০
এপ্রিল	৫২৫৪
মে	৩৮১৮
জুন	৩৫৩১
জুলাই	৩৫৯৫
আগষ্ট	৩০৪৭
সেপ্টেম্বর	২০৯১
অক্টোবর	১৯৩৭
নবেম্বর	১৮২৮
ডিসেম্বর	১৫৪৫
মোট	৬৬৯৪৬

পুণাচুক্তি

অতঃপর রিপোর্টে প্রধান মন্ত্রীর সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা, হিন্দু শিখগণের সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারায় অসন্তোষ, মহাত্মা গান্ধীর অনশন প্রভৃতি আলোচনা করিয়া পুণাচুক্তি সম্পর্কে বলা হইয়াছে :—

জাতীয়তাবাদী সংবাদপত্রসমূহ বলিতে থাকে পুণাচুক্তিতে মহাত্মা গান্ধীর ব্যক্তিগত বিজয়-সূচিত হইয়াছে তাহারা আরও বলে, ভারতবর্ষের নেতারা যে নিজেদের বিবাদ নিজেরাই আপোষে মীমাংসা করিতে পারে, পুণাচুক্তিতে তাহা প্রমাণিত হইয়াছে কিন্তু গভীরভাবে চিন্তা করিলে দেখা যাইবে, পুণাচুক্তিতে প্রধান মন্ত্রীর নীতির বিশেষ ইতর বৈষম্য হয় নাই: পুণ চুক্তিতেও শাসন সংরক্ষণের ব্যবস্থা হইয়াছে, এবং ঐ চুক্তিতে নামতঃ পৃথক নির্ব্বাচন নিলুপ্ত হইয়াছে বটে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে স্থূলতঃ পৃথক নির্ব্বাচন চিরতরে কায়েম করা হইয়াছে। একজন বিখ্যাত মডারেট নেতাও বলিয়াছেন, প্রাথমিক নির্ব্বাচনের ব্যবস্থা দ্বারা পৃথক নির্ব্বাচনকে স্বীকার করা হইয়াছে। অন্যান্য সমালোচকগণ বলিয়াছেন, গান্ধীজীর দৃঢ়তা বশতঃ যদি ডাঃ আম্বেদকর পৃথক নির্ব্বাচনের দাবী করিতে বাধ্য না হইতেন তাহা হইলে গোলটেবিল বৈঠকেই এইরূপ মীমাংসা করা যাইত। গান্ধীজী আসন সংরক্ষণে সম্মত হন নাই বলিয়াই গোলটেবিল বৈঠকে এইরূপ মীমাংসা হয় নাই। কিন্তু এইরূপ যুক্তিদ্বারা গান্ধীজীর নীতিতে অসামঞ্জস্য প্রমাণিত হয় কিনা, তাহা বলা শক্ত। তিনি বলিতে পারেন মন্ত্রীসভা তাঁহার দাবী পূরণ না করায় সম্পূর্ণ নূতন অবস্থার উদ্ভব হইয়াছিল।

(ক্রমশঃ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক
— পারমার্থিক পত্র —
শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশ-
তনয়স্তদ্ধাম-বৃন্দাবনম্,
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং
প্রেমা পুমর্থো মহান্,
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং
তত্রাদরো নঃ পরঃ॥

৮ম বর্ষ } ১৬ নারায়ণ গৌরাব্দ ৪৪৭, ৩রা পৌষ বঙ্গাব্দ ১৩৪০, ১৮ই ডিসেম্বর ইং ১৯৩৩, সোমবার ২৪২ তম সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

বিগত ২১শে অগ্রহায়ণ বৃহস্পতিবার দিবস শ্রীশ্রীভক্তিসিদ্ধান্তবাণী-সেবক-সমিতির সাপ্তাহিক অধিবেশনে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও গৌরবিহিত সংকীর্ত্তনাদি হইয়াছে।

শ্রীকৃষ্ণ যোগমায়াকে বলিতেছেন,—অয়ি ভে! আমার অংশরূপ শ্রীবলদেব দেবকীর গর্ভ হইতে তৎকর্ত্তৃক আকর্ষিত হওয়ার পর আমি স্বয়ং শুদ্ধসত্ত্বে অর্থাৎ বসুদেব-দেবকীতে প্রবেশ করিব অর্থাৎ আমি পূর্ণরূপে দেবকীর পুত্রত্ব স্বীকার করিব এবং তুমিও নন্দরাজ-মহিষী যশোদার গর্ভে আবির্ভূতা হইবে।

তুমি আবির্ভূতা হইলে প্রাকৃত মনুষ্যগণ তোমার বিমুখমোহনকারী স্বরূপকে অর্থাৎ তোমার অংশ-ভূতা বিমুখমোহিনী জড়-মায়াকে সর্ব্ববিধ প্রাকৃত-কাম ও বরের অধীশ্বরী এবং সর্ব্বভোগ ও বরপ্রদাত্রীরূপে বিবিধ উপহারাদির দ্বারা কামনা-সিদ্ধি-মানসায় পূজা করিবে।

'কুর্ব্বন্তি করিষ্যন্তি তদেবমিদানীং মদব-তারেণ মদনতারেণ চ লোকাঃ কেচিদ্বৈষ্ণবাঃ কেচিচ্ছাক্তাশ্চ ভবিষ্যন্তীতি ভাবঃ।"

(শ্রীবিশ্বনাথঃ)

অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ ও যোগমায়া ভূতলে অবতীর্ণ হইলে বদ্ধদশা-বৃদ্ধিপ্রয়াসী আত্ম-বিবর্দ্ধন কাম-কামিগণ তমোরজঃ-মিশ্রিত সত্ত্বাভাসাবস্থায় ত্রিগুণ-বিতাড়িত হইয়া মায়া রাজ্যে স্বচ্ছন্দে বিচরণ-লোভে নিজেকে শাক্ত বলিয়া অভিমান করিবে। যাহারা শ্রীকৃষ্ণে আকৃষ্ট জন স্ব-স্বতন্ত্রতার অপব্যবহার-জনিত অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত-বিধি পালন করিয়া রজস্তমো-বিবর্জ্জিত শুদ্ধ-সত্ত্বাশ্রয়ে ত্রিগুণ-তাড়ন হইতে মুক্তা-কাঙ্ক্ষায় স্ব-স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণদাস-অভিমান করিয়া কৃষ্ণদাস্যে নিযুক্ত বৈষ্ণব থাকিবেন।

শ্রীকৃষ্ণ যোগমায়াকে আরও বলিলেন—'নামধেয়ানি কুর্ব্বন্তি অম্বিকেতি চ'(শ্রীমদ্ভাগবত ১০ম ২।১১-১২)-ভূতলে নরগণ তোমার স্থান নির্দ্দেশ এবং দুর্গা, ভদ্রকালী, বিজয়া, বৈষ্ণবী, কুমুদা, চণ্ডিকা, কৃষ্ণা, মাধবী, কন্যকা, মায়া, নারায়ণী, ঈশানী, শারদা ও অম্বিকা প্রভৃতি নামকরণ করিবে।

গর্ভ-সঙ্কর্ষণ হেতু রোহিণীনন্দন এই ভূতলে "সঙ্কর্ষণ" নামে অভিহিত হইবেন, গোকুলবাসীর আনন্দবিধান-হেতু "রাম", এবং সন্ধিনীশক্তিমদ্বিগ্রহত্ব-নিবন্ধন বলাধিক্য-হেতু 'বলভদ্র' নামে কীর্ত্তিত হইবেন।

গত ১২ই ডিসেম্বর মঙ্গলবার শ্রীধাম-মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠে উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ গৌরদাস ব্রহ্মচারী কাব্যব্যাকরণতীর্থ ভক্তিশাস্ত্রীজী শ্রীমদ্ভাগবত-পাঠকালে বলেন,—হরিকথায় শ্রদ্ধাবানের রুচি কি-প্রকারে উদিত হয়, তন্নিরূপণে শ্রবণকারী বা রুচির গ্রাহকের পক্ষে ভগবান্ ও ভগবদ্ভক্তের সেবা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। ভগবদ্ভক্তের হৃদয়ই পুণ্যতীর্থ এবং ভগবদ্ভক্তের অধিষ্ঠিত ভূমিও পুণ্যতীর্থনামে কথিত হয়। এই দুই প্রকার তীর্থ হইতে উদ্দীপন-যোগে হরিকথায় রুচি হয়। তীর্থসেবায় রুচ্যুৎপত্তির অপর কারণ মহতের সেবা।

কৃষ্ণেতর বিষয়বিরক্ত সর্ব্বসদ্গুণসম্পন্ন হরিজনগণই মহান্। কৃষ্ণভজনহীন সঙ্কীর্ণ-হৃদয় ভোগলুব্ধ জনগণ নিতান্ত সঙ্কীর্ণ ও সাম্প্রদায়িক। সেই সঙ্কীর্ণচেতা ব্যক্তিগণ নিজ নিজ সঙ্কীর্ণতা বুঝিতে না পারিয়া যাবতীয় সঙ্কীর্ণবুদ্ধি জনগণকে সমন্বয় করিতে গিয়া মহত্ত্বের চিত্র অঙ্কন করেন। কিন্তু তাহাতে হরিসেবা না থাকায় তাহা কৃষ্ণেতর বিষয়সেবা-মাত্র হইয়া যায়। এই উদারক্রুব কুসাম্প্রদায়িকগণ ক্ষুদ্রের সেবা করিতে করিতে মহৎ হরিজনগণকেও সঙ্কীর্ণ সাম্প্রদায়িক মনে করে। যে-কালে তিনি অসতের সহিত সমন্বয়ভাব পরিত্যাগ করিয়া মহৎ সজ্জনের সহিত সঙ্গ করেন তৎকালে তাঁহার অসৎ কুরুচি পরিবর্ত্তিত হইয়া হরি-কথায় রুচি হয়। সুমহান্ ভগবানের সেবা-নিরত হইলেই বদ্ধজীবের ইতরবিষয়ে রুচিগত সঙ্কীর্ণতা বিদূরিত হয়। মহতের সেবায় জীবের যথেচ্ছাচারগত তর্কপথ নিরস্ত হয়। তিনি তখন হরিকথাশ্রুতির পথ গ্রহণ করিয়া কীর্ত্তনাখ্যা ভক্তির আশ্রয় করেন। কীর্ত্তন-কারী হরি ও মায়ার সহিত সমন্বয়-পন্থা ত্যাগ করিয়া কেবল হরিসেবায় আত্মনিয়োগ করেন।

গত ৯ই অগ্রহায়ণ ২৫শে নভেম্বর শনি-বার কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠে শ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-শ্রীরূপ পুরী মহারাজ 'কৃষ্ণৈকশরণতা' সম্বন্ধে যে কথা আলোচনা করেন তাহার কিয়দংশের মর্ম্ম নিম্নে লিখিত হইল।

দুঃসঙ্গ বর্জ্জন করিয়া সৎসঙ্গ-লাভের জন্য আমরা ইতঃপূর্ব্বে কয়েকদিন অসাধুর লক্ষণ বিস্তারিতভাবে আলোচনা করিয়াছি, এখন সাধুর লক্ষণগুলি ক্রমশঃ আলোচনা করিব। সাধুর অনন্তগুণের মধ্যে দিগ্‌দর্শন করিবার জন্য শ্রীল কবিরাজ গোস্বামীপ্রভু ২৬টী গুণের কথা বর্ণন করিয়াছেন—

> সর্ব্ব মহাগুণগণ বৈষ্ণব-শরীরে।
> কৃষ্ণভক্তে কৃষ্ণের গুণ সকলি সঞ্চারে॥
> সেই সব গুণ হয় বৈষ্ণব-লক্ষণ।
> সব কহা না যায় করি দিগ্‌দরশন॥
> কৃপালু, অকৃতদ্রোহ, সত্যসার, সম।
> নির্দ্দোষ, বদান্য, মৃদু, শুচি, অকিঞ্চন॥
> সর্ব্বোপকারক, শান্ত, কৃষ্ণৈকশরণ।
> অকাম, নিরীহ, স্থির, বিজিত-ষড়্‌গুণ॥
> মিতভুক্, অপ্রমত্ত, মানদ, অমানী।
> গম্ভীর, করুণ, মৈত্র, কবি, দক্ষ, মৌনী॥

এই ২৬টী লক্ষণের মধ্যে 'কৃষ্ণৈক-শরণতা' স্বরূপলক্ষণ আর বাকীগুলি তটস্থ-লক্ষণ। তটস্থলক্ষণগুলি বাহ্যদর্শনে সবসময়ে আমরা নাও দেখিতে পারি কিন্তু স্বরূপ-লক্ষণ অবশ্যই থাকিবে। যদি কৃষ্ণৈকশরণতা না থাকে তবে অন্যান্য লক্ষণগুলি প্রাকৃতদর্শনে পূর্ণমাত্রায় দৃষ্ট হইলেও তাহার কোন মূল্য নাই।

'কৃষ্ণৈকশরণতা'র স্বরূপ না জানায় কেহ কেহ ইহার কদর্থ করিয়া বলেন—"আমি যাহা কিছু করিতেছি তাহা ভগবান্ই করাইতেছেন অর্থাৎ যে-কোন অন্যায় কার্য্য করিতেছি তাহা তিনিই করাইতেছেন সুতরাং ইহাতে আমার কোন দোষ নাই, আমার স্বতন্ত্রতা কি আছে যে আমি করিব?" এই-রূপ যথেচ্ছাচারিতা ভালরূপে চালাইবার জন্য ও মৌখিকভাবে তাহা হইতে রেহাই পাইবার জন্য 'আমি কৃষ্ণৈকশরণ'? কেহ কেহ এইরূপ বলিয়া থাকেন। এইপ্রকার যথেচ্ছা-চারিতা যে স্বতন্ত্রতার অপব্যবহারজনিত তাহা তাঁহারা স্বীকার করিতে চাহেন না।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১৬ নারায়ণ সর্ব্বশিব সঙ্কর্ষণ

ছড়া কীর্ত্তনীয় নহে

[৫]

কবিও স্বরূপ-গোস্বামী ঠাকুরের কর্কশ-বাক্যে ক্রুদ্ধ না হইয়া বরং উহা অনুগ্রহরূপেই বরণ করিলেন; তাই তিনি গোস্বামী ঠাকুরের অহৈতুকী কৃপারূপ উপদেশ লাভ করিয়া কৃতার্থ হইলেন। এক্ষেত্রেও যাঁহারা পূর্ব্বোক্ত সভাসদ্‌গণের মত ও পূর্ব্ববঙ্গবাসী কবির মত সহিষ্ণু হইয়া পূর্ব্বোল্লিখিত ভক্তিসিদ্ধান্ত-সম্মত নিরপেক্ষ সমালোচনা (উক্ত ছড়া-সম্বন্ধীয়) যত্নপূর্ব্বক পাঠ করিবেন তাঁহারাও নিশ্চয়ই ছড়া-রচয়িতার বিপ্রলিপ্সা এবং ছড়ার সিদ্ধান্তবিরুদ্ধ ও রসাভাস প্রভৃতি দোষ বুঝিয়া গুরুপারম্পর্য্যে অবতীর্ণ, সাত্বত-শাস্ত্রসম্মত, মহাজনানুমোদিত, শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দ ও নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুর কর্ত্তৃক প্রচারিত মহামন্ত্রই সদ্‌গুরুর পাদপদ্ম হইতে শ্রবণ পূর্ব্বক নিরপরাধে কীর্ত্তন করিয়া জন্ম সার্থক করিতে পারিবেন। পূর্ব্বোক্ত ঘটনাটী বিচারের দ্বারা স্পষ্টই প্রমাণিত হইল যে, অতত্ত্বজ্ঞ হইয়া তত্ত্ব বর্ণনা করিতে গেলে অর্থাৎ অগুরু হইয়া গুরুর কার্য্য করিবার ধৃষ্টতা করিলে অপরাধবশতঃ দুর্গতি ভোগ করিতে হইবে। স্বরূপ-গোস্বামী প্রভু কবিকে যে-শিক্ষা দিলেন, তাহার মর্ম্ম এই যে—আরোহপথ বা মনঃ-কল্পিত পথ পরিত্যাগ করিয়া শ্রৌতপথ আশ্রয় করিলে বা গুরুপারম্পর্য্যে অবতীর্ণ নিরস্তকুহক চেতনময়ী বাণী শুদ্ধবৈষ্ণবের নিকট শ্রবণ করিলেই ভক্তিসিদ্ধান্তে পারদর্শী হইয়া ভগবত্তত্ত্ব বর্ণনা করিবার ও নিরপরাধে শুদ্ধ হরিকীর্ত্তন করিবার অধিকার হইবে।

৫। অনন্তসংহিতার নিম্নলিখিত শ্লোক কয়েকটী আলোচনা করিলে পূর্ব্বপক্ষের কুসিদ্ধান্ত খণ্ডিত হইয়া উত্তরপক্ষের ভক্তি-সিদ্ধান্তই স্থাপিত হইবে।

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥
ষোড়শৈতানি নামানি দ্বাত্রিংশদ্
বর্ণকানি হি।
কলৌ যুগে মহামন্ত্রঃ সম্মতো জীবতারণে॥
বর্জ্জয়িত্বা তু নামৈতদ্ দুর্জ্জনৈঃ
পরিকল্পিতম্।
ছন্দোবদ্ধং সুসিদ্ধান্তবিরুদ্ধং নাভ্যসেৎ পদম্॥
তারকং ব্রহ্মনামৈতদ্ ব্রহ্মণা গুরুণাদিনা।
কলিসন্তরণাদ্যাসু শ্রুতিষ্বধিগতং হরেঃ॥
প্রাপ্তং শ্রীব্রহ্মশিষ্যেণ শ্রীনারদেন ধীমতা।
নামৈতদুত্তমং শ্রৌতপারম্পর্য্যেণ ব্রহ্মণঃ॥
উৎসৃজ্যৈতন্মহামন্ত্রং যে ত্বন্যৎ কল্পিতং পদম্।
মহানামেতি গায়ন্তি তে শাস্ত্রগুরুলঙ্ঘিনঃ॥
তত্ত্ববিরোধসংপৃক্তং তাদৃশং দৌর্জ্জনং মতম্।
সর্ব্বথা হরিহার্য্যং স্যাদাত্মহিতার্থিনা সদা॥

"হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥"

—এই ষোল নাম বত্রিশ অক্ষর কলি-যুগে মহামন্ত্র এবং জীবতারণে অভিমত। এই নাম বর্জ্জন করিয়া দুর্জ্জন-পরিকল্পিত ছন্দোবদ্ধ, সুসিদ্ধান্তবিরুদ্ধ রসাভাস-দুষ্ট পদ কদাচ অভ্যাস করিবে না। এই তারকব্রহ্ম হরিনাম আদি-গুরু ব্রহ্মা 'কলিসন্তরণাদি শ্রুতিতে' পাইয়াছেন, ব্রহ্মার নিকট হইতে শ্রুতিপরম্পরায় ব্রহ্মার শিষ্য ধীমান্ নারদ এই উত্তম নাম প্রাপ্ত হইয়াছেন।' এই মহামন্ত্র ত্যাগ করিয়া যাহারা অন্যান্য কল্পিত পদকে মহানাম প্রভৃতি বলিয়া কীর্ত্তন করে, তাহারা শাস্ত্র ও গুরুলঙ্ঘনকারী। আত্ম-হিতার্থী সর্ব্বদা সর্ব্বতোভাবে তত্ত্ববিরোধ পূর্ণ সেই সব দুর্জ্জনের মত (দুঃসঙ্গ-জ্ঞানে) পরিত্যাগ করিবেন।

———

৬। "ঐ ছড়া যদি মহাজনানুমোদিত বা মহাজন-প্রচারিত না হয় ও উহা যদি নাম না হয় বা উহা কীর্ত্তন করিলে যদি কোন মঙ্গল না হয় তবে দেশের বহু লোক তাহা কীর্ত্তন করেন কেন? এবং ছড়া-প্রবর্ত্তক যদি অবতার না হয় তবে বহু লোক তাঁহাকে অবতার বলিয়া স্বীকার করেন কেন?" এই প্রশ্নের উত্তর এই যে, বহুলোকের ভোটে সত্য নিরূপিত হয় না কারণ বহু লোক ভ্রমবশতঃ যদি পশ্চিমদিক্‌কে পূর্ব্বদিক বলে তবে তাহা পূর্ব্বদিক্ হইবে না। সেইরূপ জগতের বহু দুর্ভাগ্য ব্যক্তি অক্ষজজ্ঞানের দ্বারা চালিত হইয়া শ্রৌতপথ বা গুরুপারম্পর্য্য উল্লঙ্ঘন পূর্ব্বক অসত্যকে সত্য বলিলেও তাহা সত্য হইবে না। কিন্তু একজন যদি শ্রৌত-পারম্পর্য্যে সত্য অবগত হইয়া সত্য কীর্ত্তন করেন তবে তাঁহার কথাই গ্রাহ্য হইবে। শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে বর্ণিত নিম্নলিখিত ঘটনাটীই তাহার প্রমাণ—

বৃন্দাবনে পুনঃ'কৃষ্ণ' প্রকট হইল।
যাঁহা তাঁহা লোক সব কহিতে লাগিল॥
একদিন অক্রূরেতে লোক প্রাতঃকালে।
বৃন্দাবন হৈতে আইসে করি কোলাহলে॥
প্রভু দেখি করিল লোক চরণ-বন্দন।
প্রভু কহে কাঁহা হৈতে করিলা আগমন?
লোকে কহে কৃষ্ণ প্রকট কালীয়দহের জলে।
কালীয়-শিরে নৃত্য করে ফণিরত্ন জ্বলে॥
সাক্ষাৎ দেখিল লোক নাহিক সংশয়।
শুনি হাসি' কহে প্রভু সব সত্য হয়॥
এই মত তিন রাত্রি লোকের গমন।
সবে আসি কহে কৃষ্ণ পাইলুঁ দরশন॥
প্রভু আগে কহে লোক শ্রীকৃষ্ণ দেখিল।
সরস্বতী এই বাক্যে সত্য কহাইল॥
মহাপ্রভু দেখি সত্য কৃষ্ণ-দরশন।
নিজ জ্ঞানে সত্য ছাড়ি' অসত্যে সত্য ভ্রম॥
ভট্টাচার্য্য তবে কহে প্রভুর চরণে।
আজ্ঞা দেহ যাই করি কৃষ্ণদরশনে॥
তবে তাঁরে কহে প্রভু চাপড় মারিয়া।
'মূর্খের' বাক্যে 'মূর্খ' হৈলা পণ্ডিত হঞা॥
কৃষ্ণ কেন দর্শন দিবেন কলিকালে?
নিজ ভ্রমে মূর্খ লোক করে কোলাহলে॥
বাতুল না হও ঘরে রহ ত' বসিয়া।
কৃষ্ণ-দরশন করিহ কালি রাত্রে যাঞা॥
প্রাতঃকালে ভব্যলোক প্রভুস্থানে আইলা।
'কৃষ্ণ দেখি আইলা?' প্রভু তাঁহারে পুছিলা॥
লোক কহে রাত্রে কৈবর্ত্ত নৌকাতে চড়িয়া।
কালীয়দহে মৎস্য মারে দেউটী জ্বালিয়া॥
দূর হৈতে তাহা দেখি' লোকের হয় ভ্রম।
কালীয়ের শরীরে কৃষ্ণ করিছে নর্ত্তন॥
নৌকাতে কালীয়-জ্ঞান, দীপে রত্ন-জ্ঞানে।
জালিয়ারে মূঢ় লোক কৃষ্ণ করি' মানে॥

———

সঙ্গতি—ষোলনাম বত্রিশ-অক্ষরাত্মক মহামন্ত্রই যে কলিযুগের একমাত্র যুগধর্ম্ম তাহা ছাড়া অন্য কোন 'ছড়া' যুগধর্ম্ম হইতে পারে না ইহা বিস্তারিত বিচারের দ্বারা প্রমাণিত হইল। পূর্ব্বোক্ত বিচারের সহিত গুরু-পারম্পর্য্যে অবতীর্ণ শ্রৌতবাক্যের, মহাজন-বাক্যের ও সাত্বতশাস্ত্রবাক্যের সঙ্গতি হইল কিন্তু শ্রৌতবাক্য, মহাজনবাক্য বা সাত্বত-শাস্ত্রবাক্যের সহিত ছড়াপ্রবর্ত্তনকারীর বা পূর্ব্বপক্ষকারীদের কোন সিদ্ধান্তেরই সঙ্গতি হয় না। সঙ্গতি ভিন্ন সিদ্ধান্তের প্রতিষ্ঠা নাই। অতএব পঞ্চাঙ্গ বিচার দ্বারা পূর্ব্ব-পক্ষের অসৎ মত খণ্ডন করিয়া উত্তরপক্ষের সিদ্ধান্ত স্থাপন করা হইল।

'নাস্তিকতার' জীবনী

[৫]

সুপেনহর এবং হার্টম্যান একজন্ম-স্বীকার-বাদী ও জড়-সত্তার লোপসাধনের পক্ষপাতী। সুপেনহরের মতে সত্তার ইচ্ছা পরিত্যাগ, ত্যাগ, বিনয়, শারীরিক কৃচ্ছ্রতা, নৈতিক পবিত্রতা এবং বৈরাগ্য প্রভৃতির দ্বারা নির্ব্বাণ লাভ হইতে পারে। হার্টম্যানের বিচারে কোনপ্রকার কৃচ্ছ্রতা-সাধনের প্রয়োজনীয়তা নাই। পরন্তু মৃত্যুর পর নির্ব্বাণ সহজ-লভ্য। জনৈক হারেবৈশা কিন্তু দুঃখের (তাপের) নিত্যত্ব স্থাপন করিয়া নির্ব্বাণের অসম্ভাবিত্ব প্রতিপাদন করিয়াছেন।

———

বর্ত্তমান অদ্বৈতবাদিগণের মধ্যে অনেকেই নির্ব্বাণের পক্ষপাতী। ইহাঁদের মধ্যে কতকগুলি নির্ব্বাণের পর ব্রহ্মসুখের আশা করেন; আবার অপর কতক ব্যক্তি আছেন যাঁহারা নির্ব্বাণের পর আর কোন সুখের প্রার্থী নহেন। শেষোক্ত ব্যক্তিগণকে জড়সত্তাবিনাশকারী বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে।

———

জড়সত্তা-বিনাশের বিচারে জীবের স্বভাবের প্রকৃষ্ট পরিচয় অনির্দ্দিষ্ট। এই সমস্ত চিন্তাস্রোত নাস্তিকতা-ধর্ম্মবিশিষ্ট। কর্ম্মফল-বাদীর শাসনরূপ অত্যাচারের হস্ত হইতে অব্যাহতি পাইবার জন্য তত্তৎ-ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক-গণ ধৈর্য্য ও আগ্রহের সহিত ঐরূপ নির্ব্বাণের ধারণা গ্রহণ করিয়াছেন। ভারতবর্ষের ব্রাহ্মণগণ তাঁহাদের ঈশ্বরবিশ্বাসহীন কর্ম্মের পোষকতা এবং জগদ্ব্যাপী নিজেদের প্রাদুঃ-স্থাপনের অভিসন্ধিমূলে, ক্ষত্রিয় ও অন্যান্য বর্ণের ব্যক্তিগণকে নির্য্যাতন করিতে থাকায় ক্ষত্রিয়গণ দলবদ্ধ হইয়া বৌদ্ধধর্ম্মের, এবং বৈশ্যগণ জৈনধর্ম্মের বিস্তারে যত্নবান্ হয়। এই প্রকার বিচার আবার জাগতিক স্বার্থের সহিত ঘাতপ্রতিঘাত প্রাপ্ত হইয়া প্রবল হইতে প্রবলতর হইয়া দাঁড়ায়। ঐরূপ ভাবেই বৌদ্ধ ও জৈন-বিচারের প্রবর্ত্তন ভারতবর্ষে উপস্থিত হইয়াছে। পশ্চাৎ যে-সব দেশে ঐ ঐ ধর্ম্মের স্রোত প্রবেশ করিয়াছে, তাহাতে দেখা যায়—তদ্দেশবাসী উহাকে ভগবৎপ্রেরিত বলিয়া গ্রহণ করিয়া লইয়াছে, কারণ তাহাদের মধ্যে ঐ স্রোতের প্রতিকূল আচরণ করিবার পক্ষে শক্তি-বিশিষ্ট লোকের অভাবই তাহার নিদর্শন। ইতিহাসমূলে জানিতে পারা যায় যে, ইউ-রোপে নির্ব্বাণের পক্ষপাতী বর্ত্তমান অধ্যাপকগণ খ্রীষ্ট-ধর্ম্মের প্রতি ঘৃণার মূলেই ঐরূপ মতবাদ প্রচার করিতে প্রণোদিত হইয়াছেন।

তান্ত্রিকগণের বিচারে মায়া এই সমস্ত চিৎ ও অচিজ্জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন। তাহাদের ধর্ম্মের শুষ্কতা-নিবন্ধন বৌদ্ধপ্রচারকগণের উদ্যম শিথিলতা প্রাপ্ত হইলে তাহাদিগের মতগুলিকে একটী নূতন সজ্জায় সজ্জিত করিবার চেষ্টা দেখা গিয়াছিল। এইরূপ অবস্থাতেই বৌদ্ধ-ধারণাটা তান্ত্রিক আকারে পর্য্যবসিত হওয়ায় মায়াবাদরূপ একটী নূতন মতবাদ সৃষ্ট হয়। মায়ার সেবা-ধর্ম্মটা তাহাদের মধ্যে বৌদ্ধধর্ম্ম নামে প্রচলিত হইল। বৌদ্ধ নয়, এমন লোকসকলের মধ্যেও মায়াবাদ নামে ঐ সূক্ষ্ম বৌদ্ধবাদটা দ্রুতবেগে প্রসার লাভ করিল। বৈদিক ব্যাখ্যার উপর নির্ভর করিয়া যখন মায়াবাদ দর্শনশাস্ত্ররূপে পরিণত হইল, তখন মায়াবাদি-বৈদান্তিকগণের মধ্যে উহার মূল পাওয়া যায়। ঐ ধারণাই আবার পার্ব্বত্য জাতীয় ব্যক্তিগণের মধ্যে তন্ত্রশাস্ত্রের অনুগ বিচারে মায়াশক্তিবাদ নামে প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছে।

কৃষ্ণনাম ভজ জীব আর সব মিছে। পলাইতে পথ নাই যম আছে পিছে॥

*অনেকের বিচারে তান্ত্রিক ধারণাটী কপিলের সাংখ্যদর্শন হইতে গৃহীত হইয়াছে বলা হয়। কিন্তু কপিল শৈব-মতবাদের জনক, যাহাতে জড়া প্রকৃতি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আসন প্রাপ্ত হইয়াছে। তন্ত্রের মতে জড়-প্রকৃতি হচ্ছেন চিৎসত্তার জননী; কিন্তু সাংখ্যদর্শনের মতে ইহাঁরা উভয়েই সমপর্য্যায়ে অবস্থিত। জড়া প্রকৃতিতে লীন হ'য়ে যাওয়ার ন্যায় এক প্রকার নির্ব্বাণ কল্পিত হ'য়েছে।

চিৎসত্তার পক্ষপাতী ব্যক্তিগণ ঈশ্বরের নিকট তাঁহাদের মনোভাব নিবেদন করিতে যেরূপ কৃতজ্ঞতা ও বশ্যতা প্রকাশ করেন, জড়া প্রকৃতির উপাসকগণও সময়ে সময়ে তদনুকরণে তাঁহার (জড়া প্রকৃতির) নিকট নিবেদন-মুখে বশ্যতা প্রদর্শন করিয়া থাকেন।

মহানির্ব্বাণতন্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায় যে, মহাদেব আদ্যশক্তি কালীকে প্রার্থনা-মুখে একস্থানে তাঁহাকে পরব্রহ্মের ইচ্ছা-ক্রমে জগতের সৃষ্টিকর্ত্রী বলিয়া সম্বোধন করিতেছেন। সাংখ্যের সহিত ঐ কথায় মিল আছে। কিন্তু অন্যস্থানে আবার লিখিত আছে যে, প্রলয়ের পর একমাত্র তিনিই (আদ্যাশক্তি) "তমো"রূপে বিদ্যমানা এবং জীবের চিৎসত্তার সহিত তিনি পৃথক্ তত্ত্ব নহেন; ইহা কিন্তু সাংখ্য মতবাদের বিপরীত।

তান্ত্রিকগণের 'শক্তিবাদ' যে কোন বিশেষ দার্শনিক বিচার হইতে উদ্ভূত হইয়াছে, তাহা বলা যায় না। বস্তুতঃ তন্ত্রের মধ্যে পরস্পর বিরোধী বিচার এত দেখা যায় যে তাহা ধারাবাহিক বিচারের উপর প্রতিষ্ঠিত নয় বলিয়া মনে হয়। তন্ত্রের 'লতা-সাধনা' 'পঞ্চমকার সাধনা', 'সুরা-সাধনা' প্রভৃতি প্রক্রিয়া-সকল কোন শাশ্বত দার্শনিক বিচারের উপর প্রতিষ্ঠিত বলিয়া মনে হয় না। তান্ত্রিক-শক্তিবাদ-মতে জড়-শক্তির প্রভুত্বে নাস্তিকগণের কর্ম্মফল-বাদের 'অপূর্ব্ব' পূজার সহিত অথবা কোমতের প্রকৃতি-পূজার সহিত কোন পার্থক্য নাই।

এ রকম পণ্ডিতও দেখা যায়, যাঁহারা মস্তিকপ্রসূত চিন্তাধারা ব্যতীত আর কিছুই স্বীকার করেন না। তাঁহারা প্রাকৃত-জগতের বাস্তব অস্তিত্ব স্বীকার করেন না; কেবলমাত্র চিন্তাধারাই তাঁহাদের নিকট সত্তাবিশিষ্ট। অন্যের বিচারে আত্মার যে অস্তিত্ব, তাহা তাঁহাদের বিচারে কার্য্যকরী নহে। একমাত্র চিন্তা ব্যতীত আর কিছুই নাই। বিশপ বার্কলে প্রভৃতি মনীষিগণ ঐপ্রকার মতের পক্ষপাতী হইয়া উহাকে মায়াবাদ (Idealism) নাম দিয়াছেন।

ষ্টুয়ার্ট মিলও কতকটা ঐ ধারণার পক্ষপাতী। মায়াবাদকে পরমার্থের সঙ্গে সমান মনে করিতে হইবে না। মায়াবাদ (Idealism) কেবলমাত্র জড়বস্তুর ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য সূক্ষ্ম মানসিক ধারণাকে বলা যাইতে পারে। ঐপ্রকার ধারণা দ্বারা চেতন-সত্তার সহিত জড়া প্রকৃতির সম্পর্ক স্থাপিত হয় এবং উহা জড় হইতে পৃথক্ নহে। ঐপ্রকার মায়াবাদ (Idealism) সূক্ষ্মভাবে জড়বাদের বহির্ভূত নহে; অদ্বৈত-বাদিগণের মধ্যে এরূপ অনেক আছেন যাঁহারা 'ঈশ্বর' বলিয়া কিছু স্বীকার করেন না, কেবল মনোধর্ম্মোত্থ চিন্তাধারাই স্বীকার করেন। এরূপ ধারণা অতি তুচ্ছ এবং উহাকে ন্যায়তঃ জড়বাদ-সাম্যে গণনা করা যাইতে পারে।

এ রকম ধরণের কতক লোক দেখা যায়, যাঁহারা তর্ক করেন যে, যে-জিনিষের অস্তিত্ব আছে বলিয়া ধারণা করা যায়, বাস্তবিক তাহার কোন সত্তা নাই; সমস্ত সত্তাই অনিত্য এবং যে মুহূর্ত্তে তাহারা পরিণাম বা ধ্বংস-প্রাপ্ত হয়, সেই মুহূর্ত্তেই তাহারা সত্তাহীন বস্তুর সামিল বলিয়া গণ্য হয়; অতএব সত্তাহীন বস্তুই নিত্য ও সত্য। এইরূপ মতবাদের কোন মূল্য নাই। এই রকম ন্যায়ের ফাঁকি ও কূট-তর্ক আত্মবঞ্চিত জনগণই করিয়া থাকে।

ঐপ্রকার বিচার হইতে বিলাতে মনীষী হিউম্ প্রভৃতি দ্বারা সন্দেহবাদের উদ্ভব হইয়াছিল। নিজেন্দ্রিয়-সুখ এবং জড়ের বিনাশ থেকে এমন অনিষ্ট ঘটিয়াছে যে লোকে 'ধর্ম্মের' নামে নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া থাকে। মানুষের স্বরূপে ভগবদ্ভক্তি অনুস্যূত; তজ্জন্য মানুষ জড়ে সুখ পাইতে পারে না। জড়ধর্ম্ম হইতে নির্ব্বাসিত হইয়া মানুষের বিচারশক্তি অজ্ঞানান্ধকারে হস্তপদবদ্ধ হইয়া যখন তাহার বন্ধন ছিন্ন করিতে শেষ চেষ্টা করে তখনই তাহার "সন্দেহবাদের" (Scepticismএর) উদয় হয়

চিন্ময় সূর্য্য

সূর্য্য স্বপ্রকাশ-বস্তু। অন্য কোন আলোর সাহায্যে সূর্য্যদর্শন হয় না। ভাগবত সূর্য্য-সদৃশ। তিনি স্বপ্রকাশ-বস্তু। তিনি যদি কৃপা করিয়া কোনও ভাগ্যবান্ জীবকে নিজের স্বরূপ দেখান, তবে সে-জীব দেখিতে পারেন।

শ্রীসূত শৌনকাদি ঋষিগণকে বলিয়াছেন—
(১।৩।৪৩)—

কৃষ্ণে স্বধামোপগতে ধর্ম্মজ্ঞানাদিভিঃ সহ।
কলৌ নষ্টদৃশামেষঃ পুরাণার্কোঽধুনোদিতঃ॥

অর্থাৎ রাত্রিকালে জীবগণের চক্ষু নিবিড় অন্ধকারে কিছুই দেখিতে পায় না, পরে প্রাতঃসূর্য্য উদিত হইয়া সেই চক্ষুর দর্শনশক্তির অন্তরায় ঐ অন্ধকারকে দূর করিয়া থাকেন এবং কেবল যে দূর করেন এমন নহে, জগতের সমস্ত বস্তু তাহার সম্মুখে প্রকাশ করিয়া থাকেন। তদ্রূপ শ্রীমদ্ভাগবত এই প্রপঞ্চে উদিত হইয়া কলিহত অজ্ঞান-তিমিরে আবৃত জীবের জ্ঞানচক্ষুর ঐ অজ্ঞানাবরণ উন্মোচন করিয়াছেন এবং কেবল যে উন্মোচন করিয়াছেন এমন নহে, তাহার সম্মুখে অন্য ত্রিযুগের দুর্ল্লভ-কৃষ্ণভক্তি, কৃষ্ণ-জ্ঞান ও কৃষ্ণপ্রেম প্রকাশ করিয়া কলিজীবকে কৃতকৃতার্থ করিয়াছেন।

ভাগবত দ্বিবিধ, যথা চৈঃ চঃ আদি ১।৯৯-১০০

এক ভাগবত বড় ভাগবত-শাস্ত্র।
আর ভাগবত ভক্ত—ভক্তিরসপাত্র॥
দুই ভাগবত দ্বারা দিয়া ভক্তিরস।
তাঁহার হৃদয়ে তার প্রেমে হয় বশ॥

শ্রীগৌরসুন্দর ও শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু জীবের হৃদয়ের অন্ধকার দূরীভূত করিয়া এই দুই ভাগবত সঙ্গে সাক্ষাৎকার করান এবং তদ্দ্বারা জীবের হৃদয়ে নিত্য সম্বন্ধ-জ্ঞান প্রকাশ করাইয়া তাহার (জীবের) প্রেমে বশীভূত হন।

প্রাকৃত সূর্য্যচন্দ্র বাহিরের অন্ধকার বিনাশ এবং জগতের বস্তু-সমূহকে প্রকাশ করেন, কিন্তু শ্রীগৌরনিত্যানন্দের অচিন্ত্য-ভক্ত-ভাগবতদ্বয় প্রপঞ্চে উদিত হইয়া জীবের চিত্তগুহা হইতে কোটী কোটী জন্মের সঞ্চিত ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষবাঞ্ছারূপ তমোধর্ম্ম নিরাস করিয়া বস্তুতত্ত্ব প্রকাশ করেন।

ভাগবত নিত্য, পূর্ণ, শুদ্ধ, মুক্ত ও ও চৈতন্যরসবিগ্রহ বস্তু। খণ্ডকালের মধ্যে ইঁহার জন্ম বা ভঙ্গ নাই। তাঁহারা জীবের কল্যাণের জন্য যুগে যুগে প্রপঞ্চে প্রকাশিত হইয়াও প্রপঞ্চের মায়িক ধর্ম্মের বশীভূত হন না। যাঁহারা গ্রন্থ-ভাগবতকে ছাপাখানার পুঁথি বা উহা কোনও কালের মধ্যে রচিত হইয়াছে মনে করেন, তাঁহারা যেমন অধোক্ষজ ভাগবতের মর্ম্ম উপলব্ধি করিতে পারেন না, তদ্রূপ যাঁহারা ভক্ত-ভাগবতকে কোনও মাতাপিতার ঔরস-জাত বা কোন কুলোদ্ভূত প্রাকৃত-মনুষ্যের মত মনে করেন তাঁহারাও দুষ্কৃতিসম্পন্ন। শ্রীল রূপপাদ বলেন—

"ন প্রাকৃতত্বমিহ ভক্তজনস্য পশ্যেৎ।"

শ্রীমদ্ভাগবত বলেন—(১১।২৬।৩৩)

সন্তো দিশন্তি চক্ষুংষি বহিরর্কঃ সমুত্থিতঃ।
দেবতা বান্ধবাঃ সন্তঃ সন্ত আত্মাহমেব চ॥

ভক্তভাগবতগণ বহির্ভাগে সমুদিত সূর্য্যের ন্যায় ভগবৎ-সাক্ষাৎকারের নিমিত্ত-স্বরূপ জ্ঞানচক্ষুঃ প্রদান করিয়া থাকেন, অতএব ভক্তিমার্গে বিচরণকারী ব্যক্তিগণের সাধু-গণই দেবতা, তাঁহারাই বান্ধব, আত্মস্বরূপ পরমপ্রিয় পদার্থ এবং ভগবান্ হইতে অভিন্ন-গ্রন্থ-ভাগবতের প্রতিপাদ্য বিষয় প্রোজ্ঝিত-কৈতব নির্ম্মৎসর সাধুগণের পরমধর্ম্ম। উহা শ্রীমদ্ভাগবতের দ্বিতীয় শ্লোকে ব্যক্ত হইয়াছে। তদ্রূপ যিনি ভক্ত-ভাগবত, তাঁহারও পরিচয় এই যে, তিনি কখনও অন্যাভিলাষ, কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগ, তপ প্রভৃতি কৈতবযুক্ত মনোধর্ম্ম প্রচার করেন না কিন্তু সর্ব্বদাই নির্ম্মৎসর সাধুজনপ্রিয় শুদ্ধভক্তি প্রচার করিয়া থাকেন। যাহারা ভাগবত-ধর্ম্মের নামে কনক, কামিনী ও জড়প্রতিষ্ঠা-সংগ্রহে তৎপর, তাহারা অজ্ঞজনের দর্শনে যশোমতি সদৃশ হইলেও প্রকৃত-প্রস্তাবে পূতনা-স্বরূপ। সূর্য্য যে-প্রকার নিজে স্বয়ং প্রকাশিত হইয়া জগতের যাবতীয় বস্তুকে প্রকাশ করেন, তদ্রূপ ভক্ত-ভাগবতার্কও নিজে নিরন্তর কৃষ্ণসেবায় নিযুক্ত থাকিয়া জীবকুলের সম্বন্ধজ্ঞান প্রকটিত করাইয়া থাকেন। ভক্ত-ভাগবত নিত্য-সম্বন্ধজ্ঞানের প্রচারক। পেচককুল যে প্রকার সূর্য্যকিরণ সহ্য করিতে না পারিয়া ছায়াবহুল কোটরা-দিতে লুকাইয়া থাকে, তদ্রূপ ভাগবত-সূর্য্য-গণও যখন জগতে সত্যালোক প্রকাশ করেন তখন তাহার প্রভাব সহ্য করিতে না পারিয়া পাষণ্ডসমূহ তমোময় স্থানে লুকাইয়া থাকে।

শ্রীধামের রাস্তা

গঙ্গা পার হইয়া শ্রীধাম মায়াপুরে আসিতে 'স্বরূপগঞ্জঘাট মায়াপুর' রোড্ নামক যে সুপ্রশস্ত রাস্তাটী আছে, তাহা গত বর্ষার সময় কিছু খারাপ হইলেও বর্ত্তমানে শ্রীচৈতন্যমঠের চেষ্টায় উহা সংস্কৃত হইয়াছে। এক্ষণে মোটর ও ঘোড়ার গাড়ী অনায়াসে এই রাস্তায় যাতায়াত করিতে পারে।

মুদ্রাকর প্রমাদ

গত ১৩ই ডিসেম্বর ২৩৮ সংখ্যা নদীয়া-প্রকাশে ৫ম পৃষ্ঠায় ৩য় স্তম্ভে নীচের দিক হইতে ১২ ও ১৪ পংক্তিতে "পূর্ব্বের স্থলে "পশ্চিমে" হইবে। সহৃদয় পাঠকগণ কৃপাপূর্ব্বক উক্ত অংশ সংশোধন করিয়া পাঠ করিবেন।

শুদ্ধভক্তি গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। ভাষ্যসহ বিরাট্ শ্রীচৈতন্যভাগবত ৫৲
২। শ্রীমদ্ভাগবতম্—সম্পূর্ণ ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২৮৲
একাদশ স্কন্ধ হইতে দ্বাদশ স্কন্ধ ।৶০
৩। ভাষ্যদ্বয়সহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত
(৪র্থ সংস্করণ) ৬৲
৪। ভাগবতবিবেককুসুমাঞ্জলি (বাঁধা) ১৲
৫। গৌড়ীয়-গৌরব ।৶০
৬। গৌড়ীয়-সাহিত্য ।৶০
৭। ভজনরহস্য ।।০
শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও
শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৯। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ)
ঐ (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
১০। গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি টীকাসহ)
ঐ (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
১১। গীতার কেবল মাধ্ব-ভাষ্য ।।০
১২। যুক্তিমল্লিকা গুণসৌরভঃ সানুবাদ
(মাধ্ব) ২৲
১৩। বেদান্ততত্ত্বসার সানুবাদ
(রামানুজীয়) ।।০
১৪। জৈবধর্ম্ম ২৲
১৫। শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৬। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১৭। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ।।৶০
ঐ (বাঁধা) ৸০
১৮। দ্বীপ-দিগ্দর্শন ৶০
১৯। সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ) ।৶০
২০। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ।।০
ঐ (আবাঁধা) ।৶০
২১ নবদ্বীপধাম গ্রন্থমালা ৸০
২২। ভক্তিরত্নাকর নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৶০
২৩। গীতমালা ⁄১০
২৪। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ⁄০
২৫। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ⁄০
২৬। নবদ্বীপ পঞ্জিকা (৪৪৭ গৌরাব্দ) ৶০
২৭। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ
২৮। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা-দর্পণ
২৯। শরণাগতি
৩০। গীতাবলী ⁄০
৩১। চিত্রে নবদ্বীপ ১।।০
৩২। সাধনকণ ⁄০
৩৩। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ⁄০
৩৪। নবদ্বীপশতক ⁄০
৩৫। অর্থপঞ্চক ⁄০
৩৬। সদাচারস্মৃতিঃ ⁄০
৩৭। কল্যাণকল্পতরু (৫ম সংস্করণ) ⁄১০
৩৮। অর্চ্চনকণ ⁄১০
৩৯। সাধককণ্ঠমালা (বাঁধা) ।০
ঐ (আবাঁধা) ।⁄০
৪০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি
(প্রথম চারিখণ্ড) ৩
৪১। ব্রহ্মসংহিতা ।০
৪২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৪৩। মণিমঞ্জরী সানুবাদ ।০
৪৪। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৷০
৪৫। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ।০
৪৬। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৪৭। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
৪৮। গৌড়ীয়মঠ কি করেন? ⁄০
৪৯। ঈশোপনিষৎ (বলদেব ও মাধ্ব-ভাষ্য এবং বিবৃতি ও অনুবাদসহ) ।০
৫০। শ্রীভুবনেশ্বর ⁄০
৫১। সিদ্ধান্তদর্পণ ৶০
৫২। সাংখ্যবাণী ⁄০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৫৩। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী-দিগ্বিজয়ঃ ।০
৫৪। সটীক-শিক্ষাদশমূলম্ ।০
৫৫। তত্ত্ব-সূত্রম্ ।০
৫৬। সানুবাদ-শিক্ষাষ্টকম্ ৶০
৫৭। গৌড়ীয়মঠস্য পরিচয়ঃ ⁄০
৫৮। সারাংশবর্ণনম্ ⁄০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৫৯। রায় রামানন্দ ।০
৬০। নামভজন ।০
৬১। রিলেজীয়স্ ওয়ার্ল্ড্স্ ।৶০
৬২। লাইফ্ য্যাণ্ড প্রেসেপ্টস্ অব
শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।০
৬৩। বৈষ্ণবীজম্ ।০
৬৪। কোয়াট্ গৌড়ীয়মঠ টিচ্ ডুইং ⁄০
৬৫। দি ভাগবত ।০
৬৬। ইরোটিক্ প্রিন্সিপ্ল য্যাণ্ড
আনেলয়েড্ ডিভোসন ।০
৬৭। ব্রহ্ম-সংহিতা ২।।০
৬৮। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (ভলুম ওয়ান) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৬৯। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ।০
৭০। সাধন পথ ।০
৭১। কল্যাণ-কল্পতরু ⁄১০
৭২। গীতাবলী
৭৩। শরণাগতি

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৭৪। শরণাগতি

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

নদীয়া-প্রকাশপ্রাপ্তির স্থান

১। শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম-মায়াপুর, নদীয়া
২। শ্রীযোগপীঠ ঐ
৩। শ্রীবাস অঙ্গন ঐ
৪। অদ্বৈত-ভবন ঐ
৫। কাজীর সমাধি পাট ঐ
৬। স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ নদীয়া।
৭। শ্রীভাগবত আসন কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
৮। শ্রীএকায়ন মঠ গোবিন্দপুর, হাঁসখালী।
৯। দ্বাদশগোপাল পাট—পোঃ চাকদহ,
১০। শ্রীগৌর গদাধরমঠ—চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড়, বর্দ্ধমান
১১। শ্রীমোদদ্রুমছত্র মাউগাছি, বর্দ্ধমান
১২। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম, আমলাযোড়া, পোঃ রাজবাধ বর্দ্ধমান
১৩। শ্রীগৌড়ীয়মঠ বাগবাজার, কলিকাতা
১৪। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাজু, হাওড়া,
১৫। শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয়মঠ, ৯০নং নবাবপুর রোড্, ঢাকা
১৬। শ্রীগোপালজী মঠ কমলাপুর, ঢাকা।
১৭। শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ পোঃ বালিয়াটী.
১৮। শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয়মঠ ময়মনসিংহ।
১৯। শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ চিরুলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর
২০। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম গোয়ালপাড়া, আসাম।
২১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ রায়াপেট্টা, মাদ্রাজ।
২২। শ্রীরামানন্দগৌড়ীয় মঠ কব্বূর, জেঃ পশ্চিম গোদাবরী
২৩। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ উড়িয়াবাজার, পোঃ বক্সীবাজার, কটক।
২৪। শ্রীত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয় মঠ ভুবনেশ্বর।
২৫। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ স্বর্গদ্বার, পুরী।
২৬। শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ আলালনাথ পোঃ ব্রহ্মগিরি, পুরী।
২৭। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ ডুমুরকুণ্ডা, পোঃ চিরকুণ্ডা, মানভূম।
২৮। শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ—কাশী।
২৯। শ্রীরূপগৌড়ীয় মঠ—এলাহাবাদ।
৩০। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ পুরাণবাজার, সরকার ঠাকুরের কুঞ্জ, বৃন্দাবন
৩১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, নিউদিল্লী
৩২। শ্রীপরমহংসমঠ—নৈমিষারণ্য.
৩৩। শ্রীসারস্বত গৌড়ীয় মঠ—হরিদ্বার।
৩৪। শ্রীব্যাসগৌড়ীয়মঠ—কুরুক্ষেত্র, পাঞ্জাব
৩৫। শ্রীগৌড়ীয়মঠ, খাবুলনাথ রোড, পোঃ গ্র্যাণ্ট রোড, বোম্বে।
৩৬। লণ্ডন গৌড়ীয়মঠ, ৩৯নং গ্লেডন গার্ডেন্স, কেনসিংটন লণ্ডন, (এস, ডব্লিউ—১০)।
৩৭। অমর্ষি গৌড়ীয়মঠ—মেদিনীপুর
৩৮। সরভোগ গৌড়ীয় মঠ—সরভোগ, কামরূপ, আসাম,

শুদ্ধভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী মাসিক। শ্রীধাম-মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, যাণ্মাসিক ১।।০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দি ভাষায় একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি হৃদয় বন মহারাজ সম্পাদিত ও নৈমিষারণ্য শ্রীপরমহংস মঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ১।।০ দেড় টাকা মাত্র।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১।।০ দেড় টাকা মাত্র।

৫। কীর্ত্তন—মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ নিমানন্দ সেবাতীর্থ বি-এজি, বি-টি, সম্পাদিত। আসাম গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম হইতে প্রকাশিত আসামী ভাষায় মাসিক। ভিক্ষা সডাক ১।।০ দেড় টাকা মাত্র

শ্রীচৈতন্যভাগবত

আদিকবি শ্রীল বৃন্দাবন দাস প্রণীত সমগ্র গ্রন্থ

গ্রন্থের মূল বোল্ড অক্ষরে এবং তাঁহার বিশ্ববিশ্রুত গৌড়ীয়মঠের প্রতিষ্ঠাতা ও আচার্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের রচিত বিস্তৃত ভাষ্য উত্তম কাগজে গোটাইপের সহিত মুদ্রিত হইয়াছেন। ডবল ক্রাউন আটপেজি আকারে ১০৯৬ পৃষ্ঠায় কেবল মূল ও ভাষ্য সম্পূর্ণ হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত শ্লোকসূচী, পদ্যসূচী, স্থানসূচী, পাত্রসূচী, বিষয়সূচী, শব্দসূচী প্রভৃতি বিস্তৃত সূচীপত্রেও একটী গ্রন্থ হইবে। সমগ্র শ্রীচৈতন্যভাগবতের এরূপ উৎকৃষ্ট ও অমূল্য বিরাট্ সংস্করণ জগতের কোথায়ও আজ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হন নাই, ইহা নিরপেক্ষ পাঠক মাত্রকেই একবাক্যে স্বীকার করিতে হইবে। শ্রীগৌড়ীয়মঠের উৎসব-কালে গ্রন্থের ভিক্ষা ১২৲ বারটাকা স্থলে—৫৲ পাঁচটাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীচৈতন্যমঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

কলিকাতা বাজার দর

লৌহ হাৰ্ডওয়ার

২৪শে নভেম্বর ১৯৩৩

টাটার তৈয়ারী—	প্রতি হন্দর।
লোহার কড়ি (জয়েষ্ট বা গীর)	
মার্কা	৫।৵০—৫৷৵০
ঐ বে-মার্কা হাল্কা ওজন	৪।৵০—৪৷৵০
বরগা (টী-আয়রণ)	৬৶০—৬৲০
এঙ্গেল আয়রণ (কোনা)	৫৸৵০—৬।৵০
গ্যালভানাইজড করগেট টিন—	
২২ গেজ ৬ হইতে ১০ ফুট	১১।৵০
২৪ গেজ ,, ,,	১০৸৵০
২৬ গেজ ,, ,,	১২
২৪ গেজ আর, পি, ডি, মার্কা	১২৸৵০
২৪ গেজ গাঃ প্লেন শীট—	১১।৵০
২৬ গেজ ,, ,,	১২।০
১৮ গেজ ও ৩০ গেজ ঐ—	১৩৲—১৬৲
বাগান ঘেরা কাঁটাতার ১০০	
পাউণ্ড বাঃ	৮৸০
ষ্টীল পাটী	৬৲৵—৬।০
,, বোল্টু (গোল)	৬৲৵—৬।০
,, স্কয়ার (চৌকা)	৬৶০—৬৲।০
,,গোল রড ৵০—।৵০ সূতা	৫৵০—৫৷০
,, টানা রড-	
চৌকা ৵০—।৵০ ঐ	৫৵০—৫৷০
,, নাগিল চাল	৭৲—৭৸০
,, প্লেট—তিন সূতা মোটা	
পর্য্যন্ত	৭।০—৭।০
,, চাদর ৩-১৬ খানা বাণ্ডিল	৯৸৵—১০৲
স্প্রীং ষ্টীল	৮।০—৯৲
হাফ রাউণ্ড	৫৸৶—৬৲৵০
তারের পেরেক ১—৬ ইঞ্চি	৯—৯৸০
প্যাটেন্ট পেরেক ২—৮ ইঞ্চি	১২।০—১৫৷০
চালাই কড়া ১ হইতে ১০ নং ২৷০	সাট
কোদাল ৪, ৫, ৬, ৭৸৵০ ৮৸৵০ ৯৸৵০ ডঃ	
ঐ টিন পাউণ্ড ৬৲ বেঃ বিঃ	৬।৵০ ,,
গ্যাঃ প্লেন বালতি ৭—১২ ইঞ্চি ১৷৵০ ৩৷৵০	
ঐ রিভিট ,, ৭—১২ ইঞ্চি	২৲—৭৲ ,,
লোহার স্কোয়ার রডের গোল ও	
চৌকা	৮৷০— ,,
ঐ তালের লোহার সিট	১৫৲ ,,
ঐ ফেনেস্তা (কাঠের সিট)	১৮৲ ,,
লোহার স্ক্রুপ ৷—৩ ইঞ্চি /১০—৷৵০ গ্রোস	
ঐ কব্জা ৭৩ নং	
১৷—৪ ইঞ্চি ।১০—৸৶১০ পেঃ ডজন	
গ্যাঃ তার ১৬—২২ নং	
(গেজ)	১২৲—১৩৲ হন্দর
গ্যাঃ রিভিং (মটকা)	
১২ ইঞ্চি	।৵৫—৷৵০ পীস
গ্যাঃ গাটারিং বা ডোঙ্গা	
৬ ইঞ্চি	।০—৸৵০ ,,
গ্যাঃ স্ক্রুপ ১৷০—২৷০ ইঞ্চি ২৩৲—২৯৲ হন্দর	
গ্যাঃ ওয়াসার চাকি	১১৷০—১৩৲ ,,
গ্যাঃ বোল্ট-নাট ৮—৩ ইঞ্চি	
	৷৵১০—১৵০ গ্রোস
ঢালাই রেলিং	৩৷০—৪৷০ হন্দর
ঐ রেণ ওয়াটার পাইপ	
৩ ইঞ্চি ৵১০ ও ৪ ইঞ্চি ।১০	ফুট
টিউব ওয়েলের জন্য গ্যাঃ	
পাইপ১৷ ইঞ্চি	।৵৫ ফুট
পাম্প ৪নং ১২৷০ ৫নং ১৪৲ ৬নং ১৬৲	
৬০—৮০ বাটখারা ৵১৫ সাট ২।০—২৷০ মণ	

সন্তোষকুমার মল্লিক এণ্ড সন্স লিঃ

লৌহ ও হাডওয়ার বিক্রেতা।

মীরবহর ঘাট লোহাপটী, বড়বাজার.

টেলি--"লোহার মালিক" কলিকাতা

কেরোসিন

লোক্রেক প্রত্যেক বাক্স (২ টিন)	৯৲৬
সূর্য্য মার্কা ,,	৬৷০
ভিক্টোরিয়া ,,	৬৲

সোণার দর

পাকা সোণা	৩০৸৵
বড়াল	৩০৸
চিনা পাত	৩২।০

রূপার দর

রূপা প্রতি ১০০ ভরি	৫৫৵০
ঐ খুচরা	৫৵০

কোম্পানীর কাগজ

৩৷০ সুদের কাগজ	৮১৶
৩৷০ নূতন ঋণ (১৯৪৭-৫০)	৯১।০
৪৲ ,, ঋণ (১৯৬০-৭০)	৯৭৲
৫৲ ,, বণ্ড (১৯৩৫	১০৪৷৵০

ডিবেঞ্চার

৫৲ সুদের (১৯৫৬-৮৬) কলিকাতা পোর্ট-ট্রাষ্ট ডিবে :—	১০২৷৶০

ব্যাঙ্ক

ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক (কনট্রি)	২৯৪৷০
সেণ্ট্রাল ঐ	২২৲

কাপড় ও সূতার কল

এলগিন মিল	৪৫৲

পাট কল

হাওড়া	৫০৲
অকল্যাণ্ড	১৯৫৲
বালী	১৬২৲
বরানগর	১৫০৲
;জবজ	৩৭০৲
ভরত	২৪৩৲
ক্লাইভ	২৮।০
ডালহাউসী	৪০৮৷০
ডেল্টা	৪০৫৲

কৃষ্ণনগর নবদ্বীপঘাট রেলওয়ে সময়

কৃষ্ণনগর হইতে নবদ্বীপঘাট

কৃষ্ণনগর সিটি—	৬-৪৫	১০-৪৪	১৩-২২	১৭-৩৮	২০-১৬
কৃষ্ণনগর রোড—	৬-৫৬	১০-৫৫	১৩-৩৩	১৭-৪৭	২০-২৫
আমঘাটা—	৭-১৫	১১-১৩	১৩ ৫১	১৮-৩	২০-৪১
মহেশগঞ্জ—	৭-১৪	১১-২১	১৪-০	১৮-৯	২০-৪৭
নবদ্বীপঘাট—	৭-৩৩	১১-৩০	১৪-৯	১৮-১৬	২০-৫৫

বিশেষ দ্রষ্টব্য—নবদ্বীপঘাট ষ্টেশন অপেক্ষা মহেশগঞ্জ ষ্টেশন হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরের দূরত্ব অনেক কম। শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে যাহাদিগকে রাণাঘাটে ট্রেণ বদল করিতে হয়, তাঁহারা রাণাঘাটে প্রাতঃ ৫-৫০, ৮-১৪, ৯ ৪৬, ১৩-৪৮, ১৮-৩৯ এবং ০-৩২ মিনিটের সময় গাড়ী পাইবেন।

শান্তিপুর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে শান্তিপুর ষ্টেশনে ৫-৪০, ৯-২৯, ১২-২৫, ১৬-৪ এবং ১৮-৪১ মিনিটের সময় ট্রেণ পাওয়া যায়।

নবদ্বীপঘাট হইতে কৃষ্ণনগর

নবদ্বীপ ঘাট—	৫-৩৫	৯-২৫	১২-১০	১৫-৩৪	১৮-৪৫
মহেশগঞ্জ—	৫-৪৩	৯-৩০	১২-১৯	১৫-৪১	১৮-৫০
আমঘাটা—	৫-৪৯	৯-৩৯	১২-২৬	১৫-৪৮	১৯-৫
কৃষ্ণনগর রোড—	৬-৫	৯-৫৫	১২-৪৩	১৬-৪	১৯-২৪
কৃষ্ণনগর সিটি—	৬-১৩	১০-৩	১২-৫১	১৬-১২	১৯-৩৫

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে—ডাঃ কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম ভক্তিশাস্ত্রী এল. এম. এফ. কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

কলিকাতায় ধাঙ্গড় ধর্ম্মঘট

বুধবার প্রাতঃকাল হইতে কলিকাতায় ধাঙ্গড়গণের ধর্ম্মঘটের অবসান হইবে এবং নিয়মিতরূপে পুনরায় সহরের আবর্জ্জনা অপসারণের কার্য্য আরম্ভ হইবে বলিয়া মনে করা হইয়াছিল। কিন্তু বুধবার অনেক বেলা পর্য্যন্ত সহরের রাজপথ সমূহ অপরিষ্কৃত অবস্থায় ছিল।

বুধবারে বৃন্দাবন মল্লিকের ষ্ট্রীট, গোলক দত্তের লেন এবং অন্যান্য স্থানের বহু যুবক বুরুস্ হাতে লইয়া স্থানীয় রাজপথ পরিষ্কারে রত হন।

ঐ দিবস প্রাতে বহু ধর্ম্মঘটকারী হ্যালিডে পার্কে এক সভায় সমবেত হয় এবং শ্রীযুত চিরঞ্জীলাল শ্রফ প্রমুখ ব্যক্তিগণ ঐ সভায় বক্তৃতা করেন। বক্তাগণ ধর্ম্মঘট-কারীদিগকে সাধারণের স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য কার্য্যে যোগদান করিতে অনুরোধ করেন। সভায় উদ্যোক্তাগণের আমন্ত্রণে ব্যবস্থাপক সভার সদস্য শ্রীযুত কে, সি, রায় চৌধুরী ঐ সভায় উপস্থিত হন। তিনি ধর্ম্মঘটকারী-গণকে কার্য্যে যোগদান করিতে বলেন এবং যাহাতে তাহাদের অভাব অভিযোগের তদন্তের জন্য একটি কমিটি নিযুক্ত হয় সেজন্য চেষ্টা করা হইবে বলিয়া আশ্বাস দেন। ধর্ম্মঘটকারীদের অভিযোগ এই:—(ক) তাহাদের মধ্যে ঘুষের প্রস্তাব, (খ) তাহাদের কার্য্য কালের পূর্ব্বাবস্থার কথা।

শ্রীযুত রায় চৌধুরীর উপদেশ-মত ধর্ম্মঘটকারীরা তাহাদের মধ্য হইতে বাবু নন্দলাল, স্বামী বিশ্বানন্দ এবং পণ্ডিত গোরক্ষনাথকে প্রতিনিধি মনোনীত করেন। ধর্ম্মঘটীদের মনোনীত এই প্রতিনিধিত্রয় শ্রীযুত রায় চৌধুরীর সহিত বুধবারে কর্পোরেশনের অফিসে গিয়া ধর্ম্মঘটের সম্বন্ধে চীফ এক্সিকিউটিভ অফিসার বা প্রধান কর্ম্মকর্ত্তার সহিত আলোচনা করেন।

বড়লাটের ট্রেণ উড়াইবার চেষ্টা

পাঞ্জাব ষড়যন্ত্র মামলায় বিবৃতি হইতে প্রকাশ, ১৯২৯ সালে বড়লাটের স্পেশাল ট্রেন উড়াইয়া দিবার যে চেষ্টা হইয়াছিল একমাত্র ভাগরাম নামীয় বর্ত্তমান মামলার অপর কোনও আসামী উহার সহিত সংশ্লিষ্ট নহে। অসুস্থতার দরুণ ভাগরামের নাম বর্ত্তমান মামলা হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া তাহার পৃথক বিচারের ব্যবস্থা করা হয়, কিন্তু ট্রাইবুনাল গঠনের পূর্ব্বেই তাহার বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রত্যাহৃত হয়।

ভারতীয় ছাত্রের কৃতিত্ব

"বনেদ হইতে বহিষ্কার" শীর্ষক একটি ভাস্কর্য্যের জন্য শ্রীযুত কামাৎ নামে কলা-বিভাগের জনৈক ভারতীয় ছাত্র রয়েল একাডেমীর সুবর্ণ পদক পাইয়াছেন।

আন্দামানে বন্দী প্রেরণ

রাষ্ট্রীয় পরিষদে শ্রীযুক্ত মথুরা প্রসাদ মেহোত্রার প্রশ্নের উত্তরে স্বরাষ্ট্র বিভাগের সেক্রেটারী মিঃ হ্যালেট বলেন, রাজনৈতিক বন্দীদিগকে আন্দামান হইতে ফিরাইয়া আনিতে ডাঃ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, স্যার প্রফুল্লচন্দ্র রায় প্রভৃতি বহু বিশিষ্ট ভারতবাসী যে গবর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করিয়াছেন তৎপ্রতি গবর্ণমেণ্টের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছে। তিনি বলেন, রাজনৈতিক বন্দীদিগকে আন্দামানে নির্ব্বাসন সম্পর্কে গবর্ণমেণ্টের নীতি গত সেপ্টেম্বর মাসে ব্যবস্থা পরিষদে স্বরাষ্ট্রসচিব সুস্পষ্ট বিবৃত করিয়াছেন।

মিঃ হ্যালেট আরও বলেন পূর্ব্বে যে সকল বন্দীকে আন্দামানে প্রেরণ করা হইয়াছিল তদ্ব্যতীত আরও ২৫ জনকে গত ৩রা সেপ্টেম্বর আন্দামানে প্রেরণ করা হইয়াছে।

বসুমতী'র জামীন বাজেয়াপ্ত

গত বৃহস্পতিবারে বাঙ্গলা সরকার "বসুমতী" প্রেসের রক্ষকের উপর এক নোটীশ জারী করিয়া গত ২৯শে নবেম্বর তারিখের 'দৈনিক বসুমতী'তে "নেতার কর্ত্তব্য কি?" শীর্ষক একটী প্রবন্ধ প্রকাশ করার জন্য জরুরী প্রেস আইন অনুযায়ী তাঁহার (প্রেসরক্ষকের) জামানতের পাঁচশত টাকা বাজেয়াপ্ত করিয়াছেন এবং ২১শে ডিসেম্বরের মধ্যে প্রধান প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট তিন হাজার টাকার নূতন জামানত দিবার জন্য প্রেসরক্ষককে নির্দ্দেশ দিয়াছেন।

'দৈনিক বসুমতী'র মুদ্রাকর এবং প্রকাশকের নামে অনুরূপ নোটীশ জারীর আদেশ দেওয়া হয়, কিন্তু গত বৃহস্পতিবারে তিনি অফিসে অনুপস্থিত ছিলেন বলিয়া তাঁহার উপর নোটীশ জারী করা হয় নাই।

শ্রীযুক্তা কস্তুরীবাই গান্ধী

শ্রীযুক্তা কস্তুরীবাই গান্ধীকে সবরমতী সেন্ট্রাল জেল হইতে স্থানান্তরিত করা হইয়াছে। প্রকাশ তাঁহাকে গুজরাট মেলযোগে যারবেদায় লইয়া যাওয়া হইবে।

কুমারী মণিবেন প্যাটেলকেও স্থানান্তরিত করা হইয়াছে। প্রকাশ তাঁহাকেও উক্ত ট্রেণ যোগে বেলগাঁওয়ে লইয়া যাওয়া হইবে।

ভদ্রলোকের শোচনীয় মৃত্যু

গত ১০ই ডিসেম্বর কালিদাস মিত্র নামক একজন বৃদ্ধ ভদ্রলোক যখন বিডন ষ্ট্রীট দিয়া যাইতেছিলেন, সেই সময়ে একখানি ভাড়াটিয়া মোটর গাড়ী তাহার উপর আসিয়া পড়ায় তিনি গুরুতরভাবে আহত হইয়াছিলেন। তাঁহাকে তৎক্ষণাৎ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হইয়াছিল। কিন্তু কিছুতেই কিছু হয় নাই। সেখানেই তিনি মারা গিয়াছেন। ডেপুটি করোণার রায় বাহাদুর এ, এন, দাস তাহার মৃতদেহ পরীক্ষা করিয়াছেন, শীঘ্রই এই সম্পর্কীয় তদন্ত আরম্ভ হইবে।

পণ্ডিত মতিলালের প্রতিকৃতি

হিন্দু কলেজে পণ্ডিত মতিলাল নেহেরুর প্রতিকৃতি উন্মোচন উৎসবে গান্ধীজী পৌরোহিত্য করিয়াছেন। এই সম্পর্কে সন্ধ্যায় সমবেত ছাত্র, মহিলাগণের বিরাট সভায় গান্ধীজী বক্তৃতাপ্রসঙ্গে পণ্ডিত মতিলালের স্বদেশ প্রেম, আত্মত্যাগ ও উদারতার গুণ কীর্ত্তন করেন। গান্ধীজী আরও বলেন, পণ্ডিত মতিলালকে তিনি তাঁহার অন্যতম শ্রেষ্ঠ বন্ধু বলিয়া তিনি মনে করিতেন।

হিন্দু কলেজের উৎসব সভায় গান্ধীজীকে একটি টাকার তোড়া উপহার দেওয়া হয়। উক্ত তহবিলে হিন্দু কলেজ ৫ শত, রামজস কলেজ ২শত সেণ্টষ্টিফেন কলেজ ১৫১ টাকা, কারমাইকেল কলেজ ১০১, আইন কলেজ ৭৫ দিয়াছে।

ছাত্রগণ গান্ধীজীকে যে মানপত্র প্রদান করেন, গান্ধীজী তাহা নিলাম করিয়া সত্তর টাকা সংগ্রহ করিয়াছেন।

পাঁচজন লোকের দণ্ড

পাঁচজন যুবক ভারতীয় দণ্ড বিধির ৩৯৯ (ডাকাতি করার জন্য ষড়যন্ত্র) এবং ৪০২ ধারা (ডাকাতি করিবার জন্য সমবেত হওয়া) অনুযায়ী আগরতলার দায়রা জজ কর্তৃক ২ বৎসর করিয়া সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়। তাহারা হাইকোর্টে আবেদন করে। হাইকোর্টের বিচারে দণ্ডাদেশ বহাল হইয়াছে।

সরকারী বিবরণে প্রকাশ, গোকুলনগরে ডাকাতি হইবে, পূর্ব্ব হইতে সংবাদ পাইয়া পুলিশ হিম্মত আলি সর্দ্দারের বাড়ীর নিকটে লুকাইয়া থাকে। তাহারা সর্দ্দারের বাড়ীর সম্মুখে ৫ জন যুবককে সন্দেহজনকভাবে পায়চারী করিতে দেখে। পুলিশ তাহাদের গ্রেপ্তার করে। খানাতল্লাসের পর তাহাদের নিকট হইতে কয়েকটি যন্ত্রপাতি পাওয়া যায়।

বাঙ্গালায় লবণ শিল্প

কেন্দ্রীয় রেভেনিউ বোর্ডের সদস্য মিষ্টার এ, এইচ, লয়েড বঙ্গদেশে লবণ প্রস্তুতের উন্নতি সম্পর্কে এসোসিয়েটেড প্রেসের জনৈক প্রতিনিধির নিকট বলিয়াছেন, বঙ্গের লবণ প্রস্তুতকারী সমিতির প্রতিনিধিগণ দিল্লীতে যে সকল বিষয় উপস্থিত করিয়াছিলেন, ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদের লবণ শিল্প কমিটী সম্প্রতি এক সভায় পুনরায় সেই সকল বিষয়ের আলোচনা করিয়াছেন। মান্দ্রাজ হইতে বিশেষ ভাবে প্রেরিত শ্রীযুক্ত টি, আর, আয়েঙ্গার ও বাঙ্গালা সরকারের উচ্চ পদস্থ কর্ম্মচারীদিগের সহিত আমি বে-সরকারীভাবে সেই বিষয়ের আলোচনা করিয়াছি। ঐ বিষয় বাঙ্গালা সরকারের সহিত বিশেষভাবে সংশ্লিষ্ট। কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক প্রেরিত মিষ্টার পিটের রিপোর্ট ও কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদের নীতির সহিত উহার ঘনিষ্ঠ সংস্রব আছে। মিষ্টার লয়েড বলিয়াছেন, ঐ সম্পর্কে বঙ্গদেশ পরিদর্শন জন্য শ্রীযুক্ত আয়েঙ্গার প্রেরিত হইয়াছেন।

তারের ঠিকানা— 'শ্রীধাম' নবদ্বীপ
ডাকের ঠিকানা—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

দৈ নি ক

REG. C1544

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩।০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র।

নদীয়া-প্রকাশ

THE
NADIA-PRAKASH

সাধারণের হার
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸০
মাসিক ১৲
নগদ বর্ত্তমান
সংখ্যা ৫

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৮ম খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বেদান্তবাচস্পতি [২৪৩শ সংখ্যা।

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর— ৪ঠা পৌষ মঙ্গলবার ১৩৪০, ১৯শে ডিসেম্বর ১৯৩৩

পরলোকে কবি মোজাম্মেল হক

শান্তিপুরে শোক-সভা

গত রবিবার শান্তিপুর সাহিত্য-পরিষদ-গৃহে কবি মোজাম্মেল হকের মৃত্যুতে একটী শোক-সভা হয়। পরলোকগত হক মহাশয়ের সহপাঠী ও আজীবন বন্ধু শ্রীগোবিন্দ চন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। সভার প্রথমেই সমবেত ভদ্রমণ্ডলী দণ্ডায়মান হইয়া মৃতব্যক্তির প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন এবং শোক প্রকাশ করিয়া একটি প্রস্তাব গ্রহণ করেন। সভা হইতে মোজাম্মেল হক মহাশয়ের পুত্র শ্রীআফজাল হককে একখানি ফটো দিবার জন্য অনুরোধ করা হয়। উহা শান্তিপুর সাহিত্য পরিষদে একটী উৎসব করিয়া রক্ষা করা হইবে।

নদীয়া ডিষ্ট্রীক্টবোর্ডে শোকপ্রকাশ

গত শনিবার ১২টার সময় নদীয়া ডিষ্ট্রীক্টবোর্ডের একটী মিটিং হইয়াছিল। ঐ মিটীং আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে ভাইস্ চেয়ারম্যান খানবাহাদুর আজিজলহক সাহেবের প্রস্তাবে শান্তিপুর-নিবাসী কবি মোজাম্মেল হক সাহেবের পরলোকগমনে সমবেত সভ্যগণ দণ্ডায়মান হইয়া গভীর শোক প্রকাশ করেন এবং মিটীংএর রিজলিউশনের কপি তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গের নিকট পাঠাইবার ব্যবস্থা হয়।

ছাত্রসভায় জওহরলালজী

গত ১৩ই তারিখ ডাঃ আনসারীর বাড়ীতে এক ছাত্রসভায় পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু বক্তৃতা করেন। তিনি বলেন যে, ভারতীয় ছাত্রগণের প্রতিভা বিকশিত হইতেছে না, উহার কারণ বোধ হয় তাহারা পুরাণ-সংস্কারে মগ্ন হইয়া আছে, তিনি ভারতীয় ছাত্র ও বিদেশী ছাত্রদের সঙ্গে পার্থক্য দেখাইয়া বলেন যে শিক্ষাদানের বৈষম্য হেতুই এই প্রকার হইয়াছে। জগতের চাকা এখন কোনদিকে ঘুরিতেছে তৎসম্বন্ধে ভারতীয় ছাত্রগণ লক্ষ্য করিতেছে না বলিয়া তিনি মনে করেন দেশের ভবিষ্যৎ ছাত্রদের উপর নির্ভর করে।

পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু সম্প্রতি আলিগড়ের দিকে যাইতেছেন।

ফেণীতে রাহাজানি

বিগত শনিবার সন্ধ্যার পর ফেণী টাউনের কবিরাজ শ্রীযুত ...

তাঁহার অনেক আত্মীয় বিধবাকে সঙ্গে লইয়া মহিপাল ষ্টেশন হইতে, তাঁহার নিজ বাড়ী কৈয়ারা গ্রামে যাইতেছিলেন। ষ্টেশন হইতে কিয়দ্দূরে একটী নূতন স্কুলের নিকট গেলে রাস্তার নিকটবর্ত্তী বাড়ীর ২টী মুসলমান যুবক প্রথমতঃ তাঁহাদের খানাতল্লাস করিবে বলে, পরে, শ্রীযুক্ত সেনের হাতের সুটকেসটী লইয়া চম্পট দেয়। সুটকেসে নগদ টাকা ও কিছু জিনিষপত্র ছিল, কিছু দিন পূর্ব্বে একটি মামলা হওয়ার পর এই জাতীয় ঘটনা বন্ধ হইয়াছিল; সম্প্রতি পুনঃ দেখা দিল।

ছয় লক্ষাধিক টাকার স্বর্ণ চুরি

সিমলা হইতে সংবাদ আসিয়াছে যে, গত ৩০শে নবেম্বর তারিখে ব্যাঙ্কক হইতে যে আন্তর্জাতিক ট্রেণখানা আসিতেছিল, তাহাতে একটী চাঞ্চল্যকর চুরি হইয়া গিয়াছে। ঐ ট্রেণে ২৪০,০০০ ডলারের (প্রায় ৬ লক্ষ ৩০ হাজার টাকা) মূল্যের সোনা আসিতেছিল কিন্তু ট্রেণখানা যখন হুয়াহিনে আসিয়া পৌঁছে, তখন দেখা যায় যে, ঐ সোনা নাই।

এই ব্যাপার যে কোথায় কি ভাবে হইয়াছে, তাহার সন্ধান আজও পাওয়া যায় নাই।

বিমানপোত চুরমার

আমেদনগর হইতে এই মর্ম্মে সংবাদ আসিয়াছে যে, আমেদনগর ও সঙ্গমনেরের মধ্যবর্ত্তী স্থানে একখানি বিমানপোত প্রাতে ১১ ঘটিকার সময় পড়িয়া যায়। একটি নালার মধ্যে বিমানপোতখানি পড়িয়া যাওয়ায় ইহার অত্যন্ত ক্ষতি হয় এবং বিমানচালক নিহত হয়। অন্যান্য যাত্রিগণ খুব গুরুতররূপে আহত হয় নাই। বিমানচালকের নাম এখনও জানা যায় নাই।

ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

৬ই পৌষ মঙ্গলবার, ১৩৪০

মাদ্রাজে বড়লাট

মাদ্রাজ ট্রেডস্ এসোসিয়েশন বড়লাটকে এক ভোজসভায় সম্বর্দ্ধনা করেন। ট্রেডস এসোসিয়েশনের সভাপতি মিঃ এ. এ হেডেন বড়লাট ও তদীয় পত্নীকে সম্বর্দ্ধনা করিয়া এক বক্তৃতা করেন।

বড়লাট উত্তরে বলেন তিনি যে স্থানে ৫ বৎসর গবর্ণরের কাজ করিয়াছিলেন, সুদীর্ঘ সময় পরে সেই স্থান পরিদর্শন করিয়া তিনি আনন্দিত হইয়াছেন। বৃটিশ সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অংশে ১৬ বৎসর নানা পদে অধিষ্ঠিত থাকিয়া কানাডার গবর্ণর জেনারেলের কাজ শেষ হইলে তিনি আশা করিয়াছিলেন যে, এবার কিছু বিশ্রাম করিবেন। কিন্তু কর্ত্তব্যের আহ্বান আসিল—তিনি বড়লাট হইয়া আবার তিনি ভারতে আসিলেন। তিনি যে আড়াই বৎসরকাল ভারতে বড়লাট পদে রহিয়াছেন, এই সময়টা খুবই সঙ্কটাপন্ন কাল গিয়াছে। এক সময়ে সিভিলিয়ানগণ যেরূপ অসুবিধা ও বিপদের মধ্যে কাজ করিয়াছেন তাহা তিনি উপলব্ধি করিতেছেন। দ্বিতীয়তঃ, তিনি আনন্দের সহিত জানাইতেছেন যে তাঁহার ভারতীয় বন্ধুগণ তাঁহার প্রত্যেক কার্য্যের সমর্থন করিয়াছেন। তিনি যেসকল কাজ করিয়াছেন তাহা শাসন-সংস্কারকে আগাইয়া দিবার জন্য এবং বৃটিশ সাম্রাজ্যের মধ্যস্থিত অন্যান্য উপনিবেশ সমূহের সহিত ভারত যাহাতে সমানাধিকার প্রাপ্ত হয়, তজ্জন্য ভারতকে সাহায্য করিবার উদ্দেশেই করিয়াছেন।

অতঃপর বড়লাট বলেন যে, মাদ্রাজ ট্রেডস এসোসিয়েশন হোয়াইট পেপারের পরিকল্পনার—সম্পূর্ণ অনুকূল; ইহাতে তিনি আনন্দিত হইতেছেন। তিনি আশা করেন যে, শাসনসংস্কার যখন আসিবে, তখন তাঁহারা দেখিবেন যে, সমস্ত সাম্প্রদায়িক বিরোধ অস্থায়ী হইয়াছে এবং সাম্প্রদায়িক মতবিরোধের উপর নহে—নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত দলসহ গড়িয়া উঠিবে।

মিঃ ল্যাডেন কর্পোরেশনের মেয়র নির্ব্বাচিত হওয়ায় বড়লাট আনন্দ প্রকাশ করেন এবং জাতিগত মনোভাব না থাকার জন্য কর্পোরেশনের কাউন্সিলারগণকে অভিনন্দিত করেন। তিনি আশা করেন, এই বিষয়ে মাদ্রাজ যে চমৎকার দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াছেন, ভবিষ্যতে তাহা বৃহত্তর ক্ষেত্রেও প্রসারিত হইবে। তিনি আরও আশা করেন যে, শাসনসংস্কার প্রবর্ত্তিত হইলে ভারতীয় প্রধান মন্ত্রীগণ শাসন ব্যবস্থা সুদৃঢ় করিবার জন্য মন্ত্রিসভার সংগ্রাম মন্ত্রী নির্ব্বাচিত করিতে পারেন, কারণ তাঁহারা সকলে একই উদ্দেশ্যে অর্থাৎ ভারতের প্রগতির জন্য কাজ করিতেছেন।

বিদ্রোহীগণ কর্ত্তৃক ট্রেণ আক্রান্ত

গত ২৭শে নবেম্বর যেরূপ ভাবে ট্রেণ লাইনচ্যুত হইয়াছিল, পুনরায় সেরূপ একটি ঘটনা ঘটিয়াছে। এই ঘটনার ফলে একজন বিদেশী, চারজন যাত্রী দুইজন জাপানী সৈনিক নিহত হইয়াছে। ঘটনাটি সিংসহারে ঘটিয়াছে। রাত্রি দ্বিপ্রহরের সময় ট্রেণখানি ঐ স্থানে পৌছে এবং লাইন হইতে সরিয়া পড়ে সঙ্গে সঙ্গে কয়েকশত বিদ্রোহী এক দফা বন্দুক ও কামানের গুলী বর্ষণ করে পরে তাহারা ট্রেণখানি লুঠ করে অটজন যাত্রী আহত হইয়াছে এবং কয়েকজনকে ধরিয়া লইয়া গিয়াছে।

মিতসভার ক্যাপ্টির জের

বিনা লাইসেন্সে একটি পাঁচঘরা রিভলভার ও ১০টি কার্ত্তুজ রাখিবার অভিযোগে অজিতকুমার মিত্র, ডাক্তার দুর্গাচরণ রোডে গ্রেপ্তার হয়। শুক্রবার তাহাকে চীফ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেটর এজলাসে হাজির করা হইলে কৌসুলী মিঃ এইচ, এম, বসু তাহার পক্ষ হইতে বলেন, অজিতকুমার আমাশয়ে ভুগিতেছে এবং একমাসের উপর হইল সে হাজতে আছে, সুতরাং তাহাকে জামিনে মুক্ত দেওয়া হউক অথবা জেলে প্রথম শ্রেণীভুক্ত করা হউক।

ম্যাজিষ্ট্রেট জামিনের আবেদন অগ্রাহ্য করিয়া ২২শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত অজিতকুমারকে জেল হাজতে রাখিবার আদেশ দিয়াছেন এবং সে প্রথম শ্রেণীভুক্ত হইবার মত সম্ভ্রান্ত কিনা তাহা অনুসন্ধান করিতে পুলিশকে আদেশ দিয়াছেন।

লয়েডস ব্যাঙ্ককে প্রতারণার অভিযোগ

জালিয়াতীর দ্বারা ১৫৭০০ টাকার চেক সম্পর্কে লয়েডস ব্যাঙ্ককে প্রতারণা করার অভিযোগে মহম্মদ কাদের হাইকোর্টের সেসন বিচারপতি মিঃ প্যাটার্সন কর্ত্তৃক ৭ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছে।

এই মামলা সম্পর্কে দেবেন্দ্রনাথ বসু তারিণী শঙ্কর চাটার্জ্জী ও কালীপদ বাড়ুয্যে নামে আর যে তিন ব্যক্তির বিচার হইতেছিল তাহারা সকলেই মুক্তি লাভ করিয়াছে।

রঙ্গপুরে খানাতল্লাস

স্থানীয় পুলিশ উকিল শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রলাল লাহিড়ী, যামিনীকান্ত বাগচি, রাজেন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, উপেন দাশগুপ্ত, কবিরাজ অমূল্য মিত্র, ললিতমোহন সেন যোগেন্দ্রনাথ মৈত্র, ও শক্তি ঔষধালয়ের কবিরাজ উমেশ বাবুর গৃহে যুগপৎ খানাতল্লাসী করে, কিন্তু কোন গৃহেই আপত্তিজনক কিছু হস্তগত হয় নাই বলিয়া জানা গিয়াছে। নীলফামারীতে একটি বন্দুক প্রাপ্তি সম্পর্কে উক্ত খানাতল্লাসী করা হয় বলিয়া প্রকাশ। বন্দুকটি রঙ্গপুরের কৃষ্ণপ্রসাদ লাহিড়ীর অপহৃত বন্দুক বলিয়া মনে হয়।

শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ মৈত্রের কমল কাচনার গৃহে এইবার লইয়া সাতবার খানাতল্লাসী করা হইল; গৃহের অনেক জায়গা খুঁড়িয়া দেখা হয়. কিন্তু আপত্তিজনক কিছুই হস্তগত হয় না বলিয়া প্রকাশ, পুলিশ কেবলমাত্র একখানা সাইকেল ও উহার কয়েকটী অংশ হস্তগত করে এবং বিনয় মৈত্র (১৭) নামক যোগেন বাবুর জনৈক আত্মীয়কে থানায় লইয়া যায়।

গবর্ণমেণ্টের বার্ষিক কার্য্যবিবরণী

(৩)

যাহা হউক পূর্ব্বে এই ব্যাপারে মহাত্মা গান্ধীর যে দুর্ণাম হইয়াছিল, তাঁহার অনশনে এবং পুণাচুক্তির ফলে তাহা কিয়দংশে অপনোদিত হইয়াছে। কিন্তু অনশনের ফলে বুঝা যায়, তিনি রাজনীতি হইতে সমাজ নীতির প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছেন। ইহাতে তাঁহার অনেক অনুচর ভীত হইয়া পড়িয়াছিলেন। পুণাচুক্তি দ্বারা আরও প্রমাণিত হয় যে যুক্তিতর্ক বিসর্জ্জন দিয়া ভাবপ্রবণতা-দ্বারা পরিচালিত হইতে তিনি যে জনসাধারণকেই উদ্বুদ্ধ করিতে পারেন তাহা নহে, নেতৃবর্গও তাঁহার আহ্বানে যুক্তিতর্ক বিসর্জ্জন দিয়া ভাবপরায়নতা দ্বারা পরিচালিত হন।

অস্পৃশ্যতা

নেতারা যখন কারবেদা জেলে চুক্তির সর্ত্ত আলোচনায় ব্যস্ত তখন দেশের নানাস্থানে অস্পৃশ্যতা বর্জ্জনের তুমুল আন্দোলন আরম্ভ হয়। অস্পৃশ্যদিগকে দেবমন্দিরে প্রবেশাধিকার দেওয়া হয়, অথবা প্রবেশাধিকার দেওয়া হইবে বলিয়া প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়, কিন্তু ভারতবর্ষের ভাবোন্মাদনা ক্ষণিকেই মন্দীভূত হয়। যখন দেখা গেল মহাত্মার জীবন আর বিপন্ন নহে, তখনই অস্পৃশ্যতা বর্জ্জনের ঢেউ থামিয়া যায়। মাত্র দশ দিন এই নূতন আন্দোলন প্রবলভাবে চালিয়াই মন্দীভূত হয়। হিন্দুরা ভাবিতে থাকে, পুনাচুক্তিতে অনুন্নতদের জন্য যে আসন সংখ্যা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে তাহাতে তাহাদের আরও বলক্ষয় হইয়াছে. ইতিপূর্ব্বেই মুসলমানদের নিমিত্ত অত্যধিক আসন নির্দ্দিষ্ট রাখিয়া তাহাদের উপর অবিচার করা হইয়াছে। মনে করিয়া তাহারা অসন্তুষ্ট হইয়াছিল। পাঞ্জাব ও বাঙ্গলা দেশেই পুণাচুক্তির বিরুদ্ধে প্রবল বিরোধিতা হইয়াছে। রক্ষণশীল হিন্দুরা রাজনৈতিক কারণেই যে কেবল অস্পৃশ্যতা বর্জ্জন আন্দোলনের প্রতি বিরূপ হইয়াছিল। তাহা নহে, ধর্ম্মগত এবং সামাজিক কারণেও তাহারা বিরূপ হইয়াছিল। অস্পৃশ্যদিগকে প্রবেশাধিকার দিয়াও কোন কোন মন্দিরে তাহাদিগকে ঐ অধিকারে বঞ্চিত করা হইয়াছিল, কোনও কোনও মন্দিরে বিগ্রহ অপসারিত হইয়াছিল, এবং কোনও কোনও মন্দিরে বিগ্রহের সম্মুখে পর্দ্দা টাঙ্গাইয়া দেওয়া হইয়াছিল। অস্পৃশ্যদিগকে জল তুলিবার অধিকার দেওয়া হইয়াছিল, মধ্যপ্রদেশ এইরূপ কয়েকটি কূপ গঙ্গাজলে পরিশুদ্ধ করিয়া পুনরায় অস্পৃশ্যদিগকে ঐ কূপ হইতে জল আনিবার অধিকারে বঞ্চিত করা হয়। জনৈক অনুন্নত নেতা গুরুবায়ুর মন্দিরে অস্পৃশ্যদের প্রবেশাধিকার সাব্যস্ত করিবার জন্য অনশন আরম্ভ করিলেও বর্ণ-হিন্দুরা বিচলিত হয় নাই, সুতরাং মহাত্মা গান্ধী তাঁহাকে অনশন পরিত্যাগ করিতে উপদেশ দিয়া টেলিগ্রাফ করেন। মহাত্মা গান্ধী অনশনে অস্পৃশ্যদের প্রতি যে সহানুভূতির উদ্রেক হইয়াছিল, তাহা গ্রামাঞ্চলে আদৌ পৌছে নাই, অস্পৃশ্যতা বর্জ্জনকল্পে সভাসমিতি, শোভাযাত্রা, মন্দির দ্বার উন্মোচন প্রভৃতিতে আন্তরিকতা অপেক্ষা নাটকীয় উচ্ছাসই বেশী ছিল। প্রতিক্রিয়া পরে এরূপ প্রবল হয় যে. পুণাচুক্তির নিন্দা করিয়া প্রস্তাব গৃহীত হয়। অবশ্যই এমন কথা বলা হইতেছে না যে. কোনও বর্ণ-হিন্দু নেতাই অস্পৃশ্যতা বর্জ্জনকল্পে আন্তরিক প্রচেষ্টা করেন নাই; বরং উহাদের কেহ কেহ আন্তরিক ভাবেই এই আন্দোলনে যোগদান করিয়াছেন; কারণ তাঁহারা বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার সহিত অস্পৃশ্যদের অবস্থা আদৌ খাপ খায় না। কিন্তু কথা হইতেছে এই যে, অস্পৃশ্যতার ন্যায় যে প্রথায় লোকে অনন্তকাল যাবৎ অভ্যস্ত, যে প্রথা তাহাদের দৈনন্দিন জীবনের অচ্ছেদ্য অংশ, তাহা সাময়িক উত্তেজনায় বিদূরীত হইবে না।

অতঃপর রিপোর্টে বৎসরের শেষাংশে আইন অমান্য আন্দোলনের অপেক্ষাকৃত মন্দীভূত অবস্থা, বাঙ্গলায় বিপ্লববাদ প্রভৃতি বর্ণনা করা হইয়াছে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক
পারমার্থিক পত্র
শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশ
তনয়স্তদ্ধাম-বৃন্দাবনম্,
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং
প্রেমা পুমর্থো মহান্
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং
তত্রাদরো নঃ পরঃ॥

৮ম বর্ষ { ১৭ নারায়ণ গৌরাব্দ ৪৪৭, ৪ঠা পৌষ বঙ্গাব্দ ১৩৪০, ১৯শে ডিসেম্বর ইং ১৯৩৩, মঙ্গলবার } ২৪৩ তম সংখ্যা

শ্রীগৌড়ীয়মঠ-প্রচারকের জার্ম্মাণীতে উপস্থিতি

সাময়িক প্রসঙ্গ

শ্রীল মহেশ পণ্ডিতের শ্রীপাটে বিরহ-মহোৎসব

ব্রজের দ্বাদশ-গোপালের অন্যতম 'মহাবাহু'-নামক শ্রীকৃষ্ণ-সখা অভিন্ন কৃষ্ণ শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের প্রকট-লীলায় 'শ্রীমহেশ-পণ্ডিত'-নামে পরিচিত হইয়া নিত্যা প্রভুর সেবা করেন। ইনি গৌরগণ ও নিত্যানন্দগণ উভয়গণেই গণিত। ইঁহার সম্বন্ধে শ্রীচৈতন্যভাগবত (অন্ত্য খণ্ড) লিখিতেছেন -

'মহেশ পণ্ডিত অতি পরম মহান্ত'।

আর শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত বলিতেছেন—

মহেশ পণ্ডিত ব্রজের উদার গোপাল।
ঢক্কাবাদ্যে নৃত্য করে প্রেমে মাতোয়াল॥

পরমপূজ্যপাদ বৈষ্ণবাগ্রগণ্য শ্রীল মহেশ পণ্ডিত মহোদয়ের তিরোভাব-তিথি কৃষ্ণ-দ্বাদশী গত ২৮শে অগ্রহায়ণ, ১৪ই ডিসেম্বর বৃহস্পতিবার জগতের ভাগ্যে বৎসরান্তে আগমন করিয়াছিলেন। এই মহামাঙ্গ তিথি-রাজের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য এবং বৈষ্ণববরের শিক্ষা আলোচনা দ্বারা তাঁহার পাদপদ্মে পাদ্য প্রদানের নিমিত্ত শ্রীপণ্ডিতের চাকদহ কাঁটাগপুলিস্থ শ্রীপাটে উক্ত বৃহস্পতিবার ও তৎপরদিবস ২৯শে অগ্রহায়ণ শুক্রবার দিবসদ্বয় মহামহোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। এই মহোৎসবের বিষয় এবং চাকদহ যাইবার রেলের সময়াদি পূর্ব্বেই শ্রীনদীয়া-প্রকাশে প্রকাশিত হওয়ায় কলিকাতা হইতে অনেক ভক্ত এই উৎসবে যোগদানের সুযোগ পাইয়াছিলেন। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে শ্রীল প্রভুপাদের নির্দ্দেশক্রমে ত্রিদণ্ডি-স্বামী শ্রীপাদ ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি মহারাজ, ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ কীর্ত্তনানন্দজী, উপদেশক শ্রীপাদ প্রণবানন্দ ব্রহ্মচারী প্রত্নবিদ্যালঙ্কার, শ্রীপাদ চিদানন্দ ব্রহ্মচারী, ভক্ত শ্রীমহেশ্বর প্রমুখ বহু ব্যক্তি উৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন। উৎসবের অবশিষ্ট বিবরণ আগামী কল্য প্রকাশিত হইবে।

গত ১১ই ডিসেম্বর রবিবার সন্ধ্যা-রাত্রিকের পর কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠে শ্রীচৈতন্যভাগবত হইতে নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের লীলামৃত-কীর্ত্তনমুখে যাহা বর্ণিত হইয়াছিল তাহার মর্ম্ম নিম্নে লিখিত হইল।

শ্রীল হরিদাস ঠাকুর যশোহর জেলার বুঢ়ন গ্রামে যবন-কুলে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। শ্রীগুরু বা বৈষ্ণব যে কোন কুলে আবির্ভূত হইলেও তাঁহাদের প্রতি জাতি-বুদ্ধি করা উচিত নয়। বদ্ধজীব প্রাক্তন-কর্ম্মফলে উচ্চ বা নীচ জন্ম লাভ করিলেও শ্রীগুরু-বৈষ্ণবের আবির্ভাব কর্ম্মফল ভোগ করিবার জন্য নহে, পরন্তু কর্ম্মফল-ভোগ করিবার জন্য ব্রহ্মাণ্ডে পতিত জীবকুলের উদ্ধারের নিমিত্ত অর্থাৎ তাঁহাদিগকে দিব্যজ্ঞান প্রদান পূর্ব্বক কর্ম্মাদির মূল অবিদ্যা দূর করিয়া নিত্য প্রভু কৃষ্ণের সেবায় নিযুক্ত করিবার জন্য তাঁহারা প্রপঞ্চে চিদানন্দময় দেহে আগমন করেন। তাঁহারা যে-কুলে আবির্ভূত হন বা দেশে বিচরণ করেন সেই কুল ও দেশ পবিত্র হয়। সুতরাং শ্রীগুরু বা বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি করিলে অপরাধ হয় এবং তাহার ফলে নিরয়গামী হইতে হয়। যথা—"অর্চ্চ্যে বিষ্ণৌ শিলাধীর্গুরুষু নরমতি-র্বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধির্যস্য বা নারকী সঃ।" এই তত্ত্বটী শিক্ষা দিবার জন্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুর নীচকুলে আবির্ভূত হইয়াছিলেন।

জাতি কুল সব নিরর্থক বুঝাইতে।
জন্মিলেন নীচকুলে প্রভুর আজ্ঞাতে॥

শ্রীল হরিদাস ঠাকুর ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্যান্য পার্ষদভক্তগণ জীবের মঙ্গলের জন্য কৃষ্ণেন্দ্রিয়প্রীতিবাঞ্ছামূলে উচ্চৈঃস্বরে কৃষ্ণনাম-কীর্ত্তন করিলে নদীয়ার অধিকাংশ ব্যক্তিই পাষণ্ডতার বশবর্ত্তী হইয়া তাঁহাদের প্রতি নানাপ্রকার কটূক্তি বর্ষণ করিত ও ঘর দ্বার ভাঙ্গিয়া ফেলিবার যুক্তি করিত এবং বলিত—"আমিই ব্রহ্ম সুতরাং দাস, প্রভু এইরূপ ভেদ-বিচারের আবশ্যক কি?" অর্থাৎ সেব্য, সেবক ও সেবা এই ত্রিপুটী-বিনাশই তাহাদের উদ্দেশ্য। এমন কি যাঁহারা গীতা, ভাগবত প্রভৃতি অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা করিতেন তাঁহারাও কৃষ্ণকীর্ত্তনের আবশ্যকতা বুঝিতে পারিতেন না।

জার্ম্মাণীতে শ্রীপাদ বন মহারাজ

জার্ম্মাণীর কনিগ্‌স্‌বার্গ হইতে গত ১৭ই ডিসেম্বর বেলা ৩-৩: মিনিটের সময় রেডিও তারে প্রেরিত সংবাদে প্রকাশ, শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠের সর্ব্বপ্রধান শাখা কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ কনিগ্‌স্‌বার্গে উপস্থিত হইয়াছেন। শ্রীল প্রভুপাদের স্বাস্থ্য-সংবাদের জন্য তিনি উদ্বিগ্ন আছেন। উক্ত তার ঐ তারিখেই রাত্রি ৩টা ২০ মিনিটের সময় কলিকাতা গৌড়ীয়মঠে পৌঁছিয়াছে।

করাচীতে শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচারকদ্বয়

শ্রীগৌড়ীয় মঠের অন্যতম প্রচারক, বাগ্মিপ্রবর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিবিলাস গভস্তি নেমি মহারাজ ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ ৫ জন ব্রহ্মচারিসহ শ্রীচৈতন্যদেবের উপদেশামৃত প্রচার করিবার জন্য গত ১৪ই ডিসেম্বর বোম্বাই হইতে ষ্টীমারে করাচী যাত্রা করিয়াছেন। তাঁহারা করাচী, সিন্ধুপ্রদেশের হাইদ্রাবাদ, কাথিওয়ার আহমদাবাদ ও সুরাট প্রভৃতি স্থানে প্রচার করিয়া বোম্বাইয়ে প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১৭ নারায়ণ ৪৪৭ গৌরাব্দ

শিক্ষা ও কর্ত্তব্য-পালন

জগতের যাবতীয় জিনিষই শিক্ষাপ্রদ; তবে প্রাকৃত বৈজ্ঞানিকের অনুসন্ধিৎসায় তাহারা যে জ্ঞানভাণ্ডারের প্রদর্শনী উন্মুক্ত করে, তত্ত্বদর্শী সদ্গুরুর পাদপদ্ম-আশ্রয়ের ফলে দিব্য নয়ন উন্মীলিত হইলে তাহা আদরের বস্তু না হইয়া ঐসকল দ্রব্য পরমার্থ-রাজ্যের পরম-চমৎকারিতা-পূর্ণ সৌন্দর্য্য ভাগ্যবান্ দর্শকের সম্মুখে উপস্থিত করে। চিদ্বৃত্তির উদয়ে যাবতীয় বস্তুই সেবাপরায়ণ-রূপে দৃষ্ট হওয়ায় সকল বস্তুকেই শ্রেষ্ঠজ্ঞানে নিজ-সেবার অভাব-বোধ সাধকের হৃদয়ে সেবার নব-নব হিল্লোল উদয় করায়। অধোক্ষজ-সেবালব্ধ জনগণ ব্যতীত অপর কেহই এই বিষয়টী হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে না। এই জ্ঞানটীর উদয় হইলে প্রাকৃত অভিমান সাধকের হৃদয় পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হয়।

———

মাকড়সার জাল আমরা অনেকেই দেখিয়াছি। আমাদের মধ্যে যাঁহারা চিন্তাশীল তাঁহারা মাকড়সার কার্য্য নৈপুণ্য দর্শন করিয়া বিস্মিত হইয়াছেন, কেহ কেহ উক্ত জাল দেখিয়া অপরকে বাক্যজালে অবতারণা করিবার কৌশল আবিষ্কার করেন, আবার কেহ কেহ মনে করেন জগতের শ্রেষ্ঠ প্রাণী মনুষ্যগণের পরম-শত্রু মশক মক্ষিকা প্রভৃতির বিনাশার্থ শ্রীভগবান্ মাকড়সাকে ঐপ্রকার বয়ন-নৈপুণ্য প্রদান করিয়া মনুষ্য-সমাজে তাঁহার 'দয়াময়' নামের সার্থকতা প্রদর্শন করিতেছেন। বেদদৃক্ ভগবদ্ভক্তগণের দর্শনে মাংসদৃগ্‌গণের ঐপ্রকার ভোগপর চিন্তাস্রোত স্থান পায় না; তাঁহারা ঐ জালটীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়াই লক্ষ্য করেন—মাকড়সার জালে তাহার সন্তান-গুলির পা আবদ্ধ হয় না, তাহারা অনায়াসে চলিয়া যায়, কিন্তু অন্যান্য পোকা আসিলেই তাহাতে আবদ্ধ হইয়া ক্রমশঃ মাকড়সার উদরস্থ হয়; সেই প্রকার ভগবানের সৃষ্ট ভব-জালে তাঁহার একনিষ্ঠ সেবকগণ কখনও আবদ্ধ হন না; তাঁহারা যাবতীয় বস্তু ভগবৎসেবাকার্য্যে নিযুক্ত করিয়া অনায়াসে সংসার-সমুদ্র পার হইয়া যান। কিন্তু যাঁহারা শ্রীভগবানের সেবার সন্ধান পান নাই, ইতর কীটসদৃশ সেই সকল জনগণ সংসার-শৃঙ্খলে দৃঢ়রূপে আবদ্ধ হইয়া মায়া রাক্ষসীর কুক্ষিগত হয়; তাহারা গোখরবুদ্ধি সম্পন্ন হইয়া রক্তমাংসের থলি দেহকে 'আমি'-বুদ্ধি এবং দেহের সম্পর্কিত জনগণকে 'আমার'-বুদ্ধি করে।

পঞ্চভূত-নির্ম্মিত দেহের রূপান্তর যে-কোন সময়েই হইয়া থাকে, পুত্র-পৌত্রাদির দেহের সেই রূপান্তর-দর্শনে বদ্ধজীবগণ অতিমাত্রায় বিচলিত হইয়া শোকসাগরে নিমজ্জিত হয়। তাহাদের পাষাণ-বিদারক ক্রন্দনে ভোগ-পুত্তলিকার অভাব-বহ্নি 'দাউ' 'দাউ' করিয়া জ্বলিয়া উঠে; তৎকালে নানা শারীরিক ও মানসিক পীড়া এবং ভগবদ্-ভজনোপযোগী দেহটীর অকালে পতন। ভগবদ্ভক্ত বদ্ধজীবের ন্যায় পুত্র-কলত্রাদিতে 'আমার' বুদ্ধি করেন না; তিনি জানেন—জগতের যাবতীয় প্রাণীই ভগবানের সৃষ্ট, সুতরাং সকলেই স্বরূপতঃ ভগবদ্দাস। তাই তিনি নিজকে যেপ্রকার ভগবদ্দাস বলিয়া জানেন, সেই প্রকার পুত্র-পৌত্রাদিকেও ভগবদ্দাস বলিয়াই মনে করেন। কোনও প্রাণীকে নিজ অপেক্ষা হীন, নিজের ভোগ্য বা ভোগের যোগানদাতা জ্ঞান করেন না। ভগবৎপ্রদত্ত বস্তু বলিয়া তিনি পুত্র-পৌত্রাদিকে যত্ন করিয়া থাকেন, তাহাদের শিক্ষা-দীক্ষাদির ব্যবস্থা করিয়া থাকেন, আবার প্রয়োজন হইলে শ্রীভগবান্ যদি তাহাদিগকে লইয়া যান তাহা হইলেও তাঁহার দুঃখ হয় না। কারণ তিনি জানেন, কোন বন্ধু সুদে খাটাইবার জন্য কয়েকটী টাকা তাঁহাকে দিলে, সেই কার্য্য করিয়া পরিবর্দ্ধিত সময়ে বন্ধুর প্রয়োজনানুসারে তাঁহার বর্দ্ধিত টাকা তাঁহাকে দিলে যে-প্রকার প্রকৃত বন্ধুর কার্য্য করা হয়, বন্ধুর প্রাপ্য টাকা তাঁহাকে দিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিলে যে-প্রকার অসততার প্রকাশ পায়, সেই প্রকার শ্রীভগবানের তাঁহার নিকট গচ্ছিত সম্পত্তি পুত্র-পৌত্রাদিকে কৃষ্ণভক্তি-রত্নে সুশোভিত করিয়া তাঁহার ইচ্ছামত তাঁহাকে প্রদানে হৃদয়ে আনন্দ হইলেই 'সকল সময়ের বন্ধু' শ্রীভগবানের প্রতি কর্ত্তব্য সুষ্ঠুরূপে সম্পাদিত হয়, তাহা না হইয়া ভগবানের দ্রব্য তিনি লইয়া গেলে অন্তঃকরণে শোকের উদয় হইলে কৃতঘ্নতার পরিচয় প্রদান করা হয় মাত্র।

———

গুটি-পোকা অতি সুন্দররূপে জাল প্রস্তুত করিয়া নিজের জালে নিজেই এমন-ভাবে আবদ্ধ হয় যে, তাহার আর বহির্গত হইবার উপায় থাকে না, জালের ভিতরেই শ্বাসরুদ্ধ হইয়া প্রাণ হারায়। সংসারের ভোগি-কুলও ভোগের নিমিত্ত সেই প্রকারে বিচিত্র হর্ম্ম্যাদি নির্ম্মাণ করিয়া থাকে। অবশেষে সেই ভোগ-জালে এমনই ভাবে আবদ্ধ হইয়া পড়ে যে, শমনের ডাকে নয়নদ্বয় যখন ঊর্দ্ধ-দিকে আরোহণ করে তখন সেই ভোগের দ্রব্যগুলির স্মৃতি তাহার মনে উদিত হইয়া তাহাকে আত্মবৃত্তি হইতে চিরতরে বিচ্যুত করে এবং অনন্তকালের জন্য কর্ম্মের চক্রে ঘুরাইয়া থাকে। মাকড়সা কিন্তু গুটি পোকার ন্যায় বোকা নহে, সে স্বীয় জালের উপর অনায়াসে বিচরণ করিতে পারে। সেই প্রকার সুচতুর ভগবদ্ভক্তগণ শ্রীভগবানের সেবা-সদন বিচিত্র-হর্ম্ম্যাদি নির্ম্মাণ করিয়া কৃষ্ণভক্তি-প্রচারোদ্দেশ্যে সর্ব্বত্র বিচরণ করিয়া থাকেন। নির্য্যাণ-সময়ে সেই সকলের দৃশ্য তাঁহার চিত্রপটে উদিত হইয়া সেবার সৌন্দর্য্যেই তাঁহাকে মোহিত করে, বিশ্ববাসী ঐসকল ভগবন্মন্দিরে আসিয়া একাগ্রমনে ভগবদ্ভজন করিবেন এই চিন্তা তাঁহার হৃদ্দেশ অধিকার করায় তাঁহার আর আনন্দের সীমা থাকে না। ভগবৎস্মৃতির সহিত তিনি ভগবদ্ধামে প্রবেশ করিয়া নিত্য নিরবচ্ছিন্ন সেবানন্দে মগ্ন হন। যমদূতগণ এই সকল আত্মবৃত্তিলব্ধ সেবাপ্রাণগণের সম্মুখে আসিতে পারে না, দূর হইতে সম্মান প্রদর্শন করিতে বাধ্য হয়। এই সকল শিক্ষাগুলি আমাদের নিত্য আলোচ্য হউক; তাহা হইলেই আমরা নিত্য কর্ত্তব্য-পালনে যত্নপর হইতে পারিব।

একাগ্রতা

[মহোপদেশক শ্রীপাদ অপ্রাকৃত গোস্বামী ভক্তিসারঙ্গ ভক্তিশাস্ত্রী]

একং মনোঽভিমতোঽসৌ

সেই অনাদি, অনন্ত, অতুল, অদ্বিতীয়, সর্ব্বাদি, সর্ব্বকারণকারণ, সচ্চিদানন্দবিগ্রহ, পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণই একমাত্র যাঁহার চিত্তাগ্রে স্ফূর্ত্তিলাভ করিয়াছেন, তিনিই একাগ্রচিত্ত।

সেই মোহনমুরলীধারী, সর্ব্বচিত্তাকর্ষক, রাসরস-প্রবর্ত্তক, বংশীবটতটস্থিত গোপী-নাথের বেণুধ্বনি যাঁহার কর্ণে প্রবেশ করিয়া-ছেন, তিনিই একাগ্রচিত্ত।

———

সেই অপ্রাকৃত জ্যোতির্ম্ময় শোভাবিশিষ্ট শ্রীবৃন্দাবনধামে কল্পতরুমূলে রত্নমন্দিরস্থ সিংহাসনোপরি নিত্য বিরাজিত, প্রিয়সখিগণ-বেষ্টিত শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দকে যিনি দর্শন করিয়াছেন, তিনিই একাগ্রচিত্ত।

———

জীবের একমাত্র গতি, পরম-করুণাময়, মদীয় গুরুবর্গের সর্ব্বস্ব-ধন শ্রীশ্রীরাধা-মদন-মোহনের পাদপদ্মোত্থ গন্ধ যাঁহার নাসারন্ধ্রে প্রবেশ করিয়াছে, তিনিই একাগ্রচিত্ত।

———

কলিযুগপাবনাবতারী, মহাবদান্য, কৃষ্ণ-প্রেমপ্রদানকারী রাধাকৃষ্ণমিলিততনু শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যনামধারী শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনবিগ্রহ শ্রীগৌরা-সুন্দর যাঁহার জিহ্বায় শ্রীকৃষ্ণনাম স্ফূর্ত্তিলাভ করিয়াছেন, তিনিই একাগ্রচিত্ত।

অজ্ঞান-তিমিরান্ধ, সংসারদাবানলতপ্ত বদ্ধজীবকে কোটীচন্দ্রসুশীতল স্বীয় পাদপদ্মে স্থান দান করিয়া জ্ঞানাঞ্জন শলাকাদ্বারা সেই অদ্বয়জ্ঞান ব্রজেন্দ্রনন্দনকে দর্শন করাইবার জন্য পরম-কৃপাময় শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনকারী নিত্যা-নন্দাস্পদ শ্রীশ্রীগুরুদেব যাঁহাকে প্রগাঢ় আলিঙ্গনে আলিঙ্গিত করিয়াছেন, তিনিই একাগ্রচিত্ত।

———

ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিরেকেহ কুরুনন্দন।
বহুশাখা হ্যনন্তাশ্চ বুদ্ধয়োঽব্যবসায়িনাম্॥

বহু-অগ্রবিশিষ্টচিত্ত অব্যবসায়ী লোকের বুদ্ধি কাম্যকর্ম্মবিষয়িণী। তাহা অনেক বিষয়নিষ্ঠ বলিয়া বহুশাখাময়ী বহ্বীশ্বরবাদে প্রতিষ্ঠিত। সেই অব্যবসায়ী অবিজ্ঞ ব্যক্তিগণ সর্ব্বদা বেদবাদরত কাম্যকর্ম্ম-ফলাকাঙ্ক্ষী হইয়া ভোগ ও ঐশ্বর্য্যসুখলাভের পিপাসায় মৃগতৃষ্ণিকার ন্যায় আপাতমনোরম, পরিণামে বিষময় পুষ্পিতবাক্যে অনুরক্ত হইয়া শ্রেয়ঃপথ পরিত্যাগপূর্ব্বক প্রেয়ঃ-পথকেই বহুমানন করিয়া থাকে। ভাগ্যবান্ শ্রেয়ঃপথাবলম্বী সাধুগণ দূর হইতে কপিল, পাতঞ্জল, কণাদ, গৌতম ও জৈমিনীর প্রতি করুণাকটাক্ষ বিস্তার করিয়া পঞ্চোপাসকের বা বহ্বীশ্বরবাদীর অদূরদর্শিতায় দুঃখিত হইয়া 'বহু'র মূলস্থিত পরমানন্দ পুরুষোত্তম একমাত্র বাসুদেবেরই আশ্রয় লইয়া একায়ন-মঠবাসী হইয়াছেন। বাঞ্ছাকল্পতরু, কৃপা-সিন্ধু, পতিতপাবন সেই সাধুগণই একাগ্র-চিত্ত।

সাধবো হৃদয়ং মহ্যং সাধূনাং হৃদয়ন্ত্বহম্।
মদন্যত্তে ন জানন্তি নাহং তেভ্যো মনাগপি॥
এত সব ছাড়ি আর বর্ণাশ্রমধর্ম্ম।
অকিঞ্চন হ'য়ে লয় কৃষ্ণৈকশরণ॥

ভ্রম-প্রমাদাদি দোষচতুষ্টয়মুক্ত নিষ্কিঞ্চন কৃষ্ণৈকশরণ পরমহংসগণই একাগ্রচিত্ত।

সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥
ভক্তবৎসল, কৃতজ্ঞ, সমর্থ, বদান্য।
হেন কৃষ্ণ ছাড়ি' পণ্ডিত নাহি ভজে অন্য।

সত্যযুগে যে প্রহ্লাদ মহারাজ শ্রীহরির বিদ্বেষী পিতা হিরণ্যকশিপু ও অন্যান্য অসুর-গণকর্ত্তৃক প্রপীড়িত হইয়াও 'শ্রবণকীর্ত্তনাদি' নবধা ভক্তির অনুশীলনে পশ্চাৎপদ না হইয়া সর্ব্বদা শ্রীহরিস্মরণ করিয়াছিলেন সেই ভক্ত-বর প্রহ্লাদই একাগ্রচিত্ত।

ত্রেতাযুগে যিনি অজনায় কপট সর্ব্বজন কৃত্রিম "তৃণাদপি সুনীচতা"র বা নির্জ্জন ভজনের অভিনয়ে কৃত্রিম একাগ্রতার প্রশ্রয় না দিয়া পাষণ্ডদলনবানায় অবতার রূপে বজ্রনির্ঘোষে "জয় রাম"-ধ্বনি গগন বিদীর্ণ করিয়া রাক্ষসকুলকে বিধ্বস্ত করিয়া নিধন করিয়াছিলেন তদ্দ্বারা শ্রীরামচন্দ্রের শ্রেষ্ঠ সেবাধিকার লাভ করিয়াছিলেন সেই বীরশ্রেষ্ঠ শ্রীমন্ হনুমানজীই একাগ্রচিত্ত।

অধ্যবসায়ী কৃষ্ণবিমুখ দুর্যোধনাদি যে কৌরবগণ দ্বাপরযুগে অষ্টাদশ-অক্ষৌহিণী সেনানীকে অগ্রণী করিয়া হরিজন-বিদ্বেষমুখে বৃথা আস্ফালন করিয়াছিলেন তাঁহাদিগকে ভস্মীভূত করিয়া কৃষ্ণৈকপ্রাণ যে অর্জ্জুন লক্ষ্যভেদ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন তিনিই একাগ্রচিত্ত।

কলিযুগে যে ঠাকুর হরিদাস ম্লেচ্ছগণের দ্বারা পুনঃ পুনঃ নিপীড়িত হইয়াও শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যানুগত্যে শ্রীমহামন্ত্র প্রচার করিতে বিমুখ হন নাই তাঁহা অপেক্ষা একাগ্রচিত্ত আর কে আছে?

বারবণিতার পূতিগন্ধময় ইন্দ্রিয়তর্পণ-মূলক ঘৃণিত আচরণে ক্ষুব্ধ হইয়া যে ভাগ্যবতী রমণী স্বধর্ম্মনিষ্ঠ হইয়া একমাত্র পতির অনুগমন করিয়া সতীত্ব রক্ষা করেন তিনিই একাগ্রচিত্ত।

আবার যে গোপললনাগণ পতি-সেবায় উদাসীন হইয়া পরমপতির উদ্দেশ্যে গাহিয়াছেন :—

আহুশ্চ তে নলিননাভ পদারবিন্দং
যোগেশ্বরৈর্হৃদি বিচিন্ত্যমগাধবোধৈঃ।
সংসারকূপপতিতোত্তরণাবলম্বং
গেহং জুষামপি মনস্যুদিয়াৎ সদা নঃ।

তাঁহারাই পতিব্রতা-ধর্ম্মের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আদর্শ স্থাপন করিয়া পরম একাগ্রচিত্ত হইয়াছেন। তন্মধ্যে যিনি পূর্ব্বরাগপ্রাপ্তা হইয়া কহিয়াছেন :—

একস্য শ্রুতমেব লুম্পতি মতিং কৃষ্ণেতি নামাক্ষরং
সান্দ্রোন্মাদপরম্পরামুপনয়ত্যন্যস্য বংশীকলঃ।
এষ স্নিগ্ধঘনদ্যুতির্মনসি মে লগ্নঃ পটে বীক্ষণাৎ
কষ্টং ধিক্ পুরুষত্রয়ে রতিরভূন্মন্যে মৃতিঃ শ্রেয়সী॥

—"কোন এক পরপুরুষের 'কৃষ্ণ' নামাক্ষর শ্রবণ করিয়া আমার মতি লোপ-প্রাপ্ত হইয়াছে; অপর কোন এক পুরুষের বংশীধ্বনি আমার হৃদয়ে ঘন উন্মাদ উদয় করাইতেছে; আবার পটে পুরুষান্তরের স্নিগ্ধঘনদ্যুতি দর্শন করা অবধি, উহা আমার হৃদয়ে লাগিয়াই রহিয়াছে। হা ধিক্, আমার কি তিনজন পৃথক্ পুরুষে এরূপ রতি হইল? আমার মরণই ভাল।"

সেই শ্রীরাধাঠাকুরাণী পতিব্রতার শিরোমণি হইয়া পরম ও চরম একাগ্রতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছেন।

হায়! কবে আমার মন-অপ্রতিহিত ব্যভিচারী-চিত্ত সেই শ্রীরাধাঠাকুরাণীর আনুগত্যে একাগ্রমুখি হইয়া শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্ম স্পর্শ করিবে! কবে আমি গলদশ্রু-ধারাসিক্ত-নয়নে গাহিব—

বৈরাগ্যযুগ্ ভক্তিরসং প্রযত্নৈরপায়য়ন্মাম-
নভীপ্সুমন্ধম্।
কৃপাম্বুধির্যঃ পরদুঃখদুঃখী সনাতনং তং
প্রভুমাশ্রয়ামি॥

কবে আমি তদানুগত্যে উত্তরবাহিনী গঙ্গাতটে উত্তরমীমাংসা বা বেদান্তোপদিষ্ট শ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত-প্রদর্শনীর দ্বারে দন্তে তৃণ ধারণ করিয়া দণ্ডায়মান হইব।

দেবতাগণ দেবেন্দ্রের আনুগত্যে, মুনিগণ মুনীন্দ্রের আনুগত্যে, যোগিগণ যোগীন্দ্রের আনুগত্যে, বীরগণ বীরেন্দ্রের আনুগত্যে, নরগণ নরেন্দ্রের আনুগত্যে থাকিতেই ভালবাসে। যেখানে বহু নায়ক সেইখানেই বিশৃঙ্খলতা। পুত্র পিতার আনুগত্যে, ছাত্র শিক্ষকের আনুগত্যে, শিষ্য গুরুর আনুগত্যে থাকিলেই শোভা পায়। এইরূপ আনুগত্যই সুর বা সাধুর পরমধর্ম্ম।

'কর্ম্মাবলম্বকাঃ কেচিৎ কেচিৎ
জ্ঞানাবলম্বকাঃ।
বয়ন্তু হরিদাসানাং পাদত্রাণাবলম্বকাঃ॥'

অসুরের ধর্ম্ম ঠিক ইহার বিপরীত। তাই তাহারা অমৃতস্বরূপ একাগ্রতালাভে বঞ্চিত। একাগ্রতাই দেবের দেবত্ব, ঋষির ঋষিত্ব, মনুষ্যের মনুষ্যত্ব, বীরের বীরত্ব, সতীর সতীত্ব ও ভক্তের ভক্তিমত্তার পরিচায়ক। শুধু শাস্ত্র কেন, ইতিহাসও ইহার সাক্ষ্য দিবে। অধুনা রাজনীতি লইয়া দেশ-বিদেশে একটী মহা সাড়া পড়িয়াছে তাহার মধ্যেও দেখিতে পাই, কি রাজতন্ত্র, কি অরাজতন্ত্র, কি গণতন্ত্র, কি আমলাতন্ত্র বা সমাজতন্ত্র সর্ব্বত্রই কেহ বা অন্বয়ভাবে, কেহ বা ব্যতিরেকভাবে, কেহ বা প্রত্যক্ষভাবে, কেহ বা পরোক্ষভাবে এক একটী নেতা নির্ব্বাচন করিয়া থাকে। একের পশ্চাতে একনিষ্ঠ হইয়া চলাই যেন সকলের স্বভাব। এখানে তাহাদের কর্ম্মফল সেই একের বা অগ্রণীর ভালমন্দের উপর নির্ভর করে। ইহাও সেই সর্ব্বতন্ত্রস্বতন্ত্র শ্রীগোবিন্দের সেবারই অবৈধ বিকৃত ও হেয় প্রতিফলন মাত্র।

তাই গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সম্প্রদায় বুঝিয়াছেন :-

দ্বৈতে ভদ্রাভদ্র-জ্ঞান সব মনোধর্ম্ম।
এই ভাল এই মন্দ এই সব ভ্রম॥

তাই তাঁহারা মহাবদান্য শ্রীগৌরসুন্দরের উদ্দিষ্ট শ্রীনন্দতনুজের কিঙ্কর হইবার জন্য উদ্গ্রীব। শ্রীগৌড়ীয়াশ্রিত সজ্জনগণ শ্রীচৈতন্যেরই অনুগত; তাঁহারা অচৈতন্যনিষ্ঠ না হইয়া শ্রীচৈতন্যপাদপদ্মেই একাগ্রতা লাভ করিয়াছেন। শ্রীগৌড়ীয়-মঠাশ্রিত স্বদেশ বা বিদেশের সকল মঠগুলি শ্রীচৈতন্যমঠেরই শাখামাত্র। একায়নমুখী হইয়াই আজ শ্রীগৌড়ীয়মঠ জগতে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াছেন। আর শ্রীচৈতন্যমঠাধ্যক্ষ ও বিষ্ণুপাদ অষ্টোত্তরশত-শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ তদভিন্ন শ্রীশ্রীকুঞ্জবিহারীর গুণগানেই এই অপূর্ব্ব শোভা বিস্তার করিয়া যে মহতী-একাগ্রতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিতেছেন তাহা কি আমাদের নয়নগোচর হইবে না? হায়! সেই কুঞ্জবিহারী কবে আমায় আত্মসাৎ করিয়া তাঁহার কুঞ্জে স্থান দিবেন! কবে আমি এই অচিন্ত্যভেদাভেদ-সিদ্ধান্তবিৎ হইয়া কৃষ্ণকথা কীর্ত্তন করিতে সমর্থ হইব! ওঁ হরি ওঁ!

শ্রীল পুরী মহারাজের বক্তৃতা

(২)

পূর্ব্বোক্ত উক্ত প্রকার চিত্তবৃত্তিবিশিষ্ট ব্যক্তিগণকে কখনই কৃষ্ণৈকশরণ বলা যাইতে পারে না, ঐ প্রকার বিচার মনের খেয়াল বা যথেচ্ছাচারিতা ও কপটতা ব্যতীত অন্য কিছু নহে। কৃষ্ণৈকশরণতা মনের ধর্ম্ম নহে উহা স্বরূপের বৃত্তি, উদ্বুদ্ধ আত্মায় সেই বৃত্তিটী প্রকাশিত কিন্তু বদ্ধাবস্থায় সেই বৃত্তিটী সুপ্ত থাকে।

শাস্ত্রে শরণাগতির ষড়্‌বিধ লক্ষণের কথা বর্ণন করিয়াছেন—

আনুকূল্যস্য সংকল্পঃ প্রাতিকূল্য-বিবর্জ্জনম্।
রক্ষিষ্যতীতি বিশ্বাসো গোপ্তৃত্বে বরণং তথা
আত্মনিক্ষেপকার্পণ্যে ষড়্‌বিধা শরণাগতিঃ॥

অর্থাৎ কৃষ্ণভক্তির অনুকূল বিষয়ের গ্রহণ, প্রতিকূল বর্জ্জনে সঙ্কল্প, ভগবান্ আমাকে রক্ষা করিবেন—এরূপ বিশ্বাস, তাঁহাকে পালনকর্ত্তা বলিয়া বরণ, আত্মসমর্পণ ও দৈন্য—এই ছয় প্রকার শরণাগতি।

যাঁহারা বাস্তবিক সাধু তাঁহাদের পূর্ব্বোক্ত ষড়্‌বিধা বৃত্তিরূপ কৃষ্ণৈকশরণতা অবশ্যই থাকিবে অর্থাৎ নিরন্তর কৃষ্ণেন্দ্রিয়তর্পণ ব্যতীত আত্মেন্দ্রিয়তর্পণ-চেষ্টা তাঁহাদের আদৌ নাই। একদিন শ্রীমন্মহাপ্রভু তাঁহার পার্ষদ শ্রীবাস পণ্ডিতকে জিজ্ঞাসা করিলেন—শ্রীবাস! তোমরা চার ভাই, সকলের পত্নী, পুত্র, কন্যা এবং দাস, দাসী প্রভৃতি তোমার সংসারে পোষ্য অনেক, তোমার সংসারে দৈনিক অনেক খরচ অথচ দেখিতেছি সে-সম্বন্ধে তোমার কোন চেষ্টাই নাই তুমি নিশ্চিন্ত হইয়া কৃষ্ণভজন করিতেছ অতএব তোমার এই বৃহৎ সংসার নির্ব্বাহ হইবে কি প্রকারে?

তদুত্তরে শ্রীবাস পণ্ডিত হাতে তিনবার তালি দিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু তাহার মর্ম্ম কি জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন আমি এক দিন, দুই দিন বা তিন দিন অপেক্ষা করিব। যদি তিন দিনের মধ্যে শ্রীমহাপ্রসাদ বা তোমার অনুগ্রহ লাভ না করি তবে গঙ্গায় প্রবেশ করিব।

এবে আত্মসমর্পণে চিন্তা নাহি আর।
তুমি নির্ব্বাহিবে প্রভু সংসার তোমার॥

ভক্তগণ শ্রীভগবান্‌কে পালক ও রক্ষকরূপে বরণ করিলেও তাঁহারা ভগবদ্‌প্রসাদ বস্তুকে ভোগ্যরূপে দর্শন করেন না এবং ভগবান্ তাঁহাদের ভোগের ইন্ধন সরবরাহকারী সেবক এইরূপ বিচারও করেন না। যে সকল আত্মা উপাধিগ্রস্ত, স্থূল, সূক্ষ্ম-উপাধিগত অভিমানে প্রমত্ত তাহাদেরই ঐ প্রকার ভোগপর বিচার কিন্তু উদ্বুদ্ধ আত্মা বা শুদ্ধভক্ত—শরণাগত ভক্তের উপাধিগত অভিমান নাই, কৃষ্ণের প্রতি তাঁহারা উপাধিরহিত রতিবিশিষ্ট তাই তাঁহাদের কৃষ্ণেন্দ্রিয়তর্পণ ব্যতীত অন্য চেষ্টা মুহূর্ত্তের জন্যও থাকিতে পারে না, স্বপ্নেও তাঁহারা আত্মেন্দ্রিয়তর্পণচেষ্টা করেন না।

তবে এখন প্রশ্ন হইতে পারে ভগবান্‌কে পালক ও রক্ষকরূপে বরণ করিলে তাঁহাকে নিজসেবায় নিযুক্ত করিবার ইচ্ছা করা বা ইঙ্গিত করা ব্যতীত বরণকারীর অন্য কি উদ্দেশ্য থাকিতে পারে?

তদুত্তর এই যে—শরণাগত ভক্তের দেহ প্রাকৃত নহে সেইজন্য তাঁহাদের কৃষ্ণভজনোপযোগী দেহটী রক্ষার জন্য প্রাকৃত কোন দ্রব্য বা ভোগ্যবস্তু-সংগ্রহের চেষ্টা করিতে হয় না। তাঁহাদের দেহ-দেহীতে ভেদ নাই, তাঁহাদের দেহটী চিদানন্দময়, সেই অপ্রাকৃত দেহে সর্ব্বেন্দ্রিয় দ্বারা সতত সচ্চিদানন্দবিগ্রহ কৃষ্ণের ইন্দ্রিয়তর্পণ-বাঞ্ছারূপ বৃত্তিটীই তাঁহাদের জীবনের জীবাতু, সেই বৃত্তিটীই যাহাতে ক্ষণে ক্ষণে নবনবায়মানভাবে রূপ ধারণ করিতে পারে ইহাই তাঁহাদের প্রার্থনা, এই প্রকার অনুগ্রহ বা মহাপ্রসাদেরই তাঁহারা প্রার্থী। তাঁহারা কৃষ্ণার্থে অখিলচেষ্টা-বিশিষ্ট। আমরা বাহ্যদর্শনে তাঁহাদের আচরণ অযোগ্যতা-বশতঃ যাহাই দেখি না কেন তাঁহাদের দেহ-গেহ-সম্বন্ধীয় যা কিছু চেষ্টা তাহা কৃষ্ণেন্দ্রিয়তর্পণেচ্ছারই বিভিন্ন মূর্ত্তি ব্যতীত অন্য কিছু নহে।

গৌর যে শিখাল নাম সেই নাম গাও। অন্য সব নাম-মাহাত্ম্য সেই নামে পাও॥

শুদ্ধভক্তি গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। ভাষ্যসহ বিরাট্ শ্রীচৈতন্যভাগবত ৫৲
২। শ্রীমদ্ভাগবতম্—সমগ্র ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ৩৮৲
একাদশ স্কন্ধ হইতে প্রতিখণ্ড ।৶০
৩। ভাষ্যদ্বয়সহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (৪র্থ সংস্করণ) ৬৲
৪। ভক্তিবিবেককুসুমাঞ্জলি (বাঁধা) ১৲
৫। গৌড়ীয়-গৌরব ।৶০
৬। গৌড়ীয়-মাহাত্ম্য ।৶০
৭। ভজনরহস্য ৷০
শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৯। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ)
ঐ (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
১০। গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তী টীকাসহ)
ঐ (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
১১। গীতার কেবল মাধ্ব-ভাষ্য ৷০
১২। যুক্তিমল্লিকা গুণসৌরভঃ সানুবাদ (মাধ্ব) ২৲
১৩। বেদান্ততত্ত্বসার সানুবাদ (রামানুজীয়) ৷০
১৪। জৈবধর্ম্ম
১৫। শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৬। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১৭। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ।৶০
ঐ (বাঁধা) ৸০
১৮। দ্বীপ-দিগ্‌দর্শন ৶০
১৯। সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ) ।৶০
২০। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ৷০
ঐ (আবাঁধা) ।৶০
২১। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
২২। ভক্তিরত্নাকর নবদ্বীপ-পরিক্রমা ৶০
২৩। গীতমালা ⁄১০
২৪। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶০
২৫। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶০
২৬। নবদ্বীপ পঞ্জিকা (৪৪৭ গৌরাব্দ) ৶০
২৭। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
২৮। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা-দর্পণ ।০
২৯। শরণাগতি ⁄০
৩০। গীতাবলী ⁄০
৩১। চিত্রে নবদ্বীপ ।১০
৩২। সাধনকণ ⁄০
৩৩। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ⁄০
৩৪। নবদ্বীপশতক ⁄০
৩৫। অর্থপঞ্চক ⁄০
৩৬। সদাচারস্মৃতিঃ ⁄০
৩৭। কল্যাণকল্পতরু (৫ম সংস্করণ) ⁄১০
৩৮। অর্চ্চনকণ ১০
৩৯। সাধককণ্ঠমালা (বাঁধা) ৷০
ঐ (আবাঁধা) ৷⁄০
৪০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতিঃ (প্রথম চারিখণ্ড) ৩৲
৪১। ব্রহ্মসংহিতা ।০
৪২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৪৩। মণিমঞ্জরী সানুবাদ ।০
৪৪। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৪৫। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ।০
৪৬। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৪৭। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
৪৮। গৌড়ীয়মঠ কি করেন? ⁄০
৪৯। ঈশোপনিষৎ (বলদেব ও মাধ্ব-ভাষ্য এবং বিবৃতি ও অনুবাদসহ) ।০
৫০। শ্রীভুবনেশ্বর ৶০
৫১। সিদ্ধান্তদর্পণ ৶০
৫২। সাংখ্যবাণী ⁄০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৫৩। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী-দিগ্বিজয়ঃ ৷০
৫৪। সটীক-শিক্ষাষ্টকম্‌ ৷০
৫৫। তত্ত্ব-সূত্রম্‌ ।০
৫৬। সানুবাদ-শিক্ষাষ্টকম্‌ ৶০
৫৭। গৌড়ীয়মঠস্য পরিচয়ঃ ⁄০
৫৮। সারাংশবর্ণনম্‌ ৶০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৫৯। রায় রামানন্দ ।০
৬০। নামভজন ।০
৬১। রিলেটিভ্ ওয়ার্ল্ডস ।৶০
৬২। লাইফ্ য়্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।০
৬৩। বৈষ্ণবীজম্ ।০
৬৪। হোয়াট্ গৌড়ীয়মঠ ইজ্ ডুইং ⁄০
৬৫। দি ভাগবত ।০
৬৬। ইরোটিক প্রিন্সিপল য়্যাণ্ড আনেলয়েড্ ডিভোসন ।০
৬৭। ব্রহ্ম-সংহিতা ২।০
৬৮। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (ভলুম ওয়ান) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৬৯। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ৷০
৭০। সাধন পথ ।০
৭১। কল্যাণ-কল্পতরু ⁄১০
৭২। গীতাবলী ⁄০
৭৩। শরণাগতি

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৭৪। শরণাগতি

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

নদীয়া-প্রকাশ প্রাপ্তির স্থান

১। শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম-মায়াপুর, নদীয়া
২। শ্রীযোগপীঠ ঐ
৩। শ্রীবাস অঙ্গন ঐ
৪। অদ্বৈত-ভবন ঐ
৫। কাজীর সমাধি-পাট ঐ
৬। স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ, নদীয়া।
৭। শ্রীভাগবত আসন কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
৮। শ্রীএকায়ন মঠ গোবিন্দপুর, হাঁসখালী।
৯। বাসুদেবগোপাল পাট—পোঃ চাকদহ,
১০। শ্রীগৌর গদাধরমঠ—চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড়, বর্দ্ধমান
১১। শ্রীমোদদ্রুমছত্র মাউগাছি, বর্দ্ধমান
১২। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম, আমলাযোড়া, পোঃ রাজবাঁধ বর্দ্ধমান
১৩। শ্রীগৌড়ীয়মঠ বাগবাজার, কলিকাতা
১৪। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাহু, হাওড়া,
১৫। শ্রীমাধ্ব গৌড়ীয়মঠ, ২০।২ নবাবপুর রোড্, ঢাকা
১৬। শ্রীগোপালজী মঠ কমলাপুর, ঢাকা।
১৭। শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ পোঃ বালিয়াটী,
১৮। শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয়মঠ ময়মনসিংহ।
১৯। শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ চিরুলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর
২০। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম গোয়ালপাড়া, আসাম
২১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ রায়াপেট্টা, মাদ্রাজ।
২২। শ্রীরামানন্দগৌড়ীয় মঠ কব্বুর, জিঃ পশ্চিম গোদাবরী
২৩। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ উড়িয়াবাজার, পোঃ বক্সীবাজার, কটক।
২৪। শ্রীত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয় মঠ ভুবনেশ্বর।
২৫। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ স্বর্গদ্বার, পুরী।
২৬। শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ আলালনাথ পোঃ ব্রহ্মগিরি, পুরী।
২৭। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ ডুমুরকুণ্ডা, পোঃ চিরকুণ্ডা, মানভূম।
২৮। শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ—কাশী।
২৯। শ্রীরূপগৌড়ীয় মঠ—এলাহাবাদ।
৩০। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ পুরাণবাজার, সরকার ঠাকুরের কুঞ্জ, বৃন্দাবন
৩১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, নিউদিল্লী
৩২। শ্রীপরমহংসমঠ—নৈমিষারণ্য,
৩৩। শ্রীসারস্বত গৌড়ীয় মঠ—হরিদ্বার।
৩৪। শ্রীব্যাসগৌড়ীয়মঠ—কুরুক্ষেত্র, পঞ্জাব
৩৫। শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাবুলনাথ রোড, পোঃ গ্রাণ্ট রোড, বোম্বে।
৩৬। লণ্ডন গৌড়ীয়মঠ, ৩৯০৲ গ্লেডন গার্ডেন্স, কেনসিংটন লণ্ডন, (এস, ডব্লিউ—১০)।
৩৭। অমরি গৌড়ীয়মঠ—মেদিনীপুর
৩৮। সরভোগ গৌড়ীয় মঠ—সরভোগ, কামরূপ আসাম,

শুদ্ধভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী মাসিক। শ্রীধাম-মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১।০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দি ভাষায় একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি হৃদয় বন মহারাজ সম্পাদিত ও নৈমিষারণ্য শ্রীপরমহংস মঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ১।০ দেড় টাকা মাত্র।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১।০ দেড় টাকা মাত্র।

৫। কীর্ত্তন—মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ নিমানন্দ সেবাতীর্থ বি-এজি, বি-টি, সম্পাদিত। আসাম গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম হইতে প্রকাশিত আসামী ভাষায় মাসিক। ভিক্ষা সডাক ১।০ দেড় টাকা মাত্র

শ্রীচৈতন্যভাগবত

আদিকবি শ্রীল বৃন্দাবন দাস প্রণীত সমগ্র গ্রন্থ

গ্রন্থের মূল বোল্ড অক্ষরে এবং তন্নিম্নে বিশ্ববিশ্রুত গৌড়ীয়মঠের প্রতিষ্ঠাতা ও আচার্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের রচিত বিস্তৃত ভাষ্য উত্তম কাগজে সৌষ্ঠবের সহিত মুদ্রিত হইয়াছেন। ডবল ক্রাউন আটপেজি আকারে ১০৯৭ পৃষ্ঠায় কেবল মূল ও ভাষ্য সম্পূর্ণ হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত শ্লোকসূচী, পদ্যসূচী, স্থানসূচী, পাত্রসূচী, বিষয়সূচী, শব্দসূচী প্রভৃতি বিস্তৃত সূচীপত্রেও একটী গ্রন্থ হইবে। সভাষ্য শ্রীচৈতন্যভাগবতের এরূপ উৎকৃষ্ট ও অমূল্য বিরাট্ সংস্করণ জগতের কোথায়ও আজ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হন নাই, ইহা নিরপেক্ষ পাঠক মাত্রকেই একবাক্যে স্বীকার করিতে হইবে। শ্রীগৌড়ীয়মঠের উৎসব-কালে গ্রন্থের ভিক্ষা ১২৲ বারটাকা স্থলে—৫৲ পাঁচটাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীচৈতন্যমঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

কলিকাতা বাজার দর

লৌহ হাডওয়ার

২৪শে নভেম্বর ১৯৩৩

টার দৈয়ারী—	প্রতি হন্দর।
দাতায় কাড় (জয়েষ্ট বা বীম)	
র্কা	৫।৶০—৫৷৵০
বে-মার্কা চালকা ওজন	৪।৵০—৪৷৶০
রূপা (টী-আয়রণ)	৬৵০—৬।০
জেল আয়রণ (কোনা)	৫৸৵০---৬।৵০
গ্যালভ্যানাইজড করগেট টীন—	
২ গেজ ৬ হইতে ১০ ফুট	১১।৵০
৪ গেজ ,, ,,	১০৸৵০
৮ গেজ ,, ,,	১২
৪ গেজ আর, পি, ডি, মার্কা	১২৸৶০
৪ গেজ গাঃ প্লেন শীট—	১১।৵০
৬ গেজ ,, ,,	১২।০
৮ গেজ ও ৩০ গেজ ঐ—	১৩৲—১৬৲
গান ঘেরা কাঁটাতার ১০০	
াড ও বাঃ	৮৸০
ল পাটী	৬৲৵—৬।০
বোল্টু (গোল)	৬৲৵—৬।০
গরাদে (চৌকা)	৬৵০—৬৲।০
গোল রড ৶০—।৶০ সূতা	৫৵০---৫৷০
টানা রড-	
।৵০---।৵০ ঐ	৫৵০—৫৷০
সাওল তাল	৭৲—৭৸০
প্লেট—তিন সূতা মোটা	
।র	৭।০—৭।০
চাদর ৩-১৬ খানা বাণ্ডিল	৯৷৵—১০৲
ীঃ ষ্টীল	৮।০—৯৲
ফ র উণ্ড	৫৸৵—৬৲৵০
রের পেরেক ১—৬ ইঞ্চি	৯—৯৸০
প্যাটেণ্ট পেরেক ২—৮ ইঞ্চি	১২।০—১৫৷০
লাই কড়া ১ হইতে ১০ নং	২৷০ সাট
কাদাল ৪, ৫, ৬,	৭৸৵০ ৮৸৵০ ৯৸৵০ ডঃ
তিন পাউণ্ড ৬৲ দেঃ বিঃ	৬।৵০ ,,
াঃ প্লেন বাঁধাত ৭—১২ ইঞ্চি	১৷৶০ ৬৷৶০
রিভিট ,, ৭—১২ ইঞ্চি	২৲--৭৲ ,,
াতার চেয়ার রডের গোল ও	
চাকা	৮৷০— ,,
ালের লোহার সিট	১৫৲ ,,
ভেনেস্তা (কাঠের সিট)	১৮৲ ,,
াহার স্ক্রুপ ৷—৩ ইঞ্চি /১০—৷৶০ গ্রোস	
কব্জা ৭৩ নং	
৷—৪ ইঞ্চি	।১০—৸৵১০ পেঃ ডজন
াঃ তার ১৬—২২ নং	
গেজ)	১২৲---১৩৲ হন্দর
াঃ রিজিং (মটকা)	
২ ইঞ্চি	।৵৫—৷৶০ পীস
াঃ গাটারিং বা ডোঙ্গা	
ইঞ্চি	।০—৸৵০ ,,
াঃ স্ক্রুপ ১৷০--২৷০ ইঞ্চি	২৩৲--২৯৲ হন্দর
গাঃ ওয়াসার চাকি	১১৷০—১৬৲ ,,
গাঃ পোণ্ট-নাট ৮—৯ ইঞ্চি	
	।৵১০—১৵০ গ্রোস
চাপাই রেলিং	৩৷০--৭৷০ হন্দর
ঐ রেন ওয়াটার পাইপ	
৩ ইঞ্চি ৵১০ ও	৪ ইঞ্চি ।১০ ফুট
টিউব ওয়েলের জন্ম গাঃ	
পাইপ১৷ ইঞ্চি	।৵৫ ফুট
পাম্প	৪নং ১২৷০ ৫নং ১৪৲ ৬নং ১৬৲
৬০--৮০ বাটখারা ৵.৫ সাট	২।০-২৷০ মণ

সন্তোষকুমার মল্লিক এণ্ড সন্স লিঃ

লৌহ ও হাডওয়ার বিক্রেতা।

মীরবহর ঘাট লোহাপটী, বড়বাজার. টেলি--"লোহার মালিক" কলিকাতা

কেরোসিন

প্লোক্রেক প্রত্যেক বাক্স (২ টিন)		৯৲৬
সূর্য্য মার্কা	,,	৬৷০
ভিক্টোরিয়া	,,	৬৲

সোণার দর

পাকা সোণা	৩০৸৶
বড়াল	৩০৸
চিনা পাত	৩২।০

রূপার দর

রূপা প্রতি ১০০ ভরি	৫৫৵
ঐ খুচরা	৫৵০

কোম্পানীর কাগজ

৩৷০ সুদের কাগজ	৮১৶
৩৷০ নূতন ঋণ (১৯৪৭-৫০)	৯১।০
৪৲ ঋণ (১৯৬০-৭০)	৯০৲
৫৲ ,, বণ্ড (১৯৩৫	১০৪৷৶০

ডিবেঞ্চার

৫৲ সুদের (১৯৫৬-৮৬) কলিকাতা পোর্ট-ট্রাষ্ট ডিবে :—	১০২৷৵০

ব্যাঙ্ক

ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক (কর্নট্রি)	২৯৪৷০
সেণ্ট্রাল ঐ	২২৲

কাপড় ও সূতার কল

এলগিন মিল	৪৫৲

পাট কল

হাওড়া	৫০৲
অকল্যাণ্ড	১৯৫৲
বালী	১৬২৲
বরানগর	১৫০৲
কেলভিন	৩৭০৲
ওয়াই	১৪৩৲
ক্লাইভ	২৮।০
ডালহাউসী	৪০৮৷০
ডেল্টা	৪০৫৲

কৃষ্ণনগর নবদ্বীপঘাট রেলওয়ে সময়

কৃষ্ণনগর হইতে নবদ্বীপঘাট

কৃষ্ণনগর সিটি—	৬-৪৫	১০-৪৪	১৩-২২	১৭-৩৮	২০-১৬
কৃষ্ণনগর রোড —	৬-৫৬	১০-৫৫	১৩-৩৩	১৭-৪৭	২০-২৫
আমঘাটা—	৭-১৫	১১-১৩	১৩-৫১	১৮-৩	২০-৪১
মহেশগঞ্জ—	৭-১৪	১১-২১	১৪-০	১৮-৯	২০-৪৭
নবদ্বীপঘাট —	৭-৩৩	১১-৩০	১৪-৯	১৮-১৬	২০-৫৫

বিশেষ দ্রষ্টব্য—নবদ্বীপঘাট ষ্টেশন অপেক্ষা মহেশগঞ্জ ষ্টেশন হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরের দূরত্ব অনেক কম। শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে যাঁহাদিগকে রাণাঘাটে ট্রেণ বদল করিতে হয়, তাঁহারা রাণাঘাটে প্রাতঃ ৫-৫০, ৮-১৪, ৯ ৪৬, ১৬-৪৮, ১৮-৩৯ এবং ০-৩২ মিনিটের সময় গাড়ী পাইবেন।

শান্তিপুর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে শান্তিপুর ষ্টেশনে ৫-৪০, ৯-২৯, ১২-২৫, ১৬-৪ এবং ১৮-৪১ মিনিটের সময় ট্রেণ পাওয়া যায়।

নবদ্বীপঘাট হইতে কৃষ্ণনগর

নবদ্বীপ ঘাট—	৫-৩৫	৯-২৫	১২-১০	১৫-৩৪	১৮-৪৫
মহেশগঞ্জ—	৫-৪৩	৯-৩৩	১২-১৯	১৫-৪২	১৮-৫৩
আমঘাটা—	৫-৪৯	৯-৩৯	১২-২৬	১৫-৪৮	১৯-৫
কৃষ্ণনগর রোড—	৬-৫	৯-৫৫	১২-৪৩	১৬-৪	১৯-২১
কৃষ্ণনগর সিটি—	৬-১৩	১০-৩	১২-৫১	১৬-১২	১৯-৩৫

শ্রীধাম মায়াপুর নবদ্বীপ-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে—ডাঃ কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম ভক্তিশাস্ত্রী এল. এম. এফ কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

তারের ঠিকানা— 'শ্রীধাম' নবদ্বীপ
ডাকের ঠিকানা—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

দৈ নি ক

REG. C1544

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩॥০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র।

THE
NADIA-PRAKASH

সাহায্যের হার
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষান্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸০
মাসিক ১৲
নগদ বর্ত্তমান
সংখ্যা ৫

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার - নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৮ম খণ্ড | সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বেদান্তবাচস্পতি | ২৪৪শ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর— ৫ই পৌষ বুধবার ১৩৪০, ২০শে ডিসেম্বর ১৯৩৩

একত্রে চারিটী সন্তান প্রসব

সিরাজগঞ্জ বিলাইএর নিকটবর্ত্তী এক গ্রামে এক নারদ স্ত্রীলোক সম্প্রতি একসঙ্গে তিনটি কন্যা ও ১টি পুত্র প্রসব করিয়াছে। প্রসবকালে কোনও কষ্ট হয় নাই। সন্তান চারিটিই জীবিত আছে।

বাঙ্গালার সংক্রামক ব্যাধির হিসাব

গত ৯ই ডিসেম্বর যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে সেই সপ্তাহে বাঙ্গালায় সংক্রামক ব্যাধির হিসাবের নিম্নলিখিত বিবরণ পাওয়া গিয়াছে:—

কলেরা—আক্রমণ ৩২৬, মৃত্যু ২১৬। পূর্ব্ব সপ্তাহে আক্রমণ ৩১২, মৃত্যু ১৬৩। গত। গত বৎসরের সমসাময়িক সপ্তাহে আক্রমণ ৬১৭, মৃত্যু ৩৪৭।

বসন্ত—আক্রমণ ১৭৯, মৃত্যু ৩৮। পূর্ব্ব সপ্তাহে আক্রমণ ১৩৬, মৃত্যু ৩৭। গত বৎসরের সমসাময়িক সপ্তাহে আক্রমণ ১৮৪, মৃত্যু ৪৫।

ইনফ্লুয়েঞ্জা—আক্রমণ ৬৪, মৃত্যু ৯। পূর্ব্ব সপ্তাহে আক্রমণ ৫১, মৃত্যু ২৩। গত বৎসরের সমসাময়িক সপ্তাহে আক্রমণ ৩৭, মৃত্যু ৬।

কলেরা—বর্দ্ধমান ১, বীরভূম ২৩, মেদিনীপুর ৯, হাওড়া ১, ২৪ পরগণা ৪, কলিকাতা ১, নদীয়া ৩৫, মুর্শিদাবাদ ১০, যশোহর ১, খুলনা ১০, পাবনা ৩, মালদহ ২৭, ঢাকা ১, ময়মনসিংহ ৮১, বাখরগঞ্জ ১, ত্রিপুরা ৭ এবং নোয়াখালি ১।

বসন্ত—বর্দ্ধমান ৩, মেদিনীপুর ২, হুগলী ১, হাওড়া ১, ২৪ পরগণা ৪, কলিকাতা ৫, দিনাজপুর ১, রংপুর ৮, পাবনা ১, ঢাকা ২, ময়মনসিংহ ৫, এবং বাখরগঞ্জ ৫।

ইনফ্লুয়েঞ্জা—কলিকাতা ৯। অপর কোন গ্রাম হইতে মৃত্যুর সংবাদ পাওয়া যায় নাই।

বড়লাটের অভ্যর্থনা

গত ১৫ই ডিসেম্বর রাত্রিতে সরকারী প্রাসাদের ভোজের ঘরে মাদ্রাজের গভর্ণর সস্ত্রীক বড়লাটের অভ্যর্থনার আয়োজন করেন। কো-মেটের সদস্যগণ এবং ভারতীয় ও য়ুরোপীয় বহু ভদ্রলোক ও মহিলা সভায় উপস্থিত ছিলেন অতিথিদের সংখ্যা সহস্রাধিক ছিল। বড়লাট ও বড় লাটপত্নী অতিথিদের সহিত করমর্দ্দন করেন অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত নৃত্য এবং গভর্ণরের ব্যাণ্ডের বাজ চলিতে থাকে।

পরদিন অপরাহ্নে সস্ত্রীক বড়লাট মাদ্রাজের গভর্ণর এবং লেডী বেণ্টিঙ্ক ষ্ট্যানলীর সহিত মোটরে গুইণ্ডী ঘোড়দৌড় খেলার স্থলে গমন করিয়া মাদ্রাজ রেসক্লাবের ষ্টুয়ার্ডদের সহিত ভোজন করেন।

ঝড়ে ট্রেণ দুর্ঘটনা

দক্ষিণ ভারত রেলপথের ডিষ্ট্রিক্ট-ট্রাফিক সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট জানাইতেছেন—'মায়াবরম-ট্রাঙ্কুইবার শাখার ট্রু ভুরোর ও তিরুভারি ষ্টেশনের মধ্যে ২৬২নং মিশ্র ট্রেণের চারখানি গাড়ী ১৫ই তারিখে প্রবল ঝড়ে উল্টাইয়া যায়। যাত্রীদের কেহ আহত হয় নাই। ২৪ ঘণ্টা যাতায়াত বন্ধ থাকিবে। যাত্রীদের অন্য পথে প্রেরণ অসম্ভব।

জাল নোট চালান এবং চুরি

একখানি জাল দশ টাকার নোট চালাইবার অভিযোগে অভিযুক্ত হরি কৃষ্ণ দাস আলিপুরের দায়রা জজ মিঃ আর, এইচ, পার্কার কর্ত্তৃক অব্যাহতি লাভ করে।

কতকগুলি বাসনপত্র চুরি করার অভিযোগে অভিযুক্ত কৃষ্ণ দাস নামে অপর এক ব্যক্তিও অব্যাহতি লাভ করে।

অভিযুক্ত কৃষ্ণকৃষ্ণ দাস 'দোষী নয়' বলিয়া জুরীগণ অভিমত প্রদান করেন।

অভিযোগে প্রকাশ, আসামীরা মানিকতলার এক দোকান হইতে কতকগুলি পিত্তলের বাসনপত্র ক্রয় করে এবং শিয়ালদহ ষ্টেশনে সেগুলির দাম মিটাইয়া দিবার অঙ্গীকার করে। দোকানের মালিক তাহাদের সহিত একজন কুলিকে প্রেরণ করেন। ষ্টেশনে পৌঁছিয়া উক্ত কুলিকে যে নোটখানি প্রদান করে, তাহা জাল বলিয়া প্রমাণিত হয়। তাহাকে তৎক্ষণাৎ পুলিসের হস্তে সমর্পণ করা হয়।

নদীয়া-প্রকাশ

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক
পারমার্থিক পত্র—
শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজে-
শতনয়স্তদ্ধাম-বৃন্দাবনম্,
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং
প্রেমা পুমর্থো মহান্,
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং
তত্রাদরো নঃ পরঃ॥

৮ম বর্ষ } ১৮ নারায়ণ গৌরাব্দ ৪৪৭, ৫ই পৌষ বঙ্গাব্দ ১৩৪০, ২০শে ডিসেম্বর ইং ১৯৩৩, বুধবার } ২৪৩ তম সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

শ্রীল মহেশ পণ্ডিতের শ্রীপাটে বিরহ-মহোৎসব

চাকদহ শ্রীল মহেশ পণ্ডিতের শ্রীপাটে তদীয় তিরোভাব মহোৎসব উপলক্ষে শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে যে-সকল বৈষ্ণব যোগদান করিয়াছেন তাঁহাদের নাম গতকল্য প্রকাশিত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত শ্রীযুক্ত গৌরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত বিনয়ভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত রাখালচন্দ্র দাসাধিকারী, শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ প্রমুখ বহু গৃহস্থভক্ত এবং ৪০।৫০ জন ভদ্রমহিলাও কলিকাতা হইতে আসিয়াছিলেন। শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে সুকণ্ঠ-কীর্ত্তনীয়া শ্রীপাদ প্রভুপদবিনোদ ভক্তিমধুর, শ্রীউপেন্দ্র চন্দ্র দাসাধিকারী, শ্রীঅভুক্তচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ভক্ত শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীনিত্যানন্দ গোস্বামী প্রমুখ কতিপয় মঠসেবকও তথায় গমন করিয়াছিলেন।

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি মহারাজের পাঠ, ব্যাখ্যা ও বক্তৃতায়, বহু ভক্তসহ নগর-সঙ্কীর্ত্তনে এবং শ্রীপাদ ভক্তিমধুর মহোদয়ের, উপদেশক প্রত্নবিদ্যালঙ্কার প্রভুর ও বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের সুললিত পদাবলী-কীর্ত্তনে ও সমাগত নিমন্ত্রিত অনিমন্ত্রিত শত শত ব্যক্তিকে মহাপ্রসাদ-প্রদান দ্বারা মহোৎসবটী সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে। গ্রামবাসী বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ ও জনসাধারণ মহোৎসবে যোগদান দ্বারা যথাযোগ্য সেবা-কার্য্যাদি সম্পন্ন করিয়া সহৃদয়তার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। মঠ-রক্ষক শ্রীপাদ হরিকিশোর ব্রজবাসী মহোদয়ের সেবোৎসাহ প্রশংসনীয়। স্থানীয় শ্রীযুক্ত আশুতোষ কর্মকার মহাশয় ও তাঁহার সহোদরত্রয় মহোৎসবের যাবতীয় ব্যয়ভার বহন করিয়া নিত্য সুকৃতি অর্জ্জন করিয়াছেন।

নগর-সঙ্কীর্ত্তন

শত শত ব্যক্তি যোগদান করায় নগর-সংকীর্ত্তনটী সুবৃহৎ হইয়াছিল। ঠাকুরের শ্রীপাট চাকদহ পরিক্রমা করিয়া সংকীর্ত্তন-বাহিনী খড়দহ-গ্রামে শ্রীল জগদীশ পণ্ডিত মহাশয়ের শ্রীপাটে উপস্থিত হ'ন। শ্রীশ্রীগৌরনিত্যানন্দ সপার্ষদে দুইবার যশড়া-গ্রামে আগমন পূর্ব্বক সঙ্কীর্ত্তন-বিহার, হরিকথা-কীর্ত্তন ও মহোৎসব করিয়াছিলেন বলিয়া কথিত আছে।

যশড়া শ্রীপাটের মন্দিরে শ্রীজগন্নাথদেব, শ্রীরাধারমণ-জিউ ও শ্রীল জগদীশের পত্নী 'দুঃখিনী'-মাতার স্থাপিত গৌর-গোপাল-মূর্ত্তি বিরাজিত। শ্রীল জগদীশ পণ্ডিত শ্রীমন্মহাপ্রভুর আদেশে নীলাচলে হরিনাম-প্রচার-কালে শ্রীজগন্নাথদেবের নিকট প্রার্থনা ফলে শ্রীজগন্নাথদেবের শ্রীমূর্ত্তি লইয়া আসিয়া অধুনা চাকদহ থানার অধীন গঙ্গাতীরস্থ যশড়া-গ্রামে শ্রীবিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন। প্রবাদ আছে যে, শ্রীল জগদীশ পণ্ডিত পুরুষোত্তম হইতে এই জগন্নাথ-বিগ্রহ যশড়া-গ্রামে একটী যষ্টিতে বহন করিয়া লইয়া আসেন। অদ্যাপি একটী যষ্টি শ্রীল জগদীশ পণ্ডিতের "জগন্নাথ-বিগ্রহ-আনা যষ্টি" বলিয়া যশড়ার সেবাইতগণ কর্ত্তৃক প্রদর্শিত হইয়া থাকে।

শ্রীল জগদীশ পণ্ডিত মহাশয়ের আনিত শ্রীজগন্নাথ-বিগ্রহ প্রথমতঃ গঙ্গাতীরে বট বৃক্ষের নীচে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। পরে গোয়াড়ী-কৃষ্ণনগরের প্রসিদ্ধ রাজা কৃষ্ণচন্দ্র শ্রীবিগ্রহের জন্য একটী মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া দেন। উক্ত মন্দিরটী জীর্ণ হইলে স্থানীয় উমেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের সহধর্ম্মিণী শ্রীযুক্তা মোক্ষদা দাসী গত ১৩২৪ সালে মন্দিরটী সংস্কার করাইয়া দেন। মন্দিরটী চূড়াবিহীন সাধারণ গৃহাকার বিশিষ্ট। সম্মুখে নাতিবিস্তৃত প্রাঙ্গণ আছে।

প্রকাশ, মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-চন্দ্র যখন যশড়ায় শ্রীল জগদীশ পণ্ডিত মহাশয়ের গৃহে শুভ পদার্পণ করিয়া নীলাচলে গমনোদ্যত হইলেন, তখন জগদীশ-পত্নী শ্রীযুক্তা দুঃখিনী শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের বিরহে অত্যন্ত কাতরা হওয়ায় মহাপ্রভু গৌরগোপাল-বিগ্রহ-রূপে যশড়া-গ্রামে দুঃখিনী-মাতার সেবা গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হ'ন। তদবধি শ্রীগৌর-গোপাল বিগ্রহ তথায় সেবিত হইতেছেন।

শ্রীল মহেশপণ্ডিতের শ্রীপাট হইতে সঙ্কীর্ত্তন-বাহিনী শ্রীল জগদীশ পণ্ডিতের পাটে গমন করিলে তথাকার সেবকগণ অতি আনন্দ-ভরে প্রণতি-পুরঃসর সঙ্কীর্ত্তনের সম্বর্দ্ধনা করেন। সঙ্কীর্ত্তনদল এইস্থানে প্রেমভরে অনেকক্ষণ নৃত্যগীতাদি করেন। তৎপর সকলেই শ্রীবিগ্রহের সম্মুখে দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া পুনরায় কীর্ত্তনসহ চাকদহে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। অপরাহ্ণে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি মহারাজের একটী পরম-শিক্ষাপ্রদ বক্তৃতা হইয়াছিল।

ঠাকুর হরিদাস

[গতকল্য সাময়িক প্রসঙ্গে প্রকাশিতাংশের পর]

শ্রীল হরিদাস ঠাকুর প্রভৃতি এত অত্যাচারেও সহিষ্ণু হইয়া কৃষ্ণনাম কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। তাঁহারা অক্রোধ, তাই কোন প্রকার প্রতিহিংসা না করিয়া বরং জীবের দুঃখে দুঃখিত হইয়া তাহাদের মঙ্গল প্রার্থনা করিতেন।

এ সব জীবেরে প্রভু করহ প্রসাদ।
মোর দ্রোহে নহু এ সবার অপরাধ॥

শ্রীল হরিদাস ঠাকুর শান্তিপুরের নিকট গঙ্গাতীরে ভ্রমণ করিয়া উচ্চৈঃস্বরে কৃষ্ণনাম কীর্ত্তন করিতেন। তাঁহার বৈরাগ্যের বিবরণ-বর্ণনে দেখিতে পাই 'বিষয় সুখেতে বিরক্তের অগ্রগণ্য। কৃষ্ণনামে পরিপূর্ণ শ্রীবদন ধন্য॥' অনেকেই বিষয়ভোগ-ত্যাগের অভিনয়কেই বৈরাগ্য মনে করেন। কিন্তু বৈরাগ্য দুই প্রকার ফল্গু ও যুক্ত। যেখানে দেহে আত্ম-বুদ্ধি আছে, অহৈতুকী ও অপ্রতিহতা ভক্তি-বৃত্তিটী উন্মেষিত হয় নাই এবং পরেশানুভব বা সম্বন্ধজ্ঞানের উদয় হয় নাই সেখানে বৈরাগ্যের যে ঠাট বাট দেখা যায় তাহার নাম ফল্গুবৈরাগ্য। যদি ভক্তি, পরেশানুভব ও বিরক্তি—এই তিনটী বৃত্তি যুগপৎ দৃষ্ট না হয় অথচ বৈরাগ্যের বাহ্য আকার দেখা যায় তাহা যথার্থ বৈরাগ্য নহে; উহা মর্কট বৈরাগ্য বা ফল্গুবৈরাগ্য অর্থাৎ প্রচ্ছন্ন-ভোগ ব্যতীত অন্য কিছু নহে।

বৈরাগ্যটী স্বরূপের বৃত্তি, যে-পরিমাণে আত্মার নিত্য বৃত্তি ভক্তি উন্মেষিতা হইবে সেই পরিমাণে পরেশানুভব বা দিব্যজ্ঞানের এবং যুক্তবৈরাগ্যেরও উদয় হইবে। সুতরাং যুক্তবৈরাগ্যটী বাহ্যিক চেষ্টা অনুকরণ করিবার ব্যাপার নহে। বিষয়ত্যাগের নাম বৈরাগ্য নহে, দৃশ্য-বিষয়গুলি কৃষ্ণসেবার উপকরণ জানিয়া তাহাতে ভোগবুদ্ধি বা বিষয়গুলি পরিত্যাগের বুদ্ধি ত্যাগ করার নাম বৈরাগ্য।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১৮ নারায়ণ ভূক্ত অনিরুদ্ধ

নিষ্ঠুরতা নহে, করুণা

বিচার-যোগ্যতা থাকুক আর নাই থাকুক, আমরা সকলেই বিচারকের আসন গ্রহণ করিতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা বোধ করি না। একটু লক্ষ্য করিলেই দেখিতে পাওয়া যায়, ঐ প্রকার কর্তৃত্ব করিবার স্পৃহা ভগবদ্বহির্মুখতায় লাভ পূজা প্রতিষ্ঠা 'ট্রেড-মার্ক' দ্রব্যত্রয়ের জন্যই হৃদয়ে আসন পরিগ্রহ করে। ঠিক 'ট্রেডমার্কের' দ্রব্যত্রয় জড়ভোগের পূতিগন্ধে পরিপূর্ণ থাকিলেও যে পর্য্যন্ত আমরা সাধুর পাদপদ্মে শরণাগত না হই, সে-পর্য্যন্ত ঐ পূতিগন্ধই আমাদের নিকট অতি সুগন্ধ বলিয়া মনে হয়। জাগতিক সাহিত্যিকগণের গবেষণাতে যে সকল প্রবন্ধের উৎস প্রকাশিত হয় তাহাতেও আমরা ঐ পূতিগন্ধপূর্ণ দ্রব্যত্রয়ের বহুমানন লক্ষ্য করিয়া থাকি। লাভ, পূজা ও প্রতিষ্ঠা—এই ত্রিবিধ লাড্ডু ত্রয় লাভের জন্য জগতে কত চেষ্টা, কত উদ্যম ও কত সাহস দৃষ্ট হইতেছে তাহার ইয়ত্তা নাই। ঐ লাড্ডু ত্রয়ের জন্য বসুন্ধরাকে শ্মশানে পরিণত করিতেও আমরা বিন্দুমাত্র ইতস্ততঃ করি না। ঐ লাড্ডু ত্রয় লাভের পথে দণ্ডায়মান হ'লে পিতাই হউন আর মাতাই হউন, পুত্রই হউক আর কন্যাই হউক, অথবা যে-কোন আত্মীয়ই হউক না কেন, তাহার আর রক্ষা নাই। অথচ ঐ জিনিষত্রয় যে আলেয়ার রূপসী মূর্ত্তির ন্যায় দূর হইতে উঁকি ঝুঁকি মারে, এতত্তপক্ষে জড়ভূমিকায় যে উহার নিত্য স্থায়িত্ব নাই তাহা আমাদের আদৌ লক্ষীভূত বিষয় হয় না। মানব! ইহাই কি তোমার বুদ্ধির পরিণতি?

জগতে আমরা পুত্রকন্যাদির পরিপালন করিয়া থাকি। এই পরিপালন—স্বার্থমূলক, ইহা অনেকেই বলিয়া থাকেন। কিন্তু প্রকৃতপ্রস্তাবে তাহাই কি? যদি তাহা হইত, তাহা হইলে কন্যারত্নের আবির্ভাবে কেন বিষাদকালিমায় আচ্ছন্ন, আর পুত্ররত্ন লাভ হইলে আনন্দের ফোয়ারা উত্থিত হয় কেন? আবার পুত্রাদি পরমার্থ লাভ করিয়া একাগ্রমনে হরিভজনে প্রবৃত্ত হইলে তাঁহাদের ভজনে বাধা-প্রদানের চেষ্টা পিতামাতার মধ্যে দৃষ্ট হয় কেন? তাঁহারা পুত্রকে ভগবৎসেবা হইতে চ্যুত করাইয়া আত্মসেবায় নিযুক্ত করাইতে প্রধাবিত হন কেন?

জাগতিক-বিচারে প্রবীণ, এই প্রকার অনেক ব্যক্তিকে বলিতে শুনা গিয়াছে—স্ত্রীর ভজন-মনসা কামিনী দুনিয়ার... বিজ্ঞীয়টী দৃষ্ট হয় না। যদি তাহাই হইত, তবে স্বামী যখন নিত্যমঙ্গলের পথে অগ্রসর হন তখন তাঁহাকে সেই পথ হইতে ফিরাইয়া আনিবার জন্য প্রবল প্রয়াস দৃষ্ট হয় কেন? মোহিনীমূর্ত্তিখানি দেখাইয়া, বিনাইয়া বিনাইয়া কাঁদিয়া স্বামীকে নিজের ভোগদাসে স্থাপনের চেষ্টা হয় কেন? তাহাতেও অকৃতকার্য্য হইলে 'গলায় দড়ি দিয়া মরিব' এই প্রকার বাক্যভঙ্গীতে ভয় প্রদর্শিত হয় কেন?

আমরা প্রায় সকলেই মনে করি, পুত্রের ন্যায় উপকারী আমাদের আর কেহই নাই। কিন্তু পিতা যখন স্বোপার্জ্জিত অর্থ ভগবৎসেবার জন্য ব্যয় করিতে মুক্তহস্ত হন, তখন তাঁহার প্রতি অকথ্য-প্রকারে গালিবর্ষণ ও যাহাতে তিনি সেই প্রকার কার্য্য কিছুতেই না করিতে পারেন তন্নিমিত্ত প্রবল অভিযান দৃষ্ট হয় কেন?

আমাদের পরমাত্মীয় পিতা, মাতা, স্ত্রী, পুত্র, কন্যা প্রভৃতি আমাদের যে কতটা উপকারী তাহা আমরা পরমার্থরাজ্যে প্রবেশ করিলে বেশ উপলব্ধি করিতে পারি। জগতের বান্ধবগণ বন্ধুতা প্রদর্শন করেন ততক্ষণ, যতক্ষণ না তাঁহাদের স্বার্থে আঘাত লাগে। স্বার্থে আঘাত লাগিলে যে অবস্থা হয়, তাহারই কয়েকটী চিত্র উপরে প্রদর্শিত হইল। অবশ্য ঐ চিত্রসমূহ ভগবৎপরায়ণ জনগণের প্রতি প্রযোজ্য নহে। কারণ স্বার্থগতি বিষ্ণুর উপাসনাই তাঁহাদের একমাত্র স্বার্থ হওয়ায় জাগতিক লাভ, পূজা, প্রতিষ্ঠা প্রভৃতির প্রতি তাঁহারা বিন্দুমাত্রও দৃক্‌পাত করেন না; তাঁহারা জানেন—মনুষ্যজীবন আহার, নিদ্রা, ভয় ও মৈথুন প্রভৃতি কার্য্যে ব্যয় করিবার জন্য নহে; মনুষ্যজীবন অতি সুদুর্লভ।

---

৮৪ লক্ষ যোনি পরিভ্রমণের পর একবার মনুষ্যজন্ম লাভ হয়; এই সুদুর্লভ মনুষ্যজীবনটী ভগবৎকৃপায় আমাদের সুলভ হইয়াছে, যেহেতু আমরা ইহা পাইয়াছি। এই মনুষ্যজীবনই একমাত্র পরমার্থদ। কোন জন্মে পরমার্থ-লাভের সুযোগ হয় না। কারণ মনুষ্যেতর পশ্বাদি-জন্মে বিবেকের অভাবহেতু ভগবত্‌জ্ঞান বা আত্মতত্ত্ব লাভ হয় না। আর দেবতাদি জন্মে ভোগের মাত্রা অতিমাত্রায় আছে বলিয়া তখনও ভগবদ্ভজনে আমাদের মতি নিযুক্তা হয় না। সুতরাং মনুষ্যজীবনের মত মহামূল্য জীবন আর নাই অথচ এই প্রকার অমূল্য জীবন কোন্ মুহূর্ত্তে যে শেষ হইবে তাহার কোন স্থিরতা নাই। সুতরাং বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি, অসময় সুসময় সকল সময়েরই একমাত্র বন্ধু শ্রীভগবানের বা তদভিন্ন শ্রীগুরুপাদপদ্মের বিধানে কোন প্রকার দোষ লক্ষ্য না করিয়া একাগ্রমনে তাঁহাদের সেবা করিয়া মনুষ্যজীবনের সার্থকতা সম্পাদন করেন।

যখন আমাদের কোন পুত্র-পৌত্রাদি জন্মগ্রহণ করে তখন আমরা তাহাদিগকে লইয়া আনন্দ-সাগরে ভাসমান হই। তাহাদের কচিমুখের হাসি, তাহাদের বিভিন্ন প্রকারের অঙ্গভঙ্গীর সহিত ক্রীড়া, আধ-আধ-স্বরে ডাক প্রভৃতি আমাদের মনকে যেন নন্দন-কাননে পৌঁছাইয়া দেয়। আবার যদি ভাগ্যচক্রে এহেন ভোগ-পুত্তলিকার মৃত্যু ঘটে তাহা হইলে আমরা আকুল-ক্রন্দনে ধরিত্রী বিদীর্ণ করিয়া থাকি, বিধাতার বিধানে দোষ বই গুণ আদৌ দর্শন করি না; বলিয়া থাকি পোড়া বিধি কেনই বা আমাকে এই প্রকার সোণার পুতুল দিলেন, আবার দুইদিন যাইতে না যাইতে কেনই বা আমার ক্রোড় হইতে তাহাকে ছিনাইয়া লইলেন, সুতরাং বিধাতার মত নিষ্ঠুর দুনিয়াতে আর দ্বিতীয়টী হ'তে পারে না। "ভগবান্ যাহা করেন মঙ্গলের জন্যই" এই কথাটা তখন আর আমাদের চিন্তা-রাজ্যে মোটেই স্থান পায় না।

শোকগ্রস্ত হৃদয়ে স্থান পাউক আর নাই পাউক, প্রকৃতিস্থ হইয়া বিচার করিলে আমরা দেখিতে পাইব—বিধাতার বিধানে মানবের অমঙ্গলকর কিছুই নাই। ছেলেরা যখন বাল্যকালে খেলাধূলায় প্রমত্ত থাকিয়া লেখাপড়া করিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করে তখন তাহাদের রুচি পরিবর্ত্তনের জন্য যদি মাতাপিতা চপেটাঘাত করেন তাহা হইলে কি তাঁহাদের নিষ্ঠুরতা প্রকাশ পায়? কখনই নহে। সেই প্রকার,—কে আমি, আমার পুত্রই বা কে, তাহার সহিত আমার বস্তুতঃ সম্পর্ক কি, এই সম্পর্ক কতদিনের জন্য, তাহার প্রতি আমার কর্ত্তব্য কি, ভগবান্ কে, তাঁহার প্রতিই বা আমার কর্ত্তব্য কি, জগতের সুখ-সম্পদ্ কয় মুহূর্ত্তের জন্য, প্রভৃতি বিষয়গুলি আলোচনা না করিয়া যখন আমরা জড়সুখ-মরীচিকার পশ্চাতে প্রধাবিত হই তখন পরম-করুণাময় শ্রীভগবান্ আমাদের মোহ-উৎপাদক সমগ্রীগুলি আমাদের নিকট হইতে ছাড়াইয়া লইয়া প্রকৃত-তত্ত্ব-সন্ধানের সুযোগ দেন। যাহাতে আমরা অনিত্য বস্তুতে নিত্য জ্ঞান না করিয়া নিত্যবস্তুর সহিত নিত্য সম্বন্ধ স্থাপন পূর্ব্বক নিত্যানন্দময় রাজ্যে নিত্যকাল অবস্থান করিতে পারি তাহার সুযোগ উপস্থাপিত করেন। সুতরাং এহেন করুণাময় ভগবানকে যদি আমরা 'নিষ্ঠুর' সংজ্ঞায় অভিহিত করি, তাহা হইলে আমাদের ন্যায় দুর্ভাগা আর কে? বৈষ্ণবগণ কিন্তু পুত্র-কলত্রাদির বিয়োগে কখনও শোকগ্রস্ত হ'ন না, কারণ তাঁহারা জানেন—তাঁহার যতক্ষণ ইচ্ছা ছিল ততক্ষণ তিনি উহাদিগকে আমার নিকট রাখিয়াছেন, এখন তাঁহার ইচ্ছা হইয়াছে তাই লইয়াছেন। তাঁহার জিনিষ তিনি লইয়াছেন তাহাতে আর আমাদের দুঃখ করিবার কি আছে? বরং উহা আনন্দেরই সংবাদ। তবে যে জিনিষের শুশ্রূষা করিবার ভার তিনি আমার উপর অর্পণ করিয়াছেন আমি যদি সেই জিনিষের যত্ন না করি অর্থাৎ তাঁহার প্রদত্ত পুত্র-পৌত্র-কলত্রাদিকে যদি ভগবদ্ভজনের সুযোগ না দিয়া আমার ভোগের জন্য নিযুক্ত করি, তাহা হইলে দুঃখ করিবার কারণ আছে বটে। বৈষ্ণবগণ সর্ব্বদা ভগবৎসেবায় নিযুক্ত সুতরাং আত্মীয়-স্বজনকেও যদি ভগবৎসেবায় নিযুক্ত করিতে পারেন তাহা হইলে তাঁহাদের হৃদয়ে বিমল আনন্দের উদয় হয়।

সদ্‌গুরুর পাদপদ্ম-আশ্রয় পূর্ব্বক ভগবৎসেবায় নিযুক্ত থাকিলে কি-প্রকার শোক-মোহ-ভয়বিনাশিনী উজ্জ্বল বুদ্ধির উদয় হয় তাহা আমরা শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণব-রাজসভার অন্যতম সম্পাদক শ্রীপাদ অপ্রাকৃত ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভুর চরিত্র আলোচনা করিলে বেশ বুঝিতে পারি। পাঠকগণ অবগত আছেন, তাঁহার একমাত্র তনয় শ্রীমান্ শ্যামসুন্দরের বিয়োগ হইয়াছে। এই শিশুটীর শারীরিক অবয়ব এত সুন্দর ছিল যে, জগতের মধ্যে ঐ প্রকার সুন্দর শিশু অতি অল্পই দৃষ্ট হয়। শিশুটী যখন কঠিন পীড়ায় শয্যাগত তখন গোস্বামিপ্রভু পাটনায় অবস্থান করিয়া শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষামৃত সর্ব্বসাধারণকে বিতরণ করিতেছিলেন। সেই সময় তিনি তাঁহার জননীর পত্র পান—"শ্যামসুন্দর প্রথমতঃ Tonsilitis এ আক্রান্ত হয়, তৎপর তাহার ডবল নিউমুনিয়া হয়। ৭ সাত দিন চিকিৎসার পরে উক্ত ব্যাধি নিরাময় হয়, কিন্তু অষ্টম দিবসে তাহাতে Typhoid (সান্নিপাতিক জ্বর) রোগের লক্ষণ দেখা যায়। এই রোগে ৩ দিন ভুগিবার পরেই যথাসাধ্য চিকিৎসা-সত্ত্বেও Convulsion আরম্ভ হয়। এই অবস্থায় সে আজ ২দিন অজ্ঞান আছে।" এই পত্র পাইয়া তিনি জননীদেবীকে লিখিয়াছেন,—"মা, শ্যামসুন্দরের কঠিন অসুখের সংবাদ পাইলাম। শ্যামসুন্দর যদি আমাদিগকে ছাড়িয়া চলিয়াই যায় তাহা হইলেই বা দুঃখ কি? যাঁ'র জিনিষ তিনিই লইবেন। তবে ... ভাল শিক্ষা হইবে।" আমরা মহাপ্রভুর সময় তাঁহার পার্ষদ শ্রীল শ্রীবাস-পণ্ডিতের আচরণে দেখিয়াছি, শ্রীবাস অঙ্গনে মহাপ্রভুর কীর্ত্তন-সময়ে শ্রীবাস-পণ্ডিতের তনয়-বিয়োগ হইলেও তিনি বিন্দুমাত্রও দুঃখ প্রকাশ করেন নাই;

পক্ষান্তরে পুত্রের বণিতাগণকে এই বলিয়া শাসাইয়া ছিলেন যে, যদি তাঁহারা কেহ পুত্রের জন্ত ক্রন্দন করেন এবং সেই ক্রন্দন-ধ্বনিতে যদি মহাপ্রভুর কীর্ত্তন ভঙ্গ হয় তাহা হইলে তিনি (শ্রীবাস) গঙ্গায় প্রবেশ করিয়া দেহত্যাগ করিবেন। বৈষ্ণবগণের পবিত্র চরিত্র আমাদের নিত্য আলোচ্য হউক, তাহা হইলে অনুভব করিতে পারিব যে—ভগবান্ কখনও নিষ্ঠুর নহেন, তিনি সর্ব্বদাই জীবের প্রতি কৃপালু; ভগবানের বা ভগবদ্-ভক্তের প্রতি নিষ্ঠুরতা-আরোপই জীবের পক্ষে নিষ্ঠুরতার পরিচয়। বৈষ্ণবগণ প্রেমভরে সেবায় নিযুক্ত থাকেন বলিয়া পুত্রের মৃত্যু শোক কখনও তাঁহাদিগকে স্পর্শ করিতে পারে না; তাঁহারা নিত্য শুদ্ধসত্ত্বে অবস্থান করেন।

"বাঞ্ছাকল্পতরুভ্যশ্চ কৃপাসিন্ধুভ্য এব চ।
পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো
নমো নমঃ।

শ্রীল পুরী মহারাজের বক্তৃতা

(৩)

তাঁহারা যাহা কিছু অর্থাদি, নৈবেদ্যাদি সংগ্রহ করেন তাহা কৃষ্ণের প্রীতির জন্যই। কৃষ্ণও ভক্তপ্রদত্ত সমস্ত দ্রব্য গ্রহণ করিয়া ভক্তবাঞ্ছা পূর্ণ করেন এবং তিনি, যে-বস্তু-সেবনের দ্বারা ভক্তের সেবাবৃত্তি নিত্য নবনবায়মান মূর্ত্তি ধারণ করিতে পারে চিন্ময় হইতে অভিন্ন-বস্তু সেই শ্রীমহাপ্রসাদ বা অনুগ্রহ প্রদান করেন, ভক্তগণও সেই মহাপ্রসাদ সেবা করিয়া সেবা-বৃত্তিতে নিত্য প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া নিজেকে ধন্য জ্ঞান করেন সুতরাং শরণাগত ভক্তের বিমল চিত্তবৃত্তিতে ও আচরণে সেবা ব্যতীত ভোগের বা ত্যাগের বিচার নাই। প্রাকৃত-দর্শনে আমরা তাঁহাদের চিদানন্দময় দেহকে রক্তমাংসময় দেখিলেও বস্তুতঃ তাহা নহে। আমাদের ন্যায় তাঁহারা স্থূল সূক্ষ্ম-উপাধিযুক্ত নহেন সুতরাং স্থূল-সূক্ষ্মদেহের রক্ষার উপযোগী স্থূল-সূক্ষ্ম-ভোগোপকরণও তাঁহাদের আবশ্যক হয় না; অতএব ভগবানকে পালক ও রক্ষকরূপে বরণ করা অর্থে—স্থূল-সূক্ষ্ম-ভোগোপকরণের প্রার্থনা এরূপ বুঝিতে হইবে না। আবার বিষ্ণু হইতে অভিন্ন চিন্ময় শ্রীমহাপ্রসাদ আমাদের প্রাকৃত-দর্শনে স্থূল বলিয়া দৃষ্ট হইলেও তাহা স্থূল নহে। ভক্তের দেহ যে চিদানন্দময় এবং মহাপ্রসাদ যে বিষ্ণু হইতে অভিন্ন বস্তু অর্থাৎ প্রাকৃত বা স্থূল নহেন তাহার প্রমাণ নিম্নে লিখিত হইল।

প্রাকৃত নহে ভক্ত-দেহ আত্ম-সমর্পণে।
সেইকালে কৃষ্ণ তারে করে আত্মসম॥
সেই দেহ করে তার চিদানন্দময়।
অপ্রাকৃত দেহে তাঁর চরণ ভজয়॥
(চৈঃ চঃ)

"প্রসাদস্থিতিকায়াং হি যথা বিষ্ণুস্তথৈব তৎ"
(হঃ ভঃ বিঃ ধৃত বিষ্ণুপুরাণ-বচন)

যাঁহারা কৃষ্ণৈকশরণ শ্রীবাসাদি ভক্তের অনুসরণ না করিয়া কেবলমাত্র অনুকরণ করিবেন, কেবল মুখে বলিবেন 'আমি কৃষ্ণৈকশরণ' কিন্তু অন্তরে দেহে আত্মবুদ্ধি বা ভোক্তা-অভিমান পূর্ণমাত্রায় আছে, দৃশ্যবস্তুকে ভোগ্যরূপে দর্শন করেন, ভগবানকে সেব্যজ্ঞানের পরিবর্ত্তে ভোগের সরবরাহকারী মাত্র জ্ঞান করিয়া ভোগাবস্তু-প্রার্থনামূলে নিজকে কৃষ্ণৈকশরণ বলিয়া পরিচয় দান করেন তাঁহাদের কপটতা কিরূপভাবে প্রকাশিত হয় তাহা বুঝাইবার জন্ত একটী ঘটনার উল্লেখ করিতেছি।

— · —

এক সময় জনৈক শরণাগত ভক্ত শ্রীশ্রীব্রজমণ্ডলের বারবন ভ্রমণ করিতে করিতে যমুনার অপর পার হইতে বৃন্দাবনে মদনমোহন, গোবিন্দ ও গোপীনাথ দর্শন করিবার জন্ত আগমন করিতেছেন, তিনি কৃষ্ণবিরহে ব্যাকুল হইয়াও অশ্রুপুলকের সহিত উচ্চৈঃস্বরে কৃষ্ণনাম কীর্ত্তন করিতে করিতে নৌকায় আরোহণ না করিয়াই যমুনা পার হইলেন। ইহা দেখিয়া অপর এক ব্যক্তি বিচার করিলেন প্রত্যহই আমাকে দুইবার যমুনা পার হইতে হয়, তাহাতে নৌকা-ভাড়া দৈনিক এক আনা লাগে, আজ হইতে আমি পয়সা খরচ করিয়া আর যমুনা পার হইব না, বাবাজী মহাশয়ের মত উচ্চৈঃস্বরে নামাক্ষর কীর্ত্তন করিব তাহা হইলেই তাঁহার মত আমারও কাপড় চোপড় ভিজিবে না, আমিও অনায়াসে পার হইয়া যাইব। এই বিচার করিয়া সেই ব্যক্তি বাবাজী মহাশয়ের অনুকরণ করিয়া উচ্চৈঃস্বরে নামাক্ষর উচ্চারণ করিতে করিতে জলে নামিলেন কিন্তু তাঁহার কাপড়ের দিকেই দৃষ্টি আছে, পাছে কাপড় ভিজিয়া যায় এই আশঙ্কায় তিনি ক্রমশঃ কাপড় গুটাইতে গুটাইতে সাঁতার-জলে পড়িলেন, পরে বেগতিক দেখিয়া সাঁতার দিয়া কোন প্রকারে কেবৎ আসিয়া আবার নৌকাযোগেই পার হইলেন।

পূর্ব্বোক্ত ব্যক্তি বাবাজী মহাশয়ের অনুসরণ করেন নাই, তিনি ভাবিলেন বাবাজী মহাশয় নদীপার হইবার বুদ্ধি লইয়াই ঐ নাম উচ্চৈঃস্বরে কীর্ত্তন করিতেছেন সুতরাং আমি তাঁহার অনুকরণ করিয়া নদী পার হইব কিন্তু অনুসরণ না করিয়া অনুকরণ করিবার জন্ত উক্ত দুর্গতিতেই ঐ অবস্থা ঘটিল। বাবাজী মহাশয় কৃষ্ণবিরহে উচ্চ-কীর্ত্তন করিতে করিতে বাহ্যহারা হইয়াছিলেন তিনি বালির উপর হাঁটিতেছেন কি জলের উপর হাঁটিতেছেন এ জ্ঞান তাঁহার ছিল না, কৃষ্ণনাম-কীর্ত্তন করিয়া নৌকার সাহায্য ব্যতীত তিনি যমুনা পার হইবেন এ ইচ্ছা বা এই প্রার্থনা তাঁহার ছিল না কিন্তু তাঁহার কোন প্রার্থনা না থাকিলেও শ্রীনামের অবান্তর-ফলে তিনি অনায়াসে যমুনা পার হইলেন মাত্র; সেইরূপ চিদানন্দস্বরূপ শরণাগত ভক্ত সর্ব্বক্ষণ কৃষ্ণেন্দ্রিয়-তর্পণে রত, তাঁহাদের নিজেন্দ্রিয়-তর্পণের কোন চেষ্টা নাই সেই ক্ষেত্রেই শ্রীভগবান্ তাঁহাদিগকে শ্রীমহাপ্রসাদ বা অনুগ্রহ নিজে বহন করিয়া দেন কিন্তু যাঁহারা শরণাগতের অনুসরণ না করিয়া অনুকরণ পূর্ব্বক শ্রীবাস পণ্ডিতের ন্যায় হাতে তিনটী তালি দিয়া চুপচাপ কিছুক্ষণ বসিয়া থাকেন এবং কতক্ষণে ভগবান্ আমার ভোগের ইন্ধন পাঠাইবেন কেবল এই চিন্তা করেন তাঁহাদের শরণাগতি করেক ঘণ্টার জন্ত, পেটের জ্বালা হইলেই তাঁহাদের কপটতা প্রকাশিত হয় তখন খাদ্যদ্রব্য সংগ্রহের জন্ত ছুটাছুটী করিতে থাকেন। অবশ্য শ্রীভগবান্ বিশ্বম্ভর; অনন্তকোটী বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে যত জীব আছে সকলকেই তিনি ভরণ-পোষণ করিতেছেন তাই তাঁহার নাম বিশ্বম্ভর কিন্তু এ বিচার এ দর্শন শুদ্ধভক্ত ব্যতীত অন্ত কাহারও নাই।

মোটকথা 'কৃষ্ণৈকশরণতা' স্বরূপের বৃত্তি, বদ্ধাবস্থায় ঐ বৃত্তিটী সুপ্ত থাকে তৎকালে কৃত্রিমভাবে অনুকরণ করিবার চেষ্টা করিলেও 'কৃষ্ণৈকশরণ' হওয়া যায় না। কৃষ্ণৈকশরণ শ্রীগুরু-বৈষ্ণবের নিষ্কপট সেবা-ফলেই কৃষ্ণৈকশরণ হওয়া যায়।

তাতে কৃষ্ণ ভজে করে গুরুর সেবন।
মায়াজাল ছুটে পায় কৃষ্ণের চরণ॥

দু'একটী সন্দেশ

(১)

জগতে যখন যে ধুয়া উঠে, গড্ডালিকাপ্রবাহ মনোধর্ম্মচালিত জগৎ তাহাই সায় দিয়া থাকেন। অনেকে হুজুগটাকেই ধর্ম্ম বলিয়া মনে করেন, আবার কেহ কেহ মুখে হুজুগকে গর্হণ করিলেও কার্য্যক্ষেত্রে হুজুগেই গা ঢালিয়া দেন।

মানব স্বভাবতঃই অনুকরণপ্রিয়। ঐ যে একবৎসরের শিশু হামাগুড়ি দিতে দিতে জগতের অভিজ্ঞতায় তাঁহার লুটিয়া দিতে চাহিতেছে, তাহাও তাহার সেই অনুকরণ।

— —

মানবের স্বভাবই এই যে, সে ভাল না কোন কাজ একা কর্ত্তে, একা কোনও কার্য্যে সে হৃদয়ে বল পায় না, কোনও একটা অসৎ কাজও যদি দশজনে করে, মানুষ সেটাই কর্ত্তে ভালবাসে। মানুষের যেন এটা একটা অস্থিমজ্জাগত প্রবৃত্তি।

———

আমরা জগতে তিন প্রকার জীবের কথা শুনে থাকি। পশুপক্ষী প্রভৃতি ইতর প্রাণী, মানুষ আর দেবতা; আরও জানি যে, পশু-পক্ষী হ'তে মানুষ শ্রেষ্ঠ; মানুষ হ'তে দেবতা শ্রেষ্ঠ।

———

আমরা সকলেই চাই ভাল হ'তে, উন্নত হ'তে। এটাও একটা মানুষের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি। আমাদিগকে কেহ 'পশু' বল্লে আমরা তার বিরুদ্ধে আমাদের মানহানির মোকদ্দমা রুজু করিতে ত্রুটী করি না। আবার শুধু মানুষ বল্লেও আমরা সন্তুষ্ট হই না। যদি আমাদিগকে কেউ দেবতা বলে, তবে আমাদের অত্যন্ত আনন্দ হয়।

———

পশুর স্বভাব—আহার, নিদ্রা, অপর পশু হইতে আত্মরক্ষা, ইন্দ্রিয়তর্পণ এই সব। পশুপক্ষীরা নিজেদের আহার সংগ্রহ করে; শাবকাদির জন্ত নানাস্থান হইতে খাদ্য কুড়াইয়া লইয়া শাবকদের খাওয়ায়, খড়কুটা সংগ্রহ বা গিরিগহ্বরে অনুসন্ধান বা গর্ত্তাদি খনন করিয়া নিজ নিজ বাসস্থান নির্ম্মাণ করে। একজাতীয় পশু একত্র থাকিতে ভালবাসে এবং নিজদিগকে রক্ষা করিবার জন্ত অপর-জাতীয় পশুকে তাড়াইয়া দেয়। মধুমক্ষিকা, বানর প্রভৃতি ইতর প্রাণীর ভিতরে একতা, আহারাদি সংগ্রহের জন্ত সুশৃঙ্খল কার্য্যপ্রণালী দেখিতে পাওয়া যায়।

অনেক ইতর প্রাণীর ভিতর এইরূপ অপরের প্রতি ভালবাসা, সৌহার্দ্দ, বিশ্বস্ততা প্রভৃতি দেখা যায় যে, অনেক মানুষের ভিতর অনেক সময় সেগুলি দেখা যায় না। অনেক পশু দেখিতে পাওয়া গিয়াছে যে, তাহারা নিজপ্রাণ পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিয়াছে, তথাপি তার নির্দ্দিষ্ট কর্ত্তব্য কার্য্য হইতে ভ্রষ্ট হয় নাই। আমরা অনেকেই এই এই সকল সত্য ঘটনা দেখিয়া, শুনিয়া বা পুস্তকে পড়িয়া বিস্মিত হই, আমাদের ধারণায় এ সবই খুব উচ্চ কথা।

কলিকাতা বাজার দর

লোহ হার্ডওয়ার

২৪শে অক্টোবর ১৯৩৩

টাটার তৈয়ারী— প্রতি হন্দর।

লোহার কড়ি (জয়েষ্ট বা বীম)

মার্কা ৫।৶০—৫॥৶০

ঐ বে-মার্কা হালকা ওজন ৪।৶০—৪॥৶০

বরগা (টী-আয়রণ) ৬৸০—৬।০

এঙ্গেল আয়রণ (কোনা) ৫৸৶০—৬।৶০

গ্যালভ্যানাইজড করগেট টিন—

২২ গেজ ৬ হইতে ১০ ফুট ১১।৶০

২৪ গেজ „ „ ১০৸৶০

২৬ গেজ „ „ ১২

২৪ গেজ আর, পি, ডি, মার্কা ১২৸৶০

২৪ গেজ গ্যাঃ প্লেন শীট— ১১।৶০

২৬ গেজ „ „ ১২।০

১৮ গেজ ও ৩০ গেজ ঐ— ১৩৲—১৬৲

বাগান ঘেরা কাঁটাতার ১০০

পাউণ্ড বাঃ ৮৸০

ষ্টীল পাটী ৬৲৶—৬।০

„ বোলটু (গোল) ৬৲৶—৬॥০

„ গরাদে (চৌকা) ৬৶০—৬৲।০

„ গোল রড ৶০—।৶০ সূতা ৫৶০—৫॥০

„ টানা রড-

চৌকা ৶০—।৶০ ঐ ৫৶০—৫॥০

„ গাঁথুনি চাল ৭৲—৭৸০

„ প্লেট—তিন সূতা মোটা

পর্য্যন্ত ৭।০—৭।০

„ চাদর ৩-১৬ খানা বাণ্ডিল ৯৸৶—১০৲

ষ্টীং ষ্টীল ৮।০—৯৲

চাক্ রাউণ্ড ৫৸৶—৬৲৶০

তারের পেরেক ১—৬ ইঞ্চি ৯—৯৸০

প্যাটেণ্ট পেরেক ২—৮ ইঞ্চি ১২।০—১৫॥০

ঢালাই কড়া ১ হইতে ১০ নং ২॥০ সাইজ

কোদাল ৪, ৫, ৬, ৭৸৶০ ৮৸৶০ ৯৸৶০ ডজ:

ঐ তিন পাউণ্ড ৬৲ পেঃ বিঃ ৬।৶০ „

গ্যাঃ প্লেন বালতি ৭—১২ ইঞ্চি ১॥৶০ ৩॥৶০

ঐ রিভিট „ ৭—১২ ইঞ্চি ২৲—৭৲ „

লোহার চেয়ার রডের গোল ও

চৌকা ৮॥০— „

ঐ তাসের লোহার সিট ১৫৲ „

ঐ তেনেস্তা (কাঠের সিট) ১৮৲ „

লোহার স্ক্রুপ ॥—৩ ইঞ্চি ৴১০—॥৶০ গ্রোস

ঐ কব্জা ৭৩ নং

১॥—৪ ইঞ্চি ।১০—৸৶১০ পেঃ ডজন

গ্যাঃ তার ১৬—২২ নং

(গেজ) ১২৲—১৩৲ হন্দর

গ্যাঃ রিজিং (মটকা)

১২ ইঞ্চি ।৶৫—॥৶০ পীস

গ্যাঃ গাটারিং বা ডোঙ্গা

৬ ইঞ্চি ।০—৸৶০ „

গ্যাঃ স্ক্রুপ ১॥০—২॥০ ইঞ্চি ২৩৲—২৯৲ হন্দর

গ্যাঃ জলনালির চাকি ১১॥০—১৬৲ „

গ্যাঃ বোল্ট-নাট ৸—৬ ইঞ্চি

৸৶১০—১৶০ গ্রোস

ঢালাই রেলিং ৩॥০—৭॥০ হন্দর

ঐ স্ক্রু ওয়াটার পাইপ

৩ ইঞ্চি ৶১০ ও ৪ ইঞ্চি ।১০ ফুট

টিউব ওয়েলের জন্য গ্যাঃ

পাইপ১॥ ইঞ্চি ।৶৫ ফুট

পাম্প ৪নং ১২॥০ ৫নং ১৪৲ ৬নং ১৬৲

৩০—৮০ বাটখারা ৶:৫ সাট ২।০-২॥০ মণ

কেরোসিন

ঘোড়ার প্রত্যেক বাক্স (২ টিন) ৯৲৬

পুষ্পা মার্কা „ ৬॥০

ভিক্টোরিয়া „ ৬৲

সোণার দর

পাকা সোণা ৩০৸৶

গড়াল ৩০৸

চিনা পাত ৩২।০

রূপার দর

রূপা প্রতি ১০০ ভরি ৫৫৶০

ঐ খুচরা ৫৶০

কোম্পানীর কাগজ

৩॥০ সুদের কাগজ ৮১৶

৩॥০ নূতন ঋণ (১৯৪৭-৫০) ৯১।০

৪৲ „ ঋণ (১৯৬০-৭০) ৯৭৲

„ বণ্ড (১৯৩৫ ১০৪॥৶০

ডিবেঞ্চার

৫৲ সুদের (১৯৫৬ ৮৬) কলিকাতা পোর্ট-

ট্রাষ্ট ডিবে:— ১০২॥৶০

ব্যাঙ্ক

ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক (ফর্ণাট) ২২৪॥০

সেণ্ট্রাল ঐ ২২৲

কাপড় ও সূতার কল

এলগিন মিল ৪৫৲

পাট কল

হাওড়া ৫০৲

অকল্যাণ্ড ১৯৫৲

বালী ১৬২৲

বরানগর ১৫০৲

ক্লাইভ ৩৭০৲

গৌরী ২৪৩৲

ক্লাইভ ২৮।০

ডালহৌসিয়া ৪০৮॥০

কেন্টা ৪০৫৲

কৃষ্ণনগর নবদ্বীপঘাট রেলওয়ে সময়

কৃষ্ণনগর হইতে নবদ্বীপঘাট

স্টেশন					
কৃষ্ণনগর সিটি—	৬-৪৫	১০-৪৪	১৩-২২	১৭-৩৮	২০-১৬
কৃষ্ণনগর রোড—	৬-৫৬	১০-৫৫	১৩-৩৩	১৭-৪৭	২০-২৫
আমঘাটা—	৭-১৫	১১-১৬	১৩-৫১	১৮-৩	২০-৪১
মহেশগঞ্জ—	৭-১৪	১১-২১	১৪-০	১৮-৯	২০-৪৭
নবদ্বীপঘাট—	৭-৩৩	১১-৩০	১৪-৯	১৮-১৬	২০-৫৫

বিশেষ দ্রষ্টব্য—নবদ্বীপঘাট ষ্টেশন অপেক্ষা মহেশগঞ্জ ষ্টেশন হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরের দূরত্ব অনেক কম। শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে যাহাদিগকে রাণাঘাটে ট্রেণ বদল করিতে হয়, তাঁহারা রাণাঘাটে প্রাতঃ ৫-৫০, ৮-১৪, ৯-৪৬, ১৬-৪৮, ১৮-৩৯ এবং ০-৩২ মিনিটের সময় গাড়ী পাইবেন।

শান্তিপুর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে শান্তিপুর ষ্টেশনে ৫-৪০, ৯-২৯, ১২-২৫, ১৬-৪ এবং ১৮-৪১ মিনিটের সময় ট্রেণ পাওয়া যায়।

নবদ্বীপঘাট হইতে কৃষ্ণনগর

স্টেশন					
নবদ্বীপ ঘাট—	৫-৩৫	৯-২৫	১২-১০	১৫-৩৪	১৮-৪৫
মহেশগঞ্জ—	৫-৪৩	৯-৩৩	১২-১৯	১৫-৪১	১৮-৫৩
আমঘাটা—	৫-৪৯	৯-৩৯	১২-২৬	১৫-৪৮	১৯-৫
কৃষ্ণনগর রোড—	৬-৫	৯-৫৫	১২-৪৩	১৬-৪	১৯-২৪
কৃষ্ণনগর সিটি—	৬-১৩	১০-৩	১২-৫১	১৬-১২	১৯-৩৫

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে—ডাঃ কৃষ্ণকান্ত ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম ভক্তিশাস্ত্রী এল. এম. এফ. কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

৫ই পৌষ বুধবার, ১৩৪০

পুলিসের দারোগাকে প্রহার

প্রথম শ্রেণীর ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত আর, পি, সিংহের এজলাসে পুরা ১ সপ্তাহ ধরিয়া একটি লোমহর্ষণ মামলার শুনানী চলিতেছিল। মামলায় কালিকাপুর থানার দারোগা শ্রীযুক্ত কালীপ্রসাদ ফরিয়াদী এবং উক্ত গ্রামের ২৬ জন কুম্ভকার আসামী।

মামলার বিবরণে প্রকাশ, দারোগা গত ৩০শে আগষ্ট রাত্রিতে তাহার ভাড়া লওয়া বাসায় তাহার প্রণয়িনী শ্যামলীর সহিত নিদ্রা যাইতেছিল। রাত্রি প্রায় ১১টার সময় গ্রামের কুম্ভকারেরা হঠাৎ উক্ত ঘর ঘেরাও করে। দারোগা ও তাহার প্রণয়িনী পার্শ্ববর্ত্তী কোন বাড়ীতে পলাইয়া যায়। কিন্তু তাহারা তাহাদিগকে তথা হইতে বাহির করিয়া আনিয়া বিষম প্রহার করে। প্রহারের অল্প পরে দারোগা মালতী নামে আর একটি বালিকাকে তাহার নিকটে বসিয়া থাকিতে দেখে। সেও আহত ছিল। কিন্তু দারোগা বা তাহার সাক্ষীরা এ পর্য্যন্ত জানিতে পারে নাই, বালিকা কোথা হইতে তথায় আসে।

আরও অভিযোগ করা হইয়াছে যে, দারোগা, তাহার প্রণয়িনি ও মালতীকে একটা বাঁশ দিয়া বাঁধিয়া টাটানগরে কর্ত্তৃপক্ষের নিকট উপস্থিত করিবার জন্য জোর করিয়া আনা হয়।

প্রধান আসামী মহেন্দ্র বলিয়াছে, তাহার স্ত্রী মালতী এখনও নাবালিকা। দারোগা চরিত্রহীন ব্যক্তি। সে ইতোমধ্যে শ্যামলী নামে কুম্ভকারদের একটি স্ত্রীলোকের চরিত্র নষ্ট করিয়াছে। শ্যামলীর স্বামী এখনও জীবিত। দারোগা ঘটনার রাত্রিতে তাহার স্ত্রী মালতীকে অসদুদ্দেশ্যে ফুসলাইয়া লইয়া যায়। সে দারোগাকে তাহার প্রণয়িনীর ঘরে দেখিতে পায়। অতঃপর তাহার ডাকাডাকিতে অপর কুম্ভকারেরা আসে এবং দারোগা, মালতী ও শ্যামলীকে প্রহার করিয়া তাহাদিগকে বাঁধিয়া আনে। তাহাদিগকে কর্ত্তৃপক্ষের নিকট উপস্থিত করিবার জন্য বাঁশ দিয়া বাঁধিয়া আনা হয়।

সেখানে দারোগা স্বীকার করিয়াছে যে, সে যখন মোহনপুর থানায় ছিল, তখন তাঁতীদের একটি স্ত্রীলোক তাহার প্রণয়িনী ছিল। চক্রধরপুর থানাতেও তাহার একটি রক্ষিতা ছিল। শ্যামলী—তাহার বর্ত্তমান প্রণয়িনী বিবাহিতা। তাহার স্বামী নিকটেই বাস করে। শ্যামলী সরকারী বাসায় ৪ কিং বৎসর যাবৎ বাস করিতেছিল। গত এপ্রিল পর্য্যন্ত সে তথায় থাকিত।

ঘটনাস্থল হইতে ডাকিলে থানার লোকে শুনিতে পায় কিন্তু সে ঐ প্রহার প্রভৃতির কোন সংবাদ থানায় পাঠায় নাই। সহকারী দারোগার নিকটও কোন অভিযোগ করে নাই। গোলমাল শুনিয়া সহকারী দারোগা তাঁহার নিকট আসিয়াছিলেন।

সহকারী দারোগা জেরায় বলেন, তিনি গোলমাল শুনিয়া ঘটনাস্থলে যান। তথায় দারোগা, শ্যামলী ও মালতী আহত অবস্থায় বসিয়াছিল। সাক্ষী দারোগাকে কারণ জিজ্ঞাসা করিলে সে (দারোগা) বলে, সে কেন প্রহৃত হইয়াছে, তাহা জানে না, তাহার আদেশ দিবার মত কিছু নাই। সহকারী দারোগা তখন থানায় ফিরিয়া যান; তিনি দারোগার প্রহারকারীদিগকে গ্রেপ্তার বা গ্রেপ্তারের চেষ্টা করেন না। তিনি প্রাথমিক সংবাদ লিপিবদ্ধ করেন নাই কিংবা উর্দ্ধতন কর্ত্তৃপক্ষকে সে সংবাদ পাঠান নাই।

ডাক বিভাগের ওভারসিয়ার সাক্ষ্যে বলিয়াছেন ঘটনার রাত্রিতে জনতা এইরূপ বলিতেছিল যে, দারোগা মালতীকে তাহার স্বামীর বাড়ী হইতে আনিয়াছে; মালতীকে দারোগার প্রণয়িনীর ঘরে দারোগার সঙ্গে ধরা গিয়াছে।

আসামী মহেন্দ্রের স্ত্রী মালতী আদালতের সাক্ষীরূপে সাক্ষ্য প্রদানকালে বলিয়াছে, সে রাত্রিতে তাহাকে দারোগার ভাড়া লওয়া ঘরে ধরিয়া ফেলা হয়। সেখানে শ্যামলী অবস্থান করিত। তাহাকে ও দারোগাকে তথায় প্রহার করা হয়। তাহার বয়স ১৫ বৎসরের অধিক নহে।

স্বামি-হত্যাকারিণীর প্রাণদণ্ডের আদেশ

লাহোর কোর্টের চৌকীদার মহম্মদ আলম লাহোর-নিবাসিনী বেগম জানকে, তাহার স্বামীকে বিষ খাওয়াইবার জন্য প্ররোচিত করে। ঐ উদ্দেশ্যে সে তাহাকে এক টুকরা সাদা সেকো বিষ দেয়। স্ত্রীলোকটি তাহার স্বামীর খাদ্যদ্রব্যের সহিত তাহা মিশাইয়া দেয়। তাহার স্বামী গত ৩রা মার্চ্চ প্রাতে সেই খাদ্যদ্রব্য খাইয়া কাজ করিতে যায়। কিন্তু কার্য্যস্থলে যাইয়া সে বমি করিতে থাকে ও নিস্তেজ হইয়া পড়িলে তাহার একজন সহকর্ম্মী তাহাকে বাড়ী পৌঁছাইয়া দেয়। সেই দিন সন্ধ্যাকালে সে মারা যায়; কোন ডাক্তার ডাকা হয় না। পরদিন প্রাতে মৃতদেহের কবর দেওয়া হয়।

প্রায় ১৫ দিন পরে লাহোর পুলিস এই মর্ম্মে এক বেনামী পত্র পায় যে, উক্ত মৃত্যু সন্দেহজনক অবস্থায় ঘটিয়াছে। পুলিস তদন্ত আরম্ভ করে এবং শেষে মৃতদেহ কবর হইতে উঠায়।

রাসায়নিক পরীক্ষকের পরীক্ষায় প্রতিপন্ন হয় যে, মৃত্যু বিষভক্ষণের ফলে ঘটিয়াছে। ফলে মৃতের স্ত্রী বেগম জান ও মহম্মদ আলমকে গ্রেপ্তার করা হয়।

স্ত্রীলোকটি ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট স্বীকারোক্তি করে এবং মহম্মদ আলম কর্ত্তৃক বিষ আনয়নের কথাও বলে।

দায়রা জজ মিঃ মার্টিন বেগম জানকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করেন ও চৌকিদারকে মুক্তি দেন।

আরামবাগে কারাদণ্ড

আইন অমান্য সংক্রান্ত কার্য্যকলাপের জন্য শ্রীযুক্ত জ্যোতিষচন্দ্র রায়, কৃপালচন্দ্র বসু, বিষ্ণুপদ বন্দ্যোপাধ্যায়, কমলচন্দ্র শ্রীমানি, তারাপদ বন্দ্যোপাধ্যায়, দুর্য্যোধন মণ্ডল, সতীশচন্দ্র মণ্ডল, গৌরচন্দ্র সামন্ত ও অপর দুই জন আরামবাগের মহকুমা হাকিম কর্ত্তৃক সাধারণের নিরাপত্তা রক্ষা আইন অনুসারে ছয় মাস করিয়া সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছে।

বেঙ্গল কটনমিলস এসোসিয়েসন

বাঙ্গলার কাপড়ের মিল সমূহের প্রতিনিধিবর্গ ও বস্ত্রশিল্পের স্বার্থসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণের এক সম্মেলনে বাঙ্গলাদেশে বস্ত্রশিল্প সংরক্ষণ সম্পর্কে "বেঙ্গল কটন মিলস এসোসিয়েসন" নামক একটি সমিতি গঠিত হয়।

গত শুক্রবার বিকালে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান কলেজে আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের সভানেতৃত্বে উক্ত সম্মেলনের অধিবেশন হয়।

আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র উক্ত সমিতির সভাপতি এবং বাসন্তী কটন মিলের ম্যানেজিং ডিরেক্টর শ্রীযুক্ত শৈলেন মিত্র উক্ত সমিতির সম্পাদক নির্বাচিত হন। সমিতির নিয়মাবলী তৈয়ারী করিবার জন্য কয়েক ব্যক্তিকে লইয়া একটি সাবকমিটি গঠিত হয়।

আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র তাঁহার উদ্বোধনী বক্তৃতায় বলেন যে, মোদী ল্যাঙ্কাশায়ার চুক্তিতে এবং বর্ত্তমানে জাপানী ও ভারতীয় প্রতিনিধিগণের মধ্যে যে আলোচনা চলিতেছে তাহাতে বাঙ্গলার স্বার্থ কিরূপ ক্ষুণ্ণ হইবার সম্ভাবনা তাহা প্রতীয়মান হইতেছে।

শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন [illegible] ওঝা, মাড়োয়ারী এসোসিয়েশনের সভাপতি রায়বাহাদুর রামদেও চোখানী, ঢাকেশ্বরী কটন মিলের ম্যানেজিং ডিরেক্টর মিঃ জে, পি ছত্রিয়া, মোহিনী মিলের ম্যানেজিং ডিরেক্টর শ্রীযুক্ত গিরিজাভূষণ চক্রবর্ত্তী, মিঃ জে, সি গুপ্ত, শ্রীযুক্ত নেলী সেনগুপ্তা ও মেসার্স কেটালওয়েল বুলেন কোম্পানীর প্রতিনিধি মিঃ জি ডি গার্ডেনার উক্ত সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন।

শ্রমিকের শোচনীয় মৃত্যু

গত ১২ই ডিসেম্বর অতি শোচনীয় ভাবে একটা মৃত্যু হইয়াছে।

একটি রাস্তা মেরামতের জন্য জনৈক শ্রমিক এ্যাসফাল্টামের সহিত পাথর মিশাইতে ছিল একটী প্রকাণ্ড কটাহের মধ্যে এ্যাসফাল্টম ফুটিতেছিল হঠাৎ শ্রমিকটী শরীরের টাল সামলাইতে না পারিয়া ঐ কটাহের মধ্যে পড়িয়া যায়। এই মর্ম্মন্তুদ ঘটনা তাহার সহকর্ম্মীদের চক্ষের সম্মুখেই ঘটে হতভাগ্যকে কটাহ বাহির করা হইলে দেখা যায়, তাহার সর্ব্বাঙ্গ একেবারে দগ্ধ হইয়া গিয়াছে অজ্ঞান অবস্থায় কিছুক্ষণের মধ্যেই সে মারা যায়।

ডাকাতিতে রমণীর বীরত্ব

বেলোনিয়া থানার এলাকাধীন রাধাকিশোরগঞ্জে যে লোমহর্ষণ ডাকাতি হয়, সেই সম্পর্কে পুলিস চট্টগ্রামবাসী ২জন মগ—বালদত ও পুসি এবং আর ৪ জনকে গ্রেপ্তার করে। উহারা দায়রা সোপর্দ্দ হইয়াছে। মামলার বিবরণে প্রকাশ, প্রায় ৪০ জন ডাকাত মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হইয়া উক্ত স্থানের ধনী জমীদার ধনীরাম রেবাদের বাড়ীতে পতিত হয়। ডাকাতদলের আগমনে পুরুষেরা ভয়ে পলাইয়া যায় ও রান্নাঘরের পাশে লুকাইয়া থাকে। ডাকাতদের কেহ কেহ বাড়ীর চারিদিকে অবস্থান করে ও পাহারা দিতে থাকে। প্রায় ২০ জন বাড়ীতে প্রবেশ করে। এই সময় বাড়ীর একটী সাহসী মহিলা একখানা খাঁড়া হাতে লইয়া ডাকাতদের প্রতিরোধের চেষ্টা করেন। তিনি খাঁড়া ঘুরাইয়া ডাকাতদিগকে কিছুক্ষণ যাবৎ আটকাইয়া রাখেন। খাঁড়ার আঘাতে ডাকাতদের ৪ কি ৫ জন গুরুতর জখম হয়। শেষে ডাকাতেরা তাঁহাকে পর্য্যুদস্ত করে এবং ভয় দেখাইয়া তাঁহার নিকট টাকাকড়ির সন্ধান জানিতে চাহে। তিনি সে সন্ধান দিতে অস্বীকৃত হইলে ডাকাতেরা ঘরের মেঝে খুঁড়িয়া ফেলে এবং সিন্দুক বাক্স ভাঙ্গে। তাহারা স্ত্রীলোকদের গায় হইতে অলঙ্কারও কাড়িয়া লয়।

ডাকাতেরা মোট প্রায় ৭ শত টাকার মূল্যবান জিনিসপত্র লইয়া যায়। পলাইয়া যাইবার পূর্ব্বে তাহারা বাড়ীর স্ত্রীলোকদিগকে বিষম প্রহার করে ও টাকাকড়ির সন্ধানে [illegible]

তারের ঠিকানা— 'শ্রীধাম' নবদ্বীপ
ডাকের ঠিকানা—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

দৈ নি ক

REG. C 1514

বিজ্ঞাপনের হার	
প্রতিবারে	
প্রতি ইঞ্চি	১৲
প্রতি কলম	৬৲
অর্দ্ধ কলম	৩৷৹
সিকি কলম	২৲
চুক্তির হার	স্বতন্ত্র।

সাপ্তাহিক হার	
অগ্রিম	দেয়
বার্ষিক	৯৲
ষাণ্মাসিক	৫৲
ত্রৈমাসিক	২৸৹
মাসিক	১৲
নগদ বর্তমান সংখ্যা	৵৹

নদীয়া প্রকাশ

THE NADIA-PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৮ম খণ্ড — সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বেদান্তবাচস্পতি — [২৪৫শ সংখ্যা।

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর— ৬ই পৌষ তিস্পহর ১৩৪০, ২১শে ডিসেম্বর ১৯৩৩

গান্ধীজীর উক্তি

গত মাসে আমি যখন সফরে বাহির হইয়াছিলাম, তখন আমার আগমন এবং বিদায় উপলক্ষে ষ্টেশনে ষ্টেশনে বিপুল জনতা উন্মত্ত আগ্রহে সমবেত হইয়া ছিল। ইহার ফলে সময়ের নিদারুণ অপচয় ঘটে এবং উদ্যোক্তাগণ নিরতিশয় উদ্বিগ্ন হইয়া পড়েন। তদ্ভিন্ন আমার ন্যায় স্বল্পশক্তি লোককেও শ্রদ্ধার অযথা উপদ্রব সহ্য করিতে হয়। একবারও আমি পরিত্রাণ পাই নাই, প্রতিবারই আমার চতুষ্পার্শ্বের লোকেরা আমার মস্তক প্রণিপাতে এবং পদস্পর্শে বিব্রত করিয়াছে। যাহা হউক, ভগবানের অনুগ্রহে গুরুতর আঘাত হইতে আমি রক্ষা পাইয়াছি। কিন্তু জনতার এই আচরণ প্রশংসনীয় নহে। তাহাদের শ্রদ্ধা ও প্রীতি উন্মত্ততার ন্যায় অসংযত উন্মত্ততা কাহারও পক্ষে হিতকর নহে। স্বেচ্ছাসেবকগণ যদি কঠোরভাবে নিয়ম পালন করিতেন এবং নিজেরা জনতার ন্যায় উন্মত্ত না হইতেন, তবে বিনা গোলযোগে কার্য্য সমাধা হইত।

রেলে দস্যু

গত তিন সপ্তাহের মধ্যে তিলসিহারের নিকটে একবার লইয়া দুইবার দস্যুদের উপদ্রব হইল।

গত ২৭শে নবেম্বর সাহিবিরিয়া এক্সপ্রেস ছয় শত যাত্রীসহ দস্যুর হস্তে বিধ্বস্ত হইয়াছিল। দুর্ঘটনা তিলসিহারের চারশ মাইল দূরে হয়। ট্রেণ বিধ্বস্ত হওয়ায় কয়েক জন লোক হত হইয়াছিল।

দস্যুদল রেলের খিল খুলিয়া ফেলিয়াছিল। তখন ট্রেণ খানি পঞ্চাশ মাইল বেগে চলিতেছিল। খিল খোলা থাকায় ট্রেণ খানি লাফাইয়া একটা বাঁধের মধ্যে পড়িয়া যায়।

যে সকল আরোহী পলাইবার চেষ্টা করিতেছিল, দস্যুরা তাহাদিগের উপর গুলী করিয়াছিল। গুলীর আঘাতে অনেক হত হইয়াছে, অনেক আরোহীকে দুর্বৃত্তেরা অপহরণ করিয়া লইয়া গিয়াছে।

যে সকল আরোহী দস্যু হস্তে পড়িয়া লাঞ্ছিত ও অপহৃত হইয়াছে, তাহাদিগের খোঁজ খবর নাই। দুর্বৃত্তরা বিস্তর টাকার দাবী করিয়াছে।

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট"—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র শিক্ষকগণ ছাত্রদিগকে অতি যত্নের সহিত শিক্ষা প্রদান করিতেছেন। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের বন্দোবস্ত হইয়াছে। খোরাকী ও বেতন বাবদ প্রতি মাসে মাত্র ছয় টাকা ব্যয়। স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছেন। বিদ্যালয়টী বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক স্বীকৃত (এফিলিয়েটেড্) হইয়াছে। সবিস্তার সংবাদের জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র লিখুন।

বিশেষ দ্রষ্টব্য

পরীক্ষায় যাহারা গড়ে শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র বিনয়ী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হইবে।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

রাজবন্দীর মাতা পীড়িতা

রাজবন্দী অজিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ও ফণীভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় একণে বঙ্গীয় সংশোধিত ফৌজদারী আইন অনুসারে যথাক্রমে বক্সা ও বহরমপুর শিবিরে আটক আছেন। তাঁহাদের মাতা গুরুতরভাবে পীড়িতা হওয়ায় অজিত ও ফণী যাহাতে বাড়ীতে আসিয়া পীড়িতা মাতাকে দেখিতে পারেন, তাহার জন্য তাঁহাদিগকে কয়েক দিনের ছুটী মঞ্জুর করিতে প্রার্থনা করিয়া বঙ্গীয় সরকারের রাজনৈতিক বিভাগে এক আবেদন করা হইয়াছে।

রাজবন্দী পল্লীগ্রামে স্থানান্তরিত

নদীয়া জিলা কংগ্রেস কমিটীর ভূতপূর্ব্ব সেক্রেটারী শ্রীযুত প্রফুল্লকুমার ভট্টাচার্য্যকে এতদিন বহরমপুর ছাউনীতে আটক রাখা হইয়াছিল। সম্প্রতি তাঁহাকে রংপুর জিলার কিশোরগঞ্জে পাঠান হইয়াছে।

পীড়িত পিতার আবেদন

দেউলী বন্দিনিবাসে আবদ্ধ আসামী সন্তোষকুমার দের পিতার আবেদনের উত্তরে বাঙ্গালা সরকারের রাজনৈতিক বিভাগ তাঁহাকে জানাইয়াছেন যে, তাঁহারা সন্তোষকে তাহার প্রার্থনা অনুযায়ী পিতার সহিত সাক্ষাতের জন্য ছুটী দিতে অসমর্থ। সন্তোষের পিতা বহুমূত্র ও হৃদ্‌রোগে কষ্ট পাইতেছেন।

সন্তোষের পত্নীও সরকারের নিকট এক আবেদন করিয়া জানাইয়াছেন যে, মৃত্যুর পূর্ব্বে একবার মুমূর্ষু পিতার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য সন্তোষকে যেন কয়েকদিনের ছুটী দেওয়া হয়।

বোম্বাই প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটীর ভূতপূর্ব্ব কোষাধ্যক্ষ শ্রীযুত কৃষ্ণ আয়ারকে বাঙ্গালয়ে গ্রেপ্তার করিয়া বোম্বায়ে লইয়া আসা হয়। বোম্বায়ের বাহিরে থাকিবার পুলিস কমিশনারের আদেশ অমান্য করিবার অপরাধে তিনি নয় মাস সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন।

বিশ্ব বিশ্রুত শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত

শ্রীচৈতন্য ভাগবত

বিরাট দ্বিতীয়-সংস্করণ

গৌড়ীয়গগনভাস্কর প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ কর্তৃক গৌড়ীয়ভাষ্য ও বিবৃতিসহ প্রকাশিত। সংস্কৃত শ্লোকসমূহের অন্বয়, অনুবাদ ও ব্যাখ্যা সন্নিবেশিত। প্রতি অধ্যায়ের কথাসার, অধ্যায়-সূচী, শ্লোক-সূচী, পয়ার সূচী, স্থান-সূচী, পাত্র-সূচী ও গ্রন্থকার শ্রীল বৃন্দাবন দাস গোস্বামীর জীবনী প্রভৃতি মহামূল্য-রত্নে অলঙ্কৃত

ভিক্ষা—সর্ব্বসাধারণের সুবিধার জন্য ১২৲ স্থলে এখনও ৬৲ ছয়টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—

১। শ্রীচৈতন্য মঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

২। শ্রীগৌড়ীয় মঠ
পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

শিশুর খাদ্য

দেশী বিদেশী সকলপ্রকার
বার্লী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও সুলভ
সুপ্রসিদ্ধ চিকিৎসকগণ
কর্তৃক
অনুমোদিত
শিশুর খাদ্য ও রোগীর পথ্য
পঞ্চাশ বৎসরের
পরিচিত ও পরীক্ষিত

K. C. BOSE & CO'S
INDIAN BARLEY
CALCUTTA
THE FIRST & FOREMOST FIRM IN INDIA
BOSE'S
SUPERIOR
INDIAN BARLEY
1lb net
Prepared only of Genuine & Selected Grains
K. C. BOSE & CO
SHAMBAZAR STEAM BISCUIT & BARLEY FACTORY
CALCUTTA

কে সি বসু এণ্ড কোং
শ্যামবাজার ষ্টীম বিস্কুট এণ্ড বার্লী ফ্যাক্টরী
কলিকাতা।

ইউনিয়ন বোর্ডের জন্য

ফর্ম সমস্ত বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত থাকে। অর্ডার পাইলে আমরা প্রতি পৃষ্ঠে সহিত রেজেষ্টারী বহির উপরে ইউনিয়ন বোর্ডের নাম ও নম্বর সহ লেবেল ছাপাইয়া আটিয়া সরবরাহ করিয়া থাকি। কতকগুলি ফরমের তালিকা নিম্নে দেওয়া গেল—

অ্যাসেসমেন্ট তালিকা

ইউনিয়ন বোর্ডের, বেঞ্চ এবং কোর্টের ব্যবহার্য্য

১ নং ফরম প্রতি শত ১৲ টাকা।

বজেট এষ্টিমেট

২নং ফরম প্রতি খানা /০ আনা, প্রতি শত ৪৲ টাকা।

ক্যাস বহি

৩ নং ফরম (আয় ব্যয়ের জমা খরচের বহি) ১০০ পৃষ্ঠার বহি ১৲

আদায়ের রেজেষ্টারী

৪ নং ফরম ১০০ পৃষ্ঠার বহি ১৲ টাকা, ২০০ পৃষ্ঠার বহি ২৲ টাকা।

দৈনিক আদায়ের রেজেষ্টারী

৫ নং ফরম ১০০ পৃষ্ঠার বহি ১৲ টাকা, ২০০ পৃষ্ঠার বহি ২৲ টাকা।

খোঁয়াড় ও খেয়াঘাটের জমার রেজেষ্টারী

৬ নং ফরম প্রতি বহি ১৲ টাকা।

মুৎফরাক্কা রসিদ

৭ নং ফরম প্রতি বহি ॥০ আনা।

অগ্রিম দেওয়া টাকার রেজেষ্টারী

৮ নং ফরম প্রতি বহি ১৲ টাকা।

মাসিক হিসাব নিকাশের রেজেষ্টারী

৯ নং ফরম ১০০ পৃষ্ঠার বহি ১৲ টাকা, ২০০ পৃষ্ঠার বহি ২৲ টাকা।

জমি ও বন্দোবস্তের রেজেষ্টারী প্রতি বহি ১৲ টাকা।

সি ফরম দফাদার বা চৌকীদারের বেতন বিলির রেজেষ্টারী প্রতি বহি ১৲ টাকা।

ডি ফরম দফাদার বা চৌকীদারের বেতনের রেজেষ্টারী বাঁধাই প্রতি বহি ১৲ টাকা।

ই ফরম দফাদার বা চৌকীদারের বেতন বিলের ফরম প্রতি কপি ৫ পয়সা, প্রতি শত ১৲ টাকা।

"ডি ফরম" সম্বন্ধে বিধয়ক কার্য্য-প্রণালী প্রতি কপি ৫ পয়সা প্রতি শত ১৲ টাকা

আইন ফরম ভাটীর জন্য খাদ্য পরওয়ানার রেজেষ্টারী প্রতি বহি ১৲ টাকা।

জরিমানা মুচলিকা প্রভৃতি পাওনা টাকার রেজেষ্টারী প্রতি বহি ১৲ টাকা।

প্রাপ্ত চিঠির রেজেষ্টারী—১ খানা ১৲ টাকা।

প্রেরিত চিঠির রেজেষ্টারী—১ খানা ১৲ টাকা।

গার্ড ফাইল—প্রত্যেকটী ৶০ আনা।

মিটিংএর নোটীশ বহি—১ খানা ॥০ আনা।

নোটিশ বহি—১ খানা ॥০ আনা

জন্মের তাড়াচিঠা—প্রতি বহি ।০ আনা।

মৃত্যুর তাড়াচিঠা—প্রতি বহি ।০ আনা।

নকলের দরখাস্তের রেজেষ্টারী বহি—১ খানা ১৲ টাকা।

দেওয়ানি মামলার রেজেষ্টারী বহি—১ খানা ১৲ টাকা।

প্রত্যেক প্রকার বেঞ্চ ও কোর্টের সমন পরওয়ানা প্রভৃতি শত ॥০ আনা হিসাবে পাওয়া যায়।

নিবেদক—ম্যানেজার, ভাগবত প্রেস হাইষ্ট্রীট কৃষ্ণনগর নদীয়া

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক
— পারমার্থিক পত্র —
শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশ-
তনয়স্তদ্ধাম-বৃন্দাবনং
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং
প্রেমা পুমর্থো মহান্
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং
তত্রাদরো নঃ পরঃ॥

৮ম বর্ষ { ১৯ নারায়ণ গৌরাব্দ ৪৪৭, ৬ই পৌষ বঙ্গাব্দ ১৩৪০, ২১শে ডিসেম্বর ইং ১৯৩৩, বৃহস্পতিবার } ২৪১ তম সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

শ্রীল জীব-গোস্বামী প্রভুর তিরোভাব তিথি সম্মান

গত ১৭ই নারায়ণ ৪ঠা পৌষ, ১৯শে ডিসেম্বর মঙ্গলবার গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-গগনের আচার্য্য-ভাস্কর শ্রীল জীব গোস্বামী প্রভুর তিরোভাব-তিথি গৌর-তৃতীয়া বিশ্ববাসিগণের চিত্তে আচার্য্যপ্রবরের মহাদানের স্মৃতি জাগাইয়া দিবার জন্য বৎসরান্তে শুভ বিজয় করিয়াছিলেন। শ্রীশ্রীবিশ্ব-বৈষ্ণবরাজসভার আকর-মঠরাজ শ্রীচৈতন্যমঠ ও তদীয় শাখা-মঠসমূহ গৌরবিহিত কীর্ত্তন, শ্রীমদ্ভাগবত ও অন্যান্য ভক্তিগ্রন্থ-পাঠ এবং বক্তৃতাদ্বারা শ্রীল জীব গোস্বামী প্রভুর পরমার্থ-প্রদ অপ্রকট-লীলা আলোচনা করিয়া তিথিবরকে যাদর সম্বর্দ্ধনা করিয়াছেন।

ঢাকা শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয় মঠে এই দিবস সাধারণ-মহোৎসব বিশেষ-সমারোহে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। কীর্ত্তন-মুখে দিবা দশ ঘটিকা হইতে দ্বিপ্রহর রাত্রি পর্য্যন্ত সমাগত নিমন্ত্রিত অনিমন্ত্রিত সহস্র সহস্র ব্যক্তিকে বিচিত্র মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হইয়াছে। সহস্রাধিক কাঙ্গাল মহাপ্রসাদ পাইয়া জীবন সার্থক করিয়াছে। নবাবপুর রোড্ নামক সুবৃহৎ রাজপথটীর দুই পার্শ্বে বসিয়া দীনদুঃখিগণ যখন শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের জয়ধ্বনির সহিত মহানন্দে প্রসাদ সম্মান করিতেছিল, তখনকার দৃশ্য অতি মনোরম হইয়াছিল। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজের নেতৃত্বে মহোৎসবটী সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে। বিশেষ বিবরণ পরে প্রকাশিত হইবে।

কাশীর ১৮ই ডিসেম্বরের সংবাদে প্রকাশ, "সৎশিক্ষা-প্রদর্শনী"র কার্য্য অতি দ্রুতবেগে চলিতেছে। মহোপদেশক শ্রীপাদ অতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী ভক্তি-সারঙ্গ মহোদয় অতিশয় দক্ষতার সহিত কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ এবং যাহাতে প্রদর্শনীটী ২।৪ দিনের মধ্যেই উন্মুক্ত হইতে পারে তাহার বন্দোবস্ত করিতেছেন। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিহৃদেব শ্রৌতী মহারাজ, শ্রীপাদ ভক্তিসৌরভ দাসাধিকারী, উপদেশক শ্রীপাদ হয়গ্রীব ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ সর্ব্বেশ্বর ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী, আচার্য্য শ্রীপাদ যাদবানন্দ ব্রহ্মচারী প্রভৃতি বহু সেবাপ্রাণ মহোদয় অতি যত্নের সহিত দিবারাত্র পরিশ্রম করিয়া কার্য্য করিতেছেন।

পাটনায় সৎশিক্ষা-প্রদর্শনী-উদ্মোচনের সঙ্গে সঙ্গে তথায় শ্রীচৈতন্যমঠের একটী শাখা-মঠ স্থাপিত হইয়াছে। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিপ্রসূন বোধায়ন মহারাজ উক্ত মঠের মঠরক্ষক নিযুক্ত হইয়াছেন। তিনি স্থানীয় বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের নিকট হরিকথা কীর্ত্তন করিতেছেন। শ্রীযুক্ত কৃষ্ণপ্রসন্ন দাসাধি-কারী মহাশয় তাঁহার প্রচারে বিশেষভাবে সাহায্য করিতেছেন।

ঢাকায় এক পত্রে প্রকাশ, ময়মনসিংহ শ্রীজগন্নাথগৌড়ীয়মঠে আগামী ১১ই পৌষ ২৬শে ডিসেম্বর বার্ষিক মহোৎসব আরম্ভ হইবে। এই উৎসব ৯ দিন থাকিবে। ঢাকা শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠের মহোৎসব-সমাপ্তির পর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-বিবেক ভারতী মহারাজ শ্রীল প্রভুপাদের আদেশে কতিপয় ব্রহ্মচারী সহ উক্ত উৎসবে যোগদান করিবেন। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তি-প্রকাশ অরণ্য মহারাজও যোগদান করিতে পারেন।

করাচীতে প্রচারে যাত্রা

[ডাকযোগে প্রাপ্ত]

গত বৃহস্পতিবার রাত্রি ৯ ঘটিকার সময় শ্রীচৈতন্যমঠের অন্যতম প্রচারকবর বাগ্মিপ্রবর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবিলাস গভস্তি নেমী মহারাজ ও পণ্ডিতপ্রবর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ বোম্বে বন্দর হইতে "পারসোনা" নামক জাহাজে করাচী অভিমুখে শুভবিজয় করিয়াছেন। শ্রীপাদ রাধারমণ ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ জানকীবল্লভ ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ সত্যবিগ্রহ ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ অমরেন্দ্র ব্রহ্মচারী, ভক্ত শ্রীকৃষ্ণদাস প্রভৃতি বৈষ্ণববৃন্দ মৃদঙ্গ-করতাল সহ স্বামিজীমহারাজদ্বয়ের অনুগমন করিয়াছেন।

পতিতপাবন নিত্যানন্দাভিন্ন শ্রীগুরুপাদ-পদ্মের গৌরবার্ত্তা-বিঘোষকারিণী বিশ্ব-বিজয়িনী বৈজয়ন্তী সহ স্বামিজীদ্বয় যখন ব্রহ্মচারিগণ-সমভিব্যাহারে অর্ণবপোতে পদার্পণ করেন তখন সমুদ্রোপকূলটী এক বিচিত্র শোভা ধারণ করিয়াছিল। প্রত্যেক যাত্রীই নির্নিমেষ ও বিস্ময়াম্বিত নেত্রে এই দৃশ্য দেখিতেছিলেন। কলিযুগপাবনাবতারী মহাবদান্যাবতার শ্রীগৌরসুন্দরের সর্ব্বচিত্তা-কর্ষিণী প্রেমবার্ত্তা-প্রচার-উদ্দেশ্যে যে তদীয় অভিন্নবিগ্রহ শ্রীগুরুপাদপদ্ম তাঁহার আশ্রিত সর্ব্বত্যাগী, সেবাধর্ম্মে আত্মোৎসর্গকারী সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারিগণকে পৃথিবীর সর্ব্বত্র প্রেরণ করিতেছেন, ইহা সাধারণ জনগণের নিকট এক অভিনব ব্যাপার বলিয়া প্রতিভাত হয়। আশ্চর্য্যের বিষয় ইহাতে কিছুই নাই কারণ বদ্ধজীবের ধারণা —পর্ব্বত-কন্দরে ও বনে-জঙ্গলে বসবাস, ফল-মূলাহার কিংবা অনশন ব্রত অবলম্বন করাই সাধুতা। প্রাকৃতগণ্ডী অতিক্রম করিয়া অপ্রাকৃত রাজ্যের লীলাভিনয়-দর্শনের অযোগ্যতাই ইহার একমাত্র কারণ।

শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠ

[ভারত-শাসন পত্রিকা (১৫ই অগ্রহায়ণ ১৩৪০) হইতে সংগৃহীত]

ঢাকা শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠে আজ কতক-দিন যাবৎ উৎসব চলিতেছে। আগামী ৪ঠা পৌষ তারিখে শ্রীল জীব গোস্বামী প্রভুর তিরোভাব তিথিতে সাধারণ মহা-মহোৎসব হইবে। প্রতি বৎসর এই মঠের সাধারণ উৎসবে শিক্ষিত অশিক্ষিত বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বহুসহস্র নরনারী মঠে আসিয়া প্রসাদ পাইয়া থাকেন। এরূপ বিরাট মহোৎসব এতদঞ্চলে কমই দৃষ্ট হয়। এই গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সম্প্রদায় শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত ধর্ম্মকে নিজেরা অনু-রূপ যজন করিয়া প্রত্যেক জীবের মঙ্গলের জন্য ঐরূপ আচরণ করিতে অনুরোধ করিতেছেন। আত্মধর্ম্ম-প্রচারের জন্য ইঁহারা ভারতের দ্বারে দ্বারে যাইয়া সকলকে উদ্বুদ্ধ করিতে চেষ্টা করিতেছেন। ভারতের বিভিন্ন স্থানে ইঁহারা বহু মঠমন্দিরাদি স্থাপন করিয়া বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে নানা উপদেশও দিতেছেন, এমন কি পাশ্চাত্য-জাতির মধ্যেও আত্মধর্ম্মের বাণী দিবার জন্য ইঁহাদের একদল বিলাতে গিয়াছেন এবং তথায় বহু উচ্চ-শিক্ষিত ব্যক্তিগণ কর্ত্তৃক আদৃত হইয়াছেন। ঢাকা-মঠে শ্রীপাদ ভক্তিবিবেক ভারতী গোস্বামী মহারাজ প্রত্যহ সন্ধ্যায় শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করিতেছেন। ১০ই ডিসেম্বর তারিখে ঢাকা বিশ্ববিদ্যা-লয়ের ডাঃ জ্ঞান ঘোষ মহাশয়ের কেমিষ্ট্রি থিয়েটার হলে "শ্রীচৈতন্যের শিক্ষা" সম্বন্ধে ভারতী মহারাজ বক্তৃতা দিলেন।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১১ নারায়ণ আদি কারণোদশায়ী

আদর্শ-পিতা

পিতা-শব্দে আমরা সাধারণতঃ জন্মদাতাকেই লক্ষ্য করিয়া থাকি। কিন্তু শব্দটীর ব্যুৎপত্তিগত অর্থে পালন-কর্ত্তাকে বুঝাইয়া থাকে। জন্মদাতা ব্যতীত অপর ব্যক্তিও অনেক সময় পালন করিয়া থাকেন; কিন্তু আত্মস্থ হইয়া বিচার করিলে দেখিতে পাওয়া যায়, মূল পালন-কর্ত্তা—শ্রীভগবান্ বিষ্ণু। অতএব যদিও কোন কোন গ্রন্থে অন্নদাতা, ভয়ত্রাতা, শ্বশুর, জনক, উপায়ন-প্রদানকারী—এই পঞ্চবিধ পিতার সন্ধান পাই—

অন্নদাতা ভয়ত্রাতা যস্য কন্যা বিবাহিতা।
জনিতা চোপনেতা চ পঞ্চৈতে পিতরঃ স্মৃতাঃ॥

আবার কোথাও বা কন্যাদাতা, অন্ন-অভয়দাতা, জ্ঞানদাতা, জন্মদাতা, মন্ত্রদাতা, জ্যেষ্ঠভ্রাতা—এই সপ্ত পিতার বিষয় অবগত হই—

'কন্যাদাতান্নদাতা চ জ্ঞানদাতাভয়প্রদঃ।
জন্মদো মন্ত্রদো জ্যেষ্ঠভ্রাতা চ পিতরঃ স্মৃতাঃ॥'

এই সকলেরও পালনকর্ত্তা বলিয়া শ্রীবিষ্ণুই সকলের পিতা। বিষ্ণু-ভক্তি বিষ্ণুর প্রীতি উৎপাদন করিয়া বিষ্ণুভক্তকে শ্রীবিষ্ণুর আশীর্ব্বাদ-ধনে ধনী করেন, যদ্দ্বারা তিনি (বিষ্ণু ভক্ত) জাগতিক জনগণের নিত্যমঙ্গল বিধান করিতে পারেন। জগজ্জনগণকে নিত্যমঙ্গল প্রদানদ্বারা পালন একমাত্র বিষ্ণুভক্তেরই সম্ভব। জগতের কর্ম্মী, জ্ঞানী প্রভৃতি যতপ্রকার যত্নই করুন না কেন, তাহাদের যত্নে বিশ্বে শাশ্বত-শান্তি কখনও স্থাপিত হয় নাই বা হইতে পারে না। কর্ম্মী ব্যক্তি অভিমানভরে স্ফীত হইয়া নিজকে কর্ত্তা জ্ঞান করে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কার্য্য করিবার ক্ষমতা যে তাহার নাই, একথাটী তাহার কিছুতেই বোধগম্য হয় না। অভিমানের চাপে তাহার মস্তিষ্ক এরূপ ভারাক্রান্ত যে, তাহাতে হিতবচন কিছুতেই স্থান পায় না। বিষ্ণুভক্তগণ কখনও অভিমানে স্ফীত হ'ন না। 'আমি কর্ত্তা' এই প্রকার ধারণা তাহার অন্তঃকরণে কখনও স্থান পায় না। তিনি জানেন—বিষ্ণুই সকলের একমাত্র রক্ষাকর্ত্তা।

বিষ্ণু যাঁহাকে রক্ষা করেন, দুনিয়ার কেহই তাহার অনিষ্ট করিতে পারে না। আর বিষ্ণু যাঁহার প্রতি বিরূপ, সেই ব্যক্তি কখনও মঙ্গললাভে সমর্থ নহে। বিষ্ণুভক্তেরই নিত্যমঙ্গল নিহিত। যিনি আত্মস্থ হইতে পারিয়াছেন তিনিই প্রকৃতপ্রস্তাবে বিষ্ণুভক্ত-সংজ্ঞার অধিকারী; এহেন মুক্ত আত্মা জগতে যে নিত্যশান্তি লাভ করেন, জগদ্বাসীকে সেই সেব্যশান্তি প্রদান করিবার নিমিত্তই তাঁহার কৃষ্ণকথা-প্রচারকার্য্য। এহেন বিষ্ণুভক্তে অনেক সময় অনেক দুর্ব্বৃত্তের আক্রমণ দেখা যায়। তাহাতে বস্তুতঃপক্ষে বিষ্ণুভক্তের কোনও প্রকার অশান্তি বা অনিষ্ট সাধিত হয় না। যে ব্যক্তি দ্রোহ আচরণ করে পরিণামে তাহারই অমঙ্গল হইয়া থাকে। কারণ বিষ্ণুভক্ত আত্মস্থ বলিয়া শারীরিক বা মানসিক ধর্ম্মে অবস্থিত নহেন। জাগতিক দুঃখ-শোকাদি শারীরিক ও মানসিক ধর্ম্মেই অবস্থিত। আত্মা—নিত্য; তাহার ধর্ম্মও নিত্য। নিত্য আত্মাকে জলে ভিজাইতে পারে না, অগ্নিতে দাহন করিতে পারে না, শস্ত্রে ছেদন করিতে পারে না, বাণে বিদ্ধ করিতে পারে না বা কামানে ধ্বংস করিতে পারে না। সুতরাং আত্মস্থ ব্যক্তির অমঙ্গল অপরের দ্বারা কখনও সম্ভবপর নহে। বিষ্ণুভক্তগণ আত্মস্থ হইয়া বিশ্বপাতা বিষ্ণুর প্রতি ভক্তি জগজ্জীবকে শিক্ষা প্রদানপূর্ব্বক বস্তুতঃপক্ষে উহা নিজ জীবনে পালন করিয়া থাকেন। আদর্শ-পিতার সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্য—সন্তানগণকে বিষ্ণুভক্তিতে বিশেষরূপে উদ্বুদ্ধ করা।

পূর্ব্বে আমরা যে সপ্তপ্রকার পিতার কথা উল্লেখ করিয়াছি এক্ষণে তাঁহাদের সম্বন্ধেই কিছু আলোচনা করা যাক্। প্রথমে আমরা জন্মদাতা পিতা সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করিব। অদৈব কর্ম্মজড়-স্মার্ত্তবিচারে দেখা যায়, পুন্নামক নরক হইতে পিতাকে ত্রাণ করিবার জন্য পুত্রোৎপাদনের প্রয়োজন; স্মার্ত্তের পূতিগন্ধের সহিত ইহাতে আমরা দুইটী বিষয় লক্ষ্য করিতেছি—একটী, পিতা পুন্নামক নরকের অধিবাসী, দ্বিতীয়টী—পুত্র সেই নরক হইতে পিতাকে উদ্ধার করিবেন। সুতরাং স্মার্ত্তগণের এই বিচারে প্রকৃত-প্রস্তাবে পুত্রই পিতার পিতা হইলেন। কর্ম্ম-জড়স্মার্ত্তগণ কর্ম্মের আবিলে আবদ্ধ বলিয়া নরকের অধিবাসী, তদ্বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। নরকের অধিবাসী কখনও অপরের পালন-কর্ত্তা বা উপকারী হইতে পারে না। সুতরাং স্মার্ত্তবিচারে আবদ্ধ জনগণের মধ্যে আদর্শ-পিতার সম্ভাবনা নাই। প্রত্যক্ষ প্রমাণেও আমরা দেখিতে পাই, পুত্র যদি স্বার্থগতি বিষ্ণুর সেবায় জন্য কায়মনোবাক্যে চেষ্টান্বিত হন তাহা হইলে কর্ম্মিকুল তাহাকে নানা কুযুক্তির ছলনা দেখাইয়া বিষ্ণুর স্বার্থ-সাধনের পরিবর্ত্তে নিজের স্বার্থে নিযুক্ত করিবার জন্য চেষ্টিত হন এবং পুত্রের পরলোকগমনে নিজের সুখস্বার্থহানির জন্য বিবিধ ছলনা বহু-বাক্যে বিলাপ করিয়া থাকেন। কিন্তু বিষ্ণুভক্তগণ, নরক ত' দূরের কথা, এমন কি, কর্ম্মিগণের বিচারে বহুমানিত স্বর্গের প্রতিও ভ্রূক্ষেপ না করিয়া নিত্য বৈকুণ্ঠবাসী। সুতরাং তাঁহাদের নরক হইতে ত্রাণ-লাভের কোনও উপায় পরিকল্পনা করিতে হয় না বা নরকে যাইবারও কোন প্রকার আশঙ্কা নাই। তাঁহাদের পদরজঃ-স্পর্শে অসংখ্য নারকী মুহূর্ত্ত মধ্যে নরকমুক্ত হইতে পারেন।

বৈষ্ণবগণ পুত্র-কন্যাকে ভোগের সামগ্রীরূপে দেখেন না। তিনি জানেন—ভগবদিচ্ছায়ই তাঁহারা তাঁহার গৃহে আসিয়াছেন। পুত্র-কন্যাগণ ভগবানেরই সম্পত্তি সুতরাং ভগবৎ-সম্পত্তিজ্ঞানে তাঁহাদের সেবা-শুশ্রূষা করা একান্ত কর্ত্তব্য এবং তাহারা যাহাতে ভগবদ্ভক্তি লাভ করিয়া নিজের জন্ম সফল ও ভগবানের প্রীতি উৎপাদন করিতে পারে তজ্জন্য যত্নপর হইয়া থাকেন। সুতরাং এহেন আদর্শ-পিতা—বৈষ্ণবের গৃহে যাঁহাদের জন্মগ্রহণের সৌভাগ্য হয় তাঁহাদের ন্যায় ভাগ্যবন্ত জগতে অতি অল্পই দৃষ্ট হয়। এই প্রকার ভাগ্য লাভ করিয়াও যাহারা আদর্শ-পিতার নির্দ্দেশ-অনুসারে না চলিয়া ভোগ সাগরে সন্তরণ করে, তাহাদের ন্যায় দুর্ভাগ্য বিশ্বমাঝে অতি অল্পই পরিদৃষ্ট হয়।

জন্মদাতাই হউন, কন্যাদাতাই হউন, অন্নদাতাই হউন, জ্ঞানদাতার সজ্জাই গ্রহণ করুন, অভয়দাতাই সাজুন, মন্ত্রদাতার বেশই গ্রহণ করুন আর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাই হউন, যদি ইঁহারা ভগবদ্ভক্ত না হ'ন তাহা হইলে আদর্শ-পিতার কার্য্য ইঁহাদের দ্বারা কখনও আশা করা যাইতে পারে না। বিষ্ণুভক্ত হইলে সকল ঠিক হইয়া যায়। অবশ্য বিষ্ণুভক্ত বা বৈষ্ণব বলিতে আমরা কোন বেষ-ভূষায় সজ্জিত ব্যক্তিকে লক্ষ্য করিতেছি না; যিনি আসক্তিরহিত হইয়া সম্বন্ধের সহিত কায়মনো-বাক্যে ভগবদ্ভজন করেন তিনিই বৈষ্ণব। বিষ্ণু ব্যতীত একনিষ্ঠ সেবক বৈষ্ণব ব্যতীত অন্য কেহ অপরকে পর-জ্ঞান বা প্রকৃতজ্ঞান দান করিতে পারে না, অভয় দিবার সামর্থ্য আর কাহারও নাই, কারণ সর্ব্বভয়-হারক বিষ্ণুর সেবক ব্যতীত আর সকলেই ভয়ে অভিভূত। ভীত ব্যক্তি আবার অপরকে অভয় দিবেন কি প্রকারে? আর মনোধর্ম্ম হইতে যিনি জীবকে মুক্তি দান করিতে পারেন সেই একমাত্র শব্দ ও পরব্রহ্মে নিষ্ণাত নিত্যমুক্ত মহাভাগবতই মন্ত্র-প্রদানে সমর্থ। জগতে যে লৌকিক ও কৌলিক জ্ঞানদাতা ও মন্ত্রদাতার স্রোত দৃষ্ট হয় তাহার ভিতরে প্রকৃত জ্ঞানদাতা, অভয়দাতা ও মন্ত্রদাতা খুঁজিয়া পাইবার সম্ভাবনা নাই। অর্থের বিনিময়ে বণিক্‌বৃত্তি আর সর্ব্বক্ষণ-ভগবৎ-সেবায় নিযুক্ত থাকিয়া অপরকেও সেই নিত্যশান্তি-প্রদ ভজনে আকৃষ্ট করা কখনও এক নহে।

আমরা গত আষাঢ়ীয় [illegible] সংখ্যা শ্রীনদীয়া-প্রকাশে একজন আদর্শ-জনকের পত্র প্রকাশ করিয়াছি। তাঁহার [illegible] পত্রখানা যিনি পাঠ করিয়াছেন তিনিই [illegible] শিরভিমান-গ্রস্ত ব্যক্তির সহিত আদর্শ-পিতার কর্ত্তব্যের প্রভেদ লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন। তাঁহারই আর একটী পত্র আমরা আজ প্রকাশ করিতেছি। পাঠকগণ ইহা মনোযোগ পূর্ব্বক অনুধাবন করিলে সহজেই বুঝিতে পারিবেন যে, আদর্শ-পিতা কখনও পুত্রের দ্বারা নিজের সুখ-সুবিধা করিয়া লইবার স্পৃহা হৃদয়ে পোষণ করেন না, এমন কি পুত্রের জড়-বিষয়ক উন্নতির প্রতিও তাঁহার সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি অর্পিত হয় না। কারণ তিনি জানেন পালনকর্ত্তা—ভগবান্ সুতরাং 'আমি পুত্রের পালনকর্ত্তা' এই প্রকার বৃথা অভিমান তাঁহার মোটেই নাই; যাহাতে পুত্রকন্যাগণ আত্মস্থ হইয়া শাশ্বতলোকে গমনপূর্ব্বক নিত্যানন্দময় ভগবৎ-সেবায় নিযুক্ত থাকিতে পারেন তজ্জন্যই তিনি চেষ্টান্বিত হইয়া থাকেন। সুতরাং বৈষ্ণবের আনুগত্য করিলে আমরা সহজেই জানিতে পারিব—

গুরুর্ন স স্যাৎ স্বজনো ন স স্যাৎ
পিতা ন স স্যাজ্জননী ন সা স্যাৎ।
দৈবং ন তৎ স্যান্ন পতিশ্চ স স্যাৎ
ন মোচয়েদ্ যঃ সমুপেত-মৃত্যুম্॥
(ভাঃ ৫।৫।১৮)

ভক্তিপথের উপদেশ দ্বারা যিনি সমুপস্থিত মৃত্যুরূপ সংসার হইতে আমাদিগকে মোচন করিতে না পারেন, সেই গুরু 'গুরু' নহেন সেই স্বজন 'স্বজন'-শব্দবাচ্য নহেন, সেই পিতা 'পিতা' নহেন অর্থাৎ তাঁহার পুত্রোৎপত্তিবিষয়ে যত্ন করা উচিত নহে, সেই জননী 'জননী' নহেন, অর্থাৎ সেই জননীর গর্ভধারণ কর্ত্তব্য নহে, সেই দেবতা 'দেবতা' নহেন অর্থাৎ যে সকল দেবতা জীবের সংসার-মোচনে অসমর্থ, তাহাদিগের মানবের নিকট পূজা গ্রহণ করা উচিত নহে, আর সেই পতি 'পতি' নহেন অর্থাৎ তাঁহার পাণিগ্রহণ করা উচিত নহে।

ভগবদ্ভক্তের আনুগত্য করিলে শ্রীচৈতন্য ভাগবতের নিম্নলিখিত মহাবাক্যটী আমাদের ধ্রুবতারা হইবে—

সেই সে পরমবন্ধু সেই পিতামাতা।
শ্রীকৃষ্ণচরণে যেই প্রেম-ভক্তিদাতা॥
সকল জন্মে পিতামাতা সবে পায়।
কৃষ্ণ-গুরু নাহি মিলে ভজহ হিয়ায়॥

আদর্শ-পিতার পত্র

"কল্যাণীয়বরেষু—

নির্ম্মল, মুকুল, শশাঙ্ক, [illegible]—

• • • মহাপ্রভু কৃপায় [illegible] মায়াপুরে নিত্যলীলা [illegible] করিয়েছেন। [illegible]

বৈষ্ণবদিগের অনুগত হইয়া চলিলে সেই সব দেখিতে পাইবা। বৈষ্ণবচরণে যাহাতে অপরাধ না হয় সে-বিষয়ে সর্ব্বদা সতর্ক থাকিবা। শ্রীধামে থাকিয়া বৈষ্ণব-অপরাধ করা বড় দোষ। বৈষ্ণবদিগের বিরুদ্ধে কোনরূপ চিন্তা করিবা না। তাঁহাদের প্রতি কিছুতেই রাগ করিবা না। তাঁহাদের অবাধ্য হইবা না। যেখানে তাঁহাদের নিন্দা হয় সেখানে থাকিবা না, সেরূপ ব্যক্তির সঙ্গে মিশিবা না। এই কথাটী সর্ব্বক্ষণ স্মরণ রাখিবা। পরমারাধ্য শ্রীল প্রভুপাদের পাদপদ্ম সর্ব্বদা মনে রাখিবা। কখনও তাঁহার কথা ভুলিবা না। বৈষ্ণবদিগের নিকট মনোযোগ দিয়া হরিকথা শুনিবা। হরিকথার সময় অন্ত চিন্তা করিবা না, কিংবা অন্য কথা বলিবা না। তোমাদের ভাগ্য পূর্ণ ভাল, সেই জন্য এত অল্প বয়স হইতে শ্রীধামে বাস করার সুযোগ হইয়াছে। তোমরা ভালভাবে থাকিয়া মহাপ্রভুর সেবা করিলে তোমাদের সেবা দ্বারা আমাদেরও মঙ্গল হইবে। • • •।

বৈষ্ণবদাসানুদাস

শ্রীনারায়ণ দাস অধিকারী

[অধ্যাপক শ্রীযুক্ত নিশিকান্ত সান্যাল এম্-এ, ভক্তিশাস্ত্রী ভক্তিসুধাকর, সম্প্রদায়-বৈষ্ণবাচার্য্য, সংস্কৃতাপদেশক মহোদয়ের ভক্ত্যঙ্গ নাম শ্রীনারায়ণ দাস অধিকারী।]

দু'একটী সন্দেশ

(২)

আমরা ক্যাসাবিয়াঙ্কার কর্ত্তব্যপরায়ণতার দৃষ্টান্ত অনেক কুকুরাদি ইতর প্রাণীতেও দেখিতে পাই, আকবরের রাজ্যশাসন-প্রণালী অনেক মধুমক্ষিকার ভিতর দেখিতে পাই। সুতরাং কর্ত্তব্যপরায়ণতা, রাজ্য-শাসনে দক্ষতা, পরোপকার, সত্যবাদিতা, অহিংসাকে শ্রেষ্ঠ মানুষের ধর্ম্ম বলা যায় না, উহা শ্রেষ্ঠ পশু-পক্ষী প্রভৃতিরও ধর্ম্ম হইতে পারে। শ্রেষ্ঠ মানুষের ধর্ম্ম ভগবদুপাসনা। উহাই মানুষের মুখ্য ধর্ম্ম, অন্যান্য ধর্ম্ম ইতর-প্রাণীর ধর্ম্মের সহিত সমান। 'নরতনু হরিভজনের মূল।'

জগতের লোক ভগবানে বিমুখ, বিমুখ-তাই পশুত্ব। বিমুখ-অবস্থায় নিজ ইন্দ্রিয়-প্রীতিই চরম লক্ষ্য বলিয়া জ্ঞান হয়। ইন্দ্রিয়-প্রীতি দুই রকম—একটী নিজের জন্য এবং অপরটী আমার নিজের সঙ্গে যাহার বা যে যে বস্তুর সম্বন্ধ আছে উহাদের ইন্দ্রিয়ের সুখোৎপাদনের নিমিত্ত। বিমুখ-অবস্থায় মানুষ নিজের সুবিধা, নিজ সম্পর্কিত লোকের সুবিধা, দশের সুবিধাকেই বহুমানন [illegible] শ্রেষ্ঠ, পশু-পক্ষ্যাদির ধর্ম্মকেই মানুষের ধর্ম্ম বলিয়া মনে করে। আগে পরোপকার, দেশের ও দশের উপকার করিতে অভ্যাস, পরে ভগবদুপাসনা আরম্ভ করাই ক্রমিক পন্থা বা ঐসকল বিমুখ-অবস্থার কার্য্যই ভগবদভিলষিত কার্য্য বলিয়া মানুষ কত কি কল্পনা করে।

জগতের শতকরা প্রায় একশত জনের বিচারই এই প্রকার। কেনই বা না হইবে? বিচারক কাহারা? যাহারা ভগবান্‌কে ভুলিয়া এ সংসারে আসিয়া নিজের স্বরূপ ভুলিয়াছে তাহারাই ত? সুতরাং তাহাদের বিচারেও ভুল।

প্রকৃত আত্মতত্ত্ববিৎ সাধুগণের বিচার জগতের বিচারের সম্পূর্ণ বিপরীত। তাঁহারা বলেন,—জীব শ্রীকৃষ্ণের নিত্যদাস। ভগবানের নিত্যসেবা ছাড়া জীবের আর কোনও কর্ত্তব্য নাই—থাকিতে পারে না, কোনও দিন হ'তে পারে না। আর যা কিছু আপাতঃ কর্ত্তব্য বলিয়া বোধ হয় তাহা বহির্ম্মুখতার ভ্রান্ত বিচার। দৈবী-মায়ায় বিমোহিত হইলেই জীবের নিত্য-কৃষ্ণসেবা ব্যতীত অন্য কর্ত্তব্য আসে বা বহির্ম্মুখ কর্ত্তব্যকেই কৃষ্ণসেবা বলিয়া ভ্রম হয়। যে উপাসনায় একমাত্র ভগবানের ইন্দ্রিয় প্রীতি নাই, তাহা ভগবদুপাসনা নহে, তাহা কপটতা বা কাম। অন্যের কা কথা জৈমিন্যাদি ঋষি, যাঁহারা জগতের লোকের নিকট শ্রেষ্ঠ মানুষ বলিয়া বিবেচিত হ'য়েছেন ও হচ্ছেন তাঁহারাও দৈবীমায়ায় বিমোহিত হ'য়ে ভগবদুপাসনা বুঝ্‌তে পারেন নাই। তাই গীতা বল্‌ছেন—

মনুষ্যাণাং সহস্রেষু কশ্চিদ্ যততি সিদ্ধয়ে।
যততামপি সিদ্ধানাং কশ্চিন্মাং বেত্তি তত্ত্বতঃ।
দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে

অসংখ্য জীবের মধ্যে কদাচিৎ কেউ মনুষ্যজন্ম পায়, আবার হাজার হাজার মানুষের ভিতর কেউ নিত্যমঙ্গল লাভের জন্য যত্ন করেন, আবার হাজার হাজার সিদ্ধের ভিতর কেহ ঠিক ঠিক ভগবান্‌কে জান্‌তে পারেন অর্থাৎ তাঁরা শুদ্ধ সেবা লাভ কর্‌তে পারেন।

আমার (ভগবানের) মায়া সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণময়ী। এই মায়ার হাত হ'তে লোক সহজে পার পে'তে পারে না। কেবল যাঁরা একমাত্র সর্ব্বতোভাবে ভগবানেরই শরণাগত হন, তাঁরাই মায়ার হাত হ'তে ছুটী পেতে পারেন।

আজকাল জগতের সর্ব্বত্রই "অভাব" 'অভাব' বলিয়া রোল উঠিয়াছে। কিন্তু এ অভাবের মূলে কি, কেহই তলাইয়া দেখেন না। কেহই স্বভাবের দিকে ফিরিয়া চান না। এ অভাবের মূলে ভগবদ্বহির্ম্মুখতা। এই যে শারীরিক ও মানসিক ক্লেশ, এই যে বন্যা, দুর্ভিক্ষ, বজ্রপাত, আগ্নেয়গিরির উৎপাত, অতিবৃষ্টি—এ সকল দৈবতাপ; এই যে প্রতি-বৎসর সহস্র সহস্র লোক হিংস্র জন্তুর করাল-কবলে পতিত—এই যে মশকের উপদ্রব—এই যে ম্যালেরিয়া-রাক্ষসীর অত্যাচার—এই সব আধিভৌতিক তাপ। এই ত্রিতাপের মূল কি? এজগতে যাকে আমরা সুখ বলিয়া মনে করি, যে অভাবের ক্ষণিক-নিবৃত্তির জন্য আমরা এত লালায়িত হই, তাহা কি আমাদিগকে নিত্যশান্তি দিতে পারে? এ জগতের সুখ কি নিত্যসুখ বা প্রকৃত সুখ? এ জগতের অভাব অসুবিধা দূর হওয়া কি সত্য সত্যই অভাব অসুবিধা দূর হওয়া? এ জগতের সুখ-দুঃখ কেমন?

"কভু স্বর্গে উঠায় কভু নরকে ডুবায়।
দণ্ড্য-জনে রাজা যেন নদীতে চুবায়॥"

পূর্ব্বকালে রাজা অপরাধী ব্যক্তিকে নদীতে চুবাইয়া দণ্ড প্রদান করিতেন। অপরাধী ব্যক্তিকে নদীতে কিছুক্ষণের জন্য ডুবাইয়া রাখা হইত, এবং শ্বাসবদ্ধ হইয়া মরিবার উপক্রম হইলে তাহাকে ছাড়িয়া দেওয়া হইত—অপরাধী ব্যক্তি কিছুক্ষণের জন্য হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিত—আবার তাহাকে চুবান হইত।

জগতের সুখদুঃখও তাই। দুঃখের সাময়িক নিবৃত্তিকেই আমরা সুখ মনে করি কিন্তু সে-সুখ অসার, পরক্ষণেই দুঃখের উৎপাদক হয়। যতদিন পর্য্যন্ত না আমরা স্ব-ভাবে প্রতিষ্ঠিত হইব, ততদিন আমাদের অভাব দূরীভূত হইবে না, হইতে পারে না, কারও হয় নাই। কথায় বলে, রোগীর বালাখানা, কয়েদীর জেলখানা—রোগীকে অট্টালিকার উপরে স্থান দিলেও বা কয়েদীকে সোণার শিকলে বাঁধিয়া রাখিলেও কি তাহাদের হৃদয়ের শান্তি হয়? তদ্রূপ এ সংসার-কারাগারে—অভাবের রাজ্যে থাকিয়া কেহই শান্তিলাভ করিতে পারে না।

জীবের নিত্যস্বভাব—ভগবানের দাস্য—ভগবানের অহৈতুকী সেবা। এ সেবা নিত্য, এ সেবা-সেবকসম্বন্ধও নিত্য। জীবের স্বভাবেই এই নিত্যদাস্য অনুস্যূত। সকলেই এজগতে প্রভু সাজিতে যান—কিন্তু পারেন না, প্রভু হইতে যাইয়া দাস হইয়া পড়েন। আমরা স্ত্রীর প্রভু, পুত্রের প্রভু, অর্থের প্রভু, সম্মানের প্রভু, মুলুকের প্রভু, কত কিছুর প্রভু হইতে ইচ্ছা করি—কিন্তু প্রকৃত-পক্ষে হইয়া পড়ি তাদেরই দাস, তাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হই তাদেরই সেবার জন্য! কিন্তু যে-দিন আমাদের এই বিকৃত দাস্যবৃত্তি একমাত্র নিত্যবস্তু, একমাত্র স্বরাট্-পুরুষ—একমাত্র প্রভু শ্রীকৃষ্ণে নিযুক্ত হইবে সে-দিনই আমাদের লুপ্ত স্বভাব আমরা ফিরিয়া পাব। সুতরাং সেই নিত্য স্বভাবই জীবের নিত্যধর্ম্ম, সার্ব্বজনীন ধর্ম্ম, উহা কেবল পশুর ধর্ম্ম নহে, পক্ষীর ধর্ম্ম নহে; ভারতবাসীর বা বঙ্গবাসীর ধর্ম্ম নহে; উহা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের যাবতীয় জীবের ধর্ম্ম। উহাই সনাতন-ধর্ম্ম।

কিন্তু আমরা সনাতন-ধর্ম্মের বিষয়ে উদাসীন হইয়া কত প্রকার নৈমিত্তিক মনোধর্ম্মে ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছি। আমরা নিত্য-স্বভাবজ ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া নশ্বর দেহ ও মনের ধর্ম্মে বিব্রত হইয়া পড়িয়াছি। আমাদের নিত্যস্বভাবজ ধর্ম্ম যে কৃষ্ণ-সেবা, তাহা ছাড়িয়া আমরা আকাশ-কুসুমের ভাবনা করিতেছি।

বেশী দিনের কথা নয়, ৪০০ শত বৎসর পূর্ব্বের কথা, এই বাঙ্গালাদেশে, বাঙ্গালীর বেশে, শস্যশ্যামলা ভূমিতে সুরধুনীকূলে এসেছিলেন গোলোক-বৈকুণ্ঠ হইতে জীবের কল্যাণের জন্য—সত্যি সত্যি পরদুঃখে দুঃখী, এক বিশ্বপ্রেমিক ঠাকুর, আমরা কেহ তাঁকে চিন্‌তে পারি নাই, এখনও পারছি না—কিন্তু চিনেছিলেন মাত্র কয়েকজন সৌভাগ্যবান্ পুরুষ—যাঁরা তাঁর নিত্য পার্ষদ। সেই প্রেমিক-ঠাকুরটী গিয়েছিলেন জীবের দ্বারে দ্বারে এবং সহচরগণকেও প্রেরণ করেছিলেন দেশে-বিদেশে এক অমৃতের বার্ত্তা বলিবার জন্য—

"ভারত-ভূমিতে হইল মনুষ্যজন্ম যার।
জন্ম সার্থক করি কর পর উপকার॥"

এই বিশ্বপ্রেমিক ঠাকুর বিশ্বের জন্য সন্ন্যাসীর বেশ ধারণ ক'রেছিলেন! ঐ ঠাকুরের মূলমন্ত্র হ'য়েছিল 'পরোপকার'-বিতরণ! তাঁরই একটী প্রিয়ভক্ত ব'লেছিলেন—

"জীবের দুঃখ লঞা মুক্তি করি
নরকভোগ।
সকল জীবের প্রভু ঘুচাও ভবরোগ॥"

বিশেষ দ্রষ্টব্য

শ্রীব্যাসপূজার প্রবন্ধাদি অদ্য হইতে ১৫ দিনের মধ্যে নদীয়া-প্রকাশ অফিসে পৌঁছান একান্ত আবশ্যক।

শুদ্ধভক্তি গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। ভাষ্যসহ বিরাট্ শ্রীচৈতন্যভাগবত ৬৲
২। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২৮৲
একাদশ স্কন্ধ হইতে শেষখণ্ড ।৶০
৩। ভাষ্যসহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (৩য় সংস্করণ) ৬৲
৪। ভক্তিবিবেককুসুমাঞ্জলি (বাঁধা) ১৲
৫। গৌড়ীয়-গৌরব ।৶০
৬। গৌড়ীয়-সাহিত্য ।৶০
৭। ভজনরহস্য ।০
শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৯। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ)
ঐ (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
১০। গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি টীকাসহ)
ঐ (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
১১। গীতার কেবল মাধ্ব-ভাষ্য ।০
১২। যুক্তিমল্লিকা গুণসৌরভঃ সানুবাদ (মাধ্ব) ২৲
১৩। বেদান্ততত্ত্বসার সানুবাদ (রামানুজীয়) ।০
১৪। জৈবধর্ম্ম ২৲
১৫। শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৬। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১৭। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ৷৶০
ঐ (বাঁধা) ৸০
১৮। বীপ-দিগ্‌দর্শন ৶০
১৯। সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ) ।৶০
২০। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ৷০
ঐ (আবাঁধা) ।৶০
২১ নবদ্বীপধাম গ্রন্থমালা ৸০
২২। ভক্তিরত্নাকর নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৶০
২৩। গীতমালা /১০
২৪। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶০
২৫। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶০
২৬। নবদ্বীপ পঞ্জিকা (৪৪৭ গৌরাব্দ) ৶০
২৭। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
২৮। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা-দর্পণ ।০
২৯। শরণাগতি /০
৩০। গীতাবলী /
৩১। চিত্রে নবদ্বীপ ।৷০
৩২। সাধনকণ
৩৩। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা /০
৩৪। নবদ্বীপশতক /০
৩৫। অর্থপঞ্চক ৶০
৩৬। সদাচারস্মৃতিঃ /০
৩৭। কল্যাণকল্পতরু (৫ম সংস্করণ) /১০
৩৮। অর্চ্চনকণ ৷১০
৩৯। সাধককণ্ঠমালা (বাঁধা) ।০
ঐ (আবাঁধা) ৷/০
৪০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (প্রথম চারিখণ্ড) ৩
৪১। ব্রহ্মসংহিতা ।০
৪২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৪৩। মণিমঞ্জরী সানুবাদ ।০
৪৪। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৷০
৪৫। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ।০
৪৬। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৪৭। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
৪৮। গৌড়ীয়মঠ কি করেন? ৶০
৪৯। ঈশোপনিষৎ (বলদেব ও মাধ্ব-ভাষ্য এবং বিবৃতি ও অনুবাদসহ) ।০
৫০। শ্রীভুবনেশ্বর ৶০
৫১। সিদ্ধান্তদর্পণ ৵০
৫২। সাংখ্যবাণী /০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৫৩। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী-দিগ্বিজয়ঃ ।০
৫৪। সটীক-শিক্ষাদশমূলম্ ।০
৫৫। তত্ত্ব-সূত্রম্ ।০
৫৬। সানুবাদ-শিক্ষাষ্টকম্ ৵০
৫৭। গৌড়ীয়মঠস্য পরিচয়ঃ ৶০
৫৮। সারাংশগণনম্ ৵০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৫৯। রায় রামানন্দ ।০
৬০। নামভজন ।০
৬১। রিলেটীভ্ ওয়ার্ল্ড্স ।৶০
৬২। লাইফ্ য়্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।০
৬৩। বৈষ্ণবীজম্ ।০
৬৪। হোয়াট্ গৌড়ীয়মঠ ইজ্ ডুইং /০
৬৫। দি ভাগবত ।০
৬৬। ইরোটিক্ প্রিন্সিপ্ল্ য়্যাণ্ড আনেলয়েড্ ডিভোসন ।০
৬৭। ব্রহ্ম-সংহিতা ২৷০
৬৮। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (ভলুম ওয়ান) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৬৯। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ।০
৭০। সাধন পথ ।০
৭১। কল্যাণ-কল্পতরু /১০
৭২। গীতাবলী /০
৭৩। শরণাগতি /০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৭৪। শরণাগতি

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

নদীয়া-প্রকাশপ্রাপ্তির স্থান

১। শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম-মায়াপুর, নদীয়া
২। শ্রীযোগপীঠ ঐ
৩। শ্রীবাস অঙ্গন ঐ
৪। অদ্বৈত-ভবন ঐ
৫। কাজীর সমাধি পাট ঐ
৬। স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ, নদীয়া।
৭। শ্রীভাগবত আসন কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
। শ্রীএকায়ন মঠ গোবিন্দপুর, হাঁসখালী।
৯। দ্বাদশগোপাল পাট—পোঃ চাকদহ,
১০। শ্রীগৌর গদাধরমঠ—চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড়, বর্দ্ধমান
১১। শ্রীমোদদ্রুমছত্র মাউগাছি, বর্দ্ধমান
১২। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম, আমলাযোড়া, পোঃ রাজবাঁধ বর্দ্ধমান
১৩। শ্রীগৌড়ীয়মঠ বাগবাজার, কলিকাতা
১৪। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাজু, হাওড়া,
১৫। শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয়মঠ, ৯০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা
১৬। শ্রীগোপালজী মঠ কমলাপুর, ঢাকা।
১৭। শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ পোঃ বালিয়াটী,
১৮। শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয়মঠ ময়মনসিংহ।
১৯। শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ চিরুলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর
২০। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম গোয়ালপাড়া, আসাম
২১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ রাজাপেটা, মাদ্রাজ।
২২। শ্রীরামানন্দগৌড়ীয় মঠ কভূর, জিঃ পশ্চিম গোদাবরী
২৩। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ উড়িয়াবাজার, পোঃ লক্ষ্মীবাজার, কটক।
২৪। শ্রীত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয় মঠ ভুবনেশ্বর।
২৫। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ স্বর্গদ্বার, পুরী।
২৬। শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ আলালনাথ পোঃ ব্রহ্মগিরি, পুরী।
২৭। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ ভুমুরকুণ্ডা, পোঃ চিরকুণ্ডা, মানভূম।
২৮। শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ—কাশী।
২৯। শ্রীরূপগৌড়ীয় মঠ—এলাহাবাদ।
৩০। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ পুরাণবাজার, সরকার ঠাকুরের কুঞ্জ, বৃন্দাবন
৩১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, নিউদিল্লী
৩২। শ্রীপরমহংসমঠ—নৈমিষারণ্য।
৩৩। শ্রীসারস্বত গৌড়ীয় মঠ—হরিদ্বার।
৩৪। শ্রীব্যাসগৌড়ীয়মঠ—কুরুক্ষেত্র, পঞ্জাব
৩৫। শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাবুলনাথ রোড, পোঃ গ্রাণ্ট রোড, বোম্বে।
৩৬। লণ্ডন গৌড়ীয়মঠ, ৩৯নং ভ্রেটম গার্ডেন্স, কেনসিংটন লণ্ডন, (এস্ ডব্লিউ—১০)।
৩৭। অমরি গৌড়ীয়মঠ—মেদিনীপুর
৩৮। সরভোগ গৌড়ীয় মঠ—সরভোগ, কামরূপ আসাম,

শুদ্ধভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী মাসিক। শ্রীধাম-মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৷০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দি ভাষায় একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি হৃদয় বন মহারাজ সম্পাদিত ও নৈমিষারণ্য শ্রীপরমহংস মঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ১৷০ দেড় টাকা মাত্র।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ দেড় টাকা মাত্র।

৫। কীর্ত্তন—মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ নিত্যানন্দ সেবাতীর্থ বি-এজ, বি-টি, সম্পাদিত। আসাম গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম হইতে প্রকাশিত আসামী ভাষায় মাসিক। ভিক্ষা সডাক ১৷০ দেড় টাকা মাত্র

শ্রীচৈতন্যভাগবত

আদিকবি শ্রীল বৃন্দাবন দাস প্রণীত সমগ্র গ্রন্থ

গ্রন্থের মূল বোল্ড অক্ষরে এবং তন্নিম্নে বিশ্ববরেণ্য গৌড়ীয়মঠের প্রতিষ্ঠাতা ও আচার্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ **শ্রীশ্রীল ভক্তি-সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভু-পাদের** রচিত বিবৃত্ত ভাষ্য উত্তম কাগজে গৌরের সহিত মুদ্রিত হইয়াছেন। ডবল ক্রাউন আটপেজি আকারে ১০৯৬ পৃষ্ঠায় কেবল মূল ও ভাষ্য সম্পূর্ণ হইয়াছে। পরিশিষ্টে শ্লোকসূচী, পদ্যসূচী, স্থানসূচী, পাত্রসূচী, বিষয়সূচী, শব্দসূচী প্রভৃতি বিস্তৃত সূচীপত্রেও একটী গ্রন্থ হইবে। সভাষ্য শ্রীচৈতন্যভাগবতের এরূপ উৎকৃষ্ট ও অমূল্য বিরাট্ সংস্করণ জগতের কোথায়ও আজ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই, ইহা নিরপেক্ষ পাঠক মাত্রকেই একবাক্যে স্বীকার করিতে হইবে। শ্রীগৌড়ীয়মঠের উৎসব-কালে গ্রন্থের ভিক্ষা ১২৲ বারটাকা স্থলে—৬৲ পাঁচটাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীচৈতন্যমঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

পুলিসের গুলীর মামলা

লায়ালপুরে অতিরিক্ত জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ ই. এল, লুকসের এজলাসে কালিয়ানওয়ালা গুলী চালান মামলার শুনানী চলিতেছে। মামলায় আসামী সংখ্যা ৪২, ২ জন পলাতক। তাহাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ দণ্ডবিধির ৩৯৭ ধারার।

মহাদেও নামে সরকার পক্ষের একজন সাক্ষী বলিয়াছে, সে পুলিসের সঙ্গে ঘটনাস্থলে গিয়াছিল। সেখানে নদীর ধারে ৮ কি ১০জন স্ত্রীলোক বসিয়াছিল। দারোগা স্ত্রীলোকদিগকে সরাইয়া দিবার জন্য লম্বরদারকে আদেশ করেন।

সাক্ষী সে সময় চট কালেকের দিক হইতে প্রায় ১২০ জন লোক আসিতে দেখেন। ঐ লোকদিগকে আসিতে নিষেধ করিবার জন্য দারোগা লম্বরদারকে বলেন। দারোগার আদেশে ৩ জন সশস্ত্র কনষ্টেবল অগ্রসর হয়। জনতা 'ইয়া আলি, ইয়া আলি' বলিয়া চীৎকার করিতেছিল। দারোগা তাহাদিগকে কর্ত্তৃপক্ষের আদেশ দেখান। কিন্তু আসামী চক্কুরি দারোগাকে চাবি অস্ত্র দিয়া প্রহার করিবার চেষ্টা করে। আসামীরা কাহারও কথা শুনিতে চায় না। তাহারা বলে, তাহারা সকলকেই দায়ী করিবে, তাহাদের পুলিসের লোক বা অন্য কেহই হউক।

চাবি দ্বারা দারোগাকে প্রহার করা হয় আর, মোখা নামে একজন সাক্ষী আহত হয়।

তখন দারোগা গুলী চালাইবার আদেশ দেন, গুলী চালান আরম্ভ হইলে জনতা ছত্রভঙ্গ হইয়া যায়। তথায় আসামীদের মধ্যে ২ জন মারা যায় দারোগা আহতদিগকে গ্রামে লইয়া যাওয়ার আদেশ দেন। অনেক মৃতব্যক্তির নিকট একটা চাবি যন্ত্র পড়িয়াছিল।

বগুড়ায় গুর্খাসৈন্য

২৯ বন্দুকধারী গুর্খা সৈন্যদের একটী দল স্পেশাল ট্রেণ-যোগে শান্তাহারে উপনীত হইয়াছে। আর একটি দল সৈদপুরের। উক্ত সৈন্যদল একদিন অবস্থান করিয়া আদিনা গ্রাম হইয়া ছিটিনান গ্রামে গমন করিবে। এই গ্রাম ও মহাদেবপুর পরিভ্রমণ করিয়া তাহারা আগামী ২২শে ডিসেম্বর হিলীতে উপনীত হইবে।

গান্ধীজীর উক্তিতে জহরলাল

দিল্লীতে সাংবাদিক সকাশে গান্ধীজী এক বিবৃতি প্রসঙ্গে পণ্ডিত জহরলালের ক্ষমতার কথা উল্লেখ করিয়া যাহা প্রকাশ করিয়াছেন তৎসম্পর্কে পণ্ডিত জহরলাল মেরঠে বলেন, গান্ধীজীর উক্তিকে সংবাদপত্রে বিশেষ প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছে এবং ইহা হইতে নানা জনে নানা প্রকার অর্থ করিয়া লইতেছে। প্রকৃত পক্ষে গান্ধীজীর এই উক্তির মধ্যে বিশেষ কোন গুরুতর বিষয় লুক্কায়িত নাই।

পণ্ডিত জহরলাল বলেন, গান্ধীজী তাঁহার সম্বন্ধে এবম্বিধ উক্তি পূর্ব্বে একাধিক বার করিয়াছেন। বিরাট আন্দোলনের নেতাগণও মাঝে মাঝে পরিহাসে লিপ্ত হইয়া থাকেন। কংগ্রেস যে কোনও ব্যক্তির হস্তে যে কাহারও দ্বারা অর্পিত হইবার ন্যায় বস্তু নহে। গান্ধীজী জাতির সম্মানিত নেতা এবিষয়ে সন্দেহ নাই। ভারতের জাতীয় কংগ্রেসরূপে বিরাট প্রতিষ্ঠানের সাধারণ সম্পাদক নিযুক্ত থাকায় আমি নিজেকে সম্মানিত মনে করিয়া থাকি। কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদকরূপে আমার কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট কর্ত্তব্য রহিয়াছে। গান্ধীজী তাঁহার উক্তিতে কেবলমাত্র তাহাই উল্লেখ করিয়াছেন।

ডাকাত দলের সাজা

জুরিদিগের অভিমত গ্রাহ্য করিয়া আলিপুরের সহকারী দায়রা জজ শ্রীযুক্ত এস. কে. চট্টোপাধ্যায় বজবজ নিবাসী কাসেমদ্দী সেখের বাড়ী ডাকাতি করিবার অভিযোগে দল গঠনকারী বলিয়া অভিহিত আসাদালি এবং এর্শাদ আলি নামে দাগী বদমায়েসদ্বয়ের প্রত্যেকের প্রতি সাত বৎসর করিয়া সশ্রম কারাদণ্ড প্রদান করেন।

কাজেম আলি এবং অপর তিন জনের প্রত্যেকের প্রতি পাঁচ বৎসর করিয়া কারাদণ্ড প্রদত্ত হয় এবং অপর দুই ব্যক্তিকে অব্যাহতি প্রদান করা হয়।

অভিযোগে প্রকাশ, ডাকাতগণ বলপূর্ব্বক কাছেমের বাড়ীতে প্রবেশপূর্ব্বক গৃহবাসিগণকে মারপিট করে এবং নগদ টাকা কড়ি এবং বহুমূল্য অলঙ্কারপত্রাদি অপহরণপূর্ব্বক চম্পট দেয়।

মিঃ জি, আহমেদ সরকার পক্ষ এবং শ্রীযুক্ত এইচ কে, রায় চৌধুরী আসামীপক্ষ সমর্থন করেন।

রেলওয়ের আয়

১৯৩৩ অব্দের ২রা তারিখে যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে, সেই সপ্তাহে সকল সরকারী রেলওয়ের মোট আয় হইয়াছে ১ কোটি ৭১ লক্ষ টাকা। পূর্ব্ববর্ত্তী সপ্তাহ অপেক্ষা ৩লক্ষ টাকা আয় বৃদ্ধি পাইয়াছে। পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসরের একই সময়ের আয় অপেক্ষা আলোচ্য সপ্তাহে ৫ লক্ষ টাকা আয় বেশী হইয়াছে। কিন্তু উহা ১৯৩১-৩২ অব্দের একই সপ্তাহের আয় অপেক্ষা ৮ লক্ষ টাকা কম।

১৯৩৩ অব্দের ১লা এপ্রিল হইতে ২রা ডিসেম্বর পর্য্যন্ত সরকারী রেলওয়ে সমূহের মোট আয় ৫৪ কোটি ৭১ লক্ষ টাকা হইয়াছে। এই আয় গত বৎসরের আয় অপেক্ষা ২৮ লক্ষ টাকা বেশী এবং ১৯৩১-৩২ অব্দের একই সময়ের আয় অপেক্ষা ১৮ লক্ষ টাকা কম

পাতিয়ালার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র

পঞ্জাব রিয়াসতী প্রজামণ্ডলের সভাপতি সর্দ্দার সেবা সিং ঠিকরীওয়ালা আর ১৩ জনের বিরুদ্ধে পাতিয়ালায় বরনালায় ডেপুটী কমিশনারের আদালতে যে মামলা চলিতেছে, তাহাতে এপ্রুভার চনন সিং অনেক নূতন কথা প্রকাশ করিয়াছে।

এপ্রুভার বলিয়াছে মানসায় শিখ দেওয়ানে রিয়াসতী প্রজামণ্ডল গঠিত হয়। মাষ্টার তারা সিং, সর্দ্দার খড়্গ সিং, সর্দ্দার মঙ্গল সিং সর্দ্দার যশোবন্ত সিং তাঁহাদিগকে উক্ত মণ্ডল গঠন করিতে বলেন। আসামী সর্দ্দার সেবা সিং পাতিয়ালার মহারাজের বিরুদ্ধে আন্দোলনে বিশেষ মনোযোগী ছিলেন।

পাতিয়ালার মহারাজ যাহাতে সিংহাসনচ্যুত হন, সেজন্য নিয়মিত ভাবে ষড়যন্ত্র প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল।

লক্ষ্ণৌয়ে স্বদেশী প্রদর্শনী

লক্ষ্ণৌ স্বদেশী লীগের উদ্যোগে আমিনুদ্দোলা পার্কে নিখিল ভারত স্বদেশী প্রদর্শনী বসিয়াছে। বহু বিশিষ্ট ব্যক্তির সম্মুখে ঠাকুর রাজেন্দ্র সিং উহার উদ্বোধন করিয়াছেন। প্রদর্শনীতে ২শতের অধিক দোকান আছে। সরকারের কৃষি বিভাগ কয়েকটি ষ্টল লইয়াছেন।

মাদ্রাজ উপকূলে বাত্যাসঙ্কুল আবহাওয়া

গত দুই দিন ধরিয়া যেরূপ বাত্যাসঙ্কুল আবহাওয়া দেখা দিয়াছে, তাহা স্বাভাবিক অবস্থা প্রাপ্ত হইবার কোনও লক্ষণ দেখা যাইতেছে না। ঝড়ের সহিত অল্পমাত্রায় বারিপাতও হইতেছে।

টিটাগড়ে চাঞ্চল্য

দক্ষিণেশ্বরের বিবাহিতা রমণী শ্রীমতী সুশীলাবালা দাসীকে প্রায় দুই মাস পর্য্যন্ত খুঁজিয়া পাওয়া যাইতেছিল না। অনেক অনুসন্ধানের ফলে, অবশেষে তাহার সন্ধান মিলে, প্রকাশ, গত ৭ই ডিসেম্বর টিটাগড়স্থিত জুগী চামারের বাড়ী হইতে খড়দহ থানার দারোগা শ্রীযুত প্রফুল্ল মজুমদার মাতৃসদনের শ্রীযুক্ত যতীন বসু ও অপর লোকজনের সাহায্যে সুশীলাকে উদ্ধার করেন। এই উদ্ধার সংক্রান্ত ব্যাপারে সুশীলার ভ্রাতা গুরুতররূপে আহত হয় এবং বর্ত্তমানে তাহার অবস্থা সঙ্কটাপন্ন। সুশীলাবালাকে ব্যারাকপুর দ্বিতীয় মহকুমা হাকিম রায় সাহেব আর, এল, আচার্য্যের কোর্টে উপস্থিত করিলে, তিনি সুশীলাকে মাতৃসদনের হেপাজতে রাখিবার আদেশ দেন ও আগামী ২০শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত মামলা মুলতুবী রাখেন। আসামী শ্রীক্ষিতীশ বন্দ্যোপাধ্যায়, জুগী চামার প্রভৃতির বিরুদ্ধে মামলা চলিতেছে। কয়েকজন আসামী জামীনে মুক্তিলাভ করিয়াছে এবং কতিপয় আসামী এখনও ফেরার আছে।

গ্রন্থ-স্বত্ব সমস্যা

অবনীকিশোর দত্ত রায় কর্ত্তৃক লিখিত ও শ্রীযুত তারিণীকিশোর দত্ত রায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত বাঙ্গলা কথিত "আদর্শ পাটীগণিত" পুস্তকের প্রকাশ ও বিক্রয় বন্ধ করিবার জন্য ১০, হলওয়েল লেনের উক্ত শ্রীযুত অবনীকিশোর দত্ত রায় ও শ্রীযুত তারিণীকিশোর দত্ত রায়ের বিরুদ্ধে ২১, ক্লিন্টন ষ্ট্রীটের শ্রীযুত সুরেন্দ্রমোহন রায় হাইকোর্টের বিচারপতি মিষ্টার প্যাংক্রিজের আদালতে একটি মামলা উপস্থিত করিয়াছেন।

মামলার বিবরণে প্রকাশ, শ্রীযুত মনোমোহন রায় চৌধুরী ও বিবাদী অবনী বাবু আদর্শ পাটীগণিত পুস্তকের গ্রন্থকার, ১৯৩০ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে শ্রীযুত মনোমোহন রায় চৌধুরী উক্ত পুস্তকের গ্রন্থ-স্বত্ব বাদী ও বিবাদী তারিণী বাবুকে প্রদান করেন তৎপরে অবনীবাবু তাহার গ্রন্থ-স্বত্ব বাদী ও তারিণী বাবুকে প্রদান করেন অথবা তাঁহাদিগকে উক্ত পুস্তক প্রকাশের স্বত্ব প্রদান করেন।

পরে বিবাদীরা ঐ নামে একখানি পুস্তক প্রকাশ করিয়া বাদীর গ্রন্থস্বত্ব অপহরণ করিয়াছেন।

সেজন্য বাদী ৫ হাজার টাকা ক্ষতিপূরণ দাবী করিয়া এবং বিবাদিগণের বিরুদ্ধে চিরস্থায়ী নিষেধাজ্ঞা প্রার্থনা করিয়া বাদী উক্ত মামলা উপস্থিত করিয়াছেন।

হাইকোর্টের বিচারপতি মামলার বিচার না হওয়া পর্য্যন্ত নিষেধাজ্ঞা জারীর আদেশ দিয়াছেন। মামলার শুনানী মুলতুবী আছে।

কলিকাতা ট্রেণিং স্কুলে শোক-সভা

কবি ও সাহিত্যিক মৌঃ মোজাম্মেল হকের মৃত্যুতে গত ১৪ই ডিসেম্বর তারিখে কলিকাতা ট্রেণিং স্কুলে এক শোক-সভার অনুষ্ঠান করা হইয়াছিল। উক্ত সভায় কলিকাতা ট্রেণিং স্কুলের প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত প্রফুল্লকুমার সরকার আসন গ্রহণ করেন। সভায় কবির সাহিত্য-চর্চ্চা, জীবনী ও গুণাবলীর বিষয় আলোচিত হয়। স্বর্গগত কবির আত্মার কল্যাণ কামনা করিয়া ও তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিজনবর্গের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করিয়া সভায় প্রস্তাব গৃহীত হয়

তারের ঠিকানা— "শ্রীধাম" নবদ্বীপ
ডাকের ঠিকানা—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

দৈনিক

REG. C1544

নদীয়া প্রকাশ
THE NADIA-PRAKASH

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩।০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র।

গ্রাহকদের হার
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸০
মাসিক ১৲
নগদ বর্ত্তমান
সংখ্যা ৴৫

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৮ম খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বেদান্তবাচস্পতি [২৪৬শ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর— ৭ই পৌষ শুক্রবার ১৩৪০, ২২শে ডিসেম্বর ১৯৩৩

এক বৎসর অনশন

মুর্শিদাবাদ জেলার অন্তর্গত বেলডাঙ্গার তিন মাইল পূর্ব্বে ও গীর্থে পীরাম্ব কুমারপুর গ্রামের মৃত শ্রীরূপ মণ্ডলের বিধবা কন্যা শ্রীমতী প্রফুল্লবালা দাসী গত দুই বৎসর হইল অন্নাহার ত্যাগ করেন এবং গত এক বৎসর হইতে তিনি অনাহারে আছেন। মহিলাটি বিধবা, বয়স ৪২ বা ৪৩ বৎসর। তিনি এক কন্যার জননী। স্বাস্থ্য বেশ সবল, আকৃতিতে চারটি এই চাষী গৃহস্থ বধূ, অনশনে থাকিলেও সংসার দৈহিক পরিশ্রমে দিবারাত্রিপাত করেন এবং স্বাভাবিকভাবে জীবন যাপন করেন, কেবলমাত্র নিদ্রাতুর হইলে সহজে তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ করা যায় না।

গত ১৩৩৮ সালের ৺শিবচতুর্দ্দশীর উপবাস করিয়া এই মহিলাটী মুর্শিদাবাদ জেলার শাকিপুর গ্রামে শ্রীশ্রীকপিলেশ্বর মন্দিরে গমন করতঃ পরদিন তথায় পারণ করিয়া বাটী প্রত্যাগমন করেন। সেই দিন হইতে তিনি মস্তিষ্কের পীড়ায় আক্রান্ত হন এবং অন্নাহারে অসমর্থা হন। ইনি বর্ত্তমানে তাঁবরা (ই, বি, আর) ষ্টেশনে অদূরে মহুলা গ্রামে তাঁহার আত্মীয় জ্যোতিশচন্দ্র মণ্ডলের বাড়ীতে অবস্থান করিতেছেন।

মন্দিরপ্রবেশে গান্ধী

গত ১৭ই গান্ধীজী একটী মন্দিরের দ্বার উন্মুক্ত করেন এবং ৩ হাজার সাড়ে ৮ শত টাকা ও অলঙ্কারাদি প্রাপ্ত হন। মন্দিরের দ্বারোদ্ঘাটন প্রসঙ্গে গান্ধীজী বলেন, যে মন্দিরে সবর্ণগণের প্রবেশাধিকার আছে এবং অবর্ণগণের প্রবেশাধিকার নাই এবং যাহাতে সবর্ণগণের উপকার সাধিত হইতেছে কিন্তু অবর্ণগণকে সে উপকার লাভের অধিকার হইতে বঞ্চিত রাখা হইয়াছে, যে পর্য্যন্ত সেইরূপ একটি মন্দিরের দ্বারও রুদ্ধ থাকিবে সে পর্য্যন্ত আমার শান্তি নাই এবং আপনাদের শান্তি লাভ করা কর্ত্তব্য নহে। যদি আমরা উচ্চ নীচ স্পৃশ্য অস্পৃশ্যের মধ্যে কোন পার্থক্য রাখি, তবে হিন্দু ধর্ম্মের অস্তিত্ব লোপ পাইবে।"

এ পর্য্যন্ত গান্ধীজী অনুন্নত দেশে সাড়ে ৮ হাজার টাকা সংগ্রহ করিয়াছেন। গান্ধীজী তাঁহার স্বাভাবিক মৌনী-দিবস প্রতিপালন করিয়াছেন।

কারাগারে অগ্নিকাণ্ড

মস্কো সহরে লুবিয়ানকা নামে একটী কারাগার আছে। লুবিয়ানক কারাগারে আগুন লাগিয়া অনেক কয়েদীর প্রাণনাশ হইয়াছে। অনেক ওয়ার্ডারও জীবন বিসর্জ্জন দিয়াছে। কারাগার গৃহটি একেবারে ধ্বংস হইয়া গিয়াছে। অস্ত্রশস্ত্র বারুদ এবং গুদাম ভবনও ফাটিয়া চটিয়া বিধ্বস্ত হইয়াছে।

নিম্নস্থ কারাগার গৃহে অনেকগুলি কয়েদীকে রাখা হইয়াছিল। অগ্নি উর্দ্ধ শিখায় উহাদিগকে রক্ষা করা যায় নাই।

২ জনের প্রাণদণ্ড

নূতন দিল্লি স্থিত আফগানিস্তানের প্রধান রাজদূত কাবুল হইতে নিম্নোক্ত সংবাদ পাইয়াছেন—

আজ রাজা নাদির শাহের হত্যাকারী আবদুল খালিক ও তাঁহার সহকারী—মহম্মদ ইশাক ও আবদুল্লাকে বিচারার্থ আদালতে উপস্থিত করা হয়। অফগান সরকারের বিচার বিভাগের লোকজন আদালতে উপস্থিত ছিলেন। বিচারে ২ জনের ফাঁসির আদেশ হইয়াছে।

ডাক লুট

ডাকের ব্যাগ হইতে নগদ এক হাজার টাকা উধাও হইয়া গিয়াছে। গত সোমবার জেনারেল পোষ্টাফিসে এই ব্যাপার ধরা পড়িয়াছে।

প্রকাশ পুলিসকে জানান হইয়াছে, সহরের সাব পোষ্টাফিস সমূহ হইতে ১২টা ডাকের ব্যাগ জেনারেল পোষ্টাফিসে আসে, একজন ট্রেজারী অফিসার যথা নিয়মে ব্যাগের জিনিষ মিলাইয়া লইতে থাকেন। পরীক্ষায় দেখা যায় একটি ব্যাগে এক হাজার টাকার নোট নাই।

ব্যাগগুলি যথানিয়মে সীল মোহরকরা ছিল, কিরূপে কে ঐ টাকাটা বাহির করিল তাহা রহস্যজনক ব্যাপার।

পুলিস এপর্য্যন্ত সন্দেহে কোন কিনারা করিতে পারে নাই।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক

—পারমার্থিক পত্র—

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে ॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে ॥

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশতনয়স্তদ্ধাম-বৃন্দাবনম্,
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা ।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং
প্রেমা পুমর্থো মহান্,
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং
তত্রাদরো নঃ পরঃ ॥

৮ম বর্ষ } ২০ নারায়ণ গৌরাব্দ ৪৪৭, ৭ই পৌষ বঙ্গাব্দ ১৩৪০, ২২শে ডিসেম্বর ইং ১৯৩৩, শুক্রবার { ২৪৬ তম সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

গত ১৪ই ডিসেম্বর শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠে শ্রীমদ্ভাগবত-পাঠকালে উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ গৌরদাস ব্রহ্মচারীজী বলেন,—সাধুগণের একমাত্র বন্ধু—কৃষ্ণ। তিনি যাঁহার কর্ণে শব্দব্রহ্মরূপে উদিত হইয়া নাদব্রহ্মরূপে কীর্ত্তিত হন, তাঁহার হৃদয়ে মায়িক ভোগপর অন্যদ্রসমূহ কোনক্রমেই অবস্থান করিতে পারে না। হরিস্মরণরূপ খড়্গ ইতর-চিন্তাকে বিচ্ছিন্ন করিয়া ভোগময়ী চিন্তাকে একেবারে ধ্বংস করে। হৃদয় হইতেই ভোগের বাসনা। সেই ভোগপ্রবৃত্তি ভগবানের বহিরঙ্গা শক্তিকে অনুশীলন করিতে গিয়া বহু অনর্থ দ্বারা বিপন্ন হয়। অন্তর্যামী কৃষ্ণ শ্রবণ-কীর্ত্তন দ্বারা সেবিত হইলেই বাহ্য-ভোগময় গ্রহণ করিবার পিপাসা জীবের থাকে না।

শ্রীমদ্ভাগবত-গ্রন্থের সেবাদ্বারা, শ্রীমদ্ভাগবত-লিখিত ধর্ম্মানুষ্ঠানকারীর সেবাফলে সকল অহঙ্কার ও কৃষ্ণেতর-প্রতীতিরূপ দ্বিতীয়াভিনিবেশ বিগত হইলে সর্ব্বোত্তম-রূপা নৈষ্ঠিকী ভক্তি অর্থাৎ নিরন্তর ভগবৎ-সেবাবৃত্তি উদিত হয়। হরিসেবাবিরোধী অন্যত্র কামনাসমূহ যে পরিমাণে ক্ষীণ হয়, সেই পরিমাণে নৈষ্ঠিকী ভক্তি উত্তরোত্তর বৃদ্ধিপ্রাপ্তা হয়। অসৎসঙ্গ-বর্জ্জন ব্যতীত নৈষ্ঠিকী ভক্তি-উদয়ের সম্ভাবনা নাই। ভোগী, কর্ম্মী বা ফল্গুবৈরাগী জ্ঞানীর কুসঙ্গ ভগবদ্ভক্তের সঙ্গক্রমেই ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। তখন আর অভক্তসঙ্গের কুপ্রবৃত্তি হয় না।

জীবের অনর্থ নিবৃত্ত হইলে নৈষ্ঠিকী ভক্তিতে অবস্থিত হইয়া তিনি ভগবত্তত্ত্বের উপলব্ধি করেন। তখন তাঁহার চিত্ত ভক্তিযোগক্রমে শোক ও অভাবের হস্ত হইতে মুক্ত হওয়ায় তিনি প্রসন্নচিত্ত হন। ভগবৎসেবাময় রাজ্যে প্রবিষ্ট হইয়া প্রসন্নচিত্ততা-বশতঃ তাঁহাদের চিত্ত ভগবদিতর-বস্তুতে আকৃষ্ট হয় না। হরিসেবাকার্য্যে নিরত জন নিত্যানন্দময়। চিদিন্দ্রিয়দ্বারা কৃষ্ণদাসের নিত্যকাল কৃষ্ণসেবা এবং বদ্ধজীবের ইন্দ্রিয়জ-জ্ঞানে নশ্বর-স্বার্থপরতারূপ কাম একবৃত্তি নহে। ইন্দ্রিয়-তর্পণ ও চিন্ময় ইন্দ্রিয়দ্বারা হরিসেবন পরস্পর সম্পূর্ণ পৃথক্ ব্যাপার, কৃষ্ণেন্দ্রিয়প্রীতিবাঞ্ছামূলে সেবকের যে নিত্যবৃত্তি ক্রিয়া, তাহাই সাক্ষাৎকার। সাক্ষাৎকারের অভাবেই বদ্ধজীবের বাহ্যদর্শন।

গত ১৮ই অগ্রহায়ণ ৪ঠা ডিসেম্বর অপরাহ্ণে কটক জেলার অন্তর্গত নরসিংহপুর নয়াবাজারে শ্রীযুক্ত মৌলানা ইরসাদ আলি নামক জনৈক মুসলমান শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচারকগণের নিকট শ্রীচৈতন্যদেবের প্রচারিত ধর্ম্মের কথা জিজ্ঞাসা করিলে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তি শ্রীরূপ পুরী মহারাজ যে উত্তর প্রদান করেন তাহার মর্ম্ম নিম্নে লিখিত হইল।

শ্রীচৈতন্যদেবের প্রচারিত ধর্ম্মটী সাম্প্রদায়িক নহে সুতরাং ঐ ধর্ম্ম-সম্বন্ধে জানিবার অধিকার সকলেরই আছে। তিনি বলিয়াছেন—

"পৃথিবীতে আছে যত নগরাদি গ্রাম।
সর্ব্বত্র প্রচার হইবে মোর নাম॥"

—তাই তাঁহার আজ্ঞায় আজ পৃথিবীর সর্ব্বত্র সর্ব্বপ্রকার ব্যক্তির নিকট শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচারিত হইতেছে। লণ্ডনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণ এবং বড় বড় পণ্ডিতগণও শ্রীচৈতন্যদেবের কথা বিশেষ আগ্রহের সহিত শ্রবণ করিতেছেন এবং ইউরোপের অন্যান্য স্থান হইতেও লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠের প্রচারকগণকে প্রচারের জন্য আহ্বান করিতেছেন।

পৃথিবীর সর্ব্বত্রই ধর্ম্মজগতে বিশেষ গ্লানি উপস্থিত হইয়াছিল, তাই আজ জগতের এই দুর্দ্দশা। 'ধর্ম্ম' কাহাকে বলে তাহা অনেকেই জানেন না তাই আজকাল দেখা যায় ধর্ম্মের শত সহস্র সম্প্রদায়। কেহ বলিতেছেন আমি হিন্দু, তুমি মুসলমান, তোমার ও আমার ধর্ম্ম পৃথক্ এবং তোমাদের ধর্ম্ম অপেক্ষা আমাদের ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ; আবার কেহ বলিতেছেন, আমি ব্রাহ্মণ, তুমি শূদ্র সুতরাং তোমার ধর্ম্ম অপেক্ষা আমার ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ। এইপ্রকার অসংখ্য ব্যক্তির অসংখ্য প্রকার উক্তি, অসংখ্য অসংখ্য সম্প্রদায় এবং সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে বিবাদ।

জগতের এই ধর্ম্মের গ্লানি দূর করিবার জন্য শ্রীচৈতন্যের কোন নিজজন আচার্য্যরূপে আগমন করিয়াছেন। তিনি তাঁহার অনুগত নিজজনকে শক্তিসঞ্চার করিয়া পৃথিবীর সর্ব্বত্র প্রেরণ পূর্ব্বক শ্রীচৈতন্য-প্রচারিত আত্মধর্ম্মের কথা প্রচার করাইতেছেন।

———

ঐ ধর্ম্মটী যে সকলেরই অর্থাৎ কি হিন্দু, কি মুসলমান, কি খৃষ্টান, কি ব্রাহ্মণ, কি শূদ্র, নর, নারী, বৃদ্ধ, যুবা, বিদ্বান, মূর্খ সর্ব্বপ্রকার ব্যক্তির বা সকলেরই গ্রহণীয় এমন কি, মনুষ্যেতর প্রাণীরও উহা স্বরূপগত ধর্ম্ম এবং উহা ছাড়া যাহা কিছু ধর্ম্ম বলিয়া প্রচারিত আছে তাহা নিত্য-ধর্ম্ম বা আত্ম-ধর্ম্ম নহে ইহা বিচার করিলে সহজেই প্রমাণিত হইবে।

যাহারা 'আমি কে?' 'তিনি কে?' বা 'তাঁহারা কে?' এই প্রশ্নের সদুত্তর জানেন না এবং 'আমার ধর্ম্ম কি?' বা 'তাঁহাদের ধর্ম্ম কি?' তাহাও জানেন না তাঁহারাই আমার ধর্ম্ম পৃথক্ এইরূপ কল্পনা করিয়া পৃথক্ পৃথক্ ধর্ম্ম-সম্প্রদায় সৃষ্টি করেন অর্থাৎ আত্মার ধর্ম্ম বা নিত্য-ধর্ম্ম ছাড়িয়া দেহ-মনের ধর্ম্ম বা নৈমিত্তিক ধর্ম্মকেই ধর্ম্ম বলিয়া গ্রহণ করেন। নৈমিত্তিক ধর্ম্ম বহু হইলেও আত্মধর্ম্ম কখনও বহু হইতে পারে না।

যাহা বস্তুর স্বভাব বা যে-বৃত্তিটী বস্তুর সহিত অনুস্যূত আছে কিম্বা যাহাকে বাদ দিয়া বস্তুর স্বরূপের পরিচয় দিতে পারা যায় না তাহার নাম ধর্ম্ম। যেমন জল একটী বস্তু তাহার স্বভাব তরলতা, সেই তরলতাকে বাদ দিয়া জলের স্বরূপের পরিচয় দেওয়া যায় না; ঐ তরলতাই জলের নিত্য ধর্ম্ম। তবে জলে অধিক শৈত্য লাগিলে কিছুদিনের জন্য জলের নিত্য-ধর্ম্ম তরলতাটী সুপ্ত হইয়া কঠিন আকারে পরিণত হইতে পারে কিম্বা জলে অধিক উত্তাপ দিলে কিছুক্ষণের জন্য উহা বাষ্পাকারে পরিণত হইতে পারে সুতরাং অজ্ঞব্যক্তি জলের কাঠিন্যাবস্থা এবং বাষ্পাবস্থাকেও জলের ধর্ম্ম বলিতে পারে কিন্তু পণ্ডিতগণ বলেন—ঐ অবস্থা জলের ধর্ম্ম বা স্বভাব নহে। উহার নাম নৈমিত্তিক ধর্ম্ম বা নিসর্গ। কোন নিমিত্ত বা কারণবশতঃ কিছুদিনের জন্য ঐ অবস্থা মাত্র যতদিন সেই কারণ থাকিবে ততদিন জলের স্বভাব বা ধর্ম্ম 'তরলতা' সুপ্ত থাকিবে এবং নৈমিত্তিক ধর্ম্ম বা নিসর্গই স্বভাব বা ধর্ম্ম বলিয়া মনে হইবে কিন্তু যখন নিমিত্ত বা কারণ দূর হইবে তখনই জলের স্বভাব বা নিত্যধর্ম্ম তরলতা পুনরায় প্রকাশিত হইবে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

২০ নারায়ণ নিধি গর্ভোদশায়ী

সনাতনী না 'রূপনারায়ণ'

তড়িতের রেখার মত আজ স্মৃতি-পথে জাগিয়া উঠিতেছে একটী কাহিনী। উক্ত কাহিনীটী পাঠশালায় অধ্যয়ন-কালে জনৈক অভিভাবকের নিকট শুনিয়াছিলাম। তাঁহার ঐ কাহিনীটী বলিবার উদ্দেশ্য ছিল, বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি বাহিরের নামের জন্য যত্নপর না হইয়া যত্নপূর্ব্বক কার্য্যাদি করেন এবং শ্রীভগবানের কৃপায় অতি সহজেই সাফল্য-পুরস্কার লাভ করিয়া থাকেন।

এখন ঘটনাটী বলিতেছি। এক সঙ্গতি সম্পন্ন কৃষকের পুত্রের নাম ছিল 'ঠেন্‌ঠেনা' পুত্রটী কিন্তু এই নাম মোটেই পছন্দ করিত না। তাহার অসন্তুষ্টি-সত্ত্বেও তাহার অভিভাবকগণ নামটী বদল না করায় ঠেন্‌ঠেনা একদিন মনের দুঃখে বাড়ী হইতে চলিয়া গেল। যাইতে যাইতে একটী গ্রামে উপস্থিত হ'ল। সেই গ্রাম খাল বিল প্রভৃতি জলাশয়ে পরিপূর্ণ। জনৈক গ্রামবাসীর নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া সে জানিল, গ্রামটীর নাম 'শুখ্‌না'। উক্ত গ্রাম হইতে অন্যত্র গমন করিয়া একটী লোককে দেখিতে পাইল; লোকটীর সর্ব্বগাত্রে দাদ্ ছিল, জিজ্ঞাসা করিয়া জানিল, উহার নাম 'রূপনারায়ণ'। আরও কিছুদূর অগ্রসর হইয়া দেখিতে পাইল—একব্যক্তি, কৃষকেরা ধান্য লইয়া গেলে যে দুই একটী ছড়া ক্ষেত্রে পড়িয়া থাকিত তাহাই কুড়াইতেছে; তাহার নাম লক্ষ্মীনারায়ণ। এইবার ঠেন্‌ঠেনার কিছু চৈতন্যোদয় হইল। সে ভাবিল—শুখ্‌না গ্রামে যদি জল ব্যতীত স্থল না থাকে, রূপনারায়ণ-নামধারী ব্যক্তির যদি শরীর দাদে বিরূপ হয়, আর লক্ষ্মীনারায়ণ নামক ব্যক্তি যদি দারিদ্র্যের পেষণে ঐপ্রকার পতিত ধানের ছড়া কুড়ায় তাহা হইলে ঐপ্রকার নাম থাকায় লাভ কি? আমার পিতামাতা আমার ঠেন্‌ঠেনা নাম রাখিয়া ত' কোন অন্যায় করেন নাই। যদি আমি এই নামেই সুখস্বচ্ছন্দে জীবন কাটাইয়া যাইতে পারি তাহা হ'লে ক্ষতি কি? এই প্রকার চিন্তা করিতে করিতে সে বাড়ীতে ফিরিয়া আসিল। আসিবার সময় একটী ছড়া রচনা করিল,—

"জল বিনা স্থল নাই 'শুখ্‌না' গ্রাম।
দাদ্ বিনা চর্ম্ম নাই 'রূপ নারায়ণ' তা'র নাম॥
লক্ষ্মীনারায়ণ নাম যাঁর লোড়াইছে খায়।
ভাল ব'লে মা আমার নাম রেখেছে ঠেন্‌ঠেনা রায়॥"

পূর্ব্বোক্ত গল্পটীতে কার্য্যকারীর কার্য্যের বিপরীত-অর্থ প্রকাশক 'শুখ্‌না গ্রাম' 'লক্ষ্মীনারায়ণ' ও 'রূপনারায়ণ' এই নামত্রয় পাইলাম। জগতে প্রতি পাদক্ষেপে এই প্রকার দৃষ্টান্ত দৃষ্ট হয়। আর্য্য বলিয়া পরিচয়-প্রদানকারী অনার্য্যের কার্য্য করিয়া থাকে, ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচিত ব্যক্তি শূদ্র এমন কি, অনুলোম প্রতিলোমাদি শ্রেণীতে কার্য্য-বিচারে অবস্থিত। বৈদিকের পোষাকে অবৈদিকের তাণ্ডব নৃত্যও সর্ব্বদাই চলিতেছে। সুতরাং সনাতনী (?) বলিয়া পরিচিত পত্র যদি গোখরস্বের পরিচয় প্রদান করিয়া গর্ব্ব অনুভব করে, তাহা হইলেই বা আমাদের বিস্মিত হইবার কি আছে? সনাতন—সদাতন, চিরস্থায়ী, নিত্য। "সর্ব্বত্র সর্ব্বকালেষু বিদ্যমানা সনাতনী।" 'সনাতনী'র কার্য্য সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত হইবে। যাহা নিত্যসত্যের আদর করিতে পারে না, আত্মা কি বস্তু বুঝিতে পারে না, যাহা আত্মজ্ঞান-প্রদানকারী নিত্যমুক্ত গুরুবর্গকে নিম্নশ্রেণীতে আরোপ করিতে ব্যস্ত, এমন কি ঢাক পিটাইয়া কাণের কাছে সত্য-তথ্য প্রদান করিলেও তাহা গ্রহণ করিতে যাহা প্রস্তুত নহে, তাহাই আজ কলির বিক্রমে 'সনাতনী' নাম গ্রহণ করিয়া ধূমকেতুর মত উপস্থিত; ধন্য কলি তেরি তামাসা!!

শ্রীনদীয়া-প্রকাশের পাঠকগণ বোধ হয় বিশেষরূপে অবগত আছেন, গৌড়ীয়-আচার্য্য-ভাস্কর শ্রীল রূপ গোস্বামী প্রভু ও শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভু কর্ণাটদেশীয় বিপ্রবংশে আবির্ভাব-লীলা প্রকাশ করিয়াছিলেন। এই তথ্য আমরা শ্রীল জীবগোস্বামী প্রভুর লেখনী হইতে প্রাপ্ত হই। যেহেতু উক্ত গোস্বামী প্রভুদ্বয় শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা 'তৃণাদপি সুনীচ' শ্লোকের আচরণ-প্রদর্শন-কল্পে আপনাদিগকে দৈন্যভরে 'শূদ্র' 'ম্লেচ্ছ' প্রভৃতি বলিতেন সুতরাং তাঁহারা শূদ্র বা ম্লেচ্ছ হইবেন না কেন? কি চমৎকার যুক্তি! লেখকের পিতা যদি দৈন্যভরে নিজকে 'পাষণ্ড' বলেন, তাহা হইলে কি লেখক মহাশয় তাঁহাকে পাষণ্ড-শ্রেণীতে গণ্য করিবেন?

গান্ধীজীর হরিজন(?)-সেবা আর তাঁহার বিরোধীমূলে 'সনাতনী'র (?) আস্ফালন—উভয়ই জাগতিক গুণত্রয়ের কার্য্য। যে-পর্য্যন্ত জীব এই গুণময়ী মায়ার হস্ত হইতে নিষ্কৃতি না পায়, বিশেষতঃ যে-পর্য্যন্ত সে গুণময়ী মায়ার শৃঙ্খলকে কণ্ঠভূষণরূপে গ্রহণ করে সে-পর্য্যন্ত পরমার্থরাজ্যের নিত্যানন্দপ্রদা বাণীর আশ্রয় গ্রহণ করা তাহার পক্ষে কখনও সম্ভবপর নহে। 'দ্বিষতে উপেক্ষা'-নীতি অবলম্বনের নিমিত্ত শ্রীগুরুপাদপদ্ম হইতে আদেশপ্রাপ্ত হইয়া আমরা ত্রিগুণ তাড়িত জনগণের কার্য্যে সাধারণতঃ হস্তক্ষেপ করি না; কারণ যে-কাল পর্য্যন্ত মানবগণ অক্ষজজ্ঞানের বাহিরে একপদও যাইতে প্রস্তুত নহে সে-পর্য্যন্ত তাঁহাদের বৈকুণ্ঠবাণী-শ্রবণের সৌভাগ্য হইবে না। এই শ্রেণীর ব্যক্তিগণ কোনও কথা শুনিয়া তাহা সীমাবদ্ধ অক্ষজজ্ঞান দ্বারা মাপিয়া লইতে চেষ্টা করিবে এবং অসমর্থ হইলে পাগলের ন্যায় প্রলাপ করিবে, তদ্ব্যতীত স্ব-স্ব-সংস্কার হৃদয়ে বদ্ধমূল হওয়ায় প্রকৃত সত্যের আলো তাঁহারা হৃদয়ে কিছুতেই প্রবেশ করিতে দিবেন না, ইহাই তাঁহাদের প্রতিজ্ঞা। সুতরাং সাধুগণ এই শ্রেণীর ব্যক্তিগণকে উপেক্ষা দ্বারা কৃপা করেন। বালকগণ অবাধ্য হ'লেও তাহারা যখন অগ্নিতে হস্ত প্রদান করিতে প্রধাবিত হয় তখন যে-প্রকার পিতামাতা তাহাদিগকে ফিরাইবার জন্য যত্নপর না হইয়া পারেন না, সেই প্রকার আমাদের অক্ষজজ্ঞানের অবোধ শিশুগণ মহাভাগবতগণকে ক্রোড়া-পুত্তলীরূপে গ্রহণ করিয়া আত্মবিনাশে যত্নবিশিষ্ট হওয়ায় আমরা দুই চারিটী সাবধানবাণী না বলিয়া থাকিতে পারিতেছি না। একবার বসুমতীতে কোনও অজ্ঞাতনামা ব্যক্তি ঐ প্রকার বালচাপল্য প্রকাশ করিয়াছিলেন, তখন আমরা তাঁহাকে সাবধান করিয়া দিয়াছিলাম।

পাদ্মে আমরা দেখিতে পাই—

ন শূদ্রা ভগবদ্ভক্তাস্তে তু ভাগবতা মতাঃ।
সর্ব্ববর্ণেষু তে শূদ্রা যে ন ভক্তা জনার্দ্দনে॥

—ভগবদ্ভক্তিপরায়ণ ব্যক্তিগণ কখনও 'শূদ্র' বলিয়া কথিত হন না, তাঁহাদিগকে 'ভাগবত' বলিয়াই কীর্ত্তন করা হয়। জনার্দ্দনের প্রতি ভক্তি না থাকিলে যেকোন জাতিই হউক না কেন, তাঁহারা শূদ্র বলিয়াই গণনীয়।

উক্ত শ্লোকের সহিত সনাতনীর(?) বাক্যের সামঞ্জস্য আছে কি? না সনাতনও যে-প্রকার স্বমত-স্থাপনের জন্য শাস্ত্রের কদর্থ করিয়া কয়েকটী শ্লোক উচ্চারণ করিয়া থাকে, তিনিও সেই প্রকারে তাহার অনুগমন করিতেছেন, ইহাই আমাদের সর্ব্বপ্রথম জিজ্ঞাস্য। দ্বিতীয় কথা—ভগবান্ কি বস্তু, ভগবন্মন্দির কি বস্তু, ভগবন্মন্দিরবাসী কাহারা—এই সকল কথা সনাতনীর (?) জানা আছে ত'? অবশ্য বৈষ্ণবগণ সনাতনীর জড়ধারণা-গঠিত মন্দিরে প্রবেশ লাভ করিতে ব্যস্ত নহেন। তাঁহারা সর্ব্বদাই পবিত্রতম চিদ্‌হৃদয়-মন্দিরে অধোক্ষজ শ্রীভগবানের সিংহাসন ধারণ করিয়া রহিয়াছেন। সে-মন্দিরে অপবিত্রগণ বহু চেষ্টা করিয়াও গায়ের জোরে প্রবেশ করিতে পারে না। জড়-ধারণায় গঠিত জিনিষেরই ক্ষতি-পদে পদে হয়; কারণ জগৎ জড়েরই তাণ্ডবলীলার স্থান। যে-সকল নিত্যসিদ্ধ ভগবদ্ভক্তের পাদপদ্মের এক-রেণু ধূলি লাভ করিতে পারিলে বর্ণোত্তম ব্রাহ্মণ ও আশ্রমশ্রেষ্ঠ সন্ন্যাসী কৃতকৃতার্থ হন, সেই মহাভাগবতগণকে মন্দিরে প্রবেশের অনধিকারী বলিয়া বিবেচনা করা যে কতটা অন্যায় তাহা বোধ হয় অবোধ শিশুর মস্তিষ্কেও প্রবেশ লাভ করে কিন্তু আমাদের বিজ্ঞ 'সনাতনী' (?) তাহা বুঝিতে পারিতেছেন না কেন, তাহা আমরা ধারণা করিতে অক্ষম। 'সনাতনী' শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত পাঠ করিলে জানিতে পারিবেন, বিপ্রকুল-মুকুটমৌলি শ্রীল অদ্বৈতপ্রভু পিতৃ-শ্রাদ্ধ পাত্র শ্রীল হরিদাস ঠাকুরকে প্রদান করিয়া বলিয়াছিলেন-

"তুমি ভোজন করিলে হয় কোটী ব্রাহ্মণ ভোজন।"

নীচ জাতি নিজ কর্ম্মে নিযুক্ত থাকিয়া দেবমন্দিরে প্রবেশ করুক, এই প্রকার সর্ব্বনাশকর মত আমরা পোষণ করি না, এই প্রকারে ভ্রাতৃভাব স্থাপিত হইবে বা পরস্পর হিংসা-দ্বেষাদি বিদূরিত হইবে—এই প্রকার ভ্রান্ত ধারণাও আমাদের নাই। যখন জগতে পিতাপুত্রে পর্য্যন্ত কলহ অহরহঃ দৃষ্ট হইতেছে, তখন বাহিরের কৃত্রিম উপায়ে যে ভ্রাতৃভাব স্থাপিত হইতে পারে না, তাহা বোধ হয় কাচ শিশুও বুঝিতে পারে। যে পর্য্যন্ত ভোগের তাণ্ডবনৃত্য হৃদয়কে বিক্ষোভিত করিবে, সে-পর্য্যন্ত শান্তি বলিয়া কোন জিনিষ আসিতে পারে না। জগা-খিচুরীর পরিণাম - সকলকেই অস্পৃশ্যশ্রেণীতে স্থাপন ব্যতীত আর কিছুই নহে। গুণকর্ম্মের আদর ভুলিয়া যাইয়া যখন আর্য্যনামধারী ব্যক্তি পুত্রপৌত্রাদির মাথায় অনার্য্যোচিত শৌক্রধারার বহুমানন করিতে আরম্ভ করিয়াছে, সেই সময়েই জাতিগত কলহের সৃষ্টি হইয়াছে; যোগ্যকে অযোগ্যের আসনে রাখিবার চেষ্টায় বিদ্বেষ-বহ্নি সহস্রমুখী হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। কলির প্রাবল্যে এই সকল সৃষ্টি হইয়াছে, আরও হইবে।

তবে এই সকল জাতিগত বিদ্বেষে বা বা জাগতিক বিচারে মহাভাগবতগণকে টানিয়া আনিবার চেষ্টা হইতে বিরত হইলে অন্ততঃ বৈষ্ণবাপরাধরূপ সর্ব্বনাশের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করা যাইতে পারে নতুবা অদূর ভবিষ্যতে সর্ব্বনাশ অবশ্যম্ভাবী কারণ রক্ষাকর্ত্তা বিষ্ণু তাঁহার একান্ত ভক্ত বৈষ্ণবের প্রতি কোনও প্রকার অসম্মান সূচক বাক্য কিছুতেই সহ্য করেন না সনাতনী (?) বোধ হয় অম্বরীষ মহারাজের উপাখ্যানেও তাহা পাইয়াছেন।

স্ব-পার্ষদ বৈষ্ণবগণ ব্যতীত কখন বিষ্ণু কোথাও অবস্থান করেন না, ৫

সামান্য কথাটীও সনাতনীর জানা নাই? তবে নীচকুলে জন্মগ্রহণ করিলেই মহাভাগবতের মন্দিরে প্রবেশ-লাভের অধিকার থাকিবে না, এই প্রকার কথা তিনি কি প্রকারে বলেন? যে-মন্দিরে মহাভাগবতের প্রবেশ নাই, সে-মন্দির ত' বিষ্ণুর মন্দির হইতেই পারে না? তাহা ত' পুতুল খেলিবার স্থান। যদি সনাতনী মহাভাগবতের সম্মান প্রদান করিতে না শিখেন, তাহা হইলে সকলেরই প্রশ্ন হইবে—'সনাতনী' কি সনাতনী, না পূর্ব্বোল্লিখিত গল্পের রূপ-'নারায়ণ'?

দু'একটী সন্দেশ

(৩)

সেই বিশ্বপ্রেমিক উদারবিগ্রহ মহাপুরুষ ক্ষুদ্র, নশ্বর পরোপকার-কার্য্যে ব্রতী হন নাই। তিনিও "জীবে দয়া" প্রচার করিয়াছেন। তিনি বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিয়া এক বৃহৎ হাসপাতাল খুলিয়াছিলেন। তিনি নিজকে ও তাঁহার সহচরগণকে indoor ও outdoor relief কার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। Outdoor relief কার্য্যের প্রধান সহায় ছিলেন শ্রীনিত্যানন্দ ও শ্রীহরিদাস। তাঁহাদিগকে তিনি বলিয়াছিলেন—

"শুন শুন নিত্যানন্দ, শুন হরিদাস।
সর্ব্বত্র আমার আজ্ঞা করহ প্রকাশ॥
প্রতি ঘরে ঘরে গিয়া কর এই ভিক্ষা।
বল কৃষ্ণ, ভজ কৃষ্ণ, কর কৃষ্ণশিক্ষা॥
—ইহা বই আর না বলিবা, বোলাইবা।
দিবা-অবসানে আসি আমারে কহিবা॥"

তিনি ঔষধের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন—নববিধ ভক্ত্যঙ্গ এবং পথ্য—সদাচার।

যাঁহারা সেই জগদ্গুরুর indoor hospitalএ থাকিতেন, তাঁহারা তাঁহাদের যথা-সর্ব্বস্ব admission fee স্বরূপ প্রদান করিয়া তাহাতে প্রবেশ করিতেন এবং তাঁহারা অন্তরঙ্গ-ভক্তরূপে পরিগণিত হইয়া জগদ্গুরুর সাক্ষাৎ-সেবায় অধিকার পাইতেন। সেই জগদ্গুরু শ্রীগৌরসুন্দরের আদেশ—

যাঁরে দেখ, তাঁরে কহ—কৃষ্ণ উপদেশ।
আমার আজ্ঞায় গুরু হঞা তার এই দেশ॥
ইহাতে না বাধিবে তোমার বিষয়তরঙ্গ।
পুনরপি এই ঠাঞি পাবে মোর সঙ্গ॥

—এই আদেশ শিরে ধারণ করিয়া বর্ত্তমান-যুগে দুর্ভিক্ষ, মহামারী, বন্যা, প্রভৃতি দেশের নানাবিধ দুরবস্থার মধ্যে নিত্যমঙ্গল-বাণী লইয়া শ্রীগৌরসুন্দরের প্রকটস্থলী শ্রীমায়াপুর যোগপীঠে আজ কয়েক বৎসর যাবৎ শ্রীচৈতন্যমঠ প্রচারক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছেন এবং এই আকর-মঠরাজ ভারতের বিভিন্ন-স্থানে বহুবিধ মঠ ও ভারতেতর স্থানে বহুবিধ সাময়িক পত্রিকাদি প্রেরণপূর্ব্বক জগতের সর্ব্বত্র হরিকথার দুর্ভিক্ষ, নাস্তিকতার মহামারী, অসদাচারের বন্যা, দৈববর্ণাশ্রমের ব্যভিচার প্রভৃতি দেশের নানাবিধ দুরবস্থা দূর করিবার জন্য জগতের সর্ব্বত্র প্রচারক প্রেরণ করিয়া Outdoor relief করিতেছেন এবং মঠাদিতে ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ প্রভৃতির নিত্যমঙ্গল ব্যবস্থার জন্য indoor hospital খুলিয়াছেন।

যাঁহারা এতদিন ধর্ম্মের নামে ব্যবসায় ফাঁকাইয়া বসিয়াছিলেন, সেই সকল চিকিৎসকব্রুবগণ এই বৃহৎ দাতব্য-চিকিৎসাগারের কার্য্যপ্রণালী দর্শন করিয়া মাৎসর্য্যবশে ম্রিয়মাণ হইয়া পড়িয়াছেন ও নানাভাবে এই মহদুদ্দেশ্যের বিরুদ্ধে চেষ্টা করিতেছেন। কিন্তু হায়! হিমাচলের অঙ্গে যেমন লোষ্ট্রনিক্ষেপ করিতে গেলে, উহা হিমাচলকে স্পর্শ না করিয়াই কোন সামান্য একটী উপত্যকাস্থিত প্রস্তরে লাগিবামাত্র চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া যায়, তদ্রূপ ঐসকল ব্যক্তির চেষ্টাও অচিরে তদ্রূপই হইবে।

যাঁদের প্রাণ বিশ্ববাসী জীবের দুঃখে এরূপ কাঁদিয়াছিল—জীবের রোগে যাঁরা নিজদিগকে রোগাক্রান্ত বলিয়া অনুভব করিয়াছিলেন, তাঁরা কিন্তু এখনকার মত একটীও হাঁসপাতাল খোলেন নাই, ঔষধ বিতরণ করেন নাই Famine relief সেবাশ্রম, বিধবাশ্রম খোলেন নাই এ সকল কিছুই করেন নাই। তাঁরা যে সময় এই বাঙ্গালা দেশে উপস্থিত ছিলেন, তখনকার রাজা বিধর্ম্মী ছিলেন, শুধু তাই নয়, হিন্দুধর্ম্মের উপর যথেষ্ট অত্যাচারী,—তারা কীর্ত্তনের খোল ভাঙ্গিয়া দিত, কাহাকেও কীর্ত্তন করিতে দিত না, বাইশ বাজারে প্রহার করিত, জাতি নষ্ট করিত, কুল-ললনাগণের উপর পাশবিক অত্যাচার করিত, ধন অপহরণ করিত, কিন্তু ঐ পরদুঃখে দুঃখী মহাপুরুষগণ "স্বাধীনতা", "স্বাধীনতা" বলিয়া চীৎকার করেন নাই বা আগে দেশোদ্ধার পরে আত্মধর্ম্ম প্রচার হইবে, এরূপ বিবেচনাও করেন নাই। তখনকার ইতিহাস-পাঠে জানা যায় যে, তখনও দুর্ভিক্ষ, বন্যা, মহামারী প্রভৃতি হইত, না হইবারই বা কথা কি? প্রাকৃতিক নিয়ম সর্ব্বদাই এক, তবে সর্ব্বদাই আমাদের নিকট স্বপ্নরাজ্যে অতীতের স্মৃতিটা বড় সুখময় বলিয়া বোধ হয়, বর্ত্তমানটা অসুবিধাজনক বোধ হয়।

অন্যাভিলাষের প্রচ্ছন্ন আবরণ

(১)

অন্যাভিলাষ ও জ্ঞান-কর্ম্মাদি দ্বারা অনাবৃত অনুকূল কৃষ্ণানুশীলনকেই শুদ্ধভক্তি বলে। এই শুদ্ধভক্তি সুদুর্ল্লভা; যাঁহারা শুদ্ধভক্তির স্বরূপ শ্রবণ করেন নাই তাঁহাদের ত কথাই নাই, দৈবী মায়া এমনি দুরত্যয়া যে যাঁহারা মুখে শুদ্ধভক্তির স্বরূপ কীর্ত্তনের অভিনয় করিতেছেন এবং সদ্গুরুপাদপদ্ম-আশ্রয়পূর্ব্বক শুদ্ধকৃষ্ণানুশীলন করিতেছেন বলিয়া অভিমান করেন তাঁহাদের চিত্তের মধ্যেও অন্যাভিলাষাদির আবরণ প্রচ্ছন্নভাবে থাকিতে পারে।

নিষ্কপটে শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্ম-আশ্রয় ও আশ্রয়ের অভিনয় এক নহে। ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস প্রভৃতি যে কোন আশ্রমেই অবস্থান করুন না কেন যিনি নিরন্তর কায়-মনোবাক্যে শ্রীগুরুসেবায় রত তিনিই নিষ্কপট গুরুসেবক কিন্তু যিনি তাহা করেন না, বুঝিতে হইবে তিনি কেবল আশ্রয়ের অভিনয় করিয়াছেন মাত্র কিম্বা নিষ্কপটা মতির অভাবে ষোল আনা আত্ম-সমর্পণ করিতে পারেন নাই।

যে-ক্ষেত্রে ষোল আনা শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মে অর্পিত হয় নাই আমার বলিতে 'কিছু' পৃথগ্ভাবে রাখা হইয়াছে বা আমার পৃথক্ 'কিছু' আছে এরূপ অভিমান আছে কিম্বা "আমি সর্ব্বস্ব গুরুপাদপদ্মে অর্পণ করিয়াছি, আমার বলিতে আর কিছুই নাই" এরূপ কথা মুখে বলিলেও জ্ঞাতভাবেই হউক বা অজ্ঞাতভাবেই হউক অন্তরে গুপ্তভাবে 'কিছুর' অভিমান আছে সেরূপ ক্ষেত্রেই দৈবী মায়া আত্মার নিত্যবৃত্তি উত্তমা ভক্তিকে অন্যাভিলাষের আবরণে আবৃত করিবার অবসর প্রাপ্ত হয়। তখন আমরা বুঝিতে পারি না যে, হৃদয়ের গভীর প্রদেশে অন্যাভিলাষের প্রচ্ছন্ন আবরণ আছে কি না?

আমরা গুরু-সেবকের সজ্জায় সজ্জিত থাকিলেও আমাদের অজ্ঞাতভাবে দৈবী মায়া কিরূপভাবে অন্যাভিলাষের আবরণ আনিয়া দেয় তাহার উদাহরণরূপে নিজজীবনের দুই একটী ঘটনা বর্ণন করিয়া 'প্রচ্ছন্ন অন্যাভিলাষের' স্বরূপ অঙ্কিত করিবার চেষ্টা করিব।

প্রায় দশ বৎসর অতীত হইল তখন আমি পূর্ব্বাশ্রমে ছিলাম। তথায় তৎকালে শ্রীগৌড়ীয়মঠের কোন প্রচারক সদলে কৃপাপূর্ব্বক শুভবিজয় করিয়াছিলেন। একদিন তাঁহারা আমার পূর্ব্বাশ্রম হইতে দুই মাইল দূরে একটী স্থানে প্রচারে গমন করেন, আমিও তাঁহাদের সঙ্গে ছিলাম। পাঠ-কীর্ত্তনাদি শেষ হইতে রাত্রি প্রায় ১২॥ টা হইল। তাঁহারা সেদিন রাত্রে তথায় অবস্থান করিবেন এইরূপভাবেই প্রস্তুত হইয়া গিয়াছিলেন; প্রসাদ পাইতে রাত্রি ১টা বাজিল। সেই সময় আমি সন্ন্যাসী মহারাজের শ্রীচরণে দণ্ডবন্নতি করিলাম।

মহারাজ বিস্মিত হইয়া বলিলেন—এত অধিক রাত্রি, তার উপর ঘোর অন্ধকার এ সময় বিদায়ের জন্য দণ্ডবৎ করিতেছেন কেন? আবার ভোরেই আপনাকে দরকার হইবে সুতরাং ৩।৪ ঘণ্টার জন্য এই অসময়ে বাড়ী যাইবার আবশ্যক কি? এ রাত্রি কি সংযত থাকিতে পারেন না?

তদুত্তরে আমি বলিলাম—মহারাজ আপনি যাহা ভাবিতেছেন আমার বাড়ী যাইবার উদ্দেশ্য তাহা নহে। কারণ আপনি গত বৎসরে আসিয়া যখন বলিয়াছিলেন যে—"জীবমাত্রেই স্বরূপতঃ কৃষ্ণদাস সুতরাং সহধর্ম্মিণীও কৃষ্ণদাস। কৃষ্ণই একমাত্র ভোক্তা আর সকলেই তাঁহার ভোগ্য। অতএব কৃষ্ণের ভোগ্য আত্মাকে নিজ ভোগ্য-স্থানে ভোগ করিতে প্রবৃত্ত হওয়া উচিত নহে।" সেই উপদেশ আমি তখন হইতেই শিরে ধারণ করিয়াছি। প্রায় এক বৎসর হইল আমি বহির্ব্বাটীতে শয়ন করি। তবে বৈষ্ণবের বিছানায় শয়ন করিলে অপরাধ হইবে বলিয়া আমি যাইতেছি, আর এক কারণ এই যে বিছানাটা একটু নরম না হইলেও ঘুম হয় না এবং নিজে বিছানাপাড়া অভ্যাস নাই বাড়ীর লোক বিছানাটা পাড়িয়া রাখে। তাহার পর মহারাজের অনুমতি লইয়া বিদায় গ্রহণ করিলাম।

পরদিন প্রাতে আসিয়া মহারাজকে দণ্ডবৎ করিলাম। তখন তিনি নিম্নলিখিত উপদেশ দিলেন। "হিরণ্য অর্থে—কনক, কশিপু অর্থে—উত্তম বিছানা ও স্ত্রীলোক সুতরাং যাহারা কনক, কামিনী কিম্বা উত্তম বিছানাতেই আসক্ত তাহারাই ন্যূনাধিক পরিমাণে হিরণ্যকশিপুর ন্যায় চিত্তবৃত্তিবিশিষ্ট। কেবল স্থূলভাবে স্ত্রীসঙ্গ পরিত্যাগ করিলেই যোষিৎসঙ্গ হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যায় না, সূক্ষ্মভাবে স্ত্রীসঙ্গ হইতে পারে। যদি আলাপ ও দর্শনাদিদ্বারা ইন্দ্রিয়তর্পণের বাসনা থাকে তাহা হইলে স্থূলভাবে স্ত্রীসঙ্গ না করিয়াও স্ত্রীতে আসক্তচিত্ত হওয়ায়, মুখে তাহাকে কৃষ্ণদাস বলিলেও অজ্ঞাতভাবে ভোগ্যরূপে দর্শন করায় যোষিৎসঙ্গ হইয়া যাইবে।

শুদ্ধভক্তি গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। ভাষ্যসহ বিরাট শ্রীচৈতন্যভাগবত ৫৲
২। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২৮৲
একাদশ স্কন্ধ হইতে প্রতিখণ্ড ।৶০
৩। ভাষ্যদ্বয়সহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত
(৪র্থ সংস্করণ) ৬৲
৪। ভক্তিবিবেককুসুমাঞ্জলি (বাঁধা) ১৲
৫। গৌড়ীয়-গৌরব ।৵০
৬। গৌড়ীয়-সাহিত্য ।৵০
৭। স্তবনবস্তু
শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও
শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৯। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ)
ঐ (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
১০। গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি টীকাসহ)
ঐ (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
১১। গীতার কেবল মাধ্ব-ভাষ্য
১২। যুক্তিমল্লিকা গুণসৌরভঃ সানুবাদ
(মাধ্ব) ২৲
১৩। বেদান্ততত্ত্বসার সানুবাদ
(রামানুজীয়) ॥০
১৪। জৈবধর্ম্ম ২৲
১৫। শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৬। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১৭। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ॥৵০
ঐ (বাঁধা) ৸০
১৮। দ্বীপ-দিগ্ দর্শন ৵০
১৯। সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ) ।৵০
২০। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ॥০
ঐ (আবাঁধা) ।৵০
২১ নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
২২। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৵০
২৩। গীতমালা /১০
২৪। নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য ৶০
২৫। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶০
২৬। নবদ্বীপ পঞ্জিকা (৪৪৭ গৌরাব্দ) ৵০
২৭। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
২৮। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা-দর্পণ ১০
২৯। শরণাগতি /০
৩০। গীতাবলী /০
৩১। চিত্রে নবদ্বীপ ১॥০
৩২। সাধনকণা /০
৩৩। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা /০
৩৪। নবদ্বীপশতক /০
৩৫। অর্থপঞ্চক /০
৩৬। সদাচারস্মৃতিঃ /০
৩৭। কল্যাণকল্পতরু (৫ম সংস্করণ) /১০
৩৮। অর্চ্চনকণ ./১০
৩৯। সাধককণ্ঠমালা (বাঁধা) ।০
ঐ (আবাঁধা) ৷/০
৪০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি
(প্রথম চারিখণ্ড) ৩.
৪১। ব্রহ্মসংহিতা ।০
৪২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৪৩। মণিমঞ্জরী সানুবাদ ।০
৪৪। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৪৫। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ।০
৪৬। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৪৭। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
৪৮। গৌড়ীয়মঠ কি করেন ? /০
৪৯। ঈশোপনিষৎ (বলদেব ও মাধ্ব-ভাষ্য এবং বিবৃতি ও অনুবাদসহ) ।০
৫০। শ্রীভুবনেশ্বর ৶০
৫১। সিদ্ধান্তদর্পণ ৵০
৫২। সাংখ্যবাণী /০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৫৩। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী-দিগ্বিজয়ঃ ।০
৫৪। সটীক-শিক্ষাদশমূলম্ ।০
৫৫। তত্ত্ব-সূত্রম্ ।০
৫৬। সানুবাদ-শিক্ষাষ্টকম্ ৵০
৫৭। গৌড়ীয়মঠস্থ পরিচয়ঃ /০
৫৮। সারাংশবর্ণনম্ ৶০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৫৯। রায় রামানন্দ ।০
৬০। নামভজন ।০
৬১। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ডস ।৵০
৬২। লাইফ্ য়্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব
শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।০
৬৩। বৈষ্ণবীজম ।০
৬৪। হোয়াট্ গৌড়ীয়মঠ ইজ্ ডুইং /০
৬৫। দি ভাগবত ।০
৬৬। থিয়োটিক্ প্রিন্সিপ্ল্ য়্যাণ্ড
আনেলয়েড্ ডিভোসন ।
৬৭। ব্রহ্ম-সংহিতা ২॥০
৬৮। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (ভলুম ওয়ান) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৬৯। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ॥০
৭০। সাধন পথ ।০
৭১। কল্যাণ-কল্পতরু /১০
৭২। গীতাবলী /০
৭৩। শরণাগতি /০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৭৪। শরণাগতি

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

নদীয়া-প্রকাশপ্রাপ্তির স্থান

১। শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম-মায়াপুর, নদীয়া
২। শ্রীযোগপীঠ ঐ
৩। শ্রীবাস-অঙ্গন ঐ
৪। অদ্বৈত-ভবন ঐ
৫। কাজীর সমাধি পাট ঐ
৬। স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ, নদীয়া।
৭। শ্রীভাগবত আসন কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
৮। শ্রীএকায়ন মঠ গোবিন্দপুর, হাঁসখালী।
৯। দ্বাদশগোপাল পাট—পোঃ চাকদহ,
১০। শ্রীগৌর-গদাধরমঠ—চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড়, বর্দ্ধমান
১১। শ্রীমোদদ্রুমছত্র মাউগাছি, বর্দ্ধমান
১২। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম, আমলাযোড়া, পোঃ রাজবাধ বর্দ্ধমান
১৩। শ্রীগৌড়ীয়মঠ বাগবাজার, কলিকাতা
১৪। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাজু, হাওড়া,
১৫। শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয়মঠ, ৯০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা
১৬। শ্রীগোপালজী মঠ কমলাপুর, ঢাকা।
১৭। শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ পোঃ বালিয়াটী.
১৮। শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয়মঠ ময়মনসিংহ।
১৯। শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ চিরুলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর
২০। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম গোয়ালপাড়া, আসাম।
২১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ রায়পেট্টা, মান্দ্রাজ।
২২। শ্রীরামানন্দগৌড়ীয় মঠ কভূর, জিঃ পশ্চিম গোদাবরী
২৩। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ উড়িয়াবাজার, পোঃ বক্সীবাজার, কটক।
২৪। শ্রীত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয় মঠ ভুবনেশ্বর।
২৫। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ স্বর্গদ্বার, পুরী।
২৬। শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ আলালনাথ পোঃ ব্রহ্মগিরি, পুরী।
২৭। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ ভুমুরকুণ্ডা, পোঃ চিরকুণ্ডা, মানভূম।
২৮। শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ—কাশী।
২৯। শ্রীরূপগৌড়ীয় মঠ—এলাহাবাদ।
৩০। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ পুরাণবাজার, সরকার ঠাকুরের কুঞ্জ, বৃন্দাবন
৩১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, নিউদিল্লী
৩২। শ্রীপরমহংসমঠ—নৈমিষারণ্য,
৩৩। শ্রীসারস্বত গৌড়ীয় মঠ—হরিদ্বার।
৩৪। শ্রীব্যাসগৌড়ীয়মঠ—কুরুক্ষেত্র, পঞ্জাব
৩৫। শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাবুলনাথ রোড, পোঃ গ্রাণ্ট রোড, বোম্বে।
৩৬। লণ্ডন গৌড়ীয়মঠ, ৩৯নং গ্লেটন্ গার্ডেন্স, কেন্সিংটন্ লণ্ডন, (এস, ডব্লিউ—১০)।
৩৭। অমরি গৌড়ীয়মঠ—মেদিনীপুর
৩৮। সরভোগ গৌড়ীয় মঠ—সরভোগ, কামরূপ, আসাম,

শুদ্ধভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীলভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী মাসিক। শ্রীধাম-মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১॥০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দি ভাষায় একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি হৃদয় বন মহারাজ সম্পাদিত ও নৈমিষারণ্য শ্রীপরমহংস মঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা ডাক ১॥০ দেড় টাকা মাত্র।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥০ দেড় টাকা মাত্র।

৫। কীর্ত্তন—মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ নিমানন্দ সেবাতীর্থ বি-এজি, বি-টি, সম্পাদিত। আসাম গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম হইতে প্রকাশিত আসামী ভাষায় মাসিক। ভিক্ষা সডাক ১॥০ দেড় টাকা মাত্র

শ্রীচৈতন্যভাগবত

আদিকবি শ্রীল বৃন্দাবন দাস প্রণীত সমগ্র গ্রন্থ

গ্রন্থের মূল বোল্ড অক্ষরে এবং তন্নিম্নে বিশ্ববিশ্রুত গৌড়ীয়মঠের প্রতিষ্ঠাতা ও আচার্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের রচিত বিবৃত ভাষ্য উত্তর কাগজে সৌষ্ঠবের সহিত মুদ্রিত হইয়াছেন। ডবল ক্রাউন আটপেজি আকারে ১০১৬ পৃষ্ঠায় কেবল মূল ও ভাষ্য সম্পূর্ণ হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত শ্লোকসূচী, পদ্যসূচী, স্থানসূচী, পাত্রসূচী, বিষয়সূচী, শব্দসূচী প্রভৃতি বিস্তৃত সূচীপত্রে একটি গ্রন্থ হইবে। সভাষ্য শ্রীচৈতন্যভাগবতের এরূপ উৎকৃষ্ট ও অমূল্য বিরাট্ সংস্করণ জগতের কোথায়ও আজ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই, ইহা নিরপেক্ষ পাঠক মাত্রকেই একবাক্যে স্বীকার করিতে হইবে। শ্রীগৌড়ীয়মঠের উৎসব-কালে গ্রন্থের ভিক্ষা ১২৲ বারটাকা স্থলে—৫৲ পাঁচটাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীচৈতন্যমঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

তারের ঠিকানা— 'শ্রীধাম' নবদ্বীপ

ডাকের ঠিকানা—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

দৈ নি ক

REG. C1544

নদীয়া-প্রকাশ

THE
NADIA-PRAKASH

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩।০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র।

গ্রাহকের হার
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸০
মাসিক ১৲
নগদ বর্ত্তমান
সংখ্যা ৫

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার - নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৮ম খণ্ড | সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বেদান্তবাচস্পতি [২৪৭শ সংখ্যা

শ্রী ভা গ ব ত প্র দ র্শ নী

শ্রীমদ্ভাগবতাবির্ভাব'

প্রদর্শনী দৃশ্য

১ম—৪র্থ

(১—২)

শম্যাপ্রাসে বসি' ব্যাস মহাভাগ,
সামাদি-বেদের করিলা বিভাগ,
পূর্ণ যাহে জ্ঞান-কর্ম্ম-যোগ-যাগ,
করিলা রচনা ভারত-পুরাণ।
পরবিদ্যা নামে জগত-মাঝারে,
অবিদ্যা-মোহিনী মোহিছে সবারে,
আত্মার ধরম নাহি দানে নরে,
নাহি করে শুদ্ধা ভক্তি উন্মেষণ ॥
প্রাকৃত জগতে হইয়া চালিত,
মনবুদ্ধি-আদি অহঙ্কারে যত,
আত্মবৃত্তি তাহে নহে উন্মেষিত,
সেই হেতু ব্যাস বিষণ্ণবদন।
নেহারি ব্যাসের চিত্ত-অবসাদ,
উপনীত হৈলা দেবর্ষি নারদ,
জগতের গুরু নাশিতে বিষাদ,
জিজ্ঞাসিলা ব্যাসে হতাশ-কারণ ॥
শুনিয়া তখন বিষাদ-কারণ,
দেবর্ষি ব্যাসেরে করিলা বর্ণন,
পরিহরি ভোগ-ত্যাগ-আলোচন,
শুদ্ধ হরিকথা করহ কীর্ত্তন ॥
করিয়া নিরস্ত ভোগ-ত্যাগ হ'তে,
পাঞ্চরাত্রিকের বিধানের মতে,
অর্পিলা আদেশ শ্রীকৃষ্ণ সেবিতে,
শুদ্ধ-শিক্ষা দিলা অর্চ্চন ভজন ॥
শিক্ষা দিতে জীবে কহে ব্যাসদেব,
ভারতে পুরাণে সর্ব্বগ্রন্থে দেব,
হরিকথা লিখি কেন অতএব,
নাহি হয় মোর চিত্তের সন্তোষ।
দেবর্ষি নারদ কহে প্রিয়তম,
ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ অতিক্রম,
তবেত পাইবে শুদ্ধ-কৃষ্ণ-প্রেম,
দূরে যাবে চিত্তে অবসাদ-দোষ ॥

(৩)

শিক্ষা দিলা তাঁরে শুদ্ধভক্তি-যোগ,
ভক্তিযোগে নাশে জীব-চিত্তরোগ,
সেবা-যোগে দূরে যায় ত্যাগ-ভোগ,
পায় জীব হৃদে নিত্যানন্দ-ধন।
কেবলা ভকতি করিয়া আশ্রয়,
শ্রবণের পর বরণ দশায়,
গুরুদেব-দত্ত দিব্য-চক্ষে হয়,
বিষয়বিগ্রহ শ্রীহরিদর্শন ॥
ভক্তিযোগে বসি' সমাধি আসনে,
হেরিলেন ব্যাস ভকতি-নয়নে,
পরমপুরুষে সহ তাঁর গণে,
বিরিঞ্চি-বাঞ্ছিত বেদ-গোপ্য ধন।
বিষয়-বিগ্রহ কেবল শ্রীহরি,
আশ্রয়-সকল সেবে যত্ন করি',
পঞ্চরসে সেবে ভোগ পরিহরি',
কাম-গন্ধহীন প্রেমে মগ্ন মন ॥
শ্রীরাধিকা তাঁর কায়ব্যূহগণ,
মধুর-রসেতে সেবে অনুক্ষণ,
শ্রীনন্দ-যশোদা বাৎসল্যে মগন,
সখ্যরসে সেবে শ্রীদামাদি দাস।
চিত্রক পত্রক আদি ভৃত্যগণ,
দাস্যরসে করে কৃষ্ণের তোষণ,
শান্ত-রসে হয় গো-বেত্র-বিষাণ,
মুরলী যামুন সৈকতাদি নাম॥
সকল রসের লক্ষ্যে পরিকর,
সর্ব্ব-রস সেব্য রসিক শেখর,
সাধিছে পূর্ণতা শ্রীশ্যামসুন্দর,
ধরিয়া বিগ্রহ বিষয় আশ্রয়।
দেখিলেন ব্যাস যোগমায়া-ছায়া,
পশ্চাদ্দেশে তাঁ'র হ'য়ে অপাশ্রয়া,
অচিৎ-শকতি রাজে মহামায়া,
মোহিছে সতত জীবের নিচয় ॥
দুই কর তাঁর দ্বিবিধ প্রকারে,
সদা দেয় বাধা সকল জীবেরে,
প্রাকৃত হইতে অপ্রাকৃত-পুরে,
যেওনাক জীব করে নিবারণ।
করিয়া জীবের কৃষ্ণের বিস্মৃতি,
কাম-ক্রোধ-লোভে মোহে জীবমতি,
বশ করে জীবে ধরি' বহু মূর্ত্তি,
করাতে সতত সংসার-ভ্রমণ ॥
মায়াসম্মোহিত জীবের নিচয়,
ভোক্তা সাজি' ভোগ-ত্যাগে মত্ত রয়,
কালাধীন হ'য়ে ভবে বিচরয়,
শান্তির অভাবে চিত্ত ক্ষুণ্ণ রয়।
জাগিলে হৃদয়ে সেবা অধোক্ষজে,
চিত্তের সকল দুষ্পিপাসা ত্যজে,
স্বরূপে বিরাজি' সদা কৃষ্ণ ভজে,
মজে সেবানন্দে নিত্যানন্দময় ॥

(৪)

কৃষ্ণকথা-পূর্ণ গ্রন্থ-ভাগবত,
শুদ্ধ-ভক্তিযোগ প্রদানে সতত,
গুরুমুখ হ'তে হইয়া নিঃসৃত,
অবতরি' করে জীবের তারণ।
তর্কজ্ঞানপথ সদা করে হত,
খণ্ড খণ্ড করে যত তত মত,
শ্রৌতপথে লভ্য বিশ্বেতে বিখ্যাত,
ভকত-বৎসল শ্রীকৃষ্ণ-রতন ॥
ভাগবতামৃত সুমধুর ধ্বনি,
শ্রীশুক গোস্বামী ব্যাসমুখে শুনি',
মুমূর্ষু জীবের সার গ্রন্থখানি,
প্রচারিলা ভবে সেই মহামুনি।
নিগম তরুর ভাগবত-ফল,
নাহি কিছু ত্যাজ্য অষ্ট্যাদি-বল্কল,
যুক্ত হ'লে তাহে শুকমুখ-জল,
মৃত্যুভয়-নাশে অমৃতের খনি ॥

(৫)

ঊর্ণনাভ যথা জাল আপনার,
ইচ্ছামত করে সঙ্কোচ বিস্তার,
নিজে বদ্ধ নহে জালে সে তাহার,
বদ্ধ হয় কীট-পতঙ্গ-নিচয়।
মায়াজাল-মাঝে ভক্ত-ভগবান্,
বদ্ধজীবগণে দিতে পরিত্রাণ,
যুগে যুগে আসি করে কৃপাদান
মায়াতীত তাঁরা তাহে বদ্ধ নয় ॥
ঊর্ণনাভ-শিশু আনন্দে যে মতি,
ভ্রময়ে তাহাতে জননী-সংহতি,
বদ্ধ নাহি হয় সদা হৃষ্টমতি,
মায়া-ফাঁসে নহে কখনও পতন।
তেমনি জগতে ঊর্ণনাভ সম,
হরিপদ্মনাভ ল'য়ে প্রিয়তম,
মায়াক্ষেত্রে করে লীলা মনোরম,
যোগমায়া সহ করি আগমন ॥
মায়াজাল-মাঝে পড়ি' জীবমীন,
কত যে যন্ত্রণা সহে নিশিদিন,
এমায়া তরিতে উপায়বিহীন,
বিনা মায়াধীশ-চরণ-সেবন।
শ্রীহরি-চরণে হইলে প্রণত,
মায়া-ফাঁস হ'তে রক্ষিবে সতত,
প্রতিজ্ঞা তাঁহার জগতে বিদিত,
ভকতের নাই বিনাশ কখন ॥
জগমাঝে যত অসুর-প্রকৃতি,
মহামায়া-মোহে বিমোহিত-মতি,
বদ্ধ হ'য়ে পাশে রুদ্ধ শ্রেয়ঃ-গতি,
চিরতরে হয় নিরয়ে পতন।
জগমাঝে আসি ভক্ত-ভগবান্,
ভূলোকে উড়ায়ে গোলোক-নিশান,
আনন্দে বাজায়ে বিজয়-বিষাণ,
নিত্যানন্দ-ধামে করয়ে গমন ॥

(৬)

রাজসূয়-যজ্ঞ যবে ধর্ম্মরাজ,
অনুষ্ঠিত কৈলা রাজন্য-সমাজ,
সভামধ্যে পেল, দুর্য্যোধন লাজ,
হ'য়ে নেত্রে তার বিবর্ত্ত-দর্শন।
কৃষ্ণভক্ত সব পাণ্ডুর তনয়,

গুরু কৃষ্ণরূপ হন শাস্ত্রের প্রমাণে। গুরুরূপে কৃষ্ণ কৃপা করেন ভক্তগণে ॥

বিশ্ব-বিশ্রুত শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত

শ্রীচৈতন্য ভাগবত

বিরাট্ দ্বিতীয়-সংস্করণ

গৌড়ীয়াচার্য্যভাস্কর প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ কর্ত্তৃক গৌড়ীয়ভাষ্য ও বিবৃতিসহ প্রকাশিত। সংস্কৃত শ্লোক-সমূহের অন্বয়, অনুবাদ ও ব্যাখ্যা সন্নিবেশিত। প্রতি অধ্যায়ের কথাসার, অধ্যায়-সূচী, শ্লোক-সূচী, পয়ার-সূচী, স্থান-সূচী, পাত্র-সূচী ও গ্রন্থকার শ্রীল বৃন্দাবন দাস গোস্বামীর জীবনী প্রভৃতি মহামূল্য-রত্নে অলঙ্কৃত।

ভিক্ষা—সর্ব্বসাধারণের সুবিধার জন্য ১২৲ স্থলে এখনও ৬৲ ছয়টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান-

১। শ্রীচৈতন্য মঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

২। শ্রীগৌড়ীয় মঠ
পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

ইউনিয়ন বোর্ডের ফর্ম্ম

ফর্ম্ম সর্ব্বদা বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত থাকে। অর্ডার পাইলে আমরা অতি ক্ষুদ্র সাইজ রেজেষ্টারী বহির উপরে ইউনিয়ন বোর্ডের নাম ও নম্বর লেবেল ছাপাইয়া আটিয়া সরবরাহ করিয়া থাকি। কতকগুলি ফরমের তালিকা নিম্নে দেওয়া গেল—

আসেসমেণ্ট তালিকা

ইউনিয়ন বোর্ডের, বেঞ্চের এবং কোর্টের যাবতীয়

১ নং ফরম প্রতি শত ১৲ টাকা।

বজেট এষ্টিমেট

২নং ফরম প্রতি খানা /০ আনা, প্রতি শত ৪৲ টাকা।

ক্যাস বহি

৩ নং ফরম (আয় ব্যয়ের জমা খরচের বহি) ১০০ পৃষ্ঠার বহি ১৲

আদায়ের রেজেষ্টারী

৪ নং ফরম ১০০ পৃষ্ঠার বহি ১৲ টাকা, ২০০ পৃষ্ঠার বহি ২৲ টাকা।

দৈনিক আদায়ের রেজেষ্টারী

৫ নং ফরম ১০০ পৃষ্ঠার বহি ১৲ টাকা, ২০০ পৃষ্ঠার বহি ২৲ টাকা।

খোঁয়াড় ও খেয়াঘাটের জমার রেজেষ্টারী

৬ নং ফরম প্রতি বহি ১৲ টাকা।

মুৎফরাক্কা রসিদ

৭ নং ফরম প্রতি বহি ৷০ আনা।

অগ্রিম দেওয়া টাকার রেজেষ্টারী

৮ নং ফরম প্রতি বহি ১৲ টাকা।

মাসিক হিসাব নিকাশের রেজেষ্টারী

৯ নং ফরম ১০০ পৃষ্ঠার বহি ১৲ টাকা, ২০০ পৃষ্ঠার বহি ২৲ টাকা।

জাম ও বস্তু সম্বের রেজেষ্টারী প্রতি বহি ১৲ টাকা।

সি ফরম দফাদার বা চৌকীদারের বেতন বিলের রেজেষ্টারী প্রতি বহি ১৲ টাকা।

ডি ফরম দফাদার বা চৌকীদারের বেতনের রেজেষ্টারী প্রতি প্রতি বহি ১৲ টাকা।

ই ফরম দফাদার বা চৌকীদারের বেতন বিলের ফরম প্রতি কাপি ৴৫ পয়সা, প্রতি শত ১৲ টাকা।

"জি ফরম" দণ্ড বিষয়ক কার্য্য-প্রণালী প্রতি কাপি ৴৫ পয়সা প্রতি শত ১৲ টাকা

আইন ফরম জারীর জন্য প্রাপ্ত পরওয়ানার রেজেষ্টারী প্রতি বহি ১৲ টাকা।

জরিমানা মুচলেকা প্রভৃতি পাওনা টাকার রেজেষ্টারী প্রতি বহি ১৲ টাকা।

প্রাপ্ত চিঠির রেজেষ্টারী—১ খানা ১৲ টাকা।

প্রেরিত চিঠির রেজেষ্টারী—১ খানা ১৲ টাকা।

গার্ড ফাইল—প্রত্যেকটী ৷৶০ আনা।

মিটিংএর নোটীস বহি—১ খানা ৷০ আনা।

নোটিশ বহি—১ খানা ৷০ আনা

জন্মের তালিকা—প্রতি বহি ।০ আনা।

মৃত্যুর তালিকা—প্রতি বহি ।০ আনা।

নকলের দরখাস্তের রেজেষ্টারী বহি—১ খানা ১৲ টাকা।

দেওয়ানি মামলার রেজেষ্টারী বহি—১ খানা ১৲ টাকা।

প্রত্যেক প্রকার বেঞ্চ ও কোর্টের সমন পরওয়ানা প্রভৃতি শত ৷০ আনা হিসাবে পাওয়া যায়।

নিবেদক—ম্যানেজার, ভাগবত প্রেস লাইব্রেরী কৃষ্ণনগর নদীয়া।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে ॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে ॥

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক
— পারমার্থিক পত্র —
শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশ
তনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনম্,
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং
প্রেমা পুমর্থো মহান্,
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং
তত্রাদরো নঃ পরঃ ॥

৮ম বর্ষ } ২১ নারায়ণ গৌরাব্দ ৪৪৭, ৮ই পৌষ বঙ্গাব্দ ১৩৪০, ২৩শে ডিসেম্বর ইং ১৯৩৩, শনিবার ৪৭ তম সংখ্যা

ভক্তদ্বেষী হ'য়ে দুর্গতি লভয়,
অভক্ত ঈর্ষায় হেরে ভ্রমময়,
জগমাঝে হয় বিদ্রূপ-ভাজন ॥
স্ফটিক প্রস্তরে হয় জল-ভ্রম,
জলেতে স্ফটিক ভাবে সে অধম,
সিক্ত ও আহত হয় অন্ধতম,
হাস্যাস্পদ হয় মানব-সমাজে।
তেমতি যাহারা ইন্দ্রিয়জ-জ্ঞানে,
আস্থাবান্ হয় প্রাপঞ্চিক ধনে,
হয় সে বঞ্চিত নিত্য সত্য স্থানে,
দুর্যোধন সম হয় প্রতি কাজে ॥
দুর্লভ আশ্রয় ভক্তপদ-তল,
নিরাশ্রয় তারে ভাবে হীনবল,
মায়া নিরাশ্রয়ে ভাবিয়া সম্বল,
অতলের তলে লভয়ে পতন।
জল বলি' ধায় মরুর মাঝারে,
কূল বলি' পড়ে অকূল-পাথারে,
ফুল বলি' গলে তুলে ফণী-হারে,
আলো বলি' করে আঁধারে গমন ॥

(৭)

ভীমের প্রশংসা শুনিয়া শ্রবণে,
ধৃতরাষ্ট্র মরে ঈর্ষার আগুনে,
ইচ্ছা প্রকাশিল কপটালিঙ্গনে,
চূর্ণ কৈল যথা লৌহ-ভীম-সেন।
ধৃতরাষ্ট্র যারা জগত-মাঝারে,
রাষ্ট্রের অতীত ভক্ত গুণ ধরে,
চূর্ণিতে চাহয়ে করায়ত্ত ক'রে,
ভকত পালক ভক্তে রক্ষা দেন ॥
মায়া-মোহে যার জন্মান্ধ-নয়ন,
মুখে বলে করি স্নেহ আলিঙ্গন,
অন্তরেতে চিন্তে তার নিষ্পেষণ,
মহাদস্যু হয় সেই সে স্বজন।
লৌহভীম ভাঙ্গি' করে অনুমান,
ভীম-সেনে বধি' মহা-বলবান্,
অনুমান নয় সত্যের প্রমাণ,
বৃথা [illegible] রুধির-বমন ॥

(৮)

জীবের ধরম শ্রীকৃষ্ণ-সেবন,
কৃষ্ণসেবা-আশে শ্রীগুরুকরণ,
সেই সেবা যদি করিয়া হেলন,
কুল-গুরু করে কুপথে গমন।
সেই জন লঘু কভু নহে গুরু,
নহে সে আশ্রয় শুধু মায়াতরু,
পরিত্যাগ বিধি সে কপটী গুরু,
কৃষ্ণভক্ত গুরু বরহ সেবন ॥
দানবীর ভক্ত বলি মহারাজ,
শুক্রাচার্য্য ত্যজি সেবে দ্বিজরাজ,
আত্ম-সমর্পিয়া ধন্য যিনি আজ,
বিরিঞ্চি বাঞ্ছিত লভিল রতন।
দ্বিপাদেতে ভোগ ত্যাগ বিসর্জ্জিয়ে,
ত্রিপাদেতে বলি আত্ম-সমর্পিয়ে,
লভিল অভয় হরিপদ পেয়ে,
শুক্র কাণা হ'ল নিন্দিত ভুবন ॥

(৯)

গুরু গুরুপত্নী হরে দশানন,
রামলক্ষ্মী সীতা জগন্মাতা হন,
রাবণে নিষেধ করে বিভীষণ,
সীতালক্ষ্মী রামে কর প্রত্যর্পণ।
নিজ ভোগ্যা লক্ষ্মী ভাবে দশানন,
না শুনিল সেই নিষেধ-বচন,
পরিহরি' দুষ্ট সে স্বজনগণ,
রামাশ্রয় করে সাধু বিভীষণ ॥
লক্ষ লক্ষ পুত্র সওয়া লক্ষ নাতি,
কেহ না রহিল বংশে দিতে বাতি,
নিজপুত্র গেল নহে ক্ষুণ্ণ-মতি,
নিত্য সেবা রামে করিলা সেবন।
জগতের লক্ষ্মী ভোগ আশে যেবা,
সে দুষ্ট রাবণে ত্যেয়াগিবে সবা,
দুষ্ট স্বজনের পরিহরি সেবা,
শিষ্ট সেব রাম সারাটি জীবন ॥

(১০)

ত্রিলোক-বিজয়ী যদি পিতা হয়,
বিষ্ণুদ্বেষী হ'লে কভু সেব্য নয়।
সাধু পুত্র তারে মহাসুর কয়,
সেই পিতৃমন কর পরিহার ॥
অবনী ভিতরে হিরণ্যকশিপু,
অহঙ্কারে মাতি' হ'ল বিষ্ণু-রিপু,
শ্রীনৃসিংহ তার ছিন্ন কৈল বপু,
প্রহ্লাদ আহ্লাদে নিধনে পিতার ॥
'হিরণ্য' শব্দেতে কনকে বুঝায়,
'কশিপু'র অর্থ কামিনী যে হয়,
কনককামিনী সেবা ভোগে রয়,
বিষ্ণুদ্বেষী সেই হয় মহাসুর।
কনককামিনী-আসক্ত জনকে,
করে জ্বালাতন শ্রীবিষ্ণু-সেবকে,
সুপুত্র তাহার নিকটে না থাকে,
দুষ্ট পিতৃবাক্য করে অনাদর ॥

(১১)

পূর্ণ সনাতনে না দেখি পূর্ণতা,
অংশ সেবা মাগি' অংশাশ্রয় মাতা,
পাইল কলঙ্ক কেকয় দুহিতা,
পুত্র-স্থানে হ'ল ঘৃণার ভাজন।
পূর্ণব্রহ্ম রামে করি বনবাসী,
সেই মাতা হ'ল কামনার দাসী,
দিতে চাহে পুত্রে বিষয়ের ফাঁসী,
তিনি মায়াময়ী, দয়াময়ী নন ॥
ত্যজিল জননী ধার্ম্মিক ভরত,
তিনি যে সতত রাম-সেবা রত,
না শুনে মাতার দুষ্ট অভিমত,
শ্রীরাম-পাদুকা সেবিল যতনে।
না হেরিবে মুখ সেই পাপিনীর,
এমত জননী ত্যজিবে সুধীর,
না থাকি কবলে মায়া-রাক্ষসীর,
সাধু-গুরুস্থানে চলরে কাননে ॥

(১২)

সর্ব্বেশ্বরেশ্বর ব্রজেন্দ্রনন্দনে,
পরিহরি অন্য দেবতা-বন্দনে,
ধাবিত যে নর কামনা-সন্ধানে,
না হয় তাহাতে শ্রীহরি-সন্তোষ।
অভয় অশোক শ্রীহরিপদ,
সেবিলে পাইবে অক্ষয় সম্পদ,
অন্য পদ সেবি' বাড়িবে আপদ,
তাহে না এড়াবে ভাগ্যসুত-রোষ ॥
জগমাঝে তাই খট্টাঙ্গ রাজন,
পরিহরি' সর্ব্ব-দেবতা-পূজন,
জীবনের শেষ-মুহূর্ত্তে ভজন,
করিল বিষ্ণুর অভয় চরণ।
হরি তুষ্ট হ'লে সবে তুষ্ট হয়,
হরি রুষ্ট হ'লে কেহ তুষ্ট নয়,
খট্টাঙ্গ আদর্শ লভ জীবচয়,
শ্রীহরিচরণে লও হে শরণ ॥

(১৩-১৪)

বৃন্দারণ্য মাঝে যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণ,
ভাবিল শ্রীকৃষ্ণে গোপের নন্দন,
কর্ম্মকাণ্ডে মত্ত হ'য়ে মূঢ় জন,
রামকৃষ্ণে ভাবে সামান্য বালক।
কৃষ্ণের প্রার্থনা করি' অস্বীকার,
কৃষ্ণ ত্যজি করে বৈদিক বিচার,
যজ্ঞেশ্বরে ভাবে ক্ষুদ্র নরাকার,
না চিনিল সেই বিশ্বের পালক ॥
কৃষ্ণ তেয়াগিয়া ধর্ম্ম কর্ম্মে মতি,
সব হয় তার ভস্মে ঘৃতাহুতি,
কৃষ্ণ-সেবা হ'লে লভি পরা গতি,
নতুবা বিফল সকল সাধন।
যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণ গৃহিণীর পাশে,
কৃষ্ণ-সখাগণ গেল অন্ন-আশে,
ধাইল রমণী শ্রীকৃষ্ণ-সকাশে,
যজ্ঞান্ন শ্রীকৃষ্ণে করাতে ভোজন ॥
না শুনিল তাঁরা নিষেধ পতির,
ডুবিল হৃদয় জগত পতির,
বিমুখপতির সেবনে সতীর,
'পাতিব্রাত্য'ধর্ম্ম নহে আচরণ।
জগমাঝে নারী সেই পতিব্রতা,
সতী সাধ্বী বলি বিশ্বে হন খ্যাতা,

গৌরকিশোর দাসীর হৃদয়-বেদনা,
[illegible] কল্পতরুর মঙ্গল বারতা ॥

(১৫)

ধ্যানে সত্যযুগে শ্রীহরি-সাধন,
ত্রেতায় যাগযজ্ঞে করে আরাধন,
অর্চ্চনেতে সেবে দ্বাপরের জন,
কলিযুগে নাম-সংকীর্ত্তন সার।
সংকীর্ত্তনে বিশ্ব করিবারে ধন্য,
অবতীর্ণ হৈলা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।
কৃষ্ণ-প্রেম দিতে পরমবদান্য,
শচীগর্ভ-মাঝে নদীয়া মাঝার ॥
সংকীর্ত্তন-রাস করি' পরচার,
সংকীর্ত্তনে যায় চিত্তের বিকার,
সংকীর্ত্তনে টুটে বন্ধন সবার,
বিশ্বার জীবন সংকীর্ত্তন-ধন।
সংকীর্ত্তনে বাড়ে আনন্দ-পাথার,
সংকীর্ত্তন বর্ষে অমৃতের ধার,
সংকীর্ত্তন সর্ব্ব-আরাধনা-সার,
সংকীর্ত্তনে মাতে জগত-জীবন ॥

(১৬)

সংকীর্ত্তনে মত্ত শ্রীগৌরসুন্দর,
শ্রীবাসের পুত্র ত্যজে কলেবর,
অন্তঃপুরে সবে ক্রন্দনে তৎপর,
নিষেধিলা আসি শ্রীবাস তখন।
ক'রো না ক্রন্দন পুর-নারীগণ,
কীর্ত্তনেতে বাধা পাবে গৌরধন,
গৃহস্থের ধর্ম্ম শ্রীহরি-তোষণ,
হ'য়ো না আসক্ত অনিত্যে কখন ॥
মৃতপুত্র-মুখে শ্রীশচীনন্দন,
তত্ত্ববাণী শিক্ষা দিলা পরক্ষণ।
কেহ নহে কারো জগতে আপন,
কর্ম্মফলে হয় গতায়াত সার।
তৃণ-গুচ্ছ সম প্রবাহ-পাথারে,
কেহ ভেসে লাগে কেহ পড়ে দূরে,
স্বরূপ-বিস্মৃত মোহ-অন্ধ নরে
মিছামিছি করে 'আমি ও আমার' ॥

(১৭)

ভক্তজন বুঝে ভোগীর বিচার,
অভক্ত না বুঝে ভক্ত-ব্যবহার,
জগতে সকল ভোগের প্রকার,
ভক্ত তাহা ভাবে অকিঞ্চিৎকর।
বিষয়-ভোগেতে ভক্ত উদাসীন,
শ্রীল সনাতন সচিব প্রবীণ,
থুৎকারি' ঐশ্বর্য্যে ধাইলা বিপিন,
ধরি গৌরপদ হৃদয় উপর ॥
সঙ্গে ছিল তাঁর সেবক ঈশান,
ভৃত্য-হস্তে স্বর্ণমুদ্রা অষ্টখান,
দস্যুগণে জানি তাহার সন্ধান,
সনাতনে করে ছল অভ্যর্থন।
সাধু সনাতন বুঝে বৃহস্পতি,
ত্রিকালজ্ঞ তিনি সদা ধীরমতি,
বুঝিয়া দস্যুর কপট ভকতি,
জিজ্ঞাসিলা ভৃত্যে আছে কোন ধন ?

(১৮-১৯)

[illegible] যোড়ে ভয়ে বলিল ঈশান,
সপ্ত স্বর্ণমুদ্রা আছে মম স্থান,
ঈশানে তখন কহে সনাতন,
আনিয়াছ কেন সঙ্গে কাল যম।
তবে সনাতন মুদ্রাগুলি ল'য়ে,
দস্যুগণ প্রতি কহিলা বিনয়ে,
প্রাণ-ভিক্ষা দেহ মুদ্রা-বিনিময়ে,
পার করি দেহ অরণ্য দুর্গম ॥
জগত-মাঝারে যত ভোগিকুল,
সুবর্ণকে ভাবে প্রয়োজন মূল,
ভক্তজন জানে এই মহা ভুল,
তাই সে কনকে করে পরিহার।
অর্থলোভী সদা ইন্দ্রিয়ের দাস,
অর্থ-লোভে দেয় নর-গলে ফাঁস,
জানি সনাতন অর্থ ইতিহাস,
অর্থ দিয়া হৈলা নিশ্চিন্ত অন্তর ॥

(২০)

অবশিষ্ট মুদ্রা সহিত ঈশানে,
দিলা সনাতন বিদায় তখনে,
চলিলা একাকী বিপিনে বিজনে,
কৃষ্ণ রক্ষাকর্ত্তা করিয়া স্মরণ।
এক অর্থ-লোভে ঈশান ফিরিল,
এক অর্থে কৃষ্ণ-সেবা বাধা দিল,
থাকিলে সে অর্থে আসক্তি প্রবল,
কভু না মিলিবে শ্রীহরিচরণ ॥

(২১)

বিচ্ছিন্ন করিয়া জগত-সম্বন্ধ,
সদা হরি ভজে করিয়া নির্ব্বন্ধ,
মুলুকের কাজী হ'য়ে গর্ব্ব-অন্ধ,
ব্রহ্ম-হরিদাসে করে শৃঙ্খলিত।
হরিদাস কহে, শুন হে মহিম,
খণ্ড খণ্ড যদি হয় দেহ মম,
তবু না ছাড়িব 'হরে কৃষ্ণ' নাম,
কারাদণ্ড-ভোগে নহি বিচলিত ॥
ভকতগণের শ্রীহরিভজনে,
দেবতাগণেও বাধা যে প্রদানে,
শুদ্ধ ভক্ত তাহা কর্ণে নাহি শুনে,
কায়মনে করে শ্রীহরিভজন।
বিপদ-আধিক্যে সেবার আধিক্য,
কায়বাক্যমনে সেবে করি ঐক্য,
বিনা হরিনাম নাহি অন্য বাক্য,
কৃষ্ণ-প্রেমে হয় প্রেমাশ্রু-পতন ॥

(২২-২৩)

সাধু হরিদাস বসি' কারাগৃহে,
কারাগারাবদ্ধ পাপি-জনে কহে,
শ্রীকৃষ্ণ ভজিলে বাক্যমন-দেহে,
পাইবে আনন্দ স্বাধীনতা-ধন।
ভজন-প্রভাবে যাবে গৌণভাবে,
পাপবৃত্তি আদি প্রশমিত হবে,
শিখা'ল ঠাকুর সবে সুষ্ঠুভাবে,
সর্ব্বকাল কর শ্রীহরিভজন ॥
শ্রীহরিবিস্মৃতি হয় যেইস্থানে,
ঘোর কারা সেই কহে শাস্ত্রগণে,
কেশব-রহিত বাসব-ভবনে,
ভোগে বদ্ধ হবে, ক'রো না কামনা।
পরাধীনে থাকি বসি' কারাকোণে,
কৃষ্ণস্মৃতি পায় যদি নিশিদিনে,
মুক্ত হ'বে তব মায়াকারা-স্থানে,
জন্মানন্দ ভোগে অজস্র বেওয়া ॥

(২৪)

অযোগ্য জনেরে যোগ্যতা-প্রদানে,
অধিকার দেয় শ্রীবিষ্ণু-অর্চ্চনে,
তিনি গুরুদেব, নহে অন্য জনে,
নামটী তাঁহার পতিতপাবন।
গুরু সাজে যেই অর্থাদির আশে,
কপটতা করি' শিষ্যে উপদেশে,
যোগ্যতা না দেয় দুরাশার বশে,
সেই পুতনারে ত্যজ জ্ঞানী জন ॥
সদ্‌গুরু পতিতে করিয়া উদ্ধার,
আত্মসাৎ করি' দেয় সেবাভার,
ভূতশুদ্ধি করি' অর্চ্চনাধিকার,
প্রদানে শিষ্যেরে করিয়া যতন।

(২৫)

শিষ্যে যদি দেখে যোগ্যতা-অভাব,
অপেক্ষিতে বলে শোধিতে স্বভাব,
নাহি যার বিন্দু কপটতা-ভাব,
সেই গুরুপদ সেব সদা মন ॥
শুনিয়া ব্যাধের মধু বংশীস্বর,
আকৃষ্ট হরিণী ধাইয়া সত্বর,
ফাঁদে পড়ি' তার ত্যজে কলেবর,
শ্রবণের ভোগে এই পরিণাম।
তেমতি মায়ার শুনি' মিষ্টবাণী,
ধায় যদি তাহে জীব-কুরঙ্গিনী,
চিরদিন তরে হারায় পরাণী,
তাই কর্ণে শুধু শোন হরিনাম ॥

(২৬)

রূপের দর্শনে হইয়া মোহিত,
পতঙ্গ অনলে হ'য়েছে পতিত,
আলিঙ্গিয়া হয় ভস্মে পরিণত,
নয়নের ভোগ হায়রে এমন।
অজ্ঞানান্ধ চক্ষু তেমতি জীবের,
রূপ দেখি ধায় অনিত্য দেহের,
দহিবে সতত অনলে রূপের
কুরূপে হয়ো না মোহিত কখন ॥
রস-আস্বাদনে মধুমক্ষিগণ,
ফুলোৎপল মাঝে করে বিচরণ,
রসনার রসে হইয়া মগন,
অবশেষে হায় হারায় পরাণ।
তেমতি জগতে জড়-ভোগরসে,
রসনা যাহার ধাবিত কুরসে,
পতিত সে-জন হয় কালগ্রাসে,
তাই জীব নাম-সুধা কর পান।

(২৭)

স্পর্শসুখ-আশে মাতঙ্গের দল,
পড়িয়া প্রচ্ছন্ন গহ্বরের তল,
বদ্ধ হয় হস্তী শিকারী-কবল
সহ্য করে সদা অঙ্কুশ-প্রহার।
স্পর্শে সুখ-আশে হইলে ধাবিত,
মায়ার কবলে হবে নিপতিত,
চিরকাল তরে হ'য়ে শৃঙ্খলিত,
তাপাঙ্কুশাঘাত পাবে অনিবার ॥

(২৮—২৯)

সুরভিত হ'য়ে ঘ্রাণের নেশায়,
খাদ্য-গন্ধে সদা মৎস্য-কুল ধায়,
কণ্টকের টোপ খাইয়া তথায়,
ঘাতকের হাতে বধ সে নিশ্চয়।
জড় রস-গন্ধে তেমতি জগতে,
ধাইবে যে-জন পড়িয়া মোহেতে,
নাশিবে জীবন কপটীর হাতে,
হ'য়োনা রে জড়-ঘ্রাণ-সুখে রত ॥
ছিঁড়ে মৎস্যগণ 'বাবু' দয়া ক'রে,
প্রদানিছে খাদ্য জীবহিত-তরে,
বিপরীত তার মৎস্য ধরিবারে,
'বাবুর' এতেক সকল কৌশল।
গৃহের প্রাঙ্গণে বাবুর গৃহিণী,
দ্বিখণ্ডিত করে মৎস্যের পরাণী,
এই মত স্নেহ হায়রে রমণী,
জগতের বন্ধু-বান্ধব-সকল ॥
জীবের চরম-লক্ষ্য হরিপদ,
দূরে যায় যাহে সকল আপদ,
অন্য লক্ষ্যে হয় অসীম বিপদ,
নিকটে ডাকয়ে বিকট শমন।
সেই হরিপদ-লক্ষ্য পরিহরি',
সরোবর-তীরে ছিপ হস্তে ধরি,
স্থল ও জলমে কত লক্ষ্য করি,
বুদ্ধিমান্ বাবু যাপিছে জীবন ॥
জীবে-দয়া কৃষ্ণনাম ধর্ম্ম সার,
দয়াহীন হ'লে অধম আচার,
প্রাণী-হিংসা ভুলে ভজ সারাৎসার,
ভবসিন্ধু-পারে যাবে অবহেলে।
এক ইন্দ্রিয়ের ভোগবশে জীব,
লভিবে সতত আপন অশিব,
চাও যদি মন আপনার শিব,
হৃষিকেশে সেব ইন্দ্রিয়-সকলে ॥

(৩০)

কাচভাণ্ডে স্থিত মধু আস্বাদিতে,
মক্ষিকা বসিয়া পাত্রের গাত্রেতে,
ভাবে সদা তারা আপনার চিত্তে,
প্রকৃত মধুর করি আস্বাদন।
কখন না হয় মধু আস্বাদন,
ভোগের প্রবৃত্তি করে বিড়ম্বন,
বিফল প্রয়াস-বঞ্চিত জীবন,
বিনা মধু-পাত্র-মুখ-উন্মোচন ॥
তদ্রূপ জগতে জড়-সহজিয়া,
পর-রসজ্ঞানে জড় আস্বাদিয়া,
ভাবে মনে তারা বঞ্চিত হইয়া,
এই বুঝি সেই অপ্রাকৃত রস।
স্বরূপ-বিস্মৃত ভোগাসের গণ,
গোস্বামিবর্গের আস্বাদ্য যে-ধন,
সুধা-ভ্রমে করে গরল-ভক্ষণ,
নাশিতে জীবন গলে লয় ফাঁস ॥
অথচ যাহারা ইন্দ্রিয়জ জ্ঞানে,
সৎশিক্ষা-পূর্ণ প্রদর্শনী-স্থানে,
সাধুজন-মুখে তত্ত্ব নাহি শুনি,
না বুঝিয়া বলে বুঝিয়াছি সার।
না পাইবে তারা প্রদর্শনী-মধু,
বাহ্য নিরখিয়া বঞ্চিবে রে শুধু,
সাকার জনিয়ে বাণী গৌরবিধু,
দূরীভূত হ'বে ঘোর অন্ধকার ॥

কৃষ্ণনাম ভজ জীব, আর সব মিছে। পলাইতে পথ নাই যম আছে পিছে ॥

(৩১)

সিন্ধু-তরিবারে যে মূর্খ ব্যাকুল,
দৃঢ় করি' ধরে কুক্কুর-লাঙ্গুল,
না পারে তরিতে বারিধি অকূল,
অতলের তলে ডুবে দুই জন।
জগতে তদ্রূপ ভক্তি তেয়াগিয়া,
অকর্ম্ম জ্ঞানেতে যেই অভাগিয়া,
তরিতে চাহয়ে ভব দুরত্যয়া,
চির তরে হয়ে আত্মার পতন॥
অথবা জগতে যেই অন্ধজনে,
স্ব-বুদ্ধিবিশিষ্ট গোদাসের গুণে,
ভব তরিবারে গুরু করি' মানে,
গুরু-শিষ্যে করে নিরয়ে গমন॥
অন্ধ কভু নারে অন্ধেরে লইতে,
বদ্ধ নারে বদ্ধে মুকত করিতে,
সে কুসঙ্গ জ্ঞানী তেয়াগি' ত্বরিতে,
সাধুপদে কর আত্ম-নিবেদন॥

(৩২)

সদ্‌গুরু-চরণে প্রণত হইলে,
এ ভব-বারিধি তরি অবহেলে,
ত্রিতাপের ক্লেশ বিনাশে সমূলে,
সচ্চিদানন্দের লভে সেবা-সুখ।
সৎসঙ্গে লভ্য ব্রজেন্দ্রনন্দন,
অসৎ-সঙ্গে চির লভিবে ক্রন্দন,
তাই বলি কর সাধুর বন্দন,
ঘুচিবে বন্ধন হ'লে সেবোন্মুখ॥

(৩৩)

ধর্ম্মগ্লানি যবে হয় এ ভারতে,
অধর্ম্মের হয় বৃদ্ধি নানা মতে,
ধর্ম্মের সজ্জায় অধার্ম্মিক মাতে,
ধর্ম্ম বলি' করে অধর্ম্ম-প্রচার।
স্থাপিতে জগতে ধর্ম্ম-সিংহাসন,
অবতীর্ণ হন সত্য সনাতন,
অধর্ম্ম বিনাশি' ধর্ম্মের রক্ষণ,
প্রতিযুগে আছে প্রতিজ্ঞা তাঁহার॥
চিন্ময়-ভাস্কর কৃষ্ণ-অন্তর্দ্ধানে,
শ্রীকৃষ্ণ-নামাদি ল'য়ে কথাগণে,
ভাগবত-রবি উদিয়া ভুবনে,
বিদূরিত করে অজ্ঞান আঁধার।
জগতের সব হরয়ে ত্রিতাপ,
প্রশমিত হয় ক্ষুৎপিপাসা-পাপ,
না হয় সহিতে মহামায়া চাপ,
ভাগবত বিশ্বে সর্ব্বগ্রন্থ-সার॥

(৩৪)

শাস্ত্র-উপদেশ জগমাঝে যত,
করিলে ওজন সহ ভাগবত,
ভাগবতে হয় গুরুত্ব লক্ষিত,
অতি লঘু হয় গ্রন্থের নিচয়।
শাস্ত্র-উপদেশ সকল চরমে,
উপদেশে মোক্ষ ধর্ম্ম অর্থ কামে,
ভাগবত মত্ত সদা কৃষ্ণ-প্রেমে,
তাই ভাগবত সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হয়॥
তমাল-বরণ করুণা-নিধান,
জীবহিত-তরে আদি ভগবান্,
ভাগবতরূপে অবতীর্ণ হন,
সেতুরূপে রাজে সংসার-সাগরে।
ভাগবত কাব্য নহে বিরচিত,
সত্য সনাতন নিত্য বিরাজিত,
মুক্তকুল-সেব্য নিত্য আরাধিত,
নমি সেই ভক্তিসিদ্ধান্ত-আকরে॥

(৩৫)

শ্রীনারদ পাশে দেবী সত্যভামা,
শিক্ষাপ্রাপ্ত হৈলা অভিমানী রামা,
কৃষ্ণ সহ বিশ্ব না হয় উপমা,
কৃষ্ণ বিশ্বাতীত বিশ্ব জড়ময়।
ভক্ত জগতের কল্পনা-প্রসূত,
ধর্ম্ম-অর্থ-জ্ঞান চিন্তাস্রোত যত,
ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ অনন্ত জগত,
কৃষ্ণ সহ তাহা কভু সম নয়॥
অসমোর্দ্ধ কৃষ্ণ সৎ-চিৎ আনন্দ,
জাগতিক বস্তু কৃষ্ণেতর মন্দ,
অসৎ অচিৎ হয় নিরানন্দ,
মৃন্ময় না হয় চেতন সমান।
শ্রীকৃষ্ণের নাম অপ্রাকৃত হয়,
শ্রীরুক্মিণী দেবী কৃষ্ণবর্ণ বয়,
তুলসী-পত্রেতে চন্দনে লিখয়,
কৃষ্ণ সম বলি করয়ে প্রদান॥
নামী হ'তে নাম হ'য়ে গেল ভার,
ভক্তির শ্রেষ্ঠত্ব হইল প্রচার,
অযোগ্য জনের নাম সেবাধার,
তাই নাম হয় সাধ্য ও সাধন।
সর্ব্বশক্তি দিলা নামে শক্তিমান্,
পরিহরি জীব সর্ব্ব অভিমান,
অনুক্ষণ কর নামগুণ গান,
জগমাঝে নাম শুধু সত্য ধন॥

(৩৬—৩৭)

ভক্ত-ভগবান্ অনুগ্রহ ক'রে,
অহৈতুকী কৃপা দানে সবাকারে,
জগমাঝে আসি জীবেরে উদ্ধারে
হরি-প্রসাদজ হয় সে ভজন।
মার্জ্জার যেমতি শাবকে আপন,
পূর্ণতায় তার করয়ে গ্রহণ,
সাধনার কোন নাহি প্রয়োজন,
হরিকৃপা হয় জীবের সম্বল॥
তেঙ্গলই নামে শ্রীবৈষ্ণব-মাঝে,
ভগবদ্-কৃপা-নির্ভরতা রাজে,
'মার্জ্জারের ন্যায়' মত সে সমাজে,
হরিকৃপা-বলে যাইবে তরিয়া॥
মর্কটী যেরূপ আপন সন্তানে,
সাহায্য তাহার না করে যতনে,
কৃপা প্রার্থী নয় শিশু মাতাস্থানে,
মর্কটীরে ধরে দৃঢ় আঁকড়িয়া॥
ইহাই সাধন অভিনিবেশজ,
শিক্ষা দেয় যাহা মর্কটী-আত্মজ,
সাধনের বলে সদা হরি ভজ,
'মর্কটের ন্যায়', বলে বিজ্ঞজন।
বড়গলই নামে শ্রীসম্প্রদায়ে,
প্রতিষ্ঠিত তাঁরা মর্কটের ন্যায়ে,
হরিকৃপা-প্রার্থী কভু নাহি হ'য়ে,
সাধনেতে করে সিদ্ধির চিন্তন॥
শিক্ষা দিলা করে, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য,
হরিকৃপা নহে সাধনার ভিন্ন,
শ্রীহরি-কৃপায় সে সাধক ধন্য,
যুগপৎ হয় এই দুই বিচার।
করিলা ভুবনে বিশদ ভজন,
বিশ্বম্ভর হরি শ্রীশচীনন্দন,
সাধনেতে হয় শ্রীহরিরঞ্জন,
শ্রীহরি-কৃপায় জীবের উদ্ধার॥

(৩৮)

শ্রীহরি-চরণে আত্মনিবেদন,
সেবা মূল-মন্ত্র কহে সাধুগণ,
শিখায়ে জগতে 'বলি' মহাজন,
আপনি আচরি করিলা প্রচার।
জীব ভোগ-ত্যাগ নির্ব্বিশেষ ধাম,
দানে পূর্ণ কৈলা শ্রীবিষ্ণুর কাম,
তৃতীয় চরণে লভি 'সেবাধাম,
স্বরাটে বাঁধিলা আপনার দ্বার॥
আত্মসমর্পিয়া বলি বদ্ধ নয়,
বদ্ধ হৈলা আসি হরি দয়াময়,
অপেক্ষণীয় কে দৃষ্টি কয়,
বলি শিরে পায় সম্পদ অক্ষয়।
বিশ্বের অনিত্য বস্তু-বিনিময়ে,
ব্রহ্মার বাঞ্ছিত নিত্য ধন পেয়ে,
নিত্যানন্দ-ধামে ভক্ত যায় ধেয়ে,
এ কর্ম্ম জীবের পতিত না হয়।

(৩৯)

গৌরভক্তগণ আপনা হইতে,
আত্ম সমর্পণ শ্রীগৌর-গোবিন্দে,
নবধা ভকতি সাধে বিধিমতে,
সেবার বিমুখ ত্যাজে কর্ম্ম-জ্ঞান।
মহাবদান্যের অবতার হরি,
অনর্পিত-প্রেম জগতে বিতরি,
ধন্য কৈলা বিশ্ব উ'দ' গৌরহরি,
নামপ্রেমে পূর্ণ হইল ভুবন।
গৌরাঙ্গ-বিরোধী যথা বর্ত্তমানে,
আউল বাউল সহজিয়াগণে,
হেরিয়া তাদের নাহি ভাব মনে,
গৌরহরি কৈলা এ ধর্ম্ম প্রচার।
জগমাঝে যারা অচৈতন্যে মজে,
যাহে প্রদর্শয় শ্রীচৈতন্য ভজে,
চৈতন্যদাস সে ভণ্ডেরে ত্যজে,
জগতে বিলায় সুষমা সেবার।

(৪০)

কংসের জননী পদ্মা জড়মতি,
দেয় উপদেশ উগ্রসেন-প্রতি,
ব্রজসেবকের হেরি' কৃষ্ণপ্রীতি,
কৃষ্ণভক্তে করে জড়ীয় বিচার।
জগতের যত ভোগপরায়ণ,
ভোগ আশে করে সম্বন্ধ-স্থাপন,
প্রাপ্ত হ'লে তারা ভোগের বেতন,
করয়ে বিচ্ছিন্ন সঙ্গ পরস্পর॥
যে কত দিবস গোপের গৃহেতে,
হ'য়েছে পালিত শ্রীকৃষ্ণ দেহেতে,
যত অর্থ ন্যায় হয় তাহা মতে
গোপের পাওনা নিকাশি সকল।
কৃষ্ণ যতদিন করে গোচারণ,
সেজন্য কৃষ্ণের নির্দ্ধারি' বেতন,
প্রাপ্য যায় রাজা করিয়া পালন,
অর্থ দিয়া গোপে ফিরে যেতে বল॥
কৃষ্ণভক্তে নাই বণিকের বৃত্তি,
অভক্তেতে চায় জড়ের সম্পত্তি,
পদ্মা নাহি জানে ভক্তচিত্তবৃত্তি
পদ্মানীতি হয় অসত্য আচার।
ধন জন আর কবিতা সুন্দরী,
ভক্ত নাহি চাহে দেহ সুখকরী,
প্রতি জন্মে মাগে হরিপদতরী
অহৈতুকী ভক্তি কামনার সার॥

(৪১)

মন্থরা-মন্ত্রণা কৈকেয়ী পাইয়া,
নিদারুণ বর লইছে মাগিয়া,
দশরথ রাজা বিস্মিত হইয়া,
শুনে প্রাণঘাতী নিষ্ঠুর বচন।
ত্যাগ-ফলে রাজা লভে পুত্রবরে,
বঞ্চিত হইলা কৈকেয়ীর তরে,
শিক্ষা দিলে বিশ্বে যত স্ত্রৈণ নরে,
স্ত্রীসঙ্গী না পায় শ্রীরাম-সেবন॥
অংশ ভগবানে পূর্ণতা আশায়,
পূর্ণ ব্রহ্মে যেই গহনে পাঠায়,
একূলে ওকূলে দুকূলে হারায়,
আত্মসুখে যথা ভরতজননী।
তপস্যা করিয়া প্রদ্যুম্ন বিষ্ণুরে,
পুত্ররূপে পেয়ে আপনার ঘরে,
বাসুদেবে চাহে দিতে স্থানান্তরে,
ভরতজননী তায় কলঙ্কিনী॥

(৪২)

পাপকার্য্য হ'তে হইতে বিরত,
আদর্শবিগ্রহ দশরথ-সুত,
পালিতে শ্রীরাম পিতৃসত্যব্রত,
রক্ষিলা পিতারে আপন সেবায়।
লোকরঞ্জনের অভিনয়ে হরি,
পিত্রাজ্ঞাপালন উপলক্ষ্য করি,
স্ত্রৈণ জনকে ছলে পরিহরি,
আপনে গোপন করিলা মায়ায়॥

(৪৩)

অযোধ্যা-নগরী শোকের সাগরে,
ভাসায়ে চলিলা গভীর কান্তারে,
জানকী লক্ষ্মণ দেখিতে রাঘবে,
অনুগামী হ'ল সর্ব্বসুখ ভুলি।
বাৎসল্য-রসের সেবকগণের,
জড়ের সম্বন্ধ মাত্র ছলিবের,
করিতে নিরাস ঠাকুর দীনের,
গৃহ ত্যজি গেলা বনবাসে চলি॥

(৪৪)

বাৎসল্য-রসের আশ্রয়বিগ্রহ,
সহিতে না পারে সেব্যের বিরহ,
দশরথ রাজা ত্যজিলেন দেহ,
পরিহরি দুষ্টা কৈকেয়ীর সঙ্গ।
দশটী ইন্দ্রিয় হ'লে প্রাণ গত,
কভু তাহা নাহি থাকয়ে জীবিত,
প্রাণ-প্রাণ রাম হ'লে বনগত,
দশরথ হন দশেন্দ্রিয় অঙ্গ॥

দশরথ রাজা করি আচরণ,
দেখান কপটী নারী-পরায়ণ,
মুখে বলে সতী পতি যে জীবন,
সেই পতি নাশে পাইয়া সুযোগ।
তাই বলি বিশ্বে ওগো নরগণ,
করোনা বিশ্বাস নারীর কথন,
জগতে নারীর অধীন যে জন,
সহিবে এমত নিজ কর্ম্ম-ভোগ ॥

(৪৫)

হরি সেবাপেক্ষা প্রতিষ্ঠা জড়ের,
শ্রেষ্ঠ বলি মানে চিত্ত যাহাদের,
শিখাল সে সব ভ্রান্তি মানবের,
দশরথ রাজা করি অভিনয়।
জড়-ভোগনীতি প্রতিজ্ঞাপালনে,
হরিসেবা লঘু হয় সেইস্থানে,
হৃদয়ের হরি যায় দূরবনে,
চিরান্তরে হয় বঞ্চিত সেবায়।
বসুদেব কৃষ্ণপ্রীতি অর্জ্জনে,
জাগতিক সত্যনীতি-উল্লঙ্ঘনে,
কংসকারা হ'তে নিশা পলায়নে,
সেবার আদর্শ করে প্রদর্শন।
পিতা দশরথ আর বসুদেবে,
সেবার উজ্জ্বলা লভে বিশ্বজীবে,
রামলীলাপেক্ষা কৃষ্ণলীলা ভবে,
সেবার উৎকর্ষ করিছে সাধন ॥

(৪৬)

পূর্ণ-ভগবানে অংশ ভগবান,
সেবকভাবেতে সেবে অনুক্ষণ,
রামভ্রাতা তাই ভরত রাজন,
যাত অনুরোধ করে প্রত্যাখ্যাত।
রাজ্যেশ্বর রামে দিতে সিংহাসন,
গৃহে ফিরাইতে কৈকেয়ীনন্দন,
বনে আসি রামে করে আরাধন,
শূন্য সিংহাসনে বস ভগবান্ ॥

(৪৭)

শ্রীরামপাদুকা আরাধ্য তাঁহার,
লইয়া ভরত এ উচ্চ বিচার,
পাদুকা পূজিতে নিল রাজ্যভার,
রামসেবা তরে যাপিতে জীবন।
ত্যজিয়া কনককামিনী-সম্ভোগ,
প্রতিষ্ঠাদি সব যাহে ভবরোগ,
বিষয়ে ভরত লভে ভক্তিযোগ,
বৈরাগ্য আদর্শ দেখিল ভুবন ॥

(৪৮)

জগমাঝে ভোগী বিষয়ের ভোগে
কামে অন্ধ হ'য়ে শ্রীহরি আগে,
আত্মেন্দ্রিয়সুখ কায়মনে মাগে,
না করি হরির ইন্দ্রিয়তোষণ।
দশাননভগ্নী সূর্পণখা কামে,
সর্ব্বাঙ্গসুন্দর দেখিয়া শ্রীরামে,
অধৈর্য্য হইল অজেন্দ্রিয় কামে,
বৃক্ষের আড়ালে করে নিরীক্ষণ ॥
সূর্পণখা সম যাঁদের অন্তর,
রাম সহ সীতা দেখি নিরন্তর,
হিংসার অনলে হয় জর জর,
লজ্জা মান কিছু না দেখে নয়নে।
অন্ধ হ'য়ে চক্ষু কামের নেশায়,
শ্রীহরির উপরে প্রভুত্ব বাড়ায়,
শ্রীহরিতোষণ সেবা নাহি চায়,
ভোগ্য বলি মানে নিত্য সেব্য ধনে

(৪৯)

রূপসীর বেশ ধরি সূর্পণখা,
ভোগ আশে করে রাম সনে দেখা,
কিন্তু রাম হয় ভক্তজন-সখা,
নহে রামকৃপা ভোগেদের গণে।
দেখাইতে আদর্শ নৈতিক জীবন,
এক পত্নীব্রত রামচন্দ্র হন,
সীতা ভিন্ন অন্যে পত্নীত্বে গ্রহণ,
না করে শ্রীরাম কখন জীবনে ॥

(৫০)

রামচন্দ্র পাশে হ'য়ে ব্যর্থ-আশা,
শ্রীলক্ষ্মণে চায় পূরাতে পিপাসা,
ভোগ নহে কভু প্রীতি ভালবাসা,
তাই শিক্ষা দিল সুমিত্রানন্দন।
সেব্যবস্তু নিজ ভোগ আশে চায়,
নীতিগণ্ডী লঙ্ঘ্য কামবশে ধায়,
সূর্পনখা মত নাসা কর্ণ যায়,
হয় অঙ্গহানি বিরূপ লক্ষণ ॥

(৫১)

সীতা জগন্মাতা মায়ামৃগ-আশে,
করে নিবেদন রামচন্দ্র পাশে,
চায় স্বর্ণমৃগ আত্মভোগ অংশে,
নিত্যসেব্য-সেবা করি' পরিহার।
শিখাল জগতে করি আচরণ,
নিত্যসেব্য-সেবা করিয়া হেলন,
সেবক যদ্যপি মাগে সাধন,
রামসঙ্গ ছিন্ন হয় যে তাহার ॥
রামসঙ্গচ্যুত হইবে যখন,
সাধুরূপ ধরি প্রতারক জন,
শ্রীরামাবধেবা আসিবে তখন,
জানাতে সীতার এই শিক্ষাসার।
শিক্ষা দিলা রাম বিশ্বে স্ত্রৈণগণে,
পত্নী-আকাঙ্ক্ষিত মায়ার সন্ধানে,
হইলে ধাবিত হারাবে সে-ধনে।
সঙ্কট পড়িবে প্রাণ আপনার ॥

(৫২)

সাধুরূপ ধরি অসাধু কপট,
লক্ষ্মীভোগ আশে কামুক লম্পট,
উপনীত হয় মানব নিকট,
চিনিবে যতনে তারে সুধীজন।
সাধুরূপ দেখি বহিরাবরণ,
ভোগাকাঙ্ক্ষী কভু নহে সাধু জন,
করিবে বিচার সাধু নির্ব্বাচন,
ধরি' নিরপেক্ষ শাস্ত্রের বচন ॥

(৫৩)

অপ্রাকৃত শক্তি প্রাকৃত জীবের,
করায়ত্ত নহে জড় ইন্দ্রিয়ের,
সীতা স্পর্শিবারে সাধ্য রাবণের
না আছে কখন কহে শাস্ত্রগণ।
তাই মায়াসীতা করিয়া হরণ,
সবংশে আপনে হইতে নিধন,
ধায় শূন্যপথে দুষ্ট দশানন,
ভাবিয়া আপনে সর্ব্বশক্তিমান্ ॥

(৫৪)

সীতানুসন্ধান ছলদেশে রাম,
দেখাল আপনে জগজন সম,
করিতে বঞ্চিত নাস্তিক অধম,
যারা ভাবে রামে সামান্য মানব।
ভোগআশে মায়া-সীতার হরণে,
আছয়ে যোগ্যতা মায়িক রাবণে,
সেবাবুদ্ধি নাই নিত্য সেব্যধনে,
এই আচরণ অভক্তের সব ॥

(৫৫)

করিলে সেবোন সেবা উল্লঙ্ঘন।
সমুচিত দণ্ড দানে ভক্তজন,
সেবার উৎকর্ষ করে প্রদর্শন।
তাই লঙ্কা দাহ করে হনুমান।
অভক্তের প্রতি ভক্তব্যবহার,
'তৃণাদপি নীচ' বৈষ্ণব আচার,
ভোগলঙ্কা তার কর ছারখার,
ভক্তকৃত্য ইহা হয় ভোগীস্থান ॥
হইবে ইহাতে বিমুখ যখন,
প্রভুসেবা হবে বিলুপ্ত তখন,
তুষিতে যাইলে জড়ভোগী মন,
পড়িবে গলেতে কামনার ফাঁস।
লক্ষ্মীদেবী নিত্য রামভোগ্যা হন,
লক্ষ্মীভোগকামী হয় দশানন,
ভোগাগার তার করিয়া দহন,
রামে তুষ্ট করে নিত্য রামদাস ॥

(৫৬)

যাঁর নামে ভাসে পাষাণ সলিলে,
যাঁর নামে ভব তরি অবহেলে,
সেই রাম সিন্ধুবন্ধনের ছলে,
বহুজীবে সেবা করিলা প্রদান।
সকলেরে দিলা সেবা অধিকার,
সবল দুর্ব্বল নাহিক বিচার,
দুর্ব্বলের সেবা করিলা স্বীকার,
দুর্ব্বলের বল প্রভু ভগবান্ ॥
জগমাঝে মোরা অযোগ্য মানব,
কি দিয়ে সেবিব প্রাণের কেশব,
বিধি হর আদি তাঁহার সেবক,
মোরা যে নগণ্য অতি ক্ষুদ্র প্রাণ।
জীবে সেবা দিয়া প্রতি অবতারে,
উদ্ধারয়ে জীবে ভব-কারাগারে,
সেবা লভ' জীব যায় মায়াপারে,
দীনে সেবা দানে করুণানিধান ॥

(৫৭)

জগতের মৃত আত্মস্বজন,
স্মৃতি রক্ষা করি আলেখ্যগ্রহণ,
ইথে নাহি মিলে আত্মপ্রয়োজন,
মুক্ত নাহি হয় মায়ার বন্ধন।
জগতমাঝারে হরিভক্তগণ,
আচার্য্য আলেখ্য করিলা রক্ষণ,
সাধ্যমত তাহা করিয়া পূজন,
অনায়াসে পায় হরিভক্তিধন ॥

(৫৮)

ন্যাসস্রুত ভক্তি উপদেশ যত,
বিশুদ্ধ ভাবেতে হইয়া সমাগত,
শিক্ষা দেয় জীবে নিত্য আত্মরত,
গুরু-গৌরাঙ্গের ভক্তিগ্রন্থাগার।
শুনিলে যতনে গুরু-গৌরবাণী,
লভিবে তখনি কৃষ্ণ আকর্ষিণী,
হবে বিতাড়িত মায়া-কালফণী,
পাবে নিত্য কাল অমৃতের ধার ॥

উপসংহার

জগত-মাঝারে মায়া-প্রদর্শনী,
উন্মুক্ত সতত লইতে দর্শনী,
আত্মনাশকর বাড়ে ভোগাকণী,
কৃষি শিল্পপণ্য স্বাস্থ্য আদি যত।
কৃষ্ণপ্রদর্শনী জগত মাঝারে,
কৃষ্ণ-পাদপদ্ম দিতে সবাকারে,
কৃষ্ণনিজজন আহ্বানে সবারে,
আর কেন জীব মোহনিদ্রা-গত ॥
ডাকেন নিতাই আয় আয় আয়,
সংসারানলদগ্ধ জীবকুল আয়,
জগত-মাঝারে কে আছ কোথায়,
লয়ে এস প্রাণ নিষ্ঠাবুদ্ধি সব।
লও সনাতন শিক্ষা যত্ন করি,
সেব সনাতনে ভোগ পরিহরি,
সনাতনাশ্রয় লও আত্মবরি',
গোলোকেতে যাবে পার হবে ভব।

সাময়িক

গত ১৮ই ডিসেম্বর সোমবার শ্রীধা মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠে উপদেশক পণ্ডি শ্রীপাদ গৌরদাস ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী শ্রীমদ্ভাগবত-পাঠকালে বলেন,—এই পা দৃশ্যমান বিশ্ব অন্তর্যামী ভগবান্ হই অপৃথক্ অনুভূতি হইলে জীব মায়ার হইতে বা হিংসা-বৃত্তি হইতে পরিত্রাণ লা করেন। এই ভিন্ন বিশ্বই ভগবান্ এর প্রতীত জীবকে নানা প্রকারে আ করে; তদ্দ্বারা জীবের কোনও কল্য হয় না। ভগবান্ মায়ার দ্বারাই জীবে স্বরূপ-দর্শনে বাধা প্রদান করেন।

যেকালে তিনি কৃপা করেন, সেই কা জীব নিজের ভোগবুদ্ধি পরিহার করি বিশ্বকে ভিন্ন না বুঝিয়া ভগবদুপাসন উপচার জ্ঞান করেন। সেই নিত্য স ভগবানের সেবোপকরণরূপ দৃশ্য জ তাঁহা হইতে মায়া কর্ত্তৃক পৃথক হইতে অপৃথগ্‌ভাবে তাঁহার সেবার উদ্দে প্রকটিত। যেখানে ভগবান্ হরির সম দৃশ্য জগতের উপাদান সমূহ বর্ত্তমান সে হিংসার পরিবর্ত্তে ভগবৎ-সে লক্ষিত হয়। ভগবন্মায়া নিজ আব শক্তি অপসারিত করিলেই জগতের ব সকল বৈকুণ্ঠ-ধর্ম্মে অবস্থিত হইয়া ভগব সেবায় নিযুক্ত হয়। সেকালে অনুপাদেয় সীমা জড় অবস্থা প্রভৃতি হিংসা থাকি পারে না।

কলিকাতা বাজার দর

লোহ হার্ডওয়্যার

২৪শে নভেম্বর ১৯৩৩

টাটার তৈয়ারী—	প্রতি হন্দর।
লোহার কড়ি (জয়েষ্ট বা বীম)	
মাকা	৫।৵০—৫॥৵০
ঐ বে-মাকা হালকা ওজন	৪।৵০—৪॥৶০
বরগা (টী-আয়রণ)	৬৵০—৬।০
এঙ্গেল আয়রণ (কোনা)	৫৮৵০—৬।৵০
গ্যালভ্যানাইজড করগেট টীন—	
২২ গেজ ৬ হইতে ১০ ফুট	১১।৵০
২৪ গেজ ,, ,,	১০৸৵০
২৬ গেজ ,, ,,	১২
২৪ গেজ আর, পি, ডি, মাকা	১২৸৶০
২৪ গেজ গ্যাঃ প্লেন শীট—	১১।৵০
২৬ গেজ ,, ,,	১২।০
২৮ গেজ ও ৩০ গেজ ঐ—	১৩৲—১৬৲
বাগান ঘেরা কাঁটাতার ১০০ পাউণ্ড বাঃ	৮৸০
ষ্টীল পাটী	৬৲৵—৬।০
,, বোলটু (গোল)	৬৲৵—৬।০
,, মধ্যদে (চৌকা)	৬৵০—৬৲।০
,,গোল রড ৶০—।৶০ সূতা	৫৵০—৫॥০
,, টানা রড- চাকা ৶০— ।৵০ ঐ	৫৵০—৫॥০
,, ব্যাণ্ডল তার	—৭৸০
,, প্লেট—তিন সূতা মোটা দর্শায়	৭।০—৭।০
,, চাদর ৩-১৬ খানা বাণ্ডিল	৯॥৵—১০৲
ষ্টীঃ টীল	৮।০—৯৲
চাফ রাউণ্ড	৫৸৵—৬৲৵০
তারের পেরেক ১—৬ ইঞ্চি	৯—৯৸০
প্যাটেণ্ট পেরেক ২—৮ ইঞ্চি	১২।০—১৫॥০
ঢালাই কড়া ১ হইতে ১০ নং	২॥০ সাট
কোদাল ৪, ৫, ৬,	৭৸৵০ ৮৸৵০ ৯৸৵০ডঃ
ঐ তিন পাউণ্ড ৬৲ দেঃ বিঃ	৬।৵০ ,,
গ্যাঃ প্লেন বালতি ৭—১২ ইঞ্চি	২॥৶০ ৬॥৶০
ঐ রিভিট ,, ৭—১২ ইঞ্চি	২৲—৭৲ ,,
লোহার স্কোয়ার রডের গোল ও চৌকা	৮॥০— ,,
ঐ গালের লোহার সিট	১৫৲ ,,
ঐ ফেনেস্তা (কাঠের সিট)	১৮৲ ,,
লোহার স্ক্রুপ ॥—৩ ইঞ্চি	/১০—॥৶০ গ্রোস
ঐ কব্জা ৭৩ নং ॥—৪ ইঞ্চি	।১০—৸৵১০ দেঃ ডজন
গ্যাঃ তার ১৬—২২ নং (গেজ)	১২৲—১৩৲ হন্দর
গ্যাঃ রিজিং (মটকা) ১২ ইঞ্চি	।৵৫— ॥৶০ পীস
গ্যাঃ গাটারিং বা ডোঙ্গা ৬ ইঞ্চি	।০—৸৵০ ,,
গ্যাঃ স্ক্রুপ ১॥০—২॥০ ইঞ্চি	২৩৲—২৯৲ হন্দর
গ্যাঃ ওয়াশার চাকি	১১॥০—১৬৲ ,,
গ্যাঃ বোল্ট-নাট ৮—১ ইঞ্চি	।৵১০—১৵০ গ্রোস
ঢালাই রেলিং	৩॥০—১॥০ হন্দর
ঐ রেণ ওয়াটার পাইপ ৩ ইঞ্চি ৵১০ ও ৪ ইঞ্চি	।১০ ফুট
টিউব ওয়েলের জন্ম গ্যাঃ পাইপ১॥ ইঞ্চি	।৵৫ ফুট
পাম্প ৪নং ১২॥০ ৫নং ১৪৲ ৬নং ১৬৲	
৬০—৮০ বাটখারা ৵.৫ সাট	২।০—২॥০ মণ

সন্তোষকুমার মল্লিক এণ্ড সন্স লিঃ

লৌহ ও হাডওয়ার বিক্রেতা।

নীরলহর ঘাট লোহাপটী, বড়বাজার.

টেলি—"লোহার মালিক" কলিকাতা

কেরোসিন

শ্লোক্রেক প্রত্যেক বাক্স (২ টিন)		৯৲৬
সূর্য্য মাকা	,,	৬॥০
ভিক্টোরিয়া	,,	৬৲

সোণার দর

পাকা সোণা	৩০৸৶
গড়াল	৩০৸
চিনা পাত	৩২।০

রূপার দর

রূপা প্রাত ১০০ ভরি	৫৫৵০
ঐ খুচরা	৫৵০

কোম্পানীর কাগজ

৩॥০ সুদের কাগজ	৮১৶
৩॥০ নূতন ঋণ (১৯৪৭-৫০)	৯১।০
৪৲ ,, ঋণ (১৯৬০-৭০)	৯৭৲
৫৲ ,, বণ্ড (১৯৩৫	১০৪॥৴০

ডিবেঞ্চার

৫৲ সুদের (১৯৫৬ ৮৬) কলিকাতা পোর্ট-ট্রাষ্ট ডিবে :—	১০২॥৵০

ব্যাঙ্ক

ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক (কর্নট্রি)	২৯৪॥০
সেণ্ট্রাল ঐ	২২৲

কাপড় ও সূতার কল

এলগিন মিল	৪৫৲

পাট কল

হাওড়া	৫০৲
অকল্যাণ্ড	১৯৫৲
বালী	১৬২৲
বরানগর	১৫০৲
কেরর	৩৭০৲
ভিয়র	২৪৩৲
ক্লাইভ	২৮।০
ডালহাউসী	৪০৮॥০
ডেল্টা	৪০৫৲

কৃষ্ণনগর নবদ্বীপঘাট রেলওয়ে সময়

কৃষ্ণনগর হইতে নবদ্বীপঘাট

কৃষ্ণনগর সিটি—	৬-৪৫	১০-৪৪	১৩-২২	১৭-৩৮	২০-১৬
কৃষ্ণনগর রোড—	৬ ৫৮	১০-৫৫	১৩-৩৩	১৭-৪৭	২০-২৫
আমঘাটা—	৭-১৫	১১-.৭	১৩-৫১	১৮-৩	২০-৪১
মহেশগঞ্জ—	৭-২৪	১১-২১	১৪-০	১৮-৯	২০-৪৭
নবদ্বীপঘাট—	৭-৩৩	১১-৩০	১৪-৯	১৮-১৬	২০-৫৫

বিশেষ দ্রষ্টব্য—নবদ্বীপঘাট ষ্টেশন অপেক্ষা মহেশগঞ্জ ষ্টেশন হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরের দূরত্ব অনেক কম। শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে যাঁহাদিগকে রাণাঘাটে ট্রেণ বদল করিতে হয়, তাঁহারা রাণাঘাটে প্রাতঃ ৫-৫০, ৮-১৪, ৯ ৪৬, ১৬-৪৮, ১৮-৩৯ এবং ০-৩২ মিনিটের সময় গাড়ী পাইবেন।

শান্তিপুর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে শান্তিপুর ষ্টেশনে ৫-৪০, ৯-২৯, ১১-২৫, ১৬-৪ এবং ১৮-৪১ মিনিটের সময় ট্রেণ পাওয়া যায়।

নবদ্বীপঘাট হইতে কৃষ্ণনগর

নবদ্বীপ ঘাট—	৫-৩৫	৯-২৫	১২-১০	১৫-৩৪	১৮-৪৫
মহেশগঞ্জ—	৫-৪৩	৯-৩৩	১২-১৯	১৫-৪২	১৮-৫৩
আমঘাটা—	৫-৪৯	৯-৩৯	১২-২৬	১৫-৪৮	১৯-৫
কৃষ্ণনগর রোড—	৬-৫	৯-৫৫	১২-৪৩	১৬-৪	১৯-২১
কৃষ্ণনগর সিটি—	৬-১৩	১০-৩	১২-৫১	১৬-১২	১৯-৩৫

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে—ডাঃ কৃষ্ণকান্ত ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম ভক্তিশাস্ত্রী এল, এম, এফ কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

শুদ্ধভক্তি গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। ভাষ্যসহ বিরাট্ শ্রীচৈতন্যভাগবত ৫৲
২। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২৮৲
একাদশ স্কন্ধ হইতে পৃথক্‌খণ্ড ১৷৵০
৩। ভাষ্যদ্বয়সহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (৪র্থ সংস্করণ) ৬৲
৪। ভক্তিবিবেককুসুমাঞ্জলি (বাঁধা) ১৲
৫। গৌড়ীয়-গৌরব ১৷৵০
৬। গৌড়ীয়-সাহিত্য ১৷৵০
৭। ভজনরহস্য ৷০
শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৯। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ)
ঐ (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
১০। গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি টীকাসহ)
ঐ (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
১১। গীতার কেবল মাধ্ব-ভাষ্য ৷০
১২। বৃত্তমালিকা গুণসোরভঃ সানুবাদ (মাধ্ব) ২৲
১৩। বেদান্ততত্ত্বসার সানুবাদ (রামানুজীয়) ৷০
১৪। জৈবধর্ম্ম
১৫। শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৬। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১৭। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ৷৵০
ঐ (বাঁধা) ৸০
১৮। দ্বীপ-দিগ্‌দর্শন ৴০
১৯। সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ) ১৷৵০
২০। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ৷০
ঐ (আবাঁধা) ১৷৵০
২১ নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
২২। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৵০
২৩। গীতমালা ৴১০
২৪। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৴০
২৫। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৴০
২৬ নবদ্বীপ পঞ্জিকা (৪৪৭ গৌরাব্দ) ৵০
২৭। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
২৮। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা-দর্পণ ।০
২৯। শরণাগতি /০
৩০। গীতাবলী /০
৩১। চিত্রে নবদ্বীপ ৷০
৩২। সাধনকণ /০
৩৩। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা /০
৩৪। নবদ্বীপশতক /০
৩৫। অর্থপঞ্চক /০
৩৬। সদাচারস্মৃতিঃ /০
৩৭। কল্যাণকল্পতরু (৫ম সংস্করণ) /১০
৩৮। অর্চ্চনকণ /১০
৩৯। সাধককণ্ঠমালা (বাঁধা) ।০
ঐ (আবাঁধা) ৵০
৪০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (প্রথম চারিখণ্ড) ৩৲
৪১। ব্রহ্মসংহিতা ।০
৪২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৪৩। মণিমঞ্জরী সানুবাদ ।০
৪৪। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৪৫। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ।০
৪৬। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৪৭। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
৪৮। গৌড়ীয়মঠ কি করেন ? /০
৪৯। ঈশোপনিষৎ (বলদেব ও মাধ্ব-ভাষ্য এবং বিবৃতি ও অনুবাদসহ) ।০
৫০। শ্রীভুবনেশ্বর ৴০
৫১। সিদ্ধান্তদর্পণ ৵০
৫২। সাংখ্যবাণী /০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৫৩। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী বিজয়ঃ ।০
৫৪। সটীক-শিক্ষাদশমূলম্ ।০
৫৫। তত্ত্ব-সূত্রম ।০
৫৬। সানুবাদ-শিক্ষাষ্টকম্ ৵০
৫৭। গৌড়ীয়মঠস্য পরিচয়ঃ /০
৫৮। সারাংশবর্ণনম্ ৴০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৫৯। রায় রামানন্দ ।০
৬০। নামভজন ।০
৬১। রিলেটিভ্ ওয়ার্ল্ড্‌স্ ১৷৵০
৬২। লাইফ্ য়্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।০
৬৩। বৈষ্ণবীজম্ ।০
৬৪। হোয়াট্ গৌড়ীয়মঠ ইজ্ ডুইং /০
৬৫। দি ভাগবত ।০
৬৬। ইরোটিক্ প্রিন্সিপ্‌ল্ য়্যাণ্ড আনেলয়েড্ ডিভোসন ।০
৬৭। ব্রহ্ম-সংহিতা ২৷০
৬৮। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (ভলুম ওয়ান) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৬৯। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ।০
৭০। সাধন পথ ।০
৭১। কল্যাণ-কল্পতরু /১০
৭২। গীতাবলী /০
৭৩। শরণাগতি /০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৭৪। শরণাগতি

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

নদীয়া-প্রকাশপ্রাপ্তির স্থান

১। শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম-মায়াপুর, নদীয়া
২। শ্রীযোগপীঠ ঐ
৩। শ্রীবাস অঙ্গন ঐ
৪। অদ্বৈত-ভবন ঐ
৫। কাজীর সমাধি-পাট ঐ
৬। স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ, নদীয়া।
৭। শ্রীভাগবত আসন কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
৮। শ্রীএকায়ন মঠ গোবিন্দপুর, হাঁসখালী।
৯। দ্বাদশগোপাল পাট—পোঃ চাকদহ,
১০। শ্রীগৌর-গদাধরমঠ—চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড়, বর্দ্ধমান
১১। শ্রীমোদদ্রুমছত্র মাউগাছি, বর্দ্ধমান
১২। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম, আমলাযোড়া, পোঃ রাজবাধ বর্দ্ধমান
১৩। শ্রীগৌড়ীয়মঠ বাগবাজার, কলিকাতা
১৪। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাজু, হাওড়া,
১৫। শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয়মঠ, ৯০নং নবাবপুর রোড্, ঢাকা
১৬। শ্রীগোপালজী মঠ কমলাপুর, ঢাকা
১৭। শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ পোঃ বালিয়াটী
১৮। শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয়মঠ ময়মনসিংহ।
১৯। শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ চিরুলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর
২০। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম গোয়ালপাড়া, আসাম
২১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ রায়াপেট্টা, মান্দ্রাজ।
২২। শ্রীরামানন্দগৌড়ীয় মঠ কব্বুর, জিঃ পশ্চিম গোদাবরী
২৩। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ উড়িয়াবাজার, পোঃ বক্সীবাজার, কটক।
২৪। শ্রীত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয় মঠ ভুবনেশ্বর।
২৫। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ স্বর্গদ্বার, পুরী।
২৬। শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ আলালনাথ পোঃ ব্রহ্মগিরি, পুরী।
২৭। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ ভুবুরকুণ্ডা, পোঃ চিরকুণ্ডা, মানভূম।
২৮। শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ—কাশী।
২৯। শ্রীরূপগৌড়ীয় মঠ—এলাহাবাদ।
৩০। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ পুরাণবাজার, সরকার ঠাকুরের কুঞ্জ, বৃন্দাবন
৩১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, নিউদিল্লী
৩২। শ্রীপরমহংসমঠ—নৈমিষারণ্য,
৩৩। শ্রীসারস্বত গৌড়ীয় মঠ—হরিদ্বার।
৩৪। শ্রীব্যাসগৌড়ীয়মঠ—কুরুক্ষেত্র, পঞ্জা[illegible]
৩৫। শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাবুলনাথ রোড, পোঃ গ্রাণ্ট রোড, বোম্বে।
৩৬। লণ্ডন গৌড়ীয়মঠ, ৩৯নং গ্লেডন গার্ডেন্স, কেন্‌সিংটন্ লণ্ডন, (এস, ডব্লিউ—১০)।
৩৭। অমর্ষি গৌড়ীয়মঠ—মেদিনীপুর
৩৮। সরভোগ গৌড়ীয় মঠ—সরভোগ কামরূপ, আসাম,

শুদ্ধভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী মাসিক। শ্রীধাম-মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲।

২। গৌড়ীয়—নামকোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৷০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দি ভাষায় একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি হৃদয় বন মহারাজ সম্পাদিত ও নৈমিষারণ্য শ্রীপরমহংস মঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ১৷০ দেড় টাকা মাত্র।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ দেড় টাকা মাত্র।

৫। কীর্ত্তন—নামোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ নিমানন্দ সেবাতীর্থ বি-এজি, বি-টি, সম্পাদিত। আসাম গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম হইতে প্রকাশিত আসামী ভাষায় মাসিক। ভিক্ষা সডাক ১৷০ দেড় টাকা মাত্র

শ্রীচৈতন্যভাগবত

আদিকবি শ্রীল বৃন্দাবন দা[স]

প্রণীত সমগ্র গ্রন্থ

গ্রন্থের মূল বোল্ড অক্ষরে এবং তন্নি[ম্নে] বিশ্ববিশ্রুত গৌড়ীয়মঠের প্রতিষ্ঠাতা আচার্য্য ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভু পাদের রচিত বিস্তৃত ভাষ্য উত্ত[ম] কাগজে সৌষ্ঠবের সহিত মুদ্রি[ত] হইয়াছেন। ডবল ক্রাউন আটপে[জী] আকারে ১০৯৬ পৃষ্ঠায় কেবল মূল ও ভা[ষ্য] সম্পূর্ণ হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত শ্লোকসূচ[ী] পদ্যসূচী, স্থানসূচী, পাত্রসূচী, বিষয়সূ[চী] শব্দসূচী প্রভৃতি বিস্তৃত সূচীপত্রও এক গ্রন্থ হইবে। সকলে শ্রীচৈতন্যভাগবতে[র] এরূপ উৎকৃষ্ট ও অমূল্য বিরাট্ সংস্ক[রণ] জগতের কোথাও আজ পর্য্যন্ত প্রকাশি[ত] হন নাই, ইহা নিরপেক্ষ পাঠক মাত্রে[ই] একবাক্যে স্বীকার করিতে হই[বে]। শ্রীগৌড়ীয়মঠের উৎসব-কালে গ্রন্থের ভি[ক্ষা] ১২৲ বারটাকা স্থলে—৫৲ পাঁচট[াকা] মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীচৈতন্যমঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

তারের ঠিকানা— 'শ্রীধাম' নবদ্বীপ
পত্রের ঠিকানা—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

দৈনিক

REG. C1544

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩৷৹
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার স্বতন্ত্র।

নদীয়া-প্রকাশ

THE
NADIA-PRAKASH

সাহায্যের হার
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸৹
মাসিক ১৲
নগদ বর্তমান সংখ্যা /৹

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৮ম খণ্ড সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বেদান্তবাচস্পতি [২৪৮শ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর— ১০ই পৌষ সোমবার ১৩৪০, ২৫শে ডিসেম্বর ১৯৩৩

নীলাম ইস্তাহার

মোকাম কৃষ্ণনগর
১ম মুন্সেফ আদালত
নীলামের দিন ৮ই জানুয়ারী ১৯৩৪

(১)

৭২০ দেঃজারি ৩৩ দাবি ১৮৮১/৫

ডিঃ অধরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় দিং সাং নবদ্বীপ

দেঃ হেমেন্দ্র মুখোপাধ্যায় দিং সাং দামুড়হুদা পোঃ ঐ

আলমডাঙ্গা থানার লক্ষ্মীপুর গং ও দৌলতপুর থানার রেফাইতপুর গং ও মীরপুর থানার অধীন মীরপুর মৌজায় গং ৵৶৷৹ জমিদারী স্বত্ব নদীয়া কালেকটরীর অধীন ১৩৬৲ রাজস্ব দিতে হয়। মূল্য ১০০০৲

(২)

১০১৮ দেঃজারি ৩৩ দাবি ১৭২৩৷৶৹

ডিঃ মেদিনীপুর জমিদারী কোং লিঃ পোঃ আমখুপী

দেঃ হৃষিকেশ বিশ্বাস দিং সাং কোমরপুর পোঃ দামুড়হুদা

দামুড়হুদা থানায় চাঁদপুর মৌজায় ডিঃ সেরেস্তায় ১৪১ খতিয়ানের ৩-৩৪শঃ জমি ৩৸৶৯ জমা দেঃ ৷৹ অংশ মূল্য ২৫৲

২। ঐ থানায় ঐ মৌজায় ঐ মালিক অধীন ৪৩ খতিয়ানের ১-৯৯শঃ জমি ৭৶৹ জমা দেঃ ।৶৷৹ অংশ মূল্য ১০৲

৩। ঐ থানায় ঐ মৌজায় ঐ মালিক অধীন ৪২ খতিয়ানের -২৮শঃ জমি ।৶৩ জমা দেঃ ৶১৩৷— অংশ মূল্য ১৲

৪। ঐ মৌজায় ঐ অধীন ৪৪ খতিয়ানের ২০-১৮শঃ জমি ৩২৲৬ জমা দেঃ ৶১৩ — অংশ মূল্য ৩৫৲

৫। ঐ থানায় কোমরপুর মৌজায় ঐ অধীন ১২৯ খতিয়ানের ২৫-১০শঃ জমি ৪৯৷৶৩ জমা দেঃ ।৹ অংশ মূল্য ১০০৲

৬। ঐ মৌজায় ঐ মালিক অধীন ১৮১ খতিয়ানের ৪-০৪শঃ জমি ৯।৶৩ জমা দেঃ ।৹ অংশ মূল্য ৩০৲

৭। ঐ মৌজায় ঐ অধীন ১৬১ খতিয়ানের ২-০৩শঃ জমি ১০৷৬ মৌরশী জমা দেঃ ৷৹ অংশ মূল্য ১৫৲

৮। ঐ মৌজায় ঐ মালিক অধীন ৫৮ খতিয়ানের -৩৮শঃ জমি ৩৸৶৹ মৌরশী জমা মূল্য ৫৲

৯। ঐ গ্রামে ঐ মালিক অধীন ৮৫ খতিয়ানের ৩-৪৩শঃ জমি ৫৮৬ জমা দেঃ ।৶৷৹ অংশ মূল্য ১৫৲

১০। ঐ মৌজায় ৮৩ খতিয়ানের -৬৪শঃ জমি ২।০ জমা দেঃ ।৶৷৹ অংশ মূল্য ২৲

১১। ঐ মৌজায় ৮৭ খতিয়ানের ৬-৬৪শঃ জমি ১৩৸৹ জমা দেঃ ৶১৩— অংশ মূল্য ১০৲

১২। ঐ থানায় মোক্তারপুর মৌজায় ৭০ খতিয়ানের ২-৮১শঃ জমি ২৸৹ জমা দেঃ ।৶৷৹ অংশ মূল্য ১২৲

১৩। ঐ মৌজায় ৭৪ খতিয়ানে ৯-৯৩শঃ জমি ২৩।৯ জমা দেঃ ৶১৩— অংশ মূল্য ১৫৲

১৪। ঐ মৌজায় ৭৩ খতিয়ানের ১-৪৩শঃ জমি ১০৹ মৌরশী জমা দেঃ ।৶৷৹ অংশ মূল্য ৫৲

১৫। ঐ মৌজায় ৭৬ খতিয়ানের ১-২০শঃ জমি ৬।৶৯ জমা দেঃ ।৶৷৹ অংশ মূল্য ৫৲

(৩)

১১৯৩ দেঃজারি ৩৩ দাবি ৩৮৬৸/১৫

ডিঃ পাঙ্কলতা দেবী সাং বেলপুকুর

দেঃ কালীরঞ্জন ভট্টাচার্য্য দিং সাং ঐ পোঃ ঐ

কোতয়ালি থানায় বেলপুকুর গ্রামে ১২/ বিঘা লাখরাজ জমি দেঃ একের ছয় অংশ মায় বৃক্ষাদি সহ মূল্য ৫০৲

২। ঐ মৌজায় ৫/ লাখরাজ জমি দেঃ একের ছয় অংশ মায় প্রজা মূল্য ২৫৲

৩। ঐ গ্রামে ৪৷৹ জমি ৩৸৹ জমা দেঃ একের ছয় অংশ মূল্য ১০৲

৪। ঐ গ্রামে রাজা বীরেন্দ্র চন্দ্র সিং বাহাদুরের অধীন ১০১ জমি ১২।৫ জমা দেঃ একের ছয় অংশ মায় প্রজা ও বৃক্ষাদি সহ মূল্য ২০৲

(৪)

১৪৯০ দেঃজারি ৩৩ দাবি ১৫৫।১০

ডিঃ ছাদেম আহম্মদ ভট্টাচার্য সাং কৃষ্ণনগর

দেঃ এনাতুল্লা সেখ সাং ঝিটকীপোতা পোঃ ঐ

কোতয়ালি থানায় ঝিটকীপোতা গ্রামে ১৪২।২৮৭ খতিয়ানের -২৩শঃ জমি ১৷৹ জমা মূল্য ২০৲

(৫)

১২৪৪ দেঃজারি ৩৩ দাবি ৯৩৯৶১৫

ডিঃ যশোহর লোন্ কোং লিমিটেড্ সাং যশোহর

দেঃ স্নেহলতা দাসী ও গিরিজাভূষণ দত্ত দিং সাং রাণাঘাট পোঃ ঐ

রাণাঘাট থানায় ১-জ রাণাঘাট টাউন মধ্যে নিউল রোডস্থিত ৷৹ জমি ২৪৶৯ বায়েমী জমাই স্বত্ব ও তদুপরিস্থ পাকা ইমারৎ সহ মূল্য ৫০০৲

(৬)

১০৯৭ দাঃজারি ৩৩ দাবি ২০৸৶৹

ডিঃ ভোলানাথ সান্যাল দিং সাং মহৎপুর

দেঃ আওলাত সেখ সাং তেঘরি পোঃ কালীগঞ্জ

কালীগঞ্জ থানায় তেঘরি মৌজায় ডিঃ সেরেস্তায় ৯৭৩১।৮১।১৩৭।১২০ খতিয়ানের ৪-২৯শঃ জমি ১০/ জমা মূল্য ৭৲

(৭)

১০৯৮ দাঃজারি ৩৩ দাবি ২৫৶৩

ডিঃ ঐ

দেঃ এলেত সেখ সাং আসারিয়া পোঃ কালিগঞ্জ

কালিগঞ্জ থানায় আসারিয়া মৌজায় ৩৪২।৭৬।১৫৩।১২৮ খতিয়ানের ৮ ৬০শঃ জমি ১৩৷/১০ জমা দেঃ ৷৹ অংশ মূল্য ৮৲

(৮)

১০৯৯ দাঃজারি ৩৩ দাবি ৩০৬।৶৬

ডিঃ ব্যোমকেশ সান্যাল দিং সাং ফুলগাছি

দেঃ রামপদ পাড়ুই দিং সাং কাদিরপুর পোঃ কালিগঞ্জ

কালিগঞ্জ থানায় ফুলবেড়িয়া ও কাদিরপুর মৌজায় ডিক্রীদার অধীন ৯ খতিয়ানের ৪৬ শঃ জমি ২৷৹ জমা মূল্য ৮৲

২। ঐ থানায় কাদিরপুর মৌজায় ১০ খতিয়ানের -১৭ শঃ জমি ২৶৫ জমা মূল্য ৫৲

৩। ঐ থানায় ফুলবেড়িয়া মৌজায় ডিক্রীদার অধীনে ১৪৭ খতিয়ানের ৬/৹ জমি ৭৷৹ জমা মূল্য ৫৲

(৯)

১৩০৯ দাঃজারি ৩৩ দাবি ৮০৶৩

ডিঃ ভোলানাথ সান্যাল দিং সাং মহৎপুর

দেঃ ইংরাজ সেখ সাং নগরখোলা পোঃ কালিগঞ্জ

কালিগঞ্জ থানায় আসারিয়া গ্রামে গগনচন্দ্র বিশ্বাস অধীনে ৪৫ খতিয়ানের ৩-৪৯ শঃ জমি ১১।১৫ জমা নীলাম হইবে

অতঃপর ৮ম পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

বিশ্ব-বিশ্রুত শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত

শ্রীচৈতন্য ভাগবত

বিরাট্ দ্বিতীয়-সংস্করণ

গৌড়ীয়াচার্য্যভাস্কর প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ কর্ত্তৃক গৌড়ীয়ভাষ্য ও বিবৃতিসহ প্রকাশিত। সংস্কৃত শ্লোক-সমূহের অন্বয়, অনুবাদ ও ব্যাখ্যা সন্নিবেশিত। প্রতি অধ্যায়ের কথাসার, অধ্যায়-সূচী, শ্লোক-সূচী, পয়ার-সূচী, স্থান-সূচী, পাত্র-সূচী ও গ্রন্থকার শ্রীল বৃন্দাবন দাস গোস্বামীর জীবনী প্রভৃতি মহামূল্য-রত্নে অলঙ্কৃত।

ভিক্ষা—সর্ব্বসাধারণের সুবিধার জন্য ১২৲ স্থলে এখনও ৬৲ ছয়টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—

১। শ্রীচৈতন্য মঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

২। শ্রীগৌড়ীয় মঠ
পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক
পারমার্থিক পত্র
শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে ॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে ॥

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশ-
তনয়স্তদ্ধাম-বৃন্দাবনম্,
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা ।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং
প্রেমা পুমর্থো মহান্,
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং
তত্রাদরো নঃ পরঃ ॥

৮ম বর্ষ { ২৩ নারায়ণ গৌরাব্দ ৪৪৭, ১০ই পৌষ বঙ্গাব্দ ১৩৪০, ২৫শে ডিসেম্বর ইং ১৯৩৩, সোমবার { ২৪৮ তম সংখ্যা

কাশী সৎশিক্ষা-প্রদর্শনী

সনাতন-গৌড়ীয়মঠের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত

কাশীর ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব কর্ত্তৃক দ্বারোদ্‌ঘাটিত

পাঠকগণ অবগত আছেন যে, শ্রীল প্রভুপাদের আদেশে গৌড়ীয়মঠের প্রচারকবৃন্দ ও অন্যান্য ভক্তগণ সনাতনশিক্ষাস্থলী শ্রীকাশীধামে পারমার্থিক প্রদর্শনী উন্মোচন করিবার জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করিতেছেন। গত ২২শে ডিসেম্বর কাশী শ্রীসনাতন-গৌড়ীয়মঠের প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ টেলিফোনযোগে কলিকাতা গৌড়ীয়মঠরক্ষক মহামহোপদেশক আচার্য্যত্রিক প্রভুকে জানাইয়াছেন যে, গৌড়ীয়মঠাচার্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের অহৈতুকী কৃপায় প্রতিষ্ঠিত এই জগন্মঙ্গলকর শ্রীমদ্ভাগবত-প্রদর্শনীর দ্বার কাশীর সুযোগ্য কালেক্টর শ্রীযুক্ত বাবু পান্নালাল আই, সি, এস মহোদয় গত ২৪শে ডিসেম্বর রবিবার বেলা ৫॥ ঘটিকার সময় উদ্‌ঘাটন করিতে স্বীকৃত হইয়াছেন। বিস্তৃত বিবরণ আগামীতে প্রকাশিত হইবে।

জীবের ধর্ম্ম

[গত শুক্রবার সাময়িক-প্রসঙ্গে প্রকাশিতাংশের পর]

সুতরাং দেখা যাইতেছে যাহা বা যে অবস্থা পূর্ব্বে ছিল না কোন নিমিত্ত বশতঃ কিছুদিনের জন্য হইয়াছে মাত্র যখনই নিমিত্তটী দূর হইবে তখনই সেই অবস্থাটীও লুপ্ত হইবে তাহার নাম নৈমিত্তিক ধর্ম্ম বা নিসর্গ কিন্তু কোন বস্তুর যে অবস্থা পূর্ব্বে ছিল প্রকাশ্যভাবেই হউক বা সুপ্তভাবেই হউক এখনও আছে পরেও থাকিবে সেই অবস্থার নাম নিত্যধর্ম্ম বা স্বভাব।

সেইপ্রকার হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান ভারতবাসী, ইংলণ্ডবাসী, ব্রাহ্মণ, শূদ্র, নর, নারী, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, বৃক্ষলতা পর্য্যন্ত সকলের মধ্যে যে জীবাত্মা আছে সেই সকল চিৎকণ আত্মার ধর্ম্ম একই, তাহা কখনও পৃথক্ পৃথক্ হইতে পারে না। "স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে" অর্থাৎ অধোক্ষজ ভগবানের প্রতি অহৈতুকী ও অপ্রতিহতা ভক্তি বা সেবা আত্মার নিত্য ধর্ম্ম। তবে জীব মাত্রেরই স্বতন্ত্রতা আছে সেই স্বতন্ত্রতার অপব্যবহারফলে কতকগুলি জীবের কোন নিমিত্তবশতঃ নিত্যধর্ম্ম সুপ্ত হইয়া নৈমিত্তিক ধর্ম্মের উদয় হইয়াছে। জীব চিৎকণ বলিয়া স্বরূপতঃ ভগবদ্দাস হইলেও মায়াবশযোগ্যতা তাহার আছে অর্থাৎ যখনই জীব স্বতন্ত্রতার অপব্যবহার করিয়া মায়ার দিকে দৃষ্টি করে তখনই তাহার নৈমিত্তিক ধর্ম্মের উদয় হয়। দৈবী মায়া কৃষ্ণবিমুখ দণ্ড্যজীবকে দণ্ড দিয়া সংশোধন করিবার জন্য এই মায়িক ব্রহ্মাণ্ডরূপ জেলখানায় আনিয়া স্থূল, সূক্ষ্ম দুইটী আবরণে আবৃত করে, তখন সেই জীব বাহ্যদেহে বা সূক্ষ্ম মনে আত্মবুদ্ধি করে এবং দেহধর্ম্ম বা মনোধর্ম্মকেই 'আমার ধর্ম্ম' বলিয়া কল্পনা পূর্ব্বক ধর্ম্মের পরিচয় দিয়া থাকে তাই ঐগুলে ধর্ম্মটী বিভিন্ন হইয়া পড়ে কারণ উহা ধর্ম্ম নহে কোন নিমিত্ত বশতঃ অর্থাৎ কৃষ্ণবিমুখতার জন্য দেহ-মনোধর্ম্মের উদয় হইয়াছে সুতরাং ঐ দেহ ও মনোধর্ম্মগুলি নৈমিত্তিক ধর্ম্ম মাত্র। যখনই জীব সাধুসঙ্গফলে স্ব-স্বরূপ অবগত হইয়া কৃষ্ণোন্মুখ হইবে তখনই তাহাদের নিত্যধর্ম্মও বিকশিত হইবে। আমি হিন্দু, আমি মুসলমান, আমি ব্রাহ্মণ, আমি শূদ্র প্রভৃতি অভিমানগুলি স্বরূপবিস্মৃতিজনিত হইয়া থাকে সুতরাং উপাধিগত অভিমানে মত্ত ব্যক্তি কেহই ধর্ম্মতত্ত্ব জানেন না। যাঁহারা শ্রৌতপথে ধর্ম্মতত্ত্ব অবগত হইয়াছেন তাঁহারা হিন্দুকুলে বা মুসলমানকুলে আবির্ভূত হউন না কেন, ঐ আত্মধর্ম্মই অর্থাৎ কায়মনোবাক্যে ভগবানের সেবাই যে জীবের নিত্যধর্ম্ম বা একমাত্র ধর্ম্ম তাহাই বলিবেন। এই কথাগুলিই তাঁহাকে বিশেষভাবে বুঝাইয়া দিলে তিনি অতিশয় আনন্দিত হইয়া এই চৈতন্যবাণীর বহুল-প্রচারের আবশ্যকতার কথা জ্ঞাপন করিলেন।

সাময়িক প্রসঙ্গ

বিগত ২৮শে অগ্রহায়ণ বৃহস্পতিবার দিন শ্রীশ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত-বাণী-সেবক সমিতিতে সাপ্তাহিক অধিবেশনে শ্রীশ্রীগুরু-বৈষ্ণব বন্দনা ও গীতি এবং শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ হইয়াছে।

স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের আদেশ প্রাপ্ত হইয়া 'তাহাই করিব' বলিয়া শ্রীযোগমায়া ভগবানের বাক্য স্বীকার পূর্ব্বক তাঁহাকে প্রদক্ষিণ করিলেন এবং নন্দ-গোকুলে আগমন করিয়া ভগবন্নির্দ্দেশানুযায়ী কার্য্য করিলেন অর্থাৎ দেবকীর গর্ভাকর্ষণ করিয়া রোহিণীতে স্থাপন করিলেন।

এদিকে সেবকগণের ভীতি-বিনাশন, বিশ্বের প্রেমাস্পদ সর্ব্বৈশ্বর্য্যপূর্ণ ভগবান্‌ও তাঁহার পূর্ণস্বরূপে অর্থাৎ পুরুষাবতারাদি অংশ এবং 'ভগ' অর্থাৎ ষড়ৈশ্বর্য্যের সহিত বাসুদেবের চিত্তে আবির্ভূত হইলেন।

ভগবান্ ভক্তের পক্ষে অভয়ঙ্কর, আর অভক্তের নিকট ভয়ঙ্কর। স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপ শ্রীবসুদেব-চিত্তে আবির্ভূত হওয়ায় কংস ভীত হইলে বসুদেব কারাদি অসুর-ভয় হইতে ত্রাণ প্রাপ্ত হইয়া অভয় লাভ করিলেন।

ভগবান্ যেরূপ অভক্তের নিকট ভয়ঙ্কর ও ভক্তের অভয়ঙ্কর সেই প্রকার ভগবদ্ভক্তগণও অভক্তের নিকট দুরাসদ, দুর্দ্ধর্ষ। অভক্তগণ স্বায় দৈহিক পাশবিক-বলদৃপ্ত হইয়া বলভদ্র-সেবকদিগকে ধর্ষণ করিতে চায়, ইহা দুর্ব্বলতারূপ অভদ্রতা মাত্র।

দেহ, গেহ, ধন, জন, কুল ও মানকে সর্ব্বস্ব-বোধে যাহারা শরণাগত ভক্তের প্রতি বল-প্রয়োগ করিয়া কংসাদি প্রমুখ নৃপতিবর্গের আনুগত্য করিতে চায়, তাহারা নিতান্ত মন্দবুদ্ধি এবং ভগবান্ ও ভক্তে শত্রুবুদ্ধি-নিবন্ধন সতত ভীত।

পূর্ব্বদিক্ যেরূপ আনন্দপ্রদ চন্দ্রকে ধারণ করে, দেবকীও তদ্রূপ সমাহিত বসুদেব দ্বারা বৈধ-দীক্ষা বিধানে সমর্পিত, জগন্মঙ্গল, অক্ষয় ঐশ্বর্য্যশালী সর্ব্ব-মূলস্বরূপ সর্ব্বাত্মা বিষ্ণুকে মনের দ্বারা ধারণ করিলেন।

এখানে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে, দেবকী বিষয়মুক্ত (ষড়্‌গর্ভ বিনাশ) হওয়ার পর ভগবত্তত্ত্ব শ্রীবলদেব আবির্ভূত হইলেন, তদনন্তর স্বয়ং ভগবান্ পূর্ণরূপে শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপ বসুদেব কর্ত্তৃক দীক্ষাবিধানে দেবকীর শুদ্ধমনে অর্থাৎ স্বরূপগত চিদাত্মায় ধৃত হইলেন। প্রাকৃত জীবের জন্ম-বিধানের ন্যায় ধাতুজ কোন বস্তুর বা ক্রিয়ার অনুষ্ঠান এখানে মোটেই পাওয়া যায় না। সবই [illegible], ভক্তি ও ভগবানের লীলানুষ্ঠান মাত্র।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

২৩ নারায়ণ স'শিব সঙ্কর্ষণ

মহামন্ত্র কীর্ত্তনীয়

[১]

নিম্নে পঞ্চাঙ্গ বিচারের দ্বারা মহামন্ত্রই যে কীর্ত্তনীয় তাহা প্রদর্শিত হইতেছে।

বিষয়—মহামন্ত্র উচ্চৈঃস্বরে কীর্ত্তনীয়।

সংশয়—মহামন্ত্র উচ্চৈঃস্বরে কীর্ত্তনীয় কিনা?

পূর্ব্বপক্ষ—মহামন্ত্র-প্রদানকালে কর্ণগুরু বলিয়াছিলেন—ইহা প্রকাশ করিবে না সুতরাং ইহা উচ্চৈঃস্বরে কীর্ত্তনীয় নহে।

উত্তরপক্ষ বা সিদ্ধান্ত

১। কর্ণগুরু বলিয়া কোন কথা শাস্ত্রে দেখা যায় না। শাস্ত্রে (১) বর্ত্মপ্রদর্শক গুরু, (২) দীক্ষাগুরু ও (৩) শিক্ষাগুরু—এই কথাগুলি আছে। শিক্ষাগুরু দুই প্রকার—(ক) মহান্তগুরু ও (খ) চৈত্ত্যগুরু অর্থাৎ শরণাগত শিষ্যের সেবোন্মুখ চিত্তে উদিত হইয়া যিনি শিক্ষা দেন। বর্ত্তমানে লৌকিক গুরু, কৌলিক গুরু ও অযোগ্য গুরু অর্থাৎ গুরুব্রুব-সকল গুরুর আসন গ্রহণ করিয়া লোকবঞ্চনা করিতেছে। সেইপ্রকার গুরুব্রুবগণ অশাস্ত্রীয় কথা ও শাস্ত্রবিরুদ্ধ আচরণ প্রচার করিয়া থাকে। শাস্ত্রে সদ্গুরুর লক্ষণ যাহা বর্ণিত আছে তন্মধ্যে 'ছড়া কীর্ত্তনীয় নহে' শীর্ষক প্রবন্ধে উপনিষদ্, গীতা ও ভাগবতোক্ত লক্ষণ-সমূহ বর্ণিত হইয়াছে; এখন অন্যান্য শাস্ত্রোক্ত ও মহাজন কথিত সদ্গুরু লক্ষণাবলীর কিয়দংশ উল্লেখ করিতেছি।

গুরুর লক্ষণ

[১]

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব গুরুর লক্ষণ বলিয়াছেন—

কিবা বিপ্র, কিবা ন্যাসী, শূদ্র কেনে নয়।
যেই কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা সেই গুরু হয়॥
(চৈঃ চঃ মধ্য ৮।১২৭)

[২]

শ্রীল রূপ গোস্বামী প্রভু 'উপদেশামৃতে' বলিয়াছেন—

বাচো বেগং মনসঃ ক্রোধবেগং
জিহ্বা-বেগমুদরোপস্থ-বেগম্।
এতান্ বেগান্ যো বিষহেত ধীরঃ
সর্ব্বামপীমাং পৃথিবীং স শিষ্যাৎ॥

অর্থাৎ বাক্যের বেগ, মনের বেগ, ক্রোধের বেগ, জিহ্বার বেগ, উদরের বেগ ও উপস্থের বেগ—এই ছয়টী বেগ যে ব্যক্তি বিশেষরূপে দমন করিতে সমর্থ হন, তিনিই এই নিখিল পৃথিবী শাসন করিতে পারেন অর্থাৎ তিনিই গোস্বামী বা গুরু।

[৩]

শ্রীবায়ুপুরাণ বলিতেছেন—

আচিনোতি যঃ শাস্ত্রার্থমাচারে স্থাপয়ত্যপি।
স্বয়মাচরতে যস্মাদাচার্য্য স্তেন কীর্ত্তিতঃ॥

শাস্ত্রার্থ বা শাস্ত্রসিদ্ধান্ত সম্যগ্রূপে সংগ্রহ করিয়া অপরকে আচারে স্থাপন এবং স্বয়ং শাস্ত্রাদেশ আচরণ করেন বলিয়া আচারবান্ তত্ত্ববিৎ পুরুষ 'আচার্য্য' নামে কীর্ত্তিত হইয়া থাকেন।

[৪]

আপনে আচরে কেহ, না করে প্রচার।
প্রচার করেন কেহ, না করেন আচার॥
আচার প্রচার নামের করহ দুই কার্য্য।
তুমি সর্ব্বগুরু, তুমি জগতের আর্য্য॥
(চৈঃ চঃ অন্ত্য ৪র্থ পঃ)

আপনি আচরি ভক্তি শিখামু সবারে।
(চৈঃ চঃ আদি ৩য় পঃ)

আপনি না কৈলে ধর্ম্ম শিখান না যায়।
(চৈঃ চঃ আদি ৩য় পঃ)

গুরুব্রুবের লক্ষণ

সদ্গুরুর লক্ষণাবলীর মধ্যে উপরে কয়েকটী বর্ণিত হইল। এখন নিম্নে গুরুব্রুবের লক্ষণ বর্ণন করিতেছি।

[১]

বিষ্ণুস্মৃতি বলিতেছেন—

পরিচর্য্যা-যশোলিপ্সুঃ শিষ্যাদ্ গুরুর্ন হি।

শিষ্যের নিকট হইতে যিনি পরিচর্য্যা ও যশোলাভের বাসনা করেন তিনি নিশ্চয় গুরুপদবাচ্য নহেন।

[২]

কোনও পুরাণ বলিতেছেন—

গুরবো বহবঃ সন্তি শিষ্য-বিত্তাপহারকাঃ
দুর্ল্লভঃ সদ্গুরুর্দেবি, শিষ্যসন্তাপহারকঃ॥

হে দেবি, শিষ্যের বিত্ত অর্থাৎ ধনাপহারক বহু গুরু আছেন, কিন্তু শিষ্যের সন্তাপ হারক সদ্গুরু দুর্ল্লভ।

[৩]

শ্রীহরিভক্তিবিলাস (২১৫) বলিতেছেন,—

স্নেহাদ্বা লোভতো বাপি যো গৃহ্নীয়াদ্ দীক্ষয়া।
তস্মিন্ গুরৌ সশিষ্যে তু দেবতাশাপ আপতেৎ॥

স্নেহবশতঃ বা লোভবশতঃ যে গুরু দীক্ষা দেন এবং ভালবাসার খাতিরে বা কোনরূপ লোভের আশায় যিনি দীক্ষা গ্রহণ করেন—তাঁহারা উভয়েই দেবতার অভিশাপ প্রাপ্ত হন।

[৪]

শ্রীমদ্ভাগবত (১১।১১।১৮) বলিতেছেন—

শব্দব্রহ্মণি নিষ্ণাতো ন নিষ্ণায়াৎ পরে যদি।
শ্রমস্তস্য শ্রমফলো হ্যধেনুমিব রক্ষতঃ॥

—শব্দব্রহ্মরূপ বেদবাক্যে নিষ্ঠা করিয়াও যদি বেদতাৎপর্য্যরূপ পরব্রহ্মে অবগাহন না করে, তবে বৎসহীন গাভী-রক্ষার ন্যায় বেদবাক্যে তাঁহার যত্ন 'শ্রম' মাত্র উৎপাদন করে।

[৫]

শ্রীহরিভক্তিবিলাস বলেন—

মহাকুল-প্রসূতোঽপি সর্ব্বযজ্ঞেষু দীক্ষিতঃ।
সহস্রশাখাধ্যায়ী চ ন গুরুঃ স্যাদবৈষ্ণবঃ॥

—মহাকুল-প্রসূত, সর্ব্বযজ্ঞে দীক্ষিত ও সহস্রশাখাধ্যায়ী ব্রাহ্মণও অবৈষ্ণব হইলে গুরুপদে অভিষিক্ত হইতে পারেন না।

সদ্গুরুর পাদপদ্ম আশ্রয় না করিয়া তথাকথিত গুরুর বা গুরুব্রুবের অনুগত হইলে শিষ্যের কি অসুবিধা হয় এবং সেই অসুবিধা হইতে পরিত্রাণ-লাভের শাস্ত্রীয় ব্যবস্থা কি, তাহা এখন আলোচনা করিতেছি।

[১]

পদ্মপুরাণ বলেন—

অবৈষ্ণব-মুখোদ্গীর্ণং পূতং হরিকথামৃতম্।
শ্রবণং নৈব কর্ত্তব্যং সর্পোচ্ছিষ্টং যথা পয়ঃ॥

—দুগ্ধ অতি পবিত্র বস্তু, উহা সেবনে তুষ্টি, পুষ্টি ও ক্ষুধা-নিবৃত্তি হয়, কিন্তু ঐরূপ উৎকৃষ্ট দুগ্ধ সর্পের উচ্ছিষ্ট হইলে যেমন উহা দুগ্ধের ক্রিয়া না করিয়া বিষেরই ক্রিয়া করিয়া থাকে তদ্রূপ সাধুমুখবিগলিত পবিত্র হরিকথামৃতপানে জীবের ভক্তিবৃত্তির উন্মেষ হয় কিন্তু নামাপরাধী অবৈষ্ণব ব্যক্তির মুখোদ্গীর্ণ উপদেশাদি বাহ্য-আকারে হরিকথার ন্যায় দেখাইলেও উহা নামাপরাধ মাত্র। এইরূপ নামাপরাধ শ্রবণ করা কখনই কর্ত্তব্য নহে। উহা শ্রবণ করিলে মঙ্গল হওয়া দূরে থাকুক, সর্পোচ্ছিষ্ট দুগ্ধের ন্যায় উহা দ্বারা জীবের অমঙ্গলই হইয়া থাকে।

[২]

শ্রীহরিভক্তিবিলাস (১।৬২) বলেন—

যো বক্তি ন্যায়রহিতমন্যায়েন শৃণোতি যঃ।
তাবুভৌ নরকং ঘোরং ব্রজতঃ কালমক্ষয়ম্॥

—যিনি (আচার্য্যবেশে) অন্যায় অর্থাৎ সাত্বতশাস্ত্রবিরোধী কথা কীর্ত্তন করেন এবং যিনি অন্যায়ভাবে তাহা শ্রবণ করেন, তাঁহারা উভয়েই অনন্তকাল ঘোর নরকে গমন করেন।

[৩]

উক্ত গ্রন্থরাজ (৪।১৪) আরও বলিতেছেন—

অবৈষ্ণবোপদিষ্টেন মন্ত্রেণ নিরয়ং ব্রজেৎ।
পুনশ্চ বিধিনা সম্যগ্ গ্রাহয়েদ্বৈষ্ণবাদ্ গুরোঃ॥

—স্ত্রীসঙ্গী ও কৃষ্ণাভক্ত অবৈষ্ণবের উপদিষ্ট মন্ত্র লাভ করিলে নরক গমন হয়। অতএব যথাশাস্ত্র পুনরায় বৈষ্ণব গুরুর নিকট মন্ত্র গ্রহণ করিবে।

[৪]

মহাভারত উদ্যোগপর্ব্ব (১৭৯।২৫) বলেন—

গুরোরপ্যবলিপ্তস্য কার্য্যাকার্য্যমজানতঃ।
উৎপথপ্রতিপন্নস্য পরিত্যাগো বিধীয়তে॥

—ভোগ্য-বিষয়লিপ্ত, কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য-বিবেকরহিত, মূঢ় ও শুদ্ধভক্তি ব্যতীত ইতর-পথানুগামী ব্যক্তি নামে-মাত্র গুরু হইলেও তাহাকে পরিত্যাগ করাই বিধি।

[৫]

ভক্তিসন্দর্ভ ২১০ সংখ্যায় লিখিত আছে—

পরমার্থগুর্ব্বাশ্রয়ো ব্যবহারিকগুর্ব্বাদি-
পরিত্যাগেনাপি কর্ত্তব্যঃ।

—ব্যবহারিক, লৌকিক, কৌলিক ও অযোগ্য গুরুব্রুব পরিত্যাগ করিয়াও পারমার্থিক গুরুর আশ্রয় গ্রহণ করিবে।

নাম ও মন্ত্রের বৈশিষ্ট্য

সত্যানুসন্ধিৎসুগণ নিরপেক্ষ আলোচনা দ্বারা বাস্তবসত্য নিরূপণ করিয়া অসত্য পরিত্যাগের সহিত সত্যের আশ্রয় গ্রহণ পূর্ব্বক জন্ম সার্থক করিতে সমর্থ হইবেন জানিয়া উপরে গুরুতত্ত্বটী সংক্ষেপে বর্ণিত হইল। এখন নাম ও মন্ত্রের বৈশিষ্ট্য কি, তাহা বিচার করিলেই তারকব্রহ্ম নাম বা 'মহামন্ত্র' কীর্ত্তনীয় কি না তাহা সহজেই বুঝা যাইবে।

শ্রীনামে প্রণবসংযুক্ত হইলে ও শ্রীনাম 'নমঃ' শব্দাদি দ্বারা অলঙ্কৃত হইলে 'মন্ত্র' নামে অভিহিত হয়। 'নমঃ' শব্দের অর্থ—স্থূললিঙ্গদেহে আত্মবুদ্ধিরূপ অহঙ্কার পরিত্যাগ বা আত্মসমর্পণ। মন্ত্রে 'নমঃ' শব্দ বা আত্মসমর্পণের উদ্দেশ থাকায় চতুর্থীবিভক্ত্যন্ত পদের প্রয়োগ। নামে সম্বোধন বিভক্তি দৃষ্ট হয়। এখন নিরপেক্ষ বিচারকগণের বুঝিতে কোন অসুবিধা হইবে না যে, যাহাতে প্রণব-সংযুক্ত আছে ও চতুর্থীবিভক্ত্যন্ত পদের প্রয়োগ আছে তাহাই 'মন্ত্র' ও তাহাই জপ্য এবং যাহাতে সম্বোধন বিভক্তি দৃষ্ট হয় তাহাই 'নাম' এবং তাহাই কীর্ত্তনীয় ও জপ্য। কাহাকেও সম্বোধন করিতে হইলে উচ্চৈঃস্বরে ডাকাই বিধি, তাহা কখনও নিষেধ হইতে পারে না। বত্রিশ-অক্ষরাত্মক ষোলনাম বা মহামন্ত্রে চতুর্থী-বিভক্ত্যন্ত পদ দৃষ্ট হয় না, উহাতে সম্বোধন বিভক্তিই দৃষ্ট হয়। অতএব প্রমাণিত হইল যে, মহামন্ত্র কীর্ত্তনীয়। নামাশ্রয়ী ভগবদ্বিরহে ব্যাকুল হইয়া ভগবানকে উচ্চৈঃস্বরে আহ্বান করেন বলিয়াই নামে সম্বোধন-বিভক্তি দৃষ্ট হয়। উহা কীর্ত্তনীয় না হইলে উহাতে সম্বোধন বিভক্তি না থাকিয়া চতুর্থী-বিভক্ত্যন্ত পদই প্রযুক্ত হইত। নাম বা মন্ত্র কোন ব্যক্তিবিশেষের রচিত নহে যে তাহাতে ভ্রম থাকিবে। উহা গুরুপারম্পর্য্যে অবতীর্ণ নামী হইতে অভিন্ন। যাহা শ্রৌতপারম্পর্য্যপ্রাপ্ত নহে, যাহা কোন

। রচিত এবং ঐরূপ ব্যক্তির নিকট হইতে প্রাপ্ত, তাহা নামের মত হইলেও নাম নহে—নামাক্ষর মাত্র। সুতরাং যে বা যাঁহারা বলিতেছেন যে—মহামন্ত্র কীর্ত্তনীয় নহে, তিনি বা তাঁহারা গুরুপারম্পর্য্য উল্লঙ্ঘন করিয়াছেন; তাই তাঁহাদের সিদ্ধান্তে ভ্রম, প্রমাদ, বিপ্রলিপ্সা প্রভৃতি দোষ দৃষ্ট হইতেছে। পূর্ব্বেই অর্থাৎ প্রথম প্রশ্নের উত্তরেই বলা হইয়াছে যে—

ভ্রম, প্রমাদ, বিপ্রলিপ্সা, করণাপাটব।
আর্ষ বিজ্ঞ বাক্যে নাহি দোষ এই সব॥

দুর্ভাগার অশ্রু

জয় জয় পরমহংস ওঁ বিষ্ণুপাদ।
জয় পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য প্রভুপাদ॥
জয় জয়াষ্টোত্তরশত শ্রীসমন্বিত।
গোস্বামী ঠাকুর জয় ভুবন-বিদিত॥
অভিন্ন শ্রীনিত্যানন্দ অগতির গতি।
জয় শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী॥
সভয়ে অভয় মাগে এ অধম জন।
জানাতে বাসনা প্রভো দুঃখ-বিবরণ॥
তুমি মম নিত্য প্রভু আমি তব দাস।
কবে এ সম্বন্ধ হৃদে হইবে বিকাশ॥
হে দীনদয়াল প্রভো! আমি ত' কপট।
মিছাভক্তি চেষ্টা মোর অন্তরে উৎকট॥
মুখে বলি একান্ত শরণাগত আমি।
সেহ ত' মৌখিকমাত্র হে অন্তর্য্যামি॥
অন্যে মুগ্ধ হ'তে পারে দেখি ভণ্ড বেশ।
তুমি মম কপটতা জান সবিশেষ॥
চৈত্ত্যগুরুরূপে আছ হৃদয়ে সবার।
আচার্য্যরূপেতে ভবে তব অবতার॥
অকপটে তব পদে লইলে শরণ।
ভক্তিবীজ অঙ্কুরিত হৃদয়ে তখন॥
আমার এ চিত্তমরু সাহারার সম।
কাম-মরীচিকা তাহে শোভে অনুপম॥
আমি ভ্রান্ত পান্থ এবে ক্লান্ত সুখ-আশে।
পিপাসায় কণ্ঠশুষ্ক ধাই ঊর্দ্ধশ্বাসে॥
পান্থপাদপরূপ শুদ্ধভক্তিকল্পলতা।
দিয়াছিলে তার বীজ ওহে জগত্রাতা॥
হায়! অচতুর মালা আমি অভাজন।
না দিনু শ্রবণ-জল করি আরোপণ॥
শরণ-আপত্তিরূপা ঝারি একমাত্র।
শ্রবণাদি-জল শ্রদ্ধায় সিঞ্চিবার পাত্র॥
অন্য অভিলাষ যাতে ভেঙ্গে গেছে ঝারি।
(তবু) অন্ধ হেন জলদান অভিনয় করি॥
দুর্ভাগার দুরদৃষ্ট হ'লো না খণ্ডন।
তাই হ'ল অসম্ভব ঘটনাঘটন॥
দশ-অপরাধরূপ হিংস্র জন্তুগণ।
মম চিত্তমরু করে নখে বিদারণ॥
তার মধ্যে বৈষ্ণবাপরাধ মাতাহাতী।
সর্ব্বনাশ কৈল মোর হ'য়ে ক্রুদ্ধ অতি॥
হায়! হায়! ভক্তিবীজ শুণ্ডেতে তুলিয়া।
কোথা ফেলাইল এবে না পাই খুঁজিয়া॥
পলে পলে আয়ুঃরবি ধায় অস্তাচলে।
দুর্ল্লভ জনম হারাইনু অবহেলে॥
এ অন্তিমে একমাত্র তোমার ভরসা।
তোমার নামের গুণে পূর্ণ হবে আশা॥
সর্ব্বার্থহীনের গতি তুমি সে কেবল।
তব পাদপদ্ম গুরো আমার সম্বল॥
তুমি প্রভু জগদ্গুরু পারের কাণ্ডারী।
সাষ্টাঙ্গ প্রণতি দীনের লহ কৃপা করি॥

শ্রীরামানন্দ-গৌড়ীয়মঠের
জনৈক অযোগ্য সেবক

অন্যাভিলাষের প্রচ্ছন্ন আবরণ

(২)

সেইরূপ পুত্র, কন্যা ও আত্মীয়-স্বজনকে মুখে কৃষ্ণদাস বলিলেও যদি দেহ-সম্বন্ধে তাহাদের প্রতি অজ্ঞাতভাবেও আকৃষ্ট হওয়া যায় তাহা হইলে ঐ প্রকার আচরণও যোষিৎসঙ্গ। আবার বিছানাতে আসক্তি, বাসগৃহে আসক্তি কিম্বা যে কোন বস্তুতে আসক্তি যোষিৎসঙ্গের বিভিন্ন মূর্ত্তি ব্যতীত অন্য কিছু নহে। সুতরাং ভোগীর বেষেই হউক বা ত্যাগীর বেষেই হউক সম্বন্ধজ্ঞানের অভাবে সর্ব্বাবস্থাতেই যোষিৎসঙ্গ হইতে পারে। সন্ন্যাসীর অন্য কিছু না থাকিলেও যদি কৌপিনে আসক্তি থাকে তবে তিনিও যোষিৎসঙ্গ হইতে পরিত্রাণ পাইবেন না। কোনও ব্যক্তির নিকট অবস্থান করিলে ও দেখিলে বা কোন বস্তু ব্যবহার করিলে ও দর্শন করিলে কিম্বা কোন ব্যক্তি বা বস্তুর কথা চিন্তা করিলেই যে সেই ব্যক্তি বা বস্তুতে আসক্তি হইল তাহা নহে। কৃষ্ণ-বিস্মৃতিই আসক্তির লক্ষণ এবং কৃষ্ণ-পাদপদ্মের অবিস্মৃতিই যুক্তবৈরাগ্যের লক্ষণ। কায়-মনোবাক্যে শ্রীশ্রীগুরু-পাদপদ্ম-সেবা দ্বারাই সর্ব্বসিদ্ধি হয় নচেৎ কেবল ত্যাগের অভিনয় করিলে ফল্গুবৈরাগী বা প্রচ্ছন্ন-ভোগী হইতে হইবে অর্থাৎ অন্তরের অন্তরতম প্রদেশে প্রচ্ছন্ন অন্যাভিলাষ অবস্থান করিবে।"

তখন বৈষ্ণব-ঠাকুরের উপদেশামৃত শ্রবণ করিয়া আমি চিন্তা করিলাম—অহো! বৈষ্ণব ঠাকুর কত দয়াময়! তিনি অহৈতুকী কৃপাপূর্ব্বক যে আলোক দান করিলেন তদ্দ্বারা আমি দেখিতেছি যে আমার চিত্ত-গুহার মধ্যে প্রচ্ছন্নভাবে যে কত প্রকার অন্যাভিলাষ আছে তাহা আমি ইতঃপূর্ব্বে বুঝিতে পারিতাম না। ভাবিতাম আমি বেশ কৃষ্ণের সংসার করিতেছি, অন্যবাঞ্ছা-শূন্য হইয়া কৃষ্ণানুশীলন করিতেছি।

এখন ত্যাগীর বেষেও যে অন্যাভিলাষ আসিতে পারে তাহা বুঝাইবার জন্য নিজ জীবনের আর একটী ঘটনা বর্ণন করিতেছি। প্রায় চারি বৎসর পূর্ব্বে মঠবাসকালে আমার শরীরে কোন ব্যাধি উপস্থিত হইয়াছিল। মঠরক্ষক প্রভু যথাযোগ্য চিকিৎসার ও পথ্যের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। আমি তাহাতে সন্তুষ্ট না হইয়া পৃথগ্‌ভাবে চিকিৎসার ব্যবস্থা ও পথ্য-সংগ্রহের জন্য ছুটাছুটী করিতে লাগিলাম। আজ এক প্রকার চিকিৎসা, দশদিন পরে অন্য প্রকার চিকিৎসা এইরূপে নিজ খেয়াল মত চলায় বিপরীত অবস্থা ঘটিল, রোগটা জটিল হইয়া পড়িল। তখন পুনরায় মঠের চিকিৎসকের আশ্রয় লইলে তিনি বলিলেন বহুবিধ ঔষধ অত্যধিক সেবনজনিত ঔষধের বিষ-ক্রিয়া হইয়াছে, এখন চিকিৎসা বন্ধ করিয়া দিলে এবং রোগের চিন্তা ছাড়িয়া দিলেই ক্রমশঃ রোগ সারিয়া যাইবে। এমন সময়ে পার্শ্ববর্ত্তী প্রকোষ্ঠে পরমপূজ্যপাদ জনৈক সতীর্থ নিম্নলিখিত কয়েকটী মহাজনের পদ সুললিত-কণ্ঠে কীর্ত্তন করিলেন—

মানস দেহ গেহ যো কিছু মোর।
অর্পিনু তুয়া পদে নন্দকিশোর॥
সম্পদে বিপদে জীবনে মরণে।
দায় মম গেলা তুয়া ওপদ বরণে॥
মারবি রাখবি যো ইচ্ছা তোহারা।
নিত্যদাস প্রতি তুয়া অধিকারা॥

*　　*　　*

অহং মম শব্দ অর্থে যাহা কিছু হয়।
অর্পিলুঁ তোমার পদে ওহে দয়াময়॥
আমার আমি ত নাথ না রহিনু আর।
এখন হইনু আমি কেবল তোমার॥
আমি শব্দে দেহী জীব অহংতা ছাড়িল।
ত্বদীয়াভিমান আজি হৃদয়ে পশিল॥
তুমি গৃহস্বামী আমি সেবক তোমার।
তোমার সুখেতে চেষ্টা এখন আমার॥
তোমার ইচ্ছায় মোর ইচ্ছা মিশাইল।
বিনোদ-সেবক আজ আপনে ভুলিল॥

*　　*　　*

নিজসুখ লাগি কিছু নাহি করি আর।
বিনোদ-সেবক বলে তব সুখ সার॥

*　　*　　*

বস্তুতঃ সকলি তব জীব কেহ নয়।
অহং-মম ভ্রমে ভ্রমি' ভোগে শোক ভয়॥
আত্মনিবেদন-ভাব হৃদে দৃঢ় রয়।
হস্তিস্নান সম যেন ক্ষণিক না হয়॥

*　　*　　*

তোমার সেবায় দুঃখ হয় যত
সেও ত' পরম সুখ।
সেবা-সুখ-দুঃখ, পরম সম্পদ
নাশয়ে অবিদ্যা দুঃখ॥
বিনোদ-সেবক, আনন্দে ডুবিয়া
তোমার সেবার তরে।
সব চেষ্টা করে, তব ইচ্ছা-মত,
থাকিয়া তোমার ঘরে॥
বিনোদ-সেবক নিজ স্বাতন্ত্র্য ত্যজিয়া।
তোমার চরণ সেবে অকিঞ্চন হইয়া॥

*　　*　　*

নিজের পোষণ, কভু না ভাবিব
রহিব ভাবের ভরে।
বিনোদ-সেবক, তোমারে পালক
বলিয়া বরণ করে॥

*　　*　　*

তুমি ত' রক্ষক আর পালক আমার।
তোমার চরণ বিনা আশা নাহি আর॥
নিজ বল চেষ্টা প্রতি ভরসা ছাড়িয়া।
তোমার ইচ্ছায় আছি নির্ভর করিয়া॥

*　　*　　*

আমি তব নিত্যদাস জানিনু এবার।
আমার পালন-ভার এখন তোমার॥
বড় দুঃখ পাইয়াছি স্বতন্ত্র জীবনে।
সব দুঃখ দূরে গেল ওপদ-বরণে॥

*　　*　　*

আত্ম-সমর্পণে গেলা অভিমান।
নাহি করবুঁ নিজ রক্ষা-বিধান॥
রক্ষা করবি তুহুঁ নিশ্চয় জানি।

*　　*　　*

উপরোক্ত কীর্ত্তন শ্রবণ করিয়া নিম্ন-লিখিত বিচারের স্ফূর্ত্তি হইল—

"সাধুমুখ-বিগলিত চেতনময়ী বাণীর কি অপূর্ব্ব শক্তি! পূর্ব্বে ত অনেকবার শরণাগতির ঐপদগুলি আমি পাঠ কীর্ত্তন করিয়াছি কিন্তু তদ্দ্বারা ত' আমার চিত্ত-দর্পণের মলিনতা বা প্রচ্ছন্ন অন্যাভিলাষ মার্জ্জিত হয় নাই! অহো! শ্রীনামপ্রভু রোজ বৈষ্ণব-ঠাকুরের সেবোন্মুখ-জিহ্বায় নৃত্য করিতে করিতে আমার কর্ণরন্ধ্রে প্রবিষ্ট হইয়া হৃদয়ে সুধা বর্ষণ করিলেন। ধিক্, ধিক্, আমার জীবনে ধিক্, সর্ব্বস্ব গুরুপাদপদ্মে অর্পণের অভিনয় করিয়াও নিজ স্বতন্ত্রতা ছাড়িতে পারি নাই, এতদিন শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্ম-সেবা ছাড়িয়া 'প্রচ্ছন্ন অন্যাভিলাষের' দাসত্ব করিয়াছি, ইহা অপেক্ষা দুর্দ্দৈব আর কি হইতে পারে। নিষ্কপটে বৈষ্ণবের পদরজে মস্তককে অভিষিক্ত করি নাই (বাহিরে প্রণিপাতের অভিনয় করিলেও) তাই আমার এ দুর্গতি! অতএব এখন বুঝিলাম বৈষ্ণবের নিষ্কপট আনুগত্য ব্যতীত, নিষ্কপটে বৈষ্ণব-সেবা ব্যতীত আত্মমঙ্গললাভের অন্য কোন উপায় নাই, দুরত্যয়া মায়ার হাত হইতে পরিত্রাণ লাভ করিয়া কৃষ্ণেন্দ্রিয়তর্পণ করিবার অপর কোন পন্থা নাই। তাই মহাজন গাহিয়াছেন—

শুদ্ধ-ভকত- চরণ-রেণু,
ভজন অনুকূল।
ভকত-সেবা, পরম সিদ্ধি
প্রেম-লতিকার মূল॥"

শুদ্ধভক্তি গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। ভাষ্যসহ বিরাট্ শ্রীচৈতন্যভাগবত ৫৲
২। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ৩৮৲
একাদশ স্কন্ধ হইতে প্রতিখণ্ড ।৶০
৩। ভাষ্যদ্বয়সহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত
(৪র্থ সংস্করণ) ৬৲
৪। ভক্তিবিবেককুসুমাঞ্জলি (বাঁধা) ১৲
৫। গৌড়ীয়-গৌরব ।৶০
৬। গৌড়ীয়-সাহিত্য ।৶০
৭। ভজনরহস্য ॥০
শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও
শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৯। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ)
ঐ (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
১০। গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি টীকাসহ)
ঐ (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
১১। গীতার কেবল মাধ্ব-ভাষ্য ॥০
১২। মুক্তিমল্লিকা গুণসৌরভঃ সানুবাদ
(মাধ্ব) ২৲
১৩। বেদান্ততত্ত্বসার সানুবাদ
(রামানুজীয়) ॥০
১৪। বৈষ্ণবধর্ম্ম ২৲
১৫। শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৬। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ৫৲
১৭। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ॥৶০
ঐ (বাঁধা) ৸০
১৮। দ্বীপ-দিগ্‌দর্শন ৵০
১৯। সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ) ।৶০
২০। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ॥০
ঐ (আবাঁধা) ।৶০
২১ নবদ্বীপধাম গ্রন্থমালা ৸০
২২। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৵০
২৩। গীতমালা ৴১০
২৪। নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য ৶০
২৫। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶০
২৬। নবদ্বীপ পঞ্জিকা (৪৪৭ গৌরাব্দ) ৵০
২৭। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
২৮। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা-দর্পণ ।০
২৯। শরণাগতি ৴০
৩০। গীতাবলী ৴০
৩১। চিত্রে নবদ্বীপ ১॥০
৩২। সাধনকণ ৴০
৩৩। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৴০
৩৪। নবদ্বীপশতক ৴০
৩৫। অর্থপঞ্চক ৴০
৩৬। সদাচারস্মৃতিঃ ৴০
৩৭। কল্যাণকল্পতরু (৫ম সংস্করণ) ৴১০
৩৮। অর্চ্চনকণ ৴১০
৩৯। সাধককণ্ঠমালা (বাঁধা) ।০
ঐ (আবাঁধা) ।৴০
৪০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি
(প্রথম চারিখণ্ড) ৩৲
৪১। ব্রহ্মসংহিতা ।০
৪২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৪৩। মণিমঞ্জরী সানুবাদ ।০
৪৪। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৪৫। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ।০
৪৬। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৪৭। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
৪৮। গৌড়ীয়মঠ কি করেন ? ৴০
৪৯। ঈশোপনিষৎ (বলদেব ও মাধ্ব-ভাষ্য এবং বিবৃতি ও অনুবাদসহ) ।০
৫০। শ্রীভুবনেশ্বর ৶০
৫১। সিদ্ধান্তদর্পণ ৵০
৫২। সাংখ্যবাণী ৴০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৫৩। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী দিগ্বিজয়ঃ ॥০
৫৪। সটীক-শিক্ষাদশমূলম্ ।০
৫৫। তত্ত্ব-সূত্রম্ ।০
৫৬। সানুবাদ-শিক্ষাষ্টকম্ ৵০
৫৭। গৌড়ীয়মঠস্য পরিচয়ঃ ৴০
৫৮। সারাংশবর্ণনম্ ৶০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৫৯। রায় রামানন্দ ॥০
৬০। নামভজন ।০
৬১। রিলেটিভ্ ওয়ার্ল্ড্‌স্ ।৶০
৬২। লাইফ্ অ্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।০
৬৩। বৈষ্ণবীজম্ ।০
৬৪। হোয়াট্ গৌড়ীয়মঠ ইজ্ ডুইং ৴০
৬৫। দি ভাগবত ।০
৬৬। ইরোটিক্ প্রিন্সিপ্‌ল অ্যাণ্ড আনেলয়েড্ ডিভোসন ।০
৬৭। ব্রহ্ম-সংহিতা ২॥০
৬৮। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (ভলুম ওয়ান) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৬৯। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ॥০
৭০। সাধন পথ ।০
৭১। কল্যাণ-কল্পতরু ৴১০
৭২। গীতাবলী ৴০
৭৩। শরণাগতি ৴০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৭৪। শরণাগতি

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

নদীয়া-প্রকাশপ্রাপ্তির স্থান

১। শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম-মায়াপুর, নদীয়া
২। শ্রীযোগপীঠ ঐ
৩। শ্রীবাস অঙ্গন ঐ
৪। অদ্বৈত-ভবন ঐ
৫। কাজীর সমাধি পাট ঐ
৬। স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ, নদীয়া।
৭। শ্রীভাগবত আসন কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
৮। শ্রীএকায়ন মঠ গোবিন্দপুর, হাঁসখালী।
৯। দ্বাদশগোপাল পাট—পোঃ চাকদহ,
১০। শ্রীগৌর গদাধরমঠ—চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড়, বৰ্দ্ধমান
১১। শ্রীমোদদ্রুমছত্র মাউগাছি, বৰ্দ্ধমান
১২। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম, আমলাযোড়া, পোঃ রাজবাধ বৰ্দ্ধমান
১৩। শ্রীগৌড়ীয়মঠ বাগবাজার, কলিকাতা
১৪। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাজু, হাওড়া,
১৫। শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয়মঠ, ৯০নং নবাবপুর রোড্, ঢাকা
১৬। শ্রীগোপালজী মঠ কমলাপুর, ঢাকা।
১৭। শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ পোঃ বালিয়াটী,
১৮। শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয়মঠ ময়মনসিংহ।
১৯। শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ চিরুলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর
২০। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম গোয়ালপাড়া, আসাম।
২১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ রায়াপেট্টা, মান্দ্রাজ।
২২। শ্রীরামানন্দগৌড়ীয় মঠ কব্বুর, জিঃ পশ্চিম গোদাবরী
২৩। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ উড়িয়াবাজার, পোঃ বক্সীবাজার, কটক।
২৪। শ্রীত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয় মঠ ভুবনেশ্বর।
২৫। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ স্বর্গদ্বার, পুরী।
২৬। শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ আলালনাথ পোঃ ব্রহ্মগিরি, পুরী।
২৭। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ ভুমুরকুণ্ডা, পোঃ চিরকুণ্ডা, মানভূম।
২৮। শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ—কাশী।
২৯। শ্রীরূপগৌড়ীয় মঠ—এলাহাবাদ।
৩০। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ পুরাণবাজার, সরকার ঠাকুরের কুঞ্জ, বৃন্দাবন
৩১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, নিউদিল্লী
৩২। শ্রীপরমহংসমঠ—নৈমিষারণ্য,
৩৩। শ্রীসারস্বত গৌড়ীয় মঠ—হরিদ্বার।
৩৪। শ্রীব্যাসগৌড়ীয়মঠ—কুরুক্ষেত্র, পঞ্জাব
৩৫। শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাবুলনাথ রোড, পোঃ গ্রাণ্ট রোড, বোম্বে।
৩৬। লণ্ডন গৌড়ীয়মঠ, ৩৯নং ড্রেটন্ গার্ডেন্স, কেনসিংটন লণ্ডন, (এস, ডব্লিউ—১০)।
৩৭। অমরি গৌড়ীয়মঠ—মেদিনীপুর
৩৮। সরভোগ গৌড়ীয় মঠ—সরভোগ, কামরূপ, আসাম,

শুদ্ধভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী মাসিক। শ্রীধাম-মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲।

২। **গৌড়ীয়**—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিকভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১॥০ টাকা মাত্র।

৩। **ভাগবত**—হিন্দি ভাষায় একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি হৃদয় বন মহারাজ সম্পাদিত ও নৈমিষারণ্য শ্রীপরমহংস মঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ১॥০ দেড় টাকা মাত্র।

৪। **পরমার্থী**—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥০ দেড় টাকা মাত্র।

৫। **কীর্ত্তন**—মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ নিনানন্দ সেবাতীর্থ বি-এজি, বি-টি, সম্পাদিত। আসাম গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম হইতে প্রকাশিত আসামী ভাষায় মাসিক। ভিক্ষা সডাক ১॥০ দেড় টাকা মাত্র

শ্রীচৈতন্যভাগবত

আদিকবি শ্রীল বৃন্দাবন দাস প্রণীত সমগ্র গ্রন্থ

গ্রন্থের মূল বোল্ড অক্ষরে এবং তন্নিম্নে বিশ্বববিশ্রুত গৌড়ীয়মঠের প্রতিষ্ঠাতা ও আচার্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ **শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের** রচিত বিস্তৃত ভাষ্য উত্তম কাগজে গোল্ডের সহিত মুদ্রিত হইয়াছেন ডবল ক্রাউন আটপেজি আকারে ১০৯৬ পৃষ্ঠায় কেবল মূল ও ভাষ্য সম্পূর্ণ হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত শ্লোকসূচী, পদ্যসূচী, স্থানসূচী, পাত্রসূচী, বিষয়সূচী, শব্দসূচী প্রভৃতি বিস্তৃত সূচীপত্রেও একটী গ্রন্থ হইবে। সজ্জন্য শ্রীচৈতন্যভাগবতের এরূপ উৎকৃষ্ট ও অমূল্য বিরাট্ সংস্করণ জগতের কোথায়ও আজ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হন নাই, ইহা নিরপেক্ষ পাঠক মাত্রকেই একবাক্যে স্বীকার করিতে হইবে। শ্রীগৌড়ীয়মঠের উৎসব-কালে গ্রন্থের ভিক্ষা ১২৲ বারটাকা স্থলে—৫৲ পাঁচটাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীচৈতন্যমঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

কলিকাতা বাজার দর

লৌহ হার্ডওয়ার

২৪শে নভেম্বর ১৯৩৩

টাটার তৈয়ারী—	প্রতি হন্দর।
লোহার কড়ি (জয়েষ্ট বা বীম)	
মার্কা	৫।৶০—৫॥৵০
ঐ বে-মার্কা হাল্কা ওজন	৪।৵০—৪॥৶০
বরগা (টী-আয়রণ)	৬৵০—৬।০
এঙ্গেল আয়রণ (কোনা)	৫৸৵০—৬।৵০
গ্যালভ্যানাইজড করগেট টীন—	
১২ গেজ ৬ হইতে ১০ ফুট	১১।৵০
২৪ গেজ ,, ,,	১০৸৵০
২৬ গেজ ,, ,,	১২
২৪ গেজ আর, পি, ডি, মার্কা	১২৸৶০
২৪ গেজ গাঃ প্লেন শীট—	১১।৵০
২৬ গেজ ,, ,,	১২।০
২৮ গেজ ও ৩০ গেজ ঐ—	১৩৲—১৬৲
বাগান ঘেরা কাঁটাতার ১০০	
পাউণ্ড বাঃ	৮৸০
টাল পাটী	৬৲৵—৬।০
,, বোল্টু (গোল)	৬৲৵—৬।০
,, গয়াদে (চৌকা)	৬৵০—৬৲।০
,গোল রড ৶০—।৶০ সূতা	৫৵০—৫॥০
,, টানা রড-	
চৌকা ৶০—।৵০ ঐ	৫৵০—৫॥০
,, গাঙিল তাল	৭৲—৭৸০
,, প্লেট—তিন সূতা মোটা	
পর্য্যন্ত	৭।০—৭।০
,, চাদর ৩-১৬ খানা বাণ্ডিল	৯॥৵—১০৲
ষ্টীঃ ষ্টীল	৮।০—৯৲
চাক রাউণ্ড	৫৸৵—৬৲৵০
তারের পেরেক ১—৬ ইঞ্চি	৯—৯৸০
প্যাটেণ্ট পেরেক ২—৮ ইঞ্চি	১২।০—১৫॥
কড়াই কড়া ১ হইতে ১০ নং ২॥০ সাট	
কোদাল ৪, ৫, ৬, ৭৸৵০ ৮৸৵০ ৯৸৵০ডঃ	
ঐ টিন পাউণ্ড ৬৲ দেঃ বিঃ	৬।৵০ ,,
গাঃ প্লেন বালতি ৭—১২ ইঞ্চি	৩॥৶০ ৬॥৶০
ঐ রিভিট ,, ৭—১২ ইঞ্চি	২৲—৭৲ ,,
লোহার স্তেয়ার রডের গোল ও	
চৌকা	৮॥০— ,,
ঐ গেলের লোহার সিট	১৫৲ ,,
ঐ ভেনেস্তা (কাঠের সিট)	১৮৲ ,,
লোহার স্ক্রুপ ॥—৩ ইঞ্চ /১০—॥৶০ গ্রোস	
ঐ কব্জা ১৭ নং	
॥—৪ ইঞ্চি	।১০—৸৵১০ পেঃ ডজন
গাঃ তার ১৬—২২ নং	
(গেজ)	১২৲—১৩৲ হন্দর
গাঃ রিজিং (মটকা)	
২ ইঞ্চি	।৵৫ ॥৶০ পীস
গাঃ গাটারিং বা ডোঙ্গা	
ঐ ইঞ্চি	।০—৸৵০ ,,
গাঃ স্ক্রুপ ১॥০—২॥০ ইঞ্চি	২৩৲—২৯৲ হন্দর
গাঃ ওয়াসার চাকি	১১॥০—১৬৲
গাঃ বোল্ট নাট ৮—১ ইঞ্চি	
	॥৵১০—১৵০ গ্রোস
ঢালাই রেলিং	৩॥০—৪॥০ হন্দর
ঐ ব্রেন ওয়াটার পাইপ	
৩ ইঞ্চি ৵১০ ঐ	৪ ইঞ্চি ।১০ ফুট
টিউব ওয়েলের জন্য গাঃ	
পাইপ১॥ ইঞ্চি	।৵৫ ফুট
পাম্প ৪নং ১২॥০ ৫নং ১৪৲ ৬নং ১৬৲	
৬০—৮০ বাটখারা ৵১৫ সাট ২।০—২॥০ মণ	

সন্তোষকুমার মল্লিক এণ্ড সন্স লিঃ

লৌহ ও হাডওয়ার বিক্রেতা।

মীরবহর ঘাট লোহাপটী, বড়বাজার,

টেলি—"লোহার মালিক" কলিকাতা

কেরোসিন

শ্লোক্রেক প্রত্যেক বাক্স (২ টিন)		৯৲৬
সূর্য্য মার্কা	,,	৬॥০
ভিক্টোরিয়া	,,	৬৲

সোণার দর

পাকা সোণা	৩০৸৶
গড়াল	৩০৸
চিনা পাত	৩২।০

রূপার দর

রূপা প্রতি ১০০ ভরি	৫৫৵০
ঐ খুচরা	৫৵০

কোম্পানীর কাগজ

৩॥০ সুদের কাগজ	৮১৶
৩॥০ নূতন ঋণ (১৯৪৭-৫০)	৯১।০
৩৲ ,, ঋণ (১৯৬০-৭০)	৯০৲
৫৲ ,, বণ্ড (১৯৩৫	১০৪॥৵০

ডিবেঞ্চার

৫৲ সুদের (১৯৫৬-৮৬) কলিকাতা পোর্ট-ট্রাষ্ট ডিবে :—	১০২॥৵০

ব্যাঙ্ক

ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক (কল্ টু)		২৯৪॥০
সেণ্ট্রাল	ঐ	২২৲

কাপড় ও সূতার কল

এলগিন মিল	৪৫৲

পাট কল

হাওড়া	৫০৲
অকল্যাণ্ড	১৯৫৲
বালী	১৬২৲
বরানগর	১৫০৲
জেবক	৩৭০৲
ডুয়াই	২৪৩৲
ক্লাইভ	২৮।০
ডালহাউসী	৪০৮॥০
ডেল্টা	৪০৫৲

কৃষ্ণনগর নবদ্বীপঘাট রেলওয়ে সময়

কৃষ্ণনগর হইতে নবদ্বীপঘাট

কৃষ্ণনগর সিটি—	৬-৪৫	১০-৪৪	১৩-২২	১৭-৩৮	২০-১৬
কৃষ্ণনগর রোড—	৬-৫৬	১০-৫৫	১৩-৩৩	১৭-৪৭	২০-২৫
আমঘাটা—	৭-১৫	১১-১৩	১৩ ৫১	১৮-৩	২০-৪১
মহেশগঞ্জ—	৭-২৪	১১-২১	১৪-০	১৮-৯	২০-৪৭
নবদ্বীপঘাট—	৭-৩৩	১১-৩০	১৪-৯	১৮-১৬	২০-৫৫

বিশেষ দ্রষ্টব্য—নবদ্বীপঘাট ষ্টেশন অপেক্ষা মহেশগঞ্জ ষ্টেশন হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরের দূরত্ব অনেক কম। শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে যাঁহাদিগকে রাণাঘাটে ট্রেণ বদল করিতে হয়, তাঁহারা রাণাঘাটে প্রাতঃ ৫-৫০, ৮-১৪, ৯ ৪৬, ১৬-৪৮, ১৮-৩৯ এবং ০-৭২ মিনিটের সময় গাড়ী পাইবেন।

শান্তিপুর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে শান্তিপুর ষ্টেশনে ৫-৪০, ৯-২৯, ১২-২৫, ১৬-৪ এবং ১৮-৪১ মিনিটের সময় ট্রেণ পাওয়া যায়।

নবদ্বীপঘাট হইতে কৃষ্ণনগর

নবদ্বীপ ঘাট—	৫-৩৫	৯-২৫	১২-১০	১৫-৩৪	১৮-৪৫
মহেশগঞ্জ—	৫-৪৩	৯-৩৭	১২-১৯	১৫-৪২	১৮-৫৩
আমঘাটা—	৫-৪৯	৯-৩৯	১২-২৬	১৫-৪৮	১৯-৫
কৃষ্ণনগর রোড—	৬-৫	৯-৫৫	১২-৪৩	১৬-৪	১৯-২৪
কৃষ্ণনগর সিটি—	৬-১৭	১০-৩	১২-৫১	১৬-১২	১৯-৩৫

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস হইতে—ডাঃ কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম ভক্তিশাস্ত্রী এল, এম, এফ, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

(১০)

১৪৮২ খাংজারি ৩৩ দাবি ২২৪৲

ডিঃ মেসার্স এণ্ডার রাইট এণ্ড কোং মোং কুটীরামনগর

দেঃ রামকালী মণ্ডল সাং তেজনগর পোঃ কালীগঞ্জ

কালীগঞ্জ থানায় তেজনগর মধ্যে ৮০ খতিয়ানের ও চর তেজ নগরের ১৪ খতিয়ানের ৩-১১ শঃ জমি ১৪৸৶১॥ জমা ডিক্রীদার সেরেস্তায় দিতে হয়। মাত্র প্রজা পুষ্করিণী মূল্য ৩০৲

(১১)

২৯১ মনিজারী ৩৩ দাবী ৬৮৪৸৶৬

ডিঃ হৃষকেশ পাল সাং চৌড়হাট

দেঃ সতীশচন্দ্র পাল দিং সাং নওয়াপাড়া পোঃ মীরপুর

মীরপুর থানায় মশান গ্রামে ৩০ খতিয়ানে ২-৮৬শঃ জমীর ৬।৶৬ কোর্ফা জমা মূল্য আঃ ৩০৲

২। ঐ মৌজায় সতীশচন্দ্র দত্ত মল্লিক সেরেস্তায় ৩২ খতিয়ানের ২-১৩শঃ জমি ৫।৶৩ জমা মূল্য ২০৲

৩। ঐ থানায় নওপাড়া মৌজায় ঐ মালিক সেরেস্তায় ৪৩২ খতিয়ানের ২-৬৪শঃ জমি ৬৲ জমা মূল্য ৩০৲

৪। ঐ থানায় ঐ গ্রামে ঐ মালিক অধীন ৩১৪ খতিয়ানে ৮৬শঃ জমীর ১।৶৩ জমা মূল্য আঃ ১০৲

৫। ঐ থানায় ঐ মৌজায় ঐ মালিক সেরেস্তায় ৩১২ খতিয়ানের ২-২৮শঃ জমি ৫।৯ জমা মূল্য ৩০৲

৬। ঐ থানায় চুনিয়াপাড়া মৌজায় ঐ মালিক সেরেস্তায় ৯৪ খতিয়ানের ০-৮৮শঃ জমি ৩।০ জমা মূল্য ১৫৲

৭। ঐ মৌজায় ঐ অধীন ২৫ খঃ -৯২শঃ জমি ৬৲ জমা মূল্য ১০৲

৮। ঐ মৌজায় ৩০২ খতিয়ানের ১-২১শঃ নিষ্কর জমি মূল্য ১০৲

৯। ঐ মৌজায় ৩০১ খতিয়ানের ৮২ ৫৩শঃ জমি ১২০৶০ মধ্যস্বত্ব চিরস্থায়ী জমা মূল্য ১৫০৲

(১২)

১২১৬ মনিজারী ৩৩ দাবী ১০০২।৶০

ডিঃ কৃষ্ণনগর সিটি-কো অপারেটিভ ব্যাঙ্ক লিমিটেড সাং গোয়াড়ী

দেঃ নৃসিংহপ্রসাদ মিত্র সাং গোয়াড়ী পোঃ কৃষ্ণনগর

কোতয়ালি থানায় কৃষ্ণনগর মিউনিসিপ্যালিটী গ্রামে সুধীরকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় অধীন ৪১৫১ ও অনিদস্থ খতিয়ানের ৪৲ মোকররী জমা মায় কোঠাঘর দরজা জানালা কড়ি ইত্যাদি সাজ সরঞ্জাম সহ মূল্য আঃ ৯০৲

২। ঐ মৌজায় ৪৪৩৪ খতিয়ানের ও অনিদস্থ খতিয়ানের জমি ৪।০ জমা যশোদানন্দন মিত্রকে খাজনা দিতে হয়।

৩। ঐ মৌজায় ৪৪৩০ খতিয়ানের ও অনিদস্থ খতিয়ানের ব্রহ্মত্তর জমি মায় বৃক্ষাদি সহ মূল্য ৭০৲

৪। ঐ থানায় গোবিন্দ সড়ক মৌজায় ও নিজ কৃষ্ণনগর মিউনিসিপ্যালিটী মধ্যে ১৮২ খতিয়ানের -০৪শঃ জমি ২৲ জমা মায় কোঠাঘর দরজা ইট কাঠ সহ মূল্য ৪০০৲

৫। ঐ থানায় রামনগর চাঁদসড়ক গ্রামে যশোদানন্দন মিত্র অধীন ৩২২৪ খতিয়ানে -১১শঃ জমীর ১৸৶১০ জমা মূল্য আঃ ১০০৲

(১৩)

১৩৫৩ মনিজারী ৩৩ দাবী ১৩৸৶৬

ডিঃ রামগোপাল বিশ্বাস গুপ্ত সাং নবদ্বীপ

দেঃ ভোলানাথ স্বর্ণকার সাং নবদ্বীপ পোঃ ঐ

নবদ্বীপ থানায় নবদ্বীপ গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ৩৮৪০ খতিয়ানে -১২শঃ জমীর ॥১০ জমা মূল্য আঃ ৫৲

(১৪)

১৩৫৪ মনিজারী ৩৩ দাবী ১০৭৮॥৶০

ডিঃ মনিতোষ বিশ্বাস সাং গোয়াড়ী

দেঃ সরোজরঞ্জন সিংহ দিং সাং কাঠালপোতা পোঃ কৃষ্ণনগর

চাপড়া থানায় ডোমপুকুরিয়া গ্রামে কানাইলাল সিংহরায় অধীন খতিয়ানে ১৭-৮৬শঃ জমীর ১৬।৶ সেপত্তনী চিরস্থায়ী জমা ॥০ দেঃ অংশ মূল্য আঃ ২৫৲

২। ঐ থানায় ঐ গ্রামে ঐ অধীন ১১ খতিয়ানে ১০২-০২শঃ জমীর ৯২।০ দরপত্তনী মোকররী জমা মূল্য আঃ ২০০৲

(১৫)

১৩৭৬ মনিজারী ৩৩ দাবী ১১১৶০

ডিঃ যোগেন্দ্রনাথ সরকার সাং গোয়াড়ী

দেঃ প্রবোধগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় সাং ঐ পোঃ কৃষ্ণনগর

কোতয়ালি থানায় গোবিন্দ সড়ক মৌজায় নদীয়া মহারাজা অধীন ১০১৫ খতিয়ানের জমী ২৫৲ জমা পাকা দ্বিতল বাটী দেঃ একের তিন অংশ মূল্য আঃ ৫০৲

২। ঐ মৌজায় ঐ মালিক অধীন ৪৭১ খতিয়ানের জমি ৩।০ জমা মায় পাকা রান্নাবাড়ী প্রাচীর সহ দেঃ একের তিন অংশ মূল্য ৫০৲

(১৬)

১৪৯২ মনিজারী ৩৩ দাবী ২১১৸৶০

ডিঃ অশ্বিনীকুমার গরাচ সাং কৃষ্ণনগর

দেঃ বিষ্ণুদাস বৈরাগ্য দিং সাং কৃষ্ণনগর কাঠালপোতা পোঃ কৃষ্ণনগর

কোতয়ালি থানায় কৃষ্ণনগর গ্রামে জয়দুর্গাদাসী দিং অধীন ৫৩৫৭ খতিয়ানে ৩-১৩শঃ জমীর ২৸৶০ জমা মায় পাকা বসত বাড়ী সাজ সরঞ্জাম সহ মূল্য আঃ ২৫৲

২। ঐ থানায় গোয়াড়ী গ্রামে বদরীনারায়ণ চেৎলাঙ্গিয়া অধীন ৪৩ খতিয়ানে -০৭শঃ জমীর ১১॥৫ জমা মায় পাকাঘর আড়াবয়গা সহ ॥৶০ অংশ মূল্য আঃ ৫০৲

(১৭)

১৭২৭ মনিজারী ৩৩ দাবী ৬৩।৶৩

ডিঃ সতীনাথ বিশ্বাস সাং কৃষ্ণনগর

দেঃ উষা বাগদিনী সাং কৃষ্ণনগর বালিগঞ্জ পোঃ কৃষ্ণনগর

কোতয়ালি থানায় কৃষ্ণনগর গ্রামে পটল মিস্ত্রী অধীন ৬৭৪ ১. ৬৭৪।২ খতিয়ানে -০৬শঃ জমীর ॥৶০ জমা মায় ঘর ১খান সাজ সরঞ্জাম সহ মূল্য আঃ ২৫৲

২য় মুন্সেফ আদালত

(১)

১৫৭০ মনিজারি ৩৩ দাবী ৯৯৮৶০

ডিঃ মোমরেজ মণ্ডল দিং সাং আড়ংসরিষা

দেঃ ফকির চাঁদ খাঁ দিং সাং নূতনগ্রাম পোঃ বাঙ্গালঝি

চাপড়া থানায় আড়ংসরিষা গ্রামে সরোজরঞ্জন সিংহ অধীন ১৪৪ খতিয়ানে ১০-৭৪শঃ জমীর ২৮॥১৫ জমা মায় বাড়ীঘর দুয়ার যাহা কিছু আছে মূল্য আঃ ২৫৲

(২)

১৬৬৭ মনিজারি ৩৩ দাবি ৬৶০

ডিঃ দামোদর চক্রবর্ত্তী সাং গোয়াড়ী

দেঃ আবদুল আজিজ বিশ্বাস সাং মহেশপুর পোঃ বাঙ্গালঝি

চাপড়া থানায় মহেশপুর গ্রামে ২৮ খতিয়ানে ২৫ সাতের বার শঃ জমীর ৫॥৶১০ জমা দেঃ একের তিন অংশ মূল্য আঃ ২৲

২। ঐ মৌজায় ৫৪ খতিয়ানের নিকাংশে -২শঃ -৯৪শঃ জমি ৫৸৶৪ জমা দেঃ ৶১একের তিন অংশ মূল্য ৩৲

৩। ঐ মৌজায় ২৫৫।২৫৮ খতিয়ানের ২৬-৯৩শঃ জমি ২৪॥৪ জমা দেঃ ৶৪ অংশ মূল্য ৫৲

৪। ঐ মৌজায় ৩৬৪।৩৬৮।৩৬৯ নং খতিয়ানের ও ফুলবলা মৌজায় ৯৬২-৯৬৩ খতিয়ানের নিষ্কর ব্রহ্মত্তর জমি মূল্য ৪৲

৫। ঐ থানায় ঐ মৌজায় ৩৪৩ খতিয়ানের জমি ৫।০ রায়তি মোকররী জমা দেঃ ৴১০॥= অংশ মূল্য ৩৲

৬। ঐ মৌজায় ৩০৪ খতিয়ানের ১-৩৮ শঃ জমি ১॥৶১ জমা দেঃ একের তিন অংশ মূল্য ২৲

৭। ঐ মৌজায় ৩৩৩ খতিয়ানের -৪০ শঃ জমি ২৸৶৫ রায়তী জমা দেঃ একের তিন অংশ মূল্য ৩৲

৮। ঐ মৌজায় ৩১৭ খতিয়ানের -১১ শঃ জমি ॥৶০ রায়তী মোকররী জমা দেঃ একের তিন অংশ মূল্য ২৲

৯। ঐ মৌজায় ২৭৮।২৭৯ খতিয়ানের ১-৮৬শঃ জমি ১৬॥৶০ রায়তী মোকররী জমা দেঃ একের তিন অংশ মূল্য ৪৲

১০। ঐ মৌজায় ২৭২ খতিয়ানের ১-২৩শঃ জমি ১৸৪ রায়তি জমা দেঃ একের তিন অংশ মূল্য ২৲

১১। ঐ থানায় ঐ গ্রামে নিজমণ্ডল অধীন ২৬৯।২৭০ খতিয়ানে ৪-০৭শঃ জমীর ৬।৶০ জমা মূল্য আঃ ৪৲

১২। ঐ গ্রামে ৩২৭ খতিয়ানের ১৬ একের তিন শঃ জমি ১৲ রায়তী জমা দেঃ একের তিন অংশ মূল্য ২৲

১৩। ঐ থানায় ঐ গ্রামে ৪৫৮ খতিয়ানে ১-৭১শঃ জমীর ৩৫।০ রায়তী মোকররী জমা দেঃ একের তিন অংশ মূল্য আঃ ৫৲

(৩)

১৭০৫ মনিজারি ৩৩ দাবী ৩৬।৶০

ডিঃ বনওয়ারীলাল দে সাং বেথুয়াডহরী

দেঃ কিশোরচন্দ্র দাস সাং নওয়াপাড়া পোঃ নাকাশীপাড়া

নাকাশীপাড়া থানায় খিদিরপুর গ্রামে নৃসিংহচন্দ্র পাল চৌধুরী অধীন ৯৮ খতিয়ানে ।০ কাঠা জমি ৫৲ জমা মায় ৭ চাল ঘর ইটের দেওয়াল ইত্যাদি সহ মূল্য আঃ ২০৲

(৪)

৫৮৫ খাংজারী ৩৩ দাবী ৫০৸৶৩

ডিঃ বদরী-নারায়ণ চেৎলাঙ্গিয়া সাং গোয়াড়ী

দেঃ ফটিক হালসানা সাং জয়ঘাটা পোঃ কৃষ্ণনগর

চাপড়া থানায় বাগডাঙ্গিয়া গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ৩১৩-৩২৫ খতিয়ানে ৩-৮৪ শঃ জমীর ৬৸৶০॥ জমা মূল্য আঃ ১০৲

(৫)

৭২৮ খাংজারী ৩৩ দাবী ২০॥৶৬

ডিঃ মন্মথনাথপাল চৌধুরী সাং আড়ংঘাটা বাজার

দেঃ সুরেন্দ্রনাথ খৃষ্টান দিং সাং ডোমপুকুর পোঃ বাঙ্গালঝি

চাপড়া থানায় ডোমপুকুর গ্রামে ডিক্রীদার দিং অধীন ২৩২।৪৯ খতিয়ানে ৮৶৩॥৶০ জমীর ৩৸৶১০ জমা মূল্য আঃ ৫৲

(৬)

১০৫৯ খাংজারী ৩৩ দাবী ১২৮৶৩

ডিঃ ত্রিগুণাপ্রসাদ পালচৌধুরী সাং চন্দ্রহাটশালা

দেঃ উমাচরণ সিংহ সাং চাঁদপুর পোঃ বাঙ্গালঝি

চাপড়া থানায় দেউলিয়া গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ২০।১৭ খতিয়ানে ১৫৬-২৯শঃ জমীর ৩০৫৲ জমা মূল্য আঃ ৫০৲

(৭)

১১৫২ খাংজারী ৩৩ দাবী ৩৯৲৯

ডিঃ তারাপদ সরকার দিং সাং পোড়াগাছা

দেঃ আরজান মণ্ডল সাং ডুমুরিয়া পোঃ বাঙ্গালঝি

চাপড়া থানায় কৃষ্ণপুর গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ১২৯।১৩০ খতিয়ানে ৬-৯২শঃ জমীর ৯৮।৯ রায়তি মোকররী জমা দেঃ ॥০ অংশ মূল্য আঃ ৬০৲

তারের ঠিকানা— 'শ্রীধাম' নবদ্বীপ
ডাকের ঠিকানা—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

দৈ নি ক

REG. C1544

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩॥০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার
পত্রে।

নদীয়া-প্রকাশ
THE NADIA-PRAKASH

গ্রাহকের হার
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸০
মাসিক ১৲
নগদ বর্ত্তমান
সংখ্যা ৴৫

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার · নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৮ম খণ্ড সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বেদান্তবাচস্পতি [২৪৯শ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর— ১১ই পৌষ মঙ্গলবার ১৩৪০, ২৬শে ডিসেম্বর ১৯৩৩

প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত

রাজা নাদির শাহের হত্যাকারীদের প্রাণদণ্ড হইয়া গিয়াছে। নূতন জেলের বাহিরে সঙ্গীনে বিদ্ধ করিয়া তাহাদিগকে নিধন করা হইয়াছে।

রাজা নাদির শাহের আততায়ী মুরাদ ও দণ্ডিত আবদুল খালিক ও মহমুদের ফাঁস হইয়া গিয়াছে কিনা সে সম্বন্ধে কাবুল হইতে কোন সংবাদ পাওয়া যায় নাই। স্থানীয় আফগান কন্সাল আশা করিতেছেন যে, শীঘ্রই এই সম্বন্ধে তাঁহার নিকট তার আসিবে।

রাজা নাদির শাহের মৃত্যু সম্পর্কীয় ক্রিয়া ৪০ দিন পরে যথারীতি সেলাম থানায় সম্পন্ন হইয়াছে। পরলোকগত রাজা নাদির শাহের স্মৃতিতর্পণের পর রাজা জহির শাহের দীর্ঘজীবন ও রাজত্বের উন্নতি কামনা করিয়া যথারীতি উপাসনাদি হয়। দেশের শান্তি ও শৃঙ্খলা কামনা করিয়াও প্রার্থনা করা হয়। উক্ত ক্রিয়ার উপসংহারে প্রধান মন্ত্রী সর্দ্দার হাসিম খাঁ সকলের শোকচিহ্ন পরিত্যাগ করিতে বলেন।

হীরাট ও কান্দাহারের মধ্যে টেলিফোন ও টেলিগ্রাম লাইন প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় আফগানিস্থানের রাজধানীর সহিত মাজা রিসরিফ ও কাদামসান প্রদেশ ব্যতীত আর সকল প্রদেশেরই সংবাদ আদান প্রদানের ব্যবস্থা হইয়াছে। উক্ত দুই প্রদেশের সহিত বেতারে সংবাদ আদান প্রদান হইতেছে। মাজারি সরিফ ও কাবুলের মধ্যে একটি রাস্তা তৈয়ার হইতেছে। এই রাস্তা প্রস্তুত কার্য্য অতি দ্রুতগতিতে অগ্রসর হইতেছে। এক্ষণে কেবল মাত্র আইবাক ও সুতুরজঙ্গলপাড়ার মধ্যে ৬০ মাইল পথ অবশিষ্ট আছে।

রেঙ্গুনে ভীষণ অগ্নিকাণ্ড

গত ১৯শে ডিসেম্বর প্রাতে ইয়েনাং-ইয়ঙ্গে অগ্নিকাণ্ডের ফলে দুইটি পাকা ও চারিটি কাঠের বাড়ী ভস্মীভূত হইয়াছে। এইগুলির মধ্যে শিবমন্দির একটি। প্রজ্বলিত বাড়ী হইতে লাফাইয়া অনেকে আত্মরক্ষা করে। একটি শিশু আগুনে পুড়িয়া মরিয়াছে। অগ্নিকাণ্ডে ক্ষতির পরিমাণ লক্ষাধিক টাকা।

শ্রীধাম-মায়াপুরে
—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট"—
উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র শিক্ষকগণ ছাত্রদিগকে অতি যত্নের সহিত শিক্ষা প্রদান করিতেছেন। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের বন্দোবস্ত হইয়াছে। খোরাকী ও বেতন বাবদ প্রতি মাসে মাত্র ছয় টাকা ব্যয়। স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছেন। বিদ্যালয়টী বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক স্বীকৃত (এফিলিয়েটেড) হইয়াছে। সবিস্তার সংবাদের জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র লিখুন।

বিশেষ দ্রষ্টব্য

পরীক্ষায় যাহারা গড়ে শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র বিনয়ী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হইবে।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

ফেলিস্ জাহাজ

কাড্ডালোর বন্দরের ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী এসোসিয়েটেড প্রেসকে জানাইতেছেন যে, ফেলিস্ নামক ষ্টীমারখানি নিরাপদে গত শনিবারে কাড্ডালোর বন্দরে পৌছিয়াছে। উক্ত ষ্টীমার এখনও তথায় আছে। সম্প্রতি ঝড়ে উহার ক্ষতি হইয়াছে বলিয়া যে সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে, তিনি তাহার প্রতিবাদ করিতেছেন। আগামী সপ্তাহে উক্ত ষ্টীমার কাড্ডালোর পরিত্যাগ করিয়া যাইবে।

মেদিনীপুরে খানাতল্লাসের ধুম

গত সোমবার মেদিনীপুরে প্রায় ৪০ খানা বাড়ীতে খানাতল্লাস হইয়া গিয়াছে। উহার অধিকাংশ স্থানেই স্থানীয় কলেজিয়েট স্কুলের প্রথম শ্রেণীর ছাত্ররা বাস করিয়া থাকে। কতিপয় ছাত্রকে থানায় লইয়া যাওয়া হয়; তথায় তাহাদিগকে কিছু জিজ্ঞাসাবাদ করিবার পর ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে।

পোলাণ্ডে রেল সংঘর্ষ

গত ১৫ই ডিসেম্বর পজন্যান ষ্টেশনের বাহিরে দুইখানি ট্রেণ সংঘর্ষ হওয়ায় চৌদ্দজন লোক হত এবং আশিজন আহত হইয়াছে। একখানি ট্রেন দাঁড়াইয়া ছিল। যাত্রী ছিল কেবল শিশু। একখানি চলন্ত ট্রেণের সহিত ব্রীজের নীচে উহার সংঘর্ষ হইয়াছে। শিশুদিগের কি হইয়াছে, এখনও জানা যায় নাই।

কটকে দুই ব্যক্তি গ্রেপ্তার

গত ১৮ই ডিসেম্বর কটক হইতে ৬ মাইল দূরে বৈরপুরে শরৎচন্দ্র পট্টনায়ক ও চৈতন্য সামলকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। তাহাদের হাজতে আনয়ন করিয়া রাখা হইয়াছে। তাহাদের বিবৃতিও গ্রহণ করা হইয়াছে। তাহারা কয়েক দিন হইল কাশী হইতে আসিয়াছে।

বিশ্ব-বিশ্রুত শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত

শ্রীচৈতন্য ভাগবত

বিরাট দ্বিতীয়-সংস্করণ

গৌড়ীয়াচার্য্যভাস্কর প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ কর্ত্তৃক গৌড়ীয়ভাষ্য ও বিবৃতিসহ প্রকাশিত। সংস্কৃত শ্লোক-সমূহের অন্বয়, অনুবাদ ও ব্যাখ্যা সন্নিবেশিত। প্রতি অধ্যায়ের কথাসার, অধ্যায়-সূচী, শ্লোক-সূচী, পয়ার-সূচী, স্থান-সূচী, পাত্র-সূচী ও গ্রন্থকার শ্রীল বৃন্দাবন দাস গোস্বামীর জীবনী প্রভৃতি মহামূল্য-রত্নে অলঙ্কৃত।

ভিক্ষা—সর্ব্বসাধারণের সুবিধার জন্য ১২৲ স্থলে এখনও ৬৲ ছয়টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—

১। শ্রীচৈতন্য মঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

২। শ্রীগৌড়ীয় মঠ
পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

শিশুর

BOSE & CO'S
INDIAN
BARLEY
CALCUTTA

দেশী বিদেশী সকল প্রকার
বার্লী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও সুলভ
সুপ্রসিদ্ধ চিকিৎসকগণ
কর্ত্তৃক
অনুমোদিত
শিশুর খাদ্য ও রোগীর পথ্য
পঞ্চাশ বৎসরের
পরিচিত ও পরীক্ষিত

FOREMOST FIRM IN INDIA
BOSES

Prepared only of Genuine & Selected Grains
K. C. BOSE & CO
SHAMBAZAR STEAM BISCUIT & BARLEY FACTORY
CALCUTTA

শ্যামবাজার স্টীম বিস্কুট এণ্ড বার্লী ফ্যাক্টরী
কলিকাতা

ইউনিয়ন বোর্ডের জন্য

ফর্ম্ম সর্ব্বদা বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত থাকে। অর্ডার পাইলে আমরা অতি অল্প সময়ে রেজেষ্টারী বহির উপরে ইউনিয়ন বোর্ডের নাম ও নম্বর লেবেল ছাপাইয়া আটিয়া সরবরাহ করিয়া থাকি। কতকগুলি ফরমের তালিকা নিম্নে দেওয়া গেল—

আসেসমেণ্ট তালিকা

ইউনিয়ন বোর্ডের, বেঞ্চের এবং কোর্টের যাবতী।

১ নং ফরম প্রতি শত ১৲ টাকা।

বজেট এষ্টিমেট

২নং ফরম প্রতি খানা /০ আনা, প্রতি শত ৪৲ টাকা।

ক্যাস বহি

৩ নং ফরম (আয় ব্যয়, জমা খরচের বহি) ১০০ পৃষ্ঠার বহি ১৲

আদায়ের রেজেষ্টারী

৪ নং ফরম ১০০ পৃষ্ঠার বহি ১৲ টাকা, ২০০ পৃষ্ঠার বহি ২৲ টাকা।

দৈনিক আদায়ের রেজেষ্টারী

৫ নং ফরম ১০০ পৃষ্ঠার বহি ১৲ টাকা, ২০০ পৃষ্ঠার বহি ২৲ টাকা।

খোঁয়াড় ও খেয়াঘাটের জমার রেজেষ্টারী

৬ নং ফরম প্রতি বহি ১৲ টাকা।

মুৎফরাক্কা রসিদ

৭ নং ফরম প্রতি বহি ॥০ আনা।

অগ্রিম দেওয়া টাকার রেজেষ্টারী

৮ নং ফরম প্রতি বহি ১৲ টাকা।

মাসিক হিসাব নিকাশের রেজেষ্টারী

৯ নং ফরম ১০০ পৃষ্ঠার বহি ১৲ টাকা, ২০০ পৃষ্ঠার বহি ২৲ টাকা।

জন্ম ও মৃত্যু সংখ্যার রেজেষ্টারী প্রতি বহি ১৲ টাকা।

সি ফরম দফাদার বা চৌকীদারের বেতন বিলির রেজেষ্টারী প্রতি বহি ১৲ টাকা।

ডি ফরম দফাদার বা চৌকীদারের বেতনের রেজেষ্টারী হাতচিঠা প্রতি বহি ১৲ টাকা।

ই১ ফরম দফাদার বা চৌকীদারের বেতন বিলির ফরম প্রতি কপি ৵৫ পয়সা, প্রতি শত ১৲ টাকা।

"জি ফরম" দণ্ড বিষয়ক কার্য্য-প্রণালী প্রতি কপি ৵৫ পয়সা প্রতি শত ১৲ টাকা

আইন ফরম জারীর জন্য প্রাপ্ত পরওয়ানার রেজেষ্টারী প্রতি বহি ১৲ টাকা।

জরিমানা মুচলিকা প্রভৃতি পাওনা টাকার রেজেষ্টারী প্রতি বহি ১৲ টাকা।

প্রাপ্ত চিঠির রেজেষ্টারী—১ খানা ১৲ টাকা।

প্রেরিত চিঠির রেজেষ্টারী—১ খানা ১৲ টাকা।

গার্ড ফাইল—প্রত্যেকটী ৸০ আনা।

মিটিংএর নোটিশ বহি—১ খানা ॥০ আনা।

নোটিশ বহি—১ খানা ॥০ আনা

জন্মের কাঁচাচিঠা—প্রতি বহি ।০ আনা।

মৃত্যুর কাঁচাচিঠা—প্রতি বহি ।০ আনা।

নকলের দরখাস্তের রেজেষ্টারী বহি—১ খানা ১৲ টাকা।

দেওয়ানি মামলার রেজেষ্টারী বহি—১ খানা ১৲ টাকা।

প্রত্যেক প্রকার বেঞ্চ ও কোর্টের সমন পরওয়ানা প্রভৃতি শত ॥০ আনা হিসাবে পাওয়া যায়।

নিবেদক—ম্যানেজার, ভাগবত প্রেস [illegible] কৃষ্ণনগর নদীয়া।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক

— পারমার্থিক পত্র —

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

আরাধ্যো ভগবান ব্রজেশ
তনয়স্তদ্ধাম-বৃন্দাবনম্,
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং
প্রেমা পুমর্থো মহান্,
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং
তত্রাদরো নঃ পরঃ॥

৮ম বর্ষ | ২৪ নারায়ণ গৌরাব্দ ৪৪৭, ১১ই পৌষ বঙ্গাব্দ ১৩৪০, ২৬শে ডিসেম্বর ইং ১৯৩৩, মঙ্গলবার | ১৪৯ তম সংখ্যা

ঢাকা শ্রীমাধ্ব গৌড়ীয়মঠের বার্ষিক মহোৎসব

নদীয়া প্রকাশের পাঠকগণ একপক্ষকালব্যাপী শ্রীমঠের বার্ষিক মহামহোৎসবের কথা পূর্ব্ব হইতেই অবগত আছেন। উৎসবকালে প্রত্যহ উষঃকীর্ত্তন, প্রাতে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ, দ্বিপ্রহরে নগরে হরিকথা-প্রচার, অপরাহ্ণে সদাচার শিক্ষা বা ইষ্টগোষ্ঠী ও সন্ধ্যায় শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা যথারীতি অনুষ্ঠিত হইয়াছে।

—————

শ্রীমদ্ভাগবতের সুবক্তা বাগ্মীপ্রবর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজের শ্রীমুখে শ্রীমদ্ভাগবতের অপূর্ব্ব ব্যাখ্যা শ্রবণ করিয়া শ্রোতৃমণ্ডলী যে বিশেষ আকৃষ্ট ও পরমানন্দ লাভ করিয়াছেন তাহা কিছু নূতন কথা নহে। তবে পূজ্যপাদ শ্রীল ভারতী মহারাজের নেতৃত্বে এবার যে বার্ষিক মহোৎসবটী অতি সুচারুরূপে সমাপ্ত হইয়াছে তাহা সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। এত অল্পদিনের মধ্যে ও অল্প সংখ্যক লোকের সেবা-চেষ্টায় যে এই প্রকার বিরাট্ ব্যাপার সম্পাদিত হইতে পারে তাহা সাধারণের ধারণাতীত কিন্তু ঐশী-শক্তিসম্পন্ন আচার্য্যবর্য্য শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের শ্রীচরণান্তিকে অবস্থিত সৌভাগ্যবান্ জনগণ এই প্রকার অসাধারণ ও অলৌকিক ব্যাপার-সমূহ আচার্য্যের কৃপামাহাত্ম্যে আচার্য্যচরণানুচর সেবকগণের দ্বারা প্রতিনিয়তই সম্পাদিত হইতেছে দর্শন করিয়া আচার্য্যচরণে উত্তরোত্তর আকৃষ্ট হইতেছেন।

—————

কর্ম্মিগণের কর্ম্মমূলা প্রবৃত্তি-মূলে যে দর্শন তাহা ভক্তিপথের পথিকগণের দর্শন হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্। কর্ম্মিগণ কর্ত্তৃত্বাভিমানে কার্য্য করিয়া অন্যাভিলাষাকাঙ্ক্ষী হন আর শুদ্ধ ভগবদ্ভক্তগণ শ্রীগুরুপাদপদ্মের আনুগত্যে গুরুদেবের কার্য্য গুরুশক্তিবলে সম্পাদন করিবার জন্য প্রাণপণে যত্ন করিয়াও নিজের কৃতিত্বের প্রশংসা বা আকাঙ্ক্ষা করেন না। কিন্তু —

প্রতিষ্ঠার স্বভাব এই জগতে বিদিত।
যে না বাঞ্ছে তার হয় বিধাতা নির্ম্মিত॥

শ্রীগুরুপাদপদ্মের মনোহভীষ্ট-কার্য্য শ্রীল ভারতী মহারাজের দ্বারা সুচারুরূপে সম্পাদিত হইয়াছে বলিয়াই আজ শ্রীমৎ ভারতী মহারাজের প্রতিষ্ঠার পতাকা উড্ডীন হইয়াছে। ইহা তাঁহার পক্ষে বরণীয় ও শোভনীয়া।

—————

মহামহোৎসবের ২।১ দিন পূর্ব্বেই ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিপ্রকাশ অরণ্য মহারাজ এবং উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সিদ্ধস্বরূপ ভক্তিশাস্ত্রী মহোদয় নারায়ণগঞ্জ ও অন্যান্য স্থানে হরিকথা প্রচার করিয়া এবং সকলকে উৎসবে আহ্বান করিয়া শ্রীমঠে আসিয়া উৎসবে যোগদান করিয়াছেন।

মহামহোৎসবের শেষ দিন প্রাতঃকালে মঙ্গল-আরাত্রিকের সঙ্গে সঙ্গে খোল-করতাল-সংযোগে মধুর বাদ্য-ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল; সঙ্গে সঙ্গে নহবৎ সানাই প্রভৃতি বাজনাও বাজিতে লাগিল তখন সকলেরই মনে এক অভূতপূর্ব্ব আনন্দের লহরী খেলিতে লাগিল। আরাত্রিকান্তে মধুর উষঃকীর্ত্তন-গান আরম্ভ হইল, তাহার পর সকলেই বিরাট্ মহাযজ্ঞের সেবাকার্য্যে নিযুক্ত হইলেন। ঐদিবস শ্রীমঠের প্রবেশদ্বার এবং বহিঃ-প্রাঙ্গণ, নাট্যমন্দিরাদি বিশেষ ভাবে সুসজ্জিত হইয়াছিল। নানা-প্রকার স্বর্ণালঙ্কার ও পুষ্প-মাল্যাদি দ্বারা শ্রীবিগ্রহের শৃঙ্গার অতিশয় মনোরম দৃশ্য প্রকট করিয়া দর্শনকারীর চিত্ত শ্রীভগবৎ-পাদপদ্মে আকৃষ্ট করিয়াছিল। শ্রীমহাপ্রভু দাস ব্রহ্মচারীজী এই সেবাকার্য্য করিয়াছিলেন।

—————

প্রাতঃ ৯ ঘটিকার সময় শ্রীবিগ্রহের অর্চ্চনান্তে ভোগের আয়োজন হইল। কীর্ত্তন-সংযোগে শ্রীমন্মহাপ্রভুর ভোগ-আরতি হইলে ১০ ঘটিকা হইতে সকলকে প্রসাদ বিতরণ আরম্ভ হয়। ঐ প্রসাদ-বিতরণ-কার্য্য রাত্র ১১ ঘটিকা পর্য্যন্ত সমানভাবে চলিয়াছিল। ধনী, নির্দ্ধন, জমিদার, প্রজা, অধ্যাপক, শিক্ষক, ছাত্র, ব্যবসায়ী, বিচারক, উকীল, মোক্তার, পণ্ডিত, ব্রাহ্মণ, সাধু, ভক্ত, সর্ব্বশ্রেণীর ব্যক্তিকে অকাতরে চর্ব্ব্য-চূষ্য-লেহ্য পেয় রস-সমন্বিত মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হইয়াছিল।

—————

অপরাহ্ণ ৩ ঘটিকা হইতে রাত্রি ৬ ঘটিকা পর্য্যন্ত নবাবপুর মেইল রোডে কাঙ্গালী গরীব দুঃখীকে বিচিত্র মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়। দেবদুর্ল্লভ ভগবৎপ্রসাদ পাইয়া একদিকে যেমন তাহাদের সৌভাগ্যের সীমা নাই অপর দিকে তেমনি বিচিত্র সুস্বাদু মহাপ্রসাদের আস্বাদন পাইয়া তাহাদের আনন্দের আর অবধি নাই। তাহারা মাঝে মাঝে ভগবান্ ও ভক্তগণের জয়ধ্বনি উচ্চারণ করিতে করিতে পরমানন্দের সহিত প্রসাদ সেবন করিল। ভদ্রমহোদয়গণ ও ভদ্রমহিলাগণ মঠ সেবকগণের যত্নে ও অভ্যর্থনায় বিশেষ প্রীতিলাভ করিয়াছেন এবং ভগবৎপ্রসাদ আস্বাদন করিয়া নিজদিগকে ভাগ্যবান্ ও ভাগ্যবতী মনে করিতেছেন।

—————

শ্রীমৎ অরণ্য মহারাজ সমাগত জনগণের নিকট সর্ব্বক্ষণ হরিকথা কীর্ত্তন করিয়া ভগবৎকথা-নৈবেদ্য-প্রসাদ পরিবেশন করিয়াছেন। শ্রীল ভারতী মহারাজ পূর্ব্ব হইতেই সেবকগণের বিভিন্ন সেবাকার্য্যের তালিকা প্রস্তুত করিয়া সেবকগণকে বিভিন্ন সেবাকার্য্যে নিযুক্ত রাখিয়া নিজে সমস্ত কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করতঃ উৎসব সুচারুরূপে সুসম্পন্ন করিয়াছেন। তাঁহার সুব্যবস্থায় সমস্ত কার্য্য যেন ইঞ্জিনের মত চলিয়াছে। মঠের সেবকগণ ও গৃহস্থ-ভক্তগণ সকলেই অক্লান্তভাবে প্রাণপণ পরিশ্রম করিয়াছেন। পূজ্যপাদ মহারাজের আনুগত্যে সকল সেবকগণই পরম আনন্দের সহিত তাঁহাদের নির্দ্দিষ্ট সেবাকার্য্য সম্পাদন করিয়াছেন। কতিপয় স্বেচ্ছাসেবক স্বেচ্ছা-প্রণোদিত হইয়া সেবাকার্য্যানুষ্ঠানে প্রকৃত স্বেচ্ছাসেবকের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ পরবিদ্যাবিনোদ প্রভু ও শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ বিদ্যালঙ্কার প্রভু উৎসবের কার্য্যাদি পরিদর্শন করিয়াছেন।

—————

সাময়িক প্রসঙ্গ

গত ২৯শে ডিসেম্বর শ্রীধাম-মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠে শ্রীমদ্ভাগবত-পাঠকালে উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ গৌরদাস ব্রহ্মচারী কাব্যব্যাকরণতীর্থ ভক্তিশাস্ত্রী মহোদয় বলেন — ভগবান্ বিষ্ণু মায়াধীশ। বিষ্ণুর তমোগুণাবতার রুদ্র মায়াবশযোগ্যতত্ত্ব। বিষ্ণু নির্ব্বিকার, রুদ্র বিকারবশ্যাধীন। বিকারধর্ম্মবশে ভগবন্মায়া রুদ্রাদির বুদ্ধিকে মোহিত করিয়া কামাদিতে অভিভূত করেন। বিষ্ণু মায়াধীশ বলিয়া নিজ মায়াদ্বারা আক্রান্ত হন না। মায়াধীন রুদ্রাদি বৈষ্ণবতত্ত্বে সেবোন্মুখতা লাভ হইলেই প্রাকৃত কামে অভিভূত হইবার যোগ্যতা তাদের বুদ্ধিতে সম্ভব। মায়াধীশ বস্তু কৃষ্ণ যেকালে প্রপঞ্চে সপার্ষদে অবতীর্ণ হন সেই কালে বদ্ধজীবগণ প্রাপঞ্চিক দর্শনে ভগবানের অপ্রাকৃত অধোক্ষজত্ব উপলব্ধি করিতে সমর্থ না হইয়া তাঁহাকেও ব্রহ্মা-রুদ্রাদির ন্যায় প্রাকৃত-কামবশযোগ্য মনে করে। কিন্তু প্রকৃতপ্রস্তাবে কৃষ্ণ মায়াধীশ ও কৃষ্ণেতর কৃষ্ণবিমুখ বস্তু মায়াধীন।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

২৪ নারায়ণ স্বামী প্রণাম

মহামন্ত্র কীর্ত্তনীয়

[২]

'ছড়া কীর্ত্তনীয় নহে' প্রবন্ধে "পূর্ব্ববঙ্গবাসী কবির প্রতি শ্রীল স্বরূপ দামোদর গোস্বামীর উক্তি" আলোচনা দ্বারা প্রমাণ করা হইয়াছে যে যাঁহার বাক্যে ব্যাকরণগত ও সিদ্ধান্তগত ভুল থাকে তিনি গুরুপদবাচ্য হইতে পারেন না। তাঁহাকে লোকবঞ্চক গুরুব্রুব জানিতে হইবে। নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তও উক্ত প্রবন্ধে বর্ণিত হইয়াছে—

শাস্ত্র-যুক্ত্যে সুনিপুণ দৃঢ়-শ্রদ্ধা যাঁর।
উত্তম অধিকারী সেই তারয়ে সংসার॥

---

(৫)

মহামন্ত্র যে কীর্ত্তনীয় এ সম্বন্ধে সাত্বত-শাস্ত্রের প্রমাণ নিম্নে উদ্ধৃত হইল। কলিসন্তরণোপনিষৎ ম সংখ্যায় স্পষ্টভাবে তারকব্রহ্মনাম বা মহামন্ত্র উচ্চৈঃস্বরে কীর্ত্তনের কথা উল্লেখ করিয়াছেন।

যথা—হরিঃ ওঁ। দ্বাপরান্তে নারদো ব্রহ্মাণং জগাম কথং ভগবন্ গাং পর্য্যটন্ কলিং সন্তরেয়মিতি। স হোবাচ ব্রহ্মা সাধু পৃষ্টোঽস্মি সর্ব্বশ্রুতিরহস্যং গোপ্যং তচ্ছৃণু যেন কলিসংসারং তরিষ্যসি। ভগবত আদিপুরুষস্য নারায়ণস্য নামোচ্চারণ-মাত্রেণ নির্দ্ধূত-কলির্ভবতি। নারদঃ পুনঃ প্রপচ্ছ তন্নাম কিমিতি স হোবাচ হিরণ্যগর্ভঃ।

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥

অর্থাৎ দ্বাপর-যুগের শেষে এক সময় নারদ সমগ্র পৃথিবী পর্য্যটন করিতে করিতে ব্রহ্মার নিকট উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—'হে দেব, এই ভীষণ কলিযুগে কেমন করিয়া সংসার উত্তীর্ণ হওয়া সম্ভবপর? তদুত্তরে ব্রহ্মা বলিলেন—'বৎস, তুমি উত্তম প্রশ্ন করিয়াছে। অতএব সর্ব্ববেদের অতি গুপ্ত রহস্য শ্রবণ কর কি করিলে এই কলি উত্তীর্ণ হইতে পারা যাইবে, বলিতেছি। এই যুগে জীব একমাত্র আদিপুরুষ নারায়ণের নামকীর্ত্তনমাত্রেই সংসারবন্ধন হইতে মুক্ত হইতে পারিবে।' নারদ জিজ্ঞাসা করিলেন সেই নামটী কি? তদুত্তরে ব্রহ্মা বলিলেন—

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥

এই ষোল নাম বত্রিশ-অক্ষরাত্মক নারায়ণের নামই কলিকল্মষনাশন। পুনরায় উক্ত উপনিষদের ৩য় সংখ্যায় দেখা যায় নারদ ব্রহ্মাকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন—

"কোঽস্য বিধিরিতি। তং হোবাচ নাস্য বিধিরিতি। সর্ব্বদা শুচিরশুচির্ব্বা পঠন্ ব্রাহ্মণঃ সলোকতাং সমীপতাং সাযুজ্যতামেতি" অর্থাৎ উক্ত নামোচ্চারণের বিধি কি? ব্রহ্মা বলিলেন নামগ্রহণ-সম্বন্ধে কীর্ত্তন ও জপের কোন বিধি নাই। সেই নাম যিনি পাঠ করেন অর্থাৎ উচ্চৈঃস্বরে আবৃত্তি করেন তিনি ব্রাহ্মণ অর্থাৎ তাঁহার শূদ্রধর্ম্ম শোক থাকিতে পারে না এবং তিনি সর্ব্ববিধ মুক্তিলাভ করিতে পারেন।

---

(৬)

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবও যে 'হরেকৃষ্ণ' নাম বা মহামন্ত্র উচ্চৈঃস্বরে গ্রহণ করিতেন তাহার প্রমাণ শ্রীল রূপ গোস্বামিপাদের স্তবমালার প্রথম শ্লোকে ও শ্রীমদ্ভাগবতামৃতের প্রারম্ভে পাওয়া যায়। শ্রীল রূপপাদ স্তবমালায় শ্রীগৌরসুন্দরকে স্তব করিতেছেন—

'হরেকৃষ্ণেত্যুচ্চৈঃ স্ফুরিতরসনো নামগণনা-
কৃত-গ্রন্থিশ্রেণী সুভগকটিসূত্রোজ্জ্বলকরঃ।
বিশালাক্ষো দীর্ঘার্গলযুগলখেলাঞ্চিত ভুজঃ
স চৈতন্যঃ কিং মে পুনরপি দৃশোর্যাস্যতি
পদম্॥'

অর্থাৎ উচ্চৈঃস্বরে 'হরেকৃষ্ণ' নাম উচ্চারণ করিতে করিতে যাঁহার রসনা নৃত্য করিতে থাকে ও উচ্চারিত নামের গণনার নিমিত্ত গ্রন্থীকৃত কটীসূত্রে যাঁহার বামহস্ত শোভিত, যিনি বিশালনয়ন ও আজানুলম্বিত ভুজ সেই চৈতন্যদেব কি আমাকে দেখা দিবেন?

শ্রীপাদ বলদেব বিদ্যাভূষণ উক্ত শ্লোকের স্তবমালা বিভূষণনাম্নী টীকায় লিখিয়াছেন—ষোড়শনামাত্মনা দ্বাত্রিংশদক্ষরেণ মন্ত্রেণোচ্চৈরুচ্চারিতেন স্ফুরিতা কৃতনৃত্যা রসনা জিহ্বা যস্য সঃ।

অর্থাৎ ষোলনাম বত্রিশ-অক্ষরাত্মক হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র উচ্চৈঃস্বরে স্ফুরিত হওয়াতে যাঁহার জিহ্বা সর্ব্বদা নৃত্য করিত।

শ্রীমদ্ভাগবতামৃতের প্রারম্ভে বলিয়াছেন—

শ্রীচৈতন্যমুখোদ্গীর্ণা হরে-কৃষ্ণেতি-বর্ণকাঃ।
মজ্জয়ন্তো জগৎ প্রেম্ণি বিজয়ন্তাং
তদাহ্বয়াঃ॥

অর্থাৎ শ্রীচৈতন্যের শ্রীমুখনিঃসৃত 'হরে কৃষ্ণ' প্রভৃতি বর্ণপরম্পরা অর্থাৎ ষোলনাম বত্রিশ-অক্ষরাত্মক মহামন্ত্র—যাহা শ্রীকৃষ্ণের সম্বোধক সেই নামাবলী জগজ্জনকে প্রেমপ্রবাহে নিমজ্জন করিতে করিতে সর্ব্বোৎকর্ষের সহিত জয়যুক্ত হউন।

---

(৭)

শ্রীমন্মহাপ্রভু তপনমিশ্রকে কলিযুগধর্ম্ম হরিনাম-সঙ্কীর্ত্তনের কথা বলিতে গিয়া ষোলনাম বত্রিশ-অক্ষরাত্মক মহামন্ত্রই কীর্ত্তন করিতে বলিয়াছেন। শ্রীচৈতন্যভাগবতের নিম্নলিখিত পয়ারগুলি আলোচনা করিলে তাহা সহজেই বুঝা যাইবে।

কলিযুগ-ধর্ম্ম হয় নামসঙ্কীর্ত্তন।
চারি যুগে চারি ধর্ম্ম জীবের কারণ॥

কৃতে যদ্ধ্যায়তো বিষ্ণুং ত্রেতায়াং
যজতো মখৈঃ।
দ্বাপরে পরিচর্য্যায়াং কলৌ
তদ্ধরিকীর্ত্তনাৎ॥
(ভাঃ ১২।৩।৫২)

অতএব কলিযুগে নামযজ্ঞ সার।
আর কোন ধর্ম্ম কৈলে নাহি হয় পার॥
রাত্রি দিন নাম লয় খাইতে শুইতে।
তাহার মহিমা বেদে নাহি পারে দিতে॥
সাধ্য-সাধন-তত্ত্ব যে কিছু সকল।
হরিনাম-সঙ্কীর্ত্তনে মিলিবে সকল॥

হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব
গতিরন্যথা।
(বৃহন্নারদীয় পুরাণে)

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥
এই শ্লোক নাম বলি লয় মহামন্ত্র।
ষোল নাম বত্রিশ অক্ষর এই তন্ত্র॥
(চৈঃ ভাঃ আদি ১৪ অঃ)

যদি মহামন্ত্র কীর্ত্তনীয় না হইত তবে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীতপনমিশ্রকে কলিযুগধর্ম্ম হরিনামসঙ্কীর্ত্তনের কথা বলিতে গিয়া মহামন্ত্র না বলিয়া অন্য নামই বলিতেন এবং মহামন্ত্র যদি কেবল জপ্য হইত তাহা হইলে 'নাম বলি লয় মহামন্ত্র" না বলিয়া 'জপ' শব্দটাই ব্যবহার করিতেন। অতএব 'মহামন্ত্র যে কীর্ত্তনীয়' এবং ইহাই শ্রীমন্মহাপ্রভুর সিদ্ধান্ত তাহা প্রমাণিত হইল।

(৮)

কেহ কেহ শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবতের নিম্নলিখিত পয়ারগুলির কদর্থ করিয়া বলেন যে, ষোল নাম বত্রিশ অক্ষরাত্মক মহামন্ত্র জপ্য ও "হরি হরয়ে নমঃ কৃষ্ণ যাদবায় নমঃ। গোপাল গোবিন্দ রাম শ্রীমধুসূদন॥" ইহা কীর্ত্তনীয় ইহাই শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা।

আপনে সবারে প্রভু করে উপদেশে।
কৃষ্ণনাম মহামন্ত্র শুনহ হরিষে॥
হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥
প্রভু কহে কহিলাম এই মহামন্ত্র।
ইহা জপ গিয়া সবে করিয়া নির্ব্বন্ধ॥
ইহা হইতে সর্ব্বসিদ্ধি হইবে সবার।
সর্ব্বক্ষণ বল ইথে বিধি নাহি আর॥
দশ পাঁচ মিলি নিজ দ্বারেতে বসিয়া।
কীর্ত্তন করহ সবে হাতে তালি দিয়া॥
হরি হরয়ে নমঃ কৃষ্ণ যাদবায় নমঃ।
গোপাল গোবিন্দ রাম শ্রীমধুসূদন॥
সংকীর্ত্তন কহিল এ তোমা সবাকারে।
স্ত্রীপুত্রে বাপে মিলি কর গিয়া ঘরে॥
(চৈঃ ভাঃ মধ্য ত্রয়োবিংশ অঃ)

এখন সত্যানুসন্ধিৎসু পাঠকগণ উপরিউক্ত পয়ারগুলি পাঠ করিয়া নিরপেক্ষ বিচার করিলে বেশ বুঝিতে পারিবেন যে শ্রীমন্মহাপ্রভু প্রথমে 'ইহা জপ গিয়া সবে" বলিয়া পরবর্ত্তী দুইটী পয়ারে বলিতেছেন, "সর্ব্বক্ষণ বল ইথে বিধি নাহি আর" ও "দশ পাঁচ মিলি নিজ দ্বারেতে বসিয়া। কীর্ত্তন করহ সবে হাতে তালি দিয়া"॥ সুতরাং শ্রীমন্মহাপ্রভু মহামন্ত্র জপ ও কীর্ত্তন উভয় প্রকারই আদেশ করিয়াছেন। যদি কেহ কদর্থ করিয়া বলেন "সর্ব্বক্ষণ বল" ও "দশ পাঁচ মিলি কীর্ত্তন কর" এই কথাগুলি "হরি হরয়ে নমঃ" পদের কথাই বলিয়াছেন; মহামন্ত্রের কথা বলেন নাই; ইহার উত্তর এই যে শ্রীমন্মহাপ্রভু প্রথমে মহামন্ত্রটী বলিয়া পরে "জপ গিয়া সবে" এই কথাটী বলিয়াছেন অর্থাৎ যাহা জপ করিতে হইবে তাহা আগে বলিয়া পরে জপ করিবার আদেশ দিয়াছেন, প্রথমে জপের আদেশ দিয়া পরে যাহা জপ করিতে হইবে তাহা বা মহামন্ত্র বলেন নাই। সেইরূপ মহামন্ত্র জপ করিতে বলার পর "সর্ব্বক্ষণ বল" ও "দশ পাঁচ মিলি কীর্ত্তন কর" এই আদেশ মহামন্ত্রের সম্বন্ধেই বলিয়াছেন, উহা "হরি হরয়ে নমঃ" পদের সম্বন্ধে আদেশ নহে। ঐ আদেশ যদি "হরি হরয়ে নমঃ" পদের সম্বন্ধে হইত তবে "হরি হরয়ে নমঃ" পদটী বলার পর পুনরায়—

"সংকীর্ত্তন কহিল এ তোমা সবাকারে।
স্ত্রী পুত্র বাপে মিলি কর গিয়া ঘরে॥"

এই আদেশ করিতেন না এবং মহামন্ত্র 'জপ' করিবার আদেশটাও পরে না থাকিয়া মহামন্ত্র বলিবার পূর্ব্বেই থাকিত। এখন ইহা প্রমাণিত হইল যে, শ্রীমন্মহাপ্রভু মহামন্ত্র জপ ও কীর্ত্তন উভয়েরই আদেশ করিয়াছেন এবং 'হরি হরয়ে নমঃ' পদও কীর্ত্তনের আদেশ করিয়াছেন।

(৯)

শ্রীমন্মহাপ্রভুর পার্ষদ নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুরও যে সংখ্যা নাম বা মহামন্ত্র উচ্চকীর্ত্তন করিতেন এবং তিনি যে উচ্চকীর্ত্তনেরই অধিক মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়াছেন তাহার প্রমাণ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ও শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত হইতে নিম্নে লিখিত হইল। শ্রীল হরিদাস ঠাকুর যে নামাচার্য্য শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের নিম্নলিখিত পয়ারগুলিই তাহার প্রমাণ—

অবতার-কার্য্য প্রভুর নাম-প্রচারে।
সেই নিজ কার্য্য প্রভু করেন
তোমার দ্বারে॥
(চৈঃ চঃ অন্ত্য ৪র্থ পঃ)

হরিদাস দ্বারা নামমাহাত্ম্য-প্রকাশ।
সনাতন দ্বারা ভক্তিসিদ্ধান্ত-বিলাস॥
(চৈঃ চঃ অন্ত্য ৫ম পঃ)

লোক নিস্তারিতে এই তোমার অবতার।
নামের মহিমা লোকে করিলা প্রচার॥
'জয় জয় হরিদাস' বলি' কর হরিধ্বনি।
এত বলি মহাপ্রভু নাচেন আপনি॥
সবে গায় জয় জয় জয় হরিদাস।
নামের মহিমা যেন করিলা প্রকাশ॥
(চৈঃ চঃ অন্ত্য ১১শ পঃ)

কৃষ্ণনাম ভজ জীব আর সব মিছে। পলাইতে পথ নাই যম আছে পিছে॥

গৃহে সুখ কোথায় ?

(১)

জন্মাবধি আমরা সুখের কাঙ্গাল। গার্হস্থ্যধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া সুখলাভের আশায় আমরা বাল্যজীবন বিদ্যাশিক্ষায় অন্যান্য সময় অর্থোপার্জ্জনাদিতে অতিবাহিত করি। কিন্তু সকল বস্তুর মালিক কৃষ্ণের সেবা বাদ দিয়া গৃহে প্রমত্ত হইলে যে দুঃখ অবশ্যম্ভাবী তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। তাই আজ আমরা গৃহব্রত-ধর্ম্মের প্রতীক একটী আদর্শ আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলাম।

এক কপোত বনে মহাবৃক্ষে নীড় নির্ম্মাণ করিয়া ভার্য্যা কপোতীর সহিত কয়েক বৎসর স্বচ্ছন্দে বাস করিতেছিল। এই পারাবতদম্পতি পরস্পরের স্নেহে আবদ্ধহৃদয় হইয়া গৃহধর্ম্ম পালন করিতে করিতে একত্র শয়ন, একত্র উপবেশন, একত্র ভ্রমণ, কথোপকথন, ক্রীড়া, ভোজনাদি ব্যাপার যুগলে সম্পাদন করিয়া অরণ্যসমূহে নিঃশঙ্কভাবে বিচরণ করিতেছিল। তাহার বেশ দিন কাটিতেছিল। সেই কপোতী যখন ঈষৎহাস্যের সহিত কটাক্ষপাত করিয়া আলাপ করিতে করিতে প্রিয়ের চিত্ত-হরণ করিয়া স্বামি-সন্নিধানে কোন বাঞ্ছা প্রকাশ করিত, তখন সেই অজিতেন্দ্রিয় ইন্দ্রিয়বশ কপোত তাহাই গুরুর আজ্ঞাস্বরূপ স্বীকার করিয়া সেই সেই দ্রব্য অতিকষ্টে ও প্রাণ বিপন্ন করিয়াও সংগ্রহ করিয়া আনিয়া দিত। এইরূপ আপাত-রমণীয় দাম্পত্যপ্রণয়োপভোগ করিতে করিতে সে স্বর্গ-সুখের কল্পনা করিতেছিল। কালক্রমে কপোতী গর্ভ-ধারণ করিয়া যথাকালে নীড়ে স্বামীর সমক্ষে অণ্ড প্রসব করিল। ক্রমে হরির দুর্জ্ঞেয় শক্তিপ্রভাবে সেই সকল অণ্ডে শাবকগণের অঙ্গ গঠিত হইল। তখন সেই দম্পতি পুত্রবৎসল হইয়া তাহাদের অস্ফুট কল-ভাষিত-শ্রবণে পরম প্রীতি লাভ করিতে করিতে শাবক পালন করিতে লাগিল। তাহাদের আনন্দের আর সীমা রহিল না। তাহারা মনে করিতে লাগিল, চির-দিন এইরূপ আনন্দে জীবনযাপন করিবে। তাহাদের সুকোমল নবোদগত পক্ষস্পর্শে, তাহাদের মুগ্ধভাবোথ অঙ্গচেষ্টা ও সুমধুর কূজনে এবং মাতা-পিতা নীড়ে প্রত্যাগত হইলে তাহাদের সানন্দ-মিলনে উভয়ে যে কি অনির্ব্বচনীয় আনন্দ প্রাপ্ত হইত—তাহা বুঝি সুরলোকে দুর্লভ। মায়াকর্ত্তৃক বিমোহিত পরস্পর স্নেহানুবদ্ধ-হৃদয় অনুদিতবিবেক এই কপোত-দম্পতি পরমানন্দে শিশুপালনে রত হইয়াছিল।

একদিন এই দম্পতি শাবকগণের আহার-সংগ্রহের জন্য কুলায় হইতে নির্গত হইয়া অরণ্যের চতুর্দ্দিকে বিচরণ করিতেছিল, এমন সময়ে যদৃচ্ছাক্রমে ভ্রমণ করিতে করিতে এক ব্যাধ নীড় হইতে বহির্গত অদূরে ক্রীড়োন্মত্ত সেই শাবকগুলি দেখিয়া জাল বিস্তারপূর্ব্বক তাহাদিগকে ধৃত করিল। ইত্যবসরে কপোত-কপোতী অপত্যপালনে সমুৎসুক হইয়া আহার্য্যসংগ্রহপূর্ব্বক নীড়-সমীপে উপনীত হইয়া দেখিল তাহাদের অতি আদরের পরমস্নেহের পুত্রকন্যা ব্যাধের জালে আবদ্ধ হইয়াছে। হায়, হায়, কি ভীষণ দর্শন! যে কুমারগুলিকে এত ক্লেশে গর্ভধারণ ও মোচনবেদনা সহ্য করিয়া প্রসব করিয়াছি, যাহাদিগকে এত যত্ন করিয়া পালন করিতেছি যাহারা আমাদের লোচনানন্দ-বর্দ্ধন, জীবনের একমাত্র অবলম্বন, স্নেহের একমাত্র পুত্তলী, আজ কিনা তাহারা নির্দ্দয় কঠোরহৃদয় লুব্ধকের হস্তে! হা ধিক্ ভাগ্য! কে জানিত, জীবনে এত শোক হইবে! কে মনে করিয়াছিল যে, এত সৌভাগ্য, এত সুখ, এত আনন্দ—সব এক মুহূর্ত্তের মধ্যে কালের অতল জলধির সুগভীর গর্ভে নিমজ্জিত হইবে! কি মর্ম্মভেদী যাতনা! এ অপেক্ষা বুঝি মরণ সহস্রগুণে শ্রেয়ঃ। এইরূপ বিলাপ করিতে করিতে উভয়ে মোহান্ধ হইয়া দিগ্বিদিগ্-জ্ঞানশূন্য হইয়া পড়িল। কপোতী এ করুণ দৃশ্য আর দেখিতে না পারিয়া মোহে ব্যাধের পাশের কথা ভুলিয়া গেল। সে অবিলম্বে রোদন করিতে করিতে রোদনাকুল শাবকগুলির প্রতি প্রধাবিত হইল। তখন অত্যধিক স্নেহান্ধতা-বশতঃ জালবদ্ধ শাবকগণকে দেখিতে গিয়া কপোতী স্বয়ং জালে আবদ্ধ হইয়া পড়িল। এ অবস্থায় কপোত আত্মাধিক-প্রিয় আত্মজগণকে বদ্ধ দেখিয়া ও আত্ম-সমা প্রিয়াকেও আবদ্ধা দেখিয়া অত্যন্ত শোক-প্রকাশপূর্ব্বক বিলাপ করিতে লাগিল, হায়, হায়! আমি—অল্পপুণ্য, দুর্ম্মতি; আমার এ কি বিপদ হইল? আমি এখনও সুখভোগে অতৃপ্ত ও অকৃতার্থ। ধর্ম্ম, অর্থ, কাম এই ত্রিবর্গ-সাধনের ক্ষেত্রস্বরূপ গৃহ বিনষ্ট হইল। আহা! আমার অনুরূপা অনুকূলা, পতি-ব্রতা সতী ভার্য্যা আমাকে শূন্য-গৃহে পরিত্যাগ করিয়া সন্তানগণের সহিত স্বর্গ-গমন করিতেছে। এখন শূন্যগৃহে দীনচেতা, মৃতদার, হতপুত্র, কাতরভাবে এ দুঃখময় জীবনধারণ করিয়া কি লাভ? এইরূপ করুণ বিলাপ করিতে করিতে মৃত্যুগ্রস্ত, যন্ত্রণায় অঙ্গচেষ্টা-তৎপর, পাশাবৃত স্ত্রী-পুত্রকে দেখিতে দেখিতে সেই দুর্ভাগ্য বুদ্ধিহীন কপোতও পাশে পতিত হইল। তখন সেই ক্রূর ব্যাধ সেই গৃহসুখমত্ত গৃহমেধি কপোত, কপোতী ও কপোত-শিশুগুলির প্রাপ্তিতে পূর্ণকাম হইয়া তাহাদিগকে লইয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিল।

যুগলারামী গৃহসুখমত্ত কুটুম্বপালনাসক্ত অশান্তচিত্ত দুর্ভাগ্য জীব এইরূপেই কপোতের ন্যায় সবংশে দুঃখভোগ করিয়া থাকে, তাহার দুর্দ্দশার সীমা থাকে না। তাহার অবস্থা—

"সুখের আশায় সে ঘর বাঁধিনু
অনলে পুড়িয়া গেল।"

এই প্রকার গৃহাসক্তি তির্য্যগ্-যোনিজাত ইতর প্রাণীর পক্ষেই এইরূপ অনর্থের হেতু, আর ইহা যে, মনুষ্যের পক্ষে অতি নিন্দনীয় তাহাতে আর সন্দেহ কি? যে জীব মুক্তির দ্বারস্বরূপ মনুষ্য জীবন লাভ করিয়াও ঐ কপোতের ন্যায় গৃহে আসক্ত হয়, পণ্ডিতগণ তাহাকে "আরূঢ়চ্যুত" বলেন, অর্থাৎ সে উচ্চপদে আরোহণ করিয়াও তাহা হইতে ভ্রষ্ট হয়।

"নাতিস্নেহঃ প্রসঙ্গো বা কর্ত্তব্যঃ
কাপি কেনচিৎ॥
কুর্ব্বন্ বিন্দেত সন্তাপং কপোত ইব
দীনধীঃ॥

শ্রীমদ্ভাগবত একাদশস্কন্ধ সপ্তম অধ্যায়ে যযাতি-পুত্র যদুর নিকট অবধূত বিপ্রের উক্তি—

"কোন বস্তুর জন্য কোনও কারণে অতি স্নেহ ও অত্যাসক্তি করিবে না। যে সেরূপ করে সেই দীনাত্মা কপোতের ন্যায় অবশ্য সন্তাপ পাইয়া থাকে।"—এই উপদেশ দিয়া পূর্ব্বলিখিত উপাখ্যানটী বলিয়াছিলেন। অবধূত বলিয়াছিলেন যে, তাঁহার চতুর্ব্বিংশতি গুরুর মধ্যে এই কপোত একটী অর্থাৎ এই কপোতের দুর্দ্দশা হইতে তিনি গৃহস্থ-ত্যাগের প্রয়োজনীয়তা শিক্ষা করিয়াছিলেন। কিন্তু আমরা এমনই মহান্ধ যে, কপোত-চরিত্র হইতে শিক্ষালাভ করা দূরে থাক্, কপোত-কপোতীর জীবনকে অতি লোভনীয় মনে করিয়া আমরা কপোত-কপোতীর মত হইতে ইচ্ছা করি। হায়, হায়, আমাদের এই ঘৃণিত গৃহমত্ততা বা—"ঘরপাগলামী" কবে দূর হইবে? কবে আমরা সাধুগুরু-চরণে প্রপন্ন হইয়া তাঁহার আশ্রয়ে তাঁহার সেবায় আত্মনিয়োগপূর্ব্বক ভগবচ্চরণ লাভ-রূপ পরমমুক্তির সন্ধান পাইব। আমি ক্ষণকালের জন্যও চিন্তা করি ও না যে এই "ঘরপাগলামী"ই নরকের দ্বার। "ঘর-পাগলারা" যমদূতগনের দণ্ড্য। শ্রীযমরাজ তাঁহার দূতগণকে এই "ঘরপাগলা" গুলিকেই নরকে আনয়ন করিতে আদেশ করিতে-ছেন,—

"তানানয়ধ্বমসতো বিমুখান্ মুকুন্দ-
পাদারবিন্দমকরন্দরসাদজস্রম্।
নিষ্কিঞ্চনৈঃ পরমহংসকুলৈরসঙ্গৈ-
র্জুষ্টাদ্গৃহে নিরয়বর্ত্মনি বদ্ধতৃষ্ণান্॥"

(ভাঃ ৬।৩।২৮)

—সেই সব অসৎ দুরাত্মাকে লইয়া আসিবে, যাহারা দুঃসঙ্গবর্জ্জিত নিষ্কিঞ্চন পরমহংসগণ-সেবিত মুকুন্দ-পাদপদ্ম-মধুপানে বিরত হইয়া নরকের দ্বারস্বরূপ যে গৃহ তাহাতে গাঢ়ভাবে আসক্ত।

হরিসভা

(১)

আমরা হরিসভা বলিয়া একটী শব্দ শুনিতে পাই বটে কিন্তু তাহার প্রকৃত স্বরূপ বা গূঢ়ার্থ আমরা অনেকেই অবগত নহি। প্রকৃত-স্বরূপোপলব্ধির অভাবে আমরা ভ্রমবশতঃ অনেক সময় জনসভাকে হরিসভা বা হরিসভ'কে জনসভা বলিবার ধৃষ্টতা পোষণ করিতেও কুণ্ঠিত হই না। হরিসভার বিকৃতার্থে আবদ্ধ থাকায় হরিসভার মূল উদ্দেশ্য—নিজে ভগবানের সেবা করা ও তৎসঙ্গে-সঙ্গে জগজ্জীবকে ভগবৎ-সেবায় উদ্বুদ্ধ করা, এ কথাটী আমাদের হৃদয়ঙ্গমের বিষয় হয় না; তাই আমরা হরিসভায় (?) গমন করিয়াও মনুষ্যজীবনের নিত্য-কৃত্য কৃষ্ণসেবা হইতে বঞ্চিত হই। অল্পবুদ্ধি আমরা যাহাতে এ বিষয়টী সম্যগ্‌রূপে হৃদয়ঙ্গম করিয়া নিত্যমঙ্গলের পথে ধাবিত হইতে পারি তজ্জন্য আজ হরিসভা-বিষয়ের আলোচনার্থ গুরুবৈষ্ণবানুগত্যে আমাদের কিঞ্চিৎ প্রয়াস।

'স' উপপদে 'ভা' ধাতু ক্বিপ্ প্রত্যয় দ্বারা 'সভা', শব্দটী নিষ্পন্ন হইয়াছে। 'ভা' ধাতুর অর্থ দীপ্তি পাওয়া অর্থাৎ যেস্থানে জনমণ্ডলী কোনও কার্য্যের উদ্দেশে দীপ্তি-প্রাপ্ত হ'ন তাহাকে 'সভা' বলে। সভা, পরিষদ্, সংসদ্, গোষ্ঠী প্রভৃতি এক পর্য্যায় শব্দ। সভা, পরিষদ্ বা গোষ্ঠী অনেক প্রকারের হইতে পারে। যেমন সাহিত্য-সভা, বিজ্ঞান-সভা, শাস্ত্রসভা সামাজিক-সভা, রাজসভা, ধর্ম্মসভা হরিসভা প্রভৃতি। কিন্তু হরিসভার সঙ্গে ঐসকল অন্যান্য সভার বিশেষ প্রভেদ আছে। কারণ শাস্ত্র বলেন "হরির্হি নির্গুণঃ সাক্ষাৎ" —হরি সাক্ষাৎ গুণাতীত বস্তু, যে সভায় হরিবিষয়ের আলোচনা হয় তাহার সহিত গুণময় প্রাকৃত জগতের আলোচনার স্থানের সমন্বয় হইতে পারে না।

শুদ্ধভক্তি গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। ভাষ্যসহ বিরাট্ শ্রীচৈতন্যভাগবত ৫৲
২। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২৮৲
একাদশ স্কন্ধ হইতে প্রতিখণ্ড ।৶০
৩। ভাষ্যদ্বয়সহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত
(৪র্থ সংস্করণ) ৬৲
৪। ভক্তিবিবেককুসুমাঞ্জলি (বাঁধা) ১৲
৫। গৌড়ীয়-গৌরব ।৶০
৬। গৌড়ীয়-সাহিত্য ।৶০
৭। ভজনরহস্য ॥০
শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও
শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৯। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ)
ঐ (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
১০। গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি টীকাসহ)
ঐ (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
১১। গীতার কেবল মাধ্ব-ভাষ্য ॥০
১২। যুক্তিমল্লিকা গুণসৌরভঃ সানুবাদ
(মাধ্ব) ২৲
১৩। বেদান্ততত্ত্বসার সানুবাদ
(রামানুজীয়) ॥০
১৪। জৈবধর্ম্ম ২৲
১৫। শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৬। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১৭। প্রেমাবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ॥৶০
ঐ (বাঁধা) ৸০
১৮। দ্বীপ-দিগ্দর্শন ৶০
১৯। সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ) ।৶০
২০। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ॥০
ঐ (আবাঁধা) ।৶০
২১ নবদ্বীপধাম গ্রন্থমালা ৸০
২২। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৶০
২৩। গীতমালা ⁄১০
২৪। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৵০
২৫। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৵০
২৬। নবদ্বীপ পঞ্জিকা (৪৪৭ গৌরাব্দ) ৶০
২৭। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
২৮। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা-দর্পণ ।০
২৯। শরণাগতি ⁄০
৩০। গীতাবলী ⁄০
৩১। চিত্রে নবদ্বীপ ॥০
৩২। সাধনকণ ⁄০
৩৩। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ⁄০
৩৪। নবদ্বীপশতক ⁄০
৩৫। অর্থপঞ্চক ⁄০
৩৬। সদাচারস্মৃতিঃ ⁄০
৩৭। কল্যাণকল্পতরু (৫ম সংস্করণ) ⁄১০
৩৮। অর্চ্চনকণ ⁄১০
৩৯। সাধককণ্ঠমালা (বাঁধা) ।০
ঐ (আবাঁধা) ।⁄০
৪০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি
(প্রথম চারিখণ্ড) ৩৲
৪১। ব্রহ্মসংহিতা ।০
৪২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৪৩। মণিমঞ্জরী সানুবাদ ।০
৪৪। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৪৫। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ।০
৪৬। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৪৭। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
৪৮। গৌড়ীয়মঠ কি করেন ? ⁄০
৪৯। ঈশোপনিষৎ (বলদেব ও মাধ্ব-ভাষ্য এবং বিবৃতি ও অনুবাদসহ) ।০
৫০। শ্রীভুবনেশ্বর ৵০
৫১। সিদ্ধান্তদর্পণ ৶০
৫২। সাংখ্যবাণী ⁄০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৫৩। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী-দিগ্বিজয়ঃ ॥০
৫৪। সটীক-শিক্ষাদশমূলম্ ।০
৫৫। তত্ত্ব-সূত্রম্ ।০
৫৬। সানুবাদ-শিক্ষাষ্টকম্ ৶০
৫৭। গৌড়ীয়মঠস্য পরিচয়ঃ ⁄০
৫৮। সারাংশবর্ণনম্ ৵০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৫৯। রায় রামানন্দ ॥০
৬০। নামভজন ।০
৬১। রিলেটীভ্ ওয়ার্ল্ড্স্ ।৶০
৬২। লাইফ্ য়্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব
শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।০
৬৩। বৈষ্ণবীজম্ ।০
৬৪। হোয়াট্ গৌড়ীয়মঠ ইজ্ ডুইং ⁄০
৬৫। দি ভাগবত ।০
৬৬। ইরোটিক্ প্রিন্সিপ্ল্ য়্যাণ্ড
আনেলয়েড্ ডিভোসন ।০
৬৭। ব্রহ্ম-সংহিতা ২॥০
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (ভলুম ওয়ান) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৬৯। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ॥০
৭০। সাধন পথ ।০
৭১। কল্যাণ-কল্পতরু ⁄১০
৭২। গীতাবলী ⁄০
৭৩। শরণাগতি ⁄০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৭৪। শরণাগতি

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

নদীয়া-প্রকাশপ্রাপ্তির স্থান

১। শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম-মায়াপুর, নদীয়া
২। শ্রীযোগপীঠ ঐ
৩। শ্রীবাস-অঙ্গন ঐ
৪। অদ্বৈত-ভবন ঐ
৫। কাজীর সমাধি পাট ঐ
৬। স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ, নদীয়া।
৭। শ্রীভাগবত আসন কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
৮। শ্রীএকায়ন মঠ গোবিন্দপুর, হাঁসখালী।
৯। দ্বাদশগোপাল পাট—পোঃ চাকদহ,
১০। শ্রীগৌর গদাধরমঠ—চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড়, বর্দ্ধমান
১১। শ্রীমোদদ্রুমছত্র মাউগাছি, বর্দ্ধমান
১২। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম, আমলাযোড়া, পোঃ রাজবাঁধ বর্দ্ধমান
১৩। শ্রীগৌড়ীয়মঠ বাগবাজার, কলিকাতা
১৪। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাজু, হাওড়া,
১৫। শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয়মঠ, ৯০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা
১৬। শ্রীগোপালজী মঠ কমলাপুর, ঢাকা।
১৭। শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ পোঃ বালিয়াটী,
১৮। শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয়মঠ ময়মনসিংহ।
১৯। শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ চিরুলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর
২০। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম গোয়ালপাড়া, আসাম।
২১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ রায়াপেট্টা, মাদ্রাজ।
২২। শ্রীরামানন্দগৌড়ীয় মঠ কব্বুর, জিঃ পশ্চিম গোদাবরী
২৩। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ উড়িয়াবাজার, পোঃ বক্সীবাজার, কটক।
২৪। শ্রীত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয় মঠ ভুবনেশ্বর।
২৫। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ স্বর্গদ্বার, পুরী।
২৬। শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ আলালনাথ পোঃ ব্রহ্মগিরি, পুরী।
২৭। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ ডুমুরকুণ্ডা, পোঃ চিরকুণ্ডা, মানভূম।
২৮। শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ—কাশী।
২৯। শ্রীরূপগৌড়ীয় মঠ—এলাহাবাদ।
৩০। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ পুরাণবাজার, সরকার ঠাকুরের কুঞ্জ, বৃন্দাবন
৩১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, নিউদিল্লী
৩২। শ্রীপরমহংসমঠ—নৈমিষারণ্য,
৩৩। শ্রীসারস্বত গৌড়ীয় মঠ—হরিদ্বার।
৩৪। শ্রীব্যাসগৌড়ীয়মঠ—কুরুক্ষেত্র, পঞ্জাব
৩৫। শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাবুলনাথ রোড, পোঃ গ্র্যাণ্ট রোড, বোম্বে।
৩৬। লণ্ডন গৌড়ীয়মঠ, ৩৯নং গ্লেডটন্ গার্ডেন্স, কেনসিংটন্ লণ্ডন, (এস্, ডব্লিউ—১০)।
৩৭। অমর্ষি গৌড়ীয়মঠ—মেদিনীপুর
৩৮। সরভোগ গৌড়ীয় মঠ—সরভোগ, কামরূপ, আসাম,

শুদ্ধভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীলভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী মাসিক। শ্রীধাম-মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১॥০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দি ভাষায় একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি হৃদয় বন মহারাজ সম্পাদিত ও নৈমিষারণ্য শ্রীপরমহংস মঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ১॥০ দেড় টাকা মাত্র।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥০ দেড় টাকা মাত্র।

৫। কীর্ত্তন—মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ নিমানন্দ সেবাতীর্থ বি-এজি, বি-টি, সম্পাদিত। আসাম গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম হইতে প্রকাশিত আসামী ভাষায় মাসিক। ভিক্ষা সডাক ১॥০ দেড় টাকা মাত্র

শ্রীচৈতন্যভাগবত

আদিকবি শ্রীল বৃন্দাবন দাস প্রণীত সমগ্র গ্রন্থ

গ্রন্থের মূল বোল্ড অক্ষরে এবং তন্নিম্নে বিশ্ববিশ্রুত গৌড়ীয়মঠের প্রতিষ্ঠাতা ও আচার্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তি-সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভু-পাদের রচিত বিস্তৃত ভাষ্য উত্তম কাগজে সৌষ্ঠবের সহিত মুদ্রিত হইয়াছেন। ডবল ক্রাউন আটপেজি আকারে ১০৯৬ পৃষ্ঠায় কেবল মূল ও ভাষ্য সম্পূর্ণ হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত শ্লোকসূচী, পদ্যসূচী, স্থানসূচী, পাত্রসূচী, বিষয়সূচী, শব্দসূচী প্রভৃতি বিস্তৃত সূচীপত্রেও একটী গ্রন্থ হইবে। 'সভাষ্য শ্রীচৈতন্যভাগবতের এরূপ উৎকৃষ্ট ও অমূল্য বিরাট্ সংস্করণ জগতের কোথায়ও আজ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হন নাই, ইহা নিরপেক্ষ পাঠক মাত্রকেই একবাক্যে স্বীকার করিতে হইবে শ্রীগৌড়ীয়মঠের উৎসব-কালে গ্রন্থের ভিক্ষা ১২৲ বারটাকা স্থলে—৫৲ পাঁচটাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীচৈতন্যমঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

কলিকাতা বাজার দর

লৌহ হার্ডওয়ার

২৪শে নভেম্বর ১৯৩৩

টাটার তৈয়ারী—	প্রতি হন্দর।
লোহার কড়ি (জয়েষ্ট বা বীম)	
মার্কা	৫।৶০—৫॥৶০
ঐ বেঁকোকা হাল্কা ওজন	৪।৵০—৪॥৶০
বরগা। (টী-আয়রণ)	৬৵০—৬।০
এঙ্গেল আয়রণ (কোণা)	৫৸৵০—৬৵০
গ্যাল্‌ভ্যানাইজড করগেট সীন—	
২২ গেজ ৬ হইতে ১০ ফুট	১১।৵০
২৪ গেজ ,, ,,	১০৸৵০
২৬ গেজ ,, ,,	১২
২৪ গেজ আর, পি, ডি, মার্কা	১২৸৶০
২৪ গেজ গাঃ প্লেন সীট—	১১।৵০
২৬ গেজ ,, ,,	১২।০
২৮ গেজ ও ৩০ গেজ ঐ—	১৩৲—১৬৲
বাগান ঘেরা কাঁটাতার ১০০	
পাউণ্ড বাঃ	৮৸০
ষ্টীল পাটী	৬৲৵—৭।০
,, বোল্টু (গোল)	৬৲৵—৬।০
,, গরাদে (চৌকা)	৬৵০—৭৲।০
,,গোল রড ৶০—।৶০ সুতা	৫৵০---৫॥০
,, টানা রড:	
চৌকা ৶০--।৵০ ঐ	৫৵০—৫॥০
,, নাগুল তার	৭৲—৭৸০
,, প্লেট—তিন সুতা মোটা	
পর্য্যন্ত	৭।০—৭।০
,, চাদর ৩-১৬ খানা বাণ্ডিল	৯॥৵—১০৲
স্প্রীং ষ্টীল	৮।০ ৯৲
তার রাউণ্ড	৫৸৵—৬৲৵
তারের পেরেক ১—৬ ইঞ্চি	৯—৯৸০
প্যাটেন্ট পেরেক ২—৮ ইঞ্চি	১২।০—১৫॥০
চালাই কড়া ১ হইতে ১০ নং	২॥০ নাট
কোদাল ৪, ৫, ৬,	৭৸৵০ ৮৸৵০ ৯৸৵০ডজ
ঐ তিন পাউণ্ড ৬৲ দেঃ বিঃ	৬।৵০ ,,
গাঃ প্লেন বাসাত ৭—১২ ইঞ্চি	১॥/০ ৬॥/০
ঐ রিভিট ,, ৭—১২ ইঞ্চি	২৲--৭৲ ,,
লোহার দেয়ার রডের গোল ও	
চৌকা	৮॥০— ,,
ঐ পাতের লোহার সিট	১৫৲ ,,
ঐ ঢেউ খেলান (কাজের সিট)	১৮৲ ,,
লোহার স্ক্রু ॥—৩ ইঞ্চি /১০--॥৶০ গ্রোস	
ঐ কব্জা ৭৭ নং	
১॥—৪ ইঞ্চি	।১০—৸৵১০ পেঃ ডজন
গ্যাঃ তার ১৬—২২ নং	
(গেজ)	১২৲---১৩৲ হন্দর
গ্যাঃ রিজিং (মটকা)	
১২ ইঞ্চি	।৵৫ ॥৶০ পীস
গ্যাঃ গাটারিং বা ডোঙ্গা	
৬ ইঞ্চি	।০—৸৶০ ,,
গ্যাঃ স্ক্রুপ ১॥০৮২॥০ ইঞ্চি	২৩৲--২৯৲ হন্দর
গ্যাঃ ওয়াসার চাকি	১১॥০—১৬৲ ,,
গ্যাঃ গোল্ট-নাট ৮—৭ ইঞ্চি	
	।৵১০—১৵০ গ্রোস
ঢালাই রেলিং	৩॥০---৬॥০ হন্দর
ঐ রেন ওয়াটার পাইপ	
৩ ইঞ্চি ৵১০ ঐ	৪ ইঞ্চি ।১০ ফুট
টিউব ওয়েলের জন্য গ্যাঃ	
পাইপ১॥ ইঞ্চি	।৵৫ ফুট
পাম্প	৪নং ১৭॥০ ৫নং ১৪৲ ৬নং ১৬৲
৬০--৮০ বাট ২।০ ।৵.৫ সাট ২।০-২॥০ মণ	

সন্তোষকুমার মল্লিক এণ্ড সন্স লিঃ

লৌহ ও হার্ডওয়ার বিক্রেতা।

নীরদচন্দ্র ঘাট লোহাপটী, বড়বাজার,
টেলি--"লোহার মালিক" কলিকাতা

কেরোসিন

প্রোক্রেক প্রত্যেক বাক্স (২ টিন)		৯৲৬
সূর্য্য মার্কা	,,	৬॥০
ভিক্টোরিয়া	,,	৬৲

সোণার দর

পাকা সোণা	৩০৸৶
গিনি	৩০৸
চকা পাত	৩২।০

রূপার দর

রূপা প্রতি ১০০ ভরি	৫৫৵০
ঐ খুচরা	৫৶০

কোম্পানীর কাগজ

৩॥০ সুদের কাগজ	৮১৶
৩॥০ নূতন ঋণ (১৯৪৭-৫০)	৯১।০
৪৲ ,, ঋণ (১৯৬০-৭০)	৯৭৲
৫৲ ,, বণ্ড (১৯৩৫	১০৪॥/০

ডিবেঞ্চার

৫৲ সুদের (১৯৫৬ ৮৬) কলিকাতা পোর্ট-ট্রাষ্ট ডিবে:—	১০২॥৵০

ব্যাঙ্ক

ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক (কনট্রি)	২৯৪॥০
সেণ্ট্রাল ঐ	২২৲

কাপড় ও সূতার কল

এলগিন মিল	৪৫৲

পাট কল

হাওড়া	৫০৲
অকল্যাণ্ড	১৯৫৲
বালী	১৬২৲
বরানগর	১৫০৲
চেভিয়ট	৩৭০৲
ডন্ডী	২৪৩৲
ক্লাইভ	২৮।০
ডালহাউসী	৪০৮॥০
ডেল্টা	৪০৫৲

কবিরাজ শশিভূষণ কাব্যকণ্ঠাভরণের

বেহালার পাঁচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

মফঃস্বলের সুবিধার জন্য ৬ আং শিশিতে ঘনীভূত অবস্থায় ছোটবোতলের সমান ঔষধ ডাকে পাঠান হয়। ইহাতে ঔষধের কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই। মূল্য প্রতি শিশি ॥০ আনা, পাঁইট ॥৵০ আনা, বোতল ১৵০ আনা।

আফিস—১১নং উল্টাডাঙ্গা রোড, পোঃ শ্যামবাজার, কলিকাতা

সুবিখ্যাত কালিআবিষ্কারক ও ব্যবসায়ী জে, বি, দত্তের

অভিনব আবিষ্কার

ফাউন্‌টেনপেন ইঙ্ক

BLUE BLACK
J. B. DUTT & CO.
2, RAMKRISHNA LANE
BAGHBAZAR, CALCUTTA.

পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে এই কালি ফাউণ্টেনপেনের পক্ষে অতি উৎকৃষ্ট। ইহাতে নিব বা কাগজ কোন রকমে নষ্ট হয় না। মূল্য অতি সুলভ।

জে, বি, দত্ত এণ্ড কোং
কারখানা—২নং রামকৃষ্ণ লেন, বাগবাজার
কলিকাতা

কৃষ্ণনগর নবদ্বীপঘাট রেলওয়ে সময়

কৃষ্ণনগর হইতে নবদ্বীপঘাট

কৃষ্ণনগর সিটি—	৬-৪৫	১০-৩৪	১৩-২২	১৭-৩৮	২০-১৬
কৃষ্ণনগর রোড—	৬-৫৬	১০-৫৫	১৩-৩৩	১৭-৪৭	২০-২৫
আমঘাটা—	৭-১৫	১১-১৩	১৩ ৫১	১৮-৩	২০-৪১
মহেশগঞ্জ—	৭-১৪	১১-২১	১৪-০	১৮-৯	২০-৪৭
নবদ্বীপঘাট —	৭-৩৩	১১-৩০	১৪-৯	১৮-১৬	২০-৫৫

বিশেষ দ্রষ্টব্য—নবদ্বীপঘাট ষ্টেশন অপেক্ষা মহেশগঞ্জ ষ্টেশন হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরের দূরত্ব অনেক কম। শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে যাঁহাদিগকে রাণাঘাটে ট্রেণ বদল করিতে হয়, তাঁহারা রাণাঘাটে প্রাতঃ ৫-৫০, ৮-১৪, ১৯ ৪৬, ১৬-৪৮, ১৮-৩৯ এবং ০-৩২ মিনিটের সময় গাড়ী পাইবেন।

শান্তিপুর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে শান্তিপুর ষ্টেশনে ৫-৪০, ৯-২৯, ১১-২৫, ১৬-৪ এবং ১৮-৪১ মিনিটের সময় ট্রেণ পাওয়া যায়।

নবদ্বীপঘাট হইতে কৃষ্ণনগর

নবদ্বীপ ঘাট—	৫-৩৫	৯-২৫	১২-১০	১৫-৩৪	১৮-৪৫
মহেশগঞ্জ—	৫-৪৩	৯-৩৩	১২-১৯	১৫-৪১	১৮-৫৩
আমঘাটা—	৫-৪৯	৯-৩৯	১২-২৬	১৫-৪৮	১৯-৫
কৃষ্ণনগর রোড—	৬-৫	৯-৫৫	১২-৪৩	১৬-৪	১৯-২৪
কৃষ্ণনগর সিটি—	৬-১০	১০-৩	১২-৫১	১৬-১২	১৯-৩৫

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস হইতে—ডাঃ কৃষ্ণকান্ত ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম ভক্তিশাস্ত্রী এল. এম. এফ. কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

শ্রীহট্টে খানাতল্লাস

শ্রীহট্টের ডাকলুট মামলাগুলির (চাঁদপুর খানসের নগর ও মোমাবার) ও কলিকাতার ত্রিগুলে ব্যাঙ্ক প্রতারণা মামলা সম্পর্কে ১৯শে প্রাতে দণ্ডবিধির ৪৯৫, ৪২০, ৪৭১ ও ১২০ বি ধারা অনুসারে এখানে বহু বাটীতে খানাতল্লাস হইয়াছে।

সরকারী উকীল রায় বাহাদুর সতীশচন্দ্র দত্ত, এডভোকেট শ্রীযুত ধর্মদাস দত্ত, উকীল শ্রীযুত ধরণীনাথ দত্ত, উকীল শ্রীযুত দেবেন্দ্র বিজয় মহাপাত্র শ্রীযুত বিমলাচরণ গাঙ্গুলী, বিনয় কৃষ্ণ লস্কর, উকীল শ্রীযুত ক্ষীরোদচন্দ্র দত্ত, শ্রীযুত কানাই চক্র ত্রী, চঞ্চল শর্মা ও প্রফুল্লচন্দ্র দাসের বাটীতে এবং পান্থনিবাস মেস ও দেশবন্ধু রেস্তোরায় খানাতল্লাস হইয়াছে।

প্রকাশ, পুলিস রায় বাহাদুরের বাটীতে কতিপয় কাগজ পত্র ও আপত্তিজনক পুস্তক পাইয়াছে। যতীন দাসের একখানা ফটোও পাওয়া গিয়াছে বলিয়া প্রকাশ।

এই সম্পর্কে নিম্নলিখিত ব্যক্তিদিগকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। শিক্ষক শ্রীযুত কালীমোহন ভট্টাচার্য্য, মুরারিচাঁদ কলেজের ছাত্র অকুণ্ঠ ভট্টাচার্য্য ও সুকুমার নন্দী মজুমদার, বিনয়কৃষ্ণ লস্কর ও ছাত্র হেমন্ত দাস পুরকায়স্থ, গিরিজামোহন দত্ত ওরফে মুণু ব্যবসায়ী শ্রীযুত প্রহ্লাদচন্দ্র দাস মুরারিচাঁদ কলেজের ছাত্র চঞ্চল শর্ম্মা, নরেন্দ্র দত্ত ওরফে টাটা ও কমলাকান্ত দাস।

প্রকাশ, ধৃত ব্যক্তিরা জামীনে অব্যাহতি লইতে অসম্মত হইয়াছেন।

লোক্যাল বোর্ডের নির্ব্বাচনে দাঙ্গা

যশোরের এক সংবাদে প্রকাশ, যশোরের নিকটবর্ত্তী এক গ্রামে লোক্যাল বোর্ড নির্ব্বাচন সংক্রান্ত বিরোধের ফলে দুই দলের মধ্যে দাঙ্গা হয়, দাঙ্গায় ২১ জন আহত হয়, আহতদের মধ্যে ১ জনের মৃত্যু হইয়াছে। এই সংস্রবে ২১ জন গ্রেপ্তার হইয়াছে।

ভারত জাপান আলোচনা

ভারত সরকারের প্রস্তাবের উত্তর দানে জাপান সরকার যেরূপ দীর্ঘ সময় গ্রহণ করিয়াছেন, তাহা হইতে প্রমাণ হইতেছে যে, ভারতের দাবী কেবল যুক্তিসঙ্গত নহে, উপরন্তু ভারতের সমগ্র জনমত ভারত সরকারের প্রস্তাব সমর্থন করিয়াছে। অপর পক্ষে জাপানী কাটুনীদের দাবাইয়া রাখিতে হইয়াছে বলিয়া জাপান সরকারকে অসুবিধায় পড়িতে হইয়াছে। এখানে এইরূপ আশা করা হইতেছে যে, জাপান সরকার যদি তাঁহাদের দলগুলির দ্বারা প্রভাবান্বিত হইয়া অসম্মতি প্রকাশ করিয়া, সমগ্র জাপানের জনসাধারণের পক্ষ হইতে দৃঢ়তা প্রদর্শন করেন তাহা হইলে অল্পকালের মধ্যে ভারতের সহিত আপোষ হইতে পারে। আশাবাদীরা মনে করিতেছেন যে, সপ্তাহ শেষ হইবার পূর্ব্বে এখন সুফল পাওয়া যাইতে পারে যে, তাহার ফলে আলোচনা সাফল্যমণ্ডিত হইতে পারে। এখন ভারতের প্রস্তাব জাপান সরকার কি ভাবে স্বীকার করিবেন তাহারই উপর সব নির্ভর করিতেছে।

ডাক্তার চৈতরাম গ্রেপ্তার

সিন্ধুর প্রসিদ্ধ নেতা ডাঃ চৈতরাম অপরাহ্নে কলিকাতা যাইবার সময় গ্রেপ্তার হইয়াছেন। প্রকাশ, ডাঃ বিষণদাস কেটানন্দের সহিত চিকিৎসার উদ্দেশ্যে তিনি কলিকাতা যাইতেছিলেন। তাঁহাদের উভয়ের উপরই নিষেধাজ্ঞা জারি করা হইয়াছিল। উক্ত নিষেধাজ্ঞার অন্যান্য বিষয়ের সহিত পূর্ব্বাহ্নে পুলিশ সুপারিন্টেণ্ডেন্টের অনুমতি না লইয়া হায়দ্রাবাদ সহরের এলাকা পরিত্যাগ করিতেও তাঁহাদিগকে নিষেধ করা হইয়াছিল।

ট্রেণ মিউনিসিপ্যালিটীর এলাকা পরিত্যাগ করিবার পরই তাঁহাদিগকেই গ্রেপ্তার করা হয় এবং মেবানী ষ্টেশনে ট্রেণ হইতে তাঁহাদিগকে নামাইয়া সরাসরি সেণ্ট্রাল জেলে লইয়া যাওয়া হয়। সেখানে সিটী ম্যাজিষ্ট্রেট তাঁহাদের বিচার করেন।

ডাঃ চৈতরাম আদালতে তাঁহার সহিত জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের যে সকল পত্র ব্যবহৃত হয় তাহা দাখিল করেন।

কলিকাতা অভিমুখে বড়লাট

১৮ই ডিসেম্বর সস্ত্রীক বড়লাট মাদ্রাজের লাটের সহিত মোটরে আমীর মহলে গিয়া আর্কটের রাজার সহিত মধ্যাহ্ন ভোজন করেন। অতঃপর তথা হইতে মাউণ্ট রোড দিয়া তাঁহারা প্রকাশ্য ভাবে মোটরে সেন্ট্রাল ষ্টেশনে যান। তথা হইতে বড়লাট বেলা ৩ ঘটিকার সময় স্পেশাল ট্রেণে কলিকাতা রওনা হন।

বড়লাটকে বিদায় সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপনের জন্য ষ্টেশনে সরকারী বহুগণ্যমান্য ব্যক্তি উপস্থিত হইয়াছিলেন।

প্রতারণার অভিযোগ

ভুয়া বলিয়া কথিত কয়েকখানি চেক কাটিয়া তিনজন বিভিন্ন ব্যক্তিকে প্রতারণা করার অভিযোগে জোড়াসাঁকো নিবাসী গণেশচন্দ্র সেন আলিপুরের অবৈতনিক ম্যাজিষ্ট্রেট রায় বাহাদুর এস এন, বন্দ্যোপাধ্যায়ের এজলাসে অভিযুক্ত হয়।

প্রথম মামলায়, আসামী বাবু শরদিন্দু মুখোঃ নামে বালীগঞ্জ নিবাসী এক জমিদারের নিকট হইতে ভিন্ন ভিন্ন তারিখে সাত হাজার টাকা লইয়া উক্ত পরিমাণ টাকার জন্য তাঁহাকে কয়েকখানি চেক কাটিয়া দেয়। এক হাজার টাকার জন্য দুইখান চেক ভাঙ্গাইয়া টাকা পাওয়া যায় এবং অবশিষ্ট চেকগুলি ব্যাঙ্ক কর্ত্তৃক অগ্রাহ্য হইয়া ফেরৎ হয় এবং তাহার দরুণ টাকা পাওয়া যায় না।

দ্বিতীয় মামলার আসামী বাবু শিশিরকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিকট হইতে দুইখান চেকের পরিবর্ত্তে তিন হাজার এবং এক হাজার ছয় শত পঞ্চাশ টাকা প্রাপ্ত হয়। চেক দুইখানি ব্যাঙ্ক হইতে অগ্রাহ্য হইয়া ফেরৎ আসে এবং তাহার টাকা মিলে না।

তৃতীয় এক মামলায় প্রকাশ, আসামী বাবু সতীশচন্দ্র দাসকে দেড় হাজার টাকার বিনিময়ে একখানি চেক দিয়া উক্ত পরিমাণ টাকা দিতে প্ররোচিত করে। এই চেকখানিও অগ্রাহ্য হয় বলিয়া প্রকাশ।

বহিষ্কারের আদেশ ফেরৎ

বার্জ্জ হত্যা ষড়যন্ত্র মামলার আসামী নন্দদুলাল সিংহের পিতা শ্রীযুত মনোমোহন সিংহ পিতৃব্য শ্রীযুত রামমোহন সিংহ এবং শ্রীযুত মন্মথনাথ দাস বি, এল, ও চারুচন্দ্র দাস মোক্তার (ইঁহারা বার্জ্জ হত্যা ষড়যন্ত্র মামলায় আসামী পক্ষ সমর্থনে নিযুক্ত হন)—এই ৪ জনকে বাঙ্গালার বিপ্লব দমন আইন অনুসারে মেদিনীপুর হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেওয়া হয়।

শ্রীযুত মনোমোহন সিংহ বাঙ্গালা সরকারের নিকট ২খানি আবেদন পাঠাইয়াছেন যে উক্ত বার্জ্জ হত্যা ষড়যন্ত্র মামলা অন্যত্র স্থানান্তরিত করা হউক; কেন না উক্ত ভদ্রলোকেরা মেদিনীপুরে না থাকিলে আসামী পক্ষের মামলা সমর্থনে বিশেষ অসুবিধা হইবে।

উক্ত নিবেদনের উত্তরে মেদিনীপুরের জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট সম্প্রতি শ্রীযুত মনোমোহন সিংহকে জানাইয়াছেন, উক্ত মামলার কোন আসামী আত্মপক্ষ সমর্থনের আবশ্যক সুবিধা হইতে বঞ্চিত হইয়াছে, এরূপ কথা বলিবার কোন কারণ যাহাতে না থাকে, সে জন্য শ্রীযুত মনোমোহন সিংহ, রামমোহন সিংহ, মন্মথনাথ দাস ও চারুচন্দ্র দাসকে মেদিনীপুরে ফিরিয়া আসিতে দেওয়া হইবে; তাঁহাদের প্রতি যে আদেশ দেওয়া হইয়াছে, সেই আদেশ-লিপি তাঁহারা যেন জিলা ম্যাজিষ্ট্রেটকে ফেরৎ দেন। তাহার পর জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট অন্য আদেশ না দেওয়া পর্য্যন্ত তাঁহাদের প্রতি প্রদত্ত বহিষ্কারের আদেশ আর কার্য্যকরী হইবে না।

উল্লিখিত ভদ্রলোকদের মধ্যে কেহ কেহ বহিষ্কারের আদেশ ফেরৎ দিয়াছেন। জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট তাঁহাদিগকে জানাইয়াছেন, তাঁহারা ২৭শে ডিসেম্বরের পর মেদিনীপুরে ফিরিয়া আসিতে পারেন।

গুরুতর আঘাতে অভিযোগ

ব্যারাকপুরের দ্বিতীয় হাকিম রায় সাহেব আর, এল, আচার্য্যের এজলাসে ইন্দুভূষণ দাস নামে এক ব্যক্তির অভিযোগক্রমে ক্ষিতীশ বন্দোপাধ্যায় এবং বাঞ্ছারাম খাঁ নামে দুই ব্যক্তি অভিযুক্ত হয়।

ইন্দুভূষণ কর্ত্তৃক অভিযোগে প্রকাশ পায়, ইন্দুভূষণ প্রথম আসামীর গৃহ হইতে তাহার ভগিনীকে (২০) উদ্ধার করিবার চেষ্টা করিলে আসামীদ্বয় তাহাকে মারপিট করিয়া গুরুতরভাবে জখম করে।

আসামীদ্বয়কে জামীনে খালাস দেওয়া হয় এবং শুনানী মুলতুবী থাকে।

শ্রীযুত এস, কে, ভাদুড়ীর সহিত শ্রীযুত জে, সি, ঘোষ আসামী পক্ষ সমর্থন করেন।

আসামীর প্রাণদণ্ড

সিরাজগঞ্জ মহকুমার একডালার সেখ জামসের আলী দায়রা জজ মিঃ সি, কে, বসু কর্ত্তৃক প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছে। আসামীর বিরুদ্ধে এই অভিযোগ ছিল যে, সে সেখ নাইমুদ্দিন নামে একজন স্বগ্রামবাসীকে হত্যা করিয়াছে। বিগত ৩০ বৎসরের মধ্যে পাবনায় এই প্রাণদণ্ডই প্রথম।

প্রকাশ, জামসের আলী নাইমুদ্দিনের বিরুদ্ধে হিংসা পোষণ করিত। কারণ, নাইমুদ্দিন আসামীকে চিরকালের অপরাধী বলিয়া ঘোষণা করাইতে চাহিত।

জুরীগণ সকলেই জামসেরকে দোষী সাব্যস্ত করিয়াছেন এবং তদনুসারে উক্তরূপ দণ্ডের ব্যবস্থা হইয়াছে।

ভারত-আফগান সীমান্ত

কিনওয়ারী, আফ্রিদী এবং এক সম্প্রদায়ের মাহমুদ উপজাতীয় ব্যক্তিরা যাহাতে টোল না দিয়া সীমান্ত অতিক্রম করিতে না পারে ও সন্দেহভাজন ব্যক্তিগণের আফগানিস্থানে প্রবেশ নিয়ন্ত্রণের জন্য আফগান সরকার ৪টি নূতন সামরিক ঘাঁটী প্রস্তুতের ও পুরাতন আড্ডাগুলিরও উন্নতি সাধনের কার্য্য আরম্ভ করিয়াছেন বলিয়া প্রকাশ। গত বৎসর রাজা নাদির শাহ সায় সামশাদে যে একটা ঘাঁটী নির্ম্মাণ করিয়াছেন তাহার কিছু দূরে স্থান নির্দ্দেশের কার্য্য ইতিপূর্ব্বেই হইয়া গিয়াছে। ইহা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে, প্রত্যেকটি সামরিক আড্ডাই বিভিন্ন উপজাতীয় অঞ্চলের সীমান্তে বিশেষ প্রয়োজনীয় স্থানে স্থাপিত হইয়াছে।

তারের ঠিকানা— 'শ্রীধাম' নবদ্বীপ
ডাকের ঠিকানা—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

দৈনিক

REG. C1544

নদীয়া-প্রকাশ

THE NADIA-PRAKASH

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩॥০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র।

সাহায্যের হার
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸০
মাসিক ১৲
নগদ বর্ত্তমান
সংখ্যা ৫

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৮ম খণ্ড সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বেদান্তবাচস্পতি { ২৫০শ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর- ১১ পৌ বুধবার ১৩৪০, ২৭শে ডিসেম্বর ১৯৩৩

ক্লোরোফর্ম্ম সাহায্যে ডাকাতি

অমৃতসর গত রাত্রির শেষভাগে কিরূপে এক দল ডাকাত স্থানীয় বয়ন কারখানার অধিবাসী এক কেরাণীর নগদে ও পোষাক পরিচ্ছদে সাত শত টাকা মূল্যের সম্পত্তি লুঠ করিয়াছে তাহার এক সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। প্রকাশ, একখানা মই বা সিঁড়ির সাহায্যে দস্যুগণ কারখানার প্রাচীর উল্লঙ্ঘনপূর্ব্বক যে ঘরে উক্ত কেরাণী এবং তাহার পত্নী নিদ্রা যাইতেছিল সেই ঘরে প্রবেশ করিয়া তাহাদিগকে ক্লোরোফর্ম্ম প্রয়োগে অজ্ঞান করিয়া ফেলে। দুর্বৃত্তগণ এর হস্ত করিয়া ঘরের যাবতীয় জিনিষপত্র লুণ্ঠনপূর্ব্বক অলক্ষ্যে চম্পট প্রদানপূর্ব্বক গা ঢাকা দিতে সমর্থ হয়। কারখানার জনৈক চৌকিদার বাধা দিবার চেষ্টা করিলে তাহাকে ভয় দেখাইয়া তাড়াইয়া দেওয়া হয়। ইহা সত্ত্বেও সে মইখানি সরাইয়া ফেলিতে কৃতকার্য্য হয় বটে কিন্তু দস্যুগণ একখণ্ড বাঁশের খোঁটার সাহায্যে প্রাচীর টপকাইতে সমর্থ হয়। উক্ত কেরাণী এবং তাহার পত্নী প্রাতে অধিক বেলায় চৈতন্য ফিরিয়া পাইলে তাহাদের ক্ষতির বিষয় বুঝিতে পারে। এখনও পর্য্যন্ত দস্যুগণের সন্ধান মিলে নাই।

মালগাড়ীতে চুরি

শিয়ালদহ রেল ষ্টেশনে একখানি মালগাড়ী হইতে বস্ত্র অপহরণ করিবার অভিযোগে আবদুল ও হরিহর শিয়ালদহের পুলিশ ম্যাজিষ্ট্রেটের আদালতে অভিযুক্ত হইয়াছিল। ম্যাজিষ্ট্রেট গত শুক্রবারে উক্ত মামলার বিচার শেষ করিয়াছেন। তিনি আসামীদ্বয়কে অপরাধী সাব্যস্ত করিয়া তাহাদের প্রত্যেককে ৩ মাস সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন।

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট"—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র শিক্ষকগণ ছাত্রদিগকে অতি যত্নের সহিত শিক্ষা প্রদান করিতেছেন। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের বন্দোবস্ত হইয়াছে। খোরাকী ও বেতন বাবদ প্রতি মাসে মাত্র ছয় টাকা ব্যয়। স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছেন। বিদ্যালয়টী বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক স্বীকৃত (এফিলিয়েটেড) হইয়াছে। সবিস্তার সংবাদের জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র লিখুন।

বিশেষ দ্রষ্টব্য

পরীক্ষায় যাহারা গড়ে শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র বিনয়ী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হইবে।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

২২ জনের ফাঁসী

গত ১৯৩০ অব্দের মে মাসে কোরিয়ার কমিউনিষ্টদের দাঙ্গা হইয়াছিল। সেই দাঙ্গায় যে সকল কোরিয়াবাসী সংশ্লিষ্ট ছিল তাহাদিগের বিচার শেষ হইয়াছে। বিচারে বাইশজন লোকের প্রাণদণ্ডের হুকুম হইয়াছে। বিশজনের যাবজ্জীবন কারাবাসের আদেশ হইয়াছে। দুইশত তিন জনের এক বৎসর হইতে পনর বৎসর পর্য্যন্ত জেলের হুকুম হইয়াছে।

রেলওয়ে প্রতারণা মামলা

লাহোরে এক বৎসর পরে রেলওয়ে প্রতারণা মামলার রায় বাহির হইয়াছে। ১৩ জন আসামীর মধ্যে ৪ জন মুক্তি পাইয়াছে। বাচানসিং ১৯ বৎসর, অমর সিং ১৭ বৎসর, স্বরাট সিং ১৫ বৎসর এবং উজাগর সিং ৫ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছে। অপর ৩ জনকে ৪ বৎসর এবং ২ জনকে ৩ বৎসর করিয়া সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হইয়াছে।

বিবরণে প্রকাশ, আসামীরা ষড়যন্ত্র করিয়া উত্তর পশ্চিম রেলওয়ের টিকেট জাল করিয়া বিক্রয় করিত। নাভা ষ্টেটের জায়তোতে তাহাদের প্রধান আড্ডা ছিল। তাহারা টিকিট বিক্রয় করিয়া বিস্তর টাকা পাইতেছিল।

কলেজের ছাত্র দণ্ডিত

চট্টগ্রাম সন্ধ্যা আদেশ ভঙ্গের অভিযোগে কানুনগোপাড়ার কলেজের ছাত্র অর্জ্জুনচন্দ্র দে সদর মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেটের আদালতে অভিযুক্ত হইয়া বিচারে ৩ মাস সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছে।

এলাহাবাদে কারাদণ্ড

জনসাধারণকে সরকার কর্ত্তৃক বিজ্ঞাপিত বা ইস্তাহারে ঘোষিত দেনা মিটাইতে নিষেধ পূর্ব্বক উত্তেজিত করার অভিযোগে ফিরোজ গান্ধী এবং অপর দুইজন কংগ্রেস কর্ম্মী এলাহাবাদের অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট কর্ত্তৃক যুক্তপ্রদেশ বিশেষক্ষমতা আইন অনুযায়ী দোষী সাব্যস্ত হন। আসামীদিগের প্রত্যেকের প্রতি ছয় মাস করিয়া সশ্রম কারাদণ্ড প্রদত্ত হয়।

রিভলভার সহ গ্রেপ্তার

কসবা থানার এলেকাধীন কুটি হইতে এই মর্ম্মে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে, এই সহরের একজন যুবককে তথায় রিভলভারসহ গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

বিশ্ব বিশ্রুত শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত

শ্রীচৈতন্য ভাগবত

বিরাট দ্বিতীয়-সংস্করণ

গৌড়ীয়াচার্য্যভাস্কর প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ কর্ত্তৃক গৌড়ীয়ভাষ্য ও বিবৃতিসহ প্রকাশিত। সংস্কৃত শ্লোক-সমূহের অন্বয়, অনুবাদ ও ব্যাখ্যা সন্নিবেশিত। প্রতি অধ্যায়ের কথাসার, অধ্যায়-সূচী, শ্লোক-সূচী, পয়ার-সূচী, স্থান-সূচী, পাত্র-সূচী ও গ্রন্থকার শ্রীল বৃন্দাবন দাস গোস্বামীর জীবনী প্রভৃতি মহামূল্য-রত্নে অলঙ্কৃত।

ভিক্ষা—সর্ব্বসাধারণের সুবিধার জন্য ১২৲ স্থলে এখনও ৬৲ ছয়টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—

১। শ্রীচৈতন্য মঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

২। শ্রীগৌড়ীয় মঠ
পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

দেশী বিদেশী সকলপ্রকার বার্লী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও সুলভ

সুপ্রসিদ্ধ চিকিৎসকগণ কর্ত্তৃক অনুমোদিত

শিশুর খাদ্য ও রোগীর পথ্য

পঞ্চাশ বৎসরের পরিচিত ও পরীক্ষিত

কে সি বসু এণ্ড কোং
শ্যামবাজার ষ্টীম বিস্কুট এণ্ড বার্লী ফ্যাক্টরী
কলিকাতা।

ইউনিয়ন বোর্ডের ফর্ম্ম

ফর্ম্ম সর্ব্বদা বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত থাকে। অর্ডার পাইলে আমরা অতি ত্বরিত গতিতে রেজেষ্টারী বহির উপরে ইউনিয়ন বোর্ডের নাম ও নম্বর নং লেবেল ছাপাইয়া আটিয়া সরবরাহ করিয়া থাকি। কতকগুলি ফরমের তালিকা নিম্নে দেওয়া গেল—

আসেসমেণ্ট তালিকা

ইউনিয়ন বোর্ডের, বেঞ্চের এবং কোর্টের যাবতীয়

১ নং ফরম প্রতি শত ১৲ টাকা।

বজেট এষ্টিমেট

২নং ফরম প্রতি খানা /০ আনা, প্রতি শত ৪৲ টাকা।

ক্যাস বহি

৩ নং ফরম (আয় ব্যয়ের জমা খরচের বহি) ১০০ পৃষ্ঠার বহি ১৲

আদায়ের রেজেষ্টারী

৪ নং ফরম ১০০ পৃষ্ঠার বহি ১৲ টাকা, ২০০ পৃষ্ঠার বহি ২৲ টাকা।

দৈনিক আদায়ের রেজেষ্টারী

৫ নং ফরম ১০০ পৃষ্ঠার বহি ১৲ টাকা, ২০০ পৃষ্ঠার বহি ২৲ টাকা।

খোঁয়াড় ও খেয়াঘাটের জমার রেজেষ্টারী

৬ নং ফরম প্রতি বহি ১৲ টাকা।

মুৎফরাক্কা রসিদ

৭ নং ফরম প্রতি বহি ॥০ আনা।

অগ্রিম দেওয়া টাকার রেজেষ্টারী

৮ নং ফরম প্রতি বহি ১৲ টাকা।

মাসিক হিসাব নিকাশের রেজেষ্টারী

৯ নং ফরম ১০০ পৃষ্ঠার বহি ১৲ টাকা, ২০০ পৃষ্ঠার বহি ২৲ টাকা।

জন্ম ও মৃত্যু সংখ্যার রেজেষ্টারী প্রতি বহি ১৲ টাকা।

'স' ফরম দফাদার বা চৌকীদারের বেতন বিলির রেজেষ্টারী প্রতি বহি ১৲ টাকা।

'ডি' ফরম দফাদার বা চৌকীদারের বেতনের রেজেষ্টারী হাতচিঠা প্রতি বহি ১৲ টাকা।

'ই' ফরম দফাদার বা চৌকীদারের বেতন বিলির ফরম প্রতি কাপি ৫ পয়সা, প্রতি শত ১৲ টাকা।

"জি ফরম" দণ্ড বিষয়ক কার্য্য-প্রণালী প্রতি কাপি ৫ পয়সা প্রতি শত ১৲ টাকা

আইন ফরম জারীর জন্য প্রাপ্ত পরওয়ানার রেজেষ্টারী প্রতি বহি ১৲ টাকা।

জরিমানা মুচলেকা প্রভৃতি পাওনা টাকার রেজেষ্টারী প্রতি বহি ১৲ টাকা।

প্রাপ্ত চিঠির রেজেষ্টারী—১ খানা ১৲ টাকা।

প্রেরিত চিঠির রেজেষ্টারী—১ খানা ১৲ টাকা।

গাড কাগজ—প্রত্যেকটী ৵০ আনা।

মিটিংএর নোটীশ বহি—১ খানা ॥০ আনা।

নোটিশ বহি—১ খানা ॥০ আনা

জন্মের হাতচিঠা—প্রতি বহি ।০ আনা।

মৃত্যুর হাতচিঠা—প্রতি বহি ।০ আনা।

নকলের দরখাস্তের রেজেষ্টারী বহি—১ খানা ১৲ টাকা।

দেওয়ানি মামলার রেজেষ্টারী বহি—১ খানা ১৲ টাকা।

প্রত্যেক প্রকার বেঞ্চ ও কোর্টের সমন পরওয়ানা প্রভৃতি শত ॥০ আনা হিসাবে পাওয়া যায়।

নিবেদক—ম্যানেজার, ভারত প্রেস হাইষ্ট্রীট কৃষ্ণনগর নদীয়া

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক
— পারমার্থিক পত্র —
শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশ
তনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনম্,
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং
প্রেমা পুমর্থো মহান্,
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং
তত্রাদরো নঃ পরঃ॥

৮ম বর্ষ | ২৫ নারায়ণ গৌরাব্দ ৪৪৭, ১২ই পৌষ বঙ্গাব্দ ১৩৪০, ২৭শে ডিসেম্বর ইং ১৯৩৩, বুধবার | ২৫০ তম সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

গত ২০শে ডিসেম্বর ঢাকা শ্রীমাধব গৌড়ীয়মঠের উদ্যোগে শ্রীমঠের সম্মুখে এক বৃহতী সভার অধিবেশন হইয়াছিল। অপরাহ্ন ৪ ঘটিকার সময় হইতেই শ্রীমঠের বারান্দায় ভক্তমণ্ডলী শ্রীসংকীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন। এদিকে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ কয়েকজন ভক্ত-সঙ্গে কমলাপুরে শ্রীগোপালজীউ দর্শন এবং পরশ্বদ শ্রীগোপালদেবের উৎসবের আয়োজনের ব্যবস্থা সন্দর্শন করিবার জন্য শুভবিজয় করেন। ইতোমধ্যে সন্ধ্যা হইয়া আসিল। ক্রমে উপরে আরাত্রিকের ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল। ভক্তগণ ক্রমে ক্রমে উপরে উঠিয়া সন্ধ্যারাত্রিকের ঘণ্টা বাজাইতে আরম্ভ করিলে বহু লোক আসিয়া আরাত্রিক দর্শন করিতে লাগিলেন। কীর্ত্তনীয়াগণ সন্ধ্যারতি-গান কীর্ত্তন করিলেন। আরাত্রিকান্তে সকলে নিম্নে আসিয়া স্থান গ্রহণ করিলে পুনরায় কীর্ত্তনারম্ভ হইল। ইতোমধ্যে শ্রীমদ্ ভারতী মহারাজ কমলাপুর হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন; ক্রমে ঘণ্টা বাজিল।

শ্রীমদ্ ভারতী মহারাজ আসিয়া আসন অলঙ্কৃত করিলে কীর্ত্তন শেষ হয়। পূজ্যপাদ স্বামীজী মহারাজ প্রথমে দণ্ডায়মান হইয়া পণ্ডিত শ্রীপাদ সিদ্ধস্বরূপ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী মহোদয়ের পরিচয় করাইয়া দেন। তখন ব্রহ্মচারীজী, মহারাজের আদেশানুসারে শ্রীগুরুপাদপদ্ম-বন্দনামুখে "শ্রীমাধব-গৌড়ীয় মঠে মহামহোৎসব" সম্বন্ধে প্রাঞ্জল ভাষায় সুন্দরযুক্তিপূর্ণ একটী নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা করেন। শ্রীমাধব-গৌড়ীয়ের পরিচয় মুখে মহামহোৎসবের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে ব্রহ্মচারীজী বলেন—'শ্রীচৈতন্যানুগ জনগণই ব্রহ্ম-মাধ্বগৌড়ীয় সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত। যাঁহারা শ্রৌতধারায় নিজ পরিচয় দেন না তাঁহাদের সঙ্গ করা আমাদের পক্ষে নির্ভয় নহে। সম্প্রদায় বিহীন মন্ত্র বিফল। অতএব সৎ সম্প্রদায় স্বীকার করিয়া যাঁহারা মহাজনের পথানুসরণ করেন তাঁহারাই সাধু।' তৎপরে তিনি মহামহোৎসবের প্রয়োজনীয়তার দিগ্‌দর্শন করিয়া উপবেশন করিলেন।

অনন্তর জ্যপাদ শ্রীমদ্ ভারতী মহারাজ তাঁহার স্বভাবসুলভ বজ্রগম্ভীর নিনাদে সভাস্থল কম্পিত করিয়া 'মহোৎসব কাহাকে বলে? এবং তাহাতে আমাদের কি লভ্য হয়' তদ্বিষয়ে শাস্ত্রযুক্তিমূলে সারগর্ভ বক্তৃতা প্রদান করেন। তিনি বলেন 'শ্রীমন্মহাপ্রভু ও শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর আদর্শে আমরা এই মহামহোৎসবের কথা জানিতে পারি। এই মহোৎসবে সাধুসঙ্গ, হরিকথা-শ্রবণ-কীর্ত্তন, ভগবৎপ্রসাদ সেবন প্রভৃতি ভক্ত্যঙ্গ যাজিত হয়। জীবমাত্রই আনন্দের প্রার্থী। যতক্ষণ তাঁহারা নিত্যানন্দের সন্ধান না পান ততক্ষণ জড়ীয় আনন্দ, বা আনন্দের বিকৃত প্রতিফলনে আকৃষ্ট থাকেন। গৌরকৃষ্ণ-ভক্তিই জীবকে নিত্যানন্দ প্রদান করিতে পারে। সুতরাং মহোৎসবের দ্বারা জীবের কৃষ্ণভক্তি জন্মাইয়া জীবের প্রতি দয়ার চরমকাষ্ঠা প্রদর্শিত হয়। জীব কৃষ্ণকীর্ত্তন-মহোৎসবে যোগদান করিলেই নিত্যানন্দের সন্ধান পাইয়া শ্রীনিত্যানন্দ-চরণে আকৃষ্ট হয়। কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগাদির দ্বারা জীবের চিত্ত নির্ম্মল হয় না বলিয়া তত্তৎ-মতাবলম্বী জনগণ প্রকৃত বা নিত্যানন্দ বা নিত্যানন্দ লাভ করিতে পারেন না।

কৃষ্ণভক্তিই একমাত্র জীবের চিত্তকে নির্ম্মল করাইয়া কৃষ্ণপাদপদ্মে আকৃষ্ট করায় এবং নিত্যানন্দলাভের একমাত্র অধিকারী করে। সেই কৃষ্ণভক্তিপ্রদাতা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভুর দয়ালব্ধ বৈষ্ণবগণের বিমল সঙ্গ হইতে শ্রীগৌরকৃষ্ণভক্তি লাভ করাই আমাদের এই উৎসবের ফল বা প্রয়োজনরূপে লভ্য' প্রভৃতি বহু বিষয় স্বামীজী শ্রোতৃমণ্ডলীকে বুঝাইয়া দেন।

শ্রোতৃমণ্ডলী মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় তাঁহার দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া মনোযোগসহকারে হরিকথা শ্রবণ পূর্ব্বক পরম প্রীতিলাভ করেন। তৎপরে শ্রীমহামন্ত্র কীর্ত্তন এবং শ্রীভগবানের প্রসাদ-বিতরণান্তে সভা ভঙ্গ হয়।

কমলাপুর শ্রীগোপালজীউ মঠে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রকাশ অরণ্য মহারাজ ছায়াচিত্রযোগে 'শ্রীগৌরাঙ্গলীলা' সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। আদি ও অন্তে মধুর কীর্ত্তন হয়। গ্রামের বহু ভদ্রলোক ও ভদ্রমহিলা এইপ্রকার প্রচারপ্রণালী সন্দর্শন করিয়া এবং পূজ্যপাদ মহারাজের শ্রীমুখ-নিঃসৃত বাণী শ্রবণ করিয়া বিশেষ উপকৃত ও পরমানন্দ লাভ করেন। শ্রীমদ্ অরণ্য মহারাজ মহাপ্রভুর আবির্ভাবের পূর্ব্বাবস্থা ও আবির্ভাবের পরে নানাপ্রকারে জীবচিত্ত-সংশোধন, জগাই মাধাই-উদ্ধার প্রভৃতি লীলাগুলি বিশেষভাবে বুঝাইয়া দিয়া সকলকে পরমানন্দ সাগরে নিমজ্জিত করেন। স্বামীজী মহারাজ শ্রীচৈতন্যবাণী কীর্ত্তনমুখে পরদিবসের শ্রীগোপালজীউর উৎসবের আবাহনগীতি গান করিয়া গ্রামবাসীর মনে উৎসবের সাড়া ফেলিয়া দিয়াছেন।

গত ২২শে ডিসেম্বর শ্রীধাম-মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠে শ্রীমদ্ভাগবত-পাঠকালে উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ গৌরদাস ব্রহ্মচারী কাব্যব্যাকরণতীর্থ ভক্তিশাস্ত্রী মহোদয় বলেন — মুক্ত-জীব আপনার সেব্যবস্তু ভগবানের বিকার দর্শন করিবার অবকাশ পান না। ভগবৎসেবাবিমুখতাক্রমে যেকালে জৈবধর্ম্মে মায়ার ত্রিগুণান্তর্গতত্ব-প্রাপ্তি ঘটে সেইকালে চিন্ময় জীবানুভূতি আংশিক সুপ্ত হওয়ায় অচিৎবৃত্তিক্রমে চিদ্বৃত্তি-রহিত হন। জীবের তাদৃশ অবস্থাই—জড়াভিনিবিষ্ট বুদ্ধিতে অবস্থান। তখন তিনি অবুধ। প্রাকৃত মনবুদ্ধি-অহঙ্কার তাঁহার নিত্য স্বরূপকে আচ্ছাদন করায় নিত্য দর্শনাভাববিশিষ্ট হইয়া জীব তাৎকালিক নশ্বর উপাধিতে অস্মিতার আরোপ করেন। সেইকালে শ্রীভগবানের প্রপঞ্চে অবতরণলীলাকে নিজ-সদৃশ গুণময় জড়বুদ্ধি-চালিত মনে করেন। কিন্তু ভগবানের নিত্য লীলায় কোনও নশ্বর ক্রিয়ার অধিষ্ঠান না থাকায় প্রপঞ্চোদিত লীলা হেয়, অনুপাদেয় সসীম ও কালক্ষোভ্য ব্যাপার নহে। বদ্ধজীব-জ্ঞানে প্রতীতের ন্যায় বোধ হইলেও প্রকৃত প্রস্তাবে উহা অপ্রাকৃত। মায়ামোহিত জীবই ভগবানের লীলাকে কর্ম্মফলবাধ্য জীবের অনুষ্ঠানের সহিত সমজ্ঞান করে। এরূপ বুদ্ধি অপরাধজনক ও পাষণ্ডতা।

শ্রীভগবান্ ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ মায়াধীশ। তিনি প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হইলেও বিকারী-ধর্ম্মের সম্পূর্ণ অযোগ্য বলিয়া ত্রিগুণের অন্তর্ভুক্ত হইতে পারেন না। মায়াবশযোগ্য জীব ঈশ্বরের এই অতীন্দ্রিয় ঈশিতা বুঝিতে না পারিলেও তাঁহার অনির্ব্বচনীয়া ঐশী শক্তি গুণত্রয়কে প্রবল হইতে দেয় না। তিনি অলৌকিক-শক্তিসম্পন্ন হইয়া তাঁহার প্রাকৃত-রাজ্যে অবতরণ করিয়াও সিদ্ধি অধিকারিক দেবতার ন্যায় প্রাকৃত বিধানের বাধ্য হন না।

গুরু কৃষ্ণরূপ হন শাস্ত্রের প্রমাণে। গুরুরূপে কৃষ্ণ কৃপা করেন ভক্তগণে॥

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

২৫ নারায়ণ ভূত অনিরুদ্ধ

মহামন্ত্র কীর্ত্তনীয়

[৩]

শ্রীল হরিদাস ঠাকুর যে সংখ্যা-নাম অর্থাৎ মহামন্ত্র কীর্ত্তন করিতেন তাহার প্রমাণ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (অন্ত্য ৩য় পঃ) হইতে উদ্ধৃত হইল। ইহা পাঠ করিলে মহামন্ত্র যে কীর্ত্তনীয় সে সম্বন্ধে কোন প্রকার সংশয় থাকিতে পারে না।

হরিদাস যবে নিজ গৃহত্যাগ কৈলা।
বেনাপোলের বনমধ্যে কতদিন রহিলা॥
নির্জ্জন বনে কুটীর করি' তুলসী-সেবন।
রাত্রি দিনে তিন লক্ষ নাম-সংকীর্ত্তন॥

———

রামচন্দ্রখানের প্রেরিত বেশ্যাকে বলিতেছেন—

হরিদাস কহে, তোমা করিমু অঙ্গীকার।
সংখ্যা-নামকীর্ত্তন যাবৎ না সমাপ্ত আমার॥
তাবৎ তুমি বসি' শুন নাম-সংকীর্ত্তন।
নাম সমাপ্ত হৈলে করিমু যে তোমার মন॥
এত শুনি সেই বেশ্যা বসিয়া রহিলা।
কীর্ত্তন করে হরিদাস প্রাতঃকাল হৈলা॥

* * *

তাবৎ তুমি বসি' শুন নাম-সঙ্কীর্ত্তন।
নাম পূর্ণ হৈলে, পূর্ণ হবে তোমার মন॥

* * *

কোটী-নামগ্রহণ-যজ্ঞ করি এক মাসে।
এই দীক্ষা করিয়াছি হৈল আসি শেষে॥
আজি সমাপ্ত হবে হেন জ্ঞান ছিল।
সমস্ত রাত্রি নিলুঁ নাম সমাপ্ত না হৈল॥

* * *

কীর্ত্তন করিতে ঐছে রাত্রি শেষ হৈল।
ঠাকুরের সনে বেশ্যার মন ফিরি' গেল॥

———

বেশ্যা শরণাগতা হইলে পর তাহাকে উপদেশ।

নিরন্তর নাম কর তুলসী-সেবন।
অচিরাতে পাবে তবে কৃষ্ণের চরণ॥

বেশ্যাবৃত্তি ছাড়িয়া বেশ্যার শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের নিকট নাম শ্রবণ করিয়া তাঁহার আজ্ঞায় নামকীর্ত্তন।

মাথা মুড়ি' এক বস্ত্রে রহিল সেই ঘরে।
রাত্রি দিনে তিন লক্ষ নাম গ্রহণ করে॥

———

ঠাকুর চাঁদপুরে হিরণ্য-গোবর্দ্ধনের সভায় আসিলে সভাস্থ জনগণের ঠাকুরের মহিমা কীর্ত্তন।

তিন লক্ষ নাম ঠাকুর করেন কীর্ত্তন।
নামের মহিমা উঠাইল পণ্ডিতগণ॥

ঠাকুরের শান্তিপুরে গোফায় নামকীর্ত্তন, তথায় দেবী মায়ার আগমন ও মায়াকে কৃষ্ণ-নাম কীর্ত্তনের উপদেশ।

হরিদাস করে গোফায় নাম-সংকীর্ত্তন।
কৃষ্ণ অবতীর্ণ হইবেন এই তাঁর মন॥

* * *

একদিন হরিদাস গোফাতে বসিয়া।
নাম-সংকীর্ত্তন করেন উচ্চ করিয়া॥

* * *

সংখ্যা-নাম-সংকীর্ত্তন এই মহাযজ্ঞ মন্তে।
তাহাতে দীক্ষিত আমি হই প্রতিদিনে॥
যাবৎ কীর্ত্তন সমাপ্ত নহে, না করি অন্য কাম।
কীর্ত্তন সমাপ্ত হৈলে হয় দীক্ষার বিশ্রাম॥
দ্বারে বসি' শুন তুমি নাম-সঙ্কীর্ত্তন।
নাম সমাপ্ত হৈলে করিমু তব প্রীতি আচরণ
এত বলি' করেন তেঁহো নাম সংকীর্ত্তন।
সেই নারী বসি' করে শ্রীনামশ্রবণ॥
কীর্ত্তন করিতে আসি প্রাতঃকাল হৈল।
প্রাতঃকাল দেখি নারী উঠিয়া চলিল॥

* * *

মহাভাগবত তুমি তোমার দর্শনে।
তোমার কৃষ্ণনাম-কীর্ত্তন-শ্রবণে॥

* * *

এত বলি' বন্দিলা হরিদাসের চরণ।
হরিদাস কহে কর কৃষ্ণ-সংকীর্ত্তন॥

(চৈঃ চঃ অন্ত্য ৩য় পঃ)

সনাতন গোস্বামী কর্ত্তৃক হরিদাস-স্তুতি।

প্রত্যহ কর তিন লক্ষ নাম সংকীর্ত্তন।
সবার আগে কর নামের মহিমা কথন॥

(চৈঃ চঃ অন্ত্য ৪র্থ পঃ)

———

নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুর যে উচ্চ-সঙ্কীর্ত্তন করিতেন এবং উচ্চকীর্ত্তনের মাহাত্ম্য যে অধিক ইহা তিনি হরিনদী-গ্রামের জনৈক দুর্জ্জন ব্রাহ্মণের প্রশ্নের উত্তর-প্রদানমুখে শাস্ত্রযুক্তিমূলে যে বিচার করিয়াছেন সেই বৃত্তান্তটী নিম্নে শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত আদি ষোড়শ অধ্যায় হইতে উদ্ধৃত হইল।

নিরবধি হরিদাস গঙ্গা-তীরে-তীরে।
ভ্রমেণ কৌতুকে কৃষ্ণ বলি উচ্চৈঃস্বরে॥
সেই মতে আইলেন ফুলিয়া-নগরে।
কৃষ্ণনাম বলিতে বলিতে উচ্চৈঃস্বরে॥
উচ্চ করি হরিনাম লইতে লইতে।
আইলেন হরিদাস ব্রাহ্মণ-সভাতে॥
হেন মতে হরিদাস বিপ্রগণ-সঙ্গে।
নির্ভয়ে করেন সংকীর্ত্তন মহারঙ্গে॥
তিন লক্ষ নাম দিনে করেন গ্রহণ।
গোফা হৈল তাঁর যেন বৈকুণ্ঠ-ভবন॥
তথাপি হরিদাস উচ্চৈঃস্বর করি'।
বলেন প্রভুর সঙ্কীর্ত্তন মুখ ভরি'॥
ইহাতেও অত্যন্ত দুষ্কৃতি পাপিগণ।
না পারে শুনিতে উচ্চ-হরিসঙ্কীর্ত্তন॥
হরিনদী-গ্রামে এক ব্রাহ্মণ দুর্জ্জন।
হরিদাসে দেখি' ক্রোধে বলয়ে বচন॥
ওহে হরিদাস একি ব্যভার তোমার।
ডাকিয়া যে নাম লহ কি হেতু ইহার॥
মনে-মনে জপিবা এই সে ধর্ম্ম হয়।
ডাকিয়া লইতে নাম কোন্ শাস্ত্রে কয়॥
কার শিক্ষা হরিনাম ডাকিয়া লইতে।
এই ত' পণ্ডিত-সভা বলহ ইহাতে॥
হরিদাস বলেন ইহার যত তত্ত্ব।
তোমরা সে জান হরিনামের মাহাত্ম্য॥
তোমরা সবার মুখে শুনিয়া সে আমি।
বলিতে কি বলবাঙ যেবা কিছু জানি॥
উচ্চ করি লইলে শত-গুণ পুণ্য হয়।
দোষ ত' না কহে শাস্ত্রে গুণ সে বর্ণয়॥

তথাহি "উচ্চৈঃ শতগুণ ভবেৎ।"

বিপ্র বলে উচ্চনাম করিলে উচ্চার।
শতগুণ ফল হয় কি হেতু ইহার॥
হরিদাস বলেন শুনহ মহাশয়।
যে তত্ত্ব ইহা বেদে ভাগবতে কয়॥
সর্ব্বশাস্ত্র স্ফুরে হরিদাসের শ্রীমুখে।
লাগিলা করিতে ব্যাখ্যা কৃষ্ণানন্দ-সুখে॥
শুন বিপ্র সকৃৎ শুনিলে কৃষ্ণনাম।
পশু পক্ষী কীট যায় শ্রীবৈকুণ্ঠ-ধাম॥

শ্রীভাগবতে দশম-স্কন্ধে সুদর্শন-বচনম্
(১০।৩৪।১৭)

যন্নাম গৃহ্ণন্নখিলান্ শ্রোতৄনাত্মানমেব চ।
সদ্যঃ পুনাতি কিং ভূয়স্তস্য স্পৃষ্টঃ পদা হি তে॥

পশু পক্ষী কীট আদি বলিতে না পারে।
শুনিলেই হরিনাম তারা সব তরে॥
জপিলে সে কৃষ্ণনাম আপনি সে তরে।
উচ্চ-সঙ্কীর্ত্তনে পর-উপকার করে॥
অতএব উচ্চ করি' কীর্ত্তন করিলে।
শতগুণ ফল হয় সর্ব্ব-শাস্ত্রে বলে॥

শ্রীনারদীয়ে প্রহ্লাদ বাক্যম্—

জপতো হরিনামানি স্থানে শতগুণাধিকঃ।
আত্মানঞ্চ পুনাত্যুচ্চৈর্জ্জপন্ শ্রোতৄন্ পুনাতি চ॥

জপকর্ত্তা হৈতে উচ্চ সঙ্কীর্ত্তনকারী।
শতগুণাধিক ফল পুরাণেতে ধরি॥
শুন বিপ্র মন দিয়া ইহার কারণ।
জপি' আপনারে সবে করয়ে পোষণ॥
উচ্চ করি' করিলে গোবিন্দ-সঙ্কীর্ত্তন।
জন্তু মাত্র শুনিয়া পায় বিমোচন॥
জিহ্বা পাইয়াও নর বিনা সর্ব্বপ্রাণী।
না পারে বলিতে কৃষ্ণনাম হেন ধ্বনি॥
ব্যর্থ-জন্ম তাহারা নিস্তরে যাহা হৈতে।
বল দেখি কোন্ দোষ সে-কর্ম্ম করিতে॥
কেহ আপনারে মাত্র করয়ে পোষণ।
কেহ বা পোষণ করে সহস্রেক জন॥
দুয়েতে কে বড় ভাবি' বুঝহ আপনে।
এই অভিপ্রায় গুণ উচ্চ-সঙ্কীর্ত্তনে॥

শ্রীনারদীয়ে প্রহ্লাদবাক্যম্—

নামোচ্চারণমাহাত্ম্যং শ্রূয়তে মহদদ্ভুতম্।
যদুচ্চারণমাত্রেণ নরো যায়াৎ পরং পদম্॥

সেই বিপ্র শুনি হরিদাসের কথন।
বলিতে লাগিল ক্রোধে মহা দুর্ব্বচন॥
যে ব্যাখ্যা করিলি তুই এ যদি না লাগে।
তবে তোর নাক কাণ কাটি তোর লাগে॥
প্রত্যুত্তর আর কিছু তারে না করিয়া।
চলিলেন উচ্চ করি' কীর্ত্তন গাইয়া॥
সে বিপ্রাধমের কত দিবস থাকিয়া।
বসন্তে নাসিকা তার পড়িল খসিয়া॥

(হরিদাস ঠাকুর)

———

শ্রীমন্মহাপ্রভু মহামন্ত্র উচ্চৈঃস্বরে কীর্ত্তন করিতেন এবং তৎকালে যাহারা 'পাষণ্ডী হিন্দু' বলিয়া পরিচিত ছিল তাহারা যে মহামন্ত্র-কীর্ত্তনের বিরোধী হইয়া কাজীর নিকট অভিযোগ করিতে গিয়াছিল অর্থাৎ যাহারা মহামন্ত্র-কীর্ত্তনের বিরোধী তাহারাই পাষণ্ডী ইহা শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-রচয়িতা শ্রীল কবিরাজ গোস্বামীর লিখিত নিম্নোক্ত পয়ারগুলি দ্বারাই প্রমাণিত হয়।

হেনকালে পাষণ্ডী হিন্দু পাঁচ সাত আইল।
(কাজীর নিকট)
আসি কহে হিন্দুর ধর্ম্ম ভাঙ্গিল নিমাই।
যে কীর্ত্তন প্রবর্ত্তাইল কভু শুনি নাই॥
উচ্চ করি' গায় গীত দেয় করতালি।
মৃদঙ্গ-করতাল শব্দে কর্ণে লাগে তালি॥
কৃষ্ণের কীর্ত্তন করে নীচ বাড় বাড়।
এই পাপে নবদ্বীপ হইবে উজাড়॥
হিন্দুশাস্ত্রে ঈশ্বরনাম মহামন্ত্র জানি।
সর্ব্বলোক শুনিলে মন্ত্রের বীর্য্য হয় হানি॥

(চৈঃ চঃ আদি ১৭শ পঃ)

———

শ্রীমন্মহাপ্রভু শিক্ষাষ্টকের তৃতীয় শ্লোকে সর্ব্বদা উচ্চকীর্ত্তনেরই আদেশ করিয়াছেন—

তৃণাদপি সুনীচেন তরোরপি সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ॥

———

"মহামন্ত্র যে উচ্চৈঃস্বরে" কীর্ত্তনী[য়] তাহার প্রমাণ-সূচক অগ্নিপুরাণোক্ত নিম্ন লিখিত শ্লোকটী গোস্বামি-শাস্ত্রের বহুস্থা[নে] দৃষ্ট হয়।

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
রটন্তি হেলয়া বাপি তে কৃতার্থা ন সংশয়ঃ

রটনা—শব্দের অর্থ ঘোষণা বা শব্দ প্রচার অর্থাৎ কীর্ত্তন। অতএব অগ্নিপুরা[ণ] ও গোস্বামি-শাস্ত্রসমূহে 'হরেকৃষ্ণ' মহাম[ন্ত্রের] উচ্চকীর্ত্তনেরই সমর্থন করিয়াছেন।

সঙ্গতি—অতএব পূর্ব্বোক্ত বিবি[ধ] প্রকার শাস্ত্রযুক্তিমূলে বিচারের দ্বারা মহাজনগণের আদর্শ-প্রদর্শন দ্বারা প্রমাণি[ত] হইল যে "মহামন্ত্র কীর্ত্তনীয়" ইহা স্বীকা[র] করিলে সর্ব্বপ্রকার সঙ্গতি সাধিত হয় অর্থা[ৎ] ইহাতে ব্যাকরণগত অর্থসঙ্গতি, সাধ্বা শাস্ত্রবাক্যের সহিত সঙ্গতি, শ্রীমন্মহাপ্রভু নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের আচা[র] প্রচারের সহিত সর্ব্বতোভাবে সঙ্গতি সাধি[ত] হইতেছে কিন্তু পূর্ব্বপক্ষকারীদের মত স্বীক[ার] করিলে অর্থাৎ "মহামন্ত্র কীর্ত্তনীয় নহে" বলিলে সর্ব্বপ্রকার সঙ্গতির ব্যাঘাত ঘটে। (১) মহামন্ত্রে সম্বোধন বিভক্তি থাকিলে এবং প্রণব-সংযুক্ত ও চতুর্থী-বিভক্ত্যন্ত না থাকিলেও বলপূর্ব্বক 'উহা কেবল জপ্য কীর্ত্তনীয় নহে' এই কথা বলা হইতেছে

ইহাতে ব্যাকরণগত অর্থ-বিপর্য্যয় হয় তাহাতে ঐ প্রকার উক্তি হাস্যোদ্দীপক হইয়া পড়ে।

(২) ঐ কল্পিত সিদ্ধান্তটীর সহিত কোন সাত্বতশাস্ত্রের সিদ্ধান্তের সঙ্গতি হয় না।

(৩) গুরুপারম্পর্য্য-উল্লঙ্ঘনজনিত দোষ বা মহা অপরাধ ঘটে এবং শ্রীমন্মহাপ্রভু ও নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুরকে কেবল মুখে মানিয়াও, তাঁহাদের অনুগত বলিয়া পরিচয় দিয়াও তাঁহাদের আচার-প্রচারের সম্পূর্ণ বিরুদ্ধাচরণ করা হয় অর্থাৎ শ্রৌতসিদ্ধান্ত বা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-মহাপ্রভুর সিদ্ধান্তের সহিত সঙ্গতি হয় না। অতএব দেখা যাইতেছে যে 'মহামন্ত্র কীর্ত্তনীয় নহে' বলিলে সর্ব্বপ্রকার সঙ্গতির ব্যাঘাত ঘটে। সঙ্গতি ভিন্ন কোন সিদ্ধান্তেরই প্রতিষ্ঠা নাই। অতএব পঞ্চাঙ্গ বিচার দ্বারা পূর্ব্বপক্ষকারীর কল্পিত অসৎ মত খণ্ডিত হইল।

গৃহে সুখ কোথায়?

(২)

গৃহব্রতগণ এতই নির্কোধ যে তাঁহারা গৃহাসক্তির দুর্দ্দশা প্রত্যহ শত শত দেখিতেছেন, অথচ তাঁহারা গৃহব্রতধর্ম্ম বেশ যত্নের সহিত ধরিয়া রাখিতেছেন, মনে করিতেছেন তাঁহাদের বোধ হয় সেরূপ দুর্দ্দশা হইবে না। আবার তাঁহারা আরও অধিক নির্ব্বুদ্ধিতার পরিচয় দেন তখন যখন তাঁহারা নিজে ভুক্তভোগী হইয়াও, গৃহাসক্তির দণ্ড পদে পদে পাইয়াও—

"মতির্ন কৃষ্ণে পরতঃ স্বতো বা
মিথোঽভিপদ্যেত গৃহব্রতানাম্।
অদান্তগোভির্বিশতাং তমিস্রং
পুনঃ পুনশ্চর্ব্বিতচর্ব্বণানাম্॥"

—গৃহব্রতগণের মতি কোন প্রকারে কৃষ্ণ-পাদপদ্মে নিবিষ্ট হয় না। তাঁহাদের ইন্দ্রিয়সমূহ অবশ; তাঁহারা ইন্দ্রিয়-পরিচালিত হইয়া পরিণামে দুঃখকর সংসার-সুখে প্রমত্ত হ'ন। তাঁহারা চর্ব্বিত বিষয়ে কোন মিষ্ট রস না পাইলেও তাহা পুনঃ পুনঃ চর্ব্বণ করিয়াও ক্ষান্ত হন না, ইহাই তাঁহাদের ঘোর দুর্দ্দৈব।

গৃহব্রত, গৃহমেধী বা গৃহী-বাউলের বিশেষত্ব এই যে তাঁহারা পারমার্থিক সাধুর চেষ্টা আদৌ বুঝিতে পারেন না। তাঁহারা মনে করেন যে, গৃহাসক্তির প্রকৃষ্ট পরিচয়ই বুঝি পরমধর্ম্ম। তাই যাঁহারা গৃহব্রত-ধর্ম্মকে সমাদর না করিয়া যুক্তবৈরাগ্যের সহিত ভগবদ্ভজনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তাঁহাদিগকে নিজেদের হেয় আদর্শে গঠিত করিতে চা'ন, অথবা তাহা না করিয়া তাঁহাদের বিপরীতধর্ম্মা ফল্গুবৈরাগীকে বহুমানন করিবার ভাণে যুক্তবৈরাগ্যকে ভোগের সহিত সমজ্ঞান করিয়া বৈষ্ণবাপরাধ করিয়া বসেন। বৈষ্ণবদাস যে জগতের সর্ব্বপদার্থের দ্বারা হরিভজন করিতে প্রবৃত্ত গৃহব্রত ভোগিগণ তাহা উপলব্ধি করিতে অসমর্থ হইয়া অসূয়া-পরবশ-চিত্তে বৃথা ভক্তদ্রোহ করিয়া নিজের সমূহ অমঙ্গল আনয়ন করেন। আমরা কবে বৈষ্ণব-কৃপা পাইয়া বৈষ্ণবচরণে মৎসরতারূপ ঘোর শত্রুর হস্ত হইতে রক্ষা পাইয়া বৈষ্ণবাপরাধ-মুক্ত হইব ও নিজে গৃহব্রত-ধর্ম্ম ছাড়িয়া বৈষ্ণবের আনুগত্যে যুক্তবৈরাগ্য শিখিব? শুদ্ধ বৈষ্ণবগণ কবে আমাদিগকে কৃপা করিবেন? হায় কাল মুখব্যাদান করিয়া আমাদিগকে গ্রাস করিতে আসিতেছে, তাহা দেখিয়াও আমরা দেখিতেছি না, সাধুগণের উচ্চৈঃস্বরে সতর্কীকরণ শুনিয়াও শুনিতেছি না, নিজের আসন্নবিপদ বুঝিয়াও বুঝিতেছি না, হায় আমাদের দুর্দ্দশা কি হইবে? ঐ দেখ কালরূপ ব্যাধ দুঃখদা ভোগরূপিণী বাগুরা বিস্তার করিয়া আমাদিগের চিৎ-বৃত্তির স্বাধীনতা সম্পূর্ণরূপে রুদ্ধ করিতে প্রয়াস পাইতেছে! ঐ দেখ, বাগুরা আমাদিগকে আচ্ছন্ন করিল! হায়, হায়, ভোগের উপকরণ জ্ঞানে ঐ বাগুরাকেই গাত্রে জড়াইয়া আমাদের বন্ধন আরও দৃঢ় করিয়া ফেলিতেছি!—হে অনাথের নাথ, পতিতপাবন প্রভো, হে মুকুন্দ-প্রিয়তম গুরুবর! আমি তোমার সর্ব্বাপেক্ষা অযোগ্য দাস হইলেও কৃপার অযোগ্য নহি, কেন না আমি পতিতাধম, তুমিও পতিত-পাবন, আমাকে কেশে ধরিয়া ঐ ভীষণ পাশ হইতে উত্তোলনপূর্ব্বক মুক্ত কর, আমার নিজের সামর্থ্য নাই, বুদ্ধি নাই যে আমি উদ্ধার পাইব। আমার নিজের উপর ভরসা করিলে আমি আরও জড়াইয়া পড়িব। হায়, আমি আমার ভরসা কবে ছাড়িব!

হরিসভা

(২)

কিন্তু আজকাল জগতে চিজ্জড়-সমন্বয়-বাদীর প্রাদুর্ভাব হওয়াতে হরিভক্তি-প্রদায়িনী সভার নাম করিয়াও তথায় সাহিত্যালোচনা, দরিদ্রভরণ, চিকিৎসাগার, কাব্যালোচনা, সামাজিক বিষয় যথা বিধবা-বিবাহ, কে ছোট জাত, কে বড় কুলীন ইত্যাদি বিষয় আলোচনা হইয়া থাকে। আবার কোথাও কোথাও স্বদেশীয় উন্নতির আলোচনা ষণ্ড-গবাদির উন্নতি প্রভৃতির বিষয়ও আলোচিত হইয়া থাকে। জাগতিক বিচারে, অক্ষজবাদিগণের ধারণায়, এই সকল কার্য্য মহদনুষ্ঠান বলিয়া পরিজ্ঞাত হইতে পারে কিন্তু হরিভক্তিপ্রদায়িনী সভা ঐ সকল বিষয়-আলোচনার স্থান নহে। যাহারা চিজ্জড়কে সমন্বয় করিতে চেষ্টা করিয়া মুড়ি মিশ্রিকে এক বলিতে চান, পরমহংস ও প্রাকৃত বালক একই শ্রেণীর বলিয়া ধারণা করেন, কাঠের পুতুলে, টেবিলে, পাথরে, ভৌতিকক্রিয়ায় চৈতন্য আগমন করে আবার পরে সেখান হইতে চলিয়া যান মনে করেন, নারায়ণস্থ দরিদ্রতার মধ্যে উপস্থিত হয় বা নারায়ণ দরিদ্ররূপে জগতে আগমন করেন বলিয়া কল্পনা করেন তাঁহারা কখনও হরিভক্তির কথা শুনেন নাই, উপলব্ধি করা ত' দূরের কথা। অনেকে হরিসভার নাম করিয়া তথায় মল্লের আখড়া, গাঁজা খাইবার আড্ডা, তাশ, পাশা, জুয়া-খেলার দোকান বা সারাদিন সংসারের জন্য গাধা-খাটুনীর পর একটা মেয়ে পার্লামেণ্ট, বিশ্রামের বা গ্রাম্যকথা কহিবার বা খোসগল্প-গুজবের স্থানমাত্র করিয়া লইয়াছেন।

হরি নির্গুণ বস্তু, হরিভক্তি নির্গুণ বস্তু, এবং যথায় হরিবিষয়ে আলোচনা হয় সেই স্থানও নির্গুণ স্থান। শ্রীমদ্ভাগবত একাদশ-স্কন্ধে শ্রীভগবান্ উদ্ধবকে বলিয়াছেন—

"বনন্তু সাত্ত্বিকো বাসো গ্রামো
রাজস উচ্যতে।
তামসং দ্যূতসদনং মন্নিকেতনন্তু নির্গুণম্॥"

অর্থাৎ বনবাস সাত্ত্বিক বাস, গ্রাম-বাস রাজসিক বলিয়া কথিত; যথায় দ্যূতাদি ক্রীড়া হয় সেই স্থানে বাস তামস-বাস কিন্তু যেস্থানে শ্রীভগবান্ ও শ্রীভগবদ্ভক্তের বাস বা আলোচনা-স্থান সে-স্থানে বাসই নির্গুণ বাস। শ্রীভগবান্ অন্যত্র নারদকেও বলিয়াছেন—

নাহং তিষ্ঠামি বৈকুণ্ঠে যোগিনাং
হৃদয়ে ন চ।
মদ্ভক্তা যত্র গায়ন্তি তত্র তিষ্ঠামি নারদ।

হে নারদ, আমি আমার নিত্য বসতি-স্থল বৈকুণ্ঠেও থাকি না, ধ্যানপরায়ণ যোগিগণের হৃদয়েও বাস করি না, কিন্তু যেস্থানে আমার শুদ্ধভক্তগণ আমার গুণানুবাদ করেন আমি সেই স্থানেই অবস্থান করি অর্থাৎ সেই স্থানই বৈকুণ্ঠ স্থান কারণ যেথান হইতে কুণ্ঠাধর্ম্ম যে ত্রিগুণাত্মিকা মায়া তাহা বিদূরিত হইয়াছে। সুতরাং হরিসভা শুদ্ধভক্তি-আলোচনার কেন্দ্র। যে স্থানে ভগবানে অব্যভিচারিণী সেবা নাই যেখানে একমাত্র ভগবানের সুখতাৎপর্য্যের চেষ্টা নাই উহা কর্ম্ম, বা নির্ভেদব্রহ্মানুসন্ধানরূপ জ্ঞানালোচনা, কিম্বা কৃত্রিম প্রাণায়ামাদি অষ্টাঙ্গযোগাদি চেষ্টা দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হইয়াছে তাহা ভক্তি নহে। যাঁহার ভক্তিতে বা ভগবানের সেবাতে আস্থা হইয়াছে তিনি ভক্তিকে ঐ সকল কর্ম্মজ্ঞানাদির অধীন বা অপেক্ষাযুক্ত মনে করিতে পারেন না। ভক্তি আত্মার নিত্যস্বরূপবৃত্তি ও সহজ—সুতরাং উহা নশ্বর ইন্দ্রিয়াধীন তর্পণযোগ্য নহে উহা স্বাধীন ও নিরপেক্ষ। গঙ্গার যেমন স্বাভাবিক গতিই সাগরের দিকে অথবা জলের যেমন স্বাভাবিক গতিই নিম্নদিকে কিম্বা ক্ষুদ্র জড় বস্তু যেমন স্বভাবতঃই বৃহজ্জড়বস্তুতে আকৃষ্ট, তদ্রূপ ভগবানের প্রতি জীবাত্মার নিত্যসেবাবৃত্তি বা ভক্তিও স্বাভাবিকী। স্বাভাবিকী সমুদ্রাভিমুখী গঙ্গার সম্মুখে অন্য কোন আগন্তুক বস্তু আনিয়া ধারণ করিলে গঙ্গার স্বাভাবিকী গতি প্রতিহতা হইবে মাত্র। তদ্রূপ ভক্তির নিকট কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগাদির চেষ্টা উপস্থিত করিলে উহাদের দ্বারা ভক্তির স্বাভাবিকী গতিকে বাধা দেওয়ার চেষ্টামাত্র হইবে। শুদ্ধভক্তি নিজেই পরিপূর্ণ-শক্তিশালিনী, অপর আগন্তুক-বস্তু-সহযোগে তাহার শক্তিমত্তা বৃদ্ধি করিবার প্রয়োজন নাই। ভক্তিকে ক্রিয়াবতী করিবার জন্য কর্ম্মজ্ঞানের আবশ্যক হয় না; বরং "ভক্তিমুখনিরীক্ষক কর্ম্ম-যোগ-জ্ঞান"—কর্ম্মজ্ঞানাদি ভক্ত্যুদ্দেশক বা ভক্তির সাহায্য ব্যতীত নিষ্ফল হইয়া থাকে। যে কর্ম্ম ভগবৎসেবাপর নহে তাহা দ্বারা কর্ম্ম-বন্ধন হয়, যে জ্ঞান ভগবানের সহিত জীবের সম্বন্ধজ্ঞান উদয় না করাইয়া চিজ্জড়নির্ভেদ বা নির্ব্বিশেষ জ্ঞানে লইয়া যায় সেই জ্ঞান আত্মবিনাশক, আবার যোগ যদি জীবকে ভগবানের সেবায় নিযুক্ত না করে তাহাও নিরর্থক। শ্রীমদ্ভাগবত এইজন্য পুনঃ পুনঃ বহু ভাষায় বলিয়াছেন—

স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো
ভক্তিরধোক্ষজে।
অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি॥
ধর্ম্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং বিষ্বক্সেন-
কথাসু যঃ।
নোৎপাদয়েদ্ যদি রতিং শ্রম এব হি
কেবলম্॥
নেহ যৎকর্ম্ম ধর্ম্মায় ন বিরাগায় কল্পতে।
ন তীর্থপদসেবায়ৈ জীবন্নপি মৃতো হি সঃ॥

আমরা যতই সৎকার্য্য করি, মহদনুষ্ঠান বা ধর্ম্ম যাজন করি না কেন, যদি শ্রীভগবানের কথায় রুচি না হয় তবে শ্রমমাত্র সার, একমাত্র ভগবানে ও ভগবদ্ভক্তে সেবাবুদ্ধি যদি উপস্থিত না হয় তাহা হইলে আমরা জীবন্মৃত কারণ যাহা হইতে অতীন্দ্রিয় শ্রীভগবানে হেতুরহিতা, কর্ম্মজ্ঞানযোগাদি দ্বারা ব্যবধান-রহিতা ভক্তির উদয় হয় একমাত্র তাহাই প্রাণিমাত্রের শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম।

ফরাসী জার্ম্মাণ বাণিজ্য আলোচনা

লণ্ডনে এক সরকারী ইস্তাহারে প্রকাশ, জার্ম্মাণী ফরাসী প্রস্তাব গ্রহণে অসমর্থ হওয়ায় ফরাসী জার্ম্মাণ বাণিজ্য চুক্তির আলোচনা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে এবং জার্ম্মাণ প্রতিনিধিগণ স্বদেশ গমন করিয়াছেন। বিগত ৮ সপ্তাহ যাবৎ ঐ আলোচনা চলিতেছিল। ফ্রান্স-জার্ম্মাণীর বিরাট অনুকূল বাণিজ্য হ্রাস করিবার জন্য ব্যগ্র। জার্ম্মেণীর অনুকূল বাণিজ্য ১৫০ কোটি ফ্রাঙ্ক বলিয়া হিসাব ধরা হইয়া থাকে।

ফরাসী বৃটিশ আলোচনা

কোয়েডি অর্সেতে ফরাসী বৃটিশ সমরোপকরণ হ্রাসের কথাবার্ত্তা আরম্ভ হয়। স্যার জন সাইমন লর্ড টাইরেল এম সটেম্পাস এবং এম. পলবঁকারের মধ্যে আলোচনা হয়। মধ্যাহ্ন ভোজনের পর আসল কথার আলোচনা হইবে, সকলে এক সঙ্গে ভোজন করিবেন। এক অভিজ্ঞ ফরাসী দর্শকের মত এই যে, আলোচনায় সম্ভবতঃ কেবলমাত্র ফরাসী নীতি বর্ণিত হইবে। ব্রিটিশ নীতি পরিষ্কার জানা যাইবে না। ব্রিটিশের মধ্যবর্ত্তী অবস্থা অত্যন্ত কঠিন বলিয়া স্বীকৃত হইতেছে।

শিলচরে খানাতল্লাস

কলিকাতা পুলিসের উপদেশ অনুযায়ী স্থানীয় পুলিস সেদিন অতি প্রত্যূষে একসঙ্গে সহরের কতকগুলি বাড়ীতে খানাতল্লাসী পূর্ব্বক ঐ সকল স্থানে প্রাপ্ত সমস্ত দশ টাকা এবং পাঁচ টাকার নোটগুলি এবং আরও কয়েকখানি পত্র ও একটি খেলনা বন্দুকও লইয়া যায়

খানাতল্লাসীকালে পাঁচজন যুবককে গ্রেপ্তার করা হয় এবং তাঁহাদিগকে ডেপুটী কমিশনার রায় বাহাদুর পি, সি, চট্টোপাধ্যায়ের এজলাসে হাজির করা হইলে তিনি তাঁদের প্রত্যেককে এক হাজার টাকা করিয়া জামিনে মুক্তি প্রদানপূর্ব্বক এই নির্দ্দেশ দান করেন, যেন তাঁহারা কলিকাতার প্রধান প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেটের এজলাসে হাজির হন। সংবাদ পাওয়া গেল যে, ত্রিগুণে ব্যাঙ্ক প্রতারণা মামলা সম্পর্কে এই গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

এতদ্‌সম্পর্কে কয়েকদিন পূর্ব্বে কলিকাতা হইতে এক পরোয়ানা বলে স্থানীয় পুলিস একখানি দোকানে খানাতল্লাসপূর্ব্বক প্রায় এক হাজার দুইশত টাকা মূল্যের কয়েকখানি নোট লইয়া যায়। দোকানের মালিকের বিরুদ্ধে পরোয়ানা জারি করা হইয়াছিল। উক্ত দোকানদার নিরুদ্দেশ হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ।

পাবনায় তল্লাসীর হিড়িক

গত ১৮ই ডিসেম্বর অতি প্রত্যূষে পুলিশ একসঙ্গে পাঁচটি গৃহে খানাতল্লাসী করে।

হিমাইতপুর নিবাসী শ্রীশচীন্দ্রনাথ লাহিড়ীর গৃহ পুলিশ তল্লাসী করিয়া আপত্তিজনক কিছুই পায় নাই। ডাঃ সতীশচন্দ্র জোয়ার্দ্দারের গৃহ তল্লাসী করিয়া পুলিশ কতকগুলি চিঠিপত্র একখানি গুপ্তি, ও একটা ছোরা লইয়া গিয়াছে। শ্রীমাণিকচন্দ্র নিয়োগীর গৃহে তল্লাসী করিবার পর পুলিস তাঁহার পুত্র সাধনকে গ্রেপ্তার লইয়া গিয়াছে। উকিল শ্রী......কুমার রায় ও শ্রীবিপিনচন্দ্র বিশ্বাসের গৃহ তল্লাসী করিয়া পুলিশ আপত্তিজনক কিছু পায় নাই।

আগলপাশা ডাকাতি মামলা

বরিশালের অন্তর্গত আগলপাশা সশস্ত্র ডাকাতি সম্পর্কে শ্রীযুত পরেশচন্দ্র রায় গত বৃহস্পতিবার গ্রেপ্তার হন। সেদিন তাঁহাকে প্রধান প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেটের আদালতে উপস্থিত করা হয়।

সুবলপুরে সশস্ত্র ডাকাতি

বীরভূম জিলার সুবলপুরে সশস্ত্র ডাকাতি সম্পর্কে শ্রীযুত লোকনাথ দাস গ্রেপ্তার হইয়াছেন।

সেদিন আসামীকে প্রধান প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেটের আদালতে হাজির করা হইলে, ম্যাজিষ্ট্রেট আগামী ৪ঠা জানুয়ারী পর্য্যন্ত আসামীকে জেল হাজতে রাখিবার আদেশ দেন।

ষড়যন্ত্র মামলা

আলিপুর স্পেশাল ট্রাইবুনালে শুক্রবার আন্তঃপ্রাদেশিক ষড়যন্ত্র মামলার শুনানী আরম্ভ হইলে ভূতপূর্ব্ব প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ টি. পি ভট্টাচার্য্য আসামীদের স্বীকারোক্তি লিপিবদ্ধ করা সম্বন্ধে সাক্ষ্য প্রদান করেন। সাক্ষী বলেন, বিমল ভট্টাচার্য্য, সুরেন্দ্র ধর চৌধুরী, শ্যামবিহারী শুক্ল, মেদিনীপুরের সুধীর ভট্টাচার্য্য ও ত্রিপুরার সুধীর ও এক্রোতার হৃষীকেশ গুপ্তের স্বীকারোক্তি তিনি লিখিয়া লইয়াছিলেন।

কুমুদ চক্রবর্ত্তী ও সুনীল বিশ্বাসের জবানবন্দী ও তিনি লিখিয়া লইয়াছিলেন। আসামী ও এপ্রুভারদের সাক্ষী সকল কথা ভাবিয়া দেখিবার উপযুক্ত সময় দিয়াছিলেন। স্বীকারোক্তি লিখিবার কালে কোনও পুলিস কর্ম্মচারী উপস্থিত ছিল না। সাক্ষীর মতে স্বীকারোক্তি সকল স্বেচ্ছা প্রণোদিত ছিল।

কর্পূরতলার মহারাজা

নূতন দিল্লী হইতে এই মর্ম্মে এক সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে, কর্পূরতলার মহারাজা শীঘ্রই রাজন্য পরিষদের সদস্যপদ ত্যাগ করিতেছেন। কিন্তু মহারাজা নিখিল ভারত সংহিত রাষ্ট্রের পরিকল্পনার বিশেষভাবে সহযোগিতা করিবেন।

রাষ্ট্রতান্ত্রিক সংস্কার ও আইন সভার ক্ষমতা

কর্পূরতলায় প্রধান মন্ত্রী এসোসিয়েটেড প্রেসকে জানাইয়াছেন যে, এখানের রাষ্ট্রনৈতিক সংস্কার ভারতের অপর যে কোন রাজ্য অপেক্ষা কোন কোন বিষয় অনেকটা উদারনীতির উপর প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। কর্পূরতলার মহারাজা তাঁহার প্রজাবর্গকে উহা মঞ্জুর করিয়াছেন। একটি আইন পরিষদ গঠিত হইবে। ইহাতে ৪৫ জন সদস্য থাকিবেন। সদস্যদের মধ্যে ৩০ জন পরিণত ভোটাধিকারের উপর ভিত্তি করিয়া মিশ্র নির্ব্বাচনের দ্বারা নির্ব্বাচিত হইবেন এবং ১৫ জন মনোনীত হইবেন। মনোনীতদিগের মধ্যে দুই জন মহিলা ও বিশেষ ব্যাপারের জন্য দুইজন বে-সরকারী সদস্য থাকিবেন। অবশিষ্ট মনোনীত সদস্যগণ রাজ্যের কর্ম্মচারী। দেওয়ানী ও ফৌজদারী ব্যাপারে আইন প্রণয়ন সম্পর্কে এই আইন পরিষদের সম্পূর্ণ ক্ষমতা থাকিবে। কেবলমাত্র মহারাজার তাহাতে সম্মতি থাকিতে হইবে।

এই পরিষদের উপর রাজ্যের বাজেট আলোচনার মঞ্জুরের ক্ষমতা থাকিবে। রাজ্যের বাজেটে বার্ষিক আয় ব্যয়ের পরিমাণ প্রায় ২০ লক্ষ টাকা। তন্মধ্যে প্রায় ১৫ লক্ষ টাকার আয় ব্যয়ে কোনরূপ ভোট প্রদত্ত হইবে না। ইহা রাজার ব্যক্তিগত অযোধ্যা রাজ্য ও অপরাপর রাজ্য এবং সৈন্য সামন্ত প্রভৃতি বাবদ ব্যয়িত হইবে। কোন বৃত্তি বা অর্থ প্রদান মঞ্জুর বা অগ্রাহ্য করার ব্যাপারে আইন পরিষদের ক্ষমতা থাকিবে। কেবলমাত্র মহারাজা তাঁহাদের ব্যবস্থার রদ বদল করিতে পারিবেন।

পরিষদ রাজ্যের দুইজন মন্ত্রী নির্ব্বাচিত করিবেন। এই দুইজন মন্ত্রীর উপর কৃষি সমবায় সমিতি দাতব্য সংক্রান্ত দান, গ্রাম্য-পঞ্চায়েৎ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য প্রভৃতি বিভাগের ভার থাকিবে। পরিষদের সদস্যদের ভোটের দ্বারা উক্ত মন্ত্রীদ্বয়ের বেতন ধার্য্য হইবে। সদস্যদের ভোটে মন্ত্রীদ্বয়ের উপর অনাস্থা প্রকাশিত হইলে তাঁহাদিগকে জবাব দেওয়া হইবে। অপর মন্ত্রীদের বেতন ভোটের দ্বারা ধার্য্য হইবে না।

কর্পূরতলা-রাজ্যের রাষ্ট্রতান্ত্রিক সংস্কারের কথা সমগ্র কর্পূরতলায় ঘোষণা করা হইয়াছে। আগামী ফেব্রুয়ারী মাসে নির্ব্বাচন হইবে এবং মার্চ্চ মাসের প্রথম সপ্তাহে আইন পরিষদের অধিবেশন হইবে। প্রধান মন্ত্রী সভাপতির আসন গ্রহণ করিবেন।

প্রায় তিন শত ব্যক্তির জীবন নাশ

চিদম্বরম, সম্প্রতি পণ্ডিচেরী হইতে নাগাপত্তন পর্য্যন্ত প্রায় ১০০ মাইল সুবিস্তৃত ভূখণ্ডের উপর দিয়া যে ঝাঞ্জা প্রবাহিত হইয়া গিয়াছে, তাহাতে ঐ প্রদেশের যে ভয়ানক ক্ষতি সাধিত হইয়াছে, তাহার সংবাদ ক্রমে পাওয়া যাইতেছে। চিদম্বরম্ তালুকে উক্ত ঝাঞ্জার ফলে জীবন ও ধনসম্পত্তি নাশের পরিমাণ সর্ব্বাধিক। ঐ অঞ্চলে তিন শত লোকের জীবননাশ হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ। তবে এ সংবাদের সরকারী সমর্থন পাওয়া যায় নাই। শত শত দালান সম্পূর্ণরূপে ভূমিসাৎ হইয়াছে। ফলে হাজার হাজার লোক গৃহহীন হইয়াছে। এক অন্নমালাই বিশ্ববিদ্যালয় ভবন সমূহের প্রায় এক লক্ষ টাকা ক্ষতি হইয়াছে। সমগ্র তালুকের সম্পত্তি শস্য ও দালানাদির ক্ষতির পরিমাণ প্রায় দশ লক্ষ টাকা।

মামলা স্থানান্তরিত আবেদন

জনৈক মাঝির মৃত্যু সম্পর্কে নোয়াখালি জিলার রাজকুমার মজুমদার ও অপর কয়েকজন লোকের বিরুদ্ধে একটা মামলা উপস্থিত করা হইয়াছে। উক্ত মামলা নোয়াখালি জিলা হইতে নিকটবর্ত্তী ত্রিপুরা জিলায় স্থানান্তরিত করিবার জন্য উক্ত রাজকুমার মজুমদার গত শুক্রবারে হাইকোর্টের বিচারপতি শ্রীযুক্ত মুখোপাধ্যায় ও বিচারপতি মিঃ র বার্টলীর আদালতে আবেদন করিয়াছিল। হাইকোর্টের বিচারপতিদ্বয় রুল জারির আদেশ দিয়াছেন।

নরহত্যার জের

শিয়ালকোটের জিলা ম্যাজিষ্ট্রেটের গ্রেপ্তারী পরোয়ানার বলে বৃন্দাবন পালীকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। প্রকাশ একটি নরহত্যা মামলা সম্পর্কে তাহাকে তথায় উপস্থিত করা আবশ্যক। গত শুক্রবারে তাহাকে কলিকাতার চীফ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেটের আদালতে উপস্থিত করা হয়। তাহাকে পুলিসের হেফাজতে শিয়ালকোটে প্রেরণ করিবার আদেশ দিয়াছেন।

ব্যাঙ্ক প্রতারণার মামলা

কাশাড় হইতে কালীপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য ওরফে মানগোবিন্দ নরেশ ভট্টাচার্য্য ও অপর একজন লোককে গত শুক্রবারে ত্রিগুণে ব্যাঙ্ক প্রতারণা মামলা সম্পর্কে কলিকাতার চীফ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেটের আদালতে উপস্থিত করা হয়।

তাহাদিগকে জামিনে মুক্তিদানের প্রার্থনা করা হয় কিন্তু ম্যাজিষ্ট্রেট উক্ত আবেদন অগ্রাহ্য করিয়া আগামী ৩০শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত আসামীকে পুলিসের হেফাজতে রাখিবার আদেশ দিয়াছেন।

অস্ত্র আইনে দুইজন

গত বৃহস্পতিবারে শ্রীযুত দীনেন কৌশিক এবং পরিমল দে অস্ত্র আইন অনুসারে হাজির গ্রেপ্তার হন। উভয়কে প্রধান প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেটের আদালতে করা হইলে ম্যাজিষ্ট্রেট আসামীদ্বয়কে পুলিশ হাজতে রাখিবার আদেশ দিয়াছেন।

তারের ঠিকানা— 'শ্রীধাম' নবদ্বীপ
ডাকের ঠিকানা—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

দৈ নি ক

REG. C. 544

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩।০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র।

নদীয়া প্রকাশ
THE NADIA-PRAKASH

গ্রাহকের হার
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸০
মাসিক ১৲
নগদ বর্ত্তমান
সংখ্যা ৴৫

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার · নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৮ম খণ্ড । সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বেদান্তবাচস্পতি । ২৫১শ সংখ্যা।

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর—১৩ই পৌষ বৃহস্পতিবার ১৩৪০, ২৮শে ডিসেম্বর ১৯৩৩

আম্বালায় বিচিত্র শিশু

আম্বালা কাণ্টনমেণ্টের কিশোরী নামে এক মালির স্ত্রী একটি অদ্ভুত পুত্র-সন্তান প্রসব করে। শিশুর স্কন্ধের উপর একটী মস্তক রহিলেও আর একটী ছোট মাথা পেটের উপর দেখা যায়। ভূমিষ্ঠ হইবার পর হইতেই এই মস্তক ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতে থাকে। দ্বিপ্রহরে দেখা যায় যে, এই মাথাটীর পার্শ্ব দিয়া আর একটী মাথা গজাইয়া ক্রমেই তাহা বৃদ্ধি পাইতেছে।

এই তৃতীয় মস্তকের মুখে বেশ দাঁত আছে মাথার চুল আছে, নাক, চোক প্রভৃতি সমস্তই আছে; বেশীর ভাগ আছে ওষ্ঠের উপর এক জোড়া গোঁফ। এই তৃতীয় মস্তকটির পার্শ্বদেশ হইতে দশ অঙ্গুলী বিশিষ্ট একটী ছোট হাত বাহির হয়। শিশুর তৃতীয় মস্তকটি হনুমানের মতন। যখন শিশু ক্রন্দন করে তখন একত্রে তিন মুখই কাঁদিত।

শিশু ১২ ঘণ্টার পর জন্মের দিন সন্ধ্যা ৭টায় মারা গিয়াছে।

বীভৎস হত্যাকাণ্ড

দক্ষিণ মাঝিয়ার আবদুল বারি সেখ সামেদ ও সাফাতুল্লাকে সেই গ্রামের আলিজানকে খুন করিবার অভিযোগে গ্রেপ্তার করিয়া বিচারার্থ প্রেরণ করা হইয়াছিল। সম্প্রতি মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেটের এজলাসে এই সম্পর্কীয় প্রাথমিক তদন্ত শেষ হইয়াছে। মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট তাহাদিগকে সেসনে সোপর্দ্দ করিয়াছেন। প্রকাশ, আলিজান সন্ধ্যাকালীন নমাজ শেষ করিয়া মসজিদ হইতে যখন বাড়ী ফিরিতেছিল সেই সময়ে কে বা কাহারা যেন তাহাকে এমনভাবে আঘাত করে যে, তাহাতেই সে মারা যায়। সেই সম্পর্কে উপরিউক্ত আসামী-দিগকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

ধাম-মায়াপুরে
—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট"—
উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র শিক্ষকগণ ছাত্রদিগকে অতি যত্নের সহিত শিক্ষা প্রদান করিতেছেন। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের বন্দোবস্ত হইয়াছে। খোরাকী ও বেতন বাবদ প্রতি মাসে মাত্র ছয় টাকা ব্যয়। স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছেন। বিদ্যালয়টী বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক স্বীকৃত (এফিলিয়েটেড্‌) হইয়াছে। সবিস্তার সংবাদের জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র লিখুন।

বিশেষ দ্রষ্টব্য

পরীক্ষায় যাহারা গড়ে শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র বিনয়ী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হইবে।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

দশ হাজার টাকা লুট

গত ১৭ই ডিসেম্বর মধ্যরাত্রে প্রায় ৫০ জন ডাকাত বোলকুণ্ডা গ্রামের শ্রীযুত ভূষণচন্দ্র উকিলের গৃহে হানা দেয় এবং অলঙ্কারে ও নগদে প্রায় ১০ হাজার টাকা লুঠ করিয়া অন্তর্হিত হয়।

আততায়ীদের দলে পাঞ্জাবী, বাঙ্গালী এবং কয়েকজন হিন্দুস্থানীও ছিল।

পাঁচজন শিখের প্রাণদণ্ডাদেশ

যোগী সিং নামে জনৈক সামরিক কর্ম্মচারীর হত্যা-সম্পর্কে উদ্ভূত মামলায় স্থানীয় ম্যাজিষ্ট্রেট আদালতে বিচার ফলে পাঁচজন শিখের প্রতি প্রাণদণ্ডের আদেশ প্রদত্ত হইয়াছে।

গণ্টুরে গান্ধীজী

গান্ধীজী এখানে উপনীত হইয়াছেন। তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য ৩০ হাজারের অধিক লোক সমবেত হইয়াছিল। গণ্টুর মিউনিসিপালিটির হরিজন সেবাসমিতির ও অভ্যর্থনা-সমিতির প্রদত্ত অভিনন্দন পত্র-গুলির প্রত্যুত্তর প্রদান করিয়া গান্ধীজী বিদ্যালয় যাত্রা করিয়াছেন। এখানে প্রায় ৪ হাজার টাকা সংগৃহীত হইয়াছে।

যমুনালালজীর বক্তৃতা

শেঠ যমুনালাল বাজাজ অল্প সময়ের জন্য বারাণসীতে আসিয়াছিলেন। পণ্ডিত মদনমোহন মালব্যের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত বেনারস হিন্দু বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ছাত্র ও অধ্যাপকদের এক সভায় বক্তৃতাপ্রসঙ্গে তিনি শ্রমশিল্প-শিক্ষার প্রয়োজনীয়তার উপর বিশেষ জোর দেন। তিনি আরও বলেন, যাহাকে উচ্চশিক্ষা বলা হয়, তাহা ভারতীয় ছাত্রদের বিশেষ কোন কাজে লাগে না বলিয়াই তাঁহার মনে হয়।

আরামবাগে আবার গ্রেপ্তার

নানা স্থানের লোকজনকে ট্যাক্স ও খাজনা বন্ধের উত্তেজনা করিবার আন্দোলনে যোগদান করায় শ্রীযুত দুর্য্যোধন মণ্ডল গ্রেপ্তার হইয়াছেন। তাঁহাকে জন-রক্ষা আইনের ২৩ ধারা অনুসারে বিচারার্থ আরামবাগের মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেটের আদালতে অভিযুক্ত করা হইবে।

শ্রীযুত ধীরেন্দ্র ঘোষ বে-আইনী কার্য্য-কলাপে সাহায্য করিবার জন্য ম্যাজিষ্ট্রেট কর্ত্তৃক ৪ মাসের সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। পূর্ণ কারাদণ্ড ভোগান্তে তিনি হিজলী জেল হইতে মুক্তি পাইয়াছেন।

আরামবাগের শ্রীমতী বিনোদিনী দেবীও কারাদণ্ড ভোগান্তে মুক্তিলাভ করিয়াছেন।

বিশ্ব-বিশ্রুত শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত

শ্রীচৈতন্য ভাগবত

বিরাট দ্বিতীয়-সংস্করণ

গৌড়ীয়াচার্য্যভাস্কর প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ কর্ত্তৃক গৌড়ীয়ভাষ্য ও বিবৃতিসহ প্রকাশিত। সংস্কৃত শ্লোক-সমূহের অন্বয়, অনুবাদ ও ব্যাখ্যা সন্নিবেশিত। প্রতি অধ্যায়ের কথাসার, অধ্যায়-সূচী, শ্লোক-সূচী, পয়ার-সূচি, স্থান-সূচী, পাত্র-সূচী ও গ্রন্থকার শ্রীল বৃন্দাবন দাস গোস্বামীর জীবনী প্রভৃতি মহামূল্য-রত্নে অলঙ্কৃত।

ভিক্ষা—সর্ব্বসাধারণের সুবিধার জন্য ১২৲ স্থলে এখনও ৬৲ ছয়টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—

১। শ্রীচৈতন্য মঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

২। শ্রীগৌড়ীয় মঠ
পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

শিশুর খাদ্য

দেশী বিদেশী সকলপ্রকার বার্লী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও সুলভ

সুপ্রসিদ্ধ চিকিৎসকগণ কর্ত্তৃক অনুমোদিত,

শিশুর খাদ্য ও রোগীর পথ্য

পঞ্চাশ বৎসরের পরিচিত ও পরীক্ষিত

K. C. BOSE & CO'S INDIAN BARLEY CALCUTTA
ESTD 1885
GOLD MEDAL
THE FIRST & FOREMOST FIRM IN INDIA
BOSE'S SUPERIOR INDIAN BARLEY
1 lb net
Prepared only of Genuine & Selected Grains
K. C. BOSE & CO
SHAMBAZAR STEAM BISCUIT & BARLEY FACTORY
CALCUTTA

কে সি বসু এণ্ড কোং
শ্যামবাজার ষ্টীম বিস্কুট এণ্ড বার্লী ফ্যাক্টরী
কলিকাতা

ইউনিয়ন বোর্ডের ফর্ম

ফর্ম সর্ব্বদা বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত থাকে। অর্ডার পাইলে আমরা অতি যত্নের সহিত রেজেষ্টারী বহির উপরে ইউনিয়ন বোর্ডের নাম ও নম্বর সহ লেবেল ছাপাইয়া আঁটিয়া সরবরাহ করিয়া থাকি। কতকগুলি ফরমের তালিকা নিম্নে দেওয়া গেল—

অ্যাসেসমেণ্ট তালিকা

ইউনিয়ন বোর্ডের, বেঞ্চের এবং কোর্টের যাবতীয়

১ নং ফরম প্রতি শত ১৲ টাকা।

বজেট এষ্টিমেট

২নং ফরম প্রতি খানা /০ আনা, প্রতি শত ৪৲ টাকা।

ক্যাস বহি

৩ নং ফরম (আয় ব্যয়ের জমা খরচের বহি) ১০০ পৃষ্ঠার বহি ১৲

আদায়ের রেজেষ্টারী

৪ নং ফরম ১০০ পৃষ্ঠার বহি ১৲ টাকা, ২০০ পৃষ্ঠার বহি ২৲ টাকা।

দৈনিক আদায়ের রেজেষ্টারী

৫ নং ফরম ১০০ পৃষ্ঠার বহি ১৲ টাকা, ২০০ পৃষ্ঠার বহি ২৲ টাকা।

খোঁয়াড় ও খেয়াঘাটের জমার রেজেষ্টারী

৬ নং ফরম প্রতি বহি ১৲ টাকা।

মুৎফরাক্কা রসিদ

৭ নং ফরম প্রতি বহি ॥০ আনা।

অগ্রিম দেওয়া টাকার রেজেষ্টারী

৮ নং ফরম প্রতি বহি ১৲ টাকা।

মাসিক হিসাব নিকাশের রেজেষ্টারী

৯ নং ফরম ১০০ পৃষ্ঠার বহি ১৲ টাকা, ২০০ পৃষ্ঠার বহি ২৲ টাকা।

জমি ও বস্তু সম্বন্ধের রেজেষ্টারী প্রতি বহি ১৲ টাকা।

'স' ফরম দফাদার বা চৌকীদারের বেতন বিলের রেজেষ্টারী প্রতি বহি ১৲ টাকা।

'ডি' ফরম দফাদার বা চৌকীদারের বেতনের রেজেষ্টারী হাতচিঠা প্রতি বহি ১৲ টাকা।

এন্ ফরম দফাদার বা চৌকীদারের বেতন বিলের ফরম প্রতি কপি ৫ পয়সা, প্রতি শত ১৲ টাকা।

“জ ফরম” দণ্ড বিষয়ক কার্য্য-প্রণালী প্রতি কপি ৫ পয়সা প্রতি শত ১৲ টাকা

আইন ফরম জারীর জন্য ঘাণ্ড পরওয়ানার রেজেষ্টারী প্রতি বহি ১৲ টাকা।

জরিমানা মুচলেকা প্রভৃতি পাওনা টাকার রেজেষ্টারী প্রতি বহি ১৲ টাকা।

প্রাপ্ত চিঠির রেজেষ্টারী—১ খানা ১৲ টাকা।

প্রেরিত চিঠির রেজেষ্টারী—১ খানা ১৲ টাকা।

গার্ড ফাইল—প্রত্যেকটী ৶০ আনা।

মিটিংএর নোটীশ বহি—১ খানা ॥০ আনা।

নোটিশ বহি—১ খানা ॥০ আনা

জন্মের তালচিঠা—প্রতি বহি ।০ আনা।

মৃত্যুর তালচিঠা—প্রতি বহি ।০ আনা।

নকলের দরখাস্তের রেজেষ্টারী বহি—১ খানা ১৲ টাকা।

দেওয়ানি মামলার রেজেষ্টারী বহি—১ খানা ১৲ টাকা।

প্রত্যেক প্রকার বেঞ্চ ও কোর্টের সমন পরওয়ানা প্রভৃতি শত ॥০ আনা হিসাবে পাওয়া যায়।

নিবেদক—ম্যানেজার, ভাগবত প্রেস [illegible] কৃষ্ণনগর নদীয়া

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

নদীয়া-প্রকাশ

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক
— পারমার্থিক পত্র —
শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

আরাধ্যো ভগবান ব্রজেশ
তনয়স্তদ্ধাম-বৃন্দাবনম্,
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং
প্রেমা পুমর্থো মহান্,
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং
তত্রাদরো নঃ পরঃ॥

৮ম বর্ষ | ২৬ নারায়ণ গৌরাব্দ ৪৪৭, ১৩ই পৌষ বঙ্গাব্দ ১৩৪০, ২৮শে ডিসেম্বর ইং ১৯৩৩, বৃহস্পতিবার | ২৫১ তম সংখ্যা

কাশী শ্রীভাগবত-প্রদর্শনী

গত ২৫শে ডিসেম্বর তারিখে কাশী হইতে প্রেরিত সংবাদদাতার তারে প্রকাশ — কাশীর মাননীয় কালেক্টার মিঃ পান্নালাল আই, সি, এস্ মহোদয় গত ২৪শে ডিসেম্বর রবিবার দিবস কাশী সনাতন গৌড়ীয়মঠের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত পারমার্থিক প্রদর্শনীর দ্বার অপরাহ্ণ ৫৷৷০ ঘটিকার সময় উন্মোচন করিয়াছেন।

———

এতদুপলক্ষে কাশী মিশিরপোখ্রা নামক স্থানে অনুষ্ঠিত সর্ব্বজনচিত্তাকর্ষক অতি মনোরম সৎশিক্ষা-প্রদর্শনী-ক্ষেত্রের মধ্যস্থলে নানা বিচিত্র-পুষ্পমাল্যাদি দ্বারা সুসজ্জিত রমণীয় সভামণ্ডপে একটী মহতী সভার অধিবেশন হয়। বহু শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত ভদ্রমহোদয় এই সভায় যোগদান করেন।

———

প্রদর্শনী-দ্বারোন্মোচনার্থ আগত মাননীয় কালেক্টর মহোদয় উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ হয়গ্রীব ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রীজী কর্ত্তৃক সুসজ্জিত তোরণ দ্বারে অভ্যর্থিত হইয়া সভা-মণ্ডপে গমন করিলে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-হৃদয় শ্রৌতী মহারাজ তাঁহাকে সাদরে অভ্যর্থনা করেন।

———

অতঃপর তিনি সভাপতির আসন গ্রহণ করিলে শ্রীপাদ প্যারীমোহন ব্রহ্মচারীজী সুগন্ধি-পুষ্পমাল্য তাঁহার গলদেশে পরাইয়া দেন। অন্যান্য ভক্তবৃন্দ সুললিতকণ্ঠে প্রার্থনা গীতি কীর্ত্তন করিলে শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণব-রাজসভার সম্পাদক মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ অতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী মহোদয় এই বিদ্বজ্জনমণ্ডিত-সভায় শ্রীমদ্ভাগবত-প্রদর্শনী-সম্বন্ধে ইংরাজী ভাষায় একটী চিত্তাকর্ষিণী বক্তৃতা প্রদান করেন।

বক্তৃতান্তে শ্রীপাদ গৌরসুন্দর অধিকারী মহোদয় অভিনন্দন-পত্রটী পাঠ করেন। তৎপরে গবর্ণমেণ্ট অডিটার শ্রীযুক্ত মধুসূদন চট্টোপাধ্যায় বি-এ মহোদয় সভার পক্ষ হইতে সকলকেই আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিলে পর কালেক্টর মহোদয় কৃতজ্ঞতাসূচক পাণ্ডিত্যপূর্ণ একটী বক্তৃতা প্রদান করেন।

———

অনন্তর তিনি সমাগত শিক্ষিত সজ্জন-বৃন্দ সহ মনোযোগ সহকারে চিত্রসমূহ দর্শন করেন। পণ্ডিত শ্রীপাদ অপ্রাকৃত ভক্তি-সারঙ্গ প্রভু প্রমুখ ভক্তবৃন্দ প্রত্যেক চিত্রের দৃশ্যগুলি অতি প্রাঞ্জল ভাষায় বুঝাইয়া দিলে তাঁহারা পরমানন্দিত হন ও শ্রীচৈতন্যবাণী-প্রচারের অভিনব প্রণালীর ভূয়সী প্রশংসা করেন

সৎশিক্ষা-প্রদর্শনীর এই প্রথম দিবসে যাত্রি-সংখ্যা আশাতীত হইয়াছে। সনাতন-শিক্ষাস্থলী কাশীতে সনাতন-ধর্ম্মশিক্ষার এই প্রকার সুবর্ণ-সুযোগ আর কখনও হয় নাই। সজ্জনমাত্রই ইহার সর্ব্ববিধ সাফল্য-কামনা করিতেছেন এবং এই প্রকার মহৎকার্য্যের জন্য শ্রীসনাতন গৌড়ীয়মঠের কর্ত্তৃপক্ষগণকে বিশেষ ধন্যবাদ দিতেছেন।

য়ুরোপে প্রচার

জার্ম্মানীতে মঠ-স্থাপনার্থ অনুরোধ

কলিকাতা ২৪।১২।৩৩

লণ্ডন হইতে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ গত ১৫ই ডিসেম্বর বিমান-ডাকে শ্রীল প্রভুপাদের নিকট যে-পত্র লিখিয়াছেন তাহাতে জানা যায় — **লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠ** ৩৯নং ড্রেটন্ গার্ডেন্স হইতে গত ২০শে ডিসেম্বর ৩ নং গ্লষ্টার হাউস, কর্ণওয়াল গার্ডেন্স, এস-ডব্লিউ ৭, লণ্ডন (3, Gloucester House, Cornwall Gardens, S. W. 7, London.)—এই ঠিকানায় স্থানান্তরিত হইয়াছে। তিনি আরও লিখিয়াছেন যে, জার্ম্মানীতে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিহৃদয় বন মহারাজের বক্তৃতা-সমূহ সাধারণের বড়ই চিত্তাকর্ষক হইতেছে। তাঁহারা স্বামীজীকে জানুয়ারী মাসে আরও কয়েকটী বক্তৃতা-প্রদানের নিমিত্ত এবং তথায় শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচারকেন্দ্র-স্থাপনের জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করিতেছেন।

শ্রীল প্রভুপাদের স্বাস্থ্য

পরমারাধ্য প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তি-সিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজের গত ২৩শে ডিসেম্বর শনিবার কাশী-সৎশিক্ষা-প্রদর্শনীর দ্বার উদ্‌ঘাটন করিবার কথা ছিল; কিন্তু কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠে অবস্থান-কালে তাঁহার শ্রীঅঙ্গ অসুস্থ হওয়ায় তিনি কাশীতে যাইতে পারেন নাই। বর্ত্তমানে লব্ধপ্রতিষ্ঠ ডাঃ শ্রীযুক্ত বিধানচন্দ্র রায় এম্-ডি, ডাঃ শ্রীযুক্ত শিবপদ ভট্টাচার্য্য এম্ ডি, ডাঃ শ্রীযুক্ত শিবপদ চট্টোপাধ্যায় এম্ বি ও কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ কবিরাজ শ্রীযুক্ত শ্যামাদাস বাচস্পতি মহাশয় তাঁহার চিকিৎসা-সেবাভার গ্রহণ করিয়াছেন। বিশেষ চিন্তার কারণ নাই; তিনি শীঘ্রই নিরাময় হইবেন আশা করা যাইতেছে।

———

গুরু-দক্ষিণা

(৫ম পৃষ্ঠার পর)

এক মহাদৈত্যই আপনার গুরুপুত্রকে হরণ করিয়াছে—শ্রীকৃষ্ণ এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া জলে সত্বর প্রবেশপূর্ব্বক সেই অসুরকে বিনষ্ট করতঃ তাহার উদর মধ্যে শিশু গুরুপুত্রকে দেখিতে না পাইয়া বল-দেবের সহিত যমরাজের সংযমনী নাম্নী পুরীতে উপস্থিত হইলেন। প্রজাশাসক যমরাজ রামকৃষ্ণের শঙ্খধ্বনি শ্রবণ করিয়া তাঁহাদের পাদপদ্মে সপার্ষদে উপস্থিত হইয়া নানা পূজা-সম্ভারে তাঁহাদের প্রীতি বিধান করেন। শ্রীভগবান, নিজ কর্ম্ম-নিবন্ধন যম পুরে আনিত গুরুপুত্রকে প্রত্যর্পণ করিবার জন্য যমরাজকে আদেশ দিলে যমরাজ তথাস্তু বলিয়া গুরুপুত্রকে আনয়ন করিলেন। অনন্তর রামকৃষ্ণ গুরু সান্দীপনিকে তাঁহার মৃতপুত্র প্রদান করেন।

———

শ্রীগুরুদেবের মনোহভীষ্ট-পূরণ রূপ কার্য্য-সম্পাদনে তাঁহার প্রীতি-বিধান করাই গুরুদক্ষিণার চরম পরাকাষ্ঠা এবং তাহা শিষ্যাভিমানী ব্যক্তি-মাত্রেরই বরণীয়; ইহাই এই প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয়।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

---

২৬ নারায়ণ ৪৪৫ গৌরাব্দ কারণোদশায়ী

সদুত্তর

শ্রীগুরুপাদপদ্মে তুলসী অর্পণ করা উচিত কিনা? এই প্রশ্নের সমাধান এই যে—

গুরুদেব আচিন্ত্য-ভেদাভেদ-প্রকাশ শক্তিতত্ত্ব সুতরাং শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মে অপরশক্তি শ্রীতুলসীদেবীকে নিক্ষেপ করিলে তত্ত্ববিরোধ ও পাষণ্ডতা হয়। শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তানুগগণ কখনও সেরূপ অন্যায় কার্য্য করেন না বা ঐপ্রকার পাষণ্ডমতের প্রশ্রয় দেন না।

শ্রীঅনন্তসংহিতায় বলিয়াছেন—

তুলস্যা বিষ্ণুং তত্ত্বং বিষ্ণুমেব সমর্চ্চয়েৎ।
সা দেবী বিষ্ণুশক্তির্হি প্রকৃষ্টা কমলা মতা॥
অতস্তাং বৈষ্ণবীং দেবীং নান্যপদে
সমর্পয়েৎ।
অর্পণে তত্ত্বহানিঃ স্যাৎ সেবাপরাধ এব চ॥
অতস্তাং পাদয়োঃ গুরুর্ব্রহ্মণঃ পাদয়োঃ।
অর্পয়ন্ তুলসীং দেবীং মহদ্ভয়মবাপ্নুয়াৎ॥

অর্থাৎ কৃষ্ণশক্তি তুলসীদেবী কৃষ্ণের অত্যন্ত প্রিয়া। তদ্দ্বারা একমাত্র বিষ্ণুবস্তু অর্চ্চন করিতে হইবে। অন্য বৈষ্ণবপদে কদাচ তুলসী অর্পিত হইতে পারেন না, অর্পণ করিলে তত্ত্ববিরোধ ও সেবাপরাধ হইয়া থাকে। অতএব পাষণ্ডগণই ঐরূপ অপরাধজনক কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে পারে।

বক্রেশ্বর-শাখায় শ্রীগোপালগুরু গোস্বামীর শিষ্য শ্রীধ্যানচন্দ্র গোস্বামীর "অর্চ্চন-পদ্ধতি" ও শ্রীল জীব গোস্বামীর "কৃষ্ণার্চ্চন-পদ্ধতি" আলোচনা করিলে উপরিউক্ত সিদ্ধান্তই অবগত হওয়া যায়।

বৈষ্ণবচিহ্ন-ধারণের অধিকারী কে?

শ্রীল রূপ গোস্বামী প্রভু ভক্তিরসামৃতসিন্ধু গ্রন্থে বৈধী ভক্তির চতুঃষষ্টি অঙ্গের কথা বর্ণন করিয়াছেন তন্মধ্যে বৈষ্ণবচিহ্ন-ধারণ একটী। যিনি প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবা এই তিনটী বৃত্তির সহিত শ্রোত্রীয় ও ব্রহ্মনিষ্ঠ গুরুপাদপদ্মে অর্থাৎ সদ্গুরুপাদপদ্মে অভিগমন করেন শ্রীগুরুদেব তাঁহার নিষ্কপট সেবাবৃত্তি দেখিয়া বা তাঁহাকে কৃষ্ণোন্মুখ জানিয়া শ্রীনামমন্ত্রের দ্বারা কৃষ্ণভজনের অধিকার প্রদানকালে বৈষ্ণবচিহ্নধারণের অর্থাৎ মস্তকে বেদাগ্নি শিখা অথবা শ্রীচৈতন্য-শিখা বা শিক্ষা, গলদেশে তুলসীমালা, কপালে ঊর্দ্ধপুণ্ড্র, দ্বাদশাঙ্গে হরিমন্দির-চিহ্নাদি ধারণের আদেশ প্রদান করেন। কৃষ্ণোন্মুখ শিষ্যও শ্রীগুরুদেবের আজ্ঞা শিরে ধারণ করিয়া বৈষ্ণব-চিহ্নাদি গ্রহণ করেন, তাহাতে "স্মর্তব্যঃ সততং বিষ্ণুঃ" এই বিধিই পালিত হয়।

যে আত্মা সাধুশাস্ত্র কৃপায় কৃষ্ণোন্মুখ বা বিকচিত-চেতন, সতত বিষ্ণুর কথা শ্রবণ-কীর্ত্তন-স্মরণাদিই যে আত্মার নিষ্কপট উদ্দেশ্য সেই আত্মাই শ্রীগুরুর আদেশে বৈষ্ণবচিহ্ন-ধারণের অধিকারী অর্থাৎ তাঁহারই গলদেশে তুলসী-মালিকা শোভা পাইতে পারে কিন্তু যে সব আত্মা সঙ্কুচিতচেতন বা মানবেতর বিষ্ঠাভোজী প্রাণী কিম্বা যে সকল আত্মা মুকুলিত চেতন অর্থাৎ নীতিশূন্য মানব, নিরীশ্বর-নৈতিক মানব, কল্পিত সেশ্বর-নৈতিক মানব কর্ম্মী, জ্ঞানী, সিদ্ধিকামী প্রভৃতি অর্থাৎ বিষয় বিষ্ঠাভোজী মনুষ্য অথবা বিষয় বিষ্ঠা ত্যাগাভিনয়কারী প্রতিষ্ঠাশাস্ত্র শূকরবিষ্ঠা-ভোজী ত্যাগী ও দর্পধ্বজী গুরুব্রুব প্রভৃতি) তাহারা গলদেশে তুলসী-মালিকা-ধারণের অধিকারী নহে।

তাহারা গলদেশে তুলসী-মালিকা ধারণ করিলে বা তাহাদের গলায় তুলসীর মালা পরাইয়া দিলে কিম্বা তাহাদের গলদেশে মালা-ধারণের অনুমোদন করিলে শ্রীচৈতন্যভাগবতে বর্ণিত ঢক্ক বিপ্রের ন্যায় কপটতার প্রশ্রয় দেওয়া হয় এবং অনধিকারী হইয়াও কপটতাপূর্ব্বক বৈষ্ণবের বেষ গ্রহণ করায় কিম্বা অনধিকারীকে বৈষ্ণবের বেষ প্রদান করায় বৈষ্ণব অবজ্ঞারূপ মহাপরাধ অর্জ্জিত হয় ও আত্মবঞ্চনা, লোকবঞ্চনা প্রভৃতি দোষ ঘটে। ঢক্কবিপ্র-সম্বন্ধে বর্ণিত শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবতের নিম্নলিখিত পয়ারগুলিই তাহার প্রমাণ—

হরিদাস ঠাকুরের দেখিয়া আবেশ।
তোমরা যে ভক্তি বড় করিলা বিশেষ॥
তাহা দেখি ও-ব্রাহ্মণ মৎসর্য্য করিয়া।
পড়িলা মাৎসর্য্য-বৃক্ষে আছাড় খাইয়া॥
হরিদাস-সঙ্গে স্পর্দ্ধা মিথ্যা করি' করে।
অতএব শাস্তি বহু করিলুঁ উহারে॥
বড় লোক করি লোক জানুক আমারে।
আপনারে প্রকটাই ধর্ম্ম কর্ম্ম করে॥
এ সকল দাম্ভিকের কৃষ্ণপ্রীতি নাই।
অকৈতব হইলে সে কৃষ্ণভক্তি পাই॥
(চৈঃ ভাঃ আদি ১৬শ অঃ)

শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবতের আদি ১৬শ অধ্যায়ের অন্তর্গত ঢক্ক বিপ্রের উপাখ্যানটী নিরপেক্ষভাবে আলোচনা করিলে সহজেই প্রমাণিত হইবে যে অবৈষ্ণব হইয়া কপটতাপূর্ব্বক বৈষ্ণবের চিহ্ন ধারণ করিলে উপরিলিখিত অপরাধ ও দোষসমূহ অবশ্যই ঘটিবে।

বিষ্ণুভক্ত নাগরাজ ভক্তের হৃদয়ে আবিষ্ট হইয়া ঢক্ক বিপ্রকে নিম্নলিখিত শাস্তিপ্রদানরূপ যে অনুগ্রহ করিয়াছিলেন, বর্ত্তমান সময়েও যে সকল ঢক্ক বিপ্রের অনুচরবর্গ আছে তাহাদের প্রতিও যখন ঐ প্রকার কৃপা বর্ষিত হইবে তখন তাহারা আর লোকবঞ্চনা করিতে সমর্থ হইবে না।

এত ভাবি' সেইক্ষণে আছাড় খাইয়া।
পড়িলা যে হেন মহা অচেষ্ট হইয়া॥
যেই মাত্র পড়িলা ভক্তের নৃত্য-স্থানে।
মারিতে লাগিলা ভক্ত মহা-ক্রোধমনে॥
আশে-পাশে ঘাড়ে মুড়ে বেতের প্রহার।
নির্ঘাত মারয়ে ভক্ত রক্ষা নাহি আর॥
বেতের প্রহারে বিপ্র জর্জ্জর হইয়া।
বাপ বাপ বলি শেষে গেল পলাইয়া॥

শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভুর কন্যা শ্রীযুক্তা হেমলতা দেবী আচার্য্যপ্রভুর জনৈক শিষ্যাভিমানীর যথেচ্ছাচারিতা ও কপটতা দেখিয়া তাহার গলদেশের মালা ছিঁড়িয়া দিয়া সেই শিষ্যব্রুবকে সম্প্রদায় হইতে চিরতরে বিতাড়িত করিয়াছিলেন।

ছোট হরিদাস ভগবান্ আচার্য্যের আদেশে শ্রীমন্মহাপ্রভুর সেবার জন্য বৃদ্ধা বৈষ্ণবী মাধবী দাসীর বাড়ীতে চাউল ভিক্ষার জন্য গিয়াও তাঁহার গৃহস্থিতা জনৈকা যুবতী বিধবার প্রতি সম্ভোগবুদ্ধি করায় অন্তর্যামী শ্রীমন্মহাপ্রভু ছোটহরিদাসের কপটতা জানিয়া তাহাকে দণ্ড প্রদান করিলেন, কিছুতেই ক্ষমা করিলেন না, এমন কি তাহার দেহত্যাগের সংবাদ শুনিয়াও বলিলেন—"স্বকর্ম্মফলভুক্ পুমান্", "প্রকৃতি দর্শন কৈলে এই প্রায়শ্চিত্ত"।

অতএব নিরপেক্ষ বিচার করিলে বুঝা যাইবে যে, শ্রীমন্মহাপ্রভু, তদনুগগণ, সাত্বত-শাস্ত্র, সাত্বতসম্প্রদায়চতুষ্টয়ের আচার্য্যগণ ও আচার্য্যানুগগণ কখনও কপটতা এবং যথেচ্ছাচারিতার আশ্রয় দেন নাই। সুতরাং কপটতা ও যথেচ্ছাচারিতামূলে বৈষ্ণব-চিহ্নাদি ধারণ করিলে বা করাইলে কখনও কৃষ্ণভক্তি লাভ হইবে না। তাই শ্রীচৈতন্যভাগবতে বলিয়াছেন—"অকৈতব হইলে সে কৃষ্ণভক্তি পাই।"

স্বদেশ কোথায়?

(শ্রীযুত রাধাচরণ গোস্বামী)

আমরা দেহে আত্মবুদ্ধি করি। যে দেশে এ দেহটী লাভ করি সেই দেশকে আমার দেশ, স্বদেশ, স্বর্গাদপি গরীয়সী জন্মভূমি বলিয়া সেই দেশের মমতায় জীবন অতিবাহিত করি। ভারতের বাহিরে যদি যাই তাহা হইলে ভারতকে জন্মভূমি বলিয়া ধ্যান পূজা করি; আবার যদি বাঙ্গালী হই এবং বাঙ্গালাদেশের বাহিরে ভারতের অন্য কোন প্রদেশে অবস্থান করি তবে বাঙ্গালাকেই মাতৃভূমি বলিয়া সম্বোধন করিব। জন্মভূমির প্রতি ও জন্মস্থানের অধিবাসীর প্রতি আমাদের এইপ্রকার আকৃষ্টি ও মমতা লক্ষ্য করিয়া বাস্তব স্বদেশের ভাব ("স্বরূপে সবার হয় গোলোকেতে স্থিতি" এই বৈকুণ্ঠবাণীর হুঙ্কারে মায়ামোহ-তন্দ্রাভিভূত হইতে) জাগ্রত করিবার জন্য বৈকুণ্ঠদূতগণ এই ধরাধামে অবতীর্ণ হন।

কোন কারাবাসী কারাগারকে নিত্য বসতিস্থল-জ্ঞানে তথায় তাল-ফল রোপণ করিয়া যদি মনে করিতে পারেন—এই তালবৃক্ষে তাল ফলিলে আমি সেই তালের রসাস্বাদন করিব, তবে এখান হইতে বাহির হইব। কিন্তু তাল ফলে ১৮ বৎসরে। সুতরাং কারাবাসীর তাল খাওয়া অসম্ভব, তৎপূর্ব্বেই তিনি জেলখানা ত্যাগ করিতে বাধ্য।

আমাদিগের স্বদেশ-বুদ্ধিও সেইপ্রকার। এই জন্মের পূর্ব্বে যে কোন্ দেশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলাম, এইবার মৃত্যু হইলে যে আবার কোন্ দেশে কোন্ প্রকারের জীব জন্তু হইয়া জন্মগ্রহণ করিব, তাহার কোন নিশ্চয়তা বা সঠিক সংবাদ কেহ জানি না। যে দেশে আছি সেই দেশেই যে এরূপ মানবদেহ ধারণ করিয়া কতদিন থাকিতে পারিব তাহাও জানি না। বরং জেলখানায় কয়েদীর জানা আছে তিনি কতদিন কারাগার ভোগ করিবেন

যাহারা জড়-বিজ্ঞানের প্রমাণ মূলে নিসর্গবাদে বলিয়া থাকেন এই জন্মের পূর্ব্বে কোথাও জন্মি নাই আবার মরিয়াও জন্মিব না—তাঁহারাও স্বীকার করিতে বাধ্য এসংসার একদিন না একদিন ছাড়িতেই হইবে। সুতরাং মানবমাত্রেই মৃত্যুকে ভয় বা আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হইবে না বলিয়া সতত আশঙ্কা করেন। মায়ার প্রজ্ঞা বা বা বাহ্য ভোগাকাঙ্ক্ষাই অসত্যকে সত্য বোধ করাইয়া ভ্রমান্ধকারে নিক্ষেপ করে।

আমরা দেহে বদ্ধ, গৃহে বদ্ধ, গ্রামে বদ্ধ, দেশে বদ্ধ ও সমাজে বদ্ধ বিশেষতঃ দশটী ইন্দ্রিয় দ্বারা সকলদিকেই বদ্ধ, একেবারে বদ্ধাতিবদ্ধ। তবু বুঝি না, তবু শুনি না, একবারও নিজের দুর্দ্দশার কথা চিন্তা করি না। বরং দুর্দ্দশা-বৃদ্ধির উপায়ই প্রকারান্তরে আমাদের লোভনীয় হইয়া উঠিয়াছে। উটের কাঁটা ঘাস খাইয়া মুখে দর দর রক্তস্রাব হয়, তবু তাহাই খায় ও উপাদেয় মনে করে। কুকুর শুষ্ক অস্থি চর্ব্বণ করিয়া স্বীয় দন্তের মূলদেশ হইতে নির্গত রুধিরাসনে বড়ই তুষ্ট হয়, মনে করে ঐ অস্থিখণ্ড হইতে নির্গত এই শোণিত পান করিতেছি। আমাদিগের অবুদ্ধিতে স্বসুখ-লালসায় স্বসুখ কোথাও ঐ প্রকারের, আসিতে পারিয়া নিত্যসুখের নিত্য স্বদেশের সন্ধান-প্রদানের জন্যই বৈকুণ্ঠদূত বৈষ্ণবঠাকুর

কৃষ্ণনাম ভজ জীব আর সব মিছে। পলাইতে পথ নাই যম আছে পিছে॥

দলের মধ্যে আগমন। তবে আমরা যাহা শুনিতে চাই বা শুনিলে সুখী হই সেরূপ ভাষায় বৈষ্ণব-ঠাকুরগণ বলিয়া থাকেন "অনেক দিন পরে আপনাদের দেশে আসিয়াছি।"

বৈষ্ণব ঠাকুর, দয়ার সাগর,
এদাসে করুণা করি।
দিয়া পদছায়া শোধহ আমারে
তোমার চরণ ধরি।"

হরিসভা

(৩)

সুতরাং হরিভক্তিপ্রদানরূপ ক্রিয়ার মধ্যে কর্ম্মজ্ঞান-যোগাদি আসিয়া বাধা উৎপাদন করে তাহা সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাজ্য। কিন্তু আজকাল প্রকৃত আচারবান্ আচার্য্যের অভাবে হরিসভা-সমূহের দুর্দ্দশা ঘটিয়াছে—উহা হরিভক্তিপ্রদায়িনী সভা না হইয়া অবিদ্যা-প্রসারিণী সভা বা ইন্দ্রিয়তৃপ্তিদায়িনী সভা হইয়া পড়িয়াছে। মনুসংহিতা দ্বাদশ অধ্যায়ে ভৃগু মুনিগণকে বলিয়াছিলেন যে দশের অনূন কিম্বা তিনের অনূন বৃত্তিস্থ ধর্ম্মজ্ঞ ব্রাহ্মণের সভা হইতে যাহা ধর্ম্ম বলিয়া নির্ণীত হইবে, তাহাই ধর্ম্ম বলিয়া স্বীকৃত হইবে—

দশাবরা বা পরিষদ্ যং ধর্ম্মং
পরিকল্পয়েৎ।
ত্র্যবরা বাপি বৃত্তস্থা তং ধর্ম্মং ন
বিচালয়েৎ॥

আবার বলিয়াছেন—

একোঽপি বেদবিদ্ধর্ম্মং যং
ব্যবস্যেদ্দ্বিজোত্তমঃ।
স বিজ্ঞেয়ঃ পরো ধর্ম্মো নাজ্ঞানামু-
দিতোঽযুতৈঃ॥

বেদবিৎ একজন যথার্থ দ্বিজশ্রেষ্ঠ যাহা ধর্ম্ম বলিয়া ব্যবস্থা দিবেন তাহাই পরম ধর্ম্ম জানিবে, পরন্তু লক্ষ লক্ষ অজ্ঞানী যাহা বলিবে তাহা ধর্ম্ম হইবে না কারণ—

অব্রতানামমন্ত্রাণাং জাতিমাত্রোপজীবিনাম্।
সহস্রশঃ সমেতানাং পরিষত্ত্বং ন বিদ্যতে॥
(মনু. ২ ১০.১১)

যাঁহারা বেদাদি শাস্ত্র সদ্গুরুর সমীপে অধ্যয়ন করেন নাই, যাঁহারা কেবল জাতিমাত্রে ব্রাহ্মণ কিন্তু সম্বন্ধজ্ঞানযুক্ত পারমার্থিক ব্রাহ্মণ নহেন তাঁহাদের সহস্র সহস্র ব্যক্তি একত্র হইলেও তাহাতে পারিষদ্য বা সভার নাই জানিতে হইবে কারণ তাঁহারা মনোধর্ম্মের বশীভূত বদ্ধজীব সুতরাং তাঁহাদের ধর্ম্মনির্ণয়ে সামর্থ্য নাই।

আজকালের হরিসভাদিও ঐ প্রকার আচার্য্যের অভাবে কলির সভাতে পর্য্যবসিত হইয়াছে। ঐ সকল তথাকথিত হরিসভায় শুদ্ধ হরিভক্তির কথা আলোচনা বা নিঃশ্রেয়ের বিষয় আলোচনা না হইয়া কেবল আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতিকর প্রেয়ঃবস্তুর আলোচনা হইয়া থাকে। কোথাও বা ভাড়াটিয়ার মুখে শ্রীমদ্ভাগবতপাঠের বা কীর্ত্তনের নামে কাব্যপাঠ, কোথাও বা রাধাকৃষ্ণের অপ্রাকৃত রাসলীলা-শ্রবণকীর্ত্তনের নামে প্রচ্ছন্নভাবে জড়েন্দ্রিয়-তোষণের কুচেষ্টা মাত্র হইতেছে। হরিসভাগুলিতে আর হরিসেবার বিষয় আলোচনা নাই, কারণ—

"আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতিবাঞ্ছা তারে বলি কাম।
কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতি-ইচ্ছা ধরে প্রেম নাম॥"

হরিসেবায় কোন কৈতব থাকিতে পারে না; উহা নির্ম্মলা, অপ্রতিহতা ও অহৈতুকী। আজকাল অনেকেই শ্রীল রূপগোস্বামিপাদের ভক্তিরসামৃতসিন্ধু ও উপদেশামৃত-ধৃত উপদেশসমূহ বিস্মৃত হইয়া হরিসভার সভ্য হইতে ইচ্ছুক বা নিজদিগকে রূপানুগ বলিয়া প্রতিষ্ঠা নিতে আগ্রহান্বিত। তাঁহারা জানেন না যে "অতঃ শ্রীকৃষ্ণনামাদি ন ভবেদ্ গ্রাহ্যম্ ইন্দ্রিয়ৈঃ"—শ্রীকৃষ্ণের নাম, রূপ, গুণ, লীলা প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য হইতে পারে না।

"সেবোন্মুখে হি জিহ্বাদৌ স্বয়মেব
স্ফুরত্যদঃ"

একমাত্র সেবোন্মুখ ইন্দ্রিয়ে স্বপ্রকাশবস্তু শ্রীনামাদি স্বয়ংই উদিত হইয়া থাকেন। শ্রীরূপগোস্বামি-কথিত 'সঙ্গত্যাগাৎ সতোবৃত্তেঃ' অর্থাৎ অসৎ-সঙ্গত্যাগ ও সাধুগণের বৃত্তি অনুসরণ হইতে ভক্তি পরিপুষ্ট হন অনেকে এই কথা ভুলিয়া গিয়াছেন। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী কথিত—

"অসৎসঙ্গ-ত্যাগ এই বৈষ্ণব-আচার।
স্ত্রীসঙ্গী এক অসাধু, কৃষ্ণাভক্ত আর॥

এই কথা উপেক্ষা করিয়া অনেকেই আজকাল বলিয়া থাকেন আমরা সদাচারী বা বৈষ্ণবের আচার করিতেছি। আবার অনেকেই শ্রীল জগদানন্দ প্রভুর বাক্য—"অসাধু সঙ্গে ভাই কৃষ্ণনাম নাহি হয়। নামাক্ষর বাহিরায় বটে নাম কভু নয়॥"—ইহা ভুলিয়া গিয়া বা ঢাকা দিয়া অক্ষরমাত্র বা নামাপরাধেই নাম বলিয়া চালাইতে ব্যস্ত। তথাকথিত হরিসভাদিতে 'অষ্টপ্রহর', 'ষোল প্রহর', 'চব্বিশ প্রহর' প্রভৃতি হইতে খুব দেখা যায় কিন্তু ঐ সকল অষ্টপ্রহরকারী ব্যক্তিগণের মধ্যে কেহ কেহ নাম, নামাভাস ও নামাপরাধের পার্থক্য জানেন কিনা সন্দেহ। তাহার ফলে পিত্তবৃদ্ধি বা অচেতন গ্রামোফন্ যন্ত্রের চীৎকার মাত্র সার হয়। তাহাদের চিত্তবৃত্তি পরিমার্জ্জিত হওয়া দূরে থাকুক বা অসদ্বিষয়ে অভিনিবেশ যাওয়া দূরে থাকুক তাহাদিগের মধ্যে নামাপরাধের প্রতিক্রিয়া আরও অধিকতর হইতে থাকে। অষ্টপ্রহর বা তাহার মধ্যেই—গাঁজা, পান, তামাকের খরচ হরিসভার সভ্যদিগের অন্যান্য দিন অপেক্ষা অধিক বহন করিতে হয়। কেহ কেহ বা অষ্টপ্রহর হইতে না হইতেই স্ত্রীপুত্র-বিষয়ের কথা মনে করিয়া ব্যাকুল হইয়া পড়েন, কেহ কেহ প্রতিষ্ঠাদি সংগ্রহের জন্য নিসর্গপিচ্ছিল চক্ষু দিয়া জল ফেলেন, নানাপ্রকার কপটভাব প্রদর্শন করেন। কিন্তু শ্রীল রূপগোস্বামী কথিত ভাবের মুখ্য লক্ষণসমূহ তাহাদিগের মধ্যে খুঁজিয়াও পাওয়া যায় না। আবার মহোৎসবাদির সময় মহাপ্রসাদ লইয়া ভাতডালের মত বিচার আরম্ভ হয়, স্থানে স্থানে মারামারিও হইতে দেখা যায়। হরিসভার সভ্যগণ তখন শ্রীহরিভক্তিবিলাসোক্ত বচন যথা—

(৯ম বিলাস ১৩৪)

"নৈবেদ্যং জগদীশস্য অন্নপানাদিকঞ্চ যৎ।
ভক্ষ্যাভক্ষ্যবিচারশ্চ নাস্তি তদ্ভক্ষণে দ্বিজাঃ॥
ব্রহ্মবন্নির্ব্বিকারং হি যথাবিষ্ণুস্তথৈব তৎ।
বিকারং যে প্রকুর্ব্বন্তি ভক্ষণে তদ্দ্বিজাতয়ঃ॥
কুষ্ঠব্যাধিসমাযুক্তাঃ পুত্রদারবিবর্জ্জিতাঃ।
নিরয়ং যান্তি তে বিপ্রা তস্মান্নাবর্ত্ততে
পুনঃ॥"

অর্থাৎ ভগবদর্পিত অন্ন যে সাক্ষাদ্ বিষ্ণু তাহা প্রাকৃত ডালভাত নহে ইহা ভুলিয়া গিয়া তখন মহাপ্রসাদে ডালভাতবুদ্ধি বা ভোগবুদ্ধি, বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি প্রভৃতি অসংখ্য নরকের বুদ্ধি সকল আসিয়া উপস্থিত হয়। সুতরাং ঐ সকল তথাকথিত হরিসভার দ্বারা জীবের কল্যাণ হওয়া দূরে থাকুক, জীব আরও নিরয়গামী হইয়া থাকে। শ্রীমদ্ভাগবতে প্রহ্লাদ মহারাজ হিরণ্যকশিপুকে বলিয়াছিলেন গুরুর (?) উপদেশই হউক, নিজে গ্রন্থাধ্যয়নাদি দ্বারাই হউক বা পরস্পর হরিসভা প্রভৃতিতে আলোচনা দ্বারাই হউক গৃহব্রত অর্থাৎ দেহে আত্মবুদ্ধি-সম্পন্ন ব্যক্তির কৃষ্ণে মতি হইবে না। তাহারা ইন্দ্রিয়ের দাস, অসার চর্ব্বিত বস্তুর চর্ব্বণ করিয়াই ক্রমশঃ অন্ধতামিস্র নরকে প্রবেশ করিতেছে। কারণ তাহাদের যাহারা উপদেষ্টা বা গুরু তাহারা বদ্ধজীব, এক অন্ধ অন্য অন্ধ দ্বারা পরিচালিত হইলে যেরূপ অবস্থা হয় তাহাদের অবস্থাও তদ্রূপ। সুতরাং যে পর্য্যন্ত না একমাত্র ভগবানের জন্য ত্যক্তস্বজন-বান্ধব, ভগবানে অখিলচেষ্টাযুক্ত জীবন্মুক্ত, অকিঞ্চন সাধুজনের সর্ব্বতোভাবে আনুগত্যে হরিসভা বা যে কোনও হরিসেবার কার্য্যই হউক না কেন সম্পাদিত না হইবে সে-পর্য্যন্ত জীবের আত্যন্তিক মঙ্গলের পথ সুগম হইবার উপায়ান্তর নাই। চিত্তবিনোদনের স্থান, ইন্দ্রিয়-প্রীতির জায়গা হরিসভা নহে, উহা কলির সভা বা মায়ার সভা। হরিভক্তি-প্রদায়িনী সভা কেবলমাত্র শ্রীহরির প্রতি অহৈতুকী প্রীতিসাধনের আলোচনাক্ষেত্র। উহা হরির বসতিস্থল, নির্গুণ, প্রপঞ্চে প্রকটিত বৈকুণ্ঠ।

গুরুদক্ষিণা

আমরা যে কোন বিষয়েই শিক্ষালাভ করিতে প্রবৃত্ত হই না কেন, গুরু ব্যতীত কোন কার্য্যে সফলকাম হওয়া সুদূরপরাহত। গুরুর আশ্রয় ব্যতীত যে কোন বিদ্যাই অর্জ্জন করা যায় না, তাহা ভগবান্ রামকৃষ্ণের মনুষ্যোচিত আচরণেই আমরা লক্ষ্য করি।

নিখিল বিদ্যার আকরস্বরূপ, সর্ব্বজ্ঞ জগদীশ্বর রামকৃষ্ণ লোকশিক্ষার্থ স্বকীয় স্বতঃসিদ্ধ বিমল জ্ঞান গোপন করিয়া গুরুকুলে বাসের জন্য কাশীদেশজাত অবন্তীপুরবাসী সান্দীপনি নামক গুরুর নিকট গমন করিয়াছিলেন। বিদ্যাশিক্ষার্থ গুরুসমীপে উপনীত জিতেন্দ্রিয় রামকৃষ্ণ উভয়ে গুরুবিষয়ে অনিন্দিত আচরণ গ্রহণপূর্ব্বক অপরকেও তাদৃশ আচরণ শিক্ষা দিবার জন্য যত্ন ও ভক্তি-সহকারে গুরুর সেবা করিতে থাকেন। গুরু সান্দীপনি তাঁহাদের শুদ্ধভাব-যুক্ত আনুগত্যে সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাদিগকে নিখিল বেদ এবং মন্ত্র দেবতাজ্ঞান সহ ধনুর্ব্বেদ, মন্বাদি ধর্ম্মশাস্ত্র, মীমাংসা প্রভৃতি গ্রন্থ ও তর্কবিদ্যা প্রভৃতির উপদেশ দেন। একাগ্রচিত্তে সর্ব্ববিদ্যাপ্রবর্ত্তক রামকৃষ্ণ একবার শ্রবণমাত্রেই সর্ব্ববিদ্যায় পারঙ্গত হন।

গুরুদক্ষিণা না দিলে শিক্ষা কার্য্যকরী হয় না, ইহা জগজ্জীবকে জ্ঞাপনার্থ রামকৃষ্ণ গুরুদক্ষিণা-গ্রহণের জন্য আচার্য্যকে অনুরোধ করিলেন। তাঁহাদের অদ্ভুত মহিমা ও অলৌকিকী বুদ্ধি দর্শন করিয়া সান্দীপনি মুনি পত্নীর সহিত পরামর্শ পূর্ব্বক প্রভাসক্ষেত্রে মহাসমুদ্রে নিমগ্ন স্বীয় মৃতপুত্রকে দক্ষিণারূপে প্রার্থনা করিলে অসীম-পরাক্রমশালী মহারথ রামকৃষ্ণ তথাস্তু বলিয়া রথে আরোহণপূর্ব্বক প্রভাসক্ষেত্রে মহাসমুদ্রের তীরভূমিতে উপস্থিত হইলেন। সমুদ্র তাঁহাদের আগমন বৃত্তান্ত অবগত হইয়া পূজাসম্ভার সহ পাদপদ্মে উপস্থিত হলে রামকৃষ্ণ তাঁহাকে তাঁহার কবলে কবলিত গুরুপুত্রকে সত্বর প্রত্যর্পণ করিতে বলিলেন। প্রত্যুত্তরে সমুদ্র বলিলেন—হে দেব! শ্রীকৃষ্ণ, আমি আপনার গুরুপুত্র হরণ করি নাই। পরন্তু মদীয় গভীর জলমধ্যস্থ শঙ্খ-রূপ-ধারী পঞ্চজন-নামক

(৩য় পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

শুদ্ধভক্তি গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। ভাষ্যসহ বিরাট্ শ্রীচৈতন্যভাগবত ৫৲
২। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২৮৲
একাদশ স্কন্ধ হইতে প্রতিখণ্ড ।৵০
৩। ভাষ্যদ্বয়সহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত
(৪র্থ সংস্করণ) ৩৲
৪। ভক্তিবিবেককুসুমাঞ্জলি (বাঁধা) ১৲
৫। গৌড়ীয়-গৌরব ।৵০
৬। গৌড়ীয়-সাহিত্য ।৵০
৭। ভজনরহস্য ৷০
শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও
শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা)
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৯। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ)
ঐ (বাঁধা) ৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
১০। গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি টীকাসহ)
ঐ (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
১১। গীতার কেবল মাধ্ব-ভাষ্য ৷
১২। মুক্তিমল্লিকা গুণসৌরভঃ সানুবাদ
(মাধ্ব) ৷৲
১৩। বেদান্ততত্ত্বসার সানুবাদ
(রামানুজীয়) ৷০
১৪। জৈবধর্ম্ম ২৲
১৫। শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৬। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১৭। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ৷৵০
ঐ (বাঁধা) ৸০
১৮। দ্বীপ-দিগ্দর্শন ৵০
১৯। সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ) ।৵০
২০। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ৷০
ঐ (আবাঁধা) ।৵০
২১ নবদ্বীপধাম গ্রন্থমালা ৸০
২২। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৵০
২৩। গীতমালা ৴১০
২৪। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶০
২৫। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶০
২৬। নবদ্বীপ পঞ্জিকা (৪৪৭ গৌরাব্দ) ৵০
২৭। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
২৮। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা-দর্পণ ।০
২৯। শরণাগতি ৴০
৩০। গীতাবলী ৴০
৩১। চিত্রে নবদ্বীপ ৴১০
৩২। সাধনকণ ৴০
৩৩। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৴০
৩৪। নবদ্বীপশতক ৴০
৩৫। অর্থপঞ্চক ৴০
৩৬। সদাচারস্মৃতিঃ ৴০
৩৭। কল্যাণকল্পতরু (৫ম সংস্করণ) ৴১০
৩৮। অর্চ্চনকণ ৴১০
৩৯। সাধককণ্ঠমালা (বাঁধা) ।০
ঐ (আবাঁধা) ৷৴০
৪০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি
(প্রথম চারিখণ্ড) ৩৲
৪১। ব্রহ্মসংহিতা ।০
৪২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৪৩। মণিমঞ্জরী সানুবাদ ।০
৪৪। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৪৫। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ।০
৪৬। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৪৭। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
৪৮। গৌড়ীয়মঠ কি করেন? ৴০
৪৯। ঈশোপনিষৎ (বলদেব ও মাধ্ব-ভাষ্য এবং বিবৃতি ও অনুবাদসহ) ।০
৫০। শ্রীভুবনেশ্বর ৶০
৫১। সিদ্ধান্তদর্পণ ৵০
৫২। সাংখ্যবাণী ৴০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৫৩। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী-দিগ্বিজয়ঃ ।০
৫৪। সটীক-শিক্ষাদশমূলম্ ।০
৫৫। তত্ত্ব-সূত্রম্ ।০
৫৬। সানুবাদ-শিক্ষাষ্টকম্ ৵০
৫৭। গৌড়ীয়মঠস্য পরিচয়ঃ ৴০
৫৮। সারাংশবর্ণনম্ ৶০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৫৯। রায় রামানন্দ ৷০
৬০। নামভজন ।০
৬১। রিলেটিভ্ ওয়ার্ল্ড্‌স ।৵০
৬২। লাইফ্ অ্যাণ্ড প্রেসেপ্টস্ অব
শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।০
৬৩। বৈষ্ণবীজম্ ।০
৬৪। হোয়াট্ গৌড়ীয়মঠ ডজ্ ডুইং ৴০
৬৫। দি ভাগবত ।০
৬৬। থিয়োরেটিক্ প্রিন্সিপল্ অ্যাণ্ড
আন্‌লেয়ার্ড্ ডিভোসন ।০
৬৭। ব্রহ্ম-সংহিতা ২১০
৬৮। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (ভলুম ওয়ান) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৬৯। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ৷০
৭০। সাধন পথ ।০
৭১। কল্যাণ-কল্পতরু ৴১০
৭২। গীতাবলী ৴০
৭৩। শরণাগতি ৴০

আসামীয় ভাষায় প্রকাশিত

৭৪। শরণাগতি

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

নদীয়া-প্রকাশপ্রাপ্তির স্থান

১। শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম-মায়াপুর, নদীয়া
২। শ্রীযোগপীঠ ঐ
৩। শ্রীবাস অঙ্গন ঐ
৪। অদ্বৈত-ভবন ঐ
৫। কাজীর সমাধি পাট ঐ
৬। স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ, নদীয়া।
৭। শ্রীভাগবত আসন কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
৮। শ্রীএকায়ন মঠ গোবিন্দপুর, হাঁসখালী।
৯। দ্বাদশগোপাল পাট—পোঃ চাকদহ,
১০। শ্রীগৌর গদাধরমঠ—চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড়, বর্দ্ধমান
১১। শ্রীমোদদ্রুমচ্ছত্র মাউগাছি, বর্দ্ধমান
১২। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম, আমলাযোড়া, পোঃ রাঘবাধ বর্দ্ধমান
১৩। শ্রীগৌড়ীয়মঠ বাগবাজার, কলিকাতা
১৪। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাজু, হাওড়া,
১৫। শ্রীমাধ্ব গৌড়ীয়মঠ, ৯০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা
১৬। শ্রীগোপালজী মঠ কমলাপুর, ঢাকা।
১৭। শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ পোঃ বালিয়াটী,
১৮। শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয়মঠ ময়মনসিংহ।
১৯। শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ চিরালিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর
২০। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম গোয়ালপাড়া, আসাম।
২১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ রায়পেট্টা, মাদ্রাজ।
২২। শ্রীরামানন্দগৌড়ীয় মঠ কভূর, জিঃ পশ্চিম গোদাবরী
২৩। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ উড়িয়াবাজার, পোঃ বক্সীবাজার, কটক।
২৪। শ্রীত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয় মঠ ভুবনেশ্বর।
২৫। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ স্বর্গদ্বার, পুরী।
২৬। শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ আলালনাথ পোঃ ব্রহ্মগিরি, পুরী।
২৭। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ ডুমুরকুণ্ডা, পোঃ চিরকুণ্ডা, মানভূম।
২৮। শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ—কাশী।
২৯। শ্রীরূপগৌড়ীয় মঠ—এলাহাবাদ।
৩০। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ পুরাণবাজার, সরকার ঠাকুরের কুঞ্জ, বৃন্দাবন
৩১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, নিউদিল্লী
৩২। শ্রীপরমহংসমঠ—নৈমিষারণ্য,
৩৩। শ্রীসারস্বত গৌড়ীয় মঠ—হরিদ্বার।
৩৪। শ্রীব্যাসগৌড়ীয়মঠ—কুরুক্ষেত্র, পঞ্জাব
৩৫। শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাবুলনাথ রোড, পোঃ গ্র্যাণ্ট রোড, বোম্বে।
৩৬। লণ্ডন গৌড়ীয়মঠ, ৩নং গ্লষ্টার হাউস, কর্ণওয়াল গার্ডেন্স, লণ্ডন। (এস্, ডব্লিউ—৭)।
৩৭। অমরি গৌড়ীয়মঠ—মেদিনীপুর
৩৮। সরভোগ গৌড়ীয় মঠ—সরভোগ, কামরূপ, আসাম,

শুদ্ধভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী মাসিক। শ্রীধাম-মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৷৷০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দি ভাষায় একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি হৃদয় বন মহারাজ সম্পাদিত ও নৈমিষারণ্য শ্রীপরমহংস মঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ১৷৷০ দেড় টাকা মাত্র।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷৷০ দেড় টাকা মাত্র।

৫। কীর্ত্তন—মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ নিমানন্দ সেবাতীর্থ বি-এজি, বি-টি, সম্পাদিত। আসাম গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম হইতে প্রকাশিত আসামী ভাষায় মাসিক। ভিক্ষা সডাক ১৷৷০ দেড় টাকা মাত্র

শ্রীচৈতন্যভাগবত

আদিকবি শ্রীল বৃন্দাবন দাস প্রণীত সমগ্র গ্রন্থ

গ্রন্থের মূল বোল্ড অক্ষরে এবং তন্নিম্নে বিশ্ববিশ্রুত গৌড়ীয়মঠের প্রতিষ্ঠাতা ও আচার্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের রচিত বিবৃত ভাষ্য উত্তম কাগজে পোষ্টের সহিত মুদ্রিত হইয়াছেন। ডবল ক্রাউন আটপেজি আকারে ১০৯৬ পৃষ্ঠায় কেবল মূল ও ভাষ্য সম্পূর্ণ হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত শ্লোকসূচী, পদ্যসূচী, স্থানসূচী, পাত্রসূচী, বিষয়সূচী, শব্দসূচী প্রভৃতি বিস্তৃত সূচীপত্রেও একটী গ্রন্থ হইবে। সভাষ্য শ্রীচৈতন্যভাগবতের এরূপ উৎকৃষ্ট ও অমূল্য বিরাট্ সংস্করণ জগতের কোথায়ও আজ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই, ইহা নিরপেক্ষ পাঠক মাত্রকেই একবাক্যে স্বীকার করিতে হইবে। শ্রীগৌড়ীয়মঠের উৎসব-কালে গ্রন্থের ভিক্ষা ১২৲ বারটাকা স্থলে—৫৲ পাঁচটাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীচৈতন্যমঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

কলিকাতা বাজার দর

লৌহ হার্ডওয়ার

২২শে ডিসেম্বর ১৯৩৩

টাটার তৈয়ারী— প্রতি হন্দর।

লোহার কড়ি (জয়েষ্ট বা বীম)

মার্কা ৫।৴০—৫॥৵০

ঐ বে-মার্কা হাল্কা ওজন ৪।৵০—৪॥৴০

বরগা (টী-আয়রণ) ৬৵০—৬।০

এঙ্গেল আয়রণ (কোনা) ৫৸৵০—৬।৵০

গ্যালভ্যানাইজড করগেট টীন—

২২ গেজ ৬ হইতে ১০ ফুট ১১।৵০

২৪ গেজ ,, ,, ১০৸৵০

২৬ গেজ ,, ,, ১২

২৪ গেজ আর, পি, ডি, মার্কা ১২৸৴০

২৪ গেজ গাঃ প্লেন শীট— ১১।৵০

২৬ গেজ ,, ,, ১২।০

২৮ গেজ ও ৩০ গেজ ঐ— ১৩৲—১৬৲

বাগান ঘেরা কাঁটাতার ১০০

পাউণ্ড বাঃ ৮৸০

টীল পাটী ৬৲৵—৬।০

,, বোল্টু (গোল) ৬৲৵—৬।০

,, গরাদে (চৌকা) ৬৵০—৭৲।০

,,গোল বড ৴০—।৴০ সূতা ৫৵০—৫॥০

,, ট্যানা বড-

চৌকা ৴০—।৵০ ঐ ৫৵০—৫॥০

,, সাঁওতাল তাল ৭৲—৭৸০

,, প্লেট—তিন সূতা মোটা

পর্যন্ত ৭।০—৭।০

,, চাদর ৩-১৬ খানা বাণ্ডিল ৯॥৵—১০৲

স্টীঃ টীল ৮।০ ৯৲

তাক র ইঁট ৫৸৵—৭৲৵০

তারের পেরেক ১—৬ ইঞ্চি ৯—৯৸০

প্যাটেণ্ট পেরেক ২—৮ ইঞ্চি ১২।০—১৫॥০

ঢালাই কড়া ১ হইতে ১০ নং ২॥০ সাত

কোদাল ৪, ৫, ৬. ৭৸৵০ ৮৸৵০ ৯৸৵০ ডঃ

ঐ তিন পাউণ্ড ৬৲ দেঃ বিঃ ৬।৵০ ,,

গাঃ প্লেন বালতি ৭—১২ ইঞ্চি ১॥৴০ ৬॥৴০

ঐ ঝিভিট ,, ৭—১২ ইঞ্চি ২৲--৭৲ ,,

লোহার দোয়ার ঘরের গোল ও

চৌকা ৮॥০— ,,

ঐ ঢালের লোহার সিট ১৫৲ ,,

ঐ জেনেস্তা (কাঠের সিট) ১৮৲ ,,

লোহ র স্ক্রুপ ॥—৩ ইঞ্চি /১০—॥৴০ গ্রোস

ঐ কজা ৭৩ নং

১॥—৪ ইঞ্চি ।১০—৸৵১০ পেঃ ডজন

গাঃ তার ১৬—২২ নং

(গেজ) ১২৲—১৩৲ হন্দর

গাঃ রিভিং (ঘটকা)

১২ ইঞ্চি ।৵৫ ॥৴০ পীস

গাঃ গাটারিং বা ডোঙ্গা

৬ ইঞ্চি ।০—৸৵০ ,,

গাঃ স্ক্রুপ ১॥০--২॥০ ইঞ্চি ২৩৲--২৯৲ হন্দর

গাঃ ওয়াসার চাকি ১১॥০—১৬৲ ,,

গাঃ বোল্ট নাট ৸—১ ইঞ্চি

।৵১০—১৵০ গ্রোস

ঢালাই রেলিং ৩॥০--৪॥০ হন্দর

ঐ রেন ওয়াটার পাইপ

৩ ইঞ্চি ৵১০ ও ৪ ইঞ্চি ।১০ ফুট

টিউব ওয়েলের জন্য গাঃ

পাইপ১॥ ইঞ্চি ।৵৫ ফুট

পাম্প ৪নং ১৩॥০ ৫নং ১৪৲ ৬নং ১৬৲

৬০--৮০ বাটখারা ৵.৫ সাট ২।০--২॥০ মণ

সন্তোষকুমার মল্লিক এণ্ড সন্স লিঃ

লৌহ ও হার্ডওয়ার বিক্রেতা।

নীলরতন ঘাট লোহাপটী, বড়বাজার,

টেলি--"লোহার মালিক" কলিকাতা

কেরোসিন

ঞ্লোক্রেক প্রত্যেক বাক্স (২ টিন) ৯৲৬

সুধা মার্কা ,, ৬॥০

ভিক্টোরিয়া ,, ৬৲

সোণার দর

পাকা সোণা ৩০৸৴

বড়াল ৩০৸

চিনা পাত ৩২।০

রূপার দর

রূপা প্রতি ১০০ ভরি ৫৫৵০

ঐ খুচরা ৫৵০

কোম্পানীর কাগজ

৩॥০ সুদের কাগজ ৮১৴

৩॥০ নূতন ঋণ (১৯৪৭-৫০) ৯১।০

৪৲ ,, ঋণ (১৯৬০-৭০) ৯৭৲

৫৲ ,, বণ্ড (১৯৩৫ ১০৪॥৴০

ডিবেঞ্চার

৫৲ সুদের (১৯৫৬ ৮৬) কলিকাতা পোর্ট

ট্রাষ্ট ডিবে :— ১০২॥৵০

ব্যাঙ্ক

ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক (কনট্রি) ২৯৪॥০

সেণ্ট্রাল ঐ ২২৲

কাপড় ও সূতার কল

এলগিন মিল ৪৫৲

পাট কল

হাওড়া ৫০৲

অকল্যাণ্ড ১৯৫৲

বালী ১৬২৲

বরানগর ১৫০৲

কেবক ৩৭০৲

ভয়র ১৪৩৲

ক্লাইভ ২৮।০

ডালহাউসী ৪০৮॥০

হেষ্টিং ৪০৫৲

কৃষ্ণনগর নবদ্বীপঘাট রেলওয়ে সময়

কৃষ্ণনগর হইতে নবদ্বীপঘাট

কৃষ্ণনগর সিটি—	৬-৪৫	১০-৪৪	১৩-২২	১৭-৩৮	২০-১৬
কৃষ্ণনগর রোড—	৬-৫৬	১০-৫৫	১৩-৩৩	১৭-৪৭	২০-২৫
আমঘাটা—	৭-১৫	১১-১৩	১৩ ৫১	১৮ ৩	২০-৪১
মহেশগঞ্জ—	৭-১৪	১১-২১	১৪-০	১৮-৯	২০-৪৭
নবদ্বীপঘাট —	৭-৩৩	১১-৩০	১৪-৯	১৮-১৬	২০-৫৫

বিশেষ দ্রষ্টব্য—নবদ্বীপঘাট ষ্টেশন অপেক্ষা মহেশগঞ্জ ষ্টেশন হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরের দূরত্ব অনেক কম। শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে যাঁহাদিগকে রাণাঘাটে ট্রেণ বদল করিতে হয়, তাঁহারা রাণাঘাটে প্রাতঃ ৫-৫০,৮-১৪,১৯ ৪৬. ১৬-৪৮.১৮-৩৯ এবং ০-৭২ মিনিটের সময় গাড়ী পাইবেন।

শান্তিপুর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে শান্তিপুর ষ্টেশনে৫-৪০,৯-২৯, ১২-২৫,১৬-৪ এবং ১৮-৪১ মিনিটের সময় ট্রেণ পাওয়া যায়।

নবদ্বীপঘাট হইতে কৃষ্ণনগর

নবদ্বীপ ঘাট—	৫-৩৫	৯-২৫	১২-১০	১৫-৩৪	১৮-৪৫
মহেশগঞ্জ—	৫-৪৩	৯-৩৩	১২-১৯	১৫-৪২	১৮-৫৬
আমঘাটা—	৫-৪৯	৯-৩৯	১২-২৬	১৫-৪৮	১৯-৫
কৃষ্ণনগর রোড—	৬-৫	৯-৫৫	১২-৪৩	১৬-৪	১৯-২৪
কৃষ্ণনগর সিটি—	৬-১৭	১০-৩	১২-৫১	১৬-১২	১৯-৩৫

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রেস ওয়ার্কস হইতে—ডাঃ কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম ভক্তিশাস্ত্রী এল. এম. এফ. কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

কলিকাতায় খানাতল্লাস

শনিবার প্রাতে গোয়েন্দা বিভাগের স্পেশাল ব্রাঞ্চের কর্মচারিবৃন্দকে দক্ষিণ কলিকাতার কয়েক স্থানে খানাতল্লাসীতে ব্যস্ত থাকিতে দেখা যায়। প্রকাশ, কয়েকখানি গৃহ খানাতল্লাসী করা হয় এবং চারিজন মহিলাকে গ্রেপ্তার করিয়া ইলিশিয়াম রো'স্থিত গোয়েন্দা বিভাগের প্রধান আড্ডায় লইয়া যাওয়া হয়। তাঁহাদের মধ্যে দুইজন কলেজের ছাত্রী।

সংবাদ পাওয়া গেল, স্পেশাল ব্রাঞ্চের কর্মচারিবৃন্দ শনিবার অতি প্রত্যুষে টালিগঞ্জে এক বাড়ীতে হানা দিয়া খানাতল্লাস করেন। এই স্থানে কিছুক্ষণ যাবৎ খানাতল্লাস চালাইবার পর পুলিস কুমারী লীলাবতী কামদে নাম্নী এক মহারাষ্ট্রীয় বালিকাকে গ্রেপ্তার করিয়া ইলিশিয়াম রো প্রধান আড্ডায় লইয়া যায়। কুমারী কামদে আশুতোষ কলেজের চতুর্থ বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্রী বলিয়া প্রকাশ।

সংবাদে আরও প্রকাশ, পুলিস কলিকাতা কর্পোরেশন স্কুলের প্রধান শিক্ষয়িত্রী বলিয়া কথিত কুমারী শান্তি রায়ের গৃহেও খানাতল্লাস করে এবং এই স্থানে খানাতল্লাসী শেষ হইবার পর তাঁহাকে গ্রেপ্তার করে।

পুলিস সহরের আরও দুইটি স্থানে খানাতল্লাস সম্পর্কে অপর দুই জন মহিলাকে গ্রেপ্তার করিয়া ইলিশিয়াম রো হেড কোয়ার্টারে লইয়া যায়।

আরও সংবাদ পাওয়া গেল, এই সকল মহিলাগণ ব্যতীত পুলিস প্রায় অর্দ্ধ ডজন যুবককে জেরার গ্রহণের উদ্দেশে ইলিশিয়াম রো কেন্দ্রীয় কার্য্যালয়ে লইয়া যায়।

শুনা যাইতেছে, ত্রীগুণে ব্যাঙ্ক প্রতারণ মামলা সম্পর্কে এই সকল খানাতল্লাসী এবং গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

পিস্তলের সাহায্যে ডাকাতি

কিছুদিন পূর্ব্বে আমহার্ষ্ট নিকট বারেন্দ্র রোডে এক ডাকাতি হইয়া গিয়াছে। খারিকা নামক একজন লোক এই রাস্তা দিয়া যাইতেছিল সেই সময় কয়েকজন যুবক তাহাকে পিস্তলের ভয় দেখাইয়া তাহার নিকট হইতে ১৮৬৮ টাকা আদায় করিয়া তাড়াতাড়ি সরিয়া পড়ে। অতঃপর ব্যাপারটা পুলিসের গোচরীভূত করিলে তাহারা এই সম্পর্কে জোর তদন্ত আরম্ভ করে। ইতঃপূর্ব্বে এইজন্য পুলিস ২ জন যুবককে গ্রেপ্তার করিয়াছে। সম্প্রতি ভাটপাড়াপুরের ধগেন্দ্রকুমার ভৌমিককেও তাহারা এই সম্পর্কে গ্রেপ্তার করিয়া বিচারার্থ প্রেরণ করিয়াছে। ধৃত যুবকদিগের সকলকেই মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেটের এজলাসে হাজির করা হইয়াছিল। তাহাদিগের প্রত্যেককে ১ হাজার টাকার জামিনে অব্যাহতি প্রদান করা হইয়াছে।

ম্যাজিষ্ট্রেটের প্রতি অশুদ্ধ ভাষা

পুরাতন পাপী শেখ রজ্জব ও মোটর গাড়ী আইনানুসারে অভিযুক্ত বিশ্বনাথ কলিকাতার অতিরিক্ত প্রধান প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেটের আদালতে আসামীদের কাঠগড়ায় একত্র দাঁড়াইয়াছিল। প্রকাশ, সেই সময়ে রজ্জব অপর ব্যক্তির কোর্ত্তার পকেটে হস্ত প্রবেশ করাইয়া দেয়। আদালতে ইনস্পেক্টর শ্রীযুত পি, সি, চট্টোপাধ্যায় উহা লক্ষ্য করেন। জনৈক কনষ্টেবল রজ্জবের হাত ধরে। তখনও উহা অপর ব্যক্তির পকেটের মধ্যে ছিল। তাহার বিরুদ্ধে অবিলম্বে একটী মামলা উপস্থিত করা হয়। আসামী অপরাধ স্বীকার করে। ম্যাজিষ্ট্রেট তাহাকে ৬ মাস সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন।

রাত্রিতে বিনা কারণে ভ্রমণ করিবার অভিযোগে রজ্জবের বিরুদ্ধে যে মামলা উপস্থিত করা হইয়াছিল। ম্যাজিষ্ট্রেট সেই মামলায় তাহাকে অপরাধী সাব্যস্ত করেন এবং তাহাকে ৩ মাস সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করেন। ম্যাজিষ্ট্রেট দণ্ডাদেশ প্রদান করিবা মাত্র আসামী অশুদ্ধ ভাষায় ম্যাজিষ্ট্রেটকে তিরস্কার করে।

ম্যাজিষ্ট্রেটের প্রতি অশুদ্ধ ভাষা প্রয়োগ করিবার অভিযোগে উক্ত আসামীকে কলিকাতার পঞ্চম প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেটের আদালতে উপস্থিত করা হয়। আসামী অপরাধ স্বীকার করে। ম্যাজিষ্ট্রেট তাহাকে ৬ মাস বিনাশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন।

ফ্রান্সে গুপ্তচর গ্রেপ্তার

রুষ, ফ্রান্স, রুমেনিয়া, আমেরিকা, ক্যানেডা এবং জেকোশ্লোভাকিয়ার ক্যাপিটালিষ্ট দলের আঠার জন গুপ্তচর প্যারীসহরে ধরা পড়িয়াছে। পুলিস রিপোর্টে প্রকাশ, মহাযুদ্ধের পর ফ্রান্সে অনেক সময় অনেক গুপ্তচরের আবির্ভাব হইয়াছিল কিন্তু এরূপ বিরাট আবির্ভাব ইতোমধ্যে দেখা যায় নাই।

তদন্তে প্রকাশ, এই সকল গুপ্তচর নাকি সোভিয়েট সরকারের জন্য ফ্রান্সের আভ্যন্তরীণ সংবাদ সংগ্রহ করিতে ব্যস্ত। শুধু সোভিয়েট সরকারের জন্য নহে; অন্যান্য দেশের জন্যও সংবাদ সংগ্রহ ইহাদিগের নাকি চাকুরি।

এই সকল গুপ্তচরের মধ্যে একজন প্রফেসার। একজন নৌ-সচিবের ইনটারপ্রিটার এবং একজন উচ্চশিক্ষিতা মহিলা আছে। নৌ-সচিবের ইনটারপ্রিটার নাকি আটবস্তি রকম ভাষা জানেন।

রাষ্ট্র সভায় অগ্নি প্রদান

রাষ্ট্র সভায় অগ্নি প্রদানের বিচার শেষ হইয়াছে। কাহার উপর কিরূপ শাস্তির বিধান হইবে তাহা হার হিটলার এবং জেনারেল গোয়েরিং জানিতে পারিয়াছেন। বিশ্বস্তসূত্রে জানা গিয়াছে একজন আসামীর নাকি দুর্দ্দশার সীমা থাকিবে না এবং অনেকে মুক্তিলাভ করিবে।

বিশ্বস্তসূত্রে ইহাও জানা গিয়াছে হার হিটলার এবং জেনারেল গোয়েরিং বুলগেরিয়াবাসীদিগকে জার্ম্মাণী হইতে বাহির করিয়া দিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন।

জনতা ও পুলিসে সঙ্ঘর্ষ

উজিরপুর পুলিশ থানার হারতা গ্রাম হইতে সংবাদ আসিয়াছে, গ্রামের জনতার সহিত পুলিশ দলের একটী ভীষণ সংঘর্ষ হইয়া গিয়াছে। ফলে, উত্তেজিত জনতার হস্ত হইতে বহু কষ্টে উজিরপুর পুলিশ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারীকে উদ্ধার করা হইয়াছে।

প্রকাশ, স্থানীয় জমিদারের কাছারি লুণ্ঠিত হইয়াছে এই সংবাদ পাইয়া উজিরপুর পুলিশ ভারপ্রাপ্ত দারোগা মিষ্টার ওয়াজেদ আলি চৌধুরী ২ জন কনষ্টেবল সঙ্গে লইয়া হারতায় গমন করেন। তদন্তকালে এইরূপ সংবাদ পাওয়া যায় যে, আফসার আলির বাটীতে লুণ্ঠিত সম্পত্তির কিয়দংশ পাওয়া যাইতে পারে। স্থানীয় য়ুনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেণ্টকে সঙ্গে লইয়া উক্ত দারোগা ঐ বাটীতে খানাতল্লাস করিতে গমন করেন। খানাতল্লাস কালে একটী বাক্সে বহু সংখ্যক জালমুদ্রা ও মুদ্রা জাল করিবার দ্রব্যাদি ধৃত করা হয়। তাহাতে আফসার ও তাহার পুত্রগণ উক্ত দারোগার হস্ত হইতে ঐ বাক্স ছিনাইয়া লইতে চেষ্টা করে। উক্ত দারোগা তাহাতে বাধা দান করেন।

য়ুনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেণ্টকে একখানি বড় ছোরা দ্বারা আঘাত করা হয়। প্রকাশ, সেই সময়ে উক্ত দারোগা আত্মরক্ষার্থ বন্দুকে গুলী ছুড়েন। ঐ গুলীতে আক্রমণকারীদের একজনের পায়ে আঘাত লাগে এবং একটী গরু নিহত হয়। ইতোমধ্যে ঐ অঞ্চলের বহু মুসলমান ঘটনাস্থলে সমবেত হয়। উক্ত দারোগা ও তাঁহার দলের লোকদিগকে অবরোধ করিয়া তাঁহাদিগকে প্রায় পরাভূত করে। সেই সময়ে একজন কনষ্টেবল কোনরূপে পলায়ন করিয়া নিকটবর্ত্তী বানরীপাড়া পুলিশ থানায় গমন করে। রাত্রি প্রায় ৯ টার সময় নিকটবর্ত্তী কেশবকাটী গ্রামের দুইজন ভদ্রলোক সংবাদ পাইয়া কয়েকজন লোক সংগ্রহ করিয়া ঘটনাস্থলে উপস্থিত হন এবং উক্ত দারোগা ও তাঁহার লোকদিগকে উদ্ধার করেন। পরদিন প্রাতে বানরীপাড়া ও উজিরপুর পুলিশ থানা হইতে পুলিশ ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইয়া ২ জন পুরুষ ২ জন নারীকে গ্রেপ্তার করে। প্রকাশ, উক্ত দারোগার অঙ্গুরী, জুতা ও টুপী ছিনাইয়া লওয়া হইয়াছিল। আরও প্রকাশ, ধৃত নারীদের একজনের নিকট উক্ত অঙ্গুরী পাওয়া গিয়াছে।

শিকারে দুর্ঘটনা

জব্বলপুরের ৪ জন শ্বেতাঙ্গ সৈনিক কর্ম্মচারী মৌজখালীর নিকটবর্ত্তীর বনে শিকারে বহির্গত হইয়া পশুর অনুসন্ধানের জন্য প্রায় ৬০ জন অনুসন্ধানকারী নিযুক্ত করেন। সহসা একটি হরিণ উপস্থিত হওয়ায় একজন শিকারী তাহাকে গুলি করে। পশুটি নিপতিত হয়। ঐ সময়ে একজন অনুসন্ধানকারী শরীর আঘাতপ্রাপ্ত হয়। তাহাকে সংজ্ঞাহীন অবস্থায় ভিক্টোরিয়া হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। সিভিল সার্জ্জন তাহার মস্তক হইতে গুলী বাহির করিয়াছেন। তাহার অবস্থা আশঙ্কাজনক।

কঠোর কারাদণ্ডের ব্যবস্থা

মৈনাৱ ইস্ত্রিস ও চামড়াখোলার হরেন্দ্র দেকে প্রতারণার অভিযোগে এসিষ্টাণ্ট সেসন জজের এজলাসে অভিযুক্ত করা হইয়াছিল। সম্প্রতি এই মামলার বিচার হইয়া গিয়াছে। বিচারকারী জজ জুরীদিগের সহিত একমত হইয়া ইস্ত্রিসের প্রতি ৪ বৎসর ও হরেন্দ্র দের প্রতি দুই বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডের ব্যবস্থা করিয়াছেন।

প্রকাশ, দ্বিতীয় আসামী একজন লোককে এই বলিয়া প্রথম আসামীর বাড়ীতে লইয়া যায় যে, সে তাহাকে অল্প মূল্যে সোনা ক্রয় করিয়া দিবে। সেখানে তাহারা তাহার নিকট হইতে ১০০ টাকা আদায় করিয়া সরিয়া পড়ে। অতঃপর ব্যাপারটা পুলিসের গোচরীভূত করিলে আসামীদ্বয়কে গ্রেপ্তার করিয়া বিচারার্থ প্রেরণ করা হয়। ফলে তাহাদিগের প্রতি উপরিউক্ত দণ্ডের ব্যবস্থা হইয়াছে।

মহিলা চিকিৎসকের বিরাট দান

বিশ্বস্তসূত্রে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে বালিয়াকান্দি হাইস্কুলের প্রবেশিকা পরীক্ষার্থীদিগের মধ্যে যে ছাত্র পরীক্ষার সর্ব্বাপেক্ষা অধিক নম্বর রাখিতে সমর্থ হইবে তাহাকে একটী স্বর্ণপদক প্রদান করিবার জন্য স্বর্গীয়া ক্ষীরোদাসুন্দরী রায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষের নিকট এক হাজার টাকা জমা রাখিয়া গিয়াছেন।

মৃতা কলিকাতায় চিকিৎসা ব্যবসায় করিতেন। পার্শ্ববর্ত্তী গ্রাম বেতাঙ্গীতে বাটী ছিল।

তারের ঠিকানা— 'শ্রীধাম' নবদ্বীপ
ডাকের ঠিকানা—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

দৈ নি ক

REG. C. 544

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩৷৹
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার স্বতন্ত্র।

নদীয়া প্রকাশ
THE NADIA-PRAKA[SH]

সাধারণের হার
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸৹
মাসিক ১৲
নগদ বর্ত্তমান সংখ্যা ৫

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচারে—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৮ম খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বেদান্তবাচস্পতি [২৫২শ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর— ১৪ই পৌষ শুক্রবার ১৩৪০, ২৯শে ডিসেম্বর ১৯৩৩

ডি ভ্যালেরা হত্যার চেষ্টা

জেনারেল ও'ডাফিকে সামরিক আদালতে হাজির হইতে হইবে। জেনারেল ও'ডাফির বিরুদ্ধে পাঁচটি চার্জ্জ গঠিত হইয়াছে। আগামী ২রা জানুয়ারী ডাফির হাজির হইবার দিন। অভিযোগ, মিঃ ডি, ভ্যালেরাকে হত্যা করিবার উৎসাহ প্রদান।

জেনারেল ও'ডাফির বিরুদ্ধে প্রথম এবং দ্বিতীয় অভিযোগে এই যে, তিনি ইয়ং আয়র্লণ্ড এসোসিয়েশনের মেম্বর। এই এসোসিয়েশনই নীলকোর্ত্তা নামে অভিহিত। ন্যাশনাল গার্ড নামক বাহিনীর সঙ্গেও তাঁহার নাকি সম্পর্ক আছে। সাধারণের রক্ষা আইনের ইহা নিয়ম বহির্ভূত।

ডাফির বিরুদ্ধে তৃতীয় অভিযোগ এই যে বালিনামনে জেনারেল ও'ডাফি রাজদ্রোহমূলক বক্তৃতা প্রদান করিয়াছিলেন। সেই বক্তৃতার মর্ম্ম এই যে যাঁহারা প্রকৃত আইরিশবাসী এবং যাঁহারা যুবক রহিয়াছেন তাঁহাদিগকে এই অধিবেশনে যোগদান করিতে হইবে। এই মিলনের নাম ইয়ং আয়র্লণ্ড এসোসিয়েশন।

চতুর্থ অভিযোগে প্রকাশ, জেনারেল ওডাফি মিঃ ডি, ভ্যালেরাকে হত্যা করিবার জন্য উৎসাহ প্রদান করিয়াছিলেন।

জেনারেল ওডাফির বিরুদ্ধে পঞ্চম অভিযোগ এই যে, বালিনামনে জেনারেল ডাফি হত্যার উৎসাহ প্রদান করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন।

কংগ্রেস সভায় হুলুস্থূল

গত ২৫শে ডিসেম্বর ট্রেড য়ুনিয়ন কংগ্রেসের অধিবেশনে কুৎসিৎ দৃশ্য পরিলক্ষিত হইয়াছিল। কতিপয় বক্তা বক্তৃতা প্রসঙ্গে গান্ধী ও কংগ্রেসের সমালোচনা করিলে হাঙ্গামার সূত্রপাত হয়। মিঃ বাবুলা গান্ধীজী ও কংগ্রেসের কার্য্য শ্রমিকের স্বার্থ বিরোধী বলিয়া অভিযোগ করিলে সভায় একদল লোক ক্ষেপিয়া উঠে এবং মুহূর্ত্ত মধ্যে হুলস্থূল বাধিয়া যায়। পূর্ণ দুই ঘণ্টা ধরিয়া দুইদল পরস্পর পরস্পরকে অভদ্রোচিত ভাষায় গালাগালি দিতে থাকে ও ক্রমে হাতা-হাতির উপক্রম হয়। দর্শকের সর্ব্বত্র কলরব ও উচ্চকণ্ঠে কংগ্রেসের জয়ধ্বনি ও তাহার উত্তরে শ্রমিক আন্দোলনের জয়ধ্বনি উত্থিত হইতে থাকে। গোলযোগ ক্রমে ভীষণাকার ধারণ করে। অবশেষে বহু কষ্টে শ্রীযুক্ত হরিশঙ্কর বিদ্যার্থীর মধ্যস্থতায় সভায় শান্তি স্থাপিত হয়।

জেলে হাঙ্গামা

গত ২৪শে ডিসেম্বর করাচীর সেন্ট্রাল জেলে বিশেষ হুলস্থূল পড়িয়া যায়। তথায় যে সকল বন্দী তাঁতের কার্য্যে নিযুক্ত আছে, তাহাদের ২ দল লোকের মধ্যে সংঘর্ষ বাধিয়া যায়। ফলে অতিরিক্ত পুলিস আনান হয় ও পরে শান্তি স্থাপিত হয়।

৭ জন বন্দী গুরুতর আহত হয়। তাহাদিগকে জেলে হাসপাতালে লইয়া যাওয়া হইয়াছে। তাহাদের অবস্থা খারাপ।

১৮ জন বন্দী এই দাঙ্গার ব্যাপারে লিপ্ত ছিল বলিয়া প্রকাশ। তাহাদিগকে বিচারার্থ অতিরিক্ত সিটী ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ আলিবক্সের এজলাসে অর্পণ করা হইয়াছে।

গর্ত্তের মধ্যে ফেরারী ডাকাত

কাদি, ইক্ষু ক্ষেত্রের পিছনে আরতি বিলের সন্নিকটে একটা গর্ত্তের মধ্যে কয়েক জন ফেরারী আসামী লুকাইয়াছিল। পুলিস তথায় হানা দেয়।

প্রকাশ কয়েকজন ডাকাত গোবরহাটিতে একজন স্ত্রীলোকের গৃহে ডাকাতি করার পর প্রায় ২।৩ মাস আত্মগোপন করিয়াছিল। তাহারা আরতি বিলের নিকট একটা গর্ত্তের মধ্যে লুকাইয়া আছে জানিতে পারিয়া গোবরহাটি য়ুনিয়নের দফাদার প্রামের চৌকিদারদের সহিত গর্ত্তটি ঘেরাও করে। অন্যতম পলাতক আসামী মদন রাজবংশী ধরা পড়ে এবং ৫ জন পলায়ন করে। মদনের গ্রেপ্তার সম্পর্কে পুলিস বহুসংখ্যক লোককে গ্রেপ্তার করিয়াছে।

২৭ দিন ধরিয়া অনশন

আগ্রা জেলে কাকোরী ষড়যন্ত্র মামলায় দণ্ডিত বন্দীদের কয়জন ২৭ দিন যাবৎ অনশনে আছে। প্রকাশ, বক্সী ও চট্টোপাধ্যায় অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে। তাহাদিগকে নির্জ্জন কক্ষে রাখা হইয়াছে।

বিশ্ব-বিশ্রুত শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত

শ্রীচৈতন্য ভাগবত

বিরাট দ্বিতীয়-সংস্করণ

গৌড়ীয়াচার্য্যভাস্কর প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ কর্ত্তৃক গৌড়ীয়ভাষ্য ও বিবৃতিসহ প্রকাশিত। সংস্কৃত শ্লোক-সমূহের অন্বয়, অনুবাদ ও ব্যাখ্যা সন্নিবেশিত। প্রতি অধ্যায়ের কথাসার, অধ্যায়-সূচী, শ্লোক-সূচী, পয়ার-সূচী, স্থান-সূচী, পাত্র-সূচী ও গ্রন্থকার শ্রীল বৃন্দাবন দাস গোস্বামীর জীবনী প্রভৃতি মহামূল্য-রত্নে অলঙ্কৃত।

ভিক্ষা—সর্ব্বসাধারণের সুবিধার জন্য ১২৲ স্থলে এখনও ৬৲ ছয়টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—

১। শ্রীচৈতন্য মঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

২। শ্রীগৌড়ীয় মঠ
পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

শিশুর খাদ্য

K. C. BOSE & CO'S
INDIAN BARLEY
CALCUTTA

ESTD 1885
GOLD MEDAL
THE FIRST & FOREMOST FIRM IN INDIA
BOSE'S SUPERIOR INDIAN BARLEY
1 lb net
Prepared only of Genuine & Selected Grains
K. C. BOSE & CO
SHAMBAZAR STEAM BISCUIT & BARLEY FACTORY
CALCUTTA

দেশী বিদেশী সকলপ্রকার
বার্লী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও সুলভ
সুপ্রসিদ্ধ চিকিৎসকগণ
কর্ত্তৃক
অনুমোদিত
শিশুর খাদ্য ও রোগীর পথ্য
পঞ্চাশ বৎসরের
পরিচিত ও পরীক্ষিত

কে, সি, বসু এণ্ড কোং
শ্যামবাজার ষ্টীম বিস্কুট এণ্ড বার্লী ফ্যাক্টরী
কলিকাতা।

ইউনিয়ন বোর্ডের ফর্ম্ম

ফর্ম্ম সর্ব্বদা বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত থাকে। অর্ডার পাইলে আমরা প্রত্যেকের পাকিং রেজেষ্টারী বহির উপরে ইউনিয়ন বোর্ডের নাম ও নম্বর সহ লেবেল ছাপাইয়া আটিয়া সরবরাহ করিয়া থাকি। কতকগুলি ফরমের তালিকা নিম্নে দেওয়া গেল—

আসেসমেণ্ট তালিকা

ইউনিয়ন বোর্ডের, বেঞ্চের এবং কোর্টের ব্যবহার্য।

১ নং ফরম প্রতি শত ১৲ টাকা।

বজেট এষ্টিমেট

২নং ফরম প্রতি খানা /০ আনা, প্রতি শত ৪৲ টাকা।

ক্যাস বহি

৩ নং ফরম (আয় ব্যয়ের জমা খরচের বহি) ১০০ পৃষ্ঠার বহি ১৲

আদায়ের রেজেষ্টারী

৪ নং ফরম ১০০ পৃষ্ঠার বহি ১৲ টাকা, ২০০ পৃষ্ঠার বহি ২৲ টাকা।

দৈনিক আদায়ের রেজেষ্টারী

৫ নং ফরম ১০০ পৃষ্ঠার বহি ১৲ টাকা, ২০০ পৃষ্ঠার বহি ২৲ টাকা।

খোঁয়াড় ও খেয়াঘাটের জমার রেজেষ্টারী

৬ নং ফরম প্রতি বহি ১৲ টাকা।

মুদ্রাঙ্কিত রসিদ

৭ নং ফরম প্রতি বহি ৷৷০ আনা।

অগ্রিম দেওয়া টাকার রেজেষ্টারী

৮ নং ফরম প্রতি বহি ১৲ টাকা।

মাসিক হিসাব নিকাশের রেজেষ্টারী

৯ নং ফরম ১০০ পৃষ্ঠার বহি ১৲ টাকা, ২০০ পৃষ্ঠার বহি ২৲ টাকা।

জমি ও বস্তু সম্পত্তির রেজেষ্টারী প্রতি বহি ১৲ টাকা।

সি ফরম দফাদার বা চৌকীদারের বেতন বিলের রেজেষ্টারী প্রতি বহি ১৲ টাকা।

ডি ফরম দফাদার বা চৌকীদারের বেতনের রেজেষ্টারী কাউন্টার প্রতি বহি ১৲ টাকা।

ইনু ফরম দফাদার বা চৌকীদারের বেতন বিলির ফরম প্রতি কপি ১৫ পয়সা, প্রতি শত ১৲ টাকা।

"জ ফরম" দণ্ড বিষয়ক কার্য্য-প্রণালী প্রতি কপি ১৫ পয়সা প্রতি শত ১৲ টাকা

আইন ফরম জারীর জন্য প্রাপ্ত পরওয়ানার রেজেষ্টারী প্রতি বহি ১৲ টাকা।

জরিমানা মুচালকা প্রভৃতি পাওনা টাকার রেজেষ্টারী প্রতি বহি ১৲ টাকা।

প্রাপ্ত চিঠির রেজেষ্টারী—১ খানা ১৲ টাকা।

প্রেরিত চিঠির রেজেষ্টারী—১ খানা ১৲ টাকা।

গার্ড ফাইল—প্রত্যেকটী ৵০ আনা।

মিটিংএর নোটিশ বহি—১ খানা ৷৷০ আনা।

নোটিশ বহি—১ খানা ৷৷০ আনা

জন্মের কাউচিঠা—প্রতি বহি ৷০ আনা।

মৃত্যুর কাউচিঠা—প্রতি বহি ৷০ আনা।

নকলের দরখাস্তের রেজেষ্টারী বহি—১ খানা ১৲ টাকা।

দেওয়ানি মামলার রেজেষ্টারী বহি—১ খানা ১৲ টাকা।

প্রত্যেক প্রকার বেঞ্চ ও কোর্টের সমন পরওয়ানা প্রভৃতি শত ৷৷০ আনা হিসাবে পাওয়া যায়।

নিবেদক—ম্যানেজার, ভাগবত প্রেস [illegible] কৃষ্ণনগর নদীয়া

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক

— পারমার্থিক পত্র —

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশ
তনয়স্তদ্ধাম-বৃন্দাবনম্,
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং
প্রেমা পুমর্থো মহান্,
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং
তত্রাদরো নঃ পরঃ॥

৮ম বর্ষ { ২৭ নারায়ণ গৌরাব্দ ৪৪৭, ১৪ই পৌষ বঙ্গাব্দ ১৩৪০, ২৯শে ডিসেম্বর ইং ১৯৩৩, শুক্রবার } ২৫২ তম সংখ্যা

প্রভুপাদ-দর্শনে সার্জ্জন জেনারেল

বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্টের সার্জ্জন-জেনারেল কর্ণেল ডি, পি, গয়েল এফ্-আর-সি-এস্-ই, আই-এম্-এস্ মহোদয় শ্রীল প্রভুপাদের অসুস্থতা-সংবাদ পাইয়া গত ২৫শে ডিসেম্বর কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ কবিরাজ মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত গণনাথ সেন এম-এ, এল-এম্-এস্ মহাশয়কে সঙ্গে লইয়া তাঁহাকে দেখিবার জন্য আসিয়াছিলেন। শ্রীল প্রভুপাদ অনেকটা সুস্থ আছেন দেখিয়া সার্জ্জন-জেনারেল মহোদয় অতিশয় আনন্দ প্রকাশ করেন এবং যাহাতে তিনি অন্ততঃ একমাস কাল পূর্ণরূপে বিশ্রাম লাভ করেন তজ্জন্য পুনঃ পুনঃ অনুরোধ জ্ঞাপন করেন এবং শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীচরণকমলে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিয়া বলিতে থাকেন — "গুরুমহারাজের আশীর্ব্বাদেই আমার সৌভাগ্য-রবি উদিত হইয়াছে।"

ইঁহার সৌজন্য, সরলতা ও বিনয়-নম্র ব্যবহার বিশেষ প্রশংসনীয়। তিনি কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজের প্রিন্সিপাল-পদ কালে শ্রীগৌড়ীয়মঠের উদ্যোগে কলিকাতায় অনুষ্ঠিত পারমার্থিক-প্রদর্শনী দর্শন করিয়া এবং শ্রীল প্রভুপাদের নিকট শ্রীশ্রীচৈতন্যচন্দ্রের শিক্ষা শ্রবণ করিয়া অতিশয় আনন্দিত হইয়াছিলেন।

— —

অধ্যাপক ভক্তিসুধাকর প্রভু

মহামহোপাদেশক অধ্যাপক আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল এম-এ ভক্তিশাস্ত্রী ভক্তিসুধাকর মহোদয় বড়দিনের ছুটিতে গত ২৫শে ডিসেম্বর প্রাতে কলিকাতায় শ্রীগৌড়ীয়মঠে শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীচরণসমীপে উপস্থিত হইয়াছেন।

মহোৎসব-সন্দেশ

কমলাপুর গোপালজীর মঠে

ঢাকা শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয়মঠের বার্ষিক মহামহোৎসব সমাপ্তির পর কমলাপুরের শ্রীগোপালজীর মঠের বার্ষিক মহোৎসব গত ২১শে ডিসেম্বর বৃহস্পতিবার সুসম্পন্ন করিয়া ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ শ্রীল প্রভুপাদের নির্দ্দেশ-অনুসারে গত ২৫শে ডিসেম্বর সোমবার ঢাকা-মেলে কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠে উপস্থিত হইয়াছেন।

কমলাপুর গ্রামটী ঢাকা সহর হইতে এক মাইলের মধ্যে। স্থানটী বেশ স্বাস্থ্যকর; পানীয় জল কূপের ও অগ্নিবর্দ্ধক। শ্রীগোপালজী-বিগ্রহ প্রাচীন কাল হইতেই এই স্থানে প্রতিষ্ঠিত। শ্রীবিগ্রহের সেবা সুষ্ঠুরূপে না হওয়ায় কয়েক বৎসর হইল শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার সেবকগণ সেবাভার গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহাদের চেষ্টায় সেবার প্রভূত উন্নতি হইয়াছে। শ্রীবিগ্রহের জন্য পাকা-মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছে।

—

গত উৎসব-দিবস ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজের নেতৃত্বে একটী সঙ্কীর্ত্তন-শোভাযাত্রা ঢাকা শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয়মঠ হইতে কমলাপুর গোপালজীর মঠে গমন করেন এবং প্রায় ৯-১২ মিনিটের সময় তথায় উপস্থিত হন। খোল, করতাল, ব্যাণ্ডপার্টি, সুদৃশ্য বৈজয়ন্তী প্রভৃতি শোভাযাত্রার অঙ্গ ছিল। সুমধুর সঙ্কীর্ত্তন দর্শকবৃন্দের চিত্ত বিশেষরূপে আকৃষ্ট করিয়াছিল।

—

সঙ্কীর্ত্তন-শোভাযাত্রা কমলাপুরে উপস্থিত হইয়া গোলোকপ্রাপ্ত শ্রীপাদ ভক্তিবিলাস পর্ব্বত মহারাজের সমাধি-মন্দির পরিক্রমা করেন এবং স্বধাম-প্রাপ্ত শ্রীপাদ ত্রৈলোক্যনাথ ব্রহ্মচারী মহোদয়ের সমাধি-স্থলে কীর্ত্তন করেন। তৎপর সঙ্কীর্ত্তন-মুখে শ্রীশ্রীগোপালজীর মন্দির পরিক্রমা করা হয়।

— —

পরিক্রমার পর শ্রীপাদ ভারতী মহারাজ শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। পাঠের আদিতে ও অন্তে মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তন হইয়াছে। পাঠ-কীর্ত্তনের পর ভোগরাগ হইলে সমাগত প্রায় পাঁচ শত ব্যক্তিকে বিচিত্র মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হইয়াছে। উৎসবটী বিশেষরূপে সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে।

ময়মনসিংহ জগন্নাথ-গৌড়ীয় মঠে

গত ১১ই অগ্রহায়ণ ২৭শে ডিসেম্বর হইতে ময়মনসিংহ-জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠের বার্ষিক মহোৎসব আরম্ভ হইয়াছে। উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ নিত্যস্বরূপ ভক্তিশাস্ত্রী মহাশয় প্রত্যহ ভাগবত পাঠ ও বক্তৃতাদি করিতেছেন এবং উপস্থিত সজ্জনবৃন্দের নিকট হরিকথা বলিতেছেন। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিপ্রকাশ অরণ্য মহারাজ রামানুজগঞ্জ প্রভৃতি স্থানে পাঠ, বক্তৃতা, কীর্ত্তন, ছায়াচিত্রযোগে বক্তৃতা প্রভৃতি দ্বারা শ্রীচৈতন্যের শিক্ষা প্রচার করিতেছেন।

মহাসমুদ্র-বক্ষে শ্রীগৌড়ীয়মঠের মহাসংকীর্ত্তন

শ্রীশ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিলাস গভস্তিনেমি মহারাজ ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ শ্রীপাদ জানকীনাথ ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ সত্যবিগ্রহ ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ অমরেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী, শ্রীকৃষ্ণপদ দাস, শ্রীরাধারমণ ব্রহ্মচারীসহ শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর মঙ্গলময়ী বাণী প্রচারের জন্য গত ২৮শে অগ্রহায়ণ রবিবার বোম্বাই হইতে ভারসোভা অর্ণবপোতে করাচী যাত্রা করেন। স্বামীজী-মহারাজদ্বয়কে বিদায়-অভিনন্দন দেওয়ার জন্য বোম্বে গৌড়ীয়মঠের মঠরক্ষক শ্রীপাদ নৃপেন্দ্রনাথ মজুমদার, শ্রীনরহরি ব্রহ্মচারী ও শ্রীঅভয়চরণ দাস অধিকারী এবং সহরের বহু ভদ্রলোক জাহাজ-ষ্টেশন পর্য্যন্ত আগমন করেন। রাত্রি ৯ ঘটিকার সময় জাহাজ বোম্বাই সহর পরিত্যাগ করে তখন স্বামীজী-মহারাজদ্বয় ও ব্রহ্মচারীবৃন্দ শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের জয়ধ্বনি দ্বারা শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের পাদপদ্ম বন্দনা করেন।

— —

শ্রীল প্রভুপাদের স্বাস্থ্য

কলিকাতা ২৫।১২।৩৩

শ্রীল প্রভুপাদের স্বাস্থ্য অদ্য অপেক্ষাকৃত ভাল। তিনি ক্রমশঃ সুস্থ হইতেছেন। কবিরাজ শ্রীযুক্ত শ্যামাদাস বাচস্পতি মহাশয় ও ডাক্তার শ্রীযুক্ত শিবপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় এম্-এ মহাশয়দ্বয় অত্যন্ত প্রযত্নসহকারে বিশেষভাবে শ্রীল প্রভুপাদের যে সেবা করিতেছেন তজ্জন্য আমরা তাঁহাদিগকে আন্তরিক ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি।

— — —

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

২৭ নারায়ণ নিধি গর্ব্ভোদশায়ী

বিচার-ভ্রান্তি

জগতের অনেককেই বিচার-গ্রহণে পরিপন্থী দেখা যায়। বিচার না করিলে অবিচারের মধ্যে যে আমরা পড়িয়া যাইব, 'আলোকাভাবই যে অন্ধকার' এই প্রত্যক্ষ প্রমাণই তাহার সাক্ষ্য দিতেছে। বিচার পরিত্যাগ করিয়া বাহ্যাবরণ-দর্শনে সতীকে অসতী, অসতীকে সতী, জননীকে ভার্য্যা বা ভার্য্যাকে জননী, সাধুকে অসাধু, অসাধুকে সাধু, মঠকে গৃহ, গৃহকে মঠ প্রভৃতি বলা বুদ্ধিমত্তার পরিচয় নয়; ইহা অজ্ঞতারই দ্যোতক ব্যতীত আর কি হইতে পারে?

বিচার না করা যেরূপ অনুচিত, বিচারে ভ্রান্তিও তদ্রূপ ভয়াবহ। বিচারভ্রান্তি ঘটিলে সত্যকে অসত্য, সাধুকে অসাধু, অসাধুকে সাধু,গৃহকে মঠ ও মঠকে গৃহ বলিয়া ভ্রম হয়। সেইজন্য মহাপ্রভুও বলিয়াছেন—

'সিদ্ধান্ত বলিয়া চিত্তে না কর অলস।
ইহা হইতে লাগে কৃষ্ণে সুদৃঢ় মানস॥'

তাই আমরা বিচারভ্রান্তির দুই একটী বিষয় লইয়া অদ্য আপনাদের নিকট উপস্থিত হইতেছি এবং সম্যক্‌ভাবে বিচারগ্রহণ ও বিচারভ্রান্তি-পরিত্যাগের জন্য অনুরোধ জ্ঞাপন করিতেছি।

বিচার-পন্থা অবলম্বন করিলে আমরা দেখিতে পাই,—

গর্ভধারিণী জননী ও ধাত্রীর আচরণ, ক্রিয়াকলাপ ও হাবভাব একপ্রকার হইলেও উভয় বস্তু এক নহে। জননীর অপত্য-স্নেহ ধাত্রীতে জন্মে না। শ্রীকৃষ্ণের প্রতি যশোমতী ও পূতনার ব্যবহার দৃশ্যতঃ একপ্রকার হইলেও বস্তুতঃ এক নহে; বরং বিপরীত। যাঁহারা বাহিরের আচরণ বা ক্রিয়াদি দ্বারা জননী ও ধাত্রী বা যশোদা ও পূতনাকে সম জ্ঞান করেন, তাঁহারা বস্তুর যথার্থ পরিচয় হইতে দূরে থাকেন। ফলে, প্রথমতঃ আত্মবঞ্চনা, দ্বিতীয়তঃ পরবঞ্চনা আসিয়া উপস্থিত হয়। এই জড়চক্ষুর প্রদত্ত সংবাদে নির্ভর করিয়া ভোগ-বাসনাময় জড়মন সর্ব্বদাই উপরিউক্ত ভ্রম করিয়া থাকে। বিচারভ্রান্তিবশতঃ অনেকেই যশোদার স্থানে পূতনার হাতে পড়িয়া বিপদ্‌গ্রস্ত হন।

পরমার্থরাজ্যেও এই জাতীয় ভ্রম অনাদিকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। বাহিরের দৃষ্টিতে পরমার্থ ও জড়ীয় অর্থ বা ভোগ্যবস্তু—ভগবানের সেবা ও স্বীয় ইন্দ্রিয়তোষণকে অনেকেই একরূপ দর্শন করেন। অনেকে গৃহাদি নির্ম্মাণ করিয়া পুত্রকন্যাদি লইয়া অর্থোপার্জ্জনপূর্ব্বক দিনপাত করেন এবং তৎসঙ্গে-সঙ্গে শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রস-গন্ধজনিত ভোগে প্রমত্ত থাকেন। ইঁহারা সংবাদ রাখেন না যে এই অনিত্য ক্ষণভঙ্গুর দেহ ভবসাগর-তরণের সুপটু প্লব। কিন্তু যাঁহারা এই মনুষ্যদেহের এই বিশেষত্ব অবগত হইয়া ক্ষণকাল-মাত্র বিলম্ব না করিয়া মৃত্যু উপস্থিত হইবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত কায়মনোবাক্যে সর্ব্বদা ভবজলধি-উত্তরণকার্য্যে আত্মনিয়োগ করিতেছেন, তাঁহাদিগকে যদি ঐ জাতীয় ভোগপরায়ণ মানবগণ স্বীয় ভ্রম, প্রমাদ, বিপ্রলিপ্সা ও করণাপাটবপূর্ণ মনের দ্বারা মাপিতে যান, তবে জননীর স্থানে ধাত্রী বা যশোমতীস্থানে পূতনা দেখিয়া ফেলিবেন

মঠ বলিয়া যে বস্তুটী বাহিরের দৃষ্টিতে গৃহস্থলীলার ন্যায় প্রতীত হয়, বস্তুতঃ উহা গৃহস্থালী নহে। যাঁহারা সর্ব্বিধ বিষয়ভোগ হইতে তুলিয়া লইয়া বৈষ্ণবের আনুগত্যে আত্মস্থ হইয়া অহর্নিশ কায়মনোবাক্যে শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবের সেবায় নিরত, তাঁহারাই মঠে বাস করেন। মঠবাসীর সর্ব্বেন্দ্রিয়ের ভোগরহিত-চেষ্টা এবং দীনচেতা গৃহীদিগের প্রতি দয়ার কার্য্য নানা-আকারে প্রকাশিত হয়। মঠবাসিগণ সরলভাবে সর্ব্বস্ব শ্রীভগবানে অর্পণ করিয়াছেন আর গৃহী সর্ব্বস্ব অর্পণ করা দূরে থাকুক, কপর্দ্দক-মাত্রও অনেক সময়ে শ্রীভগবানের সেবায় নিয়োগ করিতে চাহে না। মঠবাসিগণ জীবে-দয়ার কার্য্যে ব্রতী বলিয়া ঐ জাতীয় কৃপণ-স্বভাব গৃহীর প্রতি দয়াপরবশ হইয়া তাহার নিকট হইতে যৎকিঞ্চিৎ সংগ্রহ করিয়া তাহারই কল্যাণবিধান করেন। গৃহীর অর্থ সংগ্রহ করিয়া মঠবাসী স্বীয় ইন্দ্রিয়তর্পণ করেন না।

মঠবাসীর আত্মেন্দ্রিয়প্রীতিবাঞ্ছা নাই তাই হৃষীকেশ তাঁহার সমস্ত হৃষীক অপহরণ করিয়া নিজে সেই ধনের অধিকারী হইয়া রাজা সাজিয়াছেন। মঠবাসী হৃষীকেশকে হৃদয়-সিংহাসনে বসাইয়া সংগৃহীত বস্তুদ্বারা নিত্যকাল তাঁহার সেবা করিতেছেন। এই সেবাকার্য্যে মঠবাসীর স্বতন্ত্রতা নাই। শ্রীগুরু-নিত্যানন্দের আনুগত্যে অভিন্ন-ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীগৌরসুন্দরের সেবাই মঠের একমাত্র কৃত্য।

মঠবাসিগণ বদ্ধজীবের সুকৃতি জন্মাইয়া তাহাদের সাধুসঙ্গলাভের পথ সুগম করিয়া দিতেছেন। এই পথ-নির্ম্মাণ ও পথপ্রদর্শন-কার্য্যের জন্য মঠের বিবিধ অনুষ্ঠান। যাঁহারা মঠের নিত্যদয়ামূলক অনুষ্ঠানসমূহকে গৃহীর নিষ্ঠুরতামূলক ও আত্মহননকারী অনুষ্ঠানের সহিত তুলনা করেন, তাঁহাদের দুর্ভাগ্য দর্শন করিয়া মঠবাসিগণ নিত্যকাল আক্ষেপোক্তি করিয়া থাকেন। যাঁহারা দুষ্কৃতির বশবর্ত্তী হইয়া মঠকে গৃহ, মঠবাসীকে গৃহী, বৈষ্ণবকে অবৈষ্ণব-জ্ঞানে আত্মম্ভরিতার কূপে পতিত হইতেছে, তাহাদের—"গতি নাই কোনকালে।"

মঠ বদ্ধজীবের—ভবরোগীর চিকিৎসালয়। এখানে ত্রিতাপ-উন্মূলনকারী ঔষধ ও পথ্য-প্রদানের উৎকৃষ্ট ব্যবস্থা আছে। এখানে যে জীবসেবা (?) তদ্রূপ জীবসেবা গৃহী, কর্ম্মী বা জ্ঞানী করা দূরে থাকুক, তাহার ধারণাও করিতে পারে না। এখানে জীবহিংসার কোন ব্যবস্থাই নাই—জীবের সত্তারাহিত্য বা সত্তা রাখিয়া উহাকে জড়বৎ অবস্থা-প্রদানের চেষ্টারূপ হিংসার অনুষ্ঠান করা হয় না। এখানে বোদ্ধা আছেন, বোধ্য আছেন ও বোধ আছেন। এই তিনের নিত্যসহজ সম্বন্ধ মূর্ত্তিমন্ত হইয়া এই মঠে নিত্য বিরাজ করে। সুতরাং মঠবিদ্বেষ বা মঠবাসীর প্রতি গৃহস্থলীলার ভার-আরোপ জীবহিংসারই পরাকাষ্ঠা।

হিরণ্যকশিপু সর্ব্বদা 'হিরণ্য' (অর্থাদি ও কশিপু (উত্তম শয্যাদি ভোগবিলাসের দ্রব্য) প্রাপ্তি, সংগ্রহ ও ভোগের চেষ্টায় বিব্রত সুতরাং তদ্‌বিপরীত বস্তু বিষ্ণু বা বিষ্ণুভক্ত বৈষ্ণব) দর্শনে অন্ধ। প্রহ্লাদ সর্ব্বদাই হিরণ্যকশিপুর বিপরীত দর্শনযুক্ত। তিনি হিরণ্য ও কশিপুতে কোনপ্রকার আহ্লাদ অনুভব করেন না। তাঁহার প্রকৃষ্ট আহ্লাদ বিষ্ণু বৈষ্ণবে আবদ্ধ। এইজন্য হিরণ্যকশিপু ও প্রহ্লাদে নিত্যকাল বিরুদ্ধভাব সমান্তরাল-রেখার ন্যায় প্রবাহিত হইতেছে। এই দুই রেখা কখনও মিলিত হয় না। 'তামাকও খাব 'ডুড়' ও খাব' দুই কার্য্য যুগপৎ চলিবে না।

একদিন হিরণ্যকশিপু যখন প্রহ্লাদকে নিজের ভোগাবস্তুজ্ঞানে ক্রোড়ে স্থাপন করিয়া তাঁহার মস্তক চুম্বন পূর্ব্বক তাঁহার গুরুগৃহে অভ্যস্ত পাঠের হিসাব-নিকাশ লইবার ছলে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল "বৎস প্রহ্লাদ! তুমি গুরুগৃহে এই কয়মাস যাহা পড়িয়াছ তাহা আমাকে বল।" উত্তরে প্রহ্লাদ মহারাজ, রাম, শ্যাম, যদু, টাকা, পয়সা, রাজা, যুদ্ধ বিদ্যা, স্বদেশ, বিদেশ, বানান, সন্ধি, সমাস, উত্তমা সুন্দরী কবিতা কিছুই না বলিয়া বলিলেন, "হে অসুরশ্রেষ্ঠ, যাঁহারা সর্ব্বদা অসৎবস্তুর সঙ্গ করার ফলে নিয়ত উদ্বিগ্নচিত্তে দিন যাপন করিতেছেন, তাঁহারা আত্মাবরণকারী গৃহান্ধকূপ পরিত্যাগ করিয়া বনে গমনপূর্ব্বক শ্রীহরিকে আশ্রয় করিলে,তাহাদিগের নিত্যকল্যাণ নিত্যশান্তিলাভ ঘটিবে।

অন্ধকূপসদৃশ গৃহ পরিত্যাগ করিয়া শুধু পরিষ্কৃত ও মুক্তস্থানে বাস করার চেষ্টায় বনে গমন করিলে কোন শ্রেয়োলাভ হইবে না। জীবের হরিভজনই কৃত্য, হরিপাদাশ্রয়ই উদ্দেশ্য; উদ্দেশ্যবিহীন হইয়া শুধু সুখলাভ ও মুক্তিলাভের আশায় গিরিগহ্বরে নির্জ্জন কাননাভ্যন্তরে প্রবেশ করিলে কি হইবে? গৃহ ও বনে প্রভেদ কি? বনে গমন করিয়া দিবারাত্র গৃহচিন্তা করিলে তাহা কি বনবাস না গৃহবাস? গৃহে আসক্তি—ভোগবুদ্ধিই গৃহের অন্ধকূপত্ব।

(ক্রমশঃ)

বড়দিন

কয়েকদিন ধ'রে বড়দিনের একটা ভয়ানক সাড়া প'ড়ে গ্যাছে। সকলেই—কি বালক, কি যুবা, কি বৃদ্ধ বড়দিনানন্দ-উপভোগের জন্য ব্যস্ত। শিক্ষক, ছাত্র, চাকুরে বাবু প্রভৃতি হাঁসিমুখে গৃহের দিকে ছু'টেছেন কি জানি কি একটা জিনিষের জন্য—অনিত্য আনন্দের জন্য।

দুঃখের ক্ষণিক শান্তিকে, দুঃখসাগরের শ্রুতিমধুর আহ্বান-কলধ্বনিকেই যারা সুখ মনে ক'রেছে, অনিত্যবস্তুবিরহের অনিত্য নশ্বর-সম্ভোগগীতিকেই যারা জীবনের যথাসর্ব্বস্বধন মনে ক'রে অনন্তকালের নিকট এত অল্প সময়কে বড়দিন, সুখের দিন, আনন্দের দিন ব'লে ধারণা করছে, কৃপমণ্ডুকন্যায়াবলম্বী তারাই আজ বড়দিনের জন্য উন্মত্ত, নিজের স্বতন্ত্রতাকে – জীবের নিত্যবৃত্তি কৃষ্ণসেবাকে চিরতরে জলাঞ্জলি দিতে কৃতসঙ্কল্প। কিন্তু এই জড়ানন্দের ভীষণ-পরিণাম-দর্শী চতুর বৈষ্ণবগণ এরূপ অনিত্যানন্দে প্রমত্ত না হ'য়ে নিত্যানন্দ গুরুপাদপদ্মে আকৃষ্ট এবং জগতের জীবকে তাহাতে আকৃষ্ট করিবার জন্য সচেষ্ট। আবার পাছে কোমলশ্রদ্ধ আমরা, বদ্ধজীব আমরা, বড়দিনে মত্ত হ'য়ে নিত্য সেবা ভুলে যাই তাই এ দুর্দ্দিনে নিত্যানন্দের অসুরমোহিনী, বিরহবর্দ্ধিনী, ভক্তশোকহরিণী কি এক অপূর্ব্ব লীলা!

'কথায় ব'লে কারো সর্ব্বনাশ, কারো পৌষমাস' বাংলা দেশে পৌষমাস বড় আদরের। চাষীরা সব নতুন ধান নিয়ে মড়াই ভর্ত্তি ক'রেছে, ছেলেরা সব সকালে আগুন পোহাতে পোহাতে খেজুরের রস খেয়ে হি হি কোরে হাত দুটো আগুনে সেঁকে নিচ্ছে, মায়েরা সব ছেলেপিলেদের নতুন চালে নতুন গুড়ে নতুন গরুর দুধে পায়েস রেঁধে দিচ্ছেন, গিন্নিবান্নিরা জামাইকুটুম্ নেমন্তন্ন কোরে পাটিসাপ্‌টা আস্কেপুলি প্রভৃতি রকমারি পিটের আয়োজনে মেতে উঠেছেন, চারদিকে ঢেঁকির শব্দে কাণ পাতা যায় না, সহরে কপি, কলাইশুটি, কমলা;

ছিলেখাজা, মুড়ির মোয়া, চিঁড়ের চাকতি নিয়ে ছেলেরা বাড়ী সরগরম কোরে তুলেছে। চারিদিকে আনন্দের সাড়া পড়ে গেছে, নিরানন্দের মধ্যে কেবল জল ছোঁবার বেলা, তাই যাদের অনেক বয়স হোয়েছে, অথচ দেখ্‌বার শোন্‌বার বড় কেই নেই, শীতকালে তাঁদের বড় কষ্ট, আর কষ্ট স্নান করবার বেলা সবচেয়ে ছেলেদের। তার উপর আরও আনন্দ বড়দিন, সার্কাস, আর ছেলেদের এগ্‌জামিনের পর দু'তিন হপ্তা ছুট যাতে কেউ তাদের পড়্‌তে বস্‌ছে না, তবে যে ছেলেগুলো ক্লাসে উঠ্‌তে পারেনি তাদের নাকাল। এ বছর আবার এগ্‌জিবিশনে দেশে হৈ চৈ পোড়ে গেছে।

সূর্য্যবাবু কলিকাতায় ব্যবসাদি করেন, বেশ কিছু উপার্জ্জনও হয়। তাঁহার ভগিনী যামিনী বড়দিনের আমোদ উপভোগ কর্‌বার জন্য পাড়াগাঁ থেকে তাঁর একটী খোকা লইয়া দেবরের সঙ্গে ভাইএর কলিকাতার বাসায় উপস্থিত। ভাজ (ভ্রাতৃজায়া) দিবা গৃহকর্ম্মের পর যে টুকু সময় পান, তাতে জৈবধর্ম্ম, হরিনামচিন্তামণি প্রেম-বিবর্ত্ত প্রভৃতি ধর্ম্মপুস্তক পড়েন, আর মালা লইয়া মহামন্ত্র জপ-কীর্ত্তন করেন। তাঁর একটী ছেলে ও মেয়ে শ্রদ্ধালতা তারা গৌরনিতাই পূজা আর—

"রাধাকৃষ্ণ বল্‌ বল্‌ বলরে সবাই"

ছেলে-সুরে এই গান—এই তাদের খেলা। এই দেখেই যামিনীর কেমন ভাল্‌ লাগ্‌ল না। আর বছর ত' দিবা এমন ছিল না। তখন বিশ্রামের সময় পড়া হোত একখানা নবেল্‌, খেলা হোত তাস, ভাগ্‌নে ভাইঝি তখন আরও ছোট ছিল, কি গেলতো মনে নেই। কিন্তু এবৎসর এ কি? যামিনীর কিছু ভাল লাগ্‌ছে না। ও-বৎসর দিবা কত আদর কোরে যামিনীকে আজ সার্কাস, কাল থিয়েটার পরশু বায়স্কোপ, তারপর-দিন মরা জন্তুর ঘর সোসাইটী (মিউজিয়ম), আর একদিন আলিপুরে জীবন্ত-জন্তুর বাগান (জু), এ সার্কাস ও-সার্কাস—দিন আর ফাঁক যেত না। এ বৎসর বুকে আরও আশ নিয়ে এসেছি! ক'দিন ধোরে এগ্‌জিবিশনই দেখ্‌বো!

এই সব আশা বুকে বেঁধে বেচারা এলেন, কিন্তু দেখে শুনে অবাক্‌, হতশ্বাস! অগ্রাণ-মাসে স্বামীর অনেক তোষামোদ কোরে ভায়ের বাড়ী এসে যা' দেখ্‌লেন, তাতে শরীর রাগে গর্‌গর্‌ কর্‌ছে। মুখফুটে বল্‌তেও পার্‌ছেন না—আর বছর বৌদি সেধেসেধে ননদকে মোটরে চাপিয়ে এখানে সেখানে নিয়ে গেছেন, এ বছর কিছুই বলেন না, কারণ কি? দাদার কি কারবারে লোকসা পোড়ে গেল? সাত পাঁচ ভেবে, কবে পৌষ মাস যা'বে সেই চিন্তা কর্‌ছে। তাই আবার গত সোমবারে দেবরকে একবার বাড়ী পাঠিয়ে স্বামীর কাছে কিছু টাকা আন্‌তে পাঠিয়েছিলেন, ইচ্ছা—একদিন কিছু খরচ কোরে বৌদির নেশায় মৌতাত জমিয়ে দেওয়া। কিন্তু ভুক্তিবাবু বড় কষা-লোক, মোটে পাঁচটা টাকা পাঠিয়েছেন, কাল দেবর ফিরেছে। এতে যে এক-দিনের গাড়ীভাড়াই কুলাবে না! এখন উপায়? পৌষমাসে ত' চলেও যেতে পারে না নিজের আর ভাইএর সংসারে অকল্যাণ হোতে পারে, সেও এক মুস্কিল!

এর ভেতর একদিন বৌদির কাছে কথাও তু'লেছিলেন "বৌদি, চল, একদিন একটু বেড়িয়ে চেড়িয়ে আসি। কল্‌কাতায় এসে ঘরে আটকে থাকাটা ভাল লাগে না।" তাতে বৌদি একটু মুচ্‌কি হেসে বল্লেন, "আচ্ছা, আজই চল।" যামিনীর হাঁসি আর ধরে না, দুঃখের পরে সুখের আশা ভারি মিষ্টি। আজ যামিনী খোকা, সাধুচরণ আর শ্রদ্ধালতার খেলায় প্রাণখুলে যোগ দিয়েছেন। দুটী ভাই-বোনের পূজা ও গান তাঁর লাগ্‌ল মন্দ নয়, কিন্তু মনটা পড়ে আছে—কখন বেলা তিনটে বাজ্‌বে। তিনটার সময় ঘোড়ার গাড়ী এসে গেল। যামিনীর মনটা একটু ভার হোল, হাওয়া-গাড়ী এল না। যাক্‌, গিয়ে ত' উঠে বস্‌লেন। সোয়ারী হ'ল দিবা, যামিনী তিন খোকাখুঁকি, সূর্য্যবাবু আর গাড়ীর উপরে যামিনীর দেবর সুকৃতি-বাবু।

গাড়ী ত' চল্‌ল। কিছুক্ষণ পরে গাড়ী গৌড়ীয়মঠের নিকট এসে উপস্থিত হ'ল। সূর্য্যবাবু গাড়ী হ'তে নাম্‌লেন এবং অন্যান্য সোয়ারীদিগকে নাম্‌তে বল্‌লেন। তাঁরা শ্রীগৌড়ীয়মঠের ভুবন-মনোমোহন শ্রী শ্রীমহা-প্রভুবিগ্রহ দর্শন ক'রে কত আনন্দ পেল। তারপর সূর্য্যবাবু পরমারাধ্যদেব জগদ্‌গুরু শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের অনুকম্পিত একজন ব্রহ্মচারীর নিকট জিজ্ঞাসা কর্‌লেন, "প্রভো, উপদেশ করুন, 'জীবের কর্ত্তব্য কি?" তখন ব্রহ্মচারীজী বল্‌তে লাগ্‌লেন—

"দেখুন, শ্রীমদ্ভাগবত উপদেশ কোরে-ছে, আমাদের এই মনুষ্যজন্ম অতি দুর্ল্লভ। বহুলক্ষ জন্মের পর আমরা এই জন্ম পাইয়াছি। আর আমাদের এই জন্মই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ জন্ম। দেবজন্মে যাহা সম্ভবপর নহে, সেটী মনুষ্য-জন্মেই হইতে পারে, আর কোন জন্মে নহে। সেটী কি, পরে বল্‌ছি। মনুষ্যজীবনটা অর্থদ। অর্থ এখানে ধন কড়ি সোণা বুঝাইতেছে না, অর্থ বলিতে পরমার্থ শ্রীভগবান্‌কে বুঝায় তিনি ব্যতীত যাহাকে আমরা অর্থ বলি তাহা অনর্থ, যখন সেগুলি শ্রীভগবানের সেবায় লাগে, তখনই তাহাদের সার্থকতা। একমাত্র মনুষ্যজন্মে শ্রীভগবানের প্রেম-প্রাপ্তির সাধন করা যায়। অন্য অন্য জন্মে কেবল জড়ভোগ। স্বর্গসুধা-আহার, নন্দন-কাননের পারিজাত-সৌরভ-ঘ্রাণ, অপ্সরা-গণের মনোমোহন গীত প্রভৃতি নানাপ্রকার ভোগে দিনযাপন করিয়া শেষে পুণ্য শেষ হইলে আবার মর্ত্ত্যলোকে আসিয়া দেবগণকেও কর্ম্মক্ষেত্রের কর্ম্মচক্রের পেষণ সহ্য করিতে হয়। পশুজন্ম, কীটজন্ম, পক্ষিজন্ম প্রভৃতি ইতরজন্মেও কেবল ভোগ, আহার নিদ্রা প্রভৃতি বিষয় সকল-জন্মেই আছে। কিন্তু মানুষ ভিন্ন আর কেহ হরিভজন করিতে পারে না। আবার এ জীবন নিত্য নহে যিনি খুব বেশী বাঁচেন, ১০০ বৎসর, বড় জোর ১২০ বৎসর। বেশীর ভাগ লোকই ৬০।৬৫ মধ্যে মানবজীবন ত্যাগ করেন। তাও ঠিক নাই। আজ আমি এখনই চোখ্‌ বুজ্‌তে পারি। ক্ষুদ্র শিশুও মৃত্যুর হাত হইতে মুক্ত নহে, মৃত্যু তাহার বয়ো-বৃদ্ধির জন্য অপেক্ষা নাও করিতে পারে। এই আছে, এই নাই। আমরা অনাদি-কাল থেকে বিষ্ঠার কীট, পতঙ্গ, নানা-যোনিতে জন্মগ্রহণ কোরে সুখ-ভোগের আশায় কত কষ্ট কোরে আস্‌ছি, তার তুলনায় মানবজীবনের এই কালটুকু কত অল্প, তাও কতক্ষণ আছে ঠিক নাই। এমন অবস্থায় যে ভোগের আশায় অনাদি-কাল হোতে কষ্ট পাচ্ছি, আবার সেই বিষয়-ভোগে প্রমত্ত হোয়ে এ জীবনটাও কাটিয়ে দিলে কতটা নির্ব্বুদ্ধিতা! অনেক দুর্ভোগের পর এবার কত কষ্টে সাধনের সুযোগ পেয়েছি, সেটীও যদি আবার নানা রকম আমোদ ভোগ করবার জন্য হেলা কোরে হারিয়ে বসি, তবে আর এখন কতকাল মানবজন্ম না পেতেও পারি। এসব বুঝে বুদ্ধিমানের কি করা উচিত? সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ মঙ্গলের জন্যই তিনি যত্ন করিবেন না কি? অল্প মঙ্গলে কেউ সন্তুষ্ট হোতে চা'ন কি? সেই শ্রেষ্ঠ মঙ্গল শ্রীভগবানের প্রেম, আর তার উপায় সাধুসঙ্গে হরিকথা শুনে হরিভজনে প্রবৃত্ত হওয়া। ধন দাও, যশ দাও, 'দুঃখ নাশ কর' বোলে দেব-দেবীর পূজাদিতে এই শ্রেষ্ঠ মঙ্গল পাওয়া যায় না এই ভজনই এখন আরম্ভ করিয়া আমরণ করা আবশ্যক? হাতে যেটুকু সময় পাওয়া গেছে সে কতটুকু, তার একটুও যদি নষ্ট হয়, তাতে চল্‌বে না। তাই প্রহ্লাদ-মহারাজ কুমারকালেই হরিভজন করিতে উপদেশ করিয়াছেন। এ ছাড়া আর জীবের অন্য কর্ত্তব্য নাই।" এই বলিয়া ব্রহ্মচারীজী মালিকায় মহামন্ত্র কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। সকলেই ক্ষণকালের জন্য চুপ্‌ ক'রে রইলেন। সুকৃতি বাবু তার জীবনে এই নূতন কথা শুনে বড়ই আনন্দ পেলেন, আর বল্লেন এমন কথা কই আমরা ত' কখন শুনি নি। আজ আমাদের সুদিন, মানুষ বড়দিনে আনন্দ কর্‌বার জন্য মাথার ঘাম পায়ে ফেলে রোজগার করা টাকা এনে এই সহরে কত না আনন্দে মেতেছে এখন দেখ্‌ছি সে যে বোকামী! হায়, হায়! এমন নিত্যানন্দ থাক্‌তে আমরা পেছনে দুঃখ ও সাম্‌নে একটুকু আনন্দ দেখে তার পেছনে ছুটাছুটী করে মর্‌ছি! আগন্তুকগণ প্রায় নূতনভাব লইয়া চলিলেন কিন্তু যামিনীর মন টল্‌লো না।

উপরিউক্ত দৃষ্টান্তই এই বড়দিনের অনিত্যতা আমাদিগকে জানিয়ে দিচ্ছে—এই দুর্ল্লভ মনুষ্যজন্মটী বড়দিনের ধূলা-খেলায় কাটাতে নিষেধ কর্‌ছে। নিষেধ-বাণী—উপদেশবাণী নানারূপে আমাদের নিকটে উপস্থিত হ'লেও দুষ্কৃতি আমরা—অজ্ঞানান্ধ আমরা সে সব কথা বুঝতে পার্‌ছি না—শুনেও শুন্‌ছি না, বুঝেও বুঝ্‌ছি না। আর বুঝ্‌বই বা কি করে? একে তো' ইচ্ছা নাই, সুকৃতি নাই তার উপর দুষ্কৃতিতে হৃদয় বোঝাই। তাই শাস্ত্র ব'লেছেন,—

'ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমিতে কোন ভাগ্যবান্‌ জীব।
গুরু-কৃষ্ণপ্রসাদে পায় ভক্তিলতা-বীজ॥'

এই মহাজনবাণীটী রূপ ধ'রে প্রবন্ধা-কারে আমাদের জানাচ্ছেন্‌ দুষ্কৃতি থাক্‌লে আমাদের মঙ্গল হয় না, হরিকথা বা বৈষ্ণব-আত্মীয়ের সঙ্গ ভাল লাগে না—দুঃখের বাহক বড়দিনরূপী জড়সুখদস্যুই আমাদের সঙ্গী হয়। আর সুকৃতি থাকিলে সাধুসঙ্গে শ্রদ্ধা, ক্রমে ভক্তি ও ভক্তিসিদ্ধান্ত-সূর্য্য আমাদের হৃদয়ে উদিত হ'য়ে আমাদিগকে দুঃসঙ্গরূপ বন্ধুবান্ধবের হস্ত হ'তে রক্ষা করে। তাই বলি, ভাই সব, একটু স্থির হ'য়ে বিচার ক'রে দেখুন এ দিন বড়দিন বা সুখের দিন নয়, এটা হচ্ছে—জীবের বৃথা আয়ুঃহরণ ও জীবকে ক্রমে ক্রমে দীনতার মধ্যে—দরিদ্রতার মধ্যে বা হরিবিমুখতার মধ্যে ফেলে তার সর্ব্বনাশ-সাধন! সাধুসঙ্গে হরিকথা-শ্রবণাদির দিনই হচ্ছে—বড়দিন বা শুভদিন। বুদ্ধিমান্‌ ব্যক্তি জানেন যে, 'এসা দিন নেহি রহে গা'। তাই তাঁরা 'আপনা বুঝে চল এই বেলা' এই কথাটী মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি ক'রে বেলা থাক্‌তেই সতর্ক হ'ন। সাধু সাবধান!

শুদ্ধভক্তি গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। ভাষ্যসহ বিরাট্ শ্রীচৈতন্যভাগবত ২৲
২। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২৮৲
একাদশ স্কন্ধ হইতে প্রতিখণ্ড ।৶০
৩। ভাষ্যদ্বয়সহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (৪র্থ সংস্করণ) ৬৲
৪। ভাগবতার্ক্কমরীচিমালা (বাঁধা) ১৲ [best reading]
৫। গৌড়ীয়-গৌরব ।৶০
৬। গৌড়ীয়-সাহিত্য ।৶০
৭। ভজনরহস্য ॥০
শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৯। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ)
ঐ (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
১০। গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি টীকাসহ)
ঐ (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
১১। গীতার কেবল মাধ্ব-ভাষ্য ॥০
১২। মুক্তিমল্লিকা গুণসৌরভঃ সানুবাদ (মাধ্ব) ২৲
১৩। বেদান্ততত্ত্বসার সানুবাদ (রামানুজীয়) ॥০
১৪। বৈষ্ণবধর্ম্ম ২৲
১৫। শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৬। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১৭। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ৷৶০
ঐ (বাঁধা) ৸০
১৮। দ্বীপ-দিগ্দর্শন ৵০
১৯। সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ) ।৶০
২০। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ॥০
ঐ (আবাঁধা) ।৶০
২১। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
২২। ভক্তিরত্নাকর নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৶০
২৩। গীতমালা ৴১০
২৪। নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য ৶০
২৫। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶০
২৬। নবদ্বীপ পঞ্জিকা (৪৪৭ গৌরাব্দ) ৶০
২৭। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ০
২৮। শ্রীগৌরকৃষ্ণোদয়-মন্ত্র-দর্পণ ।০
২৯। শরণাগতি ৴০
৩০। গীতাবলী ৴০
৩১। চৈতন্যে নবদ্বীপ ৴১০
৩২। সাধনকণ ৴০
৩৩। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৶০
৩৪। নবদ্বীপশতক
৩৫। অর্থপঞ্চক ৶০
৩৬। সদাচারস্মৃতিঃ ৴০
৩৭। কল্যাণকল্পতরু (৫ম সংস্করণ) ৴১০
৩৮। অর্চ্চনকণ ৴১০
৩৯। সাধককণ্ঠমালা (বাঁধা) ।০
ঐ (আবাঁধা) ৶০
৪০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (প্রথম চারিখণ্ড) ৩৲
৪১। ব্রহ্মসংহিতা ।০
৪২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৪৩। মণিমঞ্জরী সানুবাদ ।০
৪৪। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৷০
৪৫। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ।০
৪৬। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৪৭। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
৪৮। গৌড়ীয়মঠ কি করেন ? ৴০
৪৯। ঈশোপনিষৎ (বলদেব ও মাধ্ব-ভাষ্য এবং বিবৃতি ও অনুবাদসহ) ।০
৫০। শ্রীভুবনেশ্বর ৶০
৫১। সিদ্ধান্তদর্পণ ৵০
৫২। সংখ্যাবার্ণী ৴০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৫৩। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী-দিগ্বিজয়ঃ ।০
৫৪। সটীক-শিক্ষাদশমূলম্ ।০
৫৫। তত্ত্ব-সূত্রম্ ।০
৫৬। সানুবাদ-শিক্ষাষ্টকম্ ৵০
৫৭। গৌড়ীয়মঠস্য পরিচয়ঃ ৴০
৫৮। সারাংশবর্ণনম্ ৶০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৫৯। রায় রামানন্দ ।০
৬০। নামভজন ।০
৬১। রিলেটীভ্ ওয়ার্ল্ড্স ।৶০
৬২। লাইফ্ য়্যাণ্ড প্রেসেপ্টস্ অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।০
৬৩। বৈষ্ণবীজম্ ।০
৬৪। হোয়াট্ গৌড়ীয়মঠ ইজ্ ডুইং ৴০
৬৫। দি ভাগবত ।০
৬৬। ইরোটিক্ প্রিন্সিপ্ল য়্যাণ্ড আনেলয়েড্ ডিভোসন ।০
৬৭। ব্রহ্ম-সংহিতা ২॥০
৬৮। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (ভলুম ওয়ান) ১২৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৬৯। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ॥০
৭০। সাধন পথ ।০
৭১। কল্যাণ-কল্পতরু ৵১০
৭২। গীতাবলী
৭৩। শরণাগতি ৶০

আসাম ভাষায় প্রকাশিত

৭৪। শরণাগতি

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

নদীয়া-প্রকাশপ্রাপ্তির স্থান

১। শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম-মায়াপুর, নদীয়া
২। শ্রীযোগপীঠ ঐ
৩। শ্রীবাস অঙ্গন ঐ
৪। অদ্বৈত-ভবন ঐ
৫। কাজীর সমাধি-পাট ঐ
৬। স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ, নদীয়া।
৭। শ্রীভাগবত আসন কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
৮। শ্রীএকায়ন মঠ গোবিন্দপুর, হাঁসখালী।
৯। দ্বাদশগোপাল পাট—পোঃ চাকদহ,
১০। শ্রীগৌর গদাধরমঠ—চাঁপাহাটি, পোঃ সমুদ্রগড়, বর্দ্ধমান
১১। শ্রীমোদদ্রুমছত্র মাউগাছি, বর্দ্ধমান
১২। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম, আমলাযোড়া, পোঃ রাজবাঁধ বর্দ্ধমান
১৩। শ্রীগৌড়ীয়মঠ বাগবাজার, কলিকাতা
১৪। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ নাজু, হাওড়া,
১৫। শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয়মঠ, ২০০২ নবাবপুর রোড্, ঢাকা
১৬। শ্রীগোপালজী মঠ কমলাপুর, ঢাকা।
১৭। শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ পোঃ বালিয়াটী,
১৮। শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয়মঠ ময়মনসিংহ।
১৯। শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ চিরুলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর
২০। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম গোয়ালপাড়া, আসাম।
২১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ রায়পেট্টা, মাদ্রাজ।
২২। শ্রীরামানন্দগৌড়ীয় মঠ কভুর, জিঃ পশ্চিম গোদাবরী
২৩। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ উড়িয়াবাজার, পোঃ বক্সীবাজার, কটক।
২৪। শ্রীত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয় মঠ ভুবনেশ্বর।
২৫। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ সর্গদ্বার, পুরী।
২৬। শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ আলালনাথ পোঃ ব্রহ্মগিরি, পুরী।
২৭। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ কুমুরকুণ্ডা, পোঃ চিরকুণ্ডা, মানভূম।
২৮। শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ—কাশী।
২৯। শ্রীরূপগৌড়ীয় মঠ—এলাহাবাদ।
৩০। [illegible] চৈতন্য মঠ পুরাণবাজার, সরকার ঠাকুরের কুঞ্জ, বৃন্দাবন
৩১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, নিউদিল্লী
৩২। শ্রীপরমহংসমঠ—নৈমিষারণ্য,
৩৩। শ্রীসারস্বত গৌড়ীয় মঠ—হরিদ্বার।
৩৪। শ্রীব্যাসগৌড়ীয়মঠ—কুরুক্ষেত্র, পঞ্জাব
৩৫। শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাবুলনাথ রোড, পোঃ গ্রাণ্ট রোড, বোম্বে।
৩৬। লণ্ডন গৌড়ীয়মঠ, ৩নং গ্লষ্টার হাউস, কর্ণওয়াল গার্ডেন্স, লণ্ডন। (এস্, ডব্লিউ—৭)।
৩৭। অমানি গৌড়ীয়মঠ—মোদনীপুর
৩৮। সরভোগ গৌড়ীয় মঠ—সরভোগ, কামরূপ, আসাম,

শুদ্ধভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী মাসিক। শ্রীধাম-মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১॥০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দি ভাষায় একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি হৃদয় বন মহারাজ সম্পাদিত ও নৈমিষারণ্য শ্রীপরমহংস মঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ১॥০ দেড় টাকা মাত্র।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥০ দেড় টাকা মাত্র।

৫। কীর্ত্তন—মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নিত্যানন্দ সেবাতীর্থ বি-এজি, বি-টি, সম্পাদিত। আসাম গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম হইতে প্রকাশিত আসামী ভাষায় মাসিক। চাঁদা বার্ষিক ১॥০ দেড় টাকা মাত্র

শ্রীচৈতন্যভাগবত

আদিকবি শ্রীল বৃন্দাবন দাস প্রণীত সমগ্র গ্রন্থ

গ্রন্থের মূল গোল্ড অক্ষরে এবং তাহাতে বিশ্ববিশ্রুত গৌড়ীয়মঠের প্রতিষ্ঠাতা ও আচার্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তি-সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের রচিত বিস্তৃত ভাষ্য উত্তম কাগজে সৌষ্ঠবের সহিত মুদ্রিত হইয়াছেন। ডবল ক্রাউন আটপেজি আকারে ১০৯৬ পৃষ্ঠায় কেবল মূল ও ভাষ্য সম্পূর্ণ হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত শ্লোকসূচী, পদ্যসূচী, ছন্দসূচী, পাত্রসূচী, বিষয়সূচী, শব্দসূচী প্রভৃতি বিস্তৃত সূচীপত্রেও একটি গ্রন্থ হইবে। সভাষ্য শ্রীচৈতন্যভাগবতের এরূপ উৎকৃষ্ট ও অমূল্য বিরাট্ সংস্করণ জগতের কোথায়ও আজ পর্যন্ত প্রকাশিত হন নাই, ইহা নিরপেক্ষ পাঠক মাত্রকেই একবাক্যে স্বীকার করিতে হইবে। শ্রীগৌড়ীয়মঠের উৎসব-কালে গ্রন্থের ভিক্ষা ১২৲ বারটাকা স্থলে—৫৲ পাঁচটাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীচৈতন্য[illegible]
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

কলিকাতা বাজার দর

লৌহ হার্ডওয়ার

২২শে ডিসেম্বর ১৯৩৩

টাটার তৈয়ারী— প্রতি হন্দর।

লোহার কড়ি (জয়েষ্ট বা বীম)

মার্কা ৫।৵০—৫৷৵০

ঐ বে-মার্কা হাল্কা ওজন ৪।৵০—৪৷৵০

বরগা (টী-আয়রণ) ৬৵০—৬।০

এঞ্জেল আয়রণ (কোনা) ৫৸৵০—৬।৵০

গ্যালভ্যানাইজড করগেট টীন—

২২ গেজ ৬ হইতে ১০ ফুট ১১।৵০

২৪ গেজ „ „ ১০৸৵০

২৬ গেজ „ „ ১২

২৪ গেজ আর, পি, ডি, মার্কা ১২৸৵০

২৪ গেজ গাঃ প্লেন শীট— ১১।৵০

২৬ গেজ „ „ ১২।০

২৮ গেজ ও ৩০ গেজ ঐ— ১৩৲—১৬৲

বাগান ঘেরা কাঁটাতার ১০০

পাউণ্ড বাঃ ৮৸০

ষ্টীল পাটী ৬৲৵—৬।০

„ বোল্টু (গোল) ৬৲৵—৬।০

„ গরাদে (চৌকা) ৬৵০—৬৲।০

„ গোল রড ৵০—।৵০ সূতা ৫৵০—৫৷০

„ টানা রড-

চৌকা ৵০—।৵০ ঐ ৫৵০—৫৷০

„ নাগুল চাল ৭৲—৭৸০

„ প্লেট—তিন সূতা মোটা

পর্য্যন্ত ৭।০—৭।০

„ চাদর ৩-১৬ খানা বাণ্ডিল ৯৷৵—১০৲

স্প্রীং ষ্টীল ৮।০—৯৲

হাফ রাউণ্ড ৫৸৵—৬৲৵০

তারের পেরেক ১—৬ ইঞ্চি ৯—৯৸০

প্যাটেণ্ট পেরেক ১—৮ ইঞ্চি ১২।০—১৫৷

ঢালাই কড়া ১ হইতে ১০ নং ২৷০ সাট

কোদাল ৪, ৫, ৬, ৭৸৵০ ৮৸৵০ ৯৸৵০ডঃ

ঐ তিন পাউণ্ড ৬৲ দেঃ বিঃ ৬।৵০ „

গ্যাঃ প্লেন বালতি ৭—১২ ইঞ্চি ২৷৵০ ৬৷৵০

ঐ রিভিট „ ৭—১২ ইঞ্চি ২৲—৭৲ „

লোহার চেয়ার রডের গোল ও

চৌকা ৮৷০— „

ঐ চালের লোহার সিট ১৫৲ „

ঐ বেনেস্তা (কাঠের সিট) ১৮৲ „

লোহার স্ক্রুপ ৷—৩ ইঞ্চি /১০—৷৵০ গ্রোস

ঐ কব্জা ৭৩ নং

১৷—৪ ইঞ্চি ।১০—৸৵১০ পেঃ ডজন

গ্যাঃ তার ১৬—২২ নং

(গেজ) ১২৲—১৩৲ হন্দর

গ্যাঃ রিভিং (মটকা)

১২ ইঞ্চি ।৵৫—৷৵০ পীস

গ্যাঃ গাটারিং বা ডোঙ্গা

৬ ইঞ্চি ।৵০—৸৵০ „

গ্যাঃ ওয়াসার চাকি ১১৷০—১৬৲ „

গ্যাঃ বোল্ট-নাট ৸—৩ ইঞ্চি

৷৵১০—১৵০ গ্রোস

গ্যাঃ স্ক্রুপ ১৷০—২৷০ ইঞ্চি ২৩৲—২৯৲ হন্দর

ঢালাই রেলিং ৩৷০—৪৷০ হন্দর

ঐ রেন ওয়াটার পাইপ

৩ ইঞ্চি ৵১০ ঐ ৪ ইঞ্চি ।১০ ফুট

টিউব ওয়েলের জন্য গ্যাঃ

পাইপ১৷ ইঞ্চি ।৵৫ ফুট

পাম্প ৪নং ১২৷০ ৫নং ১৪৲ ৬নং ১৬৲

৬০—৮০ বাটখারা ৵১৫ সাট ২।০—২৷০ মণ

কেরোসিন

ম্লোক্রেক প্রত্যেক বাক্স (২ টিন) ৯৲৬

সূর্য্য মার্কা „ ৬৷০

ভিক্টোরিয়া „ ৬৲

সোণার দর

পাকা সোণা ৩০৸৵

বড়াল ৩০৸

চিনা পাত ৩২।০

রূপার দর

রূপা প্রতি ১০০ ভরি ৫৫৵০

ঐ খুচরা ৫৵০

কোম্পানীর কাগজ

৩৷০ সুদের কাগজ ৮১৵

৩৷০ নূতন ঋণ (১৯৪৭-৫০) ৯১।০

৪৲ „ ঋণ (১৯৬০-৭০) ৯৭৲

৫৲ „ বণ্ড (১৯৩৫ ১০৪৷৵০

ডিবেঞ্চার

৫৲ সুদের (১৯৫৬ ৮৬) কলিকাতা পোর্ট

ট্রাষ্ট ডিবেঃ :— ১০২৷৵০

ব্যাঙ্ক

ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক (কন্ট্রি) ২৯৪৷০

সেণ্ট্রাল ঐ ২২৲

কাপড় ও সূতার কল

এলগিন মিল ৪৫৲

পাট কল

হাওড়া ৫০৲

অকল্যাণ্ড ১৯৫৲

বালী ১৬২৲

বরানগর ১৫০

মেঘনা ৩৭০

ভরট ২৪৩৲

ক্লাইভ ২৮।০

ডালহাউসী ৪০৮৷০

ডেল্টা ৪০৫৲

কৃষ্ণনগর নবদ্বীপঘাট রেলওয়ে সময়

কৃষ্ণনগর হইতে নবদ্বীপঘাট

কৃষ্ণনগর সিটি—	৬-৪৫	১০-৪৪	১৩-২২	১৭-৩৮	২০-১৬
কৃষ্ণনগর রোড —	৬-৫৬	১০-৫৫	১৩-৩৩	১৭-৪৭	২০-২৫
আমঘাটা—	৭-১৫	১১-১৩	১৩-৫১	১৮-৩	২০-৪১
মহেশগঞ্জ—	৭-২৪	১১-২১	১৪-০	১৮-৯	২০ ৪৭
নবদ্বীপঘাট —	৭-৩৩	১১-৩০	১৪-৯	১৮-১৬	২০-৫৫

বিশেষ দ্রষ্টব্য--নবদ্বীপঘাট ষ্টেশন অপেক্ষা মহেশগঞ্জ ষ্টেশন হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরের দূরত্ব অনেক কম। শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে যাঁহাদিগকে রাণাঘাটে ট্রেণ বদল করিতে হয়, তাঁহারা রাণাঘাটে প্রাতঃ ৫-৫০,৮-১৪, ১১ ৪৬, ১৬-৫৮,১৮-৩৯ এবং ০-৩২ মিনিটের সময় গাড়ী পাইবেন।

শান্তিপুর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে শান্তিপুর ষ্টেশনে৫-৪০,৯-২৯, ১১-২৫,১৬-৪ এবং ১৮-৪১ মিনিটের সময় ট্রেণ পাওয়া যায়।

নবদ্বীপঘাট হইতে কৃষ্ণনগর

নবদ্বীপ ঘাট—	৫-৩৫	৯-২৫	১২-১০	১৫ ৩৪	১৮-৪৫
মহেশগঞ্জ—	৫-৪৩	৯-৩৩	১২-১৯	১৫-৪১	১৮-৫৬
আমঘাটা—	৫-৪৯	৯-৩৯	১২-২৬	১৫-৪৮	১৯-৫
কৃষ্ণনগর রোড—	৬-৫	৯-৫৫	১২-৪৩	১৬-৪	১৯-২৪
কৃষ্ণনগর সিটি—	৬-১১	১০-৩	১২-৫১	১৬-১২	১৯-৩৫

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রেস ওয়ার্কস হইতে—ডাঃ কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম ভক্তিশাস্ত্রী এল. এম. এফ. কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

নারীর অদ্ভুত প্রতিশোধ

অগ্রামবাসী ফজলদীনকে হত্যা করিবার অভিযোগে মুসাম্মত নবাববিবি অভিযুক্ত হইয়া মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিল। হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি স্যার সাদিলাল ও বিচারপতি মিঃ আবদুল রসিদ আসামীর দণ্ডহ্রাস করিয়া সেদিন তাহাকে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরবাস দণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন।

মামলার বিবরণে প্রকাশ, ফজলদীন চুরি ও প্রহারের অভিযোগে আসামীর স্বামীকে কারাগারে প্রেরণের ব্যবস্থা করে। কারাগমন-কালে সে আসামীকে প্রতিশোধ গ্রহণ করিতে আদেশ করে। ঘটনার দিন রাত্রিতে আসামী "চোর" "চোর" রবে চীৎকার করে। বহু লোক তথায় উপস্থিত হইয়া দেখে, ঘরের দ্বার বাহির হইতে বন্ধ এবং ঘরের মধ্যে একটি প্রদীপ জ্বলিতেছে। আসামী ঐ সকল লোককে বলিয়াছিল যে, ৩ জন লোক পলায়ন করিয়াছে ও একজন গৃহের মধ্যে আছে। ঐ সকল লোক গৃহের মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখে, তথায় ফজলদীনের শব রহিয়াছে। আসামীকে পুলিস থানায় লইয়া যাওয়া হয় এবং তথায় প্রাথমিক এজাহার লিপিবদ্ধ করা হয়। পুলিস আসামীর বস্ত্রে রক্তের চিহ্ন দেখিয়া তাহাকে গ্রেপ্তার করে। পরে আসামী অপরাধ স্বীকার করিয়া বলে,—ফজলদীন তাহার গৃহে প্রবেশ করিয়া পাশবিক বৃত্তি চরিতার্থ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করে। আসামী ঐ সময় তাহার হস্ত হইতে অস্ত্র লইয়া তাহাকে আঘাত করে।

দারোগার বাড়ী খানাতল্লাস

পুলিসের অবসর-প্রাপ্ত দারোগা বেওড়ীবাসী শ্রীযুত রসময় ঘোষের বাড়ী খানাতল্লাস করিয়া পুলিস তাঁহার পুত্র—ছাত্র জ্ঞানব্রত ঘোষকে গ্রেপ্তার করিয়াছেন। প্রকাশ, শ্রীযুত ঘোষের বাটী হইতে পুলিস একটা ৬ ঘরা রিভলভার, ১১টা গুলী-ভরা টোটা ও টোটার একটা খাল লইয়া গিয়াছে পুলিস মোসরার রাজেন্দ্রচন্দ্র দেকেও গ্রেপ্তার করিয়াছে।

সহরে খানাতল্লাস

সহরে উকীল শ্রীযুত প্রকাশচন্দ্র দাস, ডাঃ ত্রিপুরানাথ সেন ও মাধবলাল দেব-চৌধুরীর বাড়ীতেও খানাতল্লাস করা হইয়াছে। প্রকাশ, প্রথমোক্ত ২ জন ভদ্রলোকের বাটীতে একজন পলাতকের সন্ধানে খানাতল্লাস করা হয়।

টাউনহলে নারী-শিল্প প্রদর্শনী

ভারতের দেশীয় শিল্প পুনরুজ্জীবিত করার পক্ষে নিখিল ভারত নারী সম্মেলনের কার্য্যাবলীর সম্বন্ধে আলোচনাপূর্ব্বক এক হৃদয়গ্রাহী ক্ষুদ্র বক্তৃতা প্রদান করিয়া গোয়ালিয়রের রাণী লক্ষ্মীবাঈ রাজওয়াড়া অপরাহ্ণে টাউন হলে নিখিল ভারত মহিলা সম্মেলন হস্ত-শিল্প-প্রদর্শনী উদ্বোধন করেন।

মণ্ডীর রাণী অমৃত কাউর তাঁহার বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন, পৃথিবীব্যাপী বর্ত্তমান অর্থসঙ্কট হইতে ভারতবর্ষকে রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে প্রত্যেক ভারতবাসীর দেশের কুটীর শিল্প পুনরুজ্জীবিত করার কার্য্যে সাহায্য করা উচিত।

ভারতের সর্ব্বত্র হইতে আগত অন্যান্য মহিলা ভদ্রমহোদয় এবং প্রতিনিধিবর্গের মধ্যে নিম্নলিখিত কয়েকজনও সভায় উপস্থিত ছিলেন—মিসেস কাজিন্স, লেডী অবলা বসু, শ্রীমতী সরলা দেবী চৌধুরাণী, কুমারী লীলামণি নাইডু, শ্রীযুক্তা এস. আর. দাস, শ্রীযুক্তা লতিকা বসু, শ্রীযুক্তা এস রায় এবং শ্রীযুক্ত ডি, পি, খৈতান।

সিন্ধুতে বিশ্ববিদ্যালয় দাবী

শিক্ষক সম্মিলনের উদ্যোগে যে বৎসরিক সম্মিলনের আয়োজন করা হইয়াছিল, তাহাতে বক্তৃতাপ্রসঙ্গে আচার্য্য গিদোয়ানি অবিলম্বে সিন্ধুতে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের দাবী করেন। তিনি বলেন, বিশ্ববিদ্যালয় করাচীতে প্রতিষ্ঠিত করা যাইতে পারে। হায়দ্রাবাদের ডিগ্রী কলেজ শিকারপুর কলেজের মত ইণ্টারমিডিয়েট কলেজ করা হউক। বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পক্ষে প্রথমে ৫০ হাজার টাকাই যথেষ্ট হইবে।

সশস্ত্র ডাকাতি

গোঘাটের শ্রীযুত সি, চন্দের বাড়ীতে সশস্ত্র ডাকাতি করিবার অভিযোগে গোফুর ও আর দুইজন লোককে অভিযুক্ত করা হইয়াছিল। সম্প্রতি এই মামলার বিচার হইয়া গিয়াছে। এসিষ্টাণ্ট সেসন জজ তাহাদিগের সম্পর্কে অব্যাহতি প্রদান করিয়াছেন।

পঞ্জাবে জাতীয় প্রচার

পঞ্জাবের জাতীয় দলের কর্ম্মিদের সম্মিলনে যে কেন্দ্রীয় কমিটী গঠিত হইয়াছিল, গত ২৩শে তারিখে তাহার সাধারণ সভা বসে।

সভায় দেশের রাজনৈতিক অবস্থা সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়। তথায় নিম্নলিখিত সাব কমিটীগুলি গঠিত হয়—

স্বদেশী ও খদ্দর শিল্পের উন্নতি বিধান সাব কমিটী, পল্লী পুনর্গঠন সাব-কমিটী, জাতীয়তা প্রচার ও সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে প্রচার সাব কমিটী, কেন্দ্রীয় কমিটীর অন্যতম আহ্বানকারীরূপে সর্দ্দার শার্দ্দুল সিং সকল সাবকমিটীর সদস্য থাকিবেন। কেন্দ্রীয় কমিটীর নাম অতঃপর পঞ্জাবের জাতীয়দের কমিটী হইবে।

ধর্ম্মাচার্য্য টুরিন নিহত

উত্তর আমেরিকার আমেরিকান-চার্চ্চের প্রধান ধর্ম্মাচার্য্য লুন টুরেন উপাসনার সময় গুপ্তঘাতকের হস্তে নিহত হইয়াছেন।

মেটস্ লেগালেটিন এবং মিসিন কারকিশেন নামক দুইজন ব্যবসায়ী খৃষ্টীয় ধর্ম্মাচার্য্য টুরেনের গুপ্তহত্যা সম্পর্কে গ্রেপ্তার হইয়াছে মেগালেটীন নরহত্যা অপরাধে অভিযুক্ত হইয়াছে। মিসিন কারকিশেনের বিরুদ্ধে অভিযোগ আততায়ীকে সহায়তা প্রদান। উভয়েই আর্ম্মেনিয়ান গির্জ্জার পুরাতন প্রথার মেম্বর। ধর্ম্মাচার্য্য টুরেন নূতন প্রথার অধিনায়ক। এই নূতন প্রথাটি সোভিয়েটের পক্ষপাতী বলিয়া পরিগণিত।

বেলজিয়মের দুর্গ নির্ম্মাণ

বেলজিয়ম সীমান্তে যে দুইটি দুর্গ নির্ম্মাণ হইতেছিল, তাহা প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে সীমান্তে নাজী উপদ্রবও কমিয়াছে। গত জুন মাস হইতে আর নাজী উপদ্রবের কথা শুনা যায় নাই। দুই তিন দফা অত্যাচার করিবার পর বেলজিয়মের তীব্র প্রতিবাদে উপদ্রব বন্ধ হইয়া গিয়াছে। সীমান্তে নাজীরা এখন বেলজিয়মের সহিত বন্ধুত্ব স্থাপন করিয়াছে। হার মোরেন নামক একজন নাজি দলপতি নাজি সীমান্ত রক্ষার ভার লইয়াছেন। অতঃপর সীমান্তে যদি কোন নাজীর অত্যাচার হয় হারমোহেন তজ্জন্য দায়ী হইবেন।

এক্সপ্রেস ট্রেণ সঙ্ঘর্ষ

ট্র্যাসবুর্গ এক্সপ্রেস ট্রেণের একটী দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে। ট্রেণখানি ঘণ্টায় পঞ্চাশ মাইল বেগে চলিবার সময় কুয়াসায় দিশেহারা হইয়া একখানি ট্রেণের সহিত সংঘর্ষ হয়। দ্বিতীয় ট্রেণখানি নিশ্চল অবস্থায় দাঁড়াইয়া ছিল। উহা চুরমার হইয়া গিয়াছে।

তারুণ্যের মেয়র হত

লাগনী ট্রেণসংঘর্ষে যে সকল যাত্রী হত হইয়াছে, তাহাদিগের মধ্যে সকলেই ফরাসী, দেশীয়। মাত্র একজন আমেরিকাবাসী এবং কয়েকজন মধ্য য়ুরোপের। ঐ সঙ্গে ডেপুটি মিটারও হত হইয়াছেন। ডেপুটি মিটার ব্যবস্থাপক সভার একজন বিখ্যাত প্রতিনিধি এবং তারুণ্যের মেয়র।

লাইন খোলা

ট্র্যাসবুর্গ এক্সপ্রেসের ড্রাইভার এবং ট্রেকার ম্যাজিষ্ট্রেটের প্রশ্নের উত্তরে বলিয়াছে দুই ট্রেণের পশ্চাদ্ভাগের সিগন্যাল 'লাইন খোলা' সঙ্কেত প্রকাশ করিয়াছিল।

হতাহত

এক্ষণে স্থির হইয়াছে, ট্র্যাসবুর্গ এক্সপ্রেস ট্রেণ বিভ্রাট হওয়ার একশত আশি জন যাত্রী নিহত এবং তিন শত জন আহত হইয়াছে। এরূপ ভীষণ দুর্ঘটনার উল্লেখ ইতিহাসে পাওয়া যায় না।

কুয়াসায় দুর্ঘটনা

কুয়াসার দরুণ ট্র্যাসবুর্গ এক্সপ্রেস ষ্টেশনে পৌঁছিতে দুই ঘণ্টা বিলম্ব হইয়াছিল। প্যারিসগামি ট্রেণের সহিত লাগনীতে যখন সংঘর্ষ হয়, তখন এক্সপ্রেসখানি ঘণ্টায় ৬০ মাইল বেগে চলিতেছিল, প্যারিসগামী ট্রেণ সে সময় নিশ্চল অবস্থায় ষ্টেশনে অবস্থান করিতেছিল। উভয় ট্রেণের যাত্রীই খৃষ্টমাসের আমোদ-প্রমোদের যাত্রী।

সিনেটর হ্যাসেট

পূর্ব্বে সংবাদ বাহির হইয়াছিল, সিনেটর হ্যাসেট উক্ত ট্রেণের একজন যাত্রী ছিলেন এবং দুর্ঘটনায় নিহত হইয়াছেন। পরবর্ত্তী সংবাদে প্রকাশ, সিনেটর হ্যাসেট নিহত হন নাই। যে সকল যাত্রী গুরুতরভাবে আহত হইয়াছে তাহাদিগকে সেই সেই স্থানে রাখিয়া শুশ্রূষা করা হইতেছে। কতকগুলি আহত ব্যক্তিকে প্যারীতে আনা হইয়াছে।

ড্রাইভার ও ফায়ারম্যান গ্রেপ্তার

রেলের নিয়মানুসারে ট্র্যাসবুর্গ ট্রেণের ড্রাইভার এবং ফোয়ারম্যানকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। 'ডেঞ্জার সিগন্যাল' অমান্য করিবার অপরাধে উহারা অভিযুক্ত হইয়াছে।

রাজমহেন্দ্রীতে গান্ধীজী

গান্ধীজী গত ২৪শে ডিসেম্বর রাত্রে কোকনদ হইতে এখানে আসিয়া পৌঁছিলে তাঁহাকে বিরাটভাবে অভ্যর্থনা করা হয়। পরে তিনি এক জনবহুল সভায় বক্তৃতা করেন। সভায় ত্রিশ সহস্রেরও উপর লোকের ভীড় হয়। অভ্যর্থনা সমিতি, স্থানীয় মিউনিসিপালিটি এবং অন্যান্য সাধারণ প্রতিষ্ঠান সমূহ তাঁহাকে আন্তরিক অভ্যর্থনা জ্ঞাপনপূর্ব্বক অভিনন্দন প্রদান করেন এবং আড়াই হাজার টাকার তোড়া উপহার দেন।

গান্ধীজী গত ২৫শে ডিসেম্বর প্রাতে স্পেশাল মোটর যোগে করিয়া সীতানগরম্ অভিমুখে যাত্রা করেন।

তারের ঠিকানা— 'শ্রীধাম' নবদ্বীপ
ডাকের ঠিকানা—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

দৈ নি ক

REG. C1544

নদীয়া-প্রকাশ

THE NADIA-PRAKASH

বিজ্ঞাপনের হার

প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩৷৹
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার স্বতন্ত্র।

গ্রাহকদের হার

অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸৹
মাসিক ১৲
নগদ বর্ত্তমান
সংখ্যা ৫

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৮ম খণ্ড । সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বেদান্তবাচস্পতি । ২৫৩শ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর— ১৫ই পৌষ শনিবার ১৩৪০, ৩০শে ডিসেম্বর ১৯৩৩

নীলাম ইস্তাহার

মোকাম কৃষ্ণনগর

১ম মুন্সেফ আদালত

নীলামের দিন ৮ই জানুয়ারী ১৯৩৪

(১)

১৫৭৬ মনিজারী ৩৩ দাবী ৮৫॥৬

ডিঃ বৈদ্যনাথ মজুমদার সাং মাটিয়ারী

দেঃ শিবসম্পত্তি দাস মোদক সাং গোয়াড়ী পোঃ কৃষ্ণনগর

কালীগঞ্জ থানায় মাটিয়ারী গ্রামে রামরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় অধীন ৭২ খতিয়ানে -১৯শঃ জমীর ॥৹ চান্দনী জমা দেঃ ।/৬।— অংশ, মূল্য আঃ ২০৲

২। ঐ থানায় ঐ গ্রামে ঐ অধীন ৭৩ খতিয়ানে -১৫শঃ জমীর ২৶৩ জমা দেঃ ।/৬।— অংশ, মূল্য আঃ ১০০৲

(২)

১৭৪৬ মনিজারী ৩৩ দাবী ১৯২৯৸৹

ডিঃ রজনীকান্ত মজুমদার সাং

দেঃ উপেন্দ্রনাথ বিশ্বাস সাং বেতবাড়িয়া পোঃ কুমারখালি

কুমারখালি থানায় সুলতানপুর গ্রামে কুমারখালি জমিদার কোং লিঃ অধীন ৫৫-৬২ খতিয়ানে ২৫·৯৫শঃ জমীর ৫০৲ কায়েমী মৌরসী জমা মূল্য আঃ ১০০৲

নিখিল ভারত কুস্তি প্রতিযোগিতা

লক্ষ্ণৌএর মিঃ আমজুল কাদেরের উদ্যোগে নিখিল ভারত কুস্তি প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। বিশ্বজয়ী কুস্তিগীর গামার ভ্রাতা ইমাম বক্স কোলাপুরের শিখ পালোয়ান ঈশ্বর সিংকে মাত্র দুই মিনিট কালের মধ্যে পরাভূত করিয়াছে। প্রায় দশ সহস্র দর্শক মল্লক্রীড়া দর্শন করিয়াছিল। অন্যান্য মল্লক্রীড়ায়, মথুরার বলদেও চৌবে লাহোরের যুবক্ককে হারাইয়া দিয়াছে। কানপুরের বলা এলাহাবাদের ঠাকুর সিংহের সহিত লড়িয়াছিল, কিন্তু অমীমাংসিত অবস্থায় উহা অবসান হয়। বারটি মল্লক্রীড়ার মধ্যে পাঁচটি অমীমাংসিত রহিয়া গিয়াছে। মথুরার গয়ালাল চৌবে ও লাহোরের আসগুল্লার মল্লযুদ্ধ অমীমাংসিত রহিয়াছে।

মাদ্রাজ পরিদর্শনে গান্ধীজী

গত রবিবার গান্ধীজীকে পুনরায় নানা কাজে বিশেষ ব্যস্ত থাকিতে হইয়াছিল। প্রত্যুষে চার ঘটিকার সময় ভিজায়নী ষ্টেশনে ট্রেণে আরোহণ করিয়া বেলা দশটার সময় গান্ধীজী শ্রীযুত মালকানী ও দলসহ সমলকোটে অবতরণ করেন, পথে কয়েকটী ষ্টেশনের প্লাটফর্মে সমবেত জনতার নিকট হইতে তিনি অর্থসংগ্রহ করেন। জনতা উৎসাহ সহকারে তাঁহাকে সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন করে এবং তাঁহাকে অর্থ প্রদান করে।

সমলকোট হইতে কোকনদ যাইবার পথে গান্ধীজী পেড্ডাপুরম্ নামক স্থানে মানপত্র ও টাকার থলি উপহার গ্রহণ করেন। সমবেত কর্ম্মীবৃন্দকে গান্ধীজী তাঁহাদের শৃঙ্খলা ও সংযমের প্রশংসা করিয়া উৎসাহিত করেন। গান্ধীজী বিভিন্ন স্থানের কর্ম্মীদিগকে পেড্ডাপুরমের কর্ম্মীদের অনুকরণ করিতে অনুরোধ করেন।

জার্ম্মাণ সীমান্তে গুলী

অষ্ট্রো জার্ম্মাণ সীমান্তে জার্ম্মাণ সেনা গুলীর আঘাতে নিহত হওয়ায় জার্ম্মাণী অষ্ট্রীয়ার নিকট কৈফিয়ৎ চাহিয়া পাঠাইয়াছেন কিন্তু বহু দিবস গত হইল অষ্ট্রীয়ার কৈফিয়ৎ দিবার সময় হইল না। জার্ম্মাণীর দ্বিতীয় কাগিদে আগামী ৩১শে ডিসেম্বর অষ্ট্রীয়ার কৈফিয়ৎ পাঠাইবার কথা ছিল। কিন্তু ৩১শে ডিসেম্বরেও নাকি কোন কৈফিয়ৎ তৈয়ারী হইবে না।

এ সংবাদ অবশ্য জার্ম্মাণীর পক্ষে সুখকর নহে, কিন্তু অষ্ট্রিয়ার পক্ষে সৌভাগ্যের বিষয় এই যে জার্ম্মাণী অষ্ট্রীয়ার উপর এখনও কোন উষ্মা ভাব প্রকাশ করে নাই। যাহা হউক এখন প্রশ্ন এই যে, অষ্ট্রীয়ার সীমান্ত রক্ষীর গুলীতেই কি জার্ম্মাণ সৈন্য নিহত হইয়াছে? অষ্ট্রীয়ার কৈফিয়ৎ দানে বিলম্বের কারণ অন্য কিছুই নহে। কে প্রকৃত দোষী অষ্ট্রীয়া এখনও স্থির করিতে পারে নাই। সীমান্ত রক্ষী গুলী করিবার অভিযোগ অস্বীকার করিয়াছে।

বিশ্ব-বিশ্রুত শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত

শ্রীচৈতন্য ভাগবত

বিরাট দ্বিতীয়-সংস্করণ

গৌড়ীয়াচার্য্যভাস্কর প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ কর্ত্তৃক গৌড়ীয়ভাষ্য ও বিবৃতিসহ প্রকাশিত। সংস্কৃত শ্লোক-সমূহের অন্বয়, অনুবাদ ও ব্যাখ্যা সন্নিবেশিত। প্রতি অধ্যায়ের কথাসার, অধ্যায়-সূচী, শ্লোক-সূচী, পয়ার-সূচী, স্থান-সূচী, পাত্র-সূচী ও গ্রন্থকার শ্রীল বৃন্দাবন দাস গোস্বামীর জীবনী প্রভৃতি মহামূল্য-রত্নে অলঙ্কৃত।

ভিক্ষা—সর্ব্বসাধারণের সুবিধার জন্য ১২৲ স্থলে এখনও ৬৲ ছয়টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—

১। শ্রীচৈতন্য মঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

২। শ্রীগৌড়ীয় মঠ
পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

শিশুর পথ্য

K. C. BOSE & CO'S INDIAN BARLEY CALCUTTA

দেশী বিদেশী সকলপ্রকার বার্লী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও সুলভ

THE FIRST & FOREMOST FIRM IN INDIA

সুপ্রসিদ্ধ চিকিৎসকগণ কর্ত্তৃক অনুমোদিত

শিশুর খাদ্য ও রোগীর পথ্য

Prepared only of Genuine & Selected Grains

পঞ্চাশ বৎসরের পরিচিত ও পরীক্ষিত

SHAMBAZAR STEAM BISCUIT & BARLEY FACTORY CALCUTTA

শ্যামবাজার স্টিম বিস্কুট এণ্ড বার্লী ফ্যাক্টরী
কলিকাতা।

ইউনিয়ন বোর্ডের ফর্ম্ম

কর্ম্ম সর্ব্বদা বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত থাকে। অর্ডার পাইলে আমরা অতি যত্নের সহিত রেজেষ্টারী বহির উপরে ইউনিয়ন বোর্ডের নাম ও নম্বর সহ লেবেল ছাপাইয়া আটিয়া সরবরাহ করিয়া থাকি। কতকগুলি ফরমের তালিকা নিম্নে দেওয়া গেল—

আসেসমেণ্ট তালিকা

ইউনিয়ন বোর্ডের, বেঞ্চের এবং কোর্টের ব্যবহার্য্য

১ নং ফরম প্রতি শত ১৲ টাকা।

বজেট এষ্টিমেট

২নং ফরম প্রতি খানা /০ আনা, প্রতি শত ৪৲ টাকা।

ক্যাস বহি

৩ নং ফরম (আয় ব্যয়ের জমা খরচের বহি) ১০০ পৃষ্ঠার বহি ১৲

আদায়ের রেজেষ্টারী

৪ নং ফরম ১০০ পৃষ্ঠার বহি ১৲ টাকা, ২০০ পৃষ্ঠার বহি ২৲ টাকা।

দৈনিক আদায়ের রেজেষ্টারী

৫ নং ফরম ১০০ পৃষ্ঠার বহি ১৲ টাকা, ২০০ পৃষ্ঠার বহি ২৲ টাকা।

খোঁয়াড় ও খেয়াঘাটের জমার রেজেষ্টারী

৬ নং ফরম প্রতি বহি ১৲ টাকা।

মুৎকরাক্কা রসদ

৭ নং ফরম প্রতি বহি ৷৷০ আনা।

অগ্রিম দেওয়া টাকার রেজেষ্টারী

৮ নং ফরম প্রতি বহি ১৲ টাকা।

মাসিক হিসাব নিকাশের রেজেষ্টারী

৯ নং ফরম ১০০ পৃষ্ঠার বহি ১৲ টাকা, ২০০ পৃষ্ঠার বহি ২৲ টাকা।

জমা ও বস্তু সম্বন্ধের রেজেষ্টারী প্রতি বহি ১৲ টাকা।

সি ফরম দফাদার বা চৌকীদারের বেতন বিলের রেজেষ্টারী প্রতি বহি ১৲ টাকা।

ডি ফরম দফাদার বা চৌকীদারের বেতনের রেজেষ্টারী হাতচিঠা প্রতি বহি ১৲ টাকা।

ই ফরম দফাদার বা চৌকীদারের বেতন বিলের ফরম প্রতি কপি ৴৫ পয়সা, প্রতি শত ১৲ টাকা।

"জি ফরম" দণ্ড বিষয়ক কার্য্য-প্রণালী প্রতি কপি ৴৫ পয়সা প্রতি শত ১৲ টাকা

আইন ফরম জারীর জন্য প্রাপ্ত পরওয়ানার রেজেষ্টারী প্রতি বহি ১৲ টাকা।

জরিমানা মুচালকা প্রভৃতি পাওনা টাকার রেজেষ্টারী প্রতি বহি ১৲ টাকা।

প্রাপ্ত চিঠির রেজেষ্টারী—১ খানা ১৲ টাকা।

প্রেরিত চিঠির রেজেষ্টারী—১ খানা ১৲ টাকা।

গার্ড ফাইল—প্রত্যেকটী ৵০ আনা।

মিটিংএর নোটীশ বহি—১ খানা ৷৷০ আনা।

নোটিশ বহি—১ খানা ৷৷০ আনা

জন্মের হাতচিঠা—প্রতি বহি ৷০ আনা।

মৃত্যুর হাতচিঠা—প্রতি বহি ৷০ আনা।

নকলের দরখাস্তের রেজেষ্টারী বহি—১ খানা ১৲ টাকা।

দেওয়ানি মামলার রেজেষ্টারী বহি—১ খানা ১৲ টাকা।

প্রত্যেক প্রকার বেঞ্চ ও কোর্টের সমন পরওয়ানা প্রভৃতি শত ৷৷০ আনা হিসাবে পাওয়া যায়।

নিবেদক—ম্যানেজার, ভাগবত প্রেস হাইষ্ট্রীট কৃষ্ণনগর নদীয়া

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রী নদীয়া-প্রকাশ

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক
— পারমার্থিক পত্র —
শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশ
তনয়স্তদ্ধাম-বৃন্দাবনং,
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং
প্রেমা পুমর্থো মহান্,
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং
তত্রাদরো নঃ পরঃ॥

৮ম বর্ষ } ২৮ নারায়ণ গৌরাব্দ ৪৪৭, ১৫ই পৌষ বঙ্গাব্দ ১৩৪০, ৩০শে ডিসেম্বর ইং ১৯৩৩, শনিবার { ২৫৬ তম সংখ্যা

সমুদ্রবক্ষে কীর্ত্তন

গত ২৫শে অগ্রহায়ণ শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাণী-প্রচারার্থ অর্ণবপোতযোগে করাচীযাত্রা-কালে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিবিলাস গভস্তিনেমি মহারাজ ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজের আদেশ-ক্রমে ব্রহ্মচারিগণ উচ্চৈঃকীর্ত্তন করেন। ব্রহ্মচারীবৃন্দের শ্রীমুখবিগলিত মহাজন-পদাবলী শ্রবণ করিয়া অর্ণবপোত-আরোহিগণ অতিশয় আনন্দ প্রকাশ করেন এবং স্বামীজী মহারাজের শ্রীমুখে হরিকথা-শ্রবণের জন্য ইচ্ছা প্রকাশ করেন।

আরোহিগণের হরিকথা-শ্রবণের একান্ত ইচ্ছা দেখিয়া স্বামীজী বৈকাল চারটা হইতে রাত্রি ৮টা পর্য্যন্ত শ্রীমদ্ভাগবত হইতে বহু সজ্জনসমক্ষে 'মানবজীবনের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন।

স্বামীজীদ্বয়ের শ্রীমুখবিগলিত অপূর্ব্ব সিদ্ধান্তপূর্ণ বাণী শ্রবণ করিয়া সকলেই নিজকে নিজে ধন্যাতিধন্য মনে করেন।

পাঠান্তে 'হরেকৃষ্ণ' মহামন্ত্র কীর্ত্তন ধরিয়া ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিলাস গভস্তি নেমি মহারাজ উদ্দণ্ড নৃত্য করেন। স্বামীজী মহারাজের নৃত্য-দর্শন ও ব্যাখ্যা শ্রবণ করিয়া 'শ্রীগৌড়ীয়মঠ যে কি বস্তু এবং শ্রীগৌড়ীয়মঠ জগতের কত উপকার সাধন করিতেছেন' তাহা সকলেই বিশেষ প্রকারে বুঝিতে পারেন। তাঁহারা শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচারপ্রণালী শ্রবণ করিয়া অতিশয় আনন্দ প্রকাশ করেন।

গত ২৬শে অগ্রহায়ণ তারিখে বেলা ৯টার সময় করাচী-বন্দরে জাহাজ পৌছে। পূর্ব্ব হইতে স্বামীজীমহারাজগণকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য সহরের ভদ্রমহোদয়গণ মোটর-কার সহ উপস্থিত ছিলেন। স্বামীজী মহারাজদ্বয় জাহাজ হইতে অবতরণ করা মাত্র তাঁহারা তাঁহাদিগকে অভ্যর্থনা পূর্ব্বক শেঠ ফতেচাঁদ কানাই লাল মহাশয়ের ভবনে আনয়ন করেন। বর্ত্তমানে স্বামীজী মহারাজদ্বয় তথায় অবস্থান পূর্ব্বক করাচীসহরে শ্রীমন্মহা-প্রভুর বাণী প্রচার করিতেছেন।

সাময়িক প্রসঙ্গ

করাচীতে প্রচার

শ্রীশ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডি-স্বামী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিলাস গভস্তি নেমি মহারাজ গত ৫ই পৌষ তারিখে গান্ধী-বাগানের সন্নিকট শ্রীযুক্ত বাবু ভি, সি, রায় মহাশয়ের ভবনে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। স্বামীজী মহারাজের শ্রীমুখে হরিকথা শ্রবণের জন্য করাচীবাসী বাঙ্গালীবৃন্দ প্রায় সকলেই উপস্থিত হন। স্বামীজী মহারাজের শ্রীমুখে শ্রীমদ্ভাগবতের অপূর্ব্ব ব্যাখ্যা শ্রবণ করিয়া সমাগত শ্রোতৃমণ্ডলী অতিশয় আনন্দিত হন। পাঠের আদি ও অন্তে মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তন হয়। এবং তৎপরদিবস স্বামীজী মহারাজদের বাসায় বহু ভদ্রলোক উপস্থিত হন, ঐ আগত ভদ্রলোকদিগের নিকট স্বামীজী মহারাজ প্রায় দুই ঘণ্টা যাবৎ হরিকথা কীর্ত্তন করেন। সমাগত ভদ্র মহোদয়গণ স্বামীজী মহারাজের শ্রীমুখে হরিকথা শ্রবণ করিয়া বেশ বুঝিয়াছেন যে, মনুষ্যজীবন একমাত্র ভগবদুপাসনার জন্য কারণ এই মনুষ্যজন্ম বহু জন্মজন্মান্তরের পর আমরা লাভ করিয়াছি। তাঁহারা শ্রীগৌড়ীয় মঠের প্রচারের জন্য বিশেষপ্রকারে সাহায্য করিতেছেন।

গত ২৫শে ডিসেম্বর শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠে উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ গৌরদাস ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রীজী শ্রীমদ্ভাগবত পাঠকালে বলেন—

বদ্ধজীবের প্রাকৃত বুদ্ধি দ্বিতীয়াভি-নিবেশক্রমে অদ্বয়জ্ঞান হইতে বিচ্যুত হইয়া ঈশবৈমুখ্য স্বীকার করে; কিন্তু মহাভাগ-বতগণ সেবোন্মুখ অবস্থায় অবস্থিত হওয়ায় প্রাকৃত-ভোগে আসক্ত হন না। বিষ্ণু বা বৈষ্ণব নিত্যবস্তু ও বিকাররহিত। তাঁহারা দ্বিতীয়াভিনিবেশক্রমে ভোগময় সংসারের ক্রীড়াপুত্তলী হইবার সম্পূর্ণ অযোগ্য। উভয়েই অধোক্ষজ বস্তু অর্থাৎ প্রাকৃত রূপরসাদি বিষয়সমূহ তাঁহাদিগকে বিমুগ্ধ করিতে সমর্থ হয় না।

যেখানে অচিৎ অনুভূতি প্রবল সেই-খানেই নির্ব্বুদ্ধিতাক্রমে ভগবানের অবতারকেও নিজের ন্যায় নিঃশক্তিক, দুর্ব্বল, চিন্তনীয় জড়বস্তু-বিশেষ মনে করে। বদ্ধজীব গুরুকৃপায় আত্মবৃত্তিতে নিত্য-সেবোন্মুখ হইলেই শ্রীভগবানের নিত্য নামরূপগুণলীলা স্ব স্ব চিন্ময় ইন্দ্রিয় দ্বারা উপলব্ধি করিতে সমর্থ হয় ভগবদ্দর্শনের অভাবেই জীবের এইরূপ কুদর্শন—নিত্যে অনিত্য ভ্রম, অনিত্যে নিত্য বলিয়া ভ্রম। প্রাকৃতপন্থাবে ভগবান্ বা ভগবদ্ভক্ত কখনও প্রাকৃত-গুণযুক্ত হইতে পারেন না। ভগবান্ ও ভক্ত নিত্য নাম-রূপ-গুণলীলায় বিচিত্রবিলাস-সম্পন্ন।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ জন্মরহিত নিত্য প্রকট-মান্ বস্তু। তাঁহার সেবক দেবগণ প্রপঞ্চে কালক্রমে উদিত হইয়া ভগবৎ-সেবা-বুদ্ধিতে শ্লথ হওয়ায় ভগবদ্বিমুখ ভাবসমূহ অসুর-রূপে দেবগণের ঈশবৈমুখ্য বৃদ্ধি করিবার চেষ্টা করে। ভগবদ্ভক্ত দেবগণ বিপদ্গ্রস্ত হইলে ভগবানের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া বিপদ্ হইতে মুক্ত হইবার বাসনা করেন। ঈশ-বৈমুখ্যরূপ আসুরিক ভাব পৃথিবীকে ভার-গ্রস্ত করে; তখন ভগবান্ ভোগপর প্রাপঞ্চিক ভূমিকায় নিজ প্রাকট্য বিধান করেন—তিনি অজ হইয়াও প্রপঞ্চে অবতরণ কালে ঈশ বিমুখ অসুরগণের নিকট তাহা-দের ন্যায় জন্মপরিগ্রহ লীলা প্রকট করান।

ভগবানের লীলা নিত্য। নিত্যলীলাময়ের নিত্য প্রকটভূমিতে যে নিত্যাবির্ভাবলীলা তাহাই প্রপঞ্চে ইন্দ্রিয়বৃত্তিপর অক্ষজদর্শনে পরিদৃষ্ট হয়। আবরণী ও বিক্ষেপাত্মিকা শক্তির দ্বারা আক্রান্ত হইয়া বদ্ধজীব কর্ম্মফল-ভোগীর ন্যায় সেই অজের জন্ম, স্থিতি ও অপ্রাকট্য দর্শন করে। বস্তুতঃ তিনি নিত্যলীলাময়। পৃথিবীর ভার এবং তাহার অপনোদনকার্য্য প্রাকৃতভূমিকায় অর্থাৎ প্রপঞ্চে আবদ্ধ। মায়াবদ্ধ জীব প্রপঞ্চা-বতীর্ণ ভগবত্তত্ত্বকে নিজ অবিদ্যাগ্রস্ত বিচার-অবলম্বনে জন্মস্থিতিভঙ্গাত্মক মনে করে, কিন্তু তাহাদের তাদৃশ অক্ষজ-দর্শন ঈশ-বিমুখতা হইতে জাত মাত্র। ঈশসেবোন্মুখতা হইলে অক্ষজ-দর্শনের অপগমে নিত্য সত্যের উপলব্ধি ঘটে।

প্রকৃতপ্রস্তাবে নিত্যলীলাময় ভগবানের প্রাপঞ্চিক দর্শনের ন্যায় প্রকৃত যোগ্যতা নাই। তিনি ঈশবিমুখ ব্যক্তিগণের মঙ্গলের জন্য তাহাদিগের তুল্য অবস্থা প্রদর্শন করিয়া তাহাদিগের মঙ্গল বিধান করেন মাত্র।

(অতঃপর ৫ম পৃষ্ঠার শেষ কলমে দ্রষ্টব্য)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

২৮ নারায়ণ অব্দ ক্ষীরোদশায়ী

উন্মাদিনী

'জীবের কৃষ্ণানুরাগ' একথাটী আমরা শুনিয়াই রাখিয়াছি, ইহার জলন্ত আদর্শ অজ্ঞাতভাবে আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হইলে বা সর্ব্বক্ষণ কাছে থাকিলেও আমরা তাহা হৃদয়ঙ্গম করিতে সম্পূর্ণ অসমর্থ ও অনিচ্ছুক। সম্বন্ধ-গ্রহণে বিমুখ বদ্ধজীব আমরা যতদিন কৃষ্ণানুরাগী বৈষ্ণবগণের চরিত্র-আলোচনা পূর্ব্বক তাঁহাদের অনুসরণ না করিব ততদিন আমরা যে তিমিরে সেই তিমিরেই থাকিব—আমাদের নিত্যমঙ্গলময়ী সেবা-বৃত্তি প্রকাশিত হইবে না। তাই কৃষ্ণকার্ষ্ণসেবনানিচ্ছুক আমি আজ আত্ম-শোধনার্থ জনৈকা কৃষ্ণানুরাগিনী উন্মাদিনী বৈষ্ণব-মহিলার পূত-চরিত্র-আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলাম।

———

আমার প্রিয়-ভগিনীগণ প্রত্যেকেই এই নারীরত্নের অতুলনীয় ধর্ম্মজীবনের পদাঙ্কাবলম্বনে যত্নবতী হইলেই আমি নিজকে পরম সৌভাগ্যবান্ মনে করিয়া আনন্দিত হইব। আমরা কৃষ্ণভক্তির স্বরূপ বুঝিতে না পারিয়া বিপথে যাই বা মনোধর্ম্মে চালিত হইয়া সেবাচ্যুত হই। কিন্তু এই রমণী-রত্নের জীবনী কৃষ্ণ ভক্তির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করতঃ আমাদের ন্যায় অন্ধ নরনারীকে চক্ষে অঙ্গুলি প্রদান পূর্ব্বক নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন কৃষ্ণভক্তি আর অন্য কিছুই নহে তাহা কৃষ্ণে অনুরাগ —কৃষ্ণের জন্য আর্ত্তি বা সকাতর ক্রন্দন।

দাক্ষিণাত্য প্রদেশে খাণ্ডল গ্রামে এক রাজার পণ্ডিত পরশুরাম নামে এক ধর্ম্ম-পরায়ণ ব্রাহ্মণ পুরোহিত ছিলেন। রাজা ও রাজ-পুরোহিত পরম বৈষ্ণব। পণ্ডিত পরশুরামের অতি আদরের একমাত্র কন্যা শ্রীকরমেতীবাই। তৎকালে বৈষ্ণবগণ স্ত্রীকন্যাবর্গকে উত্তমরূপে সুশিক্ষা-প্রদানে যত্নবান্ ছিলেন। এবং স্ত্রী-কন্যাগণও নানা ভাষায় পারদর্শিতা লাভ করিয়া ভক্তিশাস্ত্র-আলোচনায় নিযুক্ত থাকিতেন। পণ্ডিত-দুহিতা আদর্শ মহিলা শ্রীকরমেতী-বাই পিতৃদেবের ঐকান্তিক যত্নে অল্প বয়সেই বহু শিক্ষালাভ করিলেন। এবং বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গেই নিত্যকল্যাণপ্রদ নির্ম্মল বৈষ্ণবধর্ম্মে তাঁহার প্রগাঢ় শ্রদ্ধা জন্মিল। ক্রমে বিবাহ-যোগ্য বয়স উপস্থিত হইলে পণ্ডিত পরশুরাম কন্যা করমেতীকে পাত্রস্থা করিলেন। কিন্তু যিনি জগৎপতি শ্রীকৃষ্ণ-চন্দ্রকে নিত্যপতিত্বে বরণ করিয়াছেন তাঁহার পক্ষে অনিত্য প্রাকৃত বস্তুতে আর পতি বুদ্ধি থাকা অসম্ভব। শ্রীকরমেতীবাই পিতৃ-আদেশ-পালনার্থ বিবাহ করিলেন কিন্তু ঘোর বিষয়ী অবৈষ্ণব স্বামীর গৃহে গমনের পরিবর্ত্তে নির্জ্জনে শ্রীহরিনাম-গ্রহণে যত্নবতী হইলেন, এবং কৃষ্ণে প্রেমোন্মাদিনী হইয়া হা নাথ! হা প্রাণবল্লভ! বলিয়া কখনও হাস্য কখনও ক্রন্দন, কখনও উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিয়া কৃষ্ণ-প্রেমাবেশে কৃষ্ণপাদপদ্ম ধ্যানে তাঁহার মনভৃঙ্গ মত্ত হইয়া রহিল

"কৃষ্ণ প্রাণ কৃষ্ণ ধন কৃষ্ণসুখ সার।
কৃষ্ণ বিনা ত্রিজগতে নাহি জানে আর॥"

এই ভাবে কিয়দ্দিবস অতিবাহিত হইলে কৃষ্ণপ্রাণা করমেতী, অবৈষ্ণব-স্বামীগৃহে তাঁহার প্রাণবল্লভ কৃষ্ণসেবার ব্যাঘাত হইবে এই ভাবিয়া একেবারে অধীরা হইয়া উঠিলেন। সংসারে যৎপরোনাস্তি উৎপীড়িতা ও লাঞ্ছিতা হইয়া, সাংসারিক লোক-তাড়নায়, শোকে দুঃখে অবসন্নচিত্তা হইয়া ভাবিতে লাগিলেন, হায়! হায়! কি করিব কোথায় যাইব? বৈষ্ণববিদ্বেষীর কুসঙ্গে পড়িলে আমার সর্ব্বনাশ উপস্থিত হইবে এসকল চিন্তা করিতে করিতে তিনি বিকল-হৃদয়ে ভূমিতে লুণ্ঠন পূর্ব্বক ক্রন্দন করিতে করিতে অবশেষে স্থির করিলেন যে, গোপনে শ্রীধাম বৃন্দাবন পলায়ন করিব। এই স্থির করিয়া ধর্ম্ম-প্রাণা শ্রীকরমেতীবাই কৃষ্ণানুরাগে উন্মাদিনী হইয়া গৃহ হইতে বহির্গত হইলেন। চতুর্দ্দিকে দ্বার অর্গলবদ্ধ থাকায় দ্বিতল হইতে লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক তিনি নিম্নে অবতরণ করিলেন কিন্তু অনাথশরণ শ্রীহরির কৃপায় করমেতীর শ্রীঅঙ্গে কিছুমাত্র আঘাত লাগিল না। তিনি সেই গভীর নিশীথে তাঁহার নিত্যপতির দর্শনাকাঙ্ক্ষায় উন্মাদিনী হইয়া শ্রীধাম-বৃন্দাবনাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। পণ্ডিত পরশুরাম তাঁহার আনন্দদায়িনী এক-মাত্র কন্যার অদর্শনে এবং প্রভাতে লোক-নিন্দাভয়ে ভীত হইয়া অধোবদনে রাজসমীপে উপস্থিত হইয়া বলিলেন, মহারাজ! আমার কন্যা রাত্রিযোগে গোপনে কোথায় চলিয়া গিয়াছে। লোকগঞ্জনার ভয়ে আমি এখন চতুর্দ্দিক অন্ধকার দেখিতেছি।

———

রাজা একথা শুনিয়া করমেতীর অন্বেষণের জন্য নানাস্থানে বহুলোক প্রেরণ করিলেন। বিস্তীর্ণ প্রান্তরে শ্রীকরমেতী শ্রীহরিনাম করিতে করিতে একাকী পথ চলিতেছেন, ইতোমধ্যে দেখিলেন রাজানুচর তাঁহার অন্বেষণে ব্যস্ত হইয়া ঐ প্রান্তরে উপস্থিত হইয়াছে। তিনি জনমানবশূন্য প্রান্তরে আত্মসংগোপনের কিছুমাত্র উপায় না দেখিয়া হা দীনবন্ধো, অনাথশরণ বলিয়া আর্ত্তনাদ করতঃ ক্রমাগত আত্মরক্ষার উপায় চিন্তা করিতে করিতে প্রাণপণে দৌড়াইতে আরম্ভ করিলেন এবং সম্মুখেই একটী গলিত দুর্গন্ধ উষ্ট্র দেখিয়া ঐ পূতিগন্ধময় উষ্ট্রের উদরে প্রবেশপূর্ব্বক দিবসত্রয় ভজনানন্দে কাটাইয়া দিলেন।

রাজকর্ম্মচারিগণ নিষ্ফল মনোরথ হইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিলে দেবী করমেতী চতুর্থ দিবসে পতিতপাবনী সুরধুনীর পূতসলিলে অবগাহন পূর্ব্বক পুনঃ নিজ অভীষ্ট-পথানু-বর্ত্তিনী হইলেন। এইরূপ বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়া ঐ অনন্য-সাধারণ কৃষ্ণপ্রেমোন্মাদিনী রমণী তাঁহার পরমাভীষ্ট শ্রীধাম-বৃন্দাবনে উপস্থিত হইয়া আনন্দোৎফুল্লচিত্তে ব্রহ্মকুণ্ড তীরে ঘোর অরণ্যমধ্যে ভজনে নিযুক্তা হইলেন। পণ্ডিত পরশুরাম একমাত্র কন্যার অদর্শনে যাতনায় শোকার্ত্ত হইয়া কন্যাকে অন্বেষণ করিতে করিতে শ্রীবৃন্দাবনে আগমন করিলেন। তথায় নানা স্থান পর্য্যবেক্ষণেও স্বীয় দুহিতাকে দেখিতে না পাইয়া এক দিবস একটী উচ্চ বৃক্ষে আরোহণ পূর্ব্বক চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া ব্রহ্মকুণ্ডতীরে গভীর অরণ্যমধ্যে ভজননিরতা করমেতীকে দেখিতে পাইলেন। করমেতীর জ্যোতি-র্ম্ময়ী মূর্ত্তি, কিছুমাত্র বাহ্যজ্ঞান নাই, দু'নয়নে দরবিগলিত প্রেমাশ্রু বহিতেছে।

কন্যার এই অপূর্ব্ব ভাব-দর্শনে পিতৃহৃদয় গলিয়া গেল। তখন তিনি আর করমেতীকে কন্যা মনে করিতে সমর্থ হইলেন না। সাষ্টাঙ্গে করমেতীর চরণে পতিত হইয়া বলিলেন, মা! ঘরে প্রয়োজন কি? তুমি আমার হৃদয়ানন্দদায়িনী একমাত্র কন্যা গৃহলক্ষ্মী, তুমি গৃহে বসিয়া শ্রীহরিভজন করিবে চল। তোমাকে দেখিয়া আমার হৃদয় আনন্দে আপ্লুত হইয়াছে যেন অমৃতসাগরে অভিষিক্ত হইলাম। বহুক্ষণ পরে করমেতী বাহ্যজ্ঞান পাইয়া পিতাকে প্রণাম পূর্ব্বক করযোড়ে বলিলেন,—'পিতঃ আমাকে স্তুতি করিবার কিছু নাই। শ্রীকৃষ্ণই আমার সর্ব্বস্ব, আমার দেহ, মন প্রাণ সকলই সেই নিত্য-পতি শ্রীকৃষ্ণচরণে সমর্পিত; এক্ষণে আমার প্রাণশূন্য দেহটা লইয়া আপনি কি কার্য্যে নিযুক্ত করিবেন? আমার আশা ত্যাগ করিয়া গৃহে গমন করুন, বিষয়বিষ পান না করিয়া কৃষ্ণনামামৃত পান করুন তাহাতে নিত্যমঙ্গল প্রাপ্ত হইবেন।' এই কথা বলিতে বলিতে করমেতী মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িলেন।

পণ্ডিতজী কন্যাকে শত সহস্র ধন্যবাদ দিয়া আপনাকে ধিক্কার দিয়া ক্রন্দনপূর্ব্বক নিজ গৃহে উপস্থিত হইয়া সমস্ত বিবরণ রাজাকে বলিলেন। রাজা ভক্তিমতী কর-মেতীবাইকে দর্শনাভিলাষে বৃন্দাবন যাত্রা করিলেন এবং গিয়া দেখেন, বাইজী যমুনা-তীরে কৃষ্ণনামসুধাপানে মত্ত হইয়া আছেন—প্রেমাশ্রুতে তাঁহার বক্ষঃ প্লাবিত। রাজা সাষ্টাঙ্গে দণ্ডবৎ করিলেন। করমেতী রাজাকে প্রত্যভিবাদন করিলেন। রাজা ব্রহ্মকুণ্ডতীরে করমেতীর ভজনকুটীর নির্ম্মাণ-জন্য অনুমতি-প্রার্থী হওয়ায় করমেতীবাই ভূমিকর্ষণে বহু কীট বিনষ্ট হইবার ভয়ে রাজাকে ঐ সঙ্কল্প ত্যাগ করিতে অনুরোধ করিলেন। তথাপি রাজা বহু অনুনয়-বিনয়ের পর একটী ইষ্টকালয় প্রস্তুত করিয়া দিলেন। এইরূপে সাধ্বী প্রাতঃস্মরণীয়া মহিলা জীবনের অবশিষ্টাংশ হরিভজনে নিযুক্ত থাকিয়া স্বধামে গমন করিলেন।

প্রাচীন ভারতে বহু ধার্ম্মিকা মহিলা এই প্রকার ভক্তিমার্গ-অবলম্বনে ভারতভূমি পবিত্র করিয়াছেন। কিন্তু হায়! কালের কি বিচিত্র পরিবর্ত্তন! এই বিংশ-শতাব্দীর পাশ্চাত্য-শিক্ষা-প্লাবিত যুগে এই প্রকার পূতচরিত্রা রমণীরত্ন আমাদের আর নয়ন-পথবর্ত্তিনী হইতেছেন না। বর্ত্তমান সময়ে ললনাগণ বিশ্ব-বিদ্যালয়ের উচ্চ শিখরে আরোহণ পূর্ব্বক জাগতিক হিসাবে শ্রেষ্ঠা হইলেও ঈশ্বরোপাসনা ক্রমশঃ মন্দাবস্থা প্রাপ্ত হইতেছেন। আমাদের মাতা-সকল ও প্রিয়-ভগ্নীবর্গের নিকট সকাতর নিবেদন যে আমরা আত্ম-বিস্মৃত হইয়া কতকাল আর ভোগ-বিলাস-পরায়ণ হইয়া মায়ার দাসীত্ব করিব? আমাদের এই সুদুর্লভ মনুষ্যদেহ-ধারণ করিবার উদ্দেশ্য কি শুধু জাগতিক প্রতিষ্ঠাশা ও ভোগ-লালসা-পরিতৃপ্তির জন্য? যাহা নিত্যস্থায়ী নহে, আজ আছে কাল থাকা না থাকার নিশ্চয়তা নাই সেই সকল বিষয়ে যত্ন না লইয়া সমস্ত সুখ-দুঃখ ভোগ-লালসা বিসর্জ্জন দিয়া দয়াল বৈষ্ণব-ঠাকুরবর্গের কৃপায় শ্রীশ্রীগুরুদেবের পাদপদ্মে আত্মনিবেদন করিয়া নিত্যকল্যাণ লাভ করাই একমাত্র পরম মঙ্গলদায়ক। দয়ার সাগর পতিত-পাবন বৈষ্ণবমহাজনগণ সর্ব্বক্ষণই কৃপা-বিতরণে পতিতাধম জীবকে নিত্যকল্যাণ-দানে বিষয়গর্ত্ত হইতে উদ্ধারে কৃতসঙ্কল্প। তাঁহাদের অভয়পদে শরণাপন্ন হইলে নিত্যকল্যাণ অবশ্যম্ভাবী। শ্রীশ্রীগুরু-দেবের পাদপদ্মাশ্রয়ে ভজনরত মানবগণ আর ত্রিতাপ-দগ্ধ হন না, সেখানে অশোক অমৃত অভয় হইয়া কৃষ্ণদাস্যে নিত্যকাল বিরাজমান থাকেন।

গুরুবাণীর—শ্রৌতবাণীর বাহক বা পিয়ন আমি অদ্য যথাসাধ্য বৈষ্ণবচরিত্র-আলোচনা করিয়া নিজেকে ধন্য মনে করিতেছি। বৈষ্ণবের দাসাভিমানী হইয়া নিত্যকাল যাহাতে তাঁহাদের গুণকীর্ত্তন করিতে পারি ইহাই গুরুবৈষ্ণবগণের শ্রীচরণে আমার ঐকান্তিকী প্রার্থনা।

বিচার-ভ্রান্তি

(২)

যে সুখী গৃহে আসক্ত নহেন তিনিই বনবাসী, বানপ্রস্থ বা সন্ন্যাসী। যাঁহার একমাত্র কৃত্য হরিভজন, তিনি গৃহে থাকিয়াও গৃহবাসী বা গৃহস্থ নহেন তিনি মঠবাসীর বন্ধু; মঠবাসী তাঁহার সঙ্গের জন্য লালায়িত। ঠাকুর মহাশয়ের ভাষায় মঠবাসী বলেন —

"গৃহে বা বনেতে থাকে,
হা গৌরাঙ্গ ব'লে ডাকে,
এ অধম মাগে তাঁর সঙ্গ।"

গৃহান্ধকূপস্থিত সদা উদ্বিগ্নচিত্ত জীবের প্রতি যখন মঠবাসী দয়া প্রকাশ করেন, তখনই সেই পতিত অসুবিধাগ্রস্ত জীব মঠ ও মঠবাসীকে জানিতে ও বুঝিতে পারে। গৃহান্ধ-কূপে থাকিয়া কূপমণ্ডূকের ন্যায় দিবাকরোজ্জ্বলা শ্যামলা বসুন্ধরা বা মাপ করিবার প্রয়াসের ন্যায় যাঁহারা মঠ বা মঠবাসীকে বুঝিতে চেষ্টা করেন, তাঁহাদের ভ্রান্তির অবধি কোথায়?

আমাদের প্রথম গলদ হইতেছে—অধোক্ষজ—ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য নহে যাহা সেই বস্তুকে চক্ষু, কর্ণ, মনাদির দ্বারা মাপিয়া বা জানিয়া লইবার বহির্মুখী চেষ্টা। নিজের ইন্দ্রিয়-সম্বল নিয়ে সে-বিষয় ধারণার্থ জল্পনা-কল্পনা করা বৃথা সময়ক্ষেপ মাত্র; তাতে মঙ্গল তো' দূরের কথা অমঙ্গলের আশঙ্কাই বেশী।

ভ্রম-প্রমাদ-বিপ্রলিপ্সাদি দোষ বদ্ধজীব-মাত্রেরই আছে। এমত দোষরোগগ্রস্তাবস্থায় নিজ মনের বা তদনুকূল যুক্তির সাহায্যে বিচারে প্রবৃত্ত হইলে বিচারভ্রান্তি দূর করা অসম্ভব। আমরা বিচারাক্ষম মূর্খ বলিয়াই সিদ্ধান্তবিদ্ বিদ্বান্ ব্যাসদেব শ্রীমদ্ভাগবতে সমস্ত কুবিচার নিরসনপূর্ব্বক সৎ-সিদ্ধান্ত বা সুবিচার প্রদর্শন করিয়াছেন। শ্রীগুরু-বৈষ্ণবগণও সেই সব অতীন্দ্রিয় শ্রীমদ্ভাগবত-কথা আমাদিগকে বুঝাইবার চেষ্টা করিতেছেন। আমরা অসাধুসঙ্গে যে সব কুবিচার শ্রবণ করিয়াছি সেগুলি সম্পূর্ণরূপে পরিহার পূর্ব্বক এখন, যদি সাধুগণের মঙ্গলময় উপদেশাবলী প্রণিপাত অর্থাৎ মনোযোগ, পরিপ্রশ্ন ও সেবাবৃত্তি নিয়ে শ্রবণ করিবার জন্য ব্যাকুল হই, আমাদের অস্থির সিদ্ধান্তে বা বিচারে ঔদাসীন্য প্রদর্শনপূর্ব্বক সাধুগুরু ও শাস্ত্রসিদ্ধান্তে দৃঢ়শ্রদ্ধ হই তাহা হইলে আমরা আর ভ্রমবিচার কবলে কবলিত হইব না। অত এব—

'সাধুশাস্ত্রগুরু-বাক্য হৃদয়ে করিয়া ঐক্য
আর না করিহ মনে আশা।'

এই মহাজনবাণীটী আমাদের হৃদয়ঙ্গমের বা আদর্শের বিষয় হইলে বিচার-ভ্রান্তি হইতে অনায়াসে মুক্ত হওয়া যাইবে এবং তৎসঙ্গে সঙ্গে আমরা বিচারে পারদর্শী হইয়া ভজনোন্নতি-লাভে সমর্থ হইব, এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই বা থাকিতে পারে না। কারণ এ বিষয়ের প্রত্যক্ষ-প্রমাণ বা আদর্শ শ্রীনারদ-প্রহ্লাদাদি মহাজনগণের জীবনীতেও আমরা লক্ষ্য করিবার সুযোগ পাই। অতএব এক কথায় বলিতে গেলে, শ্রৌতপথ বা গুরুবাক্যে দৃঢ়নিশ্চয়তাই এ রোগের অব্যর্থ মহৌষধ। এতদ্ব্যতীত ভজনের প্রধান প্রতিবন্ধক বা কণ্টকস্বরূপ এই বিচারভ্রমের আক্রমণের হস্ত হইতে পরিত্রাণের আর কোনও দ্বিতীয় পন্থা নাই—নাই নাই।

কাশী সংশিক্ষা প্রদর্শনী

-:০-

অবশিষ্ট দৃশ্যাবলী

—:০:—

[২০৭ সংখ্যায় প্রকাশিত ৫৮টী দৃশ্য ব্যতীত আরও ১২টী দৃশ্য সন্নিবেশিত হইয়াছে। তাহাদের বিবরণ ক্রমশঃ প্রকাশিত হইতেছে।]

যমরাজের সভা

৫৯তম দৃশ্য

বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ যমরাজ নিজদূতগণকে তাহাদের কর্ত্তব্য নির্দ্দেশ করিয়া বলিতেছেন—(ভাঃ ৬।৩।১২-৩০)

"তোমরা আমাকেই (যমরাজকেই) সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মনে কর, বস্তুতঃপক্ষে তাহা নহে। আমা হইতে, ইন্দ্র-চন্দ্রপ্রমুখ লোকপাল হইতেও শ্রেষ্ঠ, ব্রহ্ম-শিবাদিরও ঈশ্বর একজন শ্রেষ্ঠ পরাৎপর পুরুষ আছেন। তিনিই বিষ্ণু। সেই বিষ্ণুর ভৃত্যগণ দেবতাগণেরও পূজ্য। সনাতন-ধর্ম্ম সাক্ষাৎ সেই ভগবান্ বিষ্ণুর প্রণীত। ভৃগু প্রভৃতি পঞ্চগুণ-প্রধান ঋষিগণ, দেবতাগণ, প্রধান প্রধান সিদ্ধগণ, অসুরগণ, মনুষ্যগণ -কেহই সেই সনাতনধর্ম্মের কথা জানেন না। বিদ্যাধর ও চারণগণের কথা আর কি বলিব? তবে সেই সনাতনধর্ম্ম জানিবার একমাত্র উপায়—শ্রৌতপথ অর্থাৎ মহাজনের বাণীর অনুসরণ। তোমরা বলিতে পার কাহাকে মহাজন বলিয়া গ্রহণ করিব? দ্বাদশজন মহাজনের কথা শ্রৌতপরম্পরায় স্বীকৃত হইয়াছে—স্বয়ম্ভূ,নারদ,শম্ভু, সনৎকুমার দেবহূতি-নন্দন কপিল, স্বায়ম্ভুব মনু, প্রহ্লাদ, জনক, ভীষ্ম, বলি,শুকদেব ও আমি (যম)। আমরাই বারজন মাত্র সনাতনধর্ম্মের তত্ত্ব অবগত আছি। ইহা অতিশয় নির্ম্মল, গুহ্য ও দুর্বোধ। সেই সনাতন-ধর্ম্মটী কি? নাম-সংকীর্ত্তনাদির দ্বারা ভগবান্ বাসুদেবে যে ভক্তিযোগ, ইহাই সার্ব্বজনীন পরমধর্ম্মের বা সনাতনধর্ম্মের অবধি। যাহারা দৈবী মায়ায় মোহিত হইয়া বেদের মধুপুষ্পিত বাক্যজালে বুদ্ধিকে আচ্ছন্ন করিয়াছে, তাহারা বাসুদেবের নাম-সংকীর্তনরূপ এই সার্ব্বজনীন আত্মধর্ম্মকে সনাতন-ধর্ম্ম বলিয়া বিচার করিতে পারেন না। বিস্তারশীল কর্ম্মকাণ্ডকে সনাতন-ধর্ম্ম মনে করিয়া ভ্রান্ত হয়। তাই তোমাদিগকে বলিতেছি —তোমরা শ্রীহরির নামসংকীর্ত্তনরূপ সনাতন-ধর্ম্ম-যাজনকারী ভক্তদিগের নিকট গমন করিও না। কেন না শ্রীহরির কৌমোদকী গদা তাঁহাদিগকে সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করিতেছেন। ব্রহ্মাদির সহিত আমি তাঁহাদের দণ্ডবিধানে সমর্থ নহি। এমন কি, কালও নহেন। তোমরা কর্ম্মজড় ব্যক্তিগণকে আমার নিকট লইয়া আসিবে। কিন্তু কখনও পরমহংস-গুরু-পাদপদ্ম-আশ্রয়কারী, বাসুদেবের নাম-সংকীর্ত্তন-রত ব্যক্তিগণের নিকট যাইবে না। কর্ম্মজড়-ব্যক্তিদিগকে আনিবার অধিকার তোমাদের কেন আছে বলিতেছি। যে-সকল নিষ্কিঞ্চন পরমহংসকুল নিরন্তর অসৎসঙ্গ-বর্জ্জিত হইয়া মুকুন্দপদারবিন্দের মকরন্দ পান করেন, সেই সকল সাধুগণের উপদেশের প্রতি যাহারা বিমুখ, যাহারা নরকের দ্বারস্বরূপ গৃহে একান্ত আসক্ত তাহাদিগকেই আমার নিকট লইয়া আসিবে তাহারাই যমদণ্ড্য। আর যে-সকল ব্যক্তির জিহ্বা একবারও কৃষ্ণনাম-গুণাদি-কীর্ত্তন করে না, যাহাদের চিত্ত একবারও ভগবান্ ও ভগবদ্ভক্তের পাদপদ্ম স্মরণ করে না, যাহাদের মস্তক একবারও তাঁহাদের চরণে প্রণত হয় না, যাহারা কখনও বৈষ্ণব-ব্রতাদি অনুষ্ঠান করে না তাহাদিগকে তোমরা আমার নিকট লইয়া আসিবে।

শিক্ষা

নিরন্তর হরিকীর্ত্তনরত সর্ব্বতঃসঙ্গবর্জ্জিত নিষ্কিঞ্চন পরমহংসগণের পাদপদ্ম আশ্রয়পূর্ব্বক যাঁহারা ভগবানের নাম-সংকীর্ত্তনরূপ আত্মধর্ম্ম-যাজন করেন, তাঁহারা ব্যতীত আর সকলেই যমদণ্ড্য। অতএব বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ সদ্গুরুর পাদপদ্ম আশ্রয়পূর্ব্বক হরিভজনই পরম-ধর্ম্ম।

যমরাজের বৈষ্ণব-পূজা-শিক্ষাদান

—:০:—

৬০তম দৃশ্য

বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ যমরাজ, স্বীয় আচরণের দ্বারা লোকশিক্ষা প্রদান করিতেছেন। যমরাজ বৈষ্ণবগণকে সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া বৈষ্ণব-পূজা শিক্ষা দিতেছেন।

অহমমরগণার্চ্চিতেন ধাত্রা যম ইতি
লোকহিতাহিতে নিযুক্তঃ।
হরিগুরুবিমুখান্ প্রশাস্মি মর্ত্ত্যান্
হরিচরণ-প্রণতান্ নমস্করোমি॥

দেবগণ-পূজিত বিধাতাকর্ত্তৃক আমি লোকের হিতাহিত-বিচারে নিযুক্ত হইয়া 'যম' আখ্যা পাইয়াছি। সুতরাং আমি হরি-গুরু বিমুখ ব্যক্তিগণকে দণ্ডিত করিয়া থাকি এবং শ্রীহরির চরণে প্রণত বৈষ্ণবগণকে নমস্কার করি।

শিক্ষা

সৃষ্ট প্রাণিমাত্রেই দেবতাগণের ও যমের দণ্ড্য। কেবলমাত্র আত্মধর্ম্ম-যাজনকারী ব্যক্তিগণ দণ্ডিত হন না। বৈষ্ণব—জগৎ-পূজ্য; শিব সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বৈষ্ণব বলিয়াই জগদ্গুরু ও জগদারাধ্য হইয়াছিলেন।

সাময়িক-প্রসঙ্গ

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

যে প্রকার কোনও মনুষ্য অভিনয়কার্য্যে নটপদবী স্বীকার করিয়া অভিনয়ের নায়ক-সজ্জা ও তত্তৎভাবাদি প্রদর্শন করেন এবং অভিনয়ের পরিসমাপ্তিতে তাহার নটবেশ-ভাবাদি ছাড়িয়া দেন সেই প্রকার প্রকৃতি-জনের মঙ্গলবিধানার্থ ভগবান্ নৈমিত্তিক অবতারের প্রপঞ্চে প্রাকট্য সাধন করিয়া পুনরায় নিজ বৈকুণ্ঠে প্রত্যাবৃত্ত হন।

প্রাপঞ্চিক কালাধীনে যুগাবতার প্রাপঞ্চিক দেশপাত্ররূপে পরিদৃষ্ট হইয়াও স্বয়ং জন্ম-স্থিতিভঙ্গের অধীন হন না। অজ্ঞ-দর্শকের নিকট অজ্ঞ-দৃষ্টের অন্যতম হইয়া যে স্থিতিভঙ্গের লীলা প্রকাশ করেন তাহা পুরুষের নটক্রিয়ার ন্যায়। উহা প্রাপঞ্চিক দর্শনের উদ্দেশ্যে তাহাদিগের তুচ্ছ দৃষ্টির লীলাভিনয় মাত্র।

প্রকৃতপ্রস্তাবে বিষ্ণু নিজনিজ বৈকুণ্ঠে নিত্যকাল তাদৃশী লীলা করিয়া থাকেন, অজ্ঞজবাদী প্রপঞ্চাবরণে সেই নিত্যলীলাকে নশ্বর দেশকালপাত্রজ জ্ঞান করেন। প্রকৃত-প্রস্তাবে চিদ্দেশ, চিৎকাল ও অপ্রাকৃত বিগ্রহ প্রপঞ্চে দেশকালপাত্রাধীনতা স্বীকার করিয়া প্রকৃতিজনের কল্যাণ বিধান করেন। বিষ্ণুর অনন্তকোটী নিত্যলীলা অনন্তকোটী বৈকুণ্ঠে নিত্য বিরাজমান। ইহা প্রপঞ্চের সৌভাগ্যক্রমে দৃষ্টিপথে উদিত হওয়ায় জীবের অবিদ্যা নষ্ট হয় এবং কোথায়ও আরোহবাদীর আসুরিক প্রবৃত্তি প্রবিষ্ট হয় ও তাহা বিনষ্ট হয়।

শুদ্ধভক্তি গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। ভাষ্যসহ বিরাট্ শ্রীচৈতন্যভাগবত ৫৲
২। শ্রীমদ্ভাগবতম্—সমগ্র ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২৮৲
একাদশ স্কন্ধ হইতে প্রতিখণ্ড ।৵০
৩। ভাষ্যদ্বয়সহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত
(৪র্থ সংস্করণ) ৬৲
৪। ভক্তিবিবেকপুষ্পাঞ্জলি (বাঁধা) ১৲
৫। গৌড়ীয়-গৌরব ।৵০
৬। গৌড়ীয়-সাহিত্য ।৵০
৭। ভজনরহস্য ।০
শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও
শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা)
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৯। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ)
ঐ (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
১০। গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি টীকাসহ)
ঐ (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
১১। গীতার কেবল মাধ্ব-ভাষ্য ।০
১২। মুক্তিমল্লিকা গুণসৌরভঃ সানুবাদ
(মাধ্ব) ২৲
১৩। বেদান্ততত্ত্বসার সানুবাদ
(রামানুজীয়) ।০
১৪। বৈষ্ণবধর্ম্ম ২৲
১৫। শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸
১৬। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১৭। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ।৵০
ঐ (বাঁধা) ৸০
১৮। দীপ-দিগ্দর্শন ৵০
১৯। সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ) ।৵০
২০। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ॥০
ঐ (আবাঁধা) ।৵০
২১। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
২২। ভক্তিরত্নাকর নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৵০
২৩। গীতমালা ⁄১০
২৪। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶০
২৫। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶০
২৬। নবদ্বীপ পঞ্জিকা (৪৪৭ গৌরাব্দ) ৵০
২৭। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
২৮। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা-দর্পণ ।০
২৯। শরণাগতি ⁄০
৩০। গীতাবলী ⁄০
৩১। চিত্রে নবদ্বীপ ১০
৩২। সাধনকণা ⁄০
৩৩। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ⁄০
৩৪। নবদ্বীপশতক ⁄০
৩৫। অর্চ্চনকথা ⁄০
৩৬। সদাচারস্মৃতিঃ ⁄০
৩৭। কল্যাণকল্পতরু (৫ম সংস্করণ) ⁄১০
৩৮। অর্চ্চনকথা ১০
৩৯। সাধককণ্ঠমালা (বাঁধা) ।০
ঐ (আবাঁধা) ।⁄০
৪০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি
(প্রথম চারিখণ্ড) ৩৲
৪১। ব্রহ্মসংহিতা ।০
৪২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৪৩। মণিমঞ্জরী সানুবাদ ।০
৪৪। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৪৫। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ।০
৪৬। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৪৭। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
৪৮। গৌড়ীয়মঠ কি করেন ? ⁄০
৪৯। ঈশোপনিষৎ (বলদেব ও মাধ্ব-ভাষ্য এবং বিবৃতি ও অনুবাদসহ) ।০
৫০। শ্রীভুবনেশ্বর ৶০
৫১। সিদ্ধান্তদর্পণ ৵০
৫২। সাত্বাবাণী ⁄০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৫৩। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী-দিগ্বিজয়ঃ ।০
৫৪। সটীক-শিক্ষাদশমূলম্ ।০
৫৫। তত্ত্ব-সূত্রম্ ।০
৫৬। সানুবাদ-শিক্ষাষ্টকম্ ৶০
৫৭। গৌড়ীয়মঠস্য পরিচয়ঃ ⁄০
৫৮। সারাঙ্গবর্ণনম্ ৶০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৫৯। রায় রামানন্দ ।০
৬০। নামভজন ।০
৬১। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ডস ।৵০
৬২। লাইফ্ এ্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।০
৬৩। বৈষ্ণবইজম্ ।০
৬৪। হোয়াট্ গৌড়ীয়মঠ ইজ্ ডুইং ⁄০
৬৫। দি ভাগবত ।০
৬৬। ইরোটিক্ প্রিন্সিপল্ এ্যাণ্ড আনেলয়েড্ ডিভোসন ।০
৬৭। ব্রহ্ম-সংহিতা ২১০
৬৮। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (ভলুম ওয়ান) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৬৯। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ।০
৭০। সাধন পথ ।০
৭১। কল্যাণ-কল্পতরু ⁄১০
৭২। গীতাবলী ⁄০
৭৩। শরণাগতি ⁄০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৭৪। শরণাগতি

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

নদীয়া-প্রকাশপ্রাপ্তির স্থান

১। শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম-মায়াপুর, নদীয়া
২। শ্রীযোগপীঠ ঐ
৩। শ্রীবাস-অঙ্গন ঐ
৪। অদ্বৈত-ভবন ঐ
৫। কাজীর সমাধি পাট ঐ
৬। স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ, নদীয়া।
৭। শ্রীভাগবত আসন কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
৮। শ্রীএকায়ন মঠ গোবিন্দপুর, হাঁসখালী।
৯। দ্বাদশগোপাল পাট—পোঃ চাকদহ,
১০। শ্রীগৌর গদাধরমঠ—চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড়, বর্দ্ধমান
১১। শ্রীমোদদ্রুমছত্র মাউগাছি, বর্দ্ধমান
১২। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম, আমলাযোড়া, পোঃ রাজবাধ বর্দ্ধমান
১৩। শ্রীগৌড়ীয়মঠ বাগবাজার, কলিকাতা
১৪। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাজু, হাওড়া,
১৫। শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয়মঠ, ২০নং নবাবপুর রোড্, ঢাকা
১৬। শ্রীগোপালজী মঠ কমলাপুর, ঢাকা।
১৭। শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ পোঃ বালিয়াটী,
১৮। শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয়মঠ ময়মনসিংহ।
১৯। শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ চিরুলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর
২০। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম গোয়ালপাড়া, আসাম।
২১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ রায়াপেট্টা, মান্দ্রাজ।
২২। শ্রীরামানন্দগৌড়ীয় মঠ কভ্বুর, জিঃ পশ্চিম গোদাবরী
২৩। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ উড়িয়াবাজার, পোঃ বক্সীবাজার, কটক।
২৪। শ্রীত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয় মঠ ভুবনেশ্বর।
২৫। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ স্বর্গদ্বার, পুরী।
২৬। শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ আলালনাথ পোঃ ব্রহ্মগিরি, পুরী।
২৭। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ ডুমুরকুণ্ডা, পোঃ চিরকুণ্ডা, মানভূম।
২৮। শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ—কাশী।
২৯। শ্রীরূপগৌড়ীয় মঠ—এলাহাবাদ।
৩০। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ পুরাণবাজার, সরকার ঠাকুরের কুঞ্জ, বৃন্দাবন
৩১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, নিউদিল্লী
৩২। শ্রীপরমহংসমঠ—নৈমিষারণ্য,
৩৩। শ্রীসারস্বত গৌড়ীয় মঠ—হরিদ্বার।
৩৪। শ্রীব্যাসগৌড়ীয়মঠ—কুরুক্ষেত্র, পঞ্জাব
৩৫। শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাবুলনাথ রোড, পোঃ গ্রাণ্ট রোড, বোম্বে।
৩৬। লণ্ডন গৌড়ীয়মঠ, ৩৪নং গ্লষ্টার হাউস, কর্ণওয়াল গার্ডেন্স, লণ্ডন। (এস্, ডব্লুউ—৭)।
৩৭। অমরি গৌড়ীয়মঠ—মেদিনীপুর
৩৮। সরভোগ গৌড়ীয় মঠ—সরভোগ, কামরূপ, আসাম,

শুদ্ধভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী মাসিক। ধাম-মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৸০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দি ভাষায় একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ সম্পাদিত ও নৈমিষারণ্য শ্রীপরমহংস মঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ১।০ দেড় টাকা মাত্র।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৸০ দেড় টাকা মাত্র।

৫। কীর্ত্তন—মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ নিমানন্দ সেবাতীর্থ বি-এজি, বি-টি, সম্পাদিত। আসাম গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম হইতে প্রকাশিত আসামী ভাষায় মাসিক। ভিক্ষা সডাক ১৸০ দেড় টাকা মাত্র

শ্রীচৈতন্যভাগবত

আদিকবি শ্রীল বৃন্দাবন দাস প্রণীত সমগ্র গ্রন্থ

গ্রন্থের মূল বোল্ড অক্ষরে এবং তন্নিম্নে বিশ্ববিশ্রুত গৌড়ীয়মঠের প্রতিষ্ঠাতা ও আচার্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের রচিত বিস্তৃত ভাষ্য উত্তম কাগজে গোটাদের সহিত মুদ্রিত হইয়াছেন। ডবল ক্রাউন আটপেজি আকারে ১০৯৬ পৃষ্ঠায় কেবল মূল ও ভাষ্য সম্পূর্ণ হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত শ্লোকসূচী, পদ্যসূচী, স্থানসূচী, পাত্রসূচী, বিষয়সূচী, শব্দসূচী প্রভৃতি বিস্তৃত সূচীপত্রের একটী গ্রন্থ হইবে। সভাষ্য শ্রীচৈতন্যভাগবতের এরূপ উৎকৃষ্ট ও অমূল্য বিরাট্ সংস্করণ জগতের কোথায়ও আজ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হন নাই, ইহা নিরপেক্ষ পাঠক মাত্রকেই একবাক্যে স্বীকার করিতে হইবে। শ্রীগৌড়ীয়মঠের উৎসব-কালে গ্রন্থের ভিক্ষা ১২৲ বারটাকা স্থলে—৫৲ পাঁচটাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীচৈতন্যমঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

কলিকাতা বাজার দর

লোহ হার্ডওয়ার

২২শে ডিসেম্বর ১৯৩৩

টাটার তৈয়ারী— প্রতি হন্দর।

লোহার কড়ি (জয়েষ্ট বা বীম)

মার্কা ৫।৶০—৫॥৴০

ঐ বে-মার্কা হাল্কা ওজন ৪।৵০—৪॥৶০

বরগা (টী-আয়রণ) ৬৵০—৬।০

এঙ্গেল আয়রণ (কোনা) ৫৸৵০—৬।৵০

গ্যালভ্যানাইজড করগেট টীন—

২২ গেজ ৬ হইতে ১০ ফুট ১১।৵০

২৪ গেজ ,, ,, ১০৸৵০

২৬ গেজ ,, ,, ১২

২৪ গেজ আর, পি, ডি, মার্কা ১২৸৶০

২৪ গেজ গাঃ প্লেন শীট— ১১।৵০

২৬ গেজ ,, ,, ১২।০

২৮ গেজ ও ৩০ গেজ ঐ— ১৩৲—১৬৲

বাগান ঘেরা কাঁটাতার ১০০

পাউণ্ড বাঃ ৮৸০

ষ্টীল পাটী ৬৲৵—৬।০

,, বোল্টু (গোল) ৬৲৵—৬।০

,, গরাদে (চৌকা) ৬৵০—৬৲।০

,,গোল রড ৶০—।৶০ সুতা ৫৵০---৫॥০

,, টানা রড-

চোকা ৶০--- ।৵০ ঐ ৫৵০—৫॥০

,, নাতিশ চাল ৭৲—৭৸০

,, প্লেট—তিন সুতা মোটা

পর্য্যন্ত ৭।০—৭।০

,, চাদর ৩-১৬ থানা বাণ্ডিল ৯॥৵—১০৲

স্প্রীং ষ্টীল ৮।০—৯৲

হাফ রাউণ্ড ৫৸৵—৬৲৵০

তারের পেরেক ১—৬ ইঞ্চি ৯—৯৸০

প্যাটেণ্ট পেরেক ২—৮ ইঞ্চি ১২।০—১৫॥০

চালাই কড়া ১ হইতে ১০ নং ২॥০ সাট

কোদাল ৪, ৫, ৬, ৭৸৵০ ৮৸৵০ ৯৸৵০ডঃ

ঐ তিন পাউণ্ড ৬৲ দেঃ বিঃ ৬।৵০ ,,

গ্যাঃ প্লেন বালতি ৭—১২ ইঞ্চি ১॥৴০ ৬॥৴০

ঐ রিকিট ,, ৭—১২ ইঞ্চি ২৲--৭৲

লোহার চেয়ার রডের গোল ও

চৌকা ৮॥০—

ঐ চালের লোহার সিট ১৫৲ ,,

ঐ ভেনেস্তা (কাঠের সিট) ১৮৲ ,,

লোহার স্ক্রুপ ॥—৩ ইঞ্চি /১০--॥৶০ গ্রোস

ঐ কব্জা ১৩ নং

১॥০—৪ ইঞ্চি ।১০—৸৵১০ পেঃ ডজন

গ্যাঃ তার ১৬—২২ নং

(গেজ) ১২৲---১৩৲ হন্দর

গ্যাঃ রিভিং (মটকা)

১২ ইঞ্চি ।৵৫—॥৶০ পীস

গ্যাঃ গাটারিং বা ডোঙ্গা

৬ ইঞ্চি ।০—৸৴০ ,,

গ্যাঃ স্ক্রুপ ১॥০--২॥০ ইঞ্চি ২৩৲--২৯৲ হন্দর

গ্যাঃ ওয়াসার চাকি ১১॥০—১৩৲ ,,

গ্যাঃ বোল্ট নাট ৸—১ ইঞ্চি

।৵১০—১৵০ গ্রোস

ঢালাই রেলিং ৩॥০---৭॥০ হন্দর

ঐ রেন ওয়াটার পাইপ

৩ ইঞ্চি ৵১০ ঐ ৪ ইঞ্চি ।১০ ফুট

টিউব ওয়েলের জন্য গ্যাঃ

পাইপ১॥ ইঞ্চি ।৵৫ ফুট

পাম্প ৪নং ১৩॥০ ৫নং ১৪৲ ৬নং ১৬৲

৬০--৮০ বটখারা ৵১৫ সাট ২।০-২॥০ মণ

কেরোসিন

প্রোক্রেক প্রত্যেক বাক্স (২ টিন) ৯৲৬

সূর্য্য মার্কা ,, ৬॥০

ভিক্টোরিয়া ,, ৬৲

সোণার দর

পাকা সোণা ৩০৸৴

বড়াল ৩০৸

চিনা পাত ৩২।০

রূপার দর

রূপা প্রতি ১০০ ভরি ৫৫৵০

ঐ খুচরা ৫৵০

কোম্পানীর কাগজ

৩॥০ সুদের কাগজ ৮১৶

৩॥০ নূতন ঋণ (১৯৪৭-৫০) ৯১।০

৪৲ ,, ঋণ (১৯৬০-৭০) ৯৭৲

৫৲ ,, বণ্ড (১৯৩৫ ১০৪॥৴০

ডিবেঞ্চার

৫৲ সুদের (১৯৫৬ ৮৬) কলিকাতা পোর্ট‌

ট্রাষ্ট ডিবে :— ১০২॥৵০

ব্যাঙ্ক

ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক (কনট্রি) ২৯৪॥০

সেণ্ট্রাল ঐ ২২৲

কাপড় ও সূতার কল

এলগিন মিল ৪৫৲

পাট কল

হাওড়া ৫০৲

অকল্যাণ্ড ১৯৫৲

বালী ১৬২৲

বরানগর ১৫০৲

ফেবজ ৩৭০৲

ভয়ট ২৪৩৲

ক্লাইভ ২৮।০

ডালহাউসী ৪০৮॥০

ডেল্টা ৪০৫৲

কৃষ্ণনগর নবদ্বীপঘাট রেলওয়ে সময়

কৃষ্ণনগর হইতে নবদ্বীপঘাট

কৃষ্ণনগর সিটি —	৬-৪৫	১০-৪৪	১৩-২২	১৭-৩৮	২০-১৬
কৃষ্ণনগর রোড —	৬-৫৬	১০-৫৫	১৩-৩৩	১৭-৪৭	২০-২৫
আমঘাটা —	৭-১৫	১১-১৩	১৩ ৫১	১৮-৩	২০-৪১
মহেশগঞ্জ—	৭-২৪	১১-২১	১৪-০	১৮-৯	২০-৪৭
নবদ্বীপঘাট —	৭-৩৩	১১-৩০	১৪-৯	১৮-১৬	২০ ৫৫

বিশেষ দ্রষ্টব্য—নবদ্বীপঘাট ষ্টেশন অপেক্ষা মহেশগঞ্জ ষ্টেশন হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরের দূরত্ব অনেক কম। শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে যাঁহাদিগকে রাণাঘাটে ট্রেণ বদল করিতে হয়, তাঁহারা রাণাঘাটে প্রাতঃ ৫-৫০,৮-১৪,৯ ৪৬, ১৬-৪৮,১৮-৩৯ এবং ০-৩২ মিনিটের সময় গাড়ী পাইবেন।

শান্তিপুর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে আসতে শান্তিপুর ষ্টেশনে ৫-৪০,৯-২৯, ১২-১৫,১৬-৪ এবং ১৮-৪১ মিনিটের সময় ট্রেণ পাওয়া যায়।

নবদ্বীপঘাট হইতে কৃষ্ণনগর

নবদ্বীপ ঘাট—	৫-৩৫	৯-২৫	১২-১০	১৫-৩৪	১৮-৪৫
মহেশগঞ্জ—	৫-৪৩	৯-৩৩	১২-১৯	১৫-৪২	১৮-৫৩
আমঘাটা—	৫-৪৯	৯-৩৯	১২-২৬	১৫-৪৮	১৯-৫
কৃষ্ণনগর রোড—	৬-৫	৯-৫৫	১২-৪৩	১৬-৪	১৯-২৪
কৃষ্ণনগর সিটি—	৬-১৭	১০-৩	১২-৫১	১৬-১২	১৯-৩৫

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে—ডাঃ কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম ভক্তিশাস্ত্রী এল, এম, এফ, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

অস্ত্র সঙ্কোচের আলোচনা

বার্লিন, ফ্রান্সের সহিত অস্ত্র-সঙ্কোচ সমস্যার মিটমাট হয় নাই। হার হিটলারের প্রস্তাব বৃটেন এবং ফ্রান্স এখনও সম্পূর্ণ ভাবে মানিয়া লন নাই। বৃটেন দুএকটি মানিয়া লইলেন ফ্রান্স একেবারে বদ্ধমুষ্টি হইয়া রহিয়াছেন। এখন আলোচনা বন্ধ আছে। আগামী ৪ঠা জানুয়ারী পুনরায় অস্ত্র-সঙ্কোচের বৈঠক বসিবে। স্যার জন সাইমন পুনরায় আলোচনায় যোগদান করিবেন।

বেলজিয়মের 'স্কাইলার্ক'

বেলজিয়মের 'স্কাইলার্ক' গুইমাসের দিন আকাশগামী হইবার কথা ছিল কিন্তু তাহা হয় নাই। কুয়াসার প্রতীপ প্রভাবে উড্ডয়ন বন্ধ রহিয়াছে। শুনা যাইতেছে, আগামী ৩রা জানুয়ারী 'স্কাইলার্ক' আকাশগামী হইবে। 'স্কাইলার্ক' ফ্রান্সের উপর দিয়া ইটালি যাইয়া গমন করিবে। ইটালী হইতে রওনা হইয়া পুনরায় বেলজিয়মে আসিয়া উপস্থিত হইবে।

নিহত টুরিন

ধর্ম্মাচার্য্য টুরিন গুপ্তঘাতকের হস্তে নিহত হওয়ায় আলোড়ন খুব হৈ চৈ পড়িয়া গিয়াছে। তদন্তের সময় হত্যাকারী মুখে অনেক কথাই প্রকাশ পাইবে।

আমষ্টার্ডাম হইতে বাটেভিয়া

সরকারী ওলন্দাজ ডাক বিমান এবার কীর্ত্তি রাখিয়াছে। 'পেলিকান' নামক ডাক বিমান আমষ্টার্ডাম হইতে বাটেভিয়া ৪ দিন ৪ ঘণ্টা ২৪ মিনিটে গমন করিয়াছে। আমষ্টার্ডাম হইতে বাটেভিয়া ৯ হাজার ৫ শত ৩০ মাইল দূর।

সাধারণ বিমান

'পেলিকান' একখানি ৩ ইঞ্জিনের বিমান। সাধারণ ডাক বিমান বাহিরে কে অন্য কোন বিশেষত্ব ইহার নাই। দিবারাত্রি উড়িয়া, বিমানখানি নির্দ্দিষ্ট স্থানে পৌঁছিয়াছে উহাতে ৮২ হাজার খুষ্টমাসের পত্র 'পেলিকান' এবার রেকর্ড রাখিয়া দিল।

বিজ্ঞানসম্মত ফল চাষের ব্যবস্থা

মীরাট জেলার ফল চাষীদিগের এক সভার অধিবেশন হয়। তাহাতে জেলার প্রকৃত ফলোৎপাদকদিগের এক সমবায় সমিতি প্রতিষ্ঠার সঙ্কল্প গৃহীত হইয়াছে। উক্ত সমিতির সভ্যগণকে বিজ্ঞানসম্মত ফলের আবাদ বা উন্নতি বিধান সম্বন্ধে পরামর্শ ও শিক্ষা প্রদান করিবেন।

ন্যায্য মূল্যে সভ্যগণের ফল বিক্রয়ের সুবিধার উদ্দেশ্যে জেলার যথোপযুক্ত স্থান সমূহে এবং অন্যত্রও কেন্দ্র স্থাপনের জন্যও আরও একটি প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। যাহাতে ভারতবর্ষে ফল আমদানী ফলের সহিত সহজে প্রতিযোগিতা করিতে সমর্থ হয় তদুদ্দেশ্যে ভারতীয় অবস্থার উপযোগী সুলভ ও সহজ উপায়ে ফলের তারতম্য নির্দ্ধারণের সরঞ্জামাদি উদ্ভাবনের বিষয়ে সাহায্যের জন্য সরকারের নিকট প্রার্থনা জানাইবার প্রস্তাবও করা হইয়াছে।

দিল্লীতে মহিলাদিগের কাজ

সংবাদে প্রকাশ, মাতৃ মণ্ডল নামে মহিলা কর্ম্মীদলের এক প্রতিষ্ঠানের সদস্যগণ ২৬শে তারিখ হইতে কোদালী এবং ঝাঁটা হাতে লইয়া নিজেরাই পল্লীর অধিকার পল্লীসমূহ পরিষ্কার করিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন। শ্রীযুত এ, সি, ঠক্করও তাঁহাদিগকে সাহায্য করিবেন।

জামুরিল ব্যাপারে গ্রেপ্তার

শ্রীযুত অজয়কুমার ভট্টাচার্য্য ও জগজ্জীবন গুপ্তকে জামুরিল ব্যাপার সম্পর্কে সংশোধিত ফৌজদারী আইনের ১৭ (১) ধারায় গ্রেপ্তার করিয়া এখানে আনা হইয়াছে।

দ্বিজ সিং জাতিতে মণিপুরী, সে উক্ত গাঁওয়ের মিউনিসিপাল প্রজা ছিল। সেখান হইতে তাহাকে উদ্ধার করা হইয়াছে। তাহাকেও গ্রেপ্তার করিয়া এখানে আনা হইয়াছে।

রাজদ্রোহে বর্ম্মা কাউন্সিলার

ইনসিনের মিউনিসিপাল কাউন্সিলার পিপল পার্টির সদস্য ও স্থানীয় ব্যবস্থাপক সভার সভ্য ইউ সি ২৬শে ডিসেম্বর থারা উয়াও নামক স্থানে দণ্ডবিধির ১ ২৪এ ধারা অনুসারে গ্রেপ্তার হন। প্রকাশ, তিনি জেনারায় রাজদ্রোহমূলক বক্তৃতা করেন তাঁহাকে সঙ্গে সঙ্গে বিচারার্থ জেলখানায় পাঠান হইয়াছে।

সশস্ত্র রাহাজানির জের

নোয়াখালী, বীরেন্দ্র রোডে যে সশস্ত্র রাহাজানী হয়, তাহার ফলে প্রায় ১৮ শত টাকা লুণ্ঠিত হয়। প্রকাশ রিভলভার ও ছোরা দেখাইয়া দুর্বৃত্তরা বাজারের কোন ব্যবসায়ীর নিকট হইতে ঐ টাকাটি কাড়িয়া লওয়া হয়। রামগঞ্জ থানার এলেকাধীন ভাটিরাজপুরের ধনী তালুকদার ও মহাজন শ্রীযুত খগেন্দ্রকুমার ভৌমিককে ঐ সম্পর্কে গ্রেপ্তার করিয়া সদর মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে উপস্থিত করা হয়।

এই সম্পর্কে আর ২ জন যুবককে ইতঃপূর্ব্বে গ্রেপ্তার ও হাজতে রাখা হয়। তাহাদিগকে ও খগেনবাবুকে হাজার টাকা হিসাবে জামীনে মুক্তি দেওয়া হইয়াছে

পুলিসের তদন্ত চলিতেছে।

বিকানীর ষড়যন্ত্র মামলা

প্রকাশ, বিকানীরের মহারাজ বিকানীর ষড়যন্ত্র মামলার সম্পর্কে কাগজপত্র ও আদেশ পত্র চাহিয়া পাঠাইয়াছেন। সম্ভবতঃ বিকানীরের মহারাজ শীঘ্রই উক্ত মামলার সম্পর্কে কর্তব্যাকর্তব্য স্থির করিবেন। তাহা বিকানীর রাজপত্রে প্রকাশিত হইবে এবং তাহা স্থানীয় নেতৃগণের নিকট ও সংবাদপত্রসমূহে প্রেরিত হইবে।

ইন্দো জাপান চুক্তির ভবিষ্যৎ

নূতন দিল্লী জাপান সরকার ভারত সরকারের চরম সর্ত্তের নাতিদীর্ঘ জবাব তৈয়ার করিতেছেন। উত্তর প্রদানে জাপানের এইরূপ অস্বাভাবিক বিলম্বের কারণ জাপান সরকার প্রত্যেকটি 'বয়েজ' সাকার প্রত্যেক কলওয়ালা সমিতির সহিত পরামর্শ করিয়া উত্তর প্রদান করিতেছেন। প্রকাশ, সাংঘাই সেরাড়া পুরমার বাণিজ্য সদস্য স্যার জোসেফ ভোরের সহিত বে সরকারী আলোচনায় প্রবৃত্ত হইবার প্রয়াস পাইতেছেন। বড়দিনের বন্ধের দরুণ এখনও সম্ভব হইয়া উঠিতেছে না। বিশ্বস্তসূত্রে জানা গিয়াছে প্রস্তাবিত চুক্তির টাকা ও ইয়েনের বিনিময় মূল্য সম্পর্কিত ধারা সম্বন্ধে উভয় পক্ষের অভিমত স্থির হইয়াছে। চুক্তি স্বাক্ষরিত হইবার পর যদি ইয়েনের বিনিময় মূল্য বৃদ্ধি পায় তাহা হইলে চুক্তির কোনও পরিবর্ত্তন হইবে না। কিন্তু ইয়েনের মূল্য যদি আরও হ্রাস পায় তাহা হইলে জাপানী পণ্যের আমদানী শুল্ক তদনুপাতে বৃদ্ধি পাইবে।

নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ তুলা ক্রয় প্রস্তাব সম্বন্ধে মতের অমিল রহিয়াছে। ভারতের তুলা ফসল কোনও বৎসরে কম উৎপন্ন হইলে উহার মূল্য বৃদ্ধি পাইবে কিন্তু তাহা সত্ত্বেও জাপানকে নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ তুলা গ্রহণ করিতে হইবে, এই আশঙ্কায় জাপান সরকার প্রস্তাবে আগ্রহ দেখাইতেছেন না।

শ্রমিক নেতার দণ্ড

করাচী শ্রীযুত নারায়ণদাস আনন্দজী বেচার শ্রমিক নেতা ও কংগ্রেসকর্ম্মী। বে-আইনী জনতার মধ্যে থাকিবার অভিযোগে তিনি করাচীর সিটী ম্যাজিষ্ট্রেটের এজলাসে অভিযুক্ত হইয়াছিলেন।

তিনি ২৫০ শত টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন।

অন্যান্য আসামীরা শ্রমিক, তাহাদের সংখ্যা ৩০। তাহারা ১০ হইতে ২০ টাকা পর্য্যন্ত অর্থদণ্ডে অথবা এক মাস করিয়া কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছে।

টিনের কারখানা কোন শ্রমিকের কর্ম্মচ্যুতি উপলক্ষে সংপ্রতি এক সভা বসে। অতঃপর পুলিসের সাহায্য প্রার্থনা করা হয় পুলিস আসিয়া জনতাকে বে-আইনী বলিয়া ঘোষণা করে। এই সভার জন্য উহাদিগকে গ্রেপ্তার করা হয়।

নোয়াখালীতে নূতন আদেশ

বাঙ্গালার বিপ্লব দমন আইনের ৫ (৩) বিধির ১৮ ধারা অনুসারে জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট ফেনী থানার এলাকাধীন ১০৬৫ য়ুনিয়ন বোর্ডের (ফেনী সহর ও সহরতলীর) উপর এক আদেশ জারী করিয়াছেন।

উক্ত আদেশে বলা হইয়াছে, উক্ত য়ুনিয়নে প্রত্যেক বাটীর মালিক অথবা বাসিন্দা তাঁহাদের বাটী হইতে ১২ হইতে ৩০ বৎসর বয়সের কোন হিন্দু যুবক অন্যত্র যাইলে বা ঐ বয়সের কেহ তাঁহাদের বাটীতে আসিলে সে সংবাদ যেন অবিলম্বে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারীকে প্রদান করেন। কারণ জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট অবগত হইয়াছেন, পার্শ্ববর্ত্তী জিলা হইতে আগত কোন কোন অজ্ঞাত ব্যক্তির গতিবিধি ও অবস্থান স্থান জানা যাইতেছে না। আরও প্রকাশ, তাঁহারা কোন গূঢ় উদ্দেশ্যে উক্ত স্থানের রাজনৈতিক সন্দেহভাজনদের সহিত গোপনে কি কার্য্য করিতেছে, তাহা দেখা সে সম্বন্ধে সাধারণের শান্তি ও নিরাপত্তার অন্তরায়।

আরামবাগে কারাদণ্ড

শ্রীযুত দুর্য্যোধন মণ্ডল যে আইনী কার্য্যের সাহায্যার্থ নানা স্থানের লোকজনকে ট্যাক্স ও খাজনা প্রদান বন্ধ করিবার জন্য উত্তেজনা করার আন্দোলনে যোগদান করিবার জন্য গ্রেপ্তার করা হয়। আরামবাগের মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট তাঁহাকে জন-রক্ষা আইনের ২৩ ধারা অনুসারে ৬ মাসের সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন।

আরামবাগের শ্রীযুত ভুবন বেরা বে-আইনী কার্য্যে সাহায্য করার জন্য উক্ত ম্যাজিষ্ট্রেট কর্তৃক কয়েক মাসের সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। দণ্ড ভোগকালে তিনি হিজলী জেল হইতে মুক্তি পাইয়াছেন।

চট্টগ্রামে বিপ্লবী ইস্তাহার

গত রবিবার রাত্রে বিপ্লবী ইস্তাহার প্রাপ্তিসম্পর্কে পুলিস ও সামরিক বিভাগ সহরের নানাস্থানে খানাতল্লাস করিয়া কতিপয় যুবককে গ্রেপ্তার করিয়াছেন।

রাস্তার মোড়ে সশস্ত্র প্রহরী সন্দেহ মাত্র পথিকের গাত্রানুসন্ধান করিয়া দেখিতেছে।

পটিয়ায় একজন লোককে বঙ্গীয় সংশোধিত ফৌজদারী আইন মতে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

তারের ঠিকানা— 'শ্রীধাম' নবদ্বীপ
ডাকের ঠিকানা—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

দৈনিক

REG. C1544

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩৷৽
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার স্বতন্ত্র।

নদীয়া প্রকাশ
THE NADIA-PRAKASH

সাহায্যের হার
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষান্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸৽
মাসিক ১৲
নগদ বর্ত্তমান সংখ্যা ৫

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৮ম খণ্ড । সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বেদান্তবাচস্পতি । ২৫৪শ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর— ১৭ই পৌষ সোমবার ১৩৪০, ১লা জানুয়ারী ১৯০৩

রাজমাহেন্দ্রীতে গান্ধীজী

গত ২৬শে ডিসেম্বর অপরাহ্ণ ৫ঘটিকার সময় গান্ধীজী বাঙ্গালা পুড়'তে যাইয়া হরিজনদের জন্য একটী মন্দিরের দ্বার উন্মুক্ত করেন। মন্দিরের অর্চ্চক তাঁহাকে সাদরে অভ্যর্থনা করিয়া মাল্যভূষিত করেন। গান্ধীজীকে ৭০০ টাকা দেওয়া হয়।

গান্ধীজী একখানি ষ্টীমলঞ্চে করিয়া তালাপুরীতে রওনা হইয়াছেন। এখান হইতে তাঁহার পশ্চিম গোদাবরী ভ্রমণ আরম্ভ হইবে।

হরিজন বালিকাদের মধ্যে শ্রীমতী মীরাবেন ১০০ জামা বিতরণ করিয়াছেন।

অনন্ত্রের খাদি কর্ম্মীরা গান্ধীজীকে একখানি মানপত্র দিয়াছেন।

নারী হত্যা

আটমাস গর্ভবতী আলেকজান বিবিকে হত্যা করার অভিযোগে খোয়াত থানার অধীন সপার হালের মেহের আলী আবদুল গফুর এবং অন্যান্য দুইজন মুসলমানকে দায়রায় সোপর্দ্দ করা হইয়াছে।

ঘটনার বিবরণে প্রকাশ যে, দশ টাকার একখানি নোট লইয়া আলেকজানের স্বামীর সহিত মেহের আলীর কলহ হয়। মেহের আলী গফুর ও অন্যান্য দুইজনের সহায়তায় আলেকজানের স্বামীকে নির্ম্মমভাবে প্রহার করিতে থাকে। আলেকজান বাধা দিতে আসিলে আসামীরা তাহাকে লাথি মারিতে থাকে। একজন তাহার পেটে এমন লাথি মারে যে, হতভাগিনীর তৎক্ষণাৎ মৃত্যু হয়। অতঃপর তাহারা আলেকজানের স্বামীকে একটী ঘরে বন্ধ করিয়া তালাচাবি দিয়া রাখিয়া যায় এবং আলেকজানকে কবর দিয়া ফেলে।

শ্রীধাম মায়াপুরে

"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট"—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র শিক্ষকগণ ছাত্রদিগকে অতি যত্নের সহিত শিক্ষা প্রদান করিতেছেন। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের বন্দোবস্ত হইয়াছে। খোরাকী ও বেতন বাবদ প্রতি মাসে মাত্র ছয় টাকা ব্যয়। স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছেন। বিদ্যালয়টী বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক স্বীকৃত (এফিলিয়েটেড) হইয়াছে। সবিস্তার সংবাদের জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র লিখুন।

বিশেষ দ্রষ্টব্য

পরীক্ষায় যাহারা গড়ে শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র বিনয়ী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হইবে।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

পুলিশ কোনওক্রমে সংবাদ পাইয়া অকুস্থলে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয় এবং ঘর হইতে লোকটীকে উদ্ধার করে। পুলিশ আসামীদিগকে গ্রেপ্তার করে এবং কবর হইতে মৃতদেহটী তুলিয়া পরীক্ষার্থ পাঠাইয়া দেয়।

কুমিল্লায় যুবক গ্রেপ্তার

কৃষ্ণপুর নিবাসী পরলোকগত বৈকুণ্ঠ চন্দ্র দেবের পুত্র নগেন্দ্র চন্দ্র দেবকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। প্রকাশ গৌরীপুর ডাকাতির মামলা সম্পর্কে যুবকটীকে কালীকচ্ছ হইতে গ্রেপ্তার করিয়া এখানে আনা হইয়াছে।

বোম্বাই কাপড়ের কলে ধর্ম্মঘট

দুই মাসের বেতন দাবী করিয়া মুবারিজী গোকুলদাস কাপড়ের কলের ৫ হাজার শ্রমিক ধর্ম্মঘট করিয়াছে। তাহারা কোনও কলে কাজ করিবে না কিম্বা তাহাদের ঘর ছাড়িয়াও যাইবেনা। তাহাদিগের ঘর হইতে বিতাড়িত করিবার জন্য পুলিশ ডাকা হয় পুলিশ লাঠি চালনা করিয়া ১২ জন পুরুষ ও ২ জন স্ত্রীলোককে জখম করে। পুরুষ শ্রমিকগণ তথাপি বাড়ী ত্যাগ করিতে অস্বীকার করে।

ব্রহ্মদেশে সাংঘাতিক কাণ্ড

খৃষ্টমাস দিবসের শেষ রাত্রিতে একদল দস্যু বর্ম্মা রেলওয়ের প্যাবুর পার্মানেণ্টওয়ে ইন্‌সপেক্টরের গৃহে বলপূর্ব্বক প্রবেশ করিয়া এক কুঠারাঘাতে তাঁহাকে হত্যা করতঃ ১৪০ টাকা লইয়া গিয়াছে। এপর্য্যন্ত কাহাকেও গ্রেপ্তার করা হয় নাই।

ভীষণ মোটর দুর্ঘটনা

আগরতলা হইতে ৪মাইল দূরে একটী মোটর দুর্ঘটনা হইয়াছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। প্রকাশ যে, একখানি মোটরবাস যাত্রী ভর্ত্তি করিয়া দ্রুতবেগে রাণী বাজার হইতে আগরতলা অভিমুখে আসিতেছিল ঐ সময় একখানি গরুর গাড়ীর পাশ কাটাইতে গিয়া মোটর বাসটীর সহিত একটি গাছের ধাক্কা লাগার সঙ্গে সঙ্গে উহা উল্টাইয়া যায়। ফলে যাত্রীরা প্রবলবেগে বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়েন। মোটর চালক ও তাহার সহকারী কেবল আঘাত পায় নাই। মোটর চালককে গ্রেপ্তার করিয়া পরে জামিনে মুক্ত দেওয়া হইয়াছে প্রকাশ যে, আহত যাত্রীদিগের মধ্যে তিনজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

নদীয়া-প্রকাশ

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে ॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে ॥

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক
—পারমার্থিক পত্র—
শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশ
তনয়স্তদ্ধাম-বৃন্দাবনম্,
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা ।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং
প্রেমা পুমর্থো মহান্,
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং
তত্রাদরো নঃ পরঃ ॥

৮ম বর্ষ } ১ মাধব গৌরাব্দ ৪৪৭, ১৭ই পৌষ বঙ্গাব্দ ১৩৪০, ১লা জানুয়ারী ইং ১৯৩৩, সোমবার ১৫৪ তম সংখ্যা

কাশী সংশিক্ষা-প্রদর্শনী

উদ্বোধন-সভায় উপস্থিত বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ

সস্ত্রীক মিঃ পান্নালাল বি-এ (কাণ্টাব) এস্-এল্-বি, আই-সি-এস্, বেনারস মিউ-নিসিপ্যাল বোর্ডের এক্জিকিউটিভ অফিসার সাহেব বটুকপ্রসাদ, জলের কলের water work's) চীফ ইন্সপেক্টর পুলিনবিহারী সেন রায়, মুন্সেফ দেবীপ্রসাদ মেহ্রোত্র. কুইন্স-কলেজের ভাইস্ প্রিন্সিপ্যাল চণ্ডীপ্রসাদ, সিটি কলেজের প্রিন্সিপ্যাল রায় বাহাদুর পণ্ডিত লক্ষ্মশঙ্কর ঝা, সি এইচ স্কুলের পরেশনাথ বানার্জ্জি, অধ্যাপক বি এম্ ঘোষাল, জৈনসাহেব রাজকুমার সিং, ডাঃ ডি পি ঘোষ, রায়বাহাদুর ডাঃ কালী-প্রসন্ন লাহিড়ী এম্-বি. ঠাকুর ব্রিথকেতু সিং তহশীলদার,সাহানলাল সাহেব এম্-ই-ই-জে, মাড়ি হাসপাতালের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ডাঃ [illegible]চন্দ্র দাস এম্-বি, জলের কলের সুপারি-ণ্টেণ্ডেণ্ট মিঃ কে দস্তোর, মিঃ আর বি [illegible], বেনারস এষ্টেটের গার্ডেন সুপারি-ণ্টেণ্ডেণ্ট মিঃ হংসরাজ, অক্‌ট্রই সুপারি-ণ্টেণ্ডেণ্ট ঠাকুর পণ্ডিত শর্ম্মা,. উকীল মহ্‌-ম্মদ খাঁ, জে এন্ হাইস্কুলের হেডমাষ্টার রাম-চন্দ্র চক্রবর্ত্তী, পণ্ডিত কাশীরাম এম্-এ, মিঃ ঝা বি-এ বি-এল. পোষ্টাল সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মিঃ হেমচন্দ্র গুহ, রায় সাহেব অধরচন্দ্র মুখার্জ্জি, অধ্যাপক বি এন [illegible]দ, য়্যাডভোকেট আনন্দপ্রসাদ আগর-ওয়ালা, অধ্যাপক সনৎকুমার বসু, সি এইচ স্কুলের হেডমাষ্টার পণ্ডিত রামনারায়ণ মিশ্র, য়্যাডভোকেট বিমলচন্দ্র মুখার্জ্জি, মিঃ ফৈজ আহাম্মদ, বাবু মনোহর দাস, ক্যাপ্টেন যতীন্দ্র মোহন গুপ্ত, ক্যাপ্টেন এস্ কে চৌধুরী, শিখগুরু তারা সিং, ডাঃ সুপ্রসন্ন লাহিড়ী এম্-বি. স্বাস্থ্য-পরীক্ষক রায় সাহেব ডাঃ এ এন দাস, উকীল গোপালনারায়ণ আস্থানা, বাবু জয়কৃষ্ণ দাস, উকীল হরি-প্রসন্ন দত্ত, রামকুমার সিংহ সাহেব, পণ্ডিত লক্ষ্মীকান্ত মিশ্র,সি এইচ স্কুলের সম্পৎরামজী নাগর, বাবু যতীশচন্দ্র রায়, বাবু ক্ষিতীশচন্দ্র চাটার্জ্জি, বঙ্কবিহারী চক্রবর্ত্তী, ডাঃ বি কে বানার্জ্জি, আনন্দময় চক্রবর্ত্তী, এস্ এন্ মুখার্জ্জি, সিদ্ধেশ্বর মুখার্জ্জি. মিঃ লাল্লুজী, নৃপেন্দ্রনাথ দে, বি সি চাটার্জ্জি, অধ্যাপক এস্ কে চৌধুরী. গিরীশচন্দ্র অধিকারী, সুনীলকুমার মুখার্জ্জি, রামনারায়ণ রায়, বাবু জগন্নাথ প্রসাদ ক্ষত্রী, পি এন ঘোষ, জগদ্বন্ধু চাটার্জ্জি, বটুকচন্দ্র দাস. মিঃ নৃপেন্দ্রসখা ঘোষ, শ্রীমতী সন্ধ্যাবতী ঠাকুরাণী, স্মরজিৎ-কুমার দত্ত, হরেন্দ্রনাথ মুখার্জ্জি, যোগেন্দ্র কুমার চক্রবর্ত্তী, সুধাময় ঘোষ, কিশোরী মোহন নন্দী, সত্যেন্দ্র নন্দী, হরিপদদাস বসু, প্রভাতচন্দ্র মিত্র, সৌরীন্দ্রমোহন সিকদার, মহেন্দ্রকুমার বাগচী, গণেশচন্দ্র ঘোষ, কাশীনাথ মুখার্জ্জি, কৃষ্ণধন মল্লিক, রাধারমণ দে মণীন্দ্রলাল সিং, অমূল্যকুমার বানার্জ্জি হরিশ্চন্দ্র রায়, রাধাগোবিন্দ চৌধুরী, হরি-দাস হালদার, সতীশচন্দ্র মুখার্জ্জি, কেশবচন্দ্র ঘোষ. অবিনাশচন্দ্র রায়. প্যারীলাল চক্র-বর্ত্তী, যোগেন্দ্রনাথ গুহ ঠাকুরতা, পি সি বানার্জ্জি, সুরেন্দ্রচন্দ্র চৌধুরী, বি পি হাল-দার, ডাঃ হরিচরণ দাস ঘোষ, কিরণচন্দ্র মুখার্জ্জি. নগেন্দ্রনাথ বিশ্বাস, জ্ঞানেন্দ্রনাথ বক্সী, বি এন্ দাস, গকুলচন্দ্র দত্ত, শ্যামলাল বানার্জ্জি, নারায়ণচন্দ্র বানার্জ্জি, অমিয়রতন বানার্জ্জি, গৌরপদ মল্লিক, সুরেশচন্দ্র ঘোষ, ভোলানাথ বক্সী, রাখালচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, শ্রীযুক্ত গণেশচন্দ্র দেব ভক্তিভূষণ, গভর্ণমেণ্ট অডিটার শ্রীযুক্ত মধুসূদন চট্টোপাধ্যায় বি এ, এলাহাবাদের শ্রীক্ষেত্রপাল ঘোষ, লক্ষ্ণৌ-নিবাসী শ্রীশিবপ্রসাদ প্রমুখ শত শত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি গত ২৪শে ডিসেম্বর কাশী সংশিক্ষা-প্রদর্শনীর দ্বারোদ্‌ঘাটন-সভায় উপস্থিত ছিলেন।

কাশী হইতে হিন্দিভাষায় প্রকাশিত 'আজ' নামক প্রসিদ্ধ দৈনিক-পত্রে গত ১১ই পৌষ মঙ্গলবারের সংখ্যায় ৬ষ্ঠ পৃষ্ঠায় কাশীর সংশিক্ষা-প্রদর্শনী'র সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। এই প্রদর্শনীর প্রয়োজনীয়তা বিজ্ঞ-ব্যক্তিমাত্রেই বিশেষরূপে উপলব্ধি করিতে পারিতেছেন।

সাময়িক প্রসঙ্গ

শ্রীশ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিলাস গভস্তি নেমি মহারাজ গত ৭ই পৌষ শুক্রবার তারিখে করাচীস্থ নিজ বাসভবনে ছায়াচিত্র-যোগে শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা-সম্বন্ধে দুই ঘণ্টাকাল বক্তৃতা প্রদান করেন।

স্বামীজী মহারাজের শ্রীমুখে বাস্তবসত্য-বিষয়ে শ্রবণ করিয়া শ্রোতৃবৃন্দ এক নূতন আনন্দ লাভ করিয়াছেন এবং এই মনুষ্য-জীবন কি জন্য লাভ করিয়াছি, এই জন্মে কি করা কর্ত্তব্য, ইহা স্বামীজী মহারাজের উপদেশের দ্বারা বিশেষ প্রকারে বুঝিতে পারিয়াছেন।

বক্তৃতার আদি ও অন্তে মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তন হয়। কীর্ত্তনান্তে সমাগত শ্রোতৃ-মণ্ডলীকে বিচিত্রতা-পূর্ণ মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়। স্বামীজী মহারাজের শ্রীমুখে হরিকথা শ্রবণ করিবার জন্য প্রত্যহ বহু সিন্ধি, গুজরাটী, মাড়োয়ারী ও বাঙ্গালী উপস্থিত হইতেছেন।

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তি শ্রীরূপ পুরী মহারাজ কটক হইতে শ্রীপাদ বিলাসবিগ্রহ দাসাধিকারী সহ পুরী গমন করিয়াছেন। স্বামীজী শ্রীপুরুষোত্তম মঠে আছেন। তিনি শ্রীমঠে আগত সুধীগণের নিকট হরিকথা কীর্ত্তন করেন এবং সময় সময় পুরী সহরের ভাগ্যবন্ত জনগণের গৃহে যাইয়া সাত্বতশাস্ত্র পাঠ ও ব্যাখ্যা করিতেছেন। যাঁহারা বড়দিনের ছুটীতে বিভিন্ন দেশ হইতে পুরী গিয়াছেন, তাঁহারাও স্বামীজীর শ্রীমুখে হরিকথা-শ্রবণের সুযোগ পাইতেছেন।

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিবৈভব সাগর মহারাজ কতিপয় ব্রহ্মচারী সহ গত ২৬শে ডিসেম্বর প্রাতঃকালে কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়-মঠ হইতে সচৈতন্যশিক্ষামৃত-বিতরণের নিমিত্ত মেদিনীপুর অভিমুখে যাত্রা করিয়াছেন। স্বামীজী উক্ত জেলার গ্রামে গ্রামে প্রচার করিবেন।

ময়মনসিংহ জগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠের বার্ষিক উৎসব-কাল আরও ৪দিন বর্দ্ধিত হইয়াছে। ১১ই জানুয়ারী পর্য্যন্ত উৎসব চলিবে। ময়মনসিংহবাসী জনগণ এই সময় ত্রিদণ্ডি-স্বামী শ্রীপাদ ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজের পাঠ-শ্রবণের ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন। শ্রীল প্রভুপাদ তাঁহাদের প্রার্থনা মঞ্জুর করিয়াছেন। স্বামীজী ২।৩দিনের মধ্যেই ময়মনসিংহ যাত্রা করিতেছেন।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১ মাধব সম্পাদিব সঙ্কর্ষণ

বকাসুর

ভগবৎ-সেবার অভাব বা তৎ-বিপরীত ভগবদ্বিদ্বেষ-ভাব যাহাতে প্রবলভাবে পরিদৃষ্ট হয় সে অসুর-পদবাচ্য। আর বক শব্দটী—বনক্ (কুটিল হওয়া) +অন+ক লইয়া নিষ্পন্ন হইয়াছে অর্থাৎ যাহার গমন বা হাবভাব কুটিলতাপূর্ণ তাহাকেই বক বলা যাইতে পারে। বক ও অসুর এই দুইটী ভক্তিবিরোধী শব্দসমন্বিত কৃষ্ণবিদ্বেষী কংসচর, পূতনার ভ্রাতা 'বকাসুরে'র বিষয় আলোচনায় ধর্ম্মধ্বজী ব্যক্তিগণের কপটতা বন্ধুবর্গকে জ্ঞাপন করাই এই প্রবন্ধের প্রধান উদ্দেশ্য।

পাঠকগণ এই সৎশিক্ষাপূর্ণ প্রবন্ধের অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য ও ভজনানুকূল সিদ্ধান্তটী পরিত্যাগ পূর্ব্বক যেন নিজেন্দ্রিয়তর্পণমূলে ঐতিহাসিক তথ্যে আবদ্ধ হইয়া এই মঙ্গলময়ী শিক্ষা-গ্রহণে পরাঙ্মুখ না হন, ইহাই তাঁহাদিগের নিকট আমাদের ঐকান্তিকী প্রার্থনা।

একদিন কৃষ্ণচন্দ্র বয়স্যদিগের সহিত গোচারণ করিতে করিতে পিপাসার্ত্ত হইয়া চারণভূমির নিকটবর্ত্তী কোন জলাশয়ে জল-পানার্থ গমন করিলেন এবং গোবৎসদিগকে জল পান করাইয়া নিজেরাও জল পান করিলেন। তখন একটী অপূর্ব্ব ঘটনা ঘটিল। তাঁহারা সকলেই গিরিশৃঙ্গপাতের ন্যায় শব্দ-শ্রবণে শব্দের কারণ-অনুসন্ধানপর হইয়া ইতস্ততঃ দৃষ্টিনিক্ষেপ করিতেই প্রকাণ্ড জন্তুবিশেষ দর্শন করিলেন। দেখিতে দেখিতে ঐ জন্তুটা ক্রমশঃ তাঁহাদিগের নিকটবর্ত্তী হইতে থাকিল। তখন সকলেই প্রাণীটাকে বৃহৎ বক বলিয়া জানিতে পারিলেন এবং নির্ভয় হইলেন। কিন্তু সহসা কংসপ্রেরিত বকরূপী ঐ অসুর বৃহৎ তুণ্ড বিস্তার করিয়া ভুবনপতিকে বালকজ্ঞানে গ্রহণ করিল। শ্রীবলরাম ব্যতীত উপস্থিত সকল বালকগণই আকস্মিক বিপদ্দর্শন ও প্রাণসখার অদর্শনে প্রাণহীন ইন্দ্রিয়ের ন্যায় রহিলেন।

এদিকে বকাসুর কংসশত্রু-ধ্বংস-মানসে কৃষ্ণচন্দ্রকে উদরসাৎ করিবার চেষ্টা করিল। কিন্তু দুর্বৃত্তের আশা ফলবতী হইল না। অসুরারি তখন অসুরবধের জন্য প্রজ্বলিত অগ্নির ন্যায় বকাসুরের তালুদেশ দগ্ধ করিতে লাগিলেন। অবশেষে অসহ্য যন্ত্রণায় ক্লিষ্ট হইয়া বক তখন বালকৃষ্ণকে অক্ষতাবস্থায় মুখগহ্বর হইতে ভূমিতে নিক্ষেপ করিল এবং পুনরায় যখন নন্দনন্দনকে গ্রাস করিবার চেষ্টা প্রকাশ করিল, তখনই বিশ্বম্ভর অসুরের চঞ্চু ধারণ করিয়া তৃণখণ্ডের ন্যায় তাহাকে আকাশে নিক্ষেপ করিলেন; ফলে অসুরের জীবনলীলা সাঙ্গ হইল। লীলাময়ের এই লীলা-দর্শনে বালকগণ মৃতদেহে জীবনপ্রাপ্তির ন্যায় আনন্দপ্রকাশ করিতে লাগিল। দেবগণ তখন আকাশপথে থাকিয়া পুষ্প-বরিষণ, শঙ্খধ্বনি ও স্তোত্রপাঠে দেবদেবের পূজা করিলেন।

অপ্রাকৃত শ্রীবৃন্দাবনধামে প্রাকৃতবুদ্ধি-বিশিষ্ট জীবের এ লীলা-দর্শনের অযোগ্যতা থাকিলেও জড়জগতে এরূপ উদাহরণের অভাব নাই। চলিত কথায় লোকে বলে—"বকঃ পরমো ধার্ম্মিকঃ" বক একটা পাখী, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলজন্তুই ইহার আহার্য্য। সেই আহার্য্যসংগ্রহের জন্য বক জলাশয়ের নিকট শান্তভাব ধারণ করিয়া পালক ইত্যাদি গোপন পূর্ব্বক একাগ্রমনে ধ্যানমগ্ন অচঞ্চল ব্যক্তির ন্যায় অবস্থান করে। নিরীহ জলজন্তুগণ সেই শত্রুকে মৃত বস্তু জানিয়া নির্ভয়ে যখন বকের নিকট আগমন করে, তখন বিশ্বাস-ঘাতক ধূর্ত্ত বক অভ্যাগত মৎস্যগণকে উদরসাৎ করিয়া ফেলে।

আমরা মানুষ, আমাদিগের মধ্যেও এইরূপ বকস্বভাববিশিষ্ট ধর্ম্মধ্বজী মহাধূর্ত্ত বক অনেকেই আছে। তাহারা বাহিরে সজ্জনাদৃত, বিরক্ত ব্যক্তির পরিচ্ছদ গ্রহণ করিয়া নিরীহ জনগণের নিকট আপনা-দিগকে সংসারনির্লিপ্ত ভক্ত বলিয়া পরিচয় দেয়। সরল ব্যক্তিগণও অকপটে উপরি-উক্ত মিছা সাধুদিগকে বিশ্বাস করিয়া নিজ নিজ অর্থাদি দ্বারা সেবা করেন। কিন্তু তদ্বিনিময়ে বকরূপী অসুরসকল গৃহস্থ-বর্গের যথাসর্ব্বস্ব অপহরণ করে। অধিকন্তু তাহাদিগের ভক্তিপথের অর্গলস্বরূপ হয়। উক্ত বকাসুরগুলি বাহ্য ত্যাগীর চিহ্নে জগৎকে বঞ্চনা করিতেছে। তাহারা গর্দ্দভের ন্যায় ভারবাহী। তাই বলিয়া বিরক্ত-পুরুষের বেশ-গুলি অনাদরণীয় নহে। অধিকন্তু প্রকৃত বিরক্ত মহাজনগনই আমাদের সেব্য। যাঁহারা বেশ দেখিয়া ভুলিয়া যান, বেশধারীর বিচার করেন না, তাঁহারা যদি বলেন যে, যে ব্যক্তি বাহ্য-ত্যাগীর বেশ ধারণ করিয়াছেন তাঁহার কোন্ দোষ দেখিতে নাই—ত্যাগীর চিহ্নে চিহ্নিত ব্যক্তির দোষবর্ণনে মহতের চরণে অপরাধ হয়। তদুত্তরে বুদ্ধিমান্ ও সরল ব্যক্তিগণ সকলেই একবাক্যে বলিবেন যে, বিরক্ত পুরুষের আচরণে কোনরূপ দোষ নাই; যেহেতু তিনি বিরক্ত, তজ্জন্য কনক-কামিনী ও প্রতিষ্ঠাশায় তাঁহার আসক্তি নাই। যদি আসক্তি দেখা যায় তাহা হইলে আমরা তাহাকে বক অথবা বানরের ন্যায় বিরক্ত-সাধু বলিব। কেন না, দোষী ব্যক্তির দোষবর্ণনায় তাহার নিন্দা হয় না, বরং উপকারই হয়। কিন্তু হায়! কাল কলি! কলির মোহে পড়িয়া সমাজে তথাকথিত পণ্ডিতবর্গও আজ এইরূপ নিরপেক্ষ বাক্য—অর্থাৎ দোষী ব্যক্তির দোষ ও প্রকৃত গুণ-বানের গুণ-বর্ণনা সহজে বুঝিয়া উঠিতে অক্ষম। তাই আজ শয়তানের প্রভাব বিস্তৃত হইয়াছে।

নাস্তিকতার প্রতীক কংসানুগ বকাসুর নানা মূর্ত্তি ধারণ পূর্ব্বক আমাদের কোমল-শ্রদ্ধা নষ্ট করিবার জন্য সর্ব্বক্ষণ ব্যস্ত। সে কখনও ধর্ম্মধ্বজীর বেশে, আবার কখনও অন্তরে কুটিনাটী, ধূর্ত্ততা, কপটতা ও শঠতা প্রভৃতিরূপে উদিত হইয়া আমাদের শ্রদ্ধাকে ধ্বংস করতঃ আমাদিগকেও মিথ্যাচারী করিবার জন্য উদ্যোগ করিতেছে। হতভাগ্য হিতাহিতবিবেকরহিত আমরা—ভক্তিহীন আমরাও তাহার কৌশলজাল বুঝিতে না পারিয়া অভক্তির কবলে পতিত হইতেছি। তাই ভেক-সাধুগণেরই আদরে ব্যস্ত আছি, কিন্তু যাঁহাদিগের শ্রীচরণধূলি মস্তকে লইলে মায়াবদ্ধ জীব আমরা অনায়াসেই মায়া-সাগর উত্তীর্ণ হইতে পারি সেই প্রকৃত সাধুগণই অবহেলিত হইতেছেন। হায়! হায়! অপ-রাধী আমরা, আমাদিগের গতি কি হইবে? হে ভক্তপ্রাণ ভগবন্! আজ আমরা মোহ-জালে জড়িত! আমাদিগকে প্রকৃত সাধু-বর্গের সন্ধান করিবার বুদ্ধিযোগ প্রেরণ কর। জীব আমরা—তোমারই নিত্যদাস আমরা তোমাকে ভুলিয়া কতই না কষ্ট পাইতেছি। তাই জ্বালা জুড়াইবার জন্য তোমার সেবায় ব্যাকুল হই। কিন্তু প্রভো! সে-পথ কণ্টক-বহুল। চিহ্নধারী বা চিহ্নহীন ধূর্ত্ত ব্যক্তিগণ বকাসুরের ন্যায় আমাদিগের ভক্তিধন নষ্ট করিতে উদ্যত হইয়াছে! প্রভো! প্রভো! এ অসময়ে তুমি কোথায়? আবার এসো প্রভো! বকাসুরগুলিকে বধ করিয়া—ধর্ম্ম-জগতে বালক আমরা আমাদিগের শ্রৌতরূপ ভজনমার্গকে এই প্রতিবন্ধক হইতে বিমুক্ত কর।

কাশী সংশিক্ষা প্রদর্শনী

—:০:—

যমদূতগণের দণ্ড্য জীবগণকে দণ্ডপ্রদান

—:০:—

৬১তম দৃশ্য

যাহারা গৃহব্রতধর্ম্মপর হইয়া কুটুম্বভরণে ব্যাপৃতচিত্ত ও অজিতেন্দ্রিয়, যমদূতগণ তাহাদিগকে কিরূপ দণ্ড প্রদান করেন তাহার দৃশ্য শ্রীমদ্ভাগবতের দেবহূতিনন্দন কপিলদেবের উপদেশের মধ্যে পাওয়া যায়।

গৃহব্রত-ব্যক্তিগণের মৃত্যুসময়ে আরক্ত-লোচন ভয়ঙ্কর যমদূতগণ আসিয়া উপস্থিত হয়। উহাদিগকে দেখিয়াই মুমূর্ষু ব্যক্তি ভয়ে পুনঃ পুনঃ মলমূত্র পরিত্যাগ করিতে থাকে। যমদূতগণ ঐ গৃহব্রত-ব্যক্তিকে স্থূলদেহ হইতে যাতনা-দেহে নিরুদ্ধ করিয়া তাহার গলদেশে পাশ বন্ধন করে। যেরূপ রাজপুরুষগণ দণ্ডনীয় ব্যক্তিকে পাশবদ্ধ করিয়া লইয়া যায়, যমরাজের দূতগণও সেইরূপ ভাবে ঐ ব্যক্তিকে লইয়া দীর্ঘপথে গমন করিতে থাকে। যমদূতগণের তিরস্কারে ঐ ব্যক্তির হৃদয় বিদীর্ণ ও সর্ব্ব-শরীর কম্পিত হইতে থাকে। পথিমধ্যে কুকুর-সকলের দংশনে যাতনায় অস্থির হইয়া আপন পাপ স্মরণ করিতে করিতে সে চলিতে থাকে।

যমদূত যে-পথে তাহাকে লইয়া যায়, সেই পথ প্রতপ্ত-বালুকা-পরিপূর্ণ; সে-পথে কোন বিশ্রাম-স্থান ও পানীয় জলমাত্র নাই। ঐ ব্যক্তি ক্ষুধায় প্রপীড়িত এবং সূর্য্য ও দাবানল দ্বারা সন্তপ্ত হইয়া চলিতে অসমর্থ হইলেও পৃষ্ঠদেশে যমদূতগণের কশাঘাতে তাড়িত হইয়া অতিকষ্টে চলিতে বাধ্য হয়। সেই ব্যক্তি শ্রান্ত ক্লান্ত হইয়া পথিমধ্যে পতিত ও মূর্চ্ছিত হইয়া পড়ে। আবার চেতনা লাভ করিয়া নানা-দুঃখময় অন্ধকার-পথে যমগৃহে নীত হয়। যমগৃহে যাইবার পথ নিরানব্বই-সহস্র-যোজন দীর্ঘ। যমদূতগণ কোন কোন ব্যক্তিকে দুই মুহূর্ত্তের মধ্যে এত দীর্ঘপথ অতিক্রম করাইয়া লইয়া যায়। যমপুরীতে উপস্থিত হইয়া সে ব্যক্তি দেখে যমদূতগণ কোথায়ও কোন পাপীর দেহ জলন্ত-অঙ্গার দ্বারা বেষ্টন করিয়া দগ্ধ করিতেছে; কোথায়ও অপরে কোথায়ও বা পাপী স্বয়ং তাহার দেহের মাংস ছিন্ন করিয়া ভক্ষণ করিতেছে; কুক্কুর গৃধ্র প্রভৃতি জীবসকল জীবিত-অবস্থাতেই পাপীর নাড়ীভুঁড়ি সকল টানিয়া বাহির করিতেছে; কেহ কেহ সর্প, বৃশ্চিক ও দংশকাদির দংশনের জ্বালায় ছট্‌ফট্ করিতেছে; কাহারও অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সকল খণ্ড খণ্ড করিয়া ছেদন করা হইতেছে; কাহাকেও বা পর্ব্বতচূড়া হইতে নিম্নে নিক্ষেপ করিতেছে, কাহাকেও জল ও গর্ত্তের মধ্যে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে।

অন্ধতামিস্র রৌরব প্রভৃতি যত প্রকার নরকযন্ত্রণা স্ত্রীপুরুষের পরস্পর পাপ-সংসর্গ-হেতু নির্ম্মিত হইয়াছে, ঐ ব্যক্তি পুরুষই হউক আর নারীই হউক তৎসমস্ত ভোগ করিয়া থাকে। কুটুম্বই হউক আর নিজ উদরই হউক উহার পোষণ-মাত্রে ব্যস্ত ব্যক্তি কুটুম্ব ও নিজদেহ এই জগতেই পরিত্যাগ করিয়া যায় এবং যমগৃহে ঐ সকল নিজ নিজ কর্ম্মফল ভোগ করিয়া থাকে। প্রাণি-হিংসা দ্বারা পরিপুষ্ট স্থূল দেহ ও সঞ্চিত ধন এই জগতে রাখিয়া পাপমাত্র পাথেয় লইয়া ঐ ব্যক্তি ঘোর নরক-প্রাপ্ত হয়। তথায় সে জ্ঞানশূন্য হইয়া পাপফল ভোগ করে। কেবল অধর্ম্মের দ্বারা পরিকর-পোষণকারী ব্যক্তি অন্ধতামিস্র নামক চরম নরক প্রাপ্ত হয়। নরক-যন্ত্রণাভোগের পর কুক্কুর-শূকরাদি যোনিতে যত প্রকার যাতনা আছে সেই সকল ভোগ করিয়া পাপিগণ ক্ষীণ-পাপ হইয়া পুনঃ মনুষ্যলোকে আগমন করে।

শিক্ষা

সনাতন-আত্মধর্ম্ম হরি-ভক্তিকে উপেক্ষা করিয়া কেবল দৈহিক-সর্ব্বস্ব হইয়া ভোগে মগ্ন হইলে দেহান্তে যমরাজের শাসনাধিকারে আসিয়া বিবিধ নরকযাতনা-ভোগ ও নীচ জন্ম এবং স্বর্গাদি-লাভও হইয়া থাকে। স্বর্গসুখ, নরকদুঃখ ও মোক্ষ সমস্তই হরি-ভক্তের নিকট তুল্য ও পরিত্যাজ্য।

নারায়ণপরাঃ সর্ব্বে ন কুতশ্চন বিভ্যতি।
স্বর্গাপবর্গনরকেষ্বপি তুল্যার্থদর্শিনঃ॥
(ভাঃ ৬।১৭।২৮)

পরীক্ষিতের কলিকে দণ্ডপ্রদান

—:০:—

৬২তম দৃশ্য

মহারাজ পরীক্ষিৎ কলিকে দণ্ড দিতে উদ্যত এবং কলি ভয়ে তাঁহার চরণে পতিত হইয়া নিজ-বাসস্থান প্রার্থনা করিতেছে।

মহারাজ পরীক্ষিৎ কুরুক্ষেত্রে আসিয়া দেখিতে পাইলেন,—রাজবেশধারী এক শূদ্র এক অনাথ গো-মিথুনকে প্রহার করিতেছে। বৃষটীর একটীমাত্র চরণ আছে ও সে ভয়ে মূত্র-ত্যাগ করিতেছে। গাভীটী বৎসহারা অনাথার ন্যায় অশ্রু ত্যাগ করিতেছে। রাজা তৎপীড়নকারী শূদ্রকে বধ করিতে উদ্যত হইয়া গো-মিথুনকে অভয় প্রদান করিলেন এবং উহাদিগকে প্রশ্ন করিয়া ত্রিপাদহীন বৃষকে সাক্ষাৎ ধর্ম্ম এবং গাভীকে শ্রীকৃষ্ণ-পরিত্যক্তা পৃথিবী বলিয়া জানিতে পারিলেন। শূদ্রবেষধারী ভীত কলি পরীক্ষিৎ মহারাজের পদতলে পতিত হইলেন।

মহারাজ কলিকে তাঁহার অধিকার পরিত্যাগ করিয়া যাইতে বলিলে কলি পরীক্ষিতের অধিকারের বহির্ভূত কোন স্থান দেখিতে না পাইয়া মহারাজের নিকট নিজ বাসযোগ্য স্থান প্রার্থনা করিলেন। মহারাজ কলিকে সত্যনাশক দ্যূত, দয়া-নাশক মদ্যাদি পান, শৌচনাশক স্ত্রীসংসর্গ ও সর্ব্ব-সদ্গুণনাশক জীবহিংসা, এই—চারিটী অধর্ম্মের স্থান বাসের জন্য প্রদান করিলেন। কলি পুনঃ প্রার্থনা করিলে মহারাজ তাঁহাকে সুবর্ণও বাসের জন্য প্রদান করিলেন, সেই সুবর্ণ বা ধন—মিথ্যা, মত্ততা, কাম, গর্ব্ব ও শত্রুতা একাধারে এই পঞ্চ অধর্ম্মের হেতু।

শিক্ষা

দ্যূত, পান, স্ত্রী, সূনা ও অর্থ এই পাঁচটী সাক্ষাৎ কলি। প্রকৃত মঙ্গলকামী ব্যক্তি কখনও ইহাদিগের সেবা করিবে না অর্থাৎ এই সকলে আসক্ত হইবে না। বিশেষতঃ আচার্য্য, লোকপতি, রাজা, ধার্ম্মিক, ইহারা এই সকল অধর্ম্ম হইতে সর্ব্বতোভাবে দূরে অবস্থান করিবেন। এই প্রসঙ্গে অধর্ম্ম বা পতনের হেতু এবং আচার্য্য প্রভৃতির আচরণ নির্ণীত হইয়াছে।

সরস্বতী জয়শ্রী

সেবার অপূর্ব্ব সুযোগ!! সেবার অপূর্ব্ব সুযোগ!!

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের জীবনচরিত

আগামী ২১শে মাঘ (১৩৪০), ৪ঠা ফেব্রুয়ারী (১৯৩৪) রবিবার শ্রীশ্রীব্যাসপূজা-বাসরে শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণবসম্প্রদায়ৈক-সংরক্ষক ও শ্রীগৌড়ীয়-মঠের মূল মহাপুরুষ প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের ভুবনমঙ্গল জীবনচরিত—"সরস্বতী জয়শ্রী" প্রকাশিত হইবেন। এই গ্রন্থরাজে বিবিধ চিত্র, মানচিত্র ও হস্তাক্ষর-সম্বলিত পরমশিক্ষাপ্রদ বিষয় সন্নিবেশিত থাকিবে। গ্রন্থের কলেবর রয়্যাল আটপেজী সাইজের ন্যূনাধিক পাঁচশত পৃষ্ঠা হইবে। এতদ্ব্যতীত শ্রীব্যাস-পূজার সময় শ্রীল প্রভুপাদের অতিমর্ত্ত্য চরিত্র, শিক্ষা ও আচার-প্রচার-বৈশিষ্ট্য সর্ব্বসাধারণের বোধগম্য করিবার নিমিত্ত কলিকাতা-শ্রীগৌড়ীয়মঠে একটি মিউজিয়াম বা প্রদর্শনী উন্মুক্ত হইবে।

কলির প্রথম স্থান 'দ্যূত'

—:০:—

৬৩তম দৃশ্য

দুই ব্যক্তি পাশা-খেলায় মত্ত হইয়া গিয়াছে। সাধারণতঃ তাস, দাবা, পাশা, ঘোড়দৌড়, জলের খেলা, জুয়া, লটারী, সতরঞ্চ, দশপঁচিশ, বাঘবন্দী প্রভৃতি দ্যূত-ক্রীড়া মধ্যে গণ্য। ইহাই ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন আকারে দেখিতে পাওয়া যায়। অধুনা কলির অভ্যুদয়ে নিত্য নূতন নূতন দ্যূতক্রীড়ার সৃষ্টি হইতেছে। বিলাসের উপকরণ নৃত্যগীতবাদ্যাদিও দ্যূতমধ্যে গণ্য। দ্যূতক্রীড়ামাত্রেই সত্য রক্ষা করা অসম্ভব, তাহাতে মিথ্যা ও লঘুতার আশ্রয় ও প্রশ্রয় হইবেই। ভগবদ্ভক্তগণ উহা হইতে দূরে অবস্থান করিবেন।

শিক্ষা

সর্ব্বপ্রকার দ্যূতক্রীড়াদি কামজ "ব্যসন" মধ্যে গণ্য। ব্যসনাসক্ত ব্যক্তির চিত্ত সর্ব্বদা মলিন ও লঘু থাকে। তাহার চিত্ত কখনও পরমার্থে নিবিষ্ট হইতে পারে না। সুতরাং দ্যূতাদি ভগবদ্ভক্তের বিষম অন্তরায়।

দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান—'পান' ও 'স্ত্রী'

৬৪তম দৃশ্য

এক ব্যক্তি মদ্য পান করিতেছে, নিকটে একটী স্ত্রীলোক বসিয়া আছে। ইহা 'পান' ও 'স্ত্রী'র দৃশ্য।

আসবমাত্রেই 'পান'। উহা বহু আকারে দৃষ্ট হয়। তাম্বুল, গুবাক, নস্য, তামাক, গাঁজা, অহিফেন, ভাং, কালকূট, ধুস্তুর, তাড়ি ও দ্বাদশ প্রকারের মদ্য—এই সমস্তই "পানের" অন্তর্গত। তাম্বুল-সেবনে বিলাসেচ্ছাবৃদ্ধি, গুবাকে চিত্তচাঞ্চল্য, তামাকে মতিভ্রংশ, জাড্য ও ভগবদ্বহির্ম্মুখতা এবং গাঁজাতে বুদ্ধিনাশ হয়। অহিফেন প্রভৃতি আট প্রকার "সিদ্ধিতে" মানুষ পশুতুল্য হইয়া যায়।

মদের অপরিহার্য্য সঙ্গ 'স্ত্রী'। যেখানেই মদ্যাসক্তি সেইখানেই স্ত্রীতে আসক্তি থাকে। স্ত্রীসঙ্গ দ্বিবিধ অবৈধ স্ত্রীসঙ্গ ও নিজ স্ত্রীতে অত্যাসক্তি। উভয়ই কলির স্থান। যে-সকল অপসম্প্রদায়ে ধর্ম্মের ছলনায় স্ত্রী লইয়া অবৈধ ব্যবহার চলিতেছে সেখানে ধর্ম্ম নাই। কেবল কলি নিত্য বিরাজ করিতেছে। স্ত্রীসঙ্গ ত' বর্জ্জনীয় বটেই, এমন স্ত্রীসঙ্গীর সঙ্গও সর্ব্বতোভাবে পরিবর্জ্জনীয়। বৈধ-স্ত্রীতে আসক্তি অধর্ম্মের হেতু।

আত্মমঙ্গলকামী ব্যক্তি এই কলিস্থান হইতে সর্ব্বদা দূরে থাকিয়া আত্মরক্ষা করিবেন।

শিক্ষা

'পান' ও 'স্ত্রী'—এই দুইটীও কামজ ব্যসন মধ্যে পরিগণিত। ইহারা অতি জঘন্য ব্যসন ও ভয়াবহ। এই দুইটীতে আসক্ত ব্যক্তির পরমার্থ—হরিভক্তি-লাভ ত' দূরের কথা, সে কোন আর্থিক মঙ্গলকর কার্য্যেরও সম্পূর্ণ অযোগ্য।

চতুর্থ স্থান—"সূনা"

৬৫তম দৃশ্য

এই দৃশ্যে এক ব্যক্তি খড়্গহস্তে পশুবধ করিতেছে।

'সূনা' অর্থে প্রাণিবধ। হরিসেবাবিমুখ জীবগণ প্রতি-মুহূর্ত্তে প্রাণিবধ করিতেছেন। কর্ম্মমার্গীর প্রায়শ্চিত্ত-ব্যবস্থাদির মধ্যে 'পঞ্চ-সূনা'-পাপ অর্থাৎ পাঁচ প্রকারে প্রাণিবধ-জনিত পাপ-ক্ষালনের জন্য ঋষিযজ্ঞ বা বেদাদি-পাঠ, দেবযজ্ঞ বা নানা-দেবতার পূজা ও যজ্ঞ, ভূতযজ্ঞ বা পশুপক্ষিকে অন্নাদি-দান, নৃযজ্ঞ বা অতিথিসেবা, পিতৃযজ্ঞ বা পিতৃপুরুষের তর্পণাদির যে ব্যবস্থা আছে তাহাতে পাপবীজ কখনও নির্ম্মূল হয় না। কর্ম্মের দ্বারা কর্ম্মের মূলোচ্ছেদ কখনও একান্তভাবে হইতে পারে না। উহা হস্তিস্নানবৎ ব্যর্থ।

একান্ত ভগবদ্ভক্তগণ কিন্তু এই পঞ্চবিধ পাপে লিপ্ত হন না। কারণ তাঁহাদের যাবতীয় চেষ্টাই ভগবদ্দাস্যে নিযুক্ত। সেই কারণে তাঁহাদের কোন দাস্য বা ঋণ নাই।

দেবর্ষিভূতাপ্তনৃণাং পিতৄণাং
ন কিঙ্করো নায়মৃণী চ রাজন্।
সর্ব্বাত্মনা যঃ শরণং শরণ্যং
গতো মুকুন্দং পরিহৃত্য কর্ত্তম্॥
(ভাঃ ১১।৫।৪১)

—হে রাজন্, যিনি সংসারের সকল কর্ত্তব্য পরিত্যাগ করিয়া সেই অখিল-লোকশরণ্য শ্রীমুকুন্দপাদপদ্মে সর্ব্ব-অন্তঃকরণে শরণ গ্রহণ করিয়াছেন, তিনি দেবতা, ঋষি, পিতৃগণ, ভূতসকল, আত্মীয়-স্বজন এবং অপর মনুষ্যগণের কাহারও নিকট দাস্যে বা ঋণ-পাশে বদ্ধ নহেন।

প্রাণিবধ অনেক প্রকারের। নিজদেহ-পোষণের জন্য অপরকে হত্যা করার নাম প্রাণিবধ। এই জন্মে একটী জীব যাহাকে হত্যা করে পরজন্মে আবার সেই জীব অন্য দেহ প্রাপ্ত হইয়া হত্যাকারী জীবকে হত্যা করিয়া থাকেন (ভাঃ ১১।৫।১৪)

পশুহননে অনুমোদনকারী, হতপশুর অংশ বিভাগকারী, স্বয়ং হন্তা, মাংসবিক্রয়-কারী, পাচক, পরিবেশক, ভক্ষক—এই-কয়জনই ঘাতকশ্রেণীর অন্তর্গত (মনু ৫।৫১)

শিক্ষা

সূনা বা পশুহত্যা নিষ্ঠুরতার সাক্ষাৎ প্রতিমূর্ত্তি ও হরিভক্তির সম্পূর্ণ বিরোধী। ইহা ক্রোধজ ব্যসন মধ্যে পরিগণিত। 'সূনাতে' আসক্ত ব্যক্তির হৃদয়ে দয়া-দাক্ষিণ্যাদি সাত্ত্বিক বৃত্তিসকল নষ্ট হইয়া তামসিক ভাবের প্রাবল্য হয়। তাদৃশ ব্যক্তি সুকোমল ও সরস হরিভক্তির সম্পূর্ণ অনধিকারী। হরিভজনবিমুখতাও আত্মহত্যা, অতএব 'সূনা'র অন্তর্গত।

শুদ্ধভক্তি গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। ভাষ্যসহ বিরাট শ্রীচৈতন্য ভাগবত ৫৲
২। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২৮৲
একাদশ স্কন্ধ হইতে প্রতিখণ্ড ১৶০
৩। ভাষ্যদ্বয়সহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত
(৪র্থ সংস্করণ) ৩৲
৪। ভক্তিবিবেককুসুমাঞ্জলি (বাঁধা) ১৲
৫। গৌড়ীয়-গৌরব ১৶০
৬। গৌড়ীয়-সাহিত্য ১৶০
৭। শুভনরহস্য ৷০
শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও
শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৯। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ)
ঐ (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
১০। গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি টীকাসহ)
ঐ (বাঁধা) ৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
১১। গীতায় কেবল মাধ্ব-ভাষ্য ৷০
১২। মুক্তিনল্লিকা শুণসৌরভঃ সানুবাদ
(মাধ্ব) ২৲
১৩। বেদান্ততত্ত্বসার সানুবাদ
(রামানুজীয়) ৷০
১৪। জৈবধর্ম্ম ২৲
১৫। শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৬। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১৭। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ৷৶০
ঐ (বাঁধা) ৸০
১৮। দ্বীপ-দিগ্দর্শন ৶০
১৯। সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ) ১৶০
২০। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ৷০
ঐ (আবাঁধা) ১৶০
২১ নবদ্বীপধাম গ্রন্থমালা ৸০
২২। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৶০
২৩। গীতমালা ⁄১০
২৪। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ⅟০
২৫। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ⅟০
২৬। নবদ্বীপ পঞ্জিকা (৪৪৭ গৌরাব্দ) ৶০
২৭। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
২৮। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা-দর্পণ ।০
২৯। শরণাগতি ⁄০
৩০। গীতাবলী ⁄০
৩১। চিত্রে নবদ্বীপ ১৷০
৩২। সাধনকণ ⁄০
৩৩। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ⁄০
৩৪। নবদ্বীপশতক ⅟০
৩৫। অর্চনকণ ⅟০
৩৬। সদাচারস্মৃতিঃ ⁄০
৩৭। কল্যাণকল্পতরু (৫ম সংস্করণ) ⁄১০
৩৮। অর্চনকণ ⁄১০
৩৯। সাধককণ্ঠমালা (বাঁধা) ৷০
ঐ (আবাঁধা) ৷⁄০
৪০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি
(প্রথম চারিখণ্ড) ৩৲
৪১। ব্রহ্মসংহিতা ।০
৪২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৪৩। মণিমঞ্জরী সানুবাদ ।০
৪৪। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৵০
৪৫। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ।০
৪৬। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৪৭। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
৪৮। গৌড়ীয়মঠ কি করেন ? ⁄০
৪৯। ঈশোপনিষৎ (বলদেব ও মাধ্ব-ভাষ্য এবং বিবৃতি ও অনুবাদসহ) ।০
৫০। শ্রীভুবনেশ্বর ⅟০
৫১। সিদ্ধান্তদর্পণ ৶০
৫২। সাংখ্যবাণী ⁄০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৫৩। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী-দিগ্বিজয়ঃ ৷০
৫৪। সটীক-শিক্ষাদশমূলম্ ।০
৫৫। তত্ত্ব-সূত্রম্ ।০
৫৬। সানুবাদ-শিক্ষাষ্টকম্ ৶০
৫৭। গৌড়ীয়মঠস্য পরিচয়ঃ ⁄০
৫৮। সারাংশবর্ণনম্ ⅟০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৫৯। রায় রামানন্দ ৷০
৬০। নামভজন ।০
৬১। রিলেটীভ্ ওয়ার্ল্ড্স্ ১৶০
৬২। লাইফ্ য্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব
শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।০
৬৩। বৈষ্ণবীজম্ ।০
৬৪। হোয়াট্ গৌড়ীয়মঠ ইজ্ ডুইং ⁄০
৬৫। দি ভাগবত ।০
৬৬। ইরোটিক্ প্রিন্সিপ্ল য্যাণ্ড
আনেলয়ড্ ডিভোসন ।০
৬৭। ব্রহ্ম-সংহিতা ২৷০
৬৮। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (ভলুম ওয়ান) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৬৯। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ৷০
৭০। সাধন পথ ।০
৭১। কল্যাণ-কল্পতরু ⁄১০
৭২। গীতাবলী ⁄০
৭৩। শরণাগতি ⁄০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৭৪। শরণাগতি

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

নদীয়া-প্রকাশপ্রাপ্তির স্থান

১। শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম-মায়াপুর, নদীয়া
২। শ্রীযোগপীঠ ঐ
৩। শ্রীবাস-অঙ্গন ঐ
৪। অদ্বৈত-ভবন ঐ
৫। কাজীর সমাধি পাট ঐ
৬। আনন্দ-সুখদ-কুঞ্জ শ্রীগোদ্রুম,
পোঃ স্বরূপগঞ্জ, নদীয়া।
৭। শ্রীভাগবত আসন কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
৮। শ্রীএকায়ন মঠ গোবিন্দপুর, হাঁসখালী।
৯। মদনগোপাল পাট—পোঃ চাকদহ,
১০। শ্রীগৌর-গদাধরমঠ—চাঁপাহাটী,
পোঃ সমুদ্রগড়, বৰ্দ্ধমান
১১। শ্রীমোদদ্রুমছত্র মাউগাছি, বৰ্দ্ধমান
১২। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম, আমলাযোড়া,
পোঃ রাজবাধ বৰ্দ্ধমান
১৩। শ্রীগৌড়ীয়মঠ বাগবাজার, কলিকাতা
১৪। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম ব্রাহ্মণপাড়া,
পোঃ মাজু, হাওড়া,
১৫। শ্রীমাধব-গৌড়ীয়মঠ,
৯০নং নবাবপুর রোড্, ঢাকা
১৬। শ্রীগোপালজী মঠ কমলাপুর, ঢাকা।
১৭। শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ পোঃ বালিয়াটী,
১৮। শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয়মঠ ময়মনসিংহ।
১৯। শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ চিঙ্গলিয়া,
পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর
২০। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম গোয়ালপাড়া, আসাম।
২১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ রায়পেট্টা, মাদ্রাজ।
২২। শ্রীরামানন্দগৌড়ীয় মঠ কব্বুর,
জিঃ পশ্চিম গোদাবরী
২৩। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ উড়িয়াবাজার,
পোঃ বক্সীবাজার, কটক।
২৪। শ্রীত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয় মঠ ভুবনেশ্বর।
২৫। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ স্বর্গদ্বার, পুরী।
২৬। শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ আলালনাথ
পোঃ ব্রহ্মগিরি, পুরী।
২৭। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ ডুমুরকুণ্ডা,
পোঃ চিরকুণ্ডা, মানভূম।
২৮। শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ—কাশী।
২৯। শ্রীরূপগৌড়ীয় মঠ—এলাহাবাদ।
৩০। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ পুরাণবাজার,
মদনমোহন ঠাকুরের কুঞ্জ, বৃন্দাবন
৩১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, নিউদিল্লী
৩২। শ্রীপরমহংসমঠ—নৈমিষারণ্য,
৩৩। শ্রীসারস্বত গৌড়ীয় মঠ—হরিদ্বার।
৩৪। শ্রীব্যাসগৌড়ীয়মঠ—কুরুক্ষেত্র, পঞ্জাব
৩৫। শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাবুলনাথ রোড,
পোঃ গ্র্যাণ্ট রোড, বোম্বে।
৩৬। লণ্ডন গৌড়ীয়মঠ, ৩নং গ্লষ্টার হাউস,
কর্ণওয়াল গার্ডেন্স, লণ্ডন।
(এস্, ডব্লেউ—৭)।
৩৭। অমরি গৌড়ীয়মঠ—মেদিনীপুর
৩৮। সরভোগ গৌড়ীয় মঠ—সরভোগ,
কামরূপ, আসাম,

শুদ্ধভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী মাসিক। শ্রীধাম-মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৷০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দি ভাষায় একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি হৃদয় বন মহারাজ সম্পাদিত ও নৈমিষারণ্য শ্রীপরমহংস মঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ১৷০ দেড় টাকা মাত্র।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ দেড় টাকা মাত্র।

৫। কীর্ত্তন—মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ নিমানন্দ সেবাতীর্থ বি-এজি, বি-টি, সম্পাদিত। আসাম গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম হইতে প্রকাশিত আসামী ভাষায় মাসিক। ভিক্ষা সডাক ১৷০ দেড় টাকা মাত্র

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ প্রণীত সমগ্র গ্রন্থ

গ্রন্থের মূল বোল্ড অক্ষরে এবং তন্নিম্নে বর্ত্তমান যুগে শুদ্ধভক্তিপ্রচারের মূল মহাপুরুষ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অমৃতপ্রবাহভাষ্য ও প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের অনুভাষ্য সন্নিবেশিত হইয়াছে। অতি সুন্দর ছাপা। ডবল ক্রাউন আটপেজি আকারে ১০২৬ পৃষ্ঠায় কেবল মূল ও ভাষ্য সম্পূর্ণ হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত ২১৮ পৃষ্ঠায় কেবল শ্লোক সূচী, পদ্যসূচী, স্থানসূচী, পাত্রসূচী, বিষয়-সূচী, শব্দসূচী প্রভৃতি বিস্তৃত সূচী-পত্র। সভাষ্য শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের এরূপ উৎকৃষ্ট ও অমূল্য বিরাট সংস্করণ জগতের কোথায়ও আজ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হন নাই, ইহা নিরপেক্ষ পাঠক মাত্রেই একবাক্যে স্বীকার করিয়া থাকেন। সর্ব্বসাধারণের সুবিধার জন্য ভিক্ষা ১২৲ বারটাকা স্থলে—৬৲ ছয়টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

কলিকাতা বাজার দর

লৌহ হার্ডওয়ার

২২শে ডিসেম্বর ১৯৩৩

টাটার তৈয়ারী—	প্রতি হন্দর।
লোহার কড়ি (জয়েষ্ট বা বীম)	
মার্কা	৫।✓০—৫৷✓০
ঐ বে-মার্কা চাল্‌কা ওজন	৪।✓০—৪৷৴০
বরগা (টী-আয়রণ)	৬✓০—৬।০
এঙ্গেল আয়রণ (কোনা)	৫৸✓০—৬৷✓০
গ্যালভ্যানাইজড করগেট টিন—	
২২ গেজ ৬ হইতে ১০ ফুট	১১।✓০
২৪ গেজ „ „	১০৸✓০
২৬ গেজ „ „	১২
২৪ গেজ আর, পি, ডি, মার্কা	১২৸৴০
২৪ গেজ গাঃ প্লেন শীট—	১১।✓০
২৬ গেজ „ „	১২।০
২৮ গেজ ও ৩০ গেজ ঐ—	১৩৲—১৬৲
বাগান ঘেরা কাঁটাতার ১০০ পাউণ্ড বাঃ	৮৸০
ষ্টীল পাটী	৬৲৴—৭।০
„ বোল্টু (গোল)	৬৲৴—৬।০
„ গরাদে (চৌকা)	৬✓০—৬৲।০
„গোল রড ৴০—।৴০ সুতা	৫✓০—৫।০
„ টানা রড-চৌকা ৴০—।✓০ ঐ	৫✓০—৫।০
„ বাণ্ডিল তার	৭৲—৭৸০
„ প্লেট—তিন সুতা মোটা পর্য্যন্ত	৭।০—৭।০
„ চাদর ৩-১৬ খানা বাণ্ডিল	৯৷৴—১০৲
স্প্রীং ষ্টীল	৮।০—৯৲
চাক রাউণ্ড	৫৸৴—৬৲৴০
তারের পেরেক ১—৬ ইঞ্চি	৯—৯৸০
প্যাটেণ্ট পেরেক ২—৮ ইঞ্চি	১২।০—১৫৷০
ঢালাই কড়া ১ হইতে ১০ নং ২৷০ সাট	
কোদাল ৪, ৫, ৬, ৭৸✓০ ৮৸✓০ ৯৸✓০ডঃ	
ঐ টিন পাউণ্ড ৬৲ লেঃ বিঃ	৬।✓০ „
গ্যাঃ প্লেন বালতি ৭—১২ ইঞ্চি	১৷✓০-৩৷✓০
ঐ বিস্কিট „ ৭—১২ ইঞ্চি	২৲—৭৲ „
লোহার পেয়ার রডের গোল ও চৌকা	৮৷০— „
ঐ ঢালের লোহার সিট	১৫৲ „
ঐ কেমেস্তা (কাঠের সিট)	১৮৲ „
লোহার স্ক্রুপ ৷—৩ ইঞ্চি	/১০—৷✓০ গ্রোস
ঐ কজা ১৩ নং ১৷—৪ ইঞ্চি	।১০—৸✓১০ পেঃ ডজন
গ্যাঃ তার ১৬—২২ নং (গেজ)	১২৲—১৩৲ হন্দর
গ্যাঃ রিঙ্গিং (মটকা) ১২ ইঞ্চি	।✓৫—৷৴০ পীস
গ্যাঃ গাটার্‌রিং বা ডোঙ্গা ৬ ইঞ্চি	৷০—৸✓০„
গ্যাঃ স্ক্রুপ ১৷০—২৷০ ইঞ্চি	২৩৲—২৯৲ হন্দর
গ্যাঃ ওয়াসার চাকি	১১৷০—১৭৲ „
গ্যাঃ বোল্ট নাট ৮—৩ ইঞ্চি	।✓১০—১✓০ গ্রোস
ঢালাই বেলিং	৩৷০—৭৷০ হন্দর
ঐ রেন ওয়াটার পাইপ ৩ ইঞ্চি ৵১০ ঐ	৪ ইঞ্চি ।১০ ফুট
টিটাগ ওয়েলের জন্ম গ্যাঃ পাইপ১৷ ইঞ্চি	।✓৫ ফুট
পাম্প ৪নং ১২৷০ ৫নং ১৪৲ ৬নং ১৭৲	
৬০—৮০ বাটখারা ৵.৫ সাট ২।০-২৷০ মণ	

সন্তোষকুমার মল্লিক এণ্ড সন্স লিঃ

লৌহ ও হাডওয়ার বিক্রেতা।

মীরবহর ঘাট লোহাপটী, বড়বাজার, টেলি—"লোহার মালিক" কলিকাতা

কেরোসিন

প্লোক্রেক প্রত্যেক বাক্স (২ টিন)		৯৲৬
সুধা মার্কা	„	৬৷০
ভিক্টোরিয়া	„	

সোণার দর

পাকা সোণা	৩০৸৴
গড়াল	৩০৸
চিনা পাত	৩২।০

রূপার দর

রূপা প্রতি ১০০ ভরি	৫৫✓০
ঐ খুচরা	৫✓০

কোম্পানীর কাগজ

৩৷০ সুদের কাগজ	৮১৴
৩৷০ নূতন ঋণ (১৯৪৭-৫০)	৯১।০
৪৲ „ ঋণ (১৯৬০-৭০)	৯৭৲
৫৲ „ বণ্ড (১৯৩৫	১০৪৷✓০

ডিবেঞ্চার

৫৲ সুদের (১৯৫৬ ৮৬) কলিকাতা পোর্ট ট্রাষ্ট ডিবে :—	১০২৷✓০

ব্যাঙ্ক

ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক (কর্নট্রি)	২৯৪৷০
সেণ্ট্রাল ঐ	২২৲

কাপড় ও সূতার কল

এলগিন মিল	৪৫৲

পাট কল

হাওড়া	৫০৲
অকল্যাণ্ড	১৯৫৲
বালী	১৬২৲
বরানগর	১৫০৲
কেনষ্ট	৩৭০৲
স্তরট	২৪৩৲
ক্লাইভ	২৮।০
ডালহাউসী	৪০৮৷০
ডেল্টা	৪০৫৲

কৃষ্ণনগর নবদ্বীপঘাট রেলওয়ে সময়

কৃষ্ণনগর হইতে নবদ্বীপঘাট

কৃষ্ণনগর সিটি—	৬-৪৫	১০-৪৪	১৩-২২	১৭-৩৮	২০-১৬
কৃষ্ণনগর রোড—	৬-৫৭	১০-৫৫	১৩-৩৩	১৭-৪৭	২০-২৫
আমঘাটা—	৭-১৫	১১-১৩	১৩-৫১	১৮-৩	২০-৪১
মহেশগঞ্জ—	৭-২৪	১১-২১	১৪-০	১৮-৯	২০-৪৭
নবদ্বীপঘাট—	৭-৩৩	১১-৩০	১৪-৯	১৮-১৬	২০-৫৫

বিশেষ দ্রষ্টব্য—নবদ্বীপঘাট ষ্টেশন অপেক্ষা মহেশগঞ্জ ষ্টেশন হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরের দূরত্ব অনেক কম। শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে যাঁহাদিগকে রাণাঘাটে ট্রেণ বদল করিতে হয়, তাঁহারা রাণাঘাটে প্রাতঃ ৫-৫০, ৮-১৪, ৯ ৪৬, ১৬-৪৮, ১৮-৩৯ এবং ০-৭১ মিনিটের সময় গাড়ী পাইবেন।

শান্তিপুর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে শান্তিপুর ষ্টেশনে ৫-৪০, ৯-২৯, ১২-২৫, ১৬-৪ এবং ১৮-৪১ মিনিটের সময় ট্রেণ পাওয়া যায়।

নবদ্বীপঘাট হইতে কৃষ্ণনগর

নবদ্বীপ ঘাট—	৫-৩৫	৯-২৫	১২-১০	১৫-৩৪	১৮-৪৫
মহেশগঞ্জ—	৫-৪৩	৯-৩৩	১২-১৯	১৫-৪২	১৮-৫৩
আমঘাটা—	৫-৪৯	৯-৩৯	১২-২৬	১৫-৪৮	১৯-৫
কৃষ্ণনগর রোড—	৬-৫	৯-৫৫	১২-৪৩	১৬-৪	১৯-২১
কৃষ্ণনগর সিটি—	৬-১৭	১০-৭	১২-৫১	১৬-১৫	১৯-৩৫

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস হইতে—ডাঃ কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম ভক্তিশাস্ত্রী এল. এম. এফ কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

মুন্সীগঞ্জে চাঞ্চল্যকর ডাকাতি

গত ২৬শে ডিসেম্বর সপ্তাহে টঙ্গীবাড়ী থানার এলাকার মধ্যে দুইটী বাড়ীতে ডাকাতি হইয়া গিয়াছে বলিয়া খবর আসিয়াছে।

কামারখাওলার অধিবাসী শ্রীযুত লালমোহন কর্ম্মকারের বাড়ীতে গভীর রাত্রে প্রায় ২০ জন ডাকাত দুইনালা বন্দুক ও অপরাপর বহুবিধ মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্র লইয়া জোরপূর্ব্বক প্রবেশ করেন। ডাকাতেরা বাড়ীর চতুর্দ্দিকে প্রহরী রাখিয়া বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিল। লালমোহনের নিকট লৌহ সিন্দুকের চাবী চাহে ও বলে যে, চাবি না দিলে তাহার ৫ বৎসর বয়স্ক পুত্রকে রামদা দিয়া কাটিয়া ফেলা হইবে। লালমোহনের স্ত্রী চাবী দিবার জন্য স্বামীকে অনুরোধ করে। চাবি পাইয়া ডাকাতেরা ১৫ শত টাকার কারেন্সি নোট ও ৮ শত টাকা মূল্যের অলঙ্কারাদি লইয়া সরিয়া পড়ে পুলিশ তদন্ত চালাইতেছে।

আলিসর গ্রামের ধনী মহাজন শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র কর্ম্মকারের বাড়ীতে গত ২১শে ডিসেম্বর রাত্রিতে আর এক ডাকাতি হয়। এই ডাকাতেরাও দুই নালা বন্দুক, ছোরা ও অপরাপর মারাত্মক অস্ত্র এবং টর্চ্চ লাইট লইয়া আসে, ডাকাতেরা উক্ত বাড়ীর দ্বার ভাঙ্গিয়া ভিতরে প্রবেশ করে এবং বাড়ীর স্ত্রীলোকদিগের দেহ হইতে অলঙ্কারাদি ছিনাইয়া লয়। বাড়ীর মালিক হাজির না থাকায় ডাকাতেরা লৌহ সিন্দুকের চাবি না পাইয়া সিন্দুকটী ভাঙ্গিয়া ফেলে এবং বহু মূল্যবান গহনাপত্র সমেত সমুদায় দ্রব্য লইয়া সরিয়া পড়ে। কতটাকা তাহারা লুট করিয়াছে, তাহার পরিমাণ এখনও জানা যায় নাই। গ্রামবাসীরা ডাকাতদের জোর বাধা দেয় এবং উভয় পক্ষ হইতেই গুলী চলে। ডাকাতেরা লুণ্ঠিত দ্রব্যাদি সমেত সরিয়া পড়ে। গ্রামবাসীদের মধ্যে দুইজনের দেহে গুলীর আঘাত লাগে। তাহাদের আঘাত খুব গুরুতর নহে। বাড়ীর মালিকের পুত্র লাঠির ঘায়ে আহত হয়। ঘটনার সময় দুইজন পুলিশ সাব ইন্সপেক্টর প্রায় এক মাইল দূরে নদীপথে নৌকায় করিয়া আসিতেছিলেন। তাঁহারা বন্দুকের আওয়াজ শুনিয়া তৎক্ষণাৎ ঘটনাস্থল অভিমুখে অগ্রসর হন এবং তথায় পৌঁছিয়া সব শুনিয়া ডাকাতেরা যে পথে গিয়াছিল, সেই পথেই ধাওয়া করেন। ডাকাতদলের কোন খোঁজ পাওয়া যায় নাই। জোর পুলিশ তদন্ত চলিতেছে। স্থানীয় এক মুসলমানকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। তাহার বাড়ী হইতে কতক-গুলা মূল্যবান দ্রব্যাদি পাওয়া গিয়াছে এই-গুলি নাকি গত ডিসেম্বরে মুন্সীগঞ্জের উকিল শ্রীযুক্ত রাধিকামোহন গোস্বামীর বাড়ী হইতে চুরি হইয়াছিল।

বৈপ্লবিক ইস্তাহার প্রাপ্তির জের

চট্টগ্রামে গত শনিবার রাত্রিতে চট্টগ্রাম বৈপ্লবিক ইস্তাহার প্রাপ্তি সম্পর্কে জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট ৭ জন যুবকের প্রতি বহিষ্কারের আদেশ দিয়াছেন। যে দুইজনের নিকট ইস্তাহার পাওয়া গিয়াছিল তাহাদিগকে এবং অন্যান্য কয়েকজনকে কয়েদী রাখার আদেশ হইয়াছে।

সাক্ষ্য আইন অমান্যের অভিযোগে আনোয়ারার সীতাংশু চক্রবর্ত্তী, রবীন্দ্র মিত্র এবং আশু চক্রবর্ত্তীকে বিচারার্থ চালান দেওয়া হইয়াছে।

পটিয়ার মন্মথ চক্রবর্ত্তীকে সং ফৌঃ আইনে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

ও'ডাফির বিরুদ্ধে অভিযোগ

জেনারেল ও'ডাফির বিরুদ্ধে ৫ দফা অভিযোগ আনা হইয়াছে। কলিন্সব্যারাকের সামরিক আদালতে ২রা জানুয়ারী তারিখে তাঁহার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের শুনানী হইবে জেনারেলকে আদালতে হাজির দিবার জন্য আদেশ দেওয়া হইয়াছে।

প্রকাশ যে, ব্যালিসাননের জনসভায় জেনারেল ও'ডাফি যে বক্তৃতা দিয়াছিলেন তাহার উপর ভিত্তি করিয়াই এই অভিযোগ আনা হইয়াছে। প্রকাশ যে, তিনি এরূপ বলিয়াছিলেন যে 'মঃ ডি ভ্যালেরা সাধারণ তন্ত্র হইতে দূরে সরিয়া যাইতেছেন এবং সাধারণ-তন্ত্রীদিগকে মাউন্টজয় কারাগারে নিক্ষেপ করিতেছেন। মাইকেল কলিন্স এবং কাভিন ও'হিগিন্সের ভাগ্যে যাহা ঘটীয়াছিল, ডি ভ্যালেরাও সেই ভাগ্যেরই অধিকারী।

আরও প্রকাশ যে তিনি প্রেসিডেন্ট ডি'ভ্যালেরাকে হত্যা করিবার জন্য কয়েক জন অজ্ঞাত পরিচয় লোককে উত্তেজিত করিয়াছেন।

বড়দিনে সম্রাটের বাণী

সান্ড্রিংহাম হইতে খৃষ্টমাস উপলক্ষে সম্রাট পঞ্চম জর্জ্জ বেতারে গত বর্ষের বিজ্ঞানের উন্নতি সম্বন্ধে অনেক কথা বলিয়াছেন। বিজ্ঞানের উন্নতি হইলে জীবন সামগ্রী দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু প্রজাবর্গের মধ্যে মানসিক সুখ শান্তি এবং ধৈর্য্যের অভাব হইলে বিজ্ঞানের দান কি প্রয়োজনে লাগিবে?

তারপর সম্রাট 'সংস্কার'সম্পর্কে বলিয়াছেন—গত বৎসর বহু পথ সংস্কার সাধিত হইয়াছে। কতকগুলি বিষয় উল্লেখযোগ্য না হইলেও কার্য্যক্ষেত্রে পড়িয়া কোন আশঙ্কার কারণ হয় নাই।

পরিশেষে সম্রাট বালকবালিকাদিগকে তাঁহার স্নেহাশিস প্রদান করিয়া বাণী শেষ করিয়াছেন।

হজ্ যাত্রীদের সুবিধা

হজ্-যাত্রীদিগকে জেদ্দা লইয়া যাইবার জন্য কলিকাতা বন্দর হইতে আগামী ২২শে ফেব্রুয়ারী ১৯৩৪, বাঙ্গলা ১০ই ফাল্গুন ১৩৪০ সন তারিখে একখানা জাহাজ ছাড়িবে। যাত্রিগণ কলিকাতা আসিবার পূর্ব্বে নিজ জিলা বা মহকুমা হাকিমের নিকট হইতে পিলগ্রিম-পাশ সঙ্গে লইয়া আসিবেন। নতুবা কলিকাতা বা বোম্বাই হইতে উক্ত পাশ লইতে ৩৲ টাকা ফিস্ লাগিবে।

যাত্রীদের সুবিধার জন্য এবার হইতে জাহাজে খাওয়া দাওয়ার বন্দোবস্ত করা হইয়াছে, এবং ঐ খাদ্য মুসলমান বাবুর্চি দ্বারা রান্না করান হইবে। উহাতে শরিয়তের বিরুদ্ধ কোন সামগ্রী ব্যবহার করা হইবে না। জাহাজে এবং মক্কা শরিফে থাকা কালীন যাহাতে হজ্-যাত্রীদের কোন প্রকার অসুবিধা না হয়, সেজন্য গভর্ণমেন্ট নানাবিধ নূতন বন্দোবস্ত করিয়াছেন।

কলিকাতায় হজ্ যাত্রীদের কোন দুঃ মোয়াল্লেম বা গুণ্ডা বদমায়েসের হাতে পড়িবার ভয় নাই। মোসাফেরখানায় থাকিবার বিশেষ সুবন্দোবস্ত করা হইয়াছে। যাত্রিগণ কলিকাতা ষ্টেশনে পৌঁছিবামাত্র হজ্ বিভাগের কর্ম্মচারিগণ তাঁহাদের সাহায্য করেন এবং সমুদয় বিষয়ের বন্দোবস্ত করিয়া দেন। কলিকাতার জাহাজ কামরাণ বা অন্য কোথাও আটক রাখা হয় না, এবং সোজা জেদ্দায় গিয়া পৌঁছে। কলিকাতার জাহাজের যাত্রিগণ সকলেই বাঙ্গালী; তাহাদের দেশ, ভাষা এবং চালচলন সব এক। অতএব কোনপ্রকার অসুবিধা উপস্থিত হয় না।

এত সকল সুবিধাহেতু বাঙ্গালী হজ্-যাত্রিগণকে তাঁহাদের নিজেদের মঙ্গলের জন্য বলা যাইতেছে যেন তাঁহারা কলিকাতা বন্দর হইতে জাহাজে উঠিয়া সোজা পথে জেদ্দা যান। জেলার ম্যাজিষ্ট্রেটর আফিস কিম্বা ২নং বহুবাজার ষ্ট্রীটস্থ কলিকাতা হজ্ আফিসে বিস্তারিত বিবরণের জন্য অনুসন্ধান করুন।

তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীর সর্ব্বপ্রকার মোট খরচ—

	মোটরলরি যোগে।	উট যোগে।
	টাকা।	টাকা।
কেবল মক্কা শরিফে হজ করিতে জনপ্রতি	৪১০৲	৪৮১৲
মদিনা শরিফের জেয়ারত সহ হজ্ করিতে	৭৫০৲	৬৪০৲

বর্ণাশ্রম স্বরাজ্য সঙ্ঘ

মহামহোপাধ্যায় দুর্গাচরণ সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ, পণ্ডিত তারানাথ ন্যায়-তর্কতীর্থ, বাবু হরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য এবং আরও কয়েকজন ২৯শে, ৩০শে এবং ৩১শে ডিসেম্বর বোম্বায়ে আহুত নিখিল ভারত বর্ণাশ্রম স্বরাজ্য সঙ্ঘের অধিবেশনে প্রতিনিধিরূপে যোগদানের নিমিত্ত সেদিন বোম্বাই যাত্রা করিয়াছেন।

কয়লার ধুমের গ্যাসে মৃত্যু

সহরের পড়্‌পাঠক মহল্লাতে কয়লার ধুমের বিষক্রিয়ার ফলে কয়েক ব্যক্তির মৃত্যু সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। বসির মহম্মদের পরিজনগণ (তাহার মাতা, পত্নী এবং সদ্যজাত একটি শিশু প্রমুখ অপর চারি ব্যক্তি) রাত্রিতে ঘরের সমস্ত দরজা জানালা বন্ধ করিয়া শয়ন করে। ঘরের মধ্যে একটি কয়লার "সিগড়ী" জ্বলিতেছিল। সকালে ঘরের দ্বার বন্ধ দেখিয়া বসির উহা ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া কিয়ৎক্ষণ পরে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করে। সে ঘরে প্রবেশ করিয়া তাহার মাতা ও অপর একটি রমণীকে মৃত এবং আর সকলকে অজ্ঞান অবস্থায় দেখিতে পায়। অজ্ঞান ব্যক্তিগণকে অবিলম্বে হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। তথায় শিশুটির মৃত্যু হয়।

মজার খবর

পৃথিবীর সর্ব্বাপেক্ষা ভারী লোক

আমেরিকার ফিলাডেলফিয়া সহরের রোদেগাও নামক ব্যক্তি পৃথিবীর সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ওজনের লোক। তাহার ওজন ৬৮ ষ্টোন্ অর্থাৎ ১১ মণ ৩৬ সের।

—স্বদেশ-শাসন পত্রিকা

বিশ্বাসঘাতকতার অভিযোগ

এক হাজার টাকার অধিক মূল্যের বন্ধকী অলঙ্কার সম্পর্কে বিশ্বাসঘাতকতার অভিযোগে অভিযুক্ত হইয়া ডাক্তার শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী ও তাঁহার স্ত্রী দণ্ডিত হইয়া উক্ত দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে জেলা জজের আদালতে আপীল দাখিল করিয়াছিলেন। জজ নিম্ন আদালতের আদেশ রদ করিয়া তাঁহাদিগকে অব্যাহতি প্রদান করিয়াছেন।

ছুরিকাঘাতে জমিদার নিহত

খাগেরার মহাজন ও জমিদার দীনেশচন্দ্র রায় চৌধুরী সেদিন রাত্রিতে তাঁহার স্বগ্রামে নিহত হইয়াছেন। পিতাকে সাহায্য করিতে উপস্থিত হইলে তাঁহার পুত্র ধীরেশও আক্রমণকারীদের হস্তে বিশেষভাবে আহত হয় বলিয়া অভিযোগে প্রকাশ। দীনেশ বাবুর গলায় এবং হাতে তিনটি সাংঘাতিক ছুরির আঘাত করা হয়। শবব্যবচ্ছেদ পরীক্ষার জন্য শব কুমিল্লায় আনায়ন করা হইয়াছে।

তারের ঠিকানা— 'শ্রীধাম' নবদ্বীপ
ডাকের ঠিকানা—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

দৈনিক

REG. C-5544

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি লাইন ১৷
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩৷৹
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার স্বতন্ত্র।

নদীয়া-প্রকাশ
THE
NADIA-PRAKASH

সাহায্যের হার
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষান্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸৹
মাসিক ১৲
নগদ বর্ত্তমান
সংখ্যা ৵

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার - নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৮ম খণ্ড ⁝ সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বেদান্তবাচস্পতি [২৫৫শ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর— ১৮ই পৌষ মঙ্গলবার ১৩৪০, ২রা জানুয়ারী ১৯৩৩

ওয়াল্টিয়ারে গান্ধীজী

গত ২৮শে ডিসেম্বর বেলা ১।৪০ মিনিটের সময় গান্ধীজী ওয়ালটিয়ারে পৌছিয়াছেন। ষ্টেশনে প্লাটফরমে প্রবেশ সম্বন্ধে নানারূপ বিধানের সত্ত্বেও ষ্টেশনে বিরাট জনতা সমবেত হইয়াছিল। গান্ধীজী গাড়ী হইতে অবতরণ করিলে তাঁহাকে পুষ্পমাল্যে ভূষিত করা হয় এবং অতঃপর তিনি প্লাটফরমের নিকটেই যে মোটর দণ্ডায়মান ছিল, তাহাতে আরোহণ করেন গান্ধীজীর মোটর অগ্রসর হইবার জন্য রাজপথ হইতে জনতাকে সরাইয়া দিতে পুলিশকে বিশেষ বেগ পাইতে হয়। গান্ধীজী শ্রীযুত টী, বিশ্বনাথমের গৃহে যান। তথায় তিনি বেলা পৌনে তিন ঘটিকা পর্য্যন্ত বিশ্রাম করেন। শ্রীযুত বিশ্বনাথের গৃহের সম্মুখের রাজপথ লোকে লোকারণ্য হইয়াছিল। জনতার মধ্যে বিপুল উৎসাহ পরিলক্ষিত হয়।

ম্যাট্রিক পরীক্ষার্থী গ্রেপ্তার

স্থানীয় ডি, এন, হাই স্কুলের ছাত্র—ম্যাট্রিক পরীক্ষার্থী জিতেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরীকে বিপ্লবদমন আইনের ১৮ ধারা অনুসারে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। তাহাকে হাজতে রাখা হইয়াছে। এই সম্পর্কে গত ২২শে ডিসেম্বর তাহার বাড়ীতে খানাতল্লাসও হইয়া গিয়াছে।

বন্দীদের অনশন ত্যাগ

২৬শে ডিসেম্বর তারিখের জেলে কাকোরী ষড়যন্ত্র মামলায় দণ্ডিত বন্দীগণ গত সোমবার অনশন ত্যাগ করিয়াছেন। কর্ত্তৃপক্ষ যে সকল সুবিধা প্রদান বন্ধ করিয়াছিলেন পুনরায় সেই সকল সুবিধা বন্দীদিগকে দেওয়া হইতেছে।

মন্দির হইতে শিবমূর্ত্তি অপহৃত

ত্রিকপুর হইতে আট মাইল দূরে আগানগী নামক তীর্থের শিবমন্দির হইতে নটরাজের বিগ্রহ চুরি গিয়াছে। ইহাতে তীর্থযাত্রী ও পূজারীদের মধ্যে চাঞ্চল্য উপস্থিত হইয়াছে।

গুলীর আঘাতে সৈনিকের মৃত্যু

মীরাটে অবস্থিত ১৯ সংখ্যক লান্সার সৈন্যদলের লেপ্টেন্যাণ্ট কাড্রকে গত ২৭শে তারিখ প্রাতে যে গুলীর আঘাতে নিহত অবস্থায় দেখা গিয়াছে। সম্ভবতঃ সে রাত্রিতে আত্মহত্যা করে। কারণ জানা যায় নাই।

হিন্দু মহাসভা ও জাতি-সংঘ

ভারতের সংখ্যাল্প দলের সমস্যা সম্বন্ধে হিন্দু মহাসভা জাতিসংঘের নিকট যে আবেদন জানাইয়াছিলেন, তাহার উত্তর মহাসভার কর্ত্তৃপক্ষের নিকট পৌঁছিয়াছে—এই মর্ম্মে করাচীর যে সংবাদ ইতঃপূর্ব্বে প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহা সত্য বলিয়া জানা গিয়াছে।

য়ুনাইটেড প্রেস অবগত হইয়াছেন, মহাসভা জাতি সংঘের উত্তর পাইয়াছেন। মহাসভার কর্ত্তৃপক্ষ বিশেষ করিয়া ডাঃ রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় সে সম্বন্ধ বিবেচনা করিতেছেন। জাতিসংঘের হস্তক্ষেপ ফলে এক জটিল সমস্যার সমাধানের পক্ষে সাহায্য হইতে পারে, এই সম্ভাবনায় রাধাকুমুদ বাবু প্রভৃতি এইরূপ ব্যবস্থায় উদ্যোগী হন।

প্রকাশ, মহাসভা উক্ত উত্তর সম্বন্ধে যথাযোগ্য বিবেচনার পর মহাসভাকে আবার প্রত্যুত্তর দিবেন।

জেল ইনস্পেক্টর জেনারেল পদে প্রথম ভারতবাসী

আগামী বৎসর মার্চ্চে বঙ্গদেশের কারাগার সমূহের ইন্সপেক্টর জেনারেল লেপ্টন্যাণ্ট কর্ণেল ফ্রাওয়ার ডিউ ছুটিতে গমন করিলে শুনা যাইতেছে যে, তাঁহার স্থানে কলিকাতা প্রেসিডেন্সী জেল সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মেজর মদন অরুণ সিং অস্থায়ী ভাবে কার্য্য করিবেন এবং প্রেসিডেন্সী জেলের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট হইয়া আসিবেন। বর্ত্তমান মেদিনীপুরের জেল সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মেজর দাস। ইহার পূর্ব্বে ভারতবাসী কাহাকেও কারা-সমূহের ইন্সপেক্টর জেনারেল অস্থায়ীভাবেও করা হয় নাই।

বিশ্ব-বিশ্রুত শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত

শ্রীচৈতন্য ভাগবত

বিরাট দ্বিতীয়-সংস্করণ

গৌড়ীয়াচার্য্যভাস্কর প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ কর্ত্তৃক গৌড়ীয়ভাষ্য ও বিবৃতিসহ প্রকাশিত। সংস্কৃত শ্লোক সমূহের অন্বয়, অনুবাদ ও ব্যাখ্যা সন্নিবেশিত। প্রতি অধ্যায়ের কথাসার, অধ্যায়-সূচী, শ্লোক-সূচী, পয়ার-সূচী, স্থান-সূচী, পাত্র-সূচী, ও গ্রন্থকার শ্রীল বৃন্দাবন দাস গোস্বামীর জীবনী প্রভৃতি মহামূল্য-রত্নে অলঙ্কৃত।

ভিক্ষা—সর্ব্বসাধারণের সুবিধার জন্য ১২৲ স্থলে ৬৲ ছয়টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—

১। শ্রীচৈতন্য মঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

২। শ্রীগৌড়ীয় মঠ
পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

শিশুর খাদ্য

K. C. BOSE & CO'S INDIAN BARLEY CALCUTTA

THE FIRST & FOREMOST ... IN INDIA
BOSES INDIAN BARLEY
1 lb net
Prepared only of Genuine & Selected Grains
K. C. BOSE & CO.
SHAMBAZAR STEAM BISCUIT & BARLEY FACTORY
CALCUTTA

দেশী বিদেশী সকলপ্রকার
বার্লী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও সুলভ
সুপ্রসিদ্ধ চিকিৎসকগণ
কর্ত্তৃক
অনুমোদিত
শিশুর খাদ্য ও রোগীর পথ্য
পঞ্চাশ বৎসরের
পরিচিত ও পরীক্ষিত

কে সি বসু এণ্ড কোং
শ্যামবাজার ষ্টীম বিস্কুট এণ্ড বার্লী ফ্যাক্টরী
কলিকাতা।

—ঃ কাশীরাম মিশ্রির পোখরাতে ঃ—

শ্রীগৌড়ীয় মঠের

—সৎশিক্ষা প্রদর্শনী—

অপূর্ব্ব! অত্যাশ্চর্য্য!! ধারণাতীত!!!

জীবন্ত প্রতিমার ন্যায় শত শত মূর্ত্তিতে সুসজ্জিত বিভিন্ন দৃশ্য—রাবণের সোণার লঙ্কা দাউ দাউ করিয়া জ্বলিতেছে, মৌমাছির দল মধুপানের জন্য ঝাঁকে ঝাঁকে উড়িয়া যাইতেছে, শ্রীকৃষ্ণের অন্তর্দ্ধানে ভাগবত-সূর্য্যের উদয় হইতেছে, যমপুরীতে পাপিগণ নরক-কুণ্ডে পড়িয়া ত্রাহি ত্রাহি আর্ত্তনাদ করিতেছে, ভক্তগণের সঙ্গে শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু সঙ্কীর্ত্তন-লীলা প্রদর্শন করিতেছেন ইত্যাদি আরও কত কি দেখিয়া বিস্মিত ও মুগ্ধ হইবেন।

—ঃ মহিলাগণের বিশেষ বন্দোবস্ত আছে ঃ—

দর্শনের সময়—প্রাতঃ ৮টা হইতে রাত্রি ৮॥০ পর্য্যন্ত।

ইউনিয়ন বোর্ডের ফর্ম্ম

ফর্ম্ম সর্ব্বদা বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত থাকে। অর্ডার পাইলে আমরা অতি স্বল্প সময়ের মধ্যে রেজেষ্টারী বহির উপরে ইউনিয়ন বোর্ডের নাম প্রভৃতি সহ লেবেল ছাপাইয়া আটিয়া সরবরাহ করিয়া থাকি। কতকগুলি ফরমের তালিকা নিম্নে দেওয়া গেল—

আসেসমেণ্ট তালিকা

ইউনিয়ন বোর্ডের, বেঞ্চের এবং কোর্টের যাবতীয়।

১ নং ফরম প্রতি শত ১৲ টাকা।

বজেট এষ্টিমেট

২নং ফরম প্রতি খানা /০ আনা, প্রতি শত ৪৲ টাকা।

ক্যাস বহি

৩ নং ফরম (আয় ব্যয়ের জমা খরচের বহি) ১০০ পৃষ্ঠার বহি ১৲

আদায়ের রেজেষ্টারী

৪ নং ফরম ১০০ পৃষ্ঠার বহি ১৲ টাকা, ২০০ পৃষ্ঠার বহি ২৲ টাকা।

দৈনিক আদায়ের রেজেষ্টারী

৫ নং ফরম ১০০ পৃষ্ঠার বহি ১৲ টাকা, ২০০ পৃষ্ঠার বহি ২৲ টাকা।

খোয়াড় ও খেয়াঘাটের জমার রেজেষ্টারী

৬ নং ফরম প্রতি বহি ১৲ টাকা।

মুৎফরাক্কা রসিদ

৭ নং ফরম প্রতি বহি ॥০ আনা।

অগ্রিম দেওয়া টাকার রেজেষ্টারী

৮ নং ফরম প্রতি বহি ১৲ টাকা।

মাসিক হিসাব নিকাশের রেজেষ্টারী

৯ নং ফরম ১০০ পৃষ্ঠার বহি ১৲ টাকা, ২০০ পৃষ্ঠার বহি ২৲ টাকা।

নামি ও বস্তু সমূহের রেজেষ্টারী প্রতি বহি ১৲ টাকা।

[illegible] ফরম দফাদার বা চৌকীদারের বেতন বিলির রেজেষ্টারী প্রতি বহি ১৲ টাকা।

[illegible] ফরম দফাদার বা চৌকীদারের [illegible] রেজেষ্টারী [illegible] প্রতি বহি ১৲ টাকা।

নিবেদক—ম্যানেজার, [illegible]

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক
—পারমার্থিক পত্র—
শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশ-
তনয়স্তদ্ধাম-বৃন্দাবনম্,
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং
প্রেমা পুমর্থো মহান্,
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং
তত্রাদরো নঃ পরঃ॥

৮ম বর্ষ } ২ মাধব গৌরাব্দ ৪৪৭, ১৮ই পৌষ বঙ্গাব্দ ১৩৪০, ২রা জানুয়ারী ইং ১৯৩৩, মঙ্গলবার } ২৫৫ তম সংখ্যা

লণ্ডন যাত্রা

গৌড়ীয়মঠাচার্য্য পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্-ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের অনুকম্পিত ভক্তিজ্যোতিঃ শ্রীপাদ রাসবিহারী ব্রহ্মচারীজীর লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠের প্রচারক-বৃন্দের সহায়তা করিবার জন্য শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের আদেশানুসারে আগামী ৭ই জানুয়ারী কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে বোম্বে শ্রীগৌড়ীয় মঠে রওনা হইয়া তথা হইতে ভিক্টোরিয়া জাহাজে আগামী ১১ই জানুয়ারী লণ্ডন অভিমুখে যাত্রা করিবার কথা। তাঁহার যাত্রা জয়যুক্ত হউক। তাঁহার আদর্শ-গুরুসেবা সকলেরই লক্ষীতব্য বিষয়।

লণ্ডনের এক পত্রে প্রকাশ, শ্রীগৌড়ীয়-মঠের অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ জার্ম্মাণীতে প্রচার-কালে প্রেসিডেণ্ট হিণ্ডেনবার্গ, বার্লিনের আর্ক-বিশপ প্রমুখ বিশিষ্ট জনগণের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছেন। তাঁহার প্রচারে সকলেই বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করিয়াছেন।

গৌড়ীয়মঠে অক্সফোর্ড মিশনের পাদ্রীদ্বয়

কলিকাতা ৪২ নং কর্ণওয়ালীশ ষ্ট্রীটস্থ অক্সফোর্ড মিশনের রেভারেণ্ড জিরাণ্ড ডব্লিউ হুকার ও রেভারেণ্ড এঞ্জেল আর ম্যাকবেথ, পাদ্রীদ্বয় গত ২৭শে ডিসেম্বর (১৯৩৩) বুধবার অপরাহ্নে শ্রীগৌড়ীয়মঠে উপস্থিত হইয়া ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তি-সর্ব্বস্ব গিরি মহারাজের নিকট শ্রীমঠের প্রচার্য্য বিষয় জানিবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের প্রচারিত বাস্তব সত্যবাণী-প্রচারার্থ শ্রীগৌড়ীয়মঠের উদ্দেশ্য, এই বিষয়টী মহারাজ সুষ্ঠুরূপে বর্ণন করিলে এবং প্রেমময়ের সেবা-মাধুর্য্যের বিষয় বিশদ-রূপে ব্যাখ্যা করিলে তাঁহারা প্রশ্ন করেন—'যদি কেহ বলেন, সংসারের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে দেখা যায়, কোনও ব্যক্তি রোগ, শোক, জরায় জর্জ্জরিত, আবার কোনও ব্যক্তি সুখ শয্যায় আরামে দিনপাত করিতেছে; ইহারা সকলেই এক ভগবানের সন্তান। নিজ সন্তানগণের প্রতি এইরূপ বৈষম্য প্রদর্শন করিলে ভগবান্‌কে 'প্রেমময়' বলা যায় কি-প্রকারে?" মহারাজ এই প্রশ্নের উত্তরে বলিয়াছেন—"আমরা সরল-ভাবে চিন্তা করিলে সহজেই বুঝিতে পারি, শ্রীভগবানের করুণা সকল জীবের প্রতিই নিরন্তর বর্ষিত হইতেছে; তিনি বিষমদর্শী নহেন তিনি বাস্তবিকই প্রেমময়। তিনি দুঃখে ফেলিয়াও আমাদিগকে তাঁহারি পাদপদ্মেই আকর্ষণ করিতেছেন। তাঁহার পাদপদ্ম-সেবাদ্বারাই জীব নিত্যশান্তি লাভ করিতে পারে। যদি কেহ তাঁহাকে বিষমদর্শী বা নিষ্ঠুর, অবিচারক প্রভৃতি বলে, তাহা হইলে সে ব্যক্তি নিতান্ত ভ্রান্ত। অধ্যাপক সান্যাল মহোদয় আপনাদিগকে এতদ্বিষয়ে আমাদিগের বিচার বিস্তারিত বলিবেন। আপনারা অনুগ্রহ পূর্ব্বক তাঁহার নিকট এই বিষয়টী শ্রবণ করুন ইহাই আমার অনুরোধ।"

অতঃপর পূজ্যপাদ মহারাজের ইচ্ছাক্রমে কটক র‍্যাভেন্সা কলেজের প্রবীণ অধ্যাপক মহামহোপদেশক শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল এম্-এ ভক্তিশাস্ত্রী ভক্তিসুধাকর প্রভু পাদ্রী মহোদয়গণের সহিত যে আলোচনা করেন প্রশ্নোত্তর-আকারে তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ আগামীতে লিপিবদ্ধ হইবে।

সাময়িক প্রসঙ্গ

মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরা-নন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ মহাশয়ের চেষ্টা, যত্ন ও পরিশ্রমে ঢাকা শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয় মঠে 'সরস্বতী-জয়শ্রী'র কার্য্য অতি-দ্রুতবেগে চলিতেছে। অধ্যাপক আচার্য্য মহোপদেশক শ্রীপাদ যদুবর ভক্তিশাস্ত্রী এম্ এ ও আচার্য্য শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ ভক্তিশাস্ত্রী বিদ্যালঙ্কার মহোদয়দ্বয় তাঁহার কার্য্যে সহায়তা করিতেছেন। গ্রন্থরাজ প্রকাশিত হইলে জগদ্বাসী পরমার্থ-রাজ্যের এক অমূল্য রত্ন পাইবেন।

পাটনায় প্রচার

গত ২৫শে ডিসেম্বর দানাপুর সনাতনধর্ম্ম সংরক্ষিণী সভার সম্পাদক মহাশয়ের সাদর আহ্বানে শ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রসূন বোধায়ন মহা-রাজ শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাণী-প্রচারার্থ শ্রীযুক্ত অবিদ্যাহরণ অধিকারী মহোদয় সহ পাটনা সিটী শ্যাম-মিলের মোটরযোগে সভায় যোগ-দান করেন। কলিকাতা-নিবাসী, অন্যান্য স্থান হইতে আগত এবং স্থানীয় বহু শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি সভায় উপস্থিত ছিলেন। রায়বাহাদুর শ্রীযুত রামদেওজী চোখানি মহোদয় এই বিদ্বজ্জনমণ্ডিতা সভায় সভা পতির আসন অলঙ্কৃত করেন। বহু ব্যক্তি অভিনন্দনপত্র প্রদানপূর্ব্বক সভাপতি মহোদয়কে যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শন করেন।

তৎপরে মাননীয় সভাপতি মহোদয়ের আদেশক্রমে ১০।১২ জন বক্তা অস্পৃশ্যতা-নিবারণের বিরুদ্ধে বক্তৃতা দিয়া, বর্ণাশ্রমধর্ম্ম-সংরক্ষণার্থ একটী সঙ্ঘ-গঠনের প্রস্তাব করায় সকলেই তাহা অনুমোদন করেন।

অতঃপর সভাপতি মহোদয় শ্রীগৌড়ীয় মঠের পরিচয়প্রদানমুখে সমাগত শ্রোতৃ-মণ্ডলীর নিকট স্বামীজীর পরিচয় করাইয়া দিয়া সনাতনধর্ম্ম-শ্রবণের ইচ্ছা প্রকাশ করিলে স্বামীজী, শ্রীগৌড়ীয় মঠের ও মঠাচার্য্য জগদ্গুরুবরের জয়গানে সভাস্থল মুখরিত করিয়া বক্তৃতা-মুখে বলেন—বর্ত্তমানে সনাতন-ধর্ম্মের যে গ্লানি বা বিপ্লব উপস্থিত হইয়াছে তাহা নিবারণকল্পে প্রভূত যত্ন করা সনাতনধর্ম্মাবলম্বী সজ্জনমাত্রেরই একান্ত কর্ত্তব্য, কারণ 'ধর্ম্মেণ হীনাঃ পশুভিঃ সমানাঃ'।

সনাতনধর্ম্ম-সংরক্ষক স্বয়ং-ভগবান্ শ্রীমন্মহাপ্রভু আমাদের মঙ্গলের জন্য রায়-রামানন্দ-সংবাদে 'স্বধর্ম্ম-আচরণে বিষ্ণুভক্তি হয়' প্রভৃতি যে সকল মঙ্গলময় সদুপদেশ-প্রচারের কৌশল বিস্তার করিয়াছেন তাহা আলোচনা করিলে আমরা জানিতে পারি যে, গুণকর্ম্মবিচার পূর্ব্বক নিজ নিজ অধিকার নির্ণয় করিয়া শাস্ত্রানুগত্যে বিষ্ণুতোষণ-পর কার্য্য করিলেই মানবজাতির মঙ্গললাভ হইবে প্রভৃতি বহু বিষয় সুষ্ঠুভাবে কীর্ত্তন করিয়া স্বামীজী শ্রোতৃমণ্ডলীর আনন্দ বিধান করেন।

গত ২৬শে ডিসেম্বর জমিদার শ্রীযুক্ত কৃষ্ণমুরারী বাবু হরিকথা-কীর্ত্তনার্থ স্বামীজীকে দানাপুরস্থ নিজ বাসভবনে আহ্বান করিলে স্বামীজী তথায় ছায়াচিত্রযোগে গুরুপরম্পরা ও সদ্গুরু-সম্বন্ধীয় বিচারাদি কীর্ত্তন করেন। জমিদার মহাশয় স্বামীজীর মুখে সৎসিদ্ধান্তপূর্ণ বিচার শ্রবণ করিয়া পরমানন্দিত ও আকৃষ্ট হওয়ায় মঠের প্রচারে সহানুভূতি প্রদর্শনার্থ প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

২ মাধব স্বাপ্ত প্রত্যয়

শ্রীধাম সেবা

প্রাপঞ্চিক জগতে ধাম ও ধামের অধিকারী স্বতন্ত্র তত্ত্ব। কিন্তু অপ্রাকৃত-তত্ত্ব শ্রীভগবানের তদ্রূপবৈভব ধাম ও তিনি স্বয়ং অদ্বয়-তত্ত্ব। তাঁহার নাম, রূপ, গুণ, লীলা ও পরিকরবৈশিষ্ট্য বা তদ্রূপবৈভব ধাম, পার্ষদভক্ত ও লীলোপকরণ--সকলই একতত্ত্ব। যেই নাম--সেই নামী। রূপ ও রূপী, গুণ ও গুণী, লীলা ও লীলাময়, ধাম ও ধামী একই তত্ত্ব। পরস্পরের মধ্যে লীলাবৈচিত্র্য ব্যতীত অদ্বয়জ্ঞান ব্রজেন্দ্রনন্দনের এগুলির কোন পার্থক্য নাই। তাই শ্রীধাম বৃন্দাবন, নবদ্বীপ ও তিনি একই বস্তু। যিনি কায়-মনোবাক্যে ধাম-সেবা করিতে পারেন তিনিই ধন্য, কেন না তিনি শ্রীভগবানের সেবা করেন তাহাই তাঁহার স্বরূপ-ধর্ম, তাই তাঁহাকে আর স্বরূপ বিকৃতির তাড়নায় মায়ার নফর হইতে, মায়ার দূত ষড়্‌রিপুর ও ষড়্‌বেগের অধীন হইতে হয় না বা জাগতিক জড়ভোগের মত্ততায় ব্যস্ত হইবার জন্য তাঁহার চিত্ত আর প্রধাবিত হয় না।

তিনি নিষ্কিঞ্চন, নিরহঙ্কার, মমতাবুদ্ধিশূন্য ভগবদ্দাস। একজন ধাম-সেবা করিতেছেন, অথচ ভগবৎসেবা তৎপর না হইয়া ইন্দ্রিয়-তর্পণে ব্যস্ত আছেন এরূপ বলিলে "সোণার পাথর-বাটীর" ন্যায় অসমঞ্জস উক্তি হইয়া যায়—কেহ ধামসেবা করিতেছেন অথচ স্বীয় জড়-ইন্দ্রিয়সেবায় ব্যস্ত সেখানে বুঝিতে হইবে তিনি ধাম-সেবা করেন না, ধামকেই ইন্দ্রিয়সেবার সামগ্রী করিয়া বসিয়া আছেন। এরূপ কপট ব্যক্তিকে কেহ যেন ভক্ত মনে করিয়া তাহার সঙ্গ না করেন, কেন না তাহাতে অসৎসঙ্গ হইয়া যাইবে, কিন্তু অসৎসঙ্গ ত্যাগ না হইলে বৈষ্ণবাচারের আরম্ভই হইল না।

শ্রীমদ্ভাগবত বজ্র-নির্ঘোষে বহির্মুখ জীবকে সতর্ক করিয়া দিয়াছেন,—দুঃসঙ্গ বর্জ্জন করিয়া বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি সজ্জনের সহিত সঙ্গ করিয়া থাকেন, কেন না সাধুগণ নিরপেক্ষ, তাঁহারা তাঁহাদের সুখাপেক্ষা করিয়া প্রিয়বাক্য বলিবার জন্য ব্যস্ত নহেন, তাঁহারা উক্তি দ্বারা শ্রোতার বিষয়াভিনিবেশরূপ হৃদয়-গ্রন্থি ছেদন করিয়া দুর্ব্বৃত্তিবিবর্জ্জিত তাঁর পরিণাম-মঙ্গল আপাত-ক্লেশ ... জানাইয়া থাকেন। সাধু কাহারও মনের মত কথা বলিয়া প্রীতিভাজন হইবার যত্ন করেন না, কপট সম্প্রদায়বাদীরূপে উদারতার প্রশংসা-প্রাপ্তি তাঁহার উদ্দেশ্যমূলক বলিয়া মনে হয় না। তিনি জিজ্ঞাসু অজিজ্ঞাসু প্রত্যেককেই অমঙ্গলের পথ বর্জ্জন পূর্ব্বক মঙ্গলের পথ অবলম্বন করিতে উপদেশ দেন, ইহাতে লোকে তাঁহার সম্বন্ধে কি ধারণা করিবে, না করিবে, তিনি তাহার অপেক্ষা রাখেন না। এরূপ চিত্তবৃত্তির সহিত যিনি ধাম-সেবা করেন, তাঁহারই যথার্থ ধাম-সেবা নচেৎ সকলই বিড়ম্বনা।

ধামবাসীর আকারে অনেক অবান্তর-উদ্দেশ্য-প্রণোদিত কপট ব্যক্তিকে লক্ষ্য করা যায়। স্বীয় ভক্তাগ্রণীদিগের সাহায্যে গুপ্ত বৃন্দাবন-ধামকে প্রকাশিত করিয়া ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ শ্রীভগবান্ শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভু যে আদর্শ রাখিয়া গিয়াছেন, তাহার অনুবর্ত্তনে পার্ষদভক্তচূড়ামণি নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদঠাকুর ভগবৎপ্রেরণায় শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের লীলাস্থলীগুলি প্রকাশ করিয়া আধুনিক যুগে ধামসেবার আদর্শ স্থাপন পূর্ব্বক মানববৃন্দের জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত করিয়া সকলের গুরু হইয়াছেন, এক্ষণে তাঁহার অনুবর্ত্তনে জগদ্‌গুরু পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ কয়েক বৎসর যাবৎ দেশের আবাল-বৃদ্ধবনিতাকে শ্রীনবদ্বীপধাম-পরিক্রমা করাইয়া ধামসেবার প্রকরণ শিক্ষা দিতেছেন। তাঁহারই আদেশে শ্রীশ্রীবিশ্ব বৈষ্ণবরাজসভার সন্ন্যাসী, বাণপ্রস্থ, গৃহস্থ ও ব্রহ্মচারী ভক্তবৃন্দ অক্লান্ত পরিশ্রম স্বীকার পূর্ব্বক সকলের ধামসেবার পথ সুগম করিয়া দিয়া ধামসেবার চরম পরাকাষ্ঠা দেখাইতেছেন। ইহাতে অসূয়ান্বিতচিত্ত ব্যক্তির বিশেষ ক্ষোভের উদয় হইয়াছে।

শেষোক্ত প্রকারের ব্যক্তিগণ মনে করেন যে, ধামদর্শন ও ভৌগোলিক স্থান বুঝি একই ধরণের কিন্তু বেচারাগণ ভুলিয়া যান যে, শ্রীধাম অপ্রাকৃত বস্তু এবং "অপ্রাকৃত-বস্তু নহে প্রাকৃত-গোচর"। প্রকৃতির অন্তর্ভুক্ত গ্রাম, নগর, দেশাদি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তু। যতদিন ইন্দ্রিয়-দ্বারে ভোগবুদ্ধি প্রবল থাকিবে ততদিন অপ্রাকৃত-তত্ত্ব শ্রীনবদ্বীপ বৃন্দাবনাদি ধামের উপলব্ধি হইবে না। নিজ চক্ষুতে মায়াজালের আবরণ থাকায় যাহা কিছু দেখা যায়, সবই যেন ধাঁধে ঢাকা, আমরা ধাম দেখি না মায়ার জাল দেখিয়া তাহাকেই ধাম মনে করি, শ্রীধাম ও ভৌগোলিক স্থানের মধ্যে কোন পার্থক্য দেখিতে পাই না। মনে হয়, ভোগময় ইন্দ্রিয়দ্বারে ... রূপের আর যেরূপ উপলব্ধি হয়, চক্ষু-কর্ণ-রসনের সহযোগে ধামের সেইরূপ উপলব্ধি হইবে। কিন্তু এরূপ ধারণা যে ভ্রান্ত, তাহা আমরা বুঝিয়াও বুঝি না।

যাঁহারা মহীয়ান্ তাঁহাদের যদি কৃপা হয়, তবে শ্রীধাম নিজে দর্শন দিলে শ্রীধামদর্শনের সৌভাগ্য জীব প্রাপ্ত হন নচেৎ নহে। এস্থলে উপনিষদের "নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন। যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনুং স্বাম্" এই উক্তি পরমাত্মতত্ত্বাশ্রিত শ্রীধাম-সম্বন্ধেও প্রযোজ্য। যাঁহাকে ধাম নিজে কৃপা করিয়া দর্শন দিবেন, তিনিই দেখিবেন, অন্যে নহে।

শ্রীগৌরনিজজন শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর মহাশয় ভগবৎপ্রেরণায় শ্রীধাম-দর্শনে আত্ম-নিয়োগ করিয়াছিলেন ও তাঁহার অনুগমনে অবরোহমার্গ আশ্রয় করিয়া শুদ্ধভক্তগণ শ্রীধামের কৃপালাভে সমর্থ হইয়াছেন। সাহিত্যিকের চক্ষু, প্রত্নতত্ত্ববিদের গবেষণা, ঐতিহাসিকের সমস্ত, ভৌগোলিকের বিচার—এ সমস্তই শ্রীধামদর্শনে পরাঙ্মুখ। তাহা হইলেও শ্রীশ্রীঠাকুর মহাশয় বৈষ্ণবোচিত জীবদয়া দ্বারা প্রণোদিত হইয়া তাঁহার অগাধ পাণ্ডিত্য, রাজসরকারের কাগজপত্র ও মানচিত্র-দর্শনের সুযোগ ও যোগ্যতা, প্রত্নতত্ত্বের বিচার প্রভৃতি আরোহমার্গের অঙ্গগুলিও প্রয়োগদ্বারা তদবলম্বী জনগণের নিকটও শ্রীধামতত্ত্ব প্রকাশ করিয়াছিলেন।

যাঁহারা তাঁহাকে জানিতেন তাঁহারা একমুখে স্বীকার করিয়াছেন যে, সাধারণ লুপ্তস্থান উদ্ধারের জন্য তাঁহার যথেষ্ট কৃতিত্ব ছিল। বিদ্যাবুদ্ধি, অধ্যবসায়, অন্তর্দৃষ্টি—এ সকলই তাঁহার অলৌকিক পরিমাণে ছিল। অথচ সেগুলি তাঁহার অবলম্বন ছিল না, তাঁহার অবলম্বন ভক্তের অবলম্বন, 'যমেবৈষ বৃণুতে' অনুসারে ভগবৎ-আনুগত্যই তাঁহার অবলম্বন ছিল। তাঁহার যে সকল জাগতিক মনীষা প্রভৃতি দেখা যাইত সেগুলিকে তিনি অপ্রাকৃত অনুভূতি ভক্তিচক্ষুর অনুগত করিয়া ধামদর্শনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। আনুগত্যরহিত মনীষা কেবল ভ্রম, প্রমাদ, করণাপাটব ও বিপ্রলিপ্সার বিলাসভূমি মাত্র। তিনি ভগবৎপ্রেরণা-ক্রমেই গুপ্তধাম-উদ্ঘাটনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। তিনি পার্থিব উদ্দেশ্য-সাধনের জন্য বা কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠাসংগ্রহের নিমিত্ত শ্রীধাম-সেবার ভাণ করেন নাই।

হীনচরিত্র ব্যক্তি পাতিত্যের লজ্জায় বিরক্তের বেশে অহিংসাপ্রণালী মাত্র অবলম্বন করিয়া তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী হইবার ... করিতেছে দেখিয়া শুদ্ধবৈষ্ণবগণ তাহাদিগকে ভক্তদ্বেষী জানেন তাঁহারা ... হইতে বিরত থাকেন, ... তাঁহাদিগকে পৃষ্ঠবাদী বা নেড়ানেড়ীগণের দলভুক্ত বলিয়া জানিতে পারায় তাহাদিগকে দূরে রাখেন, তবে অনভিজ্ঞ কোন কোন ব্যক্তি তাহাদিগকে বেষের সম্মান দিয়া প্রশ্রয় দিয়েছেন বটে, কিন্তু কপট লোকবঞ্চক ব্যক্তিগণের ধামসেবার ভাণ দেখিয়া সুধীব্যক্তি সুখী প্রতারিত হন না। তাহাদের প্রশ্রয়দাতার মধ্যে অনেকে তাহার পূর্ব্বাপর বৃত্তান্ত সম্বন্ধে অনবগত, কেহ কেহ অর্ব্বাচীন, আর কেহ কেহ তাহারই সম্ভিত কপটতা-ব্রতে ব্রতী হইয়া তাহার সহিত কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠা-সংগ্রহে তৎপর। ইহাদের দুর্দ্দশা দেখিয়া কৃপালু সাধু মঙ্গলার্থ সর্ব্বদা সতর্ক করিয়া দিতেছেন—"ততো দুঃসঙ্গমুৎসৃজ্য সৎসু সজ্জেত বুদ্ধিমান্"। 'ভাই সব, সাবধান, কপট ভক্তের করে পড়িয়া যেন আত্মসর্ব্বনাশ-সাধন করিও না।' নচেৎ লোকচরিত্র-সমালোচনা তাঁহার বৃত্তি নহে।

"কাশীতীর্থ"

(শ্রীযুক্ত ... চট্টোপাধ্যায়)

(১)

ধন্য তুমি বারাণসী ভারত মাঝারে
বিশ্বের অতীত ধাম কহে সাধুজন,
উত্তর-বাহিনী গঙ্গা যথা কলস্বরে
বিশ্বেশ্বর-গুণ-গানে বিভোরা আপনি।

(২)

নির্ম্মল সলিলা দেবী পতিতপাবনী
চিত্তের কল্মষরাশি ক্ষালিত করিয়া,
জীবেরে ব'লাতে হরি সুর তরঙ্গিনী
মেখলা আকারে শোভে শ্রীধাম বেড়িয়া।

(৩)

বরুণা ও অসি মিলি এ পবিত্র ধাম
পরম বৈষ্ণব শম্ভু যথা নিশিদিবা,
পঞ্চ মুখে রাম নাম গাহে অবিরাম
জীবের অশিব নাশে দিয়া প্রভু-সেবা।

(৪)

জগতের গুরু শম্ভু দেব মহেশ্বর
তারিছে বিমুখ জীবে নাম-দীক্ষা দিয়া,
প্রচারিছে বিশ্বেশ্বরী হেথা নিরন্তর
মায়া পারে চল জীব বৈষ্ণব সেবিয়া।

(৫)

পুণ্যতীর্থ বারাণসী নিত্য মুখরিত
কোটি কণ্ঠ গাহে যথা বৈষ্ণবমহিমা,
এই ধামে ভক্তপদে হইলে আশ্রিত
পায় জীব পরানন্দ নাহি তার সীমা।

(৬)

কিন্তু হায়! যদি কেহ হেন দিব্যধামে
অবিদ্যা-মোহিত-জ্ঞানে হইয়া চালিত,
আত্মার বিনাশ লাগি মুক্ত মোক্ষ-কামে
[illegible]

(৭)

[illegible] শিক্ষা দিলা হেথা গৌর ভগবান্
অবিদ্যা-চালিত জীবে দানিতে সুমতি,
তপন মিশ্রের গৃহে আনি' সনাতন
গাহিলা আত্মার ধর্ম্ম সনাতনী গীতি।

(৮)

জানাইলা সর্ব্বজীবে জীবের স্বরূপ
জীব নিত্য কৃষ্ণদাস তটস্থা শকতি,
হরি সহ জীবাচিন্ত্য-ভেদাভেদ-রূপ
শিখা'ল সম্বন্ধ-জ্ঞান গৌর জীব-পতি।

(৯)

যথা রশ্মিকর নিত্য রবি পরিকর
রবিকে আশ্রয় করি' সতত বিরাজে।
নিজে রবি নহে কিন্তু অভিন্ন-ভাস্কর
হরি সহ জীবে এই সম্বন্ধ যে রাজে॥

(১০)

হেন নিত্য কৃষ্ণ-সেবা ভুলিয়া যেজন
"শিবোঽহং" মন্ত্র জপে হেন দিব্যধামে,
কৃষ্ণ-মায়া করে তার কেশ আকর্ষণ
ভ্রমায় অনন্তযোনি আনি' দেবী-ধামে।

(.)

আত্মেন্দ্রিয়-ভোগকামী করে কাশীবাস
ভোগ-আশে কভু ডাকে অন্নদারে 'মা',
কভু ত্যাগী-বেশ ধ'রে, 'শিব' হ'তে আশ
সাজাসে চাহয়ে তারা করিবারে 'বামা'॥

(১২)

বৈষ্ণবপ্রবর শম্ভু এ সব পাপীরে
প্রদানে ত্রিতাপ জ্বালা ত্রিশূল-আঘাতে।
মহামায়া কারাগারে নানা দুঃখে মারে
অবিদ্যা-মোহিত যারা ভোগ-ত্যাগে মাতে॥

(১৩)

বারাণসী তোমা হেরি' পড়ে আজি মনে
অনর্পিত-চর-প্রেমদাতা গৌরহরি,
পাতকীর প্রায়শ্চিত্ত শিখা'লা এখানে
নাম-নামে দূরে ধায় সর্ব্বপাপ-অরি।

(১৪)

জানা'ল সুবুদ্ধি রায়ে প্রায়শ্চিত্ত সার
একবার কৃষ্ণনামে পাপ-দোষ যায়।
আর বারে কৃষ্ণপদ লভে মায়াপার
পুনঃ কৃষ্ণনামে জীব কৃষ্ণধাম পায়॥

(১৫)

'তৃণাদপি সুনীচের' আদর্শ-বিগ্রহ
'নির্ব্বিশেষ মতবাদ' করিলা খণ্ডন,
প্রকাশানন্দের করি' কৌশলে নিগ্রহ
'চিৎ-সবিশেষবাদ' করিলা স্থাপন।

(১৬)

উদ্ধারিলা কাশীবাসী মায়াবাদিগণে
প্রবাহিত হ'ল হেথা প্রেমসুরধুনী,
ভেসে গেল তর্ক-জ্ঞান প্রলয় প্লাবনে
পরশান্তি ভক্তিধর্ম্ম শিখিল অবনী।

(১৭)

সূর্য্যবংশ-অবতংস হরিশ্চন্দ্র রাজা
সকল ঐশ্বর্য্য করি বিশ্বামিত্রে দান,
ধারণ করিয়া নিজে [illegible]-সাজ
ক'[illegible]লের স্থান।

সরস্বতী জয়শ্রী

সেবার অপূর্ব্ব সুযোগ!! সেবার অপূর্ব্ব সুযোগ!!

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের জীবনচরিত

আগামী ২১শে মাঘ (১৩৪০, ৪ঠা ফেব্রুয়ারী (১৯৩৪) রবিবার শ্রীশ্রীব্যাসপূজা বাসরে শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণবসম্প্রদায়ে-সংরক্ষক ও শ্রীগৌড়ীয়-মঠের মূল মহাপুরুষ প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের ভুবনমঙ্গল জীবনচরিত—"সরস্বতী জয়শ্রী" প্রকাশিত হইবেন। এই গ্রন্থরাজে বিবিধ চিত্র, মানচিত্র ও হস্তাক্ষর-সম্বলিত পরমশিক্ষাপ্রদ বিষয় সন্নিবেশিত থাকিবে। গ্রন্থের কলেবর রয়্যাল আটপেজী সাইজের ন্যূনাধিক পাঁচশত পৃষ্ঠা হইবে। এতদ্ব্যতীত শ্রীব্যাস-পূজার সময় শ্রীল প্রভুপাদের অতিমর্ত্ত্য চরিত্র, শিক্ষা ও আচার-প্রচার-বৈশিষ্ট্য সর্ব্বসাধারণের বোধগম্য করিবার নিমিত্ত কলিকাতা-শ্রীগৌড়ীয়মঠে একটি মিউজিয়াম বা প্রদর্শনী উন্মুক্ত হইবে।

(১৮)

শিক্ষা দিল কর্ম্মে লভ্য জড়ের প্রতিষ্ঠা
কিন্তু তাহে নাহি টুটে মায়ার বন্ধন,
বিশ্বের অমিত্র সেবা যার হয় নিষ্ঠা
বিধি তার ভাগ্যে লিখে চণ্ডাল-সেবন।

(১৯)

জগমাঝে কর্ম্মী জ্ঞানী প্রতিষ্ঠা লভিতে
বিশ্বের অমিত্র পদ সেবে অনুক্ষণ,
কামাদি চণ্ডাল-দাস্যে জীবন যাপিতে
পিশাচার পদে করে আত্মসমর্পণ॥

(২০)

কিন্তু ভবে হরিদাস বিশ্বামিত্র ত্যজি'
ধেয়ে আসে সনাতন হরিপদ আশে,
বিশ্বমিত্র প্রভুপদে কায়মনে মজি'
দীন-বেশে আত্মধর্ম্ম শিখে প্রভু-পাশে॥

(২১)

আত্মার ধরম হেথা নিত্য প্রচারিত
শিখায় জগত জীবে গুরুরূপে হরি,
হেন নিত্য গুরুধাম সেবিলে সতত
অনায়াসে যায় জীব দৈবী মায়া তরি'॥

(২২)

সেই গৌরনাম-প্রেম পুনঃ প্রচারিতে
কে তুমি গো মহাজন বারাণসী-ধামে,
জীবের চরম লক্ষ্য বিশ্বে বিলাইতে
সৎশিক্ষা-প্রদর্শনী আনিলে এ ভূমে।

(২৩)

কবে আমি বিসর্জ্জিয়া দেহ-মন-সুখ
ভক্তিসিদ্ধান্ত-পূর্ণ প্রদর্শনী পদে,
দন্তে তৃণ ধরি' হ'য়ে গুরু-সেবোন্মুখ
দাঁড়াইব নিষ্কপটে মতি-সেবা-মদে॥

(২৪)

জগত-আচার্য্য প্রভু বসি' [illegible] স্থানে
[illegible]
[illegible]
[illegible]

আখেরের চিন্তা

(ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি শ্রীরূপ পুরী মহারাজ)

(১)

হরিভজনের অন্তরায়-সমূহের মধ্যে আখেরের চিন্তা একটী প্রধান অন্তরায়, ইহা একটী স্বরূপ বিরোধী অসৎবৃত্তি। এই বৃত্তিটীর প্রশ্রয় দিলে সাধক কখনও হরি-ভজনের পথে অগ্রসর হইতে পারে না বরং এই বৃত্তি তাঁহাকে সেবার পথ হইতে ফিরাইয়া আনিয়া পতনের পিচ্ছিল পথই গ্রহণ করাইতে বাধ্য করে।

সেই আখেরের চিন্তার স্বরূপ কি, তাহা বিচার করা আবশ্যক। আখেরের চিন্তা অর্থে এরূপ বুঝিতে হইবে না যে আমার মন যেটা করিতে চায় সেই কার্য্যটীই আখেরের চিন্তা না করিয়া করিব অর্থাৎ মন যদি বলে 'হরিভজন করিব না' তবে আখেরের চিন্তা না করিয়া—হরিভজন না করিলে আমার কি দুর্গতি হইবে সে সব চিন্তা না করিয়া হরিসেবা ছাড়িয়া দিব।

এখানে আখেরের চিন্তা অর্থে যাহা বলা হইয়েছে তাহার মর্ম্ম এই যে—শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্ম-আশ্রয়ের অভিনয় করিয়া ও সর্ব্বস্ব তাঁহার পাদপদ্মে অর্পণ না করিয়া আখেরের চিন্তা করিয়া নিজের বলিতে 'কিছু' অর্থাৎ পৃথক্ তহবিল রাখিবার চেষ্টা কিম্বা এখন কিছু না থাকিলেও কোন প্রকারে কিছু আহরণপূর্ব্বক তাহা সমস্তই শ্রীশ্রীগুরু-পাদপদ্মে না দিয়া তাহার কিয়দংশ কিম্বা সবই আত্মসাৎ করিবার চেষ্টা রূপ অত্যাহার।

শ্রীল রূপ গোস্বামীপ্রভু ভক্তিবিনাশক ছয়টি দোষের কথা বর্ণন করিয়াছেন। এই অত্যাহার বা আত্মেন্দ্রিয়তর্পণবাঞ্ছামূলে সঞ্চয়-চেষ্টা তাহারই অন্যতম একটি দোষ। এই প্রকার ভক্তিবিরোধী আহরণ-চেষ্টার কারণ—আখেরের চিন্তা, আবার আখেরের চিন্তার কারণ অবিদ্যা।

নিষ্কপটে প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবা এই তিনটি বৃত্তি লইয়া শ্রীগুরুপাদপদ্মে অভিগমন না করিলেই অর্থাৎ সেবা না করিয়া সেবার অভিনয় করিলেই গুরুভক্তির স্বরূপ উপলব্ধি হয় না এবং পরেশানুভব ও বৈরাগ্যের উদয় হয় না। তাই অবিদ্যাটি প্রবল হইয়া আখেরের চিন্তা আনিয়া দেয়। যাহারা এইরূপ আখেরের চিন্তা করেন তাঁহারা শ্রীচৈতন্যবাণীর অনুগত নহেন।

এত সব ছাড়ি আর বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম।
অকিঞ্চন হঞা লয় কৃষ্ণৈকশরণ॥
শরণাগতের অকিঞ্চনের একই লক্ষণ।
তার মধ্যে প্রবেশয়ে আত্ম-সমর্পণ
শরণ লঞা করে কৃষ্ণে আত্মসমর্পণ।
কৃষ্ণ তাঁরে তৎকালে করে আত্মসম॥
(চৈঃ চঃ মধ্য ২২শ অঃ)

নিজের বলিতে পৃথক্ তহবিল 'কিছু' বা পৃথক্ সম্পত্তি 'কিছু' রাখিলে কিম্বা আহরণের চেষ্টা করিলে অকিঞ্চন হওয়া যায় না, আবার অকিঞ্চন না হইলে কৃষ্ণ-পাদপদ্মে আত্মসমর্পণপূর্ব্বক কৃষ্ণৈকশরণ হওয়া যায় না। কৃষ্ণৈকশরণ ভক্ত কায়-মনোবাক্যে কৃষ্ণের সেবাই করেন কিন্তু নিজের বলিতে কৃষ্ণপাদপদ্ম ছাড়া অন্য কিছু 'তহবিল' বা 'সম্পত্তি' থাকিলে হরি-গুরু-বৈষ্ণব সেবার পরিবর্ত্তে সেবার অভিনয় করিয়াও আখেরের চিন্তা-জনিত পৃথক্ তহবিলের সেবাই তাঁহাকে করিতে হইবে কারণ—

তথাপি বিষয়ের স্বভাব হয় মহা অন্ধ।
সেই কর্ম্ম করায় যাতে হয় ভববন্ধ॥
(চৈঃ চঃ অন্ত্য ৬ষ্ঠ অঃ)

বিষয় থাকিতে কৃষ্ণপ্রেম নাহি হয়।
বিষয়ীর দূরে কৃষ্ণ জানিহ নিশ্চয়॥
বিষয়ে আবিষ্ট মন বড়ই জঞ্জাল।
(চৈঃ ভাঃ আদি ১৬শ অঃ)

তাই শ্রীমন্মহাপ্রভু আত্মেন্দ্রিয় প্রীতি-বাঞ্ছামূলে বিষয়-আহরণ ও সঞ্চয়-চেষ্টা ছাড়িয়া নিষ্কিঞ্চন হইয়া শরণাগত হইতে বলিয়াছেন। নীলাচলের পথে তিনি তাঁহার অনুসরণকারী ভক্তগণের নিষ্কিঞ্চনতা পরীক্ষা করিবার অভিনয় করিয়া আমাদিগকে আখেরের চিন্তা ছাড়িয়া নিষ্কিঞ্চন ও কৃষ্ণৈকশরণ হইবার আদেশ করিয়াছেন।

কলিকাতা বাজার দর

লৌহ হার্ডওয়ার

ডিসেম্বর ১৯৩৩

টাটার তৈয়ারী—	প্রতি হন্দর।
লোহার কড়ি (জয়েষ্ট বা গীম)	
মার্কা	৫॥০—৫৸০
ঐ বে-মার্কা হালকা ওজন	৫৲—৫৵০
বরগা (টী-আয়রণ)	৬৵০—৬৶০
এঙ্গেল আয়রণ (কোনা)	৫৸০—৬৷৵০
গ্যালভ্যানাইজড করগেট টিন—	
২২ গেজ ৬ হইতে ১০ ফুট	১১৷৵০
২৪ গেজ ,, ,,	১০৸০
২৬ গেজ ,, ,,	১১৷৶
২৪ গেজ আর, পি, ডি, মার্কা	১৪৲
২৪ গেজ গাঃ প্লেন সীট—	১১৷৵০
২৬ গেজ ,, ,,	১২৷৵০
১৮ গেজ ও ৩০ গেজ ঐ— ১২৸৵০	১৪৲
বাগান ঘেরা কাঁটাতার ১০০	
পাউণ্ড বাঃ	৯৷০
ষ্টীল পাটী	৬৵০—৬৷০
,, গোলটু (গোল)	৬৵০—৬৷০
,, গরাদে (চৌকা)	৬৵০—৬৷০
,, গোল রড ৶০—৷৶০ সুতা	৪৸০—৫॥০
,, টানা রড-	
চৌকা ৶০—৷৶০ ঐ	৫৸০—৫৸৵০
,, বাণ্ডিল তাল	৭৷০—৭৸০
,, প্লেট—তিন সুতা মোটা	
পর্য্যন্ত	৮৲—৮৵০
,, চাদর ৩-১৬ থানা বাণ্ডিল	৯॥৶—১১॥০
স্প্রীং ষ্টীল	৮৷০—৯৲
চাক রাউণ্ড	৫৸৵—৬৲৵০
তারের পেরেক ১—৬ ইঞ্চি	৯৲—১০॥০
প্যাটেণ্ট পেরেক ২—৮ ইঞ্চি	১২৲—১৫৲
চালাই কড়া ১ হইতে ১০ নং	২৷০—২॥০ সাট
কোদাল ৪, ৫, ৬,	৭৸৵০ ৮৸৵০ ৯৸৵০ডঃ
ঐ তিন পাউণ্ড ৬৲ দেঃ লিঃ	৬৷৵০ ,,
গ্যাঃ প্লেন বালতি ৭—১২ ইঞ্চি	২॥০ ৬॥০
ঐ বক্তিট ,, ৭—১২ ইঞ্চি	২৵০—৭৵০ ,,
লোহার দেয়ার রডের গোল ও	
চৌকা	৮৷০— ,,
ঐ তাদের সোহাগ সিট	১৫৲ ,,
ঐ বেনেস্তা (কাঠের সিট)	১৮৲ ,,
লোহার স্ক্রুপ ॥—৩ ইঞ্চি	/১০—॥৶০ গ্রোস
ঐ কব্জা ১৩ নং	
১॥—৪ ইঞ্চি	৷৫—৸৶০ দেঃ ডজন
গ্যাঃ তার ১৬—২২ নং	
(গেজ)	১৲৸০—১৪৷০ হন্দর
গ্যাঃ রিজিং (মটকা)	
১২ ইঞ্চি	৶ ॥৶১০ পীস
গ্যাঃ গাটারিং বা ডোঙ্গা	
৭ ইঞ্চি	৷১—৸৶০ ,,
গ্যাঃ স্ক্রুপ ১৬০—২৬০ ইঞ্চি	২২৲—২৯৲ হন্দর

গ্যাঃ ওয়াসার চাকি	১১॥০—১৭॥০
গ্যাঃ বোল্ট নাট ৮—৭ ইঞ্চি	
	॥৶১০—১৵০ গ্রোস
ঢালাই রেলিং	৩॥০—৭॥০ হন্দর
ঐ রেন ওয়াটার পাইপ	
৩ ইঞ্চি ৵১০ ০	৪ ইঞ্চি ৷১০ ফুট
টিউব ওয়েলের জন্য গ্যাঃ	
পাইপ১॥ ইঞ্চি	৷৵৫ ফুট
পাম্প	৪নং ১৭॥০ ৫নং ১৪৲ ৬নং ১৬৲
৬০—৮০ ব্যাটারী ৵৫ সাট	২৷০—২॥০ মণ

সন্তোষকুমার মল্লিক এণ্ড সন্স লিঃ

লৌহ ও হাডওয়ার বিক্রেতা।

নীরণচর ঘাট লোহাপটী, বড়বাজার,
টেলি—"লোহার মালিক" কলিকাতা

কেরোসিন

গ্লোক্রেক প্রত্যেক বাক্স (২ টিন)		৯৲৬
পক্ষী মার্কা	,,	৬॥০
ভিক্টোরিয়া	,,	৬৲

সোণার দর

পাকা সোণা	৩০৸৶
বড়াল	৩০৸
চেবা পাত	৩২৷০

রূপার দর

রূপা প্রতি ১০০ ভরি	৫৫৵০
ঐ খুচরা	৫৷০

কোম্পানীর কাগজ

৩॥০ সুদের কাগজ	৮১৶
৩॥০ নূতন ঋণ (১৯৪৭-৫০)	৯১৷০
৪৲ ,, ঋণ (১৯৬০-৭০)	৯৭৲
৫৲ ,, বণ্ড (১৯৩৫	১০৪॥৵০

ডিবেঞ্চার

৫৲ সুদের (১৯৫৬ ৮৭) কলিকাতা পোর্ট-	
ট্রাষ্ট ডবে :—	১০২॥৵০

ব্যাঙ্ক

ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক (কনা ট্)	২৯৪॥০
সেণ্ট্রাল ঐ	২২৲

কাপড় ও সূতার কল

এলগিন মিল	৪৫৲

পাট কল

হাওড়া	৫০৲
অকল্যাণ্ড	১৯৫৲
বালী	১৬২৲
বরানগর	১৫০৲
কেবন	৩৭০৲
ডমণ্ড	২৪৩৲
ক্লাইভ	২৮৷০
ডালহাউসী	৪০৮॥০
ডেল্টা	৪০৫৲

কৃষ্ণনগর নবদ্বীপঘাট রেলওয়ে সময়

কৃষ্ণনগর হইতে নবদ্বীপঘাট

কৃষ্ণনগর সিটি—	৬-৪৫	১০-৪৪	১৩-২২	১৭-৩৮	২০-১৬
কৃষ্ণনগর রোড —	৬-৫৯	১০-৫৫	১৩-৩৩	১৭-৪৭	২০-২৫
আমঘাটা—	৭-১৫	১১-১১	১৩ ৫১	১৮-৩	২০-৪১
মহেশগঞ্জ—	৭-২৪	১১-২১	১৪-০	১৮-৯	২০ ৪৭
নবদ্বীপঘাট —	৭-৩৩	১১-৩০	১৪-৯	১৮-১৬	২০ ৫৫

বিশেষ দ্রষ্টব্য—নবদ্বীপঘাট ষ্টেশন অপেক্ষা মহেশগঞ্জ ষ্টেশন হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরের দূরত্ব অনেক কম। শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে যাহাদিগকে রাণাঘাটে ট্রেণ বদল করিতে হয়, তাঁহারা রাণাঘাটে প্রাতঃ ৫-৫০,৮-১৪, ১৩ ৪৬, ১৬ ৪৮,১৮ ২৯ এবং ০-১১ মিনিটের সময় গাড়ী পাইবেন।

শান্তিপুর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে শান্তিপুর ষ্টেশনে৫-৪০,৯-২৯, ১২ ২৫,১৬-৪ এবং ১৮-৪১ মিনিটের সময় ট্রেণ পাওয়া যায়।

নবদ্বীপঘাট হইতে কৃষ্ণনগর

নবদ্বীপ ঘাট—	৫-৩৫	৯-২৫	১২-১০	১৫-৩৪	১৮-৪৫
মহেশগঞ্জ—	৫-৪৩	৯-৩৩	১২-১৯	১৫-৪২	১৮-৫৩
আমঘাটা—	৫-৪৯	৯-৩৯	১২-২৬	১৫-৪৮	১৯-০
কৃষ্ণনগর রোড—	৬-৫	৯-৫৫	১২-৪৩	১৬-৪	১৯-১৪
কৃষ্ণনগর সিটি—	৬-১১	১০-৩	১২-৫১	১৬-১২	১৯-২৫

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রেস হইতে—ডাঃ কৃষ্ণকান্ত ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম ভক্তিশাস্ত্রী এল, এম, এফ কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

পুলিসের বাসায় চুরি

কানপুর, কালেক্টরগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত দারোগা শ্রীযুক্ত মান সিং কোন উৎসব উপলক্ষে গত ২৮শে রাত্রিতে সপরিবারে স্থানীয় গুরুদ্বারে গিয়াছিলেন। সেই সুযোগে চোর তাঁহার বাসায় প্রবেশ করিয়া নগদ ৬ হাজার টাকা এবং গহনা ও বস্ত্রাদিতে ২৫ হাজার টাকার জিনিষ লইয়া পলাইয়াছে।

পিস্তল ও টোটা অপহৃত

৩১ হাজার টাকা চুরি সম্বন্ধে আরও সংবাদাদি লইয়া জানা গিয়াছে, সর্দ্দার মান সিংএর স্ত্রী ও সন্তানরা ধর্ম্মকার্য্য উপলক্ষে গুরুদ্বারে গিয়াছিলেন। সর্দ্দারজী সরকারী কাজে কালেক্টরগঞ্জে টহল দিতে বাহির হইয়াছিলেন। একজন চাকরকে বাড়ীতে রাখিয়া যাওয়া হইয়াছিল। দারোগার বাসা থানার প্রাঙ্গণের মধ্যে। ভৃত্য পাঞ্জাবের শিয়ালকোট জিলার অধিবাসী।

প্রকাশ, ঐ ভৃত্যই সর্দ্দারজীর ঘরের তালা ভাঙ্গিয়া তথায় প্রবেশ করে এবং বাক্স-তোরঙ্গ খুলিয়া উক্ত টাকা ও জিনিষ পত্র হস্তগত করে। দারোগার পিস্তল ও ২০টা টোটাও সে হস্তগত করিয়াছে।

পুলিস সমগ্র সহর ও রেল ষ্টেশন তল্লাস করিয়াও অপরাধীর সন্ধান করিতে পারে নাই।

ভৃত্য গ্রেপ্তার
রিভলভার ও ৮ হাজার টাকা মূল্যের সম্পত্তি উদ্ধার

সাব-ইনস্পেক্টার মানসিংহের গৃহে ডাকাতি সম্পর্কে শিয়ালকোট নিবাসী মদনদাস নামে তাঁহার ভৃত্যকে গত ২৮শে এলাহাবাদ আত্মগোপন করিবার কালে গ্রেপ্তার করা হয়। আসামীর নিকট সমস্ত চোরাই মাল এমন কি মানসিংহের রিভলভারটি পর্য্যন্ত পাওয়া গিয়াছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে।

এক্ষণে প্রকাশ পাইয়াছে, অপহৃত সম্পত্তিগুলির মোট মূল্য প্রায় আট হাজার টাকা হইবে।

জার্ম্মাণীর ডাক বিমান

লণ্ডন, লুকতা জাস্না গোপনীয় দফতর জার্ম্মাণীতে নূতন ডাক বিমান নির্ম্মিত হইতেছে। ঘণ্টায় উহা দুই শত ত্রিশ মাইল চলিবে। এই বিমান মহাসমুদ্র পর্য্যটন করিবে।

ডাক বিমান

ইম্পিরিয়া কোম্পানীর বিমানের ইঞ্জিন হইবে নূতন ধরণের। এক ইঞ্জিন বিমান আর থাকিবে না। নূতন বিমানে নূতন ধরণের ইঞ্জিন বসাইয়া ডাকবাহী বিমানে পরিণত করা হইবে। উহাই আপ্রান-ডাক বিমান বলিয়া গণ্য হইবে।

আরও কয়েকখানি

এতদ্ব্যতীরেকে আফ্রিকা ব্রেজিল পর্য্যটনের জন্ত আরও কয়েকখানি উড়ো জাহাজ নির্ম্মাণ করা হইতেছে।

বিলের ধারে ছায়ামূর্ত্তি

ব্যাঙ্ক সেক্রেটারীর সহিত প্রেতের আলাপ

পাবনা বড়পাঙ্গাসী সমবায় ব্যাঙ্কের সেক্রেটারী শ্রীশ্যামসুন্দর সরকার সম্প্রতি পল্লী অঞ্চল হইতে ফিরিয়া এক অদ্ভুত ঘটনার বর্ণনা করিয়াছেন।

বড়পাঙ্গাসী গ্রামের প্রায় ৮ মাইল দূরে মুগুমালা গ্রাম। মুগুমালা হইতে একদিন রাত্রিতে একা পদব্রজে আসিবার সময় শ্যাম বাবু পশ্চাতে একটা শব্দ হইতেছে শুনিতে পাইয়া ফিরিয়া তাকাইতে দেখিলেন যে, মানুষের মতন একটা ছায়া-পুরুষ পিছন পিছন আসিতেছে। প্রশ্ন করিলেই ছায়ামূর্ত্তি পাবনার বাঙ্গালায় বলিল—আমি মধু। ভৈরবের ডাঙ্গায় বাড়ী ছিল। এখন বিলের এই দিকটায় আছি। যখন বাঁচিয়াছিলাম তখন আমি খুব মাছ ধরিতাম। ১০ বৎসর পূর্ব্বে বিলের এই অংশে আমি কলেরায় মারা যাই। সঙ্গীরা আমার মৃতদেহ ফেলিয়া পলায়ন করে।"

শ্যামবাবু প্রশ্ন করিলেন—"তুমি আমার পিছু লইয়াছ কেন?"

মূর্ত্তি বলিল—'বোয়াল মাছ ভাজা খাইব। আপনি দিন।'

শ্যামবাবু বলেন—'আমার বাড়ী পর্য্যন্ত আইস, তোমাকে বোয়াল মাছ ভাজা খাইতে দিব, এখানে কোথায় পাইব।'

কিন্তু ছায়ামূর্ত্তি সেইস্থানেই ভাজা মৎস্য পাইবার জন্ত জিদ্ ধরিল। উপায় না দেখিয়া শ্যামবাবু বলিলেন, একটি বোয়াল মাছ লইয়া আইস। ইহা বলিয়া পথের পার্শ্বস্থিত এক খড়স্তূপে আগুন ধরাইলেন, ইহার পর একটা অস্বাভাবিক শব্দ হইতে লাগিল, ছায়ামূর্ত্তি এই বলিয়া পলাইয়া গেল—'এই বার বড় বাঁচা বাঁচিয়া গেলি।'

বাকালগরে দুঃসাহসিক ডাকাতি

আরামবাগ মহকুমার বাকালগরে এক দুঃসাহসিক ডাকাতি হইয়া গিয়াছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে।

ঘটনার বিবরণে প্রকাশ একদলে প্রায় ১০জন সশস্ত্র দস্যু ভবানী মিস্ত্রীর গৃহে, প্রাচীর লঙ্ঘন করিয়া প্রবেশ করে এবং ঘরের দরজা ভাঙ্গিয়া ফেলে। ভবানী বাধা প্রদান করিলে দস্যুগণ তাহাকে মারধর করে। দুর্বৃত্তগণ নগদ ও জিনিষ পত্রে বহু টাকা লইয়া চম্পট দেয়।

এই সম্পর্কে কয়েক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ।

হুগলী জিলায় পথকর

হুগলী জিলা বোর্ড স্থির করিয়াছেন, জমীর বার্ষিক আয়ের উপর টাকা প্রতি ২ পয়সা হিসাবে পথ ও পূর্ত্তকর বাবদ লইবার যে ব্যবস্থা কর-আইনে আছে, ৩৮—৩৯ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহারা তাহা পুরা মাত্রায় গ্রহণ করিবেন।

ছয়জন যুবক অভিযুক্ত

চট্টগ্রামে কানুনগোপাড়া গ্রামের ননীগোপাল চৌধুরী, পুলিন ভট্টাচার্য্য, হৃষিকেশ ভট্টাচার্য্য ভোলানাথ দে, কুঞ্জকুমার দে ও নৃপেন্দ্রমোহন তালুকদারের বিরুদ্ধে সন্দেহজনক অবস্থায় থাকিবার অভিযোগে ফৌজদারী কার্য্যবিধি আইনের ১০৯ ধারা অনুসারে সদর মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেটের আদালতে একটী অভিযোগ উপস্থিত করা হইয়াছে।

প্রকাশ, উক্ত গ্রামের একটি বিদ্যালয় ভবনে তথাকথিত সন্দেহজনক অবস্থান থাকিবার অভিযোগে তাহাদিগকে অধিক রাত্রিতে গ্রেপ্তার করা হয়।

আসামীদের বিরুদ্ধে ডাকাতির উদ্যোগ আয়োজন করিবার অভিযোগে প্রথমে অভিযোগ উপস্থিত করা হয়। কিন্তু ঐ অভিযোগ প্রত্যাহার করিয়া আসামীদের বিরুদ্ধে উক্তরূপ অভিযোগ উপস্থিত করা হইয়াছে।

জুয়াড়ীদলের জরিমানা

জব্বলপুর, আদালত বন্ধের পূর্ব্বে একদলে ১৭ জন জুয়াড়ীকে জব্বলপুরের প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুত এম, এম, ধোগালেকর, ৭৫ টাকা হইতে পাঁচ টাকা পর্য্যন্ত নানারূপ অর্থ দণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন। ভারতীয় জুয়া খেলা আইনের ৩য় ও ৪র্থ ধারানুসারে ম্যাজিষ্ট্রেট উহাদিগকে দণ্ডিত করিয়াছেন।

অভিযোগের বিবরণে প্রকাশ, গত ৩০শে অক্টোবর পুলিস সংবাদ পায় যে, জব্বলপুরের সহরতলী গোকুলপুরে হাজারী লালের গৃহে জুয়া খেলা হইতেছে। সংবাদ পাইয়া পুলিস ঐ বাড়ীতে হানা দেয় ও হাজারীলাল প্রমুখ ১৭ জনকে গ্রেপ্তার করে। গ্রেপ্তারের সময় উহারা জুয়া খেলিতেছিল। বিচারের সময় প্রকাশ পায় যে, হাজারীলাল তাহার বাড়ীতে জুয়া খেলার আড্ডা করিত। সে খেলোয়াড়দের নিকট হইতে প্রতি টাকায় ৩ পাই হিসাবে 'নাল' গ্রহণ করিত। পুলিস আসামীদিগকে হাতেনাতে ধরিয়া ফেলে।

বড়দিনে দুর্দ্দিনের তালিকা

খৃষ্টমাসের সময় বিশ্বে অনেকগুলি দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে।

ফিলিপাইন

ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জের টুনান সহরে খৃষ্টমাসের পূর্ব্ব দিবস সাতজন লোক পদদলিত হইয়া পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হইয়াছে। তখন রাত্রি দ্বিপ্রহর, গির্জ্জায় আলোকবর্ত্তিকা জ্বালা হইতেছে। বর্ত্তিকার জোর আলোকে বাহিরের লোক গির্জ্জায় আগুন ধরিয়াছে ভাবিয়া পলায়ন করিতেছে; এমন সময় কতকগুলি লোক পদদলিত হইয়া অগ্নিবস্ত্রে আঘাত পাইয়াই পরিত্রাণ পাইয়াছিল। কিন্তু ভাগ্যহীন সাতের প্রাণবায়ু তৎক্ষণাৎ শেষ হইয়া গিয়াছে।

সারগোসন

তারপর ফিলিপাইনের সারগোসন প্রদেশে বলম্যান নামক আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতে বিস্তর ক্ষতি লোকসান হইয়াছে। অনেকে গৃহশূন্য হইয়া হাহাকার করিতেছে। তেরজন লোকের প্রাণবায়ু বহির্গত হইয়া গিয়াছে। অগ্ন্যুৎপাতের অত্যাচারে উক্ত প্রদেশে বন্যা আসায় আসায় অনেকে ভাসিয়া গিয়াছে চারিধারে পরিপূর্ণ কেহ যে ফিরিয়া আসিবে সে আসা নাই।

জাপান

জাপানের কুচিনমারাবা নামক আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতে চারিজন লোক হত হইয়াছে। চারিজনের খোঁজখবর নাই। ত্রিশজন আহত হইয়াছে। বহু গৃহ ভস্মে ছাইয়া গিয়াছে। চারিদিকে হাহাকার উঠিয়াছে।

যুক্তরাষ্ট্র

নিউ ইয়র্কের সংবাদে প্রকাশ, খৃষ্টমাসের সময় যুক্তরাষ্ট্রে প্রায় দুইশত লোকের মৃত্যু হইয়াছে। মোটর দুর্ঘটনাই অধিকাংশ লোকের মৃত্যুর কারণ। পঁচজন শীতের প্রাবল্যে দেহত্যাগ করিয়াছে। মিচিগানের ব্যাটল ক্রীকে একজন অন্ধ রমণী পুত্রসহ অগ্নিদাহে জীবন ত্যাগ করিয়াছে।

গুলীতে নিহত

একজন অজ্ঞাতনামা কালাপাহাড়ী ব্রুকলীনের একজন মহাজনকে গুলী করিয়া মারিয়া ফেলিয়াছে। ঐ সঙ্গে উনবিংশ বর্ষিয়া জনৈকা বালিকা উইল কাল্গিলে নিজেকে গুলী করিয়া মারিয়া ফেলিয়াছে।

গোলাচাপায় মৃত্যু

তারপর অরিগনে এক দুর্ঘটনা ঘটে। গোলা ভূমিকম্পে ধসিয়া ভাঙ্গিয়া চুরমার হইয়া গিয়াছে। গোলা চাপায় চারিজন লোক মারা পড়িয়াছে।

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ

বিশ্বের একমাত্র দৈনিক

—পারমার্থিক পত্র—

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

আরাধ্যো ভগবান ব্রজেশ
তনয়স্তদ্ধাম-বৃন্দাবনম্,
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং
প্রেমা পুমর্থো মহান্,
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং
তত্রাদরো নঃ পরঃ॥

... বর্ষ { ৬ শ্রাবণ   গৌরাব্দ ৪৪৭, ১৯শে পৌষ বঙ্গাব্দ ১৩৪০, ৩রা জানুয়ারী ইং ১৯৩৪,   বুধবার   ২৫৬ তম সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

আজ কয়েক দিবস যাবৎ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি মহারাজ কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠে সন্ধ্যারাত্রিকের পর শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করিতেছেন। তাঁহার ওজস্বিনী ভাষায় সৎসিদ্ধান্তপূর্ণ পাঠ ও প্রাঞ্জল ব্যাখ্যা শ্রোতৃবৃন্দের অন্তঃস্পর্শী হইতেছে। তিনি শীঘ্রই শ্রীচৈতন্যবাণী-প্রচারার্থ উৎকল প্রদেশে গমন করিবেন।

শ্রীল প্রভুপাদের স্বাস্থ্য ক্রমশঃই ভাল হইতেছে। অসুস্থ-অবস্থায়ও তিনি কৃষ্ণকীর্ত্তনে বিরত নহেন। স্বীয় আচরণ দ্বারা তিনি নিম্নলিখিত সদুপদেশপূর্ণ শ্লোকটীর শিক্ষা প্রদর্শন করিতেছেন।

'তত্তেঽনুকম্পাং সুসমীক্ষমাণো
ভুঞ্জান এবাত্মকৃতং বিপাকম্।
হৃদ্বাগ্বপুর্ভির্বিদধন্নমস্তে
জীবেত যো মুক্তিপদে স দায়ভাক্॥'
(ভাঃ ১০।১৪।৮)

জীব নিজ নিজ কর্ম্মফলে সুখ ও দুঃখ ভোগ করে। যাঁহারা ঐসকল নিজকৃত কর্ম্মফল 'ভগবানেরই কৃপা'—এইরূপ বিচার করিয়া তাহা ভোগ করিতে করিতে কায়-বাক্য এবং মনের দ্বারা তদীয় (শ্রীভগবানের) পাদপদ্মে নমস্কার বিধান পূর্ব্বক জীবন ধারণ করেন, তাঁহারাই মুক্তির দায়স্বরূপ ঐ পাদপদ্ম-লাভের অধিকারী।

গত ২৬শে ডিসেম্বর রবিবার কটক সচ্চিদানন্দ মঠ হইতে শ্রীপাদ বিলাসবিগ্রহ অধিকারী ভক্তিভূষণ প্রভু, শ্রীপাদ ... ব্রহ্মচারী ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ... শ্রীরূপ পুরী মহারাজ শ্রীপুরুষোত্তম ... শ্রীমঠে এবং ক্ষেত্রবাসি-গণের নিকট ও অস্থায়ীভাবে বড়দিনের ছুটী উপলক্ষে আগত জনগণের নিকট যাইয়া শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচার করিতেছেন।

গত ২৫শে ডিসেম্বর সন্ধ্যারাত্রিকের পর শ্রীপুরুষোত্তম মঠে শিলিগুড়ি স্কুলের হেড্‌মাষ্টার শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রনাথ সরকার মহাশয় প্রশ্ন করেন যে—দীক্ষাগ্রহণের পর সামাজিক নিয়মানুসারে শূদ্রকুলজাত ব্যক্তির একমাস অশৌচ-পালন ও কর্ম্মকাণ্ডমতে শ্রাদ্ধাদি করা চলে কিনা? ব্রহ্মসূত্রাদি গ্রহণ না করিয়া দীক্ষা-গ্রহণ করা চলে কিনা? উক্ত প্রশ্নের উত্তর-প্রদানমুখে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তি শ্রীরূপ পুরী মহারাজ যে কথা আলোচনা করেন তাহার মর্ম্ম নিম্নে লিখিত হইল।

যে কোন কুলজাত বদ্ধজীব-মাত্রেই শ্রীগুরুর পাদপদ্ম আশ্রয় করিবার ও দীক্ষা-গ্রহণের পূর্ব্বে শূদ্র অর্থাৎ দ্বিতীয় অভিনিবেশ হেতু দেহে আত্মবুদ্ধি ও দেহ-সম্বন্ধীয় বস্তুতে মমতা-বুদ্ধিবশতঃ শোক দুঃখাদিতে অভিভূত; সেই সকল শোকগ্রস্ত ব্যক্তিই অশৌচ-পালনাদি ও কর্ম্মকাণ্ড মতে শ্রাদ্ধাদি সামাজিক বিধি পালন করিয়া অসুর-সমাজের সদস্য করিবার জন্য ব্যস্ত হয়। দীক্ষার অভাব বা অবিদ্যাজনিত হৃদয়-দৌর্ব্বল্যই ইহার মূল কারণ।

বর্ত্তমানে লৌকিকভাবে যে দীক্ষার অভিনয় চলিতেছে তাহাকে দীক্ষা বলে না। উক্ত দীক্ষার (?) পূর্ব্বেও যে অবস্থা, পরেও সেই অবস্থা অর্থাৎ শোক-দুঃখে বা শূদ্রধর্ম্মে অবস্থিত কিন্তু যে অনুষ্ঠানের দ্বারা দিব্য জ্ঞানের উদয় হয় এবং আনুষঙ্গিকভাবে দ্বিতীয় অভিনিবেশ বা দেহে আত্মবুদ্ধি ও তজ্জনিত ভক্তিবিরোধী আচরণাদি বিদূরিত হয় সেই অনুষ্ঠানের নাম দীক্ষা।

জগতে দুই প্রকার সমাজ দেখা যায় (১) দৈবসমাজ ও (২) অসুর-সমাজ। যাহারা বিষ্ণুভক্ত তাঁহারাই দৈবসমাজের লোক, বাদবাকী সকলেই অসুর। অসুর-সকল শৌক্রপন্থায় বর্ণনিরূপণ করিয়া থাকে বলিয়াই তাহারা অসুরকুলে জাত ব্রাহ্মণের প্রবৃত্তিবিশিষ্ট ব্যক্তিকেও অব্রাহ্মণ করাখিবার জন্য, শূদ্রের আচারাদি পালন করাইবার জন্য ব্যস্ত হয় এবং তাঁহার প্রতি অযথা অত্যাচার করে। কিন্তু সেই ব্রাহ্মণের প্রবৃত্তিবিশিষ্ট ব্যক্তি যখন সৌভাগ্যক্রমে সদ্‌গুরুর পাদপদ্মে প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবা এই তিনটী বৃত্তি লইয়া উপনীত হন তখন শ্রীগুরুদেব অহৈতুকী কৃপা প্রকাশ পূর্ব্বক তাঁহাকে অসুরগণের কবল হইতে উদ্ধার করিয়া দীক্ষা প্রদান করেন।

দীক্ষাগ্রহণের পর দীক্ষিত ব্যক্তি আর শূদ্র থাকেন না; অবশ্য দীক্ষাগ্রহণের পূর্ব্বে ব্রাহ্মণকুলে জাত ব্যক্তিও শূদ্র। শ্রীমদ্ভাগবতের 'যস্য যল্লক্ষণং প্রোক্তং' ও 'যথা কাঞ্চনতাং যাতি কাংস্যং রসবিধানতঃ। তথা দীক্ষাবিধানেন দ্বিজত্বং জায়তে নৃণাম্॥' এই শ্লোকদ্বয়ই তাহার প্রমাণ। আমি অমুক কুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছি, আমি অমুকের পুত্র, আমি লৌকিক সমাজের দ্বারা শাসিত হইবার যোগ্য এই সকল প্রাকৃত অভিমান দীক্ষালাভের পর আর থাকে না সুতরাং অশৌচ-পালনাদি সামাজিক বিধি পালন করিবার আবশ্যকও হয় না। তবে যাঁহারা গৃহস্থভক্ত তাঁহারা দশম দিবসে বা যে কোন দিন বৈষ্ণবস্মৃতিমতে ভগবৎ-প্রসাদ শ্রদ্ধা পূর্ব্বক পিতৃলোককে দিতে পারেন, তাহার নাম শ্রাদ্ধ। ঐ উপলক্ষে পিতৃপুরুষের নিত্যকল্যাণ-বিধানের জন্য বৈষ্ণবসেবা করাই একান্ত কর্ত্তব্য এবং জীব স্বরূপতঃ কৃষ্ণদাস-জ্ঞানে সকলকেই মহাপ্রসাদ বিতরণ করা যাইতে পারে। এইপ্রকার অনুষ্ঠানে বিষ্ণুর প্রীতিই হইয়া থাকে সুতরাং উহা ভজন-প্রতিকূল নহে। কিন্তু দীক্ষাগ্রহণের পরও যদি কেহ সামাজিক শাসনের ভয়ে বৈষ্ণব-স্মৃতির বিধি-উল্লঙ্ঘন পূর্ব্বক কর্ম্মকাণ্ড-মতে অশৌচপালনাদি ও আসুরিক শ্রাদ্ধাদি করিবার জন্য ব্যস্ত হন তবে তাঁহার দিব্য-জ্ঞান হয় নাই বা দীক্ষাগ্রহণের অভিনয় হইয়াছে মাত্র জানিতে হইবে কিম্বা সদ্‌গুরুপাদপদ্ম-আশ্রয়ের অভিনয় করিলেও ... সমাপ্তির পূর্ব্বে সৎসঙ্গ করিবার জন্য বিশেষ যত্ন না থাকায় দুঃসঙ্গ প্রবল হওয়ার দরুণ হৃদয়দৌর্ব্বল্যরূপ অনর্থ প্রবল হইয়া ঐ প্রকার অধোগতি হইয়াছে। দীক্ষিত ব্যক্তি কৃষ্ণৈকশরণ সুতরাং সামাজিক শাসনের ভয়ে ভীত নহেন কারণ তিনি জানেন—কৃষ্ণ রক্ষা করিলে কেহই কিছু করিতে পারেন না, আবার কৃষ্ণের প্রীতি-বিধানের জন্য যদি কোন ব্যবহারিক কষ্টও হয়। তাহা অনুগ্রহরূপেই বরণ করেন, তাহাতে তিনি অসহিষ্ণু হন না ও কোন প্রকার বিচলিত হন না। যাঁহারা নিষ্কপটে শ্রীগুরুপাদপদ্ম-আশ্রয় পূর্ব্বক কায়মনো-বাক্যে হরিগুরুবৈষ্ণবসেবায় রত থাকেন তাঁহারা গৃহস্থ-আশ্রমে অবস্থান করিলেও অসুরসমাজের অনুগত হন না বা তাঁহাদের কোন প্রকার হৃদয়দৌর্ব্বল্য আসিতে পারে না। শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মের অহৈতুকী কৃপায় সর্ব্বপ্রকার অনর্থ সহজেই বিদূরিত হয়। যাঁহারা সেই অশোক-অভয়ামৃত পাদপদ্ম আশ্রয় করিয়াছেন তাঁহারাই ইহা উপলব্ধি করিতে পারেন। (ক্রমশঃ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

৩ মাধব কৃত অনিরুদ্ধ

জনকরাজ

জগতে তথা-কথিত নৃপতিবর্গের অভাব নাই বটে, কিন্তু বর্তমান রাজগণের মধ্যে আদর্শরাজা নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কারণ, রাজার কর্ত্তব্য—প্রজাগণকে পালন করা, নিজে স্বধর্ম্মে অর্থাৎ কৃষ্ণসেবায় নিযুক্ত থাকিয়া প্রজাবর্গকে সেবায় নিয়োগ করা; কিন্তু বিমুখ-বিমোহিনী মায়া নৃপতিবর্গকে বিপথে চালিত করিয়া প্রজাপালন ও স্বধর্ম্ম-স্থাপনের পরিবর্ত্তে তাঁহাদিগকে প্রজাপীড়নে নিযুক্ত করিয়াছে এবং তাঁহারা ভগবৎ-সেবা বিস্মৃত হইয়া ইতরভোগে ব্যস্ত হইয়াছেন ও হইতেছেন।

ধার্ম্মিক নৃপতিগণ স্বধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত হইয়া সর্ব্বক্ষণ প্রজাপালনে তৎপর এবং স্বধর্ম্ম-স্থাপনে সমুৎসুক। প্রত্যেক নৃপতিরই কর্ত্তব্য—পূর্ব্ব পূর্ব্ব আদর্শ-রাজগণের আদর্শ-গ্রহণে তৎপর হওয়া এবং তদনুসরণে প্রজাদি-পালন ও রাজ্য-রক্ষা করা। তাই আমরা একজন আদর্শ-রাজার ধর্ম্মজীবন-আলোচনায় আত্মশোধনের সঙ্গে সঙ্গে বৈষ্ণব নৃপতির আদর্শ-প্রচারে প্রবৃত্ত হইলাম।

—

আমরা গুরুবৈষ্ণবানুগত্যে যে মহারাজের পূত-চরিত্র-আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলাম তিনি অন্য কেহই নহেন—তিনি জগদ্বিখ্যাত পরম-বৈষ্ণব মহারাজ জনক। ইনি ব্রহ্মা, শিব, নারদ, প্রহ্লাদাদি প্রমুখ দ্বাদশ মহাজনের অন্যতম কৃষ্ণতত্ত্ববিৎ মহাভাগবত। ইনি গৃহস্থলীলাভিনয় করিলেও ব্রহ্মচারী, বানপ্রস্থ, গৃহস্থ, সন্ন্যাসী প্রভৃতি সকলেরই বন্দ্য ও পরম পূজ্য।

—

বৈষ্ণবগণ কর্ম্মফলবাধ্য বদ্ধজীবের ন্যায় সুখ-ভোগার্থ এ জগতে আসেন না। তাঁহাদের জন্ম ও মৃত্যু কোন কালেই নাই। "কালচক্র ডরায় দেখি কৃষ্ণদাস" প্রভৃতি শাস্ত্র-বাক্যই তাহার সাক্ষ্য দিতেছে। জন্ম-মৃত্যুর অতীত অধোক্ষজ বস্তু হইয়াও বৈষ্ণবগণ জীবহিতার্থ এজগতে যে কোন কুলে আবির্ভূত হইয়া সর্ব্বাবস্থায় কিরূপ-ভাবে হরিভজন করিতে হয় তাহা শিক্ষা দিতে আসেন। আমাদের আলোচ্য বৈষ্ণব রাজ জনকের এজগতে আগমনও তদুদ্দেশ্যেই। আমরা পাছে তাঁহাকে কোন সাধারণ রাজা মনে করিয়া তাঁহার চরণে অপরাধ করিয়া বসি সেই অপরাধ হইতে সতর্কী-করণ ও রাজার আদর্শ-প্রকাশার্থই এই প্রবন্ধের অবতারণা।

ত্রেতাযুগে পরম-ধর্ম্মাত্মা মহাসত্ত্ব জনক-রাজ সাধুশ্রেষ্ঠ নিমি-রাজার বংশে আবির্ভূত হন। তাঁহার পিতার নাম হ্রস্বরোমা। তাঁহার অপর নাম সিরোধ্বজ এবং সহোদরের নাম কুশধ্বজ। তাঁহার রাজত্বকালে প্রজাগণ সুখে বাস করিতেন এবং ধার্ম্মিক রাজার উপদেশ-অনুসরণে স্বধর্ম্ম-পালনে তৎপর ছিলেন।

—

একদা মহারাজ জনক যজ্ঞার্থ ভূমিকর্ষণ করিতেছেন এমন সময় সীতার (লাঙ্গলপদ্ধতি) অগ্রভাগে ভূমিগর্ভ হইতে এক কন্যা উদিতা হন। সেই অযোনিসম্ভবা কন্যা সীতা দেবীই হইতেছেন—জগৎপূজ্যা রাম-লক্ষ্মী সীতা। মহারাজ মহাদেবের নিকট হইতে একটী অতীব গুরুভার ধনু পাইয়া পণ করেন—'যিনি এই হরধনু ভঙ্গ করিবেন তাঁহাকেই তিনি সীতা সম্প্রদান করিবেন।' সীতাদেবী বয়ঃপ্রাপ্তা হইলে লোকমুখে তাঁহার রূপলাবণ্যের কথা শুনিয়া শত শত মহাবল নৃপতি মিথিলায় আগমন করেন কিন্তু কেহই সেই মহাধনু ঈষৎ সঞ্চালন করিতেও পারেন নাই। সীতালাভও কাহারও ভাগ্যে ঘটে নাই। ঘটিবে কেন? তিনি যে স্বয়ং লক্ষ্মী। নারায়ণ ভিন্ন অন্যের সে লক্ষ্মীলাভ হইবে কেন? যথাসময়ে বৈকুণ্ঠনাথ নারায়ণই রামরূপে অবতীর্ণ হইয়া মিথিলানগরে গিয়া ঐ হরধনু ভঙ্গ করিলেন। জনকরাজ পরমানন্দে তাঁহার প্রিয়তমা দুহিতা সীতাকে শ্রীরামচন্দ্রের করে সমর্পণ করিয়া কৃতার্থ হইলেন। পরম-ভাগবত জনক, সাক্ষাৎ শ্রীভগবান্‌কে জামাতৃরূপে প্রাপ্ত হইলেন।

—

বৈষ্ণব-পরমহংস জনকরাজ হরিভজনপর গৃহে অবস্থান করিয়াছিলেন। বদ্ধজীবের মত, মুক্ত-বৈষ্ণবগণের গৃহে 'গৃহ' বা বনে 'বন' দর্শন নাই। তাঁহাদের অপ্রাকৃত অনুভূতিতে গৃহে বা বনে সর্ব্বত্রই শ্রীভগবান্ প্রত্যক্ষ হন। তাই কোন বৈষ্ণব-মহাজন গাহিয়াছেন—

"যে দিন গৃহে ভজন দেখি
গৃহেতে গোলোক ভায়।"

শ্রীল ঠাকুর মহাশয়ও প্রার্থনায় বলিয়াছেন—

"গৃহে বা বনেতে থাকে
হা গৌরাঙ্গ ব'লে ডাকে
নরোত্তম মাগে তার সঙ্গ॥"

জনক-রাজের গৃহবাসও এমনিই ছিল। ভগবদর্পিত নিষ্কাম কর্ম্মে থাকিয়াও যাঁহারা নৈষ্কর্ম্ম্য-সংসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন তাঁহাদের কথা বলিতে গিয়া স্বয়ং শ্রীভগবান্ও অগ্রে জনকের নাম করিয়াছেন

"কর্ম্মণৈব হি সংসিদ্ধিমাস্থিতা
জনকাদয়ঃ।"
(শ্রীগী ৩।২০)

কালপ্রভাবে অধুনা ভোগসুখতৎপর গৃহব্রত গৃহমেধী ব্যক্তিগণ মনোধর্ম্মে সাধু ও শাস্ত্রের আপনাদের ভোগপ্রবৃত্তির অনুকূলে [illegible] ভিক্ষা লইতে চাহে। তাহারা সাধু মহাজন এবং দেবতাদিগকেও আপনাদের জনের [illegible] করিয়া [illegible] পুরুষের [illegible] গঞ্জিকা প্রভৃতি মাদকদ্রব্য-সেবিগণ সাধু সাজিয়া বলে—"মহাদেব [illegible] সেবন করেন, আর আমাদের দোষ কি?" এইরূপে যাহারা মনঃকল্পিত সাধু ও শাস্ত্রের দোহাই দিয়া যথেচ্ছাচারে কেবল ইন্দ্রিয়তর্পণ করিতে চাহে, জন্ম জন্ম [illegible]-কৃমি-পূর্ণ গৃহকূপেই মজিয়া থাকিতে চাহে, তাহারা অমার্জ্জনীয় ধৃষ্টতাকে অবাধে প্রশ্রয় দিয়া বলে—'জনক-রাজ 'এদিক্ ওদিক্ দু'দিক্ রেখে খেয়েছিলেন দুধের বাটী" অতএব গৃহ সুখ-সম্ভোগ ও হরি-ভজন একসঙ্গে হইবে না কেন? আমরাও দুই দিক্‌ই বজায় রাখিব।" এই ভাবেই আমরা পরমহংস বৈষ্ণব-মহাজনে প্রাকৃত বুদ্ধি করিয়া তদনুকরণে আত্মবঞ্চিত এবং কেবল ঐ "দুধের বাটী"তেই নিমজ্জিত হইয়া মরি।

—

জনকরাজ, কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসদেবের শিষ্য ছিলেন। একদা ব্যাসদেব আজন্ম সন্ন্যাসী ব্রহ্মবিৎ পুত্র শ্রীশুকদেবকে তত্ত্বজ্ঞান-লাভ ও কর্ত্তব্য-নির্ণয়ের জন্য রাজর্ষি জনক-সমীপে প্রেরণ করিয়াছিলেন। জনকরাজ বিবিধ বিষয় প্রলোভন বিস্তার করিয়া বহু পরীক্ষা করিলেও, তাহাতে শুকদেব আত্ম-যোগ হইতে অণুমাত্রও বিচলিত হইলেন না তখন, তিনি (মহারাজ) তাঁহার মাহাত্ম্য সম্যক্ অবগত হইয়া স্বয়ং মস্তকে অর্ঘ্য বহন করিয়া আনিয়া তাঁহার পূজা করিলেন। পরে তাঁহার আগমন-উদ্দেশ্য অবগত হইয়া প্রথমতঃ তিনি তাঁহাকে সংসার-ধর্ম্মই উপদেশ দিলেন।

কিন্তু যখন দেখিলেন, শুদ্ধসত্ত্বে অবস্থিত বিষয়বিরক্ত শুকদেব গুণময়ী প্রকৃতি-রাজ্যের সীমা অতিক্রম করিয়া, তাহার বহু ঊর্দ্ধে পরমহংস-কুল-সেবিত ভাগবত-ধর্ম্মে সুপ্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন তখন তিনি—সেই ব্যাসশিষ্য সম্বিৎ জনকরাজ—শুকদেবকে [illegible] করিয়া কহিলেন—"পুরাতন ঋষিগণ লোকসমূহকে উচ্ছৃঙ্খলতা হইতে সংযত করিয়া সচ্ছিক্ষা দিবার জন্য এবং তাঁহাদের কর্ম্মবন্ধন ছেদন করিবার জন্য ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য প্রভৃতি চারি আশ্রমোচিত ধর্ম্মসকল সংস্থাপন করিয়াছেন। যথাক্রমে সেইসকল আশ্রম-ধর্ম্মের বিধিবিধানে অবস্থান করিয়া ব্রহ্মচর্য্যের পর কর্ম্মের শুভা-[illegible] ফল ত্যাগ করিয়া (অর্থাৎ আত্ম-সুখাভিলাষে কিম্বা দুঃখের ভয়ে কখনও কর্ম্ম না করিয়া কেবল ভগবৎপ্রীতিসাধন-লক্ষ্যে জীবনের কর্ত্তব্যবোধে তাহা অনুষ্ঠান করিয়া) আত্মমুক্তি লাভ করিতে পারে। কিন্তু যে ব্যক্তি [illegible]

ভগবদনুরক্তি করিতে [illegible] ব্যক্তি পরবর্ত্তী জন্মে প্রথম [illegible] অর্থাৎ ব্রহ্মচর্য্যেই থাকিয়া আত্মমুক্তি না করেন তাঁহাদিগকে আর আশ্রমান্তর করিতে অর্থাৎ দারপরিগ্রহ করি[illegible] হইতে হয় না। কারণ, ধর্ম্ম-ক[illegible] চরমফল সেই ভগবদনুরাগ [illegible] অভীপ্সিত বস্তু লাভ হইলে আর ব্যাপার ব্যর্থ মাত্র। [illegible] এবং যে দোষ তাহা সর্ব্বদা ত্যাগ তাহাদের বশে বিপথ-গামী [illegible] না হইয়া সতত [illegible] যাহাতে অন্তরে পরমাত্ম-স্বরূপ প্রত্যক্ষ হ'ন, তাহাই শ্রেয়স্কামিজনের একথা [illegible]। এইরূপে সর্ব্বভূতে, অন্তরে বাহিরে ভগবদ্দর্শন এবং জগদ্ধাম শ্রীভগবানেই আশ্রিততত্ত্ব-রূপে সকলকে দর্শন হইলে, সেই দ্রষ্টার আর বনে বা ভবনে কোনও ভেদ থাকে না; তিনি জলে জলচর জীবের মত যে কোনও স্থলে যে কোন অবস্থায় থাকিয়াও তাহাতে লিপ্ত হ'ন না। কোনও কারণে তাঁহার অসুখ বা উদ্বেগ জন্মে না, তিনিও কাহারও অসুখ বা উদ্বেগের হেতু হন না। তিনিই ব্রহ্মভূত হইয়া ব্রহ্মস্বরূপ শ্রীভগবান্‌কে লাভ করেন। ব্রহ্মন্, এ সমস্ত আপনি সম্যক্ জ্ঞাত আছেন। শ্রীগুরুপ্রসাদে আমি আপনার মহিমা অবগত আছি।" রাজর্ষি জনকের মহিমা জ্ঞাত হইয়া সকলকাম শুকদেবও প্রস্থান করিলেন।

—

হরিপরায়ণ মহাভাগবত জনকের এই অমূল্য বাক্য মহাভারতে (শান্তি পর্ব্ব ৩২৬ অধ্যায়) চিরোজ্জ্বল-ভাবে বিরাজ করিতেছেন। তাঁহার ভুবনমঙ্গল মহচ্চরিত্র আলোচনা করিলে সজ্জনমাত্রেরই সদা উপলব্ধি হয় তিনি 'এদিক ওদিক্ দুদিক্ রাখিয়া দুধের বাটী' খান নাই। মহাভাগবতগণের কেহ কখনই 'দু' দিক্' রাখিতে ব্যস্ত বা 'দুধের বাটী' খাইতে ব্যগ্র হন না। তাঁহাদিগকে ঐরূপ হইতেও হয় না। তাঁহারা, অখিল-ঐশ্বর্য্যলক্ষ্মী যাঁহার শ্রীপদসেবা-লাভের জন্যই সদা লালায়িতা—একান্ত কাঙ্গালিনী, সেই 'লক্ষ্মী সহস্র-শত-সম্ভ্রম-সেব্যমান' শ্রীগোবিন্দ পদ-পদ্মেই সর্ব্বান্তঃকরণে রত থাকিয়া সর্ব্বজয়ে সমর্থ হন; সেদিকেই যথা সর্ব্বস্ব সঁপিয়া দিয়া সর্ব্বদিগ্বিজয়ে অমিত-প্রভাব ধারণ করেন আর 'দুধের বাটীর' জন্য তাঁহারা ব্যস্ত হইবেন কি? সমস্ত ব্রজগোপগোপী-গণের অপরিমিত অমৃত দুগ্ধের যিনি একমাত্র ভোক্তা সেই ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীগোবিন্দ [illegible] দুগ্ধ [illegible] বহন করিয়া তাঁহার আরাধ্য [illegible] ভক্তগণকে ভোজন করাইবার জন্য সদা ব্যস্ত। এবিষয়ে শ্রীল মাধবেন্দ্র পুরীপাদের [illegible] আলোচ্য।

তাঁহারা নির্বল বর্ণ ও আশ্রমের গুরু, সর্ব্ব-শ্রেষ্ঠ ; অপরে 'দুর্দিক্' রাখিতে যাইয়া সেই একদিকেই অগাধ সংসার-সমুদ্রেই নিমগ্ন হন। 'দু' দিক্ রাখা' কখনও হয় না।

স্মেরাং ভঙ্গীত্রয়পরিচিতাং
সাচিবিস্তীর্ণ দৃষ্টিং
বংশীন্যস্তাধরকিশলয়ামুজ্জ্বলাং চন্দ্রকেণ।
গোবিন্দাখ্যাং হরিতনুমিতঃ
কেশিতীর্থোপকণ্ঠে
মা প্রেক্ষিষ্ঠাস্তব যদি সখে
বন্ধুসঙ্গেঽস্তি রঙ্গঃ ॥

(ভক্তিরসামৃতসিন্ধু পূঃ বিঃ ৮৭)

বৃহদারণ্যকাদি শ্রুতিতে এবং পুরাণে অনেক স্থলে যে সকল জনকের কথা পাওয়া যায় তাঁহারা সকলেই এই মহাভাগবত জনক বলিয়া বোধ হয় না। জনক নামে একাধিক রাজা কালে কালে আবির্ভূত এবং তিরোহিত হইয়াছিলেন। কিন্তু, এই মহাভাগবত জনক দেবর্ষি নারদাদির মত যুগে যুগে নিত্য বর্ত্তমান।

কাশী সংশিক্ষা প্রদর্শনী

—:০:—

পাঁচপ্রকার অধর্ম্মের স্থান—
'অর্থ'

—:০:—

৬৬ তম দৃশ্য

কৃপণ ব্যক্তি তাহার টাকার থলে লইয়া বসিয়া থাকে। ইহা পাঁচপ্রকার অধর্ম্মের স্থান "জাতরূপ বা অর্থের" দৃশ্য। ইহাতে অনৃত, মদ, কাম, হিংসা ও বৈরিতার উদয় হইতেছে।

মহারাজ পরীক্ষিৎ হইতে চারি প্রকার অধর্ম্মের আকর চারিটী স্থান প্রাপ্ত হইয়াও কলি সন্তুষ্ট হইতে পারিল না। কারণ উক্ত চতুর্ব্বিধ অধর্ম্ম চারিটী স্থানে পৃথক্ পৃথক্ অবস্থিত। সুতরাং চারিটি অধর্ম্ম একাধারেই পাওয়া যায়, এমন একটি স্থান কলি পুনরায় প্রার্থনা করিলে মহারাজ পরীক্ষিৎ কলিকে প্রার্থনানুযায়ী স্বর্ণরূপ স্থান প্রদান করিলেন। এই স্বর্ণে বা অর্থে মিথ্যা, গর্ব্ব, স্ত্রীসঙ্গজনিত কাম ও হিংসা—এই চারি প্রকার অধর্ম্মই যুগপৎ বিরাজিত আছে। অধিকন্তু 'শত্রুতা' নামক আর একটী অনর্থও তাহাতে অবস্থিত এক অর্থ হইতেই অসত্য, গর্ব্ব, স্ত্রীসঙ্গ, হিংসা ও শত্রুতা—এই পাঁচটীর উদ্ভব হইয়া থাকে। অর্থই সকল অনর্থের মূল। কিন্তু যেখানে মায়াবদ্ধ জীব—"আমি ভোগের কর্ত্তা, আমি সমস্ত জগৎ ভোগ করিব"—এই অভিমানে পরিচালিত হইয়া অর্থের অসদ্ব্যবহার করিয়া থাকে, সেখানেই ঐ সকল অনর্থ আসিয়া উপস্থিত হয়। পরীক্ষিতের ... চেষ্টা-বিশিষ্ট ... নিযুক্ত করেন। সেখানে অর্থের প্রকৃত সদ্ব্যবহার হয় বলিয়া ঐ সকল অনর্থ উদিত হইতে পারে না।"

"ভোগীর কনক, ভোগের জনক, কনকের দ্বারে সেবহ মাধব।" সুতরাং যাহারা অর্থের দ্বারা মাধবের সেবা না করিয়া নিজের সেবা করে, অথবা মাধবের সেবার নাম করিয়া শালগ্রাম দ্বারা বাদাম ভাঙ্গিয়া খাওয়ার ন্যায় নিজে অর্থ ভোগ করে, এই সকল ব্যক্তি কলির কবলে পতিত।

শিক্ষা

অর্থ অভক্তের পক্ষে সর্ব্বপ্রকার অনর্থের ও অমঙ্গলের হেতু। মায়াবদ্ধ জীবের নৈসর্গিক অনর্থপ্রবৃত্তি অর্থরূপ ছিদ্র পাইলেই অত্যন্ত প্রবল ও বহির্ম্মুখী হইয়া পড়ে। সুতরাং যাহার অর্থ অনর্থের উৎপাদন ও সংবর্দ্ধন করিতেছে তাহার হরিভজন হইতে পারে না।

———

দ্যূত, পান, স্ত্রী, সূনা ও অর্থ—এই পাঁচটিতে আবদ্ধ জীব 'কলিহত'। পরমহংস সদ্গুরুর চরণাশ্রয়ে কৃষ্ণসংকীর্ত্তনই "কলিহত" জীবের একমাত্র পরম উপায়।

সরস্বতী-জয়শ্রী

সেবার অপূর্ব্ব সুযোগ !! সেবার অপূর্ব্ব সুযোগ !!

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের জীবনচরিত

আগামী ২১শে মাঘ (১৩৪০), ৪ঠা ফেব্রুয়ারী (১৯৩৪) রবিবার শ্রীশ্রীব্যাসপূজা বাসরে শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণবসম্প্রদায়-সংরক্ষক ও শ্রীগৌড়ীয়-মঠের মূল মহাপুরুষ প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের ভুবনমঙ্গল জীবনচরিত "সরস্বতী-জয়শ্রী" প্রকাশিত হইবেন। এই গ্রন্থরাজে বিবিধ চিত্র, মানচিত্র ও হস্তাক্ষর-সম্বলিত পরমশিক্ষাপ্রদ বিষয় সন্নিবেশিত থাকিবে। গ্রন্থের কলেবর রয়্যাল আটপেজী সাইজের ন্যূনাধিক পাঁচশত পৃষ্ঠা হইবে। এতদ্ব্যতীত শ্রীব্যাস-পূজার সময় শ্রীল প্রভুপাদের অতিমর্ত্ত্য চরিত্র, শিক্ষা ও আচার-প্রচার-বৈশিষ্ট্য সর্ব্বসাধারণের বোধগম্য করিবার নিমিত্ত কলিকাতা-শ্রীগৌড়ীয়মঠে একটি মিউজিয়াম বা প্রদর্শনী উন্মুক্ত হইবে।

আখেরের চিন্তা

(ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি শ্রীরূপ পুরী মহারাজ)

(২)

পথে প্রভু পরীক্ষা করেন সবা প্রতি।
কি সম্বল আছে বল কাহার সংহতি ॥
কেবা কি দিয়াছে কারে পথের সম্বল।
নিষ্কপটে মোর স্থানে কহত সকল ॥
সবে বলে প্রভু বিনা আজ্ঞায় তোমার ॥
... লইতে বা শক্তি আছে কার ॥
শুনিয়া প্রভুর বড় সন্তোষ হইলা।
শেষে সেই লক্ষ্য তত্ত্ব কহিতে লাগিলা ॥
প্রভু বলে কাহার যে কিছু না লইলা।
ইহাতে আমার বড় সন্তোষ করিলা ॥
ভোক্তব্য অদৃষ্টে থাকে যে দিন লিখন।
অরণ্যেতে আসি মিলে অবশ্য তখন ॥
প্রভু যারে যে দিবস না লিখে আহার।
রাজপুত্র হউ তবু উপবাস তার ॥
ত্রিভুবনে কৃষ্ণ দিয়াছেন অন্নছত্র।
ঈশ্বরের আজ্ঞা থাকে মিলিবে সর্ব্বত্র ॥

(চৈঃ ভাঃ অন্ত্য ২য় অঃ)

আখেরের চিন্তা ছাড়িয়া, পৃথক্ তহবিল সংরক্ষণের বা সংগ্রহের চেষ্টা না করিয়া সর্ব্বস্ব শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মে অর্পণপূর্ব্বক তাঁহাকে মর্ত্ত্যবুদ্ধি না করিয়া পালক ও রক্ষকরূপে বরণ করাই শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা। এই কথায় বিশ্বাস করিয়া যিনি কৃষ্ণৈকশরণ হন তিনিই অশোক-অভয়ামৃত পাদপদ্ম-আশ্রয়ে নিত্যানন্দ লাভ করেন। শরণাগত না হইয়া আখেরের চিন্তায় আকুল হইয়া যিনি যতই পৃথক্ তহবিল বৃদ্ধি করুন না কেন, যতই আখেরী পাকা বন্দোবস্ত করুন না কেন, কৃষ্ণের ব্যতীত কিছুই হইবে না।

আপনে ঈশ্বর সর্ব্বজনেরে শিখায়।
ইহাতে বিশ্বাস যার সেই সুখ পায় ॥
যেতে মতে কেনে কোটী যত্ন নাহি করে ॥
ঈশ্বরের ইচ্ছা হইলে সেই ফল ধরে ॥

আখেরের চিন্তা করিয়া 'কিছু' সম্বল রাখিলে যে কামক্রোধাদি ছয়জন বাটপাড়ের কবলে পড়িতে ও শ্রীগুরুসেবা হইতে বঞ্চিত হইতে হয় তাহা শ্রীল সনাতন গোস্বামীর বৃন্দাবনের পথের সঙ্গী ঈশানের আচরণ ও তাহার পরিণাম আলোচনা করিলে সহজেই বুঝা যায়। ঈশান গোস্বামী ঠাকুরের সঙ্গে বৃন্দাবন যাইবার অভিনয় করিলেও আখেরের ... না ছাড়িয়া আটটী মোহর সঙ্গে ... এবং সেই কারণে পাতড়া পর্ব্বতে বাটপাড় কর্তৃক আক্রান্ত হইয়াছিল।

———

শ্রীল গোস্বামী প্রভু ঈশানকে বাটপাড়ের হস্ত হইতে রক্ষা করিয়া মোহর কয়েকটী দস্যুদলপতিকে দিয়া নিষ্কিঞ্চন হইবার আদেশ করিলেও ঈশান অত্যাহার-দোষটী ছাড়িতে পারে নাই তখনও একটী মোহর গোপন রাখিয়াছিল।

শ্রীল সনাতন গোস্বামী দেখিলেন ঈশান এখনও আখেরের চিন্তা ছাড়িয়া অকিঞ্চন কৃষ্ণৈকশরণ হইতে পারে নাই সুতরাং সে বৃন্দাবন-দর্শনের অধিকারী নহে, তাই তাহাকে বলিয়াছিলেন—অবশেষ মোহরটী লইয়া তুমি বাড়ী যাও।

———

অতএব আখেরের চিন্তা করিয়া জাগতিক অর্থ বা বিষয় সঞ্চয়ের বা সংগ্রহের চেষ্টা করিতে গেলে আমরাও ঈশানের ন্যায় পরমার্থ হইতে বঞ্চিত হইব। সর্ব্বস্ব শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মে অর্পণ করিয়া নিষ্কিঞ্চন না হইলে হরি গুরু-বৈষ্ণব-সেবার সৌভাগ্য হইবে না, বিষয়ের সেবাতেই, বিষয়ের চিন্তাতেই, কাম-ক্রোধের দাসত্ব করিয়াই জীবন অতিবাহিত হইবে। আমার সেই সঞ্চিত অর্থগুলিও অবশেষে অন্যে লুটিয়া খাইবে, কৃষ্ণসেবার অর্থ কৃষ্ণসেবায় অর্পণ করিলাম না তজ্জন্য আমরাই দায়ী হইব। তাই বলি, আমরা যদি বুদ্ধিমান্ হই তবে আমাদের নিকট হরি-গুরু-বৈষ্ণব-সেবার জন্য গচ্ছিত ধনগুলি ঐ প্রকারে বৃথা আখেরের চিন্তা করিয়া আটকাইয়া রাখিব না, অবিলম্বেই গুরুপাদপদ্মে সর্ব্বস্ব অর্পণ করিয়া নিষ্কিঞ্চন ও কৃষ্ণৈকশরণ হইব অর্থাৎ অধনের জন্য যত্ন না করিয়া পরমার্থ-ধনে ধনী হইব। তাহা না করিলে আমাদের ন্যায় মূর্খ আর কে আছে? শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর আমাদের দুঃখে দুঃখিত হইয়া আমাদের মঙ্গলের জন্য যাহা কীর্ত্তন করিয়াছেন, আসুন, আমরা তাহা শ্রবণ ও কীর্ত্তন করিয়া আখেরের চিন্তারূপ ভজন-প্রতিকূল অসৎপ্রবৃত্তি বর্জ্জনপূর্ব্বক শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মে সর্ব্বস্ব অর্পণ করি।

গোরা পঁহু না ভজিয়া মৈনু।
প্রেম রতন ধন হেলায় হারাইনু ॥
অধনে যতন করি' ধন তেয়াগিনু।
আপন করম দোষে আপনি ডুবিনু ॥
সৎসঙ্গ ছাড়ি' কৈনু অসতে বিলাস।
তে-কারণে লাগিল মোর কর্ম্মবন্ধ-ফাঁস ॥
বিষয় বিষম বিষ সতত খাইনু।
গৌর-কীর্ত্তন-রসে মগন না হৈনু ॥
কেন বা আছয়ে প্রাণ কি সুখ লাগিয়া
... কেন ... রহিয়া ॥

গৌর যে শিখাল নাম সেই নাম গাও। অন্য সব নাম-মাহাত্ম্য সেই নামে পাও ॥

ডাকের ঠিকানা—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

দৈনিক

REG. C1544

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩৷৹
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র।

নদীয়া-প্রকাশ

THE NADIA-PRAKASH

সাহায্যের হার
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৷৹
মাসিক ১৲
নগদ বর্ত্তমান
সংখ্যা ৵৹

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৮ম খণ্ড । সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বেদান্তবাচস্পতি [২৫৭শ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যাব্দ ... শ্রীধাম মায়াপুর— ২০শে পৌষ বৃহস্পতিবার ১৩৪০, ৪ঠা জানুয়ারী ১৯৩৪

রুসিয়ায় সাড়ে আট হাজার গ্রেপ্তার

লণ্ডন দৈনিক পত্রিকা 'ডেলী এক্সপ্রেস' সংবাদ দিতেছেন যে, রুশ ডিক্টেটর ষ্টালিনের গৃহ ও সমুদয় প্রধান সহকারী ইমারৎগুলি উড়াইয়া দিবার জন্য এক ভীষণ ষড়যন্ত্র সদ্য আবিষ্কৃত হইয়াছে।

সহস্র সহস্র গ্রেপ্তার

রুশ গোয়েন্দা পুলিশ এই সম্পর্কে সাড়ে আটশত ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করিয়াছে। ধৃতদের মধ্যে এক সহস্র সরকারী কর্ম্মচারী ও সৈনিক রহিয়াছে।

চারিটি অস্ত্রাগার ধ্বংস

ধৃতগণ সকলেই ত্রাস-বাদী দেশ-দ্রোহী বলিয়া সন্দিগ্ধ। গত তিন মাসের মধ্যে ইহারাই নাকি চারিটি গোলাবারুদের গুদাম উড়াইয়া দিয়াছে। শেষ যে বিস্ফোরণটি হয় তাহা সাইবেরিয়ার ব্লাগোভেসচেনস্ক সহরে।

সরকারী মত

মস্কো হইতে বেতারে জানান হইয়াছে যে, এই ষড়যন্ত্রের নেতাদের বাঁচিয়া থাকিবার দাবী আর নাই।

ঢাকায় আবার বোমা বিদারণ

একটী বোমা বিদারণের ফলে একজন বাঙ্গালী যুবক গুরুতরভাবে জখম হয় বলিয়া প্রকাশ। আহত বাঙ্গালী যুবককে মিটফোর্ড হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হইয়াছে। তথায় তাহাকে পুলিশ পাহারায় রাখা হইয়াছে।

স্থানীয় এক ঔষধের দোকানের সম্মুখে এই দুর্ঘটনা ঘটে। প্রকাশ, লোকটির নিকট বোমা ছিল, হঠাৎ উহা মাটিতে পড়িয়া গিয়া ভীষণ শব্দে উহা বিদারিত হয়।

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট"—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র শিক্ষকগণ ছাত্রদিগকে অতি যত্নের সহিত শিক্ষা প্রদান করিতেছেন। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের বন্দোবস্ত হইয়াছে। খোরাকী ও বেতন বাবদ প্রতি মাসে মাত্র ছয় টাকা ব্যয়। স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছেন। বিদ্যালয়টী বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক স্বীকৃত (এফিলিয়েটেড) হইয়াছে। সবিস্তার সংবাদের জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র লিখুন।

বিশেষ দ্রষ্টব্য

পরীক্ষায় যাহারা গড়ে শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র বিনয়ী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হইবে।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

গোবিন্দদাস কারামুক্ত

নাগপুর মহাকোশল কংগ্রেস কমিটীর (মধ্য প্রদেশ) অধিনায়ক শেঠ গোবিন্দ দাস গত ৩০শে ডিসেম্বর রাত্রিতে নাগপুর জেল হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছেন। জনসাধারণের পক্ষ হইতে তাঁহাকে অভিনন্দিত করিবার জন্য অপরাহ্ণে এক বিরাট জনসভা হয়।

আলোয়ারের ভারতে প্রত্যাবর্ত্তন

আলোয়ারের মহারাজ য়ুরোপ হইতে ফিরিয়াছেন ও ২৮শে বোম্বাই পৌঁছিবেন। প্রকাশ, তিনি কিছুকাল বারাণসীতে অবস্থান করিবেন। তাঁহাকে স্বীয় রাজ্যে প্রবেশ করিতে দেওয়া হইবে না বলিয়া যে সংবাদ প্রচারিত হইয়াছিল তাহা ভিত্তিহীন বলিয়া মনে হয়। প্রকাশ, মহা-

রাজ ভারত সরকারের প্রস্তাব ও সর্ত্তগুলিতে সম্মত হইয়াছে এবং তদনুসারে তাঁহার রাজ্যের শাসন কার্য্য পরিচালনায় বর্ত্তমান ব্যবস্থাই বলবৎ থাকিবে। যে সকল বিষয় তাঁহার সম্মতি প্রদান করা আবশ্যক তিনি কেবল সেই বিষয়গুলিতে হস্তক্ষেপ করিবেন।

কাশীতে খানাতল্লাস

পুলিস ৩০শে ডিসেম্বর প্রাতে নিত্যানন্দ বুক ডিপোর মালিক দেবেশচন্দ্রের বাড়ীতে দুই ঘণ্টা খানাতল্লাস করে। বুক ডিপোতেও খানাতল্লাস করা হইয়াছিল। কোথাও আপত্তিকর কোন দ্রব্য পাওয়া যায় নাই।

সমুদ্রে মোটর গাড়ী

গত ৩০শে ডিসেম্বর মোমবাতীর আলোর এক অংশ এড়াইয়া যাইবার চেষ্টা করিতে যাইয়া ওয়ালিং নিকটবর্ত্তী সমুদ্র জলে একখানি মোটরগাড়ী ডুবিয়া যাওয়ার ফলে সাত ব্যক্তি আহত হইয়াছে। আহত ব্যক্তিগণের চীৎকারে দুইজন কনষ্টেবল ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইয়া তাহাদিগের উদ্ধারসাধন করে। মনে হয়, মোটরগাড়ী খানির প্রধান চাকা ভাঙ্গিয়া যায় এবং উহা লোহার বেড়ার মধ্য দিয়াই সমুদ্রমধ্যে পতিত হয়। আহতগণের অবস্থা আশঙ্কাজনক বলিয়া মনে হয় না।

ক্রোয়ডনে বিমান দুর্ঘটনা

ব্রুসেলস আন্তর্জ্জাতিক বিমানপোত কোম্পানীর 'এপোলো' নামে বিমানপোতখানি ব্রুসেলস হইতে লণ্ডনে যাইবার পথে ব্রুগ সন্নিকটে দুর্ঘটনায় পতিত হওয়ায় ...জন আরোহী নিহত হইয়াছে।

শ্রীনদীয়াপ্রকাশ

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক

— পারমার্থিক পত্র —

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশ-
তনয়স্তদ্ধাম-বৃন্দাবনং,
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং
প্রেমা পুমর্থো মহান্,
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং
তত্রাদরো নঃ পরঃ॥

৮ম বর্ষ } ৪ মাধব গৌরাব্দ ৪৪৭, ২০শে পৌষ বঙ্গাব্দ ১৩৪০, ৪ঠা জানুয়ারী ইং ১৯৩৪, বৃহস্পতিবার { ২৫৭ তম সংখ্যা

জার্ম্মাণীতে শ্রীচৈতন্যবাণীর বিজয়-বৈজয়ন্তী

মঠ প্রচারকের গবেষণাপূর্ণ বক্তৃতা

—:•:—

আরও বক্তৃতার জন্য অনুরোধ

জার্ম্মাণীর পথে বন মহারাজ

জার্ম্মাণী হইতে প্রেরিত নিজস্ব সংবাদদাতার পত্রে প্রকাশ, লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠের প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ এক্‌জিটার (Exeter) ও কেম্ব্রিজ (Cambridge) বিশ্ববিদ্যালয়দ্বয়ে বক্তৃতা-প্রদানান্তর গত ১০ই ডিসেম্বর লণ্ডন হইতে রাত্রি ৮-৩০ ঘটিকার সময় 'লিভারপুল ষ্ট্রীট' ষ্টেশনে ট্রেণে আরোহণ করেন এবং রাত্রি ১০ ঘটিকার সময় হারোইচ (Harwich) পৌঁছেন। এই স্থানে ষ্টীমারে আরোহণ করেন। ষ্টীমার রাত্রি ১০—৩০ ঘটিকায় ছাড়ে। স্বামীজীকে শয়নের জন্য একটী কক্ষ (Cabin) দেওয়া হইয়াছিল, কিন্তু উত্তর সাগরের ভীষণ তরঙ্গ তাঁহার নিদ্রার অন্তরায় হইয়াছিল। তিনি হলেণ্ডের বন্দর 'হুকে' (Hook) প্রাতঃ ৬ ঘটিকায় উপস্থিত হন; এই স্থানে 'বার্লিন এক্সপ্রেসে' আরোহণ করেন।

— —

জাহাজ হইতে অবতরণের সময় বরফ পড়িতেছিল কিন্তু ট্রেণের কক্ষগুলির তাপ ৫০ [illegible] রাখা হইয়াছিল। ট্রেণ ঘণ্টায় ৯০ মাইল বেগে চলিতে থাকে। চতুর্দ্দিকে দিগন্তব্যাপী বরফের শ্বেত আচ্ছাদন ব্যতীত আর কিছুই দৃষ্টিগোচর হয় নাই। সকল বস্তুই বরফে আচ্ছাদিত, পাদপ-শাখাসমূহের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিবার জন্য যেন তাহাদিগকে বরফে সজ্জিত করা হইয়াছিল। ট্রেণখানি হল্যাণ্ড অতিক্রম করিয়া ১১ই ডিসেম্বর অপরাহ্ণ ৪—২৭ মিনিটের সময় জার্ম্মাণীর রাজধানী বার্লিনে পৌঁছে। স্বামীজী হানোভার (Hanover) পৌঁছিয়াই Baroness Putlitzএর নিকট হইতে এই মর্ম্মে একটী তার পাইয়াছিলেন যে, তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের কতিপয় অধ্যাপক সহ স্বামীজীকে বার্লিনের প্রথম ষ্টেশনেই অভ্যর্থনা করিবেন।

বার্লিন ষ্টেশনে অভ্যর্থনা

স্বামীজী ট্রেণ হইতে অবতরণ করিলে (১) Frau Baronin Helene Gaus Edle merrin zus Putlitz, (২) Prof. Dr. Hans Hartmann, (৩) Dr. Th. Wilhelm, (৪) Dr. Felix Gahz, (৫) Dr. Von Ramberg, (৬) Dr. whytemann ও (৭) Engineer Mr. Herrn Regierungsrat Hassenstein প্রমুখ শিক্ষিত সজ্জনগণ স্বামীজীকে বার্লিন-ষ্টেশনে অভ্যর্থনা করেন। তিনি Baroness Putlitzএর অতিথিরূপে অভ্যর্থিত হন। এই দিবস স্বামীজী রাত্রি ১২ ঘটিকা পর্য্যন্ত পরমার্থ-বিষয়ে আলোচনা করেন।

বিভিন্ন স্থান দর্শন ও বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের সহিত পরিচয়

তৎপর দিবস অর্থাৎ ১২ই ডিসেম্বর (১৯৩৩) প্রাতঃকালে স্বামীজীকে একখানা মোটর গাড়ীতে করিয়া শেষ-সম্রাটের রাজপ্রাসাদ রিষ্টাগ (Reichstag Parliament Houses) ও রাজকীয় গ্রন্থাগারে (State Library) লইয়া যাওয়া হয়। এই স্থানে এই সুবিখ্যাত গ্রন্থাগারের ডিরেক্টর জেনারেল Prof. Dr. Kruss ও Oriental Libraryর ডিরেক্টর Dr. Hullerর সহিত স্বামীজীর আলাপ হয়; তাঁহারা স্বামীজীকে বিশেষ যত্নের সহিত গ্রন্থাগারের সর্ব্বত্র প্রদর্শন করিয়াছিলেন। তৎপর স্বামীজীকে War Memorial (যুদ্ধ-স্মৃতি-সৌধ) দেখান হয়।

মধ্যাহ্ন ১২ ঘটিকার সময় স্বামীজীকে বিশেষ অতিথিরূপে রাজকীয় গীর্জ্জায় (State Church) লইয়া যাওয়া হয়। এই সময় (Reichstagএর দ্বারোদ্ঘাটনের পূর্ব্বে) বিশেষ একটী অনুষ্ঠান চলিতেছিল, তদুপলক্ষে এই সময় প্রেসিডেণ্ট হিণ্ডেনবার্গ (President Hindenburg), আর্কবিশপ মুলার (Archbishop Muller) ও বিশপ Dr. Doering তথায় উপস্থিত হন। Baroness Putlitz স্বামীজীর সহিত তাঁহাদের পরিচয় করাইয়া দেন।

অতঃপর স্বামীজীকে [illegible] হোটেলে লইয়া যাওয়া হয়। এই স্থানে অধ্যাপক ডাঃ বানার্জ্জি ও তদীয় পত্নী স্বামীজীকে অভ্যর্থনা করেন। স্বামীজী তাঁহাদের নিকট শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা-সম্বন্ধে কিছুক্ষণ হরিকথা কীর্ত্তন করেন। ডাঃ বানার্জ্জি এই সকল বিষয়ের কিছু কিছু অংশ লিখিয়া লইয়াছেন।

স্বামীজীর বক্তৃতা

অপরাহ্ণে "Humbold House"এ পূর্ব্বনির্দ্দেশ-অনুসারে স্বামীজীর বক্তৃতা হয়। বক্তৃতার পূর্ব্বেই বক্তৃতা-মণ্ডপটী বিশিষ্ট শ্রোতৃবৃন্দে পরিপূর্ণ ছিল। উদ্যোক্তৃগণ প্রত্যেক শ্রোতার নিকট ১ মার্ক (অর্থাৎ ১৲ এক টাকা) মূল্যের টিকেট বিক্রয় করিয়াছেন। স্বামীজী 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভুর শিক্ষা' সম্বন্ধে বক্তৃতা দিয়াছেন। প্রসঙ্গক্রমে তিনি শ্রীবুদ্ধ, শ্রীশঙ্কর, শ্রীরামানুজ এবং শ্রীমধ্বাচার্য্য-সম্বন্ধেও কিছু কিছু বর্ণন করিয়াছেন। বক্তৃতাকালে মধ্যে মধ্যে হর্ষধ্বনি উত্থিত হইয়াছিল। এক ঘণ্টাকাল বক্তৃতা হইলে শ্রোতৃবৃন্দ স্বামীজীকে আরও ৪৫ মিনিট বক্তৃতা-প্রদানের নিমিত্ত বিশেষ অনুরোধ করেন; স্বামীজী তাঁহাদের অনুরোধ রক্ষা করেন। বক্তৃতান্তে তাঁহারা স্বামীজীর নিকট হইতে আরও ৭টী বক্তৃতা শ্রবণের নিমিত্ত ইচ্ছা প্রকাশ করেন। সময় করিতে পারিলে স্বামীজী জানুয়ারী মাসে তাঁহাদের অনুরোধ রক্ষা করিবেন।

[জার্ম্মাণীতে স্বামীজীর অন্যান্য বক্তৃতা আগামীতে প্রকাশিত হইবে]

গুরু কৃষ্ণরূপ হন শাস্ত্রের প্রমাণে। গুরুরূপে কৃষ্ণ কৃপা করেন ভক্তগণে॥

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

৫ মাধব আদি কারণোদশায়ী

আদর্শ-মহিলা

সর্ব্বাশ্রয় শ্রীভগবানের সেবা করিবার অধিকার সকলেরই আছে। পুরুষ বা ব্রাহ্মণ-ই হরি ভজন করিবে, রমণীগণ বা শূদ্রগণ উহা করিতে পারিবে না এরূপ ধরণের অসঙ্গত কথা শাস্ত্রাদিতে নাই। স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে আশ্রয় করিলে পুরুষ হউক আর স্ত্রীই হউক, বৈশ্যই হউক অথবা শূদ্রই হউক, পণ্ডিত হউক বা মূর্খই হউক, বালক হউক বা বৃদ্ধই হউক, আব্রহ্মস্তম্ব সকলেই পরা গতি লাভ করে ইহাই গীতোক্ত ভগবদ্বাণী।

ভগবদ্দাস জীবকে পুরুষ, স্ত্রী, শূদ্র ও মূর্খ প্রভৃতি রূপে দর্শন মায়ামোহিত জীবের কুদর্শন ব্যতীত অন্য কিছুই নহে। গুরু-বৈষ্ণবকৃপায় সুদর্শন লাভ হইলেই কুদর্শন বা উপরিউক্ত ভজনপ্রতিবন্ধক বিরূপ দর্শনের হস্ত হইতে অনায়াসে পরিত্রাণ পাওয়া যায়।

স্বরূপ-দর্শনে বাহ্য স্থূললিঙ্গদেহ দর্শন নাই। 'সকলেই কৃষ্ণের নিত্য দাস' এরূপ বাস্তব দর্শনই তাহাতে প্রতিভাত। এইরূপ সুদর্শনের অভাব যেখানে প্রবল সেই স্থানেই আত্মেন্দ্রিয়তর্পণমূলে ভোক্তাভিমানে ভোগময় জগদ্দর্শন। বিরূপ দর্শন হইতে 'স্ত্রী', 'যোষিৎ' প্রভৃতি দর্শন ও ভোগবুদ্ধির উদয় হয়। স্বরূপ-বিস্মৃতি অর্থাৎ শ্রীভগবানের নিত্যদাস্যে পরাঙ্মুখতাই ইহার মূলীভূত কারণবীজ।

শাস্ত্রাদি আলোচনা করিলে আমরা দেখিতে পাই—'একলা ঈশ্বর কৃষ্ণ আর সব ভৃত্য। যারে যৈছে নাচায় সে তৈছে করে নৃত্য॥" বস্তুতঃ ভগবান্ কৃষ্ণই একমাত্র ভোক্তা আর সকলই তাঁহার ভোগ্যবস্তু। কামিনী-কাঞ্চন জীবের ভোগ্যবস্তু নহে। জগতের যাবতীয় কাঞ্চন শ্রীহরির সেবোপকরণরূপে নির্দ্দিষ্ট হওয়া উচিত; কারণ লক্ষ্মীপতি শ্রীনারায়ণই সমস্ত ঐশ্বর্য্যের অধীশ্বর।

একমাত্র [illegible] কোন রমণীও মানুষের ভোগের বস্তু নহে। একমাত্র জগৎপতি [illegible] ভোক্তা। যে সৌভাগ্যবতী রমণীর [illegible] স্বরূপ-জ্ঞানের উদয় হইয়াছে যে—এ জগতের পুরুষাভিমানী ব্যক্তিগণ তাঁহাদের পতি বা প্রাণনাথ নহেন, ভগবান্ কৃষ্ণই সকলের একমাত্র সেব্য ও প্রাণপতি, তিনিই ধন্যা, কৃতার্থা ও জগৎবরেণ্যা। তিনি কায়মনোবাক্যে অদ্বিতীয় পতি শ্রীহরির সেবা ব্যতীত স্বপ্নেও অন্য কোন নশ্বর পতিসেবায় বা কোন নশ্বর বস্তুতে আকৃষ্টচিত্তা হন না। এই প পরমপূজনীয়া কৃষ্ণৈকপ্রাণা মহিলাগণের পবিত্র চরিত্রালোচনায় জীবের মঙ্গল অবশ্যম্ভাবী জানিয়া অদ্য আমরা শ্রীরামানুজ-সম্প্রদায়ের একজন ভক্তিমতী আদর্শ-মহিলার জীবনীবর্ণনে প্রবৃত্ত হইলাম।

দাক্ষিণাত্য প্রদেশে শ্রীবিল্লিপুত্তুর নগরে শ্রীবিষ্ণুচিত্ত নামক জনৈক আল্‌বারের স্বহস্তরচিত তুলসী-কাননে এক অসামান্য-রূপ-লাবণ্যবতী কন্যা জন্মে। ইঁহার নাম ছিল অণ্ডাল। ইনি অতি মিষ্টভাষিণী ছিলেন বলিয়া ইঁহার আরও একটী নাম হইয়াছিল গোদা। শ্রীভগবানের ত্রিশক্তির অন্যতমা ইচ্ছা শক্তি হইতে শ্রী, ভূ ও লীলা—এই শক্তিত্রয় ত্রিমূর্ত্তিতে সতত শ্রীবিষ্ণুসেবারতা। তৃতীয়া লীলাই ব্রহ্মাণ্ডের ঈশ্বরী কারাকর্ত্রী মহামায়া দুর্গা। তাঁহারই অংশে এই কন্যার আবির্ভাব। ইনি অতি শৈশব হইতেই বাল্যোচিত ক্রীড়া ও ক্রীড়াকলাপে কেবল কৃষ্ণভক্তিরই পরিচয় প্রদান করিতেন।

ইঁহার পিতা শ্রীরামানুজ-বৈষ্ণবগণের একজন পূজ্য ব্যক্তি ছিলেন। তিনি স্বরচিত পুষ্প-তুলসী-কাননে প্রত্যহ পত্রপুষ্প চয়ন ও তদ্দ্বারা মাল্যাদি রচনা করিয়া বটশায়ী শ্রীহরির অর্চ্চনা করিতেন। ঐ কন্যাটী পিতার অগোচরে পূজার পূর্ব্বে তদাহৃত পুষ্পাদি লইয়া খেলা করিতেন, কখনও বা গলদেশে মালা ধারণ করিতেন। ইঁহার পিতা একদিন ইহা প্রত্যক্ষ করিয়া তাঁহাকে তিরস্কার করতঃ ইঁহার স্পৃষ্ট পুষ্পাদি ত্যাগ করেন। সেই দিন তিনি স্বপ্ন দেখেন, তাঁহার বটশায়ী শ্রীহরি বলিতেছেন—"আলোয়ার, তুমি কাহাকে তিরস্কার কর? কাহার স্পৃষ্টমাল্যাদি অশুচি-বোধে ত্যাগ কর? তোমার কন্যা মানুষী নহে, আমার প্রেয়সী, আমার নিত্য সেবিকা সহচরী। তাহার স্পৃষ্ট বস্তু আমার অধিকতর প্রিয়।" তদবধি আলোয়ার আর এই কন্যার প্রতি তদ্রূপ ব্যবহার করিতেন না।

অণ্ডালের বয়োবৃদ্ধির সহিত ভগবানের একমাত্র দাস্যের নিমিত্ত তাঁহার মনোবৃত্তি হইতে লাগিল। শ্রীনারায়ণ ব্যতীত অন্য কোন মর্ত্ত্যপুরুষের পাণিগ্রহণ—তাঁহার হৃদয়ের কোন স্থলে স্থান পাইল না। শ্রীকৃষ্ণ ও গোপললনাদিগের অত্যাশ্চর্য্য লীলা তাঁহার আলোচ্য বিষয় হইল [illegible] ভাবিতা হইয়া ভগবৎপ্রেম [illegible] তাঁহার দেহসমূহ লক্ষিত হইতে থাকিল। হৃদয়ের ভাব কিছু কিছু বাহ্যে প্রকাশ পাইল। বিষ্ণুচিত্ত গোদার ভাবাদি সন্দর্শনে তাঁহার মনোবৃত্তিপ্রায় সংগ্রহ মানসে উহাদের প্রস্তাব উপস্থিত করিলেন।

ভক্তিমতী শ্রীগোদাদেবী মর্ত্ত্যমানবের সহিত বিবাহের প্রস্তাব শ্রবণ করিয়া যুগপৎ দুঃখিতা ও ক্রুদ্ধা হইলেন। মর্ত্ত্যজীবের সহিত বিবাহ দিলে তাহার জীবন অবসান হইবে একথা পিতৃসন্নিধানে বলিতেও কুণ্ঠিতা হইলেন না। তখন বিষ্ণুচিত্ত তাঁহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন এবং নারায়ণের কোন্ বিশেষ মূর্ত্তির কমনীয় ভাবে তাঁহার কন্যা আকৃষ্টা হইয়াছেন জানিবার মানসে অষ্টোত্তর-শত মূর্ত্তির নামোল্লেখ করিলেন। গোদা পরম কৌতূহল-সহকারে সকল অর্চ্চার কথা শ্রবণ করিয়া পরিশেষে শ্রীরঙ্গনাথের মাহাত্ম্য ও অনুকম্পার সর্ব্বোত্তমতায় আকৃষ্ট হইয়াছেন, প্রকাশ করিলেন। এদিকে শ্রীরঙ্গক্ষেত্রের সেবকগণ স্বপ্নাদেশ প্রাপ্ত হইয়া মহাড়ম্বরে শিবিকা, বাদ্যভাণ্ড ও লোকজন লইয়া কন্যা-গ্রহণের জন্য অণ্ডাল বা গোদাদেবীর পিতৃ-ভবনে উপস্থিত হইলেন।

অণ্ডাল গীত বাদ্য-ভাণ্ডাদি-সহযোগে মণিময় শিবিকায় আরোহণ করিয়া শ্রীরঙ্গে রঙ্গনাথের অন্তঃপ্রকোষ্ঠে নীত হইলেন। দেবী মণিময় শিবিকা হইতে অবতরণ পূর্ব্বক শ্রীরঙ্গনাথের সমীপবর্ত্তিনী হইয়া শেষ-শয্যা-আরোহণ পূর্ব্বক শ্রীরঙ্গনাথে বিলীনা হইলেন, আর নরচক্ষুর গোচরীভূতা হইলেন না। বিষ্ণুচিত্ত ও অন্যান্য দর্শকবৃন্দ আনন্দাশ্রু-পরিপ্লুত হইয়া আত্মবিস্মৃত হইলেন। তখন দৈববাণী হইল,—"বিষ্ণুচিত্ত, তুমি আমাদের শ্বশুর হইলে। তোমাকে আমরা সম্মান প্রদান করি।" পঞ্চরাত্রোক্ত বিধানমতে বিষ্ণুচিত্ত সম্মানিত হইলে পর তাঁহাকে বিল্লিপুত্তুর গিয়া জীবনের অবশিষ্ট কাল বটশায়ীর পরিচর্য্যায় নিযুক্ত থাকিবার অনুমতি হইল। আধুনিক পণ্ডিতগণের কাল-নির্ণয়ক গবেষণা-পাঠে জানা যায় যে, অণ্ডাল শকাব্দের দশম শতাব্দীতে শ্রীরঙ্গে আসিয়াছিলেন। তৎকালে যামুনাচার্য্য শ্রীরঙ্গনাথের মন্দিরে ছিলেন। অণ্ডালদেবী কর্ত্তৃক তামিল ভাষায় রচিত দুই একটী গ্রন্থের কথাও আমরা শুনিতে পাই।

এরূপ ভক্তিমতী মহিলার আদর্শ বর্ত্তমান জগতে বিরল—একথা ধ্রুব সত্য, কিন্তু তাই বলিয়া আদর্শ-রমণী বা আদর্শচরিত্র বৈষ্ণবগণের জীবনাদর্শ আচরণ অনুসরণে পরাঙ্মুখ হওয়া বুদ্ধিমান্ ব্যক্তির কর্ত্তব্য নয়। আশা করি, বৈষ্ণবকুলের অলৌকিক চরিত্রের জীবনী-আলোচনা করিয়া সকলেই তদনুরূপ আদর্শ-জীবন গঠনে যত্নবান্ হইবেন।

কাশী সংশিক্ষা প্রদর্শনী

—:০:—

অর্চ্চাবতার ও শালগ্রামে শিলাবুদ্ধিকারী নারকী

৬৭তম দৃশ্য

শ্রীব্যাসদেব শ্রীশালগ্রামাদি ভগবানের অর্চ্চাবতারে শিলা-বুদ্ধিকারী ব্যক্তিগণের দুর্দ্দশা প্রদর্শন করিতেছেন।

শ্রীশালগ্রাম—অর্চ্চাবতার। ইনি এই প্রকৃতির অন্তর্গত লোষ্ট্র বা প্রস্তরখণ্ড-জাতীয় কোন বস্তু নহেন। যাহারা প্রত্যক্ষ-দর্শনে ভ্রান্ত, তাহাদের নিকট শ্রীশালগ্রাম ও রাস্তায় পতিত শিলা একজাতীয় বস্তু বলিয়াই মনে হয়।

একজন সদ্গুরু-পাদপদ্মাশ্রিত আত্মধর্ম্মে দীক্ষিত অর্চ্চক শ্রীমন্দিরে বসিয়া শ্রীগুরুদেবের নিকট হইতে প্রাপ্ত দীক্ষা-মন্ত্রদ্বারা শ্রীগুরুদেবের প্রদত্ত গণ্ডকীশিলা, গোমতী-শিলা এবং গোবর্দ্ধন-শিলা প্রভৃতি বিচিত্র অর্চ্চাবতারের অর্চ্চনা শ্রদ্ধা-পূতচিত্তে করিতেছেন। আর তাঁহারই সম্মুখে মিউনিসিপ্যাল খোয়া দেওয়া রাস্তায় ঘোড়া, গাধা প্রভৃতি পশুগুলি বিচরণ করিতেছে। প্রত্যক্ষ-অভিজ্ঞানে তাড়িত এক ব্যক্তি ইহা দেখিয়া বলিলেন, পূজক ঐ মিউনিসিপ্যাল খোয়া-গুলিকেই শ্রেষ্ঠ আসন প্রদান করিয়া ঐরূপ পূজা করিতেছে। এইরূপ পৌত্তলিকতার ধারণা কুসংস্কারাচ্ছন্ন অজ্ঞ ব্যক্তিগণই করেন।

আর এক শ্রেণীর লোক তথাকথিত হিন্দুধর্ম্মের ব্যাখ্যাকারী হইয়া বলিলেন,—"মৃন্ময়-বস্তুও পূজা করিতে করিতে চিন্ময় হইয়া পড়ে। শালগ্রাম শিলা হইলেও পূজকের পূজা-শক্তি-প্রভাবে চেতন হইতে পারে এবং আমাদের অভীষ্ট-প্রদানে সমর্থ হয়।"

এই উভয় শ্রেণীর ব্যক্তির চিত্তবৃত্তিকেই শ্রীব্যাসদেব অবৈদিক চিত্তবৃত্তি বা নাস্তিকতা বলিয়াছেন। তত্ত্বজ্ঞ সারগ্রাহী বৈষ্ণবগণ উপরিউক্ত ভারবাহী-বিচারের কোনটীই গ্রহণ করেন না। তাঁহারা শ্রীশালগ্রামকে প্রকৃতির অন্তর্গত কোন বস্তু বলিয়া দর্শন করেন না, তাঁহারা শ্রৌতপথে জানেন,—শ্রীশালগ্রাম লোকদিগকে কৃপা করিবার জন্য অর্চ্চাবতাররূপে এই জগতে অবতীর্ণ হইয়াছেন। তিনি সচ্চিদানন্দ ও নিত্য বস্তু, স্বয়ং ভগবানের অভিন্নমূর্ত্তি। তিনি তাঁহার আত্ম-স্বরূপ কৃপা করিয়া প্রকাশ করিলেই লোকে তাহা গ্রহণ করিতে পারেন, নতুবা বহির্ম্মুখতার আবরণে সেই [illegible] হন। যাহার যে রঙের চসমা, সে চতুর্দ্দিকে সেই

কৃষ্ণনাম ভজ জীব আর সব মিছে। পলাইতে পথ নাই যম আছে পিছে॥

রক্ষই [illegible] থাকে। বস্তুতঃ বিদ্যাভার [illegible] করিলে যে নির্ম্মল চক্ষু প্রকাশিত হয়, তদ্দ্বারাই অপ্রাকৃত বস্তুর প্রকৃত-স্বরূপ আমাদের নিকট প্রকাশিত হইয়া থাকে।

শিক্ষা

"অর্চ্চ্যে বিষ্ণৌ শিলাধীর্যস্য নারকী সঃ।"

অর্চ্চাবতার শ্রীশালগ্রামে ধর্ম্ম বা অধর্ম্মের নামে পাষাণাদি বুদ্ধি করিলে নরকই লাভ হয়, ভগবানের প্রকৃত স্বরূপ জানা যায় না।

> যস্যাত্মবুদ্ধিঃ কুণপে ত্রিধাতুকে
> স্বধীঃ কলত্রাদিষু ভৌম ইজ্যধীঃ।
> যত্তীর্থবুদ্ধিঃ সলিলে ন কর্হিচি-
> জ্জনেষ্বভিজ্ঞেষু স এব গোখরঃ॥
>
> (ভাঃ ১০।৮৪।১৩)

যিনি এই স্থূলশরীরে আত্মবুদ্ধি, স্ত্রী ও পরিবারাদিতে মমত্বুবুদ্ধি মৃন্ময়াদি জড়বস্তুতে ঈশ্বরবুদ্ধি এবং জলাদিতে তীর্থবুদ্ধি করেন, কিন্তু ভগবদ্ভক্তে আত্মবুদ্ধি, মমতা, পূজ্যবুদ্ধি ও তীর্থবুদ্ধির মধ্যে কোনটীই করেন না, তিনি গরুদিগের মধ্যে গাধা অর্থাৎ অতিশয় নির্ব্বোধ।

গুরুতে নরবুদ্ধিকারী নারকী

৬৮তম দৃশ্য

শ্রীব্যাসদেব গুরুতে মনুষ্যবুদ্ধিকারী ব্যক্তিকে নারকী বলিয়াছেন।

যাহাকে তাহাকে গুরু বলা যায় না। কোন ব্যক্তি কুল, পাণ্ডিত্য, ধন, প্রতিষ্ঠা, রূপ, বিভূতি, অষ্টসিদ্ধি, অলৌকিকতা প্রভৃতি জাগতিক বিষয়ে বিশেষভাবে মণ্ডিত থাকিলেই যে তিনি পারমার্থিক গুরুপদবাচ্য হইবেন তাহা নহে। ঐ সকল ব্যক্তি আর্থিক বা লৌকিক গুরু হইতে পারেন, কিন্তু তাঁহারা পারমার্থিক গুরু নহেন। আর্থিক গুরুগণ সাধারণ নর হইতে শ্রেষ্ঠ হইলেও তাঁহারা কর্ম্মফলবাধ্য মনুষ্য।

পারমার্থিক গুরুদেবের প্রতি কখনই নরবুদ্ধি করিতে হইবে না। কেন না, [illegible] সুখ-দুঃখ, অন্যায়, অপূজা কিম্বা লাভ, পূজা ও প্রতিষ্ঠা—এই সকল কর্ম্মফল ভোগ করিবার জন্য এই জগতে আসেন না। ভগবানের ইচ্ছায় লোক কল্যাণের জন্য তিনি এই জগতে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন। এইজন্যই তিনি গুরু—মনুষ্য নহেন। বৈষ্ণব-শ্রেষ্ঠ শম্ভু জগদ্গুরু। তিনি সাধারণ মনুষ্য বা সাধারণ দেবতা নহেন। তাঁহার [illegible] মনুষ্যবুদ্ধিকারী ব্যক্তিগণ নরকে গমন করিয়া থাকে।

দৃশ্য

একদিন লোকগুরু [illegible] মহাদেব মুনি-গণের [illegible] হইয়া সাধারণ লোকের

সরস্বতী-জয়শ্রী

সেবার অপূর্ব্ব সুযোগ!! সেবার অপূর্ব্ব সুযোগ!!

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের জীবনচরিত

আগামী ২১শে মাঘ (১৩৪০), ৪ঠা ফেব্রুয়ারী (১৯৩৪) রবিবার শ্রীশ্রীব্যাসপূজা বাসরে শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণবসম্প্রদায়ৈক-সংরক্ষক ও শ্রীগৌড়ীয়-মঠের মূল মহাপুরুষ প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের ভুবনমঙ্গল জীবনচরিত—"সরস্বতী-জয়শ্রী" প্রকাশিত হইবেন। এই গ্রন্থরাজে বিবিধ চিত্র, মানচিত্র ও হস্তাক্ষর-সম্বলিত পরমশিক্ষাপ্রদ বিষয় সন্নিবেশিত থাকিবে। গ্রন্থের কলেবর রয়্যাল আটপেজী সাইজের ন্যূনাধিক পাঁচশত পৃষ্ঠা হইবে। এতদ্ব্যতীত শ্রীব্যাস-পূজার সময় শ্রীল প্রভুপাদের অতিমর্ত্ত্য চরিত্র, শিক্ষা ও আচার-প্রচার বৈশিষ্ট্য সর্ব্বসাধারণের বোধগম্য করিবার নিমিত্ত কলিকাতা-শ্রীগৌড়ীয়মঠে একটি মিউজিয়াম বা প্রদর্শনী উন্মুক্ত হইবে।

মত পার্ব্বতীকে আলিঙ্গন করিয়া অবস্থান করিতেছিলেন। মহারাজ চিত্রকেতু বিমানে আরোহণ করিয়া যখন হরিকীর্ত্তন করিতে করিতে পরিভ্রমণ করিতেছিলেন তখন ঐ দৃশ্য দেখিতে পাইলেন। তিনি জগতের লোকের প্রচ্ছন্ন চিত্তবৃত্তি উদ্‌ঘাটিত করিয়া যেন লোকশিক্ষা দিবার জন্যই মনে মনে বলিতে লাগিলেন—সাধারণ গ্রাম্য নীচ জনগণও প্রায় গোপনেই পত্নীকে ধারণ করিয়া থাকে; কিন্তু এই মহাদেব তপস্বী হইয়াও সভামধ্যে পত্নীকে অঙ্কে ধারণ করিতেছেন। পরমা বৈষ্ণবী পার্ব্বতী দেবী পরমহংস বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ মহাদেবের প্রতি চিত্র-কেতুর ঐরূপ সাধারণ নরমতি লক্ষ্য করিয়া লোক শিক্ষা-কল্পে চিত্রকেতুর প্রতি অভিশাপ প্রদান করিয়া বলিলেন—"অহে দুর্ম্মতি, তুমি বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ শিবকে ধৃষ্টভাবে শাসন করিতেছ। অতএব তুমি পাপপূর্ণ অসুর-কুলে জন্মগ্রহণ কর।"

চিত্রকেতু বিমান হইতে অবতরণপূর্ব্বক পার্ব্বতীর এই আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া পার্ব্বতীকে সন্তুষ্ট করিয়াছিলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, আধুনিক অত্যন্ত বহির্ম্মুখ ব্যক্তিগণ বৈষ্ণবাপরাধ করিয়াও অধিকতর চরম দণ্ড পাইবার জন্য বৈষ্ণবের চরণে অবনত হন না।

"গুরুষু নরমতির্যস্য নারকী সঃ।

ন মর্ত্ত্যবুদ্ধ্যাসূয়েত সর্ব্বদেবময়ো গুরুঃ॥"

যিনি যথার্থই বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ জগদ্গুরু, সেইরূপ পরমহংস কৃষ্ণপ্রেষ্ঠজনের [illegible] মুদ্রা ও আচরণ সাধারণ বহির্ম্মুখ লোকের বোধগম্য নহে। বাহ্য-দর্শনে প্রতারিত হইয়া কখনই তাঁহাকে সাধারণ লোকের [illegible]

বুদ্ধি করিতে হইবে না। এইরূপ বুদ্ধিবিশিষ্ট ব্যক্তি ভক্তিপথ হইতে চিরতরে ভ্রষ্ট হইবেন। আবার কর্ম্মফলবাধ্য অগুরু-ব্যক্তিকে "গুরু" কল্পনা করিয়া পাষণ্ডতার প্রশ্রয়ও দিতে হইবে না।

বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধিকারী

৬৯তম দৃশ্য

শ্রীব্যাসদেব 'বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি'কে নরকের সেতু বলিয়াছেন।

শাস্ত্র বলিয়াছেন,—যিনি সদ্‌গুরুর নিকট বৈষ্ণবদীক্ষা লাভ করেন, তিনি পারমার্থিক বিপ্র। রস-বিশেষ সংযোগে কাঁসাও সোণা হইয়া যায়। তখন সেই সোনাকে কাঁসা বলা যায় না, সেইরূপ দীক্ষিত ব্যক্তিকেও পুণ্য বা পাপময় জাতির পরিচয়ে পরিচিত করা যাইতে পারে না।

দৃশ্য

একজন বৈষ্ণব-দীক্ষায় দীক্ষিত ব্যক্তি হরিনাম কীর্ত্তন করিতেছেন। ইনি দীক্ষা-গ্রহণ করিবার পূর্ব্ববর্ণের পরিচয়ে ব্রাহ্মণ-কুলোৎপন্ন বলিয়া পরিচিত ছিলেন। অপর দিকে আর একজন অর্চ্চক শ্রীল শালগ্রামের পূজা করিতেছেন, ইনি শ্রীগুরুদেবের নিকট হইতে দীক্ষা-মন্ত্র ও শ্রীশালগ্রাম-পূজার অধিকার-লাভের পূর্ব্বের পরিচয়ে শূদ্রকুলোৎপন্ন বলিয়া বিদিত ছিলেন। এই উভয় ব্যক্তিই বৈষ্ণবী দীক্ষায় দীক্ষিত হইয়া পারমার্থিক ব্রাহ্মণতা লাভ করিয়াছেন। সুতরাং দীক্ষিত হওয়ার পর একজনকে ব্রাহ্মণ আর একজনকে শূদ্র বিচার করা 'বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি'র উদাহরণ। যিনি পূর্ব্ববর্ণে (অর্থাৎ দীক্ষালাভ করিবার পূর্ব্বে) লৌকিক ব্রাহ্মণ ছিলেন [illegible] সেই

বহির্ম্মুখ সামাজিক ও লৌকিক পরিচয়ে পরিচিত করাইলে যেমন 'বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি' হইবে, দীক্ষালাভের পূর্ব্বে যিনি শূদ্র ছিলেন, তাঁহাকে শূদ্র বলিলেও সেইরূপ 'বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি' হইবে। নিত্যসিদ্ধ ভগবৎপার্ষদ শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী প্রভু, শ্রীঝড়ু ঠাকুর, শ্রীল হরিদাস ঠাকুর, শ্রীল উদ্ধারণ ঠাকুর, প্রহ্লাদ, বিভীষণ হনুমান, গুহক, কনক দাস প্রভৃতি বৈষ্ণব-গুরুবর্গ শৌক্র-বিচার-পর অব্রাহ্মণ-কুলে আবির্ভূত হইয়াছেন বলিয়া তাঁহা-দিগকে তত্তৎকুল বা জাতি-সামান্যে নির্দ্দেশ করা যেরূপ অপরাধের দৃষ্টান্ত, শ্রীরঘুনাথ ভট্ট, শ্রীগোপাল ভট্ট, শ্রীলোকনাথ গোস্বামী, আলবান্দারু ঋষি প্রভৃতি বৈষ্ণব-গুরুবর্গ লৌকিক ব্রাহ্মণকুলে অবতীর্ণ হইয়াছেন বলিয়া তাঁহাদিগকে সাধারণ লৌকিক ব্রাহ্মণ বলিয়া মনে করাও তদ্রূপই অপ-রাধের কথা। এ সকল নিত্যসিদ্ধ ভগবৎ-পার্ষদগণের কথা আর কি, যে কোন ব্যক্তি যদি সদ্‌গুরুর পদাশ্রয় ও সদাচার-অবলম্বন পূর্ব্বক বৈষ্ণব দীক্ষায় দীক্ষিত হন তবে তাঁহার প্রতি জাতিবুদ্ধি করিলে নরকে গমন করিতে হইবে।

শিক্ষা

"বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধির্যস্য নারকী সঃ।"

> যে-তে-কুলে বৈষ্ণবের জন্ম কেনে নয়।
> তথাপিও সর্ব্বোত্তম সর্ব্বশাস্ত্রে কয়॥
> যে পাপিষ্ঠ বৈষ্ণবের জাতিবুদ্ধি করে।
> জন্ম জন্ম অধম-যোনিতে ডুবি মরে॥
>
> (শ্রীচৈতন্যভাগবত)

ধার্ম্মিক সৎশিক্ষা-প্রদর্শনী

জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীপন্নালাল দ্বারা উদ্‌ঘাটন

কাশী, সোমবার

কল সায়ংকাল ৫॥ বজে বেনারসকে জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীপন্নালালনে মিশ্রপোখরাপর ধার্ম্মিক সৎশিক্ষা-প্রদর্শনীকা উদ্‌ঘাটন কিয়া। আপ সকুটুম্ব পধারে থে। শ্রীঅতুল বনর্জী দ্বারা ভাষণ কিয়ে জানেকে বাদ শ্রীপন্নালালজীকো মানপত্র দিয়া গয়া। মানপত্রকে উত্তরমেঁ ভাষণ করতে হুএ আপনে কহা কি মুঝে ঈশ্বর ঔর ধর্ম্মমেঁ পূর্ণ বিশ্বাস হৈ। বর্ত্তমান সময়মেঁ অস্পৃশ্যতা আদি প্রথায়োঁসে ধর্ম্মকে বাস্তবিক সিদ্ধান্তকী হত্যা হী হোতী হৈ। ধর্ম্ম বহী হৈ জো মনুষ্য মনুষ্যমেঁ প্রেম ঔর ভ্রাতৃভাবকী শিক্ষা দে। অপনে ভাষণমেঁ আপনে গীতাকে কই এক শ্লোক পড়ে থে। ইসকে বাদ আপনে প্রদর্শনীকা উদ্‌ঘাটন কিয়া। যহ প্রদর্শনী বিশ্ববৈষ্ণব-রাজসভাকী ওরসে খোলী গয়ী হৈ। প্রদর্শনীমেঁ মূর্ত্তিয়োঁ দ্বারা [illegible] জিনমেঁ বিজলীকী সহায়তাসে [illegible] পৌরাণিক দৃশ্য দিখায়ে জাতে হৈঁ।

—(কাশীর) "আজ", ২৬শে ডিসেম্বর।

গৌর যে শিখাল নাম সেই নাম গাও। অন্য সব নাম-মাহাত্ম্য সেই নামে পাও॥

শুদ্ধভক্তি গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। ভাষ্যসহ বিরাট শ্রীচৈতন্য ভাগবত ৫৲
২। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২৮৲
একাদশ স্কন্ধ হ:তে প্রতিখণ্ড ।√০
৩। ভাষ্যদ্বয়সহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত
(৪র্থ সংস্করণ) ৬৲
৪। ভক্তিবিবেককুসুমাঞ্জলি (বাঁধা) ১৲
৫। গৌড়ীয়-গৌরব ।√০
৬। গৌড়ীয়-সাহিত্য ।√০
৭। অর্চ্চনপদ্ধতি ৷০
শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও
শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৯। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ)
ঐ (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
১০। গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি টীকাসহ)
ঐ (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
১১। গীতার কেবল মাধ্ব-ভাষ্য ৷০
১২। মুক্তিমল্লিকা ভগবৌরকঃ সানুবাদ
(মাধ্ব) ২৲
১৩। বেদান্ততত্ত্বসার সানুবাদ
(রামানুজীয়) ৷০
১৪। জৈবধর্ম্ম ২৲
১৫। শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৬। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১৭। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ৷√০
ঐ (বাঁধা) ৸০
১৮। দ্বীপ-দিগ্দর্শন √০
১৯। সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ) ।√০
২০। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ৷০
ঐ (আবাঁধা) ।√০
২১। নবদ্বীপধাম গ্রন্থমালা ৸০
২২। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) √০
২৩। গীতমালা ৴১০
২৪। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য √০
২৫। ঐ প্রমাণ-খণ্ড √০
২৬। নবদ্বীপ পঞ্জিকা (৪৪৭ গৌরাব্দ) √০
২৭। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
২৮। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা-দর্পণ ।০
২৯। শরণাগতি ৴০
৩০। গীতাবলী √০
৩১। চিত্রে নবদ্বীপ ৷০
৩২। মায়াবাদ ৴০
৩৩। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৴০
৩৪। নবদ্বীপশতক ৴০
৩৫। অর্থপঞ্চক √০
৩৬। সদাচারস্মৃতিঃ √০
৩৭। কল্যাণকল্পতরু (৫ম সংস্করণ) ৴১০
৩৮। অর্চ্চনকণ ৴১০
৩৯। সাধককণ্ঠমালা (বাঁধা) ।০
ঐ (আবাঁধা) ৶০
৪০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি
(প্রথম চারিখণ্ড) ৩৲
৪১। ব্রহ্মসংহিতা ।০
৪২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৪৩। মণিমঞ্জরী সানুবাদ ।০
৪৪। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৵০
৪৫। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ।০
৪৬। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৪৭। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
৪৮। গৌড়ীয়মঠ কি করেন ? ৴০
৪৯। ঈশোপনিষৎ (বলদেব ও মাধ্ব-ভাষ্য এবং বিবৃতি ও অনুবাদসহ) ।০
৫০। শ্রীভুবনেশ্বর √০
৫১। সিদ্ধান্তদর্পণ √০
৫২। সাংখ্যবাণী ৴০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৫৩। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী-দিগ্বিজয়ঃ ।০
৫৪। সটীক-শিক্ষাষ্টকমূলম্ ।০
৫৫। তত্ত্ব-সূত্রম্ ।০
৫৬। সানুবাদ-শিক্ষাষ্টকম্ √০
৫৭। গৌড়ীয়মঠস্য পরিচয়ঃ ৴০
৫৮। সারাংশদর্পনম্ √০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৫৯। রায় রামানন্দ ৷০
৬০। নামভজন ।০
৬১। রিলেটীভ্ ওয়ার্ল্ড্স্ ।√০
৬২। লাইফ্ অ্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।০
৬৩। বৈষ্ণবীজম্ ।০
৬৪। হোয়াট্ গৌড়ীয়মঠ ইজ্ ডুইং ৴০
৬৫। দি ভাগবত ।০
৬৬। ইরোটিক প্রিন্সিপ্ল্ অ্যাণ্ড আনেলয়েড্ ডিভোসন ।০
৬৭। ব্রহ্ম-সংহিতা ২৷০
৬৮। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (ভলুম ওয়ান) ১২৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৬৯। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ৷০
৭০। সাধন পথ ।০
৭১। কল্যাণ-কল্পতরু ৴১০
৭২। গীতাবলী ৴০
৭৩। শরণাগতি ৴০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৭৪। শরণাগতি

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)।

নদীয়া-প্রকাশের স্থান

১। শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম-মায়াপুর, নদীয়া
২। শ্রীযোগপীঠ ঐ
৩। শ্রীবাস-অঙ্গন ঐ
৪। অদ্বৈত-ভবন ঐ
৫। কাজীর সমাধি-পাট ঐ
৬। স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ, নদীয়া।
৭। শ্রীভাগবত আসন কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
৮। শ্রীএকায়ন মঠ গোবিন্দপুর, হাঁসখালী।
৯। মদনগোপাল পাট—পোঃ চাকদহ,
১০। শ্রীগৌর গদাধরমঠ—চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড়, বর্দ্ধমান
১১। শ্রীমোদদ্রুমছত্র মাউগাছি, বর্দ্ধমান
১২। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম, আমলাযোড়া, পোঃ রাজবাঁধ বর্দ্ধমান
১৩। শ্রীগৌড়ীয়মঠ বাগবাজার, কলিকাতা
১৪। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাজু, হাওড়া,
১৫। শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয়মঠ, ৯০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা
১৬। শ্রীগোপালজী মঠ কমলাপুর, ঢাকা।
১৭। শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ পোঃ বালিয়াটী.
১৮। শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয়মঠ ময়মনসিংহ।
১৯। শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ চিকলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর
২০। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম গোয়ালপাড়া, আসাম
২১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ রায়াপেট্টা, মাদ্রাজ।
২২। শ্রীরামানন্দগৌড়ীয় মঠ কব্বুর, জেঃ পশ্চিম গোদাবরী
২৩। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ উড়িয়াবাজার, পোঃ বক্সীবাজার, কটক।
২৪। শ্রীত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয় মঠ ভুবনেশ্বর।
২৫। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ স্বর্গদ্বার, পুরী।
২৬। শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ আলালনাথ পোঃ ব্রহ্মগিরি, পুরী।
২৭। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ ভুমুরকুণ্ডা. পোঃ চিরকুণ্ডা, মানভূম।
২৮। শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ—কাশী।
২৯। শ্রীরূপগৌড়ীয় মঠ—এলাহাবাদ।
৩০। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ পুরাণবাজার, সরকার ঠাকুরের কুঞ্জ, বৃন্দাবন
৩১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, নিউদিল্লী
৩২। শ্রীপরমহংসমঠ—নৈমিষারণ্য,
৩৩। শ্রীসারস্বত গৌড়ীয় মঠ—হরিদ্বার।
৩৪। শ্রীব্যাসগৌড়ীয়মঠ—কুরুক্ষেত্র, পঞ্জাব
৩৫। শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাবুলনাথ রোড, পোঃ গ্রাণ্ট রোড, বোম্বে।
৩৬। লণ্ডন গৌড়ীয়মঠ, ৩নং গ্লষ্টার হাউস, কর্ণওয়াল গার্ডেন্স, লণ্ডন। (এস্, ডব্লিউ—৭)।
৩৭। অমৃরি গৌড়ীয়মঠ—মোজফ্ফরপুর
৩৮। সরভোগ গৌড়ীয় মঠ—সরভোগ, কামরূপ, আসাম,

শুদ্ধভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীলভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী মাসিক। শ্রীধাম-মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৷০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দি ভাষায় একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি হৃদয় বন মহারাজ সম্পাদিত ও নৈমিষারণ্য শ্রীপরমহংস মঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ১৷০ দেড় টাকা মাত্র।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ দেড় টাকা মাত্র।

৫। কীর্ত্তন—মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ নিমানন্দ সেবাতীর্থ বি-এজি, বি-টি সম্পাদিত। আসাম গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম হইতে প্রকাশিত আসামী ভাষায় মাসিক। ভিক্ষা সডাক ১৷০ দেড় টাকা মাত্র

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ প্রণীত সমগ্র গ্রন্থ

গ্রন্থের মূল বোল্ড অক্ষরে এবং তন্নিম্নে বর্ত্তমান যুগ শুদ্ধভক্তিপ্রচারের মূল মহাপুরুষ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অমৃতপ্রবাহভাষ্য ও প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের অনুভাষ্য সন্নিবেশিত হইয়াছে। অতি সুন্দর ছাপা। ডবল ক্রাউন আটপেজি আকারে ১০১৬ পৃষ্ঠায় কেবল মূল ও ভাষ্য সম্পূর্ণ হইয়াছে। তদ্ব্যতীত ২১৮ পৃষ্ঠায় কেবল শ্লোক সূচী, পদ্যসূচী, স্থানসূচী, পাত্রসূচী, বিষয়-সূচী, শব্দসূচী প্রভৃতি বিস্তৃত সূচী-পত্র। সভাষ্য শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের এরূপ উৎকৃষ্ট ও অমূল্য বিরাট সংস্করণ জগতের কোথায়ও আর পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই, ইহা নিরপেক্ষ পাঠক মাত্রেই একবাক্যে স্বীকার করিয়া থাকেন। সর্ব্বসাধারণের সুবিধার জন্য ভিক্ষা ১২৲ বারটাকা স্থলে ছয়টাকা মাত্র।

শ্রীচৈতন্যমঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

[illegible] বাজার দর

লোক হার্ডওয়ার

২২শে ডিসেম্বর ১৯৩৩

টাটার তৈয়ারী— প্রতি হন্দর।

লোহার কড়ি (জয়েষ্ট বা বীম)

মার্কা	৫॥০—৫৸০
ঐ বে-মার্কা হাল্কা ওজন	৫৲—৫৵০
বরগা (টী-আয়রণ)	৬৵০—৬।৵০
এঙ্গেল আয়রণ (কোনা)	৫৸০—৬।৵০

গ্যালভানাইজড করগেট টীন—

২২ গেজ ৬ হইতে ১০ ফুট	১১।৵০
২৪ গেজ ,, ,,	১০৸০
২৬ গেজ ,, ,,	১১।৵
২৪ গেজ আর, পি, ডি, মার্কা	১৪৲
২৪ গেজ গাঃ প্লেন সীট—	১১।৵০
২৬ গেজ ,, ,,	১২।৵০
২৮ গেজ ও ৩০ গেজ ঐ—	১২৸৵০ - ১৪৲
বাগান ঘেরা কাঁটাতার ১০০ পাউণ্ড বাঃ	৯।০
টীল পাটী	৬৵০—৬।০
,, বোল্টু (গোল)	৬৵০—৬॥০
,, পত্তাদে (চৌকা)	৬৵০—৬।০
,, গোল রড ১০—।১০ সুতা	৪৸০—৫॥০
,, টানা রড-।কা ১০—।৵০ ঐ	৫৸০—৫৸৵০
,, বাণ্ডিল তার	৭।০—৭৸০
,, প্লেট—তিন সুতা মোটা পর্য্যন্ত	৮৲—৮৵০
,, চাদর ৩-১৬ খানা বাণ্ডিল	৯॥৵—১১॥০
ষ্টীঃ টীল	৮।০—৯৲
হাফ রাউণ্ড	৫৸৵—৭৲৵০
তারের পেরেক ১—৬ ইঞ্চি	৯৲—১০॥০
প্যাটেণ্ট পেরেক ২—৮ ইঞ্চি	১২৲—১৫৲
ঢালাই কড়া ১ হইতে ১০ নং ২।০—২॥০ সাট	
কোদাল ৪, ৫, ৬, ৭৸৵০ ৮৸৵০ ৯৸৵০ডঃ	
তিন পাউণ্ড ৬৲ দেঃ বিঃ	৬।৵০ ,,
গাঃ প্লেন বালতি ৭—১২ ইঞ্চি	১॥০—৬॥০
রিভিট ,, ৭—১২ ইঞ্চি	২৵০—৭৵০ ,,
লোহার চেয়ার রডের গোল ও চৌকা	৮।০— ,,
গাজের লোহার সিট	১৫৲ ,,
ভেনেস্তা (কাঠের সিট)	১৮৲ ,,
লোহার স্ক্রুপ ॥—৩ ইঞ্চি /১০—॥৵০ গ্রোস	
কব্জা ৭৩ নং ॥—৪ ইঞ্চি	।৫—৸৵০ পেঃ ডজন
গাঃ তার ১৬—২২ নং গেজ)	১২৸০—১৪।০ হন্দর
গাঃ রিভিট (ঘটকা) ইঞ্চি	৵ - ॥৵১০ পীস
গাঃ পাটা'টিং বা ভোজা ইঞ্চি	৷০—৸৵০ ,,
গাঃ স্ক্রুপ ১।০—২॥০ ইঞ্চি	২৩৲—২৯৲ হন্দর

গাঃ ওয়াসার চাকি	১১॥০—১৭॥০ ,,
গাঃ বোল্ট-নাট ৮—৭ ইঞ্চি	॥৵১০—১৵০ গ্রোস
ঢালাই রেলিং	৩॥০—৭॥০ হন্দর
ঐ রেন ওয়াটার পাইপ ৩ ইঞ্চি ৵১০ ও ৪ ইঞ্চি ।১০	ফুট
টিউব ওয়েলের জন্য গ্যাঃ পাইপ ১॥ ইঞ্চি	।৵৫ ফুট
পাম্প ৪নং ১২॥০ ৫নং ১৪৲ ৬নং ১৬৲	
৬০—৮০ বাটখারা ৵৫ সাট ২।০—২॥০ মণ	

সন্তোষকুমার মল্লিক এণ্ড সন্স লিঃ

লোহ ও হাডওয়্যার বিক্রেতা।

মীরবহর ঘাট লোহাপটী, বড়বাজার, টেলি—"লোহার মালিক" কলিকাতা

কেরোসিন

চোক্রেক প্রত্যেক বাক্স (২ টিন)		৯৲৬
শুখা মার্কা	,,	৬॥০
ভিক্টোরিয়া	,,	৭৲

সোণার দর

পাকা সোণা	৩০৸৵
বড়াল	৩০৸
চিনা পাত	৩২।০

রূপার দর

রূপা প্রতি ১০০ ভরি	৫৫৵০
ঐ খুচরা	৫৵০

কোম্পানীর কাগজ

৩॥০ সুদের কাগজ	৮১৵
৩॥০ নূতন ঋণ (১৯৪৭-৫০)	৯১।০
৪৲ ,, ঋণ (১৯৬০-৭০)	৯০৲
৫৲ ,, বণ্ড (১৯৩৫	১০৪॥৵০

ডিবেঞ্চার

৫৲ সুদের (১৯৫৬-৮৬) কলিকাতা পোর্ট-ট্রাষ্ট ডিবে:—	১০২॥৵০

ব্যাঙ্ক

ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক (কনট্রি)	২৯৪॥০
সেণ্ট্রাল ঐ	২২৲

কাপড় ও সূতার কল

এলগিন মিল	৪৫৲

পাট কল

হাওড়া	৫০৲
অকল্যাণ্ড	১৯৫৲
বালী	১৬২৲
বরানগর	১৫০৲
ক্লেবস	৩৭০৲
ভরত	২৪৩৲
ক্লাইভ	২৮।০
ডালহাউসী	৪০৮॥০
ডেল্টা	৪০৫৲

কৃষ্ণনগর নবদ্বীপঘাট রেলওয়ে সময়

কৃষ্ণনগর হইতে নবদ্বীপঘাট

কৃষ্ণনগর সিটি—	৬-৪৫	১০-৪৪	১৩-২২	১৭-৩৮	২০-১৬
কৃষ্ণনগর রোড —	৬-৫৬	১০-৫৫	১৩-৩৩	১৭-৪৭	২০-২৫
আমঘাটা—	৭-১৫	১১-১৩	১৩-৫১	১৮-৩	২০-৪১
মহেশগঞ্জ—	৭-২৪	১১-২১	১৪-০	১৮-৯	২০-৪৭
নবদ্বীপঘাট —	৭-৩৩	১১-৩০	১৪-৯	১৮-১৬	২০-৫৫

বিশেষ দ্রষ্টব্য—নবদ্বীপঘাট ষ্টেশন অপেক্ষা মহেশগঞ্জ ষ্টেশন হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরের দূরত্ব অনেক কম। শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে যাহাদিগকে রাণাঘাটে ট্রেণ বদল করিতে হয়, তাঁহারা রাণাঘাটে প্রাতঃ ৫-৫০, ৮-১৪, ৯-৪৬, ১৬-৪৮, ১৮-৩৯ এবং ০-৩২ মিনিটের সময় গাড়ী পাইবেন।

শান্তিপুর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে শান্তিপুর ষ্টেশনে ৫-৪০, ৯-২৯, ১২-২৫, ১৬-৪ এবং ১৮-৪১ মিনিটের সময় ট্রেণ পাওয়া যায়।

নবদ্বীপঘাট হইতে কৃষ্ণনগর

নবদ্বীপ ঘাট—	৫-৩৫	৯-২৫	১২-১০	১৫-৩৪	১৮-৪৫
মহেশগঞ্জ—	৫-৪৩	৯-৩৩	১২-১৯	১৫-৪২	১৮-৫৩
আমঘাটা—	৫-৪৯	৯-৩৯	১২-২৬	১৫-৪৮	১৯-৫
কৃষ্ণনগর রোড—	৬-৫	৯-৫৫	১২-৪৩	১৬-৪	১৯-২৪
কৃষ্ণনগর সিটি—	৬-১৭	১০-৩	১২-৫১	১৬-১২	১৯-৩৫

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রেস ওয়াকস্ হইতে—ডাঃ কৃষ্ণকান্ত ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম ভক্তিশাস্ত্রী এল. এম. এফ. কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

রুমানিয়ার মন্ত্রী নিহত

রুমানিয়ায় আবার ভীষণ গণ্ডগোল বাধিল। রুমানিয়ার প্রধান সচিব এম, ডুকা বিভলভারের গুলীতে নিহত হইয়াছেন। সিনাইয়া রেলওয়ে ষ্টেশনে একজন ছাত্র তাঁহাকে গুলী করিয়া মারিয়াছে। মুসো ডুকার মস্তকে তিনবার গুলীর আঘাত লাগিয়াছে। নিহত হইবার অব্যবহিত পূর্ব্বে প্রধান সচিব রাজার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলেন।

আততায়ী ধৃত

এম, ডুকার হত্যাকাণ্ডের সহিত সংশ্লিষ্ট বলিয়া একজনকে সন্দেহক্রমে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

আততায়ী বুখারেষ্ট কমার্শিয়াল স্কুলের ছাত্র। তাহার বয়স ২৬ বৎসর। তাহার নাম কনষ্ট্যান্টিনেস্কু। তাহার সাহায্যকারীদের মধ্যে একজন কাফিখানার মালিক কাসিমাত, আর একজনের নাম দোরুবেনি মাজী। সে সম্প্রতি জাম্মাণ প্রতিষ্ঠান 'আয়রন গার্ডের' নির্ব্বাচনপ্রার্থী ফ্যাসিষ্ট হইয়াছিল। সে এই মর্ম্মে এক বিবৃতি দিয়াছে যে, এম, ডুকা দেশপ্রেমিক হিসাবে ভাল ছিলেন না বলিয়া সে তাঁহাকে হত্যা করিয়াছে।

আয়রণগার্ডের বিরুদ্ধে অভিযান

রুমানিয়ার মন্ত্রিগণ আয়রণগার্ডের সকল সদস্যকে গ্রেপ্তার করিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন।

এম, ডুকা 'আয়রণগার্ড' আন্দোলনে উদ্দেশ্য কি এবং বাহির হইতে উহা কিরূপ সমর্থন লাভ করিতেছে তাহা জানিতেন। রাজাকে নিরাপদ করিবার এবং ইহুদী ও অন্যান্য সংখ্যাল্পদলকে রক্ষা করিবার জন্য সম্প্রতি তিনি উহা ভাঙ্গিয়া দিয়াছিলেন। প্রকৃতপক্ষে ডিক্টেটর তুল্য ক্ষমতা লাভ করিয়া তিনি নাৎসী আদর্শে রক্ষীবাহিনী গঠনে বাধা দিতে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন।

এই হত্যাকাণ্ডের ফলে জানা গেল যে, এম, ডুকা যে পুরাতন রাজনৈতিক দলগুলির নেতা ছিলেন তাহাদের সহিত বিপ্লবপন্থী রুম্যানিয়ার যুবক ফ্যাসিষ্টদের মতভেদ কিরূপ উগ্রতার পরিচায়ক হইতে পারে।

ডুকার মৃতদেহ পেলেশের রাজপ্রাসাদে লইয়া যাওয়া হইয়াছে। জাতীয় অন্ত্যেষ্টির ব্যবস্থা হইতেছে।

বোমা বিস্ফোরণ

সিনাইয়ার একটি পার্কে বোমা বিস্ফোরণের ফলে একটি শিশু আহত হইয়াছে। আরও প্রকাশ, রেল ষ্টেশনে বোমা নিক্ষেপের ফলে রাজা ক্যারলের গাড়ী বিনষ্ট হইয়াছে।

নূতন প্রধান মন্ত্রী

রাজা ক্যারল শিক্ষা-সচিব এঞ্জেলেস্কুকে প্রধান মন্ত্রী নিয়োগ করিবার পর মন্ত্রিসভায় কি উপায় অবলম্বন করা হইবে সেই সম্বন্ধে আলোচনা হয়।

ডুকাকে হত্যা করার ফলে সারা রাত্রি ধরিয়া আয়রণ গার্ডের অস্থায়ী নেতা জেনারেল ক্যান্টাকুজিনো প্রমুখ নেতৃস্থানীয় বহু ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। কিন্তু প্রকৃত নেতা কোডরেয়ানুর সন্ধান পাওয়া যাইতেছে না। পরলোকগত প্রধান মন্ত্রী প্রতিষ্ঠান ভাঙ্গিয়া দিবার পর হইতেই সে নিরুদ্দেশ।

শতাধিক লোক গ্রেপ্তার

হত্যা সম্পর্কে রাত্রিকালে এখানে শতাধিক লোক গ্রেপ্তার হইয়াছে। বুখারেষ্টের পথে-[illegible] ষ্টেশনে ট্রেণের মধ্যে হত্যার সহিত সংশ্লিষ্ট সন্দেহে দ্বিতীয় আসামীকে গ্রেপ্তার করা হয়। উদ্যান মধ্যে যে বোমা বিদীর্ণ হইয়াছে তাহা হত্যাকারীরা পলায়ন করিবার কালে ফেলিয়া গিয়াছিল।

ঢাকার রাজবন্দী দণ্ডিত

শাস্তিভঙ্গের উদ্দেশ্যে অপমানকর ভাষা প্রয়োগের অভিযোগে রাজবন্দী শ্রীযুত কানাইলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভারতীয় দণ্ডবিধির ৫০৪ ধারানুসারে অভিযুক্ত হন। ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুত এস, বসু তাঁহাকে দোষী সাব্যস্ত করিয়া তাঁহার প্রতি দেড় মাসের সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ দিয়াছেন।

মামলার বিবরণে প্রকাশ কানাই বাবু মুন্সীগঞ্জ মহকুমার অন্তর্গত পঞ্চেশ্বর গ্রামের লোক। বঙ্গীয় সংশোধিত ফৌজদারী আইনে তাঁহাকে গ্রেপ্তার করিয়া, ঢাকার সেন্ট্রাল জেলে আটক রাখা হয়।

গত ৮ই অক্টোবর গোয়েন্দা বিভাগের ইনস্পেক্টর এক্রামউদ্দীন আমেদ জেলের মধ্যে গিয়া কানাই বাবুর উপর সরকারী আদেশ জারী করে। আদেশে প্রকাশ, অতঃপর তাঁহাকে রাজবন্দীরূপে আটক থাকিতে হইবে। ইহাতে কানাই বাবু ইনস্পেক্টরের প্রতি এমন কোন অপমানকর ভাষা প্রয়োগ করিয়াছিলেন যে, তাহার ফলে শান্তিভঙ্গ হইতে পারিত।

উকিল শ্রীযুত ঈশানচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও রাজেন্দ্রচন্দ্র রায় আসামী পক্ষ সমর্থন করেন। কারাগারের ভিতরে বিচার হয়।

কাঁচড়াপাড়ায় ভীষণ ডাকাতি

হরিণঘাটা থানার অধীনস্থ বিরহী গ্রামনিবাসী সুরেন্দ্রনাথ সাধুখাঁ নামে এক ব্যক্তির গৃহে এক দুঃসাহসিক ডাকাতি হইয়াছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে।

সংবাদে প্রকাশ, গভীর রাত্রি প্রায় দেড়টার সময় সাত আটজন ডাকাত তাহাদের মুখ ঢাকিয়া গৃহমধ্যে প্রবেশ করে। একজন ডাকাত সুরেন্দ্রের মস্তকে সরাসরি তিনবার আঘাত করিলে তাহার ফলে অবসন্ন অবস্থায় সাধুখাঁ মাটিতে পড়িয়া যান। ডাকাতগণ সুরেন্দ্রের পুত্রবধূর সমস্তের গহনাপত্র ছিনাইয়া লয়। সমস্ত লোহার বাক্সগুলি খুলিয়া কেবলমাত্র অলঙ্কার এবং কতকগুলি বাসনপত্র লইয়া ঐ স্থান ত্যাগ করিয়া চম্পট দেয়।

লাহোর সেনাবাসে দুর্ঘটনা

লাহোর সেনানিবাসে গত ৩০শে ডিসেম্বর রাত্রে রয়েল আর্টিলারীর গোলন্দাজ সৈনিক এবং অপর এক গোলন্দাজ সৈনিকের পত্নীর মৃত্যু সম্পর্কে দুইটি দুর্ঘটনা ঘটিয়া গিয়াছে। সংবাদে প্রকাশ, ফীল্ড ব্রীগেড আর্টিলারীর জনৈক গোলন্দাজ সৈনিক এক্ষণে লাহোর সেনানিবাসে বদলি হইয়াছে। সে একদিন উক্ত সৈন্যদলের অপর এক গোলন্দাজের বাসায় যাইয়া তাহাকে এবং তাহার পত্নীকে "সিনেমা" দেখিতে যাইবার নিমন্ত্রণ করে বলিয়া প্রকাশ। সাহারা স্পষ্টই ইহাতে অস্বীকার করে। প্রকাশ, ইহার পর মুহূর্ত্তেই পূর্ব্বোক্ত সৈনিক প্রত্যাবর্ত্তনপূর্ব্বক একটি 'রাইফেল" লইয়া ফিরিয়া আসিয়া অপর সৈনিকটির স্ত্রীর পশ্চাদ্ধাবন পূর্ব্বক তাহাকে চারিবার গুলী মারিয়া ভূপাতিত করে। মাটিতে পড়িয়া সে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। তৎপরে সে নিজে গুলী খাইয়া আত্মহত্যা করে বলিয়া প্রকাশ। গোলন্দাজ সৈন্যটির পত্নীর বয়স প্রায় ত্রিশ বৎসর এবং আততায়ী সৈনিকের বয়স ২৭ বৎসর।

রংপুরের বন্দুক চুরি

রংপুরের ষ্টেশন-আবাস শ্রীযুত কিরণচন্দ্র কাঞ্জিলালের যে ২ নলা বি-এল বন্দুক চুরি যায় সে সম্বন্ধে পরবর্ত্তী অনুসন্ধানে জানা গিয়াছে, ২৬শে তারিখ সন্ধ্যাকালে শ্রীযুত কাঞ্জিলাল ও তাঁহার জামাই—মোট ২টি বন্দুক শ্রীযুত কাঞ্জিলালের শয়ন-ঘরের পার্শ্বে টেবিলের উপর রাখিয়া দেওয়া হয়। পরদিন প্রত্যুষে শিকার করিতে যাওয়ার উদ্দেশ্যেই ঐরূপ করা হয়। সান্ধ্য আহারের পর বন্দুকের খোঁজ করা হইলে দেখা যায়, একটা বন্দুক নাই।

তৎক্ষণাৎ পুলিশে সংবাদ দেওয়া হয়। পুলিশ পরদিন প্রাতে আসিয়া তদন্ত আরম্ভ করে। কিন্তু এখনও বন্দুক বা তাহার অপহরণকারীর কোন সন্ধান পাওয়া যায় নাই।

এই সম্পর্কে উল্লেখযোগ্য যে, পুলিস উক্ত একটি বন্দুক লইয়া যাইয়া মালখানায় জমা দেয়। কিন্তু শ্রীযুত কাঞ্জিলাল বন্দুকের [illegible] লইবেন, এই মর্ম্মে প্রতিশ্রুতি [illegible] আছেন। এই বন্দুক চুরি সম্পর্কে এ পর্য্যন্ত কেহ গ্রেপ্তার হয় নাই।

উত্তরাঞ্চলে খনি দুর্ঘটনা

গত ৩০শে ডিসেম্বর রাত্রি ৯টা ২০ মিনিটের সময় [illegible] খনিতে একটি দুর্ঘটনার ফলে ৩ জন লোক অবিলম্বে মৃত্যুমুখে নিপতিত হইয়াছে এবং ৩ জন লোক গুরু আঘাত প্রাপ্ত হইয়াছে। শ্রীযুত এইচ, এন, মৃন্ময়রাজ আহোদার প্রাতে উক্ত মৃত্যু সম্বন্ধে তদন্ত করিয়া অবগত হইয়াছেন যে, পূর্ব্বধারের উত্তোলনীতে ৫ জন লোক ছিল। তাহারা উপরে আসিতেছিল। পশ্চিমধারের উত্তোলনীতে ২ জন লোক ছিল তাহারা অবতরণ করিতেছিল, পূর্ব্বধারের উত্তোলনী সহসা আটক হওয়ায় তৎক্ষণাৎ ৩ জন লোকের মৃত্যু হয়। অপর লোকটি গুরু আঘাত প্রাপ্ত হইয়াছে। পশ্চিম দিকের উত্তোলনী সবেগে খনির তলদেশে নিপতিত হওয়ায় উহার মধ্যস্থিত ২ জন লোক গুরু আঘাত প্রাপ্ত হইয়াছে।

কারামুক্ত

শ্রীযুত চারুচন্দ্র ভাণ্ডারীর পত্নী শ্রীমতি প্রজ্ঞানলিনী ভাণ্ডারী পূর্ণ ৩ মাসের কারাদণ্ড ভোগের পর বহরমপুর স্পেশাল জেল হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছেন। পাঠকবর্গের স্মরণ থাকিতে পারে যে, আবগারির দোকানে পিকেটিং এবং অননুমোদিত প্রচার বলির অভিযোগে তিনি তাঁহার ৩ বৎসরের শিশু কন্যাসহ সাবড়াহাটে গ্রেপ্তার হন।

হুগলী জেল হইতে শ্রীমতী দুর্গামণি দাসী ও শৈলবালা দাসী মুক্তিলাভ করিয়াছেন।

শ্রীযুত সতীশ চন্দ্র সাহা পূর্ণ কারাদণ্ড ভোগের পর হিজলী জেল হইতে মুক্তি পাইয়াছেন।

শ্রীযুত গঙ্গাচন্দ্র জানা, অতুলচন্দ্র মণ্ডল, শরৎচন্দ্র হালদার চণ্ডীচরণ বৈরাগী, নিত্যানন্দ সাহা এবং দীনবন্ধু আশ আলিপুর সেনট্রাল জেল হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছেন।

জাপানের ভাবী উত্তরাধিকারী

জাপান সম্রাটের খোকা হইয়াছে। এই খোকাই ভবিষ্যতে জাপানের সিংহাসন অধিকার করিবে। সম্রাট [illegible] এই সংবাদে হর্ষ প্রকাশ করিয়া জাপানসম্রাটকে অভিনন্দন পত্র প্রেরণ করিয়াছেন।

পরলোকে রণবীর [illegible]

বিলাতের [illegible] [illegible] [illegible] অ্যাডমিরেল রিচার্ড [illegible] পরলোকগমন করিয়াছেন। জাটল্যাণ্ডের যুদ্ধের কথা ইতিহাসে [illegible] রহিয়াছে। এই জাটল্যাণ্ডের যুদ্ধে রিচার্ড [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] সাতিশয় সন্তোষ প্রকাশ করিয়াছিল।

টেলিগ্রাম ঠিকানা— "নিবোদ" নবদ্বীপ
পত্রাদি প্রেরকের ঠিকানা—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

দৈ নি ক

REG. C1544

নদীয়া-প্রকাশ

THE
NADIA-PRAKASH

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩॥০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার স্বতন্ত্র।

সাহায্যের হার
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸০
মাসিক ১৲
নগদ বর্ত্তমান সংখ্যা ৫

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৮ম খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বেদান্তবাচস্পতি [২৫৮শ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর— ২১শে পৌষ শুক্রবার ১৩৪০, ৫ই জানুয়ারী ১৯৩৪

দক্ষিণ আমেরিকার নানা স্থানে বিদ্রোহ

দক্ষিণ আমেরিকার নানা স্থানে রাজনৈতিক গণ্ডগোল উপস্থিত হইয়াছে। [illegible]লের বিরুদ্ধে সৌনিক তন্ত্রের বিদ্রোহ আরম্ভ হইয়াছে। তবে বুইনস এয়ার্শে এবং আর্জেন- [illegible] ভীষণ ছায়া পড়িয়াছিল তাহা ক্রমশঃ ক্ষীন হইয়া আসিয়াছে।

বুইন্স আয়ার্শে গণ্ডগোল

বুইনস এয়ার্শে হাঙ্গামার শুরু শুনিয়া পুলিশ তৎস্থলে উপস্থিত হয় এবং দলপতিগণকে গ্রেপ্তার করে। সরকারী ভবন আক্রমণ করা উহাদিগের উদ্দেশ্য ছিল, কিন্তু পুলিসের সমাগম হওয়ায় তাহা পারে নাই।

হতাহত

রোজারিওর দাঙ্গায় বিশ জন লোক হত এবং অনেকে আহত হইয়াছে। রোজারিওতে বিদ্রোহী দল পুলিস ব্যারাকে বোমা নিক্ষেপ করিয়াছিল। কেহ কেহ বা পুলিসের সদর অফিস আক্রমণ করিয়াছিল। উহাদের সদরঘাট এবং অস্ত্রাগার লুণ্ঠন করাও উহাদিগের অভিপ্রায় ছিল কিন্তু অভিপ্রায় সিদ্ধ হয় নাই। আসামীগণ ধরা পড়িয়াছে।

গণ্ডগোলের উৎপত্তি

সাধারণ সংস্কারে [illegible] হাঙ্গামা—এই [illegible]নেই গণ্ডগোলের উৎপত্তি।

ব্রেজিলের মন্ত্রিসভা

[illegible] ব্রেজিলের মন্ত্রিসভায় আর এক [illegible] উপস্থিত। ব্রেজিলের রাজস্ব সচিব [illegible] করিয়াছেন। আরও কত সচিব [illegible] পরিত্যাগ করিবেন তাহা এখন [illegible] যায় না। [illegible] নূতন গবর্ণর নিযুক্ত হইবার দরুণ ক্যাবিনেটে সমস্যা উপস্থিত হইয়াছে। প্রতিবাদ স্বরূপ অনেকেই পদত্যাগ করিবেন। ব্রেজিলের অবস্থা সঙ্কটাপন্ন হইয়া উঠিবে।

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট"—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র শিক্ষকগণ ছাত্রদিগকে অতি যত্নের সহিত শিক্ষা প্রদান করিতেছেন। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের বন্দোবস্ত হইয়াছে। খোরাকী ও বেতন বাবদ প্রতি মাসে মাত্র ছয় টাকা ব্যয়। স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছেন। বিদ্যালয়টী বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক স্বীকৃত (এফিলিয়েটেড) হইয়াছে। সবিস্তার সংবাদের জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র লিখুন।

বিশেষ দ্রষ্টব্য

পরীক্ষায় যাহারা গড়ে শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র বিনয়ী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হইবে।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

লাহোর জেলে চাঞ্চল্য

বিচারাধীন এক হিন্দু রমণীর জেল হইতে পলায়নের চাঞ্চল্যকর সংবাদ প্রকাশ পাইয়াছে। এই রমণী তাহার স্বামীকে হত্যার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকায় স্থানীয় এক ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট অভিযুক্ত হয় এবং তাহার বিচার চলিতেছিল। গত ৩০ ডিসেম্বর রাত্রিতে উক্ত আসামী নাকি জেলের প্রায় ১০ ফিট উচ্চ প্রাচীর উল্লঙ্ঘন করিয়া পলায়ন করিয়াছে বলিয়া প্রকাশ। গত ১লা প্রাতে নাম ডাকিবার সময় তাহাকে পাওয়া যায় না। সেই সময়ই বিপদজ্ঞাপক ধ্বনি করা হয়। পুলিস এবিষয়ে জোর তদন্ত করিতেছে কিন্তু এ পর্য্যন্ত পলাতক আসামীর কোনই খোঁজ পাওয়া যায় নাই।

ভীষণ মোটর দুর্ঘটনা

গত ১লা জানুয়ারী রাত্রিতে লেডী জামসেদজী রোডে পোর্টট্রাষ্টের একখানা মোটর লরী উল্টাইয়া যায়। তাহার ফলে ২৯ জন লোক অল্প বিস্তর জখম হইয়াছে। লরীর আরোহীরা সকলেই শ্রমিক ছিল; তাহারা লরীর তলায় চাপা পড়িয়া পিষিয়া যায়। পুলিস তাহাদিগকে উদ্ধার করিয়া হাসপাতালে পাঠাইয়াছে।

সিরোহি-রাজ্যে গোলযোগ

দেওয়াস রাজ্যের ব্যাপারের পর রাজপুতনার সিরোহী রাজ্যেও গোলযোগ ঘটিবার সম্ভাবনার সংবাদ পাওয়া যাইতেছে।

'ন্যাশান্যাল কল' সংবাদ দিতেছেন, সিরোহীর মহারাজ ও তাঁহার শাসন-ব্যাপারের প্রতি শীঘ্র সাধারণের দৃষ্টি পড়িবার সম্ভাবনা।

উক্ত সংবাদপত্র আরও বলিতেছেন, কতকগুলি নূতন ঘটনাসংক্রান্ত কাঁচা রকমের সংবাদে রাজ্যের প্রজারা ইতোমধ্যে চঞ্চল হইয়া পড়িয়াছে। ভারত সরকারের বৈদেশিক ও রাজনৈতিক বিভাগ ঐ বিষয়ে মনোযোগ দিয়াছেন।

প্রকাশ, রাজ্যের স্থায়ী উত্তরাধিকারী নিয়োগ সমস্যার সমাধান এখনও হয় নাই। তাহার কারণ, উহার ফলে নানা দিকে বিশেষ প্রতিক্রিয়া দেখা দিতে পারে।

বিশ্ব-বিশ্রুত শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত

শ্রীচৈতন্য ভাগবত

বিরাট দ্বিতীয়-সংস্করণ

গৌড়ীয়াচার্য্যভাস্কর প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ কর্ত্তৃক গৌড়ীয়ভাষ্য ও বিবৃতিসহ প্রকাশিত। সংস্কৃত শ্লোক সমূহের অন্বয়, অনুবাদ ও ব্যাখ্যা সন্নিবেশিত। প্রতি অধ্যায়ের কথাসার, অধ্যায়-সূচী, শ্লোক-সূচী, পয়ার-সূচী, স্থান-সূচী, পাত্র-সূচী, ও গ্রন্থকার শ্রীল বৃন্দাবন দাস গোস্বামীর জীবনী প্রভৃতি মহামূল্য-রত্নে অলঙ্কৃত।

ভিক্ষা—সর্ব্বসাধারণের সুবিধার জন্য ১২৲ স্থলে ৬৲ ছয়টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—

১। শ্রীচৈতন্য মঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

২। শ্রীগৌড়ীয় মঠ
পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

শিশুর খাদ্য

K. C. BOSE & Co.
INDIAN BARLEY
CALCUTTA
ESTD 1885
GOLD MEDAL
THE FIRST & FOREMOST FIRM IN INDIA
BOSE'S SUPERIOR INDIAN BARLEY
1 lb net
prepared only of Genuine & Selected Grains
K. C. BOSE & Co
SHAMBAZAR STEAM BISCUIT & BARLEY FACTORY
CALCUTTA
TO REMOVE COVER CUT ROUND TOP OF LABEL WITH PENKNIFE

দেশী বিদেশী সকল প্রকার বার্লী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও সুলভ
সুপ্রসিদ্ধ চিকিৎসকগণ কর্ত্তৃক অনুমোদিত
শিশুর খাদ্য ও রোগীর পথ্য
পঞ্চাশ বৎসরের পরিচিত ও পরীক্ষিত

কে সি বসু এণ্ড কোং
শ্যামবাজার ষ্টীম বিস্কুট এণ্ড বার্লী ফ্যাক্টরী
কলিকাতা

—ঃ কাশীধাম মিশির পোখরাতে ঃ—

শ্রীগৌড়ীয় মঠের

—সৎশিক্ষা প্রদর্শনী—

অপূর্ব্ব। অত্যাশ্চর্য্য!! ধারণাতীত!!!

জীবন্ত প্রতিমার ন্যায় শত শত মূর্ত্তিতে সুসজ্জিত বিভিন্ন দৃশ্য—রাবণের সোণার লঙ্কা দাউ দাউ করিয়া জ্বলিতেছে, মৌমাছির দল মধুপানের জন্য ঝাঁকে ঝাঁকে উড়িয়া যাইতেছে, শ্রীকৃষ্ণের অন্তর্দ্ধানে ভাগবত-সূর্য্যের উদয় হইতেছে, যমপুরীতে পাপিগণ নরক-কুণ্ডে পড়িয়া ত্রাহি ত্রাহি আর্ত্তনাদ করিতেছে, ভক্তগণের সঙ্গে শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু সঙ্কীর্ত্তন-লীলা প্রদর্শন করিতেছেন ইত্যাদি আরও কত কি দেখিয়া বিস্মিত ও মুগ্ধ হইবেন।

—ঃ মহিলাগণের বিশেষ বন্দোবস্ত আছে ঃ—

দর্শনের সময়—প্রাতঃ ৮টা হইতে রাত্রি ৮॥০ পর্য্যন্ত।

ইউনিয়ন বোর্ডের ফর্ম্ম

ফর্ম্ম সর্ব্বদা বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত থাকে। অর্ডার পাইলে আমরা অতি যত্নের সহিত রেজেষ্টারী বহির উপরে ইউনিয়ন বোর্ডের নাম ও নম্বর লেবেল ছাপাইয়া আটিয়া সরবরাহ করিয়া থাকি। কতকগুলি ফরমের তালিকা নিম্নে দেওয়া গেল—

আসেসমেণ্ট তালিকা

ইউনিয়ন বোর্ডের, বেঞ্চের এবং কোর্টের যাবতীয়

১ নং ফরম প্রতি শত ১৲ টাকা।

বজেট এষ্টিমেট

২নং ফরম প্রতি খানা /০ আনা, প্রতি শত ৪৲ টাকা।

ক্যাস বহি

৩ নং ফরম (আয় ব্যয়ের জমা খরচের বহি) ১০০ পৃষ্ঠার বহি ১৲

আদায়ের রেজেষ্টারী

৪ নং ফরম ১০০ পৃষ্ঠার বহি ১৲ টাকা, ২০০ পৃষ্ঠার বহি ২৲ টাকা।

দৈনিক আদায়ের রেজেষ্টারী

৫ নং ফরম ১০০ পৃষ্ঠার বহি ১৲ টাকা, ২০০ পৃষ্ঠার বহি ২৲ টাকা।

খোঁয়াড় ও খেয়াঘাটের জমার রেজেষ্টারী

৬ নং ফরম প্রতি বহি ১৲ টাকা।

মুৎফরাক্কা রসিদ

৭ নং ফরম প্রতি বহি ॥০ আনা।

অগ্রিম দেওয়া টাকার রেজেষ্টারী

৮ নং ফরম প্রতি বহি ১৲ টাকা।

মাসিক হিসাব নিকাশের রেজেষ্টারী

৯ নং ফরম ১০০ পৃষ্ঠার বহি ১৲ টাকা, ২০০ পৃষ্ঠার বহি ২৲ টাকা।

জমি ও বস্তুসবের রেজেষ্টারী প্রতি বহি ১৲ টাকা।

'সি ফরম দফাদার বা চৌকীদারের বেতন বিলির রেজেষ্টারী প্রতি বহি ১৲ টাকা।

ডি ফরম দফাদার বা চৌকীদারের বেতনের রেজেষ্টারী হাজিরি প্রতি বহি ১৲ টাকা।

নিবেদক—ম্যানেজার, ভাগবত প্রেস লাইব্রেরী কৃষ্ণনগর নদীয়া।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রী দৈনিক-নদীয়া-প্রকাশ

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক

— পারমার্থিক পত্র —

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশ
তনয়স্তদ্ধাম-বৃন্দাবনম্,
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং
প্রেমা পুমর্থো মহান্,
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং
তত্রাদরো নঃ পরঃ॥

৮ম বর্ষ | ৫ মাধব গৌরাব্দ ৪৪৭, ২১শে পৌষ বঙ্গাব্দ ১৩৪০, ৫ই জানুয়ারী ইং ১৯৩৪, শুক্রবার | ২৫৮ তম সংখ্যা

প্রদর্শনী সম্বন্ধে অভিমত

A THEISTIC EXHIBITION AT BENARES

[From LEADER 28. 12. 33.]

Under the holy and revered guidance of His Divine Grace Paramhansa Sree Srimat Bhakti Sidhanta Saraswati Goswami Maharaj, ... Acharya of Sree Viswa Vaishnab Raj Sabha, the members have organised a grand Theistic Exhibition at Missirpokhra in the heart of the Benares city to educate the public in the different stages of theism and its purest and highest conception in the unalloyed and unreserved service to the Absolute Personality of Godhead by means of most beautifully decorated life-like clay-models charts, pictures, charming sceneries and various electric demonstrations to help in understanding the teaching of the scriptures to adopt practise and propagate the religion of Divine Love and thus to eradicate its apparently pure but really corrupted and perverted forms prevailing everywhere. The organiser-in-chief has very kindly invented this novel idea of dispelling the darkness of self-deception by holding this unique Exhibition in the United Provinces in a befitting place like Benares.

The Exhibition will remain open daily from 8 A. M to 8-30. P, M. The authorities have made special arrangement for ladies.

— —

মর্ম্মানুবাদ

কাশীতে সংশিক্ষা-প্রদর্শনী

শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার সভাপতি আচার্য্যবর্য্য পরমহংস পূজ্যপাদ শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী মহারাজের কৃপাদেশে ও নির্দ্দেশক্রমে সভার সদস্যগণ অতিশয় সুন্দরভাবে সুসজ্জিতা জীবন্তবৎ-প্রতীয়মানা মৃণ্ময়ী মূর্ত্তি, চিত্র, ছবি, মনোরম দৃশ্য ও বিবিধ বৈদ্যুতিক আলোকমালা-সাহায্যে পরমার্থের বিভিন্ন স্তর ও অদ্বয়জ্ঞান-তত্ত্ব শ্রীভগবানে অহৈতুকী ভক্তির সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব সর্ব্বসাধারণকে শিক্ষা-প্রদানের নিমিত্ত বারাণসী-নগরীর মধ্যস্থলে একটী বিরাট্ সংশিক্ষা-প্রদর্শনীর প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। এই প্রদর্শনী শাস্ত্রোপদেশ বুঝিবার, ভগবৎ-প্রেমধর্ম্ম গ্রহণ, পালন ও প্রচারের এবং ধর্ম্মের মুখোসে সর্ব্বত্র যেসকল অধর্ম্ম প্রসারিত হইয়াছে তাহা অপসারিত করিবার বিশেষ সহায়তা করিবে। পরমহংস গোস্বামী ঠাকুর যুক্তপ্রদেশের উপযুক্ত স্থান বারাণসীতে এই প্রকার অনুপম প্রদর্শনী-উন্মোচনের ব্যবস্থা করিয়া আত্মপ্রতারণা-রূপ অন্ধকার বিদূরিত করিবার অভিনব পন্থা আবিষ্কার করিয়াছেন।

প্রদর্শনীটী প্রত্যহ প্রাতঃ ৮ ঘটিকা হইতে রাত্রি ৮-৩০ পর্য্যন্ত খোলা থাকিবে। কর্ত্তৃপক্ষগণ মহিলাগণের জন্য বিশেষ বন্দোবস্ত করিয়াছেন।

———

সাময়িক প্রসঙ্গ

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিপ্রকাশ অরণ্য মহারাজ রাম-অমৃতগঞ্জ প্রভৃতি স্থানে শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচার করিয়া ময়মনসিং শ্রীজগন্নাথগৌড়ীয়মঠের বার্ষিক উৎসবকার্য্য-সম্পাদনার্থ গত ২৭শে ডিসেম্বর অপরাহ্ণ ৩ ঘটিকার সময় শ্রীমঠে উপস্থিত হইয়াছেন।

———

[illegible] আরম্ভ হইয়াছে। উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সিদ্ধস্বরূপ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রীজী প্রত্যহ শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করিতেছেন। এই উৎসবটীকে সাফল্যমণ্ডিত করিবার জন্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজও তথায় গমন করিয়াছেন।

———

দীক্ষা-গ্রহণ

[২৫৬ সংখ্যায় প্রকাশিত সাময়িক-প্রসঙ্গের অবশিষ্টাংশ]

সর্ব্বপ্রকার ভয় পরিত্যাগ-পূর্ব্বক আত্মমঙ্গলাকাঙ্ক্ষী জনের শ্রীগুরুপাদপদ্ম আশ্রয় করা এবং ষড়্‌বিধা শরণাগতির অন্যতম হরিসেবার অনুকূল বিষয়-গ্রহণ, প্রাতিকূল্যবর্জ্জন ও কৃষ্ণকে পালক ও রক্ষকরূপে বরণ করা অবশ্য কর্ত্তব্য।

———

আচার্য্যদেব দীক্ষাদান-কালে শিষ্যকে সাত্বত-শাস্ত্রের বিধানানুসারে দশবিধ সংস্কার প্রদান করেন, উপবীত-দান তাহারই অন্যতম একটী। যিনি বা যাঁহারা সাত্বতশাস্ত্রের বিধি উল্লঙ্ঘন পূর্ব্বক কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠাদি অর্জ্জনের উদ্দেশ্যে শিষ্যকে দশবিধ সংস্কারে সংস্কৃত না করিয়াই দীক্ষা (?) প্রদান করেন তিনি বা তাঁহারা গুরুপদবাচ্য নহেন, সেই সব লোকবঞ্চক ব্যক্তিগণ গুরুব্রুব নামে কথিত হন। অবশ্য গুরুব্রুবগণ আচার্য্যের অনুকরণ করিয়া দশবিধ সংস্কারে সংস্কৃত করিবার অভিনয় করিলেও তাঁহারা গুরুপদবাচ্য হইতে পারেন না অথবা সেই অনুষ্ঠানকে দীক্ষা বলা যাইতে পারে না। সাত্বত-শাস্ত্রের বিধি উল্লঙ্ঘন করিলে ও উল্লঙ্ঘন করিবার অনুমোদন করিলে বিশেষ দোষ হয়। নিম্নলিখিত শ্লোক দুইটীই তাহার প্রমাণ —

শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণাদি পঞ্চরাত্র-বিধিং বিনা।
ঐকান্তিকী হরের্ভক্তিঃ উৎপাতায়ৈব কল্পতে।
যো ব্যক্তি ন্যায়রহিতমন্যায়েন শৃনোতি যঃ।
তাবুভৌ নরকং ঘোরং ব্রজতঃ কালমক্ষয়ম্॥

— — —

স্ফোটকগ্রস্তরোগী যদি চিকিৎসককে বলেন আমার স্ফোটকস্থিত পূয-রক্তগুলি অস্ত্রোপচার দ্বারা বাহির না করিয়া রোগ ভাল করুন তাহা হইলেও সুচিকিৎসক তাহা করেন না, অস্ত্রোপচার করিয়া সব ময়লাগুলি বাহির করিয়া দিয়া শীঘ্রই রোগীর রোগ আরোগ্য করেন সেইরূপ কোন ব্যক্তি যদি শ্রীগুরুদেবকে বলেন দেহে আত্মবুদ্ধি, দেহ-সম্বন্ধীয় স্বজনাদিতে ও সমাজে মমতা বুদ্ধি অর্থাৎ দ্বিতীয়-অভিনিবেশ বিনাশকারী উপনয়ন-সংস্কার-প্রদানরূপ দীক্ষানুষ্ঠানের একটী অঙ্গ বাদ দিয়া আমাকে দীক্ষা (?) প্রদান করুন তাহা হইলেও শ্রীগুরুদেব তাহা করেন না বা শিষ্যকে বঞ্চনা করেন না। হৃদয়দৌর্ব্বল্য রূপ অনর্থ হইতেই ঐপ্রকার দীক্ষা (?) গ্রহণ করিবার ও বঞ্চিত হইবার বাসনা জন্মে। শিষ্যের কি প্রকারে মঙ্গল হইবে তাহা শ্রীগুরুদেবই জানেন শ্রীগুরুপাদপদ্মে আত্মনিবেদন করাই শিষ্যের কর্ত্তব্য।

———

গুরু কৃষ্ণরূপ হন শাস্ত্রের প্রমাণে। গুরুরূপে কৃষ্ণ কৃপা করেন ভক্তগণে॥

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

৫ মাধব নিধি গর্ভোদশায়ী

জীবে দয়া

জীবে দয়া বা জীবসেবা খুব মহৎ কাজ। কিন্তু ইহার স্বরূপার্থগ্রহণে বিমুখ হইলেই জড় জগতের ন্যায় জীবমাত্রেরই অমঙ্গল অবশ্যম্ভাবী। আমাদের ধারণা—ক্ষুধাতুরকে অন্নদান, বস্ত্রহীনকে বস্ত্রদান, রোগীকে ঔষধদান বা নিরক্ষর ব্যক্তিকে বিদ্যাদান করাই জীবে দয়ার চরম আদর্শ। কিন্তু এগুলি সাময়িক দয়ার উদাহরণ। এরূপ দয়ার দ্বারা জীবের ক্লেশের মূল উৎপাটিত করা যায় না। গাছকে পুনঃ পুনঃ কাটিয়া দাও না কেন, এক জায়গায় ছাটিয়া দিলে অন্য অন্য জায়গা দিয়া শাখা গজাইয়া উঠিবে। সুবিজ্ঞ চিকিৎসকগণ যেমন নিদান ধরিয়া চিকিৎসা করেন, সেইরূপ দূরদর্শী মহাত্মাগণ জীবের যাবতীয় ক্লেশের মূল কারণ অনুসন্ধান করিয়া তাহা দূর করিতে চেষ্টা করেন।

জীবমাত্রই আত্মা। দেহ বা যে মন দিয়া চিন্তা করি, যে বুদ্ধি দিয়া বিচার করি বা যাহা দ্বারা 'আমি অমুক' এই অভিমান করি, তাহা জীব নহে। কারণ দেহ ত' দুদিন পরে নষ্ট হইয়া যায়, এ সকলেই প্রত্যক্ষ দেখিতে পায়। মনও সকল সময় একরকম থাকে না। বালকের মন, যুবার মন ও বৃদ্ধের মন পরস্পর পৃথক্। এমন কি, একই ব্যক্তির ভোরের মন, দুপুরের মন, বৈকালের মন, রাত্রের মন ও নিশীথের মনের অবস্থায় মিল নাই। আত্মা নিত্য বস্তু, কখনও মরে না বা পরিবর্ত্তিত হয় না।

দূরদর্শিগণ অনুসন্ধান করিয়া দেখিয়াছেন—আত্মার বদ্ধ অভিমানই শারীরিক ও মানসিক যত প্রকার ক্লেশের মূল কারণ। জীব ভগবান্‌কে ভুলিয়া মায়ায় পড়িলেই আত্মার বদ্ধ অভিমান উপস্থিত হয়। প্রকৃতপক্ষে আত্মার কোনও ক্লেশ নাই। অতএব বিমুখ আত্মাকে ভগবানে উন্মুখ করিয়া দেওয়াই প্রকৃত জীবে দয়া। কেহ কেহ বলিয়া থাকেন, জীবকে ভগবানে উন্মুখ করা কি সকলের পক্ষে সম্ভব এবং সম্ভব হইলেও ক্ষুধাতুরকে অন্নদানের ন্যায় চাক্ষুষ উপকার দেখা যায় কৈ? তদুত্তর এই যে, প্রত্যেক জীব নিজে ভাল পথে চলিয়া অন্যকে ভাল পথে চালাতে সাহায্য করিতে পারে। এরূপ পরস্পর দয়াতে একধারে পরার্থপরতা ও স্বার্থপরতার অপূর্ব্ব সম্মিলন!

যাহারা সব সময়েই চাক্ষুষ উপকারটাকে চাহেন তাহাদের জন্য একটা গল্প আছে—কোন গ্রামে একজন কর্ম্মকার বাস করিত। তাহার একমাত্র প্রিয়তম পুত্র বহু দিবস জ্বরে ভুগিতেছিল। প্রাচীন লোকদের পরামর্শে ঐ কর্ম্মকার একজন অভিজ্ঞ বহুদর্শী কবিরাজের হাতে তাহার পুত্রের চিকিৎসাভার দিয়া মনে করিল যে, আজই কবিরাজ জ্বর আরোগ্য করিয়া দিবে। কিন্তু ছেলের আসল রোগ হইয়াছিল প্লীহা, তজ্জন্য তাহার জ্বর, উদরাময় ও দুর্ব্বলতা প্রভৃতি উপসর্গ প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল। চিকিৎসক সর্ব্বপ্রথমে প্লীহাকে কমাইবার জন্য ঔষধ দিতে লাগিলেন; কাজেই প্লীহার সঙ্গে সঙ্গে জ্বরও অল্প অল্প কমিতে লাগিল।

এক সপ্তাহ গত হইল, তবুও ঐ ছেলের জ্বর ছাড়ে না। কর্ম্মকার মনে ভাবিল, কবিরাজ জ্বরের চিকিৎসা না করিয়া কি করিতেছে? নিশ্চয়ই জ্বরের ঔষধ তাহার জানা নাই। আমি এক্ষণেই ছেলের গায়ের উত্তাপ কমাইয়া দিতেছি; এ অব্যর্থ ঔষধটী আমার আগে মনে হইলে ছেলেকে এতদিন ভুগিতে হইত না। এই বলিয়া, সে যেমন উত্তপ্ত লোহাকে জলে ডুবাইয়া ঠাণ্ডা করে, সেইরূপ ছেলেকে আনিয়া জলে খুব ডুবাইতে লাগিল। তাহার ধারণা—ইহাতেই ছেলের গাত্রোত্তাপ বা জ্বর সারিয়া যাইবে; ফল তার ঠিক বিপরীত হইল—ছেলে একেবারেই ঠাণ্ডা হওয়া গেল অর্থাৎ পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল।

যাহারা সব সময় চাক্ষুষ উপকারের পক্ষপাতী বা মূলরোগ না ধরিয়া উপসর্গ-ব্যাধি দূর করিতে প্রয়াসী তাহাদের দশাও এইরূপ। আগে দেহের উন্নতি করিয়া পরে আত্মার উন্নতি, আগে খাওয়া দাওয়া যোগাড়, তারপর ধর্ম্মসাধন, কথাগুলি শুনিতে বেশ, কিন্তু সেরূপ চেষ্টা—নদী শুষ্ক হইলে পরে পার হইব। এই প্রকারের নদীও শুকাইবে না, তারা পারও হইবে না।

ইহা দ্বারা বুঝিতে হইবে না যে, বস্ত্রহীনকে বস্ত্রদান বা ক্ষুধাতুরকে অন্নদান করিতে নিষেধ করা হইয়াছে; কিন্তু বলা হইতেছে—এইরূপ দয়াপ্রকাশের দিকে বিশেষ ঝোঁক না দিয়া মূল অভাব দূর করিতে চেষ্টা কর, তাহা হইলে শারীরিক, মানসিক সকল অভাবই মোচন হইয়া যাইবে। গাছের গোঁড়ায় জল দিলে ডাল পাতা সবই সজীব থাকে, কিন্তু গোঁড়ায় জল না দিয়া পাতায় পাতায় শাখায় শাখায় জল দিলেও গাছ মরিয়া যায়।

জীবের অসংখ্য অভাব; একজনে, দশ জনে বা সকলে মিলিয়াই বা কয়টা অভাব দূর করিতে পারে? অন্নের অভাব দূর করিলে বস্ত্রের অভাব, বস্ত্রের অভাব দূর করিলে শারীরিক ব্যাধি, ব্যাধির উপশম করিলে শোক, দুঃখ, ভয়, অশান্তি, জন্ম, মরণ প্রভৃতি কত শত শত অভাব আসিয়া উপস্থিত হয়। সেই জন্য বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি মূল অভাব যে কৃষ্ণবিস্মৃতি তদ্বিষয় অনুসন্ধান করিয়া তাহা দূর করিতে পরস্পর সচেষ্ট হন। ইহাই প্রকৃত জীবে দয়া।

কাশী সংশিক্ষ-প্রদর্শনী

—:০:—

পাদতীর্থে অম্বুবুদ্ধিকারী নারকী

—:০:—

৭০তম দৃশ্য

শ্রীব্যাসদেব বিষ্ণু ও বৈষ্ণবের পদধৌত জলকে পাদতীর্থ বলিয়াছেন। তাহাতে সাধারণ জলবুদ্ধি করিলে নরক লাভ হয়।

পুণ্য নদী-তড়াগাদি তীর্থ পাপীব্যক্তিগণের সংস্পর্শে মলিন হইয়া পড়ে বাসুদেবে যাঁহাদের ঐকান্তিকী ভক্তি, এইরূপ মহাভাগবতগণের সংস্পর্শে ঐসকল মলিন তীর্থও শুদ্ধ হইয়া থাকে। তজ্জন্য গঙ্গাদেবী ঠাকুর হরিদাসের পদজল বাঞ্ছা করিয়াছিলেন। (চৈঃ ভাঃ) তীর্থ হইতেও বৈষ্ণবের পদজলের অধিক মহিমা।

দৃশ্য

একজন ভগবদ্ভক্ত মহাভাগবত বৈষ্ণবের চরণামৃত পান করিতেছেন দেখিয়া আর এক ব্যক্তি সোডাওয়াটার বা ডাবের জল পান করিতে করিতে বৈষ্ণব-চরণামৃত পানকারীকে বিদ্রূপ করিয়া বলিতেছেন—"দেখ, সোডাওয়াটার কত ভাল জিনিষ। ইহাতে খাদ্য হজম হয়, ইহা কত নির্ম্মল ইত্যাদি। আর ডাবের জল কত ঠাণ্ডা ও সাত্ত্বিক। তুমি কেনই বা একটা মানুষের পায়ের চামড়া ধোয়া জল খাইতেছ? ইহার দ্বারা কি উপকার হইবে? যাহারা ভোগবুদ্ধির চসমায় ভগবদ্ভক্তিরও পরিমাপ করিতে চাহে তাহাদের বিচার এইরূপ। এখানে শ্রীব্যাসদেব বলেন, ঐ সকল ব্যক্তি ডাব ও সোডাওয়াটার পান করিতে করিতে অধিকতর ভোগী হইবে এবং নরকের পথের যাত্রী হইবে। আর বৈষ্ণবের পাদোদক-পানকারীর আত্মা ক্রমশঃ ভগবৎসেবা-বুদ্ধিতে উদ্ভাসিত হইয়া নিত্যরাজ্যের সন্ধান লাভ করিবে। কিন্তু প্রত্যক্ষ-তাড়িত নয়ন ও বুদ্ধি ইহা বুঝিতে পারে না বলিয়াই ভুবনমঙ্গল শাস্ত্র ও মহাজনগণের উপদেশের আবির্ভাব।

শিক্ষা

বিষ্ণোর্বা বৈষ্ণবানাং কলিমলমথনে
পাদতীর্থেঽম্বুবুদ্ধিঃ।
বিষ্ণৌ সর্ব্বেশ্বরেশে তদিতরসমধীর্যস্য বা
নারকী সঃ।
(পদ্মপুরাণ)

যে ব্যক্তি বিষ্ণু-বৈষ্ণব-পাদোদকে জলবুদ্ধি এবং সর্ব্বেশ্বর বিষ্ণুকে অপর দেবতার সহ সমবুদ্ধি করে সে নারকী।

বিষ্ণু-নাম-মন্ত্রে শব্দ-সামান্যবুদ্ধি-মহাপরাধ

৭১তম দৃশ্য

শ্রীব্যাসদেব বলিতেছেন যে—

"শ্রীবিষ্ণোর্নাম্নি মন্ত্রে সকল কলুষহে
শব্দসামান্যবুদ্ধিঃ……যস্য বা নারকী সঃ॥"

শ্রীবিষ্ণুর সর্ব্বকলুষনাশন নাম ও মন্ত্রকে সাধারণ জড়-শব্দ-মাত্র মনে করিলে নারকী হইতে হয়।

জড়জগতে মানুষের রচিত নাম ও মন্ত্র শব্দ-বিশেষ ব্যতীত আর কিছুই নহে। এই সকল শব্দ বা শব্দবিশেষ জীবের উপর যে একটা প্রভাব বিস্তার করিতে পারে ইহা সর্ব্বজন-স্বীকার্য্য। যেমন যাদুবিদ্যা ও সর্পমন্ত্র ইত্যাদি। কিন্তু এই সকল অনিত্য জড়-শব্দের জড়শক্তি বা জড়প্রভাব ক্ষণিক মাত্র এবং মানুষ বা জীবের কেবল জড় দেহমনের উপরই কার্য্যকরী হইয়া থাকে। চেতন আত্মাকে [illegible] পারে না।

জড়শব্দে এইরূপ আশ্চর্য্য প্রভাব সময় সময় লক্ষ্য করিয়া আমরা জড়াতীত শ্রীভগবন্নাম-মন্ত্রকেও তদ্রূপ বা তদধিক শক্তিশালী জড়শব্দবিশেষ বিচার করিয়া থাকি। বস্তুতঃ ভগবন্নাম ও মন্ত্র—অপ্রাকৃত, বিশুদ্ধ, চেতন ও নিত্যশব্দ; উঁহাদের শক্তি 'মেস্‌মেরিজম্' বা যাদু নহে। ইঁহাদের উৎপত্তি ও অস্তিত্ব জড়-দেশকালের মধ্যে নহে। ইঁহারা সাক্ষাদ্‌ভাবে জীবের নিত্য চেতন আত্মাকেই স্পর্শ করেন। অধিকন্তু ইঁহারা পরম চেতন স্বয়ং ভগবদ্বস্তু হইতে অভিন্ন। ভগবন্নাম ও মন্ত্রকে জড়শব্দ বলিয়া বিচার করিলে তাহাতে ভগবান্‌কেই অস্বীকার ও অবজ্ঞা করা হয়, সুতরাং নাস্তিকতাই প্রকাশ পায়; এইরূপ বিচার নরকগমনের হেতু।

জড়েন্দ্রিয়-সকল চেতন আত্মাকে প্রত্যক্ষ করিতে পারে না বলিয়া চেতন আত্মার উপর চেতন শব্দের ক্রিয়াও উঁহাদের অনুভূতির বিষয় হয় না, এবং চেতন ও অচেতন শব্দের পার্থক্যও উঁহারা বুঝিতে পারে না। অতএব জড়বস্তুর উপর জড়-শব্দ, নাম ও মন্ত্রাদির ক্রিয়ার অভিজ্ঞান-বলে পরম-চেতন ভগবন্নাম-মন্ত্রকেও ঐজাতীয় বিচার করিবার একটা ভ্রান্তি স্বতঃই

মনুষ্যের মনে উদিত হয়। শাস্ত্র ও মহাজন-বাক্যের বিচারগ্রহণ ও সেবা ব্যতীত এই ভ্রান্তি দূর করিয়া দিব্যদৃষ্টি-লাভের আর উপায় নাই।

নিত্য ও পূর্ণচেতন ভগবন্নাম ও মন্ত্র জড় ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য নহেন বলিয়া বদ্ধজীবের জিহ্বায় তাঁহাদের কীর্ত্তন হয় না। সুতরাং মুক্তপুরুষ ব্যতীত অপরের নিকট হইতে নাম ও মন্ত্রের গ্রহণ ও শ্রবণ হইতে পারে না। নাম মন্ত্র-ব্যবসায়ী বদ্ধজীবের জিহ্বায় নামমন্ত্রের উদয় কদাপি হয় না। কারণ, নামমন্ত্রে ইহাদের অপ্রাকৃতবুদ্ধি ও ও সেবাবুদ্ধির একান্ত অভাব।

এতাদৃশ ব্যক্তিগণের নামাপরাধমাত্র কীর্ত্তন হইয়া থাকে মাত্র। তাদৃশ নামাপরাধ শ্রবণে ও গ্রহণে কাহারও কথনও কোনও কল্যাণ সম্ভাবনা নাই।

শিক্ষা

শুদ্ধনাম, নামাভাস ও নামাপরাধ—এই ত্রিবিধ বিচার সাধু, শাস্ত্র ও গুরুমুখে শুনিয়া ও বুঝিয়া এবং পরমহংস সদ্‌গুরুর নিকট শুদ্ধনাম-মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া নিরপরাধে ঘর সেবা করিলে জীব নিঃক্লেশে [illegible] অধিকারী হইতে পারে। [illegible]তি আর দ্বিতীয় উপায় নাই।

শ্রীবিষ্ণুতে ও অপর দেবগণে সাম্যবুদ্ধি-মহাপরাধ

৭-তম দৃশ্য

"বিষ্ণৌ সর্ব্বেশ্বরেশে তদিতরসমধীর্যস্য বা নারকী সঃ।"

(পদ্মপুরাণ)

শ্রীবিষ্ণুই পরাৎপর মূলতত্ত্ব, ইহাই বেদবেদান্তাদি সকল শাস্ত্রের তাৎপর্য্য। ব্রহ্মা, শিব, ইন্দ্র, চন্দ্র, বায়ু, বরুণ প্রভৃতি অপর সকল দেবতাই বিষ্ণুশক্তিতে শক্তিমান্ হইয়া স্ব-স্ব অধিকার-অনুসারে তাঁহার আজ্ঞা পালন করিতেছেন।

শ্রীবিষ্ণুতত্ত্বই মূলতত্ত্ব পরমেশ্বর। অপর দেবগণের নিজ নিজ অধিকারে ঈশ্বরত্ব, প্রভুত্ব স্বীকার করিলেও অর্থাৎ তাঁহাদিগকে ঈশ্বর বলিলেও সর্ব্বেশ্বরেশ্বর বা পরমেশ্বর কথনও বলিতে পারা যায় না। শ্রীবিষ্ণুর সহিত তদধীন অপর দেবগণের সমতা-বিচার অর্থাৎ সমন্বয় করিলে শ্রীবিষ্ণু-পাদপদ্মে অবজ্ঞা ও অপরাধ হয়। ঐরূপ সমন্বয়কারী নরকের যাত্রী।

সরস্বতী-জয়শ্রী

সেবার অপূর্ব্ব সুযোগ!! সেবার অপূর্ব্ব সুযোগ!!

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের জীবনচরিত

আগামী ২১শে মাঘ (১৩৪০), ৪ঠা ফেব্রুয়ারী (১৯৩৪) রবিবার শ্রীশ্রীব্যাসপূজা বাসরে শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণবসম্প্রদায়ৈক-সংরক্ষক ও শ্রীগৌড়ীয়-মঠের মূল মহাপুরুষ প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের ভুবনমঙ্গল জীবনচরিত—"সরস্বতী-জয়শ্রী" প্রকাশিত হইবেন। এই গ্রন্থরাজে বিবিধ চিত্র, মানচিত্র ও হস্তাক্ষর-সম্বলিত পরমশিক্ষাপ্রদ বিষয় সন্নিবেশিত থাকিবে। গ্রন্থের কলেবর রয়্যাল আটপেজী সাইজের ন্যূনাধিক পাঁচশত পৃষ্ঠা হইবে। এতদ্ব্যতীত শ্রীব্যাস-পূজার সময় শ্রীল প্রভুপাদের অতিমর্ত্ত্য চরিত্র, শিক্ষা ও আচার-প্রচার-বৈশিষ্ট্য সর্ব্বসাধারণের বোধগম্য করিবার নিমিত্ত কলিকাতা-শ্রীগৌড়ীয়মঠে একটি মিউজিয়াম বা প্রদর্শনী উন্মুক্ত হইবে।

ঐরূপ অপরাধময়ী সমতাবুদ্ধি-প্রণোদিত হইয়া লোকে স্ব-স্ব রুচি-অনুসারে বিচার করে যে, সকল উপাসনাই ফলকালে একই গন্তব্যে পৌছাইয়া দিবে কিন্তু শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতায় ও শ্রীমদ্ভাগবতে এই বিচার সম্পূর্ণরূপে নিরস্ত হইয়াছে; যথা—

যান্তি দেবব্রতা দেবান্ পিতৄন্ যান্তি পিতৃব্রতাঃ।
ভূতানি যান্তি ভূতেজ্যা যান্তি মদ্‌যাজিনোঽপি মাম্॥

(গীতা ৯।২৫)

"দেবযাজিগণ সেই সেই দেবতাগণের ধাম, পিতৃদেবতা-যাজিগণ পিতৃলোক, ভূত-পূজকগণ ভূতলোক প্রাপ্ত হন; আমার (শ্রীভগবানের) উপাসকগণ আমাকেই (শ্রীভগবান্‌কেই) লাভ করিয়া থাকেন।

রজস্তমঃ প্রকৃতয়ঃ সমশীলা ভজন্তি বৈ।
পিতৃভূতপ্রজেশাদীন্ শ্রিয়ৈশ্বর্য্য-প্রজেপ্সবঃ॥

(ভাঃ ১।২।২৭)

মানব স্বীয় রুচির অনুকূল স্বভাববশতঃ বিষ্ণু ব্যতীত অন্যান্য দেবতার পূজা করেন। উপাসকগণের হৃদয়ে যেরূপ কামনার উদয় হয়, তত্তৎ-কাম-পরিতৃপ্তির জন্য উপাস্য বস্তুর বিভিন্ন রূপও কল্পিত হয়। দেবগণ তাঁহাদের নিজ নিজ উপাসকগণের কামনা সকল পরিতৃপ্ত করেন। কিন্তু বিষ্ণূপাসনায় বিষ্ণুপ্রীতি ব্যতীত উপাসকের কোন কামনার স্থান নাই।

পঞ্চরাত্রে কথিত হইয়াছে যে, সত্ত্বের সহিত রজোগুণের মিশ্রণে সূর্য্যোপাসনা, সত্ত্বের সহিত তমোগুণের মিশ্রণে গণেশোপাসনা, রজোগুণের সহিত তমোগুণের মিশ্রণে শক্তির উপাসনা, কেবল তমোগুণে শিবোপাসনা এবং কেবল রজোগুণে অপর সর্ব্ববিধ উপাসনায় মানবের রুচি হইয়া থাকে। বিশুদ্ধ-সত্ত্বগুণের অধিকারী ব্যক্তি বিশুদ্ধ-সত্ত্বময় শ্রীবিষ্ণুর উপাসনা করিয়া থাকেন। সুতরাং বিভিন্ন গুণ ও রুচির উপযোগিতা-ক্রমে উপাস্য ও উপাসকের সমশীলতা।

শিক্ষা

বিভিন্ন প্রকৃতির লোকের বিভিন্ন অধিকার ও রুচি হয়। অধিকার ও রুচি-ভেদে উপাস্যের উপাসনার ভেদ হয়। সকল অধিকার, সকল রুচির ও সকল উপাস্য-উপাসনার সমতাবিচার অশাস্ত্রীয়, অযৌক্তিক ও ভ্রান্তিপূর্ণ।

অন্ধকূপ

আমরা জানি—মনুষ্য, পশু, পক্ষী প্রভৃতি প্রাণীর দেহে চক্ষু আছে। এই চক্ষুর কার্য্য—বস্তু-দর্শন করা। যখন এই চক্ষু বস্তু-দর্শনে অক্ষম হয়, তখনই আমরা তাহাকে অন্ধ বলি। এতদ্ব্যতীত অন্ধের অর্থ—অন্ধকারও করা যাইতে পারে।

অন্ধকূপ অর্থে—অন্ধকারময় স্থান বা যন্ত্রণাপ্রদ নরক-বিশেষ। কিন্তু আমরা ইহার শব্দগত-অর্থগ্রহণে স্বরূপগত অর্থ বিস্মৃত হইয়া অন্ধকূপে আবদ্ধ হই এবং অবশেষে আমাদের জীবন বিপন্ন হয়। তাই অদ্য অন্ধকূপের স্বরূপ-বর্ণনে আমাদের কিঞ্চিৎ প্রয়াস।

আমরা বাল্যকালে শুনেছি—সিরাজোদ্দৌল্লা নামে বাংলাদেশের এক নবাব একটী জানালা-শূন্য ক্ষুদ্র গৃহে অনেকগুলি ইংরাজকে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন। সেই গৃহে বায়ু ও আলোক উপযুক্ত পরিমাণে না থাকায় গৃহাভ্যন্তরস্থ লোকগুলি প্রায় সকলেই মৃত্যু-মুখে পতিত হয়। এই গৃহটি জগতে অন্ধকূপ বলিয়া প্রসিদ্ধ। আমাদের বাড়ীতেও যে সকল গৃহে আলো বা বায়ু উত্তমরূপে প্রবেশ করে না তাহাকে অন্ধকূপ বলে।

কূপ সাধারণতঃ দুই প্রকারের। যে গুলি খুব গভীর, প্রশস্ত, যাহাতে নামিবার বা যাহা হইতে উঠিবার সুবন্দোবস্ত আছে সেগুলিকে শুধু কূপ বা ইন্দারা বলে। কিন্তু যে কূপেতে এই সকল ব্যবস্থা নাই উহাকে অন্ধ-কূপ বলে। লোকে অন্ধকূপকে বড় ভয় করে।

যে অন্ধকূপের ভয়ে আমরা ভীত সেই অন্ধকূপই হ'চ্ছে—আমাদের অনিত্য বাসস্থান 'গৃহ' ইহাই শাস্ত্রবাণী। এই গৃহরূপ অন্ধ-কূপে যাঁহারা পড়িয়াছেন তাঁহারাই জানিতে পারিবেন—'কৃপাময় শাস্ত্র কিরূপ বাস্তব-সত্যের প্রচারক।' 'গৃহ' বলিলে আমরা বুঝি—ঘর, বাড়ী এবং তাহাতে যাহা যাহা থাকে। এই গৃহের জানালা দরজা খুব বড় বড় হইতে পারে, উহাতে আলো-বাতাসের অভাব না হইলেও উহা অন্ধকূপ বলিয়া পরিচিত।

যে-সকল গৃহের অন্ধকূপ নাম হওয়া, উচিত সেগুলি লোকে বিরক্ত হইয়া অনেক সময় ছাড়িয়া দেয়। কিন্তু যে-গুলিকে অন্ধকূপ বলা চলে না—বরং যাহাতে বিলাসদ্রব্যের কোন অভাব নাই, যেখানে ধনরত্ন প্রচুর-পরিমাণে লুক্কায়িত আছে—যেখানে পিতা, মাতা, স্ত্রী, স্বামী, পুত্র কন্যা, বন্ধু-বান্ধবের অবস্থান, সেই গৃহকেই সর্ব্বপ্রধান অন্ধকূপ বলা হইয়াছে। কারণ এখানে যাঁহারা বাস করেন, তাঁহারা নিজ শরীরটাকে 'আমি' এবং সেই শরীরের সম্পর্কে পিতা, মাতা, পুত্র প্রভৃতি ও ঘর, টাকাকড়ি, আসবাব-পত্র প্রভৃতিতে 'আমার' বুদ্ধি করিয়া দিবারাত্র বিষম উদ্বেগে দিন যাপন করেন। যাঁহারা এইভাবে গৃহে বাস করেন, তাঁহাদিগের নিকট সেই গৃহ 'অন্ধকূপ'।

অন্ধকূপে যেমন আলোর মুখ দেখা যায় না—সাপ ব্যাঙের আক্রমণের ভয়ে ভীত হইতে হয় ঠাণ্ডায় শরীর অবশ হইয়া যায় এবং উঠিয়া পুনরায় আলো দেখিবার ও ভূমিতে বিচরণ করিবার আশা থাকে না, সেইরূপ যাঁহারা 'আমি' 'আমার' বুদ্ধি লইয়া গৃহে বাস করেন, তাঁহারা সুরম্য অট্টালিকায় বাস করিয়াও অন্ধকূপে বাস করেন, শাস্ত্রে এই কথা বলেন।

শুদ্ধভক্তি গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। ভাষ্যসহ বিরাট শ্রীচৈতন্যভাগবত ৫৲
২। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২৮৲
একাদশ স্কন্ধ হইতে প্রান্তিখণ্ড ।৶০
৩। ভাষ্যদ্বয়সহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (৪র্থ সংস্করণ) ৬৲
৪। ভক্তিবিবেককুসুমাঞ্জলি (বাঁধা) ১৲
৫। গৌড়ীয়-গৌরব ।৶০
৬। গৌড়ীয়-সাহিত্য ।৶০
৭। ভজনরহস্য ৷০
শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৯। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ)
ঐ (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
১০। গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি টীকাসহ)
ঐ (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
১১। গীতার কেবল মাধ্ব-ভাষ্য ৷০
১২। মুক্তিমল্লিকা গুণসৌরভঃ সানুবাদ (মাধ্ব) ২৲
১৩। বেদান্ততত্ত্বসার সানুবাদ (রামানুজীয়) ৷০
১৪। জৈবধর্ম্ম ২৲
১৫। শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৬। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১৭। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ৷৶০
ঐ (বাঁধা) ৸০
১৮। দ্বীপ-দিগ্দর্শন ৵০
১৯। সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ) ।৶০
২০। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ৷০
ঐ (আবাঁধা) ।৶০
২১ নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
২২। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৵০
২৩। গীতমালা ৴১০
২৪। নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য ৶০
২৫। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶০
২৬। নবদ্বীপ পঞ্জিকা (৪৪৭ গৌরাব্দ) ৵০
২৭। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
২৮। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা-দর্পণ ।০
২৯। শরণাগতি ৴০
৩০। গীতাবলী ৴০
৩১। চিত্রে নবদ্বীপ ৷০
৩২। সাধনকণ ৴০
৩৩। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৴০
৩৪। নবদ্বীপশতক ৴০
৩৫। অর্থপঞ্চক ৴০
৩৬। সদাচারস্মৃতিঃ ৴০
৩৭। কল্যাণকল্পতরু (৫ম সংস্করণ) ৴১০
৩৮। অর্চ্চনকণ ৴১০
৩৯। সাধককণ্ঠমালা (বাঁধা) ।০
ঐ (আবাঁধা) ।৴০
৪০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (প্রথম চারখণ্ড) ৩৲
৪১। ব্রহ্মসংহিতা ।০
৪২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৪৩। মণিমঞ্জরী সানুবাদ ।০
৪৪। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৷০
৪৫। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ।০
৪৬। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৪৭। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
৪৮। গৌড়ীয়মঠ কি করেন ? ৴০
৪৯। ঈশোপনিষৎ (বলদেব ও মাধ্ব-ভাষ্য এবং বিবৃতি ও অনুবাদসহ) ।০
৫০। শ্রীভুবনেশ্বর ৶০
৫১। সিদ্ধান্তদর্পণ ৵০
৫২। সাংখ্যবাণী ৴০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৫৩। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী-দিগ্বিজয়ঃ ৷০
৫৪। সটীক-শিক্ষাদশমূলম্ ।০
৫৫। তত্ত্ব-সূত্রম্ ।০
৫৬। সানুবাদ-শিক্ষাষ্টকম্ ৵০
৫৭। গৌড়ীয়মঠস্য পরিচয়ঃ ৴০
৫৮। সারাংশবর্ণনম্ ৶০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৫৯। রায় রামানন্দ ।০
৬০। নামভজন ।০
৬১। রিলেটীভ্ ওয়ার্ল্ড্স্ ।৶০
৬২। লাইফ্ এ্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।০
৬৩। বৈষ্ণবীজম্ ।০
৬৪। হোয়াট্ গৌড়ীয়মঠ ইজ্ ডুইং ৴০
৬৫। দি ভাগবত ।০
৬৬। ইরোটিক্ প্রিন্সিপ্ল্ এ্যাণ্ড আনেলয়েড্ ডিভোসন ।০
৬৭। ব্রহ্ম-সংহিতা ২৷০
৬৮। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (ভলুম ওয়ান) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৬৯। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ৷০
৭০। সাধন পথ ।০
৭১। কল্যাণ-কল্পতরু ৴১০
৭২। গীতাবলী ৴০
৭৩। শরণাগতি ৴০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৭৪। শরণাগতি

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

নদীয়া-প্রকাশপ্রাপ্তির স্থান

১। শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম-মায়াপুর, নদীয়া
২। শ্রীযোগপীঠ ঐ
৩। শ্রীবাস-অঙ্গন ঐ
৪। অদ্বৈত-ভবন ঐ
৫। কাজীর সমাধি-পাট ঐ
৬। স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ, নদীয়া।
৭। শ্রীভাগবত আসন কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
৮। শ্রীএকায়ন মঠ গোবিন্দপুর, হাঁসখালী।
৯। দ্বাদশগোপাল পাট—পোঃ চাকদহ,
১০। শ্রীগৌর গদাধরমঠ—চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড়, বর্দ্ধমান
১১। শ্রীমোদদ্রুমছত্র মাউগাছি, বর্দ্ধমান
১২। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম, আমলাযোড়া, পোঃ রাজবাধ বর্দ্ধমান
১৩। শ্রীগৌড়ীয়মঠ বাগবাজার, কলিকাতা
১৪। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাজু, হাওড়া,
১৫। শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয়মঠ, ৯০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা
১৬। শ্রীগোপালজী মঠ কমলাপুর, ঢাকা।
১৭। শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ পোঃ বালিয়াটী.
১৮। শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয়মঠ ময়মনসিংহ।
১৯। শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ চিরুলিয়া পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর
২০। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম গোয়ালপাড়া, আসাম।
২১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ রায়পেট্টা, মান্দ্রাজ।
২২। শ্রীরামানন্দগৌড়ীয় মঠ কব্বুর, জিঃ পশ্চিম গোদাবরী
২৩। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ উড়িয়াবাজার, পোঃ বক্সীবাজার, কটক
২৪। শ্রীত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয় মঠ ভুবনেশ্বর।
২৫। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ স্বর্গদ্বার, পুরী।
২৬। শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ আলালনাথ পোঃ ব্রহ্মগিরি, পুরী
২৭। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ ডুমুরকুণ্ডা, পোঃ চিরকুণ্ডা, মানভূম
২৮। শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ—কাশী।
২৯। শ্রীরূপগৌড়ীয় মঠ—এলাহাবাদ।
৩০। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ পুরাণবাজার, সরকার ঠাকুরের কুঞ্জ, বৃন্দাবন
৩১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, নিউদিল্লী
৩২। শ্রীপরমহংসমঠ—নৈমিষারণ্য,
৩৩। শ্রীসারস্বত গৌড়ীয় মঠ—হরিদ্বার
৩৪। শ্রীব্যাসগৌড়ীয়মঠ—কুরুক্ষেত্র, পঞ্জাব
৩৫। শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাবুলনাথ রোড, পোঃ গ্র্যাণ্ট রোড, বোম্বে
৩৬। লণ্ডন গৌড়ীয়মঠ, ৩নং গ্লষ্টার হাউস কর্ণওয়াল গার্ডেন্স, লণ্ডন। (এস্, ডবলিউ—৭)।
৩৮। সরভোগ গৌড়ীয় মঠ—সরভোগ কামরূপ, আসাম,

শুদ্ধভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী মাসিক। শ্রীধাম-মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৷০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দি ভাষায় একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি হৃদয় বন মহারাজ সম্পাদিত ও নৈমিষারণ্য শ্রীপরমহংস মঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ১৷০ দেড় টাকা মাত্র।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ দেড় টাকা মাত্র।

৫। কীর্ত্তন—মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ নিমানন্দ সেবাতীর্থ বি-এজি, বি-টি, সম্পাদিত। আসাম গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম হইতে প্রকাশিত আসামী ভাষায় মাসিক। ভিক্ষা সডাক ১৷০ দেড় টাকা মাত্র

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ প্রণীত সমগ্র গ্রন্থ

গ্রন্থের মূল বোল্ড অক্ষরে এবং তাহি বর্ত্তমান যুগ শুদ্ধভক্তিপ্রচারের মহাপুরুষ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর অমৃতপ্রবাহভাষ্য ও প্রভুপাদ শ্রী ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর অনুভাষ্য সন্নিবেশিত হইয়াছে। অতি সু ছাপা। ডবল ক্রাউন আটপেজি আকা ১০৯৬ পৃষ্ঠায় কেবল মূল ও ভাষ্য প্র হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত ২১৮ পৃষ্ঠায় কেবল সূচী, পদ্যসূচী, স্থানসূচী, পাত্রসূচী, বি সূচী, শব্দসূচী প্রভৃতি বিস্তৃত প পত্র। সভাষ্য শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের এ উৎকৃষ্ট ও অমূল্য বিরাট সং জগতের কোথায়ও আজ পর্য্যন্ত প্রকা হন নাই, ইহা নিরপেক্ষ পাঠক-মা একবাক্যে স্বীকার করিয়া থাকে সর্ব্বসাধারণের সুবিধার জন্য ১২৲ বারটাকা স্থলে—৬৲ মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীচৈতন্যমঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

কলিকাতা বাজার দর

লৌহ হার্ডওয়ার

২০শে ডিসেম্বর ১৯৩৩

	প্রতি হন্দর।
লোহার তৈয়ারী—	
লোহার কড়ি (জয়েষ্ট বা গার্ডা মার্কা)	৫॥০—৫৸০
ঐ বেঃমাকা হাল্কা ওজন	৫৲—৫৶০
বরগা (টী-আয়রণ)	৬৶০—৬।৶০
এঙ্গেল আয়রণ (কোনা)	৫৸০—৬।৶০
গ্যালভানাইজড করগেট টীন—	
২২ গেজ ৬ হইতে ১০ ফুট	১১।৶০
২৪ গেজ ,, ,,	১০৸০
২৬ গেজ ,, ,,	১২।৶
২৪ গেজ আর, পি, ডি, মার্কা	১৪৲
২৪ গেজ গ্যাঃ প্লেন সীট—	১১।৶০
২৬ গেজ ,, ,,	১২।৶০
২৮ গেজ ও ৩০ গেজ ঐ—	১২৸৶০ – ১৪৲
বাগান ঘেরা কাঁটাতার ১০০ পাউণ্ড বাঃ	৯।০
ষ্টীল পাটী	৬৶০—৬।০
,, বোল্টু (গোল)	৬৶০—৬।০
,, গরাদে (চৌকা)	৬৶০—৬।০
,,গোল রড ৵০—।৵০ সুতা	৪৸০—৫॥০
,, টানা রড-চৌকা ৵০—।৶০ ঐ	৫৸০—৫৸৶০
,, বাণ্ডিল তার	৭।০—৭৸০
,, প্লেট—তিন সুতা মোটা	৮৲ [illegible]
,, চাদর ৩-১৬ থানা বাণ্ডিল	৯॥৶—১১॥০
স্প্রীং ষ্টীল	৮।০—৯৲
হাফ রাউণ্ড	৫৸৶—৬৲৶০
তারের পেরেক ১—৬ ইঞ্চি	৯৲—১০॥০
প্যাটেণ্ট পেরেক ২—৮ ইঞ্চি	১২৲—১৫৲
ঢালাই কড়া ১ হইতে ১০ নং	২।০–২॥০ সাট
কোদাল ৪, ৫, ৬,	৭৸৶০ ৮৸৶০ ৯৸৶০ ডঃ
ঐ তিন পাউণ্ড ৬৲ পেঃ বিঃ	৬।৶০ ,,
গ্যাঃ প্লেন বালতি ৭—১২ ইঞ্চি	১॥০–২॥০
ঐ রিভিট ,, ৭—১২ ইঞ্চি	২৶০—৭৶০ ,,
লোহার চেয়ার রডের গোল ও চৌকা	৮।০— ,,
ঐ তালের লোহার সিট	১৫৲ ,,
ঐ ভেনেস্তা (কাষ্ঠের সিট)	১৮৲ ,,
লোহার স্ক্রুপ ॥—৩ ইঞ্চি	/১০—॥৵০ গ্রোস
ঐ কব্জা ১৩ নং ১॥—৪ ইঞ্চি	।৫—৸৵০ পেঃ ডজন
গ্যাঃ তার ১৬—২২ নং (গেজ)	১২৸০—১৪।০ হন্দর
গ্যাঃ রিজিং (মটকা) ১২ ইঞ্চি	।৶—॥৵১০ পীস
গ্যাঃ গাটারিং বা ডোঙ্গা ৬ ইঞ্চি	॥০—৸৵০ ,,
গ্যাঃ স্ক্রুপ ১॥০—২॥০ ইঞ্চি	২৩৲—২৯৲ হন্দর
গ্যাঃ ওয়াসার চাকি	১১॥০—১২॥০ ,,
গ্যাঃ বোল্ট-নাট ৮—৭ ইঞ্চি	॥৶১০—১৶০ গ্রোস
ঢালাই রেলিং	৩॥০—৭॥০ হন্দর
ঐ রেন ওয়াটার পাইপ ৩ ইঞ্চি ৵১০ ঐ ৪ ইঞ্চি ।১০ ফুট	
টিউব ওয়েলের জন্য গ্যাঃ পাইপ১॥ ইঞ্চি	।৶৫ ফুট
পাম্প ৪নং ১২॥০ ৫নং ১৪৲ ৬নং ১৬৲	
৬০—৮০ বাটখারা ৶১৫ সাট	২।০–২॥০ মণ

সন্তোষকুমার মল্লিক এণ্ড সন্স লিঃ

লৌহ ও হাডওয়ার বিক্রেতা।

মীরবহর ঘাট লোহাপটী, বড়বাজার, টেলি—"লোহার মালিক" কলিকাতা

কেরোসিন

শ্লোক্রেক প্রত্যেক বাক্স (২ টিন)		৯৲৬
সূর্য্য মার্কা	,,	৬॥০
ভিক্টোরিয়া	,,	৬৲

সোণার দর

পাকা সোণা	৩০৸৶
বড়াল	৩০৸
চিনা পাত	৩২।০

রূপার দর

রূপা প্রতি ১০০ ভরি	৫৫৶০
ঐ খুচরা	৫৶০

কোম্পানার কাগজ

৩॥০ সুদের কাগজ	৮১৵
৩॥০ নূতন ঋণ (১৯৪৭-৫০)	৯১।০
৪৲ ,, ঋণ (১৯৬০-৭০)	৯৭৲
৫৲ ,, বণ্ড (১৯৩৫	১০৪॥/০

ডিবেঞ্চার

৫৲ সুদের (১৯৫৬ ৮৬) কলিকাতা পোর্ট-ট্রাষ্ট ডিবে :—	১০২॥৶০

ব্যাঙ্ক

ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক (কনট্রি)	২৯৪॥০
সেণ্ট্রাল ঐ	২২৲

কাপড় ও সূতার কল

এলগিন মিল	৪৫৲

পাট কল

হাওড়া	৫০৲
অকল্যাণ্ড	১৯৫৲
বালী	১৬২৲
বরানগর	১৫০৲
কেলভিন	৩৭০৲
ভয়ড	২৪৩৲
ক্লাইভ	২৮।০
ডালহাউসী	৪০৮॥০
ডেল্টা	৪০৫৲

কৃষ্ণনগর নবদ্বীপঘাট রেলওয়ে সময়

কৃষ্ণনগর হইতে নবদ্বীপঘাট

কৃষ্ণনগর সিটি—	৬-৪৫	১০-৪৪	১৩-২২	১৭-৩৮	২০-১৬
কৃষ্ণনগর রোড—	৬-৫৬	১০-৫৫	১৩-৩৩	১৭-৪৭	২০-২৫
আমঘাটা—	৭-১৫	১১-১৩	১৩-৫১	১৮-৩	২০-৪১
মহেশগঞ্জ—	৭-২৪	১১-২১	১৪-০	১৮-৯	২০-৪৭
নবদ্বীপঘাট—	৭-৩৩	১১-৩০	১৪-৯	১৮-১৬	২০ ৫৫

বিশেষ দ্রষ্টব্য—নবদ্বীপঘাট ষ্টেশন অপেক্ষা মহেশগঞ্জ ষ্টেশন হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরের দূরত্ব অনেক কম। শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে যাঁহাদিগকে রাণাঘাটে ট্রেণ বদল করিতে হয়, তাঁহারা রাণাঘাটে প্রাতঃ ৫-৫০, ৮-১৪, ৯ ৪৬, ১৬-৪৮, ১৮-৩৯ এবং ০-১১ মিনিটের সময় গাড়ী পাইবেন।

শান্তিপুর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে শান্তিপুর ষ্টেশনে ৫-৪০, ৯-২৯, ১২-২৫, ১৬-৪ এবং ১৮-৪১ মিনিটের সময় ট্রেণ পাওয়া যায়।

নবদ্বীপঘাট হইতে কৃষ্ণনগর

নবদ্বীপ ঘাট—	৫-৩৫	৯-২৫	১২-১০	১৫-৩৪	১৮-৪৫
মহেশগঞ্জ—	৫-৪৩	৯-৩৩	১২-১৯	১৫-৪১	১৮-৫৩
আমঘাটা—	৫-৪৯	৯-৩৯	১২-২৬	১৫-৪৮	১৯-৫
কৃষ্ণনগর রোড—	৬-৫	৯-৫৫	১২-৪৩	১৬-৪	১৯-২৪
কৃষ্ণনগর সিটি—	৬-১৭	১০-৩	১২-৫১	১৬-১২	১৯-৩৫

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে—ডাঃ কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম ভক্তিশাস্ত্রী এল. এম. এফ. কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

নববর্ষের উপাধি বিতরণ

সাংনৈতিক এবং পূর্ত্তবিভাগে এবার যথারীতি প্রভূত পরিমাণে নববর্ষের উপাধি প্রদান করা হইয়াছে। সাহিত্য, শিল্প, বিজ্ঞান, হাসপাতাল, সমাজ এবং স্থানীয় সরকারী কার্য্যবিভাগে উপাধি বিতরণ হইয়াছে। রমণীমণ্ডলেও উপাধি বিতরণ হইয়াছে।

বি, ই, ও

বিখ্যাত হিসাব পরীক্ষক সার উইলিয়ম ম্যাক্লিনটক ব্যারণেট উপাধি পাইয়াছেন। সার উইলিয়ম কমবেশ দ্বাদশটি সাধারণ বিভাগে কৃতিত্বের সহিত কার্য্য করিয়াছেন। ওদিকে 'রয়েলস্কট' নামক এল, এম, এস্ ট্রেণের ড্রাইভার মিঃ উইলিয়ম গিলবার্টন বৃটিশ এম্পায়ার অর্ডার উপাধিতে ভূষিত হইয়াছেন। 'রয়েলস্কট' সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্র এবং ক্যানাডা পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন। ট্রেণখানির কারুকার্য্য সুন্দর। এরূপ কারুকার্য্যসমন্বিত ট্রেণ এ পর্য্যন্ত নির্ম্মিত হয় নাই। আমেরিকায় দেখাইবার জন্য ট্রেণ খানিকে বাহির করা হইয়াছিল।

ব্যারন

নূতন লর্ড উপাধি পাইয়াছেন পাঁচজন, নূতন ব্যারণেট হইয়াছেন চারিজন। ব্যারণ হইয়াছেন মিঃ ম্যাকডোনাল্ডের সমর্থনকারী মিঃ গডফ্রে এলটন, প্রসিদ্ধ মোটর নির্ম্মাতা সার উইলিয়ম মরিস্। সার হর্ল্ লিন সিসিল, পার্লামেণ্ট সদস্য সার বারট্রাম ফলে এবং পার্লামেণ্ট সদস্য সার ডগ্লাস নিউটন।

ব্যারনেট

মিঃ অসমণ্ড এলিস ড্যাভিগডের গোল্ডস্মিথ, সার উইলিয়ম ম্যাক্লিনটক মেজর ব লক্ 'মন, পার্লামেণ্ট সদস্য। এবং মিঃ পার্শি জন পীল্স্ (পার্লামেণ্ট সদস্য)। ইহারাও ব্যারনেট হইয়াছেন।

প্রিভি কাউন্সিলরস্

তিন জন নূতন প্রিভি কাউন্সিলরের মধ্যে আছেন লর্ড ষ্ট্যানলী, নাইট অফ গার্টার এবং আরল্ অফ্ ষ্ট্যানহোপ।

নাইট

নূতন নাইট উপাধিধারীর মধ্যে রহিলেন অভিনেতা সেড্রিক হার্ডউইক্।

ক্যানাডাবাসী

এবার উপাধি বিতরণের একটী বিশেষত্ব আছে। বহুদিন পরে ক্যানাডাবাসী নববর্ষের উপাধি পাইয়াছে। অটোয়া কমন্স সভার প্রস্তাবের ফলে উপাধি বর্ষণ বহুদিন বন্ধ ছিল।

স্যার স্যামুয়েল জি, সি, এস. আই

সার স্যামুয়েল হোর জি, সি, এস, আই হইয়াছেন। সার স্যামুয়েলের বিশিষ্ট কৃতিত্বের পুরস্কারস্বরূপ প্রধানসচিব তাঁহাকে জি, সি, এস, আই উপাধিতে ভূষিত করিয়াছেন। গোলটেবিল বৈঠক এবং সিলেক্ট-কমিটিতে সার স্যামুয়েল যে কার্য্যনৈপুণ্য দেখাইয়াছেন, প্রধান সচিব কর্ত্তৃক এই উপাধি প্রদানই তাহার পরিচায়ক। প্রধানসচিবের মতে সার স্যামুয়েলকে উপাধি প্রদানের এই প্রকৃষ্ট সুময়। তিন বৎসর ধরিয়া তিনি ভারত এবং ব্রহ্মের আলোচনা লইয়া ব্যস্ত ছিলেন। এক্ষণে আলোচনাও শেষ হইয়াছে, উপাধি প্রদানেরও সময় আসিয়াছে।

সরকারী বিমান 'আপোলো'

খ্রীষ্টমাসের সময় আর এক দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে। 'আপোলো' নামক সরকারীর বিমান ভূমি হইতে নয়শত ফুট উচ্চ বেতারের তারে লাগিয়া ফাঁসিয়া গিয়াছে। রুফেনের নিকট এই সর্ব্বনাশ হইয়াছে। তখন গভীর ঘন কোয়াসা। বড় বড় বৃক্ষও নয়নগোচর হয় না। দিশেহারা হইয়া বিমানখানি হঠাৎ বেতারের মাস্তলে ধাক্কা খাইয়া ফাঁসিয়া ধ্বসিয়া খসিয়া পড়িয়াছে। ভূমিসাৎ হইবার সঙ্গে সঙ্গে উহাতে আগুন ধরিয়া যায়। উহাতে একজন স্ত্রীলোক সমবেত দশজন আরোহী ছিল, তাহারা ভস্মীভূত হইয়াছে। দশজনের কেহই জীবিত নাই।

ঘটনার স্থল

দুর্ঘটনাটি ঘটিয়াছে বুহসেলোলডে। স্থানটি ক্রয়েডন হইতে চৌদ্দ মাইল দূর। এইখানে নেলাজমান-ফঙ্গো বেতার ষ্টেশন অবস্থিত।

বেতার মাস্তুল ভগ্ন

'আপোলো' সরকারী কাজ কর্ম্ম লইয়া পূর্ব্বাঞ্চলে যাতায়াত করিত। দুর্ঘটনার সময় কলোন হইতে লণ্ডন আসিতেছিল। অপরাহ্ণ একটা পাঁচ মিনিটের সময় বেতারের মাস্তুলের সহিত ধাক্কা লাগে। ধাক্কায় বেতার মাস্তুল একেবারে ভাঙ্গিয়া গিয়াছে।

'আপোলোর' ভিতর যে সকল আরোহী ছিল তাহাদের প্রায় সকলেই ইংরাজ। গত মার্চ্চ মাসে ডিক্সমুডে 'সিটী অফ লিভারপুল' নামক সরকারী বিমান ফাঁসিয়া গিয়াছিল। ফাঁসিবার ফলে পনরজন লোকের মৃত্যু হইয়াছিল। মার্চ্চ মাসের পর সরকারী বিমানের আর কোন দুর্ঘটনা হয় নাই। এবার 'আপোলো' বিমান-বিভাগে বড়ই ধাক্কা দিয়াছে। এরূপ দুর্ঘটনা বহুদিন ঘটে নাই।

নামের তালিকা

'আপোলো' ফাঁসিয়া যাহাদের মৃত্যু হইয়াছে তাহাদিগের নাম যথা:—মিস্ মড্, ডিক্সমণ্ড, কোয়ামের টমাস পেরী, ইনাডস্। ট্রাল আসফাল্ট কোম্পানীর মিঃ ব্রাউন, আনাগ্নার সি, এ, ইয়ং, লুই ক্রোইন, পোলিস রবার কোম্পানীর ক্রোডার হল পেম্বিন, চালস্ বাওয়েন ভিটিংস, ফ্লাইং অফিসার ইলিয়েৎ এইচ, জি, লক্।

বেতার কর্ম্মচারীর চেষ্টা

বুসোলডের দুইজন বেতার কর্ম্মচারী আরোহীদিগকে অগ্নির মুখ হইতে বাঁচাইবার চেষ্টা করিয়াছিল। কিন্তু তখন এতই উত্তাপ যে, তাহারা অগ্নির সম্মুখীন হইতে সমর্থ হয় নাই। দশজন লোক এরূপভাবে দগ্ধীভূত হইয়াছে যে, তাহাদিগকে চিনিবার উপায় নাই।

রুমানিয়ায় আইন জারি

রুমানিয়ার প্রধানসচিব এম, ডুকার আততায়ী কন্‌ষ্ট্যান টিশেকু এখনও নির্ভীক। ফটোগ্রাফারেরা ছবি তুলিতে আসিলে দাম্ভিকতার সহিত তাহাদিগের সম্মুখীন হইয়াছে অটল, অচল ভাবে দাঁড়াইয়া প্রাণকৃত উঠাইবার সুযোগ প্রদান করিয়াছে। তাহার মনে অনুতাপের লেশমাত্র নাই। "অনুতপ্ত হওয়া দূরে থাকুক, বরঞ্চ বুক বাজাইয়া বলিয়াছে "ডুকাকে হত্যা করা আমার কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করিয়াছি, এখনও আরও অনেককে হত্যা করিতে হইবে।"

ডুকার বিরুদ্ধে অভিযোগ

আততায়ী বলিয়াছে, এম, ডুকা বিদেশীর স্বার্থে আত্মা বিক্রয় করিয়াছে। এম ডুকা 'ফ্রি ম্যাসন' নামক সম্প্রদায়ের সভ্য। সামাজিক সুখভোগ ও পরস্পরের গোপনীয় সাহায্যের জন্য উক্ত সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। 'আয়রন গার্ড' নামক অনুষ্ঠান যাহাতে প্রসার লাভ না করে, এম, ডুকা সেই চেষ্টায় ঘুরিয়া বেড়াইতেন।

এক সপ্তাহের চেষ্টা

আততায়ী বলিয়াছে—'আমি এবং আমার সহচরগণ এক সপ্তাহ ধরিয়া সুবিধা খুঁজিতেছিলেন।"

এখানে যে সামরিক আইন জারি হইয়াছে, তাহা কেবলমাত্র বুখারেষ্টের বিশ্ববিদ্যালয়েও সাহেব এবং সীমান্তের বড় বড় সহরে প্রযুক্ত হইবে।

সমস্ত সংবাদের উপর সেন্‌সর প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। সকল সংবাদপত্রই নিয়ন্ত্রণের বিধানে রাজি হইয়াছে।

ট্রামে মোটর গাড়ীতে সংঘর্ষ

রবিবার অপরাহ্ণে ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় তাঁহার গাড়ীতে করিয়া কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট দিয়া যাইতেছিলেন। ঐ টায় সময় মেণ্যাথ গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্সের দোকানের সম্মুখে তাঁহার গাড়ীর সহিত ট্রামগাড়ীর ধাক্কা লাগে।

ডাঃ রায়ের গাড়ীটি একেবারে চূর্ণ হইয়া যায়। তাঁহার মোটর চালকের বামদিকের তৃতীয় পাঁজরাটি ভাঙ্গিয়া যায়। ডাঃ রায় দৈবক্রমে বাঁচিয়া যায়। কেবল তাঁহার বাম পায়ে আঘাত লাগিয়াছে। সোমবার রঞ্জন রশ্মি সাহায্যে পরীক্ষা হইবে। তখন আঘাতের গুরুত্ব বোঝা যাইবে।

সন্ধ্যার পর সংবাদ লইয়া জানা যায়, তাঁহার অবস্থা ভাল। উদ্বেগের কোন কারণ নাই। তাঁহার মোটরচালককে মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে প্রেরণ করা হইয়াছে। উক্ত মোটরচালকের অবস্থা শোচনীয়।

ডাঃ রায়ের রঞ্জনরশ্মি পরীক্ষা

সোমবার প্রাতে রঞ্জনরশ্মি পরীক্ষা করিয়া দেখা যায়, ডাঃ বি, সি রায়ের বাম পায়ের ঠিক গাঁটের নিকটের হাড় তিন জায়গায় সামান্য ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের সার্জ্জন ডাঃ এল, এম, বন্দ্যোপাধ্যায় হাড় বসাইয়া দেন।

ডাঃ রায় অস্বভাব বোধ করিতেছেন। তাঁহার ডাক্তারদের অভিমত, তাঁহাকে প্রায় ৪ সপ্তাহকাল পূর্ণ বিশ্রাম লইতে হইবে।

আবার সেই সোণার বদলে পিত্তল

গত শনিবার উত্তর বিভাগীয় পুলিসের ডেপুটী কমিশনারের এজলাসে স্থানীয় পুলিস কর্ত্তৃক মুন্না নামে এক ব্যক্তিকে উজ্জ্বল একখণ্ড পিত্তলকে সোনা বলিয়া চালাইতে যাইয়া প্রতারণার চেষ্টা করার অভিযোগে হাজির করা হয়।

সংবাদে প্রকাশ কলিকাতা নবাবগঞ্জ এক ব্যক্তি গোপন রাজবল্লভ ষ্ট্রীট দিয়া যাইতেছিল এমন সময় আসামীর সহিত অকস্মাৎ তাহার সাক্ষাৎ হইলে আসামী লোকটীর সহিত কথাবার্ত্তা আরম্ভ করিয়া দেয়। আসামী অতি অল্পকাল মধ্যেই লোকটীর সহিত বন্ধুত্ব পাতাইয়া ফেলে এবং কথাবার্ত্তার ছলে জানাইয়া দেয় যে, তাহার (আসামীর) নিকট এক তাল সোনা আছে সে মাত্র ২০ টাকায় স্বর্ণখণ্ডটি বিক্রয় করিতে চায়। লোকটী সোনার তাল দেখিবা মাত্র উহা ক্রয় করিতে স্বীকৃত হয় এবং টাকা দিতে যাইতেছে এমন সময় পুলিস দৈবক্রমে ঘটনাস্থলে আসিয়া পড়িয়া আসামীর পরিচয়াদি জিজ্ঞাসা করিলে আসামী সন্তোষজনক উত্তর দিতে অসমর্থ হইয়া গা ঢাকা দিবার চেষ্টা করে এবং তৎক্ষণাৎ তাহাকে গ্রেপ্তার করা হয়। পুলিস সেই পিত্তল দ্রব্যটী হস্তগত করিয়া দেখে সেটী সোনার তাল নয় এক খণ্ড উজ্জ্বল পিত্তল মাত্র। ডেপুটী কমিশনার আসামীকে বিচারার্থ চালান দেন।

পরিশেষে আসামীকে জোড়াবাগানের অবৈতনিক ম্যাজিষ্ট্রেট রায় বাহাদুর তারা... সর্ব্বাধিকারীর এজলাসে হাজির করা হইলে ম্যাজিষ্ট্রেট মামলার শুনানী মুলতুবী রাখিয়া আসামীর প্রতি হাজত বাসের আদেশ দেন।

তারের ঠিকানা—"শ্রীধাম" নবদ্বীপ
ডাকের ঠিকানা—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

দৈনিক

REG. C1544

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি লাইন ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩।০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র।

নদীয়া প্রকাশ
THE
NADIA-PRAKASH

সাদাকোর হার
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸০
মাসিক ১৲
নগদ বর্ত্তমান
সংখ্যা ৫

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৮ম খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বেদান্তবাচস্পতি [২৫৯শ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর— ২২শে পৌষ শনিবার ১৩৪০, ৬ই জানুয়ারী ১৯৩৪

নীলাম ইস্তাহার

মোকাম কৃষ্ণনগর

২য় মুন্সেফ আদালত

নীলামের দিন ৮ই জানুয়ারী ১৯৩৪

(১)

১৯২৩ কেঃজারি ৩৩ দাবি ২১৭৸৶৩

ডিঃ ফণীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য চাপড়া

দেঃ নুরত্তআলি সেখ দিং সাং পীতাম্বরপুর পোঃ বাজালখি

চাপড়া থানায় পীতাম্বরপুর গ্রামে জয়দুর্গাদাসী প্রধান ৮৫ খতিয়ানের ৪-০৯শঃ জমা ৮৵০ জমা মূল্য ৫০৲

সাপের সহিত শিশুর ক্রীড়া

সেকেন্দ্রাবাদ, রেজিডপল্লী গ্রামে এক কুলী রমণী আপন আপন শিশু পুত্রকে এক অশ্বত্থ বৃক্ষের শাখা সংলগ্ন দোলায় রাখিয়া নিকটেই অন্যান্য শ্রমিকদের সহিত কাজ করিতে যায়। অশ্বত্থ বৃক্ষে একটি ভীষণ বৃহৎ গোক্ষুর সাপ থাকত। শিশুকে দেখিতে পাইয়া সর্পটি দোলায় নামিয়া আসে। আগ্রস্ত শিশু নির্ভয়ে সর্পের সঙ্গে খেলিতে থাকে, সাপও শিশুকে আঘাত করে না।

দোলা নাড়িতে দেখিয়া এক কুলী গিয়া দেখিল ভীষণ সাপ। মাতা ছুটিয়া আসিয়া চীৎকার করিয়া কাঁদিতে লাগিল। কোলাহলে বিরক্ত হইয়া সাপ ধীরে ধীরে বৃক্ষে উঠিয়া যায়।

নৌ-সৈন্যাধ্যক্ষ নিহত

নৌ-বিভাগের কাপ্তেন জি, সি সি ক্রুকশ্যাঙ্ক কিলিবাণ জার্ড পাহাড়ে উৎরাইয়ে এক হস্তী কর্ত্তৃক নিহত হইয়াছেন। টাঙ্গানিয়িকা জাতক বিরাট বন্য জন্তুর ছায়াচিত্র গ্রহণে তিনি ঐ সময় ব্যাপৃত ছিলেন। এই শোচনীয় ঘটনার উল্লেখযোগ্য বিষয় এই যে, তাঁহার অভিযানের আগাগোড়াই কাপ্তেন ক্রুকশ্যাঙ্ক কোন বন্য জন্তুকে গুলী করায় বিরোধিতা করিয়া আসিয়াছেন।

টি, ডি, বার্লো

ল্যাঙ্কাশায়ার কার্পাস ডেলিগেশনের সভাপতি মিঃ টি, ডি বার্লো নববর্ষের সম্মান উপাধি লাভ করিয়াছেন। মিঃ বার্লো জাপানী শিল্পীর সহিত এখন পরামর্শে ব্যস্ত।

ভূমিকম্পে বিস্ময়কর কাণ্ড

দাঙ জিলায় শেগুয়ন হইতে এক ভীষণ ভূমিকম্পের সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। প্রকাশ, ভূমিকম্পের ফলে ভূমধ্য হইতে ধাতব পদার্থ উৎক্ষিপ্ত হইয়াছিল। আরও প্রকাশ, নিকটস্থ গ্রামবাসীরা এক ভীষণ সংবাদ শুনিতে পায় এবং প্রান্তে একস্থান হইতে অগ্নিশিখা নির্গত হইতে দেখিয়া তাহারা বিস্মিত হয়। লোকজন তথায় উপস্থিত হইয়া দেখে যে, প্রকাণ্ড এক সম চতুষ্কোণ স্থান হইতে ধাতব পদার্থ নির্গত হইতেছে। গত ১লা জানুয়ারীর রাত্রিতে বিশেষজ্ঞগণের আসিবার কথা ছিল।

ভারত জাপান বাণিজ্য সন্ধি

ভারত জাপান বাণিজ্য সন্ধির আলোচনা সন্তোষজনকভাবেই অগ্রসর হইতেছে। এই সপ্তাহ শেষ হওয়ার পূর্ব্বে যদি আলোচনা শেষ না হয়, তাহা হইলে আগামী সপ্তাহে স্যার জোসেফ ভোর কলিকাতা হইতে প্রত্যাগমন না করা পর্য্যন্ত আলোচনা বন্ধ রাখা হইবে।

চট্টগ্রামে পলাতক গ্রেপ্তার

কেলিসহরে গোপাল চৌধুরি পলাতক বলিয়া কথিত। সংশোধিত ফৌজদারী আইনের অপরাধের জন্য পুলিশ তাহাকে খুঁজিতেছিল। তাহাকে বাঁশখালীতে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

সুচক্রদণ্ডীর মনোরঞ্জন মজুমদারের উপর এক মাসকাল নিজ বাড়ীতে আটক থাকিবার আদেশ প্রদত্ত হয়। তাহার পর সে পলাতক হয়। তাহাকে সংশোধিত ফৌজদারী আইন অনুসারে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

হাবলাস দ্বীপের মণীন্দ্র মজুমদারকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। সে-গ্রেপ্তার কাট্টালির পলাতক শান্তি চক্রবর্ত্তীকে আশ্রয় দেওয়ার সম্পর্কে। শান্তিকে সংশোধিত ফৌজদারী আইনের অপরাধের জন্য খুঁজা হইতেছিল; সম্প্রতি তাহাকে হাবলাস দ্বীপে কোন গ্রামবাসীর বাটীতে বিছানার মধ্যে গ্রেপ্তার করা হয়।

বিশ্ব-বিশ্রুত শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত

শ্রীচৈতন্য ভাগবত

বিরাট্ দ্বিতীয়-সংস্করণ

গৌড়ীয়াচার্য্যভাস্কর প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ কর্ত্তৃক গৌড়ীয়ভাষ্য ও বিবৃতিসহ প্রকাশিত। সংস্কৃত শ্লোক সমূহের অন্বয়, অনুবাদ ও ব্যাখ্যা সন্নিবেশিত। প্রতি অধ্যায়ের কথাসার, অধ্যায়-সূচী, শ্লোক-সূচী, পয়ার-সূচী, স্থান-সূচী, পাত্র-সূচী, ও গ্রন্থকার শ্রীল বৃন্দাবন দাস গোস্বামীর জীবনী প্রভৃতি মহামূল্য-রত্নে অলঙ্কৃত।

ভিক্ষা—সর্ব্বসাধারণের সুবিধার জন্য ১২৲ স্থলে ৬৲ ছয়টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—

১। শ্রীচৈতন্য মঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

২। শ্রীগৌড়ীয় মঠ
পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

শিশুর খাদ্য

K. C. BOSE & CO'S INDIAN BARLEY CALCUTTA

THE FIRST & FOREMOST FIRM IN INDIA

BOSE'S SUPERIOR INDIAN BARLEY

1lb net

Prepared only of Genuine & Selected Grains

K. C. BOSE & CO

SHAMBAZAR STEAM BISCUIT & BARLEY FACTORY CALCUTTA

দেশী বিদেশী সকলপ্রকার বার্লী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও সুলভ

সুপ্রসিদ্ধ চিকিৎসকগণ কর্ত্তৃক অনুমোদিত

শিশুর খাদ্য ও রোগীর পথ্য

পঞ্চাশ বৎসরের পরিচিত ও পরীক্ষিত

কে সি বসু এণ্ড কোং

শ্যামবাজার ষ্টীম বিস্কুট এণ্ড বার্লী ফ্যাক্টরী

কলিকাতা

—ঃ কাশীধাম মিশির পোখরাতে ঃ—

শ্রীগৌড়ীয় মঠের

—সৎশিক্ষা প্রদর্শনী—

অপূর্ব্ব! অত্যাশ্চর্য্য!! ধারণাতীত!!!

জীবন্ত প্রতিমার ন্যায় শত শত মূর্ত্তিতে সুসজ্জিত বিভিন্ন দৃশ্য—রাবণের সোণার লঙ্কা দাউ দাউ করিয়া জ্বলিতেছে, মৌমাছির দল মধুপানের জন্য ঝাঁকে ঝাঁকে উড়িয়া যাইতেছে, শ্রীকৃষ্ণের অন্তর্দ্ধানে ভাগবত-সূর্য্যের উদয় হইতেছে, যমপুরীতে পাপিগণ নরক-কুণ্ডে পড়িয়া ত্রাহি ত্রাহি আর্ত্তনাদ করিতেছে, ভক্তগণের সঙ্গে শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু সঙ্কীর্ত্তন-লীলা প্রদর্শন করিতেছেন ইত্যাদি আরও কত কি দেখিয়া বিস্মিত ও মুগ্ধ হইবেন।

—ঃ মহিলাগণের বিশেষ বন্দোবস্ত আছে ঃ—

দর্শনের সময়—প্রাতঃ ৮টা হইতে রাত্রি ৮।॰ পর্য্যন্ত।

ইউনিয়ন বোর্ডের ফর্ম্ম

ফর্ম্ম সর্ব্বদা বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত থাকে। অর্ডার পাইলে আমরা আন্তরের সহিত রেজেষ্টারী বহির উপরে ইউনিয়ন বোর্ডের নাম ও নম্বর সহ লেবেল ছাপাইয়া আটিয়া সরবরাহ করিয়া থাকি। কতকগুলি ফরমের তালিকা নিম্নে দেওয়া গেল—

আসেসমেণ্ট তালিকা

ইউনিয়ন বোর্ডের, বেঞ্চের এবং কোর্টের যাবতীয়

১ নং ফরম প্রতি শত ১৲ টাকা।

বজেট এষ্টিমেট

২নং ফরম প্রতি খানা ৴॰ আনা, প্রতি শত ৪৲ টাকা।

ক্যাস বহি

৩ নং ফরম (আয় ব্যয়ের জমা খরচের বহি) ১০০ পৃষ্ঠার বহি ১৲

আদায়ের রেজেষ্টারী

৪ নং ফরম ১০০ পৃষ্ঠার বহি ১৲ টাকা, ২০০ পৃষ্ঠার বহি ২৲ টাকা।

দৈনিক আদায়ের রেজেষ্টারী

৫ নং ফরম ১০০ পৃষ্ঠার বহি ১৲ টাকা, ২০০ পৃষ্ঠার বহি ২৲ টাকা।

খোঁয়াড় ও খেয়াঘাটের জমার রেজেষ্টারী

৬ নং ফরম প্রতি বহি ১৲ টাকা।

মুৎকরাকা রসিদ

৭ নং ফরম প্রতি বহি ৷॰ আনা।

অগ্রিম দেওয়া টাকার রেজেষ্টারী

৮ নং ফরম প্রতি বহি ১৲ টাকা।

মাসিক হিসাব নিকাশের রেজেষ্টারী

৯ নং ফরম ১০০ পৃষ্ঠার বহি ১৲ টাকা, ২০০ পৃষ্ঠার বহি ২৲ টাকা।

জন্ম ও মৃত্যুসংখ্যের রেজেষ্টারী প্রতি বহি ১৲ টাকা।

বি ফরম দফাদার বা চৌকীদারের বেতন বিলের রেজেষ্টারী প্রতি বহি ১৲ টাকা।

ডি ফরম দফাদার বা চৌকীদারের বেতনের রেজেষ্টারী তারিখ প্রতি বহি ১৲ টাকা।

নিবেদক—ম্যানেজার, ভাগবত প্রেস লাইব্রেরী কৃষ্ণনগর নদীয়া

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

নদীয়া-প্রকাশ

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক
— পারমার্থিক পত্র —
শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশ
তনয়স্তদ্ধাম-বৃন্দাবনম্,
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং
প্রেমা পুমর্থো মহান্,
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং
তত্রাদরো নঃ পরঃ॥

৮ম বর্ষ } ৬ মাধব গৌরাব্দ ৪৪৭, ২২শে পৌষ বঙ্গাব্দ ১৩৪০, ৬ই জানুয়ারী ইং ১৯৩৪, শনিবার { ২৫৯ তম সংখ্যা

লণ্ডন সংবাদ

পাঠকগণ অবগত আছেন, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ জার্ম্মাণীতে শুভবিজয়ের পূর্ব্বে লণ্ডনের এক্‌জিটার (Exeter) ও কেম্বি্‌জ (Cambridge) বিশ্ববিদ্যালয়দ্বয়ে বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন। লণ্ডনের এক সংবাদে প্রকাশ, উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়দ্বয়ে তাঁহার ৫টী বক্তৃতা হইয়াছে—একটী সাধারণের জন্য, তিনটী ছাত্রগণের জন্য এবং একটী ছাত্রীগণের জন্য। প্রত্যেকটী বক্তৃতাই স্বামীজীর বৈষ্ণব-দর্শন-সম্বন্ধে গভীর জ্ঞানের পরিচয় প্রদান করিয়াছে; তাঁহার বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া সকলেই বিশেষরূপে মুগ্ধ হইয়াছেন।

ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিসের (Paris) বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বক্তৃতা-প্রদানের নিমিত্ত গত ডিসেম্বর মাসে স্বামীজীর নিমন্ত্রণ আসিয়াছিল। কিন্তু জার্ম্মাণী ও অন্যান্য স্থানে পূর্ব্ব হইতেই সময় নির্দ্দিষ্ট হওয়ায় স্বামীজী তাহা গ্রহণ করিতে পারেন নাই। সময়াভাব বশতঃ স্বামীজী ওয়েলস্ (Wales) ও ব্রিষ্টল (Bristol) হইতে আগত নিমন্ত্রণ-গ্রহণেও অসমর্থ হইয়াছেন।

শ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্যতম প্রচারকদ্বয় ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রকাশ অরণ্য মহারাজ ও উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সিদ্ধস্বরূপ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রীজী জীবের দ্বারে দ্বারে শ্রীচৈতন্যের বাণী প্রচার করিয়া কলিহত পতিত জীবগণকে সুকৃতি-অর্জ্জনের সুবর্ণ-সুযোগ প্রদান করিতেছেন।

শ্রীগৌড়ীয়মঠ-প্রচারকের জার্ম্মাণীতে দ্বিতীয় বক্তৃতা

কনিগ্‌সবার্গের পথে

স্বামী বন

লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠের প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ গত ১২ই ডিসেম্বর 'শ্রীচৈতন্যের শিক্ষা'-সম্বন্ধে জার্ম্মাণীর রাজধানী বার্লিনে ১ ঘণ্টা ৪৫ মিনিটব্যাপী যে সুদীর্ঘ বক্তৃতা প্রদান করিয়াছিলেন, তদ্বিষয়ে পাঠকগণ ইতঃপূর্ব্বে কিছু সংবাদ প্রাপ্ত হইয়াছেন। তৎপরদিবস অর্থাৎ ১৩ই ডিসেম্বর পূর্ব্বাহ্ণে স্বামীজী মহারাজকে বার্লিনের সুবৃহৎ ও সুপ্রসিদ্ধ যাদুঘরে (Museumএ) লইয়া যাওয়া হয় এবং অপরাহ্ণে এই মহানগরীর রাজপথসমূহ দেখান হয়। মহাপ্রসাদ-সম্মানান্তে তিনি Herrn Hassenstein নামক জনৈক বিশিষ্ট ব্যক্তির সহিত পরমার্থ-সম্বন্ধে আলাপ করেন। এই দিবস রাত্রি ১০ ঘটিকার সময় স্বামীজী মহারাজকে বার্লিন-ষ্টেশনে ট্রেণে উঠাইয়া দেওয়া হয়। তখন বাহিরের তাপ —১২ ডিগ্রী অর্থাৎ যে অবস্থায় জল বরফ হয়, তদপেক্ষাও ১২ ডিগ্রী কম ছিল। অতিরিক্ত তুষার-পাতে রেল লাইন বন্ধ হওয়ায় ট্রেণখানা কনিগ্‌সবার্গ (Konigsberg) পৌছিতে ২ঘণ্টা বিলম্ব হইয়াছিল। এই ষ্টেশনে Von. Glasenapp, Ph. D, মহাশয় স্বামীজীকে অভ্যর্থনা করিয়া পার্ক হোটেলে স্থান প্রদান করেন।

বিশ্ববিদ্যালয় পরিদর্শন

গত ১৪ই ডিসেম্বর বেলা ১০টা হইতে ১টা পর্য্যন্ত অধ্যাপক গ্লেসেনাপ (Glasenapp) মহাশয় স্বামীজীকে বিশ্ববিদ্যালয় ইংলিশ সেমিনার (English Seminar) ও ইণ্ডিয়ান সেমিনার (Indian Seminar) দেখান। ইণ্ডিয়ান সেমিনারের কতিপয় ছাত্র তৎকালে সংস্কৃত বিষ্ণুপুরাণ পাঠ করিতেছিলেন, কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে কেহই ভারতবাসী নহেন।

বিশিষ্টব্যক্তিগণের নিকট হরিকথা

বেলা ২—৩০ মিঃ হইতে ৩…৩০ মিঃ পর্য্যন্ত সংবাদদাতাগণ স্বামীজীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহার প্রচার্য্য-বিষয়-সম্বন্ধে সংবাদ সংগ্রহ করেন এবং তাঁহার ফটো গ্রহণ করেন। অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকা হইতে ৭…৩০ ঘটিকা পর্য্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের কিউরেটর (Curator) ও শিক্ষামন্ত্রীর প্রতিনিধি ডাঃ হফ্‌ম্যান (Dr. Hoffmann) ও তাঁহার পত্নী, Old Testamentএর অধ্যাপক ডাঃ নথ (Dr. Noth), তুলনামূলক দর্শন-শাস্ত্রের (Comparative Philosophy) অধ্যাপক ডাঃ ক্রস্ (Dr. Krause) ও তাঁহার পত্নী, ইংলিশ সেমিনারের সহকারী শিক্ষয়িত্রী ও ইণ্ডিয়ান সেমিনারের লাইব্রেরিয়ান সংস্কৃতশাস্ত্রে অভিজ্ঞা Dr. (Miss) Herta Marguard প্রমুখ শিক্ষিত ভদ্রমহোদয় ও ভদ্রমহিলাগণ স্বামীজীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া মহাপ্রভুর শিক্ষা-সম্বন্ধে আলাপ করেন।

দার্শনিক-বিচারপূর্ণ বক্তৃতা

রাত্রি ৮…৩০ মিনিটের সময় স্বামীজীর বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা আরম্ভ হয়। তিনি ১ ঘণ্টা কাল বক্তৃতা দেন। সভাস্থলে বহু অধ্যাপক ও সংস্কৃত-পাঠাগারী উপস্থিত ছিলেন। স্বামীজীর অভিনব দার্শনিক বিচারপূর্ণ বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া সকলেই অতিশয় আনন্দিত ও বিস্মিত হইয়াছেন।

সাময়িক প্রসঙ্গ

শ্রীজগন্নাথগৌড়ীয়মঠের বার্ষিক মহোৎসব

ময়মনসিং হইতে গত ৩রা জানুয়ারী তারিখে প্রেরিত নিজস্বসংবাদদাতার তারে প্রকাশ,—শ্রীজগন্নাথগৌড়ীয়মঠের বার্ষিক মহামহোৎসব মহাসমারোহে অনুষ্ঠিত হইতেছে। গৌড়ীয়মঠের অন্যতম প্রচারক বাগ্মীপ্রবর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ শ্রীমঠে সমাগত বহু সজ্জন-বৃন্দ-সমীপে প্রত্যহ অতি প্রাঞ্জল ভাষায় শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করিতেছেন। স্বামীজীর শ্রীমুখ-নিঃসৃত শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষার মর্ম্ম উপলব্ধি করিয়া শ্রোতৃমণ্ডলী পরমানন্দে মগ্ন হইতেছেন।

গত ২রা জানুয়ারী স্বামীজী মহারাজের পরিচালনে এক বিরাট্ সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা শ্রীমঠ হইতে বহির্গত হইয়া সহরের প্রধান রাস্তা দিয়া গমন করায় ইতরকার্য্যে ব্যস্ত মায়ামুগ্ধ জীবগণের অন্তঃকরণে একটা জীবন্ত সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। এই সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা দর্শন করিয়া সহরবাসী প্রায় সকলেই অত্যন্ত মুগ্ধ ও আকৃষ্ট হইয়াছেন। স্বামীজী মহারাজের সিদ্ধান্তপূর্ণ ব্যাখ্যায় আকৃষ্ট হইয়া প্রত্যহ বহু শিক্ষিত ব্যক্তি পাঠে যোগদান করিতেছেন।

[অতঃপর ১ম কলমের শেষে দ্রষ্টব্য)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

ওঁ মাধব অব্যয় ক্ষীরোদশায়ী

বিশ্বাস

ইহ জগতে বিশ্বাস ব্যতিরেকে কোন ব্যক্তিই মুহূর্ত্তকালও সুখে-স্বচ্ছন্দে অবস্থান করিতে পারে না। অতি দুগ্ধপোষ্য সন্তানও মাতাকে তাহার পালন ও রক্ষাকর্ত্রী জানিয়া তাঁহার উপর বিশ্বাস স্থাপন করতঃ নিরাপদে দিন দিন সেই মাতৃক্রোড়ে বর্দ্ধিত হইতে থাকে। স্ত্রী তাহার স্বামীকে পালনকর্ত্তা এবং জীবনের একমাত্র চিরসঙ্গী জানিয়া তাঁহার উপর বিশ্বাস করিয়া অকুতোভয়ে চিরজীবন অতিবাহিত করে, আবার স্বামীও তাহার বনিতাকে সহধর্ম্মিণী ও গৃহিণী জানিয়া তাহাকে বিশ্বাস করিয়া যথা-সর্ব্বস্ব তাহার হস্তে অর্পণ করতঃ জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করে। প্রজাগণ তাহাদের রাজাকে রক্ষাকর্ত্তা ও শান্তিরক্ষক ভাবিয়া এবং রাজাও প্রজাদিগকে তাঁহার একমাত্র হিতাকাঙ্ক্ষী মনে করিয়া নির্ব্বিঘ্নে জীবন যাপন করিয়া থাকেন। এইরূপে পরস্পরে পরস্পরকে বিশ্বাস না করিলে কেহই এ সংসারে নিরাপদে সুখে-স্বচ্ছন্দে বাস করিতে পারিত না। আবার ভগবান্‌কে লাভ করিতে হইলেও অগ্রে বিশ্বাসের প্রয়োজন হয়। বিশ্বাস ছাড়া ভগবান্‌কে লাভ করিবার কোনও আশা নাই। তাই সাধুগণ বলিয়া থাকেন—"বিশ্বাসে মিলয়ে বস্তু তর্কে বহু দূর" অর্থাৎ কেবল বিশ্বাসের দ্বারাই ভগবান্‌কে লাভ করা যায়, তর্কের দ্বারা তাঁহাকে কখনই পাওয়া যায় না। শাস্ত্রেও কথিত আছে—

অচিন্ত্যাঃ খলু যে ভাবা ন তাং-
স্তর্কেণ যোজয়েৎ।
প্রকৃতিভ্যঃ পরং যচ্চ তদচিন্ত্যস্য লক্ষণম্॥

—অর্থাৎ প্রকৃতির অতীত যে তত্ত্ব তাহাই অচিন্ত্য লক্ষণ। তর্ক—প্রাকৃত, সুতরাং সে তত্ত্বকে স্পর্শ করিতে পারে না। অতএব অচিন্ত্যভাব-সকলে তর্ক যোজনা করিবে না।

ভগবান্ সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ; তাঁহাকে কেহ প্রাকৃত চক্ষে দেখিতে পায় না। তিনি কেবল অপ্রাকৃত দিব্যনেত্রেই দৃষ্ট হন। জড় জগতে যেমন কোনও স্থানে যাইতে হইলে কোনও না কোনও ব্যক্তির সাহায্যের প্রয়োজন হয় অর্থাৎ যে ব্যক্তি সেই স্থানে একবারও গিয়াছেন তাঁহার নিকট পথ ঘাট সমস্ত জানিয়া লইতে হয় কিম্বা তাঁহাকে সঙ্গ লইতে হয়, সেইরূপ অপ্রাকৃত ভগবদ্ধামে যাইতে হইলেও যাঁহারা সেই ধামে একবারও গিয়াছেন কিম্বা কোনও জানা লোকের (সাধুর) নিকট রাস্তা জানিয়া লইয়াছেন তাঁহাদেরই সঙ্গে যাইতে হয় অর্থাৎ তাঁহাদেরই উপদেশ গ্রহণ করিয়া চলিতে হয়। নিজ অনুমান-সাহায্যে কিম্বা যে ব্যক্তি কখনও ভগবদ্ধামে যায় নাই বা ভগবদ্ধামে যাইবার রাস্তাও জানে না তাহার সাহায্যে কখনই সেই স্থানে যাইতে পারা যায় না। কারণ, যেমন-একজন অন্ধ ব্যক্তি অন্য একজন অন্ধ ব্যক্তিকে কোনও স্থানে লইয়া যাইতে পারে না; যাইলে উভয়েরই কূপ কিম্বা কোনও গর্ত্তমধ্যে পতিত হইবার সম্ভাবনা, সেইরূপ অপ্রাকৃত রাজ্যে যাইতে চেষ্টা করিলেও নিজ মন ও বুদ্ধির দ্বারা চালিত ব্যক্তিগণের ঘোর সংসারাবর্ত্তে পুনর্ব্বার পতন ভিন্ন অন্য কিছুরই আশা করা যায় না।

———

বিশ্বাস আবার দুই প্রকারের—চক্ষুষ্মান্ বা সত্য বিশ্বাস, এবং অন্ধ বা ভ্রান্ত বিশ্বাস। সৎশাস্ত্র, সদ্‌গুরু, শুদ্ধভক্ত বা সাধুতে বিশ্বাস-স্থাপনের নাম চক্ষুষ্মান্ বা সত্য বিশ্বাস। অসৎশাস্ত্র (অভক্তরচিত গ্রন্থ) অসদ্‌গুরু (শিষ্যবিত্তাপহারক গুরু বা কুলগুরু) ও অসাধুতে (মায়াবাদী আউল বাউল কর্ত্তাভজা প্রভৃতি সম্প্রদায়ভুক্ত অভক্তে) বিশ্বাস করার নাম অন্ধ বা ভ্রান্ত বিশ্বাস। চক্ষুষ্মান্ বিশ্বাসের দ্বারা পরিচালিত অভক্তগণের নরকভোগ ব্যতীত ভগবদ্-প্রাপ্তির আশা অতি বিরল। আজকাল সদ্‌গুরু অতিশয় দুর্ল্লভ। অসদ্‌গুরু হাটে বাজারে ছড়াছড়ি। এই সব অসদ্‌গুরুর কুহকে পড়িয়া কোমলশ্রদ্ধ বহু নর-নারী এখন ভগবদ্-বহির্ম্মুখ হইয়া নরকের পথে প্রায়ই গমন করিতেছে; তাই মহাজন বলিয়া থাকেন,—

গুরবো বহবঃ সন্তি শিষ্যবিত্তাপহারকাঃ।
দুর্ল্লভঃ সদ্‌গুরুর্দেবি, শিষ্যসন্তাপহারকঃ॥

অর্থাৎ যাহারা শিষ্যের ধন হরণ করিতে ইচ্ছা করে এরূপ গুরু জড় জগতে অনেক মিলিবে; কিন্তু শিষ্যের সন্তাপহরণকারী গুরু কয়জন মিলে? সদ্‌গুরু শিষ্যকে কখন অধিরোহ-পন্থায় যাইতে উপদেশ দেন না, অবরোহ-পন্থাতেই কেবল যাইতে উপদেশ দেন অর্থাৎ ভগবান্ নারদকে, নারদ ব্যাসদেবকে, ব্যাসদেব শুকদেবকে ইত্যাদি ক্রমে যাহা উপদেশ দিয়াছিলেন সদ্‌গুরু তাহাই তাঁহার শিষ্যদিগকে উপদেশ দিয়া থাকেন। সুতরাং যিনি এই অবরোহ-প্রণালীতে ভজনসাধন করেন এবং শিষ্যগণকে এই প্রণালীতে ভজনসাধন করিতে উপদেশ দেন, তিনিই সদ্‌গুরু ও তাঁহাতে বিশ্বাস-স্থাপনের নামই চক্ষুষ্মান্ বিশ্বাস।

(ক্রমশঃ)

বুজরুকী

আমরা পোষাক দেখিয়া সাধু ঠিক করি। সাধুর পোষাক অনেক রকম। গৃহস্থের মত কাপড়চোপড় পরিয়া সঙ্গে সঙ্গে কিছু ধার্ম্মিকের চিহ্ন ধারণ করা এবং ভাল কথা বলা, ইঁহাদিগকে গৃহীসাধু বলে। আর একরকম সাধু আছেন, তাঁহাদিগকে ত্যাগী সাধু বলে। ইঁহারা গৃহস্থের পোষাক ত্যাগ করিয়া গৈরিক কাপড় পরেন, জটা রাখেন, রুদ্রাক্ষাদি ধারণ করেন, গায়ে ছাই মাখেন। আর এক রকম সাধু আছেন, তাঁহারা কাপড় পড়েন বা তাহা না পরিয়া পরমহংসের শুভ্র বসন পরেন, মাথা মুড়ান, শিখা রাখেন বা অশিখ থাকেন, হরিমন্দির-তিলকে ভূষিত হন, গলায় তুলসী ধারণ করেন, এইরূপ অনেক সাধু আমরা দেখিতে পাই।

একটা কথা আছে—"ভেকে ভিখ মিলে"। মানুষ যখন পরিশ্রম করিয়া ভাল খাইতে পরিতে পায় না, তখন কেহ কেহ ভিখ পাইবার জন্য বেষ পরিয়া সাধু সাজেন। এই জাতীয় ভিখারী আমরা প্রতিদিন ঘরে বসিয়া হাজার হাজার দেখিতে পাই। সত্য সত্য সাধু যেমন মানুষের দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া বেড়ান, তারাও দেখিতে ঠিক তাঁহাদিগেরই মত।

নকল সাধুগুলি গৃহস্থের বাড়ীতে আসিয়া ভিক্ষা চায়, কাকুতি মিনতি করে, আশীর্ব্বাদ করে বা নিরাশ হইয়া অভিশাপ দেয়। তাহারা উদরের চিন্তায় অস্থির, ইন্দ্রিয়ের তাড়নায় ব্যতিব্যস্ত। ইহাই সাধুর বেশধারী অসাধুর বুজরুকী।

যাঁহারা যথার্থই সাধু তাঁহাদিগের অপর নাম 'সৎ'। 'সৎ' বলিলে আমরা সাধারণতঃ ভাল লোক মনে করি—সত্য কথা বলে, ভিখারী দেখিলে পয়সা দেয়, ক্ষুধার্ত্তকে খাদ্য দেয়, মাথা উঁচু করিয়া কথা কয় না, কাহাকেও কর্কশ কথা বলে না ইহাকেই সাধারণতঃ 'সৎ' বা 'সাধু' বলে। কিন্তু সাধারণ লোকের বিচার ও শাস্ত্রের বিচার পৃথক্। শাস্ত্রে—যিনি চিরকাল এক অবস্থায় আছেন, যিনি এমন কর্ম্ম করেন না, যাহা বদলাইয়া যায়, এমন জিনিষ লইয়া যিনি ব্যস্ত হন না যাহা পরিবর্ত্তিত হইয়া যায় এবং যিনি ভগবান্ ছাড়া আর সকল জিনিষকে অসৎ অর্থাৎ অনিত্য বা পরিবর্ত্তনশীল মনে করিয়া তাহা ভোগ করিবার জন্য লালায়িত হন না, তাঁহাকেই 'সাধু' বা 'সৎ' বলিতেছেন।

এই দুই প্রকার সাধুর বিষয় আলোচনা করিলে আমরা স্পষ্টই দেখিতে পাইব যে, যাহাকে নকল সাধু বলি, তাহা একটী পরিবর্ত্তনশীল মাংসপিণ্ড -আকার মানুষের উপরে কতকগুলি আশ্রমের পরিচায়ক চিহ্ন। এই সাধুর মতলব - ইন্দ্রিয়চরিতার্থ করা, বিনাশ্রমে বিনাব্যয়ে অপরের মাথায় কাঁঠাল ভাঙ্গিয়া খাওয়া। কিন্তু শাস্ত্র লোকের মতেতে ধূলি দেওয়ার জন্য কতকগুলি বেশ-পরানো এই মাংসপিণ্ডকে 'সৎ' বা 'সাধু' বলেন না। 'সৎ' বস্তু একমাত্র ভগবান্—তিনি সৎ অর্থাৎ নিত্যকাল একই ভাবে আছেন, কেহ তাঁহার থাকা লোপ করিতে বা বদলাইতে পারেন না। 'জীব' তাঁহার অণু অংশ বলিয়া জীবও সৎ। এই জীব বিভিন্ন দেহে থাকিতে পারে তবুও কিছুমাত্র বিকৃত বা রূপান্তরিত হন না। জীবের এই তত্ত্বটী যে-জীব ভুলিয়া যান তিনি নিজকে অসৎ বোধ করেন, অর্থাৎ জীবের আশ্রয় দেহটীকে জীব মনে করিয়া সেই দেহটীরই সুখের চেষ্টায় ঘুড়িয়া বেড়ান। কিন্তু যে জীব বোধ করেন, তিনি যে দেহটীকে আশ্রয় করিয়া আছেন, তাহা তিনি নহেন—তিনি সৎ—ভগবানের সেবাকারী অণু-অংশ, তাঁহাকেই শাস্ত্রে সৎ বা সাধু বলিয়াছেন। আমরা সৎ বা সাধু বলিলে এই বোধসম্পন্ন জীবকেই বুঝিব। এই জীবের মতলব ভিন্ন প্রকার।

এই সাধুর আগমনে গৃহস্থের চিত্তে আহ্লাদের সঞ্চার হয়। দূরদেশ হইতে দীর্ঘকাল পরে পিতার আগমনে পিতার অদর্শন-ক্লিষ্ট পুত্রের যে প্রকার আনন্দ উছলিয়া উঠে, সাধুর দর্শনে ও সাধুর সঙ্গলাভে, যাহারা ভগবানের সেবা বা ভজন ছাড়িয়া সংসারের তাপে বিবিধ ক্লেশ ভোগ করিতেছেন, তাঁহারাও পরমাত্মীয়লাভের ন্যায় উৎফুল্ল হইয়া উঠেন এবং নিজের দুঃখের কথা বলিয়া তাহার প্রতিকার প্রার্থনা করেন। সাধুর মতলব যাহা, গৃহস্থ তাহাই চাহিয়া বসে।

সাধুর উদ্দেশ্য আর কিছুই নহে তিনি দেখিতে পান, জীব নিজেকে অসাধু বা অসৎ বোধ করিয়া কতই না ক্লেশ ভোগ করিতেছে—তিনি তাহার এই ক্লেশের মূল-উৎপাটনে যত্নশীল। জীবের এই দুঃখ শুধু এই এক জন্মের নহে, লক্ষ লক্ষ জন্ম সে এই দুঃখ ভোগ করিতেছে। কি করিলে জীবের এই ক্লেশ দূর হইবে, তাহার ব্যবস্থাও ভগবান্ নিজে বলিয়া দিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, "জীবে দয়া করিতে হইলে তুমি আমার নামে রুচিবিশিষ্ট হও" যে জিনিষে আমার রুচি জন্মে, তাহা আমরা ত্যাগ করিতে কষ্টবোধ করি। সুতরাং যাঁহারা সৎ, তাঁহারা ভগবানের নাম কীর্ত্তন না করিয়া থাকিতে পারেন না এবং এই নামকীর্ত্তনদ্বারা তিনি অপর অসৎবুদ্ধিবিশিষ্ট জীবকে সৎবুদ্ধিবিশিষ্ট করিয়া দিতে পারেন। সুতরাং সাধুর মতলব—বুজরুকী বা পরবঞ্চনা নহে, তাঁহার উদ্দেশ্য "জীবে দয়া—নামে রুচি।"

কৃষ্ণনাম ভজ জীব আর সব মিছে। পলাইতে পথ নাই যম আছে পিছে॥

সরস্বতী-জয়শ্রী

সেবার অপূর্ব্ব সুযোগ ! !　　　　সেবার অপূর্ব্ব সুযোগ ! !

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের জীবনচরিত

আগামী ২১শে মাঘ (১৩৪০), ৪ঠা ফেব্রুয়ারী (১৯৩৪) রবিবার শ্রীশ্রীব্যাসপূজা-বাসরে শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণবসম্প্রদায়ৈক-সংরক্ষক ও শ্রীগৌড়ীয়-মঠের মূল মহাপুরুষ প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের ভুবনমঙ্গল জীবনচরিত—"সরস্বতী-জয়শ্রী" প্রকাশিত হইবেন। এই গ্রন্থরাজে বিবিধ চিত্র, মানচিত্র ও হস্তাক্ষর-সম্বলিত পরমশিক্ষাপ্রদ বিষয় সন্নিবেশিত থাকিবে। গ্রন্থের কলেবর রয়্যাল আটপেজী সাইজের ন্যূনাধিক পাঁচশত পৃষ্ঠা হইবে। এতদ্ব্যতীত শ্রীব্যাস-পূজার সময় শ্রীল প্রভুপাদের অতিমর্ত্ত্য চরিত্র, শিক্ষা ও আচার-প্রচার-বৈশিষ্ট্য সর্ব্বসাধারণের বোধগম্য করিবার নিমিত্ত কলিকাতা-শ্রীগৌড়ীয়মঠে একটি মিউজিয়াম বা প্রদর্শনী উন্মুক্ত হইবে।

বাজারে নকল নোট চলে বলিয়া কি আসল নোটের সমাদর নাই ? কিংবা নকল নোট বাজারে আছে বলিয়া কি আমরা আসল নোট গ্রহণ করিব না ? কিংবা আসল নোটকেও নকলের দলে ফেলিয়া নিজে ক্ষতিগ্রস্ত হইব ?'—আমরা এমন বোকা নহি। এই নকল বা চালাকীর দিনেও বাজারে আমরা আসলকে পরীক্ষা করিয়া যত্নের সহিত গ্রহণ করিব, নকলকে দূরে রাখিব এবং নকল-প্রদাতাকে বিচারালয়ে প্রেরণ করিব—যাহাতে নকলের প্রচার বৃদ্ধি না পায়। সাধুর মতলবের মধ্যে এইটীও একটী বড় মতলব।

———

তাঁহারা মেকীর লক্ষণ ঢেঁড়রা পিটাইয়া সকলকে বলিয়া বেড়ান এবং সকলকে সাবধান করেন। যাহারা নিজেরা মেকী বা নকল, তাহারা সাধুর মতলবকে 'নিন্দা' আখ্যা প্রদান করিয়া অন্ধকারের আড়ালে থাকিয়া গলাবাজি করিয়া বেড়ান। তাই সাধুর কথা—

"সাধু সাবধান"

———

ভক্তিসারঙ্গ প্রভুর বক্তৃতা

[গত ২৪শে ডিসেম্বর (১৯৩৩) কাশী সৎশিক্ষা-প্রদর্শনীর দ্বারোদ্ঘাটন সভায় শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার অন্যতম সম্পাদক, গৌড়ীয়-সঙ্ঘপতি মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ অতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী ভক্তিসারঙ্গ প্রভু ইংরেজীতে যে বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন, তাহার মর্ম্মানুবাদ নিম্নে প্রকাশিত হইল]

মাননীয় সভাপতি-মহোদয়, মহিলা ও ভদ্রমণ্ডলি,

আমি প্রথমেই আমার করুণাবতার পরমপূজ্যপাদ শ্রীগুরুদেব ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ও মহাবদান্য শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করিতেছি। তাঁহাদের কৃপায় মূকও বাচাল হয় এবং পঙ্গুও গিরি-লঙ্ঘন করিতে পারে। আমি করুণাসাগর ও পতিতপাবন সাধুবৈষ্ণবগণের পাদপদ্মে প্রণতি জ্ঞাপন করিতেছি; তাঁহাদের কৃপায় আমাদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হউক। অতঃপর বিভিন্ন সম্প্রদায়ের যে-সকল প্রকৃত-ধার্ম্মিক ও সজ্জন ব্যক্তি এই সৎশিক্ষাপ্রদর্শনীর দ্বারোদ্ঘাটন-সভায় উপস্থিত হইয়াছেন, আমি শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণব-রাজসভার পক্ষ হইতে দৈন্য, আর্ত্তি ও শ্রদ্ধার সহিত তাঁহাদিগকে সাদর অভ্যর্থনা করিতেছি।

———

বর্ত্তমান সৎশিক্ষা-প্রদর্শনী মদীয় আচার্য্যদেবের কৃপা-[illegible] এই সুপবিত্র-তীর্থ কাশীধামে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। এই তীর্থরাজের রজঃপ্রাপ্তির আশায় গঙ্গাদেবী দক্ষিণ হইতে উত্তর দিকে প্রবাহিত তাঁহার স্বাভাবিক স্রোত পরিবর্ত্তিত করিয়াছেন এবং এই তীর্থক্ষেত্রেই বৈষ্ণবপ্রবর শম্ভু নিরন্তর শ্রীহরির গুণগাথা কীর্ত্তনপূর্ব্বক হরিহরাত্মরূপে পরিচিত হইয়াছেন। সকল আচার্য্যই পর্য্যটন-ব্যপদেশে এই তীর্থে আগমনপূর্ব্বক তাঁহাদের পারমার্থিক-লীলা প্রকাশ করিয়াছেন।

———

তদানীন্তন বাঙ্গালার বাদসাহ হুসেন সাহের সর্ব্বপ্রধান মন্ত্রী শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভু বৃন্দাবন যাইবার পথে এই সুপবিত্র কাশীধামেই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের পাদপদ্মে প্রণত হন। এবং সাধারণ শিষ্যের অভিনয় করিয়া 'সম্বন্ধ'-জ্ঞান-লাভের উপদেশ-প্রাপ্তির মূলে—

"আনুকূল্যস্য সঙ্কল্পঃ প্রাতিকূল্য-বিবর্জ্জনম্।
রক্ষিষ্যতীতি বিশ্বাসো গোপ্তৃত্বে বরণং তথা॥
আত্মনিক্ষেপ-কার্পণ্যং ষড়্‌বিধা শরণাগতিঃ॥'

—এই শিক্ষা প্রচার করেন। শ্রীল সনাতন গোস্বামী ইহা দ্বারা আমাদিগকে সনাতন-ধর্ম্মের এই গুপ্তরহস্য প্রদান করিয়াছেন যে, গয়া পার হইবার পর অর্থাৎ কর্ম্মকাণ্ডাবসানে শ্রীগুরুপাদপদ্মলব্ধ জ্ঞানাঞ্জন-শলাকা দ্বারা অজ্ঞান তিরোহিত হইলে পর সম্বন্ধ-জ্ঞানের উদয়ে অপ্রাকৃত শব্দ-ব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ-নাম কর্ণে প্রবেশ করিয়া জিহ্বায় নৃত্য করিতে থাকেন। এই অবস্থায় আমরা শ্রীবিশ্বনাথজীর হরিনাম-সঙ্কীর্ত্তনে যোগদানে অধিকারী।

———

এই পবিত্র তীর্থক্ষেত্রেই মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য মায়াবাদের মূলোচ্ছেদ করিয়া শঙ্করানুগ মায়াবাদি-সন্ন্যাসিগণের গুরু প্রকাশানন্দকে উদ্ধারপূর্ব্বক শুদ্ধবৈষ্ণব-ধর্ম্মে দীক্ষিত করেন। মহাপ্রভুর কৃপা লাভ করিয়া প্রকাশানন্দ নির্ব্বিশেষ-বিচারের হেয়ত্ব বিশেষরূপে হৃদয়ঙ্গম করেন এবং জানিতে পারেন যে, নির্ব্বিশেষ-বাদ অপ্রাকৃত ভগবত্তনু খণ্ড খণ্ড করতঃ তদুপরি তাণ্ডব-নৃত্য করিয়া মানবের প্রতিষ্ঠা-বিস্তারের চেষ্টা ব্যতীত আর কিছুই নহে। তিনি আরও জানিতে পারেন যে, শচীনন্দন শ্রীচৈতন্যদেব রাধাগোবিন্দ-মিলিত-তনু প্রেম-ময় বিগ্রহ।

———

এই স্থানেই একদণ্ডী সন্ন্যাসিগণ অনুভব করিয়াছিলেন যে, শ্রীভগবান্ স্বয়ংরূপ ও স্বয়ং-প্রকাশ; যে-প্রকার সূর্য্যের রশ্মি-দ্বারাই সূর্য্যকে জানা যায়, সেই প্রকার ভগবৎকৃপা-রশ্মিতে অথবা তদভিন্ন শ্রীগুরু-পাদপদ্মের কৃপায় শ্রীভগবান্‌কে জানিতে পারা যায়। কোনও প্রকার আধ্যক্ষিক-জ্ঞানে তাঁহাকে জানিবার উপায় নাই, তদ্দ্বারা নির্ব্বিশেষবাদ-আসবে আত্মহত্যা হয় মাত্র।

———

সন্ন্যাসিগণ এই সুপবিত্র তীর্থক্ষেত্রেই মুক্তির প্রকৃত স্বরূপ অবগত হন। মুক্তি বলিতে ভগবানের সহিত মিশিয়া যাওয়া নহে; বদ্ধ-অবস্থা হইতে মুক্ত হইয়া ভগবৎপাদপদ্ম-লাভই মুক্তির স্বরূপ। মুক্তি-লাভের পর জীব স্বরূপে কৃষ্ণপ্রেম-আস্বাদনের যোগ্যতা লাভ করে।

———

আবার এই পবিত্র তীর্থক্ষেত্রেই তাঁহারা গীতার 'সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য' শ্লোক, শ্রীমদ্ভাগবতের 'অবিস্মৃতিঃ কৃষ্ণপদারবিন্দয়োঃ' এবং বেদান্তের "অনাবৃত্তিঃ শব্দাৎ অনাবৃত্তিঃ শব্দাৎ" প্রভৃতি বাণীর প্রকৃত মর্ম্ম উপলব্ধি করিয়াছেন।

আমার শ্রীগুরুপাদপদ্ম ভাগবত-শিক্ষা-প্রচার-উদ্দেশ্যে, শ্রীচৈতন্যবাণীর বিজয়-বৈজয়ন্তী-উড্ডীন-মানসে এবং প্রেমবন্যায় জগৎকে ভাসাইবার নিমিত্ত এই সৎশিক্ষা-প্রদর্শনীর আয়োজন করিয়াছেন। তিনি পরমার্থ-বিচারদ্বারা মায়াবাদ-শত্রু নিধন করিয়া একচ্ছত্র বৈষ্ণব-সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। তাঁহার আবির্ভাবে মায়াবাদ, জৈনবাদ, বৌদ্ধবাদ প্রভৃতি নাস্তিক্যবাদ ভীত ও ত্রস্ত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছে।

———

গৌড়ীয়-মিশনের উড্ডীন-পতাকা শুধু ভারতবাসীর কেন, পাশ্চাত্য-দেশবাসীরও নিকট ধ্রুবতারার মত পথ-প্রদর্শক হইয়াছে। যে-সকল পাশ্চাত্য-দেশীয় মনীষী লণ্ডন-গৌড়ীয়-মঠের প্রচারক-বৃন্দের নিকট পরমার্থের কথা শ্রবণ করিতেছেন, তাঁহারা উল্লাস-ভরে মহাপ্রভুর পাদপদ্মে আকৃষ্ট হইতেছেন। গৌড়ীয়-প্রতিষ্ঠানের যে প্রেমালোক ভারতবর্ষ হইতে বিকীর্ণ হইতেছে তাহা অদূর ভবিষ্যতে সমগ্র জগৎকে আলোকিত করিবে।

———

শ্রোতৃবৃন্দ, আপনারা এই সভায় যোগদানপূর্ব্বক আমাদিগকে সেবাকার্য্যে উৎসাহিত করায়, আমরা আপনাদিগকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি। আমাদের অদ্যকার সভার মাননীয় সভাপতি মিঃ পান্নালালের উদারতার নিমিত্ত আমি তাঁহাকে বিশেষরূপে ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি। তিনি এই জেলার সিনিয়র কালেক্টর হিসাবে বহু দায়িত্বপূর্ণ কার্য্যে বিশেষ ব্যস্ত থাকা সত্ত্বেও আমাদের আহ্বানে এই সভায় যোগদান করিবার যে সময় করিতে পারিয়াছেন, তদ্দ্বারা মহাপ্রভুর প্রেমধর্ম্মপ্রচারের প্রতি তাঁহার বিশেষ অনুরাগের পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। আমি আশা করি, তাঁহার সদাশয়তায় আমাদের অদ্যকার অনুষ্ঠান এই প্রদেশে পরমার্থ-প্রচারে বিশেষ সাফল্যলাভ করিবে।

———

সভাপতি মহোদয় ও শ্রোতৃবৃন্দ, আমার কথা শ্রবণ করিবার জন্য আপনারা যে সহিষ্ণুতা প্রদর্শন করিয়াছেন তজ্জন্য আমি আপনাদিগকে পুনরায় ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি। আপনারা আশীর্ব্বাদ করুন্ আমি যেন শ্রীগুরুপাদপদ্মের পাদুকা-বহন-কারী হইয়া—

"বৈরাগ্যযুগ্‌ভক্তিরসং প্রযত্নৈরপায়য়ন্মামনভীপ্সুমন্ধম্।
কৃপাম্বুধির্যঃ পরদুঃখদুঃখী সনাতনস্তং
প্রভুং আশ্রয়ামি॥"

—এই শ্লোকের অর্থ উপলব্ধি করিতে পারি।

শুদ্ধভক্তি গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। ভাষ্যসহ বিরাট্ শ্রীচৈতন্যভাগবত ৫৲
২। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২৮৲
একাদশ স্কন্ধ হইতে প্রতিখণ্ড ।৶০
৩। ভাষ্যদ্বয়সহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (৪র্থ সংস্করণ) ৬৲
৪। ভক্তিবিবেককুসুমাঞ্জলি (বাঁধা) ১৲
৫। গৌড়ীয়-গৌরব ।৶০
৬। গৌড়ীয়-সাহিত্য ।৶০
৭। ভজনরহস্য ॥০
শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৯। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ)
ঐ (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
১০। গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি-টীকাসহ)
ঐ (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
১১। গীতার কেবল মাধ্ব-ভাষ্য ॥০
১২। মুক্তিমল্লিকা গুণসৌরভঃ সানুবাদ (মাধ্ব) ২৲
১৩। বেদান্ততত্ত্বসার সানুবাদ (রামানুজীয়) ॥০
১৪। জৈবধর্ম্ম ২৲
১৫। শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৬। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১৭। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ॥৶০
ঐ (বাঁধা) ৸০
১৮। দ্বীপ-দিগ্ দর্শন ৵০
১৯। সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ) ।৶০
২০। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ॥০
ঐ (আবাঁধা) ।৶০
২১। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
২২। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৵০
২৩। গীতমালা ⁄১০
২৪। নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য ৶০
২৫। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶০
২৬। নবদ্বীপ পঞ্জিকা (৪৪৭ গৌরাব্দ) ৵০
২৭। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
২৮। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা-দর্পণ ।০
২৯। শরণাগতি ⁄০
৩০। গীতাবলী ⁄০
৩১। চিত্রে নবদ্বীপ ১॥০
৩২। সাধনকণ ⁄০
৩৩। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ⁄০
৩৪। নবদ্বীপশতক ⁄০
৩৫। অর্থপঞ্চক ⁄০
৩৬। সদাচারস্মৃতিঃ ⁄০
৩৭। কল্যাণকল্পতরু (৫ম সংস্করণ) ⁄১০
৩৮। অর্চ্চনকণ ⁄১০
৩৯। সাধককণ্ঠমালা (বাঁধা) ।০
ঐ (আবাঁধা) ।⁄০
৪০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (প্রথম চারিখণ্ড) ৩৲
৪১। ব্রহ্মসংহিতা ।০
৪২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৪৩। মণিমঞ্জরী সানুবাদ ।০
৪৪। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৪৫। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ।০
৪৬। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৪৭। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
৪৮। গৌড়ীয়মঠ কি করেন? ⁄০
৪৯। ঈশোপনিষৎ (বলদেব ও মাধ্ব-ভাষ্য এবং বিবৃতি ও অনুবাদসহ) ।০
৫০। শ্রীভুবনেশ্বর ৶০
৫১। সিদ্ধান্তদর্পণ ৵০
৫২। সাংখ্যবাণী ⁄০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৫৩। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী-দিগ্বিজয়ঃ ॥০
৫৪। সটীক-শিক্ষাদশমূলম্ ।০
৫৫। তত্ত্ব-সূত্রম্ ।০
৫৬। সানুবাদ-শিক্ষাষ্টকম্ ৵০
৫৭। গৌড়ীয়মঠস্য পরিচয়ঃ ⁄০
৫৮। সারাংশবর্ণনম্ ৶০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৫৯। রায় রামানন্দ ॥০
৬০। নামভজন ।০
৬১। রিলেটীভ্ ওয়ার্ল্ড্স্ ।৶০
৬২। লাইফ্ য়্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।০
৬৩। বৈষ্ণবীজম্ ।০
৬৪। হোয়াট্ গৌড়ীয়মঠ ইজ্ ডুইং ⁄০
৬৫। দি ভাগবত ।০
৬৬। ইরোটিক্ প্রিন্সিপ্ল য়্যাণ্ড আনেলয়েড্ ডিভোসন ।০
৬৭। ব্রহ্ম-সংহিতা ২॥০
৬৮। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (ভলুম ওয়ান) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৬৯। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ॥০
৭০। সাধন পথ ।০
৭১। কল্যাণ-কল্পতরু ⁄১০
৭২। গীতাবলী ⁄০
৭৩। শরণাগতি ⁄০

আসামিয়া ভাষায় প্রকাশিত

৭৪। শরণাগতি

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

নদীয়া-প্রকাশপ্রাপ্তির স্থান

১। শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম-মায়াপুর, নদীয়া
২। শ্রীযোগপীঠ ঐ
৩। শ্রীবাস-অঙ্গন ঐ
৪। অদ্বৈত-ভবন ঐ
৫। কাজীর সমাধি-পাট ঐ
৬। স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ, নদীয়া।
৭। শ্রীভাগবত আসন কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
৮। শ্রীএকায়ন মঠ গোবিন্দপুর, হাঁসখালী।
৯। দ্বাদশগোপাল পাট—পোঃ চাকদহ,
১০। শ্রীগৌর-গদাধরমঠ—চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড়, বর্দ্ধমান
১১। শ্রীমোদদ্রুমচত্র মাউগাছি, বর্দ্ধমান
১২। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম, আমলাযোড়া, পোঃ রাজবাধ বর্দ্ধমান
১৩। শ্রীগৌড়ীয়মঠ বাগবাজার, কলিকাতা
১৪। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাজু, হাওড়া,
১৫। শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয়মঠ, ৯০নং নবাবপুর রোড্, ঢাকা
১৬। শ্রীগোপালজী মঠ কমলাপুর, ঢাকা।
১৭। শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ পোঃ বালিয়াটী,
১৮। শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয়মঠ ময়মনসিংহ।
১৯। শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ চিকলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর
২০। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম গোয়ালপাড়া, আসাম।
২১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ রায়াপেট্টা, মান্দ্রাজ।
২২। শ্রীরামানন্দগৌড়ীয় মঠ কব্বূর, জিঃ পশ্চিম গোদাবরী
২৩। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ উড়িয়াবাজার, পোঃ বক্সীবাজার, কটক।
২৪। শ্রীত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয় মঠ ভুবনেশ্বর।
২৫। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ স্বর্গদ্বার, পুরী।
২৬। শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ আলালনাথ পোঃ ব্রহ্মগিরি, পুরী।
২৭। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ ডুমুরকুণ্ডা, পোঃ চিরকুণ্ডা, মানভূম।
২৮। শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ—কাশী।
২৯। শ্রীরূপগৌড়ীয় মঠ—এলাহাবাদ।
৩০। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ পুরাণবাজার, সরকার ঠাকুরের কুঞ্জ, বৃন্দাবন
৩১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, নিউদিল্লী
৩২। শ্রীপরমহংসমঠ—নৈমিষারণ্য,
৩৩। শ্রীসারস্বত গৌড়ীয় মঠ—হরিদ্বার।
৩৪। শ্রীব্যাসগৌড়ীয়মঠ—কুরুক্ষেত্র, পঞ্জাব
৩৫। শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাবুলনাথ রোড, পোঃ গ্রাণ্ট রোড, বোম্বে।
৩৬। লণ্ডন গৌড়ীয়মঠ, ৩নং গ্লষ্টার হাউস, কর্ণওয়াল গার্ডেন্স, লণ্ডন। (এস্, ডব্লিউ—৭)।
৩৭। অমঘি গৌড়ীয়মঠ—মেদিনীপুর
৩৮। সরভোগ গৌড়ীয় মঠ—সরভোগ, কামরূপ, আসাম,

শুদ্ধভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী মাসিক। শ্রীধাম-মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিকভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১॥০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দি ভাষায় একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি হৃদয় বন মহারাজ সম্পাদিত ও নৈমিষারণ্য শ্রীপরমহংস মঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ১॥০ দেড় টাকা মাত্র।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥০ দেড় টাকা মাত্র।

৫। কীর্ত্তন—মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ নিমানন্দ সেবাতীর্থ বি-এজি, বি-টি, সম্পাদিত। আসাম গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম হইতে প্রকাশিত আসামী ভাষায় মাসিক। ভিক্ষা সডাক ১॥০ দেড় টাকা মাত্র

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ প্রণীত সমগ্র গ্রন্থ

গ্রন্থের মূল বোল্ড অক্ষরে এবং তন্নিম্নে বর্ত্তমান যুগে শুদ্ধভক্তিপ্রচারের মূল মহাপুরুষ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অমৃতপ্রবাহভাষ্য ও প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের অনুভাষ্য সন্নিবেশিত হইয়াছে। অতি সুন্দর ছাপা। ডবল ক্রাউন আটপেজি আকারে ১০৯৬ পৃষ্ঠায় কেবল মূল ও ভাষ্য সম্পূর্ণ হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত ২১৮ পৃষ্ঠায় কেবল শ্লোক সূচী, পদ্যসূচী, স্থানসূচী, পাত্রসূচী, বিষয়সূচী, শব্দসূচী প্রভৃতি বিস্তৃত সূচীপত্র। সভাষ্য শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের এরূপ উৎকৃষ্ট ও অমূল্য বিরাট্ সংস্করণ জগতের কোথাও আজ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হন নাই, ইহা নিরপেক্ষ পাঠকমাত্রেই একবাক্যে স্বীকার করিয়া থাকেন। সর্ব্বসাধারণের সুবিধার জন্য ভিক্ষা ১২৲ বারটাকা স্থলে—৬৲ ছয়টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীচৈতন্যমঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

কলিকাতা বাজার দর

লোহ হাডওয়ার

২৯শে ডিসেম্বর ১৯৩৩

টাটার তৈয়ারী— প্রতি হন্দর।

লোহার কড়ি (জয়েষ্ট বা বীম)
মার্কা ৫॥০—৫৸০
ঐ বে-মার্কা হালকা ওজন ৫৲—৫৵০
বরগা (টী-আয়রণ) ৬৵০—৬।৵০
এঙ্গেল আয়রণ (কোনা) ৫৸০—৬।৵০

গ্যালভ্যানাইজড করুগেট টীন—
২২ গেজ ৬ হইতে ১০ ফুট ১১৵০
২৪ গেজ ,, ,, ১০৸০
২৬ গেজ ,, ,, ১২।৵
২৪ গেজ আর, পি, ডি, মার্কা ১৪৲
২৪ গেজ গ্যাঃ প্লেন সীট— ১১।৵০
২৬ গেজ ,, ,, ১২।৵০
২৮ গেজ ও ৩০ গেজ ঐ— ১২৸৵০—১৪৲
বাগান ঘেরা কাঁটাতার ১০০
পাউণ্ড বাঃ ৯।০
ষ্টীল পাটী ৬৵০—৬।০
,, বোলটু (গোল) ৬৵০—৬।০
,, দরাজে (চৌকা) ৬৵০—৬।০
,,গোল রড ৴০—।৴০ সূতা ৪৸০---৫॥০
,, টানা রড-
চৌকা ৴০---।৵০ ঐ ৫৸০—৫৸৵০
,, বাণ্ডিল তার ৭।০—৭৸০
,, প্লেট—তিন সূতা মোটা
পর্য্যন্ত ৮৲—৮৵০
,, চাদর ৩-১৬ খানা বাণ্ডিল ৯॥৵—১১॥০
স্প্রীং ষ্টীল ৮।০—৯৲
হাফ রাউণ্ড ৫৸৵—৬৲৵০
তারের পেরেক ১—৬ ইঞ্চি ৯৲—১০॥০
প্যাটেণ্ট পেরেক ২—৮ ইঞ্চি ১২৲—১৫৲
ঢালাই কড়া ১ হইতে ১০ নং ২।০-২॥০ বাট
কোদাল ৪, ৫, ৬, ৭৸৵০ ৮৸৵০ ৯৸৵০ ডঃ
ঐ তিন পাউণ্ড ৬৲ দেঃ বিঃ ৬।৵০ ,,
গ্যাঃ প্লেন বালতি ৭—১২ ইঞ্চি ২॥০-৬॥০
ঐ রিভিট ,, ৭—১২ ইঞ্চি ২৵০--৭৵০ ,,
লোহার চেয়ার রডের গোল ও
চৌকা ৮।০— ,,
ঐ গালের লোহার সিট ১৫৲ ,,
ঐ ভেনেস্তা (কাঠের সিট) ১৮৲ ,,
লোহার স্ক্রুপ ॥—৩ ইঞ্চি ৴১০--॥৴০ গ্রোস
ঐ কব্জা ৭৩ নং
১॥—৪ ইঞ্চি ।৫—৸৴০ পেঃ ডজন
গ্যাঃ তার ১৬—২২ নং
(গেজ) ১২৸০---১৪।০ হন্দর
গ্যাঃ স্প্রিং (ঝটকা)
১২ ইঞ্চি ৵—॥৴১০ পীস
গ্যাঃ প্যাটার্ণিং বা ডোঙ্গা
৬ ইঞ্চি ।০—৸৵০ ,,
গ্যাঃ স্ক্রুপ ১॥০--২॥০ ইঞ্চি ২৩৲--২৯৲ হন্দর

গ্যাঃ ওয়াসার চাকি ১১॥০—১৭॥০ ,,
গ্যাঃ বোল্ট-নাট ৮—৭ ইঞ্চি
॥৵১০—১৵০ গ্রোস
ঢালাই রেলিং ৩॥০--৬॥০ হন্দর
ঐ রেন ওয়াটার পাইপ
৩ ইঞ্চি ৵১০ ও ৪ ইঞ্চি ।১০ ফুট
টিউব ওয়েলের জন্য গ্যাঃ
পাইপ১॥ ইঞ্চি ।৵৫ ফুট
পাম্প ৪নং ১২॥০ ৫নং ১৪৲ ৬নং ১৬৲
৬০--৮০ বাটখারা ৵.৫ সাট ২।০-২॥০ মণ

কেরোসিন

প্লোক্রেক প্রত্যেক বাক্স (২ টিন) ৯,৬
সূর্য্য মার্কা ,, ৬॥০
ভিক্টোরিয়া ,, ৬৲

সোণার দর

পাকা সোণা ৩০৸৴
বড়াল ৩০৸
চিনা পাত ৩২।০

রূপার দর

রূপা প্রতি ১০০ ভরি ৫৫৵০
ঐ খুচরা ৫৵০

কোম্পানীর কাগজ

৩॥০ সুদের কাগজ ৮১৴
৩॥০ নূতন ঋণ (১৯৪৭-৫০) ৯১।০
৪৲ ,, ঋণ (১৯৬০-৭০) ৯৭৲
৫৲ ,, বণ্ড (১৯৩৫ ১০৪॥৴০

ডিবেঞ্চার

৫৲ সুদের (১৯৫৬ ৮৬) কলিকাতা পোর্ট-
ট্রাষ্ট ডিবে :— ১০২॥৵০

ব্যাঙ্ক

ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক (কর্ণাট) ২৯৪॥০
সেণ্ট্রাল ঐ ২২৲

কাপড় ও সূতার কল

এলগিন মিল ৪৫৲

পাট কল

হাওড়া ৫০৲
অকল্যাণ্ড ১৯৫৲
বালী ১৬২৲
বরানগর ১৫০৲
কেলভ ৩৭০৲
ভরত ২৪৩৲
ক্লাইভ ২৮।০
ডালহাউসী ৪০৮॥০
ফোর্ট ৪০৫৲

কৃষ্ণনগর নবদ্বীপঘাট রেলওয়ে সময়

কৃষ্ণনগর হইতে নবদ্বীপঘাট

কৃষ্ণনগর সিটি—	৬-৪৫	১০-৪৪	১৩-২৭	১৭-৩৮	২০-১৬
কৃষ্ণনগর রোড—	৬-৫৬	১০-৫৫	১৩-৩৩	১৭-৪৭	২০-২৫
আমঘাটা—	৭-১৫	১১-১৩	১৩-৫১	১৮-৩	২০-৪১
মহেশগঞ্জ—	৭-২৪	১১-২১	১৪-০	১৮-৯	২০-৪৭
নবদ্বীপঘাট—	৭-৩৩	১১-৩০	১৪-৯	১৮-১৬	২০-৫৫

বিশেষ দ্রষ্টব্য—নবদ্বীপঘাট ষ্টেশন অপেক্ষা মহেশগঞ্জ ষ্টেশন হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরের দূরত্ব অনেক কম। শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে যাঁহাদিগকে রাণাঘাটে ট্রেণ বদল করিতে হয়, তাঁহারা রাণাঘাটে প্রাতঃ ৫-৫০, ৮-১৪, ১৯ ৪৬, ১৬-৪৮, ১৮-৩৯ এবং ০-৩২ মিনিটের সময় গাড়ী পাইবেন।

শান্তিপুর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে শান্তিপুর ষ্টেশনে ৫-৪০, ৯-২৯, ১২-২৫, ১৬-৪ এবং ১৮-৪১ মিনিটের সময় ট্রেণ পাওয়া যায়।

নবদ্বীপঘাট হইতে কৃষ্ণনগর

নবদ্বীপ ঘাট—	৫-৩৫	৯-২৫	১২-১০	১৫-৩৪	১৮-৪৫
মহেশগঞ্জ—	৫-৪৩	৯-৩৩	১২-১৯	১৫-৪২	১৮-৫৬
আমঘাটা—	৫-৪৯	৯-৩৯	১২-২৬	১৫-৪৮	১৯-৫
কৃষ্ণনগর রোড—	৬-৫	৯-৫৫	১২-৪৩	১৬-৪	১৯-২৪
কৃষ্ণনগর সিটি—	৬-১৩	১০-৩	১২-৫১	১৬-১২	১৯-৩৫

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস হইতে—ডাঃ কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম ভক্তিশাস্ত্রী এম. এম. এফ কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

নাদীরশাহের হত্যাকাণ্ডের রহস্য প্রকাশ

রাজা নাদিরশাহের হত্যাকারী আবদুল খালেককে ১৫ই ডিসেম্বর তারিখে সঙ্গীনবিদ্ধ করিয়া মারা হয়। সে ৭ই ডিসেম্বর তারিখে আদালতে এক স্বীকারোক্তি প্রদান করে। উক্ত স্বীকারোক্তি কাবুলের প্রভাবশালী দৈনিক সংবাদপত্র 'ইসলাহে' প্রকাশিত হইয়াছে। তাহা হইতে জানা যায়, নাদির শাহের হত্যাকাণ্ডের মূলে প্রণয়ঘটিত ব্যাপার ও ব্যক্তিগত উচ্চাকাঙ্ক্ষা ছিল। নিম্নে সংবাদপত্রে প্রকাশিত স্বীকারোক্তির সহজ অনুবাদ প্রদত্ত হইল—যে ঘৃণ্য অপরাধের জন্য আমার এবং সমগ্র আফগান জাতির জগতে ভয়াবহ অপমান ও ক্ষতি হইয়াছে, সেই অপরাধ করিতে যে আমায় প্রেরণা দিয়া আমাকে নিক্ষেপ ও প্রতারিত এবং আমার মুখ কলঙ্কময় করিয়াছে এখন আমি তাহার পরিচয় দিব। আমার উপর যে ভীষণ নিষ্ঠুরতা করা হইয়াছে, গোপন কথা প্রকাশ করিয়া আমি তাহার প্রতিশোধ লইব। তাহা প্রকাশ না করিয়া পারিতেছি না।

'কিছুদিন পূর্ব্বে আমি মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত গোলাম নবী খাঁ ও গোলাম জিলানী খাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা গোলাম সিদ্দিকের পত্নীর সহিত মেলামেশা করি। তিনি এখন বার্লিনে নির্ব্বাসনে আছেন। আমি উক্ত রমণীর ভালবাসায় পড়ি। কিন্তু সেই প্রথম আমার কাছে আসিয়া পড়ে এবং পরে আমি ক্রমে ক্রমে তাহার কামনার জালে জড়িত হই। সে পিত্রালয়ে যাইতেছে এই বলিয়া আমার খুড়ার বাড়ীতে আসিত এবং রাত্রির পর রাত্রি আমার সহিত কাটাইত। আমাদের মধ্যে বেশ ঘনিষ্ঠতা জন্মিয়াছিল সে সময় নির্ব্বাসিত রাজা আমানুল্লা সিংহাসনাধিরূঢ় ছিলেন। আমি আমানুল্লার নূতন সহর দারুলামানে যাইবার নাম করিয়া গাড়ীতে করিয়া পাশের গ্রাম চাহারদেহীতে যাইতাম সিদ্দিকের পত্নী এ পর্য্যন্ত আমার সকল খরচ ও প্রয়োজন মত দ্রব্যাদি যোগাইত। ক্রমে ক্রমে তাহার আত্মীয়েরা এই সব কথা জানিয়া ফেলে। বহুবার গোলাম জিলানীর স্ত্রী আমার পিতাকে সতর্ক করিয়া দিত আমার পিতা এই ঘনিষ্ঠতা দূর করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন কিন্তু আমাদের কামনা অদম হইয়া উঠিয়াছিল।

উক্ত রমণী তাহার মোহে আমা নিবিড়ভাবে আচ্ছন্ন করিয়া আমাকে বা বার নাদিরশাহকে হত্যা করিয়া গোলাম ন ও গোলাম জিলানীকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডি করার প্রতিশোধ লইতে বলিত। সে আরো আমার মনে এই ধারণা আনিয়া দেয়, নাদির শাহের হত্যাকাণ্ডের ফলে সমগ্র আফগানি স্থানে এক নব চেতনা আনিয়া দিবে। আমানুল্লার পুনরায় সিংহাসনে আরোহণ এবং গোলাম সিদ্দিকের পুনর্নিয়োগের সম্ভাবনা থাকিবে। সেই অবস্থায় আমার অবস্থা সর্ব্বসময়ে ভালো থাকিবে। এই উচ্চাকাঙ্ক্ষা আমার মনে নাদিরশাহকে হত্যা করিবার জন্য এক অদম্য প্রেরণা আনিয়া দেয় এবং আমি সুযোগ খুঁজিতে আরম্ভ করি।

একদিন গোলাম সিদ্দিকের ও তাহার ভ্রাতৃগণের পত্নী পর্দ্দার বাহিরে আসিয়া আমার উদ্দেশ্য ভুলিয়া যাইতে নিষেধ করে। কিন্তু তবু আমি ইতস্ততঃ করি। তাহাতে একদিন রাত্রে সিদ্দিকের পত্নী আমাকে কাপুরুষ বলে। এই কথায় আমি রমণীর মতলব অনুযায়ী কার্য্য করিতে দৃঢ়সঙ্কল্প হই। সে বলে, আমি তাহার অনুরোধ না রাখিলে সে আমাকে আর ভালবাসিবে না। ইহাতে আমার দৃঢ় সঙ্কল্প আরও দৃঢ় হয়। 'এই ভীষণ জাতীয় বিপদের এই গোপন কারণ।সকল অনিষ্টের মূলে যে নারী ছিল, আর আমার ধারণা তাহার পরিচয় গোপন থাকা উচিত নহে।

ও'ডাফির বিচারে ভাবজিম

জেনারাল ও'ডাফির বিরুদ্ধে বর্ত্তমান অভিযোগ হাইকোর্টের এলাকার বাহিরে, এই কারণ দেখাইয়া মিলিটারী ট্রিবুনাল অভিযোগ সমূহের শুনানী ও বিচার যাহাতে না করিতে পারে, তজ্জন্য হাইকোর্টে সর্ত্তাধীন নিষেধাজ্ঞা জারীর আদেশ দিয়াছেন।

ডগলাস ফেয়ার ব্যাঙ্কস্

সুপ্রসিদ্ধ চলচ্চিত্র অভিনেতা ডগলাস ফেয়ার ব্যাঙ্কস এখন সুইস আল্পস পাহাড়ে রহিয়াছেন। সম্প্রতি তাঁহার পত্নী বিশ্বপ্রসিদ্ধা অভিনেত্রী মেরী পিকফোর্ড বিবাহ বিচ্ছেদের দরখাস্ত করিয়াছেন। এই সম্বন্ধে ফেয়ার ব্যাঙ্কস কোনও কথা বলিতে চাহেন না। তিনি আল্পসেই থাকিবেন ও বৎসরে মাত্র একবার করিয়া ইংলণ্ডে আসিয়া একখানা ছবিতে অভিনয় করিবেন।

বিশ্বভারতীকে অর্থ সাহায্য

হায়দ্রাবাদে অবস্থানকালে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ বিশ্বভারতীর সাহায্যের জন্য যে আবেদন প্রচার করিয়াছিলেন তাহাতে সর্ব্বশ্রেণীর লোক সাড়া দিয়াছেন। নিজাম কয়েক বৎসর পূর্ব্বে বিশ্বভারতীর জন্য এক লক্ষ টাকা দান করিয়াছিলেন। প্রকাশ, কবির আগমনকে স্মরণীয় করিবার জন্য তিনি বিশ্বভারতীকে আরও একলক্ষ টাকা দান করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন। ইহা ছাড়া রাজা ধনরাজ গিরি বাহাদুর ১৫ হাজার, মাড়োয়াড়ী সমিতি ১৭৫০, সেকেন্দ্রাবাদ ব্যবহারাজীব সমিতি ১০০০, শিক্ষক সমিতি ১০০০ এবং সেকেন্দ্রাবাদের জনসাধারণ ৭৫০ টাকা দিয়াছেন।

মেদিনীপুরে পরিচয় পত্র

১৪ হইতে ৩০ বৎসরের মধ্যে যাহাদের বয়স, মেদিনীপুরের শহরের সেই সকল যুবককে পরিচয়পত্র দেওয়া হইয়াছে। পরিচয়পত্রের রং ৩ রকমের; লাল রং বিশেষরূপ সন্দেহ বালকদের জন্য, নীল রং তাহা অপেক্ষা কম সন্দেহের পরিচায়ক। যাহাদিগকে সন্দেহ করা হয় না, তাহাদিগকে সাদা কার্ড দেওয়া হয়

প্রকাশ, মেদিনীপুর সহরের যুবকদিগকে লাল ও নীল কার্ড বেশী পরিমাণে দেওয়া হইয়াছে।

রিভলভার প্রাপ্তির জের

জামালপুরের স্পেশাল ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুত এস, বি, ভট্টাচার্য্যের এজলাসে ষড়যন্ত্র করা ও ৫ ঘরা একটা রিভলভার প্রভৃতি আপত্তিজনক জিনিষ রাখিবার অভিযোগে যদুনাথ ঘোষ ও মধুসূদন দত্তকে অভিযুক্ত করা হইয়াছিল। বিচারে তাহাদিগের প্রত্যেকের প্রতি ৫ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডের ব্যবস্থা হইলে তাহাদিগের পক্ষ হইতে হাইকোর্টে এক আপীল করা হইয়াছিল গত ২রা জানুয়ারী হাইকোর্টের বিচারপতি মাল্লবর গুহ ও নাসিম আলীর এজলাসে এই আপীলের শুনানী হইয়া গিয়াছে। যদুনাথের প্রতি যে ৫ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডের ব্যবস্থা হইয়াছিল, বিচারপতিদ্বয় তাহা হ্রাস করিয়া তাহার প্রতি তিন বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডের ব্যবস্থা করিয়াছেন। মধুসূদনের প্রতি যে কারাদণ্ডের ব্যবস্থা হইয়াছে, তাঁহারা তাহাই বহাল রাখিয়াছেন।

প্রকাশ, পুলিস সংবাদ পায়, ললিতবাড়ী লোন অফিসে কয়েকজন পলাতক গা ঢাকা দিয়া রহিয়াছে। অতঃপর তাহারা সে স্থানে খানাতল্লাস করিয়া একটা রিভলভার ও কতকগুলি আপত্তিজনক জিনিষ পায়। ফলে, তাহারা আসামী দুইজনকে গ্রেপ্তার করিয়া বিচারার্থ প্রেরণ করে। বিচারে তাহাদিগের প্রতি উপরিউক্ত দণ্ডের ব্যবস্থা হয়।

ভারতীয় অর্থনৈতিক সম্মেলন

মাদ্রাজের গভর্ণর চিদাম্বরমে আগমন করিয়া ভারতীয় অর্থনৈতিক সম্মেলনের ১৭ম অধিবেশনের উদ্বোধনের জন্য অন্নমলাইনগরের দিকে অগ্রসর হন।

অন্নমলাই বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইসচ্যান্সেলার ও অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি শ্রীযুত রঘুনাথম রাজা স্যার অন্নমলাই চেটিয়ার এবং অন্যান্য ব্যক্তিরা গভর্ণরের অভ্যর্থনা করিয়া তাঁহাকে সভা-মণ্ডপে লইয়া যান। সভাগৃহ শ্রোতৃবর্গ দ্বারা পরিপূর্ণ ছিল।

শ্রীযুত রঘুনাথম প্রতিনিধিদিগকে অভ্যর্থনা এবং গভর্ণরকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিয়া বলেন, বড়ই গুরুত্বপূর্ণ সময়ে সম্মেলনের অধিবেশন হইতেছে, এ সময়ে অনেকগুলি আর্থিক সমস্যার সমাধান আবশ্যক হইয়া উঠিয়াছে। বিগত ৩ অথবা ৪ বৎসর যাবৎ যে অর্থনৈতিক দুর্যোগ সমগ্র পৃথিবীতে চলিতেছে, তাহাতে ভারতে অত্যন্ত দুরবস্থা উপস্থিত হইয়াছে। দারুণ ভারতের কৃষকেরা অত্যন্ত দুঃস্থ হইয়া পড়িয়াছে। বক্তা এই মত প্রকাশ করেন যে, সরকার যাহাই কিছু করুন, লোকদিগের উপরই সমস্যার সমাধান অনেকাংশে নির্ভর করিতেছে। উপযুক্ত নীতির জন্য সমবায় আন্দোলনের প্রতি দৃষ্টিপাত করা আবশ্যক।

অতঃপর গভর্ণর সম্মেলনের উদ্বোধন করিলে পর সম্মেলনের সভাপতি অধ্যাপক সি, ডি, টমসন (এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়) তাঁহার অভিভাষণ পাঠ করেন।

আবার সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ

গত ১লা রাত্রিতে খাটকানা অঞ্চলে বহু হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে এক সংঘর্ষ ঘটে। কোন এক পানবিক্রেতার দোকানে প্রথম কলহের সূত্রপাত হয়। ঘটনার পর উভয় পক্ষ ইট পাটকেল নিক্ষেপ করিতে থাকে। সঙ্গে সঙ্গে পুলিস ঘটনাস্থলে আসিয়া পৌছে; তাহারা ঘটনার অনেক লোককে গ্রেপ্তার করিয়াছে।

কারেন্সী নোট জালের মামলা

নূতন ১০ টাকার নোট জাল করিবার সম্পর্কে কার্য্য করিবার অভিযোগে বাঙালী শিল্পী শ্রীযুত কে, বি, সেন হাইকোর্টে দায়রা আদালতে অভিযুক্ত হইয়াছেন হাইকোর্টের বিচারপতি মিষ্টার প্যাটারসনের আদালতে গত মঙ্গলবারে উক্ত মামলার এক দফা শুনানী হইয়া গিয়াছে।

অস্থায়ী ষ্ট্যাণ্ডিং কাউন্সেল শ্রীযুত এ, এম, বসু মামলার কার্য্য আরম্ভ করিয়া বলেন, শ্রীযুত সেন প্রসিদ্ধ শিল্পী, স্থানীয় একটি মুদ্রাযন্ত্রের ফটো বিভাগের ভার তাঁহার হস্তে। তিনি বিদেশে শিক্ষালাভ করিয়াছেন। পুলিস সংবাদ পাইয়া, গত ১৭ সেপ্টেম্বর অপরাহ্ণে তাঁহার আফিসে খানাতল্লাস করিয়া কারেন্সী নোটের চিহ্ন মুদ্রিত কতকগুলি কাগজ প্রাপ্ত হয়। একটি বাক্সে ১০খানি নেগেটিভ পাওয়া যায়। তাহার মধ্যে ৩খানিতে নোটের চিত্র ছিল। উক্ত একখানিতে শ্রীযুত সেনের টিপসহি ছিল। শ্রীযুত সেনের সহকারী শ্রীযুত শ্রীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তীকেও গ্রেপ্তার করা হয়। কিন্তু তিনি অপরাধ স্বীকার করিয়া স্বীকারোক্তি প্রদান করায়, তাঁহাকে ক্ষমা করা হইয়াছে; তিনি সাক্ষ্য প্রদান করিবেন।

ডাকের ঠিকানা— "শ্রীধাম" ...

ডাকের ঠিকানা—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

দৈনিক

REG. C1544

বিজ্ঞাপনের হার

প্রতিবারে

প্রতি ইঞ্চি ১৲

প্রতি কলম ৬৲

অর্দ্ধ কলম ৩৷০

সিকি কলম ২৲

চুক্তির হার

স্বতন্ত্র।

নদীয়া-প্রকাশ

THE

NADIA-PRAKASH

সাহায্যের হার

অগ্রিম দেয়

বার্ষিক ৯৲

ষাণ্মাসিক ৫৲

ত্রৈমাসিক ২৸০

মাসিক ১৲

নগদ বর্ত্তমান

সংখ্যা ৴৫

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৮ম খণ্ড | সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বেদান্তবাচস্পতি | ২৬০শ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর— ২৪শে পৌষ সোমবার ১৩৪০, ৮ই জানুয়ারী ১৯৩৪

সম্রাটের প্রতি

ভারতীয় রাজন্যবর্গের সাহায্য

মহামান্য ভারত-সম্রাটের একটি প্রতিমূর্ত্তি (?চু) নিউ দিল্লীতে প্রস্তুত করিবার জন্য ভারতীয় রাজন্যবর্গ সকলেই যথাসাধ্য অর্থ সাহায্য করিয়াছেন। এপর্য্যন্ত মোট সাহায্যের পরিমাণ ১২০৮০১ টাকা হইয়াছে। তন্মধ্যে মাননীয় নিজাম বাহাদুর ১০,০০০৲ কপুর থালার মহারাজা—৫০০০৲ পাতিয়ালার মহারাজা—৪০০০৲ ভূপালের নবাব বাহাদুর—৩০০০৲ ও অন্যান্য সকলেই তালিকায় আছেন। আশা করা যায় ১৯৩৫ সালের শীতকালে এই প্রতিমূর্ত্তিটী প্রতিষ্ঠিত হইবে।

বর্ষায় ক্ষতি

লস এনজেলস হইতে ১লা জানুয়ারীর সংবাদে প্রকাশ, অতিরিক্ত বারিবর্ষণের ফলে চারিদিকে ৫০ মাইল পর্য্যন্ত স্থান সকল, রেল রাস্তা, বৈদ্যুতিক তার ও রাস্তা বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। এবং শত শত ব্যক্তি গৃহহীন হইয়াছে, ও ২খানি ট্রেণ সংঘর্ষণ হওয়ায় বহু ব্যক্তি খুন ও জখম হইয়াছে।

বেকার সমস্যা

গত ১লা জানুয়ারী লণ্ডনের এক সংবাদে প্রকাশ, গত ১৮ই ডিসেম্বর ১৬ হইতে ৬৪ বৎসর পর্য্যন্ত ১০,০০০,০০০ জন বেকার পুরুষ কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছেন। ইহা গত বৎসর অপেক্ষা ৫৬৭,০০০ জন বেশী হইয়াছে।

পুকুরের মধ্যে বোমা ও রিভলভার

সিউড়ি হইতে প্রকাশ, কোন ষড়যন্ত্র-মামলা-সম্পর্কে ধৃত ব্যক্তিদের স্বীকারোক্তির পর সহর হইতে ১ মাইল দূরবর্ত্তী দুর্য্যোধনপুর গ্রামে বড় একটা পুষ্করিণীর জল প্রায় এক মাস চেষ্টার ফলে শুকাইয়া ফেলা হয়। অতঃপর ঐ পুষ্করিণীর কাদার মধ্য হইতে ৬ ঘরা রিভলভার, ৮৪টা টোটা, ১টা বোমা ও ২টা পকেট ঘড়ি পাওয়া গিয়াছে। উক্ত ষড়যন্ত্র মামলা এখানে শীঘ্রই আরম্ভ হইবে।

তাঞ্জোরে ভীষণ ঝড়

তাঞ্জোরে ভীষণ ঝটিকার ফলে যে সব লোক বিপন্ন হইয়াছে, তাহাদের সাহায্যার্থ এক সভা আহূত হইয়াছিল। সভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে স্থানীয় কালেক্টর বলিয়াছেন যে উক্ত ঝড়ে তথায় ১ শত ৪১ জন লোক নিহত হইয়াছে ও ৪ হাজার ৫ শত গবাদি পশু মারা পড়িয়াছে। তাঞ্জোর জিলার শিয়ালি, মায়াবরম প্রভৃতি তালুকের মোট হিসাব এইরূপ।

মধ্যপ্রদেশে বিষম শিলাবৃষ্টি

বেতুলের সংবাদে প্রকাশ, ভীষণ শিলাবৃষ্টির ফলে উহার চতুর্দ্দিকে ৩০ বর্গ মাইল স্থানে বিশেষ ক্ষতি হইয়াছে। ফলে, ঐ স্থানের ক্ষেত্রস্থ ফসল সম্পূর্ণভাবে নষ্ট হইয়াছে।

১৮জনের কারাদণ্ড

করাচী, স্পেশ্যাল ম্যাজিষ্ট্রেটের সমক্ষে ২০ জন লোক দণ্ডবিধির ৪০১ ধারা অনুসারে অভিযুক্ত ছিল। দীর্ঘ ৯ মাস শুনানীর পর এই লোমহর্ষণ ডাকাতির মামলার অবসান হইয়াছে।

ম্যাজিষ্ট্রেট ১৮ জন আসামীকে ২ হইতে ৫ বৎসর পর্য্যন্ত সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন। ২ জনের বিরুদ্ধে অপরাধ সপ্রমাণ না হওয়ায় তাহারা মুক্তি পাইয়াছে।

রেলের আয়

গত ১৬ই ডিসেম্বর যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে, সেই সপ্তাহে ভারতের সকল সরকারী রেলপথে ১ কোটি ১৭ লক্ষ টাকা আয় হইয়াছে। ১লা এপ্রিল হইতে ১৬ই ডিসেম্বর পর্য্যন্ত আয় হইয়াছে ৫৮ কোটি ৪২ লক্ষ। ইহা পূর্ব্ব বৎসরের ঐ সময়ের তুলনায় ১ কোটি ৪ লক্ষ টাকা অধিক।

বিশ্ব-বিশ্রুত শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত

শ্রীচৈতন্য ভাগবত

বিরাট দ্বিতীয়-সংস্করণ

গৌড়ীয়াচার্য্যভাস্কর প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ কর্তৃক গৌড়ীয়ভাষ্য ও বিবৃতিসহ প্রকাশিত। সংস্কৃত শ্লোক সমূহের অন্বয়, অনুবাদ ও ব্যাখ্যা সন্নিবেশিত। প্রতি অধ্যায়ের কথাসার, অধ্যায়-সূচী, শ্লোক-সূচী, পয়ার-সূচী, স্থান সূচী, পাত্র সূচী, ও গ্রন্থকার শ্রীল বৃন্দাবন দাস গোস্বামীর জীবনী প্রভৃতি মহামূল্য-রত্নে অলঙ্কৃত।

ভিক্ষা—সর্ব্বসাধারণের সুবিধার জন্য ১২৲ স্থলে ৬৲ ছয়টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—

১। শ্রীচৈতন্য মঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

২। শ্রীগৌড়ীয় মঠ
পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

শিশুর খাদ্য

আমাদের বার্লী আধুনিক উন্নত বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে প্রস্তুত, শ্রেষ্ঠ ও সুলভ বলিয়া ভারতবর্ষের গৃহে গৃহে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে

পঞ্চাশ বৎসরের প্রতিষ্ঠিত

K. C. BOSE & CO'S
INDIAN BARLEY
CALCUTTA
ESTD 1885
THE FIRST & FOREMOST FIRM IN INDIA
BOSE'S
SUPERIOR
INDIAN BARLEY
1lb net
prepared only of Genuine & Selected Grains
K. C. BOSE & CO
SHAMBAZAR STEAM BISCUIT & BARLEY FACTORY
CALCUTTA

কে সি বসু এণ্ড কোং
শ্যামবাজার স্টীম বিস্কুট এণ্ড বার্লি ফ্যাক্টরী
কলিকাতা।

—ঃ কাশীধাম মিশির পোখরাতে ঃ—

শ্রীগৌড়ীয় মঠের

—সৎশিক্ষা প্রদর্শনী—

অপূর্ব্ব! অত্যাশ্চর্য্য!! প্রাণমাতান!!!

জীবন্ত প্রতিমার ন্যায় শত শত মূর্ত্তিতে সুসজ্জিত বিভিন্ন দৃশ্য—রাবণের সোণার লঙ্কা দাউ দাউ করিয়া জ্বলিতেছে, মৌমাছির দল মধুপানের জন্য ঝাঁকে ঝাঁকে উড়িয়া যাইতেছে, শ্রীকৃষ্ণের অন্তর্দ্ধানে ভাগবত-সূর্য্যের উদয় হইতেছে, যমপুরীতে পাপিগণ নরক-কুণ্ডে পড়িয়া ত্রাহি ত্রাহি আর্ত্তনাদ করিতেছে, ভক্তগণের সঙ্গে শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু সঙ্কীর্ত্তন-লীলা প্রদর্শন করিতেছেন ইত্যাদি আরও কত কি দেখিয়া বিস্মিত ও মুগ্ধ হইবেন।

—ঃ মহিলাগণের বিশেষ বন্দোবস্ত আছে ঃ—

দর্শনের সময়—প্রাতঃ ৮টা হইতে রাত্রি ৮॥০ পর্য্যন্ত

ইউনিয়ন বোর্ডের ফর্ম্ম

ফর্ম্ম সর্ব্বদা বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত থাকে। অর্ডার পাইলে আমরা অতি সত্ত্বর সাইজ রেজেষ্টারী বহির উপরে ইউনিয়ন বোর্ডের নাম ও নম্বর সহ লেবেল ছাপাইয়া আটিয়া সরবরাহ করিয়া থাকি। কতকগুলি ফরমের তালিকা নিম্নে দেওয়া গেল—

আসেসমেণ্ট তালিকা

ইউনিয়ন বোর্ড, বেঞ্চের এবং কোর্টের ব্যবহার্য্য

১ নং ফরম প্রতি শত ১৲ টাকা।

বজেট এষ্টিমেট

২নং ফরম প্রতি খানা ৵০ আনা, প্রতি শত ৪৲ টাকা।

ক্যাস বহি

৩ নং ফরম (আয় ব্যয়ের জমা খরচের বহি) ১০০ পৃষ্ঠার বহি ১৲

আদায়ের রেজেষ্টারী

৪ নং ফরম ১০০ পৃষ্ঠার বহি ১৲ টাকা, ২০০ পৃষ্ঠার বহি ২৲ টাকা।

দৈনিক আদায়ের রেজেষ্টারী

৫ নং ফরম ১০০ পৃষ্ঠার বহি ১৲ টাকা, ২০০ পৃষ্ঠার বহি ২৲ টাকা।

খোঁয়াড় ও খেয়াঘাটের জমার রেজেষ্টারী

৬ নং ফরম প্রতি বহি ১৲ টাকা।

মুৎফরাক্কা রসিদ

৭ নং ফরম প্রতি বহি ॥০ আনা।

অগ্রিম দেওয়া টাকার রেজেষ্টারী

৮ নং ফরম প্রতি বহি ১৲ টাকা।

মাসিক হিসাব নিকাশের রেজেষ্টারী

৯ নং ফরম ১০০ পৃষ্ঠার বহি ১৲ টাকা, ২০০ পৃষ্ঠার বহি ২৲ টাকা।

জমি ও বস্তু সম্পত্তির রেজেষ্টারী প্রতি বহি ১৲ টাকা।

'স ফরম দফাদার বা চৌকীদারের বেতন বিলির রেজেষ্টারী প্রতি বহি ১৲ টাকা।

তি ফরম দফাদার বা চৌকীদারের বেতনের রেজেষ্টারী হাজিরা প্রতি বহি ১৲ টাকা।

নিবেদক—ম্যানেজার, ভাগবত প্রেস, বাগবাজার কৃষ্ণনগর নদীয়া

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

[illegible]য়া-প্রকাশ

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে ॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে ॥

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক
— পারমার্থিক পত্র —
শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশতনয়স্তদ্ধাম-বৃন্দাবনম্,
রম্যা কাচিদুপাসনা ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা ।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং প্রেমা পুমর্থো মহান্,
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং তত্রাদরো নঃ পরঃ ॥

মাধব গৌরাব্দ ৪৪৭, ২৪শে পৌষ বঙ্গাব্দ ১৩৪০, ৮ই জানুয়ারী ইং ১৯৩৪ সোমবার { ২৬০ তম সংখ্যা

জার্ম্মাণীতে তৃতীয় বক্তৃতা

গৌড়ীয়মঠ-প্রচারকের উচ্চ-প্রশংসা

গত ১৫ই ডিসেম্বর (১৯৩৩) পূর্ব্বাহ্নে লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠের প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ কনিগ্‌সবার্গে Dr. Glasenappএর নিকট ভগবত্তত্ত্ব-সম্বন্ধে হরিকথা কীর্ত্তন করেন। বিভিন্ন ব্যক্তির কাল্পনিক ধারণা যে অদ্বয়জ্ঞান ব্রজেন্দ্রনন্দনের স্বরূপ-নির্ণয়ে সম্পূর্ণ অসমর্থ, বিশুদ্ধ-সত্ত্বে আবির্ভূত শ্রীভগবান্ যে একমাত্র শুদ্ধ বৈষ্ণবগণের নিকটই জ্ঞেয়, তাঁহাদের আনুগত্য ব্যতীত যে শ্রীভগবান্‌কে জানিবার আর কোনও উপায় নাই, তাহা স্বামীজী বিশদ্‌ভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তৎপর Dr. Glasenapp মহাশয় স্বামীজীকে তাঁহার সংস্কৃত গ্রন্থসমূহ দেখান এবং বলেন যে, তিনি শীঘ্রই মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেব-সম্বন্ধে একখানা গ্রন্থ লিখিবেন। তিনি যদি স্বামীজীর নিকট হইতে এতদ্বিষয়ে আলোক প্রাপ্ত হইয়া গ্রন্থ প্রণয়ন করেন, তাহা হইলে তদ্দ্বারা অনেক ব্যক্তি উপকৃত হইবেন সন্দেহ নাই।

উক্ত দিবস স্বামীজী রাত্রি ৭·৩০ ঘটিকা পর্য্যন্ত Count ও Countess Klinckowestroem, অধ্যাপক Dr. Noth, অধ্যাপক Dr. Schacht, মনোবিজ্ঞানের অধ্যাপক Dr. Schultze ও তদীয় পত্নী, ভূগোলের অধ্যাপক Dr. Mager ও তাঁহার পত্নী, আরবী-ভাষার অধ্যাপক Mrs Schellwien, Herrn Stadtra Krieger ও তাঁহার পত্নী এবং আরও অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তির নিকট শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা-সম্বন্ধে হরিকথা কীর্ত্তন করিয়াছেন।

স্বামীজী রাত্রি ৭-৩০ ঘটিকার পর কনিগ্‌স-বার্গে বিশ্ববিদ্যালয়ে একটী সুমহতী সভায় বক্তৃতা প্রদান করেন। বক্তৃতার বিষয় ছি[illegible] "Indian Culture and Religion" (ভারতের সাধনা ও ধর্ম্ম)। সভার সভাপ[illegible] ছিলেন অধ্যাপক Dr. Spira। পূর্ব্ব দিব[illegible] অধ্যাপক Dr. Glasenappএর সভাপতি[illegible] এই বিশ্ববিদ্যালয়েই আহূত সভায় স্বামী[illegible] যে বক্তৃতা প্রদান করিয়াছিলেন, তা[illegible] স্বামীজীর ফটো সহ স্থানীয় কাগজে প্রকাশি[illegible] হওয়ায় বিশিষ্ট জনগণ ও ছাত্রমণ্ডলী প্রা[illegible] কালেই স্বামীজীর বিশেষ পরিচয় প্রা[illegible] হইয়াছেন। শিক্ষিত জনগণ সকলে[illegible] স্বামীজীর বাগ্মিতা-পাণ্ডিত্যাদি গুণে বিশে[illegible] রূপে মুগ্ধ হইয়াছেন। সুতরাং সেদিন (১[illegible] ডিসেম্বর, ১৯৩৩) সভা আরম্ভ হইবার [illegible] পূর্ব্বেই সভাগৃহটী বিশিষ্ট শ্রোতৃবৃন্দে পরি[illegible] হইয়াছিল। স্বামীজীর গবেষণাপূর্ণ বক্তৃ[illegible] শ্রবণ করিয়া সকলেই একবাক্যে স্বামীজ[illegible] ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন। শ্রীগুরুপা[illegible] পদ্মের মহিমা সর্ব্বত্রই বিস্তৃত হইতেছে, এতদ্দর্শনে আমরাও স্বামীজীর স[illegible] আনন্দ লাভ করিতেছি।

উক্ত দিবস বাহিরের তাপ ০—২৭ ডি[illegible] ছিল। রাজপথ-সমূহে ২ ফুট বরফ জমি[illegible] ছিল। হ্রদ খেলার মাঠে পরিণত হই[illegible] [illegible]।

গত ১৬ই ডিসেম্বর স্বামীজী অধ্যাপ[illegible] Dr. Spira ও তাঁহার পত্নী, Coun[illegible] Groben, Countess Groben, Herr[illegible] Alfred Von Glasenapp, Marine officer ও তাঁহার পত্নী, Red Cross workএর সভানেত্রী Countess Schlieben, A. E. G. Electric Company[illegible] Herrn Seehring প্রভৃতি বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের নিকট প্রেম-ধর্ম্ম-সম্বন্ধে হরিকথ[illegible] কীর্ত্তন করিয়াছেন। প্রকাশ, Herr[illegible] Alfred Von Glasenapp বিগত ইউরোপ-মহাসমরের সময় জার্ম্মাণীর সাবমেরিন্ সমূহের অধিনায়করূপে বিরুদ্ধপক্ষের ৫৩খান[illegible] যুদ্ধ-জাহাজ বিনষ্ট করিয়াছেন।

Countess Klinckowestroe[illegible] একজন বিদুষী জার্ম্মাণ-মহিলা। তিনি সংস্কৃ[illegible] জানেন, কালিদাস ও ভর্ত্তৃহরি প্রভৃতি লেখ[illegible] গণের কাব্য এবং গীতা ও কয়েকখানি উ[illegible] নিষদ্ পাঠ করিয়াছেন। কনিগ্‌সবার্গ বিশ্ববি[illegible] লয় তাঁহাকে 'পূর্ব্ব প্রুশিয়ার সরস্বতী' উপা[illegible] দান করিয়াছেন। তিনি ইংরাজীও জানেন তাঁহার স্বামী Count Klinckowestroe[illegible] জার্ম্মাণসৈন্যগণের সেনাপতি ছিলেন। তি[illegible] বিগত মহাযুদ্ধের সময়ে রুষগণকে পরাজি[illegible] করিয়াছেন। Count ও Countess Kli[illegible] ckowestroem শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচারবা[illegible] শ্রবণ করিয়া অতিশয় আনন্দিত হন এ[illegible] তাঁহাদের বাসভবন Wandlechken[illegible] প্রচারার্থ শ্রীপাদ বন মহারাজকে নিম[illegible] করেন। এই স্থানটী কনিগ্‌সবার্গ হইতে [illegible] মাইল দূরে অবস্থিত। স্বামীজী তাঁহাদে[illegible] নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়া গত ১৭ই ডিসে[illegible] তথায় গিয়াছিলেন। এই স্থানে তাঁহা[illegible] স্বামীজীকে একটী সুন্দর প্রাসাদ দেখান। এই প্রাসাদটী রুষগণ বিগত মহাযুদ্ধের সময় ধ্বংস করিয়াছিলেন। উহা পুনরায় নির্ম্মিত হইয়াছে। কাউণ্ট মহোদয় ও কাউণ্টেস্ মহোদয়া—উভয়েই ধর্ম্মজীবন যাপন করিতে ইচ্ছুক; তাঁহারা শ্রীল প্রভুপাদের নিকট শ্রীনাম-গ্রহণে আর্ত্তি প্রকাশ করিয়াছেন। স্বামীজী মহারাজ এই স্থানে হরিকথা কীর্ত্তন করিয়া রাত্রি ১২ ঘটিকার সময় কনিগ্‌স-বার্গে ফিরিয়া আসেন। অতিরিক্ত তুষার-পাতের জন্য ট্রেণ পৌঁছিতে ১॥ ঘণ্টা বিলম্ব হইয়াছিল।

Fust (Prince) Otto Von Bismark জার্ম্মাণীর The great Bismark এর পৌত্র। তিনি জার্ম্মাণীর দূতরূপে লণ্ডনে অবস্থান করিতেছেন। এই Prince Bismark, Count Klinckowestroemএর একজন অন্তরঙ্গ বন্ধু। লণ্ডনে প্রত্যাবর্ত্তনের পর প্রিন্স বিস্‌মার্কের নিকট হরিকথা-কীর্ত্তনের নিমিত্ত কাউণ্ট মহোদয় স্বামীজীকে বিশেষরূপে বলিয়া দিয়াছেন।

প্রিন্স বিস্‌মার্কের পত্নী বার্লিনের নিকট-বর্ত্তী স্থানে অবস্থান করেন। জার্ম্মাণীতে তাঁহার বেশ প্রভাব আছে। তিনি Countess Klinckowestroemএর বন্ধু। মাননীয়া কাউণ্টেস্ মহোদয়া যাহাতে স্বামীজীর বার্লিনে প্রত্যাবর্ত্তন সময়ে তাঁহার উক্ত বন্ধুটী স্বামীজীর শ্রীমুখে হরিকথা শ্রবণ করিতে পারেন, তজ্জন্য বিশেষ যত্ন করিতেছেন।

এতদ্ব্যতীত স্বামীজী যে সকল স্থানে বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন তাহা আগামীতে প্রকাশিত হইবে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

৮ মাধব সর্ব্বশিব সঙ্কর্ষণ

বিশ্বাস

[২]

শ্রীমন্মহাপ্রভু সদ্‌গুরুর লক্ষণে বলিয়াছেন—

কিবা বিপ্র কিবা ন্যাসী শূদ্র কেনে নয়।
যেই কৃষ্ণ তত্ত্ববেত্তা সেই গুরু হয়॥

সাধু বা শুদ্ধভক্তে বিশ্বাসস্থাপন না করিলে ভগবান্‌কে লাভ করা যাইবে না, কারণ ভগবান্ ভক্তেরই ধন এবং ভক্তিরই অধীন। শুদ্ধভক্তের সেবা করা ও তাঁহার উপদেশ-অনুসারে চলাই ভগবান্‌কে পাবার একমাত্র উপায়। যথা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে—

ভক্তপদধূলি আর ভক্তপদজল।
ভক্তভুক্ত-শেষ এই তিন সাধনের বল॥
এই তিন সেবা হ'তে কৃষ্ণ-প্রেমা হয়।
পুনঃ পুনঃ সর্ব্বশাস্ত্রে ফুকারিয়া কয়॥
তাতে বার বার কহি শুন ভক্তগণ।
বিশ্বাস করিয়া কর এ তিন সেবন॥

শ্রীকৃষ্ণে অনন্যশরণত্বই সাধু বা শুদ্ধভক্তের লক্ষণ। ইহাকেই উত্তমা ভক্তি কহা যায়।

শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে উপদিষ্ট হইয়াছে—

অন্যাভিলাষিতাশূন্যং জ্ঞানকর্ম্মাদ্যনাবৃতম্।
আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা॥

কৃষ্ণের প্রীতির নিমিত্ত অনুকূল অনুশীলনকে উত্তমা ভক্তি কহে। তবে এই অনুশীলন জ্ঞান ও কর্ম্মাদিদ্বারা অনাবৃত এবং অন্য বস্তুর প্রতি স্পৃহাশূন্য হওয়া আবশ্যক।

আজকাল অনেকে সাধু বা ভক্ত চিনিতে না পারিয়া আউল, বাউল, কর্ত্তাভজা, নেড়া, দরবেশ, সাঁই, সখীভেকী, গৌরাঙ্গনাগরী প্রভৃতি অসৎ-সম্প্রদায়ভুক্ত অভক্তের সঙ্গে মিশিয়া তাহাদের কুশিক্ষার উপর বিশ্বাস করিয়া কুপথে চলিয়া যাইতেছে। এই সকল অভক্তের কথায় বিশ্বাস করার নামই অন্ধ-বিশ্বাস। যে-শাস্ত্রে ভাগবতধর্ম্মের বর্ণনা আছে এবং যে শাস্ত্র আলোচনা করিলে জড়াসক্তি পরিত্যাগ পূর্ব্বক তত্ত্বজ্ঞান লাভ করতঃ মানবগণ ভগবানের শ্রীচরণারবিন্দ লাভ করিয়া চিরশান্তি লাভ করে তাহাই সৎ-শাস্ত্র। যথা—শ্রীমদ্ভাগবত, ব্রহ্মসূত্রের ও উপনিষদের বৈষ্ণবভাষ্য শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, শ্রীভগবদ্গীতা, শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু, শ্রীচৈতন্যভাগবত ইত্যাদি।

যাঁহার চক্ষুষ্মান্ বিশ্বাস জন্মিয়াছে, তিনি নাম-নামী অভেদ দেখেন এবং তাঁহার শাস্ত্রবাক্যে অটল বিশ্বাস। এই বিশ্বাসের একটী দৃষ্টান্ত নিম্নে প্রদত্ত হইল।

কোনও স্থানে একটী শুদ্ধভক্ত পাঠক (ভাড়াটিয়া নহে) শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থখানি প্রতিদিন বৈকালে পাঠ করিতেন। নিকটবর্ত্তী গ্রামসমূহ হইতে বহু শ্রোতা হরিকথা-শ্রবণ-মানসে তথায় আগমন করিত। এক দিবস পাঠক মহাশয় নামের মাহাত্ম্য বিস্তৃতভাবে বর্ণন করিতে আরম্ভ করিলে সূর্য্যদেব পশ্চিমাকাশে গমন করিল এবং নিশাপতি দেখা দিল। তাহার কিয়ৎক্ষণ পরে পাঠক ঠাকুর সে দিনের মত পাঠ বন্ধ রাখিলেন।

একজন বৃদ্ধা প্রত্যহ সেখানে হরিকথা শ্রবণ করিতে আসিত। ফিরিয়া যাইবার সময় দেখিল নদীতে বন্যা হইয়াছে। পারে যাইবার কোনও উপায় নাই। পাটনী নৌকা লইয়া চলিয়া গিয়াছে। বৃদ্ধা কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া শেষে ভাবিল—নামের গুণে গহন বনে মৃতভরু মুঞ্জরিত হয়, পাষাণ গলিয়া যায় ত্রেতা-যুগে রামনামে পাষাণ জলে ভাসিয়াছিল এবং কপিপতি ভক্তরাজ হনুমান কেবল নামেরই মহিমায় সমুদ্রের পরপারে যাইতেন। তবে আমিও রামনাম উচ্চারণ করিয়া এই সামান্য নদী পার হইয়া যাইতে পারিব না কি? অবশ্যই পারিব। আমি ত পাষাণ অপেক্ষা অতিশয় লঘু। এই ভাবিয়া সেই বৃদ্ধা "জয় রাম শ্রীরাম" বলিতে বলিতে জলে নামিল এবং জলের উপর হাঁটিয়া অনায়াসে নদী পার হইয়া গেল। তাহার একটুও কাপড় ভিজিল না।

সে পরপারে পৌছিল, আর একটী লোক পূর্ব্বপারে উপস্থিত হইল এবং পারের নৌকা নাই দেখিয়া বৃদ্ধাকে জিজ্ঞাসা করিল—হাঁ বাছা! তুমি কি প্রকারে পার হইলে? বৃদ্ধা বলিল তুমি কোথা হইতে আসিতেছ? সে বলিল—ভাগবত শুনিতে গিয়াছিলাম, তথা হইতে আসিতেছি। বৃদ্ধা কহিল তবে পারের জন্য চিন্তা করিতেছ কেন? তথায় ত' নামের মাহাত্ম্য শুনিয়া এলে। নামের বলে পার হ'য়ে এস না? আমিও নামের বলেই পার হ'য়ে এসেছি। বৃদ্ধার কথা শুনিয়া লোকটা ভগবানের নাম উচ্চারণ করিতে করিতে নদীর জলে নামিল এবং যত অধিক জলে নামিতে লাগিল তত কাপড় গুটাইতে লাগিল। এইরূপে ক্রমশঃ যখন আরও অধিক জলে নামিল সে তখন বৃদ্ধাকে সম্বোধন করিয়া বলিল—"ও মাগি! নামের গুণে পার হইতে পারছি কৈ? ক্রমশঃ যে ডুবন জলে পড়িলাম।

বৃদ্ধা বলিল - বাপু! আমি দেখ্‌ছি তুমি ভগবানের নামও করিতেছ এবং কাপড়ও তুলিতেছ। আমি কেবল নামই উচ্চারণ করিয়াছিলাম, কাপড় তুলি নাই। তাহাতেই পার হ'য়ে এসেছি, আমার কাপড়ও ভিজে নাই। ভগবানে বিশ্বাস করিতে পারিলে এ সামান্য নদী কি, দুস্তর ভবসাগরও অনায়াসে পার হ'তে পারা যায়। সুদৃঢ় বিশ্বাসকেই শ্রদ্ধা বলে, সেই শ্রদ্ধা পুষ্ট হইলে নামাপরাধ দূর হয়, তখন অপ্রাকৃত নাম জিহ্বায় নৃত্য করেন তখনই নামীর উদয়। অহং কর্ত্তারূপে ভোগের ধারণা লইয়া ওরূপ আধা বিশ্বাস কল্লে—(নামও বলিব এবং কাপড়ও তুলিব এরূপ করিলে) নামাপরাধ থাকে, নামের উদয় হয় না, তাই গোষ্পদেও ডুবে মর্ত্তে হয়। এই বলিয়া বৃদ্ধা চলিয়া গেল, লোকটা অতল জলে হাবুডুবু খাইতে লাগিল।

বৃদ্ধার এই উপদেশ গ্রহণ করা আমাদের সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। যদি কাহারও এই দুস্তর ভবসাগর উত্তীর্ণ হইবার অভিলাষ থাকে তবে আসুন, দৃঢ় বিশ্বাসের সহিত অনবরত হরিনাম করিতে থাকি, কারণ অভিন্ন-ব্রজেন্দ্রনন্দন গৌরসুন্দর স্বয়ং কলিহত জীবকুলের উদ্ধারের নিমিত্ত নিজ ভক্তগণকে উপদেশ দিয়া বলিয়াছিলেন—একমাত্র শ্রীহরির নাম হইতেই সর্ব্বসিদ্ধি হইবে।

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥
প্রভু কহে কহিলাম এই মহামন্ত্র।
ইহা জপ গিয়া সবে করিয়া নির্ব্বন্ধ॥
ইহা হইতে সর্ব্বসিদ্ধি হইবে সবার।
সর্ব্বক্ষণ বল ইথে বিধি নাহি আর॥
কি ভোজনে কি শয়নে কিবা জাগরণে।
অহর্নিশ চিন্ত কৃষ্ণ বলহ বদনে॥

অতএব শ্রীমন্মহাপ্রভুর আদেশানুসারে আমরা যদি অবিরত শ্রীনাম উচ্চারণ করি তবে শ্রীনামের গুণে আমরা অনায়াসে এই ভবসমুদ্র পার হইয়া যাইব। ভগবানের শ্রীচরণে আত্ম-সমর্পণ করিলে তিনিই আমাদিগকে পারে লইয়া যাইবেন। আমাদিগকে নিজস্ব জানিয়া তিনি অবশ্যই মায়া-কবল হইতে রক্ষা করিবেন। এই ঘোর সংসার-সাগরে আর হাবুডুবু খাইতে হ'বে না। এ অতল জল হইতে উদ্ধার করিয়া লইবেন। কিন্তু যদি তাঁহার চরণে আত্ম-সমর্পণ না করিয়া 'হরি' বলি আর কাপড় তুলি অর্থাৎ মুখে 'হরি' বলিয়া মনোধর্ম্মের দ্বারা পরিচালিত হইয়া প্রত্যেক কাজে আপন পুরুষত্ব প্রকাশ করিতে যাই তাহা হইলে আমাদের কিছুতেই নিস্তার নাই; অভিমান পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার উপর নির্ভর না করিলে এবং তাঁহার উপর দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করিতে না পারিলে তিনি আমাদের দিকে চাহিবেন কেন? প্রহ্লাদ অটল বিশ্বাস করিতে পারিয়াছিলেন বলিয়াই ভগবান্ তাঁহাকে পদে পদে রক্ষা করিয়াছিলেন। অনলে, হস্তিপদতলে, অস্ত্রাঘাতে, গিরিপাত, সর্পদংশন, বিষান্ন-ভোজন, সাগর-জলে, কিছুতেই তিনি ব্যাকুল হয়েন নাই এবং কিছুতেই আত্মরক্ষার চেষ্টাও পান নাই, কেবল সর্ব্বভয়হারী হরিতেই দৃঢ় বিশ্বাস রাখিয়াছিলেন। তাই ভগবান্‌ও তাঁহাকে উপেক্ষা করিতে পারেন নাই, তাঁহার সঙ্গ ছাড়িতে সমর্থ হন নাই এবং তাঁহাকে উদ্ধার না করিয়া থাকিতেও পারেন নাই।

হায়! সে-বিশ্বাস আমরা কোথায় পাইব। হে ভগবন্, আমরা তোমার নিত্যদাস, তুমি আমাদের নিত্য প্রভু। আমরা বিষয়-বিষে বিমুগ্ধ বিদ্যাবুদ্ধিবিহীন, এই বিশাল বিষম ভবার্ণবে পড়িয়া বিপন্ন। তুমি বিশেষ দয়া-প্রকাশে সে-বিশ্বাস বিতরণ করিয়া এই অকৃতি অধম নিজ কিঙ্করগণকে ভবসাগর হইতে উদ্ধার কর।

প্রশ্নোত্তর

[কটক র‍্যাভেন্সা কলেজের প্রবীণ অধ্যাপক মহামহোপদেশক শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল এম্-এ, ভক্তিশাস্ত্রী, ভক্তিসুধাকর প্রভু গৌড়ীয়মঠে অক্সফোর্ড মিশনের পাদ্রীদ্বয়ের সহিত যাহা আলোচনা করেন, তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে লিপিবদ্ধ হইল]

অধ্যাপক সান্যাল—জগতের সাধারণ জনগণ প্রেম-শব্দে যাহা বুঝিয়া থাকেন ভগবৎ-প্রেম শব্দের অর্থ তাহা নহে 'প্রেমে'র সংজ্ঞা সর্ব্বপ্রথমে আমাদের জানা আবশ্যক। জীবের পক্ষে কর্ত্তৃত্ব করা প্রেম নহে। আমরা শরীর বা মন নহি। জীবাত্মা প্রভু নহেন। প্রভু-রূপে আমরা অপরের মঙ্গল সাধন করিতে পারি না। কর্ত্তৃত্ব করিবার স্পৃহা দ্বারা আমরা ভগবানের আসন গ্রহণ করিয়া থাকি, তাহাতে অপরকে ভালবাসা যায় না; পক্ষান্তরে ভগবানের ও জীবগণের প্রতি মৎসরতা প্রকাশ করা হয়।

এই স্থলে পাদ্রীদ্বয় জিজ্ঞাসা করেন—আপনাদের মতে প্রেমের স্বরূপ কি? ঈশ্বর যে প্রেমময় তাহার প্রমাণই বা কি? এই প্রশ্নদ্বয়ের উত্তরে অধ্যাপক মহোদয় বলিয়াছেন—'সাধারণতঃ আমরা যাহাকে 'প্রেম' বা ভালবাসা বলিয়া থাকি আমাদের শাস্ত্র তাহাকে 'মৎসরতা' বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এই জগতে 'প্রেম' শব্দ দ্বারা, যদ্দ্বারা

কৃষ্ণনাম ভজ জীব আর সব মিছে। পলাইতে পথ নাই যম আছে পিছে॥

অপরের উপকার করা যায় আমরা তাহাকেই বুঝিয়া থাকি। আমরা প্রভু হিসাবে অপরের শারীরিক ও মানসিক সুবিধা করিবার চেষ্টা করি। কিন্তু শরীর ও মন আত্মার সেব্য নহে। শরীর ও মনের কর্ত্তব্য—আত্মার সেবা করা। ভগবান্ এবং যাবতীয় আত্মার সেবনই আত্মার একমাত্র ধর্ম্ম। আমরা ইহ জগতে যে-সকল কার্য্য করিয়া থাকি, তাহাতে ভগবানের সেবা হয় না। এই সকল কার্য্যে আমরা নিজেই প্রভু সাজি, সুতরাং ইহাতে ভগবানের স্থান নাই। যখন আমরা ভগবানের দাস্যে নিযুক্ত হই কেবল তখনই আমরা প্রকৃত দেখিতে পাই যে, ভগবানই সকল কার্য্যের একমাত্র কর্ত্তা। আমরা চেতন জাতীয় বস্তু। শ্রীভগবান্ একমাত্র জ্ঞাতা এবং জীবগণ চেতনবিশিষ্ট জ্ঞেয়পদার্থ। যখন আমরা ভগবানের বিরুদ্ধে অভিযান করিতে উদ্যত হই তখন আমরা শারীরিক ও মানসিক ধর্ম্মের বহুমানন করিয়া জগতের ভোক্তা সাজি। এইরূপ অবস্থায় আমাদের জ্ঞান শারীরিক ও মানসিক চেষ্টা-জাত আপেক্ষিক প্রতীতি-মাত্র। বিশুদ্ধ আত্ম-জ্ঞান তথাকথিত শারীরিক ও মানসিক জ্ঞান হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্। মুক্ত আত্ম-ভূমিকায় শ্রীভগবান্ একমাত্র জ্ঞাতা এবং অপর সকলেই জ্ঞেয়, চেতন-বস্তু। অচিৎ-বস্তু সাক্ষাৎভাবে ভগবানের জ্ঞেয় হইবার যোগ্য নহে।

পাত্রীদ্বয়—আপনি যেন একটী শিশুর নিকট বলিতেছেন, অনুগ্রহপূর্ব্বক এইরূপ সরলভাষায় বিষয়গুলি বর্ণন করুন। দার্শনিক পরিভাষা আমরা বুঝিতে পারি তথাপি আমরা সাধারণভাবে বিষয়টী শুনিতে ইচ্ছা করি।

অধ্যাপক সান্যাল—আমাদের অনুষ্ঠানের বিষয় কিঞ্চিৎ আপনাদিগকে নিবেদন করিতেছি। আমরা কেবল নিজের চেষ্টায় ভগবান্‌কে জানিতে পারি না। শাস্ত্র হইতে ভগবানের সংবাদ জানিতে পারি। কিন্তু নিজের বুদ্ধির সাহায্যে শাস্ত্র-পাঠ দ্বারা ভগবান্‌কে জানা যায় না। শ্রীগুরু-পাদপদ্ম-আশ্রয় পূর্ব্বক তাঁহার নিকট শাস্ত্র-অধ্যয়ন দ্বারা ভগবান্‌কে জানিতে পারা যায়। সৌভাগ্য উদিত হইলে নিতান্ত শিশুও শ্রীগুরূপদেশ বুঝিতে পারে। কারণ শ্রীগুরুপাদপদ্ম চেতন-বাণী কীর্ত্তন করেন এবং আত্মা তাহা শ্রবণ করেন। আত্মা শিশু নহেন।

পাত্রীদ্বয়—গুরু কাহাকে বলেন?

অধ্যাপক সান্যাল—ভগবান্‌ই গুরু। ভগবান্ শিক্ষকরূপে গুরু। ভগবান্‌কে প্রভুরূপে কি প্রকারে সেবা করিতে হয় ভগবান্ শিক্ষকরূপে, গুরুরূপে, তাহা শিক্ষা দেন। সুতরাং গুরু-ভগবান্ ও প্রভু-ভগবানের মধ্যে বৈশিষ্ট্য আছে। ভগবান্ শক্তিমত্তত্ত্ব। ভগবানের সেবা শক্তির কার্য্য। শক্তি ও শক্তিমান্ এক নহেন। নিত্যসিদ্ধ ভগবৎ-পার্ষদগণ (Angels) শ্রীভগবানের প্রতিনিধি। তাঁহারা ভগবচ্ছক্তিতত্ত্ব; বহির্ম্মুখ-জীব ভগবানের তটস্থা শক্তির অণু বিভিন্নাংশ। তাঁহারা স্বরূপে ভগবৎপার্ষদ্-গণের সেবাও করিতে পারেন, আবার নিজে প্রভু সাজিবার দুর্ব্বুদ্ধিও গ্রহণ করিতে পারেন। কিন্তু ভগবৎপার্ষদগণ কখনও প্রভু সাজিতে ইচ্ছা করেন না। ভগবানের সেবকগণের মধ্যে বিভিন্ন স্তর আছে। ভগবৎপার্ষদগণ পাঞ্চভৌতিক দেহ ধারণ না করিয়াই জগতে অবতীর্ণ হন। মানবগণকে ভগবৎসেবায় নিযুক্ত করিবার জন্য শিক্ষক-ভগবানের প্রতিনিধি-রূপে তাঁহারা প্রপঞ্চে আগমন করেন। যাঁহারা প্রকৃষ্টরূপে ভগবানের সেবা করেন, তাঁহারাও ভগবানের প্রতিনিধি সুতরাং তাঁহারাও আমাদের গুরুবর্গ। একমাত্র গুরু-সেবাদ্বারাই আমরা ভগবানের ও যাবতীয় জীববৃন্দের সেবার অধিকার লাভ করিতে পারি। একমাত্র এই পন্থা-অবলম্বন দ্বারা আমরা প্রভু ভগবানের সেবক হইতে পারি।

পাত্রীদ্বয়—যদি ভগবান্ পাঞ্চভৌতিক দেহ ধারণ না করেন, তাহা হইলে তিনি আমাদের সুখ-দুঃখ অনুভব করিবেন কি-প্রকারে, আর আমরাই বা কিরূপে তাঁহার সংস্পর্শে যাইব?

অধ্যাপক সান্যাল—এই জগতের বস্তুর ন্যায় প্রতিভাত হইয়া আমাদের দৃষ্টির গোচরীভূত হইবার ক্ষমতা শ্রীভগবানের আছে। সুতরাং আমরা অনায়াসে ভগবানের অবতারের নিকট যাইতে পারি। কিন্তু এই অবতরণ লীলার জন্য তাঁহাকে রক্তমাংসের শরীর ধারণ করিতে হয় না। তিনি কখনও জড়ে আবদ্ধ নহেন। ঈশ্বর-সেবায় বিমুখতাই আমাদের যাবতীয় ক্লেশের একমাত্র কারণ। যখন আমরা প্রভু সাজিবার জন্য ব্যস্ত হই, তখনই শ্রীভগবান্ আমাদিগকে তজ্জন্যই স্থূল-সূক্ষ্ম শরীরদ্বয় প্রদান করিয়া থাকেন। কিন্তু আমরা যদি ভগবানের সেবা করিতে ইচ্ছা করি, তাহা হইলে পাঞ্চভৌতিক দেহে অবস্থান-কালেও কোনও প্রকার দুঃখ-শোকাদি দ্বারা আমরা অভিভূত হই না। শ্রীভগবান্ বিভুচিৎ-বস্তু। তাঁহার শুদ্ধ-সেবক সকলই মঙ্গলময় দর্শন করেন। শ্রীভগবত্তনু অবতারকালে সাধারণ দৃষ্টিতে পাঞ্চভৌতিক-রূপে প্রতীত হইলেও বস্তুতঃ সর্ব্বদা সর্ব্বাবস্থায়ই সচ্চিদানন্দময় বিগ্রহ।

পাত্রীদ্বয়—যীশুর হস্ত যখন লৌহ-শলাকাদ্বারা বিদ্ধ করা হইয়াছিল, তখন কি তাঁহার রক্তপাত হয় নাই এবং তিনি ক্লেশ অনুভব করেন নাই?

অধ্যাপক সান্যাল—আমি আমাদের শাস্ত্রের অনুরূপ একটী দৃষ্টান্ত দ্বারা এই বিষয়টী আলোচনা করিতেছি। ঠাকুর হরিদাস নিত্যসিদ্ধ ভগবৎপার্ষদ (Angel of God) তিনি মুসলমানকুলে আবির্ভাব-লীলা প্রকাশ করিয়া পরে কৃষ্ণের উপাসনা-ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। এইজন্য মুসলমান-বিচারক বাইশ বাজারে বেত্রাঘাতদ্বারা শ্রীহরিদাসের প্রাণদণ্ডের আদেশ করিয়াছিলেন। তাঁহাকে খুব নিষ্ঠুরভাবে বেত্রাঘাত করা হইল। তাঁহার শরীর ক্ষত-বিক্ষত হইল, ক্ষত হইতে প্রচুর রক্তপাত হইয়াছিল। কিন্তু তাঁহার মৃত্যু হইল না। তদ্দর্শনে ঘাতকদের বড়ই ভয় হইল। তাহারা ভাবিল—কাজী নিশ্চয়ই তাহাদের প্রাণ লইবেন, কারণ তিনি মনে করিবেন—তাহারা হরিদাসকে যথেষ্ট প্রহার করে নাই। তাহারা তখন দুঃখিত-চিত্তে নিজেদের ভয়ের কারণ ঠাকুরের নিকট নিবেদন করিল। ঠাকুর তাহাদের প্রতি দয়া প্রকাশ করিয়া বলিলেন তোমাদের ভয় নাই, আমি এইবার তোমাদের সম্মুখেই মরিতেছি। তিনি তখনই মৃত্যুর অভিনয় করিলেন। মুসলমান-শাসনকর্ত্তার নিকট সংবাদ গেলে তিনি আসিয়া দেখিলেন—ঠাকুরের প্রাণবায়ু বহির্গত হইয়াছে। কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই ঠাকুর সহাস্য-বদনে উঠিয়া বসিলেন এবং মুলুকপতির সম্মতিক্রমে স্বীয় ভজন-স্থলীতে যাইয়া ভজন করিতে লাগিলেন। ভগবানের দূতগণ এই জগতে আসিয়া রক্তমাংসের শরীর ধারণপূর্ব্বক কোনও প্রকার দুঃখ-কষ্ট ভোগ করেন না। তবে তাঁহারা যে ক্লেশ-প্রাপ্তির লীলাভিনয় করেন, তাহা কেবল আমাদিগকে সর্ব্বাবস্থায় ভগবদ্ভজন-শিক্ষা-প্রদানের জন্য।

পাত্রীদ্বয়—খৃষ্টধর্ম্মকে শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম বলিয়া স্বীকার করিতে বাধা কি?

অধ্যাপক সান্যাল—ভগবান্ সর্ব্বদাই মানুষ হইতে পৃথক্। তাঁহাকে মানুষ-জ্ঞান করা হইবে কেন? শক্তি ও শক্তিমদ্বিগ্রহের মধ্যে নিত্য বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান। যখন শ্রীভগবান্ শিক্ষকের লীলাদ্বারা নিজের সেবা নিজেই প্রকাশ করেন তখনও তিনি বস্তুতঃ সেবক বা শক্তিতত্ত্ব জাতীয় নহেন। তিনি নিত্য শক্তিমদ্বিগ্রহ ও সর্ব্বশক্তির একমাত্র সেব্য। আমরা শাস্ত্রে দেখিতে পাই যে, ভগবান্ কখনই তাঁহার স্বরূপশক্তির সহিত সম্পূর্ণ এক তত্ত্ব নহেন। সুতরাং তাঁহাকে তটস্থশক্তির বহির্ম্মুখ অণু-বিভিন্নাংশের সহিত এক মনে করা অত্যন্ত কুসিদ্ধান্ত সন্দেহ নাই। ভগবান্ নিজের প্রতিদ্বন্দ্বী এরূপ ধারণাও নিতান্ত হেয় ও অসঙ্গত। যখন ভগবানের প্রতি অসূয়াবিশিষ্ট অণুচিৎ বদ্ধজীবও ভগবানের প্রতি বৈরীভাব পরিত্যাগ করিবামাত্র রক্তমাংসের শরীর-বিশিষ্ট থাকাকালেও কোনরূপ দুঃখের দ্বারা অভিভূত হইতে পারে না তখন ভগবান্ কেন কোন অবস্থাতেই ক্লেশ ভোগ করিবেন ইহা আমরা বুঝিতে পারি না। ভগবানের স্বরূপে কোনরূপ ক্লেশ কিংবা হেয়ত্বের সম্ভাবনা আরোপ করা নিতান্ত অযুক্তিকর।

সরস্বতী-জয়শ্রী

সেবার অপূর্ব্ব সুযোগ!! সেবার অপূর্ব্ব সুযোগ!!

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের জীবনচরিত

আগামী ২১শে মাঘ (১৩৪০), ৪ঠা ফেব্রুয়ারী (১৯৩৪) রবিবার শ্রীশ্রীব্যাসপূজা-বাসরে শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণবসম্প্রদায়ৈক-সংরক্ষক ও শ্রীগৌড়ীয়-মঠের মূল মহাপুরুষ প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের ভুবনমঙ্গল জীবনচরিত—"সরস্বতী-জয়শ্রী" প্রকাশিত হইবেন। এই গ্রন্থরাজে বিবিধ চিত্র, মানচিত্র ও হস্তাক্ষর-সম্বলিত পরমশিক্ষাপ্রদ বিষয় সন্নিবেশিত থাকিবে। গ্রন্থের কলেবর রয়্যাল আটপেজী সাইজের ন্যূনাধিক পাঁচশত পৃষ্ঠা হইবে। এতদ্ব্যতীত শ্রীব্যাস-পূজার সময় শ্রীল প্রভুপাদের অতিমর্ত্ত্য চরিত্র, শিক্ষা ও আচার-প্রচার-বৈশিষ্ট্য সর্ব্বসাধারণের বোধগম্য করিবার নিমিত্ত কলিকাতা-শ্রীগৌড়ীয়মঠে একটি মিউজিয়াম বা প্রদর্শনী উন্মুক্ত হইবে।

শুদ্ধভক্তি গ্রন্থমালা নদীয়া

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। ভাষ্যসহ বিরাট্ শ্রীচৈতন্যভাগবত ৬৲
২। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২৮৲
একাদশ স্কন্ধ হইতে প্রতিখণ্ড ১৷৴০
৩। ভাষ্যদ্বয়সহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (৪র্থ সংস্করণ) ৬৲
৪। ভক্তিবিবেককুসুমাঞ্জলি (বাঁধা) ১৲
৫। গৌড়ীয় গৌরব ১৷৴০
৬। গৌড়ীয়-সাহিত্য ১৷৴০
৭। ভজনরহস্য ৷০
শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা)
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৯। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ)
ঐ (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
১০। গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি টীকাসহ)
ঐ (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
১১। গীতার কেবল মাধ্ব-ভাষ্য ৷০
১২। যুক্তিমল্লিকা গুণসৌরভঃ সানুবাদ (মাধ্ব) ২৲
১৩। বেদান্ততত্ত্বসার সানুবাদ (রামানুজীয়) ৷০
১৪। জৈবধর্ম্ম ২৲
১৫। শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৬। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১৭। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ৷৴০
ঐ (বাঁধা) ৸০
১৮। দ্বীপ-দিগ্দর্শন ৴০
১৯। সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ) ১৷৴০
২০। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ৷০
ঐ (আবাঁধা) ১৷৴০
২১ নবদ্বীপধাম গ্রন্থমালা ৸০
২২। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৴০
২৩। গীতমালা ৴১০
২৪। নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য ৶০
২৫। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶০
২৬। নবদ্বীপ পঞ্জিকা (৪৪৭ গৌরাব্দ) ৴০
২৭। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
২৮। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা-দর্পণ ।০
২৯। শরণাগতি ৴০
৩০। গীতাবলী ৴০
৩১। চিত্রে নবদ্বীপ ৷০
৩২। সাধনকণ
৩৩। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৴০
৩৪। নবদ্বীপশতক ৴০
৩৫। অথপঞ্চক ৴০
৩৬। সদাচারস্মৃতিঃ ৴০
৩৭। কল্যাণকল্পতরু (৫ম সংস্করণ) ৴১০
৩৮। অর্চ্চনকণ ৴১০
৩৯। সাধককণ্ঠমালা (বাঁধা) ।০
ঐ (আবাঁধা) ।৴০
৪০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (প্রথম চারিখণ্ড) ৩৲
৪১। ব্রহ্মসংহিতা ।০
৪২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৪৩। মণিমঞ্জরী সানুবাদ ।০
৪৪। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৪৫। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ।০
৪৬। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৪৭। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
৪৮। গৌড়ীয়মঠ কি করেন? ৴০
৪৯। ঈশোপনিষৎ (বলদেব ও মাধ্ব-ভাষ্য এবং বিবৃতি ও অনুবাদসহ) ।০
৫০। শ্রীভুবনেশ্বর ৶০
৫১। সিদ্ধান্তদর্পণ ৴০
৫২। সাংখ্যবাণী ৴০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৫৩। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী-দিগ্বিজয়ঃ ৷০
৫৪। সটীক-শিক্ষাদশমূলম্ ।০
৫৫। তত্ত্ব-সূত্রম্ ।০
৫৬। সানুবাদ-শিক্ষাষ্টকম্ ৶০
৫৭। গৌড়ীয়মঠস্য পরিচয়ঃ ৴০
৫৮। সারাংশবর্ণনম্ ৶০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৫৯। রায় রামানন্দ ।০
৬০। নামভজন ।০
৬১। রিলেটিভ্ ওয়ার্ল্ড্স্ ১৷৴০
৬২। লাইফ্ য়্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।০
৬৩। বৈষ্ণবীজম্ ।
৬৪। হোয়াট্ গৌড়ীয়মঠ ইজ্ ডুইং ৴
৬৫। দি ভাগবত ।
৬৬। ইরোটিক্ প্রিন্সিপ্ল্ য়্যাণ্ড আনেলয়েড্ ডিভোসন ।০
৬৭। ব্রহ্ম-সংহিতা ২৷০
৬৮। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (ভলুম ওয়ান) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৬৯। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ৷০
৭০। সাধন পথ ।০
৭১। কল্যাণ-কল্পতরু ৴১০
৭২। গীতাবলী ৴০
৭৩। শরণাগতি ৴০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৭৪। শরণাগতি

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

১। শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম-মায়াপুর, নদীয়া
২। শ্রীযোগপীঠ ঐ
৩। শ্রীবাস-অঙ্গন ঐ
৪। অদ্বৈত-ভবন ঐ
৫। কাজীর সমাধি-পাট ঐ
৬। স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ, নদীয়া।
৭। শ্রীভাগবত আসন কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
৮। শ্রীএকায়ন মঠ গোবিন্দপুর, হাঁসখালী
৯। দ্বাদশগোপাল পাট—পোঃ চাকদহ,
১০। শ্রীগৌর গদাধরমঠ—চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড়, বৰ্দ্ধমান
১১। শ্রীমোদদ্রুমছত্র মাউগাছি, বৰ্দ্ধমান
১২। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম, আমলাযোড়া, পোঃ রাজবাধ বৰ্দ্ধমান
১৩। শ্রীগৌড়ীয়মঠ বাগবাজার, কলিকাতা
১৪। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাজু, হাওড়া,
১৫। শ্রীমাধব-গৌড়ীয়মঠ, ৯০নং নবাবপুর রোড্, ঢাকা
১৬। শ্রীগোপালজী মঠ কমলাপুর, ঢাকা।
১৭। শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ পোঃ বালিয়াটী,
১৮। শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয়মঠ ময়মনসিংহ।
১৯। শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ চিরুলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর
২০। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম গোয়ালপাড়া, আসাম
২১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ রায়পেট্টা, মাদ্রাজ।
২২। শ্রীরামানন্দগৌড়ীয় মঠ কব্বুর, জিঃ পশ্চিম গোদাবরী
২৩। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ উড়িয়াবাজার, পোঃ বক্সীবাজার, কটক।
২৪। শ্রীত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয় মঠ ভুবনেশ্বর।
২৫। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ স্বর্গদ্বার, পুরী।
২৬। শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ আলালনাথ পোঃ ব্রহ্মগিরি, পুরী।
২৭। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ ডুমুরকুণ্ডা, পোঃ চিরকুণ্ডা, মানভূম।
২৮। শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ—কাশী।
২৯। শ্রীরূপগৌড়ীয় মঠ—এলাহাবাদ।
৩০। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ পুরাণবাজার, সরকার ঠাকুরের কুঞ্জ, বৃন্দাবন
৩১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, নিউদিল্লী
৩২। শ্রীপরমহংসমঠ—নৈমিষারণ্য,
৩৩। শ্রীসারস্বত গৌড়ীয় মঠ—হরিদ্বার।
৩৪। শ্রীব্যাসগৌড়ীয়মঠ—কুরুক্ষেত্র, পঞ্জাব
৩৫। শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাবুলনাথ রোড, পোঃ গ্র্যাণ্ট রোড, বোম্বে।
৩৬। লণ্ডন গৌড়ীয়মঠ, ৩নং গ্লষ্টার হাউস, কর্ণওয়াল গার্ডেন্স, লণ্ডন। (এস্, ডবলিউ—৭)।
৩৭। অমৃষি গৌড়ীয়মঠ—মেদিনীপুর
৩৮। সরভোগ গৌড়ীয় মঠ—সরভোগ, কামরূপ, আসাম,

শুদ্ধভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীলভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী মাসিক। শ্রীধাম-মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৷০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দি ভাষায় একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ সম্পাদিত ও নৈমিষারণ্য শ্রীপরমহংস মঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ১৷০ দেড় টাকা মাত্র।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ দেড় টাকা মাত্র।

৫। কীর্ত্তন—মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ নিমানন্দ সেবাতীর্থ বি-এজি, বি-টি সম্পাদিত। আসাম গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম হইতে প্রকাশিত আসামী ভাষায় মাসিক। ভিক্ষা সডাক ১৷০ দেড় টাকা মাত্র

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ প্রণীত সমগ্র গ্রন্থ

গ্রন্থের মূল বোল্ড অক্ষরে এবং তন্নিম্নে বর্ত্তমান যুগে শুদ্ধভক্তিপ্রচারের মূল মহাপুরুষ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অমৃতপ্রবাহভাষ্য ও প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের অনুভাষ্য সন্নিবেশিত হইয়াছে। অতি সুন্দর ছাপা। ডবল ক্রাউন আটপেজি আকারে ১০৯৬ পৃষ্ঠায় কেবল মূল ও ভাষ্য সম্পূর্ণ হইয়াছে। তদ্ব্যতীত ২১৮ পৃষ্ঠায় কেবল শ্লোকসূচী, পদ্যসূচী, স্থানসূচী, পাত্রসূচী, বিষয়সূচী, শব্দসূচী প্রভৃতি বিস্তৃত সূচীপত্র। সভাষ্য শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের এরূপ উৎকৃষ্ট ও অমূল্য বিরাট্ সংস্করণ জগতের কোথায়ও আজ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হন নাই, ইহা নিরপেক্ষ পাঠকমাত্রেই একবাক্যে স্বীকার করিয়া থাকেন সর্ব্বসাধারণের সুবিধার জন্য ভিক্ষা ১২৲ বারটাকা স্থলে—৬৲ ছয়টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীচৈতন্যমঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

বার্জ্জ হত্যা ষড়যন্ত্র মামলার শুনানী

গত ৩ঠা জানুয়ারী বার্জ্জ হত্যা মামলার একদফা শুনানী হইয়া গিয়াছে।

ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট রায় বাহাদুর জীবনচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সাক্ষ্যদানকালে বলেন যে, ১০ই সেপ্টেম্বর ও ১৭ই সেপ্টেম্বর তিনি ধৃত শৈলেশচন্দ্র ঘোষের স্বীকারোক্তি লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। ১৮ই সেপ্টেম্বর ও ১১ই নভেম্বর তিনি আসামী মণীন্দ্রনাথ চৌধুরীর স্বীকারোক্তিও লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। মণীন্দ্র তাঁহার নিকট বিপ্লবাত্মক ১২ খানা পুস্তক দাখিল করিয়াছিল; এই পুস্তকগুলি সে একটি গাছের নীচে বালিতে চাপা দিয়া রাখিয়াছিল। সে বলিয়াছিল যে, নির্ম্মল, শৈলেশ ও সে মিলে এক বিপ্লবী দলের সংগঠে জড়িত এবং শক্তিবলে স্বাধীনতা অর্জ্জনই এই দলের উদ্দেশ্য ছিল। নির্ম্মল, শৈলেশ ও সনাতনের সহিত তাহার পরিচয় করাইয়া দিয়াছিল।

শৈলেশ ও মণীন্দ্র আরও বিবৃতি প্রদানের জন্য কর্ত্তৃপক্ষের নিকট আবেদন করায় সেন্ট্রাল জেলে তাহাদের দ্বিতীয় স্বীকারোক্তি গ্রহণ করা হইয়াছিল। মণীন্দ্র তাহার দ্বিতীয় স্বীকারোক্তিতে বলিয়াছিল, "ব্রজকিশোর তাহাদিগকে বলে যে, বিরোধী ব্যক্তিদিগকে হত্যা করিবার জন্য তাহাদের অর্থ ও লোকজন প্রয়োজন। নির্ম্মল ব্রজকিশোরকে দাদা বলিয়া পরিচিত করে।

শ্রীযুত এন, সি, সেনের জেরার উত্তরে সাক্ষী বলেন যে, আসামীরা কেন স্বীকারোক্তি প্রদান করিয়াছিল তাহা তিনি তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করেন নাই; স্বীকারোক্তি যে স্বেচ্ছাপ্রণোদিত ইহা জানিয়াই তিনি সন্তুষ্ট ছিলেন। তিনি আসামীদের লিখিত বিবৃতি প্রদান করিতে নিষেধ করেন। মণীন্দ্র পরে স্বীকারোক্তি প্রত্যাহার করে। উভয় আসামীকে সেন্ট্রাল জেলে পৃথক স্থানে রাখা হইয়াছিল।

সিভিল সার্জ্জেনের সাক্ষ্য

জলযোগের পর সিভিল সার্জ্জন ক্যাপ্টেন লিণ্টনের সাক্ষ্য গৃহীত হয়। তিনিও খেলিবার জন্য হত্যার দিবস পুলিসের খেলিবার মাঠে উপস্থিত ছিলেন। মিঃ বার্জ্জের ১০ মিনিট পূর্ব্বে তিনি মাঠে উপস্থিত হন। তিনি বলেন যে আডিশনাল পুলিস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মিঃ জোন্স তাঁহার পাঁচ মিনিট পরে আসেন। ধুতি পরিহিত কতিপয় যুবক মাঠে ফুটবল খেলিতেছিল। ইহার অব্যবহিত পরেই পটকার আওয়াজের ন্যায় আওয়াজ শুনিয়া তিনি সেই দিকে মুখ ফিরাইয়া দেখিতে পান যে দুইটি যুবক মিঃ বার্জ্জকে গুলী করিতেছে। উহারা মিঃ বার্জ্জের প্রায় ১৬ হাত দূর হইতে তাঁহাকে গুলী করে। মিঃ জোন্স ও মিঃ স্মিথ আক্রমণকারীদ্বয়কে ধরিয়া ফেলেন এবং মিঃ বার্জ্জের শরীররক্ষী তাহাদিগকে গুলী করে। মিঃ বার্জ্জ হাঁফ ছাড়িয়া ভূপতিত হন এবং এক মিনিটের মধ্যেই তাঁহার মৃত্যু হয়। সাক্ষী মিঃ বার্জ্জের শবের ব্যবচ্ছেদ পরীক্ষা করেন। তাঁহার শরীরে দশটি গুলীর আঘাত ছিল। ৭টি গুলী প্রবেশের এবং তিনটি গুলী বাহির হইবার ক্ষতের আঘাত। তাঁহার হৃদ্‌পিণ্ড, যকৃত ও মেরুদণ্ড গুলীতে বিদ্ধ হইয়াছিল।

অতঃপর ফটো গ্রহণকারী শ্রীযুত অমিয়কৃষ্ণ দত্তের সাক্ষ্য গৃহীত হয়। তিনি এই মামলা সম্পর্কে গৃহীত কতিপয় দানের ফটো সনাক্ত করেন।

সেন্ট্রাল জেলের জেলার তাঁহার সাক্ষ্যে ধৃত শৈলেশকে এবং মণীন্দ্রকে জেলের বিভিন্ন ভবনের বিভিন্ন 'সেলে' আটক রাখার কথা বলেন ও বিবৃতি দানের জন্য তাহাদের অভিপ্রায় ব্যক্ত করা কথা জানান।

দারোগা ফজলুর রহমন এবং শ্রীযুত জীবন বন্ধু চট্টোপাধ্যায় তাঁহাদের সাক্ষ্যে খানাতল্লাসের ও আসামী নির্ম্মলজীবনের ও পূর্ণানন্দ সান্যালের গ্রেপ্তারের বিবরণ প্রদান করেন। শেষোক্ত ব্যক্তি তাহার বাড়ী হইতে সাইকেলে দ্রুতবেগে চলিয়া যাইতেছিল বলিয়া জানান।

অতঃপর ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুত অশোক চন্দ্র রায়ের সাক্ষ্য গৃহীত হয়। তিনি মৃগেন্দ্রের বাড়ীতে খানাতল্লাসে উপস্থিত ছিলেন। ইঁহার সাক্ষ্য গ্রহণের পূর্ব্বে আদালতের কার্য্য আগামী শনিবার পর্য্যন্ত মুলতুবী হয়।

সার জি রাসেল

নিউ দিল্লীর সংবাদে প্রকাশ, রেলওয়ের প্রধান কমিশনার সার জি, রাসেল শীঘ্রই টাটানগর এবং কলিকাতা পরিদর্শন করিতে যাইবেন।

কলিকাতায় এম, সি, সি,

ভারতীয়ের মুখে মিঃ জার্ডাইনের উচ্চ প্রশংসা

সমগ্র ভারতের ১১ জন বনাম এম, সি, সি দলের যে ক্রিকেট খেলা তিন দিন ধরিয়া অসম্পূর্ণ চলিয়াছিল তাহা গত ১লা জানুয়ারী শেষ হইল এবং তাহাতে দুই পক্ষেরই সমান সমান ফল হইয়াছে।

সার এল, সানডারসন

২রা জানুয়ারী লণ্ডনের সংবাদে প্রকাশ, সার এল, সানডারসন, জনৈক বাংলার ভূতপূর্ব্ব প্রধান বিচারপতি। সম্প্রতি প্রিভি-কাউন্সিলের জুডিসিয়াল কমিটির একজন সদস্যপদে নিযুক্ত হইয়াছেন এবং সার জর্জ্জ লনডান ঐ পদত্যাগ করিয়াছেন। এখন হইতে সার সানডারসন বার্ষিক ৪০০০ পাউণ্ড পাইবেন।

বড় লাট বাহাদুর

নিউদিল্লীস্থ বড়লাট প্রাসাদে নিম্নলিখিত অনুষ্ঠান গুলি সম্পন্ন হইবে।

১০ই ফেব্রুয়ারী — বল নাচ।
২০শে ফেব্রুয়ারী — গার্ডেন পার্টি।
২রা মার্চ্চ — সনন্দ প্রদান।

সিউড়ী ডাক লুটের মামলা

সিউড়ী ডাক লুণ্ঠনের মামলা সম্পর্কে যে চারি ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হয়, তাহাদিগকে আদালতে হাজির করা হইয়াছিল। কিন্তু পুলিসের পক্ষ হইতে পুনরায় শুনানী মুলতুবী রাখার আবেদন মঞ্জুর করা হইয়াছে। আসামীদের জামিনের সর্ত্ত সদর মহকুমা হাকিম প্রত্যাহার করিয়া আগামী ১৬ই জানুয়ারী শুনানীর দিন ধার্য্য করিয়াছেন।

মুক্তিলাভ

বুলগেরিয়ার সম অধিকার বাদী দলের ডিমিট্রফ, টেনফ এবং পোপোফ জার্ম্মাণীর রাইখ্যাগে অগ্নিকাণ্ড সম্পর্কীয় মামলায় অভিযুক্ত হয় কিন্তু বিচারে মুক্তি পাইয়াছে। তাহারা এখনও জার্ম্মাণীর জেলেই আছে। কোন দেশে তাহাদিগকে প্রেরণ করা হইবে সে সংবাদ জানিবার জন্য তাহারা সাগ্রহে অপেক্ষা করিতেছে। বুলগেরিয়ার এই তিন ব্যক্তিকে স্বদেশে স্থান দিবার জন্য কোন দেশকেই আগ্রহান্বিত বলিয়া বোধ হইতেছে না। কেবলমাত্র রুষিয়া ইচ্ছুক বলিয়া জানা গিয়াছে। তাহার কোন আপত্তি নাই বলিয়া রুষিয়া অভিমত ব্যক্ত করিয়াছে। কাজেই তাহাদের বুলগারিয়ায় প্রত্যাবর্ত্তন করা মোটেই সম্ভব নহে।

ডাকাত দলের সহিত সঙ্ঘর্ষ

তিনেভেলী হইতে এক সংবাদে প্রকাশ, একটি ডাকাত দলের সহিত সংঘর্ষের ফলে এক জন গ্রামবাসী নিহত এবং অপর দুই জন আহত হয়। ডাকাতগণের হস্তে "টর্চ্চ" আলো ছিল এবং তাহারা সকলেই দেশী ছুরি হস্তে সুসজ্জিত হইয়া আসিয়াছিল। ডাকাত দল সর্দ্দার কুলীর গৃহে হানা দিয়া নগদ টাকা কড়ি এবং অলঙ্কারপত্র লইয়া চম্পট দেয়। কয়েক জন গ্রামবাসী ডাকাত দলের পশ্চাদ্ধাবন করিলে ডাকাত দল এবং গ্রামবাসীগণের মধ্যে তুমুল সংগ্রাম বাধিয়া যায় এবং এই সংঘর্ষের ফলে উপরোক্তরূপ পরিণাম ঘটে

শিয়ালদহে গ্রেপ্তার

স্পেশাল ব্রাঞ্চ গোয়েন্দা বিভাগের কর্ম্মচারীরা স্থানীয় পুলিসের সাহায্যে উত্তর কলিকাতার কয়েক স্থানে খানাতল্লাস করিয়াছে। এবং পূর্ব্ববঙ্গ নিবাসী দুইজন বাঙ্গালী যুবককে গ্রেপ্তার করিয়াছে।

পুলিশ প্রথমে মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীটের এক বাড়ীতে খানাতল্লাস করে এবং কলেজের ছাত্র সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার নামে একজন বাঙ্গালী যুবককে গ্রেপ্তার করে।

পুলিশ পরে ঐ অঞ্চলের সারস্বত লাইব্রেরীর কর্ম্মচারী পরিমল রায় নামে একজন বাঙ্গালী যুবককে গ্রেপ্তার করে।

প্রকাশ, মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীটের যে দুইজন যুবককে রিভলভার ও কার্ত্তুজসহ গ্রেপ্তার করা হয়, সেই সম্পর্কেই এই গ্রেপ্তার খানাতল্লাস হইয়াছে।

বোম্বাইয়ে প্লেগের প্রাদুর্ভাব

বোম্বাই সহরতলী বা উপকণ্ঠস্থ জেলার অন্তর্গত গোরাই এবং উত্তর সালসেট তালুকের মধ্যস্থিত ভায়ান্দর নামক গ্রামদ্বয় বর্ত্তমানে প্লেগের প্রাদুর্ভাবে প্রপীড়িত হইতেছে উভয় গ্রামের অধিবাসী বৃন্দ গ্রাম শূন্য করিয়া চলিয়া গিয়াছে। ভায়ান্দর নামক স্থান হইতেই গোরাইয়ে উক্ত সংক্রামক ব্যাধি বিস্তৃতিলাভ করিয়াছে বলিয়াই বিশ্বাস। ভায়ান্দরে এখনও পর্য্যন্ত বহু সংখ্যায় ইন্দুর মরিতেছে। ভায়ান্দরের অধিবাসিগণ উপস্থিত ক্ষেত্রে বি, বি, সি, আই রেলওয়ে ষ্টেশনের নিকটে সাময়িকভাবে নির্ম্মিত টিনের চালাঘরে এবং খড়ের চালযুক্ত কুটিরে বাস করিতেছে।

পলাতক অমিয় রায়

পলাতক অমিয় রায়কে গেপ্তারের জন্য ২০০ টাকা পুরস্কার ঘোষণা করা হইয়াছিল জানা গিয়াছে, সেই পুরস্কারের পরিমাণ বর্দ্ধিত করিয়া ৫০০ টাকা করা হইয়াছে।

প্রকাশ, অমিয় রায়কে মেদিনীপুর ম্যাজিষ্ট্রেট হত্যার মামলা সম্পর্কে খোঁজ করা হইতেছে। প্রকাশ, অমিয়কে কলিকাতার গার্ডেন লেনের এক বাড়ীতে দেখা যায়। কিন্তু পুলিশ খানাতল্লাস করিয়া উক্ত পলাতকের সন্ধান পায় নাই।

অস্ত্র আইনের মামলা

ডাক্তার দুর্গাচরণ রোডে একটি [illegible] রিভলভার ও ১০টি টোটা রাখিবার অভিযোগে অজিতকুমার মিত্র অস্ত্র-আইনের ১৯ (চ) ও ২০ ধারা অনুসারে কলিকাতার চীফ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেটের আদালতে অভিযুক্ত হইয়াছে। গত বৃহস্পতিবারে মামলার একদফা শুনানী হইয়া গিয়াছে। আগামী ১৫ই জানুয়ারী পর্য্যন্ত মামলা মুলতুবী আছে।

তারের ঠিকানা— 'শ্রীধাম' নবদ্বীপ
ডাকের ঠিকানা—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

দৈ নি ক

REG. C1944

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১
প্রতি কলম ৬
অর্দ্ধ কলম ৩॥০
সিকি কলম ২
চুক্তির হার স্বতন্ত্র।

নদীয়া-প্রকাশ
THE NADIA-PRAKASH

সাধারণের জন্য
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯
ষাণ্মাসিক ৫
ত্রৈমাসিক ২৸০
মাসিক ১
নগদ বর্ত্তমান সংখ্যা ৫

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার - নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৮ম খণ্ড ⁝ সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বেদান্তবাচস্পতি [২৬১শ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর— ২৫শে পৌষ মঙ্গলবার ১৩৪০, ৯ই জানুয়ারী ১৯৩৪

বড়লাটের কলিকাতা পরিত্যাগ

গেজেটে প্রকাশ, সস্ত্রীক বড়লাট আগামী ১৫ই জানুয়ারী কলিকাতা পরিত্যাগ করিবেন। তাঁহারা বেনারস পরিদর্শনান্তে ১৮ই জানুয়ারী নূতন দিল্লীতে উপনীত হইবেন।

রেঙ্গুণে ভারতীয় গ্রেপ্তার

বার ষ্ট্রীট পুলিসের তৎপরতার ফলে সম্প্রতি ২ জন ভারতীয় ৫ ঘরা পিস্তলসহ গ্রেপ্তার হইয়াছে।

প্রকাশ, পূর্ব্বে কোনরূপ সংবাদ পাইয়া একদল পুলিশ ডবঙ্গে রেলপথের নিকটে লুকাইয়া থাকে। ইহার কিছু পরে তাহারা ২ জন ভারতীয়কে সে স্থান দিয়া যাইতে দেখে।

পুলিস ডাকিলে উহারা দৌড়াইতে আরম্ভ করে। অতঃপর তৎপরতার সহিত তাহাদিগকে গ্রেপ্তার করা হয়।

গাত্রবস্ত্র তল্লাসীর ফলে একজনের নিকট একটা ৫ ঘরা রিভলভার পাওয়া যায়। অন্য ধৃত ব্যক্তিটি স্কুলমাষ্টার।

পুলিস ও ডাকাতে সংঘর্ষ

লুধিয়ানা হইতে প্রকাশ, হেড কোয়ার্টার হইতে অত্যন্ত দূরে অবস্থিত ও দেশীয় রাজন্যগণের রাজ্য দ্বারা পরিবেষ্টিত এক সুদূর পল্লী হইতে পুলিসের সহিত ডাকাতদলের সংঘর্ষের এক সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। সেনা থানার নিকটে লোকজন বিরল। চাইমা গ্রামে পুলিস টহল দিতেছিল। তখন পুলিস দল একদল ডাকাতের সম্মুখীন হয়। উভয় পক্ষই গুলী চালাইতে থাকে। ডাকাতদলের একজন ঘটনাস্থলেই নিহত হইয়াছে।

শ্রীধাম-মায়াপুরে
-"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট"-
উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র শিক্ষকগণ ছাত্রদিগকে অতি যত্নের সহিত শিক্ষা প্রদান করিতেছেন। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের বন্দোবস্ত হইয়াছে। খোরাকী ও বেতন বাবদ প্রতি মাসে মাত্র ৭ টাকা ব্যয়। স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছেন। বিদ্যালয়টী বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক স্বীকৃত (এফিলিয়েটেড) হইয়াছে। সবিস্তার সংবাদের জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র লিখুন।

বিশেষ দ্রষ্টব্য

পরীক্ষায় যাহারা গড়ে শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র বিনয়ী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হইবে।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট

চৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

এক বাড়ীতে ৭ জনের মৃত্যু

মাদ্রাজ হইতে প্রকাশ, কেন্দ্রীয় ত্রিবাঙ্কুরে অবস্থিত এক গ্রাম হইতে একটি পরিবারের সাতজন বালকবালিকার মৃত্যু ঘটিয়াছে বলিয়া এক সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। পরিবারস্থ একটি শিশুসন্তান প্রথমে পীড়িত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয় এবং তৎপরে একই লক্ষণাক্রান্ত পীড়ার ফলে অপর ছয় ব্যক্তি মৃত্যুমুখে পতিত হয়। পিতামাতা গ্রাম হইতে ভয় পাইয়া পলায়ন করেন। চিকিৎসকগণ কর্ত্তৃক তদন্তে উক্ত রোগ বীজাণু দ্বারা উদ্ভূত আমাশয় রোগ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

য়ুরোপভ্রমণে শ্যামরাজ

সপত্নীক শ্যামরাজ আগামী ১২ই জানুয়ারী য়ুরোপ ভ্রমণে ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন। সেখানে 'নেয়ালিরা' নামক ষ্টীমারে তাঁহারা য়ুরোপ রওনা হইবেন।

অডিনান্সে গ্রেপ্তার

বদরপুরের শিক্ষা-নবীস ইঞ্জিনিয়ার শ্রীযুত সুরেশচন্দ্র দাশগুপ্তকে অডিনান্সে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। অধুনা বে-আইনী বলিয়া ঘোষিত স্থানীয় কংগ্রেস কমিটীর ভূতপূর্ব্ব এসিষ্ট্যাণ্ট সেক্রেটারী শ্রীযুত হরেন্দ্রকুমার রায় সম্প্রতি জেল হইতে অব্যাহতি লাভ করিয়াছেন।

ফুকিনে বিদ্রোহের আশঙ্কা

চীন-ফুকিনে বিদ্রোহ উপস্থিত। তাই ফুকিন অঞ্চলের তিন শত বৃটিশ-প্রজার উপর বৃটিশ সরকারের হুকুম হইয়াছে, সত্বর ফুকিন পরিত্যাগ করিয়া নিরাপদ স্থানে যাইতে হইবে। এই হুকুম জারি হইবার পর হইতেই ফুকিনের বিদ্রোহ নিবারণ করিবার জন্য চীন উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছে।

প্রধান মন্ত্রীর লণ্ডন আগমন

লণ্ডন হইতে প্রকাশ, আগামী সপ্তাহে প্রধান মন্ত্রী লণ্ডনে প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন। অবকাশে তিনি লোসিমাউথে বাস করিতেছেন।

পরলোকগমন

কটক রাসবিহারী মঠের রাধা কৃষ্ণ বসু এম্ এ মহাশয় গত ৫ই জানুয়ারী পরলোক গমন করিয়াছেন। আমরা শুনিয়াছি তিনি Apotheosis মতবাদের উপাসক ছিলেন।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক
— পারমার্থিক পত্র —
শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশ-
তনয়স্তদ্ধাম-বৃন্দাবনম্,
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং
প্রেমা পুমর্থো মহান্,
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং
তত্রাদরো নঃ পরঃ॥

৮ম বর্ষ ৯ মাধব গৌরাব্দ ৪৪৭, ২৫শে পৌষ বঙ্গাব্দ ১৩৪০, ৯ই জানুয়ারী ইং ১৯৩৪, মঙ্গলবার

জার্ম্মাণীতে গৌড়ীয়মঠ-প্রচারকের চতুর্থ বক্তৃতা

লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ জার্ম্মাণীতে প্রচার-কালে গত ১৭ই ডিসেম্বর প্রাতে Konigsberg হইতে Wandalachken যাত্রা করিবার সময় বার্লিন হইতে এই মর্ম্মে এক তার প্রাপ্ত হন যে, তিনি কনিগ্‌সবার্গ হইতে প্রত্যাবর্ত্তনমুখে বার্লিনে অবতরণ করিয়া আর একটী বক্তৃতা প্রদান করেন, এইটী নূতন বুদ্ধসমিতির (New Society of Buddha) বিশেষ অনুরোধ। স্বামীজী তাঁহাদের অনুরোধ রক্ষা করিয়াছেন।

স্বামীজী মহারাজ গত ১৮ই ডিসেম্বর কনিগ্‌সবার্গ হইতে বার্লিনে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। তিনি প্রাতঃ ৯—৪২ মিনিটের সময় ট্রেণে আরোহণ করেন এবং ১১—২৫ মিনিটের সময় Marienburgএ অবতরণ করিয়া ইউরোপের শ্রেষ্ঠ ও প্রসিদ্ধতম দুর্গটী পরিদর্শন করেন; তৎপর ২ টার ট্রেণে রওনা হইয়া রাত্রি ৯—৪৫ মিনিটের সময় বার্লিন পৌছেন। বার্লিনের কতিপয় বিশিষ্ট ব্যক্তি তাঁহাকে ষ্টেশনে অভ্যর্থনা করেন। তিনি Herrn Hassensteinএর অতিথি হন।

গত ১৯শে ডিসেম্বর স্বামীজী সমস্ত দিন বিভিন্ন ব্যক্তির নিকট হরিকথা কীর্ত্তন করিয়াছেন। অপরাহ্ণে একটী আলোচনা-সভা (Discussion meeting) হয়। উক্ত সভায় স্বামীজীর বিচারপূর্ণ বৈষ্ণব-দর্শনের কথা শ্রবণ করিয়া পূর্ব্বোক্ত বৌদ্ধ-সমিতির অধ্যক্ষ Herrn Ernst Schulze মহোদয় বিশেষরূপে মুগ্ধ হন এবং শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত আরও অধিক পরিমাণে লাভ করিবার জন্য বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করেন। তিনি স্বামীজীর কথা হইতে বুঝিতে পারিয়াছেন যে, শ্রীবুদ্ধদেব জাগতিক দুঃখ-নিবৃত্তির উপায়-বর্ণনে পরমার্থের ব্যতিরেক-ভাব (Negative side) প্রচার করিয়াছেন মাত্র। তিনি এখন অন্বয়-মুখে বাস্তবসত্যের (Positive Truth) আলোচনায় উৎসাহান্বিত।

Herrn Ernst Schulze জার্ম্মাণী, ইংরেজী, পালি, লেটিন, ফ্রেঞ্চ ভাষাসমূহ উত্তমরূপে জানেন, এখন তিনি গ্রীক-ভাষা শিক্ষা করিতেছেন। তিনি বেশ উদ্যোগী ও প্রতিভান্বিত এবং অবিবাহিত। এই প্রকার কৃতবিদ্য ব্যক্তি যদি শুদ্ধবৈষ্ণবের নিকট হরিকথা শ্রবণ করিয়া ইউরোপে প্রচারে বহির্গত হন, তাহা হইলে পাশ্চাত্য ভূখণ্ড অচিরেই শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর প্রেম-ধর্ম্মের সুশীতল ছায়াতলে কৃতার্থ হইবে, সন্দেহ নাই। শ্রীগুরুপাদপদ্মের প্রিয় সেবক শ্রীপাদ বন মহারাজের প্রচার সুষ্ঠুপ্রকারে সাফল্যমণ্ডিত হউক। শ্রীগুরুপাদপদ্ম তাঁহাদ্বারা ইউরোপে প্রকৃত-শান্তির—পরা শান্তির বার্ত্তা প্রচার করিতেছেন। শ্রীগুরু-পাদপদ্ম সর্ব্বত্র জয়যুক্ত হউন।

গত ১৯শে ডিসেম্বর স্বামীজী মহারাজ Dr. Martin Weigert, Ph. D. L. L. D. Regierungsrat (Government Councillor of Administration and Social Politics) মহোদয়ের নিকটও 'মহাপ্রভুর দান' সম্বন্ধে অনেক সুসিদ্ধান্তপূর্ণ কথা কীর্ত্তন করিয়াছেন। তিনি স্বামীজীর বিচারপূর্ণ তত্ত্বকথা শ্রবণ করিয়া অতিশয় আনন্দিত হইয়াছেন। Dr. Glasenapp, Baronin Putlitz, Dr. Weigert, Mr Schulze, Mr. Hassenstein প্রভৃতি বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ সকলেই স্বামীজীকে বার্লিনে একটী মঠ-স্থাপনের জন্য বিশেষরূপে অনুরোধ করিয়াছেন। মঠের জন্য তাঁহারাই গৃহাদির বন্দোবস্ত করিয়া দিবেন এরূপও বলিয়াছেন।

Dr. Weigert Ph. D. L. L. D. তাঁহার গ্রামস্থ বাড়ীটী মঠ-স্থাপনের জন্য দান করিতে প্রস্তুত; স্বামীজী উক্ত কার্য্যের জন্য তাঁহার গৃহটী গ্রহণ করিলে তিনি আনন্দিত হইবেন, এই প্রকার অভিপ্রায় স্বামীজীর নিকট জ্ঞাপন করিয়াছেন। তদ্ব্যতীত তিনি গৌড়ীয়মঠের প্রকাশিত গ্রন্থাবলী জার্ম্মাণীতে অনূদিত করাইয়া প্রচারের সাহায্য করিতেও স্বীকৃত হইয়াছেন। তাঁহার সাধু অভিপ্রায় পূর্ণ হউক।

বার্লিনে অবস্থান-কালে স্বামীজী সংস্কৃত-বিদ্যায় বিশেষ পারদর্শী, বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডাঃ হিন্‌রিচ্ লুডার্স (Prof. Dr. Heinrich Luders) এর সহিত সংস্কৃতে আলাপাদি করিয়াছেন। Tubinzenএর সংস্কৃত-অধ্যাপক Dr. Hauer ও Greifswaldএর সংস্কৃত-অধ্যাপক Dr. Helleএর সহিতও স্বামীজীর সংস্কৃত ভাষায়ই পরমার্থ-বিষয়ে আলোচনা হইবে।

শ্রীপাদ বন মহারাজ গত ১৯শে ডিসেম্বর রাত্রি ১১—৭ টার ট্রেণে বার্লিন পরিত্যাগ করিয়া ২০শে ডিসেম্বর ১২টার সময় Flushing পৌছেন এবং তথা হইতে ষ্টীমার-যোগে ১টার সময় রওনা হইয়া রাত্রি ১১টার সময় 'লণ্ডন লিভারপুল ষ্ট্রীট' ষ্টেশনে পৌছেন। অতিরিক্ত তুষার-পাতের জন্য ষ্টীমার পৌছিতে ২ঘণ্টা বিলম্ব হইয়াছিল।

বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডাঃ ডি, এন, বানার্জ্জি স্বামীজী মহারাজকে জানাইয়াছেন যে, সার সামুয়েল হোর মহোদয় স্বামীজী মহারাজের উচ্চ প্রশংসা করিয়া কর্ত্তৃপক্ষকে জানাইয়াছেন।

সাময়িক প্রসঙ্গ

পাটনা গৌড়ীয়মঠ

পাটনা গৌড়ীয়মঠ কদমকোঁয়া হইতে ১০০নং মিঠাপুর, পোঃ বাঁকিপুর—এই ঠিকানায় স্থানান্তরিত হইয়াছে। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিপ্রসূন বোধায়ন মহারাজ, ব্রহ্মচারী শ্রীশিবানন্দ, ব্রহ্মচারী শ্রীহরিচরণ, শ্রীযুক্ত অবিদ্যাহরণদাস অধিকারী ও শ্রীযুক্ত জীবনকৃষ্ণ দাস অধিকারী ও ভক্ত অজামিল বর্ত্তমানে এই মঠে অবস্থান করিয়া পাটনা, বাঁকিপুর, দানাপুর প্রভৃতি স্থানে শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যদেবের বাণী প্রচার করিতেছেন।

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি মহারাজ গত ৩১শে ডিসেম্বর কলিকাতা মেডিকেল কলেজের ডেমনষ্ট্রেটার ডাঃ শ্রীযুক্ত অমূল্যরতন চক্রবর্ত্তী বি-এস্‌সি এম্-বি, এম্-আর-সি-পি (এডিনবার্গ) মহাশয়ের ১নং ফড়িয়াপুকুরস্থ গৃহে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করিয়াছেন। ঐ দিবস উপদেশক শ্রীপাদ প্রণবানন্দ ব্রহ্মচারী প্রত্নবিদ্যালঙ্কার মহোদয় সন্ধ্যার পর শ্রীগৌড়ীয়মঠে পাঠ ও কীর্ত্তন করিয়াছেন। শ্রীগৌড়ীয়মঠে প্রত্যহ প্রাতে শ্রীচৈতন্যভাগবত এবং সন্ধ্যারাত্রিকের পর শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা হইয়া থাকে। অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তি প্রত্যহই পাঠে যোগদান করেন।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

৯ মাধব স্বামী প্রভুপাদ

পতন

যে বস্তুর অপক্ষয় এবং নাশ নাই, তাহাকে শাস্ত্র নিত্য বা সত্য বস্তু বলেন। এই সত্য বস্তুর বিচার করিয়া তত্ত্ববিদ্‌গণ শ্রীভগবান্, জীব ও মায়াকে সত্য বলিয়াছেন। শ্রীভগবান্ পূর্ণ. জীব তাঁহার অণু অংশ ও মায়া তাঁহার বহিরঙ্গা শক্তি, যেমন সূর্য্য কিরণকণা ও অন্ধকার। শ্রীভগবানের সেই অণু অংশ জীব নিজ প্রভুর সেবা ত্যাগ করিয়া মায়ার সেবা লইতে ব্যস্ত হইলে, মায়া অপেক্ষা শ্রেষ্ঠা জীবশক্তির এই দেবীধামে বাস হয়। বাসনাময় দেহ বা লিঙ্গদেহ দ্বারা আবৃত হইয়া সেই নিত্যবস্তু জীব নিজতত্ত্ব ভুলিয়া জড়সুখ বাসনা করে। কিন্তু সে-কালে স্থূলদেহ (ক্ষিত্যপ্‌তেজোমরুদ্ব্যোম-নির্ম্মিত) না থাকায় তাহার জড়ভোগের অসুবিধা হয়। তাই বদ্ধজীব তখন বাসনানুরূপ একটা জড়দেহ লাভ করে। পরে সেই দেহে বাস করিয়া কর্ম্মানুযায়ী ঐ দেহনাশে অন্য দেহ লাভ করে। এইরূপ বিভিন্ন বাসনা-হত জীব বিভিন্ন যোনিতে ভ্রমণশীল হয়; তাই শাস্ত্র বলেন--

জলজা নবলক্ষাণি স্থাবরা লক্ষবিংশতিঃ।
কৃময়ো রুদ্রসংখ্যকাঃ পক্ষিণাং দশলক্ষকম্।
ত্রিংশল্লক্ষাণি পশবশ্চতুর্লক্ষাণি মানবাঃ॥

এগুলি যে কেবলমাত্র কল্পনা, তাহা যেন কেহ মনে না করেন। শাস্ত্র শ্রীভগবানেরই বাণী। সমাধিলব্ধ-জ্ঞানে জ্ঞানী ভক্তগণই শ্রীভগবানের আদেশগুলি তদনুগ জীবগণের জন্যই লিখিয়া যান। আমরা অদ্য উক্ত বাক্য-সমর্থনকারী একটী সত্য ঘটনার অবতারণা করিব।

ধনাধ্যক্ষ কুবেরের নলকুবর ও মণিগ্রীব নামে দুইটী সন্তান ছিল। তাঁহারা পার্ব্বতীপতি শিবের শিষ্য। কোন সময় তাঁহারা মদোন্মত্ত হইয়া অসৎপ্রবৃত্তিক্রমে স্ত্রীলোকদিগের সহিত নির্লজ্জভাবে ক্রীড়া করিতেছিলেন। এমন সময় স্বেচ্ছাবিহরণকারী দেবর্ষি নারদ ঐ স্থানে উপস্থিত হইলেন। তখন স্ত্রীলোকেরা লজ্জাক্ত শ্রীনারদকে দর্শন করিয়া তৎক্ষণাৎ জল হইতে উঠিয়া তাঁহার সম্মান করিলেন কিন্তু মদোন্মত্ত ভ্রাতৃদ্বয় দেবর্ষিকে উপেক্ষা করিলেন। সর্ব্বভূতে দয়াবিশিষ্ট মুনিবর মদিরামত্ত ভ্রাতৃদ্বয়ের এই অবস্থা দেখিয়া বড়ই দুঃখিত হইলেন এবং বলিতে লাগিলেন, —"নিত্য ভগবদ্দাস জীব জন্ম, ঐশ্বর্য্য, শ্রুত, শ্রী ইত্যাদির অহঙ্কারে মত্ত হইয়া শ্রীভগবানের সেবা ছাড়িয়া দেয়। তখন আত্মারাম না হইয়া শৃগালকুক্কুরের ভক্ষ্য এই জড়দেহে 'আমি' বুদ্ধি করে, জড়দেহকে অজর ও অমর ভাবিয়া অজিতাত্ম হইয়া সেই দেহের পুষ্টিসাধনে নির্দ্দয়ভাবে অন্য জীবের প্রাণনাশ করে। হায় হায়, সে তখন জানে না যে, যে দেহের জন্য সে এত করিতেছে, তাহা দেবদেহ অথবা নরদেহ হউক, সেই দেহই হয় কৃমিকীট না হয় ভস্ম অথবা বিষ্ঠায় পরিণত হইবে। এইরূপ মদান্ধ ব্যক্তির দরিদ্রতাই মহৌষধ। কারণ যে ব্যক্তি নিজে কষ্ট পায়, সে অপরের কষ্ট বুঝিতে পারে, আর সর্ব্বদা অভাবক্লিষ্ট-হেতু তাহার কোনরূপ অহঙ্কার আসিতে পারে না। এইরূপ নিরভিমানী ব্যক্তিই সাধুকৃপা লাভ করিয়া শ্রীভগবান্‌কে পাইতে পারেন। অতএব দয়া করিবার মত দুইটী জীব আমার সম্মুখে।" এইরূপ বলিয়া সর্ব্বজীববন্ধু শ্রীনারদ ঐ গুহ্যকদ্বয়কে মর্ত্ত্যে বৃক্ষ হইয়া জন্মগ্রহণ করিবার জন্য আদেশ দিলেন। পরম-কারুণিক ঋষিবর তখন বলিলেন —'আমার কৃপায় তোমাদের পূর্ব্ব-স্মৃতি থাকিবে আর সর্ব্বজীবপ্রভু শ্রীভগবান্ তোমাদিগকে নিজ হস্তে পাপমুক্ত করিবেন।'

আমরা শ্রীমদ্ভাগবত-পাঠে জানিতে পারি যে একদিন মা যশোদা স্নেহবশতঃ ঐশ্বর্য্য ভুলিয়া সামান্য জননীর ন্যায় পুত্রের ব্যবহারে ক্রুদ্ধা হইয়া শিশুরূপী ভগবান্‌কে বন্ধন করিবার অনেক প্রয়াস করিয়াছিলেন। কিন্তু মাতার সমস্ত চেষ্টাই বিফল হইয়াছিল। কেন না, এ যে সামান্য বালক নহেন—এ যে ত্রিভুবনপতি। অনেক চেষ্টার পর মা যশোদা বালক কৃষ্ণকে বন্ধন করিতে অসমর্থা হইলে মাতার দুঃখে দুঃখিত হইয়া ভক্ত-বৎসল কৃষ্ণ পরে বন্ধন স্বীকার করিলেন। শিশুকে বন্ধনাবস্থায় রাখিয়া নন্দরাণী কার্য্যান্তরে গমন করিলে দামোদর তখন নিজভক্ত শ্রীনারদের বাক্য সত্য করিবার জন্য নিকটস্থিত যমল ও অর্জ্জুন-বৃক্ষদ্বয়ের মধ্যে গমন করিয়া উদুখলটী বন্ধনপূর্ব্বক এরূপভাবে আকর্ষণ করিলেন যে, দেখিতে দেখিতে বৃক্ষ দুইটী ভূমিসাৎ হইল, আর অমনি দিব্য-রূপবান্ দুইটী গুহ্যক সাক্ষাতে আসিয়া শিশুরূপ নিজ নিত্যপ্রভুর স্তব করিতে লাগিলেন। নিজেদের অপরাধ দূর করিয়া শ্রীভগবানের সেবায় উৎকণ্ঠা জানাইলে শ্রীভগবান্ উভয়ের প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন, -'আমি তোমাদিগের সব কথাই জানি। মদভরে মত্ততাহেতু তোমরা অন্যায় করায় শ্রীনারদ তোমাদিগকে বৃক্ষ-যোনি-প্রাপ্তির অভিশাপ দেন, তোমরা শ্রীনারদের এই ব্যবহারটী অন্যায় ভাবিও না। কারণ, সাধুরা সমদর্শন ও সূর্য্যের ন্যায়—তাঁহাদের শত্রু নাই, মিত্রও নাই। সূর্য্যোদয়ে যেরূপ চক্ষুর অন্ধকার দূরে যায়, সেইরূপ আমার ঐকান্তিক ভক্তদর্শনে জীবের সংসারবন্ধন ছুটিয়া যায়। তোমরা বড়ই সৌভাগ্যবান্। তোমরা স্বস্থানে প্রস্থান কর এবং আমাতে ভক্তিমান্ হইয়া কৃতকৃতার্থ হও।' তখন বন্ধনমুক্ত গুহ্যকদ্বয় শ্রীভগবান্‌কে বার বার প্রদক্ষিণ ও ভক্তি-ভাবে প্রণাম করিয়া স্বস্থানে গমন করিলেন।

তাই শাস্ত্র বলেন, শ্রীভগবান্‌কে ভুলিয়া জীবের সংসারগতি হয়। দুর্ভাগ্যক্রমে সাধুর চরণে দোষী হওয়ায় সেই জীব নিকৃষ্ট বৃক্ষ অথবা প্রস্তরাদি জন্ম লাভ করে। কারণ, সাধুরা ভগবান্ ছাড়া অন্য কিছুই জানেন না, শ্রীভগবান্‌ও ভক্ত ছাড়া জানেন না। তাই ভক্তগণ ভগবানের হৃদয়কে নিজ হৃদয়ে আবদ্ধ করায় ভক্তের হৃদয়ে শ্রীভগবান্ সর্ব্বদা বিরাজ করেন। অতএব আমরা ভ্রমেও যেন প্রকৃত সাধুর চরণে অপরাধ না করি। তাহা হইলে ভবনদীর পরপারে যাওয়ার একমাত্র অবলম্বন-তরী কর্ণধারকে ছাড়িয়া নদী পার হইবার ন্যায় আমাদের সমস্ত যত্নই বিফল হইবে।

বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিগণ সদ্‌গুরুচরণাশ্রয়ে সাধু-অসাধুর স্বরূপলক্ষণ সম্যগ্‌রূপে অবগত হইয়া সাধুর চরণে প্রণত হইবেন ও তাঁহাদের নিকট দৈন্যভরে কৃপা ও সেবাপ্রার্থনা-মুখে তদানুগত্যে শ্রীভগবানের সেবায় নিযুক্ত হইয়া বৈকুণ্ঠপথের যাত্রী হইবেন, ইহাই আমাদের প্রার্থনা।

সভাপতির অভিভাষণ

[কাশী সৎশিক্ষা-প্রদর্শনীর দ্বারোদ্ঘাটন-সভার সভাপতি মিঃ পান্নালাল বি-এ (ক্যাণ্টাব) আই, সি, এস্, এল, এল, ডি, মহোদয় প্রদত্ত ইংরাজী বক্তৃতার মর্ম্ম]

স্বামীজী মহোদয়, শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার অন্যান্য সভ্যবৃন্দ, ভ্রাতৃবর্গ, ভগ্নীগণ—

আজ আমার বড়ই গৌরবের দিন যে, ধর্ম্মশিক্ষাক্ষেত্র কাশীর ন্যায় এই পুণ্যতমা নগরীতে একটী বৃহৎ পারমার্থিক-সম্প্রদায়-কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত এই অভিনব সৎশিক্ষা-প্রদর্শনীর দ্বারোদ্ঘাটন জন্য আমি মনোনীত হইয়াছি। এই সম্প্রদায়ের নিঃস্বার্থ ভগবদ্-ভক্তগণকে কয়েক বৎসর যাবৎ আমার জানিবার সৌভাগ্য হইয়াছে, তাঁহারা সর্ব্ব-প্রকারে আমার শ্রদ্ধার পাত্র। অতএব তাঁহাদের মধ্যে এইরূপ সম্মানের স্থানে আমার দণ্ডায়মান হইবার যোগ্যতা যদিও অতি ক্ষুদ্র ও নগণ্য তথাপি আমার জীবন সাধারণ্যে ও বিচার-কার্য্যে নিয়োজিত হওয়ার দরুণ তাঁহাদের সহিত পরিচিত হইবার সুযোগ লাভ করিয়া তাঁহাদের প্রচার্য্য বিষয়ের যৎকিঞ্চিৎ সাধারণ্যে ব্যক্ত করিতে প্রয়াস পাইব। এই কার্য্য আমি বিশেষ আনন্দের সহিত সম্পাদন করিব, কেননা আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, তাঁহারা আমাদের দেশের, আমাদের দেশ বলি কেন, বিশ্ব-সমস্যার সমাধানের দিকে যে দান আনয়ন করিয়াছেন তাহা অতীব মূল্যবান্।

আমরা চিরদিনই ধর্ম্মপরায়ণ ছিলাম; গত কয়েক শত বৎসর পাশ্চাত্যের রাজসিক সভ্যতার সংস্পর্শে আসিয়া আমরা স্বস্থান হইতে দূরে নিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িয়াছি। আমরা পাশ্চাত্যের মোহে এতই মুগ্ধ এবং নিজ-দিগকে এতই ঘৃণ্য মনে করি যে, আমাদের মধ্যে কেহ কেহ বলেন —"আমাদের চিত্তের ধর্ম্মভাবই আমাদের ধ্বংসের কারণ! সৌভাগ্য-বশতঃ সেই ভ্রান্ত ধারণা অপসারিত হইয়াছে। পাশ্চাত্যগণও তাঁহাদের যাবতীয় অত্যাশ্চর্য্য জড়োন্নতি ও শিল্পোন্নতি থাকা সত্ত্বেও বহুভাবে নিজদিগকে শূন্যহস্ত দর্শন করিতেছেন এবং বহু চিন্তাশীল ব্যক্তি—'কেবল আহার দ্বারাই মানুষ জীবনধারণ করে না' যীশু খৃষ্টের এই বাক্যের সত্যতা অধিকতরভাবে অনুভব করিতেছেন। বর্ত্তমানে তাঁহারা আরও বুঝিতেছেন যে, যাঁহারা পার্থিব বৈভবে অত্যধিক বৈভবান্বিত তাঁহারা বাস্তব-বিষয়ে অত্যধিক দরিদ্র। যখন ইউরোপে ও আমেরিকায় অবস্থা এরূপ, তখন অধর্ম্ম-পথে তাঁহাদিগকে অন্ধের ন্যায় অনুসরণ করা আমাদের পক্ষে কতদূর মূর্খতা! প্রত্যেক জাতিরই একটী জাতিগত বৈশিষ্ট্য আছে। এই বৈশিষ্ট্য তার জীবনের যাবতীয় কার্য্যে অন্তঃপ্রবাহী স্রোতের ন্যায় প্রবাহিত হয় এবং এতদ্-বিরুদ্ধে যাবতীয় কার্য্য মূলের বিরুদ্ধ হওয়ায় কোন জাতিই সফলকাম হইতে পারে না।

ইংলণ্ডের বৈশিষ্ট্য – আইন ও সুশৃঙ্খলায়, ফ্রান্সের—ন্যায় ও দর্শন-শাস্ত্রে, আমেরিকায় —শিল্পকার্য্যে কিন্তু আমাদের বৈশিষ্ট্য—মৌলিকভাবে ধর্ম্মপ্রাণতায়। আমরা লক্ষ্য করি যে, জীবনের যাবতীয় কার্য্যে আমাদের দেশের মহানুভব ব্যক্তিগণ—তাঁহারা কবিই হউন, দার্শনিকই হউন, চিত্রকরই হউন, গায়কই হউন, আর রাজনৈতিকই হউন, শীঘ্র বা বিলম্বে ধর্ম্মের দিকেই গতি-বিশিষ্ট হন।

বিশ্ববৈষ্ণব-রাজসভার সভ্যগণ আমাদের সনাতন-ধর্ম্মের মৌলিক তথ্যগুলির সহিত আমাদিগকে পরিচিত করাইবার জন্য এবং আমাদের উৎসাহ ও মনোযোগ আকর্ষণ করিবার জন্য বিপুল প্রয়াস করিতেছেন এবং যে-ভাবে তাঁহারা কার্য্য

শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু এক অদ্বিতীয় সাধনার উপায় আবিষ্কার করিয়া আমাদিগকে সকল প্রকার অসুবিধা হইতে নির্ম্মুক্ত হইবার পথ প্রদর্শন করিয়াছেন। এই সাধন-উপায়টী আবাল বৃদ্ধ-বনিতা সকলেই যে কোন সময়ে অনুসরণ করিতে পারেন। তিনি আমাদের প্রাচীন শাস্ত্রে গ্রথিত একটী চিরন্তন-সত্যের উপর খুব জোর দিয়া বলিয়াছেন যে, নামসংকীর্ত্তন-দ্বারাই নিঃশ্রেয়ঃ লাভ হয়।

মধুর-মধুরমেতন্মঙ্গলং মঙ্গলানাং
সকলনিগমবল্লী-সৎফলং চিৎস্বরূপম্।
সকৃদপি পরিগীতং শ্রদ্ধয়া হেলয়া বা
ভৃগুবর নরমাত্রং তারয়েৎ কৃষ্ণনাম॥

(স্কন্দপুরাণ)

—এই হরিনাম সর্ব্ববিধ মঙ্গলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ মঙ্গলস্বরূপ, মধুর হইতে সুমধুর, নিখিল শ্রুতিলতিকার চিন্ময় নিত্যফল। হে ভার্গবশ্রেষ্ঠ, শ্রদ্ধায় হউক কিংবা হেলায় হউক, মানব যদি কৃষ্ণনাম একবারও প্রকৃষ্টরূপে অর্থাৎ নিরপরাধে কীর্ত্তন করেন, তাহা হইলে সেই নাম তৎক্ষণাৎ নরমাত্রকে পরিত্রাণ করিয়া থাকেন।

অতএব আপনারা সহজেই বুঝ্‌তে পারেন যে তিনি এই বর্ণ বা সেই বর্ণ ব'লে কোন পার্থক্য প্রদর্শন করেন নাই। তিনি বলিয়াছেন—

নাম্নামকারি বহুধা নিজসর্ব্বশক্তি-
স্তত্রার্পিতা নিয়মিতঃ স্মরণে ন কালঃ।
এতাদৃশী তব কৃপা ভগবন্মমাপি
দুর্দ্দৈবমীদৃশমিহাজনি নানুরাগঃ॥

(শিক্ষাষ্টক ২য় শ্লোক)

হে ভগবন্, তোমার নামই সর্ব্বমঙ্গল বিধান করেন, এইজন্য তোমার 'কৃষ্ণ', 'গোবিন্দাদি' বহুবিধ নাম তুমি বিস্তার করিয়াছ। সেই নামে তুমি স্বীয় সর্ব্বশক্তি অর্পণ করিয়াছ এবং সেই নামস্মরণের কালাদি নিয়ম (বিধি বা বিচার) কর নাই। প্রভো, জীবের পক্ষে এরূপ কৃপা করিয়া তুমি তোমার নামকে সুলভ করিয়াছ, তথাপি আমার নামাপরাধরূপ দুর্দ্দৈব এরূপ করিয়াছে যে, তোমার সুলভ নামেও আমার অনুরাগ জন্মিতে দেয় না!

ইহা অপেক্ষা সহজ ও অধিকতর কার্য্যকরী উপায় আর কি আছে? এই ধর্ম্মই বিশ্ববৈষ্ণবরাজ-সভার প্রচারকবর্গ পৃথিবীর সর্ব্বত্র প্রচার করিতেছেন। দেশের, এমন কি, ধর্ম্মের গণ্ডী লক্ষ্য না করিয়া সকল মানবজাতির সদিচ্ছা ও শান্তির বাণী-প্রচারই তাঁহাদের কার্য্য। শ্রীপাদ তীর্থস্বামী ও বন মহারাজের আনুগত্যে একদল প্রচারক ইংলণ্ডে আছেন। আজও আমি ইংলণ্ডে তাঁহাদের নিকট হইতে স্নেহপূর্ণ স্তুতির বাণী পাইয়াছি এবং ঈশ্বরানুগ্রহে অদ্য প্রাতেই আমরা এই প্রদর্শনী-উদ্ঘাটনের নিমিত্ত সমবেত হইয়াছি। আমি আশা করি ও প্রার্থনা করি যে, যে বিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার অধিনায়কত্বে এক মহাপণ্ডিত ও পরম-বৈষ্ণব বিদ্যমান, তাঁহার কার্য্য অতি শীঘ্রই পূর্ণ সফলতা লাভ করিবে এবং আমাদের দেশের মধ্যে আমরা যে ঐক্যভাবের পূর্ণ আবশ্যকতা অনুভব করিতেছি সেই ঐক্যভাব শীঘ্রই স্থাপিত হইবে। ছবির সাহায্যে ধর্ম্মের গভীর তত্ত্বগুলি শিক্ষা দিবার প্রণালী—ইহা একটী সুন্দর উপায়। আমাদের মধ্যে নিরক্ষর ব্যক্তি পর্য্যন্ত ইহা দ্বারা ধর্ম্ম-শিক্ষাগুলি গ্রহণ করিতে পারেন। পৃথিবীর সর্ব্বত্র ধর্ম্মশাস্ত্রগুলি প্রথমে সংস্কৃত ভাষায় ও পরে অন্যান্য ভাষায় লিখিত হইয়াছে। কিন্তু গৌরানুচরগণ সর্ব্বপ্রথমে সাধারণের ভাষায় ধর্ম্ম-উপদেশগুলি প্রদান করিয়াছেন। প্রদর্শনীর ধারণা আরও একটী স্বাভাবিক উন্নততর স্তর। প্রদর্শনীটী উন্মুক্ত বলিয়া ঘোষণা করিতে আমি বিশেষ আনন্দ অনুভব করিতেছি।

ভজন কর্‌বো কার?

(১)

ভজন করিবার বাসনা আমাদের হৃদয়ে কখনও কখনও উদিত হয় বটে কিন্তু 'কাহার ভজন কর্‌বো' এ বিষয়টী ঠিক করিতে না পারিয়া আমরা অসুবিধায় পড়িয়া যাই। তাই শাস্ত্র ও সাধুসঙ্গই আমাদের বিশেষ প্রয়োজন। আমরা শাস্ত্রে দেখিতে পাই—ভজন শব্দের অর্থ সেবা। সেবা বলিলে সেব্য, সেবক ও সেবা এই তিনটীকে বুঝিতে হইবে। ভজন করিতে হইলে উক্ত ত্রিবিধ বাস্তব-বস্তু-তত্ত্বের ভজন প্রয়োজন নতুবা সেবা সুষ্ঠুরূপে হইতে পারে না। অতএব প্রথমে আমরা উক্ত ত্রিবিধ তত্ত্বের বিচার করিব।

নানা মুনির নানাপ্রকার মতবাদে চিত্ত চঞ্চল হইলে ভগবৎসম্বন্ধে 'অস্তি' 'নাস্তি'-রূপ সন্দেহ উপস্থিত হয়। ভগবদ্বিশ্বাস কেবল ভারতবর্ষে হিন্দুগণের মধ্যে আছে এরূপ নহে কিন্তু জীবমাত্রেরই ঈশ্বরবিশ্বাস স্বতঃসিদ্ধ।

সকল দেশে সকল জীবে সর্ব্বাবস্থায় ঈশ্বর-বিশ্বাস লক্ষিত হয়। জীবাত্মার স্বতঃসিদ্ধ ঈশ্বর-বিশ্বাসকে অন্ধ-বিশ্বাস বা ভ্রান্ত-বিশ্বাসও বলা যায় না। যেহেতু ভ্রম সর্ব্বত্র একরূপ হয় না। শ্রীমদ্ভাগবতের নিম্নলিখিত পদ্যটী এতৎপ্রসঙ্গে আলোচ্য।

ভগবান্ সর্ব্বভূতেষু লক্ষিতঃ স্বাত্মনা হরিঃ।
দৃশ্যৈর্বুদ্ধ্যাদিভির্দ্রষ্টা লক্ষণৈরনুমাপকৈঃ॥

অর্থাৎ সর্ব্বসাক্ষী ভগবান্ শ্রীহরি দৃশ্য অনুমাপক বুদ্ধ্যাদি লক্ষণদ্বারা অন্তর্য্যামিরূপে সর্ব্বভূতে অনুভূত হইয়া থাকেন। শ্রীল জীব গোস্বামীপ্রভু এই শ্লোকের এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

অন্যের কিরূপে সেই ভগবানে আস্তিক্য-বুদ্ধি হইতে পারে? তদুত্তরে বলিতেছেন—নিজচিন্তাবলম্বনে প্রথমে দৃশ্য জড়বুদ্ধ্যাদি দ্বারা দ্রষ্টা জীবই লক্ষিত হ'ন। দৃশ্য জড়বুদ্ধ্যাদির দর্শন স্বপ্রকাশ-দ্রষ্টা ভিন্ন সম্ভবপর নহে, অতএব লক্ষণ বলিতে স্বপ্রকাশ দ্রষ্টৃ-নির্দ্দেশক বুঝিতে হইবে। ইহার তাৎপর্য্য এই যে কর্ত্তা ভিন্ন কার্য্য হয় না।

শুদ্ধভক্তি গ্রন্থমালা নদীয়া-প্রকাশের স্থান

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। ভাষ্যসহ বিরাট্ শ্রীচৈতন্যভাগবত ৫৲
২। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২৮৲
একাদশ স্কন্ধ হইতে পাড়িখণ্ড ।৶০
৩। ভাষ্যদ্বয়সহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত
(৪র্থ সংস্করণ) ৬৲
৪। ভক্তিবিবেককুসুমাঞ্জলি (বাঁধা) ১৲
৫। গৌড়ীয় গৌরব ।৶০
৬। গৌড়ীয়-গীতিকা ।৶০
৭। ভজনরহস্য ।০
শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও
শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৯। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ)
ঐ (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
১০। গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি টীকাসহ)
ঐ (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
১১। গীতায় কেবল মাধ্ব-ভাষ্য ॥০
১২। মুক্তিমল্লিকা তপসোরজঃ সানুবাদ
(মাধ্ব) ।
১৩। বেদান্ততত্ত্বসার সানুবাদ
(রামানুজীয়) ॥০
১৪। জৈবধর্ম্ম ২৲
১৫। শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৬। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১৭। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ॥৶০
ঐ (বাঁধা) ৸০
১৮। দ্বীপ-দিগ্ দর্শন ৶০
১৯। সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ) ।৶০
২০। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ॥০
ঐ (আবাঁধা) ।৶০
২১। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
২২। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৶০
২৩। গীতমালা ⁄১০
২৪। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶০
২৫। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶০
২৬। নবদ্বীপ পঞ্জিকা (৪৪৭ গৌরাব্দ) ৶০
২৭। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
২৮। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা-দর্পণ ।০
২৯। শরণাগতি ⁄০
৩০। গীতাবলী ⁄০
৩১। চিত্রে নবদ্বীপ ৷০
৩২। সাধনকণ ⁄০
৩৩। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ⁄০
৩৪। নবদ্বীপশতক ⁄০
৩৫। অর্থপঞ্চক ⁄০
৩৬। সদাচারস্মৃতিঃ ⁄
৩৭। কল্যাণকল্পতরু (৫ম সংস্করণ) ⁄১০
৩৮। অর্চ্চনকণ ⁄১০
৩৯। সাধককণ্ঠমালা (বাঁধা) ।০
ঐ (আবাঁধা) ।⁄০
৪০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি
(প্রথম চারিখণ্ড) ৩৲
৪১। ব্রহ্মসংহিতা ।০
৪২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৪৩। মণিমঞ্জরী সানুবাদ ।০
৪৪। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৪৫। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ।০
৪৬। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৪৭। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
৪৮। গৌড়ীয়মঠ কি করেন ? ⁄০
৪৯। ঈশোপনিষৎ (বলদেব ও মাধ্ব-ভাষ্য এবং বিবৃতি ও অনুবাদসহ) ।০
৫০। শ্রীভুবনেশ্বর ৶০
৫১। সিদ্ধান্তদর্পণ ৶০
৫২। সাংখ্যবাণী ⁄০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৫৩। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী-দিগ্বিজয়ঃ ॥০
৫৪। সটীক-শিক্ষাদশমূলম্ ।০
৫৫। তত্ত্ব-সূত্রম্ ।০
৫৬। সানুবাদ-শিক্ষাষ্টকম্ ৶০
৫৭। গৌড়ীয়মঠস্য পরিচয়ঃ ⁄০
৫৮। সারাংশবর্ণনম্ ৶০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৫৯। রায় রামানন্দ ॥০
৬০। নামভজন ।০
৬১। রিলেটীভ্ ওয়ার্ল্ড্স্ ।৶০
৬২। লাইফ্ য়্যাণ্ড প্রেসেপ্টস্ অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।০
৬৩। বৈষ্ণবীজম্
৬৪। হোয়াট্ গৌড়ীয়মঠ ইজ্ ডুইং ⁄০
৬৫। দি ভাগবত ।০
৬৬। ইরোটিক্ প্রিন্সিপল্ য়্যাণ্ড আনেলয়েড্ ডিভোসন ।০
৬৭। ব্রহ্ম-সংহিতা ২॥০
৬৮। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (ভলুম ওয়ান) ১৫

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৬৯। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ॥০
৭০। সাধন-পথ ।০
৭১। কল্যাণ-কল্পতরু ⁄১০
৭২। গীতাবলী ⁄০
৭৩। শরণাগতি ⁄০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৭৪। শরণাগতি

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)।

নদীয়া-প্রকাশের স্থান

১। শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম-মায়াপুর, নদীয়া
২। শ্রীযোগপীঠ ঐ
৩। শ্রীবাস অঙ্গন ঐ
৪। অদ্বৈত-ভবন ঐ
৫। কাজীর সমাধি পাট ঐ
৬। স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ, নদীয়া।
৭। শ্রীভাগবত আসন কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
৮। শ্রীএকায়ন মঠ গোবিন্দপুর, হাঁসখালী।
৯। দ্বাদশগোপাল পাট—পোঃ চাকদহ,
১০। শ্রীগৌর গদাধরমঠ—চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড়, বর্দ্ধমান
১১। শ্রীমোদদ্রুমছত্র মাউগাছি, বর্দ্ধমান
১২। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম, আমলাযোড়া, পোঃ রাজবাধ বর্দ্ধমান
১৩। শ্রীগৌড়ীয়মঠ বাগবাজার, কালকাতা
১৪। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাজু, হাওড়া,
১৫। শ্রীমাধব-গৌড়ীয়মঠ, ৯০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা
১৬। শ্রীগোপালজী মঠ কমলাপুর, ঢাকা।
১৭। শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ পোঃ বালিয়াটী,
১৮। শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয়মঠ ময়মনসিংহ।
১৯। শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ চিরুলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর
২০। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম গোয়ালপাড়া, আসাম
২১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ রায়াপেট্টা, মাদ্রাজ।
২২। শ্রীরামানন্দগৌড়ীয় মঠ কব্বুর, জিঃ পশ্চিম গোদাবরী
২৩। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ উড়িয়াবাজার, পোঃ বক্সীবাজার, কটক।
২৪। শ্রীত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয় মঠ ভুবনেশ্বর।
২৫। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ স্বর্গদ্বার, পুরী।
২৬। শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ আলালনাথ পোঃ ব্রহ্মগিরি, পুরী।
২৭। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ ডুমুরকুণ্ডা, পোঃ চিরকুণ্ডা, মানভূম।
২৮। শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ—কাশী।
২৯। শ্রীরূপগৌড়ীয় মঠ—এলাহাবাদ।
৩০। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ পুরাণবাজার, সরকার ঠাকুরের কুঞ্জ, বৃন্দাবন
৩১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, নিউদিল্লী
৩২। শ্রীপরমহংসমঠ—নৈমিষারণ্য,
৩৩। শ্রীসারস্বত গৌড়ীয় মঠ—হরিদ্বার।
৩৪। শ্রীব্যাসগৌড়ীয়মঠ—কুরুক্ষেত্র, পঞ্জাব
৩৫। শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাবুলনাথ রোড, পোঃ গ্রাণ্ট রোড, বোম্বে।
৩৬। লণ্ডন গৌড়ীয়মঠ, ৩০ গ্লষ্টার হাউস, কর্ণওয়াল গার্ডেন্স, লণ্ডন। (এস্, ডব্লিউ—৭)।
৩৭। অমরি গৌড়ীয়মঠ—মেদিনীপুর
৩৮। সরভোগ গৌড়ীয় মঠ—সরভোগ, কামরূপ, আসাম
৩৯। শ্রীল পরমহংস বাবাজীর সমাধি-মন্দির শ্রীধাম-মায়াপুর, নদীয়া।
৪০। শ্রীগৌড়ীয়মঠ—১০০ নং মিঠাপুর পোঃ—বাঁকিপুর, পাটনা

শুদ্ধভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী মাসিক। শ্রীধাম-মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১॥০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দি ভাষার একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি হৃদয় বন মহারাজ সম্পাদিত ও নৈমিষারণ্য শ্রীপরমহংস মঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ১॥০ দেড় টাকা মাত্র।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥০ দেড় টাকা মাত্র।

৫। কীর্ত্তন—মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ নিত্যানন্দ সেবাতীর্থ বি-এজি, বি-টি, সম্পাদিত। আসাম গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম হইতে প্রকাশিত আসামী ভাষার মাসিক। ভিঃ সডাক ১॥০ দেড় টাকা মাত্র।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ প্রণীত সমগ্র গ্রন্থ

গ্রন্থের মূল বোল্ড অক্ষরে এবং তন্নিম্নে বর্ত্তমান যুগ শুদ্ধভক্তিপ্রচারের মূল মহাপুরুষ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অমৃতপ্রবাহভাষ্য ও প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের অনুভাষ্য সন্নিবেশিত হইয়াছে। অতি সুন্দর ছাপা। ডবল ক্রাউন আটপেজি আকারে ১০৯৬ পৃষ্ঠায় কেবল মূল ও ভাষ্য সম্পূর্ণ হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত ২১৮ পৃষ্ঠায় কেবল শ্লোক সূচী, পদ্যসূচী, স্থানসূচী, পাত্রসূচী, বিষয়-সূচী, শব্দসূচী প্রভৃতি বিস্তৃত সূচী-পত্র। সর্ব্বাঙ্গ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের এরূপ উৎকৃষ্ট ও অমূল্য বিরাট সংস্করণ জগতের কোথায়ও আজ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই; ইহা নিরপেক্ষ পাঠকমাত্রেই একবাক্যে স্বীকার করিয়া থাকেন। সর্ব্বসাধারণের সুবিধার জন্য ভিক্ষা ১২৲ বারটাকা স্থলে—৬৲ ছয়টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীচৈতন্যমঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

কলিকাতা বাজার দর

লোহ হার্ডওয়ার

৫ই জানুয়ারী ১৯৩৪

টাটার তৈয়ারী— প্রতি হন্দর।

লোহার কড়ি (জয়েষ্ট বা বীম)

মার্কা ৫॥০—৫৮০

ঐ বে-মার্কা হাল্কা ওজন ৫৲—৫৶০

বরগা (টী-আয়রণ) ৬৶০—৬।৶০

এঙ্গেল আয়রণ (কোনা) ৫৮০—৬।৶০

গ্যালভ্যানাইজড করগেট টীন—

২২ গেজ ৬ হইতে ১০ ফুট ১১।৶০

২৪ গেজ „ „ ১০৸৶০

২৬ গেজ „ „ ১২।৶

২৪ গেজ আর, পি, ডি, মার্কা ১৪৲

২৪ গেজ গাঃ প্লেন শীট— ১১।৶০

২৬ গেজ „ „ ১২।৶০

২৮ গেজ ও ৩০ গেজ ঐ— ১২৸৶০—১৪৲

বাগান ঘেরা কাঁটাতার ১০০

পাউণ্ড রোল ৯।০

ষ্টীল পাটী ৬৶০—৭।০

„ বোলটু (গোল) ৬৶০—৬।০

„ পয়াদে (চৌকা) ৬৶০—৬।০

„ গোল রড ৵০—।৶০ সূতা ৪৸৶০-৫॥৶০

„ টানা রড-

চৌকা ৵০—।৶০ ঐ ৫৸০—৫৸৶০

„ নাগুল তাল ৭।০—৭৸০

„ প্লেট—ন্তিম সূতা মোটা

পর্য্যন্ত ৭৸৶০—৮৶০

„ চাদর ৩-১৬ থামা বাণ্ডিল ৯॥৶—১১॥০

স্প্রীং ষ্টীল ৮।০—৯৲

কাফ রাউণ্ড ৫৸৶—৬৲৶০

তারের পেরেক ১—৬ ইঞ্চি ৯৲—১০॥০

প্যাটেণ্ট পেরেক ২—৮ ইঞ্চি ১২৲—১৫৲

ঢালাই কড়া ১ হইতে ১০ নং ২।৶-২॥০ সাট

কোদাল ৪, ৫, ৬, ৭৸৶০ ৮৸৶০ ৯৸৶০ ডঃ

ঐ তিন পাউণ্ড ৬৲ দেঃ বিঃ ৬।৶০ „

গ্যাঃ প্লেন বালতি ৭—১২ ইঞ্চি ১॥০-৬॥০

ঐ রিভিট „ ৭—১২ ইঞ্চি ২৶০—৭৶০ „

লোহার স্কোয়ার রডের গোল ও

চৌকা ৮।০— „

ঐ তালের লোহার সিট ১৫৲ „

ঐ পেনেস্তা (কাঠের সিট) ১৮৲ „

লোহার স্ক্রুপ ॥—৩ ইঞ্চি ৴১০—॥৶০ গ্রোস

ঐ কজা ১৩ নং

১॥—৪ ইঞ্চি ।৫—৸৶০ পেঃ ডজন

গ্যাঃ তার ১৬—২২ নং

(গেজ) ১২॥০—১৪।০ হন্দর

গ্যাঃ রিজিং (মটকা)

১২ ইঞ্চি ।৶—॥৶১০ পীস

গ্যাঃ গাটারিং বা ডোঙ্গা

৬ ইঞ্চি ।০—৸৶০ „

গ্যাঃ স্ক্রুপ ১॥০—২॥০ ইঞ্চি ২৩৲—২৯৲ হন্দর

গ্যাঃ ওয়াসার চাকি ১১॥০—১৭॥০ „

গ্যাঃ বোল্ট-নাট ৮—৩ ইঞ্চি

॥৶১০—১৶০ গ্রোস

ঢালাই রেলিং ৩॥০—৪॥০ হন্দর

ঐ রেন ওয়াটার পাইপ

৩ ইঞ্চি ৵১০ ও ৪ ইঞ্চি ।১০ ফুট

টিউব ওয়েলের জন্য গ্যাঃ

পাইপ১॥ চাক্ক ।৶৫ ফুট

পাম্প ৪নং ১২॥০ ৫নং ১৪৲ ৬নং ১৬৲

৬০—৮০ ব টিপারা ৶.৫ সাট ২।০—২॥০ মণ

কেরোসিন

প্লোক্রেক প্রত্যেক বাক্স (২ টিন) ৯৲৬

সূর্য্য মার্কা „ ৬॥০

ভিক্টোরিয়া „ ৭৲

সোণার দর

পাকা সোণা ৩০৸৶

বড়াল ৩০৸

চিনা পাত ৩২।০

রূপার দর

রূপা প্রতি ১০০ ভরি ৫৫৶০

ঐ খুচরা ৫৶০

কোম্পানীর কাগজ

৩॥০ সুদের কাগজ ৮১৶

৩॥০ নূতন ঋণ (১৯৪৭-৫০) ৯১।০

৪৲ „ ঋণ (১৯৬০-৭০) ৯৭৲

৫৲ „ বণ্ড (১৯৩৫ ১০৪॥৶০

ডিবেঞ্চার

৫৲ সুদের (১৯৫৬-৮৬) কলিকাতা পোর্ট-

ট্রাষ্ট ডিবে :— ১০২॥৶০

ব্যাঙ্ক

ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক (কর্ণটি) ২৯৪॥০

সেণ্ট্রাল ঐ ২২৲

কাপড় ও সূতার কল

এলগিন মিল ৪৫৲

পাট কল

হাওড়া ৫০৲

অকল্যাণ্ড ১৯৫৲

বালী ১৬২৲

বরানগর ১৫০৲

কেলভিন ৩৭০৲

ভিক্টোরিয়া? ২৪৩৲

ক্লাইভ ২৮।০

ডালহাউসী ৪০৮॥০

ডেল্টা ৪০৫৲

কৃষ্ণনগর নবদ্বীপঘাট রেলওয়ে সময়

কৃষ্ণনগর হইতে নবদ্বীপঘাট

কৃষ্ণনগর সিটি—	৬-৪৫	১০-৪৪	১৩-২২	১৭-৩৮	২০-১৬
কৃষ্ণনগর রোড—	৬-৫৬	১০-৫৫	১৩-৩৩	১৭-৪৭	২০-২৫
আমঘাটা—	৭-১৫	১১-১৩	১৩-৫১	১৮-৩	২০-৪১
মহেশগঞ্জ—	৭-১৪	১১-২১	১৪-০	১৮-৯	২০-৪৭
নবদ্বীপঘাট—	৭-৩৩	১১-৩০	১৪-৯	১৮-১৬	২০-৫৫

বিশেষ দ্রষ্টব্য—নবদ্বীপঘাট ষ্টেশন অপেক্ষা মহেশগঞ্জ ষ্টেশন হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরের দূরত্ব অনেক কম। শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে যাঁহাদিগকে রাণাঘাটে ট্রেণ বদল করিতে হয়, তাঁহারা রাণাঘাটে প্রাতঃ ৫-৫০, ৮-১৪, ৯-৪৬, ১৬-৪৮, ১৮-৩৯ এবং ০-৩২ মিনিটের সময় গাড়ী পাইবেন।

শান্তিপুর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে শান্তিপুর ষ্টেশনে ৫-৪০, ৯-২৯, ১২-২৫, ১৬-৪ এবং ১৮-৪১ মিনিটের সময় ট্রেণ পাওয়া যায়।

নবদ্বীপঘাট হইতে কৃষ্ণনগর

নবদ্বীপ ঘাট—	৫-৩৫	৯-২৫	১২-১০	১৫-৩৪	১৮-৪৫
মহেশগঞ্জ—	৫-৪৩	৯-৩৩	১২-১৯	১৫-৪১	১৮-৫৬
আমঘাটা—	৫-৪৯	৯-৩৯	১২-২৬	১৫-৪৮	১৯-৫
কৃষ্ণনগর রোড—	৬-৫	৯-৫৫	১২-৪৩	১৬-৪	১৯-২৪
কৃষ্ণনগর সিটি—	৬-১৩	১০-৩	১২-৫১	১৬-১২	১৯-৩৫

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে—ডাঃ কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম ভক্তিশাস্ত্রী এল. এম. এফ. কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

১৪ জনের প্রাণদণ্ডাদেশ

কাবুলের "ইসলাহ" পত্রিকায় রাজা নাদিরশাহের হত্যা সম্পর্কিত মামলার বিচার কাবুলের যে বিশেষ জীর্গায় হয়, তাহার রায়ের পুরা বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে। উক্ত রায়ে ১৪ জন আসামীর প্রতি প্রাণদণ্ডাদেশ প্রদত্ত হয়। উহাতে উল্লিখিত হইয়াছে যে, আব্দুল খালেক এবং আবদুল আজিজের উক্তিতে আবদুল খালেকের পিতা, খুল্লতাত এবং মাতুলই যে রাজার (নাদির শাহের) হত্যার ষড়যন্ত্রের প্রধান নেতা তাহা সপ্রমাণিত হইয়াছে। এই হত্যার বিষয় উহারা জানিত।

আব্দুল খালেকের মাতুলালয়ে আবদুলের পরিজনগণের মধ্যে আলোচিত হইয়া হত্যার সিদ্ধান্ত হয়। ঐ বাড়ীতে গোলাম সিদ্দিকের পত্নী প্রায়ই যাইত এবং নাদির শাহের বিরুদ্ধে আবদুল খালেককে সে উত্তেজিত করিত। আবদুল খালেক এবং মামুদের উক্তিতে প্রকাশ, গোলাম নবীর ভ্রাতুষ্পুত্রই 'নিজাত' স্কুলে নাদিরশাহের বিরোধী আন্দোলনের প্রবর্ত্তক। আবদুল খালেক ঐ স্কুলেরই ছাত্র ছিল। ঐ বিদ্যালয়ের ছাত্রগণের মধ্যে সরকারের বিরুদ্ধে প্রচারকার্য্য তাহারাই প্রবর্ত্তন করে। ছাত্রগণকে সরকারের শত্রুরূপে পরিণত করার জন্ম তাহারাই দায়ী। গোলাম নবীর আর এক ভ্রাতুষ্পুত্র গোলাম রব্বানী যে সকল ছাত্র গোলাম নবীর বাড়ীতে যাইত তাহাদের অধিকাংশের নিকটই সরকারের নিন্দাবাদ করিত। সরকারের বিরুদ্ধাচরণ করিতে সে ছাত্রগণকে উৎসাহিত করিত। নিজাত বিদ্যালয়ের একজন সহকারী শিক্ষক, রাজাকে হত্যার জন্ম আবদুল খালেকের অভিপ্রায়ের বিষয় অবগত ছিলেন। ষড়যন্ত্র সম্পর্কে তাঁহার প্রতি প্রাণদণ্ডের আদেশ প্রদত্ত হয়। তাঁহাকে কয়েক বার জানান হয় যে, তাঁহার স্কুলের কতিপয় ছাত্র রাজপুরুষগণের প্রতি অসন্তিষ্ণু ভাব পোষণ করে এবং আবদুল আজিজ নামে আর একটী ছাত্র প্রকাশ্যে সরকারের বিরুদ্ধে প্রচারকার্য্য করিতেছে। উক্ত শিক্ষক বলিতেন যে, তাঁহার ছাত্রগণের কোনরূপ দোষ নাই এবং তাহার কার্য্যাবলীর বিষয় অবগত হইয়াছেন বলিয়া তিনি আবদুল আজিজকে সতর্ক করিয়া দেন এবং তাহাকে সাবধান হইতে বলেন। উক্ত শিক্ষক তাঁহার ছাত্রদের কার্য্যাবলীর নিয়ন্ত্রণ করেন না এবং শিক্ষা সচিবকে ঐ সম্বন্ধে সংবাদও দেন না।

এই সম্পর্কে জীর্গা প্রস্তাব করিয়াছেন যে, দেশের শান্তিপূর্ণ আবহাওয়া আবার অশান্তিময় করিতে এবং দেশবাসীর মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি করিতে ইচ্ছুক ব্যক্তিবর্গের কার্য্যাবলী সম্পর্কে উল্লিখিত ধরণের সংবাদ ও বিবৃতি যাহা সরকার প্রাপ্ত হইবেন তাহা মন্ত্রিসভায় ও অভিজাতবর্গের সমিতিতে যেন পেশ করা হয়। ঐ বিষয়ে তদন্ত করিয়া সরকারের বিরুদ্ধে কার্য্যে লিপ্ত ব্যক্তিবর্গকে কুকার্য্যের জন্ম সমিতির বিধানানুসারে উপযুক্ত দণ্ডে দণ্ডিত করিতে, তাহাদের সম্বন্ধে সরকার যেন তাঁহাদের মতামত আদালতে পেশ করেন।

ডাক গাড়ী ধ্বংসের চেষ্টা

"রেঙ্গুন গেজেট" সংবাদ দিতেছেন, সম্প্রতি রেঙ্গুন হইতে ২৩৯ মাইল দূরবর্ত্তী কাউডাঙ্গ ন ও পিয়ককোয়ের মধ্যে আলক নামক এক স্থানে ৫ জন লোক ডাক-গাড়ী ধ্বংসের চেষ্টা করিয়াছিল। প্রকাশ, উহারা রেলের পাটীর বাঁধনের জায়গার ৫টা বল্টু আলগা করিয়া দেয়। সে শব্দে ২ জন শ্রমিক তথায় আগমন করিলে উহারা অন্ধকারের মধ্যে পলায়ন করে।

শ্রমিকরা রেলগুলি পরীক্ষা করিতে যাইয়া দেখে, তথায় কিছু গোল ঘটিয়াছে। তাহারা তাহাদের জমাদারকে সে সংবাদ প্রদান করিলে জমাদার বল্টুগুলি আবার ঠিক করিয়া আঁটিয়া দেয়।

— ——

১০ হাত কুম্ভীর শিকার

আগরতলা হইতে প্রকাশ বাসিখল গ্রামের পাশ দিয়া যে টিটাসনদী প্রবাহিত, তাহার তীরে প্রায় ১০ হাত লম্বা একটা কুমীরকে কতিপয় গ্রামবাসী মিলিয়া মারিয়া ফেলিয়াছে। কুমীরটা গা শুকাইবার জন্ম উপরে উঠে। একটি বালক তাহাকে দেখিয়া লোকজন ডাকাডাকি করে। গ্রামবাসীরা বর্শা ও কুঠারের সাহায্যে সেটাকে বধ করিয়াছে।

বোমা প্রস্তুতের মিথ্যা অভিযোগ

হাইদ্রাবাদ প্রথম সিটি ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ হাসামালী খানের এজলাসে সাইয়েদাস হ্রাফ ঘাউস মহীউদ্দিন (পি ডব্লিউ, ডি-র কেরাণী) সৈয়দ সারফুদ্দিন (পুলিশ কনষ্টেবল) এবং জামসেদ খান ভারতীয় দণ্ডবিধির ১৫৮ ধারায় সরকারী কর্ম্মচারীর নিকট অপরের অনিষ্ট সাধনের জন্ম মিথ্যা সংবাদ দেওয়ার অভিযোগে অভিযুক্ত হইয়াছে।

সরকার পক্ষের অভিযোগ এই যে, অভিযুক্তদের সকলেই একদলের লোক। ঐ দলের সহিত গোলাম মুর্ত্তাজা, জিলানী, এবং অপর ২ জন লোকও সংশ্লিষ্ট ছিল। দলের মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হওয়ায় অভিযুক্তগণ অপরাপর লোকদিগের সংশ্রব ত্যাগ করে। উভয় দলে শত্রুতা এতই বৃদ্ধি পায় যে, তাহারা অনেকবার মারামারি করে। অতঃপর অভিযুক্তরা অপর দলের বিরুদ্ধে প্রতিহিংসার চরিতার্থতা জন্ম ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইয়া এই মর্ম্মে পুলিশকে বেনামী চিঠি লিখে যে, গোলাম মুর্ত্তাজা, জিলানী এবং অপর ৩ জন লোক বদমায়েস লোক, তাহারা ভয় দেখাইয়া ছাত্রদের টাকা লুণ্ঠন করিতেছে; মুর্ত্তাজা এবং জিলানী লাহালার বিপ্লবীদলের লোক, তাহারা বৃটিশ ভারত হইতে পলাইয়া আসিয়াছে। এই বেনামী চিঠী পাইয়া পুলিশ তদন্ত আরম্ভ করে। তদন্ত আরম্ভ হইলে প্রথম অভিযুক্ত ওয়াদ্ধায় এবং জোতমলে গমন করে এবং ঐ স্থান হইতে মিথ্যা নামে মুর্ত্তাজা ও জিলানীর নিকট বোমা প্রস্তুতের এবং নিজাম ও রেসিডেণ্ট এবং উচ্চ সরকারী কর্ম্মচারীদের উপর বোমা নিক্ষেপের উপদেশ সম্বলিত চিঠি প্রেরণ করে। তৃতীয় অভিযুক্ত সরফুদ্দীন ঐ চিঠিগুলি হস্তগত করে এবং চতুর্থ অভিযুক্ত চিঠিগুলি সংবাদ গোয়েন্দা ইনস্পেক্টর ফজল রসুল খানকে প্রদান করে। ইহার পর মুর্ত্তাজা ও জিলানীর বাসস্থান খানাতল্লাস করা হয় কিন্তু অপরাধজনক কিছুই পাওয়া যায় না। পরবর্ত্তী তদন্তে অভিযুক্তদের ষড়যন্ত্র প্রকাশ পায় এবং তাহাদিগকে গ্রেপ্তার করা হয়। মামলা চলিতেছে।

দেবীদাস গান্ধীর মুক্তি

মুলতান হইতে প্রকাশ, শ্রীযুত দেবীদাস গান্ধী পূর্ণ কারাদণ্ড ভোগের পর গত ৩রা জানুয়ারী অপরাহ্ণে নূতন সেন্ট্রাল জেল হইতে মুক্তি পাইয়াছেন।

শ্রীযুত দেবীদাস মুক্তি পাইবার সঙ্গে সঙ্গেই করাচী মেলে আমেদাবাদ যাত্রা করিয়াছেন। তিনি সিন্ধুর হায়দ্রাবাদ সহর হইয়া যাইবেন।

স্থানীয় কংগ্রেস নেতারা ও বিশিষ্ট অধিবাসিগণ রেল ষ্টেশনে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে বিদায়-সংবর্দ্ধনা জানান।

শ্রীযুত দেবীদাসকে ৫ ফুল দেখায়।

শ্রীযুত দেবীদাসকে দিল্লী সহরের সীমানার মধ্যে প্রবেশ করিতে নিষেধ করিয়া তথাকার রেল ষ্টেশনে তাঁহার উপর যে আদেশ জারী করা হয়, তাহা অগ্রাহ্য করার জন্ম তিনি ৬ মাসের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন।

প্রফুল্লকুমারের আবার সন্তরণ

বিশ্ব বিজয়ী সন্তরণ বীর শ্রীযুক্ত প্রফুল্ল কুমার ঘোষের সন্তরণের আরও কয়েক প্রকার কসরৎ দেখিবার জন্ম রেঙ্গুনে গত ১লা জানুয়ারী বিরাট জনতা আবার সেই রয়্যাল লেকের তীরে সমবেত হইয়াছিল শ্রীযুত ঘোষ হাতে পায়ে হাত কড়ি দিয়া যে সন্তরণ করেন, সেইটিই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক উল্লেখযোগ্য।

ফরাসী বৈমানিক বলট

ফরাসী বৈমানিক বলট চারিহাজার তিন শত কিলোমিটার অবিরাম উড্ডয়ন করিয়া রেকর্ড স্থাপন করিয়াছেন। বলটের কৃতিত্ব দেখিয়া তাঁহাকে বিমানে রেকর্ড ... অনুমতি দেওয়া হইয়াছে।

নূতন ফরাসী ঋণ

ফরাসী সরকার ঋণ গ্রহণ করিবেন। দশ মিলিয়ার্ড ঋণ করিবার ইস্তাহার জারি হইয়াছে।

উক্ত মূল্যের হার হইয়াছে সাড়ে সাতাশ নব্বই ফ্রাঙ্ক দিলে একশত ফ্রাঙ্ক পাওয়া যাইবে। সুদের হার হইবে শতকরা পাঁচ পাঁচ বৎসর পরে একশত ফ্রাঙ্কের কাগজের দরুণ একশত ফ্রাঙ্কই দেওয়া হইবে। যাহারা দশ বৎসর পরে টাকা লইতে ইচ্ছুক তাঁহাদিগকে একশত পাঁচ ফ্রাঙ্ক হিসাবে ঋণের টাকা দেওয়া হইবে। পনর বৎসর পরে যাহারা টাকা লইতে ইচ্ছুক হইবেন, তাঁহাদিগকে একশত দশ ফ্রাঙ্ক হিসাবে দেওয়া হইবে। সকল স্থলেই সুদের টাকা ছয় বৎসর অন্তর দেওয়া হইবে।

বাঙ্গালোরে গান্ধীজী

৫ই জানুয়ারী মধ্যরাত্রিতে গান্ধী, শ্রীমতি মীরা বেন ও আরও কয়েক ব্যক্তির সহিত মহীশূরে পৌঁছিয়াছেন। আসিবার সময় পথিমধ্যে তাঁহাকে অনেক কার্য্য করিতে হয়। অনেকগুলি বিরাট সভায় তিনি বক্তৃতা করেন। ২২৪ মাইল পথ তিনি মোটরে আসেন। কোলার, তুমকুর জেলা বোর্ড ও অন্যান্য স্থানীয় প্রতিষ্ঠান গান্ধীজীকে অভিনন্দন প্রদান করে। উক্ত অভিনন্দনে গান্ধীজীর বর্ত্তমান হরিজন আন্দোলনের শেষ পর্য্যন্ত সাফল্য লাভ হইবে বলিয়া দৃঢ় অবস্থা প্রকাশিত হইয়াছে এবং হরিজন উন্নয়ন আন্দোলনে স্ব স্ব কার্য্যের উল্লেখ করা হইয়াছে। হরিজন আন্দোলনে একরূপ সর্ব্বজনীন সাড়া পাওয়া গিয়াছে বলিয়াও উল্লিখিত হইয়াছে।

গান্ধীজী সংক্ষেপে অভিনন্দনের উত্তর প্রদান প্রসঙ্গে বলেন যে, জনসাধারণের মন হইতে অস্পৃশ্যতার ভাব সমূলে বিনাশের মহৎ কার্য্যে হিন্দু মাত্রেরই উদার সহযোগিতা তিনি প্রার্থনা করেন। গান্ধীজী পথে বাঙ্গালোরে তিন ঘণ্টা অপেক্ষা করেন, কুমারী মীরাবেন একটী খাদি প্রদর্শনী উদ্বোধন করেন। পৃথক পৃথক সভায় গান্ধীজীকে তিনটি টাকার তোড়া মহিলাগণের জনসাধারণে ও মাড়োয়ারীদের পক্ষ হইতে প্রদান করা হয়। শেষ সভায় সমস্ত দিন ধরিয়া যে কয়েকটি পাত্র ও অন্যান্য উপঢৌকন হয়। তাহাতে বেশ দু'পয়সা পাওয়া যায়। যাহা পাওয়া গিয়াছিল, তাহা নীলাম করা এই অর্থ ও সংগৃহীত অর্থের মোট পরিমাণ ৫ হাজার টাকা দাঁড়াইয়াছে।

গান্ধীজী নিখিল ভারত কাটুনী সঙ্ঘের একটি শাখা ... স্ট্রীটে উদ্বোধন করেন।

বিশ্ব-বিশ্রুত শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত

শ্রীচৈতন্য ভাগবত

বিরাট দ্বিতীয়-সংস্করণ

গৌড়ীয়াচার্য্যভাস্কর প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ কর্ত্তৃক গৌড়ীয়ভাষ্য ও বিবৃতিসহ প্রকাশিত। সংস্কৃত শ্লোক সমূহের অন্বয়, অনুবাদ ও ব্যাখ্যা সন্নিবেশিত। প্রতি অধ্যায়ের কথাসার, অধ্যায়-সূচী, শ্লোক-সূচী, পয়ার-সূচী, স্থান সূচী, পাত্র-সূচী, ও গ্রন্থকার শ্রীল বৃন্দাবন দাস গোস্বামীর জীবনী প্রভৃতি মহামূল্য-রত্নে অলঙ্কৃত।

ভিক্ষা—সর্ব্বসাধারণের সুবিধার জন্য ১২৲ স্থলে ৬৲ ছয়টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—

১। শ্রীচৈতন্য মঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

২। শ্রীগৌড়ীয় মঠ
পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

—ঃ কাশীধাম মিশির পোখরাতে ঃ—

শ্রীগৌড়ীয় মঠের

—সৎশিক্ষা প্রদর্শনী

অপূর্ব্ব! অত্যাশ্চর্য্য!! প্রাণমাতান!!!

জীবন্ত প্রতিমার ন্যায় শত শত মূর্ত্তিতে সুসজ্জিত বিভিন্ন দৃশ্য—রাবণের সোণার লঙ্কা দাউ দাউ করিয়া জ্বলিতেছে, মৌমাছির দল মধুপানের জন্য ঝাঁকে ঝাঁকে উড়িয়া যাইতেছে, শ্রীকৃষ্ণের অন্তর্দ্ধানে ভাগবত-সূর্য্যের উদয় হইতেছে, যমপুরীতে পাপিগণ নরক-কুণ্ডে পড়িয়া ত্রাহি ত্রাহি আর্ত্তনাদ করিতেছে, ভক্তগণের সঙ্গে শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু সঙ্কীর্ত্তন-লীলা প্রদর্শন করিতেছেন ইত্যাদি আরও কত কি দেখিয়া বিস্মিত ও মুগ্ধ হইবেন।

—ঃ মহিলাগণের বিশেষ বন্দোবস্ত আছে ঃ—

দর্শনের সময়—প্রাতঃ ৮টা হইতে রাত্রি ৮॥০ পর্য্যন্ত

শিশুর খাদ্য

আমাদের বার্লী আধুনিক উন্নত বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে প্রস্তুত, শ্রেষ্ঠ ও সুলভ বলিয়া ভারতবর্ষের গৃহে গৃহে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে

পঞ্চাশ বৎসরের প্রতিষ্ঠিত

K. C. BOSE & CO'S INDIAN BARLEY CALCUTTA

THE FIRST & FOREMOST FIRM IN INDIA

BOSE'S SUPERIOR INDIAN BARLEY

only Genuine & Select Grains

K. C. BOSE & CO. SHAMBAZAR STEAM BISCUIT & BARLEY FACTORY CALCUTTA

কে সি বসু এণ্ড কোং
শ্যামবাজার ষ্টীম বিস্কুট এণ্ড বার্লী ফ্যাক্টরী
কলিকাতা।

ইউনিয়ন বোর্ডের ফর্ম্ম

কম্ সর্ব্বদা বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত থাকে। অর্ডার পাইলে আমরা আস্ত ফর্মের সাইজ রেজেষ্টারী বহির উপরে ইউনিয়ন বোর্ডের নাম ও নম্বর লেবেল ছাপাইয়া আটিয়া সরবরাহ করিয়া থাকি। কতকগুলি ফর্মের তালিকা নিম্নে দেওয়া গেল—

আসেসমেন্ট তালিকা

ইউনিয়ন বোর্ডের, বেঞ্চের এবং কোর্টের যাবতীয়।

১ নং ফরম প্রতি শত ১৲ টাকা।

বজেট এষ্টিমেট

২নং ফরম প্রতি খানা /০ আনা, প্রতি শত ৪৲ টাকা।

ক্যাস বহি

৩ নং ফরম (আয় ব্যয়ের জমা খরচের বহি) ১০০ পৃষ্ঠার বহি ১৲

আদায়ের রেজেষ্টারী

৪ নং ফরম ১০০ পৃষ্ঠার বহি ১৲ টাকা, ২০০ পৃষ্ঠার বহি ২৲ টাকা।

দৈনিক আদায়ের রেজেষ্টারী

৫ নং ফরম ১০০ পৃষ্ঠার বহি ১৲ টাকা, ২০০ পৃষ্ঠার বহি ২৲ টাকা।

খোঁয়াড় ও খেয়াঘাটের জমার রেজেষ্টারী

৬ নং ফরম প্রতি বহি ১৲ টাকা।

মুদ্রণকর্ত্তা রসিদ

৭ নং ফরম প্রতি বহি ॥০ আনা।

অগ্রিম দেওয়া টাকার রেজেষ্টারী

৮ নং ফরম প্রতি বহি ১৲ টাকা।

মাসিক হিসাব নিকাশের রেজেষ্টারী

৯ নং ফরম ১০০ পৃষ্ঠার বহি ১৲ টাকা, ২০০ পৃষ্ঠার বহি ২৲ টাকা।

কাম ও বস্তু সম্বন্ধে রেজেষ্টারী প্রতি বহি ১৲ টাকা।

নং ফরম দফাদার বা চৌকীদারের বেতন বিলের রেজেষ্টারী প্রতি বহি ১৲ টাকা।

নং ফরম দফাদার বা চৌকীদারের বেতনের রেজেষ্টারী প্রভৃতি প্রতি বহি ১৲ টাকা।

নিবেদক—ম্যানেজার, ভাগবত প্রেস লাইব্রেরী, কৃষ্ণনগর নদীয়া

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক

— পারমার্থিক পত্র —

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজে-
শতনয়স্তদ্ধাম-বৃন্দাবনং,
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং,
প্রেমা পুমর্থো মহান্,
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং
তত্রাদরো নঃ পরঃ॥

৮ম বর্ষ ১০ মাঘ গৌরাব্দ ৪৪৭, ২৬শে পৌষ বঙ্গাব্দ ১৩৪০ ১০ই জানুয়ারী ইং ১৯৩৪, বুধবার ২৬২ তম সংখ্যা

শ্রীজগন্নাথ-গৌড়ীয় মঠে

বার্ষিক মহোৎসব

১।১।৩৪

শ্রীনদীয়া-প্রকাশের পাঠকবর্গ অবগত আছেন যে, শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণব-রাজসভার উদ্যোগে শ্রীচৈতন্যমঠের অন্যতম শাখামঠ শ্রীজগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠের বার্ষিক মহামহোৎসব অনুষ্ঠিত হইতেছে। উৎসবের প্রারম্ভিক কার্য্য উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সিদ্ধস্বরূপ ভক্তিশাস্ত্রী মহোদয় আরম্ভ করেন। তাঁহার মুখে শ্রীমদ্ভাগবতের অপূর্ব্ব ব্যাখ্যা-শ্রবণে সকলেই মুগ্ধ হন। পরে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি প্রকাশ অরণ্য মহারাজ আগমন করতঃ শ্রীমদ্ভাগবতের শ্রীশ্রীপ্রহ্লাদ চরিত্র পাঠ ও ব্যাখ্যা করিয়া শ্রোতৃমণ্ডলীকে অপার আনন্দ দান করিতেছিলেন। পূর্ব্ব হইতেই বিজ্ঞাপিত ছিল যে, এবারে বাগ্মি-প্রবর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজও শুভাগমন করিবেন। তাই সকলেই তাঁহার দর্শন-পিপাসায় উৎকণ্ঠিত ছিলেন।

গত ৩১শে ডিসেম্বর স্বামীজী মহারাজ যখন শ্রীব্যাসাসনে উপবিষ্ট হইলেন তখন তাঁহার শান্ত, মধুর ও সৌম্যমূর্ত্তি দর্শন করিয়া সমাগত সকলের মনেই অভূতপূর্ব্ব আনন্দের লহরী উদ্বেলিত হইয়া উঠিল। পূর্ব্ব হইতেই স্বামীজী মহারাজের আগমন-বার্ত্তা সহরে প্রচারিত হইলে সকলেই বিশেষ ঔৎসুক্য-সহকারে তাঁহার দর্শনেচ্ছায় এবং কথামৃত-পানের আশায় শ্রীমঠে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

স্বামীজী মহারাজ প্রথমে শ্রীমদ্ভাগবত যে পুরাণ শিরোমণি এবং সকল শাস্ত্রের সার-নির্য্যাসরূপে সঙ্কলিত তাহা বর্ণন করিয়া 'শ্রবণং কীর্ত্তনং' শ্লোক ব্যাখ্যা করিতে আরম্ভ করিলেন। ব্যাখ্যাকালে তিনি পরবিদ্যা ও অপরা বিদ্যার তারতম্য প্রদর্শন মুখে শ্রীবিষ্ণুভক্তিই যে পরা বিদ্যা বা উত্তমা বিদ্যা এবং শ্রীপ্রহ্লাদ-মহারাজ-বর্ণিত 'অধীতং উত্তমম্' কথার তাৎপর্য্য স্পষ্টভাবে বুঝাইয়া দেন। নববিধা বিষ্ণুভক্তির মূলে যে আত্মনিবেদন বা আত্মসমর্পণ তাহা বিশেষভাবে ব্যাখ্যা করেন। আত্ম-বেদনের পর যে কি প্রকারে আত্ম-নিবেদন হয় এবং ক্রমশঃ শ্রবণাদি ভক্ত্যঙ্গ যাজনের দ্বারা তাহার পরিপুষ্টি হয় তাহা বিশেষভাবে বুঝাইয়া দেন। পরে শ্রবণের বৈশিষ্ট্য বর্ণন-মুখে শ্রবণীয় বিষয়, শ্রোতা ও বক্তার স্বরূপ নির্দ্ধারণ করিয়া কীর্ত্তনের মাহাত্ম্য এবং শ্রবণকীর্ত্তনের বিষয়—শ্রীনাম, রূপ, গুণ ও লীলাদির শ্রীজীব গোস্বামী প্রভু কথিত ক্রমপন্থা বর্ণন করিয়া এবং ক্রমভঙ্গে অমঙ্গলের বিষয় বিচার করিয়া সকলকেই শ্রীমদ্ভাগবত-প্রচারিত নিরস্ত-কুহক সত্যের প্রতি আকৃষ্ট করেন। সকলেই হরিকথা-শ্রবণে বিপুল পিপাসা লইয়া গৃহে প্রত্যাবৃত্ত হন। সভায় অনেক শিক্ষিত ভদ্রলোক ও ভদ্রমহিলা উপস্থিত ছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য কয়েকটী নাম দেওয়া গেল

প্রবীণ অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার বানার্জ্জি এম্-এ, শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্ত্তী বি-এল, ডাক্তার রাজেন্দ্রচন্দ্র সেন-গুপ্ত, শ্রীযুক্ত রুক্মিণীকান্ত ঘোষ বি-এল, পাবলিক প্রসিকিউটার শ্রীযুক্ত পবিত্র-মোহন দাস এম্-এ, বি-এল, শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য বি-এল, শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রচন্দ্র চন্দ বি-এল, শ্রীযুক্ত সত্যনারায়ণ সেন-গুপ্ত বি-এল, কবিরাজ অবনীভূষণ বিদ্যা-বিনোদ, শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী এম্-এ, বি-এল, শ্রীযুক্ত জ্যোতির্ম্ময় সেন এম্-এ বি-এল, শ্রীযুক্ত সত্যরঞ্জন গুহ বি-এল, শ্রীযুক্ত কুলরঞ্জন দত্ত এম্-এ, বি-এল, শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র মজুমদার বি-এল ম্যাজিষ্ট্রেট ভবানী নাথ নাগ, ম্যাজিষ্ট্রেট রাজেন্দ্রনাথ রায়, ম্যাজিষ্ট্রেট রোহিণীকুমার আদিত্য, ম্যাজিষ্ট্রেট বিহারীলাল রায়, শ্রীযুত কৌমুদীকান্ত ভট্টাচার্য্য ন্যায়-তর্কতীর্থ, শ্রীযুক্ত ধরণীকুমার ভট্টাচার্য্য ব্যাকরণতীর্থ।

সাময়িক প্রসঙ্গ

গত ৩০শে ডিসেম্বর রবিবার সন্ধ্যা ৬॥ টার পর পুরী নামক স্থানে লালাবাবুর ষ্টেটের ম্যানেজার শ্রীযুক্ত অটলবিহারী মিত্র মহাশয়ের চেষ্টায় একটী পারমার্থিক সভার আয়োজন হইয়াছিল। সেই সভায় শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিশ্রীরূপ পুরী মহারাজ ও দার্শনিক পণ্ডিত শ্রীপাদ বিনোদবিহারী কৃতিরত্ন প্রভু "শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের দয়া" সম্বন্ধে রাত্রি পৌনে ৯টা পর্য্যন্ত বক্তৃতা দিয়াছিলেন। বক্তৃতার আদি ও অন্তে শ্রীপাদ গরুড়ধ্বজ গদাধর দাসাধিকারী প্রভু খোল-করতাল-সংযোগে গৌরবিহিত কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। সভায় নিম্নলিখিত কয়েকজন পরিচিত ব্যক্তি ব্যতীত বহু শিক্ষিত ব্যক্তি ও সম্ভ্রান্ত মহিলা উপস্থিত ছিলেন। শ্রীযুক্ত ব্রজমোহন পট্টনায়ক সাবডেপুটী, শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ দে রিটায়ার্ড রেজিষ্টার পলিটিক্যাল ডিপার্টমেণ্ট বিহার উড়িষ্যা, গাঙ্গা-পুর ষ্টেটের ম্যানেজার শ্রীযুক্ত অটলবিহারী মিত্র, শ্রীযুক্ত কাশীনাথ দাস মোক্তার শ্রীযুক্ত [illegible]নাথ পট্টনায়ক, শ্রীযুক্ত কানাইলাল দাস প্রভৃতি।

উপরিউক্ত বক্তৃমহোদয়দ্বয়ের অন্যতম ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিশ্রীরূপ পুরী মহারাজের বক্তৃতার মর্ম্ম অদ্যই প্রকাশ করা হইল। পরবর্ত্তী বক্তার বক্তৃতার সারাংশ আগামীকল্য প্রকাশিত হইবে।

মহামহোপদেশক অধ্যাপক আচার্য্য শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল এম্-এ, ভক্তি-সুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী মহোদয় গত ১লা জানুয়ারী মান্দ্রাজ মেলে কলিকাতা গৌড়ীয়মঠ হইতে কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠে গমন করিয়াছেন। তাঁহার ন্যায় পরম-ভাগবতের নিকট হরিকথা শ্রবণের সুযোগ লাভ করিয়া কটকের বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ কৃতার্থ হইতেছেন। প্রকাশ, অধ্যাপক ভক্তিশাস্ত্রী মহোদয় আগামী ১৭ই জানুয়ারী কটক হইতে কলিকাতা গৌড়ীয়মঠে আগমন করিবেন।

শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণব রাজসভার অন্যতম সম্পাদক মহোপদেশক শ্রীপাদ অতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী ভক্তিসারঙ্গ মহোদয় ও উপদেশক শ্রীপাদ হয়গ্রীব ব্রহ্মচারী ভক্তি-শাস্ত্রী মহাশয় গত ৫ই জানুয়ারী কাশী হইতে কলিকাতা গৌড়ীয়মঠে আসিয়াছেন। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি-মহারাজও বর্ত্তমানে শ্রীগৌড়ীয়মঠে অবস্থান করিয়া কলিকাতার বিশিষ্ট জনগণের নিকট হরিকথা কীর্ত্তন করিতেছেন।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

মাধব ভূত অনিরুদ্ধ

শ্রীবিগ্রহ

'শ্রীবিগ্রহ' বলিতে নিত্য ভগবৎ স্বরূপ বুঝাইলেও সাধারণতঃ প্রপঞ্চে অবতীর্ণ অর্চ্চা-বিগ্রহকেই লক্ষ্য করে। আমরা শাস্ত্রে অষ্টবিধ অর্চ্চাবতারের কথা শুনিতে পাই।

শৈলী দারুময়ী লৌহী লেপ্যা লেখ্যা
চ সৈকতী।
মনোময়ী মণিময়ী প্রতিমাষ্টবিধা স্মৃতা॥
(ভাঃ ১১।২৭।১২)

ভগবানের অর্চ্চামূর্ত্তি আট প্রকার যথা (১) শিলাময়ী, (২) কাষ্ঠময়ী, (৩) লৌহ, সুবর্ণ প্রভৃতি ধাতুময়ী (৪) মৃন্ময়ী, (৫) চিত্রপটময়ী, (৬) বালুকাময়ী, (৭) মনোময়ী, (৮) মণিময়ী।

শ্রীভগবানের নাম, বিগ্রহ ও স্বরূপ—একতত্ত্ব, সকলই সচ্চিদানন্দ-স্বরূপ—শ্রীবিগ্রহের দেহ-দেহীতে কোন ভেদ নাই।

নাম বিগ্রহ, স্বরূপ তিন একরূপ।
তিনে ভেদ নাহি তিন চিদানন্দরূপ॥
(চৈঃ চঃ)

ভগবান্ মায়াবদ্ধ জীবকে কৃপা করিবার নিমিত্ত অর্চ্চা বিগ্রহে তাঁহাদের নিকট প্রকাশিত হইয়া সেবা গ্রহণ করিয়া থাকেন। কিন্তু প্রাকৃত-বুদ্ধিতে আবিষ্টচিত্ত বদ্ধজীব আমরা ভগবানের এইরূপ অযাচিতভাবে কৃপাপ্রদানরূপ সুবর্ণসুযোগ গ্রহণে পরাঙ্মুখ হইয়া শ্রীবিগ্রহকে কাঠ, পাথর প্রভৃতি বলিবার ধৃষ্টতা পোষণ করতঃ নরকগামী হইতেছি। কৃষ্ণাঙ্ঘ্রির চক্ষুষ্মান্ শাস্ত্র ও গুরুবৈষ্ণবগণ আমাদের ন্যায় অন্ধের মঙ্গলের জন্য উপদেশ-প্রদানমুখে ও সৎশিক্ষা-প্রদর্শনী উন্মোচনে এই সকল বিষয় সুষ্ঠুভাবে হৃদয়ঙ্গম করাইবার জন্য চেষ্টা করিলেও পেচক-প্রতীম আমরা সেদিকে দৃকপাত করি না বলিয়াই আজ আমাদের এরূপ দুর্দ্দশা—প্রাণপ্রভু কৃষ্ণ গুরুরূপে, অর্চ্চারূপে আমাদের চক্ষুর সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলেও রোগী আমরা তাঁহার কৃপা লাভে বঞ্চিত।

ভগবান্ কখন কখন নররূপেও এজগতে আসেন। তাঁহার এই নররূপ নিত্য এবং তিনি নর নহেন—নরব্রহ্ম—সচল ব্রহ্ম আর তাঁহার অর্চ্চাবতার অচল ব্রহ্ম—দারুব্রহ্ম প্রভৃতি।

এসব বিষয় প্রাকৃত-বুদ্ধির অগোচর। তাই গ্রন্থ-ভাগবত আজ ব'লেছেন—

অপ্রাকৃত বস্তু নহে প্রাকৃত গোচর।
* * * * *
প্রতিমা নহ তুমি সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্রনন্দন।

শ্রীবিগ্রহ যে সাক্ষাৎ ভগবান্ পূর্ণ চেতনময় বস্তু ইহার প্রমাণ সকল শাস্ত্রই তারস্বরে কীর্ত্তন করিয়াছেন ও করিতেছেন। পরমভক্ত শ্রীল মাধবেন্দ্র পুরীপাদের জন্য ক্ষীরচোরা গোপীনাথের ক্ষীরচুরি, সাক্ষী-গোপালের সর্ব্বজন-সমক্ষে সাক্ষ্যপ্রদান প্রভৃতি অনন্ত-লীলা ইহার জাজ্বল্য প্রমাণ অদ্যাপিও ঘোষণা করিতেছে।

শ্রীভগবান্ সকলের রক্ষক হইয়াও ভক্ত কর্ত্তৃক শ্রীমন্দিরে রক্ষিত হইবার এবং সর্ব্বজনপালক হইয়াও ভক্তকর্ত্তৃক পালিত হইবার, সচল বস্তু হইয়াও অচল হইবার, বাগ্মীশ্রেষ্ঠ হইয়াও মৌন থাকিবার লীলা তাঁহার অচিন্ত্যশক্তিবলে প্রদর্শন করেন ইহাই শ্রীবিগ্রহের বা অর্চ্চাবতারের অলৌকিক বৈশিষ্ট্য। ভগবান্ বিমুখ জীবের জড়-ইন্দ্রিয়জ্ঞানের অতীত ও অচিন্ত্য বস্তু হইলেও সেবোন্মুখের চিন্ত্য ও উপলব্ধির বিষয়। অতএব বদ্ধজীবের কর্ত্তব্য—সাধুগুরু ও শাস্ত্রানুগত্যে নিজ মঙ্গললাভের অর্থাৎ কৃষ্ণসেবোন্মুখ হইবার আশায় সশ্রদ্ধভাবে শ্রীবিগ্রহের সেবা করা। এই শ্রীমূর্ত্তি-সেবাফলেই জীবের পরম শুভোদয় হয় অর্থাৎ কৃষ্ণবিস্মৃতি-রোগ চিরতরে বিদূরিত হইয়া সেবোন্মুখতা প্রকাশ পায়।

শ্রীমূর্ত্তি-সেবন করাই ভক্তজীবনের । তাহা পরিত্যাগ পূর্ব্বক ব্রহ্ম নিরাকার, তাঁহার স্বরূপবিগ্রহ নাই বলিয়া যাঁহারা সেই নিরাকার তত্ত্ব পাইবার জন্য মিথ্যা আকৃতি সৃষ্টি করিয়া তাঁহার উপাসনা করেন, তাঁহারা নিতান্ত পৌত্তলিক। তাঁহাদের উপাসনার ফলও তদ্রূপ। তন্মধ্যে কেহ বা পণ্ডিতাভিমানী হইয়া সেই পৌত্তলিকতা পরিত্যাগ পূর্ব্বক অধ্যাত্ম-যোগ-সাধনে প্রবৃত্ত হন। তিনি এই বলিয়া যুক্তি করেন যে, পৌত্তলিকেরা চক্ষু উন্মীলন করিলেই মৃৎকাষ্ঠ-নির্ম্মিত প্রতিমূর্ত্তি দেখেন, চক্ষু নিমীলন করিলে, সেই প্রতিমূর্ত্তির প্রতিমূর্ত্তি হৃদয়াভ্যন্তরে দেখিতে পান। তাহাতে সমস্ত প্রেম স্থাপন করেন। ইহাতে বস্তু-লাভ হয় না।

তিনি এক প্রকার সত্য বাক্য বলিয়াছেন, কিন্তু নিজেও তদনুরূপ আর একটী কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন। যাঁহারা পরমেশ্বরের মূর্ত্তি দেখেন নাই, তাঁহার যে মূর্ত্তি তাঁহারা প্রস্তুত করেন, তাহা অবশ্যই পৌত্তলিক; যেমত আমি সনাতনকে দেখি নাই, অথচ আমি একটী মূর্ত্তি করিলাম, তাহা ঠিক হইল না। পুনরায় সেই মূর্ত্তিতে প্রেম স্থাপন করিলে সনাতন পান কিনা সে-বিষয়ে সন্দেহ। কিন্তু যিনি সনাতনকে দেখিয়া তাঁহার ফটোগ্রাফ (প্রতিচ্ছায়া-বিশেষ) লইয়াছেন, তিনি যখন সেই ফটোগ্রাফ দর্শন করিবেন, তখন চক্ষু নিমীলন করিলে বাস্তবসনাতনকে হৃদয়ে দেখিবেন। ফটোগ্রাফটী কেবল সদ্ভাবের উদ্দীপক হয়। এস্থলে পৌত্তলিকতা হয় না; বরং ইহা স্মরণের একটা যথার্থ উপায় বলিয়া বৈজ্ঞানিকেরা স্বীকার করেন। প্রণব ধনু প্রভৃতি প্রক্রিয়া দ্বারা যে অধ্যাত্মযোগ, সে কেবল সাধকের পক্ষে একটী প্রাথমিক ব্যাপার। তাহাতে সাধকের হৃদয় চরিতার্থ হয় না। তাই শাস্ত্র ব'লেছেন—

ত্বং ভক্তিযোগপরিভাবিত-হৃৎসরোজ
আস্সে শ্রুতেক্ষিতপথো ননু নাথ পুংসাম্।
যদ্যদ্ধিয়া ত উরুগায় বিভাবয়ন্তি
তত্তদ্বপুঃ প্রণয়সে সদনুগ্রহায়॥
(ভাঃ ৩।৯।১১)

ব্রহ্মা কহিলেন,—হে নাথ, তুমি ভক্তদিগের শ্রবণ ও নয়নপথে সর্ব্বদা বিহার কর। ভক্তিযোগপূত তাঁহাদের হৃৎপদ্মে তুমি সর্ব্বদা অবস্থান কর। হে উরুগায়, ভক্তবৃন্দ হৃদয়ে তোমার যে নিত্যস্বরূপ বিভাবনা করেন, তাঁহাদিগের প্রতি অনুগ্রহ করিয়া তুমি সেই সেই স্বরূপ প্রকট করিয়া থাক।

ভগবৎস্বরূপ দর্শন না হওয়া পর্য্যন্ত কতকগুলি প্রাথমিক ক্রিয়া আছে তাহা তদধিকারীর পক্ষে কর্ত্তব্য বটে। কিন্তু যিনি ভগবৎস্বরূপ দর্শন করিয়াছেন তিনি হৃদয়ে সেই স্বরূপকে অনুক্ষণ ধ্যান করেন এবং প্রাকৃত জগতে তদনুশীলন ব্যাপ্ত করিবার জন্য তদনুরূপ শ্রীমূর্ত্তি প্রকাশ করেন। সেই শ্রীমূর্ত্তি দর্শকদিগের উদ্দীপক তত্ত্ব ও পরমার্থ-প্রদ। স্বরূপদর্শনকারীর পক্ষে মিথ্যাকল্পিত মূর্ত্তি যেমত অমঙ্গলজনক স্বরূপাভাবরূপ ব্রহ্মযোগাদিও তদ্রূপ অনর্থকর। এই সমস্ত ক্ষুদ্র প্রক্রিয়া বস্তুলাভ হইবার পূর্ব্বে প্রায়ই ঘটিয়া থাকে। সামান্য ভাষায় তাহাকে বস্তু হাতড়ান বলে। এই সমস্ত স্বরূপবিরোধী মত সর্ব্বতোভাবে পরিহার্য্য।

তত্ত্বান্ধ ব্যক্তিগণ পরমেশ্বরের স্বরূপজ্ঞান-লাভে অশক্ত হইয়া ভক্তদিগের শ্রীবিগ্রহ-সেবাকে পৌত্তলিকতা বলিয়া নিন্দা করিয়া থাকে। মুসলমানদিগের অসম্পূর্ণ ধর্ম্ম, তৎপরে খৃষ্টানদিগের ক্ষুদ্র মত ও তদুভয়ের অনুগত ব্রাহ্মধর্ম্ম ভারতবাসীদিগের পবিত্র ধর্ম্মবুদ্ধিকে দূষিত করিলে নব্য-সম্প্রদায়ের মধ্যে শ্রীবিগ্রহের প্রতি অশ্রদ্ধা উদিত হয়। দুঃখের বিষয়—এই শ্রীবিগ্রহ-নিন্দা করিবার পূর্ব্বে কেহই এ বিষয়ের সম্যক্ বিচার করেন না। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষায় আমরা এই প্রাপ্ত হই যে, যে-ধর্ম্মে শ্রীবিগ্রহ-সেবা নাই সে-ধর্ম্ম নিতান্ত অকর্ম্মণ্য। ভক্তিমার্গে শ্রীবিগ্রহ-ব্যবস্থা অপেক্ষা উচ্চতর ধর্ম্মানুশীলনের অন্য উপায় নাই। অতএব নিন্দুকদিগের মতের কিঞ্চিৎ বিচার করা আবশ্যক।

(ক্রমশঃ)

শ্রীল পুরী মহারাজের বক্তৃতা

সমবেত সজ্জনবৃন্দ অদ্যকার আলোচ্য বিষয়—"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের দয়া"। শ্রীল রূপগোস্বামীপ্রভু একটী শ্লোকে তাঁহার পরিচয় দিয়াছেন—

নমো মহাবদান্যায় কৃষ্ণপ্রেমপ্রদায় তে।
কৃষ্ণায় কৃষ্ণচৈতন্যনাম্নে গৌরত্বিষে নমঃ।

এই শ্লোকটীতে তাঁহার নাম, রূপ, গুণ ও লীলার কথা বর্ণিত হইয়াছে। তাঁহার নাম শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য—অচৈতন্য বিশ্বে কৃষ্ণনাম-প্রেম বিতরণ পূর্ব্বক জীবকুলকে চৈতন্য দান করিয়াছিলেন তাই তাঁহার নাম শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।

যত জগতেরে তুমি কৃষ্ণ বোলাইলা।
করাইলা চৈতন্য কীর্ত্তন প্রকাশিলা॥
এতেকে তোমার নাম শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।
সর্ব্বলোক তোমা হইতে হইলেন ধন্য॥

তাঁহার রূপ গৌরবর্ণ—সেই স্বয়ংরূপ ব্রজেন্দ্রনন্দনই শ্রীরাধার ভাব ও কান্তি গ্রহণ করিয়া আসিয়াছিলেন তাই তাঁহার রূপ গৌরবর্ণ, তাঁহার গুণ—মহাবদান্য। কৃষ্ণপ্রেমপ্রদানই তাঁহার লীলা।

'দয়া' কথাটী বলিলে উপাধিযুক্ত অবস্থায় আমরা যাহা বুঝি শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যের দয়া সেরূপ নহে, তাঁহার দয়ার বৈশিষ্ট্য আছে। তাই শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী বলিয়াছেন—

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের দয়া করহ বিচার।
বিচার করিলে চিত্তে পাবে চমৎকার॥

বিচারের দুইটী পন্থা আছে। একটী আরোহপন্থা, আর একটী অবরোহ-পন্থা। আমরা চক্ষু, কর্ণ, নাসা, জিহ্বা, ত্বক্, মন, বুদ্ধির সাহায্যে অর্থাৎ ইন্দ্রিয়জ জ্ঞানের দ্বারা বস্তুদর্শন করিয়া যে বিচার করি তাহা আরোহ-পন্থার বিচার। দৃশ্যবস্তুকে নিজের আলোকের সাহায্যে দর্শন না করিয়া যদি তাঁহার শরণাগত হই এবং তাঁহার আলোকের সাহায্যে তাঁহাকে দর্শন করি, তাঁহার দয়া বিচার করি—এই পন্থাটির নাম অবরোহ-পন্থা। জাগতিক আলোকের সাহায্যে সূর্য্য-দর্শন করিবার বৃথা চেষ্টা আরোহ-পন্থার

সরস্বতী-জয়শ্রী

সেবার অপূর্ব্ব সুযোগ ! !   সেবার অপূর্ব্ব সুযোগ ! !

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের জীবনচরিত

আগামী ২১শে মাঘ (১৩৪০), ৪ঠা ফেব্রুয়ারী (১৯৩৪) রবিবার শ্রীশ্রীব্যাসপূজা বাসরে শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের সংরক্ষক ও শ্রীগৌড়ীয়-মঠের মূল মহাপুরুষ প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের ভুবনমঙ্গল জীবনচরিত—"সরস্বতী-জয়শ্রী" প্রকাশিত হইবেন। এই গ্রন্থরাজে বিবিধ চিত্র, মানচিত্র ও হস্তাক্ষর-সম্বলিত পরমশিক্ষাপ্রদ বিষয় সন্নিবেশিত থাকিবে। গ্রন্থের কলেবর রয়্যাল আটপেজী সাইজের ন্যূনাধিক পাঁচশত পৃষ্ঠা হইবে। এতদ্ব্যতীত শ্রীব্যাসপূজার সময় শ্রীল প্রভুপাদের অতিমর্ত্ত্য চরিত্র, শিক্ষা ও আচার-প্রচার-বৈশিষ্ট্য সর্ব্বসাধারণের বোধগম্য করিবার নিমিত্ত কলিকাতা-শ্রীগৌড়ীয়মঠে একটি মিউজিয়াম বা প্রদর্শনী উন্মুক্ত হইবে।

এবং সূর্য্যের শরণাগত হইয়া তাঁহার প্রেরিত আলোকের সাহায্যে তাঁহাকে দর্শন করা অবরোহ-পন্থার উদাহরণ।

আমাদের ইন্দ্রিয়জজ্ঞানে ভ্রম, প্রমাদ, বিপ্রলিপ্সা ও করণাপাটব এই চারিটি দোষ আছে সুতরাং আমরা এইরূপ অক্ষজজ্ঞানকে সম্বল করিয়া যদি তাঁহার দয়ার কথা আলোচনা করিতে যাই তবে নিশ্চয়ই বঞ্চিত হইব।

শ্রীভগবান্ শ্রীচৈতন্যদেব অধোক্ষজ বস্তু। অতএব তাঁহার নাম, রূপ, গুণ, লীলার কথা, তাঁহার দয়ার কথা যদি ইন্দ্রিয়জ-জ্ঞানের সাহায্যে মাপিতে যাই তবে আমরা তাঁহার সম্বন্ধে অনেক সময় বিপরীত ধারণা করিব, তাঁহাকে দয়ালু না বলিয়া নিষ্ঠুর বলিব।

আবার আমাদের কল্পিত দয়ার সহিত তাঁহার দয়া যদিও কোন কোন স্থলে বাহ্য-দর্শনে একই প্রকার লক্ষিত হয় তাহা হইলেও আরোহ পন্থার বিচারে তাঁহার ঐ দয়ার মধ্যেও যে বৈশিষ্ট্য আছে তাহা আমরা উপলব্ধি করিতে পারিব না।

তাঁহার দয়াটী যে অক্ষজজ্ঞানগম্য নহে তাহা আমরা তাঁহার দুই একটী লীলার কথা আলোচনা করিলেই বুঝিতে পারিবে। শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবতে দেখা যায়—

প্রভু সে পরম ব্যয়ী ঈশ্বর ব্যবহার।
দুঃখিতেরে নিরবধি দেন পুরস্কার॥
দুঃখীরে দেখিলে প্রভু বড় দয়া করি।
অন্ন বস্ত্র কড়ি পাতি দেন গৌরহরি॥

তাঁহার এই দয়ার কার্য্যটী জনসাধারণের কল্পিত দয়ার সহিত বাহিরে মিল দেখা গেলেও তাহার মধ্যে যে বৈশিষ্ট্য আছে অর্থাৎ অন্নবস্ত্রাদিরূপ ভগবৎপ্রসাদ বিতরণ দ্বারা আত্মার নিত্যকল্যাণ-বিধানই যে তাঁহার মুখ্য উদ্দেশ্য তাহা সাধারণে বুঝিতে পারেন না।

যে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবকে দয়ালু-শিরোমণি বলা হয় তাঁহার কোন কোন লীলা বাহ্যদর্শনে দেখিতে গেলে তাঁহাকে অনেকে নিষ্ঠুর বলিলেন। তিনি অশীতিবর্ষীয়া বৃদ্ধা জননী শচীদেবীকে ও ষোড়শবর্ষীয়া পত্নী বিষ্ণুপ্রিয়াকে নিরাশ্রয় এবং কপর্দ্দক-শূন্য-অবস্থায় রাখিয়া সন্ন্যাসগ্রহণ-লীলাভিনয় করিলেন, ছোট হরিদাস ভগবান্ আচার্য্যের আদেশে তাঁহার সেবার ছলনায় মাধবী দাসীর নিকট তণ্ডুল ভিক্ষা করিয়া আনিলে তাহাকে বর্জ্জন করিলেন, কিছুতেই ক্ষমা করিলেন না, এমন কি, প্রয়াগে ত্রিবেণীতে দেহত্যাগের পরও তাহার জন্য কোন দুঃখ প্রকাশ করিলেন না, আবার বৈষ্ণবাপরাধী চাপাল-গোপাল কুষ্ঠরোগগ্রস্ত হইয়া তাঁহার নিকট গমন করিলে প্রথমবারে তাহাকে তিরস্কার করিয়া বিদায় দিলেন। যাঁহারা নৈতিক ভূমিকায় অবস্থান করিতেছেন, জাগতিক নীতি অপেক্ষা ভক্তিনীতির শ্রেষ্ঠত্ব বুঝিতে পারেন না তাঁহারা অক্ষজ-বিচারে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের ঐ প্রকার লীলা-বলীর গূঢ় মর্ম্ম বুঝিতে পারিবেন না এবং তাঁহাকে করুণাময় বিগ্রহ বলার পরিবর্ত্তে বিপরীত কথাই বলিবেন। সুতরাং গৌর-ভক্তগণের নিকট শ্রৌতপথে তাঁহার দয়ার কথা বিচার করিতে হইবে; তাহা হইলেই আমরা তাঁহার দয়ার বৈশিষ্ট্য উপলব্ধি করিতে পারিব। তাই শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী বলিয়াছেন—

গৌরাঙ্গের নিগূঢ়-লীলা বুঝিতে কার শক্তি।
সেই জানে গৌরচন্দ্রে যার দৃঢ়ভক্তি॥

দয়া দুই প্রকার মন্দ-উদয়া দয়া ও অমন্দ-উদয়া দয়া। কোন ব্যক্তির অন্নবস্ত্রের অভাব হইয়াছে ইহা দেখিয়া কেহ অন্ন-বস্ত্র দিয়া তাহার অভাব দূর করিলেন কিন্তু তাহার আবার রোগ-শোক প্রভৃতি অন্য প্রকারের দুঃখ আসিয়া তাহাকে উদ্বেগ দিতে লাগিল। এইরূপে এক প্রকার অভাব দূর করিলে অন্যপ্রকারের অভাব আসিয়া উপস্থিত হয় কিম্বা যে সব অভাব দূর করা হইল তাহা পুনরায় কিছুদিন পরে দেখা দিল, এইরূপে জন্মজন্মান্তরে সেই ব্যক্তি ত্রিতাপের দ্বারা ক্লিষ্ট হইতে থাকে, স্থায়ীভাবে তাহার দুঃখ-মোচনের কোন ব্যবস্থা করিতে পারেন না। কোন ব্যক্তি অনাহারে মরিয়া যাইতেছিল তাহাকে খাদ্য দিয়া বাঁচাইলেন, তখন সে ইন্দ্রিয়ের উত্তেজনায় কোন সতী নারীর প্রতি অত্যাচার করিতে উদ্যত হইল, কারণ সে, বাঁচিয়া কি করিলে তাহার জীবন সার্থক হইবে? কেন ঐ প্রকার কষ্ট পাইতেছিল? সে-সব শিক্ষা দয়ালু ব্যক্তির নিকট পান নাই। অর্থাৎ ঐ প্রকার দয়ালু ব্যক্তির এমন কোন সম্পত্তি নাই যদ্দ্বারা তিনি স্থায়ীভাবে দুঃখ-নিবারণের ব্যবস্থা করিতে পারেন অথবা গৃহীতার পক্ষে কোন প্রকার মন্দ উৎপন্ন না হয় তাহার ব্যবস্থা করিতে পারেন। পূর্ব্ব প্রকারের দয়ার দ্বারা স্থায়ীভাবে কোন উপকার হয় না বরং পুনঃ পুনঃ মন্দ উৎপন্ন হয় তাই ঐরূপ দয়ার নাম মন্দ-উদয়া দয়া।

আর এক প্রকারের দয়া আছে তাহার নাম অমন্দ-উদয়া দয়া, এই দয়া যাঁহারা গ্রহণ করেন তাঁহাদের সর্ব্বপ্রকার অভাব, সর্ব্বপ্রকার দুঃখ নিত্যকালের জন্য বিদূরিত হয়, এমন কি, অভাব ও দুঃখের মূলটী পর্য্যন্ত বিনষ্ট হয়। এই দুঃখাদি ও তাহার মূল-বিনাশকারীটী অমন্দ-উদয়া দয়ার আনু-ষঙ্গিক ফলমাত্র, তাঁহার মুখ্য ফল—কৃষ্ণপ্রেম। যাঁহারা প্রেমদাতা শ্রীশ্রীগৌরনিত্যানন্দের দয়া লাভ করিয়াছেন কিম্বা যাঁহারা গৌর-ভক্তগণের আনুগত্যে শ্রীচৈতন্যের দয়া বিচার করেন তাঁহারাই এই অমন্দ-উদয়া দয়ার সহিত লৌকিক দয়ার বৈশিষ্ট্য কি তাহা বুঝিতে পারেন।

দুই প্রকার চিকিৎসক দেখা যায়। যাঁহারা চিকিৎসা-শাস্ত্রে অনভিজ্ঞ অথচ চিকিৎসা ব্যবসা করেন, তাঁহারা রোগের মূলকারণ স্থির করিতে না পারিয়া কেবল উপসর্গের চিকিৎসা করেন। ইহাতে ২।৪ দিনের জন্য কোন উপসর্গ কম হইলেও পরে আবার প্রবলভাবে রোগটী পাকিয়া উঠে; তখন রোগীর প্রাণ লইয়া টানাটানি হয়। কিন্তু সুচিকিৎসক উপসর্গের চিকিৎসা না করিয়া রোগের মূল ধরিয়া চিকিৎসা করেন। যেমন কোন ব্যক্তির কোষ্ঠবদ্ধরূপ মূলকারণ বশতঃ বিভিন্ন উপসর্গের সৃষ্টি হইয়াছে। এ অবস্থায় যে চিকিৎসক মূলকারণ স্থির করিতে না পারিয়া কেবল উপসর্গের চিকিৎসা করেন তিনি রোগ নিরাময় করিতে পারেন না কিন্তু সুচিকিৎসক কেবল দুই এক মাত্রা কোষ্ঠ পরিষ্কার হইবার ঔষধ দিয়া বা যন্ত্রের সাহায্যে কোষ্ঠ পরিষ্কার করাইয়া অতি সহজভাবে রোগীকে সুস্থ করিয়া দেন। সেই প্রকার জগজ্জীব এই ত্রিতাপে কেন ক্লিষ্ট হই-তেছে? তাহার মূলকারণ স্থির না করিয়াই অনেকে ক্লেশ দূর করিবার জন্য ছুটাছুটি করেন অর্থাৎ তাঁহারা প্রথম প্রকার চিকিৎসকের মত কার্য্য করেন তাই স্থায়ী-ভাবে ক্লেশ দূর করিতে পারেন না, তাই পুনঃ পুনঃ মন্দ উদিত হয়। কিন্তু যাঁহারা ভব-রোগ-বৈদ্য তাঁহারা উপসর্গের চিকিৎসার জন্য ব্যস্ত না হইয়া রোগের মূল ধরিয়া চিকিৎসা করেন—সর্ব্বপ্রকার ক্লেশের মূল-কারণ অবিদ্যাটী বিনাশ করেন। শ্রীচৈতন্য-দেব সেই ভবরোগ বৈদ্যগণের শিরোমণি; তাই তিনি বলিয়াছেন—

ভারত-ভূমিতে হৈল মনুষ্যজন্ম যার।
জন্ম সার্থক করি কর পর-উপকার॥

তিনি পর অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ উপকার করিবার আদেশ করিয়াছেন। যে উপকার করিলে পরে মন্দ উদিত হয় সেরূপ দয়া করিতে বলেন নাই বা সেরূপ আদর্শ দেখান নাই। তিনি অমন্দ-উদয়া দয়া বিতরণ করিবার আদেশই দিয়াছেন এবং সেই আদর্শই দেখাইয়াছেন, তিনি কৃষ্ণনাম-প্রেম বিতরণ করিয়াছেন। তাই শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী বর্ণন করিয়াছেন—

এই পঞ্চতত্ত্বরূপে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।
কৃষ্ণনাম প্রেম দিয়া বিশ্ব কৈল ধন্য॥
উছলিল প্রেমবন্যা চৌদিকে বেড়ায়।
স্ত্রী, বৃদ্ধ, বালক, যুবা সকলই ডুবায়॥
সজ্জন, দুর্জ্জন, পঙ্গু, জড় অন্ধগণ।
প্রেমবন্যায় ডুবাইল জগতের জন॥

পরে কর্ম্মীগণের মন্দ উদয়া দয়া ও শ্রীচৈতন্যদেবের ও চৈতন্যভক্তগণের অমন্দ-উদয়া দয়ার বৈশিষ্ট্য বুঝাইবার জন্য জীবের বিভিন্ন ভূমিকার কথা, নৈতিকগণের মন্দ-উদয়া দয়ার পরিণাম, জীবের স্বরূপ-ধর্ম্মের কথা, তটস্থশক্তি জীবের স্বতন্ত্রতার অপব্যবহার-ফলে অবিদ্যাগ্রস্ত হওয়া বা মায়ার বশবর্ত্তী হওয়াই ত্রিতাপের মূল কারণ প্রভৃতি কথাগুলি বিশেষভাবে আলোচনা করিয়া করুণাবতার শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের নাম প্রেম বিতরণরূপ করুণার কথা বর্ণিত হইয়াছিল।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের দয়ার কথা ২।১ ঘণ্টা সময়ের মধ্যে বর্ণন করা অসম্ভব। এখন দার্শনিক পণ্ডিত শ্রীপাদ বিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী কৃতিরত্ন প্রভু দার্শনিক বিচারের দ্বারা শ্রীচৈতন্যের দয়ার বৈশিষ্ট্যের কথা কীর্ত্তন করিবেন। আশা করি, আপনারা আরও কিছু সময় ভিক্ষা দিবেন এবং ধৈর্য্য অবলম্বন পূর্ব্বক তাঁহার শ্রীমুখ-বিগলিত বাণী শ্রবণ করিয়া পরম তৃপ্ত হইবেন।

গৌর যে শিখাল নাম সেই নাম গাও। অন্য সব নাম-মাহাত্ম্য সেই নামে পাও॥

শুদ্ধভক্তি গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। ভাষ্যসহ বিরাট শ্রীচৈতন্যভাগবত ৫৲
২। শ্রীমদ্ভাগবতম্—সমগ্র ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২৮৲
একাদশ স্কন্ধ হইতে প্রতিখণ্ড ।৵০
৩। ভাষ্যসহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত
(৪র্থ সংস্করণ) ৬৲
৪। ভক্তিবিবেককুসুমাঞ্জলি (বাঁধা) ৲
৫। গৌড়ীয় গৌরব ।৵০
৬। গৌড়ীয়-সাহিত্য ।৵০
৭। ভজনরহস্য ॥০
শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও
শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৯। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ)
ঐ (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
১০। গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি টীকাসহ)
ঐ (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
১১। গীতার কেবল মাধ্ব-ভাষ্য ॥০
১২। যুক্তিমল্লিকা গুণসৌরভঃ সানুবাদ
(মাধ্ব) ২৲
১৩। বেদান্তত্ত্বসার সানুবাদ
(রামানুজীয়) ॥০
১৪। জৈবধর্ম্ম ২৲
১৫। শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৬। গৌড়ীয় কণ্ঠহার ২৲
১৭। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ।৵০
ঐ (বাঁধা) ৸০
১৮। দ্বীপ-নিরূপণ ৵০
১৯। সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ) ।৵০
২০। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ॥০
ঐ (আবাঁধা) ।৵০
২১। নবদ্বীপধাম গ্রন্থমালা ৸০
২২। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৵০
২৩। গীতমালা ,/১০
২৪। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৵০
২৫। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৵০
২৬। নবদ্বীপ পঞ্জিকা (৪৪৭ গৌরাব্দ) ৵০
২৭। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
২৮। শ্রীগোদ্রুমগুসপরিক্রমা-দর্পণ ।০
২৯। শরণাগতি ৵০
৩০। গীতাবলী ৵০
৩১। চিত্রে নবদ্বীপ ॥০
৩২। সাধনকণ ৵০
৩৩। প্রেম ভক্তিচন্দ্রিকা ৵০
৩৪। নবদ্বীপশতক /০
৩৫। অর্থপঞ্চক /০
৩৬। সদাচারস্মৃতিঃ ৵০
৩৭। কল্যাণকল্পতরু (৪র্থ সংস্করণ)
৩৮। অর্চ্চনকণ
৩৯। সাধককণ্ঠমালা (বাঁধা) ।০
ঐ (আবাঁধা) ।৵০
৪০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি
(প্রথম চারিখণ্ড) ৩৲
৪১। ব্রহ্মসংহিতা ।০
৪২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৪৩। মণিমঞ্জরী সানুবাদ ।০
৪৪। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৵০
৪৫। প্রকৃতার্থ-বিনির্ণয় ।০
৪৬। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৪৭। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
৪৮। গৌড়ীয়মঠ কি করেন ? ৵০
৪৯। ঈশোপনিষৎ (বলদেব ও মাধ্বভাষ্য এবং বিবৃতি ও অনুবাদসহ) ।০
৫০। শ্রীভুবনেশ্বর ৵০
৫১। সিদ্ধান্তদর্পণ ৵০
৫২। সাধ্যবাণী ৵০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৫৩। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী-দিগ্বিজয়ঃ ।০
৫৪। সটীক-পঞ্চাদশসূত্রম্ ।০
৫৫। তত্ত্ব-সূত্রম্ ।০
৫৬। সানুবাদ-শিক্ষাষ্টকম্
৫৭। গৌড়ীয়মঠস্য পরিচয়ঃ ৵০
৫৮। সারার্থদর্শনম্ ৵০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৫৯। রায় রামানন্দ ।০
৬০। নামভজন ।০
৬১। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ডস ।৵০
৬২। লাইফ এ্যাণ্ড প্রিসেপ্টস অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।০
৬৩। বৈষ্ণবীজম ।০
৬৪। ভোয়াট গৌড়ীয়মঠ ইজ ডুইং ৵০
৬৫। দি ভাগবত ।০
৬৬। থিওরেটিক প্রিন্সিপল এ্যাণ্ড আপ্লায়েড ডিভোশন ।০
৬৭। ব্রহ্ম-সংহিতা ২॥০
৬৮। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (ভলুম ওয়ান) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৬৯। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ॥০
৭০। সাধন পথ ।০
৭১। কল্যাণ-কল্পতরু ৵১০
৭২। গীতাবলী ৵০
৭৩। শরণাগতি ৵০

আসামী ভাষায় প্রকাশিত

৭৪। শরণাগতি

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

নদীয়া-প্রকাশপ্রাপ্তির স্থান

১। শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম-মায়াপুর, নদীয়া
২। শ্রীযোগপীঠ ঐ
৩। শ্রীবাস অঙ্গন ঐ
৪। অদ্বৈত-ভবন ঐ
৫। কাজীর সমাধি পাট ঐ
৬। স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ নদীয়া।
৭। শ্রীভাগবত আসন কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
৮। শ্রীএকায়ন মঠ গোপিকৃষ্ণপুর, চাঁদপাড়ী।
৯। বাদনগোপাল পাট—পোঃ চাকদহ,
১০। শ্রীগৌর গদাধরমঠ—চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড়, বর্দ্ধমান
১১। শ্রীমোদদ্রুমছত্র আমলাজোড়, বর্দ্ধমান
১২। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম, আমলাজোড়া, পোঃ রাজবাধ বর্দ্ধমান
১৩। শ্রীগৌড়ীয়মঠ বাগবাজার, কলিকাতা
১৪। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাক্ড়, হাওড়া,
১৫। শ্রীমাধ্ব গৌড়ীয়মঠ, ২০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা
১৬। শ্রীগোপালজী মঠ কমলাপুর, ঢাকা।
১৭। শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ পোঃ বালিয়াটী,
১৮। শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয়মঠ ময়মনসিংহ।
১৯। শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ চিরুলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর
২০। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম গোয়ালপাড়া, আসাম
২১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ রায়পেট্টা, মাদ্রাজ।
২২। শ্রীরামানন্দগৌড়ীয় মঠ কভুর, জিঃ পশ্চিম গোদাবরী।
২৩। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ উড়িয়াবাজার, পোঃ বক্সীবাজার, কটক।
২৪। শ্রীত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয় মঠ ভুবনেশ্বর।
২৫। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ স্বর্গদ্বার, পুরী।
২৬। শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ আলালনাথ পোঃ ব্রহ্মগিরি, পুরী।
২৭। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ ডুমুরকুণ্ডা, পোঃ চিরকুণ্ডা, মানভূম।
২৮। শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ—কাশী।
২৯। শ্রীরূপগৌড়ীয় মঠ—এলাহাবাদ।
৩০। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ পুরাণবাজার, সরকার ঠাকুরের কুঞ্জ, বৃন্দাবন
৩১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, নিউদিল্লী
৩২। শ্রীপরমহংসমঠ—নৈমিষারণ্য,
৩৩। শ্রীসারস্বত গৌড়ীয় মঠ—হরিদ্বার।
৩৪। শ্রীব্যাসগৌড়ীয়মঠ—কুরুক্ষেত্র, পঞ্জাব
৩৫। শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাবুলনাথ রোড, পোঃ গ্রাণ্ট রোড, বোম্বে।
৩৬। লণ্ডন গৌড়ীয় মঠ, ৩০নং গ্লষ্টার হাউস, কর্ণওয়াল গার্ডেন্স, লণ্ডন। (এস, ডব্লিউ—৭)।
৩৭। আদর্শ গৌড়ীয়মঠ মেদিনীপুর
৩৮। সরভোগ গৌড়ীয় মঠ—সরভোগ, কামরূপ আসাম
৩৯। শ্রীল পরমহংস বাবাজীর সমাধি-মন্দির শ্রীধাম-মায়াপুর, নদীয়া।
৪০। শ্রীগৌড়ীয়মঠ—১০০ নং মিঠাপুর পোঃ-বাঁকীপুর পাটনা।

শুদ্ধভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী মাসিক। শ্রীধাম-মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১॥০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত হিন্দি ভাষায় একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ সম্পাদিত ও নৈমিষারণ্য শ্রীপরমহংস মঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ১॥০ দেড় টাকা মাত্র।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥০ দেড় টাকা মাত্র।

৫। কীর্ত্তন—মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ নিমানন্দ সেবাতীর্থ বি-এজ, বি-টি, সম্পাদিত। আসাম গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম হইতে প্রকাশিত আসামী ভাষায় মাসিক। ভিক্ষা সডাক ১॥০ দেড় টাকা মাত্র

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ প্রণীত সমগ্র গ্রন্থ

গ্রন্থের মূল বোল্ড অক্ষরে এবং তাঁহার বর্ত্তমান যুগ শুদ্ধভক্তিপ্রচারের মূল মহাপুরুষ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অমৃতপ্রবাহ-ভাষ্য ও প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের অনুভাষ্য সন্নিবেশিত হইয়াছে। অতি সুন্দর ছাপা। ডবল ক্রাউন আটপেজি আকারে ১৬৯৬ পৃষ্ঠায় কেবল মূল ও ভাষ্য সম্পূর্ণ হইয়াছে। তদ্ব্যতীত ২১৮ পৃষ্ঠায় কেবল শ্লোকসূচী, পদ্যসূচী, স্থানসূচী, পাত্রসূচী, বিষয়-সূচী, শব্দসূচী প্রভৃতি বিস্তৃত সূচীপত্র। সভাষ্য শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের এরূপ উৎকৃষ্ট ও অমূল্য বিরাট সংস্করণ জগতের কোথায়ও আজ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই, ইহা নিরপেক্ষ পাঠকমাত্রেই একবাক্যে স্বীকার করিয়া থাকেন। সজ্জনগণের সুবিধার জন্য ভিক্ষা ১২৲ বারটাকা স্থলে—৬৲ ছয়টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীচৈতন্যমঠ
পোঃ

তারের ঠিকানা— "শ্রীধাম" নবদ্বীপ
ডাকের ঠিকানা—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

দৈনিক

REG. C1544

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩৷৹
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র।

নদীয়া-প্রকাশ
THE
NADIA-PRAKASH

গ্রাহকের হার
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৷৹
মাসিক ১৲
নগদ বর্তমান
সংখ্যা ৫

ভারতের সর্বত্র বহুল-প্রচার নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৮ম খণ্ড সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বেদান্তবাচস্পতি ২৬৩শ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর— ২৭শে পৌষ বৃহস্পতিবার ১৩৪০, ১১ই জানুয়ারী ১৯৩৪

বিহার গভর্ণরের ভ্রমণ

বিহার ও উড়িষ্যার গভর্ণর লেডী স্টিফেনসন, ক্যাপ্টেন পি, টি, ক্লার্ক ও ক্যাপ্টেন হাইলের সহিত ১৭ই জানুয়ারী তারিখে কলিকাতা যাত্রা করিবেন। তথায় ৪ দিন অবস্থান করিয়া গভর্ণর সদলে ২২শে জানুয়ারী তারিখে পাটনা প্রত্যাবর্তন করিবেন।

কলিকাতায় খানাতল্লাস

কলিকাতা পুলিসের স্পেশ্যাল ব্রাঞ্চ শুক্রবার প্রাতে 'দেশ-দর্পণের' সম্পাদক সর্দ্দার নিরঞ্জন সিং, ম্যানেজার সর্দ্দার বিষণ সিং, এবং সিং সভার সেক্রেটারীদ্বয় সর্দ্দার জগ সিং ও সর্দ্দার সিং এর বাটী, এবং কালি প্রেস ও দেশ দর্পণের অফিস—এত কয় স্থানে যুগপৎ খানাতল্লাস করে। প্রকাশ, পুলিশ কালি প্রেস হইতে কয়খানি পুস্তক ও একটি মোসন লইয়া গিয়াছে।

সর্দ্দার নিরঞ্জন সিংকে স্পেশ্যাল ব্রাঞ্চের অফিসে লইয়া যাওয়া হইয়াছিল, তথায় তাঁহার জবানবন্দী লইয়া তাঁহাকে ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। প্রকাশ, রাজদ্রোহজনক পুস্তিকার সম্পর্কে এই খানাতল্লাস।

হাজতে রিভলভারের গুলী

দিল্লী হইতে প্রায় ৩০ মাইল দূরবর্ত্তী সোনপট হইতে এই মর্ম্মে এক সংবাদ আসিয়াছে যে, মোখদা নামে এক নামজাদা দস্যু হাজতে অবস্থানকালীন কোনরূপে একটা রিভলভার যোগাড় করে এবং উহা হইতেই গুলী চালাইয়া কনষ্টেবল আবদুল হাফিজকে নিহত করিয়াছে।

মোখদা নর-হত্যা সহ ডাকাতি করিবার অভিযোগে দণ্ডবিধির ৩০২ ধারা অনুসারে অভিযুক্ত আছে। কোর্টকে তাহার বিচার হইতেছে।

শ্রীধাম-মায়াপুরে

-"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট"-

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র শিক্ষকগণ ছাত্রদিগকে অতি যত্নের সহিত শিক্ষা প্রদান করিতেছেন। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের বন্দোবস্ত হইয়াছে। খোরাকী ও বেতন বাবদ প্রতি মাসে মাত্র সাত টাকা ব্যয়। স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছেন। বিদ্যালয়টী বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক স্বীকৃত (এফিলিয়েটেড) হইয়াছে। সবিস্তার সংবাদের জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র লিখুন।

বিশেষ দ্রষ্টব্য

পরীক্ষায় যাহারা গড়ে শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র বিনয়ী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হইবে।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউট
শ্রীচৈতন্যমঠ. পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

আগরতলায় গুণ্ডার উপদ্রব

শহরের গুণ্ডারা বাজারের মিষ্টান্ন বিক্রেতাদের উপর অত্যাচার করিতেছে বলিয়া প্রকাশ। গত রাত্রিতে একজন মিষ্টান্ন বিক্রেতা তাহার দোকানে মিষ্টান্ন তৈয়ার করিতেছিল, এমন সময় একদল গুণ্ডা তাহার সম্মুখে হঠাৎ উপস্থিত হইয়া মিষ্টান্ন দাবী করে, নতুবা তাহাকে মারিয়া ফেলিবার ভয় প্রদর্শন করে। তাহারা দোকানখানা লুটপাট করিয়া কিছু মিষ্টান্ন লইয়া পলায়।

উহারা পরে আর একখানা দোকানের উপর চড়াও হয়। সেখানে তাহারা কিছু ক্ষতি করে।

কয়েকদিন পূর্ব্বে একদল গুণ্ডা একটা মিষ্টান্নের দোকানে প্রবেশ করিয়া দোকানদারকে প্রহার করে ও মিষ্টান্ন লুণ্ঠন করিয়া লইয়া যায়।

শ্রীহট্টে ডাকলুঠের মামলা

শ্রীহট্ট হইতে প্রকাশ, শ্রীযুত ফণীন্দ্রনাথ দত্ত বি-এ, আই, সি, এস পরীক্ষার্থী শ্রীযুত অচিন্ত্য ভট্টাচার্য্য এবং স্থানীয় কলেজের প্রথম বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র সুকুমার নন্দী মজুমদার প্রভৃতি অন্যান্য যে সকল যুবককে বিভিন্ন ডাকলুঠ-সম্পর্কে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে, তাহাদিগকে আদালতে হাজির করা হয়। আগামী ১৬ই জানুয়ারী পর্য্যন্ত ধৃত যুবকগণকে হাজতে রাখার আদেশ দেওয়া হইয়াছে।

ফণীন্দ্রনাথ, অচিন্ত্য এবং সুকুমারকে শ্রীহট্টের ব্যাঙ্ক প্রতারণা সম্পর্কে ইতঃপূর্ব্বে কলিকাতায় প্রেরণ করা হইয়াছে।

কয়েকজন ধৃত যুবকের পক্ষ হইতে জামিনের আবেদন করা হয়, কিন্তু তাহা গ্রাহ্য হয় নাই।

স্ত্রী-হত্যার অভিযোগে স্বামী

তারকেশ্বরের নিকটবর্ত্তী মজিলপুর হইতে এই মর্ম্মে সংবাদ আসিয়াছে যে, খেলাতী দাসী নামে একটি স্ত্রীলোক নিহত হইয়াছে এবং সেই সম্পর্কে স্বামী কালীপদ দলুই গ্রেপ্তার হইয়াছে।

প্রকাশ, ঘটনার দিন স্বামী স্ত্রীতে ঝগড়া হয়। সেই সময় স্ত্রীলোকটি তাহার স্বামীকে গাল দেয়। কালীপদ ক্রোধবশতঃ বংশদণ্ড সাহায্যে তাহার স্ত্রীকে প্রহার করে। তাহারই ফলেই স্ত্রীলোকটি মারা যায়।

বিশ্ব-বিশ্রুত শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত

শ্রীচৈতন্য ভাগবত

বিরাট দ্বিতীয়-সংস্করণ

গৌড়ীয়াচার্য্যভাস্কর প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ কর্ত্তৃক গৌড়ীয়ভাষ্য ও বিবৃতিসহ প্রকাশিত। সংস্কৃত শ্লোক সমূহের অন্বয়, অনুবাদ ও ব্যাখ্যা সন্নিবেশিত। প্রতি অধ্যায়ের কথাসার, অধ্যায়-সূচী, শ্লোক-সূচী, পয়ার-সূচী, স্থান-সূচী, পাত্র-সূচী, ও গ্রন্থকার শ্রীল বৃন্দাবন দাস গোস্বামীর জীবনী প্রভৃতি মহামূল্য-রত্নে অলঙ্কৃত।

ভিক্ষা—সর্ব্বসাধারণের সুবিধার জন্য ১২৲ স্থলে ৯৲ নয়টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান-

১। শ্রীচৈতন্য মঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

২। শ্রীশ্রীগৌড়ীয় মঠ
পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

—ঃ কাশীধাম মিশির পোখরাতে ঃ—

শ্রীগৌড়ীয় মঠের

—সৎশিক্ষা প্রদর্শনী

অপূর্ব্ব! অত্যাশ্চর্য্য!! ধারণাতীত!!!

জীবন্ত প্রতিমার ন্যায় শত শত মূর্ত্তিতে সুসজ্জিত বিভিন্ন দৃশ্য—রাবণের লেণ লঙ্কা দাউ দাউ করিয়া জ্বলিতেছে, মৌমাছির দল মধুপানের জন্য ঝাঁকে ঝাঁকে উড়িয়া যাইতেছে, শ্রীকৃষ্ণের অন্তর্দ্ধানে ভাগবত-সূর্য্যের উদয় হইতেছে, যমপুরীতে পাপিগণ নরক-কুণ্ডে পড়িয়া ত্রাহি ত্রাহি আর্ত্তনাদ করিতেছে, ভক্তগণের সঙ্গে শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু সঙ্কীর্ত্তন-লীলা প্রদর্শন করিতেছেন ইত্যাদি আরও কত কি দেখিয়া বিস্মিত ও মুগ্ধ হইবেন।

—ঃ মহিলাগণের বিশেষ বন্দোবস্ত আছে ঃ—

দর্শনের সময়—প্রাতঃ ৮টা হইতে রাত্রি ৮৷৷০ পর্য্যন্ত

শিশুর খাদ্য

K. C. BOSE & CO'S INDIAN BARLEY CALCUTTA

ESTD 1885

THE FIRST & FOREMOST FIRM IN INDIA

BOSE'S SUPERIOR INDIAN BARLEY

1 lb net

prepared only of Genuine & Selected Grains

K. C. BOSE & Co

SHAMBAZAR STEAM BISCUIT & BARLEY FACTORY

CALCUTTA

TO REMOVE COVER CUT ROUND TOP OF LABEL WITH PENKNIFE

• আমাদের বার্লী আধুনিক উন্নত বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে প্রস্তুত; শ্রেষ্ঠ ও সুলভ বলিয়া ভারতবর্ষের গৃহে গৃহে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে

পঞ্চাশ বৎসরের প্রতিষ্ঠিত।

কে. সি. বসু এণ্ড কোং

শ্যামবাজার ষ্টীম বিস্কুট এণ্ড বার্লী ফ্যাক্টরী

কলিকাতা

ইউনিয়ন বোর্ডের ফর্ম্ম

ফর্ম্ম সর্ব্বদা বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত থাকে। অর্ডার পাইলে আমরা অতি অল্প সময়ের মধ্যে রেজেষ্টারী খাতার উপরে ইউনিয়ন বোর্ডের নাম ও নম্বর মত লেবেল ছাপাইয়া আঁটিয়া সরবরাহ করিয়া থাকি। কতকগুলি ফর্মের তালিকা নিম্নে দেওয়া গেল—

আসেসমেণ্ট তালিকা

ইউনিয়ন বোর্ডের, বেঞ্চের এবং কোর্টের ব্যবহার্য্য

১ নং ফরম প্রতি শত ১৲ টাকা।

বজেট এষ্টিমেট

২নং ফরম প্রতি খানা ✓০ আনা, প্রতি শত ৬৲ টাকা।

ক্যাস বহি

৩নং ফরম (আয় ব্যয়ের জমা খরচের বহি) ১০০ পৃষ্ঠার বহি ১৲

আদায়ের রেজেষ্টারী

৪ নং ফরম ১০০ পৃষ্ঠার বহি ১৲ টাকা, ২০০ পৃষ্ঠার বহি ২৲ টাকা।

দৈনিক আদায়ের রেজেষ্টারী

৫ নং ফরম ১০০ পৃষ্ঠার বহি ১৲ টাকা, ২০০ পৃষ্ঠার বহি ২৲ টাকা।

খোঁয়াড় ও খেয়াঘাটের জমার রেজেষ্টারী

৬ নং ফরম প্রতি বহি ১৲ টাকা।

মুদ্রকরাঙ্কিত রসিদ

৭ নং ফরম প্রতি বহি ৷৷০ আনা।

অগ্রিম দেওয়া টাকার রেজেষ্টারী

৮ নং ফরম প্রতি বহি ১৲ টাকা।

মাসিক হিসাব নিকাশের রেজেষ্টারী

৯ নং ফরম ১০০ পৃষ্ঠার বহি ১৲ টাকা, ২০০ পৃষ্ঠার বহি ২৲ টাকা।

জমি ও বন্দোবস্তের রেজেষ্টারী প্রতি বহি ১৲ টাকা।

১০ নং ফরম দফাদার বা চৌকীদারের বেতন বিলির রেজেষ্টারী প্রতি বহি ১৲ টাকা।

১১ নং ফরম দফাদার বা চৌকীদারের বেতনের রেজেষ্টারী প্রতি বহি ১৲ টাকা।

নিবেদক—ম্যানেজার, ভারত প্রেস [illegible]

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

বিশ্বের একমাত্র দৈনিক
— পারমার্থিক পত্র —
শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশ-
তনয়স্তদ্ধাম-বৃন্দাবনম্,
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং
প্রেমা পুমর্থো মহান্,
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং
তত্রাদরো নঃ পরঃ॥

৮ম বর্ষ } ১১ মাধব গৌরাব্দ ৪৪৭, ২৭শে পৌষ বঙ্গাব্দ ১৩৪০, ১১ই জানুয়ারী ইং ১৯৩৪, বৃহস্পতিবার } ২৬৩ তম সংখ্যা

শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীপাদ রাসবিহারী ব্রহ্মচারী
ভক্তিজ্যোতিঃ মহোদয়ের
লণ্ডনগমনোপলক্ষে

অভিনন্দন

ভক্তিজ্যোতিঃ প্রভু,

যথা ভক্তির পীঠস্থান শ্রীনবদ্বীপের যে দ্বীপ কীর্ত্তনাখ্য-ভক্তির জ্যোতিঃতে উদ্ভাসিত, যে-দ্বীপে বর্ত্তমান-যুগে শুদ্ধভক্তি-প্রচারের মূল মহাপুরুষ ঠাকুর ভক্তিবিনোদের ভজনস্থলী "স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ" বিদ্যমান থাকিয়া অপ্রাকৃত-গোপী কৈঙ্কর্য্যে কৃষ্ণ-ভজনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠতা জগতে ঘোষণা করিতেছেন, আপনি সেই পূততম স্থান শ্রীগোদ্রুম-দ্বীপে আবির্ভূত হইয়া শৈশব-কালেই ঠাকুরের পদরজঃ লাভ করিয়াছেন।

আবার ঠাকুর ভক্তিবিনোদ জগদ্বাসীর নিত্যকল্যাণার্থ যে ভক্তিসিদ্ধান্তবাণী মূর্ত্ত-বিগ্রহরূপে রাখিয়া নিত্যলীলায় প্রবিষ্ট হইয়াছেন, আপনি বাল্যকালেই তাঁহার পাদপদ্ম আশ্রয়পূর্ব্বক শ্রীচৈতন্যমঠবাসী হইয়াছেন এবং তাঁহার উপদেশ কায়মনোবাক্যে পালন করিয়া তাঁহার অকৃত্রিম স্নেহের ভাজন হইয়াছেন।

গৌরবাণী-প্রচারই সেই বিগ্রহের প্রাণ; আর গ্রন্থারা প্রচার কীর্ত্তনের একটী প্রধান অঙ্গ। আপনি এই প্রধান অঙ্গের সেবা সুষ্ঠুরূপে সম্পাদন করিয়া শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের আশীর্ব্বাদরূপে "ভক্তিজ্যোতিঃ"-আখ্যায় অলঙ্কৃত হইয়াছেন। শ্রীল প্রভুপাদ আপনাকে শুধু এই গুণে ভূষিত করিয়াই সন্তুষ্ট হইতে পারেন নাই, লণ্ডন গৌড়ীয়মঠের অন্যান্য প্রচারকগণের সহিত মিলিত-কণ্ঠে প্রচারের ফলে "ভক্তিজ্যোতিঃ"র জ্যোতিঃ যাহাতে পাশ্চাত্য-ভূখণ্ডে প্রকাশিত হয়, তৎপ্রদর্শনকল্পে আপনাকে আশীর্ব্বাদ-বাণী প্রদান করিতেছেন—

"যারে দেখ, তারে কহ 'কৃষ্ণ'-উপদেশ।
আমার আজ্ঞায় গুরু হঞা তার' এই দেশ।
কভু না বাধিবে তোমায় বিষয়-তরঙ্গ।
পুনরপি এই ঠাঞি পাবে মোর সঙ্গ॥"

আপনার যাত্রা সর্ব্বপ্রকার জয়যুক্ত হউক। আমরা যেন আপনার ন্যায় একনিষ্ঠ হইয়া শ্রীগুরু-বৈষ্ণবগণের পাদপদ্ম সেবা করিতে পারি। আপনি পাশ্চাত্য-ভূখণ্ডে শ্রীগুরুপাদপদ্ম নির্দ্দিষ্ট সেবাকার্য্য সুষ্ঠুরূপে সম্পাদনপূর্ব্বক পুনরায় এতদ্দেশে শুভবিজয় করুন, ইহাই আমাদের আন্তরিক ইচ্ছা।

শ্রীচৈতন্যমঠ ৮ই মাধব ৪৪৭; ২৪শে পৌষ (১৩৪০) 8. 1. 3 4.	আপনার স্নেহমুগ্ধ শ্রীচৈতন্যমঠের সেবকবৃন্দ শ্রীধাম-মায়াপুর (নদীয়া)

শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয়মঠে উৎসব

ময়মনসিং হইতে প্রকাশিত 'চারুমিহির' নামক পত্রিকায় গত ১৮ই পৌষ তারিখে প্রকাশ, গত ২৬শে ডিসেম্বর হইতে স্থানীয় শ্রীজগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠের বার্ষিক উৎসব আরম্ভ হইয়াছে। উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ নিত্যস্বরূপ ভক্তিশাস্ত্রী ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রকাশ অরণ্য মহারাজ প্রথম হইতেই উৎসবের কার্য্য-আরম্ভ-মুখে সন্ধ্যায় শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ আরম্ভ করিয়াছেন। গত ৩০শে ডিসেম্বর শ্রীল ভারতী মহারাজ শুভাগমন করিয়া পাঠ আরম্ভ করিয়াছেন। সহরের বহু শিক্ষিত গণ্যমান্য ও সর্ব্বসাধারণ পাঠ শ্রবণ করিয়া পরম আনন্দিত হইয়াছেন।

— —

ময়মনসিং হইতে গত ৮ই জানুয়ারী তারিখে প্রেরিত নিজস্বসংবাদদাতার তারে প্রকাশ, গত ৭ই জানুয়ারী ময়মনসিং শ্রীজগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠের সাধারণ মহোৎসব মহাসমারোহের সহিত সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে। নিমন্ত্রিত অনিমন্ত্রিত সহস্রাধিক সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোক, ভদ্রমহিলা, ধনী, দরিদ্র সকলেই পরমানন্দের সহিত মহোৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন।

সমাগত আবালবৃদ্ধবনিতা সকলকেই সমভাবে বিচিত্র-রসসমন্বিত মহাপ্রসাদ অপরাহ্ণ হইতে রাত্রি ১০ ঘটিকা পর্য্যন্ত অকাতরে বিতরণ করা হয়। সুস্বাদু মহাপ্রসাদ-সেবনে সকলেই উল্লাসভরে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের জয়ধ্বনিতে শ্রীমঠ মুখরিত করেন।

— —

মঠের ব্রহ্মচারিগণ, স্থানীয় ছাত্রবৃন্দ ও স্বেচ্ছাসেবকগণ অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া পরমোৎসাহের সহিত সেবাকার্য্য সুসম্পন্ন করেন। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজের সেবাকার্য্যের সুব্যবস্থা, ঐকান্তিকী সেবাপ্রাণতা এবং সদ্ব্যবহার সমস্ত লোকেরই চিত্ত আকর্ষণ করিয়াছিল। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিপ্রকাশ অরণ্য মহারাজ সমাগত সম্ভ্রান্ত ও উচ্চ শিক্ষিত ব্যক্তিগণের নিকট প্রায় সমস্ত দিবসই শ্রীহরিকথা কীর্ত্তন করেন। স্বামীজীর মুখে উপদেশপূর্ণ শ্রীচৈতন্যবাণী শ্রবণ করিয়া সকলেই পরমানন্দিত ও মুগ্ধ হন।

— —

উৎসব-উপলক্ষে মঠের ভক্ত, স্থানীয় স্কুল কলেজের ছাত্র ও স্বেচ্ছাসেবকবৃন্দ, মহোপদেশক আচার্য্য শ্রীপাদ বঙ্কবর ভক্তি-শাস্ত্রী মহোদয় ও ত্রিদণ্ডিপাদগণের আপ্রাণ সেবাচেষ্টা অতীব প্রশংসার্হ।

করাচীতে প্রচার

গত ৯ই পৌষ তারিখে শ্রীশ্রীগৌড়ীয়-মঠের অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিলাস গভস্তিনেমি মহারাজ করাচী ব্রাহ্মসমাজে 'নামতত্ত্ব'-সম্বন্ধে একটী হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা প্রদান করেন।

— —

স্বামীজী মহারাজের বক্তৃতা-শ্রবণের জন্য বহু সিন্ধি ও মাড়োয়ারী ভদ্রলোক এবং ভদ্র-মহিলা তথায় উপস্থিত হন। তাঁহারা স্বামীজী মহারাজের শ্রীমুখে অপূর্ব্ব ব্যাখ্যা শ্রবণ করিয়া অতিশয় আনন্দ প্রকাশ করেন এবং আরও একদিন হরিকথা শ্রবণ করিবার জন্য ইচ্ছা প্রকাশ করেন।

— —

ঐ ব্রাহ্মসমাজে বহু সিন্ধি বালক-বালিকা বঙ্গভাষায় শ্রীমন্মহাপ্রভুর কীর্ত্তন করে। তাহারা বঙ্গভাষা অতি সুন্দররূপে উচ্চারণ করে। তাহাদের বঙ্গভাষায় কীর্ত্তন শ্রবণের জন্য প্রত্যহ বহু ভদ্রলোক ও ভদ্রমহিলা উপস্থিত হন। ঐ বালক-বালিকা ও ব্রহ্মচারীদের কীর্ত্তন এবং স্বামীজী মহারাজের বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া তাঁহারা অতিশয় আনন্দ লাভ করেন। সেখানে প্রায় অধিকাংশ লোকই শ্রীমহাপ্রভুর ভক্ত।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১১ মাধব আদি কারণোদশায়ী

শ্রীবিগ্রহ

(২)

শ্রীবিগ্রহসেবা ও পৌত্তলিকতার মধ্যে প্রকাণ্ড ভেদ আছে। পরমেশ্বরের নিত্য স্বরূপকে অবলম্বন করতঃ শ্রীবিগ্রহ পরিসেবিত হন। জীবের চিদ্দেহগত চক্ষুর দ্বারা পরমেশ্বরের স্বরূপ লক্ষিত হন। ব্যাসনারদাদি এবং সাধারণতঃ সমুদয় নিরুপাধিক ভক্তবৃন্দ পরমানন্দসমাধিসময়ে সেই সচ্চিদানন্দস্বরূপ ভগবানের নিত্য রূপ দর্শন করেন। মনোবৃত্তিতে অহরহঃ সেই রূপের ধ্যান করেন। প্রাকৃতজগতে সেই রূপের প্রতিচ্ছায়াস্বরূপ শ্রীবিগ্রহ দর্শন করতঃ নয়নানন্দ বর্দ্ধন করেন। এস্থলে শ্রীবিগ্রহ কখনও কল্পিত বা জীব-নির্ম্মিত বস্তু হয় না।

যাঁহার ভক্তি নাই তাঁহার পক্ষে ভগবৎ-স্বরূপতা নাই। কিন্তু ভক্তের নিকট তাহা নিত্য চিন্ময়মূর্ত্তির অর্চ্চাবতার; শ্রীবিগ্রহ ভগবৎ-স্বরূপের সাক্ষাৎ নিদর্শন বই স্বরূপেতর বস্তু হইতে পারেন না। শিল্প ও বিজ্ঞানে যেরূপ অলক্ষিত তত্ত্বের স্থূল প্রতিভূ আছে, শ্রীবিগ্রহ সেইরূপ জড়চক্ষুর অলক্ষিত ভগবৎ-স্বরূপের প্রতিভূ-স্বরূপ। ভক্তদিগের ভগবৎ-স্বরূপপ্রতিভূ যে যথাযথ তাহা ভক্তগণ বিশুদ্ধভক্তি-বুদ্ধিরূপ ফলদ্বারা অনুক্ষণ পরীক্ষা করিতেছেন। বিদ্যুৎপদার্থের সহিত বিদ্যুৎযন্ত্রের যে প্রকৃত সম্বন্ধ, তাহা কেবল বিদ্যুৎ-ফলকোৎপত্তিরূপ ফল দ্বারাই লক্ষিত হয়। তদ্বিষয়ে যাহারা অনভিজ্ঞ, তাহারা বিদ্যুৎযন্ত্র দেখিলে কি বুঝিবে? যাহাদের হৃদয়ে ভক্তি নাই, তাহারা শ্রীবিগ্রহকে পুত্তলিকা বই আর কি বলিবে? কিন্তু ভক্তদিগের সিদ্ধান্ত এই যে, শ্রীবিগ্রহ সেবকেরা পৌত্তলিক নন, তাঁহারা নিত্য সচ্চিদানন্দ পূর্ণ-চেতনবস্তুর নিত্য সেবক-সম্প্রদায়। কিন্তু মূঢ় ব্যক্তিগণ এই সিদ্ধান্ত-মর্ম্ম উপলব্ধি করিতে অসমর্থ হইয়া ভগবানের নিত্য সচ্চিদানন্দস্বরূপকে অনাদর করে; তাই শাস্ত্র ব'লেছেন,—

অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতম্।
পরং ভাবমজানন্তো মম ভূত-মহেশ্বরম্॥
(গীঃ ৯।১১)

শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন,—মূঢ়লোক আমার সচ্চিদানন্দ-মূর্ত্তিকে মানব-দেহ মনে করিয়া আদর করে না। এই স্বরূপেই যে আমি সমস্ত ভূতের মহেশ্বর এবং জ্ঞান ও আনন্দময় তাহা তাহারা জানিতে পারে না।

'ভগবান্' এই শব্দে মানবচিন্তায় যত প্রকার চমৎকারিতা আছে, সে সকলই একত্রীভূত হইয়াছে। সমগ্র ঐশ্বর্য্য অর্থাৎ বৃহত্ত্বার সীমা ও সূক্ষ্মতার সীমা ভগবানের একটী লক্ষণ। সর্ব্বশক্তিমত্তা ভগবানের দ্বিতীয় লক্ষণ। মানববুদ্ধিতে যাহা অঘটনীয়, তাহা তাঁহার অচিন্ত্যশক্তির অধীন। তাঁহার অচিন্ত্যশক্তিতে তিনি যুগপৎ নিরাকার ও সাকার। তিনি সাকার হইতে পারেন না, কথা বলিলে তাঁহার অচিন্ত্যশক্তি অস্বীকার করা হয়। সেই শক্তিক্রমেই তিনি ভক্তগণের নিকট নিত্য-লীলা-মূর্ত্তিময়। ভগবান্ সর্ব্বদা মঙ্গলময় ও যশঃপূর্ণ। অতএব তাঁহার লীলা অমৃতময়ী। ভগবান্ সৌন্দর্য্যপূর্ণ। সমস্ত জীবগণ অপ্রাকৃত নয়নে তাঁহাকে সুন্দর পুরুষ দেখিয়া থাকেন। ভগবান্ অশেষজ্ঞান অর্থাৎ বিশুদ্ধ, পূর্ণ, চিৎস্বরূপ অদ্বৈত বস্তু। তাঁহার চিৎস্বরূপই তাঁহার শ্রীমূর্ত্তি।

এই নিত্য শ্রীমূর্ত্তির (যাহা সম্পূর্ণরূপে চিন্ময়) পূজা করাই জীবমাত্রেরই কর্ত্তব্য। যে ব্যক্তি পূজা করে তাহার হৃদয়নিষ্ঠার উপর সকলই নির্ভর। তাহার হৃদয় যতদূর বৃহৎ বা ভূতের সংসর্গের অতীত হইতে পারে, ততদূরই সে শুদ্ধবিগ্রহ-পূজা করিতে সমর্থ হয়।

বেদ, পুরাণ, কোরাণ প্রভৃতি সকল শাস্ত্রেই পরাৎপর-বস্তুর চিৎস্বরূপ শ্রীবিগ্রহের কথা উল্লিখিত আছে। বিচারপর হইয়া অনুসন্ধান করিলেই কেহই ইহা অস্বীকার করিতে পারেন না। বৈষ্ণবশাস্ত্রে ভগবানের বিশুদ্ধ চিন্ময় মূর্ত্তির পূজাদির ব্যবস্থা আছে। উচ্চশ্রেণীর ভক্তদিগের পক্ষে ভৌমবস্তু বা ভূম্যাদি ভূতজাত বস্তুকে পূজা করিবার বিধান নাই। যথা—

যস্যাত্মবুদ্ধিঃ কুণপে ত্রিধাতুকে স্বধীঃ
কলত্রাদিষু ভৌম ইজ্যধীঃ।
যত্তীর্থবুদ্ধিঃ সলিলে ন কর্হিচিজ্জনেষু
অভিজ্ঞেষু স এব গোখরঃ॥
(ভাঃ ১০।৮৪।১৩)

যিনি এই স্থূল-শরীরে আত্মবুদ্ধি, স্ত্রী ও পরিবারাদিতে মমত্ববুদ্ধি, মৃন্ময়াদি জড়বস্তুতে ঈশ্বরবুদ্ধি এবং জলাদিতে তীর্থবুদ্ধি করেন, কিন্তু ভগবদ্ভক্তে আত্মবুদ্ধি ও তীর্থবুদ্ধির মধ্যে কোন ভাবই করেন না, তিনি গরুদিগের মধ্যে গাধা অর্থাৎ অতিশয় নির্ব্বোধ।

'ভূতেজ্যা যান্তি ভূতানি' ইত্যাদি সিদ্ধান্ত-বাক্যে ভূতপূজার অপ্রতিষ্ঠাই দেখা যায়। কিন্তু ইহাতে একটী বিশেষ কথা আছে। মানবসকল জ্ঞান ও সংস্কারের তারতম্যক্রমে অধিকারভেদ লাভ করিয়া থাকে। যিনি শুদ্ধ চিন্ময় ভাব বুঝিয়াছেন, তিনিই কেবল [illegible]য় শ্রীবিগ্রহ [illegible] সমর্থ। সে-বিষয়ে যাঁহারা [illegible] আছেন, তাঁহারা ততদূর মাত্রই বুঝিতে পারেন। অত্যন্ত নিম্নাধিকারীর চিন্ময় ভাবের উপলব্ধি হয় না। তিনি যখন মানসে ঈশ্বর-ধ্যান করেন, তখনও জড়গুণসমষ্টির একটী মূর্ত্তি মনে মনেই কল্পনা করিয়া থাকেন।

মৃন্ময়ী মূর্ত্তিকে ঈশ্বরমূর্ত্তি মনে করা যেরূপ, মানসে জড়ময়ী মূর্ত্তির ধ্যান করাও সেইরূপ। অতএব সেই অধিকারীর পক্ষে শ্রীবিগ্রহ শুভকর। বস্তুতঃ শ্রীমূর্ত্তিপূজা না থাকিলেও সাধারণ জীবের বিশেষ অমঙ্গল হয়। সাধারণ জীব যখন ঈশ্বরের প্রতি উন্মুখ হয়, তখন সম্মুখে ঈশ্বরের শ্রীমূর্ত্তি না দেখিয়া হতাশ হইয়া পড়ে। যে সকল ধর্ম্মে শ্রীবিগ্রহপূজা নাই, সে ধর্ম্মাশ্রয়ী নিম্নাধিকারী ব্যক্তি নিতান্ত বিষয়ী ও ঈশ্বর-পরাঙ্মুখ। অতএব শ্রীমূর্ত্তি-পূজা মানবধর্ম্মের ভিত্তিমূল।

মহাজনগণ বিশুদ্ধ জ্ঞানযোগে পরমেশ্বরের যে মূর্ত্তি দেখিয়াছেন, তাঁহারা ভক্তিপূতচিত্তে সেই শুদ্ধ চিন্ময়মূর্ত্তিরই ভাবনা করেন। ভাবিতে ভাবিতে যখন ভক্তচিত্ত জড়জগতের প্রতি প্রসারিত হয়, তখনই জড়জগতে সেই চিৎস্বরূপের প্রতিফলন অঙ্কিত হয়। ভগবৎ-মূর্ত্তি এইরূপে মহাজন কর্ত্তৃক প্রতিফলিত হওয়া প্রতিমা হইয়াছেন। সেই প্রতিমাই উচ্চাধিকারীর পক্ষে সর্ব্বদাই চিন্ময় বিগ্রহ, মধ্যমাধিকারীর পক্ষে মনোময় বিগ্রহ এবং নিম্নাধিকারীর পক্ষে উহা প্রথমতঃ জড়ময় বিগ্রহ বলিয়া বোধ হইলেও, ক্রমশঃ ভাব-শোধিত-বুদ্ধিতে চিন্ময়-বিগ্রহের উদয় হয়। অতএব সকল অধিকারীর পক্ষে অর্চ্চাবতার শ্রীবিগ্রহ ভজনীয়।

কল্পিত মূর্ত্তিপূজার আবশ্যকতা নাই। কিন্তু নিত্যমূর্ত্তির প্রতিমা বিশেষ মঙ্গলময়। বৈষ্ণবদিগের মধ্যেও এইরূপ ত্রিবিধ অধিকারীর পক্ষে শ্রীমূর্ত্তিপূজা ব্যবস্থাপিত হইয়াছে। ইহাতে কোনও দোষ নাই। কেন না, এই ব্যবস্থাতেই জীবের উত্তরোত্তর মঙ্গল আছে, যথা—

যথা যথাত্মা পরিমৃজ্যতেঽসৌ
মৎপুণ্যগাথাশ্রবণাভিধানৈঃ।
তথা তথা পশ্যতি বস্তু সূক্ষ্মং
চক্ষুর্যথৈবাঞ্জনসম্প্রযুক্তম্॥
(১১।১৪।২৬)

যেমন, চক্ষু অঞ্জনসংযোগে সূক্ষ্ম বস্তু দেখিতে পায়, তদ্রূপ জীব আমার (ভগবানের) পুণ্যকথার শ্রবণ কীর্ত্তনাদির দ্বারা পরিশুদ্ধ হইয়া অতি সূক্ষ্মতত্ত্ব (আমার স্বরূপ ও আমার লীলা) দর্শন করে।

জীবাত্মা এই জগতের জড় মনে আবৃত। আত্মা আপনাকে জানিতে অক্ষম এবং পরমাত্মাকে সেবা করিতে সমর্থ হন না। [illegible] বণ-কীর্ত্তনরূপ ভক্তিবিধান [illegible] ক্রমশঃ [illegible] মুক্তি হইলে জড়-বন্ধন শিথিল হয় [illegible] যতদূর হয়, ততদূর আত্মার [illegible] বল হইতে থাকে এবং সাক্ষাদ্দর্শন ও ক্রিয়া উন্নতি লাভ করিতে থাকে।

কেহ কেহ বলেন যে, অতদ্ব[illegible]দূর করিয়া তত্ত্বলাভের চেষ্টা করিবে। ইহাকে শুষ্ক-জ্ঞানালোচনা বলা যায়। পরিত্যাগ করিতে জীবের শক্তি কোথায়? কারাগারে যে বদ্ধ আছে, সে কি স্বয়ং মুক্ত হইবার বাসনা করিলে হইতে পারে? যে অপরাধে বদ্ধ হইয়াছে, সেই অপরাধ ক্ষয় করাই তাৎপর্য্য। জীবাত্মা যে ভগবানের দাস, তাহা ভুলিয়া যাওয়াই মূল অপরাধ। প্রথমে যে-কোন গতিতেই হউক একটু ঈশ্বরের দিকে মন হইলে শ্রীমূর্ত্তিদর্শন, লীলা-কথা-শ্রবণ ইত্যাদি ক্রমে পূর্ব্ব স্বভাব বল-লাভ করিতে থাকে। যত বল পায়, ততই চিৎসাক্ষাৎকার করিতে সমর্থ হয়। শ্রীমূর্ত্তি-সেবন এবং তৎসম্বন্ধে শ্রবণ ও কীর্ত্তনই অতি নিম্নাধিকারীর একমাত্র উপায়। মহাজনগণ এইজন্যই শ্রীমূর্ত্তি-সেবার ব্যবস্থা করিয়াছেন।

অনেকেই নিম্নাধিকারী হইয়া শ্রীমূর্ত্তির পূজা করিতে আরম্ভ করিয়াছেন, সৎসঙ্গে যত তাঁহাদের উচ্চ ভাব হইতে থাকে, ততই তাঁহারা শ্রীমূর্ত্তির চিন্ময়ত্ব উপলব্ধি করিয়া প্রেমসাগরে মগ্ন হন। স্থির সিদ্ধান্ত এই যে, সৎসঙ্গই সকলের মূল। চিন্ময় ভগবদ্-ভক্তের সঙ্গ হইলে চিন্ময় ভগবদ্ভাব উদ্রিক্ত হয়। চিন্ময় ভগবদ্ভাব যত উদিত হইতে থাকে, সচ্চিদানন্দ শ্রীমূর্ত্তির উপর আরোপিত ভৌতিক-ভাবও ততই লোপ পায়। ক্রমশঃ উচ্চ হওয়া সৌভাগ্যের ফল কিন্তু যাঁহারা শ্রীমূর্ত্তির বিরোধী সেই পাষণ্ড ব্যক্তিগণ দুর্ভাগ্যবশতঃ বিতর্ক ও হিংসাতেই এই অমূল্যজীবন অতিবাহিত করিয়া ভগবদ্-ভক্তিধনে বঞ্চিত হইতেছেন। সাধুগুরুর আনুগত্য-স্বীকারের সৌভাগ্যোদয়েই তাঁহাদের মঙ্গলাশা নচেৎ আর অন্য উপায় শাস্ত্রে দেখা যায় না।

কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ বিষ্ণুপাদ

নমো নমো বিষ্ণুপাদ কৃষ্ণপ্রিয়তম।
ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী অনুপম॥
করুণা-সমুদ্র রাধারাণী-প্রিয়বর।
শ্রীকৃষ্ণ-বিজ্ঞান-দাতা নমি নিরন্তর॥
মধুর-উজ্জ্বল-প্রেম—রূপানুগ-ভক্তি।
দানকারি, নমস্করি গৌরকৃপাশক্তি॥
শ্রীগৌরবাণী-বিগ্রহ দীনের শরণ।
দুর্নির্জ্জিত-ধ্বান্তহারি বন্দি ও-চরণ॥

সরস্বতী-জয়শ্রী

সেবার অপূর্ব্ব সুযোগ !!   সেবার অপূর্ব্ব সুযোগ !!

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের জীবনচরিত

আগামী ২১শে মাঘ (১৩৪০, ৪ঠা ফেব্রুয়ারী (১৯৩৪) রবিবার শ্রীশ্রীব্যাসপূজা-বাসরে শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণবসম্প্রদায়ৈক-সংরক্ষক ও শ্রীগৌড়ীয়-মঠের মূল মহাপুরুষ প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের ভুবনমঙ্গল জীবনচরিত—"সরস্বতী-জয়শ্রী" প্রকাশিত হইবেন। এই গ্রন্থরাজে বিবিধ চিত্র, মানচিত্র ও হস্তাক্ষর-সম্বলিত পরমশিক্ষাপ্রদ বিষয় সন্নিবেশিত থাকিবে। গ্রন্থের কলেবর রয়্যাল আটপেজী সাইজের ন্যূনাধিক পাঁচশত পৃষ্ঠা হইবে। এতদ্ব্যতীত শ্রীব্যাস-পূজার সময় শ্রীল প্রভুপাদের অতিমর্ত্ত্য চরিত্র, শিক্ষা ও আচার-প্রচার-বৈশিষ্ট্য, সর্ব্বসাধারণের বোধগম্য করিবার নিমিত্ত কলিকাতা-শ্রীগৌড়ীয়মঠে একটি মিউজিয়াম বা প্রদর্শনী উন্মুক্ত হইবে।

কৃতিরত্ন প্রভুর বক্তৃতা

(১)

[গত ৩১শে ডিসেম্বর (১৯৩৩) রবিবার তারিখে পুরী রামকৃষ্ণ-হলে 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের দয়া' সম্বন্ধে শ্রীগৌড়ীয় মঠের অন্যতম প্রচারক দার্শনিক পণ্ডিত শ্রীপাদ বিনোদ-বিহারী ব্রহ্মচারী কৃতিরত্ন প্রভু কর্ত্তৃক প্রদত্ত বক্তৃতার মর্ম্ম]

ওঁ অজ্ঞান-তিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জন-শলাকয়া।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥

মাননীয় শ্রোতৃমণ্ডলী, আমার পূর্ব্ববর্ত্তী বক্তা ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তি শ্রীরূপ পুরী মহারাজের শ্রীমুখ-বিগলিত 'শ্রীচৈতন্যের দয়া' সম্বন্ধে অনেক কথাই আপনারা শ্রবণ করিয়াছেন। বর্ত্তমানে রাত্রি অধিক হওয়ায় আপনাদের গৃহে প্রত্যাবর্ত্তনের সময় উপস্থিত হইয়াছে এবং এই Fag-end of the meetingএ আমি আপনাদের অধিক সময় গ্রহণ করিব না; কারণ, আমাদের বক্তব্য বিষয় গুরুতর হইলেও এবং আপনাদের উহা শ্রবণের ইচ্ছা থাকিলেও চঞ্চলচিত্তে গুরুতর বিষয়ের আলোচনা প্রবিষ্ট হইবে না। আমার পূর্ব্ববর্ত্তী বক্তা মহোদয় আমার দার্শনিকতা-সম্বন্ধে যে পরিচয় দিয়াছেন আমি সে-পরিচয়ের সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত, এমন কি, আমি কোন দর্শনশাস্ত্রই অধ্যয়ন করি নাই তবে আমার পূর্ব্ববর্ত্তী বক্তা-মহোদয়ের নিকট এখানে ও মঠে যে সমস্ত কথা শ্রবণ করিয়াছি তাহার মধ্য হইতে দুই একটী কথার Outline আপনাদের নিকট আধঘণ্টার মধ্যে নিবেদন করিয়া নিরস্ত হইব।

———

অদ্যকার বক্তব্য বিষয়—'শ্রীচৈতন্যের দয়া,' আপনারা উহা আমার পূর্ব্ববর্ত্তী বক্তা-মহোদয়ের নিকট জানিয়াছেন। 'দয়া' শব্দটীর আভিধানিক অর্থ বিচার করিলে আমরা লক্ষ্য করি—ইহাতে পরদুঃখমোচনেচ্ছা বুঝায়। 'দয়া' শব্দটী দয় ধাতু হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। শ্রীচৈতন্যের দয়া বলিলে আমরা ইহাই বুঝিব যে, চৈতন্যদেবের দয়াতে পরদুঃখ-মোচনরূপ একটী ক্রিয়া তাঁহার লীলাতে বর্ত্তমান আছে। 'দয়া' শব্দের ভিতরে আমরা আরও একটি বিষয় লক্ষ্য করি যে তাহাতে প্রিয়তা, কমনীয়তা আছে। দয় ধাতুর অর্থ ই কমনীয়তা, প্রিয়তা; আমরা যাহা হইতে দয়িত শব্দ শ্রবণ করিয়াছি সুতরাং, চৈতন্য-দেবের দয়া বলিলে তাঁহার এই দয়ার ভিতরে যথেষ্ট পরিমাণে কমনীয়তা ও প্রিয়তা আছে। তাঁহার দয়া সাধারণ দয়া অপেক্ষা এই অংশে বৈশিষ্ট্য লাভ করিয়াছে। এইজন্যই আমার পূর্ব্ববর্ত্তী বক্তা মহোদয় চৈতন্যদেবের পরিচয়-মুখে এবং মঙ্গলাচরণে 'নমো মহা-বদান্যায়' [illegible] অবতারণা করিয়াছেন। শ্রীচৈতন্যদেব মহাবদান্য ছিলেন। চৈতন্যদেবের পরিচয় আপনাদের অবিদিত নাই কারণ তিনি সন্ন্যাসলীলার পর অষ্টাদশ-বৎসর-কাল এই শ্রীপুরুষোত্তম-ক্ষেত্রে অবস্থান করিয়া তাঁহার মহাবদান্য-লীলার পূর্ণ প্রকট করিয়াছিলেন।

দয়া একটী গুণ-পদার্থ। গুণ-পদার্থের স্বতন্ত্র অধিষ্ঠান আমরা কখনও চিন্তা করিতে পারি না। গুণ কাহাকেও আশ্রয় করিয়া থাকে সুতরাং দয়ারূপ গুণ-পদার্থটীকে কাহারও আশ্রয়ে থাকিতেই হইবে। পাশ্চাত্য ভাষায় বলিলে ইহা আপনাদের সহজ-বোধ্য হইবে। গুণ-পদার্থ অর্থাৎ Attribute সুতরাং Attributeএর Exclusively Seperate Existance আমরা কখনই চিন্তা করিতে পারি না। উহা Substanceএর সহিত ওতঃপ্রোতভাবে স্বতঃ-বিদ্যমান সুতরাং Attributeএর বিষয় আলোচনা করিলে Substance চৈতন্যদেব হইতে পৃথগ্ভাবে অবস্থান করিতে পারে না। অতএব চৈতন্য-দেব বলিলে দয়া তাঁহার সঙ্গের সাথী। চৈতন্য-দেবের পরিচয় দিতে গিয়া শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আমরা 'অনর্পিতচরীং চিরাৎ করুণয়াবতীর্ণ কলৌ' ইত্যাদি একটি শ্লোক দেখিতে পাই। এই শ্লোকটীর ভিতরে 'করুণয়া অবতীর্ণ' এই কথাটী দেখিতে পাইতেছি। করুণয়া এই তৃতীয়া পদে আমরা দুইটী জিনিষ লক্ষ্য করিতেছি। উহা করণ কারকে অর্থাৎ দয়াপরবশ হইয়া অবতীর্ণ হইয়াছিলেন এবং সাহচর্য্যার্থে করুণার সহিত অবতীর্ণ হইয়াছিলেন এইরূপ বুঝাইতেছে।

চৈতন্যদেব দয়া করিয়া এস্থানে আমাদের দুঃখ-মোচনের জন্য আসিয়াছিলেন, এই অর্থ অপেক্ষা তিনি করুণা অর্থাৎ দয়া-গুণপদার্থটীকে সঙ্গে করিয়া অবতীর্ণ হইয়াছিলেন এই অর্থই আমি গ্রহণ করিতেছি। করুণা এই গুণপদার্থ চৈতন্যে অবস্থিত আছে। সুতরাং চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার গুণসমূহের আবির্ভাব হইয়াছিল তন্মধ্যে দয়াগুণই আমাদের অদ্যকার আলোচ্য।

আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি 'দয়া' বলিতে কমনীয়তা, প্রিয়তা লক্ষ্য করে। আমার পূর্ব্ববর্ত্তী বক্তা-মহোদয় আপনাদের নিকট চৈতন্যদেবের প্রেমধর্ম্মের যে কথা বলিয়াছেন অর্থাৎ 'শ্রীকৃষ্ণপ্রেমদানেন যেন নিস্তারিতং জগৎ' তাহাই দয়া। 'প্রেম' শব্দ প্রী ধাতু হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। দয়ার ভিতরে যে, প্রিয়তা লক্ষ্য করি উহাই প্রেম সুতরাং 'দয়া' বলিতে প্রিয়তা অর্থাৎ প্রেম বুঝাইবে। চৈতন্যদেবের দয়া চৈতন্যদেবের প্রেমকে লক্ষ্য করে।

পূর্ব্বে যে আমি প্রিয়তা ও কমনীয়তার কথা বলিয়াছি তাহার উদ্দেশ্য—তাঁহার দয়ার ভিতরে কোন প্রকার কাঠিন্য, উগ্রতা, কৃচ্ছ্রতা বা অনুপাদেয়তা বলিয়া কোন পদার্থই আমরা লক্ষ্য করি না। এইজন্যই চৈতন্যদেব মহাবদান্য। তিনি যে-বস্তু দয়া করিয়া আমাদিগকে দান করিয়াছেন তাহা আমাদের ন্যায় কলিহত জীবের পক্ষে অতি সহজ, সরল, স্নিগ্ধ, প্রিয় ও কমনীয়। তিনি যে বস্তু দয়া করিয়া দান করিয়াছেন তাহা তাঁহার আবির্ভাবের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত কোন আচার্য্যই আমাদের প্রিয় মঙ্গলের জন্য দান করেন নাই।

চৈতন্যদেব আমাদের জন্য যেরূপ দান করিয়াছেন সেরূপ দান আচার্য্য শ্রীপাদ রামানুজ, আচার্য্য শ্রীপাদ মধ্ব, আচার্য্য শ্রীপাদ বিষ্ণুস্বামী, আচার্য্য শ্রীপাদ নিম্বার্ক এবং আচার্য্য শ্রীপাদ শঙ্কর প্রভৃতি কেহই করেন নাই। চৈতন্যদেব যেভাবে জীবের কৃষ্ণদাসত্ব জানাইয়া দিয়াছেন অন্যান্য আচার্য্য-চতুষ্টয় সেভাবে জানান নাই। আচার্য্যশঙ্কর দাসত্বের অঙ্গীকার আদৌ করেন নাই। চৈতন্যদেব দ্বাদশ প্রকার দাসত্বের মধ্যে পাঁচ প্রকার দাসত্ব জীবের স্বরূপে প্রধানতঃ অবস্থান করিতেছে জানাইয়াছেন। চৈতন্য-দেবের এই দাসত্বপঞ্চক বা রসপঞ্চকের বিষয় আপনাদের নিকট আমার বলিবার বিশেষ ইচ্ছা ছিল। সময়ান্তরে ইহার বিস্তারিত আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল। চৈতন্যদেবের দয়ার ইহাই একদেশ বৈশিষ্ট্য। তিনি ঐ পাঁচ প্রকার সেবা লাভ করিবার উপায়স্বরূপ শ্রীনামগ্রহণের কথা আমাদিগকে জানাইয়াছেন।

———

আমরা কলিকালের জীব। আমাদের কোন প্রকারের যোগ্যতা নাই। আমরা দুর্ব্বল, চিন্তাশক্তিবিহীন, ব্যাধিগ্রস্ত, স্বল্পায়ুঃ, তদুপরি সাংসারিক মায়ামোহে সর্ব্বতোভাবে আকৃষ্ট। আমাদের এমতাবস্থায় অন্যান্য যুগের ভজনপদ্ধতি গ্রহণ করিতে গেলে সর্ব্বতোভাবে অকৃতকার্য্য হইয়া ব্যর্থ-মনোরথ হইতে হইবে। তাই শাস্ত্র বলেছেন,—

কৃতে যদ্ধ্যায়তো বিষ্ণুং ত্রেতায়াং
যজতো মখৈঃ।
দ্বাপরে পরিচর্য্যায়াং কলৌ তদ্ধরিকীর্ত্তনাৎ॥

এই ভাগবতীয় বচনে আমরা জানিতে পারি যে অন্যান্য যুগে ধ্যানাদি দ্বারা যে বস্তু জীব লাভ করিতেন কলিকালে হরিনাম-গ্রহণের দ্বারাই আমরা তাহা লাভ করিতে পারিব। চৈতন্যদেব দয়া করিয়া আমা-দিগকে তাঁহার গোলোক-বৈকুণ্ঠস্থিত নিজ-নাম আমাদিগকে দয়া করিয়া দান করিয়াছেন। তাঁহার দয়ার ভিতরে আমি অদ্য মাত্র এই দুইটী বিষয়ের আলোচনা করিবার ইচ্ছা করিয়াছিলাম—শ্রীনাম-তত্ত্ব ও দাসত্ব-পঞ্চক। আমার বলিবার সময় অতি সংক্ষেপ সুতরাং সময়ান্তরে শ্রীনাম তত্ত্ব-সম্বন্ধে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করিবার বাসনা রহিল। বর্ত্তমানে উক্ত বিষয় দুইটীর যৎসামান্য দিগ্দর্শনমাত্র আপনাদের নিকট জ্ঞাপন করিয়া শ্রীচৈতন্যদেবের দয়া-মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতে প্রয়াস পাইব।

———

জাগতিক শব্দসমূহ শব্দী হইতে পৃথক্ হইয়া থাকে এবং আমরা সূক্ষ্মভাবে চিন্তা করিলে দেখিতেই পাই—নাম বাচক শব্দ শব্দী হইতে সর্ব্বতোভাবে পৃথক্।

শুদ্ধভক্তি গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। ভাষ্যসহ বিরাট্ শ্রীচৈতন্য ভাগবত ৫৲
২। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২৮৲
একাদশ স্কন্ধ হইতে প্রতিখণ্ড ।৵০
৩। ভাষ্যসমেত শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত
(৪র্থ সংস্করণ) ৬৲
৪। ভক্তিবিবেকপুষ্পাঞ্জলি (বাঁধা) ১৲
৫। গৌড়ীয়-গৌরব ।৵০
৬। গৌড়ীয়-সাহিত্য ।৵০
৭। ভজনরহস্য ৷০
শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও
শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা)
ঐ (আবাঁধা)
৯। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ)
ঐ (বাঁধা) ৲
ঐ (আবাঁধা) ১৷০
১০। গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি টীকাসহ)
ঐ (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৷০
১১। গীতার কেবল মাধ্ব-ভাষ্য ৷০
১২। দুর্গমসঙ্গমনী আদি-গৌরকৃষ্ণ সানুবাদ
(মাধ্ব) ২৲
১৩। বেদান্তসূত্রসার সানুবাদ
(মাধ্বভাষ্যীয়) ৷০
১৩। বৈষ্ণবধর্ম্ম ২৲
১৪। শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৬। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১৭। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ৷৵০
ঐ (বাঁধা) ৸০
১৮। দীপ-দিগ্‌দর্শন ৶০
১৯। সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ) ।৵০
২০। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ৷০
ঐ (আবাঁধা) ।৵০
২১ নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
২২। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৶০
২৩। গীতমালা ১০
২৪। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶০
২৫। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶০
২৬। নবদ্বীপ পঞ্জিকা (৪৪৭ গৌরাব্দ) ৶০
২৭। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
২৮। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা-দর্পণ ।০
২৯। শরণাগতি ৴০
৩০। গীতাবলী ৴০
৩১। চৈত্রে নবদ্বীপ ১০
৩২। সাধনকণ
৩৩। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৴০
৩৪। নবদ্বীপশতক ৴০
৩৫। অর্থপঞ্চক ৴০
৩৬। মহাচার্য্যবার্ত্তিঃ ৴০
৩৭। কল্যাণকল্পতরু (৫ম সংস্করণ) ৴১০
৩৮। অর্চ্চনকণ ১০
৩৯। সাধককণ্ঠমালা (বাঁধা) ।০
ঐ (আবাঁধা) ৷৴০
৪০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি
(প্রথম চারিখণ্ড) ৩৲
৪১। ব্রহ্মসংহিতা ।০
৪২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৪৩। মণিমঞ্জরী সানুবাদ ।০
৪৪। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৪৫। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ।০
৪৬। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৪৭। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
৪৮। গৌড়ীয়মঠ কি করেন ? ৴০
৪৯। ঈশোপনিষৎ (বলদেব ও মাধ্ব-ভাষ্য এবং বিবৃতি ও অনুবাদসহ) ।০
৫০। শ্রীভুবনেশ্বর ৶০
৫১। সিদ্ধান্তদর্পণ ৶০
৫২। সাংখ্যবাণী ৴০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৫৩। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী-দিগ্বিজয়ঃ ।০
৫৪। সটীক-শিক্ষাষ্টকম্ ।০
৫৫। তত্ত্ব-সূত্রম্ ।০
৫৬। সানুবাদ-শিক্ষাষ্টকম্ ৶০
৫৭। গৌড়ীয়মঠস্থ পাঠচর্য্যঃ ৴০
৫৮। সাম্যাংশবর্ণনম্ ৶০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৫৯। রায় রামানন্দ ।০
৬০। নামভজন ।০
৬১। রিলেটিভ্ ওয়ার্কস ।৵০
৬২। লাইফ্ অ্যাণ্ড প্রেসেপ্টস্ অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।০
৬৩। বৈষ্ণবীজম্ ।০
৬৪। হোয়াট্ গৌড়ীয়মঠ ডজ্ ডুইং ৴০
৬৫। দি ভাগবত ।০
৬৬। ককোটিক্ প্রোপাগণ্ডা অ্যাণ্ড আনেন্‌রেড্ ডিকোশন ।০
৬৭। ব্রহ্ম-সংহিতা ২৷০
৬৮। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (ভলুম ওয়ান) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৬৯। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ৷০
৭০। সাধন পথ ।০
৭১। কল্যাণ-কল্পতরু ৴১০
৭২। গীতাবলী ৴০
৭৩। শরণাগতি ৴০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৭৪। শরণাগতি

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া

নদীয়া-প্রকাশপ্রাপ্তির স্থান

১। শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম-মায়াপুর, নদীয়া
২। শ্রীযোগপীঠ ঐ
৩। শ্রীবাস অঙ্গন ঐ
৪। অদ্বৈত-ভবন ঐ
৫। কাজীর সমাধি-পাট ঐ
৬। স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ, নদীয়া।
৭। শ্রীভাগবত আসন কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
৮। শ্রীএকায়ন মঠ গোবিন্দপুর, হাঁসখালী।
৯। মদনগোপাল পাট—পোঃ চাকদহ,
১০। শ্রীগৌর-গদাধরমঠ—চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড়, বৰ্দ্ধমান
১১। শ্রীমোদদ্রুমছত্র মাউগাছি, বৰ্দ্ধমান
১২। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম, আমলাযোড়া, পোঃ রাজবাধ বৰ্দ্ধমান
১৩। শ্রীগৌড়ীয়মঠ বাগবাজার, কলিকাতা
১৪। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাকু, হাওড়া,
১৫। শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয়মঠ, ৯০নং নবাবপুর রোড্, ঢাকা
১৬। শ্রীগোপালজী মঠ কমলাপুর, ঢাকা।
১৭। শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ পোঃ বালিয়াটী,
১৮। শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয়মঠ ময়মনসিংহ।
১৯। শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ চিরুলিয়া, পোঃ নারায়ণপুর, মেদিনীপুর
২০। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম গোয়ালপাড়া, আসাম
২১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ রায়পেটা, মাদ্রাজ।
২২। শ্রীরামানন্দগৌড়ীয় মঠ কভূর, জেঃ পশ্চিম গোদাবরী
২৩। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ উড়িয়াবাজার, পোঃ বক্সীবাজার, কটক।
২৪। শ্রীত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয় মঠ ভুবনেশ্বর।
২৫। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ স্বর্গদ্বার, পুরী।
২৬। শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ আলালনাথ পোঃ ব্রহ্মগিরি, পুরী।
২৭। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ ছুচুরকুণ্ডা, পোঃ চিরকুণ্ডা, মানভূম।
২৮। শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ—কাশী।
২৯। শ্রীরূপগৌড়ীয় মঠ—এলাহাবাদ।
৩০। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ পুরাণবাজার, সরকার ঠাকুরের কুঞ্জ, বৃন্দাবন
৩১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, নিউদিল্লী
৩২। শ্রীপরমহংসমঠ—নৈমিষারণ্য,
৩৩। শ্রীসারস্বত গৌড়ীয় মঠ—হরিদ্বার।
৩৪। শ্রীব্যাসগৌড়ীয়মঠ—কুরুক্ষেত্র, পঞ্জাব
৩৫। শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাবুলনাথ রোড, পোঃ গ্রাণ্ট রোড, বোম্বে।
৩৬। লণ্ডন গৌড়ীয়মঠ, ৩০নং গ্লষ্টার হাউস, কর্ণওয়াল গার্ডেন্স, লণ্ডন। (এস্, ডব্লিউ—৭)।
৩৭। অমরি গৌড়ীয়মঠ—মেদিনীপুর
৩৮। সরভোগ গৌড়ীয় মঠ—সরভোগ, কামরূপ আসাম
৩৯। শ্রীল পরমহংস বাবাজীর সমাধি-মন্দির শ্রীধাম-মায়াপুর, নদীয়া।
৪০। শ্রীগৌড়ীয়মঠ—১০০ নং মিঠাপুর পোঃ - বাঁকিপুর, পাটনা।

শুদ্ধভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী মাসিক। শ্রীধাম-মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৷০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দি ভাষায় একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি হৃদয় বন মহারাজ সম্পাদিত ও নৈমিষারণ্য শ্রীপরমহংস মঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ১৷০ দেড় টাকা মাত্র।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ দেড় টাকা মাত্র।

৫। কীর্ত্তন—প্রত্নোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ নিত্যানন্দ সেবাতীর্থ বি-এল, বি-টি, সম্পাদিত। আসাম গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম হইতে প্রকাশিত আসামী ভাষার মাসিক। ভিক্ষা সডাক ১৷০ দেড় টাকা মাত্র

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ প্রণীত সমগ্র গ্রন্থ

গ্রন্থের মূল শ্লোক অক্ষরে এবং তাহাতে বর্ত্তমান যুগে শুদ্ধভক্তিপ্রচারের মূল মহাপুরুষ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অমৃতপ্রবাহভাষ্য ও প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের অনুভাষ্য সন্নিবেশিত হইয়াছে। অতি সুন্দর ছাপা। ডবল ক্রাউন আটপেজি আকারে ১০৯৬ পৃষ্ঠায় কেবল মূল ও ভাষ্য সম্পূর্ণ হইয়াছে। অতিরিক্ত ২১৮ পৃষ্ঠায় কেবল শ্লোক সূচী, পদ্যসূচী, স্থানসূচী, পাত্রসূচী, বিষয়-সূচী, গ্রন্থসূচী প্রভৃতি বিস্তৃত সূচী-পত্র। সকল শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের এরূপ উৎকৃষ্ট ও অমূল্য বিরাট্ সংস্করণ জগতের কোথাও আর প্রকাশিত হয় নাই, ইহা নিরপেক্ষ পাঠকমাত্রেই একবাক্যে স্বীকার করিয়া থাকেন। সজ্জনগণের সুবিধার জন্য ভিক্ষা ১২৲ বারটাকা স্থলে—৬৲ ছয়টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীচৈতন্যমঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

কলিকাতা বাজার দর

লৌহ হার্ডওয়ার

৫ই জানুয়ারী ১৯৩৪

টাটার তৈয়ারী—	প্রতি হন্দর।
লোহার কড়ি (জয়েষ্ট বা বীমৃ) মার্কা	৫॥০—৫৸০
ঐ বে-মার্কা হাল্কা ওজন	৫৲—৫৵০
বরগা (টী-আয়রণ)	৬৶০—৬।৵০
এঙ্গেল আয়রণ (কোনা)	৫৸০—৬।৵০
গ্যালভ্যানাইজড করগেট টীন—	
২২ গেজ ৬ হইতে ১০ ফুট	১১।৵০
২৪ গেজ ,, ,,	১০৸৵০
২৬ গেজ ,, ,,	১২।৵
২৪ গেজ আর, পি, ডি, মার্কা	১৪৲
২৪ গেজ প্যাঃ প্লেন সীট—	১১।৵০
২৬ গেজ ,,	১২।৵০
২৮ গেজ ও ৩০ গেজ ঐ—	১২৸৵০—১৪৲
বাগান ঘেরা কাঁটাতার ১০০ পাউণ্ড বাঃ	৯।০
ষ্টীল পাতি	৬৶০—৬।০
,, বোল্টু (গোল)	৬৶০—৬।০
,, পয়াদে (চৌকা)	৬৶০—৬।০
,, গোল রড ⅟০—।৵০ সূতা	৪৸৵০—৫॥৵০
,, টানা রড- চৌকা ⅟০—।৵০ ঐ	৫৸০—৫৸৵০
,, গার্ডার তার	৭।০—৭৸০
,, প্লেট—তিন সূতা মোটা পর্য্যন্ত	৭৸৵০—৮৵০
,, চাদর ৩-১৬ খানা বাণ্ডিল	৯॥৵—১১॥০
স্প্রীঃ ষ্টীল	৮।০—৯৲
চাক রাউণ্ড	৫৸৵—৭৲৵০
তারের পেরেক ১—৬ ইঞ্চি	৯৲—১০॥০
প্যাটেণ্ট পেরেক ২—৮ ইঞ্চি	১১৲—১৫৲
ঢালাই কড়া ১ হইতে ১০ নং	২।৵—৩॥০ সাট
কোদাল ৪, ৫, ৬,	৭৸৵০ ৮৸৵০ ৯৸৵০ডঃ
ঐ তিন পাউণ্ড ৬৲ দেঃ বিঃ	৬।৵০ ,,
প্যাঃ প্লেন বালতি ৭—১২ ইঞ্চি	১॥০ ৬॥০
ঐ রঙিন ,, ৭—১২ ইঞ্চি	২৵০—৭৵০ ,,
লোহার দেয়ার রডের গোল ও চৌকা	৮।০— ,,
ঐ কাজের লোহার সিট	১৫৲ ,,
ঐ ডেনেজ্জা (কাজের সিট)	১৮৲ ,,
লোহার স্ক্রুপ ।—৩ ইঞ্চি	/১০—॥৵০ গ্রোস
ঐ কব্জা ৭৩ নং ।॥—৪ ইঞ্চি	।৫—৸৵০ পেঃ ডজন
প্যাঃ তার ১৬—২২ নং (গেজ)	১৩॥০—১৪।০ হন্দর
প্যাঃ রিভিট (ষটকা) ১২ ইঞ্চি	৵ ॥৵১০ পীস
প্যাঃ পাটা রিং বা ডোঙ্গা ৬ ইঞ্চি	।০—৸৵০ ,,
প্যাঃ স্ক্রুপ ১।০—২।০ ইঞ্চি	২৩৲—২৯৲ হন্দর
প্যাঃ ওয়াসার চাকি	১১॥০—১৭॥০ ,,
প্যাঃ বোল্ট নাট ৮—৩ ইঞ্চি	॥৵১০—১৶০ গ্রোস
ঢালাই রেলিং	৩॥০—৭॥০ হন্দর
ঐ রেন ওয়াটার পাইপ ৩ ইঞ্চি ৵১০ ৪ ইঞ্চি	।১০ ফুট
টিউব ওয়েলের ভঙ্গ প্যাঃ পাইপ১॥ ইঞ্চি	।৵৫ ফুট
পাম্প ৪নং ১৭॥০ ৫নং ২৪৲ ৬নং ১৬৲	
৬০—৮০ বাটখারা ৵.৫ সাট	২।০—২॥০ মণ

সন্তোষকুমার মল্লিক এণ্ড সন্স লিঃ

লৌহ ও হাডওয়ার বিক্রেতা।

মীরবহর ঘাট লোহাপটী, বড়বাজার, টেলি—"লোহার মালিক" কলিকাতা

কেরোসিন

মোক্রেক প্রত্যেক বাক্স (২ টিন)		৯৲৬
পক্ষী মার্কা	,,	৬॥০
ভিক্টোরিয়া	,,	৬৲

সোণার দর

পাকা সোণা	৩০৸৵
বড়াল	৩০৸
চিনা পাত	৩২।০

রূপার দর

রূপা প্রতি ১০০ ভরি	৫৫৵০
ঐ খুচরা	৫৵০

কোম্পানীর কাগজ

৩॥০ সুদের কাগজ	৮১৶
৩॥০ নূতন ঋণ (১৯৪৭-৫০)	৯১।০
৪৲ ,, ঋণ (১৯৬০-৭০)	৯০৲
৫৲ ,, বণ্ড (১৯৩৫)	১০৪॥৵০

ডিবেঞ্চার

৫৲ সুদের (১৯৫৬ ৮৬) কলিকাতা পোর্ট ট্রাষ্ট ডিবে:— ১০২॥৵০

ব্যাঙ্ক

ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক (কর্ণ টি)	২৯৪॥০
সেণ্ট্রাল	২৲

কাপড় ও সূতার কল

এলগিন মিল	৪৫৲

পাট কল

হাওড়া	৪০৲
অকল্যাণ্ড	১৯৫৲
বালী	১৬২৲
বরানগর	১৫০৲
গৌরীপুর	৩৭০৲
শ্যামনগর	১৪৩৲
হুকুমচাঁদ	২৮।০
ডালহাউসী	৪০৮॥০
ক্লাইভ	৪০৫৲

কৃষ্ণনগর নবদ্বীপঘাট রেলওয়ে সময়

কৃষ্ণনগর হইতে নবদ্বীপঘাট

কৃষ্ণনগর সিটি—	৬-৪৫	১০-৪৪	১৩-২২	১৭-৩৮	২০-১৬
কৃষ্ণনগর রোড—	৬-৫৬	১০-৫৫	১৩-৩৩	১৭-৪৭	২০-২৫
আমঘাটা—	৭-১৫	১১-১৩	১৩ ৫১	১৮-৩	২০-৪১
মহেশগঞ্জ—	৭-২৪	১১-২১	১৪-০	১৮-৯	২০-৪৭
নবদ্বীপঘাট—	৭-৩৩	১১-৩০	১৪-৯	১৮-১৬	২০-৫৫

বিশেষ দ্রষ্টব্য—নবদ্বীপঘাট ষ্টেশন অপেক্ষা মহেশগঞ্জ ষ্টেশন হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরের দূরত্ব অনেক কম। শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে যাঁহাদিগকে রাণাঘাটে ট্রেণ বদল করিতে হয়, তাঁহারা রাণাঘাটে প্রাতঃ ৫-৫০,৮-১৪,৯ ৪৬, ১৬-৪৮,১৮-৩৯ এবং ০-৭২ মিনিটের সময় গাড়ী পাইবেন।

শান্তিপুর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে শান্তিপুর ষ্টেশনে৫-৪০,৯-২৯, ১২-২৫,১৬-৪ এবং ১৮-৪১ মিনিটের সময় ট্রেণ পাওয়া যায়।

নবদ্বীপঘাট হইতে কৃষ্ণনগর

নবদ্বীপ ঘাট—	৫-৩৫	৯-২৫	১২-১০	১৫-৩৪	১৮-৪৫
মহেশগঞ্জ—	৫-৪৩	৯-৩৩	১২-১৯	১৫-৪২	১৮-৫৬
আমঘাটা—	৫-৪৯	৯-৩৯	১২-২৬	১৫-৪৮	১৯-৫
কৃষ্ণনগর রোড—	৬-৫	৯-৫৫	১২-৪৩	১৬-৪	১৯-২৪
কৃষ্ণনগর সিটি—	৬-১৬	১০-৩	১২-৫১	১৬-১২	১৯-৩৪

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রেস্ হইতে—ডাঃ কৃষ্ণকান্ত ব্রহ্মচারী কাব্যকুসুম ভক্তিশাস্ত্রী এম. এম. এফ কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

ছোরা দেখাইয়া টাকা দাবী

গত মঙ্গলবারে উত্তর কলিকাতার আপার চিৎপুর রোডে এক রমণীর গৃহে ডাকাতির চেষ্টার অভিযোগে পুলিস মোহিনীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় নামে এক বাঙ্গালী যুবককে গ্রেপ্তার করিয়াছে।

অভিযোগের বিবরণে প্রকাশ, গত মঙ্গলবার রাত্রিতে আসামী আপার চিৎপুর রোডের সুনীতিবালা দাসীর বাড়ীতে প্রবেশ করে। সে সরাসরি উক্ত রমণীর কক্ষে গিয়া উপস্থিত হয়। সে সময় রমণী তাহার কক্ষে বসিয়াছিল। ঘরের মধ্যে এইরূপ একজন অপরিচিত ও অবাঞ্ছিত ব্যক্তিকে হঠাৎ উপস্থিত হইতে দেখিয়া রমণী বিস্মিত হইয়া পড়ে। সে এই আগন্তুককে কোন কথা জিজ্ঞাসা করার পূর্ব্বেই ঐ ব্যক্তি একখানা ছোরা বাহির করিয়া তাহার নিকট টাকা চায়। গত্যন্তর না দেখিয়া রমণীটী চীৎকার করিয়া উঠে। চীৎকার শুনিয়া বাড়ীর অন্যান্য লোকজন সত্বর তথায় উপস্থিত হয় এবং পলায়নপর উক্ত ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করে। এই ঘটনায় সাময়িক ভাবে ঐ বাড়ীতে বেশ একটু চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয় এবং পরে ধৃত ব্যক্তিকে পুলিসের হাতে সমর্পণ করা হয়।

বুধবারে আসামীকে পুলিসের ডেপুটি কমিশনারের নিকট হাজির করা হয়। ডেপুটি কমিশনার আসামীকে বিচারের জন্য জোড়াবাগান আদালতে হাজির করিবার আদেশ দিয়াছেন।

হাঙ্গামায় মৃত্যু

মুন্সীগঞ্জের বাণীপাড়া হইতে এক গুরুতর কৃষক হাঙ্গামার সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। উক্ত হাঙ্গামার ফলে এক ব্যক্তির মৃত্যু হইয়াছে।

প্রকাশ, গত ১৮ই ডিসেম্বর বহু লোক নানারূপ মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্র লইয়া বে-আইনী জনতা করে এবং জমি লইয়া বিবাদের ফলে তাহাদের মধ্যে বেপরোয়া ভাবে হাঙ্গামা হয়। উক্ত হাঙ্গামায় কতিপয় ব্যক্তি অল্প বিস্তর গুরুতর ভাবে জখম হয়।

২ জন আহত ব্যক্তিকে মুন্সীগঞ্জের হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হইয়াছে। একজন মারা গিয়াছে। মৃত ব্যক্তির নাম মহেন্দ্র দ[illegible]

কাঁথিতে গাড়োয়াল সৈন্য

মেদিনীপুর হইতে প্রকাশ, কাঁথি হইতে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে, রয়্যাল গাড়োয়াল রাইফেলসের প্রায় ২ শত সৈন্য সেখানে উপস্থিত হইয়াছে। এই সংবাদ প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে কাঁথি হইয়া পড়ে এবং সরকারী কর্ম্মচারিগণ প্রভৃতি তাহাদের যথোপযুক্ত অভ্যর্থনার আয়োজন করেন।

সৈন্যদল গত শুক্রবার আসিয়াছে। শনিবার সন্ধ্যায় পতাকা-উত্তোলন অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয় এবং রবিবার তাহারা কিশোর-নগরে কৃত্রিম যুদ্ধকৌশল দেখায়। বহু লোক তাহা দেখিবার জন্য সমবেত হয়।

সোমবার বেলা ১১টার সময় তাহারা সামরিক কুচকাওয়াজ দেখায়। ঐ দিন কালেক্টার মিঃ ষ্টীভেন্স ও জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট সৈন্যদল পরিদর্শন করেন।

কলেরায় ১১ হাজার মৃত্যু

শিলচর হইতে প্রকাশ অক্টোবর মাসে এই জিলায় কলেরা রোগে ১১ হাজার ৬৭ জন মারা গিয়াছে। ঐ সময় জিলার সর্ব্বত্র কলেরা মহামারী রূপে দেখা দিয়াছিল। টীকা দেওয়া হইয়াছিল ১ লক্ষ ৫০ হাজার লোককে।

কুমিল্লায় তিন জন গ্রেপ্তার

কুমিল্লা হইতে প্রকাশ, উকীল শ্রীযুত অশ্বিনীকুমার সিংহের পুত্র আইন কলেজের ছাত্র শ্রীযুত ধীরেন্দ্রচন্দ্র সিংহ ও কুমিল্লার ভিক্টোরিয়া কলেজের ছাত্র শ্রীযুত সত্যেন্দ্রচন্দ্র সিংহ এবং ভিক্টোরিয়া কলেজের ৪র্থ বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র শ্রীযুত রবীন্দ্র দাশগুপ্ত পুলিসে গ্রেপ্তার হইয়াছেন। প্রকাশ, উক্ত দের বাড়ীতে যে রাজদ্রোহজনক পুস্তিকা পাওয়া যায়, সেই সম্পর্কে তাঁহাদিগকে ধরা হইয়াছে।

মাদ্রাজে বাত্যার রুদ্রলীলা

মাদ্রাজ হইতে প্রকাশ, সম্প্রতি মাদ্রাজ উপকূলের বাত্যা সম্পর্কে দক্ষিণ আর্কটের কলেক্টরের নিকট হইতে সরকার যে সরকারী বিবরণ প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাহাতে প্রকাশ, কাড্ডালোর হইতে সর্ব্বদিকের টেলিগ্রাফ ও টেলিফোনের সংবাদ আদান প্রদানের তার ছিন্নভিন্ন হইয়া গিয়াছে। কাড্ডালোর মিউনিসিপালিটীর এলাকা মধ্যে ৬ ফুট উচ্চ সমুদ্রের জলোচ্ছ্বাস আসিয়াছিল, ফলে সহরের কিয়দংশ জলমগ্ন হয়। উক্ত বিবরণে প্রকাশ, চিদাম্বরম সহরটী বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে।

মাদ্রাজ ষড়যন্ত্র মামলা

মাদ্রাজ ষড়যন্ত্র মামলা মাদ্রাজ হাইকোর্ট হইতে অন্য কোনও হাইকোর্টে স্থানান্তরিত করার জন্য ভারত সরকারের নিকট আবেদন করা হইয়াছিল। ভারত-সরকার আবেদন ফেরৎ দিয়াছেন। তাঁহারা বলিয়াছেন যে আবেদনটি স্থানীয় সরকারের মারফৎ প্রেরণ করা উচিত।

পূর্ব্বের বিজ্ঞাপন অনুযায়ী আগামী সোমবার মাদ্রাজ হাইকোর্টের ফৌজদারী দায়রায় বিচারপতি মিঃ প্যাকেনহাম ওয়ালসের সমক্ষে বিচার আরম্ভ হইবে।

খাদ্যের মধ্যে বিষ

রেঙ্গুন হইতে প্রকাশ সেদিন জেলায় নগাপুঠা গ্রাম হইতে এই মর্ম্মে এক সংবাদ আসিয়াছে যে খুব সম্ভব খাদ্য বিষাক্ত হইয়া একটী সংসারের সমস্ত লোকই মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে। একটি বর্ম্মী পরিবারে নয়জন লোক থাকিত। তাহারা খাদ্যের সহিত একরূপ মসলা ব্যবহার করিয়াছিল। ২৮শে ডিসেম্বর তাহারা ঐ খাদ্য গ্রহণ করিয়াছিল এবং সেই দিনই ঐ পরিবারের একটি শিশু ও একটি বালিকার মৃত্যু হয়। পরিবারের একটি বয়স্কা স্ত্রীলোক মাপেটস্ব ও অপর চারিজন পরের দিন মৃত্যুমুখে পতিত হয়। পরিবারের কর্ত্তা অবিলম্বে রেঙ্গুন গমন করিলে তথায় একজন ডাক্তার তাহাকে পরীক্ষা করে এবং তাহাকে সিভিল হাসপাতালে ভর্ত্তি করা হয়। কিন্তু হাসপাতালে ভর্ত্তি হইবার মাত্র কয়েক ঘণ্টা পরে তাহারও মৃত্যু হয়।

কুমিল্লায় দুইজন মুক্তিলাভ

এই জেলার দুইজন বিশিষ্ট কংগ্রেস-কর্ম্মী—নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটীর সদস্য মৌলবী আব্দুল মালেক ও মৌলবী সামসুদ্দীন আহমেদ তাঁহাদের পূর্ণ কারাদণ্ড কাল ভোগ করিয়া মুক্তিলাভ করিয়াছেন। আইন অমান্য আন্দোলন সম্পর্কে তাঁহাদের প্রতি এক বৎসর করিয়া কারাদণ্ডের আদেশ হইয়াছিল, অর্ডিন্যান্স অনুসারে তাঁহাদের প্রতি নিষেধাজ্ঞা জারী হইয়াছিল। তাঁহারা উহা অগ্রাহ্য করায় উপরোক্তরূপ দণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিলেন।

ডাকাতির মামলা

ধুবড়ী হইতে প্রকাশ, ডাকাতির অভিযোগে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৯৫ ধারা অনুসারে ১০ জন আসামীকে সরকারী সেসন জজের এজলাসে অভিযুক্ত করা হইয়াছে। সম্প্রতি এই মামলার বিচার হইয়াছে। জজ জুরীদিগের সহিত একমত হইয়া সকল আসামীকেই অব্যাহতি প্রদান করিয়াছেন।

প্রকাশ ১লা এপ্রিল রতিরাম বোরা তাহার বাড়ীর বারান্দায় ঘুমাইয়াছিল সেই সময়ে ডাকাতরা তাহার বাড়ীতে ঢুকিয়া তাহার স্ত্রীকে লইয়া যাইতেছিল। স্ত্রীর চীৎকারে তাহার ঘুম ভাঙ্গিয়া যাওয়ায় সে তাড়াতাড়ি তাহাদিগের দিকে অগ্রসর হইতে থাকে। ডাকাতরা তখন তাহাকে এমন এক আঘাত করে যে, সে সেই [illegible] পড়িয়া যায়। অতঃপর সে ডাকাতদিগকে একটা স্থান দেখাইয়া দিয়া বলে ঐ স্থানে আমার যাহা কিছু আছে সমস্ত লুক্কায়িত রহিয়াছে। তোমরা সেই সমস্ত লইয়া যাও। তাহারা সেই স্থানে টর্চের আলো ফেলিলে বাদী তাহাদিগের মধ্যে কয়েকজনকে চিনিতে পারে। সমস্ত লুটপাট হইলে একজন লোক বাঁশী বাজায়, আর সেই বংশী ধ্বনির সঙ্গে তাহারা সকলে বাহির হইয়া যায়।

অতঃপর পুলিসে সংবাদ দিলে পুলিস এই সম্পর্কে জোর তদন্ত করে। তদন্তশেষে তাহারা আসামীদিগকে গ্রেপ্তার করিয়া বিচারার্থ প্রেরণ করে। বিচারে তাহারা সকলেই অব্যাহতি লাভ করিয়াছে।

বিমান প্রতিযোগিতা

মেজর বনেট 'ক্রকস ডি 'গুড' নামক বিমানে গত ৪ঠা জানুয়ারী নাটাল পৌঁছিয়া ঐ দিন অপরাহ্নে সেণ্ট লুই ও সেনিগাল রওনা হইয়াছে।

ফরাসীর সহিত জার্ম্মাণীর প্রতিদ্বন্দ্বিতা এই প্রথম সুরু। য়ুরোপ হইতে দক্ষিণ আমেরিকায় ইতিপূর্ব্বে ডাক বিমানে কেহ কখন যায় নাই।

বার্লিন হইতে দক্ষিণ আমেরিকা

বার্লিন হইতে বুয়েনস এয়ার্সে পর্য্যটন করিবার জন্য জার্ম্মান বৈমানিক সরকারের আদেশ প্রতীক্ষায় রহিয়াছেন। এই দূরগামী পর্য্যটনের জন্য বিশেষ বিমান নির্ম্মিত হইবে। একটানা একশত দশ ঘণ্টা চলিবে। নূতন বিমানের নাম হইয়াছে 'ওয়েষ্ট ফলেন' ফরাসীর সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতায় এই বিমান ব্যবহৃত হইবে।

লর্ড লণ্ডনডেরি

ভূমধ্য সাগরের জল বায়ুর অবস্থা মন্দ সেজন্য মনে হয় লর্ড লণ্ডনডেরি নির্দ্দিষ্ট সময়ের ২৪ ঘণ্টা পরে প্রোজেক্ট বিমানপোতযোগে দিল্লীতে উপনীত হইবেন। তথা হইতে কলিকাতায় গমন করিয়া তিনি ভারতের রাজপ্রতিনিধির আতিথ্য স্বীকার করিবেন। আগামী ১০ই জানুয়ারী তিনি দিল্লীতে প্রত্যাগমন করিবেন। তৎপরে তিনি পরীক্ষার্থ উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে গমন করিবেন।

৩০ বৎসর পরে ভারতে

এসোসিয়েটেড প্রেসের জনৈক প্রতিনিধির নিকট লর্ড লণ্ডনডেরি বলিয়াছেন ৩০ বৎসর পরে আমি ভারতে আগমন করিয়াছি। আমি প্রাচ্যে রাজকীয় বিমানপোত কেন্দ্রগুলি দেখিয়াছি।

তারের ঠিকানা— 'শ্রীধাম' নবদ্বীপ
ডাকের ঠিকানা—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

দৈনিক

REG. C1544

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩৷৹
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র।

নদীয়া প্রকাশ

THE NADIA-PRAKASH

সাধারণের হার
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষান্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸৹
মাসিক ১৲
নগদ বর্ত্তমান
সংখ্যা ৫

ভারতের সর্বত্র বহুল-প্রচার - নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৮ম খণ্ড সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বেদান্তবাচস্পতি [২৬৩শ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর— ২৮শে পৌষ শুক্রবার ১৩৪০, ১২ই জানুয়ারী ১৯৩৪

যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর

গত ৮ই জানুয়ারী রংপুর হইতে প্রকাশ, নলডাঙ্গা সশস্ত্র ডাকাতির মামলার রায় দেওয়া হইয়াছে। স্পেশাল ট্রাইবুনালে এই মামলার বিচার হইয়াছিল। আসামী হেমচন্দ্র বকসিকে অস্ত্র আইনের ১৯ক ধারা অনুসারে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডে দণ্ডিত করা হইয়াছে। আসামী সতীশচন্দ্র বসু রায়, সরসীমোহন মৈত্র ও জ্ঞানগোবিন্দকে ১০ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড এবং আসামী শচীন্দ্রনাথ নন্দী, সুরেশ, হরিদাস সাহা, ফণীন্দ্রনাথ উকীল, ধীরেন সেন ও আবদুল রশিদকে দণ্ডবিধির ৩৯৫ এবং ১২০ খ ধারা অনুসারে ৫ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড দেওয়া হইয়াছে। দণ্ডবিধির ১১৮ ধারা অনুসারে গৌরচন্দ্র বর্ম্মণকে ২বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড দেওয়া হইয়াছে।

হরিশচন্দ্র চৌধুরীকে মুক্তি দেওয়া হইয়াছে, কিন্তু সংশোধিত ফৌজদারী আইন অনুসারে তাহাকে পুনরায় গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। পাঠকবর্গের স্মরণ থাকিতে পারে যে, গত ২০শে অক্টোবর নলডাঙ্গার শ্রীযুক্ত ভবানী তালুকদারের গৃহে যে সশস্ত্র ডাকাতি এবং তাহার ফলে কয়েক হাজার টাকার অলঙ্কার লুণ্ঠিত হইয়াছিল, তৎসম্পর্কেই এই মামলা উদ্ভূত হইয়াছিল।

নীতি অনুসরণ করিতে দেওয়া হউক। কিন্তু তাহার প্রার্থনা মঞ্জুর হয় নাই। কনেষ্টবলটীকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

খুলনায় গান্ধীজীর আগমন

আগামী ২৮শে ফেব্রুয়ারী নাগাদ গান্ধীজী খুলনায় আগমন করিবেন। তিনি খুলনা হইয়া গোপালগঞ্জ যাইবেন। এই আগমন উপলক্ষে স্থানীয় ধর্ম্মশালা-গৃহে খুলনা সহরবাসীর একটী সভা হইয়াছে। ঐ সভায় গান্ধীজীকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য একটী অভ্যর্থনা-কমিটি গঠিত হইয়াছে। আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় অভ্যর্থনা কমিটীর সভাপতি এবং শ্রীযুক্ত যামিনীভূষণ মিত্র সাধারণ সম্পাদক নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। গান্ধীজীকে একটী টাকার তোড়া উপহার দেওয়ার প্রস্তাব সভায় গৃহীত হইয়াছে।

জনৈক ছাত্র গ্রেপ্তার

ঢাকা হইতে প্রকাশ, পঙ্কজকুমার ঘোষ নামক জনৈক স্কুল ছাত্র বাদামতলী ষ্টীমার ঘাটে অস্ত্র প্রাপ্তিসম্পর্কে গ্রেপ্তার হইয়া কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়, দায়রা আদালতের আপীলে সে মুক্তিলাভ করে। কলতাবাজারে রিভলভার প্রাপ্তি মামলা সম্পর্কে তাহাকে আবার গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

শিকারে ভীষণ দুর্ঘটনা

জৈন্তাপুরা গ্রামের নিকট শীতল চারি পাহাড়ে শিকারের সময় একটি দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে। প্রকাশ যে, সদর ঘাটের সাইকেল ব্যবসায়ী শ্রীযুক্ত উপেন্দ্র লাল চৌধুরী একজনের সহিত উক্ত পাহাড়ে শিকার করিতে যান। ঐ সময়ে অপর একদল উক্ত স্থানের নিকটে শিকার করিতে আসেন। প্রকাশ দৈবাৎ একটী গুলী অসিয়া উপেন্দ্র বাবুর শরীরে বিদ্ধ হয়। এতৎ সম্পর্কে পুলিশের তদন্ত চলিতেছে। শ্রীযুক্ত চৌধুরীকে জেনারেল হাসপাতালে লইয়া গিয়া গুলাটী শরীর হইতে বাহির করা হইয়াছে। তাঁহার অবস্থা আশঙ্কাজনক বলিয়া জানা গিয়াছে।

গৌহাটিতে সশস্ত্র পুলিশ গ্রেপ্তার

গত ২রা জানুয়ারী এখানে এক অদ্ভুত ঘটনা ঘটে। ঠিক সশস্ত্র পুলিশের মতই একজন লোক আদালত গৃহ হইতে ইউনিয়ন জ্যাক টানিয়া ফেলিয়া দেয়।

প্রকাশ, এই সশস্ত্র পুলিশটি একজন নাগা। সে নাকি গহবারে আবেদন করিয়া জানায় যে, তাহাকে গান্ধীজীর প্রদর্শিত

মন্ত্রিসভার পদত্যাগ

প্যারিস হইতে প্রকাশ, "লীমাতেন" বলেন,—মঃ দালাদিয়ে পদত্যাগ করিতে অসম্মত হইয়াছেন। ইহার ফলে মঃ শোতার মন্ত্রীসভায় পদত্যাগ করিবেন। অতঃপর আবার তাঁহারই নেতৃত্বে নূতন মন্ত্রীসভা গঠিত হইবে।

বিশ্ব-বিশ্রুত শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত

শ্রীচৈতন্য ভাগবত

বিরাট্ দ্বিতীয়-সংস্করণ

গৌড়ীয়াচার্য্যভাস্কর প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ কর্ত্তৃক গৌড়ীয়ভাষ্য ও বিবৃতিসহ প্রকাশিত। সংস্কৃত শ্লোক সমূহের অন্বয়, অনুবাদ ও ব্যাখ্যা সন্নিবেশিত। প্রতি অধ্যায়ের কথাসার, অধ্যায়-সূচী, শ্লোক-সূচী, পয়ার-সূচী, স্থান-সূচী, পাত্র-সূচী, ও গ্রন্থকার শ্রীল বৃন্দাবন দাস গোস্বামীর জীবনী প্রভৃতি মহামূল্য-রত্নে অলঙ্কৃত।

ভিক্ষা—সর্ব্বসাধারণের সুবিধার জন্য ১২৲ স্থলে ৬৲ ছয়টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—

১। শ্রীচৈতন্য মঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

২। শ্রীগৌড়ীয় মঠ
পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

—ঃ কাশীধাম মিশির পোখরাতে ঃ—

শ্রীগৌড়ীয় মঠের

—সৎশিক্ষা প্রদর্শনী—

অপূর্ব্ব! অত্যাশ্চর্য্য!! ধারণাতীত!!!

জীবন্ত প্রতিমার ন্যায় শত শত মূর্ত্তিতে সুসজ্জিত বিভিন্ন দৃশ্য—রাবণের সোণার লঙ্কা দাউ দাউ করিয়া জ্বলিতেছে, মৌমাছির দল মধুপানের জন্য ঝাঁকে ঝাঁকে উড়িয়া যাইতেছে, শ্রীকৃষ্ণের অন্তর্দ্ধানে ভাগবত-সূর্য্যের উদয় হইতেছে, যমপুরীতে পাপিগণ নরক-কুণ্ডে পড়িয়া ত্রাহি ত্রাহি আর্ত্তনাদ করিতেছে, ভক্তগণের সঙ্গে শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু সঙ্কীর্ত্তন-লীলা প্রদর্শন করিতেছেন ইত্যাদি আরও কত কি দেখিয়া বিস্মিত ও মুগ্ধ হইবেন।

—ঃ মহিলাগণের বিশেষ বন্দোবস্ত আছে ঃ—

দর্শনের সময়—প্রাতঃ ৮টা হইতে রাত্রি ৮৷৷০ পর্য্যন্ত

ইউনিয়ন বোর্ডের ফর্ম

ফর্ম সর্ব্বদা বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত থাকে। অর্ডার পাইলে আমরা আপনাদের সাতভ রেজেষ্টারী বাহির উপরে ইউনিয়ন বোর্ডের নাম ও নম্বর লেবেল ছাপাইয়া আটিয়া সরবরাহ করিয়া থাকি। কতকগুলি ফর্মের তালিকা নিম্নে দেওয়া গেল—

আসেসমেণ্ট তালিকা

ইউনিয়ন বোর্ড, বেঞ্চের এবং কোর্টের বাবদ্ধী

১ নং ফরম প্রতি শত ১৲ টাকা।

বজেট এষ্টিমেট

২নং ফরম প্রতি খানা /০ আনা, প্রতি শত ৪৲ টাকা।

ক্যাস বহি

৩ নং ফরম (আয় ব্যয়ের জমা খরচের বহি) ১০০ পৃষ্ঠার বহি ১৲

আদায়ের রেজেষ্টারী

৪ নং ফরম ১০০ পৃষ্ঠার বহি ১৲ টাকা, ২০০ পৃষ্ঠার বহি ২৲ টাকা।

দৈনিক আদায়ের রেজেষ্টারী

৫ নং ফরম ১০০ পৃষ্ঠার বহি ১৲ টাকা, ২০০ পৃষ্ঠার বহি ২৲ টাকা।

খোঁয়াড় ও খেয়াঘাটের জমার রেজেষ্টারী

৬ নং ফরম প্রতি বহি ১৲ টাকা।

মুদ্রকরাঙ্কা রসিদ

৭ নং ফরম প্রতি বহি ৷৷০ আনা।

অগ্রিম দেওয়া টাকার রেজেষ্টারী

৮ নং ফরম প্রতি বহি ১৲ টাকা।

মাসিক হিসাব নিকাশের রেজেষ্টারী

৯ নং ফরম ১০০ পৃষ্ঠার বহি ১৲ টাকা, ২০০ পৃষ্ঠার বহি ২৲ টাকা।

কার্য্য ও বন্দোবস্তের রেজেষ্টারী প্রতি বহি ১৲ টাকা।

১৯ ফরম দফাদার বা চৌকিদারের বেতন বিলির রেজেষ্টারী প্রতি বহি ১৲ টাকা।

২০ ফরম দফাদার বা চৌকিদারের বেতনের রেজেষ্টারী প্রতি বহি ১৲ টাকা।

নিবেদক—ম্যানেজার, [illegible]

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

নদীয়া-প্রকাশ

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্র

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশ
তনয়স্তদ্ধাম-বৃন্দাবনং,
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং
প্রেমা পুমর্থো মহান্,
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং
তত্রাদরো নঃ পরঃ॥

৮ম বর্ষ } ১২ মাধব গৌরাব্দ ৪৪৭, ২৮শে পৌষ বঙ্গাব্দ ১৩৪০, ১২ই জানুয়ারী ইং ১৯৩৪, শুক্রবার ২৬৪ তম সংখ্যা

কাশী সংশিক্ষা-প্রদর্শনী

দর্শকের মন্তব্য

—:০:—

The Arrangement and the lucid explanation so kindly arranged to be given is very much instructive. I thank Mr. Atul Chandra Banerjee very much. The Exhibition itself is a novel idea.

Sd. - B. G. Gorila.
(Retired Director of Industries, Gwalior)
30-12-33.

মর্ম্মানুবাদ

প্রদর্শনীর দ্রষ্টব্য বিষয়সমূহ পরিষ্কারভাবে বুঝাইয়া দিবার জন্য যে বন্দোবস্ত করা হইয়াছে তাহা অতিশয় উপদেশপূর্ণ হইয়াছে। আমি শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে আন্তরিক ধন্যবাদ প্রদান করি। এই প্রদর্শনী এক অভিনব ধরণের হইয়াছে।

স্বাঃ—বি, জি গোরিলা
(গোয়ালিয়র রাজ্যের শিল্পবিভাগের অবসরপ্রাপ্ত ডিরেক্টার)
৩০।১২।৩৩

———

The Exhibition has been arranged with great artistic taste and has made a great impression on me. The management will satisfy the craving of visitors, if they could arrange to issue any illustrated guide, connections up the various tableaus represented.

Sd. P. Nagal Nigam.
Advocate, Colombo,
Ceylon.
30-12-33

মর্ম্মানুবাদ

এই প্রদর্শনী অতীব শিল্প-নৈপুণ্যে সজ্জিত করা হইয়াছে এবং উহা আমার অন্তরে প্রচুর রেখাপাত করিয়াছে। এই প্রদর্শনীর অনুষ্ঠানকারিগণ যদি দ্রষ্টব্য বিষয়-সমূহের উদাহরণ-সম্বলিত বিবরণ-পুস্তক প্রকাশ করিবার বন্দোবস্ত করেন তাহা হইলে দর্শকবৃন্দের চিত্তাগ্রহ পরিতৃপ্ত হইতে পারে।

স্বাঃ—পি, নাগাল নিগাম
এড্‌ভোকেট্, কলম্বো,
সিলোন।
৩০।১২।৩৩

———

The exhibits depict graphically some of the intrinsic truths of the Hindu ideas. These are very instructive both to the learned and to the ordinary person. I was quite struck at the enthusiasm with which Sj. Atul Chandra Banerjee Hon. Secretary explained the meaning of the different representations. The arrangements excellent. Ladies have special enclosures and guides. The educational effect of such endeavoures is enormous. Let us hope that such exhibitions be held frequently and in different places for the benefit of us all.

Sd/C, C, Mitra
Senior Professor of Philosophy
Hindu College, Delhi)
31-12-33

মর্ম্মানুবাদ

এই প্রদর্শনীর দ্রষ্টব্য বিষয়গুলি হিন্দুদিগের ধর্ম্মবিষয়ের গুহ্যতত্ত্বসমূহ বেশ স্পষ্টাক্ষরে প্রদর্শন করিতেছে। এইগুলি শিক্ষিত অশিক্ষিত উভয়ের পক্ষেই শিক্ষণীয় হইয়াছে। সম্পাদক শ্রীযুত অতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় যেরূপ আগ্রহ ও উৎসাহের সহিত দ্রষ্টব্য বিষয়গুলির তথ্যসমূহ আমাকে বুঝাইয়া দিলেন তাহাতে আমি স্তম্ভিত হইলাম। মহিলাগণের জন্য পৃথক্ পথ ও পৃথক্ প্রদর্শকের অতি সুন্দর বন্দোবস্ত হইয়াছে। শিক্ষা-বিষয়ে এরূপ চেষ্টার ফল প্রচুর বলিয়াই মনে হয়।

আশা করি, এরূপ প্রদর্শনী ভিন্ন ভিন্ন স্থানে অনুষ্ঠিত হইয়া সাধারণের মঙ্গল-সাধন করিবে।

স্বাঃ—সি, সি, মিত্র
(দিল্লী হিন্দু কলেজের দর্শনশাস্ত্রের প্রধান অধ্যাপক)
৩১।১২।৩৩

We were much delighted to see the exhibition and its arrangement. It is a very good method of religious propaganda and wish success

Sd/N, Nuzanandan
D, G, Desai
31-12 33

মর্ম্মানুবাদ

এই প্রদর্শনীর দ্রষ্টব্য বিষয়সমূহ এবং ইহার সুন্দর বন্দোবস্ত দেখিয়া আমরা অতিশয় আনন্দিত হইলাম। ধর্ম্ম-প্রচারের ইহা একটী সুন্দর উপায় বটে। আমরা ইহার সাফল্য কামনা করি।

স্বাঃ—এন্, নুজানন্দন
ডি, জি, দেশাই
৩১।১২।৩৩

I enjoyed very much my visit to the Theistic Exhibition and admire very much the dainty with which the dolls have been directed,

Sd/R. Brincluhal
(American Tourist)
31-12-33

মর্ম্মানুবাদ

এই সংশিক্ষা-প্রদর্শনী দর্শন করিয়া আমি অতিশয় আনন্দ অনুভব করিলাম। শিক্ষাকল্পে পুতুলগুলি যেভাবে সজ্জিত করা হইয়াছে তাহার উপাদেয়ত্ব আমি প্রশংসা করি।

স্বাঃ—আর, ব্রিন্‌ক্লুহল
(আমেরিকার পর্য্যটক)
৩১।১২।৩৩

———

গ্রামে কীর্ত্তন

গত ১০ই জানুয়ারী শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠে উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ গৌরদাস ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রীজী শ্রীমদ্ভাগবত-পাঠকালে বলেন,—নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম্ম অথবা বর্ণাশ্রম-পালন পরিত্যাগ করিয়া হরিপাদপদ্ম ভজন করিতে করিতে পরে অসিদ্ধাবস্থায়ও যদি ভজন হইতে কোন প্রকারে ভ্রষ্ট অথবা মৃত্যু হয়, তথাপি কর্ম্মে অনধিকার-হেতু আশঙ্কা করিতে হইবে না। যেহেতু যে কোন অবস্থায় এমন কি নীচ-যোনিতেও থাকুন্ না কেন, সেই ভক্তি-রসিকের কখনও কোন অমঙ্গল হয় কি? অর্থাৎ সেবাবাঞ্ছা থাকায় তাঁহার কোনও অমঙ্গল হয় না পরন্তু ভজনহীন ব্যক্তিগণের ভক্তিশূন্য স্বধর্ম্মপালনের দ্বারা কোন প্রয়োজনই সিদ্ধ হয় না।

—গুরু কৃষ্ণরূপ হন শাস্ত্রের প্রমাণে। গুরুরূপে কৃষ্ণ কৃপা করেন ভক্তগণে॥

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১২ মাধব নিধি গর্ভোদশায়ী

শ্রীবিগ্রহ

(১)

অর্চ্চামূর্ত্তিতে ভগবৎপূজা ব্যতীত ভক্তি আরম্ভ হয় না, কেবল বিতর্ক-দ্বারা হৃদয় পিষ্ট হয় এবং ভজনের বিষয় নির্দ্দিষ্ট হয় না। অতএব অর্চ্চামূর্ত্তিতে ভগবৎ-পূজাই ভক্তি-রাজ্যে প্রবেশের দ্বারস্বরূপ। শ্রীবিগ্রহ-সেবায় চিন্ময়-বুদ্ধির প্রয়োজন। অচিদাশ্রিতা বুদ্ধির সহিত যে ভগবৎ পূজা, তাহা পৌত্তলিকতারই প্রকার ভেদ। পৌত্তলিক-পূজকগণ ভক্তসঙ্গে চিন্ময়বুদ্ধি লাভ করিলে বিশুদ্ধ ভগবৎ-পূজক হইতে পারেন। সম্বন্ধ-জ্ঞানের সহিত 'কৃষ্ণপূজা' করিতে হইলে, কৃষ্ণপূজা ও ভক্তপূজা এককালীন হওয়া উচিত। কেবল শ্রীমূর্ত্তিপূজা করা অথচ চিন্ময়তত্ত্বের পরিষ্কার সম্বন্ধ না জানা লৌকিক শ্রদ্ধার পরিচয় মাত্র। উপাস্য বস্তুতে উপাসক, উপাসনা ও উপাস্য সংশ্লিষ্ট; এই ত্রিবিধ বাস্তব-বস্তুজ্ঞানের অভাব হইলে, 'অর্দ্ধ-কুক্কুটী'-ন্যায়ানুসারে একটী ছাড়িয়া অপরটীর উপাসনা প্রবল হয়, বস্তুতঃ তাহা শুদ্ধ নহে। কেননা, ইহাতে ভক্তির পূর্ণ-স্বরূপের উপলব্ধি নাই।

শ্রীভগবানের নিত্যবিগ্রহ পঞ্চপ্রকার যথা—(১) পর (স্বয়ং ভগবান্), (২) ব্যূহ (বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ), (৩) বৈভব (মৎস্যকূর্ম্মাদি স্বাংশ অবতারগণ) (৪) অন্তর্য্যামী (উপাসকের হৃদয়ে অবস্থিত তদীয় উপাস্য বস্তু) ও (৫) অর্চ্চাবতার (অর্চ্চনীয় শ্রীবিগ্রহ)। এই পঞ্চ শ্রীমূর্ত্তি সচ্চিদানন্দময় ও অভিন্ন। পূজা-বর্জ্জিত বা অপ্রতিষ্ঠিত এবং স্মার্ত্তদেবলাদি মায়াবাদি-গণের দ্বারা সম্বন্ধজ্ঞানাভাবে পূজিত শ্রীমূর্ত্তিতে ভগবদুপলব্ধির অভাববশতঃ উহা মায়িক বা আচলাবস্থান পুত্তলিকা মাত্র; ভগবদ্ভক্তের উপাস্য শ্রীবিগ্রহ নহেন। যথা হ. ভ. বি. ১৯ শ বিলাস ৩০১ সংখ্যাধৃত ব্রহ্মপুরাণ বচন—

"খণ্ডিতে স্ফুটিতে দগ্ধে মানবিবর্জ্জিতে।
যাগহীনে পশুস্পৃষ্টে পতিতে দুষ্টভূমিষু॥
অন্যমন্ত্রার্চ্চিতে চৈব পতিতস্পর্শদূষিতে।
দশস্বেতেষু নো চক্রুঃ সন্নিধানং
দিবৌকসঃ॥"

অর্থাৎ খণ্ডিত, স্ফুটিত, দগ্ধ, ভ্রষ্ট, পরিমাণ-বর্জ্জিত, যাগহীন, (অপ্রতিষ্ঠিত বা পূজা-রহিত) অস্পৃশ্য পশুর (কুক্কুরাদির) স্পর্শ-দূষিত, দুষ্ট ভূমিতে পতিত, অন্যদেবমন্ত্রদ্বারা পূজিত এবং পতিত-স্পর্শ-দূষিত এই দশস্থানে দেবতাসকল সন্নিধান করেন না অর্থাৎ সেই প্রতিমাতে দেবত্ব থাকে না। সর্ব্বগত ভগবান্ বিষ্ণু এই সত্য বাক্য কহিয়াছেন।

শ্রীবিগ্রহ চিদানন্দস্বরূপ; তথাপি শাস্ত্রে তাঁহার প্রাণ-প্রতিষ্ঠার কথা শুনিয়া আমাদের সন্দেহ উপস্থিত হইতে পারে অর্থাৎ তাহাতে শ্রীবিগ্রহের দেহ-দেহীতে ভেদজ্ঞান-কল্পনা বদ্ধজীবের দুর্ব্বল হৃদয়ে উত্থিত হইবার সম্ভাবনা। এই সন্দেহ-নিরসন-কল্পে প্রাণ-প্রতিষ্ঠা-বিধানের তাৎপর্য্য-নির্ণয়ে শাস্ত্র বলেন—অন্তর্য্যামী ভগবান্ উদাসীনভাবে সর্ব্বজীব হৃদয়ে অবস্থান করিতেছেন; সেবাবৃত্তির উদয়ে সেবাপর চক্ষে জীব ভগবৎ-সাক্ষাৎকার লাভ করিতে পারেন; ঐ সেবাপরা বৃত্তিকে জাগরিত করিতে হইলে হৃদয়মন্দিরে নিত্য সেব্যবস্তুর প্রাকট্য-সাধনের প্রয়োজন; তাহারই প্রারম্ভস্বরূপ বহির্জ্জগতে শ্রীঅর্চ্চামূর্ত্তির প্রতিষ্ঠা।

শ্রীঅর্চ্চাবতার প্রতিষ্ঠিত হইলে, জগতের প্রাণ প্রতিষ্ঠিত হয়, অর্থাৎ জগৎ জড়চেষ্টা-পরতা হইতে ভগবৎ সেবায় উন্মুখ হয়। শ্রীমদ্ভাগবতে (১১।২৭।১৩) আমরা দেখিতে পাই,—

'চলাচলেতি দ্বিবিধা প্রতিষ্ঠা জীব-মন্দিরম্' এই শ্লোকের টীকায় শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী লিখিয়াছেন,

"প্রকর্ষেণ স্থীয়তেঽস্যামিতি প্রতিষ্ঠা। জীবমন্দিরম্ সর্ব্বজীবানামাশ্রয়ঃ সাক্ষাদহমেব ইত্যর্থঃ।" অর্থাৎ প্রকৃষ্টরূপে অবস্থিতির নামই প্রতিষ্ঠা। আর জীবমন্দির বলিতে—সর্ব্বজীবের আশ্রয়স্বরূপ শ্রীভগবান্। সুতরাং 'প্রাণপ্রতিষ্ঠা' বলিতে সর্ব্বজীবের প্রাণস্বরূপ ভগবান্‌কে হৃদয়ে প্রকৃষ্টরূপে স্থাপন করা বুঝিতে হইবে।

ভগবান্ শ্রীবিগ্রহে নিত্য প্রতিষ্ঠিত আছেন। সুতরাং প্রাণপ্রতিষ্ঠাদির কোন বাস্তব প্রয়োজনীয়তা নাই। তথাপি ঋষিগণ অর্চ্চনমার্গে জড়বুদ্ধিবিশিষ্ট ব্যক্তিগণের ভোগ-ময়ী বুদ্ধি খর্ব্ব করিবার উদ্দেশ্যে প্রাণ-প্রতিষ্ঠাদির ব্যবস্থা করিয়াছেন। 'প্রাণ-প্রতিষ্ঠা' শব্দের এইরূপ অর্থ-তাৎপর্য্য উপলব্ধ হইলে, তাহাতে দেহ-দেহী-ভেদ-জ্ঞান হয় কি না—এইরূপ প্রশ্নোদয়ের সম্ভাবনা নাই।

শ্রীবিগ্রহের অঙ্গহানি হইলে জলে নিক্ষেপ করিবার যে ব্যবস্থাদি হরিভক্তিবিলাসে দৃষ্ট হয় উহা অর্চ্চাবতারের অসুরবিমোহন ও ভক্তাভিবর্দ্ধন-লীলা মাত্র। ঐ বিধি স্মার্ত্ত-গণের আবাহন-বিসর্জ্জন বা ভাঙ্গাগড়া নহে। উদাহরণস্বরূপ যথা—ভগবানের জয়, ক্লেশ নিদ্রা প্রভৃতি অষ্টাদশ প্রকার দোষ লক্ষিত হয় না। কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবতে স্বয়ং ভগবান্ ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণের কংস-শিশুপালাদিজনিত জয়, গোচারণ প্রভৃতি লীলায় পরিশ্রম, তজ্জনিত নিদ্রা প্রভৃতি লক্ষিত হয়। বস্তুতঃ ভগবানে ও মুকুন্দপ্রেষ্ঠ ভক্তবর্গে ঐগুলি না থাকিলেও ভক্তগণের সেবা প্রবৃত্তি-উন্মেষের নিমিত্তই তিনি বা তাঁহারা ঐগুলি স্বীকার করিয়া থাকেন। অতএব তাহাতে প্রাকৃত-বুদ্ধি করিতে হইবে না। তজ্জন্যই পরম-মঙ্গলময় শাস্ত্র বজ্রনির্ঘোষে কীর্ত্তন করিয়া বলিতেছেন—

'অর্চ্চ্যে বিষ্ণৌ শিলাধীর্গুরুষু নরমতির্বৈষ্ণবে
জাতিবুদ্ধিঃ
বিষ্ণোর্ব্বা বৈষ্ণবানাং কলিমলমথনে
পাদতীর্থেঽম্বুবুদ্ধিঃ।
শ্রীবিষ্ণোর্নাম্নি মন্ত্রে সকল কলুষহে
শব্দসামান্যবুদ্ধিঃ
বিষ্ণৌ সর্ব্বেশ্বরেশে তদিতরসমধীর্যস্য
বা নারকী সঃ॥'
(পদ্মপুরাণ)

যে ব্যক্তি পূজার বিগ্রহে শিলাবুদ্ধি, বৈষ্ণবগুরুতে মরণশীল মানববুদ্ধি, বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি, বিষ্ণুবৈষ্ণবপাদোদকে জলবুদ্ধি, সকল কল্মষবিনাশী বিষ্ণুনামমন্ত্রে শব্দসামান্য-বুদ্ধি এবং সর্ব্বেশ্বর বিষ্ণুকে অপর দেবতার সহ সমবুদ্ধি করে, সে নারকী।

শ্রীবিগ্রহ-সম্বন্ধে আরও অনেক কথাই শাস্ত্রে লিখিত আছে। প্রবন্ধবিস্তার-ভয়ে আমরা এ বিষয়ের একটু দিগ্‌দর্শন করিয়াই নিরস্ত হইলাম। বুদ্ধিমান্ বিচারকগণ এই গুলি স্থিরচিত্তে অনুধাবন করিলেই শ্রীভগবৎ-কৃপালাভে ধন্য হইবেন

কৃতিরত্ন-প্রভুর বক্তৃতা

(২)

একটী উদাহরণের দ্বারা আপনাদিগকে এই বিষয় বলিতেছি। অশ্ব একটী শব্দ, এই শব্দের অর্থ অর্থাৎ শব্দী যে চতুষ্পদ জন্তুটী তাহার নাম ও রূপ অশ্ব-শব্দ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্। কারণ আমরা এই অশ্ব-শব্দের পৃষ্ঠে বসিয়া দণ্ডের দ্বারা আঘাত করিয়া দৌড়াইয়া অন্যত্র যাইতে পারি না কিন্তু অশ্ব-বস্তুটীর পৃষ্ঠে বসিয়া অন্যত্র যাতা-য়াত করিতে পারি। 'শ্রীকৃষ্ণ' এই শব্দটীকে তদ্রূপ মনে করিতে হইবে না। এই নামরূপ শব্দ বাচকের ন্যায় প্রতীতি হইলেও উহা বাচ্য হইতে সর্ব্বতোভাবে অপৃথক্। বাচ্য এবং বাচকলক্ষণে আমরা সর্ব্বদা যে ভেদের লক্ষ্য করিয়া থাকি তাহা শ্রীনামক্ষেত্রে কখনই প্রযুক্ত নহে। চৈতন্যদেব এই প্রসঙ্গে শব্দ দ্বিবিধ জানাইয়াছেন। অর্থাৎ বাচক-শব্দ ও বাচ্য-শব্দ। বাচক-শব্দ যাহা লক্ষ্য করে বাচ্য-শব্দ তাহা লক্ষ্য করে না। বাচক-শব্দ প্রাকৃত, বাচ্য-শব্দ অপ্রাকৃত সুতরাং বাচ্য-শব্দকে কখনও অতত্ত্বক অর্থাৎ গৌণ বলে না। বাচ্য-শব্দের অন্য নাম আত্মশব্দ। কোন কোন দার্শনিক মনে করিতে পারেন 'বাচ্য-শব্দ' বলিলে সোণার পাথরবাটীর ন্যায় বুঝাইতেছে। উহা অলীক মাত্র কিন্তু প্রকৃত-প্রস্তাবে উহা তাহা নহে। বিশুদ্ধ বৈদান্তিকগণ উহার যাথার্থ্য উপলব্ধি করিয়াছেন এবং 'বাচ্য শব্দকে' 'আত্মশব্দ' অভিহিত করিয়াছেন এবং তাহাকেই শ্রীনামতত্ত্ব বলিয়াছেন। উহা কখনও প্রাকৃত বা গৌণ নহে। বেদান্তের প্রথমপাদের প্রথম অধ্যায়ের ষষ্ঠ সূত্রে আমরা উক্ত সিদ্ধান্তের যাথার্থ্য জানিতে পারিতেছি। সূত্রকার ব্যাসদেব বলিয়াছেন—'গৌণশ্চেন্নাত্মশব্দাৎ' অর্থাৎ গৌণশ্চেৎ ন আত্মশব্দম্ সুতরাং আপনারা সহজেই বুঝিতে পারিতেছেন আত্মশব্দ অর্থাৎ বাচ্য-শব্দ অথবা শ্রীনাম কখনও গৌণ নহেন। যাহারা অবৈদান্তিক অথবা বেদান্তের স্বকপোল-কল্পিত অর্থবাদে প্রতিষ্ঠিত তাহারাই কেবল-মাত্র চৈতন্যদেবের নামদানরূপ মহতী দয়ার সম্বন্ধে উপলব্ধি করিতে অক্ষম। যাঁহারা বাস্তবিক নিজেদের আত্যন্তিক মঙ্গলকামী তাঁহারা কখনই শ্রীচৈতন্যদেবের দয়ার ভিখারী না হইয়া থাকিতে পারেন না। যাঁহারা মুক্ত-অবস্থাতে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া শ্রীচৈতন্যদেবের উপদিষ্ট নামগ্রহণে উন্মুখ তাঁহারা বাচ্য-শব্দরূপ নামগ্রহণ হইতে কখনও পশ্চাৎপদ হইবেন না। যাঁহারা প্রকৃত মোক্ষ আকাঙ্ক্ষা করেন কেবলমাত্র তাঁহাদের জন্যই আত্মশব্দের বা শ্রীনামের উপদেশ। যাঁহাদের উক্ত নামে নিষ্ঠা নাই তাঁহাদের জন্য মোক্ষ উপদিষ্ট হয় নাই অর্থাৎ কলিকালে আমাদের এই দুর্দ্দশাগ্রস্তাবস্থায় নাম-গ্রহণব্যতীত মোক্ষলাভের কোন প্রকার উপায় নাই। ইহাই চৈতন্যদেব দয়া করিয়া আমা-দিগকে জানাইয়া দিয়াছেন। যাঁহারা শ্রীনাম-গ্রহণে পশ্চাৎপদ হইয়াছেন আমি তাঁহাদিগকে মুক্তকণ্ঠে অতিস্পর্দ্ধার সহিত জোর পূর্ব্বক বলিতেছি যে তাঁহারা কখনই অবিমিশ্র নিত্য মোক্ষলাভ করিতে পারিবেন না। আমার এই কথা আপনাদের নিকট Revolting বলিয়া মনে হইলেও আমি চৈতন্যদেবের পরমদয়ার কথা বলিতে গিয়া এই কথাটী যদি আপনাদের নিকট গোপন করি তাহা হইলে Suppression of fact রূপ অপরাধে অভি-যুক্ত হইব। আপনারা আমার এই উক্তিকে অশাস্ত্রীয়, অসিদ্ধান্ত বা অবৈদান্তিক বলিয়া মনে করিবেন না। শ্রীনামেই অর্থাৎ আত্মশব্দে যাঁহাদের নিষ্ঠা আছে অর্থাৎ যাঁহারা একান্তভাবে চৈতন্যদেবের চরণ আশ্রয় করিয়া তাঁহার অনর্পিতচর শ্রীনাম-গ্রহণে নিষ্ঠাবান্ হইয়াছেন কেবল তাঁহাদের পক্ষেই পরম-মোক্ষের উপদেশ। বেদান্তের উক্ত সূত্রের পরসূত্রে অর্থাৎ ১।১।৭ সূত্রে

সরস্বতী-জয়শ্রী

সেবার অপূর্ব্ব সুযোগ !! **সেবার অপূর্ব্ব সুযোগ !!**

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের জীবনচরিত

আগামী ২১শে মাঘ (১৩৪০), ৪ঠা ফেব্রুয়ারী (১৯৩৪) রবিবার শ্রীশ্রীব্যাসপূজা-বাসরে শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণবসম্প্রদায়ৈক-সংরক্ষক ও শ্রীগৌড়ীয়-মঠের মূল মহাপুরুষ প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের ভুবনমঙ্গল জীবনচরিত—“সরস্বতী-জয়শ্রী” প্রকাশিত হইবেন। এই গ্রন্থরাজে বিবিধ চিত্র, মানচিত্র ও হস্তাক্ষর-সম্বলিত পরমশিক্ষাপ্রদ বিষয় সন্নিবেশিত থাকিবে। গ্রন্থের কলেবর রয়াল আটপেজী সাইজের ন্যূনাধিক পাঁচশত পৃষ্ঠা হইবে। এতদ্ব্যতীত শ্রীব্যাস-পূজার সময় শ্রীল প্রভুপাদের অতিমর্ত্ত্য চরিত্র, শিক্ষা ও আচার-প্রচার বৈশিষ্ট্য সর্ব্বসাধারণের বোধগম্য করিবার নিমিত্ত কলিকাতা-শ্রীগৌড়ীয়মঠে একটি মিউজিয়াম বা প্রদর্শনী উন্মুক্ত হইবে।

ব্যাসদেব বলিয়াছেন—“[illegible] যোজোপ-দেশাৎ” সুতরাং আমি জোর করিয়া আপনা-দিগকে পুনরায় বলিতেছি—আত্মপক্ষে নিষ্ঠা ব্যতীত যোগক্ষেমের কোনই উপায় নাই সুতরাং শ্রীনাম-সম্বন্ধে চৈতন্যদেবের দয়ার মাহাত্ম্যের কিঞ্চিৎমাত্র আপনাদের সমক্ষে জ্ঞাপন করিলাম। আপনারা অনুগ্রহ করিয়া অধিকার দিলে সময়ান্তরে ইহার বিস্তারিত আলোচনা হইতে পারিবে।

দ্বিতীয় বিষয়—চৈতন্যদেবের উপদিষ্ট শ্রেষ্ঠ দাসত্ব-পঞ্চকের সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলিয়া আমি আপনাদিগের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিব। শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর এই রসপঞ্চকের অপর নাম দাসত্বপঞ্চক। আমি পূর্ব্বে যে আচার্য্য-পঞ্চকের নাম উল্লেখ করিয়াছি তাঁহাদের মধ্যে কেহই চৈতন্যদেবের উপদিষ্ট দাসত্বপঞ্চকের বিষয় অবগত ছিলেন না। এই জন্যই চৈতন্যদেবের স্তবে—“অনর্পিত-চরীং চিরাৎ” কথাটি আমরা দেখিতে পাই। আচার্য্য শ্রীপাদ শঙ্কর দাসত্ব বিচারে কুণ্ঠিত ছিলেন। অন্যান্য আচার্য্য-চতুষ্টয় যে সেবারসের আলোচনা করিয়াছেন অর্থাৎ ভগবদ্ভক্তির উপায় অবলম্বন করিয়াছেন তাহা চৈতন্যদেবের সেবা-রস হইতে যথেষ্ট পরিমাণে পৃথক্। চৈতন্যদেবের দয়ায় যে কমনীয়তা বা প্রিয়তার কথা পূর্ব্বে আপনাদের নিকট জ্ঞাপন করিয়াছি তাহা বর্ত্তমানে আপনারা কতক পরিমাণে অনুধাবন করিয়াছেন আশা করি।

আমরা জন্মগত বা সমাজগত বা শিক্ষাগত যে প্রবৃত্তি লাভ করিয়াছি সেই সমস্ত প্রবৃত্তির প্রতিকূলে কোন প্রকার অনুষ্ঠানের বা কোন প্রকার যুক্তির কথা শ্রবণ করিলে আমাদের চিত্তে উহা Revolting বলিয়া মনে হয়। আমরা এখানে দেওয়াল দেখিতেছি, চেয়ার দেখিতেছি ইহা দেওয়াল বা চেয়ার নয় এখানে আমি ও আপনি আছি ইহা কখনও দুই নয় ইত্যাদি নানা-প্রকার মিথ্যা কথা দ্বারা আমাদিগকে যদি কেহ মিথ্যা-পথে চালাইবার চেষ্টা করেন তাহা আমাদের পক্ষে অতি কষ্টদায়ক হইয়া পড়ে কিন্তু চৈতন্যদেব আমাদের সে-প্রকার কোন Revolting idea আমা-দিগকে প্রদান করেন নাই। এ সম্পর্কে আচার্য্য শ্রীপাদ শঙ্কর ব্যতীত সকলেই একমত।

আমরা আজকাল Voting system এ মত গ্রহণ করিবার ইচ্ছা করিয়া থাকি। আপনারা যদি আচার্য্যগণের ভোট সংগ্রহ করেন তাহা হইলে দেখিবেন, একমাত্র শঙ্কর ব্যতীত সকল আচার্য্যই চৈতন্যদেবের মতের পোষকতা করিতেছেন। বৈষ্ণবাচার্য্য-চতুষ্টয় উন্নত-অঙ্গের দ্বারা ভগবানের যে সেবার বিধান করিয়াছেন তাহাতে গৌরবের ভাবই সর্ব্বতোভাবে পরিস্ফুট কিন্তু চৈতন্যদেব সর্ব্বাঙ্গের দ্বারাই সর্ব্বতোভাবে ভগবানের যে সেবার কথা দয়া করিয়া জানাইয়াছেন তাহা সর্ব্বতোভাবে গৌরব-ভাববিবর্জ্জিত এবং মাধুর্য্যময়। এ সম্পর্কে অন্য সময়ে ইহার বিস্তারিত আলোচনা করা যাইবে। বর্ত্তমানে আমার সময় অতিক্রম হইয়াছে আমি অদ্যকার মত আপনাদের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিলাম।

ভজন কর্‌বো কার ?

(২)

খড়্গদ্বারা ছেদনকার্য্য হইয়া থাকে কিন্তু খড়্গ ছেদনের কর্ত্তা নহে তদ্রূপ হস্ত-পদাদি কর্ম্মেন্দ্রিয়, চক্ষুকর্ণাদি জ্ঞানেন্দ্রিয় অথবা মনবুদ্ধ্যাদি অন্তরেন্দ্রিয় ইহারা কেহই কর্ত্তা নহে কিন্তু কর্ত্তার কার্য্যকরণোপযোগী যন্ত্রবিশেষ। ঐ গুলি সচরাচর করণ ও অধিকরণ বাচ্যে ব্যবহৃত হইয়া থাকে কোনটীই কর্ত্তৃবাচ্যে ব্যবহৃত হয় না। উদাহরণ-স্বরূপ বলা যাইতে পারে—যেমন, আমরা সচরাচর বলিয়া থাকি ‘আমি মনে স্থির করিয়াছিলাম, আমি হস্ত দ্বারা প্রহার করিয়াছি, এই বাক্যগুলিতে মন বা হস্ত কর্ত্তৃবাচ্যে ব্যবহৃত হয় নাই যেহেতু তাহারা কর্ম্ম-কর্ত্তা নহে। কর্ত্তা ‘আমি’ তাহা হইতে ভিন্ন। অতএব জড় মনো-বুদ্ধ্যাদির দ্বারা তাহা হইতে ভিন্ন কর্ত্তা জীবাত্মাই লক্ষিত হইতেছেন। এইরূপ জীবাত্মাদ্বারা পরমাত্মাও লক্ষিত হইতেছেন। জীবাত্মা ‘আমিই’ যদি কর্ত্তা হইল তবে’ পরমাত্মার কর্ত্তৃত্ব কোথায় এইরূপ পূর্ব্বপক্ষ উত্থাপিত হইলে তদুত্তরে বলা যাইতে পারে যে ঈশ্বর হেতুকর্ত্তা, জীব প্রযোজ্য কর্ত্তা। কর্ম্মান্তে কর্ম্মের ফল ভোক্তা, তদ্দ্বারা জীবের অন্যান্য কর্ম্মে যোগ্যতা বা অযোগ্যতা এই সকলই ঈশ্বর কর্ত্তৃক সংঘটিত হয়। অতএব জীবের কর্ম্ম-স্বতন্ত্রতা থাকিলেও বহু প্রকারে ঈশ্বরাধীন। এই অন্তর্যামী পুরুষ পরমাত্মাকে শাস্ত্রে ভগবানের অংশ বলিয়াছেন অতএব অংশ দ্বারা অংশী ভগবানও লক্ষিত হইতে-ছেন। এই ভগবানের স্বরূপ-বিচারে শাস্ত্র বলিয়াছেন—

> সচ্চিৎ-আনন্দময় কৃষ্ণের স্বরূপ।
> অতএব স্বরূপশক্তি হয় তিনরূপ॥
> হ্লাদিনী-সন্ধিনী-সম্বিৎ ত্বয্যেকা
> সর্ব্বসংস্থিতৌ।
> হ্লাদতাপকরী-মিশ্রা-ত্বয়ি নো
> গুণবর্জ্জিতে॥

অর্থাৎ ভগবানের একটী অচিন্ত্যশক্তি আছে। হ্লাদিনী অর্থাৎ আনন্দদায়িনী, সন্ধিনী অর্থাৎ সত্তাবিস্তারিণী এবং সম্বিৎ অর্থাৎ জ্ঞানপ্রদায়িনী—এই তিনটী ঐ শক্তির প্রভাব। ভগবানে তাহাই পরিপূর্ণরূপে বিরাজিত। ভগবৎ-স্বরূপে মায়ার ব্যবধান না থাকায় সুখ-দুঃখ বা মিশ্রভাবের অধিষ্ঠান নাই। জীব ভগবানের অংশ অণু-সচ্চিদা-নন্দময় বলিয়া মায়াবশযোগ্য হ’ন, তখন তাঁহার আনন্দময় স্বরূপটী বিকৃত হইয়া সুখ-দুঃখরূপে পরিণত হয়। জীবের স্ব-স্বরূপোপলব্ধির সঙ্গে সঙ্গে ভগবৎস্বরূপেরও উপলব্ধি হইয়া থাকে। এতৎপ্রসঙ্গে ভাগবতের নিম্নলিখিত পদ্য দুইটী আলোচ্য।

> যত্তাবয়বসংস্থানৈঃ কল্পিতো লোকবিস্তরঃ।
> তদ্বৈ ভগবতোরূপং বিশুদ্ধং সত্ত্বমূর্জ্জিতম্।
> অতঃপরং যদব্যক্তমব্যূঢ়গুণবৃংহিতম্।
> অদৃষ্টাশ্রুতবস্তুত্বাৎ স জীবো যৎ পুনর্ভবঃ॥

সচ্চিদানন্দময় ভগবৎস্বরূপে মায়ার উৎপত্তিহীন রজঃ ও বিনাশধর্ম্মরূপ তমোগুণ নাই সুতরাং বিশুদ্ধ। মায়াবদ্ধ জীব স্বরূপবিস্মৃতিফলে স্থূলদেহে আত্মবুদ্ধি-বিশিষ্ট হ’ন তৎকালে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহত্তত্ত্ব ভগবানের ধারণা করিতে গিয়া নিজ স্থূলদেহের সমষ্টি বিরাট্‌রূপের কল্পনা করেন। পাতালাদি অধর-লোকসমূহ বিরাটের হস্ত-পদাদির কল্পনা। বিরাট্‌রূপ ভগবানের বাস্তব অঙ্গ নহে। আবার যাঁহারা সূক্ষ্ম-দেহে আত্মবুদ্ধি করেন তাঁহারা যে নিরাকার নির্ব্বিশেষরূপের কল্পনা করেন তাহাও স্ব-সূক্ষ্মদেহের সমষ্টির কল্পনা মাত্র। সুতরাং উহা ভগবানের বাস্তব রূপ নহে। শ্রীমদ্ভাগ-বত বলেন যথা—

> স সর্ব্বধীবৃত্ত্যনুভূত সর্ব্ব আত্মা
> যথা স্বপ্নজনেক্ষিতৈকঃ
> তং সত্যমানন্দনিধিং ভজেত
> নান্যত্র সজ্জেদ্ যত আত্মপাতঃ।

ইহার অর্থ এই যে, স্বপ্নকালে যেরূপ পাত্রমিত্র-সৈন্যাদি জনসমূহের অনুভবকারী জীব নিজ সৃষ্ট এবং উপলক্ষিত রাজ্যাদি ভোগসমূহ উপলব্ধি করেন, তদ্রূপ সেই যোগী সর্ব্ববুদ্ধিবৃত্তিদ্বারা পূর্ব্ব পূর্ব্ব বহুজন্মে দেবেন্দ্রত্ব, নরেন্দ্রত্ব প্রভৃতি ভোগৈশ্বর্য্যসকল অনুভব করেন সুতরাং সেই সত্য আনন্দ-নিধি বিরাড়্রূপধারী শ্রীনারায়ণকে ভজন করিবে, অহংবুদ্ধি করিয়া স্থূল-বিরাটের অঙ্গ ধারণায় আসক্ত হইবে না যেহেতু তাহাতে সংসার-প্রবৃত্তি ঘটিবে। শ্রীমদ্ভাগবত হইতে আরও জানা যায় যে, পূর্ব্বে অনেকেই এইরূপ সূক্ষ্ম-স্বরূপে আসক্ত না থাকিয়া একমাত্র স্থূল ও সচ্চিদানন্দময় ভগবানের উপাসনা করিয়াছিলেন। তাঁহাদের অনুগমনে রুচিবিশিষ্ট না হইলে আমাদের গত্যন্তর নাই।

ভজনের কথালোচনায় আমরা দেখিতে পাই—ভক্তি একমাত্র সর্ব্বসেব্য কৃষ্ণেই প্রযোজ্য; কারণ তিনিই সকলের প্রভু।

> একলা ঈশ্বর কৃষ্ণ আর সব ভৃত্য।
> যারে যৈছে নাচায় সে তৈছে করে নৃত্য॥
> (চৈঃ চঃ)

আমরা শাস্ত্রে যে ব্রহ্ম ও পরমাত্মার কথা শুনিতে পাই সেই ব্রহ্ম কৃষ্ণের অঙ্গকান্তি এবং পরমাত্মা তাঁহার অংশ। কৃষ্ণই স্বয়ং ভগবান্। বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি শাস্ত্র-কৃপায় সর্ব্বসন্দেহ নির্ম্মুক্ত হইয়া গুরুবৈষ্ণবের আনুগত্যে কৃষ্ণেরই ভজন করিয়া নিত্য-ধামে গমন করেন। এই ভগবত্তত্ত্ব সম্বন্ধে শাস্ত্র বহু প্রমাণ দিয়াছেন—

> ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ।
> অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্ব্বকারণকারণম্॥
> (ব্রহ্মসংহিতা ৫।১)

> এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু
> ভগবান্ স্বয়ম্।
> ইন্দ্রারিব্যাকুলং লোকং মৃড়য়ন্তি যুগে যুগে॥
> (ভাঃ ১।৩।২৮)

শুদ্ধভক্তি গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। ভাষ্যসহ বিরাট্ শ্রীচৈতন্যভাগবত ৬৲
২। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২৮৲
একাদশ স্কন্ধ হইতে দ্বাদশ খণ্ড ১৷৶০
৩। ভাষ্যদ্বয়সহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (৪র্থ সংস্করণ) ৬৲
৪। ভক্তিবিবেককুসুমাঞ্জলি (বাঁধা) ১৲
৫। গৌড়ীয়-গৌরব ১৷০
৬। গৌড়ীয়-সাহিত্য ১৷০
৭। ভজনরহস্য ৷০
শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৯। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ)
ঐ (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
১০। গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি টীকাসহ)
ঐ (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
১১। গীতার কেবল মাধ্ব-ভাষ্য ৷০
১২। যুক্তিমল্লিকা গুণসৌরভঃ সানুবাদ (মাধ্ব) ২৲
১৩। বেদান্ততত্ত্বসার সানুবাদ (রামানুজীয়) ৷০
১৪। জৈবধর্ম্ম ২৲
১৫। শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৬। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১৭। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ৷৶০
ঐ (বাঁধা) ৸০
১৮। দ্বীপ-দিগ্ দর্শন ৵০
১৯। সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ) ৷৶০
২০। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ৷০
ঐ (আবাঁধা) ৷৶০
২১ নবদ্বীপধাম গ্রন্থমালা ৸০
২২। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৵০
২৩। গীতমালা ৴১০
২৪। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶০
২৫। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶০
২৬। নবদ্বীপ পঞ্জিকা (৪৪৭ গৌরাব্দ) ৵০
২৭। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ৷০
২৮। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা-দর্পণ ৷০
২৯। শরণাগতি ৴০
৩০। গীতাবলী ৴০
৩১। চিত্রে নবদ্বীপ ১৷০
৩২। সাধনক ৴০
৩৩। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৴০
৩৪। নবদ্বীপশতক ৴০
৩৫। অর্থপঞ্চক ৴০
৩৬। সদাচারস্মৃতিঃ ৶০
৩৭। কল্যাণকল্পতরু (৫ম সংস্করণ) ৴১০
৩৮। অর্চ্চনকণ ৴১০
৩৯। সাধককণ্ঠমালা (বাঁধা) ৷০
ঐ (আবাঁধা) ৷৶০
৪০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (প্রথম চারিখণ্ড) ৩৲
৪১। ব্রহ্মসংহিতা ৷০
৪২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৪৩। মণিমঞ্জরী সানুবাদ ৷০
৪৪। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৪৫। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ৷০
৪৬। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ৷০
৪৭। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
৪৮। গৌড়ীয়মঠ কি করেন ? ৴০
৪৯। ঈশোপনিষৎ (বলদেব ও মাধ্ব-ভাষ্য এবং বিবৃতি ও অনুবাদসহ) ৷০
৫০। শ্রীভুবনেশ্বর ৶০
৫১। সিদ্ধান্তদর্পণ ৵০
৫২। সাংখ্যবাণী ৴০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৫৩। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী-দিগ্বিজয়ঃ ৷০
৫৪। সটীক-শিক্ষাদশমূলম্ ৷০
৫৫। তত্ত্ব-সূত্রম্ ৷০
৫৬। সানুবাদ-শিক্ষাষ্টকম্ ৵০
৫৭। গৌড়ীয়মঠস্য পরিচয়ঃ ৴০
৫৮। সারাংশবর্ণনম্ ৶০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৫৯। রায় রামানন্দ ৷০
৬০। নামভজন ৷০
৬১। রিলেটীভ্ ওয়ার্ল্ড্স্ ৷৶০
৬২। লাইফ্ য্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ৷০
৬৩। বৈষ্ণবীজম্ ৷০
৬৪। হোয়াট্ গৌড়ীয়মঠ ইজ্ ডুইং ৴০
৬৫। দি ভাগবত ৷০
৬৬। ইরোটিক্ প্রিন্সিপল্ য্যাণ্ড আনেলয়েড্ ডিভোসন ৷০
৬৭। ব্রহ্ম-সংহিতা ২৷০
৬৮। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (ভলুম ওয়ান) ১৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৬৯। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ৷০
৭০। সাধন পথ ৷০
৭১। কল্যাণ-কল্পতরু ৴১০
৭২। গীতাবলী ৴০
৭৩। শরণাগতি ৴০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৭৪। শরণাগতি

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

নদীয়া-প্রকাশপ্রাপ্তির স্থান

১। শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম-মায়াপুর, নদীয়া
২। শ্রীযোগপীঠ ঐ
৩। শ্রীবাস-অঙ্গন ঐ
৪। অদ্বৈত-ভবন ঐ
৫। কাজীর সমাধি পাট ঐ
৬। স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ, নদীয়া।
৭। শ্রীভাগবত আসন কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
৮। শ্রীএকায়ন মঠ গোবিন্দপুর, হাঁসখালী।
৯। দ্বাদশগোপাল পাট—পোঃ চাকদহ,
১০। শ্রীগৌর গদাধরমঠ—চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড়, বর্দ্ধমান
১১। শ্রীমোদদ্রুমছত্র মাউগাছি, বর্দ্ধমান
১২। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম, আমলাযোড়া, পোঃ রাজবাঁধ বর্দ্ধমান
১৩। শ্রীগৌড়ীয়মঠ বাগবাজার, কলিকাতা
১৪। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাজু, হাওড়া,
১৫। শ্রীমাধ্ব গৌড়ীয়মঠ, ৯০নং নবাবপুর রোড্, ঢাকা
১৬। শ্রীগোপালজী মঠ কমলাপুর, ঢাকা।
১৭। শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ পোঃ বালিয়াটী,
১৮। শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয়মঠ ময়মনসিংহ।
১৯। শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ চিরুলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর
২০। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম গোয়ালপাড়া, আসাম
২১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ রায়পেট্টা, মাদ্রাজ।
২২। শ্রীরামানন্দগৌড়ীয় মঠ কব্বুর, জিঃ পশ্চিম গোদাবরী
২৩। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ উড়িয়াবাজার, পোঃ বক্সীবাজার, কটক।
২৪। শ্রীত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয় মঠ ভুবনেশ্বর।
২৫। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ স্বর্গদ্বার, পুরী।
২৬। শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ আলালনাথ পোঃ ব্রহ্মগিরি, পুরী।
২৭। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ ডুমুরকুণ্ডা, পোঃ চিরকুণ্ডা, মানভূম।
২৮। শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ—কাশী।
২৯। শ্রীরূপগৌড়ীয় মঠ—এলাহাবাদ।
৩০। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ পুরাণবাজার, সরকার ঠাকুরের কুঞ্জ, বৃন্দাবন
৩১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, নিউদিল্লী
৩২। শ্রীপরমহংসমঠ—নৈমিষারণ্য,
৩৩। শ্রীসারস্বত গৌড়ীয় মঠ—হরিদ্বার।
৩৪। শ্রীব্যাসগৌড়ীয়মঠ—কুরুক্ষেত্র, পঞ্জাব
৩৫। শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাবুলনাথ রোড, পোঃ গ্রাণ্ট রোড, বোম্বে।
৩৬। লণ্ডন গৌড়ীয়মঠ, ৩০নং গ্লষ্টার হাউস, কর্ণওয়াল গার্ডেন্স, লণ্ডন। (এস্, ডব্লিউ—৭)।
৩৭। অমর্ত্তি গৌড়ীয়মঠ—মেদিনীপুর
৩৮। সরভোগ গৌড়ীয় মঠ—সরভোগ, কামরূপ, আসাম
৩৯। শ্রীল পরমহংস বাবাজীর সমাধি-মন্দির শ্রীধাম-মায়াপুর, নদীয়া।
৪০। শ্রীগৌড়ীয়মঠ—১০০ নং মিঠাপুর পোঃ—বাঁকিপুর, পাটনা।

শুদ্ধভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী মাসিক। শ্রীধাম-মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲।

২। **গৌড়ীয়**—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৷০ টাকা মাত্র।

৩। **ভাগবত**—হিন্দি ভাষায় একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি হৃদয় বন মহারাজ সম্পাদিত ও নৈমিষারণ্য শ্রীপরমহংস মঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ১৷০ দেড় টাকা মাত্র।

৪। **পরমার্থী**—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ দেড় টাকা মাত্র।

৫। **কীর্ত্তন**—মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ বিমানন্দ সেবাতীর্থ বি-এজি, বি-টি, সম্পাদিত। আসাম গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম হইতে প্রকাশিত আসামী ভাষায় মাসিক। ভিক্ষা সডাক ১৷০ দেড় টাকা মাত্র

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ প্রণীত সমগ্র গ্রন্থ

গ্রন্থের মূল বোল্ড অক্ষরে এবং তন্নিম্নে বর্ত্তমান যুগে শুদ্ধভক্তিপ্রচারের মূল মহাপুরুষ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অমৃতপ্রবাহভাষ্য ও প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের অনুভাষ্য সন্নিবেশিত হইয়াছে। অতি সুন্দর ছাপা। ডবল ক্রাউন আটপেজি আকারে ১০৯৬ পৃষ্ঠায় কেবল মূল ও ভাষ্য সম্পূর্ণ হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত ২১৮ পৃষ্ঠায় কেবল শ্লোক সূচী, পদ্যসূচী, স্থানসূচী, পাত্রসূচী, বিষয়-সূচী, শব্দসূচী প্রভৃতি বিস্তৃত সূচী-পত্র। সমগ্র শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের এরূপ উৎকৃষ্ট ও অমূল্য বিরাট্ সংস্করণ জগতে কোথায়ও আজ পর্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই, ইহা নিরপেক্ষ পাঠক মাত্রেই একবাক্যে স্বীকার করিয়া থাকেন। সর্ব্বসাধারণের সুবিধায় অল্প ভিক্ষা ১২৲ বারটাকা স্থলে—৬৲ ছয়টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীচৈতন্যমঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

...ত্য বাজার দর

লৌহ হার্ডওয়ার

...৪ জানুয়ারী ১৯৩৪

...ভাল তৈয়ারী—	প্রতি হন্দর।
লোহার কড়ি (জয়েষ্ট বা বীম)	
মার্কা	৫॥০—৫৷৵০
ঐ বে-মার্কা হালকা ওজন	৫৲—৫৵০
সরুগা (টী-আয়রণ)	৬৵০—৬।৵০
এঙ্গেল আয়রণ (কোনা)	৫৷৵০—৬।৵০
গ্যালভানাইজড করগেট টীন—	
২২ গেজ ৬ হইতে ১০ ফুট	১১।৵০
২৪ গেজ ,, ,,	১০৸৵০
২৬ গেজ ,, ,, ,,	১২।৵
২৪ গেজ আর, পি, ডি, মার্কা	১৪৲
২৪ গেজ গাঃ প্লেন শীট—	১১।৵০
২৬ গেজ ,, ,,	১২।৵০
২৮ গেজ ও ৩০ গেজ ঐ—	১২৸৵০—১৪৲
বাগান ঘেরা কাঁটাতার ১০০ পাউণ্ড বাঃ	৯।০
ষ্টীল পাটী	৬৵০—৬।০
,, বোল্টু (গোল)	৬৵০—৬।০
,, গরাদে (চৌকা)	৬৵০—৬।০
,, গোল রড ৴০—।৵০ সুতা	৪৸৵০-৫॥৵০
,, টানা রড-	
মোটা ৴০—।৵০ ঐ	৫৷০ ৫৸৵০
,, গাওল তার	৭।০—৭৷০
,, প্লেট—তিন সুতা মোটা পর্য্যন্ত	৭৸৵০—৮৵০
,, চাদর ৩-১৬ খানা বাণ্ডিল	৯॥৵—১১॥০
ষ্টীঃ টীন	৮।০—৯৲
হ্যাক রাউণ্ড	৫৸৵—৬৵০
স্কুরের পেরেক ১—৬ ইঞ্চি	৯৲—১০॥০
প্যাটেণ্ট পেরেক ২—৮ ইঞ্চি	১২৲—১৫৲
ঢালাই কড়া ১ হইতে ১০ নং	২।৵-২॥০ সাট
কোদাল ৪, ৫, ৬,	৭৸৵০ ৮৸৵০ ৯৸৵০ ডঃ
ঐ ১০ পাউণ্ড ৬৲ দেঃ বিঃ	৬।৵০ ,,
গাঃ প্লেন বালতি ৭—১২ ইঞ্চি	১॥০-৩॥০
ঐ বভিট ,, ৭—১২ ইঞ্চি	২৵০—৭৵০ ,,
লোহার মেয়ার রডের গোল ও চৌকা	৮।০— ,,
ঐ গালের লোহার সিট	১৫৲ ,,
ঐ ভেনেস্তা (কাঠের সিট)	১৮৲ ,,
লোহার স্ক্রুপ ॥—৩ ইঞ্চ	/১০—॥৵০ গ্রোস
ঐ কব্জা ১৩ নং ১॥—৪ ইঞ্চ	।৫—৸৵০ পেঃ ডজন
গ্যাঃ তার ১৬—২২ নং (গেজ)	১১॥০—১৪।০ হন্দর
গ্যাঃ রিভিট (মটকা) ১২ ইঞ্চি	৵০ ॥৵১০ পীস
গ্যাং গাঁট ইং বা জোড়া ৬ ইঞ্চি	৳০—৸৵০ ,,
গ্যাঃ স্ক্রুপ ১॥০—২॥০ ইঞ্চি	২৩৲—২৯৲ হন্দর
গ্যাঃ গ্যালভ্যান্ডার চার্জ	১১॥০—১৩॥০ ,,
গ্যাঃ সোল্ট-ল্যাট ৮—৯ ইঞ্চি	॥৵১০—১৵০ গ্রোস
ঢালাই বেলিং	৩॥০—৭॥০ হন্দর
ঐ রেন ওয়াটার পাইপ ৩ ইঞ্চি ৵১০ ঐ ৪ ইঞ্চি	।১০ ফুট
টিউব ওয়েলের জন্য গ্যাঃ পাইপ১॥ ইঞ্চি	।৵৫ ফুট
পাম্প ৪নং ১১॥০ ৫নং ১৪৲ ৬নং	১৬৲
৬০—৮০ বাটখারা ৵.৫ সাট	২।০—২॥০ মণ

সন্তোষকুমার মল্লিক এণ্ড সন্স লিঃ

লৌহ ও হাডওয়ার বিক্রেতা।

মীরবহর ঘাট লোহাপটী, বড়বাজার, টেলি—"লোহার মালিক" কলিকাতা

কেরোসিন

প্লোক্রেক প্রক্লোক বাক্স (২ টিন)		৯৲৮
সূর্য্য মার্কা	,,	৬॥০
ভিক্টোরিয়া	,,	৭৲

সোণার দর

পাকা সোণা	৩০৸৵
গড়াল	৩০৸
চিনা পাত	৩২।০

রূপার দর

রূপা প্রতি ১০০ ভরি	৫৫৵০
ঐ খুচরা	৫৴০

কোম্পানীর কাগজ

৩॥০ সুদের কাগজ	৮১৴
৩॥০ নূতন ঋণ (১৯৪৭-৫০)	৯১।০
৪৲ ,, ঋণ (১৯৬০-৭০)	৯৭৲
৫৲ ,, বণ্ড (১৯৩৫	১০৪॥৵০

ডিবেঞ্চার

৫৲ সুদের (১৯৫৬-৮৬) কলিকাতা পোর্ট-ট্রাষ্ট ডিবে :—	১০২॥৵০

ব্যাঙ্ক

ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক (কনট্রি)		২৯৪॥০
সেণ্ট্রাল	ঐ	২২৲

কাপড় ও সূতার কল

এলগিন মিল	৪৫৲

পাট কল

হাওড়া	৫০৲
অকল্যাণ্ড	১৯৫৲
বালী	১৬২৲
বরানগর	১৫০৲
কেবল	৩৭০৲
ভারত	২৪৩৲
ক্লাইভ	২৮।০
হাওড়াউন্সা	৩০৮॥০
ডেল্টা	৪০৫৲

কৃষ্ণনগর নবদ্বীপঘাট রেলওয়ে সময়

কৃষ্ণনগর হইতে নবদ্বীপঘাট

কৃষ্ণনগর সিটি—	৬-৪৫	১০-৪৪	১৩-২২	১৭-৩৮	২০-১৬
কৃষ্ণনগর রোড—	৬-৫৯	১০-৫২	১৩-৩৩	১৭-৪৭	২০-২৫
আমঘাটা—	৭-১৫	১১-১৩	১৩ ৫১	১৮-৩	২০-৪১
মহেশগঞ্জ—	৭-১৪	১১-২১	১৪-০	১৮-৯	২০-৪৭
নবদ্বীপঘাট—	৭-৩৩	১১-৩০	১৪-৯	১৮-১৬	২০-৫৫

বিশেষ দ্রষ্টব্য—নবদ্বীপঘাট ষ্টেশন অপেক্ষা মহেশগঞ্জ ষ্টেশন হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরের দূরত্ব অনেক কম। শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে যাঁহাদিগকে রাণাঘাটে ট্রেণ বদল করিতে হয়, তাঁহারা রাণাঘাটে প্রাতঃ ৫-৫০, ৮-১৪, ৯ ৪৬. ১৬-৪৮. ১৮-৩৯ এবং ০-৩২ মিনিটের সময় গাড়ী পাইবেন।

শান্তিপুর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে শান্তিপুর ষ্টেশনে ৫-৪০, ৯-২৯, ১১-২৫, ১৬-৪ এবং ১৮-৪১ মিনিটের সময় ট্রেণ পাওয়া যায়।

নবদ্বীপঘাট হইতে কৃষ্ণনগর

নবদ্বীপ ঘাট—	৫-৩৫	৯-২৫	১২ ১০	১৫-৩৪	১৮-৪৫
মহেশগঞ্জ—	৫-৪৩	৯-৩৩	১২-১৯	১৫-৪২	১৮-৫৬
আমঘাটা—	৫-৫৯	৯-৫৯	১২-২৬	১৫-৪৮	১৯-৪
কৃষ্ণনগর রোড—	৬-৪	৯-৫৫	১২-৪৩	১৬-৪	১৯-১৪
কৃষ্ণনগর সিটি—	৬-১৭	১০-২৩	১২-৫১	১৬-১২	১৯-৪৫

মায়াপুর শ্রীধাম-প্রকাশ প্রো ক্ষ আফিস হইতে—ডাঃ কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম ভক্তিশাস্ত্রী এল, এম. এফ কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

ফরিদপুরে শ্রীযুক্তা নেলী সেনগুপ্তা

ফরিদপুর কৃষি ও শিল্প প্রদর্শনী দ্বারোদ্ঘাটন উপলক্ষে শ্রীযুক্তা নেলী সেনগুপ্তা এখানে পৌঁছিয়াছেন। রেলওয়ে ষ্টেশনে শ্রীযুত সতীশচন্দ্র মজুমদার, চৌধুরী মোয়াজ্জেম হোসেন (লালমিয়া) এবং বহু সংখ্যক বিশিষ্ট ব্যক্তি ও মহিলা শ্রীযুক্তা সেনগুপ্তাকে অভ্যর্থনা করার জন্য উপস্থিত ছিলেন

বেলা ৯ঘটিকার সময় শ্রীযুক্তা সেনগুপ্তাকে অম্বিকা হলে এক বিরাট জনসভায় অভিনন্দিত করা হয়। বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি ও মহিলা সভায় সমবেত হন। শ্রীযুক্তা সেনগুপ্তা অভিনন্দনের উত্তরে এক হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা করেন।

অপরাহ্ণ দেড় ঘটিকার সময় প্রদর্শনীর উদ্বোধন অনুষ্ঠান আরম্ভ হয়। প্রদর্শনীর প্যাণ্ডেলটী খেলার মাঠের নিকট নির্ম্মিত হইয়াছে। প্যাণ্ডেলে বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি, মহিলা ও ছাত্রদল সমবেত হন। জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট এবং অপরাপর সরকারী কর্ম্মচারিগণও অনুষ্ঠানটীতে যোগদান করেন। প্রদর্শনীর উদ্বোধনের পূর্ব্বে ফরিদপুর মহিলা সমিতি, ফরিদপুর আদর্শ বালিকা বিদ্যালয় এবং ছাত্রদল শ্রীযুক্তা সেনগুপ্তা উক্ত অভিনন্দনগুলির যথাযোগ্য উত্তর প্রদান করেন।

প্রদর্শনীর সভাপতি স্বাগত সম্ভাষণ করার পর মোক্তার শ্রীযুত চারুচন্দ্র বাড়ুজ্যো এবং ঢাকার অধ্যাপক শ্রীযুত অতুলচন্দ্র সেন প্রদর্শনীর উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। অতঃপর শ্রীযুক্তা সেনগুপ্তা প্রদর্শনীর দ্বারোদ্ঘাটন করেন এবং একটী সুন্দর বক্তৃতা করেন। জনসাধারণ যাহাতে সংস্কৃতি ও পরস্পরের মধ্যে জাতীয় ভাবধারার উদ্রেক করার জন্য চেষ্টা করেন তজ্জন্য শ্রীযুক্তা সেনগুপ্তা বিশেষভাবে অনুরোধ জানান। স্বদেশী দ্রব্য ব্যবহার ও উৎপাদন এবং কুটির শিল্পের শ্রীবৃদ্ধি সাধন সম্পর্কে তিনি বিশেষরূপে বক্তৃতা করেন। বক্তৃতা প্রসঙ্গে তিনি নারীর সহযোগিতায় পুরুষকে কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইবার জন্য অনুরোধ করিয়া বলেন যে এইরূপ হইলে দেশের অগ্রগতি অতি অল্পকালের মধ্যেই সম্ভবপর হইবে। জাতীয়তা বোধ বৃদ্ধির জন্য তিনি ছাত্রদিগকেও উপদেশ দেন।

চৌধুরী মোয়াজ্জেম হোসেন শ্রীযুক্তা সেনগুপ্তা ও তাঁহার সঙ্গিগণকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করার পর শ্রীযুক্তা সেনগুপ্তা সভা হইতে বাহির হইয়া বিভিন্ন ষ্টল পরিদর্শন ও দ্রব্যাদি পরীক্ষা করেন।

বারাকপুর ডাকাতি মামলা

গত ১৭ই নবেম্বর প্রাতে বারাকপুর রেল ষ্টেশনের হরেকৃষ্ণ কর্ম্মকারের বাসায় ডাকাতি করিবার অভিযোগে লক্ষ্মণ চাষা ও অপর কয়েক ব্যক্তিকে শিয়ালদহে দ্বিতীয় পুলিশ ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ এ, এক, এর মহাশয়ের এজলাসে অভিযুক্ত করা হয়।

এইরূপ প্রকাশ যে ডাকাতেরা কর্ম্মকারকে মারপিট করিয়া অলঙ্কার ও বস্ত্র ইত্যাদি সহ ৪টী ট্রাঙ্ক ও তিনটী স্যুটকেস লইয়া যায়। শুনানী মুলতুবী আছে

বাসচালক দণ্ডিত

গত ২১শে অক্টোবর বেলেঘাটা মেন রোডে অসতর্কভাবে বাস চালাইবার ফলে লক্ষ্মণচন্দ্র সেন নামক জনৈক সাইকেলিষ্টকে আহত করিবার অপরাধে শিয়ালদহের দ্বিতীয় পুলিস ম্যাজিষ্ট্রেট সেখ মজলজান নামক জনৈক বাস চালককে ৬০৲ অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করেন।

আলোয়ারের মহারাজা

প্রায় এক বৎসর পর আলোয়ারের মহারাজা ভিক্টোরিয়া জাহাজযোগে ইউরোপ হইতে ভারতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন। তাঁহাকে অভ্যর্থনার জন্য আলোয়ারের বহু রাজকর্ম্মচারী ও মহারাজার বহু বন্ধুবান্ধব মোলে উপস্থিত হইয়াছিলেন।

বর্ত্তমানে মহারাজা প্যালেস হোটেলে অবস্থান করিতেছেন। তিনি কোথায় যাবেন তাহা এখনও স্থির হয় নাই; তবে এরূপ শোনা গিয়াছে যে, তিনি বোম্বাইতে কয়েকদিন অবস্থান করিবেন।

আলোয়ারের মহারাজা ছিন্ন এস এস ভিক্টোরিয়া জাহাজে, কচ্ছের মহারাজা, হায়দরাবাদের রাজকুমারী দুরেশ্বর, ইন্দোরের মহারাণী চন্দ্রাবতী ও মহারাণী ইন্দ্রবাই, রথারমিয়ারের পুত্র অনারেবল অ্যাসমণ্ড হার্ম্মসওয়ার্থ ও ডাঃ আম্বেদকর আসিয়াছেন।

শ্রীযুক্তা সরোজিনী নাইডু

গত ১লা জানুয়ারী প্রাতে শ্রীযুক্তা সরোজিনী নাইডু, শ্রীযুক্তা উর্ম্মিলা দেবী, শ্রীযুক্তা জ্যোতির্ম্ময়ী গাঙ্গুলী ও শ্রীযুক্তা এস আর দাস বেঙ্গল ষ্টোর পরিদর্শন করেন। উক্ত ষ্টোরের ম্যানেজার ও পাবলিসিটি অফিসার তাঁহাদিগকে বিভিন্ন বিভাগ দেখান। শ্রীযুক্তা নাইডু বেঙ্গল ষ্টোর পরিদর্শন করিয়া অত্যন্ত আনন্দপ্রকাশ করেন এবং স্বদেশী দ্রব্যের উৎকর্ষতা ও বৈচিত্র্য দর্শনে তিনি চমৎকৃত হন।

এই ষ্টোর প্রতিষ্ঠা করিয়া স্বদেশী দ্রব্যকে জনসাধারণের নিকট সহজ লভ্য করায় তিনি ষ্টোরের কর্ত্তৃপক্ষকে প্রশংসা করেন। দর্শকদিগকে সামান্য জলযোগ করান হয়। বিভিন্ন[illegible] ফটো তোলা হয়।

জলপাইগুড়িতে শীত ও শিলাবৃষ্টি

অবিরত শিলাবৃষ্টিসহ ঝড় হওয়াতে এবং প্রচণ্ড শীত পড়ায় জিলার অধিবাসীগণের বিশেষতঃ দরিদ্র শ্রেণীর বিশেষ কষ্ট হইতেছে।

ঝড়ের ফলে সদর মহকুমাতে কয়েকখানি বাড়ী পড়িয়া গিয়াছে।

মলরোড বোমার মামলা

লাহোর মলরোড বোমার মামলায় মুলরাজ কুলদীপ চাঁদশেঠী, জাহোরিমল ও রামদেব বিস্ফোরক পদার্থ আইনের বিধান অনুসারে অতিরিক্ত জিলা ম্যাজিষ্ট্রেটের আদালতে অভিযুক্ত হইয়াছে।

উক্ত মামলার একদফা শুনানী হইয়া গিয়াছে। প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেট ঠাকুর বিক্রম সিংহের সাক্ষ্য লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে।

প্রকাশ, গত ২৯শে অক্টোবর মুলরাজ ও কুলদীপ চাঁদ একখানি টোঙ্গাযোগে মলরোড পথে গমন করিতেছিল। সেই সময় তাহাদের নিকট একটি বৈদ্যুতিক বোমা পাওয়া যায়।

সাক্ষী বলেন, তিনি দুর্গের মধ্যে জাহারিমলের সনাক্ত কার্য্য সম্পন্ন করেন—এবং পুলিস থানায় মুলচাঁদের সনাক্ত কার্য্য শেষ করেন। সাক্ষী উভয় আসামীকে সনাক্ত করেন। ঐ সময়ে ঐরূপ আকৃতির কয়েকজন লোকের মধ্যে তাহাদিগকে রাখা হইয়াছিল। পরদিন সাক্ষীর সহিত রামদেব একটি দোকানে গমন করে। তথায় রামদেব বলিয়াছিল, সে পটাশ ক্লোরেট ও তার লোহা ক্রয় করিয়াছিল। একজন সাক্ষী মুলরাজকে সনাক্ত করেন। ঐ সাক্ষীর নিকট হইতে সে একটি টিন ক্রয় করিয়াছিল। অপর একজন সাক্ষীর জবানবন্দী গৃহীত হইয়াছে। মামলা মুলতুবি আছে।

চুঁচুড়ায় দেশবন্ধুর মর্ম্মরমূর্ত্তি

কলিকাতার মেয়র শ্রীযুক্ত সন্তোষ কুমার বসু এখানে আসিয়াছিলেন। হুগলী চুঁচুড়াতে মিউনিসিপ্যালিটির কমিশনারগণ বিশিষ্ট ব্যক্তিদের উপস্থিতিতে টাউন হলে তাঁহাকে মানপত্র দান করেন। শ্রীযুক্ত বসু তাঁহার উত্তরে "লোকাল বডি" গুলির পরিচালনে তাহাদের কর্ত্তব্যের প্রশংসা করেন এবং প্রসঙ্গ ক্রমে নূতন মিউনিসিপাল আইনের ফলে যে সমস্ত বাধাবিঘ্নের উৎপত্তি হইয়াছে, তাহারও উল্লেখ করেন।

অতঃপর শ্রীযুক্ত বসু দেশবন্ধু মেমোরিয়াল হাইস্কুলে বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের উপস্থিতিতে স্বর্গীয় দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ ও দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তের মর্ম্মরমূর্ত্তির আবরণ মোচন করেন।

চুঁচুড়ার [illegible] শ্রীযুক্ত [illegible] সেন দেশবন্ধুর আবক্ষ মূর্ত্তিটি এবং অপর স্বর্ণ ব্যবসায়ী শ্রীযুক্ত প্রসাদদাস [illegible] শ্রীযুক্তা প্রভাময়ী দেবী দেশপ্রিয়ের আবক্ষ মূর্ত্তিটি দান করিয়াছেন।

উৎসবের সাফল্য কামনা করিয়া গান্ধীজী এবং পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু ও অন্যান্য কয়েকজন বাণী প্রেরণ করিয়াছেন।

অস্তরীণ বিধি ভঙ্গের অভিযোগে

ঢাকা হইতে প্রকাশ, চানকারণপুর লেনের হরিপদ ঘোষ স্বগৃহে অন্তরীণ ছিলেন অন্তরীণ বিধি ভঙ্গ করার অভিযোগে তাঁহাকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছিল। ঢাকার ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ এস বসুর বিচারে তাহার প্রতি দুই বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হইয়াছে

রুমানিয়ার মন্ত্রিসভা

রুমানিয়ার নূতন মন্ত্রিমণ্ডলে মিঃ টাইটুলেস্কু পররাষ্ট্র সচীব হইবেন বলিয়া কথা ছিল। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত মিঃ টাইটুলেস্কু নিজকে পররাষ্ট্রসচীব বলিয়া ঘোষণা করেন।

মাদ্রাজের অস্থায়ী গবর্ণর

গত ৮ই জানুয়ারী সন্ধ্যার এক ইস্তাহারে প্রকাশ যে, মাদ্রাজের গবর্ণর স্যার জর্জ ষ্টানলী জি সি আই ই সি এস আই অস্থায়ীভাবে বড়লাটের কার্য্যে যোগদান করিলে, তাঁহার স্থানে অনারেবল খাঁ বাহাদুর স্যার মহম্মদ ওসমান কে সি আই ই অস্থায়ীভাবে মাদ্রাজ প্রদেশের গবর্ণরের কার্য্য করিবেন। মহামান্য সম্রাট উক্ত নিয়োগ মঞ্জুর করিয়াছেন।

ডাকাতি মামলার রায়

গত ৮ই জানুয়ারী রংপুর হইতে প্রকাশ, স্পেশাল ট্রাইবিউনাল কুড়িগ্রাম ট্রেণ ডাকাতির চাঞ্চল্যকর মামলার রায় দিয়াছেন।

আসামী কুমুদাবতারী মুখুজ্যের প্রতি ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩০৭ ও ৩৯৭ ধারা অনুসারে ১০ বৎসর করিয়া সশ্রমকারাদণ্ডের আদেশ হইয়াছে [illegible] একত্র চলিবে। নরেন্দ্রনাথ দাস এবং রাজমোহন কর্ম্মকার ৮ বৎসর এবং দণ্ডবিধির ৩৯৭ ধারা অনুসারে কৃষ্ণদাস সেনের ৭ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হইয়াছে

অভিযোগের মর্ম্ম এই যে, গত ২৪শে অক্টোবর তারিখে আসামীগণ কুড়িগ্রাম এবং রাজারহাট ষ্টেশনের মধ্যে চলন্ত ট্রেণে একটী কামরায় প্রবেশ করে। ও ছোরা ও রিভলভারের ভয় দেখাইয়া লালমণিরহাটের মেসার্স রামগণেশ নারায়ণের ফার্ম্মের কর্ম্মচারী রামলক্ষণ চৌবের নিকট হইতে ৪৩২ টাকা ছিনাইয়া লইয়া যায় দুইজন আসামীকে তাড়া করিয়া সেই রাত্রেই গ্রেপ্তার করা হয়। তাহারা যখন পলাইতেছিল তখন পাচুয়া নামক এক ব্যক্তি তাহাদিগকে বাধা দেওয়ায় তাহারা উহাকে রিভলভারের গুলী ছুড়িয়া আহত করে।

বিশ্ব-বিশ্রুত শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত

শ্রীচৈতন্য ভাগবত

বিরাট দ্বিতীয়-সংস্করণ

গৌড়ীয়াচার্য্যভাস্কর প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ কর্ত্তৃক গৌড়ীয়ভাষ্য ও বিবৃতিসহ প্রকাশিত। সংস্কৃত শ্লোক সমূহের অন্বয়, অনুবাদ ও ব্যাখ্যা সন্নিবেশিত। প্রতি অধ্যায়ের কথাসার, অধ্যায়-সূচী, শ্লোক-সূচী, পয়ার-সূচী, স্থান-সূচী, পাত্র-সূচী, ও গ্রন্থকার শ্রীল বৃন্দাবন দাস গোস্বামীর জীবনী প্রভৃতি মহামূল্য-রত্নে অলঙ্কৃত।

ভিক্ষা—সর্ব্বসাধারণের সুবিধার জন্য ১২৲ স্থলে ৬৲ ছয়টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—

১। শ্রীচৈতন্য মঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

২। শ্রীগৌড়ীয় মঠ
পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

—ঃ কাশীধাম মিশির পোখরাতে ঃ—

শ্রীগৌড়ীয় মঠের

—সৎশিক্ষা প্রদর্শনী—

অপূর্ব্ব! অত্যাশ্চর্য্য!! ধারণাতীত!!!

জীবন্ত প্রতিমার ন্যায় শত শত মূর্ত্তিতে সুসজ্জিত বিভিন্ন দৃশ্য—রাবণের দেশ লঙ্কা দাউ দাউ করিয়া জ্বলিতেছে, মৌমাছির দল মধুপানের জন্য ঝাঁকে ঝাঁকে উড়িয়া যাইতেছে, শ্রীকৃষ্ণের অন্তর্দ্ধানে ভাগবত-সূর্য্যের উদয় হইতেছে, যমপুরীতে পাপিগণ নরক-কুণ্ডে পড়িয়া ত্রাহি ত্রাহি আর্ত্তনাদ করিতেছে, ভক্তগণের সঙ্গে শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু সঙ্কীর্ত্তন-লীলা প্রদর্শন করিতেছেন ইত্যাদি আরও কত কি দেখিয়া বিস্মিত ও মুগ্ধ হইবেন।

—ঃ মহিলাগণের বিশেষ বন্দোবস্ত আছে ঃ—

দর্শনের সময়—প্রাতঃ ৮টা হইতে রাত্রি ৮॥০ পর্য্যন্ত

ইউনিয়ন বোর্ডের ফর্ম্ম

ফর্ম্ম সর্ব্বদা বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত থাকে। অর্ডার পাইলে আমরা অতি ত্বরিত গতিতে রেজেষ্টারী বহির উপরে ইউনিয়ন বোর্ডের নাম ও নম্বর লেবেল ছাপিয়া আটিয়া সরবরাহ করিয়া থাকি। কতকগুলি ফরমের তালিকা নিম্নে দেওয়া গেল—

আসেসমেণ্ট তালিকা

ইউনিয়ন বোর্ডের, রেটের এবং কোটের যাবতীয়।

১ নং ফরম প্রতি শত ১৲ টাকা।

বজেট এষ্টিমেট

২নং ফরম প্রতি খানা ৵০ আনা, প্রতি শত ৪৲ টাকা।

ক্যাস বহি

৩নং ফরম (আয় ব্যয়ের জমা খরচের বহি) ১০০ পৃষ্ঠার বহি ১৲

আদায়ের রেজেষ্টারী

৪ নং ফরম ১০০ পৃষ্ঠার বহি ১৲ টাকা, ২০০ পৃষ্ঠার বহি ২৲ টাকা।

দৈনিক আদায়ের রেজেষ্টারী

৫ নং ফরম ১০০ পৃষ্ঠার বহি ১৲ টাকা, ২০০ পৃষ্ঠার বহি ২৲ টাকা।

খোঁয়াড় ও খেয়াঘাটের জমার রেজেষ্টারী

৬ নং ফরম প্রতি বহি ১৲ টাকা।

মুৎফরাক্কা তলব

৭ নং ফরম প্রতি বহি ॥০ আনা।

অগ্রিম দেওয়া টাকার রেজেষ্টারী

৮ নং ফরম প্রতি বহি ১৲ টাকা।

মাসিক হিসাব নিকাশের রেজেষ্টারী

৯ নং ফরম ১০০ পৃষ্ঠার বহি ১৲ টাকা, ২০০ পৃষ্ঠার বহি ২৲ টাকা।

জন্ম ও মৃত্যু সংখ্যার রেজেষ্টারী প্রতি বহি ১৲ টাকা।

১০ নং ফরম দফাদার বা চৌকীদারের বেতন বিলের রেজেষ্টারী প্রতি বহি ১৲ টাকা।

ডি ফরম দফাদার বা চৌকীদারের বেতনের রেজেষ্টারী প্রতি বহি ১৲ টাকা।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক
— পারমার্থিক পত্র —
শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশ-
তনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনং,
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং
প্রেমা পুমর্থো মহান্,
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং
তত্রাদরো নঃ পরঃ॥

৮ম বর্ষ | ১৩ মাধব গৌরাব্দ ৪৪৭, ২৯শে পৌষ বঙ্গাব্দ ১৩৪০, ১৩ই জানুয়ারী ইং ১৯৩৪, শনিবার | ২৬৫ তম সংখ্যা

গৌড়ীয়মঠের আর একজন প্রচারকের লণ্ডন-যাত্রা

শ্রীচৈতন্যমঠ-সেবকগণের অভিনন্দন প্রদান

পাঠকগণ অবগত আছেন, শ্রীগৌড়ীয়-মঠের প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তি-হৃদয় বন মহারাজ ও শ্রীমান্ সম্বিদানন্দ ভক্তিশাস্ত্রী এম্-এ মহোদয় জড়-বিজ্ঞানের উন্নত-ভূমি পাশ্চাত্য-জগতে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের অসমোর্দ্ধ বাস্তব-শব্দবিজ্ঞান-মহিমা কীর্ত্তনার্থ শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার সভাপতি প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া গত এপ্রিল মাসে (১৯৩৩) লণ্ডন যাত্রা করিয়াছেন। তাঁহারা ইংলণ্ড, জার্ম্মাণী প্রভৃতি স্থানে প্রচারে প্রবৃত্ত হইয়া বিশেষরূপে সম্মানিত হইয়াছেন, তাহাও পাঠকগণের অবিদিত নাই।

———

সম্প্রতি তাঁহাদের প্রচার-কার্য্যে সহায়তা করিবার নিমিত্ত শ্রীল প্রভুপাদ কলিকাতা গৌড়ীয়মঠের অন্যতম সেবক শ্রীপাদ রাসবিহারী ব্রহ্মচারী ভক্তিজ্যোতিঃ মহোদয়কে গত ৮ই জানুয়ারী (১৯৩৪) লণ্ডনে পাঠাইয়াছেন। তাঁহাকে বিদায়-অভিনন্দন-প্রদানার্থ শ্রীল প্রভুপাদের সভা-পতিত্বে কলিকাতা গৌড়ীয়মঠে উক্ত দিবস একটী মহতী সভার অধিবেশন হইয়াছিল। সভায় বহুসংখ্যক শুদ্ধবৈষ্ণব উপস্থিত ছিলেন। সভাপতি শ্রীল প্রভুপাদের আদেশে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি মহারাজ শ্রীধাম-মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠের সেবকবৃন্দের পক্ষ হইতে প্রদত্ত, মুদ্রিত অভিনন্দন-পত্রটী পাঠ করেন। তৎপর শ্রীল প্রভুপাদ 'ভগবৎসেবা'-সম্বন্ধে উপদেশ-বাণী প্রদান করেন।

সভার পর আচার্য্যত্রিক প্রভুর নির্দ্দেশ-ক্রমে মহামহোপদেশক পণ্ডিতপ্রবর শ্রীপাদ অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ বি-এ ও শ্রীচৈতন্য মঠরক্ষক শ্রীপাদ নরহরি ব্রহ্মচারী সেবাবিগ্রহ মহোদয়দ্বয় শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গিরিধারী-গান্ধর্ব্বিকার প্রসাদি মালিকা আনিয়া শ্রীপাদ ভক্তিজ্যোতিঃ প্রভুর গলদেশে পরাইয়া দেন। মঠসেবকগণ ভক্তিজ্যোতিঃ প্রভুকে দণ্ডবৎ প্রণাম করেন; তিনিও মঠের বৈষ্ণববৃন্দকে দণ্ডবৎ প্রণাম করেন এবং সকলের উচ্চৈঃস্বরে শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের জয়ধ্বনিতে শ্রীমঠ মুখরিত করেন। সকলেরই বদন-মণ্ডল অকৃত্রিম ভালবাসার রক্তিম-রাগে রঞ্জিত এবং নয়ন অশ্রুধারাক্রান্ত হয়।

———

ক্রমে ষ্টেশনে যাইবার সময় নিকটবর্ত্তী হইল। ভক্তিজ্যোতিঃ প্রভু শ্রীশ্রীল প্রভু-পাদের পাদপদ্ম সমীপে উপস্থিত হইলেন। শ্রীল প্রভুপাদ স্নেহবিস্ফারিত-নেত্রে তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ-চন্দনে চর্চ্চিত করিয়া প্রসাদি-মালা পরাইয়া দেন এবং অকৃত্রিম স্নেহভাজনের কল্যাণার্থ শ্রীনৃসিংহ-মন্ত্র কীর্ত্তন করেন। প্রভু ও সেবক—উভয়েরই নেত্র হইতে প্রেমাশ্রু নির্গত হইতে থাকিল; অপরাপর বৈষ্ণবগণও অশ্রু সম্বরণ করিতে পারিলেন না।

———

আচার্য্যত্রিক প্রভু ভক্তিজ্যোতিঃ প্রভুকে লইয়া ষ্টেশনে গেলেন। শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণব-রাজসভার অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি মহারাজ, অন্যতম সম্পাদক শ্রীপাদ অতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী-ভক্তিসারঙ্গ, শ্রীপাদ জগদ্বন্ধু ভক্তিবান্ধব বি-এ, শ্রীপাদ অপ্রাকৃতানন্দ দাস অধিকারী বি-এ, শ্রীপাদ চিদানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ জয়গোপাল দাস অধিকারী, শ্রীপাদ হৃদয়গোবিন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ হরি-পদ দাস অধিকারী, ডাঃ কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী প্রভৃতি বহুসংখ্যক ব্যক্তি পূর্ব্বেই তাঁহার অভ্যর্থনার্থ ষ্টেশনে গিয়াছিলেন।

———

শ্রীপাদ ভক্তিজ্যোতিঃ প্রভু ই. আই, আর লাইনের বোম্বে-মেলে যাত্রা করেন। ট্রেণটী রাত্রি ৮—৭৫ মিনিটের সময় হাওড়া ষ্টেশন হইতে ছাড়ে। ইহার কয়েক ঘণ্টা পূর্ব্ব হইতেই ট্রেণটী প্লাটফর্ম্মে থাকে। দেখিলাম, ট্রেণটী ছাড়িবার দুই ঘণ্টা পূর্ব্বেই ইণ্টার ও থার্ড ক্লাশগুলি আরোহীতে পূর্ণ হয়।

বৈষ্ণবগণ প্রায় দুই ঘণ্টা ষ্টেশনে অবস্থান করিয়া পরস্পর ইষ্টগোষ্ঠী করিতে লাগিলেন। ট্রেণ ছাড়িবার মাত্র ১০ মিনিট পূর্ব্বে ইঞ্জিন লাগিল। সকলেই আনন্দে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের জয়ধ্বনি প্রদান করিয়া ভক্তিজ্যোতিঃ প্রভুকে ট্রেণে উঠাইয়া দিলেন। পরস্পরের আনন্দাশ্রুর মধ্যে একনিষ্ঠ গুরুসেবকসহ ট্রেণটী চলিতে লাগিল।

কাশী সংশিক্ষা-প্রদর্শনী

দর্শকের মন্তব্য

—:•:—

The tableaus are arranged in a very simple way so as to enable the illiterate also to understand the teachings of Sree Chaitanya. I was personally conducted round the various tableaus by Mr. A. C. Banerjee who explained everything in a simple manner, to allow me to grasp a subject that I know nothing about.

Sd. J. E. Sweeney
British Military Hospital
Benares Cantt.

মর্ম্মানুবাদ

সজ্জিত দৃশ্যাবলীর দ্বারা শ্রীচৈতন্যের শিক্ষা অতি সহজে বুঝাইয়া দিবার বন্দোবস্ত অতি সুন্দর হইয়াছে। শ্রীযুত অতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রদর্শনীর সমস্ত ষ্টলগুলির নিকট আমাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া গিয়া আমার অপরিজ্ঞাত তথ্য সমূহ যেরূপ সহজভাবে বুঝাইয়া দিয়াছেন তাহাতে আমি উহা সম্যগ্‌রূপে উপলব্ধি করিতে পারিয়াছি।

স্বাঃ—জে, ই, সুইনি
(বেনারস ক্যান্টনমেণ্টের ব্রিটীশ মিলিটারী হাসপাতালের কর্ম্মচারী)

We came to see the Exhibition to-day. The organisers really deserve the credit for having taken much pains to depict various phases of Hindu Dharmic life. We wish the Exhibition all success.

Sd. B. Mangal Persad
Singh, Zamindar.
Radha Krishna Das
(Banker and Private Secy
to Maharani Sahib of
Ajodhya)

মর্ম্মানুবাদ

আমরা অদ্য এই প্রদর্শনী দেখিতে আসিয়াছিলাম। হিন্দুধর্ম্মজীবনের ভিন্ন ভিন্ন ভাব চিত্রিত করিবার জন্য অনুষ্ঠানকারিগণ

(অতঃপর ৩য় পৃষ্ঠার শেষ কলমে দ্রষ্টব্য)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১৩ মাধব অব্দার ক্ষীরোদশায়ী

চেতনের বৈশিষ্ট্য

হরি, গুরু ও বৈষ্ণব এই পরস্পর অভিন্ন নিত্য-বস্তুত্রয়ের বিষয় অবগত হওয়া বাস্তবিকই সাধ্যাতীত। ইঁহাদের লীলা—কার্য্যাবলী যুগপৎ বিরুদ্ধধর্ম্মবিশিষ্ট তাই অল্পজ্ঞান প্রমত্ত একদেশদর্শী আমরা তাঁহাদের ক্রিয়াকলাপ বুঝিতে না পারিয়া তাঁহাদিগকেও আমাদের মত কোনও একজন বলিবার দুরাশা হৃদয়ে পোষণ করি। গুরুবস্তুকে লঘু-জ্ঞান করা, প্রকৃত বন্ধুকে শত্রু মনে করা বা তাঁহার সহিত বন্ধুত্ব-স্থাপন না করা প্রভৃতি ব্যাপারে সর্পে রজ্জু-ভ্রমের ন্যায় সঙ্কট উপস্থিত হইবার আশঙ্কাই বেশী। সেই জন্য শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন,—

সিদ্ধান্ত বলিয়া চিত্তে না কর অলস।
ইহা হইতে লাগে কৃষ্ণে সুদৃঢ় মানস॥

কোন কোন ভক্তিপিপাসু ব্যক্তি শাস্ত্রের সিদ্ধান্তকে ভক্তির অঙ্গ না বলিয়া ইহাতে প্রবিষ্ট হইতে আলস্য প্রকাশ করেন কিন্তু তাহা মঙ্গলের বিষয় নয়; কেন না কৃষ্ণের সম্বন্ধজ্ঞান জানিতে পারিলে, তাঁহার পাদ-পদ্মে চিত্ত সংলগ্ন হয়। জাতরুচি ভক্তগণের আদর্শদর্শনে তদনুকরণ-মূলেই হৃদয়ে সিদ্ধান্ত-বিষয়ে ঔদাসীন্য ও আলস্যের উদয়। এরূপ আলস্য হইতে অনেকে ভজনবিষয়ে অভাবগ্রস্ত হইয়া কৃষ্ণবৈমুখ্য সংগ্রহ করেন এবং ভক্তির বিরোধী জড়-ভাবসমূহকে ভক্তি মনে করিয়া অনর্থগ্রস্ত হন। বিচারপ্রধান মার্গ যদিও অজাতরুচিগণের পক্ষে উপযোগী, তথাপি জাতরুচিক্রমে স্বল্পরুচিবিশিষ্ট জনের শ্রবণাঙ্গ বিশেষ আবশ্যক। কৃষ্ণবিষয়ক সিদ্ধান্ত শ্রবণ না করিলে রুচি বৃদ্ধি হয় না।

অজের জন্ম, সর্ব্বভয়হারীর ভয়, অশোকের শোক, কালাধীশের দেহত্যাগাদি লীলা—ভক্ত ও ভগবানের ক্রিয়াকলাপ বোধাতীত সত্য, তথাপি সাধুগুরু ও শাস্ত্রানুগত্যে অদ্য আমরা তৎসম্বন্ধে দুই একটী বিষয় আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইতেছি।

আমরা প্রকট ও অপ্রকট, আবির্ভাব ও তিরোভাব, জন্ম ও মৃত্যু প্রভৃতি শব্দের প্রয়োগ শাস্ত্রেও দেখিতে পাই। এই শব্দ-গুলি চেতন-বস্তুকে লক্ষ্য করিয়াই ব্যবহৃত ও যথাযথরূপে বিন্যস্ত হইয়া থাকে। চেতন বস্তুমাত্রেই নিত্য, তাঁহাদের কোনকালেই বিনাশ নাই। এ কথা আমরা প্রায় সকলেই অল্পবিস্তর অবগত আছি।

ভগবান্ ও ভগবৎপার্ষদ বৈষ্ণবগণ তো দূরের কথা, জীবাত্মা অণু হইলেও ত্রিগুণাত্মক বা সৃষ্টি-স্থিতি-লয়ের অধীন নহেন। তবে তাঁহাদের সম্বন্ধে ঐ সকল বাক্য প্রয়োগ করিবার কারণ কি? এই প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইলে আমরা জানিতে পারি যে, কর্ম্মানুসারে জীব নানা যোনিতে পরিভ্রমণ করেন এবং জন্ম-মৃত্যুর অধীন হন। এই স্থলে পূর্ব্বপক্ষ হইতে পারে যে, জীব যখন সৃষ্ট হইয়াছিল তৎকালে তাঁহার কোন কর্ম্ম ছিল না। তবে কেন তিনি প্রপঞ্চে নানা যোনিতে পরিভ্রমণ করিয়া সুখ-দুঃখাদি ভোগ করিয়া থাকেন? কিন্তু এইরূপ প্রসঙ্গও উত্থাপিত হইতে পারে না। কেন না, জীব নিত্য বস্তু। তিনি কোন নির্দ্দিষ্টকালে সৃষ্ট হইয়াছিলেন এরূপও নহে, তাহাতে জড়ীয় ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান এই ত্রিবিধ কালের ব্যবধান না থাকায় তাঁহার সম্বন্ধে ঐরূপ বাক্য প্রয়োগ করা যাইতে পারে না।

কর্ম্ম বিনাশযোগ্য হইলেও অনাদি। ব্রহ্মসূত্র বলেন,—'কর্ম্মবিভাগাৎ ইতি ন। অনাদিত্বাৎ' অর্থাৎ কর্ম্মবিভাগ ছিল না এরূপ নহে; কেন না, কর্ম্মঅনাদি। উপরিউক্ত বাক্য-গুলি মনোযোগ-সহকারে আলোচনা করিলে বুঝিতে পারি যে, কর্ম্মফলবশে জীবের জন্ম ও মৃত্যু হইয়া থাকে। কর্ম্মফলবশে জীব আপনাকে বদ্ধ মনে করিয়া মুক্তির নিমিত্ত চেষ্টা করিয়া থাকেন। স্থূললিঙ্গ-দেহে আত্মবুদ্ধি হইতে যেমন কর্ম্মকাণ্ডের উদয় হইয়াছে, তদ্রূপ স্বীয় বদ্ধাভিমান হইতেই মুক্তির চেষ্টাও উদিত হইয়াছে। বস্তুতঃ তাঁহারা বদ্ধ নহেন।

কর্ম্ম দ্বিবিধ—প্রারব্ধ ও অপ্রারব্ধ। এই দুই প্রকার কর্ম্মফলই জন্ম-মৃত্যুর কারণ। যাহার ভোগকাল আরম্ভ হয় নাই, তাহাই অপ্রারব্ধ কর্ম্ম। জ্ঞানিগণের প্রারব্ধ-কর্ম্মের নাশ না হওয়ায় তাঁহারা মুক্ত হইতে পারেন না, 'মুক্ত'-অভিমান মাত্রই করিয়া থাকেন। প্রারব্ধ কর্ম্মের ফলে তাঁহাদিগকে পুনরায় মর্ত্ত্যলোকে জন্মগ্রহণ করিয়া সুখদুঃখের অধীন হইতে হয়। এইজন্য শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু বলিয়াছেন—

'জ্ঞানী জীবন্মুক্ত দশা পাইনু করি মানে।
বস্তুতঃ বুদ্ধি শুদ্ধ নহে কৃষ্ণভক্তি বিনে॥'

প্রারব্ধ ক্ষয় নাশ না হওয়া পর্য্যন্ত জীব মুক্ত হইতে পারেন না। প্রারব্ধ কর্ম্ম জ্ঞান বা যোগদ্বারা নাশ হইতে পারে না। তবে কি উপায়ে প্রারব্ধ কর্ম্মের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইতে পারিব? তদুত্তরে শ্রীল রূপগোস্বামী প্রভু বলিয়াছেন,—

যদ্ব্রহ্ম সা ক্ষাৎকৃতিনিষ্ঠয়াপি
বিনাশমায়াতি বিনা ন ভোগৈঃ।
অপৈতি নাম স্ফুরণেন তত্তে
প্রারব্ধকর্ম্মেতি বিরৌতি বেদঃ॥

অর্থাৎ নিরবচ্ছিন্ন তৈলধারার ন্যায় ব্রহ্ম-চিন্তার ফলে ব্রহ্মসাক্ষাৎকার করিয়াও জীব ভোগ ব্যতীত প্রারব্ধ কর্ম্মের হস্ত হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারেন না। কিন্তু নিরপরাধে 'কৃষ্ণনাম' জিহ্বায় উচ্চারিত হইবামাত্রই জীবের দেহারম্ভক প্রারব্ধ কর্ম্ম বিনষ্ট হইয়া যায়, ইহা বেদ তারস্বরে কীর্ত্তন করিতেছেন। সুতরাং নিরপরাধে কৃষ্ণ-নামোচ্চারণকারী ভক্তকে আর কর্ম্মী প্রভৃতির ন্যায় জন্মমৃত্যুর অধীন হইতে হয় না। কৃষ্ণভক্তই বস্তুতঃ জীবন্মুক্ত। শ্রীমদ্ভাগবত বলেন,—

মর্ত্ত্যো যদা ত্যক্তসমস্তকর্ম্মা নিবেদিতাত্মা
বিচিকীর্ষিতো মে।
তদামৃতত্বং প্রতিপদ্যমানো ময়াত্মভূয়ায় চ
কল্পতে বৈ॥

তাৎপর্য্য এই যে,—অনাদি-কর্ম্মফলে জীব প্রপঞ্চে আগমন পূর্ব্বক প্রকৃতির গুণে চালিত হইয়া নানাবিধ শুভাশুভ কর্ম্ম করিয়া থাকেন। সাধুসঙ্গবলে ঐসকল মর্ত্ত্যজীব নিজ ভ্রম বুঝিতে পারিয়া যাবতীয় কর্ম্মকাণ্ডে আসক্তি পরিত্যাগ পূর্ব্বক গুরুপাদপদ্মে আত্মসমর্পণ করেন, অর্থাৎ ইহকালে বা পরকালে 'আমি ও আমার' বলিতে যাহা কিছু আছে সমস্তই গুরুপাদপদ্মে সমর্পণ করিয়া 'অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা' এই বেদান্ত-বাক্যানুসারে ব্রহ্মজিজ্ঞাসায় প্রবৃত্ত হন। তখনই তিনি অমৃতত্ব লাভ করিয়া ভগবৎ-সন্নিধানে তদীয় সেবার নিমিত্ত নিত্য-কাল অবস্থান করেন। তাই শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভুও বলিয়াছেন,—

দীক্ষাকালে ভক্ত করে আত্মসমর্পণ।
সেইকালে কৃষ্ণ তারে করে আত্মসম॥
সেই দেহ করে তার চিদানন্দময়।
অপ্রাকৃত দেহে তেঁহ শ্রীকৃষ্ণ ভজয়॥

শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভুর এই বাক্যটী আলোচনা করিলে জানা যায় যে, ভক্তের দেহ চিদানন্দময়; মাতৃকুক্ষি হইতে যে দেহটী প্রপঞ্চে আগমন করিয়াছিল, তাহা আত্মসমর্পণ করিবামাত্রই অন্যের অলক্ষিতে বিনষ্ট হইয়া যায়। শ্রীল চক্রবর্ত্তী ঠাকুর সারার্থদর্শিনী (৫।১২।১১) টীকায় বলিয়াছেন,—স্পর্শমণি দ্বারা যেমন লৌহ স্বর্ণতা প্রাপ্ত হয়, ভক্তিসংসর্গে তদ্রূপ প্রাকৃত দেহেন্দ্রিয়ও অপ্রাকৃতত্ব প্রাপ্ত হয়। ভক্তি উপদেশকাল হইতেই ভগবান্ ভক্তিমাহাত্ম্য প্রদর্শন করিবার নিমিত্ত অভিজ্ঞাপকিগণের অজ্ঞের ত্রিগুণাতীত দেহ ইন্দ্রিয় ও মন অজ্ঞের অলক্ষিতে প্রকাশিত করিয়া থাকেন এবং মিথ্যাকৃত দেহেন্দ্রিয়াদি অন্যের অলক্ষিতে বিনাশ-প্রাপ্ত হয়। অন্যের অলক্ষিত বলিবার তাৎপর্য্য এই যে, অজ্ঞ-ব্যক্তিগণ তাঁহার স্বরূপ উপলব্ধি করিতে না পারিয়া তাঁহাকে পূর্ব্ব-পরিচয়ে পরিচিত করেন এবং তাঁহার দেহকে জন্মমরণশীল, হাড়মাংসের খলি জ্ঞান করিয়া বৈষ্ণবচরণে অপরাধী হন। তাদৃশ অপরাধ হইতে জীবকুলকে পরিত্রাণার্থ পরদুঃখদুঃখী শ্রীল রূপগোস্বামিপাদ বলিয়াছেন,—"ন প্রাকৃতত্বমিহ ভক্তজনস্য পশ্যেৎ।" অর্থাৎ এই প্রপঞ্চে উদিত ভগবদ্ভক্তের প্রাকৃতত্ব দর্শন করিবে না। অর্থাৎ তাঁহাকে প্রাকৃত দর্শনের অন্তর্ভুক্ত করা উচিত নহে। প্রাকৃতদর্শনের ফলেই বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধিরূপ অপরাধের অবসর হয়। ব্রহ্মপুরাণে উক্ত হইয়াছে যে, দীক্ষামাত্রই জীব মুক্তিলাভ করেন। কৃষ্ণাঙ্ঘ্রি লাভই সেই মোক্ষ; যথা—

"দীক্ষামাত্রেণ কৃষ্ণস্য নরা মোক্ষং
লভন্তি বৈ।
কিং পুনর্যে সদা ভক্ত্যা পূজয়ন্ত্যচ্যুতং
নরাঃ॥"

অতএব যিনি কায়মনোবাক্যে কৃষ্ণসেবায় নিযুক্ত হইয়াছেন, তিনিই জীবন্মুক্ত; তাদৃশ জীবন্মুক্তের দেহও সচ্চিদানন্দময়।

গীতালোচনায় আমরা জানিতে পারি—সচ্চিদানন্দময় ভগবানের জন্মকর্ম্মাদি অপ্রাকৃত, অর্থাৎ কর্ম্মফলবাধ্য জীবের ন্যায় নহে। ভগবানের দেহ যেরূপ সচ্চিদানন্দময়, ভক্তের দেহও সেইরূপ অণু-সচ্চিদানন্দময়। শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভু বলিয়াছেন—ভক্ত বৈকুণ্ঠবাসীই হউন কিম্বা যে কোন স্থানেই বাস করুন না কেন, তাঁহার সেবনোপযোগী সচ্চিদানন্দময় দেহ স্বতঃই প্রকাশ পাইয়া থাকে। ভক্তির স্ফূর্ত্তিতে তাঁহার পাঞ্চভৌতিক দেহ সচ্চিদানন্দরূপতা প্রাপ্ত হয়। তাদৃশ দেহের জন্মমৃত্যু ভগবানের সচ্চিদানন্দদেহের আবির্ভাব-তিরোভাবের ন্যায়। যাঁহারা ভক্ত ও ভগবানের আবির্ভাব তিরোভাবকে কর্ম্মফলবাধ্য জীবের জন্মমৃত্যুর ন্যায় মনে করেন, তাঁহারা মুক্তিলাভের পরিবর্ত্তে পুনঃ পুনঃ প্রপঞ্চক্লেশই লাভ করিয়া থাকেন, মুক্ত হইতে পারেন না।

ভক্ত ও ভগবানের আবির্ভাব ও তিরোভাব চিচ্ছক্তির আশ্রয়ে হইয়া থাকে, মায়াশক্তির আশ্রয়ে নহে। এই স্থলে সন্দেহ হইতে পারে যে, ভক্ত ও ভগবান্ প্রাকৃত কর্ম্মবাধ্য জীবের ন্যায় মায়াশক্তির আশ্রয়ে জন্মমরণের বাধ্য না হইলেও আবির্ভাব-তিরোভাবে তাঁহাদের গর্ভযন্ত্রণা ও মৃত্যু-জনিত ক্লেশ হয় কিনা? তদুত্তর এই যে, বিজ্ঞানী তাঁহার স্থানাকে ঘনতায়া [illegible]

করিলে যেমন তাহার জ্বরের কোন ক্লেশ অনুভব হয় না, পরন্তু আত্মস্বরূপানুভবজনিত সুখানুভূতিই হইয়া থাকে, তদ্রূপ ভক্তগণের আবির্ভাব-তিরোভাবজনিত কোনও প্রকার ক্লেশ নাই।

(ক্রমশঃ)

-জয়

সেবার অপূর্ব্ব সুযোগ ! !　　　সেবার অপূর্ব্ব সুযোগ ! !

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের জীবনচরিত

আগামী ২১শে মাঘ (১৩৪০), ৪ঠা ফেব্রুয়ারী (১৯৩৪) রবিবার শ্রীশ্রীব্যাসপূজা বাসরে শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণবসম্প্রদায়ৈক-সংরক্ষক ও শ্রীগৌড়ীয়-মঠের মূল মহাপুরুষ প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের ভুবনমঙ্গল জীবনচরিত -"সরস্বতী-জয়শ্রী" প্রকাশিত হইবেন। এই গ্রন্থরাজে বিবিধ চিত্র, মানচিত্র ও হস্তাক্ষর-সম্বলিত পরমশিক্ষাপ্রদ বিষয় সন্নিবেশিত থাকিবে। গ্রন্থের কলেবর রয়্যাল আটপেজী সাইজের ন্যূনাধিক পাঁচশত পৃষ্ঠা হইবে। এতদ্ব্যতীত শ্রীব্যাস-পূজার সময় শ্রীল প্রভুপাদের অতিমর্ত্ত্য চরিত্র, শিক্ষা ও আচার-প্রচার-বৈশিষ্ট্য সর্ব্বসাধারণের বোধগম্য করিবার নিমিত্ত কলিকাতা-শ্রীগৌড়ীয়মঠে একটি মিউজিয়াম বা প্রদর্শনী উন্মুক্ত হইবে।

'নাস্তিকতার' জীবনী

(৬)

'জড়' যে নিত্য ও একমাত্র সত্তা তাহা জড়বাদের দ্বারা প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। হাক্সলে (Huxley) প্রভৃতি মনীষীগণের মতে জড় ও জড়কারণ ব্যতীত অন্য কিছু প্রমাণ করা যাইতে পারে না এবং শাস্ত্রকারগণ শেষে নিশ্চয়ই চেতন-সত্তার কথা পরিত্যাগ করিবেন এবং আত্মা জড়ের প্রবল-স্রোতে ধীরে ধীরে ডুবিয়া যাইবেন, অদৃষ্টের দ্বারা স্বাধীনতা ও বন্ধনদশা প্রাপ্ত হইবেন।

কতিপয় মানবের চিন্তাস্রোত যখন উপর্য্যুক্ত-ভাবে প্রবাহিত হইতেছিল তখন তাহাদেরই বিচারশক্তি নিজেদের অধঃপতন অনুভব করিয়া বিভিন্ন পন্থায় প্রধাবিত হইবার চেষ্টা করিল। তাহারা সন্দেহবাদের কুফল সমূহ বিচার না করিয়া জড়বাদকে ধ্বংস করিবার উদ্দেশে ঐরূপ সন্দেহবাদের সৃষ্টি করিল। জড়বাদের ধ্বংস ফলে অনিষ্টসমূহ হইতে অব্যাহতি পাইলেও ঐ সন্দেহ-বাদটী পরমার্থের পথে অধিকতর অনিষ্ট সাধন করিল। বাস্তব-সত্যানুসন্ধানে লোক-সকল সন্দিগ্ধচিত্ত হইতে লাগিল। আমরা কেবল বস্তুর গুণের অভিজ্ঞান লাভ করিতে পারি ; আবার এই অভিজ্ঞানটাই যে সত্য তাহারই বা প্রমাণ কি ? ইন্দ্রিয়সকল দ্বারা আমরা বিভিন্ন গুণ পৃথগ্ ভাবে অনুভব করিতে পারি। যেমন, চক্ষু দ্বারা রূপ, কাণের দ্বারা শব্দ, নাসিকার দ্বারা গন্ধ, ত্বকের দ্বারা স্পর্শ, জিহ্বার দ্বারা আস্বাদন ইত্যাদি। এই প্রকার গুণ-সকল গ্রহণের দ্বারা যে জ্ঞান-লাভ হয়, সেই জ্ঞানের দ্বারা আমরা বস্তুজ্ঞান লাভ করিতে পারি।

যদি পাঁচটী ইন্দ্রিয় ব্যতীত আরও দশটি ইন্দ্রিয় থাকিত তাহা হইলে ঐরূপ জ্ঞানটী ভিন্ন প্রকারের হইত। এমতাবস্থায় আমরা যে জ্ঞান লাভ করি তাহা পরীক্ষা-যোগ্য এবং সন্দেহমূলক। যদিও এই প্রকার সন্দেহ-বাদের দ্বারা জড়বাদ ধ্বংস হইল বটে, কিন্তু পরমার্থের দিকে কিছু সুবিধা হইল না। সন্দেহবাদে বস্তুসত্তা স্বীকৃত হইলেও, আমাদের অভিজ্ঞান অসম্পূর্ণ বলিয়া আমরা বস্তুর প্রকৃত-স্বরূপ জানিতে পারি না এবং আমাদের আবশ্যকীয় অভিজ্ঞান-লাভের কোন উপায় নাই। সন্দেহবাদ অসন্দিগ্ধ ভাবে যদি বাস্তবতার অস্তিত্ব স্বীকার করিল, তবে তাহাতে নিজেরই ধ্বংস সাধন করিয়া ফেলিল। যদি বাস্তব-সত্য বলিয়া কিছু থাকে, তবে আর 'সন্দেহবাদ' টা দাঁড়ায় কোথায় ? সাবধানের সহিত বিচার করিলে দেখা যাইবে যে 'সন্দেহবাদ' কথাটী একটী অর্থবিহীন শব্দ-সমষ্টি মাত্র। এমন কে আছেন যিনি 'আমি আছি' ইহা সন্দেহ করেন ? অতএব আমি আছি এবং আমার অস্তিত্বও আছে।

জড়বাদ, মায়াবাদ ও সন্দেহবাদ—এই তিনটীই প্রাচীনকাল হইতে নাস্তিকতার প্রকার-ভেদরূপে বর্ত্তমান আছে এবং যত প্রকারের নাস্তিকতা আছে, সমস্তই এই তিন বিভাগের কোন না কোনটীর অন্তর্ভুক্ত। বহু অনুসন্ধানের পর এখন আমরা এই সিদ্ধান্তে পৌঁছিতে পারি যে, নাস্তিকগণ যে সমস্ত মূল-ধারণার প্রবর্ত্তক বলিয়া দাবী করে, তাহা আদৌ টিকিতে পারে না। তাহারা পুরাতন ধারণাগুলিকে নূতন ছাঁচে প্রকাশ করে মাত্র। আমাদের এই দেশে অনেক দর্শনশাস্ত্রের প্রচলন হইয়াছে, তন্মধ্যে সাংখ্য, ন্যায়, বৈশেষিক এবং কর্ম্মমীমাংসা ইহারা প্রকাশ্যভাবে নাস্তিক দর্শন ; পাতঞ্জল এবং বেদান্তের ব্যাখ্যা হইতে উদ্ভূত অদ্বৈতবাদ প্রচ্ছন্ন-নাস্তিক্যবাদ। নিম্নে আমরা ইহাদের সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা করিব।

সাংখ্য-দর্শন :—ঈশ্বর প্রমাণ হয় না, —'ঈশ্বরাসিদ্ধেঃ'। যদি ভগবান্ স্বীকার করা যায়, তবে তিনি হয় স্বাধীন, না হয় পরাধীন। স্বতন্ত্র ভগবান্ ধারণার অতীত ; আবার পরতন্ত্র ভগবানে ভগবত্তার অভাব। ভগবানের সম্বন্ধে শাস্ত্র-সকলের মধ্যে যে সমস্ত উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়, বিজ্ঞান-ভিক্ষু তৎসম্বন্ধে সমালোচনা পূর্ব্বক বলেন যে ঐ সমস্ত কথা স্বতন্ত্র আত্মার প্রশংসা বা ধর্ম্মজীবনের সাফল্যের প্রশংসামুখে কীর্ত্তিত হইয়াছে মাত্র। ভগবানের বাস্তবিক কোন অস্তিত্ব নাই। সাংখ্যের এই প্রকার বিচার।

ন্যায়-দর্শন :—গৌতম ন্যায়শাস্ত্রের প্রণেতা। গৌতম বলেন, প্রমাণ, প্রমেয় প্রভৃতি করিয়া ষোলটী তত্ত্ব আছে। তাঁহার বিচারে নিঃশ্রেয়ঃ বস্তুটী দুর্ব্বোধ্য। মনে হয়, যুক্তি-তর্কের দ্বারা জয়লাভ করাটাই তাঁহার মতে জীবের মঙ্গললাভ। উক্ত ষোল তত্ত্বের মধ্যে ভগবানের কোন অধিষ্ঠান নাই। এই কারণে বেদ বলেন যে, ভগবানের প্রতি স্বাভাবিক-প্রীতি যুক্তি-তর্কের দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হইতে দেওয়া উচিত নয়। গৌতম অনর্থকে বাদ দেন নাই। আত্যন্তিক দুঃখ-নিবৃত্তিকে সাধারণতঃ মুক্তি-সংজ্ঞা দিয়াছেন। তাঁহার মতে মুক্তিতে কোন আনন্দ নাই ; অতএব ভগবৎপ্রেম বলিয়া কিছু থাকিতে পারে না। সে কারণে ন্যায়শাস্ত্র বেদের বিরোধী।

কণাদকৃত বৈশেষিক দর্শন কণাদের সূত্রসকল বিচার করিলে দেখা যায় যে তন্মধ্যে নিত্য ভগবানের কোন কথাই নাই। এই সম্প্রদায়ের কোন কোন গ্রন্থকার তাঁহাদের দর্শনে ভগবানের অস্তিত্ব একবারে লোপ না করিয়া সপ্ততত্ত্বের মধ্যে দেহাভ্যন্তরে পরমাত্মা নামে একটী তত্ত্বের কথা বলিয়া থাকেন। কিন্তু শঙ্করাচার্য্যের ন্যায় পণ্ডিত-মণ্ডলী তাঁহাদের বেদান্তসূত্রভাষ্যে কণাদের 'দর্শন'কে অবৈদিক এবং নিরীশ্বরবাদী বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। বাস্তবিক-পক্ষে যাহারা ভগবানের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াও তাঁহাকে স্বরাট্ ও অসমোর্দ্ধ-তত্ত্ব বলিয়া স্বীকার করেন না, তাঁহারা নাস্তিক ব্যতীত আর কিছুই নন্। স্বতন্ত্র, স্বরাট্ ও অসমোর্দ্ধ হওয়াটাই ভগবানের ভগবত্তা। যাহারা অন্যান্য তত্ত্বকে ভগবানের সঙ্গে সম-ভূমিকায় স্থাপন করিতে চাহে, তাহারা নাস্তিক।

কর্ম্মমীমাংসা-দর্শন :—জৈমিনী-ঋষি এই দর্শনের প্রণেতা। তিনি ভগবানের কোন উল্লেখই করেন নাই। তাঁহার বিচার্য্য বিষয় হচ্ছে, ধর্ম্ম। 'ধর্ম্মই' বেদের মন্তব্য বিষয় ; যাহার অপর নাম 'কর্ম্ম'। ভাষ্যকার সবরস্বামী এই প্রসঙ্গে বলেন, "ইহা কি প্রকারে জানিতে পারা যাইবে ?" অতএব 'অপূর্ব্ব' নামে একটী তত্ত্ব নিশ্চয়ই আছে। যখন কোন কার্য্য করা যায়, তখন নিশ্চয়ই 'অপূর্ব্ব' নামে তত্ত্বটী সেই কার্য্যের ফল প্রদান করিয়া থাকে। অতএব কর্ম্মফলপ্রদানের জন্য ভগবানের অস্তিত্ব স্বীকার করিবার প্রয়োজনীয়তা কি ? 'কোমত' প্রভৃতি বর্ত্তমান যুগের নাস্তিক-গণের মধ্যে ইহাপেক্ষা আর অধিক কি পাওয়া যায় ?

বেদান্ত-দর্শন :—বেদান্ত-দর্শন বিভিন্ন প্রকারে ভগবদ্ভক্তির কথারই সহায়তা করিয়াছে। ইহার ভাষ্য-সকলের মধ্যে অনেক অসদুদ্দেশ্যবিশিষ্ট চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ নির্ব্বিশেষ অদ্বৈতবাদের আবরণে বৌদ্ধবাদের চিন্তাস্রোত প্রবেশ করাইয়া দিয়াছেন ? কিন্তু প্রকৃত ভাগবতগণ মূল-সূত্রসকলের সঠিক ভাষ্য রচনা করিয়া জগদ্বাসীকে সৎপন্থা প্রদর্শন করিয়া দিয়াছেন। ঐ প্রকারের অদ্বৈতবাদ কোনক্রমেই টিকিতে পারে না।

শ্রীল সেবাবিগ্রহ প্রভু

শ্রীচৈতন্যমঠের মঠাধ্যক্ষ শ্রীপাদ নরহরি ব্রহ্মচারী সেবাবিগ্রহ প্রভু গত ৯ই জানুয়ারী ৬-৪৬ মিনিটের ট্রেণে কলিকাতা হইতে ই, আই, আর লাইনে মামগাছি গিয়াছিলেন। তথাকার কার্য্যাদি দেখিয়া তিনি গত ১০ই জানুয়ারী শ্রীধামে পৌঁছিয়াছেন।

অর্থানুশাদ

(তৃতীয় পৃষ্ঠার পর)

যেরূপ পরিশ্রম স্বীকার করিয়াছেন তজ্জন্য তাঁহারা ধন্যবাদের পাত্র। আমরা ইহার সাফল্য কামনা করি।

স্বাঃ—বি, মঙ্গলপ্রসাদ সিং
জমিদার।
রাধাকান্ত দাস,
(ব্যাঙ্কার ও অযোধ্যার রাণীর প্রাইভেট
সেক্রেটারী)

শুদ্ধভক্তি গ্রন্থমালা   নদীয়া-প্রকা   স্থান

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। ভাষ্যসহ বিরাট্ শ্রীচৈতন্যভাগবত ৫৲
২। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২৮৲
একাদশ স্কন্ধ হইতে প্রতিখণ্ড ।√০
৩। ভাষ্যসহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত
(৪র্থ সংস্করণ)
৪। ভক্তিবিবেককুসুমাঞ্জলি (বাঁধা) ২৲
৫। গৌড়ীয়-গৌরব ৷√০
৬। গৌড়ীয়-সাহিত্য ।√০
৭। ভজনরহস্য ৷০
শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও
শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১৲
ঐ (অবাঁধা) ৸০
৯। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ)
ঐ (বাঁধা) ২৲
ঐ (অবাঁধা) ১৸০
১০। গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি-টীকাসহ)
ঐ (বাঁধা) ২৲
ঐ (অবাঁধা) ১৸০
১১। গীতার কেবল মাধ্ব-ভাষ্য ৷০
১২। যুক্তিমল্লিকা গুণসৌরভঃ সানুবাদ
(মাধ্ব) ২৲
১৩। বেদান্ততত্ত্বসার সানুবাদ
(রামানুজীয়) ৷০
১৪। জৈবধর্ম্ম ২৲
১৫। শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৬। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১৭। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ৷√০
ঐ (বাঁধা) ৸০
১৮। দ্বীপ-দিগ্‌দর্শন √০
১৯। সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ) ।√০
২০। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ৷০
ঐ (অবাঁধা) ৷√০
২১। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
২২। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) √০
২৩। গীতমালা ৵১০
২৪। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৵০
২৫। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৵০
২৬। নবদ্বীপ পঞ্জিকা (৪৪৭ গৌরাব্দ) √০
২৭। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
২৮। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা-দর্পণ ।০
২৯। শরণাগতি ৵০
৩০। গীতাবলী ৵০
৩১। চিত্রে নবদ্বীপ ৷০
৩২। সাধনকণ ৵০
৩৩। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৵০
৩৪। নবদ্বীপশতক ৵০
৩৫। অর্থপঞ্চক ৵০
৩৬। সদাচারস্মৃতিঃ ৵০
৩৭। কল্যাণকল্পতরু (৫ম সংস্করণ) ৵১০
৩৮। অর্চ্চনকণ ৵১০
৩৯। সাধককণ্ঠমালা (বাঁধা) ।০
ঐ (অবাঁধা) ৶০
৪০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি
(প্রথম চারিখণ্ড) ৩৲
৪১। ব্রহ্মসংহিতা ।০
৪২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
ঐ (অবাঁধা) ৸০
৪৩। মণিমঞ্জরী সানুবাদ ।০
৪৪। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ √০
৪৫। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ।০
৪৬। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৪৭। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
ঐ (অবাঁধা) ১৸০
৪৮। গৌড়ীয়মঠ কি করেন ? ৵০
৪৯। ঈশোপনিষৎ (বলদেব ও মাধ্ব-ভাষ্য এবং বিবৃতি ও অনুবাদসহ) ।০
৫০। শ্রীভুবনেশ্বর ৵০
৫১। সিদ্ধান্তদর্পণ √০
৫২। সাংখ্যবাণী ৵০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৫৩। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী-দিগ্বিজয়ঃ ।০
৫৪। সটীক-শিক্ষাদশমূলম্ ।০
৫৫। তত্ত্ব-সূত্রম্ ।০
৫৬। সানুবাদ-শিক্ষাষ্টকম্ √০
৫৭। গৌড়ীয়মঠস্য পরিচয়ঃ ৵০
৫৮। সারাংশবর্ণনম্ ৵০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৫৯। রায় রামানন্দ ৷০
৬০। নামভজন ।০
৬১। রিলেটিভ ওয়ার্কস ।√০
৬২। লাইফ্ অ্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।০
৬৩। বৈষ্ণবীজম্ ।০
৬৪। হোয়াট্ গৌড়ীয়মঠ ইজ্ ডুইং ৵০
৬৫। দি ভাগবত ।০
৬৬। থিয়োটিক্ প্রিন্সিপল্ অ্যাণ্ড আবেলেণ্ড ডিভোশন ।০
৬৭। ব্রহ্ম-সংহিতা ২৷০
৬৮। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (ভলুম ওয়ান) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৬৯। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ৷০
৭০। সাধন পথ ।০
৭১। কল্যাণ-কল্পতরু ৵১০
৭২। গীতাবলী ৵০
৭৩। শরণাগতি ৵০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৭৪। শরণাগতি

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

১। শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম-মায়াপুর, নদীয়া
২। শ্রীযোগপীঠ ঐ
৩। শ্রীবাস-অঙ্গন ঐ
৪। অদ্বৈত-ভবন ঐ
৫। কাজীর সমাধি পাট ঐ
৬। স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ, নদীয়া।
৭। শ্রীভাগবত আসন কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
৮। শ্রীএকায়ন মঠ গোবিন্দপুর, হাঁসখালী।
৯। দ্বাদশগোপাল পাট—পোঃ চাকদহ,
১০। শ্রীগৌর গদাধরমঠ—চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড়, বৰ্দ্ধমান
১১। শ্রীমোদদ্রুমছত্র মাউগাছি, বৰ্দ্ধমান
১২। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম, আমলাযোড়া, পোঃ রাজবাঁধ বৰ্দ্ধমান
১৩। শ্রীগৌড়ীয়মঠ বাগবাজার, কলিকাতা
১৪। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাজু, হাওড়া,
১৫। শ্রীমাধ্ব গৌড়ীয়মঠ, ৯০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা
১৬। শ্রীগোপালজী মঠ কমলাপুর, ঢাকা।
১৭। শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ পোঃ বালিয়াটী,
১৮। শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয়মঠ ময়মনসিংহ।
১৯। শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ চিরুলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর
২০। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম গোয়ালপাড়া, আসাম
২১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ রায়াপেট্টা, মাদ্রাজ।
২২। শ্রীরামানন্দগৌড়ীয় মঠ কব্বুর, জিঃ পশ্চিম গোদাবরী
২৩। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ উড়িয়াবাজার, পোঃ বক্সীবাজার, কটক।
২৪। শ্রীত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয় মঠ ভুবনেশ্বর।
২৫। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ স্বর্গদ্বার, পুরী।
২৬। শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ আলালনাথ পোঃ ব্রহ্মগিরি, পুরী।
২৭। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ ভুমুরকুণ্ডা, পোঃ চিরকুণ্ডা, মানভূম।
২৮। শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ—কাশী।
২৯। শ্রীরূপগৌড়ীয় মঠ—এলাহাবাদ।
৩০। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ পুরাণবাজার, সরকার ঠাকুরের কুঞ্জ, বৃন্দাবন
৩১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, নিউদিল্লী
৩২। শ্রীপরমহংসমঠ—নৈমিষারণ্য,
৩৩। শ্রীসারস্বত গৌড়ীয় মঠ—হরিদ্বার।
৩৪। শ্রীব্যাসগৌড়ীয়মঠ—কুরুক্ষেত্র, পঞ্জাব
৩৫। শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাবুলনাথ রোড, পোঃ গ্র্যাণ্ট রোড, বোম্বে।
৩৬। লণ্ডন গৌড়ীয়মঠ, ৩নং ম্যাটার হাউস কর্ণওয়াল গার্ডেন্স, লণ্ডন। (এস্, ডব্লিউ—৭)।
৩৭। অমরি গৌড়ীয়মঠ—মেদিনীপুর
৩৮। সরভোগ গৌড়ীয় মঠ - সরভোগ, কামরূপ, আসাম
৩৯। শ্রীগৌড়ীয়মঠ—১০০ নং মিঠাপুর পোঃ—বাঁকিপুর, পাটনা।

শুদ্ধভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী মাসিক। শ্রীধাম-মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৷০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দি ভাষায় একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ সম্পাদিত ও নৈমিষারণ্য শ্রীপরমহংস মঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ১৷০ দেড় টাকা মাত্র।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ দেড় টাকা মাত্র।

৫। কীর্ত্তন—মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ নিমানন্দ সেবাতীর্থ বি-এস্, বি-টি, সম্পাদিত। আসাম গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম হইতে প্রকাশিত আসামী ভাষায় মাসিক। ভিক্ষা সডাক ১৷০ দেড় টাকা মাত্র

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ প্রণীত সমগ্র গ্রন্থ

গ্রন্থের মূল বোল্ড অক্ষরে এবং তাহাতে বর্ত্তমান যুগে শুদ্ধভক্তিপ্রচারের মূল মহাপুরুষ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অমৃতপ্রবাহভাষ্য ও প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের অনুভাষ্য সন্নিবেশিত হইয়াছে। অতি সুন্দর ছাপা। ডবল ক্রাউন আটপেজি আকারে ১০৯৬ পৃষ্ঠায় কেবল মূল ও ভাষ্য সম্পূর্ণ হইয়াছে। তদ্ব্যতীত ২১৮ পৃষ্ঠায় কেবল শ্লোকসূচী, পদ্যসূচী, স্থানসূচী, পাত্রসূচী, বিষয়সূচী, শব্দসূচী প্রভৃতি বিস্তৃত সূচী-পত্র। সভাষ্য শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের এরূপ উৎকৃষ্ট ও অমূল্য বিরাট্ সংস্করণ জগতের কোথায়ও আজ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই, ইহা নিরপেক্ষ পাঠকমাত্রেই একবাক্যে স্বীকার করিয়া থাকেন। সর্ব্বসাধারণের সুবিধার জন্য ভিক্ষা ১২৲ বারটাকা স্থলে—৬৲ ছয়টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

গুজরাট ষড়যন্ত্র মামলা

আমেদাবাদ হইতে প্রকাশ, ৮ই তারিখে বারজন লোকের একলাসে ৪০ জন যুবকের বিরুদ্ধে মামলার শুনানী আরম্ভ হইয়াছে।

তাহাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ, তাহারা ১৯৩০ খৃষ্টাব্দে ষড়যন্ত্র করিয়াছিল। তাহাদের উদ্দেশ্য ছিল, হিংসার দ্বারা আইন অমান্য আন্দোলনের সাহায্য করা। বিদেশী বস্ত্র ও বৃটিশ পণ্য বর্জ্জনে কংগ্রেসের যে কার্য্য-তালিকা ছিল, তাহাকে সাহায্য করা তাহাদের বিশেষ লক্ষ্য ছিল।

মামলার উদ্বোধনে সরকারী উকিল বলেন, ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দে যখন বিদেশী বস্ত্রের দোকানে পিকেটিং এর আন্দোলনের জোর কমিয়া আসিতেছিল, সেই সময় এই ৪ জন আসামী অন্য উপায় আবিষ্কারের চেষ্টা করে। ইহাদের মধ্যে ৩ জন ইতঃপূর্ব্বে আইন অমান্য আন্দোলনে দণ্ডিত হয়।

তাহারা ডাকে বিদেশী বস্ত্র ব্যবসায়ীদের নিকট ছাপান লাল ইস্তাহার পাঠাইতে থাকে। তাহাদিগকে ধন প্রাণ যাইবার ভয় দেখাইয়া বিদেশী বস্ত্রের ব্যবসা ছাড়িয়া দিতে বলা হয়। নিখিল ভারত বিপ্লবী সমিতির নামে ঐ সকল ইস্তাহার পাঠান হইতে থাকে। উহাতে লেখা ছিল—সমিতির সদর কলিকাতায় শাখা আমেদাবাদে। বিদেশী বস্ত্র ব্যবসায়ীদের প্রাণে ভয় সঞ্চারের জন্যই এই উপায় গ্রহণ করা হইয়াছিল। ডাকে পাঠাবার সময় ঐরূপ প্রায় ১০ খানা ইস্তাহার পুলিশের হস্তগত হয়। ঐ ইস্তাহার কাপড়ের কলের এজেন্টদের নিকট পাঠাইয়া তাঁহাদিগকে বিলাতে কলকব্জার বায়না দিতে নিষেধ করা হয়। স্থানীয় সংবাদ-পত্র সম্পাদকদিগকেও পত্র লিখিয়া তাঁহাদিগকে [illegible] প্রবন্ধ লেখা বাহির করিতে বলা হয়।

১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ই এপ্রিল একজন বস্ত্র ব্যবসায়ী তাঁহার বাড়ীর নিকট বিস্ফোরকপূর্ণ ২টি বোতল পান। ৩ দিন পরে অদ্ভুতে তাঁহার বাড়ীতে আগুন লাগাইবার চেষ্টা হয়। যাহা হউক, প্রতিবাসীরা যাইয়া সঙ্গে সঙ্গে আগুন নিবাইয়া দেয়।

ঐ দিন ৩নং আসামী (সে মোটর চালক) রাজচাঁদ নামে অপর এক মোটর-চালকের নিকট যাইয়া বলে তাহার বন্ধুরা (অপর ৪ আসামী) বেড়াইতে যাইবে, সে যেন ঐ উদ্দেশ্যে একখানা মোটর গাড়ী ঠিক করিয়া রাখে। অতঃপর আসামীরা সেই মোটর গাড়ীতে প্রত্যুষে একখানা বড় বিদেশী বস্ত্রের দোকানে গমন করে। উহারা সে দোকানে আগুন লাগাইয়া দেয়। ফলে [illegible] যে লোকটি নিদ্রা যাইতেছিল সে [illegible] [illegible]

[illegible] চাপাচাপি করিলে লোকজন চাইয়া আগুন নিবাইয়া দেয়। মোটর চালক রাজচাঁদ নিরপরাধ ব্যক্তি। সে এই ব্যাপারে বিচলিত হইয়া পরদিন সকল কথা পুলিশকে জানায়।

পরদিন [illegible] প্রথম ও দ্বিতীয় আসামী যখন সেই মোটরে যাইতেছিল, সেই সময় পুলিশ পূর্ব্বে সংবাদ প্রাপ্তি-হেতু মোটরখানা থামায় এবং উক্ত আসামী-দিগকে গুলীভরা অটোমেটিক পিস্তল সহ গ্রেপ্তার করে। আসামীদের নিকট আরও ২টা গুলীভরা টোটা, বোমা এবং কেরোসিন পেট্রোল ও অন্যান্য দ্রব্যের একটা টিন ছিল।

শ্রীযুক্তা স্বরূপরাণীর অবস্থা

এলাহাবাদ হইতে প্রকাশ, শ্রীযুক্তা স্বরূপরাণী নেহরুর অবস্থা আবার উদ্বেগ-জনক হইয়াছে। গত কয় দিন যাবৎ তিনি তলপেটে বা তাহার নিকটে আবার বেদনা অনুভব করিতেছেন। এই উপসর্গ নূতন দেখা দিয়াছে।

শ্রীযুক্তা কমলা নেহরুও হৃদযন্ত্রের পীড়ায় এখনও কষ্ট পাইতেছেন। উহার জন্য তিনি মধ্যে মধ্যে অজ্ঞান হইয়া যাইতেছেন। ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় তাঁহাকে পরীক্ষার্থ কলিকাতা আসিবার পরামর্শ দিয়াছেন। যথাসম্ভব শীঘ্র তিনি তথায় যাইবেন।

শ্রীযুক্তা স্বরূপরাণী নেহরুর জীবনীশক্তি ক্ষীণ হইয়া যাওয়াতেই তাঁহার জন্য উদ্বেগ হইতেছে। অস্ত্রোপচারের জন্য যে ক্ষতটা হয়, তাহা অত্যন্ত ধীরে ধীরে শুকাইতেছে। শ্রীযুক্তা নেহরুর অবস্থা একটু ভাল হইলেই পণ্ডিত জহরলাল নেহরু তাঁহার পীড়িতা সহধর্ম্মিণীকে লইয়া কলিকাতা আসিবেন।

বিশিষ্ট ফরাসী সেনা-নায়ক

জেনারেল ডু বেইল ৮২ বৎসর বয়সে মারা গিয়াছেন। প্যারিসের দিকে জার্ম্মাণী-দের প্রবল আক্রমণের গতি তিনিই প্রতিহত করিয়াছেন এতৎসম্পর্কে আরও উল্লেখ-যোগ্য এই যে উচ্চতর কর্ত্তৃপক্ষ সৈন্যদিগকে বেলজিয়াম ছাড়িয়া আরও পশ্চাৎ দিকে সরিয়া যাইবার জন্য নির্দ্দেশ দিয়াছিলেন, তথাপি জেনারেল ডু বেইল একদিন সকালে জার্ম্মাণীকে আক্রমণের জন্য আদেশ দিয়াছিলেন। পরবর্ত্তী কালে তিনি প্যারিস-রক্ষী বাহিনীর সেনাপতির পদ গ্রহণ করিয়াছিলেন।

ব্রহ্মদেশে বৈপ্লবিক আন্দোলন

আকিয়াব হইতে এই মর্ম্মে এক সংবাদ আসিয়াছে যে, ক্রিমিন স্থানে পুলিশের [illegible] [illegible]

বাঙ্গালী। বৈপ্লবিক আন্দোলন সম্পর্কেই জনৈক বাঙ্গালীকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। পুলিশ কতকগুলি কাগজপত্রও পাইয়াছে।

গুলীতে মৃত্যু

চট্টগ্রাম হইতে প্রকাশ, গত রবিবার চট্টগ্রামে যে বোমা বিস্ফোরণ ঘটে, তাহার অব্যবহিত পরে পুলিশ সুপারিন্টেণ্ডেন্ট মিঃ ক্রিয়ারির শরীর-রক্ষীদের সহিত কৃষ্ণ চৌধুরী ও হিমাংশু চক্রবর্ত্তীর ধস্তাধস্তি হয়, পাঠক সে সংবাদ অবগত আছেন। উহাদের মধ্যে একজন হাসপাতালে মারা গিয়াছে।

প্রকাশ, উক্ত যুবক ২ জন যখন ঘটনাস্থল হইতে পলাইয়া যাইবার চেষ্টা করে, সেই সময় তাহাদের উপর গুলী করা হইয়াছিল।

উক্ত বোমা-বিস্ফোরণের দিন রবিবার রাত্রিতে যে সকল যুবককে গ্রেপ্তার করা হয়, তাহাদিগকে সহরের এলেকার বাহিরে বহিষ্কৃত করা হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ।

রাজপথের মোড়গুলিতে সশস্ত্র পুলিশ প্রহরী পাহারা দিতেছে। সহরের বিধি-কাজকর্ম্ম সকল চলিতেছে।

ভেজাল তৈল বিক্রয়ের দণ্ড

মুন্সীগঞ্জ হইতে প্রকাশ, মিশ্রিত সরিষার তৈল বিক্রয় করিবার অভিযোগে মীরকাদিমের কমলাঘাটের ব্যবসায়ী শ্রীযুত জহরলাল কুণ্ডু ও শ্রীযুত গৌরাঙ্গ তপাদার খাদ্যদ্রব্য ভেজাল আইনের বিধানানুসারে অভিযুক্ত হইয়া যথাক্রমে ১০০ শত টাকা ও ১ শত টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন।

প্রকাশ, ঢাকার স্বাস্থ্য বিভাগের জনৈক প্রধান কর্ম্মচারী মুন্সীগঞ্জের স্বাস্থ্য বিভাগের ইন্সপেক্টারের সম্মুখে উক্ত তৈল ধৃত করেন।

দিল্লীতে ঝড় ও শিলাবৃষ্টি

দিল্লীতে অবিরত শিলাবৃষ্টি হওয়ায় ও ভীষণ ঠাণ্ডা পড়ায় জনসাধারণের বিশেষতঃ দরিদ্রদিগের ভীষণ কষ্ট হইতেছে। ঝড়ের জন্য সংবাদপত্রীতে কয়েকটী বাটী পড়িয়া গিয়াছে।

ক্যাপ্টেন ডিক্কির ক্যালকাট

রেঙ্গুন হইতে প্রকাশ, বিগত ৫ই জানুয়ারী তারিখে 'ক্যাপ্টেন ডিক্কি', ক্যালকাট এম, পি তাঁহার ডাকবিমান যোগে ব্যাঙ্কক হইতে রেঙ্গুনে পৌঁছিয়াছেন এবং ঐ দিনই মান্দালে গমন করিয়া তথাকার কমিশনারের আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি রেঙ্গুনে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন এবং প্রাতে বিমানযোগে কলিকাতা যাত্রা করিয়াছেন।

চুঁচুড়ায় দেশবন্ধু ও দেশপ্রিয়ের মর্ম্মরমূর্ত্তি

চুঁচুড়া হইতে প্রকাশ, কলিকাতার মেয়র শ্রীযুত সন্তোষকুমার বসু চুঁচুড়ায় [illegible] [illegible]

বাক্তিবর্গের এক সভায় [illegible] [illegible] প্রদান করিয়াছেন।

সভাপতির উক্তরে শ্রীযুক্ত বসু বলেন, জনসাধারণ কর্ত্তৃক স্থানীয় প্রতিষ্ঠানগুলির পরিচালনা করিবার ইহাই প্রকৃষ্ট পথ যে, বুঝিয়া বাজনীতিক্ষেত্রে আমরা সম্পূর্ণ দায়িত্ব-বহনে সক্ষম।

অতঃপর, নবীন সংশোধিত মিউনিসি-প্যাল আইনের দরুণ মফঃস্বলের মিউনিসি-প্যালিটিগুলির যে সকল অসুবিধার সম্মুখীন হইতেছে তিনি তাহার উল্লেখ করেন। পরিশেষে, দেশবন্ধুর আদর্শকে কার্য্যে পরিণত করার জন্য তিনি মফঃস্বলের প্রতিষ্ঠানসমূহের নিকট সহায়তা প্রার্থনা করেন।

অতঃপর শ্রীযুত বসু দেশবন্ধু মেমোরিয়াল গার্লস স্কুলে পরলোকগত দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ এবং দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তের দুইখানি আবক্ষ মর্ম্মরমূর্ত্তির আবরণ উন্মোচন করেন। স্কুলে বহু ভদ্রব্যক্তি ও মহিলা উপস্থিত ছিলেন।

চুঁচুড়ার স্বর্ণ ব্যবসায়ী শ্রীযুত হৃষিকেশ সেন স্কুলকে দেশবন্ধুর মর্ম্মরমূর্ত্তিটি উপহার দিয়াছেন। দেশপ্রিয়ের মূর্ত্তিটি শ্রীযুক্তা প্রভাবতী দেবীর উপহার। শ্রীযুক্তা প্রভাবতী দেবী অন্যতম স্বর্ণব্যবসায়ী শ্রীযুত প্রমথনাথ সেনের পত্নী।

এই অনুষ্ঠানের সাফল্য কামনা করিয়া গান্ধীজী, পণ্ডিত জহরলাল নেহরু প্রভৃতি বাণী প্রেরণ করেন। সভায় সেগুলি পাঠ করা হয়।

জেসন জজের তীব্র মন্তব্য

নোয়াখালি হইতে প্রকাশ, আয়েন মিঞাকে চুরির অভিযোগে অভিযুক্ত করা হইয়াছিল। বিচারে তাহার প্রতি ৯ মাস সশ্রম কারাদণ্ডের ব্যবস্থা হইলে তাহার পক্ষ হইতে আপীল করা হইয়াছিল। সেসন জজ সেই আপীল নামঞ্জুর করিয়াছেন। তিনি এই সম্পর্কে যে রায় দিয়াছেন, তাহাতে তিনি বলিয়াছেন, ছোট ছোট বালক বালিকাকে প্রলোভিত করিয়া এই ধরণের যে অন্যায় কাজ করা হয়, সেই সকল অন্যায়কারীকে কঠোরভাবে এমন দণ্ড দেওয়া সমীচীন যে, তাহারা যেন আর ভবিষ্যতে এমন কাজ করিতে সাহসী না হয়।

অভিযোগ

প্রকাশ, কিছুদিন যাবৎ এই অঞ্চলে চুরির উপদ্রব ভীষণভাবে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। সাধা-রণতঃ চোরেরা ছোট ছোট বালক-বালিকাকে প্রলোভিত করিয়া তাহাদের হাতের চুড়ী প্রভৃতি লইয়া যাইত। অতঃপর একজন আসামীকে গ্রেপ্তার করিয়া বিচারার্থ প্রেরণ করা হয়। [illegible] [illegible] [illegible]

তারের ঠিকানা— 'শ্রীধাম' নবদ্বীপ
ডাকের ঠিকানা—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

দৈনিক

REG. C1544

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩৷৹
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার স্বতন্ত্র।

নদীয়া-প্রকাশ
THE NADIA-PRAKASH

গ্রাহকের হার
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸৹
মাসিক ১৲
নগদ বর্ত্তমান সংখ্যা ৫

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার— নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৮ম খণ্ড । সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বেদান্তবাচস্পতি [২৬৬শ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর— ১লা মাঘ সোমবার ১৩৪০, ১৫ই জানুয়ারী ১৯৩৪

বিহারের নূতন শিক্ষা-মন্ত্রী

পাটনা হইতে প্রকাশ, বিহার ও উড়িষ্যার গভর্ণর পরলোকগত খাঁ বাহাদুর সৈয়দ মহম্মদ হোসেনের স্থলে ব্যারিষ্টার মিঃ সৈয়দ আবদুল আজিজকে মন্ত্রী নিযুক্ত করিয়াছেন।

মিঃ আজিজ একজন খ্যাতনামা ব্যবহারাজীব। ফৌজদারী মামলা পরিচালনে তাঁহার কৃতিত্বের বিষয় সকলেই অবগত আছেন। সম্প্রতি তিনি সিনিয়র সরকারী কৌঁসুলীরূপে দিল্লী ষড়যন্ত্রের মামলা পরিচালনা করেন। মুসলমান নেতা হিসাবেও তাঁহার বিশেষ প্রভাব আছে। সকল দলের লোকই তাঁহার নিয়োগে আনন্দপ্রকাশ করিতেছেন।

চাপদানী পাটকলে অগ্নিকাণ্ড

গত বুধবার অপরাহ্নে চাপদানী পাটকলে আগুন লাগে। একটি দ্বিতল গুদাম আগাগোড়া জ্বলিতে থাকে। দমকলের আটখানি এঞ্জিন সত্বর আগুন নির্ব্বাপিত করিতে অগ্রসর হয় এবং দেড় ঘণ্টা পরিশ্রমের পর আগুন প্রশমিত করিতে সমর্থ হয়। গুদামে অনেক পাট মজুত ছিল। তবে গাঁইট বাঁধা নহে। গুদামের সামান্য ক্ষতি হইয়াছে।

শিকারপুরে ডাকাতি

শিকারপুরে এক ডাকাতি হইয়া গিয়াছে। ডাকাতেরা নগদে গহনায় ৫ হাজার টাকা লুণ্ঠন করিয়াছে। ডাকাতের গুলীতে একব্যক্তি আহত হইয়াছে। পুলিশ এই সম্পর্কে ৩ জন লোককে গ্রেপ্তার করিয়াছে।

শ্রীধাম-মায়াপুরে
—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট"—
উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র শিক্ষকগণ ছাত্রদিগকে অতি যত্নের সহিত শিক্ষা প্রদান করিতেছেন। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের বন্দোবস্ত হইয়াছে। খোরাকী ও বেতন বাবদ প্রতি মাসে মাত্র সাত টাকা ব্যয়। স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছেন। বিদ্যালয়টী বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক স্বীকৃত (এফিলিয়েটেড) হইয়াছে। সবিস্তার সংবাদের জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র লিখুন।

বিশেষ দ্রষ্টব্য

পরীক্ষায় যাহারা গড়ে শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র বিনয়ী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হইবে।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

রাজনৈতিক কারণে কর্ম্মচ্যুতি

রংপুর হইতে প্রকাশ, কালেক্টরীর কেরাণী শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ দাসকে পূর্ব্বে কোন নোটীশ না দিয়া বা তাঁহার বিরুদ্ধে কোন মামলা না আনিয়া তাঁহাকে সরকারী কর্ম্ম হইতে সরাসরি চ্যুত করা হইয়াছে। এখন জানা যাইতেছে যে, এই হঠাৎ কর্ম্মচ্যুতির কারণ রাজনৈতিক।

রাজেনবাবু গত চার পাঁচ বৎসরকাল কালেক্টরীতে কাজ করিতেছিলেন। তিনি এই জিলার অধিবাসী ও অনুন্নত সম্প্রদায়ের লোক।

চট্টগ্রামের নিহত জমীদার

চট্টগ্রাম হইতে প্রকাশ, গৈরালার নেত্রঞ্জন সেন গত ৮ই জানুয়ারী রাত্রিতে যখন তাঁহার বাটীতে আহার করিতেছিলেন, সেই সময় তাঁহাকে খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়া হত্যা করা হইয়াছে, হত্যাকাণ্ডের কারণ জানা যায় নাই।

সূর্য্য সেনকে গৈরালার নিজ বাটীতে আশ্রয় দেওয়ার জন্য যে ব্রজেন্দ্র সেন ৪ বৎসরের সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন, নেত্রঞ্জন বাবু তাঁহারই জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। সৈন্যরা উক্ত ব্রজেন্দ্র সেনের বাটী হইতে সূর্য্য সেনকে গ্রেপ্তার করে।

জার্ম্মাণ সীমান্তে গুলী

জার্ম্মাণ-সীমান্তে জার্ম্মাণ সৈনিকের উপর গুলী বর্ষণ লইয়া অনেকদিন ধরিয়া আন্দোলন চলিতেছে। জার্ম্মাণী অষ্ট্রীয়ার নিকট কৈফিয়ৎ চাহিয়াও সন্তোষজনক কৈফিয়ৎ পান নাই। শুনা যাইতেছে কৈফিয়ৎ দানের দিন পিছাইয়াছে। আগামী ৩১শে জানুয়ারী অষ্ট্রীয়ার পক্ষ হইতে গুলী বর্ষণের কৈফিয়ৎ দেওয়া হইবে।

মাটীর নীচে টোটা ও রিভলভার

পুলিস কোন সংবাদ পাইয়া গত সোমবার মধ্যাহ্নে জামালপুর হইতে এক মাইলের মধ্যে রসিদপুর গ্রামের প্রান্তে নদীতীরে এক নির্জ্জন স্থানে মাটী খুঁড়িয়া একটা রিভলভার ও ৫০টা গুলীভরা টোটা পাইয়াছে।

উক্ত ঘটনার পূর্ব্বে পুলিশ সহরের রঙ্গু সর্দ্দারকে ধরিয়া লইয়া যায়। তাহার গ্রেপ্তার এই রিভলভার প্রাপ্তি সম্পর্কে কি না, জানা যায় নাই।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১৫ মাধব সপ্তমীর সন্দর্ভ

স্বধর্ম্ম ও পরধর্ম্ম

সাধারণ সঙ্কীর্ণ অর্থে 'স্বধর্ম্ম' বলিতে বর্ণাশ্রমোচিত ধর্ম্মকেই লক্ষ্য করে। উচ্ছৃঙ্খল বিধর্ম্ম, পরধর্ম্ম, উপধর্ম্ম, ছলধর্ম্ম প্রভৃতি অধর্ম্মের হস্ত হইতে রক্ষা করিবার জন্য শাস্ত্র-কর্ত্তা ঋষিগণ মানবগণের স্বভাব ও অধিকার বিচারপূর্ব্বক বর্ণাশ্রমধর্ম্মের ব্যবস্থা করিয়াছেন। কর্ম্মানুষ্ঠান-যোগ্য মানবকুল স্বভাবতঃ চারি প্রকার এবং তাঁহারা যে অবস্থা অবলম্বনপূর্ব্বক এই জগতে অবস্থান করেন তাহাও চারি প্রকার। স্বভাব-অনুসারেই বর্ণধর্ম্ম এবং অবস্থান-অনুসারে আশ্রমধর্ম্ম নিরূপিত হয়। যাহারা এই চারিবিধ স্বভাব ও অবস্থানের মর্য্যাদা লঙ্ঘন করিয়া বিশৃঙ্খল বহির্ম্মুখ ইন্দ্রিয়ের দ্বারা চালিত এবং তজ্জন্য অকর্ম্ম, বিকর্ম্ম ও পাষণ্ডধর্ম্ম-প্রিয়, তাহারাই অন্ত্যজ ও নিরাশ্রমী। বর্ণাশ্রমাতীত পরমহংসাবস্থা উক্ত চতুর্ব্বিধ বর্ণ ও আশ্রম-ধর্ম্মের অতীত ভূমিকায় অবস্থিত।

সাধারণ জীব যাহাতে উচ্ছৃঙ্খল-ধর্ম্মের হস্তে পড়িয়া অন্ত্যজ-স্বভাব লাভ করতঃ পশুত্বের দিকে চলিয়া না যায়, তজ্জন্যই বর্ণাশ্রমধর্ম্ম বা স্ব-স্ব স্বভাবোচিত স্বধর্ম্মের ব্যবস্থা। আবার ঐ স্বধর্ম্ম সুষ্ঠুরূপে প্রতিপালিত হইলেও যদি তাহাতে হরি-ভজনের অভাব থাকে, তাহা হইলে তাহার কোন মূল্যই নাই। শ্রীমদ্ভাগবতাদি শাস্ত্র ইহাই তারস্বরে কীর্ত্তন করিয়াছেন—

"চারিবর্ণাশ্রমী যদি কৃষ্ণ নাহি ভজে।
স্বকর্ম্ম করিতেও সে রৌরবে পড়ি' মজে॥"

সুতরাং শাস্ত্রোক্তি হইতে দেখা যায় যে, কেবল স্বধর্ম্মানুষ্ঠান মানুষকে রৌরব-গমন হইতে রক্ষা করিতে পারে না। ইহা হইতে স্পষ্টই অনুমিত হয় যে, জগতে নিত্য ও নৈমিত্তিক কর্ম্ম সুন্দররূপে অনুষ্ঠিত হইবার জন্য বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মের ব্যবস্থা। এইরূপ কর্ম্মাধিকারীকে লক্ষ্য করিয়াই শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতায় শ্রীভগবানের উপদেশ—

"শ্রেয়ান্ স্বধর্ম্মো বিগুণঃ পরধর্ম্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ।
স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ॥"

অর্থাৎ ঈশ্বরার্পিত নিষ্কাম-কর্ম্মযোগ-বিচারে কিঞ্চিৎ দোষবিশিষ্ট ও সম্যক্ অনুষ্ঠানের অযোগ্য হইলেও বদ্ধজীবের পক্ষে স্বধর্ম্মই ভাল। আর উত্তমরূপে অনুষ্ঠিত হইলেও অপরের স্বভাবোচিত ধর্ম্ম ভাল নহে। স্বধর্ম্ম-পালন করিতে করিতে যদি মৃত্যুও হয় তাহাও মঙ্গলজনক। কেন না, অপর বদ্ধজীবের স্বভাবোচিত ধর্ম্ম, অন্য বদ্ধজীবের স্বভাবের উপযোগী হইতে পারে না। উদাহরণ-স্বরূপ বলা যাইতে পারে যেমন—ব্রাহ্মণাদি বর্ণের ভিক্ষাবৃত্তিতে হিংসার অভাব পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু ক্ষত্রিয়াদির যুদ্ধাদি কার্য্য হিংসাবহুল। কোনও ক্ষত্রিয়-স্বভাবান্বিত বদ্ধজীব যদি বেগবান্ ইন্দ্রিয়গ্রামের চেষ্টায় প্রতিকূলে ব্রাহ্মণের ভিক্ষাবৃত্তি অনুকরণ করিতে যায়, তাহা হইলে সেই ব্যক্তি অলস বেষোপজীবী ভণ্ডমাত্র হইয়া পড়িবে। লোকগণ স্বভাবানুচিত ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া অপরের স্বভাবোচিত ধর্ম্ম গ্রহণ করিতেছে বলিয়াই বর্ত্তমান সমাজে এইরূপ বিশৃঙ্খলতা দৃষ্ট হয়। শূদ্র-স্বভাব ব্যক্তি কেবল শৌক্র-পরিচয়ে ব্রাহ্মণের বৃত্তি গ্রহণ করিতে লোভী, কুকর্ম্মরত, বেষমাত্রোপজীবী হইয়া লোকবঞ্চনা করিতেছে। আবার শূদ্রস্বভাব ব্যক্তিগণ পরমহংস-বৈষ্ণব সাজিতে গিয়া সমাজে নানাবিধ ব্যভিচার ও কলঙ্ক আনয়ন করিয়াছে। শ্রীমদ্ভাগবতে কলির ভবিষ্যাচার-বর্ণন-প্রসঙ্গে এইরূপ বেষোপজীবীর বর্ণনা রহিয়াছে।

শ্রীমদ্ভাগবত-সপ্তমস্কন্ধে শ্রীনারদ গোস্বামী মহারাজ বলিয়াছেন,—

"বিধর্ম্মঃ পরধর্ম্মশ্চ আভাস উপমাচ্ছলঃ।
অধর্ম্মশাখাঃ পঞ্চেমা ধর্ম্মজ্ঞোঽধর্ম্মবত্ত্যজেৎ॥
ধর্ম্মবাধো বিধর্ম্মঃ স্যাৎ পরধর্ম্মোঽন্যচোদিতঃ।
উপধর্ম্মস্তু পাষণ্ডো দম্ভো বা শব্দভিচ্ছলঃ॥
যস্ত্বিচ্ছয়া কৃতঃ পুংভিরাভাসো হ্যাশ্রমাৎ পৃথক্॥"

অর্থাৎ ধর্ম্মজ্ঞ ব্যক্তি বিধর্ম্ম, পরধর্ম্ম, ধর্ম্মাভাস, উপধর্ম্ম ও ছলধর্ম্ম এই পাঁচটী ধর্ম্মশাখাকে অধর্ম্মের ন্যায় অর্থাৎ সাক্ষাৎ নিষিদ্ধ-বস্তু-জ্ঞানে পরিত্যাগ করিবেন। ধর্ম্মবোধে কৃত হইলেও যাহা স্বধর্ম্মের পরিপন্থী হয় তাহার নাম 'বিধর্ম্ম'। অন্যের উপদিষ্ট অপরের অধিকারোচিত ধর্ম্ম পর-ধর্ম্ম,দম্ভযুক্ত ধর্ম্ম—পাষণ্ডধর্ম্ম। নিজেকে ধার্ম্মিক জ্ঞাপন করিবার জন্য জটা-ভস্মাদি-ধারণযুক্ত ধর্ম্ম 'উপধর্ম্ম'। যাহা শব্দমাত্রে কেবল শব্দধর্ম্ম ধারণ করে তাহার নাম 'ছলধর্ম্ম'। যেমন "গো-দান কর্ত্তব্য" এই বিধি বাক্য শুনিয়া কেহ যদি মুমূর্ষু অথবা অকর্ম্মণ্য গো দান করেন এবং উহার দ্বারা বিধি পালিত হইল মনে করেন তাহাকে 'ছলধর্ম্ম' বলে। অথবা "দশাবরান্ বিপ্রান্ ভোজয়েৎ" অর্থাৎ দশটী ব্রাহ্মণের ন্যূন ভোজন করাইবে না—এই বহুব্রীহিসমাসের অর্থ পরিত্যাগ করিয়া দশের ন্যূন নয় বা আটজনকে ভোজন করাইবে; কিন্তু একাদশ জনকে ভোজন করাইবে না, তৎপুরুষ-সমাস করিয়া যদি কেহ এইরূপ অর্থ করিয়া থাকেন তাহা হইলে সেইরূপ ব্যক্তির ধর্ম্মযাজনকে 'উপমা' বা 'ছলধর্ম্ম' বলা যায়। নিজ মনের খেয়াল-অনুসারে কল্পিত দেবতাপূজাদি 'ধর্ম্মাভাস'। ইহারা সকলই নিষিদ্ধ অধর্ম্ম বলিয়া শাস্ত্রে ব্যাখ্যাত হইয়াছে।

এই সকল নিষিদ্ধ অধর্ম্মের প্রতিই বদ্ধজীবের স্বাভাবিক-গতি। বদ্ধজীব ধর্ম্ম-যাজন করিতে গিয়া কোথায় কি প্রকারে দেবতার সঙ্গেও কপটতা দোকানদারী প্রভৃতি করিতে পারিবেন তজ্জন্যই ব্যস্ত। দেবতাপূজায় 'দশ হাত কাপড়ের ব্যবস্থা' থাকিলেও কোন প্রকারে একটী কম মূল্যের একখণ্ড ক্ষুদ্র বস্ত্র বা একখানি গামছা দ্বারাই বিধিটী পালন করিতে ব্যস্ত। এইরূপ অধিকারোচিত ব্যক্তি সর্ব্বদাই ইন্দ্রিয়ের দ্বারাই চালিত হইয়া নিষিদ্ধ ধর্ম্মযাজনে প্রয়াসী। ঐসকল ব্যক্তির মঙ্গলের জন্যই স্বধর্ম্মনিষ্ঠার কথা শাস্ত্রে লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর শ্রীচৈতন্য-শিক্ষামৃতে লিখিয়াছেন—"অধিকার বিচার না করিয়া অনধিকারগত আচার স্বীকার করিলে জগতের ও নিজের প্রকৃত অনিষ্ট ঘটে। কোন কোন লোক ভ্রমক্রমে, কেহ কেহ বা ধূর্ত্ততা-সহকারে উচ্চাধিকার-যোগ্য না হইয়াও সেই অধিকারোচিত কার্য্যসকল করিতে থাকেন। তদ্দ্বারা ক্রমশঃ জগন্নাশই হইয়া থাকে এবং ধর্ম্মের নামে অসদাচার প্রচার করাই অনেক স্থলে দৃষ্ট করা যায়। ভাক্ত সন্ন্যাসিদিগের বর্ণাশ্রমরূপ ধর্ম্মপ্রবর্ত্তন এবং নেড়া, বাউল, কর্ত্তাভজা, দরবেশ, কুম্ভপটিয়া, অতিবাড়ী, স্বেচ্ছাচারী ভাক্ত ব্রহ্মবাদিদিগের বর্ণাশ্রম-বিরুদ্ধ চেষ্টাসকল অত্যন্ত অহিত-কর। এই সমস্ত কার্য্যদ্বারা তাহারা জগতে যে পাপ প্রচলিত করে, তাহা জগন্নাশ-কার্য্য বিশেষ।

সহজিয়া, নেড়া, বাউল কর্ত্তাভজা প্রভৃতির যে অবৈধ স্ত্রীসংসর্গ সর্ব্বদা লক্ষিত হয়, তাহা নিতান্ত ধর্ম্মবিরুদ্ধ, মহর্ষিগণ-বিরচিত বিংশতি-ধর্ম্মশাস্ত্রে, ইতিহাসে ও পুরাণসমূহে এই সকল জগন্নাশ-কার্য্য হইতে রক্ষা করিবার জন্য বহুবিধি লিপিবদ্ধ আছে। ধার্ম্মিক-জীবনই এই নশ্বরজগতে একমাত্র উৎকৃষ্ট বস্তু। তাহা লাভ করিবার জন্য সকলেরই যত্ন করা উচিত। নৈসর্গিক ধর্ম্ম অনিত্য কর্ম্মকাণ্ডময়, ক্ষুদ্র ও স্বার্থপর। কৃষ্ণভক্তিস্বরূপ বিশুদ্ধ আপবর্গিক ধর্ম্মই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও পালনীয়। তাহাতে মোক্ষাভিসন্ধি নিরস্ত হয় এবং ভক্তিই তাহার স্বরূপ।"

শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীভগবান্ উদ্ধব মহারাজকে বলিয়াছেন,—

"ইতি মাং যঃ স্বধর্ম্মেণ ভজেন্নিত্যমনন্যভাক্।
সর্ব্বভূতেষু মদ্ভাবো মদ্ভক্তিং বিন্দতে দৃঢ়াম্॥"

যিনি একমাত্র আমার প্রতি অনন্য-ভক্তপরায়ণ ও সর্ব্বভূতে অন্তর্য্যামীরূপে স্থিত আমার প্রতিই আসক্ত হইয়া অর্থাৎ আত্মীয়-স্বজনবর্গের বা জীবমাত্রের স্থূল-লিঙ্গাদি দেহে আসক্ত না হইয়া বর্ণাশ্রমোচিত স্বধর্ম্মের দ্বারা নিত্যকাল নিষ্কপটে আমার ভজনা করেন, তিনি আমাতে দৃঢ়াভক্তি লাভ করিয়া থাকেন।

"ভক্ত্যোদ্ধবানপায়িন্যা সর্ব্বলোক-মহেশ্বরম্।
সর্ব্বোৎপত্ত্যপ্যয়ং ব্রহ্ম কারণং
মোপযাতি সঃ॥
ইতি স্বধর্ম্মনির্ণিক্তসত্ত্বো নির্জ্ঞাতমদ্গতিঃ।
জ্ঞানবিজ্ঞানসম্পন্নো ন চিরাৎ
সমুপৈতি মাম্॥
বর্ণাশ্রমবতাং ধর্ম্ম এষ আচারলক্ষণঃ।
স এব মদ্ভক্তিযুতো নিঃশ্রেয়সকরঃ পরঃ॥"
(ভাঃ ১১।১৮।৪৫-৪৭)

অর্থাৎ হে উদ্ধব, সেই ধর্ম্মনিরত ব্যক্তি অচলা ভক্তি-সহকারে সর্ব্বলোক-মহেশ্বর এবং নিখিল সৃষ্টি-স্থিতি ও ভঙ্গের কারণ, বৈকুণ্ঠনিবাসী পরব্রহ্মস্বরূপ আমাকে প্রাপ্ত হন। এইরূপে স্বধর্ম্মানুষ্ঠানের দ্বারা শুদ্ধসত্ত্ব জ্ঞানবিজ্ঞানসম্পন্ন ও ইতর বিষয়ে বৈরাগ্যবান্ ব্যক্তি আমার গতি অবগত হইয়া আমার ঐশ্বর্য্যস্বরূপকে প্রাপ্ত হন। অর্থাৎ আমি স্বধর্ম্মনিরত অনন্যভাক্ ভক্তকে সার্ষ্টিলক্ষণামুক্তি প্রদান করিয়া থাকি। বর্ণাশ্রমাচার-বিশিষ্ট পুরুষগণের ইহাই আচার-লক্ষণ ধর্ম্ম। ইহাই আমার ভক্তি-যুক্ত হইলে মোক্ষপ্রদ হইয়া থাকে।

কিন্তু ইহাই জীবের চরম প্রয়োজন নহে। উন্নতজীবস্বরূপ আত্মবিনাশরূপ নির্ব্বাণ-মুক্তি বা ঐশ্বর্য্যজ্ঞানে বিধিভজনলভ্য সালোক্যাদি মুক্তি স্পৃহা করেন না। ঐশ্বর্য্যশিথিল প্রেমে কৃষ্ণ বশীভূত হন না। এইজন্যই রায়-রামানন্দ-সংবাদে "স্বধর্ম্মাচরণে বিষ্ণুভক্তি"কে "এহ বাহ্য" বলা হইয়াছে।

এমন কি বর্ত্তমান সময়ে এইরূপ বিষ্ণু-ভক্তিময় স্বধর্ম্মাচরণের দৃষ্টান্ত সমাজে নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। যাঁহারা বিষ্ণু-ভক্তি-যুক্ত বর্ণাশ্রম পালন করেন বলিয়া গলাবাজী করিয়া থাকেন, তাঁহারা প্রায়ই দৈব সমাজের অধীন। তাঁহাদের বিষ্ণুভক্তি-যাজন কেবল লোকদেখান কপটতা মাত্র। তাঁহারা কর্ম্মজড়স্মার্ত্তের দাস, শ্রীভাগবতোক্ত বা বিষ্ণু-পুরাণোক্ত বিধি-মার্গের অধীন নহেন।

(ক্রমশঃ)

কলি

সে বহু প্রাচীন কালের কথা। অর্জ্জুনের পুত্র অভিমন্যু। অভিমন্যুর পুত্র পরীক্ষিৎ পৃথিবীর রাজা হইয়াছেন। একদিন তিনি ভ্রমণ করিতে করিতে কুরুক্ষেত্রে গিয়া দেখিতে পাইলেন একটী রাজবেশধারী শূদ্র ব্যক্তি অথবা একটী গাভী ও একটী বৃষকে দণ্ড দ্বারা প্রহার করিতেছে এবং তাহাতে উক্ত নিরীহ জীবদ্বয় অনাথের ন্যায় ক্রন্দন করিতেছে। কম্পিত-কলেবর ঐ বৃষটী একপদে দাঁড়াইয়া মূত্রত্যাগ এবং গাভীটী বৎসহারার ন্যায় অশ্রু বিসর্জ্জন করিতেছিল। রাজা পরীক্ষিৎ ইহা দর্শন করিয়া ঐ পাষণ্ড ব্যক্তিকে যথোচিত তিরস্কার পূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন,—'ওরে মূঢ়, অচিরেই তোর দণ্ডবিধান হইবে।" এই বলিয়া রাজা পরীক্ষিৎ বৃষ ও গাভীর দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া তাহাদিগকে অভয় প্রদান করিলেন।

এই দুইটী প্রাণী আর কেহ নয়—ধর্ম্মই বৃষের রূপ এবং পৃথিবীই গাভীর রূপ ধারণ করিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন।

অতঃপর বৃষরূপধারী ধর্ম্ম মহারাজ পরীক্ষিৎকে বলিলেন, "হে রাজন্! সুখ-দুঃখের কর্ত্তা কে? এ বিষয়ে নানা জনের নানা মত, কেহ বলে—নিজেই নিজের সুখ-দুঃখের কর্ত্তা, কেহ বলে—গ্রহদেবতারাই সুখ-দুঃখের বিধাতা, কেহ বলে যে যেমন কর্ম্ম করে, সে তেমন ফল ভোগ করে, আবার যাহাদের ভগবানে বিশ্বাস নাই তাহারা বলে স্বভাব বা প্রকৃতিই সুখ-দুঃখের কারণ। আবার কেহ বলে পরমেশ্বরই সুখ-দুঃখের বিধান-কর্ত্তা। কিন্তু ইহাদের সকলের মতই মনগড়া বলিয়া বোধ হয়। কেহই ঠিক তত্ত্ব জানে না। আপনি রাজা ও ঋষি সুতরাং সাত্বতগণ সুখ-দুঃখ-সম্বন্ধে যে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন তাহা আপনার অবিদিত নাই।"

তখন রাজা বলিতে লাগিলেন,—"হে ধর্ম্ম! শ্রীভগবানের সেবাতে নিযুক্ত থাকিলে জীব নিত্য আনন্দে মগ্ন থাকেন ভগবানের সেবা-বিমুখ হইলে ভোগবুদ্ধিবশতঃ জীব মনে কখনও সুখ কখনও বা দুঃখ কল্পনা করে। সত্যযুগে ভগবদারাধনা, সদাচার, দয়া ও সত্য এই চারিটি বস্তু থাকাতে তোমার চারিটী পদই বর্ত্তমান ছিল বলিয়া মনে হয়, এখন কলিতে জন্ম, ঐশ্বর্য্য, শ্রুত ও সৌন্দর্য্য অভিমানে, স্ত্রীলোকে আসক্তি, নেশার বশবর্ত্তিতা—এই তিনটী অধর্ম্ম কার্য্যদ্বারা তোমার তিনটি পদ ভগ্ন হইয়াছে। এই কলিতে 'সত্য' মাত্র এই একটী পদ ছিল তাহার উপরে তুমি কোনওরূপে দাঁড়াইয়াছিলে—তাহাও কলি 'মিথ্যা' দ্বারা ভাঙ্গিয়া দিতে চাহিতেছে। শ্রীকৃষ্ণ যখন পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন তখন তিনি দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন করিয়া পৃথিবীর ভার হরণ করিয়াছিলেন, কিন্তু এই পৃথিবীকে পুনরায় শূদ্ররাজগণ ভোগ করিবে, বোধ হয় ইহা মনে করিয়া পৃথিবীমাতা কাঁদিতেছিল।" এই বলিয়া মহারাজ পরীক্ষিৎ ঐ বেশধারী শূদ্র পাষণ্ড ব্যক্তিকে খড়্গদ্বারা মারিতে উদ্যত হইলেন।

ঐ পাষণ্ড ব্যক্তিই কলি। তখন কলি আসন্ন মৃত্যু বুঝিতে পারিয়া মহারাজ পরীক্ষিতের পদযুগল জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিতে লাগিল। সকলেই জানেন কলি নানাবিধ দোষের আকর। কলিতে অশেষ-গুণ-সম্পন্ন ভগবদ্ভজনপরায়ণ ব্রাহ্মণ দুর্লভ।

"অশুচয়ঃ শূদ্রকল্পা হি ব্রাহ্মণাঃ
কলিসম্ভবাঃ।"

ব্রাহ্মণগণ বেদাধ্যয়ন ছাড়িয়া দিয়া পূর্ব্বপুরুষগণের অধস্তন-সূত্রে ব্রাহ্মণাভিমানে মত্ত হইলেও প্রকৃত-ব্রাহ্মণত্বের অভাব লক্ষিত হইবেই। তাঁহারা শূদ্রত্ব লাভ করিয়াও কলিকালে এই শাস্ত্র-বাক্যের সার্থকতা প্রদর্শন করিবেন।

"শূদ্রাঃ প্রতিগ্রহীষ্যন্তি তপোবেষো-
পজীবিনঃ।
ধর্ম্মং বক্ষ্যন্ত্যধর্ম্মজ্ঞা অধিরুহ্যোত্তমাসনম্॥"
(ভাঃ ১২।৩।৩৮)

ইহারা কেবল উদর-পোষণের জন্য তিলকমালা ছাপ প্রভৃতি লোক-দেখান তপস্যার চিহ্নগুলি ধারণ করিবেন এবং যে আসন ঊর্দ্ধরেতা বড় বেদবিজ্ঞ শ্রীল শুকদেব গোস্বামীর মত পরমহংস পুরুষগণ গ্রহণ করিতে অসমর্থ এই কলিতে বহির্দ্ধর্মমানী অদান্তগো অধর্ম্মজ্ঞ পুরুষ সেই আসনে আরোহণ করিয়া ধর্ম্মের নামে ব্যবসায় আরম্ভ করিবে। পূর্ব্ব-পূর্ব্বজন্মে বিষ্ণু-বৈষ্ণব-বিরোধিগণ কলি আশ্রয় করিয়া ব্রহ্মযোনিতে উৎপন্ন হইয়া ব্রাহ্মণ ও গুরু-বৈষ্ণবগণের প্রতি মৎসরতা করিবে। তাঁহারা জানিবেন যে—

"ন শূদ্রা ভগবদ্ভক্তাস্তে তু ভাগবতা মতাঃ।
সর্ব্ববর্ণেষু তে শূদ্রা যে ন ভক্তা জনার্দ্দনে॥"

কলিতে জগতের পরমগুরু সর্ব্বেশ্বরেশ্বর শ্রীঅচ্যুতকে পূজা না করিয়া বিভিন্ন কামনার বশবর্ত্তী হইয়া নানা পাষণ্ডমত ও নানা পাষণ্ডপথ উদ্ভাসিত হইবে। যে হরিনাম অপরাধশূন্য হইয়া নিষ্কপটে একবার মাত্রও যে কোন অবস্থায় গ্রহণ করিলে উত্তমা গতি লাভ হয়, কলিতে জনগণ তাহা গ্রহণ করিতে অনিচ্ছুক হইবে, কেহ বা নামাপরাধকেই নাম বলিয়া চালাইয়া নিজের কনককামিনী ও প্রতিষ্ঠার যোগাড় করিবে, এইরূপ বহু বহু দোষ থাকিলেও কলিতে একটি মহৎ গুণ আছে।

অদর্শেরাবনিধে রাজন্নস্তি হ্যেকো
মহান্ গুণঃ।
কীর্ত্তনাদেব কৃষ্ণস্য মুক্তসঙ্গঃ পরং ব্রজেৎ॥

কলির মহৎগুণ এই যে, যদি সত্য সত্য কৃষ্ণের কীর্ত্তন হয় তাহা হইলে ভোগময় মায়ার কীর্ত্তন হইবার সম্ভাবনা থাকে না, কৃষ্ণ অপ্রাকৃত বস্তু, কৃষ্ণের কীর্ত্তনও অপ্রাকৃতবস্তু।

"সেবোন্মুখে হি জিহ্বাদৌ স্বয়মেব
স্ফুরত্যদঃ"—

সেই অপ্রাকৃতবস্তু শ্রীকৃষ্ণে সেবা-প্রবৃত্তিবিশিষ্ট হইলে অপ্রাকৃত কীর্ত্তন স্বতঃই জীবের জিহ্বায় স্ফুরিত হয়। সেই কীর্ত্তনে অন্য অভিলাষ যথা—কনককামিনী-প্রতিষ্ঠাশা, লাভ, নির্ভেদ-ব্রহ্মানুসন্ধানপর জ্ঞান, পাপপুণ্যময় কর্ম্মাদিরূপ মায়িক আবরণ থাকে না; সেই একমাত্র শ্রীকৃষ্ণ-কীর্ত্তনের দ্বারাই কলিযুগে জীব সর্ব্ববন্ধ-মুক্ত হইয়া কৃষ্ণপ্রেমরূপ পরম পুরুষার্থ লাভ করিতে পারেন। বৈষ্ণব-রাজর্ষি পরীক্ষিৎ পূর্ব্বেই এই সকল তত্ত্ব জানিয়া শরণাগত কলিকে প্রাণে একেবারে বিনাশ না করিয়া কৌশলজাল বিস্তার পূর্ব্বক তাহাকে নির্য্যাতিত করিয়া রাখিলেন। মহারাজ বলিলেন, "এটি আর্য্যাবর্ত্ত দেশ এখানে গৌড়ীয়গণ নিত্যকাল যজ্ঞেশ্বর বিষ্ণুর আরাধনা করেন। সুতরাং তথায় তুমি থাকিতে পারিবে না। তোমাকে এই চারিটি স্থান দিতেছি তুমি সেইখানেই সর্ব্বদা থাকিবে—(১) দাবা, তাস, পাসা, প্রভৃতি জুয়াখেলা (২) নেশা করা (৩) স্ত্রীসঙ্গ এবং (৪) প্রাণীবধ। তাস, পাশা খেলাতে মিথ্যা কপটতা প্রভৃতি, নেশা করাতে তপস্যা নষ্ট, স্ত্রীলোকে শৌচ নষ্ট, প্রাণী-হিংসাতে দয়ানাশ। এই চারিটী স্থান পাইয়াও কলির মন উঠিল না। কলি এমন একটী স্থান চাহিল যেখানে একই সময় এই সব অধর্ম্মগুলি সমভাবে বিরাজিত আছে। তখন পরীক্ষিৎ কলিকে একতাল সোণা দিয়া বলিলেন, এই সোণার মধ্যে তুমি সবই পাইবে। সোণাতে জুয়াখেলার মত্ততা, নেশা করার ইচ্ছা, অবৈধ স্ত্রীসঙ্গের স্পৃহা ও প্রাণী-হিংসা সবই আছে। এই সোণা হইতে আবার পাঁচটী বস্তু উৎপন্ন হইয়াছে (১) মিথ্যা কথা, (২) অহঙ্কার, (৩) কাম, (৪) হিংসা ও (৫) শত্রুতা। তখন হইতে কলি এই সকল স্থানে বাস করিতে লাগিল। সুতরাং যাঁহারা মঙ্গল চান তাঁহারা কখনও এই সকল গ্রহণ করিবেন না। বিশেষতঃ ধর্ম্মশীল রাজা ও যিনি আচার্য্য বা গুরু তিনি কখনও (১) জুয়াখেলা, (২) মদ, গাঁজা, তামাক, পান প্রভৃতি নেশা করা (৩) স্ত্রীসঙ্গ (৪) প্রাণীহিংসা, অর্থাৎ মৎস্য-মাংস গ্রহণ, ও (৫) নিজের ভোগের জন্য কনকাদি গ্রহণ করিবেন না।

অথৈতানি ন সেবেত বুভুষুঃ পুরুষঃ ক্বচিৎ।
বিশেষতো ধর্ম্মশীলো রাজা
লোকপতিগুরুঃ॥
(ভাঃ ১।১৭।৪১)

যাঁহার কনক আছে তিনি কনকের দ্বারা ভগবানের সেবা করিবেন। কামিনীকে নিজভোগ্য-জ্ঞানের পরিবর্ত্তে তাহাদের দ্বারা ভগবানের সেবা করাইবেন।

"তোমার কনক, ভোগের জনক,
কনকের দ্বারে সেবহ মাধব।
কামিনীর কাম, নহে তব ধাম,
তাহার মালিক কেবল যাদব॥"

'জগৎ-প্রণম্য'

(শ্রীপাদ ভক্তিসৌরভ দাসাধিকারী)

(১)

হরিভক্তি-পরায়ণ সেবা-ব্রতধর,
বিশ্বমাঝে যেই জন
সেই সর্ব্ব-পূজ্য হন
তপন-সুতেও তাঁরে করে সমাদর॥

(২)

পরম-বৈষ্ণব যম ভক্ত মহাজনে,
নিষ্কিঞ্চন বৈষ্ণবের
ধূলি লয় চরণের
দণ্ডবৎ হ'য়ে করে ভক্তে সম্বর্দ্ধন॥

(৩)

শ্রীহরি-আজ্ঞায় যম পাপীরে শাসয়,
অভক্তের ভয়ঙ্কর
ভক্তজন শুভঙ্কর
তাঁহার কিঙ্করে ভক্তে কভু না স্পর্শয়॥

(৪)

সাক্ষ্য তার অজামিল নিধন-সময়ে
নারায়ণ উচ্চারণে,
এল বিষ্ণুদূতগণে,
শমন-কিঙ্কর সব পলা'ল সভয়ে।

(৫)

ভোগসুখে মত্ত যারা পাতকী ভুবনে,
গৃহেতে আসক্তচিত্ত
বান্ধে যারা জড়-বিত্ত,
সদা ত্রাস পায় তারা ভানুর নন্দনে॥

(৬)

কিন্তু যাঁরা নিষ্কিঞ্চন বৈষ্ণব-সেবায়
করিয়াছে আত্মদান
সেই সাধু মহাপ্রাণ
তাঁহার চরণ বন্দে দেবতা সবায়।

(৭)

এই বিশ্ববন্দ্য পদ সেব মূঢ়মন,
যদি ফাঁদি দিবে কালে
পূজ প্রেম ভক্তি-জলে
দেবতা-বাঞ্ছিত ওই শ্রীগুরু-চরণ।

গৌর যে শিখাল নাম সেই নাম গাও। অন্য সব নাম-মাহাত্ম্য সেই নামে পাও॥

শুদ্ধভক্তি গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। ভাষ্যসহ বিরাট শ্রীচৈতন্যভাগবত ৫৲
২। শ্রীমদ্ভাগবতম্—সমগ্র ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২৮৲
একাদশ স্কন্ধ হইতে প্রতিখণ্ড ৷৵০
৩। ভাষ্যদ্বয়সহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (৪র্থ সংস্করণ) ৬৲
৪। ভক্তিবিবেককুসুমাঞ্জলি (বাঁধা) ১৲
৫। গৌড়ীয়-গৌরব ৷৵০
৬। গৌড়ীয়-সাহিত্য ৷৵০
৭। ভজনরহস্য ॥০
শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও
শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৯। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ)
ঐ (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
১০। গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি-টীকাসহ)
ঐ (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
১১। গীতায় কেবল মাধ্ব-ভাষ্য ॥০
১২। মুক্তিমল্লিকা, ভগবৌরত্নঃ সানুবাদ (মাধ্ব) ২৲
১৩। বেদান্ততত্ত্বসার সানুবাদ (রামানুজীয়) ॥০
১৪। জৈবধর্ম্ম ২৲
১৫। শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৬। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১৭। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ॥৵০
ঐ (বাঁধা) ৸০
১৮। দ্বীপ-দিগ্‌দর্শন ৵০
১৯। সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ) ৷৵০
২০। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ॥০
ঐ (আবাঁধা) ৷৵০
২১। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
২২। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৵০
২৩। গীতমালা ৴১০
২৪। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶০
২৫। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶০
২৬। নবদ্বীপ পঞ্জিকা (৪৪৭ গৌরাব্দ) ৵০
২৭। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ৷০
২৮। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা-দর্পণ ৷০
২৯। শরণাগতি ৴০
৩০। গীতাবলী ৴০
৩১। চৈত্রে নবদ্বীপ ॥০
৩২। সাধনকণ ৴০
৩৩। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৴০
৩৪। নবদ্বীপশতক ৴০
৩৫। অর্থপঞ্চক ৴০
৩৬। সদাচারস্মৃতিঃ ৶০
৩৭। কল্যাণকল্পতরু (৫ম সংস্করণ) ৴১০
৩৮। অর্চ্চনকণ ৴১০
৩৯। সাধককণ্ঠমালা (বাঁধা) ৷০
ঐ (আবাঁধা) ৶০
৪০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (প্রথম চারিখণ্ড) ৩৲
৪১। ব্রহ্মসংহিতা ৷০
৪২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৪৩। মণিমঞ্জরী সানুবাদ ৷০
৪৪। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৪৫। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ৷০
৪৬। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ৷০
৪৭। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
৪৮। গৌড়ীয়মঠ কি করেন? ৴০
৪৯। ঈশোপনিষৎ (বলদেব ও মাধ্ব-ভাষ্য এবং বিবৃতি ও অনুবাদসহ) ৷০
৫০। শ্রীভুবনেশ্বর ৶০
৫১। সিদ্ধান্তদর্পণ ৵০
৫২। সাংখ্যবাণী ৴০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৫৩। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী-দিগ্বিজয়ঃ ৷০
৫৪। সটীক-শিক্ষাদশমূলম্ ৷০
৫৫। তত্ত্ব-সূত্রম্ ৷০
৫৬। সানুবাদ-শিক্ষাষ্টকম ৵০
৫৭। গৌড়ীয়মঠস্থ পরিচয়ঃ ৴০
৫৮। সারাংশবর্ণনম্ ৶০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৫৯। রায় রামানন্দ ॥০
৬০। নামভজন ৷০
৬১। রিলেটীভ ওয়ার্ল্ড্‌স্ ৷৵০
৬২। লাইফ্ অ্যাণ্ড প্রেসেপ্টস্ অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ৷০
৬৩। বৈষ্ণবীজম্ ৷০
৬৪। হোয়াট্ গৌড়ীয়মঠ ইজ্ ডুইং ৴০
৬৫। দি ভাগবত ৷০
৬৬। টিয়োটিক্ প্রিন্সিপল্ অ্যাণ্ড আনেলাইজড্ ডিভোশন ৷০
৬৭। ব্রহ্ম-সংহিতা ২॥০
৬৮। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (ভলুম ওয়ান) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৬৯। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ॥০
৭০। সাধন পথ ৷০
৭১। কল্যাণ-কল্পতরু ৴১০
৭২। গীতাবলী ৴০
৭৩। শরণাগতি ৴০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৭৪। শরণাগতি

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

নদীয়া-প্রকাশপ্রাপ্তির স্থান

১। শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম-মায়াপুর, নদীয়া
২। শ্রীযোগপীঠ ঐ
৩। শ্রীবাস-অঙ্গন ঐ
৪। অদ্বৈত-ভবন ঐ
৫। কাজীর সমাধি পাট ঐ
৬। স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ, নদীয়া।
৭। শ্রীভাগবত আসন কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
৮। শ্রীএকায়ন মঠ গোবিন্দপুর, চাঁদখালী।
৯। বাসুদেবগোপাল পাট—পোঃ চাকদহ,
১০। শ্রীগৌর-গদাধরমঠ—চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড়, বৰ্দ্ধমান
১১। শ্রীমোদদ্রুমছত্র মাউগাছি, বৰ্দ্ধমান
১২। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম, আমলাযোড়া, পোঃ রাজবাঁধ বৰ্দ্ধমান
১৩। শ্রীগৌড়ীয়মঠ বাগবাজার, কলিকাতা
১৪। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাজু, হাওড়া,
১৫। শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয়মঠ, ৯০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা
১৬। শ্রীগোপালজী মঠ কমলাপুর, ঢাকা।
১৭। শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ পোঃ বালিয়াটী,
১৮। শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয়মঠ ময়মনসিংহ।
১৯। শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ চিরুলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর
২০। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম গোয়ালপাড়া, আসাম
২১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ রায়াপেট্টা, মাদ্রাজ।
২২। শ্রীরামানন্দগৌড়ীয় মঠ কব্বূর, জেঃ পশ্চিম গোদাবরী
২৩। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ উড়িয়াবাজার, পোঃ বক্সীবাজার, কটক।
২৪। শ্রীত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয় মঠ ভুবনেশ্বর।
২৫। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ স্বর্গদ্বার, পুরী।
২৬। শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ আলালনাথ পোঃ ব্রহ্মগিরি, পুরী।
২৭। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ ডুমুরকুণ্ডা, পোঃ চিরকুণ্ডা, মানভূম।
২৮। শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ—কাশী।
২৯। শ্রীরূপগৌড়ীয় মঠ—এলাহাবাদ।
৩০। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ পুরাণবাজার, সরকার ঠাকুরের কুঞ্জ, বৃন্দাবন
৩১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, নিউদিল্লী
৩২। শ্রীপরমহংসমঠ—নৈমিষারণ্য,
৩৩। শ্রীসারস্বত গৌড়ীয় মঠ—হরিদ্বার।
৩৪। শ্রীব্যাসগৌড়ীয়মঠ—কুরুক্ষেত্র, পঞ্জাব
৩৫। শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাবুলনাথ রোড, পোঃ গ্রাণ্ট রোড, বোম্বে।
৩৬। লণ্ডন গৌড়ীয়মঠ, ৩নং গ্লষ্টার হাউস, কর্ণওয়াল গার্ডেন্স, লণ্ডন। (এস্, ডব্লিউ—৭)।
৩৭। অমর্ষি গৌড়ীয়মঠ—মেদিনীপুর
৩৮। সরভোগ গৌড়ীয় মঠ—সরভোগ, কামরূপ আসাম
৩৯। শ্রীগৌড়ীয়মঠ—১০০ নং মিঠাপুর পোঃ—বাঁকিপুর, পাটনা।

শুদ্ধভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী মাসিক। শ্রীধাম-মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১॥০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দি ভাষায় একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি হৃদয় বন মহারাজ সম্পাদিত ও নৈমিষারণ্য শ্রীপরমহংস মঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ১॥০ দেড় টাকা মাত্র।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥০ দেড় টাকা মাত্র।

৫। কীর্ত্তন—মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ নিত্যানন্দ সেবাতীর্থ বি-এল, বি-টি, সম্পাদিত। আসাম গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম হইতে প্রকাশিত আসামী ভাষায় মাসিক। ভিক্ষা সডাক ১॥০ দেড় টাকা মাত্র

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ প্রণীত সমগ্র গ্রন্থ

গ্রন্থের মূল বোল্ড অক্ষরে এবং তন্নিম্নে বর্ত্তমান যুগ শুদ্ধভক্তিপ্রচারের মূল মহাপুরুষ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অমৃতপ্রবাহভাষ্য ও প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের অনুভাষ্য সন্নিবেশিত হইয়াছে। অতি সুন্দর ছাপা। ডবল ক্রাউন আটপেজি আকারে ১০৯৬ পৃষ্ঠায় কেবল মূল ও ভাষ্য সম্পূর্ণ হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত ২১৮ পৃষ্ঠায় কেবল শ্লোকসূচী, পদ্যসূচী, স্থানসূচী, পাত্রসূচী, বিষয়-সূচী, শব্দসূচী প্রভৃতি বিস্তৃত সূচী-পত্র। সভাষ্য শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের এরূপ উৎকৃষ্ট ও অমূল্য বিরাট সংস্করণ জগতের কোথায়ও আজ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই, ইহা নিরপেক্ষ পাঠকমাত্রেই একবাক্যে স্বীকার করিয়া থাকেন। সর্ব্বসাধারণের সুবিধার জন্য ভিক্ষা ১২৲ বারটাকা স্থলে—৬৲ ছয়টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীচৈতন্যমঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

কলিকাতা বাজার দর

লৌহ হাডওয়ার

৫ই জানুয়ারী ১৯৩৪

টাটার তৈয়ারী— প্রতি হন্দর।

লোহার কড়ি (জয়েষ্ট বা বীম)

মার্কা ৫॥০—৫৸০

ঐ বে-মার্কা হাল্‌কা ওজন ৫৲—৫৶০

বরগা (টী-আয়রণ) ৬৶০—৬।৶০

এঙ্গেল আয়রণ (কোনা) ৫৸০—৬।৶০

গ্যালভ্যানাইজড করগেট টীন—

২২ গেজ ৬ হইতে ১০ ফুট ১১।৶০

২৪ গেজ ,, ,, ১০৸৶০

২৬ গেজ ,, ,, ১২।৶

২৪ গেজ আর, পি, ডি, মার্কা ১৪৲

২৪ গেজ গাঃ প্লেন শীট— ১১।৶০

২৬ গেজ ,, ,, ১২।৶০

২৮ গেজ ও ৩০ গেজ ঐ— ১২৸৶০—১৪৲

বাগান ঘেরা কাঁটাতার ১০০ পাউণ্ড বাঃ ৯।০

ষ্টীল পাটী ৬৶০—৬।০

,, বোলটু (গোল) ৬৶০—৬।০

,, গরাদে (চৌকা) ৬৶০—৬।০

,, গোল রড ৶০—।৶০ সুতা ৪৸৶০-৫॥৶০

,, টানা রড-

চৌকা ৶০---।৶০ ঐ ৫৸০—৫৸৶০

,, বাণ্ডিল তার ৭।০—৭৸০

,, প্লেট—তিন সুতা মোটা পর্য্যন্ত ৭৸৶০—৮৶০

,, চাদর ৩-১৬ খানা বাণ্ডিল ৯॥৶—১১॥০

স্প্রীং ষ্টীল ৮।০—৯৲

হাফ রাউণ্ড ৫৸৶—৬৲৶০

তারের পেরেক ১—৬ ইঞ্চি ৯৲—১০॥০

প্যাটেণ্ট পেরেক ২—৮ ইঞ্চি ১২৲—১৫৲

ঢালাই কড়া ১ হইতে ১০ নং ২।৶-২॥০ সাট

কোদাল ৪, ৫, ৬, ৭৸৶০ ৮৸৶০ ৯৸৶০ডঃ

ঐ তিন পাউণ্ড ৬৲ দেঃ বিঃ ৬।৶০ ,,

গ্যাঃ প্লেন বালতি ৭—১২ ইঞ্চি ১॥০-৬॥০

ঐ রিভিট ,, ৭—১২ ইঞ্চি ২৶০--৭৶০ ,,

লোহার চেয়ার রডের গোল ও চৌকা ৮।০— ,,

ঐ ঢালের লোহার সিট ১৫৲ ,,

ঐ ভেনেস্তা (কাঠের সিট) ১৮৲ ,,

লোহার স্ক্রুপ ॥—৩ ইঞ্চি /১০--॥৶০ গ্রোস

ঐ কব্জা ৭৩ নং

১॥—৪ ইঞ্চি ।৫—৸৶০ পেঃ ডজন

গ্যাঃ তার ১৬—২২ নং

(গেজ) ১২॥০---১৪।০ হন্দর

গ্যাঃ রিজিং (মটকা)

১২ ইঞ্চি ।৶—॥৶১০ পীস

গ্যাঃ গাটারিং বা ডোঙ্গা

৬ ইঞ্চি ।০—৸৶০ ,,

গ্যাঃ স্ক্রুপ ১।০--২॥০ ইঞ্চি ২৩৲--২৯৲ হন্দর

গ্যাঃ ওয়াসার চাকি ১১॥০—১৬॥০ ,,

গ্যাঃ বোল্ট-নাট ৸—৩ ইঞ্চি

॥৶১০—১৶০ গ্রোস

ঢালাই রেলিং ৩॥০--৭॥০ হন্দর

ঐ রেন ওয়াটার পাইপ

৩ ইঞ্চি ৶১০ ও ৪ ইঞ্চি ।১০ ফুট

টিউব ওয়েলের জন্য গ্যাঃ

পাইপ১॥ ইঞ্চি ।৶৫ ফুট

পাম্প ৪নং ১২॥০ ৫নং ১৪৲ ৬নং ১৬৲

৬০--৮০ বাটখারা ৶১৫ সাট ২।০--২॥০ মণ

কেরোসিন

প্লোক্রেক প্রত্যেক বাক্স (২ টিন) ৯৲৬

সুধা মার্কা ,, ৬॥০

ভিক্টোরিয়া ,, ৬৲

সোণার দর

পাকা সোণা ৩০৸৶

বড়াল ৩০৸

চিনা পাত ৩২।০

রূপার দর

রূপা প্রতি ১০০ ভরি ৫৫৶০

ঐ খুচরা ৫৶০

কোম্পানীর কাগজ

৩॥০ সুদের কাগজ ৮১৶

৩॥০ নূতন ঋণ (১৯৪৭-৫০) ৯১।০

৪৲ ,, ঋণ (১৯৬০-৭০) ৯৭৲

৫৲ ,, বণ্ড (১৯৩৫ ১০৪॥৶০

ডিবেঞ্চার

৫৲ সুদের (১৯৫৬-৮৬) কলিকাতা পোর্ট-

ট্রাষ্ট ডিবে :— ১০২॥৶০

ব্যাঙ্ক

ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক (কনট্রি) ২৯৪॥০

সেণ্ট্রাল ঐ ২২৲

কাপড় ও সূতার কল

এলগিন মিল ৪৫৲

পাট কল

হাওড়া ৫০৲

৫৲

১৬২৲

১৫০৲

কৃষ্ণনগর নবদ্বীপঘাট রেলওয়ে সময়

কৃষ্ণনগর হইতে নবদ্বীপঘাট

কৃষ্ণনগর সিটি—	৬-৪৫	১০-৪৪	১৩-২২	১৭-৩৮	২০-১৬
কৃষ্ণনগর রোড —	৬-৫৬	১০-৫৫	১৩-৩৩	১৭-৪৭	২০-২৫
আমঘাটা —	৭-১৫	১১-১৩	১৩ ৫১	১৮-৩	২০-৪১
মহেশগঞ্জ—	৭-১৪	১১-২১	১৪-০	১৮-৯	২০-৪৭
নবদ্বীপঘাট —	৭-৩৩	১১-৩০	১৪-৯	১৮-১৬	২০-৫৫

বিশেষ দ্রষ্টব্য—নবদ্বীপঘাট ষ্টেশন অপেক্ষা মহেশগঞ্জ ষ্টেশন হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরের দূরত্ব অনেক কম। শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে যাঁহাদিগকে রাণাঘাটে ট্রেণ বদল করিতে হয়, তাঁহারা রাণাঘাটে প্রাতঃ ৫-৫০,৮-১৪,৯ ৪৬. ১৬-৪৮.১৮-৩৯ এবং ০-১১ মিনিটের সময় গাড়ী পাইবেন।

শান্তিপুর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে শান্তিপুর ষ্টেশনে ৫-৪০,৯-২৯, ১২ ২৫,১৬-৪ এবং ১৮-৪১ মিনিটের সময় ট্রেণ পাওয়া যায়।

নবদ্বীপঘাট হইতে কৃষ্ণনগর

নবদ্বীপ ঘাট—	৫-৩৫	৯-২৫	১২-১০	১৫-৩৪	১৮-৪৫
মহেশগঞ্জ—	৫-৪৩	৯-৩০	১২-১৯	১৫-৪২	১৮-৫৬
আমঘাটা—	৫-৪৯	৯-৩৯	১২-২৬	১৫-৪৮	১৯-৫
কৃষ্ণনগর রোড—	৬-৫	৯-৫৫	১২-৪৩	১৬-৪	১৯-২৪
কৃষ্ণনগর সিটি—	৬-১৩	১০-৩	১২-৫১	১৬-১২	১৯-৩৫

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্‌ হইতে—ডাঃ কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম ভক্তিশাস্ত্রী এল. এম. এফ কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

বঙ্গদেশের অর্থ কষ্ট

বঙ্গদেশের ভূমির রাজস্ব সম্পর্কে রেভিনিউ বোর্ডে ১৯৩২-৩৩ খ্রীষ্টাব্দের রিপোর্টে প্রকাশ,—

আলোচ্য বর্ষে ফসলের অবস্থা ভাল ছিল কিন্তু গত এপ্রিল ও মে মাসে কোনও কোনও স্থানে ঝটিকা এবং জুলাই মাসে কোনও কোনও স্থানে বন্যা উপস্থিত হওয়ায় আউস ধান্য ও পাটের ক্ষতি হয়। কোথাও অনিশ্চিত বৃষ্টিপাত, কোথাও বা অসময়ে বৃষ্টি, কোথাও বা পোকার উপদ্রবে আবাদের ক্ষতি হইয়াছে। তাহাই আবাদ না হওয়ায় নোয়াখালী জিলার কোনও কোনও স্থানে অন্নকষ্ট উপস্থিত হয়।

কৃষকগণের আর্থিক অবস্থা ক্ষুণ্ণ হওয়ায় ভূস্বামী, কৃষক, ঋণদাতা ও ব্যবসায়ীদিগের অবস্থাও ক্ষুণ্ণ হয়। অর্থের চলাচল ক্রমশঃ হ্রাস হওয়ায় মহাজন, ব্যাঙ্ক ও ঋণদান আফিস গুলির কার্য্য হ্রাস হয়। অধিক সুদেও টাকা ধার পাইবার উপায় ছিল না। খাজনা আদায় সম্পর্কে ভূস্বামীদিগের বিশেষ অসুবিধা হয়। ভূমির মূল্য হ্রাস হয় এবং শিক্ষিত যুবকগণের মধ্যে বেকার সমস্যা পূর্ব্বাপেক্ষা বৃদ্ধি পায়।

সাধারণের আর্থিক অবস্থা সন্তোষজনক ছিল না। কয়লার মূল্য হ্রাস হইয়াছিল, কয়লা উত্তোলনও কমিয়াছিল। রেলপথের মাশুল বৃদ্ধি হওয়ায় কয়লা ব্যবসায়ের ক্ষতি হইয়াছিল। বিশেষ চেষ্টাতেও পাট হইতে প্রস্তুত দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি হয় নাই। কয়েকটি কল ক্ষতি সহ্য করিয়া কার্য্য করিয়াছিল। কয়েকটি কল কার্য্য বন্ধ করিতে বাধ্য হইয়াছিল। বিদেশী রেশমের প্রবল প্রতিযোগিতার ফলে বীরভূম, বাঁকুড়া ও মুর্শিদাবাদের রেশম ব্যবসায়ের বিশেষ ক্ষতি হইয়াছিল। বিদেশী সূতা বর্জ্জনের ফলে, নদীয়া জিলার শান্তিপুরের তাঁতের কাপড়ের ব্যবসায়ের বিশেষ ক্ষতি হইয়াছিল। চায়ের মূল্য পূর্ব্ববর্ত্তী বৎসরের ন্যায় অল্প ছিল। অপেক্ষাকৃত অধিক পরিমাণে চিনি প্রস্তুত হইয়াছিল, কয়েকটি কারখানাও খোলা হইয়াছিল।

উন্নত প্রণালীতে কৃষিকার্য্য পরিচালিত করিবার জন্য কয়েক স্থানে কৃষি প্রদর্শনী খোলা হইয়াছিল এবং কৃষকদিগকে উপদেশ দেওয়া হইয়াছিল।

ভূস্বামী ও প্রজাগণের মধ্যে সদ্ভাব ছিল।

পুণায় ভাই পরমানন্দ

ডাক্তার মুঞ্জে এবং ভাই পরমানন্দ মহাশয় পুণায় পৌঁছিয়াছেন।

গত ১০ই জানুয়ারী সন্ধ্যায় ভাই পরমানন্দ এক বিরাট জনসভায় বক্তৃতা করিয়া বলেন যে, পণ্ডিত জহরলালের মতে হিন্দু মহাসভা সাম্প্রদায়িক মনোভাবসম্পন্ন এবং সাম্প্রদায়িক মঙ্গল অপেক্ষা অন্য চন্তাই জনগণের নিকট প্রধান। তাঁহার মতে এই ধারণা ভ্রমাত্মক এবং ঠিক ঘোড়ার আগে গাড়ী জুড়িয়া দিবার ভুল। তিনি বলেন যে মহাসভা জাতীয়তা হইতে এক তিলও বিচ্যুত হয় নাই।

হিন্দু-মুসলমান-সমস্যার মীমাংসা লাভের উদ্দেশ্য থাকিলে হইতে পারে না। সাম্প্রদায়িক সিদ্ধান্ত একতার পথে কঠিনতম বাধা। মিষ্টার জিন্নার চৌদ্দ দফার দাবী যথেষ্ট তিক্ততা সৃষ্টি করিয়াছে। তিনি একতা প্রচার করিলেই তাহা দূর হইবে না।

গত ১১ই তারিখে ভাই পরমানন্দ ও ডাক্তার মুঞ্জে আমেদনগর যাত্রা করিয়াছেন।

পুরী জেলে অনশন ভঙ্গ

কিছুদিন পূর্ব্বে অস্বাস্থ্যকর খাদ্য প্রদানের বিরুদ্ধে প্রতিবাদস্বরূপ পুরী জেলের রাজনৈতিক কয়েদিগণ অনশন আরম্ভ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের অভিযোগের প্রতিকার হওয়ায়, তাঁহারা অনশন ভঙ্গ করিয়াছেন।

কয়লার গ্যাসে মৃত্যু

নূতন দিল্লী হইতে প্রকাশ, গত কয়েক দিন হইল এখানে প্রবল শীত অনুভব হইতেছে। দিল্লীতে কয়েকটি কয়লার গ্যাসে অজ্ঞান হইবার পরোক্ষ কারণ এই শীতের প্রাবল্য কোয়াসার পুরাতে এক ঘরে রুদ্ধদ্বারে এক কসাই পরিবারের সকলকে কয়লার গ্যাসের বিষ ক্রিয়ায় অজ্ঞান অবস্থায় সকলকে দেখিতে পাওয়া যায়। উক্ত পরিবারের কর্ত্তার পত্নী হাসপাতালে মারা গিয়াছে। তাহার স্বামী এবং সন্তানগণ ক্রমশঃ আরোগ্যলাভ করিতেছে।

৯ই জানুয়ারী প্রাতে ভারত সরকারের আফিসের একজন বাঙ্গালী কেরাণী বাবু তাঁহার ভৃত্যকে সকালে দরজা খুলিতেছে না দেখিয়া পুলিসে সংবাদ দেয়। পুলিস দরজা ভাঙ্গিয়া ঘরে প্রবেশ করিয়া দেখে যে, লোকটি মারা গিয়াছে। মৃত ব্যক্তি এক লোহের পাত্রে তাঁর শয্যার পার্শ্বে কাঠের আগুন রাখিয়া শয়ন করিয়াছিল।

গুজরাটে সর্দ্দারদের দরবার

আমেদাবাদ হইতে প্রকাশ, উত্তর-বিভাগের কমিশনার মিষ্টার জে, এইচ, গ্যারেট অপরাহ্নে গুজরাটের সর্দ্দারদিগের এক দরবারে বলিয়াছেন, গত কয়েক বৎসর যাবৎ গুজরাটে আইন অমান্য আন্দোলন চলিয়াছিল। কিন্তু বর্ত্তমানে অবস্থার উন্নতি হইয়াছে। তিনি বলেন, এই সাম্রাজ্য সোভিয়েট রুশিয়ার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিবে না, অথবা এখানে চীনের মত অরাজকতা উপস্থিত হইবে না। জনসাধারণের সম্পত্তির অধিকার রক্ষার ব্যবস্থা করা হইবে। নূতন শাসনপদ্ধতিতে গুজরাটের সর্দ্দারেরা প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভায় একটী বিশেষ আসন প্রাপ্ত হইবেন এবং যুক্তরাষ্ট্রের ব্যবস্থা পরিষদে দক্ষিণাপথের সর্দ্দারদিগের সহিত মিলিতভাবে একটী আসন পাইবেন। পল্লীর উন্নতি সাধন করিবার জন্য মিষ্টার গ্যারেট সর্দ্দারদিগকে অনুরোধ করেন।

বৃটেন ও ফ্রান্স

লণ্ডন হইতে প্রকাশ, আমদানী রপ্তানী লইয়া বৃটেনের সহিত ফরাসী গোলমাল সুরু হইয়াছে। বৃটেনে ফরাসী আমদানীর পরিবর্ত্তন হইয়াছে। পরিবর্ত্তনের ফলে ফরাসীর আমদানী কমিয়াছে। এদিকে বৃটিশ রপ্তানীও শতকরা পঁচাত্তর হিসাবে হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়াছে।

যে সকল সামগ্রীর অংশ নিরূপণ নাই তাহাদেরও আমদানী রপ্তানীর ইতরবিশেষ হইবে।

যাহাদের অংশ নিরূপণ আছে সে সকল জিনিষেরও ইতরবিশেষ হইবে। প্যারীর বৃটীশ রাষ্ট্রদূত লর্ড টাইরল তাহার ব্যবস্থা করিবেন।

আমেরিকার নৌ-বল বৃদ্ধি

যুক্তরাষ্ট্রের নৌ-বোর্ডের সুপারিশ অনুসারে মিঃ ভিন্‌সন প্রতিনিধি সভায় রণতরী নির্ম্মাণের কল্পনা করিয়া একখানি বিল পেশ করিয়াছেন। বিলের মর্ম্ম এই যে—এবার একশত একখানি নূতন রণতরী নির্ম্মাণ করিতে হইবে। নির্ম্মাণের ব্যয় হইবে চৌদ্দ কোটী চিরাশী লক্ষ পাউণ্ড। ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভ হইতেই নির্ম্মাণ আরম্ভ হইবে। ব্যয়ের বহর দেখিয়া অনুমান হয় আমেরিকার নৌ-বল বিশ্বে অতুলনীয় হইবে।

গত বৎসর চারিখানি ক্রুইজার নির্ম্মিত হইয়াছিল। ওজনে হইয়াছিল প্রত্যেকখানি দশ হাজার টন। আর হইয়াছিল চারিখানি 'ফ্লোটিলালিডার', ওজন ছিল এক একখানির এক হাজার আটশত টন। ইহার উপর ষোলখানি দেড় হাজারী টনের ডেষ্ট্রয়ার। এগার শত পঞ্চাশ টনের সাবমেরিন এবং দুইখানি কামানবাহী জাহাজ নির্ম্মিত হইয়াছিল।

নূতন ১০ হাজার টনের ক্রুইজারে ৬ ইঞ্চি ওজনের কামান থাকিবে। এই ক্রুইজার খুব শক্তিশালী হইবে। এত বড় শক্তিশালী ক্রুইজার সাধারণতঃ দেখিতে পাওয়া যায় না। এই সকল ক্রুইজার বৈদ্যুতিক সাহায্যে নির্ম্মিত হইবে। উহাতে বৈদ্যুতিক কেবল সরঞ্জাম থাকিবে।

বৃটেন বলিয়াছিলেন—যতদিন অস্ত্রসঙ্কোচের মীমাংসা না হয়, ততদিন আমেরিকা যেন নূতন রণতরী নির্ম্মাণ না করেন। ফলতঃ বৃটিশের অনুরোধ ব্যর্থ হইয়াছিল। সংকোচের সোপানে পড়িয়া আমেরিকা রণতরী নির্ম্মাণে সঙ্কীর্ণ হন নাই। এই সকল ক্রুইজার ব্যতিরেকে ১০ হাজার টন ওজনের আরও ১৪ খানি ক্রুইজার প্রায় তৈয়ারী হইয়া আসিল। এই ১৪ খানিতে ৮ ইঞ্চি ওজনের কামান থাকিবে।

নীলা নাগিনীর দাক্তবার

দিল্লী হইতে বিনা টিকিটে ট্রেণের প্রথম শ্রেণীর কামরায় ভ্রমণ করার অভিযোগে কুমারী নীলা ক্রামকুক ওরফে ক্রাম কুক হাওড়া ষ্টেশনে হাওড়া রেলওয়ে পুলিস কর্ত্তৃক গ্রেপ্তার হন। পরে তাঁহার মন ও মস্তিষ্কের অবস্থা পরীক্ষার জন্য তাঁহাকে ভবানীপুরে পরীক্ষাগারে প্রেরণ করা হয়।

গত ৯ই জানুয়ারী হাওড়ার জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট কুমারী নীলাকে পরীক্ষাগার হইতে মুক্তি দিয়া পুলিসের গোয়েন্দা-বিভাগের হস্তে সমর্পণ করিতে আদেশ দিয়াছেন।

পরীক্ষাগারের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট জিলা ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট এই মর্ম্মে এক রিপোর্ট দাখিল করিয়াছেন যে, মিস ক্রামকুকের অবস্থা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক এবং তিনি সম্পূর্ণ সুস্থ।

প্রকাশ, মিস কুক যদি কোনও উপযুক্ত আশ্রয়ে স্থান না পান, তবে গোয়েন্দা বিভাগ তাঁহার ভার গ্রহণ করিবেন। আরও জানা গিয়াছে যে, এ সম্পর্কে পুলিস আমেরিকার কনসালের সহিত পরামর্শ করিতেছে।

ভারত ও জাপানের বাণিজ্য-চুক্তি

নূতন দিল্লী হইতে প্রকাশ, জাপানী প্রতিনিধিগণ ভারত জাপান সন্ধির খসড়া রচনা শেষ করিয়াছেন। উভয় পক্ষের খসড়া রচয়িতাদিগকে উহা পরীক্ষার উদ্দেশ্যে সময় দানের জন্য তাঁহারা ভারত সরকারকে অনুরোধ করিয়াছেন। গত ১০ই জানুয়ারী সভা হওয়া সম্ভব। উপস্থিত ব্যাপার আলোচনা হইবে এবং সার জোসেফ ভোর ফিরিয়া আসিলে সন্ধি অনুমোদনের জন্য সরকারের প্রতিনিধিগণের সভা হইবে।

মিষ্টার এস, সাওয়াদা সেদিন আগ্রা হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন। তিনি আগ্রা দেখিয়া আনন্দিত হইয়াছেন। তিনি সূর্য্যাস্তের সময় এবং প্রত্যূষে তাজমহল দেখিয়া ভারতের বিস্ময়কর স্থাপত্যের প্রশংসা করিয়াছেন।

তারের ঠিকানা— 'শ্রীধাম' নবদ্বীপ
ডাকের ঠিকানা—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

দৈনিক

REG. C1544

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩।০
সিঙ্গল কলম ২৲
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র।

নদীয়া প্রকাশ
THE
NADIA-PRAKASH

গ্রাহকের হার
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸০
মাসিক ১৲
নগদ বর্ত্তমান
সংখ্যা ৫

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচার - নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৮ম খণ্ড সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বেদান্তবাচস্পতি [২৬৭শ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর— ২রা মাঘ মঙ্গলবার ১৩৪০, ১৬ই জানুয়ারী ১৯৩৪

ভীষণ অগ্নিকাণ্ড

চিকাগো হইতে প্রকাশ, গত ১০ই জানুয়ারী চিকাগো সহরে আগুন লাগিয়া দুই লক্ষ পাউণ্ডের সম্পত্তি ভস্মীভূত হইয়াছে। আগুন লাগিয়াছিল বাংলা থিয়েটারের অঞ্চলে. এক ঘণ্টা ধরিয়া উহার ধ্বংসলীলার অভিনয় হইয়াছিল। অবশেষে থিয়েটারের মালামাল নিলাম সাথী করিয়া অগ্নিদেব রেলওয়ের দিকে ধাবমান হইয়াছিলেন।

অগ্নিদেবের উদ্ভব হইয়াছিল মোটর কার কোম্পানীর দোকানে। সেখানে নানাস্থানে নানাপাত্রে বিস্ফোরণের অভিনয় দেখাইয়া অবশেষে সহরমধ্যে উদয় হইয়াছিলেন। এক ঘণ্টায় লীলার দেবতা অনেক খেলা দেখাইয়াছেন, নির্ব্বাপণের চেষ্টা ব্যর্থ করিয়াছেন। শেষে যখন দেখিয়াছেন সহরের সব যায় তখন হতাশ হইয়া সহর ছাড়িয়া মাঠের দিকে দৌড় দিয়াছেন।

স্ত্রী হত্যার অভিযোগ

আলিপুরের অতিরিক্ত দায়রা বিচারক শ্রীযুত এস, কে, ঘোষের এজলাসে কেনেল ইষ্ট রোডের হাবিবুল্লা তাহার স্ত্রী যাদশবর্ষীয়া মরিয়ম বিবিকে হত্যা করার অভিযোগে অভিযুক্ত হয়। তাহার বিরুদ্ধে আত্মহত্যার চেষ্টার অভিযোগও উপস্থাপিত হইয়াছে।

অভিযোগে প্রকাশ, বিগত ২৯শে এপ্রিল রাত্রিতে অভিযুক্ত তাহার স্ত্রীর দেহে ছোরা বসাইয়া দেয় এবং আত্মহত্যার উদ্দেশ্যে নিজ দেহে ছোরা দ্বারা জখম করে। প্রকাশ, ঘটনার প্রায় এক সপ্তাহ পূর্ব্বে স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে কলহ হয় এবং [illegible] তাহার স্বামীর সহিত ব্যবহার করিতে অস্বীকার হয়। তাতে অভিযুক্ত উত্তেজিত হইয়া ছোরা দ্বারা বালিকাকে আহত করে। শুনানী মুলতুবী আছে।

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট"—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র শিক্ষকগণ ছাত্রদিগকে অতি যত্নের সহিত শিক্ষা প্রদান করিতেছেন। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের বন্দোবস্ত হইয়াছে। খোরাকী ও বেতন বাবদ প্রতি মাসে মাত্র সাত টাকা ব্যয়। স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছেন। বিদ্যালয়টী বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক স্বীকৃত (এফিলিয়েটেড) হইয়াছে। সবিস্তার সংবাদের জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র লিখুন।

বিশেষ দ্রষ্টব্য

পরীক্ষায় যাহারা গড়ে শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র বিনয়ী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হইবে।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট
শ্রীচৈতন্যমঠ. পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

হত্যায় গোরার অব্যাহতি

অমৃতসর হইতে প্রকাশ, গত ১১ই জানুয়ারী জালন্ধরী দুলীপ বাহিনীর গোরা ইংলিস [illegible] প্রায় মাল বিক্রয় করিতে অসম্মতি প্রকাশ করায় লালা মুলীরামকে বন্দুকের গুলীতে হত্যার অভিযোগে গোরার বিরুদ্ধে দায়রায় যে মামলা চলিতেছিল তাহার রায় বাহির হইয়াছে। দায়রা জজ ও ৭জন ইংরেজ জুরী লইয়া আদালত গঠিত হইয়াছিল। জুরিগণ সর্ব্বসম্মতিক্রমে আসামীকে নির্দ্দোষ বলিয়া অভিমত ব্যক্ত করিলে জজ আসামীকে বেকসুর মুক্তি দিয়াছেন। ঘটনা আকস্মিক বলিয়া আসামী পক্ষসমর্থন করিয়াছিল।

ইঞ্জিনিয়ারের প্রাণদণ্ড

বোম্বাই হইতে প্রকাশ, গত ১১ই জানুয়ারী শ্রীযুত রামচরণ মিশ্র একজন ইঞ্জিনিয়ার সেণ্ট্রাল্‌কে তাঁহার স্ত্রী এবং ২ কন্যাকে হত্যার অভিযোগে তাঁহার প্রতি প্রাণদণ্ডাজ্ঞা প্রদত্ত হয়। থানা জেলার জেলে তাঁহার ফাঁসি হইয়া গিয়াছে। প্রকাশ, ইঞ্জিনিয়ারের দ্বিতীয় পত্নী, ফাঁসী স্থগিত রাখার জন্য স্থানীয় কর্ত্তৃপক্ষকে তার করেন। কিন্তু বোম্বাইয়ের গভর্ণর এবং বড়লাট আসামীর ক্ষমা ভিক্ষার আবেদন অগ্রাহ্য করায় স্থানীয় কর্ত্তৃপক্ষ ফাঁসী আর স্থগিত করিতে পারিলেন না বলিয়া অপারগতা ব্যক্ত করেন।

ছোরার আঘাতে গণিকার মৃত্যু

নুনসাগর রোডের জালাল আমেদ গণিকা নিশিকে ছোরা দ্বারা আহত করার অভিযোগে আলিপুরের সহকারী দায়রা বিচারক শ্রীযুত এস, সি, দে কর্ত্তৃক ৪ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছে।

প্রকাশ, অভিযুক্ত উক্ত গণিকার ঘরে গমন করে এবং তাহার সম্পত্তি লুণ্ঠনের উদ্দেশ্যে তাহাকে ছোরা দ্বারা সাংঘাতিকরূপে আহত করে। পলায়নের কালে অভিযুক্ত ধৃত হয়।

নেত্রকোণায় সৈন্য দল

নেত্রকোণা হইতে প্রকাশ, এক দল সৈন্য ময়মনসিংহ হইতে এখানে আসিয়া পৌঁছে। তাহারা মহকুমা পুলিস আফিসের বাসার নিকটে মাঠে তাঁবু ফেলিয়াছে। তাহারা এখানে প্রায় ২ সপ্তাহ থাকিবে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক
—পারমার্থিক পত্র—
শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশ-
তনয়স্তদ্ধাম-বৃন্দাবনং
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং
প্রেমা পুমর্থো মহান্
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং
তত্রাদরো নঃ পরঃ॥

৮ম বর্ষ } ১৬ মাধব গৌরাব্দ ৪৪৭, ২রা মাঘ বঙ্গাব্দ ১৩৪০, ১৬ই জানুয়ারী ইং ১৯৩৪, মঙ্গলবার { ২৬৭ তম সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

গত ৬ জানুয়ারী শনিবার দিবস সন্ধ্যা-আরতির পর এগরা-নিবাসী ডাক্তার শ্রীযুক্ত প্রফুল্লকুমার নন্দ এম-বি, মহোদয় শ্রীঅমর্ষি-গৌড়ীয়মঠে আসিয়া মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম মহারাজের নিকট মনোযোগসহকারে বহুক্ষণ যাবৎ শ্রীহরিকথা শ্রবণ করেন। ডাক্তার বাবু বেশ নম্র এবং বিনয়ী। তিনি শ্রীমঠস্থ ও বিষ্ণুপাদ পরমহংসদেব শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের সর্ব্বচিত্তাকর্ষক আলেখ্য, শ্রীগৌরাঙ্গদেব ও শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের নয়নানন্দবর্দ্ধক শ্রীমূর্ত্তি এবং লক্ষ্মীনারায়ণ-জীউর শ্রীবিগ্রহ দর্শন করিয়া পরম আনন্দিত হন।

পালপাড়া-নিবাসী শ্রীযুক্ত জনার্দ্দন সাহু বি-এস সি, মহোদয় স্বামীজীকে 'শ্রীনামতত্ত্ব'-সম্বন্ধে পরিপ্রশ্ন করেন এবং বলেন—আমরা দেখিতে পাই যে, প্রাকৃত-সহজিয়া-সম্প্রদায় দলে দলে এই গ্রামের চতুর্দ্দিকে কীর্ত্তন করে, উহা শ্রবণ করিতে আমাদের কোন প্রকার বাধা আছে কি? স্বামীজী তাঁহার প্রশ্নের সদুত্তর শাস্ত্রযুক্তিমূলে যথাযথ প্রদান করিলে তিনি অত্যন্ত আনন্দিত হন। স্বামীজীর প্রদত্ত উত্তর আমরা আগামীতে প্রকাশ করিব।

রাচীতে শ্রীগৌড়ীয়মঠের বক্তৃতা

শ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিলাস গভস্তি নেমী মহারাজ করাচী ব্রাহ্মসমাজে 'শ্রীনামতত্ত্ব'-সম্বন্ধে বক্তৃতামুখে বলেন,—

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ

৪২ নং ফরিদপুরা, কাশীধাম
সন ১৩৪০ সাল ১লা মাঘ

বিপুল সম্মানপুরঃসর নিবেদন—

আগামী ১৯শে জানুয়ারী ৫ই মাঘ শুক্রবার হইতে ২১শে জানুয়ারী ৭ই মাঘ রবিবার পর্য্যন্ত কাশী শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠে (৪২ নং ফরিদপুরাস্থিত অন্নদা ভবনে) বার্ষিক মহোৎসব হইবে। মহাশয় কৃপাপূর্ব্বক সবান্ধবে উৎসবে যোগদান করিলে পরমানন্দিত হইব। নিম্নে উৎসব-তালিকা লিখিত হইল :—

৫ই মাঘ শুক্রবার—মধ্যাহ্নে মহাপ্রসাদ-সম্মান।
৬ই ,, শনিবার—বেলা ৩টায় বক্তৃতা। বিষয়—'সরস্বতী-পূজা'
৭ই ,, রবিবার ,, ,, ,, বিষয়—"প্রেম"
বক্তৃতার পরে মহাজন-পদাবলী ও নামসংকীর্ত্তন হইবে।

শ্রীহরিজনকিঙ্কর
শ্রীঅতুল চন্দ্র গোস্বামী ভক্তিসারঙ্গ
শ্রী কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ আচার্য্যত্রিক
শ্রীনিশিকান্ত সান্যাল এম, এ, ভক্তিসুধাকর, ভক্তিশাস্ত্রী, সম্প্রদায় বৈভবাচার্য্য

বৈকুণ্ঠের নাম এবং নামী এই দুইটীতে কোন ভেদ নাই কিন্তু এই জড়-সংসারে নাম-নামীতে ভেদ আছে। ইহ জগতের এক ব্যক্তির নাম অক্ষয় কিন্তু সে ক্ষয়-রোগগ্রস্ত, কিন্তু বৈকুণ্ঠের নাম-নামীতে ঐ প্রকার ভেদ নাই।

যেই নাম সেই কৃষ্ণ ভজ নিষ্ঠা করি।
নামের সহিত আছেন আপনি শ্রীহরি॥

নাম চিন্তামণিঃ কৃষ্ণশ্চৈতন্যরসবিগ্রহঃ।
পূর্ণঃ শুদ্ধো নিত্যমুক্তোঽভিন্ন-
ত্বান্নামনামিনোঃ॥
(ভক্তিরসামৃতসিন্ধু)

'কৃষ্ণনাম' চিন্তামণি-স্বরূপ, স্বয়ং কৃষ্ণ, চৈতন্যরস-বিগ্রহ, পূর্ণ, মায়াতীত নিত্যমুক্ত। কেন না, নাম-নামীতে ভেদ নাই।

শাস্ত্রে যত প্রকার সাধনের কথা আছে তন্মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাধন হচ্ছে—শ্রীনাম-সংকীর্ত্তন। নামসংকীর্ত্তন ব্যতীত কলিহত জীবের উদ্ধারের আর দ্বিতীয় উপায় নাই। তাই শাস্ত্র বলেন,—

হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব
গতিরন্যথা॥

গুরু কৃষ্ণরূপ হন শাস্ত্রের প্রমাণে। গুরুরূপে কৃষ্ণ কৃপা করেন ভক্তগণে॥

কৃতে যদ্ধ্যায়তো বিষ্ণুং ত্রেতায়াং
যজতো মখৈঃ।
দ্বাপরে পরিচর্য্যায়াং কলৌ তদ্ধরিকীর্ত্তনাৎ॥

অর্থাৎ সত্যযুগে ধ্যান, ত্রেতাযুগে যজ্ঞ, দ্বাপরযুগে অর্চ্চন দ্বারা যাহা লাভ হয়, কলিযুগে একমাত্র নাম-সংকীর্ত্তন দ্বারাই তাহা লাভ হইয়া থাকে।

শ্রীভগবান্ জীবের মঙ্গলের জন্য শব্দব্রহ্ম নামরূপে জগতে অবতীর্ণ হইয়াছেন। ইহজগতের শব্দসমূহ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য কিন্তু পর-জগতের শব্দসমূহ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তু নহেন। একথা শুনিয়া হতাশ হ'বার কোন কারণ নাই।

অতঃ শ্রীকৃষ্ণনামাদি ন ভবেদ্
গ্রাহ্যমিন্দ্রিয়ৈঃ।
সেবোন্মুখে হি জিহ্বাদৌ স্বয়মেব
স্ফুরত্যদঃ॥

শ্রীকৃষ্ণনাম ইন্দ্রিয়াতীত বস্তু হইলেও সেবোন্মুখের জিহ্বায় কৃপাপূর্ব্বক স্বয়ই স্ফূর্ত্তি-প্রাপ্ত হন। অতএব নামের কৃপাই জীবের একমাত্র সম্বল। এই কৃপালাভ করিতে হইলে সদ্গুরুপাদপদ্ম আশ্রয় পূর্ব্বক শ্রীনাম-কীর্ত্তন করিতে হইবে। অন্যথায় শ্রীনাম স্বরূপ প্রকাশ করিবেন না।

অবৈষ্ণব-মুখোদ্গীর্ণং পূতং হরিকথামৃতম্।
শ্রবণং নৈব কর্ত্তব্যং সর্পোচ্ছিষ্টং যথা পয়ঃ॥

এতদ্ব্যতীত স্বামীজী মহাবাক্য নাম-মাহাত্ম্য, নামগ্রহণ-প্রণালী ও নামের সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব শাস্ত্রযুক্তিমূলে প্রদর্শন করিয়া নামই যে জীবের সাধ্য ও সাধন ইহা প্রতিপন্ন করেন। স্বামীজীর মুখে শ্রীনামের সিদ্ধান্তপূর্ণ মাহাত্ম্য ও অসমোর্দ্ধত্ব শ্রবণ করিয়া শ্রোতৃ-মণ্ডলী পরমানন্দিত ও মুগ্ধ হন।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১৬ মাধব স্বাহু প্রত্যায়

চেতনের বৈশিষ্ট্য

(২)

নির্ব্বিশেষবাদিগণের ধারণায় "ঈশ্বরের দেহ প্রাকৃত সত্ত্বগুণের বিকার, সচ্চিদানন্দময় নহে; ভগবান্ যখন স্বেচ্ছাপূর্ব্বক জড়জগতে আগমন করেন, তখন তিনি জীবেরই স্থায় পাঞ্চভৌতিক দেহ ধারণ করিয়া আগমন করিতে বাধ্য হন।" অপক্ক-জ্ঞানিগণের ভক্ত ও ভগবানের দেহে অপ্রাকৃত-বুদ্ধি হয় না। তাঁহারা পূর্ব্বপক্ষ করেন যে, "ভক্ত ও ভগবানের দেহ অপ্রাকৃত হইলে তাঁহাতে জন্ম-মৃত্যু ও মল-মূত্রাদি পরিত্যাগ প্রভৃতি কেন হইয়া থাকে?"

তদুত্তরে বেদান্তভাষ্যকার শ্রীপাদ বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু বলিতেছেন—শ্রীবলদেব ও রামচন্দ্রের অপ্রকটবার্ত্তা-শ্রবণে দুর্ব্বুদ্ধিবিশিষ্ট জনগণ ভগবানের অপ্রাকৃত দেহের অনিত্যত্ব ও স্বরূপের নিরাকারত্ব প্রতিপাদন করিয়া থাকেন। বস্তুতঃ ঐ প্রকার ধারণা মায়া-কবলিত অসুরগণের মিথ্যাপ্রতীতি-মাত্র। ভগবান্ স্থূললিঙ্গদেহে আত্মবুদ্ধি ও সংসারে আসক্তি পরিত্যাগ করাইবার উদ্দেশ্যেই জীব-সমক্ষে ঐরূপ লীলা স্বয়ং অথবা ভক্তগণের দ্বারা প্রদর্শন করেন। শ্রীল শুকদেব গোস্বামী প্রভুর উপদেশ-বাণীতেও আমরা দেখিতে পাই পরমেশ্বরের যে মনুষ্যের স্থায় জন্ম-মরণাদি দৃষ্ট হয়, তাহা সত্য নহে। উহা নটের স্থায় মায়াবিড়ম্বনই জানিবে।

ভগবানের প্রকৃত্যাতীত দেহ আনন্দাত্মক ও অব্যয়স্বরূপ। মূঢ়গণ তাহা জানিতে না পারিয়া তাঁহাতে পঞ্চভূতাত্মক জড়ের কল্পনা করিয়া থাকেন। মলমূত্রাদি হেয়াংশ-প্রতীতিও অজ্ঞ ব্যক্তির জড় ধারণা মাত্র। শ্রীমদ্ভাগবতের পঞ্চমস্কন্ধে ভগবদবতার ঋষভদেবের চরিত্রে পুরীষপরিত্যাগ প্রভৃতি যে হেয়াংশের প্রতীতি আছে, তাহা 'দেবমায়াবিমোহিতা'—এই শব্দের প্রয়োগ দ্বারা করুণাময় পরমভাগবত শ্রীল শুকদেব গোস্বামী প্রভু 'অজ্ঞপ্রতীতি' স্পষ্টাক্ষরেই জানাইয়াছেন। স্মৃতিশাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে যে,—

জগজ্জন-মলধ্বংসিশ্রবণস্মৃতি-কীর্ত্তনা।
মলমূত্রাদি-রহিতাঃ পুণ্যশ্লোকা ইতি স্মৃতাঃ॥

অর্থাৎ ভগবদ্ভক্তের শ্রবণ-কীর্ত্তন জগজ্জনের মল ধ্বংস করে। তাঁহারা মলমূত্রাদি-রহিত পুণ্যশ্লোক বলিয়া কথিত হন। ঋষভদেবের দেহত্যাগ-প্রসঙ্গেও কথিত হইয়াছে যে, তিনি জীবের দেহাসক্তি পরিত্যাগ করাইবার নিমিত্তই ঐরূপ আচরণ লোকচক্ষে প্রদর্শন করিয়াছিলেন।

অতএব ভক্তের অপ্রকট বলিতে 'জীবচক্ষের অগোচর' বুঝিতে হইবে। এস্থলে সন্দেহ হইতে পারে যে, ভক্ত যখন নিত্য সচ্চিদানন্দময় বৈকুণ্ঠবস্তু, তখন তাঁহার অপ্রকটে ভক্তগণ স্থূললিঙ্গদেহে আত্মবুদ্ধি-বিশিষ্ট কর্ম্মিগণের স্বজন-বিয়োগের স্থায় কেন শোক করিয়া থাকেন? তদুত্তর এই যে, ভক্তবিরহ জনিত আর্ত্তি ও কর্ম্মিগণের স্বজনবিয়োগ-জনিত শোক কখনই এক নহে। ভক্তের হৃদয়ে ভগবানের অবস্থান। তাঁহাদের সঙ্গ একান্ত বাঞ্ছনীয়। তাই শ্রীল ঠাকুর মহাশয় বলিয়াছেন,—

'বৈষ্ণব-সঙ্গেতে মন আনন্দিত অনুক্ষণ
সদা হয় কৃষ্ণ-পরসঙ্গ।'

সেই নিষ্কিঞ্চন ভক্তগণের সঙ্গ হইতে বিচ্যুত হইয়াই জীব নরকের দ্বারস্বরূপ গৃহে আবদ্ধ হইয়া পড়ে। ভগবদ্ভক্ত কৃপাপূর্ব্বক সংসার-নিপীড়িত জীবকুলকে স্ব-সঙ্গ প্রদান করিয়া পরমানন্দ দান করেন। সুতরাং পরম-হিতৈষী পরমবান্ধব ভগবদ্ভক্তের বিচ্ছেদ যে ক্লেশজনক, তাহাতে আর সন্দেহ কি? শ্রীরায়-রামানন্দ-মুখে শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন,—

দুঃখ মধ্যে কোন্ দুঃখ হয় গুরুতর।
কৃষ্ণভক্ত-বিরহ বিনা দুঃখ নাহি দেখি পর॥'
(চৈঃ চঃ)

ভক্তবিরহে স্বয়ং ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দর শোকপ্রদর্শন-লীলা প্রদর্শন করিয়াছেন,—

কৃপা করি' কৃষ্ণ মোরে দিয়াছিল সঙ্গ।
স্বতন্ত্র কৃষ্ণের ইচ্ছা কৈল সঙ্গ ভঙ্গ॥
হরিদাসের ইচ্ছা যবে হইল চলিতে।
আমার শকতি তাঁরে নারিল রাখিতে।
(চৈঃ চঃ অঃ)

কর্ম্মিগণের মৃতদেহ পঞ্চভূতের সমষ্টি প্রাকৃত মাত্র; সুতরাং অশুদ্ধ। এইজন্য তাঁহাদের এই দেহ স্পর্শ করিলে স্নানাদি করিয়া শুদ্ধ হইতে হয়। এমন কি কর্ম্মিগণই মৃতদেহের সংস্কারের সঙ্গে সঙ্গে গৃহাদিতে গোময়-লেপন প্রভৃতি দ্বারা সংস্কার করিয়া থাকেন। কিন্তু ভক্তের অপ্রাকৃত দেহে ঐরূপ প্রাকৃত অশুদ্ধ বিচার করিলে বৈষ্ণবাপরাধ মাত্রই সঞ্চিত হয়। ভক্তের নির্য্যাণে বৈষ্ণবগণের ব্যবহার কি প্রকার তাহা সপার্ষদ শ্রীগৌরহরি শ্রীহরিদাস-নির্য্যাণে প্রদর্শন করিয়াছেন,—

হরিদাস ঠাকুরে তবে বিমানে চড়াঞা।
সমুদ্রে লইয়া গেলা কীর্ত্তন করিয়া॥
আগে মহাপ্রভু চলেন নৃত্য করিতে করিতে।
পাছে নৃত্য করে বক্রেশ্বর ভক্তগণ সাথে॥
হরিদাসে সমুদ্রজলে স্নান করাইলা।
প্রভু কহে, 'সমুদ্র এই মহাতীর্থ হইলা॥'
হরিদাসের পাদোদক পিয়ে ভক্তগণ।
হরিদাসের অঙ্গে দিলা প্রসাদ-চন্দন॥
(চৈঃ চঃ অঃ)

ভারবাহী কর্ম্মিগণের বুদ্ধি জড়জাত দেশ, কাল ও পাত্রে আবদ্ধ। তাঁহারা জড়-চিন্তা ব্যতীত জড়াতীত চিন্তা করিতে পারেন না। তাঁহাদের ধারণা, এই স্থূল দেহই জীবিতাবস্থায় চিৎ, মরিয়া গেলে উহাই আবার অচিৎ। এইরূপ ধারণা লইয়া যখন তিনি ঈশ্বরপূজা করিতে বসেন, তখন তিনি পার্থিব জড়বস্তুতে ঈশ্বর আবাহন করিয়া তাহাতেই ছল-চিন্ময়ত্ব আরোপ করেন। আবার বিসর্জ্জন-সময়ে উহাকেই অচিৎ পার্থিব জড়বস্তু-জ্ঞানে পরিত্যাগ করেন। কিন্তু ভক্তি, ভক্ত ও ভগবান্ এই তিনটীই নিত্য চেতন বাস্তববস্তু, অনিত্য অচেতন বস্তু নহেন। সুতরাং কর্ম্মিগণের ভাঙ্গাগড়া বুদ্ধির প্রাকৃত বিচার তাঁহাদিগকে স্পর্শ করিতে পারে না। ইহাই চেতনের বৈশিষ্ট্য। তাই শাস্ত্র বলিয়াছেন—

'অচিন্ত্যা খলু যে ভাবা ন তাংস্তর্কেণ যোজয়েৎ।
প্রকৃতিভ্যঃ পরং যচ্চ তদচিন্ত্যস্য লক্ষণম্॥

স্বধর্ম্ম ও পরধর্ম্ম

(২)

স্বভাবোচিত ধর্ম্মই স্বধর্ম্ম এবং পর-স্বভাব-যোগ্য ধর্ম্মই 'পরধর্ম্ম'। সুতরাং স্বভাব সর্ব্বদাই যে কোনও জাতি-কুল অপেক্ষা করিবে, তাহা নহে। যেমন পরশুরাম ও বিশ্বামিত্রের প্রকৃতিতে জাতিকুলজাত স্বধর্ম্ম-যাজনের ব্যভিচার দৃষ্ট হয়। পরশুরাম ভৃগুবংশীয় মহর্ষি জমদগ্নির ঔরসজাত পুত্র। কিন্তু তিনি ব্রাহ্মণকুলজাত হইলেও ক্ষাত্র-স্বভাব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু ক্ষাত্র-স্বভাবযুক্ত পরশুরামকে ক্ষত্রিয় মধ্যে গণনা না করিয়া অবৈধরূপে ব্রাহ্মণমধ্যে পরিগণিত করায় স্বভাববিরুদ্ধ ধর্ম্মানুসারে পরশুরাম ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়মধ্যে স্বার্থবশতঃ শান্তি ভঙ্গ করিয়াছিলেন। বিশ্বামিত্রেও স্বধর্ম্মযাজনের ব্যভিচার দৃষ্ট হয়। বিশ্বামিত্র কুশবংশীয় কান্যকুব্জাধিপতি ক্ষত্রিয়রাজ গাধির পুত্র। কিন্তু ক্ষাত্রিয়কুলজাত হইলেও তিনি ব্রাহ্মণ-স্বভাব লাভ করিয়াছিলেন; তাই তাঁহার স্বভাবোচিত ধর্ম্মই তাঁহাকে ব্রাহ্মণযোগ্য তপস্যাদিতে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি তপস্যাচরণ প্রভাবে ঋষিত্ব লাভ করিলেও অনন্যভাক্ হইয়া হরিভজন করেন নাই বলিয়া পুষ্করতীর্থে স্বর্গবেশ্যা মেনকা-দর্শনে কাম-বিমূঢ় হইয়াছিলেন।

অতএব ঔপাধিক স্বধর্ম্ম ও বিধর্ম্ম পরিবর্ত্তনশীল। জীব স্বরূপতঃ নিত্য কৃষ্ণদাস, সুতরাং অহৈতুকী ভগবদ্ভক্তিই জীবের স্বভাবগত বৃত্তি বা স্বরূপধর্ম্ম। উহা কোনকালেই ঔপাধিক পরধর্ম্মের ন্যায় ভয়াবহ বা অনিষ্টজনক নহে। উহা জীবমাত্রেরই স্বভাবোচিত ধর্ম্ম বলিয়া একমাত্র যথার্থ 'স্বধর্ম্ম'-আখ্যায় আখ্যাত হইবার যোগ্য এবং উহা একমাত্র শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম বলিয়া পরধর্ম্ম পদবাচ্য হইতেও পারে। এই স্থানে পর-শব্দে অপরের স্বভাবোচিত ধর্ম্ম নহে, পরন্তু স্ব-স্বভাবোচিত শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম। পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত পুঞ্জীকৃত-সুকৃতির ফলে নিষ্কিঞ্চন শুদ্ধভগবদ্ভক্তিপরায়ণ সাধুর দর্শনলাভ ও তাঁহার উপদেশ প্রাপ্ত হইলে জীবহৃদয়ে নির্গুণ-ভক্তিলাভের স্পৃহা বলবতী হয়। সুতরাং সেই সময় সঙ্কীর্ণ ক্ষুদ্র স্বার্থপর ঔপাধিক স্বধর্ম্ম-পরিত্যাগে কোনও আপত্তি থাকে না। কারণ ঔপাধিক স্বধর্ম্মই তখন পরধর্ম্ম অর্থাৎ স্থূললিঙ্গদেহাসক্ত-অপর বদ্ধজীবের অধিকারোচিত নৈমিত্তিক ধর্ম্ম হইয়া পড়ে। আর বদ্ধজীবের নিত্য স্বভাবোচিত কৃষ্ণভক্তি তখন স্বধর্ম্মরূপে প্রকাশ পায়। সুতরাং ভগবদ্ভক্তিই জীবমাত্রের স্বধর্ম্ম তদ্ব্যতীত অন্যান্য সমস্ত ধর্ম্মই ঔপাধিক পরধর্ম্ম অতএব 'ভয়াবহ'। এই জন্যই শ্রীব্যাস-দেবকে শ্রীনারদ গোস্বামী বলিয়াছিলেন—

"ত্যক্ত্বা স্বধর্ম্মং চরণাম্বুজং হরে-
র্ভজন্নপক্কোঽথ পতেত্ততো যদি।
যত্র ক্ব বাভদ্রমভূদমুষ্য কিং
কো বার্থ আপ্তোঽভজতাং স্বধর্ম্মতঃ॥"

অর্থাৎ নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম্ম অথবা বর্ণাশ্রমধর্ম্ম-পালন পরিত্যাগ করিয়া হরিপাদ-পদ্ম ভজন করিতে করিতে অপক্কাবস্থায়ও যদি কেহ ভজন হইতে কোন প্রকারে ভ্রষ্ট অথবা মানবলীলা সম্বরণ করেন তথাপি কর্ম্মে অনধিকারহেতু আশঙ্কা করিতে হইবে না। ভগবৎসেবা-বাঞ্ছা থাকায় তাঁহার কোন অমঙ্গল হয় না। পরন্তু ভজনহীন ব্যক্তিগণের ভক্তিশূন্য স্বধর্ম্ম-পালনের দ্বারা কোন্ প্রয়োজনই বা সিদ্ধ হয়? তবে যে গীতায় অজ্ঞান-কর্ম্মসঙ্গিদিগের বুদ্ধিভেদ জন্মাইবার নিষেধ আছে তাহা ভক্ত্যুপদেষ্টাদিগের জন্য নহে। কারণ, ভক্তিতে অন্তঃকরণ-শুদ্ধি পর্য্যন্ত অপেক্ষা নাই। শ্রীমদ্ভাগবতেই উক্ত হইয়াছে যে, রোগী কুপথ্য বাঞ্ছা করিলেও সদ্বৈদ্য কখনও তাহাকে কুপথ্য প্রদান করেন না। একাদশ-স্কন্ধেও উক্ত হইয়াছে যে—যাঁহারা কামনা পরিত্যাগপূর্ব্বক একমাত্র ভক্তিলাভের জন্য কৃষ্ণচরণে শরণ গ্রহণ করেন, তাঁহারা দেবঋণ, ঋষিঋণ, পিতৃঋণ, ভূতঋণ বা মনুষ্যঋণ এই পঞ্চবিধ ঋণের কোন ঋণেই ঋণী নহেন। শ্রীগীতায় অর্জ্জুনকেও শ্রীভগবান্ এই চরমোপদেশ প্রদান করিয়াছেন—

সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥

সুতরাং পূর্ব্বমীমাংসার "চোদনা-লক্ষণোহর্থো ধর্ম্মঃ" সূত্রের দ্বারা লক্ষিত লাবিক স্বধর্ম্মই উত্তর-মীমাংসার প্রতিপাদ্য নত্যধর্ম্ম ভগবদ্ভক্তির নিকট পরধর্ম্ম পদ-চ্য; তাহাই ভয়াবহ। আর ভগবদ্ভক্তিই নত্য কৃষ্ণদাস জীবের স্বধর্ম্ম উহাই আত্মার ক্ষে সহজ ও সুখাবহ।

'পাপীর পরিণাম'

(শ্রীপাদ ভক্তিসৌরভ দাসাধিকারী)

(১)

ভুলিয়া শ্রীকৃষ্ণ-সেবা আত্মার ধরম,
ভোগবশে নিরন্তর
ধায় ভবে যেই নর
জগমাঝে সেই জন পাতকী অধম ॥

(২)

বিকট করাল-রূপ যমদূতগণ,
কেশে ধরি' সে পাপীরে
তপনতনয়-পুরে
লয়ে যায় অবিরত করি আকর্ষণ ॥

(৩)

প্রদানে বিষম জ্বালা নরকে ভীষণ,
কুম্ভীপাক রৌরবাদি
নরকেতে নিরবধি
দেয় শাস্তি দয়া নাহি রবিসুতগণ ॥

(৪)

সদা ত্রাহি ত্রাহি করে পাতকী যতেক,
করে কত অনুনয়
নাহি শুনে সে বিনয়
সহে দুঃখ জ্বালাময় নরকে অনেক ॥

(৫)

কত ভাবে দুঃখ দেয় নরক মাঝারে,
ঊর্দ্ধপদে হেটমুণ্ডে
দগ্ধ করে অগ্নিকুণ্ডে
বিশাল মুষল-তুণ্ডে সজোরে প্রহারে ॥

(৬)

কভু বিদ্ধ করে তনু তপ্তলৌহ-শূলে,
সাঁড়াশীতে জিহ্বা টানে
বৃশ্চিক দংশন দানে
ডুবায় বিষ্ঠার কুণ্ডে পূতি-গন্ধ-তলে ॥

(৭)

নিক্ষেপে কখন তপ্ত তৈলের কটাহে,
কভু বাঁধি বৃক্ষসনে
কালফণীর দংশনে
তীব্র হলাহল দানে জর্জ্জরয় দেহে ॥

(৮)

এমতে নারকিগণে অশেষ যন্ত্রণা
দেয় সদা নানামতে
তপনতনয় দূতে
শাস্ত্রের ভাষা নাই করিতে বর্ণনা ॥

(৯)

জগমাঝে জড় দেহে সহি দুঃখ যেই,
এ দুঃখ কিছুই নয়
নরকেতে দুঃখ রয়
জগতের ছায়া-দুঃখ, দুঃখ নহে সেই ॥

(১০)

ছায়ায় গঠিত হয় এই বিশ্বখানি,
সেই মত শাস্ত্রে কয়
সুখ দুঃখ ছায়াময়
ছায়া-দেহে তাহা সয় মানব আপনি ॥

(১১)

যদি করি ছায়া-শিরে প্রহার সতত,
কভু নাহি পায় ব্যথা
ছায়ার দেহের মাথা
ছায়া-দেহে সুখ নাই বিলাসে এ মত ॥

(১২)

বিশ্বমাঝে সুখ দুঃখ সতত বিরাজে,
নরকেতে ঘোর দুঃখ
গোলোকেতে মহাসুখ
জগতের জীবগণ এই দু'য়ে মজে ॥

(১৩)

সেবা-যোগে লভ্য হয় গোলোকের সুখ,
নরকেতে সেবা-ত্যাগে
যায় জীব দেহ-ভোগে
উন্মুখ গোলোকে যায়, নরকে বিমুখ ॥

(১৪)

তাই বলি দেখ মন নয়ন মেলিয়া,
তবে কেন অবিরাম
দেখি' জীব-পরিণাম
জড় দেহে ভোগ-সুখে রয়েছ মাতিয়া ॥

(১৫)

আজি হ'তে নিষ্কপটে গুরুপদ বরি',
সেবোন্মুখ জিহ্বা-যন্ত্রে
গাও নাম মহামন্ত্রে
মায়ার মোহিনী রূপ ভোগ পরিহরি' ॥

বৈষ্ণবধর্ম্মের বয়স কত ?

[শ্রীযুক্ত রাধাচরণ গোস্বামী ভক্তিরত্ন]

প্রত্নতত্ত্ববিদ্গণ ঐতিহ্য-বিষয়ের গবেষণা করিতে যাইয়া অন্যান্য ধর্ম্মের আবির্ভাব-কাল আবিষ্কার-কার্য্যে সাফল্যলাভ করিতে সমর্থ হইয়াছেন বলিয়া প্রত্যেকেই অল্প-বিস্তর আত্মপ্রসাদ উপভোগ করিতে থাকেন বটে কিন্তু বৈষ্ণবধর্ম্মের একটা কুষ্ঠী গণনা না করা পর্য্যন্ত যেন তাঁহাদের ইতিহাস অপূর্ণ রহিল বলিয়া তৎসঙ্গে সঙ্গে একটা নৈরাশ্য-বিমিশ্রিত দীর্ঘশ্বাসও ফেলিতে দেখা যায়। এখন উপায় কি? বৈষ্ণব-ধর্ম্মের আদি নির্ণয় করা যে জাগতিক বিদ্যা-বুদ্ধির আকর মস্তিষ্কেরও সীমা-তীত!

আমাদিগের আদি-পিতামহ ব্রহ্মা ও বৈষ্ণবরাজ শম্ভু যে-ধর্ম্মের আদি নির্ণয় করিতে যাইয়া অনন্তদেবের অনন্ত উপাসনার অন্ত করিতে পারেন নাই, সীমাবদ্ধ জ্ঞান-বিশিষ্ট ক্ষুদ্র মানব হইয়া যদি সেই অনন্তের অন্ত পাইতে চেষ্টা করে, তাহা হইলে পক্ষিজাতির আকাশের সীমা-নির্দ্ধারণের ন্যায় একটা অপূর্ণাংশ আবিষ্কৃত হইয়া বৃহদ্বস্তুতে লঘু বা ক্ষুদ্র কল্পনা মাত্র আরোপিত হইবে। প্রকৃত কোন তত্ত্বই জানা যাইবে না।

এক মনুর বয়স নির্ণয় করিতে হইলেই গণিতশাস্ত্রের গণিত-শক্তির বহির্ভূত একটী ফল বাহির হইয়া থাকে। ৪৩২০০০ সৌরবর্ষে কলিযুগ। কলিযুগের পরিমাণের দ্বিগুণ বর্ষ-সংখ্যা—দ্বাপর, তিনগুণ—ত্রেতা এবং চারিগুণ—সত্য। সুতরাং কলিযুগ ত' বর্ষ সংখ্যার দশগুণ অর্থাৎ ৪৩২০০০০ সৌরবর্ষ সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলিযুগের বর্ষ-সমষ্টি। এই চারিযুগে এক মহাযুগ, ইহাকে শাস্ত্রকারগণ দিব্যযুগ-সংজ্ঞা দিয়াছেন। তাদৃশ ৭১ মহাযুগে বা দিব্যযুগে যত সৌরবর্ষ হয় তাহাই এক মনুর বয়স।

— —

এই প্রকার চতুর্দ্দশ মন্বন্তর ও তদন্তর্গত ১৫টী সত্যযুগকাল-পরিমিত সন্ধিসহ সহস্র-যুগে ব্রহ্মার এক দিবস বা কল্প।

"চতুর্যুগমুদাহৃতম্। সূর্য্যাব্দসংখ্যয়া দ্বিত্রিসাগরৈরযুতাহতৈঃ। যুগানাং সপ্ততিঃ সৈকা মন্বন্তরমিহোচ্যতে॥ সসন্ধয়স্তে মনবঃ কল্পে জ্ঞেয়াশ্চতুর্দ্দশ। কৃতপ্রমাণঃ কল্পাদৌ সন্ধিঃ পঞ্চদশঃ স্মৃতঃ॥ ইত্থং যুগসহস্রেণ ভূতসংহারকারকঃ। কল্পো ব্রাহ্মমহঃ প্রোক্তং শর্ব্বরী তস্য তাবতী॥"

মনু হইতে আমরা মনুষ্যজাতি। মনুর বয়স নির্ণয় করিবার মত যোগ্যতাই ইতি-হাসের নাই। সেই মনুর অসংখ্য গুণ বয়স—ব্রহ্মার। সেই ব্রহ্মা ও শিবের প্রকটা-প্রকট-কালও বৈষ্ণবধর্ম্মের আদি অন্ত নহে। ভগবানের অবতার-গ্রহণে আবির্ভাব-তিরোভাবও বৈষ্ণবধর্ম্মের আদি অন্ত নহে। কারণ ভগবান্ নিজেই বলিয়া-ছেন—

"যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্॥
পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্॥
ধর্ম্ম-সংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥

(গীতা ৪।৭-৮)

তাহা হইলে একথা দ্বারা ইহাই প্রমাণিত হয়—বিষ্ণু আবির্ভূত হইয়া বৈষ্ণব-ধর্ম্মেরই গ্লানি-নিবারণকল্পে ও বৈষ্ণবদিগকে সংরক্ষণকল্পে, বৈষ্ণব-ধর্ম্ম-সংস্থাপনের জন্যই যাবতীয় লীলাদি করেন। অতএব পূর্ব্বেও বৈষ্ণব-ধর্ম্ম এবং বৈষ্ণবগণ ছিলেন। সুতরাং বিষ্ণুর আবির্ভাব-কাল বা ধর্ম্মসংস্থাপন-কাল বৈষ্ণব-ধর্ম্মের আদি নহে।

অনেকে অনুমান করেন,—শ্রী, ব্রহ্ম, রুদ্র ও চতুঃসন হইতেই বৈষ্ণবধর্ম্ম। কেহ কেহ মনে করেন—বিষ্ণুস্বামী, রামানুজ, নিম্বার্ক ও মধ্বাচার্য্য বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রবর্ত্তক মাত্র। কেহ মনে করেন,—মাত্র ৪৪৭ বৎসর পূর্ব্বে শ্রীচৈতন্যদেব বঙ্গদেশের অন্তর্গত প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীধাম-মায়াপুরে আবির্ভূত হইয়া বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচার করেন, অতএব তিনি একজন প্রচারক বিশেষমাত্র।

উক্তবিধ আলোচনার প্রত্যেকটীতেই ঐতিহাসিক গবেষণার ঐতিহ্যমূলে ভ্রম, প্রমাদ, বিপ্রলিপ্সা ও করণাপাটব-দোষ অল্পবিস্তরভাবে প্রবিষ্ট রহিয়াছে। তাহা নিম্নের প্রমাণ দ্বারাই প্রমাণিত।

— —

'বিষ্ণু'শব্দটী যদি অনাদির আদি-জ্ঞাপক হন, বিষ্ণুশব্দ দ্বারা যদি সর্ব্বব্যাপকত্ব বা সকলের আশ্রয় বুঝা যায়—এবং যাবতীয় চেতন বা জীব যদি বিষ্ণুর অণু বা অংশ হন, আর সেই জীবের স্বধর্ম্ম বা স্বভাব যদি বিষ্ণুর সেবা হয় তাহা হইলে বৈষ্ণব-ধর্ম্ম কোন কালে বা দেশে অথবা পাত্রে উৎপন্ন, তাহার আদি একটা কাল নির্দ্ধারিত আছে এরূপ কোন কথাই উপস্থিত হইবার অবকাশ নাই। বিষ্ণু ও বৈষ্ণব নিত্য, তাঁহাদের ধর্ম্ম বৈষ্ণবধর্ম্ম নিত্য ও সনাতন। ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক যন্ত্রের সাহায্যে উহার মান নির্ণয় করিতে চেষ্টা করা অপরাধের কার্য্য ও পণ্ডশ্রম মাত্র। সুতরাং বৈষ্ণবধর্ম্মের বয়স কত? এরূপ অসঙ্গত প্রশ্ন জড়-প্রকৃতিবাদী চিদনভিজ্ঞ জন ব্যতীত কেহই করিতে পারেন না। উহা মানুষের তৈয়ারী সামাজিক-নৈতিক স্বর্গমোক্ষাকাঙ্ক্ষীদিগের পাপ-পুণ্যাত্মক ধর্ম্ম নহে। যাবতীয় চেতনের স্বভাবে, সহজসরল স্বরূপের অভিধা বৃত্তিই বৈষ্ণবধর্ম্ম। যদি বৈষ্ণবধর্ম্মের বয়স থাকে তবে চেতনের ক্রিয়া হইতে বয়স আরম্ভ।

বৈষ্ণব যখন নিত্য সনাতন বস্তু তখন তাঁহার ধর্ম্মও যে নিত্য, দেশকালপাত্রের অতীত তাহাতে আর সন্দেহ কি? বিষ্ণু নিত্যকাল আছেন, এবং তাঁর অংশ বৈষ্ণবও নিত্যকাল আছেন অতএব সেই নিত্য বস্তুর নিত্যধর্ম্মের বয়সও অচিন্ত্য এবং নিত্য ইহাই সিদ্ধান্ত।

শুদ্ধভক্তি গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। ভাষ্যসহ বিরাট শ্রীচৈতন্যভাগবত ৫৲
২। শ্রীমদ্ভাগবতম,—সমগ্র ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২৮৲
একাদশ স্কন্ধ হইতে প্রতিখণ্ড ।৵৹
৩। ভাষ্যসমেত শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত
(৪র্থ সংস্করণ) ৬৲
৪। ভক্তিবিবেককুসুমাঞ্জলি (বাঁধা) ১৲
৫। গৌড়ীয়-গৌরব ।৵৹
৬। গৌড়ীয়-সাহিত্য ।৵৹
৭। ভজনরহস্য ॥৹
শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও
শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸৹
৯। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ)
ঐ (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸৹
১০। গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি-টীকাসহ)
ঐ (বাঁধা) ৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸৹
১১। গীতার কেবল মাধ্ব-ভাষ্য ॥৹
১২। মুক্তিমল্লিকা গুণসৌরভঃ সানুবাদ
(মাধ্ব) ২৲
১৩। বেদান্ততত্ত্বসার সানুবাদ
(রামানুজীয়) ॥৹
১৪। জৈবধর্ম্ম ২৲
১৫। শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸৹
১৬। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১৭। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ॥৵৹
ঐ (বাঁধা) ৸৹
১৮। দ্বীপ-দিগ্ দর্শন ৶৹
১৯। সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ) ।৵৹
২০। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ॥৹
ঐ (আবাঁধা) ।৵৹
২১ নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸৹
২২। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৶৹
২৩। গীতমালা ৴১৹
২৪। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶৹
২৫। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶৹
২৬। নবদ্বীপ পঞ্জিকা (৪৪৭ গৌরাব্দ) ৶৹
২৭। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ৹
২৮। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা-দর্পণ ।৹
২৯। শরণাগতি ৴৹
৩০। গীতাবলী ৴৹
৩১। চিত্রে নবদ্বীপ ৷৹
৩২। সাধনকণ ৴৹
৩৩। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৴৹
৩৪। নবদ্বীপশতক ৴৹
৩৫। অর্থপঞ্চক ৴৹
৩৬। সদাচারস্মৃতিঃ ৴৹
৩৭। কল্যাণকল্পতরু (৫ম সংস্করণ) ৴১৹
৩৮। অর্চ্চনকণ ১৹
৩৯। সাধককণ্ঠমালা (বাঁধা) ॥৹
ঐ (আবাঁধা) ।৴৹
৪০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি
(প্রথম চারিখণ্ড) ৩৲
৪১। ব্রহ্মসংহিতা ।৹
৪২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸৹
৪৩। মণিমঞ্জরী সানুবাদ ।৹
৪৪। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸৹
৪৫। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ।৹
৪৬। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।৹
৪৭। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸৹
৪৮। গৌড়ীয়মঠ কি করেন ? ৴৹
৪৯। ঈশোপনিষৎ (বলদেব ও মাধ্ব-ভাষ্য এবং বিবৃতি ও অনুবাদসহ) ।৹
৫০। শ্রীভুবনেশ্বর ৶৹
৫১। সিদ্ধান্তদর্পণ ৶৹
৫২। সাংখ্যবাণী ৴৹

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৫৩। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী-দিগ্বিজয়ঃ ॥৹
৫৪। সটীক-শিক্ষাদশমূলম্ ।৹
৫৫। তত্ত্ব-সূত্রম্ ।৹
৫৬। সানুবাদ-শিক্ষাষ্টকম ৶৹
৫৭। গৌড়ীয়মঠস্য পরিচয়ঃ ৴৹
৫৮। সারাংশবর্ণনম্ ৶৹

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৫৯। রায় রামানন্দ ॥৹
৬০। নামভজন ।৹
৬১। রিলেটীভ্ ওয়ার্ল্ডস ।৵৹
৬২। লাইফ এ্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।৹
৬৩। বৈষ্ণবীজম্ ।৹
৬৪। হোয়াট্ গৌড়ীয়মঠ ইজ্ ডুইং ৴৹
৬৫। দি ভাগবত ।৹
৬৬। থিয়োটিক্ প্রিন্সিপ্ল এ্যাণ্ড আনেলয়েড্ ডিভোসন ।৹
৬৭। ব্রহ্ম-সংহিতা ২॥৹
৬৮। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (ভলুম ওয়ান) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৬৯। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ॥৹
৭০। সাধন পথ ।৹
৭১। কল্যাণ-কল্পতরু ৴১৹
৭২। গীতাবলী ৴৹
৭৩। শরণাগতি ৴৹

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৭৪। শরণাগতি

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

নদীয়া-প্রকাশপ্রাপ্তির স্থান

১। শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম-মায়াপুর, নদীয়া
২। শ্রীযোগপীঠ ঐ
৩। শ্রীবাস-অঙ্গন ঐ
৪। অদ্বৈত-ভবন ঐ
৫। কাজীর সমাধি-পাট ঐ
৬। স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ, নদীয়া।
৭। শ্রীভাগবত আসন কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
৮। শ্রীএকায়ন মঠ গোবিন্দপুর, হাঁসখালী।
৯। দ্বাদশগোপাল পাট—পোঃ চাকদহ,
১০। শ্রীগৌর-গদাধরমঠ—চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড়, বর্দ্ধমান
১১। শ্রীমোদদ্রুমচ্ছত্র মাউগাছি, বর্দ্ধমান
১২। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম, আমলাযোড়া, পোঃ বাজবাধ বর্দ্ধমান
১৩। শ্রীগৌড়ীয়মঠ বাগবাজার, কলিকাতা
১৪। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাজু, হাওড়া,
১৫। শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয়মঠ, ৯০নং নবাবপুর রোড্, ঢাকা
১৬। শ্রীগোপালজী মঠ কমলাপুর, ঢাকা।
১৭। শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ পোঃ বালিয়াটী,
১৮। শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয়মঠ ময়মনসিংহ।
১৯। শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ চিরুলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর
২০। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম গোয়ালপাড়া, আসাম
২১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ রায়াপেট্টা, মাদ্রাজ।
২২। শ্রীরামানন্দগৌড়ীয় মঠ কব্বুর, জিঃ পশ্চিম গোদাবরী
২৩। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ উড়িয়াবাজার, কটক।
২৪। শ্রীত্রিদণ্ডি[illegible] ভুবনেশ্বর
২৫। শ্রীপুরু[illegible] স্বর্গদ্বার, [illegible]
২৬। শ্রীব্রহ্ম-গৌ[illegible] মঠ আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, পুরী।
২৭। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ ডুমুরকুণ্ডা, পোঃ চিরকুণ্ডা, মানভূম।
২৮। শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ—কাশী।
২৯। শ্রীরূপগৌড়ীয় মঠ—এলাহাবাদ।
৩০। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ পুরাণবাজার, সরকার ঠাকুরের কুঞ্জ, বৃন্দাবন
৩১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, নিউদিল্লী
৩২। শ্রীপরমহংসমঠ—নৈমিষারণ্য,
৩৩। শ্রীসারস্বত গৌড়ীয় মঠ—হরিদ্বার।
৩৪। শ্রীব্যাসগৌড়ীয়মঠ—কুরুক্ষেত্র, পঞ্জাব
৩৫। শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাবুলনাথ রোড, পোঃ গ্রাণ্ট রোড, বোম্বে।
৩৬। লণ্ডন গৌড়ীয়মঠ, ৩নং গ্লষ্টার হাউস, কর্ণওয়াল গার্ডেন্স, লণ্ডন। (এস্, ডব্লিউ—৭)।
৩৭। অমর্ষি গৌড়ীয়মঠ—মেদিনীপুর
৩৮। সরভোগ গৌড়ীয় মঠ—সরভোগ, কামরূপ আসাম
৩৯। শ্রীগৌড়ীয়মঠ—১০০ নং মিঠাপুর পোঃ—বাঁকিপুর, পাটনা।

শুদ্ধভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী মাসিক। শ্রীধাম-মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১॥৹ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দি ভাষায় একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি হৃদয় বন মহারাজ সম্পাদিত ও নৈমিষারণ্য শ্রীপরমহংস মঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ১॥৹ দেড় টাকা মাত্র।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥৹ দেড় টাকা মাত্র।

৫। কীর্ত্তন—মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ নিমানন্দ সেবাতীর্থ বি-এজি, বি-টি, সম্পাদিত। আসাম গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম হইতে প্রকাশিত আসামী ভাষায় মাসিক। ভিক্ষা সডাক ১॥৹ দেড় টাকা মাত্র

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ প্রণীত সমগ্র গ্রন্থ

গ্রন্থের মূল বোল্ড অক্ষরে এবং তন্নিম্নে বর্ত্তমান যুগ শুদ্ধভক্তিপ্রচারের মূল মহাপুরুষ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অমৃতপ্রবাহভাষ্য ও প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের অনুভাষ্য সন্নিবেশিত হইয়াছে। অতি সুন্দর ছাপা। ডবল ক্রাউন আটপেজি আকারে ১০২৬ পৃষ্ঠায় কেবল মূল ও ভাষ্য সম্পূর্ণ হইয়াছে। তদ্ব্যতীত ২১৮ পৃষ্ঠায় কেবল শ্লোক সূচী, পদ্যসূচী, স্থানসূচী, পাত্রসূচী, বিষয়-সূচী, শব্দসূচী প্রভৃতি বিস্তৃত সূচী-পত্র। সভাষ্য শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের এরূপ উৎকৃষ্ট ও অমূল্য বিরাট সংস্করণ জগতের কোথায়ও আজ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হন নাই, ইহা নিরপেক্ষ পাঠক-মাত্রেই একবাক্যে স্বীকার করিয়া থাকেন। সর্ব্বসাধারণের সুবিধার জন্য ভিক্ষা ১২৲ বারটাকা স্থলে—৬৲ ছয়টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীচৈতন্যমঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

জাতিসঙ্ঘে সারার সমস্যা

আগামী ১৪ই জানুয়ারী জেনেভায় জাতিসঙ্ঘের পরামর্শ সভার বৈঠক বসিবে। এই বৈঠকে সারার সমস্যার সমাধান হইবে। সন্ধির সর্ত্তে দেশের সমগ্র লোকের মতামত গ্রহণের প্রাথমিক অনুষ্ঠানও এই বৈঠকের অঙ্গ। ১৯৩৫ অব্দে যাহা সম্পন্ন করিতে হইবে, এখন হইতে তাহার অবতারণা হইবে।

সারার আলোচনার তিনটি অঙ্গ। একটি অঙ্গে জার্ম্মাণীর কথা। সারার দেশ জার্ম্মাণীর সঙ্গে মিলিয়া যাইবে অথবা ফ্রান্স তাহার অধিপতি হইবে অথবা জাতিসঙ্ঘই উহার কর্ণধার হইবে—এই কয়টি প্রশ্ন লইয়া সারার আলোচনার অঙ্গ পোষণ হইবে।

সারার অঞ্চলের কয়লার খনি পূর্ব্বে জার্ম্মাণ রাজ্যের অধীন ছিল। জার্ম্মাণীর কবল হইতে বিচ্যুত হইয়া এখন উহা ফ্রান্সের কর্ত্তৃত্বাধীনে আসিয়াছে। মহাযুদ্ধের সময় উত্তর ফ্রান্সের কয়লার খনিগুলি জার্ম্মাণী ধ্বংস করিয়া দেওয়ায় ক্ষতিপূরণ-স্বরূপ সারার অঞ্চলের কয়লার খনি ফ্রান্সের দখলে আসিয়াছে। দেশের লোকের মত যাহাই হউক না কেন, যতই প্রতিবাদ হইতে থাকুক না কেন, সারার অঞ্চলের খনি ফ্রান্সের হাতছাড়া হইবে না। ভার্সেলিস সন্ধির সর্ত্তানুসারে উহা ফ্রান্সের সম্পত্তি হইয়াছে। সুতরাং উহার প্রতিবাদ কে করিবে ?

অতঃপর বৈঠকে রাসায় প্রথার কথা উঠিবে। কথা উঠিবে নবগঠিত পরামর্শ সভা। বলিভিয়া প্যারাগুয়া বিবাদের কথাও বৈঠকের একটা অঙ্গ হইবে। অ্যানকিগের ভাবসৎ এবং আসিরিয়ার খৃষ্টান সমস্যাও বৈঠকের অঙ্গ ছাড়া হইবে না।

স্যর জন সাইমন এই সভার উদ্বোধন কার্য্য সমাধা করিবেন। কিন্তু সভা শেষ পর্য্যন্ত তিনি জেনেভায় থাকিতে পারিবেন না। সাইমন লণ্ডনে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে, লর্ড ক্রেনবোর্ণ মিঃ এণ্টনি ইডেন বৈদেশিক অফিসের প্রতিনিধি হইয়া সভার কার্য্য সম্পন্ন করিবেন।

পথের মধ্যে রাহাজানি

লাহোর হইতে প্রকাশ, লাহোর জেলার অমর সিদ্ধু থানা হইতে দুইটি ডাকাতি সংবাদ আসিয়াছে। উপর্য্যুপরি দুই রাত্রিতে ঐ দুইটি ডাকাতি সংঘটিত হইয়াছিল এবং ঐ ডাকাতিতে যাহারা লুণ্ঠিত হইয়াছিল, তাহাদের মধ্যে একজন কনেষ্টবলও ছিল।

ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, অমরসিন্ধু থানার একজন কনেষ্টবল সন্ধ্যার পরে সাইকেলে চড়িয়া লাহোর ক্যান্টনমেণ্ট হইতে অমরসিন্ধু থানাতে ডাক লইয়া যাইতেছিল। এ যখন গ্রামের রাস্তা দিয়া যাইতেছিল, সেই সময়ে সে দেখিতে পায় যে, দুইজন লোক একজন পথিকের জিনিষপত্র লুণ্ঠন করিতেছে। কনেষ্টবলকে দেখিয়া তাহাদের একজন সাইকেলে লাঠির আঘাত করে, ফলে, কনেষ্টবল সাইকেল হইতে নীচে পড়িয়া যায়। ডাকাতগণ কনেষ্টবলের নিকট প্রায় ৩১টাকা লুণ্ঠন করে।

অপর এক ডাকাতিতে একজন ডাক পিয়নের দ্রব্য লুণ্ঠিত হইয়াছিল। সে থানা বিভাগের ডাক পিয়ন সেও সাইকেলে চড়িয়া গমন করিতেছিল। তাহার নিকট হইতে ১ টাকা ১২ আনা লুণ্ঠিত হইয়াছে। ঐ একই রাস্তার উপর একজন গোয়ালারও দ্রব্য লুণ্ঠিত হইয়াছিল। এই সম্পর্কে এ পর্য্যন্ত কাহাকেও গ্রেপ্তার করা হয় নাই। পুলিশ তদন্ত করিতেছে।

ক্যান্টনমেণ্টের পুলিশ যে সময়ে পাহারায় নিযুক্ত ছিল, সেই সময়ে তাহারা ঐ স্থানে দুইজন লোককে গ্রেপ্তার করিয়াছে। প্রকাশ, তাহাদের নিকট নাকি গ্রাম্য মদের কয়েকটী বোতল পাওয়া গিয়াছে।

হুগলী জিলা বোর্ড

চুঁচুড়া হইতে প্রকাশ, হুগলী জিলা বোর্ডের এক সভায় ঐ বোর্ডের নির্ব্বাচকমণ্ডলী সমূহের পুনর্গঠনের পর সভ্যদের আসন সংখ্যা সম্বন্ধে পুনরায় বিবেচনা করার একটী প্রস্তাব আলোচিত হইয়াছে। বোর্ড সভা বিবেচনা করিয়া গঠিত ৩টী মহকুমা কমিটীতে উপস্থাপিত করিতে স্বীকৃত হইয়াছেন।

এই জিলার পল্লী অঞ্চলের অধিবাসী মুসলমানের সংখ্যা ১৫ হাজার ৯২ মাত্র। নির্ব্বাচনের সম্পর্কে মুসলমানদিগকে সংখ্যাল্প সম্প্রদায় বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে।

রেলের কারখানায় ধর্ম্মঘট

লক্ষ্ণৌ হইতে প্রকাশ, ই, আই, রেলের আলমবাগস্থিত কারখানায় লোকজন ধর্ম্মঘট করিয়াছে। কিছুদিন হইতে সপ্তাহে ৪ দিন কারখানা কাজ চালাইবার যে নিয়ম হইয়াছে, তাহারই প্রতিবাদে এই ধর্ম্মঘট করা হইয়াছে।

রেল শ্রমিকদের য়ুনিয়নের কর্ত্তৃপক্ষ লোকজনকে পুনরায় কাজে লাগাইবার চেষ্টা করিতেছেন এবং এ বিষয়ে এজেণ্টের সিদ্ধান্তের জন্য শ্রমিকদিগকে অপেক্ষা করিতে বলা হইতেছে।

দুইটি সাইকেল উধাও

আগরতলা হইতে প্রকাশ, সরকারী রক্ষিত বনভূমির পর্য্যবেক্ষণকারীদের ২টী সাইকেল আগরতলা হইতে প্রায় ৭ মাইল দূরবর্ত্তী উদয়পুরের রাস্তায় অবস্থিত তহশীল কাছারী হইতে উধাও হইয়া গিয়াছে।

প্রকাশ, পঞ্চ বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় ঠিক প্রাক্কালেই সাইকেল ২টী চুরি গিয়াছে। পুলিসের জোর তদন্ত চলিতেছে। এ পর্য্যন্ত কেহ গ্রেপ্তার হয় নাই।

কংগ্রেস নেতার বাটীতে চুরি

দিল্লী হইতে প্রকাশ, নূতন দিল্লীতে কংগ্রেস নেতা লালা শঙ্কর লালের বাটীতে ১লা অপরাহ্ণে চুরি হইয়া গিয়াছে। লালাজীর সহধর্ম্মিণী বাড়ীতে চাবি দিয়া অপরাহ্ণে পুরাতন দিল্লীতে গিয়াছিলেন। যে চাকরটি ঘরগুলিতে চাবি দেয় সে মে টে ৩ দিন হইল নিযুক্ত হইয়াছিল।

ফিরিয়া আসিয়া তিনি দেখেন, স্নানের ঘরের জানালা খোলা। আর তাঁহার একটি তোরঙ্গ হইতে নগদ ৩৫০ টাকা, ৪ হাজার টাকার গহনা ও আরও অনেক মূল্যবান জিনিষপত্র চুরি গিয়াছে।

নূতন চাকরটা পলাইয়া গিয়াছে। পুলিসের তদন্ত চলিতেছে।

নায়েব হত্যায় গ্রেপ্তার

রাজসাহী হইতে প্রকাশ, নাটোর ছোট তরফের বিদ্যাধরপুর কাছারীর নায়েবের ভৃত্য আরও ৮ জন লোকের সহিত নায়েবের মৃত্যু সম্পর্কে ধৃত হইয়াছে। নায়েব গত বৃহস্পতিবার রাত্রিতে নিহত হইয়াছেন।

নায়েবকে হত্যা করিয়া যে ৫৫৬ টাকা লইয়া যাওয়া হইয়াছিল, তাহা কাছারীর নিকট একটা খালের মধ্যে পাওয়া গিয়াছে। নায়েবের একখানা ছোরা রক্তমাখা অবস্থায় ও একখানা কাটারিও পাওয়া গিয়াছে। ভৃত্যের একখণ্ড বস্ত্রও পুলিস পাইয়াছে।

কর্ম্মচারীর বেতন হ্রাস

ওয়াশিংটন হইতে প্রকাশ, বাজেট সম্পর্কে কথা উঠিয়াছিল প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট সরকারী কর্ম্মচারীর বেতন কর্ত্তন হ্রাস করিয়াছেন। কিন্তু পরবর্ত্তী সংবাদে প্রকাশ, প্রেসিডেণ্ট বেতন কর্ত্তনে হস্তক্ষেপ করেন নাই, যে শতকরা পনর ডলার ছিল, সেই শতকরা পনর ডলারই বজায় রহিল।

প্রেসিডেণ্টের বেতন কর্ত্তন মকুবের কল্পনা প্রচারিত হইলে প্রতিনিধি সভায় ভীষণ প্রতিবাদ হইয়াছিল। সভায় কথা উঠিয়াছিল, যখন চারিদিকেই বৃদ্ধির ব্যবস্থা, তখন বেতন কর্ত্তন হ্রাস করিয়া একটা অনর্থের সৃষ্টি হইবে কেন ? বেতন কর্ত্তন হ্রাস নিম্নরূপ বোঝার উপর শাকের আঁটি নহে অনেক জাল টাকা ব্যাঙ্কের ভাণ্ডারে প্রবেশ করিবে। অতএব প্রেসিডেণ্টের এ বিধি সঙ্গত হয় নাই।

পাঁচ রকমের প্রতিবাদ ও নিন্দা শুনিয়া প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট বলিয়াছেন-তাহা নাই, যে পনর ছিল সেই পনরই রহিল।

আমেরিকার নৌবল সংস্কার

যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধি সভা প্রেসিডেণ্টের উপর বিরাট কর্ত্তব্য প্রদান করিয়াছে। সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হইবার পর যে পরিমাণ রণতরী নির্ম্মাণের ক্ষমতা আমেরিকাকে প্রদান করা হইয়াছিল, তাহা এ পর্য্যন্ত ঘটিয়া উঠে নাই, তাই আমেরিকা এবার অবশিষ্ট রণতরী নির্ম্মাণের চেষ্টা করিতেছে। ক্রুইজার, সবমেরিন, ডেষ্ট্রয়ার, নৌকার তরী, বিরাট তরী, কামান প্রভৃতি কিছুরই অভাব হইবে না। তরীগুলির বৃহদাকারের হইবে, ক্রুইজারগুলি হাজার টন ওজনের হইবে। 'টাইমস' পত্রিকার সংবাদদাতা বলিয়াছেন—এরূপ বিরাট তরী বিশ্বে কখনও দেখা যায় নাই।

নৌ কমিটীর চেয়ারম্যান মিষ্টার ভিনসন বলিয়াছেন—সন্ধিসর্ত্ত অনুযায়ী নৌ-বল জাপান নির্ম্মাণ করিয়াছেন। জাপানকে কেহ বারণ করে নাই, করিলেও জাপান তাহা শুনে নাই। আপনার মনে সর্ব্ব লক্ষ রাখিয়া পূর্ণমাত্রায় নৌ-বল সৃষ্টি করিয়াছে। বৃটেনেও কম যায় নাই, সুবিধা পাইলেই সর্ত্ত পূরণ করিতে বদ্ধপরিকর হইয়াছে। কিন্তু দুর্ভাগ্য আমেরিকা নীরব রহিয়াছে। আধুনিক রণতরী নির্ম্মাণে পশ্চাৎপদ হইয়া নিজ অক্ষমতা প্রকাশ করিয়াছে। আমেরিকা যে ভাবে নৌবল বৃদ্ধি করিবার সঙ্কল্প করিয়াছে তাহা সম্পূর্ণ হইলেও আমেরিকা পীছু হঠিয়াই থাকিবে। যে পরিমাণ তরী নির্ম্মাণ ব্যবস্থা হইয়াছে তাহাতে প্রতিযোগী হইবার ক্ষমতা তাহার থাকিবে না।

হত্যার ভীতিপূর্ণ পত্র

রাজসাহী হইতে প্রকাশ, বঙ্গীয় বিপ্লববাদ দমন আইন অনুসারে স্পেশাল ম্যাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতাপ্রাপ্ত মহকুমা হাকিমের আদালতে রাজসাহীর কনেষ্টবল কালের আলীর বিচার হইতেছে।

অভিযোগে প্রকাশ, জলপাইগুড়ির ডেপুটী ইনস্পেক্টর জেনারেল মিঃ ওয়াকার, কলিকাতার পুলিশ ইনস্পেক্টর জেনারেল, কলিকাতার গোয়েন্দা বিভাগ এবং বঙ্গলাটকে আসামী ৫ খানা বেনামী চিঠি পাঠায়। আসামী পত্রে রাজসাহীর পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টকে গালাগালি দিয়াছে এবং বিপ্লবাদের দ্বারা তাঁহাকে হত্যা করার ভীতি প্রদর্শন করিয়াছে। প্রথম পত্রে মিঃ ওয়াকারকেও ভয় দেখান হইয়াছে।

আসামী পুলিশ ইনস্পেক্টর জেনারেলকে যে পত্র লিখিয়াছে, তাহাতে প্রকাশ, পূর্ব্বে রাজসাহীর পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মিঃ ক্লার্কের বিরুদ্ধে ডেপুটী ইনস্পেক্টর জেনারেলের নিকট অভিযোগ করা হইয়াছিল কিন্তু ডেপুটী ইনস্পেক্টর জেনারেল তাহার কোনরূপ প্রতিকার করেন নাই। বঙ্গলাটের নিকট লিখিত পত্রে প্রকাশ, রাজসাহী পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের বিরুদ্ধে অনেকবার অভিযোগ করা হইয়াছিল।

তারের ঠিকানা— 'শ্রীধাম' মায়াপুর

ডাকের ঠিকানা—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

দৈনিক

REG. C1544

বিজ্ঞাপনের হার		সাধারণের হার	
প্রতিবারে		অগ্রিম দেয়	
প্রতি ইঞ্চি	১৲	বার্ষিক	৯৲
প্রতি কলম	৬৲	ষাণ্মাসিক	৫৲
অর্দ্ধ কলম	৩৷৷০	ত্রৈমাসিক	২৸০
সিকি কলম	২৲	মাসিক	১৲
চুক্তির হার স্বতন্ত্র।		নগদ বর্ত্তমান সংখ্যা	৫

THE NADIA-PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র মঙ্গল-প্রচার · নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৮ম খণ্ড সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বেদান্তবাচস্পতি [২৬৮-শ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর— ৩রা মাঘ বুধবার ১৩৪০, ১৭ই জানুয়ারী, ১৯৩৪

বাঙ্গলার ভূতপূর্ব্ব লাট

করাচী হইতে প্রকাশ, গত ১০ই জানুয়ারী বাঙ্গলার ভূতপূর্ব্ব লাট লর্ড রোনাল্ডসে একখানি বিমানপোতে করাচী পৌঁছিয়াছেন এবং যোধপুর রওনা হইয়াছেন। তিনি সম্ভবতঃ তথা হইতে কলিকাতা যাইবেন।

গুরুবায়ুরে গান্ধীজী

গুরুবায়ুর হইতে প্রকাশ, গত ১১ই জানুয়ারী গান্ধীজী তথায় পৌঁছিয়াছেন। এক জনসভায় তিনি বক্তৃতা করেন এবং তাঁহাকে ২০০৲ টাকার একটি তোড়া উপহার দেওয়া হয়। সভাস্থলে আগমনের অর্দ্ধঘণ্টা পূর্ব্বে প্রায় ৫০ জন সনাতনী বক্তৃতামঞ্চের দিকে অগ্রসর হয় এবং তাহাদের মধ্যে একজন সভায় বক্তৃতা করিতে আরম্ভ করে। এই সময় সভায় বিষম গণ্ডগোল উপস্থিত হয় এবং লাঠি ও ইটপাটকেল যথেষ্ট ব্যবহৃত হইতে থাকে। কয়েক ব্যক্তি আহত হয়; তন্মধ্যে দুই জনকে হাসপাতালে স্থানান্তরিত করিতে হইয়াছে। গান্ধীজী সভায় উপস্থিত হইয়া ধীরভাবে উভয় পক্ষের বক্তব্য শ্রবণ করেন এবং সকলকে শান্ত হইতে উপদেশ দেন। তিনি এই ঘটনায় দুঃখ প্রকাশ করিয়া বলেন যে, হিংসা করা কোনওরূপে উচিত নহে, তিনি হরিজনদের উন্নতি সাধনের প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দেন এবং এই বিষয়ে সনাতনীদের পবিত্র কর্ত্তব্য সম্বন্ধে সনাতনীদিগকে স্মরণ করাইয়া দেন।

জনসাধারণের এবং পোন্নাই তালুক বোর্ডের পক্ষ হইতে গান্ধীজীকে অভিনন্দন-পত্র প্রদান করা হয়।

ফাঁসী

চট্টগ্রাম হইতে প্রকাশ, গত ১২ই জানুয়ারী সকাল বেলা চট্টগ্রাম জেলের ভিতরে সূর্য্য সেন ও তারকেশ্বর দস্তিদারের ফাঁসি হইয়া গিয়াছে। সূর্য্য সেন ও তারকেশ্বর দস্তিদার চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন মামলার আসামী।

চট্টগ্রামে এক স্পেশ্যাল ট্রাইবিউনেলে তাঁহাদের বিচার হইয়াছিল। বিচারে তাঁহারা মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিলেন।

গত নবেম্বর মাসের মাঝামাঝি সময় কলিকাতা হাইকোর্টে উক্ত দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে আপীল করা হইলে হাইকোর্ট উক্ত দণ্ডাদেশ বহাল রাখিয়াছিলেন।

পাঁচহাজার টাকা চুরি

নয়াদিল্লী হইতে প্রকাশ, গত ১০ই জানুয়ারী কংগ্রেস নেতা লালা শঙ্করলালের নয়াদিল্লীর বাড়ী হইতে প্রায় পাঁচহাজার টাকা চুরি হইয়া গিয়াছে। প্রকাশ, লালাজীর পত্নী অপরাহ্নে একজন ভৃত্যকে দিয়া তালা বন্ধ করিয়া পুরাতন দিল্লী যান। এই চাকর মাত্র চারি দিন পূর্ব্বে নিযুক্ত হইয়াছিল। ফিরিয়া আসিয়া তিনি দেখিতে পান। স্নানের ঘরের দরজা ভাঙ্গা এবং নগদ ৬৫০৲ টাকা ও অলঙ্কারপত্র এবং অন্যান্য মূল্যবান দ্রব্য প্রায় চারি হাজার টাকা চুরি হইয়া গিয়াছে। চাকরও তদবধি নিরুদ্দেশ।

কারাদণ্ড

জামসেদপুর হইতে প্রকাশ, গত ১০ই জানুয়ারী শ্রীযুক্ত রামকৃষ্ণপ্রসাদ সিংহ ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটের এজলাসে সম্প্রতি এক চাঞ্চল্যকর মোকদ্দমার শুনানী সমাপ্ত হইয়াছে। জ্যোতির্ম্ময় নন্দী নামক এক অপরিচিত যুবক এই মোকদ্দমার আসামী। মোকদ্দমার বিবরণ এই যে, কথিত ঘটনার দিবস সন্ধ্যাকালে উক্ত যুবক স্থানীয় হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক শ্রীযুক্ত রামপদ সেনগুপ্ত মহাশয়ের নিকট হইতে ভীতি প্রদর্শন পূর্ব্বক ২৩৷৵০ আনা লইয়া সরিয়া পড়ে। প্রকাশ, যে আসামী উক্ত ডাক্তার বাবুকে বলে সে "এনার্কিষ্ট" দলের লোক এবং পকেটে হাত দিয়া বলে যে, তাহার কাছে "রিভলভার" আছে ইত্যাদি। ঘটনার কয়েক ঘণ্টা পরে উক্ত যুবক টাটানগর রেলওয়ে ষ্টেশনে পুলিশ কর্ত্তৃক ধৃত হয়। ম্যাজিষ্ট্রেট পেনাল কোডের ৩৯২ ধারা অনুযায়ী আসামীকে দোষী সাব্যস্ত করিয়া তাহার প্রতি দেড় বৎসরের জন্য কঠোর কারাদণ্ডের আদেশ দিয়াছেন।

বিশ্ব-বিশ্রুত শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত

শ্রীচৈতন্য ভাগবত

বিরাট দ্বিতীয়-সংস্করণ

গৌড়ীয়াচার্য্যভাস্কর প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ কর্ত্তৃক গৌড়ীয়ভাষ্য ও বিবৃতিসহ প্রকাশিত। সংস্কৃত শ্লোক সমূহের অন্বয়, অনুবাদ ও ব্যাখ্যা সন্নিবেশিত। প্রতি অধ্যায়ের কথাসার, অধ্যায়-সূচী, শ্লোক-সূচী, পয়ার-সূচী, স্থান-সূচী, পাত্র-সূচী, ও গ্রন্থকার শ্রীল বৃন্দাবন দাস গোস্বামীর জীবনী প্রভৃতি মহামূল্য-রত্নে অলঙ্কৃত।

ভিক্ষা—সর্ব্বসাধারণের সুবিধার জন্য ১২৲ স্থলে ৬৲ ছয়টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—

১। শ্রীচৈতন্য মঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

২। শ্রীশ্রীগৌড়ীয় মঠ
পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

শিশুর খাদ্য

K. C. BOSE & CO'S
INDIAN BARLEY
CALCUTTA
ESTD 1885
THE FIRST & FOREMOST FIRM IN INDIA
BOSE'S SUPERIOR INDIAN BARLEY
1 lb net
Prepared only of Genuine & Selected Grains
K. C. BOSE & Co
SHAMBAZAR STEAM BISCUIT & BARLEY FACTORY
CALCUTTA

আমাদের বার্লী আধুনিক উন্নত বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে প্রস্তুত, শ্রেষ্ঠ ও সুলভ বলিয়া ভারতবর্ষের গৃহে গৃহে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে

পঞ্চাশ বৎসরের প্রতিষ্ঠিত

কে সি বসু এণ্ড কোং
শ্যামবাজার ষ্টীম বিস্কুট এণ্ড বার্লী ফ্যাক্টরী
কলিকাতা।

সরস্বতী-জয়শ্রী

সেবার অপূর্ব্ব সুযোগ !! সেবার অপূর্ব্ব সুযোগ !!

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের জীবনচরিত

আগামী ২১শে মাঘ (১৩৪০), ৪ঠা ফেব্রুয়ারী (১৯৩৪) রবিবার শ্রীশ্রীব্যাসপূজা-বাসরে শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণবসম্প্রদায়ৈক-সংরক্ষক ও শ্রীগৌড়ীয়-মঠের মূল মহাপুরুষ প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের ভুবনমঙ্গল জীবনচরিত—"সরস্বতী-জয়শ্রী" প্রকাশিত হইবেন। এই গ্রন্থরাজে বিবিধ চিত্র, মানচিত্র ও হস্তাক্ষর-সম্বলিত পরমাশ্চর্য্য বিষয় সন্নিবেশিত থাকিবে। গ্রন্থের কলেবর রয়্যাল আটপেজী সাইজের ন্যূনাধিক পাঁচশত পৃষ্ঠা হইবে। এতদ্ব্যতীত শ্রীব্যাস-পূজার সময় শ্রীল প্রভুপাদের অভিমর্ত্ত্য চরিত্র ও আচার-প্রচার-বৈশিষ্ট্য; সর্ব্বসাধারণে বোধগম্য করিবার নিমিত্ত কলিকাতা-শ্রীগৌড়ীয়মঠে একটি মিউজিয়াম বা প্রদর্শনী উন্মুক্ত হইবে

—ঃ কাশীধাম মিশির পোখরাতে ঃ—

শ্রীগৌড়ীয় মঠের

—সৎশিক্ষা প্রদর্শনী—

অপূর্ব্ব! অত্যাশ্চর্য্য!! ধারণাতীত!!!

জীবন্ত প্রতিমার ন্যায় শত শত মূর্ত্তিতে সুসজ্জিত বিভিন্ন দৃশ্য—রাবণের স্বর্ণ লঙ্কা দাউ দাউ করিয়া জ্বলিতেছে, মৌমাছির দল মধুপানের জন্য ঝাঁকে ঝাঁকে উড়িয়া যাইতেছে, শ্রীকৃষ্ণের অন্তর্দ্ধানে ভাগবত-সূর্য্যের উদয় হইতেছে, যমপুরীতে পাপিগণ নরক-কুণ্ডে পড়িয়া ত্রাহি ত্রাহি আর্ত্তনাদ করিতেছে, ভক্তগণের সঙ্গে শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু সঙ্কীর্ত্তন-লীলা প্রদর্শন করিতেছেন ইত্যাদি আরও কত কি দেখিয়া বিস্মিত ও মুগ্ধ হইবেন।

—ঃ মহিলাগণের বিশেষ বন্দোবস্ত আছে ঃ—

দর্শনের সময়—প্রাতঃ ৮টা হইতে রাত্রি ৮॥০ পর্য্যন্ত

ইউনিয়ন বোর্ডের ফর্ম্ম

ফর্ম্ম সর্ব্বদা বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত থাকে। অর্ডার পাইলে আমরা অতি ত্বরিত সহিত রেজেষ্টারী বহির উপরে ইউনিয়ন বোর্ডের নাম ও নম্বর লেবেল ছাপাইয়া অতিশয় সত্বর সরবরাহ করিয়া থাকি। কয়েকটি ফরমের তালিকা নিম্নে দেওয়া গেল—

অ্যাসেসমেণ্ট তালিকা

ইউনিয়ন বোর্ডের, বেঞ্চের ও কোর্টের যাবতীয়

১ নং ফরম প্রতি শত ১৲ টাকা।

বজেট এষ্টিমেট

২নং ফরম প্রতি খানা /০ আনা, প্রতি শত ৪৲ টাকা।

ক্যাশ বহি

৩ নং ফরম (আয় ব্যয়ের জমা খরচের বহি) ১০০ পৃষ্ঠার বহি ১৲

নিবেদক—ম্যানেজার, ভাগবত প্রেস কাছারী কৃষ্ণনগর নদীয়া।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

নদীয়া-প্রকাশ

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক

— পারমার্থিক পত্র —

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশ-
তনয়স্তদ্ধাম-বৃন্দাবনং,
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং
প্রেমা পুমর্থো মহান্,
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং
তত্রাদরো নঃ পরঃ॥

৮ম বর্ষ } ১৭ মাধব গৌরাব্দ ৪৪৭, ৩রা মাঘ বঙ্গাব্দ ১৩৪০, ১৭ই জানুয়ারী ইং ১৯৩৪, বুধবার } …১৮ তম সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

কলিকাতা ১২।১।৩৪

তার-যোগে জানা গিয়াছে, শ্রীগৌড়ীয়-মঠের অন্যতম সেবক শ্রীপাদ রাসবিহারী ব্রহ্মচারী ভক্তিজ্যোতিঃ মহাশয় কলিকাতা হইতে ৮ই জানুয়ারী রওনা হইয়া ১০ই বুধবার বোম্বে গৌড়ীয়মঠে পৌঁছিয়াছেন এবং গত ১১ই জানুয়ারী বৃহস্পতিবার 'ভিক্টোরিয়া' জাহাজে লণ্ডন যাত্রা করিয়াছেন। সজ্জীবনীতে ভক্তিজ্যোতিঃ মহোদয়ের বৈষ্ণবধর্ম্ম-প্রচারার্থ লণ্ডন-যাত্রার সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। কিন্তু যাত্রার তারিখটী ঠিক হয় নাই।

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিবৈভব সাগর মহারাজ বর্ত্তমান সময়ে মেদিনীপুর জেলার পানা, [illegible] প্রভৃতি স্থানে হরিকথা প্রচার করিতেছেন। তাঁহার প্রচারে গ্রামবাসিগণের সহানুভূতি তাঁহাদের সুকৃতির পরিচয় প্রদান করিতেছে।

শ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি মহারাজ ও শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার অন্যতম সম্পাদক শ্রীপাদ অতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কলিকাতা মহানগরীর বিভিন্ন স্থানে মহাপ্রভুর শিক্ষা কীর্ত্তন করিতেছেন। তাঁহারা শীঘ্রই অন্যত্র প্রচারে বহির্গত হইবেন।

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের জীবনী 'সরস্বতী-জয়শ্রী'র মুদ্রণ কার্য্য ঢাকার প্রসিদ্ধ 'মনমোহন প্রেস' ও 'ইউনিয়ন প্রেসে' অতি দ্রুতবেগে চলিতেছে। অতি উত্তম রয়েল কাগজে অক্টেভো-সাইজে ছাপা হইতেছে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ

৪২ নং ফরিদপুরা, কাশীধাম

সন ১৩৪০ সাল ১লা মাঘ

বিপুল সম্মানপুরঃসর নিবেদন—

আগামী ১৯শে জানুয়ারী ৫ই মাঘ শুক্রবার হইতে ২১শে জানুয়ারী ৭ই মাঘ রবিবার পর্য্যন্ত কাশী শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠে (৪২ নং ফরিদপুরাস্থিত অন্নদা ভবনে) বার্ষিক মহোৎসব হইবে। মহাশয় কৃপাপূর্ব্বক সবান্ধবে উৎসবে যোগদান করিলে পরমানন্দিত হইব। নিম্নে উৎসব-তালিকা লিখিত লইল :—

৫ই মাঘ শুক্রবার—মধ্যাহ্নে মহাপ্রসাদ-সম্মান।
৬ই ,, শনিবার—বেলা ৩টায় বক্তৃতা। বিষয়—'সরস্বতী-পূজা'
৭ই ,, রবিবার ,, ,, ,, বিষয়—"প্রেম"।
বক্তৃতার পরে মহাজন-পদাবলী ও নামসংকীর্ত্তন হইবে।

শ্রীহরিজনকিঙ্কর
শ্রীঅতুল চন্দ্র গোস্বামী ভক্তিসারঙ্গ
শ্রীকুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ আচার্য্যত্রিদণ্ডিক
শ্রীনিশিকান্ত সান্যাল এম, এ, ভাগবতসুধাকর,
ভক্তিশাস্ত্রী, সম্প্রদায়বৈভবাচার্য্য

দৈবানুরোধে উপরিউক্ত তালিকা পরিবর্ত্তনযোগ্য।

এই গ্রন্থরাজে অনেক শিক্ষাপ্রদ সুদৃশ্য চিত্র মানচিত্র প্রভৃতি থাকিবে। এই সুবৃহৎ-গ্রন্থে আচার্য্যবর্য্যের আচার-প্রচারময় দেদীপ্যমান্ আদর্শের সঙ্গে সঙ্গে গৌড়ীয়-বৈষ্ণবধর্ম্মের ও বৈষ্ণব-সম্প্রদায়চতুষ্টয়ের তথ্যরাজি সন্নিবেশিত থাকিবে। যাঁহারা এই গ্রন্থরাজলাভে ইচ্ছুক, তাঁহারা এক্ষণেই ইহার গ্রাহক হইবার জন্য 'ম্যানেজার গ্রন্থ-বিভাগ, শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া" এই ঠিকানায় পত্র লিখুন।

বেঙ্গল ডুয়ার্স লাইনে ভুটান প্রদেশের অন্তর্গত মারি-পাহাড় গ্রামে শ্রীযুক্ত সদানন্দ রায় প্রামাণিক ও শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ নস্কর প্রভৃতি ভদ্র মহোদয়গণের সাগ্রহে শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত বাণী-সেবক সামান্তর সেবকগণ নিমন্ত্রিত হইয়া তথায় গমন করতঃ বিগত ৫ই ও ৬ই পৌষ বুধ ও বৃহস্পতিবার দুই দিবস "মানবজাতির ধর্ম্ম"-সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন।

সভায় হিন্দু মুসলমান জাতিধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষে অসংখ্য লোকের সমাগম হইয়াছিল। প্রথম দিন অপেক্ষা দ্বিতীয় দিন দ্বিগুণ লোক উপস্থিত ছিলেন। মুসলমানদিগের উচ্চ শিক্ষিত মৌলবীগণ উপস্থিত থাকিয়া অ[illegible]বাণী-শ্রবণে স্তম্ভিত ও পরমানন্দিত হইয়াছেন। মানবজাতির মধ্যে ধর্ম্মের এই প্রকার আলোক প্রবেশ করিলে আর জাতি-ধর্ম্ম-বিদ্বেষ উপস্থিত হইবার অবসর থাকে না, [illegible] তাঁহারা একবাক্যে স্বীকার করিয়া গিয়াছেন।

ঢাকা জেলা বিক্রমপুর-নিবাসী একজন উপাধিধারী কবিরাজ, [illegible] নিকটস্থ গ্রামবাসী একজন উচ্চশ্রেণীর জোতদার, (শ্রীযুক্ত অশ্বিনী কুমার গুহ মজুমদার) বালিগঞ্জ [illegible] গৌরাঙ্গ মঠের সম্মুখের নিবাসী একজন যুবক, আরও কয়েকজন ঢাকার সভায় উভয় দিন উপস্থিত থাকিয়া একবাক্যে [illegible] শুদ্ধ ভক্তিকথাবাণী-প্রচারকদের উৎসাহ প্রকাশ করায় একটা বেশ জাগরণের সাড়া পড়িয়াছে যে আমাদের [illegible] সম্প্রদায়ের [illegible] নৈসর্গিক বা বর্ত্তমানের [illegible] নহে। প্রকৃত যত ধর্ম্ম বা ধর্ম্মের কথা সবই এক আত্মধর্ম্মের বিকৃতি বা হেয় প্রতিফলন মাত্র।

উক্ত দুই দিবস শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তবাণী-শ্রবণে অত্যাকৃষ্ট হইয়া [illegible] ক্রোশ দূরবর্ত্তী [illegible]গ্রাম নিবাসী [illegible] সাহা জমিদার ([illegible] গোস্বামী মহাশয়দিগের শিষ্য) শ্রীযুক্ত প্রেমলাল সাহা প্রভৃতি কতিপয় সজ্জনের আগ্রহে ৭ই ও ৮ই পৌষ দুই দিবস হরিকীর্ত্তনের জন্য সেবকগণ নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১৭ মাধব ভৃত্য অনিরুদ্ধ

পদ্মাবতী

গৌড়দেশবাসী—ভারতবাসী—ভারতবাসীই বা কেন পৃথ্বীবাসী—অথবা সমগ্র-বিশ্ববাসী জীবকে সৌভাগ্য-সুযোগ প্রদান করিবার জন্য একদিন এই ভূলোকে গোলোকের দেবতাগণ আসিয়াছিলেন। তাঁহাদের এক এক জনের জ্বলন্ত জীবন সহস্র সহস্র শাস্ত্রের ভূমিকা, বেদ-বেদান্তের সার মর্ম্ম, স্মৃতির ব্যবস্থা, পুরাণের উপদেশ-রাজিকে বিশ্লেষণ করিয়াছে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, বর্ত্তমান সভ্য জগৎ ঘরের কথায় উদাসীন।

আমরা আজ পাঠক পাঠিকাগণের নিকট যাঁহার মহান্ আদর্শ কীর্ত্তন করিয়া ধন্য হইবার ইচ্ছা করিয়াছি, তিনি ‘পরমা বৈষ্ণবী শক্তি’ “জগন্মাতা” শ্রীপদ্মাবতী—শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ-জননী। রাঢ়দেশে ‘একচাকা’ নামে একটী গ্রাম আছে, বর্ত্তমান বীরভূম জেলার মল্লারপুর ষ্টেশন্ (নলহাটী লুপ লাইন) হইতে চারি ক্রোশ পূর্ব্বদিকে এই গ্রাম অবস্থিত, প্রায় পাঁচশত বৎসর পূর্ব্বে এই স্থানে হাড়াই পণ্ডিত নামে অতি ‘নিষ্ঠা-পরায়ণ ‘মহা বিরক্তপ্রায়’ ‘দয়াল-চরিত’, ও উদার এক ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। তাঁহার পতিব্রতা পত্নীর নামই—পদ্মাবতী। পতি-পত্নী উভয়েই বিষ্ণু বৈষ্ণবের সেবাই যে জীবের জীবনের ব্রত ইহা নিয়ত আচরণদ্বারা শিক্ষা দিয়াছিলেন। পল্লীগ্রামের ভিতরে বসিয়া তাঁহারা এইরূপ আদর্শ-বৈষ্ণবজীবন যাপন করিতেছিলেন। কিন্তু মরীচিমালী যেরূপ বিশাল-গগনের এক কোণে উদিত-প্রায় প্রতিভাত হইলেও সমগ্র জগৎ তাঁহার আবির্ভাবের কথা জানিতে পারে, তদ্রূপ একটী ক্ষুদ্র গ্রামের মধ্যে সেই ধর্ম্মপ্রাণ দম্পতি বাস করিয়া হরিভজন করিলেও সমগ্র দেশে তাঁহাদের কীর্ত্তিকিরণ ছটা বিকীর্ণ হইল। হাড়াই পণ্ডিত ও পদ্মাবতীর বিশুদ্ধ-সত্ত্বে জগদ্গুরু শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভু আবির্ভূত হইলেন।

নিত্যানন্দ-জননী পদ্মাবতী একাধারে ত্রেতাযুগে লক্ষ্মণ-জননী সুমিত্রা ও দ্বাপর-যুগে বলচন্দ্র-জননী রোহিণী। হাড়াই পণ্ডিত ও পদ্মাবতী নিত্যকাল বাৎসল্য-রসের অবধি, কিন্তু এই অবতারে স্বয়ং ভগবান্ জীব-শিক্ষাকল্পে লোকশিক্ষকরূপে অবতীর্ণ। তাই তিনি তাঁহার জনক-জননীর দ্বারা এক একটী মহান্ আদর্শ স্থাপন করিলেন।

“পরম উদার দুই ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণী।
তাঁর ঘরে নিত্যানন্দ জন্মিলা আপনি॥
সকল পুত্রের জ্যেষ্ঠ নিত্যানন্দ রায়।
সর্ব্ব সুলক্ষণ দেখি নয়ন জুড়ায়॥”

* * * *

তিলমাত্র নিত্যানন্দ না দেখিলে মাতা।
যুগ-প্রায় হেন বাসে ততোধিক পিতা॥
তিলমাত্র নিত্যানন্দ পুত্রেরে ছাড়িয়া।
কোথাও হাড়াই ওঝা না যায় চলিয়া॥
কিবা কৃষিকর্ম্মে কিবা যজমান-ঘরে।
কিবা হাটে কিবা ঘাটে যত কর্ম্ম করে॥
পাছে যদি নিত্যানন্দ-চন্দ্র চলি’ যায়।
তিলার্দ্ধে শতেক বার উলটিয়া চায়॥
ধরিয়া ধরিয়া পুনঃ আলিঙ্গন করে।
ননীর পুতুলি যেন মিলায় শরীরে॥
এই মত পুত্র সঙ্গে বুলে সর্ব্ব ঠাঞি।
‘প্রাণ’ হইলা নিত্যানন্দ, ‘শরীর’ হাড়াই॥
(চৈঃ ভাঃ মধ্য)

এইরূপ মাতা-পিতার বৎসল রসে সেবিত হইয়া বালক নিতাই বাল্য-লীলায় ব্যস্ত ছিলেন। দৈবাৎ একদিন একজন বৈষ্ণব-সন্ন্যাসী নিত্য বৈষ্ণবসেবা-পরায়ণ হাড়াই পণ্ডিতের গৃহে ভিক্ষার্থ উপস্থিত হইলেন। হাড়াই পণ্ডিত বৈষ্ণব সন্ন্যাসীকে অতি যত্ন ও প্রীতির সহিত ভিক্ষা করাইয়া স্বীয় ভবনে তাঁহাকে স্থান দিলেন। বৈষ্ণব-সাধুকে পাইয়া পণ্ডিত সারারাত্র সন্ন্যাসীর সঙ্গে কৃষ্ণ-কথা-প্রসঙ্গে যাপন করিলেন। উষঃকালে সন্ন্যাসীপ্রবর স্থানান্তরে গমনকাম হইয়া হাড়াই পণ্ডিতকে বলিলেন,—“পণ্ডিত, আপনার নিকট আমার একটী ভিক্ষা আছে”। সর্ব্বদা বৈষ্ণব-সেবার ব্যস্ত হাড়াই পণ্ডিত, বৈষ্ণব-সন্ন্যাসী ভিক্ষা চাহিতেছেন, ইহা অপেক্ষা গৃহস্থের আর সৌভাগ্যের বিষয় কি হইতে পারে,—এইরূপ বিচার করিয়া সন্ন্যাসী-প্রবরকে বলিলেন,—“মহারাজ, আপনি যাহা চাহিবেন এ অধম তাহাই সমর্পণ করিবার সৌভাগ্য পাইলে নিজকে কৃতার্থ জ্ঞান করিবে।

কৃষ্ণার্থে সর্ব্বস্ব-ত্যাগী সর্ব্বস্ব দ্বারা সতত কৃষ্ণসেবা-পরায়ণ বৈষ্ণব-ভিক্ষুক সামান্য প্রাকৃত ভিক্ষুকের ন্যায় কিছু ভিক্ষা করিবেন না। তাঁহারা অল্পতে সন্তুষ্ট নহেন। কেন না, তাঁহাদের চিত্ত সমগ্র বস্তু দ্বারা স্বরাট্-পুরুষ ভগবানের সেবার জন্য ব্যাকুল। তাঁহারা নিজেরা ভগবানের পাদপদ্মে সর্ব্বস্ব ডালি দিয়াছেন, তাই তাঁহারা জগতের সকল জীবের সর্ব্বস্বকে ভগবানের পদ-কমলে অঞ্জলি প্রদান করাইবার জন্য প্রতি দ্বারে দ্বারে সেই ভিক্ষাই করিয়া থাকেন। তাঁহাদের ভিক্ষার গীত এই—

‘রাধা-কৃষ্ণ’ বল, সঙ্গে চল,
এই মাত্র ভিক্ষা চাই।

বৈষ্ণব-সন্ন্যাসীও আজ সেই ভিক্ষাই চাহিয়া বসিলেন। সন্ন্যাসী আজ হাড়াই পণ্ডিতের যথা-সর্ব্বস্ব—অঙ্গজাত্মা, প্রাণের প্রাণ, নয়নের তারা, হাতের নড়ি, গলার হার, বুকের ধন, গৃহের মাণিক, তাঁহার বলিতে যাহা কিছু সেই নিত্যানন্দ চাঁদকে ভিক্ষা চাহিলেন। বলিলেন,—“পণ্ডিত! আমি তোমার জ্যেষ্ঠ পুত্রকে ভিক্ষা চাই। আমি পরিব্রাজক সন্ন্যাসী তীর্থপর্য্যটন করিয়া বেড়াইব। আমার সঙ্গে একটী ব্রাহ্মণ ব্রহ্মচারী চাই, তোমার পুত্রকে আমার সঙ্গে দাও।”

হাড়াই পণ্ডিত! তুমিই যথার্থ পিতার আদর্শ। তুমি যদি আজ বৈষ্ণব সেবার্থে এইরূপ অপূর্ব্ব ত্যাগের আদর্শ না দেখাইতে, তাহা হইলে জগতে ‘বৈষ্ণব-সেবা’ গৃহস্থের কেন, সমগ্র জীবের মঙ্গলের উপায়টী ধরাধাম হইতে লুপ্ত হইত। আজ তোমার প্রাণ-অপেক্ষা প্রিয়তম নিত্যানন্দ চন্দ্রকে তুমি বৈষ্ণব-সন্ন্যাসীর হাতে সঁপিয়া দিবার পূর্ব্বে কি বিচার করিলে তাহা আমাদের বিশেষ শিক্ষণীয় বিষয়,—

“ভিক্ষুকের পূর্ব্বে মহাপুরুষ সকল।
প্রাণদান দিয়াছেন করিয়া মঙ্গল॥
রামচন্দ্র পুত্র দশরথের জীবন।
পূর্ব্বে বিশ্বামিত্র তানে করিলা যাচন॥
যদ্যপিও রাম বিনে রাজা নাহি জীয়ে।
তথাপিহ দিলেন এই পুরাণেতে কহে॥
সেই ত’ বৃত্তান্ত আজি হইল আমারে।
এ ধর্ম্ম-সঙ্কটে কৃষ্ণ রক্ষা কর মোরে॥”
(চৈঃ ভাঃ মধ্য)

এইরূপ বিচারপূর্ব্বক হাড়াই পণ্ডিত পদ্মাবতীর নিকট উপস্থিত হইয়া আনুপূর্ব্বিক সমস্ত বিবরণ বলিলেন। এবার পাঠক-পাঠিকাগণ মাতৃত্বের আদর্শ শ্রবণ করুন। জগতে এইরূপ মাতৃত্বের আদর্শ হইয়াছে কি না জানি না। প্রাচীন ইতিহাসে বহু আত্মত্যাগীর কথা শুনিতে পাওয়া যায়। মাতা শত্রুর পায় পুত্রের প্রাণ ডালি দিবার জন্য পুত্রকে নিজহস্তে যুদ্ধসজ্জায় সজ্জিত করিয়া দিয়াছেন। স্নেহের অদ্বিতীয় অবলম্বন প্রাণাধিক শিশুপুত্রকে নিষ্ঠুর ঘাতকের তরবারির মুখে সমর্পণ করিয়াছেন—একথাও আমরা শুনিয়াছি। কিন্তু সে-সকল জাগতিক মহান্ আদর্শের অভিনয়গুলি যদি আমরা সূক্ষ্মভাবে বিশ্লেষণ করি, তাহা হইলে দেখিতে পাইব যে, তন্মধ্যে প্রচ্ছন্ন প্রতিষ্ঠাকাঙ্ক্ষা, ‘স্বার্থত্যাগের নামে অপস্বার্থ, মাতৃত্বের নামে ‘নিষ্ঠুরতা ও নৃশংসতা’ নেপথ্যে নৃত্য করিতেছে। কারণ যেখানে সম্পূর্ণভাবে কৃষ্ণেন্দ্রিয়প্রীতিবাঞ্ছা নাই, তাহা ইন্দ্রিয়-কাম ব্যতীত আর কিছুই নহে। যদিও উহা সুন্দর মুখস পরিয়া আমাদিগকে অনেক সময় ছলনা করে, তথাপি উহা ‘আত্মবঞ্চনা’ ও ‘পরবঞ্চনাময়ী’ প্রহেলিকা মাত্র। আজ পতিব্রতা-শিরোমণি পদ্মাবতী বৈষ্ণবপতিকে কি বলিলেন, তাহা ব্যাসাবতার ঠাকুর বৃন্দাবনের অমর ভাষায় বলিতেছি—

“শুনিয়া বলিলা পতিব্রতা জগন্মাতা।
যে তোমার ইচ্ছা প্রভু সেই মোর কথা॥”

ইহাকেই বলে জননীত্ব, মাতৃত্ব ও পতি-ব্রাত্য। যদি কাহারও জননী হইতে হয়, তাহা হইলে এইরূপ জননীরই আদর্শ গ্রহণ করা উচিত। যদি কাহারও সহধর্ম্মিণী হইতে হয়, তাহা হইলে এইরূপ পত্নীই হওয়া উচিত। নতুবা আত্মেন্দ্রিয়-তর্পণের জন্য কৃষ্ণের বস্তুকে নিজের ভোগে লাগাইবার জন্য দশমাস দশদিন গর্ভধারণ করা বৃথা।

“পিতা ন স স্যাৎ জননী ন সা স্যাৎ
* * * *
ন মোচয়েদ্ যঃ সমুপেতমৃত্যুম্।”

এই ভাগবতের বাণী অক্ষরে অক্ষরে শ্রীপদ্মাবতীর অখণ্ড চরিত্রে প্রকাশিত।

জগতের বহির্ম্মুখ জনক-জননী পুত্রকে সন্ন্যাসীর হাতে সঁপিয়া দেওয়া দূরে থাকুক, অনেক সময় পুত্র কোনরূপ সাধুসঙ্গ করিতেছেন কোনরূপ একটু জ্ঞান হইতেছেন জানিলেই, পাছে তাহাতে তাঁহাদের ভোগের ব্যাঘাত হয়, ভবিষ্যতে তাঁহাদের পুত্ররত্ন তাঁহাদের যথেষ্ট ভোগের ইন্ধন সংগ্রহ করিয়া না দেয়—এই আশঙ্কায় পুত্রকে ধর্ম্মপথে যাইতে শতপ্রকারে বাধা দিয়া থাকেন। আর যদি জানিতে পারেন যে, কোন শুদ্ধ বৈষ্ণব বা সন্ন্যাসীর সঙ্গে পুত্ররত্নটী মিশিতেছেন, তাহা হইলে সেই সন্ন্যাসীকে—পারিলে পৃথিবী হইতে বিতাড়িত করিবার চেষ্টারও বিন্দুমাত্র ত্রুটী করেন না। বর্ত্তমানে এইরূপ হিরণ্যকশিপু-সদৃশ শত শত পিতা ও কৈকেয়ী-সদৃশ শত শত মাতার অসদ্ভাব নাই। আমরা অনেক সময় অনেকেই জনক-রাজা, শ্রীবাসপণ্ডিত প্রভৃতির দোহাই দিয়া গৃহস্থ-বৈষ্ণব হইবার জন্য বিশেষ উৎসুক থাকি। কিন্তু যদি কোন শুদ্ধবৈষ্ণব সাধু আমাদের কোন আত্মীয়স্বজন বা দুই একটী সন্তানকে আমাদের ন্যায় স্বার্থপর দস্যুর হস্ত হইতে নিমুক্ত করিয়া শ্রীহরির পাদপদ্মে অর্পণ করিবার চেষ্টা করেন, তখনই আমাদের বৈষ্ণবতা পরীক্ষা হয়। আমরা তখন ঐ বৈষ্ণবসাধুর শত্রুতা আচরণ করিতেও ... করি না। কিন্তু আমাদের ন্যায় এইরূপ প্রতিষ্ঠাকাঙ্ক্ষী মিছাভক্ত তথা বহির্ম্মুখ জনকজননী অভিমানিগণের চক্ষের সম্মুখে আদর্শ স্থাপন করিবার জন্য আজ হাড়াই

কৃষ্ণনাম ভজ জীব আর সব মিছে। পলাইতে পথ নাই যম আছে পিছে॥

পাণ্ডুর ও পদ্মাবতী—ইঁহারা বাৎসল্যরসের একমাত্র অবধি, তাঁহারা নিজ প্রাণাধিক প্রিয় পুত্রকে পরম-প্রীতিসহকারে সন্ন্যাসীর হস্তে সমর্পণ করিবার লীলা প্রদর্শন করিলেন।

"সে-ই পিতা মাতা সে ই সে দেবতা
সে-ই গুরু-বন্ধুজনে।
সে ই সে শুনায়ে, কৃষ্ণ-কথা কহে
ভজায়ে কৃষ্ণ-চরণে॥"

* * *

"সেই সে পরমবন্ধু—সেই মাতা-পিতা।
কৃষ্ণ-চরণে যেই প্রেম-ভক্তি দাতা॥"

যামুনাচার্য্য

(১)

শ্রীবৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের মধ্যে নাথমুনি একজন প্রধান আচার্য্য। অনুমান ৯০৮ খৃষ্টাব্দে তিনি বর্ত্তমান ছিলেন। তাঁহার এক পুত্র হয়। তাঁহার নাম ঈশ্বর মুনি। ঈশ্বরমুনি অতি অল্পদিন বিবাহিত-জীবন যাপনের পর যৌবনে লোকান্তরিত হন। এই ঈশ্বরমুনির পুত্রই আমাদের আলোচ্য শ্রীমদ্ যামুনাচার্য্য।

নাথমুনি পুত্রের অপ্রকটের পরে ত্রিদণ্ড-সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। তিনি মুনিগণের ন্যায় পবিত্র জীবন যাপন করিতেন এবং ভক্তিযোগে সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন এইজন্য তাঁহাকে যোগীন্দ্রনাথমুনি বলা হইত।

নাথমুনি দুইখানি গ্রন্থ রচনা করেন। তাহাতে তিনি বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ স্থাপন করিয়াছেন, ঐ গ্রন্থদ্বয় শ্রীবৈষ্ণবগণের কণ্ঠহার-স্বরূপ।

যামুনাচার্য্যের দশ বৎসর বয়ঃক্রমকালে তাঁহার পিতা ঈশ্বরমুনি অপ্রকট হয়েন, এবং পিতামহ শ্রীমদ্ নাথমুনিও সন্ন্যাস গ্রহণ করেন, সুতরাং পিতামহী ও মাতা-দ্বারাই তিনি বাল্যে প্রতিপালিত হয়েন। ৯৫৩ খৃষ্টাব্দে আষাঢ় মাসে বীরনারায়ণপুর বা বর্ত্তমান মাদুরায় আচার্য্য যামুন আবির্ভূত হয়েন। বাল্যকাল হইতেই যামুনাচার্য্যের প্রখর-মেধার পরিচয় পাওয়া গিয়াছিল। তিনি সর্ব্বশাস্ত্রে সহাধ্যায়িগণের উপরে প্রাধান্য লাভ করিয়াছিলেন। যামুনাচার্য্যের গুরুর নাম শ্রীমহাভাষ্যাচার্য্য। যামুনের বিনীত মধুর স্বভাবে সকলেই তৎপ্রতি আকৃষ্ট হইতেন। তাঁহার মাত্র দ্বাদশ বৎসর বয়ঃক্রম-কালে তিনি পাণ্ড্যরাজ্যের অর্দ্ধসিংহাসন অধিকার করেন এবং সেই রাজ্যলাভের বিবরণ অতি মনোজ্ঞ। তাহাতে তাৎকালিক পণ্ডিত-সমাজের অবস্থার [illegible] পরিচয় পাওয়া যায়। [illegible] শ্রীমহাভাষ্যাচার্য্যের নিকট অধ্যয়ন করিতেছিলেন, তখন পাণ্ড্য-রাজার সভায় 'বিদ্বজ্জনকোলাহল' নামক একজন দিগ্বিজয়ী সভাপণ্ডিত ছিলেন।

পাণ্ড্যরাজ তাঁহাতে অতিশয় ভক্তি ও শ্রদ্ধা করেন। যে পণ্ডিত বিদ্বজ্জন-কোলাহলের সহিত তর্কে পরাস্ত হইতেন, তাঁহাকে রাজাদেশে দণ্ডস্বরূপ বার্ষিক কিঞ্চিৎ-পরিমাণ কর কোলাহলকে দিতে হইত। কোলাহল রাজার ন্যায় সামন্ত-পণ্ডিতগণের নিকট হইতে নির্দ্ধারিত কর আদায় করিতেন।

যামুনাচার্য্যের গুরু শ্রীমহাভাষ্যাচার্য্যও তাঁহাকে কর দিতেন। এক সময়ে অর্থের অনটন-নিবন্ধন ভাষ্যাচার্য্য ২।৩ বৎসরের কর কোলাহলকে দিতে পারেন নাই। তাই কোলাহল তাঁহার জনৈক শিষ্যকে কর আদায় করিবার জন্য ভাষ্যাচার্য্যের নিকট প্রেরণ করেন। কোলাহলের সেই শিষ্যের নাম বক্সি। বক্সি বরাবর ভাষ্যাচার্য্যের চতুষ্পাঠীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, কিন্তু অধ্যাপক ভাষ্যাচার্য্য তখন চতুষ্পাঠীতে উপস্থিত ছিলেন না।

যামুনাচার্য্য একাকী স্বীয় আসনে উপবিষ্ট ছিলেন। বক্সি আসিয়া উচ্চ-স্বরে ভাষ্যাচার্য্যের সংবাদ জিজ্ঞাসা করিলেন ও যামুনাচার্য্যের নিকট তাহার গুরুর প্রদেয় কর চাহিলেন। তাঁহার দাম্ভিক ব্যবহারে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইয়া যামুনাচার্য্য বক্সিকে বলিলেন, আপনি কি জন্য কর চাহিতেছেন? তাহাতে বক্সি উত্তেজিত হইয়া কহিতে লাগিলেন 'হে মূর্খের শিষ্য, জান না তোমার গুরু ভাষ্যাচার্য্য, আমার আচার্য্য শ্রীমদ্বিদ্বজ্জন কোলাহলের নিকট বিচারে পরাজিত হইয়া রাজাজ্ঞায় তাঁহাকে বাৎসরিক কর দিতে বাধ্য হইয়াছেন।'

বক্সির এই প্রকার বাক্যে যামুনাচার্য্য অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া বলিলেন—'ওহে পণ্ডিতের শিষ্য' তোমার যে প্রকার উদ্ধত স্বভাব ও ব্যবহার, তাহাতে তোমার আচার্য্য যে কতদূর পণ্ডিত তাহা বেশ বুঝিয়াছি, চল তোমার আচার্য্যকে গিয়া বল যে শ্রীমহাভাষ্যাচার্য্যের একজন অতি নগণ্য শিষ্য তাঁহার সহিত বিচার প্রার্থনা করেন।

যামুনাচার্য্যের এবম্বিধ বাক্যশ্রবণে ক্রোধে অধীর হইয়া কোলাহল-শিষ্য বক্সি স্বীয় গুরুর নিকট উপনীত হইলেন এবং সবিশেষ নিবেদন করিলেন কোলাহল-শিষ্যের নিকট সমস্ত ঘটনা শ্রবণ করিয়া পাণ্ড্যরাজ-সভার সকলেই সেই দ্বাদশবর্ষীয় বালক যামুনের ধৃষ্টতায় বিচলিত হইলেন। পাণ্ড্যরাজ যামুনের নিকট পুনরায় লোক প্রেরণ করিয়া জানিলেন, বাস্তবিকই দ্বাদশবর্ষীয় বালক পণ্ডিত-শিরোমণি বিদ্বজ্জন-কোলাহলের সহিত তর্কযুদ্ধে কৃত-সংকল্প। রাজপ্রেরিত লোকের নিকট যামুনাচার্য্য বলিলেন, তাঁহার প্রতি যেন পণ্ডিতোচিত সম্মান প্রদর্শন করা হয়। তদনুসারে যামুনাচার্য্যকে লইবার জন্য রাজা শিবিকা প্রেরণ করিলেন। এ দিকে ভাষ্যাচার্য্য প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া সকল বিষয় যামুনের নিকট অবগত হইয়া কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িলেন। যামুনাচার্য্য তাঁহাকে আশ্বাস প্রদানপূর্ব্বক শ্রীগুরুপদ-বন্দনান্তর রাজ-প্রেরিত শিবিকায় আরোহণ করিলেন।

বৎসাসুর

ব্রজের দ্বিতীয় উৎপাত তৃণাবর্ত্তের ধ্বংসের পর শকটভঙ্গ ও যমলার্জ্জুন-ভঙ্গের-অভিনয়ে বৃদ্ধ গোপগণ ব্রজের ভাবিমঙ্গল-চিন্তায় ব্যাকুল হইয়া মহারাজ নন্দ প্রভৃতিকে আহ্বান করিলেন। সভায় সকলেই উপস্থিত হইলেন, তখন সর্ব্বাপেক্ষা বয়োজ্যেষ্ঠ বুদ্ধিমান্ কোন গোপ উপানন্দ প্রভৃতিকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—দেখুন, এই রামকৃষ্ণের জন্মকাল হইতে বালকদ্বয়ের বিনাশার্থ ব্রজে বিবিধ উৎপাত উপস্থিত হইয়াছে; কিন্তু শ্রীভগবানের কৃপায় উভয়েই বিপন্মুক্ত হইয়াছে। পাছে আরও বিপদ উপস্থিত হয়, এই ভয়ে আমরা এক্ষণে এস্থান পরিত্যাগ করিয়া বিবিধ তৃণাদি পরিবৃত মনোহর বৃন্দাবন নামক বনে যাইতে সংকল্প করিয়াছি। আমরা অদ্যই তথায় যাত্রা করিব। অতএব যদি আপনাদের ইচ্ছা হয় তবে আচরেই শকটাদি প্রস্তুত করুন এবং গোধনাদি অগ্রে প্রেরিত হউক। সকলেই একবাক্যে বৃদ্ধের কথায় সম্মতি প্রদান করিলেন। তখন ব্রজে সাজ সাজ শব্দ পড়িয়া গেল। আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই স্ব-স্ব সাজে সজ্জিত হইলেন। ভেরীর শব্দে চতুর্দ্দিক ধ্বনিত হইল। সকলে তখন একত্র হইয়া দিক্ সকলকে জানাইয়া নূতন বনের দিকে যাত্রা করিলেন। যশোদা ও রোহিণী পৃথক্ শকটে কৃষ্ণ ও রামকে সঙ্গে লইয়া যাত্রা করিলেন।

সকলেই রামকৃষ্ণের পুতকীর্ত্তি গান করিতে করিতে বৃন্দারণ্যে উপস্থিত হইলেন এবং অর্দ্ধচন্দ্রাকার বসতিস্থল নির্ণয় করিয়া বনবাসী হইলেন। গিরি-গোবর্দ্ধন, যমুনা ও যমুনা-পুলিন—রাম-কৃষ্ণ ও অন্যান্য বালকদিগের ক্রীড়াস্থল হইল। কখনও বেণুনাদে, কখনও বা পদকিঙ্কিণী শব্দে শিশুরূপী ভগবান্ তথাকার অধিবাসীদিগকে আনন্দসাগরে ভাসাইতেন। অপ্রাকৃত বৃন্দাবন-ভূমি তখন স্বীয় প্রভু বৃন্দাবনচন্দ্রের পদচিহ্ন বক্ষে ধারণ করিয়া ধন্যা হইলেন। অপ্রাকৃত বালক-দিগের ন্যায় অপ্রাকৃত গোপবালক-বন্ধু শ্রীরামও সখাগণ সঙ্গে কখন কখন পরস্পর বৃষযুদ্ধের ভক্তজন-নয়নাভিরাম অভিনয় করিয়া নিজভৃত্যগণকে প্রেমে পাগল করিলেন।

এইরূপ বৃন্দাবনবাসীদিগকে আনন্দ-সমুদ্রে ভাসাইয়া লীলাময় ভগবান্ যখন বয়স্য সঙ্গে গোচারণ-লীলায় মগ্ন ছিলেন, তখন একদিন দুষ্ট কংস প্রেরিত এক অসুর গো-বৎসদলে প্রবেশ করিল। কদেশদর্শী ভগবদ্বহির্ম্মুখ প্রবৃত্তিবিশিষ্ট মৃত্যু-গ্রস্ত অসুর এই ব্রজের বালককে সামান্য বালক-জ্ঞান করিয়াছিল। কিন্তু অন্তর্য্যামী ভগবান্ কপটের কপটতা ধরিয়া ফেলিলেন এদিকে দুর্বৃত্ত যেই অপরের চোখে ধূলি দিয়া নিরীহ বৎসদিগকে বধ করিতে বৎস-পালে প্রবেশ করিল, অমনিই প্রতারক অসুরকে প্রদর্শিত করিয়া কৃষ্ণচন্দ্র বলদেবকে অসুরের পরিচয় দিলেন। শ্রীবলদেব ঘটনা বুঝিতে না পারিয়া বৃক্ষের ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিলেন।

ওদিকে দেখিতে দেখিতে অসুরশত্রু শ্রীহরি বৎসরূপী দৈত্যের পদ ও পুচ্ছ ধরিয়া শূন্যে ঘুরাইতে থাকিলেন। নিজ রক্ষা-বিষয়ে অনন্যোপায় হইয়া ঐ অসুর বিকট চীৎকার করিতে লাগিল, পরিশেষে প্রাণ-শূন্য হইয়া ভূমিতে নিক্ষিপ্ত হইল। তখন ব্রজবালকগণ 'সাধু' 'সাধু' শব্দে কৃষ্ণচন্দ্রের জয় ঘোষণা করিতে লাগিল এবং দেবতা-সকল শূন্যে থাকিয়া পুষ্পবর্ষণ করিতে লাগিলেন।

বর্ত্তমানকালেও বৎসাসুরের অভাব নাই। আমরা স্থিরভাবে আলোচনা করিলেই দেখিতে পাই—উপরিউক্ত বৎসা-সুর আমাদের দেহরাজ্যে সর্ব্বদাই বিচরণ করিতেছে। ইহা নিরীহভাবযুক্ত জনের বয়ঃকালগত চাপল্যজনিত বালদোষ। অসুর যেমন নিরীহ গো বৎসদলে বৎসরূপে প্রবেশ করিয়া গোবৎসসমূহ নিধন করিবার মনোজ্ঞ সুযোগ পাইয়াছিল, সেইরূপ ভজনমার্গে নিরীহ বৎসস্বভাবপন্ন আমাদিগকে সম্প্র-বিদ্বেষী অসুরেরা বাহ্য বাৎসল্য দেখাইয়া আমাদিগের জীবনসর্ব্বস্ব ভজনাঙ্গ হরণ করিয়া লইয়া যায়। ইঁহারা ভজনমার্গে চতুষ্পদ প্রতিবন্ধক। ভজনপ্রয়াসী জীবসকল আশ্রয়দাতা শ্রীভগবানের সাহায্যে এই অসুরকে বধ করিয়া নিজ নিজ ভজনমার্গ নিষ্কণ্টক করিয়া লইবেন।

শুদ্ধভক্তি গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। ভাষ্যসহ বিরাট্ শ্রীচৈতন্যভাগবত
২। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ১৮৲
একাদশ স্কন্ধ হইতে পাতিশত ৷৶
৩। ভাষ্যসহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত
(৪র্থ সংস্করণ) ৬
৪। ভক্তিবিবেককুসুমাঞ্জলি (বাঁধা) ১৲
৫। গৌড়ীয়-গৌরব ।৶৹
৬। গৌড়ীয়-সাহিত্য ।৶৹
৭। ভজনরহস্য ।৹
শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও
শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা)
৯। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ)
ঐ (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸৹
১০। গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি টীকাসহ)
ঐ (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸৹
১১। গীতার কেবল মাধ্ব-ভাষ্য ।৹
১২। মুক্তিমল্লিকা ভগবৎসৌরভঃ সানুবাদ
(মাধ্ব) ২৲
১৩। বেদান্ততত্ত্বসার সানুবাদ
(রামানুজীয়) ॥৹
১৪। জৈবধর্ম্ম ২৲
১৫। শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸৹
১৬। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১৭। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ॥৶৹
ঐ (বাঁধা) ৸৹
১৮। শ্রীনবদ্বীপধাম দর্শন ৶৹
১৯। সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ) ।৶৹
২০। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ॥৹
ঐ (আবাঁধা) ।৶৹
২১। নবদ্বীপধাম গ্রন্থমালা ৸৹
২২। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৶৹
২৩। [illegible] ।১৹
২৪। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶৹
২৫। ঐ [illegible] ৶৹
২৬। নবদ্বীপ পঞ্জিকা ৪৪৭ গৌরাব্দ ৶৹
২৭। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ
২৮। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা-[illegible]
২৯। শরণাগতি ৴৹
৩০। গীতাবলী ৴৹
৩১। শ্রীশ্রীনবদ্বীপ ৴১৹
৩২। সাধনকণা
৩৩। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা
৩৪। নবদ্বীপশতক ৴৹
৩৫। অর্থপঞ্চক ৴৹
৩৬। সদাচারস্মৃতিঃ ৴৹
৩৭। কল্যাণকল্পতরু (৫ম সংস্করণ) ৴১৹
৩৮। অর্চ্চনকণ ৴১৹
৩৯। সাধককণ্ঠমালা (বাঁধা) ।৹
ঐ (আবাঁধা) ।৴৹
৪০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি
(প্রথম চারিখণ্ড) ৩৲
৪১। ব্রহ্মসংহিতা ।৹
৪২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸৹
৪৩। মণিমঞ্জরী সানুবাদ ।৹
৪৪। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸৹
৪৫। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ।৹
৪৬। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।৹
৪৭। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸৹
৪৮। গৌড়ীয়মঠ কি করেন? ৴৹
৪৯। ঈশোপনিষৎ (বলদেব ও মাধ্ব-ভাষ্য এবং বিবৃতি ও অনুবাদসহ) ।৹
৫০। শ্রীভুবনেশ্বর ৷৹
৫১। সিদ্ধান্তদর্পণ ৶৹
৫২। সাংখ্যবাণী ৴৹

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৫৩। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী-দিগ্বিজয়ঃ ।৹
৫৪। সটীক-শিক্ষাষ্টকমূলম্ ।৹
৫৫। তত্ত্ব-সূত্রম্ ।৹
৫৬। সানুবাদ-শিক্ষাষ্টকম্ ৶৹
৫৭। গৌড়ীয়মন্ত্র পরিচয়ঃ ৴৹
৫৮। সারাংশবর্ণনম্ ৶৹

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৫৯। রায় রামানন্দ ।৹
৬০। নামভজন ।৹
৬১। রিলেজীয়াস্ ওয়ার্ল্ড্স ।৶৹
৬২। লাইফ এ্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।৹
৬৩। বৈষ্ণবীজম ।৹
৬৪। গৌরাঙ্গ গৌড়ীয়মঠ ইজ্ ডুইং ৴৹
৬৫। দি ভাগবত ।৹
৬৬। এরোটিক প্রিন্সিপল এ্যাণ্ড আনালয়েড্ ডিভোসন
৬৭। ব্রহ্ম-সংহিতা ২৸৹
৬৮। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (ভলুম ওয়ান) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৬৯। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ।৹
৭০। সাধন পথ ৴৹
৭১। কল্যাণ-কল্পতরু ৴১৹
৭২। গীতাবলী ৴৹
৭৩। শরণাগতি ৴৹

আসামী ভাষায় প্রকাশিত

৭৪। শরণাগতি ৴৹

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

নদীয়া-প্রকাশপ্রাপ্তির স্থান

১। শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম-মায়াপুর, নদীয়া
২। শ্রীযোগপীঠ ঐ
৩। শ্রীবাস-অঙ্গন ঐ
৪। অদ্বৈত-ভবন ঐ
৫। কাজীর সমাধি-পাট ঐ
৬। আনন্দ-সুখদ-কুঞ্জ শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ, নদীয়া।
৭। শ্রীভাগবত আসন কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
৮। শ্রীএকায়ন মঠ গোবিন্দপুর, হাঁসখালী।
৯। দ্বাদশগোপাল পাট—পোঃ চাকদহ,
১০। শ্রীগৌর-গদাধরমঠ—চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড়, বর্দ্ধমান
১১। শ্রীমোদদ্রুমছত্র মাউগাছি, বর্দ্ধমান
১২। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম, আমলাযোড়া, পোঃ রাজবাঁধ বর্দ্ধমান
১৩। শ্রীগৌড়ীয়মঠ বাগবাজার, কলিকাতা
১৪। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাজু, হাওড়া,
১৫। শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয়মঠ, ২০নং নবাবপুর রোড্, ঢাকা
১৬। শ্রীগোপালজী মঠ কমলাপুর, ঢাকা।
১৭। শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ পোঃ বালিয়াটী,
১৮। শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয়মঠ ময়মনসিংহ।
১৯। শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ চিরুলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর
২০। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম গোয়ালপাড়া, আসাম
২১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ রায়পেট্টা, মাদ্রাজ।
২২। শ্রীরামানন্দগৌড়ীয় মঠ কব্বুর, জেঃ পশ্চিম গোদাবরী
২৩। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ উড়িয়াবাজার, কটক।
২৪। শ্রীত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয় মঠ ভুবনেশ্বর।
২৫। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ স্বর্গদ্বার, পুরী।
২৬। শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ আলালনাথ পোঃ ব্রহ্মগিরি, পুরী।
২৭। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ ডুমুরকুণ্ডা, পোঃ চিরকুণ্ডা, মানভুম।
২৮। শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ—কাশী।
২৯। শ্রীরূপগৌড়ীয় মঠ—এলাহাবাদ।
৩০। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ পুরাণবাজার, সরকার ঠাকুরের কুঞ্জ, বৃন্দাবন
৩১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, নিউদিল্লী
৩২। শ্রীপরমহংসমঠ—নৈমিষারণ্য,
৩৩। শ্রীসারস্বত গৌড়ীয় মঠ—হরিদ্বার।
৩৪। শ্রীব্যাসগৌড়ীয়মঠ—কুরুক্ষেত্র, পঞ্জাব
৩৫। শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাবুলনাথ রোড, পোঃ গ্র্যাণ্ট রোড, বোম্বে।
৩৬। লণ্ডন গৌড়ীয়মঠ, ৩নং গ্লষ্টার হাউস, কর্ণওয়াল গার্ডেন্স, লণ্ডন। (এস, ডব্‌লিউ—৭)।
৩৭। অমৰি গৌড়ীয়মঠ—মেদিনীপুর
৩৮। সরভোগ গৌড়ীয় মঠ—সরভোগ, কামরূপ আসাম
৩৯। শ্রীগৌড়ীয়মঠ—১০০ নং মিঠাপুর পোঃ—বাঁকিপুর, পাটনা।

শুদ্ধভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী মাসিক। শ্রীধাম-মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, যাণ্মাসিক ১॥৹ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দি ভাষায় প্রকাশিত হইতেছে। পারমার্থিক পাক্ষিক। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি হৃদয় বন মহারাজ সম্পাদিত ও নৈমিষারণ্য শ্রীপরমহংস মঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ১॥৹ দেড় টাকা মাত্র।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥৹ দেড় টাকা মাত্র।

৫। কীর্ত্তন—মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ নিমানন্দ সেবাতীর্থ বি-এজি, বি-টি, সম্পাদিত। আসাম গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম হইতে প্রকাশিত আসামী ভাষায় পাক্ষিক। ভিক্ষা সডাক ১॥৹ দেড় টাকা মাত্র।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ প্রণীত সমগ্র গ্রন্থ

গ্রন্থের মূল শ্লোক পত্রে এবং তাহাতে বর্ত্তমান যুগে শুদ্ধভক্তিপ্রচারের মূল মহাপুরুষ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অমৃতপ্রবাহভাষ্য ও প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের অনুভাষ্য সন্নিবেশিত হইয়াছে। অতি সুন্দর ছাপা। ডবল ক্রাউন আটপেজি আকারে ২০৯৬ পৃষ্ঠায় কেবল মূল ও ভাষ্য সম্পূর্ণ হইয়াছে। অতিরিক্ত ২১৮ পৃষ্ঠায় কেবল শ্লোক সূচী, পদ্যসূচী, স্থানসূচী, পাত্রসূচী, বিষয়-সূচী, শব্দসূচী প্রভৃতি বিস্তৃত সূচী-পত্র। সর্ব্বাঙ্গ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের এরূপ উৎকৃষ্ট ও অমূল্য বিরাট্ সংস্করণ জগতের কোনস্থানে আজ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই, ইহা নিরপেক্ষ পাঠক মাত্রেই একবাক্যে স্বীকার করিয়া থাকেন। সর্ব্বসাধারণের সুবিধার জন্য ভিক্ষা ১২৲ বারটাকা স্থলে—৬৲ ছয়টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীচৈতন্যমঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

৺বাজার দর

লৌহ হার্ডওয়ার

১২ই জানুয়ারী ১৯৩৪

টাটার তৈয়ারী— প্রতি হন্দর।

লোহার কড়ি (জয়েষ্ট বা বীম)

মার্কা ৫৷৷০—৫৸০

ঐ বে-মার্কা হালকা ওজন ৫৲—৫৵০

বরগা (টী-আয়রণ) ৬৵০—৬৷৵০

এঙ্গেল আয়রণ (কোনা) ৫৸০—৬৷৵০

গ্যালভানাইজড করগেট টীন—

২২ গেজ ৬ হইতে ১০ ফুট ১১৷৵০

২৪ গেজ ,, ,, ১০৸৵০

২৬ গেজ ,, ,, ১১৷৵

২৪ গেজ আর, পি, ডি, মার্কা ১৪৲

২৪ গেজ গাঃ প্লেন শীট— ১১৷৵০

২৬ গেজ ,, ,, ১২৷৵০

২৮ গেজ ও ৩০ গেজ ঐ— ১২৸৵০—১৪৲

বাগান ঘেরা কাঁটাতার ১০০

পাউণ্ড বাঃ ৯৲

ষ্টীল পাটী ৬৶০—৭৷৵০

,, বোল্টু (গোল) ৬৵০—৬৷০

,, পয়াদে (চৌকা) ৬৷০—৬৷০

,, গোল রড ৴০—৷৶০ সূতা ৪৸৵০-৫৷৷৵০

,, টানা রড-

চৌকা ৶০—৷৵০ ঐ ৬৲—৬৵০

,, বাণ্ডিল তার ৭৷০—৭৸০

,, প্লেট—তিন সূতা মোটা

পর্য্যন্ত ৭৸৵০—৮৵০

,, চাদর ৩-১৬ খানা বাণ্ডিল ৯৷৷৵—১১৷৷০

কোলাপসিবল গেট (প্রতি বর্গফুট) ১৵০-১৷০

তারের পেরেক ১—৬ ইঞ্চি ৯৲—১০৷৷০

প্যাটেণ্ট পেরেক ২—৮ ইঞ্চি ১২৲—১৫৲

ঢালাই কড়া ১ হইতে ১০ নং ২৷৵-২৷৷০ নাট

কোদাল ৪, ৫, ৬, ৭৸৵০ ৮৸৵০ ৯৸৵০ ডজন

ঐ তিন পাউণ্ড ৬৲ দেঃ সিঃ ৬৷৵০ ,,

গাঃ প্লেন বালতি ৭—১২ ইঞ্চি ১৷৷০-৬৷৷০

ঐ রিভিট ,, ৭—১২ ইঞ্চি ২৵০—৭৵০ ,,

লোহার তোয়ার বড়ের গোল ও

চৌকা ৮৷০— ,,

ঐ তালের গোলার সিট ১৫৲ ,,

ঐ চেনেস্তা (কাঠের সিট) ১৮৲ ,,

লোহার স্ক্রুপ ৷৷—৩ ইঞ্চি ৵১০—৷৷৶০ গ্রোস

ঐ কব্জা ৭৩ নং

১৷৷—৪ ইঞ্চি ৷৫—৸৶০ পেঃ ডজন

গ্যাঃ তার ১৬—২২ নং

(গেজ) ১১৷৷০—১৪৷৵ হন্দর

গাঃ রিভেট (মটকা)

১২ ইঞ্চি ৵ ৷৷৶১০ পীস

গাঃ গাটারিং বা ডোঙ্গা

৬ ইঞ্চি ৷০—৸৵০ ,,

গাঃ স্ক্রুপ ১৷৬—২৷০ ইঞ্চি ২৩৲—২৯৲ হন্দর

গাঃ ওয়াসার চাকি ১১৷৷০—১৭৷৷০ ,,

গাঃ বোল্ট-নাট ৮—১ ইঞ্চি

৷৷৵১০—১৵০ গ্রোস

ঢালাই রেলিং ৩৷৷০—৪৷৷০ হন্দর

ঐ রেন ওয়াটার পাইপ

৩ ইঞ্চি ১০ ফুট ৪ ইঞ্চি ১০ ফুট

টিউব ওয়েলের জন্য গাঃ

পাইপ ১৷৷ ইঞ্চি ৷৵৫ ফুট

পাম্প ৪নং ১২৷৷০ ৫নং ১৪৲ ৬নং ১৬৲

৬০—৮০ বাটখারা ৵.৫ সাট ২৷০-২৷৷০ মণ

সন্তোষকুমার মল্লিক এণ্ড সন্স লিঃ

লৌহ ও হাডওয়ার বিক্রেতা।

মীরবহর ঘাট লোহাপটী, বড়বাজার,

টেলি—"লোহার মালিক" কলিকাতা

কেরোসিন

প্লোক্রেক প্রত্যেক বাক্স (২ টিন) ৯৲১

সূর্য্য মার্কা ,, ৬৷৷০

ভিক্টোরিয়া ,, ৭৲

সোণার দর

পাকা সোণা ৩০৸৶

বড়াল ৩০৸

চিনা পাত ৩২৷০

রূপার দর

রূপা প্রতি ১০০ ভরি ৫৫৵০

ঐ খুচরা ৫৶০

কোম্পানীর কাগজ

৩৷০ সুদের কাগজ ৮১৶

৩৷০ নূতন ঋণ (১৯৪৭-৫০) ৯১৷০

৪৲ ,, ঋণ (১৯৬০-৭০) ৯৭৲

৫৲ ,, বণ্ড (১৯৩৫) ১০৪৷৷৴০

ডিবেঞ্চার

৫৲ সুদের (১৯৫৬ ৮৬) কলিকাতা পোর্ট-

ট্রাষ্ট ডিবে :— ১০২৷৷৵০

ব্যাঙ্ক

ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক (কন্ট্রি) ২৯৪৷৷০

সেণ্ট্রাল ঐ ২২৲

কাপড় ও সূতার কল

এলগিন মিল ৪৫৲

পাট কল

হাওড়া ৫০৲

অকল্যাণ্ড ১৯৫৲

নালা ১৬২৲

বরানগর ১৫০৲

কেলভিন ৩৭০৲

ভয়র ২৪৩৲

ক্লাইভ ২৮৷০

ডালহাউসী ৪০৮৷০

ডেল্টা ৪০৫৲

কৃষ্ণনগর নবদ্বীপঘাট রেলওয়ে সময়

কৃষ্ণনগর হইতে নবদ্বীপঘাট

কৃষ্ণনগর সিটি—	৬-৪৫	১০-৩৪	১৩-২২	১৭-৩৮	২০-১৬
কৃষ্ণনগর রোড —	৬-৫৬	১০-৫৫	১৩-৩৩	১৭-৪৭	২০-২৫
আমঘাটা—	৭-১৫	১১-১৭	১৩-৫১	১৮-৩	২০-৪১
মহেশগঞ্জ—	৭-১৪	১১-২১	১৪-০	১৮-৯	২০-৪৭
নবদ্বীপঘাট —	৭-৩৩	১১-৩০	১৪-৯	১৮-১৬	২০-৫৫

বিশেষ দ্রষ্টব্য—নবদ্বীপঘাট ষ্টেশন অপেক্ষা মহেশগঞ্জ ষ্টেশন হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরের দূরত্ব অনেক কম। শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে যাঁহাদিগকে রাণাঘাটে ট্রেণ বদল করিতে হয়, তাঁহারা রাণাঘাটে প্রাতঃ ৫-৫০, ৮-১৪, ৯ ৪৬, ১৬-৪৮, ১৮-৩৯ এবং ০-৩২ মিনিটের সময় গাড়ী পাইবেন।

শান্তিপুর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে শান্তিপুর ষ্টেশনে ৫-৪০, ৯-২৯, ১২-২৫, ১৬-৪ এবং ১৮-৪১ মিনিটের সময় ট্রেণ পাওয়া যায়।

নবদ্বীপঘাট হইতে কৃষ্ণনগর

নবদ্বীপ ঘাট—	৫-৩৫	৯-২৫	১২-১০	১৫-৩৪	১৮-৫৫
মহেশগঞ্জ—	৫-৪৩	৯-৩৩	১২-১৯	১৫-৪২	১৮-৫৬
আমঘাটা—	৫-৪৯	৯-৩৯	১২-২৬	১৫-৪৮	১৯-৫
কৃষ্ণনগর রোড—	৬-৫	৯-৫৫	১২-৪৩	১৬-৪	১৯-২৪
কৃষ্ণনগর সিটি—	৬-১৭	১০-৭	১২-৫১	১৬-১২	১৯-৩৫

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রেস হইতে—ডাঃ কৃষ্ণকান্ত ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম ভক্তিশাস্ত্রী, এম, এ, এফ, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

ক্লাইভ ষ্ট্রীটে চাঞ্চল্য

গত শুক্রবার দ্বিপ্রহরে আন্দাজ ১২॥টার সময় লায়ন্স রেঞ্জ (ক্লাইভ ষ্ট্রীটে) ইষ্ট ইণ্ডিয়া জুট এসোসিয়েশনের সম্মুখে এক ভীষণ বিস্ফোরণের ফলে হুলুস্থুল ব্যাপার হয়। অসাধারণ একটা কিছু ঘটিয়াছে বলিয়া সকলেই অনুমান করে এবং ঐ অঞ্চলে নানারূপ জনরব ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। কিছুক্ষণের জন্য বেশ আতঙ্কেরও সৃষ্টি হয়।

তদন্তের ফলে জানা যায়, ১১-৪৫ মিনিটের সময় ইউরোপীয় পোষাকে সজ্জিত তিন ব্যক্তি ১নং রয়্যাল এক্সচেঞ্জ প্লেসের ইষ্ট ইণ্ডিয়া জুট এসোসিয়েশনের বাড়ীতে আসে। এসোসিয়েশনের সভ্য ও কর্ম্মচারীবৃন্দই কেবল ঐ বাড়ীতে প্রবেশ করিতে পারেন। এই কারণে গেটের জমাদার উক্ত তিনজনকে থামাইতে চেষ্টা করে। কিন্তু তাহারা বাধা অগ্রাহ্য করিয়া এসোসিয়েশনের হলে প্রবেশ করে এবং তাহাদিগকে বাহির করিবার চেষ্টা করায় পূর্ব্বেই তাহারা মেজেতে 'পটকা' জাতীয় এক প্রকার দ্রব্য নিক্ষেপ করে। তথায় বহু সভ্য কার্য্যে ব্যস্ত ছিলেন, বিস্ফোরণের ভয়ঙ্কর শব্দ ঐ অঞ্চলের সকলেই শুনিতে পায় এবং হলের লোকজন ভয়ে চতুর্দ্দিকে পলাইতে থাকে।

এসোসিয়েশনের সেক্রেটারী মিঃ জে এল পণ্ডিত উল্লিখিত অনধিকার প্রবেশকারীত্রয়কে পাকড়াইয়া ফেলেন এবং তাহাদিগকে পরে পুলিশের হাতে দেওয়া হয়। পুলিশ এই সম্পর্কে তদন্ত করিতেছে।

নরহত্যা

সিঙ্গুর থানার অন্তর্গত বাঁকীপুর গ্রামে একটী কুটীরে আগুন লাগিয়াছে শুনিয়া হুগলীর পুলিশ তথায় যাইয়া অতিকষ্টে অগ্নি নির্ব্বাপণ করে। কিছু সময় পর তাহারা জানিতে পারে যে গনোয়ারী রাজোয়ার নামক একটী ৮০ বৎসর বয়স্ক বৃদ্ধ ঐ ঘরে ছিল।

পুলিশ ঘরে প্রবেশ করিয়া বৃদ্ধকে মৃতাবস্থায় মেজেতে পড়িয়া থাকিতে দেখে। শবটীকে বাহিরে আনা হইলে তাহার গলদেশে একটী বড় জখমের চিহ্ন দেখা যায়। এইরূপ মনে হয় যে, কেহ তাহাকে হত্যা করিয়া ঘরের সমস্ত জিনিষপত্র লইয়া যাইবার সময় গৃহে আগুন লাগাইয়া চলিয়া যায়

পুলিশের তদন্ত চলিতেছে। কাহাকেও গ্রেপ্তার করা হয় নাই।

একজন উকীল গ্রেপ্তার

চট্টগ্রাম হইতে প্রকাশ, গত রবিবারের [illegible] সম্পর্কে চট্টগ্রাম বার এসোসিয়েশনের সদস্য উকীল শ্রীযুক্ত বিনোদকুমার সেনকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। তাঁহাকে ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ বি কে বাড়ুয্যের এজলাসে হাজির করা হয়। তাঁহার প্রতি হাজতবাসের আদেশ হইয়াছে।

ইহা স্মরণ থাকিতে পারে যে, সূর্য্যসেন প্রভৃতির বিরুদ্ধে অস্ত্রাগার লুণ্ঠন সংক্রান্ত অতিরিক্ত মামলায় তিনি আসামী পক্ষের অন্যতম উকীল ছিলেন।

রবিবারের বোমা বর্ষণ ঘটনা সম্পর্কে পুলিশ কয়েকটি বাড়ী খানাতল্লাস করে এবং চট্টগ্রাম বারের উকিল বিনোদকুমার সেন প্রমুখ কয়েক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করে। তাঁহাকে আদালতে হাজির করা হইয়াছিল। তাহার প্রতি হাজতবাসের আদেশ হইয়াছে।

জমিদারের বিরুদ্ধে মামলা

এলাহাবাদ হইতে প্রকাশ, বুদানার এক ছোট রাজপুত জমিদার রতন সিংএর অনেক টাকা খাজনা বাকী পড়ে। সে সরকারী খাজনা শোধ করা বন্ধ করে এবং অপরকেও খাজনা দিতে নিষেধ করে। সেজন্য মুসলমান তহশীলদার মীর্জ্জা নীলোত্ত হোসেন অসন্তুষ্ট হয়। মীর্জ্জা হোসেন কাগজের দ্বারা দেখে ৪ লাখ টাকা বাকী পড়িয়াছে। জমিদারকে গ্রেপ্তার করা হয়। জমিদার খাজনা মিটাইয়া দেয়। কিন্তু সে নাকি প্রায়ই বলিত, সে প্রকৃত রাজপুত, সে প্রতিশোধ লইবে। পরে দেখা যায়, তহশীলদার একটি জলাশয়ের নিকট মরিয়া পড়িয়া আছে।

উক্ত মর্ম্মে মীরাটের দায়রা জজের এজলাসে অভিযোগ আনয়ন করা হইয়াছে। জমিদারের বিরুদ্ধে তহশীলদারকে হত্যা করার অভিযোগ আনীত হইয়াছে। আসামী নিজেকে নির্দ্দোষ বলিয়াছে। বিচার চলিতেছে।

আদালতে যাইবার পথে উকীল আক্রান্ত

রেঙ্গুণ হইতে প্রকাশ, জনসিনের উকিল ও মিউনিসিপাল কাউন্সিলর এক ভদ্রলোক গত ১১ই আদালতে আসিবার পথে একজন আততায়ী কর্ত্তৃক আক্রান্ত হন প্রকাশ উক্ত ব্যক্তি লোহার ডাণ্ডা দ্বারা তাঁহার মাথায় আঘাত করিলেই তিনি মাটীতে পড়িয়া যান; পরে তাঁহাকে হাসপাতালে পাঠান হইয়াছে তদন্ত চলিতেছে।

শোচনীয় মোটর দুর্ঘটনা

রেঙ্গুণ হইতে প্রকাশ, গত বুধবার বৈকালে হান্থোয়াদ্দী জেলার [illegible] এক শোচনীয় মোটর দুর্ঘটনা হইয়া গিয়াছে। ফলে সোলাবনের জনৈক প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ-ধর্ম্মিক মারা গিয়াছে এবং তিনজন ভিক্ষুর গুরুতরভাবে আহত হইয়াছে।

প্রকাশ যে, উক্ত প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ ধার্ম্মিক অপর তিনজন ভিক্ষুর সহিত যখন একখানা ট্যাক্সিযোগে কারাইথক প্যাগোডায় যাইতেছিলেন তখন ট্যাক্সিখানি একখানা প্রাইভেট গাড়ীর সহিত ভীষণবেগে ঠক্কর লাগার ফলে উভয় গাড়ীর আরোহীই গাড়ী হইতে নিক্ষিপ্ত হন। প্রাইভেট গাড়ীর আরোহীগণ আঘাতপ্রাপ্ত হন নাই আহত তিনজন ভিক্ষুকে হাসপাতালে লইয়া যাওয়া হইয়াছে, কিন্তু তাহাদের অবস্থা আশঙ্কাজনক।

ডাকাত দলের নৃশংস অত্যাচার

হবিগঞ্জ হইতে প্রকাশ, বাহুবল থানার স্বরিল গ্রামের কালাচাঁদ ঘোষের বাড়ীতে ডাকাতি সম্পর্কে এতাবৎ ২৯জনকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। ঝাঁপিয়া গ্রামের সম্ভ্রান্ত মিরাসদার বিরজাকান্ত ভট্টাচার্য্যকে এতৎ সম্পর্কে গ্রেপ্তার করিয়া ম্যাজিষ্ট্রেট ঐ মামলা সম্পর্কে ধৃত অপর লোকদের সহিত তাহাকে হাজতে রাখিয়াছেন। ডাকাতিকালে আহত কালাচাঁদ মারা গিয়াছে তাহার আহত পত্নী ও কন্যার অবস্থা ও ভাল নহে।

পাটের গুদামে অগ্নিকাণ্ড

কুড়িগ্রাম হইতে প্রকাশ, সেদিন রাত্রে সাড়ে বারটার সময় স্থানীয় বিখ্যাত ব্যবসায়ী শ্রীযুক্ত শ্যামলাল সাহার পাটের গুদামে ভীষণ অগ্নিকাণ্ড হইয়া গিয়াছে। দুই ঘণ্টার মধ্যে সমস্ত গুদাম ভস্মীভূত হইয়া যায় এবং নিকটবর্ত্তী একখানি বাড়ী পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়। ঐ বাড়ীখানা উক্ত ব্যবসায়ীই ভাড়া লইয়াছিলেন। এই অগ্নিকাণ্ডের ফলে অনুমানিক ১২০০০৲ টাকা ক্ষতি হইয়াছে।

হাসপাতালে অগ্নিদগ্ধ বালিকা

গত শুক্রবার সন্ধ্যা ৬টার সময় ২৮নং হরেকৃষ্ণ শেঠ লেন; নিবাসী রাধা নাম্নী ৩ বৎসর বয়স্কা একটী বালিকা তাহার মাতার সহিত প্রদীপ লইয়া পুকুরে যাইবার সময় হঠাৎ কাপড়ে আগুন লাগিয়া খুব পুড়িয়া যায় তাহাকে তৎক্ষণাৎ কারমাইকেল মেডিকেল কলেজে পাঠান হইয়াছে। তাহার অবস্থা আশঙ্কাজনক।

ট্রেণ লাইনচ্যুত

এলাহাবাদ হইতে প্রকাশ, ১১।২।৩৪ তারিখে ১২টা ২৫ মিনিটের সময় ৪নং ডাউন এল, এক ট্রেণ খানার ৫ খানা বগী বৈরামচুরী ও জনপীতের মধ্যে লাইনচ্যুত হইয়াছে, কেহ হতাহত হয় নাই। দুর্ঘটনার কারণ অজ্ঞাত, ৪৮ ঘণ্টাকাল লাইন বন্ধ থাকিতে পারে।

স্বাস্থ্য-সংবাদ

লেবুর রসের উপকারিতা

নিম্নে যে-সকল বিবরণ দেওয়া হইল তাহার প্রত্যেকটির কারণ আছে। নিদ্রা হইতে উত্থিত হইয়া সর্ব্বপ্রথমে লেবুর রসসহজল পান করিলে পাকস্থলীর ও অন্ত্রের অত্যন্ত উপকার হয়। কোষ্ঠবদ্ধতা দূর করিতে ইহা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সাহায্য করে।

লেবুর রসসহজলে দন্ত ধাবন করিলে পাইরিয়া রোগ আরাম হয় ও এই রোগ নিবারণ করে। পাইওরিয়া রোগের ইহা শ্রেষ্ঠ ঔষধ। ইহা পুস্তকের কথা নহে। বহু রোগীর উপর ইহার পরীক্ষা করিয়াই ইহা প্রকাশ করা হইতেছে। অতি কঠিন পাইওরিয়া রোগ ইহা দ্বারা আরাম হইয়াছে লেবুর রস প্রয়োগে নড়া দাঁত অনেক সময়ে শক্ত হইয়াছে এবং দাঁত সাদা হইয়াছে। ইহাতে নরম মাড়ী নিশ্চয়ই দৃঢ় হয়।

উপরি উক্তরূপে দুই তিন সপ্তাহ দন্তে লেবু ঘর্ষণের পরে দেখা যাইবে যে মুখ, পাকস্থলী ও অন্ত্রের অনেক উপকার হইয়াছে।

দন্তধাবন

প্রত্যেকবার আহারের পরে যে কোন ভাল দন্ত মাজনে কাজ চলে। আহারের পরে দন্ত ধাবন করিলে দন্তে ভুক্ত দ্রব্যের অংশ লাগিয়া থাকিলে তাহা পরিষ্কার হয়। অনেকে দন্তে লেবু ঘর্ষণ করিবার অভ্যাস করিবার ফলেও দিনে কয়েকবার করিয়া লেবু ঘর্ষণে মুখের আস্বাদ সুন্দর হয় বলিয়াছেন।

কতটা জল পান করা উচিত

চিকিৎসকগণ বলেন যে প্রত্যহ অন্ততঃ দুই সের জল পান করা উচিত। কারণ প্রত্যেক মানুষ যাহারা সাধারণ ভাবে পরিশ্রম করে তাহারা শীতকালে প্রায় দুই সের জল প্রধানতঃ মূত্রাশয়, শরীরের লোম কূপ দিয়া অল্প পরিমাণ ও বাকী ফুসফুস দিয়া বাষ্পরূপে শরীর হইতে বহির্গত করে। এই জল পূরণ করা প্রয়োজন। অনেকে ইহা অপেক্ষা অধিক পরিমাণ জল পান করিতে বলেন। কাহার কত পরিমাণ জল পান করা সহ্য হয় তাহা নিজের বুঝিয়া লইতে হয়। কারণ সকলেরই একই প্রকার ব্যবস্থা করা যায় না। কোন কোনও লোকের অধিক জল পান করিলে হজমের গোলযোগ হয়। অধিক জল পানের গুণ এই যে তাহাতে শরীরস্থ বিষ বা টক্সিন ধৌত হইয়া শরীর হইতে বাহির হইয়া যাইতে পারে, তজ্জন্য স্বাস্থ্য ভাল থাকে।

(ক্রমশঃ)

তারের ঠিকানা— 'শ্রীধাম' নবদ্বীপ
চিঠির ঠিকানা—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

দৈনিক

REG. C1544

নদীয়া-প্রকাশ

THE
NADIA-PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র মঙ্গল-প্রচার · নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৮ম খণ্ড · সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বেদান্তবাচস্পতি [২৬৯শ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর— ৪ঠা মাঘ বৃহস্পতিবার ১৩৪০, ১৮ই জানুয়ারী ১৯৩৪

ভূমিকম্প

গত ১৫ই জানুয়ারী ১লা মাঘ সোমবার বেলা ২-২১ মিনিটের সময় হইতে প্রায় তিন মিনিট যাবৎ ভীষণ ভূমিকম্প হইয়াছে। ইহার ফলে কৃষ্ণনগর ও অন্যান্য স্থানে দালানের ছাদ ও প্রাচীর ভূমিসাৎ হইয়াছে বলিয়া খবর পাওয়া গিয়াছে।

লাহোরে নৃশংস ডাকাতি

লাহোর হইতে প্রকাশ, লাহোর জেলার অন্তর্গত কাজনপুর থানার এলাকাধীন কোন গ্রামের এক মুসলমানের বাড়ীতে গত ৯ই তারিখে ভোরে এক নৃশংস ডাকাতি হইয়াছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। ডাকাতেরা বাড়ীর ছয় ব্যক্তিকে মারপিট করিয়া নগদ ও অলঙ্কারে প্রায় ৬০০৲ টাকা লুণ্ঠন করিয়াছে।

প্রকাশ যে, ছয় জন ডাকাত বন্দুক এবং অন্যান্য মারাত্মক অস্ত্রে সজ্জিত হইয়া গভীর রাত্রে কোন প্রকারে আবেদ নামক এক মুসলমানের বাড়ীতে প্রবেশ করে। আবেদ ও তাহার স্ত্রী তখন গভীর নিদ্রায় অভিভূত ছিল। ডাকাতদের ৪ জন নাকি শিখ এবং দুইজন মুসলমান ছিল। ছুরি, ছোরা ও হাতুড়ী সাহায্যে সিন্দুকের তালা ভাঙ্গিতে আরম্ভ করে। শব্দ শুনিয়া বাড়ীর লোকেরা জাগিয়া উঠে এবং বিছানায় থাকিয়াই চীৎকার করিতে থাকে। কয়েকজন ডাকাত তাহাদের দিকে অগ্রসর হয় এবং অস্ত্রের আঘাতে তাহাদিগকে চীৎকার করিতে নিরস্ত করে। [illegible] তাহাই লুণ্ঠন করিল এবং [illegible]

নিমিত্ত প্রতিবেশিগণ আসিয়া উপস্থিত হইবার পূর্ব্বেই তাহারা চম্পট দেয়। কাশিমপুর থানায় ঘটনার সংবাদ দেওয়া হয়। পুলিশ ডাকাতদের সন্ধান পাইবার জন্য জোর তদন্ত করিতেছে।

শ্রীযুক্ত দেবীদাস গান্ধী

পুনা হইতে প্রকাশ, শ্রীযুক্ত দেবীদাস গান্ধী গত ১২ই জানুয়ারী মধ্যাহ্নে বোম্বাই হইতে এখানে আসিয়াছেন এবং তিনি যারবেদা জেলে তাঁহার মাতা শ্রীযুক্তা কস্তুরীবাঈ গান্ধীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছেন। তিনি গান্ধীজীর সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য সন্ধ্যায় মাদ্রাজ এক্সপ্রেসে রওনা হইয়া যাবেন।

গাড়ীতে মৃত বালক

বাগেরহাট হইতে প্রকাশ, গত ১১ই জানুয়ারী বাগের হাট ষ্টেশনে একখানা গাড়ী বেঞ্চের উপর একটী ১১ বৎসর বয়স্ক বালককে মৃতাবস্থায় পাওয়া গিয়াছে। প্রকাশ, ৮৯নং আপ গাড়ীর যাত্রীগণ বালকটীকে মৃতাবস্থায় মূলঘর হইতে দেখিয়া আসিতেছিল। পুলিশকে খবর দেওয়া হইলে পুলিশ আসিয়া ঘটনার তদন্ত করে এবং মৃতদেহটি শবব্যবচ্ছেদাগারে প্রেরণ করে। বালকটিকে এখনও সনাক্ত করা হয় নাই।

মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদানের ফল

নোয়াখালী হইতে প্রকাশ, কোনও মোকদ্দমায় জাল রসিদ ব্যবহার ও মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদান করার কেন ফৌজদারীতে সোপর্দ্দ করা হইবে না, এই মর্ম্মে দায়রা জজ, নোয়াখালি রামগঞ্জ থানার অন্তর্গত খিলপাড়া ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট, কেরাণী ও অপর তিন ব্যক্তির নিকট কৈফিয়ৎ তলব করিয়াছেন।

ঘটনার বিবরণ এই যে, বর্ত্তমান প্রেসিডেন্ট তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী প্রেসিডেন্টের বিরুদ্ধে তহবিল তছরুপের এক মামলা দায়ের করেন। নিম্ন আদালতে তাহার শাস্তি হয়। উক্ত দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে আপীল করা হইলে দায়রা জজ ঐ রসিদ জাল বলিয়া সন্দেহ করেন এবং অভিযোগ মিথ্যা বলিয়া সাব্যস্ত করেন। দায়রা জজের ঐরূপ মন্তব্যের ফলে, আসামী মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদানের অভিযোগে ফরিয়াদীকে অভিযুক্ত করিবার জন্য প্রার্থনা করেন।

কারামুক্তি

আরামবাগ হইতে প্রকাশ, বে-আইনী ঘোষিত আরামবাগ সমর পরিষদের সদস্য শ্রীযুক্ত সন্তোষকুমার ঘোষ 'কৃষক দিবস' পালন উপলক্ষে বিগত ১৯৩৩ সালের ৩রা মার্চ্চ আরাণ্ডি গ্রামে ধৃত হইয়া এক বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত ঘোষ পূর্ণ কারাদণ্ড ভোগ করিয়া বিগত ১২ই জানুয়ারী হিজলী স্পেশ্যাল জেল হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছেন।

ক্যাপ্টেন জার্ডিনের পিতা

লণ্ডন হইতে প্রকাশ, গত ১২ই জানুয়ারী এম সি, সি, দলের ক্যাপ্টেন মিঃ ডি. আর জার্ডিনের পিতা অসুস্থ হইয়াছিলেন। ১২ই জানুয়ারী রাত্রে তাঁহার অবস্থা নিশ্চয়ই ভাল, এরূপ প্রচার করা হইয়াছে। তিনি [illegible] আছেন।

সাব রেজিষ্ট্রার আফিসে চুরি

জামসেদপুর হইতে প্রকাশ, গত কয়েকদিন পূর্ব্বে এক রাত্রে স্থানীয় সাবরেজিষ্ট্রার আফিসে এক চুরি হইয়াছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া গেল। প্রকাশ যে, চোর অফিসের ঘরে ঢুকিয়া ১টি টিনের বাক্স লইয়া চলিয়া যায়। উহার ভিতর অনেক গুলি দলিল ছিল এবং লোহার সিন্দুকের ১টি চাবিও ছিল। দলিলগুলির একটীও গ্রহণ করে নাই। ঐ চাবির সাহায্যে অফিসের লোহার সিন্দুক খুলিয়া তাহার ভিতর হইতে নগদ ২৸০ লইয়া সরিয়া পড়িয়াছে। কেহ ধরা পড়িয়াছে বলিয়া, সংবাদ পাওয়া যায় নাই।

আকস্মিক মৃত্যু

লাহোর হইতে প্রকাশ, গত ১৩ই জানুয়ারী ডরসেটশায়ার রেজিমেন্টের প্রথম ব্যাটেলিয়ানের ৮০ জন সৈনিক ট্রেণযোগে রূপার যাইতেছিল। এমন সময় অকস্মাৎ রিভলভারের গুলি ছুটিয়া প্রাইভেট সিলেগ্যানের মৃত্যু হইয়াছে। প্রকাশ, একজন সৈনিক তাহার অস্ত্রশস্ত্র পরীক্ষা করিতেছিল, এমন সময় অকস্মাৎ রিভলভারের গুলি সিলেগ্যানের বক্ষে বিদ্ধ হয় ও কয়েক মিনিটের মধ্যেই তাহার মৃত্যু হয়। পরীক্ষার জন্য মৃতদেহ লাহোর ক্যাণ্টনমেণ্টে আনা হইয়াছে।

স্বদেশী ষ্টোর ভস্মীভূত

এলাহাবাদ হইতে প্রকাশ, গত ১২ই রাত্রে এখানে স্বদেশী ষ্টোরে আগুন লাগিয়া সমুদয় দ্রব্যাদি ভস্মীভূত হইয়া গিয়াছে। এত মাত্র ষ্টোরের প্রথম বাড়ীটী অক্ষত [illegible] সম্পন্ন হইয়াছে। কিরূপে আগুন লাগিল, তাহা জানা যায় নাই।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

নদীয়া-প্রকাশ

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক
পারমার্থিক পত্র
শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশ-
তনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনং,
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং
প্রেমা পুমর্থো মহান্
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং
তত্রাদরো নঃ পরঃ॥

৮ম বর্ষ | ১৮ মাধব গৌরাব্দ ৪৪৭, ৪ঠা মাঘ বঙ্গাব্দ ১৩৪০, ১৮ই জানুয়ারী ইং ১৯৩৪, বৃহস্পতিবার | [illegible]৬৯ তম সংখ্যা

কলিকাতা গৌড়ীয়মঠে

ত্রিপুরার মহারাজ বাহাদুর

হিজ হাইনেস মহারাজ পঞ্চশ্রী স্বাধীন ত্রিপুরেশ্বর শ্রীমদ্ বীর-বিক্রম-কিশোর দেববর্ম্মা মাণিক্যবাহাদুর মহোদয় পাত্রমিত্র সহ গত ১লা মাঘ ১৫ই জানুয়ারী সন্ধ্যা ৬ ঘটিকার সময় কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ-দর্শনে শুভাগমন করিয়াছিলেন। তাঁহার আগমনোপলক্ষে শ্রীগৌড়ীয়মঠের সুবৃহৎ 'সারস্বত-নাট্যমন্দিরে' একটী বিদ্বজ্জনমণ্ডিতা সুমহতী সভার অধিবেশন হইয়াছিল। বিস্তৃত বিবরণ আগামীতে প্রকাশিত হইবে।

পাটনায় প্রচার

শ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিপ্রসূন বোধায়ন মহারাজ গত ২রা জানুয়ারী পাটনা মিঠাপুর-নিবাসী রায়বাহাদুর বংশীধর পাড়ে ডি-এস সি আই বি মহোদয়ের বাসভবনে ছায়াচিত্র-যোগে গুরুপরম্পরা, মহাপ্রভুর শিক্ষা, কর্ম্ম-জ্ঞান-যোগ হইতে ভক্তির শ্রেষ্ঠত্ব ও বৈশিষ্ট্য হিন্দী ভাষায় বক্তৃতামুখে শ্রোতৃগণকে বুঝাইয়া দেন। সমাগত বহু শিক্ষিত বিহারী ভদ্রলোক স্বামীজীর মুখে এই সিদ্ধান্তপূর্ণ চৈতন্যবাণী শ্রবণ করিয়া মুগ্ধ ও আকৃষ্ট হইয়াছেন। এতদ্ব্যতীত স্বামীজী প্রত্যহই নানাস্থানে হরিকথা প্রচার করিয়া জীব-কল্যাণ বিধান করিতেছেন।

গত ১৩ই জানুয়ারী কিয়নঝোরের রাজার কনিষ্ঠ ভ্রাতা রাজপরিবারের অন্যান্য ব্যক্তিগণসহ কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠে আসিয়াছিলেন। তাঁহারা শ্রীমঠের চিত্তাকর্ষক শ্রীবিগ্রহ দর্শন করিয়া পরমানন্দিত হইয়াছেন।

মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠে

জেপুরের মহারাজ

গত ২৮শে ডিসেম্বর (১৯৩৩) প্রাতে ১০ ঘটিকার সময় জেপুরের ধর্ম্মপ্রাণ মহামান্য মহারাজ বাহাদুর মাদ্রাজ-গৌড়ীয়মঠে আগমন করিয়াছিলেন। মহারাজ শ্রীমঠের শ্রীবিগ্রহ-দর্শন ও মঠসেবকগণের মুখে হরি-কথাকীর্ত্তন-শ্রবণে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছেন। মহারাজের সৌজন্য ও স্বাভাবিক দৈন্য প্রশংসার্হ। বিস্তৃত বিবরণ আগামীকল্য প্রকাশিত হইবে।

কাশী সংশিক্ষা-প্রদর্শনী

দর্শকের মন্তব্য

The organisers of this beautiful Exhibition really deserve the credit for having taken enormous pains to depict the various phases of Hindu Dharmic life. This propaganda work is bound to succeed as the scenes arranged clearly bring home at a glance all that would take years for one to study Mahabharat anb Ramayan.

We wish the exhibition all the success that it aspires for.

Sd. Dr. Bhagawan Sahai,
Shyam Sunder Lal.
(Govt. Advocate, Benares State.)

মর্ম্মানুবাদ

হিন্দুধর্ম্মের ভিন্ন ভিন্ন ভাব ও অবস্থা এই সংশিক্ষা-প্রদর্শনীর দ্বারা প্রচার করিবার জন্য অনুষ্ঠানকারিগণ যেরূপ পরিশ্রম ও কষ্ট স্বীকার করিয়াছেন তজ্জন্য তাঁহারা ধন্যবাদার্হ। মহাভারত ও রামায়ণ পড়িয়া তাহা হইতে গূঢ়তত্ত্ব সংগ্রহ করিতে বহু বর্ষ ব্যয়িত হয় কিন্তু এই সংশিক্ষা-প্রদর্শনী দর্শন ও ইহার প্রচারকার্য্য অনুধাবন করিলে সেই তত্ত্বসমূহ দৃষ্টিপাতমাত্রেই সাধারণের নিকট সাফল্যের সহিত পরিস্ফুট হয়। আমরা এই প্রদর্শনীর সাফল্য কামনা করি।

স্বাঃ—ডাঃ ভগবান সহায়,
শ্যামসুন্দর লাল
(গভর্ণমেণ্ট য্যাডভোকেট কাশীএষ্টেট)

সাময়িক প্রসঙ্গ

কলিকাতা ১৪।১।৩৪

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ বর্ত্তমানে ঢাকায় অবস্থান করিয়া মহাপ্রভুর বাণী কীর্ত্তন করিতেছেন। বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি তাঁহার নিকট হরিকথা শ্রবণ করিয়া আনন্দিত হইতেছেন।

ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ সিদ্ধস্বরূপ ভক্তিশাস্ত্রী উপদেশক মহাশয় গত কল্য ঢাকা হইতে শ্রীগৌড়ীয়মঠে আগমন করিয়াছিলেন। তিনি অদ্য শ্রীল প্রভুপাদের আদেশে মেদিনীপুর জেলার বিভিন্ন স্থানে প্রচারে বহির্গত হইয়াছেন। তিনি ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিবৈভব সাগর মহারাজের সহিত দোরো পরগণায় শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচার করিবেন।

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রকাশ অরণ্য মহারাজ ময়মনসিংহ জগন্নাথ গৌড়ীয়মঠের বার্ষিক মহোৎসবান্তে ঢাকা শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়-মঠ হইয়া হবিগঞ্জ প্রভৃতি অঞ্চলে প্রচারে গমন করিয়াছেন।

সুখ কি ?

(৪র্থ পৃষ্ঠার পর)

যেমন একটী ক্ষুদ্রবর্ণের সমাবেশমাত্র-রূপে দৃষ্ট হয়, সেবাবুদ্ধির সাহায্যে সেব্য চিদ্ঘন শ্রীভগবন্মূর্ত্তির দর্শন-লাভ না হওয়া পর্য্যন্ত ত্যাগপর-বুদ্ধির প্রেরণা হইতে পরতত্ত্বকেও সেইরূপ নিরাকার ধ্যেয় ব্রহ্মজ্যোতিঃ বা সুখ-মাত্রাত্মক তত্ত্বরূপে অনুভব করিতে হয়।

ভোগী ও ত্যাগী উভয়ে স্ব-সুখকামী। ভক্তই কেবল শ্রীভগবানের সুখে সুখী ও সেইজন্য নিষ্কাম। পিতা নিজে না খাইয়া পুত্রকে খাওয়াইলে যেরূপ আপনাকে সুখী বোধ করেন, ভক্তও সেইরূপ নিজ-সুখে জলাঞ্জলি দিয়া ভগবৎ-তৃপ্তিতে আপনাকে তৃপ্ত মনে করিয়া থাকেন। শুদ্ধভক্তের হৃদয় শুদ্ধ অর্থাৎ কামনার পূতিগন্ধ-শূন্য। এবম্বিধ শুদ্ধ হৃদয় ব্যতীত সুখঘনমূর্ত্তি শ্রীভগবানের দর্শন ও সেবানন্দসুখ আস্বাদনের উপায়ান্তর নাই।

স্ব-সুখপরতার লেশমাত্র থাকিতে সেবাবুদ্ধির উদয় সম্ভবপর নহে। আনন্দ-ঘনমূর্ত্তি শ্রীভগবান্ নিজ আনন্দের আভাস-দ্বারা জীবসমূহকে সেবানন্দ-রস আস্বাদন করাইবার জন্য প্রতিনিয়ত আকর্ষণ করিতেছেন। হরিবিমুখ আমরা তাঁহার কৃপা উপলব্ধি করিতে না পারিয়াই দুঃখ ভোগ করিতেছি। অতএব বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিমাত্রেরই কর্ত্তব্য—ত্যাগ বা ভোগপর বুদ্ধিরূপ মলরাশিকে হৃদয় হইতে সরাইয়া নির্ম্মল হৃদয়ে শুদ্ধাকারে দর্শনযোগ্য উক্ত আকর্ষণ-রজ্জুকে অবলম্বন পূর্ব্বক ভগবৎ-সেবায় নিযুক্ত হইয়া জীবনকে ধন্য করা।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

২৮ আদি কারণোদশায়ী

সুখ কি ?

দেখিতে পাওয়া যায় যে, কি বালক, কি বৃদ্ধ, কি স্ত্রী, কি পুরুষ, কি সভ্য, কি অসভ্য, কি মূর্খ, কি পণ্ডিত, কি গৃহী, কি ত্যাগী, কি ভোগী, কি যোগী এবং কি মানব, কি পশ্বাদি—সকলেই সুখপ্রাপ্তির আশায় বদ্ধপরিকর। যদি কেহ সুষ্ঠুভাবে অনুসন্ধানে নিযুক্ত হন, তাহা হইলে তিনি নিশ্চয়ই বুঝিতে পারিবেন যে, তাঁহার হৃদয়ের অন্তঃস্থলের সুখাশাই তাঁহাকে যাবতীয় কার্য্যে প্রণোদিত করিতেছে। সর্ব্বপ্রকার ক্রিয়ার প্রবর্ত্তক ও নিখিল জীবের চিত্তাকর্ষকরূপ পরম-কমনীয় ও সুমহান্ সুখ নামক সম্রাটের প্রকৃত স্বরূপ কি? তৎসম্বন্ধে আলোচনা করাই বর্ত্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

অনেক সময় শিশুগণ নিদ্রাভঙ্গের পর অকস্মাৎ প্রবলবেগে ক্রন্দন আরম্ভ করে এবং ক্রন্দনকালে সান্ত্বনা করিবার জন্য উহাদিগকে অভিভাবকগণ যে সমুদয় বাক্য প্রয়োগ করিয়া থাকেন, তাহা উহারা শুনিতে চাহে না বরং ক্রমশঃ পূর্ব্বাপেক্ষা বর্দ্ধিত-বেগে চীৎকার করিতে থাকে। বয়ঃপ্রাপ্ত মানবগণের মধ্যে বিচারশক্তির অভাবে সুখের প্রকৃত স্বরূপ কি ও কি প্রকার সাধন আশ্রয় করিলে সুখের সাক্ষাৎকার লাভ ঘটে, তৎসম্বন্ধে আলোচনা করিবার প্রয়োজনীয়তা যাঁহারা স্বতঃ বুঝিয়া উঠিতে পারেন না, এবং কেহ বুঝাইবার চেষ্টা করিলেও মনোযোগপূর্ব্বক হৃদয়ঙ্গম করিবার জন্য প্রস্তুত হন না, তাঁহারা নিতান্ত ভাগ্যহীন ও পূর্ব্বোক্ত ক্রন্দনশীল শিশুগণের ন্যায়, অত্যন্ত মূঢ়। কোন বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি যেন সুখের প্রকৃত স্বরূপ নির্ণয়ে ও তাহার যথোচিত সাধনে বিরত না থাকেন, ইহাই আমাদের সানুনয় প্রার্থনা।

অন্ধকার-গৃহে যখন দীপ জ্বলিতে থাকে তখন আমরা দেখিতে পাই যে, প্রদীপ-শিখা গৃহের চতুর্দ্দিকে আলোক বিকীর্ণ করিয়াও নিজ শিখাস্থ আলোক-রাশিকে যথাস্থানে অক্ষুণ্ণভাবে রক্ষা করে। এই দৃষ্টান্ত হইতে বুঝা যায় যে, প্রকাশশীল আলোকের 'ব্যাপকতা'-নাম্নী একটী গুণ বা শক্তি আছে, যাহার দ্বারা সে একস্থানে অক্ষুণ্ণ বা অবিকৃত-ভাবে বর্ত্তমান থাকা সত্ত্বেও চতুষ্পার্শ্বস্থ পদার্থরাজিকে নিজ প্রভাদ্বারা প্রকাশ করিতে সমর্থ হয়। আলোকে যেরূপ 'ব্যাপকতা'-নাম্নী একটী শক্তি অবস্থিত, সুখ-স্বরূপ-ভগবত্তত্ত্বেও তদ্রূপ ব্যাপকতা-নাম্নী একটী মহতী শক্তি অন্তর্নিহিতা আছে, যাহার প্রভাবে তিনি নিজ স্বরূপকে পূর্ণ সচ্চিদানন্দঘন-তত্ত্বরূপে সংরক্ষণ পূর্ব্বক তদিতর প্রত্যেক জীবে নিজস্বরূপের আভাস বা জ্যোতিঃ বিকীর্ণ করিতে সমর্থ হন, এবং সেই আভাসের পরিচয় দেখাইয়া নিখিল জীবকে নিজ ঘনানন্দময় স্বরূপের প্রতি আকর্ষণ করিয়া থাকেন।

আলোকের প্রকাশগুণ যেরূপ অন্ধকারে লক্ষিত হয় না এবং অন্ধকারের আবরণ-গুণ যেরূপ আলোকে দৃষ্ট হয় না তদ্রূপ সুখরূপ পদার্থের চিত্তবিনোদকারী গুণ, তদিতর তত্ত্বকে আশ্রয় করিয়া অবস্থান করিতে পারে না। অতএব সুখান্বেষী ব্যক্তিমাত্রেরই কর্ত্তব্য—সুখলাভার্থে হৃদয়ে অনুভূত সুখকিরণের সাহায্যে তাঁহার উৎস-রূপ সুখ-সূর্য্যের আলোচনায় নিযুক্ত থাকা। যাঁহারা সুখ-সূর্য্যের চিন্তা পরিত্যাগপূর্ব্বক নশ্বর ও ক্ষুদ্র ধনজনাদির চিন্তায় নিমগ্ন হইয়া তত্তৎ-পদার্থ দ্বারা সুখলাভের আশা পোষণ করেন, তাঁহারা শস্যলাভার্থ বৃথাই তুষরাশিকে আঘাত করিয়া থাকেন। এই শ্রেণীর মনুষ্যকে কখনও 'বুদ্ধিমান্' বলা যাইতে পারে না এবং দুর্ভাগ্যই যে তাঁহাদিগের বুদ্ধি দূষিত করিয়াছে, তাহা সুধীগণ মুক্ত-কণ্ঠে পুনঃ পুনঃ ঘোষণা করিয়া থাকেন।

সুখের স্মৃতি অস্ফুট আকারে হৃদয়ে জাগিবামাত্র দুর্ভাগ্যবশতঃ যাঁহাদিগের চিত্ত শুদ্ধভাবে উহার উৎসাভিমুখে ধাবিত হইতে বাধাপ্রাপ্ত হয়, তাঁহারা রজ্জুতে সর্পদর্শনের ন্যায় বিবর্ত্তবুদ্ধির সাহায্যে উহাকে পূর্ব্বদৃষ্ট অন্য কোন নশ্বর বাহ্য পদার্থের সংসর্গজনিত ফলবিশেষের আংশিক বিকাশ বলিয়া বুঝিতে বাধ্য হন ও তৎফলে পুনরায় সেইরূপ পদার্থ দ্বারা উহাকে সুস্পষ্ট আস্বাদন করিবার জন্য আগ্রহান্বিত হইয়া থাকেন। বাহ্য-পদার্থের স্মৃতি জাগিবার পূর্ব্বে তাঁহাদিগের লক্ষ্য মুখ্যভাবে সুখের অস্ফুট স্মৃতির অভিমুখে ধাবিত হইতে থাকে; কিন্তু বিবর্ত্ত-বুদ্ধির সাহায্যে বাহ্যবিষয়ে স্মৃতি জাগিবার পরবর্ত্তিকালে ঐ লক্ষ্য বাহ্যবিষয়ের অভিমুখে মুখ্যভাবে ধাবিত হইতে আরম্ভ করায় উহা সুখস্মৃতির দিকে গৌণভাবে অবস্থান করিতে বাধ্য হয়। অতঃপর যখন বিষয়ের চিন্তা তন্ময়ীভাব ধারণ করে, তৎকালে লক্ষ্য সুখ-স্মৃতির প্রতি গৌণভাবটুকুও বিসর্জ্জন দিয়া থাকে। সূর্য্যাস্তের পর যেমন ঘোর অন্ধকার-রাশি দিক্‌সমূহকে ছাইয়া ফেলে, সুখস্মৃতির প্রতি গৌণভাবে অবস্থিত লক্ষ্যটুকুর অপগমেও সেইরূপ সুখের বিপরীত যে নিদারুণ দুঃখ, তাহা লক্ষ্যভ্রষ্ট জীবের হৃদয়-প্রদেশকে অধিকার করে। এই সুখস্মরণাত্মক পথের বিপরীত দুঃখ-আহরণকারী যে বাহ্য-বিষয়ের চিন্তারূপ পথ, তাঁহাকে শাস্ত্রকারগণ 'ভাবনাবর্ত্ম' নামে অভিহিত করিয়াছেন। যাঁহারা ভাবনাবর্ত্মকে অতিক্রম করিতে সমর্থ, কেবল তাঁহারাই সুখের বিশুদ্ধস্বরূপ অনুভব করিতে ও অনুভবজনিত বিমলরস-আস্বাদনে পারগ।

সুবর্ণে তাম্র-'খাদ' মিশাইয়া 'গিনি' নামক স্বর্ণমুদ্রা প্রস্তুত হয়। 'গিনি' প্রস্তুত হইলে সুবর্ণের সহ তাম্র অংশ এরূপ ওতঃ-প্রোতভাবে মিশ্রিত থাকে যে, আমাদিগের চক্ষু ঐ তাম্র অংশকে লক্ষ্য করিতে সমর্থ হয় না ও সমগ্র 'গিনি'কে সুবর্ণেরই প্রকারভেদ বলিয়া দর্শন করিতে বাধ্য হয়। এই দৃষ্টান্তের ইঙ্গিত লইয়া বিচারশীল হইলে বুঝা যায় যে, অজ্ঞ ও বিষয়াসক্ত ব্যক্তির ধারণায় বৈষয়িক সুখ-আকারে যে বস্তু অনুভূত হয় তাহা প্রকৃতপক্ষে বাহ্য বিষয় ও সুখজ্যোতিঃর সংমিশ্রিত ভাবদ্যোতক। রাসায়ন ক্রিয়াযোগে গিনি হইতে তাম্রাংশকে বহিষ্কৃত করিলে সুবর্ণকে যেরূপ পুনরায় বিশুদ্ধাকারে দর্শন করিতে পারা যায়, বহির্ম্মুখ জনগণ যদি নিজ নিজ চিত্তদর্পণ হইতে সুখেতর বাহ্য নশ্বর পদার্থের চিন্তারাশিকে দূরীভূত করিতে সমর্থ হন তাহা হইলে তাঁহারাও সুখ-বস্তুকে তদ্রূপ বিশুদ্ধ চিদ্‌-ঘনানন্দময় ভগবত্তত্ত্বরূপে অনুভব করিতে সমর্থ হইবেন।

সূর্য্যের আলোক চন্দ্রে পতিত হওয়ায় আমরা চন্দ্রকে আলোকময় দেখিতে পাই। যদিও আমাদিগের চক্ষু ঐ আলোককে স্বতন্ত্র চন্দ্রালোকরূপে দর্শন করে তথাপি বিজ্ঞানবিদ্‌গণের গবেষণা জানাইয়া দেয় যে, উহা সূর্য্যেরই আলোক, স্বতন্ত্র চন্দ্রালোক নহে। বাহ্য-বিষয়ের চিন্তাকালে মানবচিত্ত যে যে পদার্থের চিন্তায় নিমগ্ন হয়, তাহাতেই কথঞ্চিৎ তন্ময়তা লাভ করে। চিত্ত কোন বিষয়ে তন্ময় হইলে অন্যান্য বিষয়ের চিন্তাকে স্তব্ধ রাখে। অন্যান্য বহুতর বিষয়ের চিন্তা যেকালে স্তব্ধীভূত থাকে, সে সময় চিত্ত কথঞ্চিৎ শান্ত ভাব ধারণ করে ও তদ্ধেতু তাহা নিরুপদ্রবে ধ্যেয়-বস্তুকে ধারণা করিতে সমর্থ হয়। তরঙ্গরাশির কথঞ্চিৎ বিরাম-কালে জলাশয়ে যেরূপ চন্দ্রের প্রতিবিম্ব সুস্পষ্টরূপে লক্ষিত হয়, চিত্তের কথঞ্চিৎ শান্ত-ভূমিকায় সুখময় ভগবত্তত্ত্বের তদ্রূপ ঈষৎ আভাস অনুভূতির গোচর হইয়া থাকে। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, সুখময় ভগবত্তত্ত্ব হইতেই সুখের 'ঝলক' হৃদ্দেশে অনুভূত হয়; কিন্তু সুখ দিলেন সুখময় ভগবান্, ইহার পরিবর্ত্তে সূর্য্যালোককে চন্দ্রালোকের প্রতীতির ন্যায় অজ্ঞ মানবগণ মনে করেন যে, সুখ দিল বাহ্য বিষয় এবং সেইজন্য তাঁহারা বাহ্য বিষয়ে আসক্ত হইয়া পড়েন। শুষ্ক-অস্থি-চর্ব্বণকারী সারমেয় যেরূপ কঠিন অস্থিদ্বারা ক্ষতবিক্ষত স্বীয় মুখ-নিঃসৃত রক্তকে অস্থিগত রুধির বলিয়া মনে করে ও নিজমুখ-নির্গত রক্তপানার্থ পুনরায় প্রবল উদ্যমের সহিত ঐ শুষ্ক অস্থিকে পুনঃ পুনঃ চর্ব্বণ করিতে থাকে, অজ্ঞমানবগণের সুখাস্বাদনের যত্নও ঠিক সেইরূপ।

মানবগণের বুদ্ধিতে ত্রিবিধগতি লক্ষ্য করা যায়, যথা—(১) ভোগপরা বা বিষয়াভিমুখিনী (২) ত্যাগপরা বা ব্যতিরেক-মুখিনী (৩) সেবাপরা বা ভগবদভিমুখিনী। ভোগ পর-বুদ্ধির উদয়কালে মনুষ্যগণ নিজ ভিন্ন পদার্থ সমূহকে ভোগ্য ও আপনাদিগকে ভোক্তৃভাবে অবগত হন এবং তন্নিবন্ধন বাহ্য পদার্থে সুখান্বেষণে প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে রজ্জুতে সর্প-দর্শনের ন্যায় ভোগীদিগের বুদ্ধি বিবর্ত্তিত হওয়ায় তাঁহারা সুখের উৎস কোথায় তাহা বুঝিতে অসমর্থ। সুতরাং প্রতিপন্ন হইতেছে যে, ভোগপর-বুদ্ধিই উক্ত বিবর্ত্তের জনক এবং সত্য-জ্ঞানের বাধক।

ভোগপর পন্থায় অজস্র দুঃখ উপস্থিত হয় দেখিয়া যে সমুদয় মনুষ্য ভোগপর-বুদ্ধিকে সঙ্কুচিত করিবার উদ্দেশ্যে ত্যাগপর ব্রত অবলম্বন করেন ও ত্যাগদ্বারে দুঃখের উৎসাদন-রূপ শাশ্বত শান্তিকে উপভোগ করিবার জন্য উদ্‌গ্রীব হন, তাঁহারা 'জ্ঞানী' নামে অভিহিত ও ত্যাগপর-বুদ্ধিবিশিষ্ট। এই প্রকার ত্যাগনিষ্ঠ জ্ঞানিগণ শান্তিকে এক-প্রকার বাহ্য বিশেষ-ধর্ম্মরহিত সুখমাত্রাত্মক সর্ব্বব্যাপী তত্ত্ব বলিয়া বুঝেন ও সর্ব্বদা তাঁহারই ধ্যানে নিযুক্ত থাকিবার জন্য যত্নশীল হন। শাস্ত্রে জ্ঞানিগণের লক্ষিত সুখকে 'ব্রহ্মানন্দ' নামে বর্ণন করা হইয়াছে।

মানবগণের মধ্যে যাঁহারা এই ব্রহ্মানন্দকে ভগবানের অঙ্গজ্যোতিঃ বলিয়া আম্নায়-পারম্পর্য্যক্রমে অবগত হইবার ভাগ্য লাভ করিয়াছেন, তাঁহারা ভক্ত নামে অভিহিত। বিক্ষিপ্ত কিরণ অপেক্ষা যেরূপ কিরণ-রশির আশ্রয় (প্রতিষ্ঠা) ঘনীভূত তেজোবিগ্রহ সূর্য্য কোটীগুণ সমুজ্জ্বল, তদ্রূপ কিরণ স্থানীয় ব্রহ্ম হইতে চিৎস্বরূপ ব্রহ্মের পরমাশ্রয় চিদ্‌ঘনবিগ্রহ ভগবান্‌ও পরিপূর্ণ রসময়। সুদূর পর্ব্বতোপরি বিরাজিত ক্ষুদ্র দেবালয়ের শ্রীমূর্ত্তি নিকটস্থ না হওয়া পর্য্যন্ত

(অতঃপর ৩য় পৃষ্ঠার শেষ কলমে দ্রষ্টব্য)

PRESIDENTIAL SPEECH.

[Lecture of Mr. Pannalall B. A., (Cant.) I. C. S., delivered at the opening ceremony of the Benares Theistic Exhibition on 24th December 1933.]

Your Holiness and other members of the Sri Visva Vaishnaba Raj Sabha, brothers and sisters !

It is a proud day for me that in this holiest of cities Kashi the cradle of many religions, a great spiritual organisation has chosen me to open its religious Exhibition. I know how slender and even insignificant are my qualifications to stand here in a place of honour among you, selfless devotees and workers whom I have had the good fortune to know for years, and who are in every way deserving of my homage.

And yet perhaps because of this reason that my life-work has been in the market place and the forum, I who have had the privilege of your acquaintance can in some way interpret your point of view to the public at large. I do so with the greater pleasure because I am confident that the contribution which you bring towards the solutions of our countries problems, nay of the world-problems is a very valuable one.

We were always a religious people ; only we were swept off our feet in the last hundred years by our contact with the more RAJASIK civilisation of the west. So enamoured did we become of the west and so much did we come to despise ourselves that some amongst us felt that perhaps our religious mind was the cause of our undoing—luckily that phase is past—even the west with its miracle of material and industrial progress finds itself empty-handed in more senses than one and the biggest thinkers there are realising more and more the truth of the saying of the Lord Jesus "Man liveth not by bread alone." They now understand people who may be the richest in worldly possessions may be the poorest in the things that really matter and when this is the condition in Europe and America how foolish will it be of us to go on following them blindly in non-religious avenues. Each nation has a genious peculiarly its own, which runs as an under-current in all its life and all activity contrary to it, would be against its grain and cannot lead to success. The spirit of England is imbued with law and order, of France with logic and philosophy, of America with industrialism. Our genious on the otherhand is essentially religious and we see that in all walks of life the greatest of our country men whether poets, philosophers, painters, musicians or politicians sooner or later turn to religion for inspiration. Therefore you of the Viswa Vaishnaba Raj Sabha who are exerting to bring home to us the fundamental truths of our great religion and to enlist our interest and attention are working on lines which are bound to succeed and to have an ennobling effect on us even against our will.

But religion also must march with the times. This is one of the essential characteristic of the Hindu religion which distinguishes it from others that it expressly admits the possibility of changes to suit altered circumstances. For this there is the authority of Sree Krishna Himself "যদা যদাহি ধর্ম্মস্য" and so we have had Avatars, and other great teachers born from time to time, and though the old truth—the Sanatan Dharma has always been one at the bottom, the outer garb and the methods advocated have varied.

The present need of our country is something that would serve to unify the apparent diversity of creeds and interests which have led to us disturbance in our land and yet would be simple and practical, while preserving the uttermost secretmost depths of our ancient spiritual heritage. You follow and derive your inspiration from the Great Lord Sree Krishna Chaitanya. His teachings were essentially designed to suit this object. First as for unity he taught that the ideal was the love for the Lord and therefore for all those whom he had created. There is in this no room for caste and creeds, high and low. The Lord Sree Chaitanya converted among His followers a large number of persons of what are considered by others as outside the pale of Hinduism. He treated all equally and said that even if a 'Chandal' knew the truth he should be accepted as a 'Guru.' When one of his followers said "Prabhu tuch me not, I am unworthy." He said "I touch you to purify myself" And again once when he was going to Puri Haridas, one of His Muslim Bhaktas showed grief, for according to the rules he would not be allowed to go there, the Lord answered "Your humility breaks my heart, I will pray for you to the Lord, Nay shall take you to Purusottama." In these two incidents the limit of catholicity and toleration has been reached. If we have but a grain of His love there would be an end of all warring creeds and jealousies, which disfigure the name of Bharatvarsa to-day. Secondly as for practicality and simplicity ; this is an essential for our modern day with its bustle and worry and multitudinous occupations. Nothing has helped to creat a gulf between us and our old religion more than the insistence of most of our Acharyas, on strict forms and rituals which most of us find it impossible to observe. Again the wonderful (Kaleidoscopic) variety of the methods taught has tended to confuse most of us with the results that even those amongst us who would follow the narrow path find ourselves at sea. The Lord Gauranga helps us out of these difficulties by a sadhana which is almost unique and fresh and what can be followed by all, men and women old and young at any time. He lays stress upon an age-long truth which lies anshrined in our ancient books of the efficacy of repeating the Name to attain the highest good. ays the Skanda Puran—

মধুর-মধুরমেতন্মঙ্গলং মঙ্গলানাং
সকলনিগমবল্লী-সৎফলং চিৎস্বরূপং।
সকৃদপি পরিগীতং শ্রদ্ধয়া হেলয়া বা
ভৃগুবর নরমাত্রং তারয়েৎ কৃষ্ণনাম॥

Says He "নাম্নামকারি" What can be simpler or more practical than this ? It is this philosophy which the preachers of the Viswa Vaishnaba Raj Sabha are going out all over the world to preach. There is a message of peace and good will to all mankind, regardless of bounds of country and even of religion. A band of preachers under Tirtha Swami and Bon Maharaj are in England. Even to-day I had a message of loving remembrance from them in England and it is a Divine coincidence that we are meeting here to open this Exhibition to-night.

Let us hope and pray that the mission work of the Viswa Vaishnaba Raj Sabha which has at its head a great scholar and a great saint will achieve the fullest measure of success in creating that feeling of unity of which we stand sorely in need in our country.

It was a happy idea to inculcate profound religious truths by means of tableau so that the illiterate among us may also imbibe the spiritual lessons they have given us. The sacred books throughout the world were first in sanskrit and other classics ; the followers of Gauranga were among the first to popularise religious teachings by writing in the language of the masses. The idea of the Exhibition is a natural further step. I have much pleasure in declaring the Exhibition open.

স্বাস্থ্য-সংবাদ

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

দেখা গিয়াছে অনেকে প্রয়োজন অপেক্ষা কমজল পান করিয়া স্বাস্থ্য রক্ষা করিতেছে। তাহার কারণ এই যে, আমরা যাহা আহার করি তাহার মধ্যে অনেক পরিমাণ জল থাকে এবং তাহার জন্যই শরীরে জলের অভাব পরিলক্ষিত হয় না। ভাত, ডাল, ঝোল প্রভৃতি যাহা বাঙ্গালীর খাদ্য তাহাতে জলের ভাগই অধিক। দুধের শত করা ৮৯ ভাগই জল। এবং আমাদের খাদ্যের ৫ ভাগের ৪ ভাগই জল ফল, শাক সব্জীতে অনেক পরিমাণ জল থাকে। ইহা ব্যতীত প্যানক্রিয়েটিক ও পাকরস যাহা মাংস গঠনকারী পদার্থ আহারের ফলে হাইড্রোজেনের সংযোগে ও আমাদের ফুসফুসের অক্সিজেন সংযোগে আমাদের শরীরে জলীয়রূপে উৎপন্ন হয় উহার সহিত লালা মিশ্রিত হইয়া হজমের সাহায্য করে।

আমাদের শরীরে খাদ্যের উপর জলের প্রধান কার্য্য পুষ্টিকর পদার্থকে জলীয় করিয়া লওয়া, যাহাতে উহা রক্ত কর্ত্তৃক শোষিত হয় এবং এই উপায়ে শরীর তাজা থাকে ও শক্তিপূর্ণ করে। রক্তের দূষিত পদার্থ ফুসফুসে আনীত হয় ও তথা হইতে বাষ্পরূপে বহির্গত হইয়া যায়। আবার আমরা যতই শারীরিক পরিশ্রম করি ততই শরীরস্থ লোমকূপ দিয়া জলীয় পদার্থ বাহির হইয়া যায়। কিন্তু জলের অভাব সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বুঝিতে পারা যায় তৃষ্ণার দ্বারা গ্রীষ্মকালে উহা অধিক বুঝা যায়।

দেখা গিয়াছে যে লবণাক্ত পদার্থ, মিষ্টদ্রব্য ও মসলাযুক্ত খাদ্য আহারে তৃষ্ণা বাড়ে। ইহার কারণ অতি স্বাভাবিক। লবণ লালার গ্রন্থি সকলের কার্য্য বর্দ্ধিত করে এবং আভ্যন্তরিক রস সমূহের নিঃসরণ বাড়াইয়া দেয় এবং এইরূপে আরও অধিক জলের প্রয়োজন হয়।

যেমন পূর্ণভাবে শ্বাস প্রশ্বাসের দ্বারা রক্তের অবিশুদ্ধ পদার্থ দূর করা যায় এবং অতিরিক্ত আর্দ্রতা বাষ্পের আকারে বাহির করিয়া দেওয়া যায় তেমনি সমগ্র শরীর জল দ্বারা বিধৌত করিতে ... আমাদের প্রয়োজন। জল পান করিয়া তৃষ্ণা মিটাইলে চলিবে না। জল শুধু খাদ্য সেবনের সাহায্যকারী নহে এবং জীবন রক্ষার জন্য নিতান্ত প্রয়োজন। আমাদের শরীরের শত করা ৭১ ভাগ জল বা জলীয় পদার্থে পূর্ণ। সে জন্য আমাদের উপযুক্ত পরিমাণ জল পান করা প্রয়োজন।

যাহারা কোষ্ঠবদ্ধতায় ভুগিয়া থাকেন তাঁহারা বেশী করিয়া জলপান করিলে তাঁহাদের কোষ্ঠবদ্ধতা দূর হয়। প্রাতঃকালে শয়নের পূর্ব্বে জল পান এবং উষাপান করিলে কোষ্ঠবদ্ধতা দূর হয়। শরীরে বিষ হইলে চিকিৎসকগণ অতিরিক্ত জল পান করিতে বলেন। সুতরাং জল আমাদের অত্যন্ত প্রয়োজনীয় পদার্থ। আহার না করিয়া তিন মাস পর্য্যন্ত বাঁচিয়া থাকিতে দেখা গিয়াছে। কিন্তু জলপান না করিলে ১২ দিনের অধিক বাঁচিতে দেখা যায় নাই। একটু অতিরিক্ত জল পান করিলে শরীর স্বাস্থ্যপূর্ণ থাকে।

—সঞ্জীবনী

ফাঁসি

ফিরোজপুর হইতে প্রকাশ, রহমত আলী নামক স্থানীয় জেলের একজন ওয়ার্ডারকে এসেসরগণ একবাক্যে হত্যার অপরাধে দোষী সাব্যস্ত করায়, গত ১১ই তারিখ দায়রা জজ এসেসরদের উপরোক্ত রায়ের সহিত একমত হইয়া তাহার প্রতি প্রাণদণ্ডের আদেশ দিয়াছেন।

রাজসাক্ষী হরবংশ সিংএর বিবৃতি অনুসারে অভিযোগের বিবরণ এই, মনোহরলাল নামক রামসুখদাস কলেজের এক ছাত্রের প্রতি আসামীর বিশেষ আসক্তি ছিল। উক্ত বালকের সহিত আসামীর সাক্ষাৎ করাইয়া দেওয়ার জন্য সে হরবংশ সিংকে অনুরোধ করে। নির্দ্দিষ্ট সময়ে আসামী যখন বালকটির সহিত আলাপে লিপ্ত ছিল, তখন তাহার গুলীভরা বন্দুক হইতে অকস্মাৎ একটা গুলী ছুটিয়া বালকটীকে গুরুতর জখম করে বালকটির প্রাণবায়ু তখন তখনই বহির্গত হয় নাই। রাজসাক্ষী ও আসামী বিপদ এড়াইবার উদ্দেশ্যে বালকটীকে মারিয়া ফেলার সিদ্ধান্ত করে এবং পরে একটী ছুরি দিয়া মনোহরলালের মাথা কাটিয়া লয় এবং নদীর নিকট বদ্ধ জলাশয়ে উহা ফেলিয়া দেয় শরীরটাও পরে ফেলিয়া দেয়। জোর পুলিশ তদন্তের ফলে এই হত্যার সন্ধান হয় এবং আসামীকে গ্রেপ্তার করা হয়।

কারামুক্তি

নবাবগঞ্জ অভয় আশ্রমের বিশিষ্ট কর্ম্মী শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ ৬ মাসকাল পূর্ণ কারাদণ্ড ভোগান্তে ১৩ই জানুয়ারী তারিখে দমদম জেল হইতে মুক্ত হইয়াছেন। গত ... ব্যক্তিগতভাবে আইন অমান্য করিয়া বে-আইনী ঘোষিত দমদমা অভয় আশ্রমে প্রবেশকালে তিনি গ্রেপ্তার হইয়াছিলেন।

ফরিদপুর রেলওয়ে ষ্টেশন

ফরিদপুর রেলওয়ে ষ্টেশন স্থানান্তরিত করিবার অনুমোদন পাওয়া গিয়াছে বলিয়া এখানে সংবাদ আসিয়াছে। বর্ত্তমানে যেরূপ সুপারিশ করা হইয়াছে তদনুযায়ী স্থানীয় জিলা স্কুলের নিকট ষ্টেশন স্থানান্তরিত করা হইবে।

টালিগঞ্জে পুলিশ প্যারেড

গত ১৩ই জানুয়ারী তারিখে টালীগঞ্জ পুলিশ লাইনে পুলিশ প্যারেড হয়। বড়লাট উক্ত প্যারেডে উপস্থিত ছিলেন এবং বড়লাট বাঙ্গলা পুলিশের অফিসার ও লোকদিগকে কিংস পুলিশ ও ভারতীয় পুলিশ মেডেল প্রদান করেন।

১১২ বৎসর বয়সে মৃত্যু

লাহোর হইতে প্রকাশ, ১১২ বৎসর বয়সে গুলাদেবীর মৃত্যু হইয়াছে। সম্ভবতঃ তিনিই পাঞ্জাবে সর্ব্বাপেক্ষা দীর্ঘজীবী ছিলেন অন্ততঃ লাহোরে যে তাঁহার অপেক্ষা প্রাচীন কেহ নাই, তাহা নিঃসন্দেহ।

গুলাদেবী ১৮২৩ সালে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার আত্মীয় স্বজন ১৯২২ সালে তাঁহার শততম জন্ম বার্ষিকী অনুষ্ঠান করেন। শেষ পর্য্যন্ত তিনি পূর্ণ স্বাস্থ্যবতী ছিলেন এবং তাঁহার দৃষ্টি ও শ্রবণশক্তি অক্ষুণ্ণ ছিল।

হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হইয়া তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহার চারিটি পৌত্র বর্ত্তমান। তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠটীর বয়স ৫০ বৎসর।

বোম্বাইয়ে শীতের প্রকোপ

বোম্বাই হইতে প্রকাশ, একশত বৎসরের মধ্যে এই তৃতীয়বার তাপমান যন্ত্রের পারদ ৫৪ ডিগ্রির নিচে নামিল। সে দিন প্রাতঃকালে উত্তাপ ৫৩·৭ ডিগ্রি ছিল। ১৮৪৮ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে উত্তাপ ৫৩·৩ ডিগ্রী পর্য্যন্ত নামিয়াছিল। তাহার ৮২ বৎসর পর ১৯২৯ সালে উত্তাপ ৫৩·২ ডিগ্রী পর্য্যন্ত নামিয়া গিয়াছিল।

সেদিন কার নিম্নতম উত্তাপ সময়োচিত নিম্নতম উত্তাপ অপেক্ষা ১৭ ডিগ্রী কম কিন্তু ভাগ্যে বার শীত বোম্বাইএর শীতকেও হার মানাইয়াছে; তথায় প্রাতঃকালে উত্তাপ ছিল ৪৭ ডিগ্রী।

বাঙ্গলায় অবস্থা

বোম্বাইয়ে শীতের প্রকোপ কিন্তু দার্জ্জিলিং ব্যতীত বাঙ্গালার অন্য সর্ব্বত্র উত্তাপ সময়োচিত অপেক্ষা বেশী। কলিকাতার নিম্নতম উত্তাপ সময়োচিত অপেক্ষা ৮ ডিগ্রী ও উচ্চতম উত্তাপ ৫ ডিগ্রী বেশী। আবহাওয়া ঠিক ফাল্গুনের মাঝামাঝি সময়ের মত। উত্তর বঙ্গের নানাস্থানে বৃষ্টি হইয়াছে পৌষ সংক্রান্তি হইলেও পৌষ মাসে যখন বৃষ্টি হইয়াছে, তখন অনেকেই খনার বচন স্মরণ করিয়া শঙ্কিত হইবেন।

হাওড়ায় ডাকাতি

প্রকাশ প্রকাশ যে, গত ১২ই জানুয়ারী রাত্রিতে অনুমান আটজন লোক ছোরা ছুরি এবং টর্চ লাইট লইয়া সাঁকরাইল থানার ... গ্রামের ... নামক জনৈক ব্যক্তির বাড়ীতে হানা দেয়। তাহারা উক্ত বাড়ীর লোকজনদিগকে মারপিট করিয়া নগদ ও টাকাকড়ি গহনাপত্র লইয়া চলিয়া যায়।

বাঙ্গালী হজ-যাত্রীদের মহা সুবিধা

১। ১৯৩৪ সালের ২২শে ফেব্রুয়ারী বৃহস্পতিবার (১০ই ফাল্গুন, ১৩৪০) একখানা হজযাত্রী জাহাজ কলিকাতা বন্দর হইতে ছাড়া স্থির হইয়াছে। রমজান শরিফের পরেই টিকেট ক্রয় করিবার আফিস কলিকাতায় খোলা হয়।

২। জাহাজে তৃতীয় শ্রেণীতে এবং জেদ্দা-মক্কা শরিফে মোটর বা লরিতে যাতায়াত করিয়া জাহাজে ও ডাঙ্গায় খোরাকী ও অন্যান্য সর্ব্বপ্রকার খরচসহ মক্কা শরিফে আগামী হজ করিতে জনপ্রতি অন্ততঃ ৪৯০৲ টাকা লাগিবে এবং যদি মদিনা শরিফের জেয়ারত কেহ করিতে চান, তবে তাঁহাকে আরও প্রায় ২৬০৲ টাকা বেশী, অর্থাৎ মোট অন্ততঃ ৭৫০ টাকা সঙ্গে লইতে হইবে। যদি মোটরের বদলে মক্কা শরিফে উটে যাতায়াত করেন; তাহা হইলে অন্ততঃ ৪৮৯৲ টাকাতেই হজ সমাধা করিতে পারিবেন। আর যদি মদিনা শরীফের জেয়ারতও উটযোগে করিতে চান, তাহা হইলে ইহা হইতে প্রায় ১৫৮৲ টাকা বেশী অর্থাৎ একুনে ৬৪০৲ টাকা লাগিবে। কোন স্বার্থপর মোয়াল্লেম বা দালাল যদি কোন ইস্তাহার দেখাইয়া বলে যে বোম্বাই বা করাচী হইতে জাহাজে চড়িয়া মক্কা শরীফ ও মদিনা শরীফ জেয়ারত করিতে ইহা অপেক্ষা কম টাকা লাগিবে, তাহা হইলে ইহা স্মরণ রাখিবেন যে কলিকাতা হইতে বোম্বাই বা করাচী পর্য্যন্ত যাওয়া আসার রেল ভাড়া এবং বোম্বাই বা করাচী বন্দরে থাকিয়া জাহাজের অপেক্ষায় থাকা কালীন খাওয়া দাওয়া ইত্যাদির খরচ যোগ করিলে মোট খরচ কলিকাতার খরচ হইতে অনেক বেশী পড়িবে। সুতরাং বোম্বাই বা করাচী বন্দর হইতে জাহাজে চাড়লে খরচ ত কিছু কমিবেই না, বরং সেখানে আরও কষ্ট ও অসুবিধা ভোগ করিতে হইবে। জেদ্দা হইতে মক্কা শরিফ পৌঁছিতে মোটর বা লরিতে ৩।৪ ঘণ্টা এবং উটে প্রায় দুই দিন সময় লাগে। মোটরযোগে মদিনা শরিফ পৌঁছিতে দুই দিনের অধিক সময় লাগে না, কিন্তু উটে যাইতে হইলে প্রায় দুই সপ্তাহের অধিক সময় লাগে। হজযাত্রীদের নিজেদের সুবিধার জন্য জানান যাইতেছে যে তাঁহারা এই সমস্ত বিবেচনা করিয়া আবশ্যক টাকা সঙ্গে না লইয়া যেন যাত্রী হইতে রওয়ানা না হন।

বিশ্ব-বিশ্রুত শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত

শ্রীচৈতন্য ভাগবত

বিরাট দ্বিতীয়-সংস্করণ

গৌড়ীয়াচার্য্যভাস্কর প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ কর্তৃক গৌড়ীয়ভাষ্য ও বিবৃতিসহ প্রকাশিত। সংস্কৃত শ্লোক সমূহের অন্বয়, অনুবাদ ও ব্যাখ্যা সন্নিবেশিত। প্রতি অধ্যায়ের কথাসার, অধ্যায়-সূচী, শ্লোক-সূচী, পয়ার-সূচী, স্থান-সূচী, পাত্র-সূচী, ও গ্রন্থকার শ্রীল বৃন্দাবন দাস গোস্বামীর জীবনী প্রভৃতি মহামূল্য-রত্নে অলঙ্কৃত।

ভিক্ষা—সর্ব্বসাধারণের সুবিধার জন্য ১২৲ স্থলে ৬৲ ছয়টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—

১। শ্রীচৈতন্য মঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

২। শ্রীগৌড়ীয় মঠ
পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট"—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র শিক্ষকগণ ছাত্রদিগকে অতি যত্নের সহিত শিক্ষা প্রদান করিতেছেন। বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের বন্দোবস্ত হইয়াছে। খোরাকী ও বেতন বাবদ প্রতি মাসে মাত্র সাত টাকা ব্যয়। স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছেন। বিদ্যালয়টী বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক স্বীকৃত (এফিলিয়েটেড) হইয়াছে। সবিস্তার সংবাদের জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র লিখুন।

বিশেষ দ্রষ্টব্য

পরীক্ষায় যাহারা গড়ে শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র বিনয়ী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হইবে।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

সরস্বতী-জয়শ্রী

সেবার অপূর্ব্ব সুযোগ!! সেবার অপূর্ব্ব সুযোগ

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের জীবন চরিত

আগামী ২১শে মাঘ (১৩৪০), ৪ঠা ফেব্রুয়ারী (১৯৩৪) রবিবার শ্রীশ্রীব্যাসপূজা-বাসরে শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণবসম্প্রদায়ৈক-সংরক্ষক ও শ্রীগৌড়ীয়-মঠের মূল মহাপুরুষ প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের ভুবনমঙ্গল জীবনচরিত— "সরস্বতী-জয়শ্রী" প্রকাশিত হইবেন। এই গ্রন্থরাজে বিবিধ চিত্র, মানচিত্র ও তত্ত্বাগার-সম্বলিত পরমার্থশিক্ষাপ্রদ বিষয় সন্নিবেশিত থাকিবে। গ্রন্থের কলেবর রয়্যাল আটপেজী সাইজের ন্যুনাধিক পাঁচশত পৃষ্ঠা হইবে। এতদ্ব্যতীত শ্রীব্যাস-পূজার সময় শ্রীল প্রভুপাদের অতিমর্ত্ত্য চরিত্র ও আচার-প্রচার বৈশিষ্ট্য সর্ব্বসাধারণে বোধগম্য করিবার নিমিত্ত কলিকাতা-শ্রীগৌড়ীয়মঠে একটি মিউজিয়াম বা প্রদর্শনী উন্মুক্ত হইবে।

—ঃ কাশীধাম মিশির পোখরাতে ঃ—

শ্রীগৌড়ীয় মঠের

—সৎশিক্ষা প্রদর্শনী—

অপূর্ব্ব! অত্যাশ্চর্য্য!! ধারণাতীত!!!

জীবন্ত প্রতিমার ন্যায় শত শত মূর্ত্তিতে সুসজ্জিত বিভিন্ন দৃশ্য—রাবণের সোণার লঙ্কা দাউ দাউ করিয়া জ্বলিতেছে, মৌমাছির দল মধুপানের জন্য ঝাঁকে ঝাঁকে উড়িয়া যাইতেছে, শ্রীকৃষ্ণের অন্তর্দ্ধানে ভাগবত-সূর্য্যের উদয় হইতেছে, যমপুরীতে পাপিগণ নরক-কুণ্ডে পড়িয়া ত্রাহি ত্রাহি আর্ত্তনাদ করিতেছে, ভক্তগণের সঙ্গে শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু সঙ্কীর্ত্তন-লীলা প্রদর্শন করিতেছেন ইত্যাদি আরও কত কি দেখিয়া বিস্মিত ও মুগ্ধ হইবেন।

—ঃ মহিলাগণের বিশেষ বন্দোবস্ত আছে ঃ—

দর্শনের সময়—প্রাতঃ ৮টা হইতে রাত্রি ৮॥০ পর্য্যন্ত

ইউনিয়ন বোর্ডের ফর্ম্ম

ফর্ম্ম সর্ব্বদা বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত থাকে। অর্ডার পাইলে আমরা অতি যত্নের সহিত রেজেষ্টারী বহির উপরে ইউনিয়ন বোর্ডের নাম ও নম্বর সহ লেবেল ছাপাইয়া আটিয়া সরবরাহ করিয়া থাকি। কতকগুলি ফরমের তালিকা নিম্নে দেওয়া গেল—

আসেসমেণ্ট তালিকা

ইউনিয়ন বোর্ডের, বেঞ্চের এবং কোর্টের ব্যবহার্য্য।

১ নং ফরম প্রতি শত ১৲ টাকা।

বজেট এষ্টিমেট

২নং ফরম প্রতি খানা /০ আনা, প্রতি শত ৪৲ টাকা।

ক্যাস বহি

৩ নং ফরম (আয় ব্যয়ের জমা খরচের বহি) ১০০ পৃষ্ঠার বহি ১৲

নিবেদক—ম্যানেজার, ভাগবত প্রেস লাইব্রেরী কৃষ্ণনগর নদীয়া।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক

— পারমার্থিক পত্র —

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে ॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে ॥

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশ
তনয়স্তদ্ধাম-বৃন্দাবনম্,
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা ।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং
প্রেমা পুমর্থো মহান্
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং
তত্রাদরো নঃ পরঃ ॥

গৌরাব্দ ৪৪৭, ৫ই মাঘ বঙ্গাব্দ ১৩৪০, ১৯শে জানুয়ারী ইং ১৯৩৪, শুক্রবার ২৭০ তম সংখ্যা

শ্রীগৌড়ীয়মঠ-দর্শনে স্বাধীন ত্রিপুরার মহারাজ বাহাদুর

ত্রিপুরাধীশের অভ্যর্থনা

গৌড়ীয়মঠে বিরাট্ সভা

—:•:—

বিষম-সমর-বিজয়ী পঞ্চশ্রী স্বাধীন ত্রিপুরেশ্বর শ্রীমদ্ বীর-বিক্রম-কিশোর দেববর্ম্মা মাণিক্য-বাহাদুর মহোদয় গত ১লা মাঘ (১৩৪০), ১৫ই জানুয়ারী (১৯৩৪) সন্ধ্যা ৬ ঘটিকার সময় কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ-দর্শনে শুভাগমন করিয়াছিলেন। মহারাজের সহিত মাননীয় রাণা বোধজঙ্গ বাহাদুর, মেজর কুমার ডি, এম্, দেববর্ম্মা বাহাদুর, মহারাজকুমার দুর্জ্জয়কিশোর দেববর্ম্মা বাহাদুর, ক্যাপ্টেন কুমার বি, এল্, দেববর্ম্মা বাহাদুর, ক্যাপ্টেন রাণা নেপালজঙ্গ বাহাদুর, ক্যাপ্টেন কুমার পি, কে, দেববর্ম্মা বাহাদুর, সুবাদার জে, সি, দেববর্ম্মা বাহাদুর, বাবু দ্বিজেন্দ্রচন্দ্র দত্ত প্রমুখ পাত্র-মিত্র বর্গ আগমন করিয়াছিলেন।

মহারাজ বাহাদুর শ্রীনবদ্বীপ ধাম-প্রচারিণী সভার সভাপতি

পাঠকগণ বোধ হয় অবগত আছেন, মহারাজ বাহাদুর শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম-প্রচারিণী-সভার সভাপতি। তাঁহার আগমনোপলক্ষে শ্রীগৌড়ীয়-মঠের সুবৃহৎ "সারস্বত-নাট্য-মন্দিরে" একটী বিদ্বজ্জনমণ্ডিতা সুমহতী সভার অধিবেশন হইয়াছিল। সর্ব্বসম্মতিক্রমে মহামান্য মহারাজ মাণিক্য বাহাদুরই উক্ত সভায় সভাপতি হন।

মহারাজকে অভিনন্দন প্রদান

মহামান্য মহারাজ বাহাদুর আগমন করিলে শ্রীগৌড়ীয়মঠের সম্পাদক মহামহোপদেশক আচার্য্যত্রিক পণ্ডিত শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ ভাগবতরত্ন মহোদয় মহারাজকে দ্বারদেশে এবং শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ স্বয়ং বক্তৃতামঞ্চে সাদর অভ্যর্থনা করেন। তৎপর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি মহারাজ মাননীয় মহারাজ বাহাদুরের গলদেশে সুদৃশ্য ভগবৎপ্রসাদী মাল্য পরাইয়া দেন। অতঃপর পণ্ডিত শ্রীপাদ হরিপদ বিদ্যারত্ন এম্-এ, বি-এল, মহাশয় সভার উদ্বোধন-সঙ্গীত কীর্ত্তন করিলে পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্ত্তী কাব্য-ব্যাকরণ-সাংখ্য-বেদান্ত-ষড়্-দর্শন-পুরাণতীর্থ সুদর্শন-বাচস্পতি মহাশয় মহারাজকে শ্রীনবদ্বীপ-ধাম-প্রচারিণী-সভার সভ্যবৃন্দের সংস্কৃত-ভাষায় প্রদত্ত অভিনন্দন-পত্রটী পাঠ করেন। তৎপর উক্ত শ্রীধাম-প্রচারিণী-সভার সাধারণ সম্পাদক রাজর্ষি শ্রীযুক্ত শরদিন্দুনারায়ণ রায় এম্-এ, প্রাজ্ঞ মহাশয় মহারাজকে শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার পক্ষ হইতে ইংরেজী-ভাষায় প্রদত্ত অভিনন্দন পত্রটী পাঠ করেন। পাঠান্তে অভিনন্দনপত্রদ্বয় একটী সুরম্য কারুকার্য্যমণ্ডিত রৌপ্যাধারে মহারাজ শ্রীশ্রীশ্রীশ্রীশ্রীমদ্ বীরবিক্রম-কিশোর দেববর্ম্মা মাণিক্য বাহাদুরকে উপহার দেওয়া হয়।

বক্তৃতা

তৎপর মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ অতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী ভক্তিসারঙ্গ মহাশয় ইংরেজী ভাষায় একটী সংক্ষিপ্ত সারগর্ভ বক্তৃতা প্রদান করেন। তাঁহার পর মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ মহাশয় বঙ্গভাষায় একটী সুললিত বক্তৃতা দেন। তৎপর সভাপতি মহাশয় ইংরাজী ভাষায় তাঁহার অভিভাষণ পাঠ করেন। সভাপতি মহারাজ বাহাদুরের অভিভাষণটী ৪র্থ পৃষ্ঠায় সানুবাদ প্রকাশিত হইল।

শ্রীধাম-প্রচারিণী-সভার সম্পাদক কর্ত্তৃক ধন্যবাদ প্রদান

বক্তৃতান্তে মহারাজ বাহাদুর আসন পরিগ্রহ করিলে রাজর্ষি শ্রীযুক্ত শরদিন্দু নারায়ণ রায় এম্-এ, প্রাজ্ঞ, বেদান্তভূষণ মহাশয় শ্রীশ্রীনবদ্বীপ-ধাম-প্রচারিণী-সভার সম্পাদক-সূত্রে এই সভার সভাপতি মহারাজ মাণিক্য-বাহাদুরের শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভুর বাণী প্রচার-কার্য্যে আনুকূল্য ও সহানুভূতি-প্রদর্শন এবং শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার অন্যতম প্রচারকেন্দ্র শ্রীগৌড়ীয়মঠের শ্রীমন্দির-দর্শনে স্বয়ং আগমন ও তদ্দ্বারা সভার সভ্যবৃন্দকে উৎসাহিত করিবার বিষয় উল্লেখ করিয়া সপার্ষদ পঞ্চশ্রী মহারাজ বাহাদুরকে ধন্যবাদ প্রদান করেন। অতঃপর উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ প্রণবানন্দ ব্রহ্মচারী প্রত্নবিদ্যালঙ্কার মহোদয় তাঁহার স্বভাব-সুলভ সুললিত-কণ্ঠে মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তন করিলে সভা ভঙ্গ হয়।

উপসংহার

সংস্কৃত ও ইংরাজী অভিনন্দনদ্বয়, ভক্তিসারঙ্গ প্রভুর বক্তৃতার অনুবাদ ও বিদ্যাবিনোদ প্রভুর বক্তৃতার মর্ম্ম বিস্তৃত বিবরণসহ আগামীতে প্রকাশিত হইবে।

সামযিক প্রসঙ্গ

কলিকাতা ১৪।১।৩৪

শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠ রক্ষক মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ মহাশয় শ্রীল প্রভুপাদের পাদপদ্ম সন্দর্শনার্থ অদ্য প্রাতে ঢাকা হইতে কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠে আগমন করিয়াছেন। তিনি সপ্তাহকাল এখানে অবস্থান করিয়া পুনরায় ঢাকা গমন করিবেন।

শ্রীপাদ সুদর্শন-সনাতন দাস অধিকারী ভক্তিশাস্ত্রী মহাশয় শ্রীল প্রভুপাদের পাদপদ্ম-দর্শনার্থ অদ্য প্রাতে কটক হইতে কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠে আগমন করিয়াছেন। তিনি অদ্য রাত্রেই পুনরায় কটক প্রত্যাগমন করিবেন।

করাচীতে প্রচার

করাচী হইতে গত ১৪ই জানুয়ারী তারিখে প্রাপ্ত তারের সংবাদে প্রকাশ, শ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ করাচীর থিওসফিক্যাল-হলে বিশিষ্ট জনমণ্ডলী-মণ্ডিত একটী সুবৃহতী সভায় "Development of Theism" (আস্তিক্যবাদের ক্রমোন্নতি) সম্বন্ধে একটী গবেষণাপূর্ণ বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন। বিস্তৃত-সংবাদ পরে প্রকাশিত হইবে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১৯ নিধি গর্ভোদশায়ী

বলবতী কে,চেষ্টা না কৃপা ?

আমরা পুরুষকার ও দৈব বলিয়া দুইটী কথা বাল্যকাল হইতেই শুনিয়া আসিতেছি। 'পুরুষকার' অর্থে উৎসাহ, চেষ্টা এবং 'দৈব'-অর্থে—অদৃষ্ট বা কৃপাকেই আমরা লক্ষ্য করিতেছি। কেহ কেহ পুরুষকারের প্রতিই জোর দিয়া উহাকেই শ্রেষ্ঠ পদবী প্রদান করেন, আবার কেহবা কৃপাকেই শ্রেষ্ঠ স্থান প্রদান করিতে দৃঢ়সংকল্প। এই বিবাদ বহু দিন হইতে চলিয়া আসিতেছে, অতএব ইহার প্রকৃত মীমাংসা যে সকলেই গ্রহণ করিবেন এরূপ ধারণা করাও যুক্তিযুক্ত নহে। কাল—কাল; কলিতে বিবাদ ছাড়া কথা নাই। তবে কেহ কেহ নিশ্চয়ই ইহার স্বরূপার্থ-গ্রহণে উন্মুখ হইবেন, এই আশায় আমরা চেষ্টা ও কৃপার মধ্যে বলবতী কে?—শাস্ত্র-যুক্তিমূলে পরমার্থরাজ্যের এই সমস্যার সমাধানে প্রবৃত্ত হইতেছি।

কারণ-ব্যতিরেকে কার্য্য হইতে পারে না, এই নিছক্ সত্য কথাটী কেহই অস্বীকার করিতে পারেন না। মাটী ও চক্রাদির বর্ত্তমানতা-সত্ত্বেও কুম্ভকারের অভাবে ঘটাদি নির্ম্মাণ সম্পূর্ণ অসম্ভব। তাহাকে বাদ দিয়া ঘটাদি নির্ম্মাণের কল্পনা বৃথা পণ্ডশ্রম মাত্র। চেষ্টা এবং কৃপা-সম্বন্ধেও এই কথাই বিশেষভাবে প্রযোজ্য। কোন বিষয়ে উন্নতি লাভ করিতে হইলে উৎসাহ বা চেষ্টার আদৌ প্রয়োজন, একথা সত্য; কিন্তু এই চেষ্টার প্রেরণা যিনি কৃপা পূর্ব্বক দেন সেই প্রযোজক-কর্ত্তা ভগবান্‌কে বাদ দিয়া পুরুষকারের জয়পত্রে উল্লসিত হওয়াকে নাস্তিকতা বা অকৃতজ্ঞতার পরিচয় ব্যতীত আর কি বলা যাইতে পারে? আমরা শাস্ত্রে পাই—জীব চেষ্টা মাত্র করিয়া থাকেন কিন্তু কৃষ্ণকৃপা ব্যতীত কেহই সফলকাম হইতে পারেন না। সূর্য্য ব্যতীত সূর্য্যকিরণের অস্তিত্ব যেরূপ অমূলক, কৃষ্ণকৃপা-স্বীকারে পরাঙ্মুখ স্বতন্ত্র জীবের চেষ্টাও সেইরূপ অনর্থক ও মিথ্যাত্ব-প্রতিপাদক। অতএব সাধারণ বিচারে বুঝা যাইতেছে যে—কৃপা ও চেষ্টার মধ্যে কৃপাই বলবতী এবং চেষ্টা তার সহায়-কারিণী।

এখন আমরা শ্রীমদ্ভাগবত ও ভক্ত-ভাগবত বৈষ্ণবাচার্য্যগণের সিদ্ধান্ত পরিবেশনে অগ্রসর হইতেছি। জগতে যত প্রকার মীমাংসা বা সমাধানের কথা আছে তৎসম্বন্ধে সর্ব্বতত্ত্ববিদ্ আচার্য্যগণের সিদ্ধান্তই আত্ম-মঙ্গলেচ্ছু পুরুষমাত্রেরই গ্রহণীয়। পরমার্থ-রাজ্যে 'মহাজনো যেন গতঃ সঃ পন্থা'; ইহাই পরমার্থ-লিপ্সু জনগণমাত্রেরই স্বীকার্য্য; অন্যথায় উন্নতিপথে বিঘ্নোৎপাদনের সম্ভাবনাই অত্যধিক, ইহাই শাস্ত্রবাণী।

শ্রীমধ্বাচার্য্য-পাদ উপরিউক্ত সন্দেহ-নিরসনার্থ ব্রহ্মসূত্র-ভাষ্যে পূর্ব্বপক্ষ উঠাইয়া বলিতেছেন যে, ইতি-কর্ত্তব্যতা মধ্যে গুরু-প্রসাদই কি বলবান্ অথবা শ্রবণাদি-রূপ শিষ্যপ্রযত্ন বলবান্? উত্তরপক্ষ আশঙ্কা-নিরসনকল্পে বলিতেছেন,—গুরুপ্রসাদ কেবল ইতি-কর্ত্তব্যতা মাত্র, শিষ্যের শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি-রূপ চেষ্টাই বলবান্—ইহা বলা যায় না। প্রকৃতপক্ষে গুরুকৃপাই সর্ব্বাপেক্ষা বলবতী, কারণ শ্রুতির উদাহরণে গুরুপ্রসাদের বলবত্তাই পরিদৃষ্ট হয়।

সত্যকাম ঋষভাদির নিকট ব্রহ্মবিদ্যা শ্রবণ করিয়াও গুরুর নিকট অভিগমন ও বিশ্রম্ভ-গুরুসেবাদ্বারা ব্রহ্মবিজ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন। যদি শ্রবণ-কীর্ত্তনাদিই বলবান্ সাধন হইত, তাহা হইলে ঋষভাদির নিকট শ্রবণমাত্রেই সত্যকামের ব্রহ্মবিজ্ঞান লাভ হইয়া যাইত। গুরুর নিকট পুনরায় উপদেশ-শ্রবণ ও সর্ব্বতোভাবে তাঁহার সেবা করিবার আবশ্যক থাকিত না। উপকোশল অগ্নির নিকট ব্রহ্মবিদ্যা শ্রবণ করিয়াও গুরুর নিকট সেই ব্রহ্মজ্ঞান-লাভার্থ অভিগমন করেন। অনন্তর গুরু উপকোশলকে ব্রহ্ম-বিদ্যার উপদেশ প্রদান করিলেন, উপকোশল গুরুর আজ্ঞানুসারে নিরন্তর গুরুসেবাতৎপর হইয়া ব্রহ্ম-বিজ্ঞান লাভ করেন। এই সকল শ্রুতির উদাহরণ হইতেই স্পষ্টই বুঝা যায় যে, গুরুপ্রসাদ ব্যতীত ভগবৎপ্রসাদ লাভ হয় না। ইহাতে গুরুকৃপারই প্রাবল্য জানা যায়। যদিও গুরুপ্রসাদেরই প্রাবল্য আছে তথাপি শ্রবণ-মননাদিতে উদাসীন হওয়া উচিত নহে। গুরুকৃপায় শ্রবণাদি-সাধন আরও সুষ্ঠুরূপে সম্পাদিত হইয়া অচিরে ভগবৎ-কৃপালাভের অধিকারী করিয়া দেয়। বরাহ-পুরাণে উক্ত হইয়াছে যে, গুরুপ্রসাদই বলবান্, তাহা হইতে বলবত্তর সাধন আর কিছুই নাই। তথাপি গুরুপ্রসাদ গ্রহণ করিয়া তদানুগত্যে অনর্থ-নির্ম্মুক্তির চেষ্টা করিতে হইবে।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর উক্তিতেও দেখা যায়—

> তাতে কৃষ্ণ ভজে, করে গুরুর সেবন।
> মায়াজাল ছুটে, পায় কৃষ্ণের চরণ॥

শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীল জীবগোস্বামী প্রভুও বলিয়াছেন,—যাঁহারা গুরুপাদপদ্ম অবজ্ঞা করিয়া ভগবানের সান্নিধ্যপ্রার্থী, তাঁহারা সেই সেই উপায়ে খিন্ন হন। সুতরাং শত শত বাসনা আসিয়া গুরুভক্তিরহিত জীবকে তরুলতার কেবল সংসারেই বাস করায়। সমুদ্রে কর্ণধাররহিত নৌকার ন্যায় সংসার হইতে উদ্ধারলাভ ঘটে না। গুরুসেবা দ্বারাই কৃষ্ণলাভ হয়। ভক্তগণ স্মরণাদির দ্বারা সেই মুকুন্দপ্রেষ্ঠ ভগবদ্ভক্ত শ্রীগুরু-দেবের সেবা করেন। আমি অধিক বুঝি, আর অন্য গুরুতে কি অধিক উপদেশ দিবেন—এইরূপ অহঙ্কারে অপরাধবশতঃ কৃষ্ণভক্তি লাভ হয় না।

মহাজন-উপদেশ আলোচনা করিয়া জানা যাইতেছে যে—বৃক্ষের মূলে জল না দিয়া শাখাপ্রশাখাদিতে জল প্রদান করা যেরূপ নিরর্থক, কৃষ্ণকৃপার প্রতি উদাসীন হইয়া বা তজ্জন্য উদ্‌গ্রীব না হইয়া নিজ চেষ্টার প্রতি নির্ভর করাও সেইরূপ পণ্ডশ্রম। শ্রীল ভক্তিবিনোদঠাকুর মহাশয়ও লিখিয়াছেন—

> অনেক যতনে সে সব দমনে
> ছাড়িয়াছি আশা আমি।
> অনাথের নাথ ডাকি তব নাম
> এখন ভরসা তুমি।

অতএব অনুকূল-চেষ্টা কৃপার সহায়-কারিণী, কৃপাই বলবতী এবং সেই গুরুকৃষ্ণ কৃপালাভার্থ গুরুমনোহভীষ্টপূরণে আপ্রাণ প্রচেষ্টাই বুদ্ধিমান্ ব্যক্তির কার্য্য এবং ইহাই সিদ্ধান্ত।

ত্রিপুরাধীশের অভিভাষণ

[গত ১লা মাঘ (১৩৪০) কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠের সারস্বত-নাট্যমন্দিরে আহূত-সভার সভাপতি-সূত্রে প্রদত্ত]

President Acharyya and Members of the Sree Viswa Vaishnab Raj Sabha, Members of the Navadwip Dham Pracharini Sabha and Gentle men,

I cordially thank you all for the very warm reception you have given me this evening, and for the addresses with sentiments of good wishes and kind congratulations. It has given me the greatest pleasure to visit your illustrious institution and to have the opportunity of meeting your revered and worthy President and other members.

It would be superfluous for me to refer to the well-known and manifold activities of Sree Gaudiya Math with its numerous branches in India in propagating the glorious precepts of Lord Sree Gauranga. I was specially interested to hear of the valuable work now being carried on in Europe, and of the recognition it is receiving from the highest quarters. I feel that there is a special need for such work at the present moment both in India and abroad, and I have no doubt that with the blessings of the Lord, the laudable efforts of Sree Gaudiya Math will continue to bear fruit, and be for the real and permanent benefit of humanity.

Gentle men, you have made many kind references to the religious zeal of my most revered forefathers for which I heartily thank you. It may interest you to know that steps are being taken to revive the memory of my illustrious great-grand-father Maharaja Birchandra Manikya Bahadur, by the republication of the sacred Sree Sreemad Bhagabatam which will always remain as a monument to his versatile genius in Vaishnav Philosophy and literature.

In conclusion, allow me, Gentle men, to thank you all again for your kind reception and to wish you all success in your noble mission.

মর্ম্মানুবাদ

শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণব-রাজসভার পাত্ররাজ আচার্য্যবর, সভার সভ্যমণ্ডলি এবং শ্রীনবদ্বীপ-ধাম প্রচারিণী সভার সভ্যবৃন্দ ও ভদ্র মহোদয়গণ,

অদ্য অপরাহ্ণে আপনারা আমাকে যে গভীর সাদর-সম্বর্দ্ধনা ও অভিনন্দনসমূহ প্রদান করিয়াছেন, তজ্জন্য আমি আপনা-দিগকে আন্তরিক ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি। আপনাদের প্রদত্ত অভিনন্দনাবলী আমার প্রতি শুভেচ্ছা ও প্রীতি-জ্ঞাপক ভাষা ও ভাবে সুমণ্ডিত। আপনাদের এই আদর্শ-প্রতিষ্ঠান এবং এই প্রতিষ্ঠানের পরম-পূজ্যপাদ সুযোগ্য সভাপতি ও অন্যান্য সভ্য-বৃন্দকে দর্শন করিয়া আমি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক আনন্দ লাভ করিয়াছি।

ভগবান্ শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের উজ্জ্বল উপদেশমালা প্রচারার্থ শ্রীগৌড়ীয়মঠের ও ইহার ভারতবর্ষস্থ বহু শাখার সর্ব্বজন-সুবিদিত বিভিন্নকার্য্যাবলীর পুনরুল্লেখ আমার পক্ষে বাহুল্য মাত্র। শ্রীগৌড়ীয়মঠ

কৃষ্ণনাম ভজ জীব আর সব মিছে। পলাইতে পথ নাই যম আছে পিছে॥

বর্ত্তমান ইউরোপে পরম-প্রয়োজনীয় প্রচার-কার্য্য করিয়া সর্ব্বোচ্চ-পদবীসম্পন্ন জনগণ হইতে যে-প্রকার সুখ্যাতি লাভ করিতেছেন তচ্ছ্রবণে আমি বিশেষরূপে আনন্দিত হইয়াছি। আমি অন্তরের সহিত অনুভব করি যে, ভারতবর্ষে এবং ভারতের স্থানসমূহে বর্ত্তমান-মুহূর্ত্তে এই প্রকার কার্য্যের বিশেষ প্রয়োজনীয়তা আছে; এবং শ্রীভগবানের আশীর্ব্বাদে শ্রীগৌড়ীয়মঠের এই প্রশংসনীয় কার্য্যাবলী যে নিরন্তর ফলপ্রদ হইয়া মানব-জাতির চিরস্থায়ী বাস্তব-মঙ্গল সম্পাদন করিতে থাকিবে তদ্বিষয়ে আমার কোনও সন্দেহ নাই।

ভদ্রমণ্ডলি, আপনারা অনুগ্রহ পূর্ব্বক আমার পূজ্যপাদ পূর্ব্ব পুরুষগণের সাত্বত-ধর্ম্ম-প্রচারে উৎসাহের বিষয় উল্লেখ করিয়া অনেক কথা বলিয়াছেন, তজ্জন্য আমি আপনাদিগকে আন্তরিক ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি। আপনারা জানিয়া আনন্দিত হইবেন যে, পবিত্রতম শ্রীশ্রীমদ্ভাগবত-গ্রন্থের পুনঃ-প্রকাশ দ্বারা আমার সুপ্রসিদ্ধ প্রপিতামহ মহারাজ বীরচন্দ্র মাণিক্য বাহাদুরের স্মৃতি-সংরক্ষণের চেষ্টা হইতেছে; ইহা তাঁহার বৈষ্ণবদর্শন ও সাহিত্যে বিশেষ-মূল্য-প্রতিভার স্মৃতিস্তম্ভরূপে চিরকাল বিরাজিত থাকিবে।

ভদ্রমণ্ডলি, উপসংহারে আমি আপনাদের সকলকেই আমার প্রতি প্রদর্শিত সাদর-সম্বর্দ্ধনার জন্য পুনরায় ধন্যবাদ প্রদান করিয়া আপনাদের সুমহৎ উদ্দেশ্যের সাফল্য ইচ্ছা করিতেছি।

নিমন্ত্রণ-পত্র

শ্রীশ্রীমায়াধীশায় নমঃ

শ্রীধাম-মায়াপুর-শ্রীমন্দির

১৫ মাধব, ৪৪৭ শ্রীচৈতন্যাব্দ

যথাবিহিতসম্মানপুরঃসর নিবেদনম্—

আগামী ১৬ই ফাল্গুন ২৮শে ফেব্রুয়ারী বুধবার হইতে দিবসত্রয় শ্রীধাম-নবদ্বীপ মায়াপুরে শ্রীগৌরাঙ্গের জন্মোৎসব-উপলক্ষে ভক্তসম্মেলন, নাম-সংকীর্ত্তন, মনোহরসাহী কীর্ত্তন, লীলাগ্রন্থপাঠ, ভোগরাগ, ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণব-অতিথিসেবা ও যাত্রামহোৎসবাদি হইবে। ১৭ই ফাল্গুন, ১লা মার্চ্চ বৃহস্পতিবার অপরাহ্ণ ৩॥০টার সময় শ্রীধামপ্রচারিণী-সভার সাধারণ অধিবেশন হইবে। ঐ সময় শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গের প্রিয়কার্য্যানুষ্ঠাতৃগণের সমাচরিত সৎকার্য্য স্বীকার ও সম্মান প্রদত্ত হইবে। মহাশয়ের সপরিকরে উপস্থিতি প্রার্থনীয়। শুভাগমন হইলে অত্রস্থ সমাগত ভক্তবৃন্দ মহাশয়ের সঙ্গসুখে পরমানন্দিত হইবেন।

আগামী ১৪ই মাঘ, ২৮শে জানুয়ারী রবিবার হইতে দিবসত্রয় শ্রীধাম মায়াপুর প্রাচীন নবদ্বীপে শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর জন্মোৎসব-উপলক্ষে শ্রীনামযজ্ঞ অনুষ্ঠিত হইবেন। ৭ই ফাল্গুন সোমবার হইতে ১৫ই ফাল্গুন মঙ্গলবার পর্য্যন্ত নয়টি দ্বীপে পরিক্রমা হইবে।

সজ্জনকিঙ্কর—

ভক্তিভূষণ	রায়বাহাদুর রাওসাহেব,
শ্রীনফরচন্দ্র পাল চৌধুরী	শ্রীশরদিন্দুনারায়ণ রায় বেদান্তভূষণ
সহকারী সভাপতি,	এম-এ, প্রাজ্ঞ
কার্য্যকরী-সমিতি।	সাধারণসমিতি-সম্পাদক

☞ উৎসব-উপলক্ষে সমস্ত প্রণামী ইত্যাদি পরমহংস স্বামী শ্রীল ভক্তি-সিদ্ধান্ত সরস্বতী, শ্রীধাম-মায়াপুর-শ্রীমন্দির, পোঃ আঃ শ্রীমায়াপুর, জিলা নদীয়া:—এই ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

যামুনাচার্য্য

(২)

ইত্যবসরে রাজসভায় যামুনাচার্য্যের বিচারে জয়-পরাজয় লইয়া রাজা ও রাণীর মতভেদ হইল। রাজা বলিলেন, তাঁহার সভাপণ্ডিত বিদ্বজ্জন-কোলাহলের জয় হইবে, কিন্তু রাণী বালক যামুনাচার্য্যের পক্ষ সমর্থন করিলেন। রাণী বলিলেন, যামুন জিতিবে; রাজার মতে কোলাহল বালককে পরাজিত করিবে। উভয়ে পণ করিলেন। রাণী বলিলেন—"বালক পরাজিত হইলে আমি মহারাজের ক্রীতদাসীর ক্রীতদাসী হইব।" রাজাও প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলেন,—"বালক কোলাহলকে পরাজয় করিলে তাহাকে অর্দ্ধরাজ্য প্রদান করিব।"

এমন সময় বালক যামুনাচার্য্য রাজ-সভায় উপস্থিত হইলেন। বালক সভায় আসন গ্রহণ করিলে বিদ্বজ্জন কোলাহল উচ্চহাস্য পূর্ব্বক রাণীকে উপহাস করিয়া বলিলেন—"আলবন্দারা?—অর্থাৎ এই বালকই কি আমাকে বিচারে পরাজয় করিতে আসিয়াছে?" রাজ্ঞী উত্তর করিলেন—"আলওয়ান্দার" অর্থাৎ হাঁ, ইনিই আপনাকে জয় করিতে আসিয়াছেন।"

যাহা হউক অতঃপর বিচার আরম্ভ হইল। যামুনাচার্য্য কোলাহলকে তিনটী প্রশ্ন করিলেন,—"আপনার মাতা বন্ধ্যা নহেন, ইহা আপনি খণ্ডন করুন,"—এই আমার প্রথম প্রশ্ন। "পাণ্ড্যরাজা ধর্ম্মশীল, ইহা আপনি খণ্ডন করুন"—এই দ্বিতীয় প্রশ্ন। "রাজ্ঞী সাবিত্রীর ন্যায় সাধ্বী, আপনি ইহা খণ্ডন করুন"—এই তৃতীয় প্রশ্ন। কোলাহল উত্তরের জন্য এক প্রহর সময় ভিক্ষা করেন কিন্তু তাহাতেও প্রশ্নের কোন উত্তর দিতে সমর্থ না হইয়া তাঁহার স্থাপিত প্রশ্নের উত্তর তাঁহাকে দিতে বলিলেন। যামুনাচার্য্য অতি অল্প সময়ের মধ্যেই প্রশ্ন তিনটীর সদুত্তর প্রদান করিলেন। রাজসভায় আনন্দধ্বনি পড়িয়া গেল। রাণী পরম পরিতুষ্ট হইয়া "আলওয়ান্দার" "আলওয়ান্দার"—অর্থাৎ "কোলাহল! বালক সত্যই তোমাকে জয় করিয়াছে" এই বলিয়া আনন্দধ্বনি করিতে লাগিলেন। তদবধি যামুনাচার্য্য "আলওয়ান্দার" নামে বিখ্যাত হইলেন। পাণ্ড্যরাজও প্রতিশ্রুতি-মত তাঁহাকে অর্দ্ধরাজ্য প্রদান করিলেন। যামুনাচার্য্য সিংহাসনে আরোহণ পূর্ব্বক দক্ষতার সহিত রাজকার্য্য পরিচালনা করিতে লাগিলেন। যামুনাচার্য্য লোক-প্রেরণপূর্ব্বক তদীয় অধ্যাপক ভাষ্যাচার্য্যকে স্বীয় রাজ্যে আনয়ন করিলেন এবং তাঁহাকে প্রচুর ভূমি-সম্পত্তি প্রদান করিলেন। এই প্রকারে এক সময় যামুনাচার্য্য পাণ্ড্যরাজ্যের অর্দ্ধেক শাসন করেন। নাথমুনি সন্ন্যাসী হইলেও পৌত্র যামুনের মঙ্গল কামনা করিতেন; কারণ, তিনি জানিতেন, এই বালক একদিন পরম ভগবদ্ভক্ত হইবেন। নাথমুনি অপ্রকটলীলা আবিষ্কারের পূর্ব্বে স্বীয় শিষ্য রামমিশ্র বা মানাক্কাল নম্বিকে বলিলেন—"দেখিও যেন যামুন বিষয়-ভোগ-রত হইয়া জীবনের কর্ত্তব্য বিস্মৃত না হয়, আমি তাহার ভার তোমার উপর অর্পণ করিলাম।"

আলোয়ান্দার যামুনাচার্য্যের ৩৫ বৎসর বয়সের সময় নাথমুনির প্রধান শিষ্য নম্বি একদিন রাজার নিকট উপস্থিত হইলেন। তিনি যামুনাচার্য্যকে নাথমুনির অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিলেন। রাজাকে শ্রীশ্রীরঙ্গনাথ-জীর মন্দিরে লইয়া যাওয়াই নম্বির অভিপ্রায়। তিনি রাজাকে বলিলেন—'মহারাজ! আপনার পিতামহ আপনার জন্য প্রচুর অর্থ রাখিয়া গিয়াছেন, সেই অর্থ লইতে হইলে আমার সঙ্গে আসুন।" রাজা স্বীকৃত হইয়া নম্বির অনুগমন করিলেন। পথিমধ্যে ভক্তপ্রবর নম্বির সংস্পর্শে এবং ভগবদালোচনার ফলে যামুনাচার্য্যের হৃদয়ে স্বভাবসিদ্ধ ভক্তিপ্রস্রবণ উচ্ছলিত হইল। ভক্তির আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে বৈরাগ্যে হৃদয় পরিপূর্ণ হইল।

তিনি নম্বির উপদেশে মুগ্ধ হইলেন। নম্বি রাজাকে শ্রীরঙ্গনাথের মন্দিরে লইয়া গেলেন। রাজা রাজ্য ত্যাগ করিয়া শ্রীরঙ্গনাথের সেবক হইলেন। তদবধি যামুন আলোয়ার যামুনাচার্য্য নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিলেন। যামুনাচার্য্য, বিশিষ্টাদ্বৈত সম্প্রদায়াচার্য্য শ্রীশ্রীমদ্রামানুজ-স্বামীর পরমগুরু। যামুনাচার্য্য অপ্রকটের পূর্ব্বে শ্রীরামানুজকে দেখিবার ইচ্ছা করিয়াছিলেন, কিন্তু আচার্য্য রামানুজ তাঁহার অপ্রকটের পরক্ষণেই তথায় উপনীত হন। যামুনাচার্য্যের শিষ্যগণের নিকট, 'বেদান্তভাষ্য-প্রণয়ন'-রূপ অপূর্ণ ইচ্ছার বিষয় তিনি অবগত হন এবং তাঁহার সেই অপূর্ণ ইচ্ছার পরিপূরণ-কল্পেই আচার্য্য রামানুজ মায়াবাদ-মেঘ-বিস্তার-ভঞ্জনরূপ "শ্রীভাষ্য" রচনা করিয়া জগতে ভগবদ্ভক্তি-মন্দাকিনী প্রবাহিত করেন।

যামুনাচার্য্যরচিত ৪ খানি গ্রন্থের পরিচয় পাওয়া যায়। তাহাতে তিনি বিশিষ্টাদ্বৈত-মত সংক্ষেপে বর্ণন করিয়াছেন। (১) সিদ্ধিত্রয়ম্, (২) আগম-প্রামাণ্যম্, (৩) গীতার্থসংগ্রহঃ (৪) স্তোত্ররত্নম্। এই সমস্ত গ্রন্থ ৯৮৮ খৃঃ অব্দের পর রচিত, কারণ ৯৫৩ খৃঃ অব্দে যামুনাচার্য্যের জন্ম এবং ৩৫ বৎসর বয়সে রাজ্য ত্যাগ করিয়া ত্যক্তাশ্রম গ্রহণ। ত্যক্তাশ্রম-গ্রহণের পরেই তিনি গ্রন্থাদি রচনা করেন।

"স্তোত্ররত্ন" গ্রন্থ শ্রীরামানুজের কৈশোরে বিরচিত হয়। এরূপ ইতিবৃত্ত আছে যে, শ্রীরামানুজ যখন মায়াবাদী যাদব-প্রকাশের নিকট অধ্যয়ন করেন, রামানুজ যাহাতে মায়াবাদ দ্বারা আচ্ছন্ন না হইয়া পড়েন, এই উদ্দেশ্যে যামুনাচার্য্য "স্তোত্ররত্ন", বিরচন করেন এবং তাঁহার এক শিষ্য দ্বারা উক্ত গ্রন্থ রামানুজের নিকট প্রেরণ করেন।

কনষ্টেবল জাল

বরিশাল হইতে প্রকাশ, আবদুল গুরুকে আসমাতালীকে গ্রেপ্তার করিয়া পিরোজপুরের ম্যাজিষ্ট্রেটের এজলাসে অভিযুক্ত করা হইয়াছিল। সম্প্রতি ম্যাজিষ্ট্রেট তাহাকে সেসনে সোপর্দ্দ করিয়াছেন। তিনি এই সম্পর্কে যে রায় দিয়াছেন, তাহাতে তিনি বলিয়াছেন, আসামীর প্রতি গুরুদণ্ডের ব্যবস্থা হওয়া সমীচীন। আমার সেই প্রকার দণ্ডের বিধান করিবার ক্ষমতা নাই। কাজেই আসামীকে সেসনে সোপর্দ্দ করা হইল।

ঘটনা

প্রকাশ, আসামী ৩০শে ভাদ্র একখানি নৌকা ভাড়া করিয়া খালিজাখালি গিয়া নামে।

সে মাঝিকে এই বলিয়া যায় যে তাহার নাম আসমাতালি। সে কনেষ্টেবলের কাজ করে। তাহাকে এখানে দাগী আসামীদিগের সন্ধান করিতে হইবে, তারপর আর সে নৌকায় ফিরিয়া আসে না। অতঃপর সেই লোকটা পিরোজপুর যায়। সেখানেও সে আপনার পরিচয় আসমাতলী বলিয়া পরিচয় দেয়। পিরোজপুরের একটা হোটেলে সে যখন থাকিতেছিল, সেই সময় পিরোজপুর থানায় আসমাতালী কনেষ্টেবলের সহিত তাহার আলাপ হয়। আসামীর কথাবার্ত্তায় তাহার সন্দেহ হইলে সে তাহার গ্রেপ্তারের ব্যবস্থা করে। তারপর তাহাকে বিচারার্থ প্রেরণ করা হইলে তাহার উপর উক্ত ব্যবস্থা হয়।

জেলের মধ্যে বোমা বিস্ফোরণ

লাহোর হইতে "ট্রিবিউনে" যে সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে মনে হয়, ফিরোজপুর জেলা জেলে বোমা বিস্ফোরণ ঘটিয়াছে।

প্রকাশ, বলদেব সিং নামে একজন কয়েদীর সেলে এই বিস্ফোরণ ঘটিয়াছে। যে কয়েকটা খুন ও ডাকাতির ব্যাপারে বিজড়িত এবং ইতোমধ্যেই প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছে।

বোমা যে কিরূপে জেলের মধ্যে আসিল এবং তাহা কেন আনা হইয়াছিল, জানা যায় নাই। যাহা হউক, কেহ জখম হয় নাই।

কুমীরের পেটে মাছ

টাঙ্গাইল হইতে প্রকাশ, জনৈক মুসলমান শিকারী যমুনা নদীতে প্রায় ১৮ ফিট লম্বা একটা কুমীর শিকার করিয়াছিল। সন্তোষের ৬ আনীর জমীদারদের কাছারীতে উহাকে আনা হয়। প্রায় ৩ ফিট লম্বা বড় একটা রুই মাছ তাহার পেটের মধ্যে ছিল।

ইরাক হইতে সিঙ্গাপুর

সরকারী বিমান বাহিনী ইরাক হইতে সিঙ্গাপুর যাত্রা করিয়াছে। বাহিনীতে আছে চারিখানি এক ইঞ্জিনের বিমানপোত সঙ্গে আছে দুইখানি ট্রান্সপোর্ট পোত। যাত্রা হইয়াছে সইবন হইতে। বাহিনী করাচি, কলিকাতা এবং রেঙ্গুণ হইয়া আগামী ২৬শে জানুয়ারী সিঙ্গাপুরে উপস্থিত হইবে।

পুলিসের কবলে পলাতক

শ্রীহট্ট হইতে প্রকাশ, কলিকাতার গোয়েন্দা বিভাগের অনুশাসন অনুযায়ী স্থানীয় পুলিস সেদিন প্রাতে সহরে ও মফঃস্বলে ৪টি বাড়ীতে খানাতল্লাস করে। ডাঃ সুরেন্দ্র দে এম-বি ও উকিল প্রভৃতি তারানাথ দত্তের বাড়ীতেও খানাতল্লাস হইয়াছে। প্রকাশ, পলাতক সুধীরচন্দ্র নাগকে সহর হইতে ১৫ মাইল দূরে মুড়িগ্রামে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। প্রকাশ, সুধীর নাগকে ঢাকায় পাঠান হইবে।

কারাগারে বন্দীর মৃত্যু

হায়দ্রাবাদ হইতে প্রকাশ, শিকারপুরের বিশিষ্ট কংগ্রেসকর্ম্মী, আইন অমান্য আন্দোলনের বন্দী কাকা প্রেমদাস গত ১৫ই তারিখ অপরাহ্ণ ৪টার সময় হায়দ্রাবাদ সেন্ট্রাল জেলে মারা গিয়াছেন।

প্রকাশ, কাকা প্রেমদাসের বয়স ৬০ বৎসরের অধিক হইয়াছিল। হঠাৎ হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হওয়ার ফলে তিনি ব্যারাকের মধ্যে মারা গিয়াছেন। মৃত্যু এত অপ্রত্যাশিত ভাবে ঘটে যে, ডাক্তার আনাইবার সময় পাওয়া যায় নাই।

তিনি ২॥ বৎসরের সশ্রম কারাদণ্ড ভোগ করিতেছিলেন। কারাদণ্ড কাল পূর্ণ হইতে মোট আর ৩ মাস বাকী ছিল।

স্থানীয় কংগ্রেসকর্ম্মীরা কারা-কর্ত্তৃপক্ষের নিকট হইতে মৃতদেহ লইবার চেষ্টা করিতেছেন। তাঁহারা কারাগৃহের বাহিরে উহার সৎকার করিতে চাহেন।

ভূমিকম্পে ক্ষতি

গত ১লা মাঘ সোমবার বেলা ২-৩৫ মিনিটের সময় ভীষণ ভূমিকম্পের ফলে অনেক স্থানে ভীষণ ক্ষতি হইয়াছে। কাশীতে ২ জন ও পাটনায় ৭ জন মারা গিয়াছে।

---

১৮ শত টাকার অলঙ্কার চুরি

উত্তর কলিকাতায় সরোজিনী মল্লিক নাম্নী এক স্ত্রীলোকের বাটী হইতে অলঙ্কার ও নগদ টাকা কাড়িতে প্রায় ১৮ শত টাকার দ্রব্য চুরির সম্পর্কে কলিকাতা পুলিস তিন জন বাঙ্গালী যুবককে তলব করিয়াছে। এপর্য্যন্ত কাহাকেও গ্রেপ্তার করা হইয়াছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া যায় নাই।

কয়েদীর চম্পট

বরিশাল হইতে প্রকাশ, বাখরগঞ্জ থানার চাঁদগাজী ইতঃপূর্ব্বে পটুয়াখালির জেল হইতে সরিয়া পড়িয়াছিল সম্প্রতি তাহাকে গ্রেপ্তার করিয়া পটুয়াখালি এক্সপ্রেস ষ্টীমারে পটুয়াখালি লইয়া যাওয়া হইতেছিল। ষ্টীমার কিছুদূর অগ্রসর হইলে সে অন্ধকারের মধ্যে ঝাঁপ দিয়া পড়ে। এখন পর্য্যন্ত তাহার কোন পাত্তা পাওয়া যায় নাই। এই সম্পর্কে তদন্ত হইতেছে।

বড় বড় সম্রাটের অলঙ্কার

পোলাণ্ডের এক সংবাদপত্রে কোন প্রত্যক্ষদর্শী রুশিয়ার বুভুক্ষু সাহায্য সমিতির আদেশে প্রবল প্রতাপান্বিত জারদের সমাধি হইতে মূল্যবান ধনরত্ন সংগ্রহের এক বিবরণ প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন—জারগণের জন্য নির্দ্দিষ্ট স্বতন্ত্র মন্দিরে অর্দ্ধ বৃত্তাকারে, তাঁহাদের সমাধিগুলি সজ্জিত ছিল। তৃতীয় আলেকজাণ্ডার, দ্বিতীয় আলেকজাণ্ডার, প্রথম নিকোলাস—একে একে প্রত্যেকের সমাধি হইতে রৌপ্য নির্ম্মিত শবাধার এবং শবের দেহ হইতে অঙ্গুরী প্রভৃতি অপসৃত হইল। আলেকজাণ্ডার দি গ্রেটের সমাধি উদ্‌ঘাটন করিয়া দেখা গেল, সমাধি শূন্য; শব নাই। সম্ভবতঃ তিনি সংসারবিরাগী সন্ন্যাসী হইয়া, শেষ জীবন যাপন করেন বলিয়া যে কিম্বদন্তী আছে, তাহাই সত্য। তাহার মৃত্যু ও মৃত্যুর পর সমাধি দার সকলই ক্রমে ক্যাথারিন দি গ্রেটের সমাধিতেই বহুক্ষণ কাটিয়া গেল। তাঁহার শবদেহ হইতে বহু মণিমাণিক্য সংগৃহীত হইল। তাহার পর পিটার দি গ্রেট। রৌপ্য শবাধার দণ্ডায়মান অবস্থায় ছিল শবাধারের দ্বার উন্মোচন করিতেই পিটার দি গ্রেটের দণ্ডায়মান মূর্ত্তি দৃষ্টিপথে পতিত হইল সেই পিটার দি গ্রেট যাহার নামে প্রজারা থরহরি কম্পিত হইত মন আতঙ্কে সম্ভ্রমে হৃদয় পূর্ণ হইল। অবয়বের কোন বিকৃতি হয় নাই। যেন জীবিতকালে শতাব্দীর পর শতাব্দী চলিয়া গিয়াছে—ঠিক তেমনটিই আছে কিন্তু অপসারিত করা মাত্র তাহা ভাঙিয়া চূর্ণ চূর্ণ হইয়া গেল। অপসৃত রৌপ্য শবাধার গলাইয়া, মণিমাণিক্য অলঙ্কার বিক্রয় করিয়া যে অর্থ সংগৃহীত হইবে, বুভুক্ষুর সাহায্য কল্পে তাহা ব্যয়িত হইবে। সমাধি মন্দির হইতে শবগুলি কাঠের বাক্সে করিয়া লইয়া গিয়া চসালেকেস্কী গীর্জ্জায় ভিত্তিগর্ভে স্থাপিত হইল।

বাঙ্গালী হজ-যাত্রীদের মহা সুবিধা

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

(বোম্বাই হইতে তৃতীয় শ্রেণীর জাহাজের যাতায়াতের ভাড়া ১৮০৲ টাকা, কিন্তু কলিকাতা হইতে বোম্বাই পর্য্যন্ত রেলে যাতায়াতের ভাড়া এবং খাওয়া দাওয়া ইত্যাদির খরচ যোগ করিলে ইহা অপেক্ষা বরং বেশী পড়িবে। ইহা ব্যতীত হজের পর ফিরিবার সময় বোম্বাই হইতে কলিকাতা পর্য্যন্ত রেল ভাড়া বাবদ ২৭৷৷৹ টাকা এই জাহাজের টিকেটের মূল্য হইতে জেদ্দাইতে প্রত্যেক যাত্রীকে ফেরৎ দেওয়া হইবে। বোম্বাই হইতে জাহাজে চড়িলে এই টাকা ফেরৎ দেওয়া হইবে না।)

৩। বাঙ্গালী হজ-যাত্রীদের জন্য কলিকাতা বন্দর হইতে জাহাজে চড়াই সব রকমে সুবিধাজনক। কলিকাতা বন্দর হইতে রওনা হইলে কলিকাতা হইতে বোম্বাই পর্য্যন্ত এই সুদীর্ঘ পথ রেলে যাওয়ার কষ্ট এবং অতিরিক্ত খরচ করিবার কোন প্রয়োজন হইবে না। কলিকাতা হইতে রওয়ানা হওয়ার আরও সুবিধা এই যে, কলিকাতায় বসন্তের টিকা ও কলেরার ইনজেকসন্ দেওয়া হয় বলিয়া এখানকার জাহাজ কামরাণে কখনও আটক রাখা হয় না সেইজন্য হজ-যাত্রীদিগকে কামরাণে নামিয়া কোয়ারেণ্টীনের কোন কষ্ট ভোগ করিতে হয় না। গত ১৯২৬ সাল হইতে এ পর্য্যন্ত কলিকাতার কোন যাত্রীজাহাজ কামরাণে আটক হয় নাই। এ ছাড়া কলিকাতার জাহাজে প্রায় সকল যাত্রীই বাঙ্গালার লোক, তাহাদের দেশ ও ভাষা এক, চাল-চলনও এক, কাজেই তাহারা পরস্পরে মিলিয়া মিশিয়া বেশ সুখে স্বচ্ছন্দে যাইতে পারেন।

৪। খরচের তালিকা যাহা পরিশেষে দেওয়া হইল তাহা ভারত ও হেজাজ গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক অনুমোদিত। সেইজন্য বোম্বাই বা করাচি হইতে গেলে এই সমস্ত খরচের হার কম হইবে না। বোম্বাই বা করাচি বন্দরের জাহাজ ভাড়া কলিকাতার ভাড়া হইতে কিছু কম হইতে পারে সত্য, কিন্তু কলিকাতা হইতে বোম্বাই বা করাচি পর্য্যন্ত যাওয়া আসার রেল ভাড়া এবং খাওয়া দাওয়া ইত্যাদির খরচ যোগ করিলে দেখা যাইবে যে, এই তিন বন্দরের জাহাজ ভাড়া প্রায় সমান। অতএব যদি কোন মোয়াল্লেম নিজ স্বার্থের জন্য কম খরচ ও সুবিধার লোভ দেখাইয়া বোম্বাই বা করাচি হইতে যাইতে পরামর্শ দেয় তাহা হইলে যেন যাত্রীগণ তাহাদের কথা শুনিয়া অযথা কষ্ট ভোগ করিবেন না এবং উক্ত স্বার্থপর মোয়াল্লেমদের নাম কলিকাতার [illegible] অফিসারকে জানাইবেন। গত বৎসর [illegible] সংখ্যক বাঙ্গালী হজ-যাত্রী এরূপ ভুল বুঝিবার ফলে অপর বন্দর হইতে জাহাজে চাপিয়া পদে পদে ঠকিয়াছেন এবং দেশে ফিরিয়া পরে অনুতাপ করিয়াছেন।

(ক্রমশঃ)

তারের ঠিকানা— 'শ্রীধাম' নবদ্বীপ
ডাকের ঠিকানা—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

দৈ নি ক

REG: C1984

নদীয়া-প্রকাশ

THE NADIA-PRAKASH

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩৷৹
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার স্বতন্ত্র।

সাহায্যের হার
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸৹
মাসিক ১৲
নগদ বর্ত্তমান সংখ্যা ৫

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার- নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৮ম খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বেদান্তবাচস্পতি [২৭১শ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর— ৬ই মাঘ শনিবার ১৩৪০, ২০শে জানুয়ারী ১৯৩৪

নিয়োগ ও বদলী

শাসন ও বিচার বিভাগ

১৮ই জানুয়ারী কলিকাতা গেজেটে নিম্নলিখিত সংবাদগুলি প্রকাশিত হইয়াছে।

হাইকোর্টের মাননীয় বিচারপতি মিঃ সি, বার্টলী আই সি, এসের বর্ত্তমান কার্য্যকাল ফুরাইলে, তিনি ২৪ পরগণার এডিশনাল সেসন জজের পদে কাজ করিবেন।

শ্রীযুক্ত ব্রজকান্ত গুহ আই সি, এস, (বিদায়ভোগী) অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্য ময়মনসিংহের এডিশনাল সেসন জজ নিযুক্ত হইলেন।

পুলিশ বিভাগ

ইনস্পেক্টর শ্রীযুত বাসুদেব কবিরাজ ডিপুটী সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের পদে উন্নীত হইয়া ত্রিপুরা জেলার সদরে নিযুক্ত হইলেন।

চিকিৎসা বিভাগ

ক্যাপ্টেন জে সি ড্রামণ্ড আই এম এস কলিকাতা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিযুক্ত হইলেন।

সাতক্ষীরা মহকুমা ডিসপেন্সারীর ভারপ্রাপ্ত ডাঃ তারকপ্রসাদ সিংহ এবং সিরাজগঞ্জের ডাঃ বিশ্বানন্দ দত্ত পরস্পরের স্থলে বদলী হইলেন।

শিক্ষা বিভাগ

হুগলী কলেজের অস্থায়ী অধ্যাপক শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় কৃষ্ণনগর কলেজে বদলী হইলেন।

কৃষ্ণনগর কলেজের ইংরাজীর লেকচারার শ্রীযুক্ত সত্যশরণ কাহালী, সাবর্ডিনেট এডুকেশন্যাল সার্ভিস হইতে বেঙ্গল এডুকেশনেল সার্ভিসে নিযুক্ত হইলেন এবং ঐ কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের অনুপস্থিতি কালে তাঁহার স্থলে কাজ করিবেন।

জার্ম্মাণীর যুবক-আন্দোলন

লণ্ডন হইতে প্রকাশ, হার নেবস্বার্গ নামে একজন বিশিষ্ট নাৎসী অফিসার লণ্ডনে আসিয়াছেন। তিনি বলিতেছেন যে জার্ম্মাণ যুব আন্দোলনের মধ্যে আধ্যাত্মিক মিলন স্থাপনই তাঁহার আগমনের উদ্দেশ্য 'রয়টারের' নিকট হার নেবাস্বার্গ বলিয়াছেন যে, তিনি বৃটিশ বয়স্কাউট দলের নেতা লর্ড ব্যাডেন পাওয়েলের সহিত সাক্ষাৎ করিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি পীড়িত বলিয়া অন্য কোন বিশিষ্ট স্কাউট নেতার সহিত সাক্ষাৎ করিবেন, তাঁহার উদ্দেশ্য হইতেছে বৃটিশ যুব-প্রতিষ্ঠানগুলির সহিত সম্পর্ক স্থাপন করা এবং উভয় দেশের যুব-আন্দোলনে উৎসাহ দেওয়া।

সন্তোষপুর ডাকাতি মামলা

বরিশাল হইতে প্রকাশ, বাখরগঞ্জের সহকারী দায়রা জজ মিঃ বিজয়েশ্বর মজুমদার জুরীদের সহিত একমত হইয়া, সন্তোষপুর ডাকাতি মামলা সম্পর্কে অভিযুক্ত কালু খরামীকে পাঁচ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করেন, এবং অপর আসামী কদমালীকে খালাস দেন।

অভিযোগের বিবরণ এই যে, ১৯৩০ সালে সন্তোষপুরে একটি ডাকাতি হয়। এই ডাকাতি সম্পর্কে অপহৃত কিছু জিনিষ আসামীদের নিকট পাওয়া গিয়াছিল। ডাকাতির পরই কালু ও কদমালী ফেরার হইয়াছিল।

ভীষণ মোটর দুর্ঘটনা

গত সোমবার রাত্রি ৮ টার সময় চৌরঙ্গী রোডে এক ভীষণ মোটর দুর্ঘটনা হইয়া গিয়াছে। ফলে এটোলি নামক জনৈক প্রৌঢ় বয়স্ক শ্বেতাঙ্গ গুরুতররূপে আহত হইয়াছেন। প্রকাশ যে, তিনি পার্ক ষ্ট্রীট দিয়া নিজের মোটরগাড়ী হাঁকাইয়া চৌরঙ্গীর দিকে আসিতেছিলেন। বেঙ্গল ক্লাবের নিকটে আসিলে অপর একটী ট্যাক্সির সঙ্গে তাঁহার গাড়ীর এক ভীষণ ধাক্কা লাগে। ধাক্কা এত জোরে লাগিয়াছিল যে, গাড়ীটি দূরস্থ বেঙ্গল ক্লাবের প্রাচীরের উপরে পড়িয়া গিয়া একেবারে চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া গিয়াছে। মিঃ এটোলি গুরুতররূপে আহত হইয়াছেন। তাঁহাকে প্রেসিডেন্সী জেনারেল হাসপাতালে প্রেরণ করা হইয়াছে।

৬খানা বগীগাড়ী লাইনচ্যুত

ই আই রেলের হাওড়ার ডিভিসন্যাল সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ১৬ই জানুয়ারী নিম্নরূপ তার প্রেরণ করিয়াছেন:—

গত ১৫ই জানুয়ারী হাওড়া হইতে যে ৫৩নং আপ হাওড়া-কিউল প্যাসেঞ্জার ট্রেণ যাত্রা করিয়াছিল, তাহা ১৬ই জানুয়ারী ভোর ৬-৩০ মিনিটের সময় যখন সকরিগলি জংসন ও সাহেবগঞ্জের মধ্যে চলিতেছিল সেই সময় ২১৭ মাইলের স্থানে ইঞ্জিন ও চৌদ্দখানা বগী গাড়ী অতিক্রম করিবার পর ৬ খানা বগী গাড়ী ও অপর একখানা ৪ চাকার গাড়ী লাইন হইতে চ্যুত হয়। কোন যাত্রী আহত হন নাই। ১৭ই জানুয়ারী বৈকালে লাইন পরিষ্কৃত হইবে বলিয়া আশা করা যায় দুর্ঘটনার স্থানে যাত্রীদিগকে নামাইয়া পরে অন্য যানের সাহায্যে বহন করা হইতেছে।

বড়লাটের সহিত সাক্ষাৎ

বারাণসী হইতে প্রকাশ, বড়লাটের বারাণসী পরিদর্শন কালে মালব্যজী তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবেন বলিয়া অনেকে অনুমান করিতেছেন। সন্ধ্যায় মালব্যজী এলাহাবাদ রওনা হইবেন, এবং ১৭ই জানুয়ারী সন্ধ্যায় বারাণসী প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন বলিয়া স্থির ছিল। এইরূপ প্রকাশ যে, মালব্যজী হঠাৎ একটী জরুরী সংবাদ পান যে, বাঙ্গলার বড়লাট মালব্যজীর সহিত সাক্ষাতের জন্য দিন ধার্য্য করিয়াছেন।

পণ্ডিতজী হঠাৎ তাঁহার এলাহাবাদ ভ্রমণের সঙ্কল্প বর্জ্জন করাতে উক্ত সংবাদ সত্য বলিয়া অনুমিত হয়। দ্বিতীয় গোল-টেবিল বৈঠকের পর এই প্রথম বার বড়লাট বিশিষ্ট কংগ্রেস নেতার সহিত সাক্ষাৎ করিতেছেন; সুতরাং ইহার অত্যন্ত গুরুত্ব আছে বলিয়াই মনে হয়।

কালিকটে গান্ধীজী

কালিকট হইতে প্রকাশ, এখানে হরিজনদিগের অভিনন্দনের উত্তরে গান্ধী বলেন যে, অস্পৃশ্যতা দূর করার জন্য এখানকার সুধীসমাজের এবং আন্দোলনকারী জনসাধারণের অনুকূল মত সম্বন্ধে অবহিত হইয়া তিনি প্রীত হইয়াছেন মালাবারের অধিবাসিগণকে অস্পৃশ্যতারূপ মহাপাপ দূর করার জন্য তিনি বিশেষরূপে আবেদন জানান। গান্ধীজী, স্বর্গীয় মাধবন নায়ারের প্রতিকৃতি উন্মোচন করিয়াছেন।

সিরাজগঞ্জে গুর্খা সৈন্য

সিরাজগঞ্জ হইতে প্রকাশ কাজীপুরের পথে বগুড়া হইতে ২০৯ সংখ্যক গুর্খা বাহিনীর একদল সেনা এখানে পৌঁছিয়াছে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক
—পারমার্থিক পত্র—
শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশ তনয়স্তদ্ধাম-বৃন্দাবনম্,
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং
প্রেমা পুমর্থো মহান্
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং
তত্রাদরো নঃ পরঃ॥

৮ম বর্ষ } ২০ মাধব গৌরাব্দ ৪৪৭, ৬ই মাঘ বঙ্গাব্দ ১৩৪০, ২০শে জানুয়ারী ইং ১৯৩৪, শনিবার } ২৭১ তম সংখ্যা

মাদ্রাজ-গৌড়ীয়মঠে জেপুরের মহারাজ

গত ২৮শে ডিসেম্বর (১৯৩৩) প্রাতে ১০ ঘটিকার সময় জেপুরের ধর্ম্মপ্রাণ মহামান্য মহারাজ বাহাদুর (Maharaja of Jeypur) মাদ্রাজ-গৌড়ীয়মঠে আগমন করিয়াছিলেন। মহারাজ শ্রীমঠের শ্রীবিগ্রহ-দর্শন ও মঠসেবকগণের মুখে হরি-কীর্ত্তন শ্রবণে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছেন। মহারাজের সৌজন্য ও স্বাভাবিক দৈন্য বিশেষ প্রশংসার্হ। তিনি খড়ম পায়ে, মাত্র একটি সাধারণ শার্ট ও চাদর গায়ে শ্রীমঠে আসিয়াছিলেন। মঠসেবকগণ তাঁহার যথোচিত সম্মান প্রদর্শন পূর্ব্বক উপবেশনার্থ একখানি সুসজ্জিত কেদারা প্রদান করিলে মহারাজ তদুপরি না বসিয়া দৈন্যভরে নিম্নে বসিয়া পড়েন এবং বর্ত্তমান মঠরক্ষক শ্রীপাদ জগদানন্দ ব্রজবাসী ভক্তিবিকাশ মহোদয়কে তদুপরি বসিতে অনুরোধ করেন। মহারাজের দৈন্যের ভূয়সী প্রশংসা করিয়া মঠসেবকেরা সকলেই নিম্নাসন গ্রহণ পূর্ব্বক হরিকথা আলোচনা করিতে থাকেন। মহারাজ যে-সময় শ্রীবিগ্রহ দর্শন করিতে যান, সে-সময় ভোগারাত্রিকের সময় হওয়ায় শ্রীপাদ জগদানন্দ ব্রজবাসীজীর সুমধুর আরাত্রিক-কীর্ত্তন-শ্রবণে তিনি বড়ই আনন্দ লাভ করেন। অতঃপর পরমারাধ্য শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ যেস্থানে মঠের মন্দিরের ভিত্তি সংস্থাপন করিয়াছেন, মহারাজ সেই স্থান দর্শন করিতে চাহিলে ভক্তগণ তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া সেই স্থান দর্শন করান, তদ্দর্শনে মহারাজ অত্যন্ত সুখ লাভ করেন। মহারাজ এই শ্রীমন্দির-নির্ম্মাণের সমগ্র ভারার নিজেই গ্রহণ করিয়াছেন। শ্রীমন্দিরের কার্য্য অতি শীঘ্রই আরম্ভ হইবে শুনিয়া মহারাজ বড়ই প্রীত হন এবং বলেন—'যাঁহার কার্য্য, তিনিই তাহা করিয়া লইবেন।' শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ কৃপা পূর্ব্বক তাঁহার সেবা অঙ্গীকার করিয়া তাঁহার মনোঽভীষ্ট পূর্ণ করুন, ইহাই আমাদের প্রার্থনা।

বিষমসমরবিজয়িপক্ষ শ্রীস্বাধীনত্রিপুরেশ্বর-মহাবীরবিক্রমকিশোরদেববর্ম্মমাণিক্যবাহাদুরমহামহোদয়ায়

প্রদত্তমাভিনন্দনপত্রমিদম্

হে বিশ্বশ্রুতকীর্ত্তিচন্দ্রকুলজশ্রেষ্ঠ প্রতাপাতুল
স্বাধীন-ত্রিপুরানরেশ্বরবর শ্রীমন্ সত্যমাশ্রয়।
শ্রীগৌড়ীয়গণে সদা প্রণয়িনং লব্ধ্বা ভবন্তং বয়-
মানন্দৈরভিনন্দমানমনসা বন্দামহে স্বাগতম্॥ ১॥

নিঃস্বৈশ্বর্য্যকুলশ্রিয়ামপি ভবন্ সম্যাগ্ ভবান্ স্বাত্মনং
প্রায়েণেহ মদর্থনাশনকৃতাং যদ্ বৈষ্ণবপ্রীতিমান্।
নেদং চিত্রচরিত্রমত্র ভবতঃ পূর্ব্বানুকার্য্যাশ্রয়াৎ
কাচো নৈব মহামণেঃ খনিষু যদ্ গাথা জগদ্বিশ্রুতা॥ ২॥

জ্যেষ্ঠস্তে প্রপিতামহঃ সুগুণভাগীশানচন্দ্রাভিধো
নিত্যানন্দকুলাশ্রয়েণ নৃপতিঃ শ্রীমানভূদ্ বৈষ্ণবঃ।
রাজ্যো বৈষ্ণববৃন্দরক্ষণহরিপ্রীতিক্রিয়াসাধনা-
ত্তস্মাদেব ভবৎকুলস্য প্রথিতির্জাতা মহাঽলৌকিকী॥ ৩॥

তদ্‌ভ্রাতা প্রপিতামহস্তব বরঃ শ্রীবীরচন্দ্রঃ সুধীঃ
শ্রীমদ্ভাগবতাদিবৈষ্ণবমহাগ্রন্থান্ প্রকাশ্যাগ্রহাৎ।
দত্ত্বা লব্ধ্যা ইহ প্রচারমনয়দ্ ভক্তেঃ কথামুত্তমাং
শ্রীমদ্ধামপ্রচারিণীপরিষদশ্চাসীৎ পতিঃ সদ্‌গুণঃ॥ ৪॥

তৎপুত্রশ্চ পিতামহস্তব সতাং রাধাকিশোরঃ প্রভুঃ
শ্রীমান্ ধামপ্রচারিণীপরিষদঃ স্বামিত্বমপ্যগ্রহীৎ।
শ্রীমায়াপুরমন্দিরে সুললিতং সংস্থাপ্য সদ্‌বিগ্রহং
রাধামাধবয়োশ্চ সেবনকৃতে বৃত্তিং ব্যধাৎ সম্মুদা॥ ৫॥

শ্রীবীরেন্দ্রকিশোরস্তব পিতা হন্ত্যাত্মঃ সত্তমঃ পত্তি-
র্নানাসদ্‌গুণরাজিমণ্ডিতমহাকীর্ত্তিঃ সদাসীৎ প্রিয়ঃ।
তেষামেব সুনন্দনং গুণগণৈরানন্দনং সংসদঃ
সত্যাত্মামভিনন্দয়ন্তি হৃদয়ানন্দেন সংবর্দ্ধিতাঃ॥ ৬॥

বঙ্গশ্রেষ্ঠনরাধিপত্যপদবীং লক্ষ্মীপ্রসাদোত্তমাং
সম্প্রাপ্তো বয়সা নবোঽপি কৃপয়া সম্বর্দ্ধিতঃ শ্রীগিরা।
তস্মাৎ সদ্‌বিনয়ান্বিতস্য ভবতঃ সঙ্গঃ সতাং বাঞ্ছিতঃ
সদ্‌রাজাশ্রয়তো যতঃ প্রবলতাং ধত্তে সুধর্ম্মঃ সদা॥ ৭॥

সর্ব্বৈঃ কাম্যসুখৈঃ সমাপ্তমনসঃ স্বার্থং ন চান্তি ক্ষিতৌ
তস্মাৎ কেবলমেব শান্তি সুপদং নিত্যং বিচিন্ত্যাদরে।
দীর্ঘায়ুর্হরিসজ্জনাশ্রয়যুতং সংকামায়তে সর্ব্বথা
কল্যাণং কুরুতাং স্বয়ং স ভগবান্ শ্রীগৌরচন্দ্রশ্চ তে॥ ৮॥

১৮৫৫ শকাব্দীয়-মাঘমাসস্য প্রথমদিবসে
কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠতঃ

বিনীত—
শ্রীনবদ্বীপধামপ্রচারিণীসভা-সভ্যবৃন্দেন।

গত ৬।১।৩৩ তারিখে মাদ্রাজগৌড়ীয়মঠের অন্যতম শ্রীমান্ নৃসিংহানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রীজী ও শ্রীমদ্ শ্রীধর ব্রহ্মচারী মহারাজের মাদ্রাজস্থ প্রাসাদে উপস্থিত হইয়া তাঁহার সহিত অনেক ভগবৎপ্রসঙ্গ আলোচনা করেন। প্রসঙ্গক্রমে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ বন মহারাজের য়ুরোপে প্রচারের কথা উঠিলে মহারাজ খুবই আনন্দ প্রকাশ করেন এবং বলেন 'বন মহারাজের অসাধারণ ক্ষমতা, তাঁহার পক্ষে সকলই সম্ভব।' মহারাজ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজের সংবাদও জিজ্ঞাসা করেন এবং তাঁহার কোষে, করাচী প্রভৃতি স্থানে শ্রীচৈতন্যবাণী-প্রচারের সংবাদ-শ্রবণে প্রীত হন। মহারাজের মাদ্রাজে একটি সুন্দর প্রাসাদ আছে। মাদ্রাজে আসিয়া তিনি সেই প্রাসাদেই অবস্থান করেন। শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভু প্রচারিত বাস্তব-সত্যবাণীপ্রচারে তাঁহার বিশেষ আগ্রহ আছে। তাঁহার ধর্ম্মপ্রাণতা, উদারতা, সৌজন্য ও সত্যানুরাগ বিশেষ প্রশংসার্হ ও আদর্শ-স্থানীয়।

বিশেষ দ্রষ্টব্য

অদ্য ২০শে জানুয়ারী শনিবার শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর আবির্ভাব-উৎসব উপলক্ষে প্রেস বন্ধ থাকায় আগামী ২২শে জানুয়ারী ৮ই মাঘ সোমবার শ্রীনদীয়া প্রকাশ প্রকাশিত হইবেন না।

গুরু-কৃষ্ণরূপ হন শাস্ত্রের প্রমাণে গুরুরূপে কৃষ্ণ কৃপা করেন ভক্তগণে॥

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

২০ অব্যয় ক্ষীরোদশায়ী, ৪৪৭

বাণী-পূজা

মূকং করোতি বাচালং পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিম্।
যৎকৃপা তমহং বন্দে শ্রীগুরুং দীনতারণম্॥

নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমম্।
দেবীং সরস্বতীং ব্যাসং ততো জয়মুদীরয়েৎ॥

বাগীশা যস্য বদনে লক্ষ্মীর্যস্য চ বক্ষসি।
যস্যান্তে হৃদয়ে সম্বিৎ তং নৃসিংহমহং ভজে॥

আজ শ্রীপঞ্চমী; তাই আজ ঘরে ঘরে বাণীপূজার সাড়া পড়িয়াছে। ছাত্র, ব্যবসায়ী ও নাট্যসমাজ ইত্যাদির বাণী-পূজার উৎসাহ খুবই বেশী। তাঁহারা কত শত শত মুদ্রা ব্যয় করিয়া নৃত্য-গীতাদির দ্বারা বাণী-পূজাকে সাফল্যমণ্ডিত করিবার চেষ্টা করিতেছে। ধনী-দরিদ্র—পণ্ডিত-মূর্খ—সকলেরই আজ একটা আনন্দোৎসবের দিন। কিন্তু সে আনন্দ কতক্ষণ? প্রতিমা-বিসর্জন না হওয়া পর্য্যন্ত।

—

বাণী-দেবীর তত্ত্ব-অনুসন্ধান করিয়া তাঁহার পূজা করেন এই প্রকার পূজকের সংখ্যা অতি অল্প। একটীমাত্র অঞ্জলি প্রদান করিয়াই কি বাণী-পূজার কর্ত্তব্য শেষ হয়? কে কাহাকে কি অঞ্জলি প্রদান করিতেছেন তাহার সন্ধান কয় জন রাখেন? বর্ত্তমানে কেবল হুজুকে মাতিয়া নৃত্য-গীতাদির দ্বারা ইন্দ্রিয়তর্পণ করাই যেন বাণী-পূজার উদ্দেশ্য হইয়া পড়িয়াছে।

—

"ধনং দেহি, বিদ্যাং দেহি, যশো দেহি" ইত্যাদি 'দেহি' 'দেহি' রবে পূজা মণ্ডপ মুখরিত। 'পূজা' বলিতে পূজ্যবস্তুর প্রীতি-বিধানকে বুঝায়, কিন্তু আজ পূজ্যবস্তুর দ্বারা নিজের সেবা করাইয়া লইবার জন্য এত ব্যগ্রতা! ইহা কি প্রকৃত-প্রস্তাবে পূজা?

—

যেদিন আমরা সত্যসত্য বাণীদেবীর পূজা করিতে যাইব, সেদিন সর্ব্বাগ্রে সন্ধান লইব—বাণীদেবী কে এবং কিসে তিনি প্রীত হন। সেজন্য বাণীদেবীর একনিষ্ঠ নিষ্কাম সেবকের নিকট বাণীতত্ত্ব জানিবার জন্য যাইতে হইবে।

—

আজ বাণীদেবী স্বয়ং সাক্ষাৎরূপে আবির্ভূত হইয়া তাঁহার আরাধ্য বস্তুর পূজা করাইবার জন্য আহ্বান করিতেছেন। আমরা সকলে মিলিয়া তাঁহার কীর্ত্তনযজ্ঞে বাণী পূজার দোহার দিলে তবেই বাণী-পূজার সার্থকতা হইবে।

কলিযুগ-পাবনাবতারী শ্রীগৌরসুন্দর তাঁহার শিক্ষাষ্টকের প্রথম শ্লোকে নামকীর্ত্তন দ্বারা বাণী-পূজার উপদেশ দিয়াছেন—

চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভবমহাদাবাগ্নি-
নির্ব্বাপণম্।
শ্রেয়ঃ-কৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং
বিদ্যাবধূজীবনম্॥
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং
পূর্ণামৃতাস্বাদনম্।
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে
শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনম্॥

আবার ভক্তরাজ শ্রীল প্রহ্লাদ মহারাজের উপদেশ—

শ্রবণং কীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনম্।
অর্চ্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্মনিবেদনম্॥
ইতি পুংসার্পিতা বিষ্ণৌ ভক্তিশ্চেন্নবলক্ষণা।
ক্রিয়েত ভগবত্যদ্ধা তন্মন্যেঽধীতমুত্তমম্॥

তিনিই উত্তম অধ্যয়ন করিয়াছেন যিনি নবধা ভক্তির যাজন করিয়াছেন। তিনিই বাণীর সেবক যাঁহার কর্ণে শ্রীচৈতন্যবাণী প্রবেশ করিয়াছেন। তিনিই বাণীর সেবক যাঁহার জিহ্বায় নিত্য বাণীনাথের বাণী কীর্ত্তিত হন। তিনিই বাণীর সেবক যাঁহার হৃদয়ে বাণীনাথের পাদপদ্ম নিত্য বিরাজিত। তিনিই বাণীর সেবক যিনি বাণীনাথের পাদ-সেবায় নিযুক্ত। তিনিই বাণীপূজক যিনি বাণী-নাথের অর্চ্চনে নিযুক্ত। তিনিই বাণী-পূজক যিনি বাণীনাথের বন্দনায় নিযুক্ত। তিনিই বাণী সেবক যিনি বাণীনাথের নিত্যসখ্যে অবস্থিত। তিনিই উত্তম বাণীসেবক যিনি বাণীনাথের পাদপদ্মে আত্মসমর্পণ করিয়াছেন।

—

যেদিন আমাদের কর্ণে চৈতন্যবাণী সত্য সত্য প্রবেশ করিবে সেইদিনই আমাদের হৃদয় হইতে অবিদ্যা দূরীভূত হইবে, ফলে আমরা বিদ্যাবধূর জীবন-ধনের সেবার জন্য আত্মনিবেদন করিয়া শ্রবণ কীর্ত্তনাদি নবধা ভক্তির যাজক হইব এবং অবিদ্যা-কল্পিত বৃত্তি আর আমাদের হৃদয় স্পর্শ করিতে পারিবে না। তখন বিদ্বদ্রূঢ়ি বৃত্তির উদয় হইবে। তখন আমরা বাণীদেবীর স্বরূপজ্ঞান লাভ করিতে সমর্থ হইব। শ্রীনৃসিংহদেবের প্রণামে শ্রীল শ্রীধরস্বামিপাদ লিখিয়াছেন—

বাগীশা যস্য বদনে লক্ষ্মীর্যস্য চ বক্ষসি।
যস্যান্তে হৃদয়ে সম্বিৎ তং নৃসিংহমহং ভজে॥

বাগ্দেবী শ্রীবিষ্ণুতত্ত্ব শ্রীনৃসিংহ-দেবের শ্রীমুখে নিত্য বিরাজিতা বিষ্ণুশক্তি। তিনি নিত্য কাল নিত্যপ্রভু শ্রীবিষ্ণু-সেবায় নিযুক্তা। বিষ্ণু সেবাতেই তাঁহার আনন্দ, বিষ্ণুসেবাই তাঁহার নিত্যকৃত্য। শ্রীবিষ্ণুসেবা ব্যতীত তাহার আনন্দ নাই। তিনি স্বরূপ-শক্তিদ্বারা উন্মুখতোষণ ও বহিরঙ্গা শক্তিদ্বারা বিমুখমোহন করিয়া বিষ্ণুরই সেবা করিয়া থাকেন। মঙ্গলাচরণ-মুখে সাধুগণ সেই স্বরূপশক্তিকে বন্দনা করেন।

নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমম্।
দেবীং সরস্বতীং ব্যাসং ততো জয়মুদীরয়েৎ।

গয়াধামে শ্রীমন্মহাপ্রভু

[ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিশ্রীরূপ পুরী মহারাজ]

শ্রীগৌরসুন্দর শাস্ত্রবিধিমত শ্রাদ্ধাদি করিবার জন্য গয়াযাত্রা করিলেন। তিনি আত্ম প্রকাশ করিবার পূর্ব্বে অজাতশ্রদ্ধ কর্ম্মি-দিগের কর্ম্মমল বিদূরিত হইয়া জাতশ্রদ্ধ হইবার উপায় শিক্ষা দিবার জন্য ভগবদ্-প্রসাদ দ্বারা পিতৃলোকের শ্রাদ্ধাদি করিলেন। দেহে আত্মবুদ্ধি ও দেহসম্বন্ধীয় পিতৃপুরুষকে মমতাবুদ্ধি-বশতঃ তাঁহাদিগকে প্রেতজ্ঞানে কর্ম্মিগণ অপ্রসাদ দ্বারা যে শ্রাদ্ধাদি করিয়া থাকেন তদ্দ্বারা উভয়েই কর্ম্মপাশে বদ্ধ হন এবং পুনঃ পুনঃ জন্মমরণ-মালা ভোগ করিয়া থাকেন। তাই সেই কর্ম্মপাশ হইতে মুক্ত হইয়া আত্মার নিত্যা বৃত্তি ভক্তিটী উন্মেষিত করিবার উপায় দেখাইলেন যে,—লৌকিক ও বৈদিক কার্য্যাদি হরিসেবার অনুকূলরূপে অনুষ্ঠিত হইতে পারে। সতত বিষ্ণুর স্মরণই বিধি এবং বিস্মরণই নিষেধ। সুতরাং কর্ম্মপ্রবৃত্তি-বিশিষ্ট জনগণ লৌকিক ও বৈদিক কার্য্যাদিতেও বিষ্ণুর স্মরণ করিলে কর্ম্মক্ষয় বিদূরিত হয়। নিজেকে ও পিতৃপুরুষকে কৃষ্ণদাস-জ্ঞানে শ্রদ্ধাপূর্ব্বক বিষ্ণুনির্ম্মাল্য তাঁহাদিগকে অর্পণ করিতে হইবে। তাহা হইলে ভগবদ্-প্রসাদ প্রাপ্ত হইয়া পিতৃপুরুষের আত্মার নিত্যকল্যাণ হইবে এবং কর্ম্মানুষ্ঠানকারীর বিষ্ণুর স্মরণফলে কর্ম্মমল মার্জ্জিত হইয়া ভক্তিলতার বীজ—শ্রদ্ধার উদয় হইবে।

তিনি মধ্যপথে জ্বরপ্রকাশের অভিনয় পূর্ব্বক বিপ্রপাদোদক বা ভক্তপদজল পান করিয়া বৈষ্ণবের পাদোদকের মাহাত্ম্য প্রচার করিলেন ও বিষ্ণুবৈষ্ণবের পাদোদকে জলবুদ্ধি করিতে নিষেধ করিলেন। তিনি দেখাইলেন যে, ভক্তপদজল পান করায় মুখ্যফলস্বরূপে শ্রীল ঈশ্বরপুরীর সঙ্গলাভ হইল বা শ্রীশ্রীগুরু-পাদপদ্মের আশ্রয়-লাভ ও কৃষ্ণপ্রেমের উদয় হইল এবং আনুষঙ্গিকভাবে বা অবান্তরফল-রূপে জ্বরের উপশম হইল। দেহরোগ বিনাশ করিবার জন্য বৈষ্ণবের পাদোদক পান করিতে হইবে—তাঁহার আচরণের মর্ম্ম এরূপ নহে, তাই তিনি বলিয়াছেন,—'সর্ব্বদুঃখ খণ্ডে বিপ্র-পাদোদক-পানে।' সর্ব্বদুঃখ-অর্থে দেহরোগ ও ভবরোগ বুঝিতে হইবে। ভবরোগ দূর করিয়া কৃষ্ণপ্রেম-লাভই ভক্ত-পদজল-পানের মুখ্য ফল সুতরাং এই প্রার্থনামূলে ভক্তপদ-জল পান করা কর্ত্তব্য ইহাই তাঁহার শিক্ষা। তবে প্রার্থনা না করিলেও আনুষঙ্গিকভাবে দেহরোগ দূর হইয়া থাকে। বিপ্রপাদোদক অর্থে বিপ্রকুলজাত অভক্ত ব্রাহ্মণব্রুবের পাদোদকের কথা বলেন নাই, ভক্ত ব্রাহ্মণ বা বৈষ্ণবের পাদোদকের কথাই বলিয়াছেন। শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবতে উক্ত প্রসঙ্গে বর্ণিত নিম্নলিখিত কথাই তাহার প্রমাণ—

যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাং স্তথৈব
ভজাম্যহং। (গীতা)

যে তাঁহার দাস্যপদ ভাবে নিরন্তর।
তাহার অবশ্য দাস্য করেন ঈশ্বর॥
অতএব তাঁহার নাম সেবক-বৎসল।
আপনে হারিয়া বাড়ায়েন ভৃত্যবল॥

অতএব তিনি এই আচরণের দ্বারা নিম্নলিখিত শিক্ষাই প্রচার করিলেন।

ভক্ত-পদধূলি আর ভক্তপদজল।
ভক্তভুক্ত-শেষ তিন সাধনের বল॥
এই তিন সেবা হইতে কৃষ্ণপ্রেমা হয়।
পুনঃ পুনঃ সর্ব্বশাস্ত্রে ফুকারিয়া কয়॥

তীর্থজল পবিত্র গুণে, লিখিয়াছে পুরাণে
এই সব ভক্তির প্রবঞ্চন।
বৈষ্ণবের পাদোদক, সম নহে এই সব
যাতে হয় বাঞ্ছিত পূরণ॥

পরে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীশ্রীগদাধরের পাদ-পদ্ম দর্শন করিয়া অশ্রুকম্পাদি প্রকাশপূর্ব্বক প্রেমভক্তি প্রকাশ আরম্ভ করিলেন। এমন সময়ে শ্রীল ঈশ্বরপুরী তথায় আগমন করিলে স্বয়ং ভগবান্ হইয়াও শ্রীগৌরসুন্দর লোক-শিক্ষার জন্য তাঁহাকে পরমপ্রীতির সহিত নমস্কার পূর্ব্বক যে কথা বলিলেন তদ্দ্বারা তীর্থস্থানে আগমনের সার্থকতা কি? তাহাই প্রচারিত হইয়াছে।

—

অনেকেই তীর্থস্থানে আগমন করেন কিন্তু তীর্থযাত্রার সার্থকতা কি?—তাহা না জানায় তাঁহাদের আসা-যাওয়ার পরিশ্রম, খরচপত্র সবই ব্যর্থ হইয়া থাকে। তাই তিনি শিক্ষা দিলেন—সাধুসঙ্গ-লাভই তীর্থ-যাত্রার সার্থকতা, শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্ম-অন্বেষণ ও তাঁহার অশোক অভয়ামৃত শ্রীচরণ-কমলাশ্রয়ই তীর্থযাত্রার সার্থকতা। আবার শ্রীশ্রীগুরুবৈষ্ণবগণ যে-স্থানে অবস্থান করেন সেই স্থানই পরম-তীর্থ সুতরাং তাঁহাদের আশ্রয় ছাড়িয়া অন্য তীর্থ যাইবার কোন আবশ্যক নাই। তাই তিনি বলিয়াছেন—

প্রভু বলে গয়া যাত্রা সফল আমার।
যতক্ষণে দেখিলাম চরণ তোমার॥
তীর্থে পিণ্ড দিলে সে নিস্তারে পিতৃগণ।
সেও যারে পিণ্ড দেয় তরে সেই জন॥
তোমা দেখিলেই মাত্র কোটি পিতৃগণ।
সেইক্ষণে সর্ব্ববন্ধ হয় বিমোচন॥
অতএব তীর্থ নহে তোমার সমান।
তীর্থের পরম তুমি মঙ্গল প্রধান॥
সংসার-সমুদ্র হৈতে উদ্ধার আমারে।
এই আমি দেহ সমর্পিলাম তোমারে॥
কৃষ্ণপাদপদ্মের অমৃত রস পান।
আমারে করাও তুমি এই চাহি দান॥

নিমন্ত্রণ-পত্র

শ্রীশ্রীমায়াধীশায় নমঃ

শ্রীধাম-মায়াপুর-শ্রীমন্দির

১৫ মাধব, ৪৪৭ শ্রীচৈতন্যাব্দ

যথাবিহিতসম্মানপুরঃসর নিবেদনম্—

আগামী ১৬ই ফাল্গুন ২৮শে ফেব্রুয়ারী বুধবার হইতে দিবসত্রয় শ্রীধাম-নবদ্বীপ মায়াপুরে শ্রীগৌরাঙ্গের জন্মোৎসব-উপলক্ষে ভক্তসম্মেলন, নাম-সংকীর্ত্তন, মনোহরসাহী কীর্ত্তন, লীলাগ্রন্থপাঠ, ভোগরাগ, ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণব-অতিথিসেবা ও যাত্রামহোৎসবাদি হইবে। ১৭ই ফাল্গুন, ১লা মার্চ্চ বৃহস্পতিবার অপরাহ্ণ ৩॥০টার সময় শ্রীধাম-প্রচারিণী-সভার সাধারণ অধিবেশন হইবে। ঐ সময় শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গের প্রিয়কার্য্যানুষ্ঠাতৃগণের সমাচরিত সৎকার্য্য স্বীকার ও সম্মান প্রদত্ত হইবে। মহাশয়ের সপরিকরে উপস্থিতি প্রার্থনীয়। শুভাগমন হইলে অত্রস্থ সমাগত ভক্তবৃন্দ মহাশয়ের সঙ্গসুখে পরমানন্দিত হইবেন।

আগামী ১৪ই মাঘ ২৮শে জানুয়ারী রবিবার হইতে দিবসত্রয় শ্রীধাম মায়াপুর প্রাচীন নবদ্বীপে শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর জন্মোৎসব-উপলক্ষে শ্রীনামযজ্ঞ অনুষ্ঠিত হইবেন। ৭ই ফাল্গুন সোমবার হইতে ১৫ই ফাল্গুন মঙ্গলবার পর্য্যন্ত নয়টী দ্বীপে পরিক্রমা হইবে।

সজ্জনকিঙ্কর—

ভক্তিভূষণ	রাজর্ষি রাওসাহেব,
শ্রীনফরচন্দ্র পাল চৌধুরী	শ্রীশরদিন্দুনারায়ণ রায় বেদান্তভূষণ
সহকারী সভাপতি,	এম-এ, প্রাজ্ঞ
কার্য্যকরী-সমিতি।	সাধারণসমিতি-সম্পাদক

☞ উৎসব-উপলক্ষে সমস্ত প্রণামী ইত্যাদি পরমহংস স্বামী শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী, শ্রীধাম-মায়াপুর-শ্রীমন্দির, পোঃ আঃ শ্রীমায়াপুর, জিলা নদীয়া :—এই ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

ধ্রুব

(১)

স্বায়ম্ভুব-মনুর ঔরসে শতরূপার গর্ভে প্রিয়ব্রত ও উত্তানপাদ নামে দুই পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। উত্তানপাদ দুইটী দার পরিগ্রহ করেন, তাঁহাদের নাম সুনীতি ও সুরুচি; তন্মধ্যে সুরুচি পতির অতিশয় প্রেয়সী ছিলেন, সুনীতি তাদৃশ ছিলেন না। সুনীতির গর্ভে ধ্রুবের জন্ম হয়। একদা রাজা, উত্তানপাদের ক্রোড়ে সুরুচিপুত্র উত্তমকে দর্শন করিয়া সুনীতি-পুত্র ধ্রুব পিতৃবক্ষে আরোহণেচ্ছু হইলে রাজা ক্রোড়ে লওয়া দূরে থাকুক, তাঁহার প্রতি দৃষ্টিপাতও করিলেন না। পরন্তু রাজাসনে উপবিষ্টা সুরুচি গর্ব্বসহকারে ঈর্ষা প্রকাশপূর্ব্বক কহিলেন "হে ধ্রুব! তুমি রাজপুত্র হইলেও রাজাসনে বসিবার অযোগ্য। রাজাসনে বসিবার বাসনা থাকিলে তপস্যাদ্বারা পরমপুরুষ ভগবান্‌কে প্রীত করিয়া তাঁহার অনুগ্রহে আমার গর্ভে আসিয়া জন্মগ্রহণ কর।

বিমাতার এতাদৃশ কঠোর বাক্যে ধ্রুব পরম-দুঃখিতান্তঃকরণে বাষ্পাকুললোচনে মাতৃ-সমীপে উপস্থিত হইলে পুত্রকে দর্শন করিয়া ও অন্তঃপুরস্থ লোকমুখে সুরুচির দুর্ব্বাক্য শ্রবণ করিয়া অতিশয় দুঃখে আত্মহারা ও দাবাগ্নিগতা পরিম্লান বল্লতার ন্যায় অধীরা হইয়া দীর্ঘ-নিশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক বিলাপ করিতে করিতে সুনীতি বলিলেন—"হে পুত্র! আমার ন্যায় দুর্ভাগা রমণীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াই তোমার এতাদৃশ অবস্থা, রাজা আমাকে ভার্য্যা বলিয়া স্বীকার করিতেও লজ্জা বোধ করিলেন। যদি রাজ-সিংহাসনারোহণে অভিলাষ থাকে, তবে বিমাতার কথানুরূপ তপস্যার দ্বারা পরমপুরুষ ভগবান্‌কে পরিতুষ্ট কর। ব্রহ্মা-রুদ্রাদি-দেবগণ-নিষেবিত, সর্ব্ববাঞ্ছা-কল্পতরু, ভক্তবৎসল ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ-কৃপা ব্যতীত তোমার দুঃখ-অপনোদনের আশা নাই, তুমি অনন্যশরণ হইয়া তাঁহার পাদপদ্ম আরাধনা কর।"

জননীর এইরূপ বিলাপ ও সারগর্ভ উপদেশ শ্রবণ করিয়া মনঃসংযম পূর্ব্বক ধ্রুব রাজ্য পরিত্যাগ করিলেন। শ্রীনারদ ধ্যানযোগে ধ্রুবের মনোবাসনা জানিতে পারিয়া তৎসন্নিধানে উপস্থিত হইয়া বলিলেন,—'বৎস! অদৃষ্টই সুখ-দুঃখের মূল এবং তাহাতেই পরিতুষ্ট হওয়া উচিত। তোমার জননীর উপদিষ্ট যোগদ্বারা ভগবৎ-প্রসাদ-লাভ অতিশয় দুষ্কর। মুনিগণ সহস্র বৎসর তীব্র সাধনেও এতাদৃশ কার্য্য সম্পন্ন করিতে পারেন না।" ধ্রুব দেবর্ষি নারদের উপদেশ শ্রবণ করিয়া কহিলেন—"প্রভো! অনুগ্রহপূর্ব্বক আমাকে উত্তমবর্ত্ম উপদেশ করুন, যাহা অবলম্বনে আমি ত্রিভুবন মধ্যে এমন উৎকৃষ্ট পদবী লাভ করিতে পারি যে, আমার পিতৃগণ ও অন্যান্য ব্যক্তিরা তাহা লাভ করিতে পারেন নাই।" ধ্রুবের এই বাক্য-শ্রবণে দেবর্ষি নারদ পরম প্রীতির সহিত কৃপা-পরবশ হইয়া বলিলেন,—"বৎস! তোমার জননীর আদিষ্ট পথই অভীষ্ট-লাভের একমাত্র উপায়। ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষাদি-ফললিপ্সু ব্যক্তিগণের ভগবদ্-চরণারবিন্দ-সেবাতেই সর্ব্বার্থ সিদ্ধ হয় অতএব যমুনার পবিত্রতট পুণ্যতম মধুবনে গমন করিয়া কায়মনোবাক্যে নিরন্তর শ্রীভগবান্ হরির আরাধনা কর।

———

ধ্রুবকে এই উপদেশ করিয়া পরমগুহ্য দ্বাদশাক্ষর-মন্ত্রে দীক্ষিত করিয়া দেবর্ষি নারদ উত্তানপাদ-রাজার পুরমধ্যে প্রবেশ করিলেন, —"হে রাজন্! তোমাকে বিষন্ন ও চিন্তামগ্ন দেখিতেছি কেন?" তদুত্তরে রাজা পঞ্চম-বর্ষীয় শিশুসন্তান ও তাহার জননীর নির্ব্বাসন-সংবাদ জ্ঞাপন করিয়া অরণ্য মধ্যে সন্তানের বিপদাশঙ্কা করিয়া স্বকৃত কর্ম্মের জন্য পরিতাপ করিতে লাগিলেন। ধ্রুব মধুবনে উপস্থিত হইয়া সমাহিতচিত্তে পরমপুরুষ ভগবানের পরিচর্য্যায় প্রবৃত্ত হইলেন। প্রতি তৃতীয় দিবস সামান্য কপিত্থ ও বদরী-ফল ভক্ষণ করিয়া ভগবদ্-অর্চ্চনায় প্রথম-মাস অতিবাহিত করিলেন, তদনন্তর প্রতি ষষ্ঠদিবসে শীর্ণ তৃণপত্রাদি আহার করিয়া ভগবানের অর্চ্চন করতঃ দ্বিতীয় মাস, পরে প্রতি নবম দিবসে জলমাত্র পান করিয়া তৃতীয় মাস, তদনন্তর প্রতি পঞ্চদশ-দিবসে বায়ুমাত্র ভক্ষণ করিয়া চতুর্থ মাস পুণ্যশ্লোক ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের উপাসনায় অতিবাহিত করিলেন। এই প্রকার কায়মনোবাক্য প্রভৃতি নিখিল ইন্দ্রিয়সমূহ অব্যভিচারি-ভাবে বিশ্বমূর্ত্তি ভগবানে নিয়োগ করিয়া ধ্যানপরায়ণ হইলেন। ভক্তবৎসল ভগবান্ ধ্রুবের নির্ব্যলীক সেবায় পরিতুষ্ট হইয়া গরুড়োপরি আরোহণপূর্ব্বক সুদৃঢ় ধ্যানমগ্ন, বাহ্যজ্ঞানশূন্য ধ্রুবের সম্মুখে আবির্ভূত হইবামাত্র ধ্রুব নয়নদ্বয় উন্মীলন করতঃ শ্রীভগবান্ হরিকে দর্শন করিয়া সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ প্রণাম করিলেন। ভগবান্ বেদময় শঙ্খদ্বারা তাঁহার কপোলদ্বয় স্পর্শ করিয়া ধ্রুবকে পরমার্থ-জ্ঞান প্রদান করিলেন। তখন ধ্রুব শ্রীভগবান্‌কে স্তব করিয়া বলিলেন —'হে ভগবন্! আপনি সর্ব্বদেবাভি-বন্দ্য চতুর্দ্দশ-ভুবনপতি। পরম-নিশ্রেয়স নিষ্কাম ব্যক্তিসকল পরমপুরুষার্থ-জ্ঞানে আপনার ভজনা করেন, কিন্তু নিখিল-হিতসাধন-তৎপর আপনি তুচ্ছ ফললিপ্সু সকাম ব্যক্তিদেরও রক্ষা করিয়া থাকেন।" সত্যসঙ্কল্প ধ্রুবের স্তবে সন্তুষ্ট অন্তর্য্যামী ভগবান্ কহিলেন,—'হে বৎস! আমি তোমার হৃদয়ের সঙ্কল্প অবগত হইয়াছি, তোমার পিতা রাজ্যভার তোমার করে অর্পণ করিয়া পরমপুরুষ-ভগবানের আরাধনায় নিযুক্ত হইবেন। তুমি ষটত্রিংশৎ বৎসরকাল রাজ্য পালন করিবে। তোমার বিমাতা সুরুচি তোমার প্রতি হিংসা-পরবশ ছিলেন। তোমার প্রতিহিংসা-প্রবৃত্তি না থাকিলেও আমার ভক্তের প্রতি বিদ্বেষ ও দ্রোহাচরণ আমি সহ্য করি না। তোমার প্রতি সুরুচির ঈর্ষাভাবহেতু তাহার তনয় উত্তম মৃগয়ায় গমন করিয়া বিনষ্ট হইবে, এবং সুরুচি—পুত্রের অদর্শনে ব্যথিতা হইয়া তাহার অন্বেষণ করিতে করিতে দাবাগ্নিতে প্রবেশ করিবে। রাজ্য-উপভোগের পর পুনঃ আমার পরি-চর্য্যায় তোমার আত্মা নিযুক্ত হইবে।" এই কথা বলিয়া শ্রীভগবান্ গরুড়োপরি আরোহণ করিয়া আপনার ধামে গমন করিলেন।

ধ্রুবও উত্তানপাদের রাজ্যাভিমুখে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। প্রত্যাগত দূত হইতে ধ্রুবকে দর্শন করিয়া আনন্দচিত্তে রাজসন্নিধানে রাজপুত্রের প্রত্যাগমন-বার্ত্তা জ্ঞাপন করিলে রাজর্ষি নারদের বাক্য তাঁহার স্মরণ হইল এবং তিনি পুত্র-সন্দর্শনার্থ ঔৎসুক্য-সহকারে ব্রাহ্মণ, কুলবৃদ্ধ ও অমাত্য-বন্ধুগণ-সমভিব্যাহারে উত্তম অশ্বযুক্ত স্বর্ণখচিত রথারোহণপূর্ব্বক রাজপুর হইতে বহির্গত হইলেন। চতুর্দ্দিকে মঙ্গলার্থ অসংখ্য শঙ্খ, দুন্দুভি, বংশীধ্বনি ও বেদপাঠ আরম্ভ হইল। মহিষীদ্বয়ও এই সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া সম্রাটের অনুগমন করিলেন। উপবন-সমীপে ধ্রুবকে দর্শন করিয়া রাজা রথ হইতে অবতরণপূর্ব্বক প্রেমবিহ্বল হইয়া পুত্রকে আলিঙ্গন করিলেন, পুত্রও পিতা, মাতা ও বিমাতাকে প্রণাম করিলেন। রাজ-পুরের প্রত্যেক প্রাসাদ, রাজপথ সকল চন্দন-ধারা চর্চ্চিত ও ফলপুষ্পে সুশোভিত হইল। রাজা উত্তানপাদ অত্যন্ত স্নেহ-বশতঃ মণি-মণ্ডিত সুবৃহৎ ভবন ধ্রুবের বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট করিলেন।

শুদ্ধভক্তি গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। ভাষ্যসহ বিরাট্ শ্রীচৈতন্যভাগবত ৬৲
২। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২৮৲
একাদশ স্কন্ধ হইতে দ্বাদশ ১৷৵০
৩। ভাষ্যদ্বয়সহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত
(৪র্থ সংস্করণ) ৬৲
৪। ভক্তিবিবেককুসুমাঞ্জলি (বাঁধা) ১৲
৫। গৌড়ীয়-গৌরব ১৷৵০
৬। গৌড়ীয়-সাহিত্য ১৷৵০
৭। ভজনরহস্য ৷০
শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও
শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৯। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ)
ঐ (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
১০। গীতা (শ্রীচক্রবর্তি-টীকাসহ)
ঐ (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
১১। গীতায় কেবল মাধ্ব-ভাষ্য ৷০
১২। যুক্তিমল্লিকা গুণসৌরভঃ সানুবাদ
(মাধ্ব) ২
১৩। বেদান্ততত্ত্বসার সানুবাদ
(রামানুজীয়) ৷
১৪। জৈবধর্ম্ম ২৲
১৫। শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৬। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার
১৭। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ৷৵০
ঐ (বাঁধা)
১৮। দ্বীপ-দিগ দর্শন
১৯। সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ) ৷৵০
২০। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ৷৷০
ঐ (আবাঁধা) ৷৵০
২১ নবদ্বীপধাম গ্রন্থমালা ৸০
২২। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৵০
২৩। গীতমালা ৴১০
২৪। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৵০
২৫। ঐ প্রমাণ-খণ্ড
২৬। নবদ্বীপ পঞ্জিকা (৪৪৭ গৌরাব্দ) ৵০
২৭। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ০
২৮। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা-দর্পণ ৷০
২৯। শরণাগতি /০
৩০। গীতাবলী /০
৩১। চিত্রে নবদ্বীপ ৷৷০
৩২। সাধনকণ /০
৩৩। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা /০
৩৪। নবদ্বীপশতক /০
৩৫। অর্থপঞ্চক /০
৩৬। সদাচারস্মৃতিঃ /০
৩৭। কল্যাণকল্পতরু (৩য় সংস্করণ) ৴১০
৩৮। অচ্চনকণ ৴১০
৩৯। সাধককণ্ঠমালা (বাঁধা) ৷০
ঐ (আবাঁধা) ৷৵০
৪০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি
(প্রথম চারিখণ্ড) ৩
৪১। ব্রহ্মসংহিতা ৷০
৪২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৪৩। মণিমঞ্জরী সানুবাদ ৷০
৪৪। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৪৫। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ৷০
৪৬। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ৷০
৪৭। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
৪৮। গৌড়ীয়মঠ কি করেন? /০
৪৯। ঈশোপনিষৎ (বলদেব ও মাধ্ব-
ভাষ্য এবং বিবৃতি ও অনুবাদসহ) ৷০
৫০। শ্রীভুবনেশ্বর ৵০
৫১। সিদ্ধান্তদর্পণ
৫২। সাংখ্যবাণী

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৫৩। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী-দিগ্বিজয়ঃ ৷০
৫৪। সটীক-নিম্বাদর্শমূলম্ ৷০
৫৫। তত্ত্ব-সূত্রম্ ৷০
৫৬। সানুবাদ-শিক্ষাষ্টকম ৵০
৫৭। গৌড়ীয়মঠস্য পরিচয়ঃ /০
৫৮। মায়াংশনবকম্ ৵০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৫৯। রায় রামানন্দ ৷০
৬০। নামভজন ৷০
৬১। রিলেটীভ্ ওয়ার্ল্ড্স ৷৵০
৬২। লাইফ্ এ্যাণ্ড প্রেসেপ্টস্ অব
শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু
৬৩। বৈষ্ণবীজম্
৬৪। ভোয়াট্ গৌড়ীয়মঠ ইজ্ ডুইং /০
৬৫। দি ভাগবত
৬৬। থরোটিক প্রিন্সিপল এ্যাণ্ড
আবেলায়েড্ ডিভোসন ৷০
৬৭। ব্রহ্ম-সংহিতা ২৷০
৬৮। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (ভলুম ওয়ান) ১২৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৬৯। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ৷০
৭০। সাধন পথ ৷০
৭১। কল্যাণকল্পতরু ৴১০
৭২। গীতাবলী /০
৭৩। শরণাগতি /০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৭৪। শরণাগতি

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

নদীয়া-প্রকাশ প্রাপ্তির স্থান

১। শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম-মায়াপুর, নদীয়া
২। শ্রীযোগপীঠ ঐ
৩। শ্রীবাস অঙ্গন ঐ
৪। অদ্বৈত-ভবন ঐ
৫। ঠাকুরের সমাধি পাট ঐ
৬। স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ শ্রীগোদ্রুম,
পোঃ স্বরূপগঞ্জ নদীয়া।
৭। শ্রীভাগবত আসন কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
৮। শ্রীএকায়ন মঠ গোবিন্দপুর, হাঁসখালী।
৯। বাদশগোপাল পাট—পোঃ চাকদহ,
১০। শ্রীগৌর গদাধরমঠ—চাঁপাহাটী,
পোঃ সমুদ্রগড়, বর্দ্ধমান
১১। শ্রীমোদদ্রুমছত্র মাউগাছি, বর্দ্ধমান
১২। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম, আমলাযোড়া,
পোঃ রাজবাঁধ বর্দ্ধমান
১৩। শ্রীগৌড়ীয়মঠ বাগবাজার, কলিকাতা
১৪। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম ব্রাহ্মণপাড়া,
পোঃ মাজু, হাওড়া,
১৫। শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয়মঠ,
৯০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা
১৬। শ্রীগোপালজী মঠ কমলাপুর, ঢাকা।
১৭। শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ পোঃ বালিয়াটী
১৮। শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয়মঠ ময়মনসিংহ।
১৯। শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ চিরুলিয়া,
পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর
২০। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম গোয়ালপাড়া, আসাম
২১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ রায়পেট্টা মাদ্রাজ।
২২। শ্রীরামানন্দগৌড়ীয় মঠ কব্বুর,
জেঃ পশ্চিম গোদাবরী
২৩। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ উড়িয়াবাজার,
কটক।
২৪। শ্রীত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয় মঠ ভুবনেশ্বর।
২৫। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ স্বর্গদ্বার, পুরী।
২৬। শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ আলালনাথ
পোঃ ব্রহ্মগিরি, পুরী।
২৭। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ ভুমুরকুণ্ডা,
পোঃ চিরকুণ্ডা, মানভূম।
২৮। শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ—কাশী।
২৯। শ্রীরূপগৌড়ীয় মঠ—এলাহাবাদ।
৩০। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ পুরাণবাজার,
সরকার ঠাকুরের কুঞ্জ, বৃন্দাবন
৩১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, নিউদিল্লী
৩২। শ্রীপরমহংসমঠ—নৈমিষারণ্য,
৩৩। শ্রীসারস্বত গৌড়ীয় মঠ—হরিদ্বার।
৩৪। শ্রীব্যাসগৌড়ীয়মঠ—কুরুক্ষেত্র, পঞ্জাব
৩৫। শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাবুলনাথ রোড,
পোঃ গ্রাণ্ট রোড, বোম্বে।
৩৬। লণ্ডন গৌড়ীয়মঠ, ৩নং মৃষ্টার হাউস,
কর্ণওয়াল গার্ডেন্স, লণ্ডন।
(এস্, ডব্লিউ—৭)।
৩৭। অমরি গৌড়ীয়মঠ—মেদিনীপুর
৩৮। সরভোগ গৌড়ীয় মঠ—সরভোগ,
কামরূপ আসাম
৩৯। শ্রীগৌড়ীয় মঠ—১০০ নং মিঠাপুর
পোঃ- বাঁকিপুর, পাটনা।

শুদ্ধভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—
প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী মাসিক। শ্রীধাম-মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৷০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দি ভাষার একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি হৃদয় বন মহারাজ সম্পাদিত ও নৈমিষারণ্য শ্রীপরমহংস মঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ১৷০ দেড় টাকা মাত্র।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ দেড় টাকা মাত্র।

৫। কীর্ত্তন—মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ নিত্যানন্দ সেবাতীর্থ বি-এল, বি-টি, সম্পাদিত। আসাম গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম হইতে প্রকাশিত আসামী ভাষার মাসিক। ভিক্ষা সডাক ১৷০ দেড় টাকা মাত্র

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ প্রণীত সমগ্র গ্রন্থ

গ্রন্থের মূল শ্লোক সকল এবং তাহার সমন্বয়যুগ শুদ্ধভক্তি পাদের মূল মহাপুরুষ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অনুভাষ্যাখ্যা ও প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের অনুভাষ্য সন্নিবেশিত হইয়াছে। অতি সুন্দর ছাপা। ডবল ক্রাউন আটপেজি আকারে ১০৯৬ পৃষ্ঠায় কেবল মূল ও ভাষ্য সম্পূর্ণ হইয়াছে। অবশিষ্ট ২১৮ পৃষ্ঠায় কেবল শ্লোক সূচী, পদ্যসূচী, গ্রন্থসূচী, পাত্রসূচী, বিষয়সূচী, শব্দসূচী প্রভৃতি বিস্তৃত সূচীপত্র। সমগ্র শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের এরূপ উৎকৃষ্ট ও অমূল্য বিরাট সংস্করণ জগতের কোথায়ও আর পূর্ব্বে প্রকাশিত হয় নাই, ইহা নিরপেক্ষ পাঠক মাত্রেই একবাক্যে স্বীকার করিবেন। গ্রাহকগণের সুবিধার জন্য ভিক্ষা ১২৲ বারটাকা স্থলে—৬৲ ছয়টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীচৈতন্যমঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

কলিকাতা বাজার দর

লৌহ, হার্ডওয়ার

১২ই জানুয়ারী ১৯৩৪

টাটার তৈয়ারী— প্রতি হন্দর।

লোহার কড়ি (জয়েষ্ট বা বীম)

মার্কা ৫৸০ -৫৸০

ঐ বে-মার্কা হাল্‌কা ওজন ৫৲—৫৶০

বরগা (টী-আয়রণ) ৬৶০—৬।৶

এঙ্গেল আয়রণ (কোনা) ৫৸০—৬।৶০

গ্যালভানাইজ্‌ড করগেট টীন—

২২ গেজ ৬ হইতে ১০ ফুট ১১।৶০

২৪ গেজ „ „ ১০৸৶০

২৬ গেজ „ „ ১২।৶

২৪ গেজ আর, পি, ডি, মার্কা ১৪৲

২৪ গেজ গাঃ প্লেন শীট— ১১।৶০

২৬ গেজ „ „ ১২।৶০

১৮ গেজ ও ৩০ গেজ ঐ— ১২৸৶০ —১৪৲

বাগান ঘেরা কাটাতার ১০০

গজ ৪ বাঃ ৯৲

টল পাটি ৬৶০—৭।৶০

„ বোল্টু (গোল) ৬৶০—৬।০

„ সয়াদে (চৌকা) ৬।০—৬।০

„ গোল রড ৶০—।৶০ সূতা ৪৸৶০-৫॥৶০

„ টানা রড-

চাকা ৶০—।৶০ ঐ ৬৲—৬৶০

„ বাণ্ডল তার ৭।০—৭৸০

„ প্লেট—তিন সূতা মোটা

সমান ৭৸৶ -৮৶০

„ চাদর ৩-১৬ খানা বাণ্ডিল ৯॥৶—১১॥০

কালাপদিনল গেট (প্রতি বর্গফুট) [illegible]০-১।০

তারের পেরেক ১—৬ ইঞ্চি ৯৲—১০॥০

প্যাটেণ্ট পেরেক ১—৮ ইঞ্চ ১২৲—১৫৲

লাই কড়া ১ হইতে ১০ নং ২।৶-২॥০ সাট

কোদাল ৪, ৫, ৬, ৭৸৶০ ৮৸৶০ ৯৸৶০ ডঃ

হ্যান্ডেল পাউণ্ড ৬৲ দেঃ বিঃ ৬।৶০ „

গাঃ প্লেন বালতি ৭—১২ ইঞ্চ ১॥০-৬॥০

ঐ রিভিট „ ৭—১২ ইঞ্চ ২৶০—৭৶০ „

লোহার চৌয়ার রডের গোল ও

চৌকা ৮।০— „

ঐ তালের লোহার সিট ১৫৲ „

ঐ ভেনেস্তা (কাঠের সিট) ১৮৲ „

লোহার স্ক্রু ॥—৩ ইঞ্চ /১০—॥৶০ গ্রোস

ঐ কব্জা ৭৩ নং

॥—৪ ইঞ্চি ।৫—৸৶০ পেঃ ডজন

গাঃ তার ১৬—২২ নং

(গেজ) ১২॥০—১৪।০ হন্দর

গাঃ রিজিং (মটকা)

২ ইঞ্চি ৶০ ॥৶১০ পীস

গাঃ গাটারিং বা ডোঙ্গা।

ইঞ্চি ।০—৸৶০ „

গাঃ স্ক্রুপ ১।০—২।০ ইঞ্চি ২৩৲—২৯৲ হন্দর

গাঃ ওয়াসার চাকি ১১॥০—১৬॥০ „

গাঃ বোল্ট-নাট ৸—৩ ইঞ্চি

॥৶১০—১৶০ গ্রোস

চালাই রেলিং ৩॥০—৭॥০ হন্দর

ঐ রেণ ওয়াটার পাইপ

৩ ইঞ্চি ৶১০ ৭ ৪ ইঞ্চি ।১০ ফুট

টিউব ওয়েলের জল গাঃ

পাইপ১॥ ইঞ্চ ।৶৫ ফুট

পাম্প ৪নং ১৭॥০ ৫নং ১৪৲ ৬নং ১৬৲

৬০—৮০ বাটখারা ৶১৫ সাট ২।০—২॥০ মণ

সন্তোষকুমার মল্লিক এণ্ড সন্স লিঃ

লৌহ ও হাডওয়ার বিক্রেতা।

মীরবহর ঘাট লোহাপটী, বড়বাজার,

টেলি—"লোহার মালিক" কলিকাতা।

কেরোসিন

স্নোফ্লেক প্রত্যেক বাক্স (২ টিন) ৯,৬

সূর্য্য মার্কা „ ৬॥০

ভিক্টোরিয়া „ ৬৲

সোণার দর

পাকা সোণা ৩০৸৶

বড়াল ৩০৸

চিনা পাত ৩২।০

রূপার দর

রূপা প্রতি ১০০ ভরি ৫৫৶০

ঐ খুচরা ৫৶০

কোম্পানীর কাগজ

৩॥০ সুদের কাগজ ৮১৶

৩॥০ নূতন ঋণ (১৯৪৭-৫০) ৯১।০

৪৲ „ ঋণ (১৯৬০-৭০) ৯৭৲

৫৲ „ বণ্ড (১৯৩৫ ১০৪॥৶০

ডিবেঞ্চার

৫৲ সুদের (১৯৫৬-৮৬) কলিকাতা পোর্ট-

ট্রাষ্ট ডিবে :— ১০২॥৶০

ব্যাঙ্ক

ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক (ফলি ট্র) ২৯৪॥০

সেণ্ট্রাল ঐ ২২৲

কাপড় ও সূতার কল

এলগিন মিল ৪৫৲

পাট কল

হাওড়া

অকল্যাণ্ড ১৯৫৲

বালী ১৬২৲

বরানগর ১৫০৲

জেবজ ৩৭০৲

ডান্ডী ২৪৩৲

ক্লাইভ ২৮।০

ডালহাউসী ৪০৮॥০

ডেল্টা ৪০৫৲

কৃষ্ণনগর নবদ্বীপঘাট রেলওয়ে সময়

কৃষ্ণনগর হইতে নবদ্বীপঘাট

কৃষ্ণনগর সিটি—	৬-৪৫	১০-৩৪	১৩-২২	১৭-৩৮	২০-১৬
কৃষ্ণনগর রোড—	৬-৫৬	১০-৫৫	১৩-৩৩	১৭-৪৭	২০-২৫
আমঘাটা—	৭-১৫	১১-১৩	১৩ ৫১	১৮-৩	২০-৪১
মহেশগঞ্জ—	৭-১৪	১১-২১	১৪-০	১৮-৯	২০-৪৭
নবদ্বীপঘাট—	৭-৩৩	১১-৩০	১৪-৯	১৮-১৬	২০-৫৫

বিশেষ দ্রষ্টব্য—নবদ্বীপঘাট ষ্টেশন অপেক্ষা মহেশগঞ্জ ষ্টেশন হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরের দূরত্ব অনেক কম। শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে যাঁহাদিগকে রাণাঘাটে ট্রেণ বদল করিতে হয়, তাঁহারা রাণাঘাটে প্রাতঃ ৫-৫০, ৮-১৪, ১১ ৪৬, ১৬-৪৮, ১৮-৩৯ এবং ০-৩২ মিনিটের সময় গাড়ী পাইবেন।

শান্তিপুর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে শান্তিপুর ষ্টেশনে ৫-৪০, ৯-২৯, ১১-২৫, ১৬-৪ এবং ১৮-৪১ মিনিটের সময় ট্রেণ পাওয়া যায়।

নবদ্বীপঘাট হইতে কৃষ্ণনগর

নবদ্বীপ ঘাট—	৫-৩৫	৯-২৫	১২-১০	১৫-৩৪	১৮-৪৫
মহেশগঞ্জ—	৫-৪৩	৯-৩৩	১২-১৯	১৫-৪১	১৮-৫৬
আমঘাটা—	৫-৪৯	৯-৩৯	১২-২৬	১৫-৪৮	১৯-৫
কৃষ্ণনগর রোড—	৬-৫	৯-৫৫	১২-৪৩	১৬-৪	১৯-২৫
কৃষ্ণনগর সিটি—	৬-১০	১০-৩	১২-৫১	১৬-১২	১৯-৩০

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রেস্‌ ওয়ার্কস হইতে—ডাঃ কৃষ্ণকান্ত ব্রহ্মচারী কাব্যকুসুম ভক্তিশাস্ত্রী এল. এম. এফ কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

বিপ্লব দমন আইনের মামলা

চট্টগ্রাম হইতে প্রকাশ, আপত্তিজনক কাগজপত্র রাখার অভিযোগে পরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্যের বিরুদ্ধে বিপ্লবদমন আইনে যে মামলা রুজু ছিল বি ডিভিসনের মহকুমা হাকিম মিঃ এইচ, এইচ লোমানীর এজলাসে তাহার শুনানী আরম্ভ হইয়াছে।

দারোগা এস. সি. দত্ত আসামীকে গ্রেপ্তার করিয়াছিলেন। তিনি জবানবন্দীতে বলেন যে, গত ৫ই নবেম্বর পাহাড়তলী হইতে ফিরিবার পথে কুসুমপুরায় এক যুবকের সহিত তাহার সাক্ষাৎ হয়। প্রশ্ন করায় পরেশ তাহার যে নাম বলে তাহার সঙ্গীর পরিচয় পত্রের নামের সহিত তাহার মিল হয় নাই। ইহাতে সাক্ষীর মনে সন্দেহ উপস্থিত হয় এবং আসামীর গাত্রস্থিত কোটের পকেট খানাতল্লাস করিয়া সাক্ষী একখানা এনভেলাপ হস্তগত করেন। উক্ত খামের উপরে 'শুভ বিবাহ" কথাটী লেখা ছিল। ইহা খুলিয়া ভিতরে একটা আপত্তিজনক লেখা পাওয়া যায়। পরে আসামীর শরীর আরও বিশেষভাবে তল্লাস করিয়া সাক্ষী অনুরূপ কতকগুলি খাম পাইয়াছিলেন; ইহাদের মধ্যে আপত্তিজনক চিঠি ছিল। আসামী বলে যে, সে ঐ চাল সংগ্রের ফিরিঙ্গী বাজারস্থিত জ্ঞানেন্দ্র নন্দী নামক এক ব্যক্তির নিকট লইয়া যাইতেছিল আসামীকে সেই স্থানেই গ্রেপ্তার করা হয়। আরও দুইজন সাক্ষীর জবানবন্দীর পর পর্য্যন্ত মামলার শুনানী স্থগিত থাকে।

চট্টগ্রাম বোমা দুর্ঘটনার জের

চট্টগ্রাম ক্রিকেট খেলার মাঠে সম্প্রতি যে বোমা দুর্ঘটনা হইয়াছে, সেই সম্পর্কে ধৃত ব্যক্তিগণকে আদালতে হাজির করা হয়। কিন্তু তদন্ত শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত তাহাদিগকে হাজতবাসের আদেশ দেওয়া হইয়াছে।

উকিল বিনোদ কুমার সেন, কালীশঙ্কর চৌধুরী, অনিল চৌধুরী, মনোরঞ্জন বিশ্বাস ও অপর একজন আসামীর পক্ষ হইতে সদর মহকুমা হাকিমের এজলাসে জামীনের আবেদন দাখিল করা হয়, মামলাটি এখনও তদন্ত সাপেক্ষ বলিয়া ম্যাজিষ্ট্রেট উক্ত জামীনের আবেদন সমূহ অগ্রাহ্য করিয়াছেন। আসামীদিগকে আগামী ২৯শে জানুয়ারী পর্য্যন্ত হাজতবাসের আদেশ দেওয়া হইয়াছে। উপরোক্ত ৫ জন আসামীর শেষের জনকে সম্ভবতঃ সংরের পাথরঘাটা অঞ্চল হইতে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

গৈরালা জমীদার হত্যার জের

চট্টগ্রাম হইতে প্রকাশ, গত সপ্তাহে গৈরালার জমিদার নেত্ররঞ্জন সেনের হত্যা সম্পর্কে জেলার অভ্যন্তর হইতে যে ১১ জনকে গ্রেপ্তার করিয়া আনা হয়, তাহাদিগকে "বি" ডিভিসনের মহকুমা হাকিমের সম্মুখে উপস্থিত করা হয়। ম্যাজিষ্ট্রেট তদন্ত সাপেক্ষে তাহাদিগকে ১৬শে জানুয়ারী পর্য্যন্ত হাজতবাসের আদেশ দিয়াছেন।

দিল্লীতে ব্যাপক খানাতল্লাস

দিল্লী হইতে প্রকাশ, গত ১৬ই জানুয়ারী প্রাতে একই সময়ে পুলিশ কংগ্রেসসেবী ও নবজীবন ভারত সভার সভ্যগণের বাড়ীতে হানা দিয়াছে। দুইটি ছাপাখানাও খানাতল্লাস করা হইয়াছে এবং কিছু কিছু ছাপার সরঞ্জাম পুলিশ হস্তগত করিয়াছে জানা যায়, আগামী "স্বাধীনতা দিবস" বলিয়া বর্ণিত অনুষ্ঠান সম্পর্কেই এই খানাতল্লাস হইয়াছে।

ফরিদপুরে খানাতল্লাস

রঘুনাথগঞ্জ হইতে প্রকাশ, গত ১৬ই জানুয়ারী অতি প্রত্যুষে ফরিদপুরের রমনী মোহন রায় নামক জনৈক যুবকের গৃহে, পুলিশ ১॥ ঘণ্টা ধরিয়া খানাতল্লাস করে এবং সন্দেহজনক কিছু না পাইয়া ফিরিয়া যায়। প্রকাশ যে, লাইসেন্স বিহীন অস্ত্রাদি এবং নিষিদ্ধ পুস্তকের সন্ধানেই নাকি পুলিশের এই হানা।

কনেষ্টবলকে ছোরায় আঘাত

নয়াদিল্লী হইতে প্রকাশ, দুইজন লোক বে-আইনীভাবে কোকেন লইয়া আসিতেছে খবর পাইয়া দুইজন কনেষ্টবল যাইয়া সন্দেহজনক লোক দুইটীকে থামাইয়া উহাদিগের শরীর তল্লাসী করিতে থাকে এই সময় উহাদের একজন নাকি একজন কনেষ্টবলকে আক্রমণ করিয়া ছুরির দ্বারা আঘাত করে পুলিশ উহাদের নিকট তিন প্যাকেট কোকেন পাইয়াছে বলিয়া প্রকাশ। উহারা এখন হাজতে আছে।

হায়দ্রাবাদ জেলে হংসরাজ

লাহোর হইতে প্রকাশ, হংসরাজ বেতার একণে হায়দ্রাবাদ জেলে কারাদণ্ড ভোগ করিতেছেন। তাঁহার পিতা পণ্ডিত গিরিধারীলাল বোম্বাইয়ের গভর্ণর ও বোম্বাইয়ের কারা বিভাগের ইনস্পেক্টর জেনারেলের নিকট আবেদনে জানাইয়াছেন যে, সিন্ধী খাদ্যদ্রব্যে তাঁহার পুত্রের (হংসরাজের) স্বাস্থ্য টিকিবে না। অতএব তাঁহাকে পাঞ্জাবী আহার্য্য দিবার ব্যবস্থা করা হউক।

স্যার মানেকজীর অভিযোগ

নাগপুর হইতে প্রকাশ, রাষ্ট্র পরিষদের সভাপতি এবং নাগপুর মডেল মিলের ম্যানেজিং ডিরেক্টর স্যার মানেকজী দাদাভাই যে মানহানির মামলা রুজু করিয়াছেন, তাহা সেদিন সিটি ম্যাজিষ্ট্রেটের আদালতে উঠিয়াছিল কিন্তু অন্যতম আসামী মিঃ যোশীর উপর ঠিকমত সমন জারি না হওয়ায় উহা ২৩শে জানুয়ারী পর্য্যন্ত স্থগিত রহিয়াছে। ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ যোশীর বিরুদ্ধে নূতন সমন জারীর আদেশ দিয়াছেন। গত ৬ই ডিসেম্বরের "মহারাষ্ট্র" কাগজে মিঃ যোশী মিলের অভ্যন্তরীণ কার্য্যকলাপ সম্পর্কে অভিযোগ করিয়া যে প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন, তাহা হইতেই এই মানহানির মামলা উদ্ভূত হইয়াছে।

রাণাঘাটে ব্যাঙ্ক স্থাপন

রাণাঘাট হইতে প্রকাশ, শ্রীযুক্ত নলিনী রঞ্জন সরকার মহাশয় এখানে আসিয়াছিলেন তিনি এক সভায় এসোসিয়েটেড ব্যাঙ্ক অব নদীয়া লিমিটেডের উদ্বোধন উৎসব সম্পন্ন করেন।

রায় বাহাদুর নগেন্দ্রনাথ মুখুজ্যে এই ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য কি, তাহা বর্ণন করেন। শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকার ব্যাঙ্কের উদ্যোক্তাদিগকে ধন্যবাদ দিয়া বলেন, ব্যবসা বাণিজ্য ব্যাঙ্ক ও বীমা ইত্যাদির পরিপুষ্টী না হইলে বাঙ্গালার অর্থাভাব দূর হইবে না। বেকার যুবকগণ যদি ভ্রান্ত মর্য্যাদার মোহ পরিত্যাগ করিয়া ব্যবসা বাণিজ্য সম্পর্কে শিক্ষা লাভ করিতে অগ্রসর হন তাহা হইলে আমাদের অভাব অভিযোগের প্রতিকার হইতে পারে। শ্রীযুক্ত সরকার অল্প সময়ের জন্য শান্তিপুর গিয়াছিলেন। তথাকার বয়নশিল্প পরিদর্শন করাই তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল।

শীতে ৬ জনের মৃত্যু

নূতন দিল্লী হইতে প্রকাশ, গত কয়েকদিন যাবৎ দিল্লীতে দারুণ শীত পড়িয়াছে। তাহার ফলে ৬জন ভিক্ষুক মারা গিয়াছে। এই শীতে সকল দরিদ্রেরই বিষম কষ্ট হইতেছে।

সরস্বতীপূজা ও ঈদপর্ব্ব

কলিকাতা কর্পোরেশন জানাইতেছেন যে, আগামী ১৮ই জানুয়ারী (১৯৩৪) বৃহস্পতিবার ঈদপর্ব্বাহ উপলক্ষে কলিকাতা সহরে কলের জল সরবারহ করা হইবে:--

উক্ত তারিখে ভোর চার ঘটিকা হইতে বেলা দশ ঘটিকা এবং অপরাহ্ণ সাড়ে তিন ঘটিকা হইতে সাড়ে ছয় ঘটিকা পর্য্যন্ত উচ্চচাপে বেলা দশ ঘটিকা হইতে এগার ঘটিকা পর্য্যন্ত মধ্যমচাপে এবং অবশিষ্ট সময় নিম্ন চাপে কলের জল সরবারহ করা হইবে।

৮সরস্বতী পূজা উপলক্ষে ২০শে ও ২১শে জানুয়ারী (১৯৩৪) কলিকাতায় নিম্ন লিখিত ব্যবস্থায় কলের জল সরবারহ করা হইবে:—

উক্ত দুই দিনই ভোর সাড়ে পাঁচ ঘটীকা হইতে বেলা সাড়ে দশ ঘটীকা ও অপরাহ্ণ সাড়ে তিন ঘটীকা হইতে সন্ধ্যা সাড়ে ছয় ঘটিকা পর্য্যন্ত উচ্চ চাপে এবং দ্বিপ্রহর ১২ ঘটিকা হইতে অপরাহ্ণ দেড় ঘটিকা পর্য্যন্ত মধ্যম চাপে ও অবশিষ্ট সময় নিম্ন চাপে কলের জল সরবারহ করা হইবে

বাঙ্গালী হজ্-যাত্রীদের মহা সুবিধা

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

৫। হজ্-যাত্রীগণ কলিকাতা আসিবার পূর্ব্বে নিজ নিজ জিলা বা মহকুমার হাকিমের নিকট হইতে পিলগ্রিম্ পাশ সঙ্গে লইয়া আসিবেন। নিজ জিলা বা মহকুমা[illegible] এই পাশ লইতে কোন খরচ লাগে না সেখানে পাশ লইতে যদি কোন প্রকা[illegible] অসুবিধা হয় তবে হজ্-যাত্রীগণ স্থানী[illegible] কর্ত্তৃপক্ষকে অথবা কলিকাতার হজ্ অফিসারকে জানাইবেন। নিজ জিলা ব[illegible] মহকুমা হইতে পাশ না লইয়া আসিলে[illegible] কলিকাতা হজ্-আফিস হইতে পাশ লওয়া যাইতে পারে, কিন্তু ইহার জন্য তিন টাক[illegible] ফিস্ দাখিল করিতে হইবে। কলিকাত[illegible] হজ্-আফিস হইতে পাশ লইলে কলিকাতা অধিবাসীদিগকে এই ফিস্ দিতে হইবে না

৬। হজ্-যাত্রিগণ কলিকাতা ষ্টেশনে পৌঁছিবামাত্র বঙ্গীয় হজ্ বিভাগের কর্ম্মচারী[illegible]গণ তাঁহাদের সাহায্য করেন। বিশে[illegible] বিশেষ ট্রেণ পৌঁছিবার সময় হজ্-অফিসার স্বয়ং উপস্থিত থাকেন। কলিকাতা থাক[illegible] কালীন হজ্-যাত্রীদিগকে মোসাফেরখানা[illegible] থাকিবার ভাল বন্দোবস্ত করিয়া দেও[illegible] হয়।

৭। যাত্রীদের সুবিধার জন্য মোসাফে[illegible] খানা কিম্বা হজ্-অফিসের সামনে জাহাজের টিকেট আফিস খোলা হয়[illegible] কলিকাতা পৌঁছিয়া যাত্রিগণ তথা হই[illegible] টিকেট কিনিতে পারেন। তৃতীয় শ্রেণী[illegible] প্রত্যেক যাত্রীকে জেদ্দা পর্য্যন্ত যাওয়া এ[illegible] ফিরিয়া আসিবার রিটার্ণ টিকেট খ[illegible] করিতে হইবে, অথবা শুধু যাওয়ার টি[illegible] ক্রয় করিয়া ফিরিয়া আসিবার টিকেটের মূ[illegible] বাবদ নিম্নলিখিত হারে হজ্-আফিসে [illegible] দিতে হইবে:---

দশ বৎসর এবং ইহা হইতে অধিক ব[illegible] যাত্রীদের জন্য ৮৮[illegible]

দশ বৎসরের চেয়ে অল্পবয়স্ক যাত্রী[illegible] জন্য ৮[illegible]

(এই পুস্তিকার ১২ দফার কো[illegible] নৌকা ভাড়া বাবদ যে ৩৲ টাকার উ[illegible] আছে, উহার ফিরিয়া আসিবার ভাড়া ধ[illegible] ১॥০ টাকা এই টাকার সহিত ধরা[illegible] হইয়াছে।) (ক্রমশঃ)

তারের ঠিকানা— 'শ্রীধাম' নবদ্বীপ
ডাকের ঠিকানা—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

দৈনিক

REG. C1544

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩৷৷০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার স্বতন্ত্র।

মূল্যের হার
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষান্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸০
মাসিক ১৲
নগদ বর্ত্তমান সংখ্যা ৫

নদীয়া প্রকাশ

THE NADIA-PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচার · নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৮ম খণ্ড সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বেদান্তবাচস্পতি ২৭২শ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর— ৯ই মাঘ মঙ্গলবার ১৩৪০, ২৩শে জানুয়ারী ১৯৩৪

ফরাসী বিমানপোতে অগ্নিকাণ্ড

প্যারিস হইতে প্রকাশ, "এমারুদ" নামক এক খানি ফরাসী বিমানপোত ফরাসী ইন্দো-চীনের গবর্ণর জেনারেল ও আট জন যাত্রীকে লইয়া ইন্দো-চীন হইতে আসিতেছিল, পথিমধ্যে পোত খানিতে আগুন ধরে। বিমান পোত খানি ভস্মীভূত হইয়া গিয়াছে ও উহার যাত্রীগণ সকলেই আগুনে পুড়িয়া মারা গিয়াছে।

বড়লাটের বিলাত গমন কেন?

বড়লাট লর্ড উইলিংডন কেন বিলাতে যাইতেছেন, এই সম্পর্কে কল্পনা জল্পনা চলিতেছে। দিল্লী হইতে প্রকাশিত "রায়েল উইকলি" পত্রিকার লণ্ডনস্থিত সংবাদদাতা জানাইয়াছেন, বড়লাটরূপে লর্ড উইলিংডন লণ্ডনে আসিতেছেন না; তিনি তাঁহার ব্যক্তিগত কাজেই আসিতেছেন। তবে তিনি লণ্ডনে উপস্থিত হইলে নিশ্চয়ই ভারত সচিব তাঁহার প্রত্যক্ষ আলোচনার কথা অবগত হইতে চেষ্টা করিবেন। সরকারী রিপোর্টে বলা হইতেছে যে, ভারতের অবস্থা শান্ত। আইন অমান্য সমাপ্ত। বয়কট পর্য্যদস্ত এবং জেলে আইন অমান্য কারীদের সংখ্যা হ্রাস প্রাপ্ত হইয়াছে।

টাকা লুণ্ঠন

কানপুর হইতে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে, একজন ডাকের পিয়ন ডাকের ব্যাগ লইয়া যাইবার সময় রায়বেরেলি জিলার লালগঞ্জে আক্রান্ত হইয়াছিল। কয়েকজন লোক তাহাকে আক্রমণ করিয়া তাহার বর্শ ও নগদ টাকা কাড়িয়া লয়। পিয়ন আহত হইয়াছে; সে হাসপাতালে গিয়াছে।

লাটের মজঃফরপুর পরিদর্শন

মজঃফরপুর হইতে প্রকাশ, বিহার উড়িষ্যার গবর্ণর বিমানযোগে মজঃফরপুর পরিদর্শন করিতে যান। তথায় তিনি ৬ ঘণ্টাকাল থাকেন। তিনি বিধ্বস্ত অঞ্চলগুলি পরিদর্শন করেন।

রাজপথ দিয়া যাহাতে আবার গাড়ী, মোটর প্রভৃতি যাতায়াত করিতে পারে সেজন্য জিলার মফস্বলের পথগুলির সংস্কার উদ্দেশ্যে গবর্ণর জিলা বোর্ডের হস্তে হাজার টাকা প্রদান করিয়াছেন।

গবর্ণর বিভাগীয় কমিশনার, জিলার কালেক্টর ও পুলিসের ইনস্পেক্টার জেনারেলের সহিত ঘরোয়াভাবে আলোচনা করেন।

দ্বারভাঙ্গায় সহস্র লোকের মৃত্যু

দ্বারভাঙ্গা রাজের দ্বারভাঙ্গা নাকলের ম্যানেজার মিঃ এম, ঝা কলিকাতায় আসিয়াছিলেন। ১৯শে অপরাহ্ণে তিনি পুনরায় দ্বারভাঙ্গা যাত্রা করিয়াছেন। এসোসিয়েটেড প্রেসের প্রতিনিধির নিকট তিনি দ্বারভাঙ্গায় ভূমিকম্পের লোমহর্ষণ বর্ণনা প্রদান করেন।

তিনি বলেন, দ্বারভাঙ্গা সহরে এবং তাহার পার্শ্ববর্ত্তী সহর লাহেরিয়াসরাইয়ে ন্যূনপক্ষে এক সহস্র লোকের মৃত্যু হইয়াছে। দ্বারভাঙ্গা সহরে বড় বাজার এবং লাহেরিয়াসরাইয়ে বাখরগঞ্জ অঞ্চলেই মৃত্যুসংখ্যা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। মিঃ ঝা বলেন, ভগ্নস্তূপের নীচে এখনও বহু মৃতদেহ প্রোথিত হইয়া রহিয়াছে। একটি শিশুকে ভূমিকম্পের ২৪ ঘণ্টা পরেও উদ্ধার করা হয়। সে আহত হয় নাই।

গুজরাটে সশস্ত্র ডাকাতি

আমেদাবাদ হইতে প্রকাশ, কয়রা জিলার নবাক গ্রামে এক সশস্ত্র ডাকাতি হইয়া গিয়াছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে।

প্রকাশ, প্রায় ৪০ জন ডাকাত নিশীথ রাত্রিতে উক্ত গ্রাম আক্রমণ করে, এবং চারিদিকে গুলী চালাইতে থাকে। তাহারা এক ধনী ব্যবসায়ীর বাটীতে প্রবেশ করিয়া লুটপাট আরম্ভ করে। ব্যবসায়ীর স্ত্রী ডাকাতদের কার্য্যে বাধা দেওয়ায় তাঁহাকে ছুরি মারা হয়।

ডাকাতরা অন্য একটি বাড়ী হইতে একটা বন্দুক কাড়িয়া লইয়া গিয়াছে। তাহারা আরও অনেককে জখম করিয়াছে ও শেষে লুণ্ঠিত জিনিষপত্র লইয়া পলাইতে সমর্থ হইয়াছে।

টাকা আত্মসাৎ

মুন্সীগঞ্জ হইতে প্রকাশ, শ্রীনগর থানার বীরতারা গ্রামের পোষ্ট মাষ্টারকে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৪০৯ ধারা অনুসারে রায় বাহাদুর কে, মিত্রের এজলাসে অভিযুক্ত করা হইয়াছিল। বিচারে তাহার প্রতি ছয়মাস সশ্রম কারাদণ্ড ও ১০ টাকা জরিমানার ব্যবস্থা হইয়াছে।

প্রকাশ, একজন লোক গ্রামের পোষ্টাফিসের সেভিংস ব্যাঙ্কে দুইশত টাকা জমা দেয়। পোষ্ট মাষ্টার তাহার পাশ বহিতে সেই টাকা জমা দেন বটে। কিন্তু তিনি হিসাবের বহিতে তাহা জমা দেন না। সাব অফিসের কিন্তু এক জমার কথা জানান নাই। অতঃপর তাহাকে টাকা বাজেয়াপ্ত করিবার অভিযোগে অভিযুক্ত করা হয়। বিচারে তাহার প্রতি উপরোক্ত দণ্ডের ব্যবস্থা হইয়াছে।

সাইকেলের সহিত লরীর সংঘর্ষ

লক্ষ্নৌ সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে, দুইটি সাইকেলের সহিত একটি ছয় চাকাযুক্ত মালটানা লরীর সংঘর্ষ হইয়াছে। সাইকেল দুইটিকে ধাক্কা দিয়া লরীটা একটা পানওয়ালার দোকানের মধ্যে চলিয়া গিয়াছিল। সংঘর্ষের ফলে দুইজন আহত হইয়াছে। তাহারা হাসপাতালে প্রেরিত হইয়াছে।

চলচ্চিত্রে নরহত্যা

দিল্লী হইতে প্রকাশ, জনৈক মুসলমান যুবক চলচ্চিত্র দর্শন করিতেছিল। ঐ সময়ে কোনও অজ্ঞাতব্যক্তি ছোরার আঘাতে তাহার হত্যা করিয়াছে। আরও প্রকাশ, চাঁদনীচকে জনৈক দন্ত চিকিৎসকের দোকানের নিকট তাহাকে মৃত অবস্থায় পাওয়া যায়, শবপরীক্ষার ফলে উহার তলপেটে তীক্ষ্ণ অস্ত্রের আঘাত দেখা গিয়াছিল। এই সম্পর্কে কাহাকেও গ্রেপ্তার করা হয় নাই।

বৃটেনের জাহাজ

লণ্ডন হইতে প্রকাশ, বৃটেন নূতন নূতন তরী নির্ম্মাণ করিতেছেন। গত বৎসর বৃটেন এবং আয়ার্লণ্ডে নব্বইখানি বাণিজ্য-পোত তৈয়ারী হইয়াছিল। অন্যান্য দেশে এত অধিক হয় নাই।

গত বৎসর সমগ্র বিশ্বে সাত লক্ষ সাতার হাজার দুইশত সাতাত্তর টন ওজনের জাহাজ নির্ম্মাণ হইয়াছে। ইহার মধ্যে শতকরা ৪১০৮ পরিমাণ গ্রেট বৃটেনেই নির্ম্মিত হইয়াছে।

'ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়'

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

৯ই মাঘ মঙ্গলবার, ১৩৪০

ভূকম্পন-প্রসঙ্গ

ভূমিকম্প হইয়াছে আজ ৯ দিন, কিন্তু এখন পর্য্যন্ত মানবের হৃদয় হইতে কম্পন-ত্রাস বিদূরিত হয় নাই। বিদূর দূরের কথা বিভিন্ন স্থান হইতে ভূমিকম্পের যে বিভীষিকা সংবাদ আসিয়া পৌঁছিতেছে তাহাতে হৃদ্‌পিণ্ডের ক্রিয়া যেন স্তব্ধ হইবার উপক্রম। বিহার প্রদেশের বিভিন্ন স্থানে ভূকম্পনের ফলে যে শোচনীয় অবস্থা হইয়াছে তাহা বর্ণনা করিয়া শেষ করা যায় না। এক মজঃফরপুরে ২০০০ লোকের অক্রিয়া হইয়াছে। এখনও গৃহ ও মৃত্তিকার চাপে কত মৃতদেহ রহিয়াছে তাহা নির্ণীত হয় নাই। আসাম প্রদেশে এবারের ভূকম্পনের প্রকোপের বিষয় বিশেষ কিছু শুনা না গেলেও মাঝে মাঝে তৎপ্রদেশবাসিগণ ভূকম্পনের ফলে কি প্রকার কষ্ট পান তাহার ইয়ত্তা নাই। নব্য-সভ্য জাপান কলকব্জায় প্রভূত উন্নতি করিলেও ভূকম্পনের জন্যে তাহাকে মাঝে মাঝে কি প্রকার দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইতে হয় তাহাও পাঠকগণ বিশেষরূপে অবগত আছেন। এতদ্ব্যতীত ঘূর্ণীবাত্যা, প্লাবন, ভূপৃষ্ঠ হইতে উদ্‌গীর্ণ অগ্নি, দুর্ভিক্ষ, বসন্ত, কলেরা, ম্যালেরিয়া প্লেগ প্রভৃতি ব্যাধির মহামারীতে কত সময় কত লোক যে অকালে কালের বদনে গমন করিতে বাধ্য হইতেছে তাহার ইয়ত্তা নাই। কিন্তু এত আকস্মিক বিপদ প্রত্যক্ষ করিয়াও কয়জন লোকের চৈতন্য উদয় হয়? প্রত্যেকেরই অন্ততঃ মনের ধারণা "আমার মৃত্যু হইবে না!" তাই যুধিষ্ঠির মহারাজ বকরূপী ধর্ম্মরাজের "কিং আশ্চর্য্যম্?" এই প্রশ্নের উত্তরে বলিয়াছিলেন—

অহন্যহনি ভূতানি গচ্ছন্তি যম-মন্দিরম্।
শেষাঃ স্থিরত্বমিচ্ছন্তি কিমাশ্চর্য্যমতঃ পরম্॥

ভূকম্পনের আলোড়নে সমস্ত জনমণ্ডলীর প্রশ্নের উত্তরে জ্যোতিষী মহাশয়েরা বলিতেছেন যে আগামী ১৩ই এপ্রিল বা চৈত্র সংক্রান্তি পর্য্যন্ত গ্রহসমূহের একত্র সম্মিলন প্রযুক্ত বিচিত্র কিছু অমঙ্গল ঘটিবার সম্ভাবনা। জ্যোতিষী মহাশয়েরা এই অমঙ্গল বলিতে কি মনে করিতেছেন, তাহা আমরা জানি না, তবে জগতের ভাগ্যে কখন যে সুমঙ্গল উদয় হয় তাহা আমাদের বুদ্ধির অগম্য। কথায় বলে "পেয়াদার আবার শ্বশুর বাড়ী!" জগদ্বক্ষে অপরাধিগণের শাস্তি-বিধায় জেলখানায় আবার সুখ-শান্তির অন্বেষণ!

গত ১৫ই জানুয়ারীর ভূকম্পনের কারণ সম্বন্ধে কেহই সঠিক বিবরণ কিছু দিতে পারিতেছেন না। কেহ কেহ বলিতেছেন এই ভূমিকম্পের কেন্দ্র হল হিমোগিরির অভ্যন্তর হিমালয়স্থিত এভারেষ্ট গিরিশৃঙ্গ আরোহণ করিবার জন্য ইদানীং যে চেষ্টা হইতেছে, তাহা ক্রমাগতই নিষ্ফল হইয়া আসিতেছে. তাহার পর কতকগুলি ইংরাজ বিমানযানে ঐ পর্ব্বতশৃঙ্গের উদ্দেশে নিরীক্ষণ করিবেন স্থির করেন। বিলাতের লেডি হাউষ্টেন সেজন্য অর্থদান করেন। কয়েকখানি বিমান পূর্ণিয়া হইতে ঐ শৃঙ্গাভিমুখে গমন করে। কিন্তু তাহারা ঐ শৃঙ্গের যে সকল ফটো লইয়াছিলেন, তাহাতে বুঝা যায় যে, শৃঙ্গনিরুদ্দেশে তাহাদের ভ্রান্তি ঘটিয়াছিল। যাহা হউক, ইহার পর এবার চৈত্র মাস হইতে অতিশয় বারিবর্ষণ হইতে থাকে। সেই জন্য বিহার এবং যুক্তপ্রদেশের লোকের মনে একটা ধারণা জন্মে যে, ঐ গিরিশৃঙ্গের উপর আরোহণ চেষ্টার ফলে, ঐরূপ অকাল বর্ষণ আরম্ভ হয়। তাহার পর বিমানচারীরা দ্বিতীয়বার ঐ শৃঙ্গোপরি যাইবেন বলিয়া আয়োজন করেন। এ দিকে বিলাত হইতে লেডি হাউষ্টেন উহাদিগকে বলিয়া পাঠান যে, তাঁহারা যেন আর ঐ গিরিশৃঙ্গ লঙ্ঘন করিয়া গমন না করেন। কারণ, তিনি স্বপ্ন দেখিয়াছেন যে ঐরূপ করিলে অমঙ্গল ঘটিবে। কিন্তু বিমানচারীরা সে নিষেধ না শুনিয়া ঐ দিকে গিয়াছিলেন। উহার ফল যাহাই হউক, এখন হিমালয় প্রান্ত এই ভূমিকম্পের কেন্দ্র বলিয়া প্রকাশ পাওয়ায় কতকগুলি লোকের মনে ধারণা জন্মিয়াছে যে ঐ ব্যাপারের সহিত এই ভীষণ ভূমিকম্পের সম্বন্ধ রহিয়াছে।

দেখা যাক ভব-রঙ্গভূমির রঙ্গালয়ে আর কত বিচিত্র রঙ্গের উদয় হয়। ভগবচ্চিন্তার কথা একবারও কাহারও মনে ভুলক্রমেও উদিত হয় না। কিন্তু প্রকৃত মর্ম্ম আবিষ্কারে সকলেই বিস্মৃত। ভেকের কলরবে কালসর্পের আহার্য্যের সন্ধান হয় বটে।

ষ্টীমারের যাত্রীকে গুলী

রেঙ্গুন হইতে প্রকাশ, ইরাবতী ফ্লোটিলা কোম্পানীর "গ্রোট" জাহাজে আজ প্রত্যূষে হঠাৎ গুলি পড়িয়া যায়। মাং কিয়া সিন নামে সম্ভ্রান্ত বংশের ৩২ বৎসর বয়স্ক এক বর্ম্মীকে সেই সময় তাঁহার কেবিনের মধ্যে গুলীর আঘাতে রক্তাক্ত অবস্থায় পড়িয়া থাকিতে দেখা যায়। তিনি দ্বিতীয় শ্রেণীর যাত্রী ছিলেন। তাঁহার কণ্ঠদেশের হাড়ের নীচে ২টা জায়গা গুলীর আঘাতে জখম হইয়াছে। তিনি তখন বিছানাতেই পড়িয়া ঘুমাইতেছিলেন।

প্রকাশ, পায়জামা পরা, গায়ে সোয়েটার ও চোখে চশমা দেওয়া একজন লোক প্রত্যূষে উক্ত বর্ম্মীর কেবিনের নিকট আসিয়া দ্বারে আঘাত করে। সে পায়খানা সম্বন্ধে খোঁজ করিয়া চলিয়া যায়।

ষ্টীমার তখন রেঙ্গুন অভিমুখে যাইতেছিল। কয় ঘণ্টা পরে 'কেবিন বয়' (জাহাজের ভৃত্য) উক্ত বর্ম্মীর কেবিনে যাইয়া দেখে, তিনি বিছানার মধ্যে রক্তাক্ত অবস্থায় গুটিশুটি মারিয়া রহিয়াছেন।

মাং কিয়া সিন ওয়াকেমা হইতে ফিরিতেছিলেন। তাঁহাকে রেঙ্গুনের সিভিল হাসপাতালে পাঠান হইয়াছে। তাঁহার কেবিন হইতে একটা রিভলভার পাওয়া গিয়াছে।

ষ্টীমারে দুর্ঘটনা

আমষ্টার্ডাম হইতে প্রকাশ, টেক্সেল দ্বীপের অনতিদূরে 'ডেকফোর্ড' নামক একখানি বৃটিশ ষ্টিমারে দারুণ দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে। ষ্টীমারের ১১ জন নাবিক নিমজ্জনে প্রাণ হারাইয়াছে। ষ্টিমারখানির আশা ছাড়িয়া নাবিকদিগের উদ্ধারের জন্য অনেকগুলি লাইফ-বোট প্রেরণ করা হইয়াছিল, কিন্তু কেহই কিছু করিতে পারে নাই। ৯ জন নাবিক জলস্রোতে ভাসিয়া গিয়াছে।

ভূমিকম্পের জের (পাটনা)

ডাক্তার জিতেন্দ্রলাল মুখোপাধ্যায় তাঁহার পরিবারবর্গকে নিরাপদস্থানে পাঠাইবার পর দেওয়াল চাপা পড়িয়া মারা পড়েন। প্রকাশ, ২০ জনের মৃত্যু হইয়াছে। একজন য়ুরোপীয় ও তাহার স্ত্রীও মারা পড়িয়াছে।

টি, এন, জুবিলী স্কুলের হেডমাষ্টার ও জনৈক ক্লার্ক ভীষণ ভাবে আহত হইয়াছেন। অধ্যাপক এন, কে, সরকারের বাড়ী পড়িয়া গিয়াছে। তিনি বা তাঁহার পরিবারের কেহ আহত হন নাই, ব্যাঙ্ক বানের্জীর কয়েকজন কর্ম্মচারী সাংঘাতিকভাবে আহত হইয়াছে।

বাঙ্গালী হজ্‌-যাত্রীদের মহা সুবিধা

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

৮। যাঁহারা নিজ জিলা বা মহকুমা হইতে পাশ লইয়া আসেন নাই, তাঁহারা পূর্ব্ব বর্ণিত তিন টাকা ফিস্ দাখিল করিয়া কলিকাতা হজ্ আফিস হইতে পাশ লইবেন এবং যাহারা নিজ জিলা বা মহকুমা হইতে পাশ লইয়া আসিয়াছেন, তাঁহারা ঐ পাশ হজ্ আফিসে আনিয়া শীল মোহর করাইয়া লইবেন এবং তৎপর জাহাজের টিকেট ক্রয় করিবেন। পাশ না দেখাইলে জাহাজের টিকেট দেওয়া হইবে না।

৯। জাহাজে চড়িবার পূর্ব্বে প্রত্যেক হজ্-যাত্রীকে বসন্তরোগ নিবারণের টিকা এবং কলেরা নিবারণের ইনজেকসন লইতে হইবে। প্রত্যেক নির্দ্দিষ্ট সময়ে উক্ত টিকা এবং ইনজেকসন দেওয়ার জন্য মোসাফেরখানায় ডাক্তারগণ উপস্থিত থাকেন মেয়ে হজ্-যাত্রীদের জন্য স্ত্রীলোক ডাক্তার নিযুক্ত করা হয়। এই টিকা এবং ইনজেকসনের জন্য কোন খরচ লাগে না এবং ইহা কোন প্রকার কষ্টদায়ক নহে। কোন বিষয়ে হজ-যাত্রিগণের কোন প্রকার অসুবিধা হইলে বা তাঁহাদের কোন অভাব অভিযোগ থাকিলে হজ্-অফিসারকে জানাইলে তাহার যথাসম্ভব প্রতীকার করা হয়।

১০। (ক) হজ্-যাত্রীদের সুবিধার জন্য এবার হইতে জাহাজে খাওয়ার সুবন্দোবস্ত করা হইয়াছে। খানা মুসলমান বাবুর্চির দ্বারা পাক করান হইবে এবং মুসলমান ভৃত্যেরা পরিবেশন করিবে। শরিয়তের বিরুদ্ধ কোন জিনিষ ইহাতে ব্যবহার করা হইবে না। খাওয়ার মূল্য টিকেটের মূল্যের সহিত অগ্রিম দিতে হইবে। দুই প্রকার খানার ব্যবস্থা থাকিবে। যাঁহারা প্রথম প্রকারের খানা চাহিবেন তাঁহারা সকালে ও বিকালে চা ও বিস্কুট বা চাপাতি পাইবেন এবং দুপুর সন্ধ্যা বা রাত্রে ভাত বা রুটী, গোস্তের তরকারী, ডাল ও চাটনী পাইবেন আর যাহারা দ্বিতীয় প্রকারের খানা চাহিবেন তাঁহারা সকালে বা বিকালে অর্থাৎ এক বেলা চা ও বিস্কুট বা চাপাতি পাইবেন এবং দুপুর বা সন্ধ্যায় অর্থাৎ এক বেলা ভাত বা রুটী, গোস্তের তরকারী, ডাল ও চাট্‌নী পাইবেন। সুতরাং যাত্রীগণ টিকেট ক্রয় কালীন হজ্ আফিসে জানাইয়া দিবেন যে তাঁহারা দুইবেলা চা ও দুইবেলা খানা খাইবেন, না একবেলা চা ও এক বেলা খানা খাইবেন। কারণ খাওয়ার মূল্য সেই হিসাবে ধরা হইবে। যাত্রিগণ কেহ ভাতের পরিবর্ত্তে রুটী খাইতে চাহিলে তাহাও টিকেট ক্রয় কালীন জানাইয়া দিবেন। একদিন অন্তর জাহাজে যাত্রীদিগকে গোস্তের তরকারী খাইতে দেওয়া হইবে, এবং একদিন অন্তর শাক সব্‌জি সহিত শুক্‌না মাছ রান্না করিয়া দেওয়া হইবে। কেহ শুক্‌না মাছ না খাইতে চাহিলে তাহাও টিকেট ক্রয়কালীন জানাইয়া দিবেন। তাঁহাকে শুধু শাক সব্‌জির তরকারী পাক করিয়া দেওয়া হইবে ইহা ব্যতীত এই পুস্তিকার পরিশেষে যে অন্যান্য খাদ্যদ্রব্যের যথা, পোলাও, কোর্ম্মা কালিয়া ইত্যাদির তালিকা দেওয়া হইল, ঐ সকল খাদ্যও জাহাজে পাওয়া যাইবে এবং প্রয়োজন হইলে সকল শ্রেণীর যাত্রীগণই নগদ মূল্যে নিজ ইচ্ছানুযায়ী উহা ক্রয় করিতে পারিবেন। কোন রুগ্ন বা দুর্ব্বল যাত্রী কোন ঔষধ বা বিশিষ্ট কোন 'পরহেজ' খানা খাইতে চাহিলে এবং উহা যাত্রীর সঙ্গে থাকিলে জাহাজের বাবুর্চি দ্বারা পাক করিয়া দেওয়া হইবে। ইহার জন্য কোন অতিরিক্ত খরচ লাগিবে না। জাহাজে নিজ নিজ চোক্‌ বা চুলা জ্বালাইয়া রান্না করা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ যাত্রিগণ জাহাজে খাওয়ার জন্য নিজ নিজ বাসন, পেয়ালা ইত্যাদি সঙ্গে লইয়া আসিবেন। (ক্রমশঃ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ

বিশ্বের একমাত্র দৈনিক
— পারমার্থিক পত্র —
শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশ
তনয়স্তদ্ধাম-বৃন্দাবনম্,
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং
প্রেমা পুমর্থো মহান্,
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং
তত্রাদরো নঃ পরঃ॥

৮ম বর্ষ | ২৩ মাধব গৌরাব্দ ৪৪৭, ৯ই মাঘ/বঙ্গাব্দ ১৩৪০, ২৩শে জানুয়ারী ইং ১৯৩৪, মঙ্গলবার | ১৭২ তম সংখ্যা

শ্রীমায়াপুর শ্রীযোগপীঠে বিষ্ণুপ্রিয়া-প্রকটোৎসব

—•—

পাঠকগণ বোধ হয় অবগত আছেন, শ্রীপঞ্চমী-তিথিকে ধন্য করিয়া শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবী প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীধাম মায়াপুরের রাজপণ্ডিত শ্রীসনাতন মিশ্রের তনয়ারূপে প্রপঞ্চে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। সাধারণ-বিচারে আমরা তাঁহাকে শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের দ্বিতীয় পক্ষের পত্নীরূপে দেখিতে পাই, কিন্তু বৈষ্ণব-দার্শনিকগণের সুদর্শন-জাত বিচারে জানা যায়, তিনি ভগবান্ শ্রীগৌরাঙ্গদেবের শ্রী, ভূ ও নীলা—এই শক্তিত্রয়ের অন্যতমা 'ভূ'-শক্তি। শ্রীভগবানের এই শক্তিত্রয়ের সুষ্ঠু বিচার আমরা 'শ্রী'-সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণের গ্রন্থে দেখিতে পাই।

শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবী মহাপ্রভুর সন্ন্যাস গ্রহণের পরও মহাপ্রভুর আবির্ভাব-ভূমি শ্রীযোগপীঠে অবস্থান করিয়া বৃদ্ধা শচীমাতার সেবা এবং কঠোর বৈরাগ্য অবলম্বন পূর্ব্বক নিরন্তর হরিনাম করিয়াছেন; তাঁহার আদর্শ-সেবা অনুসরণ করিলে সকলেরই বিষ্ণুভক্তি লাভ হয়। এতদ্বিষয়ের বিচার অদ্যকার সম্পাদকীয় প্রবন্ধে বর্ণিত হইয়াছে। শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর আদর্শ গৌর-সেবা জগদ্বাসীকে শিক্ষা-প্রদানের নিমিত্তই গৌরজনকর্ত্তৃক শ্রীধাম-মায়াপুরে শ্রীশ্রীগৌর-বিষ্ণুপ্রিয়া-বিগ্রহ স্থাপিত হইয়াছেন এবং এই সেবায় আমাদিগকে অনুপ্রাণিত করিবার নিমিত্তই শ্রীমন্দির-কর্ত্তৃপক্ষগণ প্রতি বৎসর শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর আবির্ভাব-বাসর শ্রীপঞ্চমীতে মহামহোৎসবের ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। এই মহোৎসবে যাঁহারা যোগদান করেন তাঁহারা নিষ্কিঞ্চন সাধুগণের ভক্তিগ্রন্থ পাঠ, ব্যাখ্যা, বক্তৃতা, কীর্ত্তন প্রভৃতি শ্রবণ করিয়া সৎসিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারেন এবং জানিতে পারেন যে, যাঁহারা ঔদার্য্যলীলাময়-বিগ্রহ শ্রীগৌরহরির মহাদানের সন্ধান না পাইয়া, অথবা পাইয়াও তৎপ্রতি দৃষ্টিপাত না করিয়া ভোগবিলাসে প্রমত্ত হইয়া ত্রয়োদশ-প্রকার অপসম্প্রদায়ের অন্যতম 'গৌরনাগরী'র আখড়ায় প্রবিষ্ট হইয়াছেন, তাঁহারা মুখে গৌর-বিষ্ণুপ্রিয়ার সেবার ছলনা দেখাইলেও সিদ্ধান্ত-বিরোধ ও রসাভাসে প্রবেশ করায় প্রকৃত সেবা হইতে বহু দূরে অবস্থিত।

গত ৬ই মাঘ, ২০শে জানুয়ারী শ্রীপঞ্চমী তিথিতে শ্রীধাম মায়াপুরের ভক্তমণ্ডলী পূর্ব্বাহ্ণ ৯-১৫ মিনিটের সময় শ্রীবিশ্ববৈষ্ণব-রাজসভার আকর মঠরাজ শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে সঙ্কীর্ত্তন-শোভাযাত্রা সহ বহির্গত হইয়া শ্রীরাধাকুণ্ড, শ্রীল গৌরকিশোর দাস গোস্বামীর সমাধি মন্দির, শ্রীভক্তিবিজয়-ভবন, শ্রীঅদ্বৈতভবন, শ্রীবাস অঙ্গন, শ্রীযোগপীঠের শ্রীমন্দির, শ্রীনৃসিংহ মন্দির ও শ্রীগৌরকুণ্ড পরিক্রমা করিয়া বেলা প্রায় ১১ ঘটিকার সময় শ্রীযোগপীঠের শ্রীনাট্য-মন্দিরে উপস্থিত হন। পথিমধ্যে শ্রীঅদ্বৈত-ভবন ও শ্রীবাস অঙ্গনে কিছুকাল অবস্থান করিয়া কীর্ত্তন করা হইয়াছে। শ্রীচৈতন্য-মঠের অন্যতম সেবক শ্রীপাদ মুকুন্দবিনোদ ভক্তিমধুর প্রভুর সুমধুর-কীর্ত্তনে উৎসাহিত হইয়া সঙ্কীর্ত্তন-সজ্ঞ মহানন্দে দোহার করিয়াছেন। খোল-করতালাদি-যোগে ভক্তগণ যখন নৃত্য-কীর্ত্তনাদি করিতেছিলেন তখন এক অপূর্ব্ব আনন্দময় দৃশ্য হইয়াছিল।

শ্রীঅঙ্গনের শ্রীনাট্যমন্দিরে কিছুক্ষণ কীর্ত্তন হইলে পর শ্রীপাদ যশোদানন্দন ভাগবতভূষণ মহোদয় বেলা ১২ ঘটিকা পর্য্যন্ত শ্রীচৈতন্যভাগবত হইতে শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-দেবীর প্রসঙ্গ পাঠ করেন এবং সকলকে বিশেষরূপে বুঝাইয়া দেন যে—

"শুনিলে চৈতন্যকথা ভক্তি লভ্য হয়।"

ভাগবতভূষণ মহাশয়ের পাঠের পর সঙ্কীর্ত্তনযোগে ভোগরাগ ও ভোগারাত্রিক-কীর্ত্তন হয়।

ভোগারাত্রিকান্তে ১২-৪৫ মিনিট হইতে ২-১৫ পর্য্যন্ত শ্রীনাট্যমন্দিরে একটী সভার অধিবেশন হয়। এই সভায় শ্রীচৈতন্যমঠের অনৈক সেবক ও ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউটের সুযোগ্য প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত কিশোরীমোহন ভক্তিবান্ধব মহোদয় বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন। বক্তৃতা বেশ হৃদয়-গ্রাহিণী ও পরমশিক্ষাপ্রদা হইয়াছিল। বক্তৃতার মর্ম্ম অনেকটা অদ্যকার সম্পাদকীয়-প্রবন্ধে প্রকাশিত হইয়াছে। প্রধান শিক্ষক মহাশয় তাঁহার বক্তৃতায় "দিগ্বিজয় করিব,— বিদ্যার কার্য্য নহে। ঈশ্বরে ভজিলে সেই বিদ্যা 'সত্য' কহে॥" শ্রীচৈতন্যভাগবতোক্ত শ্রীগৌরসুন্দরের এই মহাবাক্যটী উত্তমরূপে ব্যাখ্যা করিয়া বালক শ্রীপ্রহ্লাদের নির্ভীক-ভাবে হরিভজনের বিষয় সংক্ষিপ্তরূপে বর্ণন পূর্ব্বক ছাত্রমণ্ডলীর, শুধু ছাত্রগণের কেন সকল শ্রোতারই বিশেষ উপকার সাধন করিয়াছেন। প্রসঙ্গক্রমে তিনি মনুষ্য-জীবনের ক্ষণভঙ্গুরতা প্রদর্শন করিয়া বালক-বৃদ্ধ-যুবা সকলেরই যে অপরা বিদ্যা পরিত্যাগ পূর্ব্বক পরা বিদ্যার আশ্রয়ে শ্রীভগবানের সেবায় নিযুক্ত হওয়া একান্ত কর্ত্তব্য তাহা অতি সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

বক্তৃতার পর মহামন্ত্র কীর্ত্তন হয়। তৎপর সন্ধ্যা পর্য্যন্ত সমাগত শত শত ব্যক্তিকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হইয়াছে। শ্রীযুক্ত যশোদানন্দন ভাগবতভূষণ, শ্রীযুক্ত বিনয়-ভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত দুর্গামোহন মুখোপাধ্যায় প্রমুখ কতিপয় কলিকাতাবাসী ভক্তও উৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন। ভক্তগণ মহাপ্রসাদ-সম্মানসময়ে গুরুগৌরাঙ্গের জয়ধ্বনি দিয়া আনন্দভরে গাহিয়াছেন—

"প্রসাদ সেবনে হয় সকল প্রপঞ্চ জয়॥"

কাশী সনাতন গৌড়ীয়মঠ

—:•:—

বার্ষিক মহোৎসবের বিশেষ ব্যবস্থা

বারাণসী হইতে গত ১৯শে জানুয়ারী অপরাহ্ণে যে তার আসিয়াছে তাহাতে প্রকাশ, শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের আজ্ঞায় শ্রীশ্রী-বিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার অন্যতম সম্পাদক মহোপদেশক শ্রীপাদ অতুলচন্দ্র বন্দ্যো-পাধ্যায় ভক্তিসারঙ্গ ভক্তিশাস্ত্রী মহোদয় কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে কাশী শ্রীসনাতন গৌড়ীয়মঠের বার্ষিক মহোৎসবে যোগদান করিয়াছেন।

মহোৎসব শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভুর স্মৃতিতে মহোল্লাসে চলিতেছে। পাঠ, কীর্ত্তন ও বক্তৃতা নিরন্তর হইতেছে। প্রকাণ্ড মঠগৃহের সুবিস্তৃত-প্রাঙ্গণে একটী সুদৃশ্য বক্তৃতা-মঞ্চ প্রস্তুত হইয়াছে। তথায় গত ২০শে জানুয়ারী ও ২১শে জানুয়ারী দিবসদ্বয় যথাক্রমে মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ তর্কভূষণ ও রায় বাহাদুর ঘনশ্যাম দাস সিটি-ম্যাজিষ্ট্রেট মহাশয়ের সভা-পতিত্বে দুইটী সভা হইয়াছে বলিয়া পরবর্ত্তী সংবাদে প্রকাশ। এই সভায় ভক্তিসারঙ্গ-প্রভু, শ্রীসনাতন গৌড়ীয়মঠের-রক্ষক শ্রীপাদ ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ প্রমুখ সুবক্তৃগণ ইংরেজী, হিন্দী ও বঙ্গভাষায় বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন। বক্তৃতার পূর্ব্বে ও পরে শ্রীপাদ সর্ব্বেশ্বর ব্রহ্মচারী মহাশয় সুললিতস্বরে বৈষ্ণব-গীত কীর্ত্তন করিয়াছেন। বিস্তৃত সংবাদ পরে প্রকাশিত হইবে। ৫৫০০ লোক সাধারণ মহোৎসবে মহাপ্রসাদ পাইতেছেন।

গুরু কৃষ্ণরূপ হন শাস্ত্রের প্রমাণে। গুরুরূপে কৃষ্ণ কৃপা করেন ভক্তগণে॥

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

২৩ মাধব শ্রীগৌরাব্দ ৪৪৭

শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া

উপক্রমণিকা

গত ২০শে মাধব, ৬ই মাঘ, ২০শে জানুয়ারী শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের আবির্ভাব-ভূমি শ্রীধাম-মায়াপুর মহাযোগপীঠে প্রতি বৎসরের ন্যায় এবারও শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর জন্ম-তিথির সম্মানোপলক্ষে মহাসমারোহে মহোৎসব সুসম্পন্ন হইয়াছে। উৎসবের বিবরণ তৃতীয় পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হইয়াছে। আমরা বর্ত্তমান প্রবন্ধে শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর কৃষ্ণভক্তি-প্রদায়িনী চরিতগাথা কীর্ত্তনদ্বারা আত্মশোধনের প্রয়াস পাইব।

ভোগান্ধের পূজা ছলনা। পূজা নহে

পাঠকগণ বোধ হয় পূর্ব্বোক্ত তারিখটী দেখিয়াই বুঝিতে পারিয়াছেন যে, দেবী বিষ্ণুপ্রিয়া শ্রীপঞ্চমীতে স্বীয় আবির্ভাব-লীলা প্রকাশ করিয়াছেন। এই দিবস ভারতের হিন্দু আর্য্য-সন্তানগণের হৃদয় আনন্দ-হিল্লোলে দোদুল্যমান— বাল-বৃদ্ধ-যুবা-নির্ব্বিশেষে সকলেই গন্ধচন্দন পুষ্প বিল্বদলাদি বাগ্‌দেবীর চরণে অঞ্জলি প্রদানের নিমিত্ত অতিশয় ব্যস্ত। যাঁহাদের অধ্যয়নই তপঃ, সেই ছাত্র-মণ্ডলীও আজ অধ্যয়ন-বিরত হইয়া আমোদ-প্রমোদ-নিরত; আজ যে আনন্দ-তরঙ্গ প্রবাহিত হইতেছে তাহা যদি বাগ্‌দেবীর আনন্দ-বিধানের জন্য নিয়োজিত হইত, তাহা হইলে বুঝা যাইত যে, বাগ্‌দেবীর অর্চ্চন সুষ্ঠুরূপে সম্পাদিত হইতেছে—তাহা হইলে প্রমাণিত হইত যে, হিন্দু আর্য্য সন্তানগণ বাস্তবিকই বিদ্বান্ হইয়াছেন। কিন্তু নিরপেক্ষভাবে যদি এই আমোদ-প্রমোদের কারণ অনুসন্ধান করা যায়, তাহা হইলে দেখা যায়, বাগ্‌দেবীর আনন্দ হইতেছে—এই ভাবের অনুগামী হইয়া আনন্দ-স্রোত প্রবাহিত হইতেছে না। পরের হিত সাধন করা যাঁহাদের কর্ত্তব্য, তাঁহারাও যখন তাঁহাদের যজমানগণকে 'ধনং দেহি', 'জনং দেহি', 'বিদ্যো দেহি', 'যশো দেহি', প্রভৃতি বাক্যাবলী গান করাইতেছেন তখন অনায়াসেই বুঝা যাইতেছে যে, পূজার সাজ-সজ্জা পূজ্যা দেবীর আনন্দ-বিধানের জন্য নহে, পূজক-বেষধারিগণের নিজ নিজ ইন্দ্রিয় তর্পণের জন্য। তাঁহাদের পূজার মূল উদ্দেশ্য—দেবীর নিকট হইতে জড়সুখ-সামগ্রী সংগ্রহ করা। এতদ্বিষয়ের বিচার আমরা 'বাণী পূজা' শীর্ষক প্রবন্ধে প্রদর্শন করিয়াছি। সুতরাং তাহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

ললিতপুরে মহাপ্রভুর প্রদর্শিত আদর্শ

মহাপ্রভু শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ সমভিব্যাহারে শ্রীধামমায়াপুর হইতে শান্তিপুর গমনের পথে ললিতপুর নামক গ্রামে জনৈক সন্ন্যাসীর গৃহে উপস্থিত হইলে উক্ত সন্ন্যাসী সকামোপাসনার পূর্ব্বোক্ত কুপৌরহিত্য প্রদর্শন করেন। পর-দয়ার মহাবারিধি মহাপ্রভু তাঁহার (সন্ন্যাসীর) মঙ্গল-বিধানের জন্য তাঁহার ভ্রম প্রদর্শন করিলেন; কিন্তু সন্ন্যাসীর অন্তঃকরণ জড়-ভোগ-প্রতিষ্ঠার কালিমায় এরূপ আচ্ছন্ন ছিল যে, তিনি মহাপ্রভুর বর্ণিত কৃষ্ণভক্তির কথা বিন্দুমাত্রও বুঝিতে পারিলেন না। সুতরাং দেখা যাইতেছে, জড়ভোগ-প্রতিষ্ঠা-পিপাসা বর্দ্ধিত হইলে মহাপ্রভুর দয়া ও বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর আবির্ভাবের কারণ হৃদয়ঙ্গম হইবার সম্ভাবনা নাই।

বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর আবির্ভাবের কারণ

"সেই সে বিদ্যার ফল জানিহ নিশ্চয়।
শ্রীকৃষ্ণ-চরণে যাতে চিত্ত-বিত্ত রয়॥"

—এই মহাবাণীর সন্ধান না পাইয়া আর্য্য-সন্তান-পরিচয়াকাঙ্ক্ষিগণ যখন জড়-ভোগ-বিদ্যার বা অবিদ্যার অন্ধকারকে বিদ্যার বিদ্যুদালোক-ভ্রমে ভ্রান্তপথে চলিতেছিলেন তখন বিষ্ণুর প্রিয়তা সম্পাদন দ্বারা পরবিদ্যার সৌন্দর্য্য প্রদর্শন করে আবির্ভূতা হইলেন গৌর-বিষ্ণুসেবানিরতা বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী। যাঁহারা শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুরের রচিত শ্রীচৈতন্য ভাগবত অধ্যয়ন করিয়াছেন তাঁহারা জানেন, শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর আবির্ভাব সময়ে ভারতের বিদ্যাশিক্ষার সর্ব্ব-প্রধান কেন্দ্র নবদ্বীপেও ঈশ্বরভক্তি-রহিত জড়-বিদ্যার তথা ভোগ-বিলাসের কি-প্রকার তাণ্ডব-লীলা চলিতেছিল; ঐ তাণ্ডবলীলার সমাধির উপর বিষ্ণুভক্তির সৌধ নির্ম্মাণের নিমিত্তই শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের আবির্ভাব, আর তাঁহার ঐ কার্য্যে সহায়তার দ্বারা তাঁহার সেবা সম্পাদনের নিমিত্ত শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর জন্ম-লীলা। মহাপ্রভু জগদ্বাসীর কল্যাণ-বিধানার্থ সন্ন্যাস-গ্রহণ-লীলা প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তাই তিনি এই অবতারে "স্ত্রী হেন নাম কভু না শুনেন কানে"। স্ত্রীলোকগণের কি-প্রকারে জন্ম সার্থক করিতে হইবে, বিশেষরূপে তাহার আদর্শ প্রদর্শন করে শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর আবির্ভাব।

গঙ্গাঘাটে বিষ্ণুপ্রিয়ার শচীমাতার সেবা

শ্রীধাম মায়াপুরের প্রান্তদেশ বিধৌত করিয়া পূতঃসলিলা সুরধনী কল-কল-স্বরে আনন্দ-ভরে প্রবাহিতা। তাঁহার তীরে অসংখ্য স্নানের ঘাট। লক্ষ লক্ষ লোক গঙ্গাদেবীর পবিত্র বারিতে স্নান করিয়া স্নিগ্ধ হন। মাতা শচীদেবীর গঙ্গাস্নান-কালে একটী সর্ব্বসুলক্ষণযুক্তা বালিকা প্রত্যহ বিবিধ উপায়ে তাঁহার সেবা করিয়া শচীমাতার স্নেহের পাত্রী হইয়াছেন। শচীমাতা এই বালিকার ব্যবহারে এতই মুগ্ধা যে, তাঁহাকে সর্ব্বক্ষণ নিকটে পান, ইহাই তাঁহার ইচ্ছা। এক কথায় এই বালিকার মিষ্ট স্বভাব শচীমাতার হৃদয়ে আসন গ্রহণ করিয়াছে। স্বয়ং ভগবান্‌কে যিনি পুত্ররূপে সেবা করিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছেন তাঁহার মনোবাসনা পূর্ণ না হইয়া পারে না; বিধি তাঁহার বাসনা পূর্ণ করিয়া আপনাকে ধন্য মনে করেন। তাই অচিরেই শচীমাতা ঐ বালিকাকে পুত্রবধূরূপে প্রাপ্ত হইলেন। এই বালিকাই আমাদের পরমপূজ্যা শ্রীশ্রীবিষ্ণু-প্রিয়া দেবী।

শচীমাতার পুত্রবধূরূপে বিষ্ণুপ্রিয়া

শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের 'শ্রী'শক্তি লক্ষ্মী-প্রিয়াদেবী মহাপ্রভুর বঙ্গদেশে বিহারকালে প্রভুর বিরহ-সর্প দংশনে অপ্রকটলীলা প্রকাশ করিয়াছেন। সুতরাং শচীমাতা পুত্রের দ্বিতীয়বার বিবাহের জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া নবদ্বীপের ঘটকচূড়ামণি কাশীনাথ পণ্ডিতের দ্বারা পাত্রীর সন্ধান লইতে লাগিলেন। শচীমাতার ইচ্ছায় ও পণ্ডিত কাশীনাথের চেষ্টায় বিষ্ণুভক্তি-স্বরূপা বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর সহিত শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের বিবাহলীলা মহাসমারোহে সম্পন্ন হইল; বুদ্ধিমন্ত খান্ নামক জনৈক সুবুদ্ধিমান্ সর্ব্বগুণসম্পন্ন ব্যক্তি প্রভুর বিবাহের যাবতীয় ব্যয়ভার স্বেচ্ছায় বহন করিলেন।

রাজপণ্ডিত সনাতন মিশ্র

যে ভাগ্যবান্ ব্যক্তি বিষ্ণুপ্রিয়ার ন্যায় সর্ব্বসুলক্ষণযুক্ত কন্যারত্ন লাভ করিয়াছেন এবং যাহার ফলে শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরকে জামাতৃরূপে সেবা করিবার সৌভাগ্য বরণ করিয়াছেন, এক্ষণে আমরা তাঁহার কিছু পরিচয় দিব। তিনি প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীধাম-মায়াপুরবাসী, রাজপণ্ডিত, দয়ার্দ্রস্বভাব এবং নানা-সদ্‌গুণরাশিতে বিভূষিত; তিনি পরম বৈষ্ণব, সুতরাং কোনও প্রকার ছলনা জানিতেন না। অতিথি-সেবা, পরোপকার, সত্যানুরক্তি, ইন্দ্রিয়ের সংযম প্রভৃতি তাঁহার অঙ্গের ভূষণ, উচ্চকুলোদ্ভূত মহাভিজাত্য-সম্পন্ন হইয়াও তিনি বিনয়ের খনি। ব্যবহারিক, লৌকিক বা সামাজিক রাজ্যেও তিনি একজন মহাসম্পত্তিশালী, ধনাঢ্য ও সদ্বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি। এই বদান্যবরের নাম শ্রীসনাতন মিশ্র। অধুনা যে-সকল কপট দুরাচার ব্যক্তিগণকে বলিতে শুনা যায় যে, সরল, উদার, সত্যবাদী ও ন্যায়পরায়ণ হইলে অর্থাৎ মিথ্যা, ছল, হীনতা, অন্যায় প্রভৃতির সহিত মিত্রতা না করিলে জগতের ব্যবহারিক রাজ্যে শ্রেষ্ঠতা লাভ করা যায় না, রাজপণ্ডিত শ্রীসনাতনমিশ্রের চরিত্র আলোচনা করিলে তাহাদের ভ্রান্ত-ধারণা অপনোদিত হইতে পারে, তাহারা প্রত্যক্ষরূপে দেখিতে পায় যে দাম্ভিকতা, অহঙ্কার, ছল, চাতুরী প্রভৃতি পদদলিত করিয়া প্রকৃত বিনয়ী ও সত্যনিষ্ঠ হইতে পারিলে ব্যবহারিক জগতেও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হওয়া যায়।

বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর প্রদর্শিত আদর্শ

জগতে সাধারণ ব্যক্তিগণের চিত্তবৃত্তি ভোগের দিকে; তাহাদের ভোগদর্পে রঞ্জিত চশমা চতুর্দ্দিকে 'ভোগ' ব্যতীত অপর কিছুই দেখিতে পায় না। তাই তাহারা যাবতীয় বস্তুই স্বীয় ভোগের উপকরণরূপে দর্শন করে এবং যাবতীয় বিষয়কে ভোগের অনুকূলে ব্যাখ্যা করিতে প্রধাবিত হয়। তাই তাহারা শ্রীভগবানের দারপরিগ্রহ-লীলাকে স্ব স্ব জড়ভোগের অন্যতম কার্য্য বলিয়া মনে করে। শ্রীগৌরসুন্দর কে, শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবীই বা কে, তাঁহাদের পরস্পর নিত্য সম্বন্ধ কি, তাঁহাদের সহিত আমাদের সম্বন্ধই বা কি, আমাদের জীবনের প্রকৃত কৃত্য কি, তদ্বিষয়ে আমরা বিন্দুমাত্রও চিন্তা না করিয়া অবিদ্যায় আচ্ছাদিত থাকিতে বড়ই ভালবাসি। এই আচ্ছাদন ফলে আমরা ভগবদ্ভক্তি আশ্রয়ের ছলনা দেখাইয়াও দার-পরিগ্রহের জন্য বড়ই ব্যস্ত হই। এমন কি পত্নীর বিয়োগে দ্বিতীয়বার দার-পরিগ্রহের নিমিত্তও আমাদের আগ্রহ কিছুমাত্র হ্রাস পায় না। কেহ কিছু বলিলে মহা ক্রুদ্ধ মূর্ত্তি দেখাই। ইহা যে কত পাষণ্ডতার পরিচয় তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। সদ্‌গুরুর শ্রীমুখোচ্চারিত সিদ্ধান্ত-দ্বারা কর্ণবেধ সংস্কার হইলে জানা যায়, শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবী শ্রীগৌর-ভগবানের নিত্যা ভূ-শক্তি। তাই তিনি নিত্যকালই তাঁহার সেবা করিয়া থাকেন। শ্রীগৌরসুন্দরের সেবার নিমিত্তই তাঁহার সহিত শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর পরিণয়-লীলা। আবার শ্রীগৌরসুন্দর যখন জগদ্বাসীর ভক্তান্ধতা দূর করিবার জন্য সন্ন্যাস গ্রহণ করিলেন, তখন বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী স্বামীর কার্য্যে কোনও প্রকার বাধা প্রদান না করিয়া কঠোর বৈরাগ্য অবলম্বন পূর্ব্বক নিরন্তর নাম-কীর্ত্তনে রত থাকিয়া কি-প্রকারে সহধর্ম্মিণীর কার্য্য সুষ্ঠুরূপে সম্পাদন করিতে হয় তাহা শিক্ষা দিয়াছেন।

উপসংহারে প্রার্থনা

আমরা শুনিয়াছি, মহাপ্রভু সন্ন্যাসগ্রহণ করিলে শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবী যত্নের সহিত শচীমাতার সেবা করিতেন এবং প্রত্যহ যত নাম করিতেন ততটী মাত্র চাউল সন্ধ্যার পর রান্না করিয়া শ্রীগৌর ভগবানের ভোগ দিতেন। এই প্রসাদেই তিনি জীবন ধারণ করিতেন। তাঁহার আদর্শ-বিষ্ণুভক্তি আমাদের অনুসরণের বিষয় হউক, তাহা হইলেই আমরা কামকলুষ হইতে মুক্ত হইয়া মনুষ্যজীবনের প্রকৃত কর্ত্তব্য ভগবৎ-সেবায় নিযুক্ত থাকিতে পারিব এবং জানিতে

কৃষ্ণনাম ভজ জীব আর সব মিছে। পলাইতে পথ নাই যম আছে পিছে॥

পারিবে যে, শ্রীপঞ্চমীকে—সর্ব্বশোভা-মণ্ডিতা পঞ্চমীকে সম্মান করিতে হয় ভক্তিসিদ্ধান্ত-বাণীর শ্রীচরণ আশ্রয় করিয়া। ভোগ-বাত্যার পরবর্ত্তী আচ্ছাদিত হইবার উপক্রম হইলে তাহার আলোক প্রদর্শন-কল্পেই বিষ্ণুভক্তি-স্বরূপিণী শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবী শ্রীপঞ্চমীতে আবির্ভূতা হইয়াছেন।

শ্রীপঞ্চমীতে বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী প্রদর্শিত বিষ্ণুভক্তির আশ্রয় গ্রহণ করিলে আমরা আগামী কৃষ্ণ-পঞ্চমীতে কৃষ্ণচৈতন্যের শ্রীচরণে অঞ্জলি প্রদানের অধিকার লাভ করিব।

নিমন্ত্রণ-পত্র

শ্রীশ্রীমায়াধীশায় নমঃ

শ্রীধাম-মায়াপুর-শ্রীমন্দির

১৫ মাধব, ৪৫৭ শ্রীচৈতন্যাব্দ

যথাবিহিতসম্মানপুরঃসর নিবেদনম্—

আগামী ১৬ই ফাল্গুন ২৮শে ফেব্রুয়ারী বুধবার হইতে দিবসত্রয় শ্রীধাম-নবদ্বীপ মায়াপুরে শ্রীগৌরাঙ্গের জন্মোৎসব-উপলক্ষে ভক্তসম্মেলন, নাম-সংকীর্ত্তন, মনোহরসাহী কীর্ত্তন, লীলাগ্রন্থপাঠ, ভোগরাগ, ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণব-অতিথিসেবা ও যাত্রামহোৎসবাদি হইবে। ১৭ই ফাল্গুন, ১লা মার্চ্চ বৃহস্পতিবার অপরাহ্ণ ৩॥০টার সময় শ্রীধাম-প্রচারিণী-সভার সাধারণ অধিবেশন হইবে। ঐ সময় শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গের প্রিয়কার্য্যানুষ্ঠাতৃগণের সমাচরিত সৎকার্য্য স্বীকার ও সম্মান প্রদত্ত হইবে। মহাশয়ের সপরিকরে উপস্থিতি প্রার্থনীয়। শুভাগমন হইলে অত্রস্থ সমাগত ভক্তবৃন্দ মহাশয়ের সঙ্গসুখে পরমানন্দিত হইবেন।

আগামী ১৪ই মাঘ ২৮শে জানুয়ারী রবিবার হইতে দিবসত্রয় শ্রীধাম মায়াপুর প্রাচীন নবদ্বীপে শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর জন্মোৎসব-উপলক্ষে শ্রীনামযজ্ঞ অনুষ্ঠিত হইবেন। ৭ই ফাল্গুন সোমবার হইতে ১৫ই ফাল্গুন মঙ্গলবার পর্য্যন্ত নয়টি দ্বীপে পরিক্রমা হইবে।

সজ্জনকিঙ্কর—

ভক্তিভূষণ	রাজর্ষি রাওসাহেব,
শ্রীনফরচন্দ্র পাল চৌধুরী	শ্রীশরদিন্দুনারায়ণ রায় বেদান্তভূষণ
সহকারী সভাপতি,	এম-এ, প্রাজ্ঞ
কার্য্যকরী-সমিতি।	সাধারণসমিতি-সম্পাদক

উৎসব উপলক্ষে সমস্ত প্রণামী ইত্যাদি পরমহংস স্বামী শ্রীল ভক্তি-সিদ্ধান্ত সরস্বতী, শ্রীধাম-মায়াপুর-শ্রীমন্দির, পোঃ আঃ শ্রীমায়াপুর, জিলা নদীয়া:—এই ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

ধ্রুব

(২)

রাজা উত্তানপাদ পুত্র ধ্রুবকে অশেষসদ্‌গুণ-সমূহে বিভূষিত, প্রজারঞ্জনে অনুরক্ত ও প্রাপ্ত-বয়স্ক দেখিয়া সিংহাসনে অভিষিক্ত করাইলেন এবং শিশুমার-তনয়া ভ্রমির সহিত বিবাহ দিলেন। উত্তম চিরকুমার থাকিয়া একদিন মৃগয়ায় গমন করিয়া অরণ্য-মধ্যে বলবান্ যক্ষ কর্ত্তৃক নিহত হন। তদীয় মাতা সুরুচিও পুত্রের অনুসন্ধানার্থ অরণ্যে গমন করিয়া বিনাশ প্রাপ্ত হইলেন।

—

অনন্তর ধ্রুব স্বীয় ভ্রাতা উত্তমের নিধন-বার্ত্তা প্রাপ্ত হইয়া ক্রোধ ও শোকে জয়শালী রথে আরোহণপূর্ব্বক যক্ষ-ভবন অলকা-পুরে যাত্রা করিলেন। হিমালয়ের উপত্যকায় রুদ্রানুচর-ভূতগণ-সেবিত এবং গুহ্যসঙ্কুল এক পুরী তাঁহার দৃষ্টিগোচর হইল। পুরী-সমীপে উপস্থিত হইয়া ধ্রুব মহারাজ শঙ্খধ্বনি করিলে মহাবলশালী পরাক্রম অসংখ্য যক্ষ-সেনাগণ সশস্ত্র হইয়া ধ্রুবকে আক্রমণ করিলেন। ধ্রুবের জ্যারোপিত উগ্র ধনুতে বিপক্ষ-পক্ষের অসংখ্য যক্ষ ও রক্ষ সেনা বাণাঘাতে ছিন্নভিন্ন হইয়া সিংহকর্ত্তৃক আক্রান্ত পলায়নপর যূথপতি হস্তীর ন্যায় প্রাণভয়ে পলায়ন করিলে জলধিনিস্বনরূপ গভীর শব্দ তাঁহার কর্ণগোচর হইল এবং ক্ষণকাল-মধ্যে মেঘাচ্ছন্ন আকাশে বিদ্যুৎ ও ভয়ঙ্কর বজ্রাঘাতের ধ্বনিতে দিগন্ত পূরিত হইল এবং তাঁহার সম্মুখে রুধির শ্লেষ্মা, পূয, বিষ্ঠা, মূত্র ও মেদ বর্ষণ হইতে লাগিল। অসংখ্য মস্তকবিহীন দেহ পতিত হইতে লাগিল, গগন-মণ্ডলস্থিত সুবৃহৎ পর্ব্বত হইতে পাষাণ এবং গদাপরিঘ-নিস্ত্রিংশ ও মুষলবৃষ্টি হইতে লাগিল। প্রচণ্ড কাল-সর্পসমূহ রোষবশতঃ নয়ন হইতে অগ্নি-স্ফুলিঙ্গ বাহির করিতে লাগিল। সিংহ, ব্যাঘ্র ও হস্তীসমূহ উন্মত্তবৎ চতুর্দ্দিকে ধাবমান হইতে লাগিল এবং সমুদ্র অতিশয় প্রবলতরঙ্গে ভূমিসকল প্লাবিত করায় প্রলয়ের ন্যায় গভীর নির্ঘাত-শব্দ হইল। ক্রূরমতি রাক্ষসগণের এবম্বিধ আসুর মায়িক ভীতিপ্রদ উৎপাতে ধ্রুব বিন্দুমাত্রও ভীত না হইয়া নারায়ণাস্ত্রে শত্রুগণকে নিহত করিতে লাগিলেন। গুহ্যকদিগের প্রতি দয়ার্দ্র হইয়া মনু মহর্ষিগণ-সমভিব্যাহারে ধ্রুবের সন্নিধানে আগমনপূর্ব্বক শুদ্ধজীবাত্মার স্বরূপ ও নশ্বর দেহের অকিঞ্চিৎকরতা কীর্ত্তন করিয়া আত্মতত্ত্ববিৎ পরমার্থীদের কায়মনো-বাক্যে যে পরমপুরুষ পরমেশ্বরের প্রেমভক্তি-সহকারে পরিচর্য্যাই একমাত্র কর্ত্তব্য তাহা বলিলেন। অদ্বয়জ্ঞানের অভাবে জীব স্ব-স্বরূপ বিস্মৃত হইয়া প্রকৃতির গুণত্রয়ে আবদ্ধ হইয়া অনিত্য দেহাভিমানে প্রাকৃত বস্তুর ভোগে প্রবৃত্ত হয় এবং ভোগের ব্যাঘাতে বিবাদ-তৎপর হয়। স্বায়ম্ভুব মনুর উপদেশাবলী শ্রবণে ধ্রুব যুদ্ধ হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া শম, দম, তিতিক্ষা অভ্যাস করত যজ্ঞেশ্বর বিষ্ণুর আরাধনাপূর্ব্বক প্রজাবৎসল হইয়া ষট্‌ত্রিংশৎ সহস্র বৎসর অবনীমণ্ডলে প্রজাপালনান্তর স্বীয় পুত্রকে রাজ্যভার অর্পণ করিয়া দেহ, পুত্র, কলত্র মিত্র, সামর্থ্য, বৃদ্ধিশীল ধনাগার, অন্তঃপুর, সুরম্যবিহারভূমি ও আসমুদ্র ধরামণ্ডল প্রভৃতি মায়িক বস্তুসমূহের অনিত্যতা উপলব্ধি করিয়া তপস্যার্থ বদরিকাশ্রমে গমন করিলেন। নিরন্তর ভগবদর্চ্চনায় নিরত থাকিয়া শান্ত, সর্ব্বত্র সমদর্শী, নির্ব্যলীক, বাহ্যাভ্যন্তরে পবিত্র ও শ্রীভগবানের প্রিয় হইয়া পার্ষদগণের প্রাপ্য প্রকৃতির অতীত পরমানন্দময় বিষ্ণুধাম প্রাপ্ত হইয়া কৃষ্ণপরায়ণ উত্তানপাদ-রাজতনয় ধ্রুব চতুর্দ্দশভুবনবন্দ্য হইলেন।

বৈষ্ণব কালিদাস

[শ্রীযুক্তা নিরীমা দেবী]

(১)

বৈষ্ণব কে? সাধু-শাস্ত্র-বাক্যে জানা যায়, যিনি সর্ব্বদা হরিকীর্ত্তন করেন তিনিই বৈষ্ণব। শ্রীমন্মহাপ্রভু, কিরূপে হরি সদা কীর্ত্তনীয় হন, তাঁহার উপায় নির্ণয়ে ৩টী কথা উপদেশ করিয়াছেন। তাহাতে তিনি প্রথমেই বলিয়াছেন যে, "তৃণাদপি সুনীচেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ" এবং শেষে বলিয়াছেন—"অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ।" বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ কালিদাস তাঁহার সকল প্রকার কার্য্যের ভিতর দিয়া জগজ্জীবকে এই বৈষ্ণবাচরণ শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন। তিনি শ্রীমন্মহাপ্রভুর এই বাণীর মূর্ত্ত-বিগ্রহ স্বরূপ ছিলেন। মহাপ্রভু সন্ন্যাস-গ্রহণের পর যখন নীলাচলে অবস্থান করেন, তখন একবার রথযাত্রার সময় গৌড়ীয়-ভক্তগণের সহিত কালিদাস নীলাচলে মহাপ্রভু-দর্শনে আসেন। ইঁহার শ্রীপাট ছিল ভাদুয়া নামক গ্রামে। এই গ্রাম শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী প্রভুর প্রকটভূমি কৃষ্ণপুর হইতে তিন মাইল দক্ষিণে অবস্থিত। ইনি রঘুনাথ দাস গোস্বামী প্রভুর জ্ঞাতি খুড়া ছিলেন। কিন্তু তাই বলিয়া তিনি 'আমি একজন গোস্বামীর খুড়া, অতএব আমিও গোস্বামী অথবা মহাপ্রভুর শিষ্যমণ্ডলীর ভিতরে আমার একটা বিশেষ স্থান আছে, এই প্রকার অভিমান মনে স্থান দিতেন না। অন্যপক্ষে তিনি সর্ব্বদাই নিজেকে তৃণাপেক্ষা হীন জ্ঞান করিতেন। তিনি কৃষ্ণৈকশরণ ও কৃষ্ণপরায়ণ ছিলেন—

"কৃষ্ণ বিনা তেঁহো নাহি জানে আন॥

(চৈঃ চঃ মধ্য ১।২১৫)

তাঁহার চরিত্র অত্যন্ত উদার ও সরল। সরল কে? যিনি নির্ম্মৎসর, তিনিই কেবলমাত্র সরল। শাস্ত্র বলেন—

ধর্ম্মঃ প্রোজ্ঝিতকৈতবোঽত্র পরমনির্ম্মৎ-সরাণাং সতাম্" (ভাঃ ১।১।২)

মোক্ষাদি কৈতবশূন্য ধর্ম্মই নির্ম্মৎসর ব্যক্তিদিগের ধর্ম্ম। মোক্ষাদি কৈতবশূন্য ধর্ম্ম কি? "বেদ্যং বাস্তবমত্র বস্তু"—যাহার দ্বারা বাস্তব বস্তুকে জানা যায় তাহাই কৈতবশূন্য ধর্ম্ম। শাস্ত্র সর্ব্বেশ্বরেশ্বর শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রকেই বাস্তব বস্তু বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। তাহা হইলে যিনি শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের পাদপদ্মের আশ্রয় করেন, তিনিই কৈতব-শূন্য ধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত, সুতরাং তিনি নির্ম্মৎসর অথবা সরল।

উদার ব্যক্তির লক্ষণ সম্বন্ধে নীতি-শাস্ত্র বলেন—

"উদারচরিতানাং তু বসুধৈব কুটুম্বকম্।"

সকলকে যিনি আপনার জন বলিয়া মনে করেন, অর্থাৎ আত্মদর্শী বা সর্ব্বভূতে সমদর্শন-বিশিষ্ট ব্যক্তিই উদার। তিনি—

"স্থাবর জঙ্গম দেখে না দেখে তা'র মূর্ত্তি।
সর্ব্বত্র স্ফুরয়ে তাঁর ইষ্টদেব স্ফূর্ত্তি॥"

কৃষ্ণৈকশরণ ব্যতীত কাহারও এই প্রকার দর্শন লাভ হয় না। সুতরাং 'উদার', 'সরল' এই সকল বিশেষণ দ্বারা শ্রীল কালিদাসের কৃষ্ণৈকশরণতারই প্রকাশ পাইতেছে।

—

কলিকাতা বাজার দর

লোহ হার্ডওয়্যার

১২ই জানুয়ারী ১৯৩৪

টাটার তৈয়ারী—	প্রতি হঃ।
লোহার কড়ি (জয়েষ্ট বা বীম) মার্কা	৩॥০—৫৮০
ঐ নে-মার্কা হালকা ওজন	৫৲—৫৶০
বরগা (টী-আয়রণ)	৬৶০—৬৷৶০
এঙ্গেল আয়রণ (কোনা)	৫৮০—৬॥৶০
গ্যালভ্যানাইজড করগেট টীন—	
১২ গেজ ৬ হইতে ১০ ফুট	১৷৶০
১৪ গেজ ,, ,,	০৷৵৶০
১৬ গেজ ,, ,,	১২৷৶
২৪ গেজ আর, পি, ডি, মার্কা	১৪৲

কেরোসিন

প্লোক্রেক প্রত্যেক বাক্স (২ টিন)	৯৲৬
পদ্মা মার্কা ,,	৬॥০
ভিক্টোরিয়া ,,	৭৲

সোনার দর

পাকা সোনা	৩০৸৶
বড়াল	৩০৸
চিনা পাত	৩২৷০

রূপার দর

রূপা প্রতি ১০০ ভরি	৫৫৶০
ঐ খুচরা	৫৶০

কোম্পানীর কাগজ

৩॥০ সুদের কাগজ	৮১৶
৩॥০ নূতন ঋণ (১৯৪৭-৫০)	৯১৷০
৬৲ ,, ঋণ (১৯৬০-৭০)	৯০৲
৫৲ ,, বণ্ড (১৯৩৫	১০৪॥৶০

ডিবেঞ্চার

৫৲ সুদের (১৯৫৬-৮৬) কলিকাতা পোর্ট-ট্রাষ্ট ডিবে:—	১০২॥৶০

ব্যাঙ্ক

ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক (কনট্রি)	২৯৪॥০
সেণ্ট্রাল ঐ	২২৲

কাপড় ও সূতার কল

এলগিন মিল	৪৫৲

পাট কল

হাওড়া	৫০৲
অকল্যাণ্ড	১৯৫৲
বালী	১৬২৲
বরানগর	১৫০৲
কেলভিন	৩৭০৲
ডেলটা	২৪৩৲
ক্লাইভ	২৮৷০
ডালহৌসী	৩০৮॥০
কেলী	৩০৫৲

ভূমিকম্পে দ্বারভাঙ্গা

ভীষণ ক্ষতি

ব্যারিষ্টার শ্রীযুক্ত কে, পি, জয়সওয়াল মামলা সম্পর্কে ভূমিকম্পের সময় দ্বারভাঙ্গায় ছিলেন। তিনি তাঁহার অভিজ্ঞতা বর্ণনা করিয়া বলিয়াছেন।

'তৃতীয় দিন কলিকাতা হইতে দ্বারভাঙ্গা মহারাজ কর্ত্তৃক প্রেরিত বিমান আসিয়া পৌঁছায় এবং মজঃফরপুর হইতে একজন দৈবাৎ রক্ষা পাইয়া তথায় উপস্থিত হয়। ইহার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত দ্বারভাঙ্গা নির্জ্জন কারাগারের ন্যায় পড়িয়াছিল'।

তিনি মামলা সম্পর্কে যেখানে আদালতে উপস্থিত ছিলেন, উহা টিনের চালের ন্যায় দুলিতেছিল এবং তাহা এমনই ভীষণ শব্দ হইতেছিল যে, আদালত পড়িয়া যাইবার শব্দও তাহার শুনিতে পাওয়া যায় নাই। লোকে গাছের নীচে গিয়া আশ্রয় লয় এবং গাছ যে উৎপাটিত হয় নাই, ইহাই বিস্ময়। লাহেরিয়াসরাই ও বারকাজার প্রায় সর্ব্বত্র ফাটিয়া গিয়াছে এবং জল নির্গত হইতেছে। সরকারী ও বাক্তিগত দালান ভাঙ্গিয়া পড়ে এবং ফলে কয়েকজন লোক আহত হয়। মহারাজের প্রাসাদ ক্রমে ধ্বংসস্তূপে পরিণত হইয়াছে যে চিনিবার উপায় নাই। শ্রীযুক্ত জয়সওয়ালের মতে দ্বারভাঙ্গার এক কোটি টাকার ক্ষতি হইয়াছে। ধ্বংসাবশেষ স্তূপের কয়েকটি মৃতদেহ পড়িয়া থাকিতে দেখিয়াছেন। ডিষ্ট্রিক্ট জজ ও সাবজজ অল্পের জন্য রক্ষা পাইয়াছেন।

ভূমিকম্পের ফলে সাহেবগঞ্জের ক্ষতি হইয়াছে। ১৫ই জানুয়ারী তারিখে ভয়ঙ্কর এক সংবাদ আসে, ভূমিকম্পে বাড়ী পড়িতেছে। তাহার পর আর কোন সংবাদ পাওয়া যায় না। পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেন্ট পূর্ণ সংবাদ দিতে পারেন না।

ভাগলপুরের এক প্রত্যক্ষদর্শীর প্রকাশ, মনসুরগঞ্জ, বাজাজীটোলা, সুলতানগঞ্জ ভূমিকম্পের ফলে ভীষণ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। প্রায় সকল বাড়ীই ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে না-হয় বাসের অযোগ্য হইয়াছে। বাজাজীটোলা ও সুলতানগঞ্জের লোকজনের দুর্দ্দশার সীমা নাই।

ট্রেণ দুর্ঘটনা

তারবিন হইতে প্রকাশ, সাইবেরিয়া সীমান্তের রেলপথে মস্কোগামী পশ্চিমগামী একখানি ট্রেণ রেলচ্যুত হইয়াছে এবং তাহাতে বহু ব্যক্তি আহত হইয়াছে। দস্যুদল লাইন ফেলায় এঞ্জিন ও পাঁচটি 'পুলম্যান' (ঘুমাইবার গাড়ী) উল্টাইয়া যায়। সেগুলিতে আগুন লাগে।

তারের ঠিকানা— 'শ্রীমায়াপুর'
ডাকের ঠিকানা—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

দৈনিক

REG. C1544

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩॥০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র।

নদীয়া-প্রকাশ
THE NADIA-PRAKASH

সাপ্তাহিকের হার
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২॥০
মাসিক ১৲
নগদ বর্ত্তমান
সংখ্যা ৫

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৮ম খণ্ড । সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বেদান্তবাচস্পতি [২৭৩শ সংখ্যা।

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর— ১০ই মাঘ বুধবার ১৩৪০, ২৪শে জানুয়ারী ১৯৩৪

পরলোকে লর্ড হ্যালিফাক্স

লণ্ডন হইতে প্রকাশ, গত ১৯শে জানুয়ারী ৫-৩০ মিনিটের সময় ডনকাষ্টারে নিজ ভবনে লর্ড হ্যালিফাক্স পরলোকে গমন করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার পুত্র লর্ড আরুইন (ভারতের ভূতপূর্ব্ব বড়লাট) এবং অন্যান্য আত্মীয়গণ পার্শ্বে উপস্থিত ছিলেন।

পরলোকে জোসেফ ডেভেলিন

লণ্ডন হইতে প্রকাশ, বৃটিশ এবং উত্তর আয়ার্লণ্ড পার্লামেণ্টের অন্যতম সদস্য মিঃ জোসেফ ডেভেলিন পরলোকগমন করিয়াছেন। কাজ কারবারে ইঁহার বিশেষ সুনাম ছিল। ইনি একজন বিচক্ষণ রাজনীতিজ্ঞ ছিলেন। স্বীয় প্রতিভাবলে ইনি কৃতিত্বের প্রকৃষ্ট পরিচয় দিয়াছেন। ইঁহার পরলোকগমনে সমগ্র বৃটিশজাতি দুঃখ প্রকাশ করিতেছেন।

আবিষ্কারে বিদ্যালয়ের ছাত্র

লণ্ডন হইতে প্রকাশ, এবার আবিষ্কারের উদ্দেশ্যে সরকারী বিদ্যালয়ের বয়স্ক ছাত্রদিগকে দেশবিদেশে প্রেরণ করা হইবে। এই নিমিত্ত একটি সমিতির প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। প্রতিষ্ঠানের নাম হইয়াছে "পাবলিক স্কুলস এক্সপ্লোরিং সোসাইটি" যুবরাজ প্রিন্স অফ ওয়েলস্ এই সমিতির প্রধান অভিভাবক হইয়াছেন।

কুলী, মজুর ও কৃষক

[illegible] হইতে প্রকাশ, লেনিনগ্রাডের সামরিক কর্তৃপক্ষ কুলী, মজুর, এবং কৃষককে সামরিক শিক্ষা দিবার আদেশ করিয়াছেন। কর্তৃপক্ষ আদেশ করিয়াছেন, প্রত্যেক ফ্যাক্টারী এবং শস্য কুঠীতে প্রত্যেক কুলী, মজুর ও কৃষকের নিকট পঞ্চাশ মিটার রেঞ্জের রাইফেল থাকিবে।

মির্জ্জাপুর জেল বিধ্বস্ত

নয়া দিল্লী হইতে প্রকাশ, ভারত গবর্ণমেণ্ট যুক্তপ্রদেশের গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে নিম্নরূপ তার পাইয়াছেন :—

"জেলাসমূহ হইতে প্রাপ্ত বিবরণে জানা যায়, প্রদেশের পূর্ব্বাঞ্চলেই ভূমিকম্প গুরুতর হইয়াছে। অন্যত্রও কম্পন অনুভূত হইয়াছিল বটে; কিন্তু ক্ষতির পরিমাণ অতি সামান্য। মির্জ্জাপুরে দুইজন হত এবং আট জন আহত কাশীতে দুই জন এবং আজমগড়ে দুইজন হত হইয়াছে বলিয়া এতাবৎ সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। এলাহাবাদে দালান কোঠার গুরুতর ক্ষতি হইয়াছে। তথায় কতিপয় অফিস গৃহ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে এবং কয়েকটী বাস করার পক্ষে বিপজ্জনক হইয়াছে মীর্জ্জাপুরে কয়েকটী দালান ভূমিসাৎ এবং সরকারী অফিস ও মীর্জ্জাপুর জেল প্রভৃতি কতকগুলি দালান বিধ্বস্ত হইয়াছে। আজমগড়, মীর্জ্জাপুর, যৌনপুর এবং বালিয়া হইতেও দালান কোঠার গুরুতর ক্ষতির সংবাদ পাওয়া গিয়াছে।

যুবরাজ প্রিন্স জর্জ্জ

লণ্ডন হইতে প্রকাশ, প্রিন্স জর্জ্জ সানিংডেলে যুবরাজ প্রিন্স অফ ওয়েলসের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলেন। সানিংডেল হইতে বিমান বা মোটরযোগে তিনি সাউথাম্পটনে আসিয়া কেপটাউন অভিমুখে যাত্রা করিবেন।

ভীষণ বায়ু-ঝড়ের আশঙ্কা

কানপুর হইতে প্রকাশ, একটী প্রচণ্ড ঘুর্ণীবাত্যা গোরক্ষপুরের উপর দিয়া কানপুরের দিকে আসিতেছে। এই মর্ম্মে এক জনরব প্রচারিত হওয়ায় এখানে মহা আতঙ্কের সৃষ্টি হইয়াছে। লোক সকল দলে দলে ঘরবাড়ী ছাড়িয়া সহর হইতে বহু দূরে ফাঁকা জায়গায় আশ্রয় লইতেছে।

রেলওয়ে ষ্টেশনে অনুসন্ধান করিয়া জানা যায় যে, গোরক্ষপুরে বায়ু-ঝড় হইয়া গিয়াছে এবং প্রচণ্ডবেগে কানপুর অভিমুখে আসিতেছে। জনসাধারণ কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িয়াছে এবং ঘর-বাড়ী খালি করিয়া চলিয়া যাইতেছে।

এলাহাবাদে আতঙ্ক

এলাহাবাদ হইতে প্রকাশ, গত ২০শে রাত্রে আবার ভূমিকম্প ও ভয়ঙ্কর ঘুর্ণী বাত্যা হইবে এইরূপ জনরব প্রচারিত হওয়ায় সহরে অত্যন্ত আতঙ্কের সঞ্চার হইয়াছে। দোকানপাট যে সময়ে সাধারণতঃ বন্ধ হয়, তাহার আগেই বন্ধ হইয়া গিয়াছে।

কাটমুণ্ডু সহর বিধ্বস্ত

বিশ্বস্তসূত্রে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে গত ১৫ই জানুয়ারী তারিখের প্রচণ্ড ভূমিকম্পে নেপালের রাজধানী কাটমুণ্ডু সহর বিধ্বস্ত হইয়াছে। কত লোক যে মারা গিয়াছে, তাহা এখনও নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না।

নেপালের মহারাজা এখন রাজধানীতে নাই। ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী নাকি তাঁহার নিকট তার করিয়াছেন যে, সাহায্যের জন্য এক লক্ষ টাকা মঞ্জুর করা প্রয়োজন। মোটের উপর এক কোটী টাকার ক্ষতি হইয়াছে বলিয়া অনুমান করা হইয়াছে। নেপালের রাজপ্রাসাদটি চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া গিয়াছে।

ক্রয়ডন হইতে কেপটাউন

লণ্ডন হইতে প্রকাশ, পাতিয়ালার মহারাজার প্রধান বিমানপোত পরিচালক মনোমোহন সিং ইংলণ্ড হইতে বিমানপোতে চড়িয়া কেপটাউন যাইতে মনস্থ করিয়াছিলেন। তিনি ১২-৪৫ সেকেণ্ডের সময় ক্রয়ডন হইতে বিশ্বিসি যাত্রা করেন। তথা হইতে তিনি কেপটাউন যাইবেন এবং কেপটাউন হইতে তিনি ভারতে আসিবেন এরূপ কথা ছিল।

১২০ অশ্বশক্তিযুক্ত একখানা ইঞ্জিন মিঃ মনোমোহন সিংহের বিমানপোতে ছিল। তিনি ১১০ গ্যালন পেট্রোল সঙ্গে লইয়াছিলেন। প্রথমতঃ তাঁহার যাত্রা শুভ বলিয়াই মনে হইয়াছিল, কিন্তু প্যারিসের নিকটে মণ্টারজিস নামক স্থানে পৌঁছিবার পর অকস্মাৎ তিনি বিমানপোতসহ নিম্নে পতিত হন। ইহাতে তিনি আহত হইয়াছেন। তাঁহার এক পা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। এই অবস্থায় তাঁহাকে হাসপাতালে প্রেরণ করা হইয়াছে। মিঃ মনোমোহন সিংকে লণ্ডনে ফিরাইয়া আনা হইবে।

ডাঃ আর্জ্জির মুক্তিলাভের কথা

নাগপুর হইতে প্রকাশ, দশ বৎসর পূর্ব্বে ডাঃ মহোদয় আর্জ্জি নাগপুর হাঙ্গামা সম্পর্কে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিলেন। তিনি শীঘ্রই নাগপুর জেল হইতে মুক্ত পাইবেন বলিয়া স্থানীয় কোন সংবাদপত্র পাইয়াছেন।

ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

১০ই মাঘ বুধবার, ১৩৪০

ভূকম্পে মুঙ্গেরের অবস্থা

প্রকাশ, মুঙ্গেরের রাস্তার দুই ধারের সমস্ত বাড়ী পড়িয়া গিয়াছে। গরু মানুষ, ছাগল কুকুর প্রভৃতি রাস্তায় মরিয়া পড়িয়া রহিয়াছে। রাস্তার দুইধারের বাড়ী পড়িয়া পথ একেবারে বন্ধ হইয়াছে। কোন খানে যে কোন্ বাড়ী ছিল তাহা ঠিক করিবারও উপায় নাই। কেস য়ার এণ্ড সন্সের লালকুঠী ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে এবং শ্রীযুক্ত আরতি-কুসুম রায়ের স্ত্রী চাপা পড়িয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন। এইরূপ প্রকাশ যে, ভূমিকম্পের পরে লালকুঠির ভগ্নস্তূপের মধ্য হইতে মধ্যে মধ্যে ক্রন্দনের ধ্বনি শোনা গিয়াছে। কিন্তু অনেক চেষ্টা করিয়াও কাহাকেও উদ্ধার করিতে পারা যায় নাই। খাট, আলমারী, টেবিল, চেয়ার, আয়না, ভগ্ন অবস্থায় ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া আছে। ইলেক্ট্রিক পাখা ঝাড়-লণ্ঠন প্রভৃতি ভাঙ্গিয়া বাঁকিয়া কোন প্রকারে লাগিয়া থাকিয়া ভূকম্পের সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। রাজা হইতে ভিখারী পর্য্যন্ত যে সমস্ত লোক এক্ষণে জীবিত আছে, তাহারা রাস্তার ধারে ছেঁড়া চট কাপড় আড়াল দিয়া কোন রকমে মাথা গুঁজিয়া আছে। দোকান পাট একেবারে নাই। খাদ্যদ্রব্য একেবারে নাই। ভূমিকম্পের সময় সকলে একবস্ত্রে বাহির হইয়া আসিয়াছিলেন। মাঘ মাসের এই প্রচণ্ড শীতে তাঁহারা উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে এক বস্ত্রে রাত্রি যাপন করিতেছেন।

ভগ্নস্তূপের ভিতর হইতে মৃতদেহগুলিকে বাহির করিবার লোকের অপ্রাচুর্য্য বশতঃ মৃতদেহগুলি স্তূপের মধ্যে পচিতে আরম্ভ করিয়াছে। সমস্ত সহর দুর্গন্ধে পরিব্যাপ্ত হইয়াছে। যে সমস্ত মৃতদেহগুলি টানিয়া বাহির করা হইতেছে, ভগ্নস্তূপের তলায় চাপা পড়িয়া তাহারা বিকৃত হইয়াছে। নাক, মুখ, চোখের কোন পার্থক্য বুঝিতে পারা যাইতেছে না; দেহগুলি ফুলিয়া উঠিয়া এইরূপ ভীষণ আকার ধারণ করিয়াছে, যাহা দেখিলে দেহ ও মন শিহরিয়া উঠে। মৃতদেহগুলি এই কয়েক দিন গরুর গাড়ী বোঝাই করিয়া নদীতে ফেলা হইতেছিল। মুসলমানদের সাহায্য নাবিক ... দুর্গন্ধ হইতে রক্ষা পাইবার জন্য মৃতদেহ একসঙ্গে করিয়া দাহ করা হইতেছে। যে সমস্ত লোক এখনও কোন রকমে বাঁচিয়া আছেন তাঁহারা কর্দ্দমাক্ত এবং তাঁহাদের অবস্থা একান্ত শোচনীয়। শীঘ্রই তাঁহাদের কোন উপায় না করা হইলে তাঁহাদেরও অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইবে।

সরকারী ইস্তাহার

গত ২০শে জানুয়ারী ভূমিকম্প বিধ্বস্ত অঞ্চলে মৃত্যু সংখ্যা সম্বন্ধে নিম্নরূপ সরকারী ইস্তাহার বাহির হইয়াছে:—পাটনা (সহর এবং জেলা) ১২৬, সাহাবাদ ১৪, গয়া ১১, সারণ ১০৪, ভাগলপুর ৬, বেতিয়া চম্পারণ ৯ জন।

এডিসন্যাল জজ মিঃ আয়ার এইমাত্র দ্বারভাঙ্গা হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন। পথে তাঁহাকে কখনও হাঁটিতে কখনও বা নৌকায় চড়িতে হইয়াছে, আবার কখনও বা মোটরযোগে পথ অতিক্রম করিতে হইয়াছে।

মতিহারী সহরে মৃত্যু সংখ্যা সম্ভবতঃ ৪০ জন কোন ইউরোপীয় কিম্বা ভারতীয় সরকারী কর্ম্মচারী আহত হন নাই। মজঃফরপুর, দ্বারভাঙ্গা অথবা মুঙ্গের সম্পর্কে এখনও কোনরূপ বিস্তৃত সংবাদ দেওয়া সম্ভব নয়। উপরোক্ত তিন স্থানেই মৃত্যু সংখ্যা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক মুঙ্গেরে ধ্বংসস্তূপের ভিতর হইতে যে সকল শবদেহ বাহির করা হইয়াছে তাহাদের সংখ্যা চারিশত হইতে পাঁচ শতের মধ্যে।

দুর্ঘটনার অব্যবহিত পরই সমস্ত বিধ্বস্ত সহরের জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের হাতে দুর্গতদের সাহায্যার্থ টাকা দেওয়া হইয়াছে। মুঙ্গেরে কয়েকটী সাহায্য কেন্দ্র খোলা হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে তিনটী কেন্দ্রে বিনামূল্যে খাদ্য এবং অপর একটীতে মূল্য লইয়া খাদ্য দেওয়া হইতেছে।

লাটসাহেব, বাঙ্গলার সরকার, কলিকাতার রেডক্রশ সোসাইটী ও সেণ্ট জন এম্বুলেন্স সোসাইটি, বিহার মেডিক্যাল এসোসিয়েশন এবং অন্যান্য সমিতি সাহায্য কার্য্য করিবার নিমিত্ত সহকারী পাঠাইয়াছেন। জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটগণের নির্দ্দেশ মত কেহ যদি নিজ ব্যয়ে কোনরূপ সাহায্যকেন্দ্র কিংবা তাঁবুসহ হাসপাতাল ইত্যাদি স্থাপন করেন তাহা হইলে বিহার ও উড়িষ্যা সরকার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিবেন।

মজঃফরপুরের অবস্থা

এসোসিয়েটেড প্রেসের বিশেষ প্রতিনিধি মোটরযোগে মজঃফরপুর সহরের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত ঘুরিয়া দেখেন যে, সহরের প্রায় তিন চতুর্থাংশ ধ্বংস স্তূপের মধ্যে অবস্থিত। এ পর্য্যন্ত প্রায় সাড়ে আটশত মৃতদেহ ধ্বংসস্তূপ হইতে উত্তোলন করিয়া দাহ বা সমাহিত করা হইয়াছে। এখনও ৩০০টি মৃতদেহ ধ্বংসস্তূপের মধ্যে আছে বলিয়া মনে হয়। অনেকে আশ্চর্য্যজনক ভাবে বাঁচিয়া গিয়াছে একস্থানে একটি ভারতীয় বালিকা ও একটি শিশুকে ভূকম্পের পর দ্বিতীয় ও তৃতীয় দিবসে ধ্বংস স্তূপ হইতে জীবন্ত অবস্থায় উদ্ধার করা হইয়াছে। আর একস্থানে দুইটি শিশু ধ্বংসস্তূপের ভিতর পাশাপাশি বসিয়াছিল। ভূকম্পের ৪০ ঘণ্টা পরে তাহাদিগকে যখন উদ্ধার করা হয়, তখন একজন জীবিত ও একজন মৃত।

পুরাতন সহরের ভারতীয় মহল্লায় ঘন ঘন বাড়ী ছিল; সেখানে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ক্ষতি হইয়াছে—বহু লোক বাড়ী চাপা পড়িয়া জীবন্তে চিরসমাধি লাভ করিয়াছে। স্ত্রীলোক ও শিশু বেশী মারা গিয়াছে। অনেক স্থলে স্ত্রীলোকগণ ঘর হইতে ছুটিয়া বাহির হইবার চেষ্টা না করিয়া নিজ নিজ সন্তানকে ক্রোড়ে লইয়া শুধু ক্রন্দন করিয়াছিল এই জন্য মৃত্যুসংখ্যা এত বেশী হইয়াছে। এইরূপ অনুমান হয় যে, মজঃফরপুর সহরে মৃত্যুসংখ্যা প্রায় একহাজার।

ভূকম্পের একটা বৈশিষ্ট্য এই যে ভূপৃষ্ঠ বিদীর্ণ হইয়া জল উদ্গত হইয়েছে। এই জল কখনও গরম জলের সহিত কাদা ও বালুকা উৎক্ষিপ্ত হইয়া চতুর্দ্দিকস্থ বাগান ও ঘরবাড়ী আচ্ছন্ন করিয়া দিয়াছিল এবং তাহা হইতে গন্ধকের ন্যায় গন্ধ উত্থিত হইয়াছিল। বালুকা কাদার স্তর এখনও অনেক স্থানে দেখা যায়।

জাপানীদের তুলা ক্রয় আরম্ভ

নাগপুর হইতে প্রকাশ, বোম্বাই হইতে এই মর্ম্মে এক সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে, তুলার মূল্য বৃদ্ধি পাইয়াছে। ভারতীয় তুলা উৎপাদকদিগের পক্ষে তাহা আশার কথা। প্রকাশ, জাপানী ক্রেতাগণ তুলা ক্রয় করিতে আরম্ভ করিয়াছে।

ন্যায় ব্যবস্থাপক সভার উপনির্ব্বাচন

দিনাজপুর হইতে প্রকাশ, বিগত ১৩ই ও ১৫ই জানুয়ারী তারিখে দিনাজপুর মুসলমান নির্ব্বাচন মণ্ডলী হইতে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার উপর নির্ব্বাচন অনুষ্ঠিত হইয়াছিল, অল্প সংখ্যক ভোটদাতাই ভোটদান করিয়াছে। সরকারী উকিল রায় সাহেব যতীন্দ্রমোহন সেন ও এক রাজবংশী উকিল শ্রীযুত প্রেমহরি বর্ম্মার মধ্যে নির্ব্বাচন দ্বন্দ্ব চলিয়াছিল।

আচার্য্য কৃপালনী গ্রেপ্তার

মীরাট হইতে প্রকাশ আচার্য্য কৃপালনী ফরক্কাবাদে গ্রেপ্তার হইয়াছেন। পাঠকগণের স্মরণ থাকিতে পারে যে ফরক্কাবাদের জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট ১৪৪ ধারার নোটিশ দ্বারা আচার্য্য কৃপালনীকে ২ মাসকাল বক্তৃতা হইতে বিরত থাকিবার জন্য আদেশ করিয়াছিলেন।

বেলজিয়মের বিমান পর্য্যটন বন্ধ

বেলজিয়ম সরকারের হুকুম হইয়াছে। বেলজিয়ম হইতে এখন আর কোন বিমান ব্যোমমার্গে উড্ডীন হইবে না। আর হাওয়ার অবস্থা বড়ই খারাপ, শীঘ্র পরিবর্ত্তন হইবার সম্ভাবনা নাই। সম্প্রতি ক্রয়েডন হইতে যে বিমানখানি আকাশমার্গে যাত্রা করিয়াছিল, মধ্য পথ হইতে তাহা ফিরিয়া আসিয়াছে।

ট্রেণ চাপায় গাড়োয়ানের মৃত্যু

করাচী হইতে প্রকাশ, শিকারপুর ও জামরাও মধ্যবর্ত্তী রেলের উপর যে পথ অবস্থিত তাহাতে একজন গাড়োয়ান ও তাহার একটি বলদ ট্রেণ চাপা পড়িয়া সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে।

করাচীতে ট্রেণ দুর্ঘটনা

করাচী হইতে এই মর্ম্মে এক সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে, রেলের লাইন পার হইবার সময়ে একজন স্ত্রীলোক ইঞ্জিনের তলায় পড়িয়া যাওয়ায় তাহার পা দুইটি কাটিয়া গিয়াছিল। হাসপাতালে তাহার মৃত্যু হইয়াছে।

বাঙ্গালী হজ-যাত্রীদের মহা সুবিধা

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

(খ) হজ-যাত্রীদের চিকিৎসার জন্য জাহাজে একজন ডাক্তার থাকেন কাহারও অসুখ হইলে বিনা খরচায় তাঁহার চিকিৎসা করা হয়। জাহাজে পুরুষ এবং মেয়ে হজ-যাত্রীদের জন্য পৃথক হাসপাতাল আছে। পায়খানারও পৃথক পৃথক বন্দোবস্ত আছে। জাহাজে থাকাকালীন তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রিগণ উপরের ডেকে চলাফেরা করিতে পারিবেন।

(গ) সঙ্গে অধিক আসবাব থাকিলে শুধু দরকারী জিনিষ কাছে রাখিয়া বাকী মাল জাহাজের কেরাণীর জিম্মায় মালগুদামে রাখাই সুবিধাজনক। ইহাতে মাল হারাইবার বা চুরি যাইবার কোনই আশঙ্কা নাই। জাহাজ হইতে নামিবার সময় মাল ফিরাইয়া লইতে কোন অসুবিধা হইবে না। কেহ ইচ্ছা করিলে নিজের কোন মূল্যবান সামগ্রীও জাহাজের কাপ্তেন সাহেবের জিম্মায় আমানত রাখিতে পারিবেন। জিনিষ আমানত রাখিলে কাপ্তেন সাহেব একটী রসিদ দিবেন; ঐ রসিদ দেখাইয়া পরে যখন ইচ্ছা নিজের মাল ফিরাইয়া লইতে পারিবেন।

(ঘ) জাহাজের পানীয় জল হইতে যাত্রিগণ সকাল বেলা ৫টা হইতে ৭টা পর্য্যন্ত, দুপুর বেলা ১২টা হইতে ২টা পর্য্যন্ত বিকাল বেলা ৪টা হইতে ৬টা পর্য্যন্ত এবং রাত্রে ৮টা হইতে ১০টা পর্য্যন্ত পানী লইতে পারিবেন।

(ঙ) কোনরূপ আলো জাহাজের ভিতরে অথবা জাহাজের খোলার ভিতরে জ্বালা নিষিদ্ধ। প্রদীপ জ্বালিয়া বিছানায় শুইয়া পড়াশুনা করাও নিষিদ্ধ। স্পিরিটের কোন টিন বা বোতল খুলিতে হইলে জাহাজের মালখানায় উহা না খুলিয়া বরং জাহাজের ডেকে আনিয়া খুলিতে হইবে।

(ক্রমশঃ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক

— পারমার্থিক পত্র —

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশ
তনয়স্তদ্ধাম-বৃন্দাবনম্,
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং
প্রেমা পুমর্থো মহান্,
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং
তত্রাদরো নঃ পরঃ॥

৮ম বর্ষ } ২৪ মাধব গৌরাব্দ ৪৪৭, ১০ই মাঘ বঙ্গাব্দ ১৩৪০, ২৪শে জানুয়ারী ইং ১৯৩৪, বুধবার { ২৭৩ তম সংখ্যা

মহোৎসব-প্রসঙ্গ

শ্রীঅদ্বৈত-ভবনে

শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া, শ্রীরঘুনাথ গোস্বামী ও শ্রীরঘুনন্দন ঠাকুরের আবির্ভাব-বাসর শ্রীপঞ্চমীতে শ্রীধাম-মায়াপুর শ্রীযোগপীঠে যে-প্রকার সমারোহে উৎসব সম্পন্ন হইয়াছে সেইপ্রকার গৌর-আনা ঠাকুর শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর আবির্ভাবতিথি গৌর-সপ্তমীর সম্মানার্থ গত ৮ই মাঘ ২২শে জানুয়ারী শ্রীধাম-মায়াপুর শ্রীঅদ্বৈতভবনেও পাঠ, ব্যাখ্যা, বক্তৃতা, পদাবলী-কীর্ত্তন ও মহাপ্রসাদ বিতরণমুখে মহোৎসব অতি সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়াছে। পরম ভাগ্যবান্ শ্রীযুক্ত রাস-বিহারীদাসঅধিকারী মহাশয় স্বেচ্ছায় এই উৎসবের ব্যয়ভার বহন করিয়া গৃহস্থের সেবাদর্শ প্রদর্শন করিয়াছেন। সুতরাং তিনি ধন্যবাদার্হ।

প্রথমতঃ প্রাতঃ ৯ ঘটিকা পর্য্যন্ত এক-ঘণ্টাকাল শ্রীপাদ মুকুন্দবিনোদ ভক্তিমধুর মহাশয় তাঁহার স্বভাবসুলভ সুললিতস্বরে মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন করেন। তৎপর ১০ ঘটিকা হইতে ১১-৩০ পর্য্যন্ত দেড়ঘণ্টাকাল শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত আদিলীলা ৬ষ্ঠ অধ্যায় হইতে শ্রীঅদ্বৈততত্ত্ব ও মহিমা পাঠ, ব্যাখ্যা ও তদ্বিষয়ে বক্তৃতা হয়। তৎপর ১২ ঘটিকা পর্য্যন্ত মহামন্ত্র কীর্ত্তন হয়। তৎপর ভোগ-রাগ ও ভোগারাত্রিক-কীর্ত্তনান্তে অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকা পর্য্যন্ত সমাগত শত শত ব্যক্তিকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হইয়াছে। শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের কৃপাশীর্ব্বাদে উৎসবটী সর্ব্ববিষয় সৌষ্ঠবমণ্ডিত হইয়াছে। "শ্রীঅদ্বৈত-মহিমা" শীর্ষক সম্পাদকীয় প্রবন্ধে আগামী কল্য পাঠ ও বক্তৃতার মর্ম্ম বর্ণিত হইবে।

নিমন্ত্রণ-পত্র

শ্রীশ্রীমায়াধীশায় নমঃ

শ্রীধাম-মায়াপুর-শ্রীমন্দির
১৫ মাধব, ৪৪৭ শ্রীচৈতন্যাব্দ

যথাবিহিতসম্মানপুরঃসর নিবেদনম্—

আগামী ১৬ই ফাল্গুন ২৮শে ফেব্রুয়ারী বুধবার হইতে দিবসত্রয় শ্রীধাম-নবদ্বীপ মায়াপুরে শ্রীগৌরাঙ্গের জন্মোৎসব-উপলক্ষে ভক্তসম্মেলন, নাম-সংকীর্ত্তন, মনোহরসাহী কীর্ত্তন, লীলাগ্রন্থপাঠ, ভোগরাগ, ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণব-অতিথিসেবা ও যাত্রামহোৎসবাদি হইবে। ১৭ই ফাল্গুন, ১লা মার্চ্চ বৃহস্পতিবার অপরাহ্ণ ৩০টার সময় শ্রীধাম-প্রচারিণী-সভার সাধারণ অধিবেশন হইবে। ঐ সময় শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গের প্রিয়কার্য্যানুষ্ঠাতৃগণের সমাচরিত সৎকার্য্য স্বীকার ও সম্মান প্রদত্ত হইবে। মহাশয়ের সপরিকরে উপস্থিতি প্রার্থনীয়। শুভাগমন হইলে অত্রস্থ সমাগত ভক্তবৃন্দ মহাশয়ের সঙ্গসুখে পরমানন্দিত হইবেন।

আগামী ১৪ই মাঘ২৮শে জানুয়ারী রবিবার হইতে দিবসত্রয় শ্রীধাম মায়াপুর প্রাচীন নবদ্বীপে শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর জন্মোৎসব-উপলক্ষে শ্রীনাম-যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হইবেন। ৭ই ফাল্গুন সোমবার হইতে ১৫ই ফাল্গুন মঙ্গলবার পর্য্যন্ত নয়টি দ্বীপে পরিক্রমা হইবে।

সজ্জনকিঙ্কর —

ভক্তিভূষণ	রাজর্ষি রাওসাহেব,
শ্রীনফরচন্দ্র পাল চৌধুরী	শ্রীশরদিন্দুনারায়ণ রায় বেদান্তভূষণ
সহকারী সভাপতি,	এম-এ, প্রাজ্ঞ
কার্য্যকরী-সমিতি।	সাধারণসমিতি-সম্পাদক

☞ উৎসব-উপলক্ষে সমস্ত প্রণামী ইত্যাদি পরমহংস স্বামী শ্রীল ভক্তি-সিদ্ধান্ত সরস্বতী, শ্রীধাম মায়াপুর-শ্রীমন্দির, পোঃ আঃ শ্রীমায়াপুর, জিলা নদীয়া :—এই ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

শ্রীসনাতন গৌড়ীয়মঠে

কাশীর শ্রীসনাতন গৌড়ীয়মঠের বার্ষিক উৎসবের দিগ্‌দর্শন গতকল্য করা হইয়াছে। তারের সংবাদে জানা গিয়াছে, ৩২ নং কবিলপুরা 'অলকা-ভবন' (বেনারস সিটি) নামক সুরম্য-প্রাসাদে শ্রীসনাতন গৌড়ীয় মঠ স্থানান্তরিত করা হইয়াছে। এই সুবৃহৎ মঠ-গৃহের সুবিস্তৃত-প্রাঙ্গণে বার্ষিক মহোৎসব উপলক্ষে একটী সুদৃশ্য বক্তৃতা-মণ্ডপ প্রস্তুত হইয়াছে। বক্তৃতামঞ্চের মধ্যস্থানে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের আলেখ্য অতি সুন্দরভাবে সজ্জিত করা হইয়াছে।

গত ২০শে জানুয়ারী অপরাহ্ণ ৩॥ ঘটিকায় সর্ব্বজনবিদিত, স্বনামধন্য, মহা-মহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ তর্ক-ভূষণ মহাশয়ের সভাপতিত্বে শ্রীমঠের উক্ত বক্তৃতামণ্ডপে একটী সুমহতী সভার অধি-বেশন হইয়াছিল, একথা পাঠকগণ অবগত আছেন। উক্ত সভায় গৌড়ীয়সম্পাদক ও শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার অন্যতম সম্পাদক মহোপদেশক শ্রীপাদ অতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী ও শ্রীসনাতন গৌড়ীয়-মঠরক্ষক শ্রীপাদ ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ যথা-ক্রমে ইংরেজী ও হিন্দি ভাষায় "শ্রীসরস্বতী পূজা" সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন। এই বক্তৃতার বিষয় পূর্ব্বেই রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন লাহিড়ী ও শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়দ্বয় হ্যাণ্ড-বিল্‌দ্বারা কাশীর জনসাধারণকে জানাইয়া-ছিলেন এবং বক্তৃতায় যোগদানের জন্য সাদর-আহ্বান করিয়াছিলেন। সহস্র সহস্র বিশিষ্ট ব্যক্তি এই বক্তৃতায় যোগদান করিয়াছেন। সকলেই বক্তৃদ্বয়ের প্রাণস্পর্শি বক্তৃতার ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন। বিশেষতঃ সভাপতি পণ্ডিত তর্কভূষণ মহোদয় বক্তৃতার ও শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার প্রচারকগণের আচার ও প্রচারের সু-উচ্চ প্রশংসা করিয়া এই রাজসভার সভাপতি শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীচরণে তাঁহার শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন করিয়াছেন।

শ্রীকৃষ্ণ [illegible] আশ্রয় [illegible] রাগে। [illegible] কৃষ্ণ [illegible] অনুগামে

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

২৩ মাধব ভুক্ত অনিরুদ্ধ, ৪৪৭

শ্রীমধ্বাচার্য্য

সম্প্রদায়-রহস্য

আজ শ্রীপাদ মধ্বমুনির অপ্রকট-বাসর। তাঁহার গুণকীর্ত্তনার্থ ঢাকা শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠে ও অন্যান্য শুদ্ধভক্তিমঠে আজ মহোৎসব হইতেছে। পাঠকগণ অবগত আছেন ভগবান্ শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর শ্রীল ঈশ্বরপুরীপাদের নিকট হইতে দীক্ষা-গ্রহণ লীলাভিনয় করিয়াছেন। শ্রীঈশ্বরপুরীপাদ ও তদীয় গুরু শ্রীল মাধবেন্দ্র পুরীপাদ শ্রীমধ্ব সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসী। শ্রীমধ্বমুনি ব্রহ্ম-সম্প্রদায়ের আচার্য্য তাই গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ আপনাদিগকে ব্রহ্ম-মাধ্ব-গৌড়ীয় সম্প্রদায়ভুক্ত বলিয়া জানেন।

শ্রীমধ্বাচার্য্যের গুরু-পরম্পরা

শ্রীবাসুদেব ভট্ট ১০৪০ শকাব্দে বিলম্বী বার্হস্পত্য বর্ষে দক্ষিণ ক্যানেরা জেলার রজতপীঠপুর গ্রামে আবির্ভূত হন। তিনি শিবাল্লী ব্রাহ্মণকুলে মধ্যগেহ ভট্টের ঔরসে বেদবতীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়া দ্বাদশবর্ষ পরিমিত বয়ঃকালে উড়ুপীগ্রামের শ্রীঅচ্যুতপ্রেক্ষ তীর্থের নিকট সন্ন্যাস গ্রহণ করেন।

অচ্যুতপ্রেক্ষের গুরু-পরম্পরা যাহা উড়ুপীতে মাধ্বমঠে রক্ষিত হইয়াছে, তাহা এই:—১। হংস নামক পরমাত্মা। ২। চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মা। ৩। সনকাদি। ৪। দুর্ব্বাসা ৫। জ্ঞাননিধি। ৬। গরুড়-বাহন। ৭। কৈবল্যতীর্থ। ৮। জ্ঞানেশ তীর্থ। ৯। পরতীর্থ। ১০। সত্যপ্রজ্ঞতীর্থ। ১১। প্রাজ্ঞ-তীর্থ। এই প্রাজ্ঞতীর্থের শিষ্যই অচ্যুতপ্রেক্ষতীর্থ। অচ্যুতপ্রেক্ষতীর্থের শিষ্য পূর্ণপ্রজ্ঞ আনন্দতীর্থ এবং মধ্বমুনি নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। কোন কোন কালবিদ্গণের মতে তাঁহার ১১৬০ খ্রীষ্টাব্দে উদয়কাল কিন্তু ১০৪০ শকাব্দ ধরিলে ১১১৮ খ্রীষ্টাব্দ হয়।

ব্রহ্মসম্প্রদায়ের উৎপত্তি

এই শ্রীমধ্বমুনি হইতে বৈষ্ণবের চারি সম্প্রদায়ের অন্যতম ব্রহ্ম সম্প্রদায়ের উৎপত্তি। পদ্মপুরাণ বলেন—

রামানুজং শ্রী স্বীচক্রে মধ্বাচার্য্যং চতুর্ম্মুখঃ।
শ্রীবিষ্ণুস্বামিনং রুদ্রো নিম্বাদিত্যং চতুঃসনঃ॥

পুরাকালে লক্ষ্মী, ব্রহ্মা, রুদ্র ও সনৎকুমারাদি চতুঃসন চারিসম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক ছিলেন। কলিতে রামানুজ, মধ্ব, বিষ্ণুস্বামী ও নিম্বাদিত্য চারি সম্প্রদায়ের আচার্য্যরূপে বর্ত্তমান ছিলেন। শ্রীমধ্বাচার্য্য যে গুরুপরম্পরা স্বীকার করিয়াছিলেন গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের তিনখানি আকর গ্রন্থমূলে তাহাই স্বীকৃত হইয়াছে। "শ্রীকৃষ্ণ-ব্রহ্ম-দেবর্ষি-বাদরায়ণসংজ্ঞকান্।" শ্রীকৃষ্ণ হইতে ব্রহ্মা, ব্রহ্মা হইতে নারদ এবং নারদ হইতে ব্যাসদেব। শ্রীব্যাসই শ্রীমধ্বপাদের গুরুদেব।

গৌড়ীয়বৈষ্ণবগণের সহিত সম্বন্ধ

শ্রীমধ্বপাদ হইতে ষোড়শ অধস্তন শ্রীমাধবেন্দ্রপুরী। পুরীপাদের শিষ্য শ্রীঈশ্বরপুরী, শ্রীনিত্যানন্দ, শ্রীঅদ্বৈত। কোনমতে শ্রীলক্ষ্মীপতির শিষ্য শ্রীনিত্যানন্দ-স্বরূপ। সুতরাং গৌড়দেশীয় বৈষ্ণবসকল ব্রহ্মমাধ্ব-গৌড়ীয় নামে পরিচিত। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের আশ্রিত ভক্তগণ সকলেই গৌড়ীয়-বৈষ্ণব বলিয়া প্রসিদ্ধ—তাঁহাদের অনেকেই গৌড়দেশবাসী। গৌড়দেশ বলিতে পূর্ব্বকালে পঞ্চগৌড় বুঝাইত। সম্প্রতি পূর্ব্বগৌড়কেই অর্থাৎ বঙ্গদেশের রাজধানী মালদহ এবং শ্রীনবদ্বীপকেই গৌড়ের রাজধানীদ্বয় বলা হইতেছে। শ্রীনবদ্বীপ-সুধাকর শ্রীগৌরহরি গৌড়ের রাজধানী শ্রীমায়াপুর-নবদ্বীপে উদিত হইয়াছেন। আর তাঁহার নিজজন শ্রীরূপসনাতন শ্রীজীবাদি রামকেলি গৌড়ে শ্রীগৌরাঙ্গের প্রচারিত ধর্ম্ম জগতে প্রচার করিয়াছেন।

শ্রীমধ্বাচার্য্যের রচিত গ্রন্থ ও মঠাদি

শ্রীমধ্বমুনি ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য ও ন্যূনাধিক চত্বারিংশৎ ভক্তিগ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। উড়ুপী গ্রামে স্বয়ং মূল উত্তরাঢ়ী মঠ ও আটটী শিষ্যের দ্বারা ঐ গ্রামে আটটী মঠ স্থাপন করেন। অদ্যাবধি সেই নয়টী মঠ শ্রীমাধ্বসম্প্রদায়ের কীর্ত্তি সংরক্ষণ করিতেছে। এতদ্ব্যতীত ব্যাসরায় মঠ ও বিজয়ধ্বজ মঠ প্রভৃতি অনেকগুলি শাখামঠ ঐ স্থানের নিকটবর্ত্তী প্রদেশে পাঁচ শত বৎসর পূর্ব্বে স্থাপিত হইয়াছে।

মহাপ্রভুর উড়ুপী দর্শন

শ্রীগৌড়ীয়দিগের গুরুপরম্পরা ও উড়ুপীর তত্ত্ববাদীদিগের গুরুপরম্পরা শ্রীমধ্ব হইতে জয়তীর্থ পর্য্যন্ত একই আছে। শ্রীগৌড়ীয়-পরম্পরায় জয়তীর্থের শিষ্য জ্ঞানসিন্ধু এবং তৎশিষ্য দয়ানিধি প্রভৃতির উল্লেখ দেখা যায়। কিন্তু উত্তরাঢ়ী মঠের তত্ত্ববাদী শাখার পরম্পরা জয়তীর্থ হইতে বিদ্যাধিরাজ তীর্থ প্রভৃতির নাম উল্লেখ আছে। শ্রীগৌরসুন্দর যে সময় উড়ুপীতে গিয়াছিলেন, সেইকালে তত্ত্ববাদী সম্প্রদায়ের রঘুবর্য্য তীর্থ পীঠাধীপ ছিলেন।

শ্রীমধ্বাচার্য্য ব্রহ্মসূত্রের যে ভাষ্য রচনা করেন, তাহা বেদান্তের শুদ্ধ-দ্বৈতপর ভাষ্য। তৎসঙ্গে শ্রীগৌরসুন্দরের প্রচারিত অচিন্ত্য-দ্বৈতাদ্বৈত-পর বেদান্ত ব্যাখ্যায় শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ তত্ত্ব-সন্দর্ভের টীকায় চারিটী ভেদ লক্ষ্য করিয়াছেন—

তত্ত্বানাং দ্বি প্রাণামেব মোক্ষঃ সেবা
ভক্তেষু মুখ্যাঃ।
বিরিঞ্চস্যৈব সাযুজ্যং লক্ষ্যা জীবকোটীষু॥

শ্রীরামানুজের মতে বিশিষ্টাদ্বৈত, নিম্বার্কের মতে দ্বৈতাদ্বৈত এবং বিষ্ণুস্বামীর মতে শুদ্ধাদ্বৈত বেদান্তের প্রতিপাদ্য বিষয় বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছে।

শুদ্ধ-দ্বৈতবাদ ও অচিন্ত্যভেদাভেদ বাদ

শ্রীমধ্বমুনির জীবন-চরিত্র তাঁহার নিজ শিষ্য ত্রিবিক্রম আচার্য্যের পুত্র নারায়ণ পণ্ডিত "মধ্ববিজয়" নামক একটী মহাকাব্য রচনা করেন। তাঁহার রচিত অষ্টোত্তর সহস্র শ্লোক সমন্বিত ষোড়শ সর্গ বিশিষ্ট মধ্ববিজয় গ্রন্থই মধ্বাচার্য্যের প্রামাণিক জীবন-চরিত্রের মূল আকর।

শ্রীগৌড়ীয়গণের এই বর্ত্তমান দুর্দ্দশায় তাঁহাদের আচার্য্যের বিষয়ে যে অনভিজ্ঞতা চলিতেছে, তাহা আলোচনা-প্রভাবে কথঞ্চিত অপনোদিত হওয়া আবশ্যক।

প্রকৃত বাণীপূজা

[শ্রীযুক্ত অমৃতলাল দাস অধিকারী]

শ্রীচৈতন্য-লীলার আদি কবি শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুর বাণীর স্বরূপ নির্ণয়ে লিখিয়াছেন -

বিষ্ণুভক্তি-স্বরূপিণী বিষ্ণুবক্ষঃস্থিতা।
মূর্ত্তিভেদে রমা সরস্বতী জগন্মাতা॥

বাগীশ্বরী শ্রীসরস্বতী দেবী সাক্ষাৎ বিষ্ণুভক্তি-স্বরূপিণী, বিষ্ণুর বক্ষে তাঁহার নিত্য-অবস্থান। ভক্তি-স্বরূপিণী চিচ্ছক্তির লক্ষ্মী ও সরস্বতী-রূপে প্রকাশ-ভেদ মাত্র। মহাকবি সরস্বতীর নিকট বরপ্রাপ্তি-প্রসঙ্গে বলিয়াছেন—

যাঁর দৃষ্টিপাত-মাত্রে হয় বিষ্ণুভক্তি।
'দাস্যজয়ী'-বর বা তাহান কোন্ শক্তি॥

সরস্বতী দেবীর দৃষ্টিপাত মাত্রেই জীবের তৎক্ষণাৎ বিষ্ণুভক্তি লাভ হয়। যাঁহার কৃপা-দৃষ্টিতে বিষ্ণুভক্তির ন্যায় চরম অভিধেয় লাভ হইতে পারে, তাঁহার নিকট সামান্য দিগ্বিজয়, ধন, বিদ্যা ইত্যাদি জাগতিক প্রতিষ্ঠাদির প্রার্থনা ত' নিতান্ত অবোধের কার্য্য। কোন্ বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি সসাগরাধিপতি সম্রাটের নিকট অর্দ্ধ কপর্দ্দক যাচ্ঞা করিতে যায়? যাহারা অল্পমেধা তাহারাই ঐসকল অর্দ্ধকপর্দ্দক সদৃশ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বস্তুর কামনার বশীভূত হইয়া কামপ্রদাতৃ দেবগণের আবাহন করিয়া থাকে এবং সাময়িক কাম-পূরণের পর কামনা-কল্পিত প্রতিমার বিসর্জ্জন দিয়া থাকে।

বিষ্ণুভক্তি-স্বরূপিণী, বিষ্ণুবদন বিলাসিনী বাণীর কীর্ত্তনের দ্বারা বাণীর অধিষ্ঠাত্রী দেবতার যে পূজা হয় তাহাই বাণী দেবতা বিধিপূর্ব্বক পূজা বা প্রকৃত বাণী-পূজা। গীতায় শ্রীভগবান্ তাহাই জানাইয়াছেন—

যেঽপ্যন্যদেবতা ভক্তা যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ।
তেঽপি মামেব কৌন্তেয় যজন্ত্যবিধিপূর্ব্বকম্॥

যাহারা উক্ত বিধি লঙ্ঘন করিয়া অবিধিপূর্ব্বক পূজা করেন, বিষ্ণুমায়া তাঁহাদিগকে নিজ বহিরঙ্গা ছায়া শক্তি দ্বারা জড়বিদ্যা দিয়া মুগ্ধ করিয়া রাখেন। ইহা বৈষ্ণব কবিবরের গীতে শুনা যায়—

জড়বিদ্যা যত মায়ার বৈভব
তোমার ভজনে বাধা।
মোহ জনমিয়া অনিত্য-সংসারে
জীবকে করয়ে গাধা

শ্রীভগবানের এই জড়বিদ্যাদাত্রী বহিরঙ্গা-শক্তি জীবকে বিমুখমোহিনী লীলাদ্বারা মুগ্ধ রাখিয়া স্বরূপতত্ত্ব জানিতে দেয় না। তখন দেহে ও মনে আমি ও আমার বুদ্ধি করিয়া তাহাতে মুগ্ধ হইয়া নানা প্রকার কষ্ট ভোগ করায়। মায়ার এই কার্য্যটী কিন্তু ভগবানের প্রীতিকর নহে।

বিলজ্জমানয়া যস্য স্থাতুমীক্ষাপথেঽমুয়া।
বিমোহিতা বিকত্থন্তে মমাহমিতি দুর্ধিয়ঃ॥

কপটী স্ত্রী যেমন পাছে স্বামী তাহার কপটতা ধরিয়া ফেলেন, এই আশঙ্কায় স্বামীর সম্মুখীন হইতে লজ্জা বোধ করেন, তদ্রূপ বহিরঙ্গা-শক্তি জড় মায়াও জীব-মোহন কার্য্য ভগবানের রুচিকর নহে জানিয়া অপকার্য্যকারিণী স্ত্রীর ন্যায় ভগবানের সাক্ষাৎ দৃষ্টিগোচরে আসিতে লজ্জা বোধ করেন। জীবসকল ভগবানের এই বহিরঙ্গা মায়াদ্বারা মোহিত হইয়া বিপর্য্যয় বুদ্ধিগ্রস্ত হয় এবং দেহে ও মনে আত্মবুদ্ধি করিয়া 'আমি' ও 'আমার' এইরূপ শ্লাঘা করিয়া থাকে। বিলজ্জমানা বিশেষণ দ্বারা মায়ার জীব-সম্মোহন কার্য্য যে ভগবানের রুচিকর নহে, তাহা ব্যক্ত হইয়াছে। মায়ার এইরূপ কার্য্য লজ্জাকর হইলেও ঐরূপ ক্রিয়া দ্বারা তিনি ব্যতিরেকভাবে ভগবানের সেবা করিয়া থাকেন। ভগবান্ মায়ার এই কার্য্য অনুমোদন না করিলেও মায়াদেবী দাসীসূত্রে ভগবৎ-সেবায় উদাসীন জনগণকে নানাপ্রকার দুঃখে নিমজ্জিত করিয়া, পরিশেষে গৌণভাবে তাহাদেরই কৃষ্ণোৎকণ্ঠা প্রদান করেন।

অতএব আমরা জড়বিদ্যা লাভের আশা পরিত্যাগ করিয়া, পরবিদ্যা লাভের জন্য শ্রীচৈতন্য সরস্বতীপূজায় আত্মনিয়োগ করিব। যেদিন আমাদের সুবুদ্ধি হইবে সেদিন আমরা শ্রীভক্তিসিদ্ধান্তবাণী-পদে প্রার্থনা করিব —

"আমার বলিতে প্রভু আর কিছু নাই
অর্পিনু তোমার পদে ওহে দয়াময়"

এবং সর্ব্বস্ব অঞ্জলি দিয়া সত্য সত্য বাণী পূজা করিব ; তবে তাঁহার কৃপায় মন্ত্রের ফল লাভ করিব, অনন্ত বৈকুণ্ঠনাথের, সাক্ষাৎসেবার অধিকার পাইব। ইহাই বাণী-পূজা। কৃপাপূর্ব্বক আগামী কৃষ্ণা-পঞ্চমীতে শ্রীশ্রীভক্তিসিদ্ধান্তবাণী আমাদিগকে তাঁহার পূজার অধিকারে অবসর প্রদান করিবেন।

বিদ্যাবিনোদ প্রভুর বক্তৃতা

[গত ১৫ই জানুয়ারী অপরাহ্ণে কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠে আহূতা সভায় ত্রিপুরাধীশ পঞ্চশ্রীমদ্ বীরবিক্রমকিশোর মাণিক্য বাহাদুরকে শ্রীগৌড়ীয়মঠের পক্ষ হইতে ধন্যবাদ প্রদান প্রসঙ্গে গৌড়ীয়-সম্পাদক মহামহোপদেশক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ মহাশয় যে বক্তৃতা প্রদান করিয়াছিলেন, তাহার মর্ম্ম]

বর্ত্তমান মহারাজের প্রপিতামহের ভ্রাতৃ-মহোদয় বিষমসমরবিজয়ী মহামান্য মহারাজ ঈশানচন্দ্র মাণিক্য বাহাদুর বংশগত শক্তি-মন্ত্রের উপাসক হইলেও গৌড়ীয়-বৈষ্ণবধর্ম্মে প্রীতি-বিশিষ্ট হইয়া নিত্যানন্দবংশ্যকে গুরুপদে স্বীকার করেন। তাঁহারই স্বনামধন্য মহামান্য ভ্রাতা মহারাজ বীরচন্দ্র মাণিক্য বাহাদুর বর্ত্তমান মহারাজের প্রপিতামহ। তাঁহারই রাজত্বকালে বর্ত্তমান-যুগে শুদ্ধভক্তি-প্রচারের মূলপুরুষ ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ঠাকুরভক্তিবিনোদ ও শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজ-সভার বর্ত্তমান পাত্ররাজ শ্রীশ্রীল ভক্তি-সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ ত্রিপুরা-রাজ্যে হরিকথা প্রচারার্থ শুভ-বিজয় করেন। মহারাজ বীরচন্দ্র মাণিক্য বাহাদুর শ্রীমদ্ভক্তি-বিনোদ ঠাকুরের শ্রীমুখে শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণব-ধর্ম্মের কথা-শ্রবণ করিয়া যথেষ্ট আনন্দিত হন এবং সেই সময় মহারাজের রচিত পদাবলী শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরকে সজ্জন-তোষণী-পত্রিকায় প্রকাশার্থ প্রদান করেন। মহারাজের উক্ত কবিতাবলী শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সম্পাদিত মাসিক শ্রীসজ্জনতোষণীর সপ্তম খণ্ড ১০ম সংখ্যায় (১৩০২ বঙ্গাব্দ, মাঘ) প্রকাশিত হইয়াছিল। মহারাজ বীরচন্দ্র মাণিক্য বাহাদুর শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থরাজ সাধারণ্যে বিতরণ এবং গৌড়ীয়-বৈষ্ণবধর্ম্মের জন্য নানাভাবে সেবা-চেষ্টা প্রদর্শন করিয়া গৌড়ীয়-বৈষ্ণব ইতিহাসের অক্ষয় কীর্ত্তি স্থাপন করিয়াছেন। মহারাজ বীরচন্দ্র মাণিক্য বাহাদুর ১৩০০ বঙ্গাব্দে শ্রীধাম-প্রচারিণী সভার সভাপতির পদ অলঙ্কৃত করিয়া গৌর-জন্মভূমি শ্রীধাম-মায়াপুরের সেবা-প্রচার করিয়াছেন। মহারাজ রাধাকিশোর মাণিক্য বাহাদুর শ্রীধাম-মায়াপুর যোগপীঠে রাধামাধব-বিগ্রহ পূজা পরিচালনের আনুকূল্য করিয়া গৌর জন্মস্থলীর সেবায় অগ্রণী ও সেবকগুরুরূপে বিশ্ববৈষ্ণব ইতিহাসে চির-স্মরণীয় হইয়াছেন বর্ত্তমান মহারাজের মহামান্য পিতৃদেব মহারাজ বীরেন্দ্রকিশোর মাণিক্য বাহাদুর শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার বর্ত্তমান পাত্ররাজ শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের প্রচারে বিভিন্নভাবে উৎসাহ প্রদর্শন করিয়া মহাপ্রভুর প্রীতি-ভাজন হইয়াছেন। বর্ত্তমান মহারাজও বৈষ্ণব-রাজবংশের সুযোগ্য উত্তরাধিকারি সূত্রে বৈষ্ণবধর্ম্ম ও শ্রীধাম-মায়াপুরের সেবায় প্রতি বিশেষ অনুরাগ প্রদর্শন করিতেছেন। ত্রিপুরায় এই বৈষ্ণবরাজ-বংশের আদর্শ দর্শন করিলে মহারাজ পৃথু, অম্বরীষ প্রভৃতি স্বাধীন বৈষ্ণব মহারাজ-গণের স্মৃতি পুনরুদ্দীপ্ত হয়। মহারাজ পৃথুর সম্বন্ধে—

"সর্ব্বত্রাস্খলিতাদেশঃ সপ্তদ্বীপৈকদণ্ডধৃক্।
অন্যত্র ব্রাহ্মণকুলাদন্যত্রাচ্যুতগোত্রতঃ॥"

—এই ভাগবতীয় বাণী আমরা ত্রিপুরার স্বাধীন রাজবংশেও অক্ষরে অক্ষরে প্রতিফলিত দেখিতে পাই। এই রাজবংশ বৈষ্ণব ও ব্রাহ্মণের সম্মাননা জানেন; ইহা ভারতের একটী সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গৌরবের আদর্শ।

বর্ত্তমান মহারাজ বাহাদুর প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যপ্রদেশের বহুস্থান ভ্রমণ করিয়া যে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন, তাহাতেও তিনি গৌড়ীয়-ধর্ম্মের প্রতি অধিকতর-ভাবে আকৃষ্ট হইবারই আদর্শ প্রকাশ করিয়াছেন। ঐশ্বর্য্যপ্রমত্ত এবং শ্রীর গৌরবে বিভূষিত হইয়াও বর্ত্তমান মহারাজের ও মহারাজের স্বনামধন্য পূর্ব্বপুরুষগণের সেবা-চেষ্টা গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-ধর্ম্মের প্রচারে নিযুক্ত হইয়াছে, ইহা জগতের নিকট একটী প্রধান শিক্ষা।

কলিকাতা মহানগরীতে সনাতনধর্ম্মের প্রতিষ্ঠানের মধ্যে শ্রীগৌড়ীয়মঠ সুবৃহৎ ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। এই প্রতিষ্ঠানে মহারাজের শুভাগমন পারমার্থিক ইতিহাসে একটী স্মরণীয় ঘটনা। এই মঠেরই আকর মঠ রাজ শ্রীধাম মায়াপুরস্থ শ্রীচৈতন্যমঠ ও শ্রীধাম-প্রচারিণী সভার বার্ত্তা আজ বিশ্বের সর্ব্বত্র প্রচারিত হইতেছে। শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীশ্রীবিশ্ব-বৈষ্ণব রাজসভার বর্ত্তমান পাত্ররাজ শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের আদেশ বহন করিয়া—

"পৃথিবীতে আছে যত নগরাদি গ্রাম।
সর্ব্বত্র প্রচার হইবে মোর নাম॥"

—এই শ্রীচৈতন্যবাণী সার্থকত্ব-মণ্ডিত করিতেছেন। আজ পৃথিবীর সর্ব্বত্র গৌরনাম, গৌরধাম ও গৌরকাম প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে শ্রীধাম-প্রচারিণী সভার সভাপতি ত্রিপুরার রাজবংশের নামও মহাপ্রভুর সেবকসূত্রে পৃথিবীর সর্ব্বত্র প্রচারিত হইতেছে। এই বৈষ্ণব-প্রতিষ্ঠা বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর সেবকত্বে অভিষেক দেবতাগণের পক্ষেও সুদুর্ল্লভ। মহাপ্রভুর "সেবক" পদবীতে অভিষিক্ত হইলে মহেন্দ্রাদির পদও অতি তুচ্ছ বোধ হয়।

বর্ত্তমান মহারাজ শ্রীমদ্ভাগবতের পুনঃ প্রকাশ ও প্রচার করিয়া বৈষ্ণবরাজবংশের বৈষ্ণবী কীর্ত্তি সংরক্ষণে চেষ্টান্বিত হইয়াছেন, ইহা বড়ই আনন্দের সংবাদ। পরন্তু আমাদের বিনীত নিবেদন—শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থরাজ সুযোগ্য ভাগবত-ভক্তরাজের উপদেশ ও নিয়মাবন্ধে প্রকাশিত হইলেই তদ্দ্বারা ভুবনমঙ্গল সম্পাদিত হইতে পারে। আশা করি, শ্রীমন্মহাপ্রভুর এই বিচার মাননীয় মহারাজ দ্বারাও অভ্যর্থিত হইবে।

উপসংহারে আমরা মহারাজকে পুনরায় অভিনন্দিত করিয়া জানাইতেছি যে,—শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রেমধর্ম্মের বাণী যাহাতে বিশ্বের সর্ব্বত্র আরও বিপুলভাবে প্রচারিত ও বিঘোষিত হয়, যাহাতে এই সংঘর্ষের যুগে সর্ব্বত্র অপ্রাকৃত প্রেমের রাষ্ট্রতন্ত্র এবং এক অদ্বিতীয় প্রেমানন্দের স্বরাট্তন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে, তজ্জন্য বৈষ্ণব-মহারাজের সহযোগ একান্ত আবশ্যক। মহারাজ সেই সহযোগিতায় প্রতিষ্ঠিত আছেন বলিয়া আমরা তাঁহাকে আজ শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রাঙ্গণে অভিনন্দিত করিবার সুযোগ পাইয়াছি।

শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠে

শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর জন্মোৎসব

বিগত ৬ই মাঘ, ২০শে জানুয়ারী শনিবার দিবস ঢাকা শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠে শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবী, শ্রীরঘুনাথদাস গোস্বামী ও শ্রীরঘুনন্দন ঠাকুরের আবির্ভাব-তিথি-পূজা কীর্ত্তনমুখে যথাবিধি সুসম্পন্ন হইয়াছে। ঐ দিবস ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা গিরিধরের মঙ্গলারাত্রিকের পর উষঃকীর্ত্তনও শ্রীচৈতন্যভাগবত পাঠ হইয়াছিল। ঠাকুরের দৈনন্দিন অর্চ্চনাদি কার্য্য যথাসময়ে সম্পন্ন হইলে দ্বিপ্রহরে ভোগারাত্রিক কীর্ত্তন হয়।

সন্ধ্যারাত্রিকের পর গুর্ব্বষ্টক, পঞ্চতত্ত্ব ও "শুদ্ধভকত চরণ রেণু" গানটি কীর্ত্তিত হইলে মহোপদেশক আচার্য্য শ্রীপাদ যদুবর ভক্তিশাস্ত্রী প্রভু প্রথমে শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবী, শ্রীরঘুনাথদাস গোস্বামী ও শ্রীরঘুনন্দন ঠাকুরের চরিত্রের কথা মুখে সংক্ষেপে বর্ণন করিয়া তৎপরে শ্রীচৈতন্যভাগবত হইতে শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর কথা পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। অতঃপর তিনি 'গৌড়ীয়' ৫ম বর্ষ হইতে "শ্রীগৌর-বিষ্ণুপ্রিয়াতত্ত্ব" ও "শ্রীসরস্বতীপূজা" শীর্ষক প্রবন্ধ-দ্বয় পাঠ করিয়া শ্রীগৌর-বিষ্ণুপ্রিয়াতত্ত্ব, তাঁহাদের চরিত্র ও শিক্ষা, অর্চ্চন-প্রণালী এবং মায়ামুক্ত জীবের উপাস্য স্বরূপশক্তি বা অন্তরঙ্গশক্তির বৃত্তি সরস্বতী দেবী ও মায়াবদ্ধ জীবের উপাস্য মায়াশক্তি বা বহিরঙ্গা শক্তির বৃত্তি সরস্বতী দেবীর পার্থক্য, পূজা-প্রণালী ও ভিন্ন ভিন্ন ফল লাভের কথা শাস্ত্রযুক্তি অনুসারে ব্যাখ্যা করিয়া সকলকে বুঝাইয়া দেন। তাঁহার পাঠ ও ব্যাখ্যা-শ্রবণে সমবেত শ্রোতৃমণ্ডলী বিশেষ প্রীতিলাভ করেন।

পাঠের পরে "ভক্তিবিবেক-কুসুমাঞ্জলি" হইতে 'শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-আবির্ভাব' শীর্ষক কবিতাটি খোল-করতাল-সংযোগে কীর্ত্তন করা হয়। পাঠের পূর্ব্বে ও পরে শ্রীমহাপ্রভু-দাস ব্রহ্মচারীজী মূল গায়করূপে কীর্ত্তন করেন। অতঃপর সমবেত ভক্তবৃন্দকে বিচিত্র মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হইয়াছিল।

প্রচার প্রসঙ্গ

শ্রীচৈতন্যমঠের অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডি-স্বামী শ্রীপাদ ভক্তিপ্রকাশ অরণ্য মহারাজ গত ১২ই জানুয়ারী ঢাকা হইতে রওনা হইয়া বলাখাল ও হাজিগঞ্জ অঞ্চলে কিছুকাল প্রচার করিয়াছেন। স্বামীজী বলাখাল-নিবাসী শ্রীযুক্ত চক্রপাণি দাসাধিকারী বি,এ মহাশয়ের গৃহে একদিন ছায়াচিত্র-যোগে শ্রীগৌরাঙ্গ-লীলা বিষয়ে বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন; শ্রোতৃবৃন্দ তৎশ্রবণে অতিশয় আনন্দিত হইয়াছেন। তৎপর স্বামীজী চাঁদপুর হইয়া ষ্টীমার-যোগে খুলনা সহরে প্রচারে গিয়াছেন।

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিবৈভব সাগর মহারাজ ও উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সিদ্ধস্বরূপ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী মহাশয় মেদিনীপুর জেলার পল্লীতে পল্লীতে শ্রীচৈতন্য-বাণী প্রচার করিতেছেন।

বাগ্মিবর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তি-বিবেক ভারতী মহারাজ বর্ত্তমানে ঢাকাতে পাঠ-বক্তৃতাদি করিতেছেন। তাঁহার সুমধুর ব্যবহারে ও সরল সহজভাষায় বক্তৃতায় শ্রোতৃবৃন্দ মুগ্ধ না হইয়া পারেন না।

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিবিলাস গভস্তি-নেমি মহারাজ ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ করাচী, সিন্ধু প্রভৃতি প্রদেশে শ্রীমন্মহাপ্রভুর উপদেশ প্রচার করিতেছেন।

গৌর যে শিখাল নাম সেই নাম গাও। অন্য সব নাম-মাহাত্ম্য সেই নামে পাও॥

শুদ্ধভক্তি গ্রন্থমালা

বঙ্গে প্রকাশিত

১। ভাষ্যসহ বিরাট শ্রীচৈতন্যভাগবত ৫৲
২। শ্রীমদ্ভাগবতম্—সমগ্র ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্যন্ত ২৮৲
একাদশ স্কন্ধ হইতে প্রতিখণ্ড ।৶০
৩। ভাষ্যদ্বয়সহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (৪র্থ সংস্করণ) ৬৲
৪। ভক্তিবিবেককুসুমাঞ্জলি (বাঁধা)
৫। গৌড়ীয়-গৌরব ।৶০
৬। গৌড়ীয়-সাহিত্য ।৶০
৭। ভজনরহস্য ।০
শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও
শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৯। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ)
ঐ (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
১০। গীতা (শ্রীচক্রবর্তি-টীকাসহ)
ঐ (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
১১। গীতার কেবল মাধ্ব-ভাষ্য ।০
১২। যুক্তিমল্লিকা গুণসৌরভঃ সানুবাদ (মাধ্ব) ২৲
১৩। বেদান্ততত্ত্বসার সানুবাদ (রামানুজীয়) ।০
১৪। জৈবধর্ম ২৲
১৫। শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৬। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ৪৲
১৭। প্রেমবিবর্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ।৶০
ঐ (বাঁধা) ৸০
১৮। দ্বীপ-দিগ্‌দর্শন ৶০
১৯। সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ) ।৶০
২০। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ।০
ঐ (আবাঁধা) ।৶০
২১ নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
২২। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৶০
২৩। গীতমালা /১০
২৪। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶০
২৫। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶০
২৬। নবদ্বীপ পঞ্জিকা (৪৪৭ গৌরাব্দ) ৶০
২৭। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ
২৮। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা-দর্পণ ।০
২৯। শরণাগতি /০
৩০। গীতাবলী /০
৩১। চিত্রে নবদ্বীপ ।০
৩২। সাধককণ্ঠ /০
৩৩। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা /০
৩৪। নবদ্বীপশতক /০
৩৫। অর্থপঞ্চক /০
৩৬। সদাচারস্মৃতিঃ /০
৩৭। কল্যাণকল্পতরু (৫ম সংস্করণ) /১০
৩৮। অর্চনকণ /১০
৩৯। সাধককণ্ঠমালা (বাঁধা) ।০
ঐ (আবাঁধা) ৷৶০
৪০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (প্রথম চারিখণ্ড) ৬৲
৪১। ব্রহ্মসংহিতা ।০
৪২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৪৩। মণিমঞ্জরী সানুবাদ ।০
৪৪। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৪৫। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ।০
৪৬। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৪৭। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
৪৮। গৌড়ীয়মঠ কি করেন? /০
৪৯। ঈশোপনিষৎ (বলদেব ও মাধ্ব-ভাষ্য এবং বিবৃতি ও অনুবাদসহ) ।০
৫০। শ্রীভুবনেশ্বর ৶০
৫১। সিদ্ধান্তদর্পণ ৶০
৫২। সাংখ্যবাণী /০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৫৩। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী-দিগ্বিজয়ঃ ।০
৫৪। সটীক-শিক্ষাদশমূলম্ ।০
৫৫। তত্ত্ব-সূত্রম্ ।০
৫৬। সানুবাদ-শিক্ষাষ্টকম্ ৶০
৫৭। গৌড়ীয়মঠস্য পরিচয়ঃ /০
৫৮। সারাংশবর্ণনম্ ৶০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৫৯। রায় রামানন্দ ।০
৬০। নামভজন ।০
৬১। রিলেটিভ্ ওয়ার্ল্ড্স্ ।৶
৬২। লাইফ্ অ্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ১
৬৩। বৈষ্ণবীজম্ ১
৬৪। হোয়াট্ গৌড়ীয়মঠ ইজ্ ডুইং /
৬৫। দি ভাগবত ১
৬৬। থিয়োটিক্ প্রিন্সিপ্‌ল্ অ্যাণ্ড অ্যাবেলয়েড্ ডিভোসন ।০
৬৭। ব্রহ্ম-সংহিতা ২।০
৬৮। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (ভলুম ওয়ান) ১৫৲

অসমীয়ায় প্রকাশিত

৬৯। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ।০
৭০। সাধন-পথ ।০
৭১। কল্যাণ-কল্পতরু /১০
৭২। গীতাবলী /০
৭৩। শরণাগতি /০

গারো ভাষায় প্রকাশিত

৭৪। শরণাগতি /০

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

নদীয়া-প্রকাশপ্রাপ্তির স্থান

১। শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম-মায়াপুর, নদীয়া
২। শ্রীযোগপীঠ ঐ
৩। শ্রীবাস-অঙ্গন ঐ
৪। অদ্বৈত-ভবন ঐ
৫। কাজীর সমাধি-পাট ঐ
৬। আনন্দ-সুখদ-কুঞ্জ শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ, নদীয়া।
৭। শ্রীভাগবত আসন কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
৮। শ্রীএকায়ন মঠ গোবিন্দপুর, হাঁসখালী।
৯। দ্বাদশগোপাল পাট—পোঃ চাকদহ,
১০। শ্রীগৌর-গদাধরমঠ—চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড়, বর্দ্ধমান
১১। শ্রীমোদদ্রুমছত্র মাউগাছি, বর্দ্ধমান
১২। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম, আমলাযোড়া, পোঃ রাজবাঁধ বর্দ্ধমান
১৩। শ্রীগৌড়ীয়মঠ বাগবাজার, কলিকাতা
১৪। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাজু, হাওড়া,
১৫। শ্রীমাধব-গৌড়ীয়মঠ, ৯০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা
১৬। শ্রীগোপালজী মঠ কমলাপুর, ঢাকা।
১৭। শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ পোঃ বালিয়াটী,
১৮। শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয়মঠ ময়মনসিংহ।
১৯। শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ চিরুলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর
। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম গোয়ালপাড়া, আসাম
২১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ রায়াপেট্টা, মাদ্রাজ।
২২। শ্রীরামানন্দগৌড়ীয় মঠ কব্বুর, জেঃ পশ্চিম গোদাবরী
২৩। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ উড়িয়াবাজার, কটক।
২৪। শ্রীত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয় মঠ ভুবনেশ্বর।
২৫। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ স্বর্গদ্বার, পুরী।
২৬। শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ আলালনাথ পোঃ ব্রহ্মগিরি, পুরী।
২৭। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ ভুমুরকুণ্ডা, পোঃ চিরকুণ্ডা, মানভূম।
২৮। শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ—৪২ নং ফরিদপুরা, আনন্দভবন, বারাণসী।
২৯। শ্রীরূপগৌড়ীয় মঠ—এলাহাবাদ।
৩০। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ পুরাণবাজার, সরকার ঠাকুরের কুঞ্জ, বৃন্দাবন
৩১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, নিউদিল্লী
৩২। শ্রীপরমহংসমঠ—নৈমিষারণ্য,
৩৩। শ্রীসারস্বত গৌড়ীয় মঠ—হরিদ্বার।
৩৪। শ্রীব্যাসগৌড়ীয়মঠ—কুরুক্ষেত্র, পঞ্জাব
৩৫। শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাবুলনাথ রোড, পোঃ গ্র্যাণ্ট রোড, বোম্বে।
৩৬। লণ্ডন গৌড়ীয়মঠ, ৩নং গ্লষ্টার হাউস, কর্ণওয়াল গার্ডেন্স, (S. W. 7) লণ্ডন।
৩৭। অমর্ষি গৌড়ীয়মঠ—মেদিনীপুর
৩৮। সরভোগ গৌড়ীয় মঠ—সরভোগ, কামরূপ, আসাম
৩৯। শ্রীগৌড়ীয়মঠ—১০০ নং মিঠাপুর পোঃ—বাঁকিপুর, পাটনা।

শুদ্ধভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী মাসিক। শ্রীধাম-মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲।

১। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, যাণ্মাসিক ১।০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দি ভাষার একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি হৃদয় বন মহারাজ সম্পাদিত ও নৈমিষারণ্য শ্রীপরমহংস মঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ১।০ দেড় টাকা মাত্র।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১।০ দেড় টাকা মাত্র।

৫। কীর্ত্তন—মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ বিমলানন্দ বেদান্ততীর্থ বি-এজি, বি-টি, সম্পাদিত। আসাম গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম হইতে প্রকাশিত আসামী ভাষার মাসিক। ভিক্ষা সডাক ১।০ দেড় টাকা মাত্র

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ প্রণীত সমগ্র গ্রন্থ

গ্রন্থের মূল মোটা অক্ষরে এবং তাঁহাকে বর্তমান যুগে শুদ্ধভক্তিপ্রচারের মূর্ত মহাপুরুষ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অমৃতপ্রবাহভাষ্য ও প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের অনুভাষ্য সন্নিবেশিত হইয়াছে। অতি সুন্দর ছাপা। ডবল ক্রাউন আটপেজি আকারে ১০৯৬ পৃষ্ঠায় কেবল মূল ও ভাষ্য সম্পূর্ণ হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত ২১৮ পৃষ্ঠায় কেবল শ্লোক সূচী, পদ্যসূচী, স্থানসূচী, পাত্রসূচী, বিষয়-সূচী, শব্দসূচী প্রভৃতি বিস্তৃত সূচী-পত্র। সভাষ্য শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের এরূপ উৎকৃষ্ট ও অমূল্য বিরাট সংস্করণ জগতের কোথাও আজ পর্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই, ইহা নিরপেক্ষ পাঠকমাত্রেই একবাক্যে স্বীকার করিয়া থাকেন। সর্বসাধারণের সুবিধার জন্য ভিক্ষা ১২৲ বারটাকা স্থলে—৬৲ ছয়টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—

পোঃ শ্রীমায়াপুর

বিশ্ব-বিশ্রুত শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত

শ্রীচৈতন্য ভাগবত

বিরাট্ দ্বিতীয় সংস্করণ

গৌড়ীয়াচার্য্যভাস্কর প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর কর্ত্তৃক গৌড়ীয়ভাষ্য ও বিবৃতিসহ প্রকাশিত। সংস্কৃত শ্লোক সমূহের অন্বয়, অনুবাদ ও ব্যাখ্যা সন্নিবেশিত। প্রতি অধ্যায়ের কথাসার, অধ্যায়-শ্লোক-সূচী, পয়ার-সূচী, স্থান-সূচী, পাত্র-সূচী, ও গ্রন্থকার শ্রীল বৃন্দাবন দাস গোস্বামীর জীবনী প্রভৃতি মহামূল্য-রত্নে অলঙ্কৃত।

ভিক্ষা—সর্ব্বসাধারণের সুবিধার জন্য বর্ত্তমানে ১২৲ স্থলে মাত্র ৬৲ ছয়টাকা নির্দ্ধারিত হইয়াছে।

প্রাপ্তিস্থান—

১। শ্রীচৈতন্য মঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

২। শ্রীগৌড়ীয় মঠ
পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

শ্রীবিশ্ববৈষ্ণব রাজসভার

—মুদ্রাযন্ত্রত্রয়—

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
এখানে 'দৈনিক শ্রীনদীয়া-প্রকাশ' শ্রীমদ্ভাগবত ও অন্যান্য সাত্বত-ধর্ম্ম গ্রন্থ ছাপা হয়।

শ্রীগৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

২৪৩।২ আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা

এখানে সাপ্তাহিক 'শ্রীগৌড়ীয়' মাসিক 'দি হারমনিষ্ট' ও বিবিধ ধর্ম্মগ্রন্থ ছাপা হয়। এতদ্ব্যতীত ভগবৎসেবার আনুকূল্য-সংগ্রহার্থ যাবতীয় ছাপার কার্য্য অতি সুন্দরভাবে অল্প সময়ের মধ্যে যথাসম্ভব সুলভে করা যায়। গ্রাহকগণ নির্দ্দিষ্ট সময়ে তাঁহাদের কার্য্য পাইয়া থাকেন।

শ্রীভাগবত প্রেস

হাইষ্ট্রীট, কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

নদীয়া জেলার ইহাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও সর্ব্বজনবিদিত মুদ্রাযন্ত্র। এখানেও গৌড়ীয়-প্রিণ্টিং-ওয়ার্কের মত ধর্ম্মগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয় এবং ভগবৎসেবার আনুকূল্য-সংগ্রহার্থ যাবতীয় ছাপার কার্য্য গৃহীত হইয়া থাকে। সুলভে ও সুন্দর ও যথাসময়ে কার্য্য সম্পাদনের জন্য এই মুদ্রাযন্ত্রটী চিরকালই নদীয়া কালেক্টরী, নদীয়া ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড, নদীয়া রাজ এষ্টেট, লালচৌধুরী এষ্টেট প্রভৃতি স্কুলের কার্য্য নিয়মিতভাবে এখানে হইতেছে।

সুবর্ণ সুযোগ! সুবর্ণ সুযোগ!!

সরস্বতী জয়শ্রী

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের জীবনচরিত

আগামী শ্রীশ্রীব্যাসপূজা-বাসরে শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণবসম্প্রদায়ৈক-সংরক্ষক ও শ্রীগৌড়ীয়মঠের মূল মহাপুরুষ প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের ভুবনমঙ্গল জীবনচরিত— 'সরস্বতী-জয়শ্রী" প্রকাশিত হইবেন। এই গ্রন্থরাজে বিবিধ চিত্র-মানচিত্র ও হস্তাক্ষর-সম্বলিত পত্রাবলিকা-প্রদ বিষয় সন্নিবেশিত থাকিবে। গ্রন্থের কলেবর রয়াল আটপেজী সাইজের ন্যূনাধিক পাঁচশত পৃষ্ঠা হইবে। নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক মাত্র ছাপা হইতেছে, সুতরাং অতি সত্বর নিম্ন ঠিকানায় গ্রাহক-শ্রেণীভুক্ত হউন।

কার্য্যাধ্যক্ষ, গ্রন্থ বিভাগ,
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

রেলওয়ে সময়

ই, বি, আর দিয়া শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইবার ট্রেণ তালিকা

কলিকাতা	ছাঃ	০—৬,	৭—১৬,	১৪—১৪	১৬—৫৬,	২২—২৫
রাণাঘাট	ছাঃ	৫—৫০,	৯—৪৬,	১৬—৪৮,	১৮—৩৯,	০—৩২
কৃষ্ণনগরসিটি	পৌঃ	৬—২৮,	১০—২১	১৭—২৮	১৯—১৫	১—১৪
গাড়ী বদল	ছাঃ	৬—৪৫,	১০—৪৪,	১৩—২২,	১৭—৩৮,	২০—১৬
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৭—২৪,	১১—২১,	১৪—০,	১৮—১,	২০—৪৭
নবদ্বীপঘাট	পৌঃ	৭—৩৩,	১১—৩০,	১৪—৯,	১৮—১৯,	২০ ৫৫

মহেশগঞ্জ ষ্টেশন হইতেও শ্রীধাম-মায়াপুরে যাওয়া যায়।

ই, বি, আর, দিয়া শ্রীধাম-মায়াপুর যাইবার ট্রেণ-তালিকা

হাওড়া	ছাঃ	৬—৫৩	১২—৪৬	১৭—৪৯	১৮—৩৯
ব্যাণ্ডেল	ছাঃ	৮—২৩	১৪—১১	১৮—৪৭	১৯—৫৩
নবদ্বীপ	পৌঃ	১০—২২	১৬—১৪	২০—৪৩	২১—৩৭

সহর নবদ্বীপ হইতে গঙ্গা পার হইয়া পূর্ব্বপারে প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইতে হইবে।

কৃষ্ণনগর নবদ্বীপঘাট রেলওয়ে সময়

কৃষ্ণনগর হইতে নবদ্বীপঘাট

কৃষ্ণনগর সিটি—	৬-৪৫	১০-৪৪	১৩-২২	১৭-৩৮	২০-১৬
কৃষ্ণনগর রোড —	৬-৫৯	১০-৫৫	১৩-৩৩	১৭-৪৭	২০-২৫
আমঘাটা —	৭-১৫	১১-১৩	১৩-৫১	১৮ ৩	২০-৪১
মহেশগঞ্জ—	৭-২৪	১১-২১	১৪-০	১৮-১	২০-৪৭
নবদ্বীপঘাট —	৭-৩৩	১১-৩০	১৪-৯	১৮-১৯	২০-৫৫

বিশেষ দ্রষ্টব্য—নবদ্বীপঘাট ষ্টেশন অপেক্ষা মহেশগঞ্জ ষ্টেশন হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরের দূরত্ব অনেক কম। শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে যাঁহাদিগকে রাণাঘাটে ট্রেণ বদল করিতে হয়, তাঁহারা রাণাঘাটে প্রাতঃ ৫-৫০, ৮-১৪, ৯-৪৬, ১৬-৪৮, ১৮-৩৯ এবং ০-৩২ মিনিটের সময় গাড়ী পাইবেন।

শান্তিপুর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে শান্তিপুর ষ্টেশনে ৫-৪০, ৯-২৯, ১২-২৫, ১৬-৪ এবং ১৮-৪১ মিনিটের সময় ট্রেণ পাওয়া যায়।

নবদ্বীপঘাট হইতে কৃষ্ণনগর

নবদ্বীপ ঘাট—	৫-৩৫	৯-২৫	১১-১০	১৫-৩৪	১৮-৫৫
মহেশগঞ্জ—	৫-৪৩	৯-৩৩	১১-১৯	১৫-৪৩	১৮-৫৬
আমঘাটা—	৫-৫৯	৯-৫১	১২-২৩	১৫-৫৮	১৯-৫
কৃষ্ণনগর রোড—	৬-৬	৯-৫৫	১২-৩৩	১৬-৬	১৯-১৩
কৃষ্ণনগর সিটি—	৬-১৩	১০-৩	১২-৪১	১৬-১২	১৯-২০

কলিকাতা বাজার দর

লৌহ হার্ডওয়ার

১২ই জানুয়ারী ১৯৩৪

টাটার তৈয়ারী—	প্রতি হন্দর
লোহার কাড (জয়েষ্ট বা বীম)	
মার্কা	...—৫৷৵০
ঐ বে-মার্কা তালিকা ভেজ	৫৲—৫৵০
বরগা (টী-আয়রণ)	৬৵০—৬৷৵০
এঙ্গেল আয়রণ (কোনা)	৫৸০—৬৷০/০
গ্যালভ্যানাইজড করগেট টীন—	
২২ গেজ ৬ হইতে ১০ ফুট	১১।৵০
২৪ গেজ ,, ,,	১০৸৵০
২৬ গেজ ,, ,,	১২।৴
২৪ গেজ আর, পি, ডি, মার্কা	১৪৲

কেরোসিন

লোক্রেক প্রত্যেক বাক্স (২ টিন)	৯,৬
শুধা মার্কা ,,	৬।০
ভিক্টোরিয়া ,,	৬৲

সোণার দর

পাকা সোণা	৩০৸৴
বড়াল	৩০৸
চিনা পাত	৩১।০

রূপার দর

রূপা প্রাঃ ১০০ ভরি	৫৫৷০
ঐ খুচরা	৫৷০

কোম্পানীর কাগজ

৩॥০ সুদের কাগজ	৮১৶
৩॥০ নূতন ঋণ (১৯৪৭-৫০)	৯১।০
৪৲ ,, ঋণ (১৯৬০-৭০)	৯৭৲
৫৲ ,, বণ্ড (১৯৩৫	১০৪॥৵০

ডিবেঞ্চার

৫৲ সুদের (১৯৫৬-৮৬) কলিকাতা পোর্ট-ট্রাষ্ট ডিবেঃ—	১০২॥৵০

ব্যাঙ্ক

ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক (কন্ট্রা)	২৯৪॥০
সেণ্ট্রাল ঐ	২২৲

কাপড় ও সূতার কল

এলগিন মিল	৪৫৲

পাট কল

হাওড়া	৫০৲
অকল্যাণ্ড	১৯৫৲
বালী	১৬২৲
বরানগর	১৫০৲
ক্লাইভ	৩৭০৲
ডালহাউসী	২৩৩৲
ক্লাইভ	২৮।০
ডালহাউসী	৩০৮।০
কেল্ভিন	৩০৫৲

সার হ্যারিহেগের বিমান ভ্রমণ

নূতন দিল্লী হইতে প্রকাশ, স্বরাষ্ট্র সদস্য সার হ্যারিহেগকে বিমানে কলিকাতা হইতে তাঁহার ঢাকায় গমন সম্বন্ধে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হয়। উত্তরে তিনি বলেন, তিনি আর কখনও বিমানপোতে আরোহণ করেন নাই, তিনি তাঁহার বিমান ভ্রমণে আনন্দ উপভোগ করিয়াছেন, ব্যবস্থা অতি সুন্দর ছিল।

আগামী ২৯শে জানুয়ারী তারিখে ভারতীয় সেন্ট্রাল কটন কমিটীর সভায় লর্ড বেবুর্ণ যোগদান করিবেন। সার রিচার্ড জ্যাকসন ল্যাঙ্কাশায়ার হইতে ভারতে আগমন করিতেছেন, তিনি সভায় উপস্থিত থাকিবেন। সার বিজয় রাঘবচারিয়া উক্ত সভার উদ্বোধন করিবেন।

প্রকাশ, ভারত সরকার জাপানের সরকারী প্রতিনিধিদের ভারতে অবস্থানের সম্পূর্ণ খরচা বহন করিবেন। জাপানী প্রতিনিধিরা যতদিন সিমলায় ছিলেন, ততদিনও তাঁহারা ভারত সরকারের অতিথি ছিলেন। ইহার পর জাপান সরকার তাঁহাদের খরচা বহন করিয়াছেন।

রাজবন্দীর মুক্তি

জব্বলপুর হইতে প্রকাশ, রামনগর মদোগড় কেল্লা হইতে রাজবন্দী পঞ্চানন দাস, ছোটলাল প্যাটেল, হরবংশপ্রসাদ এবং অপর তিনজনকে বিনা সর্ত্তে মুক্ত দেওয়া হইয়াছে। বিনা বিচারে ইহাদিগকে প্রায় ২১ মাস আবদ্ধ করিয়া রাখা হয়। মদোগড় কেল্লায় আরও ৭ জন রাজবন্দী এখনও রহিল।

রাজ মধ্যে কংগ্রেস আন্দোলন বন্ধ করিবার জন্য গত ১৯৩২ অব্দের এপ্রিল মাসে দরবারের সঙ্কটপাক অর্ডিনান্সে এই সব ব্যক্তির সাহত বর্ত্তমান বন্দীগণ ধৃত হয়।

জহরলাল নেহেরু

কলিকাতা হইতে প্রকাশ, পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু এবং শ্রীযুক্তা কমলা নেহেরু কবীন্দ্র রবীন্দ্র নাথের সহিত সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে বোলপুর রওনা হইয়াছেন।

বোলপুর হইতে পণ্ডিতজী পাটনা গমন করিয়া তথায় শ্রীযুত রাজেন্দ্রপ্রসাদের সহিত বিহারের ভূকম্পক্লিষ্ট লোকদিগের সাহায্য সম্বন্ধে আলোচনা করিবেন।

যুবরাজ প্রিন্স জর্জ্জ

লণ্ডন হইতে প্রকাশ, আগামী বর্ষ সমাগমে যুবরাজ প্রিন্স জর্জ্জ অষ্ট্রেলিয়া গমন করিবেন। তত্রাবসরে আগামী ... তারিখে তিনি দক্ষিণ আফ্রিকা ... করিবেন।

তারের ঠিকানা— 'শ্রীধাম' নবদ্বীপ
ডাকের ঠিকানা—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

দৈনিক

REG. C1544

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩৸০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র।

নদীয়া-প্রকাশ

THE NADIA-PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার - নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৮ম খণ্ড । সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বেদান্তবাচস্পতি [২৭৪শ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর— ১১ই মাঘ বৃহস্পতিবার ১৩৪০, ২৫শে জানুয়ারী ১৯৩৪

ভূমিকম্পনের কবলে বিহার ও নেপাল

সেদিন যে অপ্রত্যাশিত-ভাবে একটা ভূকম্পন হইয়া গেল তাহা দ্বারা মজঃফরপুর, পাটনা, মুঙ্গের, কাটামুণ্ড, প্রভৃতি স্থানের ক্ষতি হিসাবে যাহা হইয়াছে তাহা মোটের উপর যে কতদূর গড়াইবে তাহা এখনও বলা যায় না। লাভ-ক্ষতির হিসাব-নিকাশ হইলে তবে সে কথা হইতে পারে, তবে উপস্থিত যে মহাদুঃখ ঘাড়ে পা দিয়াছে তাহার কূল কিনারা যে কি হইবে তাহা বলা যায় না। দারুণ শীত, ও অন্ন বস্ত্র, পানীয় প্রভৃতির এত অধিক পরিমাণ আবশ্যক যাহা সরবরাহ এত হঠাৎ করা উঠে না এবং ইহা এত জরুরী যে তাহা বুঝিবার মাথা খুব কম আছে। অবশ্য সাহায্য অনেক আসিতেছে। মহামান্য সম্রাট এই জন্য ১০০ পাউণ্ড ও মহামান্যা সম্রাজ্ঞী ৫০ পাউণ্ড দান করিয়াছেন। ভারতের বড়লাট ও তাঁহার পত্নী মহোদয়া মিলিয়া ৫০০০৲ টাকা এই নিমিত্ত দান করিয়াছেন।

বিমান পোতের প্রতিযোগিতা
ম্যাক্ রবার্টসন কাপ

অক্টোবর মাসের শেষে ইংলণ্ড হইতে মেলবোর্ণ পর্য্যন্ত বিমানপোত চালনার ম্যাক্ রবার্টসন কাপ প্রতিযোগিতা হইবে এবং মেলবোর্ণ শত বার্ষিকী-উৎসবের মধ্যে ঐ প্রতিযোগিতা শেষ হইবে। ডি হ্যাভিল্যাণ্ড বিমান প্রস্তুতকারী কোম্পানী, ঐ প্রতিযোগিতার সম্পূর্ণ উপযোগী যথা সময় প্রস্তুত এবং ঘণ্টায় ২০০ দুইশত মাইল অতিক্রম করিয়া এরোপ্লেনের নক্সা করিয়াছেন। ঐ প্রতিযোগিতায় যোগদান-কারীগণের জন্য ট্রি-ত্রি মূল্য হইবে পাঁচ সহস্র পাউণ্ড। প্রকাশ, এই মূল্য অন্যান্য কোম্পানীর ঐ প্রতিযোগীতার বিমান-পোতের মূল্য হইতে অর্দ্ধেক হইয়াছে। মিঃ জে, এ, মলিসন ঐ পোতের প্রথম ক্রেতা হইয়াছেন। ঐ প্রতিযোগীতার প্রথম পুরস্কার ১০,০০০ পাউণ্ড।

"গ্রেট থরোব্রেড" প্রতিযোগীতা

ব্রিটিশ পুরুষ ও স্ত্রী খেলোয়াড়দিগকে একটি বিশেষ ভাবের বিরাট প্রতিযোগীতায় যোগদান করিতে দেওয়া হইবে তাহাতে অনেক গুলি মূল্যবান পুরস্কার থাকিবে এবং উপযুক্ত ব্রিটিশ দাতব্যাগারে কিছু কিছু দান করা হইবে। ১ম পুরস্কার ৩০,০০০ ২য়-১০,০০০ ৩য়-৫,০০০ এবং ৪র্থ-২৫০০ পাউণ্ড।

নাজী দল ও সংবাদপত্র

গত এক বৎসরের মধ্যে জার্ম্মাণীতে ৬০০ ছয় শত খানি সংবাদ পত্র, মুদ্রণ কার্য্য বন্ধ করিয়াছে। কারণ তথায় একটী নূতন নিয়ম করা হইয়াছে, প্রত্যেক দিন প্রত্যেক খানি কাগজে তাহার মোট সংখ্যা মুদ্রিত থাকিবে তাহা হইলে জার্ম্মাণীর সংবাদপত্র সম্বন্ধে মতামত প্রকাশ করা সহজ হয়। বর্ত্তমানে রাজনৈতিক দৈনিক গুলির মধ্যে নাজীদিগের মুখ পত্রই সর্ব্বোচ্চ স্থানে, উত্তর জার্ম্মাণ সংস্করণ ২২০,০০০, দাক্ষিণ জার্ম্মান সংস্করণ ৯৯০০০।

সর্দ্দারগড়ের চীফের দুর্ভাগ্য

বোম্বাই হইতে প্রকাশ, ওয়েষ্টার্ণ ইণ্ডিয়া ষ্টেটস্ এজেন্সী গেজেটের এক অতিরিক্ত সংখ্যায় প্রকাশ করা হইয়াছে, উক্ত কমিশনের সুপারিশ অনুসারে বড়লাটের আদেশে সর্দ্দারগড়ের চীফ খাঁ শ্রীতেহোয়াবর খাঁজীকে গদীচ্যুত করা হইয়াছে। সর্দ্দারগড় তালুকে তাঁহার যে অংশ আছে তাহাও ওয়েষ্টার্ণ ইণ্ডিয়া ষ্টেটস্ এজেন্সীর পরিচালনাধীন করা হইয়াছে। এজেন্সী কর্ত্তৃক নিযুক্ত ম্যানেজার অতঃপর এই সম্পত্তি পরিচালনা করিবেন।

মাদ্রাজ ষড়যন্ত্র মামলা

মাদ্রাজ ষড়যন্ত্র মামলার আসামী পক্ষের কৌসুলীগণ রাজসাক্ষী কৃষ্ণনকে জেরা করেন। জেরায় প্রকাশ যে, তাঁহার দলের জন্য লোক সংগ্রহ করিবার উদ্দেশ্যেই সে মাদ্রাজ ট্রাম ওয়ার্কাস ইউনিয়নের ভাইস প্রেসিডেণ্ট হয়। সে আরও বলেন যে, বাঙ্গলার বিপ্লবী দলের সহিত যোগদান করিবার জন্য সে চেষ্টা করে এবং এই উদ্দেশ্যে সে একবার কলিকাতা গিয়াছিল; কিন্তু তাহার চেষ্টা সফল হয় নাই। সাক্ষী বলে যে, সে ভগৎ সিংএর গুণগ্রাহী ছিল এবং আসামী জোসেফ আদিয়ারে যে ভগৎসিং দিবস অনুষ্ঠান করে, সাক্ষী তাহাতে যোগ দিয়াছিল।

হাওড়ায় দুইস্থানে ডাকাতি

সম্প্রতি হইতে প্রকাশ, গত ২৮শে পৌষ উদয়নারায়ণপুর গ্রামে এক ভীষণ ডাকাতি হইয়া গিয়াছে। উক্ত গ্রামের শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রনারায়ণ সিংহ বাটী রাত্রে একদল ডাকাত পায়ে ঘুঙুর ও মুখে মুখোস পরিয়া আক্রমণ করে। শুনা যায়, নগদ বিশেষ কিছুই পায় নাই, তবে মেয়েদের গাত্র হইতে বহু অলঙ্কার ছিনাইয়া লইয়াছে এবং প্রায় ১০০০৲ হাজার টাকার গহনা লইয়াছে। কিছুদিন পূর্ব্বে কালিকুণ্ডিয়া গ্রামের রাখালচন্দ্র সাহুকারের বাটীতে এইভাবে এক ডাকাতি হইয়া গিয়াছে এবং প্রায় ৮৯শত টাকার গহনা লইয়া গিয়াছে। এবিষয়ে স্থানীয় (শ্যামপুরের) পুলিশের কোন বিশেষ খোঁজ লইতে দেখা যায় নাই। উপর্য্যুপরি এই ভাবে ডাকাতিতে, লোকের মনে আতঙ্কের সঞ্চার হইয়াছে।

তিনজনের কারাদণ্ড

ডায়মণ্ডহারবার হইতে প্রকাশ, তিনজন কংগ্রেসকর্ম্মী—শ্রীযুত সতীশচন্দ্র সাহা, দীনবন্ধু দাস ও শরৎচন্দ্র হালদার গত ৬ই জানুয়ারী ডায়মণ্ডহারবার সহরে শোভাযাত্রা ও বে-আইনী ইস্তাহার-বিলি করা অপরাধে প্রত্যেকে ছয় সপ্তাহ করিয়া কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন।

প্রকাশ যে, ব্যক্তিগত আইন অমান্য করিবার উদ্দেশ্যে মহকুমা হাকিমকে জানাইয়া ৫ই জানুয়ারী সরিষাহাটে গাঁজা ও আফিংয়ের দোকানে পিকেটিং ও আইন অমান্যে আহ্বান নামক অননুমোদিত ইস্তাহার বিলি করিয়াছিলেন। প্রথমদিন পুলিশ কোন কিছু করে নাই। পরদিবস ৬ই জানুয়ারী তাঁহারা ডায়মণ্ডহারবার সহরে পিকেটিং করিবার উদ্দেশ্যে শোভাযাত্রা ও বে-আইনী ইস্তাহার বিলি করেন এবং পুলিশ কর্ত্তৃক গ্রেপ্তার হন।

রেল পার্শেলে স্ত্রীলোকের শব

মাদ্রাজ হইতে প্রকাশ, কিছুদিন হইল এক রেল পার্শেলের মধ্যে একটি স্ত্রীলোকের শব পাওয়া যায়, ইহার রহস্য এখনও যবনিকার অন্তরালে। স্ত্রীলোকটীকে আজও সনাক্ত করা যায় নাই। মানমাদুরাই হইতে এক ব্যক্তি মাদ্রাজ পৌঁছিয়াছে তাহার জবানবন্দীতে প্রকাশ, একসপ্তাহ যাবৎ তাহার এক আত্মীয়ের কোন খোঁজ পাওয়া যাইতেছে না। এই সম্পর্কে তদন্ত চলিতেছে।

ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

১১ই মাঘ বৃহস্পতিবার, ১৩৪০

আমরা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলাম, ত্রিহুত বিভাগের জেল সমূহে যে সকল রাজবন্দী একবৎসরের অনধিক কালের জন্য কারাদণ্ডে দণ্ডিত, গবর্ণমেণ্ট বর্ত্তমান অবস্থায় বিষয় বিবেচনা করিয়া তাহাদিগকে মুক্তিদান করিয়াছেন। বিহার প্রদেশ বর্ত্তমানে ভূমিকম্পে বিধ্বস্ত। এই বিধ্বস্ত অঞ্চলসমূহে কার্য্য করিবার জন্য অনেক কর্ম্মীর আবশ্যকতা আছে। সুতরাং বিহার গবর্ণমেণ্ট যদি উৎপ্রদেশস্থ রাজবন্দীদিগকে মুক্তি দিয়া জনসেবায় নিযুক্ত হইবার সুবিধা দেন তাহা হইলে জনসাধারণের বিশেষ উপকার হয়। এবং জনসাধারণও এই কার্য্যের জন্য গবর্ণমেণ্টের নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিবেন সন্দেহ নাই।

পাঠকগণের স্মরণ থাকিতে পারে নবদ্বীপ ঘাট ষ্টেশন হইতে যে ট্রেন্ খানা প্রাতঃ ৯টা ২৫ মিনিটের সময় ছাড়ে সেই ট্রেণ খানার কলিকাতা যাত্রিগণের সুবিধার জন্য আমরা ইষ্টবেঙ্গল রেলওয়ে কোম্পানীকে অনুরোধ করিয়াছিলাম। পাঠকগণ জানিয়া সন্তুষ্ট হইবেন, রেল কোম্পানী আমাদের প্রস্তাব অনুসারে ব্যবস্থা করিয়াছেন। এক্ষণে আর যাত্রিগণকে কৃষ্ণনগর ষ্টেশনে ১॥০ দেড় ঘণ্টা বসিয়া থাকিতে হয় না। কৃষ্ণনগর পৌঁছিয়া রাণাঘাট যাইবার একখানা গাড়ী পান এবং রাণাঘাটে আসাম মেলে আরোহণ পূর্ব্বক বেলা ১টা ৫ পাঁচ মিনিটের সময় শিয়ালদহ পৌঁছিতে পারেন। নবদ্বীপ অঞ্চলের যাত্রিগণের এই প্রকার সুবিধা বিধানের জন্য আমরা ইষ্টবেঙ্গল রেলওয়ে কোম্পানীকে ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি।

এক্ষণে রেলওয়ে কোম্পানী যদি শিয়ালদহ হইতে প্রাতে যে কৃষ্ণনগর লোকাল ট্রেণটী আসে তাহার সহিত সংযোগ রাখিয়া কৃষ্ণনগর-নবদ্বীপ লাইনে একটী ট্রেণের বন্দোবস্ত করেন তাহা হইলে সর্ব্বসাধারণের পক্ষে 'সোণায় সোহাগা' হয়।

চলন্ত ট্রেণ হইতে নিক্ষিপ্ত

মীরাট হইতে প্রকাশ, লাহোরবাসিনী জনৈকা মহিলা মিস্ ক্রাফ্ট গত ১৬ই তারিখ রাত্রিতে পেশোয়ার মেলের দ্বিতীয় শ্রেণীর কামরায় দিল্লী হইতে লাহোর যাইবার সময় এক ব্যক্তি তাঁহাকে চলন্ত ট্রেণ হইতে বাহিরে নিক্ষেপ করে।

মীরাট হইতে ৮ মাইল দূরবর্ত্তী মহিউদ্দীনপুরের নিকটে সে লোকটা তাঁহার কামরায় প্রবেশ করে।

মহিলাটি জ্ঞানলাভ করিয়া মহিউদ্দীনপুরের চিনির কলে যান। কলের ম্যানেজার তাঁহাকে মীরাটে পাঠাইয়া দেন। মহিলাটি তথায় বৃটিশ পারিবারিক হাসপাতালে গিয়াছেন।

মিস ক্রাফ্টের উপর আক্রমণ সম্বন্ধে অনুসন্ধানের ফলে অবগত হওয়া গিয়াছে যে, লাহোরের রেল পুলিস ২টা বাক্স, বিছানার একটা বাণ্ডিল, একটা হ্যাট বাক্স ও একটা হাত-ব্যাগ আপ ফ্রণ্টিয়ার মেলের দ্বিতীয় শ্রেণীর কামরা হইতে পাইয়াছে।

দিল্লী হইতে লাহোর যাইবার একখানা টিকিট ও কয়েকখানা বিদেশী নোট ছিল। ঐ গুলি নষ্ট প্রোপার্টি অফিসে জমা দেওয়া হয়। আজ মিস ক্রাফ্টের জিনিষপত্র সম্বন্ধে খোঁজ খবর করা হইলে ঐ গুলির মালিক কে জানা যায়।

মিস এ, এল, ক্রাফ্ট এই ঘটনা সম্বন্ধে যে বিবৃতি দিয়াছেন তাহাতে প্রকাশ, তিনি মঙ্গলবার রাত্রিতে দিল্লীতে ট্রেণে উঠেন। তাহার পর যথাসময়ে শয্যায় আশ্রয় গ্রহণ করেন। সে কামরায় তিনি একাকিনী ছিলেন। কামরাটি মহিলাদের জন্যই ছিল। ট্রেণ যখন গাজিয়াবাদ ছাড়িয়া যাইবে, সেই সময় একজন ভারতবাসী লাফাইয়া তাঁহার কামরায় উঠে। মহিলার কামরায় পুরুষের প্রবেশের অধিকার নাই—তিনি এরূপ কথা বলিলেও লোকটা নীরব থাকে।

কয় মিনিট পরে ট্রেণ যখন গাজিয়াবাদ হইতে অনেকটা দূরে যাইয়া পড়িয়াছে, সেই সময় সে লোকটা একখানা বড় ছুরি বাহির করিয়া তাঁহার নিকট হইতে টাকা চাহে। ভীত হইয়া তিনি তাহাকে তাঁহার চাবী খুলিয়া দেন। সে তাঁহার বাক্সগুলা খুলে। তথা হইতে সে ৩ খানা ১০টাকার ও ১খানা ৫টাকার নোট, নগদ ১০টাকা ও ২৫ টাকার একখানা ক্রসলান্ড নোট লয়।

অবশিষ্ট টাকা তিনি কোথায় লুকাইয়া রাখিয়াছেন, এ কথা সে কর্কশ কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করে। তাঁহার আর টাকা নাই বলিলে সে তাঁহাকে গলা টিপিয়া মারিবার ভয় দেখায়। ভাঙ্গা ভাঙ্গা ইংরেজীতে সে বলে, এবার আমি তোমাকে হত্যা করিব।

অতঃপর লোকটা তাঁহার গলা টিপিয়া ধরে। ফলে তিনি অজ্ঞান হইয়া যান। জ্ঞানলাভ করিয়া তিনি দেখেন, তিনি রেল লাইনের পার্শ্ববর্ত্তী পথের ধারে পড়িয়া আছেন। অতঃপর তিনি কোনরূপে উক্ত চিনির কলে গমন করেন।

মিস ক্রাফ্টের পা-হাত ছিঁড়িয়া যায়। রক্তাক্ত অবস্থায় তিনি অতি কষ্টে কলের দ্বারে যাইয়া পৌঁছেন। গাজিয়াবাদ ও মীরাটের মধ্যবর্ত্তী মহিউদ্দীনপুর নামক ছোট রেল ষ্টেশনের নিকটেই উক্ত কল। কলের চৌকিদারেরা তাঁহার অবস্থা দেখিয়া ম্যানেজারকে ডাকাইয়া উঠায়।

মিস ক্রাফ্টের বয়স ২৯ বৎসর। এলাহাবাদের মহিলা সম্মিলনে যোগদান করিবার জন্য তিনি গত ২রা ডিসেম্বর ভারতবর্ষে আসেন। সম্মিলনের পর আগরা ও লক্ষ্ণৌ পরিদর্শনান্তে তিনি দিল্লী যান। দিল্লীতে ৬ সপ্তাহ থাকিয়া তিনি কোন সম্মিলনে যোগদানের জন্য লাহোর যাইতেছিলেন।

জামসেদপুরে ৪০ জন গ্রেপ্তার

জামসেদপুর হইতে প্রকাশ, সে দিন বৈকালে স্থানীয় "জি" টাউন ময়দানে লেবার ফেডারেশনের তরফ হইতে একটি সভার অধিবেশনের বন্দোবস্ত হইয়াছিল। প্রকাশ যে, শ্রীযুক্ত মঙ্গল সিংহ স্থানীয় এস, ডি, ও সাহেবের লিখিত অনুমতি লইয়া উক্ত সভার আয়োজন করিয়াছিলেন। যাহাতে শান্তি ভঙ্গ না হয়, তাহা দেখিবার জন্য একজন ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট, জাবেদার, কতিপয় পুলিশ, কনেষ্টবল ও দারোগা প্রভৃতি তথায় উপস্থিত ছিলেন। ইহাও প্রকাশ যে, উক্ত সভার অধিবেশন যাহাতে না হয়, তাহার জন্যও কতকগুলি লোক তথায় উপস্থিত ছিল এই বিপক্ষ দল প্রথমে ঘোর জিদ করে এই বলিয়া যে, তাহাদের দলের লোক প্রথমে বক্তৃতা করিবে তাহাদের দলের লোককে প্রথমে বক্তৃতা করিতে দেওয়া হয়। বক্তৃতা শেষ হইলে মঙ্গল সিংহ যখন বক্তৃতা করিতে আরম্ভ করেন সেই সময় বিপক্ষ দল ভয়ানক গণ্ডগোল করিতে আরম্ভ করে। কিছুতেই তাহারা শান্ত না হওয়ায় পুলিশ তাহাদিগকে সভাস্থল হইতে সরাইয়া দেয়। কিছুদূর হটিয়া যাইবার পর ঐ বিপক্ষদলের লোকেরা পুলিশদের উপর ইষ্টক ছুড়িতে আরম্ভ করে বলিয়া প্রকাশ। একটি কনেষ্টবলের বুকে নাকি খুব আঘাত লাগে; ফলে সে অজ্ঞান হইয়া পড়ে। দারোগাবাবুর কানের কাছে এবং হাতে নাকি আঘাত লাগিয়াছে। ইহার পর পুলিশ ইহাদিগকে গ্রেপ্তার করিবার জন্য ধাবমান হয়। পুলিসের সঙ্গে নাকি সাধারণ দর্শকদলের লোকও যোগদান করিয়াছিল। ইহাতে প্রকাশ যে বিপক্ষ দলের কয়েকজন লোককে পুলিশ অনুসরণ করিলে তাহারা টাটা কোম্পানীর কারখানার ভিতরে ১টি পুকুরে ঝাঁপাইয়া পড়ে পুলিশ তাহাদিগকে গ্রেপ্তার করিয়াছে। গতপরশু পর্য্যন্ত প্রায় ৩০।৩৫ জন লোককে পুলিশ গ্রেপ্তার করিয়াছে। ইহাদের অধিকাংশই শাঙ্গাবী বিপক্ষদলের এবং সাধারণ দর্শকেরও কয়েকজন নাকি আঘাত প্রাপ্ত হইয়াছে। শুনা গেল যে, এখনও কতকগুলি লোক ধরা পড়ে নাই এবং তাহাদের বিরুদ্ধে ওয়ারেণ্ট বাহির হইয়াছে। এই ঘটনায় সহরে বেশ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইয়াছে।

বাঙ্গালী হজ্জ-যাত্রীদের মহা সুবিধা

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

(চ) জাহাজের মাঝের ডেকে তামাক, সিগারেট বা অন্য কোনপ্রকার ধুমপান সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।

(ছ) জাহাজের ডাক্তারের নির্দ্দেশ অনুযায়ী যাত্রিগণ মাঝে মাঝে নিজ নিজ কাপড় চোপড়, বিছানা ইত্যাদি রৌদ্রে ও বাতাসে দিবেন।

(জ) কোন যাত্রী ঘটনাক্রমে জাহাজে মারা গেলে তাঁহার দাফন কাফনের সমুদয় আবশ্যকীয় জিনিষপত্র এবার হইতে জাহাজেই উচিত মূল্যে বিক্রয়ার্থ মজুত থাকিবে।

(ঝ) জেদ্দা বন্দরে হজ্জ-যাত্রীদের আসবাব-পত্র হেজাজ গভর্ণমেণ্টের কাষ্টম বিভাগের কর্ম্মচারিগণ পরীক্ষা করেন। এহরামের কাপড় সঙ্গে লইলে নিজেদের মাপমত কাটিয়া লইতে হইবে; নচেৎ বেশী লম্বা থান কাপড় লইলে শুল্ক দিতে হয়। ভারতবর্ষে ফিরিবার সময় অনেকে খেজুর ও জমজমের পানী সঙ্গে লইয়া আসেন এবং তাহার জন্য তাঁহাদিগকে শুল্ক দিতে হয়। অনেক সময় জাহাজের ডাক্তার না জানিয়া ঐ পানী জাহাজ হইতে ফেলিয়া দেন। সুতরাং তাঁহারা জমজমের পানীর বোতলের উপর "জমজমের পানী" বলিয়া লিখিয়া রাখিবেন। তাহা হইলে তাঁহাদিগকে কোন অসুবিধা ভোগ করিতে হইবে না।

(ঞ) জাহাজের আইন কানুন না মানিয়া চলিলে ৩০০৲ টাকা পর্য্যন্ত জরিমানা হইতে পারে।

১১। জাহাজ জেদ্দায় পৌঁছিলে যাত্রিগণ বৃটিশ লিগেশন আফিসে যাইয়া মোয়াল্লেমের সাহায্য নিজ নিজ পাশ উক্ত আফিসে দাখিল করিবেন। কাহারও রিটার্ণ টিকেট থাকিলে উহাও জমা দিবেন। পাশের এক অংশ বৃটিশ লিগেশন-আফিসে রাখিয়া দেওয়া হইবে, এবং অপর অংশ যাত্রীদিগকে তখনই ফিরাইয়া দেওয়া হইবে।

১২। হজ্জ-যাত্রীদের সুবিধার জন্য জেদ্দায় যাত্রীদের জাহাজ হইতে ঘাটে নামিবার এবং ফিরিবার সময় ঘাট হইতে জাহাজে উঠিবার বন্দোবস্ত জাহাজ কোম্পানী করিবেন এবং সেজন্য জন প্রতি (১॥০×১॥০) ৩৲ টাকা কোম্পানীকে টিকেটের মূল্যের সঙ্গে অগ্রিম দিতে হইবে।

১৩। জেদ্দায়, মক্কা শরিফে, মদিনা শরিফে, অথবা আরফাৎ এবং মুনায় থাকিবার ঘর বা তাঁবুর বন্দোবস্ত মোয়াল্লেম করিয়া দেন। ইহার খরচ আলাদা যথাস্থানে দেওয়া হইয়াছে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক
পারমার্থিক পত্র
শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশ
তনয়স্তদ্ধাম-বৃন্দাবনম্,
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং
প্রেমা পুমর্থো মহান্,
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং
তত্রাদরো নঃ পরঃ॥

৮ম বর্ষ } ২৫ মাধব গৌরাব্দ ৪৪৭, ১১ই মাঘ বঙ্গাব্দ ১৩৪০, ২৫শে জানুয়ারী ইং ১৯৩৪, বৃহস্পতিবার ২৭৭ তম সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

সাত্বত-বিধানে শ্রাদ্ধ

মেদিনীপুর শ্রীশ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত-বাণী সেবক সম্মিলনীর অন্যতম সেবক বাথরাবাদ-নিবাসী পরম ভাগবত শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকৃপা দাসাধিকারী মহাশয়ের স্বধামগত মাতৃদেবীর শ্রাদ্ধ বৈষ্ণব-স্মৃতির বিধানানুসারে শ্রীপাদ আচার্য্যদাস দেবশর্ম্মা পাঞ্চরাত্রাচার্য্য ভক্তিশাস্ত্রী মহাশয়ের পৌরহিত্যে সুষ্ঠুভাবে সমারোহে সুসম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীগৌড়ীয়-মঠের অন্যতম সেবক শ্রীপাদ চিদানন্দ ব্রহ্মচারী উক্ত কার্য্যে যোগদান করিয়াছিলেন। উক্ত শ্রাদ্ধ-বাসরে সম্মিলনীর সেবকগণ আদি হইতে অন্ত পর্য্যন্ত মহাজন-পদ ও মহামন্ত্র কীর্ত্তন করিয়াছেন। তৎপরে গুরু-গৌরাঙ্গ-গিরিধারীর ভোগ আরাত্রিকের পর বিচিত্র মহাপ্রসাদ উপস্থিত জনমণ্ডলীকে বিতরণ করা হয়।

অপরাহ্ণ পাঁচ ঘটিকার সময় সম্মিলনী কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত একটী বিরাট্ সংকীর্ত্তনশোভাযাত্রা পুরী জগন্নাথরোডের উপর দিয়া আসিয়া বাথরাবাদ বাজারটিকে গুরু গৌরাঙ্গের জয়ধ্বনি ও মহামন্ত্র-কীর্ত্তনে মুখরিত করিয়াছিল। সন্ধ্যা ৭টার সময় একটি সভার আয়োজন হয়। উক্ত সভাতে স্থানীয় ও বিদেশাগত বহু বিশিষ্ট, শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। শ্রীপাদ আচার্য্য-দাস প্রভু বৈষ্ণব-বিধি-অনুসারে শ্রাদ্ধতত্ত্বের সহিত প্রাকৃত স্মার্ত্তদিগের শ্রাদ্ধ-বিধির পার্থক্য সরলভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। শ্রোতৃমণ্ডলী তাঁহার নিকট সৎসিদ্ধান্ত শ্রবণ করিয়া পরমানন্দিত হন। অতঃপর মহামন্ত্র-কীর্ত্তনান্তে সভা ভঙ্গ হয়। তৎপরে উপস্থিত সজ্জনমণ্ডলী ও বহু দরিদ্র ব্যক্তিকে গুরু-গৌরাঙ্গের জয়ধ্বনি-মুখে মহাপ্রসাদ বিতরণ হয়।

নিমন্ত্রণ-পত্র

শ্রীশ্রীমায়াধীশায় নমঃ

শ্রীধাম মায়াপুর-শ্রীমন্দির

১৫ মাধব, ৪৪৭ শ্রীচৈতন্যাব্দ

যথাবিহিতসম্মানপুরঃসর নিবেদনম্ —

আগামী ১৬ই ফাল্গুন ২৮শে ফেব্রুয়ারী বুধবার হইতে দিবসত্রয় শ্রীধাম-নবদ্বীপ মায়াপুরে শ্রীগৌরাঙ্গের জন্মোৎসব উপলক্ষে ভক্তসম্মেলন, নাম-সংকীর্ত্তন, মনোহরসাহী কীর্ত্তন, গীতাগ্রন্থপাঠ, ভোগরাগ, ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণব-অতিথিসেবা ও যাত্রামহোৎসবাদি হইবে। ১৭ই ফাল্গুন, ১লা মার্চ্চ বৃহস্পতিবার অপরাহ্ণ ৩০টার সময় শ্রীধাম-প্রচারিণী-সভার সাধারণ অধিবেশন হইবে। ঐ সময় শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গের প্রিয়কার্য্যানুষ্ঠাতৃগণের সদাচরিত সৎকার্য্য স্বীকার ও সম্মান প্রদত্ত হইবে। মহাশয়ের সপরিকরে উপস্থিতি প্রার্থনীয়। শুভাগমন হইলে অত্রস্থ সমাগত ভক্তবৃন্দ মহাশয়ের সঙ্গসুখে পরমানন্দিত হইবেন।

আগামী ১৪ই মাঘ ২৮শে জানুয়ারী রবিবার হইতে দিবসত্রয় শ্রীধাম মায়াপুর প্রাচীন নবদ্বীপে শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর জন্মোৎসব-উপলক্ষে শ্রীনামযজ্ঞ অনুষ্ঠিত হইবেন। ৭ই ফাল্গুন সোমবার হইতে ১৫ই ফাল্গুন মঙ্গলবার পর্য্যন্ত নবদ্বীপে পরিক্রমা হইবে।

সম্পাদকদ্বয় —

ভক্তিভূষণ	রাজর্ষি রাওসাহেব,
শ্রীনফরচন্দ্র পাল চৌধুরী	শ্রীশরদিন্দুনারায়ণ রায় বেদান্তভূষণ
সহকারী সভাপতি,	এম-এ, প্রাজ্ঞ
কার্য্যকরী-সমিতি।	সাধারণসমিতি-সম্পাদক

☞ উৎসব-উপলক্ষে সমস্ত প্রণামী ইত্যাদি পরমহংস স্বামী শ্রীমদ্ ভক্তি-সিদ্ধান্ত সরস্বতী, শ্রীধাম মায়াপুর-শ্রীমন্দির, পোঃ অঃ শ্রীমায়াপুর, জিলা নদীয়া :—এই ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

কাশীতে বক্তৃতা

গত ২১শে জানুয়ারী রবিবার কাশী শ্রীসনাতন-গৌড়ীয়মঠের প্রাঙ্গণে নির্ম্মিত সুদৃশ্য বক্তৃতা-মণ্ডপে রায় বাহাদুর ঘনশ্যাম দাস সিটি-ম্যাজিষ্ট্রেট মহাশয়ের সভাপতিত্বে একটী সুমহতী সভার অধিবেশন হইয়াছিল। এই সভায় গৌড়ীয়-সঙ্ঘপতি, মহোপদেশক শ্রীপাদ অতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী ভক্তিসারঙ্গ মহোদয় ও শ্রীসনাতন গৌড়ীয়-মঠ-রক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তি-ভূদেব শ্রৌতী মহারাজ 'প্রেম' সম্বন্ধে একটী সুচিন্তিত গবেষণাপূর্ণ বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন। বক্তৃতায় কাম ও প্রেমের পার্থক্য অতি সুন্দররূপে প্রদর্শিত হইয়াছে। আমরা বক্তৃতার মর্ম্ম আগামীতে প্রকাশ করিব। শ্রোতৃমণ্ডলী এবং সভাপতি মহোদয় স্বয়ং বক্তৃতার ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন।

আসামে প্রচার

মহোপদেশক আচার্য্য শ্রীপাদ নিমানন্দ দাস অধিকারী ভক্তিশাস্ত্রী সেবাতীর্থ মহাশয় শ্রীগুরুপাদপদ্মের আদেশে আসাম-প্রদেশের বিভিন্ন জেলায় শুদ্ধভক্তির বাণী প্রচার করিয়া শ্রীগৌরসেবার উজ্জ্বল আদর্শ প্রদর্শন করিতেছেন। সত্যের সেবা করিতে যাইয়া তিনি অসত্যপন্থীগণ কর্ত্তৃক পদে পদে প্রবল বাধা পাইতেছেন। কিন্তু একান্ত ভগবৎ-সেবকের তাহা পদদলিত করিতে কতক্ষণ?

শ্রীচৈতন্যমঠে পাঠ-কীর্ত্তন

শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠে প্রত্যহ প্রাতে শ্রীচৈতন্যভাগবত ও সন্ধ্যার পর শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা হয়। পাঠের আদিতে ও অন্তে মহাজন পদাবলী কীর্ত্তন হয়। সর্ব্বসাধারণের উপস্থিতি প্রার্থনীয়।

বড়দলে প্রচার

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিপ্রকাশ অরণ্য মহারাজ খুলনা সহরে প্রচারের পর গত ৮ই জানুয়ারী খুলনা জেলার প্রসিদ্ধ বড়দল নামক স্থানে প্রচারে গিয়াছেন। তাঁহার বক্তৃতা ও ছায়াচিত্রযোগে শ্রীগৌরাঙ্গের লীলা প্রদর্শন শ্রোতৃবৃন্দের চিত্ত বিশেষরূপে আকর্ষণ করিতেছে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

২৫ মাধব আদি কারণোদশায়ী, ৪৪৭

শ্রীঅদ্বৈত-মহিমা

আমার ভরসা

অজ্ঞ, মূর্খ, মূঢ়মতি আমি জানি না কি-প্রকারে বিষ্ণু-বৈষ্ণবের সম্মান করিতে হয়। যখন প্রাকৃত-বিদ্যার গৌরবে গৌরবান্বিত হইয়া তাবার ঝঙ্কারে ভাবের উৎস দেখাইতে যাই, তখন সিদ্ধান্তবিরোধ ও রসাভাস-দোষ প্রকাশিত হইয়া আমাকে গোখরের আসনে আসীন করে—বায়ু, পিত্ত ও কফাত্মক দেহ ও মনে আত্মবুদ্ধি, স্ত্রী ও পরিবারাদিতে মমত্ব-বুদ্ধি, মৃণ্ময়াদি জড়বস্তুতে ঈশ্বর-বুদ্ধি, পূজ্য শ্রীবিগ্রহে মৃত্তিকা-কাষ্ঠ-পাথরাদি-বুদ্ধি, জলাদিতে তীর্থ-বুদ্ধি, চিন্ময় গঙ্গাজলে প্রাকৃত-জলবুদ্ধি, বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি, মানবে ঈশ্বর-বুদ্ধি, ঈশ্বরে মানব-বুদ্ধি প্রভৃতি রাসভ-বিচার আমার লেখনীতে প্রকাশিত হইয়া পড়ে। শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর মহিমা-কীর্ত্তনে প্রয়াসী হইয়া আজ স্বীয় অযোগ্যতা ব্যতীত আর কিছুই দেখিতে পাইতেছি না। আমাকে অজ্ঞতার অন্ধকারে পতিত দেখিয়া শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু আলোক-প্রদর্শন-কল্পে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত আদি ষষ্ঠ অধ্যায়ের প্রথম শ্লোকটী রচনা করিয়াছেন। আমি শ্রীগুরুদেবের আনুগত্যে সেই শ্লোকটীতে শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর শ্রীচরণ বন্দনা করিতেছি—

বন্দে তং শ্রীমদদ্বৈতাচার্য্যমদ্ভুতচেষ্টিতম্।
যস্য প্রসাদাদজ্ঞোঽপি তৎস্বরূপং
নিরূপয়েৎ॥

এই মঙ্গলাচরণাত্মক শ্লোকটীতে আমার ভরসা হইয়াছে যে শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর বা তাঁহার একনিষ্ঠ সেবকগণের কৃপা হইলে আমার লেখনীতে শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর তত্ত্ব ও মহিমা কিছু প্রকাশিত হইতে পারে। কারণ জড়বিদ্যার গর্ব্বে গর্ব্বিত মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত তাঁহার স্বরূপ-নির্ণয়ে অসমর্থ হইলেও শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর কৃপা হইলে অজ্ঞ ব্যক্তিও তাঁহার স্বরূপ-নির্ণয়ে সমর্থ হয়।

বিষ্ণুতত্ত্ব ও সৃষ্টিরহস্য

শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের অন্তরঙ্গ পার্ষদ শ্রীস্বরূপ গোস্বামী প্রভু তদীয় কড়চায় শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর যে তত্ত্ব লিপিবদ্ধ করিয়াছেন সর্ব্বপ্রথমে আমরা তাহাই আলোচনা করিব। তিনি লিখিয়াছেন,—

মহাবিষ্ণুর্জগৎকর্ত্তা মায়য়া যঃ সৃজত্যদঃ।
তস্যাবতার এবায়মদ্বৈতাচার্য্য ঈশ্বরঃ॥
অদ্বৈতং হরিণাদ্বৈতাদাচার্য্যং ভক্তিশংসনাৎ
ভক্তাবতারমীশং তমদ্বৈতাচার্য্যমাশ্রয়ে॥

প্রকৃতির অতীত 'পরব্যোম'-নামে একটি চিন্ময় ধাম আছে; এই চিন্ময় ধামের সর্ব্বোপরি কৃষ্ণলোক। কৃষ্ণলোকে দ্বারকা, মথুরা ও গোকুল নিত্য বিদ্যমান, তথায় আদি চতুর্ব্যূহ—কৃষ্ণ, বলদেব, প্রদ্যুম্ন অর্থাৎ কামদেব ও অনিরুদ্ধ বিরাজমান। সেই কৃষ্ণলোকে 'শ্বেতদ্বীপ' নামে বৃন্দাবনস্থ ধাম অবস্থিত। কৃষ্ণলোকের অধোভাগে 'পরব্যোম' নামক বৈকুণ্ঠ বিরাজিত; তথায় কৃষ্ণের বিলাসমূর্ত্তি বা ঐশ্বর্য্যময়-বিগ্রহ চতুর্ভুজ নারায়ণ অবস্থান করেন। শ্রীনারায়ণ-লোকের চতুর্ব্যূহ—শ্রীনারায়ণ বা বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ। কৃষ্ণলোকে যিনি বলদেব তিনি মূল-সঙ্কর্ষণ। তাঁহার বিলাসমূর্ত্তি পরব্যোম-বৈকুণ্ঠে মহাসঙ্কর্ষণ। সেই মহাসঙ্কর্ষণের চিচ্ছক্তিক্রমে পরব্যোমস্থ সমস্ত শুদ্ধসত্ত্বের প্রকাশ। জীব-শক্তিক্রমে শুদ্ধজীবগণ তথায় বর্ত্তমান। তথায় মায়াশক্তির অবস্থিতি নাই। বৈকুণ্ঠলোকের বাহিরে জ্যোতির্ম্ময় ধামরূপ ব্রহ্মলোক, তাহার বাহিরে চিন্ময়জলবিশিষ্ট কারণ-সমুদ্র অবস্থিত। কারণ-সমুদ্রে সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ - এই গুণত্রয় সমতাপ্রাপ্ত হইয়াছে। কারণ-সমুদ্রের অপর-পারে অসংস্পৃষ্টরূপে মায়ার অবস্থিতি। কারণ-সমুদ্রে মূল-সঙ্কর্ষণের অংশরূপ আদি পুরুষাবতার মহাবিষ্ণু বিরাজমান। এই কারণোদকশায়ী মহাবিষ্ণু দূর হইতে মায়ার প্রতি ঈক্ষণ করেন এবং এক অঙ্গাভাসে মায়ার উপাদান কারণে মিলিত হন। অঙ্গাভাস শব্দের অর্থ যাহা অঙ্গের ন্যায় বোধ হয়, কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে অঙ্গ নহে। মায়াই উপাদান-কারণরূপে প্রধান ও নিমিত্ত-কারণরূপে প্রকৃতি। মহাবিষ্ণুর ঈক্ষণেই জড়রূপা প্রকৃতির মূল নিমিত্ত-কারণ সুতরাং প্রকৃতি গৌণ নিমিত্ত-কারণ।

শ্রীঅদ্বৈত—মহাবিষ্ণুর অবতার

পূর্ব্বোক্ত কৃষ্ণলোকস্থ স্বরাট্ পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রই শ্রীগৌরসুন্দর এবং মূল-সঙ্কর্ষণ শ্রীবলদেব প্রভুই শ্রীনিত্যানন্দ এবং কারণোদক-শায়ী মহাবিষ্ণুর অবতার—ঈশ্বর শ্রীমদ্ অদ্বৈতাচার্য্য প্রভু। শ্রীহরির প্রকাশ-বিগ্রহ অর্থাৎ বিষ্ণুতত্ত্ব হইতে অভিন্ন বলিয়া তাঁহার নাম 'অদ্বৈত'। আবার শুদ্ধভক্তির শিক্ষক বলিয়া তিনি 'আচার্য্য'।

শ্রীঅদ্বৈত—মঙ্গলময়

শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর মহিমা বর্ণনে শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী বলিয়াছেন,—

অদ্বৈত আচার্য্য গোসাঞি সাক্ষাৎ ঈশ্বর।
যাঁহার মহিমা নহে জীবের গোচর॥

বিষ্ণুর আচরণ কর্ত্তৃসত্তায় মঙ্গলময়। তাঁহার মঙ্গলময়ী লীলা বস্তুতে মাঙ্গল্য দর্শন করিলে জীবের মঙ্গল হয়। তিনি যাবতীয় মঙ্গলের আকর। তাঁহার সেবোন্মুখ আচরণ জগতে সকলেরই মঙ্গলবিধান করে। জগজ্জঞ্জালগণ এই শুদ্ধ, নিত্য, পূর্ণ ও মুক্ত মঙ্গল বুঝিতে না পারিয়াই আত্মবৃত্তি 'ভক্তি' হইতে বিচ্যুত হয়। ভোগবুদ্ধিমূলক কর্ম্মানুষ্ঠান, নির্ব্বিশিষ্ট-মুক্তিপ্রাপ্ত প্রভৃতি কোন অমঙ্গলের কথা চিন্ময়গুণে গুণী শ্রীঅদ্বৈতে স্থান পায় না। তাঁহাকে অদ্বয় বিষ্ণুতত্ত্ব বুঝিতে না পারিয়া ভক্তিহীন ও কেবলাদ্বৈতবাদি-জ্ঞানে যে সকল মায়ামোহিত অসুর স্বভাব জীবগণ তাঁহার অনুগমনের ছলনা করিয়াছিল, নিজ মায়াদ্বারা তাহাদিগের আত্মম্ভরিতা পোষণ করাইবার ছলনায় আচার্য্যের সেই অভক্তগণকে যে দণ্ড বিধান, তাহাও মঙ্গলাচরণ মাত্র। বিষ্ণুবস্তু অন্বয় ও ব্যতিরেকভাবে জীবের মঙ্গলই উৎপন্ন করে। অমঙ্গলকে মঙ্গলরূপে প্রতিষ্ঠিত করিলে বিষ্ণুমায়ার উপাদানিক আকর বুঝিতে পারা যায় না। কেহ কেহ বলেন, অদ্বৈত প্রভুর অপর নাম 'মঙ্গল' ছিল। তিনি নৈমিত্তিক অবতাররূপে প্রকৃতিতে উপাদান শক্তির সঞ্চার করিয়া থাকেন। তিনি অমঙ্গলময় প্রাকৃত বস্তু নহেন বা তিনি অমঙ্গলময় প্রাকৃত গুণের আশ্রয় নহেন। তাঁহার চরিত্রানুকরণেই জীবের মঙ্গলোদয় হয়। তাঁহার নাম শ্রবণ ও কীর্ত্তন করিলে জীবের সকল অমঙ্গল বিনষ্ট হয়।

অদ্বৈত আচার্য্য ঈশ্বরের অংশবর্য্য।
তাঁর তত্ত্ব নাম-গুণ সকলি আশ্চর্য্য॥
যাঁহার তুলসীদলে যাঁহার হুঙ্কারে।
স্বগণ সহিতে চৈতন্যের অবতারে॥
যাঁর দ্বারা কৈল প্রভু কীর্ত্তন প্রচার।
যাঁর দ্বারা কৈল প্রভু জগৎ নিস্তার॥
আচার্য্য গোসাঞির গুণ মহিমা অপার।
জীব কীট কোথায় পাইবেক তার পার॥

স্বদেশ

[শ্রীযুক্ত মধুসূদন চট্টোপাধ্যায় বি-এ]

কোন প্রাকৃত কবি গাহিয়াছেন—

"স্বদেশ স্বদেশ করিস্ তোরা
এদেশ তোদের নয়।"

যদিও তাঁহার এই কথা বলিবার উদ্দেশ্য অন্যরূপ কিন্তু শুদ্ধা সরস্বতী তাঁহারই মুখ দিয়া এক বাস্তবসত্যের কথাই বলাইয়াছেন। আমরা স্বদেশ বলিতে যে খণ্ডদেশে বর্ত্তমান-কালে জন্মগ্রহণ করিয়াছি তাহাকেই বুঝি। তাই ভারতবাসী ভারতবর্ষকে, জার্ম্মাণ-দেশবাসী জার্ম্মাণীকে, আমেরিকাবাসী আমেরিকাকে স্বদেশ মনে করিয়া তদিতর দেশবাসিগণকে বিদেশী ধারণা করে। এই প্রকার জড়দেশাত্মবুদ্ধিদ্বারা প্রচালিত হইয়া তাঁহারা জগতের কতই না অসুবিধার কারণ হইতেছেন। আজ কোনও ভারতবাসী ভারতবর্ষকে স্বদেশ মনে করিয়া সারা-জীবন ধরিয়া তাঁহার স্বদেশের স্বার্থের জন্য ভারতেতর অপর বৈদেশিকগণের স্বার্থের বিরুদ্ধে যে-সমস্ত কার্য্যাবলী করিলেন পরবর্ত্তি কালে আবার যদি তাঁহাকে সেই বিদেশেই জন্মপরিগ্রহ করিতে হয় তাহা হইলে এত দিন তিনি স্বদেশের জন্য যে কাজ করিলেন, দেখা যাইতেছে সেগুলি তাঁহার পক্ষে তখন সম্পূর্ণ অপ্রয়োজনীয় হইয়া পড়ে। তাই এদেশ যে সত্যই আমাদের স্বদেশ বা আত্মার দেশ নয় তাহা আমাদের বিবেচনার বিষয় হয়।

পান্থশালাকে যেরূপ নিজের গৃহ মনে করিলে ভুল হয়, তদ্রূপ এই অনিত্য মায়িক জগৎকেও যাঁহারা স্বদেশ বা আত্মার দেশ মনে করেন শ্রীগীতার বিচারানুসারে তাঁহারা অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা।

"স্বরূপে সবার হয় গোলোকেতে বাস।"

গোলোক বৈকুণ্ঠই জীবের স্বদেশ বা নিত্য বাসস্থান কিন্তু অণু-সচ্চিদানন্দ জীবাত্মা যখন ভগবদ্বহির্ম্মুখ হইয়া ভোগবাঞ্ছা করে, তখন শ্রীভগবানের বহিরঙ্গা মায়া-শক্তি তাহাকে তাহার প্রকৃত স্বদেশ হইতে বিতাড়িত করিয়া কারাগারসদৃশ বিদেশকেই স্বদেশ মনে করিবার যোগ্যতা অর্পণ করে এবং ঐ জীব তখন ত্রিগুণতাড়িত হইয়া—দেহাত্মবুদ্ধি-প্রণোদিত হইয়া নিত্যা-নিত্য বিবেকহীন হইয়া অনিত্য দেবীধামস্থ খণ্ডদেশকেই স্বদেশ অভিমান করিয়া থাকে। জীব তখন নিজের স্বরূপে সে যে নিত্যকাল শ্রীভগবানের দাস, একথা ভুলিয়া গিয়া প্রভু সাজিতে চাহিয়া কখনও সৎকর্ম্মী, কখনও বা অসৎকর্ম্মী হইয়া পড়ে এবং চতুর্দ্দশ ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে কর্ম্মফলবাধ্য হইয়া গতায়াত করিতে থাকে। বাস্তব নিত্য স্বদেশের স্মৃতি তাহার বিলুপ্ত হইয়া যায়।

যদি কাহারও সৌভাগ্যক্রমে প্রকৃত নিত্য স্বদেশবাসী কোনও সাধুমহাজন কৃপা করিয়া এ সময় দেখা দেন তবে তাঁহার সঙ্গ-প্রভাবে সেই জীবের বাস্তব স্বদেশের স্মৃতি পুনরায় জাগরিত হয়। সে তখন সাধুসঙ্গ-প্রভাবে নিজের স্বদেশের তত্ত্ব জানিয়া আর সংসাররূপ বিদেশকে স্বদেশ মনে করে না এবং "হায় হায় এতদিন বিদেশকে স্বদেশ মনে করিয়া কেনই যে অনর্থক সময় ক্ষেপণ করিয়াছি" ইহা মনে করিয়া মর্ম্মাহত হয়। সাধুকৃপায় সে ক্রমশঃ উপলব্ধি করিতে পারে যে, দেহ বা মন স্ব বা আত্মা নহে এবং দেহ মনের দেশ কিছু স্বদেশ নহে। প্রকৃত স্বদেশের কথা শুনিতে শুনিতে আর তাহার বিদেশের প্রতি মমতা থাকে না। সে তখন স্বদেশের স্বদেশবাসীর সেবায় জন্য লালায়িত হয় ও নিত্য স্বদেশের সন্ধান পায়।

কৃষ্ণনাম ভজ জীব আর সব মিছে। পলাইতে পথ নাই যম আছে পিছে॥

বৈষ্ণব কালিদাস

[শ্রীযুক্তা নিলীমা দেবী]

(২)

কালিদাস গৃহস্থাশ্রমী ছিলেন। মহাভাগবতের গৃহই বিষ্ণুর মন্দির। সর্ব্বদা তিনি হরিরসে প্রমত্ত থাকিতেন এবং তাঁহিনা ময় সঙ্কেতের দ্বারা ব্যবহারিক কার্য্যাদি নির্ব্বাহ করিতেন। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতকার বলিতেছেন—

"কৌতুকেতে যদি তেঁহ পাশক খেলয়।
'হরে কৃষ্ণ' 'হরে কৃষ্ণ' করি'পাশক চালয়॥

(চৈঃ চঃ মধ্য ১৬।৭)

কিন্তু ইহাদ্বারা বুঝিতে হইবে না যে, মুখে 'হরে কৃষ্ণ' বলিয়া যথেচ্ছাচার করা যাইতে পারে। কালিদাস কৃষ্ণ-পরায়ণ সুতরাং কৃষ্ণেন্দ্রিয়-তর্পণ ব্যতীত তাঁহার আর কিছু কৃত্য নাই। তিনি নিজেও অহর্নিশ কৃষ্ণ-সেবা করেন এবং জগৎকেও কৃষ্ণ-সেবাপর দর্শন করেন। তিনি যদি কখনও পাশা খেলেন তবে তাহাও একমাত্র কৃষ্ণানন্দ বর্দ্ধন নিমিত্তই। সেই সেবানন্দে বিভোর হইয়াই মুখে কৃষ্ণনাম স্বতঃ উচ্চারিত হন। কিন্তু মাদৃশ কোনও বদ্ধজীব যদি তাঁহার অনুকরণ করিবার চেষ্টা করেন, তাহা হইলে ঐ নামোচ্চারণের অনুকরণ চেষ্টাই তাহাকে শ্রীভগবানের নাম হইতে শত যোজন দূরে লইয়া যায়। উপরন্তু শাস্ত্র-বিগর্হিত কার্য্য করিবার নিমিত্ত সুধী-সমাজে 'কদাচারী'-নামে আখ্যাত হন।

———

তিনি সাধনের সকল তত্ত্ব অবগত ছিলেন। তাই আচরণদ্বারা জানাইয়াছেন

"ভক্তপদ-ধূলি, আর ভক্ত-পদ জল।
ভক্ত-ভুক্ত-শেষ তিন সাধনের বল॥

(চৈঃ চঃ মধ্য ১৬।৬০)

গৌড়দেশে যত বৈষ্ণব ছিলেন তাঁহাদিগকে শ্রীকালিদাস উত্তম দ্রব্য যাহা সংগ্রহ করিতেন তাহাই উপহার দিবার জন্য লইয়া যাইতেন। প্রকৃত গৃহস্থের ধর্ম্মই এই। মাদৃশ বদ্ধজীবগণ কোন প্রকার উত্তম দ্রব্য পাইলেই নিজেন্দ্রিয় তৃপ্তিসাধনে যত্নবান্ হ'ন এবং না পাইলে মৎসরতা প্রকাশ করেন। বিষ্ণু বা তদীয় জনকে উৎসর্গ করিবার কথা কখনই মনে হয় না। কখনও বা ধার্ম্মিক নাম কিনিবার আশায় চক্ষুলজ্জার খাতিরে "কাণাখঞ্জ ব্রাহ্মণকে দান" অথবা "উচ্ছিষ্ট থই গোবিন্দায় নমঃ" করিয়া থাকি কিন্তু শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণবের আচরণ আমাদিগকে কি শিক্ষা দিতেছেন ? —উত্তম দ্রব্য সর্ব্বাগ্রে বৈষ্ণবে দান করিবে, কারণ তদীয় জনকে উল্লঙ্ঘন করিয়া বিষ্ণুকে দিতে গেলে বিষ্ণু তাহা গ্রহণ করেন-না। ভক্তশ্রেষ্ঠ কালিদাস এইরূপে বৈষ্ণবগণকে ভেট দিয়া তাঁহাদের নিকট হইতে অবশেষ মাগিয়া লইতেন। আর যেখানে মাগিয়া না পাইতেন তথায় লুকাইয়া থাকিয়া, যে পরিহার্য্য বস্তুসকল উচ্ছিষ্ট পাত্রাদির সহিত ফেলিয়া দেওয়া হইত তাহাই গ্রহণ করিতেন।

———

মহাভাগবত কালিদাস জীবগণকে কৃষ্ণদাস দর্শন করেন এবং অন্বয়মুখি-সেবাবৃত্তি-সম্পন্ন জীবগণকে কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ জ্ঞান করেন, কোন প্রকার জাতি-বুদ্ধি তাঁহাতে ছিল না। একটী ঘটনায় আমরা তাঁহার তৃণাদপি সুনীচত্ব ও অমানি-মানদত্বের প্রকৃষ্ট পরিচয় পাই। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতকার তাঁহার অমৃতময়-লেখনীদ্বারা ইহা সুচিত্রিত করিয়াছেন।

———

ঝড়ু ঠাকুর নামে একজন বৈষ্ণব ছিলেন। তিনি ভূঁইমালী কুলে আবির্ভাব-লীলা প্রকাশ করিয়াছিলেন। একদিন কালিদাস কিছু সুমিষ্ট আম্রফল লইয়া তাঁহাকে উপহার দিতে গেলেন। কালিদাস আম্রফলগুলি তাঁহার পদপ্রান্তে রাখিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। তৎপরে ঠাকুরের গৃহিণীকে নমস্কার করিলেন। তাঁহারা ব্যস্তে ব্যস্তে উঠিয়া কালিদাসের চরণ বন্দনা করিলেন। তৎপর ইষ্টগোষ্ঠী আরম্ভ হইল। যে-স্থানেই বৈষ্ণবে বৈষ্ণবে সাক্ষাৎ হয় সেই স্থানেই শ্রীকৃষ্ণ এবং তদীয়ের কীর্ত্তন হয়। ইহা ব্যতীত অন্য কোন কথা হয় না। তাই মহাজন গাহিয়াছেন,—

বৈষ্ণব সঙ্গেতে মন আনন্দিত অনুক্ষণ
সদা হয় কৃষ্ণ-পরসঙ্গ॥

কিয়ৎকাল অতিবাহিত হইবার পর অমানী মানদ ঝড়ু ঠাকুর কহিতে লাগিলেন—আমি অতিশয় নীচজাতি। আমি অস্পৃশ্য, আপনি উচ্চকুলোদ্ভূত সুতরাং আপনি আমার বহু সম্মানিত অতিথি; আমি কি প্রকারে আপনার সেবা করিব ?

আমি নীচ জাতি, তুমি অতিথি সর্ব্বোত্তম।
কোন্ প্রকারে করিব তোমারে সেবন॥

(চৈঃ চঃ মধ্য ১৬।১৮)

আপনি অনুগ্রহপূর্ব্বক যদি দীনের সেবা গ্রহণ করেন তবে কোন ব্রাহ্মণ গৃহে আমি সমস্ত আয়োজন করিয়া দিই; আপনি স্বহস্তে পাক করিয়া প্রসাদ গ্রহণ করুন। আপনি যদি আমার এই অযোগ্য সেবা গ্রহণ করেন তাহা হইলে আমি আমার জীবন সার্থক জ্ঞান করিব।

কালিদাস স্বভাবতঃই দীন, তাহাতে আবার ঝড়ু ঠাকুরের এই দীনতা শ্রবণ করিয়া নিজেকে আরও হীন জ্ঞান করিলেন। তিনি বলিলেন—

"ঠাকুর, কৃপা কর মোরে।"

আপনার কৃপা লাভের নিমিত্ত আমি আসিয়াছি। আমি অতিশয় পামর, আমি অধম ও পতিত আর আপনারা পতিত-পাবন; তাই আপনার কৃপালাভের আশায় আপনার নিকট আসিয়াছি। আপনি যদি আমার উপর সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন তবে আপনার পদ-রজঃ আমার মাথায় দিন। ঝড়ু ঠাকুর বলিলেন,—আপনি ঐরূপ কথা বলিবেন না।

"আমি নীচ জাতি, তুমি সুসজ্জন রায়।"

তখন শাস্ত্রজ্ঞ কালিদাস বলিলেন,—ভগবান্ শ্রীমুখে বলিয়াছেন যে, তাঁহার ভক্তের জাতি-কুলাদির বিচার নাই।

ন মেঽভক্তশ্চতুর্ব্বেদী মদ্ভক্তঃ শ্বপচপ্রিয়ঃ।
তস্মৈ দেয়ং ততো গ্রাহ্যং স চ পূজ্যো
যথাহ্যহম্॥

—চতুর্ব্বেদ-অধ্যয়নকারী শৌক্র-ব্রাহ্মণ অপেক্ষা শ্বপচ-কুলজাত হইলেও আমার ভক্ত অধিক প্রিয়। আমার এই প্রকার ভক্তকেই দান করা উচিত এবং তাঁহার উচ্ছিষ্টাদি গ্রহণ করা উচিত। আমার এইরূপ ভক্ত আমারই ন্যায় সকল লোকের নিকট পূজ্য।

তাহার পর শ্রীমদ্ভাগবতের 'বিপ্রাদ্ দ্বিষড়্গুণযুতাদর" ও "অহোবত শ্বপচোঽতো গরীয়ান্" দুইটী শ্লোকের দ্বারা বলিলেন যে কৃষ্ণপাদপদ্ম-বিমুখ দ্বাদশ-গুণ-সম্পন্ন বিপ্র অপেক্ষা ভগবানে সমর্পিতাত্মা শ্বপচ শ্রেষ্ঠ; কেন না তিনি নিজকুল পবিত্র করিয়া থাকেন। আর ভূরিমান ব্রাহ্মণ-সকল তাহাতে অসমর্থ। যাঁহার জিহ্বাগ্রে অচ্যুত-গুণ গাথা কীর্ত্তিত হন, তিনি শ্বপচ হইলেও শ্রেষ্ঠ, কারণ যাঁহারা কৃষ্ণনাম কীর্ত্তন করেন তাঁহাদের সমগ্র তীর্থে স্নান, সমস্ত প্রকার তপস্যা করা হইয়াছে।

———

ঝড়ু ঠাকুর ঐসকল কথা শুনিয়া বলিলেন, আপনি কৃপাপূর্ব্বক যাহা আমাকে শ্রবণ করাইলেন এই সকল শাস্ত্র বাক্য সত্য—"সেই নীচ নহে—যাতে কৃষ্ণভক্তি হয়।" কিন্তু আমি কেবল জাগতিক বিচারে অস্পৃশ্য নহি—আমার কৃষ্ণেও বিন্দুমাত্রও ভক্তি নাই। যাঁহারা নীচকুলে উদ্ভূত হইয়া কৃষ্ণ-সেবা করেন, তাঁহাদিগের পক্ষে আপনার এই কথাগুলি প্রযুক্ত বটে কিন্তু আমার পক্ষে নহে। 'আমি নীচ জাতি', 'আমার কৃষ্ণভক্তি নাই' এগুলি ঝড়ু ঠাকুরের বৈষ্ণবোচিত দীনতা। বৈষ্ণবগণ সর্ব্বদাই 'আমি সেবা করিতে পারিতেছি না' এইরূপ মনে করেন। তাঁহারা বলেন—

আমি ত' বৈষ্ণব এ বুদ্ধি হইলে
অমানী না হ'ব আমি
প্রতিষ্ঠাশা আসি হৃদয় দূষিবে
হইব নিরয়গামী।

আবার আমরা দেখিতেছি, ঝড়ু ঠাকুর নিজকে নীচজাতি বলিতেছেন—

"আমি নীচজাতি, আমার নাহি কৃষ্ণভক্তি।"

(চৈঃ চঃ অন্ত্য ১৬।২৯)

শাস্ত্র বলিতেছেন—

"সেই নীচ নহে, যাতে কৃষ্ণ ভক্তি হয়"

(চৈঃ চঃ মধ্য ১৬।২৮)

———

তাহা হইলে জানা যাইতেছে যে, কৃষ্ণে ভক্তি-হীনতাই নীচজাতিত্বের পরিচায়ক। সুতরাং যাঁহার কৃষ্ণে ভক্তি আছে তিনি কখনই নীচজাতি হইতে পারেন না। শাস্ত্র বলেন—

ন শূদ্রা ভগবদ্ভক্তাস্তে তু ভাগবতা মতাঃ।
সর্ব্ববর্ণেষু তে শূদ্রা যে ন ভক্তা জনার্দ্দনে॥

শ্রীভগবানের পাদপদ্মে ভক্তি থাকিলে তিনি কখনই 'শূদ্র' পদবাচ্য হইতে পারেন না; কিন্তু জনার্দ্দনে ভক্তি না থাকিলে যে কোনও বর্ণে প্রতিষ্ঠিত থাকিলেও তিনি শূদ্র বলিয়া পরিগণিত হন।

যথা কাঞ্চনতাং যাতি কাংস্যং রসবিধানতঃ
তথা দীক্ষাবিধানেন দ্বিজত্বং জায়তে নৃণাম্॥

যেরূপ রাসায়নিক ক্রিয়াদ্বারা কাংস্য স্বর্ণত্ব প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ দীক্ষা-বিধানদ্বারা মনুষ্যসকল দ্বিজত্ব প্রাপ্ত হয়। তাহা হইলে ইহাই প্রমাণিত হয় যে, কৃষ্ণের অভক্ত হীন এবং কৃষ্ণের ভক্তই শ্রেষ্ঠ। জাগতিক জাতি-কুলাদির দ্বারা শ্রেষ্ঠাশ্রেষ্ঠ বিচার করা ভ্রম মাত্র।

———

কিয়ৎকাল কথোপকথনের পর কালিদাস ঝড়ু ঠাকুরকে নমস্কার করিয়া বিদায় চাহিলেন। অমানী মানদ ঠাকুর বিদায় দিবার নিমিত্ত তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিলেন এবং কালিদাসকে বিদায় দিয়া গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

———

শ্রীকালিদাস বৈষ্ণবোচ্ছিষ্ট কি-প্রকারে সম্মান করিতে হয়, বৈষ্ণবোচ্ছিষ্টের কি চমৎকারপ্রদ-মহিমা তাহা স্বীয় আচরণ দ্বারা অতি সুন্দররূপে প্রদর্শন করিয়াছেন। আমরা আগামীতে তাহা বর্ণন করিতে চেষ্টা করিব। বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি না করিয়া যদি আমরা "যেই কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা সেই গুরু হয়" এই মহাবাক্যের অনুসরণপূর্ব্বক বৈষ্ণবের পাদপদ্ম পূজা করিতে শিক্ষা করি এবং বৈষ্ণবের পদধূলি, পদজল ও ভুক্তাবশেষ গ্রহণের সৌভাগ্য পাই তাহা হইলে আমাদের জীবন সার্থক হইবে।

শুদ্ধভক্তি গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। ভাষ্যসহ বিরাট শ্রীচৈতন্য ভাগবত ৬৲
২। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্যন্ত ২৮৲
একাদশ স্কন্ধ হইতে পাঠ্যগ্রন্থ ১৶০
৩। ভাষ্যত্রয়সহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (৪র্থ সংস্করণ) ৬৲
৪। ভক্তিবিবেককুসুমাঞ্জলি (বাঁধা) ১৲
৫। গৌড়ীয়-গৌরব ১৶০
৬। গৌড়ীয়-সাহিত্য ১৶০
৭। ভজনরহস্য ।০
শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও
৮। শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৯। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ)
ঐ (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
১০। গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি টীকাসহ)
ঐ (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
১১। গীতার কেবল মাধ্ব-ভাষ্য ।০
১২। মুক্তিমল্লিকা গুণসৌরভঃ সানুবাদ (মাধ্ব) ২৲
১৩। বেদান্ততত্ত্বসার সানুবাদ (রামানুজীয়) ।০
১৪। জৈবধর্ম্ম ২৲
১৫। শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৬। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১৭। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ॥৶০
ঐ (বাঁধা) ৸০
১৮। দীপ-নির্দ্দেশন ৵০
১৯। সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ) ।৶০
২০। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ॥০
ঐ (আবাঁধা) ।৵০
২১। নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
২২। ভক্তিরত্নাকর নবদ্বীপ-পরিক্রমা ৵০
২৩। গীতমালা ৴১০
২৪। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৷০
২৫। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৷০
২৬। নবদ্বীপ পঞ্জিকা (৪৪৭ গৌরাব্দ) ৵০
২৭। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ০
২৮। শ্রীগোদ্রুমমণ্ডলপরিক্রমা-দর্পণ ।০
২৯। শরণাগতি ৴০
৩০। গীতাবলী ৴০
৩১। চিত্রে নবদ্বীপ ১॥০
৩২। সাধনকণ ৴০
৩৩। প্রেম ভক্তিচন্দ্রিকা ৴০
৩৪। নবদ্বীপশতক ৶০
৩৫। অর্থপঞ্চক ৴০
৩৬। সদাচারস্মৃতিঃ ৴০
৩৭। কল্যাণকল্পতরু (৫ম সংস্করণ) ৴১০
৩৮। অর্চ্চনকণ ৴০
৩৯। সাধককণ্ঠমালা (বাঁধা) ।০
ঐ (আবাঁধা) ৷৴০
৪০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (প্রথম চারিখণ্ড) ৩৲
৪১। ব্রহ্মসংহিতা ।০
৪২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৪৩। মণিমঞ্জরী সানুবাদ ।০
৪৪। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৪৫। পুরুষার্থ-বিনির্ণয়ঃ ।০
৪৬। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৪৭। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
৪৮। গৌড়ীয়মঠ কি করেন? ৴০
৪৯। ঈশোপনিষৎ (বলদেব ও মাধ্ব-ভাষ্য এবং বিবৃতি ও অনুবাদসহ) ।০
৫০। শ্রীভুবনেশ্বর ৶০
৫১। সিদ্ধান্তদর্পণ ৵০
৫২। সাংখ্যবাণী ৴০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৫৩। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী-দিগ্বিজয়ঃ ।০
৫৪। সটীক-শিক্ষাদশমূলম্ ।০
৫৫। তত্ত্ব-সূত্রম্ ।০
৫৬। সানুবাদ-শিক্ষাষ্টকম্ ৵০
৫৭। গৌড়ীয়মঠস্য পরিচয়ঃ ৴০
৫৮। সারাংশবর্ণনম্ ৶০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৫৯। রায় রামানন্দ ।০
৬০। নামভজন ।০
৬১। রিলেটীভ ওয়ার্ল্ড্‌স্ ।৶০
৬২। লাইফ য়্যাণ্ড প্রেসেপ্টস্ অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।০
৬৩। বৈষ্ণবীজম্ ।০
৬৪। হোয়াট গৌড়ীয়মঠ ইজ্ ডুইং ৴০
৬৫। দি ভাগবত ।০
৬৬। ইরোটিক প্রিন্সিপল্ য়্যাণ্ড আনেলয়েড্ ডিভোশন ।০
৬৭। ব্রহ্ম-সংহিতা ২॥০
৬৮। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (ভলুম ওয়ান) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৬৯। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ॥০
৭০। সাধন পথ ।০
৭১। কল্যাণ-কল্পতরু ৴১০
৭২। গীতাবলী ৴০
৭৩। শরণাগতি ৴০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৭৪। শরণাগতি

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

নদীয়া-প্রকাশ প্রাপ্তির স্থান

১। শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম-মায়াপুর, নদীয়া
২। শ্রীযোগপীঠ ঐ
৩। শ্রীবাস অঙ্গন ঐ
৪। অদ্বৈত-ভবন ঐ
৫। কাজীর সমাধি পাট ঐ
৬। স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ, নদীয়া।
৭। শ্রীভাগবত আসন কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
৮। শ্রীএকায়ন মঠ গোবিন্দপুর, হাঁসখালী।
৯। দ্বাদশগোপাল পাট—পোঃ চাকদহ,
১০। শ্রীগৌর গদাধরমঠ—চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড়, বৰ্দ্ধমান
১১। শ্রীমোদদ্রুমছত্র মাউগাছি, বৰ্দ্ধমান
১২। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম, আমলাযোড়া, পোঃ রাকবাধ বৰ্দ্ধমান
১৩। শ্রীগৌড়ীয়মঠ বাগবাজার, কলিকাতা
১৪। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাজু, হাওড়া,
১৫। শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয়মঠ, ৯০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা
১৬। শ্রীগোপালজী মঠ কমলাপুর, ঢাকা।
১৭। শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ পোঃ বালিয়াটী,
১৮। শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয়মঠ ময়মনসিংহ।
১৯। শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ চিরুলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর
২০। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম গোয়ালপাড়া, আসাম
২১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ রায়াপেটা, মাদ্রাজ।
২২। শ্রীরামানন্দগৌড়ীয় মঠ কব্বূর, জেঃ পশ্চিম গোদাবরী
২৩। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ উড়িয়াবাজার, কটক।
২৪। শ্রীত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয় মঠ ভুবনেশ্বর।
২৫। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ স্বর্গদ্বার, পুরী।
২৬। শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ আলালনাথ পোঃ ব্রহ্মগিরি, পুরী।
২৭। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ ডুমুরকুণ্ডা, পোঃ সিরকুণ্ডা, মানভূম।
২৮। শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ— ৪২ নং ফরিদপুরা, আনন্দভবন, বারাণসী।
২৯। শ্রীরূপগৌড়ীয় মঠ—এলাহাবাদ।
৩০। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ পুরাণবাজার, সরকার ঠাকুরের কুঞ্জ, বৃন্দাবন,
৩১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, নিউদিল্লী
৩২। শ্রীপরমহংসমঠ—নৈমিষারণ্য,
৩৩। শ্রীসারস্বত গৌড়ীয় মঠ—হরিদ্বার।
৩৪। শ্রীব্যাসগৌড়ীয়মঠ—কুরুক্ষেত্র, পঞ্জাব
৩৫। শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাবুলনাথ রোড, পোঃ গ্রান্ট রোড, বোম্বে।
৩৬। লণ্ডন গৌড়ীয়মঠ, ৩নং মটার হাউস, কর্ণওয়াল গার্ডেন্স, (S. W. 7) লণ্ডন।
৩৭। অমরি গৌড়ীয়মঠ—মেদিনীপুর
৩৮। সরভোগ গৌড়ীয় মঠ—সরভোগ, কামরূপ, আসাম
৩৯। শ্রীগৌড়ীয়মঠ—১০০ নং মিঠাপুর পোঃ—বাঁকিপুর, পাটনা।

শুদ্ধভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীলভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী মাসিক। শ্রীধাম-মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১॥০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দি ভাষায় একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি হৃদয় বন মহারাজ সম্পাদিত ও নৈমিষারণ্য শ্রীপরমহংস মঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ১॥০ দেড় টাকা মাত্র।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥০ দেড় টাকা মাত্র।

৫। কীর্ত্তন—মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ নিমানন্দ সেবাতীর্থ বি-এস, বি-টি, সম্পাদিত। আসাম গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম হইতে প্রকাশিত আসামী ভাষায় মাসিক। ভিক্ষা সডাক ১॥০ দেড় টাকা মাত্র

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ প্রণীত সমগ্র গ্রন্থ

গ্রন্থের মূল বোল্ড অক্ষরে এবং তাহাতে বর্ত্তমান যুগে শুদ্ধভক্তিপ্রচারের মূল মহাপুরুষ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অমৃতপ্রবাহভাষ্য ও প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের অনুভাষ্য সন্নিবেশিত হইয়াছে। অতি সুন্দর ছাপা। ডবল ক্রাউন আটপেজি আকারে ১০৯৬ পৃষ্ঠায় কেবল মূল ও ভাষ্য সম্পূর্ণ হইয়াছে। তদ্ব্যতীত ২১৮ পৃষ্ঠায় কেবল শ্লোকসূচী, পদ্যসূচী, স্থানসূচী, পাত্রসূচী, বিষয়সূচী, শব্দসূচী প্রভৃতি বিস্তৃত সূচী-পত্র। সভাষ্য শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের এরূপ উৎকৃষ্ট ও অমূল্য বিরাট সংস্করণ জগতের কোথায়ও আর পূর্ব্বে প্রকাশিত হয় নাই, ইহা নিরপেক্ষ পাঠক মাত্রেই একবাক্যে স্বীকার করিয়া থাকেন। সর্ব্বসাধারণের সুবিধার জন্য ভিক্ষা ১২৲ বারটাকা স্থলে—৬৲ ছয়টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীচৈতন্যমঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

রেলওয়ে সময়

ই, বি, আর দিয়া শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইবার ট্রেণ তালিকা

কলিকাতা	ছাঃ	০—৬,	৭—১৩,	১৪—১৪	১৬—৫৬,	২২—২৬
রাণাঘাট	ছাঃ	৫—৫০,	৯—৪৬,	১৬—৪৮,	১৮—৩৯,	০—৩২
কৃষ্ণনগরসিটি	পৌঃ	৬—২৮,	১০—২১	১৭—২৮	১৯—১৫	১—১৪
গাড়ী বদল	ছাঃ	৬—৪৫,	১০—৪৪,	১৩—২২,	১৭—৩৮,	২০—১৬
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৭—২৪,	১১—২১,	১৪—০,	১৮—১,	১০—৪৭
নবদ্বীপঘাট	পৌঃ	৭—৩৩,	১১—৩০,	১৪—৯,	১৮—১৬	২০ ৫৫

মহেশগঞ্জ ষ্টেশন হইতেও শ্রীধাম-মায়াপুরে যাওয়া যায়।

ই, বি, আর, দিয়া শ্রীধাম-মায়াপুর যাইবার ট্রেণ-তালিকা

হাওড়া	ছাঃ	৬—৪৬	১২—৪৬	১৭—৪৬	১৮—৩৬
ব্যাণ্ডেল	ছাঃ	৮—২৩	১৪—১১	১৮—৪৭	১৯—৪৩
নবদ্বীপ	পৌঃ	১০—২২	১৬—১৪	২০—৪৬	২১—৩৭

সহর নবদ্বীপ হইতে গঙ্গা পার হইয়া পূর্ব্বপারে প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইতে হইবে

কৃষ্ণনগর নবদ্বীপঘাট রেলওয়ে সময়

কৃষ্ণনগর হইতে নবদ্বীপঘাট

কৃষ্ণনগর সিটি—	৬-৪৫	১০-৪৪	১৩-২২	১৭-৩৮	২০-১৬
কৃষ্ণনগর রোড —	৬-৫৬	১০-৫৫	১৩-৩৩	১৭-৪৭	২০-২৫
আমঘাটা —	৭-১৫	১১-১৩	১৩-৫১	১৮-৩	২০-৪১
মহেশগঞ্জ—	৭-২৪	১১-২১	১৪-০	১৮-৯	২০-৪৭
নবদ্বীপঘাট —	৭-৩৩	১১-৩০	১৪-৯	১৮-১৬	২০-৫৫

বিশেষ দ্রষ্টব্য—নবদ্বীপঘাট ষ্টেশন অপেক্ষা মহেশগঞ্জ ষ্টেশন হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরের দূরত্ব অনেক কম। শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে যাঁহাদিগকে রাণাঘাটে ট্রেণ বদল করিতে হয়, তাঁহারা রাণাঘাটে প্রাতঃ ৫-৫০,৮-১৪, ৯-৪৬ ১৬-২৮,১৮-৩৯ এবং ০-৩২ মিনিটের সময় গাড়ী পাইবেন।

শান্তিপুর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে শান্তিপুর ষ্টেশনে ৫-৪০,৯-১৯, ১১-২৫,১৬-৪ এবং ১৮-৪১ মিনিটের সময় ট্রেণ পাওয়া যায়।

নবদ্বীপঘাট হইতে কৃষ্ণনগর

নবদ্বীপ ঘাট—	৫-৩৫	৯-২৫	১২ ১০	১৫-৩৪	১৮-৪৫
মহেশগঞ্জ—	৫-৪৩	৯-৩৩	১২-১৯	১৫-৪২	১৮-৫৩
আমঘাটা—	৫-৪৯	৯-৩৯	১২-২৬	১৫-৪৮	১৯-৫
কৃষ্ণনগর রোড—	৬-৫	৯-৫৫	১২-৪৩	১৬-৪	১৯-২৪
কৃষ্ণনগর সিটি—	৬-১৩	১০-৩	১২-৫১	১৬-১২	১৯-৩৫

———

কলিকাতা বাজার দর

লোহা হার্ডওয়্যার

১২ই জানুয়ারী ১৯৩৪

টাটার তৈয়ারী—	প্রতি হঃ
লোহার কড়ি (জয়েষ্ট বা গার্ডার) মার্কা	... —৫৸০
ঐ বে-মার্কা চালানী ওজন	৫৲—৫৵০
বরগা (টী-আয়রণ)	৬৵০—৬।৵০
এঙ্গেল আয়রণ (কোনা)	৫৸০—৬।৵০
গ্যালভ্যানাইজড করগেট টীন—	
২২ গেজ ৬ হইতে ১০ ফুট	১।৵০
২৪ গেজ ,, ,,	০৸৵০
২৬ গেজ ,, ,,	১১।৶
২৪ গেজ আর, পি, ডি, মার্কা	১৪৲

কেরোসিন

মোক্রেক প্রত্যেক বাক্স (২ টিন)		৯,৬
সূর্য্য মার্কা	,,	৬।০
ভিক্টোরিয়া	,,	৬৲

সোণার দর

পাকা সোণা	৩০৸৶
গড়ান	৩০৸
গিনি পাত	৩১।০

রূপার দর

রূপা প্রতি ১০০ ভরি	৫৫৵০
ঐ খুচরা	৫৵০

কোম্পানীর কাগজ

৩।০ সুদের কাগজ	৮১৶
৩॥০ নূতন ঋণ (১৯৪৭-৫০)	৯১।০
৭৲ ,, ঋণ (১৯৬০-৭০)	৯৭৲
৫৲ ,, বণ্ড (১৯৩৫	১০৪॥৵০

ডিবেঞ্চার

৫৲ সুদের (১৯৫৬-৮৬) কলিকাতা পোর্ট-ট্রাষ্ট ডিবেঞ্চার :—	১০২॥৵০

ব্যাঙ্ক

ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক (কলিকাতা)	১২৯৪॥০
সেণ্ট্রাল	২৲

কাপড় ও সূতার কল

এলাগিন মিল	৪৫৲

পাট কল

হাওড়া	৫০৲
আকল্যাণ্ড	১৯৫৲
বালী	১৬২৲
বরানগর	১৫০৲
কেলভিন	৩৭০৲
ক্লাইভ	১৪৩৲
ক্যাম্বে	২৮।০
কামারহাটী	৪০৮॥০
কেল্টা	৪৪৫৲

মহিলা শিক্ষক

ফিজি অথবা রোডিশিয়াতে ইহা [illegible] বাস মহিলাদিগের জন্য যুক্ত-প্রদেশের বার্ষিক ২১৬ পাউণ্ড হিসাবে একটী দিবেন। বাঙ্গলার ঐ শ্রেণীর বি, এ করা স্ত্রীলোকেরা ইউনাইটেড কিংডমে ট্রেণিং পাশ করিয়া শিক্ষকতা কার্য্যের উ[illegible] হইয়া ফিরিতে পারেন।

নাগপুরে এম. সি, সি,

মিঃ বারনেটের জনাধারণ

এ পর্য্যন্ত যতদিন খেলা হইয়াছে তাহ[illegible] স্থানীয়—১৯৬ এবং এম, সি, সি,—[illegible] তন্মধ্যে মিঃ বারনেট—১৪০।

ফেরারী আসামী গ্রেপ্তার

কুমিল্লা হইতে প্রকাশ, উকীল প্রকাশচন্দ্র দাসের ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীযুক্ত সু[illegible] চন্দ্র দাসকে ব্রাহ্মণবাড়িয়া থানার এলা[illegible] ফুলবাড়িয়াতে গ্রেপ্তার করা হয়। তাহ[illegible] কড়া পুলিশ পাহারায় এখানে [illegible] হইয়াছে। এরূপ প্রকাশ সুরেন্দ্র এ[illegible] ফেরারী বলিয়া ঘোষণা করা হইয়া[illegible] এবং ১৯৩০ সাল হইতে পুলিশ তাহার [illegible] করিতেছিল, তাহাকে গ্রেপ্তার করার ৫০০ টাকা ঘোষিত হইয়াছিল।

ব্যাঙ্ক লুঠ

উটি ব্যাঙ্ক লুঠ মামলায় কোয়েম্বাটু[illegible] দায়রার জজ অপর দুই আসামীর স[illegible] নিত্যানন্দ বাৎসায়ন ও কুলীরাম মে[illegible] প্রতি বিস্ফোরক পদার্থ আইনের ৪ এ[illegible] ধারা ও ভারতীয় অস্ত্র আইনের ১৯ মতে দণ্ডাদেশ দেন। উক্ত দণ্ডাদে[illegible] বিরুদ্ধে নিত্যানন্দ ও কুলীরামের পক্ষ[illegible] হাইকোর্টে আপীল করা হয়। বিচার[illegible] মিঃ বার্ডওয়েল উক্ত আপীল অ[illegible] করিয়াছেন।

ইরোদ রেল ষ্টেশনে যুক্ত হইবার তাঁহাদের নিকট বোমা ও রিভ[illegible] রাখার অভিযোগে তাঁহাদের বিচার হ[illegible] প্রত্যেক অভিযোগে তাহাদের প্রতি ক্রমে দশ বৎসর ও ২ বৎসর কারা[illegible] কারাদণ্ডের আদেশ হয়।

কটাই হইতে ফুটন্ত গুড় পড়

লক্ষ্ণৌ হইতে প্রকাশ, লক্ষ্ণৌর চিনির কারখানায় ভীষণ দুর্ঘটনা গিয়াছে। ইহার ফলে দুই ব্যক্তি গিয়াছে। এবং এক ব্যক্তি গুরুত[illegible] জখম হইয়াছে। প্রকাশ, কটাই ফুটন্ত গুড় পড়িয়া যাওয়ায়, তিন[illegible] পুড়িয়া যায়, তন্মধ্যে দুই জন মারা যি[illegible]

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস হইতে—ডাঃ কৃষ্ণকান্ত ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম ভক্তিশাস্ত্রী এম. এ., এম. এস্ কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

টেলিগ্রামের ঠিকানা— 'শ্রীধাম' নবদ্বীপ
চিঠির ঠিকানা—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

দৈনিক

REG. C[illegible]

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি পংক্তি ।১২
প্রতি কলম ৬
অর্দ্ধ কলম ৩।০
সিকি কলম ২
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র।

নদীয়া প্রকাশ
THE
NADIA-PRAKASH

অগ্রিম দেয়
বার্ষিক [illegible]
ষাণ্মাসিক [illegible]
ত্রৈমাসিক [illegible]
মাসিক [illegible]
নগদ বর্ত্তমান
সংখ্যা [illegible]

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচারিত—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৮ম খণ্ড | সম্পাদক- [illegible] বন্দ্যোপাধ্যায় বেদান্তবাচস্পতি | ২৭৫শ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর— ১২ই মাঘ শুক্রবার ১৩৪০, ২৬শে জানুয়ারী ১৯৩৪

মাঞ্চুকোর নূতন সম্রাট

চীংচুং হইতে প্রকাশ, চীনের ভূতপূর্ব্ব বালক সম্রাট মাঞ্চুকোর সম্রাট হইবেন। আগামী ১লা মার্চ্চ অভিষেক-উৎসব সম্পন্ন হইবে। মাঞ্চুকোর রাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হইলেই সাম্রাজ্যে জাপানের ক্ষমতা বিস্তীর্ণ হইবে।

ইতালির ব্যবস্থাপক সভা

রোম হইতে প্রকাশ, রোমের ব্যবস্থাপক সভার নির্ব্বাচন আগামী ২৫শে মার্চ্চ ধার্য্য হইয়াছে। সকলেই বলিতেছেন— ইতালির এই শেষ ব্যবস্থাপক সভা।

ভারতের ভূমিকম্প

বার্লিন হইতে প্রকাশ, প্রেসিডেণ্ট ভন হিণ্ডেনবার্গ ভারতের ভূমিকম্পে অতিমাত্র দুঃখিত হইয়া সম্রাটকে সহানুভূতিসূচক তার করিয়াছেন।

আইরিশ 'রিপাব্লিকান' বাহিনী

লণ্ডন হইতে প্রকাশ, আইরিশ রিপাব্লিকান বাহিনীর উপর গোয়েন্দার দৃষ্টি-নজর পড়িয়াছে। উহারা বাহিনীর 'রিপাব্লিকান' নামক পত্রিকার বাৎসরিক সংখ্যা হস্তগত করিয়া ডাবলিন দুর্গে জমা দিয়াছে। কয়েক ঘণ্টা পূর্ব্বে, পত্রিকার অফিস হইতে কতকগুলি পত্রিকা পুলিশ জব্দ করিয়াছিল।

ভাইকাউণ্ট র‍্যাটেনডোন

[illegible] হইতে প্রকাশ, লর্ড উইলিংডনের পুত্র ভাইকাউণ্ট র‍্যাটেনডোন 'কেরাণী' হিসাবে সামরিক হইতে আসিয়া পৌঁছিয়াছেন। এবার তাঁহার বিশ হাজার মাইল উড্ডয়ন শেষ হইল।

পণ্ডিত মালব্যের বিবৃতি

কাশী হইতে সংবাদপত্রে প্রকাশ, কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের বার্ষিক বৃত্তি সম্বন্ধে বড়লাটের সহিত পণ্ডিত মদনমোহন মালব্যের কথাবার্ত্তা হয়। মালব্যজী জানাইতেছেন, উক্ত সংবাদ সত্য নহে। তিনি বলেন, বড়লাটের সহিত সাক্ষাৎকালে রাজনৈতিক আলোচনা হয়। স্যার ফজলী হোসেন বহুদিনের আমন্ত্রণ রক্ষা করিবার জন্য হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় পরিদর্শনে আসেন। পণ্ডিত মালব্যের নিশ্চিত বিশ্বাস তাঁহার পরিদর্শনে বিশ্ববিদ্যালয় লাভবান হইবে।

ডাকাতদের বাধা প্রদান

আমেদাবাদ জেলার কোয়াক বুই গ্রামে বংশীও একদল সশস্ত্র ডাকাতের সম্মুখে অসীম সাহসের পরিচয় দিয়াছে। বিবরণে প্রকাশ, ৫ জন সশস্ত্র ডাকাত জোর করিয়া বংশীওর বাড়ীতে প্রবেশ করিতে যায়। বংশীও সাহসভরে একটি ছোরার সাহায্যে ডাকাতদের বাধা দেয় এবং একজনকে আহত করে। অপর ডাকাতেরা বংশীও ও তাহার স্ত্রীকে প্রহার করে, কিন্তু পলায়ন করিতে বাধ্য হয়। পুলিশ, তিনজনকে গ্রেপ্তার করিয়াছে এবং ডাকাতদের নিকট হইতে একটি বন্দুক পাইয়াছে।

নূতন শুল্কের ব্যবস্থা

লণ্ডন হইতে প্রকাশ, আইরিশ ফ্রী ষ্টেট কতকগুলি নূতন শুল্কের ব্যবস্থা করিয়াছে। আমদানী মোটরকারের শুল্ক শতকরা বাইশের বদলে শতকরা তেত্রিশ হইয়াছে। আরও অনেক আবশ্যক জিনিষের উপর শতকরা তেত্রিশ হিসাবে নূতন শুল্ক বসিয়াছে। কতকগুলি কৃষিযন্ত্রের উপর শতকরা পঁচিশ এবং বস্ত্রের উপর শতকরা চল্লিশ হিসাবে শুল্ক ধার্য্য হইয়াছে।

সারার আলোচনা

জেনেভা হইতে প্রকাশ, জেনেভার লীগ সভ্য বলিতেছেন, সারার সম্বন্ধে কোন রিপোর্ট এখন প্রকাশ হইবে না। সারারপক্ষ অবাধে নিজের মত প্রকাশ করিতে পারিবে। কোন আশঙ্কা বা ভয়ের কারণ নাই।

গঙ্গাসাগরে ষ্টীমার দুর্ঘটনা

কাঁথি হইতে প্রকাশ, ষ্টীমার "কণ্ডর" যাত্রী পূর্ণ ২খানা ফ্ল্যাট লইয়া সাগর দ্বীপসমূহের নিকট হইতে ফিরিতেছিল। মঙ্গলবারে রাত্রি ৮টা ৩০ মিনিটের সময় পেটুয়াঘাটের নিকট উহা চড়ায় লাগে। যাত্রীরা জলে পড়িয়া গিয়াছিল। তাহারা ঐ ফ্ল্যাট ধরিয়াছিল। অবশেষে কয়েকখানি নৌকা তাহাদিগকে রক্ষা করে। একজন নাবিকের কোনও সন্ধান পাওয়া যায় নাই।

পলাতককে আশ্রয় দানে দণ্ডিত

চট্টগ্রাম হইতে প্রকাশ, সূর্য্য সেনকে আশ্রয় দানের মামলায় ফেরারী আসামী সুশীল দাশগুপ্তকে আশ্রয় দানের জন্য [illegible] ডাক্তার [illegible]দাস ও তাঁহার কর্ম্মচারী অপর্ণা দে যথাক্রমে দেড় বৎসর ও এক বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন।

ভাইকাউণ্ট হালিফাক্সের সমাধি

লণ্ডন হইতে প্রকাশ, ভারতের ভূতপূর্ব্ব বড়লাট লর্ড আরউইনের পিতা ভাইকাউণ্ট হালিফাক্সের মৃত্যু হইয়াছে। তিনি ইংলণ্ডীয় গির্জ্জার একজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি ছিলেন এবং তিনি সারাজীবন রোমীয় গির্জ্জার সহিত ইংলিশ গির্জ্জার মিলনের জন্য কার্য্য করিয়া গিয়াছেন। গত মঙ্গলবার হিকলটনে তাঁহার সমাধি হইয়াছে।

পিওন গ্রেপ্তার

আগরতলা হইতে প্রকাশ, উদয়পুর নগরে তহশীল কাছারীর পিওন [illegible]কে গত ৪ঠা জানুয়ারী ত্রিপুরা রাজ্যের বন-বিভাগের কর্ম্মচারীদিগের ২টি রাইফেল বন্দুক অপহরণ করিবার অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

আমেরিকায় নাৎসী আন্দোলন

ওয়াশিংটন হইতে প্রকাশ, আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে নাৎসীদের কার্য্যকলাপ সম্পর্কে তদন্ত করিবার জন্য মার্কিণ কংগ্রেসের (পার্লামেণ্ট) প্রতিনিধি পরিষদ হইতে একটি কমিটি গঠিত হইয়াছিল। এই কমিটী তাঁহাদের তদন্তের ফলে প্রকাশ করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন যে, জার্ম্মাণ প্রচারকগণ (প্রোপাগাণ্ডা) [illegible] বিরুদ্ধে আমেরিকার জনমত উত্তেজিত করিবার চেষ্টায় আছেন এবং স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, জার্ম্মাণ গবর্ণমেণ্ট [illegible] জন্য আমেরিকায় প্রচারকার্য্য চালাইতে চাহেন।

প্রেসিডেণ্ট হিণ্ডেনবার্গ

বার্লিন হইতে প্রকাশ, প্রেসিডেণ্ট হিণ্ডেনবার্গ সর্দ্দি কাশীতে কষ্ট পাইতেছেন। তাঁহার রাজকর্ম্ম এখন বন্ধ।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক

— পারমার্থিক পত্র —

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে ॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে ॥

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশ
তনয়স্তদ্ধাম-বৃন্দাবনম্,
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং
প্রেমা পুমর্থো মহান্.
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং
তত্রাদরো নঃ পরঃ ॥

৮ম বর্ষ } ২৬ মাধব গৌরাব্দ ৪৪৭, ১২ই মাঘ বঙ্গাব্দ ১৩৪০, ২৬শে জানুয়ারী ইং ১৯৩৪, শুক্রবার { ২৭৫ তম সংখ্যা

শ্রীসনাতন-গৌড়ীয়মঠে

বার্ষিক মহোৎসব

গত ১৯শে জানুয়ারী ৫ই মাঘ শুক্রবার হইতে ২১শে জানুয়ারী ৭ই মাঘ রবিবার পর্য্যন্ত শ্রীধাম মায়াপুরস্থ শ্রীচৈতন্যমঠের অন্যতম শাখা কাশী শ্রীসনাতন গৌড়ীয়মঠের বার্ষিক মহামহোৎসব সুসম্পন্ন হইয়াছে।

গত ৫ই মাঘ শুক্রবার দিবস প্রায় পাঁচ সহস্র ব্যক্তিকে বিচিত্রতাপূর্ণ শ্রীমহাপ্রসাদ বিতরিত হইয়াছে। মঠ-গৃহটী বর্ত্তমানে ৫২নং করিদপুরা অন্নদা-ভবনে স্থানান্তরিত হইয়াছে। ঐস্থানের সম্মুখে প্রশস্ত ময়দান থাকায় এক এক বারে সহস্র কাঙ্গালী বসিয়া ভোজন করিয়াছিল। বহু সম্ভ্রান্ত শিক্ষিত এবং আভিজাত্য-সম্পন্ন ব্যক্তিও মহাপ্রসাদ সম্মান করিয়া ধন্য হইয়াছেন। তৎপর-দিবসও প্রাতঃকালে কাশী দশাশ্বমেধ ঘাটে প্রায় সহস্র ব্যক্তিকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হইয়াছিল। উৎসবোপলক্ষে মঠ-সেবকগণের, বিশেষতঃ শ্রীযুত সৌন্দর্য্যকামকোটী দাসাধিকারী মহাশয়ের সেবাচেষ্টা বিশেষ প্রশংসনীয়।

গত ৬ই মাঘ শনিবার মঠ-গৃহের সম্মুখস্থ প্রাঙ্গণে একটী সভাগৃহ প্রস্তুত হইয়াছিল। তাহা বিচিত্র মনোহর বস্ত্রাদি এবং আসবাব-পত্রে সুসজ্জিত হওয়ায় সাধারণের চিত্তাকর্ষক হইয়াছিল। বিশেষতঃ শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের নয়নাভিরাম মূর্ত্তি দর্শনমাত্রেই চিত্ত আকর্ষণ করিয়াছেন। স্বনামধন্য মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ তর্কভূষণ মহোদয় এই মহতী সভায় সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন।

অপরাহ্ণ ৩॥ ঘটিকার সময় পণ্ডিত শ্রীপাদ সর্ব্বেশ্বরানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রীজীর উদ্বোধন-সঙ্গীত কীর্ত্তিত হইলে শ্রীপাদ অপ্রাকৃত ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভু ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিস্বরূপ শ্রৌতী মহারাজ শ্রীসরস্বতীপূজা-সম্বন্ধে সুসিদ্ধান্তপূর্ণ বক্তৃতা প্রদান করিবার পর সভাপতি মহামহোপাধ্যায় মহাশয় পরম-প্রীতিভরে একটী বাগ্মিতাপূর্ণ বক্তৃতা প্রদান করেন। ৪র্থ পৃষ্ঠায় ভক্তিসারঙ্গ প্রভুর বক্তৃতাটী প্রকাশিত হইল। সভাপতি মহাশয়ের বক্তৃতা আগামী কল্য প্রকাশিত হইবে।

সাময়িক প্রসঙ্গ

গত ৬ই মাঘ শনিবার কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠে শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর, শ্রীল রঘুনন্দন ঠাকুরের ও শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর আবির্ভাব-মহোৎসব সুষ্ঠুরূপে সম্পন্ন হইয়াছে। এতদুপলক্ষে সন্ধ্যা ৭টা হইতে ৮॥ টা পর্য্যন্ত বক্তৃতা এবং আদি ও অন্তে শ্রীপাদ গদাধর দাসাধিকারী প্রভু কর্ত্তৃক মৃদঙ্গ-করতাল-সংযোগে মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তন হইয়াছিল। বহু সজ্জন ব্যক্তি ও বহু সম্ভ্রান্ত মহিলা আগমন করিয়াছিলেন। বক্তৃতা ও কীর্ত্তনান্তে সমাগত নরনারী, বালক বালিকা, ধনী দরিদ্র, পণ্ডিত মূর্খ সকলকেই ভবরোগের ঔষধ ও পথ্যস্বরূপ বিচিত্র শ্রীমহাপ্রসাদ বিতরণ করা হইয়াছিল। গৃহস্থভক্ত শ্রীযুক্ত বিলাসবিগ্রহ দাসাধিকারী ভক্তিকমল প্রভু ও শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রনাথ দাসাধিকারী প্রভু মহোৎসবের যাবতীয় ব্যয়ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন।

বিগত ১৩ই পৌষ বৃহস্পতিবার শ্রীশ্রী-ভক্তিসিদ্ধান্ত-বাণী-সেবক সমিতির সাপ্তাহিক অধিবেশনে শ্রীশ্রীগুরু-বৈষ্ণব-বন্দনা ও গীতির পর শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ হইয়াছে। পাঠের মর্ম্ম নিম্নে প্রদত্ত হইল।

শ্রীদেবকী দেবীর অন্তরে অজিত ভগবান্ বিরাজিত থাকায় তিনি প্রভাধারা কারাগৃহ আলোকিত করিতেন এবং তাঁহার বদন ভগবদানন্দে সদা হাস্যময় থাকিত। কংস দেবকীকে এইপ্রকার দর্শন করিয়া বলিতে লাগিলেন,—'আমার প্রাণনাশক হরি নিশ্চয়ই দেবকীর গর্ভে প্রবিষ্ট হইয়াছেন, কেন না, এই দেবকী ইতঃপূর্ব্বে এই প্রকার প্রভাবতী ছিল না।'

কংস ভাবিতেছেন,—একণে আমার সত্বর কর্ত্তব্য কি? দেবকার্য্য-সাধনার্থ প্রাদুর্ভূত শ্রীহরি নিজ বিক্রম ত্যাগ করিবেন তাহাও নহে, দেবকী স্ত্রীজাতি, ভগিনী, তাহাতে আবার গর্ভিণী, তাহার বধে যশঃ, শ্রী, আয়ুঃ সত্বই বিনষ্ট হইবে সন্দেহ নাই। পরন্তু যে ব্যক্তি অত্যন্ত নিষ্ঠুর, সে বাঁচিয়া থাকিয়াও মৃত; যেহেতু লোকসকল সেই নিষ্ঠুর ব্যক্তিকে অভিশাপ প্রদান করিতে থাকে এবং মৃত্যুর পর ঐ দেহাত্মাভিমানীর নিশ্চয়ই অন্ধতমঃ নরকে গতি লাভ হইয়া থাকে। "ততশ্চ তমুমানিনঃ প্রাণ্যন্তরহিংসয়া স্বতনুং মানয়তো লালয়তো জনস্য ভোগাং যদন্ধং তমস্তৎ ধ্রুবমেব গন্তা গচ্ছতি"। (শ্রীবিশ্বনাথ)

এই প্রকার বিচার করিয়া কংস স্বয়ংই গর্ভনাশাদি দুষ্কার্য্য হইতে বিরত হইল এবং হৃদয়ে চিরস্থায়ী বিদ্বেষভাব পোষণ করিতে করিতে শ্রীহরির জন্ম-প্রতীক্ষায় অবস্থান করিতে লাগিল। কংস উপবেশন, শয়ন, অবস্থান, ভোজন, পৃথিবী পর্য্যটন প্রভৃতি সকল সময়ে শত্রুভাবে শ্রীহরিকে চিন্তা করিতে করিতে সমগ্র জগৎকে তন্ময় (শ্রীহরিময়) দেখিতে লাগিল।

বিগত ২৭শে পৌষ বৃহস্পতিবার শ্রীশ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত-বাণী-সেবক-সমিতিতে সাপ্তাহিক অধিবেশনে গৌরবিহিত মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তন ও শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ হইয়াছে।

দেবতাগণ দেবীর গর্ভস্থ ভগবান্‌কে স্তব করিতেছেন,—'হে ভগবন্! অনেক-স্বরূপ আপনি স্থাবর-জঙ্গমাত্মক জীবসমূহের পালনার্থ ধার্ম্মিকগণের সুখপ্রদ ও দুষ্টদিগের বিনাশক বিশুদ্ধ-সত্ত্বময় মৎস্যাদি-রূপসকল পুনঃ পুনঃ প্রকট করিয়া থাকেন।

হে কমলনয়ন! মুখ্য বিবেকী পুরুষগণ বিশুদ্ধ-সত্ত্বগুণাশ্রয় আপনাতে সমাধিদ্বারা চিত্ত নিবিষ্ট করিয়া থাকেন। তদ্দ্বারা তাঁহারা মহৎদিগের আদরণীয় ভবদীয় পাদ-তরণী অবলম্বনপূর্ব্বক ভবসাগরকে গোবৎস-পদ জ্ঞান করেন। "সমাধিনা পৃথিব্যামবতীর্ণস্য তব রূপগুণলীলাদি ধ্যানাতিশয়েন স্বযাবেশিতং যচ্চেতস্তেন হেতুনা প্রাপ্তেন যৎপাদপোতেন মহৎকৃতেন মহদ্ভির্ভবাব্ধেঃ পোতস্তূলীকৃতেনেত্যর্থঃ। গোবৎসপদং কৃত্বাতি ভবাব্ধেরতি-স্বল্পমপি ন জানন্তীত্যর্থঃ॥"

(শ্রীবিশ্বনাথ)

হে স্বপ্রকাশ! তুমি ভক্তবাঞ্ছাকল্পতরু অর্থাৎ ভক্তগণ অন্যাভিলাষী নহেন, তোমার সেবাবাঞ্ছা তুমিই পূর্ণ করিয়া থাক। তোমার চরণাশ্রিত মহাজনগণ এই ভীষণ দুস্তর ভবার্ণব স্বয়ং উত্তীর্ণ হইয়া ভবদীয় পাদপদ্ম-তরণী ইহলোকে (গুরু-পরম্পরা বা শ্রৌত পন্থায়) রাখিয়া গিয়াছেন; কেননা তাঁহারা সর্ব্বভূতে অতিশয় প্রীতিযুক্ত। ভগবদ্ভক্তগণই একমাত্র জীবে দয়ার মহাদর্শ প্রদর্শন করিয়া থাকেন।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

২৬ মাধব নিধি গর্ভোদশায়ী, ৪৪৭

ভূকম্পে মানবের কর্ত্তব্য

স্বপতির স্থিতিকে ধূলিসাৎ করিয়া গত ১লা মাঘ প্রচণ্ড ভূকম্প বিহার, নেপাল প্রভৃতি অঞ্চলের সহস্র সহস্র মানবকে জীবন্ত সমাধি দিয়া সংহার-মূর্ত্তির যে প্রলয়ঙ্কর-রূপ সমগ্র বিশ্বকে প্রদর্শন করিয়াছে তাহা গবেষণার ভিতর দিয়া যতই অন্তরে প্রবেশ করিতেছে ততই সভ্য মানববৃন্দকে শোক-দুঃখে অভিভূত করিয়া তাঁহাদের হৃদয় হইতে সহানুভূতির দীর্ঘ-নিঃশ্বাস আকর্ষণ করিতেছে। জাপান, জার্ম্মাণ প্রভৃতি দেশ-সমূহও ভারতের এই নৈসর্গিক বিপদের বার্ত্তা অবগত হইয়া ভারত-সম্রাটের নিকট সহানুভূতি-জ্ঞাপক তার প্রেরণ করিয়াছেন। অবশ্য এই সহানুভূতি-প্রাপ্তির নিমিত্ত ভারত তাঁহাদের নিকট কৃতজ্ঞ; ভারতের পক্ষ হইতে ভারত-সরকার ও ভারত-সম্রাট্ সহানুভূতি-প্রদর্শকগণকে ধন্যবাদ প্রদান করিয়াছেন। বড়লাট বাহাদুর দুঃস্থগণের জন্য একটী সাহায্য-ভাণ্ডার উন্মোচন করিয়া প্রজারঞ্জনের আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছেন। বিহার-সরকার এবং কলিকাতা কর্পোরেশনের সুযোগ্য মেয়র শ্রীযুক্ত সন্তোষকুমার বসু মহাশয়ও সাহায্য-ভাণ্ডার খুলিয়া জন-মণ্ডলীকে সাহায্যের জন্য আহ্বান করিয়াছেন। অর্থসংগ্রহের জন্য আরও অনেক প্রতিষ্ঠান চেষ্টান্বিত হইয়াছেন। আন্তর্জাতিক সাহায্য-সঙ্ঘের উদ্যোগে প্যারিসেও অর্থ-ভাণ্ডার স্থাপিত হইয়াছে। দুঃস্থ, পীড়িত-গণের সাহায্যের জন্য বর্ত্তমানে প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে অর্থের সঙ্গে সঙ্গে কর্ম্মি-গণের অক্লান্ত পরিশ্রম। দয়া, দাক্ষিণ্য, সহানুভূতি প্রভৃতি বৃত্তিসমূহ মানবেতর পশু-পক্ষীর মধ্যেও অনেক সময় দেখা যায়; সুতরাং সুসভ্য মানবগণ যে তাহা প্রদর্শন করিবেন তাহাতে আর বিচিত্র কি? বিভিন্ন কর্ম্ম-প্রতিষ্ঠানের সেবকগণ দুঃস্থের সাহায্যের জন্য প্রস্তুত হইয়া কর্ম্মজগতের কার্য্য-কুশলতা প্রদর্শন পূর্ব্বক সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছেন। এই জনহিতৈষণার জন্য তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ প্রদান করিয়া আমরা পরহিতৈষণার নিম্নোল্লিখিত অমৃতময় মার্গে তাঁহাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

জগৎ যখন এই সকল নৈসর্গিক বিপদে অহরহঃ আচ্ছন্ন হয়, সুসভ্য মানব যখন শান্তির নিমিত্ত সহস্র প্রকারের চেষ্টা করিয়াও আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক তাপের হস্ত হইতে কিছুতেই নিষ্কৃতি পাইতেছেন না, বৈজ্ঞানিকের যাবতীয় বিজ্ঞান-প্রচেষ্টা যখন নিসর্গের তাণ্ডব-নৃত্যে মুহূর্ত্ত-মাত্র সময়ে ভূমিসাৎ হইয়া যাইতে পারে, তখন বিশ্বসৃষ্টির মূল-কর্ত্তার কৃপা-কটাক্ষ-লাভের জন্য যত্নপর না হইয়া নিজ নিজ বাহাদুরী লাভের জন্য গলদ-ঘর্ম্ম হইলেই কি মানবের বুদ্ধিমত্তার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শিত হইবে? আমাদের এই কথা শ্রবণ করিয়া অনেকেই হয় ত' বলিবেন,—"মহাশয় রেখে দিন্ আপনাদের এই সকল শাস্ত্রের কথা; আগে জীবন-রক্ষা, তা'রপর ত' ধর্ম্মের কথা! এই সকল দুঃস্থগুলিকে বাঁচাইয়া রাখিলে ত' তাহারা ধর্ম্ম করিবে?" আমাদের বন্ধু-গণের এই প্রশ্নের উত্তর বস্তুতঃপক্ষে যে-কথার প্রসঙ্গে তাঁহারা এই প্রশ্ন করিলেন, তাহাতেই প্রদত্ত হইয়াছে। বন্ধুগণ যদি ধীরস্থিরভাবে লক্ষ্য করেন, তাহা হইলে দেখিতে পাইবেন, 'অনিত্যে নিত্য-বুদ্ধির নিমিত্তই যাবতীয় ক্লেশ, দুঃখ ও দুর্দ্দশা। অনিত্য বস্তু আমাদিগকে ছাড়িতেই হইবে, কিন্তু এই অনিত্যে বর্ত্তমানে আমরা এতই আসক্ত হইয়া পড়িয়াছি যে, জীবনের শেষ-মুহূর্ত্তেও তাহার জন্য দুই বিন্দু অশ্রু বিসর্জ্জন না করিয়া পারি না। বিগত ১৩২৬ বঙ্গাব্দের আশ্বিন মাসে পূর্ব্ববঙ্গে যে প্রায় ষোড়শ-ঘণ্টা ব্যাপী প্রচণ্ড ঝড় হইয়াছিল, তখন দেখিতে পাইয়াছি, পবনের প্রলয়ঙ্কর-মূর্ত্তি শব্দ-রূপে অবতীর্ণ হইয়া কর্ণ বধির করিবার উপক্রমের সময়েও সূচিভেদ্য অন্ধকার-রজনীর বিদ্যুদালোকে স্ব স্ব পর্ণকুটীরের দুর্দ্দশা দেখিয়া অন্যের গৃহে আশ্রয়গ্রহণকারী দরিদ্রগণ ভগবান্‌কে ভীষণ-শত্রুরূপে বাক্যা-বলী প্রকাশপূর্ব্বক আর্ত্তনাদ করিয়াছেন। 'বিপদে মধুসূদন' মধুসূদনকে দাসত্বে নিযুক্ত করিবার জন্য। বিপদ অতিবাহিত হইলে মধুসূদনের দাসত্ব-শৃঙ্খল হইতে মুক্তি, আর আমরা ভোগবিলাসে প্রমত্ত! এই প্রকার ভোগ-বিলাসের সভ্যতা কতদিন স্থায়ী হইবে, তাহা এখনও সভ্য মানবের চিন্তার বিষয় হউক। সভ্য মানব মধুসূদনের সেবা-বিজ্ঞান শিক্ষা করুন, তাহা হইলে মনুষ্য-জীবনের কর্ত্তব্য সুষ্ঠুরূপে সম্পাদিত হইবে নতুবা নহে। তাসের ঘর কতক্ষণ স্থায়ী থাকে? অনিলের মৃদু-হিল্লোলেই তাহার অস্তিত্বের লোপ। যদি জগৎকে শান্তির আগার করিতে হয়, যদি ত্রিতাপের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে হয় তাহা হইলে প্রেমের ঠাকুর শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের পাদপদ্মে আত্ম-সমর্পণ করিতে হইবে, তাঁহার নির্দ্দিষ্ট পন্থায় অগ্রসর হইতে হইবে, আহারে, বিহারে শয়নে, স্বপনে—সর্ব্বাবস্থায় প্রেমময়ের নাম-সেবায় নিযুক্ত হইতে হইবে।

"কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা"

চক্ষুষ্মান্ ব্যক্তিগণ দেখিতে পান, ভূকম্পাদি নৈসর্গিক বিপদসমূহও আমা-দিগকে ইহা ব্যতীত আর কিছুই শিক্ষা দেয় না।

[কাশী শ্রীসনাতন-গৌড়ীয়-মঠে প্রদত্ত গত ২০শে জানুয়ারী (১৯৩৪) তারিখে প্রদত্ত]

নিত্যং ধরণ্যাং নরদেববৃন্দৈঃ
আরাধ্যতে যস্য পদারবিন্দম্।
শ্রীভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতীতি
গুরোঃ প্রবন্দে চরণারবিন্দম্॥

মাননীয় সভাপতি মহাশয় ও সজ্জনমণ্ডলি!

আজ সরস্বতী-পূজা। আমাদের বক্তৃতার বিষয়ও সরস্বতী-পূজা। ভারতের প্রায় সর্ব্বত্রই, সনাতনধর্ম্মাবলম্বী প্রায় সকলেই সরস্বতী-পূজায় আবাহন করিয়াছেন। ভারতের সারস্বতপীঠ, বিদ্যাপীঠ শ্রীবারাণসীধামে এই সরস্বতী-পূজার দিনে আমরা সেই সরস্বতীর বরপুত্র, প্রবীণ, বিজ্ঞ, স্বনামধন্য 'মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ তর্কভূষণ মহাশয়কে সভাপতিরূপে পাইয়া বিশেষ আনন্দিত হইয়াছি। তবে আমাদের সরস্বতী-পূজার কিছু বৈশিষ্ট্য আছে। ইহা তাৎকালিক মাত্র নহে, পরন্তু নিত্য। আমরা এই সনাতনধর্ম্মপীঠে শ্রীসনাতন-গোস্বামীর আনুগত্যে নিত্যই শ্রীসরস্বতী ও সরস্বতীপতি নারায়ণের পূজা করিয়া থাকি। সর্ব্বসাধারণের মাননীয় মহামহোপাধ্যায় তর্কভূষণ মহোদয় আমাদের অদ্যকার এই যজ্ঞের হোতার কার্য্যের ভার গ্রহণ করিয়া সকলেরই ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন সন্দেহ নাই।

পণ্ডিতপ্রবর সভাপতি মহাশয়!

শাস্ত্রবিধানানুসারে সরস্বতীর গুণগানের পূর্ব্বে প্রথমেই ভবদ্যুগ আপনাকে বারম্বার ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি। কেন না, দেবী-ভক্তের উপাসনায় দেবীর আনন্দ বর্দ্ধিত হয়। আপনি এই বৃদ্ধবয়সে শারীরিক অসমর্থতা সত্ত্বেও সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়া বদান্যতা ও বিদ্যোৎসাহিতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছেন। বিশেষতঃ সনাতন-গৌড়ীয়মঠের প্রচারকার্য্যে পৃষ্ঠ-পোষকতা করিয়া আপনি জয়যুক্ত হইয়াছেন, সেজন্য আপনি ধন্যাতিধন্য।

ভদ্রমহোদয়গণ!

আপনারা কৃপা করিয়া আমাদের অদ্যকার যজ্ঞে যোগদান করিয়া আমাদিগকে বিশেষ উৎসাহান্বিত করিয়াছেন, সেজন্য আমি সর্ব্বান্তঃকরণে আপনাদিগকে ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি।

বেদে রামায়ণে চৈব ভারতে পুরাণে তথা।
আদাবন্তে চ মধ্যে চ হরিঃ সর্ব্বত্র গীয়তে॥
ওঁ হরি ওঁ।

বেদবাণী বা বাগ্‌দেবী সরস্বতী সর্ব্বত্রই বীণাযন্ত্রে সেই হরিগুণ গান করেন। হরি-উপাসনার তিনিই মূল-কারিকা, হরিজনগণ তাঁহার দোহাই করিয়া থাকেন। সুতরাং সভাপতি মহাশয় ও ভদ্রমহোদয়গণ কৃপা করিয়া আমাদিগকে অনুকীর্ত্তন করিবার সুযোগ দিলেই আমাদের অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে।

যেহন্যান্যদেবতা ভক্তা যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ।
তেঽপি মামেব কৌন্তেয় যজন্ত্যবিধি-
পূর্ব্বকম্॥

সুরাসুরভেদে শাস্ত্রে বৈধ ও অবৈধ, বিহিত ও অবিহিত, অন্তরঙ্গ ও বহিরঙ্গ পূজার কথা আমরা শুনিয়াছি। অজ্ঞতা-নিবন্ধন অবৈধ পন্থা অবলম্বিত হইলেও জ্ঞানোপার্জ্জন দ্বারা বৈধ-পন্থানুসরণ করাই কর্ত্তব্য। দেশ, কাল ও পাত্রবিচারে আমরা দেখিতে পাই যে, এই প্রাকৃত জগতে, কলিকালে, আমাদের মধ্যে অবিদ্যাগ্রস্ত বা অজ্ঞানান্ধকারাচ্ছন্ন ব্যক্তির সংখ্যাই অধিক। রোগী যেরূপ কুপথ্য ভালবাসে, সেইরূপ ভবব্যাধিগ্রস্ত আমরা বৈধ-পন্থা বা শ্রেয়ঃপন্থা পরিত্যাগ করিয়া অবৈধ বা প্রেয়ঃপন্থাকেই বরণ করিয়া গণ্ডালিকার অনুগমন করিয়া থাকি। কিন্তু জ্ঞানবান্ ব্যক্তিগণ শাস্ত্রবিধির মর্য্যাদা লঙ্ঘন করেন না।

"জ্ঞানপূর্ব্বাস্তু ক্রমশঃ শাস্ত্রাণি।"

শাস্ত্রে শ্রেয়ঃপন্থাকে আমাদের নিত্য মঙ্গলের কারণ বলিতেছেন।

"লব্ধ্বা সুদুর্লভমিদং বহু সম্ভবান্তে"

সেই নিঃশ্রেয়স্ বা নিত্যমঙ্গল কি? ধর্ম্ম-লাভ, না অর্থলাভ, না কামলাভ, না মোক্ষলাভ?

ধর্ম্ম বা পুণ্য-কর্ম্ম আমাদের নিত্য মঙ্গলের কারণ হইতে পারে না। কারণ পুণ্যকর্ম্মের দ্বারা স্বর্গাদি সুখভোগের আশা থাকিলেও তাহা নিত্য নহে। "ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্ত্যলোকং বিশন্তি।" সেজন্য পরম-ধর্ম্মের অনুষ্ঠান আবশ্যক। সেই পরম ধর্ম্ম কি?

সবৈ পুংসাং পরোধর্ম্মঃ যতোভক্তিরধোক্ষজে।
অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি॥

অধোক্ষজ—অধঃকৃতং অক্ষজং জীবানাং
ইন্দ্রিয়জং জ্ঞানং যেন সঃ।

কৃষ্ণ—ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ।
অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্ব্বকারণ-কারণম্।

তিনি গীতার উপসংহারে বলিয়াছেন—

সর্ব্ব-ধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥

অর্থই কি আমাদের নিত্য প্রয়োজন? অর্থ অর্থাৎ প্রয়োজন। অর্থ বা প্রয়োজন আমাদের নানা বস্তু হইলেও সাধারণ বিচারে আমাদের অর্থ মানে টাকা, যাহাদ্বারা নানা বস্তু পাওয়া যায়। কিন্তু তাহা অনিত্যশায়ী। সেজন্য সুধীগণ পরমার্থবিচারে ভক্তিকেই পরমার্থ বলিয়া থাকেন। ভক্তিধনই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

'যস্যাস্তি ভক্তিঃ ভগবত্যকিঞ্চনা।
সর্ব্বৈ গুণৈস্তত্র সমাসতে সুরাঃ॥'

তারপর কাম কি আমাদের নিত্য মঙ্গল প্রদান করিতে পারে? না, "হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয় এবাভিবর্দ্ধতে" তাহাতে তৃপ্তি কই? তবে পরমকাম বা মদন-মোহনের সন্ধান পাইলেই সর্ব্বার্থসিদ্ধি হয়।

কামাদীনাং কতি ন কতিধা পালিতা
দুর্নিদেশা-
স্তেষাং জাতা ময়ি ন করুণা ন ত্রপা
নোপশান্তিঃ।

মোক্ষ কি? মোক্ষম্ বিষ্ণ্বঙ্ঘ্রি-লাভম্। ভগবানের সহিত মিশিয়া যাওয়া বা তাঁহাকে তাঁহার অসমোর্দ্ধ সিংহাসন হইতে নামাইয়া নিজে বসিতে যাওয়া নহে। মোক্ষ—তাঁহার পাদপদ্মসেবালাভ। অজ্ঞান-সম্বন্ধে মহাপ্রভু বলিয়াছেন—

অজ্ঞান-তমের নাম কহিয়ে কৈতব।
ধর্ম্ম, অর্থ, কাম-বাঞ্ছা, আদি এই সব॥
তার মধ্যে মোক্ষ বাঞ্ছা, কৈতব প্রধান।
যাহা হইতে কৃষ্ণভক্তি হয় অন্তর্দ্ধান॥

• • • •

ভুক্তি-মুক্তি-স্পৃহা পিশাচী যাবৎ
হৃদি বর্ত্ততে।
তাবদ্ভক্তিসুখস্যাত্র কথমভ্যুদয়ো
ভবেৎ॥

আমার এই সকল কথা বলিবার উদ্দেশ্য এই যে, সর্ব্বশক্তিমান্ পরমেশ্বরের বিশেষ শক্তির উপাসনা করিতে গিয়া শক্তিমানকে না ভুলিয়া যাই। দারোগাকেই ম্যাজিষ্ট্রেট মনে না করি বা ম্যাজিষ্ট্রেটকে দারোগা হও বলিয়া আশীর্ব্বাদ না করি।

———

অক্ষজ-বৃত্তি দ্বারা পরিচালিত হইয়া অধিকাংশ লোকই সরস্বতীর ছায়াকেই কায়া মনে করিয়া মায়ার পশ্চাৎ ধাবিত হন। কিন্তু মায়ামরীচিকায় জল নাই।

জড়বিদ্যা যত মায়ার বৈভব,
তোমার ভজনে বাধা।
মোহ জনমিয়া অনিত্য সংসারে
জীবকে করয়ে গাধা।

সেই জন্য বিজ্ঞরূঢ়-বৃত্তি দ্বারা সরস্বতীর অন্তরঙ্গ স্বরূপের সন্ধানের আবশ্যকতা আছে।

"বাগীশা যস্য বদনে"
নৃসিংহদেবের বদনে বাগীশা বা সরস্বতী।
'তেনে ব্রহ্ম হৃদা য আদি-কবয়ে"

তিনি তাঁহাকে বা বেদবাণীকে ব্রহ্মার হৃদয়ে প্রকাশ করিয়াছিলেন। নারায়ণের পাদপদ্ম হইতে গঙ্গা যেরূপ প্রবাহিতা, সেইরূপ তাঁহার মুখারবিন্দ হইতে সরস্বতী প্রবাহিতা হইয়া ক্রমে ব্রহ্মা, নারদ, ব্যাসাদি গুরুপারম্পর্য্যে বা আম্নায়-পারম্পর্য্যে সাধু-গণের বা বৈষ্ণবগণের হৃদয়ে তিনি আবির্ভূতা। তিনি কর্ণের ভিতর দিয়া প্রবেশ করিয়া হৃদয় শোধিত করিয়া সাধুগণের মুখারবিন্দ দিয়া নিঃসৃত হন। গোমুখী হইতে যেরূপ গঙ্গা প্রবাহিতা, শুকমুখদ্রব-সংযুক্ত হইয়া সেইরূপ সরস্বতী প্রবাহিতা। গঙ্গা যে যে স্থান দিয়া গিয়াছেন সেই সেই স্থানের মাত্র মাহাত্ম্য বৃদ্ধি করিয়াছেন। কিন্তু সরস্বতী সাধুমুখ-বিগলিত হইয়া, দেশে দেশে, নগরে নগরে, গ্রামে গ্রামে, দ্বারে দ্বারে প্রবেশ করিয়া প্রত্যেক ব্যক্তিকে পবিত্র করেন।

———

তিনিই শব্দব্রহ্ম ওঁকার। তিনিই গায়ত্রী, তিনিই বেদ, তিনিই বেদান্ত, তিনিই গীতা, তিনিই ভাগবত।

তিনিই তন্ত্র, তিনিই মন্ত্র, তত্ত্ব প্রকাশে তিনিই সেই সুধময়ীর যন্ত্র।

পরমপদ বিষ্ণুর তিনিই নাম, তিনিই ধাম, তিনিই কাম।

"যথা তরোর্মূল-নিষেচনেন"

সেইরূপ মূলপুরুষ অচ্যুতের পূজা-দ্বারাই বৈধভাবে সরস্বতীর পূজা হইয়া থাকে। তাহাতেই সরস্বতী বা বেদবাণী বা মন্ত্রের পরমা তৃপ্তি।

———

বেদান্তের প্রথম-সূত্র "অথাতো ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসা হইতে শেষ-সূত্র "অনাবৃত্তিঃ শব্দাৎ" পর্য্যন্ত গঙ্গাজলে বিষ্ণুপূজা করার ন্যায় বাগ্‌দেবী বাস্তবসত্য বা পরমপদের উপাসনাই করিতেছেন। তাঁহার সুরে সুর মিশাইয়া তাঁহার দোহারি করিলেই তাঁহার উৎকৃষ্ট পূজা হইবে।

———

প্রথমে অক্ষজরূঢ়িবৃত্তি-দ্বারা পূর্ব্ব-মীমাংসা বা জিজ্ঞাসায় উদয় হইলে, বিজ্ঞরূঢ়িদ্বারা উত্তর-মীমাংসা বেদান্ত কীর্ত্তিত হন। অন্তে সিদ্ধান্ত এই যে "অনাবৃত্তিঃ শব্দাৎ" বা কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ। অথাৎ ভক্তিসিদ্ধান্তই প্রকৃত সরস্বতী। তদনুগমনেই পরমার্থ লাভ হয়।

———

তাই শ্রীমন্মহাপ্রভু সেই ভক্তিসিদ্ধান্ত-বাণী কীর্ত্তন করিয়া আমাদের পরম মঙ্গলের পন্থা নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তিনি গাহিয়াছেন—

সিদ্ধান্ত বলিয়া চিত্তে না কর অলস।
ইহা হইতে কৃষ্ণে লাগে সুদৃঢ় মানস॥

• • • •

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥

এই মহামন্ত্রের দ্বারা সরস্বতীপূজা সমাপন করিয়া আমরা সরস্বতী-পতি গৌর-নারায়ণের কৃপা ভিক্ষা করিতেছি।

নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমম্।
দেবীং সরস্বতীং ব্যাসং ততো জয়-
মুদীরয়েৎ॥

বৈষ্ণব কালিদাস

[শ্রীযুক্তা নীলিমা দেবী]

(৩)

ঝড়ু ঠাকুর চলিয়া গেলে তাঁহার পদ-চিহ্ন হইতে ধূলি লইয়া সর্ব্বাঙ্গে লেপন করিতে লাগিলেন। তৎপরে নিকটস্থ কোন স্থানে লুকাইয়া রহিলেন। ঝড়ু ঠাকুর গৃহে আসিয়া ভক্তের প্রদত্ত আম্রফল অতি হৃষ্টচিত্তে মানসে কৃষ্ণের ভোগ দিলেন এবং প্রসাদ-জ্ঞানে তাহা গ্রহণ করিলেন। অতঃপর ঠাকুরের পত্নী কলাপাতায় করিয়া খোসা আঁঠি ইত্যাদি পরিহার্য্য দ্রব্যসকল আস্তা-কুঁড়ে ফেলিয়া দিলেন। কিয়ৎকাল পর কালিদাস সেই স্থান হইতে আঁঠি খোসা সকল তুলিয়া লইয়া মহানন্দে চুষিতে লাগিলেন।

"কৃষ্ণের উচ্ছিষ্ট হইলে হয় মহাপ্রসাদ নাম।
ভক্ত-শেষ হইলে হয় 'মহামহাপ্রসাদাখ্যান॥
(চৈঃ চঃ অন্ত্য ১৬।২৯)

ভক্তের অবশেষ আমাদের জিহ্বাতৃপ্তি অথবা ভোগ্যবুদ্ধির অন্তর্গত নহেন। মহা-প্রসাদের ন্যায় মহামহাপ্রসাদে অশুদ্ধি বা স্থান-কালপাত্রাদি বিচার নাই। ভক্ত-শ্রেষ্ঠ কালিদাস—যাহা পরিহার্য্য তাহা আবার প্রাকৃত বিচারে ঘৃণ্যস্থান যথায় গেলে কর্ম্মজড়-ব্যক্তিগণ স্নান দ্বারা শুদ্ধ হন তথা হইতে মহাপ্রসাদ গ্রহণ করিলেন আর তাঁহার—

"চুষিতে চুষিতে হয় প্রেমেতে উল্লাস।"

এইরূপে তিনি সর্ব্ববৈষ্ণবের উচ্ছিষ্ট গ্রহণ করিয়া হরিরসে মত্ত থাকেন। তাহার পর যখন নীলাচলে আসিলেন তখন এই বৈষ্ণবোচ্ছিষ্ট-গ্রহণরূপ সুকৃতির জন্য গৌর-সুন্দর তাঁহাকে মহা কৃপা করিলেন।

———

শ্রীমন্মহাপ্রভু যখন জগন্নাথদর্শনে যান তখন গোবিন্দ সঙ্গে জলপূর্ণ কমণ্ডলু লইয়া যান। সিংহদ্বারের নিকট সোপান-তলে একটী গর্ত্তের ভিতর প্রভু পাদ-প্রক্ষালন করিয়া দর্শন করিতে যান। গোবিন্দকে প্রহরী রাখিয়া যান, কেহ তাঁহার পাদজল না লইতে পারে। তাঁহার অত্যন্ত অন্তরঙ্গ ভক্ত ব্যতীত আর কোন প্রাণী সে-জল লইতে পারিত না। একদিন মহাপ্রভু পাদ প্রক্ষালন করিতেছিলেন এমন সময়ে কালি-দাস আসিয়া হস্ত পাতিলেন, মহাপ্রভু নিষেধ করিলেন না। তিনি ক্রমে ক্রমে তিন অঞ্জলি পাদোদক পান করিলে মহাপ্রভু নিষেধ করিলেন।

অতঃপর আর না কহিহ পুনর্ব্বার।
এতাবৎ বাঞ্ছাপূরণ করিলুঁ তোমার॥
(চৈঃ চঃ অন্ত্য ১৬।৪৭)

ব্রহ্মাদির বাঞ্ছিত যে দ্রব্য, শিব যাহা সর্ব্বক্ষণ মস্তকে ধারণ করেন,—

যচ্ছৌচ নিঃসৃত সাধ্য প্রবরোদকেন।
তীর্থেন মূর্দ্ধ্যধিকৃতেন শিবঃ শিবোঽভূৎ॥

সেই পাদোদক তিনি একমাত্র বৈষ্ণবোচ্ছিষ্টে অপ্রাকৃত শ্রদ্ধা হেতু প্রাপ্ত হইলেন।

———

শ্রীমন্মহাপ্রভু জগন্নাথ দর্শন করিয়া গৃহে আসিয়া মধ্যাহ্ন ভোজন করিতে বসিলেন। কালিদাস তাঁহার অবশেষের প্রত্যাশায় বহির্দ্বারে দাঁড়াইয়া রহিলেন। অন্তর্যামী প্রভু সমস্ত জানিলেন। তিনি তাঁহার অবশেষ কালিদাসকে দিবার জন্য গোবিন্দকে ইঙ্গিত করিলেন। গোবিন্দও মহাপ্রভুর ইঙ্গিত বোঝেন, তিনি অবশেষ-পাত্র লইয়া কালিদাসের হস্তে দিলেন। বৈষ্ণবোচ্ছিষ্ট-গ্রহণই তাঁহার এই চরম কৃপাপ্রাপ্তির একমাত্র কারণ।

শিক্ষা

তিনি এই আচরণ দ্বারা মাদৃশ কর্ম্মজড় জীবগণকে শিক্ষা দিতেছেন—

"ভাতে বৈষ্ণবের ঝুটা খাও
ছাড়ি' ঘৃণা লাজ।
যাহা হইতে পাইবা বাঞ্ছিত সবকাজ॥

• • • •

ভক্ত-পদধুলি, আর ভক্ত-পদ-জল।
ভক্ত-ভুক্ত-শেষ—এই তিন সাধনের বল॥
এই তিন সেবা হইতে কৃষ্ণপ্রেমা হয়॥
পুনঃ পুনঃ সর্ব্বশাস্ত্রে ফুকারিয়া কয়।
তাতে বার বার কহি শুন ভক্তগণ।
বিশ্বাস করিয়া কর এ তিন সেবন॥

কৃষ্ণপ্রেম পাইতে হইলে লজ্জা ঘৃণা ত্যাগ করিতে হইবে এবং বিশ্বাস করিয়া বৈষ্ণবোচ্ছিষ্ট গ্রহণ করিতে হইবে। বিদ্যা ঐশ্বর্য্য, রূপ বা কুলমদে মত্ত হইয়া বৈষ্ণবের উচ্ছিষ্ট অতি হেয় দ্রব্য মনে করি অথবা 'আমি সম্ভ্রান্ত লোক, নীচকুলে জাত বৈষ্ণবের উচ্ছিষ্টকে গ্রহণ করিলে অন্যে আমায় কি মনে করিবে ভাবিয়া লজ্জা করিলে কখনও আমাদের শ্রীকৃষ্ণপ্রেম বা চরম মঙ্গল লাভ হইবে না। বৈষ্ণবোচ্ছিষ্টে দৃঢ় বিশ্বাস রাখিতে হইবে, ভান করিলে চলিবে না। আমরা বৈষ্ণব সাজিবার আশায় অনেক সময় বৈষ্ণবোচ্ছিষ্ট গ্রহণ করি, কিন্তু তাহাতে আমাদের প্রসাদ গ্রহণ হয় না, প্রসাদের নিকট অপরাধ করা হয় মাত্র। অনেক সময় আমরা অবৈষ্ণবকে বৈষ্ণব বলিয়া গ্রহণ করি কারণ বদ্ধজীবগণ কখনও বৈষ্ণব চিনিতে সমর্থ হন না। সেইজন্য সদ্‌গুরুর আনুগত্যে তাঁহার নির্দ্দেশ-মত বিশ্বাস ও দৃঢ়শ্রদ্ধার সহিত লজ্জা ঘৃণা ত্যাগ করিয়া বৈষ্ণবোচ্ছিষ্ট গ্রহণ করিতে পারিলে ভক্তবর কালিদাসের মাহাত্ম্য বুঝিতে এবং তাঁহার কৃপালাভে সমর্থ হইব।

বিশ্ব-ব্যাপী শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত

শ্রীচৈতন্য ভাগবত

বিরাট্ দ্বিতীয় সংস্করণ

গৌড়ীয়াচার্য্যভাস্কর প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ কর্তৃক গৌড়ীয়ভাষ্য ও বিবৃতিসহ প্রকাশিত। সংস্কৃত শ্লোক সমূহের অন্বয়, অনুবাদ ও ব্যাখ্যা সন্নিবেশিত। প্রতি অধ্যায়ের কথাসার, অধ্যায়-সূচী, শ্লোক-সূচী, পয়ার-সূচী, স্থান-সূচী, পাত্র-সূচী, ও গ্রন্থকার শ্রীল বৃন্দাবন দাস গোস্বামীর জীবনী প্রভৃতি মহামূল্য-রত্নে অলঙ্কৃত।

ভিক্ষা—সর্ব্বসাধারণের সুবিধার জন্য বর্ত্তমানে ১২৲ স্থলে মাত্র ৬৲ ছয়টাকা নির্দ্ধারিত হইয়াছে।

প্রাপ্তিস্থান—

১। শ্রীচৈতন্য মঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

২। শ্রীগৌড়ীয় মঠ
পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

শ্রীবিশ্ববৈষ্ণব রাজসভার

—মুদ্রাযন্ত্রত্রয়—

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
এখানে 'দৈনিক শ্রীনদীয়া-প্রকাশ' শ্রীমদ্ভাগবত ও
অন্যান্য সাত্বত-ধর্ম্ম গ্রন্থ ছাপা হয়।

শ্রীগৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

২৪৩।২ আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা

এখানে সাপ্তাহিক 'শ্রীগৌড়ীয়' মাসিক 'দি হারমনিষ্ট' ও বিবিধ ধর্ম্মগ্রন্থ ছাপা হয়। এতদ্ব্যতীত ভগবৎসেবার আনুকূল্য-সংগ্রহার্থ যাবতীয় ছাপার কার্য্য অতি সুন্দরভাবে অল্প সময়ের মধ্যে যথাসম্ভব সুলভে করা যায়। গ্রাহকগণ নির্দ্দিষ্ট সময়ে তাঁহাদের কার্য্য পাইয়া থাকেন।

শ্রীভাগবত প্রেস

হাইষ্ট্রীট, কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

নদীয়া জেলায় ইহাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও সর্ব্বজনবিদিত মুদ্রাযন্ত্র। এখানেও গৌড়ীয়-প্রিণ্টিং-ওয়ার্কের মত ধর্ম্মগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয় এবং ভগবৎসেবার আনুকূল্য-সংগ্রহার্থ যাবতীয় ছাপার কার্য্য গৃহীত হইয়া থাকে। সুলভে সুন্দর ছাপা ও যথাসময়ে কার্য্য সম্পাদনের জন্য এই মুদ্রাযন্ত্রটী চিরকালই প্রসিদ্ধ। নদীয়া কালেক্টরী, নদীয়া ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড, নদীয়া রাজ এষ্টেট, রাজবাড়ী এষ্টেট প্রভৃতি স্থানের কার্য্য নিয়মিতভাবে এখানে হইতেছে।

সুবর্ণ সুযোগ! সুবর্ণ সুযোগ!!

সরস্বতী জয়শ্রী

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের জীবনচরিত

আগামী শ্রীশ্রীব্যাসপূজা-বাসরে শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণবসম্প্রদায়ৈক-সংরক্ষক ও শ্রীগৌড়ীয়মঠের মূল মহাপুরুষ প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের সুবৃহৎ জীবনচরিত—"সরস্বতী-জয়শ্রী" প্রকাশিত হইবেন। এই গ্রন্থরাজে বিবিধ চিত্র,মানচিত্র ও হস্তাক্ষর-সম্বলিত পত্রলিপিকা-প্রভৃতি বিষয় সন্নিবেশিত থাকিবে। গ্রন্থের কলেবর রয়্যাল আটপেজী সাইজের ন্যূনাধিক পাঁচশত পৃষ্ঠা হইবে। নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক মাত্র ছাপা হইতেছে, সুতরাং অতি সত্বর নিম্ন ঠিকানায় গ্রাহক-শ্রেণীভুক্ত হউন।

কার্য্যাধ্যক্ষ, গ্রন্থ-বিভাগ,
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

রেলওয়ে সময়

ই, বি, আর দিয়া শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইবার ট্রেণ তালিকা

কলিকাতা	ছাঃ	০—৬,	৭—১৬,	১৪—১৪	১৬—৫৬,	২২—২৬
রাণাঘাট	ছাঃ	৫—৫০,	৯—৪৬,	১৬—৪৮,	১৮—৩৯,	০—৩২
কৃষ্ণনগরসিটি	পৌঃ	৬—২৮,	১০—২১	১৭—২৮	১৯—১৫	১—১৪
গাড়ী বদল	ছাঃ	৬—৪৫,	১০—৪৪,	১৩—২২,	১৭—৩৮,	২০—১৬
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৭—২৪,	১১—২১,	১৪—০,	১৮—১,	২০—৪৭
নবদ্বীপঘাট	পৌঃ	৭—৩৩,	১১—৩০,	১৪—৯,	১৮—১৬,	২০—৫৫

মহেশগঞ্জ ষ্টেশন হইতেও শ্রীধাম-মায়াপুরে যাওয়া যায়।

ই, বি, আর, দিয়া শ্রীধাম-মায়াপুর যাইবার ট্রেণ-তালিকা

হাওড়া	ছাঃ	৬—৩৬	১২—৪৬	১৭—৪৬	১৮—৩৬
ব্যাণ্ডেল	ছাঃ	৮—২৫	১৪—১১	১৮—৪৭	১৯—৪৩
নবদ্বীপ	পৌঃ	১০—২২	১৬—১৪	২০—৪৬	২১—৩৭

নবদ্বীপ হইতে গঙ্গা পার হইয়া পূর্ব্বপারে প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইতে হইবে

কৃষ্ণনগর নবদ্বীপঘাট রেলওয়ে সময়

কৃষ্ণনগর হইতে নবদ্বীপঘাট

কৃষ্ণনগর সিটি—	৬-৪৫	১০-৪৪	১৩-২২	১৭-৩৮	২০-১৬
কৃষ্ণনগর রোড —	৬-৫৬	১০-৫৫	১৩-৩৩	১৭-৪৭	২০-২৫
আমঘাটা —	৭-১৫	১১-১৩	১৩ ৫১	১৮-৩	২০-৭১
মহেশগঞ্জ—	৭-২৪	১১-২১	১৪-০	১৮-৯	২০-৪৭
নবদ্বীপঘাট —	৭-৩৩	১১-৩০	১৪-৯	১৮-১৬	২০-৫৫

বিশেষ দ্রষ্টব্য—নবদ্বীপঘাট ষ্টেশন অপেক্ষা মহেশগঞ্জ ষ্টেশন হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরের দূরত্ব অনেক কম। শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে যাত্রীদিগকে রাণাঘাটে ট্রেণ বদল করিতে হয়, তাঁহারা রাণাঘাটে প্রাতঃ ৫-৫০, ৮-১৪, ৯-৪৬ ১৬-৪৮, ১৮-৩৯ এবং ০-৩২ মিনিটের সময় গাড়ী পাইবেন।

শান্তিপুর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে শান্তিপুর ষ্টেশনে ৫-৪০, ৯-২৯, ১২-২৫, ১৬-৪ এবং ১৮-৪১ মিনিটের সময় ট্রেণ পাওয়া যায়।

নবদ্বীপঘাট হইতে কৃষ্ণনগর

নবদ্বীপ ঘাট—	৫-৩৫	৯-২৫	১২-১০	১৫-৩৪	১৮-৩৫
মহেশগঞ্জ—	৫-৪৩	৯-৩৩	১২-১৯	১৫-৪১	১৮-৫৬
আমঘাটা—	৫-৫৯	৯-৩৯	১২-২৬	১৫-৪৮	১৯-৫
কৃষ্ণনগর রোড—	৬-৫	৯-৫৫	১২-৪৩	১৬-৪	১৯-২৪
কৃষ্ণনগর সিটি—	৬-১৩	১০-৩	১২-৫১	১৬-১২	১৯-৩৫

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে ।
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে ॥

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক
—পারমার্থিক পত্র—
শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশ
তনয়স্তদ্ধাম-বৃন্দাবনম,
রম্য। কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং
প্রেমা পুমর্থো মহান.
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং
তত্রাদরো নঃ পরঃ ॥

৮ম বর্ষ } ১৭ মাধব গৌরাব্দ ৪৪৭, ১৩ই মাঘ বঙ্গাব্দ ১৩৪০, ২৭শে জানুয়ারী ইং ১৯৩৪, শনিবার { ২৭৬ তম সংখ্যা

[..]ক প্রসঙ্গ

কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠে অবস্থিত কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়-মঠের প্রচারকগণের অন্যতম ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি শ্রীরূপ পুরী মহারাজ গত ১৮ই জানুয়ারী বৃহস্পতিবার রাত্রি ৭॥ টা হইতে ৯টা পর্য্যন্ত কটকবাসী শ্রীযুক্ত সতীশ চন্দ্র রায় (এসিস্টেণ্ট রেজিষ্টার কো-অপারেটিভ সোসাইটী) মহাশয়ের আহ্বানে তাঁহার সুবৃহৎ 'বকুয়া' নামক ভবনে শ্রীশ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত হইতে শ্রীসনাতন-শিক্ষার কিয়দংশ পাঠ ও ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। পাঠের আদি ও অন্তে শ্রীপাদ গদাধর দাসাধিকারী প্রভু খোল-করতাল-সংযোগে গৌরবিহিত কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। নিম্নলিখিত পরিচিত ব্যক্তিগণ ব্যতীত বহু সজ্জন এবং বহু সম্ভ্রান্ত মহিলা উপস্থিত ছিলেন।

শ্রীযুক্ত শ্রীরাম মহাপাত্র M. A, B. E. D, ডাক্তার শ্রীযুক্ত অন্নদা প্রসাদ সিংহ M. B, D. T, M, শ্রীযুক্ত আশুতোষ ব্যানার্জ্জি গবর্ণমেণ্টের পেন্‌সন প্রাপ্ত, শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ বসু P. W. D. Accountant, শ্রীযুক্ত সন্তোষ কুমার নাথ P, W. D, Accountant, শ্রীযুক্ত শশিশেখর রায় কন্ট্রাক্টার, শ্রীযুক্ত রত্নাকর মহাপাত্র শিক্ষক, শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বসু, শ্রীভবকৃষ্ণ দাস, শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র রায় এসিস্টেণ্ট রেজিষ্টার কো-অপারেটিভ সোসাইটী।

গত ৮ই মাঘ (১৩৪০) ২২শে জানুয়ারী (১৯৩৪) সোমবার ঢাকা জেলার অন্তর্গত বালিয়াটী শ্রীগদাইগৌরাঙ্গমঠে মহাবিষ্ণুর অবতার শ্রীশ্রীঅদ্বৈত আচার্য্য প্রভুর আবির্ভাবতিথি উপলক্ষে মহামহোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। এতদুপলক্ষে শ্রীমঠে গ্রন্থ পাঠ, ব্যাখ্যা, কীর্ত্তন, ভক্তসম্মেলনাদি বিবিধ ভক্ত্যঙ্গ-সকলও অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। মঠরক্ষক মহাশয় শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত আদিলীলা ৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদ হইতে শ্রীঅদ্বৈততত্ত্ব-সম্বন্ধে পাঠ ও প্রাঞ্জল ভাষায় ব্যাখ্যা করিয়া শ্রোতৃমণ্ডলীর চিত্তাকর্ষণ করিয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত বহুক্ষণ যাবৎ মহাজনপদাবলী সকল কীর্ত্তন হইয়াছিল। অতঃপর সমাগত আপামর-জনসাধারণ বহু ব্যক্তিকে বিচিত্রতাপূর্ণ ভগবৎপ্রসাদ বিতরণ করা হইয়াছিল। সকলেই আনন্দিত-চিত্তে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের জয়ধ্বনি করিতে করিতে মহাপ্রসাদ সম্মান করিয়াছেন। এই উৎসবে বালিয়াটীর প্রসিদ্ধ জমিদার শ্রীযুক্ত মোহিনীমোহন রায়চৌধুরী ভক্তিবিক্রম মহোদয়ের সেবাচেষ্টা বিশেষ প্রশংসাযোগ্য।

গত ২১শে পৌষ (১৩৪০) রবিবার দিবস বালিয়াটী শ্রীগদাইগৌরাঙ্গমঠের মঠ-রক্ষক মহাশয় বালিয়াটী-নিবাসী শ্রীযুক্ত পরীক্ষিৎ দাস মহোদয় কর্ত্তৃক আহূত হইয়া তদীয় ভবনে শ্রীচৈতন্যভাগবত মধ্যখণ্ড পঞ্চবিংশ অধ্যায় হইতে শ্রীবাসভবনে সপার্ষদ শ্রীমন্মহাপ্রভুর কীর্ত্তনকালে ব্যাধিযোগে শ্রীবাসপুত্রের প্রয়াণ—যাহাতে কোনও প্রকারে প্রভুর নৃত্য-কীর্ত্তন ভঙ্গ না হয় তজ্জন্য শ্রীবাসের তদীয় পরিবারবর্গাদিকে সাবধান, প্রভুর শ্রীবাস-নন্দনের বিয়োগবার্ত্তা ভক্তগণ মুখে শ্রবণ, শ্রীবাসের মুখে পুত্র-শোকের চিহ্ন বিন্দুমাত্রও না দেখিয়া মহাপ্রভুর বিস্ময় ও কিরূপে এই ভক্তদিগকে ত্যাগ করিব এই চিন্তায় ক্রন্দন, প্রভুর গৃহত্যাগের পূর্ব্বাভাস, মৃত শিশুর সহিত মহাপ্রভুর উত্তর-প্রত্যুত্তর, মৃতপুত্র-মুখে তত্ত্বকথা শ্রবণে শ্রীবাস-গোষ্ঠীর শোকশান্তি, মহাপ্রভুর সপার্ষদসহ কীর্ত্তন করিতে করিতে গঙ্গাতীরে গমন ও মৃত বালকের অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া সমাপনাদি বিষয়সকল পাঠ ও ব্যাখ্যা করিয়া উক্ত পরীক্ষিৎ গোষ্ঠীর পুত্র-শোক অপনোদন করিয়াছেন। পাঠের আদিতে ও অন্তে শ্রীপাদ দধিবামন ব্রহ্মচারীজী মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। সভায় বহু সম্ভ্রান্ত লোক উপস্থিত হইয়াছিলেন। পাঠ-শ্রবণে সকলেরই হৃদয় আর্দ্র হইয়াছিল।

বিগত ২০শে পৌষ বৃহস্পতিবার শ্রীশ্রী-ভক্তিসিদ্ধান্তবাণী-সেবক-সমিতিতে সাপ্তাহিক অধিবেশনে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ হইয়াছে। পাঠের আদি ও অন্তে শ্রীশ্রীগৌরবিহিত সংকীর্ত্তন হইয়াছে।

কংস-কারাগারে—দেবকীর গৃহে চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মা, শিব, নারদাদি মুনিগণ ও সানুচর দেবতাগণ আগমন করিয়া সকলেই বিবিধ বাক্যে সর্ব্বকামবর্ষী শ্রীহরিকে স্তব করিতে লাগিলেন।

দেবতাগণ এক বলিয়া দেবকীর গর্ভস্থ ভগবান্‌কে স্তব করিতে লাগিলেন,—"হে ভগবন্! আপনি সত্যসঙ্কল্প, অর্থাৎ আপনি যাহা সঙ্কল্প করেন, তাহার সত্যতা সংরক্ষণ করিয়া থাকেন; অতএব আপনি সত্যব্রত। সত্যই আপনাকে পাইবার শ্রেষ্ঠ উপায় বলিয়া আপনি সত্যপর। সৃষ্টি, স্থিতি, লয় এই ত্রিবিধ কালে আপনি সমানভাবে বর্ত্তমান থাকেন বলিয়া আপনি ত্রিসত্য, আপনি পঞ্চভূতের উৎপত্তির কারণ, আবার পঞ্চভূতের উৎপত্তির পরও আপনি তাহাতে অন্তর্য্যামিরূপে বিরাজমান এবং ভূতনাশে অর্থাৎ প্রলয়কালে আপনিই একমাত্র অবশিষ্ট থাকেন। আপনি ঋত অর্থাৎ সুনৃত-বচন এবং সত্য অর্থাৎ সমদর্শন এই উভয়েরই প্রবর্ত্তক। অতএব আমরা সত্যাত্মক আপনার শরণাপন্ন হইতেছি।"

"এই সমষ্টি-ব্যষ্টি-দেহাত্মক প্রপঞ্চ আদি-বৃক্ষস্বরূপ, প্রকৃতি ইহার আশ্রয় এবং সুখ-দুঃখ ইহার দুইটী ফল; সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই তিনটী ইহার মূল; ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ—এই চারিটী ইহার রস; পঞ্চেন্দ্রিয় (চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক্) ইহার পাঁচটী জ্ঞানাগম প্রকার; শোক, মোহ, জরা, মৃত্যু, ক্ষুধা, ও পিপাসা—এই ছয়টী ইহার স্বভাব। ত্বক্, রুধির, মাংস, মেদ, অস্থি, মজ্জা ও শুক্র এই সাতটি ইহার ত্বক্-স্বরূপ এবং ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ, ব্যোম, মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কার এই আটটী ইহার শাখা; নবদ্বার ইহার ছিদ্র, দশপ্রাণ ইহার পত্র, ইহাতে জীবাত্মা ও পরমাত্মা নামে দুইটী পক্ষী বিরাজমান্।

"হে ভগবন্! এই সংসাররূপ আদি-বৃক্ষের আপনি একমাত্র উপাদান-কারণ, আপনি উহার একমাত্র লয়স্থান এবং আপনি উহার একমাত্র পালক; কিন্তু আপনার মায়া দ্বারা আবৃতচিত্ত ব্যক্তিগণ আপনাকে বহুরূপে দৃষ্টি করিয়া থাকেন, পণ্ডিতগণ তাহা করেন না। অর্থাৎ সৃষ্ট্যাদি কার্য্যের কর্তৃত্ব মূলে বিষ্ণুই একমাত্র স্বতন্ত্র কর্ত্তা। ব্রহ্মা-রুদ্রাদি আজ্ঞাকারী দাস, তাঁহাদের স্বতন্ত্র কর্ত্তৃত্ব না থাকায় তাঁহাদিগকে সৃষ্ট্যাদি-কার্য্যের কর্ত্তা বা স্বতন্ত্র ঈশ্বর বলা যায় না। অজ্ঞ ব্যক্তিগণ বিষ্ণুমায়াচ্ছাদিত চিত্ত নিবন্ধন বিষ্ণুতত্ত্ব না জানিয়া সৃষ্টি ও সংহারের স্বতন্ত্র-কর্ত্তা ব্রহ্মা ও শিব এইরূপ মনে করেন, এবং রজঃ ও তমঃ গুণাধিকারী ব্রহ্মা শিবাদি দেবতা-সাম্যে বিষ্ণুকেও সত্ত্বগুণাধিকারী দেবতা বিশেষ ধারণা করিয়া তত্ত্বসম্বন্ধে বিচার-গ্রহণে উদাসীন থাকেন।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

২৭ মাধবঅবার ক্ষীরোদশায়ী, ৪৪৭

ভৈমী একাদশী

গতকল্য ধর্ম্মপ্রাণ জনগণ ভৈমী একাদশীর উপবাস করিয়াছেন। এই ব্রত মৎস্য-পুরাণে সবিস্তার বর্ণিত আছে। তাহাতে ফলশ্রুতিমুখে আমরা দেখিতে পাই, এই ব্রত অশেষ যজ্ঞের ফলপ্রদ, অশেষ-পাপের বিনাশন, অশেষ-দুষ্টের নিবারক, অশেষ দেবতাকর্ত্তৃক পূজিত, পবিত্র সকলের পবিত্র, মঙ্গল সকলের মঙ্গল, ভবিষ্যব্রত-সকলের ভবিষ্য অর্থাৎ অন্ত্য এবং পুরাণসকলের মধ্যে পুরাতন অর্থাৎ সকলের আদি। শ্রীমৎস্যপুরাণে আরও দেখিতে পাই, শ্রীভগবান্ শ্রীভীমকে বলিয়াছেন,—"হে ভীম, তুমি যদি অষ্টমী, চতুর্দ্দশী, দ্বাদশী এবং অন্যান্য দিন নক্ষত্র-সকলে উপবাস করিতে সমর্থ না হও, তাহা হইলে পাপবিনাশিনী পুণ্যস্বরূপা এই ভীমতিথিতে শাস্ত্র-বিধান-অনুসারে উপবাস কর, তাহা হইলে বিষ্ণুর পরম পদে যাইতে পারে।

বিষ্ণুর পরম-পদ লাভ করাই বৈষ্ণবমাত্রেরই উদ্দেশ্য। 'নাদেবো দেবমর্চ্চয়েৎ''। অহঙ্কার-বিমূঢ়াত্ম হইয়া কর্ত্তার আসন গ্রহণ পূর্ব্বক জড়ভূমিকায় আবদ্ধ থাকিলে অপ্রাকৃত ধামের অধীশ্বর বিষ্ণুর সেবার অধিকার হয় না। ভৈমী একাদশী ও অন্যান্য ব্রতসমূহ পালনের উদ্দেশ্য যদি বিষ্ণুসেবা লাভ হয়, তাহা হইলে তাহার সার্থকতা, নতুবা জড়-ভোগকামনামূলে অনুষ্ঠিত ব্রতাদির ফলে কর্ম্মের নাগর-দোলায়ই মাত্র অবস্থান।

বরাহ দ্বাদশী

আজ বরাহ-দ্বাদশী; তাই শুদ্ধভক্তগণ-কর্ত্তৃক এই তিথিবরা বিশেষ-সম্মানের সহিত পালিতা হইতেছেন। শ্রীভগবানের দশ অবতারের তৃতীয় পর্য্যায়ে শ্রীবরাহদেবের শ্রীনাম আমরা দেখিতে পাই। শ্রীবরাহদেব বিষ্ণুতত্ত্ব, তাই তাঁহার আবির্ভাব-তিথি মাঘী শুক্লা দ্বাদশী বা বরাহ-দ্বাদশী জয়ন্তী-তিথি নামে প্রসিদ্ধা। বিষ্ণু-তত্ত্বের আবির্ভাব-তিথিতে উপবাস করিয়া নিরন্তর বিষ্ণু বৈষ্ণব-প্রসঙ্গে সময় অতিবাহিত হইলে জয়ন্তী-তিথির প্রতি সম্মান করা হয়; তৎফলে ভগবৎকৃপায় অপ্রাকৃত আত্মতত্ত্বে অধিষ্ঠিত হইয়া গোলোকবাসীদের সেবা লাভ হয়।

—— ——

শ্রীকৃষ্ণের দশাবতার

ভক্তরাজ শ্রীজয়দেব দশ-অবতারে জগদুদ্ধারণ-লীলা বর্ণনপূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণের প্রণাম করিয়াছেন—

বেদানুদ্ধরতে জগন্তি বহতে
ভূগোলমুদ্বিভ্রতে
দৈত্যং দারয়তে বলিং ছলয়তে
ক্ষত্রক্ষয়ং কুর্ব্বতে।
পৌলস্ত্যং জয়তে হলং কলয়তে
কারুণ্যমাতন্বতে
ম্লেচ্ছান্ মূর্চ্ছয়তে দশাকৃতিকৃতে
কৃষ্ণায় তুভ্যং নমো নমঃ॥

—যে শ্রীকৃষ্ণ মৎস্যাবতারে বেদোদ্ধার, কূর্ম্মাবতারে জগদ্বহন, বরাহাবতারে পৃথিবী-ধারণ, নৃসিংহাবতারে দৈত্য হিরণ্যকশিপুর উদরবিদারণ, বামনাবতারে বলিকে ছলনা, পরশুরাম-অবতারে ক্ষত্রকুল নিধন, দাশরথি-রামাবতারে দশানন-হনন, বলরামাবতারে হলকর্ষণ, বুদ্ধাবতারে কারুণ্য বিস্তার ও কল্কী-অবতারে ম্লেচ্ছগণের মূর্চ্ছা উৎপাদন করিয়াছেন, আমি অহঙ্কার পরিত্যাগপূর্ব্বক সেই শ্রীকৃষ্ণের চরণে প্রণত হইতেছি।

শরণাগতি-শিক্ষা

উক্ত প্রণাম-মন্ত্রে আমরা দেখিতে পাইতেছি, শ্রীবরাহদেব পৃথিবী ধারণ করিয়া আছেন। ইহাতে আমরা স্পষ্টই বুঝিতে পারিতেছি—আমাদের রক্ষাকর্ত্তা শ্রীবরাহদেব, কারণ আমরা ত' জগৎ ছাড়া নহি। শ্রীবরাহদেবের এই করুণা লক্ষ্য করিয়া বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি কায়মনোবাক্যে তাঁহার শরণাপন্ন হন এবং হৃদয়-বীণায় গান করেন—

আনুকূল্যস্য সঙ্কল্পঃ প্রাতিকূল্যবিবর্জ্জনম্।
রক্ষিষ্যতীতি বিশ্বাসো গোপ্তৃত্বে বরণং তথা॥
আত্মনিক্ষেপ কার্পণ্যে ষড়্‌বিধা শরণাগতিঃ॥

হৃদয় তন্ত্রীতে এই গীতটী ঝঙ্কৃত হইলে ষড়্‌বিধ শরণাগতিসহ শ্রীভগবচ্চরণ আশ্রয় ব্যতীত জীবের আর অন্য কোনও কৃত্য থাকে না। এই শরণাগতির আশ্রয়গ্রহণ ব্যতীত শ্রীবরাহদ্বাদশী সুষ্ঠুরূপে পালিতা হন না।

শ্রীবরাহদেবের সাধুরক্ষা ও অসাধু-বিনাশ লীলাদ্বয়

শ্রীগীতায় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন—

যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্॥
পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্ম্ম সংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥

শ্রীবরাহ অবতারে "ভূগোলমুদ্বিভ্রতে" লীলা দ্বারা সাধুগণের রক্ষা-কার্য্যই সূচিত হইতেছে। "বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্" লীলাটী প্রদর্শিত হইয়াছে—হিরণ্যাক্ষ-নিধন-কার্য্যে। হিরণ্যাক্ষ-শব্দের অর্থ—যে ব্যক্তির অক্ষি জগৎকে স্বভোগোপকরণ হিরণ্যে পরিবেষ্টিত দেখে অর্থাৎ যে ব্যক্তি বিষ্ণুভক্তি-বর্জ্জিত হইয়া ভোক্তার আসন গ্রহণ করে, এবম্বিধ দুরাচার ব্যক্তিই হিরণ্যাক্ষ। এই প্রকারের চিত্তবৃত্তিবিশিষ্ট ব্যক্তি শ্রীবরাহদেব কর্ত্তৃক নিহত হয়।

শ্রীগৌরাঙ্গের বরাহ-লীলা

শ্রীগৌরসুন্দরই অবতারী শ্রীকৃষ্ণ। সুতরাং তাঁহা হইতে পূর্ব্বোক্ত দশাবতারের প্রাকট্য। তিনি সেই সকল অবতারের লীলা-প্রকাশে সমর্থ। তাই শ্রীকৃষ্ণের ঔদার্য্য-লীলায় আমরা দেখিতে পাই, শ্রীগৌরসুন্দর স্বীয় ভক্তগণের নিকট তাঁহাদের যোগ্যতানুসারে বিভিন্ন অবতার-বিগ্রহ প্রদর্শন করিয়াছেন। শ্রীমুরারি-গুপ্তের গৃহে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে স্বীয় যজ্ঞবরাহ-রূপ প্রদর্শন করিয়াছিলেন। শ্রীভগবানের লীলারহস্য হৃদয়ঙ্গম করিতে অসমর্থ হইয়া অজ্ঞ মায়াবাদি-সম্প্রদায় ভগবদ্বস্তুর অনুকরণে ঈশ্বরভাব-প্রদর্শনের জন্য বড়ই ব্যস্ত হয়, বা শ্রীগৌরসুন্দরকে জীব-বিশেষ মনে করিয়া 'জীবই ঈশ্বর'—এই প্রকার নিরয়গামিনী উক্তি প্রকাশ করে। তাহারা সৌভাগ্যক্রমে শ্রীবরাহ দ্বাদশী পালন করিলে ঐপ্রকার ভ্রান্তি হইতে উদ্ধার লাভ করিয়া প্রকৃত তত্ত্ব অবগত হইতে পারে।

ভগবানের বরাহমূর্ত্তি ও তাঁহার অনুষ্ঠান দেখিয়া মুরারিগুপ্ত ভয়ে কম্পিতকলেবর হইয়া বলিতে লাগিলেন,—"আমি তোমার অনুরূপ স্তব করিতে অসমর্থ, তুমিই তোমার স্তব করিতে সমর্থ।" মুরারি স্তব করিতে ইতস্ততঃ করিলে, বিশেষতঃ ভীষণ বরাহ-মূর্ত্তি দেখিয়া শঙ্কিত হওয়ায় প্রভু বলিয়াছিলেন,—"তোমার স্তব করিবার আবশ্যকতা নাই, তুমি এতদিন জানিতে পার নাই, আমি কে? প্রকৃত প্রস্তাবে আমিই বিষ্ণুর অবতারসমূহের একমাত্র মালিক।"

ভগবানের এই সকল লীলা-প্রদর্শনের কথা প্রচারিত হইলে জগতের সকলেই শ্রীগৌরসুন্দরকে ভগবান্ বলিয়া জানিতে পারিয়াছিলেন। যদিও ভগবান্ তাঁহার এই সকল লীলা পার্ষদ ভক্তগণেরই দৃষ্টি-পথে প্রপঞ্চে আনয়ন করিয়াছিলেন, তথাপি তাঁহাদের প্রতি দৃঢ়শ্রদ্ধ সকলেই এই সকল কথায় তাঁহার কৃষ্ণত্ব ও অবতারিত্ব জানিতে পারিয়াছিলেন। এবং অস্মাদৃশ অধস্তনগণের মঙ্গলের জন্য তাঁহার লীলা কথা লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। সেবোন্মুখ বৈষ্ণব সেবাবস্তুর কথা সুষ্ঠুভাবে বর্ণন করিতে পারেন। জড় ভোগপর কবি, সাহিত্যিক, লেখক,—ইহারা কোন প্রকারেই ভগবানের চরিত্র যথাযথ বর্ণন করিতে কখনই সমর্থ হয় না। জড় দার্শনিকগণের ত্রিগুণান্তর্গত আধ্যক্ষিক বিচার কখনই শ্রীগৌরসুন্দরের লোকাতীত বিষ্ণু-বিক্রম সমূহ বুঝিতে সমর্থ হইবে না। তাহারা স্বাভাবিক অপরাধ-বশে সেবা-বিমুখ বলিয়া সাধুর প্রকৃষ্ট সদ্ভাবে স্ব-স্ব দম্ভ ও মূঢ়ত্ব প্রকাশ করিতে গিয়া শ্রীচৈতন্যচরণে অপরাধ-লাভ করিবে।

সভাপতির অভিভাষণ

[কাশী শ্রীসনাতন-গৌড়ীয়মঠের প্রাঙ্গণে গত ২০শে জানুয়ারী তারিখে আহূতা সভার সভাপতিসূত্রে মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ তর্কভূষণ মহাশয়-প্রদত্ত বক্তৃতার সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম]

শ্রদ্ধেয় ভদ্রমহোদয়গণ,

আজ এই সনাতন-গৌড়ীয়মঠের বার্ষিক মহোৎসব উপলক্ষে আহূত-সভায় আপনারা আমাকে সভাপতির আসন প্রদান করিয়া এই যে সুন্দর চিত্তাকর্ষিণী বক্তৃতা শ্রবণ কর্‌বার সুযোগ প্রদান ক'রেছেন, আমি তজ্জন্য আপনাদিগকে কৃতজ্ঞতাপূর্ণ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কর্‌ছি।

সরস্বতী-পূজা-বিষয়ে শ্রদ্ধাস্পদ গোস্বামী মহাশয় এবং ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ যে-সকল কথা বল্‌লেন, তাহা শ্রবণ ক'রে আমার বড়ই আনন্দ হচ্ছে। অনেকদিন হ'তে আমি গৌড়ীয়-মঠের সঙ্গে কিঞ্চিৎ পরিচিত থাক্‌লেও বিশেষভাবে পরিচিত ছিলাম না। গৌড়ীয়-মঠের সম্বন্ধে অনেকের নিকট হ'তে ভাল এবং কাহারও কাহারও নিকট হ'তে মন্দ কথাও শু'নেছিলাম। তা'তে আমার একটী শ্লোক মনে হয়—

নলিনীং ভাস্বনোৎফুল্লাং অনেকে যান্তি বিপ্লবা।
দূষয়ন্তি দলং কীটাঃ পিবন্তিঃ মধুপা মধু॥

সূর্য্যোদয়ে শরতের স্বচ্ছ জলাশয়ে নির্ম্মল পদ্ম প্রস্ফুটিত হ'লে অনেক কীট-পতঙ্গাদি তৎপ্রতি আকৃষ্ট হয়; তন্মধ্যে কতিপয় কীট পদ্মের সুন্দর দলগুলিকে নষ্ট ক'রে ফেলে, কিন্তু মধুপগণ পরমানন্দে সেই পদ্ম-মধ্যস্থিত মধু পান করে।

———

শ্রীসনাতন-গৌড়ীয়মঠ অতি প্রাচীনকাল হ'তে ভগবদ্ভক্তি-প্রচার-কার্য্যে লিপ্ত আছেন। এই সনাতন-গৌড়ীয়-মঠের স্থাপয়িতা পরম-শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের সঙ্গেও আমার বহুবার আলাপ হ'য়েছে; তা'তে আমার মনে হয়, বর্ত্তমান সময়ে জগতের উন্নতির জন্য সনাতনধর্ম্মাবলম্বিগণের যে-সকল প্রতিষ্ঠান হ'চ্ছে তা'দের মধ্যে যে-স্থানে ভগবানের নাম অনবরত কীর্ত্তিত হন তাহা শ্রীসনাতন-গৌড়ীয়মঠ। যদ্দ্বারা আত্যন্তিক ক্লেশ হ'তে নিষ্কৃতি লাভ করা যায় সেই কীর্ত্তন-প্রচার-কেন্দ্রই শ্রীসনাতনগৌড়ীয়মঠ।

———

অনেকে বল্‌তে পারেন, সনাতন-গৌড়ীয়মঠে সাম্প্রদায়িকতার তীব্রতা আছে কিন্তু আমি বড় উল্লাসের সহিত বল্‌বো

পথ। গুরুকরণ চাই। পরমেশ্বরের স্বরূপ জান্‌তে হ'লে সাম্প্রদায়িক-গুরুপ্রদর্শিত পথ অবলম্বন করতে হ'বে।

'সর্ব্বত্র সমদর্শন' সম্বন্ধে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ যে অর্থ ক'রেছেন, তা' বড় সুন্দর। সকল জীবের অন্তর্যামী সচ্চিদানন্দময় শ্রীকৃষ্ণ হ'লেন 'সম'। যিনি সেই শ্যামসুন্দর দর্শন করতে পারেন তিনিই সমদর্শী পণ্ডিত।

সর্ব্বত্র কৃষ্ণের মূর্ত্তি করে ঝলমল।
সে দেখিতে পায় যার আঁখি নিরমল॥

ঐ সমদর্শিতা যাঁ'দের চিত্তে পরিস্ফুট, যাঁ'রা ভগবানের সেবার জন্য নিরন্তর আপ্রাণ চেষ্টা করছেন, তাঁ'দের মধ্যে আমি সাম্প্রদায়িকতার তীব্রতা কিছুই দেখিতে পাই না। প্রত্যেকের পক্ষে স্ব-স্ব সম্প্রদায়ের প্রচলিত বিধানগুলি সর্ব্বতোভাবে পালন করা কর্ত্তব্য। আত্মোন্নতি চেষ্টা করতে হ'লে কতকগুলি বিধির মধ্য দিয়ে সাধনরাজ্যে অগ্রসর হ'তে হয়। তা'তে কেউ বাধা প্রদান করলে ধর্ম্মবিপ্লব উপস্থিত হয়।

বিশ্বনাথের জ্ঞানের রাজধানী বারাণসী শুষ্ক-জ্ঞানের চর্চ্চায় নিতান্ত খরখরে হ'য়ে গিয়েছে, তা'তে ভক্তিসুধাধারা প্রবাহিত করবার জন্য সনাতন-গৌড়ীয়মঠের যে চেষ্টা তাহা সফল হউক। সনাতন গৌড়ীয়মঠে শ্রীগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীর যে মনোহর শ্রীমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হ'য়েছেন তা' দেখে আমি বড়ই প্রীত হ'য়েছি। শ্রীচৈতন্যদেব একদিন প্রেমামৃত-বন্যায় জগৎকে ভাসিয়েছিলেন।

চৈতন্যাবতারে বহে প্রেমামৃত-বন্যা।
সব জীব প্রেমে ভাসে পৃথিবী হৈল ধন্যা॥
এ বন্যায় যে না ভাসে সেই জীব ছার।
কোটিকল্পে তবে তার নাহিক নিস্তার॥

জ্ঞানের গৌরবে, পাণ্ডিত্যের উষ্মায়, বিজ্ঞানের নব নব আবিষ্কারে, দেহাত্মবাদের প্রাবল্যে মানুষ মানুষকে মারিয়া সর্ব্বস্ব হরণ করিয়া পরিপুষ্ট অহমিকা চরিতার্থ করিবার জন্য পাগল হ'য়েছে। আজ পাশ্চাত্য সভ্যতা বিশ্বকে গ্রাস ক'রেছে। যে সভ্যতা—সকল মানব-দেহে, সকল জীবদেহে, সর্ব্বান্তর্যামী ভগবানের অবস্থিতির কথা না জানায় তাহা অহমিকার প্রচার মাত্র। পাশ্চাত্যদেশবাসিগণ আজ অহঙ্কারে বিভোর হ'য়ে নিজ উদ্ধারের পথ দেখ্‌তে পাচ্ছেন না। যদি ভারতবাসীও আজ সেই অহমিকায় ব্যাকুল হ'য়ে পড়ে, শ্রীকৃষ্ণের পাদপূত, শ্রীগোস্বামীদের পদরজঃবিভূষিত হ'য়ে ধন্য হ'তে না পারে তবে তাহার মানবজন্ম নিরর্থক। ভগবান্ বেদব্যাস শ্রীমদ্ভাগবতে (১১।৯।২৮) ব'লেছেন—

[illegible]

তৈস্তৈরতুষ্টহৃদয়ঃ পুরুষং বিধায়
ব্রহ্মাবলোকধিষণং মুদমাপ দেবঃ॥

এই শ্লোকে ভারতীয় পুরুষের জন্মলাভের সার্থকতা কোথায় তা' ব'লে দি'য়েছেন।

যাঁ'র প্রভায় প্রভাকর প্রভা পায়, যাঁ'র ঢলঢল হাসির একটুকুতে পূর্ণচন্দ্রের সৌন্দর্য্য-গরিমা পরাজিত, সেই সর্ব্বেশ্বর—সর্ব্বাত্মা সকলের প্রাণারাম সৃষ্টির পূর্ব্বে একলাই ছিলেন। যে লাবণ্য-মহিমা কেহ আস্বাদন করতে পারল না, তা' অসমোর্দ্ধ হ'বে কিরূপে? তাই নিজেকে বহু করবার ইচ্ছা হ'ল।

'যথাগ্নেঃ স্ফুলিঙ্গা ব্যুচ্চরন্তি' অগ্নিকুণ্ড হ'তে অনন্তকোটী অগ্নি-বিস্ফুলিঙ্গের উদয়। বৃক্ষ, সরীসৃপ, পশু, পক্ষী প্রভৃতি বহুবিধ জীবের সৃষ্টি হ'ল, কিন্তু তা'তেও ভগবান্ সন্তুষ্ট না হ'য়ে পুরুষদেহ সৃষ্টি করলেন, তাহা কিরূপ বুঝাবার জন্য বেদব্যাস একটী বিশেষণ দিলেন 'ব্রহ্মাবলোকধিষণ'—যে শরীরে ব্রহ্মের অবলোকন সম্ভবপর। যদি কোন সময় কাম-ক্রোধাদি মল বিদূরিত হ'য়ে নিজের চিত্তদর্পণে শ্রীরাধার চিত্তহারী সচ্চিদানন্দ বৃন্দাবনবিহারী প্রতিফলিত হ'ন, তা' হ'লে মানুষ মরণের গণ্ডী অতিক্রম ক'রে অমৃতময় রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হ'তে পারেন। ধনার্জ্জন ক'রে বিলাস-বাসনার চরিতার্থতার জন্য মানুষের জন্মগ্রহণের উদ্দেশ্য নহে। মনুষ্যদেহ লাভ ক'রে সাধনার প্রভাবে হৃদয় দর্পণের মলিনতা দূর ক'রে আত্মারাম—প্রাণারামের চরণপ্রান্তে মিলিত হ'তে পারলেই মানবজন্মের সার্থকতা। যিনি সেই আত্মধর্ম্মে সুপ্রতিষ্ঠিত আমি তাঁ'র সাধুতার প্রশংসা করি। কলিকালের একমাত্র সারধর্ম্ম নাম-সঙ্কীর্ত্তন। সেই নাম-সঙ্কীর্ত্তন-ধর্ম্মের প্রচারক যাঁ'রা আমি তাঁ'দের সর্ব্বান্তঃকরণে প্রশংসা করি। আজকাল ভেজালের দিনে বিশুদ্ধ দ্রব্যে ভগবানের সেবা করা এক প্রকার অসম্ভব হ'য়েছে। এই সময় তাঁ'র নাম কীর্ত্তন ছাড়া অন্য সাধন নাই। ডাকার মত ডাকতে ডাকতে শ্রীহরির কৃপা প্রাপ্ত হ'য়ে সংসার-কারাগার হ'তে মুক্ত হ'তে পারি। আর অন্য উপায় নাই। আজ সনাতন-গৌড়ীয়মঠ এই কীর্ত্তন-প্রচার-ধর্ম্মে ব্রতী হ'য়েছেন; আত্মোৎসর্গ ক'রে দেশে দেশে, নগরে নগরে, গ্রামে গ্রামে, এমন কি পাশ্চাত্য দেশে পর্য্যন্ত সঙ্কীর্ত্তন-ধ্বনিতে মুখরিত করবার যত্ন করছেন। সনাতন-গৌড়ীয়মঠের এই চেষ্টা সফল হউক। ইহাই আমার আন্তরিক প্রার্থনা। আজ বিশ্বমধ্যে শ্রীগৌড়ীয়মঠ ধন্যবাদার্হ।

ভূমিকম্পের ভীষণ দৃশ্য

—:•:—

ভগবদ্ভক্তের সপরিবারে অপ্রত্যাশিতভাবে রক্ষা

—:•:—

গুরুসেবকের মনের বল

—:•:—

প্রভুপাদের নিকট পত্র

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

ভুম্‌কা ৮।১।৩৪

শ্রীশ্রীভগবচ্চরণে অসংখ্য সাষ্টাঙ্গ-দণ্ডবন্নতি পূর্ব্বিকেয়ম্—

পরম-কারুণিক শ্রীল প্রভুপাদ,

গত ১৫।১।৩৪ সোমবার জামালপুর মিউনিসিপ্যালিটী audit করিতেছি, এমন সময় আন্দাজ ২টা ২০ মিনিটের সময় কে যেন আমাকে জোর করিয়া অফিসের বাহিরে লইয়া আসিল। সঙ্গে সঙ্গেই ভয়ানক ভূমিকম্পের প্রাদুর্ভাব বুঝিতে পারিলাম। আমরা কয়েকজন Railway fencing ধরিয়া দাঁড়াইয়াছিলাম আমি কেবল 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' বলিতেছিলাম। মনে হইতেছিল, বৃক্ষাদি সমস্তই বুঝি উল্‌টিয়া পড়িবে। মিউনিসিপ্যাল অফিস বিল্ডিংএর (যেখানে আমি ছিলাম) খানিকটা ভাঙ্গিয়া পড়িয়া গেল। রেলওয়ে বিল্ডিংএর খানিকটা ভাঙ্গিয়া পড়িল। সম্মুখবর্ত্তী গবর্ণমেণ্ট পোষ্ট আফিস বিল্ডিং ভাঙ্গিয়া পড়িল। পরদিন ১৬ই আমার ভুমকায় আসার কথা। আমি ফাইল যাহা ঘরের মধ্যে ছিল) চাহিলে মিউনিসিপ্যালিটী সেক্রেটারী বাবু ফাইল ছাড়িয়া বাসার সন্ধান লইতে বলায় আমি বলিলাম,—"যাহা হইবার তাহা ত' হইয়াছে, আমি গিয়া আর কি করিব?"

যাহা হউক, মুঙ্গেরে বাসার দিকে একখানা বাসে চড়িয়া রওনা হইলাম। রাস্তায় বড় বড় পাকা বাড়ী সব পড়িয়া গিয়াছে দেখিয়া মনে করিলাম, আমার বাসাটী যখন দোতলা তখন নিশ্চয়ই স্ত্রীপুত্র প্রভৃতি সকলই গৃহমধ্যে পড়িয়া মারয়া গিয়া থাকিবে। অনেক ঘুরিয়া বাসার সামনে গিয়া যাহা দেখিলাম তাহাতে চক্ষে জল না আসিয়া পারিল না। উমা বাবু নামক একজন উকীল আমাকে দেখিয়া বলিলেন—"আমার সব গিয়াছে" অর্থাৎ তাঁহার স্ত্রী প্রভৃতি দালান চাপা পড়িয়া মারা গিয়াছেন। তখন একটী যুবক আমাকে বলিল—Auditor বাবু আপনার সব ভাল আছেন।" ২।৩টী বাড়ী পরেই আমার বাসা। অগ্রসর হইয়া দেখিলাম, আমার মা প্রভৃতি সকলকেই অক্ষত-দেহে দাঁড়াইয়া আছেন। আপনার কৃপায় তাঁহারা অপ্রত্যাশিতভাবে এ যাত্রা মৃত্যু হইতে রক্ষা পাইয়াছেন।

মুঙ্গের শ্মশানে পরিণত হইয়াছে। চকে (অর্থাৎ যেখানে Market place, বড় বড় দোকান প্রভৃতি একেবারে ধ্বংস হইয়াছে, একখানি বাড়ীও নাই। মৃত্যু-সংখ্যা যে কত তাহা জানা যায় নাই। আমার মনে হয় কয়েক সহস্র লোক মরিয়া থাকিবে। বড়ী বাজার, যে রাস্তায় আমার বাসা ছিল. ঐ রাস্তায় আমার বাড়ী ভিন্ন আর প্রায় কোনও বাড়ীই না চুরমার হইয়া দাঁড়াইয়া নাই। সোমবার রাত্রে ঐ বাড়ীতেই ছিলাম। রাত্রি ১॥ আন্দাজ আবার slight shock feel করিয়া সকলকে লইয়া রাস্তায় দাঁড়াই পরে আবার গৃহে প্রবেশ করি। সোমবার ভূমিকম্পের পর মুঙ্গের সহরে অধিকাংশ লোকেরই গৃহ ছিল না। তাঁহারা ময়দানে স্ত্রীপুত্রাদি লইয়া বাস করিতে থাকেন। ঐ দিনও রাত্রে আমরা আপনার শ্রীপাদপদ্ম স্মরণ করিয়া ঐ পূর্ব্ব বাড়ী যাহা সর্ব্বপ্রকারে cracked হইয়াছে তাহাতেই ছিলাম। কুলী, গাড়ী প্রভৃতি কিছুই মঙ্গলবারে পাই নাই। তাই মঙ্গলবারও ঐ বাড়ীতে ছিলাম। বুধবার সকাল ৬টা হইতে চেষ্টা করিয়া ৯টার মধ্যে জিনিষপত্র ও লোকজন প্রভৃতি Purabsarai stationএ remove করি। সেখান হইতে বেলা ২॥টার সময় ৫০৲ দিয়া একখানা Lorry reserve করিয়া সন্ধ্যা ৫টায় ভাগলপুর পৌঁছি। সেখানেও সব বাড়ী cracked দেখিলাম ও লোকের মনে Panicছিল দেখিয়া ৭॥টায় ভাগলপুর হইতে রওনা হইয়া রাত্রি ১২॥টা ১টার সময় ভুম্‌কা পৌঁছিয়াছি।

আপনি অন্তর্যামী, শারীরিক ও মানসিক অবস্থার বিষয় আর বিশেষ কি লিখিব? Railway accidentএ যখন আমার চৈতন্য হইল না, তখন এই ভূমিকম্প দ্বারা আমাকে জাগতিক বস্তু-সকলের নশ্বরতা-বিষয়ে প্রত্যক্ষ প্রমাণ দর্শন করাইয়া নিত্যবস্তু শ্রীভগবানের সেবাই যে কর্ত্তব্য, আপনি এই শিক্ষাই যে আমাকে দিলেন, আপনার কৃপায় এই ঘটনা হইতে আমার তাহাই মনে হইতেছে।

কাল সকালে ৬॥টার সময় যখন মুঙ্গের রিলিফ অফিসের কাছে দাঁড়াই তখন ১০।১২টা মড়া সেখানে পড়িয়াছিল। পরে ৯টা ৯॥টার সময়ও ঐরূপ। রাজা রঘুনন্দনের প্রাসাদ, রায় বাহাদুর দলিপ নারায়ণ বিল্ডিং, রাধানাথ বাবুর অট্টালিকা প্রভৃতি সব মাটি হইয়া গিয়াছে। রাজার গুরু বামনদাস ঘর চাপা পড়িয়া পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হইয়াছেন। আপনার নিকট Telegram করিবার জন্য মুঙ্গেরে অনেক চেষ্টা করিয়াছি। কাল ৮টা পর্য্যন্ত তার করিবার ব্যবস্থা ছিল না জানিলাম। পরে ৯টায় তার চলে। আপনার শ্রীপাদপদ্মে আমাদের সকলের কোটি কোটি দণ্ডবৎ।

অযোগ্য দাসাধম—
শ্রীমধুসূদন দাস অধিকারী (চট্টোপাধ্যায়)

শুদ্ধভক্তি গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। ভাষ্যসহ বিরাট শ্রীচৈতন্যভাগবত ৫৲
২। শ্রীহরিনামামৃত,—সমগ্র ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২৬৲
দ্বাদশ স্কন্ধ হ ৫ প্রাপ্তব্য ।৶০
৫। ভাষ্যসহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (৪র্থ সংস্করণ) ৩৲
৬। ভক্তিবিবেককুসুমাঞ্জলি (বাঁধা) ২৲
৭। গৌড়ীয়-গৌরব ।৶০
৮। গৌড়ীয়-সাহিত্য ।৶০
৯। ভজনরহস্য ।০
শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও
শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা)
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৯। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ)
ঐ (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
১০। গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি টীকাসহ)
ঐ (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
১১। গীতার কেবল মাধ্ব-ভাষ্য ।০
১২। মুক্তিমল্লিকা ও সৌরভঃ সানুবাদ (মাধ্ব) ২২
১৩। বেদান্তসূত্রসার সানুবাদ (রামানুজীয়) ।০
১৪। জৈবধর্ম ২৲
১৫। শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৬। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১৭। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ।৶০
ঐ (বাঁধা) ৸০
১৮। দ্বীপ-দিগ্‌দর্শন ৶০
১৯। সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ) ।৶০
২০। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ।০
ঐ (আবাঁধা) ।৶০
২১। নবদ্বীপধাম গ্রন্থমালা ৸০
২২। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৶০
২৩। গীতমালা ১৹
২৪। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶০
২৫। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶০
২৬। নবদ্বীপ পঞ্জিকা (৪৪৭ গৌরাব্দ) ৶০
২৭। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ
২৮। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা-দর্পণ ।০
২৯। শরণাগতি ৵০
৩০। গীতাবলী ৵০
৩১। চিত্রে নবদ্বীপ ।৵০
৩২। সাধনকণ ৵০
৩৩। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৵০
৩৪। নবদ্বীপশতক ৵০
৩৫। অর্থপঞ্চক ৵০
৩৬। সদাচারস্মৃতিঃ ৶০
৩৭। কল্যাণকল্পতরু (৫ম সংস্করণ) ৵০
৩৮। অষ্টকঞ্চ ৵০
৩৯। মনঃশিক্ষামালা (বাঁধা) ।০
ঐ (আবাঁধা) ৶০
৪০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (প্রথম চারিখণ্ড) ৩
৪১। ব্রহ্মসংহিতা ।০
৪২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৪৩। মণিমঞ্জরী সানুবাদ ।০
৪৪। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৪৫। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ।০
৪৬। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৪৭। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
৪৮। গৌড়ীয়মঠ কি করেন ? ৵০
৪৯। ঈশোপনিষৎ (বলদেব ও মাধ্ব-ভাষ্য এবং বিবৃতি ও অনুবাদসহ) ।০
৫০। শ্রীভুবনেশ্বর ৶০
৫১। সিদ্ধান্তদর্পণ ৶০
৫২। সাংখ্যবাণী ৵০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৫৩। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী-দিগ্বিজয়ঃ ।০
৫৪। সটীক-শিক্ষাষ্টকমূলম্ ।০
৫৫। তত্ত্ব-সূত্রম্ ।০
৫৬। সানুবাদ-শিক্ষাষ্টকম্ ৶০
৫৭। গৌড়ীয়মঠ পরিচয়ঃ ৵০
৫৮। সারাংশবর্ণনম্ ৶০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৫৯। রায় রামানন্দ ।০
৬০। নামভজন ।০
৬১। রিলেটীভ্ ওয়ার্ল্ডস্ ।৶০
৬২। লাইফ্ এ্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।০
৬৩। বৈষ্ণবীজম্ ।০
৬৪। হোয়াট্ গৌড়ীয়মঠ ইজ্ ডুইং ৵০
৬৫। দি ভাগবত ।০
৬৬। ইরোটিক্ প্রিন্সিপল্ এ্যাণ্ড আনেলয়েড্ ডিভোশন ।০
৬৭। ব্রহ্ম-সংহিতা ২৷০
৬৮। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (ভলুম ওয়ান) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৬৯। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ।০
৭০। সাধন পথ ।০
৭১। কল্যাণ-কল্পতরু ৵০
৭২। গীতাবলী ৵০
৭৩। শরণাগতি ৵০

আসামী ভাষায় প্রকাশিত

৭৪। শরণাগতি

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

নদীয়া-প্রকাশ প্রাপ্তির স্থান

১। শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম-মায়াপুর, নদীয়া
২। শ্রীযোগপীঠ ঐ
৩। শ্রীবাস অঙ্গন ঐ
৪। অদ্বৈত-ভবন ঐ
৫। কাজীর সমাধি পাট ঐ
৬। স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ নদীয়া।
৭। শ্রীভাগবত আসন কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
৮। শ্রীএকায়ন মঠ গোবিন্দপুর, হাঁসখালী।
৯। দ্বাদশগোপাল পাট—পোঃ চাকদহ,
১০। শ্রীগৌর গদাধরমঠ—চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড়, বর্দ্ধমান
১১। শ্রীমোদদ্রুমছত্র মাউগাছি, বর্দ্ধমান
১২। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম, আমলাযোড়া, পোঃ রাজবাঁধ বর্দ্ধমান
১৩। শ্রীগৌড়ীয়মঠ বাগবাজার, কলিকাতা
১৪। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাক্ড়, হাওড়া,
১৫। শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয়মঠ, ৯০নং নবাবপুর রোড্, ঢাকা
১৬। শ্রীগোপালজী মঠ কমলাপুর, ঢাকা।
১৭। শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ পোঃ বালিয়াটী,
১৮। শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয়মঠ ময়মনসিংহ।
১৯। শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ চিরুলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর
২০। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম গোয়ালপাড়া, আসাম
২১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ রায়াপেট্টা, মাদ্রাজ।
২২। শ্রীরামানন্দগৌড়ীয় মঠ কব্বুর, জিঃ পশ্চিম গোদাবরী
২৩। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ উড়িয়াবাজার, কটক।
২৪। শ্রীভক্তি-গৌড়ীয় মঠ ভুবনেশ্বর।
২৫। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ স্বর্গদ্বার, পুরী।
২৬। শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ আলালনাথ পোঃ ব্রহ্মগিরি, পুরী।
২৭। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয়-মঠ কুঞ্জকুঞ্জা, পোঃ চিকাকুল্লা, মাদ্রাজ।
২৮। শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ—৪২ নং কবিরপুরা, আনন্দভবন, বারাণসী।
২৯। শ্রীরূপগৌড়ীয় মঠ—এলাহাবাদ।
৩০। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ পুরাণবাজার, সরকার ঠাকুরের কুঞ্জ, বৃন্দাবন
৩১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, নিউদিল্লী
৩২। শ্রীপরমহংসমঠ—নৈমিষারণ্য,
৩৩। শ্রীমায়াপুর গৌড়ীয় মঠ—হরিদ্বার।
৩৪। শ্রীব্যাসগৌড়ীয়মঠ—কুরুক্ষেত্র, পঞ্জাব
৩৫। শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাবুলনাথ রোড, পোঃ গ্রাণ্ট রোড, বোম্বে।
৩৬। লণ্ডন গৌড়ীয়মঠ, ৩০নং গ্লষ্টার হাউস, কর্ণওয়াল গার্ডেন্স, (S. W. 7) লণ্ডন।
৩৭। অমরি গৌড়ীয়মঠ—মেদিনীপুর
৩৮। সরভোগ গৌড়ীয় মঠ—সরভোগ, কামরূপ, আসাম
৩৯। শ্রীগৌড়ীয়মঠ—১০০ নং মিঠাপুর পোঃ - বাঁকিপুর, পাটনা।

শুদ্ধভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী মাসিক। শ্রীধাম-মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৷০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দি ভাষায় একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি হৃদয় বন মহারাজ সম্পাদিত। ঐ নৈমিষারণ্য শ্রীপরমহংস মঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ১৷০ দেড় টাকা মাত্র।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ ব্রহ্ম-চারি সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ দেড় টাকা মাত্র।

৫। কীর্ত্তন—মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ নিত্যানন্দ সেবাতীর্থ বি-এল, বি-টি, সম্পাদিত। আসাম গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম হইতে প্রকাশিত আসামী মাসিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ দেড় টাকা মাত্র।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ প্রণীত সমগ্র গ্রন্থ

গ্রন্থের মূল শ্লোক অক্ষরে এবং তাহার বর্ত্তমান যুগে শুদ্ধভক্তিপ্রচারের মূল মহাপুরুষ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অমৃতপ্রবাহভাষ্য ও প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের অনুভাষ্য সন্নিবেশিত হইয়াছে। আর্ট কাগজে ছাপা। ডবল ক্রাউন আটপেজি আকারে ১০৩৭ পৃষ্ঠায় কেবল মূল ও ভাষ্য সম্পূর্ণ হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত ২১৮ পৃষ্ঠায় কেবল শ্লোক সূচী, পত্রসূচী, স্থানসূচী, পাত্রসূচী, বিষয়-সূচী, শব্দসূচী প্রভৃতি বিস্তৃত সূচীপত্র। সমগ্র শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের এরূপ উৎকৃষ্ট ও অমূল্য বিরাট সংস্করণ জগতের কোথায়ও আর প্রকাশিত হয় নাই, ইহা নিরপেক্ষ পাঠক মাত্রেই একবাক্যে স্বীকার করিয়া থাকেন। সর্ব্বসাধারণের সুবিধার জন্য ভিক্ষা ১২৲ বারটাকা স্থলে—৬৲ ছয়টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্য[illegible]

তারের ঠিকানা— 'শ্রীধাম' নদীয়া
কাগজের ঠিকানা—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

দৈ নি ক

REG. C. 1544

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩॥০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র।

নদীয়া-প্রকাশ

THE
NADIA-PRAKASH

গ্রাহকের হার
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸০
মাসিক ১৲
নগদ বর্ত্তমান
সংখ্যা ১৫

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৮ম খণ্ড | সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বেদান্তবাচস্পতি | ২৭৭শ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর— ১৫ই মাঘ সোমবার ১৩৪০, ২৯শে জানুয়ারী ১৯৩৪

নীলাম ইস্তাহার

মোকাম কৃষ্ণনগর
১ম মুন্সেফ আদালত
নীলামের দিন ৮ই ফেব্রুয়ারী ১৯৩৪

(১)

১৬৬৮ খাজনাজারী ৩৩ দাবী ১০৭০৷৩

ডিঃ ছলিউদ্দিন বিশ্বাস দিং সাং গোবিন্দপুর

দেঃ মজিরন্নেছাবিবি দিং সাং গোবিন্দপুর থানা আলমডাঙ্গা

থানা আলমডাঙ্গার দঃ গোবিন্দপুর মৌজার ৬৬৪ খতিয়ানে ১২ এঃ ১২শঃ জমীর মধ্যস্বত্ব নিকর দেঃ ।/১০ অংশ মূল্য আঃ ১০০৲

২। ঐ গ্রামে ৭৭০ খতিয়ানে ২৯এঃ ২০শঃ জমি নিকর দেঃ ।/১০ অংশ মূল্য আঃ ২০০৲

৩। ঐ গ্রামে ১১৫২ খতিয়ানে ১২এঃ ৩৩শঃ জমী ১৬॥৶০ জমা মূল্য ৮০৲

৪। ঐ গ্রামে ১১৩৯ খতিয়ানে ৩এঃ ১৪শঃ জমী ৬।/১১ জমা মূল্য আঃ ২০৲

৫। ঐ গ্রামে ১১২৯ খতিয়ানে ৩-৭৮শঃ জমী ৪॥৵১ জমা মূল্য আঃ ৩০৲

৬। ঐ গ্রামে ১১১৯ খতিয়ানে ২-৯৫শঃ জমী ৪॥৵০ জমা মূল্য আঃ ১৫৲

৭। ঐ গ্রামে ১১১১ খতিয়ানে ৫-২৫শঃ জমী ৯।/২ জমা মূল্য আঃ ৪০৲

৮। ঐ গ্রামে ১০৯৩ খতিয়ানে ৭-৩৮শঃ জমী ১৬৵১০ জমা মূল্য ৮০৲

৯। ঐ গ্রামে ১০৮৮ খতিয়ানে ২-৯শঃ জমী ৪।৵৭ জমা মূল্য আঃ ২০৲

১০। ঐ গ্রামে ১০৩৪ খতিয়ানে ১৬-১৫এঃ জমী ২২৶৩ জমা মূল্য আঃ ১০০৲

১১। ঐ গ্রামে ১০২৮ খতিয়ানে ৩-৬২শঃ জমী ৪।০ মূল্য আঃ ২৫৲

১২। ঐ গ্রামে ১১৬৫ খতিয়ানে ২-২৫এঃ জমী ৩॥/৪ জমা মূল্য আঃ ১৫৲

১৩। ঐ গ্রামে ২৮ খতিয়ানে ০৩শঃ জমী ৯।/২ জমা মূল্য আঃ ৫৲

১৪। ঐ গ্রামে ২১৬ খতিয়ানে ৫০৭৩শঃ জমীর ।০ অংশ মায় জলকর জলকর, পুকুর প্রভৃতিসহ মূল্য আঃ ৬৫০৲

(২)

১৫৪২ খাজনাজারী ৩৩ দাবী ৮৮৯॥৶৩

ডিঃ ধীরেন্দ্রনাথ রায় সাং নড়াইল

দেঃ সীতানাথ মজুমদার সাং চাপড়া পোঃ কুমারখালী

জেলা যশোহরের থানা শৈলকূপুর অধীন আওলিয়া পাড়া মৌজায় ২৪২ খতিয়ানে ১৯২এঃ ১৪শঃ জমী বাকুচপাড়া মৌজায় ১২২ ও ২২১এঃ ৮শঃ শ্যামপুর মৌজায় ৫৫ খতিয়ানে ৫৪এঃ ২২শঃ জমী চাপড়া মৌজায় ৮৩৪ খতিয়ানে ১৮৪এঃ ৫১শঃ জমী কালিকাতলা মৌজায় ৬১ ও ৪৭এঃ ৭২শঃ জমী মাদালিয়া মৌজায় ১১১ খতিয়ানে ৮৫এঃ ৯৭শঃ জমীর ৶১৩।/০ অংশে ১৩০এঃ ৯৪শঃ জমা ১৩৯।/৫ মূল্য আঃ ১০০৲

(৩)

১৭২৮ মণিজারী ৩৩ দাবী ৭৸৯

ডিঃ আশুতোষ ঘোষ সাং গোয়াড়ী

দেঃ বিষ্ণুপদ দাস সাং কাঠালপোতা পোঃ কৃষ্ণনগর

কৃষ্ণনগর থানার কাঠালপোতা গ্রামে জয়দুর্গা দাসী অধীন ৫৩২৭ খতিয়ানে ১৩শঃ জমীর ২৸৶০ জমা দেঃ একের তিন অংশ, মূল্য আঃ ১০৲

২। কৃষ্ণনগর গ্রামে ৫৩৫২ খতিয়ানে ৪৫শঃ জমি মূল্য আঃ ৫৲

(৪)

১৭২১ মণিজারী ৩৩ দাবী ১৮০৸৶৩

ডিঃ দুর্গানাথ সরকার সাং জামালগঞ্জ

দেঃ ফটিকচন্দ্র দে সাং ব্রাহ্মণপাড়া পোঃ কৃষ্ণনগর

কৃষ্ণনগর থানার জামালগঞ্জ গ্রামে দুর্গানাথ সরকার অধীন ৯৫ নং খতিয়ানে ৬-৫৩শঃ জমীর ১৩॥৵০ জমা মূল্য আঃ ৫০৲

(৫)

১৭০৯ মণিজারী ৩৩ দাবী [illegible]

ডিঃ নসীগোপাল মোদক সাং দিগনগর

দেঃ কমলকৃষ্ণ মোদক দিং সাং দিগনগর পোঃ ঐ

কোতয়ালী থানায় দিগনগর গ্রামে নদীয়া রাজ এষ্টেট অধীন ৭০৯।৭১০।৭৬৯ খতিয়ানে ৩-৬৪শঃ জমীর ৯/৭ জমা মূল্য আঃ ৫০৲

(৬)

১৭৫৬ মণিজারী ৩৩ দাবী ৫২॥৵০

ডিঃ রামগোপাল দত্ত দিং সাং দেবগ্রাম

দেঃ পাগল সেখ সাং বড়ইটান পোঃ কালীগঞ্জ

কালীগঞ্জ থানায় বড়ইটান গ্রামে মণীন্দ্র চন্দ্র দিং অধীন ১৫৯ খতিয়ানে ১৮-১৬শঃ জমীর ৩৮৵৯ জমা দেঃ ॥০ অংশ মূল্য আঃ ৪০৲

(৭)

১৪৪১ মণিজারী ৩৩ দাবী ১৯২৵৯

ডিঃ এসাহক্ মণ্ডল সাং বাউতাড়া

দেঃ আফসার মণ্ডল দিং সাং বাউতাড়া পোঃ কৃষ্ণনগর

কোতয়ালী থানায় বাউতাড়া গ্রামে হরিনাথ চক্রবর্ত্তী অধীন ১৯৪ খতিয়ানে ১৬-২১শঃ জমীর ২৯৸৶১১ জমা মূল্য আঃ ৫০৲

২। ঐ থানায় ঐ গ্রামে ৩৪৪।৩৪৫ খতিয়ানে ॥০ অংশ ২-৭৯শঃ জমীর মূল্য আঃ ২৫৲

(৮)

১৬৮০ মণিজারী ৩৩ দাবী ৫১৫।০/৯

ডিঃ ব্রজেশ্বরী দাসী সাং নবদ্বীপ

দেঃ গৌরমোহন দাস বৈরাগ্য দিং সাং নবদ্বীপ পোঃ ঐ

নবদ্বীপ থানায় ঐ মিউনিসিপ্যালিটীর মধ্যে নন্দলাল চৌধুরীর অধীন ১৪৪ খতিয়ানে ১৬শঃ জমীর ৪॥০ জমা তদুপরিস্থিত দালান, টিনের ছাপরা পায়খানা ইত্যাদি সহ মূল্য আঃ ১০০৲

২। ঐ মৌজায় ১৪৬ খতিয়ানে ০৫শঃ জমী ১॥০ জমা তদুপরিস্থিত পাকা বাড়ী টিনের ছাপড়া ইত্যাদি মূল্য আঃ ৭৫৲

(৯)

১৬৫৫ মণিজারী ৩৩ দাবী ২২৸৶০

ডিঃ রাধাচরণ শশিমোহন সাহা সাং কলিকাতা

দেঃ বিধুমাধব মণ্ডল দিং সাং নবদ্বীপ পোঃ ঐ

নবদ্বীপ থানায় নন্দলাল চৌধুরী অধীন ৫৩০ খতিয়ানে ২৭৩৭ দাগে ০৫শঃ জমীর বার্ষিক ১৸৶০ জমা ১২ কুঠরী ঘর সিঁড়ি পাকা দেওয়াল কুয়া পায়খানা দরজা মূল্য আঃ ৬০০৲

(১০)

১৩৫২ মণিজারী ৩৩ দাবী ২২৪॥৶৩

ডিঃ প্রভাসকুমার নায়েক সাং কৃষ্ণনগর

দেঃ কৃষ্ণপদ দাস বৈরাগ্য দিং সাং কৃষ্ণনগর পোঃ ঐ

কোতয়ালী থানায় কৃষ্ণনগর গ্রামে জয়দুর্গা দাসী অধীন ৫৩২৭ খতিয়ানে ০-১৩শঃ জমীর ২৸৶০ জমা মায় ১ তালা পাকা কোঠাঘর প্রাচীর পায়খানা মূল্য আঃ ২৫৲

২। ঐ গ্রামে ৫৩৫২ খতিয়ানে ০-৪৫শঃ জমি দেনদার ৶০ আনা অংশ বাঁশ, আম-বাগানসহ মূল্য আন্দাজ ১০৲

৩। ঐ গ্রামে ৪৬৫২।২ খতিয়ানে ২ কাঠা জমি ১৵৩ জমা মায় পাকা একতালা

কোঠা বাড়ী সাজ সরঞ্জাম সহ মূল্য আঃ ২৫৲

৪। ঐ গ্রামে ৪১ নং খতিয়ানে ০৩শঃ জমি ১১৷৫ পাই দেঃ ৷৵০ অংশ মায় ৩টা কোঠাবাড়ী সাজ সরঞ্জাম সহ মূল্য আঃ ৩০৲

৫। ঐ গ্রামে ৫৭৪৩ খতিয়ানে ১-৪০শঃ জমি ৶৵৩পাই দেঃ ৵০ অংশ মায় বাড়ী পুষ্করিণীর ইত্যাদি মূল্য আঃ ১০৲

(১১)

৪৩২ মনিজারী ৩৩ দাবী ২৭৪৷৶৩

ডিঃ রাম গোপাল দত্ত দিং সাং দেবগ্রাম

দেঃ সুন্দর গোপাল মুখোপাধ্যায় সাং ফরিদপুর পোঃ কালিগঞ্জ

কালিগঞ্জ থানার ফরিদপুর গ্রামে ২৩৫ খতিয়ানে ২-২৬ শঃ জমীর ব্রহ্মত্তর দেঃ একের তিন অংশ, মূল্য আঃ ৮০৲

২। ত্রৈলোক্যপুর গ্রামে ৬০ খতিয়ানে ১১১।১১৩ জমীর দেঃ একের তিন অংশ, মূল্য আঃ ৫৲

৩। বালিডাঙ্গা গ্রামে ঐ থানার ৯৯৮ খতিয়ানে ২৪শঃ জমি মূল্য আঃ ৫৲

৪। কাড়ালিয়া গ্রামে ২৮৯।২৯০ খতিয়ানে ০-৪৫শঃ ব্রহ্মত্তর মূল্য আঃ ১০৲

(১২)

১৫৫১ মনিজারী ৩১ দাবী ৬৷৶৬

ডিঃ কৃষ্ণনগর সিটি কোঃ অঃ ব্যাঙ্ক সাং গোয়াড়ী

দেঃ ত্রিপুরা প্রসাদ পাল চৌধুরী সাং কৃষ্ণনগর পোঃ ঐ

কোতয়ালী থানার গোবিন্দসড়ক মৌজায় নদীয়া রাজ এষ্টেট অধীন ৩১৯ খতিয়ানে ০-৯শঃ জমীর মায় পাকা দোতালা কোঠাবাড়ী প্রাচীর ভলকল মূল্য আঃ ২০০৲

২। ঐ মৌজার ৩১৮ নং খতিয়ানে -২শঃ জমি মায় দোতালা পাকা বাড়ী প্রাচীর সহ মূল্য আঃ ১০০৲ জমা ৩।৬ পাই

(১৩)

১৫৫২ মনিজারী ৩৩ দাবী ৬০০৷৶১০

ডিঃ ঐ

দেঃ ঐ

সম্পত্তি ঐ। ঐ দুই লাট।

(১৪)

৮৩৫ খাংজারী ৩৩ দাবী ৩৪৷৶০

ডিঃ নৃসিংহচন্দ্র পালচৌধুরী দিং সাং চকদীঘলা

দেঃ সারদাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় সাং গোয়াড়ী পোঃ কৃষ্ণনগর

কোতয়ালী থানার বামনপুরা ৯নং খতিয়ানে ও উমিদপুর ৯৩১।১০১৭।৭৪৩ খতিয়ানে /৯'— অংশে ৩০৲ জমার মূল্য আঃ ২৫৲

(১৫)

৯২২ খাংজারী ৩১ দাবী ২৪০৷৶৬

ডিঃ জ্ঞানেন্দ্রমোহন ভাদুড়ী সাং শ্রীরামপুর

দেঃ সত্তু সেখ সাং মাঝের চর পোঃ নবদ্বীপ

নবদ্বীপ থানার মহীশূর মৌজায় ২।৪০০।৭০৩।৭০৪।৬১৭।২৮৫ খতিয়ানের ৬ ৬০শঃ জমীর ৪১৸৵৬ জমা মায় মাটীর দেওয়ালের ঘর ২ খানা মূল্য আঃ ৫০৲

(১৬)

১০০২ খাংজারী ৩৩ দাবী ৪৭।৵০

ডিঃ জিতেন্দ্রপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় সাং মুড়াগাছা

দেঃ আজাহার মোল্লা সাং নেকী পোঃ কৃষ্ণনগর

কোতয়ালী থানার খাজুরী গ্রামে ২৮৩ খতিয়ানে ০-৪৪শঃ জমীর ২৶০ জমা দেঃ ৷০ অংশ মূল্য আঃ ১০৲

২। ঐ গ্রামে ৪৪৮ খতিয়ানে ৬-৪শঃ জমীর ৯৸০ জমা দেঃ ।০ অংশ, মূল্য আঃ ২৲

৩। ঐ গ্রামে ৫০৮নং খতিয়ানে ২-৬১শঃ ৮৷৶২ জমা দেঃ ।০ অংশ মূল্য আঃ ৫৲

৪। ঐ থানার মাটিপুর মৌজায় ২২০ খতিয়ানে -৭৩শঃ জমা দেঃ ।০ অংশ মূল্য আঃ ৩৲

(১৭)

১০০৩ খাংজারী ৩৩ দাবী ৬১৶০

ডিঃ ঐ

দেঃ নবীজান মল্লিক দিং সাং সিংহাটী পোঃ কৃষ্ণনগর

কোতয়ালী থানার সিংহাটী গ্রামে ৪৩৮ খতিয়ানে ০-৮০শঃ জমীর ২৶০ জমা দেঃ ৷৶৩৸ অংশ মূল্য আঃ ১৫৲

(১৮)

১০০৪ খাংজারী ৩৩ দাবী ৭৪৷৶৩

ডিঃ ঐ সাং ঐ

দেঃ রহিমবক্স সেখ সাং সিংহাটী পোঃ কৃষ্ণনগর

কোতয়ালী থানার সিংহাটী গ্রামে ২৬৯ খতিয়ানে ১২-৩৫শঃ জমীর ২৯৷৶৫ জমা মূল্য আঃ ৫০৲

(১৯)

১০০৮ খাংজারী ৩৩ দাবী ২৭৷৶৯

ডিঃ ঐ

দেঃ মানিক সেখ সাং নেকী পোঃ কৃষ্ণনগর

কোতয়ালী থানার খাজুড়ী গ্রামে ১৫০ খতিয়ানে ৫১শঃ জমীর ২৶০ জমা মূল্য আঃ ৫৲

(২০)

১৫০০ খাংজারী ৩৩ দাবী ২৯।৩

ডিঃ রণজিৎ পালচৌধুরী সাং মহেশগঞ্জ

দেঃ কালু মণ্ডল সাং দেপাড়া পোঃ কৃষ্ণনগর

কোতয়ালী থানার সুবর্ণবিহার গ্রামে ৩৪৭ খতিয়ানে ১২-৩৪শঃ জমীর ২৭/ জমা দেঃ ৷০ অংশ মূল্য আঃ ১৫৲

২য় মুন্সেফ আদালত

নীলামের দিন ৮ই ফেব্রুয়ারী

(১)

৩৩৮ খাংজারি ৩৩ দাবী ১৫৸৶০

ডিঃ সরোজ রঞ্জন দিং সাং কাঁঠালপোতা

দেঃ শ্যামমাধব পালচৌধুরী দিং সাং নাটুদহ পোঃ ঐ

কোতয়ালী থানার হাঁসাডাঙ্গা-পোতা গ্রামে ৬১নং খতিয়ানে ১৪ একর ৮৩শঃ জমি মূল্য আঃ ২০৲

২। মধুপুর গ্রামে ১৬৬-১৮৫ খতিয়ানে ১০-৮৬শঃ জমি ৮৲ জমা মূল্য আঃ ২০৲

৩। ঐ গ্রামে ১৫৯-১৬৪ খতিয়ানের ৮-৬১শঃ জমি ২৲ জমা মূল্য আঃ ১৫৲

৪। কাটাখালী গ্রামে ৩৯৮।৩৯৯।৪১০। ৪১১ খতিয়ানের ১৯৶০ জমা মূল্য আঃ ২০৲

৫। থানা দামুড়হুদার অধীন চাকুলিয়া গ্রামে ৬১৫-৬২১ থং ৭-৭০শঃ জমি ৭৲ জমা মূল্য আঃ ২০৲

৬। মৌজা নাটুদহ গ্রামে ৩৯৫।৩৯৬ খতিয়ানে ০-৯৩শঃ জমি ১৲ জমা মূল্য আঃ ১০৲

৭। ঐ গ্রামে ৫৭৭-৫৭৮ খতিয়ানে-০-৭১শঃ জমি ১৷৶৭ জমা মূল্য আঃ ৫৲

৮। ঐ গ্রামে ২৭২ খতিয়ানে ৩-৬৪শঃ জমি ৪৷/১০ জমা মূল্য আঃ ১০৲

(২)

৬৩৮ খাংজারি ৩৩ দাবী ৪৩৸১

ডিঃ রাধানাথ তরফদার সাং খাড়ুয়াপুর

দেঃ খোকা মণ্ডল সাং শিবপুর পোঃ নাকাশীপাড়া। থানা নাকাশীপাড়ার শিবপুর গ্রামে ৮১৭ খতিয়ানের ০-৮৮শঃ জমির ২৶০ জমা মূল্য আঃ ১০৲

(৩)

১২১৭ খাংজারী ৩৩ দাবী ১১৷৶৩

ডিঃ জিতেন্দ্র প্রসাদ চট্টোপাধ্যায় দিং সাং মুড়াগাছা

দেঃ সুরেন সেন দিং সাং মুড়াগাছা। পোঃ নাকাশীপাড়া। থানা নাকাশীপাড়া মুড়াগাছা গ্রামে ৭২ খতিয়ানের ৯৯শঃ জমি ১।০ জমা মূল্য আঃ ৫৲

(৪)

৭৩৫ খাংজারি ৩৩ দাবী ২৪।৯

ডিঃ মন্মথপাল চৌধুরী সাং আমিনবাজার

দেঃ অমূল্য খৃষ্টান। সাং ডোমপুকুরিয়া পোঃ বাদালঝি। থানা চাপড়ার ডোমপুকুরিয়া গ্রামে সরোজরঞ্জন সিংহ দিং অধিন ৪৫৬ খতিয়ানে ৸১৶ জমি ১।০ মূল্য আঃ ২৲

(৫)

১২৮২ খাংজারি ৩৩ দাবী ১০৭৷৶৯

ডিঃ মুকুন্দলাল হালদার সাং কালিদহ

দেঃ পাচুসেখ দিং সাং কাঠসরা পোঃ বাদালঝি।

থানা চাপড়ার ইটালিডাঙ্গা গ্রামে ৫৩৫৪ খতিয়ানে ২-৮৩শঃ জমি ১৯৸৶৫ জমা মূল্য আঃ ২৫৲

২। ঐ গ্রামে ২৯১৬।২৯৪৯।২৯৮৩ খতিয়ানে ৩ ৭৮শঃ জমি ২৫৸৶১০ জমা মূল্য আঃ ২৫৲

৩। ঐ গ্রামে ৩০৭৮ থং ০-০৮৬শঃ জমির ৪।১৫ জমা মূল্য আঃ ৫৲

(৬)

৯৯৯০ খাংজারি ৩৩ দাবী ১৬৪৷৶০

ডিঃ শ্রীশচন্দ্র পালচৌধুরী সাং কৃষ্ণনগর

দেঃ পাচুরাম হালদার সাং হাতিশালা পোঃ বাদালঝি। থানা চাপড়ার হাতিশালা গ্রামে ৯৬১ ৯৭৫ থং ৯-৬৪শঃ জমির মূল্য আঃ ৫০৲

(৭)

১১৭৮ খাংজারি ৩৩ দাবী ২৫।৩

ডিঃ কানাইলাল সিংহরায় পোঃ সোনাডাঙ্গা

দেঃ যুগলপদ চট্টোপাধ্যায় সাং রূপদহ পোঃ কৃষ্ণনগর

থানা নাকাশীপাড়ার চণ্ডীপুর গ্রামে ৫-২২শঃ জমি ১০/১০ জমা মূল্য আঃ ১০৲

(৮)

১৮০০ মণিজারি ৩১ দাবী ১১৬।০

ডিঃ ঋষিকেশ পাল সাং বীরপুর

দেঃ খুবমান সেখ সাং বীরপুর পোঃ নাকাশীপাড়া

নাকাশীপাড়ার বীরপুর গ্রামে ৪৫৬ খতিয়ানে ৩ ৭০শঃ জমি ৬।/ জমা মূল্য আঃ ৩০৲

(৯)

১২৭৭ দেংজারি ৩৩ দাবী ২২৮৸৶০

ডিঃ পাঁচকড়ি মণ্ডল সাং পাঁচপোতা

দেঃ সাহারাম সর্দার। সাং নারায়ণপুর পোঃ বাদালঝি। থানা চাপড়ার নারায়ণপুর গ্রামে ফণীলাল চট্টোপাধ্যায় অধিন ১২/ জমি জমা ৯৲ মূল্য আঃ ৪৫৲

২। ঐ গ্রামে ঐ অধীনে ৯।০ যে জমা লেখা যায় উক্ত জমা মূল্য আঃ ২০৲

শ্রীরামপুরে প্রবল শীত

শ্রীরামপুর হইতে প্রকাশ, গত সপ্তাহে এখানে শীতের প্রাবল্য হওয়ায় অতি আশ্চর্য্য ঘটনা লক্ষিত হইয়াছে। আশী বৎসর বয়স্ক বৃদ্ধেরাও এইরূপ আশ্চর্য্য ঘটনা দেখেন নাই রিসড়া ও শ্রীরামপুরের মধ্যবর্ত্তী রেলওয়ে লাইনের পশ্চিম দিকের এক মাঠে বিগত শুক্রবার প্রাতে গাছপাতার উপর তুষার কণা লক্ষিত হইয়াছিল। তুষার পাতের ফলে গাছের পাতাগুলি অধিকাংশ মুসড়াইয়া পড়িয়াছিল। সূর্য্যের দিকে আর কাল একটু শীত কম পড়িয়াছে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক

— পারমার্থিক পত্র —

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশ-
তনয়স্তদ্ধাম-বৃন্দাবনম্,
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং
প্রেমা পুমর্থো মহান্,
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং
তত্রাদরো নঃ পরঃ॥

৮ম বর্ষ } ২৯ মাধব গৌরাব্দ ৪৪৭, ১৫ই মাঘ বঙ্গাব্দ ১৩৪০, ২৯শে জানুয়ারী ইং ১৯৩৪, সোমবার { ২৭৭ তম সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

শ্রীধামে নিত্যানন্দোৎসব

গতকল্য হইতে পতিত-পাবন শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর আবির্ভাব-তিথি মাঘী শুক্লা ত্রয়োদশী পালন-উপলক্ষে শ্রীধাম মায়াপুরে সঙ্কীর্ত্তন-যজ্ঞমুখে উৎসব আরম্ভ হইয়াছে। নগর-সঙ্কীর্ত্তন, পদাবলী-কীর্ত্তন, শ্রীমদ্ভাগবত ও শ্রীচৈতন্যভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা নিরন্তর চলিতেছে। শ্রদ্ধালু ব্যক্তিগণের যাবতীয় পরিপ্রশ্নের উত্তর-প্রদানের সুব্যবস্থা আছে। উৎসবের কয়েক দিন পূর্ব্ব হইতেই শ্রীধামে যাত্রি-সমাগম হইতেছে। এই উৎসব তিন দিন থাকিবে। সুতরাং আগামী কল্য মঙ্গলবার পর্য্যন্ত উৎসব চলিবে।

প্রতি বৎসরই ভৈমী একাদশী, শ্রীবরাহ-দ্বাদশী ও শ্রীনিত্যানন্দ-ত্রয়োদশী পর্য্যায়ক্রমে দিবসত্রয়ে সমাগত হইয়া ভক্তাঙ্গ যাজনে জাগতিক হিরণ্যাদির প্রতি ঔদাসীন্য ও ভগবচ্চরণে প্রপত্তির প্রয়োজনীয়তা প্রদর্শন পূর্ব্বক মূল-সঙ্কর্ষণের শ্রীচরণে সৌভাগ্যশালী জীবের হৃদয় আকর্ষণ করেন। তাই শুদ্ধ-ভক্তগণ ভক্ত্যানুগত্যে ভক্তিভরে উপবাসাদি পালন পূর্ব্বক এই সর্ব্বশুভঙ্কর তিথিত্রয়ের সম্মান করিয়া থাকেন।

খোলাঘরে প্রচার

প্রথম দিবস

বিগত ৩০শে পৌষ রবিবার শ্রীগৌড়ীয় মঠের অন্যতম প্রচারক বাগ্মিপ্রবর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ ঢাকা জেলায় বিক্রমপুর পরগণার অন্তর্গত খালঘর নামক প্রসিদ্ধ গ্রামনিবাসী শ্রীযুক্ত রাধাবল্লভ দাস মহাশয়ের একান্ত আগ্রহে কতিপয় ভক্ত সহ উক্ত গ্রামে শুভবিজয় করেন।

সপরিবার শ্রীযুক্ত রাধাবল্লভ বাবু এবং গ্রামস্থ অন্যান্য সজ্জনগণের বিশেষ আগ্রহে তাঁহার গৃহে এক সপ্তাহকাল স্বামীজী মহারাজ শ্রীমদ্ভাগবত হইতে কপিল-দেবহূতি-প্রসঙ্গ পাঠ ও ব্যাখ্যা করিয়াছেন। রবিবার হইতে পাঠ আরম্ভ হইয়া শনিবার পর্য্যন্ত এক সপ্তাহ চলিতে থাকে।

পাঠে শ্রোতার সংখ্যা উত্তরোত্তরই বৃদ্ধি পাইতে থাকে, প্রত্যহ শত শত ব্যক্তি শ্রীমদ্ ভাগবত শ্রবণ করিয়া কৃতার্থ হন। অমলপুরাণ পারমহংস-সংহিতা শ্রীমদ্ভাগবত বর্ণে বর্ণে জীবের হৃৎকর্ণ রসায়ন এবং পরম-মঙ্গলের সেতু; আবার ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভারতী মহারাজের ওজস্বিনী ও প্রাঞ্জল ব্যাখ্যা প্রত্যেক শ্রোতার হৃদয়ে অসৎসঙ্গ-ত্যাগের একান্ত প্রয়োজনীয়তা, সৎসঙ্গ-গ্রহণের একান্ত আবশ্যকতা, সদ্গুরুপদাশ্রয় এবং অনিত্য জীবনে ভগবদ্ভজনের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করাইয়াছিল।

পাঠের প্রথম দিবস ৩০শে পৌষ সংক্রান্তির দিন জনৈক ব্যক্তি বলিয়াছিলেন, আজ বড় অসহ্য শীত এবং পূজাপার্ব্বণের দিন অতএব আগামী কল্য হইতে পাঠ আরম্ভ হউক। উত্তরে স্বামীজী তাঁহাকে ইহাই দৃঢ়স্বরে জানাইয়াছিলেন যে, জীবনের যে মুহূর্ত্তে সাধুগণের নিকট হরিকথা শুনিবার সুযোগ হয় সেই মুহূর্ত্তেই ভগবৎ কথা শ্রবণ করা কর্ত্তব্য। তাই সেদিন হইতে শ্রীযুক্ত রাধাবল্লভ বাবুদের প্রাঙ্গণে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ হইতে থাকে।

শ্রীপাদ স্বামীজী মহারাজ শ্রীমদ্ভাগবতের মাহাত্ম্য-সম্বন্ধে এইরূপ কীর্ত্তন করেন—শ্রীমদ্ভাগবত সাত্বতপুরাণশিরোমণি; ইহা ভগবানের অভিন্নবিগ্রহ এবং বেদ-বেদান্ত-নিহিত সুগোপ্য ভক্তিধর্ম্মের একমাত্র উপদেশক। বেদে ও ভারতে ভগবানের তত্ত্ব ও ভজন-বিষয়ে যাহা সংক্ষিপ্তভাবে আছে তাহা পূরণ করিবার জন্যই পুরাণ,—"পূরণার্থম্ পুরাণম্" যে-পর্য্যন্ত সজ্জনগণ শ্রীমদ্ভাগবতের আস্বাদ না পান সে পর্য্যন্তই অন্য পুরাণ বা শাস্ত্র-শ্রবণে আগ্রহ প্রকাশ করেন, কিন্তু যাঁহারা একবার ভাগবতরূপ অমৃত-সাগরের সন্ধান পান তাঁহারা আর অন্যত্র মনোনিবেশ করেন না, যথা ভাগবতে—

> রাজন্তে তাবদন্যানি পুরাণানি সতাং গণে।
> যাবৎ ভাগবতং নৈব শ্রূয়তেঽমৃতসাগরম্॥

ভাগবতশ্রবণে অমৃত-লাভ ও হৃদ্রোগ অর্থাৎ জড়কাম বিনষ্ট হয়।

অতঃপর স্বামীজী বলিতে থাকেন—"আজ সংক্রান্তি-দিন। মায়ার সহিত বা ইহ জগতের সহিত বহির্ম্মুখ আমাদের সংক্রমণ অনাদিকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। সুতরাং তাহার জন্য ব্যস্ত হইতে হইবে না। অভক্তগণ সংক্রান্তির জন্য আগ্রহবিশিষ্ট হইতে পারেন কিন্তু যাঁহারা একমাত্র ভগবান্‌কে আশ্রয় করেন, তাঁহারা মায়া হইতে উৎক্রান্তি-দশা লাভ করেন। তাই পিতার পিতা, পরমপিতা, সর্ব্বজগতের পিতা কৃষ্ণের আরাধনাই আমাদের একমাত্র কর্ত্তব্য।

> জগতের পিতা কৃষ্ণ যে না ভজে বাপ।
> পিতৃদ্রোহী পাতকীর জন্ম জন্ম তাপ॥

নির্ম্মলচরিত্র সজ্জন ব্যক্তিই ভগবদনুগ্রহ পাইতে পারেন। যিনি অজ্ঞানাবস্থায় পাপ করিয়া অনুতপ্ত হইয়া ভগবান্‌কে আশ্রয় করেন, ভগবান্ তাঁহাকে রক্ষা করেন কিন্তু যাঁহারা ভগবানের নামে পাপ করেন তাঁহাদের রক্ষাকর্ত্তা কেউ নাই।

"মহর্ষি কর্দ্দম ও দেবহূতি ভগবান্‌কে পুত্ররূপে পাইবার নিমিত্ত একান্তভাবে তপস্যা করিতে লাগিলেন, ভগবান্ দৈববাণীতে আদেশ করিলেন,—'আমি পুত্ররূপে দেবহূতির গর্ভে অচিরেই আবির্ভূত হইব, কিন্তু আমি ভূমিষ্ঠ হইলে কর্দ্দম-ঋষি প্রব্রজ্যা করিবেন।

"যদিও কর্দ্দম ও দেবহূতি গৃহস্থলীলায় অভিনয় করিয়াছিলেন কিন্তু তাঁহারা বদ্ধ জীবের ন্যায় মায়াজালে আবদ্ধ হন নাই। যেমন মাকড়সার জালে মাকড়সা ও তাহার বাচ্চারা কেবল আটকায় না তেমনই ভগবানের ভক্তগণ তাঁহার মায়াজালে আবদ্ধ হন না।"

"সামাজিক সুবিধা অসুবিধা হইতে জাগতিক পরোপকারের উৎপত্তি। ভগবান্‌কে বাদ দিয়া যাহা করা যায় তাহাই পাপ। মানুষ ভক্তিযোগ অবলম্বন করিলে তবে ভগবৎপাদপদ্ম লাভ করিতে পারে; অন্য উপায় নাই।"

শ্রীব্যাসপূজা

আগামী ২২শে মাঘ, ৪ঠা ফেব্রুয়ারী রবিবার আচার্য্যপ্রকট-বাসর শ্রীগোবিন্দ-পঞ্চমী শুদ্ধভক্তগণকর্ত্তৃক যথাবিধি পূজিত হইবেন। কিন্তু কোন অনিবার্য্য-কারণে শ্রীশ্রীব্যাসপূজায় বিশেষ অধিবেশন উক্ত তারিখে না হইয়া পরবর্ত্তী তারিখে হইবে। তাহা যথাসময়ে বিজ্ঞাপিত হইবে। সেই বিশেষ অধিবেশনে অভিনন্দনাদি পাঠ হইবে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

২৯ শ্রাবণ সপ্তমীর সঙ্কর্ষণ, ৪৪৭

মূল-সঙ্কর্ষণ নিত্যানন্দ

যিনি অজ হইয়াও প্রাপঞ্চিকার্থ জন্মলীলা প্রকাশ করেন, যিনি সর্ব্বজীবের আকর্ষক হইয়াও শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছায় যোগমায়া-কর্তৃক দেবকীর গর্ভে আকর্ষিত হইয়াছিলেন, যিনি বলাধিক্য-হেতু 'বলদেব' নামে পরিচিত হইয়া সাধকের অবিদ্যা দানবসমূহের ধ্বংসলীলা সাঙ্গ করান এবং জগদ্গুরুরূপে জীবের হৃদয়ে চিদ্বল সঞ্চার করেন, যিনি স্বগণসহ রমণ করেন বলিয়া 'বলরাম' নামে অভিহিত হন, বৈকুণ্ঠের মহাসঙ্কর্ষণ, কারণোদশায়ী বিষ্ণু, গর্ভোদশায়ী বিষ্ণু ও ক্ষীরোদশায়ী বিষ্ণু যাঁহার অংশ বা কলা, যিনি স্বরূপে শ্রীকৃষ্ণের সেবা করিয়াও আবার 'শেষ'-রূপে ছত্র, পাদুকা, শয্যা উপাধান আসন, বসন, আরাম, আবাস, যজ্ঞসূত্র, সিংহাসনাদি দশবিধ-মূর্ত্তিতে নিরন্তর শ্রীকৃষ্ণের সেবা করেন এবং তাহাতেও সন্তুষ্ট হইতে না পারিয়া যিনি পুনরায় বৃষভানু-সুতার অনুজা অনঙ্গমঞ্জরী-রূপে তদানুগত্যে মধুর-রতিতে শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের সেবা করিয়া থাকেন, যিনি কলিতে রাঢ়দেশকে ধন্য করিয়া 'একচাকা' নামক স্থানে মাঘী-শুক্লা-ত্রয়োদশী তিথিতে ভাগ্যবান্ হাড়াই ওঝা ও ভাগ্যবতী পদ্মাবতীর তনয়রূপে প্রাপঞ্চে প্রকট-লীলা প্রকাশপূর্ব্বক অভিন্ন-কৃষ্ণ শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের আদেশে গৌড়-মণ্ডলে সঙ্কীর্ত্তন-বন্যা প্রবাহিত করিয়াছিলেন আমি সেই মূল সঙ্কর্ষণের প্রকাশ-বিগ্রহ শ্রীগুরুপাদপদ্মের শ্রীচরণে প্রণতি জ্ঞাপন পূর্ব্বক শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ-মাহাত্ম্য-কীর্ত্তনের শক্তি প্রার্থনা করিতেছি।

যেমন জহুরী ব্যতীত অন্যে জহর চিনিতে পারে না, সেই প্রকার মহাভাগবত ব্যতীত অপর কেহই নিত্যানন্দতত্ত্ব ও নিত্যানন্দ-মাহাত্ম্য হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে না। মহাভাগবতগণই একমাত্র ভ্রম, প্রমাদ, করণাপাটব ও বিপ্রলিপ্সা—এই দোষ-চতুষ্টয় হইতে মুক্ত, অপর কেহ নহেন; সুতরাং পরতত্ত্ব-নির্ণয়ে একমাত্র তাঁহাদের বাক্যই বেদবাক্যরূপে স্বীকার্য্য; জড় ভৌগোলিক, ঐতিহাসিক প্রভৃতি চিন্তাস্রোতে আবদ্ধ জনগণ পূর্ব্বোক্ত দোষচতুষ্টয়যুক্ত বলিয়া তাহাদের বাক্য মহাভাগবতগণের বাক্যের বিরোধী হইলে কিছুতেই গ্রাহ্য নহে। মহাভাগবতবর গৌর-পার্ষদ শ্রীল স্বরূপ-দামোদর প্রভুর কড়চায় আমরা জানিতে পারি, শ্রীকৃষ্ণই শ্রীগৌরাঙ্গরূপে এবং শ্রীবলদেব শ্রীনিত্যানন্দরূপে কলিতে অবতীর্ণ হইয়াছেন। কেন অবতীর্ণ হইয়াছেন, তদুত্তরে শ্রীল মুরারিগুপ্ত স্তবন-গীতি গাহিতেছেন—

> অবতীর্ণৌ সকারুণ্যৌ
> পরিচ্ছিন্নৌ সদীশ্বরৌ।
> শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যনিত্যানন্দৌ
> দ্বৌ ভ্রাতরৌ ভজে॥

শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দ এই ভ্রাতৃদ্বয় মধ্যমাকার, নিত্যস্বরূপ ও সর্ব্বনিয়ন্তা; তাঁহারা জগতে করুণামৃত বিতরণ করিতে আসিয়াছেন। কি-প্রকারে করুণা বিতরণ করিবেন?—সঙ্কীর্ত্তন-তরঙ্গে। তাই ঠাকুর শ্রীল বৃন্দাবন দাস বন্দনা করিতেছেন

> আজানুলম্বিতভুজৌ কনকাবদাতৌ
> সঙ্কীর্ত্তনৈকপিতরৌ কমলায়তাক্ষৌ।
> বিশ্বম্ভরৌ দ্বিজবরৌ যুগধর্ম্মপালৌ
> বন্দে জগৎপ্রিয়করৌ করুণাবতারৌ॥

যাঁহাদের বাহুযুগল—আজানুলম্বিত, কান্তি—স্বর্ণের ন্যায় উজ্জ্বল পীতবর্ণ, যাঁহারা সঙ্কীর্ত্তন-ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক, যাঁহাদের নয়ন—পদ্মপলাশের ন্যায় বিস্তৃত, যাঁহারা জগৎপালক, ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ, যুগধর্ম্ম-সংরক্ষক, জগতের শুভসাধক ও করুণার অবতার, আমি সেই শ্রীচৈতন্য ও শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুদ্বয়কে বন্দনা করি॥

— —

ঠাকুর শ্রীল বৃন্দাবনদাস প্রভু শ্রীনিত্যানন্দ মহিমা-বর্ণনে যে-সকল অমৃতময়ী উক্তি লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহা আমাদের নিত্য আলোচ্য হউক। ঠাকুর আমাদিগকে জানাইয়াছেন—

> ইষ্টদেব বন্দোঁ মোর নিত্যানন্দ রায়।
> চৈতন্যের কীর্ত্তি স্ফুরে যাঁহার কৃপায়।
> সহস্রবদন বন্দোঁ প্রভু বলরাম।
> যাঁহার সহস্র মুখে কৃষ্ণ যশোধাম॥
> মহারত্ন থুই যেন মহাপ্রিয় স্থানে।
> যশোরত্ন-ভাণ্ডার শ্রীঅনন্ত-বদনে॥
> অতএব আগে বলরামের স্তবন।
> করিলে সে মুখে স্ফুরে চৈতন্য-কীর্ত্তন॥
> সহস্রেক ফণাধর প্রভু বলরাম।
> যতেক করয়ে প্রভু, সকল-উদ্দাম॥
> হলধর মহাপ্রভু প্রকাণ্ড শরীর।
> চৈতন্যচন্দ্রের যশোমত্ত মহাধীর॥
> ততোধিক চৈতন্যের প্রিয় নাহি আর।
> নিরবধি সেই দেহে করেন বিহার॥
> তাঁহার চরিত্র যেবা জানে, শুনে, গায়।
> শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য—তাঁ'রে পরম সহায়॥
> মহাপ্রীত হয় তাঁ'রে মহেশ-পার্ব্বতী।
> জিহ্বায় স্ফুরয়ে তাঁ'র শুদ্ধা সরস্বতী॥
> পার্ব্বতী প্রভৃতি নবার্ব্বুদ নারী লঞা।
> সঙ্কর্ষণ পূজে শিব, উপাসক হঞা॥

উপসংহারে শ্রীল কবিরাজ গোস্বামীর আনুগত্যে বন্দনা করিতেছি—

> বন্দেঽনন্তাদ্ভুতৈশ্বর্যং শ্রীনিত্যানন্দমীশ্বরম্।
> যস্যেচ্ছয়া তৎস্বরূপমজ্ঞেনাপি নিরূপ্যতে॥

শ্রীনিত্যানন্দ-চরণান্তিকে

> জয় জয় নিত্যানন্দ সকল আনন্দ-কন্দ
> প্রেমানন্দ-কল্পতরু-মূল।
> ভুবন আনন্দময় নিতাইচাঁদ উদয়
> প্রেমময় গৌর-প্রেমতনু॥ ১
> মাঘী গৌর-ত্রয়োদশী নব শুভ লগ্ন আসি'
> হইল মিলন পরানন্দে।
> আনন্দের নাই ওর বাজিছে প্রেমের ডোর
> সবে আসি' বন্দে পদদ্বন্দ্বে॥ ২
> শ্রীহাড়াই পদ্মাবতী আজ মহাভাগ্যবতী
> সুরমুনি-বন্দ্য যাঁর ঘরে।
> হাড়ো ওঝা গৃহে আসি' দেবে নরে মিশামিশি
> যাঁর যথা শক্তি স্তুতি করে॥ ৩
> সবে বলি' বলি' যায় ইহা কভু দেখি নাই
> এমন সুঠাম শিশু-অঙ্গ।
> না জানিয়ে কোন্ বিধি গড়িল এমন নিধি
> যাহে লাজ পাইয়ে অনঙ্গ॥ ৪
> জীবের দুরিত দেখি হ'য়ে সকরুণ আঁখি
> (বুঝি) শেষশায়ী হইল উদয়।
> পাপ-তমো করি' নাশ হইয়াছে স্বপ্রকাশ
> (তাই) জগভরি উল্লাস-হৃদয়॥ ৫
> কৃষ্ণ আত্মকায়ব্যূহ তাঁ'র প্রকাশ হন যেঁহ
> (সেই) রোহিণী নন্দন বলরাম।
> এবে একচক্রাপুরে হাড়ো ওঝা পদ্মাঘরে
> স্বপ্রকাশ নিত্যানন্দ-রাম॥ ৬
> শ্রীগৌর-স্বরূপ যেঁহ নিত্যানন্দ ভাই এই
> অগ্রে আসি' হ'লো অবতীর্ণ।
> সাঙ্গোপাঙ্গ যত আর সবে এসে অবতার
> অংশ, ভক্ত, গুণ, শক্তি, পূর্ণ॥ ৭
> পরিপূর্ণ স্বয়ং হরি গৌর-কৃষ্ণ অবতরি'
> (হবেন) নবদ্বীপধাম মায়াপুরে।
> জানিয়া আপন জন পূরবে উদয় হন
> নিজ প্রভু লীলা-পুষ্টি তরে॥ ৮
> (আজ)
> পাইয়া নিতাই-পদ নিজ নিত্য সুসম্পদ
> দেহ গেহ ভুলিয়া সকল।
> নাচিয়া নাচিয়া যায় করতালি দিয়া গায়
> জয় জয় নিত্যানন্দ বোল॥ ৯

শ্রীযুক্ত রাধাচরণ গোস্বামী

পুরী মহারাজের বক্তৃতা

[গত ১৮ই জানুয়ারী কটকবাসী শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র রায় (এসিস্‌টেন্ট রেজিষ্টার, কো-অপারেটিভ সোসাইটী) মহাশয়ের 'বরুয়া-ভবনে, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তি শ্রীরূপ পুরী মহারাজের যে পাঠ ও ব্যাখ্যা হইয়াছিল তাহার সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম]

শ্রীশ্রীচৈতন্যদেবের কথা ও শ্রীশ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষার কথা যে-সকল গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছেন তন্মধ্যে শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত ও শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতই প্রধান। শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুর শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত ও শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত রচনা করিয়াছেন। অদ্য আমরা শ্রীশ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত হইতে তাঁহার শিক্ষার কথা কিছু আলোচনা করিবার ইচ্ছা করিতেছি।

— — —

শ্রীচৈতন্যদেব ৪৪৭ বৎসর পূর্ব্বে শ্রীধাম নবদ্বীপের অন্তর্গত অন্তর্দ্বীপ শ্রীমায়াপুরে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। এখানে প্রশ্ন হইতে পারে নবদ্বীপ দেখিতে অন্যান্য দেশ বা গ্রামেরই মত তবে তাহার পূর্ব্বে "শ্রীধাম" এই কথাটী বলিবার তাৎপর্য্য কি? এবং 'জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন' না বলিয়া 'অবতীর্ণ হইয়াছিলেন' এইরূপ বলিবার আবশ্যকতাই বা কি?

তদুত্তর এই যে, শ্রীভগবানের স্বরূপ, তাঁহার নাম, রূপ, গুণ, পরিকর-বৈশিষ্ট্য, লীলা ও শ্রীধাম এই সমস্তই অধোক্ষজ তত্ত্ব অর্থাৎ অক্ষজ ইন্দ্রিয়ের গম্য নহেন। যাহা প্রাকৃত দর্শনের গ্রাহ্য নহে তাহা প্রাকৃতদর্শনে দেখিবার চেষ্টা করিলে প্রাকৃত বলিয়াই মনে হইবে কিন্তু তাহার বাস্তব-স্বরূপ দর্শন হইবে না।

অধোক্ষজ বস্তু স্বতঃ-প্রকাশতত্ত্ব সুতরাং উহা দর্শন করিতে হইলে আরোহপন্থা পরিত্যাগ পূর্ব্বক অবরোহপন্থা বা শ্রৌত-পথ আশ্রয় করিতে হইবে। অন্য কোন আলোকের সাহায্যে সূর্য্য দেখা যায় না সূর্য্যের শরণাগত হইলেই তাঁহার প্রেরিত আলোকের সাহায্যে তাঁহাকে দেখা যায়; সেইরূপ শ্রীভগবত্তত্ত্ব, ভগবদ্ধাম ও লীলায় কথা বুঝিতে হইলে অক্ষজ ইন্দ্রিয়ের দ্বারা মাপিয়া লইবার চেষ্টারূপ আরোহপন্থা ছাড়িয়া প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবা এই তিনটী বৃত্তির সহিত শ্রীভগবানের প্রেরিত জন, তাঁহা হইতে অভিন্নবিগ্রহ দিব্য-আলোকপ্রদাতা শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মে অভিগমন করিতে হইবে। অবশ্য 'গুরু' বলিতে লৌকিক বা কৌলিক গুরুর কথা কেহ যেন মনে না করেন। শ্রীগুরুদেব শ্রোত্রিয় ও ব্রহ্মনিষ্ঠ অর্থাৎ তিনি জ্ঞানী ও তত্ত্বদর্শী। তিনি অধোক্ষজ-তত্ত্ব নিত্যকাল দর্শন করেন এবং দর্শন করাইতে পারেন।

সেই শ্রীগুরুপাদপদ্মে নিষ্কপটে শরণাগত হইলে তিনি বৈকুণ্ঠবাণী বা শ্রীনাম কীর্ত্তন করেন, ঐ শ্রীনাম নামী হইতে বা শ্রীভগবান্ হইতে অভিন্ন-তত্ত্ব অর্থাৎ শব্দব্রহ্মরূপে শ্রীভগবান্ প্রকটিত হন সুতরাং শ্রীগুরুদেবের শ্রীমুখবিগলিত বাণী ও প্রাকৃত ভূতাকাশের শব্দ বা অক্ষর এক নহে; সেই বৈকুণ্ঠ শব্দ সেবোন্মুখবৃত্তির সহিত শ্রবণ করিলে আমরা দিব্য আলোক প্রাপ্ত হ এবং আমাদের অজ্ঞানান্ধকার তিরোহিত। অর্থাৎ অধোক্ষজ তত্ত্ব-দর্শনের অন্তরায়-বিদূরিত হয় আমরা তখন

পরিক্রমায় আহ্বান

শ্রীশ্রী গুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর

১লা মাঘ, ১৩৪০ সাল

বিপুলবৈষ্ণবসম্মানপূর্ব্বিকা বিজ্ঞপ্তিরিয়ম্—

আগামী ৭ই ফাল্গুন, ১৯শে ফেব্রুয়ারী সোমবার হইতে নয়দিবসকাল শ্রীধাম নবদ্বীপের নয়টি দ্বীপ পরিক্রমা করা হইবে। কৃপা করিয়া পরিক্রমায় যোগদান করিলে পরমানন্দের বিষয় হয়। স্বয়ং যোগদান করিবার সুযোগ না হইলে এই ভক্তির অনুষ্ঠানে দ্রব্য ও অর্থাদির দ্বারা সহায়তা করিলেও তাদৃশ ভক্ত্যঙ্গের ন্যূনাধিক সাধন-ফল-লাভ ঘটে। ধারাবাহিক পরিক্রমার বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল। ইতি —

শ্রীঅতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী), শ্রীরামগোপাল বিদ্যাভূষণ (এম্‌ এ), শ্রীনিশিকান্ত সান্যাল (এম্-এ) শ্রীহরিপদ বিদ্যারত্ন (এম্-এ, বি-এল) ও শ্রীকুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ — শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার সম্পাদকগণ।

(১) অন্তর্দ্বীপ (শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীগৌরজন্মভিটা, শ্রীবাস ও শ্রীধরের অঙ্গনদ্বয়, চাঁদ-কাজীর সমাধি ও শ্রীঅদ্বৈত-ভবন)— ৭ই ফাল্গুন ১৯শে ফেব্রুয়ারী, সোমবার।

(২) সীমন্তদ্বীপ (সীমুলিয়া, সরডাঙ্গা, শোণডাঙ্গা, মেঘার চর, বেলপুকুর)—৮ই ফাল্গুন, ২০শে ফেব্রুয়ারী, মঙ্গলবার।

(৩) গোদ্রুমদ্বীপ (গাদিগাছা, মহেশগঞ্জ, সুবর্ণবিহার, স্বরূপগঞ্জ, হরিহরক্ষেত্র, দেপাড়া) ৯ই ফাল্গুন, ২১শে ফেব্রুয়ারী, বুধবার।

(৪) মধ্যদ্বীপ (মাজিদা, হাটডাঙ্গা, আনন্দবাস, বামনপুর) ১০ই ফাল্গুন, ২২শে ফেব্রুয়ারী, বৃহস্পতিবার।

(৫) কোলদ্বীপ (সহর নবদ্বীপ, গদখালীর কোল ও চর, তেঘরির কোল, কোল আমাদ, কোলেরগঞ্জ, কোলের দহ)— ১১ ফাল্গুন, ২৩শে ফেব্রুয়ারী শুক্রবার।

(৬) ঋতুদ্বীপ (রাহুতপুর, চম্পাহট্ট বা চাঁপাহাটিতে শ্রীগৌরগদাধরের শ্রীমন্দির) ১২ই ফাল্গুন, ২৪শে ফেব্রুয়ারী, শনিবার।

(৭) জহ্নুদ্বীপ (বিদ্যানগর, জান্নগর)—১৩ই ফাল্গুন, ২৫শে ফেব্রুয়ারী রবিবার, (একাদশী)।

(৮) মোদদ্রুমদ্বীপ (মামগাছি অর্কটিলা বা একডালা মাতাপুর)—১৪ই ফাল্গুন ২৬শে ফেব্রুয়ারী সোমবার। (শ্রীগোবিন্দ-দ্বাদশীর উপবাস)

(৯) রুদ্রদ্বীপ (রুদ্রপাড়া, শঙ্করপুর, ইন্দ্রাকপুর, গঙ্গের ডাঙ্গা) ১৫ ফাল্গুন, ২৭শে ফেব্রুয়ারী, মঙ্গলবার।

১৬ই ফাল্গুন, ২৮শে ফেব্রুয়ারী বুধবার হইতে দিবসত্রয় শ্রীধাম মায়াপুর যোগপীঠে শ্রীশ্রীগৌর-জন্মোৎসব হইবে।

অবহিত হইলে তৎকালে আমাদের স্থূল-সূক্ষ্ম-উপাধিগত অভিমান থাকে না। সেই বিশুদ্ধসত্ত্বে শ্রীকৃষ্ণের অন্তরঙ্গা শক্তির সন্ধিনী-সম্বিৎ-হ্লাদিনীর সমবেত-সার সম্বিৎবৃত্তি বা ভক্তিবৃত্তি কৃপা পূর্ব্বক প্রকটিত হন। সেই ভক্তিচক্ষে আমরা শ্রীধামের স্বরূপ, শ্রীভগবানের স্বরূপ ও লীলাবলী দর্শন করিতে ও উপলব্ধি করিতে পারি।

শ্রীভগবানের স্বরূপশক্তির বা অন্তরঙ্গা শক্তির সন্ধিনী-বৃত্তি দ্বারা শ্রীধাম নিত্য প্রকটিত। প্রকট ও অপ্রকট ভেদে ভগবানের লীলা দুই প্রকার। যে লীলা সাধারণের নয়নগোচর হন তাহা প্রকট-লীলা। যাহা চর্ম্মচক্ষে লক্ষিত হন না তাহাই অপ্রকট লীলা। উভয় প্রকার লীলাই নিত্য। তবে প্রাপঞ্চিক লীলার বিশেষত্ব এই যে, উহা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ব্রহ্মাণ্ডে প্রকটিত হন, এখন এই ব্রহ্মাণ্ডে লীলা প্রকটিত না থাকিলেও অন্য ব্রহ্মাণ্ডে প্রকটিত আছেন। নির্দ্দিষ্টকাল পরে পুনরায় এই ব্রহ্মাণ্ডে প্রকট হইবেন। এইরূপ অলাতচক্রের ন্যায় শ্রীভগবান্ লীলা-মণ্ডল পরিভ্রমণ করিতেছেন। এই প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হইয়াও তিনি প্রপঞ্চাতীত তত্ত্ব, প্রাপঞ্চিক দৃষ্টিতে প্রাপঞ্চিকের মত দৃষ্ট হন মাত্র। আবার যে স্থানে অবতীর্ণ হন তাহা প্রপঞ্চের অন্তর্গত, দেশ গ্রামের মত মনে হইলেও প্রপঞ্চাতীত তত্ত্ব বা অপ্রাকৃত ধাম উহা অন্তরঙ্গা শক্তির সন্ধিনী বৃত্তি দ্বারা প্রকটিত নিত্য ধাম; কিন্তু প্রাকৃত জগৎ বহিরঙ্গা বা মায়াশক্তির সন্ধিনী-বৃত্তি দ্বারা প্রকাশিত এবং তাহা নিত্য নহে তাই মহাজনগণ ভগবল্লীলাস্থলী নবদ্বীপ, বৃন্দাবন প্রভৃতির পূর্ব্বে 'শ্রীধাম' কথাটী বলিয়া থাকেন, তাহাতে ঐ স্থানের বৈশিষ্ট্য বা অপ্রাকৃত তত্ত্ব প্রকাশিত হয়।

বদ্ধজীব যেরূপ এজগতে জন্মগ্রহণ-কালে একটী দেহ আশ্রয় করিয়া আসে, কিছুদিন অবস্থানের পর সেই দেহটী ছাড়িয়া পর-লোক গমন করে অর্থাৎ তাহাদের দেহ ও দেহীতে ভেদ আছে, তাহাদের দেহটী অনিত্য; শ্রীভগবান্ সেইরূপ নশ্বর দেহ ধারণ করিয়া এজগতে আগমন করেন না, তাঁহার দেহ-দেহী-ভেদ নাই, তিনি সচ্চিদানন্দবিগ্রহ। সেই বিগ্রহই এ প্রপঞ্চে প্রকটিত হন। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে তিনি অলাতচক্রের ন্যায় লীলা-মণ্ডল পরিভ্রমণ করিতেছেন সুতরাং এই ব্রহ্মাণ্ডের লীলা সংগোপন করিয়া যখন অন্য ব্রহ্মাণ্ডে লীলা প্রকট করেন তখন তিনি এই ব্রহ্মাণ্ডের জন্য সাধারণের দৃষ্টির গোচরীভূত হন না। অতএব বদ্ধজীবের জন্ম-মৃত্যু এবং শ্রীভগবান্ ও ভক্তের আবির্ভাব-তিরোভাব-লীলা এক নহে, উভয়ের মধ্যে পূর্ব্বোক্ত প্রকার বৈশিষ্ট্য আছে। সেই বৈশিষ্ট্যটী প্রকাশ করিবার জন্য 'জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন' না বলিয়া 'অবতীর্ণ' বা 'আবির্ভূত' কিম্বা 'প্রকটিত' হইয়াছিলেন প্রভৃতি কথা ব্যবহার করা আবশ্যক। আবার যখন এই ব্রহ্মাণ্ডের লীলা সংগোপন করিয়া অন্য ব্রহ্মাণ্ডে লীলা প্রকট করেন তখন 'অপ্রকট' 'তিরোভাব' প্রভৃতি শব্দ ব্যবহার করিলে সাধারণের মৃত্যুর সহিত শ্রীভগবান্ ও ভক্তের লীলা-সংগোপনের বৈশিষ্ট্য প্রকাশিত হয়।

শ্রবণ কীর্ত্তনাদি নববিধা ভক্তিই শ্রীধাম নবদ্বীপরূপে প্রকটিত। শ্রীধাম নবদ্বীপ অষ্টদলপদ্মের ন্যায়; চতুর্দ্দিকে আটটী দ্বীপ —যথা—শ্রবণাখ্য সীমন্তদ্বীপ, কীর্ত্তনাখ্য গোদ্রুমদ্বীপ, স্মরণাখ্য মধ্যদ্বীপ, পাদসেবনাখ্য কোলদ্বীপ বা বর্ত্তমান নবদ্বীপ সহর, অর্চ্চনাখ্য ঋতুদ্বীপ, বন্দনাখ্য জহ্নুদ্বীপ, দাস্যদ্বীপ বা মোদদ্রুমদ্বীপ ও সখ্যদ্বীপ বা রুদ্রদ্বীপ। ইহার কেন্দ্রস্থলে আত্মনিবেদনাখ্য অন্তর্দ্বীপে স্বয়ংরূপ শ্রীভগবান্ গৌরসুন্দর শচীনন্দনরূপে প্রকটিত হইয়াছিলেন।

তিনি বাল্যলীলা, বিদ্যাবিলাসলীলা, গার্হস্থ্যলীলা প্রকট করিয়া ২৪ বৎসরের পর সন্ন্যাস গ্রহণ-লীলাভিনয় করিয়াছিলেন। তিনি অচৈতন্যবিশ্বে কৃষ্ণনামপ্রেম বিতরণ করিয়া চৈতন্যদান করিবার জন্য সন্ন্যাস-গ্রহণ-লীলাভিনয় করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার নাম হইয়াছিল "শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"। সেই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব যখন কাশীধামে শ্রীল তপন মিশ্রের গৃহে অবস্থান করিতেছিলেন তখন তাঁহার নিত্য পার্ষদ শ্রীল সনাতন গোস্বামী তাঁহার পাদপদ্মে আত্মনিবেদন করিয়া (নিম্নলিখিত) ৪টী প্রশ্ন করিয়াছিলেন। যথা—

কে আমি? কেন আমায় জারে তাপত্রয়?
ইহা নাহি জানি কেমনে হিত হয়।
সাধ্য-সাধন-তত্ত্ব পুছিতে না জানি।
কৃপা করি সব তত্ত্ব কহ ত' আপনি॥

অনেকে মনে করিতে পারেন,—'আমি কে'? এই প্রশ্নটী হাস্যোদ্দীপক। কারণ আমার পরিচয় অন্য ব্যক্তি অপেক্ষা আমি নিজেই ভাল জানি। কিন্তু 'আমিত্ব' সম্বন্ধে যে লৌকিক বিচার জগতে প্রচলিত আছে যথা আমি অমুকের পুত্র, আমার নাম অমুক, আমি অমুক দেশবাসী, আমি ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য বা শূদ্র, আমি হিন্দু, আমি মুসলমান, আমি স্ত্রী বা পুরুষ, আমি রাজা, আমি দরিদ্র প্রভৃতি তাহা জানিবার জন্য বা জানাইবার জন্য গোস্বামী প্রভু উক্ত প্রশ্ন করেন নাই, যাহা জগতের লোক কেহই জানে না তাহা জানাইবার জন্য ঐ প্রশ্ন করিলেন। তিনি অবশ্য নিত্যপার্ষদ সুতরাং উক্ত প্রশ্নদ্বয়ের প্রকৃত উত্তরও তাঁহার জানা আছে তবে কৃষ্ণ বিমুখ জীব আমরা কেহই আমিত্বের প্রকৃত পরিচয় বা স্বরূপের পরিচয় জানি না এবং যে-ত্রিতাপে সর্ব্বক্ষণ ক্লিষ্ট হইতেছি তাহার মূলকারণও জানি না তাই আজ জগতের এই অশেষ দুর্গতি। তাই পরদুঃখদুঃখী গোস্বামী ঠাকুর পরদুঃখ-মোচনের জন্য তাঁহার নিকট প্রশ্ন করিয়া ও তদুত্তরে শ্রীচৈতন্যবাণী-শ্রবণ করিয়া অচৈতন্য-বিশ্বে চৈতন্যদানকারী চৈতন্যবাণী প্রচার করিবার একটী কৌশল অবলম্বন করিলেন।

পঞ্চভূতাত্মক স্থূলদেহ, মন-বুদ্ধি-অহঙ্কারাত্মক সূক্ষ্মদেহ এই দুই প্রকার দেহে 'আমি-বুদ্ধি' করিয়া জগজ্জীব, মাদৃশ কৃষ্ণ-বিমুখ জীব আত্মবিস্মৃত হইয়াছে তাই জানে না আমি 'চিৎকণ জীব'। তাহারা জানে না—জীব স্বরূপতঃ কৃষ্ণদাস এবং সর্ব্বপ্রকার দুর্গতির মূলকারণ কৃষ্ণসেবা-বিস্মৃতি। সেই কথা জানাইবার জন্য তিনি ঐরূপ প্রশ্ন করিবার অভিনয় করিলেন। তখন এই শ্রীচৈতন্যবাণী জগতে প্রচারিত হইল—

জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্যদাস।
কৃষ্ণের তটস্থা-শক্তি ভেদাভেদ-প্রকাশ॥
কৃষ্ণ ভুলি সেই জীব অনাদি বহির্ম্মুখ।
অতএব মায়া তারে দেয় সংসার-দুঃখ॥

গৌর যে শিখাল নাম সেই নাম গাও। অন্য সব নাম-মাহাত্ম্য সেই নামে পাও॥

শুদ্ধভক্তি গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। ভাষ্যসহ বিরাট শ্রীচৈতন্যভাগবত ৫৲
২। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র ৯০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ৮৲
একাদশ স্কন্ধ হইতে প্রতিখণ্ড ১৷৵০
৩। ভাষ্যসহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত
(৪র্থ সংস্করণ) ৬৲
৪। ভক্তিবিবেককুসুমাঞ্জলি (বাঁধা) ১৲
৫। গৌড়ীয়-গৌরব ১৷৵০
৬। গৌড়ীয়-সাহিত্য ১৷৵০
৭। ভজনরহস্য ৷০
শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও
শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৷৷০
৯। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ)
ঐ (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৷৷০
১০। গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি টীকাসহ)
ঐ (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৷৷০
১১। গীতার কেবল মাধ্ব-ভাষ্য ৷০
১২। যুক্তিমল্লিকা গুণসৌরভঃ সানুবাদ
(মাধ্ব) ২৲
১৩। বেদান্ততত্ত্বসার সানুবাদ
(রামানুজীয়) ৷০
১৪। জৈবধর্ম্ম ২৲
১৫। শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৷৷
১৬। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১৭। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ৷৵০
ঐ (বাঁধা) ৷৷০
১৮। দ্বীপ-দিগ্‌দর্শন ৵০
১৯। সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ) ১৵০
২০। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ৷০
ঐ (আবাঁধা) ।৵০
২১ নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৷৷০
২২। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৵০
২৩। গীতমালা ৴১০
২৪। নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য ৵০
২৫। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৵০
২৬। নবদ্বীপ পঞ্জিকা (৪৪৭ গৌরাব্দ) ৵০
২৭। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ
২৮। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা-দর্পণ ।০
২৯। শরণাগতি ৴০
৩০। গীতাবলী ৴০
৩১। চিত্রে নবদ্বীপ ৷০
৩২। সাধনকণা ৴০
৩৩। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৴০
৩৪। নবদ্বীপশতক ৴০
৩৫। অর্থপঞ্চক ৴০
৩৬। সদাচারস্মৃতিঃ ৴০
৩৭। কল্যাণকল্পতরু (৫ম সংস্করণ) ৴১০
৩৮। অষ্টকমালা ৴১০
৩৯। সাধককণ্ঠমালা (বাঁধা) ।০
ঐ (আবাঁধা) ৵০
৪০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি
(প্রথম চারিখণ্ড) ৩
৪১। ব্রহ্মসংহিতা ।০
৪২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৷৷০
৪৩। মণিমঞ্জরী সানুবাদ ।০
৪৪। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৷৷০
৪৫। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ।০
৪৬। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৪৭। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৷৷০
৪৮। গৌড়ীয়মঠ কি করেন ? ৴০
৪৯। ঈশোপনিষৎ (বলদেব ও মাধ্ব-
ভাষ্য এবং বিবৃতি ও অনুবাদসহ) ।০
৫০। শ্রীভুবনেশ্বর ৵০
৫১। সিদ্ধান্তদর্পণ ৵০
৫২। সাংখ্যবাণী ৴০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৫৩। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী-বিধিনঃ ।০
৫৪। সটীক-শিক্ষাদশমূলম্ ।০
৫৫। তত্ত্ব-সূত্রম্ ।০
৫৬। সানুবাদ-শিক্ষাষ্টকম্ ৵০
৫৭। গৌড়ীয়মঠস্য পরিচয়ঃ ৴০
৫৮। সায়ংশরণনম্ ৵০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৫৯। রায় রামানন্দ ।০
৬০। নামভজন ।০
৬১। রিলেটিভ্ ওয়ার্ল্ড্‌স্ ১৵০
৬২। লাইফ্ য়্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব
শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।০
৬৩। বৈষ্ণবীজম্ ।০
৬৪। হোয়াট্ গৌড়ীয়মঠ ইজ্ ডুইং ৴০
৬৫। দি ভাগবত ।০
৬৬ ইরোটিক্ প্রিন্সিপ্‌ল য়্যাণ্ড
আনেলয়েড্ ডিভোসন ।০
৬৭। ব্রহ্ম-সংহিতা ২৷০
৬৮। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (ভলুম ওয়ান) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৬৯। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ৷০
৭০। সাধন পথ ।০
৭১। কল্যাণ-কল্পতরু ৴১০
৭২। গীতাবলী ৴০
৭৩। শরণাগতি ৴০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৭৪। শরণাগতি

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

নদীয়া-প্রকাশ প্রাপ্তির স্থান

১। শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম-মায়াপুর, নদীয়া
২। শ্রীযোগপীঠ ঐ
৩। শ্রীবাস অঙ্গন ঐ
৪। অদ্বৈত-ভবন ঐ
৫। কাজীর সমাধি পাট ঐ
৬। স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ নদীয়া।
৭। শ্রীভাগবত আসন কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
৮। শ্রীএকায়ন মঠ গোবিন্দপুর, হাঁসখালী।
৯। বাসুদেবগোপাল পাট—পোঃ চাকদহ,
১০। শ্রীগৌর গদাধরমঠ—চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড়, বর্দ্ধমান
১১। শ্রীমোদদ্রুমছত্র মাউগাছি, বর্দ্ধমান
১২। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম, আমলাযোড়া, পোঃ রাজবাঁধ বর্দ্ধমান
১৩। শ্রীগৌড়ীয়মঠ বাগবাজার, কলিকাতা
১৪। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাজু, হাওড়া,
১৫। শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয়মঠ, ৯০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা
১৬। শ্রীগোপালজী মঠ কমলাপুর, ঢাকা।
১৭। শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ পোঃ বালিয়াটী,
১৮। শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয়মঠ ময়মনসিংহ।
১৯। শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ চিরুলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর
২০। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম গোয়ালপাড়া, আসাম
২১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ রায়পেট্টা, মাদ্রাজ।
২২। শ্রীরামানন্দগৌড়ীয় মঠ কব্বুর, জিঃ পশ্চিম গোদাবরী
২৩। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ উড়িয়াবাজার, কটক।
২৪। শ্রীত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয় মঠ ভুবনেশ্বর।
২৫। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ স্বর্গদ্বার, পুরী।
২৬। শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ আলালনাথ পোঃ ব্রহ্মগিরি, পুরী।
২৭। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ তুমুরকুণ্ডা, পোঃ চিরকুণ্ডা, মানভূম।
২৮। শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ—৪২ নং কবিরপুরা, আনন্দভবন, বারাণসী।
২৯। শ্রীরূপগৌড়ীয় মঠ—এলাহাবাদ।
৩০। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ পুরাণবাজার, সরকার ঠাকুরের কুঞ্জ, বৃন্দাবন
৩১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, নিউদিল্লী
৩২। শ্রীপরমহংসমঠ—নৈমিষারণ্য,
৩৩। শ্রীসারস্বত গৌড়ীয় মঠ—হরিদ্বার।
৩৪। শ্রীব্যাসগৌড়ীয়মঠ—কুরুক্ষেত্র, পঞ্জাব
৩৫। শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাবুলনাথ রোড, পোঃ গ্রাণ্ট রোড, বোম্বে।
৩৬। লণ্ডন গৌড়ীয়মঠ, ৩নং গ্লষ্টার হাউস, কর্ণওয়াল গার্ডেন্স, (S. W. 7) লণ্ডন।
৩৭। অমরি গৌড়ীয়মঠ—মেদিনীপুর
৩৮। সরভোগ গৌড়ীয় মঠ—সরভোগ, কামরূপ, আসাম
৩৯। শ্রীগৌড়ীয়মঠ—১০০ নং মিঠাপুর পোঃ—বাঁকিপুর, পাটনা।

শুদ্ধভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী মাসিক। শ্রীধাম-মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৷০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দি ভাষায় একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি হৃদয় বন মহারাজ সম্পাদিত ও নৈমিষারণ্য শ্রীপরমহংস মঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ১৷০ দেড় টাকা মাত্র।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ দেড় টাকা মাত্র।

৫। কীর্ত্তন—মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ নিমানন্দ সেবাতীর্থ বি-এজি, বি-টি, সম্পাদিত। আসাম গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম হইতে প্রকাশিত আসামী ভাষায় মাসিক। ভিক্ষা সডাক ১৷০ দেড় টাকা মাত্র

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ প্রণীত সমগ্র গ্রন্থ

গ্রন্থের মূল শ্লোক অক্ষরে এবং তন্নিম্নে বর্ত্তমান যুগ শুদ্ধভক্তিপ্রচারের মূল মহাপুরুষ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অমৃতপ্রবাহভাষ্য ও প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের অনুভাষ্য সন্নিবেশিত হইয়াছে। অতি সুন্দর ছাপা। ডবল ক্রাউন আটপেজি আকারে ১০৯৬ পৃষ্ঠায় কেবল মূল ও ভাষ্য সম্পূর্ণ হইয়াছে। তদ্ব্যতীত ২১৮ পৃষ্ঠায় কেবল শ্লোকসূচী, পদ্যসূচী, স্থানসূচী, পাত্রসূচী, বিষয়-সূচী, শব্দসূচী প্রভৃতি বিস্তৃত সূচী-পত্র। সভাষ্য শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের এরূপ উৎকৃষ্ট ও অমূল্য বিরাট সংস্করণ জগতের কোথায়ও আজ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই, ইহা নিরপেক্ষ পাঠকমাত্রেই একবাক্যে স্বীকার করিয়া থাকেন। সর্ব্বসাধারণের সুবিধার জন্য ভিক্ষা ১২৲ বারটাকা স্থলে—৬৲ ছয়টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীচৈতন্যমঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

বিশ্ব-বিশ্রুত শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত

শ্রীচৈতন্য ভাগবত

বিরাট দ্বিতীয় সংস্করণ

গৌড়ীয়াচার্য্যভাস্কর প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ কর্ত্তৃক গৌড়ীয়ভাষ্য ও বিবৃতিসহ প্রকাশিত। সংস্কৃত শ্লোক সমূহের অন্বয়, অনুবাদ ও ব্যাখ্যা সন্নিবেশিত। প্রতি অধ্যায়ের কথাসার, অধ্যায়-সূচী, শ্লোক-সূচী, পয়ার-সূচী, স্থান-সূচী, পাত্র-সূচী, ও গ্রন্থকার শ্রীল বৃন্দাবন দাস গোস্বামীর জীবনী প্রভৃতি মহামূল্য-রত্নে অলঙ্কৃত।

ভিক্ষা—সর্ব্বসাধারণের সুবিধার জন্য বর্ত্তমানে ১২৲ স্থলে মাত্র ৬৲ ছয়টাকা নির্দ্ধারিত হইয়াছে।

প্রাপ্তিস্থান—

১। শ্রীচৈতন্য মঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

২। শ্রীগৌড়ীয় মঠ
পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

শ্রীবিশ্ববৈষ্ণব রাজসভার

—মুদ্রাযন্ত্রত্রয়—

নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
এখানে 'দৈনিক শ্রীনদীয়া-প্রকাশ' শ্রীমদ্ভাগবত ও অন্যান্য সাত্বত-ধর্ম্ম-গ্রন্থ ছাপা হয়।

শ্রীগৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

২৪৩।২ আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা

এখানে সাপ্তাহিক 'শ্রীগৌড়ীয়' মাসিক 'দি হারমনিষ্ট' ও বিবিধ ধর্ম্মগ্রন্থ ছাপা হয়। এতদ্ব্যতীত ভগবৎসেবার আনুকূল্য-সংগ্রহার্থ যাবতীয় ছাপার কার্য্য অতি সুন্দরভাবে অল্প সময়ের মধ্যে যথাসম্ভব সুলভে করা যায়। গ্রাহকগণ নির্দ্দিষ্ট সময়ে তাঁহাদের কার্য্য পাইয়া থাকেন।

শ্রীভাগবত প্রেস

হাইষ্ট্রীট, কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

নদীয়া জেলায় ইহাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও সর্ব্বজনবিদিত মুদ্রাযন্ত্র। এখানেও গৌড়ীয়-প্রিণ্টিং-ওয়ার্কের মত ধর্ম্মগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয় এবং ভগবৎসেবার আনুকূল্য-সংগ্রহার্থ যাবতীয় ছাপার কার্য্য গৃহীত হইয়া থাকে। সুলভে সুন্দর ছাপা ও যথাসময়ে কার্য্য সম্পাদনের জন্য এই মুদ্রাযন্ত্রটী চিরকালই প্রসিদ্ধ। নদীয়া কালেক্টরী, নদীয়া ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড, নদীয়া রাজ এষ্টেট, পালচৌধুরী এষ্টেট প্রভৃতি স্থানের কার্য্য নিয়মিতভাবে এখানে হইতেছে।

সুবর্ণ সুযোগ!   সুবর্ণ সুযোগ!!

সরস্বতী জয়শ্রী

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের জীবনচরিত

আগামী শ্রীশ্রীব্যাসপূজা-বাসরে শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণবসম্প্রদায়ৈক-সংরক্ষক ও শ্রীগৌড়ীয়মঠের মূল মহাপুরুষ প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের ভুবনমঙ্গল জীবনচরিত—"সরস্বতী-জয়শ্রী" প্রকাশিত হইবেন। এই গ্রন্থরাজে বিবিধ চিত্র,মানচিত্র ও হস্তাক্ষর-সম্বলিত পরমার্থশিক্ষা-প্রদ বিষয় সন্নিবেশিত থাকিবে। গ্রন্থের কলেবর রয়্যাল আটপেজী সাইজের ন্যূনাধিক পাঁচশত পৃষ্ঠা হইবে। নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক মাত্র ছাপা হইতেছে, সুতরাং অত সত্বর নিম্ন ঠিকানায় গ্রাহক-শ্রেণীভুক্ত হউন।

কার্য্যাধ্যক্ষ, গ্রন্থ-বিভাগ,
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

রেলওয়ে সময়

ই, বি, আর দিয়া শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইবার ট্রেণ তালিকা

কলিকাতা	ছাঃ	০—৬,	৭—১৬,	১৪—১৪	১৬—৫৬,	২২—২৬
রাণাঘাট	ছাঃ	৫—৫০,	৯—৪৬,	১৬—৪৮,	১৮—৩৯,	০—৩২
কৃষ্ণনগরসিটি	পৌঃ	৬—২৮,	১০—২১	১৭—২৮	১৯—১৫	১—১৪
গাড়ী বদল	ছাঃ	৬—৪৫,	১০—৪৪,	১৩—২২,	১৭—৩৮,	২০—১৬
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৭—২৪,	১১—২১,	১৪—০,	১৮—১,	২০—৪৭
নবদ্বীপঘাট	পৌঃ	৭—৩৩,	১১—৩০,	১৪—৯,	১৮—১৬,	২০—৫৫

মহেশগঞ্জ ষ্টেশন হইতেও শ্রীধাম-মায়াপুরে যাওয়া যায়।

ই, বি, আর, দিয়া শ্রীধাম-মায়াপুর যাইবার ট্রেণ-তালিকা

হাওড়া	ছাঃ	৬—৪৬	১২—৪৬	১৭—৪৬	১৮—৩৬
ব্যাণ্ডেল	ছাঃ	৮—২৩	১৪—১১	১৮—৪৭	১৯—৪৩
নবদ্বীপ	পৌঃ	১০—২২	১৬—১৪	২০—৪৬	২১—৩৭

সহর নবদ্বীপ হইতে গঙ্গা পার হইয়া পূর্ব্বপারে প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইতে হইবে।

কৃষ্ণনগর নবদ্বীপঘাট রেলওয়ে সময়

কৃষ্ণনগর হইতে নবদ্বীপঘাট

কৃষ্ণনগর সিটি—	৬-৪৫	১০-৪৪	১৩-২২	১৭-৩৮	২০-১৬
কৃষ্ণনগর রোড—	৬-৫৬	১০-৫৫	১৩-৩৩	১৭-৪৭	২০-২৫
আমঘাটা—	৭-১৫	১১-১৩	১৩-৫১	১৮-৩	২০-৪১
মহেশগঞ্জ—	৭-২৪	১১-২১	১৪-০	১৮-১	২০-৪৭
নবদ্বীপঘাট—	৭-৩৩	১১-৩০	১৪-৯	১৮-১৬	২০-৫৫

বিশেষ দ্রষ্টব্য—নবদ্বীপঘাট ষ্টেশন অপেক্ষা মহেশগঞ্জ ষ্টেশন হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরের দূরত্ব অনেক কম। শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে যাঁহাদিগকে রাণাঘাটে ট্রেণ বদল করিতে হয়, তাঁহারা রাণাঘাটে প্রাতঃ ৫-৫০,৮-১৪, ৯-৪৬, ১৬-৪৮,১৮-৩৯ এবং ০-৩২ মিনিটের সময় গাড়ী পাইবেন।

শান্তিপুর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে শান্তিপুর ষ্টেশনে ৫-৪০,৯-২৯, ১২-২৫,১৬-৪ এবং ১৮-৪১ মিনিটের সময় ট্রেণ পাওয়া যায়।

নবদ্বীপঘাট হইতে কৃষ্ণনগর

নবদ্বীপ ঘাট—	৫-৩৫	৯-২৫	১২-১০	১৫-৩৪	১৮-৫৫
মহেশগঞ্জ—	৫-৪৩	৯-৩৩	১২-১৯	১৫-৪৩	১৮-৫৬
আমঘাটা—	৫-৪৯	৯-৩৯	১২-২৬	১৫-৪৮	১৯-৫
কৃষ্ণনগর রোড—	৬-৫	৯-৫৫	১২-৪৩	১৬-৪	১৯-২৪
কৃষ্ণনগর সিটি—	৬-১০	১০-০	১২-৫১	১৬-১২	১৯-৩৫

কলিকাতা বাজার দর

লোহ হার্ডওয়ার

১২ই জানুয়ারী ১৯৩৪

টাটার তৈয়ারী—	প্রতি হঃ
লোহার কড়ি (জয়েষ্ট বা বীম) মার্কা	৮৷০—৮৸০
ঐ বে-মার্কা হাল্কা ওজন	৫৲—৫৶০
বরগা (টী-আয়রণ)	৬৶০—৬।৶০
এঙ্গেল আয়রণ (কোনা)	৫৸০—৬।৶০
গ্যালভানাইজড করগেট টীন—	
২২ গেজ ৬ হইতে ১০ ফুট	১১।৶০
২৪ গেজ ,, ,,	১০৸৶০
২৬ গেজ ,, ,,	১২।৵
২৪ গেজ আর, পি, ডি, মার্কা	১৪৲

কেরোসিন

ক্রোক্রেক প্রত্যেক বাক্স (২ টিন)	৯৲৬
সূর্য্য মার্কা ,,	৬॥০
ভিক্টোরিয়া ,,	৬৲

সোণার দর

পাকা সোণা	৩০৸৵
বড়াল	৩০৸
চিনা পাত	৩২।০

রূপার দর

রূপা প্রতি ১০০ ভরি	৫৫৶০
ঐ খুচরা	৫৶০

কোম্পানীর কাগজ

৩॥০ সুদের কাগজ	৮১৵
৩॥০ নূতন ঋণ (১৯৪৭-৫০)	৯১।০
৪৲ ,, ঋণ (১৯৬০-৭০)	৯৭৲
৫৲ ,, বণ্ড (১৯৩৫	১০৪৸৶০

ডিবেঞ্চার

৫৲ সুদের (১৯৫৬-৮৬) কলিকাতা পোর্ট-ট্রাষ্ট ডিবে :—	১০২॥৶০

ব্যাঙ্ক

ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক (কলিকাতা)	২৯৪॥০
সেণ্ট্রাল ঐ	২২৲

কাপড় ও সূতার কল

এলগিন মিল	৪৫৲

পাট কল

হাওড়া	৫০৲
অকল্যাণ্ড	১৯৫৲
বালী	১৬২৲
বরানগর	১৫০৲
কেবল	৩৭০৲
গৌরী	২৪৩৲
ক্লাইভ	২৮।০
ডালহাউসী	৪০৮॥০
কেল্ভিন	৪০৫৲

পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা

পাটনা হইতে প্রকাশ, পাটনা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ছাত্রগণের ফেব্রুয়ারী মাসের মধ্যভাগে পরীক্ষা হওয়ার কথা ছিল। উহা স্থগিত রাখা সম্বন্ধে বিশ্ববিদ্যালয়ে যে প্রস্তাব উঠিয়াছিল, তৎসম্বন্ধে কর্তৃপক্ষ আলোচনা করিয়াছেন। সম্প্রতি ভীষণ ভূমিকম্পের ফলে যে অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে, উহাতে বহু সংখ্যক ছাত্র পরীক্ষা দিতে সমর্থ হইবে না; সুতরাং পরীক্ষা আগামী মে অথবা জুনমাস পর্য্যন্ত স্থগিত রাখা হইবে। এবৎসর কোন সাপ্লিমেণ্টারী পরীক্ষা লওয়া হইবে না বলিয়া বিশ্ববিদ্যালয় স্থির করিয়াছেন।

ত্রিপুরা ব্যাঙ্ক প্রতারণার জের

গোয়েন্দা বিভাগের পুলিস কোন এক সংবাদের উপর নির্ভর করিয়া সংপ্রতি উত্তর কলিকাতার কয়েকখানি বাড়ীতে খানাতল্লাস করিয়াছে। তাহারা হ্যারিসন রোড হইতে ডাঃ ভবেশ রায় ও আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট হইতে ডাঃ অজিত রায়কে গ্রেপ্তার করিয়াছে। ডাঃ ভবেশ রায় ঢাকার ও ডাঃ অজিত রায় বরিশালের লোক। তাঁহাদিগকে ত্রিপুরা ব্যাঙ্ক প্রতারণা মামলা সম্পর্কে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ।

বিহারের শিক্ষাবিভাগের মন্ত্রী

পাটনা হইতে প্রকাশ, বিহার ও উড়িষ্যা প্রদেশের শিক্ষা বিভাগের মন্ত্রী মাননীয় মিঃ আজিজ ভূকম্পের ফলে উত্তর বিহারে সুগার ফ্যাক্টরীর ও ইক্ষুক্ষেত্র সমূহের কি পরিমাণ ক্ষতি হইয়াছে তাহা পর্য্যবেক্ষণের জন্য গত ২৫শে জানুয়ারী বিমানপোত যোগে মজঃফরপুর ও অন্যান্য ভূকম্পবিধ্বস্ত অঞ্চল সমূহ পরিভ্রমণ করিয়াছেন। প্রকাশ যে সমস্ত অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করার পর কিরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইবে তিনি তাহা স্থির করিতেছেন।

মাণিকতলা হত্যার জের

মাণিকতলা থানার অন্তর্গত মুরারী-পুকুর লেনে একটী বৃদ্ধ কুম্ভকারের হত্যা সম্পর্কে মাণিকতলা পুলিশ টেকু ও অপর পাঁচ ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করে। খানাতল্লাসী করিয়া তাহাদের নিকট কিছু অলঙ্কার পাওয়া যায়। সমস্ত আসামীকেই হাজতে প্রেরণ করা হয়।

তারের ঠিকানা— 'শ্রীধাম' নবদ্বীপ
ডাকের ঠিকানা—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

দৈনিক

REG. C1544

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩৷৷০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার স্বতন্ত্র।

সাহায্যের হার
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষান্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸০
মাসিক ১৲
নগদ বর্ত্তমান
সংখ্যা ৫

নদীয়া-প্রকাশ
THE NADIA-PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৮ম খণ্ড সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বেদান্তবাচস্পতি । ২৭৮শ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যাব্দ ৪৪৭ শ্রীধাম মায়াপুর— ১৬ই মাঘ মঙ্গলবার ১৩৪০, ৩০শে জানুয়ারী ১৯৩৪

অর্থকষ্টে আত্মহত্যা

বোম্বাই হইতে প্রকাশ, বোম্বায়ের করোণার ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দে উক্ত সহরে মৃত্যুর তদন্ত সম্বন্ধে যে বার্ষিক বিবরণ উর্দ্ধতন কর্ত্তৃপক্ষের নিকট পেশ করিয়াছেন তাহাতে প্রকাশ, পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা ঐ বৎসর বোম্বায়ে আরও অধিক লোক বেকার থাকার জন্য অর্থকষ্টে পড়িয়া আত্মহত্যা করিয়াছে।

করোণার ১৪২টা আত্মহত্যাঘটিত মৃত্যু সম্বন্ধে তদন্ত করেন। ১৯৩২ খৃষ্টাব্দে ঐরূপ ১০৫টী মৃত্যু সম্বন্ধে তদন্ত করা হইয়াছিল। উঁহাদের মধ্যে সকলেই যে ঐ কারণে আত্মহত্যা করিয়াছিল, তাহা নহে, তবে সংখ্যাটা খুব মোট রকমের।

বড়লাটের সাহায্য ভাণ্ডার

ভূমিকম্পে বিধ্বস্ত উত্তর বিহারের অধিবাসীদের সাহায্যের জন্য বড়লাট একটি অর্থভাণ্ডার খুলিয়াছেন। এই ভাণ্ডারে সংগৃহীত অর্থ কিরূপে ব্যয়িত হইবে তাহা নির্দ্ধারণ করিবার ভার একটি কমিটির উপর দেওয়া হইয়াছে। বিহারের গবর্ণর এই কমিটির সভাপতি এবং বিহার গবর্ণরের শাসন পরিষদের সদস্য মিঃ হুইটি, রেভিনিউ বোর্ডের সদস্য মিঃ হেউ ব্রও, কাউন্সিলের সভাপতি মিঃ রাজন্দারী সিংহ, অবসর প্রাপ্ত বিচারপতি মিঃ ভুবনেশ্বর সহায় এবং স্যার সুলতান আহম্মদ সদস্য পদে মনোনীত হইয়াছেন। ইঁহারা সকলে পরামর্শ করিয়া বড়লাটের সাহায্য ভাণ্ডারের অর্থ কিভাবে ব্যয় হইবে, তাহা স্থির করিবেন।

গ্রাম্য কর্ম্মচারী সাসপেণ্ড

দিল্লীর কালেক্টর মিষ্টার এফ বি, পুল ভূমি-রাজস্ব আইন অনুসারে ৬ জন গ্রাম্য কর্ম্মচারীকে সাসপেণ্ড অর্থাৎ অস্থায়ী ভাবে কর্ম্মচ্যুত করিয়াছেন। অভিযোগ এই যে, একটি হত্যা মামলার তদন্তের সময় উক্ত কর্ম্মচারীরা তাহাতে সাহায্য করেন নাই। উক্ত হত্যা মামলার নামজাদা বিমল সিংএর দলের লোকেরা বর্ত্তমানে অভিযুক্ত আছে।

উক্ত নম্বরদারেরা তাহাদের অবস্থা বুঝাইয়া দিবার জন্য কালেক্টরের নিকট আসিয়াছিল। কিন্তু পুলিসের যে দারোগা তাহাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করে, সে অনুপস্থিত থাকায় এই ব্যাপারের বিচার স্থগিত আছে।

এই আইন অনুসারে গ্রাম্য কর্ম্মচারীরা এই প্রথম সাসপেণ্ড হইয়াছেন।

সাত জন সদস্যের সভা ত্যাগ

নাগপুর হইতে প্রকাশ, গত ১৪ই জানুয়ারী নাগপুর মিউনিসিপ্যালিটির সভায় বাৎসরিক আয় ব্যয়ের বরাদ্দের আলোচনার সময় কমিটির সাত জন সদস্য সভার অধিকাংশ সদস্যের সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে সভাকক্ষ পরিত্যাগ করেন। সাইকেলের বাৎসরিক কর ২ টাকা স্থলে হ্রাস করিয়া ১ টাকা করা সম্বন্ধে পূরাপুরিভাবে আলোচনা সভার অধিকাংশ সদস্য অনুমোদন করেন না। অধিকাংশ সদস্যের এই সিদ্ধান্তের প্রতিবাদেই উক্ত সাত জন সদস্য সভাকক্ষ পরিত্যাগ করেন।

২৫ হাজার লোকের মৃত্যু

নেপাল হইতে প্রত্যাগত একজন অধিবাসীর মুখে প্রকাশ, বিগত ভূমিকম্পে নেপালের ভীষণ ক্ষতি হইয়াছে। কাঠমুণ্ড সহর সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হইয়াছে, তথাকার একটি বাড়ীও খাড়া নাই। কাঠমুণ্ড সহর এবং সহরতলীতে প্রায় ২৫ হাজার লোক মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে। রক্সৌল হইতে প্রেরিত তারে প্রকাশ, ১৫ই জানুয়ারীর ভূমিকম্পের জন্য নেপাল হইতে টেলিফোনের তার একেবারে নষ্ট হইয়া গিয়াছে। বীরগঞ্জ হইতে নেপালের টেলিফোনের তারের ক্ষতি হয় নাই। বীরগঞ্জ হইতে টেলিফোনে যে খবর আসিয়াছে তাহাতে প্রকাশ, কাঠমুণ্ড পাটনা এবং ভাদগাও— এই তিনটী সহর একেবারে ধ্বংস হইয়াছে। বেশীর ভাগ বাড়ীঘরই পড়িয়া গিয়াছে। এক কাঠমুণ্ড হইতেই কয়েক হাজার লোকের মৃত্যুখবর পাওয়া গিয়াছে। ব্রিটিশ দূতাবাসের কোন ক্ষতি হয় নাই কিম্বা তথার কেহ হতাহত হয় নাই।

ভাওয়ালকুমারের বিবাহ

ঢাকা হইতে প্রকাশ, ইতঃপূর্ব্বে "আনন্দবাজারে" প্রকাশিত হইয়াছিল যে, ভাওয়ালের ছোটরাণী আনন্দকুমারী দেবীর দত্তক পুত্র কুমার রামনারায়ণ রায়ের বিবাহের প্রস্তাব রেভিনিউ বোর্ডের আদেশে স্থগিত রহিয়াছে। সে যাহা হউক, পূর্ব্বস্থলেই অর্থাৎ ভাগলপুরের বাবু শ্রীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের কন্যার সহিত কুমারের বিবাহের প্রস্তাব এখন রেভিনিউ বোর্ড অনুমোদন করিয়াছেন এবং বিবাহের খরচ বাবদ ৩০,০০০ টাকার বরাদ্দ মঞ্জুর করিয়াছেন।

স্পেনের ভূতপূর্ব্ব রাজা

জেনেভা হইতে প্রকাশ, স্পেনের ভূতপূর্ব্ব রাজা আলফানসো এবং তাঁহার পুত্র ডন জাইমি এখানে পৌঁছিয়াছেন। ২৫শে জানুয়ারী তাঁহারা ভিক্টোরিয়া জাহাজে বোম্বাই রওনা হইয়াছেন।

গান্ধীর সফর

কৈলপট্টী হইতে প্রকাশ, তুতিকোরিন ছাড়িয়া গান্ধীজী সদলবলে কৈলপট্টীতে পৌঁছেন। এখানে তিনি সভার আয়ুব ময়দানে এক জনসভায় বক্তৃতা করেন। এই সভায় তাঁহাকে ৪টী অভিনন্দন প্রদান করা হয়। গান্ধী-অভ্যর্থনা-সমিতি তাঁহাকে ৮৭৯৲ টাকার একটী থলে উপহার দেন। অতঃপর গান্ধীজী সঙ্গীদিগকে লইয়া মোটরযোগে রাজাপালায় অভিমুখে রওনা হন।

তুলার গুদামে অগ্নিকাণ্ড

বোম্বাই হইতে প্রকাশ, সিওরীতে একটি তুলার গুদামে আগুন লাগে। এই অগ্নিকাণ্ডে ১ লক্ষ টাকা ক্ষতি হইয়াছে। প্রায় অর্দ্ধ ডজন দমকল ঘটনাস্থলে সত্বর উপস্থিত হয় এবং ঘণ্টা বিশেষ চেষ্টার পর অগ্নি প্রশমিত করিতে সমর্থ হয়। গুদামটি মার্কেন্টাইল ব্যাঙ্কের। অগ্নিকাণ্ডের ফলে কয়েক সহস্র তুলার গাঁট ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। প্রকাশ, মালগুলি বীমা করা ছিল।

আমেরিকার নূতন রণতরী

ওয়াশিংটন হইতে প্রকাশ, আমেরিকায় এক শত বিশখানি নূতন রণতরী নির্ম্মিত হইবে। আমেরিকার নৌ-কমিটী এরূপ একটি প্রস্তাব করিয়াছেন। প্রস্তাবটি যাহাতে অতি সত্বর কার্য্যে পরিণত হয়, কমিটী তাহার চেষ্টা করিতেছেন।

ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

১৬ই মাঘ মঙ্গলবার, ১৩৪০

নেপালের অবস্থা সম্বন্ধে এপর্য্যন্ত যে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে তাহাতে জানা যায় সেখানে ৬৫ হাজার লোক মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে। সংবাদটী আতঙ্কজনক সন্দেহ নাই। প্রকাশ, পশুপতিনাথের মন্দির রক্ষা পাইয়াছে। নেপালের পুরাতন হিন্দু সভ্যতার অনেক চিহ্ন এখনও বিদ্যমান আছে। নেপালের রাজকীয় গ্রন্থাগারে হস্তলিখিত সংস্কৃত এবং নেপালী ভাষায় লিখিত পুঁথির যে সংগ্রহ আছে জগতে তাহা তুলনা। স্বনামধন্য স্বর্গীয় পণ্ডিত মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় এই গ্রন্থাগারের অনেক পুঁথির পাঠোদ্ধার করিয়া প্রাচীন সাহিত্য এবং সভ্যতার আলোকে বঙ্গভাষাকে সমৃদ্ধ করিয়াছিলেন, এই গ্রন্থাগারের কোন ক্ষতি হইয়াছে কিনা, তাহা জানিবার জন্য সাধারণ ব্যক্তিগণ উদ্‌গ্রীব।

আমরা শুনিয়া আনন্দিত হইলাম, নেপাল সরকার আর্ত্ত জনকে রক্ষা করিবার জন্য সর্ব্বপ্রকার ব্যবস্থা অবলম্বন করিবেন, এই আশ্বাস দান করিয়াছে। ব্রিটিশ ভারতে এই সব কার্য্যে যে সব সুবিধা আছে, নেপালে সে সব সুবিধা নাই। নেপালের পার্ব্বত্য প্রদেশে রেল এবং মোটরযোগে যাতায়াত সম্ভব নহে, এজন্য সাহায্য ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে সেখানে বাধা অনেক বেশী আমরা আশা করি, সে সব সুবিধা না থাকা সত্ত্বেও নেপাল সরকার পক্ষ হইতে সাহায্য কার্য্যে কোনরূপ শৈথিল্য ঘটিবে না।

আমেরিকা কিউবার নূতন গভর্ণমেণ্টকে স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। সান মার্টিন যতদিন কিউবার প্রেসিডেণ্ট ছিলেন, ততদিন তাঁহার গভর্ণমেণ্টকে তাঁহারা স্বীকার করেন নাই, কারণ সান মার্টিনের এই বদনাম ছিল যে, তিনি কমিউনিষ্ট ধরণের লোক এবং আমেরিকা ধনী মহাজনদের সহিত তিনি মিলিয়া মিশিয়া চলিতে পারেন না। এখন সে ভয় কাটিয়া গিয়াছে। জেনারেল বাতিস্তা মাত্র কয়েক ঘণ্টার জন্য প্রেসিডেণ্ট গিরি করেন, তারপর প্রেসিডেণ্ট হইয়াছেন কর্ণেল মেণ্ডিয়েটা, নূতন প্রেসিডেণ্ট কর্ণেল মেণ্ডিয়েটা নিশ্চয়ই মার্কিণী জনগণের মনের মত লোক হইয়াছেন। কিউবা পোর্টোরিকো ফিলিপাইন এবং হাওয়াই এই কয়েকটি দ্বীপ লইয়া মার্কিণ গবর্ণমেণ্ট কিছু মুস্কিলেই পড়িয়াছেন। আপাততঃ কিউবার ফাঁড়াটা বোধহয় আপাততঃ কাটিয়া গেল।

বাড়ী ভাড়ার ব্যাপার লইয়া ফরাসী মুলুক চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে, ষ্টাভিস্কির ব্যাপারের জের এখনও মিটে নাই। পুলিশ বিভাগের অনেক বড় কর্ত্তা বরখাস্ত হইয়াছেন, ইতিমধ্যে জর্জ আলেকজাণ্ডার নামক আর একজন বড় ব্যাঙ্কের ডিরেক্টর জুয়াচুরির দায়ে ধরা পড়িয়াছেন। ইনি নাকি পুলিশকে ঘুষ দিয়া ৫ বৎসর কাল গ্রেপ্তার এড়াইয়া ছিলেন। নিউজিল্যাণ্ডের ভূতপূর্ব্ব স্বরাষ্ট্র সচিব মিঃ উইলিয়াম ওয়ালস যে অভিযোগে গ্রেপ্তার হইয়াছেন, তাহা আরও অপূর্ব্ব তিনি নাকি নিউজিল্যাণ্ডের যাদুঘর হইতে পুরানো টিকেটের একখানা এলবাম চুরি করিয়াছিলেন, সেখানকার দাম ১২ শত পাউণ্ড এইজন্যই শাস্ত্রকারদের উপদেশ 'অর্থং অনর্থং ভাবয় নিত্যং।

কানপুরে ট্রেণ দুর্ঘটনা

কানপুর হইতে প্রকাশ, কানপুরের মিসেস মেরিয়ট নাম্নী এক ইউরোপীয় মহিলা এক প্যাসেঞ্জার ট্রেণে কাটা পড়িয়াছেন তিনি গার্লস হাইস্কুলের নিকটস্থ কুটীর নিকট রেলওয়ে লাইন পার হইতেছিলেন এমন সময় দুর্ঘটনা ঘটে। মিসেস মেরিয়ট বিধবা ছিলেন। তাঁহার বয়স ৫৭ বৎসর তিনি তাহার ভ্রাতার সহিত বাস করিতেন। তাঁহার শব সমাধিস্থ করা হইয়াছে।

ইংলণ্ডে সাহায্য সংগ্রহের চেষ্টা

লণ্ডন হইতে প্রকাশ, যে সেখানে ঘোষণা করা হইয়াছে ভারতের বড়লাট ভূকম্পে বিপন্ন নরনারীর সাহায্যের জন্য যে ধনভাণ্ডার খুলিয়াছেন লণ্ডনস্থিত ভারতীয় হাই-কমিশনার বিশেষ আনন্দের সহিত সেই ধনভাণ্ডারের জন্য চাঁদা গ্রহণ করিবেন।

ইহাও প্রকাশ যে, ভারত-সচিবের অনুরোধে লণ্ডনের লর্ড মেয়র এবিষয়ে ভারতীয় হাই-কমিশনারের সহিত সহযোগিতা করিবার জন্য অচিরে ব্যবস্থা অবলম্বন করিবেন।

নারী গুপ্তচরের কারাদণ্ড

ট্রাসবুর্গ হইতে প্রকাশ সম্প্রতি ট্রাসবুর্গে প্রকৃত একটা গোয়েন্দার আড্ডা ধরা পড়িয়াছে। যুদ্ধের পর এত বড় আড্ডা নাকি আর ধরা পড়ে নাই। এই সম্পর্কে লাবেল গোফি ওরফে সোফি ড্রুই নাম্নী একটী রমণী তিন বৎসরের কারাদণ্ডে দণ্ডিত দণ্ডিত হইয়াছে। ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকিবার অপরাধে দুই বৎসর এবং নূতন আবিষ্কৃত একটি ফরাসী মেসিনগান চুরি করিবার অপরাধে তাহাকে এক বৎসর দণ্ড দেওয়া হইয়াছে। সোফি যখন ফরাসী সীমান্ত অতিক্রম করিতেছিল, তখন তাহার মোটরে মেসিনগানের বিভিন্ন অংশ পাওয়া গিয়াছে।

এই ব্যাপারের সহিত সংশ্লিষ্ট থাকিবার অপরাধে সোফির স্বামীকে পাঁচ বৎসর এবং পূর্ব্ব সেনাদলভুক্ত ভূতপূর্ব্ব কর্ম্মচারী নিযুক্ত কোয়ার্টারমাষ্টারকে পাঁচ বৎসর কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হইয়াছে। ফরাসী সৈনিক কেনি প্রোটাস ব্যাপারে সাহায্য করিয়াছিল। এজন্য তাহাকে তিন বৎসর প্রদান করা হইয়াছে। অপর দুইজনের যথাক্রমে তিন বৎসর ও এক বৎসর দণ্ড হইয়াছে। এই সমস্ত ব্যাপার ঘটিয়াছে পূর্ব্ব সীমান্তের দুর্গ নির্ম্মাণ সম্পর্কে।

মিঃ কুমুদেশ সেন

কলিকাতা ছাত্র সমাজের একজন বিশিষ্ট কর্ম্মী শ্রীযুত কুমুদেশ সেন ২৬শে জানুয়ারী শুক্রবার সন্ধ্যায় মাদ্রাজ মেলে কলম্বো হইয়া বিলাত যাইতেছেন। তিনি প্রথমে একাউণ্টেন্সী পরীক্ষা দিবেন। তৎপর কণ্ঠ-সঙ্গীত শিক্ষা করিবেন। শ্রীযুক্ত সেন শ্রীযুক্ত দিলীপ কুমার রায়ের দলের একজন সুযোগ্য গায়ক।

নানাস্থানে খানাতল্লাস

গয়া হইতে প্রকাশ, পুলিশ গয়ার নানা বাটীতে খানাতল্লাস করিয়াছে। পাবনার শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র রায় গ্রেপ্তার হইয়াছেন। বিবেকানন্দ কেমিক্যাল ও ফার্ম্মাসিউটীক্যাল ওয়ার্কস নামক কারখানাতে ও খানাতল্লাস হইয়াছে। কিন্তু আপত্তিজনক কিছুই পাওয়া যায় নাই।

রিভলভার ও কার্তুজ

প্রকাশ, গত বৃহস্পতিবার সায়াহ্নে মুচিপাড়া পুলিশ কমলমণি ও রাখাল দাস মল্লিক নামক দুইজন যুবককে গ্রেপ্তার করে। ধৃত যুবকদিগের মধ্যে একজনের নিকট হইতে একটী রিভলভার ও কয়েকটী কার্তুজ পাওয়া গিয়াছে বলিয়া প্রকাশ।

পশুখাদ্য

কৃষি বিভাগের কর্ম্মচারীরা বাঙ্গালায় পশুখাদ্যের চাষ সম্বন্ধে বিশেষ মনোযোগ দিয়েছেন। গো মহিষের উন্নতি সাধন করিতে হইলে উৎকৃষ্ট বৎস উৎপন্ন করিবার সঙ্গে সঙ্গে পশুর খাদ্যের ও পালনের সুব্যবস্থা করিতে হইবে। নূতন নূতন পশুখাদ্য ঘাসের চাষ করা হইয়াছে এবং যে ঘাসের চাষে সাফল্য লাভ করা গিয়াছে তাহারই চাষ নানা স্থানে প্রচলিত করা হইয়াছে।

এ পর্য্যন্ত যত ঘাসের চাষ পরীক্ষা করা হইয়াছে, তাহার মধ্যে নেপিয়ার ঘাসই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। যে কোন উচ্চ জমিতে ইহার চাষ হইতে পারে; কেবল জমিতে সার দিতে হয় এবং কর্ষণ করাইতে হয়। এই ঘাসের ফলন অত্যন্ত অধিক এবং যে ঘাস একই জমিতে বৎসরে বার বার কাটা যায়। ইহার ফলন অন্য সব পশুখাদ্য ঘাসের ফলন অপেক্ষা অধিক। বাঙ্গালায় ইহার চাষ বাড়িতেছে।

বাঙ্গালা হইতে এই ঘাস এলাহাবাদেও লইয়া যাওয়া হইয়াছিল, যুক্তপ্রদেশে এখন ইহার চাষ হইতেছে। যদি ঘাস জমি না থাকে, তবে তাহার স্থলে নেপিয়ার ঘাসের মত বর্ষাকালে জোয়ার ভুট্টা, চীনা, মকাই ও কলাই পশুখাদ্যের জন্য চাষ করা যাইতে পারে। বাঙ্গালায় জোয়ারের ও ভুট্টার ফলনও অধিক হয়। সরকারের কৃষিক্ষেত্রসমূহে নেপিয়ার ঘাসের ডাটা গিনি ঘাসের মূল এবং জোয়ার ভুট্টা, ও কলাইয়ের বীজ পাওয়া যায়, লোক তাহা লইয়া চাষ করিতে পারে।

যে সময়ে কাঁচা ঘাস পাওয়া যায় না, সে সময়ে যে সংরক্ষিত পশুখাদ্য বিশেষ সুবিধা হয় বাঙ্গালায় সর্ব্বত্র তাহা দেখান হইয়াছে। যে কোন কাঁচা পশুখাদ্য ঘাস প্রভৃতি লইয়া গর্ত্তে চাপা দিয়া রাখিয়া ইহা প্রস্তুত করা যায়। সরকারী কর্ম্মচারীরা যে সব স্থানে গমন করিয়াছেন, সে সব স্থানে লোক তাঁহাদিগের উপদেশ সংরক্ষিত পশুখাদ্য প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করিয়াছে।

ঢাকায় ও রংপুরে দেখা গিয়াছে, বিচালী ও কচুরীপানা, বিচালী ও জোয়ার এবং বিচালি ও জলজ ঘাস মিশাইয়া সংরক্ষিত পশুখাদ্য প্রস্তুত করা যায়। গবাদি আহার্য্য যে কোন উদ্ভিদ হইতেই ইহা প্রস্তুত করা যায়। ধান আউশের বিচালি সংরক্ষিত খাদ্যহিসাবে ব্যবহৃত হয়, তবে অনেক অধিক গবাদি পশু খাইতে পায়। আউশ ধান যখন কাটা হয়, তখন প্রবল বারিবর্ষণ হয় এবং সেজন্য অনেক বিচালি পচিয়া নষ্ট হয়—অন্ততঃ পশুর অখাদ্য হইয়া যায়।

যে স্থানে জমিতে জল থাকায় পশুখাদ্য রক্ষা করিবার জন্য গর্ত্ত খনন করা যায় না, তথায় বাঁশ দিয়া অর্থাৎ চেঁচা বাঁশের আধার প্রস্তুত করিয়া তাহাতে উহা রক্ষা যাইতে পারে। অতি অল্প খরচে জমির উপর ইহা প্রস্তুত করা যায় এবং ইহাতে যে খাদ্য রাখা যায় তাহাতে কাঁচা ঘাস প্রভৃতির অভাবের সময় অনায়াসে দুই বা তিন জোড়া গাভী বা বলদের আহার যোগান যায়।

কিরূপে গো মহিষাদির জন্য ঘাস উৎপন্ন করিতে হয় এবং কিরূপেই বা সংরক্ষিত পশুখাদ্য প্রস্তুত করিতে হয়, তাহা কৃষি-বিভাগ কর্ত্তৃক প্রকাশিত ইংরাজী ও বাঙ্গালা পুস্তিকায় লিখিত হইয়াছে।

(ক্রমশঃ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

নদীয়া-প্রকাশ

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক
— পারমার্থিক পত্র —
শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশ-
তনয়স্তদ্ধাম-বৃন্দাবনং,
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং
প্রেমা পুমর্থো মহান্,
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং
তত্রাদরো নঃ পরঃ॥

৮ম বর্ষ } ৩০ মাধব গৌরাব্দ ৪৪৭, ১৬ই মাঘ বঙ্গাব্দ ১৩৪০, ৩০শে জানুয়ারী ইং ১৯৩৪, মঙ্গলবার ২৭৮ তম সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

পুরী মহারাজের বক্তৃতা

কটকে শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র রায় মহাশয়ের ভবনে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিশ্রীরূপ পুরী মহারাজের বক্তৃতায় যে অংশ গতকল্য প্রকাশিত হইয়াছে, তদ্ব্যতীত তিনি জীবের স্বরূপ ও ধর্ম্মের কথা, নিত্য ও নৈমিত্তিক ধর্ম্মের পার্থক্য, জীবের ধর্ম্ম যে নিত্য, জীবের ধর্ম্ম যে সার্ব্বজনীন, সার্ব্বকালিক ও সার্ব্বদেশিক, এই জগৎটী যে দণ্ড্যজীবের কারাগার উহা জীবের নিত্য বাসস্থান নহে, কোন প্রকারে কুণ্ঠা বা অভাবরহিত বৈকুণ্ঠ-ধামই বা গোলোক-ধামই যে স্বরূপে অবস্থিত জীবের নিত্য বাসস্থান, অশোক-অভয়ামৃত কৃষ্ণপাদপদ্মসেবাই যে জীবের নিত্য ধর্ম্ম, স্বতন্ত্রতার অপব্যবহারফলে সেই কৃষ্ণসেবা-বিস্মৃতিই যে ত্রিতাপের মূল কারণ, পুনরায় সাধুগুরুর আনুগত্যে কৃষ্ণসেবায় প্রতিষ্ঠিত হইলেই যে নিত্য-শান্তি নিত্য আনন্দ (না চাহিলেও) লাভ হইবে অর্থাৎ শ্রীচৈতন্য-বাণীর অনুগত হইলেই শ্রীচৈতন্যবাণীর আচার প্রচার করিলেই যে যুগপৎ নিজ মঙ্গল ও অন্যের মঙ্গল হইবে বা বিশ্বশান্তি সহজভাবে স্থাপিত হইবে—এই সব বিষয়-গুলির বিশদ ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

যোগপীঠের প্রচার

দ্বিতীয় দিবস

গত ১লা মাঘ সোমবার দ্বিতীয় দিবস শ্রীমদ্ভাগবত-পাঠকালে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ আলোচনা করিয়াছেন।

প্রতিদিনই আমাদের আয়ুঃক্ষয় হইতেছে। 'আয়ুর্হরতি বৈ পুংসামুদ্যন্নস্তঞ্চ যন্নসৌ। তস্যর্তে যৎ ক্ষণো নীত উত্তমঃ-শ্লোক-বার্ত্তয়া॥' যে যমকে পাপিগণ ভয় করে, সেই যম হরিভক্তের বন্দনা করেন। যমের বিক্রম হরিগুরুবিমুখ জনগণের প্রতি। তাই শ্রীমদ্ভাগবত বলেন—

তানানয়ধ্বমসতো বিমুখান্
মুকুন্দপাদারবিন্দমকরন্দরসাদজস্রম্।
হরিগুরুবিমুখান্ প্রণাম্যি মত্ত্যান্
হরিচরণপ্রণতান্ নমস্করোমি॥

ভগবান্ ভক্তের প্রার্থনায় কপিলরূপে আবির্ভূত হইলেন। ভক্তকে ভালবাসা ভগবানের স্বভাব। তিনি নিরপেক্ষ হইয়াও ভক্ত-পক্ষপাতী—"স্বানাং পক্ষ-পোষণম্" কেননা বিরুদ্ধগুণ-সকল যুগপৎ তাঁহাতেই আছে। যাঁহারা সব পক্ষ ছাড়িয়া ভগবানের পক্ষ অবলম্বন করেন, ভগবান্ও তাঁহাদের পক্ষ অবলম্বন করেন, যেহেতু "পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্"

জগতের বহির্ম্মুখ লোক সকল নিজের নাম, ধাম ও কাম—এই ৩টী বস্তুর জন্য বড়ই ব্যস্ত, আর ভগবদ্ভক্ত ভগবানের নাম, ধাম ও কাম পূরণের জন্য সর্ব্বদাই ব্যস্ত। কামুক ব্যক্তি কামের সেবায় সকলকে নিযুক্ত করে, আর ভগবদ্ভক্ত সকলকে ভগবানের সেবায় নিযুক্ত করেন, গাঁজিকা-সেবী সকলকে তাহার দলে টানিয়া থাকে, আর ভগবদ্ভক্ত সকলকে ভগবানের সেবার দিকে টানিয়া আনেন।

মায়ার কারাগারে আমরা কয়েদী, কয়েদীকে যেমন জেলের জামা ও শিকল পরিতে হয় বদ্ধজীব আমাদিগকেও সেইরূপ ইহ জগতের দেহ-মনরূপ স্থূল-সূক্ষ্ম জামা এবং সত্ত্ব রজঃ তমঃ এই ত্রিগুণ-রূপ শিকল পরিতে হইয়াছে। দেহগত রূপ আমাদের প্রকৃত রূপ নয়। দেহ অনিত্য, সুতরাং তাহার রূপও অনিত্য। দেহ যেমন ত্যাগ করিতে হইবে অনিত্য রূপও তেমনই ত্যাগ করিতে হইবে।

'ওঁ তৎ সৎ' অর্থাৎ ভগবান্ই সত্য, ইদম্ অসৎ অর্থাৎ জগৎ অনিত্য। জাগতিক লোকগণ অর্থকে নিজের ভোগ্য মনে করিয়া অহঙ্কারে মত্ত হয় এবং অর্থকে নিজের দাস মনে করে। কিন্তু টাকা মানুষের দাস নয়। মানুষই টাকার দাস। কিন্তু টাকা ভগবান্ ও ভক্তের দাস। অর্থ দ্বারা অর্থপতি ভগবানের সেবাতেই উহার সার্থকতা।

তোমার কনক ভোগের জনক
কনকের দ্বারে সেবহ মাধব।

ভক্তবেশী অভক্তই পূতনা, ভগবান্ পূতনাকে বিনাশ করিয়াছিলেন। ভগবান্ সকলের অন্তর্যামী কিন্তু ভক্ত সকলের অন্তর্যামীরও অন্তর্যামী।

"যেঽন্যেঽরবিন্দাক্ষ"—শ্লোকটী টীকা সহ আলোচনামুখে, ভগবৎপাদাশ্রয়ের প্রয়োজন কি? শুষ্ক-জ্ঞানের দ্বারাই ত' ভবসাগর উত্তীর্ণ হওয়া যায়! তদুত্তরে বলিতেছেন, হে কমলনয়ন! অপর যে সকল ব্যক্তি নিজদিগকে মুক্ত বলিয়া অভিমান করেন, আপনাতে তাঁহাদের প্রীতি না থাকায় তাঁহারা মলিনচিত্ত। সেই সকল ব্যক্তি অতিশয় কষ্টে মোক্ষ-সন্নিহিত প্রদেশে অধিরোহণ করিলেও আপনার পাদপদ্মকে অনাদর করায় তথা হইতে অধঃপতিত হন।

শুষ্ক-জ্ঞানিগণ আপনাকে জী মুক্তাভি-মান করেন বটে, কিন্তু কৃষ্ণসম্বন্ধবিজ্ঞানরূপ শুদ্ধবুদ্ধির অভাবে, অবিশুদ্ধ বুদ্ধি নিবন্ধন মোক্ষ-সন্নিহিত প্রদেশে আরোহণ করিয়াও পুনরায় সংসারে অধঃপতিত হন। 'জ্ঞানী জীবন্মুক্ত দশা পাইনু করি মানে। বস্তুতঃ বুদ্ধি শুদ্ধ নহে কৃষ্ণভক্তি বিনে॥'

(শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত)

ভক্তিসিদ্ধান্তবাণী-সেবক-সমিতি

বিগত ৪ঠা মাঘ বৃহস্পতিবার দিবস শ্রীশ্রীভক্তিসিদ্ধান্তবাণী-সেবক-সমিতির সাপ্তাহিক অধিবেশনে শ্রীমদ্ভাগবত, পাঠ হইয়াছে। পাঠের আদিতে পঞ্চতত্ত্ব-শ্রীনাম-কীর্ত্তন ও শ্রীশ্রীবৈষ্ণব-বন্দনা এবং অন্তে শরণাগতির—

"শুদ্ধ ভকত- চরণ-রেণু,
ভজন অনুকূল।
ভকত-সেবা পরম-সিদ্ধি,
প্রেমলতিকার মূল।"

—পদটী ও শ্রীশ্রীমহামন্ত্র কীর্ত্তন হইয়াছে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য

কোন অনিবার্য্য কারণে আগামী ২১শে মাঘ ৪ঠা ফেব্রুয়ারী শ্রীশ্রীব্যাসপূজার বিশেষ অধিবেশন না হইয়া আগামী কোন্ তারিখে হইবে তাহা যথাসময়ে প্রকাশ করিব। সেই সময় শ্রীব্যাসপূজার অভিভাষণাদি পাঠ হইবে।

শ্রীশ্রীনিত্যানন্দোৎসব-উপলক্ষে আজ নদীয়া প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ একদিন বন্ধ—বলিয়া আগামী পরশ্ব শ্রীপত্রিকা প্রকাশিত হইবেন না।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

৩০ মাধব স্থাণু প্রত্যয়, ৪৪৭

নিতাইর করুণা।

জগদ্বাসিগণ যখন নৈসর্গিক বিপদে প্রপীড়িত জনমণ্ডলীর সাহায্যার্থ সকরুণ নয়ন সঞ্চার করিতেছেন, সেই সময় তাঁহাদের দৃষ্টি অন্য দিকে আকর্ষণ করিলে তাঁহারা সন্তুষ্ট হইতে পারিবেন না জানিয়াও আমরা তাঁহাদিগকে আজ নিত্যানন্দ-মহোৎসবে আহ্বান না করিয়া থাকিতে পারিতেছি না। কারণ আমরা জানি, তাঁহারাও নিত্যানন্দই চান এবং তাঁহাদের বন্ধুবান্ধবগণ সকলেই নিত্যানন্দ লাভ করুন, ইহাই তাঁহাদের ইচ্ছা; অপরে দুঃখ ভোগ করুক, আমি সদাশয় সাজিয়া তাঁহার জন্য দুই বিন্দু অশ্রুপাত করি, ইহা কখনও সজ্জনের অভিপ্রায় নহে বা হইতে পারে না। তাই আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, চিত্ত-গগন যখন অপরের দুঃখ-দর্শনে সহানুভূতি-মেঘমালায় সমাচ্ছন্ন, তখন 'দুঃখের সময় আনন্দোৎসবে আহ্বান' আসিলে কাহারো বদনে প্রথম-মুখে বিরক্তিব্যঞ্জক হাঁসি ফুটিয়া উঠিলেও তাঁহারা ইচ্ছায়ই হউক, আর অনিচ্ছায়ই হউক, নিত্যানন্দ-মহোৎসবে যোগদান করিয়া যখন জানিতে পারিবেন—"নিতাই-পদকমল কোটিচন্দ্র-সুশীতল" যখন বুঝিতে পারিবেন,—একমাত্র নিতাই-পদ-ছায়াশ্রয়েই জগদ্বাসী তাপত্রয়ের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়া স্নিগ্ধ সেবা-সুষমায় অভিষিক্ত হইতে পারে, তখন তাঁহারা আর অসন্তুষ্ট হইবেন না, আর বিদ্রূপের হাঁসি হাঁসিবেন না, তাঁহাদের মুখে আনন্দের স্নিগ্ধ হাঁসি স্বতঃই প্রস্ফুটিত হইবে, তাঁহারা অপরকে আহ্বান করিয়া বলিবেন—

"সে (নিতাইর) সম্বন্ধ নাহি যা'র
বৃথা জন্ম গেল তা'র
সেই পশু বড় দুরাচার।"

এখন জিজ্ঞাস্য,—সেই 'নিত্যানন্দ কে?' সেই নিত্যানন্দ তাহা আমরা আমাদের স্বচেষ্টায় জানিতে সমর্থ হইব না, তবে তাঁহার করুণাই আমাদিগকে তাঁহার পরিচয় প্রদান করিবে। মহাপাপিষ্ঠ পরম দুর্বৃত্ত জগাই-মাধাইর প্রতি নিত্যানন্দের যে করুণারশ্মি প্রকাশিত হইয়াছিল, বঙ্গবাসিগণ বোধ হয় এখনও তাহা বিস্মৃত হন নাই। তবে সেই করুণা-রশ্মির স্বরূপ আমরা অতি অল্প-সংখ্যক ব্যক্তিই অবগত আছি। নিম্নলিখিত শ্লোকে আমরা তাহার পরিচয় পাইব।

হেলোদ্ধূলিত-খেদয়া বিশদয়া
প্রোন্মীলদামোদয়া
শাম্যচ্ছাস্ত্রবিবাদয়া রসদয়া
চিত্তার্পিতোন্মাদয়া।
শশ্বদ্ভক্তিবিনোদয়া স-মদয়া মাধুর্য্য-মর্য্যাদয়া
নিত্যানন্দ দয়ানিধে, তব দয়া
ভূয়াদমন্দোদয়া॥

ঔদার্য্যলীলাময়-বিগ্রহ শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের প্রকাশ-বিগ্রহ প্রেমময়তনু শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ-প্রভু সুকৃতিসম্পন্ন জনগণের নিকট তিন প্রকারে স্বীয় করুণা-রশ্মি বিস্তার করেন। জীববৃন্দ প্রাকৃত অভাবে অভিভূত হইয়া ক্লেশ-অপনোদনের জন্য নানাবিধ উপায় সৃষ্টি করে, কিন্তু কিছুতেই শান্তির মুখ দেখিতে পায় না; তাহাদের যাবতীয় চেষ্টায় মরীচিকার পশ্চাদ্ধাবনমাত্র সার হয়। কিন্তু শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর দয়ার আভাসেই জীব-বৃন্দের চিত্তখেদ-রূপ যাবতীয় ধূলা অনায়াসে উড়িয়া যায়। সুতরাং হৃদয় নির্ম্মল হয়; তখন শুদ্ধহৃদয়ে কৃষ্ণসেবা-জনিত পরমানন্দ প্রকাশ পায়।

শাস্ত্র-সমূহের ব্যাখ্যাভেদে বিবাদসমূহ চিত্তে উদিত হইয়া নানা বাদ-প্রতিবাদের সৃষ্টি করে। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর কৃপায় হৃদয়টী ভগবদ্রসে আর্দ্র হয় এবং তাঁহার কৃপাবলেই কৃষ্ণরসপ্রদা মত্ততা হৃদয়ে আসন পরিগ্রহ করে, তৎফলে শাস্ত্রবিবাদ দূরে পলায়ন করে। শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর কৃপায় লব্ধ মাধুর্য্যমর্য্যাদা জীবকে নিরন্তর কৃষ্ণচরণে অবস্থিতি করায় এবং সৌভাগ্যবান্ জীব তৎকালে কেবল প্রেমভক্তিতেই প্রীতিলাভ করেন। নিত্যানন্দ-কৃপা—নির্ম্মলা, রসদা ও স-মদা।

বদ্ধজীবগণ প্রথমতঃ ঈশবিমুখ ও বিষয়-খিন্ন; এই অবস্থায় তাঁহারা আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক—এই ত্রিবিধ তাপে জর্জ্জরিত হয়। দ্বিতীয়তঃ তাহারা ঈশ্বরানুসন্ধানপর; অবশ্য সুকৃতিসম্পন্ন জনমণ্ডলীই এই অবস্থা লাভ হয়। তৎপরে নিত্যানন্দ-কৃপাবলে সৌভাগ্যশালী জীবগণের ভগবৎসেবায় রতি জন্মে। শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর দয়ায় প্রথমতঃ বদ্ধজীবের অনর্থ-নিবৃত্তি হয়। নিবৃত্তানর্থ নির্ম্মল-হৃদয়ে কৃষ্ণামোদের বিকাশ হইয়া থাকে। শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর কৃপায়ই জীবের ভক্তি-সিদ্ধান্ত লাভ হয় এবং তজ্জনিত রসাপ্তিতে প্রেমোন্মত্ততা-প্রাপ্তি ঘটে, ফলে নিত্যানন্দ-প্রভুর অমন্দোদয়-দয়ায়ই ভক্তিতে আসু-রক্তি ও সর্ব্ব ভগবল্লীলার স্ফূর্ত্তি-লাভ এবং এই স্ফূর্ত্তি হইতে মাধুর্য্য-পরাকাষ্ঠা লাভ হইয়া থাকে। শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর কৃপায় জীব নিবৃত্ততৃষ্ণ ও মুক্ত হইয়াও কৃষ্ণকীর্ত্তন-সেবা বশতঃ কৃষ্ণ ব্যতীত অন্যত্র বিরাগ-বিশিষ্ট হন। প্রথমতঃ মুমুক্ষু হইলেও ভব-রোগৌষধি লাভ করিলে মুমুক্ষা-ত্যাগ ও পরেশানুভূতি লাভ হয়। জীব বিষয়ী হইলেও শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ-কৃপা-বলে শ্রবণ-মনোভিরাম হরিগুণানুবাদফলে বিষয়ভোগ-ত্যাগান্তে শুদ্ধভক্তিতে অবস্থিত হইতে পারেন।

উপরে যাহা আলোচনা করিলাম, তাহাতে দেখিতে পাইলাম,—শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর দয়া—অমন্দোদয়া; অর্থাৎ তাঁহার দয়া লাভ করিলে আর কখনও অবসন্ন হতে—ত্রিতাপের অনলে পড়িতে হইবে না; জন্ম-মৃত্যু-যন্ত্রণাদায়ক রাজ্য পরিত্যাগ-পূর্ব্বক আমরা নিত্যানন্দ দ্বারা অপ্রাকৃত-সেবারাজ্যে প্রবেশ করিতে পারিব। এই সেবারাজ্যে নিরানন্দ, দুঃখ, দৈন্য বলিয়া কোন বস্তু নাই, আছে কেবল নিরবচ্ছিন্ন আনন্দের নব নব হিল্লোল। তাই আজ নিত্যানন্দ-উৎসব-বাসরে সকলকে আহ্বান করিয়া দন্তে তৃণ ধারণপূর্ব্বক সকলের পায়ে ধরিয়া নিবেদন করিতেছি—'হে বিশ্ববাসি ভ্রাতৃবৃন্দ, আসুন, সকলে আসুন, ছুটিয়া আসুন, নিত্যানন্দের পাদপদ্ম আশ্রয় করুন, যিনি নিত্যানন্দ বিতরণ করিতে আসিয়াছেন সেই মহাবদান্যবরের পাদপদ্ম আশ্রয় করুন, যাঁহার যত সমস্যা আছে ঐ পাদপদ্ম আশ্রয় করিলে—ভক্তিসিদ্ধান্তবাণীর চরণে শরণ গ্রহণ করিলে সকলই সমাধান হইয়া যাইবে, অপর কিছুতেই হইবে না, হইতে পারে না। তাই পুনরায় নিবেদন—

নিতাই-পদ-কমল কোটিচন্দ্র-সুশীতল
যে-ছায়ায় জগত জুড়ায়।
হেন নিতাই বিনে ভাই রাধাকৃষ্ণ পে'তে নাই
দৃঢ় করি' ধর নিতাইর পায়॥
নিতাই'র চরণ সত্য তাঁহার সেবক নিত্য
নিতাইপদ সদা কর আশ।
সংসারের পার হঞা ভক্তির সাগরে।
যে ডুবিবে সে ভজুক নিতাইচাঁদেরে॥

সর্ব্বশেষে প্রার্থনা—

সর্ব্বভাবে স্বামী যেন হয় নিত্যানন্দ।
তাঁ'র হইয়া ভজি যেন প্রভু গৌরচন্দ্র॥

দেহসুখ

[আচার্য্য শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র ভক্তিশাস্ত্রী]

কবে গৌরবনে সুরধুনি-তটে
হা রাধে হা কৃষ্ণ ব'লে।
কাঁদিয়া বেড়াব দেহ-সুখ ছাড়ি
নানা লতা-তরুতলে॥

সাধুর সঙ্গে গান গাইতে হয়, তাই গাই, সত্যই যদি এই দারুণ শীতের দিনে বৃক্ষতলে বাস করতে হয়, কিম্বা গ্রীষ্মকালে পশ্চিম দেশে যে গরম, তা'তে যদি ঘর ছেড়ে বাহিরে থাকতে হয়, থাকা ত' দূরের কথা ভাবলেই হৃৎকম্প উপস্থিত হয়। আমরা সুখে থাকব ব'লে ঘর বাঁধি, আহার্য্য সংগ্রহ করি। যা'দের এসকল নাই তা'রা কেঁদে কেঁদে গাছতলায় থাকুক এইরূপ আমাদের বুদ্ধি। দেহারামী আমরা এর চেয়ে বেশী বুঝবার আবশ্যক বিবেচনা করি না।

জগতে অন্যান্য দেহধারী প্রাণী অপেক্ষা মনুষ্য শ্রেষ্ঠত্বের দাবী করে, সেটা কেবল ভাল করিয়া আহার বিহার বা থাকার সুবিধা করিয়া লইতে পারে বলিয়া নয়; মানুষের বিচারবুদ্ধি আছে—হিতাহিত-কর্ত্তব্যাকার্য্যে আত্মনিয়োগ করিয়া মানুষ নিঃশ্রেয়স্ বিষয় লাভ করিতে পারে, ধর্ম্মজ্ঞান আছে—ব্রহ্ম-লোকবিৎ হ'য়ে দেবত্ব লাভ করিতে পারে, ভক্ত হ'য়ে কৃষ্ণভক্তি লাভ করিতে পারে সেই জন্য মনুষ্যজন্ম দুর্লভ ও শ্রেষ্ঠ। বহু যোনি ভ্রমণ ক'রে কোন সুকৃতি-বলে এমন মনুষ্যদেহ লাভ ক'রে সামান্য ক্ষণস্থায়ী বিষয়-রসভোগে মত্ত থাকা উচিত নয়। যে-সকল লোক দেহেতে আত্মবুদ্ধি-বিশিষ্ট হ'য়ে অহর্নিশ ভোগসামগ্রী-সংগ্রহে ব্যস্ত থাকে সাধুগণ তা'দিগকে 'গোখর' বলিয়া উল্লেখ ক'রেছেন—

মায়িক দেহের ভাবাভাবে দাস্য করি'।
পরতত্ত্ব জীবের কি কষ্ট আহা মরি॥
জড়রতি জড়দেহে প্রভুসম ভায়।
মায়িক বিষয়-সুখে জীবকে নাচায়॥

জীব স্বস্বরূপ-ভ্রমে অবিদ্যা দ্বারা জড়-প্রকৃতিতে আবদ্ধ হ'য়ে প্রাকৃত অহঙ্কার-বশতঃ নিজেকে কর্ত্তা ব'লে মনে করে, সেই মূঢ় ব্যক্তিগণ প্রকৃতির গুণ-কর্ম্মে স্বীয় সম্বন্ধ যোজনা করে। রজোগুণসমুদ্ভূত কাম পুরুষকে কর্ম্মে নিযুক্ত করে। কাম—প্রাক্তন বাসনাহেতু বিষয়াভিলাষ। কাম যখন অভিলাষ-পূরণে বাধাপ্রাপ্ত হয় তখন তমোগুণাশ্রয় করিয়া ক্রোধ হইয়া পড়ে। কামই অতিশয় উগ্র বা সর্ব্বভুক্। জীব কামনার বশেই ইন্দ্রিয়গণ-দ্বারে বিষয় ভোগ করে। ইন্দ্রিয়ার্থ-রূপ বিষয় স্বীকার কারণে জীবের অধিকতর বিষয়বন্ধনই সম্ভব, তখন কর্ম্মমুক্তি সম্ভব হয় না, বিষয় সকল যে জীবের বিরোধী তাহা নহে। বিষয়ে যে রাগ-দ্বেষ, তাহাই জীবের পরম শত্রু। অতএব বিষয় স্বীকার করিবার সময় রাগদ্বেষকে বশীভূত করিতে হইবে।

যে পর্য্যন্ত প্রাকৃত দেহ আছে সে পর্য্যন্ত বিষয় স্বীকার অবশ্যই করিতে হইবে। কিন্তু দেহেতে আত্ম-অভিমান-বশতঃ যে রাগ-দ্বেষ ঘটিয়া থাকে তাহা খর্ব্ব করিতে করিতে বিষয়বৈরাগ্য লাভ ঘটিবে। ভক্ত্যু-দ্দীপক বস্তুতে বা কার্য্যে রাগ ও ভক্তি-বিঘাতক বস্তু বা কার্য্যে দ্বেষ করিতে বাধা নাই। বিষয়গুলিকে নিজ আত্মেন্দ্রিয়ভোগে না লাগাইয়া শ্রীহরিসেবায় নিযুক্ত করিলেই মঙ্গল।

শ্রীহরিসেবায় যাহা অনুকূল।
'বিষয়' বলিয়া ত্যাগে হয় ভুল॥
বিষয় গরলময় তাতে মজে [illegible]
সেই সুখ দুঃখ করি' মান।

কৃষ্ণনাম ভজ জীব আর সব মিছে। পলাইতে পথ নাই যম আছে পিছে

গোবিন্দ বিরহেণ সদা কর তাঁর দাস
প্রেমভক্তি সত্য করি' আর ॥

জীব-চৈতন্য কামকর্তৃক গাঢ়রূপে আবৃত হওয়ায় নরকানলাতেও পরমেশ্বরকে স্মরণ করিতে পারে না। জীব তাহার স্বতন্ত্র ইচ্ছার বশবর্ত্তী হইয়া ভগবদ্দাস্য ভুলিয়া কামকে বরণ করে। তদ্দ্বারা ক্রমশঃ আবৃত হইতে হইতে আচ্ছাদিত-চেতনস্বরূপ জড়বৎ হইয়া পড়ে, ইহারই নাম জীবের কর্ম্মবন্ধন বা সংসারযাতনা। স্বতন্ত্র ইচ্ছা দ্বারা ভগবৎসাম্মুখ্যই 'বিদ্যা' বলিয়া উক্ত হয় এবং স্বতন্ত্র ইচ্ছা দ্বারা ভগবদ্বৈমুখ্যই 'অবিদ্যা' বলিয়া কথিত হয়।

অপরা প্রকৃতির সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ— এই তিনটী গুণ। সেই গুণত্রয় দ্বারা সমস্ত জগৎ মোহিত আছে। দুর্ব্বল জীবের পক্ষে এই মায়া অতিক্রম করা সাধ্যাতীত। যাঁহারা ভগবানের প্রপত্তি স্বীকার করেন তাঁহারাই এই মায়াসমুদ্র পার হইতে পারেন।

"কৃষ্ণভক্তি-জন্মমূল হয় সাধুসঙ্গ।"

নিতান্ত বিষয়াবিষ্ট কর্ম্মজড়মতি ব্যক্তিগণ মূঢ়, মায়া দ্বারা অপহৃত-জ্ঞান আসুর-ভাবাশ্রিত পণ্ডিতাভিমানী ব্যক্তিগণ সাধু ও শাস্ত্রবাক্যে বিশ্বাস করিতে পারে না; ইহারা নরাধম, ইহারা চৈতন্যবস্তু বুঝিতে না পারিয়া দেহ-গেহ-কলত্রাদির চিন্তায় মগ্ন হয়, ইন্দ্রিয়-পরতন্ত্র হইয়া জগতের যাবতীয় সুখলাভের জন্য শত শত আশাপাশে বদ্ধ হইয়া অধোগতি লাভ করে। সংসার ভ্রমিতে ভ্রমিতে যদি কোন ভাগ্যে সাধুসঙ্গ হয় এবং সাধুর বাক্য অনুসরণ করে তবে—

"সেই জীব তরে মায়া তাহারে ছাড়য় ॥"

পাঞ্চভৌতিক দেহের জন্ম, মৃত্যু, ক্ষয়, বৃদ্ধি প্রভৃতি ছয়টী বিকার আছে। স্বভাবতঃ দুর্গন্ধময় মূত্র, পুরীষ, রক্ত, মাংস, অস্থি প্রভৃতি পূর্ণ বায়ুপিত্ত-কফাশ্রিত দেহ নানাবিধ পীড়ার আশ্রয়ভূমি ও পরিণামশীল; বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গেই ভোগের ইন্দ্রিয়গণ অকর্ম্মণ্য হইয়া যায়, কোন্ মুহূর্ত্তে শ্বাসপ্রশ্বাস বন্ধ হইবে তাহার স্থিরতা নাই, সুতরাং এই নশ্বর দেহকে সাজাইয়া, খাওয়াইয়া তালি দিয়া কতক্ষণ সুখ পাওয়া যাইবে?

হায় হায় নাহি ভাবি অনিত্য এসব।
জীবন বিগতে কোথা রহিবে বৈভব ॥
[illegible] বুঝ, দেহ ছাড়িয়া চলিলে।
ধনী বা পৌরুষ সঙ্গে কিছু নাহি চলে ॥
এতেক মহান্ত সব সর্ব্ব পরিহরি'।
করেন ঈশ্বর-সেবা দৃঢ়চিত্ত করি ॥

পরিক্রমায় আহ্বান

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর

১লা মাঘ, ১৩৪০ সাল

বিপুলবৈষ্ণবসম্মানপূর্ব্বিকা বিজ্ঞপ্তিরিয়ম্—

আগামী ৭ই ফাল্গুন, ১৯শে ফেব্রুয়ারী সোমবার হইতে নবদিবসকাল শ্রীধাম নবদ্বীপের নয়টি দ্বীপ পরিক্রমা করা হইবে। কৃপা করিয়া পরিক্রমায় যোগদান করিলে পরমানন্দের বিষয় হয়। স্বয়ং যোগদান করিবার সুযোগ না হইলে এই ভক্তির অনুষ্ঠানে দ্রব্য ও অর্থাদির দ্বারা সহায়তা করিলেও তাদৃশ ভক্ত্যঙ্গের ন্যূনাধিক সাধন-ফল-লাভ ঘটে। ধারাবাহিক পরিক্রমার বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল। ইতি—

শ্রীঅতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী), শ্রীরামগোপাল বিদ্যাভূষণ (এম্ এ), শ্রীনিশিকান্ত সান্যাল (এম্-এ) শ্রীহরিপদ বিদ্যারত্ন (এম্-এ, বি-এল) ও শ্রীকুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ—শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার সম্পাদকগণ।

(১) **অন্তর্দ্বীপ** (শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীগৌরজন্মভিটা, শ্রীবাস ও শ্রীধরের অঙ্গনদ্বয়, চাঁদকাজীর সমাধি ও শ্রীঅদ্বৈত-ভবন)— ৭ই ফাল্গুন ১৯শে ফেব্রুয়ারী, সোমবার।

(২) **সীমন্তদ্বীপ** (সীমুলিয়া, সরডাঙ্গা, শোণডাঙ্গা, মেঘার চর, বেলপুকুর)— ৮ই ফাল্গুন, ২০শে ফেব্রুয়ারী, মঙ্গলবার।

(৩) **গোদ্রুমদ্বীপ** (গাদিগাছা, মহেশগঞ্জ, সুবর্ণবিহার, স্বরূপগঞ্জ, হরিহরক্ষেত্র, দেপাড়া) ৯ই ফাল্গুন, ২১শে ফেব্রুয়ারী, বুধবার।

(৪) **মধ্যদ্বীপ** (মাজিদা, হাটডাঙ্গা, আনন্দবাস, বামনপুরা) ১০ই ফাল্গুন, ২২শে ফেব্রুয়ারী, বৃহস্পতিবার।

(৫) **কোলদ্বীপ** (সহর নবদ্বীপ, গদখালীর কোল ও চর, তেঘরির কোল, কোল আমাদ, কোলেরগঞ্জ, কোলের দহ)—১১ ফাল্গুন, ২৩শে ফেব্রুয়ারী শুক্রবার।

(৬) **ঋতুদ্বীপ** (রাহুতপুর, চম্পাহট্ট বা চাঁপাহাটিতে শ্রীগৌরগদাধরের শ্রীমন্দির) ১২ই ফাল্গুন, ২৪শে ফেব্রুয়ারী, শনিবার।

(৭) **জহ্নুদ্বীপ** (বিদ্যানগর, জান্নগর)—১৩ই ফাল্গুন, ২৫শে ফেব্রুয়ারী রবিবার, (একাদশী)।

(৮) **মোদদ্রুমদ্বীপ** (মামগাছি অর্কটিলা বা একডালা মাতাপুর)—১৪ই ফাল্গুন ২৬শে ফেব্রুয়ারী সোমবার। (শ্রীগোবিন্দ-দ্বাদশীর উপবাস)

(৯) **রুদ্রদ্বীপ** (রুদ্রপাড়া, শঙ্করপুর, ইন্দ্রাকপুর, গঙ্গের ডাঙ্গা)—১৫ ফাল্গুন, ২৭শে ফেব্রুয়ারী, মঙ্গলবার।

১৬ই ফাল্গুন, ২৮শে ফেব্রুয়ারী বুধবার হইতে দিবসত্রয় শ্রীধাম মায়াপুর যোগপীঠে শ্রীশ্রীগৌর-জন্মোৎসব হইবে।

সেইজন্য প্রহ্লাদ মহারাজ ব'লেছেন— যখন মৃত্যুর কালাকাল নাই, এই মুহূর্ত্তেই মৃত্যু ঘটিতে পারে তখন এই দুর্লভ মনুষ্য-জন্ম লাভ করিয়া কৌমার-কাল হইতে অসৎসঙ্গ ও অসৎচিন্তা পরিত্যাগ করিয়া ভাগবত-ধর্ম্ম আচরণ করা কর্ত্তব্য।

যাবত মরণ নাহি উপসন্ন হয়।
তাবত সেবহ কৃষ্ণ হইয়া নিশ্চয় ॥

সমস্ত শরীরকে কৃষ্ণ-সেবায় কিরূপভাবে নিযুক্ত করিতে হয় অম্বরীষ মহারাজ তাহা দেখাইয়াছেন। তিনি কর শ্রীহরিমন্দির-মার্জ্জনাদি কার্য্যে, পদ শ্রীহরি-ক্ষেত্রে গমনের জন্য, উত্তমাঙ্গ শির শ্রীহরির পাদপদ্ম বন্দনায়, অঙ্গ ভক্তসেবায়, চক্ষু মুকুন্দের বিগ্রহদর্শনে, নাসা প্রসাদচন্দন-তুলসী-আঘ্রাণে, বাক্য ভগবৎ-গুণানুকীর্ত্তনে, রসনা প্রসাদ-সেবায় নিয়োগ করিতেন। শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভু তাঁহার শীত নিবারণের বহুমূল্য 'ভোট কম্বলটীকে দিয়া একটী ছেঁড়া কাঁথা লইয়াছিলেন। বৃন্দাবন-বাস-কালে দেহসুখ ছাড়িয়া এক এক বৃক্ষের তলে এক এক রাত্রি শয়ন করিতেন। আহার

শুষ্ক রুটী চানা চিবায় ভোগ পরিহরি',

আর নিদ্রা—

সার্দ্ধ সপ্ত-প্রহর করে, ভক্তির সাধনে।
চারি দণ্ড নিদ্রা সেহ নহে কোন দিনে ॥

দীক্ষা-গ্রহণকালে শিষ্য যখন আত্মসমর্পণ করেন তখন তিনি দেহ গেহ মানস যাহা কিছু সমস্তই গুরুপাদপদ্মে অর্পণ করেন নিজে কোন জিনিষের মালিক বলিয়া অভিমান করেন না।

দীক্ষাকালে ভক্ত করে আত্মসমর্পণ।
কৃষ্ণ তারে সেই কালে করে আত্মসম ॥
সেই দেহ করে তার চিদানন্দময়।
অপ্রাকৃত দেহে কৃষ্ণের চরণ ভজয় ॥

অপ্রাকৃত স্বরূপ দেহে কৃষ্ণভজন-কালে ভক্তগণ দেহসুখ ছাড়িয়া কৃষ্ণকীর্ত্তন করিতে করিতে বিচরণ করেন।

যে নর-শরীর লাগি' দেবে কাম্য করে।
তাহা ব্যর্থ যায় মিথ্যা-রসের বিহারে ॥
আমার সে হেন জন্ম গেল বৃথা রসে।
পাইনু অমূল্য নিধি গেল নিজ দোষে ॥
হেন দেহ পাইয়া কৃষ্ণে নাহি হৈল রতি।
কত কাল গিয়া আর ভুঞ্জিব দুর্গতি ॥

শ্রীনাম

(শ্রীমদনগোপাল ব্রহ্মচারী)

হে নাম!

বেদ-উপনিষদ্ তোমার বৈভব
কীর্ত্তন করে নিরন্তর।
মুক্ত-কুলগণ উপাসনা করে
ধরি' যুগযুগান্তর ॥
আমি ত' পাষণ্ড নাই ভক্তিমাত্র
সদা যাচি দেহ-ভোগ।
নিরাশ্রয় আমি আশ্রয় কেবল
তব পাদপদ্ম-যুগ ॥

(২)

মুনিবৃন্দ সব নাম-সংকীর্ত্তনে
মুগ্ধচিত্ত অনুক্ষণ।
লোকরঞ্জনার্থ তুমি শব্দ-ব্রহ্ম
হও জগত-পাবন ॥
হরিনাম-শব্দ আভাস মাত্রই
ঘুচে যায় ভব রোগ।
লিঙ্গ পরিচয় জড় অভিমান
থাকে না ত্রিতাপ-ভোগ।

(৩)

নামসূর্য্য প্রভু ঈষৎ প্রকাশে
অজ্ঞান-তিমির হরে।
তত্ত্বদৃষ্টিহীন মানব-নিচয়
কৃষ্ণতত্ত্ব লাভ করে ॥
কোন্ অভিমানী তোমার মহিমা
কীর্ত্তনে হয় ক্ষম।
ভক্তি যাঁর বল ভক্তবৃন্দ সব
সেই সে কীর্ত্তনক্ষম।

(ক্রমশঃ)

গৌর যে শিখাল নাম সেই নাম গাও। অন্য সব নাম-মাহাত্ম্য সেই নামে পাও ॥

শুদ্ধভক্তি গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। ভাষ্যসহ বিরাট শ্রীচৈতন্যভাগবত ৫৲
২। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২৮৲
একাদশ স্কন্ধ হইতে শান্তিখণ্ড ১৷৵০
৩। ভাষ্যদ্বয়সহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত
(৪র্থ সংস্করণ) ৬৲
৪। ভক্তিবিবেকসুধাঞ্জলি (বাঁধা) ১৲
৫। গৌড়ীয়-গৌরব ১৵০
৬। গৌড়ীয়-সাহিত্য ১৵০
৭। ভক্তসৃষ্টি ৷০
শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও
শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৯। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ)
ঐ (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
১০। গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি টীকাসহ)
ঐ (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
১১। গীতার কেবল মাধ্ব-ভাষ্য ৷০
১২। মুক্তিমল্লিকা শুদ্ধগৌরস্বরূপ সানুবাদ
(মাধ্ব) ২৲
১৩। বেদান্তসূত্রম্ সানুবাদ
(রামানুজীয়) ৷০
১৪। বৈষ্ণবধর্ম্ম ২৲
১৫। শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৬। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১৭। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ১৵০
ঐ (বাঁধা) ৸০
১৮। শ্রীপ-দিগ্দর্শন ৶০
১৯। সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ) ১৵০
২০। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ৷০
ঐ (আবাঁধা) ১৵০
২১ নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
২২। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৶০
২৩। গীতমালা ৴১০
২৪। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶০
২৫। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶০
২৬ নবদ্বীপ পঞ্জিকা (৪৪৭ গৌরাব্দ) ৶০
২৭। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ০
২৮। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা-দর্পণ ।০
২৯। শরণাগতি ৴০
৩০। গীতাবলী ৴০
৩১। চিত্রে নবদ্বীপ ১৷০
৩২। সাধনকণ ৴০
৩৩। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৴০
৩৪। নবদ্বীপশতক ৴০
৩৫। অর্থপঞ্চক ৴০
৩৬। সদাচারস্মৃতিঃ ৴০
৩৭। কল্যাণকল্পতরু (৫ম সংস্করণ) ৴১০
৩৮। অর্চ্চনকণ ৴১০
৩৯। সাধককণ্ঠমালা (বাঁধা) ।০
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৪০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি
(প্রথম চারিখণ্ড) ৩৲
৪১। ব্রহ্মসংহিতা ।০
৪২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৪৩। মণিমঞ্জরী সানুবাদ ।০
৪৪। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৪৫। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ।০
৪৬। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৪৭। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
৪৮। গৌড়ীয়মঠ কি করেন? ৴০
৪৯। ঈশোপনিষৎ (বলদেব ও মাধ্ব-
ভাষ্য এবং বিবৃতি ও অনুবাদসহ) ।০
৫০। শ্রীভুবনেশ্বর ৶০
৫১। সিদ্ধান্তদর্পণ ৶০
৫২। সাংখ্যবাণী ৴০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৫৩। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী-দিগ্বিজয়ঃ ।০
৫৪। সটীক-শিক্ষাদশমূলম্ ।০
৫৫। তত্ত্ব-সূত্রম্ ।০
৫৬। সানুবাদ-শিক্ষাষ্টকম্ ৶০
৫৭। গৌড়ীয়মঠস্য পরিচয়ঃ ৴০
৫৮। সারাংশবর্ণনম্ ৶০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৫৯। রায় রামানন্দ ।০
৬০। নামভজন ।০
৬১। রিলেটিভ্ ওয়ার্ল্ড্স্ ১৵০
৬২। লাইফ্ য্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব
শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।০
৬৩। বৈষ্ণবীজম্ ।০
৬৪। হোয়াট্ গৌড়ীয়মঠ ইজ্ ডুইং ৴০
৬৫। দি ভাগবত ।০
৬৬। ইরোটিক্ প্রিন্সিপ্ল য্যাণ্ড
আনেলয়েড্ ডিভোসন ।০
৬৭। ব্রহ্ম-সংহিতা ২৷০
৬৮। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (ভলুম ওয়ান) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৬৯। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ৷০
৭০। সাধন পথ ।০
৭১। কল্যাণ-কল্পতরু ৴১০
৭২। গীতাবলী ৴০
৭৩। শরণাগতি ৴০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৭৪। শরণাগতি

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

নদীয়া-প্রকাশ প্রাপ্তির স্থান

১। শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম-মায়াপুর, নদীয়া
২। শ্রীযোগপীঠ ঐ
৩। শ্রীবাস অঙ্গন ঐ
৪। অদ্বৈত-ভবন ঐ
৫। কাজীর সমাধি পাট ঐ
৬। স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ শ্রীগোদ্রুম,
পোঃ স্বরূপগঞ্জ নদীয়া।
৭। শ্রীভাগবত আসন কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
৮। শ্রীএকায়ন মঠ গোবিন্দপুর, হাঁসখালী।
৯। দ্বাদশগোপাল পাট—পোঃ চাকদহ,
১০। শ্রীগৌর গদাধরমঠ—চাঁপাহাটী,
পোঃ সমুদ্রগড়, বর্দ্ধমান
১১। শ্রীমোদদ্রুমছত্র মাউগাছি, বর্দ্ধমান
১২। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম, আমলাযোড়া,
পোঃ রাজবাধ বর্দ্ধমান
১৩। শ্রীগৌড়ীয়মঠ বাগবাজার, কলিকাতা
১৪। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম ব্রাহ্মণপাড়া,
পোঃ মাজু, হাওড়া,
১৫। শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয়মঠ,
৯০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা
১৬। শ্রীগোপালজী মঠ কমলাপুর, ঢাকা।
১৭। শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ পোঃ বালিয়াটী,
১৮। শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয়মঠ ময়মনসিংহ।
১৯। শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ চিরুলিয়া,
পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর
২০। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম গোয়ালপাড়া, আসাম
২১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ রায়াপেট্টা, মাদ্রাজ।
২২। শ্রীরামানন্দগৌড়ীয় মঠ কব্বুর,
জিঃ পশ্চিম গোদাবরী
২৩। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ উড়িয়াবাজার,
কটক।
২৪। শ্রীত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয় মঠ ভুবনেশ্বর।
২৫। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ স্বর্গদ্বার, পুরী।
২৬। শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ আলালনাথ
পোঃ ব্রহ্মগিরি, পুরী।
২৭। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ ভুবনকুণ্ডা,
পোঃ চিত্রকুণ্ডা, মাদ্রাজ।
২৮। শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ—
৪২ নং করিদপুরা, আনন্দভবন, বারাণসী।
২৯। শ্রীরূপগৌড়ীয় মঠ—এলাহাবাদ।
৩০। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ পুরাণবাজার,
সরকার ঠাকুরের কুঞ্জ, বৃন্দাবন
৩১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, নিউদিল্লী
৩২। শ্রীপরমহংসমঠ—নৈমিষারণ্য,
৩৩। শ্রীসারস্বত গৌড়ীয় মঠ—হরিদ্বার।
৩৪। শ্রীব্যাসগৌড়ীয়মঠ—কুরুক্ষেত্র, পঞ্জাব
৩৫। শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাবুলনাথ রোড,
পোঃ গ্র্যাণ্ট রোড, বোম্বে।
৩৬। লণ্ডন গৌড়ীয়মঠ, ৩নং মণ্টার হাউস,
কর্ণওয়াল গার্ডেন্স, (S. W. 7) লণ্ডন।
৩৭। অমরি গৌড়ীয়মঠ—মেদিনীপুর
৩৮। সরভোগ গৌড়ীয় মঠ—সরভোগ,
কামরূপ, আসাম
৩৯। শ্রীগৌড়ীয়মঠ—১০০ নং মিঠাপুর
পাটনা।

শুদ্ধভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী মাসিক। শ্রীধাম-মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৷০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দি ভাষায় একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ সম্পাদিত ও নৈমিষারণ্য শ্রীপরমহংস মঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ১৷০ দেড় টাকা মাত্র।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ দেড় টাকা মাত্র।

৫। কীর্ত্তন—মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ নিত্যানন্দ সেবাতীর্থ বি-এজি, বি-টি, সম্পাদিত। আসাম গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম হইতে প্রকাশিত আসামী ভাষায় মাসিক। ভিক্ষা সডাক ১৷০ দেড় টাকা মাত্র

[চৈতন্যচরি]তামৃত

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ প্রণীত সমগ্র গ্রন্থ

গ্রন্থের মূল শ্লোক একত্রে এবং তন্নিম্নে বর্ত্তমান যুগে শুদ্ধভক্তিপ্রচারের মূল মহাপুরুষ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অমৃতপ্রবাহভাষ্য ও প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের অনুভাষ্য সন্নিবেশিত হইয়াছে। অতি সুন্দর ছাপা। ডবল ক্রাউন আটপেজি আকারে ১০৯৬ পৃষ্ঠায় কেবল মূল ও ভাষ্য সম্পূর্ণ হইয়াছে। তদ্ব্যতীত ২১৮ পৃষ্ঠায় কেবল শ্লোক সূচী, পদ্যসূচী, স্থানসূচী, পাত্রসূচী, বিষয়-সূচী, শব্দসূচী প্রভৃতি বিস্তৃত সূচী-পত্র। সমগ্র শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের এরূপ উৎকৃষ্ট ও অমূল্য বিরাট সংস্করণ জগতের কোথায়ও আর পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই, ইহা নিরপেক্ষ পাঠক মাত্রেই একবাক্যে স্বীকার করিয়া থাকেন। সর্ব্বসাধারণের সুবিধার জন্য ভিক্ষা ১২৲ বারটাকা স্থলে—৬৲ ছয়টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

ওয়ে

ই, বি, আর ভিয়া শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইবার ট্রেণ তালিকা।

কলিকাতা	ছাঃ	০—৬,	৭—১৬,	১৪—১৪	১৬—৫৬,	২২—২৬
রাণাঘাট	ছাঃ	৫—৫০,	৯—৪৬,	১৩—৪৮,	১৮—৩৯,	০—৩২
কৃষ্ণনগরসিটি	পৌঃ	৬—২৮,	১০—২১	১৭—২৮	১৯—১৫	১—১৪
গাড়ী বদল	ছাঃ	৬—৪৫,	১০—৪৪,	১৩—২২,	১৭ ৩৮,	২০—১৬
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৭—২৪,	১১—২১,	১৪—০,	১৮—১,	২০—৪৭
নবদ্বীপঘাট	পৌঃ	৭—৩৩,	১১—৩০,	১৪—৯,	১৮—১৬,	২০—৫৫

মহেশগঞ্জ ষ্টেশন হইতেও শ্রীধাম-মায়াপুরে যাওয়া যায়।

ই, বি, আর, ভিয়া শ্রীধাম-মায়াপুর যাইবার ট্রেণ-তালিকা।

হাওড়া	ছাঃ	৬—৪৬	১২—৪৬	১৭—৪৬	১৮—৩৬
ব্যাণ্ডেল	ছাঃ	৮—২৩	১৪—১১	১৮—৪৭	১৯—৪৩
নবদ্বীপ	পৌঃ	১০—২২	১৬—১৪	২০—৪৬	২১—৩৭

সহর নবদ্বীপ হইতে গঙ্গা পার হইয়া পূর্ব্বপারে প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইতে হইবে।

কৃষ্ণনগর নবদ্বীপঘাট রেলওয়ে সময়

কৃষ্ণনগর হইতে নবদ্বীপঘাট

কৃষ্ণনগর সিটি—	৬-৪৫	১০-৪৪	১৩-২২	১৭-৩৮	২০-১৬
কৃষ্ণনগর রোড —	৬-৫৬	১০-৫৫	১৩-৩৩	১৭-৪৭	২০-২৫
আমঘাটা —	৭-১৫	১১-১৩	১৩-৫১	১৮-৩	২০-৪১
মহেশগঞ্জ —	৭-২৪	১১-২১	১৪-০	১৮-৯	২০-৪৭
নবদ্বীপঘাট —	৭-৩৩	১১-৩০	১৪-৯	১৮-১৬	২০-৫৫

বিশেষ দ্রষ্টব্য—নবদ্বীপঘাট ষ্টেশন অপেক্ষা মহেশগঞ্জ ষ্টেশন হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরের দূরত্ব অনেক কম। শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে যাঁহাদিগকে রাণাঘাটে ট্রেণ বদল করিতে হয়, তাঁহারা রাণাঘাটে গাড়ীঃ ৫-৫০, ৮-১৪, ৯-৪৬, ১৩-৪৮, ১৮-৩৯ এবং ০-৩২ মিনিটের সময় গাড়ী পাইবেন।

শান্তিপুর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে শান্তিপুর ষ্টেশনে ৫-৪০, ৯-২৯ -২৫ ১৬-৪ এবং ১৮-৪১ মিনিটের সময় ট্রেণ পাওয়া যায়।

নবদ্বীপঘাট হইতে কৃষ্ণনগর

নবদ্বীপ ঘাট—	৫-৩৫	৯-২৫	১২-১০	১৫-৩৪	১৮-৪৫
মহেশগঞ্জ—	৫-৪৩	৯-৩৩	১২-১৯	১৫-৪৩	১৮-৫৩
আমঘাটা—	৫-৫২	৯-৪২	১২-২৬	১৫-৪৮	১৯-২
কৃষ্ণনগর রোড—	৬-৫	৯-৫৫	১২-৪৩	১৬-৪	১৯-২৩
কৃষ্ণনগর সিটি—	৬-১৩	১০-৩	১২-৫১	১৬-১২	১৯-৩৩

তারের ঠিকানা— 'শ্রীধাম' নবদ্বীপ
ডাকের ঠিকানা—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

দৈনিক

REG. C1544

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩।০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র।

নদীয়া প্রকাশ
THE NADIA-PRAKASH

সাহায্যের হার
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸০
মাসিক ১৲
নগদ বর্ত্তমান
সংখ্যা ৫

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৮ম খণ্ড সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বেদান্তবাচস্পতি ২৭৯শ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যাব্দ শ্রীধাম মায়াপুর— ১৭ই মাঘ বুধবার ১৩৪০, ৩১শে জানুয়ারী ১৯৩৪

বড়লাটের ভুকম্প সাহায্য ভাণ্ডার

নয়াদিল্লী হইতে প্রকাশ, বড়লাটের ভূ-কম্প সাহায্য ভাণ্ডারে ১,১৫৮ পাউণ্ড ও ১,৫৯,০০০ টাকা সংগৃহীত হইয়াছে। অধিকন্তু বিহার উড়িষ্যা সরকারকে অবিলম্বে সাহায্যের জন্য ৫০,০০০ টাকা পাঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে। প্রধান প্রধান দাতাদের নাম ও সাহায্যের তালিকা—নিজাম সরকার ১৫,০০০৲ স্যার কাওয়াসজী জাহাঙ্গীর ম্যানিরাম ও জুম্মর ১৫০০৲ জিন্দের মহারাজা ১০,০০০৲ বরোদার মহারাজা ৫,০০০৲। এতদ্ব্যতীত লেডী লিফটন স্যার এন, এন, সরকার, জুনাগড়ের নবাব ও ভাওয়ালপুর দরবার প্রত্যেকে ১,০০০৲ টাকা করিয়া দান করিয়াছেন।

করাচী কর্পোরেশন বিপন্নদের সাহায্যার্থ ৫,০০০৲ টাকা মঞ্জুর করিয়াছেন। সংযুক্ত প্রদেশ প্রাদেশিক ক্লেডক্রশ সোসাইটি বড়লাটের সাহায্য ভাণ্ডারে ১০০০৲ টাকা দান করিয়াছেন।

বর্দ্ধমানে রিলিফ ফণ্ড

বিহারের ভূমিকম্প বিধ্বস্ত অঞ্চলের অধিবাসিগণের সাহায্যার্থ বাঙ্গলা-সরকারের মন্ত্রী স্যার বিজয় প্রসাদ সিংহ রায়ের প্রস্তাবে মিঃ এম, এম, ষ্টার্টের সভাপতিত্বে এক সাহায্য-ভাণ্ডার খোলা হইয়াছে। স্যার বিজয় প্রসাদ সিংহ রায় উক্ত ভাণ্ডারে দুই শত টাকা দান করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত ১ হাজার টাকা উঠিয়াছে। এই টাকা বড়লাটের রিলিফ ফণ্ডে প্রেরিত হইবে বলিয়া জানা গিয়াছে।

কুড়িহাজার টাকা চাঁদা সংগৃহীত

বোম্বাই হইতে প্রকাশ, মেয়রের সভাপতিত্বে এখানে এক সাহায্য কমিটী গঠিত হয়। এক সভার অনুষ্ঠানেই বিহার ও উড়িষ্যার দুর্গত অধিবাসিগণের জন্য কুড়ি হাজার টাকা চাঁদা সংগৃহীত হইয়াছে। মিঃ কে, এফ নরীম্যান বলেন যে, যত টাকা উঠিবে সমস্ত বড়লাটের রিলিফ ফণ্ডে দিলে চলিবে না। ইনি বাবু রাজেন্দ্র প্রসাদের রিলিফ ফণ্ডেও টাকা দিবার প্রস্তাব করেন।

টাঙ্গাইলে সশস্ত্র ডাকাতি

টাঙ্গাইল হইতে প্রকাশ, ঘাটাইল থানার অধীন গুপ্তগ্রাম হইতে এক চাঞ্চল্যকর ডাকাতি হওয়ার সংবাদ আসিয়া পৌঁছিয়াছে। প্রকাশ যে অনুমান ১১।১২ জন যুবক অস্ত্রশস্ত্র ও লাঠি এবং টর্চ্চ ইত্যাদ লইয়া উক্ত গ্রামের শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন নামক জনৈক মহাজনের গৃহে প্রবেশ করে। উক্ত যুবকদিগের মধ্যে একজন গৃহস্বামীর নিদ্রাভঙ্গ করে এবং গৃহস্বামী দরজা খুলিবা মাত্র উক্ত ডাকাতেরা সকলে তাঁহাকে রজ্জুদ্বারা আবদ্ধ করিয়া গৃহের ভিতর প্রবেশ করে। প্রকাশ যে, ডাকাতেরা আলমারী বাক্স প্রভৃতি ভাঙ্গিয়া নগদ টাকা ও ৫০০৲ মূল্যের অলঙ্কারাদি লইয়া প্রস্থান করে।

মধ্য প্রদেশ ব্যবস্থাপক সভা

নাগপুর হইতে প্রকাশ, মধ্যপ্রদেশ ব্যবস্থাপক সভার অধিবেশন আরম্ভ হইলে এক প্রশ্নোত্তরে চীফ সেক্রেটারী বলেন যে বেকার সমস্যা সম্পর্কে বড়লাটের ঘোষণার পর সরকার তাঁহার পক্ষে বা [illegible] আলোচনা প্রয়োজন হয় নাই।

অপর একটি প্রশ্নোত্তরে চীফ সেক্রেটারী বলেন যে গান্ধী সম্প্রতি এই প্রদেশে ভ্রমণ করিয়া গিয়াছেন। উক্ত ভ্রমণ উপলক্ষে মধ্যপ্রদেশ হইতে ৬৫৭২০৲ টাকা ও বেরার হইতে ৮২০৩৲ টাকা সংগৃহীত হইয়াছে। তাঁহার অর্থ সংগ্রহ ও ভ্রমণের ব্যবস্থা সম্পর্কে ছয়টা অভিযোগ করা হইয়াছে, সরকার ঐ অভিযোগগুলির মধ্যে সত্যতা আছে বলিয়া মনে করেন না।

নিয়োগ ও বদলী

কলিকাতা গেজেটে প্রকাশ :—

শাসন ও বিচার বিভাগ

মেদিনীপুরের সবজজ ও এ্যাসিষ্ট্যাণ্ট সেসন জজ শ্রীযুত প্রফুল্লকৃষ্ণ ঘোষ অস্থায়ীভাবে আসাম সরকারের অধীনে কাজ করিবেন।

নারায়ণগঞ্জের ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কলেক্টর বাবু কানাইলাল বাড়ুয্যে অস্থায়ীভাবে ঐ মহকুমার ভারপ্রাপ্ত হইলেন।

বীরভূমের অস্থায়ী সেসন জজ শ্রীযুত সুকুমার সেন আই সি, এস, তাঁহার নিজের কাজের উপরেও বাঁকুড়ার এডিশন্যাল ডিষ্ট্রিক্ট জজের কাজ করিবেন।

বিশেষ শ্রেণীর ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুত নৃসিংহরঞ্জন মুখোপাধ্যায় অস্থায়ীভাবে মেদিনীপুরের সেকেণ্ড এডিশন্যাল ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট নিযুক্ত হইলেন।

বাখরগঞ্জের অস্থায়ী এডিশন্যাল সেসন জজ মিঃ এম, কে, কৃপালনী আই সি, এস, অস্থায়ীভাবে ঐ জেলার সেসন জজ নিযুক্ত হইলেন।

মুন্সেফ শ্রীযুত সুবোধচন্দ্র সরকার হাইকোর্টে আপীল বিভাগে স্পেশ্যাল অফিসারের পদে কাজ করিতেছিলেন। তিনি কলিকাতা ছোট আদালতের জজ নিযুক্ত হইলেন এবং ছোট আদালতের জজ শ্রীযুত রাজেন্দ্রকুমার গুপ্ত অবসর গ্রহণ করিলেন।

মুন্সেফ শ্রীযুত সুবোধচন্দ্র দত্ত কলিকাতা ছোট আদালতের রেজিষ্ট্রার ছিলেন তিনি ময়মনসিংহের সবজজ নিযুক্ত হইলেন।

মালদহের অস্থায়ী মুন্সেফ শ্রীযুত সুবোধকুমার নিয়োগী বীরভূমের মুন্সেফ নিযুক্ত হইলেন।

বীরভূম জেলার রামপুরহাটের মুন্সেফ শ্রীযুত বঙ্কুবিহারী চাকী ময়মনসিংহ জেলার জামালপুরে বদলী হইলেন।

পুলিশ বিভাগ

নিম্নোক্ত গোয়েন্দা পুলিশ সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট রায় বাহাদুর ভোলানাথ বাঁড়ুয্যে রাজশাহীর পুলিশ সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট নিযুক্ত হইলেন।

পাবনা অর্থ সংগ্রহ

পাবনা হইতে প্রকাশ, শ্রীযুক্ত রণজিৎচন্দ্র লাহিড়ির সভাপতিত্বে পাবনা বার এসোসিয়েশনের সভ্যদের এক সভা হইয়া গিয়াছে। উক্ত সভায় বিহারের ভূমিকম্প প্রপীড়িত আর্ত্তদের সাহায্যার্থ অর্থ সংগ্রহ করিবার জন্য এক প্রস্তাব গৃহীত হয়। উকিল সভার পক্ষ হইতে প্রথম দফায় বিহার সেণ্ট্রাল রিলিফ কোষাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত আর, সি, প সাহেবের নিকট সাহায্য বাবদ চল্লিশ টাকা প্রেরণ করা হইয়াছে।

তিনজনের মুক্তি

পাটনা হইতে প্রকাশ, শ্রীযুক্ত অম্বিকাকান্ত সিংহ, গঙ্গেশ্বর ও শ্রীযুক্ত জ্ঞানানন্দ গত ১লা আগষ্ট সংশোধিত ফৌজদারী বিধি অনুসারে যুক্ত হইয়া প্রত্যেকে ছয় মাস কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। প্রকাশ যে, তাঁহারা সকলেই মুক্তি পাইয়াছেন।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

[illegible]য়া-প্রকাশ

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক
— পারমার্থিক পত্র —
শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে ॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে ॥

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশ-
তনয়স্তদ্ধাম-বৃন্দাবনম্,
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা ।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং
প্রেমা পুমর্থো মহান্,
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং
তত্রাদরো নঃ পরঃ ॥

৮ম বর্ষ } ১ গোবিন্দ গৌরাব্দ ৪৪৭, ১৭ই মাঘ বঙ্গাব্দ ১৩৪০, ৩১শে জানুয়ারী ইং ১৯৩৪, বুধবার } ২৭৯ তম সংখ্যা

শ্রীধামে নিত্যানন্দোৎসব

প্রথম দিবস

গত ১৪ই মাঘ ২৮শে জানুয়ারী রবিবার শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর আবির্ভাবোৎসব শ্রীধাম মায়াপুরে অতি সুষ্ঠুরূপে সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীচৈতন্যমঠে মঙ্গল-আরাত্রিকের পর সঙ্কীর্ত্তন হয়, তৎপরে শ্রীচৈতন্যভাগবত আদি ৯ম অধ্যায় হইতে শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের আজ্ঞায় তদগ্রেই রাঢ়দেশের অন্তর্গত একচাকা গ্রামে হাড়ো ওঝার গৃহে তৎপত্নী পদ্মাবতীর গর্ভসিন্ধু হইতে আবির্ভাব, তাঁহার আবির্ভাবের আনুসঙ্গিক ফলেই তদ্দেশস্থ যাবতীয় অমঙ্গলের সমূলে বিনাশ, দ্বাদশবর্ষ বয়স পর্য্যন্ত শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর শ্রীকৃষ্ণ, রাম, বামন প্রভৃতি অবতারবর্গের লীলা অভিনয় পূর্ব্বক ক্রীড়া এবং তদনন্তর বিংশবর্ষ বয়স পর্য্যন্ত তীর্থভ্রমণ-বৃত্তান্ত পাঠ ও সংক্ষিপ্তভাবে ব্যাখ্যা হইয়াছে।

পাঠের পর শ্রীপাদ মুকুন্দগোপাল ভক্তি-মধুর প্রভুর মূলগায়কত্বে একটী সংকীর্ত্তন-বাহিনী শ্রীচৈতন্যমঠের শ্রীমন্দির, শ্রীরাধাকুণ্ড, শ্রীল বাবাজী মহারাজের সমাধিমন্দির ও শ্রীভক্তিবিজয়-ভবন পরিক্রমা করিয়া নগর-সংকীর্ত্তনে বহির্গত হন। পথিমধ্যে শ্রীঅদ্বৈত-ভবনে ও শ্রীবাসাঙ্গনে বহুক্ষণ মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন হইয়াছে। তদ্ব্যতীত ভক্তিরত্নাকর ভবন, অপ্রাকৃত-কুটীর, ভক্তিসুধাকর-ভবন প্রমুখ আদর্শ-গৃহস্থ-গৃহসমূহেও বহুক্ষণ সঙ্কীর্ত্তন হইয়াছে। সঙ্কীর্ত্তনমণ্ডলী শ্রীনৃসিংহ-মন্দির, শ্রীগৌরকুণ্ড ও শ্রীযোগপীঠের শ্রীমন্দির পরিক্রমা পূর্ব্বক বহুক্ষণ প্রেমভরে নৃত্য-কীর্ত্তনাদি করেন। তৎপর বেলা ১১ঘটিকার সময় শ্রীচৈতন্যমঠে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

শ্রীযোগপীঠের রক্ষক শ্রীপাদ নিত্যানন্দ ব্রজবাসী সেবাকোদণ্ড মহোদয় দ্বিপ্রহরে ভোগরাগ ও আরাত্রিকান্তে দূরদেশাগত শত শত যাত্রীকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করিয়াছেন। অপরাহ্ণ ৫ ঘটিকা পর্য্যন্ত মহাপ্রসাদ বিতরিত হইয়াছেন। বহু দরিদ্র ব্যক্তিও প্রসাদ সেবন করিয়া কৃতার্থ হইয়াছেন। শ্রীচৈতন্যমঠে প্রাতঃকাল হইতে সমাগত যাত্রিগণকে 'হালুয়া' প্রসাদ বিতরণ করা হইয়াছে।

অপরাহ্ণ ৩॥ সাড়ে তিন ঘটিকার সময় শ্রীচৈতন্যমঠের অবিদ্যাহরণ-নাট্যমন্দিরে একটী মহতী সভার অধিবেশন হইয়াছিল। সভার প্রারম্ভে অর্দ্ধঘণ্টা শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর মহিমাসূচক সঙ্কীর্ত্তন হয়। তৎপর ডাঃ কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম ভক্তিশাস্ত্রী মহাশয় ও ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউটের সুযোগ্য প্রধান শিক্ষক শ্রীপাদ কিশোরীমোহন ভক্তিবান্ধব মহোদয় বক্তৃতা প্রদান করেন। পূর্ব্ববর্ত্তী বক্তা তাঁহার বক্তৃতায় 'ভৈমী একাদশী, বরাহ দ্বাদশী ও নিত্যানন্দ-ত্রয়োদশীর মাহাত্ম্য ও বৈশিষ্ট্য কীর্ত্তন করিয়া শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর তত্ত্ব, তদীয় আবির্ভাবলীলা, বাল্যলীলা, তীর্থভ্রমণ-লীলা, শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরীপাদের সহিত সাক্ষাৎ-লীলা, শ্রীমায়াপুরে শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের সঙ্গে মিলন-লীলা ও শ্রীগৌরসুন্দরের আদেশে গৌড়দেশে নাম-প্রেমবিতরণ-লীলা অতি সংক্ষিপ্তভাবে বর্ণন পূর্ব্বক নিতাইপদ-কমলাশ্রয়ই যে নিত্য-কল্যাণার্থী মাত্রেরই অবশ্য কর্ত্তব্য তাহা ব্যাখ্যা করেন। তাহার পর শ্রীপাদ ভক্তি-বান্ধব মহোদয় তাঁহার স্বভাব-সুলভ বৈদগ্ধ্যোক্তি প্রকাশ পূর্ব্বক সরল, সহজ ও প্রাঞ্জল ভাষায় স্নিগ্ধস্বরে নিত্যানন্দ প্রভুর করুণার কথা প্রায় ১॥ দেড় ঘণ্টা কাল বর্ণন করিয়াছেন। বক্তৃমহোদয়দ্বয়ের বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া শ্রোতৃমণ্ডলী অতিশয় আনন্দিত হইয়াছেন

বক্তৃতান্তে শ্রীপাদ মুকুন্দগোপাল ভক্তি-মধুর মহাশয় তাঁহার স্বভাব-সুলভ সুললিত-কণ্ঠে "নিতাই গুণমণি আমার, নিতাই গুণমণি, আনিয়া প্রেমের বন্যা ভাসা'ল অবনী" প্রভৃতি পদাবলীসমূহ কীর্ত্তন করেন। কীর্ত্তনান্তে গুরু, গৌরাঙ্গ ও নিত্যানন্দাবির্ভাব-তিথির জয়ধ্বনির সহিত সভা ভঙ্গ হয়।

যুক্তবৈরাগ্য ও সতর্কতা

শরণাগত ভক্তগণ ব্যতীত শুষ্ক-জ্ঞান ও কর্ম্মাদির দ্বারা নিত্য বৈকুণ্ঠ ধাম ও নিত্য বিষ্ণুপাদপদ্ম পাওয়ার কোনও সম্ভাবনা নাই। তাই শাস্ত্রে দেখা যায় কর্ম্মবীর, যোগবীর ও জ্ঞানবীরদিগের মধ্যে প্রায় সকলেই নানা কারণে অধঃপতিত হইয়া সংসার-গতি লাভ করিয়াছেন। সুতরাং ঐ প্রকার কৃচ্ছ্রসাধনের ফলও নিত্য নহে।

যাঁহারা ভোগী তাঁহারা ত্যাগি-কুলকে উচ্চাসনে স্থান দিয়া থাকেন। ত্যাগীরাও ভোগিগণকে হেয়-বুদ্ধি ও নিজদিগকে মুক্তাভিমানে উচ্চস্থানীয় মনে করেন। কিন্তু ভক্তিমার্গের বিচারে উভয়েই মূলতঃ এক পর্য্যায়ে অবস্থিত। কারণ অহঙ্কার-বিমূঢ়াত্মা উভয়েই দেহাত্ম-বিচারে নিজে কর্ত্তৃত্বা-ভিমান করিলেই ভোগ-বিচার উপস্থিত হইয়া থাকে। আবার ভোগে অসুবিধা কল্পিত হইলেই ত্যাগ-স্বীকারের পন্থা-আবিষ্কারের চেষ্টা হইয়া থাকে। সুতরাং আমি কর্ত্তা ও ভোক্তা, আমিই ভোগ ও ত্যাগের মালিক, এবম্বিধ অভিমানে ভোগে ও ত্যাগে সমাবস্থা-প্রাপ্তিই ঘটিয়া থাকে।

কৃষ্ণতত্ত্ববিদ্ সদ্গুরুর শ্রীপাদপদ্মে শরণাপত্তি ভিন্ন শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধ-বিজ্ঞান লাভ হয় না, ফলে দেহাত্মবিচার, কর্ত্তৃত্বাভিমান, ভোক্তৃত্বা-ভিমান ও ভোগের হেয়ত্বাভিমানে ত্যাগ-বিচারে 'অহং ব্রহ্মাস্মি, 'তত্ত্বমসি', 'সোঽহম্', 'ব্রহ্ম সত্য, জগন্মিথ্যা' প্রভৃতি আত্মনাশকর বিচার প্রবল হইয়া উঠে।

ভক্তগণের বিচারে ভক্তিমার্গ সহজ ও সরল এবং আত্মার স্বাভাবিক ধর্ম্ম বলিয়া কথিত; তাহা মুক্তাত্মদিগের পক্ষে সহজ ও সরল বটে কিন্তু আমাদের মধ্যে যাহারা বদ্ধাত্ম আছি তাহারা ভক্তিপথকে সহজ ও সরল বিচার করিতে যাইয়া ত্যাগ-পথকে হেয় মনে করিয়া অনেক সময় যুক্ত-বৈরাগ্যের নামে ভোগী হইয়া পড়ি। সুতরাং সতর্কতা অবলম্বন একান্ত প্রয়োজনীয়।

কোনও মহাজন যুক্ত-বৈরাগ্যের ছলকে শিক্ষা দিয়া গাহিয়াছেন, "তোমার সেবার তরে উপার্জ্জিব ধন, তোমার কুটুম্ব সব করিব পোষণ।" এই ধুয়া ধরিয়া নিজের গৃহের স্ত্রী-পুত্রাদি কুটুম্বগণকে শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীপাদপদ্মাশ্রিত জানিয়া, কৃষ্ণের সংসার পাতিয়া যুক্ত-বৈরাগ্যের যতই ভাণ করি না কেন, দেখিতেছি অন্তরের অন্তরালে ভোগের একটা পুষ্ট অঙ্কুর গজাইয়া রহিয়াছে; ইহা যুক্ত-বৈরাগ্যের বাস্তব তাৎপর্য্য নহে। তাহার প্রমাণ, আমার যদি যুক্ত-বৈরাগ্যের অর্থাৎ কৃষ্ণার্থে অখিল চেষ্টার বাস্তব শিক্ষা-লাভ হইতে কৃষ্ণ-কুটুম্ব-পোষণ-বুদ্ধিটী যদি শুদ্ধতা লাভ করিত তাহা হইলে আমার অর্জ্জিত অর্থে অন্ন কাপড় না হইয়া শ্রীগুরু-সেবক গুরুবর্গের সেবা হইত।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১ গোবিন্দ ভূত অনিরুদ্ধ ৪৪৭

ভগবানের সেবা

নদীয়া-প্রকাশের পাঠকগণ বোধ হয় বিশেষরূপে অবগত আছেন যে, কর্ম্মাধিকারে বা জ্ঞানাধিকারে শুদ্ধ-ভগবদ্ভক্তি-লাভের সম্ভাবনা নাই। যাঁহারা ভগবানের চরণে প্রপন্ন হইতে পারেন না বা ইচ্ছা করেন না, তাঁহাদের অধিকার বিচার করিয়াই ভগবান্ জগতে কর্ম্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ড প্রবর্ত্তন করিয়াছেন। বদ্ধজীবগণ ঐ কর্ম্ম ও জ্ঞান অবলম্বন করিয়া পৃথিবীতে বিচরণ করেন বলিয়া প্রায়ই তাঁহাদের ভাগ্যে শুদ্ধ-ভগবদ্ভক্তি লাভ হয় না। তবে কর্ম্মমিশ্রাধিকারী বা জ্ঞান-মিশ্রাধিকারীর কর্ম্ম ও জ্ঞান-বাঞ্ছা অর্থাৎ বুভুক্ষা ও মুমুক্ষা ক্রমশঃ সমূলে বিনষ্ট হইলেই কেবলা ভক্তির প্রভাবে তাঁহাদের নিত্য পরমমঙ্গল লাভ হইতে পারে; প্রপত্তি ব্যতীত কর্ম্মী বা জ্ঞানী কাহারও ভগবৎ-সেবায় অধিকার নাই। তাই গীতায় স্বয়ং ভগবান্ বলিয়াছেন,—

সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি
মা শুচঃ॥

—যাবতীয় দেহধর্ম্ম, মনোধর্ম্ম, মনোধর্ম্মোত্থ যাবতীয় ধর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক একমাত্র আমাতে (ভগবানে) শরণ গ্রহণ কর আমি তোমাকে সকল পাপ হইতে উদ্ধার করিব, তোমাকে আর শোকের কবলে পতিত হইতে হইবে না।

শ্রীভগবানের উক্ত আদেশ-অনুসারে ভগবদ্ভক্তগণ,—

"এত সব ছাড়ি' আর বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম।
অকিঞ্চন হইয়া লয় কৃষ্ণৈক-শরণ॥"

ভগবদ্ভক্ত সর্ব্বদাই ভগবানের নিত্য উপাদেয় কৈঙ্কর্য্য লাভ করিবার জন্য ব্যস্ত। তিনি ভগবদিতর কোনও খণ্ড নশ্বর বস্তুর দাস্য করিবার জন্য কখনও প্রস্তুত নহেন।

যিনি যেরূপভাবে ভগবৎ-সেবায় প্রবৃত্তি-বিশিষ্ট, ভগবান্ তাঁহাকে সেইরূপ সেবাতেই অনুরূপ যোগ্যতা প্রদান করেন। আমরা ইহা গীতায় নিম্নলিখিত শ্লোকে দেখিতে পাই,—

যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব
ভজাম্যহম্।
মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্ব্বশঃ।

শ্রীভগবানের এই উক্তিতে এইরূপ বুঝিতে হইবে না যে তিনি নিজকে বদ্ধজীব-বৃন্দের ভৃত্যপর্য্যায়ে পরিগণিত করিতে প্রস্তুত। বদ্ধজীব তাহার অবৈধ কামনা পূরণ করিবার অধীন যন্ত্রবিশেষ-জ্ঞানে স্বেচ্ছাক্রমে ভগবানের উপর প্রভুত্ব বিস্তার করিবার আকাঙ্ক্ষা হৃদয়ে পোষণ করিলে তাহার মূঢ়তারই পরিচয় পাওয়া যায় মাত্র। অনাদিবিমুখ অজ্ঞজ্ঞানী জীবের এই আসুরিক-প্রবৃত্তিমূলক জড়কর্ম্মকাণ্ড-বশ্যতা-রূপ নির্ব্বুদ্ধিতা ধ্বংস করিবার উদ্দেশ্যে অর্থাৎ নাস্তিক জীবকে মোহিত ও বঞ্চিত করিবার নিমিত্ত বহিরঙ্গা মায়াশক্তিকে তাদৃশ জীবের পরিচর্য্যা করিবার ছলনায় নিযুক্ত করিয়াছেন।

মায়াবদ্ধজীব ভ্রান্তিবশতঃ ভগবন্মায়াকে নিজের ভোগ্যা মনে করিয়া তাহাকেই প্রিয় আত্মীয়, আরাধ্য ও সেব্যবস্তুজ্ঞানে ভগবৎ-স্বরূপের ভ্রান্তিময়ী উপলব্ধি করিয়া বসে এবং ভগবদ্ভজনের পরিবর্ত্তে কর্ম্মফলভোগ-স্পৃহায় উন্মত্ত হয়।

নিত্যসেব্য, মায়াধীশ, অধোক্ষজ ভগবানের অহৈতুকী, অপ্রতিহতা বা অব্যবহিতা সেবা-লাভ হইলেই সৌভাগ্যবান্ জীবের ভগবান্ ব্যতীত অন্য খণ্ড জড়বস্তুর সেবায় আর বাঞ্ছা বা প্রবৃত্তি থাকে না। সেই কালে শ্রীভগবান্ ঐকান্তিক ভক্তের সেবা-গ্রহণ-ব্যপদেশে নিজেও নিজভক্তের সেবা করিয়া থাকেন।

সমাধান

(১)

মন যেরূপ চঞ্চল, মনোধর্ম্মী জীবের প্রশ্নাদি, মীমাংসা, ধারণা প্রভৃতি সকলই সেইরূপ চাঞ্চল্যময়। পরম-মঙ্গলময় সাধু-শাস্ত্রের উপদেশ-গ্রহণে অমনোযোগী, নিজের মনোধর্ম্মের ছাঁচে তৈয়ারী ধারণার শ্রেষ্ঠত্ব-প্রতিপাদনে দৃঢ়সঙ্কল্প, আত্মমঙ্গলের পথে ঔদাসীন্য-প্রদর্শনকারী, জড়ভোগে প্রমত্ত বা বিরক্ত জনগণের মনোধর্ম্মোত্থ অসংখ্য প্রশ্নাবলীর সমাধান করা সময়সাপেক্ষ হইলেও কুসিদ্ধান্ত-নিরসনকল্পে শ্রীগৌড়ীয়, শ্রীনদীয়া-প্রকাশ, গৌড়ীয়মঠাচার্য্য ও তদীয় অনুকম্পিত বৈষ্ণবগণ শাস্ত্রযুক্তিমূলে বহু প্রশ্নের মীমাংসা করিয়াছেন ও করিতেছেন।

কিন্তু প্রশ্নসমূহের সুমীমাংসা বা সুসিদ্ধান্ত পুনঃ পুনঃ শ্রবণের অভিনয় করিয়াও আধুনিক সভ্য-জগতের অনেকেই বলিয়া থাকেন,—"মহাশয় শুধু হরিনাম প্রচার করিয়া বেড়াইলেই কি দেশোদ্ধার হইবে? চতুর্দ্দিকে যে জীবগণ দুঃখ-বহ্নি দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠিয়াছে—জীবকুল 'পরিত্রাহি' 'পরিত্রাহি' চীৎকার করিতেছে, তাহাদের সেই দুঃখ-নিরাকরণের জন্য বদ্ধ-পরিকর হউন্—কৃষি-শিল্প ও বাণিজ্যাদির উন্নতিবিধান করুন্—দাতব্য-চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠা করুন্—অন্নবস্ত্রহীন দরিদ্রগণকে প্রচুর অন্নবস্ত্র-বিতরণের আয়োজন করুন্—পীড়িতের শুশ্রূষা করুন্—দেশকে পরাধীনতা-শৃঙ্খল হইতে মুক্ত করিবার জন্য যত্নবান্ হউন্—দেশের রাস্তাঘাট ভাল করুন্—স্বাস্থ্য ভাল হউক, তবেই না দেশের উপকার করিতে পারিবেন? শুধু হরিকথা বলিয়া সময় নষ্ট করিলে দেশ আপনাদের দ্বারা আর কতটুকু লাভবান্ হইবে?"

বিকারী-রোগীর বিজ্ঞ ডাক্তারকে Prescription বা diet পরিবর্ত্তনের উপদেশ দেওয়ার ন্যায় তথাকথিত ভবরোগগ্রস্ত উপদেশক-ব্রুবগণের প্রলাপোক্তির অভাব এ জগতে নাই। প্রশ্নাবলীর সুমীমাংসিত সমাধান-শ্রবণে অভমনস্কতা, গণমতকে শ্রেষ্ঠ-পদবী প্রদান পূর্ব্বক শাস্ত্র বা মহাজন-মতকে দুর্ভাগ্যবশতঃ অবহেলা করার দরুণই সত্যকে অসত্য-ভ্রমে গ্রহণ করা-রূপ দুর্দ্দৈবের সমাগম।

আমাদের বন্ধুবর্গ এতাদৃশ অকল্যাণকর দুর্দ্দৈবের হস্ত হইতে মুক্তিলাভ করতঃ সুসিদ্ধান্তে প্রতিষ্ঠিত হইয়া 'উপকার' শব্দের স্বরূপ ও গূঢ় তাৎপর্য্য-গ্রহণে আত্মমঙ্গলের ও জগন্মঙ্গলের সন্ধান করিবেন—এই মহতী আশা হৃদয়ে পোষণ করিয়া আমরা অদ্য সামান্য কয়েকটী মাত্র বিষয় আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতেছি।

পরোপকার মহাধর্ম্ম। পরোপকার-সাধনে ব্রতী হওয়া জীবমাত্রেরই কর্ত্তব্য. একথা স্বয়ং ভগবান্ শ্রীমন্মহাপ্রভুও নিজমুখে বলিয়াছেন। যথা (চৈঃ চঃ)—

"ভারত-ভূমিতে হইল মনুষ্যজন্ম যা'র।
জন্ম সার্থক করি' কর পর-উপকার॥"

অনিত্য দেহ-মনের কিছু সাময়িক উপকার করিবার কথা শ্রীমন্মহাপ্রভু বলেন নাই। হরিকীর্ত্তনমুখে জীবের আত্মবৃত্তি—কৃষ্ণদাস্যকে উদ্বুদ্ধ করিয়া জগজ্জীবকে ভগবৎ-সেবায় নিযুক্ত করা-রূপ মহদুপকার, নিত্য উপকার বা পরম মঙ্গল করিবার জন্যই শ্রীমন্মহাপ্রভুর এই কৃপাদেশ। রোগের উপসর্গ-দমনে ব্যস্ত না হইয়া রোগের মূল নিরাকরণ পূর্ব্বক রোগমূলধ্বংসার্থ চিকিৎসাই বিজ্ঞ ডাক্তারগণের অভিমত। অন্যথায় রোগ-নির্ম্মুক্ত হওয়া অসম্ভব। অতএব ভবরোগগ্রস্ত জীবের দুঃখের কারণ অনুসন্ধান করাই সাধুবৈদ্য, সাধু ও শাস্ত্রের কর্ত্তব্য। তাই সেই দুঃখের মূল [illegible] নিরাকরণার্থ উপদেশ-চিকিৎসা-দ্বারা রোগ-নিরাময়ের আশায় উর্দ্ধাহুগণ্যে আজ আমাদের এই প্রবন্ধের অবতারণা।

কৃষ্ণদাস জীব যে মুহূর্ত্তে কৃষ্ণবিস্মৃত হইয়া এই চতুর্দ্দশ ভুবনাত্মক কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইবার দুর্ভাগ্য লাভ করিয়াছেন, সেই মুহূর্ত্ত হইতেই কারাধিষ্ঠাত্রী মায়াদেবী তাঁহাদিগকে সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ—এই ত্রিগুণ-দিগড়ে বদ্ধ করিয়া বন্দীকৃত করিতেছেন। জীবগণ কেবল যে বর্ত্তমান সময়েই ক্লেশভাগী হইয়াছেন, ইহার পূর্ব্বে ছিলেন না বা ইতঃপূর্ব্বে আর কখনও তাঁহাদের দুঃখ-নিবারণের যত্ন হয় নাই, তাহা নহে। কৃষ্ণবহির্ম্মুখ জীবগণ অনাদিকাল হইতেই এই মায়িক সংসার-কারাগারের নানা অভাব অসুবিধা ভোগ করিয়া আসিতেছেন, করুণাবারিধি ভগবান্ও স্বয়ং অবতীর্ণ হইয়া অথবা তাঁহার পার্ষদ-ভক্তকে পাঠাইয়া নিরন্তর তাঁহাদের সেই দুঃখ দূর করিবার ব্যবস্থা করিতেছেন। যে সকল জীব ভগবান্ ও তাঁহার ভক্তকে একমাত্র বিপদুদ্ধারণ বান্ধবজ্ঞানে তাঁহাদেরই পাদপদ্মে শরণাপত্তি স্বীকার পূর্ব্বক তাঁহাদের প্রদত্ত ব্যবস্থা অবনত-মস্তকে মানিয়া লইতেছেন, তাঁহারাই ক্লেশমুক্ত হইতেছেন। কিন্তু যাঁহারা সেই ব্যবস্থায় বিশ্বাসস্থাপন করিবার ধৈর্য্যধারণ করিতে না পারিয়া নিজেরাই দুঃখ-নিরাকরণের ভার লইতেছেন, তাঁহারা দুঃখমুক্ত হওয়া দূরে থাকুক, আরও গভীর দুঃখসাগরে নিমজ্জিত হইতেছেন। এক দুঃখ দূর করিতে গিয়া শত সহস্র দুঃখ আসিয়া তাঁহাদিগকে বিপর্য্যস্ত করিতেছে. ইহারই নাম আরোহপথ। এই সর্ব্বনাশকর পন্থানুসরণে জীবগণ অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা হইয়া প্রকৃতির গুণদ্বারা ক্রিয়মাণ সমস্ত কার্য্যকে 'আমার কার্য্য'-জ্ঞানে 'আমি কর্ত্তা' এইরূপ অভিমান করেন। ইহাতে সর্ব্বযজ্ঞের ভোক্তা ভগবানকে যে অস্বীকার করা হয়, তাহা ভাগ্যহীন তাঁহারা কিছুতেই বুঝিতে চাহিবেন না। তাই শ্রীভগবান্ বড় দুঃখের সহিত তাঁহাদিগকে বলেন—(গীতা ১৮—২০)

"অহঙ্কারং বলং দর্পং কামং ক্রোধঞ্চ
সংশ্রিতাঃ।
মামাত্মপরদেহেষু প্রদ্বিষন্তোঽভ্যসূয়কাঃ॥
তানহং দ্বিষতঃ ক্রূরান্ সংসারেষু নরাধমান্।
ক্ষিপাম্যজস্রমশুভানাসুরীষ্বেব যোনিষু॥
আসুরীং যোনিমাপন্না মূঢ়া জন্মনি জন্মনি।
মামপ্রাপ্যৈব কৌন্তেয় ততো যান্ত্যধমাং
গতিম্॥"

যাহারা শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট শাস্ত্রবিধি উল্লঙ্ঘনপূর্ব্বক অহঙ্কার, বল, দর্প, কাম ও ক্রোধের বশীভূত হইয়া পরমেশ্বরস্বরূপ আমাকে দ্বেষ করে এবং আমার ভক্তগণে দোষ আরোপ

কৃষ্ণনাম ভজ জীব আর সব মিছে। [illegible] নাহি যম আছে পিছে॥

কর্ম্মে, সেই বিদ্বেষী, ক্রূর নরাধমদিগকে আমি এই সংসার-মধ্যেই অশুভ আসুরী যোনিতে সর্ব্বদা ক্ষেপণ করি অর্থাৎ তাঁহাদের ভক্তিবিদ্বেষী আসুর ভাব ক্রমশঃ বৃদ্ধি পায়। আসুরী যোনি প্রাপ্ত হইয়া সেই মূঢ়সকল জন্মে জন্মে আমাকে লাভ করিতে অসমর্থ হইয়া তাহা হইতেও অধমগতি লাভ করে।

"সর্ব্বজীবপ্রভু শ্রীভগবান্ই জীবকুলকে রক্ষা করিতে পারেন"—এই শরণাপত্তি-মূলক বিশ্বাসরাহিত্যের নামই নাস্তিকতা বা ভগবদ্-বিদ্বেষ। এই বিদ্বেষ যাঁহার হৃদয়ে যত পুষ্টিলাভ করিতেছে, তিনি ততই ভগবৎ-কৃপা হইতে বঞ্চিত হইতেছেন। শ্রীভগবান্ গ্রন্থ ভাগবত ও ভক্ত-ভাগবত-রূপে জীবের ত্রিতাপক্লেশ নিবারণের যে-সকল উপায় নির্দ্ধারণ করিতেছেন, তাহা স্বীকার না করিয়া জীবগণ যতই স্বকপোল-কল্পনা-প্রসূত পন্থানুসরণে প্রবৃত্ত হইতেছেন, ততই মায়া আসিয়া তাঁহাদিগকে আরও পীড়া প্রদান করিতেছে। অনেকে বলিতে চাহেন,—"পূর্ব্বে লোকের এখনকার মত এত অভাব অসুবিধা ছিল না।" যদি তাহাই সত্য হয়, তাহা হইলেও আমরা বলিব,—পূর্ব্বে লোকে এত কৃষ্ণবিমুখও ছিল না। কৃষ্ণবহির্ম্মুখতা দিন দিন যত বেশী বাড়িতেছে, জীবের অসুবিধাও ততই বাড়িতেছে। সুতরাং মূল অসুবিধা কৃষ্ণ-বহির্ম্মুখতা দূর না হইলে অর্থাৎ কৃষ্ণ-পাদপদ্মে প্রপত্তি স্বীকারপূর্ব্বক কৃষ্ণ-সেবোন্মুখ না হইলে জগতের কোন অসুবিধাই দূর হইবে না। সমস্ত অসুবিধার প্রসূতি যে দৈবী গুণময়ী মহামায়া তাঁহার আনুগত্যে জীবগণ কখনই অসুবিধার হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইবেন না।

বেদ, উপনিষৎ, ভাগবত 'পুরাণ' ইতিহাসাদি শাস্ত্রে শ্রীভগবান্ যে ব্যবস্থা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, যে ব্যবস্থা নারদ ঋষি বীণাযন্ত্রে উচ্চৈঃস্বরে গান করিয়া বলিতেছেন,—

"হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা ॥"

—যাঁহার ব্যাখ্যা কলিযুগপাবনাবতারী ভক্ত-বৎসল ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দর আরও উচ্চৈঃস্বরে কীর্ত্তন করিয়া জগজ্জীবকে জাগাইয়া বলিলেন,—

'কলিকালে নামরূপে কৃষ্ণ অবতার।
নাম হইতে হয় সর্ব্বজগৎ নিস্তার ॥
দার্ঢ্য লাগি' 'হরের্নাম' উক্তি তিন বার।
জড়লোক বুঝাইতে পুনঃ 'এব' কার ॥
'কেবল' শব্দে পুনরপি নিশ্চয় করণ।
জ্ঞান-যোগ তপ আদি কর্ম্ম নিবারণ ॥
অন্যথা যে মানে তার নাহিক নিস্তার।
নাহি, নাহি, নাহি,—তিন উক্ত 'এব'-কার ॥'

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীগৌড়ীয়মঠ
কলিকাতা
১৭।১।৩৪

গৌড়ীয়মঠে শ্রীব্যাসপূজা-মহোৎসবের তারিখ পরিবর্ত্তন

গত ২৪শ সংখ্যা গৌড়ীয়ে আগামী ২১শে মাঘ (১৩৪০) ৪ঠা ফেব্রুয়ারী (১৯৩৪) রবিবার কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠে শ্রীব্যাসপূজা উপলক্ষে অভিনন্দন পাঠ কীর্ত্তন ও বক্তৃতাদিমুখে যে মহোৎসব অনুষ্ঠিত হইবার সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছিল, কএকটী অনিবার্য্য কারণ-বশতঃ ঐ দিবস কোন বিশেষ অনুষ্ঠান হইবে না বলিয়া স্থির হইয়াছে। মহোৎসবের নির্দ্দিষ্ট দিবস ধার্য্য হইলে পরে বিজ্ঞাপিত হইবে। আমাদের সতীর্থ ও সত্যানুরাগী বান্ধবগণ ইত্যবসরে শ্রীব্যাসপূজার উপায়ন-সংগ্রহে অধিক সময় লাভ করিতে পারিবেন।

শ্রীকুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ
সেক্রেটারী

ভূকম্পে শিক্ষা

[শ্রীযুক্ত মধুসূদন চট্টোপাধ্যায় মহাশয় আমাদের নিকট 'ভূমিকম্পের শিক্ষা'-শীর্ষক একটী প্রবন্ধ পাঠাইয়াছেন, এই প্রবন্ধের কতকটা অংশের বিবরণ তিনি শ্রীল প্রভুপাদের নিকট যে পত্র পাঠাইয়াছেন তাহাতে আছে বলিয়া এবং তাহা গত শুক্রবারের নদীয়া-প্রকাশে প্রকাশিত হইয়াছে বলিয়া আমরা সেই অংশ বাদ দিয়া নিম্নে অপর অংশ প্রকাশ করিতেছি]

সংবাদ পত্রে দেখিতেছি প্রায় ১০,০০০ লোক এক মুঙ্গের সহরেই মারা পড়িয়াছে। যাঁহারা বাচিয়া আছেন তাঁহারাও গৃহহীন, অন্নহীন, বস্ত্রহীন হইয়া মুক্ত আকাশতলে মাঘমাসের দারুণ শীতে অসহায় অবস্থায় বাস করিতেছেন। অনেক সেবা-সমিতি তাঁহাদের দুর্দ্দশা দূর করিবার জন্য তথায় পৌঁছিয়াছেন ও যথাসাধ্য লোকের সেবা করিতেছেন।

নিসর্গের এই বেতাল-তাণ্ডব দেখিয়া আমার মনে এই প্রশ্নের উদয় হইতেছে যে, এইরূপ ভূমিকম্পের দ্বারা যে বহু জনপদ বিধ্বস্ত হইল এবং সহস্র সহস্র নরনারীর প্রাণ নষ্ট হইল ইহার কারণ কি? পরমেশ্বর যদি সত্য সত্যই পরম-কারুণিক হন তবে এই ভূমিকম্পের মধ্যে আমরা তাঁহার কি দয়া দেখিতে পাইতেছি। এই ঘটনার পর মুঙ্গেরে থাকাকালে অনেক লোককে বলিতে শুনিয়াছিলাম "এসব সয়তানের কাজ" আমি উত্তরে বলিলাম "হাঁ, সয়তানেরই কাজ বটে তবে সে সয়তান কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইবার আমরাই কারণ; আমাদের সয়তানী বুদ্ধির ফল-স্বরূপ কর্ম্মফল-বিধাতা শ্রীভগবান্ আমাদিগকে এই প্রকার আধিদৈবিকাদি ত্রিতাপ-রূপ সয়তানের হস্তে প্রদান করেন। "স্বকর্ম্মফলভুক্ পুমান্"—জীব তাহার নিজকৃত কর্ম্মের ফল-ভোগ করিতে বাধ্য। গীতায় শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন—

"পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্ ॥
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥

ভগবান্ দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন করেন। যাঁহারা নিজকর্ম্মফলে মৃত্যু লাভ করিলেন, তাঁহারা ত চলিয়া গেলেন কিন্তু আমার মত যাঁহারা বাঁচিয়া রহিলেন তাঁহাদিগের জ্ঞান-চক্ষু যাহাতে উন্মীলিত হয় তজ্জন্য শ্রীভগবান্ আমাদিগকে ভূমিকম্পের দ্বারা এই শিক্ষা দিতেছেন "দেখ, জগতের বস্তুসমূহ এইরূপ নশ্বর। মৃত্যু কোন্ সময় তোমাকে আক্রমণ করিবে তাহার কিছুই স্থিরতা নাই। অতএব অনিত্য বিষয়ে মত্ত হইয়া আর কতকাল তুমি আমাকে ভুলিয়া কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠা-লোলুপ হইয়া এই বিদেশে—মায়ার রাজত্বে বাস করিয়া ত্রিতাপে জর্জ্জরিত হইবে। এখন হইতেই তুমি আমার শরণাপন্ন হও, অচিরেই আমার নিত্যধামে আসিয়া নিত্যানন্দের অধিকারী হইতে পারিবে।

আব্রহ্মভুবনাল্লোকাঃ পুনরাবর্ত্তিনোঽর্জ্জুন।
মামুপেত্য তু কৌন্তেয় পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে ॥

(গীতা ৮।১৬)

বৃহত্তম ব্রহ্মা হইতে আরম্ভ করিয়া ক্ষুদ্রতম কীটপতঙ্গ পর্য্যন্ত সকলেই জন্ম-মৃত্যুর অধীন কিন্তু যাহারা আমার (ভগবানের) নিকট আসিয়া পৌঁছিতে পারিয়াছে, তাহারা জন্মমৃত্যুর অধীন নহে।" অতএব আমার ন্যায় ত্রিতাপদগ্ধ যাঁহারা আছেন, আসুন আমরা শ্রীভগবানের এই আদেশ পালন করিতে যত্নবান্ হইয়া "তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ" বেদের এই বাণী পালন করিয়া সদ্‌গুরু-পাদপদ্মাশ্রয়ে ভগবদ্ভজনে কালবিলম্ব না করিয়া প্রবৃত্ত হই।

নাম

(শ্রীমদনগোপাল ব্রহ্মচারী)

(৪)

অবিচ্ছিন্ন তৈল- ধারার মতন
ব্রহ্মচিন্তা-পরায়ণ।
প্রারব্ধ-কর্ম্মের ভোগেতেই বদ্ধ
লভে না কৃষ্ণচরণ ॥
ওহে হরিনাম তব স্ফূর্ত্তি মাত্রে
জ্ঞান-কর্ম্মাদি বাসনা।
থাকে না থাকে না যমের যন্ত্রণা
লভে নিত্যানন্দ ঘন ॥

(৫)

কমলনয়ন যশোদানন্দন
গোপীকা-বল্লভ শ্যাম।
শ্রীনন্দ-নন্দন বৃন্দাবনচন্দ্র
শ্রীরাধারমণ নাম ॥
এই মত নাম অসংখ্য তোমার
আবির্ভূত জীব লাগি'।
তোমার চরণে রতিবুদ্ধি জন্যে
প্রার্থনা করি যে আমি ॥

(৬)

হে নাম তোমার বাচ্য ও বাচক
অভিন্ন দুই স্বরূপ।
কিন্তু শাস্ত্র বলে বাচক-স্বরূপ
অতি কৃপাময় রূপ ॥
বাচ্য-স্বরূপের অপরাধ যত
নাম-বলে খণ্ডে তত।
অপরাধশূন্য হ'য়ে জীবগণ
লভে কৃষ্ণ সেবামৃত ॥

(৭)

হে নাম তোমার আশ্রিত জনের
নাম অপরাধ যত।
তোমার কৃপায় সব খণ্ডি' যায়
থাকে নামানন্দে রত ॥
পরম সুন্দর চিদ্ঘনরূপ
তোমারি চিন্ময় কায়।
গোকুলবাসীর (তুমি) আনন্দ-স্বরূপ
নমি আমি তব পায় ॥

(৮)

নারদ মুনির বীণার ঝঙ্কার
মাধুর্য্য-রসের খনি।
তুমি ত' বীণায় নাচ অনুক্ষণ
'কৃষ্ণ' 'কৃষ্ণ' উঠে ধ্বনি ॥
হে নাম কবে বা আমার জিহ্বায়
নর্ত্তন করিবে তুমি।
দেহসুখ ভুলি' কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি
করিব ক্রন্দন আমি ॥

শুদ্ধভক্তি গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। ভাষ্যসহ বিরাট শ্রীচৈতন্যভাগবত ৫৲
২। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র ৪০৲
প্রথম চতুর্থ দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২৮৲
একাদশ স্কন্ধ ৮-১২ প্রতিখণ্ড ।৶০
৩। ভাষ্যদ্বয়সহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত
(৪র্থ সংস্করণ) ৬৲
৪। শ্রীভক্তিবিবেককুসুমাঞ্জলি (বাঁধা) ১৲
৫। গৌড়ীয়-গৌরব ।৶০
৬। গৌড়ীয়-সাহিত্য ।৶০
৭। ভজনরহস্য ৷৹
৮। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও
শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৯। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ)
ঐ (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
১০। গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি টীকাসহ)
ঐ (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
১১। গীতার কেবল মাধ্ব-ভাষ্য ।০
১২। বৃত্তিমল্লিকা গুণগৌরব্তঃ সানুবাদ
(মাধ্ব) ২৲
১৩। বেদান্ততত্ত্বসার সানুবাদ
(রামানুজীয়) ৷০
১৪। বৈষ্ণবধর্ম্ম ২৲
১৫। শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৬। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১৭। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ৷৶০
ঐ (বাঁধা) ৸০
১৮ দ্বীপ-দিগ দর্শন ৵০
১৯। সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ) ।৶০
২০। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ৷০
ঐ (আবাঁধা) ।৶০
২১ নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
২২। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৵০
২৩। গীতমালা ⁄১০
২৪। নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য ৶০
২৫। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶০
২৬ নবদ্বীপ পঞ্জিকা (৪৪৭ গৌরাব্দ) ৵০
২৭। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ০
২৮। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা-দর্পণ ।০
২৯। শরণাগতি ⁄০
৩০। গীতাবলী ⁄০
৩১। চিত্রে নবদ্বীপ ৷০
৩২। সাধনকণ ⁄০
৩৩। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ⁄০
৩৪। নবদ্বীপশতক ⁄০
৩৫। অণপঞ্চক ⁄০
৩৬। সদাচারস্মৃতিঃ ⁄০
৩৭। কল্যাণকল্পতরু (৫ম সংস্করণ) ⁄১০
৩৮। অর্চনকণ ⁄১০
৩৯। সাধককণ্ঠমালা (বাঁধা) ।০
ঐ (আবাঁধা) ।⁄০
৪০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি
(প্রথম চারিখণ্ড) ৩.
৪১। ব্রহ্মসংহিতা ।০
৪২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৪৩। মণিমঞ্জরী সানুবাদ ।০
৪৪। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৪৫। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ।০
৪৬। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৪৭। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
৪৮। গৌড়ীয়মঠ কি করেন? ⁄০
৪৯। ঈশোপনিষৎ (বলদেব ও মাধ্ব-ভাষ্য এবং বিবৃতি ও অনুবাদসহ) ।০
৫০। শ্রীভুবনেশ্বর ৵০
৫১। সিদ্ধান্তদর্পণ ৶০
৫২। সাংখ্যবাণী ⁄০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৫৩। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী-দিগ্বিজয়ঃ ।০
৫৪। সটীক-শিক্ষাদশমূলম্ ।০
৫৫। তত্ত্ব-সূত্রম্ ।০
৫৬। সানুবাদ-শিক্ষাষ্টকম ৶০
৫৭। গৌড়ীয়মঠস্য পরিচয়ঃ ⁄০
৫৮। সারাংশবর্ণনম্ ৵০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৫৯। রায় রামানন্দ ৷০
৬০। নামভজন ।০
৬১। রিলেটীভ ওয়ার্ল্ড স ।৶০
৬২। লাইফ এ্যাণ্ড প্রিসেপ্টস অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।০
৬৩। বৈষ্ণবীজম্ ।০
৬৪। হোয়াট গৌড়ীয়মঠ ইজ ডুইং ⁄০
৬৫। দি ভাগবত ।০
৬৬। থিয়োটিক প্রিন্সিপল এ্যাণ্ড আনেলয়েড ডিভোসন ।০
৬৭। ব্রহ্ম-সংহিতা ২৷০
৬৮। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (ভলুম ওয়ান) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৬৯। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ৷০
৭০। সাধন পথ ।০
৭১। কল্যাণ-কল্পতরু ⁄১০
৭২। গীতাবলী ⁄০
৭৩। শরণাগতি ⁄০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৭৪। শরণাগতি

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

নদীয়া-প্রকাশ প্রাপ্তির স্থান

১। শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম-মায়াপুর, নদীয়া
২। শ্রীযোগপীঠ ঐ
৩। শ্রীবাস অঙ্গন ঐ
৪। অদ্বৈত-ভবন ঐ
৫। কাজীর সমাধি পাট ঐ
৬। স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ, নদীয়া।
৭। শ্রীভাগবত আসন কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
৮। শ্রী একায়ন মঠ গোবিন্দপুর, হাঁসখালী।
৯। দ্বাদশগোপাল পাট—পোঃ চাকদহ,
১০। শ্রীগৌর গদাধরমঠ—চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড়, বর্দ্ধমান
১১। শ্রীমোদদ্রুমছত্র মাউগাছি, বর্দ্ধমান
১২। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম, আমলাযোড়া, পোঃ রাকবাধ বর্দ্ধমান
১৩। শ্রীগৌড়ীয়মঠ বাগবাজার, কলিকাতা
১৪। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাজু, হাওড়া,
১৫। শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয়মঠ, ৯০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা
১৬। শ্রীগোপালজী মঠ কমলাপুর, ঢাকা।
১৭। শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ পোঃ বালিয়াটী,
১৮। শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয়মঠ ময়মনসিংহ।
১৯। শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ চিরুলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর
২০। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম গোয়ালপাড়া, আসাম
২১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ রায়াপেট্টা, মাদ্রাজ।
২২। শ্রীরামানন্দগৌড়ীয় মঠ কব্বুর, জিঃ পশ্চিম গোদাবরী
২৩। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ উড়িয়াবাজার, কটক।
২৪। শ্রীত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয় মঠ ভুবনেশ্বর।
২৫। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ স্বর্গদ্বার, পুরী।
২৬। শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ আলালনাথ পোঃ ব্রহ্মগিরি, পুরী।
২৭। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ ভুমুবকুণ্ডা, পোঃ চিরকুণ্ডা, মানভূম।
২৮। শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ—৪২ নং ফরিদপুরা, আনন্দভবন, বারাণসী
২৯। শ্রীরূপগৌড়ীয় মঠ—এলাহাবাদ।
৩০। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ পুরাণবাজার, সরকার ঠাকুরের কুঞ্জ, বৃন্দাবন
৩১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, নিউদিল্লী
৩২। শ্রীপরমহংসমঠ—নৈমিষারণ্য,
৩৩। শ্রীসারস্বত গৌড়ীয় মঠ—হরিদ্বার।
৩৪। শ্রীব্যাসগৌড়ীয়মঠ—কুরুক্ষেত্র, পঞ্জাব
৩৫। শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাবুলনাথ রোড, পোঃ গ্রান্ট রোড, বোম্বে।
৩৬। লণ্ডন গৌড়ীয়মঠ, ৩নং গ্লষ্টার হাউস কর্ণওয়াল গার্ডেন্স, (S. W. 7) লণ্ডন।
৩৭। অমর্ষি গৌড়ীয়মঠ—মেদিনীপুর
৩৮। সরভোগ গৌড়ীয় মঠ—সরভোগ, কামরূপ, আসাম
৩৯। শ্রীগৌড়ীয় মঠ—১০০ নং মিঠাপুর পাটনা।

শুদ্ধভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী মাসিক। শ্রীধাম-মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৷০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দি ভাষার একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি হৃদয় বন মহারাজ সম্পাদিত ও নৈমিষারণ্য শ্রীপরমহংস মঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ১৷০ দেড় টাকা মাত্র।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ দেড় টাকা মাত্র।

৫। কীর্ত্তন—মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ নিত্যানন্দ সেবাতীর্থ বি-এজি, বি-টি, সম্পাদিত। আসাম গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম হইতে প্রকাশিত আসামী ভাষার পাক্ষিক। ভিক্ষা সডাক ১৷০ দেড় টাকা মাত্র

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ প্রণীত সমগ্র গ্রন্থ

গ্রন্থের মূল বোল্ড অক্ষরে এবং তন্নিম্নে বর্ত্তমান যুগে শুদ্ধভক্তিপ্রচারের মূল মহাপুরুষ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অমৃতপ্রবাহভাষ্য ও প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের অনুভাষ্য সন্নিবেশিত হইয়াছে। অতি সুন্দর ছাপা। ডবল ক্রাউন আটপেজি আকারে ১০৯৬ পৃষ্ঠায় কেবল মূল ও ভাষ্য সম্পূর্ণ হইয়াছে। তদ্ব্যতীত ২১৮ পৃষ্ঠায় কেবল শ্লোক সূচী, গ্রন্থসূচী, স্থানসূচী, পাত্রসূচী, বিষয়-সূচী, শব্দসূচী প্রভৃতি বিস্তৃত সূচী-পত্র। সভাষ্য শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের এরূপ উৎকৃষ্ট ও অমূল্য বিরাট সংস্করণ জগতের কোথায়ও আর পূর্ব্বে প্রকাশিত হয় নাই, ইহা নিরপেক্ষ পাঠক মাত্রেই একবাক্যে স্বীকার করিয়া থাকেন। সর্ব্বসাধারণের সুবিধার জন্য ভিক্ষা ১২৲ বারটাকা স্থলে—৬৲ ছয়টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

রেলওয়ে সময়

ই, বি, আর দিয়া শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইবার ট্রেণ তালিকা

কলিকাতা	ছাঃ	০—৬,	৭—১৬,	১৪—১৪	১৬—৫৩,	২২—২৬
রাণাঘাট	ছাঃ	৫—৫০,	৯—৪৬,	১৬—৪৮,	১৮—৩৯,	০—৩২
কৃষ্ণনগরসিটি	পৌঃ	৬—২৮,	১০—২১	১৭—২৮	১৯—১৫	১—১৪
গাড়ী বদল	ছাঃ	৬—৪৫,	১০—৪৪,	১৩—২২,	১৭—৩৮,	২০—১৬
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৭—২৪,	১১—২১,	১৪—০,	১৮—১,	২০—৪৭
নবদ্বীপঘাট	পৌঃ	৭—৩৩,	১১—৩০,	১৪—৯,	১৮—১৯,	২০—৫৫

— মহেশগঞ্জ ষ্টেশন হইতেও শ্রীধাম-মায়াপুরে যাওয়া যায়।

ই, বি, আর, দিয়া শ্রীধাম-মায়াপুর যাইবার ট্রেণ-তালিকা

হাওড়া	ছাঃ	৬—৪৬	১২—৪৬	১৭—৪৬	১৮—৩৬
ব্যাণ্ডেল	ছাঃ	৮—২৩	১৪—১১	১৮—৪৭	১৯—৪৩
নবদ্বীপ	পৌঃ	১০—২২	১৬—১৪	২০—৪৬	২১—৩৭

সত্বর নবদ্বীপ হইতে গঙ্গা পার হইয়া পূর্ব্বপারে প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইতে হইবে।

কৃষ্ণনগর নবদ্বীপঘাট রেলওয়ে সময়

কৃষ্ণনগর হইতে নবদ্বীপঘাট

কৃষ্ণনগর সিটি—	৬-৪৫	-৩৪	১৩-২২	১৭-৩৮	২০-১৬
কৃষ্ণনগর রোড—	৬-৫৬	১০-৫৫	১৩-৩৩	১৭-৪৭	২০-২৫
আমঘাটা—	৭-১৫	১১-১৩	১৩-৫১	১৮-৭	২০-৪১
মহেশগঞ্জ—	৭-১৪	১১-২১	১৪-০	১৮-৯	২০-৪৭
নবদ্বীপঘাট—	৭-৩৩	১১-২৯	১৪-৯	১৮-১৬	২০-৫৫

বিশেষ দ্রষ্টব্য—নবদ্বীপঘাট ষ্টেশন অপেক্ষা মহেশগঞ্জ ষ্টেশন হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরের দূরত্ব অনেক কম। শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে যাত্রীদিগকে রাণাঘাটে ট্রেণ বদল করিতে হয়, তাঁহারা রাণাঘাটে প্রাতঃ ৫-৫০ ৮-১৪, ৯-৪৬ ১৬-৪৮, ১৮-৩৯ এবং ০-৩২ মিনিটের সময় গাড়ী পাইবেন।

শান্তিপুর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে শান্তিপুর ষ্টেশনে ৫-৪০, ৯-২৯, ১১-৫৫, ১৬-[illegible] এবং ১৮-৪১ মিনিটের সময় ট্রেণ পাওয়া যায়।

নবদ্বীপঘাট হইতে কৃষ্ণনগর

নবদ্বীপ ঘাট—	৫-৩৫	৯-২৫	১২-১০	১৫-৩৪	১৮-৪৫
মহেশগঞ্জ—	৫-৪৩	৯-৩০	১২-১৯	১৫-৪৩	১৮-৫৩
আমঘাটা—	৫-৪৯	৯-৩৯	১২-২৬	১৫-৪৮	১৯-৫
কৃষ্ণনগর রোড—	৬-৫	৯-৫৫	১২-৪৩	১৬-৪	১৯-২৪
কৃষ্ণনগর সিটি—	৬-১৩	১০-৩	১২-৫১	১৬-১৭	১৯-৩৫

কালেক্টর সাহেবের পত্র

কালেক্টর সাহেবের কুঠি,
কৃষ্ণনগর,
২৩শে জানুয়ারী, ১৯৩৪।

মহাশয়,

সম্প্রতি প্রচণ্ড ভূমিকম্পে আমাদের দেশবাসীর যেরূপ ক্ষতি হইয়াছে সে সংবাদ সকলে অবগত আছেন। দুঃস্থ ব্যক্তিগণের সাহায্যার্থে মহামান্য বড়লাট সাহেব আপনাদের নিকট যে আবেদন করিয়াছেন তাহার অনুবাদ নিম্নে প্রদত্ত হইল। ঐ আবেদন যতদূর সম্ভব সর্বসাধারণের নিকট প্রচার করিবেন।

এই মহদুদ্দেশ্যে যিনি যেরূপ সাহায্য করিবেন তাহাই সাদরে গৃহীত হইবে। যদি সাহায্যের পরিমাণ অল্প বিধায় কেহ উহা নয়া দিল্লীতে পাঠাইতে কুণ্ঠিত হন তাহা হইলে তিনি উহা নিঃসঙ্কোচে আমার নিকট পাঠাইতে পারেন।

এইচ. বোস্
ম্যাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর নদীয়া।
২৩, ১, ৩৪.

মহামান্য বড়লাট বাহাদুরের টেলিগ্রামের সংক্ষিপ্ত অনুবাদ।

—:•:

"গত সোমবার ১৫ই জানুয়ারী অপরাহ্ণে প্রচণ্ড ভূ-কম্পনের ফলে মুহূর্ত্ত-মধ্যে বহুসংখ্যক দেশবাসীর উপর বিশেষতঃ বিহার ও উড়িষ্যা প্রদেশে সম্প্র যে ভীষণ বিপৎপাত হইয়াছে তাহার প্রকৃত বিবরণ অদ্যাবধি পাওয়া যায় নাই। ইহা বলিলে অবশ্য অত্যুক্তি হয় না যে, উহাতে আতঙ্কজনক প্রাণহানি, অসংখ্য গৃহ ভূমিসাৎ এবং বিস্তীর্ণ ভূ-খণ্ডের বহু সম্পত্তি ও দ্রব্য বিধ্বস্ত ও লুপ্তপ্রায় হইয়াছে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, এই ভীষণ দুর্দ্দিনে এতদ্দেশীয় সকল শ্রেণীর অধিবাসিবৃন্দের সহানুভূতির ধারা দুঃস্থ ও বিপন্ন জনগণের প্রতি বর্ষিত হইবে ও তাহাদের দুঃখ বিমোচনের সকল প্রচেষ্টা সর্বসাধারণে সত্বর গ্রহণ করিবেন। এতদুদ্দেশ্যে আমি "ভাইসরয়ের ভূমিকম্প ভাণ্ডার" নামে একটী অর্থ-ভাণ্ডার প্রতিষ্ঠিত করিতে মনস্থ করিয়াছি। সমস্ত সাহায্য ভাইসরয়ের প্রাইভেট সেক্রেটারীর নিকট (ভাইসরয়েস প্রাসাদ—নয়া দিল্লী) বরাবর প্রেরিত হইবে ও প্রত্যেক সাহায্য "উইলিংডন" স্বাক্ষরিত হইয়া স্বীকৃত হইবে।"

জার্ম্মাণী বিরুদ্ধে নালিশ

জেনেভা হইতে প্রকাশ, শীঘ্রই বিশ্বরাষ্ট্র সঙ্ঘ মঞ্চুরিয়ার ব্যাপার অপেক্ষাও গুরুতর বিবাদ দেখা দিবে। অষ্ট্রীয়া জার্ম্মাণীর বিরুদ্ধে রাষ্ট্রসঙ্ঘের দশম কিম্বা পঞ্চদশ ধারা অনুসারে সীমানা ও বৈদেশিক আক্রমণ সম্পর্কে এক আবেদন করিবেন।

অষ্ট্রীয়া জার্ম্মাণীর নিকট যে লিপিটি প্রেরণ করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহারা এই দাবী জানাইয়াছেন যে, জার্ম্মাণী হইতে অষ্ট্রীয়া সীমান্ত অতিক্রম করিয়া যে সমস্ত অস্ত্র শস্ত্র গোলা-বারুদ এবং অর্থ আসিতেছে ও প্রচারকার্য্য চলিতেছে তাহা বন্ধ করিতে হইবে। যদি এই বিষয়ে সন্তোষজনক উত্তর না পাওয়া যায়, তাহা হইলে অষ্ট্রীয়া বিশ্বরাষ্ট্রসঙ্ঘে আবেদন করিবে। সম্প্রতি অষ্ট্রীয়ার মন্ত্রী, মিঃ পল বঙ্কুরের সঙ্গে এই বিষয়ে আলোচনা করিয়াছেন।

ফরাসী জাহাজে অগ্নিকাণ্ডের জের

প্যারিস হইতে প্রকাশ, সীন কমার্শিয়াল কোর্ট আটলান্টিক নামক জাহাজের অগ্নিকাণ্ড বিষয়ে এই রায় দিয়াছেন যে জাহাজটির অপূরণীয় ক্ষতি হইয়াছে সুতরাং বীমা কোম্পানীকে ১৭ কোটী ফ্রাঙ্ক এবং খরচ বহন করিবার জন্য আদেশ দেওয়া হইয়াছে।

এই বীমার টাকার অর্দ্ধেকের বেশী পরিশোধের ভার পড়িয়াছে জন্তাবের বাজারে উপর।

গত বৎসর ৪ঠা জানুয়ারী তারিখে চ্যানেলে উক্ত জাহাজের এই অগ্নিকাণ্ড ঘটিয়াছিল।

তারের ঠিকানা— 'শ্রীধাম' নবদ্বীপ
ডাকের ঠিকানা—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

দৈনিক

REG. C1544

নদীয়া-প্রকাশ

THE
NADIA-PRAKASH

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩৷০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র।

[illegible]র হার
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸০
মাসিক ১৲
নগদ বর্ত্তমান
সংখ্যা ৫

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচার - নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৮ম খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বেদান্তবাচস্পতি [২৮০শ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যাব্দ শ্রীধাম মায়াপুর— ১৯শে মাঘ শুক্রবার ১৩৪০, ২রা ফেব্রুয়ারী ১৯৩৪

মেয়রের সাহায্য তহবিল

সোমবার (২৯শে জানুয়ারী) পর্য্যন্ত মেয়রের ভূমিকম্প সাহায্য তহবিলে মোট ২ লক্ষ ২১ হাজার ৬ শত ৮ টাকা চারি আনা ৬ পাই সংগৃহীত হইয়াছে। সোমবারের সংগৃহীত অর্থের মধ্যে ইম্পীরিয়াল ব্যাঙ্কে ৭ হাজার ৪৫৯ টাকা ৪ আনা ৭ পাই এবং অবশিষ্ট মেয়রের কক্ষে সংগৃহীত হয়। সোমবারে সংগৃহীত মোট অর্থের পরিমাণ ৩৬ হাজার ১৫৮ টাকা ১১ আনা ৭ পাই।

সোমবারে মেয়রের সাহায্য সমিতির এক সভায় বেহারের কেন্দ্রীয় সাহায্য সমিতির সভাপতি শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রপ্রসাদের হস্তে ১০ হাজার টাকা প্রদানের সিদ্ধান্ত হইয়াছে।

পাতিয়ালার মহারাজ কুমার

লাহোর হইতে প্রকাশ, 'আকালী' পত্রিকা জানাইতেছে যে, পাতিয়ালার মহারাজকুমার ভূপিন্দর সিং হঠাৎ পাতিয়ালা রাজ্য ত্যাগ করিয়া দেরা দুনে উপস্থিত হন। তাঁহাকে তথা হইতে বুঝাইয়া সুঝাইয়া ফিরাইয়া আনিবার জন্য প্রধান মন্ত্রী ও সিকার যান। কিন্তু মহারাজকুমার ফিরিয়া যাইতে নাকি অস্বীকার করেন। হঠাৎ এইরূপ অবস্থা দাঁড়াইবার কারণ অজ্ঞাত। তবে প্রকাশ, সিংহাসনে তাঁহার দাবীর পরিবর্ত্তে তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতার দাবী মঞ্জুর হওয়ার আশঙ্কাই নাকি ইহার কারণ।

[illegible] কারাদণ্ড

[illegible] হইতে প্রকাশ, মুখী রেটের [illegible]

প্রধান মন্ত্রীর পুত্র পণ্ডিত নিত্যানন্দ নাগর ও বিকানীর শ্রীযুক্ত [illegible]দাসজীকে স্বাধীনতা দিবস সম্পর্কে শুক্রবার গ্রেপ্তার করা হইয়াছিল। সম্প্রতি ফৌজদারী সংশোধিত আইনের ১৭ (ক) ধারা অনুসারে তাঁহাদিগের বিচার হইয়া গিয়াছে। বিচারে তাহাদিগের প্রত্যেকের প্রতি ৬মাস সশ্রম কারাদণ্ডের ব্যবস্থা হইয়াছে।

খেয়া তরী বিপর্য্যস্ত

নারায়ণগঞ্জ হইতে প্রকাশ, মিউনিসিপ্যালিটীর একখানি খেয়া ষ্টীমার বিপর্য্যস্ত হওয়ায় অনেকে ডুবিয়া গিয়াছে। ষ্টীমারখানি বড় ছোট খাটো ছিল না। উহার উপর তিনশত পঞ্চাশ জন লোক ছিল। সাড়ে তিনশত লোকের মধ্যে মাত্র ত্রিশ জন উদ্ধার পাইয়াছে।

এলেনবীকে হত্যার চেষ্টা

লণ্ডন হইতে প্রকাশ, লর্ড এলেনবীকে হত্যা করিবার ষড়যন্ত্র হইয়াছিল। ষড়যন্ত্র ধরা পড়িয়াছে। লর্ড এলেনবীর জনকাকদিগের পুত্র ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে যাওয়া হয় নাই। তিনি সুমাত্রা হইতেই ইংলণ্ডে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন।

চীনে ভীষণ বন্যা

সাংহাই হইতে প্রকাশ, চীনের লক্ষ লক্ষাধিক লোকের মৃত্যু হইয়াছে। শীতের প্রাবল্যে মৃত্যুর সংখ্যা ক্রমশই বৃদ্ধি পাইতেছে।

দুর্বৃত্ত লোককে আশ্রয়দান মামলায় আসামী

চট্টগ্রাম হইতে প্রকাশ, দুর্বৃত্ত লোককে [illegible] মামলার [illegible] আসামী

সুশীল দাশগুপ্তকে আশ্রয় দেওয়ার অভিযোগে বহুমা দাতব্য চিকিৎসালয়ের ডাঃ রমণী দাস এবং তাঁহার কর্ম্মচারী অপর্ণা দে গ্রেপ্তার হন, পাঠকবর্গ তাহা অবগত আছেন। উভয় আসামীই দোষী সাব্যস্ত ও দণ্ডিত হন।

দণ্ডিত ব্যক্তিদ্বয় চট্টগ্রামের জিলা জজের আদালতে আপীল করায় প্রত্যেক আসামী ২ হাজার টাকা জামিনে মুক্তিলাভ করিয়াছেন।

গগন হইতে অগ্নিপিণ্ড

বালিয়া হইতে প্রকাশ, ১৫ই জানুয়ারীর পরও চৌবার এখানে ভূমিকম্প হইয়া গিয়াছে। সরকারী ও বেসরকারী গৃহগুলির ক্ষতি বৃদ্ধি পাইয়াছে। জনসাধারণ এত ভয় পাইয়াছে যে, রাত্রিতে কেহ গৃহে থাকে না, বাহিরে তাঁবু খাটাইয়া অবস্থান করে।

বালিয়া জেলার শোনওয়ালি গ্রাম হইতে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে, গত ২১শে জানুয়ারী বেলা প্রায় ১০টার সময় একটি অগ্নিপিণ্ড আকাশ হইতে নীচে পতিত হয়। ইহার ফলে দুইটি গৃহ পুড়িয়া গিয়াছে।

সেবা পরগণার কতিপয় পল্লীতে শস্যক্ষেত্র বালি ও কাদায় পূর্ণ হইয়া গিয়াছে। সোনবর্ষ গ্রামে এক মাইল দীর্ঘ একটী ফাটল দেখা গিয়াছে, এই ফাটল হইতে গরম জল ও বালি নির্গত হইয়া—উভয় পার্শ্বের প্রায় সমস্ত বিঘা জমি নষ্ট করে। এই পরগণার নানাস্থানে কর্দ্দমাক্ত জলের ফোয়ারা ছুটিতে দেখা যায়। জেলা বোর্ডের চেয়ারম্যান অনুমান করেন যে ক্ষতির পরিমাণ প্রায় লক্ষ টাকা।

মালগাড়ী ও ইঞ্জিনে সংঘর্ষ

লাহোর হইতে প্রকাশ, সাহারাণপুর হইতে যে সমস্ত আপ ট্রেণ আসিতেছে তাহারা সমস্তই কয়েক ঘণ্টা বিলম্ব করিতেছে।

অনুসন্ধানে জানা গিয়াছে সাহারাণপুরের শেডে একটা ইঞ্জিন প্রস্তুত ছিল। ইঞ্জিন ড্রাইভারের ১৩ বৎসর বয়সের এক পুত্র সেই ইঞ্জিনটা হঠাৎ ছাড়িয়া দিয়া নিজে সেই ইঞ্জিন হইতে লাফাইয়া পড়ে। সাইডিংএ অনেকগুলি মালগাড়ী ছিল। ইঞ্জিনটার সহিত সেইগুলির সংঘর্ষ হয়। তারপর ইহা মেন লাইনের উপর কাৎ হইয়া পড়িয়া যায়। ইহাতে কোন জীবননাশ হয় নাই বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে।

প্রকাশ, বালকটি ইঞ্জিন চালাইতে শিখিবার জন্য তাহার পিতার সহিত প্রায়ই ঘুরিয়া বেড়াইত। সেদিন তাহার পিতার অনুপস্থিতিতে সে ইঞ্জিন খুলিয়া দেওয়ায় এই ব্যাপার সংঘটিত হইয়াছে।

১০ বৎসরের সশ্রম কারাদণ্ড

কানপুর হইতে প্রকাশ, অতিরিক্ত দায়রা জজ মিঃ ইফতেকার হোসেন ঠাকুর শঙ্কর সিংকে ১০ বৎসরের সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন। গত ২০শে মে ঠাকুরের নিকট বিপজ্জনক বোমা পাওয়া যায়।

মেকসিকোয় ভূমিকম্প

মেকসিকো সিটী হইতে প্রকাশ, দক্ষিণ এবং মধ্য মেক্সিকোয় ভীষণ ভূমিকম্প হইয়া গিয়াছে। ভূমিকম্পের তাড়নায় অনেক আহত হইয়াছে। ক্ষতি লোকসানও বড় কম হয় নাই। আকাপুল্কোতে অনেক গুলি বড় বড় অট্টালিকা ভূমিসাৎ হইয়াছে।

ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

১২ই মাঘ শুক্রবার, ১৩৪০

জনৈক সংবাদে প্রকাশ, বিহারের উপদ্রুত অঞ্চলে গুণ্ডা প্রকৃতির নরপিশাচদের মানুষের এই সর্বনাশে পৌষমাস উপস্থিত হইয়াছে। তাহারা দল বাঁধিয়া গ্রাম হইতে সহরে আসিয়া লুঠপাট আরম্ভ করিয়াছে। এমন কি, জনরব রটিয়াছে, কলিকাতার মার্কামারা গুণ্ডা রাও বেহারের উপদ্রুত অঞ্চলে আত্মগোপন করিয়া উপস্থিত হইয়াছে। কোন কোন স্থানে সৈন্য ও পুলিশ সরকারী সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণে নিযুক্ত রহিয়া এবং তাহাদের সংখ্যা প্রয়োজনানুরূপ নহে বলিয়া নাকি গুণ্ডাদের 'পোয়াবারো' হইয়াছে। ঘটনাটি সত্য কি? সত্য হইলে অতি সত্বর প্রতীকারের ব্যবস্থা হওয়ার দরকার।

প্রকাশ, ভূমিকম্পের পর মুঙ্গেরে কয়েকদিন প্রকৃতপক্ষে মাঠের গাছছোলা ভিন্ন কোন খাদ্য মিলে নাই। সেই সময়ে চাউল, আটা ডাইল ও তরিতরকারী মূল্য দিয়াও পাইবার উপায় ছিল না। ভাগ্যে জামালপুর মুঙ্গের হইতে মাত্র ৩ ক্রোশ দূরে অবস্থিত। আর জামালপুর পর্য্যন্ত রেল, ডাক ও তার যাতায়াতের সুযোগ ছিল, তাই লোকে মুঙ্গেরের সর্ব্বনাশের খবর পাইয়াছিল। নতুবা মুঙ্গেরের যে সর্ব্বনাশ হইয়া গিয়াছে, সে খবর কিছুকাল হয়ত পাওয়াই যাইত না। দ্বারভাঙ্গা, মতিহারী প্রভৃতি আরও কয়টা স্থানের সংবাদ ঐরূপে প্রথমে পাওয়া যায় নাই। আরও উত্তরে গ্রামও জনপদের যে অবস্থা হইয়াছে তাহা এখনও জানিতে পারা যাইতেছে না। নেপালের এক হরকরা যদি প্রধান মন্ত্রীর শিকার স্থলে নেপালের সংবাদ লইয়া না যাইত, তাহা হইলে নেপালের কি অবস্থা হইয়াছে, তাহা বোধ হয় ঘুণাক্ষরেও কেহ জানিতে পারিত না। আকস্মিক বিপদ যে কি ভাবে আত্মপ্রকাশ করিবে কে জানে?

বিহারের ভূমিকম্পে সর্ব্বহারা নর-নারীগণের সাহায্যের জন্য বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদের নিকট গৃহস্থের নিত্য প্রয়োজনীয় বহুবিধ দ্রব্যাদি দেশের বিভিন্ন অংশ হইতে প্রেরিত হইতেছে। অর্থবিনিময়ে যে সকল সামগ্রী বিধ্বস্ত অঞ্চলের অদূরে কিনিতে পাওয়া যায়, তাহা দূরবর্ত্তী সহর হইতে সংগ্রহ করিয়া পাঠাইবার তেমন উপযোগিতা নাই। যেখানে ছয় পয়সায় এক সের নির্জ্জলা গোদুগ্ধ অতি সহজে সংগৃহীত হইতে পারে, সেখানে দুগ্ধপোষ্য শিশুদের জন্য বোতল বোতল জমানো দুধ পাঠাইবার সার্থকতা নাই। বহু আবশ্যক দ্রব্য সম্বন্ধে এই ব্যবস্থা হইতে পারে; এজন্য শ্রীযুত রাজেন্দ্রপ্রসাদ অনুরোধ করিয়াছেন, পার্শেল যোগে তাঁহার নিকট দুঃস্থ জনসাধারণের জন্য আবশ্যক দ্রব্যাদির পরিবর্ত্তে যেন নগদ টাকা প্রেরণ করা হয়। সেই অর্থে নিকটবর্ত্তী স্থান হইতে ঐ সকল জিনিষ ক্রয় করিলে তাহা দূরবর্ত্তী স্থান হইতে প্রেরণের ব্যয় বাঁচিয়া যাইবে, এতদ্ভিন্ন যাহারা বিপন্ন জনসাধারণের জন্য পরিশ্রম করিতেছেন তাঁহাদের শ্রমেরও লাঘব হইবে। বিশেষতঃ আরও একটা কথা ভাবিবার আছে, নগদ টাকা পাইলে তাঁহারা যে সামগ্রী যে পরিমাণে প্রয়োজন, তাহাই কিনিয়া লইতে পারিবেন, কিন্তু জিনিষপত্র পাঠাইলে যাহা অবশ্য প্রয়োজন তাহার হয়ত অভাব হইবে। তবে যাহাদের টাকা পাঠাইবার সুবিধা নাই, তাঁহারা দ্রব্যাদিই পাঠাইবেন, কারণ এই দুর্দ্দিনে হয় ত' অনেকের ঘরেই সাহায্য করিবার মত টাকা নাই।

বোমা-মামলার শুনানী

চট্টগ্রাম হইতে প্রকাশ, ২৯শে জানুয়ারী স্পেশাল ট্রাইবুনালে বোমার মামলার সওয়াল জবাব শেষ হইয়াছে।

বাদী পক্ষে রায় বাহাদুর শ্রীযুত ভুধর দাস সওয়াল জবাব প্রসঙ্গে উল্লেখ করেন যে, আসামী কৃষ্ণ চৌধুরী এবং হরেন্দ্র চক্রবর্ত্তী ও মৃত দুই ব্যক্তি বিপ্লবী দলভুক্ত ছিল। গত ৭ই জানুয়ারী সমস্ত দিন ধরিয়া ক্রিকেট প্রতিযোগিতা খেলার খেলোয়াড়গণের উপর ব্যাপক আক্রমণের সুযোগের সদ্ব্যবহার করিবার জন্য তাহারা সশস্ত্র হইয়া আসে। তাহাদের মধ্যে নৃত্য সেন ঘটনাস্থলেই নিহত হয়। হিমাংশু চক্রবর্ত্তীর হাসপাতালে মৃত্যু হয়।

বর্ত্তমান আসামীদ্বয় হাতে নাতে ধরা পড়ে। আসামী হরেন্দ্রের নিকট একটি রিভলভার এবং কতগুলি কার্ত্তুজ পাওয়া যায়। একটি বোমা নিক্ষেপের পর সে উহা হইতে গুলী চালায়। কৃষ্ণের নিকটে একটি বোমা পাওয়া যায়। সে আর একটি বোমা নিক্ষেপ করিয়াছিল। অতঃপর সরকারী উকীল আসামীদের উদ্দেশ্য যে একই ছিল, তাহা সপ্রমাণ করিতে চেষ্টা পান। তাহারা যে একত্র মেলামেশা করিত তাহা এবং তাহাদের সাদৃশ্য সপ্রমাণেরও তিনি যুক্তি প্রদর্শন করেন। তিনি আরও বলেন যে আসামীরা স্বেচ্ছা প্রণোদিত হইয়াই স্বীকারোক্তি করে। পীড়ন করিয়া স্বীকারোক্তি আদায় করার কোনই প্রয়োজন বাদী পক্ষের ছিল না। কারণ বাদী পক্ষের যথেষ্ট প্রমাণ ছিল। তিনি আরও বলেন যে, প্রমাণাদিতে আসামীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ সম্পূর্ণরূপে সপ্রমাণিত হইয়াছে।

আসামী পক্ষের উকিল শ্রীযুত সতীশচন্দ্র সেন আসামীদের গ্রেপ্তার সম্পর্কে প্রমাণের অসামঞ্জস্যের কথা উল্লেখ করেন। তিনি এইরূপ মন্তব্য প্রকাশ করেন যে, সরকার পক্ষের প্রমাণ অভিযোগ সপ্রমাণের পক্ষে যথেষ্ট নহে। সহরে কড়া পাহারার বন্দোবস্ত আছে কাজেই এই সকল যুবকের পক্ষে সশস্ত্র হইয়া খেলাস্থলে উপস্থিত হওয়া সম্ভব নহে।

প্রকৃত অপরাধী হয়ত যে দুই ব্যক্তিকে আসামীরা দৌড়াইয়া পলায়ন করিতে দেখিয়াছিল, উহাদের উপর গুলী বর্ষিত হয়। আসামীরা সে কথা তাহাদের স্বীকারোক্তিতে উল্লেখ করিয়াছে।

উপসংহারে তিনি আসামীদের অল্প বয়সের বিষয় বিবেচনা করিয়া তাহাদের প্রতি অপরাধী সাব্যস্ত হইলেও অপেক্ষাকৃত সদয় ব্যবহার করিতে অনুরোধ জ্ঞাপন করেন।

নেপালে ভূমিকম্পের ধ্বংসলীলা

পাটনা হইতে প্রকাশ, নেপালে ভূমিকম্পের ধ্বংসলীলার সংবাদ নেপালের প্রধান মন্ত্রীকে প্রদানের জন্য একজন দ্রুতগামী নেপালী বার্ত্তাবহ উত্তর বিহারের বীরগঞ্জ পর্য্যন্ত সুদীর্ঘ পথ কি ভাবে অতিক্রম করিয়া আসে, তাহার বিবরণ বে-সরকারী ভাবে জানা গিয়াছে। ভূমিকম্পের সময় নেপালের প্রধান মন্ত্রী যুক্তপ্রদেশের পিলিভিত নামক স্থানের নিকট অবস্থান করিতেছিলেন। উক্ত বার্ত্তাবহ কয়েকগুলি অপ্রেরিত তারসহ অতঃপর পিলিভিত যাত্রা করে এবং প্রধান মন্ত্রীকে সংবাদ প্রদান করে। অতঃপর প্রধান মন্ত্রী রাজধানীতে প্রত্যাবর্ত্তনের বন্দোবস্ত করেন।

"ডাচেস অব ইয়র্ক"

সেণ্টজন হইতে প্রকাশ, আটলাণ্টিক মহাসাগরে 'ডাচেস অব ইয়র্ক' জাহাজ থানিতে ২০ জনের অধিক লোক আহত হয় তন্মধ্যে দুইজন যাত্রী। জাহাজের যে স্থান হইতে পোতধ্যক্ষ পোতচালনা করেন, তাহার উপর দিয়া একটি উত্তাল তরঙ্গ যাওয়ায় ফলেই ঐ সকল ব্যক্তি আহত হয়। সমুদ্রে জলে আলোড়নের ফলেই উক্ত উত্তাল তরঙ্গের সৃষ্টি হয় বলিয়া অনুমান করা হইতেছে। প্রায় ৪ শত পাউণ্ড মূল্যের আসবাব পত্রের ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। একজন আহত নাবিকের চিকিৎসা করার সময় জাহাজের ডাক্তার আহত হন। তাঁহার কনুই ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। কিন্তু উহা সত্ত্বেও তিনি বীরোচিত ভাবে জাহাজের হাসপাতালের কার্য্য করেন। এখন তাঁহাকে সহরের হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হইয়াছে।

গভর্ণমেণ্ট হাউস ভগ্ন

কলিকাতা হইতে প্রকাশ, এসোসিয়েটেড প্রেস কোন অভিজ্ঞ ইঞ্জিনিয়ারের নিকট জানিতে পারিয়াছেন যে কেবলমাত্র দার্জ্জিলিংএ যে ক্ষতি হইয়াছে তাহার পরিমাণ প্রায় ১৫ লক্ষ টাকা বলিয়া অনুমিত হয়। গভর্ণমেণ্ট হাউস ছাড়া অপরাপর বাটী সমূহের মেরামতের জন্য প্রায় আড়াই লক্ষ টাকা লাগিবে বলিয়া অনুমান হইতেছে। গভর্ণমেণ্ট হাউস ভগ্ন হওয়ায় যে ক্ষতি হইয়াছে তাহার পরিমাণ প্রায় সাড়ে চারি লক্ষ টাকা।

প্রকাশ, প্রধান পর্ব্বতপৃষ্ঠের চূড়ার উপর অথবা পার্শ্ববর্ত্তী পর্ব্বতগাত্রের নিকট যে সমস্ত বাটী অবস্থিত তৎসমুদয়ের অত্যন্ত ক্ষতি হইয়াছে। এক কথায় বলিতে হইলে বলা যায় যে যে সমস্ত বাটী অপেক্ষাকৃত নিম্নস্থানে অবস্থিত---যেমন ব্লমফিল্ডের পুলিশ অথবা যে সমস্ত বাটী কংক্রিটে বা ভাল ভাবে নির্ম্মিত সেগুলির ক্ষতি অতি সামান্যই হইয়াছে।

গভর্ণমেণ্ট হাউসের প্রধান বাটীর মেরামত অথবা পুনরায় নির্ম্মাণ করা হইবে বলিয়া স্থির হইতেছে। গভর্ণমেণ্ট হাউসের ছাদ ঘরগুলি অতিশয় জখম হইয়াছে এবং উপর তলাগুলির মেরামত প্রয়োজন হইবে।

সেই হাউসও অত্যন্ত জখম হইয়াছে। দ্বিতলের অধিকাংশ পুনরায় নির্ম্মাণ করিতে হইবে। দরবার হলটি সামান্য ভাবে জখম হইয়াছে।

রিডার্স হিল ও রিচ্ ও হিলেরও ক্ষতি হইয়াছে। প্রথমটি ভীষণ ভাবে জখম হইয়াছে। দ্বিতীয়টির সামান্য মাত্র ক্ষতি হইয়াই তাহা রেহাই পাইয়াছে।

পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের বাস ভবন ক্যাম্বেল কলেজ সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হইয়াছে। উহার সমস্ত নির্ম্মাণ করিতে হইবে। জেলের বাটীগুলিও অত্যন্ত জখম হইয়াছে।

প্রকাশ, উত্তর সার্কেলে অন্যান্য বাটীগুলির বা রাস্তাগুলির যে ক্ষতি হইয়াছে তাহা বেশী নহে। প্রকৃতপক্ষে ভূমিকম্পের প্রথম সংবাদ যখন পাওয়া গিয়াছিল তখন যেরূপ আশঙ্কা হইয়াছিল, একমাত্র গভর্ণমেণ্ট হাউস ছাড়া ক্ষতি সেরূপ হয় নাই।

কুইনস্ হিল ও সেণ্ট জোসেফ কলেজ প্রভৃতি স্কুল বাটী সমূহেরও সামান্য ক্ষতি হইয়াছে জলা পাহাড়ের মিলিটারী বিল্ডিংগুলি ও লেবংএর কয়েকটি মিলিটারী বিল্ডিং গুরুতর ভাবে জখম হইয়াছে।

বে সরকারী বাটী সমূহের মধ্যে বর্দ্ধমান মহারাজের দার্জ্জিলিং আবাস, বিশেষতঃ বিশ্রাম ভবনটি অত্যন্ত জখম হইয়াছে। সংযোজিত ডাকাবাংলো ও লয়েডস্ ব্যাঙ্কেরও ক্ষতি হইয়াছে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক

— পারমার্থিক পত্র —

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশ
তনয়স্তদ্ধাম-বৃন্দাবনম্,
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং
প্রেমা পুমর্থো মহান্,
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং
তত্রাদরো নঃ পরঃ॥

৮ম বর্ষ } ৩ গোবিন্দ গৌরাব্দ ৪৪৭, ১৯শে মাঘ বঙ্গাব্দ ১৩৪০, ২রা ফেব্রুয়ারী ইং ১৯৩৪, শুক্রবার } ২৮০ তম সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

শ্রীনিত্যানন্দোৎসব

শ্রীধাম-মায়াপুরে শ্রীশ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর আবির্ভাব-স্মৃতি পূজার্থ দিবসত্রয়-ব্যাপী মহা-মহোৎসব সম্পন্ন হইয়াছে। প্রথম দিবসের উৎসব-সংবাদ ইতঃপূর্ব্বেই পাঠকগণ পাইয়াছেন। দ্বিতীয় ও তৃতীয় দিবস শ্রীনাম-সঙ্কীর্ত্তন, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, শ্রীচৈতন্যভাগবত এবং শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত প্রত্যহ যাত্রিগণের নিকট শ্রীধাম-বাসী শুদ্ধবৈষ্ণবগণ সকল সময়েই হরিকথা কীর্ত্তন করিয়াছেন। প্রবীণ ধামবাসী শ্রীপাদ অতীন্দ্রিয়নাথ ভক্তিগুণাকর মহোদয়ের যুক্তিপূর্ণ চিত্তাকর্ষিণী কীর্ত্তন সুধা আস্বাদনের ভাগ্য যাঁহার একবার হইয়াছে, তিনি জীবনে তাহা ভুলিতে পারিবেন না।

যাত্রিগণের অভিযোগ

চন্দ্রগ্রহণোপলক্ষে গঙ্গাস্নানের নিমিত্ত শ্রীধাম-মায়াপুরে ও সহর-নবদ্বীপে সহস্র সহস্র যাত্রীর সমাবেশ হইয়াছিল। ধুলট উপলক্ষেও কোলদ্বীপে (সহর নবদ্বীপে অনেক যাত্রীর সমাগম হইয়াছে। তাঁহারা শ্রীধাম মায়াপুরে আসিয়া সহর নবদ্বীপের কেটের অত্যাচারকাহিনী প্রায়ই আমাদের নিকট বলে। ইহার প্রতিকার হওয়া একান্ত বাঞ্ছনীয়। যাহাতে শ্রীবিগ্রহকে পণ্যরূপে ব্যবহার করা না হয় তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিয়া সেবার সৌষ্ঠব সম্পাদনপূর্ব্বক নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণদ্বারা শ্রীবিগ্রহের অর্চ্চনের ব্যবস্থা করিতে পারিলে সহর-নবদ্বীপের অপযশঃ বিদূরিত হইতে পারে। যিনি জাতিনির্ব্বিশেষে আচণ্ডালে প্রেম বিতরণ করিয়াছেন, তাঁহার শ্রীবিগ্রহ-দর্শনকালে বাধা প্রদান ও তাহাদের উপর অত্যাচার—কি লোমহর্ষণ সংবাদ! অথচ এইপ্রকার ঘটনা সহর নবদ্বীপে অহরহঃ ঘটিতেছে!!

শ্রীধামের প্রভাব

শ্রীধাম মায়াপুরে অনেক সময় যাত্রিগণকে বলিতে শুনা যায়, "কি সুন্দর স্থান—কি মনোরম দৃশ্য কি পবিত্র আবহাওয়া যেন প্রতি রেণু পরমাণুতে প্রেমের উৎস উছলিয়া উঠ্‌ছে—যেন সর্ব্বত্রই ভক্তিদেবীর সাদর স্নেহ-আহ্বান—সেবারাণীর হাসিমাখা মুখ যাত্রিগণের মনপ্রাণ কেড়ে নিচ্ছে।"

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে দেখা যায়, মহাভাগবতের লক্ষণ-বর্ণনে মহাপ্রভু বলিতেছেন—

"যাঁহার দর্শনে মুখে আইসে কৃষ্ণনাম।
তাঁহারে জানিহ তুমি বৈষ্ণব প্রধান॥"

শ্রীধামের প্রভাব ত' আছেই, তদুপরি যে-স্থানে মহাভাগবতের নির্দ্দেশ-অনুসারে ভগবানে সর্ব্বস্ব-অর্পণকারী শুদ্ধ-সেবকগণ কর্ত্তৃক সেবা চালিত হইতেছে, তাঁহার প্রভাব যে সজ্জনগণকে অনুপ্রাণিত করিবে তাহাতে আর বিচিত্র কি?

ভক্তিসারঙ্গ প্রভুর তার

কাশী হইতে শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার অন্যতম সম্পাদক মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ অতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী, ভক্তিসারঙ্গ মহোদয় তারযোগে জানাইয়াছেন যে, এক মাসের মধ্যে পাটনা শ্রীগৌড়ীয়মঠে শ্রীবিগ্রহ স্থাপিত হইবেন।

কাশী-সনাতন গৌড়ীয়মঠের বার্ষিক মহোৎসব ও সৎশিক্ষা প্রদর্শনীর কার্য্য সমাপনান্তে কতিপয় প্রচারক শ্রীগৌড়ীয়-মঠের 'ফিয়েট' মোটরগাড়ী ও মোটরবাস-যোগে গত ৩১শে জানুয়ারী কাশী হইতে কলিকাতা অভিমুখে যাত্রা করিয়াছেন। পথিমধ্যে তাঁহারা কোথাও কোথাও প্রচার করিবেন।

শ্রীসনাতন গৌড়ীয়মঠে

মাধ্ব-তিরোভাব উৎসব

গত ২০শে জানুয়ারী হইতে ২৪শে জানুয়ারী পর্য্যন্ত কাশীস্থ শ্রীসনাতন গৌড়ীয়মঠে শ্রীশ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের বদরিকাশ্রম-প্রবেশ-উপলক্ষে দিবসত্রয় যাবৎ মাধ্ব-জীবনী ও সিদ্ধান্ত আলোচনা-মুখে বক্তৃতা, সঙ্কীর্ত্তন প্রভৃতি হইয়াছে। ২২শে জানুয়ারী শ্রীমদ্ অপ্রাকৃত ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভু সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। একটী মাধ্ব প্রতিমূর্ত্তি সভামধ্যে স্থাপিত হইয়াছিলেন। হিন্দী, বাংলা ও সংস্কৃত ভাষায় বক্তৃতাদি হইয়াছিল। এতদুপলক্ষে কাশীস্থ উত্তরাদি মঠের সেবকগণ শ্রীসনাতন গৌড়ীয়মঠে যোগদান ও বক্তৃতাদি প্রদান দ্বারা যথেষ্ট সহানুভূতি প্রদর্শন ও সহায়তা করিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য প্রভুর কৃপায় তত্ত্ববাদিগণ শ্রীগৌড়ীয় মঠের প্রচারে আকৃষ্ট হইয়া শ্রীসনাতন গৌড়ীয়মঠে আগমন করিয়াছিলেন, ইহা আনন্দের বিষয়।

২৫শে জানুয়ারী সন্ধ্যায় শ্রীমধ্বাচার্য্যের মূর্ত্তিটী সিংহাসনে স্থাপন করিয়া বিরাট্ নগর-সংকীর্ত্তন-সহকারে শ্রীসনাতন গৌড়ীয়মঠ হইতে উত্তরাদির মঠে লইয়া যাওয়া হইয়াছিল।

গত মাঘীত্রয়োদশী—শ্রীশ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর আবির্ভাব-দিবস শ্রীসনাতন গৌড়ীয় মঠে শ্রীমন্নিত্যানন্দ-মহিমা সম্বন্ধে কীর্ত্তন ও বক্তৃতা হইয়াছিল। এতদুপলক্ষে ত্রিদণ্ডি-স্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ ও শ্রীমদ্ অপ্রাকৃত গোস্বামী ভক্তিসারঙ্গপ্রভু বক্তৃতা করিয়াছিলেন। শ্রীপাদ শিবানন্দ ও শ্রীপাদ সর্ব্বেশ্বরানন্দ ব্রহ্মচারিদ্বয় সুললিত কীর্ত্তন দ্বারা সভাস্থল মুখরিত করিয়াছিলেন

সিন্ধুদেশে প্রচার

শ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিলাস গভস্তিনেমী মহারাজ ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ পাঁচ জন ব্রহ্মচারিসহ গত ১০ই মাঘ বুধবার লাহোর মেলে করাচী হইতে যাত্রা করিয়া তৎপর-দিবস বেলা ৬টার সময় সিকারপুরে উপস্থিত হন, তাঁহারা বর্ত্তমানে সিকারপুর সহরে শ্রীমন্মহাপ্রভুর মঙ্গলময়ী বাণী প্রচার করিতেছেন। স্বামীজী মহারাজদ্বয়ের করাচীতে প্রচার সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে; করাচীর যাবতীয় সংবাদপত্রে (সিন্ধি, পার্শি, গুজরাটী, ইংরাজী,) স্বামীজিদ্বয়ের ফটো সহ প্রচার বার্ত্তা প্রকাশিত হইয়াছে। ঐসকল সংবাদ-পত্রের সম্পাদকগণ অতিমর্ত্ত্য আচার্য্য জগদ্‌গুরু শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ সম্বন্ধে সবিস্তার জানিবার জন্য নিবেদন করিলে, স্বামীজী মহারাজদ্বয় তাঁহাদের নিকট শ্রীল প্রভুপাদের অমন্দোদয়-দয়ার কথা বর্ণন করিয়াছেন। তাঁহারা কৃতজ্ঞ-হৃদয়ে তাহা গ্রহণ করিয়া স্ব-স্ব সংবাদপত্রে শ্রীল প্রভুপাদের ফটো সহ তাঁহার শিক্ষামৃত সম্বন্ধে নিজ নিজ যোগ্যতা অনুসারে সংবাদ প্রকাশ করিয়াছেন। কানাইলাল নামক এক ভাগ্যবান্ সজ্জন-সম্পন্ন ব্যক্তি স্বামীজী মহারাজদ্বয়ের প্রচারে সর্ব্বপ্রকারে সাহায্য করিতেছেন। আমরা তাঁহার সাধুচেষ্টার ভূয়সী প্রশংসা করিতেছি।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

৩ গোবিন্দ নিধি গর্ভোদশায়ী ৪৪৭

দ্বিপাদ পশু

যে সকল জন্তুর চারিটী পা আছে, লোকে সাধারণতঃ তাহাদিগকেই পশু বলে। যথা—গো, মেষ, মহিষ, গর্দ্দভ, শূকর ইত্যাদি। কিন্তু যে-সকল প্রাণীর দুইটী পা আছে, তাহাদের মধ্যে অনেকগুলিকেও নীতিশাস্ত্রবিৎ পণ্ডিতগণ পশু বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। যথা নীতিশাস্ত্রে—

আহার-নিদ্রা-ভয়-মৈথুনং চ
সামান্যমেতৎ পশুভির্নরাণাং।
ধর্ম্মো হি তেষামধিকো বিশেষো
ধর্ম্মেণ হীনাঃ পশুভিঃ সমানাঃ॥

এ জগতে নিদ্রা, ভয়, ভোজন, মৈথুন।
পশু আর নরে ইহা সাধারণ গুণ।
ধর্ম্মেই মনুষ্য হয় পশু হ'তে ভিন্ন।
ধর্ম্ম না থাকিলে নর পশু মধ্যে গণ্য॥

আরও যথা তত্রৈব—

ধর্ম্মার্থকাম-মোক্ষাণাং যস্যৈকোঽপি
ন বিদ্যতে।
অজাগলস্তনস্যেব তস্য জন্ম নিরর্থকম্॥

ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ চারিটীই চাই।
চারিটীর মধ্যে যার কোন্‌টীই নাই॥
ছাগলের গলদেশে স্তনের মতন।
সে-জন জনম লাভ করে অকারণ॥

অতএব নীতি শাস্ত্রকারদিগের মতে যে সকল মনুষ্য ধর্ম্মাদি-হীন তাহারাও পশু-তুল্য। এস্থলে দেখা যাইতেছে যে মনুষ্যের মধ্যে যাহারা ধর্ম্মাদি-প্রার্থী বা অধিকারী তাহারাই মনুষ্য নামে অভিহিত, বাকী সকল মনুষ্যই পশু-মধ্যে গণ্য। আবার যে সকল মনুষ্য ধর্ম্মাদি চতুর্ব্বর্গের আশা পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র অনন্যভক্তি দ্বারা ভগবানের সেবা করিতেছেন, তাঁহারাই মনুষ্যগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ এবং প্রকৃত মনুষ্য নামে অভিহিত। কারণ, শাস্ত্রে ধর্ম্মাদি চতুর্ব্বর্গ কৈতব নামে উক্ত হইয়াছে; যথা—

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে,—

অজ্ঞান-তমের নাম কহিয়ে কৈতব।
ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-বাঞ্ছা আদি এই সব॥
তার মধ্যে মোক্ষ-বাঞ্ছা কৈতব প্রধান।
যাহা হইতে কৃষ্ণভক্তি হয় অন্তর্ধান॥
(চৈঃ চঃ ১ম)

ধর্ম্মঃ প্রোজ্ঝিত-কৈতবোঽত্র পরমো নির্ম্মৎসরাণাং সতাং বেদ্যং বাস্তবমত্র বস্তু শিবদং তাপত্রয়োন্মূলনম্। শ্রীমদ্ভাগবতে মহামুনিকৃতে কিম্বা পরৈরীশ্বরঃ সদ্যো হৃদ্যবরুধ্যতেঽত্র কৃতিভিঃ শুশ্রূষুভিস্তৎক্ষণাৎ॥

(ভাঃ ১।১।২)

—এই শ্রীমদ্ভাগবত-গ্রন্থ আদৌ মহামুনি শ্রীনারায়ণ কর্ত্তৃক চতুঃশ্লোকীরূপে নির্ম্মিত। ইহাতে নির্ম্মৎসর অর্থাৎ সর্ব্বভূতে দয়া-বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের জন্য ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষাদি কৈতবশূন্য পরমধর্ম্ম ব্যাখ্যাত হইয়াছে। সেই ধর্ম্ম জীবের ত্রিতাপনাশক, শিবদ ও বাস্তব-বস্তুর জ্ঞানপ্রদ। ইহা শ্রবণেচ্ছু ব্যক্তিগণ ইচ্ছামাত্র ঈশ্বরকে হৃদয়ে অবরুদ্ধ করিতে সমর্থ হন। ভাগবত ব্যতীত অন্য শাস্ত্রের প্রয়োজন কি?

কৃষ্ণভক্তিবাধক যত শুভাশুভ-কর্ম্ম।
সেহ এক জীবের অজ্ঞান-তমোধর্ম্ম॥
(চৈঃ চঃ আদি ১ম)

শৌনক ঋষি সূতগোস্বামীকে বলিয়াছিলেন—

আয়ুর্হরতি বৈ পুংসামুদ্যন্নস্তঞ্চ যন্নসৌ।
তস্যর্ত্তে যৎক্ষণো নীত উত্তমঃ-
শ্লোক-বার্ত্তয়া॥
(ভাঃ ২-৩-১৭)

দেখুন! দিবাকরের গমনাগমনে মনুষ্য-জীবন প্রতিনিয়তই বৃথায় অতিবাহিত হইতেছে; কেবল হরিকথায় যে মুহূর্ত্ত ব্যয় হয় তাহাই সফল। কিন্তু কি দুঃখের বিষয়, প্রতিদিন কত সময় বৃথায় অতিবাহিত হইয়া শেষ-দিন যে নিতান্ত নিকটবর্ত্তী হইতেছে কয়জন তাহার গণনা করে? অধিকাংশ ব্যক্তিই ঘোর বিষয়ের কুহকে পড়িয়া স্ত্রী পুত্রাদি স্বজনবর্গকে আমার চিরসাথী মনে করিয়া এবং নিজজড়দেহে 'আমি'বুদ্ধি করিয়া কেবল বৃথা সময় অতিবাহিত করিতেছে এবং যেমন এক একটা দিন গত হইতেছে অমনি মনে করিতেছি আমার বয়ঃক্রম বৃদ্ধি পাইতেছে এবং আমি প্রবীণতা লাভ করিতেছি। আবার সূর্য্যের উদয়াস্তানুসারে দিন মাস বৎসর ইত্যাদি ক্রমে লোকের আয়ুঃ ক্ষয় হইতেছে এবং তাহারা ক্রমশঃ মৃত্যুমুখে অগ্রসর হইতেছে তাহা এক মুহূর্ত্তও চিন্তা করিতেছে না। কিন্তু যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণৈকপ্রাণ, সর্ব্বদাই হরিকথায় রত থাকেন, তাঁহাদের আয়ুঃ কখনই ক্ষয় হয় না এবং তাঁহারা মৃত্যু মুখে পতিত হন না। তাঁহারা অমৃতত্ব লাভ করেন। এজন্য সূর্য্য তাঁহাদের আয়ুঃ ক্ষয় করিতে সমর্থ হন না। অতএব যাঁহারা মনুষ্যজীবনের সার্থকতা সম্পাদন করিতে একান্ত ইচ্ছুক তাঁহাদের হরিকথার আলোচনা অবশ্য কর্ত্তব্য।

তরবঃ কিং ন জীবন্তি ভস্ত্রাঃ
কিং ন শ্বসন্ত্যুত।
ন খাদন্তি ন মেহন্তি কিং গ্রামে
পশবোঽপরে॥
(ভাঃ ২-৩-১৮)

তরু সকল কি জীবন ধারণ করে না, ভস্ত্রা (কর্ম্মকারের যাঁতা) কি শ্বাস ফেলে না? গ্রামের অন্যান্য পশুরা কি খায় না ও মলমূত্র ত্যাগ করে না? প্রাণ-ধারণ করতঃ বহুকাল জীবিত থাকিলে ও স্ত্রী-সম্ভোগাদি দ্বারা প্রীত হইলেই যে জীবন সার্থক হয় এমত নহে তাহা হইলে বৃক্ষ, ভস্ত্রা ও গ্রাম্য পশু বানরাদিকে অধিক কৃতার্থ স্বীকার করিতে হয়। অর্থাৎ কেবল দীর্ঘকাল বাঁচিয়া থাকাই যদি মনুষ্যজন্মের সার্থকতা হয়, তবে বৃক্ষ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কিসে? কারণ কত শত মহীরুহ কত শত শতাব্দী জীবিত রহিয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই; সুতরাং সেই সকল মহীরুহকে মনুষ্যাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলা যাইতে পারে। যদি শ্বাস পরিত্যাগ করাই মনুষ্যজীবনের সার্থকতা হয়, তাহা হইলে ভস্ত্রায় ও মনুষ্যে পার্থক্য কি? কর্ম্মকারের যাঁতাও ত' শ্বাস প্রশ্বাস ফেলিয়া থাকে। কিংবা যদি খাওয়া ও মলমূত্র ত্যাগ করাই মানবজীবনের একমাত্র লক্ষ্য হয় তবে অন্যান্য গ্রাম্য পশু ও মানবে প্রভেদ কি? "অন্যান্য" বলিবার তাৎপর্য্য এই যে, হরিকথায় পরাঙ্মুখ মনুষ্য সকল দ্বিপদ পশু বলিয়া গণ্য। সেই দ্বিপদ পশুরা যেমন আহারগ্রহণ ও মলমূত্র বিসর্জ্জন করিতে পারে, চতুষ্পদ পশুরাও সেইরূপ সকলই করিয়া থাকে; তবে আর দ্বিপদ পশুতে ও চতুষ্পদ পশুতে প্রভেদ রহিল কোথায়?

শ্ববিড়্‌বরাহোষ্ট্রখরৈঃ সংস্তুতঃ পুরুষঃ পশুঃ।
ন যৎকর্ণ-পথোপেতো জাতু নাম গদাগ্রজঃ॥
(ভাঃ ২।৩।১৯)

যে ব্যক্তি ভবরোগ-বিনাশন বাসুদেবের নামটীকে পর্য্যন্ত কর্ণকুহরে স্থান দেয় নাই, তাদৃশ ভোগাসক্ত মানবকে কুকুর, শূকর, উষ্ট্র ও গর্দ্দভ—এই চারিজনে একাধারে চারি পশুর কর্ম্ম করিতে দেখিয়া আপনাদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠপশু-বোধে সম্মান করিয়া থাকে। অর্থাৎ গ্রাম্য পশুগণও কামান্ধ অবিবেকী মানব অপেক্ষা অনেক অংশে শ্রেষ্ঠ বলিয়া বোধ হয়। কুকুর, বরাহ, উষ্ট্র ও গর্দ্দভ এই পশুচতুষ্টয় বিষয়-লোলুপ মানবকে দর্শন করিয়া যেন প্রসন্ন-বদনে ধন্যবাদ প্রদানপূর্ব্বক মনে করিয়া থাকে, হে নরগণ! তোমারই সার্থকজীবন। আমরা পশুজাতি হইয়াও অন্য একটী পশুর ধর্ম্ম অবলম্বন করিতে পারিলাম না; কিন্তু তোমরা আমাদিগের প্রত্যেকের অকারণ-ক্রোধ, অমেধ্যভোজন, ভারবহন ও শ্রীচরণ-সেবন প্রভৃতি স্বাতন্ত্রীকৃত পাশবধর্ম্ম অনায়াসে আনন্দের সহিত অবলম্বন করিয়াছ এবং আত্মধর্ম্ম মনুষ্যত্বের প্রতি কিঞ্চিন্মাত্রও ভ্রূক্ষেপ কখনও কর না! অতএব পশুর মধ্যে তোমরাই শ্রেষ্ঠ।

তাই বলি, দুর্ল্লভ মনুষ্যজন্ম লাভ করিয়া যদি ইহার সার্থকতা-সম্পাদনের বাসনা থাকে তবে প্রত্যেক ব্যক্তিরই হরিকথায় রত থাকা একান্ত কর্ত্তব্য। শ্রীকৃষ্ণের শ্রীচরণপদ্মে কায়মনোবাক্যে অনন্যভাবে শরণ লইয়া এই দুঃখসঙ্কুল সংসারবন্ধন হইতে মুক্তিলাভের চেষ্টা করা নিতান্ত আবশ্যক। সমুদয় ইন্দ্রিয়গুলিকে তাঁহার সেবায় নিযুক্ত রাখিতে পারিলেই তাঁহার প্রতি ভক্তি করা হয় এবং ইহাই জীবের নিত্য ধর্ম্ম। চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গণ ভগবৎ-সেবায় নিযুক্ত না থাকিলে সমুদয় ইন্দ্রিয়-গুলিই নিরর্থক বলিয়া জানিবে।

বিলে বতোরুক্রমবিক্রমান্
যেন শৃণ্বতঃ কর্ণপুটে নরস্য।
জিহ্বাসতী দার্দুরিকেব সূত
ন চোপগায়ত্যুরুগায়-গাথাঃ॥
(ভাঃ ২-৩-২০)

যে ব্যক্তি শ্রীকৃষ্ণের গুণগাথা শ্রবণ করে না, তাহার শ্রবণেন্দ্রিয় বৃথা গর্ত্তমাত্র। যে কখন হরিগুণ-কীর্ত্তন করে নাই তাহার জিহ্বা ভেক-জিহ্বাসদৃশ দুষ্টা (অনিষ্টকারী) জানিতে হইবে। ভাবার্থ—কোনও গৃহে গর্ত্ত থাকিলে তাহাদের কোনওটাতে মূষিক, কোনওটাতে সর্প প্রবেশ করে। সুযোগ পাইয়া সেই মূষিক গৃহস্থের বহুমূল্য বস্ত্রাদি কাটিয়া নষ্ট করে এবং সর্পও দংশন করিয়া প্রাণাশ ঘটায়।

সেইরূপ যে কর্ণে হরিকথা প্রবেশ না করে সেই কর্ণ দুইটী এই দেহরূপ গৃহের গর্ত্ত-স্বরূপ। তাহাদের একটীতে নাস্তিক, মায়াবাদী প্রভৃতি কুলোকের (অভক্তের) কু-উপদেশস্বরূপ মূষিক প্রবেশ করিয়া জীবে দয়া, নামে বিশ্বাস, ভগবানে ভক্তি প্রভৃতি বহুমূল্য বস্ত্রাদি নষ্ট করিয়া দেয় এবং অন্যটীতে বৈষয়িক কথা ও গ্রাম্য-বার্ত্তারূপ ভুজঙ্গিনী প্রবেশ করিয়া কালক্রমে কালের গ্রাসে নিক্ষেপ করে। তার পর জিহ্বার কথা, জিহ্বার দ্বারা চর্ব্বণের সাহায্য হয় ও ভোজ্য বস্তুর স্বাদ অনুভূত হয়। ভেক কিন্তু ভক্ষ্য দ্রব্য গিলিয়া খায়। সুতরাং তাহার জিহ্বা চর্ব্বণে ও আস্বাদগ্রহণে সহায়তা করে না। তবে ঐ জিহ্বার সাহায্যে সে এক প্রকার বিকট শব্দ করিয়া থাকে। সে-শব্দে কাহারও কর্ণ পরিতৃপ্ত হয় না বরং বিরক্তিই হয়। সুতরাং তাহা তাহাদের নিজের বা অন্যের কোনও উপকারেই আইসে না বরং তাহা নিজের ক্ষতি করিয়া থাকে। ক্ষুধার্ত্ত সর্প সেই শব্দের অনুসরণে গিয়া তাহাকে গ্রাস করে। সেইরূপ যাহার জিহ্বা হরিকথা পরিত্যাগ করিয়া কেবল বৈষয়িক কথা-বার্ত্তাতেই রত থাকে যমদূতেরা আসিয়া তাহাকে কাল-

পাশে বন্ধন করিয়া লইয়া যায় যেহেতু যমরাজ স্বীয় কিঙ্করগণকে সেইরূপই আদেশ করিয়াছেন যথা ; শ্রীমদ্ভাগবতে—(৬।৩।২৭)

তে দেবসিদ্ধপরিগীতপবিত্রগাথা
যে সাধবঃ সমদৃশো ভগবৎপ্রপন্নাঃ।
তান্ নোপসীদত হরের্গদয়াভিগুপ্তান্
নৈষাং বয়ং ন চ বয়ঃ প্রভবাম দণ্ডে॥

বৃথা কালক্ষয়

নিশায় ভাবি ব'সে,
প্রভাতে গাবো গান ;
ঊষার নবীনতা,
সাধিবে বীণা খান্।
প্রভাতে আনমনে,
কাটে যে বেলা হায় !
বিমুখ হিয়া খানি,
হারায় আপনায়।
দুপুরে রুদ্রবীণা,
করম-স্বপ্ন রচে—
আকাশকুসুমেতে
আশার সৌধ খচে।
লালসা মূর্ত্তিমতী
দীপকে সাধে সুর,
অজানা কত তৃষ্ণা
সজ্জিত হৃদি পুর।
তখন হয় মনে
সাঁঝেতে হবে মালা,
কোমল ফুল গুলি
ভরিবে পূজা-ডালা।
সন্ধ্যা যে কাটি' যায়,
একি রে প্রতারণা ?
মাতিয়া বৃথা কাজে
হরিসেবা হ'ল না।
দিনের ক্লান্ত রবি,
পশ্চিমে ঢলি' যায় ;
ভোরের ফুল-দল
ধূলাতে লুটে হায়।
বিষ্ণু-বৈষ্ণব তরে,—
নাই কিছু রচনা ;
তিমির আসে ধেয়ে,—
পূজা যে গো হ'ল না।
জীবন নদী-তীরে,
উদাস আকুলতা,—
অস্তবায়ু হা হা রবে,
জাগিছে কত ব্যথা।
কি কাজে গেল দিবা,
লভিনু কোন্ ধন ?
কাহার মিথ্যা মোহে
বরিনু এ' কুস্বপন ?
ব্যাধের মুক্তা বাঁশী,
চালিছে মিথ্যা মায়া—
লোহার শৃঙ্খলেতে,
বাঁধিছে মুক্ত কায়া।
জীবন, মন, ধন
লুটিল রে ডাকিনী,
মায়ার ছলনাতে,
এল কাল যামিনী।
রিক্ত পরাণে এবে
নাই কোন সাধনা ;
বৃথা, বৃথা, সবি ভুল—
আরাধনা হ'ল না।
কেবলি মোহ ঘোর,
শুধুই বিফলতা ;
সাধিতে সত্য কাজ,
এ নহে ব্যাকুলতা !
যদি রে জাগে প্রাণ,
তবে কি হয় বাঁধা ?
বীণায় তন্ত্রী-রাজি,
নিমেষে হয় সাধা॥
না গাহি' হরি-গুণ,
করে না কোন গান ;
ভুলিয়া শ্যাম-পদ
করে না কারো ধ্যান।
পূজে না সে আন্ পতি,
অসতী নারী প্রায় ;
তনু, মন, প্রাণ তাঁর
অর্পিত প্রভু-পায়।
শ্রীগুরু উদাত্ত রবে,
ডাকিছেন "আয় আয় ;
আয়রে অবোধ জন,
সময় যে ব'য়ে যায়।
না আছে না থাক্ কিছু,
নিয়ে আয় রিক্ত প্রাণ ;
নিষ্কপটে নিবেদিলে,
তা-ও হ'বে মহীয়ান্।"
বাণী তাঁর সকরুণ—
সবা লাগি' আঁখি ঝরে ;
বিতরিতে কৃষ্ণ-ধন
এসেছেন ধরা পরে।
এবেও জাগে মনে,
রয়েছে বহু কাজ ;
কৃত্য-কোরক গুলি,
বুঝি বা 'অস্ফুট' আজ।
এখনো ভাবি হায় ;
যাবো কি যাবো তথা ;
ধিক্ ধিক্ শত ধিক্—
মিছা 'ভাণ' ব্যাকুলতা ! !

শ্রীঅপর্ণা দেবী।

শ্রীব্যাসপূজা

শ্রীব্যাসপূজার বিশেষ অধিবেশন বিশেষ কোন কারণ বশতঃ আগামী ২১শে মাঘ ৪ঠা ফেব্রুয়ারী না হইয়া পরবর্ত্তী কোন তারিখে হইবে। ইহাতে শ্রীগুরুসেবকগণ উপায়ন-সংগ্রহে আরও [illegible] পাইলেন।

জার্ম্মাণীর অধ্যাপক

ডাঃ গ্ল্যাসেনাপের পত্র

——:০:——

Konigsberg i Pr,
Munz Str. 4
Germany.
January 4, 1934.

From—Prof. Dr. Helmuth Von. Glassenapp, M.A. Ph.D.,
To Swami B.H.Bon., London.

Dear Swamiji,

Many thanks for your kind letters and the books you have sent. They are of the greatest use for my studies on Bhaktimarga and I read them with great interest. The diagrams you have drawn (about the Abataras of Vishnu and the conception of Bhakti) are very good. I should be very thankful if you could also send me the diagram of the conception of the Saktis of Vishnu.

We would be very happy to see you again in Germany. I may advise you that you may come to Germany for lectures during the warm season. People who take interest in Indian Philosophy are not great in number. There is also the difficulty of language which has to be eliminated. Perhaps you may be able to learn German already while doing your work in London, so that you are able to read a prepared lectures in German when you come the next time.

The best propaganda that you can make for Indian thought in this country is certainly a literary one. I should think that you may publish an English pamphlet, written specially for the European mind (which differs so much from the Indian) and that this pamphlet may be later on translated into German. This booklet must be very easy to understand and it should clearly state the views of Chaitanya and telling His saintly life.

With kind regards for the New Year,

Yours very sincerely,
Sd/ H. V. Glassenapp.

মর্ম্মানুবাদ

কনিগসবার্গ ১, পি আর
মুঞ্জ ষ্ট্রীট ৪, জার্ম্মাণী
জানুয়ারী ৪, ১৯৩৪

[অধ্যাপক ডাঃ হেলমুথ ভন গ্ল্যাসেনাপ, এম্ এ, পি এইচ্-ডি হইতে লণ্ডনস্থ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ বন মহারাজের নিকট]

স্বামীজি মহারাজ,

আপনার প্রেরিত পত্র ও গ্রন্থসমূহের জন্য আপনাকে ধন্যবাদ। ভক্তিমার্গ-সম্বন্ধে অধ্যয়নের জন্য ঐসকল গ্রন্থাদি আমার সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রয়োজনীয় এবং আমি অতিশয় আগ্রহের সহিত তাহা পাঠ করিয়া থাকি। বিষ্ণুর অবতারবৃন্দ ও ভক্তিতত্ত্ব-সম্বন্ধে আপনি যে-সকল চিত্র অঙ্কন করিয়াছেন তাহা অতি উত্তম হইয়াছে। বিষ্ণুর শক্তিতত্ত্ব-সম্বন্ধেও যদি আপনি ঐ প্রকার চিত্র পাঠান তাহা হইলে আমি আপনার নিকট অতিশয় কৃতজ্ঞ হইব।

আমরা পুনরায় আপনাকে জার্ম্মাণীতে দেখিতে পাইলে অতিশয় আনন্দিত হইব। বক্তৃতা-প্রদানের নিমিত্ত গ্রীষ্মকালে জার্ম্মাণীতে আসিবার জন্য আমি আপনাকে পরামর্শ দিতেছি। যাঁহারা ভারতীয় দর্শন-শাস্ত্রে আনন্দ লাভ করেন, তাঁহাদের সংখ্যা অধিক নহে। এতদ্ব্যতীত ভাষা-সম্বন্ধেও অসুবিধা আছে, তাহা দূর করিতে হইবে। সম্ভবতঃ আপনি লণ্ডনে প্রচার করিবার সময়ই জার্ম্মাণী শিখিতে পারিবেন তাহা হইলে আপনি আগামী বার জার্ম্মাণীতে আসিয়া জার্ম্মাণীভাষায় অভিভাষণ প্রস্তুত করিয়া পাঠ করিতে পারিবেন।

ভারতীয় চিন্তাস্রোত সম্বন্ধে আপনি এই দেশে সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম প্রচার-কার্য্য যাহা করিবেন, তাহা শিক্ষার দিক্ দিয়া। ভারতীয় মানসিক-ধারণা ও ইউরোপীয় মানসিক-ধারণার মধ্যে অনেক পার্থক্য রহিয়াছে। আমি ইচ্ছা করি, আপনি বিশেষভাবে ইউরোপীয় ধারণার গ্রহণোপযোগী করিয়া ইংরেজীতে একটী পুস্তিকা প্রকাশ করেন ; পরে উহা জার্ম্মাণীতে অনূদিত হইতে পারিবে। পুস্তিকাখানা সহজবোধ্য হওয়া একান্ত প্রয়োজনীয় এবং ইহাতে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর পূত-লীলা ও শিক্ষা স্পষ্টভাবে বর্ণিত থাকা দরকার।

নববর্ষের সাদর সম্ভাষণ জানিবেন।

আপনার অতিশয় বিশ্বস্ত —
স্বাঃ এচ্, ভি, গ্ল্যাসেনাপ্

[বিভিন্ন হিন্দু দর্শন শাস্ত্রসমূহ আত উত্তমরূপে পাঠ করিয়াছেন, এইরূপ একজন স্বনাম প্রসিদ্ধ শ্রেষ্ঠ পাশ্চাত্য-মনীষীর শ্রীপাদ বন মহারাজের প্রচার-সম্বন্ধে অভিমত উপরে উদ্ধৃত হইয়াছিল। জার্ম্মাণীর আর একজন শরণাগত মনীষীর পত্র আগামী কল্য প্রকাশিত হইবে। নঃ সঃ]

কালেক্টর সাহেবের পত্র

কালেক্টর সাহেবের কুঠি,

কৃষ্ণনগর,

২৩শে জানুয়ারী, ১৯৩৪।

মহাশয়,

সম্প্রতি প্রচণ্ড ভূমিকম্পে আমাদের দেশবাসীর যেরূপ ক্ষতি হইয়াছে সে সংবাদ সকলে অবগত আছেন। দুঃস্থ ব্যক্তিগণের সাহায্যার্থে মহামান্য বড়লাট সাহেব আপনাদের নিকট যে আবেদন করিয়াছেন তাহার অনুবাদ নিম্নে প্রদত্ত হইল। ঐ আবেদন যতদূর সম্ভব সর্ব্বসাধারণের নিকট প্রচার করিবেন।

এই মহদুদ্দেশ্যে যিনি যেরূপ সাহায্য করিবেন তাহাই সাদরে গৃহীত হইবে। যদি সাহায্যের পরিমাণ অল্প বিধায় কেহ উহা বড়লাটের দিল্লীতে পাঠাইতে কুণ্ঠিত হন তাহা হইলে তিনি উহা নিঃসঙ্কোচে আমার নিকট পাঠাইতে পারেন।

এইচ. বেস্

ম্যাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর নদীয়া।

২৩ ১, ৩৪.

মহামান্য বড়লাট বাহাদুরের টেলিগ্রামের সংক্ষিপ্ত অনুবাদ।

—:•:—

"গত সোমবার ১৫ই জানুয়ারী অপরাহ্ণে প্রচণ্ড ভূ-কম্পনের ফলে মুহূর্ত্ত-মধ্যে বহুসংখ্যক দেশবাসীর উপর বিশেষতঃ বিহার ও উড়িষ্যা প্রদেশে সম্প্রতি যে ভীষণ বিপৎপাত হইয়াছে তাহার প্রকৃত বিবরণ অদ্যাবধি পাওয়া যায় নাই। ইহা বলিলে অবশ্য অত্যুক্তি হয় না যে, উহাতে আতঙ্কজনক প্রাণহানি, অসংখ্য গৃহ ভূমিসাৎ এবং বিস্তীর্ণ ভূ-খণ্ডের বহু সম্পত্তি ও দ্রব্যাদি বিধ্বস্ত ও লুপ্তপ্রায় হইয়াছে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, এই ভীষণ দুর্দ্দিনে এতদ্দেশীয় সকল শ্রেণীর অধিবাসিবৃন্দের সহানুভূতির দ্বার। দুঃস্থ ও বিপন্ন জনগণের প্রতি অর্পিত হইবে ও তাহাদের দুঃখ বিমোচনের সকল প্রচেষ্টা সর্ব্বসাধারণে সত্বর গ্রহণ করিবেন। এতদুদ্দেশ্যে আমি "ভাইসরয়ের ভূমিকম্প ভাণ্ডার" নামে একটী অর্থ-ভাণ্ডার প্রতিষ্ঠিত করিতে মনস্থ করিয়া ছ সমস্ত সাহায্য ভাইসরয়ের প্রাইভেট সেক্রেটারীর নিকট (ভাইসরয়ের [illegible]—নয়া দিল্লী) বরাবর প্রেরিত হইবে ও প্রত্যেক সাহায্য "[illegible]" [illegible] স্বীকৃত হইবে।"

রেলওয়ে সময়

ই, বি, আর, দিয়া শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইবার ট্রেণ তালিকা

কলিকাতা	ছাঃ	০—৬,	৭—১৩,	১৪—১৪	১৬—৫৬,	২২—২৬
রাণাঘাট	ছাঃ	৫—৫০,	৯—৪৬,	১৬—৪৮,	১৮—৩৯,	০—৩২
কৃষ্ণনগরসিটি	পৌঃ	৬—২৮,	১০—২১	১৭—২৮	১৯—২৫	১—১৪
গাড়ী বদল	ছাঃ	৬—৪৫,	১০—৪৪,	১৩—২২,	১৭—৩৮,	২০—১৬
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৭—২৪,	১১—২১,	১৪—০,	১৮—১,	২০—৪৭
নবদ্বীপঘাট	পৌঃ	৭—৩৩,	১১—৩০,	১৪—৯,	১৮—১৬,	২০—৫৫

মহেশগঞ্জ ষ্টেশন হইতেও শ্রীধাম-মায়াপুরে যাওয়া যায়।

ই, বি, আর. দিয়া শ্রীধাম-মায়াপুর যাইবার ট্রেণ-তালিকা

হাওড়া	ছাঃ	৬—৪৬	১২—৪৬	১৭—৪৬	১৮—৩৬
ব্যাণ্ডেল	ছাঃ	৮—২৩	১৪—১১	১৮—৪৭	১৯—৪৩
নবদ্বীপ	পৌঃ	১০—২২	১৬—১৪	২০—৪৬	২১—৩৭

সহর নবদ্বীপ হইতে গঙ্গা পার হইয়া পূর্ব্বপারে প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইতে হইবে।

কৃষ্ণনগর নবদ্বীপঘাট রেলওয়ে সময়

কৃষ্ণনগর হইতে নবদ্বীপঘাট

কৃষ্ণনগর সিটি—	৬-৪৫	১০-৪৪	১৩-২২	১৭-৩৮	২০-১৬
কৃষ্ণনগর রোড—	৬-৫৬	১০-৫৫	১৩-৩৩	১৭-৪৭	২০-২৫
আমঘাটা—	৭-১৫	১১-১৩	১৩-৫১	১৮-৩	২০-৪১
মহেশগঞ্জ—	৭-২৪	১১-২১	১৪-০	১৮-৯	২০-৪৭
নবদ্বীপঘাট—	৭-৩৩	১১-৩০	১৪-৯	১৮-১৬	২০-৫৫

বিশেষ দ্রষ্টব্য—নবদ্বীপঘাট ষ্টেশন অপেক্ষা মহেশগঞ্জ ষ্টেশন হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরের দূরত্ব অনেক কম। শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে যাঁহাদিগকে রাণাঘাটে ট্রেণ বদল করিতে হয়, তাঁহারা রাণাঘাটে প্রাতঃ ৫-৫০, ৮-১৪, ৯-৪৬, ১৬-৪৮, ১৮-৩৯ এবং ০-৩২ মিনিটের সময় গাড়ী পাইবেন।

শান্তিপুর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে শান্তিপুর ষ্টেশনে ৫-৪০, ৯-২৯, ১২-২৫, ১৬-৪ এবং ১৮-৪১ মিনিটের সময় ট্রেণ পাওয়া যায়।

নবদ্বীপঘাট হইতে কৃষ্ণনগর

নবদ্বীপ ঘাট—	৫-৩৫	৯-২৫	১২-১০	১৫-৩৪	১৮-৪৪
মহেশগঞ্জ—	৫-৪৩	৯-৩৩	১২-১৯	১৫-৪২	১৮-৫৩
আমঘাটা—	৫-৪৯	৯-৩৯	১২-২৬	১৫-৪৮	১৯-০
কৃষ্ণনগর রোড—	৬-৫	৯-৫৫	১২-৪৩	১৬-৪	১৯-২৪
কৃষ্ণনগর সিটি—	৬-১৩	১০-৩	১২-৫১	১৬-১২	১৯-৩৪

দূর উপনিবেশে প্রেরণ

লণ্ডন হইতে প্রকাশ, দেড়লক্ষ লোককে সোজা সমুদ্রের পরপারবর্ত্তী দেশসমূহে পাঠাইয়া দিয়া বেকার সমস্যা হ্রাসের জন্য এক প্রস্তাবের পরিকল্পনা হইয়াছে। এইজন্য পার্লামেণ্টের আগামী অধিবেশনে একটি প্রস্তাব উত্থিত হইবে। দুই বৎসরের তদন্তের ফলে একথা প্রমাণিত হইয়াছে যে, সাম্রাজ্যের মধ্যে উপনিবেশ সমূহে লোক প্রেরণের দ্বারা বৃটেনের বেকার সমস্যার আপাততঃ একটা প্রতিকার হইবে; অনুন্নত দেশ সমূহে সম্পূর্ণরূপে নূতন নূতন উপনিবেশ গড়িবার জন্য বোর্ড গঠিত হইবে এবং এই জন্য নূতন সহর ও গ্রাম পত্তন করা হইবে। নব গঠিত কোন কর্পোরেশন বা সনদপ্রাপ্ত কোন কোম্পানীই এই সমস্ত কার্য্যের ভার গ্রহণ করিবেন। তাঁহারাই লোক জনকে দেশান্তরে লইয়া যাইবার এবং ভূমি পরিষ্কার ও পণ্য বাজারে চালাইবার ব্যবস্থা করিবেন। এই ভাবে ১০ বৎসরের মধ্যে প্রায় পাঁচ লক্ষ লোক উপনিবেশে স্থান পাইবে।

আফগান প্রধান মন্ত্রীকে হত্যার চেষ্টা

নূতন দিল্লী হইতে প্রকাশ, কাবুল হইতে প্রাপ্ত এক অসমর্থিত সংবাদে প্রকাশ, যে, আফগান প্রধানমন্ত্রী হাসিম খাঁকে হত্যার জন্য এক চেষ্টা হয়। প্রধান মন্ত্রী সামান্য আহত হইয়া রক্ষা পাইয়াছেন। আক্রমণকারী নাকি একজন আফগানিস্থানেরই লোক। সে গুলী করিয়া আত্মহত্যা করিয়াছে। এই সংবাদের সমর্থন এখনও পাওয়া যায় নাই।

পাতিয়ালায় শ্বেতাঙ্গ প্রধানমন্ত্রী নিয়োগের গুজব

লাহোর হইতে প্রকাশ, এক অসমর্থিত সংবাদে প্রকাশ, পাতিয়ালা রাজ্যের প্রধান মন্ত্রীর পদে একজন শ্বেতাঙ্গ সিভিলিয়ান নিযুক্ত হইতেছেন। বর্ত্তমান প্রধানমন্ত্রী নবাব লিয়াকত হায়াত খাঁ লণ্ডনে ভারত সচিবের অফিসে একটি পদে নিযুক্ত হইবেন।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে—ডাঃ কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম ভক্তিশাস্ত্রী এম, এ, এম, [illegible]

তারের ঠিকানা— 'শ্রীধাম', নবদ্বীপ
ডাকের ঠিকানা—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

দৈনিক

REG. C1844

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৮৲
অর্দ্ধ কলম ৩৷৹
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র।

নদীয়া-প্রকাশ
THE
NADIA-PRAKASH

সর্ব্বত্রের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

সাধারণের হার
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸৹
মাসিক ১৲
নগদ বর্ত্তমান
সংখ্যা ৫

৮ম খণ্ড সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বেদান্তবাচস্পতি [২৮১শ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর— ২০শে মাঘ শনিবার ১৩৪০, ৩রা ফেব্রুয়ারী ১৯৩৪

বিলাতে চাঁদা সংগ্রহ

লণ্ডন হইতে প্রকাশ, হাই কমিশনার ভারতীয় ভূমিকম্পের যে সাহায্য ভাণ্ডার খুলিয়াছেন, তাহাতে এই পর্যন্ত ১৩৬৫ পাউণ্ড সংগৃহীত হইয়াছে।

সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা

ময়মনসিংহ হইতে প্রকাশ, নেত্রকোণা জিলার কেন্দুয়া গ্রামে পরস্পর বিরোধী দুই দলের মধ্যে সাংঘাতিক দাঙ্গা হইয়া গিয়াছে। প্রকাশ যে, এক দলের লোক মাছ ধরিবার জন্য অপর দলের জমিতে একটি খাল খনন করে। ইহা লইয়া দুই দলের মধ্যে ঝগড়া হয় এবং ঐ ঝগড়া ক্রমশঃ খণ্ডযুদ্ধে পর্যবসিত হয়। ফলে একজন বন্দুকের গুলীতে, অপর একজন বর্শার আঘাতে নিহত হয় এবং অপর ৫ জন আহত হয়।

ওয়ার্দ্ধা আশ্রমের কর্মী

পাটনা হইতে প্রকাশ, শেঠ যমুনালাল বাজাজ, বাবু রাজেন্দ্র প্রসাদের নিকট জানিতে চাহিয়াছেন যে, ওয়ার্দ্ধা আশ্রমের স্ত্রী-পুরুষ যে কোনও কর্মীর সাহায্যের প্রয়োজন আছে কি না। আশ্রমের ১৬ জন মহিলা কর্মী রওনা হইবার জন্য প্রস্তুত আছেন।

এলাহাবাদ হইতে শ্রীযুক্তা বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত ও আগ্রা হইতে শ্রীমতী প্রতিভা দেবী সেবা করিতে প্রস্তুত আছেন বলিয়া রাজেন্দ্র প্রসাদকে জানাইয়াছেন।

আগরতলার মহারাজের ভ্রাতার মৃত্যু

আগরতলা হইতে প্রকাশ, বোম্বাই হইতে সংবাদ আসিয়াছে যে, ত্রিপুরা ষ্টেটের উত্তরাধিকারী মহারাজ কুমার দুর্জয় সিংহজী তাঁহার বোম্বাইস্থিত বাসভবনে টাইফয়েড রোগে পরলোক গমন করিয়াছেন। তিনি ত্রিপুরার মহারাজা মাণিক্য বাহাদুরের কনিষ্ঠা কন্যা রাজকুমারী বিজয় প্রভাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। তিনি একজন ভাল পোলো খেলোয়াড় ছিলেন।

আজমীঢ় মেয়ো কলেজে অধ্যয়ন করার পর তিনি শিক্ষা লাভের জন্য বিলাতে গিয়াছিলেন এবং শিক্ষালাভ করতঃ ১৯২৭ সালে ভারতে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। ১৯২৮ সালে আগরতলায় মহাসমারোহে তাঁহার বিবাহ কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছিল। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ২৫ বৎসর হইয়াছিল। তিনি দুইপুত্র ও একটি কন্যা সন্তান রাখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার মৃত্যুকালে ত্রিপুরা রাজ্যের মহারাজা ও যুবরাজ তাঁহার নিকট উপস্থিত ছিলেন। তাঁহার সম্মানার্থে ত্রিপুরা রাজ্যের সকল প্রকার আফিস ও প্রতিষ্ঠান এক সপ্তাহ কাল বন্ধ থাকিবে।

জার্ম্মানী ও পোল্যাণ্ডের মধ্যে সন্ধি

লণ্ডন হইতে প্রকাশ, জার্ম্মানী ও পোল্যাণ্ডের মধ্যে ১০ বৎসরের জন্য যে অনাক্রমণ চুক্তি হইয়াছে, তাহাতে ইউরোপের সর্ব্বত্র আনন্দ প্রকাশ করা হইয়াছে। জার্ম্মাণ সংবাদপত্র সমূহও একবাক্যে হিটলারের প্রশংসা করিয়া বলিতেছেন যে, ইহাদ্বারা তিনি শান্তি প্রতিষ্ঠার পক্ষে অমূল্য কাজ করিলেন। পোল্যাণ্ডের সংবাদপত্র সমূহ বলিতেছেন যে, ইহা দ্বারা জার্ম্মাণ-পোল সীমান্তে চিরস্থায়ী শান্তির সম্ভাবনা হইল এবং হিটলার যে শান্তিপ্রিয় তাহারই প্রমাণ পাওয়া গেল।

ফরাসী দেশও যে ইহাতে সন্তুষ্ট হইয়াছে, তাহা ফরাসী মন্ত্রিগণের মন্তব্য হইতে বুঝা যাইতেছে। তিনি বলেন যে, এই চুক্তির দ্বারা কেবল ভবিষ্যৎ বিবাদের আপোষ রফার যে সম্ভাবনা হইয়াছে, এমন নহে, পূর্ব্ববর্ত্তী চুক্তিগুলিরও সম্মান রক্ষা হইয়াছে।

সাহায্য প্রেরণ

পাটনা হইতে প্রকাশ, বিহার সেন্ট্রাল রিলিফ কমিটির প্রেসিডেণ্ট বাবু রাজেন্দ্র প্রসাদ বোম্বায়ের মিঃ কে এফ নরিম্যানের মারফত ৫,০০০৲, কলিকাতার শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র দাশগুপ্তের মারফৎ ১২,০০০৲, বঙ্গীয় সঙ্কটত্রাণ সমিতির পক্ষ হইতে আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের মারফৎ ২,০০০৲, হিন্দুস্থান টাইমসের ম্যানেজিং ডিরেক্টরের মারফৎ ১০০০৲ টাকা ও রায়পুরের রিলিফ কমিটির মারফৎ ১০০০৲ টাকা পাইয়াছেন।

কলিকাতার মাড়োয়ারী রিলিফ সোসাইটি সমস্তিপুরে একটী সাহায্য-কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করিবেন বলিয়া স্থির করিয়াছেন। সমস্তিপুরে ইংরাজী ৬০টী টিউবওয়েল আসিয়া পৌঁছিয়াছে।

ঠাণ্ডায় ৫১ জনের জীবনহানি

টোকিও হইতে প্রকাশ, ড সেলেট দ্বীপে ৫১ জনের মৃতদেহ পাওয়া গিয়াছে, ইহারা সকলেই ঠাণ্ডায় জমিয়া মারা গিয়াছে। কোরিয়ার পূর্ব্ব উপকূলবর্তী স্থানের জন্য অত্যন্ত অংশ হইতে বিস্তর লোক শীকার করিতে যাইয়া যখন তীরে আগমন করে, তখনও বহু বহিস্থিত। আশঙ্কা হয় যে, মৃত্যু সংখ্যা আরও বেশী হইবে।

যুবকের কাণ্ড

নয়াদিল্লী হইতে প্রকাশ, ফতেপুরী মসজিদের নিকট একজন মুসলমান যুবক হরি সিং নামক একজন ষাট বৎসর বয়স্ক পুস্তকবিক্রেতাকে ছোরা মারিয়া আহত করিয়াছে। প্রকাশ, যুবকটি হরি সিংয়ের নিকট হইতে একখানি বই চাহে ও হরি সিং তাহাকে অন্য এক সময় বই আনাইয়া দিবে বলিয়া বলে। অতঃপর হরি সিং বাহির হইয়া বাহুলে যুবকটী পেছন হইতে তাহাকে আক্রমণ করে। হরি সিং তাহাকে বাধা দিতে যাইয়া বাহুতে ও কপালে আঘাত পায়। তাহার চীৎকার শুনিয়া লোক জড় হওয়ার পূর্ব্বে যুবকটি সরিয়া পড়ে। তাহাকে এখনও গ্রেপ্তার করা সম্ভব হয় নাই।

হিন্দুদের প্রতিবাদ সভা

নয়াদিল্লী হইতে প্রকাশ, নয়াদিল্লীর কনট প্লেস হইতে পুরাতন দিল্লীর আজমীড় গেট পর্যন্ত যে রাস্তা গিয়াছে, সেই রাস্তার উপরে এক মন্দিরসংলগ্ন ধর্ম্মশালার একাংশ ভাঙ্গিয়া দেওয়া এবং প্রকাশ্য দিবালোকে অনৈক মুসলমান দুর্ব্বৃত্ত কর্ত্তৃক হরি সিং নামক এক হিন্দুকে খুন করার প্রতিবাদকল্পে শ্রীযুক্ত জগৎ চন্দ্রের সভাপতিত্বে হিন্দুদের এক জনসভা হইয়া গিয়াছে।

আফগান প্রধান মন্ত্রীর প্রাণনাশ চেষ্টা

নয়াদিল্লী হইতে প্রকাশ, আফগানিস্থানের প্রধান মন্ত্রী সর্দ্দার হাসিম খাঁয়ের প্রাণনাশের চেষ্টা সম্পর্কে পেশোয়ার হইতে যে সংবাদ আসিয়াছে ভারত গবর্ণমেণ্ট তৎসম্বন্ধে কোন পাকা খবর পান নাই। নয়াদিল্লীস্থিত আফগান কন্সাল জেনারেলও ঐ সম্পর্কে কোন সংবাদ পান নাই।

ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

২০শে মাঘ শনিবার, ১৩৪০

ভূমিকম্পে সর্ব্বহারা অনাথ আতুরগণের সাহায্যার্থ রাজপ্রতিনিধি কর্ত্তৃক যে ভাণ্ডার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তাহাতে অর্থ প্রদানের জন্য বড়লাট-পত্নীর যে প্রার্থনা জ্ঞাপন করিয়াছেন, লণ্ডনের সুবিখ্যাত 'টাইমস' পত্রিকা একটি মর্ম্মস্পর্শী প্রবন্ধে তাহার সমর্থন করিয়াছেন। টাইমস আশা করিতেছেন, বিহারের বিপন্ন জনসাধারণের এবং তাঁহাদের সাহসী মিত্র নেপালীদিগের প্রতি দেশব্যাপী সহানুভূতির সাড়া ইংলণ্ডের সর্ব্বত্রই পাওয়া যাইবে। ভারতের রাজকর্ম্মচারীরা এই দুঃসময়ে স্ব স্ব কার্য্যক্ষেত্রে উপস্থিত থাকিয়া অকুণ্ঠিত চিত্তে কর্ত্তব্য সম্পাদন করিতেছেন, এজন্য টাইমস তাঁহাদের প্রশংসা করিয়া বৃটিশ সৈন্যগণ দুর্গতদের দুঃখ মোচনের জন্য যেরূপ পরিশ্রম করিয়া গৌরব অর্জ্জন করিয়াছেন তাহারও উল্লেখ করিয়াছেন এবং আশা করিয়াছেন বৃটিশ জনসাধারণ রাজপ্রতিনিধি প্রতিষ্ঠিত সাহায্য ভাণ্ডারে অর্থদান করিয়া সাম্রাজ্যের অধিবাসীবর্গের প্রতি কর্ত্তব্য পালন করিবেন। এই সহৃদয়তার জন্য আমরা 'টাইমস্'কে ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি।

আমরা শুনিয়া সুখী হইলাম বি, আই, পি রেলের কর্ত্তৃপক্ষ ভূমিকম্পে সর্ব্বহারা নরনারীগণের সাহায্যার্থ প্রেরিত দ্রব্যাদির মাশুল যথেষ্ট হ্রাস করিয়া সহৃদয়তা ও সুবিবেচনার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। পৃথিবীর বৃহত্তম প্রান্তের অধিবাসীরা যাহাদের দুঃখ-কষ্ট লাঘবের জন্য সাহায্য প্রেরণ করিতেছেন, আমরা আশা করি তাঁহাদের মুখের দিকে চাহিয়া অন্যান্য রেল পথের কর্ত্তৃপক্ষও বিপন্ন নরনারীদের সাহায্যের জন্য প্রেরিত দ্রব্যাদির মাশুল হ্রাস করিয়া সহৃদয়তার পরিচয় দিবেন।

গত ২৪শে জানুয়ারী কয়েকজন শিক্ষিত রমণী হাবড়া হইতে একটী প্যাসেঞ্জার ট্রেনে কাঁচি যাইতেছিলেন। ট্রেণ যখন বেলুড় ষ্টেশন ত্যাগ করিয়া পরবর্ত্তী ষ্টেশনের দিকে অগ্রসর হইতেছিল, সেই সময় চারিজন দস্যু সেই চলন্ত ট্রেণে লাফাইয়া উঠিয়া মহিলাদের কামরায় প্রবেশের চেষ্টা করে। সেই কামরার আরোহিনীরা দস্যুদিগের আতঙ্কে না হইয়া বা আর্ত্তনাদ না করিয়া আত্মরক্ষার উপায় অবলম্বন করিলেন। তাঁহাদের নিকট অন্য কোন অস্ত্র ছিল না, কেবল কয়েকখানি ছাতা ছিল, সেই ছাতাগুলি আত্মরক্ষারই অস্ত্র হইল। কয়েকটি মহিলা সেই সুদৃঢ় ছাতা দ্বারা দস্যুদিগকে এরূপভাবে প্রহার করিতে লাগিলেন যে, ইহার ভিতর সহ্য করা তাহাদের দুঃসাধ্য হইল। একটি মহিলা সেই সুযোগ 'এলার্ম' শৃঙ্খল আকর্ষণ করিলেন। ট্রেণের ড্রাইভার কিছুদূর অগ্রসর হইয়া ট্রেণের গতিরোধ করিল। অতঃপর মহিলা আরোহী একজন দস্যুকে রেলওয়ে পুলিসের হস্তে অর্পণ করেন। বিপদের আশঙ্কায় অন্য তিনজন দস্যু ট্রেণ থামিবার পূর্ব্বেই চম্পট দান করিয়াছিল। নারীর এই প্রকার আত্মরক্ষার পরিচয় ভারতের পক্ষে গৌরবের বিষয়। কিন্তু এদেশের শিক্ষিতা মহিলাগণ সভাসমিতিতে পাশ্চাত্য আদর্শের অনুকরণে সহশিক্ষা, সন্তান জন্ম নিয়ন্ত্রণ, স্বামী ত্যাগ ও বিবাহে জাতিভেদ উঠাইয়া দেওয়ার জন্য প্রবল উৎসাহ প্রদর্শন করিলেও আত্মরক্ষার জন্য যেটুকু চেষ্টা যত্নের প্রয়োজন সেটুকু করেন কি? যদি করিতেন তাহা হইলে নারী ধর্ষণের দুর্নাম ক্রমশঃ দেশব্যাপী হইয়া উঠিতেছে কেন?

কলিকাতা হাইকোর্টের অস্থায়ী প্রধান বিচারপতি মাননীয় স্যার শ্রীযুত চারুচন্দ্র ঘোষ মহাশয় গত ১৫ই মাঘ কার্য্যভার ত্যাগ করিয়াছেন। তিনি বিগত ১৯১৯ সালের ২৫এ জুলাই হাইকোর্টের বিচারপতি নিযুক্ত হইয়া প্রায় ষোড়শ বৎসর কর্ত্তব্যভার বহন করিয়া আসিয়াছেন। এই দীর্ঘ কালমধ্যে তিনি চারিবার অস্থায়িভাবে বঙ্গের প্রধান বিচারপতির পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। জীবনের অবশিষ্ট কাল তিনি নিরুদ্বেগ চিত্তে পরমার্থ আলোচনায় অতিবাহিত করুন, ইহাই আমাদের আন্তরিক ইচ্ছা। স্যার শ্রীযুত ঘোষ মহাশয় প্রধান বিচারপতির পদত্যাগ করায় গত ৩০শে জানুয়ারী হইতে স্থায়ী প্রধান বিচারপতি স্যার ডার্ব্বিশায়ার তাঁহার কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াছেন।

জানুয়ারী মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে বঙ্গদেশে ২৫টী ডাকাতির সংবাদ পাওয়া গিয়াছে; ঢাকায় তিনটি, মেদিনীপুর হুগলী, বর্দ্ধমান —এই তিন জিলার প্রত্যেক জেলায় দুইটী করিয়া, এবং চব্বিশপরগণা, নদীয়া, যশোহর বাঁকুড়া, রাজসাহী, ময়মনসিংহে এই এক সপ্তাহে একটী করিয়া ডাকাতি হইয়াছে। চট্টগ্রাম, নোয়াখালি, বরিশাল, ত্রিপুরা, রঙ্গপুর, দিনাজপুর, পাবনা, মালদহ, বগুড়া প্রভৃতি জেলা হইতে আলোচ্য সপ্তাহে ডাকাতির সংবাদ পাওয়া যায় নাই, ইহা সুখের বিষয়। ময়মনসিংহ ও ঢাকায় দস্যুরা আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার করিয়াছিল, নদীয়ায় একটি ডাকাতিতে একটী নরহত্যারও সংবাদ পাওয়া গিয়াছে।

গাঁধাফুলের গুণ

কাটা ঘা ও রক্তপাতে

যেক্ষেত্রে কোনস্থান কাটিয়া রক্তপাত ঘটিবে ঐ রক্তপাত নিবারণ ও ঘা শুকাইতে গাঁধার ক্ষমতা অসাধারণ। কতকটা গাঁধাপাতা কচলাইয়া কর্ত্তিত স্থানে লাগাইলে তৎক্ষণাৎ রক্তপাত বন্ধ হয় এবং অবিলম্বেই ঘা শুকাইয়া উঠে।

ঘা ও ক্ষত

বিশুদ্ধ মাখমে গাঁধাপাতা ভাজিয়া মলম প্রস্তুত পূর্ব্বক ব্যবহারে ঘা ও ক্ষতের উপকার হয় এবং উহা দূষিত (সেপটিক) হইতে পারে না। ঐ মলমে কিঞ্চিৎ বোরিক এসিড বা সোহাগার খই মিশ্রিত করিলে আরও ভাল ফল হয়। বহুক্ষেত্রে এই মলম ব্যবহার করিয়া সন্তোষজনক ফল প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে।

পৃষ্ঠাঘাত ও দুষ্টফোড়া

ময়দা বা সুজী সহযোগে গাঁধাপাতার গরম পুল্টিশে পৃষ্ঠাঘাত ও দুষ্টফোড়ায় বিশেষ উপকার সাধন করে উহাতে ফোড়া নরম করিয়া ফাটাইয়া দেয় এবং পুঁজরক্ত বাহির করে।

রক্তপ্রদর

রক্তপ্রদর রোগে চিনি সহযোগে গাঁধাপাতার রস সেবনে বিশেষ ফল হয়। এক তোলা রসে দুই হইতে চারি আনা চিনি মিশাইতে হয়।

গরমজলে গাঁধাপাতা সিদ্ধ করিয়া, ঐ জলে ক্ষত ধোয়ান বিশেষ ফলপ্রদ। উহাতে ঘা শুকাইয়া উঠে।

মুত্রযন্ত্রের পীড়া

মূত্রযন্ত্রের রোগে গাঁধাফুলের অনেক ঘড় উপকার। চল্লিশতোলা জলে দুই তোলা ফুল সিদ্ধ করিয়া দশতোলা থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিলেই আরক প্রস্তুত হইল। উহা সেবনে মুত্রাবরোধ বিদূরিত হইয়া রোগী আরাম বোধ করে। ঐ আরকে বিশুদ্ধ শিলাজতু মিশ্রিত করিয়া লইলে অধিক ফল পাওয়া যায়। ঐ আরক ব্যতীত শুধু গাঁধাফুলের রস সেবনেও ভাল ফল পাওয়া যায়।

প্রমেহ

গাঁধাপাতার রস সেবনে প্রমেহ জনিত মূত্রনালীর উৎকণ্ঠা দূরীভূত হইয়া থাকে। রক্তস্রাবেও ঐ রস উপকারী। যে ক্ষেত্রে মুত্রের বেগ অধিক, স্রাবের পরিমাণ কম ঘটে সে ক্ষেত্রে দুই তোলা গাঁধাপাতার রসের সহিত একটুকু কার্ব্বনেট অব পটাস সলিউসন মিশ্রণ পূর্ব্বক সেবনে সত্ত্বফল পাওয়া যায়।

শুক্রক্ষয়

গাঁধাফুলের বীজ শুক্রক্ষয় নিবারণে বিশেষ শক্তিশালী ঔষধ। চিনির সহিত দুই হইতে চারি আনা পরিমিত বীজ সেবনীয়। অত্যধিক অতিসারে রক্তপাতে ও অর্শরোগে এবং যে ক্ষেত্রে রক্তস্রাবই প্রধান, উহাতে বিশেষ উপকার করে।

গাঁধার টিঙ্কার বা আরক

ঘা, ক্ষত ও কার্ব্বঙ্কলরোগে গাঁধার টিঙ্কার উপকারক। গরম গাঁধার জলে ঘা ভালরূপ ধোয়াইয়া তদুপরি ঐ টিঙ্কার লাগাইতে হয়। প্রমেহ ও প্রদরে দশ হইতে পঁচিশ ফোঁটা টিঙ্কার সেবনে ভাল ফল করে। ঐ টিঙ্কার প্রস্তুত করার প্রণালী এইরূপ—ফুল ও শুষ্ক গাঁধাগাছ কাটিয়া এবং ছেঁচিয়া প্রতি আউন্স গাছড়ায় চারি আউন্স এলকোহল মিশ্রিত করিতে হইবে। পরে উহা বোতলে ভরিয়া ঠাণ্ডা জায়গায় দশ পনর দিন রাখিয়া দিতে হয়। পরে সাবধানে তরল পদার্থ ঢালিয়া লইতে হইবে।

—কবিরাজ ইন্দুভূষণ সেন

জার্ম্মান পোল্যাণ্ড চুক্তি

লণ্ডন হইতে প্রকাশ, প্রথম আক্রমণ সম্বন্ধে জার্ম্মানীর সহিত পোল্যাণ্ডের চুক্তি হইয়াছে। এই চুক্তিতে যুরোপের কোনও কোন রাজ্যই অসন্তুষ্ট হন নাই, উপরন্তু তাঁরা হিটলারের কার্য্য নৈপুণ্যে সাতিশয় সন্তোষ প্রকাশ করিয়াছেন।

জার্ম্মানীর সংবাদপত্র সমূহ শান্তিপ্রিয় হার হিটলারের ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন। পোল্যাণ্ডের সাংবাদিকেরা চুক্তির নিন্দা করেন নাই। ফরাসীও সন্তুষ্ট হইয়াছেন। এম, পল বঙ্কুর অনেক কথায় ফ্রান্সের অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিয়াছেন।

অনশনে দেওয়াস মহারাজা

পণ্ডিচেরী হইতে প্রকাশ, দেওয়াসের মহারাজার প্রায়শ্চিত্তের ৩৫ শ দিবস। ডিসেম্বর মাসের ২৬শে তারিখ হইতে তিনি প্রায়শ্চিত্ত আরম্ভ করিয়াছেন। এই সুদীর্ঘ পাঁচ সপ্তাহ যাবৎ তিনি সামান্য দুধ, জল, ফল ইত্যাদি ছাড়া আর কিছুই গ্রহণ করিতেছেন না। সঙ্গে সঙ্গে রাজ পরিবারের অন্যান্য ব্যক্তিরাও প্রায় অর্দ্ধাহারে আছেন। যত দিন পর্য্যন্ত সন্তোষজনক কোন মীমাংসা না হয়, ততদিন মহারাজার এই প্রায়শ্চিত্ত চলিবে। ইতিমধ্যেই মহারাজা দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছেন। তাঁহার স্বাস্থ্য সম্বন্ধে আশঙ্কার কারণ দেখা যাইতেছে। প্রতিদিন হরিসঙ্কীর্ত্তন, ভজন গান ও প্রার্থনা ইত্যাদি হইতেছে। ধর্ম্মগ্রন্থাদি পাঠের ব্যবস্থাও হইতেছে। মহারাজা স্বয়ং সকল সময়ে যোগদান করিতেছেন।

মহারাজার পক্ষ হইতে বিলাতে প্রধান মন্ত্রী মিঃ ম্যাকডোনাল্ডের নিকট এক তার প্রেরণ করা হইয়াছে। তাহাতে মহারাজা তাঁহার রাজ্য সংক্রান্ত সমস্ত কথাই উল্লেখ করিয়াছেন এবং অতি বিনীতভাবে একটা মীমাংসার জন্য সকরুণ আবেদন জ্ঞাপন করিয়াছেন।

—আনন্দবাজার

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক
— পারমার্থিক পত্র —
শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশ
তনয়স্তদ্ধাম-বৃন্দাবনম্,
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং
প্রেমা পুমর্থো মহান্,
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং
তত্রাদরো নঃ পরঃ॥

৮ম বর্ষ } ৪ গোবিন্দ গৌরাব্দ ৪৪৭, ২০শে মাঘ বঙ্গাব্দ ১৩৪০, ৩রা ফেব্রুয়ারী ইং ১৯৩৪, শনিবার } ২৮১ তম সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

সিন্ধুপ্রদেশস্থ শিকারপুরে গৌরবাণী প্রচার

শ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিলাস গভস্তি নেমী মহারাজ গত ১২ই মাঘ শনিবার তারিখে সিন্ধুপ্রদেশের শিকারপুর বক্তৃতা-স্থলে প্রায় দুই ঘণ্টা শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করিয়াছেন। স্বামীজী মহারাজের পাঠ শ্রবণের জন্য শিকারপুর-নিবাসী বহু ভদ্রলোক ও ভদ্রমহিলা উপস্থিত হইয়াছিলেন। ব্যাখ্যা-শ্রবণে সকলেই অতিশয় আনন্দিত হইয়াছেন। পাঠের মর্ম্ম আগামীতে প্রকাশিত হইবে।

খুলনায় প্রচার

শ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রকাশ অরণ্য মহারাজ গত ১০ই মাঘ ২৩শে জানুয়ারী খুলনা জেলার অন্তর্গত বিখ্যাত বন্দর ডুমুরিয়া-বাজারস্থিত শ্রীযুক্ত কনককান্তি দাসাধিকারী মহাশয়ের বাসায় ছায়াচিত্রযোগে শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-লীলা-সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন। তদীয় শ্রীমুখনিঃসৃত বীর্য্যবতী হরিকথা শ্রবণ করিয়া সমাগত ভদ্রমহোদয়গণ বিশেষ প্রীতিলাভ করেন। তৎসঙ্গে ব্রহ্মচারিগণের সুমধুর কীর্ত্তনও হইয়াছিল। তৎপরদিবস উক্ত বাজারস্থিত শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ দাসাধিকারী মহোদয়ের বাসায়ও ছায়াচিত্রে হরিকথা হইয়াছিল।

গত ১২ই মাঘ ২৬শে জানুয়ারী শুক্রবার শ্রীমদ্ভক্তিপ্রকাশ অরণ্য মহারাজ কতিপয় ব্রহ্মচারিসহ উক্ত জেলার অন্তর্গত ঘুঘুড়ী-গ্রামনিবাসী শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী দাসাধিকারী মহোদয়ের বাটীতে উপস্থিত হইয়া শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

"আশ্রয়-বিগ্রহ"

শ্রুতি-স্মৃতির আলোচনায় মত্ত সদা থাকুন তাঁ'রা।
শুনুন মহাভারত-কথা, ভবের ভয়ে ভীত যাঁ'রা॥
যাগ, যজ্ঞ, দান, তপস্যা আর নানা ব্রত অনুষ্ঠানে।
লিপ্ত থাকুন্ অনুরাগে, শ্রেষ্ঠ যাঁ'রা এদের মানে॥
আমি কিন্তু ভজবো হিয়ায়, শ্রীনন্দ আর যশোমতী।
বাৎসল-রস-শিক্ষাদাতায়, করবো নিতি পুষ্পারতি॥
ব্রহ্মা-শিব-নারদাদি যাঁহার লীলার সীমা না পায়।
অজিত সেই শ্রীগোবিন্দ খেলেন তাঁ'দের আঙ্গিনায়॥
মা যশোদা স্নেহের বলে, বাঁধেন তাঁ'রে উদূখলে।
'ননীচোরা' নামটী ঠাকুর, ধরলে শিরে কুতূহলে॥
পরম-ব্রহ্ম বাল-গোপাল, নাচে যাঁ'দের বারান্দায়।
তাঁ'দের আমি করবো পূজা 'বসত' বাঁধি চরণ-ছা'য়

সাত্বত বিধানে শ্রাদ্ধ

গত ২৬শে পৌষ বুধবার চট্টগ্রাম, রাউজান থানার অন্তর্গত উত্তর গুজরা গ্রাম-নিবাসী শ্রীযুক্ত শশিকুমার চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের মাতার শ্রাদ্ধ শ্রীগৌড়ীয়মঠের আশ্রিত শ্রীযুক্ত ত্রিপুরা-চরণ ভট্টাচার্য্য মহোদয় কর্ত্তৃক সাত্বত বিধানানুসারে মহাপ্রসাদ ও চরণামৃত দ্বারা সুসম্পন্ন হইয়াছে। ভট্টাচার্য্য মহাশয় ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী গুরুপাদপদ্মের পূজা করিয়া শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ আরম্ভ করেন। তিনি ভাগবতের একটী শ্লোক পাঠ করিয়া কর্ম্ম-জড়স্মার্ত্ত-বাদটী যে তামসিক, তাহা অতি সুন্দরভাবে সকলকে বুঝাইয়া দিয়াছেন। তিনি এতদ্বিষয়ে গীতা-উপনিষদাদি শাস্ত্রের বহু প্রমাণ দেখাইয়াছেন। ইহাতে সমবেত পণ্ডিত মণ্ডলী কোন প্রকার প্রতিবাদ করেন নাই। নিমন্ত্রিত ব্রাহ্মণ, উকিল, জমিদার; কায়স্থ, প্রভৃতি প্রায় ৪।৫ শতাধিক গণ্যমান্য ব্যক্তি সভায় উপস্থিত ছিলেন; সকলেই নিঃশব্দে মনোযোগসহ শ্রবণ করিয়াছেন।

উপস্থিত সভাগণের মধ্যে নয়াপাড়া গ্রাম নিবাসী শ্রীযুক্ত দুর্গাকিঙ্কর তর্করত্ন, শ্রীযুক্ত প্রতাপচন্দ্র ন্যায়রত্ন, শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ বিদ্যানিধি, শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র চন্দ্র স্মৃতিতীর্থ, শ্রীযুক্ত অপর্ণা-চরণ স্মৃতিতীর্থ, শ্রীযুক্ত প্রতুল কুমার উকিল, জমিদার শ্রীযুক্ত অজিৎকুমার রায়, শ্রীযুক্ত কামিনীকুমার ভট্টাচার্য্য কবিরাজ, শ্রীযুক্ত চন্দ্রকান্ত ভট্টাচার্য্য সুলতানপুর গ্রামনিবাসী শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র স্মৃতিতীর্থ, শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্র চন্দ্র ভট্টাচার্য্য, সত্তাগ্রাম-নিবাসী শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ স্মৃতিরত্ন, গুজরা-গ্রামনিবাসী শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, শ্রীযুক্ত তারাপ্রসন্ন সাংখ্যতীর্থ, শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র কাব্যতীর্থ, শ্রীযুক্ত নীলকমল স্মৃতিতীর্থ, ফতেয়াবাদ গ্রাম-নিবাসী শ্রীযুক্ত বামাচরণ স্মৃতিতীর্থ, শ্রীযুক্ত চন্দ্রকুমার কাব্যতীর্থ, কুত্রপারা গ্রাম নিবাসী শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, বিনাজুরী গ্রাম নিবাসী শ্রীযুক্ত বামাচরণ চক্রবর্ত্তী, বিনাজুরী গ্রামনিবাসী শ্রীযুক্ত ত্রিপুরাচরণ সরকার শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র চৌধুরী প্রভৃতি ভদ্র মহোদয়গণের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সকলেই প্রসাদান্ন পাইয়াছিলেন।

ব্যাসপূজার বিশেষ সংখ্যা

আগামী কল্য রবিবার হইলেও শ্রীগোবিন্দের পরম-শুভদা কৃষ্ণা পঞ্চমীর পূজা করিবার জন্য শ্রীনদীয়া-প্রকাশের একটী বিশেষ সংখ্যা প্রকাশিত হইবেন। এতদ্ব্যতীত যে দিবস শ্রীব্যাসপূজার বিশেষ অধিবেশন হইবে, সেই দিবস এবার ৯টী ভাষায় শ্রীনদীয়া-প্রকাশের 'ব্যাসপূজার বিশেষ সংখ্যা" প্রকাশিত হইবেন। ভারতে সংস্কৃত, বাংলা, হিন্দি, উৎকল, তামিল, তেলেগু, আসামী, উর্দ্দু ও ইংরাজী—এই নয়টী ভাষাই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রচলিত। এই সকল ভাষা যাঁহাদের মাতৃভাষা, বিভিন্ন প্রদেশের এরূপ বহু মনীষী জগদ্গুরু শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের শ্রীচরণাশ্রয় করিয়া জীবন ধন্য করিয়াছেন। তাই তাঁহারা যাহাতে 'শ্রীনদীয়া-প্রকাশ' দ্বারা তাঁহাদের শ্রদ্ধাঞ্জলি আচার্য্যবরের শ্রীপাদপদ্মে নিবেদন করিতে পারেন, তাহার সুবিধার জন্য এই বিশেষ সংখ্যার আয়োজন। উত্তম কাগজে এই সংখ্যা প্রকাশিত হইবেন। যাঁহারা এই সংখ্যা ডাকে পাইতে ইচ্ছা করেন, অনুগ্রহ পূর্ব্বক ৵৫ পয়সার ডাক-টিকিট পাঠাইয়া গ্রাহক হইবেন। বলা-বাহুল্য, বিভিন্ন প্রদেশের গুরুভ্রাতৃবৃন্দের স্মৃতি-সংরক্ষণের ইহা একটী বিশেষ সুযোগ।

নিবেদক—
শ্রীকৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী
ম্যানেজার, নদীয়া-প্রকাশ
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

৩ গোবিন্দ অবায় শ্রী:রাদশায়ী ৪৪৭

নিত্য শান্তির সন্ধান

আমরা গতকল্য "দ্বিপাদ পশু"-শীর্ষক সম্পাদকীয় প্রবন্ধের শেষ শ্লোকটীতে দেখিতে পাইয়াছি যে, যাঁহারা পরমপুরুষ ভগবানে একান্ত শরণাগত এবং একাগ্রতা-সহকারে সেই পরমদেবেই চিত্ত সন্নিবিষ্ট রাখিতে সমর্থ হইয়াছেন, তাঁহারাই প্রকৃত সাধু; দেবতা ও সিদ্ধপুরুষগণ সর্ব্বদা সর্ব্বত্র তাঁহাদের পবিত্র চরিত্রের কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। ভগবানের গদার দ্বারা তাঁহারা চিররক্ষিত। তাই তাঁহাদের নিকট যমদূত-গণের যাইবার অধিকার নাই কারণ যম বা ব্রহ্মাদি দেবতাগণও তাঁহাদের প্রতি দণ্ড-বিধানে কখনও সমর্থ হন না। এমন কি সকলের নিয়ন্তা সাক্ষাৎ কালও তাঁহাদের উপর প্রভুত্ব-বিস্তারে অসমর্থ। তাই যমরাজ স্বীয় দূতগণকে বলিতেছেন—

'তানানয়ধ্বমসতো বিমুখান্ মুকুন্দ-
পাদারবিন্দমকরন্দরসাদজস্রম্।
নিষ্কিঞ্চনৈঃ পরমহংসকুলৈরসঙ্গৈ-
র্জুষ্টাদ্গৃহে নিরয়বর্ত্মনি বদ্ধতৃষ্ণান্॥

(ভা: ৬।৩।২৮)

ভগবানের সেবা করা ব্যতীত যাঁহাদের আর অন্য কোনও লক্ষ্য নাই এবং যাঁহারা সেবাসুখের স্বরূপ বিলক্ষণ উপলব্ধি করিয়াছেন, এতাদৃশ পরম বিবেকী পরমহংসগণের সেবিত মোক্ষদাতা ভগবানের পাদারবিন্দের মকরন্দ-রসে যাহারা সম্পূর্ণ বিমুখ এবং নিরয়-গমনের প্রধান পথস্বরূপ গৃহক্ষেত্রাদি-বিশিষ্ট সংসাররসে একান্ত নিবিষ্টচিত্ত তাদৃশ অসদভি-সন্ধি-বিশিষ্ট দুষ্ট দুর্ব্বিনীত ব্যক্তিগণকেই কেবল দণ্ডের দ্বারা সুশিক্ষিত করিবার নিমিত্ত আমার সংযমনীপুরে স্বচ্ছন্দে আনয়ন কর।'

যমরাজ আরও বলিতেছেন—

জিহ্বা ন বক্তি ভগবদ্গুণনামধেয়ং
চেতশ্চ ন স্মরতি তচ্চরণারবিন্দম্।
কৃষ্ণায় নো নমতি যচ্ছির একদাপি
তানানয়ধ্বমসতোঽকৃতবিষ্ণুকৃত্যান্॥

(ভা: ৬।৩।২৯)

'যাহাদের জিহ্বা কখনও ভগবন্নাম-গুণাদি কীর্ত্তন করে নাই, যাহাদের চিত্ত ভগবচ্চরণারবিন্দের চিন্তা করে নাই এবং যাহাদের মস্তক অবনত হইয়া 'কৃষ্ণায় নমঃ' বলিয়া একদিনও প্রণত হয় নাই, যাহারা অবশ্য কর্ত্তব্য ভগবদ্ভজনে সম্পূর্ণ বিমুখ তাদৃশ নিকৃষ্ট ব্যক্তিগণকেই এই যমালয়ে দণ্ডের জন্য আনয়ন কর।'

সুতরাং যেসকল ব্যক্তি সুদুর্ল্লভ মনুষ্য-জন্ম বহু পুণ্যফলে লাভ করিয়াও শ্রীভগবানের নাম-রূপ-গুণ-লীলাদিতে চিত্ত অর্পণ না করে সেই ব্যক্তিই পশু অর্থাৎ দ্বিপাদ পশু বা নৃপশু। তাহার আর চৌরাশিলক্ষ যোনি-ভ্রমণ হইতে নিস্তার নাই। তাই বলি ভাই সকল, যতক্ষণ দেহে প্রাণ থাকে ততক্ষণ অহর্নিশ শ্রীহরিনামে মত্ত হইয়া অতি দুর্ল্লভ মনুষ্যজীবনের সার্থকতা সাধন করত সকলে কৃতান্তের চক্ষে ধূলি দিয়া অনায়াসে এই ভবসমুদ্র পার হও। জীব মাত্রেই স্বরূপে শ্রীকৃষ্ণের নিত্য দাস; সুতরাং মনুষ্য, পশু, পক্ষী, কীট-পতঙ্গাদি যাবতীয় প্রাণীই শ্রীকৃষ্ণের নিত্য দাস এবং কৃষ্ণ-সেবাই প্রত্যেক জীবের স্বরূপগত কার্য্য অতএব যেসকল জীব কৃষ্ণসেবা না করিয়া মায়ার সেবা করত কেবল আহার, নিদ্রা, ভয়, মৈথুন ও মলমূত্র-ত্যাগাদি কার্য্যেই জীবন অতিবাহিত করে, নিজপ্রভু শ্রীহরির সেবা করে না, তাহাদিগকে পশু বলে। মনুষ্যদেহ শ্রেষ্ঠ কেন? তাহার উত্তর এই যে, কেবল মনুষ্যদেহেই হরিভজন সম্ভব। তাই মনুষ্য জীবনই অতি দুর্ল্লভ এবং এই দুর্ল্লভ জন্ম লাভ করিয়াও যে হরিভজন না করিয়া পশুর মত কেবল আহার-নিদ্রাদিতে জীবন অতিবাহিত করে, সেই জনই প্রকৃত পশু। বাহ্যিক আকারটী মনুষ্য হইলেই বা কি আসে যায়? যে-কোন যোনিতেই জন্ম হউক না কেন যিনি কৃষ্ণভজন করেন তিনিই সাধারণ মনুষ্য অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও ভক্ত নামে অভিহিত, বাকী সকলকে অভক্ত বা পশু বলা যায়। তাহারা যথার্থ মনুষ্য-নামের অযোগ্য। সুতরাং যে-সকল মনুষ্য কৃষ্ণভজনে বিমুখ, তাহারাই নৃপশু বা দ্বিপাদপশু নামে খ্যাত প্রহ্লাদ দৈত্যকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াও ধন্য হইয়াছিলেন। হনুমান্ বানরকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াও জগৎপূজ্য হইয়াছেন, গুহক চণ্ডাল-কুলে ও হরিদাস যবনকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াও জগদ্বন্দ্য হইয়াছেন।

ব্যাধস্যাচরণং ধ্রুবস্য চ বয়ো বিদ্যা
গজেন্দ্রস্য কা
কুব্জায়াঃ কিমু নামরূপমধিকং কিন্তৎ
সুদাম্নো ধনং।
বংশঃ কো বিদুরস্য যাদবপতেরুগ্রস্য
কিং পৌরুষং
ভক্ত্যা তুষ্যতি কেবলং ন চ গুণৈর্ভক্তি-
প্রিয়ো মাধবঃ॥

ব্যাধের আচরণ কি ছিল, ধ্রুবের বয়ঃক্রম কি ছিল, গজেন্দ্রের বিদ্যা কি ছিল, সুদামা বিপ্রের ধন কি ছিল, বিদুর মহাশয়ের কি বংশ-গৌরব ছিল এবং যাদবপতি উগ্র-সেনেরই বা কি পরাক্রম ছিল, তথাপি শ্রীকৃষ্ণ ইঁহাদের প্রতি বিশেষ কৃপা করিয়াছিলেন, অতএব ভক্তিপ্রিয় মাধব কেবল ভক্তিদ্বারাই সন্তুষ্ট হয়েন। সদাচারাদি গুণসমূহ দ্বারা কখনও পরিতোষ লাভ করেন না। পশু শব্দের প্রকৃত অর্থ অজ্ঞ বা মূর্খ। যে জীব আত্মতত্ত্ব অর্থাৎ নিজে ভগবানের নিত্যদাস, এই জ্ঞান লাভ না করিয়া কেবল অর্থ উপার্জ্জনে আত্মবুদ্ধি করত শ্রীহরির চরণ সেবা না করে সেই জীবটীকেই পশু বলা যায়। সুতরাং যে সকল ব্যক্তি হরিভজন না করিয়া কেবল স্ত্রী-পুত্রাদি লইয়া অসার সংসারে উন্মত্ত হইয়া থাকে তাহারাই যথার্থ পশু। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে লিখিয়াছেন যে একমাত্র মনুষ্য সকল প্রাণীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ। আবার মনুষ্য সকলের মধ্যে যাঁহারা কৃষ্ণভক্ত তাঁহারাই শ্রেষ্ঠ এবং যথার্থ মনুষ্য নামে অভিহিত। যথা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মধ্য ১৯শ পরিচ্ছেদে—

এইমত ব্রহ্মাণ্ড ভরি' অনন্ত জীবগণ।
চৌরাশিলক্ষ যোনিতে করয়ে ভ্রমণ॥
কেশাগ্র শতেকভাগ পুনঃ শতাংশ করি।
তার সম সূক্ষ্ম জীবের 'স্বরূপ' বিচারি॥
তার মধ্যে স্থাবর জঙ্গম দুই ভেদ।
জঙ্গমে তির্য্যক্ জল-স্থলচর বিভেদ॥
তার মধ্যে মনুষ্যজাতি অতি অল্পতর।
তার মধ্যে ম্লেচ্ছ পুলিন্দ বৌদ্ধ শবর॥
বেদনিষ্ঠ মধ্যে অর্দ্ধেক বেদ মুখে মানে।
বেদনিষিদ্ধ পাপ করে ধর্ম্ম নাহি গণে॥
ধর্ম্মাচারী মধ্যে বহুত কর্ম্মনিষ্ঠ।
কোটী কর্ম্মনিষ্ঠ মধ্যে এক জ্ঞানী শ্রেষ্ঠ॥
কোটী জ্ঞানী মধ্যে হয় একজন মুক্ত।
কোটী মুক্ত মধ্যে দুর্ল্লভ এক কৃষ্ণভক্ত॥
কৃষ্ণভক্ত নিষ্কাম অতএব শান্ত।
ভুক্তি মুক্তি-সিদ্ধিকামী সকলি অশান্ত॥

শ্রীমদ্ভাগবতে—

মুক্তানামপি সিদ্ধানাং নারায়ণ-পরায়ণঃ।
সুদুর্ল্লভঃ প্রশান্তাত্মা কোটিষ্বপি মহামুনে॥

—হে মহামুনে, কোটি কোটি মুক্ত ও সিদ্ধদিগের মধ্যে নারায়ণ-পরায়ণ প্রশান্তাত্মা পুরুষ অত্যন্ত দুর্ল্লভ।

দুর্ল্লভ মনুষ্যজন্ম লভিয়া সংসারে।
মায়া-পাশে বদ্ধ হ'য়ে সদা ঘুরে মরে॥
পুত্র-কলত্রাদির ভরণে সদা ব্যস্ত।
নাহি ভাবে কবে আয়ু-সূর্য্য যাবে অস্ত॥
খাওয়া পড়া ধনার্জ্জন এই চিন্তা সার।
চিন্তে না, তারিবে কিসে এভব সংসার॥
দেহে আত্মজ্ঞান করি' নিজে ভোক্তা সাজি'।
শ্রীকৃষ্ণভজনে কভু নাহি হয় রাজী॥
পাইয়া দুর্ল্লভ জন্ম কৃষ্ণ যে না ভজে।
সেই ত' নৃপশু পড়ি' রৌরবেতে মজে॥
তাই বলি, মায়া মোহ ছাড়ি' সর্ব্বজন।
শ্রীকৃষ্ণভজনে সদা করুন যতন॥
তাহা হইলে অনায়াসে যাবে বৃন্দাবন।
কৃতার্থ হইবে কৃষ্ণ করি' দরশন॥
পুনর্ব্বার এ সংসারে হ'বে না আসিতে।
কৃষ্ণ ভজি' চির শান্তি লভিবেন চিতে॥

জার্ম্মাণীর আর একজন মনীষীর পত্র

Berlin Wilmersd
Laubenheimer Str. 12 II
January 12, 19

Dear Swami Bon,

I shall never forget what you have done for the development of my spiritual life. It is since the year 1922 that my life was engaged in the search for a deeper conception of Religion, Truth and Godhead than the religion of my confession, I have never been interested in worldly learnings. Studying all books on Religion and religious matters the comparative History of Religion making the acquaintance of the devotees of the different religions I longed for that religious devotee whose life is entirely given in the service of Godhead wishing nothing else but to hear something positive about the True Religion and the way thither.

By chance, as worldly people would say, while you are holding that, it was Providential wish we met each other in Berlin. From the very first moment when I beheld you at the station I had the distinct feeling that your life must be given in the service of the Eternal Beauty.

Now I have done according to your wishes—I have read your two books (Sree Krishna Chaitanya and Life & Precepts) without any prejudice. In the beginning it was something difficult to understand the unaccustomed terminology. Doubts and questions arisen while I was reading the first part of the books disappeared when I read the following chapters. I cannot but say that I was induced to agree with the point of view set forth in the books—notwithstand-

seemingly due to the fact that Mind sometimes endeavours to understand what is not its sphere.

Now I am wishing to maintain the principle of the service of Godhead in practice by every act of life. But to tell the truth, I don't know the way. May Godhead, the Grace of the Almighty, bring me in Personal contact with the Guru and give me the possibility of living among spiritual people.

Please tell me what I shall do? I am now reading all books available to me which are giving the history of your movement. Reading the "Gita" in a German Translation, my Sanskrit knowledge is not sufficient for reading the text. I hope to do according to your wishing. Do there exist some Prayer-Books in English, lists of the Names of God-head?

The members of the local Buddhist Mission are not interested in the so-called Bhakti-Marga. It is a difficult task to make them gradually acquainted with your Religion because they are clinging to Atheism and Anatma conception. Whenever you wish I am ready to give you all I possess but I am but a poor scholar and perhaps it will not be sufficient for you.

But whatever may be your plans don't leave Europe without having come some days to Berlin. I am very strongly wishing you to be here that I may be able to sit at your feet and listen to your teachings.

Expressing my perfect submission to the true devotee of Godhead,

Yours Sincerely,
Sd/-Earnst Schulz

অর্থানুবাদ

শ্রদ্ধাস্পদ স্বামীজি,

আপনি আমার আত্মবৃত্তি-বিকাশের জন্য যাহা করিয়াছেন, [illegible] জীবনে তাহা [illegible]ত পারিব না। আমি যে-ধর্ম্মে অবস্থিত, গত ১৯২২ খৃষ্টাব্দ হইতে তাহা অপেক্ষা সত্য ও ভগবদ্-বিষয়িণী আরও উচ্চতর ধারণার অনুসন্ধানে আছি। প্রাকৃত বিদ্যায় আমি কখনও আনন্দ পাই নাই। ধর্ম্ম-সংক্রান্ত যাবতীয় গ্রন্থাবলী পাঠ ও বিভিন্নধর্ম্মের তুলনামূলক আলোচনা করিয়া শুধু বাস্তব-সত্য সম্বন্ধে নিশ্চয়াত্মক কিছু শ্রবণ করিবার ও তাহা লাভের উপায় জানিবার জন্য ভগবৎসেবায় সম্পূর্ণরূপে উৎসর্গীকৃত-জীবন কোনও ভক্তের সঙ্গলাভের আকাঙ্ক্ষা করিতেছিলাম।

সাংসারিক লোকগণও বলিবেন, ভাগ্যক্রমে আপনি সেইরূপ ভগবদ্ভক্ত; ভগবদিচ্ছায় আমি বার্লিনে আপনার দর্শন পাইয়াছি। যে-মুহূর্ত্তে সর্ব্বপ্রথম আমি আপনাকে বার্লিন-ষ্টেশনে দর্শন করিয়াছি, সেই মুহূর্ত্তেই আমি স্পষ্টরূপে অনুভব করিয়াছিলাম যে, আপনার জীবন নিশ্চয়ই নিত্য-সৌন্দর্য্যময়-বিগ্রহের সেবায় উৎসর্গীকৃত হইয়াছে।

এক্ষণে আমি আপনার উপদেশানুসারে কার্য্য করিয়াছি—'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের জীবনী ও উপদেশ' নামক গ্রন্থখানা পক্ষপাতশূন্য হইয়া পাঠ করিয়াছি। প্রথম প্রথম অনভ্যস্ত শব্দাবলী বুঝিতে কষ্ট পাইতে হইয়াছে। গ্রন্থখানার প্রথমাংশ পাঠ-কালে যে-সকল সন্দেহ ও প্রশ্নের উদয় হইয়াছিল, পরবর্ত্তী অধ্যায়সমূহ পাঠের সময় তাহা বিদূরিত হইয়াছে। যাহা মনের আয়ত্তে নহে সে তাহাও বুঝিতে চেষ্টা করে; বোধ হয় তন্নিমিত্তই এখনও কোনও কোনও কঠিন অংশ রহিয়াছে; কিন্তু তৎসত্ত্বেও আমি স্বীকার না করিয়া পারি না যে, গ্রন্থখানায় যাহা লিপিবদ্ধ হইয়াছে, আমি তাহার সহিত একমত হইতে বাধ্য হইয়াছি। এক্ষণে আমি জীবনের প্রত্যেকটী কার্য্যে ভগবদ্ভক্তির নীতি-পালনে ইচ্ছা করিতেছি। কিন্তু সত্য কথা বলিতে কি, আমি উপায়-সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ। ভগবানের—সর্ব্বশক্তিমান্ ভগবানের করুণা আমাকে শ্রীগুরুপাদপদ্মের সংস্পর্শে আনয়ন করুন্ এবং শুদ্ধভগবদ্ভক্তগণের সহিত বাস করিবার সুযোগ দিন্।

এক্ষণে আমি কি করিব, আজ্ঞা করুন। আপনাদের প্রচারের ইতিবৃত্ত-সম্বন্ধে যে-গ্রন্থাদি আছে আমি এক্ষণে তাহাই অধ্যয়ন করিতেছি। গীতার জার্ম্মাণ-অনুবাদ পাঠ করিতেছি, কারণ মূল অংশ বুঝিবার মত সংস্কৃত জ্ঞান আমার নাই। শ্রীভগবানের নাম-সম্বলিত প্রার্থনা-গ্রন্থাবলী ইংরেজী ভাষায় আছে কি?

স্থানীয় বুদ্ধ-মিশনের সদস্যগণ ভক্তি-মার্গ গ্রহণে আগ্রহান্বিত নহেন। তাঁহারা নাস্তিক ও অনাত্ম-প্রতীতিতে আবদ্ধ, সুতরাং তাঁহাদিগকে ক্রমশঃ আপনার প্রচারিত ধর্ম্ম বুঝান কষ্টকর। যখনই আপনি ইচ্ছা করেন, সেই মুহূর্ত্তেই আমার যাহা আছে তৎসমুদয়ই প্রদানে প্রস্তুত আছি, তবে পাণ্ডিত্যে আমি দরিদ্র সম্ভবতঃ ইহা আপনার গ্রহণোপযোগী হইবে না।

কিন্তু আপনার যাহাই অভিপ্রায় থাকুক না কেন, পুনরায় অন্ততঃ কয়েক দিনের জন্যও জার্ম্মাণীতে না আসিয়া ইউরোপ পরিত্যাগ করিবেন না। আপনার পাদমূলে বসিয়া আপনার উপদেশামৃত গ্রহণার্থ আপনাকে এই স্থানে (বার্লিনে) পাইবার জন্য আমার হৃদয় বড়ই ব্যাকুল হইয়াছে।

শ্রীভগবানের একনিষ্ঠ সেবকের চরণে আমার প্রপত্তি জ্ঞাপন করিতেছি।

আপনার বিশ্বস্ত—
(স্বাঃ) আর্ণষ্ট স্কুলজ।

[উপরের পত্রখানা জার্ম্মাণীর সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত ডাঃ আর্ণষ্ট স্কুলজ মহোদয় ত্রিদণ্ডি-স্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন মহারাজকে লিখিয়াছেন। নদীয়া-প্রকাশের পাঠকগণ বোধ হয় ইঁহার পরিচয় বিশেষরূপে অবগত আছেন। ইনি জার্ম্মাণ, ল্যাটিন, গ্রীক্, ফ্রান্স, ইংলিশ ও পালি ভাষায় সুপণ্ডিত; সংস্কৃত-ভাষাও কিছু কিছু জানেন। তিনি অবিবাহিত এবং বার্লিনস্থ বুদ্ধমিশনের অধ্যক্ষ, এক্ষণে আত্মধর্ম্ম-গ্রহণে বিশেষ আগ্রহান্বিত; ইঁহার পত্রই ইঁহার সুষ্ঠু পরিচয় প্রদান করিবে। নঃ সঃ]

গোলোকের ধন

আদরের ধন ভুলিয়ে কখন,
ত্যাজ্যে আদর করিও না।
অকরণীয়টীকে করি' বরণ,
তুচ্ছেরে বরিও না॥
অন্ধ পরের পুঁথিয়ে নিজের,
শুদ্ধি সাধন ভুলিও না।
মনের আলোকে যেয়ে মরণের
বরণ ডালা ধরিও না॥
টেকের কুহকে আপনাকে ডারি',
গুরু-কৃপাটী ত্যজিও না।
সাধারণের সেবা-পরিহরি'
আনেরে সেবা করিও না॥
জঠর-জ্বালায় ভাবিয়ে আবার
শঠের নাটে মজিও না।
শ্রীনামরতন ত্যজিয়ে ধরার
অপরা গ্রহণ করিও না॥
চৈতন্যের কৃপা-সাগরের নীরে
ডুবিতে বঞ্চিত থেকো না।
তপত হৃদয় শীতলিবে না রে
মরীচিকায় বঞ্চনা॥
অন্ধকার-জনক বিষয়-নরক
কনক সহ সেবিও না।
মদাহত হ'য়ে মদনশাসক
শ্রীগুরুগৌরে ভুলিও না॥
লৌকিকে অনেক দিনেক তবুও
জনকেরে কি সেবিবে না।
ভবে কি ভোগেতে সতত ভুগেও
আপের-চিন্তা করিবে না॥
গুরু-সেবা বই ত্রিতাপ-বারণ
কোথাও কখনো হয় না।
অঙ্কুশের আঘাতে প্রমত্ত বারণ
স্বগতি বারণ করে না॥
টাকায় টাকায় হরিকে কেহই
আনিতে কিনিতে পারে না।
ভক্তির রস সাগরেতে বই
খাতোদকে খুঁজে পাবে না॥
হইবে না কভু করুণা বিহনে
পুরুষকারেতে সাধনা।
তেই সে করুণা প্রবল ভুবনে
মনীষী করয়ে ঘোষণা॥
বিষ-সম ইহ সুখের নেশায়
ধরা সরা-জ্ঞানে খেও না।
নারকী সাজিয়ে শেষে নিজ পায়
নিজেই কুড়ুল মেরো না॥
মূল্যে গোলা বিনে কৃষ্ণভক্তি-ধনে
আহরিতে মেতে উঠো না।
বিষ্ঠা হেন হেয় প্রতিষ্ঠা-কারণে
অমূল্য জনম কেটো না॥
তর্ক-সম জ্ঞান অসার কারণে
সেবা-অমৃত হারিও না।
সুকৃত পরাণে আত্ম-অরপণে
বঞ্চিত মূঢ় থাকিও না॥
তত্ত্ব তত্ত্ব করি' দিবা দিবাবরী
'নেতি' 'নেতি' করি' খুঁজো না।
অমোঘ সুখদ গুরু-সেবা করি'
পূরাও বিশুদ্ধ বাসনা॥
সম্বন্ধ সুখ লভে যদৃচ্ছা লাভেতে,
তুষ্ট থাকিয়ে মহামনা।
ভোগ ভোগ শোকে জ্বলে সে জগতে
অধিক প্রয়াসী যে জনা॥
ইন্দ্র-ভবানীর নারদ মুনির
পদ্মযোনির কামাকণা।
কল্যাণ-বাণীর তা' ছেড়ে যেথায়
অশনি সমান এষণা॥
কল্পতরু নাম সেবিয়ে পুলক,
লভ নাশি' ভবযন্ত্রণা।
কবচ করহ 'তৃণাদপি শ্লোক',
স্বকণ্ঠে সাদরে লহ না॥
(এ যে) গৌর-আবিষ্কৃত গহনা।

- শ্রীরামকৃষ্ণ দাস

কালেক্টর সাহেবের পত্র

কালেক্টর সাহেবের কুঠি,
কৃষ্ণনগর,
২৩শে জানুয়ারী, ১৯৩৪।

মহাশয়,

সম্প্রতি প্রচণ্ড ভূমিকম্পে আমাদের দেশবাসীর যেরূপ ক্ষতি হইয়াছে সে সংবাদ সকলে অবগত আছেন। দুঃস্থ ব্যক্তিগণের সাহায্যার্থে মহামান্য বড়লাট সাহেব আপনাদের নিকট যে আবেদন করিয়াছেন তাহার অনুবাদ নিম্নে প্রদত্ত হইল। ঐ আবেদন যতদূর সম্ভব সর্ব্বসাধারণের নিকট প্রচার করিবেন।

এই মহদুদ্দেশ্যে যিনি যেরূপ সাহায্য করিবেন, তাহাই সাদরে গৃহীত হইবে। যদি সাহায্যের পরিমাণ অল্প বিধায় কেহ উহা দিয়া দিল্লীতে পাঠাইতে কুণ্ঠিত হন তাহা হইলে তিনি উহা নিঃসঙ্কোচে আমার নিকট পাঠাইতে পারেন।

এইচ. দে স্
ম্যাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর, নদীয়া।
২৩, ১, ৩৪,

মহামান্য বড়লাট বাহাদুরের টেলিগ্রামের সংক্ষিপ্ত অনুবাদ।

—:*:—

গত সোমবার ১৫ই জানুয়ারী অপরাহ্নে প্রচণ্ড ভূ-কম্পনের ফলে মুহূর্ত্ত-মধ্যে বহুসংখ্যক দেশবাসীর উপর বিশেষতঃ বিহার ও উড়িষ্যা প্রদেশে সম্প্রতি যে ভীষণ বিপৎপাত হইয়াছে তাহার প্রকৃত বিবরণ অদ্যাবধি পাওয়া যায় নাই। ইহা বলিলে অবশ্য অত্যুক্তি হয় না যে, উহাতে আতঙ্কজনক প্রাণহানি, অসংখ্য গৃহ ভূমিসাৎ এবং বিস্তীর্ণ ভূ-খণ্ডের বহু সম্পত্তি ও দ্রব্যাদি বিধ্বস্ত ও লুপ্তপ্রায় হইয়াছে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, এই ভীষণ দুর্দ্দিনে এতদ্দেশীয় সকল শ্রেণীর অধিবাসিবৃন্দের সহানুভূতির ধারা দুঃস্থ ও বিপন্ন জনগণের প্রতি ধাবিত হইবে ও তাঁহাদের দুঃখ নিবারণের সকল প্রচেষ্টা সর্ব্বসাধারণে সাদরে গ্রহণ করিবেন। এতদুদ্দেশ্যে আমি "ভাইসরয়ের ভূমিকম্প ভাণ্ডার" নামে একটী অর্থ-ভাণ্ডার প্রতিষ্ঠিত করিতে মনস্থ করিয়াছি। সমস্ত সাহায্য ভাইসরয়ের প্রাইভেট সেক্রেটারীর নিকট (ভাইসরয়ের প্রাসাদ—নয়াদিল্লী) বরাবর প্রেরিত হইবে ও প্রত্যেক সাহায্য "উইলিংডন" স্বাক্ষরিত রসিদ দ্বারা স্বীকৃত হইবে।"

রেলওয়ে সময়

ই, বি, আর দিয়া শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইবার ট্রেণ তালিকা

কলিকাতা	ছাঃ	০—৬,	৭—১৬,	১৪—১৪	১৬—৫৬,	২২—২৬
রাণাঘাট	ছাঃ	৫—৫০,	৯—৪৬,	১৬—৪৮,	১৮—৩৯,	০—৩২
কৃষ্ণনগরসিটি	পৌঃ	৬—২৮,	১০—২১	১৭—২৮	১৯—১৫	১—১৪
গাড়ী বদল	ছাঃ	৬—৪৫,	১০—৪৪,	১৩—২২,	১৭—৩৮,	২০—১৬
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৭—২৪,	১০—২১,	১৪—০,	১৮—১,	২০—৪৭
নবদ্বীপঘাট	পৌঃ	৭—৩৩,	১১—৩০,	১৪—৯,	১৮—১৬,	২০—৫৫

মহেশগঞ্জ ষ্টেশন হইতেও শ্রীধাম-মায়াপুরে যাওয়া যায়।

ই, বি, আর, দিয়া শ্রীধাম-মায়াপুর যাইবার ট্রেণ-তালিকা.

হাওড়া	ছাঃ	৬—৪৬	১২—৪৬	১৭—৪৬	১৮—৩৬
ব্যাণ্ডেল	ছাঃ	৮—২৬	১৪—১১	১৮—৪৭	১৯—৪৩
নবদ্বীপ	পৌঃ	১০—২২	১৬—১৪	২০—৪৩	২১—৩৭

সহর নবদ্বীপ হইতে গঙ্গা পার হইয়া পূর্ব্বপারে প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইতে হইবে।

কৃষ্ণনগর নবদ্বীপঘাট রেলওয়ে সময়

কৃষ্ণনগর হইতে নবদ্বীপঘাট

কৃষ্ণনগর সিটি—	৬-৪৫	১০-৪৪	১৩-২২	১৭-৩৮	২০-১৬
কৃষ্ণনগর রোড—	৬-৫৬	১০-৫৫	১৩-৩৩	১৭-৪৭	২০-২৫
আমঘাটা—	৭-১৫	১১-১৩	১৩-৫১	১৮-৩	২০-৪১
মহেশগঞ্জ—	৭-২৪	১১-২১	১৪-০	১৮-৯	২০-৪৭
নবদ্বীপঘাট—	৭-৩৩	১১-৩০	১৪-৯	১৮-১৬	২০-৫৫

বিশেষ দ্রষ্টব্য—নবদ্বীপঘাট ষ্টেশন অপেক্ষা মহেশগঞ্জ ষ্টেশন হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরের দূরত্ব অনেক কম। শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে যাত্রীদিগকে রাণাঘাটে ট্রেণ বদল করিতে হয়, তাঁহারা রাণাঘাটে প্রাতঃ ৫-৫০, ৮-১৪, ৯-৪৬, ১৬-৪৮, ১৮-৩৯ এবং ০-৩২ মিনিটের সময় গাড়ী পাইবেন।

শান্তিপুর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে শান্তিপুর ষ্টেশনে ৫-৪০, ৯-১৯, ১১-১৫, ১৬-৩ এবং ১৮-৪১ মিনিটের সময় ট্রেণ পাওয়া যায়।

নবদ্বীপঘাট হইতে কৃষ্ণনগর

নবদ্বীপ ঘাট—	৫-৩৫	৯-২৫	১২-১০	১৫-৩৪	১৮-৩৫
মহেশগঞ্জ—	৫-৪৩	৯-৩৩	১২-১৯	১৫-৪২	১৮-৪০
আমঘাটা—	৫-৪৯	৯-৩৯	১২-২৬	১৫-৪৮	১৯-৫
কৃষ্ণনগর রোড—	৬-৫	৯-৫৫	১২-৪৩	১৬-৪	১৯-২৪
কৃষ্ণনগর সিটি—	৬-১৩	১০-৩	১২-৫১	১৬-১২	১৯-৩৩

সুভাষ বাবুর স্বাস্থ্য

শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু রোম হইতে গত ৩১শে ডিসেম্বর তারিখ প্রসিদ্ধ চিকিৎসক শ্রীযুক্ত জে এন মৈত্রের নিকট নিম্নলিখিত পত্রখানি লিখিয়াছেন :—

"প্রিয় ডাক্তার মৈত্র,

এই সপ্তাহের খবরের কাগজে আপনার পীড়া ও অস্ত্রোপচারের সংবাদ দেখিয়া অতিশয় চিন্তিত ও দুঃখিত হইলাম। ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি যে, আপনি শীঘ্র নিরাময় হইয়া উঠিয়া আপনার চিকিৎসা ব্যবসা ও সাধারণের কার্য্য পুনরায় আরম্ভ করুন। আমার শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন।

আমি এক সপ্তাহ আগে ওরিয়েন্টাল ইনষ্টিটিউটের উদ্বোধনকার্য্যে যোগদান করিবার জন্য রোমে আসিয়াছি।

আমি একমাস পূর্ব্বে যেরূপ ছিলাম তদপেক্ষা কিঞ্চিৎ ভাল আছি। সেই জন্য নেপলস হইতে এখানে আসা আমার পক্ষে সম্ভব হইয়াছে। কিন্তু আমার স্বাস্থ্য খুব ধীরে ধীরে ও অল্পে অল্পে ভাল হইতেছে। সেইজন্য আমাকে খুব শীঘ্রই সুইটজারল্যাণ্ডে ফিরিয়া যাইতে হইবে। আমার নববর্ষের শুভেচ্ছা অভিনন্দন গ্রহণ করুন।"

[illegible] সিলেক্ট কমিটির অধিবেশন

লণ্ডন হইতে প্রকাশ, আগামী তারিখ হইতে সিলেক্ট কমিটির পুনরায় অধিবেশন হইবে এবং আলোচনা পূর্ব্বের মতই গোপনে চলিবে। জানা গিয়াছে যে, প্রস্তাব[illegible] গঠন বিষয়ে কোন কার্য্যপদ্ধতি অবলম্বন করা হইবে, তাহা কমিটি চিন্তা করিবেন। কার্য্য যথাসম্ভব শীঘ্রই চালান হইবে। কমিটি সম্ভবতঃ সপ্তাহে ৫ দিন করিয়া বৈঠক বসাইবেন, কিন্তু তৎসত্ত্বেও রিপোর্ট প্রস্তুত করিতে সম্ভবতঃ কয়েক মাস সময় লাগিবে।

আন্টার্কটিক অভিযান লোকের জন্যে আতঙ্ক

নিউইয়র্ক হইতে প্রকাশ, আন্টার্কটিক অভিযানে এবার স্বেচ্ছাসেবক জন বাহির হইয়াছে। এডমিরেলবার্ড ওয়ালেস উপসাগর হইতে বেতারে জানাইয়াছেন — অভিযানের দল পরিত্যক্ত হইয়া শিবিরে অবস্থান করিতেছে। শিবির বরফে সমাচ্ছন্ন চারিজন লোক কোথায় আছে তাহার সন্ধান নাই।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ [illegible] হইতে—ডাঃ [illegible] ব্রহ্মচারী [illegible] ভক্তিশাস্ত্রী এম, এস, এস, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

শ্রীশ্রীগোবিন্দ-পঞ্চমী সংখ্যা

নদীয়া-প্রকাশ

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক

—পারমার্থিক পত্র—

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশ
তনয়স্তদ্ধাম-বৃন্দাবনম্,
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং
প্রেমা পুমর্থো মহান্
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং
তত্রাদরো নঃ পরঃ॥

৮ম খণ্ড　　সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বেদান্তবাচস্পতি　　[২৮২শ সংখ্যা

সর্ব্বশুভদা, কৃষ্ণভক্তিপ্রদা,
সুকল্যাণ তিথি অতিথি আজ।
ভকতি-চন্দনে, পূজিয়া যতনে,
বসা'ব তাঁহারে হৃদয় মাঝ॥
গিয়া দ্বারে দ্বারে, মুকুতার হারে,
বিজয় পতাকা উড়ায়ে দিয়া।
কহিব সবারে, নামও তাঁহারে,
আ'স কৃপা করি' কৃষ্ণ দিয়া॥
কলিহত চিতে, কৃষ্ণজ্ঞান দিতে,
বাস্তব-বাণীর পসরা ল'য়ে।
আসে তিথিবরা, অমঙ্গল হরা,
আগমনে কলি পলায় ভয়ে॥
নিবেদিগো সবে, এস মহোৎসবে,
ভকতি কমলে ভরিয়া সাজি।
পূজি' গৌর-বাণী, সার্থক মানি'
লভিবে অতুল রতন-রাজি॥
কৃপালু অতিথি! সুমঙ্গলতিথি!
(আজ) মোদের প্রাণের আরতি ধর।
দিতে উপহার, নাহি উপচার,
অরব অঞ্জলি গ্রহণ কর॥
চরণেতে তব মাগি কৃপালব,
শ্রীচৈতন্যবাণী সেবিতে চাই।
শ্রেয়ঃ-পথে মতি, দুরবল অতি
সেবন শকতি কিছুই নাই॥
নাহি ভাষা-জ্ঞান তবু চাহে প্রাণ,
করিতে উচ্চে মহিমা গান।
করুণা বরষা, আমার ভরসা,
তোমার কেবল, অতুল দান॥

ভিক্ষা

(১)

দয়াল আচার্য্য-দেব! অধম পামর,
করে এক ভিক্ষা নিবেদন;
বামন হইয়া যেন যাচি শশধর,—
তব পদে করি বিজ্ঞাপন॥

(২)

অভিন্ন শ্রীব্রজপুর গউর-ধামেতে,
আমি যেন হই দূর্ব্বাদল;
হরিভক্ত-পাদপদ্ম লভিয়া শিরেতে—
পাবো তবে চরম মঙ্গল।

(৩)

গউর-প্রণয়ী জন বিচরে যেথানে—
কৃষ্ণযশঃ করিয়া কীর্ত্তন;
চিদানন্দ রত্নখনি সে চিন্ময় স্থানে,
হই যেন সূক্ষ্ম ধূলিকণ।

(৪)

আরো সাধ আছে বড়, হইতে কুকুর—
ভক্তোচ্ছিষ্ট প্রসাদের আশে;
পতিত কাঙ্গাল দেখি' বৈষ্ণব ঠাকুর,—
কৃপা করি' ডাকিবেন দাসে।

(৫)

ধন্য হ'বে অভাজন, দেবের বাঞ্ছিত
সম্মানি' সে সুদুর্ল্লভ নিধি;
অমন্দ-উদয়া দয়া বৈষ্ণবচরিত,
প্রীতিভরে গাহি নিরবধি।

(৬)

হবে কি এহেন কৃপা? দুরাশা আমার!
না, না,—তুমি দয়ার ঠাকুর:
অভিন্ন নিতাই চাঁদ এসেছ আবার,—
বিতরিতে করুণা প্রচুর।

(৭)

সর্ব্বচিত্ত-জ্ঞাতা তুমি প্রভু অন্তর্যামী,
এ' চণ্ডাল দীনহীন অতি।
নিষ্কপট করুণা আশে নিত্যকাল আমি,
রহি যেন অচঞ্চল মতি।

—শ্রীঅপর্ণাদেবী

দীনের পাদ্য-অশ্রু

বৎসরের পরে আসিয়াছে ফিরে
সেই পুণ্য তিথিবরা।
যে তিথি-সেবনে সার্থক জীবনে
মুক্ত হই ভবকারা॥
এই শুভদিনে উদয় ভুবনে
শ্রীগুরু চরণ-যুগ।
নাশিতে সবার অজ্ঞান আঁধার
দুরারোগ্য ভবরোগ॥
আজিকে আমার সেই কৃপাধার
শ্রীগুরু-পূজার দিন।
কাঁদি অন্ধকারে শূন্য কুঁড়ে ঘরে
আমি যে অধম দীন॥
পাদ্য, অর্ঘ্য, পুষ্প, গন্ধ, দীপ, ধূপ
আমার কিছুই নাই।
শুধু তা হতাশে গুরুপদ পাশে
লজ্জায় কেমনে যাই॥
হৃদয় মাঝেতে দেখি খুঁজে পেতে
নাহি পবিত্রতা লেশ।
আজি যে আমারে সদা ব্যঙ্গ করে
অশেষ দারিদ্র্য-ক্লেশ॥
নাহি শ্রেষ্ঠ ধন পূজিতে চরণ
যদিও ভাণ্ডারে মোর।
তথাপি কখন নহি অকিঞ্চন
আছয়ে কুধন ঘোর॥
তাই দিবা রাতি সে কুধনে মাতি'
ভুলিনু ধনের সার।
করিয়া জীবনে যতন অধনে
লভিনু বিষম ভার॥
সংসার প্রান্তরে মরু ঘোর ওরে
ভূতভার পিঠে ল'য়ে।
রবিতপ্ত করে ধূ ধূ-বালু পরে
ভ্রমি'মানা দুঃখ সয়ে॥
সেই ভূতভার ভাবিয়া আমার
রেখেছি যতন করি।
সৎসঙ্গ ত্যজি' সে কুসঙ্গে মজি'
সেবিনু কেবল অরি॥
ক্ষুদ্র কুঁড়ে ঘরে দেহ-সুখ তরে
সঞ্চিত সেধন মোর।
অমৃতে উঠিল ভীষণ গরল
এমনি ভাগ্যের ফের॥
প্রাণ যায় যায় বিষের জ্বালায়
তবু বিষ নাহি ত্যজি।
দস্যুরে সেবিতে নিরয় ভ্রমিতে
রহিনু বিষয়ে মজি'॥
সবে কুতূহলে তব পদতলে
আনন্দে চলিল ধেয়ে।
আজি শুভদিনে মহানন্দ মনে
পবিত্র দিবস পেয়ে॥
নানা উপচার শ্রেষ্ঠ উপহার
সকলে ল'য়া করে।
তুলি' সম্পদ পূজে শ্রেষ্ঠপদ
বিবিধ কুসুম ভারে॥
সর্ব্ব সুধীজন পূজিছে চরণ
প্রাচ্য ও প্রতীচ্য মিলি'।
সুমেরু হইতে কুমেরু অবধি
গায় তব জয় বুলি॥
আমি ক্ষুদ্রমনে বসি' নিরজনে
শিরেতে স্থাপিয়া কর।
আমার যে নাই যোগ্যতা কিছুই
তাই কাঁদি নিরন্তর॥
তব নিজজন ডাকে অনুক্ষণ
ওরে অভাগিয়া জন।
যে আছ যথায় আয় আয় আয়
পূজরে আরাধ্য ধন॥
ওরে দীনজন কেন ক্ষুণ্ণমন
এসেছে দীনের বন্ধু।
প্রাণের নিতাই বিনে কেহ নাই
ত্রাণ দিতে ভবসিন্ধু॥
কাতরে বিনয়ে সেবক দিন
ডাকে মোরে আয় সাথে।

অক্ষমতা লাজে যেতে ভয় বাজে
কাঁদি হাত দিয়ে মাথে ॥
ওগো চিন্তামণি তব মধু ধ্বনি
হঠাৎ পশিল কাণে।
"যার যা আছে সে আয় সব নিয়ে
গুরুপদ সন্নিধানে ॥
ভাল মন্দ পরে যাহা আছে ঘরে
কেননে রাখিস ধ'রে।
আজি শুভদিনে শ্রীগুরুচরণে
সকলি অঞ্জলি দে রে ॥
তোমার যাতনা তোমার ভাবনা
সকল ভাবিব আমি।
নিজের ভাবনা অযথা ভেবোনা
মোরে কিনে লও তুমি" ॥
তুমি গো আমার দয়াল ঠাকুর
তব পদে প্রণিপাত।
ধরি' মোর কেশে রাখ পদ পাশে
করি' কৃপা দৃষ্টিপাত ॥
আমার মতন জঘন্য অধম
কেহ নাই জগজন।
নাহি কোন জনা ভবে তোমা বিনা
পতিতপাবন ধন ॥
পতিত-পাবন বলে সর্ব্ব জন
এতেই যদি গো পাই।
তব কৃপা-বিন্দু বিনা ভবসিন্ধু
তরাইতে কেহ নাই ॥
এই আশা করি' আছি প্রাণ ধরি'
ওগো মোর অন্তর্যামি !
দীন ভিখারীর পাদ্য-অশ্রুনীর
ল'তে তুষ্ট হও তুমি ॥

দাসাধম—
শ্রীভবদেব চট্টোপাধ্যায়

দীনের প্রার্থনা

(১)

ওহে প্রভুপাদ, মনে বড় সাধ,
পূজিতে চরণদ্বয়।
ভাবিতেছি মনে, পূজিব কেমনে
ভক্তিহীন এ হৃদয় ॥

(২)

কৃষ্ণকে ত্যজিয়া, মায়াকে ভজিয়া,
ছিনু ভব-কারাগারে।
তুমি দয়াময়, হইয়া উদয়,
কৃষ্ণ-সেবা দিলে মোরে ॥

(৩)

ভকতি-সিদ্ধান্ত, নাশি' কুসিদ্ধান্ত,
প্রচারিছ শুদ্ধভক্তি।
কত পত্রিকাতে, নব ভক্তিগ্রন্থে,
স্থাপিলে সিদ্ধান্ত মূর্ত্তি ॥

(৪)

নগরে নগরে, প্রতি ঘরে ঘরে,
বিলাইতে কৃষ্ণভক্তি।
তব নিজজনে, প্রেরিছ ভুবনে,
সঞ্চারিয়া নিজ শক্তি ॥

(৫)

বৎসরে বৎসরে, শ্রীমঠ মন্দিরে,
শ্রীউৎসবাদি ক'রে।
চিত্তমল নাশি ভক্তি পরকাশি'
তরাইসে সবাকারে ॥

(৬)

বদ্ধজীবগণে, সৎশিক্ষাদানে,
বুঝাইতে শাস্ত্রবাণী।
ওহে অন্তর্যামী, প্রকাশিলে তুমি,
সৎশিক্ষা-প্রদর্শনী ॥

(৭)

তুমি কৃপা করি' পরিক্রমা করি'
শ্রীব্রজমণ্ডল ধাম।
ব্রজগুণগান, রাগের সন্ধান,
শিখাইলে অবিরাম ॥

(৮)

প্রতি বনে বনে, শিবির স্থাপনে,
সবাকারে দিলে স্থান।
অতীব যতনে, প্রসাদাদি দানে,
তা'দের করিতে ত্রাণ ॥

(৯)

কৃষ্ণকথারঙ্গে, নিজভক্ত সঙ্গে,
ভ্রমিয়া দ্বাদশবন।
তুমি অকাতরে, মাসাধিক ধ'রে,
বিলাইলে প্রেমধন ॥

(১০)

অবিদ্যা নাশিতে, শ্রীমায়াপুরেতে,
পরবিদ্যাপীঠ স্থাপি'।
শ্রেষ্ঠবিদ্যা যাহা, শিখাইলে তাহা,
মো সম বালকে রাখি' ॥

(১১)

ভকত-জীবন, করিতে গঠন,
ভকতিবিনোদ নামে।
উচ্চবিদ্যালয়, সুশিক্ষা-নিলয়,
স্থাপন করিলে ধামে ॥

(১২)

চৈতন্যের বাণী, করি' প্রতিধ্বনি,
প্রচারি' সাগর-পারে।
বহু ম্লেচ্ছ জনে, কৃষ্ণভক্তিদানে,
উদ্ধারিলে দয়া ক'রে ॥

(১৩)

মহিমা তোমার, অনন্ত অপার,
নাহি পারি বর্ণিবার।
স্ত্রী,বৃদ্ধ, বালকে, গাহিছে পুলকে,
সুদূর সাগর-পার ॥

(১৪)

জীবে কৃপা করি' বিশ্বে অবতরি',
দিতেছ অমল জ্ঞান।
আমি ত' অজ্ঞান, নাহি মম জ্ঞান,
এ বালকে কর ত্রাণ ॥

(১৫)

তোমার আরতি, করিতে শকতি,
নাহি মোর দয়াময়।
বালক বলিয়া, সকল ক্ষমিয়া,
দেহ মোরে পদাশ্রয় ॥

(১৬)

আজি প্রকট-বাসরে, তোমা পূজিবারে,
আসিয়েছে সর্ব্বজনে।
তব দাসাধম, শ্রীরাধারমণ,
পূজা প্রার্থী শ্রীচরণে ॥

দীনের অর্ঘ্যাঞ্জলি

সুমঙ্গল ঘটে ভরি' অভিষেক-বারি,
সাজায়ে অরঘডালা, নব দীপ জ্বালি',
বাজায়ে মঙ্গল শঙ্খ অধিবাস করি',
আচার্য্য-মঙ্গল গাহে ভকত মণ্ডলী।
রচিয়া লহরীমালা কুলুকুলু নাদে,
গৌতমী গঙ্গা ওই বহিয়া উজানে,
কবিছে আহ্বান আজ মাতি প্রেমমদে,
আয় সবে দে রে অর্ঘ্য আচার্য্য-চরণে।
আচার্য্য প্রকটতিথি বন্দনীয়া হন,
তাই নব সাজে সাজি প্রকৃতি সুন্দরী,
মলয় সমীর ধীরে করিয়া ব্যজন,
অর্পিছে আচার্য্যপদে বসন্ত-মাধুরী।
হে আমার নিত্য প্রভো ! পতিতপাবন,
কৃধন্যশর্ব্বর হর আচার্য্যদ্যুমণি !
ক্ষম দাসে নিজগুণে আমি অভাজন
পূজিতে বাসনা তব চরণ দুখানি।
অভিন্ন "জয়শ্রী" তুমি রসজ্ঞ সদন
অসমোর্দ্ধ তত্ত্ব তব আছ গূঢ়রূপে
দুরবস্থা জগতের করি' দরশন
বিতরিছ গৌরপ্রেষ্ঠ আচার্য্যস্বরূপে।
বিশ্বে প্রচারিতে গৌর ধাম-নাম
প্রকাশিছ বহুলীলা ওহে গৌরবাণি !
প্রতীচ্যে দানিয়া এবে শুদ্ধ হরিনাম
বহাইছ তথা গৌর-প্রেম-প্রবাহিনী।
মায়াবাদ-কুসিদ্ধান্ত-ধ্বান্ত করি' নাশ
আত্মার সে নিত্য ধর্ম্ম শ্রেয়ঃ সনাতন,
অব্যভিচারিণী ভক্তি করিয়া প্রকাশ
বিতরিছ শ্রদ্ধামূল্যে অমূল্য রতন।
লুপ্ত তীর্থ, লুপ্ত শাস্ত্র, লুপ্ত সদাচার,
লুপ্ত দৈববর্ণাশ্রম ধরম উদ্ধারি'
শুদ্ধ কৃষ্ণসংকীর্ত্তন করি' পরচার
শিখাইছ জীবকুলে আপনি আচরি।
প্রতিদ্বারে প্রতিঘরে দেশ-দেশান্তরে
প্রেরি' তব অন্তরঙ্গ সেবক সকলে,
শ্রীচৈতন্যশিক্ষা-সার দানিয়া সবারে
অমন্দ-উদয়া দয়া ভবে প্রকাশিলে।
সেবার সদন মঠ মন্দিরাদি স্থাপি'
শ্রীমূর্ত্তির নিত্য সেবা কৈলে প্রকাশন,
মাস, পক্ষ, সপ্তাহ, প্রতিদিন ব্যাপি'
বিলাইছ পত্রিকারূপে সিদ্ধান্ত রতন।
অপার মহিমা তব পবিত্র পরম
নাই ভাষা, নাহি শক্তি, নাহি উপায়ন
আছি অতিদূরে পড়ি' অশুচি অধম
কেমনে বা আমি তাহা করিব কীর্ত্তন।
ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ, সর্ব্ববাঞ্ছা ত্যজি'
অশোক অভয়ামৃত তব শ্রীচরণ
না পূজি' অনন্ত কাল ভবকূপে মজি'
করিতেছি চৌরাশিলক্ষ যোনিতে ভ্রমণ।
করহ বিশেষ কৃপা করি' নিজগুণে
মোর দুঃখ জান তুমি কি জানাব আর
যোগ্যতা অর্পিয়া স্থান দেহ শ্রীচরণে
নমি' পদে তুষ্ট হও প্রভু হে আমার।

ভবদীয় কৃপা কণ-প্রার্থী
শ্রীরামানন্দ-গৌড়ীয়মঠের জনৈক
অযোগ্য সেবক।

নিবেদন

ঈশ্বরের জন্মতিথি যেমন পবিত্র অতি
জগভরি' আনন্দ উল্লাস।
সুমেধা পঞ্চমী তিথি ভক্তগণ করে স্তুতি
বহু পুণ্য ভাগ্যে পরকাশ ॥
অচৈতন্য বিশ্বে যিনি প্রেম বিলাইল আনি'
মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।
তাঁহার প্রকাশতত্ত্ব মুকুন্দ পরমপ্রেষ্ঠ
গুরুরূপে মর্ত্ত্যে অবতীর্ণ ॥
দেবতা সকল আসি ল'য়ে নিজ গুণরাশি
বাস করে মহান্ত-শরীরে।
অনন্ত আচার্য্য-গুণে মোহিত সুজনগণে
ভাগ্যবন্ত পদাশ্রয় করে ॥
ভকত সকল রঙ্গে নানা উপচার সঙ্গে
সাজাইয়া পূজার সম্ভার।
অভয় চরণ-তলে ভক্তি-প্রেম অশ্রুজলে
দিতে অর্ঘ্য দিব্য উপহার ॥
মায়াবাদী স্মার্ত্তগণ শূন্যবাদী বৌদ্ধজন
কুতার্কিক ভণ্ড অগণন।
কলি-সহচর যত ধার্ম্মিকের বেশ কত
রচিল বঞ্চিতে জীবগণ ॥
আচার্য্য হুঙ্কার শুনে পলায় পাষণ্ডিগণে
স্বার্থেতে ঘা পড়িল বিষম।
জাতি-কুল-অভিমানে ধর্ম্মধ্বজী নানাস্থানে
ফাঁদ পাতে রাখিতে সম্ভ্রম ॥
সন্ন্যাসী সুজন বলে স্ত্রীসঙ্গী ভজন ছলে
গৃহমেধী আসে নানা জন্মে।
কি সাহস হৃদে ধ'রে শিষ্য অভিমান ক'রে
হস্ত দেয় গুরুপাদপদ্মে ॥
অশুচি অন্তর ল'য়ে দেবতা-মন্দিরে যেয়ে
পুষ্প দিতে গুরুপাদপদ্মে।
অযোগ্য অধম আমি লোভহত সদাকামী
দুরাচারী নরাধম মধ্যে ॥
প্রাণ-অর্থ বাক্যদ্বারে শ্রেয়ঃ আচরণ করে
যেই জন বুদ্ধিমান্ হয়।
মোর সব বিপরীত কিসে হবে নিজহিত
রিপুদাস্যে হ'ল আয়ুঃক্ষয় ॥
সারাদিন করি শ্রম উপার্জ্জন করি ধন
ব্যয় করি অভক্ত-পালনে।
নীচ সঙ্গে সদা চলি বৃথা বাক্য কত বলি
লোভ সদা অখাদ্য ভক্ষণে ॥
মনে শত অসদাশা ভোগআশে করি চেষ্টা
দুরাশায় লজ্জা নাহি প্রাণে।
সাধু সঙ্গে নাহি মতি শ্রবণে নাহিক রতি
নিদ্রালস্য বাড়ে দিনে দিনে ॥
এখনো হ'লো না মতি ছাড়িতে বিষয়াশা
অভাগার ধ'রেছে কুমতি।
আত্মসমর্পণ ফলে নিষ্কিঞ্চন না হইলে
কেমনে বা যাইবে দুর্গতি ॥
কবে হ'বে দৈন্যদয়া দূরে যাবে মোহ মায়া
বৈষ্ণবের করিব সেবন,
অমানী মানদ হৈয়া অভিমান তেয়াগিয়া
কৃষ্ণনাম করিব কীর্ত্তন ॥
নিত্যানন্দ কৃপা করি' অধমের শিরোপরি
দাও তুমি অভয় চরণ।
দাও মোর হৃদে বল চিত্ত হউ নির্ম্মল
পূজিবারে শ্রীশচীনন্দন ॥

হরিজনকিঙ্কর—শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র দাসাধিক

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

৫ গোবিন্দ সর্ব্ব বাসুদেব ৪৪৭

বাণীপূজার অধিকারী কে

অদ্যকার শুভ-তিথিটী জগৎপূজ্যা। জগৎপূজ্যা বলি কেন? জগদ্‌গুরু শ্রীচৈতন্যবাণী মূর্ত্তবিগ্রহরূপে এই মাঘা কৃষ্ণ-পঞ্চমীর শুভ প্রভাতকে জগৎপূজ্যা করিয়া ষষ্টিবৎসর পূর্ব্বে শুভাবির্ভাব-লীলা প্রকট করিয়াছিলেন, উদয়াচলরূপ নীলাচলে ভাগবতার্করূপে—কুরাধান্তধান্তভাস্কররূপে উদিত হইয়াছিলেন ভাগবতার্কমরীচিমালা জগজ্জীবকে বিতরণ করিবার জন্য, কৃষ্ণবিমুখজীবকুলের অসৎ-সিদ্ধান্তরূপ অজ্ঞানতমঃ বিনাশ করিবার

"কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ" এই শ্রীচৈতন্য বাণীর মূর্ত্তবিগ্রহ তিনি, তাই তাঁহার নাম অষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তবাণী বা সরস্বতী, তিনি বাহ্যদর্শনে নরের ন্যায় দৃষ্ট হইলেও নর নহেন অর্থাৎ তিনি নরোত্তম বা ভক্তিসিদ্ধান্ত-বিগ্রহ। নরগণের দেহদেহীতে এবং নাম ও নামীতে ভেদ দেখা যায় কিন্তু তাঁহার দেহদেহীতে এবং নাম ও নামীতে না স্বরূপে কোনও ভেদ নাই, কারণ তিনি আশ্রয়জাতীয় ভগবৎ-তত্ত্ব। তাই তাঁহার স্বরূপ ভক্তিসিদ্ধান্তবিগ্রহ এবং নামও ভক্তিসিদ্ধান্তবিগ্রহ বা ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতী।

———

প্রাকৃতবস্তুর রূপ প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য কিন্তু তাঁহার শ্রীপদকমলের শ্রীরূপ প্রাকৃত-ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহেন কারণ তিনি অধোক্ষজতত্ত্ব, তিনি স্বতঃপ্রকাশবস্তু। সূর্য্যকে যেরূপ অন্য কোন আলোকের সাহায্যে দেখা যায় না, কেবল সূর্য্যের শরণাগত হইলেই তাঁহার প্রেরিত আলোকের সাহায্যে তাঁহাকে দেখা যায় সেইরূপ প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবা—এই তিনটী বৃত্তি লইয়া ভক্তিসিদ্ধান্ত-বিগ্রহের, ভাগবতার্কের শরণাগত হইলেই তাঁহার প্রদত্ত মরীচিমালার সাহায্যেই তাঁহার পদ-নখ-শোভা দর্শনের সৌভাগ্য হয়।

শ্রীরূপানুগবরের শ্রীপদের শ্রীরূপ যেমন প্রাকৃত ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহেন সেইরূপ শ্রীগুণমঞ্জরীর অভিন্নবিগ্রহের অপ্রাকৃত গুণাবলীও প্রাকৃত জ্ঞানের বা অক্ষজজ্ঞানের গম্য নহেন অর্থাৎ আরোহপথের পথিকের উপলব্ধির বিষয় নহেন। যাঁহারা অবরোহ বা শ্রৌতপথের পথিক, যাঁহারা শ্রৌতপথ আশ্রয় পূর্ব্বক কায়মনোবাক্যে সিদ্ধান্তবিগ্রহ, সেবাবিগ্রহ ও বাণীবিগ্রহের নিষ্কপট শরণাগত অর্থাৎ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তবাণীর বিশ্রম্ভ-সেবক, তাঁহারাই মহাবদান্য শ্রীচৈতন্যদেব হইতে অভিন্ন-শ্রীচৈতন্যবাণী যে মহামহা-বদান্য, ইহা উপলব্ধি করিতে পারেন।

———

কোন বস্তুর পরিচয় দিতে হইলে তাঁহার নাম, রূপ, গুণ ও লীলার কথা আলোচনা করা আবশ্যক। শ্রীচৈতন্যবাণীর নাম ও স্বরূপের অভিন্নত্ব, তাঁহার শ্রীপদনখশোভা এবং তাঁহার গুণ বা মহিমার কথা যেরূপ অচিন্ত্য, অগম্য ও বর্ণনাতীত কেবল তাঁহার বিশ্রম্ভ সেবকগণই তাহা উপলব্ধি করিতে ও বর্ণনা করিতে পারেন; সেইরূপ তাঁহার লীলার কথাও অচিন্ত্য, অগম্য, বর্ণনাতীত অর্থাৎ তাঁহার অভিন্নাঙ্গ বিশ্রম্ভসেবকগণই তাহা উপলব্ধি করিবার ও বর্ণনা করিবার পাত্র। শ্রীগৌরকরুণাশক্তি-বিগ্রহের অন্তরঙ্গসেবকগণ বলেন, শ্রীচৈতন্যমনোঽভীষ্ট-স্থাপন বা শ্রীচৈতন্যবাণী সর্ব্বত্র প্রচারই শ্রীচৈতন্যবাণীর লীলা।

———

যাঁহারা বিশেষ ভাগ্যবান্, যাঁহাদের ভূতশুদ্ধি হইয়াছে, তাঁহারাই আজ স্ব স্ব উপায়নের পরিপূর্ণ সাজি হস্তে লইয়া উল্লসিত-চিত্তে ছুটিয়াছেন অহৈতুকী বৃত্তির সহিত ও অপ্রতিহতা গতিতে বাণীমন্দিরের দিকে, সেই শ্রীচৈতন্যবাণীর পাদপদ্ম পূজা করিবার জন্য। আমিও তাঁহার পাদপদ্ম-আশ্রয়ের অভিনয় করিয়াছি কিন্তু আমার গতি আজ প্রতিহতা কেন? তাঁহার অহৈতুকী করুণা ত' সকলকেই আকর্ষণ করেন! চুম্বক সকল লৌহকে আকর্ষণ করিলেও যে লৌহ বিরূপ-অবস্থা-প্রাপ্ত বা মরিচাযুক্ত, সেই লৌহের প্রতি চুম্বকের আকর্ষণ থাকিলেও অর্থাৎ চুম্বক সেই লৌহকে অন্যান্য লৌহের ন্যায় আকর্ষণ করিলেও ঐ লৌহের উপরে যে মরিচার একটী আবরণ আছে তাহাই ঐ লৌহটীকে চুম্বকের আকর্ষণে আকৃষ্ট হইবার পক্ষে বাধা দিতেছে বা অন্তরায় হইয়াছে কিন্তু যখনই মরিচার আবরণটী বিশেষভাবে মার্জ্জিত হইবে বা লৌহের স্বরূপাবস্থা প্রকাশিত হইবে তখন উক্ত লৌহ চুম্বকের দিকে আকৃষ্ট না হইয়া থাকিতে পারিবে না। সেইরূপ আমার প্রতি বা মাদৃশ জীবের প্রতি শ্রীচৈতন্যবাণীর অহৈতুকী করুণা নিরন্তর সমভাবে বর্ষিত হইলেও—তাঁহার অসীম করুণা সকলকেই সমভাবে আকর্ষণ করিলেও মাদৃশ ব্যক্তির চিত্তদর্পণে যে অসংখ্য প্রকার ময়লা জমাট বাঁধিয়া আছে সেই হৃদয়-ময়লাগুলিই তাঁহার পাদপদ্মে আকৃষ্ট হইবার পক্ষে প্রধান অন্তরায় হইয়াছে বা আমার ও মাদৃশ জীবের হৃদয়ের যে গতি, তাহা প্রত্যাবৃত্তগতি; এই গতি তাঁহার পাদপদ্মের দিকে যে গতি তাহা প্রতিহত করিয়াছে। তবে মনুষ্য বা জীবমাত্রেই লৌহের ন্যায় জড়বস্তু নহে, জীবের স্বতন্ত্রতা আছে সুতরাং শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্ম আশ্রয়ের সময় নিষ্কপটে আশ্রয় না করিয়া আশ্রয়ের অভিনয় পূর্ব্বক স্বতন্ত্রতার সদ্ব্যবহার বা উপযুক্ত চেষ্টা না করিয়া বঞ্চিত হইতে পারেন, আবার শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মে নিষ্কপটে শরণাগত হইয়া শরণাগতির ষড়্‌বৃত্তির অন্যতম "আনুকূল্যস্য সঙ্কল্পঃ প্রাতিকূল্যস্য বিবর্জ্জনম্" এই দুই বৃত্তির দ্বারা বা স্বতন্ত্রতার সদ্ব্যবহাররূপ উপযুক্ত চেষ্টা দ্বারা সাধুসঙ্গ-বলে ও শ্রবণ-কীর্ত্তনজলে পূর্ব্বোক্ত হৃদয়-ময়লাগুলি মার্জ্জিত করিবার জন্য, বিধৌত করিবার জন্য ব্যাকুলচিত্তে বিশেষ যত্ন করিতে পারেন অতএব উপযুক্ত চেষ্টার ফলে, সাধুসঙ্গবলে ও শ্রবণ-কীর্ত্তনজলে যাঁহাদের চিত্তদর্পণ মার্জ্জিত বা বিধৌত হইয়াছে অর্থাৎ যাঁহাদের ভূতশুদ্ধি হইয়াছে তাঁহারাই "বাণী-পূজার অধিকারী"। আজ তাঁহারাই ভক্তিকুসুমের পরিপূর্ণ সাজি হস্তে লইয়া ছুটিয়াছেন বাণীমন্দিরের দিকে শ্রীচৈতন্যবাণীর পাদপদ্ম পূজা করিবার জন্য, তাঁহার পাদপদ্মে ভক্তিকুসুমাঞ্জলি-প্রদানের জন্য। যে সকল হৃদয়ময়লা আমার ও মাদৃশজীবের শ্রীশ্রীগুরু-পাদপদ্মের দিকে স্বাভাবিকী গতিটী প্রতিহতা করিয়াছে তন্মধ্যে নিম্নে ঊনত্রিংশ প্রকারের বর্ণনা করিতেছি। ইহা একটী অসম্পূর্ণ তালিকা, পরে অপরগুলি প্রকাশ করিব।

———

১। "যস্য দেবে পরা ভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ। তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ॥" এই শ্লোকটী কেবল মুখে কীর্ত্তন করিলেও নিজ আচরণের দ্বারা অঙ্কিত করিতে পারি না।

———

২। কোন দিন সমস্ত সময়টাই শ্রীগুরু-সেবাকার্য্যে অতিবাহিত হইলে বলি যে অদ্য নিজের ভজনাদি করিবার অবসর পাইলাম না অর্থাৎ মন্ত্র-জপ, মালিকা সংযোগে সংখ্যা-নাম জপ বা কীর্ত্তন, ভক্তিগ্রন্থাদি অধ্যয়ন করিবার শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমুখের কথা শুনিবার সময় পাইলাম না সুতরাং দিনটা বৃথাই গেল। কেবল কার্য্য করিয়া দিন অতিবাহিত হইল, শুদ্ধা ভক্তির অনুষ্ঠানের অবসর পাইলাম না। এইরূপে শ্রীগুরু-সেবা-কার্য্য প্রীতির সহিত না করিয়া কেবল লৌকিকভাবে করিয়া থাকি মাত্র।

———

৩। পূর্ব্বোক্ত মনোধর্ম্মের ভ্রান্ত বিচারটী ধ্যান করিতে করিতে পুষ্ট হইলে সেবা কার্য্য হইতে রেহাই পাইবার কৌশল অনুসন্ধান করিয়া মালিকা জপ করিবার, শাস্ত্রাদি অধ্যয়ন করিবার বা শ্রীল প্রভুপাদের নিকট বসিয়া হরিকথা শ্রবণ করিবার অভিনয় করি।

৪। পূর্ব্বোক্ত বিচারটী পরিপক্ক হইলে মনে করি মঠাশ্রিতগুরুর সাক্ষাৎ সেবা করা অপেক্ষা নির্জ্জনে নাম-ভজন (?) করিয়া চৈত্ত্যগুরুর সেবা (?) করাই ভাল। তখন শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মের আনুগত্য একবারেই ছাড়িয়া নির্জ্জন-ভজনের (?) জন্য নির্জ্জন কুটীরের অনুসন্ধান করি কিম্বা কিছু আনুগত্যের ভাব দেখাইয়া শ্রীগুরুদেবের নিকট একটি নির্জ্জন কুটীরের জন্য আবেদন করি।

৫। কখনও ভাবি—"আমি মূর্খ; কিছু বিদ্যা অর্জ্জন করিয়া পণ্ডিত না হইলে, শাস্ত্রাদি অধ্যয়ন করিয়া কণ্ঠস্থ না করিলে চিরকালই এইরূপ কষ্টকর ও নীচ (?) সেবাকার্য্যে জীবন কাটাইতে হইবে, উচ্চসেবা-কার্য্য করিবার অর্থাৎ যাহাতে কম পরিশ্রম হয়, নিজে বেশী পরিশ্রম না করিয়া অন্যের দ্বারা করাইবার সুযোগ আছে কিম্বা যাহাতে বেশী সম্মান আছে, ভাল ভাল খাদ্যদ্রব্য না চাহিলেও পাওয়া যায় এরূপ সেবা-কার্য্যের যথা—লেখা-পড়ার কার্য্য, বা পাঠ-বক্তৃতাদির কার্য্য প্রভৃতি করিবার অধিকার লাভ হইবে না।" তখন জড়বিদ্যা-অর্জ্জনের স্পৃহা বলবতী হয় এবং সেবাকার্য্যে প্রীতির অভাব লক্ষিত হয়। এইরূপে আত্মেন্দ্রিয়-তর্পণকেই সেবা কল্পনা করিয়া সেবা-বিষয়ে উচ্চনীচ বিচার, হরিসেবায় জাড্য, লাভ, পূজা, প্রতিষ্ঠাশা, কপটতা প্রভৃতি অনর্থের প্রশ্রয় দিয়া থাকি বা উপশাখায় জলসেচন করিতে থাকি।

———

৬। সময় সময় এরূপ বিচার করি—
'সিদ্ধান্ত বলিয়া চিত্তে না কর অলস।
ইহা হইতে লাগে কৃষ্ণে সুদৃঢ় মানস॥'

সুতরাং শ্রীগুরু-বৈষ্ণবের সেবা-কার্য্যে ব্রতী থাকিলে শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া ও গুরু-বৈষ্ণবের নিকট সর্ব্বক্ষণ হরিকথা শুনিয়া সিদ্ধান্ত-জ্ঞান হইবার পক্ষে বিঘ্ন হইবে। তাই এখন কেবল শাস্ত্র-অধ্যয়ন ও শ্রবণাদি দ্বারা সিদ্ধান্ত বিষয়ে পরিপক্ক হইব। এখন বৈষ্ণবেরা ভিক্ষা করিয়া আমার সেবা করিবেন, আর আমি তাঁহাদের সেবা গ্রহণ করিয়া শ্রবণ ও অধ্যয়নাদি করিতে করিতে সিদ্ধান্তবিৎ হইব। এইরূপে সেবা বাদ দিয়া শ্রবণাদির অভিনয়-পূর্ব্বক সিদ্ধান্তরত হইবার চেষ্টা করিয়া, শ্রৌতপথের প্রকৃত মর্ম্ম অবগত না হইয়া তর্কপন্থার আশ্রয়ে বিরোচনের ন্যায় শ্রীগুরু-কৃপা হইতে বঞ্চিত হই।

———

৭। আবার কখন কখন শ্রীগুরু-বৈষ্ণবের উপদেশের প্রকৃত তাৎপর্য্য বুঝিতে না পারিয়া সিদ্ধান্ত-শ্রবণে আলস্য প্রকাশ করি, তখন কিছুদিন বাহিরে সেবা-কার্য্যের খুব ঠাটবাট দেখাইলেও মনে

সর্ব্বক্ষণ দেহাদির চিন্তা, পূর্ব্ব ইতিহাসের চিন্তাদি করিতে থাকি। শ্রীগুরু-বৈষ্ণবের পাদপদ্মে প্রণিপাত ও পরিপ্রশ্ন করিবার শ্রবণের সুযোগ থাকিলেও তাহাতে রুচি থাকে না। তাই শ্রবণ-বিষয়ে মোটেই উৎসাহ দেখা যায় না; এমন কি, শ্রবণের অভিনয় করিলেও তাহাতে শ্রীহরির অভাব-বশতঃ অন্যমনস্ক থাকি। শ্রীগৌড়ীয়, শ্রীনদীয়া প্রকাশ প্রভৃতি পরমার্থ-পত্রিকায় শ্রীগুরু বৈষ্ণবগণ কর্ত্তৃক এবং শ্রীশ্রীচৈতন্য-ভাগবত, শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, শ্রীমদ্ভাগবত ও তদভিন্ন মহাজন-রচিত গ্রন্থ-ভাগবতে যে-সব উপদেশামৃত বর্ষিত হইয়াছে তাহা সাধুসঙ্গে ভক্তিপূর্ব্বক শ্রবণ করিবার, ভক্তি-পূর্ব্বক পাঠ করিবার ও ভক্তিপূর্ব্বক বিচার করিবার প্রবৃত্তি আদৌ থাকে না। এইরূপে সম্বন্ধজ্ঞানের অভাবে মায়ার আকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়া শ্রীগুরু বৈষ্ণব-সেবা হইতে চিরতরে বঞ্চিত হই।

৮। কিছু শ্রবণের পর শ্রৌতসিদ্ধান্ত আরও পরিষ্কারভাবে উপলব্ধি করিবার জন্য, কীর্ত্তনযজ্ঞের দ্বারা কৃষ্ণেন্দ্রিয়তর্পণবর্দ্ধনের জন্য শ্রীগুরুদেব শ্রৌতবাণী-কীর্ত্তনের অধিকার দিলে আমি বিচার করি—আমার শ্রবণদশা শেষ হইয়াছে, আমার আর শ্রবণের আবশ্যকতা নাই, আমি নিজেই এখন বক্তৃতামুখে কীর্ত্তন করিয়া অন্যকে মুগ্ধ করিতে পারি সুতরাং শ্রীগুরুবৈষ্ণবগণ যে সিদ্ধান্তবাণী কীর্ত্তন করিতেছেন তাহা কেবল অন্যের শ্রবণের জন্য, উহা আমার শ্রবণ করিবার কোন আবশ্যকতা নাই। যদি কখনও তাঁহাদের কথা শ্রবণ করি তাহা কেবল ব্যবহারিকতার মত—কোন কোন কথা শ্রবণের পিপাসা উদিত হয় না।

৯। নিজে যে শ্রৌতবাণী কীর্ত্তন করি তাহা আমার শ্রবণের আবশ্যকতা নাই, অপরকে শ্রবণ করাইবার জন্যই কীর্ত্তন করিতেছি মাত্র এইরূপ মনে করি; তাই শ্রৌতবাণী পুনঃ পুনঃ কীর্ত্তনের অভিনয় করিলেও তাহা আচরণ করিতে পারি না এবং সেই প্রাণহীন প্রচারে অন্যেরও কোন মঙ্গল হয় না।

১০। সেবোন্মুখবৃত্তির সহিত যদি শ্রৌতবাণী কীর্ত্তন করিতাম তবে হরিকীর্ত্তনে ছাড়া দেখা যাইত না—আরও কোটী কোটী জিহ্বায় নিরন্তর হরিকীর্ত্তন করিবার স্পৃহা বলবতী হইত—অজস্র কোটী কোটী তুণ্ডগাত্রের প্রার্থনা করিতাম কিন্তু আমার এমনই দুর্দ্দৈব যে নামী হইতে অভিন্ন শ্রীনামে আমার অনুরাগ হইল না, তাই কেহ শ্রবণ করিতে আসিয়া হরিকীর্ত্তনের সুযোগ দান করিলে নিজেকে ধন্য জ্ঞান করিতে পারি না বরং কোনদিন হরিকীর্ত্তনের সুযোগ না ঘটিলেই যেন ভাল মনে করি।

১১। অন্যকে শুনাইবার বৃত্তি লইয়াই খোল-করতাল সংযোগে কীর্ত্তন করি অর্থাৎ কীর্ত্তনের অভিনয় করি; তাই দেখা যায় "কবে হ'বে বল সেদিন আমার", "কিরূপে পাইব সেবা আমি দুরাচার", "কৃপা কর বৈষ্ণব ঠাকুর","ভবার্ণবে প'ড়ে মোর আকুল পরাণ" প্রভৃতি পদগুলি শত শত বার কীর্ত্তন (?) করিলেও চিত্তের কোন পরিবর্ত্তন হয় না। যদি নিষ্কপট আর্ত্তির সহিত ঐ প্রার্থনা করিতাম তবে এই পাষাণ চিত্তও বিগলিত হইত; তৃণাদপি সুনীচ, তরু অপেক্ষা সহিষ্ণু, অমানী ও মানদ হইয়া নিরন্তর কীর্ত্তনের অধিকার হইত; শ্রীগুরু-বৈষ্ণব-সেবায় রুচি হইত, বৈষ্ণবের কৃপায় সম্বন্ধ-জ্ঞানোদয় হইত, তখন আর বেশ-ভূষার অভিমানে প্রমত্ত হইয়া অর্থাৎ আমি সন্ন্যাসী, আমি ব্রহ্মচারী প্রভৃতির অভিমান বশতঃ 'আমি হরিজনকিঙ্কর'—এই স্বরূপটী বিস্মৃত হইয়া ভবার্ণবে হাবুডুবু খাইতাম না।

১২। আমার বক্তৃতা ও কীর্ত্তন শ্রবণ পূর্ব্বক লোকে মুগ্ধ হইয়া যখন 'বাহাবা' দেন তখন শ্রীগুরুদেবই যে কীর্ত্তনকারী বিগ্রহ সুতরাং এই প্রতিষ্ঠা যে তাঁহারই প্রাপ্য তাঁহার পাদপদ্মেই যে ইহা পৌঁছাইয়া দিতে হইবে এই বিচার বিস্মৃত হইয়া আমি নিজেই তাহা আত্মসাৎ করিবার চেষ্টা করি। কেহ মন্তব্য প্রকাশ করিতে বিলম্ব করিলে প্রশ্ন করিয়া তদুত্তরে আত্মপ্রতিষ্ঠার কথা শ্রবণ করিবার বৃত্তি লইয়া কান পাতিয়া থাকি। পত্রিকায় প্রবন্ধাদি লিখিলে তাহাতে আমার নামটী থাকিলেই বিশেষ আনন্দিত হই। কোনদিন বেশী ভিক্ষা সংগ্রহ করিতে পারিলে তাহা গুরুবৈষ্ণবের পাদপদ্মে দিয়া তদ্বিনিময়ে তাঁহাদের নিকট হইতে "দিল্লীর লাড্ডু" পাইবার আশা করি, তাহা না পাইলে আমার সেরূপ উৎসাহ দেখা দেয় না। এইরূপে দেখা যায়, প্রতিষ্ঠাশারূপা ধৃষ্টা শ্বপচরমণী আমার হৃদয়-প্রাঙ্গণে সর্ব্বক্ষণ নৃত্য করিতে থাকে।

১৩। আমি নিজে শ্রেষ্ঠ বক্তা, ভাল কীর্ত্তনীয়া, ভাল মৃদঙ্গ-বাদক বা প্রধান ভিক্ষা-সংগ্রহকারী অভিমান করিয়া তদুপযুক্ত প্রসাদ পাইবার আশা করি, তাহার ত্রুটী হইলেই আমার চক্ষুর আকার ও বর্ণ অন্যরূপ ধারণ করে, গাত্রের উত্তাপ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় এবং বাহিরে কৃপার ছলনায় প্রসাদ বিতরণ-কারীর প্রতি অমৃতময়ী বাণী ধারা বর্ষণ করিতে থাকি। তখন "শ্রীগুরুর সেবক হয় মান্য আপনার" এই শ্রৌতবাণীটী বিস্মৃত হই, কেবল তাহাতেই নিরস্ত না হইয়া মঠরক্ষকের যোগ্যতা আমার চৌলদাড়িতে মাপিবার জন্য ব্যস্ত হই। এইরূপে প্রসাদের অবজ্ঞা, বৈষ্ণবের অবজ্ঞা করিয়া বৈষ্ণবাপ-রাধরূপ মত্তহস্তীর পদতলে পিষ্ট হই।

১৪। আবার প্রসাদ-বিতরণাদি-দ্বারা বৈষ্ণবসেবার সুযোগ উপস্থিত হইলে আমি নিজ সেবাকার্য্যে অন্যমনস্ক থাকি, তাই বৈষ্ণবসেবার ত্রুটী দেখিয়া কোন বৈষ্ণব-ঠাকুর আমাকে বঞ্চনা না করিয়া কৃপাপূর্ব্বক আমার দোষটী দেখাইয়া দিলে বা ভবিষ্যতে যাহাতে ঐপ্রকার ত্রুটী না করি তাহার উপদেশ দিলে আমি তাঁহার মঙ্গলময়ী বাণীগুলি অনুগ্রহরূপে বরণ না করিয়া অসহিষ্ণু হইয়া পড়ি ও সেবাসৌভাগ্যটী পরিত্যাগ করিবার জন্য আবেদন করি এবং বৈষ্ণবঠাকুরকে আমারই মত চিত্তবৃত্তি বিশিষ্ট মনে করিয়া তাঁহার মর্য্যাদা লঙ্ঘন পূর্ব্বক প্রকাশ্যে বা মনে মনে "বৈরাগীর কৃত্য" শিক্ষা দিবার জন্য ব্যস্ত হই।

১৫। বিষ্ণুবৈষ্ণবসেবার উপকরণ গুলিকে পূজারূপে দর্শন না করিয়া আমার ভোগ্য মনে করি, তাই জিহ্বাবেগের বশবর্ত্তী হইয়া বৈষ্ণবের উচ্ছিষ্ট পাইবার প্রতীক্ষা না করিয়া ভোগের আগেই প্রসাদ সেবনের ছলনা করি।

১৬। নিজেকে শ্রেষ্ঠ অভিমানবশতঃ অন্য গুরুসেবকের দ্বারা নিজের সেবা করাইয়া লইবার বা গ্রহণ করিবার প্রবৃত্তি বলবতী হয়, তাই 'গুরুসেবক আমার মান্য' এই বুদ্ধির পরিবর্ত্তে 'আমার ভোগ্য' এইরূপ বিচার উপস্থিত হয়। তখন আচার্য্যদেবের নিম্নলিখিত মঙ্গলময়ী বাণীটী বিস্মৃত হই।

আমি ত' বৈষ্ণব এ বুদ্ধি হইলে
অমানী না হ'ব আমি।
প্রতিষ্ঠাশা আসি' হৃদয় দূষিবে
হইব নিরয়গামী॥
তোমার কিঙ্কর আপনে জানিব
গুরু অভিমান ত্যজি'।
তোমার উচ্ছিষ্ট পদজল রেণু
সদা নিষ্কপটে ভজি॥
নিজে শ্রেষ্ঠ জানি' উচ্ছিষ্টাদি দানে
হ'বে অভিমান ভার।
তাই শিষ্য তব থাকিয়া সর্ব্বদা
না লইব পূজা কার॥
অমানী মানদ হইলে কীর্ত্তনে
অধিকার দিবে তুমি।
তোমার চরণে নিষ্কপটে আমি
কাঁদিয়া লুটিব ভূমি॥

১৭। আবার "কামুকা পশ্যন্তি কামিনী-ময়ং জগৎ" এই ন্যায়ানুসারে নিজে যেরূপ অপবিত্র-চরিত্র, সেইরূপ বৈষ্ণবদিগকেও মনে করি এবং অক্ষজ দর্শনে বৈষ্ণবের আচরণ দেখিতে গিয়া রামচন্দ্র পুরীর ন্যায় কেবল বৈষ্ণবের ছিদ্র অন্বেষণ করিতে থাকি। তাঁহাদের গুরুপাদপদ্মে অর্পিত দেহ রক্ষা বিধানের জন্য হরিসেবার অনুকূল চেষ্টা বা যুক্তবৈরাগ্য এবং মাদৃশ ভোগীর ভোগময় চেষ্টা একই প্রকার মনে করি। তখন মহাজনের নিম্নলিখিত উপদেশটী স্মরণপথে আসে না বলিয়া বৈষ্ণবনিন্দা করিয়া অনন্ত নরকের পথে অগ্রসর হই।

বৈষ্ণব ঠাকুর অপ্রাকৃত সদা
নির্দ্দোষ আনন্দময়।
কৃষ্ণনামে প্রীত জড়ে উদাসীন
জীবেতে দয়ার্দ্র হয়॥
অভিমান-হীন ভজনে প্রবীণ
বিষয়েতে অনাসক্ত।
অন্তরে বাহিরে নিষ্কপট সদা
নিত্যলীলা অনুরক্ত॥
বৈষ্ণব-চরিত্র সর্ব্বদা পবিত্র
যেই নিন্দে হিংসা করি'।
ভকতিবিনোদ না সম্ভাষে তা'রে
থাকে সদা মৌন ধরি'॥

১৮। বৈরাগ্যের প্রকৃত স্বরূপ বুঝিতে অসমর্থ হইয়া—ফল্গু ও যুক্ত বৈরাগ্যের পার্থক্য বা যুক্তবৈরাগ্যের বৈশিষ্ট্য বুঝিতে না পারিয়া লোকদেখান ফল্গু-বৈরাগ্যকেই সাদরে বরণ করিয়া বঞ্চিত হই। "প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ। মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥" এবং "অনাসক্তস্য বিষয়ান্ যথার্হমুপযুঞ্জতঃ। নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥" এই শ্লোক দুইটীর শ্রৌতমর্ম্ম উপলব্ধি করিবার চেষ্টা করি না।

১৯। ফল্গুবৈরাগ্যের দাসত্ব করিতে গিয়া কখনও পয়ঃপানকারী ব্রহ্মচারীর ন্যায় আহার কমাইয়া 'কণভোজী' হইবার চেষ্টা করি, কখনও বা নিদ্রার পরিমাণ কমাইয়া 'জিতনিদ্র' নামে খ্যাত হইবার জন্য সাধনা করি। আবার কখনও শ্রীমহাপ্রভুর শিক্ষার মর্ম্ম না বুঝিয়া কেবল তাঁহার অনুকরণ পূর্ব্বক বলিয়া থাকি—আমি লাফরা ব্যঞ্জন ব্যতীত অন্যরূপ সুস্বাদু ব্যঞ্জন প্রসাদ কিছুই গ্রহণ করিব না। এইরূপ কখনও শ্রীলরূপ সনাতন গোস্বামীর, কখনও বা শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর বৈরাগ্যের অনুকরণ করিয়া থাকি। তখন কৃষ্ণপাদ-পদ্মের অধিষ্ঠানের পরিবর্ত্তে ফল্গু বৈরাগ্যের চিন্তা করিতে করিতে ব্যতিরেকভাবে ষড়রসের চিন্তারূপ কুক্ষেত্রের চিন্তা বা কৃষ্ণ-বিস্মৃতিরূপ কুফলই লভ্য হয়।

২০। ফল্গুবৈরাগ্যের প্রিয় সেবক-গণের ফল্গুবৈরাগী বিশ্বামিত্রের স্ত্রীসন্দর্শন

বঞ্চনের আদর্শটিই বড় আদরের হয়; তাই যুক্ত-বৈরাগ্যের মূর্ত্তিমান্ আদর্শশিরোমণি নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের বিশ্ব-মঙ্গলময় সহজ, আদর্শের স্ত্রী-মূর্ত্তি-দর্শন শিক্ষা না করায় কৃষ্ণদাস বা কৃষ্ণকান্তারূপে দর্শনের বিবেক উপস্থিত না হওয়ায় সতত কৃষ্ণপাদপদ্মস্মৃতির ও কৃষ্ণনাম-কীর্ত্তনের আদর্শের অনুসরণ করিবার সৌভাগ্য হয় না। তাই "আমি স্ত্রীলোক দেখিব না" "আমি স্ত্রীলোক দেখিব না" এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে ব্যতিরেকভাবে নিরন্তর যোষিতের চিন্তা বা সূক্ষ্মভাবে যোষিৎসঙ্গ করিতে করিতে পরে বিশ্বামিত্রের ন্যায় স্থূলভাবেও কামিনীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হইয়া পূর্ণমাত্রায় বান্তাশী হইতে হয়।

২১। সনাতন-শিক্ষা-সার সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজনতত্ত্বত্রয় এবং যুগপৎ ভক্তি, পরেশানুভব ও বৈরাগ্য এই তিনটী তত্ত্বের কথা মাদৃশ ফল্গুবৈরাগীর অনুশীলনের বিষয় না হইয়া কেবল মূল্যবান্ ভোটকম্বল পরিত্যাগ করিয়া ছেঁড়া কাঁথা গ্রহণ ও পুরাতন বস্ত্রখণ্ড পরিত্যাগ করা অর্থাৎ ভাল ভাল বস্ত্র পরিধান না করা ও ভাল দ্রব্য ভোজন না করাই বা লোকদেখান বৈরাগ্যই সনাতন শিক্ষা-সার, এইরূপ বিচার হইয়া থাকে। তখন বাহ্যিক বৈরাগ্যের কঠোরতা দেখাইয়া অন্যের নিকট হইতে "আপনার বৈরাগ্য যেন পাষাণের রেখা" প্রভৃতি কথা শুনিবার ইচ্ছা বলবতী হয়। এইরূপ কৃত্রিম-চেষ্টার ফলে কৃষ্ণবিস্মৃতিই হইয়া থাকে।

২২। যাহাতে আমার ফল্গুবৈরাগ্যের কোনপ্রকার বিঘ্ন না হয় তজ্জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতে থাকি, কাজেই গুরুবৈষ্ণবের প্রদত্ত মহাপ্রসাদ ও তাঁহাদের প্রদত্ত বস্ত্র-প্রসাদ প্রত্যাখ্যান করিয়া অর্থাৎ মহাপ্রসাদ বা অনুগ্রহের অবজ্ঞা করিয়া মনোধর্ম্মের খেয়ালমত খাদ্যদ্রব্য ও বস্ত্রসংগ্রহের জন্য ব্যস্ত হই। আবার গুরুবৈষ্ণবগণ—"যারে দেখ তারে কহ কৃষ্ণ উপদেশ" এই আজ্ঞা করিলে কিম্বা প্রত্যেক গৃহে গৃহে যাইয়া "মাধুকর ভৈক্ষ্য" সংগ্রহ করিতে আদেশ দিলে 'স্ত্রীসন্দর্শন', 'রাজদর্শন' বা 'বিষয়ি-দর্শন' হইবে এইরূপ বিচার কল্পনা করিয়া তাঁহাদের আদেশপালনে বিমুখ হই; কারণ "ইহাতে না বাধিবে তোমার বিষয়-তরঙ্গ" শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মের এই আশীর্ব্বাদের উপর নির্ভর করিতে বা ঐ বাক্যে দৃঢ় বিশ্বাস করিতে পারি না। সুতরাং ফল্গুবৈরাগ্যের সেবা করিতে গিয়া হরি-গুরু-বৈষ্ণবসেবা হইতে চিরতরে বঞ্চিত হই। "ভাল না খাইবে আর ভাল না পরিবে" এবং "নিষ্কিঞ্চনস্য ভগবদ্ভজনোন্মুখস্য পারং পরং জিগমিষোর্ভবসাগরস্য। সন্দর্শনং বিষয়িণামথ যোষিতাঞ্চ হা হন্ত হন্ত বিষভক্ষণতোঽপ্যসাধু॥" এই দুইটী উপদেশের শ্রৌতমর্ম্ম শ্রৌতপথে অবগত না হইয়া বাহ্যার্থ গ্রহণ প্রবৃত্তিই ঐরূপ বঞ্চিত হইবার প্রধান কারণ।

২৩। আবার আর একদিকে যুক্ত-বৈরাগ্যের প্রকৃত তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিয়া, বৈষ্ণবের অনুকরণ করিতে গিয়া যুক্ত-বৈরাগ্যের ছলনায় ভোগের পথে ধাবিত হই। তখন শ্রীগুরুবৈষ্ণবের প্রদত্ত ভিক্ষালব্ধ তণ্ডুলের অন্ন বা শুষ্ক রুটী, লাফরা-ব্যঞ্জনাদিরূপ মহাপ্রসাদের সেবা করিয়া সন্তুষ্ট থাকিতে পারি না। কাজেই রোগের ছলনায় অথবা বিশেষ খাদ্যদ্রব্য গ্রহণ করিয়া স্বীয় পদমর্য্যাদা রক্ষা করিলে প্রচারের অনুকূল হইবে এইরূপ "প্রচার-সেবার ছলনায়" নিজে বরাত করিয়া কিম্বা নিজে পৃথক্ সেবক নিযুক্ত করিয়া ভাল ভাল দ্রব্য পাক করাইবার বা সংগ্রহ করিবার ব্যবস্থা করিয়া থাকি। তখন আমি এইরূপ বিচার করি যে "ভাল না খাইবে" "আমাকে দাও লাফরা ব্যঞ্জন" 'শ্রীল রূপসনাতনের শুষ্ক রুটি, চানা চিবাইবার আদর্শ" "শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর সড়া অন্নপ্রসাদ লবণ দিয়া ভোজনের আদর্শ" "জিহ্বার লালসে যেই ইতি উতি ধায়। শিশ্নোদর-পরায়ণ কৃষ্ণ নাহি পায়॥" প্রভৃতি শ্রীমন্ মহাপ্রভুর ও শ্রীগোস্বামিবর্গের আচরণ ও উপদেশগুলি আমার শিক্ষার জন্য নহে—ঐ সব উপদেশ পালন করিবার বা আদর্শের অনুসরণ করিবার আবশ্যক আমার নাই শ্রীমন্মহাপ্রভু ও শ্রীগোস্বামিবর্গেরই যেন ঐপ্রকার আচরণ করিবার আবশ্যক হইয়াছিল কিম্বা আমার গুরুবর্গকে শিক্ষা দিবার জন্যই যেন তাঁহারা ঐসব আচরণ ও উপদেশ করিয়াছেন। আমার নিকট বিধিপালন বা সাধন বলিয়া কোন কথা নাই কিম্বা কৃষ্ণার্থে ভোগত্যাগ বলিয়া কথাটি আমার আচরণীয় নহে কারণ আমি সাধনের পূর্ব্বেই সিদ্ধ (?) হইয়াছি, বৃক্ষে না উঠিয়াই ফল লাভ (?) করিয়াছি, অকালে পক্ক বা এঁচড়েই পক্ক হইয়াছি অতএব আমার পক্ষে সাতখুন মাপ, বিধি-উল্লঙ্ঘনজনিত দোষ আমাকে স্পর্শ করিতে পারিবে না! পরমহংস বৈষ্ণবগণের বা গুরুবর্গের অনুসরণ না করিয়া যুক্ত-বৈরাগ্যের ছলনায় অনুকরণ করিলে বা মর্কটের ন্যায় যুক্তবৈরাগীর বেষে মর্কট বৈরাগী আমি তাঁহাদিগকে ভেঙ্গাইলে তজ্জনিত যে অপরাধ, তাহা আমি হজম করিতে পারিব!

২৪। যুক্তবৈরাগ্যটি (?) আমার এত প্রিয় হইয়াছে যে, তাহা বজায় রাখিবার জন্য আমার অখিলচেষ্টা, তাই অন্য বৈষ্ণবগণ কোন্ দিন কোন্ সময় কি কি প্রসাদ সেবন করিতেছেন তাহা বিশেষ অনুসন্ধান পূর্ব্বক অবগত হইয়া তাহার অনুকরণ না করিয়া আমি থাকিতে পারি না।

২৫। "ভাল না পরিবে" শ্রীমন্মহাপ্রভুর এই উপদেশটি যেন তাঁহার নিত্য-পার্ষদ শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীরই শ্রবণের ও আচরণ করিবার আবশ্যক হইয়াছিল, উহা আমার শ্রবণ করিবার ও আচরণ করিবার কোন প্রয়োজন নাই। কারণ আমি যে যুক্তবৈরাগী (?), তাই শ্রীগুরুবৈষ্ণবের প্রদত্ত বসন-ভূষণাদিতে আমি সন্তুষ্ট হইতে না পারিয়া পৃথগ্ভাবে বিলাসোপকরণ সংগ্রহ করিবার জন্য ব্যস্ত হই। আমি যে সাধন না করিয়াই সিদ্ধ বা পরমহংস (?), তাই চক্চকে, ঝক্ঝকে, মচ্মচে চর্ম্ম-পাদুকা-বিক্রেতা আমাকে দেখিবা মাত্রই নমস্কার করে।

২৬। বৈষ্ণবগণ কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতি-বাঞ্ছামূলে বা প্রচারসেবার জন্য উৎকৃষ্ট যানাদিতে আরোহণ করেন, সেরূপ আচরণে তাঁহাদের অন্তরে বিন্দুমাত্রও আত্ম-সম্ভোগের অভিসন্ধি বা কপটতা নাই কিন্তু আমি তাঁহাদের আচরণের প্রকৃত মর্ম্ম বুঝিতে না পারিয়া অনুকরণপূর্ব্বক অনেক সময় প্রচার সেবার ছলনায় বা যুক্তবৈরাগ্যের ছলনায় আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতিবাঞ্ছামূলে কেবল স্থূলদেহের মাংসপিণ্ডকে উৎকৃষ্ট যানবাহনে চাপাইয়া সূক্ষ্মদেহের খেয়াল মিটাইয়া থাকি। আত্মসম্ভোগ-বুদ্ধিতে অপকৃষ্ট যানেও চাপা উচিত নয়, তাহা আমি বুঝি না।

২৭। যাঁহারা শ্রীচৈতন্যবাণীর অকৃত্রিম সেবক তাঁহারা প্রচার-সেবার জন্য সর্ব্বত্র গমন করিলেও তাঁহাদের সর্ব্বত্র গুরুদর্শন বা কার্ষ্ণ-দর্শন ব্যতীত প্রকৃতি-দর্শন, বিষয়িদর্শন বা রাজদর্শন নাই কিন্তু মাদৃশ সেবকাভিমানী, যুক্ত-বৈরাগী অভিমানী সময় সময় নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের আদর্শের অনুসরণ না করিয়া প্রচার-সেবার ছলনায় ছোট হরিদাসের ন্যায় চিত্তবৃত্তিবিশিষ্ট হইয়া কৈতব পথে ধাবিত হইয়া থাকি।

২৮। "যস্যাত্মবুদ্ধিঃ কুণপে ত্রিধাতুকে.. স এব গোখরঃ"—এই শ্লোকটী আমি অনেকবার কীর্ত্তনের অভিনয় করিলেও আমার দেহাত্মবুদ্ধি বিদূরিত হয় নাই। তাই আমি রোগগ্রস্ত অভিমানে দেহের চিন্তায় এতদূর অভিভূত হইয়া পড়ি যে, দেহের ঐ অসুস্থতাই শ্রীভগবানের অনুগ্রহ—তাহা ভুলিয়া গিয়া শ্রীগুরু-বৈষ্ণব-কর্ত্তৃক নিযুক্ত চিকিৎসকের চিকিৎসায় সন্তুষ্ট না হইয়া যুক্তবৈরাগ্য (?) বজায় রাখিবার জন্য স্বতন্ত্রভাবে বিভিন্ন চিকিৎসকের নিকট ছুটাছুটি করি এবং বৈষ্ণবের প্রদত্ত পথ্যে তৃপ্ত না হইয়া নিজখেয়ালমত পথ্য-সংগ্রহের জন্য ব্যস্ত হই; কারণ তাঁহারাই যে আমার প্রকৃত হিতাকাঙ্ক্ষী তাহা বিস্মৃত হইয়া পড়ি।

২৯। বিভিন্ন চিকিৎসকের নিকট ছুটাছুটি করিয়া বহুবিধ ঔষধসেবন-জনিত ঔষধের বিষক্রিয়া উপস্থিত হয়; তখন ঔষধ সেবন বন্ধ করাই সেই রোগের চিকিৎসা এই বিচার, কিম্বা রোগ আরোগ্য হইলেও রোগের কল্পনা করিয়া রোগের চিন্তা করাই আমার একটা রোগ হইয়া [illegible] ইহা দেখিয়া বৈষ্ণবগণ আমার প্রতি উপেক্ষা-রূপ অনুগ্রহ করেন। আমি তখন তাঁহাদের অমন্দোদয়া কৃপার মর্ম্ম বুঝিতে না পারিয়া আমার প্রতি তাঁহাদের যথাযোগ্য ব্যবহারের ত্রুটী হইল, এইরূপ ভাবিয়া তাঁহাদের চরণে অপরাধ অর্জ্জন করি। আমি—হরিজন-কিঙ্কর, তাঁহাদের [illegible] করাই আমার স্বরূপের বৃত্তি, [illegible] বিনিময়ে তাঁহাদের নিকট হইতে সুস্থাবস্থাতেই হউক বা অসুস্থাবস্থাতেই হউক সেবা-গ্রহণ প্রবৃত্তি বা তাঁহাদিগকে সেবক-জ্ঞানরূপ দুর্ব্বুদ্ধি বৈষ্ণবদাসের আচরণ নহে তাহা আমি ভুলিয়া যাই। বৈষ্ণবগণ ভবরোগবৈদ্য সুতরাং তাঁহারা জানেন, আমার গলদ কোথায়, তাই অবস্থা বুঝিয়া ব্যবস্থা করেন, তাঁহারা ভোগের ইন্ধন যোগাইয়া বঞ্চনা করেন না; কারণ আমার নিত্যমঙ্গলই আকাঙ্ক্ষা করেন। তাঁহারা যে চিকিৎসার ব্যবস্থা করিয়া ঔষধ-পথ্যাদি দেন তাহাও তাঁহাদের অনুগ্রহ, আবার যদি ঘোর বিকারগ্রস্ত অবস্থায় কোন প্রকার চিকিৎসার এবং শুশ্রূষার ব্যবস্থা না করিবার বা কোন খোঁজখবর না লইবার, এমন কি সেই অবস্থায় মঠ হইতে টানিয়া রাস্তায় বাহির করিয়া দিবার অভিনয়ও করেন তথাপি নিষ্কপটে গুরুসেবকের চিত্ত বিন্দুমাত্রও বিচলিত হয় না, তখন তাঁহারা এইরূপ বিচার করেন যে—শ্রীশ্রীগুরুবৈষ্ণবগণ আমার সেবাবৃত্তি পরীক্ষা করিতেছেন; আমি—

"মারবি রাখবি যো ইচ্ছা তোহারা।
নিত্যদাস প্রতি তুয়া অধিকারা॥"

—শরণাগতির এই পদটি বহুবার কীর্ত্তন করিয়াছি ইহা আচরণের দ্বারা প্রতিফলিত করিতে পারি কি না তাহাই পরীক্ষা করিতেছেন; অতএব শ্রীগুরু-বৈষ্ণবগণ যে কৃপা-সিন্ধু সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই।

শুদ্ধভক্তি গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। সচিত্র বিরাট শ্রীচৈতন্যভাগবত ৬৲
২। শ্রীমদ্ভাগবতম্‌,—সমগ্র ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২৮৲
একাদশ স্কন্ধ হইতে পরিশিষ্ট ।৶০
৩। অনুভাষ্যসহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (৪র্থ সংস্করণ) ৬৲
৪। ভক্তিবিবেককণ্ঠমালা (বাঁধা) ২৲
৫। গৌড়ীয় গৌরব ।৶০
৬। গৌড়ীয়-সাহিত্য ।৶০
৭। ভজনরহস্য ।০
শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্‌ ও
শ্রীনবদ্বীপশতকম্‌ (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৯। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ)
ঐ (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
১০। গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি টীকাসহ)
ঐ (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
১১। গীতার কেবল মাধ্ব-ভাষ্য ।০
১২। যুক্তিমল্লিকা গুণসৌরভঃ সানুবাদ (মাধ্ব) ২৲
১৩। বেদান্ততত্ত্বসার সানুবাদ (রামানুজীয়) ।০
১৪। জৈবধর্ম
১৫। শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৬। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১৭। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ।৶০
ঐ (বাঁধা) ৸০
১৮। দীপ-দিগ্‌দর্শন ৵০
১৯। সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ) ।৶০
২০। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ॥০
ঐ (আবাঁধা) ।৶০
২১ নবদ্বীপধাম গ্রন্থমালা ৸০
২২। ভক্তিরত্নাকর নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৵০
২৩। গীতমালা ৴১০
২৪। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৵০
২৫। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৵০
২৬ নবদ্বীপ পঞ্জিকা (৪৪৭ গৌরাব্দ) ৵০
২৭। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ০
২৮। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা-দর্পণ ।০
২৯। শরণাগতি ৴০
৩০। গীতাবলী ৴০
৩১। চিত্রে নবদ্বীপ ॥০
৩২। সাধনকণ্ঠ ৴০
৩৩। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৴০
৩৪। নবদ্বীপশতক ৴০
৩৫। অর্থপঞ্চক ৴০
৩৬। সদাচারস্মৃতিঃ ৴০
৩৭। কল্যাণকল্পতরু (৫ম সংস্করণ) ৴১০
৩৮। অর্চ্চনকণ্ঠ ৴১০
৩৯। সাধককণ্ঠমালা (বাঁধা) ।০
ঐ (আবাঁধা) ৴০
৪০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (প্রথম চারিখণ্ড) ৩
৪১। ব্রহ্মসংহিতা ।০
৪২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা)
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৪৩। মণিমঞ্জরী সানুবাদ ।০
৪৪। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৪৫। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ।০
৪৬। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৪৭। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
৪৮। গৌড়ীয়মঠ কি করেন? ৴০
৪৯। ঈশোপনিষৎ (বলদেব ও মাধ্ব-ভাষ্য এবং বিবৃতি ও অনুবাদসহ) ।০
৫০। শ্রীভুবনেশ্বর ৵০
৫১। সিদ্ধান্তদর্পণ ৵০
৫২। সাধ্যবাণী ৴০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৫৩। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী দিগ্বিজয়ঃ ।০
৫৪। সটীক-দশমূলম্‌ ।০
৫৫। তত্ত্ব-সূত্রম ।০
৫৬। সানুবাদ-শিক্ষাষ্টকম ৵০
৫৭। গৌড়ীয়মঠস্য পরিচয়ঃ ৴০
৫৮। সারাংশবর্ণনম্‌ ৶০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৫৯। রায় রামানন্দ ।০
৬০। নামভজন ।০
৬১। রিলেটীভ ওয়ার্ল্ড্‌স ।৶০
৬২। লাইফ্‌ য়্যাণ্ড প্রেসেপ্টস্‌ অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।০
৬৩। বৈষ্ণবিজম ।০
৬৪। হোয়াট্‌ গৌড়ীয়মঠ ইজ ডুইং ৴০
৬৫। দি ভাগবত ।০
৬৬। ইরোটিক প্রিন্সিপল্‌ য়্যাণ্ড আনেলয়েড্‌ ডিভোশন ।০
৬৭। ব্রহ্ম-সংহিতা ২৷০
৬৮। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (ভলুম ওয়ান) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৬৯। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ।০
৭০। সাধন পথ ।০
৭১। কল্যাণ-কল্পতরু ৴১০
৭২। গীতাবলী ৴০
৭৩। শরণাগতি ৴০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৭৪। শরণাগতি

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

নদীয়া-প্রকাশপ্রাপ্তির স্থান

১। শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম-মায়াপুর, নদীয়া
২। শ্রীযোগপীঠ ঐ
৩। শ্রীবাস অঙ্গন ঐ
৪। অদ্বৈত-ভবন ঐ
৫। কাজীর সমাধি পাট ঐ
৬। গান্ধর্ব্বা-গোবিন্দ-কুঞ্জ শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ নদীয়া।
৭। শ্রীভাগবত আসন কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
৮। শ্রীএকায়ন মঠ গোপীনাথপুর, হাঁসখালী।
৯। বাসু-গোপাল পাট—পোঃ চাকদহ,
১০। শ্রীগৌর গদাধরমঠ—চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড়, বর্দ্ধমান
১১। শ্রীমোদদ্রুমছত্র মাউগাছি, বর্দ্ধমান
১২। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম, আমলাযোড়া, পোঃ রাজবাঁধ বর্দ্ধমান
১৩। শ্রীগৌড়ীয়মঠ বাগবাজার, কলিকাতা
১৪। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাকু, হাওড়া,
১৫। শ্রীমাধব গৌড়ীয়মঠ, ২০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা
১৬। শ্রীগোপালজী মঠ কমলাপুর ঢাকা।
১৭। শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ পোঃ বালিয়াটী
১৮। শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয়মঠ ময়মনসিংহ।
১৯। শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ চিরুলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর
২০। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম গোয়ালপাড়া, আসাম
২১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ রায়াপেট্টা, মান্দ্রাজ।
২২। শ্রীরামানন্দগৌড়ীয় মঠ কব্বুর, জেঃ পশ্চিম গোদাবরী
২৩। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ উড়িয়াবাজার, কটক।
২৪। শ্রীত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয় মঠ ভুবনেশ্বর।
২৫। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ সর্গদ্বার, পুরী।
২৬। শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ আলালনাথ পোঃ ব্রহ্মগিরি, পুরী।
২৭। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ ডুমুরকুণ্ডা, পোঃ চিরকুণ্ডা, মানভূম।
২৮। শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ—৪২ নং ফরিদপুরা, আনন্দভবন, বারাণসী।
২৯। শ্রীরূপগৌড়ীয় মঠ—এলাহাবাদ।
৩০। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ পুরাণবাজার, সরকার ঠাকুরের কুঞ্জ, বৃন্দাবন
৩১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, নিউদিল্লী
৩২। শ্রীপরমহংসমঠ—নৈমিষারণ্য,
৩৩। শ্রীসারস্বত গৌড়ীয় মঠ—হরিদ্বার।
৩৪। শ্রীব্যাস গৌড়ীয়মঠ—কুরুক্ষেত্র, পঞ্জাব
৩৫। শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাবুলনাথ রোড, পোঃ গ্র্যাণ্ট রোড, বোম্বে।
৩৬। লণ্ডন গৌড়ীয়মঠ, ৩নং মষ্টার হাউস, কর্ণওয়াল গার্ডেন্স, (S. W. 7) লণ্ডন।
৩৭। অমাব গৌড়ীয়মঠ—মেদিনীপুর
৩৮। সরভোগ গৌড়ীয় মঠ—সরভোগ, কামরূপ, আসাম
৩৯। শ্রীগৌড়ীয় মঠ—১০০ নং মিঠাপুর পাটনা।

শুদ্ধভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী মাসিক। শ্রীধাম-মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲।

২। গৌড়ীয়—মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১॥০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দি ভাষায় একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি হৃদয় বন মহারাজ সম্পাদিত ও নৈমিষারণ্য শ্রীপরমহংস মঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ১॥০ দেড় টাকা মাত্র।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥০ দেড় টাকা মাত্র।

৫। কীর্ত্তন—মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ বিনোদানন্দ সেবাতীর্থ বি-এল, বি-টি, সম্পাদিত। আসাম গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম হইতে প্রকাশিত আসামী ভাষায় মাসিক। ভিক্ষা সডাক ১॥০ দেড় টাকা মাত্র

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ প্রণীত সমগ্র গ্রন্থ

গ্রন্থের মূল শ্লোক বড় অক্ষরে এবং তন্নিম্নে বর্ত্তমান যুগে শুদ্ধভক্তিপ্রচারের মূল মহাপুরুষ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অমৃতপ্রবাহভাষ্য ও প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের অনুভাষ্য সন্নিবেশিত হইয়াছে। অতি সুন্দর ছাপা। ডবল ক্রাউন আটপেজি আকারে ১০২৬ পৃষ্ঠায় কেবল মূল ও ভাষ্য সম্পূর্ণ হইয়াছে। তদ্ব্যতীত ২১৮ পৃষ্ঠায় কেবল শ্লোক সূচী, পদ্যসূচী, স্থানসূচী, পাত্রসূচী, বিষয়-সূচী, শব্দসূচী প্রভৃতি বিস্তৃত সূচী-পত্র। সভাষ্য শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের এরূপ উৎকৃষ্ট ও অমূল্য বিরাট সংস্করণ জগতের কোথায়ও আজ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই, ইহা নিরপেক্ষ পাঠক মাত্রেই একবাক্যে স্বীকার করিয়া থাকেন। সর্ব্বসাধারণের সুবিধার জন্য ভিক্ষা ১২৲ বারটাকা স্থলে—৬৲ ছয়টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীচৈতন্যমঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

কালেক্টর সাহেবের পত্র

কালেক্টর সাহেবের কুঠি,

কৃষ্ণনগর,

২৩শে জানুয়ারী, ১৯৩৪।

মহাশয়,

সম্প্রতি প্রচণ্ড ভূমিকম্পে আমাদের দেশবাসীর যেরূপ ক্ষতি হইয়াছে সে সংবাদ সকলে অবগত আছেন। দুঃস্থ ব্যক্তিগণের সাহায্যার্থে মহামান্য বড়লাট সাহেব আপনাদের নিকট যে আবেদন করিয়াছেন তাহার অনুবাদ নিম্নে প্রদত্ত হইল। ঐ আবেদন যতদূর সম্ভব সর্ব্বসাধারণের নিকট প্রচার করিবেন।

এই মহদুদ্দেশ্যে যিনি যেরূপ সাহায্য করিবেন তাহাই সাদরে গৃহীত হইবে। যদি সাহায্যের পরিমাণ অল্প বিধায় কেহ উহা এই ফণ্ডে পাঠাইতে কুণ্ঠিত হন তাহা হইলে তিনি উহা নিঃসঙ্কোচে আমার নিকট পাঠাইতে পারেন।

এইচ. বোস্

ম্যাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর নদীয়া।

২৩, ১, ৩৪.

মহামান্য বড়লাট বাহাদুরের টেলিগ্রামের সংক্ষিপ্ত অনুবাদ।

—:*:—

"গত সোমবার ১৫ই জানুয়ারী অপরাহ্নে প্রচণ্ড ভূ-কম্পনের ফলে মুহূর্ত্ত-মধ্যে বহুসংখ্যক দেশবাসীর উপর বিশেষতঃ বিহার ও উড়িষ্যা প্রদেশে সম্প্রতি যে ভীষণ বিপৎপাত হইয়াছে তাহার প্রকৃত বিবরণ অদ্যাবধি পাওয়া যায় নাই। ইহা বলিলে অবশ্য অত্যুক্তি হয় না যে, উহাতে আতঙ্কজনক প্রাণহানি, অসংখ্য গৃহ ভূমিসাৎ এবং বিস্তীর্ণ ভূ-খণ্ডের বহু সম্পত্তি ও দ্রব্যাদি বিধ্বস্ত ও লুপ্তপ্রায় হইয়াছে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, এই ভীষণ দুর্দ্দিনে এতদ্দেশীয় সকল শ্রেণীর অধিবাসিবৃন্দের সহানুভূতির দ্বারা দুঃস্থ ও বিপন্ন জনগণের প্রতি বর্দ্ধিত হইবে ও তাহাদের দুঃখ বিমোচনের সকল প্রচেষ্টা সর্ব্বসাধারণে সত্বর গ্রহণ করিবেন। এতদুদ্দেশ্যে আমি "ভাইসরয়ের ভূমিকম্প ভাণ্ডার" নামে একটী অর্থ-ভাণ্ডার প্রতিষ্ঠিত করিতে মনস্থ করিয়াছি। সমস্ত সাহায্য ভাইসরয়ের প্রাইভেট সেক্রেটারীর নিকট (ভাইসরয়ের প্রাসাদ—নয়া দিল্লী) বরাবর প্রেরিত হইবে ও প্রত্যেক সাহায্য "উইলিংডন" স্বাক্ষরিত হইয়া স্বীকৃত হইবে।"

রেলওয়ে সময়

ই, বি, আর. দিয়া শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইবার ট্রেণ তালিকা

স্টেশন						
কলিকাতা	ছা:	০—৬,	৭—১৬,	১৪—১৪	১৬—৫৬,	২২—২৬
রাণাঘাট	ছা:	৫—৫০,	৯—৭৬,	১৩—৪৮,	১৮—৩৯,	০—৩২
কৃষ্ণনগরসিটি	পৌ:	৬—২৮,	১০—২১	১৭—২৮	১৯—১৫	১—১৪
গাড়ী বদল	ছা:	৬—৪৫,	১০—৪৪,	১৩—২২,	১৭—৩৮,	২০—১৬
মহেশগঞ্জ	ছা:	৭—২৪,	১১—২১,	১৪—০,	১৮—১,	২০—৪৭
নবদ্বীপঘাট	পৌ:	৭—৩৩,	১১—৩০,	১৪—৯,	১৮—১৬,	২০—৫৫

মহেশগঞ্জ ষ্টেশন হইতেও শ্রীধাম-মায়াপুরে যাওয়া যায়।

ই, বি. আর. দিয়া শ্রীধাম-মায়াপুর যাইবার ট্রেণ-তালিকা

স্টেশন					
হাওড়া	ছা:	৬—৪৬	১২—৪৬	১৭—৪৯	১৮—৩৯
ব্যাণ্ডেল	ছা:	৮—২৩	১৪—১১	১৮—৪৭	১৯—৪৩
নবদ্বীপ	পৌ:	১০—২২	১৬—১৪	২০—৪৩	২১—৩৭

সহর নবদ্বীপ হইতে গঙ্গা পার হইয়া পূর্ব্বপারে প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইতে হইবে।

কৃষ্ণনগর নবদ্বীপঘাট রেলওয়ে সময়

কৃষ্ণনগর হইতে নবদ্বীপঘাট

স্টেশন					
কৃষ্ণনগর সিটি—	৬-৪৫	১০-৪৪	১৩-২২	১৭-৩৮	২০-১৬
কৃষ্ণনগর রোড—	৬-৫৮	১০-৫৫	১৩-৩৩	১৭-৪৭	২০-২৫
আমঘাটা—	৭-১৫	১১-১৩	১৩-৫১	১৮-৩	২০-৪১
মহেশগঞ্জ—	৭-২৪	১১-২১	১৪-০	১৮-১	২০-৪৭
নবদ্বীপঘাট—	৭-৩৩	১১-৩০	১৪-৯	১৮-১৬	২০-৫৫

বিশেষ দ্রষ্টব্য—নবদ্বীপঘাট ষ্টেশন অপেক্ষা মহেশগঞ্জ ষ্টেশন হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরের দূরত্ব অনেক কম। শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে যাঁহাদিগকে রাণাঘাটে ট্রেণ বদল করিতে হয়, তাঁহারা রাণাঘাটে প্রাতঃ ৫-৫০, ৮-১৪, ৯-৪৬, ১৬-৪৮, ১৮-৩৯ এবং ০-৩২ মিনিটের সময় গাড়ী পাইবেন।

শান্তিপুর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে শান্তিপুর ষ্টেশনে ৫-৭০, ৯-১৯, ১১-২৫, ১৬-৪ এবং ১৮-৪১ মিনিটের সময় ট্রেণ পাওয়া যায়।

নবদ্বীপঘাট হইতে কৃষ্ণনগর

স্টেশন					
নবদ্বীপ ঘাট—	৫-৩৫	৯-২৫	১২-১০	১৫-৩৪	১৮-৪৫
মহেশগঞ্জ—	৫-৪৩	৯-৩৩	১২-১৯	১৫-৪২	১৮-৫৩
আমঘাটা—	৫-৪৯	৯-৩৯	১২-২৬	১৫-৪৮	১৯-২
কৃষ্ণনগর রোড—	৬-৫	৯-৫৫	১২-৪৩	১৬-৬	১৯-১৮
কৃষ্ণনগর সিটি—	৬-১৩	১০-৩	১২-৫১	১৬-১২	১৯-২৬

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রেস ওয়ার্কস হইতে—ডাঃ কৃষ্ণকান্ত ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম ভক্তিশাস্ত্রী এল, এম. এস কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

[illegible]—শ্রীধাম নবদ্বীপ
তারের ঠিকানা—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

দৈ নি ক

REG. C 544

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩৷৹
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র।

নদীয়া প্রকাশ

THE NADIA-PRAKASH

গ্রাহকের হার
অগ্রিম দেয়
বাৎসরিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৷৹
মাসিক ১৲
নগদ বর্ত্তমান
সংখ্যা ৵৫

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৮ম খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বেদান্তবাচস্পতি [২৮৩শ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যাব্দ শ্রীধাম মায়াপুর— ২৩শে মাঘ মঙ্গলবার ১৩৪০, ৬ই ফেব্রুয়ারী ১৯৩৪

বৃক্ষের মধ্যে সঞ্চিত ধন

রেঙ্গুন হইতে প্রকাশ, বিলিন টাউন শিপের অধীন খ:য়েট্টাপিয়োয়া গ্রামের এক বৃদ্ধ কারেন তাহার সঞ্চিত ধন—এক হাজার টাকা সমুদ্রের খাড়ির ধারে একটা গাছের ফাঁকের মধ্যে রাখিয়া দিয়াছিল। গত বর্ষার উক্ত গাছটি সমুদ্রের মধ্যে পড়িয়া যায় ও ভাসিয়া চলিয়া যায়। বৃদ্ধ কারেন গাছের অনেক সন্ধান করে কিন্তু পায় না।

এই ঘটনার কয়দিন পরে আর একজন গ্রামবাসী উক্ত খাড়িতে গাছটি ভাসিয়া যাইতে দেখে। ফলে, সে গাছটি তুলিয়া লইয়া যায়।

কারেন ঐ সংবাদ শুনিয়া ছুটিতে ছুটিতে তাহার বাড়ী যায় এবং ১ শত টাকায় গাছটি কিনিয়া লয়। গাছটির যে অংশে টাকাগুলা লুকান ছিল, সে স্থান কাটিয়া বৃদ্ধ তাহার সমস্ত টাকাই পাইয়াছে।

পরলোকে মৌলভী আগা মহম্মদ মুসা

মৌলভী আগা মহম্মদ মুসার মৃত্যুতে শোক প্রকাশের জন্য করপোরেশনের বিভিন্ন কার্য্য বিষয়ক আলোচনা বুধবার পর্য্যন্ত স্থগিত রাখিয়াছেন। ইনি ২৫ বৎসর যাবৎ করপোরেশনের নির্ব্বাচিত কমিশনার ছিলেন। লগুনের উন্নতিকল্পে ইনি যথেষ্ট প্রয়াস পাইয়াছেন। ইনি হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়েরই বিশেষ প্রিয়পাত্র ছিলেন। মিঃ [illegible] শ্রীযুত সি, সি, বিশ্বাস, শ্রীযুত সন্তোষকুমার রায় চৌধুরী এবং করপোরেশনের মেয়র উহার [illegible] উল্লেখ করেন। তাঁহার [illegible] পরিবারের করপোরেশনের পক্ষ হইতে শোক জ্ঞাপন করিবার প্রস্তাব গৃহীত হয়।

বিপ্লব দমন আইনে গ্রেপ্তার

নোয়াখালী হইতে প্রকাশ, বেগমগঞ্জ থানার এলাকাধীন রফিকপুরের শ্রীযুত হেমেন্দ্রকুমার ভৌমিক নামীয় বিপ্লববাদ দমন আইনানুসারে অভিযুক্ত হইয়াছেন। পুলিশ তাঁহার গৃহে খানাতল্লাস করার সময় কয়েকখানা আপত্তিকর পুস্তক পাইয়াছে।

বেগমগঞ্জ থানার এলাকা বীরেন্দ্র রোডে ডাকাতি সম্পর্কেও হেমেন্দ্র বাবু গ্রেপ্তার হন। তিনি এখন হাজতে আটক আছেন।

ঢাকায় রিভলভার প্রাপ্তি

ঢাকা হইতে প্রকাশ, ঢাকার ফরাসগঞ্জ বাজারের জমিদার শ্রীযুত অনন্ত হরি বসাকের দুই পুত্র তাহাদের বাড়ীতে রিভলভার প্রাপ্তির অভিযোগে গ্রেপ্তার হইয়াছিল। স্পেশাল ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ সাদিক খাঁ পুত্রদের পক্ষ হইতে জামিনের আবেদন মঞ্জুর করিয়াছেন। ঐ একই সম্পর্কে অনন্ত বাবুর পৌত্র, একজন বৃদ্ধ গোমস্তা ও পঙ্কজকুমার ঘোষ নামে স্কুলের একটি বালকও গ্রেপ্তার হইয়াছিল। জামিনে তাহাদিগকে মুক্তি দেওয়া হইয়াছে। এই সম্পর্কে প্রাণকৃষ্ণ গাঙ্গুলী গ্রেপ্তার হইয়াছিল। কিন্তু তাহার আবেদন অগ্রাহ্য করা হইয়াছে।

৩ টাকার জন্য আত্মহত্যা

এলাহাবাদ হইতে প্রকাশ, কামারেড্ডী তালুকের অন্তর্গত [illegible] গ্রাম হইতে একটি করুণ সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। এক দরিদ্র কৃষকের বিধবা পত্নী ইয়ুগা ইলা তাহার জমির বাকী খাজনা দিতে না পারিয়া কূপের মধ্যে পড়িয়া আত্মহত্যা করিয়াছে। তাহার জমির দরুণ মাত্র ৩ টাকা খাজনা বাকী ছিল।

বাদায়ুন জেলায় প্লেগ

লক্ষ্ণৌ হইতে প্রকাশ, বাদায়ুন জেলায় প্লেগের প্রাদুর্ভাব হওয়ায়, সরকার এক সাময়িক রেগুলেশন জারি করিয়া আদেশ দিয়াছেন যে, প্লেগাক্রান্ত রোগীকে যেন অবিলম্বে হাসপাতালে প্রেরণ করা হয়। আক্রান্ত কোন রোগী যেন সাধারণের ব্যবহৃত কোন গাড়ীতে প্রবেশ না করে, নদী বা পুষ্করিণীর জল যেন কেহ দূষিত না করে, বিদ্যালয় সমূহ যেন বন্ধ করা হয়।

আরও আদেশ দেওয়া হইয়াছে যে, এক জায়গায় অধিক লোক যেন সমবেত না হয়, কোন মেলা বা কোন সভা-সমিতি যেন আহূত না হয়।

অভিনব মানহানির মামলা

রাচী হইতে প্রকাশ, মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ আর, কে, পাণ্ডের আদালতে নবদ্বীপনিবাসী কামিনী দাসী তাহার স্বামী লোচন মাঝির বিরুদ্ধে এক মানহানির মামলা দায়ের করিয়াছে।

কামিনী দাসীর অভিযোগ এই যে তাহার স্বামী তাহাকে অসতী বলিয়া তাহার মানহানি করিয়াছে। ইহার জন্য কুশ-পুত্তলি দাহ করিয়া তাহাকে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে।

অত্যাচারের দণ্ড

হাইকোর্টের বিচারপতি মুখোপাধ্যায় এবং বিচারপতি এস, কে, ঘোষের এজলাসে অকিঞ্চন বন্দ্যোপাধ্যায়ের পক্ষ হইতে আপীলের আবেদন করা হইয়াছে। প্রতারণার অভিযোগে ঐ ব্যক্তি কলিকাতার চীফ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট কর্ত্তৃক ২ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়।

বসুমতী পত্রের স্বত্বাধিকারীর শ্রীযুত সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় আবেদনকারীর বিরুদ্ধে এই মর্ম্মে অভিযোগ উপস্থাপিত করিয়াছিলেন যে, সে সহকারী কেশিয়ার পদে কার্য্য করিবার কালে বিজ্ঞাপনের খরচা ও বাটী ভাড়া বাবদ প্রায় ২ হাজার টাকা আদায় করিয়া আত্মসাৎ করিয়াছে। আবেদনকারী দোষ অস্বীকার করে।

বিচারপতিদ্বয় আপীল গ্রহণ করিয়া তাহার পূর্ব্ব জামিন মঞ্জুর করিয়াছেন। আবেদনকারীর পক্ষে শ্রীযুত প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এবং মুকুন্দবিহারী মল্লিক উপস্থিত ছিলেন।

পাটনাবাসীদের প্রার্থনা

পাটনা হইতে প্রকাশ, খান বাহাদুর ইসমাইলের নেতৃত্বে পাটনা সহরের অধিবাসীদের এক সভা হয়। সভায় সরকারের নিকট বিধ্বস্ত বাটীগুলির পুনঃ-নির্ম্মাণ, দীর্ঘকালীন সর্ত্তে ঋণ প্রদান, অতি দুরবস্থাপন্ন লোকদিগকে অর্থ সাহায্য দান এবং ভূমি রাজস্ব ও সেস রেহাই সম্বন্ধে প্রার্থনা করা হইয়াছে। বিহারের ভূমিকম্প-ক্লিষ্ট লোকদের দুর্দ্দশা লাঘবের জন্যই প্রার্থনা করা হয়।

আফগান প্রধান মন্ত্রীকে হত্যার প্রচেষ্টা

নূতন দিল্লী হইতে প্রকাশ, আফগান প্রধান মন্ত্রী সর্দ্দার হাসিম খাঁর জীবননাশের ব্যর্থ চেষ্টার যে গুজব প্রকাশ পায়, আফগান কন্সাল জেনারেল উহার প্রতিবাদ করিয়াছেন।

ও নমো ভগবতে বাসুদেবায়

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

২৩শে মাঘ মঙ্গলবার, ১৩৪০

তিব্বতের ভূতপূর্ব্ব শাসনকর্তা দালাই-লামার পরলোকে প্রস্থান করিবার পর তাঁহার আসনে যিনি প্রতিষ্ঠিত হইবেন, তাঁহাকে নাকি আবিষ্কার করিতে হইবে! গত ৩০শে জানুয়ারী সরকারী ইস্তাহারে প্রকাশ, গত ১৭ই ডিসেম্বর তিব্বতের দালাইলামার মৃত্যুর পর তিব্বতের প্রধান মন্ত্রী মন্ত্রণা সভার সংযোগে রাজ্যের শাসনকার্য্য পরিচালিত করিতে ছিলেন। ভারত-সরকার সংবাদ পাইয়াছেন, দালাইলামার এই অবতারের শীঘ্র আবির্ভাবের জন্য তিব্বতের সর্ব্বত্র প্রার্থনা করা হইতেছে। কিন্তু দালাইলামা কোন মূর্ত্তিতে কোথায় অবতীর্ণ হইয়াছেন এখন পর্য্যন্ত তাহা জানিতে পারা যায় নাই। যে পর্য্যন্ত নব অবতার আবিষ্কৃত না হইবেন সে পর্য্যন্ত রেটিং মঠের প্রধান লামা তিব্বতের রাজ-প্রতিনিধির পদে প্রতিষ্ঠিত থাকিবেন। এক সময়ে তাঁহাকে শীঘ্রই আভিষিক্ত করা হইবে। রেটিং মঠ লাসার উত্তর-পূর্ব্বে অবস্থিত লাসা হইতে ছয় দিনের পথ। প্রবাদ আছে, সেখানে অপুত্রক রাজার মৃত্যুতে সিংহাসন শূন্য হইলে রাজহস্তী দেশান্তরে পর্য্যটন করিয়া যাহাকে পিঠে তুলিয়া রাজধানীতে লইয়া আসিত তাহাকেই রাজটীকা দেওয়া হইত, তিব্বতে দালাইলামাদের অবতারও অনেকটা সেই রকম নহে কি? দালাইলামা কোন্ ভাগ্যবান বালকের দেহে অধিষ্ঠান করিয়াছেন, তাহার সন্ধান চলিতেছে।

বিহারের দুঃখ দুর্গতির কাহিনী শুনিলে পাষাণও বিদীর্ণ হয়; উত্তর বিহারের চোখে লোক আর লোকের মাথা গুঁজিবার স্থান নাই, তাহার উপর মুঙ্গের হইতে মজঃফরপুর পর্য্যন্ত সুদীর্ঘ ভূভাগ গত সোমবার মুষলধারে বর্ষণের ফলে প্লাবিত হইয়াছে। গৃহহীন, একবস্ত্র নরনারী, বালক বালিকা, দুগ্ধপোষ্য শিশুগণ পর্য্যন্ত মাতৃক্রোড়ে অনাবৃত প্রান্তরে ভিজিতেছে। যে-সকল বৃদ্ধের চলিবার শক্তি নাই, যে-সকল শীতার্ত্ত রোগী উত্থান শক্তি রহিত তাহাদের বর্ষণসিক্ত দেহ আর কতদিন এ কষ্ট সহ্য করিবে? এ সকল দেখিয়া শুনিয়াও আমাদের চিত্ত কতক্ষণ থাকে?

বিলাতের 'রেড ক্রেসেন্ট' সোসাইটী বেহারের ভূমিকম্পে বিপন্ন জনগণের সাহায্যার্থ কিছু টাকা পাঠাইয়াছেন। টাকাটা বাঁটিয়া দিবার সুন্দর ব্যবস্থাও নাকি তাঁহারা করিয়াছেন। যাঁহারা টাকা বাঁটিয়া দিবেন, তাঁহাদিগকে 'রেড ক্রেসেন্ট সোসাইটী' নাকি বলিয়া দিয়াছেন যে, টাকাটা বাছিয়া বাছিয়া কেবল বিপন্ন মুসলমানকে দেওয়া হয়। দানের বেলাও সাম্প্রদায়িক ভাগ বাঁটোয়ারা নিক্তির ওজনে রাখিয়া সোসাইটী স্বধর্ম্মে প্রগাঢ়তাই দেখাইয়াছেন বটে।

উদয়ন—মাঘ, ১৩৪০

'উদয়নে'র মাঘ সংখ্যা প্রবন্ধ, গল্প-উপন্যাস ও কবিতায় জনসাধারণের চিত্তাকর্ষক হইয়াছে। প্রথমেই শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ভট্টশালী, এম-এ, মহাশয়ের গবেষণামূলক প্রবন্ধ "কালনাগের ইতিবৃত্ত"। পরলোকগত ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের একটি অপ্রকাশিত রচনাও বাহির হইয়াছে। সাহিত্যের দিক দিয়া ইহার মূল্য বড় কম নহে। শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ এম্‌-এ, এফ্‌-এস্‌-এস্‌, এফ-আর-ইএস্ লিখিত প্রবন্ধ 'বিভাবীলাল'ও উল্লেখযোগ্য। শ্রীহিমাংশুভূষণ সরকার, এম-এ'র 'যবদ্বীপের সভ্যতায় ভারতীয় দান—বলিদ্বীপে তাহার অতীত গৌরব ও ঐশ্বর্য্যের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী এম-এ ডি'লিট-এর 'শিক্ষা-বিস্তারে গ্রন্থাগার' নিতান্ত সময়োপযোগী হইয়াছে। শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, এম্‌-এ-র "দেবমূর্ত্তি গঠনের ক্রম-বিকাশ"-এ সরস্বতী-মূর্ত্তি সম্বন্ধে অনেক নূতন কথা আলোচিত হইয়াছে। 'সরোজ-নলিনী নারী মঙ্গল-সমিতি' নামক প্রবন্ধে উক্ত প্রতিষ্ঠানের কথা বিশদভাবে আলোচিত হইয়াছে। মাহমুদা খাতুন সিদ্দিকার 'বঙ্গ-নারীর আত্ম-রক্ষা—অন্তঃপুরে ও বাহিরে' নামক প্রবন্ধে বাঙ্গালী মহিলার দুর্দ্দশা ও তাহার প্রতীকারের কথা সুন্দর ভাবে আলোচিত হইয়াছে।

শ্রীকালীপদ চট্টোপাধ্যায়ের 'বিশুর ঠাকুর', শৈলজানন্দের 'অকালবোধন', শ্রীসুধীরবন্ধু বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'জগদীশের দিদি' শ্রীরবীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'শিল্পীর স্ত্রী' গল্পগুলি সুখপাঠ্য।

কবিতার দিক দিয়া শ্রীপ্রফুল্ল সরকারের 'বাঁধন নাই,' শ্রীজগদীশ ভট্টাচার্য্যের 'সন্ধ্যা,' শ্রীবীরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্যের 'বয়ঃসন্ধি' কাদের নওয়াজ, বি-এ, বি-টি'র "বাইতের গোরস্থান।" শ্রীসরোজরঞ্জন চৌধুরীর 'প্রতীক্ষা' মন্দ হয় নাই।

মেয়রের সাহায্য ভাণ্ডার

গত সোমবার কলিকাতার "মেয়রের সাহায্য ভাণ্ডারে"র ওয়ার্কিং কমিটির এক সভা হইয়াছিল। এই সভায় স্থির হয় যে, বিহার সেণ্ট্রাল রিলিফ কমিটির সভাপতি বাবু রাজেন্দ্র প্রসাদের নিকট সোজাসুজি দশ হাজার টাকা প্রেরণ করা হইবে।

২৯শে জানুয়ারী পর্য্যন্ত কলিকাতার মেয়রের ফণ্ডে মোট ২২১৩০৮৫ পাই সংগৃহীত হইয়াছে।

বাবু রাজেন্দ্র প্রসাদের বিবৃতি

পাটনা হইতে প্রকাশ, কলিকাতার মেয়র সম্প্রতি বিহারের বিপন্ন অধিবাসীর সাহায্যের জন্য গণেশ দত্তের মারফতে বিহার সেণ্ট্রাল রিলিফ কমিটির নিকট ৫০০০ টাকা প্রেরণ করিয়াছিলেন। ইহাতে একটু ভ্রান্ত ধারণার উদ্ভব হইয়াছিল। কলিকাতার মেয়র গত সোমবার দিন টেলিফোনযোগে বাবু রাজেন্দ্র প্রসাদের সহিত কথাবার্ত্তা বলেন, ফলে এই বিষয়ের মীমাংসা হইয়াছে। বাবু রাজেন্দ্র প্রসাদ প্রচার করিয়াছেন, 'মেয়রের সহিত টেলিফোনে আমার কথাবার্ত্তা হইয়াছিল। ইহাতে ভ্রান্ত ধারণা দূর হইয়াছে। আমি ধন্যবাদের সহিত মেয়রের দান গ্রহণ করিয়াছি।"

ইষ্টার্ণ বেঙ্গল রেলওয়ে

কলিকাতা হইতে প্রকাশ, ইষ্টার্ণ বেঙ্গল রেলওয়ে স্থির করিয়াছেন, ভূমিকম্প-বিপন্ন অঞ্চলের ষ্টেশনসমূহে কলিকাতার যেসব ভূমিকম্প সাহায্য ভাণ্ডার, সেণ্ট জন এম্বুলেন্স এসোসিয়েশন, ইণ্ডিয়ান রেড ক্রশ সোসাইটী, হাওড়ার মেডিক্যাল এসোসিয়েশন, মাড়োয়ারী সাহায্য সমিতি, বঙ্গীয় সঙ্কট ত্রাণ সমিতি এবং জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট ডেপুটী কমিশনার, মফঃস্বল ম্যাজিষ্ট্রেট ও রেলওয়ে ট্রাফিক অফিসার সমূহের অনুমোদিত প্রতিষ্ঠান সমূহ যে সমস্ত মাল প্রেরণ করিবেন ইষ্টার্ণ বেঙ্গল রেলওয়ে তাহার অর্দ্ধ ভাড়া গ্রহণ করিবেন।

ঐ সমস্ত মাল সরাসরি প্রেরণ করিবার জন্য যথাসাধ্য ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

কচুরীপানা ধ্বংসের উপায়

বাঙ্গালা দেশের খাল নালা নদী এবং বিল ইত্যাদি কচুরীপানায় খাইয়া ফেলিয়াছে। ফলে বর্ষাকালে নৌকা চলাচল করা অনেক স্থলে দুঃসাধ্য হইয়াছে। শস্যাদির বিশেষ ক্ষতি হইতেছে। এই পানা সহজেই বর্দ্ধিত হয়; কিন্তু অতি কষ্টেও ইহাকে বিনাশ করা যায় না। হেমন্তকালে এই পানার শিকড় কোন প্রকারে মাটির সহিত মিশিয়া থাকে; আর বর্ষার আগমনে জলের স্পর্শ পাইলেই ইহা দ্বিগুণ বর্দ্ধিত হয় এবং দেখিতে দেখিতে সমস্ত জলভাগ ছাইয়া ফেলে। হেমন্তকালে এই পানার গাছগুলিকে পুড়াইয়া ফেলিলেও ইহা সমূলে বিনষ্ট হয় না; কোন না কোন প্রকারে ইহার শিকড়গুলি মাটির সহিত থাকিয়া যায়। বর্ষা আসিলে এই শিকড় হইতেই আবার পানার গাছগুলি আকস্মাৎ গজাইতে থাকে।

এই কচুরী পানা ইদানীং বাঙ্গালা দেশের পক্ষে এক সমস্যা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ইহা বিনষ্ট করিতে না পারিলে অদূর ভবিষ্যতে সমূহ অনর্থের সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে। এ বিষয়ে আন্দোলন আলোচনা হইয়াছে এবং গবর্ণমেণ্টেরও দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছে। কিন্তু এপর্য্যন্ত কচুরীপানা বিনাশ করিবার কোন কার্য্যকরী পন্থা আবিষ্কৃত হইয়াছে বলিয়া আমরা অবগত নহি। তবে অনেকেই চেষ্টা করিতেছেন, ইহা সত্য এবং আশার কথা।

সম্প্রতি মিঃ সুবিমল বসু এক প্রকার ঔষধ তৈয়ারী করিয়াছেন তিনি বলেন যে, পিচকারী দ্বারা ইহা কচুরীপানার উপর ছড়াইয়া দিলেই গাছগুলি কয়েক দিনের মধ্যে মরিয়া শুকাইয়া যায়।

গত ১১ই নবেম্বর তারিখে দক্ষিণ কলিকাতার "লেকের মাঠ" নামক স্থানে মিঃ বসু ইহা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। এই মাঠের জলা ভূমিতে কচুরীপানা আছে। মিঃ বসু বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া তাঁহার আবিষ্কৃত ঔষধের গুণাগুণ বর্ণনা করেন। অতঃপর তিনি পিচকারী দ্বারা এই ঔষধ কচুরীপানার উপর ছড়াইয়া দেন।

সাত্যকিকুমার বসু বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্টের কৃষি বিভাগের ডেপুটি ডাইরেক্টর মিঃ জে এন সরকার, কর্পোরেশনের চতুর্থ [illegible] ইঞ্জিনিয়ার মিঃ ডি এন বসু এবং শ্রীযুক্ত পরিতোষ সান্যাল প্রভৃতি উপস্থিত ছিলেন।

তিন সপ্তাহ পরে মিঃ ডি এন বসু এবং শ্রীযুক্ত পরিতোষ সান্যাল ঐ লেকের মাঠ পরিদর্শন করিয়া লিখিয়াছেন—"মিঃ সুবিমল বসু আমাদের ১৫০ বর্গফুট জমির উপর ঔষধ ছড়াইয়া দিয়াছিলেন। এই স্থানের কচুরীপানার গাছগুলি পচিতে আরম্ভ করিয়াছে। আমরা দেখিলাম যে এই স্থানের মধ্যে আর কোন নূতন পানার উদগম হইতেছে না। ইহাতে মনে হয় যে, মিঃ বসুর ঔষধের দ্বারা কচুরীপানা ধ্বংসের স্থায়ী উপায় হইবে।

মিঃ সুবিমল বসু কর্ত্তৃক উদ্ভাবিত ঔষধ নিক্ষেপ দ্বারা স্থায়ীভাবে কচুরীপানা ধ্বংস হয় কিনা, তাহার পরীক্ষা আরও ব্যাপকভাবে হওয়া উচিত। এই সঙ্গে ইহাও নির্দ্ধারণ করা উচিত যে, এরূপ ঔষধ দ্বারা কচুরীপানা ধ্বংস করিতে কি পরিমাণ খরচ পড়ে। যদি দেখা যায় যে, ঔষধ বাস্তবিকই কার্য্যকরী এবং খরচও তেমন বেশী নহে, তাহা হইলে ইহাদ্বারা বাঙ্গালার সর্ব্বত্র কচুরীপানা ধ্বংসের উপায় করা উচিত। এ বিষয়ে আমরা বিশেষজ্ঞ, ব্যক্তিগণ এবং বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্টের কৃষি বিভাগের ডাইরেক্টর মহাশয়ের বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

—[illegible]

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্র

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশ
তনয়স্তদ্ধাম-বৃন্দাবনম্,
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং
প্রেমা পুমর্থো মহান্,
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং
তত্রাদরো নঃ পরঃ॥

৮ম বর্ষ | ৭ গোবিন্দ গৌরাব্দ ৪৪৭, ২৩শে মাঘ বঙ্গাব্দ ১৩৪০, ৬ই ফেব্রুয়ারী ইং ১৯৩৪, মঙ্গলবার | ১৮৩ তম সংখ্যা

গোবিন্দ পঞ্চমী পালন

গত পরশ্ব ২১শে মাঘ, ৪ঠা ফেব্রুয়ারী মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠের সেবকগণ গোবিন্দ-পঞ্চমী সযত্নে পালন করিয়াছেন। পাঠকগণ বোধ হয় অবগত আছেন, এই তিথিবরাকে ধন্য করিয়া গৌড়ীয়াচার্য্যভাস্কর প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের বিপ্রলম্ভ লীলার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্থান নীলাচল ক্ষেত্রে ষষ্টি বর্ষ পূর্ব্বে আবির্ভাব-লীলা প্রকাশ করিয়াছেন। তাই সজ্জনগণ প্রতি বৎসর বিবিধ উপায়নসহ এই তিথিবরের পূজা করিয়া থাকেন।

শ্রীগোবিন্দ-পঞ্চমীর পূজা শুধু শ্রীচৈতন্য-মঠে নহে,, শ্রীচৈতন্যমঠের অন্যান্য শাখামঠ-সমূহে এবং শ্রীচৈতন্যমঠের আশ্রিত গৃহস্থ ভক্তগণের গৃহেও আচার্য্যচরণে প্রণতি-প্রসূনাঞ্জলি-প্রদান-মুখে সুষ্ঠুরূপে সম্পন্ন হইয়াছে। অবশ্য পাঠকগণ অবগত আছেন, শ্রীব্যাসপূজার বিশেষ উৎসব আরও কয়েকদিন পরে অনুষ্ঠিত হইবে।

গত পরশ্ব শ্রীগোবিন্দ-পঞ্চমীর প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি-জ্ঞাপনোদ্দেশ্যে শ্রীচৈতন্যমঠে ব্রাহ্ম-মুহূর্ত্ত হইতে অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকা পর্য্যন্ত নিরন্তর পাঠ, কীর্ত্তন ও বক্তৃতা হইয়াছে। সুকণ্ঠ-কীর্ত্তনীয়া শ্রীপাদ মুকুন্দগোপাল ভাক্তমধুর মহাশয়ের ও বিরক্ত ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ স্বাধিকারানন্দজীর মূল গায়কত্বে কীর্ত্তন হইয়াছে। প্রাতঃকালে একটী নগর-কীর্ত্তন বাহির হইয়া শ্রীধামের বিভিন্ন দেবালয় পরিক্রমা করিয়াছেন। বেলা ... ঘটিকা হইতে ৩॥ ঘটিকা পর্য্যন্ত একটী ...তী সভার অধিবেশন হইয়াছিল। তাহাতে ...কুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউটের প্রধান ...ক শ্রীপাদ কিশোরী মোহন ভক্তিবান্ধব ...-এ, বি এল মহাশয় ও শ্রীপাদ কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম ভক্তিশাস্ত্রী মহোদয় আচার্য্যের 'জীবে দয়া'-সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন।

গদাই গৌরাঙ্গমঠে উৎসব

গত ১৪ই মাঘ (১৩৪০) রবিবার মাঘী শুক্লা ত্রয়োদশী দিবস ঢাকা জেলার অন্তর্গত বালিয়াটী শ্রীগদাইগৌরাঙ্গমঠে শ্রীশ্রীবলদেবাভিন্ন-বিগ্রহ শ্রীশ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর আবির্ভাব-তিথি উপলক্ষে মহামহোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছিল, এতদুপলক্ষে শ্রীমঠে ভক্তিগ্রন্থ পাঠ, ব্যাখ্যা, কীর্ত্তন, ইষ্টগোষ্ঠী, ভক্তসম্মেলনাদি বিবিধ ভক্ত্যঙ্গসকলও অনুষ্ঠিত হইয়াছিল।

মঠসেবকগণ জৌমী একাদশী ও বরাহ-দ্বাদশী দিবসদ্বয় যথাবিধানে উপবাসী থাকিয়া এবং উক্ত ত্রয়োদশী দিবসও নিরম্বু উপবাস করিয়া স্থানীয় ভক্ত-গোষ্ঠী লইয়া শ্রীমঠে সঙ্কীর্ত্তন-মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, প্রত্যহ বহুলোক শ্রবণ-কীর্ত্তনে যোগদান করিয়াছিলেন। উক্ত ত্রয়োদশী দিবস বৈকাল ৪ ঘটিকা হইতে মঠরক্ষক মহাশয় শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত আদি লীলা ৫ম পরিচ্ছেদ হইতে শ্রীনিত্যানন্দ-তত্ত্ব ব্যাখ্যা-মুখে শ্রীনিত্যানন্দাবির্ভাব-তিথির মাহাত্ম্য, নিত্যানন্দাবতারের বৈশিষ্ট্য, নিত্যানন্দের স্বরূপ, তাঁহার অপূর্ব্ব দয়া, আচণ্ডালকে প্রেমদান, ব্রহ্মাদি-দেবতাগণেও যে প্রেম পান না তাহা অযাচিত-ভাবে জীবের দ্বারে দ্বারে দীনহীন-ভিখারীর বেশে গৌর-আদেশে বিতরণ, জগাই-মাধাই-উদ্ধারে তাঁহার দয়ার অপূর্ব্ব-পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন, শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী প্রভুর নিত্যানন্দ-মহিমা বর্ণন প্রভৃতি বিষয়সমূহ প্রায় ২ ঘণ্টাকাল প্রাঞ্জল ভাষায় ব্যাখ্যা করেন।

লণ্ডনে শ্রীব্যাসপূজা

REUTER TELEGRAM

London, Feb 2, 1934.

The sixtieth Anniversary of the Birth of the President of the Gaudiya Math, Calcutta, was celebrated at a reception at Grosvenor House, given by Swami Bhaktihridoy Bon and members of his Mission in London.

The Marquess of Zetland, offering the Mission his best wishes, commented on the fact that India had always been the home of spiritual movements and expressed the opinion that in times like the present, when the minds of men were distracted by a multiplicity of material considerations it was a matter for congratulation that, whether from India or any other country, there should still be this great spiritual force.

The Maharaja of Burdwan hoped that the advent of the Mission would result in continued good will and good fellowship between India and Britain of which there was a very great need at present.

রয়টারের সংবাদ

লণ্ডন, ২রা ফেব্রুয়ারী (১৯৩৪)

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ ও লণ্ডন গৌড়ীয়মঠের অন্যান্য সদস্যবর্গ কর্ত্তৃক লণ্ডনের 'গ্রস্‌ভেনর হাউসে' অনুষ্ঠিত অভ্যর্থনা-সভায় কলিকাতা গৌড়ীয়-মঠের আচার্য্যপ্রবর শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের ষষ্টিতম আবির্ভাব-উৎসব সমারোহে সম্পন্ন হইয়াছে।

মাননীয় 'মার্কুইস্ অব্ জেটল্যাণ্ড' মহোদয় গৌড়ীয় মিশনের প্রতি শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করিয়া বলিয়াছেন যে, ভারতবর্ষ সর্ব্বকালই পরমার্থ-প্রচারের আকরস্থল এবং অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে, বর্ত্তমান সময়ের মত সময়ে, যখন মানবগণের চিত্তরাজি বিবিধ পার্থিব-বিচারে বিপথগামিনী, সেই সময়ে—ভারতবর্ষ হইতেই হউক আর অন্য দেশ হইতেই হউক, গৌড়ীয়মঠের ন্যায় সুমহতী পরমার্থ-প্রচার-শক্তির আবির্ভাব অভিনন্দনের বিষয়।

বর্দ্ধমানের মহারাজা বলিয়াছেন,—"আমি আশা করি, এই মিশনের আবির্ভাব নিত্যশান্তি-প্রদানে এবং ভারত ও বৃটেনের মধ্যে মৈত্রী-স্থাপনে ফলপ্রসূ হইবে; বর্ত্তমানে এইটীর বিশেষ প্রয়োজন।"

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

৭ গোবিন্দ ম্বামু প্রভাম ৪৪৭

'পরতত্ত্ব'

শ্রীচৈতন্যই পরতত্ত্ব: ভক্তবৃন্দ ইঁহাকেই শ্রীশ্রীমহাপ্রভু, শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ বা শ্রীশ্রীচৈতন্যদেব বলিয়া থাকেন। পরতত্ত্ব জানিতে হইলে অপর-তত্ত্বের জ্ঞান থাকা আবশ্যক। অলঙ্কার-শাস্ত্রে কথিত হয়, আগে "অনুবাদ" অর্থাৎ পরিজ্ঞাত অংশ বর্ণন করিয়া পরে "বিধেয়"—অপরিজ্ঞাত বিষয় বর্ণন করিতে হয়। শচীনন্দন শ্রীগৌরহরি শ্রীধাম মায়াপুরে যোগপীঠে শ্রীজগন্নাথ-মিশ্রের ঘরে শচীগর্ভসিন্ধুতে উদিত হন। ইহা অনুবাদ হইতে পারে, কিন্তু তিনি যে স্বয়ং ভগবান্ এই বিধেয় অংশটী এখনও অপরিজ্ঞাত; দৈবী মায়ায় মোহিত হইয়া কেহ কেহ অজ্ঞ দর্শনে শ্রীমন্মহাপ্রভুকে সামান্য মনুষ্যবুদ্ধিতে শচীপিসীর ছেলেও বলিয়া থাকে। তথাহি শ্রীগীতায়,—

অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতম্।
পরং ভাবমজানন্তো মম ভূত-মহেশ্বরম্॥

মূঢ় লোকে আমার এই সচ্চিদানন্দ-মূর্ত্তিকে 'মানব'-তনু মনে করিয়া এই স্থির করে যে, আমি প্রপঞ্চ বিধির বাধ্য হইয়া মায়িক শরীর গ্রহণ করিয়াছি। এই স্বরূপেই যে আমি সমস্ত ভূতের মহেশ্বর তাহা মায়াবশ জীব বুঝিতে পারে না। বিবর্ত্তবুদ্ধি দুই প্রকার—সত্যে অসত্য ভ্রম এবং অসত্যে সত্য ভ্রম; যথা জলে মরীচিকা-বুদ্ধি এবং মরীচিকায় জল-বুদ্ধি; বদ্ধজীব সাধারণতঃ ভ্রম, প্রমাদ, বিপ্রলিপ্সা ও করণাপাটব এই চতুর্ব্বিধ দোষে দুষ্ট। প্রথমতঃ এই জন্য ঘোর মায়াবশতঃ প্রাকৃত বুদ্ধি লইয়া এই শ্রেণীর বহু জীব অপ্রাকৃত শচীনন্দন শ্রীগৌরহরিকে সামান্য মনুষ্যবুদ্ধি করিয়া থাকে। দ্বিতীয়তঃ বায়ু-পিত্ত-কফ-দোষে প্রপীড়িত এবং ত্বক্ শ্মশ্রু, রোম, নখ, কেশ, রক্ত, লালা, বিষ্ঠা, কৃমি, অস্থি, মজ্জা ও মূত্র-পরিপূর্ণ এই কুণপ সদৃশ শরীরকে আত্মবোধ করিয়া থাকে; এইরূপ দেহাত্মবুদ্ধিবিশিষ্ট মায়ার কিঙ্কর-গণই এই শৃগালকুক্কুর-ভক্ষ্য দেহকেই নিতাইগৌর-মিলিততনু একটা অবতার বলিয়া প্রচার করিয়া থাকে। ইহা সাত্বত শাস্ত্রের নিতান্ত বিরুদ্ধ কথা। শ্রীকৃষ্ণ কে? ভাগবত যাঁহাকে নন্দসুত বলিয়া গান করিয়াছেন তিনিই শ্রীকৃষ্ণ; ইনিই মাধুর্য্য লীলাময় বিগ্রহ; এই তত্ত্বই কলিযুগে অচৈতন্যজীবকে চৈতন্য প্রদান করিবার জন্য—শ্রীনাম-প্রেম বিতরণ করিবার জন্যই ঔদার্য্যবিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণই স্বয়ংরূপ ভগবান্—

এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু
ভগবান্ স্বয়ম্।
ইন্দ্রারিব্যাকুলং লোকং মৃড়য়ন্তি যুগে যুগে॥
(ভাঃ ১।৩।২৮)

পূর্ব্বে যে-সকল মৎস্য, কূর্ম্ম, বরাহাদি অবতারের বিষয় কীর্ত্তন করা হইয়াছে, তাঁহাদের মধ্যে কেহবা পুরুষাবতার কারণা-র্ণবশায়ী মহাবিষ্ণুর অংশ, কেহবা আবেশা-বতার। এই সকল অবতার দৈত্যনিপীড়িত জগৎকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত প্রতি যুগে অবতীর্ণ হন। কিন্তু 'ব্রজেন্দ্রনন্দন কৃষ্ণ' স্বয়ং ভগবান্, অবতারগণেরও মূল-পুরুষ, আদ্যপুরুষাবতার মহাবিষ্ণুরও আদি।

ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহঃ।
অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্ব্বকারণ-কারণম্॥
(ব্রহ্মসংহিতা)

সৎ, চিৎ ও আনন্দময় বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণই পরমেশ্বর। ইনি স্বয়ংরূপ, অনাদি এবং সর্ব্ববিষ্ণু ও বৈষ্ণবতত্ত্বের আদি এবং সর্ব্ব-কারণের কারণ। শ্রীবিগ্রহই কৃষ্ণের আত্মা, ঘনীভূত সচ্চিদানন্দতত্ত্বই শ্রীবিগ্রহ। নিরাকার ব্রহ্ম সেই ঘনীভূত তত্ত্বেরই অঙ্গ-প্রভা মাত্র। অর্থাৎ সচ্চিদানন্দ-ঘনীভূত কৃষ্ণ-বিগ্রহই স্বয়ংরূপে অনাদি এবং ব্রহ্ম ও পরমাত্মার আদি।

এক্ষণে বিচার্য্য বিষয়—অপর-তত্ত্বটী কি? ইহা পরিজ্ঞাত হইলেই পরতত্ত্বস্বরূপের বিধেয় অপরিজ্ঞাত অংশটি স্থির হইবে। তথাহি বৈষ্ণবধর্ম্মে—মায়া প্রকৃতি ঈশ্বর-চেষ্টারূপ কাল-দ্বারা ক্ষোভিত হইলে প্রথমে মহত্তত্ত্ব হয়। মায়ার যে বৃত্তির নাম প্রধান তাহাই ক্ষোভিত হইয়া দ্রব্য সৃষ্টি করে। মহৎ-তত্ত্বের বিকার উৎপন্ন হইলে 'অহঙ্কার' হয়; অহঙ্কারের তামস বিকার হইতে 'আকাশ' হয়; আকাশ বিকৃত হইলে 'বায়ু' হয়; বায়ুর বিকার দ্বারা 'তেজ' উৎপন্ন হয়; তেজের বিকার জল; জল বিকৃত হইয়া ক্ষিতি হয়—জড় দ্রব্য সকল এইরূপ সৃষ্ট হইয়াছে; ইহাদের নাম 'পঞ্চমহাভূত'। এখন পঞ্চতন্মাত্রের সৃষ্টি প্রক্রিয়া শুন—'কাল' প্রকৃতির অবিদ্যারূপ বৃত্তিকে ক্ষোভিত করিয়া মহৎতত্ত্বের 'জ্ঞান' ও কর্ম্মভাব উৎপন্ন করে; মহত্তত্ত্বের কর্ম্মভাব বিকৃত হইয়া সত্ত্ব ও রজোগুণ হইতে জ্ঞান ও ক্রিয়াকে সৃষ্টি করে; মহৎতত্ত্ব সেইরূপে বিকৃত হইয়া অহঙ্কার হয়; অহঙ্কার বিকার-প্রাপ্ত হইয়া 'বুদ্ধি' হয়, বুদ্ধি বিকৃত হইয়া আকাশের 'শব্দ'-গুণ উপলব্ধি করে, শব্দ-গুণ-বিকারে 'স্পর্শ'-গুণ তাহাতে বায়ু ও আকাশের স্পর্শ ও শব্দগুণ থাকে। ইহাতে 'প্রাণ', 'ওজঃ' ও 'বল' সৃষ্টি হয়। সেইগুলি বিকৃত হইলে তেজঃ পদার্থে 'রূপ', স্পর্শ ও শব্দগুণ উদিত হয়, সেই গুণের কাল বিকার দ্বারা জলের 'রস', রূপ, স্পর্শ ও শব্দগুণ উদিত হয়, তাহার বিকারক্রমে পৃথিবীর গন্ধ, রস, রূপ, স্পর্শ ও শব্দ অনুভব হয়। এই সকল বিকার-ক্রিয়ায় চৈতন্যরূপ পুরুষের ক্রমশঃ আনুকূল্য থাকে। অহঙ্কার তিন প্রকার 'বৈকারিক', 'তৈজস' ও 'তামস'। বৈকা-রিক অহঙ্কার হইতে দ্রব্যাদি জাত, তৈজস অহঙ্কার হইতে দশটী ইন্দ্রিয়। ইন্দ্রিয় দুই প্রকার—'জ্ঞানেন্দ্রিয়' ও 'কর্ম্মেন্দ্রিয়'। চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক্—ইহারা জ্ঞানেন্দ্রিয়। বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু ও উপস্থ—ইহারা কর্ম্মেন্দ্রিয়। এই প্রকারে মহাভূত ও সূক্ষ্মভূত সকল সৃষ্ট না হইলেও যে পর্যন্ত চৈতন্যকণ জীব তাহাতে প্রবিষ্ট না হইলেন, সে পর্য্যন্ত কোন কার্য্য চলিল না। ভগবদীক্ষণরূপ কিরণকণস্থিত জীব যখন মহাভূত ও সূক্ষ্মভূত নির্ম্মিত দেহে সঞ্চারিত হইল, তখনই সমস্ত কার্য্য হইতে লাগিল।

মায়িকতত্ত্ব চতুর্ব্বিংশতি অর্থাৎ ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ ও ব্যোম—এই পঞ্চমহা-ভূত এবং গন্ধ, রস, রূপ, স্পর্শ ও শব্দ—এই পাঁচটী তন্মাত্র। পূর্ব্বোক্ত দশটী জ্ঞান ও কর্ম্মেন্দ্রিয় এবং মন, চিত্ত, বুদ্ধি, অহঙ্কার—এই চারিটী একত্র হইলে ২৪টী প্রাকৃত তত্ত্ব হয়। জীবচৈতন্য এই শরীরে পঞ্চ-বিংশতিতম তত্ত্ব এবং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই ষড়্‌বিংশতিতম তত্ত্ব।

তত্ত্বো ভগবানের অনুভব পূর্ণরূপ।
একই বিগ্রহ তাঁ'র অনন্ত স্বরূপ॥
স্বয়ংরূপ, তদেকাত্মরূপ আবেশ নাম।
প্রথমেই তিনরূপে রহেন ভগবান্॥
স্বয়ংরূপ, স্বয়ংপ্রকাশ দুইরূপে স্ফূর্ত্তি।
'স্বয়ংরূপে এক কৃষ্ণ ব্রজে গোপমূর্ত্তি॥
(চৈঃ চঃ মঃ ২০)

শ্রীকৃষ্ণের বিলাসমূর্ত্তি শ্রীবলদেবই হ'চ্ছেন মূল সঙ্কর্ষণ, ইঁহার অংশ বৈকুণ্ঠে মহাসঙ্কর্ষণ, তাঁহার অংশ কারণোদশায়ী বিষ্ণু, ইনিই মহত্তত্ত্ব-স্রষ্টা মহাবিষ্ণু; ইঁহারই নিশ্বাসে অনন্ত কোটী ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি এবং প্রশ্বাসে প্রলয় হয়। ইঁহারই লোমকূপে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড বিরাজ করিতেছে। সুতরাং দেখা যাইতেছে শেষ, ক্ষীরোদকশায়ী বিষ্ণু, গর্ভোদশায়ী বিষ্ণু, কারণোদশায়ী বিষ্ণু, মহা-সঙ্কর্ষণ বিষ্ণু প্রভৃতি সকল বিষ্ণুতত্ত্বের আদি হ'চ্ছেন ঐ স্বয়ংরূপ দ্বিভুজ মুরলীধর ব্রজেন্দ্র-নন্দন কৃষ্ণ।

সেই কৃষ্ণ অবতীর্ণ চৈতন্য-গোসাঞি।
জীব নিস্তারিতে ঐছে দয়ালু আর নাই॥

সুতরাং মাধুর্য্য হইতেও ঔদার্য্যলীলার মহাবদান্যতা দৃষ্ট হয়। শ্রীচৈতন্যদেবই জীবের প্রতি উদারতা বশতঃ মহাপ্রেম দান করিয়াছেন।

বাণীপূজার অধিকারী কে

-৪০ঃ

৩০। যুক্তবৈরাগ্য (?) বজায় রাখিবার জন্য অখিল চেষ্টার আর একটী বিশেষ নিদর্শন—"আখেরের চিন্তাজনিত আক্‌-লায়" "সর্ব্বস্ব তোমার চরণে স'পিয়া, পড়েছি তোমার ঘরে" ইহা বহুবার কীর্ত্তন করিলেও দেখা যায় আমার একটী পৃথক্ তহবিল আছে, কারণ "যেজন কৃষ্ণ ভজে সে বড় চতুর" সুতরাং আমি যখন কৃষ্ণভজন (?) করিতেছি তখন আমার চতুর হওয়া বিশেষ আবশ্যক। চতুরতা বজায় রাখিতে হইলে আখেরের চিন্তা না করিয়া থাকা যায় না। এখন যদি সর্ব্বস্ব গুরুপাদপদ্মে অর্পণ করিয়া দিই তবে তিনি কীর্ত্তনযজ্ঞে তৎক্ষণাৎ সব ব্যয় করিয়া দিবেন আমার আখেরের জন্য কিছুই রাখিবেন না। তাহার উপর

"নিতাই চরণ সত্য"

—ইহা মুখে কীর্ত্তন করিলেও অন্তরে তাঁহাকে মনুষ্যবুদ্ধি না করিয়া অর্থাৎ তাঁহার অপ্রকটের কথা চিন্তা না করিয়া থাকা যায় না, তাঁহার অপ্রকটের পর কে আমাকে রক্ষা ও পালন করিবেন? তাই আমি বাহিরে শ্রীচৈতন্যবাণীর সেবক বলিয়া পরিচয় দিলেও শুক্রাচার্য্যেরই নিষ্কপট সেবক। শুক্রাচার্য্য বলি মহারাজের নিকট অচৈতন্য-বাণী কীর্ত্তন করিলে তিনি যে বাণীর অনাদর করিয়াছিলেন, আমি বলি মহারাজ অপেক্ষা চতুরাভিমানী বলিয়া সেই অচৈতন্য বাণীকেই চৈতন্যবাণীর পরিবর্ত্তে সাদরে বরণ করিয়াছি। আমার চতুরতার আরও পরিচয় এই যে তিনি আখেরের কোন প্রকার চিন্তা না করিয়াই তহবিল সমেত সর্ব্বস্ব অর্পণ করিয়াছিলেন বা আত্মনিবেদন করিয়াছিলেন। আমি কিন্তু তহবিলটি দস্তুর মত পৃথক্ রাখিয়া এবং ক্রমশঃ তহবিল বৃদ্ধি করিবার চেষ্টা

যদদ্বৈতং ব্রহ্মোপনিষদি তদপ্যস্য তনুভা
য আত্মান্তর্য্যামী পুরুষ ইতি
সোঽস্যাংশবিভবঃ।
ষড়ৈশ্বর্য্যৈঃ পূর্ণো য ইহ ভগবান্ স স্বয়ময়ং
ন চৈতন্যাৎ কৃষ্ণাজ্জগতি "পরতত্ত্বং
পরমিহ॥
(চৈঃ চঃ)

উপনিষদ্‌গণ যাঁহাকে অদ্বৈত ব্রহ্ম বলেন তিনি আমার প্রভুর অঙ্গকান্তি, যাঁহাকে যোগশাস্ত্রে অন্তর্য্যামী পুরুষ বা পরমাত্মা বলেন তিনি আমার প্রভুর অংশ স্বরূপ। যাঁহাকে ব্রহ্ম ও পরমাত্মার আশ্রয় ও অংশী-স্বরূপ ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ ভগবান্ বলেন আমার প্রভু সেই স্বয়ং ভগবান্। অতএব শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য অপেক্ষা জগতে আর "পরতত্ত্ব" নাই।

কৃষ্ণনাম ভজ জীব আর সব মিছে। পলাইতে পথ নাই যম আছে পিছে॥

যোল আনা বজায় রাখিয়া আত্মনিবেদন (?) করিয়াছি; অতএব দেখুন কে বুদ্ধিমান্? আমি না তিনি ও তাঁহার অনুসরণ কারিগণ? তাহা ছাড়া দেখুন, আমি কত জীবে দয়া করিতেছি, অনেক মূর্খ ব্যক্তি আমার জলন্ত আদর্শ দেখিয়া চতুর হইয়া পড়িতেছে, তাহারা ভাল করিয়া না বুঝিয়া, আখেরের কোন প্রকার চিন্তা না করিয়া নিষ্কিঞ্চন হইয়াছিল কিন্তু আমার এমন মূর্ত্তিমদ্ আদর্শ দেখিয়া কি তাহারা মূর্খ থাকিতে পারে! তাই আমার কৃপায় ক্রমশঃ চতুরের সংখ্যা বৃদ্ধি হইতেছে। এখন দেখিতেছি আমি বর্ত্ম প্রদর্শক হইলেও আমার কোন কোন চেলা আমা অপেক্ষাও বেশী বুদ্ধিমান্ তাই তাহারা তাহাদের তহবিলের স্বাচ্ছন্দ্যপ্রভৃতির জন্য "নির্গুণ-খাদা"ও প্রদান করিতে কুণ্ঠিত হয় না, নৈতিক ভূমিকায় কোন কথাই তাহাদিগকে সে-কার্য্যে বাধা দিতে পারে না কারণ দৈবী মায়া তাহাদিগকে যুক্তবৈরাগ্যের ছলনা বা ভক্তিনীতির অনুকরণ করিবার বুদ্ধিযোগ দান করে, আবার তাহাদের এত দৈন্য যে নৈতিকগণেরও নিম্নভূমিকায় অবস্থান করিবার জন্য বিশেষ রুচি। যদি আমি শ্রীচৈতন্যবাণীর নিষ্কপট সেবক হইতাম তবে শুক্রাচার্য্যের উপদেশের (?) আদর করিতাম না এবং নিম্নলিখিত শ্রীচৈতন্যবাণীগুলি আমার চিন্তার বিষয় হইত, আলোচনার বিষয় হইত এবং তাহা আচরণের দ্বারা প্রতিফলিত করিবার বিশেষ চেষ্টা থাকিত।

হিরণ্য গোবর্দ্ধনকে লক্ষ্য করিয়া শ্রীচৈতন্য-বাণী—

"তোমার বাপ জেঠা বিষয়-
বিষ্ঠা-গর্ত্তের কীড়া।
সুখ করি' মানে বিষয়-বিষের মহাপীড়া॥
যদ্যপি ব্রহ্মণ্য করে ব্রাহ্মণের সহায়।
তথাপি বৈষ্ণব নহে বৈষ্ণবের প্রায়॥
তথাপি বিষয়ের স্বভাব হয় মহা অন্ধ।
সেই কার্য্য করায় যাতে হয় ভববন্ধ॥"

ঈশানের প্রতি শ্রীল সনাতন গোস্বামীর বাণী—

"সঙ্গে কেনে আনিয়াছ এই কাল যম।"

ও

"মোহর লইয়া যাহ তুমি দেশ।"

(চৈঃ চঃ মধ্য ২০শ)

বন্দিগণের প্রতি শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের বাণী—

"বিষয় থাকিতে কৃষ্ণপ্রেম নাহি হয়।
বিষয়ীর দূর কৃষ্ণ জানিহ নিশ্চয়॥
বিষয়ে আবিষ্ট মন বড়ই জঞ্জাল।"

নীলাচলের পথে শ্রীচৈতন্যের ভক্তগণের নিষ্কিঞ্চনতা পরীক্ষা ও তাঁহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া ভগবন্নির্ভরতা শিক্ষা প্রদানরূপ শ্রীচৈতন্যবাণী—

পথে প্রভু পরীক্ষা করেন সবা প্রতি।
কি সম্বল আছে বল কাহার সংহতি॥
সবে বলে প্রভু বিনা আজ্ঞায় তোমার।
কার দ্রব্য লইতে বা শক্তি আছে কার॥
শুনিয়া ঠাকুর বড় সন্তোষ হইলা।
শেষে সেই লক্ষ্যে তত্ত্ব কহিতে লাগিলা॥
প্রভু বলে কাহার যে কিছু না লইলা।
ইহাতে আমারে বড় সন্তোষ করিলা॥
ভোক্তব্য অদৃষ্টে থাকে যে দিন লিখন।
অরণ্যেতে আসি মিলে অবশ্য তখন॥
প্রভু যারে যে দিবস না লিখে আহার।
রাজপুত্র হউ তবু উপবাস তা'র॥
ত্রিভুবনে কৃষ্ণ দিয়াছেন অন্নছত্র।
ঈশ্বরের আজ্ঞা থাকে মিলিব সর্ব্বত্র॥

(চৈঃ ভাঃ অন্ত্য ২য় অঃ)

শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুরের বাণী—

আপনে ঈশ্বর সর্ব্বজনেরে শিখায়।
ইহাতে বিশ্বাস যার সেই সুখ পায়॥
ঈশ্বরের ইচ্ছা হইলে সেই ফল ধরে॥

(চৈঃ ভাঃ অন্ত্য ২য় অঃ)

পরিক্রমায় আহ্বান

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর

১লা মাঘ, ১৩৪০ সাল

বিপুলবৈষ্ণবসম্মানপূর্ব্বিকা বিজ্ঞপ্তিরিয়ম্—

আগামী ৭ই ফাল্গুন, ১৯শে ফেব্রুয়ারী সোমবার হইতে নবদিবসকাল শ্রীধাম নবদ্বীপের নয়টি দ্বীপ পরিক্রমা করা হইবে। কৃপা করিয়া পরিক্রমায় যোগদান করিলে পরমানন্দের বিষয় হয়। স্বয়ং যোগদান করিবার সুযোগ না হইলে এই ভক্তির অনুষ্ঠানে দ্রব্য ও অর্থাদির দ্বারা সহায়তা করিলেও তাদৃশ ভক্ত্যঙ্গের ন্যূনাধিক সাধন-ফল-লাভ ঘটে। ধারাবাহিক পরিক্রমার বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল। ইতি—

শ্রীঅতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী), শ্রীরামগোপাল বিদ্যাভূষণ (এম্ এ), শ্রীনিশিকান্ত সান্যাল (এম্-এ) শ্রীহরিপদ বিদ্যারত্ন (এম্-এ, বি-এল) ও শ্রীকুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ—শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার সম্পাদকগণ।

(১) **অন্তর্দ্বীপ** (শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীগৌরজন্মভিটা, শ্রীবাস ও শ্রীধরের অঙ্গনদ্বয়, চাঁদকাজীর সমাধি ও শ্রীঅদ্বৈত-ভবন)—৭ই ফাল্গুন ১৯শে ফেব্রুয়ারী, সোমবার।

(২) **সীমন্তদ্বীপ** (সীমুলিয়া, সরডাঙ্গা, শোণডাঙ্গা, মেঘার চর, বেলপুকুর)—ফাল্গুন, ২০শে ফেব্রুয়ারী, মঙ্গলবার।

(৩) **গোদ্রুমদ্বীপ** (গাদিগাছা, মহেশগঞ্জ, সুবর্ণবিহার, স্বরূপগঞ্জ, হরিহরক্ষেত্র, দেপাড়া)—৯ই ফাল্গুন, ২১শে ফেব্রুয়ারী, বুধবার।

(৪) **মধ্যদ্বীপ** (মাজিদা, হাটডাঙ্গা, আনন্দবাস, বামনপুরা)—১০ই ফাল্গুন, ২২শে ফেব্রুয়ারী, বৃহস্পতিবার।

(৫) **কোলদ্বীপ** (সহর নবদ্বীপ, গদখালীর কোল ও চর, তেঘরির কোল, কোল আমাদ, কোলেরগঞ্জ, কোলের দহ)—১১ ফাল্গুন, ২৩শে ফেব্রুয়ারী, শুক্রবার।

(৬) **ঋতুদ্বীপ** (রাহুতপুর, চম্পাহট্ট বা চাঁপাহাটিতে শ্রীগৌরগদাধরের শ্রীমন্দির)—১২ই ফাল্গুন, ২৪শে ফেব্রুয়ারী, শনিবার।

(৭) **জহ্নুদ্বীপ** (বিদ্যানগর, জান্নগর)—১৩ই ফাল্গুন, ২৫শে ফেব্রুয়ারী রবিবার, (একাদশী)।

(৮) **মোদদ্রুমদ্বীপ** (মামগাছি, অর্কটিলা বা একডালা, মায়াপুর)—১৪ই ফাল্গুন ২৬শে ফেব্রুয়ারী সোমবার। (শ্রীগোবিন্দ-দ্বাদশীর উপবাস)

(৯) **রুদ্রদ্বীপ** (রুদ্রপাড়া, শঙ্করপুর, ইন্দ্রাকপুর, গঙ্গের ডাঙ্গা) ১৫ ফাল্গুন, ২৭শে ফেব্রুয়ারী, মঙ্গলবার।

১৬ই ফাল্গুন, ২৮শে ফেব্রুয়ারী বুধবার হইতে দিবসত্রয় শ্রীধাম মায়াপুর যোগপীঠে শ্রীশ্রীগৌর-জন্মোৎসব হইবে।

আগমনী গীতি

আচার্য্য পূজার, বারতা লইয়া,
আবার সন্ত আসিছে।
গোবিন্দ-পঞ্চমী, আসিছে বলিয়া,
ভকত হৃদয় নাচিছে॥
সেবামোদে সব, মাতিয়া উঠিল,
শ্রীগুরু-চরণ পূজিতে।
ময়ূর ময়ূরী, পুচ্ছ তুলিল,
আগমনী গীতি গাহিতে॥
পুষ্প কলিকা, মুকুলিত হ'ল,
বসন্তের স্নিগ্ধ বর্ষণে।
চেতন বাণীর, কুঞ্জ বিতান,
ভরিল হরষ গুঞ্জনে॥
ভকত-হৃদয়ে, প্রেরণা জাগায়
সুপুণ্য তিথির তর্পণে।
চৈতন্যবাণীর, শ্রেষ্ঠ আরতি
কৃষ্ণনাম-কীর্ত্তনে॥
আচার্য্য পূজার, যতেক পূজারী
শ্রেষ্ঠ গৌড়ীয়গণ।
গোবিন্দ-পঞ্চমী, আসিবে বলিয়া
করিতেছে আরাধন॥
পূত-শ্রদ্ধার স্রক্ চন্দনে
করিতে তিথির আরতি।
কৃতাঞ্জলিপুটে জানাব মোরা,
শ্রীগুরুচরণে প্রণতি॥
কণ্ঠ ভরিয়া, জয় জয় গাথা
গাহিছে আর্য্যগণ॥
নিরস আমার চিত্ত-মরু,
নাহিক ভক্তিধন।
মুখরিত হ'ল, বিশ্ববাসী,
শ্রীগুরুপূজার গানে॥
ম্লেচ্ছ-কুলও তারিল এবার
দানিয়া ভকতি ধনে।
শ্রীগৌড়ীয় মঠে, সারস্বত পীঠে,
জয়শ্রী শোভা পায়।
ভকতগণের মানস-বীণা,
দুকূল ভরিয়া বায়॥
চিত্ত-মুকুরে, ভকতি-কুসুম
অরঘের অবদান।
প্রাণের পরশে, সরস নিত্য,
ভকত জনের প্রাণ॥
সিন্ধু মথিয়া অমৃত উঠিল,
পাইল সকল দেবে।
অসুরের ভাগ্যে গরল জুটিল,
এখনো তেমনি ভবে॥
মোহিনীর মোহে, বঞ্চিত হইল,
যেমন অসুরগণ।
এখনো তেমনি, জ্বলিয়া মরিছে,
আচার্য্য বিমুখ জন॥
সনাতনী বাণী, কহে সনাতন,
জীব প্রতি কৃপা করি'।
তবুও বিশ্বে রহিল বিমুখ
এ দুঃখ হৃদয়ে স্মরি'॥
সকল বিশ্ব, তারিল [illegible]
আমি তো বিমুখভাবে।
তব আবির্ভাব তিথি আগমনী
আমি বা গাহিব কবে॥
হরষে হরষে এ শুভ তিথির,
প্রপঞ্চে উদয় হয়।
নিখিল বিশ্বের মুক্ত-কণ্ঠ
আগমনী গীতি গায়॥
আমি তো ডুবিয়া রহিলাম প্রভো,
অনিত্য বিষয় কূপে।
তব আবির্ভাব তিথির সেবনে
কবে দিব প্রাণ সঁপে॥
কৃপা কর প্রভো পতিতপাবন
আমি তব নিত্য দাস।
জনমে জনমে চরণে রাখিও
নাহিক অন্য আশ॥

শ্রীচরণে কৃপা-প্রার্থিনী—
দীনাধমা—প্রভা

বিশেষ দ্রষ্টব্য

গত ২১শে মাঘ রবিবার শ্রীশ্রীব্যাস-পূজোপলক্ষে প্রেস বন্ধ থাকায় গতকল্য শ্রীনদীয়-প্রকাশ প্রকাশিত হন নাই।

গৌর যে শিখাল নাম সেই নাম গাও। অন্য সব নাম-মাহাত্ম্য সেই নামে পাও॥

কালেক্টর সাহেবের পত্র

কালেক্টর সাহেবের কুঠি,

কৃষ্ণনগর,

২৩শে জানুয়ারী, ১৯৩৪।

মহাশয়,

সম্প্রতি প্রচণ্ড ভূমিকম্পে আমাদের দেশবাসীর যেরূপ ক্ষতি হইয়াছে সে সম্বন্ধে সকলে অবগত আছেন। দুঃস্থ ব্যক্তিগণের সাহায্যার্থে মহামান্য বড়লাট আপনাদের নিকট যে আবেদন করিয়াছেন তাহার অনুবাদ নিম্নে প্রদত্ত হইল। ঐ আবেদন যতদূর সম্ভব সর্ব্বসাধারণের নিকট প্রচার করিবেন।

এই মহদুদ্দেশ্যে যিনি যেরূপ সাহায্য করিবেন তাহাই সাদরে গৃহীত হইবে। যদি সাহায্যের পরিমাণ অল্প বিধায় কেহ উহা ভাইসরয় ফণ্ডে দিল্লীতে পাঠাইতে কুণ্ঠিত হন তাহা হইলে তিনি উহা নিঃসঙ্কোচে আমার নিকট পাঠাইতে পারেন।

এইচ. সেন্

ম্যাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর নদীয়া।

২৩, ১, ৩৪.

মহামান্য বড়লাট বাহাদুরের টেলিগ্রামের সংক্ষিপ্ত অনুবাদ।

—:*:—

গত সোমবার ১৫ই জানুয়ারী অপরাহ্ণে প্রচণ্ড ভূ-কম্পনের ফলে মুহূর্ত্ত-মধ্যে বহুসংখ্যক দেশবাসীর উপর বিশেষতঃ বিহার ও উড়িষ্যা প্রদেশে সম্প্রতি যেরূপ বিপৎপাত হইয়াছে তাহার প্রকৃত বিবরণ অদ্যাবধি পাওয়া যায় নাই। ইহা বলিলে অবশ্য অত্যুক্তি হয় না যে, উহাতে আতঙ্কজনক প্রাণহানি, অসংখ্য গৃহ ভূমিসাৎ এবং বিস্তীর্ণ ভূ-খণ্ডের বহু সম্পত্তি ও দ্রব্যাদি নষ্ট ও লুপ্তপ্রায় হইয়াছে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, এই ভীষণ দুর্দ্দিনে সকল শ্রেণীর অধিবাসিবৃন্দের সহানুভূতির ধারা দুঃস্থ ও বিপন্ন ব্যক্তি প্রতি বর্ষিত হইবে ও তাঁহাদের দুঃখ বিমোচনের সকল প্রচেষ্টা সাহায্যের জন্য সত্বর গ্রহণ করিবেন। এতদুদ্দেশ্যে আমি "ভাইসরয়ের ভাণ্ডার" নামে একটী অর্থ-ভাণ্ডার প্রতিষ্ঠিত করিতে মনস্থ করিয়াছি। সাহায্য ভাইসরয়ের প্রাইভেট সেক্রেটারীর নিকট (ভাইসরয়ের ভবন দিল্লী) বরাবর প্রেরিত হইবে ও প্রত্যেক সাহায্য "উইলিংডন" কর্ত্তৃক স্বীকৃত হইবে।"

রেলওয়ে সময়

ই, বি, আর দিয়া শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইবার ট্রেণ তালিকা

কলিকাতা	ছাঃ	০—৬,	৭—১৩,	১৪—১৪	১৬—৫৬,	২২—২৩
রাণাঘাট	ছাঃ	৫—৫০,	৯—৪৬,	১৩—৪৮,	১৮—৩৯,	০—৩২
কৃষ্ণনগরসিটি	পৌঃ	৬—২৮,	১০—২১	১৭—২৮	১৯—১৫	১—১৪
গাড়ী বদল	ছাঃ	৬—৪৫,	১০—৪৪,	১৩—২২,	১৭—৩৮,	২০—১৬
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৭—২৪,	১১—২১,	১৪—০,	১৮—১,	২০—৪৭
নবদ্বীপঘাট	পৌঃ	৭—৩৩	১১—৩০,	১৪—৯,	১৮—১৬,	২০—৫৫

মহেশগঞ্জ ষ্টেশন হইতেও শ্রীধাম-মায়াপুরে যাওয়া যায়।

ই, বি, আর, দিয়া শ্রীধাম-মায়াপুর যাইবার ট্রেণ-তালিকা

হাওড়া	ছাঃ	৬—৪৩	১২—৪৩	১৭—৪৮	১৮—৩৬
ব্যাণ্ডেল	ছাঃ	৮—২৩	১৪—১১	১৮—৪৭	১৯—৫০
নবদ্বীপ	পৌঃ	১০—২২	১৬—১৪	২০—৪৬	২১—৩৭

সহর নবদ্বীপ হইতে গঙ্গা পার হইয়া পূর্ব্বপারে প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইতে হইবে।

কৃষ্ণনগর নবদ্বীপঘাট রেলওয়ে সময়

কৃষ্ণনগর হইতে নবদ্বীপঘাট

কৃষ্ণনগর সিটি—	৬-৪৫	১০-৪৪	১৩-২২	১৭-৩৮	২০-১৬
কৃষ্ণনগর রোড—	৬-৫৬	১০-৫৫	১৩-৩৩	১৭-৪৭	২০-২৫
আমঘাটা—	৭-১৫	১১-১৩	১৩-৫১	১৮-৩	২০-৩১
মহেশগঞ্জ—	৭-২৪	১১-২১	১৪-০	১৮-১	২০-৪৭
নবদ্বীপঘাট—	৭-৩৩	১১-৩০	১৪-৯	১৮-১৬	২০-৫৫

বিশেষ দ্রষ্টব্য—নবদ্বীপঘাট ষ্টেশন অপেক্ষা মহেশগঞ্জ ষ্টেশন হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরের দূরত্ব অনেক কম। শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে যাঁহাদিগকে রাণাঘাটে ট্রেণ বদল করিতে হয়, তাঁহারা রাণাঘাটে প্রাতঃ ৫-৫০, ৮-১৪, ৯-৪৬, ১৬-৪৮, ১৮-৩৯ এবং ০-৩২ মিনিটের সময় গাড়ী পাইবেন।

শান্তিপুর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে শান্তিপুর ষ্টেশনে ৫-৪০, ৯-২৯, ১২-২৫, ১৬-৪ এবং ১৮-৪১ মিনিটের সময় ট্রেণ পাওয়া যায়।

নবদ্বীপঘাট হইতে কৃষ্ণনগর

নবদ্বীপ ঘাট—	৫-৩৫	৯-২৫	১২-১০	১৫-৪	১৮-৩৫
মহেশগঞ্জ—	৫-৪৩	৯-৩৩	১২-১৯	১৫-৪১	১৮-৪০
আমঘাটা—	৫-৫৯	৯-৩৯	১২-২৬	১৫-৪৮	১৯-৫
কৃষ্ণনগর রোড—	৬-৫	৯-৫৫	১২-৪০	১৬-৪	১৯-২৩
কৃষ্ণনগর সিটি—	৬-১৩	১০-৩	১২-৫১	১৬-১২	১৯-৩০

ভূকম্পে সাহায্য

বড়লাট ভাণ্ডারের বিহার শাখা

পাটনা হইতে প্রকাশ, বড়লাট ভূমিকম্প সাহায্য ভাণ্ডারের বিহার উড়িষ্যা শাখা হইতে ৫০ হাজার ২৫ টাকা ও আরও কিছু পাওয়া গিয়াছে। বিহার উড়িষ্যা বেঙ্গল বিভাগের কর্ম্মচারিগণ এক সাহায্য ভাণ্ডার খুলিয়াছেন। তাহাতে সংগৃহীত অর্থ বড়লাট ভাণ্ডারে দেওয়া হবে।

নূতন দিল্লী হইতে প্রকাশ, বড়লাট ভূমিকম্প সাহায্য ভাণ্ডারে অদ্যাবধি সংগৃহীত অর্থের পরিমাণ ৫ লক্ষ টাকায় পৌঁছিয়াছে।

বড়লাট ভাণ্ডারে ৫ লক্ষ টাকা

ভারত সরকারকে জানান হইয়াছে যে, বিহার ও উড়িষ্যার সরকারের অনুরোধে যুক্ত প্রদেশের সরকার গোরক্ষপুর হইতে রাক্সাউল পর্য্যন্ত গমনাগমন ও সংবাদ আদান প্রদানের ব্যবস্থা পুনঃপ্রবর্ত্তিত করার ও নেপাল উপত্যকায় সাহায্য বিতরণের ভার লইয়াছেন। সাহায্য কার্য্যের জন্য গোরক্ষপুর কেন্দ্র স্থান হইবে এবং অতিরিক্ত কর্ম্মচারী তথায় প্রেরিত হইবে।

লাহোর মিউনিসিপ্যালিটি

লাহোর হইতে প্রকাশ, স্থির হইয়াছে যে, লাহোর মিউনিসিপ্যালিটি বড়লাট ভাণ্ডারে

৫ হাজার টাকা প্রদান করিবেন।

ভূমিকম্প সাহায্য সমিতি ৮ হাজার টাকা সংগ্রহ করিয়াছেন। তন্মধ্যে ৫ হাজার ৫ শত টাকা বিপন্ন অঞ্চল সমূহে প্রেরিত হইয়াছে।

লাহোরের ইণ্ডিয়ান মেডিক্যাল এসোসিয়েশন এপর্য্যন্ত ১ হাজার টাকার অধিক সংগ্রহ করিয়াছেন। লাহোর ছাত্র ইউনিয়নের প্রতিষ্ঠিত সাহায্য সমিতি ৫ শত ২৫ টাকা সংগ্রহ করিয়াছেন। তাঁহারা আরও ৫ শত টাকা সাহায্য পাঠাইবেন। সংগৃহীত অর্থ শ্রীযুত রাজেন্দ্রপ্রসাদের নিকট প্রেরণ করা হইয়াছে।

মীরাট হইতে

মীরাট হইতে প্রকাশ, তথায় ভূমিকম্প সাহায্য দিবস প্রতিপালিত হইয়াছে—সকাল হইতে বেলা দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া ৫ শত টাকা সংগৃহীত হইয়াছে। গান্ধী আশ্রম ৫ শত টাকা, [illegible] স্কুল ৫ শত টাকা, নর্ম্মাল বালিকা বিদ্যালয় ২ শত ৫০ টাকা, কলেজ ১ হাজার টাকা দিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত ৫ হাজার টাকা দিয়াছেন।

তারের ঠিকানা— 'শ্রীধাম' নবদ্বীপ
ডাকের ঠিকানা—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

দৈনিক

REG. C1544

নদীয়া-প্রকাশ

THE
NADIA-PRAKASH

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩৷৷০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র।

অগ্রিম মূল্যের হার
বার্ষিক দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৷৷০
মাসিক ১৲
নগদ বর্ত্তমান
সংখ্যা ৫

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৮ম খণ্ড — সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বেদান্তবাচস্পতি — [২৮৪শ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর— ২৪শে মাঘ বুধবার ১৩৪০, ৭ই ফেব্রুয়ারী ১৯৩৪

ত্রিপুরা মহারাজের দান

কলিকাতা হইতে প্রকাশ, ত্রিপুরার মহারাজা মাণিক্য বাহাদুর বিভিন্ন সাহায্য ভাণ্ডারে এবং শিক্ষা ও ধর্ম সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠান সমূহে নিম্নলিখিতরূপ দান করিয়াছেন :—

১। বড়লাটের ভূমিকম্প সাহায্য ভাণ্ডারে ১ হাজার টাকা।

২। মেয়রের ভূমিকম্প সাহায্য ভাণ্ডারে ত্রিপুরা দাতব্য এষ্টেটের প্রাপ্ত অর্থ হইতে ১ হাজার টাকা।

৩। লেডী উইলিংডনের প্রস্তাবিত হাসপাতাল ভাণ্ডারে ২ হাজার টাকা।

৪। ইসলামিয়া কলেজ (কলিকাতা) ফিউটী ফণ্ডে ১ হাজার টাকা।

৫। কলেজ অফ ইঞ্জিনিয়ারিং এণ্ড টেকনোলজী বেঙ্গল ১ হাজার টাকা।

৬। কলিকাতার বাগবাজারের শ্রীগৌড়ীয় মঠে ১ হাজার টাকা।

একুনে ৭ হাজার টাকা।

চৌটাওয়া রিকসার অপহৃত

রেঙ্গুন হইতে প্রকাশ, এই সপ্তাহের শেষে মিঙ্গালাডন ক্যান্টনমেণ্ট হইতে চৌটাওয়া একটা রিকসায় অপহৃত হওয়ার ফলে প্রোম রোডে চাঞ্চল্য পরিলক্ষিত হয়। ঐ রাস্তা দিয়া যে সকল লরী, মোটর ও বাস যাতায়াত করে, পুলিশ সেগুলি খানাতল্লাস করিতে থাকে।

প্রকাশ, ২৪ নং লাইট ইনফ্যান্ট্রীর তিনজন সৈন্য একটা চৌটাওয়া রিকসাসহ তাহাদের ব্যারাক হইতে অন্তর্হিত হয়। রেঙ্গুনের পুলিশ এই সংবাদ পাইয়া মিঙ্গালাডন হইতে আগত প্রত্যেক মোটর গাড়ী খানাতল্লাসি করে। পরে, রেঙ্গুনে পলাতক সৈন্যগণের সন্ধান পাওয়া যায়। সামরিক কর্ত্তৃপক্ষ আসামীদিগকে পুনরায় ক্যান্টনমেণ্টে লইয়া গিয়াছেন।

দুমকায় গন্ধকের ধূম

দুমকা হইতে প্রকাশ, গত ২৭শে জানুয়ারী বেলা সাড়ে ১১টা হইতে দেড়টার মধ্যে সাঁওতাল পরগণার জামতাড়া আদালত ভবনের আশে পাশে গন্ধকের তীব্র গন্ধ পাওয়া যায় এবং ধূম্র দেখিতে পাওয়া যায়।

ইহার ফলে সরকারী কর্ম্মচারী, উকিল ও জনসাধারণের মনে আসন্ন বিপদের আতঙ্ক জাগে এবং আদালত-ভবন অবিলম্বেই শূন্য হইয়া যায়।

উল্লিখিত অসাধারণ প্রাকৃতিক ঘটনার হেতু অনুসন্ধানের জন্য বিশেষজ্ঞ নিয়োগের বন্দোবস্ত হইতেছে।

বুসাল ডাকাতি মামলা

গুজরাট হইতে প্রকাশ, গুজরাটের ম্যাজিষ্ট্রেট পাণ্ডিত ওয়ারৎ চাঁদ বুসাল ডাকাতি মামলায় রায় প্রদান করিয়াছেন। এই মামলা সম্পর্কে ৩১ জন অভিযুক্ত হয়। ভারতীয় দণ্ডবিধির ১৪৭ ধারার পাঠসহ ৩২৬ ধারানুসারে ১৬ জন আসামী ৪ বৎসর করিয়া সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছে। আর একজন আসামীর প্রতি ম্যাজিষ্ট্রেট ৬ মাসের সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ দিয়াছেন।

অবশিষ্ট ১৪ জন আসামী বিচারে নির্দ্দোষ প্রমাণিত হওয়ায়, মুক্তিলাভ করিয়াছে।

রাজদ্রোহ অপরাধে কাশ্মীর হইতে বিতাড়িত

শিয়ালকোট হইতে প্রকাশ, কাশ্মীর গভর্ণমেণ্ট নিম্নোক্ত মর্ম্মে এক বিবৃতি প্রকাশ করিয়াছেন :—জিলা ম্যাজিষ্ট্রেটের নিষেধ সত্ত্বে উত্তেজনাপূর্ণ রাজনৈতিক বক্তৃতা করিবার অপরাধে মীর ওয়ারিস মৌলবী হামদানী রাজ্য হইতে বিতাড়িত হইয়াছেন। এই উপলক্ষে একটি শোভাযাত্রা বাহির হইয়াছিল। জনতার মধ্য হইতে পুলিশের উপর ইটপাটকেল বর্ষিত হইয়াছে। কয়েকজন পুলিশ কর্ম্মচারী আহত হইয়াছে। বর্ত্তমানে কোনরূপ চাঞ্চল্য নাই।

রণতরীর সংঘর্ষ

জিব্রাল্টার হইতে প্রকাশ, দুইখানি রণতরীর সংঘর্ষ হইয়াছে। রণতরী দুইখানি ডেষ্ট্রয়ার, নাম 'বটিকার্ণ' এবং 'ওয়ারউইক' মালিক বৃটেন। তরী দুখানি এখন বন্দরেই থাকে, কোন কাজকর্ম্ম নাই। তবে কুচকাওয়াজ আছে, কুচকাওয়াজের পর বন্দরে ফিরিয়া আসিবার সময় পরস্পরের ধাক্কা লাগিয়াছে। উভয়েই কিঞ্চিৎ জখম হইয়াছে।

চলচ্চিত্রে লর্ড মেয়র

লণ্ডন হইতে প্রকাশ, ভারত ভূ-কম্পনের চলচ্চিত্র দেখিয়া লর্ড মেয়র সাতিশয় ব্যথিত হইয়াছেন। তিনি স্থির করিয়াছেন, আর একখানি চলচ্চিত্র সহ উপস্থিত থাকিয়া সাহায্য ভাণ্ডারের জন্য নিবেদন চিত্র প্রদর্শন করিবেন। প্রকাশ্যে এই চিত্র প্রদর্শিত হইবে।

লণ্ডন হইতে বৃন্দিসি

লণ্ডন হইতে প্রকাশ, এবার লণ্ডন হইতে বৃন্দিসি বিমান চলিবে। এই লইয়া একটী চুক্তি হইয়াছে। চুক্তি হইবার পূর্ব্বে বৃটিশ কর্ত্তৃপক্ষের সহিত ইটালী বিমান কর্ত্তৃপক্ষের অনেক দিন ধরিয়া পরামর্শ হইয়াছিল। তবে বৃটিশ সরকার প্রস্তাব সমর্থন না করিলে উহা কার্য্যে পরিণত হইবে না।

মুক্তিলাভ

চুচুড়া হইতে প্রকাশ, পুলিশ কর্ত্তৃক অধিকৃত লাকুরার এক বাটীতে অনধিকার প্রবেশ করার অভিযোগে শ্রীযুক্ত বলাই দাস দুই মাসের সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিলেন। কারাদণ্ডের মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ায় হুগলী জেল হইতে তিনি মুক্তিলাভ করিয়াছেন।

১৫ হাজার টাকা লইয়া প্রতারণা

বোম্বাই মেসার্স গুডরিচ রবার কোম্পানীর ভূতপূর্ব্ব ডাইরেক্টার, সেক্রেটারী ও কোষাধ্যক্ষ জন এ্যালেন উইল নামে একজন য়ুরোপীয়ানকে ১৫ হাজার টাকা মূল্যের দুইটি গভর্ণমেণ্ট বণ্ড ঠকাইবার অভিযোগে প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেটের আদালতে হাজির করা হইয়াছিল। মেসার্স গুডরীচ এণ্ড রবার কোম্পানী কর্ত্তৃক মহীশূরে ডিষ্ট্রিবিউটার নিযুক্ত হইয়া লাল-লোরের মেসার্স স্বামী এণ্ড চালু ঐ টাকা জমা দিয়াছিল। প্রকাশ, আসামী উপরোক্ত অর্থ ও ৫ হাজার ৮শত টাকা এবং তিন হাজার টাকার দুইটি চেক আত্মসাৎ করিয়াছিল।

আসামীকে অষ্ট্রেলিয়াতে গ্রেপ্তার করা হয় এবং সশস্ত্র পুলিশ প্রহরায় ইংলণ্ডে জানুয়ারী তারিখে বোম্বাইয়ে আনয়ন করা হয়। আসামী ১৫ হাজার টাকার জামিনে খালাস আছে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক
— পারমার্থিক পত্র —
শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশ-
তনয়স্তদ্ধাম-বৃন্দাবনম্,
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং
প্রেমা পুমর্থো মহান্,
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং
তত্রাদরো নঃ পরঃ॥

৮ম বর্ষ } ৮ গোবিন্দ গৌরাব্দ ৪৪৭, ২৪শে মাঘ বঙ্গাব্দ ১৩৪০, ৭ই ফেব্রুয়ারী ইং ১৯৩৪, বুধবার ২৮৪ তম সংখ্যা

শ্রীশ্রীনিত্যানন্দোৎসব

কলিকাতা গৌড়ীয়মঠে

গত ১৪ই মাঘ, ২৮শে জানুয়ারী কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয় মঠের সারস্বত নাট্য-মন্দিরে শ্রীশ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর আবির্ভাব-তিথি-পালনোপলক্ষে একটী সুমহতী সভার অধি-বেশন হইয়াছিল। এই সভায় ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি মহারাজ পতিত-পাবন শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর লীলামৃত বর্ণন করিয়া একটী সর্ব্বচিত্তাকর্ষিণী বক্তৃতা প্রদান করিয়াছিলেন। তাঁহার বক্তৃতায় শ্রীশ্রীপাদ নিত্যানন্দপ্রভুর জগাই-মাধাই-এর ন্যায় পতিত জীবগণের প্রতি দয়া এবং তাহাদের কল্যাণার্থ শ্রীল দাস গোস্বামী, শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী প্রমুখ নিত্যসিদ্ধ পার্ষদগণকে কৃপা করিবার-লীলা অতি সুন্দররূপে প্রকাশিত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত শ্রীশ্রীপাদ নিত্যানন্দ প্রভু যে মূল-সঙ্কর্ষণ বলদেব-তত্ত্ব, তাহাও স্বামীজী শাস্ত্রবাক্য উদ্ধারপূর্ব্বক বর্ণন করিয়াছেন। বক্তৃতার আদিতে ও অন্তে মহাজন পদাবলী কীর্ত্তন হইয়াছে।

গত শ্রীপঞ্চমী তিথিতে স্বামীজী গৌড়ীয়-মঠের সারস্বত নাট্যমন্দিরে প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত বিদ্যার পার্থক্য প্রদর্শনমুখে সরস্বতী পতি শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের দিগ্বিজয়ি-জয়লীলা ও দিগ্বিজয়ীকে প্রদত্ত উপদেশমালা কীর্ত্তন করিয়াছেন। সকল শাস্ত্রই যে কৃষ্ণভক্তি-লাভকেই বিদ্যার সার বলিয়া কীর্ত্তন করিতেছেন তাহাও মহাপ্রভুর বাণী হইতে স্বামীজী উদ্ধারপূর্ব্বক প্রতিপন্ন করিয়াছেন। বর্ত্তমানজগৎ জড়বিদ্যার অনুশীলনে কি-প্রকারে অশান্তির কবলে পতিত হইতেছে এবং পরবিদ্যার আশ্রয়ে কিপ্রকারে নিত্যশান্তি স্থাপিত হইতে পারে তাহা বর্ণনপূর্ব্বক স্বামীজী উপসংহারে শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর বৈরাগ্য ও কৃষ্ণভক্তি-সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন।

কটক সচ্চিদানন্দ মঠে

গত ১৪ই মাঘ ২৮শে জানুয়ারী রবিবার কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠে শ্রী শ্রীমন্নিত্যানন্দ-প্রভুর আবির্ভাব-মহামহোৎসবটি মহাসমা-রোহে সুসম্পন্ন হইয়াছে। এতদুপলক্ষে সন্ধ্যা ৬টা হইতে রাত্রি ১০টা পর্য্যন্ত একটি বিরাট্ সভার অধিবেশন হইয়াছিল। সভায় প্রায় ছয় শত নরনারী উপস্থিত হইয়াছিলেন তন্মধ্যে অধিকাংশই সজ্জন ব্যক্তি ও সম্ভ্রান্ত-মহিলা।

প্রথমে শ্রীশ্রীগুরুবৈষ্ণব বন্দনা করিয়া শ্রীপাদ গদাধর প্রভু খোলকরতাল-সংযোগে শ্রীশ্রীগুর্বষ্টক ও শ্রীমন্নিত্যানন্দমহিমা কীর্ত্তন করিলে পর পণ্ডিত শ্রীপাদ বিলাসবিগ্রহ দাসাধিকারী ভক্তিকুশ, ভক্তিশাস্ত্রী প্রভু শ্রীনিত্যানন্দতত্ত্ব, শ্রীগুরুতত্ত্ব ও জীবতত্ত্বের কথা প্রাঞ্জল ভাষায় বক্তৃতা করেন। পরে পণ্ডিত শ্রীপাদ সুদর্শনসনাতন দাসাধিকারী ভক্তিশাস্ত্রী প্রভু শ্রীগুরুদেবই যে অভিন্ন নিত্যানন্দ এবং সেই পতিতপাবন শ্রীশ্রীগুরু-পাদপদ্মের অমন্দোদয়-দয়ার বৈশিষ্ট্যের কথা বর্ণনমুখে দার্শনিক বিচার ও পাণ্ডিত্যপূর্ণ সজ্জন-চিত্তাকর্ষি-বক্তৃতা করেন। তাহার পর শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তি স্বরূপ পুরী মহারাজ শ্রীমন্নিত্যানন্দপ্রভুর জন্মতিথি মাহাত্ম্য, আবির্ভাবলীলা, বাল্য-লীলা, গৃহত্যাগলীলা ও ঐ লীলার তাৎপর্য্য-বক্তৃতামুখে কীর্ত্তন করিলে পর কটক রেভেন্সা কলেজের ইতিহাসের সিনিয়ার প্রফেসার মহামহোপদেশক আচার্য্য পণ্ডিত শ্রীপাদ নিশিকান্ত সান্যাল ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়বৈভবাচার্য্য মহোদয় শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব, শ্রীরাধাতত্ত্ব, শ্রীবলদেবতত্ত্ব, শ্রীনিত্যানন্দতত্ত্ব ও শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর কৃপার বৈশিষ্ট্য-বর্ণনমুখে এক ঘণ্টার অধিক কাল গম্ভীর গবেষণাপূর্ণ একটী বক্তৃতা প্রদান করেন। অবশেষে শ্রীপাদ গদাধর প্রভুর কীর্ত্তনের পর সভা ভঙ্গ হইলে রাত্রি ১টা পর্য্যন্ত সমাগত নরনারীকে বিচিত্রতাপূর্ণ মহাপ্রসাদ কীর্ত্তনসংযোগে বিতরণ করা হইয়াছিল। সমবেত ভদ্রমহোদয়গণের মধ্যে কয়েকজনের নাম নিম্নে লিখিত হইল।

———

শ্রীযুক্ত দুর্গাপ্রসন্ন দাস গুপ্ত এড্-ভোকেট ভূতপূর্ব্ব গভর্ণমেণ্ট প্লিডার, শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসন্ন দাস গুপ্ত এডভোকেট, শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ সেন গুপ্ত এডভোকেট, শ্রীযুক্ত হরিপদ দে এসিষ্টেণ্ট ইঞ্জিনিয়ার, শ্রীযুক্ত যতীশচন্দ্র সেন বি-এ চিফ এজেণ্ট ন্যাস-ন্যাল ইনসিওরেন্স, শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র বসু ম্যানেজার রত্নলেট, শ্রীযুক্ত সন্তোষকুমার নাথ পি-ডব্লিউ-ডি একাউণ্টেণ্ট, শ্রীযুক্ত ভ্রমর সাউ বিখ্যাত মার্চ্চেণ্ট, কনট্রাকটার ও জমিদার, শ্রীযুক্ত নীলমণি মহারাণা কন্-ট্রাক্টার, শ্রীযুক্ত সত্যনারায়ণ চাটার্জ্জি বি-এস সি-বি-ই টেলিগ্রাফ ইঞ্জিনিয়ার, শ্রীযুক্ত মোহিনী মোহন মুখার্জ্জি কনট্রাক্টার, শ্রীযুক্ত লাবণ্য সাউ কনট্রাক্টার, শ্রীযুক্ত রাখালচন্দ্র রায় বি-এল, শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ বসু পি-ডব্লিউ-ডি একাউণ্টাণ্ট, শ্রীযুক্ত ধর্ম্মনাটিয়া কনট্রাক্টার, শ্রীযুক্ত হরিদাস বসু বি-এ কোঅপারেটিভ ডিপার্টমেণ্ট, শ্রীযুক্ত রত্নাকর সংপতি শিক্ষক, শ্রীযুক্ত অভিরাম মহাশয় শিক্ষক, শ্রীযুক্ত রাম ঘোষ সাব ইন্‌স্পেক্টর অফ স্কুলস্, শ্রীযুক্ত অবিনাশ চন্দ্র মিত্র হেড্ এসিস্‌টেণ্ট কালেক্টর কটক, শ্রীযুক্ত মদনমোহন মহারাণা জুয়েলার্স, শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র সিংহ মার্চ্চেণ্ট, শ্রীযুক্ত মোহন সিংহ বিখ্যাত মহাজন শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী বেহারা মার্চ্চেণ্ট, শ্রীযুক্ত চক্রধর মহারাণা, শ্রীযুক্ত যদুমণি নরেন্দ্র।

———

গদাই গৌরাঙ্গমঠে

[২৮৩ সংখ্যায় প্রকাশিতাংশের পর]

ব্যাখ্যা কালে শ্রোতৃমণ্ডলী পুনঃ পুনঃ হর্ষসহকারে হরিধ্বনি করিয়াছিলেন এবং নিত্যানন্দের কৃপার মহিমা শ্রবণে অধিকাংশ শ্রোতাই অশ্রুপাত না করিয়া থাকিতে পারেন নাই। এই দিবস অনেকেই বুঝিয়াছেন যে, জগদ্‌গুরু নিত্যানন্দের পাদপদ্মাশ্রয় ব্যতীত কেহই সংসার হইতে উদ্ধার হইতে পারে না, এবং একমাত্র নিত্যানন্দের কৃপাতেই শ্রীবৃন্দাবন দর্শন হইতে পারে। সংসারের পার হইয়া যিনি অপ্রাকৃত শ্রীবৃন্দাবন দর্শন করিতে ইচ্ছা করেন—সংসারের পার হইয়া যিনি ভক্তিরস-সাগরে ডুবিতে ইচ্ছা করেন তিনি নিত্যানন্দা-ভিন্ন সদ্‌গুরুর পাদপদ্মে আশ্রয় গ্রহণ করিবেন। নচেৎ—

"কৃষ্ণভক্তি দূরে রহু সংসার না হয় ক্ষয়।"

———

অতঃপর শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধরের সন্ধ্যারাত্রিক ও পুনরায় কীর্ত্তন হয়; তৎপরে সমাগত সকল ব্যক্তিকেই বিচিত্রতাপূর্ণ মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হইয়াছিল। এই দিবস শ্রীমঠে ন্যূনাধিক ২৫০ আড়াই শত লোককে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হইয়াছে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

৮ গোবিন্দ ভূত অনিরুদ্ধ ৪৪৭

অর্থ ও পরমার্থ

সংসারের 'প্রয়োজন'-প্রাপ্তিজ্ঞানে ইন্দ্রিয়-বিশিষ্ট পুরুষের চেষ্টা ''অর্থ'' নামে প্রসিদ্ধ। সেই চেষ্টা সফল হইবার ব্যাঘাতই 'অনর্থ'। যাহা তাৎকালিক প্রয়োজন সিদ্ধি করায় তাহাকে সাধারণতঃ 'অর্থ' বলিলেও সর্ব্বকাল প্রয়োজনের অপ্রাপ্তি-বিচারে অর্থ ও পরমার্থের মধ্যে ভেদ আছে। তাৎ-কালিক-প্রয়োজনের সিদ্ধিকল্পে আমাদের চেষ্টায় যথেচ্ছাচার আবদ্ধ। তাৎকালিক ফললাভের আশায় আমাদের যে আচরণ বা চেষ্টা তাহা নিত্যফল প্রসব করে না বলিয়া আমরা অর্থ বা প্রয়োজন-বিষয়ে তারতম্য নির্দ্দেশ করি।

যাহা অধিক কাল ধরিয়া আমাদের প্রয়োজন সিদ্ধি করায় তাহাকে অপেক্ষাকৃত অধিক প্রয়োজনীয় বলিয়া মনে করি। আবার প্রয়োজনের অপূর্ণতা ও আধিক্য-বিচারে তারতম্য আসিয়া আমাদিগকে শ্রেষ্ঠতার দিকে ধাবিত করায়। তখন আমরা পরিমাণগত প্রয়োজন সিদ্ধির তারতম্য-বিচারে আদরের ন্যূনাধিক বিচারে প্রতিষ্ঠিত হই। যথেচ্ছাচার আমাদিগকে বিভিন্ন স্তরে নানা প্রকারে, ঘুরা করাইয়া অবশেষে অন্যান্য বিচারের ফল্গুত্ব উপলব্ধি করাইবার প্রয়োজন-বিশেষকে প্রাপ্য বলিয়া নির্দ্দেশ করায়। অনেক সময়ে আমাদের বিচারের দুর্ব্বলতা লক্ষ্য করিয়া আমাদের অপেক্ষা যে বিচারকে শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করি, তাহারই অনুসরণে প্রবৃত্ত হই।

নিত্যানিত্যবিবেক অর্থ ও পরমার্থের বৈশিষ্ট্য সম্পাদন করে। সেইকালে যথেচ্ছাচারকে অর্থ বলিবার পরিবর্ত্তে আমরা উহাকে 'অনর্থ' বলি। যে-বস্তুকে আশ্রয় করিয়া আমাদের অর্থপ্রাপ্তি ঘটে, সেই বস্তু-বিষয়ক বিচারে আমাদিগের কৃত্য-সমূহের আলোচনা উপস্থিত হয়। ইন্দ্রিয়-তর্পণের প্রলোভন আমাদিগকে অনেক সময় হিতাহিত-বিবেকরহিত করায়। তখন নিত্য বোধের প্রাধান্য মধ্যে মধ্যে বিদ্যুৎ প্রকাশের ন্যায় দৃশ্যপটে উদিত হইলেও বৈশিষ্ট্যদ্বিবিধের অবস্থান বিচার করিয়া আমাদের যোগ্যতায় অবস্থিতি সর্ব্বকালিকী, এরূপ অসমীচীন সিদ্ধান্ত আসিয়া উপস্থিত হয়। উহা আমাদের ভাগ্যহীনতার পরিচয় মাত্র।

লৌকিক অর্থ ও অনর্থের বিচার মাত্র করিয়াই আমরা পরমার্থ হইতে বঞ্চিত হই। আবার যখন কল্যাণাকাঙ্ক্ষী হইয়া যথেচ্ছাচারের মুক্তপ্রগ্রহ সঞ্চালনে বাধা প্রাপ্ত হই, তখন পরমার্থ বিচারের প্রাধান্য বলবান্ হয়। উদ্দাম-ইন্দ্রিয়ের তাড়নায় কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ ও মৎসরতা নামক রিপুষট্‌ক আমাদিগের উপর আধিপত্য বিস্তার করে। তাহাদের প্রবল উত্তেজনায় আমরা দিশাহারা পথিকের ন্যায় সুখলাভেচ্ছায় দশদিকে ভ্রমণ করিতে থাকি। এই ভ্রমণ যখন আমাদিগের উদ্দেশ্যের ব্যাঘাত কারক বলিয়া উপলব্ধি হয়, তখন অপরের উপদেশ-প্রাপ্তির লালসা সমৃদ্ধি লাভ করে। আমরা নিত্য অর্থ কোথায় এবং কিরূপ ভাবে পাওয়া যায়, তদ্বিষয়ে অনুসন্ধান করি। এই অনুসন্ধান-কালে যদি সৌভাগ্যক্রমে আমাদের নিকট শ্রীমদ্ভাগবতের অমোঘবাণী নিনাদিত হয় তাহা হইলে আমরা নানা অমঙ্গলময় বিচারের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাই। সেই শ্লোকটী ভবরোগ-যন্ত্রণায় অস্থির-চিত্ত, যথেচ্ছাচারী, বিপথগত জীবের একমাত্র ঔষধ-জ্ঞানে শ্রীবাসুদেব সার্ব্বভৌম মহাশয় একদিন লাভ করিয়াছিলেন। তাহা এই—

> তত্তেঽনুকম্পাং সুসমীক্ষ্যমাণো
> ভুঞ্জান এবাত্মকৃতং বিপাকম্।
> হৃদ্বাগ্‌বপুর্ভির্বিদধন্নমস্তে
> জীবেত যো মুক্তিপদে স দায়ভাক্॥

প্রাপঞ্চিক বিচারে প্রমত্ত জনগণ নিজ ইন্দ্রিয়জ-জ্ঞানের সহায়তায় ভাগ্যবৃদ্ধির অভিনয়কে পরম সমাদরে বরণ করেন। সেই কালে যদি নিত্য চিদানন্দময় বস্তু স্বীয় দয়া-শক্তির সুধা-সেচনে কার্পণ্য প্রদর্শন করেন, তাহা হইলে আর যথেচ্ছাচারী জীবের কোন প্রকার মঙ্গললাভের সম্ভাবনা থাকে না। তজ্জন্য পরম-করুণাময় ভগবান্ ইহ জগতে যথেচ্ছবিচরণে প্রলুব্ধ জনগণের মঙ্গলা-কাঙ্ক্ষা করিয়াই নানাবিধ দুঃখ লাভের যন্ত্র সাজাইয়া রাখিয়াছেন। ইহাতে নিত্যকাল যন্ত্রণা দেওয়া তাঁহার উদ্দেশ্য নহে। যন্ত্রণায় ভাষণ-মূর্ত্তি প্রদর্শন করাইয়া যথেচ্ছাচারী জীবের বোধোৎপত্তিকল্পেই এইরূপ ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির অভাবসমূহ প্রপঞ্চে সজ্জিত আছে। মূর্ত্ত যথেচ্ছাচারী মানব ভাগ্যক্রমে উপাস্য বস্তুর সন্ধান পাইয়া তাহার সেবার উদ্দেশে বিহিত চেষ্টা করিবার রুচি লাভ করিলেই অনর্থের হস্ত হইতে মুক্ত হইতে পারেন। সেইকালে তাঁহার সর্ব্বতোভাবে অভীষ্ট সিদ্ধি হয়। উপলব্ধিবিচারে গুণজাত জগৎ ভগবৎস্থান আবিষ্কার করিলে জীব কর্ম্মফল ভোগীর কর্ত্তৃত্বে স্থাপিত হন। এতাদৃশ বিচার আপাতমধুর ও পরিণাম বিষময় লক্ষ্য করিতে পারিলে বদ্ধজীবের ফলভোগ-আকাঙ্ক্ষার অকিঞ্চিৎকরতার উপলব্ধি-ক্রমে ফলভোগের তুচ্ছতা প্রবল হইয়া নির্ভেদ-ব্রহ্মানুসন্ধানরূপ জ্ঞান তাহার মুক্তি-পথের ব্যাঘাত করে। কোন সময়ে উহাকেই মুক্তিপথ বলিয়া তাঁহার বিবর্ত্ত উপস্থিত হয় তাদৃশ জ্ঞানের প্রয়াস পরিহার পূর্ব্বক ভগবৎ-করুণার কণা হৃদ্দেশে উদিত হইলে তিনি কর্ম্ম ও জ্ঞানাচরণের হস্ত হইতে মুক্ত হইয়া আত্মবৃত্তি নিত্য-ভক্তিতে অবস্থিত হন।

ভগবানের দয়া-শক্তির পরিচয় লাভ করিয়া মন্দপ্রসবিনী দয়াকে 'নিষ্ঠুরতা' বলিয়া জানিতে পারিলে, চৈতন্যচন্দ্রের বিখ্যাত উক্ত শ্লোকার্থ তাঁহাকে বৈষ্ণবের দাস্যে নিযুক্ত করাইয়া বিষ্ণুসেবার সাক্ষাৎ অধিকার প্রদান করে। তিনি তখন যথেচ্ছাচার মুক্ত হইয়া ভগবৎসেবায় তাঁহার নিজ কর্তৃত্ব সমর্পণ পূর্ব্বক শরণাগত হন। পরমকরুণ শ্রীনৃসিংহদেব প্রকৃষ্ট আহ্লাদ প্রদান করিবার জন্যই জগতে ইন্দ্রিয়পর ভোগিসম্প্রদায়ের সমক্ষে উদিত হইয়া তাহাদের ভোগ-চিন্তাস্রোতরূপ বক্ষের বিদারণ করেন। যে বক্ষ সর্ব্বদা হিরণ্য লাভ ও ইন্দ্রিয়তর্পণে প্রতিষ্ঠিত হইবার অভি-লাষী হইয়া অহঙ্কার-বিমূঢ়ভাবে স্বীয় অস্মিতা সংরক্ষণে যত্নবান্ ছিল, যে বক্ষ কাল্পনিক মুক্তি লাভের উদ্দেশে মায়াবাদ-বিচারে প্রমত্ত ছিল, সেই বক্ষের বিদারণ-লীলা দর্শন করিয়া প্রহ্লাদের বিষ্ণুসেবাধি-কারে বৈমুখ্য উপস্থিত হয় নাই। প্রহ্লাদ জানিয়াছিলেন যে, নিত্যকাল বিষ্ণুসেবা-বঞ্চিত জীবকুলই নির্ভেদ-ব্রহ্মানুসন্ধানরত এবং তাৎকালিক বিষ্ণুসেবা-বিমুখ জনগণ নশ্বর কর্ম্মফল লাভের যাত্রিমাত্র। তজ্জন্য তিনি বাহ্যপ্রজ্ঞাবশে বাহ্য জগতে রূপ-রস-শব্দ-গন্ধ-স্পর্শ বিচারে অভিভূত না হইয়া সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ অনাদি সর্ব্বাদি সর্ব্ব-কারণ-কারণ পরমেশ্বরের—গোবিন্দ-কৃষ্ণের সেবকাভিমানে স্বীয় নিত্য অস্মিতা উপলব্ধি করিয়াছিলেন। শ্রীমদ্ভাগবত একাদশ স্কন্ধ ২৩শ অধ্যায়ে কথিত ত্রিদণ্ডিভিক্ষুও ভক্তিসিদ্ধান্তে প্রতিষ্ঠিত হইয়া বিষয়মদ পরিহারপূর্ব্বক 'তৃণাদপি সুনীচ' 'তরুর ন্যায় সহিষ্ণুগুণ-সম্পন্ন' 'অমানী' ও 'মানদ' হইয়া সর্ব্বদা হরিসংকীর্ত্তন-মুখে জীবন যাপন করিবার অভিলাষে—

> ''এতাং সমাস্থায় পরাত্মনিষ্ঠাং
> অধ্যাসিতাং পূর্ব্বতমৈর্মহর্ষিভিঃ।
> অহং তরিষ্যামি দুরন্তপারং তমো
> মুকুন্দাঙ্ঘ্রি নিষেবয়ৈব॥

—এই গাথা তারস্বরে গান করিয়াছিলেন।

''ভাই যথেচ্ছাচারিন্, ভাই মন, প্রকৃতের সেবোন্মুখ হইও না। পণ্ডিত সজ্জন-মণ্ডলীর কৃপায় আস্থা স্থাপন কর। যাঁহারা বদ্ধ-মোক্ষবিৎ নামে, কাজে নহেন তাঁহাদিগকে পণ্ডিত ও সজ্জন বলিয়া কদাপি তাঁহাদের প্রলোভনে মুগ্ধ হইও না। সর্ব্বোত্তম মহা-ভাগবতগণ ত্রিতাপদগ্ধ জীবের নিকট ইহাই প্রার্থনা করেন। আর ত্রিতাপে নিষ্পীড়িত

বা কে

-:০:-

৩১। আমি 'ত্যাগী' অভিমান করিয়া স্ত্রীসঙ্গিগণকে ঘৃণার চক্ষে দেখি কিন্তু আমি বুঝি না যে কোন জীবই ঘৃণার পাত্র নহে তবে কৃষ্ণবিমুখ জীবের কৃষ্ণবিমুখতা, যোষিৎ-সঙ্গিগণের যোষিৎসঙ্গ বা নিজেকে ভোক্তা অভিমান ও স্ত্রীকে ভোগ্যরূপে দর্শন প্রভৃতি অসদাচারগুলিই ঘৃণ্য, আবার বৈধ বা অবৈধ-স্ত্রীতে আসক্তি ব্যতীতও যে বহু-প্রকারে স্থূল বা সূক্ষ্মভাবে যোষিৎসঙ্গ হইতে পারে সেচিন্তা আমি করি না, সে বিষয়ে আমি সতর্ক হই না। মুহূর্ত্তের জন্যও নিরপেক্ষ হইয়া বিচার করিলে দেখা যায়—অর্থের জন্য রক্ষিত তহবিলটী, অনিত্য-কণভঙ্গুর শৃগাল-কুকুরের ভক্ষ্য এই দেহটী, বসনভূষণাদি এমন কি ডোর-কৌপীন পর্য্যন্ত আমার নিকট যোষিদ্রূপে বর্ত্তমান অর্থাৎ নিজেকে ভোক্তা অভিমান করিয়া ঐ সকলকে ভোগ্যরূপে দর্শন করায় এবং ঐ সকলে আসক্তচিত্ত হওয়ায় আমারও অন্য প্রকারে সর্ব্বক্ষণ যোষিৎসঙ্গই হইতেছে। কারণ ঐ সকলে আসক্তচিত্ত হওয়ায় কৃষ্ণ-বিস্মৃতিরূপ ফলই লাভ করিতেছি সুতরাং আমি বৈরাগীর বেশেও যোষিৎসঙ্গী বা মর্কট-বৈরাগী। অতএব সোজাসুজি স্ত্রীসঙ্গিগণের অপেক্ষাও আমার অনেক আচরণ ঘৃণ্য।

৩২। আমার এমনই দুর্দ্দৈব যে শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মের মূর্ত্তিমান্ আদর্শের, শ্রীগুরুদেবের নিষ্কপট সেবকগণের, বিপ্রলম্ভ-সেবকগণের জ্বলন্ত আদর্শের দিকে আমার দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় না, তাহাদের অনুসরণ জন্য রুচাবিশিষ্ট হই না, কেবল অনুকরণ করিয়া বঞ্চিত হই, আর একদিকে রামচন্দ্র-পুরী, ছোট হরিদাস, কালাকৃষ্ণদাস (শ্রীমন্-মহাপ্রভুর দাক্ষিণদেশে ভ্রমণের সঙ্গী বা ভৃত্য) ও ঈশান (বৃন্দাবনপথে শ্রীল সনাতন গোস্বামীর সঙ্গী বা ভৃত্য) প্রভৃতির ন্যায় চিত্তভ্রান্তিবিশিষ্ট সেবকব্রুবগণের অসদাচারের আদর্শগুলিই আমার বড় আদরের হয়, আমি তাহাদের অসদ্-আদর্শগুলি গ্রহণ পূর্ব্বক বঞ্চিত না হইয়া থাকিতে পারি না। কোন বৈষ্ণবঠাকুর কৃপাপূর্ব্বক আমার

হইয়া বদ্ধজীব ইহার বিপরীত বিচারের প্রলাপ বকিতে থাকে। তখন সে মনে করে, জগতের কল্যাণাকাঙ্ক্ষী অদ্বয়জ্ঞানময় শ্রীগুরু-দেব ও সর্ব্বক্ষণ প্রকৃত সেবাভিলাষী ভগবদ্-ভক্তগণ অসজ্জন। সুতরাং সে কুদার্শনিককে 'সজ্জন' 'দার্শনিক' বলিয়া কেনই বা না আস্থা স্থাপন করিবেন, তথাকথিত সমন্বয়ের কুবিচার গ্রহণ করিয়া কর্ম্মকাণ্ড ও নির্ভেদ-জ্ঞানরত না হইবেন, আর কেনই বা না ভক্তির পথ পরিত্যাগ করিবেন?

দুর্ব্বলগুলি দেখাইয়া দিলে আমি শেষোক্ত আদর্শ দেখাইয়া নিজেকে নির্দ্দোষী প্রমাণ করিবার চেষ্টা করি।

———

৩৩। নিষ্কপট সেবকগণ শ্রীশ্রীগুরু-বৈষ্ণবের সেবা-সুযোগ-লাভের জন্য সময় প্রতীক্ষা করেন এবং কোন সেবা সুযোগ লাভ করিলে নিজেকে ধন্য জ্ঞান করেন কিন্তু আমার বিচার তাহার ঠিক বিপরীত। আমি অহঙ্কারবিমূঢ় হইয়া ভাবি যে—"সেবাকার্য্য করিয়া আমি তাঁহাদিগকেই ধন্য করিয়া দিতেছি, আমি সেবাকার্য্যে 'ইস্তফা' দিলে তাঁহারা আমার অভাবে বিশেষ অসুবিধায় পড়িবেন, আমার স্থলে অন্য কোন উপযুক্ত সেবক পাইবেন না সুতরাং সেবাকার্য্যের বিশেষ বিশৃঙ্খলা হইবে এবং তখনই তাঁহারা আমার মাহাত্ম্য বুঝিতে পারিবেন!" এইরূপ বিচার করিয়া সময় সময় সেবাকার্য্যে ইস্তফা দিবার সঙ্কল্প করি বা সঙ্কল্পটী কার্য্যে পরিণত করিবার ধৃষ্টতা করি। আত্মেন্দ্রিয় প্রীতি-বাঞ্ছারূপ কাম ও সেবার বৈশিষ্ট্য বুঝিতে না পারিয়া কখনও বলি—আমাকে যে সেবার ভার দিয়াছেন বা দিতেছেন তাহা আমি করিতে পারিব না; যদি আমাকে অমুক সেবার (?) ভার দেন তবে আমি করিব। মাদৃশ নগণ্য শত সহস্র সেবক-ব্রুব থাকিলেই কি, আর না থাকিলেই বা কি? তাহাতে বৈষ্ণবগণের কি আসে যায়? তাঁহারা কেবল জীবে দয়ার বশবর্ত্তী হইয়াই এ হেন অধমকেও স্থান দেন, ইহা আমি দুর্দ্দৈববশতঃ বুঝি না।

পরিক্রমায় আহ্বান

শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম মায়াপুর

১লা মাঘ, ১৩৪০ সাল

বিপুলবৈষ্ণবসম্মানপূর্ব্বিকা বিজ্ঞপ্তিরিয়ম্—

আগামী ৭ই ফাল্গুন, ১৯শে ফেব্রুয়ারী সোমবার হইতে নয়দিবসকাল শ্রীধাম নবদ্বীপের নয়টি দ্বীপ পরিক্রমা করা হইবে। কৃপা করিয়া পরিক্রমায় যোগদান করিলে পরমানন্দের বিষয় হয়। স্বয়ং যোগদান করিবার সুযোগ না হইলে এই ভক্তির অনুষ্ঠানে দ্রব্য ও অর্থাদির দ্বারা সহায়তা করিলেও তাদৃশ ভক্ত্যঙ্গের ন্যূনাধিক সাধন-ফল-লাভ ঘটে। ধারাবাহিক পরিক্রমার বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল। ইতি—

শ্রীঅতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী), শ্রীরামগোপাল বিদ্যাভূষণ (এম্-এ), শ্রীনিশিকান্ত সান্যাল (এম্-এ) শ্রীহরিপদ বিদ্যারত্ন (এম্-এ, বি-এল) ও শ্রীকুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ—শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার সম্পাদকগণ।

(১) অন্তর্দ্বীপ (শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীগৌরজন্মভিটা, শ্রীবাস ও শ্রীধরের অঙ্গনদ্বয়, চাঁদকাজীর সমাধি ও শ্রীঅদ্বৈত-ভবন)—৭ই ফাল্গুন ১৯শে ফেব্রুয়ারী, সোমবার।

(২) সীমন্তদ্বীপ (সীমুলিয়া, সরডাঙ্গা, শোণডাঙ্গা, মেঘার চর, বেলপুকুর)—ফাল্গুন, ২০শে ফেব্রুয়ারী, মঙ্গলবার।

(৩) গোদ্রুমদ্বীপ (গাদিগাছা, মহেশগঞ্জ, সুবর্ণবিহার, স্বরূপগঞ্জ, হরিহরক্ষেত্র, দেপাড়া)—৯ই ফাল্গুন, ২১শে ফেব্রুয়ারী, বুধবার।

(৪) মধ্যদ্বীপ (মাজিদা, হাটডাঙ্গা, আনন্দবাস, বামনপুরা) ১০ই ফাল্গুন, ২২শে ফেব্রুয়ারী, বৃহস্পতিবার।

(৫) কোলদ্বীপ (সহর নবদ্বীপ, গদখালীর কোল ও চর, তেঘরির কোল, কোল আমাদ, কোলেরগঞ্জ, কোলের দহ)—১১ ফাল্গুন, ২৩শে ফেব্রুয়ারী, শুক্রবার।

(৬) ঋতুদ্বীপ (রাহুতপুর, চম্পাহট্ট বা চাঁপাহাটীতে শ্রীগৌরগদাধরের শ্রীমন্দির)—১২ই ফাল্গুন, ২৪শে ফেব্রুয়ারী, শনিবার।

(৭) জহ্নুদ্বীপ (বিদ্যানগর, জান্নগর)—১৩ই ফাল্গুন, ২৫শে ফেব্রুয়ারী রবিবার (একাদশী)।

(৮) মোদদ্রুমদ্বীপ (মামগাছি, অর্কটিলা বা একডালা, মাতাপুর)—১৪ই ফাল্গুন ২৬শে ফেব্রুয়ারী সোমবার। (শ্রীগোবিন্দ-দ্বাদশীর উপবাস)

(৯) রুদ্রদ্বীপ (রুদ্রপাড়া, শঙ্করপুর, ইন্দ্রাকপুর, গঙ্গের ডাঙ্গা)—১৫ ফাল্গুন, ২৭শে ফেব্রুয়ারী, মঙ্গলবার।

১৬ই ফাল্গুন, ২৮শে ফেব্রুয়ারী বুধবার হইতে দিবসত্রয় শ্রীধাম মায়াপুর যোগপীঠে শ্রীশ্রীগৌর-জন্মোৎসব হইবে।

লণ্ডন গৌড়ীয়মঠে শ্রীশ্রীব্যাসপূজা

লণ্ডন গৌড়ীয়মঠের সেবকগণের উদ্যোগে গত ২রা ফেব্রুয়ারী লণ্ডনের পার্কলেনস্থ 'গ্রস্‌ভেনর হাউসে' শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের ষষ্টিবর্ষপূর্ত্তি আবির্ভাবোৎসব সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়াছে, এই সংবাদ পাঠকগণ রয়টারের ২রা ফেব্রুয়ারীর তারের সংবাদে পাইয়াছেন। এই উৎসবোপলক্ষে উক্ত প্রাসাদে অনুষ্ঠিত সুমহতী সভায় মহামান্য 'দি মার্ক্যুয়েস্ অব্ জেট্‌ল্যাণ্ড' জি সি এস্-আই, জি-সি-আই-ই মহোদয় সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। তিনি ও বর্দ্ধমানের মহারাজ তাঁহাদের বক্তৃতায় মুক্তকণ্ঠে বলিয়াছেন যে, নিত্য-শান্তিকামী জগদ্বাসীর কল্যাণার্থ শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচার জগতের প্রতি বিধাতার আশীর্ব্বাদ-রূপেই আবির্ভূত হইয়াছেন। এই সংবাদও পাঠকগণ রয়টারের তারেই পাইয়াছেন। এক্ষণে উৎসবের অন্যান্য সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইতেছে।

সর্ব্বপ্রথমে লণ্ডন গৌড়ীয়মঠের রক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয়বন মহারাজ ভারতীয় সঙ্গীত-সুরে নিম্নলিখিতা প্রার্থনাময়ী উদ্বোধন-গীতিটী কীর্ত্তন করেন।

OPENING PRAYER

1. When will that day be mine…
   When, my offence ceasing,
   The relish for the pure Name
   Will be communicated to my heart by the mercy of the Name
2. Deeming myself more lowly than the blade of grass,
   Summoning in my heart the quality of patience.
   Offering honour to all, desiring none for myself,
   I shall taste the essence of the mellowness of the Name.
3. Wealth, following, the beautiful maid of poesy
   I shall not ask from Thee for making me happy.
   May Thou, O Gaur-Hari, give me at every birth
   Causeless devotion to Thy Feet.
4. In articulating the Name of Sree Krishna,
   The hairs of my body will be startled, my voice grow thick,
   Pallor and shivering will manifest themselves,
   And tears constantly overflow my eyes.
5. Oh, when at Nabadwip, by the bank of the stream,
   Guilelessly calling upon the Name of Gaur Hari,
   I shall roam about, running, dancing, singing,
   Giving up all thought, like one mad?
6. Oh, when will my Master out of pity,
   Free me from the temptations of the world,
   Afford me the shade of his own feet,
   And give me access to the Mart of the Name?
7. Oh, when will kindness for all souls manifest itself!
   And, forgetting his own pleasure, with a lowly heart,
   By the method of humble persuasion, this servant
   Will set out to preach the Divine Command?

———

সঙ্গীতের পর স্বামীজী একটী সংক্ষিপ্ত সারগর্ভ বক্তৃতায় শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের প্রচার-বৈশিষ্ট্য কীর্ত্তন করেন। তাহাতে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ জগদ্বাসীর নিত্যকল্যাণ-বিধানার্থ নিত্য-ভগবৎসেবার নব নব বৈচিত্র্য যে-প্রকারে বিবিধ উপায়ে প্রদর্শন করিতেছেন তাহা সুন্দররূপে ব্যক্ত হইয়াছে। স্বামীজীর পর বর্দ্ধমানের মহারাজাধিরাজ জি-সি-আই-ই, কে-সি-এস্-আই, আই-ও-এম্ বাহাদুর বক্তৃতা প্রদান করেন। তৎপর সভাপতি মহামান্য 'দি মার্ক্যুয়েস্ অব্ জেট্‌ল্যাণ্ড' জি-সি-এস্-আই, জি-সি-আই-ই মহোদয় বক্তৃতা করেন। অতঃপর মিঃ এফ্, এইচ্, ব্রাউন সি-আই-ই মহোদয় গৌড়ীয়মঠের পক্ষ হইতে সকলকে ধন্যবাদ প্রদান করেন। অতঃপর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ, শ্রীপাদ সম্বিদানন্দ দাস এম্-এ, ভক্তিশাস্ত্রী ও শ্রীপাদ রাসবিহারী ব্রহ্মচারী ভক্তিজ্যোতিঃ প্রমুখ বৈষ্ণবগণ সমস্বরে 'গুর্ব্বষ্টক' কীর্ত্তন করেন। কীর্ত্তনান্তে সকলকে বিচিত্র মহাপ্রসাদ প্রদান করা হইয়াছিল।

———

গৌর যে শিখাল নাম সেই নাম গাও। অন্য সব নাম-মাহাত্ম্য সেই নামে পাও॥

শ্রীমায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ ও শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত

শ্রীচৈতন্য ভাগবত

বিরাট্ দ্বিতীয় সংস্করণ

গৌড়ীয়াচার্য্যভাস্কর প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ কর্ত্তৃক গৌড়ীয়ভাষ্য ও বিবৃতিসহ প্রকাশিত। সংস্কৃত শ্লোক সমূহের অন্বয়, অনুবাদ ও ব্যাখ্যা সন্নিবেশিত। প্রতি অধ্যায়ের কথাসার, অধ্যায়-সূচী, শ্লোক-সূচী, পয়ার-সূচী, স্থান-সূচী, পাত্র-সূচী, ও গ্রন্থকার শ্রীল বৃন্দাবন দাস গোস্বামীর জীবনী প্রভৃতি মহামূল্য-রত্নে অলঙ্কৃত।

ভিক্ষা—সর্ব্বসাধারণের সুবিধার জন্য বর্ত্তমানে ১২৲ স্থলে মাত্র ৬৲ ছয়টাকা নির্দ্ধারিত হইয়াছে।

প্রাপ্তিস্থান—

১। শ্রীচৈতন্যমঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

২। শ্রীগৌড়ীয় মঠ পোঃ বাগবাজার কলিকাতা,

স্মবর্ণ সুযোগ। স্মবর্ণ সুযোগ।।

সরস্বতী জয়শ্রী

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের জীবনচরিত

আগামী শ্রীশ্রীব্যাসপূজা-বাসরে শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণবসম্প্রদায়ৈক-সংরক্ষক ও শ্রীগৌড়ীয়মঠের মূল মহাপুরুষ প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের ভুবনমঙ্গল জীবনচরিত—“সরস্বতী-জয়শ্রী” প্রকাশিত হইবেন। এই গ্রন্থরত্নে বিবিধ চিত্র,মানচিত্র ও হস্তাক্ষর-সম্বলিত পরমশিক্ষা-প্রদ বিষয় সন্নিবেশিত থাকিবে। গ্রন্থের কলেবর রয়াল আটপেজী সাইজের ন্যূনাধিক পাঁচশত পৃষ্ঠা হইবে। নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক মাত্র ছাপা হইতেছে, সুতরাং আশু,সত্বর নিম্ন ঠিকানায় গ্রাহক-শ্রেণীভুক্ত হউন।

কার্য্যাধ্যক্ষ, গ্রন্থ-বিভাগ,

শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

কালেক্টর সাহেবের পত্র

কালেক্টর সাহেবের কুঠি,

কৃষ্ণনগর,

২৩শে জানুয়ারী, ১৯৩৪।

মহাশয়,

সম্প্রতি প্রচণ্ড ভূমিকম্পে আমাদের দেশবাসীর যেরূপ ক্ষতি হইয়াছে সে সংবাদ সকলে অবগত আছেন। দুঃস্থ ব্যক্তিগণের সাহায্যার্থে মহামান্য বড়লাট সাহেব আপনাদের নিকট যে আবেদন করিয়াছেন তাহার অনুবাদ নিম্নে প্রদত্ত হইল। ঐ আবেদন যতদূর সম্ভব সর্ব্বসাধারণের নিকট প্রচার করিবেন।

এই মহদুদ্দেশ্যে যিনি যেরূপ সাহায্য করিবেন তাহাই সাদরে গৃহীত হইবে। যদি সাহায্যের পরিমাণ অল্প বিধায় কেহ উহা স্বয়ং দিল্লীতে পাঠাইতে কুণ্ঠিত হন তাহা হইলে তিনি উহা নিঃসঙ্কোচে আমার নিকট পাঠাইতে পারেন।

এইচ. সেন্স,

ম্যাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর নদীয়া।

২৩. ১. ৩৪.

মহামান্য বড়লাট বাহাদুরের টেলিগ্রামের সংক্ষিপ্ত অনুবাদ।

—:০:—

“গত সোমবার ১৫ই জানুয়ারী অপরাহ্ণে প্রচণ্ড ভূ-কম্পনের ফলে যে বহুসংখ্যক দেশবাসীর উপর বিশেষতঃ বিহার ও উড়িষ্যা প্রদেশে সম্প্রতি যে ভীষণ বিপৎপাত হইয়াছে তাহার প্রকৃত বিবরণ অদ্যাবধি পাওয়া যায় নাই। ইহা বলিলে অণুমাত্র অত্যুক্তি হয় না যে, উহাতে আতঙ্কজনক প্রাণহানি, অসংখ্য গৃহ ভূমিসাৎ এবং বিস্তীর্ণ ভূ-খণ্ডের বহু সম্পত্তি ও দ্রব্যাদি বিধ্বস্ত ও লুপ্তপ্রায় হইয়াছে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, এই ভীষণ দুর্দ্দিনে এতদ্দেশীয় সকল শ্রেণীর অধিবাসিবৃন্দের সহানুভূতির দ্বারা দুঃস্থ ও বিপন্ন লোকদিগের প্রতি সমর্থিত হইবে ও তাহাদের দুঃখ বিমোচনের সকল প্রচেষ্টা সর্ব্বসাধারণে সাদরে গ্রহণ করিবেন। এতদুদ্দেশ্যে আমি “ভাইসরয়ের ভূমিকম্প ভাণ্ডার” নামে একটী অর্থ-ভাণ্ডার প্রতিষ্ঠিত করিতে মনস্থ করিয়াছি। সমস্ত সাহায্য ভাইসরয়ের প্রাইভেট সেক্রেটারীর নিকট (ভাইসরয়ের হাউস নিউ দিল্লী) অথবা বাংলা-প্রেরিত হইলে ও তারযোগে পাঠাইবার “ভাইলেভেন” সাংকেতিক হইতে স্বীকৃত হইবে।”

রেলওয়ে সময়

ই, বি, আর দিয়া শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইবার ট্রেণ তালিকা

কলকাতা	ছাঃ	০—৬,	৭—১৬,	১৪—১৪	১৬—৫৬,	২২—২৬
রাণাঘাট	ছাঃ	৫—৫০,	৯—৪৬,	১৬—৪৮,	১৮—৩৯,	০—৩২
কৃষ্ণনগরসিটি	পৌঃ	৬—২৮,	১০—২১	১৭—২৮	১৯—১৫	১—১৪
গাড়ী বদল	ছাঃ	৬—৪৫,	১০—৪৪,	১৩—২২,	১৭—৩৮,	২০—১৬
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৭—২৪,	১১—২১,	১৪—০,	১৮—১,	২০—৪৭
নবদ্বীপঘাট	পৌঃ	৭—৩৩,	১১—৩০,	১৪—৯,	১৮—১৬,	২০—৫৫

মহেশগঞ্জ ষ্টেশন হইতেও শ্রীধাম-মায়াপুরে যাওয়া যায়।

ই, বি. আর. দিয়া শ্রীধাম-মায়াপুর যাইবার ট্রেণ-তালিকা

ছাঃ	৬—৪৬	১২—৪৬	১৭—৪৬	১৮—৩৬
ছাঃ	৮—২৩	১৪—১১	১৮—৪৭	১৯—৪৩
পৌঃ	১০—২২	১৬—১৪	২০—৪৬	২১—৩৭

সহর নবদ্বীপ হইতে গঙ্গা পার হইয়া পূর্ব্বপারে প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইতে হইবে।

কৃষ্ণনগর নবদ্বীপঘাট রেলওয়ে সময়

কৃষ্ণনগর হইতে নবদ্বীপঘাট

কৃষ্ণনগর সিটি—	৬-৪৫	১০-৪৪	১৩-২২	১৭-৩৮	২০-১৬
কৃষ্ণনগর রোড—	৬-৫৬	১০-৫৫	১৩-৩৩	১৭-৪৭	২০-২৫
আমঘাটা—	৭-১৫	১১-১৩	১৩-৫১	১৮-৩	২০-৪১
মহেশগঞ্জ—	৭-২৪	১১-২১	১৪-০	১৮-১	২০-৪৭
নবদ্বীপঘাট —	৭-৩৩	১১-৩০	১৪-৯	১৮-১৬	২০-৫৫

বিশেষ দ্রষ্টব্য—নবদ্বীপঘাট ষ্টেশন অপেক্ষা মহেশগঞ্জ ষ্টেশন হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরের দূরত্ব অনেক কম। শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে যাঁহাদিগকে রাণাঘাটে ট্রেণ বদল করিতে হয়, তাঁহারা রাণাঘাটে প্রাতঃ ৫-৫০,৮-১৪, ৯-৪৬, ১৬-৪৮,১৮-৩৯ এবং ০-৩২ মিনিটের সময় গাড়ী পাইবেন।

শান্তিপুর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে শান্তিপুর ষ্টেশনে ৫-৪০,৯-২৯, ১২-২৫,১৬-৩ এবং ১৮-৪১ মিনিটের সময় ট্রেণ পাওয়া যায়।

নবদ্বীপঘাট হইতে কৃষ্ণনগর

নবদ্বীপ ঘাট—	৫-৩৫	৯-২৫	১২-১০	১৫-৪	১৮-৪৫
মহেশগঞ্জ—	৫-৪৩	৯-৩১	১২-১৯	১৫-৪৩	১৮-৫৬
আমঘাটা—	৫-৫৯	৯-৩৯	১২-২৬	১৫-৪৮	১৯-৫
কৃষ্ণনগর রোড—	৬-৫	৯-৫৫	১২-৪৩	১৬-৪	১৯-২৪
কৃষ্ণনগর সিটি—	৬-১৩	১০-৩	১২-৫১	১৬-১২	১৯-৩৩

কাথিয়াওয়াড় মেল হইতে চুরি

আমেদাবাদ হইতে প্রকাশ কাথিয়াওয়াড় মেল হইতে কতকগুলি সোণাখণ্ড লইয়া চম্পট দেওয়ার অভিযোগে অভিযুক্ত কয়েকজন আসামীর সন্ধান করিবার উদ্দেশ্যে রেলওয়ে পুলিস তদন্তে ব্যস্ত আছে।

ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, ঐ মেলের কমকগুলি পার্শেলে ঐ সোণাখণ্ডগুলি ছিল। সুরাট ও আনন্দ মধ্যবর্ত্তী স্থানে দুর্বৃত্তগণ ঐগুলি লইয়া চম্পট দেয়। ট্রেণের গার্ড বরোদায় ঐ ঘটনার কথা জানিতে পারিয়া পুলিশে খবর দেন।

করবন্ধ আন্দোলন প্রচারের অভিযোগ

চুঁচুড়া হইতে প্রকাশ, বিভিন্ন স্থানের জনসাধারণের নিকট করবন্ধ আন্দোলন প্রচারের অভিযোগে শ্রীযুত ভূপালচন্দ্র বসু গ্রেপ্তার হন। আরামবাগের মহকুমা হাকিম ভূপাল বাবুকে সাধারণ নিরাপত্তা আইনের ২৩ ধারানুসারে দোষী সাব্যস্ত করিয়া তাঁহার প্রতি ৬ মাসের সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ দিয়াছেন।

নেপাল কর্ণেলের জননী

কলিকাতা হইতে প্রকাশ যে, কাটমুণ্ডু ভূমিকম্পের ফলে কর্ণেল চন্দ্র জং থাপার মাতা নিহত হইয়াছেন। কর্ণেল থাপা মি-আই ই কিছুদিন যাবৎ বিলাতে নেপাল সরকারের দূতরূপে অবস্থান করিতেছিলেন। বর্ত্তমানে তিনি কলিকাতায় আছেন। প্রকাশ যে, ঐ ৬৮ বৎসর বয়স্কা মহিলার মৃতদেহ ধ্বংসস্তূপ হইতে বাহির করা হইয়াছে।

নেপাল প্রধান মন্ত্রীর সফর

কাঠমাণ্ডু হইতে প্রকাশ, নেপালের প্রধান মন্ত্রী সফরে বাহির হইয়াছেন। তিনি রাজ্যের পশ্চিম অঞ্চল হইতে ভূমিকম্প বিধ্বস্ত স্থানগুলি পরিদর্শন করিয়া বীরগঞ্জে পৌঁছিয়াছেন। ভূকম্পন পীড়িত অধিবাসীদের সাহায্যের জন্য তিনি আদেশ দিয়াছেন।

শুনা যাইতেছে যে, বীরগঞ্জ জেল হইতে ১১৩ জন কয়েদীকে বিনাসর্ত্তে মুক্তি দেওয়া হইয়াছে।

প্রকাশ—মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস হইতে—ডাঃ কুঞ্জবিহারী ব্রহ্মচারী ভক্তিভূষণ বিদ্যাভূষণ এম, এ, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

তারের ঠিকানা— "শ্রীধাম" নবদ্বীপ
ডাকের ঠিকানা—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

দৈনিক

REG. C1544

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩৷৹
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র।

নদীয়া-প্রকাশ
THE NADIA-PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপাত্র

সাধারণের হার
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৷৹
মাসিক ১৲
নগদ বর্ত্তমান সংখ্যা ৵৹

৮ম খণ্ড | সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বেদান্তবাচস্পতি | ২৮৫শ সংখ্যা

দেওয়ানের মহারাজের অনশনে ৪০ দিন

পণ্ডিচেরী হইতে প্রকাশ, দেওয়ানের মহারাজের অনশনব্রতের ৪০ দিন। যদিও মহারাজ অনশন আরম্ভ করিবার পূর্ব হইতেই শারীরিক অসুস্থ ছিলেন, তথাপি তাঁহার আধ্যাত্মিক শক্তি বলে তিনি এখনও নিরাপদ আছেন। যদিও তিনি অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছেন, তথাপি অনশনভঙ্গ করিবেন না বলিয়া তিনি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। তিনি সময় সময় সামান্য জল, দুধ ও ফল মাত্র গ্রহণ করেন। সুতরাং ইহা মোটেই আশ্চর্য্যের বিষয় নহে যে, এইভাবে অধিক দিন চলিলে তাঁহার জীবন সংশয় হইবে।

মেয়রের পাটনায় প্রত্যাবর্ত্তন

শ্রীযুক্ত সন্তোষকুমার বসু বিমানপোতযোগে দ্বারবঙ্গ, লাহেরিয়া, সরাই ও মজঃফরপুর পরিদর্শন করিয়া কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন। সীতামারী ও মোতিহারীতে বিমানপোত নামিবার কোন স্থান না থাকায় বিমানপোতে থাকিয়া তাঁহাকে ঐ দুই সহর পর্য্যবেক্ষণ করিতে হইয়াছিল। তিনি বিবেচনা করেন যে, এই সহর দুইটী সম্পূর্ণরূপে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছে।

বর্ত্তমান ব্যবস্থানুসারে মেয়র মহাশয় আজে মুঙ্গের যাত্রা করিবেন এবং তথা হইতে সত্বর কলিকাতা রওনা হইবেন।

[illegible] ষ্টোভ্যারী জ্বালে বিপত্তি

[illegible] বিভাগের জনৈক কন্ট্রাক্টরের [illegible] স্ত্রীলোক বালক স্টোভ জ্বালাইয়া রান্না করিতেছিল, এমন সময় তাহা হঠাৎ বিস্ফোরিত হইয়া যায় এবং তাহার ফলে স্ত্রীলোক দুইজন ও একটি বালক গুরুতররূপে দগ্ধ হয়। বালকটী নিকটেই দাঁড়াইয়া ছিল। আহতগণকে হাঁসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়, তথায় বালকটির মৃত্যু হইয়াছে। স্ত্রীলোক দুই জনের অবস্থা সঙ্কটাপন্ন।

জব্বলপুরে শীতের প্রকোপ

৪৮ ঘণ্টাকাল গরমের পর গত তিন দিন যাবৎ জব্বলপুরের তাপ মাত্র ৩০ ডিগ্রী নামিয়া গিয়াছে। শীতের প্রকোপ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তুষারপাতও হইতেছে। ফলে পার্শ্ববর্ত্তী গ্রাম সমূহের "মসুর" ও অড়হর ফসলের গুরুতর ক্ষতি হইয়াছে।

স্কুল ঘরে চুরি

গত ২৯শে জানুয়ারী রাত্রে পাটগ্রাম স্কুলের লাইব্রেরী ও অফিস ঘর হইতে প্রায় শতাধিক টাকা মূল্যের পুস্তক ও একটী ঘড়ি চুরি যায়। কর্ত্তৃপক্ষ চুরির কোনরূপ অনুসন্ধান করিতে না পারিয়া থানায় সংবাদ দেন। পুলিশ সন্দেহ করিয়া পরিমল দাশগুপ্ত ও অমূল্য-সরকার নামক উক্ত স্কুলের দুইটী ছাত্রকে গ্রেপ্তার করে। প্রকাশ যে, ছাত্র দুইটী প্রথম শ্রেণীর ছাত্র এবং টেষ্ট পরীক্ষায় অকৃতকার্য্য হওয়ায়, ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার জন্য প্রেরিত হয় নাই। কয়েকখানি পুস্তক এবং ঘড়িটী উদ্ধার হইয়াছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে।

ধৃত ছাত্র দুইটীকে বিচারবিভাগীয় তদন্ত সাপেক্ষে জামীনে মুক্তি প্রদান করা হইয়াছে।

অত্যাশ্চর্য্যরূপে প্রাণরক্ষা

ভূমিকম্পের সময় নানা স্থানে যে সকল অত্যাশ্চর্য্য ঘটনা ঘটিয়াছিল, তাহার সংবাদ এখন জানা যাইতেছে। অতি আশ্চর্য্যজনকভাবে একজন উকীলের প্রাণরক্ষা হইয়াছে। তিনি বসিয়াছিলেন, এমন সময় ভূপৃষ্ঠ প্রচণ্ড বেগে ফাটিয়া যায়; তিনি ঐ ফাটলের মধ্যে পতিত হন। সঙ্গে সঙ্গেই তিনি অতলে তলাইয়া যান। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, পর মুহূর্ত্তেই ঐ ফাটল দিয়া প্রবল জলস্রোত নির্গত হয় এবং ভূগর্ভে অদৃশ্য উকীল বাবু বহির্দ্দেশে উপস্থিত হন। চাপ লাগিয়া তাহার শরীরের নানা স্থানে ক্ষত বিক্ষত হইলেও তিনি প্রাণে বাঁচিয়াছেন।

কোনও জেলার ভারপ্রাপ্ত ম্যাজিষ্ট্রেট ভ্রমণে বাহির হইয়াছিলেন। এই সময় ভূমিকম্প হয়। তিনি যেস্থানে ছিলেন তথায় জল উঠিয়া পুরা দস্তুর প্লাবন দেখা দেয়। সৌভাগ্যের বিষয় এই যে, অল্প সময়ের মধ্যেই জল শুকাইয়া যায়। অতঃপর তিনি অগ্রসর হইয়া দেখেন যে, অন্যত্র স্থানেও জল জমিয়াছে। এই জল কর্দ্দমাক্ত এবং গন্ধকের গন্ধযুক্ত। একটী গ্রামে পৌঁছিয়া জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট দেখেন যে, একটি কূপ হইতে এত জোরে জল উঠিতেছে যে, জলধারা বাড়ীর ছাদ পর্য্যন্ত পৌঁছিতেছে। পরে হাঁটিয়া এবং কোন কোন স্থান নৌকায় অতিক্রম করিয়া পাঁচ দিনে তিনি হেড কোয়ার্টারে পৌঁছিতে সমর্থ হন।

ঢাকার মৃত পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট

ঢাকা হইতে প্রকাশ, ঢাকার ডি পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মিঃ এল, সি, গ্রাসবিকে গত ৩রা ফেব্রুয়ারী রাত্রে তাঁহার বাংলোয় মৃত অবস্থায় দেখা যায়। তাঁহার স্মৃতির প্রতি সম্মান প্রদর্শন জন্য ফৌজদারী আদালত সমূহ বন্ধ ও ঘোড়দৌড় স্থগিত রাখা হয়। ইউরোপীয়ানদের সমাধিক্ষেত্রে সামরিক সম্মানের সহিত তাঁহার মৃতদেহ সমাহিত করা হয়।

মৃত্যু রাত্রের শোচনীয় ঘটনার যে বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে প্রকাশ, মিঃ গ্রাসবি নৈশ ভোজনের জন্য পরিচ্ছদ পরিবর্ত্তন করিবার পর তাঁহার শয়নকক্ষে প্রবেশ করেন এবং মাথায় গুলী করিয়া আত্মহত্যা করেন। মিসেস গ্রাসবি আর একটী ঘরে ছিলেন, গুলীর আওয়াজ শুনিয়া তিনি চীৎকার করিতে করিতে ছুটিয়া আসেন। ইহাতে পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মিঃ জি, এইচ ম্যাথুজের মনোযোগ আকৃষ্ট হয়। জেলা জজ মিঃ ?, এন সেনও গুলীর আওয়াজ শুনিয়া বাহিরে বাহির হন এবং উভয়েই মিঃ গ্রাসবির বাংলোয় গিয়া তাঁহাকে মৃত অবস্থায় দেখেন।

জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ জি, বি, এস, প্রাক মৃত্যু সম্বন্ধে তদন্ত করেন এবং আত্মহত্যা বলিয়া সিদ্ধান্ত করেন।

অপরাহ্ণে গ্যারিসন গার্ড অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন করেন। পুলিশের ডেপুটি ইনস্পেক্টর জেনারেল মিঃ আর এম রাইট, মিঃ ম্যাথুজ, ক্যাপ্টেন ওয়েষ্ট ও অতিরিক্ত পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মিঃ আবদুল রসিদ খাঁ শবাধার বহন করিয়াছিলেন।

শ্রীধামের আবহাওয়া

২রা ফেব্রুয়ারী শুক্রবার প্রাতঃকাল ৮টা হইতে শনিবার ৩রা ফেব্রুয়ারী প্রাতঃকাল ৮টা পর্য্যন্ত ২৪ ঘণ্টার মধ্যে শ্রীধাম-মায়াপুরে আকাশ পরিষ্কার, সর্ব্বোচ্চ উত্তাপ ৭০ ডিগ্রী। নিম্নতম উত্তাপ ৪০ ডিগ্রী। বঙ্গদেশে ইহাই নিম্নতম উত্তাপ।

ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

২৫শে মাঘ বৃহস্পতিবার, ১৩৬০

অত্যন্ত দুঃখের বিষয়, কাশ্মীর রাজ্যে পুঞ্চ রাজ্যের মুসলমানগণ নাকি অশান্ত হইয়া উঠিয়াছেন। কাশ্মীরের বিখ্যাত মার্ত্তণ্ড মন্দিরের নিকটবর্ত্তী একটা স্থান মুসলমানেরা বলপূর্ব্বক দখল করিয়া লইয়া মসজিদ স্থাপনে সচেষ্ট। এই উপলক্ষ্য লইয়া গোলযোগের সূত্রপাত কিনা জানা যাইতেছে না; তবে কর্ত্তৃপক্ষের আদেশ অমান্য করিয়া হিন্দুদের দেবস্থানে প্রবেশ করার ৫ জন মুসলমানের কারাদণ্ড হইয়াছে। কয়েকজন মোল্লা নানাস্থানে উত্তেজনাপূর্ণ বক্তৃতা দিয়া যে অবস্থার সৃষ্টি করিয়াছে, তাহাতে ১৪৪ ধারা জারী হইয়াছে এবং শীঘ্রই সান্ধ্য-আইনও জারী হইবে। কারণ, দলবদ্ধ উত্তেজিত মুসলমান-জনতা পুলিশকে পুনঃ পুনঃ আক্রমণ করিয়াছে বলিয়া প্রকাশ। কাশ্মীরে পুনরায় সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষবহ্নি প্রজ্বলিত হইতেছে, ইহা বাস্তবিকই ভয়প্রদ।

ভারত সরকারের সহিত জাপানের তুলা ও কাপড় লইয়া যে চুক্তি হইয়া গেল, তাহাতে ল্যাঙ্কাশায়ারও সন্তুষ্ট নহেন, জাপানও সন্তুষ্ট নহেন। জাপানের ভারতীয় তুলা বয়কট এবং ভারতীয় পণ্যের উপর প্রতিশোধাত্মক শুল্ক স্থাপনের আয়োজন চলিতেছে। এদিকে ম্যাঞ্চেষ্টারের সহিত বোম্বাই এর মিঃ মোদীর চুক্তিতেও ভারতবর্ষ অসন্তুষ্ট। ইন্দো-জাপান টানাটানিতে পাছে ভারতের তুলা ও বস্ত্রের বাজারে যে অনিষ্ট আর উদ্বেগ দেখা যাইতেছে, তাহার ফলে ভারতবর্ষই ক্ষতিগ্রস্ত হইবে না কি?

পটলমণি দাসী নাম্নী একটি বিধবা যুবতীকে অপহরণ করিবার অপরাধে আলীপুরের সহকারী দায়রা জজ মিঃ এস কে চাটুর্য্যে জুরীদিগের সহিত একমত হইয়া রাসবিহারীর ইনচান মণ্ডলকে ৫ বৎসর ও উক্ত অপরাধে সাহায্য করিবার জন্য পঞ্চাননকে ২ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করেন। উক্ত বিধবাকে যে আটকাইয়া রাখিবার অভিযোগে আনন্দ ও কয়েকজন ২ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। অপর তিনজনকে মুক্তি দেওয়া হয়। এই শাস্তি বিধানে আসামীদের শিক্ষা হইলেই হয়।

গত ৩১শে জানুয়ারী অপরাহ্নে মস্কোয় মস্কোয় রেডিওতে এই শোচনীয় সংবাদ পৌঁছিয়াছে যে, যে-সকল বৈমানিক ১৩ মাইল ঊর্দ্ধে আরোহণ করিয়াছিলেন তাঁহারা নিহত হইয়াছেন। অবতরণের সময় বেলুন এক ঝড়ের মধ্যে পড়ে, ফলে উহার মধ্যস্থ "গণ্ডোলা" বিচ্ছিন্ন হইয়া যায় এবং বেলুনটি অনেক উপর হইতে নীচে পড়িয়া একবারে চুরমার হইয়া যায়। "গণ্ডোলার" মধ্যে বিষম বিস্ফোরণ হয়। সমস্ত যন্ত্রপাতি সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হইয়া যায় এবং একজন নিহতের মৃতদেহ এমন বিকৃত হইয়াছিল যে, উহাকে চিনিতে পারাও কঠিন ছিল। মনুষ্য-জীবন কি এই প্রকারে খেলা-ধূলায় হারাইবার জিনিষ?

বারাসতে চাঞ্চল্যকর ব্যাপার

সুরেন্দ্রকুমার হালা নামক জনৈক লোকের শব সমাধিস্থল হইতে উত্তোলন করায় বারাসতে প্রচণ্ড চাঞ্চল্যের সঞ্চার হইয়াছে।

সুরেন্দ্রকুমার হালা বারাসত মিউনিসিপ্যাল বোর্ডের কর্ম্মচারী। সুরেন্দ্রকুমার হালা গত ৪ঠা জানুয়ারী তারিখে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। ৬ই জানুয়ারী প্রাতঃকালে তাহার সমাজের লোকেরা যথারীতি অনুষ্ঠানের সহিত তাহাকে কালপুকুরস্থিত সমাধিস্থানে সমাহিত করে। সুরেনের সমাজভুক্ত লোকেরা সুরেন একজন ধনীলোক বলিয়া বিশ্বাস করিত। তাহার বহু টাকা-কড়ি (১০০০০) ছিল বলিয়া প্রকাশ। সমাহিত করার পূর্ব্বে সুরেনের দেহ বহু মূল্য বস্ত্রাদিতে আচ্ছাদিত করিয়া শবাধারে রাখা হয়। মৃতের পুত্র মতিলাল হালা গত ২০শে জানুয়ারী তারিখে সমাধি স্থান খুঁড়িয়া শবাধার হইতে তাহার পিতার মৃতদেহ অপসারিত করা হইয়াছে এরূপ দেখিতে পায়। সে এই বিষয় পুলিশে জানায়।

সুরেনের মৃতদেহ সমাহিত করার সময় যাহারা যোগদান করিয়াছিল তাহাদের মধ্যে দুইজনকে এই সম্পর্কে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। মৃত ব্যক্তির মূল্যবান বস্ত্রাদি পাইবার আশায় এবং ডাক্তারী ছাত্রদের নিকট কঙ্কাল বিক্রয় করিয়া টাকা পাইবার জন্য ঐরূপ করিয়াছিল বলিয়া প্রকাশ।

পুলিশ হাজতে আত্মহত্যার অভিযোগ

আশুতোষ দে নামক জনৈক লোক শিবপুর থানার হাজতে আত্মহত্যা করে বলিয়া প্রকাশ। আশুতোষ দের পিতা বাবু সুরেন্দ্রনাথ দের অভিযোগ সম্বন্ধে হাওড়ার ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ বি, সি, সেন বিচার বিভাগীয় তদন্ত করিতেছেন।

অভিযোগের বিবরণে প্রকাশ যে, গত ২৫শে নবেম্বর তারিখে আশুতোষ (মৃত ব্যক্তি) তাহার পিতৃগৃহ হইতে বাহির হইয়া যায় এবং পরদিন প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত তাহার কোন সংবাদ পাওয়া যায় না। ঐ সময় জনৈক কনষ্টেবল তাহার পিতাকে আশু হাজতে আত্মহত্যা করিয়াছে বলিয়া সংবাদ দেয়। সুরেন বাবু তাঁহার কয়েকজন প্রতিবেশী সহ শিবপুর থানায় যান এবং মহকুমা হাকিম ও কয়েকজন পুলিশ অফিসার সেই সময় তদন্তকার্য্যে ব্যাপৃত রহিয়াছেন বলিয়া দেখিতে পান। তিনি মৃত্যুর কারণ সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করিয়া জনৈক ডাক্তার ও কতিপয় পুলিশ কর্ম্মচারী সহ কয়েক জন লোকের বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ করিয়া মহকুমা হাকিমের আদালতে এক আবেদন পেশ করেন। কয়েকজন সাক্ষীর সাক্ষ্য গৃহীত হওয়ার পর তদন্তকার্য্য স্থগিত থাকে।

কৌঁসুলী শ্রীযুত বীরেন্দ্র নাথ শাসমল, শ্রীযুত অনিলকুমার সরকার ও শ্রীযুত ব্রজ মোহন ঘোষের সহিত অভিযোগকারীর পক্ষে উপস্থিত ছিলেন।

চট্টগ্রাম সংবাদ

আপত্তিকর পুস্তকের পাণ্ডুলিপি রাখিবার অভিযোগে সদর মহকুমা হাকিম আনোয়ারার অমূল্য চৌধুরীর প্রতি ৬ মাস সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ দিয়াছেন।

কেলীসংঘে ধৃত ৬ জন যুবকের মধ্যে পুলিন ভট্টাচার্য্য ও হৃষিকেশ ভট্টাচার্য্যের প্রতি সান্ধ্য আইন ভঙ্গের অভিযোগে যথাক্রমে ৬ এবং ৪ মাস সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হইয়াছে। পরিচয়পত্র সঙ্গে না রাখিবার জন্য অবশিষ্ট ৪ জনের প্রত্যেকের প্রতি ৪ মাস কারাদণ্ডের আদেশ হইয়াছে।

'লাল ইস্তাহার' রাখিবার অভিযোগে সুচক্রদণ্ডীনিবাসী কে শরেশ্বর ভট্টাচার্য্য নামক ১৩ বৎসর বয়স্ক একটী বালককে বিচারার্থ চালান দেওয়া হইয়াছে।

আমেরিকায় ব্যাঙ্ক লুটের হিড়িক

আমেরিকার যুক্তরাজ্যে ব্যাঙ্ক লুঠের হিড়িক পড়িয়াছে।

ম্যাসাচুসেটসের অন্তর্গত মীডফ শহরের ব্যাঙ্কে কয়েকজন ডাকাত হানা দেয় একজন পুলিশ তাহাদের চারি জনকে নিহত করে। কিন্তু ডাকাতদের একজন ১০ হাজার ডলার লইয়া চম্পট দেয়।

নিউজার্সির পেটারসনস্থ ন্যাশনাল ব্যাঙ্কে হানা দিয়া চারিজন ডাকাত ১ লক্ষ ৩০ হাজার ডলার লুঠ করে।

টেক্সাসের কোলম্যানে শহরের এক ব্যাঙ্কে হানা দিয়া ৩ জন ডাকাত ৬ জন কর্ম্মচারীকে অপহরণ করে। অধ্যক্ষের তাহারা ৩৫ হাজার ডলারও হস্তগত করে পরে ডাকাতরা অনুগ্রহ করিয়া ৫ জন কর্ম্মচারীকে ছাড়িয়া দিয়াছে।

গাড়োয়ানের অত্যাচার

গত বৃহস্পতিবার ১লা ফেব্রুয়ারী জিলার কুন্দা দাসী নাম্নী একটি বৃদ্ধা স্ত্রীলোক তাহার একটী ১৬ বৎসর বয়স্কা আত্মীয়া বোলপুর যাইবার জন্য হাওড়া ষ্টেশনে যায়। সেই সময় বোলপুর যাইবার কোন গাড়ী ছিল না। অনুসন্ধানে জানিতে পারিল যে, রাত্রের পূর্ব্বে কোন গাড়ী নাই। সুতরাং তাহাদের কোন আত্মীয়ের বাড়ী এলাগিন রোড যাইতে মনস্থ করিয়া একখানা ঘোড়া গাড়ী বার আনা ভাড়া ঠিক করে এবং গাড়োয়ানকে এলাগিন রোডে যাইতে বলে; কিন্তু গাড়োয়ান এলাগিন রোডে না যাইয়া নানাস্থানে ঘুরিয়া অবশেষে গড়পারের মোড়ে নামাইয়া দেয়। ও তাহাদের নিকট হইতে বার আনা বাদে আরও আট আনা আদায় করিয়া উক্ত স্থান হইতে পলায়ন করে।

স্ত্রীলোক দুইটি নিরুপায় হইয়া রাস্তায় কাঁদিতে থাকে। ঐ সময় হিন্দু মহাসভার কর্ম্মী শ্রীভুবনমোহন দে ঐ রাস্তা দিয়া যাইতেছিলেন। স্ত্রীলোক দুটীকে ঐ অবস্থায় দেখিয়া তিনি কারণ জিজ্ঞাসা করায় তাঁহারা পূর্ব্বোক্ত ঘটনা বর্ণনা করে। এবং তাঁহাদিগকে এলাগিন রোডে পৌঁছাইয়া দিতে অনুরোধ করেন। ভুবনবাবু তাহাদিগকে এলগিন রোডে তাহাদের আত্মীয়ের বাড়ী পৌঁছাইয়া দেয়।

গোরা সৈন্য অভিযুক্ত

পরাগপুর গ্রামের জমিদার ওয়ারিয়াম সিংকে মারপিট করিবার অভিযোগে, জলন্ধর ব্রিগেড রাইফেল বাহিনীর উইড, কার্লিস ও গাকসে নামক ৩ জন গোরা সৈন্য জলন্ধর ক্যান্টনমেণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেটের এজলাসে ভারতীয় দঃ বিঃ ৩২৫ ধারা অনুসারে অভিযুক্ত হইয়াছে।

অভিযোগের বিবরণ এই যে, জমিদারটি গোলাবিহ দিয়া যাইয়া লইয়া তাঁহার নিজগ্রামে যাইতেছিল, এমন সময় তিন জন গোরা সৈন্য সাইকেলে চড়িয়া সেই রাস্তা দিয়া যাইবার সময় জমিদারটিকে ঘুষি মারে। জমিদার ইহার প্রতিবাদ করিলে আসামিগণ তাঁহাকে পুনরায় আক্রমণ করে এবং তাহার মাথায় ও মুখে লাথি মারিয়া গুরুতর আহত করে, আসামী কার্লিসের টুপিটা ফেলিয়া রাখিয়া আসামিগণ প্রস্থান করে। ঐ টুপিতে কার্লিসের নাম লেখা থাকায় পরে ঐস্থানে আসামীদিগের খোঁজ পাওয়া যায়।

পলাতক বিপ্লবী সন্দেহে যুবক ধৃত

গয়া হইতে প্রকাশ, গত ২রা ফেব্রুয়ারী গোয়েন্দা পুলিশ পলাতক সমরেশ ঘোষ সন্দেহে একজন যুবককে ধৃত করিয়াছে। সে তাহার নাম নগেন্দ্রনাথ রায় বলিয়া প্রকাশ করিয়াছে। তাহাকে সশস্ত্র পুলিশ পাহারায় কলিকাতায় [illegible]

[illegible]

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক
— পারমার্থিক পত্র —
শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশ-
তনয়স্তদ্ধাম-বৃন্দাবনম্,
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং
প্রেমা পুমর্থো মহান্,
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং
তত্রাদরো নঃ পরঃ॥

৮ম বর্ষ } ৯ গোবিন্দ গৌরাব্দ ৪৪৭, ২৫শে মাঘ বঙ্গাব্দ ১৩৪০, ৮ই ফেব্রুয়ারী ইং ১৯৩৪, বৃহস্পতিবার } ২৮৭ তম সংখ্যা

শ্রীশ্রীব্যাসপূজা

কলিকাতা গৌড়ীয়মঠে

কয়েক বৎসর পর এবার শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ ব্যাস-পূজা-বাসর শ্রীগোবিন্দ-পঞ্চমীতে কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠে ছিলেন। তাই শ্রীব্যাসপূজার বিশেষ অধিবেশন পরে হইবার বিজ্ঞাপন থাকা সত্ত্বেও কলিকাতা মহানগরীর ভক্তবৃন্দ শ্রীগুরুপাদপদ্মে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান-পূর্ব্বক মহা-সমারোহে উৎসব করিয়া সমুজ্জ্বলা শ্রীগোবিন্দ পঞ্চমীতিথি পালন করিয়াছেন।

বিভিন্ন স্থানের অনেক সজ্জনও এই তিথিতে শ্রীগৌড়ীয় মঠে উপস্থিত হইয়া আচার্য্য-চরণে পুষ্পাঞ্জলি দিয়াছেন। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি মহারাজ পূর্ব্ব হইতেই শ্রীগৌড়ীয়মঠে ছিলেন। শ্রীসনাতন-গৌড়ীয়মঠ-রক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ ও মেদিনীপুর-অঞ্চলে প্রচারে নিযুক্ত ত্রিদণ্ডিপাদ শ্রীমদ্ভক্তি বৈভব সাগর মহারাজ প্রভুপাদকে শ্রীগৌড়ীয় মঠে উপস্থিত হইয়াছিলেন।

শ্রীধাম-মায়াপুর হইতে বিরক্ত ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ স্বাধিকারানন্দজী ও শ্রীপাদ শুক-বিলাস দাসাধিকারী ভক্তিশাস্ত্রী, কাশী হইতে মহোপদেশক শ্রীপাদ অতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী, ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভু, শ্রীপাদ প্যারীমোহন ব্রহ্মচারী প্রমুখ কতিপয় মঠ-সেবক, এলাহাবাদ হইতে শ্রীযুক্ত [illegible] মধ্যচন্দ্র দেব ভক্তিভূষণ মহাশয়, কটক হইতে মহামহোপদেশক অধ্যাপক আচার্য্য শ্রীপাদ [illegible] সিদ্ধিকান্ত সান্যাল এম-এ, ভক্তিসুধাকর ভক্তিশাস্ত্রী, ঢাকা হইতে মহামহোপদেশক শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ, মৈমনসিংহ হইতে মহোপদেশক অধ্যাপক আচার্য্য শ্রীপাদ যদুবর দাসাধিকারী এম্-এ, বি-এল, প্রমুখ সজ্জনগণ শ্রীগৌড়ীয় মঠে উপস্থিত হইয়া শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীচরণে কুসুমাঞ্জলি প্রদান করিয়াছেন।

উষঃকাল হইতে রাত্রি ১০ দশ ঘটিকা পর্য্যন্ত পাঠ, কীর্ত্তন ও বক্তৃতা প্রভৃতি হইয়াছে। শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ বেলা প্রায় ১০॥ সাড়ে দশ ঘটিকার সময় শ্রীমন্দিরে উপস্থিত হইয়া আমাদের পরমগুরুদেব অবধূতকুলচূড়ামণি শ্রীশ্রীল গৌরকিশোর দাস গোস্বামী মহারাজের, শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের ও বৈষ্ণবসার্ব্বভৌম শ্রীশ্রীল জগন্নাথ দাস বাবাজী মহারাজের শ্রীচরণে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান পূর্ব্বক শ্রীশ্রীব্যাসপূজার আদর্শ প্রদর্শন করেন। তৎপরে ভক্তবৃন্দ বেলা ১১ ঘটিকা হইতে ১২ ঘটিকা পর্য্যন্ত শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করেন। যাঁহারা ঐ সময় উপস্থিত হইতে পারেন নাই তাঁহারা অপরাহ্ণে ভক্ত্যর্ঘ্য প্রদান করিয়াছেন।

সন্ধ্যারাত্রিকের পর শ্রীসারস্বত-নাট্য-মন্দিরে একটী বিরাট্ সভার অধিবেশন হয়। তাহাতে শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিবৈভব সাগর মহারাজ ও শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি মহারাজ—ত্রিদণ্ডিপাদত্রয় শ্রীশ্রীব্যাসপূজা-সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন। বক্তৃতার আদি ও অন্তে উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ প্রণবানন্দ ব্রহ্মচারী প্রত্নবিদ্যালঙ্কার ও শ্রীপাদ স্বাধিকারানন্দ ব্রহ্মচারীজীর মূলগায়কত্বে কীর্ত্তন হইয়াছে। শ্রীপাদ স্বাধিকারানন্দ প্রভু পূর্ব্বাহ্ণ ৮॥ সাড়ে আট ঘটিকা পর্য্যন্ত শ্রীধাম-মায়াপুরে শ্রীচৈতন্যমঠে এবং অপরাহ্ণে কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠে কীর্ত্তন করিয়াছেন।

শ্রীশ্রীগৌরবিনোদানন্দজীউর বিপ্রচর ভোগারাত্রিকান্তে সমবেত সহস্র সহস্র ব্যক্তিকে বিচিত্র মহাপ্রসাদ প্রদান করা হইয়াছে। রাত্রিতেও শত শত ব্যক্তি মহাপ্রসাদ পাইয়াছেন। শ্রীগুরুপাদপদ্মের অনুকম্পায় উৎসবটী সর্ব্বপ্রকারে সাফল্য-মণ্ডিত হইয়াছে।

শ্রীমাধবগৌড়ীয়মঠে

ঢাকা হইতে শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্র চন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহোদয় গত ৫ই ফেব্রুয়ারী তার-যোগে জানাইয়াছেন যে, ঢাকা শ্রীমাধব-গৌড়ীয়মঠে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের ষষ্টিবর্ষপূর্ত্তি-আবির্ভাবোৎসব সমারোহে সম্পন্ন হইয়াছে। ভক্তগণ মহোল্লাসে শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিয়াছেন। অপরাহ্ণে শ্রীমঠে একটী মহতী সভার অধিবেশন হইয়াছিল। তাহাতে আচার্য্য শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ বিদ্যালঙ্কার ভক্তিশাস্ত্রী মহাশয় ও ত্রিদণ্ডিপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ হৃদয়গ্রাহিণী ও মর্ম্মস্পর্শিনী বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন। বক্তৃতার আদি ও অন্তে সুললিত পদাবলী কীর্ত্তন হইয়াছে। কীর্ত্তনান্তে উপস্থিত শ্রোতৃবৃন্দকে বিচিত্র মহাপ্রসাদ প্রদান করা হইয়াছে।

শ্রীপাদ বন মহারাজের বক্তৃতা

ইংলণ্ডের থিওসফিক্যাল-সোসাইটীর উদ্যোগে লণ্ডন, ৭৮ নং ল্যাড্‌ব্রোকগেট্ ডব্লিও টু'-স্থিত 'ব্লাবেট্‌স্কী লজ'এ আগামী ১৫ই ফেব্রুয়ারী বৃহস্পতিবার অপরাহ্ণ ৭ ঘটিকার সময় ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তি[illegible] বন মহারাজের "Spirit and Matter" (অপ্রাকৃত ও প্রাকৃত-তত্ত্ব)-সম্বন্ধে বক্তৃতা হইবে।

কক্সাচীতে প্রচার

শ্রীগৌড়ীয় মঠের অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ গত ১৪ই মাঘ রবিবার শিকারপুর একাডেমি হাইস্কুলেতে 'প্রার্থনা'-সম্বন্ধে বেলা ৩টার সময় একটী বক্তৃতা প্রদান করেন। সভাতে প্রায় এক হাজার ছাত্র ও মাষ্টার ছিলেন। স্বামীজী মহারাজ বলেন হে ছাত্রগণ! তোমাদের চিত্ত এখন কোমল এবং বয়স অল্প তোমরা এই বয়সে যাহা অনুশীলন করিবে তাহা দৃঢ় হইয়া যাইবে। আজকাল অনেকের ধারণা—ধর্ম্ম ভারতকে অলস করিয়া রাখিয়াছে; কিন্তু তাহা সত্য নহে। ধর্ম্মকে বাদ দিয়া আমরা অন্যান্য কার্য্যে ব্যস্ত থাকার দরুণই আমাদের এই প্রকার দুর্দ্দশা। নিত্যকাল ধর্ম্মকে বিশ্বাস ক'রে সমস্ত কার্য্য করিও। ভগবান্ আমাদের নিত্যসেব্য। আমরা তাঁহার নিত্যদাস, এই সূত্রে তাঁহার নিকট শরণাগতি অবলম্বন পূর্ব্বক ইহাই প্রার্থনা করিও—হে ভগবান্, তোমার যদি আমাকে আলিঙ্গন করিতে ইচ্ছা হয় তাহাই কর, নতুবা আমাকে দূরে ছুড়িয়া ফেলিয়াই যদি তোমার সুখ হয় তবে তাহাই কর; আমি যেন সর্ব্বাবস্থায়ই তোমার চরণ এক নিমিষের জন্যও না ভুলি, ইহাই প্রার্থনা।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১ গোবিন্দ আদি কায়ণোদশায়ী ৪৪৭

বাণীপূজার অধিকারী কে

৩৪। বিশেষ উৎসাহের সহিত নিষ্কপটে শ্রীপ্রকারের ভিক্ষা-সংগ্রহের জন্য উৎসাহ আমার মোটেই নাই। কখনও ভাবি, ভিক্ষাসংগ্রহ করিবার যোগ্যতা আমার নাই, যাঁহাদের যোগ্যতা আছে তাঁহারাই সে বিষয়ে চেষ্টা করিবেন, শ্রীগুরুসেবার জন্য—প্রচার-সেবার জন্য যত ঝঞ্ঝাট তাঁহারাই পোহাইবেন, তাঁহারাই সব চিন্তা করিবেন, আমার যখন যোগ্যতা নাই তখন সে-বিষয়ে আমি সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত থাকিব, যোগ্যতা অর্জ্জনের জন্য উপযুক্ত চেষ্টা করিবারও আমার আবশ্যক নাই। যদিও বা কখন কোন বৈষ্ণবের সহিত ভিক্ষায় বাহির হই তাহা কেবল লোক দেখাইবার বা দিন কাটাইবার মত; কারণ যত বুদ্ধি ও বাক্য তিনিই ব্যয় করিবেন, আমার মাথা খাটাইবার কোন আবশ্যকতা নাই, আমি কেবল সঙ্গে থাকি ঠুঁটুরাষের মত বা একটী শুষ্ক যষ্টি কিম্বা জড়বস্তুর মত, যেন চেতনের ক্রিয়া একবারেই লুপ্ত হইয়াছে। আবার যদি ভিক্ষাসংগ্রহে বিশেষ পারদর্শী হই তবে তখন ধরাকে সরার মত দেখি। তাই শ্রীগুরু-বৈষ্ণবকে ভিক্ষালব্ধ অর্থ প্রদানের সময় বলি যে—"ভিক্ষাসংগ্রহ করিতে অনেক প্রাণের রক্ত খরচ করিতে হয়, যাঁহারা ভিক্ষা সংগ্রহ করেন তাঁহারা ইহা যতটা বুঝেন যাঁহারা খরচ করেন তাঁহারা ততটা বুঝেন না সুতরাং এই অর্থ বুঝিয়া সুজিয়া খরচ করিবেন, অমুক অমুক বিষয় খরচ করিবেন না, সংগৃহীত অর্থ ঐসব বিষয়ে খরচ করা আমার মত নহে। এইরূপে শ্রীগুরু-বৈষ্ণবকে অর্থনীতি শিক্ষা দিবার ধৃষ্টতা করি। আমার চক্ষুর কিরূপ দিব্য দর্শন-শক্তি! তাই তাঁহাদের হরিসেবা ছাড়া—কৃষ্ণেন্দ্রিয়তর্পণ ছাড়া অন্য কোনও কৃত্য আছে এরূপ দর্শন করি। অহো! ধিক্ ধিক্ ধিক্ আমার পোড়া-কপালকে, ধিক্ ধিক্ ধিক্ ধিক্ আমার প্রাকৃত দর্শনে, ধিক্ ধিক্ ধিক্ ধিক্, আমার সেবার ছলনাকে ধিক্!

৩৫। শ্রীমদ্ অদ্বৈতাচার্য্যপ্রভুর শিষ্য-ব্রুব কমলাকান্ত বিশ্বাস যেরূপ স্বীয় গুরু ঈশ্বর অদ্বৈতাচার্য্যকে ঋণগ্রস্ত ভাবিয়া নীলাচলাধিপতি মহারাজ প্রতাপরুদ্রের নিকট আচার্য্যের ঋণ-শোধের জন্য তিন শত মুদ্রা ভিক্ষা প্রার্থনা করিয়াছিলেন আমিও অনেক সময় ভিক্ষার প্রকৃত তাৎপর্য্য বুঝিতে ও বুঝাইতে অসমর্থ হইয়া কমলাকান্তের আদর্শ-গ্রহণপূর্ব্বক ভিক্ষাসংগ্রহ করিতে অগ্রসর হই; কখনও আচার্য্য-বর্য্যের কৃষ্ণার্থে অখিলচেষ্টার মর্ম্ম উপলব্ধি করিতে না পারিয়া তাঁহার আচরণের প্রতি কটাক্ষ করিয়া বলি যে—আয় বুঝিয়া ব্যয় না করিলে নিশ্চয়ই ঋণ হইবে সুতরাং কিছু ব্যয়সঙ্কোচ করা আবশ্যক, এমন কি সময় সময় প্রাকৃত দর্শনে দেখিতে গিয়া তাঁহাকে ঋণগ্রস্তও দেখিয়া থাকি। তখন কমলাকান্তের প্রতি শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিম্ন-লিখিত দণ্ডের কথা, তাঁহার সিদ্ধান্তের কথা বিস্মৃত হইয়া উপরিউক্ত মায়াবাদ বা বাউল-মতেরই প্রশ্রয় দিয়া থাকি। আশ্রয়জাতীয় ভগবান্ আচার্য্যের প্রতি দরিদ্রতা আরোপ যে মহাপরাধ, তিনি বিভিন্ন প্রকার আচরণের অভিনয় করিয়া যে আমাদিগকে সেবা-সুযোগ দান করেন তাহা আমি বুঝিতে পারি না।

ঈশ্বরের দৈন্য করি' করিয়াছে ভিক্ষা।
অতএব দণ্ড করি' করাইব শিক্ষা॥
গোবিন্দেরে আজ্ঞা দিল ইঁহা আজি হইতে
বাউলিয়া বিশ্বাসে এথা না দিবে আসিতে॥
(চৈঃ চঃ আদি ১২শ পঃ)

৩৬। শ্রীগুরুবৈষ্ণবচরণে প্রণিপাতের অভিনয় করিলেও নিষ্কপটে প্রণিপাত করিতে পারি না। মাদৃশ বদ্ধজীব ভ্রম, প্রমাদ বিপ্রলিপ্সা ও করণাপাটব-দোষযুক্ত এবং শ্রীগুরুবৈষ্ণবগণ যে উক্ত দোষ-চতুষ্টয়শূন্য ইহা মুখে শত সহস্রবার বলিলেও আচরণের দ্বারা তাহার বিপরীত ভাবই প্রকাশ করি। আমি কোন সেবাকার্য্যে ব্রতী হইয়া যে পদ্ধতি অবলম্বন করি তাহা যে ভ্রমযুক্ত ইহা কৃপাপূর্ব্বক তাঁহারা জানাইয়া দিলেও তাহা অবনত-মস্তকে, হৃষ্টচিত্তে স্বীকার করিতে পারি না; বরং পাষাণের অবনত হওয়াও সম্ভব, কিন্তু আমার মস্তক কিছুতেই তাঁহাদের সিদ্ধান্তের নিকট অবনত হইতে চায় না, আমার ধারণা এতটা বদ্ধমূল হয় যে, বরং সূর্য্য পশ্চিমদিকে উদিত হইতে পারে তথাপি আমার সিদ্ধান্তে—আমার বিচারে কখনই ভুল হইতে পারে না সুতরাং শ্রীগুরুবৈষ্ণবের বিচারই ভুল, তাঁহারা যদি কার্য্যক্ষেত্রে নামিতেন তাহা হইলে আমার বিচার যে নির্ভুল এবং তাঁহাদের সিদ্ধান্ত যে ভ্রমযুক্ত ইহা অবশ্যই বুঝিতে পারিতেন। তৎকালে আমার চিত্তের অবস্থা এরূপ হয় যে—শ্রীগুরুবৈষ্ণবের বিচার গ্রহণ করা অপেক্ষা সেবাকার্য্যে ইস্তফা দেওয়াই আমার পক্ষে সহজ হয়। অতএব আমি কেবল মুখে শ্রৌত-পথের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিলেও আরোহ-পথেরই পথিক।

৩৭। সময় সময় যথাযথ আদেশপালনের অভিনয় করিলেও শ্রীগুরুবৈষ্ণবের আদেশের মর্ম্ম বুঝিবার চেষ্টা করি না, তাহাতে সেবা-কার্য্যে ব্রতী হইয়াও সেবা করিতে পারি না। বিষয়টী বুঝাইবার জন্য উদাহরণস্বরূপে বলা যাইতে পারে—কোনও প্রভু সেবককে হরিতকী আনিতে বলিলে তিনি হরিতকীর বাহিরের আবরণটী ফেলিয়া আঁটিটী আনিলেন, তাঁহার এরূপ বিচার হইল যে আম, কাঁঠাল, নারি-কেল, কলা, বাদাম প্রভৃতি ফলের খোসা ফেলিয়া ভিতরের দ্রব্যটী দিতে হয় সুতরাং হরিতকীরও খোসাটী ফেলিয়া দিতে হইবে। তখন তাঁহার প্রভু তাঁহাকে ভৎর্সনা করিয়া বলিলেন—অরে মূর্খ, হরীতকীর যে অংশটি দরকার তাহাই যে ফেলিয়া দিয়াছিস্, ইহার খোসাটাই যে কাজে লাগিত। আর একদিন সেবককে এলাচ আনিতে বলিলে এলাচের দানাগুলি ফেলিয়া দিয়া সেবক কেবল খোসাটী লইয়া উপস্থিত; কারণ, প্রভুর পূর্ব্ব-উপদেশের মর্ম্ম বুঝিতে পারেন নাই। আমিও অনেক সময় ঐরূপ সেবা (?) করিয়া থাকি। শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মের সহিত সত্তযুক্ত হইয়া যদি প্রীতিপূর্ব্বক তাঁহার সেবা করিতাম তাহা হইলে তিনি বুদ্ধিযোগ দান করিতেন।

৩৮। কায়, মন ও বাক্যকে ভগবৎ-সেবায় নিযুক্ত করিয়া দণ্ডিত করার নামই ত্রিদণ্ডধারণ সুতরাং গুরুসেবক যে আশ্রমেই অবস্থান করুন না কেন অর্থাৎ ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বাণপ্রস্থ—সকলকেই ঐপ্রকার ত্রিদণ্ড ধারণ করিতে হইবে। ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ ও বাণপ্রস্থগণ বাহিরে ত্রিদণ্ডধারণ না করিলেও অন্তরে ত্রিদণ্ড গ্রহণ করিয়া কায়মনো-বাক্যে হরিগুরুবৈষ্ণবের সেবা করিবেন এবং সন্ন্যাসিগণ অন্তরে ও বাহিরে ত্রিদণ্ড ধারণ করিবেন। যদি অন্তরে অর্থাৎ কায়মনোবাক্যে নিষ্কপটে শ্রীগুরুসেবা করিবার প্রবৃত্তি না থাকে তবে কেবল বাহিরে ত্রিদণ্ডধারণ করার কোন সার্থকতা নাই। কিন্তু ত্রিদণ্ডধারণের পূর্ব্বোক্ত প্রকৃত তাৎপর্য্য গ্রহণ করিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ না করিয়া আমি অন্যান্য উদ্দেশ্যে সন্ন্যাসী হইবার জন্য ব্যস্ত হই। আশ্রমো-ন্নতির চিন্তা ছাড়িয়া যে অবস্থানটী আচার্য্যের অনুমোদিত তাহাই যে আমার পক্ষে বরণীয় এবং আচার্য্যসেবাই যে আমার একমাত্র কৃত্য, তাহা আমি ভুলিয়া যাই।

৩৯। আমার এক প্রকার দুর্দ্দৈব—"দেশভ্রমণ-কাম"। অনাদিকাল হইতে বহু দেশ, বহু যোনি ভ্রমণ করিয়াছি তথাপি এখনও আমার দেশভ্রমণ কামের নিবৃত্তি হয় নাই, তাই শ্রীগুরুবৈষ্ণবগণ যে-স্থানে রাখেন, সেস্থান হইতে স্থানান্তরে যাইবার জন্য আবেদন করি। কখনও শারীরিক অসুস্থতা, কখনও একস্থানে দীর্ঘকাল অবস্থান [illegible], কখনও শ্রীশ্রীগুরুপাদ-পদ্মদর্শনেচ্ছা (?), কখনও শ্রীধাম পরিক্রমা করিবার বাসনা (?), কখনও সৎশিক্ষা-প্রদর্শনী-দর্শন-কামনা, কখনও বৈষ্ণবগণের সহিত মনের অমিল, কখনও বিভিন্ন ধাম-দর্শন লালসা (?), কখনও বিভিন্ন মঠের মহোৎসবাদিতে যোগদানের ইচ্ছা, কখনও প্রচারকগণের সহিত প্রচারে যাইবার বাসনা প্রভৃতি আবেদনের কারণ হয়। শ্রীশ্রীগুরু-পাদপদ্মের নিকপট আনুগত্যই যে সেবা এবং আনুগত্য ছাড়িয়া আত্মেন্দ্রিয়প্রীতিবাঞ্ছাই যে কাম, তাহা আমি বিস্মৃত হই। সময় সময় কামনানল এত প্রজ্জলিত হয় যে আবেদন করিয়া আদেশ লইবার ধৈর্য্যটুকুও বহির্ভূত হয়। এইরূপে দেশভ্রমণ কামের প্রশ্রয় দিয়া শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্ম হইতে চিরতরে বিচ্যুত হই। যদি নিম্নলিখিত বাণীগুলি বিশেষভাবে আলোচনা করিতাম তাহা হইলে শারীরিক অসুস্থতা, শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্ম-দর্শনেচ্ছা (?) প্রভৃতি আবেদনের কারণ হইত না।

তোমার সেবায় দুঃখ হয় যত
সেও ত' পরম সুখ।
সেবা সুখ-দুঃখ, পরম সম্পদ,
নাশয়ে অবিদ্যা-দুঃখ॥
বসিয়া শুইয়া, তোমার চরণ,
চিন্তিব সতত আমি।
নাচিতে নাচিতে, নিকটে যাইব
যখন ডাকিবে তুমি॥

৪০। তৃণাদপি সুনীচ, তরু অপেক্ষা সহিষ্ণু, অমানী ও মানদ হইয়া শ্রীশ্রীগুরু-পাদপদ্ম মহিমা কীর্ত্তন এবং শ্রীমদ্ আচার্য্য-মহিমা-শ্রবণে তদীয় শ্রীপাদপদ্মে আকৃষ্ট ভাগ্যবান্ জনকে "গুরুর সেবক হয় মান্য আপনার" রূপে দর্শনই—নিষ্কপট সেবকের কৃত্য; কিন্তু আমার আচরণ, আমার বিচার তাহার বিপরীত, তাই আমি নিজেকেই গুরু অভিমান করিয়া সেইপ্রকার ব্যক্তি-গণের নিকট পূজা গ্রহণ করি, তাঁহারা আমার শিষ্যপ্রতীম এইরূপ বিচার করি এবং সময় সময় শ্রীল প্রভুপাদের অনুকরণ পূর্ব্বক "স্নেহবিগ্রহেষু" বলিয়া তাঁহাদিগকে পত্র দিয়া থাকি। আমার কখন কখন শ্রীল প্রভুপাদের অপেক্ষা বেশী দয়ালু (?) হইয়া নিজের উচ্ছিষ্ট নিজ হাতে প্রদান করিবার ধৃষ্টতা করি। এইরূপে নিজের গুণে (?) নিজেই মুগ্ধ হইয়া নিজেকে প্রকাশ করিবার জন্যই ব্যস্ত হই, আমি যে শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মের উচ্ছিষ্টভোজী কুক্কুর, স্ব-স্বরূপটী ভুলিয়া যাই।

৪১। নিরপেক্ষভাবে আত্মচরিত্র বিশ্লেষণ করিতে পারি না। নিজের গুণ (?) ছাড়া কোন দোষই আমার নজরে পড়ে না এবং অন্যের দোষ ছাড়া কোন গুণই গ্রহণ করিতে পারি না তাই

পরিক্রমায় আহ্বান

শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম-মায়াপুর

১লা মাঘ, ১৩৪০ সাল

বিপুলবৈষ্ণবসম্মানপূর্ব্বিকা বিজ্ঞপ্তিরিয়ম্—

আগামী ৭ই ফাল্গুন, ১৯শে ফেব্রুয়ারী সোমবার হইতে নবদিবসকাল শ্রীধাম নবদ্বীপের নয়টি দ্বীপ পরিক্রমা করা হইবে। কৃপা করিয়া পরিক্রমায় যোগদান করিলে পরমানন্দের বিষয় হয়। স্বয়ং যোগদান করিবার সুযোগ না হইলে এই ভক্তির অনুষ্ঠানে দ্রব্য ও অর্থাদির দ্বারা সহায়তা করিলেও তাদৃশ ভক্ত্যঙ্গের ন্যূনাধিক সাধন-ফল-লাভ ঘটে। ধারাবাহিক পরিক্রমার বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল। ইতি -

শ্রীঅতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী), শ্রীরামগোপাল বিদ্যাভূষণ (এম্-এ), শ্রীনিশিকান্ত সান্যাল (এম্-এ) শ্রীহরিপদ বিদ্যারত্ন (এম্-এ, বি-এল) ও শ্রীকুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ - শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার সম্পাদকগণ।

(১) **অন্তর্দ্বীপ** (শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীগৌরজন্মভিটা, শ্রীবাস ও শ্রীধরের অঙ্গনদ্বয়, চাঁদকাজীর সমাধি ও শ্রীঅদ্বৈত-ভবন)– ৭ই ফাল্গুন ১৯শে ফেব্রুয়ারী, সোমবার।

(২) **সীমন্তদ্বীপ** (সীমুলিয়া, সরডাঙ্গা, শোণডাঙ্গা, মেঘার চর, বেলপুকুর)— ফাল্গুন, ২০শে ফেব্রুয়ারী, মঙ্গলবার।

(৩) **গোদ্রুমদ্বীপ** (গাদিগাছা, মহেশগঞ্জ, সুবর্ণবিহার, স্বরূপগঞ্জ, হরিহরক্ষেত্র, দেপাড়া)—৯ই ফাল্গুন, ২১শে ফেব্রুয়ারী, বুধবার।

(৪) **মধ্যদ্বীপ** (মাজিদা, হাটডাঙ্গা, আনন্দবাস, বামনপুরা) - ১০ই ফাল্গুন, ২২শে ফেব্রুয়ারী, বৃহস্পতিবার।

(৫) **কোলদ্বীপ** (সহর নবদ্বীপ, গদখালীর কোল ও চর, তেঘরির কোল, কোল আমাদ, কোলেরগঞ্জ, কোলের দহ)— ১১ ফাল্গুন, ২৩শে ফেব্রুয়ারী, শুক্রবার।

(৬) **ঋতুদ্বীপ** (রাহুতপুর, চম্পাহট্ট বা চাঁপাহাটীতে শ্রীগৌরগদাধরের শ্রীমন্দির)— ১২ই ফাল্গুন, ২৪শে ফেব্রুয়ারী, শনিবার।

(৭) **জহ্নুদ্বীপ** (বিদ্যানগর, জান্নগর)—১৩ই ফাল্গুন, ২৫শে ফেব্রুয়ারী রবিবার (একাদশী)।

(৮) **মোদদ্রুমদ্বীপ** (মামগাছি, অর্কটিলা বা একডালা, মাতাপুর)—১৪ই ফাল্গুন ২৬শে ফেব্রুয়ারী সোমবার। (শ্রীগোবিন্দ-দ্বাদশীর উপবাস)

(৯) **রুদ্রদ্বীপ** (রুদ্রপাড়া, শঙ্করপুর, ইন্দ্রাকপুর, গঙ্গের ডাঙ্গা) - ১৫ ফাল্গুন, ২৭শে ফেব্রুয়ারী, মঙ্গলবার।

১৬ই ফাল্গুন, ২৮শে ফেব্রুয়ারী বুধবার হইতে দিবসত্রয় শ্রীধাম মায়াপুর যোগপীঠে শ্রীশ্রীগৌর-জন্মোৎসব হইবে।

স্তুতি, প্রবীণ, বিপ্রজিজ্ঞা ও করণাপাটব-যুক্ত মর্যাদাকর বা ভক্তিগুণাকর মনে করি। এইরূপে অহঙ্কারবিমূঢ় হইয়া অমানী ও মানদ হইতে পারি না সুতরাং হরিকীর্ত্তনের অধিকার না হওয়ায় আত্মপ্রশংসা ও পরনিন্দারূপ প্রজল্পই আমার কৃত্য হইয়া পড়ে।

৪২। অনেক সময় দামোদর পণ্ডিতের ন্যায় নিরপেক্ষ হইতে গিয়া বৈষ্ণবগণের মর্যাদা-লঙ্ঘন করিয়া বসি। মর্যাদা রক্ষা করাই যে সাধুর স্বভাব, মর্যাদা পালন করিলে যে শ্রীমন্মহাপ্রভু সন্তুষ্ট হন এবং মর্যাদা লঙ্ঘন যে তিনি সহ্য করিতে পারেন না শ্রী শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে বর্ণিত নিম্নলিখিত শ্রীচৈতন্যবাণীই তাহার প্রমাণ।

"তথাপি ভক্তস্বভাব মর্যাদা রক্ষণ।
মর্য্যাদা-পালন হয় সাধুর ভূষণ॥
মর্য্যাদা-লঙ্ঘনে লোক করে উপহাস।
ইহলোক পরলোক দুই হয় নাশ॥
মর্য্যাদা রাখিলে তুষ্ট হয় মোর মন।
তুমি ঐছে না করিলে করে কোন্ জন॥
* * *
মর্য্যাদা-লঙ্ঘন আমি না পারোঁ সহিতে॥"
(চৈঃ চঃ অন্ত্য ৪র্থ পঃ)

সমাধান

[২৭৯ সংখ্যায় প্রকাশিতাংশের পর]

কলিকালে নামরূপে কৃষ্ণ-অবতার।
নাম হৈতে হয় সর্ব্বজগৎ-নিস্তার॥
দার্ঢ্য লাগি' 'হরের্নাম'-উক্তি তিন বার।
জড়লোক বুঝাইতে পুনঃ 'এব'-কার॥
'কেবল'-শব্দে পুনরপি নিশ্চয়করণ।
জ্ঞান-যোগ-তপ-আদি কর্ম্ম-নিবারণ॥
অন্যথা যে মানে তার নাহিক নিস্তার।
নাহি, নাহি নাহি,—তিন উক্ত 'এব'-কার॥'

—আবার মহাপ্রভুর ঐ মঙ্গলময়ী বাণীতে জগজ্জীবকে আরও দৃঢ়রূপে আকৃষ্ট করিবার জন্য অমন্দোদয়-দয়ানিধি শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু জগদ্বাসী সকলকেই সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিয়া কহিলেন,—

"ঊর্দ্ধ বাহু করি' কহোঁ, শুন সর্ব্বলোক।
নামসূত্রে গাঁথি' পর কণ্ঠে এই শ্লোক॥
প্রভুর আজ্ঞায় কর এই শ্লোক আচরণ।
অবশ্য পাইবে তবে শ্রীকৃষ্ণচরণ॥"

—সেই কথাই শ্রীগৌড়ীয়মঠাচার্য্য আজ নানাভাবে নানাপ্রকারে লোকের দ্বারে দ্বারে পাঠ, কীর্ত্তন, বক্তৃতা প্রভৃতি নানা উপায়াবলম্বনে প্রচার করিতেছেন। সেই হরিকথার সুবহুল প্রচার হইতেই জগজ্জীবের সর্ব্বপ্রকার অভাব দূরীভূত হইবে। হরিকথাতেই সর্ব্বজীবের সর্ব্ব সুমঙ্গল নিহিত। হরিকথা-শ্রবণ হইতেই জীবের সর্ব্বানর্থের মূল যে অবিদ্যা তাহা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়; অবিদ্যা বিনষ্ট হইলেই জীব পরবিদ্যাপীঠের নিত্য অন্তেবাসী হইয়া শোক মোহ-ভয়াপহ, পরবিদ্যাবধূজীবন পরংব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ-সংকীর্ত্তনে মাতোয়ারা হন—সেই নামসঙ্কীর্ত্তন হইতেই জীব সংকীর্ত্তনপিতা মহাবদান্য শ্রীগৌরসুন্দরের মহাদান কৃষ্ণপ্রেম-ধনলাভে অধিকারী হন। কৃষ্ণ যাঁহার কর্ণে শব্দব্রহ্মরূপে কীর্ত্তিত হন তাঁহার হৃদয়ে মায়িক ভোগপর অভদ্রসমূহ কিছুতেই অবস্থান করিতে পারে না। অবিদ্যা হইতেই জীব-হৃদয়ে ভোগ বাসনার উদয় হয়, আবার ভোগবাসনা হইতেই নানা অভাব-অসুবিধার সৃষ্টি হয়। কিন্তু কৃষ্ণনাম শ্রবণকীর্ত্তন দ্বারা সেবিত হইলে জীবহৃদয়ের সমুদয় পাপ-বাসনা সমূলে বিনষ্ট করেন।

শৃণ্বতাং স্বকথাঃ কৃষ্ণঃ পুণ্যশ্রবণকীর্ত্তনঃ।
হৃদ্যন্তঃস্থো হ্যভদ্রাণি বিধুনোতি সুহৃৎ সতাম্॥ (ভাঃ ১।২।১৭)

শ্রীমদ্ভাগবত তাই কৃষ্ণকথাকীর্ত্তনকারীকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বদান্য বলিয়াছেন, কেন না, জগতের অন্যান্য কথা কীর্ত্তনকারী দাতা জীবের তাৎকালিক অভাব দূরীকরণে সমর্থ হইলেও নিত্য অভাব দূর করিতে পারেন না। শ্রীমদ্ভাগবত বলেন,

'তব কথামৃতং তপ্তজীবনং কবিভিরীড়িতং কল্মষাপহম্।
শ্রবণ-মঙ্গলং শ্রীমদাততং ভুবি গৃণন্তি তে ভূরিদা জনাঃ॥'
(ভাঃ ১০।৩১।৯)

—অর্থাৎ হে কৃষ্ণ, সংসারে যাঁহারা ত্রিতাপক্লিষ্ট ব্যক্তিগণের জীবনপ্রদ, বৈষ্ণবগণ-পূজিত, সকল কলুষনাশক, শ্রবণ-মঙ্গল, সর্ব্বশক্তিসমন্বিত ও সর্ব্বব্যাপক তোমার কথামৃত বর্ষণ করেন অর্থাৎ তোমার গুণগাথা গান করেন তাঁহারাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বদান্য, সর্ব্বাপেক্ষা জীবহিতে ব্রতী।

অতএব হে আমার বন্ধুবর্গ, মায়ানির্য্যাতীত নিরীহ জীবকুলের তাৎকালিক অভাবমোচন-কার্য্যে পারদর্শিতাহেতু 'পরোপকারী' নাম লইয়া নিত্যকালের অভাবমোচন-কার্য্যে পারদর্শী, কৃষ্ণকীর্ত্তনকারী পরমমঙ্গলময় সাধুর কৃষ্ণকথা-কীর্ত্তনের অপ্রয়োজনীয়তা-বিচার দ্বারা তাঁহাকে অসম্মান করিবার দুর্ব্বুদ্ধি পোষণ করিও না। ভাগবতাদি শাস্ত্রদ্বারা ভগবান্ একমাত্র নামসংকীর্ত্তনকেই কলিজীবের কলিকলুষনাশের পরম উপায় বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন। সাধু, শাস্ত্র ও মহাজনবাক্য অবহেলার বিষয় নহে—ইহা সকলেই স্থিরচিত্তে প্রণিধান করুন। জগতে কৃষ্ণকথা-শ্রবণ-কীর্ত্তনের আয়োজন প্রয়োজন হউক। দেশে দেশে, নগরে নগরে, গ্রামে গ্রামে, গৃহে গৃহে শুদ্ধকৃষ্ণভক্তের তত্ত্বাবধানে পরবিদ্যাপীঠ স্থাপিত হইয়া কৃষ্ণসংকীর্ত্তন-শ্রবণের ব্যবস্থা হউক্—কৃষ্ণকীর্ত্তন-বন্যায় জগৎ ভাসিয়া যাউক্, - তবেই জগতের সুদিন আসিবে – জগদ্বাসীর দুঃখ-দৈন্য চিরতরে ঘুচিবে—জগৎ শান্তির সুশীতল ক্রোড়ে বিশ্রাম লাভ করিবে; নতুবা অশান্তির অনল জগতের বক্ষে দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া জগৎকে এক মহাশ্মশান-ক্ষেত্রে পরিণত করিবে! হে বন্ধুগণ, এখনও সময় থাকিতে সাবধান হও! অহর্নিশ কৃষ্ণকীর্ত্তনই সময়ের সদ্ব্যবহার। দেশোদ্ধারে কৃষ্ণকথা-কীর্ত্তনের সর্ব্বতোভাবে সর্ব্বপ্রকার প্রয়োজনীয়তা আছে—অন্যান্য কথার বরং আত্যন্তিক প্রয়োজনাভাব।

অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মসেবাই মানব-জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য ও বিধেয়—এই বিষয়টী যতদিন না আমাদের প্রকৃষ্টরূপে উপলব্ধির বিষয় হইতেছে, ততদিন পর্য্যন্ত সাধুসঙ্গে ভগবৎকথা শ্রবণ, সাধুপদিষ্ট বাক্য কীর্ত্তন, সাধুনির্দ্দিষ্ট সাত্ত্বত-শাস্ত্রসমূহের পঠন-পাঠন ও সাধুসেবনাদি কোন ব্যাপারেই আমাদের আন্তরিক স্পৃহা বা উৎসাহ বিদ্যমান থাকা কখনও সম্ভবপর হইতে পারে না।

কালেক্টর সাহেবের পত্র

কালেক্টর সাহেবের কুঠি,

কৃষ্ণনগর,

২৩শে জানুয়ারী, ১৯৩৪।

মহাশয়,

সম্প্রতি প্রচণ্ড ভূমিকম্পে আমাদের দেশবাসীর যেরূপ ক্ষতি হইয়াছে সে সংবাদ সকলে অবগত আছেন। দুঃস্থ ব্যক্তিগণের সাহায্যার্থে মহামান্য বড়লাট সাহেব আপনাদের নিকট যে আবেদন করিয়াছেন তাহার অনুবাদ নিম্নে প্রদত্ত হইল। ঐ আবেদন যতদূর সম্ভব সর্ব্বসাধারণের নিকট প্রচার করিবেন।

এই মহদুদ্দেশ্যে যিনি যেরূপ সাহায্য করিবেন তাহাই সাদরে গৃহীত হইবে। যদি সাহায্যের পরিমাণ অল্প বিধায় কেহ উহা দিল্লীতে পাঠাইতে কুণ্ঠিত হন তাহা হইলে তিনি উহা নিঃসঙ্কোচে আমার নিকট পাঠাইতে পারেন।

এইচ, বোস্

ম্যাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর, নদীয়া।

২৩, ১, ৩৪.

মহামান্য বড়লাট বাহাদুরের টেলিগ্রামের সংক্ষিপ্ত অনুবাদ।

—:*:—

"গত সোমবার ১৫ই জানুয়ারী অপরাহ্নে প্রচণ্ড ভূ-কম্পনের ফলে মুহূর্ত্ত-মধ্যে বহুসংখ্যক দেশবাসীর উপর বিশেষতঃ বিহার ও উড়িষ্যা প্রদেশে সম্প্রতি যে ভীষণ বিপৎপাত হইয়াছে তাহার প্রকৃত বিবরণ অদ্যাবধি পাওয়া যায় নাই। ইহা বলিলে অবশ্য অত্যুক্তি হয় না যে, উহাতে আতঙ্কজনক প্রাণহানি, অসংখ্য গৃহ ভূমিসাৎ এবং বিস্তীর্ণ ভূ-খণ্ডের বহু সম্পত্তি ও দ্রব্যাদি বিধ্বস্ত ও লুপ্তপ্রায় হইয়াছে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, এই ভীষণ দুর্দ্দিনে এতদ্দেশীয় সকল শ্রেণীর অধিবাসিবৃন্দের সহানুভূতির ধারা দুঃস্থ ও বিপন্ন জনগণের প্রতি বর্ষিত হইবে ও তাহাদের দুঃখ বিমোচনের সকল প্রচেষ্টা [illegible] সাদরে গ্রহণ করিবেন। এতদুদ্দেশ্যে আমি "ভাইসরয়ের ভূমিকম্প ভাণ্ডার" নামে একটী অর্থ-ভাণ্ডার প্রতিষ্ঠিত করিতে মনস্থ করিয়াছি। সমস্ত সাহায্য ভাইসরয়ের প্রাইভেট সেক্রেটারীর নিকট (ভাইসরয়ের প্রা[illegible] দিল্লী) [illegible] প্রেরিত হইবে। প্রত্যেক [illegible] "ভাইসরয়ের [illegible]" [illegible] স্বীকৃত হইবে।"

রেলওয়ে সময়

ই, বি, আর দিয়া শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইবার ট্রেণ তালিকা

কলিকাতা	ছাঃ	০—৬,	৭—১৩,	১৪—১৪	১৬—৫৩,	২২—২৩
রাণাঘাট	ছাঃ	৫—৫০,	৯—৪৬,	১৬—৪৮,	১৮—৩৯,	০—৩২
কৃষ্ণনগরসিটি	পৌঃ	৬—২৮,	১০—২১	১৭—২৮	১৯—১৫	১—১৪
গাড়ী বদল	ছাঃ	৬—৪৫,	১০—৪৪,	১৩—২২,	১৭—৩৮,	২০—১৬
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৭—২৪,	১১—২১,	১৪—০,	১৮—১,	২০—৪৭
নবদ্বীপঘাট	পৌঃ	৭—৩৩,	১১—৩০,	১৪—৯,	১৮—১৬,	২০—৫৫

মহেশগঞ্জ ষ্টেশন হইতেও শ্রীধাম-মায়াপুরে যাওয়া যায়।

ই, বি, আর, দিয়া শ্রীধাম-মায়াপুর যাইবার ট্রেণ-তালিকা

হাওড়া	ছাঃ	৬—৪৬	১২—৪৬	১৭—৪৬	১৮—৩৬
ব্যাণ্ডেল	ছাঃ	৮—২৩	১৪—১১	১৮—৪৭	১৯—৪৩
নবদ্বীপ	পৌঃ	১০—২২	১৬—১৪	২০—৪৬	২১—৩৭

সহর নবদ্বীপ হইতে গঙ্গা পার হইয়া পূর্ব্বপারে প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইতে হইবে।

কৃষ্ণনগর নবদ্বীপঘাট রেলওয়ে সময়

কৃষ্ণনগর হইতে নবদ্বীপঘাট

কৃষ্ণনগর সিটি—	৬-৪৫	১০-৪৪	১৩-২২	১৭-৩৮	২০-১৬
কৃষ্ণনগর রোড—	৬-৫৬	১০-৫৫	১৩-৩৩	১৭-৪৭	২০-২৫
আমঘাটা—	৭-১৫	১১-১৩	১৩-৫১	১৮-৩	২০-৪১
মহেশগঞ্জ—	৭-২৪	১১-২১	১৪-০	১৮-৯	২০-৪৭
নবদ্বীপঘাট —	৭-৩৩	১১-৩০	১৪-৯	১৮-১৬	২০-৫৫

বিশেষ দ্রষ্টব্য—নবদ্বীপঘাট ষ্টেশন অপেক্ষা মহেশগঞ্জ ষ্টেশন হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরের দূরত্ব অনেক কম। শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে যাঁহাদিগকে রাণাঘাটে ট্রেণ বদল করিতে হয়, তাঁহারা রাণাঘাটে প্রাতঃ ৫-৫০, ৮-১৪, ৯-৪৬, ১৬-৪৮, ১৮-৩৯ এবং ০-৩২ মিনিটের সময় গাড়ী পাইবেন।

শান্তিপুর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে শান্তিপুর ষ্টেশনে ৫-৪০, ৯-২৯, ১১-২৫, ১৬-৪ এবং ১৮-৫১ মিনিটের সময় ট্রেণ পাওয়া যায়।

নবদ্বীপঘাট হইতে কৃষ্ণনগর

নবদ্বীপ ঘাট—	৫-৩৫	৯-২৫	১২-১০	১৫-৪	১৮-৪৫
মহেশগঞ্জ—	৫-৪৩	৯-৩৩	১২-১৯	১৫-১২	১৮-৫৪
আমঘাটা—	৫-৫৩	৯-৪৩	১২-২৬	১৫-২৮	১৯-৫০
কৃষ্ণনগর রোড—	৬-৫	৯-৫৫	১২-৪০	১৬-৪	১৯-২৪
কৃষ্ণনগর সিটি—	৬-১০	১০-০	১২-৫১	১৬-১২	১৯-৩৫

জনৈক বাঙ্গালী যুবক দণ্ডিত

জনৈক পুলিশ কনেষ্টবলের কার্য্যে বাধা দান করার অভিযোগে ভবানী কুণ্ডু নামক জনৈক বাঙ্গালী যুবক গত শনিবার দিবস ফৌজদারী আদালত প্রাঙ্গণে ধৃত হয়। উক্ত যুবককে সোমবার দিবস মহকুমা হাকিমের আদালতে উপস্থিত করা হইলে, তিনি উঁহাকে ১ মাস সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন। প্রকাশ যে, উক্ত যুবককে রাজসাহী সেন্ট্রাল জেলে প্রেরণ করা হইয়াছে।

স্পেনে সতর্কতা অবলম্বন

স্পেনের কোন কোন প্রদেশ হইতে অশান্তিজনক সংবাদ আসিয়াছে। তাই কর্ত্তৃপক্ষ নিম্নলিখিত বিশেষ বিধান জারী করিয়াছেন:—পূর্ব্ব হইতে অনুমতি না লইয়া কেহ সভা সমিতি করিতে পারিবে না। যাহা কিছু মুদ্রিত হইবে, তৎসমস্তই সেন্সার করা হইবে। পথচারীরা কোথাও দাঁড়াইতে পারিবে না। পূর্ব্ব হইতে নোটিশ না দিয়া কেহই ধর্ম্মঘট করিতে পারিবে না।

ব্যবস্থা পরিষদের সাধারণ নির্ব্বাচন

পরিষদ মহলে এরূপ গুজব যে, বৎসর নভেম্বর মাসে সাধারণ নির্ব্বাচন হইবে, ইহা একরূপ নিশ্চিত। ইহা যদি হয়, তাহা হইলে ব্যবস্থাপরিষদের আগামী ত্রৈমাসিক অধিবেশন সিমলায় জুলাই মাসের প্রথমেই আরম্ভ হইবে এবং আগষ্ট মাসের প্রথম সপ্তাহের মধ্যে শেষ হইবে।

———

হরিজন বিদ্যালয়ের শিক্ষক গ্রেপ্তার

স্থানীয় হরিজন বিদ্যামন্দিরের শিক্ষক শ্রীযুত জ্ঞানেন্দ্রনাথ সেনগুপ্তকে সেদিন প্রাদেশিক সং ফৌঃ আইনে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে তিনি শ্রীযুত রাজেন্দ্রনাথ দাশগুপ্তের বাড়ীতে থাকিতেন। সেই বাড়ী খানাতল্লাস করিয়া পুলিশ কয়েকখানা পুস্তক ও কিছু কাগজ পত্র লইয়া গিয়াছে।

কাকা কালেলকার আবার গ্রেপ্তার

গত ২রা ফেব্রুয়ারী কাকা কালেলকারকে কয়েকবার গ্রেপ্তার করা হইয়াছিল তিনি নিকটবর্তী গ্রামে যান এবং তথায় এক জনসভায় বক্তৃতা করিতে আরম্ভ করিবামাত্র তাঁহাকে গ্রেপ্তার করিয়া থানায় আনয়ন করা হয়।

প্রচারের ঠিকানা— 'শ্রীপ্রচার' নবদ্বীপ
—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

দৈনিক

REG. C1544

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩॥০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র।

নদীয়া প্রকাশ
THE NADIA-PRAKASH

সাধারণের হার
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸০
মাসিক ১৲
নগদ বর্ত্তমান
সংখ্যা ৫

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৮ম খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বেদান্তবাচস্পতি [২৮৬শ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর— ২৬শে মাঘ শুক্রবার ১৩৪০, ৯ই ফেব্রুয়ারী ১৯৩৪

সম্রাট্ সকাশে ভূতপূর্ব্ব বোম্বাই লাট

লণ্ডন হইতে প্রকাশ, বোম্বাইয়ের গবর্ণরের পদ হইতে অবসর গ্রহণের পর স্যার ফ্রেডারিক সাইক্‌স্ স্যানড্রিংহামে সম্রাটের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। সম্রাট্ তাঁহাকে এবং তাঁহার পত্নীকে নূতন পদবী ও সম্মানে ভূষিত করিয়াছেন।

কুমুরে গান্ধীজী

বিশ্রাম দিনেও গান্ধীজী কুমুরে বেশ ব্যস্ত ছিলেন। প্রত্যহই তাঁহার বাসস্থান বহু দর্শকে বেষ্টিত থাকিত। দর্শকদের মধ্যে কতকজন ইউরোপীয়ানও ছিলেন। শুক্রবার অপরাহ্নে গান্ধীজী কোটাগিরিতে গিয়া এক জনসভায় বক্তৃতা করেন। পরে তিনি উতকামণ্ড গিয়াছিলেন। তথায়ও তিনি এক জনসভায় বক্তৃতা করিয়াছেন এবং শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম ও সদপ্রকাশ মঠ পরিদর্শন এবং হরিজনদিগের জন্য একটি মন্দির উন্মুক্ত করিয়াছেন। অভ্যর্থনাদি তিন দিনে গান্ধীজী যথাক্রমে ৮০২৲, ১১৯৭৲ এবং ১২৯৩৲ টাকা সংগ্রহ করিয়াছেন।

বিহার সাহায্য কার্য্যের নিমিত্ত এপর্য্যন্ত গান্ধীজী অন্যূন টাকা ১২১৬৲ সংগ্রহ করিয়াছেন।

৩০এ ফেব্রুয়ারী গান্ধীজীর মৌন দিবসে প্রাতে গান্ধীজী অন্যূন ... মাইল ভ্রমণ করিয়া তৈবাটুর যাত্রা করিয়াছেন।

বিহার ও নেপালের আর্ত্তজনগণ

... বিশ্রামশিলাস বোর্ডের বিশেষ অধিবেশনে বিহার কেন্দ্রীয় সাহায্য সমিতির নিকট ১০,০০০৲ টাকা দিবার প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। তন্মধ্য হইতে ২,০০০৲ টাকা নেপালের আর্ত্তজনগণের সাহায্যার্থ পৃথক্ রাখা হইবে। কিন্তু নেপাল সরকার উহা গ্রহণ করিতে অস্বীকৃত হইলে উক্ত টাকা কেন্দ্রীয় সাহায্য সমিতিতে যাইবে।

মুঙ্গের, দ্বারবঙ্গ ও পুর্ণিয়ায় আবার কম্পন

মুঙ্গের হইতে প্রকাশ, গত ৫ই ফেব্রুয়ারী অপরাহ্ণ ৬-১৫ মিঃ সময় তথায় কয়েকবার মৃদু কম্পন অনুভূত হইয়াছে।

গত ৫ই তারিখ আরও কতকগুলি শব স্তূপের মধ্য হইতে বাহির করা হইয়াছে।

৫ই ফেব্রুয়ারী:—প্রাতে দ্বারবঙ্গে কয়েকবার মৃদু কম্পন হইয়াছিল। কোন প্রকার ক্ষতি হয় নাই।

৩রা ফেব্রুয়ারী:—রাত্রে পুর্ণিয়ায় কয়েকবার মৃদু কম্প অনুভূত হয়। উত্তর দিক হইতেই কম্প আসিতেছে বলিয়া মনে হয়। বাড়ীঘর এখনও বসিয়া যাইতেছে বলিয়া মেরামত কার্য্য সম্ভবপর হইতেছে না।

ডাকাতির অভিযোগ

মথুরাপুর শুকদেব হালদারের দোকানে ডাকাতি করিবার অভিযোগে অভিযুক্ত করিয়া গত সোমবার ডায়মণ্ডহারবারের ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ এস, কে, গুহ আমিনালী মোল্লা, এমতাজ মোল্লা ও অহর পুরকায়েৎকে দায়রায় সোপর্দ্দ করেন।

অভিযোগের বিবরণ এই যে, গত ৫ই ... রাত্রিতে আসামিগণ লাঠী, টর্চ-লাইট ... অস্ত্রসহ ... দোকানে হানা দেয় এবং দোকানের মালিককে জিজ্ঞাসা করে। অতঃপর দোকানের লোকজনদিগকে মারপিট করিয়া দোকানের সমস্ত মাল নৌকা বোঝাই করিয়া লইয়া যায়।

কয়েকদিন পর আসামীদিগকে মথুরাপুর হাটে ঐসব ডাকাতির মাল বিক্রয় করিতে দেখিয়া এবং একজন আসামীর গৃহে কাঠের বাক্স, টিন ইত্যাদি প্রাপ্ত হওয়ায় তাহাদিগকে গ্রেপ্তার করা হয়।

ইউরোপীয়দের সহিত সংঘর্ষ

নাইরোবী (পূর্ব্ব আফ্রিকার কেনিয়ার অন্তর্গত) হইতে কয়েক মাইল দূরে একদল ইউরোপীয় ও দেশীয় পুলিশের সহিত একদল দুর্বৃত্ত আফ্রিকাবাসীর প্রচণ্ড লড়াই হইয়া গিয়াছে। যখন পুলিশবাহিনী ঘন অরণ্যের মধ্য দিয়া দুর্ব্বৃত্তদের সন্ধান করিতেছিল, তখন তাহাদের উপর বারিধারার মত তীক্ষ্ণ তীর বর্ষিত হইতে থাকে; ফলে পুলিশ বাহিনীর নেতা ইউরোপীয় ইন্সপেক্টার গুরুতররূপে আহত হন। আশঙ্কা হইতেছে যে, তীরগুলি বিষাক্ত ছিল; কারণ দুর্ব্বৃত্তদিগকে বন্দী করার পর তাহাদের তীরে বিষ পাওয়া গিয়াছে।

সার্কুলার রোডে বন্দুক দুর্ঘটনা

সোমবার প্রাতে বন্দুকের গুলীর আঘাতে সূর্য্যমণি মহান্তি নামক ১১৬ নং লোয়ার সার্কুলার রোডের বাড়ীর এক উড়িয়া খানসামার বুকে ও গলায় গুরুতর জখম হইয়াছে। তাহাকে তৎক্ষণাৎ ক্যাম্বেল হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হইয়াছে। ... এতদ্ সম্পর্কে পুলিশ উক্ত বাড়ীর নেপালী দারোয়ানকে গ্রেপ্তার করিয়া তাহার বন্দুকটী হস্তগত করিয়াছে।

প্রকাশ, বন্দুকে গুলী নাই মনে করিয়া দারোয়ান তামাসা করিবার উদ্দেশ্যে খানসামার দিকে বন্দুকটী তাক করে। কিন্তু অলক্ষিতে বন্দুকে যে কার্তুজটি ছিল উহা ছুটিয়া গিয়া খানসামাকে আঘাত করে।

পিস্তল ও কার্ত্তুজসহ যুবক গ্রেপ্তার

প্রকাশ, পোর্ট পুলিশের স্পেশাল ব্রাঞ্চ ষ্ট্রাণ্ড রোডে জনৈক বাঙ্গালী যুবককে গ্রেপ্তার করিয়াছে। উক্ত যুবক হাওড়ার সুশীল বাড়ুয্যে নামে আত্ম পরিচয় প্রদান করিয়াছে। আরও প্রকাশ যে, উক্ত যুবকের নিকট হইতে একটী পাঁচঘরা পিস্তল ও ১২টী কার্ত্তুজ পাওয়া গিয়াছে।

বোম্বাই হইতে স্বর্ণ রপ্তানী

বোম্বাই হইতে প্রকাশ, গত ২রা ফেব্রুয়ারী বোম্বাই হইতে 'ওকলিয়া' জাহাজে ৩৫১৯৮২৬৭৲ টাকা মূল্যের স্বর্ণ রপ্তানী হইয়াছে। পূর্ব্ববারে ২৭৫৬৯৬৫৲ টাকা মূল্যের স্বর্ণ প্রেরিত হইয়াছিল।

গ্রেটব্রিটেন স্বর্ণমান ত্যাগ করার পর হইতে এপর্য্যন্ত ১৬২২৬৪৯১৬০৲ টাকা মূল্যের স্বর্ণ এদেশ হইতে রপ্তানী হইয়াছে।

মধ্য প্রদেশের ইন্‌স্পেক্টর জেনারল অব পুলিশ

নাগপুর হইতে প্রকাশ, নাগপুর সেন্ট্রাল জেলের সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট মেজর এন, এস, জাতার আই. এম, এস, ইন্সপেক্টর জেনারেল অব পুলিশ পদে অস্থায়ী ভাবে নিযুক্ত হইয়াছেন।

ॐ নমো ভগবতে বাসুদেবায়

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

২৬শে মাঘ শুক্রবার, ১৩৪০

ভূমিকম্পের ফলে বিহার আজ বিধ্বস্ত। সত্যাগ্রহ আন্দোলনের সম্পর্কে বিহারের বরহিয়া গ্রামে সেনা মোতায়েন করা হয়। প্রকাশ, ঐ গ্রামে এখনও সেনাদল মোতায়েন রহিয়াছে, এবং সেই সেনাদলের ব্যবস্থায় গ্রামবাসীদিগকে বহন করিতে হইতেছে। ভূমিকম্পের পর জাপানের সৈনিকেরা সেখানে কুলীর কাজ করিয়াছিল. এই সেনাদল সেই প্রকার জন-সেবা করিলে তাহাদের কর্ত্তব্য সুষ্ঠুরূপে সম্পাদিত হয়। দুঃখ দৈন্যে সহকারিতা করাও শান্তি-রক্ষার অন্তর্গত নহে কি?

প্রকাশ, ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট জার্ম্মাণীকে 'বিশ্বরাষ্ট্র সঙ্ঘে' আনিবার জন্য আর এক দফা চেষ্টায় অবতীর্ণ হইয়াছেন। ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট জার্ম্মাণীকে কিছু সুবিধা ছাড়িয়া দিবার প্রস্তাব করিয়াছেন। কিন্তু একদিকে ফরাসীদের অসম্ভব দাবীর একগুঁয়ে আবদার, অপর দিকে জার্ম্মাণদের সমাধিকার কামনার মাত্রা, এতদুভয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য সাধনের জন্য ধোবৎ ব্রিটিশ রাজনীতিকগণ যেরূপ চেষ্টা করিয়াছেন, তাহা ও এই চেষ্টা ফলপ্রদ হইলেই আনন্দের কথা।

জার্ম্মাণেরা জেনেভাতে আসুক বা না আসুক, ফরাসীরা তাহা গ্রাহ্য করে না; জার্ম্মাণীকে দাবাইয়া রাখা হউক, তাহারা ইহাই চাহে। অন্যান্য ব্যক্তিদের মতিগতিও ফরাসীদের অপেক্ষা বিশেষ উন্নত নহে. নিজের কোলে ঝোল টানিতে সবাই ব্যস্ত। এরূপ অবস্থায় নিরস্ত্রীকরণের সমস্যা লইয়া রাষ্ট্রবীরদের বৃথাবাক্ মস্তিষ্কের আলোড়নে কি ফল দাঁড়ায় দেখা যাক।

শ্রীযুক্ত গান্ধী লণ্ডনে গমন করিয়া মিস মুরিয়েল লিষ্টারের আতিথ্য স্বীকার করিয়াছিলেন। মিস মুরিয়েল চীন, জাপান ও আমেরিকা পরিদর্শন করিয়া ফিরিবার পথে কলিকাতায় আসিয়াছিলেন। আজ কয়েক দিন হইল তিনি গান্ধীজীর সহিত সাক্ষাৎ করিবার নিমিত্ত কলিকাতা হইতে মাদ্রাজ যাত্রা করিয়াছেন। কলিকাতায় অবস্থান কালে মিস মুরিয়েল নাকি বলিয়াছিলেন,—"জগতের কোথায়ও জনসাধারণ সাম্রাজ্যবাদ পছন্দ করে না, একদল স্বার্থান্ধ এবং যোদ্ধাচারপ্রয়াণ লোক উহার জন্য পাগল হইয়াছে। লোকের মুখে জাপানীদের সাম্রাজ্যবাদের কথা শুনি, কিন্তু জাপানের নারী এবং ছাত্র সমাজ সাম্রাজ্যবাদের প্রতি যে প্রেমপরায়ণ, এমন কথা কিছুতেই বলা যায় না। সাম্রাজ্যবাদীদের স্বার্থের কাড়াকাড়ির ভিতর সান্ত্বনা শুধু ইহাই যে, জগতের জনমত একদিন জাগিয়া উঠিবে এবং তাহাদের চাতুরীজাল ছিন্নভিন্ন করিয়া দিয়া শান্তির পথ প্রশস্ত করিবে।" এই শান্তির নমুনা বা স্বরূপ কি?

মিত্র ইনষ্টিটিউশন কলিকাতার মধ্যে একটী বিশিষ্ট উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়। প্রকাশ, উহার কর্তৃপক্ষগণ বিদ্যালয়ের নীচে পেট্রোলের দোকান বসাইয়াছেন. দৈবাৎ উক্ত দোকানে আগুন ধরিয়া গেলে বিদ্যালয়ের ছাত্রদের নিরাপদে বাহির হইয়া আসা কঠিন হইবে। আমরা এই বিদ্যালয়ের নীচের তলা হইতে পেট্রোলের দোকান অপসারিত করিতে এবং তাহা সম্ভব না হইলে অন্য কোন বাড়ীতে বিদ্যালয়টী স্থানান্তরিত করিতে কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ করিতেছি। যে বাড়ীটী ভূমিকম্পে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে. তাহারও অবস্থা ইঞ্জিনিয়ার দ্বারা পরীক্ষা করাইয়া তদনুযায়ী ব্যবস্থা করা উচিত।

দিয়াশলাইর কারখানায় ধর্ম্মঘট

গত ১লা ফেব্রুয়ারী আলমবাজারস্থ উইকো দেশলাইর কারখানার মজুররা ধর্ম্মঘট করিয়াছে। শতকরা ১০৲ টাকা মজুরি হ্রাস, ফুরণ কাজের মজুরি হ্রাস, চাকুরির অস্থায়িত্ব এবং মজুরির হার না বৃদ্ধি করা—এতৎ সম্পর্কে শুক্রবার মজুরেরা ৫ই ফেব্রুয়ারী এবং ২রা ফেব্রুয়ারী সভা করিয়া একটি ধর্ম্মঘট কমিটি গঠন করিয়াছেন। উক্ত কমিটি শ্রমিকদের অভিযোগ মালিকদের জানাইবেন।

লবণের কারখানা

"কমার্শিয়াল গেজেট" পত্রে মিঃ জে, এল পণ্ডিত 'বাঙ্গালার লবণ প্রস্তুত' শীর্ষক একটী প্রবন্ধে লিখিতেছেন—বাঙ্গালাদেশে লবণের কারখানা সমূহ বন্ধ করিয়া দিবার পূর্ব্বে একমাত্র কাঁথি মহকুমাতেই প্রতি বৎসর ১৮ লক্ষ মণ করিয়া লবণ তৈয়ার হইত। বর্ত্তমানেও যে বাঙ্গলা দেশ কেন তাহার প্রয়োজনীয় লবণ তৈয়ার করিতে পারিবে না তাহার কারণ নাই। দুর্ভাগ্যবশতঃ বাঙ্গলাদেশে বাদল বেশী হয় বলিয়া সূর্য্যের তাপে সমুদ্রজল শুকাইয়া লবণ প্রস্তুত করা যায় না। কাজেই লবণাক্ত মাটিকে গলাইয়া তাহা হইতে অগ্নির তাপের সাহায্যে লবণ প্রস্তুত ছাড়া উপায় নাই। যদি দুইজন লোক ৫০০৲ টাকা মূলধন লইয়া কাজে প্রবৃত্ত হয় তাহা হইলে তাহারা মাসে ১২০০/০ মণ লবণ তৈয়ার করিতে পারিবে এবং খরচা বাদে উহা হইতে মাসে ৩ শত টাকার মত লাভ হইবে। তবে বর্ত্তমানে এই ধরণের কারখানায় কাজ চলিবে না। তথাপি এই ধরণের কারখানাতে প্রত্যেক ব্যক্তি গড়ে প্রতি মাসে ৫০।৬০৲ টাকা রোজগার করিতে পারিবে। এই বিষয়ে পরীক্ষা করিয়া দেখা প্রয়োজন। যদি দেখা যায় যে ৫ শত টাকা মূলধন নিয়োগ করিয়া মাসে ২।৩ ব্যক্তি ৫০।৬০ টাকা করিয়া রোজগার করিতে পারে তাহা হইলে একমাত্র লবণের মারফতে বাঙ্গলাদেশের সহস্র সহস্র বেকার যুবকের অন্নসংস্থানের উপায় হইতে পারে।

বাঙ্গলার লবণ প্রস্তুত

কলিকাতা ইণ্ডিয়ান চেম্বার অব কমার্সের কার্য্যকরী সমিতি লবণের ব্যাপারে ভারতবর্ষকে স্বাবলম্বী করিবার জন্য আমদানী লবণের উপর উপযুক্ত মত রক্ষা-শুল্ক বসাইবার প্রস্তাব সমর্থন করিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে কমিটী বলেন, বাঙ্গলায় লবণ তৈয়ারের কোন ব্যবস্থা হইতেছে না, উহা দুঃখের বিষয়। বাঙ্গলা দেশে লবণ তৈয়ারের বেশ সুবিধা আছে। কিন্তু অতিরিক্ত লবণ-শুল্ক হইতে যে টাকা বাঙ্গলা গবর্ণমেণ্ট পাইতেছেন তাহা লবণ-শিল্পের উন্নতির জন্য ব্যয় না করিয়া গবর্ণমেণ্টের অন্যান্য কাজে ব্যয় হইতেছে। কমিটির মত এই যে, আপাততঃ বাঙ্গলায় লবণ তৈয়ারে যদি অধিক ব্যয়ও পড়ে তাহা হইলেও বাঙ্গলার লবণ-শিল্পের উন্নতির জন্য বাঙ্গলা গবর্ণমেণ্টের অর্থ সাহায্য করা উচিত।

কমিটী ভারতের অথবা এদেশের লবণের কারখানাগুলির স্বার্থের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া এডেনের লবণকেও রক্ষণশুল্কের সুবিধা দিবার প্রস্তাব সমর্থন করিয়াছেন।

শ্রীনগরের বর্ত্তমান অবস্থা

গত ৩রা ফেব্রুয়ারী শ্রীনগর হইতে যে সংবাদ আসিয়াছে, সেই সংবাদ বিশেষ আশাপ্রদজনক। কাঁকর মহল্লায় একদল লোক সমবেত হইয়াছিল, কিন্তু তাহারা পথে পথে সৈনিক ও পুলিশ মোতায়েন দেখিয়া সরিয়া পড়ে। তাহাদের উপর ফৌজের বলপ্রয়োগ করিতে হয় নাই।

পুলিশ এবং সৈনিকগণ মোটর গাড়ীতে টহল দিয়া সান্ধ্য আইন বলবৎ রাখিতেছে।

মফঃস্বল হইতে আর কোনও হাঙ্গামার সংবাদ আসে নাই।

গত ২রা তারিখ পুলোয়ামায় যে হাঙ্গামা হইয়াছে, তাহার ফলে দুইজন নিহত এবং নয়জন আহত হইয়াছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। অবিলম্বে আহতদের চিকিৎসার ব্যবস্থা হইয়াছে। এই উদ্দেশ্যে একজন সহকারী সার্জ্জনকে নিয়োগ করা হইয়াছে।

মুস্লিম লীগের প্রস্তাব

মিঃ ফাকির হিদায়েৎ হোসেনের সভাপতিত্বে মুস্লিম লীগের এক জরুরী সভা হইয়া গিয়াছে। কাশ্মীরের অধিবাসীরা নিজেদের অধিকার রক্ষার্থে যে ন্যায়সঙ্গত আন্দোলন করিতেছে, কাশ্মীর সরকার তাহার বিরুদ্ধে যে ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন তাহার প্রতিবাদ করিয়া একটি প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে।

মুসলমানদের স্বার্থ রক্ষার উপায় নির্দ্ধারণার্থ মহামান্য আগা খাঁর শরণাপন্ন হওয়া এবং অন্যান্য মুসলমান সঙ্ঘের সহিত সহযোগিতা করিবার জন্য একটী সাব কমিটি গঠিত হইয়াছে।

ব্যবস্থা পরিষদের ভোটার তালিকা

আসাম গবর্ণমেণ্টের ব্যবস্থাপক বিভাগের সেক্রেটারী আগামী ৩১শে মে'র মধ্যে ব্যবস্থা পরিষদের নির্ব্বাচক মণ্ডলীর তালিকা প্রস্তুত করিবার আদেশ দিয়াছেন।

পরলোকে মধুসূদন দাস

কটক হইতে প্রকাশ গত ৪ঠা ফেব্রুয়ারী উড়িষ্যার বৃদ্ধ মধুসূদন দাস মহাশয় রাত্রি ১টা ২০ মিনিটের সময় ৮৬ বৎসর বয়সে তাঁহার কটকস্থ ভবনে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন।

বাবু মধুসূদন দাস ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দের ২৮শে এপ্রিল তারিখ জন্মগ্রহণ করেন। তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে এম এ, বি. এল উপাধি লাভ করেন। বঙ্গ, বিহার, উড়িষ্যা যখন একই প্রদেশের অন্তর্গত ছিল, তখন তিনি পর পর চারিবার উড়িষ্যার পক্ষ হইতে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় প্রতিনিধিত্ব করেন। ১৯১৩ সালে তিনি বিহার-উড়িষ্যা ব্যবস্থাপক সভা কর্ত্তৃক ইম্পিরিয়েল কাউন্সিলে সদস্য নির্ব্বাচিত হন। অতঃপর বিহার-উড়িষ্যা ব্যবস্থাপক সভার সদস্য মনোনীত হন। ১৯২১ সালের জানুয়ারী মাসে তিনি বিহার ও উড়িষ্যার স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসন বিভাগের মন্ত্রী পদে নিযুক্ত হন। দুই বৎসর পর ঐ পদ ত্যাগ করেন। অতঃপর উড়িষ্যার মিউনিসিপ্যালিটী সমূহ কর্ত্তৃক ব্যবস্থাপক সভার সদস্য নির্ব্বাচিত হন।

দেশের শিল্পোন্নতির জন্য তিনি অনেক চেষ্টা করিয়াছেন। তিনি একটা 'উৎকল ট্যানারি' এবং উড়িষ্যা আর্ট ওয়েয়ার্স নামক দুইটি কারখানা প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন।

পরলোকে দেওয়াস মহারাজা

বোম্বাই হইতে প্রকাশ, দেওয়াসের মহারাজা (জুনিয়ার) গত ৫ই ফেব্রুয়ারী প্রাতে তাঁহার রাজ্যে হঠাৎ পরলোকগমন করিয়াছেন।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

অনাসক্তস্য বিষয়ান
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

নদীয়া-প্রকাশ

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক
— পারমার্থিক পত্র —
শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

আরাধ্যো ভগবান ব্রজেশ-
তনয়স্তদ্ধাম-বৃন্দাবনং,
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং
প্রেমা পুমর্থো মহান,
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং
তত্রাদরো নঃ পরঃ॥

৮ম বর্ষ } ১০ গোবিন্দ গৌরাব্দ ৪৪৭, ২৬শে মাঘ বঙ্গাব্দ ১৩৪০, ৯ই ফেব্রুয়ারী ইং ১৯৩৪, শুক্রবার { ২৮৬ তম সংখ্যা

শ্রীশ্রীনিত্যানন্দোৎসব

গৌরগদাধরমঠে

আকর-মঠরাজ শ্রীচৈতন্যমঠের শাখা চাঁপাহাটী গৌরগদাধর-মঠে গত ১৪ই মাঘ রবিবার শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর আবির্ভাব-তিথিতে মহোৎসব হইয়াছে। মঠরক্ষক মহাশয়ের চেষ্টায় ও উৎসাহে উৎসবটী বিশেষ সুষ্ঠুভাবে সম্পাদিত হইয়াছিল। উক্ত দিবস মঠস্থ শ্রীবিগ্রহ অতি সুন্দররূপে সাজান হইয়াছিল। সন্ধ্যারাত্রিক সমাপনান্তে শ্রীযুক্ত নৃসিংহপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ও মঠরক্ষক প্রভু ক্রমান্বয়ে প্রায় ১ঘণ্টা করিয়া নিত্যানন্দ-তত্ত্ব ও মহিমা কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। বক্তৃতান্তে 'নিতাই পদ কমল, কোটি চন্দ্র সুশীতল' এই কীর্ত্তনটী হয়। তৎপর শতাধিক নিমন্ত্রিত ব্যক্তিকে বিচিত্র মহাপ্রসাদ দেওয়া হইয়াছে।

শ্রীএকায়নমঠে

গত ১২ই মাঘ শ্রীহরিবাসর হইতে ১৪ই মাঘ দিবসত্রয় ভক্তগণ দৈনিক পাঠ-কীর্ত্তনমুখে তিনটী তিথির সম্মান করত ১৪ই তারিখে শ্রীশ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর আবির্ভাব-তিথিতে সমাগত ভদ্রলোক ও ভদ্রমহিলাগণকে বিচিত্রতাপূর্ণ মহাপ্রসাদ-বিতরণে তাঁহাদিগের সুকৃতির উন্মেষ করাইয়াছেন। রাত্রি প্রায় ৯ ঘটিকা পর্য্যন্ত মহাপ্রসাদ ফল, মূল ও মিষ্টান্নাদি সকলকেই বিতরণ করা হইয়াছিল।

স্থানীয় আদর্শ গৃহস্থ-বৈষ্ণব এবং গুরু-সেবক শ্রীপাদ কৃপাসিন্ধু দাসাধিকারী মহোদয় এবং তাঁহার ভক্তিমতী সহধর্ম্মিণীর সেবাপরায়ণতা উল্লেখযোগ্য। তাঁহারা শ্রীপাদ নিত্যানন্দ প্রভুর আবির্ভাবোৎসবের এবং ভোগরাগের সমস্ত উপকরণ ফল, মূল, মিষ্ট দ্রব্যাদি সরবরাহ করিয়া শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের কৃপাশীর্ব্বাদ-ভাজন হইয়াছেন।

অমরসী গৌড়ীয়মঠে

গত ১৪ই মাঘ ২৮শে জানুয়ারী রবিবার শ্রীঅমরসী গৌড়ীয় মঠে শ্রীশ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর আবির্ভাবোৎসব সম্পন্ন হইয়াছে। সমবেত ভক্তমণ্ডলী মঙ্গল-আরাত্রিকের পর শ্রীগুর্ব্বষ্টক ও মহামন্ত্র কীর্ত্তন করেন। সন্ধ্যারতির পর গ্রামস্থ অনেক সজ্জন ভদ্রলোক এবং মহিলা কীর্ত্তন শ্রবণ করেন। শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত আদি লীলার পঞ্চম পরিচ্ছেদ হইতে শ্রীশ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর মহিমা পাঠ করা হয়। আদি ও অন্তে সংকীর্ত্তন হইয়াছে। পরিশেষে সমাগত ভক্তমণ্ডলীকে কিছু মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

পরমার্থপ্রচারে ত্রিপুরার মহারাজের দান

আমরা শুনিয়া অতিশয় আনন্দিত হইলাম, স্বাধীন ত্রিপুরার মহামান্য মহারাজ পঞ্চশ্রী শ্রীমদ্ বীরবিক্রমকিশোর দেববর্ম্মা মাণিক্য বাহাদুর শ্রীগৌড়ীয়মঠের পরমার্থ-প্রচার-দর্শনে আনন্দিত হইয়া সেবানুকূল্যে ১০০০৲ এক হাজার টাকা দান করিয়াছেন। আমরা বর্ত্তমান মহারাজের সৌজন্য ও বৈষ্ণবোচিত দৈন্য সেদিন শ্রীগৌড়ীয়মঠে দর্শন করিয়াছি। মহামান্য মহারাজ মাণিক্য বাহাদুর স্বীয় রাজ্যে শ্রীগৌড়ীয়মঠের একটী প্রচার-কেন্দ্র-সংস্থাপনের জন্য শ্রীল প্রভুপাদের নিকট অনুরোধ জ্ঞাপন করিয়াছেন।

পাঠকগণ বোধ হয় অবগত আছেন, ত্রিপুরার মহারাজগণ বৈষ্ণব-ধর্ম্ম-প্রচারে উৎসাহী বলিয়া চিরকালই প্রসিদ্ধ। তাঁহারা বংশানুক্রমে শ্রীনবদ্বীপধাম প্রচারিণী সভার সভাপতি। শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীযোগপীঠের সেবার জন্য মহারাজ বাহাদুর প্রতি মাসে ২৫৲ পঁচিশ টাকা সাহায্য করেন। মহারাজের রাজ্যে শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের শ্রীবিগ্রহ-সেবার বিশেষ সুবন্দোবস্ত আছে।

শ্রীগৌড়ীয়মঠে হেতমপুরের কুমার বাহাদুর

গত ২রা ফেব্রুয়ারী অপরাহ্ণ ৪-৩০ মিনিটের সময় হেতমপুরের কুমার বাহাদুর শ্রীযুক্ত রাধিকারঞ্জন চক্রবর্ত্তী বি এ তাঁহার প্রাইভেট সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত সুধীর কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বি-এ ও শ্রীযুক্ত কুমারীশ চট্টরাজ প্রমুখ অনুচরবর্গ সহ কলিকাতা গৌড়ীয়মঠ দর্শন করিয়াছেন। কুমার বাহাদুর সচ্চরিত্র, বিনয়ী ও বিবিধ সদ্গুণে অলঙ্কৃত; তিনি কৃষ্ণনগর-রাজ-জামাতা।

কুমার বাহাদুর অনুচরবর্গ সহ প্রায় দুই ঘণ্টা কাল শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের ও ত্রিদণ্ডিপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি মহারাজের নিকট হরিকথা শ্রবণ করিয়াছেন এবং শ্রীগৌড়ীয়-মঠের সদাচার, প্রচার-বৈশিষ্ট্য, পাশ্চাত্যে প্রচার প্রভৃতি লক্ষ্য করিয়া ও শ্রীশ্রীগৌর-বিনোদানন্দ জিউর ভুবনমোহন শ্রীবিগ্রহ দর্শন করিয়া অতিশয় আনন্দিত হইয়াছেন এবং সসম্মানে মহাপ্রসাদ গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার সৌজন্যে বৈষ্ণবগণ মুগ্ধ।

নিজ জমিদারীতে যাহাতে শ্রীগৌড়ীয় মঠের প্রচার সুষ্ঠুরূপে হইতে পারে, তজ্জন্য কুমার বাহাদুর চেষ্টা করিবেন, বলিয়াছেন। তাঁহার সুযোগ্য প্রাইভেট সেক্রেটারী প্রমুখ অনুচরবর্গও শ্রীগৌড়ীয়-মঠের নির্ভীক সত্য-প্রচারে পরমানন্দিত। সত্য-প্রচারে অনুরাগী জনগণকে আমরা অভিনন্দিত করিতেছি।

ভাটারায় প্রচার

গত ২২শে পৌষ ৬ই জানুয়ারী শনিবার দিবস ঢাকা জেলার অন্তর্গত ভাটারা গ্রামে বালিয়াটীর জমিদার শ্রীযুক্ত অমূল্যকুমার রায় চৌধুরী মহাশয়ের সভাপতিত্বে এক বিরাট সভার অধিবেশন হইয়াছিল। উক্ত সভায় বহু শিক্ষিত গণ্যমান্য ব্যক্তি সকল উপস্থিত ছিলেন। লাইব্রেরীর উপকারিতা ও প্রয়োজনীয়তা, শিক্ষা-বিস্তার, পল্লী-সংস্কার, একতা বা সমাজসাধন, অস্পৃশ্যতা-বর্জন ও ভাগবত-প্রসঙ্গ প্রভৃতি বিষয়ের আলোচনা হওয়াই উক্ত সভার উদ্দেশ্য ছিল।

উক্ত সভায় সভ্যগণকর্ত্তৃক বিশেষভাবে আহূত হইয়া বালিয়াটী শ্রীগদাইগৌরাঙ্গ-মঠের মঠরক্ষক শ্রীযুক্ত অনাদিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী 'শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা' সম্বন্ধে প্রায় একঘণ্টাকাল বক্তৃতা প্রদান করেন।

পরিক্রমায় যাত্রিগণের প্রতি নিবেদন

আগামী ১৬ ফাল্গুন হইতে শ্রীনবদ্বীপ-পরিক্রমা আরম্ভ হইবে, অর্থাৎ পরিক্রমা আরম্ভ হইবার মাত্র ১০ দিন অবশিষ্ট; অথচ এখনও শীতের বেশ প্রকোপ রহিয়াছে। তাই পরিক্রমায় যাত্রিগণের প্রতি বিশেষ নিবেদন—তাঁহারা সঙ্গে যথেষ্ট বস্ত্র ও বিছানাদি আনিবেন; নতুবা শীতে অতিশয় কষ্ট হইবে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১৭ গোবিন্দ নিধি গর্ভদোশায়ী ৪৪৭

বাণীপূজার অধিকারী কে

—:০:—

৪৩। বাহিরের বেষভূষায় বৈষ্ণবতা আবদ্ধ নাই সুতরাং যে-কোন আশ্রমেই কনিষ্ঠ, মধ্যম ও উত্তম—এই ত্রিবিধ বৈষ্ণবই থাকিতে পারেন, "কনিষ্ঠে আদর, মধ্যমে প্রণতি ও উত্তমে শুশ্রূষা" ইহাই বৈষ্ণবের সহিত ব্যবহারের নিয়ম। কোন মহাজন গাহিয়াছেন—"যে যেন বৈষ্ণব, চিনিয়া লইয়া, আদর করিব যবে। বৈষ্ণবের কৃপা, যাহে সর্ব্বসিদ্ধি, অবশ্য পাইবে তবে॥" বৈষ্ণব স্বতঃপ্রকাশবস্তু সুতরাং অভিমান-শূন্য হইয়া তাঁহার শ্রীচরণে প্রপন্ন হইলে তাঁহার কৃপালোকেই তাঁহার স্বরূপ প্রকাশিত হয়। নিষ্কপট হইয়া, তৃণাদপি সুনীচ হইয়া বৈষ্ণবের লেখনী, বাণী, সেবাচেষ্টা, ভক্তি-পূর্ব্বক বিচার করিলে, ভক্তিপূর্ব্বক শ্রবণ করিলে, ভক্তিপূর্ব্বক অধ্যয়ন করিলে তাঁহার কৃপালোক প্রাপ্ত হওয়া যায় কিন্তু আমার এমনই দুর্দ্দৈব যে, বাহিরের বেষভূষা ও আশ্রম এবং বাহিরের ক্রিয়ামুদ্রার দিকে দৃষ্টি করিয়াই আমি বৈষ্ণবতা মাপিতে গিয়া বঞ্চিত হই ও বৈষ্ণবাপরাধ অর্জ্জন করি। কোন কোন বৈষ্ণব গার্হস্থ্যলীলার অভিনয় করিলেও উন্নত অধিকারী হইতে পারেন এই বিচারটী বিস্মৃত হইয়া আমি ভাবি যেহেতু তাঁহাদের স্ত্রীপুত্রাদি আছে, স্ত্রীপুত্রাদির ভরণপোষণের জন্য অর্থোপার্জ্জন-চেষ্টা আছে সুতরাং তাঁহারা নিশ্চয়ই পুত্রকলত্রাদিতে আসক্তচিত্ত বা গৃহব্রত। আবার আর একদিকে বিচার করি যেহেতু আমরা গৈরিকবসনধারী সন্ন্যাসী সুতরাং নিশ্চয়ই তাঁহাদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। কিন্তু আমি ভাবি না, 'মর্কট-বৈরাগ্য', 'যুক্তবৈরাগ্যের ছলনা', 'আমি ত বৈষ্ণব এইরূপ অভিমান', 'লাভ, পূজা, প্রতিষ্ঠাশা, কুটীনাটী', 'মাৎসর্য্য', 'বৈষ্ণবাপরাধ', 'আখেরের চিন্তার জন্য অত্যাহার' প্রভৃতি অসংখ্য প্রকার দুর্দ্দৈব আমাকে কোন নরকের পথে লইয়া যাইতেছে। আমি যে তাঁহাদের বাহ্য-কৃত্যের জল প্রদান করিবারও যোগ্য নই, আমি যে তাঁহাদের পাদুকা বহন করিবারও অধিকারী নই এবং সেই অধিকার কোটী কোটী জন্ম পরেও লাভ করিব কিনা সন্দেহ তাহা আমি বুঝিতে পারি না। তাঁহাদের মহামহোপদেশময়ী বাণী শ্রবণ করিয়া, পাঠ করিয়া, তাঁহাদের আজ্ঞা পালন করিয়া নিজেকে ধন্য জ্ঞান করিতে পারি না বরং তাঁহাদিগকে আমার মর্য্যাদার হানি হইবে মনে করি, এইপ্রকার কুবিচার অধোগতির লক্ষণ কিনা তাহা একবারও ভাবি না বা তাহা হইতে সতর্ক হইবার চেষ্টা করি না; অধিকন্তু "জিহ্বা-ফলং ত্বাদৃশ-কীর্ত্তনম্" এই চৈতন্যবাণীর বিপরীত আচরণ করিবার জন্য ব্যস্ত হই এবং ঐপ্রকার ভজন(?)-কার্য্যটী কেবল বিবিক্তানন্দী হইয়া না করিয়া গোষ্ঠানন্দী হইয়া করিবার জন্য উৎসাহবিশিষ্ট হই। শ্রীচৈতন্যভাগবতের নিম্নলিখিত বাণী আমার কর্ণেন্দ্রিয়ে প্রবিষ্ট হয় না তাই উৎসাহবৃত্তিটী পরাক্গতি-বিশিষ্ট হয়।

যে সভায় বৈষ্ণবের নিন্দা মাত্র হয়।
সর্ব্বধর্ম্ম থাকিলেও তার হয় ক্ষয়॥
সন্ন্যাসি-সভায় যদি হয় নিন্দ্য কর্ম্ম।
মত্তপের সভা হৈতে সে-সভা অধর্ম্ম॥
নিন্দক সন্ন্যাসী বাটোয়ারে নাহি ভেদ।
দুইতে নিন্দক বড় দ্রোহী কহে বেদ॥
অতএব নিন্দক সন্ন্যাসী বাটোয়ার।
বাটোয়ার হৈতে এ অনন্ত দুরাচার॥

———

৪৪। আশ্রয়জাতীয় ভগবান্ শ্রীগুরুদেব ও তাঁহার সেবকগণ বা বৈষ্ণবগণ পরস্পর অভিন্ন অঙ্গ, অঙ্গী হইতে ভিন্ন নহেন, সেবকগণ অঙ্গ এবং শ্রীগুরুদেব অঙ্গী। আমি শ্রীগুরুপূজার অভিনয় করিলেও বা তাঁহাকে কেবল মুখে মানিলেও তাঁহার অঙ্গস্বরূপ তাঁহার সেবকগণকে মানি না। অঙ্গকে না মানিয়া অঙ্গীর পূজা করা অর্থে পূজার অভিনয় করা। সেরূপ পূজায় তাঁরা শ্রীগুরুদেব কখনও প্রীত হন না বরং তিনি বিশেষ অসন্তুষ্ট হন। ভক্তগণ যে শ্রীগুরুদেবের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও তাঁহা হইতে অভিন্ন, সেবককে লঙ্ঘন করিয়া প্রভুপূজা কিম্বা এক বৈষ্ণবকে মানিয়া অন্য বৈষ্ণবকে না মানা যে দাম্ভিকতা, পাষণ্ডতা, কপটতা ও তাঁহার শ্রীঅঙ্গে অগ্নিবর্ষণের ন্যায় এবং ঐ প্রকার কৃত্রিম স্তুতিই যে আত্মবিনাশের কারণ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ও শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবতের নিম্নলিখিত বাণীগুলিই তাহার প্রমাণ। আমার এমনই পোড়া কপাল যে ঐ বাণী পড়িয়াও পড়ি না, শুনিয়াও শুনি না, অন্যকে বুঝাইবার অভিনয় করিয়াও নিজে বুঝি না।

ঈশ্বরের অভিন্ন সকল ভক্তগণ।
দেহের যে হেন বাহু অঙ্গুলি চরণ॥
একেত বিশ্বাস অন্যে না কর সম্মান।
"অর্দ্ধকুক্কুটীন্যায়" তাহার প্রমাণ॥
কিম্বা দোঁহা না মানিয়া হওত পাষণ্ড॥
একে মানি আরে না মানি এই মত ভণ্ড॥
এক হস্তে যেন বিপ্রচরণ পাখালে।
আর হস্তে ঢেলা মারে মাথায় কপালে॥
এসব লোকের কি কুশল কোন ক্ষণে।
হইয়াছে হইবেক বুঝ ভাবি মনে॥
এক হস্তে ঈশ্বরের সেবয়ে কেবল।
আর হস্তে [illegible] দিলে তার কি কুশল॥

শ্রীনাম-কীর্ত্তন

[ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম মহারাজ]

"শ্রীনাম" অপ্রাকৃত চিন্ময় বস্তু—জড়ীয় দেহ-মনের কোন প্রকার ইন্দ্রিয়-তৃপ্তিকর বস্তু নহেন। শ্রৌতপথাবলম্বী শ্রীরূপানুগ মহাজনগণ শ্রীনাম, নামাভাস ও নামাপরাধের বিচার করিয়া ভক্তবৃন্দগণকে শুদ্ধ শ্রীনাম কীর্ত্তনের নিমিত্তই আদেশ করিয়াছেন। নামাপরাধীর 'কেত্তন' শ্রবণ করিতে নাই: শ্রীরূপানুগ জগদানন্দ পণ্ডিতের প্রেমবিবর্ত্ত নামক গ্রন্থে দেখিতে পাই—

অসাধু সঙ্গে ভাই কৃষ্ণনাম নাহি হয়।
নামাক্ষর বাহিরায় বটে, নাম কভু নয়॥
কভু নামাভাস সদাই নামাপরাধ।
এসব জানিবে ভাই কৃষ্ণভক্তির বাধ॥
যদি করিবে কৃষ্ণনাম সাধুসঙ্গ কর।
ভুক্তি-মুক্তি-সিদ্ধি-বাঞ্ছা দূরে পরিহর॥
সাধুসঙ্গে কৃষ্ণনাম এইমাত্র চাই।
সংসার জিনিতে আর কোন বস্তু নাই॥

অগ্নি-স্ফুলিঙ্গে বিশ্ব দাহিকাশক্তি বর্ত্তমান, কিন্তু জোনাকী পোকাকে ঐরূপ অগ্নির ন্যায় জ্বলিতে দেখা গেলেও উহাতে বিন্দুমাত্রও দাহিকাশক্তি নাই, তদ্রূপ শ্রীনামকীর্ত্তনে ও 'নামাপরাধ কেত্তনে'—আকাশ পাতাল প্রভেদ বর্ত্তমান।

———

শ্রীচৈতন্যদেব শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুকে ও নামাচার্য্য শ্রীহরিদাস ঠাকুরকে সর্ব্বত্র—

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥

—এই ষোলনাম-বত্রিশাক্ষরাত্মক অপ্রাকৃত শব্দব্রহ্ম পারক শ্রীনামকীর্ত্তন করিবার আদেশ দিয়াছিলেন। কখনও নামাপরাধ কীর্ত্তন করিতে আদেশ করেন নাই।

———

শ্রীরূপানুগ শুদ্ধভক্তের আনুগত্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক আজকাল হাটে, ঘাটে, গ্রামে ঐরূপ যে নামাপরাধ কেত্তন হইয়া থাকে তাহা শ্রবণ করিলে বিষফলভাগী হইতে হয়। সাধু, শাস্ত্র ও মহাজনগণের আদেশ অগ্রাহ্য করিয়া, যাঁহারা নামাপরাধ কীর্ত্তন ও শ্রবণ করেন, তাঁহাদের মঙ্গলের পরিবর্ত্তে অমঙ্গলই হইয়া থাকে। [illegible] পতন অবশ্যম্ভাবী। আজকাল মহাজন-বাক্য অনাদর পূর্ব্বক উক্ত মহামন্ত্র কীর্ত্তন না করিয়া অনেকে মন কল্পিত সিদ্ধান্তবিরোধ ছড়া গান করে। উহা অত্যন্ত অপরাধজনক, তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই।

মোর পূজা মোর নাম গ্রহণ যে করে।
মোর ভক্ত নিন্দে যদি তারে বিঘ্ন ধরে॥
মোর ভক্ত না পূজে আমারে পূজে মাত্র।
সে দাম্ভিক নহে মোর প্রসাদের পাত্র॥
মোর এই সত্য শুন সবে মন দিয়া।
যে আমারে পূজা করে সেবক লঙ্ঘিয়া॥
সে অধম জনে মোরে খণ্ড খণ্ড করে।
তার পূজা মোর গায়ে অগ্নি যেন পড়ে॥
আমার দাসের যেই সকৃৎ নিন্দা করে।
মোর নাম কল্পতরু সংহারে তাহারে॥
(চৈঃ ভাঃ মধ্য ২৯)

[এতদ্বিষয়ে আমার আরও ১৬ দফা দুঃখের কাহিনী ক্রমশঃ বলিব]

শ্রীপদ্মপুরাণ বলেন—

অবৈষ্ণব মুখোদ্গীর্ণং পূতং হরিকথামৃতম্।
শ্রবণং নৈব কর্ত্তব্যং সর্পোচ্ছিষ্টং যথা পয়ঃ॥

———

দুগ্ধ অতি পবিত্র বস্তু; উহা সেবনে তুষ্টি, পুষ্টি, ও ক্ষুন্নিবৃত্তি হয় কিন্তু এরূপ উৎকৃষ্ট দুগ্ধ সর্পের উচ্ছিষ্ট হইলে যেমন উহাতে দুগ্ধের ক্রিয়া না করিয়া বিষের ক্রিয়া করে, তদ্রূপ সাধুগণের মুখোদ্গীর্ণ পবিত্র হরিকথামৃত-পানে জীবের ভক্তিলতিকা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, কিন্তু নামাপরাধী অবৈষ্ণব ব্যক্তির উচ্চারিত "নামাক্ষর"—হরিকথার ন্যায় বোধ হইলেও উহা নামাপরাধ মাত্র। উহা শ্রবণ করিলে জীবের মঙ্গল হওয়া দূরে থাকুক, সর্পোচ্ছিষ্ট দুগ্ধ-পানের মত জীবের চেতনের বৃত্তি অর্থাৎ সেবাবৃত্তি সমূলে ধ্বংস হইয়া থাকে।

———

সম্বন্ধজ্ঞানাভাবে কখনও শ্রীহরিনাম কীর্ত্তিত হন না। এক্ষণে বিচার্য্য—এই সম্বন্ধজ্ঞান কাহাকে বলে? এই বিষয়টী অতি দুজ্ঞেয় তত্ত্ব ইহা শ্রীসাধুগুরুমুখেই শ্রবণ করা কর্ত্তব্য।

———

শ্রীগুরুদেবই হচ্ছেন সম্বন্ধজ্ঞান-প্রদাতা। অভিন্ন-বলদেব শ্রীনিত্যানন্দই—দিব্যজ্ঞান বা সম্বন্ধজ্ঞানদাতা। শ্রীবলদেবের কৃপা ভিন্ন মায়াবদ্ধ জীব নিজ ক্ষুদ্রশক্তিতে কখনও শ্রীনাম উচ্চারণের অধিকারী হয় না। বৈকুণ্ঠনাম-কীর্ত্তনকারী শ্রীগুরুদেবের শ্রীমুখে কীর্ত্তিত নাম জীব যদি প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সুষ্ঠু সেবাবৃত্তি সহ শ্রবণ করে তবেই শ্রীহরিনাম-কীর্ত্তনের অধিকার লাভ হইয়া থাকে।

———

আমরা জন্মে জন্মে চৌরাশি লক্ষ যোনি ভ্রমণ করিয়া মায়াদেবীর সেবা ও মায়ার কথাই শ্রবণ-কীর্ত্তন করিয়াছি। কখনও শ্রীভগবৎসেবা ও ভগবন্নাম-শ্রবণ-কীর্ত্তন করি নাই।

———

শ্রীগুরু-বৈষ্ণব-মহাজনের আনুগত্য পরিত্যাগ করিয়া কখন শ্রীহরিকীর্ত্তন সম্ভব হয় না; শুদ্ধবৈষ্ণবগণ উহাকে মায়ার কীর্ত্তনই বলিয়া থাকেন।

———

শ্রীগুরুদেবের আনুগত্যে তাঁহাদের শ্রীমুখ-নিঃসৃত শ্রীনামের দোহারগিরি আমরা করিতে পারি, তাঁহাতে কোন দোষ নাই, কিন্তু প্রতিষ্ঠা-লাভ করিবার আশায় শ্রীগুরু-বৈষ্ণবের আনুগত্য বাদ দিয়া নিজে কর্ত্তা বা মহাজন সাজিয়া মনঃকল্পিত ছড়া নাম বা গ্রাম্যকথা কীর্ত্তন করিলে উহা নামাপরাধ মধ্যেই গণ্য হইয়া থাকে। শ্রীল ঠাকুর মহাশয় কীর্ত্তন করিয়াছেন,—

সে সম্বন্ধ নাহি যার, বৃথা জন্ম গেল তার,
সেই পশু বড় দুরাচার।
নিতাই না বলিল মুখে, মজিল সংসার-সুখে
বিদ্যাকুলে কি করিবে তার॥

—এখানে সে সম্বন্ধ বলিতে মায়ার সম্বন্ধ বাদ দিয়া বৈকুণ্ঠ সম্বন্ধ বুঝায়। নিত্য ধাম—শ্রীবৈকুণ্ঠ ও শ্রীবৃন্দাবন। আর অনিত্য জগৎ এই ভূঃ ভুবঃ স্বঃ মহঃ প্রভৃতি চতুর্দ্দশভুবন দেবী ধাম বা মায়িক জগৎ। আমি এই অনিত্য মায়িক জগতে সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া ইহারই পরিচয় সর্ব্বসাধারণকে প্রদান করিয়া থাকি। কিন্তু এ সম্বন্ধ নিত্য নয়; ইহা জড়, নশ্বর, হেয় ও ধ্বংসশীল; শ্রীভগবান্ নিত্য, তাঁহার নাম, রূপ, গুণ, লীলা ও পরিকরবৈশিষ্ট্যযুক্ত শ্রীধামও নিত্য; এই নিত্যধামের সম্বন্ধ-জ্ঞানপ্রদাতাই হচ্ছেন শ্রীগুরুদেব। সাধুগণ ইহাকেই সম্বন্ধ-জ্ঞান এবং দিব্যজ্ঞান বলিয়া থাকেন। যথা বিষ্ণুযামলবাক্যে—

দিব্যং জ্ঞানং যতো দদ্যাৎ কুর্য্যাৎ
পাপস্য সংক্ষয়ম্।
তস্মাদ্দীক্ষেতি সা প্রোক্তা
দেশিকৈস্তত্ত্বকোবিদৈঃ॥

দিব্যজ্ঞানই সম্বন্ধ জ্ঞান। ইহাতেই পাপ, পাপবীজ ও অবিদ্যা সমূলে নষ্ট হইয়া যায়। ইহাকেই দীক্ষা, দিব্যজ্ঞান বা সম্বন্ধ-জ্ঞান বলিয়া থাকে। দীক্ষিত ব্যক্তির মুখেই শ্রীনাম কীর্ত্তিত হন; অদীক্ষিত বা সম্বন্ধজ্ঞানের অভাবে নামাপরাধই কীর্ত্তন হয়।

আচার্য্যাভিমানী গুরুব্রুবগণ দেবী-ধামের মায়িক সম্বন্ধ-বিশিষ্ট হইয়া—আমি অমুক ভট্টাচার্য্যের পুত্র, আমার অমুক গ্রামে জন্ম, আমার এই নাম—এইরূপ অহঙ্কারবুদ্ধি-বিশিষ্ট হইয়া, মায়িক সম্বন্ধেরই পরিচয় প্রদান করেন এবং শিষ্যাভিমানীকেও কাণে ফুঁকা মন্ত্র দিয়া যাহা নিত্যকাল টিকিবে না—এরূপ অনিত্য মায়িক সম্বন্ধই স্থাপন করিয়া দেন। ইহাকেই বলে গুরু-অপরাধ। এইরূপ সম্বন্ধজ্ঞানশূন্য ব্যক্তির মুখেই নামাপরাধ কীর্ত্তন হইয়া থাকে।, সদ্গুরু শিষ্যকে কখন এরূপ অনিত্য সম্বন্ধ জ্ঞান প্রদান করেন না। তাঁহারা শিষ্যের বিত্তাপহারী না হইয়া সন্তাপ-হারী হইয়া থাকেন।

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু বলেন—

অতঃ শ্রীকৃষ্ণনামাদি ন ভবেদ্-
গ্রাহ্যমিন্দ্রিয়ৈঃ।
সেবোন্মুখে হি জিহ্বাদৌ
স্বয়মেব স্ফুরত্যদঃ॥

অতএব শ্রীকৃষ্ণের নাম রূপ, গুণ-লীলা প্রাকৃত চক্ষু,কর্ণ ও রসনাদির গ্রাহ্যাতীত বস্তু। ইন্দ্রিয়-দ্বারে বিষয় উপভোগ করিতে করিতে যাঁহারা নামাক্ষর উচ্চারণ করেন, তাঁহারা নামাপরাধ কীর্ত্তন করেন মাত্র। যখন জীব শ্রীগুরু-কৃপায় এই ভোগোন্মুখী অনিত্য সম্বন্ধ পরিত্যাগ করিয়া নিত্য জগতের নিত্য সম্বন্ধের সহিত অর্থাৎ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ নিত্য, তাঁহার ধাম নিত্য, তাঁহার পরিকর ও সেবা নিত্য,এই চিজ্জ্ঞানের সহিত সম্যক্ প্রকারে সম্বন্ধযুক্ত হইয়া জীব যখন তাঁহার নিত্য শ্রীবিগ্রহের সেবায়, তাঁহার নিত্য শ্রীধামের সেবায়, শ্রীনামের সেবায় ও লীলা-পরিকর-বৈশিষ্ট্যের সেবায় নিযুক্ত হন তখন সেই ভাগ্যবান্ জীবের অপ্রাকৃত চিদিন্দ্রিয় রসনায় শ্রীহরি শব্দ-ব্রহ্মরূপে নৃত্য করিয়া থাকেন।

সমাধান

[২৮৫ সংখ্যায় প্রকাশিতাংশের পর]

শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি ভক্ত্যাঙ্গানুষ্ঠানে আমরা বাহিরে যতই আন্তরিকতা প্রদর্শন করি না কেন, অনিত্য জগতের অনিত্য দেহ ও মনোধর্ম্ম ব্যাপারে আগ্রহ থাকায় সে আন্তরিকতার কপটতা স্বতঃই প্রমাণিত হইয়া পড়ে যে ব্যক্তি পশ্চিমদিকে মুখ করিয়া দাঁড়াইয়া আছে তিনি কেমন করিয়া ঠিক সেই সময়ে পূর্ব্বদিকে মুখ করিয়া দাঁড়াইতে পারেন? একই সময়ে উভয় দিকে দৃষ্টিপাত যেমন এক ব্যক্তির পক্ষে অসম্ভব একটী না একটি দিক পশ্চাতে পড়িবেই, সেইরূপ কৃষ্ণেতর বিষয়ে অভিনিবেশ থাকা অবস্থায় কৃষ্ণবিষয়ে অভিনিবিষ্ট হওয়া কখনই সম্ভবপর হয় না। কৃষ্ণবিষয়ে অভিনিবিষ্ট হইতে হইলে কৃষ্ণেতর বিষয়ে অভিনিবেশ সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করিতে হইবে, তাহা হইলেই জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য কৃষ্ণসেবায় গৌণত্ব আরোপ করিবার দুষ্প্রবৃত্তি হইতে নিষ্কৃতি লাভ পূর্ব্বক জীব কৃষ্ণকৃপালাভে সমর্থ হইবেন।

কৃষ্ণসেবাকেই জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য বলিয়া স্থির সিদ্ধান্ত হইলে কৃষ্ণকথা-শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি বিষয়ে জীবের ঐকান্তিকী নিষ্ঠা পরিলক্ষিত হয়, তখন জীব আর নিজ দেহ ও তৎসম্পর্কিত অন্যান্য দেহের অভাব অসুবিধায় ওজর-আপত্তি দেখাইয়া কৃষ্ণ-সেবা হইতে বঞ্চিত হওয়ার বিভিন্ন পন্থা আবিষ্কার করিবার জন্য যত্নবান্ হন না। অগ্নিকুণ্ডের মধ্যে থাকিয়াই, অগ্নিজ্বালা হইতে নিষ্কৃতিলাভের চেষ্টা যেমন নিরর্থক হইয়া থাকে, সেইরূপ দ্বিতীয় বস্তু যে মায়া, সেই মায়াতেই অভিনিবিষ্ট থাকা অবস্থায় তজ্জন্য ভয়, শোক ও মোহমুক্ত হইবার চেষ্টা নিতান্ত বালসুলভ-চাপল্য ব্যতীত আর কি বলা যাইবে? শ্রীভগবানের গুণময়ী মায়াকে জয় করিবার উপায় একমাত্র ভগবৎপ্রপত্তি স্বীকার ব্যতীত আর অন্য কিছুই নাই। শ্রীভগবৎপাদ-পদ্মেই আমাদিগকে প্রপন্ন হইতে হইবে—এইরূপ ব্যবসায়াত্মিকা-বুদ্ধিপ্রভাবেই মায়িক জগতের যাবতীয় অভাব-অসুবিধা আমাদের সেই ভগবৎপ্রপত্তির অনুকূল হইয়া পড়ে।

'মায়াকে পিছনে রাখি' কৃষ্ণ পানে ধায়।
ভজিতে ভজিতে কৃষ্ণপাদপদ্ম পায়॥'

কৃষ্ণকেও পাওয়া চাই, আবার মায়াকেও সন্তুষ্ট রাখা চাই এরূপ দোদুল্যমান অবস্থায় থাকিয়া কৃষ্ণকার্য্য-প্রীতিলাভ কখনই সম্ভবপর নহে। কৃষ্ণসেবাকে আমরা জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য করিতে পারি না বলিয়াই বহুকাল ধরিয়া শ্রবণ কীর্ত্তনাদি করিয়াও কিঞ্চিন্মাত্র লাভবান্ হইতে পারি না, বরং জড়বিষয়াসক্তি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি-প্রাপ্ত হ'তে থাকে; নতুবা কৃষ্ণকেই যদি আমাদের একমাত্র ভজনীয় বস্তু বলিয়া জানিব, তাহা হইলে তাঁহার সেবা ব্যতীত অন্য কর্ত্তব্য কেনই বা আমাদের মনের মধ্যে উঁকিঝুঁকি মারিবে? কৃষ্ণ ও কৃষ্ণ-প্রেষ্ঠ গুরুদেবের যাহাতে প্রীতি তাহাতেই কেন না আমাদের প্রীতি বর্ত্তমান থাকিবে? গোড়ায় গলদ রাখিয়া যতই কিছু করি না কেন, সে সবই যেন গুরু-কৃষ্ণের প্রতি উপহাস-মাত্রেই পর্য্যবসিত হয়।

জানি না, ভগবান্ আর কবে আমাদের কায়, মনঃ এবং প্রাণ একমাত্র তাঁহার পাদপদ্মসেবায় সমর্পণ করিবার সৌভাগ্য প্রদান করিবেন যে, আমরা তাঁহার পদসেবা করার নামে তাঁহাকে উপহাস করিবার দুষ্প্রবৃত্তি পরিত্যাগপূর্ব্বক সত্য সত্য সর্ব্বে-ন্দ্রিয়ের দ্বারা তাঁহারই ইন্দ্রিয়তোষণ করিয়া ধন্য হইতে পারিব!

আমরা অদ্য বর্ত্তমান প্রবন্ধে প্রশ্ন সমস্যার দিগ্দর্শন করিলাম মাত্র। তর্কপথ পরিত্যাগপূর্ব্বক অনুসন্ধিৎসা-বৃত্তি-অবলম্বনে এ বিষয়ের অনুধাবন করিলে মঙ্গলকামী ব্যক্তিমাত্রেই বিশেষরূপে উপকৃত হইবেন এবং নিজের ও পরের প্রকৃত উপকারে—আত্মোদ্বোধনে সমর্থ হইবেন, ইহাই আমাদের আশা।

"শ্রীযমরাজের আজ্ঞা"

[শ্রীযুক্ত ভবদেব চট্টোপাধ্যায়]

(১)

পরম বৈষ্ণব যম সাধু মহাজন,
শ্রীহরি-নির্দ্দেশে করে পাপীরে শাসন;
বসি' ধর্ম্ম সিংহাসনে
আজ্ঞা দেয় দূতগণে
জগমাঝে জড়-ভোগে রত যেই জন।
কর্ণে ধরি সে পাপীরে কর আনয়ন॥

(২)

দুঃসঙ্গ বর্জ্জিয়া ভবে নিষ্কিঞ্চন সাধু,
পানে মত্ত মুকুন্দের পাদপদ্ম-মধু;
যে পরমহংসগণ
হৃদে চিন্তে অনুক্ষণ
সুর-নর-মুনি-গেয় শ্রীগোবিন্দ বিধু।
জীবের সতত সেব্য হরিপদ শুধু॥

(৩)

সেই হরি-সেবা হ'তে যেজন বিমুখ,
ইন্দ্রিয়তর্পণ আশে বাঞ্ছে জড় সুখ;
নরকের দ্বাররূপ
বাঞ্ছে গৃহ-অন্ধকূপ
ব্যভিচারে মত্ত হ'য়ে হরি-বহির্ম্মুখ।
গৃহেতে আসক্তচিত্ত লভে ঘোর দুঃখ॥

(৪)

সে পাপী নারকিগণে কেশ আকর্ষণে,
আন নিত্য মম স্থানে ওরে দূতগণে;
করাল-বদন ঘোর
যতেক কিঙ্কর মোর
না শুনিহ কোন বাধা কাহারো শ্রবণে।
সবলে টানিয়া আন যত পাপ-প্রাণে॥

(৫)

শুন মন ধীরচিত্তে ওই ধর্ম্মবাণী
তবে কেন ভোগসুখে দিবস রজনী
যাপিতেছ অনুক্ষণ
ভুলি' আত্ম-প্রয়োজন
তাই বলি আজি হ'তে ত্যজি' ভোগ-কর্ম্ম।
হরি-গুরু-সেবা-সুখে মাতাও পরাণী॥

"সেবাহীন"

[শ্রীযুক্তা অপর্ণা দেবী]

মুঢ় আমি,—হরিসেবা-হীন—
ভুলিয়া মায়ার নাটে, আমার দিবস কাটে
আলোকের পিছে ছুটি' আয়ু হ'ল ক্ষীণ—
হায়, হায়, হারানু সুদিন॥
কর্ম্ম, জ্ঞান, তপ, যোগে, কুবিষয় রসভোগে
প্রমত্ত হইয়া অনুক্ষণ।
বরিনু সংসার-জ্বালা, জনম-মরণ-মালা
হায়, হায়, বিফল জীবন॥

গৌর যে [illegible] নাম সেই নাম পাও। অন্য সব নাম-মাহাত্ম্য সেই নামে পাও

কালেক্টর সাহেবের পত্র

কালেক্টর সাহেবের কুঠি,
কৃষ্ণনগর,
২৩শে জানুয়ারী, ১৯৩৪।

মহাশয়,

সম্প্রতি প্রচণ্ড ভূমিকম্পে আমাদের দেশবাসীর যেরূপ ক্ষতি হইয়াছে সে সংবাদ সকলে অবগত আছেন। দুঃস্থ ব্যক্তিগণের সাহায্যার্থে মহামান্য বড়লাট সাহেব আপনাদের নিকট যে আবেদন করিয়াছেন তাহার অনুবাদ নিম্নে প্রদত্ত হইল। ঐ আবেদন যতদূর সম্ভব সর্ব্বসাধারণের নিকট প্রচার করিবেন।

এই মহদুদ্দেশ্যে যিনি যেরূপ সাহায্য করিবেন তাহাই সাদরে গৃহীত হইবে। যদি সাহায্যের পরিমাণ অল্প বিধায় কেহ উহা নয়া দিল্লীতে পাঠাইতে কুণ্ঠিত হন তাহা হইলে তিনি উহা নিঃসঙ্কোচে আমার নিকট পাঠাইতে পারেন।

এইচ. বোস্
ম্যাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর, নদীয়া।
২৩, ১, ৩৪.

মহামান্য বড়লাট বাহাদুরের টেলিগ্রামের সংক্ষিপ্ত অনুবাদ।

—:*:—

"গত সোমবার ১৫ই জানুয়ারী অপরাহ্ণে প্রচণ্ড ভূ-কম্পনের ফলে মুহূর্ত্ত-মধ্যে বহুসংখ্যক দেশবাসীর উপর বিশেষতঃ বিহার ও উড়িষ্যা প্রদেশে সম্প্রতি যে ভীষণ বিপৎপাত হইয়াছে তাহার প্রকৃত বিবরণ অদ্যাবধি পাওয়া যায় নাই। ইহা বলিলে অবশ্য অত্যুক্তি হয় না যে, উহাতে আতঙ্কজনক প্রাণহানি, অসংখ্য গৃহ ভূমিসাৎ এবং বিস্তীর্ণ ভূ-খণ্ডের বহু সম্পত্তি ও দ্রব্যাদি বিধ্বস্ত ও লুপ্তপ্রায় হইয়াছে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, এই ভীষণ দুর্দ্দিনে ভারতদেশীয় সকল শ্রেণীর অধিবাসিবৃন্দের সহানুভূতির ধারা দুঃস্থ ও বিপন্ন ব্যক্তিগণের প্রতি বর্ষিত হইবে ও তাহাদের দুঃখ বিমোচনের সকল প্রচেষ্টা সর্ব্বসাধারণে সত্বর গ্রহণ করিবেন। এতদুদ্দেশ্যে আমি "ভাইসরয়ের ভূমিকম্প ভাণ্ডার" নামে একটী অর্থ-ভাণ্ডার প্রতিষ্ঠিত করিতে মনস্থ করিয়াছি। সমস্ত সাহায্য ভাইসরয়ের প্রাইভেট সেক্রেটারীর নিকট (ভাইসরয়ের ক্যাম্প—নয়া দিল্লী) সরাসরি প্রেরিত হইবে ও প্রত্যেক সাহায্য "উইলিংডন" স্বাক্ষরিত রসিদ দ্বারা স্বীকৃত হইবে।"

রেলওয়ে সময়

ই, বি, আর দিয়া শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইবার ট্রেণ তালিকা

স্টেশন						
কলিকাতা	ছা:	০—৬,	৭—১৬,	১৪—১৪	১৬—৫৬,	২২—২৬
রাণাঘাট	ছা:	৫—৫০,	৯—৪৬,	১৬—৪৮,	১৮—৩৯,	০—৩২
কৃষ্ণনগরসিটি	পৌ:	৬—২৮,	১০—২১	১৭—২৮	১৯—১৫	১—১৪
গাড়ী বদল	ছা:	৬—৪৫,	১০—৪৪,	১৩—২২,	১৭—৩৮,	২০—১৬
মহেশগঞ্জ	ছা:	৭—২৪,	১১—২১,	১৪—০,	১৮—১,	২০—৪৭
নবদ্বীপঘাট	পৌ:	৭—৩৯,	১১—৩০,	১৪—৯,	১৮—১৬,	২০—৫৫

মহেশগঞ্জ ষ্টেশন হইতেও শ্রীধাম-মায়াপুরে যাওয়া যায়।

ই, বি, আর, দিয়া শ্রীধাম-মায়াপুর যাইবার ট্রেণ-তালিকা

স্টেশন					
হাওড়া	ছা:	৬—৪৬	১২—৪৬	১৭—৪৬	১৮—৩৬
ব্যাণ্ডেল	ছা:	৮—২৩	১৪—১১	১৮—৪৭	১৯—৪৩
নবদ্বীপ	পৌ:	১০—২২	১৬—১৪	২০—৪৬	২১—৩৭

সহর নবদ্বীপ হইতে গঙ্গা পার হইয়া পূর্ব্বপারে প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইতে হইবে।

কৃষ্ণনগর নবদ্বীপঘাট রেলওয়ে সময়

কৃষ্ণনগর হইতে নবদ্বীপঘাট

স্টেশন					
কৃষ্ণনগর সিটি—	৬-৪৫	১০-৪৪	১৩-২২	১৭-৩৮	২০-১৬
কৃষ্ণনগর রোড—	৬-৫৬	১০-৫৫	১৩-৩৩	১৭-৪৭	২০-২৫
আমঘাটা—	৭-১৫	১১-১৩	১৩-৫১	১৮-৩	২০-৪১
মহেশগঞ্জ—	৭-১৪	১১-২১	১৪-০	১৮-৯	২০-৪৭
নবদ্বীপঘাট—	৭-৩৩	১১-৩০	১৪-৯	১৮-১৬	২০-৫৫

বিশেষ দ্রষ্টব্য—নবদ্বীপঘাট ষ্টেশন অপেক্ষা মহেশগঞ্জ ষ্টেশন হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরের দূরত্ব অনেক কম। শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে যাত্রীদিগকে রাণাঘাটে ট্রেণ বদল করিতে হয়, তাঁহারা রাণাঘাটে প্রাতঃ ৫-৫০,৮-১৪, ৯-৪৬, ১৬-৪৮,১৮-৩৯ এবং ০-১২ মিনিটের সময় গাড়ী পাইবেন।

শান্তিপুর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে শান্তিপুর ষ্টেশনে ৫-৪০,৯-২৯, ১২-২৫,১৬-৪ এবং ১৮-৪১ মিনিটের সময় ট্রেণ পাওয়া যায়।

নবদ্বীপঘাট হইতে কৃষ্ণনগর

স্টেশন					
নবদ্বীপ ঘাট—	৫-৩৫	৯-২৫	১২-১০	১৫-৩৪	১৮-৫৫
মহেশগঞ্জ—	৫-৪৩	৯-৩৩	১২-১৯	১৫-৪২	১৮-৫৬
আমঘাটা—	৫-৫৯	৯-৫৯	১২-২৬	১৫-৫৮	১৯-৫
কৃষ্ণনগর রোড—	৬-৫	৯-৫৫	১২-৪৩	১৬-৪	১৯-২৪
কৃষ্ণনগর সিটি—	৬-১৩	১০-০	১২-৫১	১৬-১২	১৯-৩২

অফিসের ঠিকানা— 'শ্রীধাম' নবদ্বীপ
প্রেসের ঠিকানা—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

দৈনিক

REG. C1544

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩॥০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার
পত্রে।

নদীয়া প্রকাশ

THE
NADIA-PRAKASH

সাধারণের হার
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸০
মাসিক ১৲
নগদ বর্ত্তমান
সংখ্যা ৫

ভারতের সর্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৮ম খণ্ড | সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বেদান্তবাচস্পতি | ২৮৭শ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর— ২৮শে মাঘ শনিবার ১৩৪০, ১০ই ফেব্রুয়ারী ১৯৩৪

সংক্ষিপ্ত সংবাদ

—:*:—

নাগপুরে প্লেগ

নাগপুরে প্লেগের ভয় কমিয়াছে। গত ৪ঠা ফেব্রুয়ারী খালাসী লেনে আরো দুইটি মরা ইন্দুর পাওয়া যায়। তন্মধ্যে একটি ইন্দুরের দেহে প্লেগের বীজাণু পাওয়া যায়। জলবায়ুর অবস্থা ভালর দিকে, সুতরাং রোগ-সংক্রামণের আর ভয় নাই।

পরলোকে সিন্ধুর শিক্ষিতা মহিলা

সিন্ধু প্রদেশের প্রথম মহিলা উপাধি-প্রাপ্তা ছাত্রী খুশালবাঈ থাডানী গত ৩রা ফেব্রুয়ারী মাত্র ২৪ বৎসর বয়সে পরলোক-গমন করিয়াছেন। প্রকাশ, তিনি সমাজ-সেবায় আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। তিনি বোম্বায়ের ভারতীয় নারী সভার সদস্য ছিলেন।

মৃত্যুর কবলে ৪০০০ চৈনিক সৈন্য

জেনারেল সাংটিয়েনিজের বিদ্রোহী বাহিনী চাং কাজার প্রাদেশিক সৈন্যকে হত্যা করিয়াছে। চীনাদের প্রেরিত সংবাদে প্রকাশ, তিনি সিংসয়া প্রদেশের অন্তর্গত বিজলো দখল করিয়াছেন।

আবার সমরানল

উরুমচীর সংবাদে প্রকাশ, চীনা তুর্কীস্থানে সংগ্রাম উপস্থিত। সংগ্রাম—ভীষণ সংগ্রাম। সিনকিয়াংএর প্রাদেশিক সৈন্য এবং তুনগ নুসের বাহিনী রণে মাতিয়াছে। সৈন্যপতি আছেন জেনারেল মাচুঙ্গিন। মাচুঙ্গিনের বিপুল সৈন্য, বন্দুক-কামানের আগুন, সংগ্রাম, কিন্তু উরুমচী দুর্গের পতন। যুদ্ধ চলিল, কিন্তু পরাজিত হইয়া মাচুঙ্গিনের সৈন্য সামন্ত পলাইয়া গেল।

সরকার-সকাশে মুক্ত শিখগণের প্রতিনিধিদল

যানবাহনের পথরোধ করিবার অভি-যোগে গত ৫ই ফেব্রুয়ারী পুলিশ আইনের ৩৪ ধারা অনুসারে যে ১১৮ জনকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছিল, তাহাদিগকে নূতন দিল্লীর প্রেসিডেন্সি ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ রসিদ অব্যাহতি প্রদান করিয়াছেন। পুলিশ মামলা প্রত্যাহার করিয়াছে।

ডেপুটী কমিশনার গত ৬ই ফেব্রুয়ারী প্রাতে জেলে তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করেন যে, তাহারা কি চায়। উত্তরে তাহারা বলে যে, ভারত সরকারের রাজনৈতিক বিভাগের সেক্রেটারীর নিকট তাহারা এক স্মারকলিপি প্রদান করিতে চাহে। কমি-শনার বলেন যে, তাহাদের মধ্যে পাঁচজন এই কার্য্যের জন্য যাইতে পারে। ইহাতে সকলে সম্মত হয়। কাতর সিং, রিপা সিং মেহর সিং, হরি সিং ও ওয়াজীর সিংকে লইয়া এই প্রতিনিধি দল গঠিত হইবে।

দেশীয় রাজ্যের প্রজা-সম্মিলনের সম্পাদক শ্রীযুত অমৃতলাল শেঠ, বোম্বায়ের শ্রীযুত জুবগর এবং শ্রীযুত রঘুবীর সিং তাঁহাদের সহিত যাইবেন।

উরুমচী

উরুমচীর দুর্গ রক্ষা করিবার জন্য বিপুল বাহিনীর সমাগম হইয়াছে। তুনগানেরা আর বিদ্রোহী হইতে চাহে না। অস্ত্রশস্ত্র শত্রুহস্তে সমর্পণ করিয়াছে।

কাশ্মীরের অবস্থা

কাশ্মীরের এক টেলিগ্রামে প্রকাশ, গত ৬ই ফেব্রুয়ারী তারিখে অবস্থার যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছে। মাত্রনে কিছু চাঞ্চল্য দেখা যাইতেছে এবং শ্রীনগরের পাঁচ জন স্বেচ্ছাসেবককে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে অন্যথা অবস্থা শান্ত।

শ্রীযুক্তা নাইডুর সফর

হায়দ্রাবাদের ৬ই ফেব্রুয়ারীর সংবাদে প্রকাশ, শ্রীযুক্তা সরোজিনী নাইডু শীঘ্রই হায়দ্রাবাদে পৌঁছিবেন। গান্ধীজীর হায়দ্রাবাদ পরিভ্রমণ কালে তিনি তথায় অবস্থান করিবেন। গান্ধীজীর হায়দ্রাবাদ পরি-ভ্রমণের নিমিত্ত যথাযথ আয়োজন ও বন্দোবস্তের জন্য তিনি তথায় যাইতেছেন।

মেদিনীপুরে ৪ জন গ্রেপ্তার

গত ৬ই ফেব্রুয়ারী কেশপুর থানার অধীন বোলা গ্রামের নির্ম্মলেন্দু চৌধুরী এবং পূর্ণেন্দু চৌধুরী ও মেদিনীপুর সহরের সুরেন্দ্রনাথ দে এবং গজা দেকে বঙ্গীয় সংশোধিত ফৌজদারী দণ্ডবিধি অনুসারে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

সহকারী সভাপতির দণ্ড

ডুমকার ৩রা ফেব্রুয়ারীর সংবাদে প্রকাশ, মিউনিসিপালিটির ভোটদাতা দিগের তালিকা বৃদ্ধি করিবার অভিযোগে সাহেবগঞ্জ মিউনিসিপালিটির সহকারী সভাপতি শ্রীযুত মহাবীর লাল জৈন ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের ১৯৩ ধারা অনুসারে রাজ-মহলের দ্বিতীয় ম্যাজিষ্ট্রেটের আদালতে অভিযুক্ত হইয়া বিচারে ৬ মাস কারাদণ্ড ও ১ শত টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছে।

খানাতল্লাস কালে পিস্তল প্রাপ্তি

কানপুরের পুলিশ চোরাই মালের সন্ধানে চকবাজারের সীতারাম স্বর্ণকারের দোকানে খানাতল্লাস করিবার সময়ে পূরণ সাহে এক ব্যক্তির নিকটে একটি পিস্তল পাইয়াছে। লোকটি পুলিশের হেফাজতে আছে। আরও কয়েকখানি বাড়ীতে খানা-তল্লাস হইয়াছে।

বৌদ্ধ-সন্ন্যাসীর দশ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড

রেঙ্গুনের ৬ই ফেব্রুয়ারীর সংবাদে প্রকাশ বৌদ্ধ সন্ন্যাসী নি ইউ পুনা মিঃ জাষ্টিস লীচ কর্তৃক হত্যার চেষ্টার অভিযোগে দশ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন।

অভিযোগের বিবরণে প্রকাশ, উক্ত বৌদ্ধ সন্ন্যাসী ১৫ই আগষ্ট তারিখে অপর এক সন্ন্যাসীকে দাওয়ের দ্বারা সাংঘাতিক ভাবে আহত করে। আহত ব্যক্তির ৮ জায়গায় সাংঘাতিক আঘাত লাগে। সৌভাগ্যক্রমে হাসপাতালে অস্ত্রোপচারের ফলে আহতের প্রাণ রক্ষা হয়।

আসামী পক্ষের কথায় প্রকাশ, ফরিয়াদী প্রথমে আসামীকে আক্রমণ করে। আসামী অস্ত্র কাড়িয়া লইবার চেষ্টা করে। ফলে, ফরিয়াদী আহত হয়। জুরীরা সর্ব্বসম্মত ভাবে আসামীকে দোষী সাব্যস্ত করে।

অহিংসা আর কতদূরে?

মিঃ জিন্নার ব্যবস্থা-পরিষদে প্রবেশ সমস্যা

মিঃ জিন্না যদি ভারতীয় ব্যবস্থা-পরিষদে প্রবেশ করিতে অভিলাষী হন, তাহা হইলে ভারতীয় ব্যবস্থাপরিষদের সদস্য মিষ্টার শেখ সাদিক হাসান তাঁহার অনুকূলে সদস্য-পদ পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া মিষ্টার জিন্নার নিকট তারযোগে সংবাদ প্রেরণ করিয়াছিলেন। উক্ত তারের সংবাদের উত্তরে মিষ্টার জিন্না তারযোগে জানাইয়াছেন, "এই প্রস্তাবের জন্য আপনাকে কিরূপে উপযুক্ত ধন্যবাদ প্রদান করিব তাহা আমি জানি না। আমি এই বিষয় বিবেচনা করিতেছি। বিশেষ বিবরণ আমাকে লিখিবেন।"

ঐ এষো জগতো বাগ্‌দেবো

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

২৭শে মাঘ শনিবার, ১৩৪০

উৎকলের গণনায়ক মধুসূদন দাস গত ৪ঠা ফেব্রুয়ারী, ৮৬ বৎসর বয়সে কটকে দেহত্যাগ করিয়াছেন। মধুসূদন দাস উৎকল প্রদেশের বিশিষ্ট নেতা ছিলেন। তাঁহার বিয়োগে উড়িষ্যাবাসীরা একজন অক্লান্ত কর্মীকে হারাইলেন, সন্দেহ নাই। শুধু উড়িষ্যার কেন, সমগ্র ভারতেই তিনি একজন সর্বজনমান্য বিশিষ্ট কর্মী ছিলেন।

স্যার ড্যানিয়েল হ্যামিল্টন সম্প্রতি গোসাবায় পল্লী সংগঠন প্রতিষ্ঠানের উদ্বোধন উপলক্ষে কতিপয় বিশিষ্ট কার্যকর্তা তথায় লইয়া গিয়াছিলেন। শিক্ষিত ভদ্র যুবকগণের বেকার অবস্থার প্রতিকারকল্পে উক্ত প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থা হইয়াছে। স্যার ড্যানিয়েল হ্যামিল্টন বক্তৃতা দান কালে বলেন যে, পল্লী ভারতের উপরেই সমগ্র ভারত নির্ভর করে। সুতরাং ভারতের পল্লী জীবনপ্রাণ হইলে সমগ্র ভারত শক্তিশালী হইতে পারে। সেই জন্য তিনি পল্লীসংগঠন সম্বন্ধে তরুণ যুবকদিগকে শিক্ষাদান আরম্ভ করিতে সঙ্কল্প করিয়াছেন। স্যার ড্যানিয়েল হ্যামিল্টনের সাধু উদ্দেশ্য সাফল্যমণ্ডিত হউক।

বিহারের ইক্ষু আক্রান্ত স্থানের সমস্যাসমাধান-কল্পে বিহার সরকার মনোযোগী হইয়াছেন। পণ্ডিত জগৎনারায়ণ লাল বলিয়াছেন যে, যে সকল অঞ্চলে চিনির কারখানাগুলি বিধ্বস্ত হইয়াছে, তাহাতে ইক্ষু মাড়াইয়ের ব্যবস্থা যেমন অবশ্য প্রয়োজনীয়, সেই সঙ্গে যে সকল ব্যবসায়ীর গৃহাদি ধ্বংস হইয়াছে এবং কাজ কারবার লোপ পাইয়াছে, তাঁহাদিগকে পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করা, ব্যবসায়ে সাহায্য করাও বাঞ্ছনীয়। দীর্ঘকালের মেয়াদে, সহজে পরিশোধ করা সম্ভবপর এমন ভাবে ঋণদানের ব্যবস্থা করাও অতি দরকার। এ বিষয়ে সরকার ও দেশবাসী এক যোগে কার্য্যে অবতীর্ণ হইলে ভাল হয়।

গত বৎসরে গ্রেট বৃটেনের ধূমপায়ীর দল ৬৮৯৮৯০২৪০০ সিগারেট ধ্বংস করিয়াছেন; ইহার মধ্যে ধূমপায়িনীদের ব্যবহৃত সংখ্যাই নাকি ৪০০০০০০০০০। অনাবশ্যকীয় দ্রব্যের জন্য যে কত টাকা উড়িয়া যায়, কে তাহার সন্ধান রাখে?

প্রশান্ত মহাসাগরের বুকে কালিফোর্ণিয়ার অদূরে এক দ্বীপে যে জলাশয় আছে তাহাতে অক্সিজেন আছে শতকরা পাঁচ ভাগ। এজন্য সে জলাশয়ে মাছ নাই কারণ মাছ সে জলে বাঁচে না। এশিয়ার Dead Sea-তেও মৎস্যাদির থাকিবার উপায় নাই। তথায় লবণ অতিরিক্ত মাত্রায়।

চিকাগো সহরে একটি সঙ্ঘ আছে—তার নাম Secret Six. এই সঙ্ঘের সদস্যগণ মিথ্যা কথা বলেন না। মিথ্যা কথা রোধ করিবার জন্য সদস্যগণ এক রকম serum শিরায় সঞ্চারিত (injected) করেন, সে সিরামের এমন গুণ যে মিথ্যা কথা কহিবার শক্তি বিলুপ্ত হয়! এ সিরামের নাম Truth Serum বা সত্যের বীজাণু। গবর্ণমেণ্ট দেশময় এই জিনিষটীর বাধ্যতামূলক প্রবর্ত্তন করিলে ত' আর সাক্ষীদিগকে বেশী জেরা করিতে হয় না।

জোহানেসবার্গের চিড়িয়াখানায় জীন নামে এক কুম্ভীর আছে। কুম্ভীরটির ঠাণ্ডা লাগিয়া সর্দ্দি হয়। সেজন্য তার চিকিৎসার বিশেষ ব্যবস্থা হয়। কুম্ভীরটি রোগের জ্বালা সহিতে না পারিয়া শীতল জলে ডুবিয়া আত্মহত্যা করিয়াছে। শোকের সংবাদ বটে!

উইলিয়াম কক্‌সের বয়স ৭০ বৎসর; বাস—ফিলাডেলফিয়ায়। মদ খাইয়া মাতলামো করার অপরাধে তাহার উপর দণ্ডাদেশ হইয়াছে, প্রত্যহ এক হাজার বার "sobriety" কথাটি হস্তলিপির আদর্শে তাহাকে লিখিতে হইবে। এক মাস এই ব্যবস্থা দেখা যাক, মদ খাওয়ার নেশা কাটে কি না।

মানুষকে অচেতন করিয়া তা'র অনুভূতি লোপ করিবার জন্য আভাটিন নামে একরূপ বাষ্প আবিষ্কৃত হইয়াছে—ইহার সাহায্যে রোগীকে অস্ত্রোপচারের বহু পূর্ব্বে নিদ্রিত করা চলে। অপারেশন টেবিল ও অস্ত্রোপচারের [illegible] আতঙ্ক হইতে রোগীকে নিরাময় রাখা চলে। এ বাষ্পঘ্রাণে গাঢ় নিদ্রা হয়—এবং সে নিদ্রা নিরাপদ। ক্লোরোফর্মে দেহ মনে অবসাদ আসে—জ্ঞানাতীত জ্ঞান হইলে বমি হয়। আভাটিনে সে উৎপাত আদৌ নাই—তাহার উপর ইহা মানসিক টনিকের কাজ করে।

প্রকাশ, গণ্ডকনদীর উত্তরে ৩৬ খানি গ্রাম প্রায় সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত হইয়াছে। অনেক পরিবারের লোকজন নাকি একরূপ অনাহারেই দিন যাপন করিতেছে। সেখানে এখনও সাহায্যকেন্দ্র সংস্থাপিত হয় নাই। যতই দিন যাইতেছে, ভূমিকম্পের রুদ্র লীলার ভীষণতা ততই অধিকতররূপে আত্মপ্রকাশ করিতেছে।

সীতামারীর মাঠে যে শস্য ছিল, তাহার শতকরা ৯৯ ভাগই বিনষ্ট হইয়াছে। কতক জল জমিয়া, কতক বা বালুকার চাপে এবং কতক বা কুয়াসায় নষ্ট হইয়া গিয়াছে। অধিবাসিগণ আপাততঃ অন্নবস্ত্র পাইয়া বাঁচিলেও পরিণামে কি অবস্থা হইবে, তাহাই এখন বিশেষভাবে বিবেচ্য। মধুসূদনের মঙ্গলময়ী ইচ্ছাই পূর্ণ হউক।

ভারতে প্রস্তুত এরোপ্লেন

নাসিকের মিঃ যশোবন্ত নাথ সিন্ধে নামক একজন মোটরগাড়ী চালক সম্প্রতি একটী ছোট এরোপ্লেন তৈয়ার করিয়াছেন। উহা ৩০।৪০ ফুট উপর দিয়া চালান যাইতেছে। মাত্র গত বৎসর মিঃ সিন্ধে এরোপ্লেনে চড়িবার সুযোগ পান। উহার পর হইতেই তিনি কি ভাবে এরোপ্লেন তৈয়ার করা যায় তাহার পরীক্ষা করিতেছেন। বর্ত্তমান এরোপ্লেনটী উহারই ফল। মিঃ সিন্ধে বিদ্যালয়ে মাত্র তৃতীয় শ্রেণী পর্য্যন্ত পড়িয়াছিলেন।

ভারতে গমের চাষ

ভারতে বর্ত্তমান বৎসরে কি-পরিমাণ জমিতে গমের চাষ হইয়াছে তৎসম্বন্ধে গবর্ণমেণ্টের প্রথম বার্তা প্রকাশিত হইয়াছে। এই বার্তা অনুসারে বর্ত্তমান বৎসরে সমগ্র ভারতে ৩ কোটী ৪০ লক্ষ ৫৩ হাজার একর জমিতে গমের চাষ হইয়াছে। গত বৎসর ৩ কোটী ২৯ লক্ষ ৯২ হাজার একর জমিতে গমের চাষ হইয়াছিল। এবার ভারতে যত জমিতে গমের চাষ হইয়াছে তাহার শতকরা কত অংশ কোন প্রদেশে অবস্থিত তাহার হিসাব নিম্নে দেওয়া হইল—পাঞ্জাব ৩ '৮ সংযুক্তপ্রদেশ ২৩'০, মধ্য প্রদেশ ও বেরার ১০'৩, বোম্বাই ৭'৯, বিহার ও উড়িষ্যা ৩'৭ উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ৩'০, বাঙ্গলা ০'৪, দিল্লী ০'১ আজমীঢ় মাড়ওয়ার ০'১, মধ্য ভারত ৫'৯, গোয়ালিয়র ৩'৭ রাজপুতনা ৫'৭, হায়দ্রাবাদ ৩'৫, বরোদা ০'২ ও মহীশূর ০'০১। বাঙ্গলাদেশে গত বৎসর ১ লক্ষ ৪৩ হাজার একর জমিতে গমের চাষ হইয়াছিল। এবার বাঙ্গলায় ভাল শস্য হইবার আশা দেখা যাইতেছে। সমগ্র ভারতের ফসলের অবস্থা ভাল। তবে বর্ত্তমানে জল বৃষ্টি হওয়া দরকার।

ভারতের বহির্ব্বাণিজ্য

গত ডিসেম্বর মাসে ভারতবর্ষে বিদেশ হইতে ৯ কোটী ১৮ লক্ষ টাকার মালপত্র আমদানী হইয়াছে এবং ভারতবর্ষ হইতে বিদেশে ১১ কোটী ৮৬ লক্ষ টাকার মালপত্র রপ্তানি হইয়াছে।

মহীশূরে নূতন পুল

মহীশূর রাজ্যের কাবেরী নদীর উপরে সম্প্রতি একটি পুল নির্ম্মিত হইয়াছে। এই পুল নির্ম্মাণে ১ লক্ষ ৩১ হাজার টাকা ব্যয় হইয়াছে। ইতোমধ্যে মহীশূরের মহারাজা এই পুলটি উদ্‌ঘাটন করিয়াছেন; মহারাজের ভ্রাতা নরসিংহ রাজার নামে এই পুলটীর নামকরণ করা হইয়াছে।

কম্বল ও র‍্যাগ আমদানী

ভারতবর্ষে বিদেশ হইতে কম্বল ও র‍্যাগের আমদানী ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতেছে। ১৯৩১-৩২ সালের প্রথম ছয়মাসে ৭৪২২৬৯ টাকা মূল্যের ৯৪৩০০০ পাউণ্ড ওজনের কম্বল ও র‍্যাগ আমদানী হয়। ১৯৩২—৩৩ সালের প্রথম ছয় মাসে ১৭১১৪০০ টাকা মূল্যের ১৯৮৯০০০ পাউণ্ড ওজনের র‍্যাগ ও কম্বল আসে; কিন্তু ১৯৩৩—৩৪ সালের প্রথম ছয় মাসে ১৭৭৪৮৭৭ টাকা মূল্যের ২২৫৭০০০ পাউণ্ড ওজনের র‍্যাগ ও কম্বল আমদানী হইয়াছে।

ইংলণ্ডে মোটর গাড়ী প্রস্তুত

১৯০৭ সালে ইংলণ্ডের সমস্ত মোটর গাড়ীর কারখানাতে মাত্র ১২ হাজার মোটর গাড়ী তৈয়ার হইয়াছিল। ১৯২৩ সালে ৯৫ হাজার মোটর গাড়ী তৈয়ার হয়। ১৯৩০ সালে এই সংখ্যা ২৩৬৫২৭এ দাঁড়ায়, ১৯৩২ সালে ব্যবসা বাণিজ্য মন্দার জন্য ২৩২৭২৮টি মোটর গাড়ী তৈয়ার হইয়াছে, ১৯৩৩ সালের প্রথম ৯ মাসে ইংলণ্ড হইতে ৪৬৭৯৯৫৬ পাউণ্ড মূল্যের ৩৬৭১২০টী মোটর গাড়ী বিদেশে রপ্তানি হইয়াছে।

গবর্ণমেণ্টের তহবিল

গত ডিসেম্বর মাসের শেষ তারিখে ভারতবর্ষের বিভিন্ন জেলার ট্রেজারি সমূহে এবং ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কে ভারত গবর্ণমেণ্টের মোট ৮ কোটী ৭১ লক্ষ ৮১ হাজার টাকা জমা ছিল। নবেম্বর মাসের শেষ তারিখে জমার পরিমাণ ৯ কোটী ৭ লক্ষ ৯০ হাজার এবং অক্টোবরের শেষ তারিখে জমার পরিমাণ ৮ কোটী ২৫ লক্ষ ৫৩ হাজার টাকা ছিল।

পণ্ডিত জগৎনারায়ণের মন্তব্য

পণ্ডিত জগৎনারায়ণ লাল হিন্দু মহাসভা ভূমিকম্প সাহায্য সমিতির পক্ষ হইতে বিধ্বস্ত অঞ্চলসমূহ পরিদর্শন করিয়াছিলেন। তাঁহার মতে মুঙ্গেরই সর্বাপেক্ষা অধিক ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে।" তাহার পর যথাক্রমে মজঃফরপুর, দারভাঙ্গা, মতিহারী, [illegible] গ্রাম্য অঞ্চলের ক্ষতি দারভাঙ্গা ও মজঃফরপুরেই অধিক। মতিহারীর পর [illegible]

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে।
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক
— পারমার্থিক পত্র —
শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

আরাধ্যো ভগবান ব্রজেশ
তনয়স্তদ্ধাম-বৃন্দাবনম,
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং
প্রেমা পুমর্থো মহান.
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং
তত্রাদরো নঃ পরঃ॥

৮ম বর্ষ } ১১ গোবিন্দ গৌরাব্দ ৪৪৭, ২৭শে মাঘ বঙ্গাব্দ ১৩৪০, ১০ই ফেব্রুয়ারী ইং ১৯৩৪, শনিবার { ২৮৭ তম সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

শিকারপুরে প্রচার

শ্রীচৈতন্যমঠের অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিবিলাস গভস্তি নেমি মহারাজ গত ১৬ই মাঘ মঙ্গলবার কেবলরামজুবিলী হলে ছায়াচিত্রযোগে শ্রীমন্ মহাপ্রভুর শিক্ষা সম্বন্ধে প্রায় দুই ঘণ্টাকাল বক্তৃতা করেন এবং আচার্য্যপ্রবর ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের প্রচার-প্রণালী সিন্ধবাসী সকলকে সুন্দররূপে বুঝাইয়া দেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর সর্ব্বজনহিতকর-বাণী প্রায় লুপ্ত হইয়া গিয়াছিল, তাই শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীমহাপ্রভুর ইচ্ছাক্রমে বর্ত্তমানে শ্রীচৈতন্যবাণী ইহ জগতে প্রচার পূর্ব্বক জীবের নিত্যমঙ্গল সাধন করিতেছেন। স্বামীজী মহারাজের নিকট শ্রীমন্মহাপ্রভুর অপূর্ব্ব সিদ্ধান্ত শ্রবণ করিয়া সিন্ধবাসী সকলেই আনন্দ লাভ করিয়াছেন। স্বামীজী মহারাজের শ্রীমুখে বক্তৃতা-শ্রবণের জন্য প্রায় সহস্র লোক উপস্থিত হইয়াছিলেন। বক্তৃতার আদি ও অন্তে শ্রীপাদ সত্যবিগ্রহ ব্রহ্মচারীজী সুললিত-কণ্ঠে মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন করিয়াছেন।

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ গত ১৬ই মাঘ ও ১৭ই মাঘ [illegible]-হাইস্কুল ও শিকারপুর কলেজে শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা সম্বন্ধে প্রায় দুই ঘণ্টাকাল বক্তৃতা করেন। পাঠের আদি ও অন্তে শ্রীমহাজনপদাবলী কীর্ত্তন হয়। স্কুল ও কলেজের ছাত্রসংখ্যা প্রায় এক হাজার হইয়াছিল। তাঁহারা স্বামীজী মহারাজের মুখে বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া [illegible] করিয়াছেন। [illegible] পুনরায় [illegible] বক্তৃতা-প্রদানের জন্য অনুরোধ করেন। স্বামীজী মহারাজ তাঁহার অনুরোধ রক্ষা করিতে স্বীকৃত হইয়াছেন। সিন্ধবাসী সকলেই অত্যন্ত সরল, ইহারা সাধুসেবা-পরায়ণ। ইহাঁদের আতিথেয়তা প্রশংসনীয় ও আদর্শস্থানীয়।

স্বামীজীদ্বয়কে নিজালয়ে রাখিয়া সেবা করিবার জন্য দৈনন্দিন বড় বড় শেঠগণ আসিয়া অনুরোধ জ্ঞাপন করেন। শিকারপুরের এক একটী শেঠ সাধুদের থাকিবার জন্য বড় বড় ধর্ম্মশালা করিয়া রাখিয়াছেন। সেই ধর্ম্মশালায় খাওয়ান এবং সাধুগণ যেখানে যাইতে ইচ্ছা করিবে সেখানকার ট্রেণভাড়া পর্য্যন্ত বহন করিতে তাঁহারা প্রস্তুত এবং দুইমাস তিনমাস বা যতদিন ইচ্ছা করিবেন ততদিন থাকিতে পারিবেন।

ভক্তিসিদ্ধান্তবাণী-সেবক সমিতি

বিগত ১১ই মাঘ বৃহস্পতিবার শ্রীশ্রী-ভক্তিসিদ্ধান্তবাণী-সেবক-সমিতিতে সাপ্তাহিক অধিবেশনে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ হইয়াছে। পাঠের আদিতে ও অন্তে শ্রীশ্রীগৌরবিহিত সংকীর্ত্তনাদি হইয়াছে। পাঠের মর্ম্ম নিম্নে প্রদত্ত হইল।

দেবকী দেবীর গর্ভস্থ শ্রীবাসুদেবকে স্তব-প্রসঙ্গে দেবগণ বলিতেছেন,—হে মাধব, হে প্রভো! আপনাতে প্রীতিসম্বন্ধযুক্ত পরম-ভাগবতগণ কখনও সুপথ হইতে ভ্রষ্ট হন না বরং তাঁহারা আপনার দ্বারা সর্ব্বতোভাবে সুরক্ষিত হইয়া নিঃশঙ্কচিত্তে বিঘ্নোৎপাদনকারিগণের পালকসমূহের মস্তকের উপর পদ প্রদান পূর্ব্বক বিচরণ করিয়া থাকেন।

হে মাধব, হে লক্ষ্মীপতে প্রভো! আপনাতে প্রীতিসম্বন্ধযুক্ত পরম ভাগবতগণের মহিমা অতুল্য। তাঁহারা কোন বিঘ্নদ্বারা আক্রান্ত হইয়া আপনার সেবাসুখরূপ সুপথ ভ্রষ্ট হন না। যেহেতু আপনার শ্রীমুখনিঃসৃত প্রতিজ্ঞা-বাণীর উপর তাঁহারা সম্পূর্ণ বিশ্বাসী এবং আপনিও সেইরূপ সেই দৃঢ়বিশ্বাসী আত্মনির্ভরশীল আত্মসমর্পণকারীদিগকে সম্পূর্ণভাবে রক্ষা করিয়া থাকেন। "ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতীতি প্রতিজ্ঞাতবতা ময়োপকরিষ্যতৈব মৎ-প্রভুণা মমায়ং ধ্বংসঃ কৃত ইতি যদি দৃঢ়বিশ্বাসবন্তঃ"।

(শ্রীবিশ্বনাথ)

শুধু তাহাই নহে তাঁহারা অর্থাৎ পরম ভাগবতগণ,—"নির্ভয়াঃ (নিঃশঙ্কাঃ সন্তঃ) বিনায়কানীকপমূর্দ্ধসু। বিনায়কাঃ বিঘ্নহেতবঃ তেষাং অনীকানি সমূহাঃ তান্ পান্তীতি তেষাং মূর্দ্ধসু শিরঃসু সকলবিঘ্নজনক-দেবতানাং মস্তকেষু) বিচরন্তি (অর্থাৎ সর্ব্বান্ বিঘ্নান্ জয়ন্তি, তেষাং মস্তকরূপ সোপানেষু পাদন্যাসেন বৈকুণ্ঠপদং আরোহন্তি বা")

(শ্রীস্বামিপাদ)

অতঃপর পারমেশলী গড় গ্রামনিবাসী শ্রীযুক্ত সারদা প্রসাদ রায়মহাশয় সভায় উপস্থিত সকলের সমক্ষে "গুরুদেবের আদেশে একাদশী দিনে অন্নগ্রহণ করা যায় কিনা?"—একটী প্রশ্ন করেন। তজ্জন্য "শ্রীএকাদশী ব্রতভঙ্গের পরিণাম?" শীর্ষক একটী প্রবন্ধের অবতারণা শ্রীনদীয়া-প্রকাশের কৃপায় আমরা দেখিতে পাইব বলিয়া সভা ভঙ্গ হয়।

অমরসী গৌড়ীয়মঠে শ্রীব্যাসপূজা

গত ২১শে মাঘ রবিবার শ্রীশ্রীব্যাস-পূজোপলক্ষে অমরসী গৌড়ীয়মঠের মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম মহারাজের নিয়ামকত্বে মঠসেবকগণ এবং বহু দূর ও মেদিনীপুর জেলার বিভিন্ন স্থান হইতে আগত ভক্তগণ প্রাতঃকালে উষঃকীর্ত্তন ও মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন করেন এবং মধ্যাহ্নকালে স্বামীজী মহারাজের আনুগত্যে সিংহাসনোপবিষ্ট জগদ্বরেণ্য পরমারাধ্যতম পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদপদ্মে ভক্তিপুষ্পাঞ্জলি প্রদান করেন। সন্ধ্যা ৭টায় একটী মহতী সভার অধিবেশন হয়। সভার প্রারম্ভে মঠসেবকগণের গুর্ব্বষ্টক, গুরুপরম্পরা, আচার্য্যবন্দনা ও মহাজনপদাবলী কীর্ত্তনান্তে পূজ্যপাদ স্বামীজী মহারাজ শ্রীল প্রভুপাদের বক্তৃতাবলী পাঠ ও ব্যাখ্যা এবং আচার্য্যের আবির্ভাবের হেতু ও কাল, তাঁহার অসমোর্দ্ধ ব্যক্তিত্ব এবং তদীয় ভুবনমঙ্গল-প্রচারপ্রণালী প্রভৃতি উক্তি গদ্‌গদ-চিত্তে বিশদভাবে ব্যাখ্যা করিয়া সভাস্থ জনমণ্ডলীকে বুঝাইয়া দেন। স্বামীজী মহারাজ যখন জাগতিক সভ্যতা ও ভোগবিলাসিতাকে লক্ষ্য করিয়া শ্রীমদ্ভাগবতের "তরবঃ কিং ন জীবন্তি" শ্লোকের ব্যাখ্যা তাঁহার স্বভাবসুলভ বজ্রগম্ভীর-নিনাদে কীর্ত্তন করেন তখন সভাস্থ শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত শ্রোতৃবৃন্দ স্তম্ভিত হইয়াছিলেন। বক্তৃতান্তে রাত্রি ৯॥ টার সময় সমাগত শ্রোতৃগণকে বিচিত্র মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়। সভায় বাবু রবীন্দ্রনাথ চন্দ্র, ডাঃ বাবু রজনীকান্ত চন্দ্র, বাবু সতীশচন্দ্র পট্টনায়ক প্রভৃতি বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ উপস্থিত ছিলেন।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১১ গোবিন্দ অব্যয় শ্রীগৌরাব্দ ৪৪৭

ভীষণ সমস্যা

আজকাল 'শ্রীগুরু-সমস্যা বড়ই গুরুতর' কারণ গুরুর অভাব নাই—পথে, ঘাটে, হাটে, বাটে সর্ব্বস্থানেই গুরুর আবির্ভাব দেখিতে পাওয়া যায়। ইহারা কোন্ শ্রেণীর ব্যক্তি তাহা বিচার করার বিশেষ আবশ্যক। ইহাদের মায়ার কুহকে পড়িয়া "সদা নিরস্তকুহক সত্যের পরম-জ্যোতিঃ" দেখিতে না পাইয়া, অনেকেই নরকযন্ত্রণা-সদৃশ অন্ধকারময় সংসার-কূপে পড়িয়া হাবুডুবু খাইতেছেন; আর এই অনিত্য বালুকাময় সংসার-রঙ্গক্ষেত্রকে চিরস্থায়ী জ্ঞান করত মায়ার মোহিনী মূর্ত্তিতে আকৃষ্ট হইয়া, শ্রীভগবানকে ভুলিয়া, ভজনে মত্ত হইয়া, প্রজ্বলিত বহ্নিতে পতঙ্গের ন্যায় কামসাগরে ঝম্পপ্রদান করিতেছেন। এইরূপ গুরুবেশধারী অনেকেই শিষ্যকে ভবসমুদ্র হইতে উদ্ধার করিবার জন্য কাণ্ডারিরূপে বর্ত্তমান আছেন। কিন্তু এক অন্ধ যেমন অন্ধ অপরকে পথ দেখাইতে পারে না, দেখাইলে উভয়েরই যেমন যুগপৎ কূপে পড়িয়া প্রাণ পরিত্যাগের সম্ভাবনা আছে, সেইরূপ সদ্গুরুর পরিবর্ত্তে যিনি "গুরুব্রুবের" আশ্রয় লইয়াছেন, তিনিই এই দুস্তর ভবসাগর হইতে উত্তীর্ণ হইবার পরিবর্ত্তে, সমুদ্রগর্ভে নিমজ্জিত হইয়া অকালেই কালের করাল কবলে নিপতিত হইবেন। সদ্গুরু জগতে দুর্ল্লভ হইলেও সুদুর্ল্লভ; কেননা, অমূল্য মহামণি কখন পথে, ঘাটে, হাটে, বাটে পড়িয়া থাকে না এবং কিছু সহজেও মিলে না। জহুরী না হইলে যেমন কেহ জহর, হীরক, মণি, মুক্তা—ইত্যাদি সহজে চিনিতে পারে না, অজ্ঞলোক না চিনিয়া না বুঝিয়া বাহিরের ঔজ্জ্বল্য দেখিয়া যেমন সাচ্চা হীরের পরিবর্ত্তে ঝুটা কাচ কিনিয়া প্রতারিত হয়, সেইরূপ লোকেও না বুঝিয়া সদ্গুরুর লক্ষণাদি না জানিয়া অসদ্গুরুতে আত্ম-সমর্পণ করিয়া মায়াজালে দৃঢ়রূপে আবদ্ধ হইয়া পরিশেষে নির্ম্মল আনন্দে বঞ্চিত হ'ন, ইহা নিদারুণ মর্ম্মান্তিক কথা সন্দেহ নাই। যিনি আমার ইহকাল, পরকাল ও সর্ব্বকালের একমাত্র রক্ষক, জীবনে মরণে, সম্পদে বিপদে একমাত্র বন্ধু হইবেন, তাঁহাকে বিশেষ করিয়া না জানিয়া না বুঝিয়া, আত্মসমর্পণ করা সবিবেচকের কার্য্য নহে। দুগ্ধ জিনিষটী অতি উপাদেয় সন্দেহ নাই, ইহা পান করিয়া শরীর হৃষ্ট-পুষ্ট হয় এবং জীবনধারণ করা যায়। কিন্তু যদি দুগ্ধের পরিবর্ত্তে চাখড়িগোলা পান করা যায়, তবে তাহাতে উপকারের পরিবর্ত্তে বিশেষ অনিষ্টই ঘটিয়া থাকে। তাই শাস্ত্র বলেন,—

তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ।
সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠম্॥
(মুণ্ডক ১।২।১২)

'আচার্য্যবান্ পুরুষো বেদ'॥

সেই ব্রহ্মবিদ্যা অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ পর বিদ্যা-লাভের জন্য শ্রেষ্ঠ আচার্য্য সদ্গুরুর নিকট সমিৎপাণি হইয়া গমন কর। তাহা জানিতে হইলে প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবা ব্যতীত অর্থাৎ যাবতীয় জড়াভিমান পরিত্যাগ পূর্ব্বক সদ্-গুরুর চরণে প্রপন্ন না হইলে ব্রহ্মবিদ্যা কেহই লাভ করিতে সমর্থ হন না। ইহাকে বুদ্ধি দ্বারা, বিদ্যা দ্বারা, পাণ্ডিত্যের দ্বারা, মেধা কিম্বা বহুশাস্ত্র-অধ্যয়ন এবং বহুদর্শিতা দ্বারা লাভ করা যায় না। 'এই শ্রেষ্ঠবিদ্যা-লাভে বহু অন্তরায় থাকিলেও একমাত্র সদ্গুরুর আনুগত্যে অর্থাৎ আত্মসমর্পণ দ্বারা উহা অনায়াসে লাভ করা যায়।

জড়ভরত রহূগণ রাজাকে উপদেশ করিয়াছিলেন।

রহূগণৈতত্তপসা ন যাতি ন চেজ্যয়া
নির্ব্বাপণাদ্ গৃহাদ্বা।
ন চ্ছন্দসা নৈব জলাগ্নিসূর্য্যৈর্বিনা মহৎ-
পাদরজোঽভিষেকম্॥

অর্থাৎ হে রহূগণ! মহতের পদরজে অভিষিক্ত না হইলে অর্থাৎ সাধুর নিকটে নিজের সমস্ত জড়ীয় অহঙ্কার এবং বুদ্ধি বিসর্জ্জন দিয়া তাঁহাকে গুরুরূপে বরণ করিয়া তাঁহার নিকট হইতে দীক্ষা শিক্ষাদি গ্রহণ না করিলে প্রকৃত তপস্যা, অর্থাৎ বাণপ্রস্থ-ধর্ম্ম অবলম্বন দ্বারা বেদ পাঠ বা ব্রহ্মচর্য্য দ্বারা বা গৃহধর্ম্ম পালন দ্বারা এবং জলাগ্নি বা সূর্য্য পূজা দ্বারা সংসার-যন্ত্রণা ক্ষয় বা মঙ্গললাভ হয় না। মোটের উপর কথা এই যে, সদ্গুরুর চরণাশ্রয় গ্রহণ না করিয়া জীবের মনগড়া সাধন দ্বারা পরমমঙ্গল-লাভের আশা বাতুলতা মাত্র।

সদ্গুরুর চরণাশ্রয় গ্রহণ না করিয়া, এপর্য্যন্ত কেহই শ্রীভগবানের সেবা পান নাই। কেহ কখনও পাইবেন না—ইহা মহাসত্য কথা। 'এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই যে, সদ্গুরু কাহাকে বলে এবং গুরুব্রুবই বা কি? ইহার পার্থক্য বিশেষভাবে আলোচনা না করিলে পরিণামে অনেকেরই বিশেষ লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হয়।

যিনি আচারবান্, আস্তিক, বেদ-শাস্ত্রে বিশেষ পারদর্শী আছেন এবং বেদ ও সর্ব্ববিধ শাস্ত্রের মূল তাৎপর্য্য—সম্বন্ধ, অভিধেয়, প্রয়োজনাদি বিশেষভাবে অবগত আছেন এবং শুধু জানেন এরূপ নহে, পরন্তু সর্ব্বেন্দ্রিয় দ্বারা তদনুযায়ী কার্য্য করত জগৎকে শাস্ত্রের মর্ম্মার্থ শিক্ষা দিতেছেন তিনিই সদ্গুরু অর্থাৎ জগদ্গুরু।

আপনি আচরি' ধর্ম্ম জীবেরে শিখায়।
আপনি না কৈলে ধর্ম্ম শিখান না যায়॥
(শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত)

দীক্ষাগুরু এক বই আর দুই নাই।
শিক্ষাগুরু অনেক হইতে পারেন। দীক্ষাগুরু ও শিক্ষাগুরু উভয়েই গুরু; তন্মধ্যে ভেদ নাই।

সাধু-গুরু-শাস্ত্রবাক্য, এ তিনে করিয়া ঐক্য
আর না করিহ মনে আশা।

শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় আমা-দিগকে সদ্গুরু চিনিয়া লইবার জন্য এই শিক্ষা প্রদান করিয়া গিয়াছেন। আমরা ইহ জগতে সামান্য একটী টাকা না বাজাইয়া অর্থাৎ আসল না মেকী তাহা না বুঝিয়া লই না, তখন পরমার্থে যাহা জীবনের পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর বিষয় তাহা বিশেষভাবে পরীক্ষা না করিয়া গ্রহণ করিলে পরিণামে অনুতাপ ভোগ করিতে হয়।

গুরু কিছু লঘু বা হাল্কা নয়, তিনি গুরু বা মহদ্বস্তু। হাল্কা যিনি—তিনি গুরু হইবার উপযুক্ত নন। আজকাল শিক্ষিত-অভিমানী ব্যক্তি অনেকের মুখে শুনা যায়—সদ্গুরু চিনিব কি প্রকারে? তাঁহার লক্ষণ কি? তাহার উত্তর ত—বেদে অর্থাৎ শাস্ত্রসমূহে যাহা লিখিত আছে, সাধুরূপী সদ্গুরু নিষ্কপটে তাহার ব্যাখ্যা করেন এবং স্বয়ং তদনুযায়ী আচরণ করিয়া জগতে শিক্ষা প্রদান করেন। যেস্থলে দেখা যায়—শাস্ত্রে যাহা লিখিত আছে, গুরু তাঁহার ব্যবসা রক্ষার জন্য কপটতারূপ মিছাভক্তি, ভুক্তি, মুক্তি, অন্যাভিলাষ ইত্যাদি ছলধর্ম্ম ব্যাখ্যা করিয়া নিজেই তদনুযায়ী আচরণ করেন না, সেস্থলে গুরুর (?) চাতুরী আছে বুঝিতে হইবে। যেমন বুদ্ধিমান্ ব্যক্তির বিশুদ্ধ স্বর্ণের প্রয়োজন হইলে তিনি উহা কষ্টিপাথরে ঘর্ষণপূর্ব্বক আসল কি নকল, সোণা কি পিতল চিনিয়া লইতে পারেন সত্যানুসন্ধিৎসু ব্যক্তিও সেই-রূপ ভগবৎকৃপাপ্রভাবে সদ্গুরুর চরণাশ্রয়ে শাস্ত্রের প্রকৃত মর্ম্মার্থ বুঝিতে সমর্থ হন। শাস্ত্রে যে-সকল বিষয় আচরণ করিবার কথা লিখিত আছে, যে গুরু তাহা পালন না করিয়া শুধু মুখে শুকপাখীর ন্যায় অথবা অচেতন গ্রামোফোনের ন্যায় অর্থ ও প্রতিষ্ঠা-লাভের আশায় 'রাধেকৃষ্ণ' বুলি বলিয়া লোক ভুলাইয়া থাকেন, যিনি শাস্ত্র-বাক্যের তাৎপর্য্য অবগত নহেন কিন্তু অর্থ ও প্রতিষ্ঠার জন্য শাস্ত্রবাদী তিনি গুরুব্রুব। যিনি নিষ্কপটে শুদ্ধ হরিভজনের জন্য ব্যাকুল হইয়া ভগবানকে ডাকেন, ভগবানও সেই সততযুক্ত প্রীতিপূর্ব্বক ভজনেচ্ছু ব্যক্তির হৃদয়ে বুদ্ধিযোগ প্রদান করেন, সেই শুভ বুদ্ধিযোগ-প্রভাবে তিনি মহান্ত গুরুকে সজ্জাস্ত্রের লক্ষণের সহিত এক দেখিতে পাইয়া তাঁহার চরণে আত্মসমর্পণ [illegible] যিনি [illegible] না, যিনি [illegible] সত্য [illegible] শাস্ত্রানুযায়ী [illegible] দেখাইয়া দেন তিনিই [illegible] সদ্গুরু। সদ্গুরু হ'চ্ছেন [illegible] পদার্থ [illegible] গুরুব্রুব নকল বস্তু। [illegible] বস্তু [illegible] কালীন বিশেষরূপে পরীক্ষা করিয়া না কিনিলে যেমন পরিশেষে অনুতাপ ভোগ অনিবার্য্য, সেইরূপ পরীক্ষা না করিয়া যিনি ইহকাল ও পরকালের এক-মাত্র গতি সমগ্র জীবনের [illegible] বন্ধু, জীবন-মৃত্যুর একমাত্র আশ্রয়স্থল, সেই সদ্গুরুর পরিবর্ত্তে গুরুব্রুবে আত্ম-সমর্পণ করিলে পরিণামে তিনি উচ্চগতি শ্রীহরিসেবা লাভ করিবার পরিবর্ত্তে অধো-গতি অর্থাৎ নরকপথের যাত্রী হইবেন তাহাতে আর বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। যাঁহার হস্তপদদ্বয় শৃঙ্খলাবদ্ধ অর্থাৎ যিনি নিজেই মহামায়ার সত্ত্বরজস্তমঃ এই ত্রিবিধ শৃঙ্খলে এবং অষ্টপাশে বদ্ধ আছেন তিনি কি প্রকারে শৃঙ্খলাবদ্ধ অন্য ব্যক্তির বন্ধন মোচন করিতে সমর্থ হইবেন? তাহা কেবল 'খ'-পুষ্পের ন্যায় বৃথা কল্পনা মাত্র।

গুরোরপ্যবলিপ্তস্য কার্য্যাকার্য্যমজানতঃ।
উৎপথপ্রতিপন্নস্য পরিত্যাগো বিধীয়তে॥

যাঁহার গুরুত্ব নাই, যিনি লঘু, যিনি শাস্ত্রের মর্ম্ম গ্রহণে অসমর্থ, কোনটী কার্য্য কোনটী অকার্য্য এ জ্ঞান যাঁহার নাই, যে গুরু ছলনা পূর্ব্বক শিষ্যের বিত্তহরণে সুপটু, এমন যে 'গুরুব্রুব' তাঁহাকে ত্যাগ করাই বিধেয়। ইহাই শাস্ত্রের তাৎপর্য্য।

আজকাল অনেকেই তারস্বরে চীৎকার করিয়া বলিয়া থাকেন—কৌলিকগুরু, যাঁহারা বংশপরম্পরায় অর্থাৎ পিতামহদিগকে ক্রমান্বয়ে কর্ণরন্ধ্রে মন্ত্র (?)-প্রয়োগদ্বারা দুর্গত করিয়া-ছেন ও করিতেছেন এমন যে কুলগুরু তাঁহাকে কিপ্রকারে ত্যাগ (?) করা যায়? আমরা শাস্ত্রীয়-বিচার করি না তাই ঐ প্রকার প্রলাপ উক্তি করিয়া থাকি। যাহার রোগ হইয়াছে তাহার আত্মীয় ব্যক্তি যেমন হাতুড়ে গৃহচিকিৎসকের দ্বারা চিকিৎসা না করাইয়া রোগ-নিবারণের জন্য সুবৈদ্যের সন্ধান করেন সেই প্রকার যাহারা ভবরোগী আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক, আধিদৈবিক এই ত্রিতাপরূপ রোগের জ্বালায় সর্ব্বদাই উদ্ভ্রান্ত তিনি হাতুড়ে গুরুব্রুব দ্বারা এই ভবরোগের চিকিৎসা না করাইয়া যদি সদ্-গুরুরূপ সুবৈদ্যের অন্বেষণ করিতেন, তাহা হইলে এই উৎকট ব্যাধি অতি অল্প সময়ের মধ্যেই নিরাময় হইত। বাস্তবিক সদ্গুরু ত্যাগ করিয়ে নিরয়গামী হইতে হয় তাহাতে সন্দেহ নাই। কেন না, শ্রীভগবান্ স্বয়ং শ্রীমুখে বলিয়াছেন,—

আচার্য্যং মাং বিজানীয়ান্নাবমন্যেত কর্হিচিৎ।
ন মর্ত্ত্যবুদ্ধ্যাসূয়েত সর্ব্বদেবময়ো গুরুঃ॥

কৃষ্ণনাম ভজ জীব, আর সব মিছে। পলাইতে পথ নাই যম আছে পিছে॥

সাবিত্রী ও সত্যবান

[মহোপদেশক শ্রীপাদ অতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী, ভক্তিসারঙ্গ]

(১)

মদ্রদেশাধিপতি ধর্ম্মাত্মা অশ্বপতি অপুত্রক অবস্থায় সন্তানলাভের আশায় সাবিত্রী-মন্ত্রে লক্ষ হোম সমাপন করিয়া বরদা সাবিত্রী দেবীর আশীর্ব্বাদে জ্যেষ্ঠা ধর্ম্ম-মহিষী মালব-রাজনন্দিনীর গর্ভে বিশ্ববিশ্রুতা সতী সাধ্বী সাবিত্রীকে কন্যারূপে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। মূর্ত্তিমতী লক্ষ্মীর ন্যায় সেই রাজকন্যাটী ক্রমে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া যৌবনে পদার্পণ করিলে স্বর্ণময়ী প্রতিমার ন্যায় সেই বিদুষী, সুমধ্যমা, পদ্মপলাশাক্ষী ও তেজস্বিনী কন্যার তেজে অভিভূত হইয়া কোনও যুবা তাঁহাকে প্রার্থনা করিতে সাহস করে নাই। পরে রাজা দেবরূপিণী নিজ কন্যাকে যুবতী দেখিয়া সম্প্রদান-কাল উপস্থিত হইয়াছে জানিতে পারিলেন; কিন্তু কোনও ব্যক্তিই তাহাকে প্রার্থনা করিতেছে না অবগত হইয়া রাজকন্যাকে নিজেই নিজের উপযুক্ত গুণবান্ পতির অন্বেষণ করিতে আজ্ঞা প্রদান করিলেন।

মনস্বিনী সাবিত্রী পিতার আজ্ঞায় যেন লজ্জিতা হইয়া তাঁহার চরণযুগল বন্দনা করিয়া অবিচারিতভাবে নির্গত হইলেন। তিনি স্বর্ণময় রথে আরোহণ করিয়া ও বৃদ্ধমন্ত্রিগণে পরিবেষ্টিত হইয়া প্রথমে রাজর্ষিগণের মনোহর তপোবনগুলিতে গমন করিলেন। পরে রাজনন্দিনী সমস্ত তীর্থ পরিভ্রমণ করিয়া বৈষ্ণব ও ব্রাহ্মণগণকে প্রচুর ধন-প্রদানান্তর প্রত্যাবর্ত্তন পূর্ব্বক পিতাকে নারদ মুনির সহিত উপবিষ্ট দেখিয়া উভয়ের চরণেই নমস্কার করিলেন। পরে পিতার আজ্ঞানুবর্ত্তিনী হইয়া সাবিত্রী বলিলেন—"শাল্বদেশাধিপতি ধর্ম্মাত্মা দ্যুমৎসেন অন্ধ ও রাজ্যচ্যুত হইয়া বাণপ্রস্থ ভার্য্যার সহিত বহুদিন হইল বনে যাইয়া নিয়ম-নিরত অবলম্বন করিয়া তপস্যা করিতেছেন। তাঁহার সেই তপোবনবাসী [illegible] ধার্ম্মিক পুত্র সত্যবান্‌কে আমি পতিত্বে মনোনীত করিয়াছি।"

তচ্ছ্রবণে অন্তর্যামী নারদ বলিলেন—"হায় রাজা, সাবিত্রী সত্যবান্‌কে পতিত্বে বরণ করিয়া নিজের গুরুতর অনিষ্ট করিয়াছে। কারণ সত্যবান্ সর্ব্বগুণসম্পন্ন হইলেও একটী দোষই সমস্ত গুণকে অভিভূত করিয়া রাখিয়াছে। সে দোষ কেহ বিশেষ চেষ্টা করিয়াও পরিবর্ত্তন করিতে পারে না। আজ হইতে এক বৎসরের মধ্যে তাঁহার আয়ুঃ শেষ হইবে এবং তখন সে দেহত্যাগ করিবে।"

অশ্বপতি রাজা দুঃখিতান্তঃকরণে, 'সাবিত্রী দ্বিতীয় ব্যক্তিকে মনোনীত করুন'—এই প্রকার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে, সাবিত্রী বলিলেন—"পিতঃ, অংশীর অংশে একবার মাত্রই ধনের ভাগ পড়ে, একবার মাত্রই কন্যাদান করা হয় এবং অন্যবস্তু দানের সময়েও একবার মাত্রই "দদামি" শব্দ বলা হয়। সুতরাং এই তিনটী কার্য্যের প্রত্যেকটীই একবার মাত্রই হইয়া থাকে অতএব সত্যবান্ অল্পায়ুই হউন, কি দীর্ঘায়ুই হউন, কিম্বা সগুণই হউন বা নির্গুণই হউন, আমি একবার তাঁহাকে পতিরূপে বরণ করিয়াছি বলিয়া অন্য পুরুষকে বরণ করিতে পারি না।"

উপায়ান্তর না দেখিয়া নারদের অনুমোদনক্রমে রাজা সকল বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ, ঋত্বিক ও পুরোহিতকে নিমন্ত্রণ করিয়া কন্যা সাবিত্রীর সহিত শুভদিনে দ্যুমৎসেনের আশ্রমে গমন করিয়া যথাবিধানে সাবিত্রী ও সত্যবানের বিবাহ সম্পন্ন করাইলেন। সত্যবান্ সর্ব্বগুণান্বিত সাবিত্রীকে ভার্য্যারূপে লাভ করিয়া আনন্দিত হইলেন এবং সাবিত্রীও মনোহভীষ্ট সত্যবান্‌কে পতিরূপে লাভ করিয়া সন্তুষ্ট হইলেন। পিতা অশ্বপতি মদ্রদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে সাবিত্রী সমস্ত অলঙ্কার পরিত্যাগ করিয়া বল্কল ও ছিন্নবস্ত্রই ধারণ করিলেন। ক্রমে সাবিত্রী পরিচর্য্যা, বিনয়, ইন্দ্রিয়দমন ও সকলের মনোনীত কার্য্যদ্বারা সকলেরই সন্তোষ বিধান করিলেন। শরীর-সম্মার্জ্জন ও বস্ত্র-সমর্পণ প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার শুশ্রূষা দ্বারা শ্বশ্রূদেবীর দেবপূজার দ্রব্য আয়োজন এবং মধুরবাক্য প্রভৃতি দ্বারা শ্বশুরকে এবং নির্জ্জনে প্রিয়বাক্য, কার্য্যনৈপুণ্য, চিত্ত-সংযম ও শুশ্রূষাদ্বারা ভর্ত্তাকে সন্তুষ্ট করিতে লাগিলেন। কিন্তু নারদ যাহা বলিয়াছিলেন সেই কথা দিবারাত্রই তাঁহার মনে পড়িত।

তাঁহার পর সেই আশ্রমে কিছুদিন এইভাবে বাস ও তপস্যা করিবার পর সত্যবানের মৃত্যু-সময় প্রায় উপস্থিত হইয়া আসিল। চতুর্থদিনে সত্যবানের মৃত্যু হইবে গণনা করিয়া সাবিত্রী ত্রিরাত্র উপবাস-ব্রতের সঙ্কল্প করিয়া দিবারাত্র উপবাসিনী রহিলেন। পরে ব্রত-সমাপ্তির দিনে "আজ সেই দিন উপস্থিত" ইহা ভাবিয়া ভাবিনী সাবিত্রী প্রজ্বলিত অগ্নিতে আহুতি-প্রদান এবং পূর্ব্বাহ্ণ-বিহিত কার্য্য সমাপনপূর্ব্বক সূর্য্য আকাশের চারিহাত মাত্র উঠিলে সমস্ত বৈষ্ণব, বৃদ্ধ-ব্রাহ্মণ, শাশুড়ী ও শ্বশুরকে যথাক্রমে নমস্কার করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে স্থিরভাবে দণ্ডায়মান হইয়া ইহাদের আদেশ করিতে লাগিলেন।

ওঁ বিষ্ণুপাদ

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের চরণারবিন্দে

ভক্তিপুষ্পাঞ্জলি

মূকং করোতি বাচালং পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিম্।
যৎকৃপা তমহং বন্দে শ্রীগুরুং দীনতারণম্॥

(১)

যে দিন তোমার চরণ-পরশে ধন্য হইল ধরণী-বক্ষ,
সে-দিন হইতে আজও অবধি পাপী তাপী কত লক্ষ লক্ষ,
পূজিতে তোমার যুগল চরণ চলিছে ছুটিয়া গভীর হর্ষে—
শুনিতে তোমার শ্রীমুখকমলে "গৌর-বাণী" যা'তে অমিয় বর্ষে॥
কত নর-নারী আনন্দে ছুটিছে লইয়া তা'দের আকুলনেত্র।
হেরিতে তোমার শ্রীপাদপঙ্কজ ত্যজিয়া বিষয়-সংসার-ক্ষেত্র॥

(২)

তব প্রচারিত "গোলোকের বাণী" ছুটিছে চৌদিকে নবীন গর্ব্বে।
শ্রীচৈতন্যপ্রেমের সিন্ধু-প্রবাহিনী ভাসাল জগৎ-মানব সর্ব্বে॥
মায়া-নিদ্রাগ্রস্ত জীবেরা জাগিল, ঘুচিল মনের যতেক ভ্রান্তি।
তুষার-শঙ্খ-জোছনা-শুভ্র উদিল হৃদয়ে ভকতি-কান্তি॥
নাচিয়া উঠিল নিখিল বিশ্বে হরিনামামৃত সঙ্গীত ছন্দ।
গাহিল সকলে, ঘুচিল মূর্চ্ছা, টুটিল সবার মায়ার বন্ধ॥

(৩)

হরিনামানন্দ-সাগরে সকলে ডুবিল ত্যজিয়া লজ্জা, মান, ভয়।
ভুলিল সংসার, আত্মীয়-স্বজন, মায়াপিশাচীরে করিল জয়॥
ধরণী ভরিয়া উঠে হরিধ্বনি কাঁপিল চৌদিক মৃদঙ্গের রবে।
হাসে, নাচে, গায় পুলকে প্রেমেতে মাতিল তোমার সেবক সবে॥
শুনি' হরিনাম নাচে সুরধুনী, বিটপী-পত্র নাচিছে আনন্দে।
নগর-পল্লী, পশু, পাখী আদি পুলকে তোমার চরণ বন্দে॥

(৪)

দম্ভ, অহঙ্কার, কাপট্য, কলহ, আলস্য, জড়তা, হিংসা, দ্বেষ ভুলি'।
সবে মোর ভাই নিত্যধামবাসী ভরিয়া আনন্দে করে কোলাকুলি॥
বিমানে নাচিছে অমরচারী, নাচে দেবাঙ্গনে দেবতার বালা।
নিম্নে জলধি নাচিছে পুলকে বুকে দোলে তার লহরীর মালা॥
(আজ) বিলাতে তোমার বিজয়-নিশান উড়িল গরবে তুলিয়া শির।
তোমার বার্ত্তা খৃষ্টানে বোহিল পার হ'য়ে মহা-জলধি-নীর॥

(৫)

তিলকে ভূষিল "কমমুখ," তুলসী-মালা কণ্ঠে ধরিল।
হইল তাহার নাম "কৃষ্ণদাস", তব দেওয়া নাম জপিতে লাগিল॥
(তব) আলেখ্য সমীপে লুটিল তাহার জ্ঞান-গর্ব্বোন্নত মহান্ শির।
আজ সেই জন আদর্শ হইল খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বীর॥
যাঁ'র অধিকারে অখিল-লোচন মরীচিমালীর নাহিক অস্ত।
(সেই) পঞ্চমজর্জ্জ মহিষীর সহ (আজ) "শ্রীচৈতন্যবাণী" শুনিতে ব্যস্ত॥

(৬)

পৃথিবীর এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত অবধি তোমার—
গাহে গুণগাথা নর-কোটী হ'তে, পশু, পাখী, কীট, পাষাণ-পাথার॥
(নীচ) করমের দোষে হায় প্রভো! মোর (তব) চরণ সেবার নাহি অবসর।
ভজনাখ্য-দয়া-সেবা-রত সদা, (তাই) কম্পিত ত্রাসে হৃদয় আমার॥
তোমার চরণ-কমল আশ্রয় করিয়া সেবিকা কৃষ্ণ-কামিনী।
তব সেবানন্দ অমিয় পাথারে ডুবে রহে যেন দিবস যামিনী॥

নমঃ ওঁ বিষ্ণুপাদায় কৃষ্ণপ্রেষ্ঠায় ভূতলে।
শ্রীমতে ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতীতি নামিনে॥

বৈষ্ণব-সেবাভিলাষিণী—
শ্রীমতী কৃষ্ণকামিনী দাসী।

গৌর যে শিখাল নাম সেই নাম গাও। অন্য সব নাম-মাহাত্ম্য সেই নামে পাও।

কালেক্টর সাহেবের পত্র

কালেক্টর সাহেবের কুঠি,
কৃষ্ণনগর,
২৩শে জানুয়ারী, ১৯৩৪।

মহাশয়,

সম্প্রতি প্রচণ্ড ভূমিকম্পে আমাদের দেশবাসীর যেরূপ ক্ষতি হইয়াছে সে সংবাদ সকলে অবগত আছেন। দুঃস্থ ব্যক্তিগণের সাহায্যার্থে মহামান্য বড়লাট সাহেব আপনাদের নিকট যে আবেদন করিয়াছেন তাহার অনুবাদ নিম্নে প্রদত্ত হইল। ঐ আবেদন যতদূর সম্ভব সাধারণের নিকট প্রচার করিবেন।

এই মহদুদ্দেশ্যে যিনি যেরূপ সাহায্য করিবেন তাহাই সাদরে গৃহীত হইবে। যদি সাহায্যের পরিমাণ অল্প বিধায় কেহ উহা নয়া দিল্লীতে পাঠাইতে কুণ্ঠিত হন তাহা হইলে তিনি উহা নিঃসঙ্কোচে আমার নিকট পাঠাইতে পারেন।

এইচ্‌ঃ বোস্
ম্যাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর, নদীয়া।
২৩, ১, ৩৪.

মহামান্য বড়লাট বাহাদুরের টেলিগ্রামের সংক্ষিপ্ত অনুবাদ।

—:*:—

"গত সোমবার ১৫ই জানুয়ারী অপরাহ্ণে প্রচণ্ড ভূ-কম্পনের ফলে মুহূর্ত্ত-মধ্যে বহুসংখ্যক দেশবাসীর উপর বিশেষতঃ বিহার ও উড়িষ্যা প্রদেশে সম্প্রতি যে ভীষণ বিপৎপাত হইয়াছে তাহার প্রকৃত বিবরণ অদ্যাবধি পাওয়া যায় নাই। ইহা বলিলে অবশ্য অত্যুক্তি হয় না যে, উহাতে আতঙ্কজনক প্রাণহানি, অসংখ্য গৃহ ভূমিসাৎ এবং বিস্তীর্ণ ভূ-খণ্ডের বহু সম্পত্তি ও দ্রব্যাদি বিধ্বস্ত ও লুপ্তপ্রায় হইয়াছে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, এই ভীষণ দুর্দ্দিনে এতদ্দেশীয় সকল শ্রেণীর অধিবাসিবৃন্দের সহানুভূতির ধারা দুঃস্থ ও বিপন্ন জনগণের প্রতি বর্ষিত হইবে ও তাহাদের দুঃখ বিমোচনের সকল প্রচেষ্টা সাহায্যদানে সত্বর গ্রহণ করিবেন। এতদুদ্দেশ্যে আমি "ভাইসরয়ের ভূমিকম্প ভাণ্ডার" নামে একটি অর্থ-ভাণ্ডার প্রতিষ্ঠিত করিতে মনস্থ করিয়াছি। সাহায্য ভাইসরয়ের প্রাইভেট সেক্রেটারীর নিকট (ভাইসরয়ের ভবন, নয়া দিল্লী) বরাবর প্রেরিত হইবে ও প্রত্যেক সাহায্য "উইলিংডন" ...

রেলওয়ে সময়

ই, বি, আর দিয়া শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইবার ট্রেণ তালিকা

কলিকাতা	ছাঃ	০—৬,	৭—১৬,	১৪—১৪	১৬—৫৬,	২২—২৩
রাণাঘাট	ছাঃ	৫—৫০,	৯—৪৬,	১৩—৪৮,	১৮—৩৯,	০—৩২
কৃষ্ণনগরসিটি	পৌঃ	৬—২৮,	১০—২১	১৭—২৮	১৯—১৫	১—১৪
গাড়ী বদল	ছাঃ	৬—৪৫,	১০—৪৪,	১৩—২২,	১৭—৩৮,	২০—১৬
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৭—২৪,	১১—২১,	১৪—০,	১৮—১,	২০—৪৭
নবদ্বীপঘাট	পৌঃ	৭—৩৩,	১১—৩০,	১৪—৯,	১৮—১৬,	২০—৫৫

মহেশগঞ্জ ষ্টেশন হইতেও শ্রীধাম-মায়াপুরে যাওয়া যায়।

ই, বি, আর, দিয়া শ্রীধাম-মায়াপুর যাইবার ট্রেণ-তালিকা

হাওড়া	ছাঃ	৬—৪৬	১২—৪৬	১৭—৪৩	১৮—৩৬
ব্যাণ্ডেল	ছাঃ	৮—২৩	১৪—১১	১৮—৪৭	১৯—৪৩
নবদ্বীপ	পৌঃ	১০—২২	১৬—১৪	২০—৪৬	২১—৩৭

সহর নবদ্বীপ হইতে গঙ্গা পার হইয়া পূর্ব্বপারে প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইতে হইবে।

কৃষ্ণনগর নবদ্বীপঘাট রেলওয়ে সময়

কৃষ্ণনগর হইতে নবদ্বীপঘাট

কৃষ্ণনগর সিটি—	৬-৪৫	১০-৪৪	১৩-২২	১৭-৩৮	২০-১৬
কৃষ্ণনগর রোড—	৬-৫৩	১০-৫৫	১৩-৩৩	১৭-৪৭	২০-২৫
আমঘাটা—	৭-১৫	১১-১৩	১৩-৫১	১৮-৩	২০-৪১
মহেশগঞ্জ—	৭-২৪	১১-২১	১৪-০	১৮-১	২০-৪৭
নবদ্বীপঘাট—	৭-৩৩	১১-৩০	১৪-৯	১৮-১৬	২০-৫৫

বিশেষ দ্রষ্টব্য—নবদ্বীপঘাট ষ্টেশন অপেক্ষা মহেশগঞ্জ ষ্টেশন হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরের দূরত্ব অনেক কম। শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে যাহাদিগকে রাণাঘাটে ট্রেণ বদল করিতে হয়, তাঁহারা রাণাঘাটে প্রাতঃ ৫-৫০, ৮-১৪, ৯-৪৬, ১৩-৪৮, ১৮-৩৯ এবং ০-৩২ মিনিটের সময় গাড়ী পাইবেন।

শান্তিপুর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে শান্তিপুর ষ্টেশনে ৫-৪০, ৯-১৯, ১২-২৫, ১৬-৪ এবং ১৮-৪১ মিনিটের সময় ট্রেণ পাওয়া যায়।

নবদ্বীপঘাট হইতে কৃষ্ণনগর

নবদ্বীপ ঘাট—	৫-৩৫	৯-২৫	১২-১০	১৫-৩৪	১৮-৩২
মহেশগঞ্জ—	৫-৪৩	৯-৩৩	১২-১৯	১৫-৪৩	১৮-৪৩
আমঘাটা—	৫-৪৯	৯-৩৯	১২-২৬	১৫-৪৮	১৯-৫
কৃষ্ণনগর রোড—	৬-৫	৯-৫৫	১২-৪৩	১৬-৪	১৯-২৪
কৃষ্ণনগর সিটি—	৬-১৩	১০-৩	১২-৫১	১৬-১২	১৯-৩৫

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রেস হইতে ... শ্রীঅনন্তবাসুদেব ব্রহ্মচারী ভক্তিভূষণ ভক্তিশাস্ত্রী এম, এম, এম, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

দৈনিক

REG. C1544

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩৷৹
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার স্বতন্ত্র।

নদীয়া-প্রকাশ

THE NADIA-PRAKASH

অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸৹
মাসিক ১৲
প্রতি বর্ত্তমান সংখ্যা ৴৫

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচার · নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৮ম খণ্ড | সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বেদান্তবাচস্পতি | ২৮৮শ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর— ২৯শে মাঘ সোমবার ১৩৪০, ১২ই ফেব্রুয়ারী ১৯৩৪

পরলোকে প্রভাসচন্দ্র

অনারেবল সার প্রভাসচন্দ্র মিত্র কে·টি সি-আই-ই গত ২৬শে মাঘ শুক্রবার বেলা ২টা ২০ মিনিটে ৫৯ বৎসর বয়সে আপন এলগিন রোডস্থ ভবনে পরলোকগমন করিয়াছেন।

প্রাতে তিনি বাঙ্গলার গভর্ণরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া আসিয়া পূর্ব্বাহ্ণ ৯টার সময় এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলার ও মন্ত্রীদের এক বৈঠকে যোগদান করেন। বৈঠকের পর তিনি তাঁহার কার্য্য সমাপ্ত করিয়া বেলা ১টার সময় বাড়ী যান।

বেলা প্রায় ২টার সময় ভৃত্য তাঁহার অঙ্গে তৈল মর্দ্দন করে, তাহার পর তিনি স্নান করিতে স্নানাগারে গমন করেন। স্নান সমাপ্ত করিয়া বাহির হইবার সময় হঠাৎ তিনি মূর্চ্ছিত হন। ভৃত্য তাঁহাকে তৎক্ষণাৎ ধরিয়া লইয়া শয্যায় শয়ন করায়। তিনি কয়েকটা চৈতন্যলাভ করিয়া জ্যেষ্ঠ পুত্রের সহিত কথা বলিতে চেষ্টা করেন কিন্তু পারেন নাই। তৎক্ষণাৎ ডাক্তার ডাকা হয়, ডাক্তার আসিয়া কিছু সাহায্য করিবার পূর্ব্বেই সার প্রভাসচন্দ্র ইহলোক পরিত্যাগ করেন।

অজিমগঞ্জে জমিদার পুত্র গ্রেপ্তার

বরাহনগর ভুবনঘাটের [illegible] জমীদার শ্রীযুক্ত বিজয়কুমার রায় চৌধুরীর পুত্র সুধীরকুমার রায় চৌধুরীকে পুলিশ সংশ্রব অজিমগঞ্জে গ্রেপ্তার করিয়াছে। তাহার বাড়ীতে খানাতল্লাস করা হইয়াছিল, কিন্তু আপত্তিজনক কিছুই পাওয়া যায় নাই।

অত্যধিক শীত পড়ায় মৃত্যু

লুধিয়ানা হইতে প্রকাশ, তথায় অতি প্রবল শীত পড়িয়াছে। এত শীত আর কখনও দেখা যায় নাই। এই শীতে একটি পুলিশ কনষ্টেবল এবং একজন মোটর চালকের মৃত্যু হইয়াছে। গত সপ্তাহে নিউমোনিয়া রোগে ১৮ জনের মৃত্যু হইয়াছে।

প্রাণদণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে আপীল

প্রকাশ, খাজাঞ্চিগকে হত্যা করিতেছে। কারবার অভিযোগে কৃষ্ণ চৌধুরী ও মহেন্দ্র চক্রবর্ত্তী চট্টগ্রামের বিশেষ আদালতে অভিযুক্ত হইয়া বিচারে প্রত্যেকে মৃত্যুদণ্ডের আদেশ প্রাপ্ত হয়, তাহারা কারাগার হইতে উক্ত দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে আপীল করিয়াছে।

মুঙ্গেরে বুধবারে আবার কম্পন

মুঙ্গের হইতে প্রকাশ, গত ৭ই ফেব্রুয়ারী রাত্রি ১১টার সময় এখানে পুনরায় ভূকম্পন অনুভূত হয়।

প্লেগের আক্রমণ

বেঙ্গসরাইয়ে ভয়ানক প্লেগ আরম্ভ হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ। তবে এ পর্য্যন্ত কাহারও মৃত্যু সংবাদ পাওয়া যায় নাই।

অন্যান্য সাহায্য সমিতি ব্যতীত ভাগলপুরের এক মাড়োয়ারী সুদার সামান্ত সকল সম্প্রদায়ের প্রায় ১ লক্ষ ৪ হাজার ১৬০ জন লোককে ডাক্তারী ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় সাহায্য প্রদান করিয়াছে।

নোট জালের চেষ্টার অভিযোগ

দশ টাকার নূতন কারেন্সী নোট জাল করিবার সরঞ্জাম রাখিবার অভিযোগে নগেন্দ্রনাথ দাস, সাতকড়ি দাস ও শুইরাম শাহু আলিপুরের সহকারী দায়রা জজ শ্রীযুত এন, কে, চট্টোপাধ্যায়ের আদালতে অভিযুক্ত হইয়াছিল।

জুরীরা আসামীদিগকে নিরপরাধ সাব্যস্ত করেন। কিন্তু জজ তাঁহাদের সহিত একমত হইতে না পারিয়া শেষ নিষ্পত্তির জন্য মামলার কাগজপত্র হাইকোর্টে প্রেরণ করেন।

হাইকোর্টের বিচারপতি শ্রীযুত মুখোপাধ্যায় ও বিচারপতি এস, কে, ঘোষ গত বৃহস্পতিবারে উক্ত মামলার বিচার শেষ করিয়াছেন।

নগেন্দ্রনাথ দাস ৫ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছে এবং অপর ২ জন আসামী অব্যাহতি লাভ করিয়াছেন।

পুলিশকে আক্রমণের মামলা

বাঙ্গালার য়াডমিনিষ্ট্রেটর জেনারেলের অধীন ১৬৬.১. বেলেঘাটা রোডে একটি বস্তিতে গত ১০ই সেপ্টেম্বর দারোগা মিঃ ইউসুফকে ও অপর কয়েকজন পুলিশ কর্ম্মচারীকে প্রহার করিবার অভিপ্রায়ে অবৈধ জনতা করিয়া দাঙ্গা করিবার অভিযোগে হাসনাম খাঁ ও অপর ৭ জন লোক শিয়ালদহের অনৈতনিক ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুত কে, ডি, বন্দ্যোপাধ্যায়ের আদালতে অভিযুক্ত হইয়াছিল। ম্যাজিষ্ট্রেট বৃহস্পতিবারে উক্ত মামলার বিচার শেষ করিয়াছেন। তিনি আসামীদিগকে অপরাধী সাব্যস্ত করিয়া তাহাদের প্রত্যেককে ৩ মাস সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন।

প্রকাশ, উক্ত সম্পত্তির পরলোকগত মালিকের জামাতা শ্রীযুত মন্মথ সেন য়াডমিনিষ্ট্রেটরের অধীনে উক্ত সম্পত্তি পরিদর্শন করিতেন। আসামীরা ঐ স্থানে অবৈধ ভাবে একখানি ঘর বাঁধিয়া উহা মসজিদে পরিণত করিতে ইচ্ছা করে। মন্মথবাবু উহাতে আপত্তি করায় কয়েকজন মুসলমান তাঁহাকে প্রহার করে। তিনি নিকটবর্ত্তী একটি বাটীতে আশ্রয় গ্রহণ করেন। পুলিশ সংবাদ পাইয়া ঘটনা স্থলে উপস্থিত হইয়া মন্মথ বাবুকে উদ্ধার করে। পুলিশের তদন্তকালে প্রায় ৫ শত মুসলমান পুলিশকে আক্রমণ করে। পুলিশ তাহাদিগকে চলিয়া যাইতে আদেশ করে কিন্তু তাহারা ঐ আদেশ অমান্য করে ও পুলিশের প্রতি ইষ্টক নিক্ষেপ করে।

মজঃফরপুর পল্লী অঞ্চলের অবস্থা

সম্প্রতি এলাহাবাদ সার্ভেণ্ট অব ইণ্ডিয়া সোসাইটীর পণ্ডিত শ্রীরাম বাজপাই, লক্ষ্ণৌর শ্রীযুত মোহনলাল সাকসেনা এবং কালকাতার শ্রীযুত ভগীরথ কোনো দয়া মজঃফরপুরের পল্লী অঞ্চল পরিদর্শন করিয়া আসিয়াছেন।

তাঁহারা ধরমপুর হইতে রামপুর হরিগ্রাম পর্য্যন্ত প্রায় ৪০ মাইল স্থান জলপূর্ণ দেখিয়াছেন। এই অঞ্চল দ্বারভাঙ্গা ও চম্পারণ জেলার মধ্যবর্ত্তী। পণ্ডিত ইহা মজঃফরপুর হইতে পাটনায় আসিয়া আপনার অভিজ্ঞতার কাহিনী বলিয়াছেন।

তিনি বলেন যে, পল্লী অঞ্চলের ক্ষতি এখনও নিরূপিত হয় নাই। ভূমিকম্প-বিধ্বস্ত স্থানগুলি এখনও বালুকাপূর্ণ হইয়া আছে। এখনও সহস্র সহস্র ব্যক্তি আশ্রয়হীন, অর্থহীন। দেশকে বসবাসের উপযুক্ত করিয়া তুলিতে এখনও বহু মাস লাগিবে।

আবহাওয়া

কয়েক দিন হইতে শীত অত্যন্ত বেশীই পড়িয়াছিল। গতকল্য হইতে শীত অনেক কম বলিয়াই মনে হইতেছে।

ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

২১শে মাঘ সোমবার, ১৩৪০

বাঙ্গালা হইতে অনেক যাত্রী শিবরাত্রির সময়ে নেপালের পশুপতিনাথের মন্দিরে যাইয়া থাকে। এবার নেপাল সরকার যাত্রীদিগকে ঐ অঞ্চলে যাইতে নিষেধ করিয়া দিয়াছেন। গত দারুণ ভূমিকম্পে পশুপতিনাথের মন্দিরের কোন ক্ষতি না হইলেও উহাতে নেপালের ক্ষতি অল্প হয় নাই। শুনা যাইতেছে যে, তথায় প্রায় ছয় হাজার লোক মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে। যাত্রিগণের যাইবার পথে কোন ক্ষতি হইয়াছে কিনা তাহা জানা যায় নাই।

নেপালের মকর মন্দিরের ও কাটামুণ্ডু সহরের সন্নিহিত মন্দিরেরও কোনরূপ ক্ষতি হয় নাই। বুদ্ধের প্রস্তর মূর্ত্তি ধ্বংসপ্রাপ্ত সহরের মন্দির রক্ষা পাইয়াছে বলিয়াও প্রকাশ পাইয়াছে। অপর বিষ্ণুপদ মন্দির ও বুদ্ধ গয়ার মন্দিরেরও কোন ক্ষতি হয় নাই। এই সকল স্থান কি করিয়া রক্ষা পাইল, তাহা ভাবিয়া অনেকে বিস্মিত হইতেছেন।

ভূমিকম্প সম্বন্ধে নানা দিক দিয়া নানা কথা আলোচনা হইতেছে; শ্রীযুক্ত গান্ধী বলিতেছেন যে, অস্পৃশ্যতারূপ মহাপাপের ফলে এই লোকগুলি কষ্ট পাইতেছে। ডঃ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ইহার প্রতিবাদ করিয়া বলিয়াছেন, মানুষের পাপের জন্য ভগবান্ সৌর জগতের নিয়ম পরিবর্ত্তিত করেন নাই। ভগবান কি করেন না করেন, তাহা মানুষের বুদ্ধির অগোচর। তবে আমরা আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে এই মাত্র বলিতে পারি যে, ভারতে বহু কাল ধরিয়াই এই অস্পৃশ্যতা বিদ্যমান রহিয়াছে। আচম্বিতে মগধবাসের প্রাণনেই এইরূপ ভাবে উত্তর মগধবাসীদিগকে শাস্তি দিবার জন্য ভগবান কেন প্রবৃত্ত হইলেন, গান্ধীজীর সে কথা বলা উচিত ছিল। এই অস্পৃশ্যতা যে কেবল ভারতেই আছে এবং অন্য কোথাও নাই, তাহা নহে। পৃথিবী শুদ্ধ লোকের পাপের ভোগ ভগবান্ উত্তর মগধবাসী ও নেপালবাসীর স্কন্ধে কেন চাপাইলেন, গান্ধীজী তাহা বলিয়া দিলেই ভাল করিতেন। কিন্তু তিনি তাহা বলেন নাই। যে অঞ্চলে ভূমিকম্প হইয়াছে, সেখানেও কি ভারতবর্ষের অস্পৃশ্যতার জন্য লোক কষ্ট পাইল।" রবীন্দ্রনাথের উত্তরের প্রত্যুত্তরে গান্ধীজী কি বলেন, দেখা যা'ক।

দুর্বৃত্তগণের অত্যাচারে যে মহিলাদের একাকী রেলপথে ভ্রমণও বিপজ্জনক হইয়া উঠিয়াছে। গত মঙ্গলবার বি, এ, ক্লাশের কোন হিন্দু ছাত্রী আসাম মেলে কলিকাতায় আসিতেছিলেন, তিনি তৃতীয় শ্রেণীর স্ত্রীলোকের কামরায় ছিলেন, দুর্ভাগ্যক্রমে সেই কামরায় অন্য কোন আরোহিণী ছিলেন না। ট্রেণ মধ্যাহ্ন রাণাঘাট ষ্টেশন ত্যাগ করিলে সাহেবী পরিচ্ছদধারী একটী মুসলমান ট্রেণে লাফাইয়া উঠিয়া মহিলাটির কামরায় প্রবেশ করে এবং দুর্গন্ধ ও লজ্জার মধ্যে থাকিয়া যুবতীর পাশে বসিবার জন্য আবদার করে; তাহার আবদার প্রত্যাখ্যাত হয় এবং ট্রেণের আরোহিণী পীড়নের আশঙ্কায় শিকল টানিলে ট্রেণ থামিয়া যায়। ট্রেণের আরোহীরা সেই মসুবপুচ্ছধারী দীর্ঘকায় লোকটাকে ধরিয়া ট্রেণের গার্ডের হস্তে সমর্পণ করেন। গার্ড তাহাকে শিয়ালদহে আনিয়া পুলিসের জিম্মা করিয়া দিয়াছেন। ইহার পরবর্ত্তী সংবাদ এখনও আমাদের হস্তগত হয় নাই।

শ্রীযুত ভগবস্বরূপ নামক একটি যুবক পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের বি, এ, বি, টি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেও কোন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের কার্য্যভার পরিত্যাগ করিয়া দৈহিক শ্রম মর্য্যাদার গৌরব প্রদর্শনের জন্য সম্প্রতি জুতা বুরুষের পেশা অবলম্বন করিয়াছেন। যে বেকার সমস্যা শিক্ষিত যুবকগণকে বিব্রত ও বিচলিত করিয়া তুলিয়াছে, তাহার সমাধানের জন্যই তাঁহার এই প্রচেষ্টা। তিনি কর্ণাট অঞ্চলের নানা স্থানে ঘুরিয়া অর্দ্ধ আনা মাত্র পারিশ্রমিক গ্রহণে সাধারণের জুতা বুরুষ করিতেছেন। তিনি বলেন, কেবল জুতা বুরুষ নহে, এই শ্রেণীর এরূপ অনেক পেশা আছে—যাহাতে স্বাধীন ভাবে কেরাণীগিরি অপেক্ষা অধিক অর্থ উপার্জ্জিত হইতে পারে। তিনি জুতা বুরুষ করিয়া কাহারও নিকট আধ আনার অধিক পারিশ্রমিক গ্রহণে অসম্মত। একজন বস্ত্রব্যবসায়ী তাঁহাকে তাঁহার বুরুষ, কালির কৌটা প্রভৃতি সরঞ্জাম রাখিবার জন্য একটি থলি উপহার দান করিতে চাহিলে তিনি তাহা প্রত্যাখ্যান করিয়া বলিয়াছিলেন, তাহা যখন তাঁহার কিনিবার সামর্থ্য হইবে তখন কিনিয়া লইবেন, তিনি অনুগ্রহের দান গ্রহণ করিবেন না।

স্বামী হত্যার অভিযোগ

রামমণি দাসী এবং বিজয়কৃষ্ণ দাসের বিরুদ্ধে এই মর্ম্মে অভিযোগ উপস্থিত হয় যে তাহারা রামমণির স্বামী শশী মালকে হত্যা করিয়াছে। জুরীর সহিত একমত হইয়া আলিপুরের অতিরিক্ত দায়রা বিচারক শ্রীযুত এস, কে, গুপ্ত উভয় আসামীকে মুক্তি প্রদান করিয়াছেন।

সরকার পক্ষের অভিযোগ ছিল যে, বিজয় এবং শশী একই বাড়ীতে বাস করিত। শশীর সন্দেহ জন্মে যে, তাহার স্ত্রীর সহিত বিজয়ের অবৈধ ঘনিষ্ঠতা জন্মিয়াছে। শশী বলে, সে তাহার এক আত্মীয়ের বাসায় উঠিয়া যাইবে। প্রকাশ, ১৪ই সেপ্টেম্বর রাত্রিতে উভয় আসামী শশীকে বিষ প্রয়োগ করে। পরে তাহারা যখন দেখিতে পায় যে, শশীর প্রাণবিয়োগ হয় নাই, তখন তাহারা দা দ্বারা শশীকে হত্যা করিয়া মৃতদেহ নিকটবর্ত্তী একটা খালে ফেলিয়া দেয়। তাহারা লোকের নিকট বলে যে, শশীকে বাঘে লইয়া গিয়াছে। প্রায় পনর দিন পরে শশীর মৃতদেহ গলিত অবস্থায় খালে পাওয়া যায়।

মন্দির হইতে অলঙ্কার চুরি

কুঞ্জবিহারী টর শ্যামানিয়া মন্দির হইতে অলঙ্কার অপহরণ করিবার অভিযোগে ইব্রাহিম সেখ নামক জনৈক ফেরারী আসামী জোড়াবাগানের অতিরিক্ত প্রধান প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট খান বাহাদুর আবদুল গোফুরের এজলাসে অভিযুক্ত হইয়াছিল।

ঘটনার বিবরণে প্রকাশ যে, কিছুকাল পূর্ব্বে উক্ত মন্দিরের দেবতার অঙ্গ হইতে ২৫ হাজার টাকার অলঙ্কার চুরি যায়। এই সম্পর্কে পুলিস কয়েক জনকে গ্রেপ্তার করে।

ভূমিকম্পে নেপালের অবস্থা

নেপালে শিক্ষা বিভাগের অস্থায়ী ডিরেক্টর মেজর জেনারেল ব্রহ্ম সামসের জঙ্গ-বাহাদুর রাণা, নেপাল হইতে পাটনায় একজন উচ্চপদস্থ রাজপুরুষের নিকট নিম্নলিখিত মর্ম্মে পত্র লিখিয়াছেন:—

"আমাদের এখানে প্রবল ভূকম্পন অনুভূত হয়। বোধ হয় পাটনাতেও উহা অনুভূত হইয়াছে। কাটমণ্ডু সমেত পূর্ব্ব নেপালের বহুস্থানে বিষম ক্ষতি হইয়াছে। কোন কোন বিষয়ে ঐ ক্ষতি অপূরণীয়। কোন কোন ক্ষেত্রে কেবলমাত্র সৌভাগ্যবলেই অনেক কিছু রক্ষা পাইয়াছে। আর যাবতীয় সরকারী কর্ম্মচারী ও স্বেচ্ছাসেবকের তৎপরতা ও সামরিক প্রচেষ্টাতেও অনেক রক্ষা করা সম্ভব হয়। ইহা শুনিয়া বোধ হয় আপনি বিস্মিত হইবেন যে, পশুপতি নাথের মন্দির এবং উহার আশপাশে কোনরূপ ক্ষতি হয় নাই। অতীতের স্মৃতি চিহ্নগুলির বেশীর ভাগই অক্ষত অবস্থায় আছে।

"শিক্ষা বিভাগের সংস্কৃত হস্তলিপির পুস্তকালয়টি রক্ষা পাইয়াছে। স্থানে স্থানে অতি সামান্য ক্ষতি হইয়াছে। চিড়িয়াখানারও কোন ক্ষতি হয় নাই। তবে পুলটির বিশেষভাবে সংস্কারের প্রয়োজন হইবে। মোটের উপর নেপালের লোকক্ষয়, ঘরবাড়ীর ক্ষতি ও ধনসম্পত্তি নাশের পরিমাণ খুব বেশী।"

কলহে এক জনের মৃত্যু

অল্প দামে পণ্য বিক্রয় লইয়া চাউলের দোকানদারের মধ্যে প্রতিযোগিতা হয়। ফলে, তাহাদের কলহ বাধে, তাহাতে তাহাদের একজনের মৃত্যু হয়।

ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, দুধার বীজ বিক্রয়ের ক্রেতা আকর্ষণ করিবার জন্য মূল্যের অল্পতা লইয়া তাহাদের মধ্য প্রতিযোগিতা হয়। অবশেষে দুইজন দোকানদারের মধ্যে নাকি বিবাদ বাধে এবং অবশিষ্টগণ ঐ বিবাদে যোগ দেয়। বিবাদের সময়ে এক জন দোকানদার মারাত্মকভাবে আহত হয় ও তাহাকে হাসপাতালে প্রেরণ করা হয় এবং তথায় তাহার মৃত্যু হয়।

দুইজনকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

সর্দ্দার শার্দ্দুল সিংএর অভিমত

সর্দ্দার শার্দ্দুল সিং সর্ব্বদল সম্মেলনে যোগদান করিবেন কি না তাহা জানিবার জন্য বোম্বাই হইতে তাঁহাকে পত্র দেওয়া হয়। উহার উত্তরে তিনি যে পত্র লিখিয়াছেন তাহাতে তিনি এই ভাবে কয়েকজন উদার নীতিকের অবস্থা বর্ণনা করিয়াছেন:—

কোন চতুর ব্যক্তি এক ক্ষুধিত জানোয়ারের উপরে চড়িয়া দেখে যে, ক্ষুধায় জানোয়ারটি চলিতে চাহে না। তখন আরোহী কাষ্ঠখণ্ডে একটি গাজর বাঁধিয়া তাহার নাকের সম্মুখে ঝুলাইয়া দিল। জানোয়ারটি ক্ষুব্ধ চিত্তে গাজরটি পাইবার জন্য অগ্রসর হইতে লাগিল এবং গাজরটি ক্রমেই তাহাকে পশ্চাতে ফেলিয়া যাইতে লাগিল। সে থামিল না এবং তাহার ক্ষুধাও মিটিল না। ক্ষুৎ প্রপীড়িত হইয়া ক্রমাগত চলিতে লাগিল।

কতকগুলি চতুর লোক উদারনীতিক বন্ধুদের সম্মুখে তথা-কথিত ঔপনিবেশিক অধিকারের ধুয়া তুলিয়াছে। তাঁহারা প্রলুব্ধচিত্তে উহার জন্য ছুটিতেছেন, কিন্তু তাঁহাদের বর্ত্তমান কার্য্যপদ্ধতিতে উহা পাওয়া সম্ভব নহে। উপস্থিত যে তাঁহাদের হস্তে আরোহণ করিয়াছে সে যতদিন সেই স্থানে থাকিবে ততদিন শত চেষ্টাতেও তাঁহারা লক্ষ্যস্থলে পৌঁছিতে পারিবেন না—লক্ষ্য ঔপনিবেশিক অধিকারই হউক বা উহার অপেক্ষা ভাল বা মন্দ কিছুই হউক।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক
— পারমার্থিক পত্র —
শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

আরাধ্যো ভগবান ব্রজেশ-
তনয়স্তদ্ধাম-বৃন্দাবনম্,
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং
প্রেমা পুমর্থো মহান,
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং
তত্রাদরো নঃ পরঃ।

১৩ গোবিন্দ গৌরাব্দ ৪৪৭, ২৯শে মাঘ বঙ্গাব্দ ১৩৪০, ১২ই ফেব্রুয়ারী ইং ১৯৩৪, সোমবার { ২৮৮ তম সংখ্যা

প্রচার প্রসঙ্গ

শিকারপুরে

গত ২০শে মাঘ শনিবার গভর্ণমেন্ট হাইস্কুলে হেডমাষ্টার মহাশয়ের অভ্যর্থনায় শ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি রক্ষক শ্রীধর মহারাজ ইংরাজী ভাষায় বক্তৃতা করেন; তৎপর বহুক্ষণ কীর্ত্তন হয়। কীর্ত্তনান্তে হেডমাষ্টার মহাশয় স্বামীজীদ্বয়ের শ্রীচরণ বন্দনা করিয়া বলেন—'হে আমার প্রিয় ছাত্রবৃন্দ! তোমরা ব্রহ্মচারিগণের মুখে খোল-করতাল-সহযোগে প্রার্থনা শ্রবণ করিয়া মনে করিতে পার যে, এ আমাদের ভাষা নয় আমরা বুঝিতে পারি না ইহা আমাদের শুনিয়া কি হইবে। কিন্তু একটী কথা স্মরণ রাখিও, পার্শি, হিন্দি, উর্দ্দু, বাঙ্গালা যে কোন ভাষায় শ্রীভগবানের নাম কীর্ত্তন হোক্ না কেন, তাহা যদি মনোযোগের সহিত শ্রবণ কর তাহা হইলে তোমাদের মঙ্গল হইবে। কারণ নাম-নামী অভিন্ন; যেখানে ভগবানের নাম হয় সেখানে ভগবান্ অবস্থান করেন, তোমরা যদি নিষ্কপটে শ্রবণ কর তাহা হইলে পরব্রহ্মই তোমাদিগকে তাঁহার মর্ম্ম বুঝাইয়া দিবেন। শ্রীভগবান্ শ্রীচৈতন্যদেব যে কি আবেগভরে প্রেমের সহিত কীর্ত্তন করিতেন এবং তখন যে তাঁহার কি অবস্থা হইত তাহা আমার বর্ণন করা দুঃসাধ্য। তোমরা ২৪ ঘণ্টা অন্যান্য কার্য্যে ব্যস্ত থাক তাহার মধ্যে কিছু সময়ও শ্রীভগবানের জন্য কাটাইতে চেষ্টা করিও কারণ শ্রীভগবান্ আমাদের প্রতিনিয়ন্তা, তিনি কত দয়ালু দেখ, আমাদের জন্মের পূর্ব্ব হইতেই তিনি মাতৃস্তন্যে দুগ্ধ প্রদান করিয়া রাখিয়াছেন, আজ আমাদের স্বামীজী মহারাজ বহু দূর দেশ হইতে আসিয়াছেন, তাঁহাদের উপদেশগুলি যেন তোমাদের হৃদয়ে ভালরূপে স্থান পায়। তাঁহারা নিজ স্বার্থের জন্য এত দূরে আসেন নাই স্বামীজী মহারাজগণ কৃপাপূর্ব্বক আমাদের এখানে এত কষ্ট স্বীকার পূর্ব্বক আগমন ক'রে যে উপদেশবাণী-সমূহ আমাদিগকে শ্রবণ করাইলেন, ইহা আমরা আর কখনও শ্রবণ করি নাই। এর জন্য আমরা তাঁহাদের নিকট কৃতজ্ঞ এবং স্কুলের পক্ষ হইতে আমি তাঁহাদিগকে আন্তরিক ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি।

খুলনা জেলায় বিভিন্ন স্থানে

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিপ্রকাশ অরণ্য মহারাজের নির্দ্দেশ অনুসারে গত ২১শে মাঘ ৪ঠা ফেব্রুয়ারী রবিবার শ্রীব্যাসপূজা-বাসরে দেড়ুলী-গ্রামনিবাসী শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ দাসাধিকারী মহোদয়ের ভবনে ভোর ৫ ঘটিকা হইতে গুর্ব্বষ্টক, গুরুবন্দনা ও মহাজনপদাবলী-সমূহ কীর্ত্তন এবং শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের আলেখ্য-মূর্ত্তি বিবিধ সুগন্ধি-পুষ্পমাল্যে বিভূষিত করা হইয়াছিল। সন্ধ্যা-আরাত্রিকের পর একটী সভার অধিবেশন হইয়াছিল। সর্ব্বপ্রথম বড়দল হইতে আগত শ্রীযুক্ত কনককান্তি দাসাধিকারী মহোদয় দেড়ুলী ও বড়দলবাসী ভক্তবৃন্দের পক্ষ হইতে শ্রীল প্রভুপাদকে একটী অভিনন্দন প্রদান করেন। তৎপরে জনৈক ব্রহ্মচারী 'শ্রীব্যাসপূজা'-বিষয়ে প্রায় দেড়ঘণ্টাকাল বক্তৃতান্তে শ্রীল প্রভুপাদকে একটী অভিনন্দন প্রদান করেন। সন্ধ্যারাত্রিকের পর হইতে রাত্রি ১০ ঘটিকা পর্যন্ত বক্তৃতা ও কীর্ত্তনাদি অনুষ্ঠিত হয় এবং তৎপরে শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ দাসাধিকারী মহাশয় সমাগত ভক্তবৃন্দকে বিচিত্র মহাপ্রসাদ প্রদান করেন।

গত ২২শে মাঘ ৫ই ফেব্রুয়ারী সোমবার রঘুনাথপুর-গ্রামনিবাসী শ্রীযুক্ত হরিপদ বিশ্বাস মহোদয়ের বিশেষ আগ্রহে তথায় একটী মহতী সভার অধিবেশন হইয়াছিল। উক্ত সভায় ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রকাশ অরণ্য মহারাজ 'শ্রীচৈতন্যের দয়া'-সম্বন্ধে একটী সুদীর্ঘ বক্তৃতা প্রদান করেন। তাঁহার বক্তৃতার মর্ম্ম—জগতে যত প্রকার দয়ার কথা আমরা শুনিতে পাই তন্মধ্যে শ্রীচৈতন্যদেবের দয়াই একমাত্র অমন্দোদয়দয়া। উহাতে কখনও মন্দোদয় করে না। কিন্তু ইহজগতে যত প্রকার দয়া আমরা দেখিতে পাই, তাহা অনেক স্থলে নির্দ্দয়তারই পরিচয় এবং কোন কোন স্থলে তাৎকালিক দয়া বলিয়া মনে হইলেও উহার মূলে বদ্ধজীবের ইন্দ্রিয়তর্পণ ব্যতীত আর কিছুই নাই। এই জগতে মাতাপিতার দয়া, গ্রামবাসীর দয়া, দেশবাসীর দয়া এমন কি দেবতাদের দয়ার সার্থকতা আছে যদি উহার মূলে ভগবান্ স্বরূপপথে আগমন করেন।

গত ২৩শে মাঘ ৬ই ফেব্রুয়ারী মঙ্গলবার দেড়ুলী গ্রামনিবাসী শ্রীযুক্ত কৃষ্ণদাস হালদার মহোদয়ের বাটীতে স্বামীজীর বক্তৃতা ও ছায়াচিত্রযোগে হরিকথা হইয়াছিল। সমাগত জনমণ্ডলী স্বামীজী মহারাজের শ্রীমুখনিঃসৃত বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া বিশেষ প্রীতিলাভ করেন ছায়াচিত্রে শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচারপ্রণালী, নানাপ্রকার অপসম্প্রদায়ের উদয়, জ্ঞান, কর্ম্ম, ও অন্যাভিলাষের অসারতা ইত্যাদি বিশদভাবে বুঝাইয়া দেওয়া হয়।

পুরুষোত্তমমঠে শ্রীব্যাসপূজা

পুরী হইতে শ্রীযুক্ত হরিপদ মুখোপাধ্যায় মহাশয় লিখিতেছেন,—ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য অষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের ষষ্টিবর্ষপূর্ত্তি শুভাবির্ভাব-তিথি পূজোপলক্ষে গত ৪ঠা ফেব্রুয়ারী শ্রীধাম পুরীস্থিত শ্রীপুরুষোত্তম মঠে প্রাতে উষঃকীর্ত্তন ও পুষ্প-বস্ত্রাদি দ্বারা শ্রীশ্রীগৌরবিনোদমাধবজীউর অপূর্ব্ব শৃঙ্গার করা হইয়াছিল এবং অপরাহ্ণে শ্রীল প্রভুপাদের অতিমর্ত্ত্য চরিত্র কীর্ত্তন ও পুষ্প-মাল্যাদি দ্বারা তাঁহার আলেখ্য উচ্চসিংহাসনে সুসজ্জিত করিয়া সভাস্থানে রক্ষিত হইয়াছিলেন।

সভার প্রারম্ভে গুরুপরম্পরা, গুর্ব্বষ্টক ও মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তন হইবার পর শ্রীপুরুষোত্তমমঠরক্ষক শ্রীপাদ পতিতপাবন ব্রহ্মচারী বি-এ, মহোদয় সজ্জনমণ্ডিত সভায় তাঁহার স্বভাবসুলভ সুমধুর বাক্যে জগদ্বরেণ্য শ্রীল প্রভুপাদের প্রকট হইবার কারণ বর্ণনমুখে বলেন,—সাধারণ মানবের জন্মের মত তাঁহার জন্ম নয়। সাধারণতঃ সকলেই কর্ম্মফল-ভোগের জন্য জন্মগ্রহণ করে কিন্তু তিনি এরূপ কর্ম্মফলবাধ্য মর্ত্ত্য-জীববিশেষ নহেন। সেজন্য তাঁহার ও ভগবৎপার্ষদগণ সম্বন্ধে জন্ম না বলিয়া প্রকট বলা হয়। যখন জগতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত শুদ্ধভক্তিধর্ম্মের গ্লানি উপস্থিত হইয়াছিল, ঠিক সেই সময় এই পুরুষোত্তম-ক্ষেত্রে নিত্যধর্ম্ম-সংস্থাপনার্থ বৈকুণ্ঠ হইতে জগদ্গুরুদেবের প্রকাশবিগ্রহ ভগবল্লীলা-সহচর শ্রীল প্রভুপাদ অপসিদ্ধান্তের কবল হইতে ভক্তিধর্ম্ম রক্ষার জন্য এবং সাধুগণের ভজন-সহায়তার জন্য সপার্ষদে আবির্ভূত হইয়া শুদ্ধ হরিকথার দুর্ভিক্ষের দিনে নানাপ্রকার কৌশল উদ্ভাবন পূর্ব্বক জগতে শুদ্ধভক্তিমার্গের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করিতেছেন।

[illegible] ও আচার্য্য [illegible] সেবাব্রতাদি পাঠ ও [illegible] সি. এইচ. গোপীনাথম্ পাঠ করায় [illegible] তাহার প্রায় এক-ঘণ্টাকাল [illegible] বক্তৃতা, যাহা [illegible] নিত্য প্রয়োজনীয়তা ও বিচিত্রতা, [illegible] বিশ্বব্যাপী আচার, প্রচার ও বৈশিষ্ট্য, [illegible] কার্য্যপ্রণালী ও বহুল প্রচার এবং [illegible] স্থাপনের বৈশিষ্ট্য, [illegible] পারম্পর্য্য, গৃহপ্রবেশ ও মঠপ্রবেশের পার্থক্য-বিশ্লেষণ এবং কতিপয় লোকের [illegible] ধারণায় সংশয়-ছেদন-মুখে সভায় ব্যাখ্যা করেন। সাড়ে সাত ঘটিকায় নীরাজন ও সাড়ে দশ ঘটিকা পর্য্যন্ত [illegible] নির্বিশেষে সকল আবাল-বৃদ্ধবনিতাকে খিচুড়ি মহাপ্রসাদ অকাতরে বিতরণ করা হয়। উক্ত অধিবেশনে নিম্নলিখিত বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের নাম উল্লেখযোগ্য।

আই, ডি, সায়ানা পান্তলু রিটায়ার্ড ডেপুটী কালেক্টার; সি. গুরু মূর্ত্তি আইয়া পুলিশ সার্কেল ইন্‌স্পেক্টর; হরিপায়ায়া শাস্ত্রী ডি, জি, ও এডুকেশন অফিসার; পি বাসুরাজু পান্তলু বি-এ, এল. টি স্কুল-ইনস্পেক্টার, সংস্কৃত কলেজের প্রিন্সিপ্যাল; [illegible] হাইস্কুলের হেড মাষ্টার; য়্যাড্‌ভোকেট এম্. ভি, সুব্বারাও; য়্যাড্‌ভোকেট ডি, সত্যধীরাও; য়্যাডভোকেট গঙ্গাধরনারায়ণ মূর্ত্তি; য়্যাড্‌ভোকেট কে রামানুজ আচার্য্য; য়্যাড্‌ভোকেট সি, এইচ, গোপীনাথম্; য়্যাড্‌ভোকেট ইউ[illegible]; য়্যাড্‌ভোকেট নাদেলা [illegible] রাও; সাব্‌ পোষ্টমাষ্টার; সাব ইন্‌স্পেক্টার; সাব্‌ রেজিষ্টার; ও আই, [illegible] পান্তলু কমিশনার; এতদ্ব্যতীত হাইস্কুলের বহু টিচার, মৌজার ও [illegible] ডাক্তার; হাসপাতালের ডাক্তার প্রভৃতি বহু গণ্যমান্য লোক সভায় উপস্থিত ছিলেন। নাগা বি. [illegible] ও [illegible] গায় [illegible] সপরিবারে আন্তরিক বিভিন্ন সেবা-চেষ্টা বিশেষ প্রশংসার্হ।

ও ব্রতকথা

(২)

তখন তপোবনবাসী সেই সকল তপস্বী [illegible] বিষয়ে হিত ও মঙ্গলকারী [illegible] আশীর্ব্বাদ করিলেন। ইহ-[illegible] পরায়ণা সাবিত্রীও "ইহাই [illegible]" মনে করিয়া তপস্বিগণের [illegible] গ্রহণ করিলেন।

সেই [illegible] যথাবিধি [illegible] সকলেই তাঁহাকে পারণের জন্য অনুরোধ করিলেন, কিন্তু রাজনন্দিনী নারদবাক্য স্মরণ করিয়া অত্যন্ত দুশ্চিন্তা ও কাতর হইয়া সেই অশুভ মুহূর্ত্ত প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। এমন সময়ে [illegible] জন্য সত্যবান্ স্কন্ধে কুঠার লইয়া বনে যাইতে ইচ্ছা প্রকাশ করায় গুরুবর্গের আদেশ লইয়া যশস্বিনী সাবিত্রীও তাঁহার অনুগামিনী হইলেন। বনমধ্যে সত্যবান্ সাবিত্রীকে মধুর বাক্যে বলিতে লাগিলেন—"প্রিয়ে, পুণ্যতোয়া স্রোতস্বিনী ও কুসুমিত উত্তম পর্ব্বতমালা দর্শন কর; ময়ূরসেবিত, বিচিত্র ও রমণীয় বহুতর বন দর্শন কর।"

আমি-সম্ভাষণে অমনিন্তা সাবিত্রী সমস্ত অবস্থাতেই ভর্ত্তার প্রতি শুকহাস্তে দৃষ্টিপাত করিতে থাকিয়া নারদমুনির হৃদয়-বিদারক সেই বাক্য স্মরণপূর্ব্বক ভর্ত্তার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিলেন। তাহার পর শক্তিশালী সত্যবান্ সাবিত্রীর সহিত একত্রে ফল তুলিয়া থলিয়া পূর্ণ করিলেন; পরে কাঠ চিরিতে লাগিলেন। ক্রমে সেই পরিশ্রমে তাঁহার শিরোবেদনা অনুভব হওয়ায় সাবিত্রীর ক্রোড়ে মস্তকটী স্থাপন করিয়া ভূতলে শয়ন করিলেন। মুহূর্ত্তকাল মধ্যে সাবিত্রী দেখিলেন—ভয়ঙ্কর একটী পুরুষ সত্যবানের পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইয়া তাঁহাকে দেখিতে লাগিলেন; তাঁহার পরিধানে রক্তবর্ণ বস্ত্র, কেশকলাপ বদ্ধ এবং শরীর বিশাল, তিনি সূর্য্যের ন্যায় তেজস্বী ও নির্ম্মল শ্যামবর্ণ, তাঁহার নয়নযুগল রক্তবর্ণ ও হস্তে রজ্জু রহিয়াছে। পাঠকগণ বোধ হয় বুঝিতে পারিয়াছেন, এই পুরুষটী আর কেহ নহেন স্বয়ং যম।

সাবিত্রী সত্যবানের মস্তকটী ধীরে ধীরে ভূতলে স্থাপন করিয়া গাত্রোত্থানপূর্ব্বক কম্পিতহৃদয়ে কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন—"আপনাকে দর্শন করিয়া দেবতা বলিয়াই প্রতীয়মান হইতেছে। হে দেব, আপনি কে আমাকে বলুন এবং কিই বা করিবার ইচ্ছা করিতেছেন।" যম বলিলেন—"সাবিত্রি! তুমি পতিব্রতা ও তপস্বিনী। আমি সেই জন্যই তোমার সহিত আলাপ করিতেছি। কল্যাণি! তুমি আমাকে যম বলিয়া জানিও। তোমার পতি এই সত্যবানের পরমায়ুঃ শেষ হইয়াছে। সুতরাং আমি ইহাকে বন্ধন করিয়া লইয়া যাইব মনে করিতেছি। সত্যবান্ ধার্ম্মিক ও গুণের সাগর সুতরাং ইহাকে আমার দূতদিগের দ্বারা লইয়া না যাইয়া আমি স্বয়ং আসিয়াছি।" এই বলিয়া যম সত্যবানের দেহ হইতে পাশবদ্ধ, পরাধীন ও অঙ্গুষ্ঠ-প্রমাণ একটী পুরুষকে টানিয়া বাহির করিয়া বন্ধন করিলেন এবং প্রাণশূন্য, শ্বাসবিহীন, কান্তিরহিত ও নিশ্চেষ্ট শবদেহকে সেইখানে ফেলিয়া রাখিয়া দক্ষিণমুখে চলিলেন।

তখন ব্রত-নিয়ম-সিদ্ধা, পতিব্রতা সাবিত্রী দুঃখার্ত্তা হইয়া যমের পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতে লাগিলেন। যমরাজ তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ নিষেধ করিলেও তিনি প্রত্যাবৃত্ত না হইয়া বলিতে লাগিলেন—'হে দেব! পণ্ডিতেরা বলিয়া থাকেন—একত্রে সাত পা গমন করিলেই মিত্রতা হয়। সুতরাং সেই মিত্রতা অবলম্বন করিয়া আমি কিছু নিবেদন করিতেছি, আপনি তাহা শ্রবণ করুন। ভর্ত্তৃহীনা ভার্য্যা বনে থাকিয়া ধর্ম, তীর্থবাস কিম্বা ব্রতের ধর্ম্ম করিতে পারেন না। মুনিগণ কিন্তু সেই ধর্ম্মকে তত্ত্বজ্ঞানের কারণ বলিয়া থাকেন। সাধুগণ কর্ত্তব্যের মধ্যে ধর্ম্মকেই প্রধান বলেন। এই সজ্জন-সম্মত ধর্ম্মপথ দেখিয়া সকলেই সেই পথের অনুসরণ করেন, কেহই তদ্ভিন্ন দ্বিতীয় বা তৃতীয় পথে যাইতে ইচ্ছা করেন না। অতএব সাধুগণ পতি-পত্নী সাধ্য গার্হস্থ্য-ধর্ম্মকেই প্রধান বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।"

যমরাজ কহিলেন—"হে আনন্দিতে সাবিত্রি, তুমি নিবৃত্ত হও। তোমার এই বাক্যে স্বরবর্ণ ও ব্যঞ্জনবর্ণের বিশুদ্ধ উচ্চারণ, 'উদাত্ত' 'উদাত্ত' প্রভৃতি ধ্বনি এবং সুন্দর যুক্তি রহিয়াছে বলিয়া আমি সন্তুষ্ট হইয়াছি। অতএব সত্যবানের জীবন ব্যতীত তুমি যে কোনও বর প্রার্থনা করিবে আমি তাহা দিব।'

তখন সাবিত্রী তাঁহার অন্ধ শ্বশুর পুনরায় চক্ষু লাভ করিয়া অগ্নি ও সূর্য্যের ন্যায় তেজস্বী হউন—এই বর প্রার্থনা করিলেন। যমরাজ সেই বর দান করিয়া তাঁহাকে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে বলিলেও তিনি বিরতা না হইয়া বলিতে লাগিলেন—

"সতাং সকৃৎ সঙ্গতমীপ্সিতং পরং ততঃ
পরং মিত্রমিতি প্রচক্ষতে।
ন চাফলং সৎপুরুষেণ সঙ্গতং ততঃ
সতাং সন্নিবসেৎ সমাগমে॥"

"সজ্জনের সহিত একবার সম্মিলনও অভীষ্টপ্রদ। কারণ তাঁহাতে সজ্জন পরম মিত্র হন এবং সাধুসঙ্গ কখনও নিষ্ফল [illegible] সাধুসঙ্গেই বাস করা কর্ত্তব্য।"

যমরাজ কহিলেন—"বুদ্ধিবৃদ্ধিবর্দ্ধক তোমার সন্তোষবর্দ্ধক হিতকথায় আমি তুষ্ট হইয়াছি। অতএব সত্যবানের জীবন ব্যতীত আবার দ্বিতীয় বর প্রার্থনা কর।"

তখন সাবিত্রী যাহাতে তাঁহার শ্বশুর পুনরায় রাজ্য লাভ করেন ও স্বধর্ম্ম ত্যাগ না করেন এই দ্বিতীয় বর প্রার্থনা করিলেন। যমরাজ "তথাস্তু" বলিয়া তাঁহাকে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে পুনরায় অনুরোধ করিলে তিনি অনুগমনে বিরতা না হইয়া বলিতে লাগিলেন—'হে দেব আপনি এই লোকসকলকে নিয়ম অনুসারে সংযত রাখেন এবং তৎপরে অন্তিমকালে ইচ্ছামত [illegible] অনুসারে ইহাদিগকে লইয়া যান। সেইজন্য আপনি "যম" নামে বিখ্যাত। কর্ম্ম, মন ও বাক্যদ্বারা সকল প্রাণীর প্রতিই দ্রোহ না করা, অনুগ্রহ করা এবং দান করা—এইগুলি সজ্জনের সনাতন ধর্ম্ম। আমরা অতি দুর্ব্বল, সাধুগণ শরণাগত শত্রুর প্রতিও দয়া করিয়া থাকেন।"

ইহা শ্রবণ করিয়া যমরাজ সন্তুষ্টচিত্তে সত্যবানের জীবন ব্যতীত তৃতীয় বর দিতে ইচ্ছা প্রকাশ করায় সাবিত্রী তাঁহার পিতার শত পুত্রলাভের বর প্রার্থনা করিলেন। যমরাজ এই বর দান করিয়াও তাঁহাকে তদনুগমনে বিরত করিতে পারিলেন না। সতী পুনরায় কহিতে লাগিলেন:—"হে ঈশ্বর! আপনি বিবস্বানের পুত্র এবং প্রতাপশালী; পণ্ডিতেরা তাই আপনাকে "বৈবস্বত" বলিয়া থাকেন; আর আপনি সমান ধর্ম্ম প্রবর্ত্তিত করিয়া সমস্ত লোককে রঞ্জিত করিয়াছেন বলিয়া আপনি "ধর্ম্মরাজ।" সজ্জনের উপরে যেমন বিশ্বাস হয় তেমন বিশ্বাস নিজের উপরেও হয় না। সেই জন্যই মানুষ সজ্জনের উপরে বিশেষভাবে বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারে।"

যম এবারও তাঁহার বাক্যে তুষ্ট হইয়া সত্যবানের জীবন ব্যতীত চতুর্থ বর প্রদান করিতে স্বীকার করিলে সাবিত্রী বলিলেন—সত্যবানের ঔরসে এবং আমার গর্ভে বলবীর্য্যশালী একশত পুত্র হউক; আমি আপনার নিকট এই চতুর্থ বর প্রার্থনা করিতেছি।"

যম সাবিত্রীকে কহিলেন—"হে নিষ্পাপে তোমার প্রার্থিত চতুর্থ বর আমি প্রদান করিলাম। বলবীর্য্যশালী ও প্রীতিকর একশত পুত্র তুমি লাভ করিবে। তুমি দূরপথে আসিয়া পড়িয়াছ। [illegible] এখন নিবৃত্ত হও, তাহা হইলে আর তোমার পরিশ্রম হইবে না।"

শুদ্ধভক্তি গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। ভাষ্যসহ বিরাট্ শ্রীচৈতন্যভাগবত ৬৲
২। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২৮৲
একাদশ স্কন্ধ হইতে প্রতিখণ্ড ।৶০
৩। অনুভাষ্যসহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (৪র্থ সংস্করণ) ৬৲
৪। ভক্তিবিবেককুসুমাঞ্জলি (বাঁধা) ১৲
৫। গৌড়ীয়-গৌরব ।৶০
৬। গৌড়ীয়-সাহিত্য ।৶০
৭। [illegible] ৷০
৮। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৯। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ)
ঐ (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
১০। গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি টীকাসহ)
ঐ (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
১১। গীতায় কেবল মাধ্ব-ভাষ্য ৷০
১২। যুক্তিমল্লিকা গুণসৌরভঃ সানুবাদ (মাধ্ব) ২৲
১৩। বেদান্ততত্ত্বসার সানুবাদ (রামানুজীয়) ৷০
১৪। জৈবধর্ম্ম ২৲
১৫। শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৬। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১৭। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ৷৶০
ঐ (বাঁধা) ৸০
১৮। দীপ-দিগ্‌দর্শন ৶০
১৯। সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ) ৷৶০
২০। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ৷০
ঐ (আবাঁধা) ।৶০
২১। নবদ্বীপধাম গ্রন্থমালা ৸০
২২। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৵০
২৩। গীতমালা ৴১০
২৪। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৶০
২৫। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶০
২৬। নবদ্বীপ পঞ্জিকা (৪৪৭ গৌরাব্দ) ৵০
২৭। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
২৮। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা-দর্পণ ।০
২৯। শরণাগতি ৴০
৩০। গীতাবলী ৴০
৩১। চিত্রে নবদ্বীপ ১৷০
৩২। সাধনকণা ৴০
৩৩। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৶০
৩৪। নবদ্বীপশতক ৴০
৩৫। [illegible] ৶০
৩৬। সদাচারস্মৃতিঃ ৴০
৩৭। কল্যাণকল্পতরু (৫ম সংস্করণ) ৴১০
৩৮। অর্চ্চনকণ ৷১০
৩৯। সাধককণ্ঠমালা (বাঁধা) ৷০
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৪০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (প্রথম চারিখণ্ড) ৩
৪১। ব্রহ্মসংহিতা ৷০
৪২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৪৩। মণিমঞ্জরী সানুবাদ ৷০
৪৪। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৪৫। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ৷০
৪৬। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ৷০
৪৭। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
৪৮। গৌড়ীয়মঠ কি করেন ? ৴০
৪৯। ঈশোপনিষৎ (বলদেব ও মাধ্ব-ভাষ্য এবং বিবৃতি ও অনুবাদসহ) ৷০
৫০। শ্রীভুবনেশ্বর ৶০
৫১। সিদ্ধান্তদর্পণ ৵০
৫২। সাংখ্যবাণী ৴০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৫৩। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী-[illegible] ৷০
৫৪। সটীক-শিক্ষাদশমূলম্ ৷০
৫৫। তত্ত্ব-সূত্রম্ ৷০
৫৬। সানুবাদ-শিক্ষাষ্টকম্ ৵০
৫৭। গৌড়ীয়মঠের পরিচয়ঃ ৴০
৫৮। সারসংগ্রহম্ ৶০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৫৯। রায় রামানন্দ ৷০
৬০। নামভজন ৷০
৬১। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ডস ৷৶০
৬২। লাইফ অ্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ৷০
৬৩। বৈষ্ণবীজম্ ৷০
৬৪। হোয়াট গৌড়ীয়মঠ ইজ্ ডুইং ৴০
৬৫। দি ভাগবত
৬৬। থিয়োটিক প্রিন্সিপল অ্যাণ্ড অ্যাপ্লায়েড্ ডিভোশন ৷০
৬৭। ব্রহ্ম-সংহিতা ২৷০
৬৮। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (ভল্যুম ওয়ান) ১৫৲

উড়িয়া প্রকাশিত

৬৯। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ৷০
৭০। সাধন পথ ৷০
৭১। কল্যাণ-কল্পতরু ৴১০
৭২। গীতাবলী ৴০
৭৩। শরণাগতি ৴০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৭৪। শরণাগতি

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

নদীয়া-প্রকাশপ্রাপ্তির স্থান

১। শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম-মায়াপুর, নদীয়া
২। শ্রীযোগপীঠ ঐ
৩। শ্রীবাস অঙ্গন ঐ
৪। অদ্বৈত-ভবন ঐ
৫। কাজীর সমাধি-পাট ঐ
৬। স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ, নদীয়া।
৭। শ্রীভাগবত আসন কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
৮। শ্রীএকায়ন মঠ গোবিন্দপুর, হাঁসখালী।
৯। বাসুদেবগোপাল পাট—পোঃ চাকদহ,
১০। শ্রীগৌর গদাধরমঠ—চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড়, বর্দ্ধমান
১১। শ্রীমোদদ্রুমছত্র মাউগাছি, বর্দ্ধমান
১২। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম, আমলাযোড়া, পোঃ রাজবাঁধ বর্দ্ধমান
১৩। শ্রীগৌড়ীয়মঠ বাগবাজার, কলিকাতা
১৪। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাজু, হাওড়া,
১৫। শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয়মঠ, ৯০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা
১৬। শ্রীগোপালজী মঠ কমলাপুর, ঢাকা।
১৭। শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ পোঃ বালিয়াটি,
১৮। শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয়মঠ ময়মনসিংহ।
১৯। শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ চিরুলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর
২০। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম গোয়ালপাড়া, আসাম
২১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ রায়পেটা, মাদ্রাজ।
২২। শ্রীরামানন্দগৌড়ীয় মঠ কভূর, জিঃ পশ্চিম গোদাবরী
২৩। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ উড়িয়াবাজার, কটক।
২৪। শ্রীব্রিদণ্ডি-গৌড়ীয় মঠ ভুবনেশ্বর।
২৫। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ সর্গদ্বার, পুরী।
২৬। শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ আলালনাথ পোঃ ব্রহ্মগিরি, পুরী।
২৭। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ ভুবুরকুণ্ডা, পোঃ চিরকুণ্ডা, মানভূম।
২৮। শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ—৪২ নং করিদপুরা, আনন্দভবন, বারাণসী।
২৯। শ্রীরূপগৌড়ীয় মঠ—এলাহাবাদ।
৩০। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ পুরাণবাজার, মদনমোহন ঠাকুরের কুঞ্জ, বৃন্দাবন
৩১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, নিউদিল্লী
৩২। শ্রীপরমহংসমঠ—নৈমিষারণ্য,
৩৩। শ্রীসারস্বত গৌড়ীয় মঠ—হরিদ্বার।
৩৪। শ্রীব্যাসগৌড়ীয়মঠ—কুরুক্ষেত্র, পঞ্জাব
৩৫। শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাবুলনাথ রোড, পোঃ গ্র্যাণ্ট রোড, বোম্বে।
৩৬। লণ্ডন গৌড়ীয়মঠ, ৩নং গ্লষ্টার হাউস, কর্ণওয়াল গার্ডেন্স, (S. W. 7) লণ্ডন।
৩৭। অমরি গৌড়ীয়মঠ—মোহনীপুর
৩৮। সরভোগ গৌড়ীয় মঠ—সরভোগ, কামরূপ, আসাম
৩৯। শ্রীগৌড়ীয়মঠ—১০০ নং মিঠাপুর পাটনা।

শুদ্ধভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী মাসিক। শ্রীধাম-মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৷০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দি ভাষার একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি হৃদয় বন মহারাজ সম্পাদিত ও নৈমিষারণ্য শ্রীপরমহংস মঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ১৷০ দেড় টাকা মাত্র।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ দেড় টাকা মাত্র।

৫। কীর্ত্তন—মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ নিমানন্দ সেবাতীর্থ বি-এস, বি-টি, সম্পাদিত। আসাম গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম হইতে প্রকাশিত আসামী ভাষার মাসিক। ভিক্ষা সডাক ১৷০ দেড় টাকা মাত্র।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ প্রণীত সমগ্র গ্রন্থ

গ্রন্থের মূল শ্লোক অক্ষরে এবং তাহাতে বর্ত্তমান যুগ শুদ্ধভক্তিপ্রচারের মূল মহাপুরুষ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অমৃতপ্রবাহভাষ্য ও প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের অনুভাষ্য সন্নিবেশিত হইয়াছে। অতি সুন্দর ছাপা। ডবল ক্রাউন আটপেজি আকারে ১০২৬ পৃষ্ঠায় কেবল মূল ও ভাষ্য সম্পূর্ণ হইয়াছে। তদ্ব্যতীত ২১৮ পৃষ্ঠায় কেবল শ্লোক সূচী, পদ্যসূচী, স্থানসূচী, পাত্রসূচী, বিষয়-সূচী, শব্দসূচী প্রভৃতি বিস্তৃত সূচী-পত্র। সভাষ্য শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের এরূপ উৎকৃষ্ট ও অমূল্য বিরাট্ সংস্করণ জগতের কোথাও আর পূর্ব্বে প্রকাশিত হয় নাই, ইহা নিরপেক্ষ পাঠক মাত্রেই একবাক্যে স্বীকার করিয়া থাকেন। সর্ব্বসাধারণের সুবিধার জন্য ভিক্ষা ১২৲ বারটাকা স্থলে ৬৲ ছয়টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—

পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

কালেক্টর সাহেবের পত্র

কালেক্টর সাহেবের কুঠি,

কৃষ্ণনগর,

৩শে জানুয়ারী, ১৯৩৪।

সম্প্রতি প্রচণ্ড ভূমিকম্পে আমাদের দেশবাসীর যেরূপ ক্ষতি হইয়াছে সে সংবাদ সকলে অবগত আছেন। দুঃস্থ ব্যক্তিগণের সাহায্যার্থে মহামান্য বড়লাট সাহেব আপনাদের নিকট যে আবেদন করিয়াছেন তাহার অনুবাদ নিম্নে প্রদত্ত হইল। ঐ আবেদন যতদূর সম্ভব সর্ব্বসাধারণের নিকট প্রচার করিবেন।

এই মহদুদ্দেশ্যে যিনি যেরূপ সাহায্য করিবেন তাহাই সাদরে গৃহীত হইবে। যদি সাহায্যের পরিমাণ অল্প বিধায় কেহ উহা দিয়া দিল্লীতে পাঠাইতে কুণ্ঠিত হন তাহা হইলে তিনি উহা নিঃসঙ্কোচে আমার নিকট পাঠাইতে পারেন।

এইচ. সেন্

ম্যাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর নদীয়া।

২৩, ১, ৩৪.

মহামান্য বড়লাট বাহাদুরের টেলিগ্রামের সংক্ষিপ্ত অনুবাদ।

—:০:—

"গত সোমবার ১৫ই জানুয়ারী অপরাহ্নে প্রচণ্ড ভূ-কম্পনের ফলে মুহূর্ত্ত-মধ্যে বহুসংখ্যক দেশবাসীর উপর বিশেষতঃ বিহার ও উড়িষ্যা প্রদেশে সম্প্রতি যে ভীষণ বিপৎপাত হইয়াছে তাহার প্রকৃত বিবরণ অদ্যাবধি পাওয়া যায় নাই। ইহা বলিলে অবশ্য অত্যুক্তি হয় না যে, উহাতে আতঙ্কজনক প্রাণহানি, অসংখ্য গৃহ ভূমিসাৎ এবং বিস্তীর্ণ ভূ-খণ্ডের বহু সম্পত্তি ও দ্রব্যাদি বিধ্বস্ত ও লুপ্তপ্রায় হইয়াছে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, এই ভীষণ দুর্দ্দিনে প্রত্যেক জাতীয় সকল শ্রেণীর অধিবাসিবৃন্দের সহানুভূতির ধারা দুঃস্থ ও বিপন্ন জনগণের প্রতি বর্ষিত হইবে ও তাহাদের দুঃখ বিমোচনের সফল প্রচেষ্টা সর্ব্বসাধারণে সত্বর গ্রহণ করিবেন। এতদুদ্দেশ্যে আমি "ভাইসরয়ের ভূমিকম্প-ভাণ্ডার" নামে একটী অর্থ-ভাণ্ডার প্রতিষ্ঠিত করিতে মনস্থ করিয়াছি। সমস্ত সাহায্য ভাইসরয়ের প্রাইভেট সেক্রেটারীর নিকট (ভাইসরয়ের শ্রীপদ—নয়া দিল্লী) বরাবর প্রেরিত হইবে ও প্রত্যেক সাহায্য "উইলিংডন" স্বাক্ষরিত হইয়া স্বীকৃত হইবে।"

রেলওয়ে সময়

ই, বি, আর দিয়া শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইবার ট্রেণ তালিকা

কলিকাতা	ছাঃ	০—৬,	৭—১৬,	১৪—১৪	১৬—৫৬,	২২—২৬
রাণাঘাট	ছাঃ	৫—৫০,	৯—৪৬.	১৬—৪৮,	১৮—৩৯,	০—৩২
কৃষ্ণনগরসিটি	পৌঃ	৬—২৮,	১০—২১	১৭—২৮	১৯—১৫	১—১৪
গাড়ী বদল	ছাঃ	৬—৪৫,	১০—৪৪,	১৩—২২,	১৭—৩৮,	২০—১৬
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৭—২৪,	১১—২১,	১৪—০,	১৮—১,	২০—৪৭
নবদ্বীপঘাট	পৌঃ	৭—৩৩,	১১—৩০,	১৪—৯,	১৮—১৬,	২০—৫৫

মহেশগঞ্জ ষ্টেশন হইতেও শ্রীধাম-মায়াপুরে যাওয়া যায়।

ই, বি. আর. দিয়া শ্রীধাম-মায়াপুর যাইবার ট্রেণ-তালিকা

হাওড়া	ছাঃ	৬—৪৬	১২—৪৬	১৭—৪৬	১৮—৩৬
ব্যাণ্ডেল	ছাঃ	৮—২৩	১৪—১১	১৮—৪৭	১৯—৪৩
নবদ্বীপ	পৌঃ	১০—২২	১৬—১৪	২০—৪৬	২১—৩৭

সহর নবদ্বীপ হইতে গঙ্গা পার হইয়া পূর্ব্বপারে প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইতে হইবে।

কৃষ্ণনগর নবদ্বীপঘাট রেলওয়ে সময়

কৃষ্ণনগর হইতে নবদ্বীপঘাট

কৃষ্ণনগর সিটি—	৬-৪৫	১০-৪৪	১৩-২২	১৭-৩৮	২০-১৬
কৃষ্ণনগর রোড—	৬-৫৬	১০-৫৫	১৩-৩৩	১৭-৪৭	২০-২৫
আমঘাটা—	৭-১৫	১১-১৩	১৩-৫১	১৮-৩	২০-৪১
মহেশগঞ্জ—	৭-২৪	১১-২১	১৪-০	১৮-৯	২০-[illegible]
নবদ্বীপঘাট—	৭-৩৩	১১-৩০	১৪-৯	১৮-১৬	২০-৫৫

বিশেষ দ্রষ্টব্যঃ—নবদ্বীপঘাট ষ্টেশন অপেক্ষা মহেশগঞ্জ ষ্টেশন হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরের দূরত্ব অনেক কম। শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে যাহাদিগকে রাণাঘাটে ট্রেণ বদল করিতে হয়, তাহারা রাণাঘাটে প্রাতঃ ৫-৫০, ৮-১৪, ৯-৪৬, ১৬-৪৮, ১৮-৩৯ এবং ০-৩২ মিনিটের সময় গাড়ী পাইবেন।

শান্তিপুর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে শান্তিপুর ষ্টেশনে ৫-৪০, ৯-২৯, ১২-২৫, ১৬-৪ এবং ১৮-৪১ মিনিটের সময় ট্রেণ পাওয়া যায়।

নবদ্বীপঘাট হইতে কৃষ্ণনগর

নবদ্বীপ ঘাট—	৫-৩৫	৯-২৫	১২-১০	১৫-[illegible]	১৮-৪৫
মহেশগঞ্জ—	৫-৪৩	৯-৩৩	১২-১৯	১৫-৪১	১৮-৫৩
আমঘাটা—	৫-৪৯	৯-৩৯	১২-২৬	১৫-৪৮	১৯-৫
কৃষ্ণনগর রোড—	৬-৫	৯-৫৫	১২-৪৩	১৬-৪	১৯-২৪
কৃষ্ণনগর সিটি—	৬-১৩	১০-৩	১২-৫১	১৬-১২	১৯-৩৩

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে—ডাঃ কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী কাব্যব্যাকরণতীর্থ ভক্তিশাস্ত্রী এম, এস, এস কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

তীর্থের ঠিকানা— 'শ্রীধাম' নবদ্বীপ
আফিসের ঠিকানা—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

দৈনিক

REG. C. 544

নদীয়া-প্রকাশ
THE
NADIA-PRAKASH

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩॥০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার স্বতন্ত্র।

সাহায্যের হার
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸০
মাসিক ১৲
নমুনা বর্ত্তমান সংখ্যা ৫

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৮ম খণ্ড] সম্পাদক শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বেদান্তবাচস্পতি [২৮৯শ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর— ১লা ফাল্গুন মঙ্গলবার ১৩৪০, ১৩ই ফেব্রুয়ারী ১৯৩৪

খুনী আসামীর যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর

কুষ্টিয়া মহকুমার গোকুল মণ্ডলকে হত্যা করিবার অভিযোগে আবদুল বারি, নামরুউদ্দিন, সবদান ও আলিজান নদীয়া সেসন জজের এজলাসে অভিযুক্ত হইয়াছিল। বিচারে এই চারিজনের প্রতি যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরবাসের আদেশ হইয়াছে।

ঘটনার বিবরণে প্রকাশ যে, আসামীরা ঐ ব্যক্তিকে বাড়ী হইতে ফাঁকি দিয়া ডাকিয়া লইয়া গিয়া হত্যা করে। এই চারিজন যে দোষী সে সম্বন্ধে জুরীরা একমত হইয়াছেন। ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের ৩০২ ধারা মতে তাহাদের উপরিউক্তরূপ দণ্ড হইয়াছে।

ত্রিচিনপল্লীতে ভীষণ দুর্ঘটনা

ত্রিচিনপল্লী হইতে এক ব্যক্তির, তাহার পত্নীর এবং দুইটি সন্তানের আত্মহত্যার শোচনীয় সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। লোকটি কার্য্যের সন্ধানে সপরিবারে তিনমাস পূর্ব্বে ত্রিচিনপল্লীতে আসে। কোন কার্য্যের যোগাড় করিতে না পারিয়া অনাহারে থাকিয়া সে নাকি তাহার পত্নী এবং দুই সন্তানকে কাবেরী নদীতে নিক্ষেপ করে এবং পরে নিজেও উহার জলে ঝম্প প্রদান করে। উহারা সকলেই জলমগ্ন হইয়া মারা গিয়াছে।

লবণ শিল্প কমিটী

স্যার জর্জ রেইনীর সভাপতিত্বে পরিষদের লবণ-শিল্প কমিটীর অধিবেশন হয়। কমিটী স্থির করিয়াছেন, ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাস পর্য্যন্ত অতিরিক্ত ২ আনা ৬ পাই হিসাবে অতিরিক্ত আমদানী শুল্ক বহাল থাকিবে। আরও স্থির হইয়াছে, সরকার ৫৪ টাকা ১২ আনার পরিবর্ত্তে ৫০ টাকায় ১ শত মণ লবণ ক্রয় করিবেন।

মুঙ্গেরে পণ্ডিত জহরলাল

গত ৮ই ফেব্রুয়ারী রাত্রি ৭টা হইতে ১০টা পর্য্যন্ত পণ্ডিত জহরলাল নেহেরু সাহায্যকারী দলের সহিত আলোচনা করেন ও বিপন্ন জনগণের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করেন। অবিলম্বে ধ্বংসস্তূপ সরাইয়া ধনসম্পত্তি উদ্ধারের ও সম্পূর্ণরূপে ধ্বংসস্তূপ পরিষ্কারের প্রয়োজনীয়তার বিষয়ও তিনি দৃঢ়তার সহিত ব্যক্ত করেন।

৯ই মধ্যাহ্নে কেন্দ্রীয় সাহায্য কমিটীর আফিস হইতে পণ্ডিত জহরলাল নেহেরুর নেতৃত্বে একশত স্বেচ্ছাসেবকের ৩০ জন সাহায্য সমিতির প্রতিনিধির কেন্দ্রীয় সাহায্য সমিতির কতিপয় সদস্যেরাও ঝুড়ি মাথায় করিয়া এবং কুঠার ও শাবল হাতে লইয়া এক সহস্র নাগরিকের এক শোভাযাত্রা বাহির হইয়াছিল। ইহারা দরিদ্রের বস্তির ধ্বংসস্তূপ পরিষ্কার করিবেন। মুঙ্গেরের সাহায্য স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর প্রধান কাপ্তেন সর্দ্দার জমিয়াৎ সিং এই শোভাযাত্রার ব্যবস্থা করিয়াছেন।

চাঁদপুরে ৫ বাড়ীতে খানাতল্লাস

স্থানীয় পুলিশ, জেলার গোয়েন্দা কর্ম্মচারিগণের সহায়তায় উকিল শ্রীযুত সত্যেন্দ্রনাথ রায়, মাইমোহন মজুমদার, দুর্গানাথ ভট্টাচার্য্য এবং হিন্দু হোষ্টেল ভবনে যুগপৎ খানাতল্লাস করে। কতকগুলি কাগজপত্র এবং পুস্তক খানাতল্লাসের ফলে পুলিশ লইয়া গিয়াছে বলিয়া প্রকাশ। প্রত্যেক বাড়ী হইতে একজন করিয়া ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার্থীকে (মোট ৪ জন) থানায় লইয়া যায়। কিন্তু তাহাদিগের বিবৃতি লিপিবদ্ধ করার পর তাহাদিগকে ছাড়িয়া দেওয়া হয়। তবল হইলেই পুলিশে হাজিরা দিতে হইবে বলিয়া তাহাদিগকে বলিয়া দেওয়া হইয়াছে।

ময়মনসিংহে আর্ঠ সেনাদল

গত ৮ই ফেব্রুয়ারী প্রথম রয়াল ব্যাটেলিয়ানের ৯নং আর্ঠ সেনাদল পুলিশ লাইনের নিকট চরভূমিতে গুলীবর্ষণের কৌশল প্রদর্শন করে। বহু দর্শক সমবেত হইয়াছিল।

সাইকেলে ৭৮ হাজার মাইল

পারস্যদেশীয় ভূ-পর্য্যটক ডাঃ আবদুল কাশিম খাঁ মোহাকিকি গত ৬ বৎসরে ৭৮ হাজার মাইল পথ সাইকেলে অতিক্রম করিয়াছেন। আগামী ৪ বৎসরের মধ্যে আরও ৭৫ হাজার মাইল অতিক্রমের ইচ্ছা তাঁহার আছে।

ডাঃ মোহাকিকি এখন লাহোরের মধ্য দিয়া যাইতেছেন। তিনি তেহেরাণ বিশ্ববিদ্যালয়ের সাহিত্যের অধ্যাপক ছিলেন। গত ১৯২৭ সালে পকেটে মাত্র ২ টাকা সম্বল লইয়া, তিনি সাইকেলে পারস্য হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি ৪ বৎসর পরে সেই দুই টাকা লইয়াই স্বদেশে ফিরিবার আশা করেন।

তিনি য়ুরোপের অধিকাংশ দেশ ঘুরিয়াছেন। আফ্রিকা, এশিয়ামাইনর, আরব দেশ ও তজ্জ পরিদর্শনের পর, তিনি ১০ মাস পূর্ব্বে ভারতে উপস্থিত হন। ভারতবর্ষকে তিনি একটি ক্ষুদ্র পৃথিবী বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। ভারতবর্ষ হইতে তিনি আফগানিস্থান, রুশ-তুর্কীস্থান, মঙ্গোলিয়া, চীন, জাপান, আমেরিকা, মেক্সিকো এবং ব্রেজিলে গমন করিবেন। ব্রেজিল হইতে পুনরায় স্বদেশের দিকে তাঁহার যাত্রা সুরু হইবে।

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের বর্ত্তমান অবস্থা পর্য্যবেক্ষণের উদ্দেশ্যেই ডাঃ মোহাকিকি এই সুদীর্ঘ পর্য্যটন আরম্ভ করিয়াছেন।

পাটনায় আবার গৃহ পতন

পাটনা হইতে প্রকাশ, গত ৫ই ফেব্রুয়ারী রাত্রিতে আবার ভূমিকম্প অনুভূত হয়। পূর্ব্বের ভূমিকম্পে ফাটা আরও ১১ খানি বাড়ী উহার ফলে ধ্বসিয়া পড়িয়াছে। মোকামায় এবং হাঠুহুঘাটেও অনেকগুলি বাড়ী পড়িয়াছে।

দিনে দুপুরে ডাকাতি

গত ৮ই ফেব্রুয়ারী বিকালে ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের বাড়ীতে দিবা দ্বিপ্রহরে একটি চাঞ্চল্যকর ঘটনা ঘটিয়া গিয়াছে। জব্বলপুর ইলেকট্রিক কোম্পানীর একটি পিয়ন নগদে ও কারেন্সী নোটে ২ হাজার টাকা লইয়া ফিরিবার সময় একটি অজ্ঞাত লোক পিছন দিক হইতে তাহাকে আক্রমণ করিয়া সংজ্ঞাহীন করে এবং ২১০ টাকা পূর্ণ থলিটি লইয়া পলায়ন করে। এখনও তাহাকে ধরা যায় নাই।

মিশরে অগ্নিকাণ্ড

মহল্লা কেবীর মিশরের একটি প্রধান কার্পাস কেন্দ্র। সে দিবস আগুনে মহল্লা কেবীরের তের জন রমণী ও দুইজন পুরুষের মৃত্যু হইয়াছে। কুড়িজন লোক অগ্নিবিদগ্ধ হইয়া গিয়াছে এবং ৮ শত বাড়ী নষ্ট হইয়া গিয়াছে। সরকার সাহায্য ভাণ্ডার খুলিয়াছেন।

ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

১লা ফাল্গুন মঙ্গলবার, ১৩৪০

ফ্রান্সের প্যারী সহরে ফরাসী পার্লামেন্টে বিষম গোলযোগ উপস্থিত। তাই পুলিস ও সৈন্য-সামন্ত আনাইয়া এবং 'ট্যাঙ্ক' যোগাইয়া অনাচার অত্যাচার সংঘটনে বাধা দিবার চেষ্টা হইয়াছে। যে সকল সৈন্য-সামন্ত আনান হইয়াছে, তাহার মধ্যে ফরাসীর আফ্রিকা রাজ্যের সিপাহী পল্টনও আছে। উহারা জার্ম্মাণ যুদ্ধে ফরাসীর পক্ষে থাকিয়া লড়িয়াছিল। ফরাসী কর্তৃপক্ষের বিবরণে তাহাদের নাম দেওয়া হইয়াছে "নেটীভ অশ্বারোহী সৈন্যদল।" অর্থাৎ যুরোপীয় ছাড়া অন্য সৈন্যমাত্রই 'নেটিভ'। অভিধানে 'নেটিভ' অর্থে যে কোন দেশের অধিবাসীকে সেই দেশের নেটিভ বুঝায়। সুতরাং ফ্রান্সের 'নেটিভ' বলিতে ফরাসীকেই বুঝাইবে। কিন্তু যখন আফ্রিকার নেটিভদিগকে ফরাসী দেশে 'নেটিভ' আখ্যা দেওয়া হইয়াছে, তখন নিশ্চয় বুঝিতে হইবে, তাহাদিগকে জাতে তুলিয়া লওয়াই ফরাসীর সাধু উদ্দেশ্য।

সম্প্রতি আমেরিকার আটলান্টিক সিটি হইতে সংবাদ আসিয়াছে, ডাক্তার মহম্মদ সলিমান নামক একজন ভারতীয় দন্ত-চিকিৎসক সুদীর্ঘ ৮ বৎসর কাল বিভিন্ন আদালতে যুনাইটেড ষ্টেটসের নাগরিকের অধিকার লাভের জন্য চেষ্টা করিয়া অবশেষে তাঁহার চেষ্টা সফল হইয়াছে। তিনি ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা হইতে যুনাইটেড ষ্টেটসে গমন করিয়া সিকাগো কলেজ হইতে দন্ত চিকিৎসায় পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে সিকাগোর কোন জজ তাঁহার মার্কিণ পৌরজনের অধিকার মঞ্জুর করেন; কিন্তু কয়েক বৎসর পরে কংগ্রেস হইতে এক আইন জারি হয়, তাহার মর্ম্ম এই যে, কোন হিন্দুকে নাগরিকের অধিকার দেওয়া হইবে না। ডাক্তার সলিমান হিন্দু হইলে হয়ত বিড়ালের ভাগ্যে শিকা ছিঁড়িত না। তিনি মুসলমান হইলেও বোধ হয় হিন্দুস্থানের অধিবাসী বলিয়াই তাঁহাকে কামাফল লাভ করিতে অনেক বেগ পাইতে হইয়াছে।

সম্প্রতি মিউনিক হইতে সংবাদ আসিয়াছে, এবার একদল জার্ম্মাণ বৈজ্ঞানিক হিমালয় লঙ্ঘন করিতে আসিতেছেন; তাঁহারা হিমালয়ের অষ্টম উন্নত শৃঙ্গ নঙ্গাপর্ব্বত (২৬, ৬২৯ ফিট) উল্লঙ্ঘন করিবার জন্য শীঘ্রই ভারত অভিমুখে যাত্রা করিবেন। হের উইলি মার্কেল আগমবার্গ এই অভিযানের আয়োজন করিতেছেন। ১৯৩২ খৃষ্টাব্দে তিনি সদলে হিমালয় উল্লঙ্ঘনের চেষ্টা করিয়াছিলেন; কিন্তু প্রায় ২৩ হাজার ফুট উর্দ্ধে উঠিয়া তাঁহারা হাল ছাড়িয়াছিলেন। এবার এদেশে এগার জন জার্ম্মাণ ও অষ্ট্রীয় বীর স্বদলাজে সজ্জিত হইয়াছেন। তাঁহারা সকলেই পর্ব্বতারোহণে সুদক্ষ। এই দলের অনেকে ১৯৩০ খৃষ্টাব্দেও হিমালয় উল্লঙ্ঘনের চেষ্টা করিয়াছিলেন।

সরকারী কর্ম্মচারী অসঙ্গতভাবে বরখাস্ত

বেসিন পোষ্ট অফিসের হেড ক্লার্ক মিঃ এন, ডি, আগুয়াদেলকে অসঙ্গতভাবে চাকুরী হইতে বরখাস্ত করা হইলে তিনি ক্ষতিপূরণ স্বরূপ ৩২ হাজার টাকা দাবী করিয়া মামলা আনয়ন করেন এবং বেসিনের জেলা জজ তাঁহার ঐ ক্ষতিপূরণ মামলায় তাঁহার পক্ষে ডিক্রী প্রদান করেন। ব্রহ্মের সরকারী এ্যাডভোকেট মিঃ এ, এগার ভারত সচিবের পক্ষ হইতে ঐ দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে আপীল করিয়াছেন।

শ্বেতাঙ্গ দায়রা সোপর্দ্দ

বোম্বায়ের গুড্রীচ রবার কোম্পানীর ভূতপূর্ব্ব ডিরেক্টর ও সেক্রেটারী মিঃ জন উইলসন তিন দফা অভিযোগ সম্পর্কে বিচারের জন্য দায়রা সোপর্দ্দ হইয়াছেন। অভিযোগত্রয়ের মধ্যে ২৮ হাজার ৭৪৪ টাকা তহবিল তছরূপ করার অভিযোগ অন্যতম। অষ্ট্রেলিয়া মহাদেশের ব্রিসবেন সহর হইতে আসামীকে গ্রেপ্তার করিয়া বোম্বায়ে আনা হইয়াছে।

চিতাবাঘের সহিত শিকারীদের লড়াই

পাঠানকোট হইতে প্রায় ৩০ মাইল উত্তরে এক পল্লীগ্রামে একদল শিকারী ভ্রমণকারীর সহিত একটা চিতাবাঘের ভীষণ লড়াইয়ের সংবাদ সম্প্রতি এখানে পৌঁছিয়াছে।

ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, বিগত রবিবারে কয়েকজন লোক দলবদ্ধ হইয়া ভল্লুক শিকারে বাহির হয়। তাহারা যখন একটি ছোট পাহাড়ের উপরে উঠে সেই সময়ে তাহারা এক চিতাবাঘের সম্মুখীন হয়। শিকারী দলের মধ্যে যাহার হাতে বন্দুক ছিল সে ঐ চিতাবাঘটাকে দেখিতে পায় এবং সে কথা তাহার সঙ্গীদিগকে জানাইয়া তাহাদিগকে সতর্ক হইতে বলে। তাহাতে তাহার সঙ্গীগণ ভীত হইয়া নিকটবর্ত্তী এক বৃক্ষে উঠিবার চেষ্টা করে। কিন্তু বাঘটা তাহাদের একজনের অনুসরণ করে এবং তাহার এক হাতে কামড়াইয়া ধরে। যে ব্যক্তির হাতে বন্দুক ছিল সে তৎক্ষণাৎ বাঘটার প্রতি গুলী নিক্ষেপ করে। কিন্তু তাহার গুলী লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়। বাঘটা ধৃত ব্যক্তির হাত কামড়াইয়া চর্ব্বণ করিতে থাকে। কিন্তু তাহাকে গুলী করা হয়।

নির্ব্বাসন দণ্ডাদেশপ্রাপ্তদের আপীল

চাটোয়ারিয়া দাঙ্গা মামলায় ৯৬ জন আসামী যাবজ্জীবন নির্ব্বাসন দণ্ডে দণ্ডিত হয়। তাহারা আপীল করে। মিঃ জাষ্টিস টমাস ও মিঃ জাষ্টিস কিন্তু তাহাদের দশজনকে মুক্ত দিয়াছেন এবং ১৬ জনের দণ্ড কমাইবার জন্য স্থানীয় সরকারের নিকট সুপারিশ করিয়াছে। অপর আসামীদের আপীল অগ্রাহ্য হইয়াছে।

বিহার গভর্ণরের দরবার

আগামী ২৪শে ফেব্রুয়ারী শনিবার তারিখে পাটনার গবর্ণমেণ্ট হাউসে বিহার ও উড়িষ্যার গভর্ণর এক দরবার আহ্বান করিবেন।

বিপ্লববাদ দমন আইনে ছাত্র

রাজকপুরের শ্রীযুক্ত মাধবচন্দ্র ভৌমিকের পুত্র শ্রীমান হেমেন্দ্রকুমার ভৌমিক স্থানীয় আহমেদিয়া হাইস্কুলের প্রবেশিকা শ্রেণীর ছাত্র। বঙ্গীয় বিপ্লববাদ আইনের ১৮ ধারার ১৭ নিয়মানুসারে তাহাকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

হেমেন্দ্রকুমারের বিরুদ্ধে অভিযোগ এই যে, পুলিস তাহার বাড়ীতে খানাতল্লাস করিবার সময় এক খাতা পায়। খাতায় রাজদ্রোহজনক কথা লিখিত আছে। ইহা ভিন্ন পুলিস আরও কতকগুলি আপত্তিকর কাগজপত্র ও পুস্তক পাইয়াছে। তাহাকে আপাততঃ হাজতে আটক রাখা হইয়াছে। স্পেশ্যাল ম্যাজিষ্ট্রেটের পদে নিযুক্ত সদর মহকুমা হাকিমের আদালতে তাহার বিচার হইবে।

চট্টগ্রামে ছাত্রের দণ্ড

৮ম মানের ছাত্র সুখেন্দু দাস কয়েকটি আপত্তিকর পুস্তিকা ১৯২৯ সালের আনন্দবাজার পত্রিকার বিশেষ সংখ্যা, কয়েকটি হস্তলিপি ও প্রীতি ওয়াদেদারের ফটো রাখার অভিযোগে গ্রেপ্তার হন। তাঁহার প্রতি সদর মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট কর্ত্তৃক ৩ বৎসর বোরষ্ট্যাল জেলে থাকার আদেশ প্রদত্ত হইয়াছে।

সান্ধ্য আইন অমান্যে দণ্ড

হরীশ্বর ও কেদারেশ্বর পুরোহিত নামে দুইজন যুবক সান্ধ্য আইন অমান্য করার জন্য গ্রেপ্তার হইয়াছে।

শিকারে দুর্ঘটনা

দুমকার সাব ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত হিতেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী তালপাহাড়ীতে শিকারে যান। সেখানে হঠাৎ তিনি জোহরাজ মারুম নামে একজন চৌকীদারকে গুলীতে আহত করেন বলিয়া প্রকাশ। আহত ব্যক্তি দুমকা হাসপাতালে। এখন সঙ্গীন অবস্থায় অবস্থান করিতেছে। ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত এস, এন, সেন তাহার বিবৃতি লিপিবদ্ধ করেন।

দিল্লীতে ভূমিরাজস্ব মকুব

বিগত বর্ষার সময়ে অত্যাধিক বৃষ্টি ও বর্ষা হওয়ার ফলে এই প্রদেশের কৃষকদিগকে অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইয়াছে। তজ্জন্য চীফ কমিশনার সমস্ত প্রদেশের ভূমি রাজস্ব কিঞ্চিৎ পরিমাণে মকুব করিয়াছেন। ওয়েষ্টার্ণ যমুনা ক্যানালের দ্বারা যে সমস্ত ভূমির সেচ হইয়া থাকে তাহার কিঞ্চিৎ মকুব করিবার আদেশ দেওয়া হইয়াছে।

চীফ কমিশনারের উক্ত আদেশ অনুসারে ১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দে খারিফের দরুণ ধার্য্য সবসমেত ১ লক্ষ ৮৭ হাজার ৫ শত ২৫ টাকা ভূমি রাজস্বের মধ্যে ১ লক্ষ ৪১ হাজার ৬ শত ৪ টাকা মকুব করা হইয়াছে। তাহা ছাড়া পূর্ব্ব বৎসরের অনাদায় ৩৭ হাজার ৬৭ টাকা ভূমি রাজস্বও মকুব করা হইয়াছে।

তিনজন কংগ্রেসকর্ম্মীর দণ্ড

সেতারার তিনজন কংগ্রেসকর্ম্মী বিশেষ শক্তি আইনের ৩ ধারা অনুযায়ী ৬ মাস সশ্রম কারাদণ্ড এবং ১০ টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন।

পাটনায় শ্রীযুক্ত হার্দ্দিকর

হিন্দুস্থানী সেবাদলের সাধারণ সম্পাদক শ্রীযুক্ত হার্দ্দিকর বোম্বাই হইতে এখানে পৌঁছিয়াছেন। কেন্দ্রীয় সাহায্য সমিতির সহকারী সম্পাদক অধ্যাপক জ্ঞান সাহা ও অপরে তাঁহার সম্বর্দ্ধনা করেন। শ্রীযুত হার্দ্দিকর সাহায্য সম্বন্ধে কার্য্যতালিকা ঠিক করিবার জন্য পণ্ডিত জহরলাল নেহরুর সহিত সাক্ষাৎ করিবেন।

ডাঃ কে, চট্টোপাধ্যায়ের মুঙ্গের যাত্রা

বোম্বায়ের ডাঃ মিস মহালক্ষ্মী ও ডাঃ কে, চট্টোপাধ্যায় রক্তরাশ্মি পরীক্ষার যন্ত্রাদি লইয়া মুঙ্গের যাত্রা করিয়াছেন।

স্পেনে ছাত্রের দাঙ্গা

এবার ছাত্রের দাঙ্গা। মাদ্রিদ সহরের ছাত্রবৃন্দ ক্ষেপিয়া উঠিয়াছে। উহারা একজন পুলিসম্যানকে গুলী করিয়া মারিয়া ফেলিয়াছে। গুলী করিবার পর দলে দলে স্থানীয় কারাগার লক্ষ্যে গমন করিয়া বন্দী উদ্ধারের চেষ্টা করিয়াছে। শুধু ছাত্র নহে, শ্রমিকদলও ক্ষেপিয়া উঠিয়াছে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

নদীয়া-প্রকাশ

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক
— পারমার্থিক পত্র —
শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

অনাসক্তস্য বিষয়ান
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ ।
নির্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে ॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে ॥

আরাধ্যো ভগবান ব্রজেশ-
তনয়স্তদ্ধাম-বৃন্দাবনম,
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা ।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং
প্রেমা পুমর্থো মহান্‌,
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং
তত্রাদরো নঃ পরঃ ॥

৮ম বর্ষ } ১৪ গোবিন্দ গৌরাব্দ ৪৪৭, ১লা ফাল্গুন বঙ্গাব্দ ১৩৪০, ১৩ই ফেব্রুয়ারী ইং ১৯৩৪, মঙ্গলবার { ২৮৯ তম সংখ্যা

বিভিন্নমঠে শ্রীব্যাসপূজা

ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠে

ব্রহ্মগৌড়ীয়মঠে শ্রীপাদ সুদর্শন পাণ্ডার উদ্যোগে গত ২১ মাঘ ৪ ফেব্রুয়ারী রবিবার শ্রীশ্রীব্যাসপূজোপলক্ষে শ্রীমন্মহাপ্রভুর ও শ্রীল প্রভুপাদের আলেখ্য-মূর্ত্তি নানাবিধ পুষ্পের দ্বারা সুসজ্জিত হইয়াছিলেন। দিবা ৪টা হইতে শ্রীচৈতন্যভাগবত মধ্য খণ্ড ৫ম অধ্যায় পাঠ ও কীর্ত্তন হইয়াছিল। ব্রহ্মগিরি হাসপাতালের ডাক্তার বাবু, স্কুল ইন্সপেক্টর, থানার সাব ইন্সপেক্টর ও অন্যান্য কর্ম্মচারী এবং গ্রামবাসিগণ উৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন। পাঠ-কীর্ত্তনান্তে আলালনাথজীউকে বিবিধ ভোগরাগ হইলে শ্রোতৃবৃন্দ সকলে বিচিত্র মহাপ্রসাদ সম্মান করিয়াছিলেন। নিকটস্থ ৪।৫ গ্রামের প্রায় ৩০০ তিন শত লোককে বিচিত্র মহাপ্রসাদ প্রদান করা হইয়াছিল।

শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গমঠে

বালিয়াটী হইতে শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ রূপসী বি-এ মহাশয় লিখিয়াছেন—গত ২১শে মাঘ (১৩৪০) রবিবার ঢাকা জেলার অন্তর্গত বালিয়াটীর শ্রীগদাইগৌরাঙ্গ মঠে শ্রীব্যাসপূজা-মহোৎসব মহাসমারোহের সহিত সুচারুরূপে সুসম্পন্ন হইয়াছে। বিবিধ পুষ্প ও স্বর্ণালঙ্কারে অতি নিপুণতার সহিত শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ-রাধিকা-গিরিধরের শৃঙ্গার করা হইয়াছিল। বালিয়াটীর জমিদার শ্রীযুক্ত বাবু [illegible] রায়চৌধুরী মহাশয় পরমারাধ্য শ্রীল প্রভুপাদের আলেখ্য-শ্রীমূর্ত্তি [illegible] বিবিধ পুষ্পমালিকা দ্বারা [illegible] সাজাইয়াছিলেন।

যথাবিহিত বিধানানুসারে শ্রীব্যাসপূজা সমাপনান্তে অপরাহ্ণ তিন ঘটিকার সময় গ্রামের বহু নিমন্ত্রিত সম্ভ্রান্ত ও শিক্ষিত ব্যক্তি এবং ভদ্রমহিলাগণ শ্রীগদাইগৌরাঙ্গ মঠে উপস্থিত হইলে একটী সভার অধিবেশন হয়। প্রথমে গুর্ব্বষ্টক ও মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন হয়। তৎপরে মঠরক্ষক শ্রীপাদ অনাদিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী মহাশয় সুললিতকণ্ঠে একটী উদ্বোধনসঙ্গীত কীর্ত্তন করিয়া ভক্তিকুসুমাঞ্জলি কবিতা ও 'আচার্য্য-আরতি' প্রবন্ধ পাঠ করেন। অতঃপর শ্রীপাদ দবিবামন ব্রহ্মচারীজী বাঙ্গালা কবিতায় 'দীনের অর্ঘ্য' ও আসামী ভাষায় পদ্যে রচিত 'শ্রদ্ধাঞ্জলি', 'ভক্ত্যর্ঘ্য', 'কীর্ত্তনাঞ্জলিক' কবিতাত্রয় ও গদ্যে রচিত 'ভক্ত্যর্ঘ্য' প্রবন্ধ পাঠ করেন।

অতঃপর মঠরক্ষক মহাশয় শ্রীব্যাসপূজা কি, গুরুপূজার প্রয়োজনীয়তা, সদ্‌গুরুর লক্ষণ, অসদ্‌গুরু পরিত্যাগ করাই শাস্ত্র-তাৎপর্য্য, অবৈষ্ণব বা সম্প্রদায়বিহীন ব্যক্তি গুরু হইতে পারেন না এবং ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ জগতে আবির্ভূত হইয়া বর্ত্তমানযুগে কি কি জগন্মঙ্গলকর কার্য্য করিয়াছেন প্রভৃতি বিষয়ে প্রায় ১ ঘণ্টা কাল একটী সুন্দর হৃদয়গ্রাহিণী বক্তৃতা প্রদান করেন।

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গদাধর-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধরের সন্ধ্যারাত্রিকের পর মঠসেবকগণ সমাগত শত শত ব্যক্তিকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করিয়াছেন। মঠসেবকগণের ও জমিদার শ্রীযুক্ত বাবু মোহিনীমোহন রায় চৌধুরী মহাশয়ের সেবাচেষ্টা প্রশংসনীয়।

সরভোগ-গৌড়ীয় মঠে

গত ২১শে মাঘ রবিবার শ্রীসরভোগ-গৌড়ীয়মঠে শ্রীশ্রীব্যাসপূজা মহোৎসব সমারোহে সুসম্পন্ন হইয়াছে। ভক্ত শ্রীনিখিলানন্দ পরমোৎসাহের সহিত মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তন করিয়াছেন। ভক্ত শ্রীভদ্রেশ্বর দাস শ্রীল প্রভুপাদের আলেখ্য বিবিধ পুষ্পের দ্বারা সজ্জিত করিয়াছিলেন।

এতদুপলক্ষে খোল, করতাল ও ব্যাণ্ড পার্টিসহ একটী বিরাট্‌ নগর-সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা বাহির হইয়াছিল। চকচকা-বাজারনিবাসী শ্রীযুক্ত রসরাজ ঘোষ মহাশয় দণ্ডবৎ প্রণাম পূর্ব্বক বহু ভক্তের গলায় পুষ্প-মালিকা প্রদান করিয়া নিজকে ধন্য মনে করিয়াছেন।

বেলা ১টা হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত 'কুসুমের অঞ্জলি' নামক শ্রীল প্রভুপাদের অভিনন্দন পাঠ এবং পতিতপাবন শ্রীল প্রভুপাদের অমন্দোদয়-দয়ার কথা কীর্ত্তন হয়। এই উৎসবে বহু ব্যক্তিকে মহাপ্রসাদ প্রদান করা হইয়াছে।

পুরুষোত্তমমঠে

[গত কল্য প্রকাশিত ২৮৮ সংখ্যার পর]

তৎপরে ব্রহ্মচারীজী শ্রীল প্রভুপাদের রচিত সাত্বত-সংহিতার ভাষ্যের বিষয় উল্লেখ করিয়া তাঁহার মহামহা-বদান্যতার বিষয় কীর্ত্তন করেন এবং বলেন—প্রাচ্য হইতে প্রতীচ্য পর্য্যন্ত সর্ব্বত্র বহু শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপন করিয়া তিনি স্বয়ং ও তাঁহার কৃপাপাত্র নিষ্কিঞ্চন সাধুগণের দ্বারা অমানী হইয়া প্রতি দ্বারে বিশুদ্ধ-ভক্তিসিদ্ধান্ত বিতরণ করিতেছেন। ইহাই তাঁহার বাহ্য পরিচয়ের দিগ্‌দর্শন। তাঁহার নিগূঢ় ভজন-প্রণালী তাঁহারই অন্তরঙ্গ সেবক ব্যতীত অন্য সাধারণ জীবের অনভিগম্য। অতঃপর তিনি স্বীয় দৈন্য প্রকাশ পূর্ব্বক শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীচরণে শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রদান করেন। অনন্তর শ্রোতৃবর্গের পক্ষ হইতে শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীচরণে কৃপাভিক্ষা করিয়া তিনি তাঁহার বক্তব্য সমাপন করেন।

তৎপরে শ্রীযুক্ত কেশবানন্দ ব্রহ্মচারী পুরুষোত্তম মঠের সেবকগণের পক্ষ হইতে উৎকল ভাষায় একটী অভিনন্দন পাঠ করেন। অতঃপর 'নিতাই-পদ-কমল কোটী-চন্দ্র সুশীতল' এই মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তন হইবার পর সভা ভঙ্গ হয়। সভায় অনেক সম্ভ্রান্ত ভদ্র মহোদয় ও ভদ্র-মহিলা উপস্থিত ছিলেন। সভান্তে সভায় উপস্থিত সকলকেই মহাপ্রসাদ প্রদান করা হইয়াছে।

ত্রিদণ্ডিগৌড়ীয়মঠে

গত ১৪ই মাঘ ২৮শে জানুয়ারী রবিবার শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর আবির্ভাবতিথি উপলক্ষে ভুবনেশ্বর ত্রিদণ্ডিগৌড়ীয়মঠে একটী মহোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। ঐ দিবস প্রাতঃকাল হইতে নিত্যানন্দ প্রভুর আবির্ভাব-তিথির মাহাত্ম্য পাঠকীর্ত্তনমুখে বর্ণনা করিয়া সমাগত শ্রোতৃবৃন্দকে বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছে। বেলা ৪টার সময় বাঙ্গালী ভদ্রলোক ও উৎকলবাসী প্রায় বহু ব্যক্তিকে মহাপ্রসাদ দেওয়া হইয়াছে। ঢাকা কলাকোপা নিবাসী শ্রীযুক্ত কিশোরী মোহন রায় এই উৎসবের ব্যয়ভার বহন করিয়াছেন।

শিবরাত্রি

আজ শিবরাত্রি ; ফাল্গুন কৃষ্ণচতুর্দ্দশী অর্থাৎ মাঘ মাসের শেষে ও ফাল্গুন মাসের প্রথমে যে কৃষ্ণচতুর্দ্দশী তিথি তাহা শিবরাত্রি বলিয়া প্রসিদ্ধ। শিবরাত্রির মাহাত্ম্য-সম্বন্ধে স্কন্দপুরাণ বলিতেছেন—

শিবঞ্চ পূজয়িত্বা যো জাগর্ত্তি চ চতুর্দ্দশীম্।
মাতুঃ পয়োধররসং ন পিবেৎ স কদাচন॥

—যে ব্যক্তি চতুর্দ্দশীতে শিবপূজা করিয়া রাত্রি জাগরণ করে, তাহাকে আর কখনও মাতৃস্তন্য পান করিতে হয় না।

নাগরখণ্ডে দেখিতে পাই—

স্বয়ম্ভুলিঙ্গমভ্যর্চ্চ্য সোপবাসঃ সজাগরঃ।
অজানপি নিষ্পাপো নিষাদো গণতাং গতঃ॥"

একজন চণ্ডাল শিবরাত্রি কি তাহা না জানিয়াও অনাদি শিবলিঙ্গের অর্চ্চন, উপবাস ও জাগরণ দ্বারা নিষ্পাপ হইয়া শিবপার্ষদত্ব লাভ করিয়াছিল।

শিবরাত্রিব্রত ও বৈষ্ণবগণের আবশ্যক না থাকিলেও সদাচার-প্রযুক্ত শ্রীহরিভক্তিবিলাসে ইহার বিধি প্রভৃতি লিপিবদ্ধ আছে। সেই বিধি পাঠে জানা যায় বৈষ্ণবগণ বিদ্ধা তিথিতে ব্রত পালন করেন না। যথা নাগরখণ্ডে,—

প্রদোষব্যাপিনী গ্রাহ্যা শিবরাত্রিশ্চতুর্দ্দশী।
রাত্রৌ জাগরণং যস্মাৎ তস্মাত্তাং সমুপোষয়েৎ॥

প্রদোষস্থ চতুর্দ্দশ্যামাদ্যাকোটিজ্ঞ-
ভবৈর্দ্ধত্ত ইতি।
প্রদোষব্যাপিনী সাদ্যোচ্ছুপোষ্যাং
প্রথমং দিনম্।
নো পোষ্যা বৈষ্ণবৈর্বিদ্ধা সা পাতি চ
সতাং মতম্॥

অভিজ্ঞ জনেরা চারি দণ্ডাত্মক কালকে প্রদোষ বলে। দুই দিবসেই যদি চতুর্দ্দশী প্রদোষব্যাপিনী হয়, তাহা হইলে অন্যোপাসক ব্যক্তি প্রথম দিন ব্রত করিবেন; ঐ দিন যদি ত্রয়োদশী-বিদ্ধা হয় তাহা হইলে বৈষ্ণবগণ কখনও পূর্ব্ব দিনে ব্রত করিবেন না—ইহাই সাধুগণের মত। এক কথায় বৈষ্ণবগণ প্রয়োজন হইলে চতুর্দ্দশী অমাবস্যার সহিত সংযুক্ত হইলে সেই দিবস শিবরাত্রির ব্রত করিবেন। কারণ উহাই শিবের প্রিয়কর। শিবের অপ্রিয়কর বলিয়া তাঁহারা কখনও ত্রয়োদশী-যুক্ত চতুর্দ্দশীতে শিবরাত্রির ব্রত করিবেন না। এতদ্বিষয়ে শাস্ত্রের বহু প্রমাণ আছে। প্রবন্ধ-বিস্তৃতির ভয়ে এস্থলে তাহা উদ্ধৃত হইল না। ... ভক্তির অধিকারী হওয়াই বৈষ্ণবগণের ... "আমার" ... হইয়া তাঁহাকে শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়সেবকজ্ঞানে উপাসনা করিলে প্রেমভক্তি লাভ হয়। এই নিমিত্তই শ্রীমন্মহাপ্রভু বৈষ্ণবগণ শিবরাত্রিব্রত পালন করিয়া ...

বৈষ্ণবগণ কখনও কোন দেবদেবীর নিন্দাদি করেন না। তাঁহারা প্রত্যেককেই তাঁহার প্রাপ্যস্থান ও সম্মান দিয়া থাকেন। সুতরাং বৈষ্ণবপ্রবর শম্ভুর নিন্দা যে তাঁহাদের দ্বারা কখনই সম্ভবপর নহে একথা বলা বাহুল্য মাত্র। বৈষ্ণবগণ শ্রীভগবানের নিম্নলিখিত আদেশ কখনও বিস্মৃত হ'ন না।

যো মাং সমর্চ্চয়েন্নিত্যমেকান্তং
ভাবমাশ্রিতঃ।
বিনিন্দন্, দেবমীশানং স যাতি নরকাযুতম্।

—যে ব্যক্তি একান্তভাবে আশ্রয় করিয়া সর্ব্বদা আমাকে (ভগবান্‌কে) পূজা করে কিন্তু মহেশ্বরকে নিন্দা করিয়া থাকে তাহাকে অযুত সংখ্যক নরকে গমন করিতে হয়।

শিবের তত্ত্ব-অনভিজ্ঞ বৈষ্ণবব্রুব ও শৈবব্রুবগণ যথাক্রমে শিবের ও বিষ্ণুর নিন্দা করিয়া থাকে। তাহাদের শোচনীয় অবস্থা সম্বন্ধে শাস্ত্র বলিতেছেন—

মদ্ভক্তঃ শঙ্করদ্বেষী মদ্দ্বেষী শঙ্করপ্রিয়ঃ।
উভৌ তৌ নরকং যাতৌ
যাবচ্চন্দ্রদিবাকরাবিতি॥

—অর্থাৎ বিষ্ণুভক্ত যদি শঙ্করকে দ্বেষ করে এবং শঙ্করভক্ত যদি বিষ্ণুকে দ্বেষ করে তাহা হইলে যে পর্য্যন্ত সূর্য্যচন্দ্র থাকিবেন অর্থাৎ মহাপ্রলয় পর্য্যন্ত তাহারা উভয়েই নরক ভোগ করিবে।

শঙ্কর-তত্ত্ব-অনভিজ্ঞ জনগণ কর্ত্তৃক বিভিন্ন স্থানে কলহের উৎপত্তি হইয়া থাকে। মাদ্রাজ প্রদেশের স্থানে স্থানে এই কলহ ভীষণ সংহারমূর্ত্তিতে আত্মপ্রকাশ করিয়া থাকে। তন্নিরসন-কল্পে অজ্ঞতার হস্ত হইতে জন-সাধারণকে উদ্ধার করিবার জন্য আমরা নিম্নে শ্রৌতপথে শম্ভুতত্ত্ব বর্ণন করিতেছি।

শম্ভু

(১)

শ্রীশম্ভু—বৈষ্ণবগণের শিরোমণি। তিনি স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের গুণাবতার মধ্যে গণ্য। কোন কল্পে বিধির ললাট হইতে, কোন কল্পে শ্রীবিষ্ণুর ললাট হইতে তাঁহার উদ্ভব হয়। কল্পাবসানে সঙ্কর্ষণ হইতেও কালাগ্নিরূপে তাঁহার অভ্যুদয় হইয়া থাকে। তিনি ত্রিবিধভাবে লীলাপর, প্রথম—অংশে ঈশকোটী, দ্বিতীয়—বিভিন্নাংশে জীব-কোটী। প্রথমরূপে তিনি বৈকুণ্ঠে শিবলোকে শ্রী... বামের ... সেবকরূপে ... বর্ত্তমান। তিনি সদাশিব নামে খ্যাত, আর দ্বিতীয়রূপে তিনি ব্রহ্মাণ্ডে আপ্রলয়কাল কৈলাসে ও কাশীধামে বিরাজমান করেন, তিনি তমোগুণে সংহারকর্ত্তা 'শিব' বলিয়া বিখ্যাত। এই রূপে তিনিও জীব। তাঁহার এই রূপ মহাপ্রলয়ে তিরোহিত হয়। সুদর্শনতাপিত দুর্ব্বাসা ঋষিকে তিনি স্বয়ং বলিয়াছেন,—"এই ব্রহ্মাণ্ড এবং কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড কালক্রমে পরমকারণ শ্রীবিষ্ণু হইতে উৎপন্ন ও শেষে তাঁহাতেই লীন হইতেছে।" ব্রহ্মাও বলিয়াছেন,—"আমি ভব, দক্ষ, ভৃগু প্রভৃতি সমস্ত প্রজেশ, ভূতেশ ও সুরেশ তাঁহারই দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইয়া তাঁহারই আজ্ঞা মস্তকে ধরিয়া দ্বিপরার্দ্ধকাল পর্য্যন্ত এই স্থলে তাঁহারই ইচ্ছা পূর্ণ করিতেছি, কাল পূর্ণ হইলে তাঁহার ভ্রূভঙ্গ-মাত্রেই এই স্থান সহিত আমাদিগকে তিরোহিত হইতে হইবে।"

মায়াধিকৃত ব্রহ্মাণ্ডে কৈতব-কুহকমুগ্ধ জীবগণ কখনও ধর্ম্মার্থকাম, কখনও বা আত্মবিনাশরূপ মোক্ষকামনায় নিজদিগকে শিবোপাসক বলিয়া পরিচয় দেন। তিনিও তাঁহাদিগকে ভগবদ্বিমুখতার দণ্ডরূপ ঐসকল অশুভ গতি প্রদান করিয়া বঞ্চিত করেন। কেবল যাঁহারা তাঁহার প্রকৃত নিত্যস্বরূপের নিকট নিষ্কপট কৃপাপ্রার্থী তাঁহাদিগকে পরমার্থ কৃষ্ণভক্তি দিয়া পরাগতির পথ প্রদর্শন করেন। প্রচেতাগণকে তিনি এইরূপ কৃপা করিয়াছিলেন। বিষ্ণুভাব-বর্জ্জিত বিষয়ী তাঁহার আরাধনা করিয়া কদাচিৎ কাম্য ফল লাভ করিলেও তাঁহার প্রীতিভাজন হইতে পারেন না বা কালের কবল হইতে নিস্তার পায় না। রাবণ, বাণ, পৌণ্ড্রক, বৃক, ক্রৌঞ্চ ও অন্ধকাদি তাহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। আবার অসুরবিমোহনকারী ও মায়াবাদাদি অসচ্ছাস্ত্র-প্রচারকারী জীবের যোগ্যতানুযায়ী আত্মবৃত্তি-ধ্বংসকারী রূপ স্বরূপের নিকট যাঁহারা আত্মবিনাশগতি লাভের জন্য উপস্থিত হন তাঁহারাও স্থাবর দেহাদির ন্যায় অচিদ্‌গতি লাভ করিয়া ... । এ সবই ভগবদ্বিমুখতার দণ্ড।

শ্রীমদ্ভাগবতাদি সাত্ত্বিক পুরাণে শিববাক্য অমূল্য কৃষ্ণকথা সর্ব্বত্র অজস্র অমিয়ধারা বৃষ্টি করিয়াছে। তবে অপর পুরাণে সকল কৃষ্ণভক্তির বাধক বিপরীত প্রমাণ পাওয়া যায়, তাহা ভগবদিচ্ছাক্রমেই অসুরমোহনের জন্য দুর্জ্জ্ঞেয় মায়া মাত্র। পদ্মপুরাণে পরম-বৈষ্ণব শিবই নিজমুখে বলিয়াছেন—

"বেদার্থবন্মহাশাস্ত্রং মায়াবাদমবৈদিকম্।
ময়ৈব বক্ষ্যতে দেবি জগতাং নাশকারণাৎ॥"

এই সকল শাস্ত্র তমোগুণের মধ্যে তামস শাস্ত্র। তাহাতে মুগ্ধ হইয়া যে ... বৈষ্ণবাপরাধ ... করিয়া তাঁহাকে স্বতন্ত্র ঈশ্বর বুদ্ধিতে কল্পনা বা ধারণা করে, সে কখনও শিবকৃপা বা সদ্‌গতি লাভ করিতে পারে না। অধিকন্তু শিবাপরাধেই তাহার দারুণ দুর্গতি ঘটে।

বৈষ্ণবচূড়ামণি মহেশ বিষ্ণুসেবায় যেমন তুষ্ট হন তাঁহার নিজ সেবায় তাহার ষোড়শাংশের একাংশ সন্তোষও লাভ করিতে পারেন না। তিনি হরিপ্রেমেই পাগল, হরিনাম-গুণগানেই বিভোর, শ্রীহরির মহিমা-প্রচারেই পঞ্চমুখ। হরিভক্তের সকাশেই তাঁহার নিত্য-নিবাস। হরিভক্তই তাঁহার একান্ত আত্মজন। হরিভক্ত হইতে তাঁহার প্রিয়পাত্র আর কেহই নাই। তিনি পরমভক্ত প্রচেতাগণের প্রতি স্বয়ং বলিয়াছেন,—

যঃ পরং রংহসঃ সাক্ষাৎ ত্রিগুণাজ্জীব-
সংজ্ঞিতাৎ।
ভগবন্তং বাসুদেবং প্রপন্নঃ স
প্রিয়ো হি মে॥"

যে ব্যক্তি প্রকৃতি ও পুরুষের নিয়ন্তা তাহাদপি শুদ্ধস্বরূপ ভগবান্ বাসুদেবের চরণে অনন্যভাবে শরণাগত হন, তিনি আমার প্রিয়। শ্রীরুদ্র ভগবান্‌কে স্তব করিয়া আরও বলিতেছেন,—

ক্রিয়াকলাপৈরিদমেব যোগিনঃ
শ্রদ্ধান্বিতাঃ সাধু যজন্তি সিদ্ধয়ে।
ভূতেন্দ্রিয়ান্তঃকরণোপলক্ষিতং
বেদে চ তন্ত্রে চ ত এব কোবিদাঃ॥

তিনি এই পরমসত্যও জগতে ঘোষণা করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন—'যে ভক্ত যোগীরা পরম-শ্রদ্ধাসহকারে শ্রীভগবানের স্বয়ংরূপ শ্যামসুন্দর মদনমোহন-মূর্ত্তি ভজনা করেন তাঁহাদিগকেই বেদ ও তন্ত্রবিদ্ বলা হইয়াছে।" (ভাঃ ৪-২৪-৬২) এই কথাই স্বয়ং প্রভু শ্রীমুখেও অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন।

পদ্মপুরাণে শিবমুখের সুবিস্তৃত কৃষ্ণকথা একটী পরমানন্দময় পরম-নিধি।

হরের হরি, সুতরাং হরির হর এত প্রিয় যে উভয়কে অভেদাত্মা বলা হয়। "মমি তে তেষু চাপ্যহম্।" (শ্রীগীতা ৯।২৯) হরিকে যে দ্বেষ করে সে যেমন হরের, হরকে যে দ্বেষ করে, সে তেমনি হরির বিরাগভাজন হয়। ভক্তবৎসল ভগবান্ আপন ভক্তকে—তিনি না লইলে আপনারও উপর আসন দিয়া আনন্দিত হন। ইহা হইতেই—শ্রীভগবানের এই অত্যধিক ভক্তপ্রিয়তা হইতেই "বৈষ্ণবানাং যথা শম্ভুঃ"... "গুরু শিব" এই কথাটীর জন্ম হইয়াছে। আত্যন্তিক প্রেমে প্রেমিক তাঁহার প্রেমপাত্রকে ... গৌরব দিয়াই পরিতৃপ্ত হন। প্রেমময় প্রভু এই ভাবেই আমাদের অনেককে "আমার গুরু" বলিয়া ... আসন দিয়াছেন। তাহাকে ... মূলে ভুল হইলেই, সর্ব্বনাশ

বৈষ্ণবোত্তম শিব বিষয়-বৈরাগ্যের সাক্ষাৎ প্রতিমূর্ত্তি। তাঁহাতে তমোগুণ বা তদুচিত কোন চিহ্ন থাকিতে পারে না। তিনি তমোগুণকে পরিচালিত করেন মাত্র। মূঢ় জনেরা মনোমতভাবে তাঁহাকে গড়িয়া লয়, সজ্জিত করে, তাঁহার স্বভাব, তাঁহার স্বরূপ জানে না। তাহারা বহির্ম্মুখিনী বুদ্ধিবশে, তাঁহাতে নানারূপ উদ্ভট বিষয়ের সংযোগ সংঘটন করিয়া আপনাদেরই অসৎ-প্রবৃত্তির পরিচয় প্রদান করে এবং অপরাধে উৎসন্ন হয়।

'হরের প্রিয়তম বস্তু হরি; সুতরাং হরিপ্রিয় বস্তুই তাঁহার প্রিয়বস্তু। হরিপ্রিয় উপচারেই তাঁহার পূজা বা প্রীতিসাধন। তদিতর বস্তুতে তিনি কখনই প্রীত হন না। হরিই তাঁহার প্রাণ; হরিই তাঁহার জ্ঞান, হরিই তাঁহার ধ্যান, তাঁহার শ্রীমুখের, তাঁহার শ্রীঅঙ্গের নিত্য ভূষণ—'হরেকৃষ্ণ রাম' নাম।

শম্ভু শুদ্ধজ্ঞান-বৈরাগ্যের প্রতিমূর্ত্তি। দক্ষের ন্যায় প্রজা-সৃষ্টিকার্য্যে নিপুণ অর্থাৎ প্রবৃত্ত ব্যক্তিগণই বৈষ্ণবরাজ শম্ভুর সহিত বিরোধ করিতে উদ্যত হন। তাই শ্রীমদ্ভাগবতের চতুর্থস্কন্ধে দক্ষ শম্ভুর প্রতি ঈর্ষা-প্রণোদিত হইয়া যে সকল চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাহা লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। শিবের প্রতি দক্ষের এসকল চেষ্টা গৃহ-ব্রত-ধর্ম্মে প্রবৃত্ত ব্যক্তিগণের নিবৃত্ত বৈষ্ণবগণের প্রতি মৎসরতারই নিদর্শন প্রচার করিতেছে।

"শম্ভু সতত বাসুদেবের চরণে প্রণত; তিনি মহাভাগবত সুতরাং বাহ্য অক্ষজ-দৃষ্টিতে লোকে তাঁহার চরিত্র বুঝিতে পারেন না। তিনি উহা স্বমুখে ব্যক্ত করিয়াছেন—

"সত্ত্বং বিশুদ্ধং বসুদেবশব্দিতং
যদীয়তে তত্র পুমানপাবৃতঃ।
সত্ত্বে চ তস্মিন্ ভগবান্ বাসুদেবো
হ্যধোক্ষজো মে মনসা বিধীয়তে।"
(ভাঃ ৪।৩।২৩)

শ্রীশম্ভু বলিতেছেন,—'অপ্রাকৃত বিশুদ্ধ অন্তঃকরণই 'বসুদেব' শব্দের দ্বারা অভিহিত। আবরণ-শূন্য পুরুষ সেই বিশুদ্ধ অন্তঃকরণে প্রকাশিত হন বলিয়া তাঁহার নাম বাসুদেব। তিনি ইন্দ্রিয়জ্ঞানের অতীত পুরুষ। বাসুদেব সেবোন্মুখচিত্তে নিত্য প্রকাশমান আমি সেই ভগবান্‌কে সতত বিশেষরূপে নমস্কার বিধান করি।' বাসুদেব-ভক্তোত্তম মহাভাগবত শম্ভুর মুখে এইরূপ উক্তিই স্বাভাবিক।

ভগবান্ কপিলদেব একটী শ্লোক ভগবান্ বিষ্ণুর প্রিয়তম ও তৎপ্রিয়তম শিবের স্বরূপ বর্ণন করিয়া বলিয়াছেন—

"যচ্ছৌচনিঃসৃতসরিৎপ্রবরোদকেন
তীর্থেন মূর্দ্ধ্যধিকৃতেন শিবঃ শিবোঽভূৎ।"
(ভাঃ ৩।২৮।২২)

—যে ভগবান্ বিষ্ণুর চরণধৌতজল হইতে বিনিঃসৃতা সরিৎশ্রেষ্ঠা গঙ্গার সংসার-তাপনাশক পবিত্র সলিল মস্তকোপরি ধারণ করিয়া শিবও শিবস্বরূপ অর্থাৎ মঙ্গলময় হইয়াছেন।

সুতরাং শম্ভু যে পরম বৈষ্ণব এ বিষয়ে আর সন্দেহ নাই। তিনি স্বতন্ত্র ভগবান নহেন; কিন্তু তিনি ভগবৎ-প্রিয়তম তদভিন্ন-বিগ্রহ। শুদ্ধবৈষ্ণবগণ শম্ভুকে এইরূপেই দর্শন করিয়া থাকেন এবং ইহাই শম্ভুর প্রকৃত নিত্যস্বরূপ। শ্রীমদ্ভাগবতে রুদ্রশিষ্য প্রচেতাগণ শম্ভুকে এইরূপ ভাবেই বর্ণন করিয়াছেন। যাঁহারা প্রকৃত শিবভক্ত তাঁহারাও শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত প্রচেতাগণের সিদ্ধান্তেরই অনুকরণ করেন। অপরাপর সিদ্ধান্ত ভাগবত-বিরোধী, শুদ্ধভক্তবিরোধী মনোধর্ম্মমাত্র জানিতে হইবে। প্রচেতাগণ ভগবানের স্তব করিয়া বলিতেছেন—

বয়ন্তু সাক্ষাদ্ ভগবন্ ভবস্য
প্রিয়স্য সখ্যুঃ ক্ষণসঙ্গমেন।
সুদুশ্চিকিৎস্যস্য ভবস্য মৃত্যো-
র্ভিষক্তমং ত্বাদ্যগতিং গতাঃ স্ম॥
(ভাঃ ৪।৩০।৩৮)

—হে ভগবন্ আমরা ত্বদীয় প্রিয়তম শম্ভুর ক্ষণকাল মাত্র সঙ্গপ্রভাবে সুদুশ্চিকিৎস্য সংসার ও জন্মমৃত্যু-রূপ রোগের সদ্বৈদ্য-স্বরূপ আপনাকে অদ্য আমাদের পরম আশ্রয়রূপে প্রাপ্ত হইয়াছি।

সাবিত্রী ও ব্রজাঙ্গনা

(৩)

সাবিত্রী বলিলেন—'সাধুগণ সর্ব্বদাই শাশ্বতধর্ম্মবৃত্তিবিশিষ্ট। তাঁহারা কখনও মহৎ অনুষ্ঠানে বিষণ্ণ বা ব্যথিত হন না। আর সাধুর সহিত সম্মিলন কখনও নিষ্ফল হয় না এবং সজ্জনগণ সজ্জন হইতে ভয় পান না। সাধুগণই সত্যধর্ম্মদ্বারা সূর্য্যকে পরিচালিত করেন, সাধুগণই তপস্যাদ্বারা পৃথিবীকে রক্ষা করেন, সাধুগণ ভূত ও ভবিষ্যতের গতি এবং সাধুগণ সাধুসঙ্গে অবসন্ন হন না। আর সাধুগণের অনুগ্রহ ব্যর্থ হয় না এবং সাধুগণের নিকট কাহারও কোনও বিষয় বা সম্মান নষ্ট হয় না সেইজন্য সাধুগণ সকলের রক্ষক।"

যম তাঁহার স্তুতিবাক্যে সন্তুষ্ট হইয়া একটী অতুলনীয় পঞ্চম বর প্রার্থনা করিতে বলিলেন। তখন সাবিত্রী তাঁহার স্বামী সত্যবানের জীবন ভিক্ষা করিয়া বলিলেন—"পতি ব্যতীত আমি সুখ চাহি না, পতি ব্যতীত আমি স্বর্গবস্তু চাহি না এবং পতি ব্যতীত আমি বাঁচিতে পারিব না। বিশেষতঃ সত্যবানের ঔরসে আমার একশত পুত্র হইবে বলিয়া আপনি ইতঃপূর্ব্বে বর দিয়াছেন। অতএব এখন আমি এই বর প্রার্থনা করিতেছি যে, এই আমার পতি জীবিত হউন, তাহা হইলে আপনার বাক্য সত্য হইবে।"

সূর্য্যপুত্র ধর্ম্মরাজ যম সত্যবান্‌কে পাশমুক্ত করিয়া বলিলেন—"হে ভদ্রে, এখন হইতে তোমার ভর্ত্তা জীবিত হইয়া নীরোগ, বলবান্ ও সফলকাম হইবেন এবং আরও চারিশত বৎসর আয়ুঃলাভ করিয়া নানা যজ্ঞ ও ধর্ম্মদ্বারাই জগতে সুখ্যাতি লাভ করিবেন।"

ধর্ম্মরাজ সাবিত্রীকে এই প্রকার বর প্রদান করিয়া স্বস্থানে চলিয়া গেলেন। পরে সাবিত্রী যেস্থানে সত্যবানের শবদেহ ছিল সেইস্থানে যাইয়া তাঁহার মস্তকটি কোলে তুলিয়া ভূমিতে উপবেশন করিয়া বলিলেন "হে মহাভাগ রাজকুমার, এখন আপনার বিশ্রাম করা হইয়াছে। গাত্রোত্থান করুন।"

তাহার পর সত্যবান্ চৈতন্য লাভ করিয়া, সুখনিদ্রিতের ন্যায় উঠিয়া বসিয়া চারিদিকে দৃষ্টিপাত করিতে করিতে বলিলেন—'আমি কাঠ কাটিবার সময় শিরঃপীড়ায় অভিভূত হইয়া তোমার ক্রোড়ে মাথা রাখিয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলাম পরে স্বপ্নে মনে হয় একটী ভয়ঙ্কর মহাতেজা পুরুষকে দেখিয়াছিলাম। ইহা কি স্বপ্ন? না সত্য সত্যই এইরূপ কোনও পুরুষকে তুমি এখানে দেখিয়াছ?"

সাবিত্রী বলিলেন—"রাজপুত্র! রাত্রি অধিক হইয়াছে। অতএব কল্য যথাযথ বৃত্তান্ত আপনার নিকট বলিব।" এই বলিয়া সাবিত্রী অবসন্ন সত্যবান্‌কে সঙ্গে লইয়া সেই নিবিড় অন্ধকারাবৃত বনের মধ্য দিয়া আশ্রমের দিকে চলিলেন।

ইতোমধ্যে রাজা দ্যুমৎসেন চক্ষু লাভ করিয়া রাজ্ঞী শৈব্যার সহিত তাঁহাদের অন্বেষণ করিতে করিতে সকল আশ্রম, নদী, বন ও সরোবরগুলিতে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। কোথাও খুঁজিয়া না পাইয়া শোকার্ত্তচিত্তে উন্মত্তের ন্যায় হইলেন।

তখন আশ্রমবাসী বৃদ্ধ ব্রাহ্মণগণ তাঁহাদিগকে তাঁহাদিগের আপন আশ্রমে লইয়া যাইয়া নানাপ্রকার প্রবোধ বাক্য দ্বারা আশ্বস্ত করিতেছিলেন এমন সময়ে গভীর রাত্রিকালে সাবিত্রী ও সত্যবান্ আশ্রমে যাইয়া উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহাদের আদেশক্রমে বিলম্বের কারণ ও পূর্ব্বাপর যথাযথ বৃত্তান্ত বর্ণন করিলেন। পরে অত্যল্পকাল-মধ্যে মহাবল দ্যুমৎসেন স্বীয় রাজ্য লাভ করিলে বহুকাল পরে সাবিত্রীর একশত পুত্র লাভ হইল এবং মদ্ররাজ অশ্বপতির ঔরসে মালবীর গর্ভে সাবিত্রীর মহাবলবান্ এক শত ভ্রাতা জন্মগ্রহণ করিল।

সাধ্বী সাবিত্রী এইরূপে আপনাকে এবং পিতৃকুল ও স্বামিকুল উভয় কুলকে বিপদ হইতে উদ্ধার করিয়া পতিব্রতা, বুদ্ধিমত্তা, তেজস্বিতা ও ধর্ম্মপরায়ণতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছেন এবং জগতে আপনার অক্ষয় কীর্ত্তি স্থাপন করিতে সমর্থ হইয়াছেন। ব্রজাঙ্গনার চরিত্রের সহিত সাবিত্রীর তুলনা করিলে তাঁহার পূর্ব্বোক্ত সমস্ত গুণগুলিই যে অত্যন্ত অকিঞ্চিৎকর বলিয়া প্রতীয়মান হইবে তাহাতে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই। দেহমনোধর্ম্মী আমরা সহস্র-বদনে সাবিত্রীর গুণগাথা কীর্ত্তনে ব্যস্ত। কিন্তু আত্মধর্ম্মের স্বরূপ কোন কালে সৌভাগ্যক্রমে আমাদের হৃদয়ে প্রকাশিত হইলে দেখিতে পাইব সাবিত্রীর সাধনা ও সিদ্ধি 'আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতিবাঞ্ছারূপ কামে পর্য্যবসিত, তাহাতে কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতিবাঞ্ছারূপ প্রেমের লেশ মাত্র নাই। কাম অন্ধতম, আর 'প্রেম নির্ম্মল ভাস্কর'; সুতরাং প্রেমের অধীশ্বরী ব্রজাঙ্গনার চরিত্রের সহিত সাবিত্রীর চরিত্রের তুলনা করিলে তাঁহার পূর্ব্বোক্ত সমস্ত গুণগুলিই যে অত্যন্ত অকিঞ্চিৎকর বলিয়া প্রতীয়মান হইবে তাহাতে আর বিচিত্র কি?

আপাতমধুর ক্ষণভঙ্গুর স্বীয় ইন্দ্রিয়তর্পণ-পিপাসা চরিতার্থ করিবার জন্য সর্ব্বেন্দ্রিয়-স্বামী সর্ব্বকারণ-কারণ সর্ব্বেশ্বরেশ্বর হৃষীকেশের সেবা-বিমুখ হওয়া কম দুর্ভাগ্যের পরিচয় নহে।

দ্রষ্টব্য

শ্রীশ্রীশিবরাত্রি উপলক্ষে আজ প্রেস বন্ধ বলিয়া আগামী কল্য শ্রীনদীয়া-প্রকাশ প্রকাশিত হইবেন না।

কালেক্টর সাহেবের পত্র

কালেক্টর সাহেবের কুঠি,
কৃষ্ণনগর,
২৩শে জানুয়ারী, ১৯৩৪।

মহাশয়,

সম্প্রতি প্রচণ্ড ভূমিকম্পে আমাদের দেশবাসীর যেরূপ ক্ষতি হইয়াছে সে সংবাদ সকলে অবগত আছেন। দুঃস্থ ব্যক্তিগণের সাহায্যার্থে মহামান্য বড়লাট সাহেব আপনাদের নিকট যে আবেদন করিয়াছেন তাহার অনুবাদ নিম্নে প্রদত্ত হইল। ঐ আবেদন যতদূর সম্ভব সর্ব্বসাধারণের নিকট প্রচার করিবেন।

এই মহদুদ্দেশ্যে যিনি যেরূপ সাহায্য করিবেন তাহাই সাদরে গৃহীত হইবে। যদি সাহায্যের পরিমাণ অল্প বিধায় কেহ উহা স্বয়ং দিল্লীতে পাঠাইতে কুণ্ঠিত হন তাহা হইলে তিনি উহা নিঃসঙ্কোচে আমার নিকট পাঠাইতে পারেন।

এইচ, বোস্
ম্যাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর, নদীয়া।
২৩, ১, ৩৪,

মহামান্য বড়লাট বাহাদুরের টেলিগ্রামের সংক্ষিপ্ত অনুবাদ।

—:*:—

"গত সোমবার ১৫ই জানুয়ারী অপরাহ্নে প্রচণ্ড ভূ-কম্পনের ফলে মুহূর্ত্তমধ্যে বহুসংখ্যক দেশবাসীর উপর বিশেষতঃ বিহার ও উড়িষ্যা প্রদেশে সম্প্রতি ভীষণ বিপৎপাত হইয়াছে তাহার প্রকৃত বিবরণ অদ্যাবধি পাওয়া যায় নাই। ইহা বলিলে অবশ্য অত্যুক্তি হয় না যে, উহাতে আতঙ্কজনক প্রাণহানি, অসংখ্য গৃহ ভূমিসাৎ এবং বিস্তীর্ণ ভূ-খণ্ডের বহু সম্পত্তি ও দ্রব্যাদি ও লুপ্তপ্রায় হইয়াছে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, এই ভীষণ দুর্দ্দিনে দেশীয় সকল শ্রেণীর অধিবাসিবৃন্দের সহানুভূতির ধারা দুঃস্থ ও বিপন্ন প্রতি বর্ষিত হইবে ও তাহাদের দুঃখ বিমোচনের সকল প্রচেষ্টা সত্বর গ্রহণ করিবেন। এতদুদ্দেশ্যে আমি "ভাইসরয়ের ভূমিকম্প ভাণ্ডার" নামে একটী অর্থ-ভাণ্ডার প্রতিষ্ঠিত করিতে মনস্থ করিয়াছি। সাহায্য ভাইসরয়ের প্রাইভেট সেক্রেটারীর নিকট (ভাইসরয়ের ক্যাম্প—নয়া দিল্লী) বরাবর প্রেরিত হইবে ও প্রত্যেক সাহায্য "উইলিংডন" স্বীকৃত হইবে।"

রেলওয়ে সময়

ই, বি, আর দিয়া শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইবার ট্রেণ তালিকা।

কলিকাতা	ছাঃ	০—৬,	৭—১৬,	১৪—১৪	১৬—৫৬,	২২—২৬
রাণাঘাট	ছাঃ	৫—৫০,	৯—৪৬,	১৬—৪৮,	১৮—৩৯,	০—৩২
কৃষ্ণনগরসিটি	পৌঃ	৬—২৮,	১০—২১	১৭—২৮	১৯—১৫	১—১৪
গাড়ী বদল	ছাঃ	৬—৪৫,	১০—৪৪,	১৩—২২,	১৭—৩৮,	২০—১৬
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৭—২৪,	১১—২১,	১৪—০,	১৮—১,	২০—৪৭
নবদ্বীপঘাট	পৌঃ	৭—৩৩,	১১—৩০,	১৪—৯,	১৮—১৬,	২০—৫৫

মহেশগঞ্জ ষ্টেশন হইতেও শ্রীধাম-মায়াপুরে যাওয়া যায়।

ই, বি, আর. দিয়া শ্রীধাম-মায়াপুর যাইবার ট্রেণ-তালিকা।

হাওড়া	ছাঃ	৬—৪৬	১২—৪৬	১৭—৪৬	১৮—৩৬
ব্যাণ্ডেল	ছাঃ	৮—২৩	১৪—১১	১৮—৪৭	১৯—৪৩
নবদ্বীপ	পৌঃ	১০—২২	১৬—১৪	২০—৪৬	২১—৩৭

সহর নবদ্বীপ হইতে গঙ্গা পার হইয়া পূর্ব্বপারে প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইতে হইবে।

কৃষ্ণনগর নবদ্বীপঘাট রেলওয়ে সময়

কৃষ্ণনগর হইতে নবদ্বীপঘাট

কৃষ্ণনগর সিটি—	৬-৪৫	১০-৪৪	১৩-২২	১৭-৩৮	২০-১৬
কৃষ্ণনগর রোড—	৬-৫৬	১০-৫৫	১৩-৩৩	১৭-৪৭	২০-২৫
আমঘাটা—	৭-১৫	১১-১৩	১৩-৫১	১৮-৩	২০-৪১
মহেশগঞ্জ—	৭-২৪	১১-২১	১৪-০	১৮-৯	২০-৪৭
নবদ্বীপঘাট—	৭-৩৩	১১-৩০	১৪-৯	১৮-১৬	২০-৫৫

বিশেষ দ্রষ্টব্য—নবদ্বীপঘাট ষ্টেশন অপেক্ষা মহেশগঞ্জ ষ্টেশন হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরের দূরত্ব অনেক কম। শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে যাঁহাদিগকে রাণাঘাটে ট্রেণ বদল করিতে হয়, তাঁহারা রাণাঘাটে প্রাতঃ ৫-৫০,৮-১৪, ৯-৪৬, ১৬-৪৮,১৮-৩৯ এবং ০-৩২ মিনিটের সময় গাড়ী পাইবেন।

শান্তিপুর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে শান্তিপুর ষ্টেশনে৫-৪০,৯-২৯, ১২-২৫,১৬-৪ এবং ১৮-৪১ মিনিটের সময় ট্রেণ পাওয়া যায়।

নবদ্বীপঘাট হইতে কৃষ্ণনগর

নবদ্বীপ ঘাট—	৫-৩৫	৯-২৫	১২-১০	১৫-৩৪	১৮-৪৫
মহেশগঞ্জ—	৫-৪৩	৯-৩৩	১২-১৯	১৫-৪২	১৮-৫৬
আমঘাটা—	৫-৪৯	৯-৩৯	১২-২৬	১৫-৪৮	১৯-৫
কৃষ্ণনগর রোড—	৬-৫	৯-৫৫	১২-৪৩	১৬-৪	১৯-২৪
কৃষ্ণনগর সিটি—	৬-১৩	১০-৩	১২-৫১	১৬-১২	১৯-৩৫

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে—ডাঃ কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম ভক্তিশাস্ত্রী এল, এম, এফ, কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

তারের ঠিকানা— 'শ্রীধাম' নবদ্বীপ
ডাকের ঠিকানা—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

দৈ নি ক

REG. C1544

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩৷৷০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার স্বতন্ত্র।

THE
NADIA-PRAKASH

সাধারণের হার
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸০
মাসিক ১৲
নগদ বর্ত্তমান
সংখ্যা ৫

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৮ম খণ্ড : সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বেদান্তবাচস্পতি [২৯০শ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর- ৩রা ফাল্গুন বৃহস্পতিবার ১৩৪০, ১৫ই ফেব্রুয়ারী ১৯৩৪

কোদালি হস্তে পণ্ডিত জহরলাল

পণ্ডিত জহরলাল নেহেরু কোদালি, গাঁতি ও ঝুড়ি লইয়া একশত জন স্বেচ্ছাসেবকসহ মুঙ্গের সহরে যাত্রা করেন। তাঁহার সহিত অধ্যাপক কৃপালানী, মোহনলাল সাক্সেনা, দীপনারায়ণ সিং ও কয়েকজন মহিলাও গিয়াছেন। তাঁহারা এক সহস্র লোকসহ শোভাযাত্রাসহকারে গমন করেন।

পণ্ডিত জহরলাল ধ্বংসস্তূপ পরিষ্কার করার জন্য কোদালি ধরেন এবং পরিষ্কার করিতে থাকেন। তাহার পর তাঁহার দলের সকলে তাঁহার কার্য্যের অনুসরণ করেন। প্রকাশ, উক্ত দল ধ্বংসস্তূপের নিম্ন হইতে একটি ৭ বৎসর বয়স্কা বালিকার দেহ বাহির করিয়াছেন।

মোটর দুর্ঘটনায় মৃত্যু

"পাইওনীয়ার" পত্রিকার বেরিলীর সংবাদদাতা তারযোগে জানাইয়াছেন, মীরাট জিলার জেনারেল অফিসার কম্যাণ্ডিংয়ের প্রধান কেরাণী ক্যাপ্টেন টিস্‌হার্ষ্ট ৯ই রাত্রে নাইনীতাল বেরিলী রোডে কিচার নিকট এক বিষম মোটর দুর্ঘটনায় আহত হন। সেই আঘাতের ফলে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে।

পোষাকের উপর শুল্ক

জাপানী প্রতিযোগী হইয়া বৃটেনের আমদানী মালের উপর শুল্কের যে আনুপাতিক অংশ দাবী করিয়াছে, তাহাতে বৃটেনের উদ্বেগ হইয়াছে। বৃটেন পূর্ব নিয়ম বজায় রাখিবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন। প্রতিশোধ লইবার জন্য বৃটেনের বাণিজ্য বোর্ড কতকগুলি জিনিষের তালিকা প্রস্তুত করিয়াছেন। তালিকার প্রধান দফা পরিধের পোষাক। পরিধের পোষাকের উপর বর্ত্তমান শুল্কের হার বর্দ্ধিত হইবে। বর্দ্ধিত শুল্কের হার হইবে শতকরা কুড়ি, অর্থাৎ নির্দ্দিষ্ট শুল্কের উপর আরও বিশ মুদ্রা বেশী দিতে হইবে। ১৩ই ফেব্রুয়ারী হইতে এই নিয়ম প্রচলিত।

আসানসোলে খানাতল্লাস

ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলের আসানসোলের উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের সহকারী প্রধান শিক্ষক শ্রীযুত প্রমথ নাথ ভট্টাচার্য্যের গৃহে স্থানীয় পুলিশের সহায়তায় বীরভূমের পুলিশ খানাতল্লাস করে এবং তাঁহার পুত্র অমরনাথ ভট্টাচার্য্যকে গ্রেপ্তার করে। প্রকাশ, বীরভূমের রাজনৈতিক ডাকাতি সম্পর্কেই এই খানাতল্লাস হয়। আপত্তিজনক কিছুই পাওয়া যায় নাই বলিয়া প্রকাশ।

প্যারিসে ৮ শত লোক গ্রেপ্তার

প্যারী হইতে প্রকাশ, যে দাঙ্গা কমিয়াছে, মঙ্গলবারের মত দাঙ্গা আর হয় নাই। এখন চতুর্দ্দিকে শান্তিপতাকা নীরবে উড্ডীন, কেহ দেখিয়াছে, কেহ দেখে নাই, যাহারা দেখিয়াছে তাহারা বুঝিয়াছে প্রলয়বাত্যার অবসান হইয়াছে। যাহারা দেখে নাই তাহারা এখনও কত গণিয়া বিপদের আশঙ্কা করিতেছে। পুলিশের আশঙ্কা যায় নাই। সারা সহরটি পাহারা দিতেছে। ডাক হাঁক কমিয়াছে বটে, কিন্তু ত্রাস যায় নাই।

দাঙ্গার ফলে আটশত লোক গ্রেপ্তার হইয়াছে। পুলিশ অনাহতভাবে যায় নাই. পাঁচজন গুরুতর ভাবে এবং বত্রিশজন অল্পবিস্তর জখম হইয়াছে। জখমই হইয়াছে, কাহারও প্রাণহানি হয় নাই। দাঙ্গাকারীর মধ্যে কতজন আহত হইয়াছে তাহার নিশ্চয়তা নাই। সেণ্ট আমব্রইসের ধর্ম্মমান্দর বিপ্লবীরা লুণ্ঠন করিয়াছে বলিয়া যে গুজোব উঠিয়াছিল তাহা কিন্তু ঠিক নহে। উহারা নিকটবর্ত্তী পুলিশ ষ্টেশন ঘেরাও করিয়াছিল। চারিজন পুলিশম্যান যায় এমন সময় অশ্বারোহী পুলিশ আসিয়া তাহাদিগকে রক্ষা করিয়াছিল। তিনজন পুলিশকে হাসপাতালে যাইতে হইয়াছে।

প্যারিস ৯ই ফেব্রুয়ারী অপরাহ্নে পুনরায় হাঙ্গামা সুরু হয়। সাম্যবাদী এবং ফ্যাসিষ্ট বাদবিরোধী আন্দোলনকারীরা শ্রমকগণের কেন্দ্রে সমবেত হয় এবং প্লেস ডিলা রিপাবলিকের দিকে অগ্রসর হয়। উক্ত ভবনে দেড় হাজার সৈন্য ও পুলিশ প্রহরীতে সুরক্ষিত ছিল। পুলিশ এবং যে সকল প্রহরী টহল দিয়া বেড়াইতেছিল, তাহারা পুনঃ পুনঃ সাম্যবাদীদিগকে আক্রমণ করে। উহারাও পুলিশবাহিনীর উপর নানারূপ অস্ত্র বর্ষণ করে গুলীও চলে। একজন পুলিশ নিহত ও কয়েকজন আহত হয়। সামরিক এম্বুলেন্স গাড়ীতে আহতগণকে স্থানান্তরিত করা হয়। তবে যতদূর অনুমান হয়, তাহাদের আঘাত তেমন গুরুতর নহে। ৩ শত লোককে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। সাম্যবাদীরা নাকি সেণ্ট এম্বরেস গীর্জ্জাটী লুণ্ঠন করিয়াছে। রাস্তায় গাড়ী যাইবার পক্ষে বাধা সৃষ্টি করায় পুলিশের লরী অগ্রসর হইতে পারিতেছে না। সাম্যবাদীরা নাকি সুবিখ্যাত 'জেয়ার ডিলেট' ভবনটিও লুণ্ঠন করিতেছে।

বেতারে বক্তৃতা বন্ধ

মাদ্রিদ হইতে প্রকাশ, স্পেনের রাজনৈতিক গগনে আবার দুষ্ট তারকার উদয় হইয়াছে। যেখানে, সেখানে দাঙ্গা, ছাত্রের দাঙ্গা, কৃষকের দাঙ্গা, দাঙ্গায় দাঙ্গায় মাদ্রিদ সহর ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছে। সে দিবস ছাত্রের দাঙ্গায় ঘর ফাটিয়াছে, বাড়ী ভাঙ্গিয়াছে, ছাদের উপর পাথর পড়িয়া কত লোকের সর্ব্বনাশ হইয়াছে। সরকার কোন কথা না শুনিলেই দণ্ড করিতে হইবে, হতো বড় মুস্কিল। সরকার সামলাইতে না পারিয়া নিয়ম করিয়াছেন, অতঃপর কেহ কোন রাজনৈতিক অথবা ধর্ম্ম সংক্রান্ত বক্তৃতা বেতারে বলিতে পারিবেন না। বেতার এবার সেন্সার হইয়া উঠিয়াছে, তাই তাহার বিক্রয় বন্ধ।

জাল বৈদেশিক মুদ্রার কারখানা

নূতনদিল্লী হইতে প্রকাশ, আজমীর গেটের নিকট জাল বৈদেশিক মুদ্রা তৈয়ারীর একটি কারখানা বাহির হইয়াছে। গোয়েন্দা বিভাগের কর্ম্মচারিগণ মিশর ও আফগানিস্থানের দুই সহস্রাধিক জাল মুদ্রাসহ জলন্ধরবাসী এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করিয়াছে। আফগানিস্থান ও মিশর সরকার এই কারখানার সন্ধানে ভারতে গোয়েন্দা প্রেরণ করিয়াছিলেন।

মাদ্রাজ উপকূলে ভাঙ্গন

মাদ্রাজ হইতে প্রকাশ, রয়াপুরম্ ও কাশীমুদার নিকটবর্ত্তী উপকূলে সমুদ্রের ভাঙ্গন বন্ধ করিবার উপায় নির্দ্ধারণ করিবার জন্য একটি কমিটী নিযুক্ত করা হইয়াছে। রেভিনিউ বোর্ডের সদস্য মিঃ ব্রাকেনবেরী ঐ কমিটীর চেয়ারম্যান নিযুক্ত হইয়াছেন। যথাসম্ভব শীঘ্রই ঐ ব্যাপার সম্পর্কে রিপোর্ট দাখিল করার কথা আছে।

ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

৩রা ফাল্গুন বৃহস্পতিবার, ১৩৪০

ভারত সচিবের সহানুভূতি

লর্ড মেয়র ভারতের ভূকম্পপীড়িত আর্ত্তের সাহায্যার্থ লণ্ডনে সাহায্য ভাণ্ডার খুলিয়াছেন। অনুষ্ঠানের পর কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবার জন্য ম্যানসন হাউসের বিরাট হলে একটি সভার অধিবেশন হইয়াছিল। সভায় বিলাতের বিস্তর গণ্যমান্য ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। ভারত সচিব সার স্যামুয়েল হোর ভারতের ভূতপূর্ব্ব রাজপ্রতিনিধি লর্ড রেডিং, সার ভূপেন মিত্র, লর্ড লয়েড এবং সার হেনরি হুইলার, এই সভায় আর্ত্তের জন্য দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন। বিহারের সমৃদ্ধ সর্ব্বনাশ, কৃষকের ধন-জন-বর্জ্জিত হওয়া, দারুণ দুঃস্থতার বহন, আশ্রয়বিহীন হইয়া মাঠে, ঘাটে, এবং ধনীর গৃহপ্রাঙ্গণে আশ্রয়গ্রহণ ও দেশের সহানুভূতি প্রার্থনা, এই সকল ভীষণ চিত্র লইয়া বক্তাগণ বহু সময় ক্ষেপণ করিয়াছেন।

সংগৃহীত দান

সভায় শ্রোতার সংখ্যা বিস্তর হইয়াছিল। লর্ড মেয়র যখন বলিয়াছিলেন, সিটী কর্পোরেশন সাহায্য ভাণ্ডারে দুই সহস্র গিনি প্রদান করিয়াছে, তখন শ্রোতার বিরাট অঞ্চল হইতে প্রগাঢ় আনন্দধ্বনি উত্থিত হইয়াছিল। তারপর যখন লর্ড মেয়র বলিয়াছিলেন, ব্যাঙ্ক অব ইংলণ্ড হইতে এক সহস্র পাউণ্ড, ইম্পিরিয়াল কেমিক্যাল ইনডাষ্ট্রীজ এবং আর একটি কোম্পানী হইতে পাঁচশত পঁচিশ পাউণ্ড হিসাবে এক হাজার পঞ্চাশ পাউণ্ড, মিডল্যাণ্ডের ন্যাশনাল প্রভিন্সিয়াল এবং ওয়েষ্ট মিনষ্টার ব্যাঙ্ক হইতে পাঁচ শত পাউণ্ড হিসাবে এক হাজার পাউণ্ড, বস্ত্র ব্যবসায় কোম্পানী হইতে পাঁচ শত পাউণ্ড এবং ড্রেপার্স কোম্পানী হইতে দুইশত পঞ্চাশ পাউণ্ড আদায় হইয়াছে, তখন সে ধ্বনি প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছিল।

অনুরোধের উত্তর

লর্ড মেয়র তাঁহার সানন্দ অনুরোধের যথাযথ উত্তর পাইয়া নাগরিককে যথেষ্ট ধন্যবাদ প্রদান করিয়াছেন। বলিয়াছেন, সহানুভূতি প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে রাশি রাশি অর্থ আসিয়া পড়ায় আমি যথেষ্ট অনুগৃহীত হইয়াছি

সার স্যামুয়েল হোর

সার স্যামুয়েল হোর লর্ড মেয়রের ভূয়সী প্রশংসা করিয়া বলিয়াছেন— এরূপ বিপদের দিনে বৈতারের সাহায্যে লর্ড মেয়র বিপন্ন ভারতবাসীর জন্য যে মর্ম্মস্পর্শী আপীল করিয়াছিলেন, তজ্জন্য আমি তাঁহাকে প্রকৃত ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি। বেতারের ইতিহাসে এরূপ ব্যাপার ইতঃপূর্ব্বে শ্রুতিগোচর হয় নাই। লর্ড মেয়রের আপীল শুনিয়া একটী বিধবা রমণী তাঁহার নিকট ২।৬ সেণ্ট প্রেরণ করিয়াছেন। এই বিধবার একমাত্র সন্তান যুদ্ধে প্রাণ বিসর্জ্জন দিয়াছে, রমণী এখন প্রতি সপ্তাহে দশ শিলিং হিসাবে পেনসন পাইয়া থাকেন। দুঃখিনী রমণী দুঃখীর দুঃখে কাতর হইয়া সাধ্যের অতিরিক্ত সাহায্য প্রদান করিয়াছেন। আশা করি সকলেই মেয়রের আপীলে সহানুভূতি প্রকাশ করিয়া অনুষ্ঠিত সাহায্য ভাণ্ডারে যথাসাধ্য সাহায্য করিতে পরাঙ্মুখ হইবেন না।

টাঙ্গাইলে ডাকাতের দৌরাত্ম্য

সম্প্রতি টাঙ্গাইল থানার এলাকাধীন ভাদাবাড়ী হইতে এক সশস্ত্র ডাকাতির সংবাদ আসিয়াছে। প্রকাশ, ডাকাতেরা প্রায় আড়াই হাজার টাকা লইয়া সরিয়া পড়িয়াছে। এই সম্পর্কে যে সামান্য সংবাদ পাওয়া গিয়াছে তাহাতে প্রকাশ, গত ৯ই ফেব্রুয়ারী রাত্রি প্রায় দ্বিপ্রহরের সময়ে প্রায় ১৫ জন লোক কোট ও প্যান্টুলন পরিধান করিয়া ভাদাবাড়ীর শিশিষ্ট ধনী লোক নবাব আলি সরকারের বাড়ীতে চড়াও হয়। তাহাদের সহিত বন্দুক ও অন্যান্য সাংঘাতিক অস্ত্র ছিল। তাহারা বাড়ীতে ঢুকিয়া বাড়ীর লোকজনের নিকট লোহার সিন্দুকের চাবি চায় তাহারা তাহাদিগের কথা অনুসারে কাজ করিতে অস্বীকার করিলে ডাকাতেরা পর পর কয়েকবার গুলী ছুঁড়ে ফলে আসরফ আলি নামক সেই বাড়ীর একজন লোক গুরুতর ভাবে আহত হইয়াছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। তাহাকে টাঙ্গাইলের দাতব্য চিকিৎসালয়ে স্থানান্তরিত করা হইয়াছে। তাহার অবস্থা সঙ্কটজনক। ডাকাতেরা আড়াই হাজার টাকা লইয়া সরিয়া পড়িয়াছে। এই সম্পর্কে কাহাকেও গ্রেপ্তার করা হয় নাই।

খানাতল্লাস

গত নাড়াজোল হইতে প্রকাশ, একজন বৃটিশ সামরিক কর্ম্মচারীর অধীনে কয়েকজন দারোগা, গোয়েন্দা বিভাগের কয়েকজন কর্ম্মচারী ও কয়েকজন সৈনিক মিলিয়া নাড়াজোলে কুমার দেবেন্দ্রলাল খাঁর প্রাসাদে এবং তাঁহার কয়েকজন আত্মীয়স্বজনের বাটীতে খানাতল্লাস করে। প্রকাশ, কয়েক ঘণ্টা ধরিয়া খানাতল্লাস চলিয়াছিল, কিন্তু সন্দেহজনক কিছুই পাওয়া যায় নাই। কয়েক দিন পূর্ব্বে নাড়াজোলে কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। ধৃত যুবকদের নাম— শিশির বিহারী বেরা (১৮) ও কানাই লাল হাজরা (১৬) উভয়েই নাড়াজোল উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের ছাত্র, কুমার দেবেন্দ্রলাল খাঁর আত্মীয় রবীন্দ্রলাল খাঁ (২৪), জিতেন্দ্রলাল খাঁ (২৫), মদনমোহন খাঁ (১৫), কবীন্দ্রলাল খাঁ (১৫) ও হরিপদ রায় (২৬) এবং শৈলেন্দ্রনাথ মল্লিক (২৬)—নাড়াজোল উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের শিক্ষক। পুলিস এই বিদ্যালয়ের ছাত্র চণ্ডীচরণকেও খুঁজিয়াছিল, কিন্তু তাঁহাকে পাওয়া যায় নাই। ধৃত ব্যক্তিগণ সেই দিন হইতে পুলিসের হেপাজতে আছেন। গ্রেপ্তারের কারণ জানা যায় নাই।

আজমীরে পৃথিবী পর্য্যটক

আজমীর হইতে প্রকাশ, ১৯ বৎসর বয়স্ক মুসলমান ভূপর্য্যটক মিঃ টি. এস, কাসিম এখানে পৌঁছিয়াছেন। মিঃ কাসিম কলিকাতা হইতে আসিয়াছেন। তিনি কলিকাতার ওয়াই. এম. সিএর সভ্য। তিনি ১৯৩২ সনের ১৮ই সেপ্টেম্বর কলিকাতা ত্যাগ করেন এবং পদব্রজে এ পর্য্যন্ত ১৪৩৫ মাইল ভ্রমণ করিয়াছেন।

মিঃ কাসিমের নিকট কোন আগ্নেয়াস্ত্র বা পোটলাপুটলী নাই। তিনি বহু রাজনৈতিক কর্ম্মচারীদের সহিত সাক্ষাৎ করেন। ভ্রমণকালে তিনি ইন্দোর, ঝালোয়ার, কিলচিপুর যোধপুর ও শৈলনাথ মহারাজের সহিত সাক্ষাৎ করেন। তাঁহাদের সকলেই তাঁহার খাতায় সহি দিয়া উপদেশ লিখিয়া দিয়া তাঁহাকে উৎসাহিত করেন।

ঝালোয়ারের মহারাণা লিখিয়াছেন— "বিশ্ব একটি বিরাট পুস্তক। যাহারা বাড়ী হইতে বাহির হয় না, তাহারা মাত্র একটি পাতা পড়ে।

কিলচিপুরের মহারাজ তাহার পর লিখিয়াছেন, 'বিশ্ব অর্দ্ধ সত্যের নগণ্য পুস্তক তুমি নিজে একটি বিশ্ববিদ্যালয়, তাহা অধ্যয়ন কর।'

মিঃ কাসিম এখন দক্ষিণ ভারতে ও সিংহলে যাত্রা করিবেন। তাহার পর তিনি কোয়েটা, আফগানিস্থান, পারস্য আরব, ইজিপ্ট, তুরস্ক, রুমানিয়া ও মধ্য য়ুরোপ হইয়া বিদেশ ভ্রমণ করিবেন। তিনি লণ্ডন ভ্রমণের পর সুবিধা হইলে আমেরিকা যাইবেন। তিনি ৫২ হাজার মাইলের অধিক ও ২২টি দেশ এবং তিনটি মহাদেশ ভ্রমণ করিবেন। ইহাতে তাঁহার ৪ বৎসর লাগিবে।

ভারত ও আফ্রিকার নাবিক

লণ্ডন হইতে প্রকাশ, কয়েক সপ্তাহ ধরিয়া কারডিফে একটা গণ্ডগোলের সূত্রপাত হইয়াছে। ঠিক গণ্ডগোল না হইলেও একটা গভীর আলোচনা বটে। আলোচ্য বিষয় কার্ডিফের আফ্রিকাবাসী ভারতীয় নাবিকগণ কি ভাবে বাহিরের সাহায্য পাইবে, এই লইয়া বাদবিতণ্ডা আরম্ভ হইয়াছে। বৃটেনবাসী নাবিকগণের সহিত একযোগে যে সাহায্য থাকিবে কি না, ইহার এখনও মীমাংসা হয় নাই।

লস্করের অবস্থা

৩রা ফেব্রুয়ারী কার্ডিফের লর্ড মেয়র তথনকার অবস্থা বর্ণনা করিয়াছেন। শুনা যাইতেছে ভারতীয় সামাজিক সঙ্ঘ এই বিষয়ের বিচার ভার হাতে লইয়াছেন। বিচার ভার হাতে লইয়া সাধারণ সাহায্য কমিটীতে একখানি পত্র লিখিয়াছেন। পত্রে প্রকাশ, লস্করেরা খাদ্য বস্তাদি সস্তা খাইয়া প্রাণধারণ করে, এ কথা ভুল। অপর পক্ষে যাহারা নিরামিষাশী, তাহাদিগেরও খাদ্য দ্রব্য সংগ্রহ অল্প পয়সায় হয় না। পত্রখানির প্রাপ্তি স্বীকার হইয়াছে কিন্তু এতাবৎ কোন উত্তর পাওয়া যায় নাই।

ক্যামব্রিজের উপনির্ব্বাচন

লণ্ডন হইতে প্রকাশ, জাতীয় রক্ষণশীল দলের সদস্য সার ডগলাস নিউটন লর্ড উপাধি পাওয়ায় ক্যামব্রিজ অঞ্চলের উপনির্ব্বাচন হইয়াছে। জাতীয় রক্ষণশীলদলের মিঃ আর, এল. টাকনেল সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ভোট পাওয়ায় ক্যামব্রিজ অঞ্চলের সদস্য নির্ব্বাচিত হইয়াছেন।

অস্থায়ী পর্ণকুটীর নির্ম্মাণ

দ্বারভাঙ্গা হইতে প্রকাশ, পণ্ডিত জহরলাল নেহেরুর উপদেশ মত লাহোরের পঞ্জাব মহাবীর দল কেন্দ্রীয় সাহায্য সমিতির উপদেশ লইয়া দুর্গতদের দুর্গতি নিবারণের জন্য অস্থায়ী পর্ণকুটীর নির্ম্মাণ কার্য্য আরম্ভ করিয়াছেন। মহাবীর দলের স্বেচ্ছাসেবকগণ ধ্বংসপ্রাপ্ত বাড়ীর ধ্বংসস্তূপ সরাইবার কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছেন। দ্বারভাঙ্গার রেলওয়ে যোগাযোগ আরম্ভ হইয়াছে।

অর্থ সংগ্রহের জন্য সৈন্যদল মোতায়েন

খুলনা হইতে প্রকাশ, উত্তর বিহার ভূমিকম্প সাহায্য ভাণ্ডারের জন্য অর্থ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে এখানে ডারহাম লাইট ইনফ্যানট্রীর সৈন্যদলকে মোতায়েন রাখা হইয়াছে। উক্ত সৈন্যদল স্থানীয় স্পোর্টিং এসোসিয়েশনের সহিত একযোগে দুইটি চ্যারিটি ফুটবল ম্যাচের আয়োজন করেন।

টাউন ক্লাবের মাঠে ডারহাম ইনফ্যানট্রীর রেড ব্লু, বনাম হোয়াইটসদলের খেলা হয়। সৈন্যদলের মধ্যে ইহাই প্রথম ক্রীড়া প্রতিযোগিতা। রেড ব্লু দল এক গোলে জয়লাভ করে। স্থানীয় খেলোয়াড় দলের সহিত ডারহাম দলের দ্বিতীয় ম্যাচ আরম্ভ হইবে। টিকিট বিক্রয়ের সমস্ত অর্থ সাহায্য ভাণ্ডারে দান করা হইবে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রী নদীয়া-প্রকাশ

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক

— পারমার্থিক পত্র —

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশ-
তনয়স্তদ্ধাম-বৃন্দাবনম্,
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং
প্রেমা পুমর্থো মহান্.
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং
তত্রাদরো নঃ পরঃ॥

৮ম বর্ষ } ১৬ গোবিন্দ গৌরাব্দ ৪৪৭, ৩রা ফাল্গুন বঙ্গাব্দ ১৩৪০, ১৭ই ফেব্রুয়ারী ইং ১৯৩৪, বৃহস্পতিবার } ২৯০ তম সংখ্যা

"শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য"

——:০:——

ষ্টেটস্‌ম্যানের অভিমত

"Sree Krishna Chaitanya"
Review of the "Statesman"
28.1.34

Thakur Bhakti Vinode wished to spread the knowledge of the eternal religion taught and practised by Sree Chaitanya to all countries outside Bengal through the medium of the English Language. Mr. Sanyal in this book makes a sincere effort to put into English information he has received from his predecessors. The book deals with the early part of the Career of Sree Krishna Chaitanya whose deeds and teachings according to the author give us the complete view of Absolute. The author has been thorough in his selection of materials for his work, and at pains to explore every source of relevant information. The life of Chaitanya is traced in great detail both as to actual incidents and spiritual development. In the chapter dealing with the Marriage of Chaitanya to Vishnupriya Devi, the whole question of sexual relations is discussed from the Vaishnav point of view. Mr. Sanyal has spared no pains to set out a complete exposition of Vaishnav ideals and teachings. The first volume shows great care in its compilation. Mr. Sanyal has set forth in a scholarly and careful manner the matter which he wishes to put before his readers.

মর্ম্মানুবাদ

শ্রীচৈতন্যদেবের আচরিত ও প্রচারিত নিত্যধর্ম্মের জ্ঞান বাঙ্গালার বাহিরে ইংরাজী ভাষায় প্রচার করিবার জন্য ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন। মিঃ সান্যাল তাঁহার পূর্ব্বাচার্য্যগণের নিকট হইতে যে-সমস্ত তথ্য সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহা ইংরাজীতে প্রকাশ করিবার জন্য আন্তরিক চেষ্টা করিয়াছেন। এই পুস্তকখানিতে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের বাল্যলীলার কথা বর্ণিত হইয়াছে। গ্রন্থকারের মতে তাঁহার (শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের) বাল্যজীবনের লীলা ও শিক্ষায় বাস্তবতত্ত্বের পূর্ণ স্বরূপ প্রকাশিত। গ্রন্থকার তাঁহার গ্রন্থের উপকরণ-সংগ্রহ-বিষয়ে পূর্ণ চেষ্টা করিয়াছেন এবং যথাযথ তথ্য সংগ্রহ করিয়াছেন। গ্রন্থে শ্রীচৈতন্যের জীবনী বাস্তব ও পারমার্থিক অভ্যুদয়ের দিক হইতে অনুসরণ করা হইয়াছে। শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-দেবীর সহিত শ্রীচৈতন্যের বিবাহপ্রসঙ্গের অধ্যায়ে দাম্পত্য সম্বন্ধটী বৈষ্ণবগণের দিক হইতে বিচার করা হইয়াছে। মিঃ সান্যাল বৈষ্ণবের আদর্শ ও শিক্ষা-প্রচার-বিষয়ে পরিশ্রমের কোন ত্রুটী করেন নাই। এই পুস্তকের প্রথম সংখ্যার লিখনে প্রচুর যত্ন লক্ষ্য করা যায়। গ্রন্থকার পাঠকগণের নিকট যাহা বলিতে ইচ্ছা করিয়াছেন তাহা অতি যত্ন ও পাণ্ডিত্যের সহিত প্রকাশ করিয়াছেন।

——

মাদ্রাজ গৌড়ীয়মঠে শ্রীব্যাসপূজা

গত ৪ঠা ফেব্রুয়ারী (১৯৩৪) রবিবার শ্রীগুরুদেবের প্রকট-বাসর ফাল্গুনী শ্রীকৃষ্ণপঞ্চমী তিথির পূজোপলক্ষে শ্রীমাদ্রাজ গৌড়ীয় মঠের সেবকবৃন্দ উষঃকালে গুরু-বন্দনা, পঞ্চতত্ত্ব, মহামন্ত্র প্রভৃতি কীর্ত্তন করিয়াছেন। তৎপর শ্রীল প্রভুপাদের আলেখ্য 'শ্রীকৃষ্ণ-কীর্ত্তন হলে' স্থাপন পূর্ব্বক অতি সুন্দরভাবে পুষ্পমালা দ্বারা সজ্জিত করিয়া যথাবিধি পূজার আয়োজন হয়।

——

বেলা ১০টা হইতে পুনরায় "কৃপাবিন্দু দিয়া" "নিতাই-পদ-কমল" প্রভৃতি মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তনমুখে মঠ-সেবকবৃন্দ শ্রীগুরুপাদপদ্মে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করেন। তৎপর আমন্ত্রিত বহু সজ্জন ব্যক্তিকে শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের বিচিত্র মহাপ্রসাদ প্রদান করা হয়।

——

উপস্থিত ভদ্রমহোদয়গণের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণ-কীর্ত্তন-হলের জমিদাতা য়্যাডভোকেট মিঃ টি, এস, স্বামিনাথম্ আয়ার এম-এ, বি-এল, তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বিশ্বনাথম্ আয়ার, রিসার্চ লেবরেটরীর প্রোপ্রাইটার শ্রীযুক্ত অনন্ত পাই, ঢাকা শক্তি-ঔষধালয়ের কবিরাজ ডাঃ জে, সি চক্রবর্ত্তী কবিরঞ্জন, সেল্‌ফ গবর্ণমেণ্টের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মিঃ সি, জি, কৃষ্ণস্বামী অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেট টি, রাজা গোপালাচারী, পি ডব্লিউ ডি ইঞ্জিনিয়ার টি, জি, কৃষ্ণ আয়ার, য়্যাডভোকেট শঙ্করনারায়ণ, ডাঃ মধুসূদন রাওজী প্রভৃতির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এতদ্ব্যতীত বহু জ্ঞাত ও অজ্ঞাত-নামা ব্যক্তি এবং দীনদরিদ্র প্রসাদ সেবন এবং 'শ্রীকৃষ্ণ-কীর্ত্তন' হলে কৃষ্ণ-কীর্ত্তন শ্রবণ করিয়া নিত্য ভক্ত্যুন্মুখী সুকৃতি-সঞ্চয়ের সুযোগ পাইয়াছেন।

——

সন্ধ্যা ৭ ঘটিকা হইতে পুনরায় শ্রীগুরুপাদপদ্ম মহিমা কীর্ত্তন আরম্ভ হয়। গুর্ব্বষ্টক, গুরুবন্দনা প্রভৃতি কীর্ত্তন হইবার পর ইঞ্জিনিয়ার শ্রীযুক্ত জি, জি, কৃষ্ণ আয়ার মহাশয়ের চতুর্দ্দশ-বর্ষীয় বালক (যিনি সম্প্রতি বড় লাটবাহাদুরকে কৃতিত্বপূর্ণ বাণী শ্রবণ করাইয়া সুবর্ণপদক প্রাপ্ত হইয়াছেন, এবং ইতঃপূর্ব্বেই অতি অল্প বয়সে মহীশূর, ত্রিবাঙ্কুর প্রভৃতি রাজ্যের বহু রাজা মহারাজার নিকট হইতে বহু সুবর্ণ পদক ও সম্মান লাভ করিয়াছেন) শ্রীবিগ্রহের সম্মুখে বংশীসংযোগে সুললিতস্বরে কৃষ্ণমহিমা গান করিয়া উপস্থিত সজ্জনমণ্ডলীর প্রীতি আকর্ষণ করেন। ইঁহার পর শ্রীযুক্তা বিশালাক্ষী আম্মা বীণাযন্ত্রে শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত গান করেন।

——

তৎপরে ইংরাজী, বাঙ্গালা, তামিল, তেলেগু, মালায়াম, কয়ড় প্রভৃতি ভাষায় লিখিত শ্রীল প্রভুপাদের ভুবনমঙ্গল অতিমর্ত্ত্য চরিত্র-গাথাপূর্ণ অভিভাষণাদি পাঠ হয়। পাঠান্তে আরাত্রিক দর্শন করিয়া সজ্জন-মণ্ডলী বিবিধ প্রকার প্রসাদ-লাভে ধন্য হন। ব্যাসপূজা-মহামহোৎসব সর্ব্বতোভাবে সাফল্য-মণ্ডিত করিবার জন্য মঠরক্ষক শ্রীপাদ জগদানন্দ ভক্তিবিকাশ প্রভুর উদ্যম ও মঠ-সেবকগণের সেবাচেষ্টা প্রশংসনীয়া।

——

ত্রিদণ্ডিগৌড়ীয়মঠে

গত ২১শে মাঘ ৪ঠা ফেব্রুয়ারী রবিবার আচার্য্য-প্রবর শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের ষষ্টিতম আবির্ভাবোৎসব যত্নের সহিত পালন করা হইয়াছে।

——

ঐ দিবস আচার্য্যদেবের আবির্ভাব-তিথির মহিমা কীর্ত্তন ও পাঠ হইয়াছে। একটী মহোৎসবের আয়োজন হইয়াছিল, প্রায় ১০০ শত ভদ্রলোক ও কাঙ্গালী প্রসাদ পাইয়াছেন।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১৬ গোবিন্দ অদি কারণোদকশায়ী ৪৪৭

সার্ব্বভৌম শ্রীল জগন্নাথ

আমাদিগকে একজন মহাভাগবতের অপ্রকট-লীলার তিথিস্মরণ করাইয়া দেওয়ার জন্য ফাল্গুন 'অমাবস্যা' বিশ্বের দ্বারে গত কল্য অতিথি হইয়াছিলেন। অমাবস্যায় যাত্রিগণ গঙ্গাস্নানাদি করিয়া সকামভাবে হরিধ্বনি করেন, আর শ্রীচৈতন্যমঠের শুদ্ধ-সেবকগণ শ্রীল জগন্নাথ দাস বাবাজী মহারাজের পতিতপাবনী শিক্ষা-সুরধুনীতে অবগাহন করিয়া প্রেমগদগদ-চিত্তে বিরহ-গাথা ও মহামন্ত্র কীর্ত্তন করিয়াছেন। অমাবস্যার অন্ধকারময়ী রজনী ত্রিতাপগ্রস্ত জনগণের নিকট ভয়ঙ্কর মূর্ত্তিতে প্রকাশিত হইলেও নিরন্তর সেবা-পরায়ণ ভাগবত জনগণের চিত্তে শ্রীকৃষ্ণের রূপমাধুরীর স্ফূর্ত্তি উদিত করায়। কৃষ্ণ-কীর্ত্তনে জগদ্বাসীকে আকর্ষণ করিবার জন্যই বৈষ্ণব-সার্ব্বভৌম শ্রীল জগন্নাথ দাস বাবাজী মহারাজ অমাবস্যা তিথিতে অপ্রকটলীলা আবিষ্কার করিয়াছেন।

"যা নিশা সর্ব্বভূতানাং
তস্যাং জাগর্ত্তি সংযমী"

শ্রীল জগন্নাথ দাস বাবাজী মহারাজের নাম শ্রবণ না করিয়াছেন এইরূপ কোনও ব্যক্তি বোধ হয় গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ে নাই। কারণ শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর, শ্রীল শ্যামানন্দ প্রভু ও শ্রীল শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভু গৌড়মণ্ডলে শুদ্ধভক্তি-ভাগীরথীর কীর্ত্তন-তরঙ্গ উদ্বেলিত করিয়া নিত্যলীলায় প্রবেশ করিলে, গৌড়ীয়-গগন যখন কিছুকাল পরে পুনরায় ত্রয়োদশ-প্রকার অপসম্প্রদায়ের কুজ্ঝটিকায় সমাচ্ছন্ন হইল, তখন তাহার অপসারণের যে প্রবল-বাত্যা আমরা বর্ত্তমানে দর্শন করিতেছি উহার আকর বৈষ্ণব-সার্ব্বভৌম শ্রীশ্রীল জগন্নাথ। তিনি গৌড়মণ্ডল, ক্ষেত্রমণ্ডল ও ব্রজমণ্ডলের মধ্যে একচ্ছত্র বৈষ্ণব-সম্রাজ্‌রূপে বিরাজমান ছিলেন।

পাঠকগণ গৌড়ীয়-বেদান্তাচার্য্য শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভুর নাম বোধ হয় শ্রবণ করিয়াছেন। এই বিদ্যাভূষণপাদের শিষ্য শ্রীউদ্ধব দাস বা মতান্তরে শ্রীউদ্ধব দাস। তাঁহার শিষ্য-পারম্পর্য্যে আমরা শ্রীল মধুসূদন দাসের নাম প্রাপ্ত হই। এই মধুসূদন দাসের শিষ্যই আমাদের শ্রীল জগন্নাথ দাস বাবাজী। তিনি ময়মনসিংহ জিলার টাঙ্গাইল মহকুমার কোন গণ্ডগ্রামে ন্যূনাধিক দেড়শত বৎসর পূর্ব্বে সম্ভ্রান্তকুলে আবির্ভূত হন। তাঁহারই নামানুসারে ময়মনসিংহের 'শ্রীজগন্নাথ-গৌড়ীয়মঠে'র নাম হইয়াছে।

এক্ষণে আমরা বাবাজী মহারাজের আচার-প্রচারাদি সম্বন্ধে দুই একটী কথা কীর্ত্তন করিয়া আত্মশোধনের প্রয়াস পাইব। বর্ত্তমানে আমরা সংস্কৃত-বিদ্যায় পারদর্শী বহু ব্যক্তিকে ঘণ্টা-চুক্তিতে ভাগবত পাঠ করিতে দেখিতে পাই। তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ হয়ত অনেক টীকাদি কণ্ঠস্থ করিয়া পাণ্ডিত্যের পরিচয় প্রদান করেন। অর্থকরী বিদ্যায় বা অর্থকরী চেষ্টায় যে শ্রীমদ্ ভাগবত হৃদয়ে স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হন না, তদ্দ্বারা কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠাদি সংগ্রহের সুবিধা হইলেও তাহাতে যে কিছুমাত্র মঙ্গল সাধিত হয় না, প্রতিষ্ঠালোভী ভৃতক পাঠকের মুখে হরিকথা (?) শ্রবণ করিলেও নিরয়-গামী হইতে হয় বলিয়া শুদ্ধবৈষ্ণবগণ যে বিন্দুমাত্রও তাহার আদর করেন না আমরা শ্রীল জগন্নাথ দাস বাবাজী মহারাজের চরিত্র-আলোচনায় তাহা সুষ্ঠুরূপে দেখিতে পাই।

শ্রীল জগন্নাথ দাস বাবাজী মহারাজ অনেক সময় শ্রীরাধাকুণ্ডতট আশ্রয় করিয়া শ্রীরূপানুগ-ভজনপদ্ধতিতে শ্রীরাধাগোবিন্দের সেবায় নিবিষ্ট থাকিতেন; কখনও বা অভিন্ন-ব্রজমণ্ডল-জ্ঞানে শ্রীগৌড়মণ্ডলে অবস্থান পূর্ব্বক নিরন্তর হরিভজন করিতেন। তিনি ও তাঁহার সহযোগী ঐকান্তিক ভজন-পরায়ণ পরমহংসকুল যখন শ্রীধাম-বৃন্দাবনে ভজনানন্দে মগ্ন ছিলেন, তখন বর্দ্ধমান জেলার কণ্টক নগর হইতে সংস্কৃত-ভাষাকুশল এক প্রসিদ্ধ ভৃতক পাঠক বিপ্র তীর্থবাসের ব্যপদেশে বৃন্দাবনে গমন করিয়া শ্রীমদ্ভাগবতাদি ব্যাখ্যা দ্বারা কনক ও প্রতিষ্ঠাদি-সংগ্রহে রত হন। উক্ত পাঠক মহাশয় এই সকল ভজনানন্দী বৈষ্ণবগণকে তাঁহার পাঠ ও ব্যাখ্যা-শ্রবণে উদাসীন দেখিয়া কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তাঁহারা বলেন,—যাঁহারা ভাগবত-ব্যবসায় করেন তাঁহারা নামাপরাধী। তাঁহাদের মুখে অপ্রাকৃত ও অধোক্ষজ শ্রীকৃষ্ণলীলা কীর্ত্তিত হ'ন না। লাভ, পূজা ও প্রতিষ্ঠার আশায় ভাগবত-পাঠের ছলনায় শরীর ও জিহ্বার নর্ত্তনাদির দ্বারা বেশ্যার বৃত্তি প্রকাশিত হয় মাত্র; উহার দ্বারা কখনও জীবের পরম মঙ্গল হইতে পারে না। পক্ষান্তরে ঐরূপ ভৃতক-পাঠকের মুখে নামাপরাধ শ্রবণ করিতে করিতে জীবের অপরাধ বৃদ্ধি হয় মাত্র। উহাতে কৃষ্ণানুরাগ পরিবর্ত্তে বিষয়তৃষ্ণা, নিষ্কপট ভজনের পরিবর্ত্তে কপট-মিছাভক্তি উদিত হওয়ায় জীবের দুর্গতি বৃদ্ধি হয় মাত্র।

সৌভাগ্যক্রমে উক্ত পাঠকমহাশয় শুদ্ধ-বৈষ্ণবগণের উপদেশামৃত গ্রহণ পূর্ব্বক ব্যবসা-বৃত্তি পরিত্যাগ করিয়া বৈষ্ণবের আনুগত্যে শ্রীমদ্ভাগবতের সেবায় নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ফলে উত্তরকালে তিনি একজন পরমভাগবত হইয়া বৃন্দাবনের আবর্জ্জনাবাহী ভূঁইমালী ও গোখর-চণ্ডাল পর্য্যন্ত সকলকে দণ্ডবৎ প্রণাম করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না। শুদ্ধবৈষ্ণবগণের কৃপায় তাঁহার জাতি, বর্ণ ও পাণ্ডিত্যাদির অভিমান সম্পূর্ণরূপে বিদূরিত হইয়াছিল।

বাবাজী মহারাজ নিরন্তর ভজনে নিযুক্ত থাকিতেন এবং তাঁহার শিষ্যগণকে কায়-মনোবাক্যে হরিভজনের নিমিত্ত উপদেশ করিতেন। তাঁহার নবদ্বীপান্তর্গত কোল-দ্বীপে অবস্থানকালে তদীয় শিষ্যত্বাভিলাষী কতিপয় ব্যক্তি দুর্ভাগ্যক্রমে তাঁহার ভজন-পরায়ণতা উপলব্ধি করিতে না পারিয়া তাঁহার বাক্যে ঔদাসীন্য প্রকাশপূর্ব্বক অসুবিধায় পতিত হইয়াছিলেন। ঐসকল ব্যক্তি কৌপীনধারী হইয়া মনে করিতেন যে, তাঁহাদিগকে আর শারীরিক পরিশ্রম দ্বারা হরিভজন করিতে হইবে না, আলস্যে গা ভাসাইয়া দিয়া নামগ্রহণের ছলনা দেখাইলেই ভজন হইবে। বস্তুতঃ-পক্ষে সম্বন্ধজ্ঞানরহিত অবস্থায় যে ভজন হইতে পারে না, বৈষ্ণবগণ যে কখনও ভাণ্ডোর প্রশ্রয় দেন না, ইহা না জানিবার নিমিত্তই তাঁহাদের ঐপ্রকার দুর্ম্মতির উদয় হইয়াছিল। ঐ অবস্থা হইতে তাঁহাদিগকে উদ্ধার করিবার জন্য সিদ্ধ বাবাজী মহারাজ অহৈতুক-কৃপাপরবশ হইয়া 'ভজন-কুটীরের' পার্শ্ববর্ত্তী শাকসব্‌জীর ক্ষেত্র-পরিষ্কারকার্য্যে নিযুক্ত হইতে উপদেশ করিলেন। অবশ্য এই শাকসব্জী কৃষ্ণসেবার জন্যই নিযুক্ত হইত; সুতরাং এই শাকসব্জীর ক্ষেত্রে দৈহিক পরিশ্রম করিলে ভাণ্ডা অপসারিত হইয়া কৃষ্ণসেবার ভাবই হৃদয়ে প্রবেশ করিত। কিন্তু উক্ত নামাপরাধিগণ তাহা বুঝিতে না পারিয়া মহাভাগবত-নির্দ্দিষ্ট সেবাকার্য্যকে কর্ম্মাঙ্গের সহিত সমপর্য্যায়ে স্থাপনপূর্ব্বক নিরয়গামী হইলেন।

ক্রমে ভজনের নামে স্ত্রীসঙ্গাদি তাঁহাদের সঙ্গী হওয়া ভক্তিরাজ্য হইতে তাঁহাদিগকে চিরতরে বহিষ্কৃত করিয়া দিল। শ্রীল ভক্তি-বিনোদ ঠাকুর কোন সময় বাবাজী মহারাজের নিকট গমন করিলে তিনি তাঁহার নিকট উহাদের দুর্ভাগ্যের বিষয় বর্ণনপূর্ব্বক যথা-কর্ত্তব্য বিধানার্থ অনুরোধ করিলেন। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ঐ ভজনানন্দিব্রুব-গণের তিনজনের একজনকে গৃহস্থধর্ম্ম যাজনের আদেশ করিলেন, একজনকে তীর্থভ্রমণে যাইতে বলিলেন এবং অপর ব্যক্তির অপ-রাধ ক্ষমাই বিবেচনা করিয়া তাঁহাকে আত্ম-মঙ্গললাভের জন্য বাবাজী মহারাজের নির্দ্দেশ-অনুসারে নিরন্তর হস্তের দ্বারা ক্ষেত্রে কার্য্য করিতে এবং বদনে কৃষ্ণনাম কীর্ত্তন করিতে আদেশ করিলেন।

মহাপ্রভুর লীলা-সঙ্গোপনের পর তদীয় আবির্ভাবভূমি শ্রীধাম-মায়াপুর কিছুকাল সাধারণ জনগণের দর্শনের ও জ্ঞানের অন্তরালে অবস্থান করিতেছিলেন। সর্ব্ব-সাধারণের হিতসাধনের জন্য শ্রীল জগন্নাথ দাস বাবাজী মহারাজই সর্ব্বপ্রথম শ্রীধামের সন্ধান প্রদান পূর্ব্বক শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরকে তাঁহা আবিষ্কারার্থ অনুরোধ করেন। এই সময় ঠাকুর শ্রীল ভক্তি-বিনোদ স্বানন্দসুখদকুঞ্জে অবস্থান করিয়া ভজনানন্দে মগ্ন ছিলেন। শ্রীল জগন্নাথ-দাস বাবাজী মহারাজও তখন তথায় অবস্থান করিয়া ভজন করিতেন। ভজনসময়ে তাঁহারা শ্রীকুঞ্জ হইতে রাত্রিকালে শ্রীধামের দিব্য চিন্ময়ালোক দিব্যনেত্রে দর্শন করিতেন। পরে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর সেই আবিষ্কৃত শ্রীধামের সংস্থানাদি সম্বন্ধে শাস্ত্র-প্রমাণ-সম্বলিত গ্রন্থ প্রণয়ন করেন এবং সাধারণের বিশ্বাস-স্থাপনার্থ ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক তথ্য সংগ্রহ করেন।

এতদ্বিষয়ে কৃষ্ণনগরের সুপ্রসিদ্ধ এ, ভি, স্কুলে একটী বিরাট্ সভার অধিবেশন হইয়াছিল। সেই সভায় নবদ্বীপ, কৃষ্ণনগর, শান্তিপুর ও অন্যান্য স্থানের বহু মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত, উকিল, মোক্তার, অধ্যাপক জমিদার প্রমুখ বিশিষ্ট জনগণ ঠাকুরের অকাট্য প্রমাণ দর্শন করিয়া মুগ্ধ হ'ন এবং এক বাক্যে তাহা স্বীকার করেন। যখন শ্রীযোগপীঠ আবিষ্কৃত হইলেন, তখন শ্রীল বাবাজী মহারাজ বয়সাধিক্য বশতঃ স্বয়ং কোথাও যাইতে পারিতেন না। তাঁহার সেবক (অধুনা বৃন্দাবনবাসী) শ্রীল বিহারী দাস বাবাজী তাঁহার ইচ্ছাক্রমে তাঁহাকে সযত্নে ঝুড়িতে স্থাপন পূর্ব্বক মস্তকোপরি বহন করিয়া বিভিন্ন স্থানে লইয়া যাইতেন। তিনি যখন ঐপ্রকারে শ্রীল বিহারী দাস বাবাজী কর্ত্তৃক বাহিত হইয়া শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীযোগপীঠে উপস্থিত হন তখন সকলে দেখিয়া বিস্মিত হইলেন, বার্দ্ধক্যবশতঃ লোলচর্ম্ম শ্রীল জগন্নাথ দাস বাবাজী মহারাজ মহাপ্রভুর প্রেমে আপ্লুত হইয়া উদ্দণ্ড নৃত্য করিতেছেন। চিচ্ছক্তির প্রকাশ-দর্শনে তখন দর্শকমণ্ডলী সকলেই স্তম্ভিত ও প্রেমাশ্রু বিসর্জ্জন না করিয়া থাকিতে পারেন নাই

সাবিত্রী ও ব্রজাঙ্গনা

[মহোপদেশক শ্রীপাদ অপ্রাকৃত ভক্তিসারঙ্গ]

(৪)

শ্রীমদ্ভাগবত ১১।৭।৭৩ বলেন—

এবং কুটুম্ব্যশান্তাত্মা দ্বন্দ্বারামঃ পতত্রিবৎ।
পুষ্ণন্ কুটুম্বং কৃপণঃ সানুবন্ধোঽবসীদতি॥

এই প্রকার যে-সকল অশান্তচিত্ত মানব বিষয়সম্ভোগ ও পুত্রকলত্রাদির ভরণ-পোষণকে জীবনের সার জ্ঞান করে, তাহারা বংশ-পরম্পরায় কখনই দুঃখ হইতে পরিত্রাণ পায় না। সুতরাং সতত অবসাদগ্রস্ত হয়।

পরমপতি পরমেশ্বরের নিত্যসেবাবঞ্চিত হওয়া ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-বাঞ্ছা বা কেবলাদ্বৈতবাদীর মোক্ষবাঞ্ছা দ্বারা পরিচালিত জীব অজ্ঞানতিমিরাচ্ছন্ন বা আত্মঘাতী হয়।

অজ্ঞান-তমের নাম কহিয়ে কৈতব।
ধর্ম্ম অর্থ-কাম-বাঞ্ছা আদি এই সব॥
তা'র মধ্যে মোক্ষবাঞ্ছা কৈতব প্রধান।
যাহা হইতে কৃষ্ণভক্তি হয় অন্তর্দ্ধান॥

নৃদেহমাদ্যং সুলভং সুদুর্ল্লভং
প্লবং সুকল্পং গুরুকর্ণধারম্।
ময়ানুকূলেন নভস্বতেরিতং
পুমান্ ভবাব্ধিং ন তরেৎ স আত্মহা।
—ভাঃ ১১।২০।১৭

অসুর্য্যা নাম তে লোকা অন্ধেন তমসাবৃতাঃ।
তাংস্তে প্রেত্যাভিগচ্ছন্তি যে কে
চাত্মহনো জনাঃ।
(ঈশোপনিষদ্)

আত্মঘাতী জীবের দুর্গতির সীমা নাই।

কৃষ্ণ-বহির্ম্মুখ দোষ মায়া হইতে হয়।
কৃষ্ণোন্মুখ-ভক্তি হইতে মায়ামুক্ত হয়॥
কৃষ্ণ-ভুলি' সেই জীব অনাদি-বহির্ম্মুখ।
অতএব মায়া তারে দেয় সংসার-দুঃখ॥
পিশাচী পাইলে যেন মতিচ্ছন্ন হয়।
মায়াগ্রস্ত জীবের হয় সে ভাব উদয়॥
কভু রাজা কভু প্রজা কভু বিপ্র শূদ্র।
কভু সুখী, কভু দুঃখী, কভু কীট ক্ষুদ্র॥
কভু স্বর্গে, কভু মর্ত্ত্যে, নরকে বা কভু।
কভু দেব, কভু দৈত্য, কভু দাস প্রভু॥
এইরূপে সংসার ভ্রমিতে কোন জন।
সাধুসঙ্গে নিজতত্ত্ব অবগত হন॥
সাধুসঙ্গ পাই আর সংসার না চায়।
কেন বা ভজিনু মায়া করে হায় হায়॥
কেঁদে বলে ওহে কৃষ্ণ আমি তব দাস।
তোমার চরণ ছাড়ি' হইল সর্ব্বনাশ॥
কাকুতি করিয়া কৃষ্ণে ডাকে একবার।
মায়াবদ্ধ হ'তে কৃষ্ণ তারে করে পার॥

গোপীগণ মহামায়ার ক্রীড়াপুত্তলি নহেন।

আত্ম-সুখ-দুঃখ গোপী না করে বিচার।
কৃষ্ণ-সুখ-হেতু করে সব ব্যবহার॥
কৃষ্ণ বিনা আর সব করি' পরিত্যাগ।
কৃষ্ণ-সুখ হেতু করে শুদ্ধ অনুরাগ॥

* * *

সে-বিষয়ে গোপীগণের উপপতি-ভাবে।
যোগমায়া করিবেক আপন প্রভাবে॥

* * *

ময়ি ভক্তির্হি ভূতানামমৃতত্বায় কল্পতে।
দিষ্ট্যা যদাসীন্মৎস্নেহো ভবতীনাং মদাপনঃ॥
(শ্রীমদ্ভাগবত ১০।৮২।৪৪)

শ্রীকৃষ্ণ গোপীদিগকে বলিয়াছেন—"আমার প্রতি তোমাদের যে স্নেহ বিদ্যমান এই পরম মঙ্গলময় স্নেহই প্রাণীদিগের মোক্ষের কারণ, কেন না ইহা দ্বারা আমাকে প্রাপ্ত হওয়া যায়।

নেমং বিরিঞ্চো ন ভবো ন শ্রীরপ্যঙ্গসংশ্রয়া।
প্রসাদং লেভিরে গোপী যত্তৎ প্রাপ
বিমুক্তিদাৎ
(শ্রীমদ্ভাগবত ১০।৯।২০)

গোপীগণ মুক্তিদাতা শ্রীহরির নিকট হইতে যে প্রসাদ লাভ করিয়াছিলেন, ব্রহ্মা ও মহাদেব তাহা পান নাই, এমন কি তাঁহার অঙ্গসংশ্রিতা লক্ষ্মীও সে প্রসাদ প্রাপ্ত হন নাই।

সেই গোপীভাবামৃতে যার লোভ হয়॥
বেদধর্ম্ম সর্ব্ব ত্যজি' সেই কৃষ্ণেরে ভজয়॥

আদিপুরাণে—

মন্মাহাত্ম্যং মৎসপর্য্যাং মৎশ্রদ্ধাং মন্মনোগতম্।
জানন্তি গোপিকাঃ পার্থ নান্যে
জানন্তি তত্ত্বতঃ॥

শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিয়াছিলেন—"হে পার্থ! মদীয় মাহাত্ম্য, পূজা, শ্রদ্ধা ও আমার মনোবৃত্তি গোপীগণ ব্যতীত অন্য কেহ জানেন না।"

গোপাঙ্গনাগণ লজ্জা, মান, গর্ব্ব, শ্রী, কুল, শীল, সুখ, দুঃখ, ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম সকলই ত্যাগ করিয়া কেবলমাত্র শ্রীকৃষ্ণের বিলাস-জনিত প্রেমমকরন্দ পান করিয়া তৃপ্তি লাভ করিয়াছিলেন।

নিজাঙ্গমপি যা গোপ্যো মমেতি সমুপাসতে।
তাভ্যঃ পরং ন মে পার্থ নিগূঢ়প্রেম-
ভাজনম্॥

শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছিলেন,—হে অর্জ্জুন! গোপিকাগণ তাঁহাদিগের অঙ্গকে মদীয় (শ্রীভগবানের) ভোগ্য বলিয়া যত্ন করেন, তাঁহারা ভিন্ন আমার (শ্রীভগবানের) প্রেম-পাত্র আর অন্য কেহ নাই।

গোপীভাব-অবলম্বনপূর্ব্বক ভজনই ভগবানের অতীব প্রিয়।

গোপিকা জানেন কৃষ্ণ মনের বাঞ্ছিত।
প্রেম-সেবা-পরিপাটী ইষ্টসন্নিহিত॥
—শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

পরমপতি শ্রীকৃষ্ণকে পাইবার জন্য যাঁহাদের চিত্ত উৎকণ্ঠিত, তাঁহারা জাগতিক পতি-পুত্রাদি যে উপেক্ষা করিবেন তাহাতে আর অসম্ভব কি?

ধর্ম্মশাস্ত্রে লিখিত আছে—

"রক্ষেৎ কন্যাং পিতা বিন্নাং পতিঃ
পুত্রাস্তু বার্দ্ধক্যে।
অভাবে জ্ঞাতয়স্তেষাং স্বাতন্ত্র্যং
ন কচিৎ স্ত্রিয়ঃ॥"

স্ত্রীলোকের বাল্যকালে পিতার রক্ষণে, যৌবনে স্বামীর এবং বৃদ্ধাবস্থায় পুত্রের অধীনে থাকা কর্ত্তব্য; তদভাবে জ্ঞাতির অধীনে থাকিয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করা কর্ত্তব্য।"

কিন্তু গোপীগণ তাঁহাদের স্বামি-পুত্রাদিকে উপেক্ষাপূর্ব্বক নিশীথসময়ে কাননে প্রবেশ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের উপাসনা করিতেন। তাহাতে কি তাঁহাদের অধর্ম্মের সঞ্চার হইয়াছিল? না, তাহা নহে। পরন্তু তাঁহারা এতদ্দ্বারা পরম-ধর্ম্মের অনুশীলন করিয়া পতিব্রতা শিরোমণি হইয়াছেন। ভগবান্ কৃষ্ণ তাঁহাদিগের লজ্জা, ধৈর্য্য, ভয় প্রভৃতি অন্তঃকরণের বৃত্তিসমূহ হরণ করায় তাঁহারা অন্তর-হীন দেহে তাঁহাদিগের স্বামি-পুত্রাদির নিকট উপস্থিত থাকিতেন এবং সূত্র-সঞ্চালিত কাষ্ঠ-পুত্তলিকার ন্যায় শ্রীকৃষ্ণপ্রেমরজ্জুতে আকৃষ্ট হইয়া বাহ্যজ্ঞানশূন্য ও অবসন্নভাবে আত্মীয়-স্বজনের বাধা বিপত্তি উপেক্ষা করিয়া তাঁহার সেবায় ধাবিত হইতেন। যোগমায়া সর্ব্বদাই তাঁহাদিগকে কৃষ্ণ-ভজনের বাধাবিপত্তি হইতে রক্ষা করিতেন।

তা বার্য্যমাণাঃ পতিভিঃ পিতৃভির্ভ্রাতৃবন্ধুভিঃ।
গোবিন্দাপহৃতাত্মানো ন ন্যবর্ত্তন্ত মোহিতাঃ॥

গোবিন্দ কর্ত্তৃক তাঁহাদের অন্তঃকরণ অপহৃত হওয়াতে তাঁহারা বাহ্যজ্ঞানশূন্য ও মোহিত হইয়া পতি, পিতা, ভ্রাতা বন্ধু বান্ধবাদির পুনঃ পুনঃ নিষেধে কর্ণপাত না করিয়া কৃষ্ণ-সমীপে যাত্রা করিলেন। কেহই তাঁহাদের গতিরোধ করিতে পারেন নাই।

আহুশ্চ তে নলিননাভ পদারবিন্দং
যোগেশ্বরৈর্হৃদি বিচিন্ত্যমগাধবোধৈঃ।
সংসারকূপপতিতোত্তরণাবলম্বং
গেহং জুষামপি মনস্যুদিয়াৎ সদা নঃ॥
(শ্রীমদ্ভাগবত ১০।৮২।৪৮)

গোপীগণ বলিলেন,—"হে কমলনাভ, সংসারকূপে পতিত জনের উদ্ধরণের একমাত্র অবলম্বনস্বরূপ তোমার পাদপদ্ম, যাহা অগাধ-বোধ যোগেশ্বরদিগের হৃদয়েই সর্ব্বদা চিন্তনীয়, তাহা গৃহসেবী আমাদিগের মনে উদিত হউক।"

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর "অনুভাষ্যে" লিখিয়াছেন—"গোপীগণ বিশুদ্ধ কৃষ্ণসেবাপর। তাঁহারা ঐশ্বর্য্য বা তাদৃশ অন্য মাহাত্ম্যে বিমুগ্ধ হইয়া সেবাপরা নহেন।…তুর্য্যবোধ বৈভবপতিকে বিষয়নিবৃত্ত তদেকচিত্ত যোগিগণ যেরূপ ধ্যানের দ্বারা অনুশীলন করেন, অথবা বিষয়-প্রবৃত্তগণ বিষয়-সমৃদ্ধির জন্য নিজ দেহপুত্রকলত্রাদির ঐহিক মঙ্গল বা নিজের ভব-সংসার হইতে মুক্ত হইবার উদ্দেশ্যে হরিপদাশ্রয় করেন গোপীগণের তাদৃশ ধ্যানপরায়ণা চেষ্টা বা সংকল্প-নিপুণতা নাই। তাঁহারা সর্ব্বেন্দ্রিয়দ্বারা কায়মনোবাক্যে কৃষ্ণের শুদ্ধসেবায় নিরতা।"

ইহা স্বল্পপুণ্যবান্ ব্যক্তির বোধগম্য বিষয় নহে। কৃষ্ণেতরবিষয়-চেষ্টা-প্রণোদিত হইয়া যাঁহারা বেদের পুষ্পিতবাক্যে মুগ্ধ হইয়াছেন তাঁহারা কর্ম্মী। তাই শ্রীমন্মহাপ্রভু তাঁহাদের মঙ্গলের জন্য গাহিয়াছেন—

ন ধনং ন জনং ন সুন্দরীং কবিতাং
বা জগদীশ কাময়ে।
মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে
ভবতাদ্ভক্তিরহৈতুকী ত্বয়ি॥

"আমার কর্ত্তব্য"

[শ্রীরাধারমণ ব্রহ্মচারী]

(১)

'আমার কর্ত্তব্য কি?' এ বিষয়ে আমি যখন চিন্তা করি তখন দেখতে পাই—এই "দেবীধামে" বহু প্রকারের কর্ত্তব্য আমার, সম্মুখে দণ্ডায়মান! স্বামীর-সেবা করা, তৃষ্ণাতুর ব্যক্তির তৃষ্ণাদূর, ক্ষুধাতুর ব্যক্তির ক্ষুধা দূর করা এই প্রকারের বহু কর্ত্তব্য আমার নিকট 'আমার কর্ত্তব্য' ব'লে পরিচয় দান করে কিন্তু এইগুলি কি "আমার প্রকৃত কর্ত্তব্য?" তা' যদি হ'ত তবে চৌরাশি-লক্ষ যোনি ভ্রমণ ক'রে এই প্রকার বহু মাতা-পিতা, আত্মীয়-স্বজন ও দেশবাসীর সেবায় আত্মনিয়োগ করতঃ বৃথা কালক্ষয় করাতেও আমার কর্ত্তব্যের শেষ হ'ল কৈ?

চৌরাশি লক্ষ যোনি গতাগতির পর এই সুদুর্ল্লভ মনুষ্যজন্ম লাভ ক'রেও আমার "কর্ত্তব্য" বিষয়ে আমি সম্পূর্ণ উদাসীন, তাই বিমুগ্ধমোহিনী মায়ার আনুগত্য অবলম্বন করতঃ মায়া-প্রপীড়িত জীবগণের সেবা এবং এই প্রকার অনিত্য বস্তুতে মত্ত হ'য়ে পশুর ন্যায় খেয়ে দেয়ে বেঁচে থাকাকেই আমি আমার একমাত্র 'মুখ্য কর্ত্তব্য' ব'লে বিবেচনা করি। কিন্তু হায়! এক মুহূর্ত্তের জন্যও আমি চিন্তা করি না যে ইহজগতের যাবতীয় বস্তুই অনিত্য, অতএব অনিত্য বস্তুর সেবাদ্বারা আমার প্রকৃত কর্ত্তব্য পালন হ'তে পারে না। এই প্রকার অবান্তর কর্ত্তব্য পালন করবার জন্যই কি ভগবান্ আমাকে সুদুর্ল্লভ মনুষ্য জন্ম দান ক'রেছেন?

শুদ্ধভক্তি গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। ভাষ্যসহ বিরাট্ শ্রীচৈতন্যভাগবত ৬৲
২। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ১৮৲
একাদশ স্কন্ধ হইতে প্রতিখণ্ড ১৷৵০
৩। ভাষ্যসহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (৪র্থ সংস্করণ) ৬৲
৪। ভক্তিবিবেককুসুমাঞ্জলি (বাঁধা) ১৲
৫। গৌড়ীয়-গৌরব ১৷৵০
৬। গৌড়ীয়-সাহিত্য ১৷৵০
৭। ভজনরহস্য ৷০
শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও
শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৷৷০
৯। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ)
ঐ (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৷৷০
১০। গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি টীকাসহ)
ঐ (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৷৷০
১১। গীতায় কেবল মাধ্ব-ভাষ্য ৷৷০
১২। মুক্তিমল্লিকা ভগবৎসৌরভঃ সানুবাদ (মাধ্ব) ২৲
১৩। বেদান্ততত্ত্বসার সানুবাদ রামানুজীয়) ৷৷০
১৪। বৈষ্ণবধর্ম্ম ২৲
১৫। শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৷৷০
১৬। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১৭। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ৷৷৵০
ঐ (বাঁধা) ৷৷০
১৮। দ্বীপ-দিগ্দর্শন ৵০
১৯। সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ) ১৷৵০
২০। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ৷৷০
ঐ (আবাঁধা) ১৷৵০
২১ নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৷৷০
২২। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৵০
২৩। গীতমালা ৴১০
২৪। নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য ৵০
২৫। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৵০
২৬। নবদ্বীপ পঞ্জিকা (৪৪৭ গৌরাব্দ) ৵০
২৭। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ৷০
২৮। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা-দর্পণ ৷০
২৯। শরণাগতি ৴০
৩০। গীতাবলী ৴০
৩১। চিত্রে নবদ্বীপ ১৷৷০
৩২। সাধনকণ ৴০
৩৩। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৴০
৩৪। নবদ্বীপশতক ৴০
৩৫। অর্থপঞ্চক ৴০
৩৬। সদাচারস্মৃতিঃ ৴০
৩৭। কল্যাণকল্পতরু (৫ম সংস্করণ) ৴১০
৩৮। অর্চ্চনকণ ৴১০
৩৯। সাধককণ্ঠমালা (বাঁধা) ৷০
ঐ (আবাঁধা) ৷৴০
৪০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (প্রথম চারিখণ্ড) ৩
৪১। ব্রহ্মসংহিতা ৷০
৪২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৷৷০
৪৩। মণিমঞ্জরী সানুবাদ ৷০
৪৪। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৷৷০
৪৫। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ৷০
৪৬। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ৷০
৪৭। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৷৷০
৪৮। গৌড়ীয়মঠ কি করেন ? ৴০
৪৯। ঈশোপনিষৎ (বলদেব ও মাধ্ব-ভাষ্য এবং বিবৃতি ও অনুবাদসহ) ৷০
৫০। শ্রীভুবনেশ্বর ৵০
৫১। সিদ্ধান্তদর্পণ ৵০
৫২। সাংখ্যবাণী ৴০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৫৩। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী-দিগ্বিজয়ঃ ৷৷০
৫৪। সটীক-শিক্ষাদশমূলম্ ৷০
৫৫। তত্ত্ব-সূত্রম্ ৷০
৫৬। সানুবাদ-শিক্ষাষ্টকম্ ৵০
৫৭। গৌড়ীয়মঠস্থ পরিচয়ঃ ৴০
৫৮। সারাংশবর্ণনম্ ৵০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৫৯। রায় রামানন্দ ৷৷০
৬০। নামভজন ৷০
৬১। রিলেটীভ্ ওয়ার্ল্ড্স্ ১৷৵০
৬২। লাইফ্ য়্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ৷০
৬৩। বৈষ্ণবীজম্ ৷০
৬৪। হোয়াট্ গৌড়ীয়মঠ ইজ্ ডুইং ৴০
৬৫। দি ভাগবত ৷০
৬৬। ইরোটিক্ প্রিন্সিপ্ল্ য়্যাণ্ড আনেলয়েড্ ডিভোসন ৷০
৬৭। ব্রহ্ম-সংহিতা ২৷৷০
৬৮। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (ভলুম ওয়ান) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৬৯। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ৷৷০
৭০। সাধন পথ ৷০
৭১। কল্যাণ-কল্পতরু ৴১০
৭২। গীতাবলী ৴০
৭৩। শরণাগতি ৴০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৭৪। শরণাগতি

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

নদীয়া-প্রকাশপ্রাপ্তির স্থান

১। শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম-মায়াপুর, নদীয়া
২। শ্রীযোগপীঠ ঐ
৩। শ্রীবাস অঙ্গন ঐ
৪। অদ্বৈত-ভবন ঐ
৫। কাজীর সমাধি-পাট ঐ
৬। আনন্দ-সুখদ-কুঞ্জ শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ নদীয়া।
৭। শ্রীভাগবত আসন কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
৮। শ্রীএকায়ন মঠ গোবিন্দপুর, হাঁসখালী।
৯। দ্বাদশগোপাল পাট—পোঃ চাকদহ,
১০। শ্রীগৌর-গদাধরমঠ—চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড, বর্দ্ধমান
১১। শ্রীমোদদ্রুমছত্র মাউগাছি, বর্দ্ধমান
১২। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম, আমলাযোড়া, পোঃ রাজবাধ বর্দ্ধমান
১৩। শ্রীগৌড়ীয়মঠ বাগবাজার, কলিকাতা
১৪। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাজু, হাওড়া,
১৫। শ্রীমাধব-গৌড়ীয়মঠ, ৯০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা
১৬। শ্রীগোপালজী মঠ কমলাপুর, ঢাকা।
১৭। শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ পোঃ বালিয়াটী,
১৮। শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয়মঠ ময়মনসিংহ।
১৯। শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ চিরুলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর
২০। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম গোয়ালপাড়া, আসাম
২১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ রায়াপেট্টা, মান্দ্রাজ।
২২। শ্রীরামানন্দগৌড়ীয় মঠ কব্বুর, জিঃ পশ্চিম গোদাবরী
২৩। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ উড়িয়াবাজার, কটক।
২৪। শ্রীত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয় মঠ ভুবনেশ্বর।
২৫। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ স্বর্গদ্বার, পুরী।
২৬। শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ আলালনাথ পোঃ ব্রহ্মগিরি, পুরী।
২৭। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ ডুমুরকুণ্ডা, পোঃ চিরকুণ্ডা, মানভূম।
২৮। শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ—৪২ নং ফরিদপুরা, আনন্দভবন, বারাণসী।
২৯। শ্রীরূপগৌড়ীয় মঠ—এলাহাবাদ।
৩০। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ পুরাণবাজার, সরকার ঠাকুরের কুঞ্জ, বৃন্দাবন
৩১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, নিউদিল্লী
৩২। শ্রীপরমহংসমঠ—নৈমিষারণ্য,
৩৩। শ্রীসারস্বত গৌড়ীয় মঠ—হরিদ্বার।
৩৪। শ্রীব্যাসগৌড়ীয়মঠ—কুরুক্ষেত্র, পঞ্জাব
৩৫। শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাবুলনাথ রোড, পোঃ গ্র্যান্ট রোড, বোম্বে।
৩৬। লণ্ডন গৌড়ীয়মঠ, ৩নং গ্লষ্টার হাউস, কর্ণওয়াল গার্ডেন্স, (S. W. 7) লণ্ডন।
৩৭। অমরি গৌড়ীয়মঠ—মেদিনীপুর
৩৮। সরভোগ গৌড়ীয় মঠ—সরভোগ, কামরূপ, আসাম
৩৯। শ্রীগৌড়ীয়মঠ—১০০ নং মিঠাপুর পাটনা।

শুদ্ধভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী মাসিক। শ্রীধাম-মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৷৷০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দি ভাষায় একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি হৃদয় বন মহারাজ সম্পাদিত ও নৈমিষারণ্য শ্রীপরমহংস মঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা ডাক ১৷৷০ দেড় টাকা মাত্র।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷৷০ দেড় টাকা মাত্র।

৫। কীর্ত্তন—মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ নিমানন্দ সেবাতীর্থ বি-এজি, বি-টি, সম্পাদিত। আসাম গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম হইতে প্রকাশিত আসামী ভাষায় মাসিক। ভিক্ষা সডাক ১৷৷০ দেড় টাকা মাত্র

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ প্রণীত সমগ্র গ্রন্থ

গ্রন্থের মূল বোল্ড অক্ষরে এবং তন্নিম্নে বর্ত্তমান যুগে শুদ্ধভক্তিপ্রচারের মূল মহাপুরুষ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অমৃতপ্রবাহভাষ্য ও প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের অনুভাষ্য সন্নিবেশিত হইয়াছে। অতি সুন্দর ছাপা। ডবল ক্রাউন আটপেজি আকারে ১০৯৬ পৃষ্ঠায় কেবল মূল ও ভাষ্য সম্পূর্ণ হইয়াছে। তদ্ব্যতীত ২১৮ পৃষ্ঠায় কেবল শ্লোকসূচী, পদ্যসূচী, স্থানসূচী, পাত্রসূচী, বিষয়-সূচী, শব্দসূচী প্রভৃতি বিস্তৃত সূচী-পত্র। সমগ্র শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের এরূপ উৎকৃষ্ট ও অমূল্য বিরাট্ সংস্করণ জগতের কোথায়ও আজ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হন নাই, ইহা নিরপেক্ষ পাঠক মাত্রেই একবাক্যে স্বীকার করিয়া থাকেন। সর্ব্বসাধারণের সুবিধার জন্য ভিক্ষা ১২৲ বারটাকা স্থলে—৬৲ ছয়টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীচৈতন্যমঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

বিশ্ব-বিশ্রুত শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত

শ্রীচৈতন্য ভাগবত

বিরাট্ দ্বিতীয় সংস্করণ

গৌড়ীয়াচার্য্যভাস্কর প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ কর্ত্তৃক গৌড়ীয়ভাষ্য ও বিবৃতিসহ প্রকাশিত। সংস্কৃত শ্লোক সমূহের অন্বয়, অনুবাদ ও ব্যাখ্যা সন্নিবেশিত। প্রতি অধ্যায়ের কথাসার, অধ্যায়-সূচী শ্লোক-সূচী, পয়ার-সূচী, স্থান-সূচী, পাত্র-সূচী, ও গ্রন্থকার শ্রীল বৃন্দাবন দাস গোস্বামীর জীবনী প্রভৃতি মহামূল্য-রত্নে অলঙ্কৃত।

ভিক্ষা—সর্ব্বসাধারণের সুবিধার জন্য বর্ত্তমানে ১২৲ স্থলে মাত্র ৬৲ ছয়টাকা নির্দ্ধারিত হইয়াছে।

প্রাপ্তিস্থান—

১। শ্রীচৈতন্যমঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
২। শ্রীগৌড়ীয় মঠ পোঃ বাগবাজার কলিকাতা,

কালেক্টর সাহেবের পত্র

কালেক্টর সাহেবের কুঠি,
কৃষ্ণনগর,
২৩শে জানুয়ারী, ১৯৩৪।

মহাশয়,

সম্প্রতি প্রচণ্ড ভূমিকম্পে আমাদের দেশবাসীর যেরূপ ক্ষতি হইয়াছে সে সংবাদ সকলে অবগত আছেন। দুঃস্থ ব্যক্তিগণের সাহায্যার্থে মহামান্য বড়লাট সাহেব আপনাদের নিকট যে আবেদন করিয়াছেন তাহার অনুবাদ নিম্নে প্রদত্ত হইল। ঐ আবেদন যতদূর সম্ভব সর্ব্বসাধারণের নিকট প্রচার করিবেন।

এই মহদুদ্দেশ্যে যিনি যেরূপ সাহায্য করিবেন তাহাই সাদরে গৃহীত হইবে। যদি সাহায্যের পরিমাণ অল্প বিধায় কেহ উহা সোজা দিল্লীতে পাঠাইতে কুণ্ঠিত হন তাহা হইলে তিনি উহা নিঃসঙ্কোচে আমার নিকট পাঠাইতে পারেন।

এইচ. বোস্
ম্যাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর, নদীয়া।
২৩, ১, ৩৪.

মহামান্য বড়লাট বাহাদুরের টেলিগ্রামের সংক্ষিপ্ত অনুবাদ।

—:*:—

গত সোমবার ১৫ই জানুয়ারী অপরাহ্নে প্রচণ্ড ভূ-কম্পনের ফলে মুহূর্ত্ত-মধ্যে বহুসংখ্যক দেশবাসীর উপর বিশেষতঃ বিহার ও উড়িষ্যা প্রদেশে সম্প্রতি যে ভীষণ বিপৎপাত হইয়াছে তাহার প্রকৃত বিবরণ অদ্যাবধি পাওয়া যায় নাই। ইহা বলিলে অবশ্য অত্যুক্তি হয় না যে, উহাতে আতঙ্কজনক প্রাণহানি, অসংখ্য গৃহ ভূমিসাৎ এবং বিস্তীর্ণ ভূ-খণ্ডের বহু সম্পত্তি ও দ্রব্যাদি বিধ্বস্ত ও লুপ্তপ্রায় হইয়াছে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, এই ভীষণ দুর্দ্দিনে ভারতদেশীয় সকল শ্রেণীর অধিবাসিবৃন্দের সহানুভূতির ধারা দুঃস্থ ও বিপন্ন জনগণের প্রতি বর্ষিত হইবে ও তাহাদের দুঃখ বিমোচনের সকল প্রচেষ্টা সর্ব্বসাধারণে সত্বর গ্রহণ করিবেন। এতদুদ্দেশ্যে আমি "ভাইসরয়ের ভূমিকম্প ভাণ্ডার" নামে একটী অর্থ-ভাণ্ডার প্রতিষ্ঠিত করিতে মনস্থ করিয়াছি। সমস্ত সাহায্য ভাইসরয়ের প্রাইভেট সেক্রেটারীর নিকট (ভাইসরয়ের ভবন—নয়া দিল্লী) পাঠাইতে প্রেরিত হইবে ও প্রত্যেক সাহায্য "উইলিংডন"

সুবর্ণ সুযোগ। সুবর্ণ সুযোগ।।

সরস্বতী জয়শ্রী

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের জীবনচরিত

আগামী শ্রীশ্রীব্যাসপূজা-বাসরে শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণবসম্প্রদায়ৈক-সংরক্ষক ও শ্রীগৌড়ীয়মঠের মূল মহাপুরুষ প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের ভুবনমঙ্গল জীবনচরিত— "সরস্বতী-জয়শ্রী" প্রকাশিত হইবেন। এই গ্রন্থমধ্যে বিবিধ চিত্র, মানচিত্র ও হস্তাক্ষর-সম্বলিত পরমশিক্ষা-প্রদ বিষয় সন্নিবেশিত থাকিবে। গ্রন্থের কলেবর রয়্যাল আটপেজী সাইজের ন্যূনাধিক পাঁচশত পৃষ্ঠা হইবে। নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক মাত্র ছাপা হইতেছে, সুতরাং অতি সত্বর নিম্ন ঠিকানায় গ্রাহক-শ্রেণীভুক্ত হউন।

কার্য্যাধ্যক্ষ, গ্রন্থ-বিভাগ,
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা।

রেলওয়ে সময়

ই, বি, আর দিয়া শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইবার ট্রেণ তালিকা।

স্টেশন						
কলিকাতা	ছাঃ	০—৬,	৭—১৬,	১৪—১৪	১৬—৫৬,	২২—২৬
রাণাঘাট	ছাঃ	৫—৫০,	৯—৪৬.	১৬—৪৮,	১৮—৩৯,	০—৩২
কৃষ্ণনগরসিটি	পৌঃ	৬—২৮,	১০—২১	১৭—২৮	১৯—১৫	১—১৪
গাড়ী বদল	ছাঃ	৬—৪৫,	১০—৪৪,	১৩—২২,	১৭—৩৮,	২০—১৬
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৭—২৪,	১১—২১,	১৪—০,	১৮—১,	২০—৪৭
নবদ্বীপঘাট	পৌঃ	৭—৩৩,	১১—৩০,	১৪—৯,	১৮—১৬,	২০—৫৫

মহেশগঞ্জ ষ্টেশন হইতেও শ্রীধাম-মায়াপুরে যাওয়া যায়।

ই, বি, আর, দিয়া শ্রীধাম-মায়াপুর যাইবার ট্রেণ-তালিকা।

স্টেশন					
হাওড়া	ছাঃ	৬—৪৬	১২—৪৬	১৭—৪৬	১৮—৩৬
ব্যাণ্ডেল	ছাঃ	৮—২৩	১৪—১১	১৮—৪৭	১৯—৪৩
নবদ্বীপ	পৌঃ	১০—২২	১৬—১৪	২০—৪৬	২১—৩৭

সহর নবদ্বীপ হইতে গঙ্গা পার হইয়া পূর্ব্বপারে প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইতে হইবে।

কৃষ্ণনগর নবদ্বীপঘাট রেলওয়ে সময়

কৃষ্ণনগর হইতে নবদ্বীপঘাট

স্টেশন					
কৃষ্ণনগর সিটি—	৬-৪৫	১০-৪৪	১৩-২২	১৭-৩৮	২০-১৬
কৃষ্ণনগর রোড—	৬-৫৬	১০-৫৫	১৩-৩৩	১৭-৪৭	২০-২৫
আমঘাটা—	৭-১৫	১১-১৩	১৩-৫১	১৮-৩	২০-৪১
মহেশগঞ্জ—	৭-২৪	১১-২১	১৪-০	১৮-১	২০-৪৭
নবদ্বীপঘাট—	৭-৩৩	১১-৩০	১৪-৯	১৮-১৬	২০-৫৫

বিশেষ দ্রষ্টব্য—নবদ্বীপঘাট ষ্টেশন অপেক্ষা মহেশগঞ্জ ষ্টেশন হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরের দূরত্ব অনেক কম। শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে যাঁহাদিগকে রাণাঘাটে ট্রেণ বদল করিতে হয়, তাঁহারা রাণাঘাটে প্রাতঃ ৫-৫০,৮-১৪, ৯-৪৬. ১৬-৪৮.১৮-৩৯ এবং ০-৩২ মিনিটের সময় গাড়ী পাইবেন।

শান্তিপুর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে শান্তিপুর ষ্টেশনে ৫-৪০,৯-২৯, ১২-২৫,১৬-৩ এবং ১৮-৪১ মিনিটের সময় ট্রেণ পাওয়া যায়।

নবদ্বীপঘাট হইতে কৃষ্ণনগর

স্টেশন					
নবদ্বীপ ঘাট—	৫-৩৫	৯-২৫	১২-১০	১৫-৩৪	১৮-৪৫
মহেশগঞ্জ—	৫-৪৩	৯-৩৩	১২-১৯	১৫-৪১	১৮-৫৩
আমঘাটা—	৫-৪৯	৯-৩৯	১২-২৬	১৫-৪৮	১৯-৫
কৃষ্ণনগর রোড—	৬-৫	৯-৫৫	১২-৪০	১৬-৪	১৯-২৪
কৃষ্ণনগর সিটি—	৬-১৩	১০-৩	১২-৫১	১৬-১২	১৯-৩৩

গান্ধীজীর জার্ম্মাণ শিষ্যা

গান্ধীজীর জার্ম্মাণ শিষ্যা ডাঃ স্পিগেল আমেদাবাদে পৌঁছিয়াছেন এবং হরিজন আশ্রম বলিয়া অভিহিত মহাত্মার সবরমতি আশ্রমে অবস্থান করিতেছেন। ডাঃ স্পিগেল হরিজন উন্নতির কার্য্যে নিযুক্ত আছেন।

সবরমতি আশ্রম ব্যবহারে অনুমতি

জনসেবা সংক্রান্ত কোন কার্য্যের জন্য ভাড়া দিয়া ঐ আশ্রমের ভূমি ও বাটীগুলি ব্যবহার করিতে গান্ধীজী অনুমতি দিয়াছেন তদনুসারে তাঁহার আশ্রমের যে গরুগুলিকে আশ্রম ছাড়িয়া দেওয়ায় স্থানান্তরিত করা হইয়াছিল, সেগুলিকে পুনরায় তাহার আশ্রমে আনায়ন করা হইয়াছে। কিন্তু তাহার জন্য ভাড়া দিতে হইবে।

কানপুরে সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা

হিন্দুদের একটি বিবাহের শোভাযাত্রা মসজিদের নিকট দিয়া যাইতেছিল, মুসলমানরা তাহাতে আপত্তি করিয়া শোভাযাত্রার গতিরোধ করে। শোভাযাত্রাকারীরা অগ্রসর হইতে চাহিলে বাড়ীর উপর হইতে প্রস্তর খণ্ড বর্ষিত হয়। ইহাতে হাঙ্গামা বাধে এবং তাহার ফলে কোতোয়ালের নামে একজন আহত হয়। তাহাকে হাসপাতালে প্রেরণ করা হইয়াছে। পুলিস আসিয়া হাঙ্গামা বন্ধ করে।

ঝুমকাতে মৃদু কম্পন

গত ৯ই ফেব্রুয়ারী রাত্রি প্রায় সোয়া ৮টার সময় এখানে আবার বেশ একটু জোর ভূমিকম্প অনুভূত হয়। গত ১৫ই জানুয়ারীর পর এরূপ জোর কম্পন এপর্য্যন্ত আর হয় নাই।

পূর্ণিয়ায় আবার কম্পন

গত ৯ই ফেব্রুয়ারী রাত্রি প্রায় ৮টার সময় এখানে পুনরায় মৃদু কম্পন অনুভূত হয়। উহা প্রায় ২ সেকেণ্ড স্থায়ী হয়।

মৈমনসিংহে ভীষণ ডাকাতি

৬ই ফেব্রুয়ারী রাত্রিতে সেনবাড়ী জমিদারী কাছারীতে একটি ভীষণ ডাকাতি হইয়া গিয়াছে। কাছারীর লোকজন পরাভূত এবং সাংঘাতিকভাবে প্রহৃত হইয়াছে। দারোয়ানের মাথায় আঘাত লাগিয়াছিল। সে হাসপাতালে গিয়া মারা পড়িয়াছে।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে—ডাঃ কুঞ্জবিহারী ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম ভক্তিশাস্ত্রী এল, এম, এফ কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

তারের ঠিকানা— 'শ্রীশ্রীমায়া' নবদ্বীপ
ডাকের ঠিকানা—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

দৈনিক

REG. C 1544

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ।৵
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩৷৹
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র।

নদীয়া-প্রকাশ

THE
NADIA-PRAKASH

সাহায্যের হার
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸৹
মাসিক ১৲
নগদ বর্ত্তমান
সংখ্যা ৫

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৮ম খণ্ড সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বেদান্তবাচস্পতি [২৯১শ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর— ৪ঠা ফাল্গুন শুক্রবার ১৩৪০, ১৬ই ফেব্রুয়ারী ১৯৩৪

উড়িষ্যা লাটের গ্রীষ্মাবাস

বহরমপুর হইতে প্রকাশ, প্রস্তাবিত নূতন উড়িষ্যা প্রদেশের লাটের গ্রীষ্মাবাস মাদ্রাজ রাজ্যান্তর্গত মহেন্দ্রগিরিতে প্রতিষ্ঠিত করিবার কথা উড়িষ্যার শাসন ব্যবস্থার জন্য কমিটী অনুমোদন করিয়াছিলেন জিলা স্বাস্থ্য কর্ম্মচারী প্রস্তাবিত শৈলাবাস জ্বরের প্রভাব মুক্ত হইবে না বলিয়া অভিমত প্রকাশ করায় এ বিষয়ে আরও তদন্ত হইবে।

মাদ্রাজে ভীষণ দাঙ্গা

রামনদ হইতে প্রকাশ, গত ১২ই ফেব্রুয়ারী মঙ্গলবার সন্ধ্যার সময়ে রামনদ জেলার শিবাটু গ্রামে হরিজন ও অম্বলাগারদিগের মধ্যে একটি ভীষণ সংঘর্ষ হইয়া গিয়াছে। এই দাঙ্গার সময় কয়েকটী বাড়ী লুট হইয়া গিয়াছে এবং কয়েকজন ব্যক্তি আহত হইয়াছে।

ঘটনার বিবরণে প্রকাশ যে, 'অম্বলাগার'গণ উক্ত গ্রামের হরিজনগণকে বার্ষিক মন্দিরের লড়াই উপলক্ষে ষাঁড় ধরিতে বলে। তাহারা অস্বীকৃত হয়। ফলে দুই দলে সংঘর্ষ বাধে। প্রায় একশত লোক লাঠিসোটা লইয়া দাঙ্গায় যোগদান করে। প্রকাশ যে, হরিজনদিগের পল্লীতে প্রায় প্রত্যেকটি বাড়ীই লুট হইয়াছে। প্রায় ২০ জন লোক আহত হইয়াছে। কয়েকজন স্ত্রীলোক আহত হইয়াছেন।

দ্বারভাঙ্গায় বিমান দুর্ঘটনা

পাটনা হইতে প্রকাশ, অমারেবল মিঃ [illegible] ভূমিকম্প বিধ্বস্ত অঞ্চল পরিদর্শন করিতে গিয়া ১১ই ফেব্রুয়ারী সন্ধ্যায় বিমান উলটাইয়া আহত হইয়াছেন।

প্রাতে তিনি বহু স্থান বিমানে দেখিয়া অপরাহ্ণে দ্বারভাঙ্গায় পৌঁছেন। বিমান যাত্রা কালে তিনি যে আঘাত পাইয়াছেন তাহা মারাত্মক নহে।

ইহার ফলে বিহার গবর্ণর তাঁহার মুঙ্গের যাত্রা স্থগিত রাখিয়াছেন। বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যাইতেছে না।

গরুর গাড়ীর সহিত ট্রেণের সংঘর্ষ

কাশী হইতে প্রকাশ, জি, আই, পি, রেলওয়ের জব্বলপুর ডিভিসনাল ট্রান্স পোর্টেশন সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট তারযোগে জানাইয়াছেন :—

গত ১০ই সকাল ৪ ঘটিকার সময়ে বিলোচপুরা ও বামকুট্টা ষ্টেশনদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী ৮৩৯ মাইলের নিকট ৫০২ নং লেভেল ক্রশিংএ এক গরুর গাড়ীর সহিত ১৪নং আপ পার্শ্বেল এক্সপ্রেসের সংঘর্ষ হইয়াছিল। ফলে বলদ দুইটি নিহত ও গাড়ীর গাড়োয়ান আহত হইয়াছে।

মেদিনীপুরের প্রধান শিক্ষক দণ্ডিত

ভগবানপুর এচ, ই, স্কুলের (মেদিনীপুর) প্রধান শিক্ষক শ্রীযুত নীলমণি বেরা ছয়মাস সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন। তাঁহার বিরুদ্ধে এই অভিযোগ ছিল যে তিনি জোর করিয়া এক দলিলে এক অসমর্থের টিপ সহি করাইয়া লইয়াছিলেন। নিম্ন আদালতের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে তিনি আপীল করিয়াছেন।

জহরলাল নেহরু গ্রেপ্তার

এলাহাবাদ হইতে প্রকাশ, গত ১২ই ফেব্রুয়ারী অপরাহ্ণে পণ্ডিত জহরলাল নেহেরু গ্রেপ্তার হইয়াছেন। সহরের পুলিশের ডেপুটি সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট রায় সাহেব প্যারীশঙ্কর সন্ধ্যা প্রায় সাড়ে ৬ ঘটিকার সময় আনন্দভবনে উপস্থিত হন। সেই সময় পণ্ডিত জহরলাল নেহেরু শ্রীযুত পুরুষোত্তমদাস টেণ্ডন এবং অপর কয়েক ব্যক্তির সহিত চা পান করিতেছিলেন। পুলিশ দেখিয়াই পণ্ডিতজী স্মিতবদনে বলেন কয়েক দিন হলো আমি তোমাদের জন্য অপেক্ষা করিতেছিলাম।' প্রস্তুত হইবার জন্য পণ্ডিতজীকে কয়েক মিনিট সময় প্রদান করা হয়।

পণ্ডিতজীর মাতা শ্রীযুক্তা স্বরূপরাণী নেহরু রোগে শয্যাশায়িনী হইয়া আছেন। পুত্রকে বিদায় দিবার সময় তিনি পণ্ডিতজীকে আলিঙ্গনাবদ্ধ করিয়া নীরবে অশ্রু বিসর্জ্জন করেন। শ্রীমতী কমলা নেহরুকেও বিশেষ ভাবে বিচলিত বলিয়া বোধ হয়। ইতিমধ্যে যে সকল বন্ধুবান্ধব তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে সমবেত হন, পণ্ডিতজী তাঁহাদিগকে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করিয়া শ্রীযুত পুরুষোত্তমদাস টেণ্ডনের সহিত তিনি পুলিসের মোটরে আরোহণ করেন। তাঁহাকে নৈনী জেলে লইয়া যাওয়া হইবে বলিয়া অনুমিত হয়।

দশ দিবস বিহারের বিধ্বস্ত অঞ্চলে পরিভ্রমণের পর গত ১১ই অপরাহ্ণে তিনি এলাহাবাদ প্রত্যাবর্ত্তন করেন। তিনি কেন্দ্রীয় ও এলাহাবাদের সাহায্য কমিটীর জন্য রিপোর্ট প্রণয়নে ব্যস্ত ছিলেন।

এইবার দিয়া পণ্ডিতজী এই সাতবার গ্রেপ্তার হইলেন। ইতঃপূর্ব্বে তিনি সাড়ে ৫ বৎসর জেলে কাটাইয়াছেন। সম্ভবতঃ সম্প্রতি যে কয়েকটি বিবৃতি ও বক্তৃতা তিনি দিয়াছেন, সেই সম্পর্কেই তাঁহাকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। উহাতে তিনি "রাজনৈতিক ভূমিকম্পের" উল্লেখ করেন এবং বাঙ্গালার সরকারী কর্ম্মচারীদের সমালোচনা করেন।

ডাকাত দলের সাজা

কৃষ্ণনগর হইতে প্রকাশ, ডাকাইত দলভুক্ত লোক বলিয়া দোষী সাব্যস্ত করিয়া দায়রা জজ ৭ জন লোককে ৩ বৎসর করিয়া সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন। একজন অব্যাহতি লাভ করিয়াছে। পাঠকবর্গের বোধ হয় স্মরণ আছে যে, আসামীগণের একটি দল দিয়া মেলের নিকটবর্ত্তী লোটাসুন্দরী গুরুদ্বার দুইবার আক্রমণ করে। দ্বিতীয় আক্রমণে ডাকাতদের দুই ব্যক্তি আহত হইয়া গ্রেপ্তার হয়। তাহাদের মধ্যে একজন রাজসাক্ষী হয়।

মাদ্রাজের আইন সদস্য

মাদ্রাজ হইতে প্রকাশ, বিশ্বস্ত মহলের খবরে প্রকাশ, মাদ্রাজ সরকারের আইন সদস্য সার এম, কৃষ্ণণ নায়ার সম্বরই অবকাশ গ্রহণ করিলে তাঁহার স্থলে মাদ্রাজের এডভোকেট জেনারেল সার এ, কৃষ্ণস্বামী উক্ত আইন সদস্যের পদে নিযুক্ত হইবেন।

প্রেসিডেন্টের অব্যাহতি লাভ

বাসরহাট মহকুমার স্বরূপনগর য়ুনিয়ন-বোর্ডের ভূতপূর্ব্ব প্রেসিডেণ্ট মহম্মদ মোল্লা-নস্করকে আলিপুরের ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ এস, কে, গাঙ্গুলীর এজলাসে এই মর্ম্মে অভিযুক্ত করা হইয়াছিল যে, সে বিশ্বাসঘাতকতা পূর্ব্বক বোর্ডের কতক অর্থ আত্মসাৎ করিয়াছে। গত ১২ই ফেব্রুয়ারী এই মামলার বিচার হইয়া গিয়াছে। ম্যাজিষ্ট্রেট আসামীকে অব্যাহতি প্রদান করিয়াছেন।

ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

৪ঠা ফাল্গুন শুক্রবার, ১৩৫০

গত ১লা ফাল্গুন, "হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ ইনসিওরেন্স কোম্পানীর" রৌপ্যজুবিলী—অর্থাৎ পঞ্চবিংশতি বার্ষিক উৎসব নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হইয়াছে। বাঙ্গালীর পরিচালিত এই প্রতিষ্ঠান, নানা বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়া সাফল্য লাভ করিয়াছে, ইহা বাঙ্গালীর পক্ষে আনন্দের সংবাদ; দীর্ঘজীবন লাভ করিয়া "হিন্দুস্থান ইনসিওরেন্স" কোম্পানী বাঙ্গালী ব্যবসায়ীদিগের সমক্ষে যে আদর্শ স্থাপন করিয়াছে, তাহা লক্ষ্যীভূত বিষয়।

আমরা শুনিয়া আনন্দিত হইলাম, কলিকাতায় ভারতীয় সংবাদপত্রসেবী সঙ্ঘের সভায় মন্তব্য গৃহীত হইয়াছিল যে, অন্যান্য বিপন্ন প্রবাসী বাঙ্গালীদের সাহায্যদানে অমনোযোগিতা সম্পর্কে কোনরূপ বাদ-বিতণ্ডা না করিয়া জাতিধর্ম নির্বিচারে বিপন্নগণের সাহায্যদানের জন্য সকলেরই দেশবাসীর সকাশে আবেদন করা হইবে। কিন্তু ইহার পরও নাকি যুক্তপ্রদেশের "লীডার" পত্রের যুক্তপ্রদেশস্থ সংবাদদাতা বাঙ্গালী প্রবাসীদের প্রতি বিদ্বেষপূর্ণ উক্তির হলাহল উদ্গীরণ করিয়াছেন। কথাটা সত্য হইলে বাস্তবিকই দুঃখের বিষয়। বিপন্ন সহায়তাও গোপনরক্ষের পাইবে।

প্রকাশ, উত্তর আস্ট্রেলিয়া অঞ্চলে জাপানীরা যুদ্ধ করিবার জন্য প্রস্তুত হইতেছে, সোভিয়েট শাসিত রুশিয়ার প্রধান সেনাপতি নাকি ঐরূপ মর্মে এক ঘোষণা করিয়াছেন। সেই স্থান হইতে তাঁহারা অতি শীঘ্রই সোভিয়েট রুশিয়ার বিরুদ্ধে সৈন্য চালনা করিবার ব্যবস্থা করিতেছেন। জাপানীদের যত সৈন্য আছে, তাহার তিন ভাগের এক ভাগ উহারা ঐ স্থানে সমাবেশ করিয়াছে। রুশিয়াও সেই জন্য ঐ অঞ্চলে সৈন্য সমাবেশ করিতেছে এবং যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইতেছে। জাপানীরা যাহাতে ঐ স্থান আক্রমণ করিয়া উহা দখল করিতে না পারে, তাহার জন্য সর্ববিধ বন্দোবস্ত করিতেছে। বিশ্ব-শান্তি-দূতগণ কোথায়?

দিল্লীর এক সরকারী ঘোষণায় প্রকাশ, আগামী ১৫ই ফেব্রুয়ারী হইতে পঞ্জাবের গভর্ণর, চার মাসের অনধিককালের জন্য ছুটী পাওয়ায় সার সিকান্দার হায়াৎ খাঁ সাহেবের উইলিয়াম এমার্সনের স্থানে অস্থায়ীভাবে পঞ্জাবের গভর্ণরের পদে নিযুক্ত হইলেন। সার এমার্সনের পত্নী লেডী এমার্সন কিছুকাল হইতে অসুস্থ বলিয়া ডাক্তারের পরামর্শে তাঁহাকে স্বাস্থ্যোদ্ধারের জন্য অবিলম্বে স্বদেশ যাত্রা করিতে হইবে, এই জন্যই পঞ্জাব লাট বাহাদুরের এই জরুরী ছুটী।

একটি তারের সংবাদে প্রকাশ যে, প্যারিসে সর্ব্বস্বত্ববাদীদল (কমুনিষ্ট) এবং ফ্যাসিষ্ট বিরোধী দলে বেশ রণ আরম্ভ হইয়াছে। ইহাতে বেশ বুঝা যাইতেছে যে, ফ্রান্সে গণতন্ত্রবাদের প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হইয়াছে। যুরোপে যখন একটা হুজুগ উঠে তখন তথাকার লোক সেই হুজুগে মাতিয়া উঠে। ফলেই শীঘ্রই তথায় উহার প্রতিক্রিয়া প্রকাশ পায়। ফ্যাসিষ্টদল যুদ্ধের সময় ইটালীতে আবির্ভূত হইয়াছে। ইহারা সকলে স্বৈরশাসনেরও পক্ষপাতী। সুতরাং সর্ব্বস্বত্ববাদের এবং গণতন্ত্রের বিরোধী। ফ্রান্সে যে ফ্যাসিষ্ট দলের আবির্ভাব হইয়াছে একথা ইহার পূর্ব্বে কখনও শুনা যায় নাই। ক্রমশঃই উহা প্রকাশ পাইতেছে। দেখা যা'ক উহা কোন পর্য্যন্ত গড়ায়।

লাহোর হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি

নূতন দিল্লী হইতে প্রকাশ, এলাহাবাদ হাইকোর্টের অন্যতম জজ বিচারপতি মিঃ জন ডগলাস ইয়ং বার এণ্টল সার সাদিলালের স্থলে লাহোর হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি নিযুক্ত হইয়াছেন।

তহবিল তছরূপ মামলা

দিল্লী হইতে প্রকাশ, ভুখী সেনট্রাল সমবায় ব্যাঙ্কের তহবিল তছরূপের মামলার শুনানী শেষ হইয়াছে। ১৮ হাজার টাকা ক্ষতি সম্পর্কে উক্ত মামলা উপস্থিত করা হইয়াছিল। ব্যাঙ্কের পরিচালক সভার ভূতপূর্ব্ব সদস্য অবৈতনিক সম্পাদক রাও পদসিং, কোষাধ্যক্ষ ও ম্যানেজার ঐ সম্পর্কে অভিযুক্ত হইয়া প্রত্যেকে ৫ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন। হিসাব পরীক্ষক ও একজন কেরাণী অপেক্ষাকৃত অল্প কালের জন্য কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন। আসামীরা ২০ হাজার টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছে, দ্বিতীয় পদসিংহই ১০ হাজার টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন। উক্ত জরিমানার টাকা হইতে ১৫ হাজার টাকা উক্ত ব্যাঙ্ককে দিতে হইবে।

১০ হাজার টাকা লুণ্ঠন

পরমানন্দ দুবে এবং অপর ৭ জন লোকের বিরুদ্ধে কলিকাতা হাইকোর্ট দায়রার বিচারপতি ক্যাফের এবং স্পেশ্যাল জুরীর এজলাসে নরহত্যা, ডাকাতি ষড়যন্ত্র এবং চোরাই মাল রাখার অভিযোগে উপস্থাপিত হইয়াছে। হ্যারিসন রোডের সুরজমল এবং নাগরমল কাপড়ের ১০ হাজার টাকা সম্পত্তি অপহরণের সংস্রবে ঐ অভিযোগ উপস্থিত হয়। এই মামলায় একজন নারীও অভিযুক্ত হইয়াছে।

মামলার উদ্বোধন প্রসঙ্গে ষ্ট্যান্ডিং কাউন্সেল বলেন, নগরের কেন্দ্রস্থলে প্রকাশ্য দিবালোকে অপরাধ অনুষ্ঠিত হইয়াছে। জমাদার গঙ্গাসাগর পাণ্ডে তাহার মনিবের আফিস হইতে ৭টি ছোট প্যাকেট বাক্সে ১০ হাজার টাকা আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট পোষ্ট আফিসে লইয়া যাইতেছিল। জমাদার যখন সীতারাম ঘোষ ষ্ট্রীট এবং নবীন পাল লেনের সংযোগস্থলের নিকট আগমন করে তখন অভিযুক্ত রামস্বরূপ তেওয়ারী একটা বড় ছুরি দ্বারা তাহাকে হঠাৎ আক্রমণ করে। নিকটেই একটা মোটর গাড়ীতে আরও কয়েকজন লোক লাঠি প্রভৃতি লইয়া অপেক্ষা করিতেছিল। জমাদার ভূপতিত হইলে অভিযুক্তরা তাহার টাকা কাড়িয়া লইয়া পলায়ন করে। কিশোরী চট্টোপাধ্যায় মোটর গাড়ীটাকে থামাইয়া রাখিতে চেষ্টা পান কিন্তু অকৃতকার্য্য হন। আহত জমাদারকে হাসপাতালে প্রেরণ করা হয় কিন্তু তথায় তাহার মৃত্যু হয়।

এই ঘটনার সংস্রবে যে মোটর গাড়ী ব্যবহৃত হয়, তাহা সাধারণতঃ শ্রীরামপুরে চালিত হইত, কিন্তু এই ডাকাতির উদ্দেশ্যেই উহা কলিকাতায় লইয়া আসা হয়। মোটর গাড়ীর চালক ব্রজবাসী সিংহকে পরে গ্রেপ্তার করা হয় কিন্তু তাহাকে ক্ষমা করা হইয়াছে।

সেন্ড রোড এবং অন্যান্য স্থান অতিক্রম করিয়া ডাকাতেরা বালিগঞ্জ এভেনিউতে লুণ্ঠিত টাকা বণ্টন করে। তৎপর গাড়ীটাকে মেরামতের জন্য মেসার্স মেকেঞ্জি এণ্ড কোম্পানীতে লইয়া আসা হয়। এই স্থানে পুলিস গাড়ীর চালককে গ্রেপ্তার করে।

সকল অভিযুক্তের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের অভিযোগ উপস্থাপিত হইয়াছে। অভিযুক্ত রামস্বরূপের বিরুদ্ধে হত্যার এবং অনিচ্ছাকৃত নরহত্যার অভিযোগও উপস্থাপিত হইয়াছে। প্রথম ৫ জন অভিযুক্তের এবং সুরজমল এবং নাগরমল কাপড়ের ভূতপূর্ব্ব ভৃত্য রাম নারায়ণ পাণ্ডের বিরুদ্ধে ডাকাতি ও লুণ্ঠনের অভিযোগ উপস্থাপিত হইয়াছে। অভিযুক্ত নারীর এবং মাখনলালের বিরুদ্ধে চোরাই সম্পত্তি রাখার অভিযোগ উপস্থাপিত হয়।

অভিযুক্তরা সকলেই দোষ অস্বীকার করিয়াছে। ষ্ট্যান্ডিং কাউন্সেল শ্রীযুক্ত এস, এন, বন্দ্যোপাধ্যায়, মিঃ সি, কে, দুগ্গের সহিত সরকার পক্ষে মামলা পরিচালনা করেন। ডেফেন্সের পক্ষে শ্রীযুক্ত বি, দাস, উপস্থিত ছিলেন। নারী অর দেবী এবং ... পক্ষে কোন ব্যবহারাজীব উপস্থিত ছিলেন না।

ডাকাত কর্ত্তৃক পুলিস আক্রান্ত

মেদুনা হইতে প্রকাশ গংরাজার নিকটে জামাদীর গ্রাম্য মোড়লের গৃহে দোনলা একটি বন্দুক ও দুইটি দেশী বন্দুক ও দা প্রভৃতি লইয়া একদল ডাকাত আক্রমণ করে। উহারা দলে ১০০ জন ছিল। দুর্বৃত্তগণ পুলিসের সাব-ইন্সপেক্টরকে আহত করিয়া দুইটি বন্দুক, পুলিসের ব্যবহৃত দুইটি রিভলভার ও গুলী বারুদ প্রভৃতি গ্রাম্য মোড়ল ও পুলিসের নিকট হইতে লইয়া চম্পট দেয়।

প্রকাশ, এক ডাকাতি মামলার তদন্ত সম্পর্কে দুইজন দারোগার সহিত এক পুলিস দল আসিয়া গ্রাম্য মোড়লের গৃহে অবস্থান করিতেছিল। তাঁহারা যখন খাইতেছিলেন, তখন তিনজন লোক বাড়ীতে প্রবেশ করে। উহারা গুলী চালায় তৎপর আর সাত জন লোক বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করে। পুলিসদল উহাদিগকে বাধাদানের পূর্ব্বেই উহারা তাহাদিগকে পরাভূত করে। ডাকাতদল দারোগা শ্রীযুক্ত মং বা নিয়ানকে মারধর করে এবং তাহাকে আহত করে। তৎপর উহারা আগ্নেয়াস্ত্র, গুলীবারুদ। আড়াইশত টাকার ধনসম্পত্তি ও বদমায়েসদের নামের একটা তালিকা লইয়া চম্পট দেয়।

রায় সাহেবের রিভলভার উধাও

আলিপুরের মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ এইচ, আর, সেনের এজলাসে বঙ্গদেশের রায় সাহেব বিনোদবিহারী সাধুর পুত্র গোলকচন্দ্র সাধু ও সুধীরচন্দ্র ঘোষকে রিভলভার চুরির অভিযোগে অভিযুক্ত করা হইয়াছে। গত ১২ই ফেব্রুয়ারী এই মামলার আর একদফা শুনানী হইয়া গিয়াছে।

উভয় আসামীই অপরাধ স্বীকার করিয়াছে। তাহারা আপনাদের অপরাধ স্বীকার করিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিয়াছে। এই প্রসঙ্গে তাহারা বলে আমরা ভবিষ্যতে আর কখনও এই প্রকার কাজ করিব না। সরকারের বিরুদ্ধে কোন আন্দোলনে আমরা যোগদান করিব না।

প্রকাশ, রায় সাহেবের অনুপস্থিতিতে তাহার বাড়ী হইতে তাহার রুপার রিভলভারটা উধাও হইয়া যায়। সেখানে বিপ্লবীদলের একখানা চিঠি পাওয়া গিয়াছিল। সেই চিঠিতে তাহারা লিখিয়াছিল আমরা রিভলভারটা লইয়া যাইতেছি। আবার আড়দিন পর উহা ফিরাইয়া দিব। হাওড়া ব্রিজের টালা পুলের উপর দুইজনকে গ্রেপ্তার করা হয়। প্রকাশ তাহাদের নিকটেই রিভলভার পাওয়া যায়।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক
— পারমার্থিক পত্র —
শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশ
তনয়স্তদ্ধাম-বৃন্দাবনম্,
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং
প্রেমা পুমর্থো মহান্,
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং
তত্রাদরো নঃ পরঃ॥

৮ম বর্ষ } ১৭ গোবিন্দ গৌরাব্দ ৪৪৭, ৪ঠা ফাল্গুন বঙ্গাব্দ ১৩৪০, ১৬ই ফেব্রুয়ারী ইং ১৯৩৪, শুক্রবার } ২৯১ তম সংখ্যা

বিভিন্নমঠে শ্রীব্যাসপূজা

সচ্চিদানন্দ মঠে

গত ২১শে মাঘ, ৪ঠা ফেব্রুয়ারী রবিবার শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠে শ্রীব্যাসপূজা সমারোহে সম্পন্ন হইয়াছে। এতদুপলক্ষে অপরাহ্ণে একটী বিরাট্ সভার অধিবেশন হইয়াছিল। সভামণ্ডপে শ্রীল প্রভুপাদের আলেখ্য অতি সুন্দররূপে সজ্জিত হইয়াছিলেন। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিশ্রীরূপ পুরী মহারাজের নির্দ্দেশক্রমে পণ্ডিত শ্রীপাদ বিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী কৃতিরত্ন মহোদয় বিবিধ দৈন্যোক্তির সহিত একটী বক্তৃতা প্রদান করিয়া শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমূর্ত্তি পুষ্পমাল্যে সুসজ্জিত করেন।

অতঃপর ত্রিদণ্ডিপাদ দৈন্যভরে বক্তৃতা প্রদান করিয়া শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীচরণে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করেন এবং মঠসেবকগণ ত্রিদণ্ডিপাদের অনুসরণ করেন। পুষ্পাঞ্জলি-প্রদানের পর ভক্তবৃন্দ বিবিধ অভিনন্দন-পত্র পাঠ করেন। ঐ অভিনন্দন-সমূহের মধ্যে শ্রীপাদ পুরী মহারাজ 'শ্রীব্যাসপূজার তিনটী অর্ঘ্য'-শীর্ষক যে প্রবন্ধটী রচনা করিয়াছেন, তাহা —ভাবে, ভাষায়, বিচারে ও সর্ব্বোপরি তাঁহার মূর্ত্তিমতী আচার-পরায়ণতায় অতি সুন্দর হইয়াছে। পাঠকগণ উহা পাঠ করিলে আচারবান্ প্রচারকের মাহাত্ম্য সহজেই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন। পরমার্থী সম্পাদক মহোদয় এই প্রবন্ধটি উৎকল ভাষায় অনূদিত করিয়া স্বীয় পত্রিকায় প্রকাশ পূর্ব্বক আমাদের উৎকল বন্ধুগণের বিশেষ উপকার সাধন করিয়াছেন। আমরা পাঠকগণের অবগতির জন্য তাহা শ্রীনদীয়া-প্রকাশে আগামী কল্য প্রকাশ করিব।

অপর অভিভাষণাদির মধ্যে শ্রীযুক্ত ভিখেশ্বর ব্রহ্মচারি-লিখিত 'আবির্ভাবে' ও 'পূজা' নামক কবিতাদ্বয় উৎকল ভাষায় রচিত। শ্রীযুক্ত অনিরুদ্ধ দাসাধিকারী 'পূজা-ফুল', শ্রীযুক্ত হরিপদ ব্রহ্মচারী 'পঞ্চ-প্রদীপ', শ্রীযুক্ত নবীনকৃষ্ণ রায় 'বিজয়শঙ্খ', শ্রীযুক্ত চিন্তামণি নায়ক 'পুষ্পাঞ্জলি', শ্রীযুক্ত নিত্যানন্দ পট্টনায়ক 'বিজ্ঞপ্তি-প্রসূন' শ্রীযুক্ত উজ্জ্বল-রসানন্দ কাব্যতীর্থ 'পূজার্ঘ্য', শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ রায় 'বিজয়-জয়ন্তী' ও শ্রীপাদ সুদর্শন সনাতন দাসাধিকারী ভক্তিশাস্ত্রী মহাশয় 'আচার্য্য-আরতি' নামক প্রবন্ধ লিখিয়াছেন।

অভিভাষণ-পাঠের পর শ্রীপাদ বিলাস বিগ্রহ দাসাধিকারী, ত্রিদণ্ডিপাদ শ্রীমৎ পুরী মহারাজ ও সর্ব্বশেষে পণ্ডিত শ্রীপাদ বিনোদ বিহারী ব্রহ্মচারী কৃতিরত্ন মহাশয় শ্রীব্যাস-পূজা সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। বক্তৃতান্তে কীর্ত্তন হয়। তৎপর উপস্থিত প্রায় ৪ শত ব্যক্তিকে বিচিত্র মহাপ্রসাদ প্রদান করা হইয়াছে।

সভায় বহু সজ্জন ও শিক্ষিত ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। তন্মধ্যে ডাক্তার শ্রীযুক্ত অন্নদা প্রসাদ সিংহ এম্-বি, ডি-টি-এম্, শ্রীযুক্ত বৈকুণ্ঠনাথ পট্টনায়ক এম্-এ, বি-ই-ডি শিক্ষক ও প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক, শ্রীযুক্ত দীনবন্ধু মিত্র সাবইন্‌স্পেক্টর অব্ স্কুলস্, ডাঃ শ্রীযুক্ত বীরচন্দ্র মহান্তি, শ্রীযুক্ত রত্নাকর সৎপতি শিক্ষক, শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাস বি-এ, পি ডবলিউ ডি একাউণ্টেণ্ট, শ্রীযুক্ত উপেন্দ্র নাথ বসু, পি ডবলিউ ডি একাউণ্টেণ্ট, শ্রীযুক্ত হরিদাস বসু বি-এ, শ্রীযুক্ত সন্তোষ কুমার নাথ একাউণ্টেণ্ট, শ্রীযুক্ত জ্যোতীশ চন্দ্র চক্রবর্ত্তী বি-এল, শ্রীযুক্ত রাখাল চন্দ্র রায় বি-এল, শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ মুখার্জ্জি বি-এ, শ্রীযুক্ত অভিরাম মহাপাত্র শিক্ষক, শ্রীযুক্ত গোবিন্দবল্লভ ঘোষ কেশিয়ার, ডাঃ শ্রীযুক্ত শিয়ার, শ্রীযুক্ত নীলমণি মহারাণা কন্‌ট্রাক্টার, শ্রীযুক্ত মদনমোহন মহারাণা জুয়েলার্স, শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র পাত্র জুয়েলার্স প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। শ্রীমৎ পুরী মহারাজের ও শ্রীপাদ কৃতিরত্ন প্রভুর বক্তৃতার মর্ম্ম আগামীতে প্রকাশিত হইবে।

শ্রীরূপগৌড়ীয়মঠে

এলাহাবাদ হইতে শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রপাল ঘোষ মহাশয় লিখিয়াছেন,—গত ২১শে মাঘ ৪ঠা ফেব্রুয়ারী রবিবার শ্রীধাম-মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠের অন্যতম শাখামঠ প্রয়াগ-ধামস্থ শ্রীরূপগৌড়ীয়মঠে জগদ্‌গুরু প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের ষষ্টিতম ভুবনমঙ্গলময়-প্রকটতিথিতে শ্রীশ্রী-ব্যাসপূজা-মহোৎসব সুচারুরূপে সুসম্পন্ন হইয়াছে।

এতদুপলক্ষে উক্ত দিবস শ্রীমঠে একটী সভার অধিবেশন হইয়াছিল। উক্ত সভায় স্থানীয় বহু সজ্জন উপস্থিত ছিলেন। ভক্তগণ-পরিবেষ্টিত সেই সভাস্থলে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের আলেখ্য বিচিত্র-কারুকার্য্য-খচিত বিবিধ-মনোরম-পুষ্পমালা ও চন্দনাদি দ্বারা সুশোভিত করিয়া উচ্চ আসনে স্থাপন করা হয়।

সন্ধ্যারাত্রিকের পর শ্রীশ্রীগুরুবন্দনা, গুর্ব্বষ্টক, পঞ্চতত্ত্ব, মহাজনপদাবলী ও মহা-মন্ত্র অতি সুললিতস্বরে কীর্ত্তন করা হয়। পরে শ্রীচৈতন্যমঠের অন্যতম পরিব্রাজক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিস্বরূপ পর্ব্বত মহারাজ প্রায় দেড়ঘণ্টাকাল একটী সারগর্ভ বক্তৃতা প্রদান করেন। সাক্ষাৎ আশ্রয়জাতীয় ভগবান্ শ্রীগুরুদেবের উপাসনার নামই যে ব্যাসপূজা, ব্যাসপূজার অন্তর্নিহিত তত্ত্ব ও নিত্যত্ব, ব্যাসাবতার শ্রীগুরুদেবের তত্ত্ব ও দিয়া কামনামূলে অন্য দেবদেবীর পূজার অনর্থকতা, ভগবান্ কৃষ্ণের পূজা ছাড়া অন্য দেবদেবীর পূজা করিলে অবিধিপূর্ব্বক পূজা হয়, ইত্যাদি বিষয় স্বামীজী শাস্ত্রযুক্তিমূলে অতি প্রাঞ্জল ভাষায় সকলকে বুঝাইয়া দেন। শ্রোতৃবর্গ মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় ধীর ও স্থির-ভাবে বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া পরম পরি-তুষ্ট হইয়াছেন। বক্তৃতান্তে সমাগত প্রায় শতাধিক ব্যক্তিকে খেচরান্ন, পুষ্পান্ন, পরমান্ন, ও মিষ্টান্ন-সমন্বিত বিচিত্র মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

মঠরক্ষক আচার্য্য শ্রীপাদ যাদবানন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী প্রভুর ঐকান্তিকী চেষ্টায় ও আগ্রহে এবং ব্রহ্মচারী শ্রীভগবান্ দাস, ব্রহ্মচারী শ্রীগৌরপ্রসন্ন, ভক্ত গোকুলানন্দ প্রভৃতি মঠসেবকবৃন্দের অক্লান্ত পরিশ্রমে উৎসবটী সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে।

আমলাযোড়া প্রপন্নাশ্রমে

শ্রীচৈতন্যমঠের অন্যতম শাখা আমলা-যোড়া প্রপন্নাশ্রমে শ্রীব্যাসপূজা সমারোহে সুসম্পন্ন হইয়াছে। এতদুপলক্ষে পাঠ, মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তন, শ্রীগুরুপাদপদ্মে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান ও বক্তৃতাদি হইয়াছে। মঠসেবকগণ আনন্দভরে রাত্রি আট ঘটিকা হইতে বার ঘটিকা পর্য্যন্ত সমাগত শত শত ব্যক্তিকে মহাপ্রসাদ প্রদান করিয়াছেন। এই উৎসব উপলক্ষে জমিদার শ্রীযুক্ত আশুতোষ সরকার, শ্রীযুক্ত যতিরাজ দাসাধিকারী ও শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ দাসাধিকারী মহোদয়গণের সেবা-চেষ্টা বিশেষ প্রশংসনীয়া। মঠসেবকগণের উদ্যোগে ও ইহাঁদের সেবাচেষ্টায় শ্রীপ্রপন্না-শ্রমে গত ১৩ই ও ১৪ই মাঘ শ্রীশ্রীপাদ নিত্যানন্দ প্রভুর আবির্ভাব-উৎসবও সুন্দর-রূপে সম্পাদিত হইয়াছে।

মহামন্ত্র নামে যেই অর্থ আর
শুনাইছ তব অনুগত-জনে ॥

(৪)

'হরেকৃষ্ণ' নাম বলহ বদনে
ভাগবত-বাণী চিন্ত মনে মনে,
'হরে কৃষ্ণ' বলি' জান রাধাকৃষ্ণে
শিখিছ মুকারি' ভকত-শ্রবণে ॥

(৫)

কৃষ্ণ বলি' জান শ্রীনন্দনন্দনে
যাঁ'র পদ-সেবা মাগে দেবগণে,
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড যাঁহার ঈক্ষণে
সৃষ্টি, স্থিতি, লয় হয় ক্ষণে ক্ষণে।

(৬)

রাধা মনে রমে সেই রাম নাম
যোগিগণে জানে আনন্দের ধাম,
কৃষ্ণ হৈতে কভু ভিন্ন নহে রাম
জানি' মত্ত হও কৃষ্ণ-সঙ্কীর্ত্তনে ॥

(৭)

হরিমন হরে সেই হরা নাম
'হরে' বলি 'রাধে' জান অবিরাম,
'হরেরাম' শব্দে 'রাধাকৃষ্ণ' নাম
প্রেমভরে সবে ডাক মনে মনে।

(৮)

শ্রীযুগল নাম 'মহামন্ত্র' হয়,
অপরাধ ছাড়ি' তাঁহার আশ্রয়,
সেবিতে হইলে প্রেম লাভ হয়,
তাহা জানাইছ জীবের সদনে ॥

(৯)

শ্রীনাম-মহিমা করিছ প্রচার
নাম বিনা জীবের ধর্ম্ম নাহি আর,
কলিকালে মাত্র কৃষ্ণনাম সার
এই তত্ত্ব কহে আগমে পুরাণে।

(১০)

কৃষ্ণ-নাম-রূপ-গুণ-লীলা সার
গোরা-রূপে কৃষ্ণ করিলা প্রচার,
এবে গৌর-কৃষ্ণলীলামৃত-সার
প্রচারিছ তুমি আসিয়া ভুবনে ॥

(১১)

দয়ালু বদান্য তুমি প্রভুবর
তব সম দাতা নাহি দেখি পর,
তব মহাদানে সকল সংসার
চিরঋণী র'বে তোমার চরণে।

(১২)

তব কৃপা-বলে কৃষ্ণ-কৃপা পাই,
তব কৃপা বিনা অন্য গতি নাই,
অগতির গতি তুমি বিনা নাই,
তব শ্রীচরণ বন্দি যতনে ॥

(১৩)

।কো।

আজি যে শুভপ্রকট-বাসরে
মিলিত হ'য়েছি তব পূজা তরে,
দীন হীন মোরা অবনী মাঝারে
অহৈতুকী কৃপা কর দাসগণে ॥

পরিক্রমায় আহ্বান

শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম মায়াপুর

১লা মাঘ, ১৩৪০ সাল

বিপুলবৈষ্ণবসম্মানপূর্ব্বিকা বিজ্ঞপ্তিরিয়ম্—

আগামী ৭ই ফাল্গুন, ১৯শে ফেব্রুয়ারী সোমবার হইতে নয়দিবসকাল শ্রীধাম নবদ্বীপের নয়টি দ্বীপ পরিক্রমা করা হইবে। কৃপা করিয়া পরিক্রমায় যোগদান করিলে পরমানন্দের বিষয় হয়। অথবা যোগদান করিবার সুযোগ না হইলে এই ভক্তির অনুষ্ঠানে দ্রব্য ও অর্থাদির দ্বারা সহায়তা করিলেও তাদৃশ ভক্ত্যঙ্গের ন্যূনাধিক সাধন-ফল-লাভ ঘটে। ধারাবাহিক পরিক্রমার বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল। ইতি—

শ্রীঅতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী), শ্রীরামগোপাল বিদ্যাভূষণ (এম্-এ), শ্রীনিশিকান্ত সান্যাল (এম্-এ) শ্রীহরিপদ বিদ্যারত্ন (এম্-এ, বি-এল) ও শ্রীকুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ—শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার সম্পাদকগণ।

(১) **অন্তর্দ্বীপ** (শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীগৌরজন্মভিটা, শ্রীবাস ও শ্রীধরের অঙ্গনদ্বয়, চাঁদকাজীর সমাধি ও শ্রীঅদ্বৈত-ভবন)— ৭ই ফাল্গুন ১৯শে ফেব্রুয়ারী, সোমবার।

(২) **সীমন্তদ্বীপ** (সীমুলিয়া, শরডাঙ্গা, ধোপডাঙ্গা, মেধার চর, বেলপুকুর)— ফাল্গুন, ২০শে ফেব্রুয়ারী, মঙ্গলবার।

(৩) **গোদ্রুমদ্বীপ** (গাদিগাছা, মহেশগঞ্জ, সুবর্ণবিহার, স্বরূপগঞ্জ, হরিহরক্ষেত্র, দেপাড়া)—৯ই ফাল্গুন, ২১শে ফেব্রুয়ারী, বুধবার।

(৪) **মধ্যদ্বীপ** (মাজিদা, হাটডাঙ্গা, আনন্দবাস, বামনপুরা)– ১০ই ফাল্গুন, ২২শে ফেব্রুয়ারী, বৃহস্পতিবার।

(৫) **কোলদ্বীপ** (সহর নবদ্বীপ, গঙ্গার কোল ও চর, তেঘরির কোল, কোল আমাদ, কোয়েরগঞ্জ, কোলের দহ)—১১ ফাল্গুন, ২৩শে ফেব্রুয়ারী, শুক্রবার।

(৬) **ঋতুদ্বীপ** (রাহুতপুর, চম্পাহট্ট বা চাঁপাহাটীতে শ্রীগৌরগদাধরের শ্রীমন্দির)— ১২ই ফাল্গুন, ২৪শে ফেব্রুয়ারী, শনিবার।

(৭) **জহ্নুদ্বীপ** (বিদ্যানগর, জান্নগর)—১৩ই ফাল্গুন, ২৫শে ফেব্রুয়ারী রবিবার (একাদশী)।

(৮) **মোদদ্রুমদ্বীপ** (মামগাছি, অর্কটিলা বা একডালা, মাতাপুর)—১৪ই ফাল্গুন ২৬শে ফেব্রুয়ারী সোমবার। (শ্রীগোবিন্দ-দ্বাদশীর উপবাস)

(৯) **রুদ্রদ্বীপ** (রুদ্রপাড়া, শঙ্করপুর, ইন্দ্রাকপুর, গঙ্গের ডাঙ্গা)— ১৫ ফাল্গুন, ২৭শে ফেব্রুয়ারী, মঙ্গলবার।

১৬ই ফাল্গুন, ২৮শে ফেব্রুয়ারী বুধবার হইতে দিবসত্রয় শ্রীধাম মায়াপুর যোগপীঠে শ্রীশ্রীগৌর-জন্মোৎসব হইবে।

"আমার কর্ত্তব্য"

[শ্রীরাধারমণ ব্রহ্মচারী]

(২)

প্রকৃত যদি চিন্তা করি তাহ'লে সম্যগ্-রূপে বুঝতে পারি এ সমস্ত কর্ত্তব্য-পালন দ্বারা আমার কোন আত্মমঙ্গলের আশা নাই। এই প্রকার কর্ত্তব্য সমূহ গৌণ কর্ত্তব্য। দৈহিক সম্বন্ধে সম্বন্ধিত হ'য়ে যার সেবারূপ কর্ত্তব্য-পালনে প্রবৃত্ত হই পরক্ষণেই আবার সেই সেব্যবস্তু আমার নয়নান্তরালে লুকিয়ে যায়। অথবা আমাকেই তা'র সেবা পরিত্যাগ ক'রে জগৎ ছেড়ে চ'লে যেতে হয়। অতএব যে বস্তু নিত্য-কাল স্থায়ী নয় তা'র সেবা দ্বারা আমি কি সুফল লাভ ক'রতে পারব?

বিমুখমোহিনী মায়ার ছলনায় মুগ্ধ হ'য়ে চৌরাশী লক্ষযোনী ভ্রমণ ক'রে আমি অবান্তর কর্ত্তব্য পালন ক'রেছি কিন্তু আমার ত' কোন মঙ্গল হ'ল না! তাই "ভগবান্" আমার প্রতি করুণা-পরবশ হ'য়ে প্রকৃত কর্ত্তব্যপালনের জন্য এই সুদুর্ল্লভ মনুষ্যজন্ম দিয়েছেন, এবং তৎসঙ্গে তাঁর সেবা ক'রবার মত যোগ্যতাও দিয়েছেন, কিন্তু আমি আমার স্বতন্ত্রতার অপব্যবহার করতঃ তাঁর সেবা জলাঞ্জলি দিয়ে মায়ার দাসত্ব ক'রে নিজের মহামূল্য জীবনকে অনিত্য বস্তুর সেবায় নিয়োজিত ক'রেছি।

আমি মায়িক জগতে সচরাচর দেখ্‌তে পাই যে, মনুষ্যমাত্রেই মাতাপিতার সেবা, দেবতার সেবা ও ঋষিদের সেবাকে প্রধান কর্ত্তব্য ব'লে বিবেচনা করে। কারণ, দেবঋণ, ঋষিঋণ, পিতৃঋণ এই ঋণত্রয়ে মায়িক জগতের জীবসমূহ আবদ্ধ। এই ঋণত্রয় শোধ না ক'রলে জীবগণকে ঋণবদ্ধ হ'য়ে থাকতে হ'বে এরূপ ভ্রান্ত ধারণার বশবর্ত্তী হ'য়ে জীবগণ এই ত্রিবিধ প্রকার ঋণ-পরিশোধকে কর্ত্তব্য ব'লে দৃঢ় বিশ্বাস করে এবং তাঁহাদের সেবাদ্বারা উক্ত ঋণ-শোধের জন্য প্রবৃত্ত হয়। কিন্তু শাস্ত্র বলেন—

দেবর্ষিভূতাপ্তনৃণাং পিতৄণাং
ন কিঙ্করো নায়মৃণী চ রাজন্।
সর্ব্বাত্মনা যঃ শরণং শরণ্যং
গতো মুকুন্দং পরিহৃত্য কর্ত্তম্ ॥
(ভাঃ ১১।৫।৪১)

যে ব্যক্তি সংসারের যাবতীয় কর্ত্তব্য পরিত্যাগ ক'রে বাসুদেবই একমাত্র ভোক্তা এই বিচারে সকলের একমাত্র শরণ্য—শ্রীমুকুন্দ-পাদপদ্মে আত্ম-সমর্পণ করতঃ একান্তভাবে শরণ গ্রহণ করেন তিনি এই ঋণত্রয়ের নিকট শুধু ঋণত্রয় কেন, মনুষ্য ইত্যাদি ক'রে কোন লোকের কাছে ঋণী থাকেন না বা কারও দাসত্ব করেন না।
"আশ্রয় লইয়া সেবে, তারে কৃষ্ণ নাহি ত্যজে
আর সব মরে অকারণ।"

যেদিন এই সকল অবান্তর কর্ত্তব্য পরিত্যাগ ক'রে ভগবানের আশ্রয় গ্রহণ করবো সেইদিন তিনি উপেক্ষা না ক'রে তাঁর সেবা সুযোগ দান ক'রবেন।

ভগবান্ একমাত্র সেব্য। জীবগণ তাঁর সেবক এই সূত্রে তাঁর সেবা করাই "আমার কর্ত্তব্য" শ্রীভগবানের সেবায় আত্মনিয়োগ ক'রে পৃথক্ ক'রে আর কা'রও সেবা ক'র্ত্তে হয় না। "ভগবানের সেবাই মুখ্য কর্ত্তব্য।" মুখ্য কর্ত্তব্য পালন করলে পূর্ব্বোক্ত কর্ত্তব্য সমূহ পালন হ'য়ে যায়।

যথা তরোর্মূল-নিষেচনেন তৃপ্যন্তি তৎস্কন্ধ-ভুজোপশাখাঃ।
প্রাণোপহারাচ্চ যথেন্দ্রিয়াণাং
তথৈব সর্ব্বার্হণমচ্যুতেজ্যা ॥
(ভাঃ ৪।৩১।১৪)

যেমন গাছের গোড়ায় জল সেচন করলে শাখা-পল্লবের বল হয়, প্রাণে আহার দিলে ইন্দ্রিয় সকল বলবান্ হয়, সেই প্রকার একমাত্র মূলবস্তু শ্রীভগবানের সেবা করলে আর কারও সেবা বাদ থাকে না, সকলের সেবা হ'য়ে যায়। অতএব মায়ার সেবা পরিত্যাগ ক'রে যেদিন বল্‌তে পারব—
"আমি ত তোমার তুমি ত আমার
কি কাজ অপর ধনে।"

ভগবান্ একমাত্র সেব্য, আমি তাঁর সেবক এই প্রকার সম্বন্ধ-জ্ঞান নিয়ে ইতর বস্তুতে আসক্তি পরিত্যাগ ক'রে যেদিন পতিত-উদ্ধারকারী শ্রীগুরু-পাদপদ্মে প্রণতি স্বীকার করতে পারব—সেইদিন গুরুদেব কৃপা-পরবশ হ'য়ে ব'লে দেবেন—
"কি শয়নে কি ভোজনে কিবা জাগরণে।
অহর্নিশ চিন্ত কৃষ্ণ বলহ বদনে ॥"

ভোক্তাভিমান ছেড়ে দিয়ে নিজেকে সেবকাভিমান করতঃ কালাকাল বিচার না ক'রে সর্ব্বক্ষণ কায়মনোবাক্যে কৃষ্ণ-সেবায় নিযুক্ত হও তাহ'লে তোমার "প্রকৃত কর্ত্তব্য" পালন হবে। তখনই আমি শ্রীগুরুদেবের বীর্য্যবতী বাণীর কৃপায় বুঝতে সমর্থ হ'ব—শ্রীগুরুদেবের আনুগত্যে নিত্য-আরাধ্য শ্রীভগবানের সেবায় সর্ব্বতোভাবে আত্ম-নিয়োগ করাই "আমার কর্ত্তব্য।"

গৌর যে শিখাল নাম সেই নাম গাও। অন্য সব নাম-মাহাত্ম্য যেই নামে পাও॥

শুদ্ধভক্তি গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। ভাষ্যসহ বিরাট্ শ্রীচৈতন্য-ভাগবত ৬৲
২। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২৮৲
একাদশ স্কন্ধ হইতে প্রতিখণ্ড ।৶০
৩। ভাষ্যদ্বয়সহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত
(৪র্থ সংস্করণ) ৬৲
৪। ভক্তিবিবেককুসুমাঞ্জলি (বাঁধা) ১৲
৫। গৌড়ীয়-গৌরব ।৵০
৬। গৌড়ীয়-সাহিত্য ।৵০
৭। স্তবনবকম্ ॥০
শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও
শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৯। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ)
ঐ (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
১০। গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি-টীকাসহ)
ঐ (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
১১। গীতার কেবল মাধ্ব-ভাষ্য ॥০
১২। যুক্তিমল্লিকা গুণসৌরভঃ সানুবাদ
(মাধ্ব) ২৲
১৩। বেদান্ততত্ত্বসার সানুবাদ
রামানুজীয়) ॥০
১৪। জৈবধর্ম্ম ২৲
১৫। শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৬। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১৭। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ॥৵০
ঐ (বাঁধা) ৸০
১৮। দ্বীপ-দিগ্‌দর্শন ৶০
১৯। সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ) ।৵০
২০। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ॥০
ঐ (আবাঁধা) ।৵০
২১ নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
২২। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৶০
২৩। গীতমালা ⁄১০
২৪। নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য ৶০
২৫। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶০
২৬। নবদ্বীপ পঞ্জিকা (৪৪৭ গৌরাব্দ) ৶০
২৭। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
২৮। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা-দর্পণ ।০
২৯। শরণাগতি ৴০
৩০। গীতাবলী ⁄০
৩১। চিত্রে নবদ্বীপ ।॥০
৩২। সাধনকণ ⁄০
৩৩। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ⁄০
৩৪। নবদ্বীপশতক ⁄০
৩৫। অর্থপঞ্চক ⁄০
৩৬। সদাচারস্মৃতিঃ ⁄০
৩৭। কল্যাণকল্পতরু (৫ম সংস্করণ) ⁄১০
৩৮। অর্চ্চনকণ ⁄১০
৩৯। সাধককণ্ঠমালা (বাঁধা) ।০
ঐ (আবাঁধা) ।⁄০
৪০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি
(প্রথম চারিখণ্ড) ৩৲
৪১। ব্রহ্মসংহিতা ।০
৪২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৪৩। মণিমঞ্জরী সানুবাদ ।০
৪৪। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৪৫। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ।০
৪৬। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৪৭। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
৪৮। গৌড়ীয়মঠ কি করেন ? ⁄০
৪৯। ঈশোপনিষৎ (বলদেব ও মাধ্ব-ভাষ্য এবং বিবৃতি ও অনুবাদসহ) ।০
৫০। শ্রীভুবনেশ্বর ৶০
৫১। সিদ্ধান্তদর্পণ ৵০
৫২। সাংখ্যবাণী ⁄০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৫৩। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী-দিগ্বিজয়ঃ ॥০
৫৪। সটীক-শিক্ষাদশমূলম্ ।০
৫৫। তত্ত্ব-সূত্রম্ ।০
৫৬। সানুবাদ-শিক্ষাষ্টকম্ ৶০
৫৭। গৌড়ীয়মঠস্য পরিচয়ঃ ⁄০
৫৮। সংরোংশবর্ণনম্ ৶০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৫৯। রায় রামানন্দ ॥০
৬০। নামভজন ।০
৬১। রিলেটীভ্ ওয়ার্ল্ড্‌স্ ।৵০
৬২। লাইফ্ য়্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব
শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।০
৬৩। বৈষ্ণবীজম্ ।০
৬৪। হোয়াট্ গৌড়ীয়মঠ ইজ্ ডুইং ⁄০
৬৫। দি ভাগবত ।০
৬৬। ইরোটিক্ প্রিন্সিপ্ল্ য়্যাণ্ড
আনেলয়েড্ ডিভোসন ।০
৬৭। ব্রহ্ম-সংহিতা ২॥০
৬৮। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (ভলুম ওয়ান) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৬৯। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ॥০
৭০। সাধন পথ ।০
৭১। কল্যাণ-কল্পতরু ⁄১০
৭২। গীতাবলী ⁄০
৭৩। শরণাগতি ⁄০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৭৪। শরণাগতি

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

নদীয়া-প্রকাশপ্রাপ্তির স্থান

১। শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম-মায়াপুর, নদীয়া
২। শ্রীযোগপীঠ ঐ
৩। শ্রীবাস-অঙ্গন ঐ
৪। অদ্বৈত-ভবন ঐ
৫। কাজীর সমাধি-পাট ঐ
৬। স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ, নদীয়া।
৭। শ্রীভাগবত আসন কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
৮। শ্রীএকায়ন মঠ গোবিন্দপুর, হাঁসখালী।
৯। দ্বাদশগোপাল পাট—পোঃ চাকদহ,
১০। শ্রীগৌর-গদাধরমঠ—চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড়, বৰ্দ্ধমান
১১। শ্রীমোদদ্রুমছত্র মাউগাছি, বৰ্দ্ধমান
১২। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম, আমলাযোড়া, পোঃ রাজবাধ বৰ্দ্ধমান
১৩। শ্রীগৌড়ীয়মঠ বাগবাজার, কলিকাতা
১৪। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাজু, হাওড়া,
১৫। শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয়মঠ, ৯০নং নবাবপুর রোড্, ঢাকা
১৬। শ্রীগোপালজী মঠ কমলাপুর, ঢাকা।
১৭। শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ পোঃ বালিয়াটী,
১৮। শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয়মঠ ময়মনসিংহ।
১৯। শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ চিরুলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর
২০। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম গোয়ালপাড়া, আসাম
২১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ রায়াপেট্টা, মান্দ্রাজ।
২২। শ্রীরামানন্দগৌড়ীয় মঠ কব্বূর, জিঃ পশ্চিম গোদাবরী
২৩। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ উড়িয়াবাজার, কটক।
২৪। শ্রীত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয় মঠ ভুবনেশ্বর।
২৫। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ স্বর্গদ্বার, পুরী।
২৬। শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ আলালনাথ পোঃ ব্রহ্মগিরি, পুরী।
২৭। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ ভুমুরকুণ্ডা, পোঃ চিরকুণ্ডা, মানভূম।
২৮। শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ—৪২ নং ফরিদপুরা, আনন্দভবন, বারাণসী।
২৯। শ্রীরূপগৌড়ীয় মঠ—এলাহাবাদ।
৩০। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ পুরাণবাজার, সরকার ঠাকুরের কুঞ্জ, বৃন্দাবন
৩১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, নিউদিল্লী
৩২। শ্রীপরমহংসমঠ—নৈমিষারণ্য,
৩৩। শ্রীসারস্বত গৌড়ীয় মঠ—হরিদ্বার।
৩৪। শ্রীব্যাসগৌড়ীয়মঠ—কুরুক্ষেত্র, পঞ্জাব
৩৫। শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাবুলনাথ রোড, পোঃ গ্র্যাণ্ট রোড, বোম্বে।
৩৬। লণ্ডন গৌড়ীয়মঠ, ৩নং গ্লষ্টার হাউস কর্ণওয়াল গার্ডেন্স, (S. W. 7) লণ্ডন।
৩৭। অমর্ষি গৌড়ীয়মঠ—মেদিনীপুর
৩৮। সরভোগ গৌড়ীয় মঠ—সরভোগ কামরূপ, আসাম
৩৯। শ্রীগৌড়ীয়মঠ—১০০ নং মিঠাপুর পাটনা।

শুদ্ধভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী মাসিক। শ্রীধাম-মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১॥০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দি ভাষায় একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি হৃদয় বন মহারাজ সম্পাদিত ও নৈমিষারণ্য শ্রীপরমহংস মঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ১॥০ দেড় টাকা মাত্র।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥০ দেড় টাকা মাত্র।

৫। কীর্ত্তন—মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ নিমানন্দ সেবাতীর্থ বি-এজি, বি-টি, সম্পাদিত। আসাম-গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম হইতে প্রকাশিত আসামী ভাষায় মাসিক। ভিক্ষা সডাক ১॥০ দেড় টাকা মাত্র

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ প্রণীত সমগ্র গ্রন্থ

গ্রন্থের মূল বোল্ড অক্ষরে এবং তন্নিম্নে বর্ত্তমান যুগ শুদ্ধভক্তিপ্রচারের মূল মহাপুরুষ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অমৃতপ্রবাহভাষ্য ও প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের অনুভাষ্য সন্নিবেশিত হইয়াছে। অতি সুন্দর ছাপা। ডবল ক্রাউন আটপেজি আকারে ১০৯৬ পৃষ্ঠায় কেবল মূল ও ভাষ্য সম্পূর্ণ হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত ২১৮ পৃষ্ঠায় কেবল শ্লোকসূচী, পদ্যসূচী, স্থানসূচী, পাত্রসূচী, বিষয়সূচী, শব্দসূচী প্রভৃতি বিস্তৃত সূচীপত্র। সভাষ্য শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের এরূপ উৎকৃষ্ট ও অমূল্য বিরাট সংস্করণ জগতের কোথায়ও আজ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হন নাই, ইহা নিরপেক্ষ পাঠক-মাত্রেই একবাক্যে স্বীকার করিয়া থাকেন। সর্ব্বসাধারণের সুবিধার জন্য ভিক্ষা ১২৲ বারটাকা স্থলে—৬৲ ছয়টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীচৈতন্যমঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

কালেক্টর সাহেবের পত্র

কালেক্টর সাহেবের কুঠি,
কৃষ্ণনগর,
২৩শে জানুয়ারী, ১৯৩৪।

মহাশয়,

সম্প্রতি প্রচণ্ড ভূমিকম্পে আমাদের দেশবাসীর যেরূপ ক্ষতি হইয়াছে সে সংবাদ সকলে অবগত আছেন। দুঃস্থ ব্যক্তিগণের সাহায্যার্থে মহামান্য বড়লাট সাহেব আপনাদের নিকট যে আবেদন করিয়াছেন তাহার অনুবাদ নিম্নে প্রদত্ত হইল। ঐ আবেদন যতদূর সম্ভব সর্ব্বসাধারণের নিকট প্রচার করিবেন।

এই মহদুদ্দেশ্যে যিনি যেরূপ সাহায্য করিবেন তাহাই সাদরে গৃহীত হইবে। যদি সাহায্যের পরিমাণ অল্প বিধায় কেহ উহা সোজা দিল্লীতে পাঠাইতে কুণ্ঠিত হন তাহা হইলে তিনি উহা নিঃসঙ্কোচে আমার নিকট পাঠাইতে পারেন।

এইচ. পেস্
ম্যাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর নদীয়া।
২৩, ১, ৩৪.

মহামান্য বড়লাট বাহাদুরের টেলিগ্রামের সংক্ষিপ্ত অনুবাদ।

—:০:—

"গত সোমবার ১৫ই জানুয়ারী অপরাহ্নে প্রচণ্ড ভূ-কম্পনের ফলে মুহূর্ত্ত-মধ্যে বহুসংখ্যক দেশবাসীর উপর বিশেষতঃ বিহার ও উড়িষ্যা প্রদেশে সম্প্রতি যে ভীষণ বিপৎপাত হইয়াছে তাহার প্রকৃত বিবরণ অদ্যাবধি পাওয়া যায় নাই। ইহা বলিলে অবশ্য অত্যুক্তি হয় না যে, উহাতে আতঙ্কজনক প্রাণহানি, অসংখ্য গৃহ ভূমিসাৎ এবং বিস্তীর্ণ ভূ-খণ্ডের বহু সম্পত্তি ও দ্রব্যাদি বিধ্বস্ত ও লুপ্তপ্রায় হইয়াছে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, এই ভীষণ দুর্দ্দিনে এতদ্দেশীয় সকল শ্রেণীর অধিবাসিবৃন্দের সহানুভূতির ধারা দুঃস্থ ও বিপন্ন জনগণের প্রতি বর্ষিত হইবে ও তাহাদের দুঃখ বিমোচনের সকল প্রচেষ্টা সর্ব্বসাধারণে সত্বর গ্রহণ করিবেন। এতদুদ্দেশ্যে আমি "ভাইসরয়ের ভূমিকম্প ভাণ্ডার" নামে একটি অর্থ-ভাণ্ডার প্রতিষ্ঠিত করিতে মনস্থ করিয়াছি। সমস্ত সাহায্য ভাইসরয়ের প্রাইভেট সেক্রেটারীর নিকট (ভাইসরয়ের ভবন—নয়া দিল্লী) সত্বর প্রেরিত হইবে ও প্রত্যেক সাহায্য "উইলিংডন" স্বাক্ষরিত রসিদ দ্বারা স্বীকৃত হইবে।"

রেলওয়ে সময়

ই, বি, আর দিয়া শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইবার ট্রেণ তালিকা

কলিকাতা	ছাঃ	০—৬,	৭—১৬,	১৪—১৪	১৬—৫৬,	২২—২৬
রাণাঘাট	ছাঃ	৫—৫০,	৯—৪৬,	১৩—৪৮,	১৮—৩৯,	০—৩২
কৃষ্ণনগরসিটি	পৌঃ	৬—২৮,	১০—২১	১৭—২৮	১৯—১৫	১—১৪
গাড়ী বদল	ছাঃ	৬—৪৫,	১০—৪৪,	১৩—২২,	১৭—৩৮,	২০—১৬
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৭—২৪,	১১—২১,	১৪—০,	১৮—১,	২০—৪৭
নবদ্বীপঘাট	পৌঃ	৭—৩৩,	১১—৩০,	১৪—৯,	১৮—১৬,	২০—৫৫

মহেশগঞ্জ ষ্টেশন হইতেও শ্রীধাম-মায়াপুরে যাওয়া যায়।

ই, বি, আর, দিয়া শ্রীধাম-মায়াপুর যাইবার ট্রেণ-তালিকা

হাওড়া	ছাঃ	৬—৪৬	১২—৪৬	১৭—৪৬	১৮—৩৩
ব্যাণ্ডেল	ছাঃ	৮—২৩	১৪—১১	১৮—৪৭	১৯—৪৩
নবদ্বীপ	পৌঃ	১০—২২	১৬—১৪	২০—৪৬	২১—৩৭

সহর নবদ্বীপ হইতে গঙ্গা পার হইয়া পূর্ব্বপারে প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইতে হইবে।

কৃষ্ণনগর নবদ্বীপঘাট রেলওয়ে সময়

কৃষ্ণনগর হইতে নবদ্বীপঘাট

কৃষ্ণনগর সিটি—	৬-৪৫	১০-৪৪	১৩-২২	১৭-৩৮	২০-১৬
কৃষ্ণনগর রোড—	৬-৫৭	১০-৫৫	১৩-৩৩	১৭-৪৭	২০-২৫
আমঘাটা—	৭-১৫	১১-১৩	১৩-৫১	১৮-৩	২০-৪১
মহেশগঞ্জ—	৭-২৪	১১-২১	১৪-০	১৮-৯	২০-৪৭,
নবদ্বীপঘাট—	৭-৩৩	১১-৩০	১৪-৯	১৮-১৬	২০-৫৫

বিশেষ দ্রষ্টব্য—নবদ্বীপঘাট ষ্টেশন অপেক্ষা মহেশগঞ্জ ষ্টেশন হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরের দূরত্ব অনেক কম। শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে যাহাদিগকে রাণাঘাটে ট্রেণ বদল করিতে হয়, তাঁহারা রাণাঘাটে প্রাতঃ ৫-৫০, ৮-১৪, ৯-৪৬, ১৩-৪৮, ১৮-৩৯ এবং ০-৩২ মিনিটের সময় গাড়ী পাইবেন।

শান্তিপুর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে শান্তিপুর ষ্টেশনে ৫-৪০, ৯-২৯, ১২-২৫, ১৬-৪ এবং ১৮-৪১ মিনিটের সময় ট্রেণ পাওয়া যায়।

নবদ্বীপঘাট হইতে কৃষ্ণনগর

নবদ্বীপ ঘাট—	৫-৩৫	৯-২৫	১২-১০	১৫-৩৪	১৮-৪৫
মহেশগঞ্জ—	৫-৪৩	৯-৩৩	১২-১৯	১৫-৪২	১৮-৫৩
আমঘাটা—	৫-৪৯	৯-৩৯	১২-২৬	১৫-৪৮	১৯-৫
কৃষ্ণনগর রোড—	৬-৫	৯-৫৫	১২-৪০	১৬-৪	১৯-২৪
কৃষ্ণনগর সিটি—	৬-১৬	১০-৫	১২-৫১	১৬-১২	১৯-৩৫

মারাত্মক বিমানপোত দুর্ঘটনা

ত্রিচিনপল্লী হইতে প্রকাশ, প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী ও বিমানপোত চালক মিঃ শেষায়ায়ী বিমানপোত দুর্ঘটনার ফলে মারা গিয়াছেন।

তিনি একখানা বিমানপোতে উঠিয়া, সহরের চতুর্দ্দিকে ঘুরিতেছিলেন। কিন্তু ঘোড়দৌড়ের ময়দানে নামিবার সময় এঞ্জিনের কল বিগড়াইয়া যাওয়ায়, বিমানপোতটি উলটিয়া যায়। তিনি মারাত্মক আঘাত পান এবং তাঁহাকে আহত অবস্থায় হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। হাসপাতালেই তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। তদন্তের ফলে সাব্যস্ত হইয়াছে যে, দুর্ঘটনাই তাঁহার মৃত্যুর কারণ।

হাওড়া ভূমিকম্প সাহায্য ভাণ্ডার

গত শনিবার শ্রীযুত কার্ত্তিকচন্দ্র দত্ত একদল স্বেচ্ছাসেবক সমভিব্যাহারে বিহারের আর্ত্ত নরনারীগণকে সাহায্যদানকল্পে মুঙ্গের যাত্রা করিয়াছেন। উক্ত সমিতি সেই স্থানে যে সাহায্যকেন্দ্র স্থাপন করিয়াছেন সেই কেন্দ্রেই তাঁহারা আপাততঃ কাজ করিবেন। তাঁহাদের সঙ্গে চট, কম্বল, এবং বস্ত্রাদি পাঠান হইয়াছে। শ্রীযুত সুশীলকুমার ঘোষাল, শ্রীযুত বিভূতিভূষণ ঘোষ, শ্রীযুত মনোমোহন রায় ও শ্রীযুত তারাপদ মজুমদার স্বেচ্ছাসেবকরূপে রওনা হইয়াছেন।

দেওয়াস মহারাজার স্মৃতি-পূজা

জব্বলপুর হইতে প্রকাশ, বোম্বাই এলাহাবাদ এক্সপ্রেস যোগে দেওয়াস মহারাজের (ছোট) মৃতদেহ স্থানান্তরিত করিবার পথে জব্বলপুরে স্থানীয় মহারাষ্ট্র সম্প্রদায় তাঁহার প্রতি শেষ সম্মান প্রদর্শনার্থ ষ্টেশনে সমবেত হইয়াছিল। শ্রীযুত তাম্বের সভানেতৃত্বে আহূত শোকসভায় দেওয়াস মহারাজার স্মৃতির প্রতি প্রগাঢ় শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়া কতিপয় মহারাষ্ট্রবাসী বক্তৃতা করেন।

পাটনায় আবার ভূমিকম্প

পাটনা হইতে প্রকাশ, বিহারের প্রায় সর্ব্বত্রই প্রত্যহ একাধিকবার ভূকম্পন হইতেছে। প্রায় সমস্ত স্থানেই এই কম্পন সামান্য অল্পক্ষণ স্থায়ী। কিন্তু রাত্রিতে ৮টা ২২ মিনিটের সময় পাটনায় যে ভূকম্পন হইয়া গিয়াছে তাহা অপেক্ষাকৃত তীব্র। ছাপরা, হাজিপুর, দানাপুর, মজঃফরপুর হইতেও এইরূপের সংবাদ পাওয়া যাইতেছে। দানাপুরে আরও অধিকতর ক্ষতি হইয়াছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রেস ওয়ার্কস হইতে—ডাঃ কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম ভক্তিশাস্ত্রী এল. এম. এফ, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্র

টেলিগ্রাফের ঠিকানা— 'শ্রীধাম' নবদ্বীপ
চিঠিপত্রের ঠিকানা—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

দৈ নি ক

REG. C1544

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩৷৷০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র

THE NADIA-PRAKASH

সাহায্যের হার
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸০
মাসিক ১৲
নগদ বর্ত্তমান
সংখ্যা ৫

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৮ম খণ্ড সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বেদান্তবাচস্পতি [২৯২শ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর— ৫ই ফাল্গুন শনিবার ১৩৪০, ১৭ই ফেব্রুয়ারী ১৯৩৪

ভারত সচিবের সাহায্য

লণ্ডন হইতে প্রকাশ, ভারতীয় ভূমিকম্পের সাহায্য ভাণ্ডারে হাইকমিশনার প্রথম দফায় চাঁদা পাইয়াছেন, দুই হাজার পাঁচশত পাউণ্ড। এই দুই হাজার পাঁচশত পাউণ্ডের মধ্যে দানের ভাগও আছে। চাঁদা তুলিয়াছেন, বৃটিশ রেডক্রশ সোসাইটী। যাঁহারা ধর্ম্মপ্রাণ, সমাজে তাঁহাদিগের আস্থা আছে এবং ঐ শ্রেণীর অপরাপর লোক ভূমিকম্পে আর্ত্তের নিমিত্ত সাহায্য প্রদান করিতেছেন। ধর্ম্মপ্রাণ, সমাজপন্থী প্রভৃতির নিকট হইতে চাঁদার পরিমাণ আসিয়াছে পাঁচশত পাউণ্ড। বৃটেনের রাণীর সভা দিয়াছেন একশত গিনী। ভারত সচিব স্যার স্যামুয়েল হোর এবং স্যার ভূপেন মিত্র প্রত্যেকে দিয়াছেন পাঁচশ পাউণ্ড। ইণ্ডিয়া হাউস এবং ইণ্ডিয়া ষ্টোর ডিপার্টমেণ্টের নিকট হইতে আসিয়াছে, একানব্বই পাউণ্ড; মিঃ বাটলার বিশ পাউণ্ড দান করিয়াছেন।

ডিব্রুগড়ে অগ্নিকাণ্ড

ডিব্রুগড় হইতে প্রকাশ, ডিব্রুগড়ের মিউনিসিপাল মার্কেটে মাড়োয়ারীদের ৩ খানি বিস্তর্ণ বাটীতে আগুন লাগিয়া একখানি আংশিকভাবে নষ্ট হইয়াছে। বাটীগুলিতে দোকানের পণ্য ছিল।

বিরাট পুঞ্জের চেষ্টায় ৩ ঘণ্টা পরে অগ্নি নির্ব্বাপিত হয়। পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট এই কার্য্যে নেতৃত্ব করেন। মিউনিসিপ্যালিটীর কর্ম্মচারীবৃন্দ এবং অন্যান্য লোক অগ্নি নির্ব্বাণ কার্য্যে সাহায্য করেন। সর্ব্বসমেত প্রায় ৮০ হাজার টাকা ক্ষতি হইয়াছে।

শহরে বর্ত্তমান সপ্তাহে এই তৃতীয়বার আগুন লাগিল। সরকারী উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ের সংশ্লিষ্ট হিন্দু হোষ্টেলের রান্নাঘরে আগুন লাগিয়াছিল।

আদালতে পণ্ডিত জহরলাল নেহেরু

গত ১৩ই ফেব্রুয়ারী বেলা প্রায় সাড়ে বারটার সময়ে পুলিশ পণ্ডিত জহরলাল নেহেরুকে কলিকাতার চিফ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেটের কক্ষে হাজির করাইয়াছিলেন। ম্যাজিষ্ট্রেট হুকুম করিয়াছেন, তাঁহাকে দুই হাজার টাকার জামিন দিতে হইবে। তাহা না হইলে তাঁহাকে ১৫ই ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত জেল হাজতে অবস্থান করিতে হইবে।

সরকার পক্ষে রায় বাহাদুর তারকনাথ সাধু আদালতে উপস্থিত ছিলেন। ইতঃপূর্ব্বে পণ্ডিতজী কলিকাতায় যে বক্তৃতা করিয়াছিলেন, সেই বক্তৃতা সম্পর্কে তাঁহাকে ভারতীয় দণ্ডবিধির ১২৪ ক ধারা অনুসারে অভিযুক্ত করা হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ।

গ্রেপ্তার

আমেদাবাদ হইতে প্রকাশ, সাম্যবাদী বলিয়া খ্যাত শ্রীযুত হরিপ্রসাদ দেশাইকে ব্রোচ হইতে আসিবার পথে আমেদাবাদ রেল ষ্টেশনে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। প্রকাশ, পুলিশ তাঁহার সঙ্গের মাল তল্লাস করিয়া 'কম্যুনিষ্ট' নামে একখানি অননুমোদিত মাসিক পত্রিকার কয়েক খণ্ড প্রাপ্ত হইয়াছে। উক্ত মাসিক পত্রিকাখানি নাকি হিন্দুস্থান সাম্যবাদী দলের মুখপত্র। শ্রীযুত দেশাই জামিনে মুক্তি পাইয়াছেন। তাঁহাকে বিশেষ জরুরী মুদ্রাযন্ত্র আইনের ১৮ (১) ধারানুসারে অভিযুক্ত করা হইবে।

অদ্ভুদ সর্প

লণ্ডন হইতে প্রকাশ, নিউইয়র্ক হইতে একদল সামুদ্রিক বীর আসিয়াছে। তাহাদের মুখে প্রকাশ তাহারা সামুদ্রিক সর্প দেখিয়াছে।

ক্যারিবিয়ান সাগরে

বার হইল দুইজন। দুইজনেই একই কথা বলিয়াছে। গত ৩০শে জানুয়ারী ক্যারিবিয়ান সাগরে একটি সামুদ্রিক সর্প তাহাদিগের নয়ন গোচর হইয়াছে। সর্পটি লম্বা সত্তর ফুট, মাথাটি চার ফুট চওড়া।

কাপ্তেনের মুখে একই কথা

উহারা যে জাহাজের যাত্রী ছিল, সেই জাহাজের কাপ্তেনও উহাদের কথায় সায় দিয়াছে। বলিয়াছে উহা সর্প কি রাক্ষস এখনও ঠিক হয় নাই। তবে দেখিতে অনেকটা সর্পের মত।

আড়াই হাজার টাকার চোরাই স্বর্ণ

পণ্ডিচেরী হইতে প্রকাশ, পণ্ডিচেরী সীমান্ত পোরামট শুল্কবিভাগের ইনস্পেক্টর শ্রীযুত চক্রবর্ত্তী পণ্ডিচেরীর রেলপথের সাব ইনস্পেক্টরের সহিত কতকগুলি চোরাই স্বর্ণমুদ্রা পাইয়াছেন। স্বর্ণমুদ্রাগুলির মূল্য প্রায় আড়াই হাজার টাকা।

প্রকাশ, নাগাকোলাক গ্রামের কুপপুস্বামী গোণ্ডান এবং ঐ নামে পণ্ডিচেরীর আর এক ব্যক্তি গরুর গাড়ীতে ৪০টি চোরাই স্বর্ণমুদ্রা লইয়া যাইতেছিল। সেই সময় ইনস্পেক্টর শ্রীযুত চক্রবর্ত্তী দলবল সহ তাহাদের জিনিষপত্র খানাতল্লাস করিয়া, মুদ্রাগুলি পান।

উল্লিখিত ব্যক্তিদ্বয়কে গ্রেপ্তার করিয়া ভিলিয়নরের সাব-ম্যাজিষ্ট্রেটের আদালতে হাজির করা হয়। বিচারে প্রত্যেককে ৩ মাসের সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছে।

আবার ভূমিকম্প ও কাটাল

পাটনা হইতে প্রকাশ, সীতামারী হইতে তথায় আবার মোটামুটি রকমের ভূমিকম্প অনুভূত হইয়াছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। অনেক স্থানে জমিতে ফাটল দেখা দিয়াছে এবং উহার মধ্য হইতে জলোদগম হয়। কতকগুলি বাড়ীঘরও পড়িয়াছে। তবে প্রাণহানির কোন সংবাদ পাওয়া যায় নাই। মজঃফরপুরেও পুনরায় মৃদু কম্পন অনুভূত হয়।

নেপালে আবার আতঙ্ক

রক্সৌল হইতে প্রকাশ, নেপালের প্রধান মন্ত্রী জেনারেল সামসের জঙ্গ বাহাদুর রাণা গত শনিবার প্রাতে সদলে দিল্লী গিয়াছেন। নেপালের ভূমিকম্পের অবস্থা সম্বন্ধে বড়লাটের সহিত আলোচনা করাই তাঁহার দিল্লী যাত্রার উদ্দেশ্য।

গত ৮ই ফেব্রুয়ারী রাত্রি সাড়ে ৮টার সময় এবং গত ৭ই রাত্রি সাড়ে ৮টার সময় নেপালে আবার ভূকম্পন অনুভূত হয়। ইহাতে তথায় বিশেষ চাঞ্চল্য দেখা দিয়াছে। ফলে কতিপয় সহরবাসী ভয়ে কাটমুণ্ড সহর ত্যাগ করিয়া যাইতেছেন।

পিস্তল ও টোটা প্রাপ্তি

মহম্মদ নামে এক ব্যক্তির নিকট একটি পিস্তল ও ২২টি টোটা ও অব্যবহৃত টোটাও পাওয়া গিয়াছে। মিষ্টার এম, এ, হাকিম কাদিরির তুলনা বন্দুক ও লাইসেন্স তাঁহার সিলখুলা ষ্ট্রীটের বাটী হইতে চুরি গিয়াছে।

শ্রী শ্রী গণেশো জগদন্তে বাসুদেবায়

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

২৬ ফাল্গুন শনিবার, ১৩৪০

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উজ্জ্বল রত্ন বাঙ্গালী মিলিটারী সার্জ্জন ডাক্তার জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাশ গুপ্ত মহাশয় গত ৪ঠা ফেব্রুয়ারী স্কটল্যাণ্ডের এডিনবরা নগরে ২৯ বৎসর বয়সে ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন। তিনি কয়েকমাস পূর্ব্বে বিবাহ করিয়া চিকিৎসা বিষয়ক শাস্ত্রে উচ্চ শিক্ষা লাভের জন্য স্কটল্যাণ্ড যাত্রা করিয়াছিলেন। তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম, এস, সি, পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে প্রথম স্থান অধিকার করিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বর্ণপদক লাভ করিয়াছিলেন, এবং নানাভাবে অনন্যসাধারণ প্রতিভার পরিচয় দিয়াছিলেন। কিন্তু নিয়তির আহ্বানে অপূর্ণ বাসনা লইয়া যৌবনের প্রারম্ভেই তাঁহাকে ইহ বিদায় গ্রহণ করিতে হইল।

বাজালায় প্রকাশ, গত ৯ই শ্রাবণ রাত্রি শেষে যশোহর--সগরদাঁড়ি গ্রামের জ্ঞানেন্দ্রনাথ নাথ তাঁহার শ্যালিকা ১৪।১৫ বৎসর বয়স্ক তরুণী পাঁচি দাসীকে বাড়ীর স্ত্রীলোকদের সঙ্গে কলিকাতা দেখাইয়া আনিবে বলিয়া প্রলুব্ধ করিয়া কুলের বাহির করে, এবং একখানি নৌকায় তুলিয়া আলিবক্স খাঁর হস্তে অর্পণ করে। উক্ত নরপশু সেই নৌকার মধ্যেই উপর্য্যুপরি কয়েকবার অসহায়া পাঁচির উপর পৈশাচিক অত্যাচার করে। তাহার পর পাঁচিকে কলিকাতায় বেলেঘাটায় আনিয়া লুকাইয়া রাখে, এবং অবশেষে বৌবাজার ষ্ট্রীটে আনিয়া কাসিমদ্দী ও কালিদাসী পেশাকর এই মাণিকজোড়ের হস্তে সমর্পণ করিলে কালিদাসী দিবাভাগে পাঁচিকে ঘরের ভিতর আটক করিয়া রাখিত, সন্ধ্যাকালে ঘরের দরজায় আনিয়া তাহার সাহায্যে উপার্জ্জনের উদ্দেশ্যে দেহবিক্রয়ের জন্য খরিদ্দার ডাকিতে বাধ্য করিত। প্রাণভয়ে পাঁচিকে এই ভাবে বেশ্যাবৃত্তি করিতে হইত। পাঁচির বাপ কালীচরণ নাথ মেয়ের সন্ধান না পাইয়া পুলিসে এজাহার করিলে পুলিস বহু অনুসন্ধানে পাঁচিকে সেই বেশ্যালয় হইতে উদ্ধার করে। জ্ঞানেন্দ্রনাথ, আলিবক্স, কাসিমদ্দী ও কালিদাসী যশোরে দায়রা সোপর্দ্দ হয়; দায়রা জজ মিঃ কে, সি, দাসগুপ্ত তাহাদের চারিজনের প্রতি চারি বৎসরের জন্য কঠোর কারাদণ্ডের ব্যবস্থা করিয়াছেন। ইহাতে পাষণ্ডদের সমুচিত শিক্ষা হইবে কি? জ্ঞানেন্দ্রনাথের মত নরপিশাচদের অপরাধ প্রতিপন্ন করিবার জন্য আদালতে যে-সকল উকিলের আবির্ভাব হয় তাহাদিগকে ধন্যবাদ?

স্যর প্রভাসচন্দ্রের স্থান পূর্ণ করিবার জন্য (১) সন্তোষের রাজা স্যর মন্মথনাথ রায়চৌধুরী (২) শ্রীযুত সুরেন্দ্রনাথ মল্লিক, (৩) কলিকাতা হাইকোর্টের অবসরপ্রাপ্ত অস্থায়ী প্রধান বিচারপতি স্যর চারুচন্দ্র ঘোষ, (৪) শ্রীযুত কুমার শিবশেখরেশ্বর রায় (রাজসাহী, তাহেরপুর) (৫) স্যর ব্রজেন্দ্র মিত্র। প্রভৃতির দাবীর কথা উঠিয়াছিল, স্যর চারুচন্দ্রও কলিকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির দায়িত্বপূর্ণ কার্য্যে অধিকার নিযুক্ত হইয়া যোগ্যতার পরিচয় দিয়াছেন, আমরা শুনিয়া আনন্দিত হইলাম। তিনি বর্ত্তমানে অস্থায়িভাবে এই পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন।

ভূমিকম্পক্লিষ্ট নরনারীগণের সাহায্যের জন্য বড়লাট লর্ড উইলিংডনের স্থাপিত ধনভাণ্ডারে যাঁহারা চাঁদার টাকা পাঠাইবেন, সেই চাঁদার পরিমাণ যাহাই হউক, তাহা পাঠাইতে প্রেরককে মণিঅর্ডার কমিশন দিতে হইবে না; বিনা খরচায় তাহা প্রেরিত হইবে—ডাক বিভাগের কর্ত্তৃপক্ষ এই আদেশ প্রচার করিয়াছেন। ডাক-বিভাগের কর্ত্তৃপক্ষ এই সুচিন্তিত আদেশটি যদি এই ভূমিকম্পেরই সাহায্যার্থ অন্যান্য ভাণ্ডারে সাহায্য প্রদানকারীগণের প্রতিও প্রয়োগ করিতেন তাহা হইলে তাঁহাদের মহানুভবতার বৃদ্ধি পাইত এবং দুঃস্থদের ভাণ্ডারে আরও বেশী আসিতে পারিত।

গত ৬ই ফেব্রুয়ারী রাত্রি শেষে হাওড়ার সাঁকরাইল থানার এলেকায় টেমসিয়া গ্রামের শ্রীযুত নারায়ণচন্দ্র ঘোষালের বাড়ী ডাকাত পড়িয়াছিল; কুড়িজন ডাকাত তরবারি, ছোরা, লাঠি প্রভৃতি অস্ত্র লইয়া নারায়ণ বাবুর গৃহে প্রবেশ করে। এই ভাবে আক্রান্ত হইয়া নারায়ণ বাবু যেরূপ সাহস ও বীরত্বের পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহা বাঙ্গালার বাস্তবিকই প্রশংসার্হ। বাড়ীতে ডাকাত পড়িতেই নারায়ণ বাবুর নিদ্রাভঙ্গ হয়; তিনি একখানি প্রকাণ্ড খড়্গ লইয়া তাঁহার শয়ন কক্ষের দ্বারে দাঁড়াইলেন, এবং প্রতিবেশীদের সাহায্য লাভের জন্য চীৎকার করিতে লাগিলেন। দস্যুদল তাঁহাকে আক্রমণ করিয়া তাঁহার শয়নকক্ষে প্রবেশের চেষ্টা করিলে, তিনি তাহাদের আক্রমণ প্রতিহত করিয়া খড়্গের এক আঘাতে একটা ডাকাতকে জখম করিলেন। অল্পকাল পরে তাঁহার আত্মীয় প্রতিবেশী লাঠি, বর্শা লইয়া তাঁহাকে সাহায্য করিতে আসিলেন; তাঁহাদের অস্ত্রাঘাতে আরও দুইজন দস্যু আহত হইল। তখন দস্যুরা আর সেখানে তিষ্ঠিতে না পারিয়া পলায়ন করিতে বাধ্য হইল।

জাল গোয়েন্দার সাজা

পুলিস কর্মচারী সাজিয়া কলুটোলার এক ব্যবসায়ীর নিকট হইতে জুলুম করিয়া টাকা গ্রহণ করার অভিযোগে মঙ্গলবারে জোড়া চতুর্থ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুত এইচ, কে, দে, মনমোল ক্রু'কে ৩ মাসের সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন।

অভিযোগের বিবরণে প্রকাশ, গত ২৯শে নবেম্বর আসামী কলুটোলার ব্যবসায়ী মজুর আহম্মদের দোকানে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে বলেন যে, গোপনে তাঁহার সহিত কথাবার্ত্তা আছে। অভিযোগকারী ঘরের কোণে আসিলে আসামী তাঁহাকে ফিস্ ফিস্ করিয়া বলেন যে, সে একজন গোয়েন্দা কর্ম্মচারী। একটি পোটাসট মামলা সম্পর্কে সে তদন্ত করিতেছে। বাদী এবং তাহার বন্ধু এ, অলিকে ঐ মামলার সম্বন্ধে পুলিস অনুসন্ধান করিতেছে। আসামী তাহাকে আরও বলেন যে, অবিলম্বে সে (বাদী) তাহার নিকট এক বিবৃতি প্রদান করুন, অন্যথায় তাঁহাকে গ্রেপ্তার করা হইবে। অভিযোগকারী তাহাকে বলেন যে, আলির সহিত তাহার পরিচয় আছে। কিন্তু আসামীর কথিত মামলার বিষয় তিনি কিছুই অবগত নহেন। তখন আসামী বাদীকে এই বলিয়া ভয় প্রদর্শন করেন যে, যদি তাঁহাকে (আসামীকে) মোটা টাকা দিয়া সন্তুষ্ট করা না হয়, তবে তাহাকে আদালতে হাজির করা হইবে। ইহাতে বাদী তাহাকে বলে যে, তাঁহার পুঁজি অতি সামান্য এবং সে সময় তাহার নিকট কিছুই নাই। তবে তিনি আসামীকে পর দিবস তাঁহার দোকানে আসিতে বলেন এবং সেই দিবস সাধ্যমত তাহাকে টাকা দিয়া সন্তুষ্ট করিতে চেষ্টা করিবে।

আসামী চলিয়া যাইবার পরই অভিযোগকারী আলিকে খোঁজ করেন এবং থানায়ও সংবাদ দেন। পর দিবস আসামীর আসিবার পূর্ব্বেই জোড়াসাঁকো থানার ইন্স্পেক্টার শ্রীযুত পি এল ঘোষাল কয়েকজন কনষ্টেবল সাদা পরিচ্ছদে ঐ স্থানে উপস্থিত হন এবং দোকানের কর্ম্মচারী ভাবে তথায় আত্মগোপন করিয়া অবস্থান করেন।

পূর্ব্বের বন্দোবস্ত অনুসারে আসামী উপস্থিত হইলেই তাহাকে বাদীর নিকট যাওয়া হয়। তিনি তাহাকে দুইখানি চিহ্নিত নোট প্রদান করেন। কিন্তু আসামী একশত টাকার দাবী করে। ইহাতে বাদী তাহাকে পরদিবস আবার আসিতে বলেন। কারণ, ঐ দিবস আর তাঁহার টাকা নাই বলিয়া জানান। আসামী অতঃপর দোকান হইতে বাহির হয়। ইন্স্পেক্টার তাহার অনুসরণ করেন এবং দোকানের সম্মুখেই একখানি ট্যাক্সি অপেক্ষা করিতেছিল তিনি তাহাকে গ্রেপ্তার করেন। আসামী বাধা প্রদান করে এবং ইন্স্পেক্টার ও ট্রাফিক কনষ্টেবলকে মারধর করে। কিন্তু আসামীকে বলপূর্ব্বক ট্যাক্সিতে উপবেশন করাইয়া জোড়াসাঁকো থানায় আনয়ন করা হয়। ট্রাফিপানি থানার নিকট উপস্থিত হইলেই আসামী নোট দুইখানি মোটরের মধ্যে ফেলিয়া দেয়। কিন্তু ট্রাফিক কনষ্টেবল অবিলম্বে উহা উঠাইয়া লয়। গ্রেপ্তারের সময় ঐ কনষ্টেবলকেও আসামী মারধর করিয়াছিল। পরে আসামীকে বিচারের জন্য হাজির করা হয়।

পাটের কলের ম্যানেজার প্রহৃত

কামারহাটি ওয়েভার্লী পাটের কলের ম্যানেজার মিঃ আর ব্রাউনকে প্রহার করিবার অভিযোগে আলিপুরের অতিরিক্ত সেসন জজ মিঃ আর, এইচ পার্কারের এজলাসে মিয়াজান সরদার ও আরও কয়েক জন লোক অভিযুক্ত হইয়াছিল। বিচারে তাহাদিগের প্রতি অপরাধের তারতম্যানুসারে ৩ বৎসর হইতে ৫ বৎসর পর্য্যন্ত কারাদণ্ডের ব্যবস্থা হইলে তাহাদিগের পক্ষ হইতে হাইকোর্টে এক আপিল করা হয়। গত ১৩ই ফেব্রুয়ারী হাইকোর্টের বিচারপতি মাননীয় মেন্দাপ গুহ ও প্যাটার্সন আদালতের এজলাসে এই আপিল সম্পর্কীয় শুনানী হইয়া গিয়াছে। রায় মুলতুবী রহিয়াছে।

বিনা লাইসেন্সে বন্দুক

অস্ত্র আইনের ১৯ (এফ) ধারা অনুসারে নসীমুদ্দীনকে ময়মনসিংহের সেসন জজের এজলাসে অভিযুক্ত করা হইয়াছিল। বিচারে তাহার প্রতি আড়াই বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডের ব্যবস্থা হইলে তাহার পক্ষ হইতে হাইকোর্টের বিচার আবেদন করা হইয়াছিল গত ১৬ই ফেব্রুয়ারী হাইকোর্টের বিচারপতি মাননীয় মেন্দাপ মুখোপাধ্যায় ও এস, কে, ঘোষের এজলাসে সেই আবেদন সম্পর্কীয় শুনানী হইয়া গিয়াছে। বিচারপতিদ্বয় আপীল করিয়াছেন।

প্রকাশ, একদিন রাত্রিতে পুলিশ আসামীকে তাড়া করিলে সে তাড়াতাড়ি একটা বাণ্ডেল ফেলিয়া দেয়। সেই বাণ্ডেলের মধ্যে আটটা তাজা কার্তুজ পাওয়া যায়। তাহা ছাড়া তাহার একজন সঙ্গীর নিকট একটা বন্দুক পাওয়া গিয়াছে। এই সমস্তের জন্য তাহারও লাইসেন্স ছিল না। আসামী অপরাধ অস্বীকার করে এবং জজ জুরীদিগের সহিত একমত হইয়া তাহার প্রতি উপরি উক্ত দণ্ডের ব্যবস্থা করিয়াছেন। শ্রীযুত শ্যামাপদ ... আবেদনকারীর পক্ষে আদালতে হাজির হইয়াছিলেন।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

নদীয়া-প্রকাশ

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক
— পারমার্থিক পত্র —
শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশ-
তনয়স্তদ্ধাম-বৃন্দাবনম্,
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং
প্রেমা পুমর্থো মহান্
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং
তত্রাদরো নঃ পরঃ॥

৮ম বর্ষ } ১৮ গোবিন্দ গৌরাব্দ ৪৪৭, ৫ই ফাল্গুন বঙ্গাব্দ ১৩৪০, ১৭ই ফেব্রুয়ারী ইং ১৯৩৪, শনিবার } ২৯২ তম সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

শ্রীধামে পরিক্রমার যাত্রী

আগামী পরশ্বঃ হইতে শ্রীধাম-নবদ্বীপ পরিক্রমা আরম্ভ হইবে। পরিক্রমায় যোগদানের জন্য এক সপ্তাহ পূর্ব্ব হইতেই বিভিন্ন স্থান হইতে যাত্রিগণ প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীধাম-মায়াপুরে সমবেত হইতেছেন। প্রত্যহই যাত্রীর সংখ্যা বর্দ্ধিত হইতেছে। যাত্রিগণ দেহসুখাদির বিষয় বিস্মৃত হইয়া শ্রীধাম-প্রদর্শক গুরু বা তীর্থগুরু শুদ্ধভক্তগণের আনুগত্যে নয় দিনে নবদ্বীপের নয়টী দ্বীপ পরিক্রমা করিবেন। ভোগবিলাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক নিষ্কপটে ভগবদ্ধাম পরিক্রমা করিলে অবিদ্যাবন্ধন ও সংসার-পরিক্রমা হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়া জন্ম-মরণ-শৃঙ্খল ছেদন পূর্ব্বক নিত্যধামে নিত্যানন্দের আনুগত্যে নিত্য প্রভু শ্রীগৌরসুন্দরের নিত্য মহোৎসব-সেবায় যোগদানের যোগ্যতা হয়।

শ্রীজগন্নাথ-শিরোমহোৎসব

গত ২রা ফাল্গুন ১৪ই ফেব্রুয়ারী বুধবার শ্রীধাম মায়াপুরস্থ শ্রীচৈতন্যমঠে পাঠ, কীর্ত্তন ও বক্তৃতামুখে বৈষ্ণব-সার্ব্বভৌম শ্রীল জগন্নাথ দাস বাবাজী মহারাজের অপ্রকট তিথি পালন করা হইয়াছে। শ্রীপাদ স্বাধিকারানন্দ ব্রহ্মচারী ও শ্রীপাদ মুকুন্দগোপাল ভক্তিমধুর মহোদয়দ্বয় সুললিত পদাবলী-কীর্ত্তন করিয়াছেন। শ্রীচৈতন্যমঠের অন্যতম সেবক ডাঃ [illegible] ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম ভক্তিশাস্ত্রীজী বাবাজী মহারাজের পূত চরিত্র অতি [illegible] কীর্ত্তন করিয়া তাঁহার আচার, প্রচার ও শিক্ষার প্রতি সর্ব্বসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ গৌরদাস কাব্যব্যাকরণতীর্থ শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

দিল্লীতে প্রচার

গত ১২।১০।৪০ শুক্রবার ভৈমী একাদশী এবং ১৩।১০।৪০ শনিবার বরাহ মহাদ্বাদশী—এই মহতী মাধবতিথিদ্বয়ের সম্মান দিল্লীনগরীস্থ শ্রীগৌড়ীয়মঠের সেবকগণ যথাবিধি পালন করিয়াছেন। গত ১৪।১০।৪০ রবিবার বলদেবাভিন্ন শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর আবির্ভাব-বাসরে প্রাতঃকাল হইতে হরিকথা ইষ্টগোষ্ঠী প্রভৃতি বিবিধ ভক্ত্যানুষ্ঠান হয়।

প্রদোষে পণ্ডিত শ্রীপাদ ভুবনেশ্বর ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী ভক্তিবিবেক মহোদয় শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে অতি প্রাঞ্জল ভাষায়, সমাগত শ্রোতৃমণ্ডলীকে শ্রীনিত্যানন্দ-তত্ত্ব বুঝাইয়া দেন। পাঠের আদিতে কীর্ত্তন এবং পাঠের অন্তে সকলকেই শ্রীমহাপ্রসাদ দান করা হইয়াছিল।

শ্রীদিল্লী-গৌড়ীয়মঠের রক্ষক পণ্ডিত শ্রীপাদ ভুবনেশ্বর ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী ভক্তিবিবেক মহোদয় গত ২১শে জানুয়ারী হিন্দু কলেজের দর্শন শাস্ত্রের প্রবীণ অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সি সি মিত্র এম-এ,বি-এল, মহাশয়ের সহিত 'বৈষ্ণব-দর্শন'-সম্বন্ধে প্রায় ১ ঘণ্টা আলাপ করেন ও রামজাস্ কলেজের বর্ষীয়ান্ অধ্যাপক শ্রীযুক্ত পূর্ণেন্দুনারায়ণ সিংহ মহাশয়কে কলিহত মুমূর্ষু জীবের সাধুসঙ্গে হরিনাম বা ভজনই একমাত্র কর্ত্তব্য তাহা বুঝাইয়া দেন। পণ্ডিতজীর শ্রীমুখাবগলিত অমৃতবর্ষিণী চেতনবাণী শ্রবণ করিয়া তাঁহারা আনন্দ লাভ করেন।

ভক্তিশাস্ত্রীজী গত ২৬শে জানুয়ারী হিন্দু কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত এ, কে, মুখার্জ্জি এম-এ,(অক্সফোর্ড), অধ্যাপক এ ভট্টাচার্য্য এম্-এ, অধ্যাপক বি, এন্, গাঙ্গুলী এম-এ প্রভৃতি মহাশয়গণের বাসভবনে শ্রীচৈতন্যদেবের বাণী কীর্ত্তন করিয়াছেন। ভক্তিবিবেক মহোদয় গত ২৭শে জানুয়ারী স্বনামধন্য বর্ত্তমান হাই কমিশনার মিঃ বি, এন মিত্র মহাশয়ের ভ্রাতার সহিত বহুক্ষণ অন্যান্য সম্প্রদায়ের সহিত শ্রীচৈতন্যদেবের প্রচার-বৈশিষ্ট্য ও যুক্তবৈরাগ্যের কথা ওজস্বিনী ভাষায় এবং শাস্ত্রযুক্তির সহিত আলোচনা করেন।' শাস্ত্রযুক্তিমূলে উক্ত মীমাংসা শ্রবণ করিয়া মিত্র মহাশয় পরম প্রীত হন।

ব্রহ্মচারীজী ঐ দিবস ২৪পরগণার সম্ভ্রান্ত জমিদার শ্রীযুক্ত বাবু ধীরেন্দ্রকান্ত লাহিড়ী চৌধুরী এম-এল এ মহাশয়ের সহিত শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচার্য্য বিষয় বহুক্ষণ আলাপ করেন।

শিকারপুরে শ্রীব্যাসপূজা

গত ২১শে মাঘ (১৩৪০) শিকারপুর মঠে শ্রীশ্রীব্যাসপূজা অতি সমারোহের সহিত সম্পন্ন হইয়াছে। এই উপলক্ষে গৌড়ীয়মঠের অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিবিলাস গভস্তি নেমী মহারাজ তথায় একটী সারগর্ভ বক্তৃতা প্রদান করেন। সারমর্ম্ম নিম্নে প্রদত্ত হইল।

শ্রীব্যাসপূজা বলিতে শ্রীগুরুপূজাকে বুঝায়। শ্রীভগবানই আচার্য্যরূপে জীবের কল্যাণের জন্য ইহ জগতে অবতীর্ণ হন। সাধারণ জীবকুল সর্ব্বক্ষণ আত্মেন্দ্রিয়-তর্পণে ব্যস্ত। সেইজন্য তাহারা মায়া-কবলিত হইয়া নানা প্রকার দুঃখ ভোগ করে। এই মায়ার হাত হইতে উদ্ধার করিবার জন্য শ্রীগুরুদেব জীবের সুকৃতি সঞ্চয় করাইয়া তাহাদিগকে শ্রীনামে অধিকার দেন।

আসামে প্রচার

গত ২৮শে ও ২৯শে ডিসেম্বর (১৯৩৩) আসাম কামরূপ জেলার অন্তর্গত টিহু নামক ষ্টেসনে একটী সভার অধিবেশন হয়। গৌড়ীয়মঠাশ্রিত মহোপদেশক শ্রীপাদ নিমানন্দ দাস সেবাতীর্থ ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য প্রভু উক্ত সভায় সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করিয়া 'ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণবের তারতম্য বিচার' সম্বন্ধে আসামী ভাষায় একটী অভিভাষণ পাঠ করেন। শ্রোতৃমণ্ডলীর মধ্যে এই বিষয়ে যাঁহার মনে যে প্রশ্ন উদয় হইতেছিল তিনি তাহার সুসিদ্ধান্তপূর্ণ উত্তর প্রদান করিয়া তাঁহাদের ভ্রম ও সন্দেহ অপনোদন করেন।

দুই দিবসই সভায় বহু শিক্ষিত ও গণ্যমান্য ভদ্রমহোদয়গণ উপস্থিত ছিলেন। তন্মধ্যে শ্রীযুক্ত নরনারায়ণ দেব গোস্বামী বি-এ,বি-এল, শ্রীযুক্ত রমণীকান্ত শর্ম্মা, শ্রীযুক্ত সদানন্দ দেবশর্ম্মা, শ্রীযুক্ত ভবানীমোহন দেব গোস্বামী, শ্রীযুক্ত জীবেশ্বর ভট্টাচার্য্য, শ্রীযুক্ত ভবানী প্রসাদ দেব গোস্বামী, শ্রীযুক্ত কমলাকান্ত গোস্বামী, শ্রীযুক্ত লম্বোদর দেব গোস্বামী, শ্রীযুক্ত ব্রজনাথ দেব গোস্বামী, শ্রীযুক্ত বিনন্দি মণ্ডল দেব গোস্বামী, শ্রীযুক্ত কুঞ্জরাম মহাজন দেব গোস্বামী প্রভৃতির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

এই সভার কার্য্য উপলক্ষে বহু ভক্ত হরিগুরু-বৈষ্ণব-সেবার সুযোগ লাভ করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র হাজারিকা, শ্রীপাদ মায়াধীশ দাসাধিকারী ও শ্রীঅরুণ চন্দ্র ভক্তের সেবা বিশেষ প্রশংসনীয়।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

১৮ গোবিন্দ অবাব্দ ক্ষীরোদশায়ী ৪৪৭

বিগত ভূকম্পের কারণ

মনোধর্ম্মি-জগৎ মনোধর্ম্মে গা ভাসাইয়া দিয়া 'মনের মত' কথা পাইলে আনন্দে উৎফুল্ল হয়। এই আনন্দের উৎসে ঊর্দ্ধে আরোহণ করিয়া 'মনের মত' কথা যাহার নিকট পায় তাহাকে বংশদণ্ডের শিখরের উচ্চতম স্থানে স্থাপন করে, আবার যখন উক্ত ব্যক্তির কথা 'মনের মত' না হয় তখন তাহাকে শূলে বিদ্ধ করিতেও কিছু মাত্র কুণ্ঠিত হয় না। বলা বাহুল্য, এই সকল চিত্তবৃত্তি অপস্বার্থকর্ত্তৃক প্রণোদিত ও উত্তেজিত। জগতের ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে এই প্রকার স্বার্থান্ধতার কোটী কোটী দৃষ্টান্ত আমাদের দৃষ্টি-পথে উদিত হয়।

সেদিন বিহার-প্রদেশ ও নেপাল-রাজ্যে যে নৃশংস ভূমিকম্প জগতের বক্ষে তাহার ধ্বংসলীলার কালিমা লেপন করিল তাহার কারণ সম্বন্ধে নানা ব্যক্তির নানা উক্তি আমাদের কর্ণগোচর হইতেছে। কেহ বলিতেছেন, বিধর্ম্মিগণ কর্ত্তৃক হিন্দুগণের পরম পবিত্র হিমাচল অতিক্রম করিবার প্রয়াসেই এই প্রকার কাণ্ড ঘটিয়াছে। ভূতত্ত্ববিদেরা বলিতেছেন—হিমালয়ে আগ্নেয়গিরি আছে, তৎফলেই এই প্রচণ্ড ভূকম্পের উদয় হইয়াছে। শুনা যায়, শ্রীযুক্ত গান্ধী বলিতেছেন, ভারতে 'ছুঁইও না' 'ছুঁইও না' ব্যাধিই এই ভূমিকম্পের কারণ।

গান্ধীজীর উক্তির প্রতিবাদ করিয়া শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ বলিতেছেন,—যদি তাহাই হইত, তবে ভগবানের কোপ ভারতের অন্যান্য প্রদেশের উপর পতিত না হইয়া শুধু বিহার ও নেপালের উপর ঐরূপভাবে পতিত হইল কেন? মাদ্রাজ প্রদেশেও ত' 'ছুঁইও না' রব সর্ব্বাপেক্ষা অধিক, তবে তথায় কম্পন বিন্দুমাত্রও অনুভূত হইল না কেন? জানি না, গান্ধীজী রবীন্দ্রনাথের ঐ প্রশ্নের উত্তর কি দিবেন। তবে তথাকথিত সনাতনীরা গান্ধীজীর 'উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে' চাপান দেখিয়া হয় ত' বলিবেন, দেবমন্দির অস্পৃশ্য কারবার চেষ্টায় গান্ধীজীর যে পাপ হইয়াছে, তাহারই ফলে বিহারের ঐপ্রকার দুর্দ্দশা।

গান্ধীজী যদি এখন অসহযোগ আন্দোলনে নিযুক্ত থাকিতেন তাহা হইলে হয় ত' ভূমিকম্প ঘটিবার কারণ সরকারের ঘাড়ে ন্যস্ত করিয়া বলিতেন, অসহযোগ আন্দোলনকারিগণের উপর সরকারের শাসনের ফলেই ভূকম্পের উদয় হইয়াছে। সেই ক্ষেত্রে সরকার হয় ত' বলিতেন, গান্ধীজী রাজভক্তির প্রতি যে দ্রোহ আচরণ করিতেছেন, রাজাজ্ঞা উল্লঙ্ঘন দ্বারা যে বিশৃঙ্খলতা আনয়ন করিতেছেন, তাহারই ফলে ঐ ভূমিকম্পের অভ্যুদয় হইয়াছে। আপেক্ষিকতায় আবদ্ধ জনগণ প্রত্যেক ব্যাপারেই নিজের কোলে ঝোল টানিতে বড়ই সিদ্ধহস্ত। এই জন্য আমরা দেখিতে পাই, সয়তানও শাস্ত্রবাক্য উদ্ধার করিয়া স্বীয়পাষণ্ডমত-স্থাপনের চেষ্টা করে।

পাঠকগণ ভূমিকম্পের কারণ সম্বন্ধে আমাদের মত জানিবার জন্য হয় ত' উদ্গ্রীব হইয়াছেন। তাঁহাদের মনে এই প্রশ্নটী উঁকি ঝুঁকি মারিতেছে—তবে ভূমিকম্পের কারণ সম্বন্ধে আপনারা কি বলেন? আমাদের নিজেদের ব্যক্তিগতভাবে কোন মত নাই; সাত্বতশাস্ত্রের অভিমতই আমাদের মত। সাত্বতসংহিতা-পাঠে আমরা জানিতে পারি বা শ্রৌতপথে অবগত হই যে, বিশ্বের যাবতীয় দুঃখ-দুর্গতিকে প্রধানতঃ তিনভাগে ভাগ করা যাইতে পারে—আধ্যাত্মিক আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক। এই ত্রিবিধ তাপেরই মূল কারণ অবিদ্যার মোহ, যাহা আমাদের নিত্য প্রভু শ্রীভগবানের সেবারাজ্যে গমনের পথে অর্গল স্থাপন করিয়া আমাদিগকে ভোগ-মরীচিকার পশ্চাতে প্রধাবিত করায়। ভূমিকম্প আধিদৈবিক শ্রেণীর অন্তর্গত। এক্ষণে ইহার মূল কারণ সহজেই অনুমেয়। জড়বিদ্যায় বিচক্ষণ জনগণ তাপত্রয়ের হস্ত হইতে জগদ্বাসীকে রক্ষা করিবার জন্য যতই প্রয়াস করুন না কেন, রোগের মূল কারণ তাঁহাদের অজ্ঞাত বলিয়া তাঁহারা কৃতকার্য্য হইতে পারিবেন না। কথাটা তাঁহাদের শ্রুতিমধুর না হইলেও ইহা ধ্রুবসত্য। একটু শান্তভাবে চিন্তা করিলে ইহা সহজেই হৃদয়ঙ্গম হইবে—যে-পর্য্যন্ত ওকালতির যুক্তি লইয়া আমরা বিচার করিব, "লোকগুলি 'ভগবান্ ভগবান্' করিয়া পাগল হয় কেন? ভগবান্‌কে বাদ দিয়াও ত' অনেকে বেশ আছেন।" সে-পর্য্যন্ত আমরা তাপত্রয়ের হস্ত হইতে ত্রাণ পাইতে পারি না।

বিহারের ভূমিকম্পে, আমরা দেখিতে পাইয়াছি, পল্লীর প্রায় সকল গৃহ চূড়মার হইলেও দুই জন ভক্তসজ্জন অপ্রত্যাশিতভাবে রক্ষা পাইয়াছেন। শুধু রক্ষা নহে, তাঁহাদের কোনও প্রকারের অনিষ্ট হয় নাই। তাঁহাদের মধ্যে একজন শ্রীযুক্ত মধুসূদন চট্টোপাধ্যায়, ইঁহার সম্বন্ধে আমরা পূর্ব্বেই নদীয়া-প্রকাশে আলোচনা করিয়াছি। অপরজনের নাম শ্রীযুক্ত হৃষীকেশ দাস অধিকারী, ইনি মজঃফরপুরে থাকেন। ইঁহার পত্রে আমরা অবগত হইয়াছি যে ভূমিকম্পে তাঁহারও কোন প্রকার অনিষ্ট হয় নাই। বিশেষতঃ যে ঘরে শ্রীল প্রভুপাদের আলেখ্য ছিল সে ঘরের একটু চুণও খসিয়া পড়ে নাই।

অবশ্য এই সকল ভগবদ্ভক্তগণ নিজদিগকে এই আধিদৈবিক বিপদ্ হইতে রক্ষা করিবার জন্য শ্রীভগবানের চরণে প্রার্থনা জ্ঞাপন করেন নাই। পক্ষান্তরে জগতের নশ্বরতার বিষয় স্মরণ করাইয়া আত্মানুশীলনের সুযোগ-প্রদানের জন্যই শ্রীভগবান্ এই প্রকার ব্যবস্থা করিয়াছেন, ইহা চিন্তা করিয়া কৃতজ্ঞতাশ্রুতে তাঁহার শ্রীচরণ বিধৌত করিয়াছেন। এবং বিপদ হইতে রক্ষা পাইয়াও তাঁহারা নিজেদের পুণ্যের ফলে রক্ষা পাইয়াছেন, এই প্রকার গর্ব্ব প্রকাশ না করিয়া, শ্রীভগবৎপ্রকাশবিগ্রহ শ্রীগুরুপাদপদ্মেরই মাহাত্ম্য উপলব্ধি করিয়া আনন্দাশ্রু বিসর্জ্জন করিয়াছেন। আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক বিপৎসমূহ লক্ষ্য করিয়া তাসের ঘরের শ্রীবৃদ্ধির জন্য যত্নশীল না হইয়া বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিগণের একমাত্র কর্ত্তব্য শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের আনুগত্যে প্রার্থনা করা—

> ন ধনং ন জনং ন সুন্দরীং কবিতাং
> বা জগদীশ কাময়ে।
> মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে ভবতাদ্ভক্তি-
> রহৈতুকী ত্বয়ি॥

—হে ভগবন্, আমি ধন চাই না, জন চাই না, বা সুন্দরী কবিতাও চাই না। জন্মে জন্মে তোমাতে আমার অহৈতুকী ভক্তি থাকুক।

নশ্বর শৌর্য্য-বীর্য্যের, বুদ্ধিমত্তা-পাণ্ডিত্যের অভিমানে আমরা কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ ও মাৎসর্য্য—এই রিপুষট্‌কের দাসত্ব বরণ করিয়া সতত উচ্ছৃঙ্খলতা বৃদ্ধি করিতেছি। শ্রীভগবান্ ঐসকল মোহের মূলোৎপাটনকল্পে ভূকম্পাদির ব্যবস্থা করিয়া বস্তুতঃপক্ষে আমাদের প্রতি তাঁহার করুণাই প্রদর্শন করিতেছেন। সুতরাং আমরা এই সকল আধিদৈবিক বিপদ দেখিয়া তাঁহার চরণে প্রপন্ন হইব এবং প্রার্থনা করিব—

> কামাদীনাং কতি ন কতিধা
> পালিতা দুর্নিদেশা-
> স্তেষাং জাতা ময়ি ন করুণা ন
> ত্রপা নোপশান্তিঃ।
> উৎসৃজ্যৈতানথ যদুপতে সাম্প্রতং লব্ধবুদ্ধি-
> স্ত্বামায়াতঃ শরণমভয়ং মাং নিযুঙ্ক্ষ্বাত্মদাস্যে॥

—হে ভগবন্, আমি জীবনে কামাদির কত প্রকার দুষ্ট আদেশই পালন করিয়াছি! তথাপি আমার প্রতি তাহাদের করুণা বা আমার লজ্জার উপশান্তি হইল না। হে যদুপতে, আপাততঃ আমি তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া সদ্বুদ্ধি লাভ করিত তোমার অভয়চরণে শরণাগত হইলাম; তুমি এখন আমাকে আত্মদাস্যে নিযুক্ত কর, ইহাই আমার প্রার্থনা।

শ্রীশ্রীব্যাসপূজার তিনটী অর্ঘ্য

[ত্রিদণ্ডিপাদ শ্রীমৎ পুরী মহারাজ লিখিত]

বৎসরের পর বৎসর আমরা অনেকেই অর্ঘ্য-হস্তে ছুটিয়া যাই পরম-শুভদা মাঘ-কৃষ্ণপঞ্চমী তিথিতে শ্রীব্যাসাভিন্ন-বিগ্রহ শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্ম পূজা করিবার জন্য; কিন্তু যে-অর্ঘ্য লইয়া যাই তাহা শ্রীশ্রীআচার্য্য-বর্য্যের চরণকমলে অর্পিত হইবার যোগ্য কিনা তাহা বিচার করি কয়জন?

অষ্টোত্তরশত-শ্রীযুক্ত আচার্য্যপ্রবরের পাদপদ্ম অতিমর্ত্ত্য বস্তু; সুতরাং সেই শ্রীচরণপদ্মপূজায় অর্ঘ্যও অপ্রাকৃত হওয়া আবশ্যক। প্রাকৃত-দোষদুষ্ট কোন অর্ঘ্যই তাঁহার পূত শ্রীপাদপদ্ম স্পর্শ করিবার যোগ্য নহে। অতএব অর্ঘ্যের সাজি সাজাইবার সময় আমাদের বিশেষ সতর্ক থাকা কর্ত্তব্য, যাহাতে সাজান সাজির মধ্যে কোন প্রকার প্রাকৃত কীট প্রবেশ না করে।

মাদৃশ দুর্দ্দৈবগ্রস্ত জীব বড়ই অনুকরণ-প্রিয়, তাই আমরা চাই শ্রীগুরুদেবের নিষ্কপট সেবকগণের—বিশ্রম্ভসেবকগণের অনুসরণ না করিয়া কেবল অনুকরণ পূর্ব্বক বঞ্চিত হইতে। তাঁহারা কিন্তু বঞ্চক নহেন, তাই বঞ্চনা না করিয়া অমন্দোদয়-দয়ার বশবর্ত্তী হইয়া, জীবে দয়ার বশবর্ত্তী হইয়া বলেন—দেখ ভাই! তোমার সাজান সাজিতে নাই অকৃত্রিম "প্রণিপাত-প্রসূন", নাই অকৃত্রিম "পরিপ্রশ্ন-প্রসূন", নাই অকৃত্রিম 'সেবা-প্রসূন' উহাতে আছে কেবল 'প্রণিপাত-ছলনা-কুসুম', 'পরিপ্রশ্ন-ছলনা কুসুম', 'সেবা-ছলনা কুসুম'; সেই কুসুমগুলি আবার প্রতিষ্ঠাশারূপা শূকরী বিষ্ঠার কীট কর্ত্তৃক দষ্ট সুতরাং ঐরূপ প্রাকৃত অপবিত্র পূতিগন্ধময় কৃত্রিম কুসুমের অর্ঘ্য আচার্য্যপ্রবরের শ্রীচরণ-সরোজে অর্পিত হইবার পক্ষে সম্পূর্ণ অযোগ্য। ঐ দেখ, ঐ শুন, গীতায় স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তিনপ্রকারের তিনটী অর্ঘ্যের কথা বলিয়াছেন,—

"তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন, পরিপ্রশ্নেন, সেবয়া"

১ম অর্ঘ্য—"প্রণিপাত-প্রসূনাঞ্জলি"

আমরা সর্ব্বপ্রথমে প্রণিপাত বা নমস্কার শব্দের অর্থ বিচার করিব। 'ন'-শব্দে নিষেধ, আর 'ম'-শব্দে অহঙ্কারকে বুঝায়; সুতরাং 'নমস্কার'-শব্দে—'আমি বিচার করিয়া

বুঝিয়া লইতে পারি বা মাপিয়া লইতে পারি', এই প্রকার অভিমান বা অহঙ্কার পরিত্যাগ। 'আমি বুঝিয়া লইব', 'আমি মাপিয়া লইব' এই বিচার ষোল আনা বজায় রাখিয়া কেবল স্থূল মস্তকটি লোক-দেখান অবনত করিলে প্রণিপাত হয় না। তাহার নাম প্রণিপাত-ছলনা।

আমার চক্ষু, কর্ণ, নাসা, জিহ্বা, ত্বক্, মন ও বুদ্ধি আছে, এই সকল যন্ত্রের দ্বারা জগতের সব বস্তুই যখন মাপিয়া ও বুঝিয়া লইবার চেষ্টা করি তখন শ্রীশ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবকেও মাপিয়া লইবার চেষ্টা কেন না করিব? এই প্রকার বিচারের নাম আরোহপথ বা তর্কপথ। এই পথ পরিত্যাগপূর্ব্বক অবরোহ-পথ বা শ্রৌতপথ আশ্রয় করার নাম নিষ্কপট প্রণিপাত।

শ্রীগুরু, বৈষ্ণব ও ভগবান্—অধোক্ষজ-তত্ত্ব, তাঁহারা স্বতঃপ্রকাশ বস্তু। অতএব তাঁহাদের এবং তাঁহাদের নাম-ধাম-রূপ-গুণ-লীলাদির কথা ইন্দ্রিয়জজ্ঞানের গম্য নহেন, ইন্দ্রিয়জজ্ঞান সেই অধোক্ষজ তত্ত্বের নিকট পৌঁছিতে পারে না, সেখানে ইন্দ্রিয়জ-জ্ঞান পরাভূত হইয়াছে। তবে তাঁহারা স্বতঃপ্রকাশ বস্তু তাই মাপিয়া লইবার বুদ্ধি ছাড়িয়া নিষ্কপটে শরণাগত হইলে তাঁহাদের কৃপালোকেই তাঁহাদের তত্ত্ব উপলব্ধির বিষয় হয়। এইরূপ বিচার অবলম্বনের নাম নিষ্কপট প্রণিপাত বা শ্রৌতপথাশ্রয়।

"নৈষাতর্কেণ মতিরাপনেয়া"—শ্রুতির এই বাণীর, 'তর্কাপ্রতিষ্ঠানাৎ' শ্রীল ব্যাসদেব রচিত ব্রহ্মসূত্রের এই বাক্যের, এবং মহাভারতের—'অচিন্ত্যাঃ খলু যে ভাবা ন তাংস্তর্কেণ যোজয়েৎ" প্রভৃতি বাক্যের আদর করার নামই নিষ্কপট প্রণিপাত।

ছান্দোগ্যোপনিষদোক্ত ইন্দ্র ও বিরোচনের চরিত্র আলোচনা করিলেই আমরা শ্রৌতপথ অবলম্বনপূর্ব্বক শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মে অকৃত্রিম "প্রণিপাত প্রসূনাঞ্জলি" প্রদানের যোগ্য হইব; তখন মনোধর্ম্ম বা তর্কপথ আশ্রয়পূর্ব্বক প্রণিপাতের অভিনয় অর্থাৎ শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মে 'প্রণিপাত-ছলনা-কুসুমাঞ্জলি'-প্রদান-চেষ্টারূপা ধৃষ্টতা আমাদের হৃদ্দেশ পরিত্যাগ করিবে।

বিরোচন প্রণিপাতের অভিনয় করিয়া তর্কপথে মনোধর্ম্মের দ্বারা গুরুর উপদেশ গ্রহণ করিতে গিয়া শ্রীগুরুকৃপা হইতে বঞ্চিত হইয়াছিলেন কিন্তু ইন্দ্র নিষ্কপট প্রণিপাত করিয়া শ্রীগুরুকৃপায় অধোক্ষজ-তত্ত্ব উপলব্ধি করিয়াছিলেন। অতএব ভাই সব আসুন! আমরা আজ এই শুভ শ্রীব্যাসপূজা-বাসরে তর্কপথ বা মনোধর্ম্মের বিচার পরিহার করিয়া শ্রৌতপথ আশ্রয়পূর্ব্বক শ্রীল নরোত্তম ঠাকুরের কীর্ত্তিত নিম্নলিখিত বাণীর অনুকীর্ত্তন করিতে করিতে শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মে অকৃত্রিমভাবে প্রথম অর্ঘ্য—"প্রণিপাত-প্রসূনাঞ্জলি" প্রদান করি—

শ্রীগুরুচরণ-পদ্ম, কেবল ভকতি-সদ্ম,
বন্দো মুঞি সাবধান মতে।
যাঁহার প্রসাদে ভাই, এ ভব তরিয়া যাই,
কৃষ্ণপ্রাপ্তি হয় যাঁহা হ'তে॥
গুরুমুখ-পদ্মবাক্য, চিত্তেতে করিয়া ঐক্য,
আর না করিহ মনে আশা।
শ্রীগুরু-চরণে রতি, এই সে উত্তমগতি,
যে-প্রসাদে পূরে সর্ব্ব আশা॥

২য় অর্ঘ্য—"পরিপ্রশ্ন-প্রসূনাঞ্জলি"

যাঁহারা শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মের নিষ্কপট সেবক, তাঁহারা প্রথম অঞ্জলিটী প্রদানের পর উপর্য্যুপরি আরও দুইটী অঞ্জলি প্রদান করিবেনই করিবেন। যদি কেহ তাহা না করেন অর্থাৎ কেবল স্থূল মস্তকটি অবনত করিয়া বা প্রথম অঞ্জলি প্রদান করিয়া (?) চলিয়া যান কিম্বা মৌনভাবে থাকেন তবে বুঝিতে হইবে, তাঁহার গোড়াতেই গলদ আছে, তিনি প্রথম অঞ্জলি-প্রদানের অভিনয় করিয়াও বঞ্চিত হইয়াছেন মাত্র, অকৃত্রিম অঞ্জলি প্রদান করেন নাই।

দ্বিতীয় অর্ঘ্যটী প্রদান করিবার আবশ্যকতা বুঝিয়াছেন বলিয়াই—অন্তরে পরিপ্রশ্ন হইয়াছে বলিয়াই নিষ্কপট সেবকগণ শ্রীগুরু-পাদপদ্মে "প্রণিপাত-প্রসূনাঞ্জলি" প্রদান করিতেছেন। তাঁহারা জানেন দ্বিতীয় অর্ঘ্যটী,—পরিপ্রশ্ন-প্রসূনাঞ্জলিটী অর্পণ করিলেই তৃতীয়-অঞ্জলি-প্রদানের সৌভাগ্য হইবে, তখন শ্রীশ্রীগুরু-চরণপদ্মের দিব্যালোকে অনাদিকালের অজ্ঞানান্ধকার বিদূরিত হইবে, তাই অকৃত্রিম সেবক প্রথম অর্ঘ্য-প্রদানের পর আরও দুইটী অর্ঘ্য অর্পণ না করিয়া থাকিতে পারেন না।

আবার যাঁহারা অকৈতব হইতে পারেন নাই তাঁহারা পর পর দুইটী অর্ঘ্য-প্রদানের অভিনয় করিয়াও বঞ্চিত হন, কারণ তাঁহাদের অন্তরের অন্তরতম প্রদেশে মাপিয়া লইবার বুদ্ধিটা লুক্কায়িত আছে। তাঁহাদের বিচার এই যে, যদি শ্রীশ্রীগুরু-পাদপদ্মের বাণী আমার মনোমত হয় তবেই তাহা গ্রহণ করিব কিম্বা তিনি যাহা বলেন তাহার তাৎপর্য্য আমার রুচির অনুকূলে গ্রহণ করিব। এই প্রকার ব্যক্তির আদিতেও গলদ, মধ্যেও গলদ, তাই তাঁহারা, তৃতীয় অর্ঘ্যটি প্রদানের অপেক্ষা করেন না কিম্বা কৃত্রিমভাবে তিনটী অর্ঘ্য দিবারই অভিনয় করেন। অতএব বলা বাহুল্য যে তাঁহাদের অন্তেও গলদ।

যদি আমরা আদি হইতে অন্ত পর্য্যন্ত গলদ দখল করিয়া, কৈতব-কুম্ভককে দৃঢ়ভাবে আলিঙ্গন করিয়া শ্রীব্যাস-পূজা-বাসরে অর্ঘ্যপ্রদানের অভিনয় করি, তবে আমরা ভিন্ন বঞ্চিত হইবে আর কে? তাই বলি ভাই সব, বঞ্চিত হইব আর কত দিন! অনাদিকাল হইতেই ত' বঞ্চিত হইয়া আসিতেছি! এখন আসুন! "আর নারে বাপ" বলিতে বলিতে—সম্বন্ধ-জ্ঞানাচার্য্য শ্রীল সনাতন গোস্বামীর শ্রীমুখ-বিগলিত বাণীর—শ্রীগৌরাঙ্গের নিত্য-পার্ষদ হইলেও জগজ্জীবের নিত্যমঙ্গল বিধানের জন্য পরদুঃখদুঃখী গোস্বামি-প্রবর পরিপ্রশ্নের ছলনায় যে বাণী কীর্ত্তন করিয়া "পরিপ্রশ্ন-প্রসূনাঞ্জলি"-প্রদানের আদর্শ প্রকট করিয়াছিলেন, অদ্যকার শুভবাসরে আমরা তাঁহার সেই আদর্শের অনুসরণ পূর্ব্বক সেই বাণীর অনুকীর্ত্তন করিতে করিতে শ্রীশ্রীআচার্য্যরাজের শ্রীচরণ-কমলে অকৈতব হইয়া দ্বিতীয় অর্ঘ্য—"পরিপ্রশ্ন-প্রসূনাঞ্জলি" অর্পণ করি।

"কে আমি, কেনে আমায় জারে তাপত্রয়।
ইহা নাহি জানি—কেমনে 'হিত' হয়॥
'সাধ্য', 'সাধনতত্ত্ব' পুছিতে না জানি।
কৃপা করি' সব তত্ত্ব কহ ত' আপনি॥"

তৃতীয় অর্ঘ্য—"সেবা-প্রসূনাঞ্জলি।"

প্রথম দুইটী 'অঞ্জলি' অকৃত্রিমভাবে প্রদত্ত হইলে শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্ম-গোমুখী হইতে শ্রীবাণীগঙ্গা অবিরত-ধারে প্রবাহিত হইতে থাকে, তাহাতে স্নাত হইলেই অন্তঃস্থিত মুকুলিত 'সেবা-প্রসূনটি' প্রথমে বিকশিত পরে পূর্ণ-বিকশিত হইয়া পড়ে। ঐ পূর্ণ-বিকশিত সেবা-প্রসূনের অঞ্জলিটাই তৃতীয় অর্ঘ্য। 'প্রণিপাত-প্রসূন' ও 'পরিপ্রশ্ন-প্রসূন' যেরূপ জগতের কোন বাগান হইতে তুলিয়া আনিতে হয় না, সেইরূপ এই 'সেবাপ্রসূন'ও অন্য কোন স্থান হইতে আনিতে হয় না। উহা চেতনময় প্রসূন, সকল আত্মার সহিতই আচ্ছাদিত, সঙ্কুচিত বা মুকুলিত অবস্থায় প্রচ্ছন্নভাবে অনুস্যূত থাকে, শ্রবণ-কীর্ত্তন-জলে বাণী-গঙ্গাজলে স্নাত হইলেই প্রথমে বিকশিত, পরে পূর্ণ-বিকশিত হইয়া শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মে অঞ্জলি-প্রদানের যোগ্য হয়।

এই তৃতীয় অর্ঘ্যটাই পরিপূর্ণ অঞ্জলি, সর্ব্বস্ব-সমর্পণের অঞ্জলি। শ্রীবলি মহারাজের নিকট শ্রীভগবান্ বামনদেব ত্রিপাদভূমি-ভিক্ষার ছলে কৃপা-বিতরণ করিলে তিনিও শ্রীবামনদেবের তিনটী চরণে পর পর তিনটী অঞ্জলি প্রদান করিয়াছিলেন অর্থাৎ প্রথম 'শ্রীপদে'—'প্রণিপাত'-প্রসূনাঞ্জলি', দ্বিতীয়-'শ্রীপদে' 'পরিপ্রশ্ন-প্রসূনাঞ্জলি.' সর্ব্বশেষে তৃতীয় 'শ্রীপদে'—আত্মনিবেদনরূপ পরিপূর্ণাঞ্জলি বা সর্ব্বস্ব-অর্পণাঞ্জলি-রূপ 'সেবা-প্রসূনাঞ্জলি' প্রদানের আদর্শ প্রকট করিয়াছিলেন। সুতরাং আমাদিগকেও তাঁহার অনুসরণ করিতে হইবে অর্থাৎ আমার বলিতে আখেরের জন্য পৃথক্ তহবিল কিছু না রাখিয়া, যাহা কিছু আছে সর্ব্বস্বই অঞ্জলি দিতে হইবে।

তিনটি অর্ঘ্য-প্রদানের পরও যদি কাহারও আমার বলিতে পৃথক্ 'কিছু' থাকে, তবে বুঝিতে হইবে তিনি সেই 'কিছুর চরণেই' অঞ্জলিগুলি প্রদান করিয়াছেন এবং শ্রীল আচার্য্যচরণে অঞ্জলি প্রদানের অভিনয় করিয়াছেন মাত্র। কারণ, যদি অর্ঘ্য তিনটি অকৃত্রিমভাবে অর্পিত হইত তবে সেই 'কিছুর' অস্তিত্ব থাকিত না। তাই বলি—ভাই সব, সাবধান! সাবধান!! সাবধান!!! কামারকে ইস্পাত ফাঁকি দিবার মত চেষ্টা যেন আমরা না করি, শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মকে বঞ্চনা (?) করিতে গিয়া নিজেই যেন বঞ্চিত না হই।

সেবা-প্রসূনটী পূর্ণ-বিকশিত হইলে তাহা অহৈতুকী অপ্রতিহতা গতিতে অঞ্জলিরূপে শ্রীশ্রীআচার্য্যবর্য্যের চরণ-সরোজে গিয়া বিশ্রাম করে। সুতরাং লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠাশা প্রভৃতি অন্যাভিলাষ, ভোগবাঞ্ছা বা মোক্ষবাঞ্ছাদি-হেতুমূলে, আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতিবাঞ্ছামূলে "সেবাপ্রসূনাঞ্জলি"-প্রদানের ছলনা অকৃত্রিম সেবকের আচরণ নহে। তাঁহারা 'সেবা-প্রসূনাঞ্জলি' দিয়া অন্য কিছুই চান না, চান কেবল আরও সেবা—অফুরন্ত সেবা, নিত্যকাল ধরিয়া নিত্যসেবা; তাঁহাদের সেবাই সাধন এবং সেবাই সাধ্য। আবার সেবা-প্রসূনের প্রত্যক্‌গতি—শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মের দিকে গতিটী রোধ করিবার ক্ষমতা নিম্নলিখিত কোনটীরই নাই বা জগতে এমন কিছুই নাই যাহার দ্বারা সেই পূর্ণবিকশিত সেবা-প্রসূনের প্রত্যক্‌গতি প্রতিহত হইতে পারে।

লোকধর্ম্ম, বেদধর্ম্ম, দেহধর্ম্ম-কর্ম্ম।
লজ্জা, ধৈর্য্য, দেহসুখ, আত্মসুখ-মর্ম্ম॥
দুস্ত্যজ্য আর্য্যপথ, নিজ পরিজন।
স্বজনে করয়ে যত তাড়ন ভর্ৎসন॥

শুদ্ধভক্তি গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। ভাষ্যসহ বিরাট্ শ্রীচৈতন্যভাগবত ৬৲
২। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ১৮৲
একাদশ স্কন্ধ হইতে প্রতিখণ্ড ।৶০
৩। ভাষ্যদ্বয়সহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত
(৪র্থ সংস্করণ) ৬৲
৪। ভক্তিবিবেককুসুমাঞ্জলি (বাঁধা) ১৲
৫। গৌড়ীয়-গৌরব ।৶০
৬। গৌড়ীয়-সাহিত্য ।৶০
৭। ভজনরহস্য ॥০
৮। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও
শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৯। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ)
ঐ (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
১০। গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি টীকাসহ)
ঐ (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
১১। গীতায় কেবল মাধ্ব-ভাষ্য ॥০
১২। মুক্তিমঞ্জিকা গুণসৌরভঃ সানুবাদ
(মাধ্ব) ২৲
১৩। বেদান্ততত্ত্বসার সানুবাদ
রামানুজীয়) ॥০
১৪। বৈষ্ণবধর্ম্ম ২৲
১৫। শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৬। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১৭। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ॥৶০
ঐ (বাঁধা) ৸০
১৮। দ্বীপ-দিগ্‌দর্শন ৶০
১৯। সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ) ।৶০
২০। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ॥০
ঐ (আবাঁধা) ।৶০
২১ নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
২২। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৶০
২৩। গীতমালা ৴১০
২৪। নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য ৶০
২৫। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶০
২৬ নবদ্বীপ পঞ্জিকা (৪৪৭ গৌরাব্দ) ৶০
২৭। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
২৮। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা-দর্পণ ।০
২৯। শরণাগতি ৴০
৩০। গীতাবলী ৴০
৩১। চিত্রে নবদ্বীপ ।৷০
৩২। সাধনকণ ৴০
৩৩। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৴০
৩৪। নবদ্বীপশতক ৴০
৩৫। অর্থপঞ্চক ৴০
৩৬। সদাচারস্মৃতিঃ ৴০
৩৭। কল্যাণকল্পতরু (৪র্থ সংস্করণ) ৴১০
৩৮। অর্চ্চনকণ ৴১০
৩৯। সাধককণ্ঠমালা (বাঁধা) ।০
ঐ (আবাঁধা) ।৴০
৪০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি
(প্রথম চারিখণ্ড) ৩৲
৪১। ব্রহ্মসংহিতা ।০
৪২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৪৩। মণিমঞ্জরী সানুবাদ
৪৪। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৸০
৪৫। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ।০
৪৬। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৪৭। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
৪৮। গৌড়ীয়মঠ কি করেন ? ৴৫
৪৯। ঈশোপনিষৎ (বলদেব ও মাধ্ব-ভাষ্য এবং বিবৃতি ও অনুবাদসহ) ।০
৫০। শ্রীভুবনেশ্বর ৶০
৫১। সিদ্ধান্তদর্পণ ৶০
৫২। সাংখ্যবাণী ৴০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৫৩। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী-দিগ্বিজয়ঃ ।০
৫৪। সটীক-শিক্ষাদশমূলম্ ।০
৫৫। তত্ত্ব-সূত্রম্ ।০
৫৬। সানুবাদ-শিক্ষাষ্টকম্ ৶০
৫৭। গৌড়ীয়মঠস্য পরিচয়ঃ ৴০
৫৮। সারাংশবর্ণনম্ ৶০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৫৯। রায় রামানন্দ ।০
৬০। নামভজন ।০
৬১। রিলেটিভ্ ওয়ার্ল্ড্স্ ।৶০
৬২। লাইফ্ এ্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।০
৬৩। বৈষ্ণবীজম্ ।০
৬৪। হোয়াট্ গৌড়ীয়মঠ ইজ্ ডুইং ৴০
৬৫। দি ভাগবত ।০
৬৬। থিয়োটিক্ প্রিন্সিপ্‌ল এ্যাণ্ড আনেলয়েড্ ডিভোসন ।০
৬৭। ব্রহ্ম-সংহিতা ২৷০
৬৮। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (ভলুম ওয়ান) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৬৯। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ।০
৭০। সাধন পথ ।০
৭১। কল্যাণ-কল্পতরু ৴১০
৭২। গীতাবলী ৴০
৭৩। শরণাগতি ৴০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৭৪। শরণাগতি

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

নদীয়া-প্রকাশ প্রাপ্তির স্থান

১। শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম-মায়াপুর, নদীয়া
২। শ্রীযোগপীঠ ঐ
৩। শ্রীবাস অঙ্গন ঐ
৪। অদ্বৈত-ভবন ঐ
৫। কাজীর সমাধি পাট ঐ
৬। স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ নদীয়া।
৭। শ্রীভাগবত আসন কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
৮। শ্রীএকায়ন মঠ গোবিন্দপুর, হাঁসখালী।
৯। বাসুদেবগোপাল পাট—পোঃ চাকদহ,
১০। শ্রীগৌর গদাধরমঠ—চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড়, বৰ্দ্ধমান
১১। শ্রীমোদদ্রুমছত্র মাউগাছি, বৰ্দ্ধমান
১২। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম, আমলাযোড়া, পোঃ রাজবাধ বৰ্দ্ধমান
১৩। শ্রীগৌড়ীয়মঠ বাগবাজার, কলিকাতা
১৪। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাজু, হাওড়া,
১৫। শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয়মঠ, ৯০নং নবাবপুর রোড্, ঢাকা
১৬। শ্রীগোপালজী মঠ কমলাপুর, ঢাকা।
১৭। শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ পোঃ বালিয়াটী,
১৮। শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয়মঠ ময়মনসিংহ।
১৯। শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ চিরুলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর
২০। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম গোয়ালপাড়া, আসাম
২১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ রায়াপেট্টা, মান্দ্রাজ।
২২। শ্রীরামানন্দগৌড়ীয় মঠ কব্বুর, জিঃ পশ্চিম গোদাবরী
২৩। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ উড়িয়াবাজার, কটক।
২৪। শ্রীত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয় মঠ ভুবনেশ্বর।
২৫। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ স্বর্গদ্বার, পুরী।
২৬। শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ আলালনাথ পোঃ ব্রহ্মগিরি, পুরী।
২৭। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ ডুমুরকুণ্ডা, পোঃ চিরকুণ্ডা, মানভূম।
২৮। শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ—৪২ নং কবিদপুরা, আনন্দভবন, বারাণসী।
২৯। শ্রীরূপগৌড়ীয় মঠ—এলাহাবাদ।
৩০। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ পুরাণবাজার, সরকার ঠাকুরের কুঞ্জ, বৃন্দাবন
৩১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, নিউদিল্লী
৩২। শ্রীপরমহংসমঠ—নৈমিষারণ্য,
৩৩। শ্রীসারস্বত গৌড়ীয় মঠ—হরিদ্বার।
৩৪। শ্রীব্যাসগৌড়ীয়মঠ—কুরুক্ষেত্র, পঞ্জাব
৩৫। শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাবুলনাথ রোড, পোঃ গ্রাণ্ট রোড, বোম্বে।
৩৬। লণ্ডন গৌড়ীয়মঠ, ৩নং গ্লষ্টার হাউস, কর্ণওয়াল গার্ডেন্স, (S. W. 7) লণ্ডন।
৩৭। অমর্ষি গৌড়ীয়মঠ—মেদিনীপুর
৩৮। সরভোগ গৌড়ীয় মঠ—সরভোগ, কামরূপ, আসাম
৩৯। শ্রীগৌড়ীয়মঠ—১০০ নং মিঠাপুর পাটনা।

শুদ্ধভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীলভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী মাসিক। শ্রীধাম-মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১॥০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দি ভাষায় একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ সম্পাদিত ও নৈমিষারণ্য শ্রীপরমহংস মঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ১॥০ দেড় টাকা মাত্র।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥০ দেড় টাকা মাত্র।

৫। কীর্ত্তন—মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ নিমানন্দ সেবাতীর্থ বি-এজি, বি-টি, সম্পাদিত। আসাম গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম হইতে প্রকাশিত আসামী ভাষায় মাসিক ভিক্ষা সডাক ১॥০ দেড় টাকা মাত্র

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ প্রণীত সমগ্র গ্রন্থ

গ্রন্থের মূল বোল্ড অক্ষরে এবং তন্নিম্নে বর্ত্তমান যুগ শুদ্ধভক্তিপ্রচারের মূল মহাপুরুষ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অমৃতপ্রবাহভাষ্য ও প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের অনুভাষ্য সন্নিবেশিত হইয়াছে। অতি সুন্দর ছাপা। ডবল ক্রাউন আটপেজি আকারে ১০৯৬ পৃষ্ঠায় কেবল মূল ও ভাষ্য সম্পূর্ণ হইয়াছে। তদ্ব্যতীত ২১৮ পৃষ্ঠায় কেবল শ্লোকসূচী, পদ্যসূচী, স্থানসূচী, পাত্রসূচী, বিষয়সূচী, শব্দসূচী প্রভৃতি বিস্তৃত সূচীপত্র। সভাষ্য শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের এরূপ উৎকৃষ্ট ও অমূল্য বিরাট্ সংস্করণ জগতের কোথায়ও আজ পর্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই, ইহা নিরপেক্ষ পাঠক মাত্রেই একবাক্যে স্বীকার করিয়া থাকেন। সর্ব্বসাধারণের সুবিধার জন্য ভিক্ষা ১২৲ বারটাকা স্থলে—৬৲ ছয়টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীচৈতন্যমঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

বিশ্ববিশ্রুত শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত

শ্রীচৈতন্য ভাগবত

বিরাট্ দ্বিতীয় সংস্করণ

গৌড়ীয়াচার্য্যভাস্কর প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ কর্ত্তৃক গৌড়ীয়ভাষ্য ও বিবৃতিসহ প্রকাশিত। সংস্কৃত শ্লোক সমূহের অন্বয়, অনুবাদ ও ব্যাখ্যা সন্নিবেশিত। প্রতি অধ্যায়ের কথাসার, অধ্যায়-সূচী, শ্লোক-সূচী, পয়ার-সূচী, স্থান-সূচী, পাত্র-সূচী, ও গ্রন্থকার শ্রীল বৃন্দাবন দাস গোস্বামীর জীবনী প্রভৃতি মহামূল্য-রত্নে অলঙ্কৃত।

ভিক্ষা—সর্ব্বসাধারণের সুবিধার জন্য বর্ত্তমানে ১২৲ স্থলে মাত্র ৬৲ ছয়টাকা নির্দ্ধারিত হইয়াছে।

প্রাপ্তিস্থান—

১। শ্রীচৈতন্যমঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

২। শ্রীগৌড়ীয় মঠ পোঃ বাগবাজার কলিকাতা,

সুবর্ণ সুযোগ। সুবর্ণ সুযোগ!!

সরস্বতী জয়শ্রী

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের জীবনচরিত

আগামী শ্রীশ্রীব্যাসপূজা-বাসরে শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণবসম্প্রদায়ৈক-সংরক্ষক ও শ্রীগৌড়ীয়মঠের মূল মহাপুরুষ প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের ভুবনমঙ্গল জীবনচরিত—"সরস্বতী-জয়শ্রী" প্রকাশিত হইবেন। এই গ্রন্থরাজে বিবিধ চিত্র,মানচিত্র ও হস্তাক্ষর-সম্বলিত পত্রাবলিকা-প্রদ বিষয় সন্নিবেশিত থাকিবে। গ্রন্থের কলেবর রয়্যাল আটপেজী সাইজের ন্যূনাধিক পাঁচশত পৃষ্ঠা হইবে। নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক মাত্র ছাপা হইতেছে, সুতরাং আশু সত্বর নিম্ন ঠিকানায় গ্রাহক-শ্রেণীভুক্ত হউন।

কার্য্যাধ্যক্ষ, গ্রন্থ-বিভাগ,

শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

কালেক্টর সাহেবের পত্র

কালেক্টর সাহেবের কুঠি,
কৃষ্ণনগর,
২৩শে জানুয়ারী, ১৯৩৪।

মহাশয়,

সম্প্রতি প্রচণ্ড ভূমিকম্পে আমাদের দেশবাসীর যেরূপ ক্ষতি হইয়াছে সে সংবাদ সকলে অবগত আছেন। দুঃস্থ ব্যক্তিগণের সাহায্যার্থে মহামান্য বড়লাট সাহেব আপনাদের নিকট যে আবেদন করিয়াছেন তাহার অনুবাদ নিম্নে প্রদত্ত হইল। ঐ আবেদন যতদূর সম্ভব সর্ব্বসাধারণের নিকট প্রচার করিবেন।

এই মহদুদ্দেশ্যে যিনি যেরূপ সাহায্য করিবেন তাহাই সাদরে গৃহীত হইবে। যদি সাহায্যের পরিমাণ অল্প বিধায় কেহ উহা স্বয়ং দিল্লীতে পাঠাইতে কুণ্ঠিত হন তাহা হইলে তিনি উহা নিঃসঙ্কোচে আমার নিকট পাঠাইতে পারেন।

এইচ. বোস্
ম্যাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর, নদীয়া।
২৩, ১, ৩৪.

মহামান্য বড়লাট বাহাদুরের টেলিগ্রামের সংক্ষিপ্ত অনুবাদ।

—:*:—

"গত সোমবার ১৫ই জানুয়ারী অপরাহ্নে প্রচণ্ড ভূ-কম্পনের ফলে মুহূর্ত্ত-মধ্যে বহুসংখ্যক দেশবাসীর উপর বিশেষতঃ বিহার ও উড়িষ্যা প্রদেশে সম্প্রতি যে ভীষণ বিপৎপাত হইয়াছে তাহার প্রকৃত বিবরণ অদ্যাবধি পাওয়া যায় নাই। ইহা বলিলে অবশ্য অত্যুক্তি হয় না যে, উহাতে আতঙ্কজনক প্রাণহানি, অসংখ্য গৃহ ভূমিসাৎ এবং বিস্তীর্ণ ভূ-খণ্ডের বহু সম্পত্তি ও দ্রব্যাদি বিধ্বস্ত ও লুপ্তপ্রায় হইয়াছে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, এই ভীষণ দুর্দ্দিনে এতদ্দেশীয় সকল শ্রেণীর অধিবাসিবৃন্দের সহানুভূতির ধারা দুঃস্থ ও বিপন্ন জনগণের প্রতি বর্ষিত হইবে ও তাহাদের দুঃখ বিমোচনের সকল প্রচেষ্টা সর্ব্বসাধারণে সত্বর গ্রহণ করিবেন। এতদুদ্দেশ্যে আমি "ভাইসরয়ের ভূমিকম্প ভাণ্ডার" নামে একটী অর্থ-ভাণ্ডার প্রতিষ্ঠিত করিতে মনস্থ করিয়াছি। দুঃস্থ সাহায্য ভাইসরয়ের প্রাইভেট সেক্রেটারীর নিকট (ভাইসরয়ের প্রাসাদ—নয়া দিল্লী) বরাবর প্রেরিত হইবে ও প্রত্যেক সাহায্য "ষ্টেটসম্যান" পত্রিকায় স্বীকৃত হইবে।"

রেলওয়ে সময়

ই, বি, আর দিয়া শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইবার ট্রেণ তালিকা।

কলিকাতা	ছাঃ	০—৬,	৭—১৬,	১৪—১৪	১৬—৫৬,	২২—২৬
রাণাঘাট	ছাঃ	৫—৫০,	৯—৪৬,	১৬—৪৮,	১৮—৩৯,	০—৩২
কৃষ্ণনগর সিটি	পৌঃ	৬—২৮,	১০—২১	১৭—২৮	১৯—১৫	১—১৪
গাড়ী বদল	ছাঃ	৬—৪৫,	১০—৪৪,	১৩—২২,	১৭—৩৮,	২০—১৬
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৭—২৪,	১১—২১,	১৪—০,	১৮—১,	২০—৪৭
নবদ্বীপঘাট	পৌঃ	৭—৩৩,	১১—৩০,	১৪—৯,	১৮—১৬,	২০—৫৫

মহেশগঞ্জ ষ্টেশন হইতেও শ্রীধাম-মায়াপুরে যাওয়া যায়।

ই, বি, আর, দিয়া শ্রীধাম-মায়াপুর যাইবার ট্রেণ-তালিকা।

হাওড়া	ছাঃ	৬—৪৬	১২—৪৬	১৭—৪৬	১৮—৩৬
ব্যাণ্ডেল	ছাঃ	৮—২৩	১৪—১১	১৮—৪৭	১৯—৪৩
নবদ্বীপ	পৌঃ	১০—২২	১৬—১৪	২৬—৪৬	২১—৩৭

সহর নবদ্বীপ হইতে গঙ্গা পার হইয়া পূর্ব্বপারে প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইতে হইবে।

কৃষ্ণনগর নবদ্বীপঘাট রেলওয়ে সময়

কৃষ্ণনগর হইতে নবদ্বীপঘাট

কৃষ্ণনগর সিটি—	৬-৪৫	১০-৪৪	১৩-২২	১৭-৩৮	২০-১৬
কৃষ্ণনগর রোড—	৬-৫৬	১০-৫৫	১৩-৩৩	১৭-৪৭	২০-২৫
আমঘাটা—	৭-১৫	১১-১৩	১৩-৫১	১৮-৩	২০-৪১
মহেশগঞ্জ—	৭-২৪	১১-২১	১৪-০	১৮-৯	২০-৪৭
নবদ্বীপঘাট—	৭-৩৩	১১-৩০	১৪-৯	১৮-১৬	২০-৫৫

বিশেষ দ্রষ্টব্য—নবদ্বীপঘাট ষ্টেশন অপেক্ষা মহেশগঞ্জ ষ্টেশন হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরের দূরত্ব অনেক কম। শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে যাঁহাদিগকে রাণাঘাটে ট্রেণ বদল করিতে হয়, তাঁহারা রাণাঘাটে প্রাতঃ ৫-৫০,৮-১৪, ৯-৪৬, ১৬-৪৮,১৮-৩৯ এবং ০-৩২ মিনিটের সময় গাড়ী পাইবেন।

শান্তিপুর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে শান্তিপুর ষ্টেশনে ৫-৪০,৯-২৯, ১২-২৫,১৬-৪ এবং ১৮-৫১ মিনিটের সময় ট্রেণ পাওয়া যায়।

নবদ্বীপঘাট হইতে কৃষ্ণনগর

নবদ্বীপঘাট—	৫-৩৫	৯-২৫	১২-১০	১৫-৩৪	১৮-৪৫
মহেশগঞ্জ—	৫-৪৩	৯-৩৩	১২-১৯	১৫-৪২	১৮-৫৩
আমঘাটা—	৫-৪৯	৯-৩৯	১২-২৬	১৫-৪৮	১৯-৫
কৃষ্ণনগর রোড—	৬-৫	৯-৫৫	১২-৪৩	১৬-৪	১৯-২৪
কৃষ্ণনগর সিটি—	৬-১৩	১০-৫৩	১২-৫১	১৬-১২	১৯-৩৩

ঔষধের পরিবর্ত্তে বিষ

ঔষধের পরিবর্ত্তে বিষ সেবনের ফলে কিরূপে একটি দুই বৎসর বয়স্ক শিশু মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে তৎসম্বন্ধে মৃত শিশুটির মাতা কলিকাতা করোণারের নিকট নিম্নোক্ত প্রকার বর্ণনা দিয়াছেন।

ঘটনার বিবরণে প্রকাশ যে, ৪ঠা ফেব্রুয়ারী তারিখে উক্ত শিশুটির লিভারের পীড়ার জন্য জনৈক কবিরাজ টেপারিয়া রস সেবনের ব্যবস্থা দেন। যে মুদীর দোকান হইতে উক্ত ঔষধ ক্রয় করিতে গিয়াছিল। সে ভুলক্রমে সালফিউরিক এ্যাসিড দেয়। উহা সেবনের ফলে শিশুটি মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

জীবনকৃষ্ণ ঘোষ নামক জনৈক ব্যক্তির দোকান হইতে উক্ত ঔষধ কেনা হইয়াছিল, পরীক্ষায় দ্বারা দেখা যায় যে, উহা সালফিউরিক এ্যাসিড। দোকানীকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। সে করোণারকে বলিয়াছে যে, সে বিষ সম্বন্ধে কিছুই জানে না।

জুরীগণ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, সালফিউরিক এ্যাসিড সেবনের ফলেই মৃত্যু হইয়াছে এবং উহা জীবনকৃষ্ণ ঘোষের দোকান হইতে আনীত হইয়াছে।

ডাক্তার চৈৎরামের স্বাস্থ্য

হায়দ্রাবাদ হইতে প্রকাশ, বোম্বাই সরকারী ডাক্তার চৈৎরাম গিদবাণীকে 'এ' শ্রেণীর পরিবর্ত্তে 'বি' শ্রেণীর কয়েদীরূপে পরিগণিত করিবার পর হইতে হায়দ্রাবাদ সেণ্ট্রাল জেলে তাঁহার স্বাস্থ্যের অবস্থা ভাল নাই। অর্শ দিয়া রক্তপাত এবং অন্ত্র রোগই তাঁহার স্বাস্থ্যহানির কারণ।

প্রকাশ, লণ্ডন হইতে মিষ্টার সি, এফ, এণ্ড্রুজ বোম্বাই সরকারের স্বরাষ্ট্র বিভাগের সেক্রেটারীকে তার করিয়া ডাক্তার চৈৎরাম সম্বন্ধে পুনর্ব্বিবেচনা করিবার অনুরোধ করিয়াছেন। মিষ্টার এণ্ড্রুজ ডাক্তার চৈৎরামের কথা লণ্ডনের কর্ত্তৃপক্ষকেও জানাইয়াছেন।

কারামুক্ত

করিমগঞ্জ (শ্রীহট্ট) হইতে প্রকাশ, ... শ্রীযুক্তা সুনীতিবালা ... বৎসরের জন্য সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত ... মেয়াদ উত্তীর্ণ হইবার ৬ মাস পূর্ব্বে তাঁহাকে মুক্তি দেওয়া হইয়াছে।

তারের ঠিকানা—"শ্রীশ্রীমায়াপুর" নবদ্বীপ
ডাকের ঠিকানা—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

দৈনিক

REG. C1544

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩।৽
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র।

নদীয়া-প্রকাশ

THE NADIA-PRAKASH

সাহায্যের হার
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸৽
মাসিক ১৲
নগদ বর্ত্তমান
সংখ্যা ৫

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর— ৭ই ফাল্গুন সোমবার ১৩৪০, ১৯ই ফেব্রুয়ারী ১৯৩৪

ভুকম্প বিপন্নদের সাহায্যে

কলিকাতা হইতে প্রকাশ, খৃষ্টীয় কর্ম্মী সঙ্ঘ ভূমিকম্পের ফলে অনাথ ১০০ বৎসর পর্য্যন্ত বয়স্ক শিশুদের রক্ষার জন্য ১৫-১ মুরালী লেনস্থ অনাথ আশ্রমে ব্যবস্থা করিয়াছেন। সঙ্ঘ বিধ্বস্ত অঞ্চলে কর্ম্মীদল প্রেরণ করিয়াছেন এবং টাকা সংগ্রহ করিতেছেন।

ক্লাইভ ষ্ট্রীটের লৌহ ব্যবসায়ী শ্রীযুত গিরীন্দ্রমোহন লক্ষ্মীনারায়ণ বিশ্বাস বিহার বিপন্নদের জন্য বঙ্গীয় সঙ্কটত্রাণ সমিতির হস্তে ৫৫২টি বালতি দান করিয়াছেন।

কলিকাতা মুসলমানদের বিহার রিলিফ কমিটী ও মেমোন কমুনিটি কমিটি যথাক্রমে ৩৯০০০ ও ২৮০০০ টাকা সংগ্রহ করিয়াছেন। দুই কমিটিই মজঃফরপুর ও মুঙ্গের অঞ্চলে ত্রাণকেন্দ্র স্থাপন করিয়াছেন।

চুঁচুড়া হইতে প্রকাশ, বিহারের ভূমিকম্পক্লিষ্ট জনসাধারণের সাহায্যার্থ অর্থ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে হুগলীর শ্রীচৈতন্য সমাজ আজ রবিবার জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ ডি, [illegible] পৃষ্ঠপোষকতায় শ্রীগৌরাঙ্গ [illegible] আয়োজন করিয়াছিলেন। [illegible] একাদশ বনাম ডাক্তার দৈত্যদলের মধ্যে যে খেলা হইবে তাহার টিকিট বিক্রয়লব্ধ অর্থ মেয়রের ভাণ্ডারে প্রেরিত হইবে।

[illegible] হইতে প্রকাশ, স্থানীয় উকিল, [illegible] কাগজে প্রায় ৪০০ টাকা [illegible]

করিয়াছেন। উকিল মহুরীগণ ২৫ টাকা পাঠাইয়াছেন। বড়লাট ফণ্ডে ৩০০০ টাকা উঠিয়াছে। এই স্থানের ক্ষতির পরিমাণ বহু।

বিষাক্ত বাষ্পে মৃত্যু

ইতঃপূর্ব্বে কানাইলাল নামক একজন লোক ট্রাণ্ড রোডে মারা যায়। সম্প্রতি তাহার মৃত্যু সম্বন্ধে করোণার কোর্টে তদন্ত হইয়া গিয়াছে। করোণার মিঃ এ দত্ত জুরীদিগের সহিত একমত হইয়া এই মর্ম্মে এক রায় দিয়াছেন যে বিষাক্ত বাষ্পে তাহার মৃত্যু হইয়াছে। প্রকাশ, রাত্রিতে সে দরজা বন্ধ করিয়া শুইয়াছিল। সকাল বেলায় দেখা যায় তাহার প্রাণবায়ু বাহির হইয়া গিয়াছে। সে যে ঘরে শুইয়াছিল সেই ঘরে একটা জ্বলন্ত উনন ছিল।

তমলুকে মোটর দুর্ঘটনা

তমলুক হইতে প্রকাশ, অনেক রাত্রিতে তমলুক সহরের প্রায় তিন মাইল দূরে বিরবন্তরের হাটে এক মোটর দুর্ঘটনা ঘটে। একখানি বাস নরঘাট হইতে তমলুকে আসিতেছিল। উহার চালক মোটর সামলাইতে না পারায় গাড়ীখানি পার্শ্ববর্ত্তী জমির মধ্যে নামিয়া পড়ে এবং যাত্রীসহ উল্টাইয়া পড়ে। যাত্রীদের মধ্যে তমলুকের পুলিশ ইনস্পেক্টর ও আরও কতিপয় পুলিশ কর্ম্মচারী ছিলেন। তাঁহাদের মালপত্রও সব ঐ বাসেই ছিল। ইনস্পেক্টর আহত হন। চালকও আহত হইয়াছে। তবে আঘাত তেমন গুরুতর নহে। কিন্তু কণ্ডাক্টর গুরুতররূপে আহত হয় এবং প্রাতে তাহার মৃত্যু হইয়াছে। মৃতব্যক্তি বরিশাল জেলার লোক।

গান্ধীজীর কোয়েম্বাটুর পরিদর্শন

মাদ্রাজ হইতে প্রকাশ, কোয়েম্বাটুর পরিদর্শন কালে গান্ধী যে সকল অর্থ পান তাহার মোট পরিমাণ ২৫ হাজার ১ শত ৮৭ টাকা। তন্মধ্যে ৩ হাজার টাকার স্বর্ণ মুক্তাদি আছে। ভবানী, কোডুমুদি এবং ইরোড়ে ইহা ব্যতীত তিনি আরও অর্থ পান এবং কোয়েম্বাটুর সহরেই তিনি ১১ হাজার ২ শত ৬৬ টাকা সংগ্রহ করেন।

জঙ্গীপাড়ায় ডাকাতি

চুঁচুড়া হইতে প্রকাশ, জঙ্গীপাড়া থানার অধীন সোরাই গ্রাম হইতে এক ডাকাতির সংবাদ পাওয়া গিয়াছে।

ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, একদল প্রায় দশজন লোক সিদ দিবার নানারূপ যন্ত্রপাতি সহ শ্রীযুত বঙ্কু কুণ্ডুর বাড়ীতে প্রবেশ করে। বাড়ীর লোক জন তাহাদের সাড়া পাইয়া চীৎকার করিলে কতিপয় গ্রামবাসী অগ্রসর হয়। তখন দুর্বৃত্তগণ যাহা কিছু পায় তাহাই লইয়া চম্পট দেয়। এই সম্পর্কে কয়েক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

জয়নগরে ৩ লক্ষ টাকা ক্ষতি

স্বামী [illegible]নন্দ মহারাজের নেতৃত্বাধীনে শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের কর্ম্মীদের সাহায্য জয়নগর আসিয়া পৌঁছিয়াছি।

জয়নগর সহরে ঘরবাড়ীর ক্ষতি ৩ লক্ষ টাকার অধিক, ধান চাল প্রভৃতি সম্পত্তির ক্ষতি ৫০ হাজার টাকা। আর যদি চিনির কল না চলে, তাহা হইলে এ অঞ্চলের ২॥ লক্ষ টাকার আখ নষ্ট হইবে। এখানে আরও একটি সাহায্য-সমিতি আসিয়াছে।

ট্রেণ বন্ধ থাকায় এখান হইতে ডাক একাযোগে দারভাঙ্গা পাঠান হয়।

গয়ায় প্রায় প্রত্যহ কম্পন

গয়া হইতে প্রকাশ, এখানে প্রায় প্রত্যহই মৃদু কম্পন অনুভূত হইতেছে। গত ১১ই সাড়ে ৯টার সময় এখানে ভূমিকম্প অনুভূত হয়। নূতন করিয়া আবার লোক আতঙ্কগ্রস্ত হইয়া উঠিয়াছে। আশ্রয়ের জন্য লোক আবার অস্থায়ী ছাউনী বাঁধিতেছে। অন্ততঃ পক্ষে ফেব্রুয়ারী মাসের শেষ কয়েকটা দিন কাটাইবার জন্যও উহা প্রস্তুত করা হইতেছে।

বিপন্নদের সাহায্যে এম সি, সি,

মাদ্রাজ হইতে প্রকাশ, এম সি, সি, দল সিংহল ক্রীড়া শেষ করিয়া বিলাতে ফিরিবার পূর্ব্বে যাহাতে ভূকম্প বিপন্নদের সাহায্যার্থ তিনদিন অখিল ভারত ইলেভেনের সহিত সাহায্য ক্রীড়া খেলেন তজ্জন্য চেষ্টা হইতেছে। এই সম্বন্ধে বোর্ড অব কনট্রোল ও সিংহল কর্ত্তৃপক্ষের সহিত পত্র বিনিময় হইতেছে। কারণ বর্ত্তমান সিংহল খেলা না কমাইয়া এই সাহায্য ক্রীড়া করা সম্ভবপর নহে।

সম্ভবতঃ মার্চ্চের প্রথম সপ্তাহে এই সাহায্য ক্রীড়া হইবে। টিকিট বিক্রয় লব্ধ অর্থ ভূমিকম্প বিপন্নদের সাহায্যে দান করা হইবে।

উত্তর কলিকাতায় খানাতল্লাস

বুধবারে গোয়েন্দা পুলিশের স্পেশাল ব্রাঞ্চের কর্ম্মচারিগণ কলিকাতা জোড়াবাগান অঞ্চলের গৌর লাহা ষ্ট্রীটে এক বাড়ীতে হানা দিয়া একজন বাঙ্গালী যুবককে গ্রেপ্তার করিয়াছে। প্রকাশ, একজন ফেরারী বিপ্লববাদীর সন্ধানে ঐ বাড়ীতে খানাতল্লাস করে।

ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

৭ই ফাল্গুন সোমবার, ১৩৪০

বিহারের সংবাদ ভূ-কম্পপ্রপীড়িত গৃহহীনদের আশ্রয়-কুটীর নির্ম্মাণের জন্য খাস মহলের অস্থায়িভাবে জমী ছাড়িয়া দিতেছেন. তাহারা খাজনা গ্রহণ করিবেন না। পাটনার ম্যাজিষ্ট্রেট, সহকারী ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ [illegible] ও ডেপুটী মিঃ [illegible] সহযোগে প্রার্থীগণকে কুটীর নির্ম্মাণের জন্য বিনামূল্যে খড় বাঁশ দড়ী প্রভৃতি বণ্টন করিতেছেন। ভূমিকম্পে পথ-ঘাট নষ্ট হওয়ায় প্রয়োজনানুযায়ী খাদ্যদ্রব্যাদি আমদানীর অসুবিধার সুযোগে ব্যবসায়ীরা খাদ্যদ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি করিয়া স্থানীয় বিপন্ন অধিবাসীদের ক্লেশ বর্দ্ধিত করিতে না পারে, এই উদ্দেশ্যে একটা সরকারি কমিটী গঠিত হইয়াছে, জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট তাহার সভাপতি। এই কমিটী প্রত্যেক খাদ্যদ্রব্যের মূল্য বাঁধিয়া দিয়াছেন। টাকার দশ হইতে ষোল সের চাউল, ২২।২৩ সের খেসারী ডাল, এগার সের ময়দা, চারিপাঁচ আনা সের সর্ষপ তৈল, পনের আনা এক টাকা সের ঘি, সুলভই বলিতে হইবে। এতদ্ভিন্ন তাঁহারা ইট, সুরকী, টালী, চূণ, বালি প্রভৃতির দরও বাঁধিয়া দিয়াছেন। প্রথম শ্রেণীর ইট আট নয় টাকা হাজার বিক্রয়। সরকারের এই সুব্যবস্থার জন্য আমরা শত মুখে তাঁহাদের প্রশংসা করিতেছি।

প্রকাশ, একদিন দিবাভাগে পাবনা জেলার ভাদুপুরা গ্রামস্থ একটী বিধবা একটা সঙ্কীর্ণ পথ পার হইয়া কোন প্রতিবেশীর বাড়ী যাইতেছিল, সেই সময় একটী মুসলমান যুবক তাহাকে আক্রমণ করিয়া অদূরবর্ত্তী ঝোপের ভিতর টানিয়া লইয়া যায়, তাহার পর তাহার মুখ বাঁধিয়া তাহার সতীত্ব নাশের চেষ্টা করে। বিধবা আর্ত্তনাদ করিয়া তাহার কবল হইতে মুক্তিলাভের জন্য সেই দুর্ব্বৃত্তের সহিত যখন ধস্তাধস্তি করিতেছিল, সেই সময় কয়েকজন লোক হাট হইতে সেই পথে আসিয়া পড়ে. তাহাদের সাড়া পাইয়া নরপশুটা শিকার ছাড়িয়া পলায়ন করে। হাটের লোকগুলি তাহার অনুসরণ করিয়াও তাহাকে ধরিতে পারিল না। স্ত্রীলোকটি তাহার আততায়ীর আক্রমণে আহত হওয়ায় সদর হাসপাতালে প্রেরিত হইয়াছিল। তাহার আততায়ীর এখনও সন্ধান হয় নাই। পল্লীবাসিনী রমণী নিরাপদে পথে বাহির হইলে যে সকল স্থানে কামান্ধ নরপিশাচদের দ্বারা আক্রান্ত হয়, সেই সকল স্থানে নিরীহ গৃহস্থদের স্ত্রীকন্যা লইয়া বাস করা একান্ত বিপজ্জনক হইয়া উঠিয়াছে, এই ঘটনা তাহার অকাট্য প্রমাণ। নারী-জাগরণ ইহার প্রতীকারে কি করিতেছেন?

নাগপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতি স্থির করিয়াছেন, কোন কলেজের অধ্যক্ষ তাঁহার কলেজের কোন ছাত্রকে যদি ব্যায়ামের সার্টিফিকেট না দেন তাহা হইলে তাহাকে ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষায় উপস্থিত হইতে দেওয়া হইবে না, পরীক্ষার্থী ছাত্র বা ছাত্রীকে পূর্ব্ব এক বৎসর কলেজের ব্যায়াম-ক্ষেত্রে ব্যায়াম করিতে হইবে, কলেজের অধ্যক্ষ তাহাকে এই মর্ম্মের সার্টিফিকেট দাখিল করিতে হইবে। কলেজের ছাত্র ও ছাত্রীরা ব্যায়ামশিক্ষা করিতেছে কি না, তাহা লক্ষ্য করিবার জন্য একজন পরিদর্শক নিযুক্ত করা হইবে এবং বৎসরে দুইবার ছাত্র ছাত্রীদের ব্যায়ামের পরীক্ষা দিতে হইবে। নাগপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে শীঘ্রই এই নিয়ম প্রবর্ত্তিত হইবে। আমাদের দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিকাংশ ছাত্র ব্যায়ামানুরাগী নহে, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়াই তাহাদের একমাত্র লক্ষ্য। অনেক কৃতবিদ্য ছাত্র ভগ্নস্বাস্থ্য লইয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া জীবনসংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন; তাহার শোচনীয় ফল অনেকেই লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন। নাগপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের এই নূতন ব্যবস্থা সম্পূর্ণ সমর্থনযোগ্য।

প্রকাশ, গণ্ডক নদীর গতি পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। ভূমিকম্পের ফলে গণ্ডকের তীর বহুদূর ব্যাপিয়া বিধ্বস্ত হইয়াছে। গণ্ডকের তীরে যে বাঁধ আছে, ভূমিকম্পে সেই বাঁধ বসিয়া পড়ায় যদি উক্ত নদীর জলস্রোত ভিন্ন দিকে প্রবাহিত হয়, তাহা হইলে বর্ষাগমের পূর্ব্বে ভাঙ্গা বাঁধগুলি পুনর্ব্বার বাঁধিয়া দিতে পারিলে ক্ষতির আশঙ্কা দূর হইবে, কিন্তু ভূমিকম্পে যদি নদীর ঢালু দিকটা উর্দ্ধে উঠিয়া উচ্চতর অংশ নিম্নাভিমুখী হইয়া থাকে, তাহা হইলে অদূর ভবিষ্যতে তাহার ফল অতি ভীষণ হইবার সম্ভাবনা; ইঞ্জিনিয়ারগণ বিষয়টা চিন্তা করুন।

ই, বি, রেলওয়ের কর্তৃপক্ষ দয়া করিয়া আদেশ করিয়াছেন, বিহারের ভূমিকম্পে বিপন্ন নরনারীদের সাহায্যের জন্য যে সকল সামগ্রী প্রেরিত হইবে, তাঁহারা তাহার পূর্ণ মাশুলের অর্দ্ধাংশ মাত্র গ্রহণ করিবেন। এখন জিজ্ঞাস্য, কাটিহারের ডি, টি, এসের আদেশ ভিন্ন কর্তৃপক্ষের এই আদেশে কাজ হইবে না; কিন্তু কাটিহারে আবেদন করিয়াও উক্ত ডি. টি, এস বাহাদুরের হুকুম বাহির করিতে পারা যায় নাই। কারণ বুঝা গেল না।

বার্জ্জ হত্যার মামলা

মেদিনীপুর হইতে প্রকাশ, স্পেশাল ট্রাইবুনালে অতিরিক্ত বার্জ্জ হত্যা মামলার পুনরায় শুনানী আরম্ভ হইলে, অতিরিক্ত পুলিস সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট মিঃ জোন্স ও সিভিল সার্জ্জন কাপ্তেন লিন্টনের সাক্ষ্য গৃহীত হয়। মূল মামলার যে মর্ম্মে তাহারা সাক্ষ্য প্রদান করেন এবারেও সেই মর্ম্মেই জবানবন্দী দেন।

প্রসিকিউশনের সাক্ষী খুদিরাম মণ্ডল তাঁহার সাক্ষ্যে বলেন যে, তিনি [illegible] অনাথ, মৃগেন্দ্র, ব্রজকিশোর, রামকৃষ্ণ এবং অন্যান্যকে মেলামেশা করিতে দেখিয়াছেন। কুলাইয়ের অত্যাচারের প্রতিহিংসা গ্রহণের আলোচনা তাহাদিগকে করিতে তিনি শুনিয়াছিলেন। জেরায় সাক্ষী বলেন যে ইহার পর পুলিস কর্ম্মচারীদের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। কিন্তু তাঁহাদের নিকট ঘটনার বিষয় তিনি কোন কথা বলেন না। জাতি বিচার না করিয়া নাড়াজোলের রাজবাড়ীতে যে সাধারণ ভোজ হয়, তিনি তাহার বিরোধী ছিলেন তাহা লইয়া অনাথ, মৃগেন এবং অন্যান্য ব্যক্তির সহিত তাঁহার ঝগড়া হয়।

কানপুর দাঙ্গার মামলা

এলাহাবাদ হইতে প্রকাশ, কানপুরের মহাবীবাগের দাঙ্গা মামলায় ৮ জন লোক জখম প্রভৃতির অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত হয় এবং দায়রা জজ একজন আসামীকে যাবজ্জীবন নির্ব্বাসন দণ্ডে, দুই জনকে ৭ বৎসর করিয়া কারাদণ্ডে এবং অপর সকলকে ২ বৎসর করিয়া কারাদণ্ডে দণ্ডিত করেন। উক্ত দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে আপীল করা হয়। বিচারপতি মিঃ কিং এবং ইকবাল আহম্মদ ৪ জন আসামীকে অব্যাহতি প্রদান করিয়াছেন এবং ৩ জন আসামীর দণ্ডাদেশ হ্রাস করিয়া ৫ বৎসর কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিতে আদেশ দিয়াছেন। রায়ে বিচারপতিদ্বয় এইরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন যে, কংগ্রেসের স্বেচ্ছাসেবকগণ মুসলমানগণকে হরতালে যোগদান করিবার জন্য দোকান বন্ধ করিতে জিদ করে। কিন্তু মুসলমানগণ উহাতে আপত্তি প্রকাশ করে। তাহার ফলেই দাঙ্গার উদ্ভব হয়।

নোয়াখালিতে গ্রেপ্তার ও তল্লাস

নোয়াখালি হইতে প্রকাশ, রামগঞ্জ থানার সোমোখোলা গ্রামের যোগেশচন্দ্র চৌধুরীর মিলপাড়া বাজারের বাড়ীতে ও দোকানে খানাতল্লাসের পর পুলিস উহাকে গ্রেপ্তার করিয়াছে। প্রকাশ, পুলিস দোকানে কতকগুলি পত্র ও প্রভাতকুমার ভট্টাচার্য্যের ফটো পাইয়াছে। সদর মহকুমা হাকিমের এজলাসে যোগেশচন্দ্রকে হাজির করা হয়। হাকিম [illegible] রাখিবার আদেশ দিয়াছেন।

ঐ সঙ্গে পুলিস মিলপাড়ার চৌধুরী এবং নিশিকুমার চক্রবর্ত্তীর বাড়ীতেও খানা-তল্লাস করে। কিন্তু ঐ দুই বাড়ীতে আপত্তিজনক কিছুই পাওয়া যায় নাই এবং কাহাকেও গ্রেপ্তার করা হয় নাই।

বেলুচ সম্প্রদায়ের নেতা গ্রেপ্তার

জাকোবাবাদ হইতে প্রকাশ, বেলুচ সম্প্রদায়ের অন্যতম নেতা খান আবদুল সামেদ খানকে কোনও অজ্ঞাত কারণে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। বড়দিনের ছুটীতে হাইদ্রাবাদে যে নিখিল ভারত বেলুচ অধিবেশন হয়, ইনি তাহার একজন বিশিষ্ট কর্ম্মী ছিলেন। ইনি একখানি সংবাদপত্র প্রকাশ করিবার জন্য বৃটিশ বেলুচিস্থানের এজেন্টের অনুমতি চাহিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহাকে বেলুচিস্থানে সংবাদপত্র প্রকাশের অনুমতি দেওয়া হয় না। প্রকাশ যে, উক্ত এজেন্ট তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য সময় নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেন ঐ সময়ে খাঁ সাহেব তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলে তাঁহাকে গ্রেপ্তার করিয়া সিবির জেলে প্রেরণ করা হয়।

তিনি কি অভিযোগে গ্রেপ্তার হইয়াছেন তাহা নাকি এখনও জানা যায় নাই। শুনা যাইতেছে যে, বেলুচ সর্দ্দারগণের একটি জির্গা কমিটীতে তাঁহার বিচার হইবে।

ডাকাতদল গ্রেপ্তার

জব্বলপুর হইতে প্রকাশ, গোয়ালিয়র রাজ্যের পুলিস ৪ জন নামজাদা দস্যুকে গ্রেপ্তার করিতে সমর্থ হইয়াছে। উক্ত রাজ্যের অনেক অঞ্চলে ইহাদের ভয়ে লোকে সর্ব্বদা সশঙ্ক ভাবে কাল কাটাইতেছিল।

ধৃত ডাকাত দলের মধ্যে অন্যান্য দুর্দ্ধর্ষ চরিত্রের ডাকাত দলের নেতা আছে। যেমন ভুতা। এই ব্যক্তি গোয়ালিয়রে [illegible] এবং দাতিয়া রাজ্যে অন্ততঃ ৪০টি ডাকাতি করিয়াছে। গত ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দ হইতে এই দস্যু দলপতি গা ঢাকা দিয়া ফিরিতেছিল। সে গত ১৯২৮ খ্রীঃ অঃ আলমপুর জেলে কারাদণ্ড ভোগের সময় তথা হইতে চম্পট দেয়।

কূপের মধ্যে বালকের মৃতদেহ

[illegible] হইতে প্রকাশ, [illegible] মহল্লার এক কূপের মধ্যে দশ বৎসর বয়স্ক এক বালকের মৃতদেহ ভাসিতে দেখা গিয়াছিল। পুলিস ঐ মৃতদেহটি তুলিয়া শবব্যবচ্ছেদ পরীক্ষার জন্য প্রেরণ করে। পুলিস এই সম্পর্কে কোন তদন্ত করিতেছে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিশ্বের একমাত্র দৈনিক
—পারমার্থিক পত্র—
শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশ-
তনয়স্তদ্ধাম-বৃন্দাবনম্,
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং
প্রেমা পুমর্থো মহান্,
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং
তত্রাদরো নঃ পরঃ॥

৮ম বর্ষ } ২০ গোবিন্দ গৌরাব্দ ৪৪৭, ৭ই ফাল্গুন বঙ্গাব্দ ১৩৪০, ১৯শে ফেব্রুয়ারী ইং ১৯৩৪, সোমবার { ১৯৩ তম সংখ্যা

সাময়িক প্রসঙ্গ

পরিক্রমার অধিবাস

গত কল্য ৬ই ফাল্গুন (১৩৪০), ১৮ই ফেব্রুয়ারী (১৯৩৪), রবিবার নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য পাঠ, ব্যাখ্যা, শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও সংকীর্ত্তনমুখে শ্রীধাম-মায়াপুর শ্রীচৈতন্য-মঠে শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম পরিক্রমার অধিবাস-উৎসব সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়াছে। আজ শ্রীশ্রীগৌরবিনোদপ্রাণ-জিউর মঙ্গলারাত্রিকের সঙ্গে সঙ্গেই যাত্রিগণ বৈষ্ণবগণের আনুগত্যে পরিক্রমায় বহির্গত হইতে প্রবৃত্ত হইতেছেন।

শ্রীশ্রীগৌর-জন্মোৎসব

অদ্য ৭ই ফাল্গুন হইতে ১৫ই ফাল্গুন পর্য্যন্ত ৯ দিবস নয়টী দ্বীপ পরিক্রমা হইবে। পরিক্রমার শেষ দিন, অর্থাৎ ১৫ই ফাল্গুন ২৭শে ফেব্রুয়ারী মঙ্গলবার শুদ্ধভক্তিতরুর প্রথম অঙ্কুর শ্রীল মাধবেন্দ্র পুরীপাদের তিরোভাব ও শ্রীল নরোত্তম ঠাকুরের আবির্ভাব-তিথি-পূজা। তাঁহাদের পূত-চরিত্রাদি ঐ দিবস আলোচিত হইবে। তৎপর-দিবস, অর্থাৎ ১৬ই ফাল্গুন বুধবার শ্রীধাম-মায়াপুর যোগপীঠে শ্রীশ্রীগৌরজন্মোৎ-সবের মঙ্গল অধিবাস-কীর্ত্তন হইবে। ১৭ই ফাল্গুন ১লা মার্চ্চ বৃহস্পতিবার শ্রীশ্রীগৌর-পূর্ণিমায় গৌর-আবির্ভাবক্ষেত্র শ্রীধাম-মায়াপুরে শ্রীশ্রীগৌরজন্মোৎসব হইবে। এতদুপলক্ষে ২রা মার্চ্চও মহোৎসব হইবে। গৌরাবির্ভাব-তিথি-পালনোপলক্ষে শ্রীধাম-মায়াপুরে প্রতি বৎসরই ৩দিন সাধারণ মহোৎসব হয়।

শ্রীধাম-প্রচারিণী সভা

পরিক্রমার ভক্তবৃন্দ শ্রীধাম-মায়াপুরে প্রত্যাবৃত্ত হইলে শ্রীশ্রীল আচার্য্যপাদ কর্ত্তৃক নিরূপিত শ্রীগুরুবাসরে শ্রীশ্রীনবদ্বীপ-ধাম-প্রচারিণী সভায় সাধারণ বার্ষিক অধিবেশন আরম্ভ হইবে। ঐ সময় শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের প্রিয় কার্য্যানুষ্ঠাতৃগণের গুণ-কীর্ত্তন, তাঁহাদের কৃত সৎকার্য্য স্বীকার করা হইবে এবং ভাগ্যবান্ জনগণ শ্রীসভা হইতে গৌর-আশীর্ব্বাদ-পত্র লাভ করিবেন।

আহ্বান

শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজ-সভার সভ্যবৃন্দ শ্রীগৌরধামে পক্ষকাল-ব্যাপী পরিক্রমা ও গৌরজন্মোৎসবে যোগদানের জন্য বিশ্বের দ্বারে দ্বারে আহ্বান-লিপি প্রেরণ করিয়া-ছেন। ভাগ্যবান্ জনগণ এই আহ্বানে সাড়া দিয়া জীবন সার্থক করিবেন। আজ পরিক্রমার প্রথম দিবসে আমরা যাত্রি-সংখ্যা যাহা দেখিতেছি, প্রতি বৎসরের অভিজ্ঞতায় বলিতে পারি পরিক্রমায় পর পর দিবস যাত্রি-সংখ্যা ক্রমশঃই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইবে।

পঞ্চরাত্রাচার্য্য পরীক্ষার ফল

গত (৪৪৬-৪৭ গৌরাব্দে) শ্রীগৌর-আবির্ভাব-বাসরে শ্রীধাম-মায়াপুর শ্রীচৈতন্য-মঠে গৃহীত পঞ্চরাত্রাচার্য্য পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হইয়াছে। মহোপদেশক শ্রীপাদ যদুবর দাস অধিকারী ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য এম-এ, বি-এল, ও মহামহোপ-দেশক শ্রীপাদ নারায়ণ দাস অধিকারী ভক্তিশাস্ত্রী, ভক্তিসুধাকর, সম্প্রদায়-বৈভবা-চার্য্য মহোদয়দ্বয় উক্ত পরীক্ষায় মধ্যম বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়াছেন। শ্রীপাদ যদুবর প্রভু মৈমনসিংহ আনন্দমোহন কলেজের এবং শ্রীপাদ ভক্তিসুধাকর প্রভু কটক রেভেন্স কলেজের প্রবীণ অধ্যাপক।

দৈনিক আন্ধ্র পত্রিকা

মাদ্রাজ হইতে প্রকাশিত সুপ্রসিদ্ধ 'আন্ধ্র পত্রিকা-ডেলি', গত ১০ই ফেব্রু-য়ারীর সংখ্যায় শ্রীরামানন্দগৌড়ীয়মঠের নবনির্ম্মিত মন্দির ও জগমোহনের চিত্র প্রকাশিত হইয়াছে। পাঠকগণ বোধ হয় বিশেষরূপে অবগত আছেন যে, উক্ত শ্রীমঠ শ্রীশ্রীমহাপ্রভু ও শ্রীরামানন্দরায়ের মিলনস্থলী গোদাবরীর তীরে কব্বূর নামক স্থানে আজ কয়েক বৎসর হইল গৌড়ীয়-আচার্য্যভাস্কর শ্রীল প্রভুপাদ কর্ত্তৃক স্থাপিত হইয়াছেন। গত শ্রীব্যাসপূজা-বাসরে উক্ত নবনির্ম্মিত মন্দিরে শ্রীবিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন।

আসামপ্রদেশে প্রচার

আসাম প্রদেশে বর্ত্তমানে শুদ্ধভক্তি-প্রচারের দুইটি কেন্দ্র আছে—একটি গোয়ালপাড়ায় প্রপন্নাশ্রম, অপরটি কামরূপ জেলার অন্তর্গত সরভোগ নামক স্থানে অবস্থিত গৌড়ীয়মঠ। এই উভয় স্থানেই শ্রীব্যাসপূজা-উৎসব সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়াছে।

শ্রীল প্রভুপাদের অনুগৃহীত মহোপ-দেশক শ্রীপাদ নিমানন্দ দাস সেবাতীর্থ সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য মহোদয় ঐ প্রচারকেন্দ্র-দ্বয়ের শ্রীবৃদ্ধির জন্য যথেষ্ট পরিশ্রম করিতে-ছেন। তদ্ব্যতীত তিনি আসাম প্রদেশের বিভিন্ন স্থানে গমন পূর্ব্বক শুদ্ধভক্তিবাণী কীর্ত্তন করেন। পাঠকগণ বোধ হয় অবগত আছেন, আসামের জন সাধারণের সুবিধার জন্য 'কীর্ত্তন' নামক যে পারমার্থিক পত্র প্রকাশিত হইতেছে, শ্রীপাদ সেবাতীর্থ প্রভু অতিশয় যত্ন ও কৃতিত্বের সহিত তাঁহার সম্পাদন করিতেছেন।

অঙ্গন

(৫ম পৃষ্ঠার পর)

এক্ষণে আমরা শ্রীধর অঙ্গনের দিকে অগ্রসর হইব। এই শ্রীঅঙ্গনে এখনও মন্দিরাদির প্রতিষ্ঠা হয় নাই। আশা করা যায়, আমরা শীঘ্রই তথায় শ্রীচৈতন্যচরণ-চিহ্ন দেখিতে পাইব। ভক্তবর শ্রীধরের নাম বোধ হয় পাঠকগণের অজ্ঞাত নহে। সাধারণ-দৃষ্টিতে ভক্তকে চেনা যায় না। শ্রীধর থোর, মোচা প্রভৃতি বিক্রয় করিয়া কোন প্রকারে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেন। বাহ্য-দর্শনে তাঁহাকে অতিশয় দরিদ্র বলিয়া মনে হইলেও তিনি কৃষ্ণপ্রেম-ধনে ধনী। মুহূর্ত্তকালও নিদ্রা না যাইয়া তিনি নাম-সংকীর্ত্তনে সমস্ত রাত্রি অতিবাহিত করিতেন। এবং ভগবানে শরণাগত ছিলেন বলিয়া গৌর ভগবান্ আত্মপরিচয় প্রদান না করিয়া বলপূর্ব্বক শ্রীধরের নিকট হইতে থোর, মোচা প্রভৃতি গ্রহণ পূর্ব্বক প্রেমরহস্য উদ্ঘাটন করিতেন। এই ভাগ্যবানের গৃহে যাইয়াই মহাপ্রভু বাহিরে রক্ষিত শতছিদ্র পাত্র হইতে জলপান করিয়াছিলেন। শ্রীবাস-অঙ্গনে যখন তিনি সাত-প্রহরিয়া ভাব প্রকট করিয়াছিলেন, তখন স্বীয় মহাপ্রকাশ-লীলা-প্রদর্শনের জন্য শ্রীধরকে আহ্বান করিয়াছিলেন। শ্রীগৌর-সুন্দর যেদিন সন্ন্যাস করিবেন, তাহার পূর্ব্বরাত্রে শ্রীধর মহাপ্রভুর সেবার জন্য একটী লাউ অধিকরাত্রে প্রদান করেন। পরদিন আর গৃহে থাকিবেন না অথচ ভক্ত-প্রদত্ত দ্রব্য গ্রহণ না করিলেই নয়, তাই মহাপ্রভু সেই রাত্রিতেই উক্ত লাউ দ্বারা দুগ্ধ লকলকি প্রস্তুত করাইয়া গ্রহণ করিয়া-ছিলেন। শ্রীধরের সেবাদর্শ আমাদিগকে গুরু-বৈষ্ণব-সেবায় উদ্বুদ্ধ করুক।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

২০ গোবিন্দ সর্ব্বশিব সম্বৎসর ৪৪৭

শ্রীনবদ্বীপধাম-পরিক্রমা

শ্রীধামের মাহাত্ম্য

"বিশেষত মাকরী সপ্তমী তিথি গতে।
ফাল্গুনী পূর্ণিমাবধি শ্রেষ্ঠ সর্ব্বমতে॥
পরিক্রমা সমাধিয়া যেই মহাজন।
জন্মদিনে মায়াপুর করেন দর্শন॥
নিতাই গৌরাঙ্গ তারে কৃপা বিতরিয়া।
ভক্তি-অধিকারী করে পদছায়া দিয়া॥"

—ঠাকুর ভক্তিবিনোদ

শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের মঙ্গলময়ী ইচ্ছায় আমরা আজ শুদ্ধভক্তের আনুগত্যে শ্রীনবদ্বীপ-ধাম-পরিক্রমায় প্রবৃত্ত হইব। পরিক্রমা আরম্ভের পূর্ব্বে আমরা যাঁহার অহৈতুকী করুণায় প্রতি বৎসর শ্রীধাম-পরিক্রমার সুযোগ প্রাপ্ত হই এবং যাঁহার করুণায় আমরা এক পক্ষকাল শ্রীধামে অবস্থান করিয়া নিরন্তর নির্ব্বাবনায় সর্ব্ব-অমঙ্গল-হর চিদানন্দপ্রদ কৃষ্ণকীর্ত্তন-শ্রবণের সুযোগ পাই, সর্ব্বপ্রথমে সেই পতিতপাবন শ্রীগুরু-পাদপদ্মের জয় ঘোষণা করিয়া শ্রীধামের ও পঞ্চতত্ত্বাত্মক শ্রীধামেশ্বরের বিজয় ঘোষণা করিতেছি।

আমরা যে ধাম-পরিক্রমায় প্রবৃত্ত হইতেছি সেই ব্রহ্মবরুণেন্দ্র-পূজিত শ্রীনবদ্বীপ-ধামকে উপনিষদ্ 'পরব্রহ্মপুর' নামে, স্মৃতি 'বিষ্ণু-সদন বৈকুণ্ঠ'-আখ্যায়, মহাজনগণের অনেকে 'শ্বেতদ্বীপ'-সংজ্ঞায় এবং রসিক ভক্তগণের কেহ কেহ 'ব্রজবন'-অভিধানে অভিহিত করেন। এই শ্রীধাম চিচ্ছক্তি-প্রকটিত ও পরম-সুখদ। তাই আমরা ত্রিদণ্ডিপাদ শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতী গোস্বামী প্রভুর আনুগত্যে শ্রীনবদ্বীপধামের বন্দনা করিতেছি—

শ্রুতিশ্ছান্দোগ্যাখ্যা বদতি পরমং
ব্রহ্মপুরকং,
স্মৃতি বৈকুণ্ঠাখ্যং বদতি কিল বহিষ্ণুসদনম্।
সিতদ্বীপঞ্চান্যে বিরলরসিকোঽয়ং ব্রজবনং
নবদ্বীপং বন্দে পরমসুখদং তং চিদুদিতম্॥

বিশ্বের মধ্যে জম্বুদ্বীপ শ্রেষ্ঠ। জম্বুদ্বীপ মধ্যে ভারতবর্ষ প্রধান, ভারতের মধ্যে গৌরভূমি সর্ব্বোত্তম, আর গৌড়-দেশমধ্যে শ্রীনবদ্বীপমণ্ডল সর্ব্বোৎকৃষ্ট। শ্রীনবদ্বীপ-ধামের বক্ষের উপর ভাগীরথী কুলু-কুলুনাদে প্রবাহিত হইয়া নিরন্তর গৌরগুণগাথা কীর্ত্তন করিতেছেন। শ্রীধামের বৃক্ষ, লতা, বন, উপবন সকলই এক অপার্থিব মনোরম সাজে সুসজ্জিত হইয়া প্রফুল্লচিত্তে নিরন্তর গৌরসুন্দরের নয়নানন্দ বর্দ্ধনপূর্ব্বক জগদ্বাসীকে সস্নেহে আহ্বান করিয়া যেন স্মিতবদনে বলিতেছেন,—"ওহে বিশ্ববাসি জনগণ, ভোগমরীচিকার পশ্চাতে প্রধাবিত হইয়া আর কতকাল অশান্তির বৃশ্চিকদংশনে নিষ্পেষিত হইবে? এস, এস, গৃহপরিক্রমা পরিত্যাগ করিয়া নবদ্বীপে স্থান গ্রহণ কর। নবদ্বীপের অন্তর্দ্বীপে অন্তর্ম্মনা হইয়া ভজনে নিযুক্ত হও আর ধামবাসিগণের চরণে প্রণত হইয়া কৃপা ভিক্ষা কর তাহা হইলে অচিরেই গৌরসুন্দর তোমাদিগকে কৃপা করিয়া স্বীয় সেবায় নিয়োগ করিবেন। আনন্দময়ের নাম, রূপ, গুণ, পরিকরবৈশিষ্ট্য ও লীলা—প্রত্যেকটীই পরানন্দের মহা-বারিধি। জড়রসের আশায় লবণ-সমুদ্রে প্রাণ না হারাইয়া ভগবৎ-সেবা-সুধা-সঞ্জীবনী পান কর। দেখ, শ্রীধামে পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, গগন, পবন—সকলই কেমন আনন্দভরে আনন্দময়ের আনন্দমাখা গুণাবলী কীর্ত্তন করিতেছেন। যাবতীয় সাত্বত-সংহিতা অনন্তবদনে শ্রীনবদ্বীপধামের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতেছেন। সেই মাহাত্ম্যের এক কণ স্পর্শ করি এমন যোগ্যতা আমার নাই। তাই শ্রীধাম-মাহাত্ম্য-সম্বন্ধে মহাজনগণের দুই একটী কথা উদ্ধার করিতেছি মাত্র।

"নবদ্বীপে যেবা কভু করয়ে গমন।
সর্ব্ব-অপরাধমুক্ত হয় সেই জন॥
সর্ব্বতীর্থ ভ্রমিয়া তৈর্থিক যাহা পায়।
নবদ্বীপ-স্মরণে সে-লাভ শাস্ত্রে গায়॥
নবদ্বীপ দরশন করে যেই জন।
জন্মে জন্মে লভে সেই কৃষ্ণপ্রেমধন॥
কর্ম্মবুদ্ধি-যোগে ও যে নবদ্বীপে যায়।
নরজন্ম আর সেই জন নাহি পায়॥
নবদ্বীপ ভ্রমিতে সে পদে পদে পায়।
কোটী অশ্বমেধ ফল সর্ব্বশাস্ত্রে গায়॥
নবদ্বীপে বসি' যেই মন্ত্র জপ করে।
শ্রীমন্ত্র চৈতন্য হয় অনায়াসে তরে॥
অন্য তীর্থে যোগী দশ বর্ষে লভে যাহা।
নবদ্বীপে তিন রাত্রে সাধি' পায় তাহা॥
অন্য তীর্থে ব্রহ্মজ্ঞানে যেই মুক্তি হয়।
নবদ্বীপে ভাগীরথী স্নানে তা' ঘটয়॥
সালোক্য-সারূপ্য-সার্ষ্টি সামীপ্য-নির্ব্বাণ।
নবদ্বীপে মুমুক্ষু লভয় বিনা জ্ঞান॥
নবদ্বীপে শুদ্ধভক্ত-চরণে পড়িয়া।
ভুক্তি মুক্তি সদা রহে দাসীরূপ হইয়া॥
ভক্তগণ নাথি মারি' সে দু'য়ে তাড়ায়।
ভক্তপদ ছাড়ি' দাসী তবু না পলায়॥
শত বর্ষ সপ্ত-তীর্থে মিলে যাহা তাই।
নবদ্বীপে একরাত্র বাসে তাহা পাই॥
হেন নবদ্বীপ ধাম সর্ব্ব ধাম সার।
কলিতে আশ্রয় করি' জীব হয় পার॥"

—নবদ্বীপ ধামমাহাত্ম্য

ভজনানন্দী জনমাত্রেরই জীবন শ্রীনবদ্বীপ ধাম। তাই শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদ শ্রীনবদ্বীপশতকে কীর্ত্তন করিতেছেন।

স্ফুর্জ্জদ্রত্ন সুকোমলা বহুবিধ-
প্রদ্যোতিরত্নচ্ছটা
নানাচিত্রমনোহরং খগমৃগাত্যাশ্চর্য্য-
রাগাঙ্কিতম্।
বল্লীবৃক্ষলতাতরোঽদ্ভুততমা যত্র
শ্রীপূর্ণাদ্ভিতি-
স্তম্মে গৌরকিশোর-কেলিভবনং
মায়াপুরং জীবনম্॥

যে-স্থানে ভূমি সুকোমলা এবং বিবিধ উজ্জ্বল রত্নের প্রভায় দীপ্তিমতী, যে-ধাম বিচিত্র-মনোহর-শোভাযুক্ত, যেখানে পশু-পক্ষিগণ পরস্পর আশ্চর্য্যপ্রীতিতে আবদ্ধ, অথবা যে ধাম পশুপক্ষিকুলের আশ্চর্য্য নিনাদে মুখরিত, যে স্থানে ফুল-ফলে তরু-লতা-রাজি পরমাদ্ভুতা শোভা ধারণ করিয়াছে সেই গৌরকিশোরের ক্রীড়া-বিলাসভূমি শ্রীমায়াপুরই আমার জীবন।

উপরে শ্রীধামের যে চমৎকারিতা লিপিবদ্ধ হইল তাহা প্রাকৃত-বুদ্ধিসম্পন্ন জনগণের দর্শনের বিষয় হয় না। তাই তাঁহারা ধামকে ও গ্রামকে এক পর্য্যায়ে গণনা করেন। ধামের আবহাওয়ার বৈশিষ্ট্য কিছুই উপলব্ধি করিতে পারেন না। শ্রীধামের বৈশিষ্ট্য হৃদয়ঙ্গম করিতে হইলে—শ্রীধামের অপ্রাকৃত সৌন্দর্য্য-দর্শনের যোগ্যতা লাভ করিতে হইলে প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবা এই বৃত্তিত্রয় সহ গৌরপ্রণয়ী ভক্তবৃন্দের পাদমূলে উপস্থিত হইতে হইবে। তাঁহাদের কৃপা হইলেই আমরা শ্রীধাম পরিক্রমা করিতে সমর্থ হইব। আমাদিগকে এই শিক্ষাটী প্রদান করিয়াই ঠাকুর শ্রীল ভক্তিবিনোদ গাহিয়াছেন—

"গৌর আমার যে সব স্থানে
করল ভ্রমণ রঙ্গে।
সে সব স্থান হেরব আমি
প্রণয়ী ভকত সঙ্গে॥"

তাই আমরা সর্ব্বপ্রথম প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবা-কুসুম দ্বারা গৌরপ্রণয়ী শুদ্ধভক্তগণের পাদপদ্ম পূজা করিয়া তাঁহাদের আনুগত্যে ও অনুসরণে একণে শ্রীধাম-পরিক্রমায় অগ্রসর হইব।

পরিক্রমার প্রথম দিবস

পরিক্রমার পথ

আজ পরিক্রমার প্রথম দিবস। আজ আমরা অন্তর, গৌরজন্মভিটা, শ্রীযোগপীঠ, মহাপ্রভুর ঘাট, বারকোণাঘাট, মাধাইর ঘাট, কাজীর সমাধি ও শ্রীধর-অঙ্গন পরিক্রমা করিয়া শ্রীচৈতন্যমঠে প্রত্যাবৃত্ত হইব।

নবদ্বীপের তদানীন্তন শাসনকর্ত্তা কাজী অনুচরবর্গসহ ভগবৎপ্রেমিক ভক্তবর শ্রীবাস পণ্ডিতের আলয়ে ভক্তবৃন্দের কীর্ত্তনে বাধা প্রদান করিলে মহাপ্রভু তাঁহাকে সমুচিত শিক্ষা-প্রদানের জন্য বিপুল-সঙ্কীর্ত্তন-বাহিনী সহ যে পথে কাজীর আলয়ে গমন করিয়াছিলেন সেই পথ অনুসরণ পূর্ব্বক প্রাচীন ভাগীরথীর তীরে কীর্ত্তন নৃত্য-সহকারে কীর্ত্তন করিতে করিতে গৌরপদরজে অভিষিক্ত হইয়া আমরা পরিক্রমায় অগ্রসর হইব।

নবদ্বীপ-পদ্ম

শ্রীনবদ্বীপ ধামের আকার পদ্মের ন্যায়। এই শ্রীধাম-পদ্মের অন্তর-কর্ণিকাই অন্তর্দ্বীপ বা শ্রীধাম মায়াপুর নামে প্রসিদ্ধ। এই পদ্মের চতুর্দ্দিকস্থ অষ্টদল—সীমন্ত দ্বীপ, গোদ্রুমদ্বীপ, মধ্যদ্বীপ, কোলদ্বীপ, ঋতুদ্বীপ, জহ্নুদ্বীপ, মোদদ্রুমদ্বীপ ও রুদ্রদ্বীপ এই আটটী দ্বীপ। ভক্তিরত্নাকর-গ্রন্থে আমরা দেখিতে পাই, এই নয়টী দ্বীপের চারিটী গঙ্গার পূর্ব্বপারে আর অপর পাঁচটী পশ্চিম পারে। পূর্ব্বপারের দ্বীপচতুষ্টয় যথা—অন্তর্দ্বীপ, সীমন্তদ্বীপ, গোদ্রুমদ্বীপ ও মধ্যদ্বীপ। সরস্বতী বা জলঙ্গী বর্ত্তমানে শ্রীধাম মায়াপুর ও গোদ্রুমদ্বীপের মধ্যে প্রবাহিতা।

আজ আমাদের অন্তর্দ্বীপ-পরিক্রমা। অন্তর্দ্বীপের নামকরণ সম্বন্ধে ভক্তিরত্নাকরে আমরা দেখিতে পাই,—ব্রহ্মা শ্রীকৃষ্ণকে পরীক্ষা করিবার জন্য তাঁহার গো-বৎসাদি হরণ করিয়া যে ধৃষ্টতা ও অন্যায় আচরণ করিয়াছেন, তজ্জন্য অনুতপ্ত হইয়া শ্রীকৃষ্ণের আরাধনা করিতে থাকেন। ব্রহ্মার স্তবে সন্তুষ্ট হইয়া শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে অনুগ্রহ করেন। ব্রহ্মার চিত্ত-ক্ষোভ তাহাতেও বিদূরিত হইল না। তিনি চিন্তা করিলেন,—

"না দেখি উপায় চৈতন্য অবতার বিনে"

উক্ত চিন্তা সহ তিনি এই অন্তর্দ্বীপে অবস্থান করিয়া শ্রীগৌরসুন্দরের আরাধনা করিতে থাকেন।

"ঐছে বিচারিয়া ব্রহ্মা এই আত্তোপুরে।
প্রভুরে আরাধে অতি উল্লাস অন্তরে॥

মহাপ্রভু তাঁহার স্তবে সন্তুষ্ট হইয়া দর্শন দেন এবং ব্রহ্মার প্রার্থনা অনুসারে তাঁহাকে বলেন যে, গৌরাবতারে তিনি (ব্রহ্মা) যবন-কুলে আবির্ভূত হইয়া হরিদাস নামে মহাপ্রভুর কীর্ত্তন বিলাসে যোগদানের সুযোগ পাইবেন। মহাপ্রভু তৎপর তিনটী গুহ্য কারণের জন্য অবতীর্ণ হইবেন, এই কথা ব্রহ্মাকে বলিয়া অন্তর্হিত হইলেন। অন্তরের কথা বলিয়া অন্তর্দ্ধান হইলেন বলিয়া এই দ্বীপের নাম অন্তর্দ্বীপ হইল।

"কহি অন্তরের কথা হইলা অন্তর্দ্ধান।
এই হেতু লোকে ব্যক্ত অন্তর্দ্বীপ নাম॥"

কৃষ্ণনাম ভজ জীব, আর সব মিছে। পলাইতে পথ নাই যম আছে পিছে।

শ্রীচৈতন্যমঠ

শ্রীচৈতন্যমঠ যে স্থানে অবস্থিত তাঁহার আদি নাম ব্রজপত্তন। মহাপ্রভুর পার্ষদ শ্রীল চন্দ্রশেখর আচার্য্যের ভবন এই পুণ্য ভূমিতেই বিরাজিত ছিল। তিনি পার্ষদ-গণ সহ সর্ব্বপ্রথম এইস্থানে ব্রজলীলার অভিনয় প্রদর্শন করিয়াছিলেন বলিয়া ইহার নাম-ব্রজপত্তন হইয়াছে। এই লীলাকালে তিনি রুক্মিণীর বেশে নৃত্য করিয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্যমঠের উনত্রিংশ চূড়াযুক্ত পরম-মনোরম মন্দিরের অন্তঃপ্রকোষ্ঠে আমরা শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের এই নৃত্যাবেশ-মূর্ত্তি দেখিতে পাইতেছি। মহাপ্রভুর সহিত স্বর্ণ-সিংহাসনে শ্রীশ্রীরাধাবিনোদ প্রাণজীউ বিরাজিত। শ্রীমন্দিরের চতুষ্পার্শ্বে পরিক্রমা-কালে চারিটি প্রকোষ্ঠে, আমরা যথাক্রমে ব্রহ্মসম্প্রদায়ের আচার্য্য—শ্রীমধ্বমুনি, রুদ্র-সম্প্রদায়ের আচার্য্য—বিষ্ণুস্বামী, সনক-সম্প্রদায়ের আচার্য্য—শ্রীনিম্বার্ক ও শ্রীসম্প্র-দায়ের আচার্য্য—শ্রীরামানুজের শ্রীবিগ্রহ দেখিতে পাইব। সাত্বত-সম্প্রদায়-চতুষ্টয়ের এই আচার্য্য-চতুষ্টয় তাঁহাদের সেব্য বিগ্রহের সহিত তথায় বিরাজিত। শ্রীচৈতন্যমঠে শ্রীরাধাকুণ্ড, শ্রীরাধাকুণ্ডের তীরবর্ত্তী অস্মদীয় পরম-গুরুদেব শ্রীল গৌরকিশোর দাস গোস্বামী মহারাজের সমাধি-মন্দির, শ্রীতুলসীমঞ্চ, শ্রীনদীয়া-প্রকাশ কার্য্যালয়, শ্রীনদীয়াপ্রকাশ যন্ত্রালয়, পরবিদ্যাপীঠ, পারমার্থিক, অবিদ্যাহরণ-নাট্যমন্দির, ভক্তি-বিজয় ভবন প্রভৃতি কৌতূহলী দর্শকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবে। অস্মদীয় শ্রীগুরুদেব অস্মদীয় পরমগুরুদেবের সমাধি তাঁহারই ইচ্ছাক্রমে প্রথমে কোলদ্বীপে প্রদান করিয়া-ছিলেন। বর্ত্তমানে পরমগুরুবর স্বীয় প্রেষ্ঠজনকর্ত্তৃক শ্রীধাম-মায়াপুরের শ্রীবৃদ্ধি সম্পাদন দর্শন করিয়া গঙ্গার ভাঙ্গনের ছলে শ্রীধাম মায়াপুরে শুভবিজয় করিয়া-ছেন। এতদ্বিষয়ের বিস্তৃত বিবরণ আমরা পূর্ব্বেই শ্রীনদীয়া-প্রকাশে প্রকাশ করিয়াছি।

বল্লালদীঘি

শ্রীচৈতন্যমঠের দক্ষিণে আমরা একটী প্রকাণ্ড শস্য-শ্যামলভূমি দেখিতে পাইতেছি। ইহার নাম 'বল্লাল-দীঘি'। শ্রীলক্ষ্মণসেন পৃথুকুণ্ড উত্তমরূপে খনন করাইয়া পিতৃদেবের স্মৃতি-রক্ষার্থ উহার নাম বল্লাল-দীঘি রাখেন। কালক্রমে লক্ষ্মণসেনের সেই প্রকাণ্ড দীর্ঘিকাটী শস্যক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছে। এই বল্লালদীঘির পূর্ব্ব [illegible] বল্লাল-দীঘি নামে অভিহিত।

পৃথুকুণ্ড

উপরে উক্ত হইয়াছে, পৃথুকুণ্ডের স্থানেই বল্লালদীঘি খনিত হইয়াছে। পুরাতত্ত্ববিদ্‌গণ অবগত আছেন, সত্যযুগে মহারাজ পৃথু পৃথিবীর উচ্চনীচভূমি কাটাইয়া সমতল করিয়াছেন। সেই সময় বর্ত্তমান [illegible] স্থানটী সমান করিতে যাইয়া তাঁহার কর্ম্মচারিগণ একটী মহাজ্যোতির্ম্ময় প্রভা দেখিতে পায় এবং মহারাজের নিকট উহা নিবেদন করে। পৃথু মহারাজ শ্রীভগবানের শক্ত্যাবেশ-অবতার। তিনিও তথায় আসিয়া ঐ দিব্যজ্যোতিঃ দেখিতে পান এবং ধ্যানযোগে জানিতে পারেন যে উক্ত স্থানটী নবদ্বীপ। তাই তিনি এইস্থানে একটী কুণ্ড প্রস্তুত করাইলেন। ইহার স্বচ্ছ জল পান করিয়া গ্রামবাসিগণ পরম-তৃপ্তি লাভ করিলেন। এই কুণ্ডের নাম পৃথুকুণ্ড নামে অভিহিত হইয়াছে।

অদ্বৈত-ভবন

মহাবিষ্ণুর অবতার শান্তিপুরনাথ শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য প্রভু শ্রীধাম-মায়াপুরের যে স্থানে অবস্থান করিয়া অধ্যাপনা-লীলা করিতেন, যেস্থানে তিনি গঙ্গাজল-তুলসী-দ্বারা মহাপ্রভুর পূজা করিয়া জীববৃন্দের উদ্ধারার্থ তাঁহাকে প্রপঞ্চে আনয়ন করিয়া-ছেন সেই সুপবিত্র ভূমিতেই শ্রীঅদ্বৈত-ভবনের নবনির্ম্মিত মন্দির স্থাপিত হইয়া-ছেন। এই স্থানটী শ্রীবাস-অঙ্গন হইতে দশ ধনু দূরে অবস্থিত। অদ্বৈত-ভবন ও শ্রীচৈতন্যমঠের দূরত্ব শত ধনু। অদ্বৈত ভবনের শ্রীমন্দিরে শ্রীগৌরসুন্দরের শ্রীবিগ্রহ ও তাঁহার পাদমূলে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুকে দেখিতে পাইতেছি। মহাপ্রভুর ইচ্ছা হইলে শীঘ্র এইস্থানে একটী নাট্যমন্দির প্রস্তুত হইবে।

শ্রীবাস-অঙ্গন

অদ্বৈতভবনের পরেই মহাপ্রভুর বাড়ী যাইবার পথে আমরা শ্রীবাস-অঙ্গন দেখিতে পাইব। এই স্থানটীর অপর নাম খোল ভাঙ্গার ডাঙ্গা। এই নামকরণের কারণ আমরা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। কাজী অনুচরবর্গের সহিত এইস্থানে আসিয়া কীর্ত্তনরত ভক্তগণের খোল ভাঙ্গিয়া দিয়া-ছিলেন বলিয়া ইহার নাম খোলভাঙ্গার ডাঙ্গা। এই স্থানটী গৌড়ের রাসস্থলী। মহাপ্রভু পার্ষদবৃন্দসহ এইস্থানে কীর্ত্তন-বিলাস করিয়া থাকেন। এখানে অদ্যাপি ভাগ্যবান্ জনগণ সেই কীর্ত্তনশ্রবণের সৌভাগ্য লাভ করেন। এইস্থানে মহাপ্রভুর যে-সকল লীলা হইয়াছে তাহার দিগ্‌দর্শন আমরা শ্রীনদীয়া-প্রকাশে অতি সংক্ষিপ্ত-ভাবে প্রকাশ করিয়াছি। তাহাতে দেখিতে পাইয়াছি, প্রভুসেবক নিরন্তর প্রভুর আনন্দবিধানেই তৎপর। প্রভু-সেবার অন্তরায় হইলে তিনি জড়-সম্পর্কিত আত্মীয়-স্বজনকে চিরতরে বর্জ্জন করেন। রোগ শোক, জরা, মৃত্যু প্রভৃতি একনিষ্ঠ সেবককে তাঁহার সেবা হইতে বিন্দুমাত্রও বিচ্যুত করিতে পারেন না। আরও দেখিতে পাইয়াছি, দুগ্ধ পান করিয়া থাকিলে বা বাহ্যে সুষ্ঠুরূপে শুচি প্রদর্শন করিলেই যে ভগবানের কৃপাপাত্র হওয়া যাইবে ভগবদ্-ভজনের অধিকার লাভ হইবে, তাহার কোন নিশ্চয়তা নাই। ভগবান্ ভক্তির বশ। শ্রীল শ্রীবাস পণ্ডিতের স্বীয় শ্বশ্রূ-মাতার সহিত ব্যবহার, পুত্র-বিয়োগে পরিবারবর্গের প্রতি তাঁহার উপদেশ ও শাসন এবং তাঁহার আলয়ে জনৈক ব্রহ্মচারীকে উপলক্ষ্য করিয়া শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর আমাদিগকে যে-শিক্ষা প্রদান করিয়াছেন তাহাতে আমরা উপরি-উক্ত শিক্ষাত্রয় বিশেষরূপে লক্ষ্য করি। এই শিক্ষাত্রয় উপলব্ধির বিষয় হইলে মহাপ্রভুর কীর্ত্তন-শ্রবণের যোগ্যতা হয়।

শ্রীগৌরাঙ্গ, শ্রীনিত্যানন্দ, শ্রীঅদ্বৈত, শ্রীগদাধর ও শ্রীবাস পণ্ডিত—এই পঞ্চতত্ত্ব অন্যান্য ভক্তগণসহ শ্রীবাসঅঙ্গনে কীর্ত্তন করিতেন। এইস্থানে আমরা পঞ্চতত্ত্ব, শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দ, শ্রীশ্রীগৌরনিত্যানন্দ ও ভক্তমণ্ডলীর সহিত কীর্ত্তনরত শ্রীশ্রীগৌর-সুন্দরের বিগ্রহ দেখিতে পাইব।

শ্রীযোগপীঠ

অঙ্গন হইতে পঞ্চাশ ধনু অগ্রসর হইলেই আমরা মহাপ্রভুর আবি-র্ভাব-স্থান শ্রীযোগপীঠ দর্শনের সৌভাগ্য পাইব। শ্রীযোগপীঠের দৃশ্য পরম রমণীয়। এই রমণীয় স্থানে সর্ব্বপ্রথম আমরা ক্ষেত্র-পাল শ্রীসদাশিব দর্শন করিয়া শ্রীধাম-দর্শনের যোগ্যতার জন্য প্রার্থনা করিব। শ্রীযোগপীঠে নিম্ববৃক্ষতলে শচীমাতার সূতিকা-গার। তথায় শিশু নিমাইকে আমরা শয়নাবস্থায় দেখিতে পাইব। নিকটেই শচীমাতা ও জগন্নাথ মিশ্র উপবিষ্ট। অপর একটী পৃথক্ মন্দিরে চারিটী প্রকোষ্ঠে শ্রীপঞ্চতত্ত্ব, শ্রীগৌর-গিরিধারী গান্ধর্ব্বিকা, শ্রীগৌর-লক্ষ্মীপ্রিয়া বিষ্ণুপ্রিয়া ও শ্রীগৌর-গদাধর বিরাজমান। অনতিদূরে শ্রীনৃসিংহ-দেবের মন্দির। তথায় শ্রীনৃসিংহদেব লক্ষ্মীদেবীকে বক্ষে ধারণ করিয়া উপবিষ্ট আছেন। তদ্ব্যতীত শ্রীগৌর-গদাধরের বিগ্রহও এখানে বিদ্যমান। শ্রীযোগপীঠে শ্রীগৌরকুণ্ড এবং তন্নিকটে শ্রীনিতাই-কুণ্ড বিরাজিত। এই স্থানের সুউচ্চভূমি হইতে আজও সুবর্ণ বিহার দর্শকগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া শ্রীনিবাসের প্রতি ঈশানের উক্তি—

"সুবর্ণবিহার এই দেখ শ্রীনিবাস"

[illegible]। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব-স্থান সম্বন্ধে শ্রীভক্তি-রত্নাকর বলিতেছেন,—

"নবদ্বীপমধ্যে মায়াপুর নামে স্থান।
যথা জন্মিলেন গৌরচন্দ্র ভগবান্॥
যৈছে বৃন্দাবনে যোগপীঠ মধুপুর।
তৈছে নবদ্বীপে যোগপীঠ মায়াপুর॥
মায়াপুর-শোভা সদা ব্রহ্মাদি ধিয়ায়।
মায়াপুর-মহিমা কেবা নাহি গায়॥"

গঙ্গার তীরে তীরে

এখন আমরা প্রাচীন গঙ্গার তীরে তীরে পরিক্রমায় বহির্গত হইব। মহা-প্রভুর প্রকটকালে পতিতপাবনী এই সুরধুনীর তটে অসংখ্য ঘাট ছিল। শ্রীচৈতন্যভাগবতের বর্ণনায় দেখিতে পাই, এক এক ঘাটে লক্ষ লক্ষ লোক স্নান করিতেন। আমরা আজ কয়েকটী মাত্র ঘাটের নাম উল্লেখ করিতেছি। সর্ব্বপ্রথমে বৃদ্ধশিব-ঘাট। তাহা হইতে তিন ধনু উত্তরে মহাপ্রভুর ঘাট। এই ঘাটে শ্রীগৌরসুন্দর বাল্যলীলার ছলে জল-ক্রীড়া করিয়া হিমাদ্রি নন্দিনী ভাগীরথীর মনো-বাসনা পূর্ণ করেন। মহাপ্রভুর ঘাট হইতে পঞ্চদশ ধনু উত্তরে মাধাইয়ের ঘাট। তাহার পাঁচ ধনু উত্তরে বারোকোণা ঘাট। এই ঘাটটী মহাপ্রভুর আজ্ঞায় বিশ্বকর্ম্মা অতি-সুন্দররূপে নির্ম্মাণ করিয়াছেন। তৎকালে এই ঘাটে পঞ্চ-শিবালয় বিদ্যমান ছিল।

কাজীর বাড়ী

উক্ত প্রাচীন স্মৃতি বক্ষে ধারণ করিয়া শ্রীগৌরাঙ্গের মধুরলীলা কীর্ত্তন করিতে করিতে এক্ষণে আমরা কাজীর বাড়ীর দিকে অগ্রসর হইব। মহাপ্রভু সঙ্কীর্ত্তন-বাহিনী সহ সিমুলিয়া বা সীমন্তদ্বীপে ভ্রমণ করিয়া কাজীর বাড়ী গিয়াছিলেন। অধিক পথ-ভ্রমণে সর্ব্বসাধারণের কষ্ট হইবে বলিয়া সীমন্তদ্বীপ আগামী কল্য পরিক্রমা হইবে। কাজীর বাড়ীটি অন্তর্দ্বীপ ও সীমন্তদ্বীপের সংযোগক্ষেত্রে অবস্থিত। এইস্থানে ভক্ত চাঁদকাজীর সমাধি-মন্দির বিদ্যমান। সমাধির উপর ৪০০ চারিশত বৎসরের চাঁপা ফুলের একটী প্রাচীন গাছ বিদ্যমান থাকিয়া দর্শকের বিস্ময় উৎপাদন করিতেছে। কাজীর কীর্ত্তন-বিরোধিতার জন্য মহাপ্রভু ভক্তবৃন্দসহ তাঁহার আলয়ে গমন করিয়া তাঁহাকে বিচারে আহ্বান করেন। কাজী মহাপ্রভুর শাস্ত্রমীমাংসা-শ্রবণে অতিশয় আনন্দিত হন এবং অজ্ঞতা-মূলে স্বীয় নৃশংস আচরণের জন্য অনুতপ্ত হইয়া মহা-প্রভুর শরণ গ্রহণ করেন এবং তিনি বা তাঁহার পরিবারস্থ আর কেহ কখনও কীর্ত্তন-বিরোধ করিবেন না, এই প্রকার প্রতিশ্রুতি দেন। কাজী নিজের ভ্রম বুঝিতে পারিয়াছেন দেখিয়া মহাপ্রভু তাঁহাকে ক্ষমা ও কৃপা করেন। মহাপ্রভুর কৃপা-পাত্র বলিয়াই বৈষ্ণবগণ কাজীকে বিশেষ সম্মান প্রদান এবং তাঁহার সমাধিস্থানকে পবিত্র তীর্থ জ্ঞান করেন।

কাজীর বাড়ীর অনতিদূরে বঙ্গের রাজা বল্লাল-সেনের প্রাসাদের ভগ্নাবশেষ 'বল্লাল-স্তূপ' নামে পরিচিত হইয়া অদ্যাপি বিদ্যমান।

[শ্রীধর-অঙ্গনের বিবরণ ৩য় পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হইল]

শুদ্ধভক্তি গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। ভাষ্যসহ বিরাট শ্রীচৈতন্যভাগবত ৬৲
২। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২৮৲
একাদশ স্কন্ধ হইতে প্রতিখণ্ড ।৶০
৩। ভাষ্যসহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (৪র্থ সংস্করণ) ৬৲
৪। ভক্তিবিবেককুসুমাঞ্জলি (বাঁধা) ১৲
৫। গৌড়ীয়-গৌরব ৷৷৶০
৬। গৌড়ীয়-সাহিত্য ৷৷৶০
৭। শুক্লপক্ষচন্দ্র ৷৷০
শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও
শ্রীনবদ্বীপশতকম (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৷৷০
৯। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ)
ঐ (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৷৷০
১০। গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি টীকাসহ)
ঐ (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৷৷০
১১। গীতার কেবল মধ্ব-ভাষ্য ৷৷০
১২। মুক্তিশ্রিকা গুপসৌরকঃ সানুবাদ (আবদ্ধ) ২৲
১৩। বেদান্তভাষ্যার সানুবাদ রামানুজীয়) ৷০
১৪। বৈষ্ণবদর্শন ২৲
১৫। শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৷৷০
১৬। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১৭। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ৷৷৶০
ঐ (বাঁধা) ৷৷০
১৮। দ্বীপ-দিগ্দর্শন ৶০
১৯। সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ) ।৶০
২০। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ৷০
ঐ (আবাঁধা) ।৶০
২১। নবদ্বীপধাম গ্রন্থমালা ৷৷০
২২। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৶০
২৩। গীতমালা ৴১০
২৪। নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য ৶০
২৫। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶০
২৬ নবদ্বীপ পঞ্জিকা (৪৪৭ গৌরাব্দ) ৶০
২৭। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
২৮। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা-দর্পণ ।৪
২৯। শরণাগতি ৴০
৩০। গীতাবলী ৴০
৩১। চিত্রে নবদ্বীপ ১৷০
৩২। সাধনকণা ৴০
৩৩। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৴০
৩৪। নবদ্বীপশতক ৴০
৩৫। অর্থপঞ্চক ৴০
৩৬। সদাচারস্মৃতিঃ ৴০
৩৭। কল্যাণকল্পতরু (৪র্থ সংস্করণ) ৴১০
৩৮। অর্চ্চনকণ ১০
৩৯। সাধককণ্ঠমালা (বাঁধা) ৷০
ঐ (আবাঁধা) ৷৴০
৪০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (প্রথম চারিখণ্ড) ৩.
৪১। ব্রহ্মসংহিতা ।০
৪২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৷৷০
৪৩। মণিমঞ্জরী সানুবাদ ।০
৪৪। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৷৷/
৪৫। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ।০
৪৬। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৪৭। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৷৷০
৪৮। গৌড়ীয়মঠ কি করেন? ৴০
৪৯। ঈশোপনিষৎ (বলদেব ও মাধ্ব-ভাষ্য এবং বিবৃতি ও অনুবাদসহ) ।০
৫০। শ্রীভুবনেশ্বর ৶০
৫১। সিদ্ধান্তদর্পণ ৶০
৫২। সাংখ্যবাণী ৴০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৫৩। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী-বিজিতঃ ।০
৫৪। সটীক-শিক্ষাদশমূলম্ ।০
৫৫। তত্ত্ব-সূত্রম্ ।০
৫৬। সানুবাদ-শিক্ষাষ্টকম্ ৶০
৫৭। গৌড়ীয়মঠস্য পরিচয়ঃ ৴০
৫৮। সাম্রাংশবর্ণনম্ ৶০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৫৯। রায় রামানন্দ ৷০
৬০। নামভজন ।০
৬১। রিলেটিভ ওয়ার্ক্স ।৶০
৬২। লাইফ্ য়্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।০
৬৩। বৈষ্ণবীজম্ ।০
৬৪। হোয়াট্ গৌড়ীয়মঠ ইজ্ ডুইং ৴০
৬৫। দি ভাগবত ।০
৬৬। ইরোটিক্ প্রিন্সিপ্ল য়্যাণ্ড আনেলয়েড্ ডিভোশন ।০
৬৭। ব্রহ্ম-সংহিতা ২৷০
৬৮। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (ভলুম ওয়ান) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৬৯। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ৷০
৭০। সাধন পথ ।০
৭১। কল্যাণ-কল্পতরু ৴১০
৭২। গীতাবলী ৴০
৭৩। শরণাগতি ৴০

আসামী ভাষায় প্রকাশিত

৭৪। শরণাগতি

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

নদীয়া-প্রকাশপ্রাপ্তির স্থান

১। শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম-মায়াপুর, নদীয়া
২। শ্রীযোগপীঠ ঐ
৩। শ্রীবাস অঙ্গন ঐ
৪। অদ্বৈত-ভবন ঐ
৫। কাজীর সমাধি-পাট ঐ
৬। স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ, নদীয়া।
৭। শ্রীভাগবত আসন কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
৮। শ্রীএকায়ন মঠ গোবিন্দপুর, হাঁসখালী।
৯। দ্বাদশগোপাল পাট—পোঃ চাকদহ,
১০। শ্রীগৌর-গদাধরমঠ—চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড়, বর্দ্ধমান
১১। শ্রীমোদদ্রুমছত্র মাউগাছি, বর্দ্ধমান
১২। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম, আমলাযোড়া, পোঃ রাজবাঁধ বর্দ্ধমান
১৩। শ্রীগৌড়ীয়মঠ বাগবাজার, কলিকাতা
১৪। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাজু, হাওড়া,
১৫। শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয়মঠ, ৯০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা
১৬। শ্রীগোপালজী মঠ কমলাপুর, ঢাকা।
১৭। শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ পোঃ বালিয়াটী,
১৮। শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয়মঠ ময়মনসিংহ।
১৯। শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ চিরুলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর
২০। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম গোয়ালপাড়া, আসাম
২১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ রায়াপেট্টা, মাদ্রাজ।
২২। শ্রীরামানন্দগৌড়ীয় মঠ কব্বূর, জিঃ পশ্চিম গোদাবরী
২৩। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ উড়িয়াবাজার, কটক।
২৪। শ্রীত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয় মঠ ভুবনেশ্বর।
২৫। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ স্বর্গদ্বার, পুরী।
২৬। শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ আলালনাথ পোঃ ব্রহ্মগিরি, পুরী।
২৭। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ ভুবুরকুণ্ডা, পোঃ চিরকুণ্ডা, মানভূম।
২৮। শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ—৪২ নং ফরিদপুরা, আনন্দভবন, বারাণসী
২৯। শ্রীরূপগৌড়ীয় মঠ—এলাহাবাদ।
৩০। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ পুরাণবাজার, সরকার ঠাকুরের কুঞ্জ, বৃন্দাবন
৩১ শ্রীগৌড়ীয় মঠ, নিউদিল্লী
৩২ শ্রীপরমহংসমঠ—নৈমিষারণ্য,
৩৩ শ্রীসারস্বত গৌড়ীয় মঠ—হরিদ্বার।
৩৪ শ্রীব্যাসগৌড়ীয়মঠ—কুরুক্ষেত্র, পঞ্জাব
৩৫ শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাবুলনাথ রোড, পোঃ গ্র্যাণ্ট রোড, বোম্বে।
৩৬। লণ্ডন গৌড়ীয়মঠ, ৩নং গ্লষ্টার হাউস, কর্ণওয়াল গার্ডেন্স, (S. W. 7) লণ্ডন।
৩৭। অমরি গৌড়ীয়মঠ—মেদিনীপুর
৩৮। সরভোগ গৌড়ীয় মঠ—সরভোগ, কামরূপ, আসাম
৩৯। শ্রীগৌড়ীয়মঠ—১০০ নং দিঘাপুর পাটনা।

শুদ্ধভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীলভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী মাসিক। শ্রীধাম-মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৷০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দি ভাষায় একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি হৃদয় বন মহারাজ সম্পাদিত ও নৈমিষারণ্য শ্রীপরমহংস মঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ১৷০ দেড় টাকা মাত্র।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ দেড় টাকা মাত্র।

৫। কীর্ত্তন—মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ নিত্যানন্দ সেবাতীর্থ বি-এজি, বি-টি, সম্পাদিত। আসাম গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম হইতে প্রকাশিত আসামী ভাষায় মাসিক। ভিক্ষা সডাক ১৷০ দেড় টাকা মাত্র

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ প্রণীত সমগ্র গ্রন্থ

গ্রন্থের মূল শ্লোক অন্বয়ে এবং তদীয় বর্ত্তমান যুগে শুদ্ধভক্তিপ্রচারের মূল মহাপুরুষ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অমৃতপ্রবাহভাষ্য ও প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের অনুভাষ্য সন্নিবেশিত হইয়াছে। অতি সুন্দর ছাপা। ডবল ক্রাউন আটপেজি আকারে ১০৯৬ পৃষ্ঠায় কেবল মূল ও ভাষ্য সম্পূর্ণ হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত ২১৮ পৃষ্ঠায় কেবল শ্লোক সূচী, পদ্যসূচী, স্থানসূচী, পাত্রসূচী, বিষয়-সূচী, শব্দসূচী প্রভৃতি বিস্তৃত সূচী-পত্র। সভাষ্য শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের এরূপ উৎকৃষ্ট ও অমূল্য বিরাট সংস্করণ জগতের কোথাও আর পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই, ইহা নিরপেক্ষ পাঠক-মাত্রেই একবাক্যে স্বীকার করিয়া থাকেন। সর্ব্বসাধারণের সুবিধার জন্য ভিক্ষা ১২৲ বারটাকা স্থলে—৬৲ ছয়টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীচৈতন্য মঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

কালেক্টর সাহেবের পত্র

কালেক্টর সাহেবের কুঠি,
কৃষ্ণনগর,
২৩শে জানুয়ারী, ১৯৩৪।

মহাশয়,

সম্প্রতি প্রচণ্ড ভূমিকম্পে আমাদের দেশবাসীর যেরূপ ক্ষতি হইয়াছে সে সংবাদ সকলে অবগত আছেন। দুঃস্থ ব্যক্তিগণের সাহায্যার্থে মহামান্য বড়লাট সাহেব আপনাদের নিকট যে আবেদন করিয়াছেন তাহার অনুবাদ নিম্নে প্রদত্ত হইল। ঐ আবেদন যতদূর সম্ভব সর্ব্বসাধারণের নিকট প্রচার করিবেন।

এই মহদুদ্দেশ্যে যিনি যেরূপ সাহায্য করিবেন তাহাই সাদরে গৃহীত হইবে। যদি সাহায্যের পরিমাণ অল্প বিধায় কেহ উহা দিল্লীতে পাঠাইতে কুণ্ঠিত হন তাহা হইলে তিনি উহা নিঃসঙ্কোচে আমার নিকট পাঠাইতে পারেন।

এইচ. বেস্
ম্যাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর, নদীয়া।
২৩, ১, ৩৪.

মহামান্য বড়লাট বাহাদুরের টেলিগ্রামের সংক্ষিপ্ত অনুবাদ।

—:০:—

গত সোমবার ১৫ই জানুয়ারী অপরাহ্ণে প্রচণ্ড ভূ-কম্পনের ফলে মুহূর্ত্ত-মধ্যে বহুসংখ্যক দেশবাসীর উপর বিশেষতঃ বিহার ও উড়িষ্যা প্রদেশে সম্প্রতি যে ভীষণ বিপৎপাত হইয়াছে তাহার প্রকৃত বিবরণ অদ্যাবধি পাওয়া যায় নাই। ইহা বলিলে অবশ্য অত্যুক্তি হয় না যে, উহাতে আতঙ্কজনক প্রাণহানি, অসংখ্য গৃহ ভূমিসাৎ এবং বিস্তীর্ণ ভূ-খণ্ডের বহু সম্পত্তি ও দ্রব্যাদি বিধ্বস্ত ও লুপ্তপ্রায় হইয়াছে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, এই ভীষণ দুর্দ্দিনে ভারতের সকল শ্রেণীর অধিবাসিবৃন্দের সহানুভূতির ধারা দুঃস্থ ও বিপন্ন লোকের প্রতি বর্ষিত হইবে ও তাহাদের দুঃখ বিমোচনের সকল প্রচেষ্টা সাধারণে সর্ব্বদা গ্রহণ করিবেন। এতদুদ্দেশ্যে আমি "ভাইসরয়ের ভাণ্ডার" নামে একটী অর্থ-ভাণ্ডার প্রতিষ্ঠিত করিতে মনস্থ করিয়াছি সাহায্য ভাইসরয়ের প্রাইভেট সেক্রেটারীর নিকট (ভাইসরয়ের দিল্লী) বরাবর প্রেরিত হইবে ও প্রত্যেক সাহায্য "উইলিংডন" স্বীকৃত হইবে।"

রেলওয়ে সময়

ই, বি, আর দিয়া শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইবার ট্রেণ তালিকা।

কলিকাতা	ছাঃ	০—৬,	৭—১৬,	১৪—১৪	১৬—৫৬,	২২—২৬
রাণাঘাট	ছাঃ	৫—৫০,	৯—৪৬,	১৬—৪৮,	১৮—৩৯,	০—৩২
কৃষ্ণনগরসিটি	পৌঃ	৬—২৮,	১০—২১	১৭—২৮	১৯—১৫	১—১৪
গাড়ী বদল	ছাঃ	৬—৪৫,	১০—৪৪,	১৩—২২,	১৭—৩৮,	২০—১৬
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৭—২৪,	১১—২১,	১৪—০,	১৮—১,	২০—৪৭
নবদ্বীপঘাট	পৌঃ	৭—৩৩,	১১—৩০,	১৪—৯,	১৮—১৬,	২০—৫৫

মহেশগঞ্জ ষ্টেশন হইতেও শ্রীধাম-মায়াপুরে যাওয়া যায়।

ই, বি, আর. দিয়া শ্রীধাম-মায়াপুর যাইবার ট্রেণ-তালিকা।

হাওড়া	ছাঃ	৬—৪৬	১২—৪৬	১৭—৪৬	১৮—৩৬
ব্যাণ্ডেল	ছাঃ	৮—২৩	১৪—১১	১৮—৪৭	১৯—৪৩
নবদ্বীপ	পৌঃ	১০—২২	১৬—১৪	২০—৪৬	২১—৩৭

সহর নবদ্বীপ হইতে গঙ্গা পার হইয়া পূর্ব্বপারে প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইতে হইবে।

কৃষ্ণনগর নবদ্বীপঘাট রেলওয়ে সময়

কৃষ্ণনগর হইতে নবদ্বীপঘাট

কৃষ্ণনগর সিটি—	৬-৪৫	১০-৪৪	১৩-২২	১৭-৩৮	২০-১৬
কৃষ্ণনগর রোড—	৬-৫৬	১০-৫৫	১৩-৩৩	১৭-৪৭	২০-২৫
আমঘাটা—	৭-১৫	১১-১৩	১৩-৫১	১৮-৩	২০-৪১
মহেশগঞ্জ—	৭-২৪	১১-২১	১৪-০	১৮-১	২০-৪৭
নবদ্বীপঘাট—	৭-৩৩	১১-৩০	১৪-৯	১৮-১৬	২০-৫৫

বিশেষ দ্রষ্টব্য—নবদ্বীপঘাট ষ্টেশন অপেক্ষা মহেশগঞ্জ ষ্টেশন হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরের দূরত্ব অনেক কম। শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে যাঁহাদিগকে রাণাঘাটে ট্রেণ বদল করিতে হয়, তাঁহারা রাণাঘাটে প্রাতঃ ৫-৫০,৮-১৪, ৯-৪৬. ১৬-৪৮,১৮-৩৯ এবং ০-৩২ মিনিটের সময় গাড়ী পাইবেন।

শান্তিপুর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে শান্তিপুর ষ্টেশনে ৫-৪০,৯-২৯, ১২-২৫,১৬-৪, এবং ১৮-৪১ মিনিটের সময় ট্রেণ পাওয়া যায়।

নবদ্বীপঘাট হইতে কৃষ্ণনগর

নবদ্বীপ ঘাট—	৫-৩৫	৯-২৫	১২-১০	১৫-৩৪	১৮-৪৫
মহেশগঞ্জ—	৫-৪৩	৯-৩৩	১২-১৯	১৫-৪২	১৮-৫৬
আমঘাটা—	৫-৪৯	৯-৩৯	১২-২৬	১৫-৪৮	১৯-৫
কৃষ্ণনগর রোড—	৬-৫	৯-৫৫	১২-৪৩	১৬-৪	১৯-২৪
কৃষ্ণনগর সিটি—	৬-১০	১০-০	১২-৫১	১৬-১২	১৯-৩৫

বন্যহস্তীর ভয়াবহ কাণ্ড

আগরতলা হইতে প্রকাশ, গত শনিবার রাত্রে নিকটবর্ত্তী জঙ্গল হইতে একটা বন্য-হস্তী বাহির হওয়ায়, সহরে প্রবল চাঞ্চল্য দেখা যায়। হস্তীটা সহরে প্রবেশ করিয়া কতকগুলি কুটীর ও প্রাচীর ধ্বংস করিয়া ফেলে এবং পথিকদের পশ্চাদ্ধাবন করে। পথিকগণ প্রাণভয়ে ইতস্ততঃ দৌড়াইতে থাকে। বিপদসূচক সংকেতধ্বনি করা হয় এবং বন্দুকের কয়েকটা ফাঁকা আওয়াজে ভীত হইয়া হস্তী পুনরায় জঙ্গলে চলিয়া যায়।

হস্তী-পদতলে যুবক

কিন্তু সেদিন সন্ধ্যার সেই বন্যহস্তীটা পুনরায় আত্মপ্রকাশ করে এবং সহরের উপকণ্ঠে শিবনগরের দিকে বেগে ধাবিত হয়। একজন মুসলমান যুবক পশুটির সম্মুখে আসিয়া পড়ে। পশুটি তাহাকে প্রচণ্ড ধাক্কা দিয়া ভূপাতিত করে এবং হতভাগ্য যুবক উহার পদতলে তৎক্ষণাৎ প্রাণ হারায়। অতঃপর বন্যহস্তীটা সহরের পথে পথে ঘুরিয়া পথিক ও গৃহস্থদিগের ভীতি উৎপাদন করিতে থাকে। কিছুক্ষণ পরে পশুটা আর কোনও ক্ষতি না করিয়া, জঙ্গলে চলিয়া যায়।

বৃদ্ধা নিহত

প্রকাশ, বিশালগড় থানার এলাকাধীন জামপাইজুলা গ্রামের ৬০ বৎসর বয়স্কা একটি বৃদ্ধা আর একটা বন্যহস্তীর আক্রমণে নিহত হইয়াছে। পশুটি ক্ষিপ্তভাবে ইতস্ততঃ দৌড়াদৌড়ি করিতে থাকে এবং উক্ত বৃদ্ধাকে এক শস্যক্ষেত্রে দেখিতে পাইয়া তাহাকে মারিয়া ফেলে।

বন্যহস্তীর অত্যাচারে কতিপয় গৃহপালিত পশুও মারা পড়িয়াছে।

গাইবাঁধায় বসন্ত রোগের আবির্ভাব

গাইবাঁধা হইতে প্রকাশ, গাইবাঁধার মফঃস্বল অঞ্চল হইতে যে সংবাদ আসিয়াছে তাহাতে প্রকাশ, গিদারী, বাগোয়া ও গোঘাটে প্রায় ৬০ জন বসন্ত রোগে আক্রান্ত হইয়াছিল। তন্মধ্যে ৭ জনের মৃত্যু হইয়াছে। যাহাতে ঐ ব্যাধির প্রসার বৃদ্ধি না পায় তাহার জন্য ডেলাবোর্ড সমস্ত প্রকার সতর্কতা অবলম্বন করিয়াছেন।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস হইতে—ডাঃ কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম ভক্তিশাস্ত্রী এল. এম. এফ. কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

তারের ঠিকানা— "শ্রীধাম" নবদ্বীপ
ডাকের ঠিকানা—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

দৈনিক

REG. C1544

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩৷৹
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার স্বতন্ত্র।

নদীয়া-প্রকাশ
THE NADIA-PRAKASH

সাহায্যের হার
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৷৹
মাসিক ১৲
নগদ বর্ত্তমান সংখ্যা ৫

ভারতের সর্ব্বত্র মঙ্গল-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৮ম খণ্ড সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বেদান্তবাচস্পতি [২৯৪শ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যাব্দ ৪ শ্রীধাম মায়াপুর— ৮ই ফাল্গুন মঙ্গলবার ১৩৪০, ২০শে ফেব্রুয়ারী ১৯৩৪

পাঞ্জাবে ভারতীয় গবর্ণর

লাহোর হইতে প্রকাশ, পাঞ্জাবের গবর্ণর সার উইলিয়ম ইমার্শন মাজির ট্রেণে বোম্বাই হইয়া ৪ মাসের জন্য ইংলণ্ড রওনা হইবেন, তাঁহার স্থানে রাজস্ব-সদস্য সার সিকান্দার হায়াৎ খান অস্থায়ীভাবে বোম্বায়ের গবর্ণর হইবেন। ১৫ই অপরাহ্নে তিনি প্রথানুসারে হাইকোর্টে শপথ গ্রহণ করিবেন। রাজস্ব কমিশনার মিঃ মাইলস্ আরভিং সার সিকান্দারের স্থানে রাজস্ব সদস্যের কাজ করিবেন। ১৫ই অপরাহ্নে তিনিও তাঁহার নূতন কার্য্যভার গ্রহণ করিবেন।

কার্য্যভার গ্রহণ

লাহোর হইতে প্রকাশ, গেজেটের এক অতিরিক্ত সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে যে, সার সিকান্দার গভর্ণরের কার্য্যভার বৃহস্পতিবার অপরাহ্নে গ্রহণ করিয়াছেন। মিঃ আরভিং শাসন-সংসদের অস্থায়ী সদস্য নিযুক্ত হইয়াছেন এবং সার হেনরী ক্রেক শাসন সংসদের ভাইস্ প্রেসিডেণ্ট নিযুক্ত হইয়াছেন।

উড়ো জাহাজে আসাম যাওয়ার ব্যবস্থা

কলিকাতা হইতে প্রকাশ, এসোসিয়েটেড প্রেস অবগত হইয়াছে অচির ভবিষ্যতে আসাম ও বাঙ্গালার মধ্যে উড়ো জাহাজে যাতায়াতের ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হইবে। ভারতীয় জাতীয় ব্যোমযানের কর্ত্তৃপক্ষ ব্যোমযানে ঢাকার সহিত শ্রীহট্ট, চট্টগ্রাম ও আসামের সহিত সংযুক্ত করিয়া দিবার জল্পনা-কল্পনা করিতেছেন।

বাঙ্গালায় পাট রপ্তানী

কলিকাতা হইতে বাণিজ্য বিভাগ হইতে প্রকাশিত বিবরণীতে প্রকাশ, বিগত জানুয়ারী মাসে বাঙ্গালা হইতে ৩ লক্ষ ৬৯ হাজার ৮ শত ৪১ গাঁইট কাঁচা পাট রপ্তানী হইয়াছে প্রতি গাঁইটের ওজন ৪ শত পাউণ্ড। তন্মধ্যে ৩ লক্ষ ৪০ হাজার ৬ শত ৫৯ গাঁইট পাট কলিকাতা হইতে এবং ২৯ হাজার ১ শত ৮২ গাঁইট চট্টগ্রাম হইতে রপ্তানী হইয়াছিল। ১৯৩২ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে ২ লক্ষ ৪১ হাজার ৭ শত ৩০ গাঁইট, ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে ৩ লক্ষ ৫০ হাজার ৮ শত ৪৬ গাঁইট কাঁচা পাট রপ্তানী হইয়াছিল। তন্মধ্যে কলিকাতা হইতে যথাক্রমে ২ লক্ষ ২০ হাজার ৭ শত ৯১ গাঁইট ও ৩ লক্ষ ৩০ হাজার ৪ শত ২৮ গাঁইট এবং অবশিষ্ট চট্টগ্রাম হইতে রপ্তানী হইয়াছিল।

বাগেরহাটে গান্ধীজির অভ্যর্থনা

বাগেরহাট হইতে প্রকাশ, গান্ধীজীর খুলনা ভ্রমণকালে তাঁহাকে বাগেরহাট আনিবার সঙ্কল্প করিয়া বাগেরহাটের জনসাধারণ সহ ৮।২।৩৪ তাং একটি জনসভা করিয়া একটি অভ্যর্থনা সমিতি গঠন করিয়াছেন। শ্রীযুত নেপালচন্দ্র রায় (মুলঘর) এবং শ্রীযুত পদ্মাকান্ত রায় চৌধুরী যথাক্রমে সভাপতি ও সম্পাদক নির্ব্বাচিত হইয়াছেন।

মোটর দুর্ঘটনা

যাদেকাপাড়া গ্রামের তালুকদার মৌলবী জোকেল সেখ সাহেব গত ১৫।২।৩৪ তাং বাগেরহাট সহরে মোটর চাপা পড়িয়া তৎক্ষণাৎ মারা গিয়াছেন। বাগেরহাট সহরে এই প্রকারের দুর্ঘটনা ইহাই প্রথম। তালুকদার সাহেবের সমাধিস্থলে বহুলোক আগমন করিয়াছিলেন।

ভূমিকম্পের সাহায্য

ভূমিকম্পের অব্যবহিত পরে শ্রীযুত ক্ষেত্রনাথ মিত্র মহাশয়কে সম্পাদক করিয়া যে সাহায্য সমিতি গঠিত হইয়াছে উক্ত কমিটী প্রায় ৪ শত টাকা বহু চাউল ও কাপড় সঙ্কটত্রাণ সমিতির নিকট পাঠাইয়াছেন। এই দুর্ব্বৎসরে বাগেরহাটের স্থায় ক্ষুদ্র সহরের দান ভালই হইয়াছে।

টাটার ডাইরেক্টার পদে মিঃ মোদী

নূতন দিল্লী হইতে প্রকাশ, মিঃ এইচ, পি, মোদীর নিয়োগের সম্পর্কে কোন কোন মহল হইতে সন্দেহ সূচক এরূপ মনোভাব প্রকাশিত হইয়াছে যে টাটার কর্ম্মচারীদের ব্যবহার সংক্রান্ত নিয়মাবলী মিঃ মোদীর পক্ষে, তিনি বর্ত্তমানে যেরূপ অপরাপর সাধারণ কার্য্যে নিযুক্ত আছেন তৎসমুদয় ব্যাপারে প্রযোজ্য হইবে কি না।

মিঃ মোদী জানেন না যে যদি ঐ সমস্ত নিয়মাবলী থাকে তবে তৎসমুদয় কোম্পানীর ডাইরেক্টারদিগের প্রতি প্রযোজ্য হইবে। তিনি সম্পূর্ণরূপে আশা করেন যে, বোম্বাই কলওয়ালা সমিতির চেয়ারম্যানের পদ তিনি ছাড়িয়া দিলেও ব্যবস্থাপক সভা ও বোম্বাই কলওয়ালা সমিতির সদস্য পদ পাইতে তিনি সক্ষম হইবেন। বিগত ১৬ বৎসর ধরিয়া তিনি বোম্বাই কলওয়ালা সমিতির চেয়ারম্যানের পদ অধিকার করিয়া আসিয়াছেন।

বন্দুকে আহত রাখাল বালক

ঢাকা হইতে প্রকাশ, গত ১১ই ফেব্রুয়ারী ঢাকার মিটফোর্ড হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য একটী বালককে ভর্ত্তি করা হইয়াছে। উহার বাম পদে তিনটী মধ্যের অঙ্গুলিতে ছাঁররার ন্যায় আঘাতের চিহ্ন আছে। রায়ায় মাঠে গাভী চরাইবার সময় নিকটে একটী ক্ষিপ্ত কুকুরকে নিহত করার জন্য গুলিতে উক্ত আঘাত হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ।

গঙ্গাসাগরে নৌকাডুবি

ডায়মণ্ডহারবার হইতে প্রকাশ, গত গঙ্গাসাগর মেলায় যোগদান কালে নৌকাডুবি হইয়া স্থানীয় ব্যবসায়ী শ্রীযুত কালিদাস রায় সপরিবারে নিমজ্জিত হন। সকলেই উদ্ধার পান, কিন্তু দুইটি মহিলার কোন সন্ধান পাওয়া যায় নাই। কয়েকদিন পর একটি মহিলাকে মৃত অবস্থায় মেলাস্থান হইতে প্রায় ৭ মাইল দূরে পাওয়া গিয়াছিল এবং অবশিষ্ট একজনকে (কালী বাবুর স্ত্রী) অনেক অনুসন্ধান করিয়াও পাওয়া যাইতেছে না। যদি কেহ তাঁহার কোনরূপ সন্ধান দিতে পারেন তবে কালী বাবু তাঁহাকে আশানুরূপ পুরস্কার প্রদান করিবেন। নিরুদ্দিষ্টের আকৃতি গৌরবর্ণ, একহারা চেহারা, বক্ষে ক্ষতের দাগ আছে, শরীরে হার তাগা ও অন্যান্য স্বর্ণালঙ্কার ছিল।

ডাঃ কিচলুর স্বাস্থ্য

নূতন দিল্লী হইতে প্রকাশ, মুলতান হইতে প্রাপ্ত এক তারের সংবাদে প্রকাশ, ডাঃ কিচলুর স্বাস্থ্যোন্নতি হইতেছে। তিনি বোধ হয় আগামী মাসেই মুক্তিলাভ করিবেন।

ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

৮ই ফাল্গুন মঙ্গলবার, ১৩৪০

নয়া দিল্লীর এক সংবাদে প্রকাশ, ভারত গবর্ণমেন্টের ব্যবস্থা পরিষদের অধিবেশনের সময় একদিন প্রায় সপ্তদশ সদস্য পরিষদের সুখাসনে উপবেশন করিয়া নিদ্রা দেবীর উপাসনায় নিযুক্ত হন। ইহাতে বিস্ময়ের বিশেষ কারণ নাই; কারণ এইরূপ নিদ্রার নজীর আরও আছে, বহুদিন পূর্ব্বে—সে আজ ত্রিশ পঁয়ত্রিশ বৎসরের কথা—লণ্ডনের কোন বিদ্যালয়ের শিক্ষক নীচের কোন ক্লাশে ভূগোল পড়াইবার সময় ছাত্রদের জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, 'ইণ্ডিয়া কি?'—ছাত্রদের কেহ বলিল 'উত্তর আমেরিকার পর্ব্বত' কেহ বলিল, 'সাইবেরিয়ার মরুভূমি।' সাত বৎসরের একটি ছেলে তড়াক করিয়া লাফাইয়া উঠিয়া বলিল, 'ইণ্ডিয়া এ রকম একটি জিনিষ যাহার নাম শুনিলেই ঘুম আসে।'—ছাত্রটির উত্তর শুনিয়া অনুসন্ধিৎসু শিক্ষক সন্ধান লইয়া জানিতে পারিলেন, তাহার পিতা বৃটিশ পার্লিয়ামেণ্টের সভ্য; ছাত্রটি তাহার পিতার সঙ্গে মহাসভায় গিয়া দেখিত, যখনই ভারত প্রসঙ্গের আলোচনা আরম্ভ হইত, তখনই তিনি নিদ্রাভিভূত হইতেন। ভোট সংগ্রহের সময় যে পরিশ্রম, অধিবেশনে বসিয়া তাহা অপনোদন না করিলে স্বাস্থ্য টিকিবে কেন?

আমাদের দেশে কোন দৈবদুর্ঘটনা উপস্থিত হইলেই তাহার ধুয়া ধরিয়া কলিকাতার পথে পথে দলে দলে যুবক ও বালকগণ হারমোনিয়ম বাঁশি বাজাইয়া গান করিতে করিতে চাঁদা তুলিতে আরম্ভ করে, চাঁদাও অল্প আদায় হয় না। এবারও বিহারের ভূমিকম্প উপলক্ষে পথে পথে গাড়িতে শুনিতেছি—'ভিক্ষা দাও গো নগরবাসি, ভূমিকম্পে যায় যে প্রাণ।' এই রকম কত দল বাহির হইতেছে, তাহার সংখ্যা নাই; আবার কলিকাতার বারবনিতারাও এই ভাবে গান গাহিয়া ভূমিকম্পে আর্ত্ত জনসাধারণের জন্য ভিক্ষা সংগ্রহ করিতেছে। দেশের বিপদে সকলেরই সহানুভূতি প্রকাশের ও বিপন্ন জনসাধারণের জন্য অর্থ-সংগ্রহের অধিকার আছে, সুতরাং চাঁদা সংগ্রহ করিয়া তাহারা অন্যায় করিতেছে এ কথা বলিতে পারি না। কিন্তু সংগৃহীত অর্থের সদ্ব্যবহার হইতেছে কি না, তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখেন কয়জন?

গত ভাদ্র মাসে চুঁচুড়ার এক প্রগতিশীল যুবক ১৫ বৎসরের একটি পিতৃহীনা তরুণী আত্মীয়ার রোগ শয্যায় তাহার শুশ্রূষা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিল; কিছু দিন পরে প্রকাশ হইল—প্রগতির মহিমায় তরুণী গর্ভবতী। তরুণীর বিবাহের সম্বন্ধ হইয়াছিল; কিন্তু প্রগতির অমোঘ মহিমার প্রমাণ পাইয়া বরকর্ত্তা সরিয়া দাঁড়াইলেন। তরুণীর মাতা নিরুপায় হইয়া তরুণীর শুশ্রূষাকারী আত্মীয় যুবকের বিরুদ্ধে আদালতে অভিযোগ করিতে উদ্যত হইলে, এবং সেই যুবকের মনিব তাহাকে চাকরি হইতে বরখস্ত করিবার ভয় প্রদর্শন করিলে, যুবক অনিচ্ছাসত্ত্বেও গর্ভবতী লাঞ্ছিতা তরুণীকে বিবাহ করিতে বাধ্য হইয়াছে। যুবকটি যদি তাহাকে বিবাহ না করিত, তাহা হইলে বালিকার পরিণাম কিরূপ শোচনীয় হইত—প্রগতিবাদিগণ তাহা চিন্তা করেন কি? যেখানে ভোগ বৃত্তি-চর্চ্চাই সভ্যতার পরিচয় সেখানে এই প্রকার ঘটনা ত' প্রশংসার কথা!

নাগপুরের সভায় মারামারি

নাগপুর হইতে প্রকাশ, ডাঃ মুঞ্জে হিন্দু মহাসভার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে রাজারাম পাঠাগারে বক্তৃতা দিতেছিলেন। সেই সময় ডাঃ মুঞ্জের অনুচরবর্গের সহিত কংগ্রেসকর্ম্মী বলিয়া কথিত একদল লোকের বে-পরোয়া মারামারি আরম্ভ হয়। ডাঃ পরাঞ্জপে ঐ সভায় সভাপতি ছিলেন। ডাঃ খারে এবং তাঁহার অনুচরবর্গ সভায় অত্যন্ত অধিক সংখ্যক ছিলেন।

তাঁহারা দাবী করেন যে, ডাঃ মুঞ্জেকে যতক্ষণ বক্তৃতা করিতে সময় দেওয়া হইবে, তাঁহাদিগকেও বক্তৃতার জন্য ততক্ষণ সময় দিতে হইবে। কিন্তু সভাপতি উহাতে অস্বীকৃত হন এবং বলেন যে, কতকগুলি লোক সভা ভঙ্গ করিবার অভিপ্রায়েই তথায় আসিয়াছেন। তখন প্রত্যাহার করুন বলিয়া সভাস্থলে ধ্বনি উত্থিত হয়।

ডাঃ খারে সভাপতির উপর অনাস্থা জ্ঞাপনের এক প্রস্তাব উত্থাপন করিতে চান। সভায় হট্টগোল আরম্ভ হয় ও সভা পণ্ড হয়। মারামারির সময় দুইজন পুলিশ কর্ম্মচারীর প্রতি অন্যায় আচরণ করা হয়। তৎপর পুলিশ জনতাকে ছত্রভঙ্গ করিয়া দেয়। সভায় প্রায় ২ হাজার লোক সমবেত হইয়াছিল।

হত্যার দায় হইতে মুক্তি

আগড়তলা হইতে প্রকাশ, সহরের এলাকাধীন শিবনগরের মুসলমান যুবক নবাব আলি, মাতৃহত্যার অভিযোগে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩০২ ধারানুসারে অভিযুক্ত হয়। সদর ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুত এল, এম বর্ম্মণের আদালতে এই মামলার বিচার শেষ হইয়াছে। বিচারে ম্যাজিষ্ট্রেট আসামী নবাব আলিকে মুক্তি প্রদান করিয়াছেন। নবাব আলির সঙ্গী বাজিয়াও উক্ত অভিযোগে গ্রেপ্তার হয়। সে মুক্তি পাইয়াছে।

মামলার বিবরণে প্রকাশ, মাতার সহিত নবাব আলির প্রায়ই বিবাদ বাধিত। ঘটনার রাত্রে নবাব আলি নিঃশব্দে তাহার মাতার ঘরে প্রবেশ করিয়া একখানা দায়ের সাহায্যে মাতার দেহে প্রচণ্ড আঘাত করে। সেই আঘাতে তাহার মাতার তৎক্ষণাৎ মৃত্যু হয়।

অতঃপর বাজিয়ার সহায়তায় সে মৃতদেহটিকে নিকটবর্ত্তী একটা মাঠে ফেলিয়া দেয়। সংবাদ পাইয়া, পুলিস ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয় এবং ব্যবচ্ছেদের জন্য মৃতদেহ সদর হাসপাতালে প্রেরণ করে।

এখনও ফাটল হইতে ধুম

মজঃফরপুর হইতে প্রকাশ, দিল্লীর নিখিল ভারত শ্রদ্ধানন্দ ট্রাষ্টের সম্পাদক শ্রীযুত ধরমবীর বেদান্তালঙ্কার এখানকার হিন্দু মহাসভার সাহায্য কেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী। তিনি তারযোগে জানাইতেছেন—

"আমি সীতামারী সহর এবং মফঃস্বল অঞ্চলে পরিভ্রমণ করিয়া দেখিয়াছি। ভূপতিত ও ছিন্নভিন্ন বাড়ীঘরে উহা ধ্বংসের অতি ভয়াবহ আকার ধারণ করিয়াছে। উর্ব্বর শস্য ক্ষেত্র বালুকাপূর্ণ মরুক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছে। এখনও অনেক গ্রামের চতুর্দ্দিকে জলাকীর্ণ হইয়াছে। অনেক গ্রামে এখনও যাওয়া যায় না। প্রায়ই ভূকম্পন ও গুর গুর শব্দ শুনা যায়। সীতামারীর ডাকঘরে এবং মফঃস্বলের অনেক অঞ্চলে গন্ধকের গন্ধ বিশিষ্ট গ্যাস অনুভূত হয়। অনেক স্থানের ফাটলের মধ্যে হইতে এখনও ধুম বাহির হইতেছে। ইহা হইতে অনুমিত হয় যে, এই অঞ্চল এখনও নিরাপদ হয় নাই। এই অঞ্চল পরীক্ষার জন্য সরকার হইতে অবিলম্বে বিশেষজ্ঞ প্রেরণ করা কর্ত্তব্য।

এখানে নিম্নলিখিত সমিতি কয়েকটি সাহায্য-কার্য্যে নিযুক্ত আছে। হিন্দু মহাসভা সমিতি, কলিকাতার মাড়োয়ারী পঞ্চায়েৎ সমিতি, হিন্দু মিশন, বিহার কেন্দ্রীয় সাহায্য সমিতি এবং রামকৃষ্ণ মিশন মধ্যবিত্ত ব্যক্তিদের ভয়ানক দুর্দ্দশা উপস্থিত হইয়াছে। তাঁহারা সাহায্যের জন্য হাত পাতিতে কুণ্ঠাবোধ করেন।

বর্ষাকালের জন্য নৌকা প্রস্তুত করা উচিত। অন্যথায় জনসাধারণ ও কর্ম্মিগণকে অসুবিধা ভোগ করিতে হইবে। বর্ষাকালে বন্যার আশঙ্কা করা হইতেছে। উহাতে অসুবিধা আরও বৃদ্ধি পাইবে।

মুঙ্গেরে ডাঃ হর্দ্দিকের

মুঙ্গের হইতে প্রকাশ, ডাঃ হর্দ্দিকর এখানে পৌঁছেন এবং সাহায্য বিতরণের ব্যবস্থা সম্পর্কে সাহায্য সমিতির কতিপয় কর্ম্মীর সহিত তাঁহার আলোচনা হয়। ধ্বংসস্তূপের নিম্ন হইতে যে সকল শব বাহির হইয়াছে, তন্মধ্যে একটি শিশুর শব আছে। শ্রীযুত কে, সরকারের নেতৃত্বে কলিকাতার হোমিওপ্যাথিক সাহায্য সমিতির পক্ষ হইতে ৫ জন ডাক্তার এখানে পৌঁছিয়াছেন। ডাঃ হর্দ্দিকর সেদিন সমস্তিপুর রওনা হইয়া গিয়াছেন।

সমস্তিপুর পল্লী অঞ্চলে সাহায্যের অভাব

গঙ্গাপুর হইতে প্রকাশ, সমস্তিপুর থানার অধীনে গঙ্গাপুর, গোপালপুর, মোমারকপুর, বাসেপুরা ও ঘুরোয়া গ্রাম। ভূমিকম্পে এই সকল পল্লীর ক্ষতি লক্ষ টাকার কম হইবে না।

জেলার নানা স্থানে রিলিফ কার্য্য যাহা চলিতেছে তাহা ভূমিকম্পের পর তিন সপ্তাহ চলিয়া গেলেও এই অঞ্চলে এখনও প্রসারিত হয় নাই। কোনও ত্রাণ সমিতির কোনও কর্ম্মী এই দিকে আসে নাই।

গ্রামের প্রায় সকল পাকা ও কাঁচা দেওয়ালের বাড়ী নষ্ট হইয়া গিয়াছে। অন্য কেহ মারা যায় নাই। বাঁশের প্রয়োজন না থাকিলেও গৃহ নির্ম্মাণের অন্যান্য দ্রব্যের অভাব এখানে যথেষ্ট। পানীয় জলের অভাব অত্যন্ত। কূপগুলি অব্যবহার্য্য হইয়া গিয়াছে। শীঘ্র সংস্কারাদি করা আবশ্যক।

অস্ত্র-আইনে মুসলমান অভিযুক্ত

নূতন দিল্লী হইতে প্রকাশ, সিটী ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ এ, ইসাব, বিনা পাশে একখানি গুপ্ত রাখার অভিযোগে হোসেনের বিরুদ্ধে অস্ত্র আইনের ১৯ (চ) ধারানুসারে অভিযোগ গঠন করিয়াছেন। আসামী গুপ্তি রাখার কথা স্বীকার করে। কিন্তু সে বলে যে, দিল্লীতে যে গুপ্তি রাখার জন্য পাশ আবশ্যক হয়, তাহা সে জানে না। কারণ মোরাদাবাদে উহার জন্য পাশ আবশ্যক হয় না। মোরাদাবাদ হইতেই সে গুপ্তিখানি ক্রয় করিয়াছে।

সভাপতিকে ছুরিকাঘাত

নেত্রকোণা হইতে প্রকাশ, আটপাড়া থানার কুতবপুর গ্রামের অধিবাসী ইউনিয়ন বোর্ডের সভাপতি মজঃফরপুর সরকার যখন মোহনগঞ্জ বাজার হইতে ফিরিতেছিলেন, সেই সময়ে তাঁহাকে সাংঘাতিকভাবে ছুরিকাঘাত করা হয়।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক
—পারমার্থিক পত্র—
শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশ
তনয়স্তদ্ধাম-বৃন্দাবনম্,
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং
প্রেমা পুমর্থো মহান্
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং
তত্রাদরো নঃ পরঃ॥

৮ম বর্ষ | ২১ গোবিন্দ গৌরাব্দ ৪৪৭, ৮ই ফাল্গুন বঙ্গাব্দ ১৩৪০, ২০শে ফেব্রুয়ারী ইং ১৯৩৪, মঙ্গলবার | ১৯৪ তম সংখ্যা

শ্রীধামে শ্রীল প্রভুপাদ

জগদ্গুরু প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর গত ৫ই ফাল্গুন ১৭ই ফেব্রুয়ারী শনিবার মহামহোপদেশক আচার্য্যত্রিক শ্রীপাদ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ, ভক্তিশাস্ত্রী, ভাগবতরত্ন, আচার্য্য শ্রীপাদ পরমানন্দ বিদ্যারত্ন, শ্রীপাদ বীরচন্দ্র ব্রহ্মচারী ভক্তিকুশল ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীপাদ অনন্তদেব দাসাধিকারী, শ্রীপাদ সজ্জনানন্দ ব্রহ্মচারী প্রমুখ স্বীয় অনুকম্পিত জনগণ সহ নবদ্বীপঘাট ষ্টেসনে অবতরণ করিয়া "শ্রীধাম-মায়াপুর"-মোটরযানে গোদ্রুম স্বরূপগঞ্জস্থ স্বানন্দসুখদ-কুঞ্জে শুভবিজয় করেন ; গত পরশ্ব ৬ই ফাল্গুন, রবিবার বেলা ৮॥০ ঘটিকার সময় তিনি শ্রীধাম-মায়াপুরে শুভ পদার্পণ করিয়াছেন। শ্রীধামবাসী ভক্তবৃন্দ সংকীর্ত্তনবাদিনী সহ উচ্চসংকীর্ত্তনমুখে সপার্ষদ শ্রীল প্রভুপাদকে অভিনন্দিত করেন। শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীচরণ-দর্শনে আনন্দিত হইয়া মঠসেবকগণ পরম উৎসাহে পরিক্রমার সেবাকার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছেন।

ভক্তিজ্যোতিঃ প্রভুর পত্র

ব্রহ্মচারী শ্রীপাদ রাসবিহারী ভক্তিজ্যোতিঃ মহোদয় লণ্ডন গৌড়ীয়মঠ হইতে গত ২৬শে জানুয়ারী শ্রীল প্রভুপাদের নিকট যে-পত্র লিখিয়াছেন, তাহাতে আমরা অবগত হইলাম, তিনি গত ২৩শে জানুয়ারী অপরাহ্ণ ৬টা ১৫০ মিনিটের সময় লণ্ডনের ভিক্টোরিয়া ষ্টেশনে উপস্থিত হন। এই ষ্টেশন হইতে ওনং ম্যাষ্টার হাউস, কর্ণওয়াল গার্ডেন্স, এস্. ডব্লিউ ৭—এই ঠিকানায় অবস্থিত লণ্ডন-গৌড়ীয়মঠের দূরত্ব প্রায় ৩ মাইল। ত্রিদণ্ডিপাদ শ্রীমান্ ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ ভক্তিজ্যোতিঃ প্রভুকে উক্ত ষ্টেসনে অভ্যর্থনা করিয়া মোটরযোগে শ্রীমঠে লইয়া যান।

লণ্ডনবাসিগণের বৈশিষ্ট্য

আমাদের লণ্ডনের প্রচারকগণের পত্রে আমরা অবগত হইয়াছি, লণ্ডনের সকল লোকই অতিশয় ব্যস্ত ; কেহই আলস্যপরায়ণ নহেন। রাস্তা দিয়া চলিবার সময় বা ট্রেণে যাইবার সময় কেহ কাহারও সহিত কোন প্রকার বাজে গল্প বা অনর্থক কথাবার্ত্তা বলেন না। বিনা পরিচয়ে একের সহিত অন্যের কথাবার্ত্তা বলা সে-দেশের রীতিবিরুদ্ধ। ঐরূপ কার্য্যনিপুণতা ও বাক্‌সংযমাদি যদি জড়সভ্যতার জন্য না হইয়া পরসভ্যতার অর্থাৎ পরমার্থের উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত হইত, তাহা হইলে লণ্ডনবাসিগণ লোকের হৃদয়ের উপর আসন পরিগ্রহ করিতে পারিতেন। তাঁহারা লণ্ডন গৌড়ীয়মঠের প্রচারকগণের নিকট পরমার্থরাজ্যের আলোক লাভ করিয়া আত্মনিষ্ঠার পরিচয় দিন্, ইহাই আমাদের আন্তরিক ইচ্ছা।

চয়ন

"হিতেচ্ছু"

করাচী হইতে প্রকাশিত সুপ্রসিদ্ধ গুজরাটী পত্র "হিতেচ্ছু"র ১৯শে জানুয়ারী (১৯৩৪) তারিখের সংখ্যায় শ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্যতম প্রচারক শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ ও শ্রীমদ্ভক্তিবিলাস গভস্তি নেমি মহারাজ—ত্রিদণ্ডিপাদদ্বয়ের কতিপয় ব্রহ্মচারী সহ করাচীর নানাস্থানে শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচারের কথা প্রকাশিত হইয়াছে।

উক্ত "হিতেচ্ছু"র গত ২০শে জানুয়ারী তারিখের সংখ্যায় শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের আলোকচিত্র সহ শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচার্য্য বিষয় ও প্রচারকার্য্যসমূহ বর্ণিত হইয়াছে।

"সংসার-সমাচার"

করাচীর "সংসার-সমাচার" নামক উর্দ্দু সাময়িক পত্রের গত ২৩শে জানুয়ারীর সংখ্যায় শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের চাতুর্ম্মাস্যকালের শ্রীপাদ নেমিমহারাজের আলোকচিত্রসহ করাচীতে শ্রীগৌড়ীয়মঠের উদ্দেশ্য ও কার্য্যাবলী প্রকাশিত হইয়াছে।

"সংকীর্ত্তন"

মীরাটের হিন্দী পাক্ষিক "সংকীর্ত্তন" গত ১৫ই জানুয়ারী, ১৯৩৪, মাঘ ১ম বর্ষ ১১শ সংখ্যা ২৬৩ পৃষ্ঠায় মঠের প্রচারপ্রসঙ্গ 'লণ্ডন মে হরিনামকা প্রচার' শীর্ষক সংবাদে প্রকাশিত হইয়াছে।

সচ্চিদানন্দমঠে জগন্নাথ-বিরহোৎসব

গত ২রা ফাল্গুন ১৪ই ফেব্রুয়ারী বুধবার কটক শ্রীসচ্চিদানন্দমঠে বৈষ্ণবসার্ব্বভৌম ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল জগন্নাথদাস বাবাজী মহারাজের অপ্রকট-মহোৎসবটী সুষ্ঠুরূপে সম্পন্ন হইয়াছে।

ঐ দিন সন্ধ্যায় মঠপ্রাঙ্গণে বহু সজ্জনমণ্ডলী ও সম্ভ্রান্তমহিলা-পূর্ণ একটী সভার অধিবেশন হইয়াছিল। সন্ধ্যারাত্রিকের পর ৭টা পর্য্যন্ত খোলকরতাল-সংযোগে গুর্ব্বষ্টক, পঞ্চতত্ত্ব ও গুরু-বৈষ্ণব-মহিমাসূচক কীর্ত্তন হয় ; তৎপরে মহামহোপদেশক আচার্য্য শ্রীপাদ নারায়ণ দাস ভক্তিসুধাকর, ভক্তিশাস্ত্রী, সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য (এম-এ, ইতিহাসের প্রবীণ অধ্যাপক) মহোদয়ের নির্দ্দেশে শ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডিপাদ শ্রীমান্ ভক্তি শ্রীরূপ পুরী মহারাজ আধঘণ্টার কিছু অধিককাল শ্রীল বাবাজী মহারাজের জগন্মঙ্গলকর অলৌকিক-লীলা, জাগতিক লোকের জন্ম, মৃত্যু ও জাগতিক লোকের জন্য শোকপ্রকাশের সহিত শ্রীগুরুবৈষ্ণবের আবির্ভাব-তিরোভাব ও বিরহমহোৎসবের বৈশিষ্ট্য এবং শ্রীল বাবাজী মহারাজের আচরণ ও শিক্ষা সম্বন্ধে কীর্ত্তন করিয়া শ্রীব্রজমণ্ডল ও গৌরমণ্ডলের অভিন্নত্ব, ভৃতক পাঠক ও ভাড়াটীয়া কীর্ত্তনীয়ার মুখে এবং ছড়াগানকারীর মুখে শুদ্ধভাগবত-কথা, হরিনাম কীর্ত্তিত না হইয়া কেবল নামাপরাধই উচ্চারিত হয়, সেই নামাপরাধ শ্রবণ-কীর্ত্তনের দ্বারা কোন কল্যাণ না হইয়া বরং অকল্যাণই সাধিত হয়, শ্রীগুরু-বৈষ্ণবসেবা বাদ দিয়া আলস্যবশে হরিনাম-জপের অভিনয় করিলে হরিনাম হয় না ; কারণ, হরিনাম সেবোন্মুখ জিহ্বায় স্বয়ং উদিত হন প্রভৃতি বিষয় সংক্ষেপে বর্ণন করেন।

পরে দার্শনিক পণ্ডিত শ্রীপাদ বিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী কৃতিরত্ন মহোদয় শ্রীল বাবাজী মহারাজের গুণকীর্ত্তনমুখে নির্গুণ-বস্তুর নাম-রূপ-গুণ-লীলা থাকা সম্ভব কি না, সবিশেষ ও নির্ব্বিশেষ এই বিপরীত ধর্ম্মের সামঞ্জস্য হইতে পারে কি না—এতদ্‌বিষয়ে বিচারপূর্ণ বক্তৃতা প্রদান করেন। বিষ্ণুবৈষ্ণবের প্রকট, অপ্রকট ও তাঁহাদের লীলার নিত্যতা, হরিগুরু-বৈষ্ণবের দেহ যে অনিত্য ক্ষণভঙ্গুর নহে, তাহা যে সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ তদ্বিষয়েও কৃতিরত্ন মহোদয় প্রসঙ্গক্রমে অনেক কথা বলিয়াছেন। তিনি উপসংহারে জন্মমৃত্যু-রহস্য-সম্বন্ধে চার্ব্বাকের মতবাদ খণ্ডন পূর্ব্বক বেদান্তের শ্রৌতসিদ্ধান্ত স্থাপন-মুখে প্রায় একঘণ্টা দার্শনিক বিচার ও পাণ্ডিত্যপূর্ণ সজ্জনহৃদয়গ্রাহী একটী বক্তৃতা করেন।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

২১ গোবিন্দ, ৺ানু পঞ্জায় ৪৪৭

নবদ্বীপ-তত্ত্ব

"এই নবদ্বীপ হয় সর্ব্বধাম সার।
শ্রীবিরজা ব্রহ্মধাম আদি হ'য়ে পার॥
বৈকুণ্ঠের পর শ্বেতদ্বীপ শ্রীগোলোক।
তদঙ্কে গোকুল বৃন্দাবন কৃষ্ণ-লোক॥
সেই লোক দুইভাবে হয় ত' প্রকাশ।
মাধুর্য্য-ঔদার্য্য-ভেদে রসের বিকাশ॥
মাধুর্য্যে ঔদার্য্য পূর্ণরূপে অবস্থিত।
ঔদার্য্যে মাধুর্য্য পূর্ণরূপেতে বিহিত॥
তথাপি যে প্রকাশে মাধুর্য্য প্রধান।
বৃন্দাবন বলি' তাহা জানে ভাগ্যবান্॥
যে প্রকাশে ঔদার্য্য প্রধান নিত্য হয়।
সেই নবদ্বীপ ধাম সর্ব্ববেদে কয়॥"

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বিরচিত শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য হইতে উপরে যে অংশ উদ্ধৃত হইয়াছে তাহাতে আমরা শ্রীনবদ্বীপধামের তত্ত্ব অতি সুন্দর ও স্পষ্টরূপে বিবৃত দেখিতে পাইতেছি। শ্রী, ভূ ও নীলা বা লীলা—শ্রীভগবানের এই শক্তিত্রয়ের অন্যতমা নীলা বা লীলাশক্তিই শ্রীধাম। সুতরাং ইহা জড়বস্তু বা জড়েন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহেন। শ্রীভগবানের সন্ধিনীবৃত্তি হইতেই শ্রীধামের প্রকট, ঐশ্বর্য্য, মাধুর্য্য ও ঔদার্য্য ভেদে আমরা শ্রীভগবানের বিভিন্ন বিলাস ও প্রকাশ দেখিতে পাই। ঐশ্বর্য্যময় ধাম—শ্রীবৈকুণ্ঠ, যথায় শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ তাঁহাদের সান্ধ-দ্বিতীয় রসের আশ্রয়গণ কর্ত্তৃক সেবিত হন। মাধুর্য্যময় ধাম—শ্রীকৃষ্ণলোক, যথায় গোপীনাথ তাঁহার পূর্ণ পঞ্চরসের আশ্রয়জাতীয় বিগ্রহগণ কর্ত্তৃক সেবিত হইয়া সেবকগণের অধিকারানুযায়ী বিবিধ লীলা প্রকাশ করিতেছেন। আর ঔদার্য্যলীলাময়-বিগ্রহ—শ্রীগৌরসুন্দর। তাঁহার লীলাস্থান শ্রীনবদ্বীপ। শ্রীকৃষ্ণই যে ঔদার্য্যলীলা প্রকাশ পূর্ব্বক শ্রীগৌরাঙ্গরূপে নবদ্বীপে প্রকটিত হইয়াছেন, তাহা আমরা নবদ্বীপ-প্রকটরহস্য-প্রবন্ধে দেখিতে পাইব। আর শ্রীগৌরাঙ্গই যে মাধুর্য্যভাবে শ্রীকৃষ্ণ তাহা তিনি তাঁহার অন্তরঙ্গ ভক্তগণকে প্রদর্শন করিয়াছেন।

গৌড়মণ্ডল একবিংশ যোজন বিস্তৃত। ইহার আকার শতদল পদ্মের ন্যায়। মধ্যভাগে নবধা ভক্তির পীঠস্থান ষোলক্রোশ-পরিধিবিশিষ্ট শ্রীনবদ্বীপ-ধাম সুশোভিত। শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ, পাদসেবন, অর্চ্চন, বন্দন, দাস্য, সখ্য ও আত্মনিবেদন এই নববিধা ভক্তি। সীমন্তদ্বীপ, গোদ্রুমদ্বীপ, মধ্যদ্বীপ, কোলদ্বীপ, ঋতুদ্বীপ, জহ্নুদ্বীপ, মোদদ্রুমদ্বীপ, রুদ্রদ্বীপ ও অন্তর্দ্বীপ শ্রীধাম-মায়াপুর যথাক্রমে উক্ত নববিধা ভক্তির স্থান। বস্তুতঃপক্ষে আত্মনিবেদন না হইলে অপর আটটীর সাধন সম্ভবপর নহে। তাই সর্ব্বপ্রথম আত্মনিবেদনের প্রয়োজন। এই নিমিত্তই শ্রীগুরুপাদপদ্ম আমাদিগকে সর্ব্বপ্রথম আত্মনিবেদনাখ্যদ্বীপ শ্রীঅন্তর্দ্বীপ পরিক্রমা করাইয়া ষড়্‌বিধা শরণাগতি-পুষ্পাঞ্জলি দ্বারা শ্রীভগবানের পাদপদ্মপূজার অধিকার প্রদান করেন। বস্তুতঃপক্ষে আশ্রয়জাতীয় ভগবান্ শ্রীগুরুপাদপদ্মে সুষ্ঠুরূপে শরণাগত না হইলে অপ্রাকৃত-ধাম-পরিক্রমা হয় না।

নবদ্বীপ-প্রকটরহস্য

'অনন্ত-সংহিতা'-পাঠে আমরা জানিতে পারি, শ্রীপার্ব্বতীদেবী মহেশ্বরের নিকট নবদ্বীপধামের মাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়া শ্রীধামের উৎপত্তির কারণ জানিবার জন্য ঔৎসুক্য প্রকাশ করিলে, মহেশ্বর শ্রীনারায়ণের নিকট নবদ্বীপের উৎপত্তির কারণ যাহা অবগত হইয়াছিলেন তাহাই পার্ব্বতীর নিকট কীর্ত্তন করেন।

শ্রীকৃষ্ণ এক সময় সখী বিরজা দেবীর সহিত ক্রীড়ারত ছিলেন; তৎকালে চন্দ্রবদনা, মৃগনয়না শ্রীরাধারাণী সখীমুখে উক্ত বৃত্তান্ত অবগত হইয়া শ্রীকৃষ্ণসমীপে গমন করিতে লাগিলেন। বৃষভানুসুতাকে আসিতে দেখিয়া কৃষ্ণ তৎক্ষণাৎ অন্তর্হিত হইলেন এবং বিরজা দেবীও নদীরূপে পরিণত হইলেন। কৃষ্ণপরায়ণা শ্রীবার্ষভানবী দেবী শ্রীকৃষ্ণকে দেখিতে না পাইয়া উক্ত রহস্যের বিষয় চিন্তা করিতে করিতে সখীগণের সহিত গঙ্গা ও যমুনার মধ্যভাগে সমাগত হইলেন এবং এক রমণীয় স্থান নির্ম্মাণ করিলেন। সে-স্থান লতা ও বৃক্ষসকলে সমাকীর্ণ এবং ভ্রমর-ভ্রমরীগণের সুমধুর-তানে মুখরিত। মৃগ ও মৃগীগণ সেখানে পরম সুখে বিহার করিতেছে; সেই মনোরম স্থানটী জাতী, মালতী প্রভৃতি সুগন্ধিকুসুমে সুশোভিত, তুলসী-কাননের অপূর্ব্ব দৃশ্যযুক্ত এবং চিদানন্দময় বিবিধ কুঞ্জে পরিশোভিত। শ্রীরাধারাণীর আজ্ঞায় গঙ্গা ও যমুনা সেই ধামের পরিখারূপে নিরন্তর বর্ত্তমান। তাঁহাদের সলিল ও তটদেশ সর্ব্বদা সুস্নিগ্ধভাব-যুক্ত। স্বয়ং কন্দর্প ও ঋতুরাজ বসন্ত নিরন্তর এই শ্রীধামের সেবায় নিরত। আর এই স্থানে বিহগকুল নিরন্তর সুস্বরে কৃষ্ণনাম কীর্ত্তন করিতেছেন।

শ্রীমতী রাধিকা এই পরম-রমণীয় স্থানে বিচিত্র-বসনে বিভূষিতা হইয়া শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের মনোহরণের জন্য সুমধুর কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। রাধানাথ শ্রীকৃষ্ণ সেই গানে বিমোহিত হইয়া উক্ত মনোরম স্থানে আবির্ভূত না হইয়া থাকিতে পারিলেন না। তিনি তথায় উপস্থিত হইয়া শ্রীমতীর ভাব অবলোকন করিয়া প্রেমগদ-গদ স্বরে বলিতে লাগিলেন,—ঐ সুমুখি, তুমি আমার জীবন। তোমার ন্যায় প্রিয় আমার আর কেহই নাই; অতএব আমি তোমাকে ক্ষণকালও পরিত্যাগ করিতে পারিব না। তুমি আমার জন্য এই যে পরম রমণীয় স্থান নির্ম্মাণ করিয়াছ, আমি তোমার সঙ্গে থাকিয়া ইহা নব-সখী ও নব-কুঞ্জ সুশোভিত করিব; ইহার নব-সৌন্দর্য্যে আকৃষ্ট হইয়া আমার ভক্তগণ ইহাকে 'নব-বৃন্দাবন'-নামে কীর্ত্তন করিবেন। এই স্থান দ্বীপ-তুল্য বলিয়া পণ্ডিতগণ ইহাকে নবদ্বীপ বলিয়া জানিবেন। আমার আজ্ঞায় সমস্ত তীর্থ এখানে আসিয়া বাস করিবে। অয়ি বরাননে, যেহেতু তুমি আমার প্রীতির জন্য এই উত্তম স্থান নির্ম্মাণ করিয়াছ, অতএব আমি তোমার সহিত এখানে নিত্যকাল বাস করিব। যে-সকল ব্যক্তি এই স্থানে আসিয়া আমার উপাসনা করিবে, তাহারা নিশ্চয়ই নিত্য সখীভাব প্রাপ্ত হইবে। এই স্থান বৃন্দাবনের ন্যায় পরম পবিত্র। এখানে একবার মাত্র আগমন করিলেই সমস্ত তীর্থগমনের ফল লাভ হয় এবং আগমনকারিগণ সত্বরই আমাদের আনন্দদায়িনী ভক্তি লাভ করে। রাধানাথ কৃষ্ণ এই কথা বলিয়া শ্রীরাধিকার সহিত মিলিততনু হইয়া নিরন্তর এই নবদ্বীপে বাস করিতে লাগিলেন। ললিতা, বিশাখা প্রমুখা সখীবৃন্দ অন্তরে কৃষ্ণ এবং বাহ্যদেশে গৌররূপ-যুক্ত সেই অদ্বিতীয় সচ্চিদানন্দময় বিগ্রহ দর্শন করিয়া স্ব-স্ব রমণী-রূপ পরিত্যাগ পূর্ব্বক শ্রীগৌরসুন্দরের সেবার জন্য পুরুষরূপ ধারণ করিলেন।

"অদ্যাপিও সেই লীলা করে গৌর রায়।
কোন কোন ভাগ্যবান্ দেখিবারে পায়॥"

অদ্যাপি ভক্তগণ নবদ্বীপে সচ্চিদানন্দময়-বিগ্রহ শ্রীগৌরাঙ্গদেবকে দর্শন করিয়া থাকেন, কিন্তু নাস্তিকগণের ভাগ্যে তাহা কদাচ ঘটে না। যে ব্যক্তি বৃন্দাবনে ও নবদ্বীপে, রাধাকৃষ্ণে ও রাধাকৃষ্ণমিলিততনু গৌরাঙ্গে ভেদবুদ্ধি করে, সে দুর্ভাগা শূলপাণির শূল দ্বারা বিদ্ধদেহ হইয়া প্রলয়কাল পর্য্যন্ত ঘোর নরক-যাতনা ভোগ করিতে থাকে। শ্রীনবদ্বীপের প্রকটকারণ ভক্তিপূতচিত্তে শ্রবণ করিলে মানবগণের সমস্ত পাপ বিদূরিত হইয়া শুদ্ধা ভক্তির উদয় হয়।

যিনি প্রাতঃকালে শয়ন হইতে উত্থিত হইয়া গৌরগতচিত্তে শ্রীনবদ্বীপের প্রকট-বিবরণ পাঠ অথবা শ্রবণ করেন, তিনি শ্রীগৌরাঙ্গদেবকে লাভ করিয়া থাকেন।

পরিক্রমার দ্বিতীয় দিবস

গত কল্য আমরা শ্রীগুরু-বৈষ্ণবের আনুগত্যে আত্মনিবেদন-ক্ষেত্র শ্রীধাম মায়াপুর পরিক্রমা করিয়াছি। আজ পরিক্রমার দ্বিতীয় দিবস আমরা শ্রবণাখ্য শ্রীসীমন্তদ্বীপ-পরিক্রমায় বহির্গত হইয়াছি।

গুরুমুখ-পদ্মবাক্য চিত্তেতে করিয়া ঐক্য
আর না করিহ মনে আশা।

ঠাকুর শ্রীল নরোত্তমের এই আদেশ আমাদের অদ্যকার পরিক্রমায় কর্ণরূপে অন্তরে প্রবেশ করুক। আমরা যেন ইতর কথায় কর্ণপাত না করিয়া রাজা পরীক্ষিতের ন্যায় জীবনের ক্ষণভঙ্গুরতায় বিষয় চিন্তা করতঃ নিরন্তর অন্তর্ম্মনা হইয়া শ্রীগুরুমুখ-পদ্মের উপদেশামৃত পান করি। তাহা হইলেই আমাদের অদ্যকার পরিক্রমা সাফল্য-মণ্ডিত হইবে। নতুবা—

"তীর্থযাত্রা পরিশ্রম কেবল মনের ভ্রম।"

গঙ্গানগর

সীমন্তদ্বীপে পরিক্রমায় যাইবার সময় আমাদের চিত্তে স্বতঃই গঙ্গানগরের স্মৃতি জাগিয়া উঠে। এই স্থানেই আমাদের প্রভুর প্রভু শ্রীগৌরসুন্দর বাল্যকালে ভাগ্যবান্ গঙ্গাদাস পণ্ডিতের নিকট অধ্যয়ন করিয়াছেন। পতিতপাবন শ্রীল নিত্যানন্দ প্রভু যখন শ্রীজীবগোস্বামী প্রভুকে নবদ্বীপের বিভিন্ন স্থান দর্শন করাইয়াছিলেন, তখন তিনি এই গঙ্গানগরটীর প্রতি প্রেমভরে তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। ইহার প্রকট সম্বন্ধে জানা যায়, ভগীরথ যখন পূর্ব্বপুরুষগণের উদ্ধারার্থ বিষ্ণুপাদোদ্ভূতা সুরধুনীকে আনয়ন করেন, তখন পুণ্যতোয়া গঙ্গাদেবী গঙ্গানগরে আগমন করিয়া নিশ্চল অবস্থায় কিছুকাল অবস্থান করেন। তদনন্তরে ভগীরথ চঞ্চল হইলে সুরধুনী তাঁহাকে বলেন,—'বৎস, ব্যস্ত হইও না। এইস্থানে কিছুকাল অপেক্ষা কর; আমি ফাল্গুনী পূর্ণিমা পর্য্যন্ত এইস্থানে অবস্থান করিব। কারণ, উক্ত দোলপূর্ণিমাতেই ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দর প্রকটলীলা আবিষ্কার করেন। সুতরাং সেইদিন আমি উপবাস থাকিয়া ব্রত পালন করিব। রাজা রঘুকুল-পতি এইস্থানে অবস্থান পূর্ব্বক ফাল্গুনী পূর্ণিমায় উপবাস করতঃ গঙ্গাস্নান ও শ্রীগৌরাঙ্গপূজা করিয়াছিলেন। তৎফলে তিনি পূর্ব্বপুরুষগণ সহ উদ্ধার লাভ করিয়া শ্রীগোলোকে গমন করিয়াছেন। গঙ্গার অবস্থান-হেতুই এই স্থানের নাম গঙ্গানগর হইয়াছে। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু বলিতেছেন,—

'ওহে জীব, এস্থানের মাহাত্ম্য অপার।
শ্রীচৈতন্য নৃত্য যথা কৈল কতবার॥"

কালক্রমে গঙ্গাদেবী এই স্থানটী নিজ বক্ষে কিছুকাল সংরক্ষণ করেন। বর্ত্তমানে তাহা প্রকট হইলেও গঙ্গানগর নাম সাধারণের নিকট অজ্ঞাত।

সীমন্তদ্বীপ

সীমন্তদ্বীপ—শ্রবণাখ্যদ্বীপ। এই স্থানের নাম হইবার কারণ আমরা সংক্ষেপে বর্ণন করিতেছি। একদিন মহেশ্বর শ্রীগৌরাঙ্গদেব ও গৌরপার্ষদগণের নাম-কীর্ত্তন করিতে করিতে মহাপ্রেমে আপ্লুত হইয়া পঞ্চমুখে কলিযুগের প্রশংসা করিতে লাগিলেন। পার্ব্বতীদেবী তদ্দর্শনে বিস্মিতা হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"স্বামিন্, এই শ্রীগৌরাঙ্গ কে? যাঁহার নাম লইয়া আপনি এই প্রকারে প্রেমে বিহ্বল হইতেছেন? আর আপনি কলিকালের এত প্রশংসা করিতেছেন কেন?" পার্ব্বতীর বাক্য শ্রবণ করিয়া মহেশ্বর শ্রীগৌরসুন্দরের শ্রীচরণ স্মরণপূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন,—

"আদ্যাশক্তি তুমি হও শ্রীরাধার অংশ।
তোমারে বলিব তত্ত্বগণ অবতংস।
রাধাভাব ল'য়ে কৃষ্ণ কলিতে এবার।
মায়াপুরে শচীগর্ভে হবে অবতার॥
কীর্ত্তন-রঙ্গেতে মাতি' প্রভু গোরামণি।
বিতরিবে প্রেমরত্ন পাত্র নাহি গণি'॥
এই প্রেমবন্যা-জলে যে জীব না ভাসে।
ধিক্ তার ভাগ্যে দেবি জীবন-বিলাসে॥
প্রভুর প্রতিজ্ঞা স্মরি' প্রেমে যাই ভাসি'।
ধৈরয না ধরে মন, ছাড়িলাম কাশী॥
মায়াপুর অন্তর্ভাগে জাহ্নবীর তীরে।
গৌরাঙ্গ ভজিব আমি রহিয়া কুটীরে॥

মহেশ্বরের বাক্য শুনিয়া পার্ব্বতী দেবী অতি সত্বর শ্রীনবদ্বীপের প্রান্তদেশে আগমন-পূর্ব্বক শ্রীগৌরাঙ্গের সেবালাভের জন্য তপস্যা করিতে লাগিলেন। তাঁহার তপস্যায় সন্তুষ্ট হইয়া শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর পার্ষদগণ সহ পার্ব্বতীকে দেখা দিলেন। পার্ব্বতী দেবী তখন দেখিলেন, শ্রীগৌরসুন্দর—

"সুতপ্ত কাঞ্চন-বর্ণ দীর্ঘকলেবর।
মাথায় চাচর কেশ সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর॥
ত্রিকচ্ছ করিয়া বস্ত্র তার পরিধান।
গলে দোলে ফুলমালা অপূর্ব্ব বিধান॥

শ্রীগৌরসুন্দরের দর্শন লাভ করিয়া পার্ব্বতীদেবী তাঁহার পদধূলি গ্রহণপূর্ব্বক সীমন্তে ধারণ করিলেন। এইজন্য এই দ্বীপের নাম সীমন্তদ্বীপ হইয়াছে। সাধারণ জনগণ ইঁহাকে সিমুলিয়া বলিয়া থাকেন।

পার্ব্বতী-তত্ত্ব

মহাপ্রভুর দর্শন পাইয়া পার্ব্বতীদেবী আনন্দে তদীয় ভক্তগণের গুণ-কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন এবং বলিলেন, তিনি (পার্ব্বতী) ভক্তবর চিত্রকেতুকে অভি-সম্পাত করিলেও চিত্রকেতু তৎপ্রতি অসন্তুষ্ট না হইয়া তাঁহার স্তুতি করিয়াছেন। অবশ্য তাঁহার অভিশাপে চিত্রকেতুকে বৃত্রাসুররূপে জন্মগ্রহণ করিতে হইয়াছিল। নিজকৃত অন্যায় আচরণের জন্য অনুতপ্তা হইয়া যাহাতে শ্রীগৌরাঙ্গের ধামে অবস্থান-পূর্ব্বক তাঁহার (শ্রীগৌরসুন্দরের) ভজন করিতে পারেন তন্নিমিত্ত অশ্রুপূর্ণ-নয়নে প্রার্থনা জ্ঞাপন করিলে মহাপ্রভু তাঁহার (পার্ব্বতীর) প্রতি যে বাণী প্রকাশ করিয়াছেন, সেই কৃপাময়-বাণীতে আমরা পার্ব্বতী দেবীর তত্ত্বও অবগত হইতে পারি। মহাপ্রভু বলিলেন,—

"তুমি মোর ভিন্ন নও শক্তি সর্ব্বেশ্বরী।
এক শক্তি দুই রূপ মম সহচরী॥
স্বরূপশক্তিতে তুমি রাধিকা আমার।
বহিরঙ্গা রূপে রাধা তোমাতে বিস্তার॥
তুমি নৈলে মোর লীলা সিদ্ধ নাহি হয়।
তুমি যোগমায়া-রূপে লীলাতে নিশ্চয়॥
ব্রজে তুমি পৌর্ণমাসী-রূপে নিত্যকাল।
নবদ্বীপে প্রৌঢ় মায়া সহ ক্ষেত্রপাল॥"

মহাপ্রভু উক্ত বাক্য বলিয়া অন্তর্হিত হইলেন, আর পার্ব্বতীদেবী প্রেমাবিষ্ট হইয়া ভূমিতে পড়িলেন এবং সীমন্তিনী দেবীরূপে সীমন্তদ্বীপে অবস্থানপূর্ব্বক শ্রীগৌর-সুন্দরের ভজন করিতে লাগিলেন।

বেলপুকুর

প্রাচীন সীমন্তদ্বীপ বর্ত্তমান সিমুলিয়া, শোনডাঙ্গা, বামনপুকুরের কিয়দংশ, রাজা-পুর, মোল্লাপাড়া, বিষ্ণুনগর ও শরডাঙ্গা প্রভৃতি স্থানসমূহে পরিব্যাপ্ত ছিল। পরিক্রমা সিমুলিয়া হইতে বর্ত্তমান বেলপুকুর নামক স্থান হইয়া শোনডাঙ্গায় যাইবে। তথা হইতে শরডাঙ্গা হইয়া শ্রীচৈতন্যমঠে প্রত্যা-বর্ত্তন করিবে। বর্ত্তমান বামনপুকুর পল্লীর নাম পূর্ব্বে বেলপুকুর ছিল। ইহা শ্রীমায়াপুরের উত্তরাংশে অবস্থিত। পরে সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে বিল্বপুষ্করিণী গ্রাম মেঘারচরায় স্থানান্তরিত হওয়ায় প্রাচীন বেলপুকুর যে স্থানে ছিল, তাহা বামনপুকুর নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। ভক্তিরত্নাকর-রচিত হইবার সময়, বর্ত্তমান বামনপুকুর বেলপুকুর নামে অভিহিত হইত বলিয়া উক্ত গ্রন্থে ভারুইডাঙ্গা বেলপুকুরের সন্নিহিত গ্রামরূপে উল্লিখিত হইয়াছে।

মেঘারচর

একদিন মহাপ্রভু দূর ভূমিতে সংকীর্ত্তন করিতেছিলেন, এমন সময় আকাশে মেঘাড়ম্বর দৃষ্ট হইল। মহাপ্রভু উক্ত মেঘ-গণকে তাঁহার কীর্ত্তনে বাধাপ্রদান করিতে নিষেধ করিয়া ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইতে আদেশ করিলে তাঁহারা নতশিরে মহা-প্রভুর আদেশ পালন করেন। এই নিমিত্ত এই স্থানের নাম মেঘার চরা বা মেঘের চর। গঙ্গার স্রোতের পরিবর্ত্তনক্রমে প্রাচীন বেলপুকুর বর্ত্তমান বামনপুকুর হইতে মেঘার চরায় স্থানান্তরিত হইয়াছে।

শরডাঙ্গা

শূররাজগণের রাজত্বকালে গৌড়ের রাজধানীর নাম শৌরডাঙ্গা নামে অভিহিত হইত। উহা বর্ত্তমানকালে শরডাঙ্গা নামে পরিচিত। এই শরডাঙ্গার নামান্তর শবরক্ষেত্র। কালাপাহাড়ের উৎপীড়ন-কালে শ্রীজগন্নাথবিগ্রহ শ্রীক্ষেত্র হইতে এই শবরক্ষেত্রে আনিত হন। পরে কাল-প্রভাবে গঙ্গাতটবাসী উপাধ্যায়বংশ স্বপ্না-দেশক্রমে শ্রীশ্রীজগন্নাথের সেবা করিতে থাকেন।

শ্রীজগন্নাথদেব শবরগণকে কৃপা করিবার জন্য শবরক্ষেত্র বা শোনডাঙ্গায় অবস্থিত। এই স্থান অভিন্ন শ্রীপুরুষোত্তমক্ষেত্র। একটী প্রাচীন মন্দিরে শ্রীজগন্নাথদেব শ্রীবলরামও শ্রীসুভদ্রা সহিত বিরাজমান। পৌরাণিক উক্তি অনুসারে জানা যায়—রক্তবাহু নামক জনৈক বিষ্ণুবিদ্বেষী ব্যক্তি দৌরাত্ম্য আরম্ভ করিলে অর্চ্চাবতার শ্রীজগন্নাথদেব পরম সমর্থ হইয়াও অসমর্থের লীলা আবিষ্কার পূর্ব্বক ভক্তগণের প্রেমানন্দামৃতসিন্ধু মন্থন করিবার জন্য শ্রীপুরুষোত্তমক্ষেত্র হইতে এই স্থানে শুভবিজয় করেন। কাহারও কাহারও মতে সহরডাঙ্গার অপভ্রংশ শব্দই শরডাঙ্গা।

শোনডাঙ্গা

শরডাঙ্গার অব্যবহিত নিকটবর্ত্তী স্থান শোনডাঙ্গা নামে পরিচিত। কাহার কাহারও মতে সেনবংশীয় নৃপতিগণ শ্যেন-পক্ষীর চিহ্নকে রাজকীয় চিহ্ন বলিয়া স্বীকার করায় তাঁহাদের শ্যেন উপাধি ন পরবর্ত্তি-কালে ফৌজবাচক পারস্য শব্দ হইতে সেন বা সেনা শব্দের প্রয়োগ বঙ্গভাষায় দেখা যায় বর্ত্তমানকালে শ্যেনডাঙ্গা শোন-ডাঙ্গা নামে পরিচিত। এই গৌড়দেশেই সুবর্ণ-বিহার, শরডাঙ্গা, শ্যেনডাঙ্গা ও শ্রীমায়াপুর প্রভৃতি স্থানে এক সময়ে গৌড়-রাজেন্দ্রপুর প্রকটিত ছিল।

বাণীপূজার অধিকারী কে?

[২৮৬ সংখ্যায় প্রকাশিতাংশের পর]

৪৫। হরিভজনের জন্য নির্ব্বন্ধিনী মতির অভাব আর একটী বিশেষ দুর্দ্দৈব. হরিভজনের ঠাটবাট করিতেছি অথচ জ্ঞানোন্নতি হইতেছে না কেন, ইহা একবারও ভাবি না। যদি ভজনের জন্য বিশেষ আগ্রহ থাকিত তবে এরূপ নিশ্চিন্ত হইয়া দিন কাটাইতে পারিতাম না এবং ভজন-প্রতিকূল বিষয়গুলি বর্জ্জন ও ভজন-অনুকূল অনুষ্ঠান গ্রহণ না করিয়া থাকিতে পারিতাম না। নির্ব্বন্ধিনী মতির অভাবেই সর্ব্ব-প্রকার দুর্দ্দৈব আমাকে গ্রাস করিবার অবসর পাইতেছে। যেদিন মহাজনের নিম্নলিখিত বাণী আমার কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইবে সেইদিন নির্ব্বন্ধিনী মতির উদয় হইবে।

উদিত তপন হইলে অস্ত,
দিন গেল বলি' হইবে ব্যস্ত,
তবে কেন এবে অলস হও,
না ভজ হৃদয়রাজে।
জীবন অনিত্য জানহ সার,
তাহে নানাবিধ বিপদ ভার,
নামাশ্রয় করি' যতনে তুমি,
থাকহ আপন কাজে॥

৪৬। "শ্রীজয়মঙ্গল চাবুকে"র প্রতি অবজ্ঞাও একটী বিশেষ অপরাধ। চাবুক দুই প্রকার প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত। প্রাকৃত চাবুকের দ্বারা জীবহিংসা হয় কিন্তু অপ্রা-কৃত বা জয়মঙ্গল চাবুকের দ্বারা জীবের নিত্যমঙ্গল হয়; তাই শ্রীগুরু-বৈষ্ণবগণ জীবে-দয়ার বশবর্ত্তী হইয়াই মাদৃশ দুর্দ্দৈব-গ্রস্ত জীবের সর্ব্বপ্রকার দুর্দ্দৈব-মোচনের জন্য জয়মঙ্গল চাবুক প্রদান করেন, সেই অপ্রাকৃত চাবুক শব্দরূপে বা অক্ষররূপে প্রকটিত হন, যাঁহারা বিশেষ ভাগ্যবান্ তাঁহারাই ঐ শব্দরূপী বা অক্ষরাকৃতি পরমমঙ্গলময়ী চাবুকের যথাযোগ্য সম্মান করেন, সহিষ্ণু হইয়া সাদরে তাঁহাকে বরণ করেন কিন্তু আমার এমনই দুর্দ্দৈব যে তাঁহাকে অবজ্ঞা না করিয়া থাকিতে পারি না। কারণ আমি উঁহাকে উদ্বেগদায়ক প্রাকৃত শব্দ মনে করি। আমি যেরূপ ক্রোধের বশবর্ত্তী হইয়া বা মৎসরতার বশবর্ত্তী হইয়া অন্যকে অযথা উদ্বেগদায়ক বাক্যবাণ প্রয়োগ করি শ্রীগুরু-বৈষ্ণবের প্রদত্ত জয়মঙ্গল চাবুককেও তাহারই অন্যতম মনে করিয়া অবজ্ঞাপূর্ব্বক শ্রীগুরু-বৈষ্ণবচরণে এবং চাবুকদাতার চরণে অপরাধ অর্জ্জন করি। আমার দুর্দ্দৈব আমাকে বুঝিতে দেয় না যে, চাবুকরাজের সাদর অভ্যর্থনা করিলে তাঁহার অহৈতুকী কৃপা আরও অধিকতর বর্দ্ধিত হইয়া আমাকে সম্পূর্ণভাবে দুর্দ্দৈবমুক্ত করিবেন এবং শ্রীল অভিরাম ঠাকুরের জয়মঙ্গল চাবুকের মতই কৃষ্ণপ্রেমধনে ধনী করিয়া দিবেন।

ডাক্তারের ছুরি এবং শিক্ষকের ছড়ি যেমন প্রথমমুখে কষ্টপ্রদ বলিয়া মনে হইলেও বিশেষ মঙ্গলপ্রদ, মহতের ভর্ৎসনারূপ দণ্ডও সেইরূপ তাঁহাদের অহৈতুকী করুণার নিদান এবং বদ্ধজীবের হরিবিমুখতারূপ ভবরোগ প্রশমনে অব্যর্থ মহৌষধ।

মঙ্গলময় মহতের দণ্ডও যে কৃপা এবং উহা যে জীবকে মঙ্গলের পথে—কৃষ্ণভক্তি-পথে লইয়া যায়, নিত্যানন্দ পার্ষদের জয়-মঙ্গল-চাবুক অদ্যাপি তাহার সাক্ষ্য দিতে-ছেন। কৃপাদণ্ড লাভে পরমোপকৃত ব্যক্তি-গণেরই ইহা উপলব্ধির বিষয়।

শুদ্ধভক্তি গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। ভাষ্যসহ বিরাট্ শ্রীচৈতন্যভাগবত ৬৲
২। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্যন্ত ২৮৲
একাদশ স্কন্ধ হইতে প্রতিখণ্ড ।৵০
৩। ভাষ্যদ্বয়সহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত
(৩য় সংস্করণ) ৬৲
৪। ভক্তিবিবেককুসুমাঞ্জলি (বাঁধা) ১৲
৫। গৌড়ীয়-গৌরব ।৵০
৬। গৌড়ীয়-সাহিত্য ।৵০
৭। ভজনরহস্য ১০
শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও
শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাধা) ৸০
৯। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ)
ঐ (বাঁধা)
ঐ (আবাধা) ১৸০
১০। গীতা (শ্রীচক্রবর্তি টীকাসহ)
ঐ (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাধা) ১৸০
১১। গীতার কেবল মাধ্ব-ভাষ্য ১০
১২। মুক্তিমল্লিকা ও প্রমেয়রত্নঃ সানুবাদ
(মাধ্ব) ২৲
১৩। বেদান্তত্বসার সানুবাদ
(রামানুজীয়) ১০
১৪। জৈবধর্ম ২৲
১৫। শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৬। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১৭। প্রেমবিবর্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ।৵০
ঐ (বাঁধা) ৸০
১৮। দ্বীপ-দিগ্‌দর্শন ।৵০
১৯। সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ) ।৵০
২০। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ১০
ঐ (আবাধা) ।৵০
২১ নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
২২। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ।৵০
২৩। গীতমালা ।১০
২৪। নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য ।৵০
২৫। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ।৵০
২৬। নবদ্বীপ পঞ্জিকা (৪৪৭ গৌরাব্দ) ।৵০
২৭। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
২৮। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা-দর্পণ ।০
২৯। শরণাগতি ।৵০
৩০। গীতাবলী ।০
৩১। চিত্রে নবদ্বীপ ১৷০
৩২। সাধনকণ ।০
৩৩। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ।০
৩৪। নবদ্বীপশতক ।০
৩৫। অর্থপঞ্চক ।০
৩৬। সদাচারস্মৃতিঃ ।০
৩৭। কল্যাণকল্পতরু (৫ম সংস্করণ) ।১০
৩৮। অর্চ্চনকণ
৩৯। সাধককণ্ঠমালা (বাঁধা) ১০
ঐ (আবাধা) ৸০
৪০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি
(প্রথম চারিখণ্ড) ৫.
৪১। ব্রহ্মসংহিতা ১০
৪২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাধা) ৸০
৪৩। মণিমঞ্জরী সানুবাদ ১০
৪৪। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৷০
৪৫। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ১০
৪৬। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ১০
৪৭। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাধা) ১৸০
৪৮। গৌড়ীয়মঠ কি করেন? ।০
৪৯। ঈশোপনিষৎ (বলদেব ও মাধ্ব-
ভাষ্য এবং বিবৃতি ও অনুবাদসহ) ১০
৫০। শ্রীভুবনেশ্বর ।৵০
৫১। সিদ্ধান্তদর্পণ ৷০
৫২। সাংখ্যবাণী ।০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৫৩। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী-দিগ্বিজয়ঃ ১০
৫৪। সটীক-শিক্ষাদশমূলম্ ১০
৫৫। তত্ত্ব-সূত্রম্ ১০
৫৬। সানুবাদ-শিক্ষাষ্টকম্ ।৵০
৫৭। গৌড়ীয়মঠস্য পরিচয়ঃ ।০
৫৮। সারাংশবর্ণনম্ ।৵০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৫৯। রায় রামানন্দ ১০
৬০। নামভজন ।০
৬১। রিলেটিভ্ ওয়ার্ল্ডস্ ।৵০
৬২। লাইফ্ য্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব
শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ১০
৬৩। বৈষ্ণবীজম্ ১০
৬৪। হোয়াট্ গৌড়ীয়মঠ ইজ্ ডুইং ।০
৬৫। দি ভাগবত ১০
৬৬। থিয়োরেটিক্ প্রিন্সিপল্ য্যাণ্ড
আনেলায়েড্ ডিক্টোসন ১০
৬৭। ব্রহ্ম-সংহিতা ২৷০
৬৮। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (প্রথম ভল্যুম) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৬৯। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ৪০
৭০। সাধন পথ ১০
৭১। কল্যাণ-কল্পতরু ।১০
৭২। গীতাবলী ।০
৭৩। শরণাগতি ।০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৭৪। শরণাগতি

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

নদীয়া-প্রকাশ প্রাপ্তির স্থান

১। শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম-মায়াপুর, নদীয়া
২। শ্রীযোগপীঠ ঐ
৩। শ্রীবাস-অঙ্গন ঐ
৪। অদ্বৈত-ভবন ঐ
৫। জগদীশ সমাধি পাট ঐ
৬। স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ শ্রীগোদ্রুম,
পোঃ স্বরূপগঞ্জ নদীয়া।
৭। শ্রীভাগবত আসন কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
৮। শ্রীএকায়ন মঠ গোবিন্দপুর, হাঁসখালী।
৯। দ্বাদশগোপাল পাট—পোঃ চাকদহ,
১০। শ্রীগৌর গদাধরমঠ—চাঁপাহাটী,
পোঃ সমুদ্রগড়, বর্দ্ধমান
১১। শ্রীমোদদ্রুমছত্র মাউগাছি, বর্দ্ধমান
১২। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম, আমলাযোড়া.
পোঃ রাজবাঁধ বর্দ্ধমান
১৩। শ্রীগৌড়ীয়মঠ বাগবাজার, কলিকাতা
১৪। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম ব্রাহ্মণপাড়া,
পোঃ মাজু, হাওড়া,
১৫। শ্রীমাধব-গৌড়ীয়মঠ,
৯০নং নবাবপুর রোড্, ঢাকা
১৬। শ্রীগোপালজী মঠ কমলাপুর, ঢাকা।
১৭। শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ পোঃ বালিয়াটী.
১৮। শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয়মঠ ময়মনসিংহ।
১৯। শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ চিরুলিয়া,
পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর
২০। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম গোয়ালপাড়া, আসাম
২১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ রায়াপেট্টা, মাদ্রাজ।
২২। শ্রীরামানন্দগৌড়ীয় মঠ কববুর,
জিঃ পশ্চিম গোদাবরী
২৩ শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ উড়িয়াবাজার,
কটক।
২৪। শ্রীত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয় মঠ ভুবনেশ্বর।
২৫। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ সর্গবার, পুরী।
২৬। শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ আলালনাথ
পোঃ ব্রহ্মগিরি, পুরী।
২৭। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ ডুমুরকুণ্ডা.
পোঃ চিত্রকুণ্ডা, মানভূম।
২৮। শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ—
৪২ নং ফরিদপুরা, আনন্দভবন, বারাণসী।
২৯। শ্রীরূপগৌড়ীয় মঠ—এলাহাবাদ।
৩০। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ পুরাণবাজার,
সরকার ঠাকুরের কুঞ্জ, বৃন্দাবন
৩১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, নিউদিল্লী
৩২। শ্রীপরমহংসমঠ—নৈমিষারণ্য,
৩৩। শ্রীসারস্বত গৌড়ীয় মঠ—হরিদ্বার।
৩৪। শ্রীব্যাসগৌড়ীয়মঠ—কুরুক্ষেত্র, পঞ্জাব
৩৫। শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাবুলনাথ রোড,
পোঃ গ্রাণ্ট রোড, বোম্বে।
৩৬। লণ্ডন গৌড়ীয়মঠ, ৩নং গ্লষ্টার হাউস,
কর্ণওয়াল গার্ডেন্স, (S. W. 7) লণ্ডন।
৩৭। অমার্থ গৌড়ীয়মঠ—মেদিনীপুর
৩৮। সরভোগ গৌড়ীয় মঠ—সরভোগ,
কামরূপ, আসাম
৩৯। শ্রীগৌড়ীয়মঠ—১০০ নং মিঠাপুর
পাটনা।

শুদ্ধভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—

প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী মাসিক। শ্রীধাম-মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৷০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দি ভাষায় একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি হৃদয় বন মহারাজ সম্পাদিত ও নৈমিষারণ্য শ্রীপরমহংস মঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ১৷০ দেড় টাকা মাত্র।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ দেড় টাকা মাত্র।

৫। কীর্ত্তন—মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ নিমানন্দ সেবাতীর্থ বি-এজি, বি-টি, সম্পাদিত। আসাম গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম হইতে প্রকাশিত আসামী ভাষায় মাসিক। ভিক্ষা সডাক ১৷০ দেড় টাকা মাত্র

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ প্রণীত সমগ্র গ্রন্থ

গ্রন্থের মূল বোল্ড অক্ষরে এবং তন্নিম্নে বর্ত্তমান যুগ শুদ্ধভক্তিপ্রচারের মূল মহাপুরুষ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অমৃতপ্রবাহভাষ্য ও প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের অনুভাষ্য সন্নিবেশিত হইয়াছে। অতি সুন্দর ছাপা। ডবল ক্রাউন আটপেজি আকারে ১০৯৬ পৃষ্ঠায় কেবল মূল ও ভাষ্য সম্পূর্ণ হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত ২১৮ পৃষ্ঠায় কেবল শ্লোক সূচী, গদ্যসূচী, স্থানসূচী, পাত্রসূচী, বিষয়-সূচী, শব্দসূচী প্রভৃতি বিস্তৃত সূচী-পত্র। সভাষ্য শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের এরূপ উৎকৃষ্ট ও অমূল্য বিরাট্ সংস্করণ জগতের কোথায়ও আজ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই, ইহা নিরপেক্ষ পাঠক মাত্রেই একবাক্যে স্বীকার করিয়া থাকেন। সর্ব্বসাধারণের সুবিধার্থ ভিক্ষা ১২৲ বারটাকা স্থলে—৬৲ ছয়টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীচৈতন্যমঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

কালেক্টর সাহেবের পত্র

কালেক্টর সাহেবের কুঠি,
কৃষ্ণনগর,
২৩শে জানুয়ারী, ১৯৩৪।

মহাশয়,

সম্প্রতি প্রচণ্ড ভূমিকম্পে আমাদের দেশবাসীর যেরূপ ক্ষতি হইয়াছে সে সংবাদ সকলে অবগত আছেন। দুঃস্থ ব্যক্তিগণের সাহায্যার্থে মহামান্য বড়লাট সাহেব আপনাদের নিকট যে আবেদন করিয়াছেন তাহার অনুবাদ নিম্নে প্রদত্ত হইল। ঐ আবেদন যতদূর সম্ভব সর্ব্বসাধারণের নিকট প্রচার করিবেন।

এই মহদুদ্দেশ্যে যিনি যেরূপ সাহায্য করিবেন তাহাই সাদরে গৃহীত হইবে। যদি সাহায্যের পরিমাণ অল্প বিধায় কেহ উহা নিয়া দিল্লীতে পাঠাইতে কুণ্ঠিত হন তাহা হইলে তিনি উহা নিঃসঙ্কোচে আমার নিকট পাঠাইতে পারেন।

এইচ. বোস্
ম্যাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর নদীয়া।
২৩, ১, ৩৪.

মহামান্য বড়লাট বাহাদুরের টেলিগ্রামের সংক্ষিপ্ত অনুবাদ।

—:০:—

রেলওয়ে সময়

ই, বি, আর দিয়া শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইবার ট্রেণ তালিকা

কলিকাতা	ছাঃ	০—৬,	৭—১৬,	১৪—১৪	১৬—৫৬,	২২—২৬
রাণাঘাট	ছাঃ	৫—৫০,	৯—৪৬,	১৬—৪৮,	১৮—৩৯,	০—৩২
কৃষ্ণনগরসিটি	পৌঃ	৬—২৮,	১০—২১	১৭—২৮	১৯—১৫	১—১৪
গাড়ী বদল	ছাঃ	৬—৪৫,	১০—৪৪,	১৩—২২,	১৭—৩৮,	২০—১৬
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৭—২৪,	১১—২১,	১৪—০,	১৮—১,	২০—৪৭
নবদ্বীপঘাট	পৌঃ	৭—৩৩,	১১—৩০,	১৪—৯,	১৮—১৬,	২০—৫৫

মহেশগঞ্জ ষ্টেশন হইতেও শ্রীধাম-মায়াপুরে যাওয়া যায়।

ই, বি, আর, দিয়া শ্রীধাম-মায়াপুর যাইবার ট্রেণ-তালিকা

হাওড়া	ছাঃ	৬—৪৬	১২—৪৬	১৭—৪৬	১৮—৩৬
ব্যাণ্ডেল	ছাঃ	৮—২৩	১৪—১১	১৮—৪৭	১৯—৪৩
নবদ্বীপ	পৌঃ	১০—২২	১৬—১৪	২০—৪৬	২১—৩৭

সত্বর নবদ্বীপ হইতে গঙ্গা পার হইয়া পূর্ব্বপারে প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইতে হইবে।

কৃষ্ণনগর নবদ্বীপঘাট রেলওয়ে সময়

কৃষ্ণনগর হইতে নবদ্বীপঘাট

কৃষ্ণনগর সিটি—	৬-৪৫	১০-৪৪	১৩-২২	১৭-৩৮	২০-১৬
কৃষ্ণনগর রোড—	৬-৫৬	১০-৫৫	১৩-৩৩	১৭-৪৭	২০-২৫
আমঘাটা—	৭-১৫	১১-১৩	১৩-৫১	১৮-৩	২০-৪১
মহেশগঞ্জ—	৭-২৪	১১-২১	১৪-০	১৮-১	২০-৪৭
নবদ্বীপঘাট—	৭-৩৩	১১-৩০	১৪-৯	১৮-১৬	২০-৫৫

বিশেষ দ্রষ্টব্য—নবদ্বীপঘাট ষ্টেশন অপেক্ষা মহেশগঞ্জ ষ্টেশন হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরের দূরত্ব অনেক কম। শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে যাত্রীদিগকে রাণাঘাটে ট্রেণ বদল করিতে হয়, তাঁহারা রাণাঘাটে প্রাতঃ ৫-৫০,৮-১৪, ৯-৪৬. ১৬-৪৮,১৮-৩৯ এবং ০-৩২ মিনিটের সময় গাড়ী পাইবেন।

শান্তিপুর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে শান্তিপুর ষ্টেশনে ৫-৪০,৯-২৯, ১২-২৫,১৬-৪ এবং ১৮-৪১ মিনিটের সময় ট্রেণ পাওয়া যায়।

নবদ্বীপঘাট হইতে কৃষ্ণনগর

নবদ্বীপ ঘাট—	৫-৩৪	৯-২৫	১২-১০	১৫-৩৪	১৮-৪৫
মহেশগঞ্জ—	৫-৪৩	৯-৩৩	১২-১৯	১৫-৪১	১৮-৫৩
আমঘাটা—	৫-৪৯	৯-৩৯	১২-২৬	১৫-৪৮	১৯-৫
কৃষ্ণনগর রোড—	৬-৫	৯-৫৫	১২-৪৩	১৬-৪	১৯-২৪
কৃষ্ণনগর সিটি—	৬-১৩	১০-৩	১২-৫১	১৬-১২	১৯-৩২

কবিরাজ শশিভূষণ কাব্যকণ্ঠাভরণের

কেশরী পাচন

ম্যালেরিয়া জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতি অত্যন্ত অধিক। লিভার প্লীহা সংযুক্ত কালাজ্বর এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থব্যয় সার্থক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ॥৵০ আনা, বড় বোতল ১৵০ আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা।

অথবা

পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা।

সুবিখ্যাত কালিআবিষ্কারক ও ব্যবসায়ী জে, বি, দত্তের

অভিনব আবিষ্কার

ফাউনটেনপেন - ইঙ্ক

FOUNTAIN PEN INK
MADE IN INDIA
BLUE BLACK
J. B. DUTT & CO.
2, RAMKRISHNA LANE
BAGHBAZAR, CALCUTTA.

পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে এই কালি ফাউন্টেনপেনের পক্ষে অতি উৎকৃষ্ট। ইহাতে নিব বা কাগজ কোন রকমে নষ্ট হয় না। মূল্য অতি সুলভ।

জে, বি, দত্ত এণ্ড কোং

কারখানা—২নং রামকৃষ্ণ লেন, বাগবাজার

কলিকাতা

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট"—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে; বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারদিক খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। খোরাকী ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে মাত্র ৬৲ টাকা ব্যয়। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছেন। বিদ্যালয়টী বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক স্বীকৃত (এফিলিয়েটেড)

মেধাবী ছাত্রগণের আরও সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা গড়ে শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র শিক্ষার্থী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার

—মুদ্রাযন্ত্রত্রয়—

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

এখানে 'দৈনীক শ্রীনদীয়া-প্রকাশ' শ্রীমদ্ভাগবত ও অন্যান্য সাত্বত-ধর্ম্ম-গ্রন্থ ছাপা হয়।

শ্রীগৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

২৪৩।২ আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা

এখানে সাপ্তাহিক 'শ্রীগৌড়ীয়' মাসিক 'দি হারমনিষ্ট' ও বিবিধ ধর্ম্মগ্রন্থ ছাপা হয়। এতদ্ব্যতীত ভগবৎসেবার আনুকূল্য-সংগ্রহার্থ যাবতীয় ছাপার কার্য্য অতি সুন্দরভাবে অল্প সময়ের মধ্যে যথাসম্ভব সুলভে করা যায়। গ্রাহকগণ নির্দ্দিষ্ট সময়ে তাঁহাদের কার্য্য পাইয়া থাকেন।

শ্রীভাগবত প্রেস

হাইষ্ট্রীট, কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

নদীয়া জেলায় ইহাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও সর্ব্বজনবিদিত মুদ্রাযন্ত্র। এখানেও গৌড়ীয়-প্রিন্টিং-ওয়ার্কের মত ধর্ম্মগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয় এবং ভগবৎসেবায় আনুকূল্য-সংগ্রহার্থ যাবতীয় ছাপার কার্য্য গৃহীত হইয়া থাকে। সুলভে সুন্দর ছাপা ও যথাসময়ে কার্য্য সম্পাদনের জন্য এই মুদ্রাযন্ত্রটী চিরকালই প্রসিদ্ধ। নদীয়া কালেক্টরী, নদীয়া ডিষ্ট্রিক্টবোর্ড, নদীয়া রাজ এষ্টেট, পালচৌধুরী এষ্টেট প্রভৃতি স্থানের কার্য্য নিয়মিতভাবে এখানে হইতেছে।

শিশুর খাদ্য

BOSE & CO'S INDIAN BARLEY CALCUTTA
THE FIRST & FOREMOST FIRM IN INDIA
BOSE'S SUPERIOR INDIAN BARLEY
1lb net
Prepared only of Genuine & Selected Grains
K. C. BOSE & CO
SHAMBAZAR STEAM BISCUIT & BARLEY FACTORY
CALCUTTA

দেশী বিদেশী সকলপ্রকার বার্লী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও সুলভ

সুপ্রসিদ্ধ চিকিৎসকগণ কর্ত্তৃক অনুমোদিত

শিশুর খাদ্য ও রোগীর পথ্য

পঞ্চাশ বৎসরের পরিচিত ও পরীক্ষিত

কে সি বসু এণ্ড কোং

শ্যামবাজার ষ্টীম বিস্কুট এণ্ড বার্লী ফ্যাক্টরী

কলিকাতা।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রেস হইতে—ডাঃ কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম ভক্তিশাস্ত্রী এল. এম. এফ. কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

তারের ঠিকানা— 'শ্রীধাম' নবদ্বীপ
চিঠির ঠিকানা—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

দৈনিক

REG. C1544

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩৷৹
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার স্বতন্ত্র।

নদীয়া প্রকাশ

THE
NADIA-PRAKASH

[illegible] হার
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸০
মাসিক ১৲
নগদ বর্ত্তমান
সংখ্যা ৫

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৮ম খণ্ড | সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বেদান্তবাচস্পতি | ২৯৫শ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর— ৯ই ফাল্গুন বুধবার ১৩৪০, ২১শে ফেব্রুয়ারী ১৯৩৪

অষ্ট্রেলিয়া সচিবের চীন পরিদর্শন

লণ্ডন হইতে প্রকাশ, অষ্ট্রেলিয়ার ডেপুটি সচিব মিঃ লাথাম চীন পরিদর্শনে বাহির হইয়াছেন। প্রথমে কথা হইয়াছিল মিঃ লাথাম চীন দেশ দেখিবার জন্যই যাইবেন। কিন্তু রাজনৈতিক মহলে প্রকাশ, চীনের আভ্যন্তরীণ ব্যাপার অবগত হইবার মানসেই তিনি চীন যাত্রা করিয়াছেন। জাপানে যাইবারও ভিন্ন উদ্দেশ্য আছে।

বীভৎস হত্যাকাণ্ডের সংবাদ

কানপুর হইতে প্রকাশ, সম্প্রতি এই স্থানে এক বীভৎস হত্যাকাণ্ড অনুষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে। কে বা কাহারা যেন আমজাদালি নামক একজন ৫৫ বৎসর বয়সের বৃদ্ধকে খুন করিয়া সরিয়া পড়িয়াছে। এই সম্পর্কে পুলিশ নাজির খান, জিন্দে খান ও কুন্দলী খান নামক তিনজন কাবুলীওয়ালাকে গ্রেপ্তার করিয়াছে।

আসামীদিগের বিরুদ্ধে অভিযোগ তাহারাই আমজাদালিকে খুন করিয়াছে। তাহারা তাহার নিকট টাকা পাইত তাই তাহারা তাহাকে তাহাদিগের বাড়ীতে ডাকিয়া লইয়া যায় তারপর তাহারা তাহাকে নির্দ্দয়ভাবে প্রহার করিয়া বাড়ীর ছিতল হইতে ফেলিয়া দেয় ফলে সেই সময়ই বৃদ্ধ মারা যায়। পুলিশ সংবাদ পাইয়া তৎক্ষণাৎ ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইয়া উক্ত আসামী তিনজনকে গ্রেপ্তার করিয়াছে।

নোয়াখালিতে খানাতল্লাস

নোয়াখালি হইতে প্রকাশ, গোয়েন্দা পুলিশ খিলপাড়া ও মোচাখোলা গ্রামের কয়েকটি বাড়ীতে খানাতল্লাস করে। খিলপাড়া বাজারের যোগেশচন্দ্র নারায়ণ চৌধুরী নামে এক যুবকের ও এক দর্জ্জীর দোকানেও খানাতল্লাস হয়। আপত্তিকর পুস্তকাদি রাখার অভিযোগে তাহাকে বঙ্গীয় বিপ্লব-দমন-আইন অনুযায়ী গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। সদর মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট পরে তাহাকে জামিনে মুক্তি দিয়াছেন। কোথাও আপত্তিকর কিছুই পাওয়া যায় নাই।

জমিদারের কারাদণ্ডের ব্যবস্থা

কাঁথি হইতে প্রকাশ, কাঁথির জমিদার অনিলকুমার মাইতিকে অস্ত্র আইনের ১৯ এফ ধারা অনুসারে ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ আর বার্ণার এজলাসে এই মর্ম্মে অভিযুক্ত করা হইয়াছিল যে, তাহার নিকট বিনা লাইসেন্সে দুইটা তাজা কার্ত্তুজ পাওয়া গিয়াছে। সম্প্রতি এই মামলার বিচার হইয়া গিয়াছে। ম্যাজিষ্ট্রেট তাঁহাকে অপরাধী সাব্যস্ত করিয়া তাঁহার প্রতি এক বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডের ব্যবস্থা করিয়াছেন। প্রকাশ, কয়েকমাস পূর্ব্বে পুলিশ তাঁহার বাড়ীতে খানাতল্লাস করিতে গিয়া এই কার্ত্তুজ পায় তারপরই তাহারা তাহাকে গ্রেপ্তার করিয়া বিচারার্থ প্রেরণ করে।

বিনা লাইসেন্সে কার্ত্তুজ

বিনা লাইসেন্সে কার্ত্তুজ রাখিবার অভিযোগে অকাও এবং লং চং এই দুইজন চীনা আলিপুরের পুলিশ ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুত এল, কে, সেনের এজলাসে অভিযুক্ত হইয়াছে।

প্রকাশ যে, সাবুকুলীর গার্ডেন রীচে ইহাদের ঘর খানাতল্লাস করিবার সময়ে, একটা দিয়াশলাই বাক্সের মধ্যে ছয়টি কার্ত্তুজ পাওয়া যায়। কয়েকজন সাক্ষীর সাক্ষ্য গ্রহণের পর শুনানী মুলতবী আছে।

বিপ্লব দমন আইনে অভিযুক্ত

নোয়াখালি হইতে প্রকাশ, শ্রীযুত হেমেন্দ্রকুমার ভৌমিক, বাদীর বিপ্লব দমন আইনে অভিযুক্ত হইয়াছেন। স্পেশাল ম্যাজিষ্ট্রেট মৌলবী রহমত খাঁর নিকট তাঁহার মামলার শুনানী হয়।

অভিযোগের বিবরণে প্রকাশ, আসামীর বাড়ীতে খানাতল্লাস করিয়া পুলিশ কতকগুলি রিভলভারের চিত্র প্রাপ্ত হয়। অভিযোগের বিবরণ অস্বীকার করিয়া আসামী বলেন যে, কেবল মাত্র রিভলভারের চিত্র রাখায় বিপ্লব দমন আইনে অভিযুক্ত করা চলে না।

সন্দেহজনক মৃত্যু

আগরতলা হইতে প্রকাশ, কসবা থানার অন্তর্গত খোরকটের আশরাফ আলির মৃত্যু অত্যন্ত রহস্যাবৃত বলিয়া মনে হইতেছে। প্রকাশ লোকটি বদমায়েস ছিল। ত্রিপুরা রাজ্যের সীমান্তে মৃতদেহটি পড়িয়াছিল। উহা উঠাইয়া লইয়া শবব্যবচ্ছেদ পরীক্ষার জন্য প্রেরণ করা হইয়াছে।

কয়েকটি ফৌজদারী মামলায় মৃত ব্যক্তি জড়িত হইয়া পড়িয়াছিল। একাধিকবার সে দণ্ডিতও হয়।

খাদ্যে বিষ

রেঙ্গুণ হইতে প্রকাশ, একটি অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার ভোজে আহার করিবার পর মিকটিলা অঞ্চলের প্রায় শতাধিক লোক পীড়িত হইয়াছে। অনেকে অত্যধিক পেটের বেদনায় সংজ্ঞাহীন হইয়া পড়িয়াছে। তবে এপর্য্যন্ত কাহারও মৃত্যুর কথা শুনা যায় নাই।

প্রতারণার অভিযোগ

জোড়াবাগানের অবৈতনিক ম্যাজিষ্ট্রেটের এজলাসে গত শনিবার একটি প্রতারণার মামলার বিচার শেষ হইয়াছে। মামলার বিবরণে প্রকাশ যে, বিবাদী বাদীর গুদামের একজন পুরাতন ক্রেতা। কিন্তু সম্প্রতি সময় মত পাওনা টাকা শোধ না করার জন্য বাদী তাঁহাকে মাল দেওয়া বন্ধ করেন। একদিন বিবাদী বাদীর কারখানায় আসেন এবং মাল পাঠাইয়া দেওয়া মাত্রই মূল্য দেওয়া হইবে এই সর্ত্তে মাল পাঠাইতে বলেন, তদনুযায়ী বাদী মাল পাঠান, কিন্তু বিবাদী মাল গ্রহণ করিয়া তাঁহার কেশিয়ার উপস্থিত নাই বলিয়া বাদীর লোককে তাড়াইয়া দেন। ইহাতে বাদী একদিন বিবাদীর অফিসে গিয়া মূল্য চাহেন। তখন বিবাদী তাহাকে একখানা চেক দেন। কিন্তু তাহার পরেই ব্যাঙ্কের প্রদান বন্ধ করিয়া দেন।

বিচারে বিবাদীর প্রতি তিন দিন বিনাশ্রম কারাবাস এবং ১০ টাকা জরিমানার আদেশ হইয়াছে।

ডাকাতদের অত্যাচারে মৃত্যু

কানপুর হইতে প্রকাশ, উমরাংখরণ হইতে প্রাপ্ত এক সংবাদে প্রকাশ, গত বুধবার রাত্রিতে প্রায় ১২ জন লোক মারাত্মক অস্ত্রাদি লইয়া ভোলার ব্যক্তিরের বাড়ী আক্রমণ করে এবং যাহা কিছু পায় তাহা লইয়া পলায়ন করে।

। নমো ভগবতে বাসুদেবায়

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

৮ই ফাল্গুন বুধবার, ১৩৪০

বিচিত্রা

আমেরিকার যুক্তরাজ্যে সৈন্য-বিভাগে কলা বা কদলী-ভক্ষণ নিষেধ। যেহেতু এ ফল যুক্তরাজ্যের ভূমি-প্রসূত নয়—অতএব বিদেশীয়। এ ফল খাইলে জাতীয়তা ক্ষুণ্ণ হইবে। এখন সেখানে ধুয়া উঠিয়াছে—মার্কিণ খাদ্য খাও "Eat American"

লণ্ডনের এক শিল্পী ডিমের খোলা বেচেন—তাহা দিয়া তিনি তৈয়ার করেন ব্রুশের পশ্চাদ্দিক, আয়নার ফ্রেম, সিগার কেশ এবং আরো বহু সৌখীন বিলাস দ্রব্য! এই জন্যই কথায় বলে—যাকে রাখো, সেই রাখে!

একজন ইংরাজ গার্ডস্‌ম্যান ছবি আঁকিয়াছেন—অত্যন্ত ছোট আকারে। ছবিগুলি এমন ছোট যে, একখানি পোষ্টেজ-ষ্ট্যাম্পের মধ্যে বিশখানি ছবি ধরে। ছবিগুলি স্পষ্ট---সাদা চোখে দেখিতে বাধে না।

স্পেনের এক ভদ্রলোক আজ ত্রিশ বৎসর ধরিয়া ঘোড় দৌড়ের লটারিতে ৭১৩৯ নম্বর টিকিট কিনিয়া আসিতেছেন এ নম্বর ছাড়িয়া অন্য নম্বরের টীকিট কখনো কিনেন নাই। তাঁর এই নিষ্ঠায় ভাগ্য-দেবতা এ বৎসর প্রসন্ন হইয়াছেন। ঐ টিকেটে ঘোড়া উঠিয়াছে এবং তিনি পাইয়াছেন নগদ এক লক্ষ সাতাশ হাজার পাউণ্ড।

আর্থার বিশব্যাক নামে এক মার্কিণ ৩৫ বৎসর ধরিয়া তাঁর বিরাগী পিতাকে সন্ধান করিতেছেন—আমেরিকার সর্ব্বস্থানে। তাঁর ৫ বৎসর বয়ঃক্রমকালে পিতা বিরাগী হইয়া যান। সম্প্রতি ইলিনয়ে নিজের বাস গৃহের কয়েক গজ দূরে অবস্থিত আস্তানায় পিতার দেখা মিলিয়াছে। পিতা সেখানে আস্তানা লইয়াছেন---আজ বারো বৎসর। নিয়তির লীলা!

পরলোকে স্যার ভিন্‌সেন্ট র‍্যাভেন

লণ্ডন হইতে প্রকাশ, বিখ্যাত রেলওয়ে ইঞ্জিনীয়ার স্যার ভিন্‌সেন্ট র‍্যাভেন পরলোকগমন করিয়াছেন। ১৯২৬ অব্দে ইনি ভারতে আসিয়া সরকারী রেলওয়ে কারখানার অনেক উন্নতি করিয়া গিয়াছেন।

ডাকাতদের নির্ব্বাসন দণ্ড

লাহোর হইতে প্রকাশ, ডাকাতি করিবার সময় একজন মুসলমান ফকীরকে হত্যা করার অভিযোগে তিনজনের প্রতি যাবজ্জীবন নির্ব্বাসন দণ্ডের আদেশ হয়। তাহারা লাহোর হাইকোর্টে আপীল করে। চীফ জাষ্টিস স্যার সাদিলাল ও মিঃ জাষ্টিস ইয়ংটনের এজলাসে একদফা শুনানী হইয়া গিয়াছে।

বন্দুক সংগ্রহ

সরকারী বিবরণে প্রকাশ, ৭ জন লোক পরস্পরের সহিত পরিচিত হয় এবং ডাকাতি করিতে মনস্থ করে। তাহারা ডাকাতির উদ্দেশ্যে জনৈক লম্বরদারের বাড়ী হইতে একটি বন্দুক চুরি করিবার চেষ্টা করে কিন্তু চেষ্টা ব্যর্থ হয়। পরে তাহাদের দলেরই একজন একটি বন্দুক সংগ্রহ করে। ১৯৩২ সালের ৬ই সেপ্টেম্বর ডাকাত ৭ জন বন্দুক টোটা কার্তুজ ও অন্যান্য অস্ত্রাদি লইয়া অম্বালা জেলার অন্তর্গত ইশোপুর গ্রামের এক হিন্দু মহাজনের বাড়ীতে উপস্থিত হয়।

ডাকাতদল সকাল ৬টার সময় আব-দুল্লাপুর গ্রামে প্রবেশ করে এবং সেখানে অস্ত্রাদি লুকাইয়া রাখিয়া খাদ্য সংগ্রহের জন্য গমন করে। সন্ধ্যা হইলে তাহারা পুনরায় একত্র সমবেত হয় এবং অস্ত্রশস্ত্রাদি লইয়া রাত ১১টার সময় নির্দ্দিষ্ট স্থানে গমন করে। তাহারা পরামর্শ করিয়া ঠিক করে, তাহারা পুলিসের ছদ্মবেশ ধারণ করিবে। তাহাদের মধ্যে একজন সাব ইনস্পেক্টর, একজন কনষ্টেবল এবং অপরে কনষ্টেবলের বেশ ধারণ করে।

তাহারা এক গলির মধ্য দিয়া যাইবার সময় একজন লোক 'চোর চোর' বলিয়া চীৎকার করে। তাহাতে তাহারা তাহাকে ভয় দেখায়। লোকটি পলায়ন করে।

ডাকাতের গুলীতে নিহত

তাহার পর ডাকাত দল সীতারামের বাড়ীতে গমন করে এবং তাহাদের মধ্যে একজন চীৎকার করিয়া বলে, কোতোয়াল তাহাকে চায়। বাড়ী হইতে উত্তর আসে, আলো জ্বালিয়া সে বাহিরে যাইবে। কিন্তু সে বাহিরে আসে না, নিজেকে লুকাইয়া রাখে। ডাকাতেরা তাহার পর দরজা ভাঙ্গিয়া ভিতরে প্রবেশ করে। দুইজন ডাকাত ঘরের ছাদে থাকে এবং অবশিষ্ট কয়জন নীচে থাকিয়া গহনা, টাকা, বস্ত্রাদি লুঠ করিতে থাকে। ডাকাতেরা যখন লুঠ করিতেছিল তখন ৪ জন লোক চীৎকার করে। তাহাতে একজন ডাকাত গুলী চালায়। একজন লোক উক্ত মহাজনকে উদ্ধার করিতে গিয়া গুলীতে নিহত হয়।

ডাকাতেরা পরে গহনাদি লইয়া পলায়ন করে। তাহারা মহাজনের হিসাবের খাতা-টিও লইয়া যায়। তাহারা খাতাটিকে জলে ফেলিয়া দেয় এবং অর্থাদি ভাগ করিয়া লয়।

গ্রেপ্তার ও বিচার

ঘটনার ১৫ দিন বাদে পুলিস ৬ জনকে গ্রেপ্তার করে। একজন এখনও পলাতক। একজন রাজসাক্ষী হইয়া অপহৃত সম্পত্তির সন্ধান দেয়। প্রকাশ, অপহৃত সম্পত্তির অধিকাংশ পুলিস উদ্ধার করে। অবশিষ্ট ৫ জনের মধ্যে দুইজন মুক্তি পায় এবং উমাম-দিন, বার্কেট ও সিংরাম অম্বালার দায়রা জজ কর্ত্তৃক যাবজ্জীবন নির্ব্বাসন দণ্ডে দণ্ডিত হয়। আপীলের মামলার শুনানী মুলতুবী হইয়াছে।

ঘুষ লওয়ার অভিযোগ

ময়মনসিংহ হইতে প্রকাশ, কালেক্টরের অফিসের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্র-মোহন দত্ত মহাশয়ের উপর চাকরী হইতে সসপেণ্ডের আদেশ জারী হইয়াছিল। এক্ষণে তাঁহাকে বরখাস্ত করা হইয়াছে।

তাঁহার বিরুদ্ধে কতিপয় অভিযোগ সম্পর্কে জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত এস, এন, বন্দ্যোপাধ্যায় তদন্ত করেন এবং তাঁহাকে ঘুষ লওয়া, সরকারী সম্পত্তির অপব্যবহার প্রভৃতি অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত করিয়াছেন।

পূর্ব্বে এই ভদ্রলোক জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের কনফিডেন্সিয়াল কেরাণী ছিলেন। হঠাৎ তাঁহার পদোন্নতি হইয়া তিনি কালেক্টরের অফিসের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট হন। তাঁহার এই পদোন্নতি তাঁহার উচ্চতম কর্ম্মচারীদের দাবী পর্য্যন্ত অগ্রাহ্য করা হয়। মিঃ ব্লাণ্ড গ্রাহাম ময়মনসিংহের জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট থাকার সময় এই ব্যাপারটি ঘটে।

ভিয়েনা দাঙ্গার জের

ভিয়েনা, হইতে প্রকাশ, গত ১৭ই ফেব্রুয়ারী আরও পাঁচজনের প্রাণদণ্ডের আদেশ হইল। ঐ দিন ৮টা এগার মিনিটের মধ্যে উহাদিগের ফাঁসি হইয়া গেল। রাত্রি দ্বিপ্রহরের সময় যে ছয়জনের শিরশ্ছেদ হইবার কথা ছিল তাহাদিগকে অকস্মাৎ ক্ষমা করা হইল। ইহারা সোসিয়ালিষ্ট বিদ্রোহের আসামী।

সোসিয়ালিষ্ট নির্ব্বাসন

ক্যাবিনেটের আদেশে খাস অষ্ট্রীয়া হইতে সামরিক আইন উঠাইয়া দেওয়া হইল। আইন বহাল রহিল ভিয়েনা, লোয়ার অষ্ট্রীয়া আপার অষ্ট্রীয়া এবং ষ্টিরিয়ায়।

ক্যাবিনেটের দ্বিতীয় আদেশে সমগ্র অষ্ট্রীয়া হইতে সোসিয়ালিষ্টের দল নির্ব্বাসিত করা হইল। শুধু তাহাই নহে, যে সকল সাধারণ কর্ম্মচারী সোসিয়ালিষ্টের ভোটে নির্ব্বাচিত হইয়াছিল তাহাদিগের আসন টলিল। সোসিয়ালিষ্ট যাহাদিগের সমনর্থ-নরী তাহারাও অপরাধী হইল। এতো গেল নির্ব্বাচনের কথা। সোসিয়ালিষ্ট যাহা-দিগকে মনোনীত করিয়াছিল তাহাদিগকেও বরখাস্ত করা হইল।

দাঙ্গার অবসান

সহরের উত্তর এবং দক্ষিণ অঞ্চল সোসিয়ালিষ্টের হাতছাড়া হইল। সরকারী ফৌজকে বাধা দিবার আর কেহ রহিল না। সোসিয়ালিষ্ট দল নিরস্ত্র হইয়া অধিকাংশ সত্বরে বিদেশে চলিয়া গেল। দারুণ দাঙ্গার অবসান হইল, ডক্টর ডলফাসকে আর ব্যতি-ব্যস্ত হইতে হইবে না।

দাঙ্গার পর

দাঙ্গার পর রাস্তাঘাট আর সে রাস্তা-ঘাট নাই। যুদ্ধের পর ভাঙ্গিয়া ধ্বসিয়া যেমন মরুভূমি হইয়া যায়, নাগরিকের অট্টালিকা যেমন বিধ্বস্ত হইয়া যায়, কাটিয়া ছাঁটিয়া প্রমোদ উদ্যান যেমন বিস্তীর্ণ প্রান্তরে পরিণত হয়, ভিয়েনা দাঙ্গার পর ভিয়েনার অবস্থাও তাহাই হইয়াছে। সহরের সৌন্দর্য্য একেবারে নষ্ট হইয়া গিয়াছে; সাজানো সৈন্য না থাকিলেও কণ্ঠে উপকণ্ঠে সৈন্যদল তিরোহিত হয় নাই। কোথাও বা একজন সৈন্য বন্দুক লইয়া স্থান মাহাত্ম্য বজায় রাখিয়াছে, কোথাও বা বাদশের দল দল বাঁধিয়া সহর রক্ষার খুঁটীর ন্যায় দণ্ডায়মান, আবার কোথাও বা বন্দুকধারী কায় পাতিয়া দূর-বীণে দূরের ব্যাপার দেখিতে ব্যস্ত। দাঙ্গা থামিয়াছে; কিন্তু ভাঙ্গা ঘর জোড়া লাগে নাই।

জুয়াখেলার ষড়যন্ত্র

মিসেস এ, ক, মণ্ডল, মিস ইরাণী ঘোষ, রাজেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলী, হরিদাস মুখোপাধ্যায় ও কিশোরীলাল লালাকে প্রথম প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ জে, আমেদের এজলাসে এই মর্ম্মে অভিযুক্ত করা হইয়াছিল যে, তাহারা লোককে প্রতারিত করিবার জন্য এইভাবে এক ষড়যন্ত্র করিয়াছিল যে, তাহারা লোককে জুয়া খেলিতে প্ররোচিত করিবে। এই ভাবে তাহারা প্রতারিত করিয়া লোকের নিকট হইতে প্রায় ৪ হাজার টাকা আত্মসাৎ করিয়াছে। গত ১৭ই ফেব্রুয়ারী এই মামলার বিচার হইয়া গিয়াছে। ম্যাজিষ্ট্রেট তাহা-দিগের সকলকেই দোষী সাব্যস্ত করিয়া প্রত্যেককে তিন বৎসরের জন্য স্বাধীন যুক্ত-লিকায় আবদ্ধ করিয়াছেন।

পাটনায় অথে মালবীয়জী

পাটনা হইতে প্রকাশ: বারাণসী হইতে টেলিফোনে শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রপ্রসাদ সংবাদ পাইয়াছেন যে, সম্প্রতি বেনারস হইতে পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য পাটনায় উপনীত হইবেন। পণ্ডিতজী ভূমিকম্প বিধ্বস্ত অঞ্চল পরিদর্শনের অভিপ্রায়েই এখানে আসিতেছেন।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

নদীয়া-প্রকাশ

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক পারমার্থিক পত্র—

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশ
তনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনম্,
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং
প্রেমা পুমর্থো মহান্,
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং
তত্রাদরো নঃ পরঃ॥

৮ম বর্ষ } ২২ গোবিন্দ গৌরাব্দ ৪৪৭, ৯ই ফাল্গুন বঙ্গাব্দ ১৩৪০, ২১শে ফেব্রুয়ারী ইং ১৯৩৪, বুধবার { ২৯৫ তম সংখ্যা

পরিক্রমা-প্রসঙ্গ

গত ৬ই ফাল্গুন, ১৮ই ফেব্রুয়ারী রবিবার শ্রীশ্রীনবদ্বীপ-ধাম পরিক্রমার অধিবাস-বাসরে সন্ধ্যারাত্রিকের পর শ্রীচৈতন্যমঠের অবিদ্যাহরণ নাট্যমন্দিরে সমবেত যাত্রিগণের নিকট ব্রহ্মচারী শ্রীমান্ কৃষ্ণকান্তি ভক্তিকুসুম ভক্তিশাস্ত্রী ও ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউটের প্রধান শিক্ষক শ্রীপাদ কিশোরীমোহন ভক্তিবান্ধব মহোদয় অধিবাস-দিবসে হৃদয়-গুণ্ডিচামন্দির সম্মার্জ্জিত করিয়া তাহাতে শ্রীভগবানের বসতি-স্থল শুদ্ধভক্তি-রত্ন-সিংহাসন স্থাপন যোগ্যতা লাভের জন্য গুরুবৈষ্ণব-চরণে নিষ্কপট প্রার্থনা জ্ঞাপন করা যে আত্মমঙ্গলেচ্ছু ব্যক্তিমাত্রেরই একান্ত কর্ত্তব্য তাহা বর্ণন করিয়া শ্রীধামের কৃপা-পূর্ব্বক আবির্ভাবের কথা সংক্ষেপে কীর্ত্তন করেন। প্রসঙ্গক্রমে নিত্যসিদ্ধ মহাপুরুষ শ্রীল জগন্নাথ দাস বাবাজী মহারাজের, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের ও শ্রীল প্রভুপাদের ধাম-সেবার উজ্জ্বল-আদর্শ প্রদর্শন-সম্বন্ধেও অনেক কথা বলা হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত দেহ-সুখাদি বিসর্জ্জন পূর্ব্বক একান্তমনে ভগবদ্ভজনে মনোনিবেশ করাই যে জীবনের একমাত্র কর্ত্তব্য, প্রধান শিক্ষক মহাশয় তাহা বিশদরূপে ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

উক্ত দিবস সন্ধ্যারাত্রিকের পূর্ব্বে পণ্ডিত শ্রীপাদ শুভবিলাস দাসাধিকারী ভক্তিশাস্ত্রী প্রভু শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ ও ব্যাখ্যা করিয়াছেন। পাঠের পূর্ব্বে ও পরে মঠ-সেবকগণ সুললিতস্বরে পদাবলী কীর্ত্তন করিয়াছেন। প্রাতঃকালে 'শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য' হইতে পরিক্রমার বিধি সম্বন্ধে পাঠ হইয়াছে।

অধিবাস-দিবস ও তৎপূর্ব্বদিবস অপরাহ্নে ও রাত্রিকালে দৈব-দুর্য্যোগ উপস্থিত হইলেও শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার সম্পাদকগণের সুব্যবস্থায় যাত্রিগণের কোনও প্রকার অসুবিধা হয় নাই। শ্রীচৈতন্যমঠের 'শ্রীধাম-মায়াপুর' নামক মোটর-বাসটী গত শনিবার কলিকাতা হইতে আসিয়াছে। এই মোটর বাসে এবং মহিষ ও গোযানে যাত্রিগণকে নবদ্বীপ খেয়াঘাট, ধুবুলিয়া ষ্টেশন প্রভৃতি স্থান হইতে শ্রীধামে আনিবার ব্যবস্থা হইয়াছে।

গত ৭ই ফাল্গুন ১৯শে ফেব্রুয়ারী সোমবার নবদ্বীপ-পদ্মের মধ্য-কেশর অন্তর্দ্বীপ শ্রীধাম মায়াপুর সুচারুরূপে পরিক্রমা হইয়াছে। প্রাতঃ ৮ ঘটিকা পর্য্যন্ত পাঠ ও কীর্ত্তন হয়। তৎপর পরিক্রমা বাহির হইয়াছে। পরিক্রমার বিষয়সমূহ উক্ত তারিখের শ্রীনদীয়া-প্রকাশে প্রকাশিত হইয়াছে। দর্শনীয় বিশেষ বিশেষ স্থান সমূহের বিষয় তত্তৎস্থানে শ্রীশ্রীনবদ্বীপ-ধাম-মাহাত্ম্য হইতে পাঠ হইয়াছে। তদ্ব্যতীত বক্তৃতাদ্বারাও বিষয়সমূহ যাত্রিগণের নিকট কীর্ত্তন করা হইয়াছে। পরিক্রমার এই প্রকার সুচারু বন্দোবস্ত অতি অল্প স্থানেই দৃষ্ট হয়। শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের ভুবনমঙ্গল-প্রদ ইচ্ছায় সকল কার্য্যই যন্ত্রচালিতবৎ ন্যায় অতি সুন্দররূপে সম্পন্ন হইতেছে।

শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয়মঠে শ্রীব্যাসপূজা

গত ২১শে মাঘ ময়মনসিংহের শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয়মঠে শ্রীব্যাসপূজা-তিথি সযত্নে পালিত হইয়াছেন। শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের পাদপদ্মাশ্রিত ময়মনসিংহস্থ শিষ্যবর্গ সমবেত-স্বরে শ্রীগুরু-প্রণাম-মন্ত্রে গোস্বামী ঠাকুরের শ্রীপাদপদ্মে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করেন, অতঃপর শ্রীশ্রীগুরুপরম্পরা ও শ্রীশ্রীগুর্ব্বষ্টক কীর্ত্তনের পর ঠাকুর ভক্তিবিনোদের শ্রীশরণাগতি হইতে "গুরুদেব! কৃপাবিন্দু দিয়া কর এই দাসে তৃণাপেক্ষা অতি হীন" এই পদাবলীটী কীর্ত্তন করা হয়। অনন্তর শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয়মঠের ত্যক্তগৃহ ও গৃহস্থ সেবকবৃন্দ শ্রীমঠে আহূত সভায় শ্রীশ্রীল গোস্বামী প্রভুপাদের অতিমর্ত্ত্য, সর্ব্বজীব-হিতকর পরম পূত চরিত্র রাত্রি ১১টা পর্য্যন্ত কীর্ত্তন করেন। প্রসঙ্গক্রমে নিত্যসিদ্ধ শ্রীল জগন্নাথদাস বাবাজী মহারাজের, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের ও শ্রীল গৌরকিশোর দাস গোস্বামী পরমগুরুদেবের করুণা ও প্রচারবৈশিষ্ট্যের বিষয়ও আলোচিত হইয়াছে। সভান্তে কীর্ত্তন হয়। তৎপর সমবেত শ্রোতৃমণ্ডলীকে বিচিত্র মহাপ্রসাদ প্রদত্ত হইয়াছে।

শিকারপুরে প্রচার

শ্রীগৌড়ীয়মঠের অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিলাস গভস্তি নেমি মহারাজ গত ১৩ই মাঘ রবিবার সিন্ধু-প্রদেশস্থ শিকারপুরের 'দেবীময়ী গার্লস্কুলে' শ্রীমদ্ভাগবত হইতে শ্রীভগবান্ ভক্তের যে কতটা বশ, তৎপ্রদর্শক পাঠ করেন।

স্বামীজীর বক্তৃতার মর্ম্ম

পরীক্ষিৎ মহারাজ একদিন শ্রীল শুকদেব গোস্বামীকে প্রশ্ন করিলেন—

নন্দঃ কিমকরোদ্ ব্রহ্মন্ শ্রেয় এবং মহোদয়ম্।
যশোদা চ মহাভাগা পপৌ যস্যাঃ স্তনং হরিঃ॥

—হে ব্রহ্মন্, নন্দ কি-সাধন করিয়াছিলেন, যে-সাধনের প্রভাবে ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ সর্ব্বপ্রভু শ্রীভগবান্ তাঁহার বশ্যতা স্বীকার ক'রেছিলেন এবং মহাভাগ্যবতী যশোদাই বা এমন কি কার্য্য ক'রেছিলেন, যা'র জন্য শ্রীভগবান্ অর্থাৎ স্বয়ং গোবিন্দ যশোদার স্তন পান ক'রেছিলেন।

তখন শুকদেব গোস্বামী বলিলেন—আপনি ইহা দেখিয়াই অত্যন্ত আশ্চর্য্যান্বিত হইবেন না, ইহা অপেক্ষা আরও আশ্চর্য্যের বিষয় আছে, তাহা শ্রবণ করুন—

একদা গৃহদাসীষু যশোদা নন্দগেহিনী।
কর্ম্মান্তরনিযুক্তাসু নির্ম্মমন্থ স্বয়ং দধি॥
যানি যানীহ গীতানি তদ্বালচরিতানি চ।
দধি নির্ম্মন্থনে কালে স্মরন্তী তান্যগায়ত॥

(ক্রমশঃ)

বাণীপূজার অধিকারী কে?

(৫ম পৃষ্ঠার পর)

না, বা স্বজনাধাদস্থার সেবা (?) করিলে চলিবে না। তাহাও কৃষ্ণের সংসারের জন্য ব্যয় হরিভজনময় সংসারের জন্য ব্যয় করিতে হইবে অর্থাৎ গৃহস্থিত শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর সেবা ও যে-সকল আত্মীয়-স্বজন, স্ত্রী-পুত্রাদি হরিভজন করেন তাঁহাদিগকে ভগবৎপ্রসাদ দিয়া তাঁহাদের হরিভজনের সহায়তা করিতে হইবে। তাহা ছাড়া সমাগত বৈষ্ণবগণের সেবা, অতিথিসেবা প্রভৃতিও করিতে হইবে। যিনি ভক্তরাজ শ্রীধরের আনুগত্যে পূর্ব্বোক্ত আচরণ করেন, তিনিই প্রকৃত গৃহস্থ, তিনিই আদর্শ-গুরু-সেবক, তিনিই বিষ্ণুভক্তির পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন জানিতে হইবে।

গুরু কৃষ্ণরূপ হন শাস্ত্রের প্রমাণে। গুরুরূপে কৃষ্ণ কৃপা করেন ভক্তগণে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

২২ গোবিন্দ ভুক্ত অনিরুদ্ধ ৪৪৭

গোদ্রুমে ভজন লালসা

—:০:—

নাহং বেদ্মি কথং নু মাধব-
পদাম্ভোজদ্বয়ী ধ্যায়তে
কা বা শ্রীশুকনারদাদি-
কলিতে মার্গেঽস্তি মে যোগ্যতা।
তস্মাত্তদ্ভ্রমভদ্রমেব যদি নামাস্তাং মমৈকঃ পরো
রাধা-কেলিনিকুঞ্জমঞ্জুলতরঃ শ্রীগোদ্রুমো
জীবনম্॥ (শ্রীশ্রীনবদ্বীপশতকম্)

—কিরূপে শ্রীমাধবের পাদপদ্মযুগল ধ্যান করিতে হয়, তাহা আমি জানি না; শ্রীশুক-নারদাদি মহাভাগবতগণ-সেবিত-মার্গে ভজন করিবার আমার যোগ্যতাই বা কোথায়? অতএব আমার শুভাশুভ যাহাই হউক, শ্রীরাধিকার কেলিনিকুঞ্জদ্বারা অতি রমণীয় একমাত্র পরমধাম শ্রীগোদ্রুমই আমার জীবন।

স্বয়ং-পতিত-পত্রকাণামৃতবৎ ক্ষুধা ভক্ষয়ন্
তৃষা ত্রিদিববন্দিনী-শুচিপয়োঽঞ্জলীভিঃ
পিবন্।
কদা মধুর-রাধিকা-রমণ-রাস-কেলিস্থলীং
বিলোক্য রসমগ্নধীরধিবসামি গৌরাটবীম্॥

—কবে বৃক্ষ হইতে স্বয়ং পতিত পত্ররাজি অমৃতের ন্যায় ভক্ষণ করিয়া ক্ষুধা-নিবৃত্তি করিব? কবে অঞ্জলি অঞ্জলি সুর-ধুনীর পূতবারি পান করিয়া পিপাসার শান্তি করিব? আর কবেই বা শ্রীরাধিকারমণের মধুর রসকেলি-স্থান দর্শন-পূর্ব্বক প্রেমরসে চিত্ত মগ্ন করিয়া গৌরাটবীতে বাস করিব?

—————

সিদ্ধ মহাজনগণ চিন্ময়নেত্রে শ্রীগৌর-সুন্দরের নিত্য গোদ্রুমলীলা দর্শন করিয়া থাকেন। ঠাকুর শ্রীল ভক্তিবিনোদ লালসা-ময়ী প্রার্থনায় স্বরচিত 'শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গে' গাহিতেছেন,—

'দেখিব গোদ্রুম-ক্ষেত্র অতি নিরমল।
ইন্দ্র-সুরভির যথা ভজনের স্থল॥
গোদ্রুম সমান ক্ষেত্র নাহি ত্রিভুবনে।
মার্কণ্ডেয় গৌরকৃপা পায় যেই বনে॥
যেমন সংলগ্ন সরস্বতী-নদী-তটে।
স্বর্ণোদ্যান রাধাকুণ্ড জাহ্নবী নিকটে॥
ভজরে ভজরে মন গোদ্রুম-কানন।
অচিরে হেরিবে চক্ষে গৌরলীলাধন॥
সে-লীলা-দর্শনে তুমি যুগল-বিলাস।
অনায়াসে লভিবে, পুরিবে তব আশ॥
গোদ্রুম শ্রীনন্দীশ্বর-ধাম গোপাবাস।
যথা শ্রীগৌরাঙ্গ করে বিবিধ বিলাস॥
পূর্ব্বাহ্নে গোপের ঘরে গব্য দ্রব্য খাই।
গোপসনে বিচরণ করেন নিমাই॥
গোপগণ বলে ভাই তুমিত গোপাল।
দ্বিজরূপ কভু তব নাহি সাজে ভাল॥
এস কাঁধে করি' তোরে গোচারণ করি।
মায়ের নিকটে লই যথা মায়াপুরী॥
কোন গোপ স্নেহ করি' দেয় ছানা ক্ষীর।
কোন গোপ রূপ দেখি' হয়ত' অস্থির॥
কোন গোপ নানা ফল ফুল দিয়া করে।
বলে ভাই নিতি নিতি আইস মোর ঘরে॥
বিপ্রের ঠাকুর তুমি গোপের কারণ।
তোমা ছাড়ি' যেতে নারি তুমি ধ্যান জ্ঞান॥
ঐ দেখ গাভী সব তোমারে দেখিয়া।
হাম্বারবে ডাকে ঘাস বৎস তেয়াগিয়া॥
আজ বেলা হইল চল জগন্নাথালয়।
কাল যেন এই স্থানে পুনঃ দেখা হয়॥
রাখিব তোমার লাগি' দধি-ছানা-ক্ষীর।
বেলা হ'লে জেন আমি হইব অস্থির॥
এইরূপে নিতি নিতি শ্রীগোদ্রুম-বনে।
শ্রীগৌর-নিতাই খেলা করে গোপসনে॥
বেলা না হইতে পুনঃ করি' গঙ্গাস্নান।
শ্রীশচী-সদনে যান গৌর ভগবান্॥
হেন দিন আমার কি হইবে উদয়।
হেরিব গোদ্রুম-লীলা শুদ্ধ প্রেমময়॥
গোপ-সঙ্গে গোপ-ভাবে প্রভু সেবা আশে।
এক মনে বসিব সে গোদ্রুম-আবাসে॥

—————

ছিদ্যেত খণ্ডশ ইদং যদি মে শরীরং
ঘোরা বিপত্তিততয়ো যদি বা পতন্তি।
হা হন্ত হন্ত ন তথাপি মমেহ ভূয়াৎ
শ্রীগোদ্রুমাদিতর-তীর্থপদে পিপাসা॥

—যদি আমার এই দেহ খণ্ড-খণ্ড-রূপে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়, কিম্বা যদি বিষম-বিপত্তি-জালও আমার উপর পতিত হয় তাহাও শ্রেয়ঃ, কিন্তু হায়! তথাপি ইহ জগতে শ্রীগোদ্রুম ভিন্ন অন্য তীর্থপদের জন্য যেন কদাচ আমার অভিলাষ না হয়।

—————

কিমেতাদৃগ্ ভাগ্যং মম কলুষমূর্ত্তেরপি ভবে-
ন্নিবাসো দেহান্তাবধিযদিহ তদ্ গোদ্রুমভুবি।
তয়োঃ শ্রীদম্পত্যোর্নব-নব-
বিলাসৈর্বিহরতোঃ
পদজ্যোতিঃপূরৈরপি তু মম
সম্বন্ধোঽপি ভবিতা॥

—আমার মত পাপ-প্রতিমূর্ত্তির কি এমন ভাগ্য হইবে যে, দেহান্ত পর্য্যন্ত সেই গোদ্রুম-স্থলীতেই বাস করিতে পারিব? সেই গোদ্রুমে নবম-বিলাসে বিহরণশীল ব্রজনবযুবদ্বন্দ্বের শ্রীচরণজ্যোতিঃপ্রবাহের সহিত কি আমার সম্বন্ধ ঘটিবে?

—————

যৎ কোট্যংশমপি স্পৃশেন্ন নিগমো
যন্ন বিদুর্যোগিনঃ
শ্রীশ-ব্রহ্ম শুকার্জ্জুনোদ্ধবমুখাঃ
পশ্যন্তি যন্ন কচিৎ।
অন্যৎ কিং ব্রজবাসিনামপি ন
যদ্দৃশ্যং কদা লোকয়ে
তচ্ছ্রীগোদ্রুমরূপমদ্ভুতমহং
রাধাপদৈকাশ্রয়ঃ॥

—যেন যাঁহার কোটি-অংশের একাংশও স্পর্শ করিতে পারেন না; লক্ষ্মী, শিব, ব্রহ্মা শুকদেব, অর্জ্জুন ও উদ্ধব প্রমুখ ভক্তগণও কখনও যাহা দর্শন করেন নাই, অথবা অন্যের কথা কি, ব্রজবাসিগণেরও যাহা নয়নগোচর হয় নাই, সেই অদ্ভুত গোদ্রুম ধামের স্বরূপ একমাত্র রাধা-চরণ-যুগল আশ্রয় করিয়া কবে আমি দর্শন করিব?

—————

"নমামি তদ্ গোদ্রুমমেব মূর্দ্ধ্না
বদামি তদ্ গোদ্রুমমেব বাচা।
স্মরামি তদ্ গোদ্রুমমেব বুদ্ধ্যা
শ্রীগোদ্রুমাদন্যমহং ন জানে॥"
(শ্রীশ্রীনবদ্বীপশতকম্)

—আমি মস্তক দ্বারা সেই শ্রীগোদ্রুমকেই নমস্কার করি, বাক্য দ্বারাও সেই শ্রীগোদ্রুমেরই কীর্ত্তন করি। শ্রীগোদ্রুম ব্যতীত আমি আর কিছুই জানি না।

নবদ্বীপ পরিক্রমা

—:০:—

তৃতীয় দিবস

আজ আমাদের কীর্ত্তনাখ্য শ্রীগোদ্রুম-দ্বীপ পরিক্রমা। এই দ্বীপটী বর্ত্তমান গাদি-গাছা, বালিচর, মহেশগঞ্জ, তিওরখালি, আমঘাটা, শ্যামনগর, বিরিজ, দেপাড়া, হরিশপুর, সুবর্ণবিহার প্রভৃতি স্থানসমূহে বিস্তৃত। এই দ্বীপের দ্রষ্টব্য স্থান—সুরভিকুঞ্জ, স্বানন্দসুখদকুঞ্জ, সুবর্ণবিহার, হরিহরক্ষেত্র, মহাবারাণসী, দেবপল্লী প্রভৃতি।

—————

সুরভিকুঞ্জ

এই স্থানে সুরভীগাভীর কৃপায় মার্কণ্ডেয় মুনি শ্রীগৌরাঙ্গ-ভজনার্থ উপদেশ লাভ করিয়া শুদ্ধভক্তি লাভ করেন। এই মার্কণ্ডেয় মুনিই কৃষ্ণলীলায় ব্রজে বারিবর্ষণকারী ইন্দ্র ছিলেন। এই সুরভিকুঞ্জে একটি বিস্তৃত অশ্বত্থদ্রুম ছিল। সেই দ্রুমতলে সুরভি অবস্থান করিতেন। তন্নিমিত্ত এই স্থানের নাম গোদ্রুম। শ্রীগোদ্রুমে ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-প্রকটিত সুরভি-কুঞ্জ অদ্যাপি বিরাজিত। শ্রীল প্রভুপাদ গত ৮ই আষাঢ় ২২শে জুন, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অপ্রকট-তিথিতে স্বীয় ভক্তবৃন্দ সহ প্রাতঃ-কালে এইস্থানে শুভবিজয় করিয়া ভজনরীতি কীর্ত্তন করিয়াছেন, এই সংবাদ পাঠকগণ যথাকালে পাইয়াছেন।

—————

স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ

এই শ্রীকুঞ্জ শ্রীল ভক্তিবিনোদঠাকুরের পরম-প্রিয় ভজনস্থলী। এই স্থানে ঠাকুরের সমাধি-মন্দির বিদ্যমান। ঠাকুরের কৃপালব্ধ শ্রীপাদ কৃষ্ণদাস বাবাজী মহাশয়ের সমাধিও শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধির সন্নিকটে অবস্থিত। শ্রীকুঞ্জের দৃশ্য অতীব মনোরম। ইহা পুণ্যতোয়া সরস্বতীর তীরে অবস্থিত। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সুহৃৎ, আমাদের পরম গুরুদেব অবধূতকুলচূড়ামণি শ্রীল গৌরকিশোর দাস গোস্বামী মহারাজের একটী ভজনকুটীরও স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জে বিরাজমান।

কুঞ্জের দ্বারদেশে ক্ষেত্রপাল শিব, মধ্য স্থানে ঠাকুরের ভজন-গৃহ, এক পার্শ্বে তাঁহার সমাধিমন্দির। এই সমাধিমন্দিরে ঠাকুরের শ্রীমূর্ত্তি, শ্রীগৌরগদাধর ও শ্রীরাধাগোবিন্দের নিত্যসেবা বিরাজমানা। ঠাকুরের ভজন-মন্দিরে তাঁহার ভক্তিগ্রন্থাগার সুরক্ষিত।

—————

সুবর্ণবিহার

সুবর্ণবিহার গৌড়দেশের প্রাচীন রাজ-ধানী। ইহা কৃষ্ণনগর-নবদ্বীপঘাট লাইট্ রেলওয়ে আমঘাটা-ষ্টেসনের সন্নিকটবর্ত্তী। এই স্থানটী বৌদ্ধধর্ম্মের বিস্তার-কালে 'সুবর্ণ-বিহার' আখ্যা প্রাপ্ত হয়। সুবর্ণবিহার কিছুকাল পালরাজগণের রাজধানী ছিল। অন্তর্দ্বীপ হইতে পূর্ব্ব-দক্ষিণ-কোণে জলাঙ্গি নদীর অপর পারে সুবর্ণ বিহারের উচ্চভূমি অদ্যাপি দৃষ্ট হয়।

রাজা সুবর্ণ সেন

সত্যযুগে শ্রীসুবর্ণসেন নামে এক বিশেষ প্রতিষ্ঠাশালী নৃপতি বৃদ্ধকাল পর্য্যন্ত এই স্থানে সাম্রাজ্য-সিংহাসন ভোগ করিয়া-ছিলেন। পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত কোন সুকৃতির ফলে তিনি এইস্থানে বৈষ্ণববর নারদের দর্শন পান। মহারাজ সুবর্ণসেন বিষয়ী হইলেও অতিথি, বিশেষতঃ বৈষ্ণবসেবা-পরায়ণ ছিলেন। নারদকে স্বীয় রাজধানীতে পাইয়া পরম আদরের সহিত তাঁহার পূজা করিলেন। বৈষ্ণব-পূজার ফলে বিষ্ণু-কৃপার অধিকারী হওয়া যায়; রাজা সুবর্ণ সেনেরও সেই সৌভাগ্য হইল। তিনি শ্রীনারদের মুখে যে-সকল তত্ত্বোপদেশ শ্রবণ করিলেন, তাহাতে তাঁহার মনে বৈরাগ্যের উদয় হইল। রাজা সুবর্ণ সেন নারদের কৃপায় জানিতে পারিলেন, তাঁহার রাজধানী নবদ্বীপ-মণ্ডলের অন্তর্গত। কলিকালে সপার্ষদ গৌরহরি অবতীর্ণ হইয়া এই স্থানে স্বীয় ঔদার্য্যলীলা প্রকাশ করিবেন। শ্রীনারদমুনি গৌরনামের মাহাত্ম্য বর্ণন করিয়া বীণাযন্ত্রে গৌরনাম কীর্ত্তন করিতে করিতে প্রেমে বিভোর হইলেন; আর বলিতে লাগিলেন,—
"কবে সেই সংযুগসার কলিযুগ আগমন করিবে, যখন গৌরহরি সপার্ষদে অবতীর্ণ হইয়া প্রেমের বন্যায় বিশ্ব প্লাবিত করিবেন? শ্রীনারদ-মুখনিঃসৃত শুদ্ধগৌরনাম কীর্ত্তন শ্রবণ করিয়া রাজা সুবর্ণ সেনের চিত্ত

বাসনার বীজ নির্ম্মূলিত হইল, তিনি প্রেমে 'গৌরাঙ্গ' বলিয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন, তাঁহার হৃদয় দৈন্যভূষণে ভূষিত হইল, ফলে তিনি একদিন নিদ্রা-যোগে দেখিতে পাইলেন, শ্রীশ্রীগৌরগদাধর তাঁহার অঙ্গনে 'হরে-কৃষ্ণ' বলিয়া নৃত্য করিতেছেন আর সকলকে আলিঙ্গন দ্বারা কৃতার্থ করিতেছেন। মহারাজ আরও দেখিতে পাইলেন, উপনিষদুক্ত-রুক্মবর্ণ পুরুষ শ্রীগৌরহরি অনর্পিতচর প্রেমার পসরা লইয়া বিনামূল্যে বিতরণের জন্ম ভ্রমণ করিতেছেন।

দেখিতে দেখিতে নৃপতির নিদ্রা ভঙ্গ হইল; নিদ্রাভঙ্গ হইলে তিনি অতিশয় বিরহকাতর হইয়া 'হা গৌর, হা গৌর' বলিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন, এমন সময়ে দৈববাণী হইল,—'হে মহারাজ! আপনি আশ্বস্ত হউন, গৌরহরি যখন নবদ্বীপমণ্ডলে অবতীর্ণ হইবেন, তখন আপনি বুদ্ধিমন্ত খাঁন নামে পরিচিত হইয়া তাঁহার পার্ষদে গণিত হইবেন এবং তাঁহার শ্রীচরণ-সেবার অধিকার লাভ করিবেন। দৈববাণী শ্রবণ করিয়া মহারাজ আশ্বস্ত হইলেন এবং একান্তভাবে গৌরভজনে মনোনিবেশ করিলেন। আমাদের পরিক্রমার এই সুবর্ণ-বিহার সেই সৌভাগ্যবান্ সুবর্ণ সেনের স্থান।

হরিহর ক্ষেত্র

এই পূতভূমি গণ্ডকী নদীর তীরে অলকানন্দার পূর্ব্বপারে অবস্থিত। এইস্থানে ভগবান্ নিজ প্রিয়তম সখা মহেশ্বরের তত্ত্ব জীবকুলকে জানাইবার জন্য প্রকটিত রহিয়াছেন। যাহারা শ্রীহরকে শ্রীহরির প্রিয়তম বলিয়া জানেন, তাঁহারাই শ্রীহরির শুদ্ধভক্তির অধিকারী।

মহাবারাণসী

মহাবারাণসী অলকানন্দার পশ্চিমে অবস্থিত। এইস্থানে বৈষ্ণববর মহেশ্বর বৈষ্ণবীশক্তি গৌরীসহ বিরাজিত থাকিয়া অনুক্ষণ গৌরকীর্ত্তন করিতেছেন। গৌর-নাম-কীর্ত্তন-পরায়ণ শম্ভুর কৃপায় ভাগ্যবান্ জীব এই স্থানে গৌরনাম সংকীর্ত্তন করিতে করিতে শুদ্ধভক্তি লাভ করেন। তখন লক্ষ বৎসর কাশীতে বাস করিয়া সন্ন্যাস ও জ্ঞানসিদ্ধিবলে মানবের যে মুক্তি লাভ হয় তাঁহা পিশাচীবৎ পরিত্যাজ্য বলিয়া মনে হইবে। এই মহাবারাণসী ক্ষেত্রে শম্ভু নির্য্যাণ সময়ে সকলের কর্ণে গৌরনাম প্রদান করেন।

দেবপল্লী

সাধারণ ভাষায় দেবপল্লী দেপাড়া নামে অভিহিত। সত্যযুগে শ্রীনৃসিংহদেব হিরণ্যকশিপুকে বধ ক'রে প্রহ্লাদকে কৃপা করিয়া এইস্থানে বিশ্রাম করিয়াছিলেন। ব্রহ্মাদি দেবগণ এইস্থানে মন্দাকিনীতটে অবস্থান-পূর্ব্বক টীলার উপরে ভজনস্থলী নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। কালক্রমে এইস্থান হইতে মন্দাকিনী ও ভজনকুটীর সমূহ অন্তর্হিত হইলেও বহু উচ্চটীলা বর্ত্তমান থাকিয়া প্রাচীন ঋষিগণের ভজনস্থলীর স্মৃতি দর্শকগণের হৃদয়ে জাগাইয়া দিতেছে। এখনও দেবপল্লীতে সূর্য্যটীলা, ব্রহ্মটীলা, ইন্দ্রটীলা, প্রভৃতি উচ্চভূমিসমূহ নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। শ্রীনৃসিংহ-কৃপাপাত্র জনৈক ভক্তবর এইস্থানে একটি বৃহৎ মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া শ্রীনৃসিংহ-দেবের সেবা প্রকাশ করিয়াছেন। এই মন্দিরটী এখনও দেবপল্লীতে দৃষ্ট হইয়া থাকে।

বাণীপূজার অধিকারী কে?

[২৯৪ সংখ্যায় প্রকাশিতাংশের পর]

৪৭। আবার আমি যখন গৃহস্থাশ্রমে অবস্থান করি-তখন নিজেকে গৃহস্থ অভিমান করিলেও "মতির্ন কৃষ্ণে পরতঃ স্বতো বা মিথোঽভিপদ্যেত গৃহব্রতানাম্। অদান্ত-গোভির্বিশতাং তমিস্রং পুনঃ পুনশ্চর্ব্বিত-চর্ব্বণানাম্॥" —শ্লোকটী আমার বড় প্রিয়; তাই উক্ত শ্লোকের মূর্ত্তবিগ্রহ হইয়া পড়ি অথচ বাহিরের বেষভূষা ও বচন-চাতুর্য্যে আমি যেন একজন পাকা গৃহস্থ; আমার দেহ-গৃহ-কলত্রাদিতে ও দ্রবিণে আসক্তি যেন কিছুই নাই, আমি সবই যেন শ্রীশ্রীগুরু-পাদপদ্মে সমর্পণ করিয়াছি, এরূপ ভাব প্রকাশ করি। কেবল মুখে বলি—আমি কৃষ্ণদাস; আমার পত্নী কৃষ্ণদাসী, পুত্র কৃষ্ণদাস আমার গৃহের দ্রব্যের মালিক কৃষ্ণ, আমার সংসারটী কৃষ্ণের কিন্তু অন্তরে বেশ টন্‌টনে জ্ঞান আছে যে আমি ভোক্তা, সবই আমার ভোগ্য, আবার আচরণের দ্বারাও আমার কপটতা প্রকাশিত হয়। আমি ভাবি না, যদি পত্নীকে 'কৃষ্ণদাসী' দর্শনই করিতাম তবে তাহাকে আমার ইন্দ্রিয়-তর্পণের যন্ত্র-রূপে ভোগ করিবার জন্য ব্যস্ত হই কেন? এক কৃষ্ণদাস আর এক কৃষ্ণদাসকে ত' কখনও ভোগ্যরূপে দেখেন না বরং পূজ্য-রূপে দর্শন করেন। অতএব আমি গৃহস্থ-বৈষ্ণব এই অভিমান করিলেও আমার আচরণের সহিত—"যস্যাত্মবুদ্ধিঃ কুণপে ত্রিধাতুকে স্বধীঃ কলত্রাদিষু......স এব গোখরঃ" শ্রীমদ্ভাগবতের এই শ্লোকটীর মিল হওয়ায় আমার বর্ত্তমান স্বরূপটী প্রকাশিত হইয়া পড়ে। সময় সময় কিছু সংযত হইয়া—"ঋতোর্ভার্য্যামুপেয়াৎ" এই শ্লোকানুযায়ী আচরণ করিবার চেষ্টা করিলেও ভোক্তা-অভিমান ও ভোগ্য-রূপে দর্শন ছাড়িতে পারি না, এমন কি স্থূলভাবে স্ত্রীসঙ্গ বর্জ্জন করিলেও স্ত্রীতে আসক্তি ও ভোগবুদ্ধি ছাড়িতে পারি না, তখন আলাপ ও দর্শনাদি দ্বারাও ভোগ হইতে থাকে, কারণ তাহার বাহ্যদেহটী বা স্ত্রী-দেহটীই দেখিয়া থাকি, তাহার স্বরূপ-দর্শন বা তাহাকে কৃষ্ণদাসীরূপে, কৃষ্ণকান্তা-রূপে দর্শন করিতে পারি না। এইরূপে স্ত্রী, পুত্র, কন্যা, ধন-সম্পত্তি আত্মীয়-স্বজন প্রভৃতিতে আসক্তচিত্ত হইয়া গৃহস্থের বেষে গৃহব্রত জীবন যাপন করি, প্রকৃত গৃহস্থগণের আদর্শের অনুসরণ করিবার জন্য উৎসাহবিশিষ্ট হই না।

৪৮। "কনকে আসক্তি"—হরি-ভজনের আর একটী বিশেষ অন্তরায়।

"তোমার কনক, ভোগের জনক,
কনকের দ্বারে সেবহ মাধব।"

—ইহা বহুবার কীর্ত্তন করিবার অভিনয় করিলেও উহা আচরণের দ্বারা প্রতিফলিত করি না। আমার সেবাবৃত্তি পরীক্ষার জন্য একদিকে শ্রীশ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণব, আর একদিকে দেহ, গৃহ ও কলত্রাদি বর্ত্তমান। আমার শৃগাল-কুক্কুরের ভক্ষ্য এই দেহের তৃপ্তিবিধানের জন্য, স্ত্রীপুত্র,কন্যা ও স্বজনাদি-রূপ স্বজনাখ্য দস্যুগণের ইন্দ্রিয়তর্পণের জন্য ও—যে-গৃহ এক সেকেণ্ডের ভূকম্পেই সগোষ্ঠীকে জীবন্ত সমাধি দান করে সেই গৃহ-নির্ম্মাণের জন্য অজস্র অর্থ ব্যয় করিতে মুক্তহস্ত, আমি এক মুহূর্ত্তের জন্যও পরিণাম চিন্তা করিবার আবশ্যক বোধ করি না কিন্তু যাঁহাদেরই সর্ব্বস্ব, যাঁহাদের কৃপাতেই সর্ব্বস্ব পাইয়াছি, যাঁহাদের সেবার জন্যই আমার নিকট গচ্ছিত সর্ব্বস্ব, যাঁহাদের পাদপদ্মে সর্ব্বস্ব অর্পণ করিলে পাওয়া যায় নিত্যকালের জন্য নিত্য-সর্ব্বস্ব, সেই শ্রীহরি-গুরু বৈষ্ণবের সেবা সুযোগ উপস্থিত হইলে সেই সর্ব্বস্ব শ্রীল বলি মহারাজের অনুসরণপূর্ব্বক তাঁহাদের শ্রীচরণে সমর্পণ করা দূরে থাকুক, শতাংশের এক অংশ দিতেও যেন প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়, হস্তের মুষ্টি মুক্ত না হইয়া যেন আরও দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ হয়, তখন মনে হয় আমি যদি শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণব-সেবায় কিছু অর্পণ করি তবে আমার সাধের এই দেহের, প্রিয়তমা ভার্য্যার, প্রিয়তম স্বজনগণের (?) ষোল আনা ভোগের ইন্ধন কিছু কমিয়া যাইবে। এইরূপে যত আত্মের চিন্তা ঝটিকাবেগে আসিয়া তাঁহাদের অহৈতুক-কৃপারূপ সেবা-সুযোগ-গ্রহণের পক্ষে বিশেষ অন্তরায় হয়। তাই দেখা যায়, আমার রুচি পরীক্ষার ওজন-দণ্ডটী হরিগুরু বৈষ্ণব-সেবার দিকে বিন্দু-মাত্রও অবনত না হইয়া দেহ, গৃহ, পুত্র-কলত্রাদির দিকেই ষোল আনা ঝুকিয়া পড়ে। চামড়ার দর্শন, চামড়ার প্রীতি, চামড়ায় চামড়ায় 'অহং-মম-বুদ্ধি'রূপ অবিদ্যাই অর্থনীতির এইরূপ অপব্যবহারের কারণ। যদি নিষ্কপটে শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্ম আশ্রয় করিতাম তাহা হইলে আচার্য্য পাদপদ্ম-গোমুখী হইতে নিঃসৃত বাণীগঙ্গা-জলে স্নাত হইয়া দীক্ষা বা দিব্যদর্শন লাভ করিতাম তখন বাহ্য আবরণ চামড়ার দর্শনের পরিবর্ত্তে আত্মদর্শন হইত; তখন পূর্ণ-চৈতন্যের প্রীতিবিধানেরই চেষ্টা হইত, তখন স্বীয় আত্মস্বরূপেই অহংবুদ্ধি এবং কৃষ্ণ ও কার্ষ্ণজনেই মমতাবুদ্ধি হইত সুতরাং হরি-গুরু-বৈষ্ণব-সেবার দিকেই তৌলদণ্ডটী ষোল আনা ঝুঁকিয়া পড়িত; আবার তখন পুত্রকলত্রাদিকেও চামড়ার স্বজন না দেখিয়া কার্ষ্ণরূপেই দর্শন করিতাম, তখন শ্রীমন্মহাপ্রভুর পার্ষদ ও প্রিয় দারিদ্র্য-লীলাভিনয়কারী ভক্ত শ্রীধরের প্রদর্শিত নিম্নলিখিত অর্থনীতির অনুসরণ করিবার জন্য উৎসাহ-বিশিষ্ট হইতাম।

তাহাতে যে কিছু হয় দিবসে উপায়।
তার অর্দ্ধ গঙ্গার নৈবেদ্য লাগি' যায়॥
অর্দ্ধেক সওদায় হয় নিজ প্রাণ রক্ষা।
এই মত হয় বিষ্ণুভক্তির পরীক্ষা॥

ভক্তবর শ্রীধর আমাদিগকে কি শিক্ষা দিলেন, তাহা বিচার করা আবশ্যক। দেখা যায় তিনি অতিশয় দারিদ্র্য লীলাভিনয় করিয়াও যাহা কিছু উপার্জ্জন করিতেন সর্ব্বাগ্রে তাহার অর্দ্ধেক দিয়া গঙ্গাপূজা করিতেন আর বাকী অর্দ্ধাংশ দ্বারা নিজ-প্রাণরক্ষা করিতেন অর্থাৎ স্বীয় সংসার-নির্ব্বাহ বা কৃষ্ণের সংসার নির্ব্বাহ করিতেন। এইরূপে বাহ্যদর্শনে অতিকষ্টে সংসারব্যয় নির্ব্বাহ করিবার অভিনয় করা সত্ত্বেও তিনি উপার্জ্জিত অর্থের অর্দ্ধাংশ দ্বারা গঙ্গাপূজা বন্ধ করেন নাই। কেবল বাহিরে গৃহস্থ ভক্ত, কৃষ্ণভক্ত, কৃষ্ণের সংসার বলিয়া পরিচয় দিলে চলিবে না; তাই তিনি কিরূপে বিষ্ণুভক্তির পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে হইবে, তাহার একটী জলন্ত আদর্শ প্রকট করিয়াছেন। তাঁহার ন্যায় দরিদ্র হইলেও উপার্জ্জিত অর্থের অন্ততঃ অর্দ্ধেক অংশ গঙ্গাপূজার নৈবেদ্য-সংগ্রহের জন্য অর্থাৎ শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্ম-গোমুখী হইতে নিঃসৃত বাণীগঙ্গা-পূজার জন্য বা প্রচার-সেবার জন্য সর্ব্বাগ্রে শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মে অর্পণ করা প্রত্যেক গৃহস্থেরই অবশ্য কর্ত্তব্য, আবার ধনী হইলে আরও অধিক পরিমাণে দেওয়া কর্ত্তব্য নচেৎ বিত্তশাঠ্য দোষ হইবে, বিষ্ণু-ভক্তির পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারিলাম না জানিতে হইবে, যতটা কম দিলাম তত-পরিমাণে আমি গৃহব্রত বা বিষয়াসক্ত বুঝিতে হইবে। বাণী-গঙ্গাপূজার নৈবেদ্যের জন্য অর্দ্ধাংশ শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মে দিয়া বাকী অর্দ্ধাংশ দ্বারা আত্মেন্দ্রিয়-তর্পণ বা স্ত্রী, পুত্র, সজ্জনাদির ইন্দ্রিয়তর্পণ করিলে চলিবে

(অতঃপর ৩য় পৃষ্ঠায় শেষ স্তম্ভে দ্রষ্টব্য)

শুদ্ধভক্তি গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। ভাষ্যসহ বিরাট শ্রীচৈতন্য ভাগবত ৬৲
২। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২৮৲
একাদশ স্কন্ধ হইতে প্রান্তিখণ্ড ১৷৴০
৩। ভাষ্যদ্বয়সহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (৪র্থ সংস্করণ) ৬৲
৪। ভক্তিবিবেককুসুমাঞ্জলি (বাঁধা) ১৲
৫। গৌড়ীয়-গৌরব ১৷৴০
৬। গৌড়ীয়-সাহিত্য ১৷৴০
৭। ভজনরহস্য ৷০
শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৯। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ)
ঐ (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
১০। গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি টীকাসহ)
ঐ (বাঁধা)
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
১১। গীতার কেবল মাধ্ব-ভাষ্য ৷০
১২। যুক্তিমল্লিকা গুণসৌরভঃ সানুবাদ (মাধ্ব) ২৲
১৩। বেদান্তকৌস্তুভসার সানুবাদ রামানুজীয়) ৷০
১৪। জৈবধর্ম্ম ২৲
১৫। শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸
১৬। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১৭। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ৷৷৴০
ঐ (বাঁধা) ৸০
১৮। দ্বীপ-দিগ্‌দর্শন ৶০
১৯। সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ) ১৷৴০
২০। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ৷০
ঐ (আবাঁধা) ১৷৴০
২১ নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
২২। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৶০
২৩। গীতমালা ৷১০
২৪। নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য ৶০
২৫। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶০
২৬ নবদ্বীপ পঞ্জিকা (৪৪৭ গৌরাব্দ) ৶০
২৭। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
২৮। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা-দর্পণ ।০
২৯। শরণাগতি ৴০
৩০। গীতাবলী ৴০
৩১। চিত্রে নবদ্বীপ ১৷০
৩২। সাধনকণ ৴০
৩৩। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৴০
৩৪। নবদ্বীপশতক ৴০
৩৫। অর্থপঞ্চক ৴০
৩৬। সদাচারস্মৃতিঃ ৴০
৩৭। কল্যাণকল্পতরু (৫ম সংস্করণ) ৷১০
৩৮। অর্চ্চনকণ ৷১০
৩৯। সাধককণ্ঠমালা (বাঁধা) ৷০
ঐ (আবাঁধা) ৷৴০
৪০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (প্রথম চারিখণ্ড) ৩৲
৪১। ব্রহ্মসংহিতা ৷০
৪২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৪৩। মণিমঞ্জরী সানুবাদ ৷০
৪৪। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৷০
৪৫। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ৷০
৪৬। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ৷০
৪৭। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
৪৮। গোড়ীয়মঠ কি করেন ? ৴০
৪৯। ঈশোপনিষৎ (বলদেব ও মাধ্ব-ভাষ্য এবং বিবৃতি ও অনুবাদসহ) ৷০
৫০। শ্রীভুবনেশ্বর ৶০
৫১। সিদ্ধান্তদর্পণ ৶০
৫২। সাংখ্যবাণী ৴০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৫৩। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী-দিগ্বিজয়ঃ ৷০
৫৪। সটীক-শিক্ষাদশমূলম্ ৷০
৫৫। তত্ত্ব-সূত্রম্ ৷০
৫৬। সানুবাদ-শিক্ষাষ্টকম্ ৶০
৫৭। গৌড়ীয়মঠস্য পরিচয়ঃ ৴০
৫৮। সারাংশবর্ণনম্ ৶০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৫৯। রায় রামানন্দ ৷০
৬০। নামভজন ৷০
৬১। রিলেটিভ্ ওয়ার্ল্ড্‌স ১৷৴০
৬২। লাইফ্ য়্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ৷০
৬৩। বৈষ্ণবীজম্ ৷০
৬৪। হোয়াট্ গৌড়ীয়মঠ ইজ্ ডুইং ৴০
৬৫। দি ভাগবত ৷০
৬৬। ইরোটিক্ প্রিন্সিপ্‌ল য়্যাণ্ড আনেলয়েড্ ডিভোসন ৷০
৬৭। ব্রহ্ম-সংহিতা ২৷০
৬৮। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (ভলুম ওয়ান) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৬৯। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ৷০
৭০। সাধন পথ ৷০
৭১। কল্যাণ-কল্পতরু ৷১০
৭২। গীতাবলী ৴০
৭৩। শরণাগতি ৴০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৭৪। শরণাগতি

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ প্রাপ্তির স্থান

১। শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম-মায়াপুর, নদীয়া
২। শ্রীযোগপীঠ ঐ
৩। শ্রীবাস অঙ্গন ঐ
৪। অদ্বৈত-ভবন ঐ
৫। কাজীর সমাধি-পাট ঐ
৬। স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ, নদীয়া।
৭। শ্রীভাগবত আসন কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
৮। শ্রী একায়ন মঠ গোবিন্দপুর, হাঁসখালী।
৯। দ্বাদশগোপাল পাট—পোঃ চাকদহ,
১০। শ্রীগৌর-গদাধরমঠ—চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড়, বর্দ্ধমান
১১। শ্রীমোদদ্রুমছত্র মাউগাছি, বর্দ্ধমান
১২। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম, আমলাযোড়া, পোঃ রাজবাধ বর্দ্ধমান
১৩। শ্রীগৌড়ীয়মঠ বাগবাজার, কলিকাতা
১৪। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাজু, হাওড়া,
১৫। শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয়মঠ, ৯০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা
১৬। শ্রীগোপালজী মঠ কমলাপুর, ঢাকা।
১৭। শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ পোঃ বালিয়াটী,
১৮। শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয়মঠ ময়মনসিংহ।
১৯। শ্রী ভাগবতজনানন্দ মঠ চিরুলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর
২০। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম গোয়ালপাড়া, আসাম
২১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ রায়াপেট্টা, মাদ্রাজ।
২২। শ্রীরামানন্দগৌড়ীয় মঠ কব্বুর, জিঃ পশ্চিম গোদাবরী
২৩। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ উড়িয়াবাজার, কটক।
২৪। শ্রীত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয় মঠ ভুবনেশ্বর।
২৫। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ স্বর্গদ্বার, পুরী।
২৬। শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ আলালনাথ পোঃ ব্রহ্মগিরি, পুরী।
২৭। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ ডুমুরকুণ্ডা, পোঃ চিরকুণ্ডা, মানভূম।
২৮। শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ—৪২ নং ফরিদপুরা, আনন্দভবন, বারাণসী।
২৯। শ্রীরূপগৌড়ীয় মঠ—এলাহাবাদ।
৩০। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ পুরাণবাজার, সরকার ঠাকুরের কুঞ্জ, বৃন্দাবন
৩১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, নিউদিল্লী
৩২। শ্রীপরমহংসমঠ—নৈমিষারণ্য,
৩৩। শ্রীসারস্বত গৌড়ীয় মঠ—হরিদ্বার।
৩৪। শ্রীব্যাসগৌড়ীয়মঠ—কুরুক্ষেত্র, পঞ্জাব
৩৫। শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাবুলনাথ রোড, পোঃ গ্র্যাণ্ট রোড, বোম্বে।
৩৬। লণ্ডন গৌড়ীয়মঠ, ৩নং গ্লষ্টার হাউস, কর্ণওয়াল গার্ডেন্স, (S. W. 7) লণ্ডন।
৩৭। অমর্ষি গৌড়ীয়মঠ—মেদিনীপুর
৩৮। সরভোগ গৌড়ীয় মঠ—সরভোগ, কামরূপ, আসাম
৩৯। শ্রীগৌড়ীয়মঠ—১০০ নং মিঠাপুর পাটনা।

শুদ্ধভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী মাসিক। শ্রীধাম-মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৷০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দি ভাষায় একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি হৃদয় বন মহারাজ সম্পাদিত ও নৈমিষারণ্য শ্রীপরমহংস মঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ১৷০ দেড় টাকা মাত্র।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ দেড় টাকা মাত্র।

৫। কীর্ত্তন—মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ নিমানন্দ সেবাতীর্থ বি-এজি, বি-টি, সম্পাদিত। আসাম গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম হইতে প্রকাশিত আসামী ভাষায় মাসিক। ভিক্ষা সডাক ১৷০ দেড় টাকা মাত্র

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ প্রণীত সমগ্র গ্রন্থ

গ্রন্থের মূল বোল্ড অক্ষরে এবং তন্নিম্নে বর্ত্তমান যুগে শুদ্ধভক্তিপ্রচারের মূল মহাপুরুষ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অমৃতপ্রবাহভাষ্য ও প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের অনুভাষ্য সন্নিবেশিত হইয়াছে। অতি সুন্দর ছাপা। ডবল ক্রাউন আটপেজি আকারে ১০৯৬ পৃষ্ঠায় কেবল মূল ও ভাষ্য সম্পূর্ণ হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত ২১৮ পৃষ্ঠায় কেবল শ্লোকসূচী, পদ্যসূচী, স্থানসূচী, পাত্রসূচী, বিষয়-সূচী, শব্দসূচী প্রভৃতি বিস্তৃত সূচী-পত্র। সভাষ্য শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের এরূপ উৎকৃষ্ট ও অমূল্য বিরাট সংস্করণ জগতের কোথাও আজ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই, ইহা নিরপেক্ষ পাঠকমাত্রেই একবাক্যে স্বীকার করিয়া থাকেন। সর্ব্বসাধারণের সুবিধার জন্য ভিক্ষা ১২৲ বারটাকা স্থলে—৬৲ ছয়টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীচৈতন্যমঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

বিশ্ব-বিশ্রুত শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত

শ্রীচৈতন্য ভাগবত

বিরাট্ দ্বিতীয় সংস্করণ

গৌড়ীয়াচার্য্যভাস্কর প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ কর্ত্তৃক গৌড়ীয়ভাষ্য ও বিবৃতিসহ প্রকাশিত। সংস্কৃত শ্লোক সমূহের অন্বয়, অনুবাদ ও ব্যাখ্যা সন্নিবেশিত। প্রতি অধ্যায়ের কথাসার, অধ্যায়-সূচী, শ্লোক-সূচী, পয়ার-সূচী, স্থান-সূচী, পাত্র-সূচী, ও গ্রন্থকার শ্রীল বৃন্দাবন দাস গোস্বামীর জীবনী প্রভৃতি মহামূল্য-রত্নে অলঙ্কৃত।

ভিক্ষা—সর্ব্বসাধারণের সুবিধার জন্য বর্ত্তমানে ১২৲ স্থলে মাত্র ৬৲ ছয়টাকা নির্দ্ধারিত হইয়াছে।

প্রাপ্তিস্থান—

১। শ্রীচৈতন্যমঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
২। শ্রীগৌড়ীয় মঠ পোঃ বাগবাজার কলিকাতা,

কালেক্টর সাহেবের পত্র

কালেক্টর সাহেবের কুঠি,
কৃষ্ণনগর,
২৩শে জানুয়ারী, ১৯৩৪।

মহাশয়,

সম্প্রতি প্রচণ্ড ভূমিকম্পে আমাদের দেশবাসীর যেরূপ ক্ষতি হইয়াছে সে সংবাদ সকলে অবগত আছেন। দুঃস্থ ব্যক্তিগণের সাহায্যার্থে মহামান্য বড়লাট সাহেব আপনাদের নিকট যে আবেদন করিয়াছেন তাহার অনুবাদ নিম্নে প্রদত্ত হইল। ঐ আবেদন যতদূর সম্ভব সর্বসাধারণের নিকট প্রচার করিবেন।

এই মহদুদ্দেশ্যে যিনি যেরূপ সাহায্য করিবেন তাহাই সাদরে গৃহীত হইবে। যদি সাহায্যের পরিমাণ অল্প বিধায় কেহ উহা নয়া দিল্লীতে পাঠাইতে কুণ্ঠিত হন তাহা হইলে তিনি উহা নিঃসঙ্কোচে আমার নিকট পাঠাইতে পারেন।

এইচ, দে স্
ম্যাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর, নদীয়া।
২৩, ১, ৩৪.

মহামান্য বড়লাট বাহাদুরের টেলিগ্রামের সংক্ষিপ্ত অনুবাদ।

—:*:—

'গত সোমবার ১৫ই জানুয়ারী অপরাহ্নে প্রচণ্ড ভূ-কম্পনের ফলে মুহূর্ত্ত-মধ্যে বহুসংখ্যক দেশবাসীর উপর বিশেষতঃ বিহার ও উড়িষ্যা প্রদেশে সম্প্রতি যে ভীষণ বিপৎপাত হইয়াছে তাহার প্রকৃত বিবরণ অদ্যাবধি পাওয়া যায় নাই। ইহা বলিলে অবশ্য অত্যুক্তি হয় না যে, উহাতে আতঙ্কজনক প্রাণহানি, অসংখ্য গৃহ ভূমিসাৎ এবং বিস্তীর্ণ ভূ-খণ্ডের বহু সম্পত্তি ও দ্রব্যাদি বিধ্বস্ত ও লুপ্তপ্রায় হইয়াছে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, এই ভীষণ দুর্দ্দিনে এতদ্দেশীয় সকল শ্রেণীর অধিবাসিবৃন্দের সহানুভূতির ধারা দুঃস্থ ও বিপন্ন জনগণের প্রতি বর্ষিত হইবে ও তাহাদের দুঃখ বিমোচনের সকল প্রচেষ্টা সর্বসাধারণে সত্বর গ্রহণ করিবেন। এতদুদ্দেশ্যে আমি "ভাইসরয়ের ভূমিকম্প ভাণ্ডার" নামে একটী অর্থ-ভাণ্ডার প্রতিষ্ঠিত করিতে মনস্থ করিয়াছি। সমস্ত সাহায্য ভাইসরয়ের প্রাইভেট সেক্রেটারীর নিকট (ভাইসরয়ের প্রাসাদ—নয়া দিল্লী) বরাবর প্রেরিত হইবে ও প্রত্যেক সাহায্য "উইলিংডন" স্বাক্ষরিত হইয়া স্বীকৃত হইবে।"

সুবর্ণ সুযোগ। সুবর্ণ সুযোগ।।

সরস্বতী জয়শ্রী

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের জীবনচরিত

আগামী শ্রীশ্রীব্যাসপূজা-বাসরে শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণবসম্প্রদায়ৈক-সংরক্ষক ও শ্রীগৌড়ীয়মঠের মূল মহাপুরুষ প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের ভুবনমঙ্গল জীবনচরিত—"সরস্বতী-জয়শ্রী" প্রকাশিত হইবেন। এই গ্রন্থরত্নে বিবিধ চিত্র,মানচিত্র ও হস্তাক্ষর-সম্বলিত পরমার্থশিক্ষা-প্রদ বিষয় সন্নিবেশিত থাকিবে। গ্রন্থের কলেবর রয়্যাল আটপেজী সাইজের ন্যূনাধিক পাঁচশত পৃষ্ঠা হইবে। নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক মাত্র ছাপা হইতেছে, সুতরাং অতি সত্বর নিম্ন ঠিকানায় গ্রাহক-শ্রেণীভুক্ত হউন।

কার্য্যাধ্যক্ষ, গ্রন্থ-বিভাগ,
শ্রীগৌড়ীয়মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা

রেলওয়ে সময়

ই, বি, আর দিয়া শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইবার ট্রেণ তালিকা

কলিকাতা	ছাঃ	০—৬,	৭—১৬,	১৪—১৪	১৬—৫৬,	২২—২৬
রাণাঘাট	ছাঃ	৫—৫০,	৯—৪৬,	১৬—৪৮,	১৮—৩৯,	০—৩২
কৃষ্ণনগরসিটি	পৌঃ	৬—২৮,	১০—২১	১৭—২৮	১৯—১৫	১—১৪
গাড়ী বদল	ছাঃ	৬—৪৫,	১০—৪৪,	১৩—২২,	১৭—৩৮,	২০—১৬
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৭—২৪,	১১—২১,	১৪—০,	১৮—১,	২০—৪৭
নবদ্বীপঘাট	পৌঃ	৭—৩৩,	১১—৩০,	১৪—৯,	১৮—১৬,	২০—৫৫

মহেশগঞ্জ ষ্টেশন হইতেও শ্রীধাম-মায়াপুরে যাওয়া যায়।

ই, বি, আর, দিয়া শ্রীধাম-মায়াপুর যাইবার ট্রেণ-তালিকা

হাওড়া	ছাঃ	৬—৪৬	১২—৪৬	১৭—৪৬	১৮—৩৬
ব্যাণ্ডেল	ছাঃ	৮—২৩	১৪—১১	১৮—৪৭	১৯—৪৩
নবদ্বীপ	পৌঃ	১০—২২	১৬—১৪	২০—৪৬	২১—৩৭

সহর নবদ্বীপ হইতে গঙ্গা পার হইয়া পূর্ব্বপারে প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইতে হইবে।

কৃষ্ণনগর নবদ্বীপঘাট রেলওয়ে সময়

কৃষ্ণনগর হইতে নবদ্বীপঘাট

কৃষ্ণনগর সিটি—	৬-৪৫	১০-৪৪	১৩-২২	১৭-৩৮	২০-১৬
কৃষ্ণনগর রোড—	৬-৫৬	১০-৫৫	১৩-৩৩	১৭-৪৭	২০-২৫
আমঘাটা—	৭-১৫	১১-১৩	১৩-৫১	১৮-৩	২০-৪১
মহেশগঞ্জ—	৭-২৪	১১-২১	১৪-০	১৮-৯	২০-৪৭
নবদ্বীপঘাট—	৭-৩৩	১১-৩০	১৪-৯	১৮-১৬	২০-৫৫

বিশেষ দ্রষ্টব্য—নবদ্বীপঘাট ষ্টেশন অপেক্ষা মহেশগঞ্জ ষ্টেশন হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরের দূরত্ব অনেক কম। শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে যাহাদিগকে রাণাঘাটে ট্রেণ বদল করিতে হয়, তাঁহারা রাণাঘাটে প্রাতঃ ৫-৫০, ৮-১৪, ৯-৪৬, ১৬-৪৮, ১৮-৩৯ এবং ০-৩২ মিনিটের সময় গাড়ী পাইবেন।

শান্তিপুর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে শান্তিপুর ষ্টেশনে ৫-৪০, ৯-২৯, ১২-২৫, ১৬-৪ এবং ১৮-৪১ মিনিটের সময় ট্রেণ পাওয়া যায়।

নবদ্বীপঘাট হইতে কৃষ্ণনগর

নবদ্বীপ ঘাট—	৫-৩৫	৯-২৫	১২-১০	১৫-৩৪	১৮-৪৫
মহেশগঞ্জ—	৫-৪৩	৯-৩০	১২-১৯	১৫-৪১	১৮-৫৬
আমঘাটা—	৫-৪৯	৯-৩৯	১২-২৬	১৫-৪৮	১৯-৫
কৃষ্ণনগর রোড—	৬-৫	৯-৫৫	১২-৪৩	১৬-৪	১৯-২৪
কৃষ্ণনগর সিটি—	৬-১৩	১০-৩	১২-৫১	১৬-১২	১৯-৩৫

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস হইতে—ডাঃ কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম ভক্তিশাস্ত্রী এল, এম, এফ, কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

অফিসের ঠিকানা— 'শ্রীধাম' নবদ্বীপ
ডাকের ঠিকানা—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

দৈনিক

REG. C1544

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩৷৹
সিকি কলম ২
চুক্তির হার
স্বতন্ত্র।

নদীয়া-প্রকাশ

THE
NADIA-PRAKASH

সাহায্যের হার
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষান্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸৹
মাসিক ১৲
নগদ বর্ত্তমান
সংখ্যা ৵৫

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল-প্রচার- নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৮ম খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বেদান্তবাচস্পতি [২৯৬শ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম, মায়াপুর— ১০ই ফাল্গুন বৃহস্পতিবার ১৩৪০, ২২শে ফেব্রুয়ারী ১৯৩৪

বিবিধ সংবাদ

—::o::—

দ্বারভাঙ্গায় আবার কম্প

দ্বারভাঙ্গা হইতে প্রকাশ, গত ১৪ই ফেব্রুয়ারী বেলা ৩ ঘটিকার সময় লাহেরিয়া সরাইয়ে পুনরায় প্রবল কম্পন অনুভূত হয় এবং কয়েক সেকেণ্ড ধরিয়া শব্দও শুনিতে পাওয়া যায়। আতঙ্কে জনসাধারণ বাড়ীর দিকে ধাবিত হওয়ায় যে হট্টগোলের সৃষ্টি হয়, তাহাতে অনেকে গুরুতরভাবে জখম হয়। উকীল শ্রীযুত বামধারী প্রসাদকে অজ্ঞান অবস্থায় হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হইয়াছে।

দ্বারভাঙ্গায় প্রবল বারি

গত ১৫ই ফেব্রুয়ারী প্রত্যুষে সাড়ে ৪টা হইতে ৬টা পর্য্যন্ত প্রবল বারিপাত হয় এবং মেঘ গর্জ্জন হইতে থাকে। তার পরেও গুড়ি গুড়ি বৃষ্টি হয়। গৃহহীন লোকজনের দুরবস্থা বর্ণনাতীত।

গয়ায় অলৌকিক ব্যাপার

গয়া হইতে প্রকাশ, গত ১৪ই ফেব্রুয়ারী সকাল হইতে গয়ার ইতিহাস প্রসিদ্ধ বিষ্ণুপাদপদ্মের মন্দিরের সন্নিকটস্থ পুষ্করিণী সূর্য্য কুণ্ডের জলে এক অদ্ভুতপূর্ব্ব ঘটনা ঘটিয়াছে। উক্ত পুষ্করিণীর বদ্ধ জল সবুজাভ ছিল। সেজন্য উহা মুখে দেওয়া যাইত না। উহা হইতে অত্যন্ত দুর্গন্ধ ছাড়িত। কিন্তু দেখা যায় যে, উক্ত জল স্বচ্ছ ও সুপেয় হইয়াছে এবং উহার পরিমাণও বৃদ্ধি পাইয়াছে। এই অলৌকিক ব্যাপার দেখিবার জন্য বহু লোক তথায় আসিয়া সমবেত হন। সূর্য্যকুণ্ড হিন্দুর অতি পবিত্র জলাশয়। ঐখানে শ্রাদ্ধাদি সম্পন্ন হয়। এ অলৌকিক ব্যাপারে সহরে সাড়া পড়িয়া গিয়াছে।

কেরোসিনে আত্মহত্যা

প্রকাশ, চণ্ডীতলা থানার বেগমপুরে সুফল দত্তের পত্নী সম্প্রতি আত্মহত্যা করিয়াছে। প্রকাশ, তাহার উপর অত্যন্ত অত্যাচার করা হইত বলিয়া সে তাহার পরিহিত বস্ত্রাদি কেরোসিনে সিক্ত করে ও তাহাতে আগুন লাগাইয়া দেয়। তাহার ফলে সে মারা যায়।

আত্মহত্যার চেষ্টা

কাশীপুরের আশুতোষ হালদারকে এত মধ্যে শিয়ালদহের পুলিশ ম্যাজিষ্ট্রেটের এজলাসে অভিযুক্ত করা হইয়াছিল যে সে আত্মহত্যা করিতে চেষ্টা করিয়াছিল। ম্যাজিষ্ট্রেট তাহাকে এক বৎসরের জন্য জামীন মুচলিকা আবদ্ধ করিয়াছেন। প্রকাশ, ৩১শে জানুয়ারী বিষাক্ত ঔষধের সাহায্যে আসামী আত্মহত্যার চেষ্টা করিয়াছিল।

কাকা কালেলকর গ্রেপ্তার

আহম্মদাবাদ হইতে প্রকাশ, গত ১৬ই ফেব্রুয়ারী অপরাহ্নে কাকা কালেলকরের উপর ২৪ ঘণ্টার মধ্যে আহম্মদাবাদ জেলা পরিত্যাগ করিয়া যাইবার নোটীশ জারী হয়। উক্ত নোটীশের আদেশ অমান্য করার অভিযোগে অপরাহ্নে তাঁহাকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে তাঁহাকে ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট হাজির করা হইবে এবং বোম্বায়ের বিশেষ সঙ্কটশক্তি আইনের ১৪ ধারানুসারে তাঁহাকে অভিযুক্ত করা হইবে।

গ্রেপ্তার

আগরতলা হইতে প্রকাশ, নৃপেন্দ্রকুমার রাজকুমার নামে এক মণিপুরী যুবক গ্রেপ্তার হইয়াছে। রাজ্যের কর্ম্মচারী বলিয়া মিথ্যা পরিচয় দিয়া বীরমঙ্গল মহকুমার কতিপয় গ্রামের সর্দ্দারগণকে কয়েক শত টাকা প্রতারণা করিয়া লইবার অভিযোগে তাহাকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

গ্রেপ্তার

চট্টগ্রাম হইতে এক সংবাদে প্রকাশ, সৌভাগ্যর মণীন্দ্রলাল বিশ্বাস এবং ডোমসার [illegible] সত্যহরি দাস, গ্রেপ্তার হইয়াছে। এই চট্টগ্রামবাসী যুবকদ্বয় রেঙ্গুণ যাইতেছিলেন। তাঁহাদের নিকট রেঙ্গুণ যাইবার টিকিটও ছিল। আকিয়াবে 'চণ্ডিকা' জাহাজ হইতে তাঁহাদিগকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

দাঙ্গা ও নরহত্যার অভিযোগ

ত্রিপুরার দায়রা বিচারক মিঃ এইচ, ডি, বেঞ্জামিন জুরীর সহিত একমত হইতে না পারিয়া দাঙ্গা ও নরহত্যার অভিযোগে অভিযুক্ত মতাবৎ আলী ও অপর ৭ ব্যক্তির দণ্ডের জন্য হাইকোর্টে মামলা প্রেরণ করেন। জুরী আসামীদিগকে নির্দ্দোষ বলিয়া মত প্রকাশ করেন হাইকোর্টের বিচারপতি মুখোপাধ্যায়, বিচারপতি এস, কে, ঘোষ এবং বিচারপতি পেটার্শন জুরীর অভিমত গ্রাহ্য করিয়া আসামীদের মুক্তির আদেশ প্রদান করেন।

পাটনা অভিমুখে ডাঃ মুঞ্জে

নাগপুর হইতে প্রকাশ ডাঃ বি, এস, মুঞ্জে পাটনা রওনা হইয়া গিয়াছেন। তিনি উত্তর বিহারের ও মুঙ্গেরের ভূমিকম্প বিধ্বস্ত অঞ্চল পরিদর্শন করিবেন।

তরী নিমজ্জিত

মস্কো হইতে প্রকাশ, সোভিয়েট রাজ্যের একখানি বরফ-ভাঙ্গা বিরাট তরী বরফের ধাক্কায় ফাটিয়া, ফাঁসিয়া, ডুবিয়া গিয়াছে।

একজন লোক ডুবিয়া গিয়াছে, অবশিষ্ট সাঁতার দিয়া তীরে উঠিয়াছে। তরীখানিতে কতকগুলি জিনিষপত্র ছিল, তাহাদিগের সন্ধান নাই।

বুকে ছুরি বসানের অভিযোগ

পলতা জেলখানার আর, জি, কর ১জন দারোয়ানের বুকে ছুরি বসাইয়া দিয়াছে বলিয়া শিয়ালদহের পুলিশ ম্যাজিষ্ট্রেটের এজলাসে অভিযুক্ত হইয়াছে। তাহাকে গ্রেপ্তার করিবার জন্য ১৬ই ফেব্রুয়ারী ম্যাজিষ্ট্রেট গ্রেপ্তারী পরোয়ানা বাহির করিবার হুকুম দিয়াছেন।

আলোয়ারের মহারাজ

বারাণসী হইতে প্রকাশ, আলোয়ারের মহারাজ এখানে কাশী নরেশের আতিথ্য গ্রহণ করিয়া নাদেশ্বর ভবনে অবস্থান করিতেছেন। সম্ভবতঃ আলোয়ারের রাজা সত্বর অযোধ্যা রওনা হইবেন।

ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

১০ই ফাল্গুন বৃহস্পতিবার, ১৩৪০

গত ১৯শে ফেব্রুয়ারী অপরাহ্ণে বরোদার গায়কবাড় কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের সুবিশাল গ্রন্থাগারের দ্বারোদ্ঘাটন করিয়াছেন। তাঁহারই নামানুসারে এই গ্রন্থাগারের নাম হইল, 'মহারাজ স্যার গায়কবাড় লাইব্রেরী।' ভারতের এই প্রাচীনতম মিত্র রাজ্যের ন্যায় বিজ্ঞ, বিদ্যোৎসাহী, সুশিক্ষিত নরপতি সমগ্র ভারতে অতি অল্পই দৃষ্ট হয়। ইতোমধ্যেই এই গ্রন্থাগারের জন্য ৮০ হাজার গ্রন্থ সংগৃহীত হইয়াছে, এবং দুই লক্ষ টাকা চাঁদা তুলিয়া এই ভবন নির্ম্মিত হইয়াছে। ৯০ ফিট প্রশস্ত বৃত্তাকার হলঘরে পাঁচশত ছাত্র একত্রে উপবেশন করিতে পারিবে। গ্রন্থাগারটী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের গৌরব স্তম্ভরূপে বিরাজিত থাকিবে, সন্দেহ নাই

সমগ্র ভারতে বাঙ্গালীই সর্ব্বপ্রথম সিভিল সার্ভিসে, প্রবেশের পথ-প্রদর্শক। স্বর্গীয় সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর সিভিল সার্ভিসে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে অন্য কোন ভারতবাসী এই পথে গমন করেন নাই। স্বর্গীয় রমেশচন্দ্র দত্ত, বিহারীলাল গুপ্ত, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি কিছু পরে সিভিলিয়ান হইয়াছিলেন। কিন্তু এবার সিভিল সার্ভিসে নব প্রবিষ্ট যুবকগণের নামের তালিকা দেখিয়া আমরা আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম। বাঙ্গালার মিঃ এস, এন, মিত্র ভিন্ন অন্য কোন বাঙ্গালীর নাম নাই; অথচ পাঞ্জাব প্রমুখ প্রদেশে নূতন সিভিলিয়ান এবার অনেকেই হইয়াছেন। বাঙ্গালীর প্রতিভা-জ্যোতিঃ কি ক্রমশঃ ম্লান হইতেছে?

পণ্ডিত জহরলাল নেহরু সেদিন কলিকাতা চীফ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট কর্ত্তৃক দুই বৎসর বিনাশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন। পণ্ডিতজী কলিকাতায় আসিয়া গত জানুয়ারী মাসে যে তিনটি বক্তৃতা করিয়াছিলেন, তাহাতে রাজদ্রোহ-সূচক উক্তি আবিষ্কৃত হওয়াতেই তাঁহার এই দণ্ড। বক্তৃতা প্রদানের পর এত দিনই যখন চলিয়া যাইতে পারিল, তখন তিনি ভূমিকম্প বিধ্বস্ত বিহারের কল্যাণের জন্য যখন নানাভাবে চেষ্টা করিতেছিলেন, তাঁহার প্রতি দণ্ড এই কার্য্যশেষে প্রদান করিলে বিহারবাসী জনসাধারণ হয়ত সন্তুষ্ট হইত।

বিচিত্রা

ডেনমার্কের রাজধানী কোপেনহাগেন। কোপেনহাগেনে প্রায় সাত লক্ষ লোকের বাস। সাত লক্ষ লোকের মধ্যে পাঁচ লক্ষ বাইসিকল আছে। এ দেশ বাইসিকলের দেশ।

বাইসিকলগুলা ফ্রী-হুইল নয়—পুরানো প্যাটার্ণের। সকালে ৮|৮৫ মিনিটে পথে দাঁড়াও, দেখিবে বাইসিকলের প্রসেশান চলিয়াছে! চ কুরে-নর-নারী, ছাত্র ছাত্রী—ব্যবসায়ী—সকলে চলিয়াছে বাইসিকলে চড়িয়া।

তাই বলিয়া সেখানে অন্য গাড়ী কি নাই? আছে। ভাড়াটিয়া গাড়ীর সংখ্যা খুব অল্প।

বিলাতে এক মহিলার টেরিয়ার কুকুর পাইপে ধূমপান করিতে পারে; মাউথ অর্গান বাজাইলে বেশ সুরে নাচে, গান করে,—কাঠের টুকরা সাজাইয়া নিজের নাম লিখিতে পারে এবং তাসের প্যাক হইতে টেক্কাগুলি বাছিয়া বাহির করিয়া দিতে পারে।

হঙ্‌কঙে এক কিশোরীকে বানরে কামড়াইয়া ছিল এজন্য কোর্ট হইতে তাকে বেশ মোটা রকম ডামিজ' দেওয়া হইয়াছে। এ 'ডামিজ' তার কামড়ের জখমের জন্য নয়। বানরে কামড়ানোর দরুণ রাত্রে সে বিভীষিকাময় স্বপ্ন দেখে—ডামিজ সেই স্বপ্ন দেখার জন্য।

বিলাতের পিকাডিলি সার্কাশে গাড়ী ঘোড়ার ভিড় খুব বেশী। এ জন্য পথ নির্দ্দেশাদির জন্য যে পুলিস পাহারার বন্দোবস্ত আছে, তাহাতে বৎসরে ব্যয় হয় দশ হাজার পাউণ্ড।

লণ্ডনের চিড়িয়াখানায় এক অষ্ট্রীচ (উট পক্ষী) সম্প্রতি মারা গিয়াছে। তাহার দেহ ব্যবচ্ছেদ করিয়া শরীর-মধ্য হইতে পাওয়া গিয়াছে, তিনটি দস্তানা, দুখানি রুমাল, একখানি চিরুণী, একটি টায়ার, তালুভ, ফিল্মের কিয়দংশ, একটি পেন্সিল, একটী চাবি, নেকলেশের ছিন্ন অংশ, দুটা কলারের বোতাম, তিনটী পেনি ও বেলজিয়ামের একটী মুদ্রা।

বিলাতে সম্প্রতি একটী রেলোয়ে এঞ্জিন মেরামত হইয়া লাইনে আসে। টোকার এঞ্জিনে কয়লা দিয়া সে কয়লায় অগ্নি সংযোগ করিবার কালে শুনিল, বিড়ালের আওয়াজ। আগুন নিবাইয়া কয়লার রাশি ঘাটিয়া সে দেখে, এক কোণে খানিকটা গরম ছাইয়ের পাশে বসিয়া মিউ মিউ করিতেছে এক মার্জ্জারী—তার পাশে পড়িয়া আছে দুটি সদ্যোজাত বিড়াল শাবক!

গ্রেপ্তার ও খানাতল্লাস

রাজসাহী হইতে প্রকাশ, সরিওলের পরলোকগত কবিরাজ ক্ষিতিশ ভট্টাচার্য্যের পুত্র কালুকে সম্প্রতি গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। প্রকাশ, পুলিস তাহার বাড়ীতেও খানাতল্লাস করিয়াছে। কিন্তু আপত্তিজনক কিছুই পাওয়া যায় নাই। কি জন্য যে তাহাকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে তাহা জানিতে পারা যায় নাই।

সশস্ত্র ডাকাতদলের সাজা

লাহোর হইতে প্রকাশ, ডাকাতি ও নরহত্যার অভিযোগের বিচারে লায়ালপুরের সেসন জজ আসামী কৃপান সিং ও মহম্মদ ও ভাগ সিংএর প্রাণদণ্ডের আদেশ দেন। লাহোর হাইকোর্টের বিচারপতি টেকচাঁদ, বিচারপতি আগা হায়দার প্রথম তিনজন আসামীর প্রাণদণ্ডাজ্ঞা সমর্থন করিয়াছেন এবং চতুর্থ আসামীকে খালাস দিয়াছেন।

মামলার বিবরণে প্রকাশ যে, কৃপান সিং ও অপর ৫ জন বন্দুক, পিস্তল প্রভৃতি লইয়া লায়ালপুর জেলার খাটাল গ্রামের জনৈক রজকের বাড়ী গিয়া পড়ে। সোরগোল শুনিয়া প্রতিবেশীরা তাহার বাড়ীর দিকে অগ্রসর হয়। দস্যুদিগের একজন ছাদ হইতে জনতাকে লক্ষ্য করিয়া গুলী ছুড়ে ফলে দুইজনের মৃত্যু হয়। এক সপ্তাহের মধ্যে এই দস্যুদল গ্রেপ্তার হয়। ইহাদের এক জন সরকারী সাক্ষী হয়। অপর একজনকে সেসন জজ খালাস দিয়াছিলেন।

ডাকাতে পুলিসে সঙ্ঘর্ষ

আগরতলা হইতে প্রকাশ, এই স্থান হইতে পাঁচ মাইল দূরবর্ত্তী সাতপাড়ায় এক সশস্ত্র ডাকাত দলের সাত জনকে পুলিস তৎপরতার সহিত গ্রেপ্তার করিয়াছে বলিয়া প্রকাশ। উহাদিগকে সন্ত্রস্ত করিবার জন্য পুলিসকে কয়েকটী গুলী করিতে হয় বলিয়া প্রকাশ। উহাদিগের নিকট হইতে লাঠি টর্চ্চ, কুঠার ও একটী বন্দুক পাওয়া গিয়াছে।

ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, সংবাদ পাইয়া পুলিস স্থানীয় কতিপয় লোকের সহিত মঙ্গলবার দিবস রাত্রিতে উক্ত ডাকাত দলের গতি পথিমধ্যে রোধ করিতে অগ্রসর হয়। ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইলে পুলিস উহাদিগকে গ্রেপ্তার করিলে দস্যুগণ ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়ে ও নিকটে এক গোয়াল ঘরে গিয়া আশ্রয় লয়। কিন্তু পুলিস উক্ত বাড়ীটী ঘেরাও করে। তখন উভয় পক্ষে সঙ্ঘর্ষ উপস্থিত হয়। ফলে, একজন কনষ্টেবল আহত হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ। শেষ পর্য্যন্ত পুলিস সাত জন ডাকাতকে গ্রেপ্তার করে।

আমেদাবাদে সশস্ত্র ডাকাতি

আমেদাবাদ হইতে প্রকাশ, আমেদাবাদের নিকটে লাম্ভা গ্রামে এক সশস্ত্র ডাকাতির ফলে ২ জন পুরুষ ও একজন রমণী আহত হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ। ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, গভীর রাত্রিতে একদল ডাকাত গ্রামে প্রবেশ করিয়া দুইজন প্রধান গ্রামবাসীর গৃহ চড়াও করে। বাড়ীর লোকজন বাধা প্রদান করিলে ডাকাতগণ তাহাদের উপর গুলী চালায়। তাহাতে ২ জন পুরুষ ও একজন রমণী আহত হইয়াছে। কোটের সহকারী পুলিস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট গ্রামে গিয়াছেন এবং আহত ব্যক্তিগণকে হাসপাতালে প্রেরণ করিয়াছেন।

তহবিল তছরুপ অভিযোগ

মুন্সীগঞ্জ হইতে প্রকাশ যে, টঙ্গিবাড়ী থানার অধীন পাঁচগাঁ য়ুনিয়ন বোর্ডের সভাপতি মুন্সী আসানউদ্দিন ও কর্ম্মচারী দেবেন্দ্রনাথ পালের বিরুদ্ধে সাধারণের অর্থ তছরুপের অভিযোগে মুন্সীগঞ্জের মহকুমা হাকিম ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের ৪০৯ ধারা অনুসারে সমন বাহির করিয়াছেন।

হিন্দু মুসলমানে সঙ্ঘর্ষ

লাহোর হইতে প্রকাশ, লাহোরের গোয়ালমণ্ডীতে দুইটি হিন্দু ও মুসলমান যুবক দলের সংঘর্ষের ফলে একজন হিন্দুর মৃত্যু এবং অপর দুই ব্যক্তি সাংঘাতিকরূপ আহত হইয়াছে। সামান্য বিষয় লইয়া ঝগড়ার ফলেই এই সঙ্ঘর্ষ হয়।

বৃদ্ধার অদ্ভুত শক্তি

চিতুরের ২০ মাইল দূরবর্ত্তী খাটিল-কুলাখদিন্না গ্রামে গোয়ালাম্মা নামে ৬৫ বৎসর বয়স্কা এক বৃদ্ধা আছেন। তিনি নাকি অদ্ভুত দৈবশক্তি-সম্পন্ন। মানুষের দেহে কোনও বাহ্য পদার্থ প্রবেশ করিলে তিনি অস্ত্র না কাটিয়া বাহির করিয়া দিতে পারেন।

সম্প্রতি একটি শিশু পয়সা গিলিয়া ফেলে। মাত্র মাখন দ্বারা পৃষ্ঠদেশ মালিশ করিয়া তিনি পয়সা বাহির করিয়া দেন। ২ বৎসর পূর্ব্বে হায়দ্রাবাদের মিঃ এম, বি দেশাই কোন শত্রুর গুলীতে আহত হন। সম্প্রতি তাঁহার দক্ষিণ হস্তের কর্ত্তস্থানে বেদনা বোধ করিলে চিকিৎসকগণ অস্ত্রোপচার করার উপদেশ দেন। এই বৃদ্ধাটি মিঃ দেশাইর বাম হস্ত মাখন দ্বারা মালিশ করিয়া দক্ষিণ হস্ত হইতে একখানা পুরাতন হাড় বাহির করিয়া ফেলিয়াছেন।

ইনি টাকাকড়ি লইতে চাহেন না, অথবা স্থান ত্যাগ করেন না।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক

— পারমার্থিক পত্র —

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশ-
তনয়স্তদ্ধাম-বৃন্দাবনম্,
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং
প্রেমা পুমর্থো মহান্,
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং
তত্রাদরো নঃ পরঃ॥

৮ম বর্ষ   ২৩ গোবিন্দ গৌরাব্দ ৪৪৭, ১০ই ফাল্গুন বঙ্গাব্দ ১৩৪০, ২২শে ফেব্রুয়ারী ইং ১৯৩৪, বৃহস্পতিবার   ১৯৬ তম সংখ্যা

লণ্ডন গৌড়ীয় মঠ

:০:

শ্রীব্যাসপূজা অধিবেশনে কে কে উপস্থিত ছিলেন

From "THE TIMES" Saturday February 3, (Morning Edition)

Swami B. H. BON

Under the chairmanship of the Marquess of Zetland a reception was held yesterday afternoon at Grosvenor House by Swami B. H. Bon preacher in charge of the Gaudiya Mission in the west, in celebration of the sixtieth anniversary of the Birthday of Paramahansa Sree Sreemad Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami, the President of the Mission. Among those who accepted invitations were the following ;—

Sir Leonard and Lady Adami, Lady Jackson, Lady Abbas Ali Baig, the Maharajah of Burdwan, Sir Albion Banerjee, Sir Denys and Lady Bray, Mr. R. A. Butler, M. P., Mr. F. H. Brown Mr. and Mrs. L. S. Bristowe, Sir William Clark, Mr. W. D. Croft, Sir Louis and Lady Danes, Princess Sophia Duleep Singha Dr. Ryhs Davids, Sir Philip and Lady Hartog, Colonel and Mrs. Hoysted, Lieutenant-Colonel W. G. Hamilton, Lieutenant-Colonel and Mrs. L. W. Jhonson, Sir Henry and Lady Lawrence Sir Harry and Lady Lindsay, Sir John and Lady Maynard, Sir James and Lady Mackenna, Sir Edward and Lady Maclagan, Sir Bhupendra Nath Mitra, Mrs Milward, Lady Scott Moncrieff, Sir Duncanand Lady Macpherson the Hon'ble Mary Pickford, M P Mr George Pilcher, Sir Ganen and Lady Roy, Sir Denison and Lady Ross, Sir Benjamin Robertson, Professor and Mrs H G Rawlinson Miss Sharples, Mr and Mrs R K Sorabji, Sir Johan Thompson, Sir Findlater Stewart Mr and Mrs J Sladen, Lady (James Walker, Mrs Weir and Sir Francis Younghusband.

মর্ম্মানুবাদ

গত কল্য মারকুইস্ অব জেটল্যাণ্ডের সভাপতিত্বে * গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম্মপ্রচারিণী সভার আচার্য্যবর ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের ষষ্টিবর্ষ-পূর্ত্তি আবির্ভাবতিথিপূজা উপলক্ষে পাশ্চাত্যে উক্ত ধর্ম্মপ্রচারের ভারপ্রাপ্ত প্রচারক স্বামী ভক্তিহৃদয় বন মহারাজের উদ্যোগে গ্রসভেনর ভবনে একটী সভার অধিবেশন হইয়াছিল। যাঁহারা এই সভার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়াছিলেন তন্মধ্যে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণের নাম উল্লেখযোগ্য :—

স্যার লিওনার্ড ও লেডি আদামি, লেডি আব্বাছালিবৈগ, বর্দ্ধমানের মহারাজা, স্যার এলবিয়ন বানার্জ্জি, স্যার ডেনিস্ ও লেডি ব্রে, মিঃ আর এ, বাটলার, এম্ পি, মিঃ এফ্, এইচ্ ব্রাউন ও মিঃ ও মিসেস্ এল, এস্ ব্রিষ্টো, সার উলিয়াম্ ক্লার্ক, মিঃ ডবলিউ, ডি ক্রফ্ট্, সার লুই ও লেডি ডেইন, প্রিন্সেস ছফিয়া দিলীপ সিং, ডাঃ রাইস্ ডেভিস্, স্যার ফিলিপ ও লেডি হারটগ্, করনেল্ ও মিসেস্ হয়ষ্টেড, লেফ্টেনেণ্ট্ কর্ণেল্ ডবলিউ জি হেমিলটন্, লেডি জেক্সন্, লেফ্টেনেণ্ট্ কর্ণেল্ ও মিসেস্ এল ডবলিউ জনসন্, স্যার হেন্‌রি ও লেডি লরেন্স্, স্যার হেরি ও লেডি লিণ্ডসে, স্যার জন্ ও লেডি মেনার্ড, স্যার জেইম্‌স্ ও লেডি মেক্‌কেন্না, স্যার এডওয়ার্ড ও লেডি মেক্‌লেগেন্, স্যার ভূপেন্দ্রনাথ মিত্র মিসেস্ মিলওয়ার্ড, লেডি স্কট মন্‌ক্রিফ, স্যার ডান্‌কানও ও লেডি মেক্‌ফার্‌সন্, অনারেবল মেরি পিক্‌ফোর্ড এম পি, মিঃ জর্জ্জ পিল্‌চার, স্যার জ্ঞানেন ও লেডি রায়, স্যার ডেনিসন্ ও লেডি রস্, স্যার বেঞ্জামিন্, রবার্টসন্, প্রোফেসর ও মিসেস্ এইচ জি, রলিন্‌সন্, মিস্ শারপল্‌স্, মিঃ ও মিসেস্ আর কে সোরাব জি, স্যার জন্ টমপ্‌সন্, স্যার ফিণ্ডলেটর্ ষ্টুয়ার্ট, মিঃ ও মিসেস্ জে সেল্‌ডেন্ লেডি (জেইমস্) ওয়াকার্, মিসেস্ উইর ও স্যার ফ্রান্‌সিস্ ইয়ংহাজ্‌ব্যাণ্ড।

মেদিনীপুরে প্রচার

গত ২৮শে মাঘ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ মেদিনীপুর জেলাস্থিত সুন্দরপুর নামক স্থানে ডাক্তার শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ ভূঞা মহাশয়ের ভবনে শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত কপিলদেবের উপাখ্যান হইতে জীবগতি পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন।

পাঠের পূর্ব্বে তিনি শ্রীমদ্ভাগবতের মাহাত্ম্য ও অসমোর্দ্ধত্ব কীর্ত্তন করিয়া ভগবানের অবতারতত্ত্ব, কপিলদেবের আবির্ভাব ও লীলা এবং বদ্ধজীবের দুর্ভাগ্যের কথা বর্ণন করেন।

শ্রীমদ্ভাগবতের অকৃত্রিম সত্য কথা শ্রবণ ও তাহা অনুসরণ করিয়া বলিতে পারিলে সত্য সত্যই পরম মঙ্গল অর্জ্জন করিতে পারা যায় ; কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবতকে সাধারণ গ্রন্থ বা ইতিহাস মাত্র মনে করিয়া তাঁহার শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি করিলে বিপরীত ফল লাভ হয়। ভাগবতকে অর্থ-উপার্জ্জনের যন্ত্র মনে করিয়া তাঁহার পাঠ-কীর্ত্তনাদি করিলে তাঁহার সেবা না করিয়া তদ্দ্বারা নিজ সেবা করা হইল। সুতরাং সেখানে ভাগবতপাঠের ফলে হরিকে হৃদয়ে ধারণ করার পরিবর্ত্তে কামেরই উৎপাদন হইয়া থাকে।

গত ১লা ফাল্গুন মঙ্গলবার কাশী শ্রীসনাতন গৌড়ীয়মঠের প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ মেদিনীপুর জেলান্তর্গত "বড় কলঙ্কাই" নামক স্থানে শ্রীদীনবন্ধু দাসাধিকারী মহোদয়ের গৃহে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। এতৎপ্রসঙ্গে তিনি গীতার আবির্ভাবকারণ, গীতাপাঠের অধিকারী, গীতার সম্যক্‌পাঠী ও অসম্যক্ পাঠী, গীতায় কর্ম্মযোগ, শ্রীভগবানের জন্মলীলা প্রভৃতি বিষয় বর্ণন করেন। পাঠের অন্তে শ্রীপাদ নিত্যাইদাস ব্রহ্মচারী ও নারমা নিবাসী শ্রীমোহিনী মোহন দাস অধিকারী মহাশয়দ্বয়ের সুললিত কীর্ত্তন হইয়াছিল।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

২৩ গোবিন্দ আদি কারণোদশায়ী ৪৪৭

নবদ্বীপ পরিক্রমা

—:০:—

চতুর্থ দিবস

"কৃপয়তু ময়ি মধ্যদ্বীপলীলা বিচিত্রা
কৃপয়তু ময়ি মূঢ়ে ব্রহ্মকুণ্ডাদিতীর্থম্।
ফলতু তদনুকম্পা-কল্পবল্লী তথৈব
বিহরতি জনবন্ধুর্যত্র মধ্যাহ্নকালে॥"

শ্রীমন্মহাপ্রভুর বিচিত্রা মধ্যদ্বীপ-লীলা আমার উপর কৃপা বর্ষণ করুন। আমার মত মূঢ়ের প্রতি ব্রহ্মকুণ্ডাদি তীর্থ কৃপা বিতরণ করুন। যথায় বিশ্বজনবন্ধু শ্রীবিশ্বম্ভর মধ্যাহ্নকালে বিহার করেন, সেই পরম তীর্থের কৃপাকল্পলতিকা আমাতে তেমনই ফলবতী হউন্।

"মধ্যদ্বীপবনে স্বরাট্‌ক্ষিতিধরস্যো-
পত্যকাসুস্ফুরন্-
নানাকেলি-নিকুঞ্জবীথিষু নবোন্মীলৎ-
কদম্বাদিষু।
ভ্রামং ভ্রামমহর্নিশং নম্র পরং
শ্রীরাসকেলীস্থলী-
রম্যাস্বেব সদা প্রকাশিত-রহঃপ্রেমা
ভবেয়ং কৃতী॥"

—কবে আমি মধ্যদ্বীপবনে নববিকসিত কদম্বকুসুমাদি-মণ্ডিত, নানাবিধ উজ্জ্বল কেলি-কুঞ্জশ্রেণী-বিরাজিত শ্রীরাসক্রীড়াস্থলী-সুশোভিত 'স্বরাট্' পর্ব্বতের উপত্যকা-সমূহে দিবারাত্র ভ্রমণ করিতে করিতে যুগলকিশোরের নিগূঢ় প্রেমে স্ফূর্তিবিশিষ্ট হইয়া সৌভাগ্যবান্ হইব?

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদের উপরিউক্ত প্রার্থনা-কুসুম-নিচয় আমাদের হৃদয়সূত্রে গ্রথিত করিয়া মাল্য-রচনা পূর্ব্বক শ্রীগৌরহরির শ্রীচরণে অঞ্জলি-প্রদানের অধিকার-লাভের জন্য আমরা আজ গুরুবৈষ্ণবের পাদপদ্ম অনুসরণ পূর্ব্বক শ্রীমধ্যদ্বীপ-পরিক্রমার অগ্রসর হইব।

মধ্যদ্বীপ স্মরণাখ্য দ্বীপ। আমরা অবিদ্যার কবল হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়া শুদ্ধ আত্মার যাহাতে শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের অষ্টকালীয় লীলার স্মরণ-যোগ্যতা লাভ করিতে পারি তজ্জন্য শ্রীধামের চরণে আকুল-প্রাণে প্রার্থনা করিতে করিতে অগ্রসর হইব। জড়ধারণারত মনশ্চক্ষুর সাহায্যে অপ্রাকৃত লীলা-দর্শনের জন্য সর্ব্বনাশকর-চেষ্টা যাহাতে আমাদের হৃদ্দেশ অধিকার না করে তজ্জন্য আমাদিগকে বিশেষ সাবধান হইতে হইবে। "অপ্রাকৃত বস্তু নহে প্রাকৃত গোচর।" প্রাকৃত চিন্তাস্রোত-লব্ধ বস্তু কখনও অপ্রাকৃত হইতে পারে না। স্বরূপ-সিদ্ধিলাভের পূর্ব্বে জড়কামময় নয়নে অপ্রাকৃত রাধাগোবিন্দের লীলাস্মরণের ধৃষ্টতা প্রদর্শন পূর্ব্বক অনেক দুর্ভাগ্য ব্যক্তি কামানলে আত্মাহুতি প্রদান করিয়াছে ও করিতেছে। ঐ প্রকার দুর্ভাগ্যানলে আমাদিগকে পতিত হইতে না হয়, তজ্জন্য আমরা মহাপ্রভুর নিকট নিরন্তর প্রার্থনা করিব। মহাপ্রভুর বা তদীয় পার্ষদগণের কৃপাই আমাদিগকে অভীষ্ট স্মরণাখ্য ভজনাঙ্গে নিয়োজিত করিবেন। গুরুবৈষ্ণবগণের নির্দ্দিষ্ট সেবা সুষ্ঠুরূপে সম্পাদনের নিমিত্ত তদ্বিষয়ক চিন্তা প্রতিক্ষণ আমাদের হৃদ্দেশ অধিকার করিয়া বসিলে আমরা ক্রমশঃ অষ্টকালীয় লীলা-স্মরণের যোগ্য হইতে পারিব। যোগ্যতা লক্ষ্য করিলে শ্রীগুরু-পাদপদ্মই আমাদিগকে সিদ্ধ পরিচয় প্রদান করিয়া ভাবসেবায় অধিকার প্রদান করিবেন। সেই অধিকার না হওয়া পর্য্যন্ত ধৈর্য্যধারণ পূর্ব্বক আমাদের বর্ত্তমান অধিকারোচিত সেবাকার্য্যে নিরত থাকিতে হইবে।

———

মধ্যদ্বীপ

বর্ত্তমান মাজিদা, ভ্যাসিদপুর, বামন-পাড়া, সিমুলগাছি প্রভৃতি স্থানে মধ্যদ্বীপ বিস্তৃত। সপ্তর্ষি-ভজনস্থলী নৈমিষারণ্য, ব্রাহ্মণপুষ্কর ও উচ্চহট্ট এই দ্বীপে বিশেষ দর্শনীয় বিষয়।

———

সপ্তর্ষি ভজনস্থলী

মধ্যদ্বীপকে অপভ্রংশ ভাষায় মাজিদা বলে। মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরা, পুলহ, পুলস্ত্য, বশিষ্ঠ ও ক্রতু এই সপ্ত ঋষি এই স্থানে শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের ভজন করিয়াছিলেন। সত্যযুগে তাঁহারা ব্রহ্মার নিকট উপস্থিত হইয়া গৌরভজন ও গৌরপ্রেম-তত্ত্ব সম্বন্ধে পরিপ্রশ্ন করিলে শ্রীব্রহ্মা বিশেষ আনন্দিত হইয়া তাঁহাদিগকে নবদ্বীপে গমন পূর্ব্বক গৌরনাম কীর্ত্তন করিতে বলিলেন এবং আরও বলিলেন যে, কীর্ত্তনফলে ধামের কৃপায় তাঁহাদের হৃদয়ে গৌরপ্রেম স্ফূর্ত্তি-প্রাপ্ত হইবে। নবদ্বীপে যাঁহাদের প্রীতি তাঁহারাই ব্রজবাসলাভের অধিকারী। পিতৃদেবের নিকট শ্রীনবদ্বীপের এতাদৃশ মাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়া তাঁহারা নবদ্বীপে আগমন পূর্ব্বক অনাহারে অনিদ্রায় গৌরনাম-সুধাপানে প্রমত্ত হইলেন এবং দৈন্যভরে শ্রীগৌরসুন্দরের কৃপা প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। সত্ত্বযুক্ত হইয়া ভজনপরায়ণ এই সপ্তর্ষির প্রার্থনা শ্রীগৌরসুন্দরের শ্রীচরণে পৌঁছিল। তিনি একদিন মধ্যাহ্ন-সময়ে মাধ্যাহ্নিক শতসূর্য্য প্রভা সমন্বিত পঞ্চতত্ত্বাত্মকরূপে সপ্তর্ষিকে দর্শন প্রদান করেন। সপ্তর্ষি শ্রীগৌরসুন্দরের রাধাভাবদ্যুতি সুবলিত তনু দর্শন করিয়া প্রভুর চরণে আত্মনিবেদন পূর্ব্বক বলিতে থাকেন যে, তাঁহারা অকৈতব প্রেমপ্রার্থী। শ্রীগৌরসুন্দর তাঁহাদের প্রার্থনা শ্রবণ করিয়া তাঁহাদিগকে অন্যাভিলাষ, জ্ঞান, কর্ম্ম, যোগ ও তপাদির চেষ্টা পরিত্যাগ পূর্ব্বক কৃষ্ণকীর্ত্তন করিতে উপদেশ করেন এবং আরও জানান যে, তিনি অল্পদিন মধ্যেই নদীয়ানগরে প্রকট-লীলা প্রকাশ করিবেন। তখন তাঁহারা শ্রীশ্রীগৌরহরির নাম-সংকীর্ত্তন-লীলা দর্শন করিতে পারিবেন। সপ্তর্ষি শ্রীগৌরহরির আদেশে এই স্থানে সপ্তটীলার উপরে অবস্থান পূর্ব্বক গৌরকৃষ্ণভজনে নিযুক্ত ছিলেন। এই জন্য ইহাকে সপ্তর্ষি-ভজনস্থলী বলা হয়।

———

নৈমিষারণ্য

সপ্তটীলার দক্ষিণে একটী সুপবিত্রা জলধারা গোমতী নদী বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। গোমতীর পার্শ্ববর্ত্তী কাননগুলি নৈমিষারণ্য নামে খ্যাত। মহাজনগণ বলেন, এই স্থানে শ্রীসূত গোস্বামীর শ্রীমুখে শৌনকাদি ঋষিগণ গৌরভাগবত শ্রবণ করিয়াছিলেন। পাঠকগণ বোধ হয় অবগত আছেন, যুক্তপ্রদেশের সীতাপুর জেলার অন্তর্গত গোমতীতীরে যে নৈমিষ-কানন আছে শ্রীসূতগোস্বামী তথায় অবস্থানপূর্ব্বক ষষ্টীসহস্র ঋষির নিকট শ্রীমদ্ভাগবত কীর্ত্তন করিয়াছেন। তথায় এখনও শ্রীসূত-গাদি বর্ত্তমান। নিকটেই শ্রীধাম-মায়াপুর চৈতন্য-মঠের অন্যতম শাখা শ্রীপরমহংসমঠ স্থাপিত হইয়া পারমহংস্য-সংহিতা শ্রীমদ্ভাগবতের অসমোর্দ্ধ বিচার প্রদর্শন করিতেছেন। এই কার্য্যের জন্য তথায় ভাগবতপাঠশালা নামক একটী পারমার্থিক বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ নিত্য, শ্রীগৌর নিত্য। উভয়েই অভেদ এবং সেব্য বস্তু। শ্রীগুরুপাদপদ্ম নিত্য আর তাঁহার শিষ্যগণ নিত্য। শিষ্যগণ নিত্যকালই শ্রীগুরুদেবের মুখে ভগবদ্‌বাণী শ্রবণ করিয়া থাকেন। সুতরাং শ্রীসূতগোস্বামী প্রভু যে নৈমিষারণ্যে শ্রীমদ্ভাগবত কীর্ত্তন করিবেন, আবার তিনিই যে নবদ্বীপে গৌরভাগবত কীর্ত্তন করিবেন, তাহাতে বিস্ময়ের বিষয় কিছুই নাই। পঞ্চানন বৃষাসন পরিত্যাগ পূর্ব্বক মধ্যদ্বীপের নৈমিষারণ্যে স্বগণসহ আগমন ও গৌরগুণ-গাথা শ্রবণ করেন।

———

ব্রাহ্মণপুষ্কর

এই স্থানে সত্যযুগে দিবদাস নামে এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ আসিয়া উপস্থিত হন। পুষ্কর-তীর্থে স্নানের জন্য তাঁহার বড়ই আগ্রহ হয়। তাঁহার ব্যাকুলতা অতিশয় বৃদ্ধি পাইলে তিনি শ্রীধামের কৃপায় দিব্য চক্ষু লাভ করিয়া পুষ্করতীর্থরাজের দর্শন পাইয়াছিলেন। তখন তিনি তীর্থভ্রমণের আশা পরিত্যাগ পূর্ব্বক সর্ব্বতীর্থময় শ্রীনবদ্বীপধামের সেবায় নিযুক্ত হন।

এই স্থানটী সাক্ষাৎ কুরুক্ষেত্র। সাধারণ জনগণ ইহাকে হাটডাঙ্গা বলে। দেবগণ এই স্থানে হাট বসাইয়া অর্থাৎ সকলে একত্রিত হইয়া উচ্চকণ্ঠে গৌরনাম কীর্ত্তন করিতেন। এই জন্যই ইহার নাম উচ্চহট্ট বা হাটডাঙ্গা।

বাণীপূজার অধিকারী কে?

[২৯৫ সংখ্যার প্রকাশিতাংশের পর]

৩১। কনকমুদ্রা গোলাকার বস্তু সুতরাং উহা ভোগ্যরূপে ভোগ করিতে গেলেও গোল, প্রাপঞ্চিক বুদ্ধিতে ত্যাগ করিলেও গোল আবার হরি-গুরু বৈষ্ণব-সেবার ছলনায় ভোগবুদ্ধিতে নাড়াচাড়া করিতে গেলেও গোল অর্থাৎ নিষ্কপট সেবা বুদ্ধি ব্যতীত সর্ব্বাবস্থাতেই গোল, সেই গোলযোগের হাত হইতে পরিত্রাণের একমাত্র উপায়—

"কনকের দ্বারে সেবহ মাধব।"

কেবল গৃহস্থাভিমানিগণই যে হরি-গুরু-বৈষ্ণব-সেবা বাদ দিয়া কনকের মোহে মুগ্ধ হন তাহা নহে মাদৃশ ত্যাগী-অভিমানীও হরি-গুরু বৈষ্ণব-সেবার ছলনায় কনকের মোহে মুগ্ধ হইয়া পড়ে। তখন আমি একটী শাখামঠের রক্ষক-অভিমানে মত্ত হইয়া অর্থাৎ উক্ত মঠটীকে মঠ না দেখিয়া একটী সংসার বা ভোগাগাররূপে দেখিয়া নিজেকে সেই সংসারের কর্ত্তা মনে করি এবং অন্যান্য মঠগুলিকে বা মূলমঠকে এক একটী পৃথক্ পৃথক্ সংসারের মত দেখি ও বিভিন্নমঠের মঠরক্ষকগণকে ভিন্ন সংসারের কর্ত্তা মনে করি। মঠসেবকগণকে "গুরুর সেবক হয় মান্য আপনার" রূপে না দেখিয়া আমার ভোগ্য, আমার পাল্য, আমার শাসনের পাত্র মনে করি। আমার ইন্দ্রিয়-তর্পণের জন্য, আমার পোষাক-পরিচ্ছদের জন্য, আমার দেহরোগ-নিবারণের ঔষধ ও পথ্যাদি-সংগ্রহের জন্য ভিক্ষালব্ধ অর্থ ব্যয় করিতে যতটা মুক্তহস্ত ততটা হরিসেবা, গুরুসেবা, মঠসেবক বা গুরুসেবকগণের সেবার জন্য মুক্তহস্ত হইতে পারি না, যত ব্যয়সঙ্কোচের প্রবৃত্তি কেবল হরিগুরু ও গুরুসেবকের সেবাকালে। কারণ তখন এই চিন্তা—পাছে তহবিলটী কমিয়া যায়, কিম্বা পাছে তহবিলটী ফুরাইয়া যায় অথবা পাছে তহবিল ফুরাইয়া গেলে আবার অর্থসংগ্রহের জন্য চিন্তা করিতে বা ছুটাছুটী করিতে হয়। আবার সমস্ত মঠেরই মালিক শ্রীগুরুদেব সুতরাং সমস্ত মঠের সেবাই গুরুসেবা ইহা বিস্মৃত হইয়া অন্য মঠকে একটী পৃথক্ পৃথক্ সংসাররূপে দেখিতে গিয়া বিশেষ আবশ্যক হইলেও অন্য মঠের সেবার জন্য অর্থ ব্যয় করিতে কুণ্ঠিত হই এমন কি তজ্জন্য শ্রীগুরু-

সেবায় ত্রুটী করিতেও ভয় পাই না। অন্য মঠ হইতে কিম্বা মূল মঠ হইতে কোন দ্রব্যাদি বা অর্থ প্রদত্ত হইলে তাহা অনুগ্রহ রূপে, পুরস্কাররূপে বা গুরুবৈষ্ণবসেবার উপকরণরূপে দর্শন না করিয়া আমার ভোগ্যরূপে বা ভোগের ইন্ধনরূপে দেখিয়া উল্লসিতচিত্তে গ্রহণ করি অর্থাৎ গ্রহণকালে কোন আপত্তি নাই কিন্তু অন্য মঠের বা মূলমঠের সেবার জন্য কোন দ্রব্য বা অর্থাদি প্রদান করিতে হইলে আমার বুক যেন ফাটিয়া যায়; হরিগুরু বৈষ্ণবসেবার কোন উপকরণ টাকাটা সিকেটার বিনিময়ে নীলাম করিতে পারি তথাপি তাহা অন্য মঠের কিম্বা মূলমঠের সেবায় দিতে পারি না। পূর্ব্বোক্ত ঘৃণা চিত্তবৃত্তির বা বিষয়াবিষ্ট চিত্তবৃত্তির মূল কারণ—কনকের নেশা, কনকের মোহ বা কনককে ভোগ্যরূপে দর্শন ও নিজেকে সেবক-অভিমানের পরিবর্ত্তে ভোক্তা-অভিমান বা কর্ত্তা-অভিমান। তাই বলি ভাই সব! সাবধান! গুরুসেবকের বেষে যেন আমরা ভোগী হইয়া না পড়ি, সংসারী বা কর্ত্তা হইয়া না পড়ি, যেন বিষয়াবিষ্টচিত্ত হইয়া না পড়ি। সমস্ত মঠেরই মালিক শ্রীগুরুদেব, সমস্ত উপকরণই শ্রীগুরুসেবার জন্য, বৈষ্ণব-সেবার জন্য, মুক্তহস্তে হরিগুরু-বৈষ্ণবসেবা করিলেই শ্রীগুরুদেব প্রীত হন ইহা যেন আমাদের স্মরণ থাকে আর যেন মনে থাকে একটী কথা—

"বিষয়ের স্বভাব হয় মহা অন্ধ।
সেই কর্ম্ম করায় যাতে হয় ভববন্ধ॥
বিষয়ে আবিষ্ট মন বড়ই জঞ্জাল॥"

৫০। কি গৃহস্থ কি ত্যাগী সেবকাভিমানিগণের দুর্দ্দৈব সমূহের অন্যতম দুর্দ্দৈব "ভক্তিনীতির ছলনায় নীতিবিরুদ্ধ আচরণ।" যাঁহারা স্বভাবে প্রতিষ্ঠিত, যাঁহাদের চিত্ত প্রত্যাকৃগতিবিশিষ্ট তাঁহাদের সমস্ত ক্রিয়ামুদ্রাই কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতিবাঞ্ছামূলে অনুষ্ঠিত হয় সুতরাং তাঁহাদের কোন আচারই নীতিবিরুদ্ধ নহে বা হইতে পারে না। সম্বন্ধজ্ঞানাচার্য্য শ্রীল সনাতন গোস্বামীর রাজকার্য্য হইতে অব্যাহতি পাইবার জন্য অসুস্থতার অভিনয় বা বাদশাহকে বঞ্চনা, কারাগার হইতে মুক্তিলাভের জন্য উৎকোচপ্রদান, কারারক্ষকের নিকট বৃন্দাবন-গমনের কথা গোপন করিয়া মক্কা যাইবার কথা বর্ণন ও বাদশাহ প্রত্যাবর্ত্তন করিলে তাঁহার নিকট অসত্য কথা বলিবার জন্য তাঁহাকে পরামর্শপ্রদান এবং শ্রীল রামানুজাচার্য্যের শিষ্যগণের শ্রীরঙ্গনাথের মন্দিরনির্ম্মাণের জন্য দস্যুবৃত্তির অভিনয় প্রভৃতি আচরণগুলি বাহ্যদর্শনে নীতিবিরুদ্ধ মনে হইলেও তাহা নীতিবিরুদ্ধ নহে পরন্তু উহা পরম নির্ম্মল ভক্তিনীতি অর্থাৎ ঐ সকল অনুষ্ঠানে আত্মেন্দ্রিয়প্রীতি-বাঞ্ছার গন্ধও নাই উহা কেবল কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতিবাঞ্ছামূলেই অনুষ্ঠিত হইয়াছিল কিন্তু ঐ প্রকার অনুষ্ঠান মুক্তপুরুষগণেরই সম্ভব, মাদৃশ কোন সাধক বা অনর্থযুক্ত ব্যক্তি তাঁহাদের অনুষ্ঠিত আচরণ সমূহের অনুকরণ করিতে উদ্যত হইলে তাহা নীতিবিরুদ্ধ আচরণ ব্যতীত কখনই ভক্তিনীতি হইতে পারে না। মাদৃশ অজ্ঞ ব্যক্তি ভক্তিনীতির প্রকৃত তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিয়া কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতির ছলনায়, ভক্তিনীতির ছলনায় নীতিবিরুদ্ধ আচরণ করিবার জন্য উৎসাহ-বিশিষ্ট হয় কিন্তু সেরূপ কার্য্য যে শ্রীশ্রীগুরু বৈষ্ণবের কখনও অনুমোদিত নহে তাহা মাদৃশ ব্যক্তি বুঝিতে পারে না। এই রূপে গুরু-কুলের মাদৃশ কুলাঙ্গারের দ্বারা শ্রীশ্রীগুরু-পাদপদ্মের মহিমা প্রচারের পরিবর্ত্তে অমহিমা (?) প্রচারিত অর্থাৎ অজ্ঞ ব্যক্তিগণ মাদৃশ ব্যক্তির নীতিবিরুদ্ধ আচরণ শ্রীগুরুদেবেরই অনুমোদিত মনে করিয়া বঞ্চিত হন ও অপরাধী হন এবং শ্রীগুরু-বৈষ্ণবগণের সম্বন্ধে বিপরীত ধারণা পোষণ করেন। ক্রমে আমরা ভক্তিনীতির ছলনায় এতটা অভ্যস্ত হইয়া পড়ি যে শ্রীগুরু-বৈষ্ণবের নিকটও সেইনীতি না খাটাইয়া থাকিতে পারি না। ঐ প্রকার আচরণের ফলে আত্মহিংসা ও জীবহিংসা ব্যতীত অন্য কিছু লাভ হয় না।

৫১। যদিও অর্চ্চন ব্যাপারটী খুব প্রাথমিক ভক্ত্যনুকূল চেষ্টা এবং কর্ম্ম ও ভক্তির তটরেখা অর্থাৎ অর্চ্চনকে ভুলভাবে বুঝিলেই অর্চ্চনে অত্যাগ্রহী হইলেই কর্ম্মী হইয়া পড়িতে হয়, আবার অর্চ্চন সুষ্ঠুভাবে সাধিত হইলে ভক্তি বা কীর্ত্তনময় হইয়া পড়ে, যদিও অর্চ্চন শ্রবণ-কীর্ত্তনাদির ন্যায় নিরপেক্ষ নহে সাপেক্ষধর্ম্মযুক্ত অর্থাৎ অর্চ্চনে কালাকাল, শুদ্ধাশুদ্ধি প্রভৃতি বিচার আছে, যদিও অর্চ্চন শ্রবণ-কীর্ত্তনাদির মত সাক্ষাৎ অনুশীলন নহে কেবল অর্পণ মাত্র, যদিও অর্চ্চনের দ্বারা শ্রবণ-কীর্ত্তনাদির ন্যায় যুগপৎ স্বার্থ ও পরার্থ সাধিত হয় না উহাতে কেবল নিজস্বার্থ সাধিত হয় তথাপি অর্চ্চনকে প্রাথমিক অনুশীলন মনে করিয়া অকালপক্ক-অবস্থায় (কি গৃহী কি ত্যাগী) বাদ দিলে বা অর্চ্চনের প্রতি উদাসীন হইয়া ভজনের অভিনয় করিলে বিষম বিপদের সম্ভাবনা। কারণ, অর্চ্চনের দ্বারা নিরমন কার্য্য হয় অর্থাৎ প্রাকৃত বিষয়ে অহংমম-বুদ্ধি বিশিষ্ট ধন স্ত্রীপুত্রাদিতে আসক্ত, বাহ্যবিষয়ে বিক্ষিপ্তচিত্ত, ইন্দ্রিয়লোলুপ (জিহ্বা, উদর ও উপস্থবেগপরায়ণ) ব্যক্তির চিত্ত ক্রমে ক্রমে নিয়মিত হয়, অর্চ্চনের বিধি-পালন করিবার জন্য, সেবাপরাধ-বর্জ্জনের জন্য বাধ্য হইয়া তাঁহাদিগকে সংযত হইতে হয়, সুতরাং প্রাথমিক সাধকগণকে অর্চ্চন অবশ্যই করিতে হইবে, অর্চ্চন বাদ দিলে তাঁহাদের নরকপাত অবশ্যম্ভাবী। অবশ্য ত্যাগিগণ গুর্ব্বানুগত্যে সমস্ত কার্য্য করিবেন, তাঁহাদের শ্রীগুরুদেবের আজ্ঞা বাদ দিয়া ঠাকুর ঘরে প্রবেশ করিয়া ঘণ্টা নাড়িবার কোন আবশ্যকতা নাই, শ্রীগুরু-আজ্ঞাই শিরোধার্য্য তবে সাধক বা অনর্থযুক্ত গৃহস্থগণ ষোলআনা গুর্ব্বানুগত্য করেন না, তাঁহাদের স্বতন্ত্রতা আছে তাই তাঁহাদের পক্ষে স্বগোষ্ঠী অর্থাৎ স্ত্রীপুত্র-স্বজনাদির সহিত নিয়মিত হইবার জন্য অর্চ্চন অবশ্য কর্ত্তব্য।

শ্রীগুরুদেব

জয় গুরুদেব পতিতপাবন অজ্ঞান-তিমির-হর।
জয় জয় জয় করুণা সাগর রূপানুগ চার্য্যবর॥
অধম অজ্ঞান পতিত জনেরে জ্ঞানের শলাকা দিয়ে।
জাগায়ে তুলেছ আপনার হাতে মায়া-নিদ্রা কেড়ে নিয়ে॥
পঙ্গুকে তুমি দিয়াছ শকতি লঙ্ঘন করিতে গিরি।
তুমিই সকল বলের আধার চিত্তসন্তাপহারী॥
ভাষার অতীত তুমি হে দেব (তব) তত্ত্ব নাহিক জানি।
তবু গাহি জয় মূকেরও কণ্ঠে তুমিই দিয়েছ বাণী॥
জীবেরে আজিকে শিখাইছ সেবা নিজে আচরণ করি'।
বিশ্বেরে বল করিছ গো দান দুর্ব্বলে বল সঞ্চারি'।
তুমি বলদেব হে প্রভু আমার সকল বলের আধার।
তোমার প্রভুর সেবার লাগিয়া সন্ধান দিতেছ তার॥
অনন্ত প্রকারে করিছ গো সেবা তবুও পূরে না আশ।
সেবোন্মুখী বৃত্তি জাগাতে জীবের নিত্যানন্দ পরকাশ॥
সদা আকর্ষণ করহ জীবেরে তাই নাম সঙ্কর্ষণ।
তুমি বলরাম সেবা সে তোমার করে কৃষ্ণ আকর্ষণ॥
সে তত্ত্বের কথা কি করি বর্ণন মুই মায়াহত ছার।
নিত্যানন্দে নাহি রতি হ'ল মোর অতি মূর্খ দুরাচার।
কারণাব্ধিশায়ী,—ব্রহ্মা, বিষ্ণু আদি যাঁর কলা অংশ হ'ন।
তত্ত্ব সুমহান্ আমি মূর্খ ছার কি করিব বরণন॥
ক্ষীরোদকশায়ী ব্যষ্টি জীবের হয়েন অন্তরযামী।
গর্ভোদকশায়ী অংশের অংশ সমষ্টি জীবের স্বামী॥
শ্রীসঙ্কর্ষণাখ্য বৈকুণ্ঠে ধরেন রূপ চতুর্ব্যূহ তত্ত্ব।
শ্রীসঙ্কর্ষণ আর বাসুদেব শ্রীপ্রদ্যুম্ন অনিরুদ্ধ।
শেষরূপী বিষ্ণু যিনি রহিয়াছেন পৃথ্বী তার শিরে ধরি'।
বিষান আসন বেত্র-বেণু স্থান দশরূপ সেবা তাঁরি॥
সেই সেবাসুখ নিজে আস্বাদিয়ে তাঁর চিত্ত তৃপ্ত নয়।
পরমদয়াল নিতাই চাঁদ তাই জীবেরে যাচিয়া দেয়॥
পরমকরুণ নিত্যানন্দ প্রভু গুরুদেব তিনি হ'ন।
আচারি' প্রচারি' অজ্ঞানী জীবেরে প্রেমভক্তি করে দান॥
রসিকপ্রবর পরম প্রেমিক মহাভাব-স্বরূপ।
ব্রজযুবদ্বন্দ্ব রতি বৃন্দাবনে সদা করে অনুভব॥
সতত জীবেরে জানান যতনে রাধা-প্রেমসিন্ধু সীমা।
শ্রীরাধাশরণ নহিলে কখন না হয় শ্রীকৃষ্ণপ্রেমা॥
শ্রীবার্ষভানবী অনুগজনের চরণে শরণ বিনা।
কেহ না কখন জানিতে পারয়ে শ্রীরাধার প্রেমের কণা॥
আপনারে বড় মানিয়া সংসারে গুরু না আশ্রয় করি'।
আত্মঘাতী হইল বেদের বচনে সংসার সাগরে পড়ি'॥
মানবজীবন দুর্ল্লভ রতন শ্রীকৃষ্ণ-ভজন হয়।
মুই হতভাগা এমন সুযোগ হেলায় কাটানু হায়॥
মনুষ্যজীবন অতি অল্পকাল (তায়) খেলিয়া কাটানু কত।
মায়ার তাড়নে শমনের ভয়ে এখন হয়েছি হত॥
প্রতি দিনে দিনে ভাস্কর আসিয়া আয়ুঃ লয়ে অস্ত যায়।
সময় থাকিতে তাই ও চরণে অধম শরণ চায়।

—শ্রীযুক্তা নীলিমা দেবী

শুদ্ধভক্তি গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। ভাষ্যসহ বিরাট্ শ্রীচৈতন্যভাগবত ৬৲
২। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২৮৲
একাদশ স্কন্ধ হইতে পাওয়া ।৵০
৩। ভাষ্যদ্বয়সহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (৪র্থ সংস্করণ) ৬৲
৪। ভক্তিবিবেককুসুমাঞ্জলি (বাঁধা) ১৲
৫। গৌড়ীয়-গৌরব ।৵০
৬। গৌড়ীয়-সাহিত্য ।৵০
৭। ভজনরহস্য ।০
শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও
শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৯। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ)
ঐ (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
১০। গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি টীকাসহ)
ঐ (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
১১। গীতার কেবল মাধ্ব-ভাষ্য ।০
১২। যুক্তিমল্লিকা গুণসৌরভঃ সানুবাদ (মাধ্ব) ২৲
১৩। বেদান্ততত্ত্বসার সানুবাদ রামানুজীয়) ।০
১৪। জৈবধর্ম্ম
১৫। শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৬। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১৭। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ॥৵০
ঐ (বাঁধা) ৸০
১৮। দ্বীপ-দিগ্ দর্শন ৶০
১৯। সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ) ।৵০
২০। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ॥০
ঐ (আবাঁধা) ।৵০
২১ নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
২২। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ৶০
২৩। গীতমালা ⁄১০
২৪। নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য ৶০
২৫। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ৶০
২৬ নবদ্বীপ পঞ্জিকা (৪৪৭ গৌরাব্দ) ৶০
২৭। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
২৮। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা-দর্পণ ।০
২৯। শরণাগতি ⁄০
৩০। গীতাবলী ⁄০
৩১। চিত্রে নবদ্বীপ ১॥০
৩২। সাধনকণ ⁄০
৩৩। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ⁄০
৩৪। নবদ্বীপশতক ⁄০
৩৫। অর্থপঞ্চক ⁄০
৩৬। সদাচারস্মৃতিঃ ৶০
৩৭। কল্যাণকল্পতরু (৫ম সংস্করণ) ⁄১০
৩৮। অর্চ্চনকণ ⁄১০
৩৯। সাধককণ্ঠমালা (বাঁধা) ।০
ঐ (আবাঁধা) ।৵০
৪০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (প্রথম চারিখণ্ড) ৩৲
৪১। ব্রহ্মসংহিতা ।০
৪২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৪৩। মণিমঞ্জরী সানুবাদ ।০
৪৪। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৵০
৪৫। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ।০
৪৬। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৪৭। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
৪৮। গৌড়ীয়মঠ কি করেন ? ⁄০
৪৯। ঈশোপনিষৎ (বলদেব ও মাধ্ব-ভাষ্য এবং বিবৃতি ও অনুবাদসহ) ।০
৫০। শ্রীভুবনেশ্বর ৶০
৫১। সিদ্ধান্তদর্পণ ৵০
৫২। সাধ্যবাণী ⁄০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৫৩। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী-দিগ্বিজয়ঃ ।০
৫৪। সটীক-শিক্ষাদশমূলম্ ।০
৫৫। তত্ত্ব-সূত্রম্ ।০
৫৬। সানুবাদ-শিক্ষাষ্টকম্ ⁄০
৫৭। গৌড়ীয়মঠস্য পরিচয়ঃ ⁄০
৫৮। সায়ংশরণম্ ৶০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৫৯। রায় রামানন্দ ॥০
৬০। নামভজন ।০
৬১। রিলেটিভ্ ওয়ার্ল্ডস্ ।৵০
৬২। লাইফ্ এ্যাণ্ড প্রিসেপ্টস্ অব শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।০
৬৩। বৈষ্ণবীজম্ ।০
৬৪। হোয়াট্ গৌড়ীয়মঠ ইজ্ ডুইং ⁄০
৬৫। দি ভাগবত ।০
৬৬। ইরোটিক্ প্রিন্সিপ্ল্ এ্যাণ্ড আনএলয়েড্ ডিভোসন ।০
৬৭। ব্রহ্ম-সংহিতা ২॥০
৬৮। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (ভলুম ওয়ান) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৬৯। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ॥০
৭০। সাধন পথ ।০
৭১। কল্যাণ-কল্পতরু ⁄১০
৭২। গীতাবলী ⁄০
৭৩। শরণাগতি ⁄০

তামিল ভাষায় প্রকাশিত

৭৪। শরণাগতি

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

নদীয়া-প্রকাশপ্রাপ্তির স্থান

১। শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম-মায়াপুর, নদীয়া
২। শ্রীযোগপীঠ ঐ
৩। শ্রীবাস অঙ্গন ঐ
৪। অদ্বৈত-ভবন ঐ
৫। কাজীর সমাধি-পাট ঐ
৬। স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ শ্রীগোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ নদীয়া।
৭। শ্রীভাগবত আসন কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
৮। শ্রীএকায়ন মঠ গোবিন্দপুর, হাঁসখালী।
৯। দ্বাদশগোপাল পাট—পোঃ চাকদহ,
১০। শ্রীগৌর গদাধরমঠ—চাঁপাহাটী, পোঃ সমুদ্রগড়, বর্দ্ধমান
১১। শ্রীমোদদ্রুমছত্র মাউগাছি, বর্দ্ধমান
১২। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম, আমলাযোড়া, পোঃ হাতবাদ বর্দ্ধমান
১৩। শ্রীগৌড়ীয়মঠ বাগবাজার, কলিকাতা
১৪। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম ব্রাহ্মণপাড়া, পোঃ মাজু, হাওড়া,
১৫। শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয়মঠ, ৯০নং নবাবপুর রোড্, ঢাকা
১৬। শ্রীগোপালজী মঠ কমলাপুর, ঢাকা।
১৭। শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ পোঃ বালিয়াটী,
১৮। শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয়মঠ ময়মনসিংহ।
১৯। শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ চিরুলিয়া, পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর
২০। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম গোয়ালপাড়া, আসাম
২১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ রয়াপেটা, মাদ্রাজ।
২২। শ্রীরামানন্দগৌড়ীয় মঠ কব্বূর, জিঃ পশ্চিম গোদাবরী
২৩। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ উড়িয়াবাজার, কটক
২৪। শ্রীত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয় মঠ ভুবনেশ্বর।
২৫। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ সর্গদ্বার, পুরী।
২৬। শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, পুরী।
২৭। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ ভুবরকুণ্ডা, পোঃ চিরকুণ্ডা, মানভূম।
২৮। শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ— ৪২ নং কবিদপুরা, আনন্দভবন, বারাণসী।
২৯। শ্রীরূপগৌড়ীয় মঠ—এলাহাবাদ।
৩০। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ পুরাণবাজার, সরকার ঠাকুরের কুঞ্জ, বৃন্দাবন
৩১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, নিউদিল্লী
৩২। শ্রীপরমহংসমঠ—নৈমিষারণ্য,
৩৩। শ্রীসারস্বত গৌড়ীয় মঠ—হরিদ্বার।
৩৪। শ্রীব্যাসগৌড়ীয়মঠ—কুরুক্ষেত্র, পঞ্জাব
৩৫। শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাবুলনাথ রোড, পোঃ গ্রাণ্ট রোড, বোম্বে।
৩৬। লণ্ডন গৌড়ীয়মঠ, ৩নং গ্লষ্টার হাউস, কর্ণওয়াল গার্ডেন্স, (S. W. 7) লণ্ডন।
৩৭। অমর্ষি গৌড়ীয়মঠ—মেদিনীপুর
৩৮। সরভোগ গৌড়ীয় মঠ—সরভোগ, কামরূপ, আসাম
৩৯। শ্রীগৌড়ীয়মঠ—১০০ নং মিঠাপুর পাটনা।

শুদ্ধভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী মাসিক। শ্রীধাম-মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১॥০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দি ভাষায় একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি হৃদয় বন মহারাজ সম্পাদিত ও নৈমিষারণ্য শ্রীপরমহংস মঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ১॥০ দেড় টাকা মাত্র।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১॥০ দেড় টাকা মাত্র।

৫। কীর্ত্তন—মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ নিত্যানন্দ সেবাতীর্থ বি-এজি, বি-টি, সম্পাদিত। আসাম গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম হইতে প্রকাশিত আসামী ভাষায় মাসিক। ভিক্ষা সডাক ১॥০ দেড় টাকা মাত্র

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ প্রণীত সমগ্র গ্রন্থ

গ্রন্থের মূল গোল্ড অক্ষরে এবং তন্নিম্নে বর্ত্তমান যুগে শুদ্ধভক্তিপ্রচারের মূল মহাপুরুষ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অমৃতপ্রবাহভাষ্য ও প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের অনুভাষ্য সন্নিবেশিত হইয়াছে। অতি সুন্দর ছাপা। ডবল ক্রাউন আটপেজি আকারে ১০২৬ পৃষ্ঠায় কেবল মূল ও ভাষ্য সম্পূর্ণ হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত ২১৮ পৃষ্ঠায় কেবল শ্লোক সূচী, পদ্যসূচী, স্থানসূচী, পাত্রসূচী, বিষয়-সূচী, শব্দসূচী প্রভৃতি বিস্তৃত সূচী-পত্র। সভাষ্য শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের এরূপ উৎকৃষ্ট ও অমূল্য বিরাট্ সংস্করণ জগতের কোথাও আজ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই, ইহা নিরপেক্ষ পাঠকমাত্রেই একবাক্যে স্বীকার করিয়া থাকেন। সর্ব্বসাধারণের সুবিধার জন্য ১২৲ বারটাকা স্থলে—৬৲ মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীচৈতন্যমঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

কালেক্টর সাহেবের পত্র

কালেক্টর সাহেবের কুঠি,
কৃষ্ণনগর,
২৩শে জানুয়ারী, ১৯৩৪।

মহাশয়,

সম্প্রতি প্রচণ্ড ভূমিকম্পে আমাদের দেশবাসীর যেরূপ ক্ষতি হইয়াছে সে সংবাদ সকলে অবগত আছেন। দুঃস্থ ব্যক্তিগণের সাহায্যার্থে মহামান্য বড়লাট সাহেব আপনাদের নিকট যে আবেদন করিয়াছেন তাহার অনুবাদ নিম্নে প্রদত্ত হইল। ঐ আবেদন যতদূর সম্ভব সর্ব্বসাধারণের নিকট প্রচার করিবেন।

এই মহদুদ্দেশ্যে যিনি যেরূপ সাহায্য করিবেন তাহাই সাদরে গৃহীত হইবে। যদি সাহায্যের পরিমাণ অল্প বিধায় কেহ উহা নয়া দিল্লীতে পাঠাইতে কুণ্ঠিত হন তাহা হইলে তিনি উহা নিঃসঙ্কোচে আমার নিকট পাঠাইতে পারেন।

এইচ. বোস্
ম্যাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর, নদীয়া।
২৩, ১, ৩৪.

মহামান্য বড়লাট বাহাদুরের টেলিগ্রামের সংক্ষিপ্ত অনুবাদ।

—:*:—

"গত সোমবার ১৫ই জানুয়ারী অপরাহ্ণে প্রচণ্ড ভূ-কম্পনের ফলে মুহূর্ত্ত-মধ্যে বহুসংখ্যক দেশবাসীর উপর বিশেষতঃ বিহার ও উড়িষ্যা প্রদেশে সম্প্রতি যে ভীষণ বিপৎপাত হইয়াছে তাহার প্রকৃত বিবরণ অদ্যাবধি পাওয়া যায় নাই। ইহা বলিলে অবশ্য অত্যুক্তি হয় না যে, উহাতে আতঙ্কজনক প্রাণহানি, অসংখ্য গৃহ ভূমিসাৎ এবং বিস্তীর্ণ ভূ-খণ্ডের বহু সম্পত্তি ও দ্রব্যাদি বিধ্বস্ত ও লুপ্তপ্রায় হইয়াছে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, এই ভীষণ দুর্দ্দিনে এতদ্দেশীয় সকল শ্রেণীর অধিবাসিবৃন্দের সহানুভূতির ধারা দুঃস্থ ও বিপন্ন জনগণের প্রতি বর্ষিত হইবে ও তাহাদের দুঃখ বিমোচনের সফল প্রচেষ্টা জনসাধারণে সত্বর গ্রহণ করিবেন। এতদুদ্দেশ্যে আমি "ভাইসরয়ের ভূমিকম্প ভাণ্ডার" নামে একটী অর্থ-ভাণ্ডার প্রতিষ্ঠিত করিতে মনস্থ করিয়াছি। সমস্ত সাহায্য ভাইসরয়ের প্রাইভেট সেক্রেটারীর নিকট (ভাইসরয়ের প্রাসাদ—নয়া দিল্লী) বরাবর প্রেরিত হইবে ও প্রত্যেক সাহায্য "উইলিংডন" [illegible]

রেলওয়ে সময়

ই, বি, আর দিয়া শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইবার ট্রেণ তালিকা

কলিকাতা	ছাঃ	০—৬,	৭—১৬,	১৪—১৪	১৬—৫৬,	২২—২৬
রাণাঘাট	ছাঃ	৫—৫০,	৯—৪৬.	১৬—৪৮,	১৮—৩৯,	০—৩২
কৃষ্ণনগরসিটি	পৌঃ	৬—২৮,	১০—২১	১৭—২৮	১৯—১৫	১—১৪
গাড়ী বদল	ছাঃ	৬—৪৫,	১০—৪৪,	১৩—২২,	১৭—৩৮,	২০—১৬
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৭—২৪,	১১—২১,	১৪—০,	১৮—১,	২০—৪৭
নবদ্বীপঘাট	পৌঃ	৭—৩৩,	১১—৩০,	১৪—৯.	১৮—১৬,	২০—৫৫

মহেশগঞ্জ ষ্টেশন হইতেও শ্রীধাম-মায়াপুরে যাওয়া যায়।

ই, বি, আর. দিয়া শ্রীধাম-মায়াপুর যাইবার ট্রেণ-তালিকা

হাওড়া	ছাঃ	৬—৪৬	১২—৪৬	১৭—৪৬	১৮—৩৬
ব্যাণ্ডেল	ছাঃ	৮—২৩	১৪—১১	১৮—৪৭	১৯—৪৩
নবদ্বীপ	পৌঃ	১০—২২	১৬—১৪	২০—৪৬	২১—৩৭

সহর নবদ্বীপ হইতে গঙ্গা পার হইয়া পূর্ব্বপারে প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইতে হইবে।

কৃষ্ণনগর নবদ্বীপঘাট রেলওয়ে সময়

কৃষ্ণনগর হইতে নবদ্বীপঘাট

কৃষ্ণনগর সিটি—	৬-৪৫	১০-৪৪	১৩-২২	১৭-৩৮	২০-১৬
কৃষ্ণনগর রোড—	৬-৫৬	১০-৫৫	১৩-৩৩	১৭-৪৭	২০-২৫
আমঘাটা—	৭-১৫	১১-১৩	১৩-৫১	১৮-৩	২০-৪১
মহেশগঞ্জ—	৭-২৪	১১-২১	১৪-০	১৮-১	২০-৪৭
নবদ্বীপঘাট—	৭-৩৩	১১-৩০	১৪-৯	১৮-১৬	২০-৫৫

বিশেষ দ্রষ্টব্য—নবদ্বীপঘাট ষ্টেশন অপেক্ষা মহেশগঞ্জ ষ্টেশন হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরের দূরত্ব অনেক কম। শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে যাত্রীদিগকে রাণাঘাটে ট্রেণ বদল করিতে হয়, তাঁহারা রাণাঘাটে প্রাতঃ ৫-৫০,৮-১৪, ৯-৪৬. ১৬-৪৮,১৮-৩৯ এবং ০-৩২ মিনিটের সময় গাড়ী পাইবেন।

শান্তিপুর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে শান্তিপুর ষ্টেশনে ৫-৪০,৯-২৯, ১২-২৫,১৬-৪ এবং ১৮-৪১ মিনিটের সময় ট্রেণ পাওয়া যায়।

নবদ্বীপঘাট হইতে কৃষ্ণনগর

নবদ্বীপ ঘাট—	৫-৩৫	৯-২৫	১২-১০	১৫-৩৪	১৮-৪৫
মহেশগঞ্জ—	৫-৪৩	৯-৩৩	১২-১৯	১৫-৪২	১৮-৫৬
আমঘাটা—	৫-৪৯	৯-৩৯	১২-২৬	১৫-৪৮	১৯-৫
কৃষ্ণনগর রোড—	৬-৫	৯-৫৫	১২-৪৩	১৬-৪	১৯-২৪
কৃষ্ণনগর সিটি—	৬-১৩	১০-৩	১২-৫১	১৬-১২	১৯-৩৫

শ্রীধাম-মায়াপুরে

"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট"—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে: বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারদিক খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। খোরাকী ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে মাত্র ৬৲ টাকা ব্যয়। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছেন। বিদ্যালয়টী বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক স্বীকৃত (এফিলিয়েটেড)

মেধাবী ছাত্রগণের অতিরিক্ত সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা গড়ে শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র নিম্নী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীবিশ্ববৈষ্ণব রাজসভার

—মুদ্রাযন্ত্রত্রয়—

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

এখানে 'দৈনিক শ্রীনদীয়া-প্রকাশ' শ্রীমদ্ভাগবত ও অন্যান্য সাত্বত-ধর্ম্ম-গ্রন্থ ছাপা হয়।

শ্রীগৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

২৪৩।২ আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা

এখানে সাপ্তাহিক 'শ্রীগৌড়ীয়' মাসিক 'দি হারমনিষ্ট' ও বিবিধ ধর্ম্মগ্রন্থ ছাপা হয়। এতদ্ব্যতীত ভগবৎসেবার আনুকূল্য-সংগ্রহার্থ যাবতীয় ছাপার কার্য্য অতি সুন্দরভাবে অল্প সময়ের মধ্যে যথাসম্ভব সুলভে করা যায়। গ্রাহকগণ নির্দ্দিষ্ট সময়ে তাঁহাদের কার্য্য পাইয়া থাকেন।

শ্রীভাগবত প্রেস

হাইষ্ট্রীট, কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

নদীয়া জেলায় ইহাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও সর্ব্বজনবিদিত মুদ্রাযন্ত্র। এখানেও গৌড়ীয়-প্রিণ্টিং-ওয়ার্কের মত ধর্ম্মগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয় এবং ভগবৎসেবার আনুকূল্য-সংগ্রহার্থ যাবতীয় ছাপার কার্য্য গৃহীত হইয়া থাকে। সুলভে সুন্দর ছাপা ও যথাসময়ে কার্য্য সম্পাদনের জন্য এই মুদ্রাযন্ত্রটী চিরকালই প্রসিদ্ধ। নদীয়া কালেক্টরী, নদীয়া ডিষ্ট্রিক্টবোর্ড, নদীয়া রাজ এষ্টেট, পালচৌধুরী এষ্টেট প্রভৃতি স্থানের কার্য্য নিয়মিতভাবে এখানে হইতেছে।

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস হইতে—ডাঃ কুঞ্জকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিবন্ধুর ভক্তিশাস্ত্রী এল, এম, এফ কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

তারের ঠিকানা— 'শ্রীধাম' নবদ্বীপ
ডাকের ঠিকানা—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

দৈ নি ক

REG. C 1544

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি লাইন ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩৷৹
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার
পত্রদ্বারা।

নদীয়া-প্রকাশ

THE
NADIA-PRAKASH

সাহায্যের হার
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸৹
মাসিক ১৲
নগদ বর্ত্তমান
সংখ্যা ৫

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৮ম খণ্ড সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বেদান্তবাচস্পতি [২৯৭শ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর— ১১ই ফাল্গুন শুক্রবার ১৩৪০, ২৩শে ফেব্রুয়ারী ১৯৩৪

ভাইসরয় ভূমিকম্প-সাহায্য-ভাণ্ডার

—::০::—

নদীয়ার কালেক্টর সাহেব কর্ত্তৃক প্রথম দফায় প্রেরিত ১০০০৲ টাকার হিসাব ও দাতাদের তালিকা

১। মিঃ এইচ. সি. বোস, ডিষ্ট্রীক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট ১০০৲
২। নদীয়ার আর্চ বিশপ ১০০৲
৩। চিৎলাজিয়া ওয়ার্ডস্ ষ্টেটস ১০০৲
৪। মিসেস্ সুরেন্দ্র কুমার বোস ৮০৲
৫। মিঃ ও, এম আমেদ জজ ৫১৲
৬। মিঃ এইচ, সি, দত্ত গুপ্ত ৫১৲
৭। মিঃ এবং মিস্ আর, এন সেন ৪০৲
৮। নদীয়ার এস, সি মিঃ ই, বি কোল ২৫৲
৯। বাবু সূর্য্যকান্ত সাহা ২৫৲
১০। বাবু বৈদ্যনাথ পাত্র ২৫৲
১১। কার মাইকেল গার্লস্ স্কুলের হেড মিষ্ট্রেস কর্ত্তৃক সংগৃহীত চাঁদা ১৮৷৹
১২। বাবু ক্ষিতেন্দ্র নারায়ণ রায় ১৫৲
১৩। বাবু বি কে, মুখার্জ্জি ১৫৲
১৪। বাবু সুরেন্দ্রকুমার বোস গবর্ণমেন্ট প্লিডার ১০৲
১৫। বাবু সত্যেন্দ্রকৃষ্ণদাস দাস ১০৲
১৬। বাবু সুরেন্দ্র নাথ চাটার্জ্জি ১০৲
১৭। বাবু মহীতোষ বিশ্বাস ১০৲
১৮। বাবু গোপাল চন্দ্র ঘোষ ১০৲
১৯। ক্ষিতিপতি নাথ মিত্র ১০৲
২০। মিঃ কে. জি, সোম ১০৲
২১। গুরু ট্রেনিং স্কুল ১০৲
২২। রায় সাহেব এস্ এন, ব্যানার্জ্জির [illegible] ১০৲
২৩। [illegible] এন, দে
২৪। রায় দীননাথ সান্যাল বাহাদুর ৫৲
২৫। বাবু প্রমোদ চন্দ্র রায় ৫৲
২৬। বাবু প্রফুল্ল কুমার মুখার্জ্জি
২৭। বাবু অমূল্য চন্দ্র দত্ত
২৮। বাবু নিকুঞ্জ বিহারী ব্যানার্জ্জি ৫৲
২৯। চেৎলাঙ্গিয়া ষ্টেটের প্রোপ্রাইটার
৩০। বাবু জনার্দ্দন প্রসাদ মুখার্জ্জি
৩১। এস্ এস্ মজুমদার
৩২। বাবু এস্ সি মুখার্জ্জি
৩৩। মৌলবী ফজলর রহমান
৩৪। বাবু এ, কে. মজুমদার ৫৲
৩৫। বাবু বি. সেনগুপ্ত ৫৲
৩৬। বাবু মন্মথনাথ মুখার্জ্জি ৫৲
৩৭। মিঃ প্রসাদ চন্দ্র ব্যানার্জ্জি ৫৲
৩৮। বাবু রাধিকা মোহন চৌধুরী ৫৲
৩৯। জনৈক বন্ধু ৫৲
৪০। মিঃ এন, সেন
৪১। পরলোকগত জ্যোতিঃ প্রসাদ রায়ের পত্নী
৪২। বাবু ইন্দুভূষণ চক্রবর্ত্তী ৩৲
৪৩। হেমচন্দ্র ব্যানার্জ্জি ৩৲
৪৪। বাবু মন্টুগোপাল ভট্টাচার্য্য ৩৲
৪৫। মিঃ ঠাকুরনাথ তালুকদার ৩৲
৪৬। বাবু জে, এম, দাস ৩৲
৪৭। বাবু সত্যশরণ কাঞ্জালী ৩৲
৪৮। বাবু প্রথমনাথ ঘোষ ২৷৹
৪৯। বাবু বিভূতি ভূষণ সেন ২৲
৫০। বিধুভূষণ সেনগুপ্ত ২৲
৫১। বাবু শৈলেন্দ্রনাথ মিত্র ২৲
৫২। মৌলভী মহেরুদ্দিন আহম্মদ ২৲
৫৩। বাবু নন্দ বিহারী পণ্ডিত ২৲
৫৪। বিনায়ক সান্যাল ২৲
৫৫। বাবু সনৎকুমার ব্যানার্জ্জি ২৲
৫৬। বাবু গিরিন্দ্রনাথ সান্যাল ২৲
৫৭। বাবু হেমচন্দ্র চক্রবর্ত্তী ২৲
৫৮। বাবু নির্ম্মল চন্দ্র চন্দ্র ১৲
৫৯। নগেন্দ্রনাথ মুখার্জ্জি ২৲
৬০। মিঃ বি, সি, সোভাকর ২৲
৬১। রায় সাহেব এস, এম, ব্যানার্জ্জি ২৲
৬২। বাবু জীবনকৃষ্ণ সরকার ১৷৹
৬৩। ১৲ হিসাবে ৫৪ জন ৫৪৲

বাবু নিরাপদ ঘটক, সুরেশচন্দ্র ঘোষ, বাবু নীলকান্তি পাল, বাবু অবনীনাথ বিশ্বাস বাবু সত্যকান্ত ব্যানার্জ্জি, মুন্সি ইলাহি বক্স, বাবু সত্যগোপাল দত্ত গুপ্ত, বাবু প্রকাশচন্দ্র বসু, বাবু গঙ্গাচরণ কর, বাবু পবিত্র লাল মুখার্জ্জি, জেমস্ এন্, এন্, অধিকারী, বাবু দ্বিজপদ চাটার্জ্জি, বাবু লালতমোহন সান্যাল, বাবু সত্যেন্দ্রলাল রায়, বাবু অন্নদাপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য, বাবু মনোমোহন ঘোষ, বাবু প্রফুল্লকুমার পাল, বাবু গৌরীশঙ্কর চেৎলাঙ্গিয়া, বাবু আশুতোষ সরকার, বাবু অশ্বিনীকুমার বিশ্বাস, বাবু তারাপদ মিত্র, বাবু ফণীভূষণ সরকার, বাবু সূর্য্যকুমার দাস, মুন্সী জোয়াবুদ্দিন আহাম্মদ, বাবু রামপদ বিশ্বাস, বাবু রমণীমোহন লাহিড়ী, বাবু ফণীভূষণ ব্যানার্জ্জি, বাবু সাতকড়ি দাস, বাবু যতীন্দ্রনাথ সরকার, বাবু বিপ্রদাস চৌধুরী, বাবু বটকৃষ্ণ মণ্ডল, বাবু নন্দগোপাল [illegible] প্রসাদ মজুমদার, বাবু গৌরগোবিন্দ সেন, বাবু নির্ম্মলকুমার মৈত্র, বাবু উপেন্দ্রনারায়ণ গোস্বামী, বাবু চন্দ্রভূষণ বিশ্বাস, বাবু অনুকূলচন্দ্র বিং, বাবু মন্মথনাথ বিশ্বাস, বাবু রসরাজ বিশ্বাস, বাবু রমেন্দ্রনাথ রায়, বাবু ননীগোপাল চক্রবর্ত্তী, বাবু জানকীনাথ চক্রবর্ত্তী, বাবু অন্নদাপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য, বাবু তোতারাম গাঙ্গুলী, বাবু অন্নদাবন্ধু ব্যানার্জ্জি, বাবু মণিমোহন ভট্টাচার্য্য, বাবু প্রমথনাথ সেন, বাবু সুধাংশুবদন পাণ্ডা, ডাঃ সুখেন্দু কুমার দাস, অমরেন্দ্র সুন্দর ঠাকুর, বাবু বিভূতিভূষণ ভট্টাচার্য্য, বাবু সুরেন্দ্রচন্দ্র দত্ত, বাবু নগেন্দ্রনাথ চৌধুরী।

৬৪। খুচরা আদায় ৬৵৹

পরলোকে গোবিন্দ চট্টোপাধ্যায়

গোবিন্দ চট্টোপাধ্যায় একজন বিশেষ দৈহিকবল-সম্পন্ন লোক ছিলেন। গত ২২শে জানুয়ারী সোমবার তিনি কালের কবলে পতিত হইয়াছেন। দৈহিক উন্নতির জন্য লোক যতই চেষ্টিত হউন না কেন, উহা যদি পরমার্থের সেবায় নিয়োজিত না হয় তাহা হইলে ঐরূপ সকল চেষ্টাই নিরর্থক।

ॐ নমো ভগবতে বাসুদেবায়

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

১১ই ফাল্গুন শুক্রবার, ১৩৪০

বিচিত্রা

বৃটনের প্রায় ৫ লক্ষ নারী মোটর ড্রাইভার আছে। ইহার মধ্যে দেড়লক্ষ নারীর নিজের গাড়ী আছে।

ফাউন্টেন পেনের মধ্যে 'টিয়ার গ্যাস' পুরিয়া আজকাল প্যারিস পুলিশদের আত্মরক্ষার অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করিতে দেওয়া হয়।

৪ ফুট উঁচু এমন এক প্রকাণ্ড টাইপ রাইটার মেশিন সম্প্রতি বিলাতে তৈরী হইয়াছে, যাহা একজনে চালাইয়া ৬০জনের সমান কাজ করিয়া ফেলিতে পারে। লণ্ডনে এই টাইপ রাইটারের পরীক্ষা চলিতেছে।

বসনিয়ার দেশী খৃষ্টান মিষ্টার কাজ্ মাত্র ১৯॥ ইঞ্চি লম্বা, বয়স ৬০ বৎসর, চাষ আবাদের কাজ করে। পৃথিবীর মধ্যে ইনিই নাকি সব চেয়ে বেঁটে মানুষ।

পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বেতন পান, বেথলেহেম ষ্টীল কর্পোরেশনের প্রেসিডেন্ট মিষ্টার ইউজিন গ্রেস। তাঁহার বাৎসরিক বেতন—৩,২৫,৭৫০ পাউণ্ড।

দক্ষিণ আমেরিকার আণ্ডেজ পর্ব্বতের মধ্যে সম্প্রতি একটি স্বর্ণবর্ণ ফুটন্ত জলের হ্রদ আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহার চতুষ্পার্শ্বে কোন প্রাণী বা উদ্ভিদের চিহ্ন দেখা যায় নাই।

কারখানার জন্য পৃথিবীতে যতগুলি বড় বড় সহর গঠিত হইয়াছে তন্মধ্যে ডিয়ার বোর্নে হেনরি ফোর্ডের মোটর গাড়ীর কারখানা, ডামষ্টাডে মার্কের ঔষধের কারখানা বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

১৮৪২ সনে এডিনবরার আলেকজাণ্ডার ডেভিডসন সাহেব ঘণ্টায় ৪ মাইল বেগে একখানি গাড়ী দেড় মাইল চালনা করেন। ইলেকট্রিক ট্রেনের আবিষ্কারক তিনিই কিন্তু ইহার চারি বৎসর পূর্ব্বে সেণ্ট পিটার্স বর্গের অধ্যাপক জাকোবী একখানি নৌকা তড়িৎ-যোগে পরিচালনা করেন। এই নৌকাখানিতে ১৪ জন আরোহী ছিল। ইলেকট্রিক যানের আবিষ্কার হিসাবে সম্মান ইঁহারই প্রাপ্য।

গ্রীষ্মপ্রধান দেশ সমূহে পীতজ্বরে মাকড়সার ব্যবহারে নাকি বেশ সুফল পাওয়া গিয়াছে। ফরাসী আবিষ্কৃত পশ্চিম আফ্রিকার ডকার নামক স্থানে ডাক্তার মালাডি গবেষণা করিয়া জানিতে পারিয়াছেন যে, ঘরে যে সকল মাকড়সা দেখিতে পাওয়া যায় তাহারা পীত জ্বরের বাহক ষ্টিগোমিয়া জাতীয় মশা খাইতে ভালবাসে। তাহারা মশা খাইতে খাইতে ক্লান্ত হইয়া পড়িলে পরস্পরকে খাইতে আরম্ভ করে। পীতজ্বর নিবারণের জন্য আফ্রিকার জঙ্গলে ব্রাজিল দেশীয় মাকড়সা আমদানী করিবার প্রস্তাব হইয়াছে।

বিজ্ঞান-তত্ত্ব

বাহাদুর বালক

রোণাল্ড স্মিথের বয়স ১৭ বৎসর মাত্র। তাহার বাড়ী ব্রাইটনে (ইংলণ্ড)। সে ইহারমধ্যেই বিখ্যাত বৈজ্ঞানিকের পদে উঠিয়াছে। এক প্রকারের বন্দুক সে নির্ম্মাণ করিয়াছে যাহার সহিত সার্চলাইট লাগান থাকিবে। ইহার সাহায্যে রাত্রের অন্ধকারেও লক্ষ্য করিবার বস্তুটিকে স্পষ্ট দিনের বেলায় মত দেখা যাইবে।

নূতন রকমের মেশিন গান

শুধু তাই নয়। রোণাল্ড আবার একটী মেশিন গান আবিষ্কার করিয়াছে—তাহা দ্বারা প্রতি মিনিটে ৬০০ গুলি ছোঁড়া যাবে। সে প্রথমে খেলার ছলে এই অস্ত্র প্রস্তুত করে। বাইকের পাম্প, তিনটী ছোট পুরাতন টিন, এবং খেলার ইঞ্জিনের cylinder লইয়া রোণাল্ড এই ভীষণ অস্ত্র নির্ম্মাণ করিয়াছিল। এই মেশিন গান হইতে গুলি ৫০০ গজ পর্য্যন্ত ভীষণ জোরে যাইবে। এই প্রণালীতে বড় কামান প্রস্তুত হইলে গোলা বহুদূর পর্য্যন্ত ছোঁড়া যাইবে বলিয়া সকলে মনে করিতেছেন। বাহাদুর বালক বটে!

তালা না দারোয়ান?

দরজার দারোয়ান না রাখিলেও এখন হইতে জানা যাইবে কে ঘরে ঢুকিয়াছিল এবং কখন ঢুকিয়াছিল। এই অদৃশ্য ডিটেক্‌টিভ টী কে? ঘরের সাধারণ তালা মাত্র—কোনও বিশেষত্ব ইহাতে দেখিতে পাওয়া যাইবে না। এই তালার মধ্যে ছোট কাগজের টুকরা আছে; দরজা খুলিলেই তাহাতে সময় লেখা হইয়া যাইবে। যতটি বাহারা ব্যবহার করে প্রত্যেকের চাবীর ভিন্ন ভিন্ন নম্বর আছে—যে খুলিবে তাহার নম্বরও লেখা হইয়া যাইবে। এই তালা অন্য চাবি দ্বারা খোলা যাইবে না। আরো মজার কথা—ঘরের জানালা খোলা থাকিলে তালা কিছুতেই বন্ধ হইবে না। সুতরাং অন্যমনস্কতাবশতঃ জানলা দিয়া চোর ঢুকিবারও উপায় থাকিল না। এই তালা লণ্ডনে Business Efficiency Exhibition-এ প্রদর্শিত হইয়াছে দেখিয়া সকলেই খুসী হইয়াছেন।

জয়পুরে বায়ু-প্রাসাদ

জয়পুরে বায়ু প্রাসাদ একটা দেখিবার জিনিষ। সমস্ত মার্ব্বেল পাথরে প্রস্তুত। জগতে সুখ স্বাচ্ছন্দ্য বিধানের যত উপায় জানা আছে তাহার বন্দোবস্ত এই প্রাসাদে আছে। এই প্রাসাদ প্রস্তুত করিতে ব্যয় হইয়াছে ১ কোটী পাউণ্ড অর্থাৎ ১৩ কোটী টাকারও উপর। জানলাই আছে ৩,৪৭২টী আর প্রত্যেক জানলাতেই বাদ্যযন্ত্র এমন ভাবে লাগান আছে যে তাহার মধ্য দিয়া বাতাস গেলেই বাজনা বাজিয়া উঠিবে।

নূতন বিষাক্ত গ্যাস

Clermont (Ferand) এর রসায়নাগারের অধ্যাপক বার্ট নূতন এক প্রকারের বিষাক্ত গ্যাস প্রস্তুত করিয়াছেন। মুখে মুখোস পরিয়া পূর্ব্বের বিষাক্ত গ্যাসের হাত হইতে রক্ষা পাওয়া গিয়াছে কিন্তু এ ক্ষেত্রে সে মুখোসে কিছুই হইবে না, কারণ ইহা পরিচ্ছদের মধ্য দিয়া শরীরে প্রবেশ করিবে সুতরাং সমস্ত শরীর সুরক্ষিত করিয়া রাখিতে হইবে। এই গ্যাসও যে জলীয় পদার্থ হইতে প্রস্তুত হয় তাহাদের কোন বর্ণ নাই। সুতরাং টের পাওয়াই কঠিন হইবে। Professor Bert সুগন্ধি বিষয়ে তথ্যানুসন্ধানে নিযুক্ত ছিলেন—তাহা করিতে করিতে হঠাৎ এই বিষাক্ত গ্যাস আবিষ্কৃত হইয়াছে।

রেডিও ট্রেন

মাঞ্চুরিয়া চীনা দস্যুর উৎপাতে অস্থির হইয়া উঠিয়াছে। দস্যুগণ প্রায়ই ট্রেণ লুঠ করিতেছে। তাই জাপানী সামরিক কর্ম্মচারিগণ তাহাদিগকে শিক্ষা দিবার জন্য নূতন প্রকারের বন্দোবস্ত করিতেছেন। তাহারা রেডিওর সাহায্য লইয়াছে। জাপানী ইঞ্জিনিয়ারগণ এমন একখানি ট্রেণ প্রস্তুত করিয়াছেন যে তাহা বাষ্পদ্বারা চালিত হইলেও ড্রাইভার ইত্যাদি কেহই তাহাতে থাকিবে না—ট্রেণ খানি একেবারে খালিই যাইবে। তাহার চালক হইবে পরের আর একখানি ট্রেণ, তাহাতে বেতার যন্ত্র থাকিবে। এই যন্ত্রই পূর্ব্বের ট্রেণখানিকে চালাইবে। দস্যুগণ প্রথম খালি ট্রেণখানিকে আক্রমণ করিবে এবং তাহাদের ভুল ভাঙ্গিতে না ভাঙ্গিতে পরের ট্রেণ আসিয়া পড়িবে। তাহাতে জাপানী সৈন্য থাকিবে—তাহারা তৎক্ষণাৎ দস্যু নিধনে নিযুক্ত হইবে। ইহা সফল হইলে—হয়ত সাধারণ ট্রেণও রেডিয়ো সাহায্যে পরিচালিত হইবে।

—"আজকাল"

অদাহ্য পোষাক

আগুনে পুড়িবে না এমন জিনিষ দ্বারা প্রস্তুত পোষাক এখন হইতে জার্ম্মানির বিশেষ দেশের লোক পরিধান করিবে। প্যারী নগরে এই বিষয়ে পরীক্ষা হইয়া গিয়াছে। এই পোষাকে তাহাদের সর্ব্বাঙ্গ আবৃত থাকিবে শুধু দেখিবার জন্য চোকের সোজা সুজি পোষাকে ছুটি জানালা থাকিবে।

টাইফয়েড জ্বরের প্রতিকার

মস্কো সংক্রেম মেসনিকেভ ইনষ্টিটিউটের বৈজ্ঞানিকবৃন্দ প্রচার করিয়াছেন ৩৫ বৎসর কাল গবেষণার পর তাঁহারা টাইফয়েড জ্বরের বীজাণুনাশক এক প্রকার সিরাম প্রস্তুত করিয়াছেন। পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে যে, এই সিরাম দ্বারা টাইফয়েড রোগের জীবাণু নষ্ট করা যায়।

ঘুমপাড়ানী যন্ত্র

'আয় ঘুম আয়' বলিয়া গান গাহিয়া চাপড়াইয়া ছেলেদের আর ঘুম পাড়াইতে হইবে না—ঘুমপাড়ানী গানের দিন গেল। আমেরিকার একজন অধ্যাপক ঘুমপাড়ানী যন্ত্র আবিষ্কার করিয়াছেন। এই যন্ত্র হইতে এমন শব্দ বাহির হয় যে মনে হয় দূর হইতে এরোপ্লেনের শব্দ আসিতেছে—গুণগুণ আওয়াজ। একটী লাউড স্পীকারের মধ্যে দিয়া শব্দ নির্গত হইয়া আস্তে আস্তে ঘুম পাড়াইয়া দেয়। নিদ্রা ধীরে ধীরে দেহে বিস্তৃত হয়। তাহাও বেশ টের পাওয়া যায়। একটা ডালা আছে তাহা দ্বারা জানা যায় ক্রমে হাত পা নিদ্রায় অসাড় হইয়া পড়িতেছে এবং শেষে সমস্ত শরীর নিদ্রাভিভূত হইয়া পড়ে।

ইটালীর পল্লী প্রাণতা ও চাষ

ইটালীর হর্ত্তাকর্ত্তা মুসোলিনী দেশের শিল্প ও কৃষি প্রভৃতি সংক্রান্ত বিষয়ে সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতির জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন। তাঁহার মতে চাষই দেশের সর্ব্বপ্রকার উন্নতির মূল। এজন্য ইটালীর গ্রামের দিকে তিনি অধিক মনোযোগ দিয়াছেন এবং যাহাতে ভালভাবে চাষ হয়, তাহার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করিয়াছেন। ঐ দেশে এখন আইন হইয়াছে যে, লোকে গ্রাম ছাড়িয়া সহরে গিয়া স্থায়ীভাবে বাস করিলে তাহাকে দণ্ডনীয় হইতে হয়। পাঠক স্মরণ রাখিবেন, ইউরোপের মধ্যে ইটালীই ম্যালেরিয়া-প্রধান দেশ ছিল, এখন আর সেই অবস্থা নাই। গত কয়েক বৎসরের মধ্যে ইটালী যথেষ্ট উন্নতি করিয়াছে। আজ রুশিয়ার দিকে যেমন সমগ্র পৃথিবী চাহিয়া আছে, ইটালীর দিকেও ঠিক সেইরূপ আগ্রহের সহিত চাহিয়া আছে। ইটালীর চাষ সম্বন্ধে আমরা কিছু আলোচনা করিতে চাই।

(ক্রমশঃ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক

— পারমার্থিক পত্র —

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশ
তনয়স্তদ্ধাম-বৃন্দাবনম্,
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং
প্রেমা পুমর্থো মহান্,
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং
তত্রাদরো নঃ পরঃ॥

৮ম বর্ষ } ২৪ গোবিন্দ গৌরাব্দ ৪৪৭, ১১ই ফাল্গুন বঙ্গাব্দ ১৩৪০, ২৩শে ফেব্রুয়ারী ইং ১৯৩৪, শুক্রবার } ২৯৭ তম সংখ্যা

পরিক্রমা-প্রসঙ্গ

গত ৭ই ফাল্গুন ১৯শে ফেব্রুয়ারী সোমবার শ্রীঅন্তর্দ্বীপ-পরিক্রমা সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়াছে, পাঠকগণ এই সংবাদ গতকল্য পাইয়াছেন। এই দিবসের পরিক্রমাবাহিনীর অপূর্ব্ব দৃশ্য দর্শক ভিন্ন অপর কেহই কল্পনার তুলিতেও অঙ্কন করিতে পারিবেন না। শ্রীচৈতন্যমঠে গুরুপাদপদ্মে প্রণতি জ্ঞাপন পূর্ব্বক সঙ্কীর্ত্তনবাহিনী যখন শ্রীধাম-পরিক্রমায় বহির্গত হন তখন শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে শ্রীঅদ্বৈতভবন পর্য্যন্ত সুপ্রশস্ত পথটী সঙ্কীর্ত্তন-সেনাগণ কর্ত্তৃক পরিপূর্ণ ছিল। এদিকে প্রকৃতিরাণী কুজ্ঝটিকাবস্ত্রে স্বীয় অঙ্গ আচ্ছাদিত করিয়াছিলেন, তদুপরি বালসূর্য্যের হিরণ্ময় রশ্মি পতিত হওয়ায় শ্রীধামের সৌন্দর্য্য অতি মনোরম হইয়াছিল। তদ্দর্শনে মনে হইয়াছিল, শ্রীগৌরভগবানের নীলাশক্তি গৌর-গুণ-গাথা-কীর্ত্তনপরায়ণ সেবকগণকে যেন সস্নেহে স্বীয় বক্ষে টানিয়া আনিয়া শুদ্ধভক্তিরত্নে সুশোভিত করিতেছিলেন।

এই দিবসের পরিক্রমা প্রাতঃ ৮ ঘটিকার সময় বহির্গত হইয়া বেলা ১টার সময় প্রত্যাগমন করিয়াছেন। পণ্ডিত শ্রীপাদ শুভবিলাস দাসাধিকারী ভক্তিশাস্ত্রী মহোদয় সুললিতস্বরে বিভিন্ন দর্শনীয় বিষয়সমূহ-সম্বন্ধে পাঠ করিয়াছেন, আর ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউটের সুযোগ্য প্রধান শিক্ষক শ্রীপাদ কিশোরীমোহন ভক্তিবান্ধব মহোদয় সরল, সহজ ও প্রাঞ্জল ভাষায় যাত্রিগণের বোধোপযোগিনী ও আনন্দপ্রদা কবিয়া চিত্তাকর্ষিণী বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন। তিনি অতি অল্প কথায় বিষয়সমূহ বেশ স্পষ্টরূপে ব্যক্ত করিয়াছেন। এইপ্রকার অভিব্যক্তির যোগ্যতা অতি অল্প লোকেরই আছে।

পরিক্রমার যাত্রিগণ পরিক্রমান্তে স্নানাহার ও কিছুকাল বিশ্রাম করিলে অপরাহ্নে পুনরায় মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন ও বক্তৃতার সুব্যবস্থা হইয়াছিল। ডাঃ কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী রাত্রি ৭॥ ঘটিকা হইতে ৮॥ ঘটিকা পর্য্যন্ত একঘণ্টা বক্তৃতা করিয়াছেন। বক্তৃতায় অন্তর্দ্বীপ-তত্ত্ব, অন্তর্দ্বীপ পরিক্রমার অর্থ, অন্তর্দ্বীপাধীশ শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের পাদপদ্মে আত্মনিবেদন, পৃথুকুণ্ড মাহাত্ম্য, শ্রীগৌরানুগত্যে গৌড়ীয়মঠের পাষণ্ডিদলন ও প্রেমপ্রচারণরূপ সেবাকার্য্যদ্বয় আচার-প্রচারমুখে সম্পাদন, ক্ষণভঙ্গুর, সুদুর্লভ ও পরমার্থ-লাভযোগ্য মনুষ্য-জীবনের প্রধান কর্ত্তব্য, শ্রীগৌড়ীয়মঠের আচার্য্যবর শ্রীল প্রভুপাদের পতিতপাবনী লীলা প্রভৃতি বিষয়সমূহ সংক্ষেপে বর্ণন করা হইয়াছে।

গত ২০শে ফেব্রুয়ারী মঙ্গলবার শ্রীসীমন্তদ্বীপ-পরিক্রমা সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীল প্রভুপাদের আদেশে ত্রিদণ্ডিপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবৈভব সাগর মহারাজের নেতৃত্বে এই দিবসের পরিক্রমা পরিচালিত হইয়াছে। উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সিদ্ধস্বরূপ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী মহাশয় পাঠ করিয়াছেন এবং পূর্ব্বোক্ত প্রধান শিক্ষক ভক্তিবান্ধব প্রভু বর্ত্তমান বেলপুকুর নামক স্থানে একটী সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা দিয়াছেন। এই দিবস পরিক্রমা প্রাতঃ ৭ ঘটিকার সময় বহির্গত হইয়া বেলা ১২-৩৫ মিনিটের সময় শ্রীচৈতন্যমঠে প্রত্যাবৃত্ত হইয়াছে। পাঠ ও বক্তৃতা শ্রোতৃবৃন্দের চিত্তাকর্ষক হইয়াছিল।

পরিক্রমা-কালে ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইনষ্টিটিউটের প্রধান শিক্ষক শ্রীপাদ কিশোরীমোহন ভক্তিবান্ধব বি-এ, বি-এল মহোদয় বর্ত্তমান বেলপুকুর গ্রামে যাত্রিগণের নিকট কয়েক মিনিটের জন্য একটী বক্তৃতা প্রদান করিয়াছিলেন। যাত্রিগণ যাহাতে বক্তৃতার বিষয়টী অতি সহজে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন, তজ্জন্য তিনি তাঁহার বক্তৃতার মধ্যে সময় সময় উদাহরণ স্বরূপে ২।১টী গল্প বলেন। বেলপুকুরে তিনি স্বীয় দৈন্য-প্রকাশছলে যে কথা বলিয়াছেন, তাহা নাকি কোন পাণ্ডিত্যাভিমানী ব্যক্তির হৃদয়ে আঘাত দিয়াছে। নিম্নে আমরা বিষয়টী বলিতেছি। পাঠকগণ বিবেচনা করিবেন—এই গল্পে কাহারও হৃদয়বিদারক কোনও কথা আছে কি না?

পণ্ডিত শ্রীপাদ বিনোদবিহারী ব্রহ্মচারী কৃতিরত্ন মহোদয় প্রধান শিক্ষক মহাশয়ের পরিচয় প্রদান করিয়া—যাত্রিগণের সমক্ষে তিনি কিছু কীর্ত্তন করেন, এই প্রকার অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলে, প্রধান শিক্ষক মহাশয় প্রথমমুখে দৈন্যভরে বলিয়াছেন,—"পূজ্যপাদ কৃতিরত্ন প্রভু আমাকে কিছু বলিতে আদেশ করিলেন, কিন্তু আমার বক্তৃতার বিষয় কিছুই নির্দ্দিষ্ট নাই। একবার পরলোকগত কেশব সেন মহাশয়কে কোনও সভায় বক্তৃতার জন্য আহ্বান করা হইয়াছিল, কিন্তু তাঁহাকে বক্তৃতার বিষয় পূর্ব্বে জানান হয় নাই; বক্তৃতামঞ্চে উপস্থিত হইয়া তিনি দেখিতে পাইলেন, বোর্ডে বক্তৃতার বিষয় লিখিত হইয়াছে—'Nothing" (কিছুই না)। তিনি বক্তা ছিলেন, তাই ঐ বিষয়েই দুই ঘণ্টা বক্তৃতা প্রদান করিয়া শ্রোতৃবৃন্দের বিস্ময় উৎপাদন করিয়াছিলেন। আমার ঐপ্রকার বাগ্মিতা বা পাণ্ডিত্য নাই। তবে পথে আসিতে একটী বৃষকাষ্ঠ দেখিতে পাইলাম। ইহা দেখিয়া আমার নিজের অবস্থার কথা মনে পড়িল। আমাদের দেশে ভাট বামনেরা আসিয়া মৃত ব্যক্তির উদ্দেশ্যে বৃষকাষ্ঠের সম্মুখে ক্রন্দন করিতে থাকেন। উক্ত মৃত ব্যক্তির আত্মীয়-স্বজনেরা তাঁহার জন্য যে-স্বরে ক্রন্দন করে, ভাটগণের স্বর তদপেক্ষা অধিকগুণ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, যেন তাঁহাদের হৃদয়ে কতই আঘাত লাগিয়াছে; কিন্তু তাঁহাদের এই ক্রন্দনে আন্তরিকতার লেশ মাত্র নাই। সেই প্রকার ভজনহীন আমার বক্তৃতায় আন্তরিকতা কিছুমাত্র থাকিবার সম্ভাবনা নাই, ইত্যাদি।"

ঐ কথায় যদি কেহ ক্রুদ্ধ বা অসন্তুষ্ট হইয়া ঝগড়া করিতে আসেন, তাহা হইলে কি আমরা বুঝিব না, তিনি "ঠাকুর ঘরে কে?" প্রশ্নে "আমি কলা খাই নাই।" উত্তর দিতেছেন? 'কাকে কাণ লইয়া গিয়াছে'—কাহারো মুখে এই কথা শুনিয়া কাকের পশ্চাৎ প্রধাবিত হওয়া কি বুদ্ধিমত্তার পরিচয়?

উক্ত পাণ্ডিত্যাভিমানী ব্যক্তি মনে করিয়াছিলেন, আমাদের প্রধান শিক্ষক মহাশয় স্মার্ত্ত-ভট্টাচার্য্যগণকে আক্রমণ করিয়াছেন। কিন্তু প্রধান শিক্ষক মহাশয়ের যে এই উদ্দেশ্য ছিল না, তাহা পাঠকগণ উপরিউক্ত বিষয়টী পাঠ করিয়াই বুঝিতে পারিয়াছেন। তবে শ্রীনদীয়া-প্রকাশ কর্ম্মজড়-স্মার্ত্তবাদের অন্ধকার নিরাস ও শুদ্ধভক্তির অপ্রাকৃত আলোক বিশ্বে বিকীরণার্থ সততই চেষ্টাপর। আমাদের পূর্ব্বগুরু শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর গাহিয়াছেন—

কর্ম্মকাণ্ড জ্ঞানকাণ্ড সকলই বিষের ভাণ্ড
অমৃত বলিয়া যেবা খায়।
নানা যোনি সদা ফিরে কদর্য্য ভক্ষণ করে
তা'র জন্ম অধঃপাতে যায়॥

শ্রীল রূপ গোস্বামিপাদ শুদ্ধভক্তির স্বরূপ নির্ণয়ে বলিয়াছেন—

"অন্যাভিলাষিতাশূন্যং জ্ঞানকর্ম্মাদ্যনাবৃতম্।
আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা॥"

আমরা আমাদের পূর্ব্বাচার্য্যগণের পদধূলি শিরে ধারণ করিয়া তাঁহাদের প্রদর্শিত পথেই বিচরণ করিব। আমরা জানি, এই পথে গমন ব্যতীত নিত্যকল্যাণলাভের আর অন্য উপায় নাই। যদি আমাদের বিচারের বিরুদ্ধে কাহারো কিছু বলিবার থাকে, তিনি বিচার-সভা আহ্বান করিতে পারেন অথবা তাঁহার বক্তব্যবিষয়ে প্রশ্ন করিলে আমরা তাঁহার সদুত্তর-প্রদানে সর্ব্বদাই প্রস্তুত আছি।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

২৪ গোবিন্দ নিধি গর্ভোদশায়ী ৪৪৭

নবদ্বীপ পরিক্রমা

—:০:—

পঞ্চম দিবস

জয়তি জয়তি কোলদ্বীপকান্তারয়াজী
সুরসরিত্তপকণ্ঠে দেবদেবপ্রণম্যা।
খগ-মৃগ-তরুবল্লী-কুঞ্জ-বাপী-তড়াগ-
স্থল-গিরি-হ্রদিনীনামদ্ভুতৈঃ সৌভগাদ্যৈঃ॥

—পশু, পক্ষী, তরুলতাকুঞ্জ, দীর্ঘিকা, সরোবর, উপত্যকা, পর্ব্বত এবং হ্রদ সমূহের অদ্ভুত সৌন্দর্য্যাদিগুণে উদ্ভাসিত গঙ্গার সর্ব্বদেব-প্রণম্যা শ্রীকোলদ্বীপ-কান্তাররাজি জয়যুক্ত হউন।

আমরা গত দিবস-চতুষ্টয় গঙ্গার পূর্ব্ব-তটস্থ দ্বীপ-চতুষ্টয় পরিক্রমা করিয়াছি। আজ গঙ্গার পশ্চিম পারস্থ দ্বীপপঞ্চকের অন্যতম শ্রীকোলদ্বীপ (সহর নবদ্বীপ) পরিক্রমা করিয়া ঋতুদ্বীপস্থ শ্রীগৌরগদাধর-মঠে বিশ্রাম লাভ করিব। শ্রীঋতুদ্বীপ আগামী কল্য পরিক্রমা হইবে। কোলদ্বীপের সংস্থান সম্বন্ধে ঠাকুর শ্রীল ভক্তিবিনোদ সজ্জন-তোষণী ৭ম বর্ষ দ্বিতীয় সংখ্যায় "অপরাধভঞ্জন পাট কুলিয়া" শীর্ষক একটী গবেষণাপূর্ণ প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছেন। আমরা স্থানান্তরে তাহা উদ্ধৃত করিতেছি। তাহাতে পাঠক-গণ বিশেষরূপে জানিতে পারিবেন যে বর্ত্তমান সহর নবদ্বীপই অপরাধভঞ্জনের পাট কোলদ্বীপ। ভাগবত-পাঠী দেবানন্দ পণ্ডিত মহাপ্রভুর পার্ষদ-ভক্ত শ্রীবাস পণ্ডিতের চরণে অপরাধ সঞ্চয় করিয়াছিলেন। পরে তিনি মহাপ্রভুর নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করিলে ভক্তের প্রতি অবিচার ও অত্যাচারের প্রশ্রয় দেওয়ায়, অধমতারণ শ্রীশ্রীগৌর-সুন্দর প্রথমে দেবানন্দের প্রতি শাসন-বাক্যবাণ প্রয়োগ করিলেও পরে তাঁহাকে শ্রীবাস পণ্ডিতের নিকট ক্ষমা চাহিয়া অপরাধ হইতে মুক্ত হইবার জন্য উপদেশ করিয়াছিলেন। শ্রীদেবানন্দ মহাপ্রভুর আদেশ নতশিরে পালন করিয়া, বৈষ্ণবাপরাধ হইতে উদ্ধার লাভ করেন। দেবানন্দের অপরাধ ভঞ্জন হইয়াছিল বলিয়া কোলদ্বীপের অপর নাম অপরাধ-ভঞ্জনের পাট। এই কোলদ্বীপ সম্বন্ধে শ্রীচৈতন্য-ভাগবতে লিখিত হইয়াছে,—

'সবেমাত্র গঙ্গা নদীয়ায় কুলিয়ায়।'

বর্ত্তমান সহর নবদ্বীপ, গঙ্গাপ্রসাদ, কোল আমাদ, কোলের গঞ্জ, চরগদখালি বা গদখালি চর ও গদখালির সংলগ্ন নদীয়া, পারমেদিয়া বা গদখালির পারমান্দিয়া বা নূতন গ্রাম তেঘরি, তেঘরির কোল প্রভৃতি স্থান সমূহ কোলদ্বীপের অন্তর্গত। কুলিয়া পাহাড়পুর, ভজনকুটী, কুলিয়া সমাধি-মঠ, কুলিয়া ধর্ম্মশালা, শ্রীল বংশীদাস বাবাজী মহারাজ প্রভৃতি এই দ্বীপে বিশেষরূপে দর্শনীয়।

কুলিয়া পাহাড়পুর

এই স্থানের পৌরাণিক আখ্যায়িকা এই যে, বাসুদেব নামক জনৈক ব্রাহ্মণকুমার সত্যযুগে ভগবদ্দর্শনের জন্য ব্যাকুলভাবে ক্রন্দন করিতে থাকিলে, ভগবান্ শ্রীবিষ্ণু পর্ব্বতসমান উচ্চ-শরীর ধারী কোল বা বরাহরূপে তাঁহাকে দর্শন প্রদান করিয়াছিলেন। এই জন্যই এই স্থানের নাম কোলদ্বীপ। এই স্থানেই ব্রহ্মার যজ্ঞে ভগবান্ বিষ্ণু আবির্ভূত হইয়া দংষ্ট্রাগ্র দ্বারা দৈত্য হিরণ্যাক্ষকে বধ করিয়াছিলেন।

বৈষ্ণব সার্ব্বভৌম শ্রীল জগন্নাথের ভজনকুটীর

পাঠকগণ অবগত আছেন, নিত্যসিদ্ধ বাবাজী শ্রীল জগন্নাথ—ক্ষেত্রমণ্ডল, ব্রজ-মণ্ডল ও গৌড়মণ্ডলের মধ্যে একচ্ছত্র বৈষ্ণব-সার্ব্বভৌম ছিলেন। এই নিত্যসিদ্ধ মহাপুরুষই শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ-জন্মস্থানের নির্দ্দেশক শ্রীনবদ্বীপধাম-প্রচারিণী সভার প্রাক্তন মূল-পুরুষ। ইনি ১৩০০ বঙ্গাব্দে শ্রীগৌরজন্ম-ভূমি শ্রীধাম মায়াপুর নির্দ্দেশ করিয়া বর্ষত্রয়ের মধ্যেই নিজ প্রকটলীলা সংগোপন করেন। এই মহাপুরুষ শ্রীচৈতন্যাব্দ ও বৈষ্ণবপর্ব্বাদি প্রচারের পৃষ্ঠপোষক, শ্রীনামভজনের একনিষ্ঠা-প্রদর্শক এবং কায়মনোবাক্যে নিরন্তর হরি-ভজনের উপদেশক। ইহাঁর আচার-প্রচারাদি সম্বন্ধে দুই একটী কথা আমরা কয়েক দিবস পূর্ব্বে শ্রীনদীয়া-প্রকাশে প্রকাশ করিয়াছি। ইনি গৌরমণ্ডলে অবস্থানকালে কোন কোন সময় গোদ্রুমে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নিকট এবং অধিকাংশ সময় কোলদ্বীপস্থ স্বীয় ভজন-কুটীরে অবস্থান করিতেন।

কুলিয়া সমাধি মঠ

ইহা আমাদের পরম-গুরুদেব ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল গৌরকিশোর দাস গোস্বামী মহারাজের সমাধি-মন্দির। এই সমাধি বাবাজী মহারাজের ইচ্ছাক্রমে বর্ত্তমানে গঙ্গার ভাঙ্গনের ছলে শ্রীধাম মায়াপুরস্থ শ্রীচৈতন্যমঠের রাধাকুণ্ডতটে স্থানান্তরিত হইয়াছেন। পাঠকগণ বোধ হয় অবগত আছেন, বাবাজী মহারাজ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের প্রিয় নিত্য সুহৃদ্। ১৩২২ বঙ্গাব্দের চাতুর্ম্মাস্য-ব্রতশেষে দামোদর মাসে উত্থান একাদশী দিবসে ইনি অপ্রকট-লীলা প্রকাশ করিয়াছেন।

কুলিয়া ধর্ম্মশালা

আমাদের পরম গুরুদেব শ্রীশ্রীল গৌর-কিশোর প্রভুবরের ভজনস্থলে পরিণত হওয়ায় এই ধর্ম্মশালাটী শুদ্ধভক্তগণের নিত্য আরাধনার বস্তু হইয়াছে। অনেকে ভগবদ্ভক্তির ভান করিয়া লোকচক্ষে শাস্ত্রীয় সদাচার দেখাইয়া নিজ নিজ বিষয় চেষ্টায় ব্যস্ত হন; তাঁহাদের সেই বিষয়চেষ্টা গোস্বামিশাস্ত্রে বিষ্ঠার সহিত তুলনা করা হইয়াছে। ইহা প্রত্যক্ষ দেখাইবার জন্য ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল গৌরকিশোর প্রভুবর এই কুলিয়া ধর্ম্মশালায় সাধারণের পুরীষত্যাগের স্থানে প্রায় ছয় মাস কাল বাস করিয়াছিলেন।

শ্রীল বংশীদাস বাবাজী

এই বৈষ্ণবমহাত্মা কুলিয়ার নূতন চড়ায় একটী কুটীরে নিজ ভজনানন্দে মগ্ন আছেন। ইহাঁর পারমহংস্য আচার বিচার সাধারণ বিচারে অবিতর্ক্য। নবদ্বীপ পারঘাট উত্তীর্ণ হইলেই আমরা ইহাঁর ভজনস্থলী দর্শনের সৌভাগ্য পাইব।

অপরাধভঞ্জনপাট কুলিয়া

[ঠাকুর শ্রীল ভক্তিবিনোদ-লিখিত ও সজ্জনতোষণী ৭ম বর্ষ ২য় সংখ্যায় প্রকাশিত]

"বঙ্গদেশের অনেক স্থানে 'কুলিয়া' নামে এক একটী ক্ষুদ্র গ্রাম বর্ত্তমান আছে। কিন্তু শ্রীধাম-কুলিয়া জগতের মধ্যে একটী অতুল্য স্থান-বিশেষ। কেন না, ইতিহাস সেই কুলিয়াকে বিশেষ সম্মান করিয়া উক্তি করিয়াছেন। সেই কুলিয়ার নাম 'শ্রীপাট-কুলিয়া'। সেখানে কলিপাবনাবতারী শ্রীমদ্ গৌরাঙ্গ প্রভু সাত দিবস অবস্থিতি করিয়া চাপাল গোপাল নামক মহাপরাধদণ্ডিত শ্রীনব-দ্বীপনিবাসীকে অপরাধ হইতে মুক্ত করিয়াছেন। গৌরহরি সেইখানে মহেশ্বর-বিশারদের জাঙ্গাল-নিবাসী দেবানন্দ নামক একটী ভাগবতবেত্তা পণ্ডিতের ভক্তাপরাধ মার্জ্জন পূর্ব্বক তাঁহাকে পবিত্র করিয়াছিলেন। সেই-খানে কৃষ্ণানন্দ নামক তন্ত্রবিৎ কোন পণ্ডিত বৈষ্ণবাপরাধে মহারোগগ্রস্ত হইয়া শ্রীমন্ মহাপ্রভুর কৃপায় রোগ ও অপরাধ হইতে মুক্ত হইয়াছিলেন। এবম্ভূত তীর্থরাজ কুলিয়া নগর কোথায় ইহা স্থির করিতে গেলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর সমসাময়িক পণ্ডিতবর্গের বিরচিত গ্রন্থালোচন ব্যতীত অন্য উপায় কি থাকিতে পারে?

কুমারহট্ট হইতে তিন মাইল পূর্ব্বে একটী ক্ষুদ্র গ্রামে কয়েক বৎসর হইল, 'কুলিয়া পাটের মেলা' বলিয়া একটী মেলা সংস্থাপিত হইয়াছে। প্রতি বৎসর পৌষমাসে কলিকাতা ইত্যাদি নগর হইতে বহু ব্যক্তি সেই মেলায় গিয়া থাকেন। এই গতিকে সামান্য সামান্য লোকের নিকটে কুলিয়ার নাম উচ্চারণ করিলে ঐ গ্রামকে 'কুলিয়া' বলিয়া তাঁহারা বুঝিয়া থাকেন। বস্তুতঃ 'অপরাধ-ভঞ্জনের পাট' বা 'দেবানন্দের পাট' বলিয়া যে কুলিয়া শ্রীচৈতন্যভাগবত, শ্রীচৈতন্যচরিতা-মৃত, শ্রীচৈতন্যমঙ্গল, শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-মহাকাব্য এবং প্রেমদাস বাবাজীকৃত চন্দ্রোদয়-নাটক, শ্রীচৈতন্যচরিতা-মৃত মহাকাব্য এবং প্রেমদাস বাবাজী-কৃত চন্দ্রোদয়-ভাষানুবাদে উল্লিখিত আছে, সে কুলিয়া শ্রীনবদ্বীপের ষোলক্রোশ পরিধির মধ্যে অবশ্য বর্ত্তমান থাকিবে। শ্রীচৈতন্যভাগবত অন্ত্য খণ্ড তৃতীয় অধ্যায়ে—

কুলিয়ানগর আইলেন ন্যাসিমণি।
সেই ক্ষণে সর্ব্বদিকে হইল মহা-ধ্বনি॥
সবে গঙ্গামধ্যে নদীয়ায় কুলিয়ায়।
শুনি' মাত্রে সর্ব্বলোকে মহানন্দে ধায়॥

ঐ গ্রন্থে অন্য স্থলে নিত্যানন্দ প্রভুর নবদ্বীপে থাকার সময় এইরূপ বর্ণন আছে,—

'বালাছাড়া, বড়গাছি, আর দোগাছিয়া।
গঙ্গার ওপার কভু যায়েন কুলিয়া॥'

শ্রীকবিরাজ গোস্বামী মহাপ্রভুর কুলিয়া-আগমন অনুক্রমে বিস্তার করেন নাই। এই জন্য তাঁহার বর্ণনায় কুলিয়া গ্রাম কোন্ স্থানে, তাহা ভাল করিয়া বিবেচনা না করিলে বুঝা যায় না। তিনি মধ্য খণ্ড ১৬শ অধ্যায়ে লিখিয়াছেন যে, মহাপ্রভু পানি-হাটীতে রাঘব পণ্ডিতের ঘর হইয়া, কুমার-হট্টে শ্রীবাসকে দর্শন পূর্ব্বক কাঞ্চনপল্লীতে শ্রীশিবানন্দ সেন ও শ্রীবাসুদেব ঠাকুরের গৃহে পদার্পণ করিয়া বাচস্পতিগৃহে উপস্থিত হইলেন। এই বাচস্পতির গৃহ যে বিদ্যা-নগর, তাহা আমরা পরে দেখাইব। বাচস্পতি-গৃহ হইতে লোকভিড়ের কষ্ট নিবারণ-জন্য কুলিয়াগ্রামে মাধবদাসের গৃহে আসিয়া সাত দিবস রহিলেন। তাহার অব্যবহিত পরেই শান্তিপুর ও তথা হইতে রামকেলি-গমনের যে কথা লিখিত হইয়াছে, তাহাতে স্থান সকলের ক্রমপর্য্যায় নাই। যেহেতু তিনি নিজেই কহিতেছেন,—

শান্তিপুরে পুনঃ কৈল দশ দিন বাস।
বিস্তারি' কহিয়াছেন বৃন্দাবন দাস॥
অতএব ইহা আর না কৈলুঁ বিস্তার।
পুনরুক্তি হয় গ্রন্থ বাড়য়ে অপার॥

ইহাতেই স্পষ্ট বোধ হইতেছে, কবি-রাজ গোস্বামী সকল কথা পর্য্যায়ক্রমে বর্ণন করিলেন না। শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুরের বর্ণনের উপর নির্ভর করিয়া রাখিলেন। চৈতন্যমঙ্গলে, লিখিয়াছেন—

গঙ্গাস্নান করি প্রভু রাঢ়দেশ দিয়া।
ক্রমে ক্রমে উত্তরিল নগর কুলিয়া॥
পূর্ব্বাশ্রম দেখিবেন সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম।
নবদ্বীপ আইলা প্রভু এই তাঁ'র মর্ম্ম॥
মায়ের বচনে পুনঃ গেলা নবদ্বীপ।
বারকোনাঘাট নিজ বাড়ীর সমীপ॥

এই বর্ণনে আমরা স্পষ্টই দেখিতেছি যে, কুলিয়া গ্রাম নবদ্বীপ-মণ্ডলের অন্তর্গত। কেবল এক গঙ্গা পার এবং তথা হইতে তাঁহার পূর্ব্বাশ্রমের মায়াপুরস্থ ঘর দেখা যায় তাঁহার ঘরও বারকোণা ঘাটের নিকট।

(ক্রমশঃ)

বাণীপূজার অধিকারী কে?

[২৯৬ সংখ্যায় প্রকাশিতাংশের পর]

ত্যাগীর ইন্দ্রিয়লালসা যেরূপ আশ্রম-বিড়ম্বনা, অনর্থযুক্ত গৃহস্থ-সাধকের অর্চ্চন-পরিত্যাগও সেইরূপ আশ্রম-বিড়ম্বনা। সন্ন্যাসীর বান্তাশী হওয়া যেরূপ দোষের, অনর্থযুক্ত গৃহস্থসাধকের অর্চ্চন-পরিত্যাগও সেইরূপ দোষের। এমন কি অনুক্ষণ কীর্ত্তনকারী মধ্যমাধিকারী গৃহস্থভক্তের পক্ষেও অন্যান্য গৃহস্থগণকে ক্রমমঙ্গললাভের আদর্শ দেখাইবার জন্য বাড়ে অর্চ্চন করিবার ব্যবস্থা আছে কারণ অর্চ্চন ব্যতীত অনর্থযুক্ত সাধকের মঙ্গলের অন্য কোন উপায় নাই, অর্চ্চন ব্যতীত ভক্তিসদাচারে প্রতিষ্ঠিত হওয়া যায় না, অর্চ্চনের নিত্যতা স্বীকার না করিলে নির্ব্বিশেষবাদী বা ভগবদ্-বিরোধী নাস্তিক হইতে হয়। তবে যে অর্চ্চন শ্রবণ-কীর্ত্তনাদির দ্বারা নিয়মিত নহে কিম্বা যে অর্চ্চনের ফল শ্রীগুরু-বৈষ্ণব-সেবা-প্রবৃত্তি বা শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি ভজন-প্রবৃত্তি নহে সেই অর্চ্চন অসম্পূর্ণ বা অর্চ্চন-ব্যভিচার মাত্র।

অর্চ্চন সম্বন্ধে পূর্ব্বোক্ত কথাগুলি বিশেষভাবে আলোচনা না করার জন্য মাদৃশ অনর্থগ্রস্ত অনেক গৃহস্থাভিমানী গৃহব্রতগণ গুলি বজায় রাখিবার উদ্দেশ্যে 'অর্চ্চন' বাদ দিয়া কেবল নাম-ভজনের ছলনা করেন। দেহ, গৃহ, স্ত্রী-পুত্রাদির প্রতি আসক্তি, বিত্তশাঠ্য, অনবধান, ইন্দ্রিয়-পরায়ণতা প্রভৃতি অনর্থগুলি বজায় রাখিয়া কোটিজন্ম নামাক্ষর উচ্চারণ করিলেও যে মুক্তকুলের উপাস্য শ্রীনামের স্ফূর্ত্তি হইবে না, নামী হইতে অভিন্ন শ্রীনাম যে সেবোন্মুখ-জিহ্বায় স্বয়ং স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হন তাহা তাঁহারা শুনিয়াও শুনেন না বুঝিয়াও বুঝেন না। ইহা অপেক্ষা দুঃখের বিষয় আর কি হইতে পারে।

৫২। আবার কেহ কেহ অর্চ্চনের অভিনয় করিলেও বিত্তশাঠ্য দোষটী ছাড়িতে চান না বা ছাড়িবার চেষ্টা করেন না। স্ত্রী, পুত্র স্বজনাদির ইন্দ্রিয় তর্পণের জন্য অর্থব্যয় করিতে যতটা মুক্তহস্ত শ্রীবিগ্রহের সেবার জন্য সে প্রকার মুক্তহস্ত হইতে পারেন না; তাই শ্রীবিগ্রহের নৈবেদ্যাদি, বসন-ভূষণ, অলঙ্কার ও শ্রীমন্দির প্রভৃতির জন্য যতটা কম খরচে পারা যায় তাহারই চেষ্টা করেন,—

"কনকের দ্বারে সেবহ মাধব"

—ইহা আচরণ করিবার জন্য যত্ন করেন না, শ্রীল রাঘব পণ্ডিত প্রভৃতি শ্রীমন্মহাপ্রভুর পার্ষদভক্তগণের শ্রীবিগ্রহসেবার আদর্শের অনুসরণ করিবার জন্য উৎসাহবিশিষ্ট হন না। এইরূপে বিত্তশাঠ্যাদোষে অর্চ্চন-ব্যভিচার হওয়ায় অর্চ্চনের ফললাভে বঞ্চিত হন। অর্চ্চনের ফল—শ্রীগুরু-বৈষ্ণবসেবা-প্রবৃত্তি, সাধুসঙ্গে শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি ভজনপ্রবৃত্তি ও কীর্ত্তন-সেবা বা প্রচার-সেবায় সর্ব্বস্ব অর্পণ। উক্ত ফললাভে বঞ্চিত হইবার মূলকারণই বিত্তশাঠ্যদোষ। শ্রীমন্মহাপ্রভু যে কুলীনগ্রামবাসী ভক্তগণকে লক্ষ্য করিয়া গৃহস্থের কৃত্য কৃষ্ণসেবা ব্যতীত বৈষ্ণবসেবা ও নামসঙ্কীর্ত্তনের কথা শিক্ষা দিয়াছিলেন এবং তিনি যে স্বয়ং অতিথি ও বৈষ্ণব-সেবার আদর্শ দেখাইয়াছিলেন নিম্নলিখিত বাণীই তাহার প্রমাণ।

প্রভু কহেন—কৃষ্ণসেবা, বৈষ্ণবসেবন।
নিরন্তর কর কৃষ্ণনাম-সঙ্কীর্ত্তন॥
(চৈঃ চঃ মধ্য ১৫শ পঃ)

নিরবধি অতিথি আইসে প্রভু ঘরে।
যার যেন যোগ্য প্রভু দেন সবাকারে॥
কোন দিন সন্ন্যাসী আইসে দশ বিশ।
সবা নিমন্ত্রেণ প্রভু হইয়া হরিষ॥
সেইক্ষণে কহি' পাঠায়েন জননীরে।
কুড়ি সন্ন্যাসীর ভিক্ষা ঝাট করিবারে॥
তবে লক্ষ্মীদেবী গিয়া পরম সন্তোষে।
রান্ধেন বিশেষে তবে প্রভু আসি' বৈসে॥
সন্ন্যাসিগণেরে প্রভু আপনে বসিয়া।
তুষ্ট করি' পাঠায়েন ভিক্ষা করাইয়া॥
গৃহস্থেরে মহাপ্রভু শিখায়েন ধর্ম্ম।
অতিথির সেবা গৃহস্থের মূল কর্ম্ম॥
গৃহস্থ হইয়া অতিথি-সেবা না করে।
পশু পক্ষী হইতে অধম বলি তারে॥
(চৈঃ ভাঃ আদি ১৪ অঃ)

বিত্তশাঠ্যদোষে দুষ্ট মাদৃশ গৃহব্রতগণ শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্ম আশ্রয়ের অভিনয় করিয়াও শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা গ্রহণ করেন না, তাঁহার আদর্শের অনুসরণ করিবার জন্য যত্ন করেন না বর্ত্তমানে শ্রীল প্রভুপাদের আশ্রিত আদর্শ গৃহস্থ-ভক্তগণের আচরণের অনুসরণ করিবার জন্য উৎসাহবিশিষ্ট হন না। তাঁহাদের বৈষ্ণব-সেবায় এমনি উৎসাহ যে শ্রীনাম-প্রচারের জন্য শ্রীগুরুদেবের নিজ-জনগণ তাঁহাদের গৃহে গমন করিলে—

"বৈষ্ণবসঙ্গেতে মন উল্লসিত অনুক্ষণ"

—ইহার বিপরীত অবস্থা হয়, কেহ কেহ এত ভাগ্যবান্ (?) যে বৈষ্ণবগণকে দর্শন করিবামাত্রই সন্ধ্যাকালেও গন্তব্য পথ দেখিবার পরামর্শ দিয়া গললগ্নীকৃতবাসে কৃপা প্রার্থনা (?) করিতেও বিন্দুমাত্র কুণ্ঠিত হন না, আবার কেহ কেহ কিছু উদার হইয়া দুই চারি দিনের জন্য অপ্রীতির সহিত সেবা (?) করিতে করিতে শীঘ্র শীঘ্র বিদায় দিবার কৌশল চিন্তা করেন কিম্বা সেখানে অন্য কোন সতীর্থ থাকিলে তিনি স্বয়ং বদান্য সাজিয়া তাঁহার স্কন্ধে সেবাভার চাপাইবার চেষ্টা করেন, বৈষ্ণবগণ তাঁহার বিমুখতা দেখিয়াও শ্রীগুরুসেবার জন্য ও তাঁহার প্রতি অহৈতুকী কৃপা প্রকাশ করিবার জন্য কয়েকদিন অবস্থান করিলে সেবোপকরণের স্বাস্থ্য দিন দিন ক্ষীণ হইতে থাকে, আর একদিকে তাঁহার ভাগ্যলক্ষ্মী তাঁহার প্রতি এতটা প্রসন্ন (?) যে তাঁহার সহধর্ম্মিণী শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর পূর্ব্বোক্ত আদর্শের অনুসরণ না করিয়া তাহার বিপরীত আচরণ করেন অর্থাৎ বৈষ্ণবসেবা-সুযোগকে সাদরে বরণ না করিয়া অসুস্থতার অভিনয়পূর্ব্বক শয্যা গ্রহণ করেন, ঐ প্রকার ব্যক্তিগণের সাধুসঙ্গে শ্রবণ-কীর্ত্তনের উৎসাহ না থাকিলেও তাঁহারা নির্জ্জনে পূর্ণ-সংখ্যা বা ততোধিক নাম জপ (?) করিতে বিশেষ পারদর্শী, শ্রীনামে এত অনুরাগ (?) যে নাসিকা-গর্জ্জন করিতে করিতে সংখ্যা-পূরণের জন্য যত্ন ?) করেন, তাঁহাদের প্রচার-সেবায় এতটা অনুরাগ যে বৈষ্ণবগণ এক গ্যালন চিদ্বস্তু ব্যয় করিলে পর এক সিকি বা এক মুদ্রা না দিয়া থাকিতে পারেন না। যদি অর্চ্চনটী সুষ্ঠুরূপে সাধিত হইত, কীর্ত্তনের দ্বারা নিয়মিত হইত তবে বৈষ্ণব-সেবায় ঐ প্রকার উৎসাহের অভাব হইত না, সাধুসঙ্গে শ্রবণ-কীর্ত্তনের সুযোগ ঘটিলেও সে-সুযোগ হইতে অব্যাহতি-লাভের চেষ্টা হইত না এবং প্রচার সেবার জন্য টাকাটা সিকেটা দিয়া রেহাই পাইবার ও তহবিলটী পুত্র-কলত্রাদির সেবার জন্য অক্ষুণ্ণ রাখিবার যত্ন করিতেন না কারণ অর্চ্চনের ফলই বৈষ্ণব-সেবা, অর্চ্চনের ফলই সাধুসঙ্গে শ্রবণ-কীর্ত্তনে রুচি, অর্চ্চনের ফলই প্রচার-সেবায় সর্ব্বস্ব-সমর্পণ। শ্রীল রামানুজাচার্য্যের শিষ্য দারিদ্র লীলাভিনয়-কারী ব্রাহ্মণ বরদাচার্য্যও তাঁহার সহধর্ম্মিণীর শ্রীগুরু বৈষ্ণব সেবার আদর্শটী মাদৃশ গৃহব্রতগণের বিশেষভাবে আলোচ্য। (শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত 'শ্রীচৈতন্যের প্রেম' নামক গ্রন্থে উক্ত উপাখ্যানটী বর্ণিত আছে, উহা পাঠ করিলে অশ্রুসম্বরণ করা যায় না।

৫৩। শ্রীমন্মহাপ্রভুর পার্ষদ গৃহস্থ-লীলাভিনয়কারী ভক্তগণ প্রায় প্রতি বৎসরই বহু কায়ক্লেশ ও অর্থব্যয় স্বীকার করিয়া সপরিবারে গৌড়দেশ হইতে নীলাচলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর পাদপদ্ম দর্শনের জন্য বৈষ্ণবসেবা-সুযোগ লাভের ও সাধুসঙ্গে শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি করিবার আদর্শ দেখাইবার জন্য গমন করিতেন। শ্রীল শিবানন্দ সেন সমস্ত যাত্রিগণের "ঘাটী সমাধান" করিতেন অর্থাৎ সমস্ত যাত্রিগণের তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন। তিনি সকলের থাকিবার স্থান ও গোমনের ব্যবস্থা করিতেন। "কৃষ্ণভক্তি জন্মমূল হয় সাধুসঙ্গ" সুতরাং সাধুসঙ্গে শ্রবণ-কীর্ত্তনের সুযোগ ব্যতীত কৃষ্ণভক্তিলাভের অন্য কোন উপায় নাই কারণ অর্চ্চন শ্রবণের দ্বারা নিয়মিত না হইলে ফলপ্রদ হয় না। তাই শ্রীচৈতন্যবাণীর মূর্ত্তবিগ্রহ শ্রীল প্রভুপাদ আমাদিগকে সাধুসঙ্গে শ্রবণ-কীর্ত্তনের ও বৈষ্ণবসেবা করিবার সুযোগ প্রদানের জন্য বিভিন্ন মঠে বিভিন্ন সময়ে মহোৎসবাদি, পরিক্রমা, সৎশিক্ষা-প্রদর্শনী প্রভৃতি বিবিধ অনুষ্ঠান করিয়া সকলকেই আহ্বান করিতেছেন, এমন কি থাকিবার স্থান ও প্রসাদ পর্য্যন্ত বিতরণ করিতেছেন তথাপি মাদৃশ গৃহব্রতগণ সে সুযোগ গ্রহণ করিতে চান না, বিত্তশাঠ্য-দোষটাই উক্ত সুযোগ গ্রহণের পক্ষে প্রধান অন্তরায়। পথ শ্রীমন্মহাপ্রভুর সময়ের মত দুর্গম নহে কারণ বাষ্পীয় যান প্রভৃতির সাহায্যে অল্প সময়েই বিনা আয়াসে যাতায়াত হইতে পারে কেবল কিছু পাথেয় খরচ করিতে হয় কিন্তু বিত্তশাঠ্য-দোষটী মাদৃশ ব্যক্তিগণকে এতটা দৃঢ়ভাবে আলিঙ্গন করিয়াছে যে—আমরা অধনে যত্ন করিয়া ধন পরিত্যাগ করি। আবার শ্রীল আচার্য্যবর্য্যের কৃপায় বাড়ীর নিকটে মঠ হইয়াছেন, সেখানে যাইতে কোন পাথেয় খরচ হয় না, কেবল কিছু সময়ের জন্য বিষয়কার্য্য হইতে অবসর লইয়া পায়ে হাঁটিয়া গেলেই সাধুসঙ্গে শ্রবণ-কীর্ত্তনাদির সুযোগ লাভ করিতে পারি কিন্তু আমার এমনই দুর্দ্দৈব যে, অর্থ ও পরমার্থের বৈশিষ্ট্য বুঝিতে পারি না তাই বিচার করি—মঠে গিয়া হরিকথা শ্রবণ করিলে যে সময়টা নষ্ট (?) হইবে সেই সময়ে কিছু পয়সা রোজগার করিতে পারিব কিম্বা ছেলেদিগকে নিজেই পড়াইলে প্রাইভেট টিউটারকে দেয় টাকাটা বাঁচিয়া যাইবে, সময় সময় আর এক প্রকারের বিচার উপস্থিত হয় যে যাঁহারা মঠে বেশী যাতায়াত করেন তাঁহারাই হরি-গুরু-বৈষ্ণব-সেবার জন্য মঠে অর্থ প্রদান করেন সুতরাং আমি যদি মঠে বেশী যাতায়াত করি তবে আমার অবস্থাও তদ্রূপ হইবে তখন আমার প্রাণাধিক অর্থের তহবিলটীর স্বাস্থ্য ক্ষীণ হইয়া যাইতে পারে, তাহা হইলে আমার প্রাণপ্রিয় স্ত্রী, পুত্র, কন্যার জন্য কি থাকিবে? অতএব মঠবাসীদের সঙ্গে বেশী মিলামিশা না করাই ভাল, কেবল মহোৎসবের দিন মুখ পাল্টাইবার জন্য স্ত্রী, পুত্র, কলত্রাদির সহিত বিশেষতঃ "অনবধান" বন্ধুটীকে সঙ্গে লইয়া মঠে যাইতে কোন আপত্তি নাই। শ্রীল প্রভুপাদের অহৈতুকী কৃপায় বাড়ীর নিকটে মঠ হইলে কি হইবে, ঐ গোলাকার বস্তুটীই যে যত গোল বাধাইতেছে, তাঁহার কৃপা গ্রহণ করিতে দিতেছে না; তাই দেখুন এখানেও যত নষ্টের গোড়া ঐ বিত্তশাঠ্য-দোষ

শুদ্ধভক্তি গ্রন্থমালা

বঙ্গাক্ষরে প্রকাশিত

১। ভাষ্যসহ বিরাট শ্রীচৈতন্যভাগবত ৬৲
২। শ্রীমদ্ভাগবতম্,—সমগ্র ৪০৲
প্রথম হইতে দশম স্কন্ধ পর্য্যন্ত ২৮৲
একাদশ স্কন্ধ হইতে প্রাপ্তিস্থান ।৷৵০
৩। ভাষ্যত্রয়সহ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত
(৪র্থ সংস্করণ) ৬৲
৪। ভক্তিবিবেককুসুমাঞ্জলি (বাঁধা) ১৲
৫। গৌড়ীয়-গৌরব ।৷৵০
৬। গৌড়ীয়-সাহিত্য ।৷৵০
৭। ভজনরহস্য ৷০
শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ ও
শ্রীনবদ্বীপশতকম্ (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৯। গীতা (শ্রীবলদেব-টীকা-সহ)
ঐ (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
১০। গীতা (শ্রীচক্রবর্ত্তি-টীকাসহ)
ঐ (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
১১। গীতার কেবল মাধ্ব-ভাষ্য ৷০
১২। মুক্তমল্লিকা ভগদেশেরওঃ সানুবাদ
(মাধ্ব)
১৩। বেদান্ততত্ত্বসার সানুবাদ
(রামানুজীয়)
১৪। কৈবল্যম্
১৫। শ্রীহরিনামচিন্তামণি (চতুর্থ সংস্করণ) ৸০
১৬। গৌড়ীয়-কণ্ঠহার ২৲
১৭। প্রেমবিবর্ত্ত (তৃতীয় সংস্করণ) ।৷৵০
ঐ (বাঁধা) ৸০
১৮। দ্বীপ-দ্বিপ দর্শন ।৵০
১৯। সাধনপথ (তৃতীয় সংস্করণ) ।৷৵০
২০। গোস্বামী রঘুনাথ দাস (বাঁধা) ৷০
ঐ (আবাঁধা) ।৷৵০
২১ নবদ্বীপধাম-গ্রন্থমালা ৸০
২২। ভক্তিরত্নাকর (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) ।৵০
২৩। গীতমালা ৵১০
২৪। নবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য ।৵০
২৫। ঐ প্রমাণ-খণ্ড ।৵০
২৬ নবদ্বীপ পঞ্জিকা (৪৪৭ গৌরাব্দ) ।৵০
২৭। শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গ ।০
২৮। শ্রীগৌড়মণ্ডলপরিক্রমা-দর্পণ ।০
২৯। শরণাগতি ৴০
৩০। গীতাবলী ।৴০
৩১। চিত্রে নবদ্বীপ ১৷০
৩২। সাধনকণ ৴০
৩৩। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৴০
৩৪। নবদ্বীপশতক ৴০
৩৫। অর্থপঞ্চক ৴০
৩৬। সদাচারস্মৃতিঃ ।৵০
৩৭। কল্যাণকল্পতরু (৫ম সংস্করণ) ৵১০
৩৮। অর্চ্চনকণ ১০
৩৯। সাধককণ্ঠমালা (বাঁধা) ।০
ঐ (আবাঁধা) ।৵০
৪০। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি
(প্রথম চারিখণ্ড) ৩৲
৪১। ব্রহ্মসংহিতা ।০
৪২। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা (বাঁধা) ১৲
ঐ (আবাঁধা) ৸০
৪৩। মণিমঞ্জরী সানুবাদ ।০
৪৪। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ ৵০
৪৫। পুরুষার্থ-বিনির্ণয় ।০
৪৬। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী ।০
৪৭। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (বাঁধা) ২৲
ঐ (আবাঁধা) ১৸০
৪৮। গৌড়ীয়মঠ কি করেন ? ৴০
৪৯। ঈশোপনিষৎ (বলদেব ও মাধ্ব-
ভাষ্য এবং বিবৃত ও অনুবাদসহ) ।০
৫০। শ্রীভুবনেশ্বর ।৵০
৫১। সিদ্ধান্তদর্পণ ৵০
৫২। সাংখ্যবাণী ৴০

সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশিত

৫৩। সিদ্ধান্ত-সরস্বতী-দিগ্বিজয়ঃ ৷০
৫৪। সটীক-শিক্ষাদশমূলম্ ।০
৫৫। তত্ত্ব-সূত্রম্ ।০
৫৬। সানুবাদ-শিক্ষাষ্টকম্ ৵০
৫৭। গৌড়ীয়মঠস্য পরিচয়ঃ ৴০
৫৮। সারাংশবর্ণনম্ ।৵০

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত

৫৯। রায় রামানন্দ ৷০
৬০। নামভজন ।০
৬১। রিলেটিভ ওয়ার্ল্ডস ।৷৵০
৬২। লাইফ এ্যাণ্ড প্রিসেপ্টস অব
শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ।০
৬৩। বৈষ্ণবাশ্রম্ ।০
৬৪। হোয়াট গৌড়ীয়মঠ ইজ ডুইং ৴০
৬৫। দি ভাগবত ।০
৬৬। থিয়োটিক প্রিন্সিপল এ্যাণ্ড
আনেলয়েড ডিভোসন ।০
৬৭। ব্রহ্ম-সংহিতা ২৷০
৬৮। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (ভলুম ওয়ান) ১৫৲

উড়িয়া অক্ষরে প্রকাশিত

৬৯। শ্রীহরিনামচিন্তামণি ৷০
৭০। সাধন পথ ।০
৭১। কল্যাণ-কল্পতরু ৵১০
৭২। গীতাবলী ৴০
৭৩। শরণাগতি ৴০

আসামীয় ভাষায় প্রকাশিত

৭৪। শরণাগতি

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্যমঠ পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)

নদীয়া-প্রকাশপ্রাপ্তির স্থান

১। শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম-মায়াপুর, নদীয়া।
২। শ্রীযোগপীঠ ঐ
৩। শ্রীবাস-অঙ্গন ঐ
৪। অদ্বৈত-ভবন ঐ
৫। কাজীর সমাধি-পাট ঐ
৬। স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ শ্রীগোদ্রুম,
পোঃ স্বরূপগঞ্জ, নদীয়া।
৭। শ্রীভাগবত আসন কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
৮। শ্রীএকায়ন মঠ গোবিন্দপুর, হাঁসখালী।
৯। দ্বাদশগোপাল পাট—পোঃ চাকদহ,
১০। শ্রীগৌর-গদাধরমঠ—চাঁপাহাটী,
পোঃ সমুদ্রগড়, বৰ্দ্ধমান
১১। শ্রীমোদদ্রুমছত্র মাউগাছি, বৰ্দ্ধমান
১২। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম, আমলাযোড়া,
পোঃ রাজবাধ বৰ্দ্ধমান
১৩। শ্রীগৌড়ীয়মঠ বাগবাজার, কলিকাতা
১৪। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম ব্রাহ্মণপাড়া,
পোঃ মাজু, হাওড়া,
১৫। শ্রীমাধ্ব-গৌড়ীয়মঠ,
৯০নং নবাবপুর রোড, ঢাকা
১৬। শ্রীগোপালজী মঠ কমলাপুর, ঢাকা।
১৭। শ্রীগদাই-গৌরাঙ্গ মঠ পোঃ বালিয়াটী,
১৮। শ্রীজগন্নাথ গৌড়ীয়মঠ ময়মনসিংহ।
১৯। শ্রীভাগবতজনানন্দ মঠ চিরুলিয়া,
পোঃ বাসুদেবপুর, মেদিনীপুর
২০। শ্রীপ্রপন্নাশ্রম গোয়ালপাড়া, আসাম
২১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ রায়াপেট্টা, মাদ্রাজ।
২২। শ্রীরামানন্দগৌড়ীয় মঠ কব্বুর,
জিঃ পশ্চিম গোদাবরী
২৩। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ উড়িয়াবাজার,
কটক।
২৪। শ্রীত্রিদণ্ডি-গৌড়ীয় মঠ বৃন্দাবনে।
২৫। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ সর্গদ্বার, পুরী।
২৬। শ্রীব্রহ্ম-গৌড়ীয় মঠ আলালনাথ
পোঃ ব্রহ্মগিরি, পুরী।
২৭। শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ ডুমুরকুণ্ডা,
পোঃ চিরকুণ্ডা, মানভূম।
২৮। শ্রীসনাতন-গৌড়ীয় মঠ—
৪২ নং ফরিদপুরা, আনন্দভবন, বারাণসী।
২৯। শ্রীরূপগৌড়ীয় মঠ—এলাহাবাদ।
৩০। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ পুরাণবাজার,
সরকার ঠাকুরের কুঞ্জ, বৃন্দাবন
৩১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, নিউদিল্লী
৩২। শ্রীপরমহংসমঠ—নৈমিষারণ্য,
৩৩। শ্রীসারস্বত গৌড়ীয় মঠ—হরিদ্বার।
৩৪। শ্রীব্যাসগৌড়ীয়মঠ—কুরুক্ষেত্র, পঞ্জাব
৩৫। শ্রীগৌড়ীয়মঠ, বাবুলনাথ রোড,
পোঃ গ্র্যাণ্ট রোড, বোম্বে।
৩৬। লণ্ডন গৌড়ীয়মঠ, ৩নং গ্লষ্টার হাউস,
কর্ণওয়াল গার্ডেন্স, (S. W. 7) লণ্ডন।
৩৭। অমর্ষি গৌড়ীয়মঠ—মেদিনীপুর
৩৮। সরভোগ গৌড়ীয় মঠ—সরভোগ,
কামরূপ, আসাম
৩৯। শ্রীগৌড়ীয়মঠ—১০০ নং মিঠাপুর
পাটনা।

শুদ্ধভক্তির অন্যান্য পত্র

১। THE HARMONIST—প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-মহারাজ-সম্পাদিত ইংরেজী মাসিক। শ্রীধাম-মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲।

২। গৌড়ীয়—মহামহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ বি-এ সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৩৲, ষাণ্মাসিক ১৷০ টাকা মাত্র।

৩। ভাগবত—হিন্দি ভাষায় একমাত্র পারমার্থিক পাক্ষিক। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি হৃদয় বন মহারাজ সম্পাদিত ও নৈমিষারণ্য শ্রীপরমহংস মঠ হইতে প্রকাশিত, ভিক্ষা সডাক ১৷০ দেড় টাকা মাত্র।

৪। পরমার্থী—শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মহাপাত্র সম্পাদিত উৎকল পাক্ষিক। কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ১৷০ দেড় টাকা মাত্র।

৫। কীর্ত্তন—মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ নিত্যানন্দ সেবাতীর্থ বি-এজি, বি-টি, সম্পাদিত। আসাম গোয়ালপাড়া প্রপন্নাশ্রম হইতে প্রকাশিত আসামী ভাষায় মাসিক। ভিক্ষা সডাক ১৷০ দেড় টাকা মাত্র

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ প্রণীত সমগ্র গ্রন্থ

গ্রন্থের মূল বোল্ড অক্ষরে এবং তন্নিম্নে বর্ত্তমান যুগে শুদ্ধভক্তিপ্রচারের মূল মহাপুরুষ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অমৃতপ্রবাহভাষ্য ও প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের অনুভাষ্য সন্নিবেশিত হইয়াছে। অতি সুন্দর ছাপা। ডবল ক্রাউন আটপেজি আকারে ১০৯৬ পৃষ্ঠায় কেবল মূল ও ভাষ্য সম্পূর্ণ হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত ২১৮ পৃষ্ঠায় কেবল শ্লোক সূচী, পদ্যসূচী, স্থানসূচী, পাত্রসূচী, বিষয়-সূচী, শব্দসূচী প্রভৃতি বিস্তৃত সূচী-পত্র। সভাষ্য শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের এরূপ উৎকৃষ্ট ও অমূল্য বিরাট সংস্করণ জগতের কোথায়ও আজ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হন নাই, ইহা নিরপেক্ষ পাঠক-মাত্রেই একবাক্যে স্বীকার করিয়া থাকেন। সর্ব্বসাধারণের সুবিধার জন্য ভিক্ষা ১২৲ বারটাকা স্থলে—৬৲ ছয়টাকা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীচৈতন্যমঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

কালেক্টর সাহেবের পত্র

কালেক্টর সাহেবের কুঠি,
কৃষ্ণনগর,
২৩শে জানুয়ারী, ১৯৩৪।

মহাশয়,

সম্প্রতি প্রচণ্ড ভূমিকম্পে আমাদের দেশবাসীর যেরূপ ক্ষতি হইয়াছে সে সংবাদ সকলে অবগত আছেন। দুঃস্থ ব্যক্তিগণের সাহায্যার্থে মহামান্য বড়লাট সাহেব আপনাদের নিকট যে আবেদন করিয়াছেন তাহার অনুবাদ নিম্নে প্রদত্ত হইল। ঐ আবেদন যতদূর সম্ভব সর্ব্বসাধারণের নিকট প্রচার করিবেন।

এই মহদুদ্দেশ্যে যিনি যেরূপ সাহায্য করিবেন তাহাই সাদরে গৃহীত হইবে। যদি সাহায্যের পরিমাণ অল্প বিধায় কেহ উহা নয়া দিল্লীতে পাঠাইতে কুণ্ঠিত হন তাহা হইলে তিনি উহা নিঃসঙ্কোচে আমার নিকট পাঠাইতে পারেন।

এইচ, বোস্,
ম্যাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর, নদীয়া।
২৩, ১, ৩৪,

মহামান্য বড়লাট বাহাদুরের টেলিগ্রামের সংক্ষিপ্ত অনুবাদ।

—:*:

' গত সোমবার ১৫ই জানুয়ারী অপরাহ্ণে প্রচণ্ড ভূ-কম্পনের ফলে মুহূর্ত্ত-মধ্যে বহুসংখ্যক দেশবাসীর উপর বিশেষতঃ বিহার ও উড়িষ্যা প্রদেশে সম্প্রতি যে ভীষণ বিপৎপাত হইয়াছে তাহার প্রকৃত বিবরণ অদ্যাবধি পাওয়া যায় নাই। ইহা বলিলে অবশ্য অত্যুক্তি হয় না যে, উহাতে আতঙ্কজনক প্রাণহানি, অসংখ্য গৃহ ভূমিসাৎ এবং বিস্তীর্ণ ভূ-খণ্ডের বহু সম্পত্তি ও দ্রব্যাদি বিধ্বস্ত ও লুপ্তপ্রায় হইয়াছে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, এই ভীষণ দুর্দ্দিনে এতদ্দেশীয় সকল শ্রেণীর অধিবাসিবৃন্দের সহানুভূতির ধারা দুঃস্থ ও বিপন্ন জনগণের প্রতি প্রবাহিত হইবে ও তাঁহাদের দুঃখ বিমোচনের সকল প্রচেষ্টা সর্ব্বসাধারণে সত্বর গ্রহণ করিবেন। এতদুদ্দেশ্যে আমি "ভাইসরয়ের ভূমিকম্প ভাণ্ডার" নামে একটী অর্থ-ভাণ্ডার প্রতিষ্ঠিত করিতে মনস্থ করিয়াছি। সমস্ত সাহায্য ভাইসরয়ের প্রাইভেট সেক্রেটারীর নিকট (ভাইসরয়ের প্রাসাদ—নয়া দিল্লী) বরাবর প্রেরিত হইবে ও প্রত্যেক সাহায্য "উইলিংডন" স্বাক্ষরিত হইয়া স্বীকৃত হইবে।"

রেলওয়ে সময়

ই, বি, আর দিয়া শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইবার ট্রেণ তালিকা

কলিকাতা	ছাঃ	০—৬,	৭—১৬,	১৪—১৪	১৬—৫৬,	২২—২৬
রাণাঘাট	ছাঃ	৫—৫০,	৯—৪৬,	১৬—৪৮,	১৮—৩৯,	০—৩২
কৃষ্ণনগরসিটি	পৌঃ	৬—২৮,	১০—২১	১৭—২৮	১৯—১৫	১—১৪
গাড়ী বদল	ছাঃ	৬—৪৫,	১০—৪৪,	১৩—২২,	১৭—৩৮,	২০—১৬
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৭—২৪,	১১—২১,	১৪—০,	১৮—১,	২০—৪৭
নবদ্বীপঘাট	পৌঃ	৭—৩৩,	১১—৩০,	১৪—৯,	১৮—১৬,	২০—৫৫

মহেশগঞ্জ ষ্টেশন হইতেও শ্রীধাম-মায়াপুরে যাওয়া যায়।

ই, বি, আর, দিয়া শ্রীধাম-মায়াপুর যাইবার ট্রেণ-তালিকা

হাওড়া	ছাঃ	৬—৪৬	১২—৪৬	১৭—৪৬	১৮—৩৬
ব্যাণ্ডেল	ছাঃ	৮—২৩	১৪—১১	১৮—৪৭	১৯—৪৩
নবদ্বীপ	পৌঃ	১০—২২	১৬—১৪	২০—৪৬	২১—৩৭

সত্বর নবদ্বীপ হইতে গঙ্গা পার হইয়া পূর্ব্বপারে প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইতে হইবে।

কৃষ্ণনগর নবদ্বীপঘাট রেলওয়ে সময়

কৃষ্ণনগর হইতে নবদ্বীপঘাট

কৃষ্ণনগর সিটি—	৬-৪৫	১০-৪৪	১৩-২২	১৭-৩৮	২০-১৬
কৃষ্ণনগর রোড—	৬-৫৬	১০-৫৫	১৩-৩৩	১৭-৪৭	২০-২৫
আমঘাটা—	৭-১৫	১১-১৩	১৩-৫১	১৮-৩	২০-৪১
মহেশগঞ্জ—	৭-২৪	১১-২১	১৪-০	১৮-১	২০-৪৭
নবদ্বীপঘাট —	৭-৩৩	১১-৩০	১৪-৯	১৮-১৬	২০-৫৫

বিশেষ দ্রষ্টব্য—নবদ্বীপঘাট ষ্টেশন অপেক্ষা মহেশগঞ্জ ষ্টেশন হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরের দূরত্ব অনেক কম। শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে যাঁহাদিগকে রাণাঘাটে ট্রেণ বদল করিতে হয়, তাঁহারা রাণাঘাটে প্রাতঃ ৫-৫০, ৮-১৪, ৯-৪৬, ১৬-৪৮, ১৮-৩৯ এবং ০-৩২ মিনিটের সময় গাড়ী পাইবেন।

শান্তিপুর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে শান্তিপুর ষ্টেশনে ৫-৪০, ৯-২৯, ১১-২৫, ১৬-৪ এবং ১৮-৪১ মিনিটের সময় ট্রেণ পাওয়া যায়।

নবদ্বীপঘাট হইতে কৃষ্ণনগর

নবদ্বীপ ঘাট—	৫-৩৫	৯-২৫	১২-১০	১৫-৩৪	১৮-৪৫
মহেশগঞ্জ—	৫-৪৩	৯-৩০	১২-১৯	১৫-৪৩	১৮-৫৩
আমঘাটা—	৫-৪৯	৯-৩৯	১২-২৬	১৫-৪৮	১৯-৫
কৃষ্ণনগর রোড—	৬-৫	৯-৫৫	১২-৪৩	১৬-৬	১৯-২৪
কৃষ্ণনগর সিটি—	৬-১৩	১০-৩	১২-৫১	১৬-১২	১৯-৩৫

কবিরাজ শশিভূষণ কাব্যকণ্ঠাভরণের

হজমীর পাঁচন

সর্ব্ববিধ জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।

ম্যালেরিয়া-জ্বরপীড়িত জীর্ণ শীর্ণকায় মুমূর্ষু পল্লীবাসীর প্রাণরক্ষার একমাত্র উপায় বলিয়াই ইহার কাটতি অত্যন্ত অধিক। লিভার প্লীহা সংযুক্ত কালাজ্বর এবং নূতন ও পুরাতন জ্বরে একবার সেবন করিয়া দেখুন যে আপনার অর্থব্যয় সার্থক হয় কিনা। মূল্য ছোট বোতল ||৵০ আনা, বড় বোতল ১৵০ আনা। পাইকারী দর স্বতন্ত্র।

ঠিকানা—১১নং উল্টাডিঙ্গি রোড, কলিকাতা।

অথবা

পোঃ বেহালা, ২৪ পরগণা।

সুবিখ্যাত, কালিআবিষ্কারক ও ব্যবসায়ী জে, বি, দত্তের

অভিনব আবিষ্কার

ফাউন্‌টেনপেন ইঙ্ক

FOUNTAIN PEN INK
MADE IN INDIA
BLUE BLACK
J. B. DUTT & CO.
2, RAMKRISHNA LANE
BAGHBAZAR, CALCUTTA.

পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে এই কালি ফাউন্টেনপেনের পক্ষে অতি উৎকৃষ্ট। ইহাতে নিব বা কাগজ কোন রকমে নষ্ট হয় না। মূল্য অতি সুলভ।

জে, বি, দত্ত এণ্ড কোং
কারখানা—২নং রামকৃষ্ণ লেন, বাগবাজার
কলিকাতা

শ্রীধাম-মায়াপুরে

—"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট"—

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়

স্থান অতীব স্বাস্থ্যকর—গঙ্গার সন্নিকটে; বিদ্যালয় ও বোর্ডিং এর চারিদিক খোলা। শিক্ষকগণ অভিজ্ঞ ও আদর্শচরিত্র বিদেশী ছাত্রগণের জন্য বিনা ব্যয়ে সুন্দর বাসস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছে। খোরাকী ও বেতনবাবদ প্রতি মাসে মাত্র ৬৲ টাকা ব্যয়। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তম ফল প্রদর্শন করিতেছেন। বিদ্যালয়টী বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক স্বীকৃত (এফিলিয়েটেড)

মেধাবী ছাত্রগণের আরও সুবিধা

পরীক্ষায় যাহারা গড়ে শতকরা ৭৫ নম্বর রাখিতে পারিবে, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর এরূপ সচ্চরিত্র বিনয়ী ছাত্রগণকে বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থান দেওয়া হয়।

সেক্রেটারী, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌ষ্টিটিউট
শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া।

শ্রীবিশ্ববৈষ্ণব রাজসভার

—মুদ্রাযন্ত্রত্রয়—

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

এখানে 'দৈনিক শ্রীনদীয়া-প্রকাশ' শ্রীমদ্ভাগবত ও অন্যান্য সাত্বত-ধর্ম্ম-গ্রন্থ ছাপা হয়।

শ্রীগৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

২৪৩৷২ আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা

এখানে সাপ্তাহিক 'শ্রীগৌড়ীয়' মাসিক 'দি হারমনিষ্ট' ও বিবিধ ধর্ম্মগ্রন্থ ছাপা হয়। এতদ্ব্যতীত ভগবৎসেবার আনুকূল্য-সংগ্রহার্থ যাবতীয় ছাপার কার্য্য অতি সুন্দরভাবে অল্প সময়ের মধ্যে যথাসম্ভব সুলভে করা যায়। গ্রাহকগণ নির্দ্দিষ্ট সময়ে তাঁহাদের কার্য্য পাইয়া থাকেন।

শ্রীভাগবত প্রেস

হাইষ্ট্রীট, কৃষ্ণনগর (নদীয়া)

নদীয়া জেলায় ইহাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও সর্ব্বজনবিদিত মুদ্রাযন্ত্র। এখানেও গৌড়ীয়-প্রিণ্টিং-ওয়ার্কের মত ধর্ম্মগ্রন্থাদি প্রকাশিত হয় এবং ভগবৎসেবার আনুকূল্য-সংগ্রহার্থ যাবতীয় ছাপার কার্য্য গৃহীত হইয়া থাকে। সুলভে সুন্দর ছাপা ও যথাসময়ে কার্য্য সম্পাদনের জন্য এই মুদ্রাযন্ত্রটী চিরকালই প্রসিদ্ধ। নদীয়া কালেক্টরী, নদীয়া ডিষ্ট্রিক্টবোর্ড, নদীয়া রাজ এষ্টেট, পালচৌধুরী এষ্টেট প্রভৃতি স্থানের কার্য্য নিয়মিতভাবে এখানে হইতেছে।

শিশুর খাদ্য

K. C. BOSE & CO'S
INDIAN BARLEY
CALCUTTA
THE FIRST & FOREMOST FIRM IN INDIA
BOSE'S
SUPERIOR
INDIAN BARLEY
Prepared only of Genuine & Selected Grains
K. C. BOSE & CO.
SHAMBAZAR STEAM BISCUIT & BARLEY FACTORY
CALCUTTA

দেশী বিদেশী সকলপ্রকার বার্লী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও সুলভ

সুপ্রসিদ্ধ চিকিৎসকগণ কর্ত্তৃক অনুমোদিত

শিশুর খাদ্য ও রোগীর পথ্য

পঞ্চাশ বৎসরের পরিচিত ও পরীক্ষিত

কে সি বসু এণ্ড কোং

শ্যামবাজার ষ্টীম বিস্কুট এণ্ড বার্লী ফ্যাক্টরি
কলিকাতা

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে—ডাঃ কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম [illegible] এল. এম. এফ কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

REG. C1544

দৈনিক

নদীয়া-প্রকাশ

THE NADIA-PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩া০
সিকি কলম ২৲
চুক্তিঅনুসার
স্বতন্ত্র।

সাতাহোর হার
অগ্রিম দেয়
বাৎসরিক ৯৲
ষান্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৸৵
মাসিক ১৲
নগদ বর্ত্তমান
সংখ্যা ৵৫

৮ম খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বেদান্তবাচস্পতি [২৯৮-শ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর— ১২ই ফাল্গুন শনিবার ১৩৪০, ২৪শে ফেব্রুয়ারী ১৯৩৪

সংক্ষিপ্ত সংবাদ

জেল হইতে বন্দী পলায়ন

রেঙ্গুনের নিকটস্থ থায়েটমোর হইতে এক সংবাদে প্রকাশ, দুইজন বন্দী গোটাল জেল হইতে পলায়ন করিয়াছে। পলাতক বন্দীদের মধ্যে বি, সি, কোরাণ এক ডাকাতি মামলায় সম্পর্কে তিন বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড ভোগ করিতেছিল। প্রকাশ, বাহিরের সাহায্য পাইয়াই তাহারা পলায়ন করিতে সমর্থ হইয়াছে।

নাটোরে ডাকাতি

নাটোর হইতে প্রকাশ, নন্দীগ্রাম থানার অধীন সোনারবিলগ্রামে গণেশ দাসের বাড়ীতে গত ১৬ই ফেব্রুয়ারী রাত্রিতে ডাকাতি হইয়া গিয়াছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে।

ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, ঘটনার দিন রাত্রি প্রায় ২ ঘটিকার সময় আন্দাজ ২০ জন লোক লাঠি ও অন্যান্য মারাত্মক অস্ত্র-শস্ত্র লইয়া বলপূর্ব্বক বাড়ীতে প্রবেশ করে এবং নগদ ও অলঙ্কারে প্রায় ৫ শত টাকা লইয়া চম্পট দেয়।

উরগাঁয়ে খনি দুর্ঘটনা

রবার্টসনপেট হইতে প্রকাশ, গত ১৯শে ফেব্রুয়ারী এক-এল কুলি উরগাঁয় খনিতে বালি বোঝাই করিবার সময় প্রকাণ্ড এক ভাল চাপ গাদা হইতে হঠাৎ তাহাদের উপর পতিত হয়। ফলে অনেকজন লোকের জীবন আশঙ্কা হয়। অনেক জন লোক ... বাহির করা হইয়াছে।

ময়মনসিংহে ভীষণ ঝড়বৃষ্টি

সিংনা হইতে প্রকাশ, গত শনিবারের ভীষণ ঝড় বৃষ্টি সম্বন্ধে বিভিন্ন অঞ্চল হইতে যে বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যাইতেছে, তাহাতে ইদানীং এরূপ ঘটনা আর কখনও ঘটে নাই বলিয়াই অনুমিত হইতেছে। কোন কোন স্থানে ঝড়ের সঙ্গে সঙ্গে শিলাবৃষ্টিও হইয়াছিল। আকারে মনে হইত যেন সত্যই ... হইয়াছে। যমুনাতে শত শত নৌকা জলমগ্ন হইয়াছে। ফলে বহু ধনপ্রাণ বিনষ্ট হইয়াছে।

ভীষণ অগ্নিকাণ্ড

পাবনা হইতে প্রকাশ, গত রবিবার রাত্রি প্রায় ১১টার সময় পাবনা বাজারে তিনখানা দোকানে এক সময়ে আগুন লাগে। আগুন বেশীদূর ছড়াইতে পারে নাই। একখানি চাউলের গুদাম, একখানি বড় সাইকেলের দোকান এবং অন্যখানা সোডাওয়াটার কোম্পানীর দোকানের ক্ষতি হইয়াছে। ক্ষতির পরিমাণ প্রায় ৫।৬ হাজার টাকা। সহরের যুবক সম্প্রদায় আগুন নিভাইবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন।

উকীলের গৃহে খানাতল্লাস

রংপুর হইতে প্রকাশ, গত ১৮ই ফেব্রুয়ারী বেলা ১০ ঘটিকার সময় হঠাৎ স্থানীয় বারের প্রবীণ উকীল শ্রীযুক্ত রাসবিহারী মুখোপাধ্যায়ের বাড়ী স্থানীয় পুলিশ ও গোয়েন্দা পুলিশে খানাতল্লাসী করে। প্রকাশ, অন্দরের বেড়ার মধ্যে অবস্থিত এক কূপ হইতে একটি ... দ্বারা রিভলভার ... মধ্যে ... অবস্থায় পুলিশ পাইয়াছে।

রাসবিহারী বাবুর পৌত্র, ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার্থী বঙ্কিমচন্দ্র মুখোপাধ্যায়কে পুলিশ গ্রেপ্তার করিয়াছে। পরে ডাক পড়িলেই আদালতে উপস্থিত হইবার জন্য রাসবিহারী বাবুর এক ব্যক্তিগত মুচলেকা গ্রহণ করা হইয়াছে। আরও পুলিশ তদন্ত চালাইতেছে।

রিভলভারটি চট্টগ্রামের অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের সময় অপহৃত হয় বলিয়া সন্দেহ করা হইতেছে।

এখানে ইহা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে, রাসবিহারী বাবু অবসরপ্রাপ্ত জেলা ও দায়রা জজ শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী মুখোপাধ্যায়ের ভ্রাতা। বিপিন বাবু দিনাজপুরে তিলি ডাকাতি মামলায় বিচারের জন্য নিযুক্ত অন্যতম কমিশনার।

শ্রীগুলে ব্যাঙ্ক প্রতারণার ফল

শ্রীগুলে ব্যাঙ্ক প্রতারণা মামলা সম্পর্কে ধৃত সুকুমার নন্দী মজুমদার, অচিন্ত্য ভট্টাচার্য্য, কালীপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য, বিনোদবিহারী ভট্টাচার্য্য, দেবেন্দ্র ভট্টাচার্য্য, ফণীন্দ্রনাথ দত্ত, নরেশ চক্রবর্ত্তী, জ্যোতির্ম্ময় সেন, খগেন সেনগুপ্ত, নগেন্দ্র বিশ্বাস ও অজিত লাল রায়কে গত মঙ্গলবারে কলিকাতার চীফ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেটের আদালতে উপস্থিত করা হয়। ম্যাজিষ্ট্রেট তাহাদিগকে অব্যাহতি প্রদান করিবার আদেশ প্রদান করেন।

কিন্তু অব্যাহতি দান করিবার অব্যবহিত পরেই বঙ্গীয় বিপ্লব দমন আইনানুসারে তাহাদিগকে পুনরায় গ্রেপ্তার করা হয়।

লাহোর বিশ্ববিদ্যালয়

গত ১৭ই ফেব্রুয়ারী লাহোর বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট সভায় স্থিরীকৃত হয় ... মাতৃভাষা দ্বারাই সকল বিষয় শিক্ষা দেওয়া হইবে।

দারভাঙ্গায় ভূমিকম্প

দারভাঙ্গায় এখনও রাস্তা ঘাট পরিষ্কৃত হয় নাই। তথাকার মিউনিসিপ্যালিটি সর্ব্বসাধারণের উপর এক নোটিশ জারি করিয়াছেন যে, তাঁহাদের ... সম্মুখস্থ অথবা ... এক সপ্তাহের মধ্যে অপসারিত করা না হয় তাহা হইলে ঐসকল দ্রব্য মিউনিসিপ্যালিটির অধিকারে আসিবে।

মুঙ্গেরে আবার ভূমিকম্প

গত ১৬ই ও ১৭ই ফেব্রুয়ারী এই দুই তারিখের মধ্যে তিনবার করিয়া মুঙ্গেরে পুনরায় ভূমিকম্প হইয়া গিয়াছে।

দুর্ঘটনা

হেরিসন রোড ও মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীটের সংযোগস্থলে আগুন লাগিয়া দুই তিন খানা দোকান ভস্মীভূত হইয়াছে। দোকানে কাচের বাসন, এনামেলের বাসন ও সিগারেট ছিল। ঐসকল দ্রব্য অগ্নিতাপে নষ্ট হইয়া গিয়াছে। ফায়ার ব্রিগেড আসিয়া শীঘ্র অগ্নি নির্ব্বাপিত করে। নতুবা আরও অনেক অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা ছিল।

অগ্নি প্রদানের অভিযোগ

করাচী হইতে প্রকাশ, স্থানীয় ব্যবসায়ী গোলাম হোসেন নামে এক ব্যক্তিকে সিটি ম্যাজিষ্ট্রেটের এজলাসে বিচারের জন্য হাজির করা হইয়াছে। বীমা কোম্পানীকে প্রতারিত করার মতলবে ... দোকানে অগ্নি...

ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়

দৈনিক নদীয়া প্রকাশ

১২ই ফাল্গুন শনিবার, ১৩৪০

ভূমিকম্পে উত্তর বেহার শ্মশানে পরিণত, বাঙ্গালা দেশের স্থানে স্থানে ঝড়, শিলাবৃষ্টি প্রভৃতি প্রবল বিক্রমে দেখা দিয়াছে। ময়মনসিংহে ভীষণ ঝড় বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। যমুনাতে শত শত নৌকা জলমগ্ন হইয়াছে—ধন ও প্রাণ নষ্ট হইয়াছে। এরূপ ভীষণ ঝড় বৃষ্টি এ অঞ্চলে শীঘ্র ঘটে নাই। আগরতলা ও তাহার পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামসমূহেও ভীষণ ঝড় বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। ঝড়ের বেগে গাছ উৎপাটিত, কুটীর ধরাশায়ী বা ক্ষতিগ্রস্ত হইবার সংবাদও আসিয়াছে। সরিষাবাড়ীর ক্ষতির পরিমাণ প্রভূত। জগন্নাথগঞ্জঘাট ষ্টেশনের ৯ খানি মালগাড়ী লাইনচ্যুত করিয়া ঝড় নিবৃত্ত হয় নাই—গ্রামসমূহের অনেক বাড়ী ঘরও সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হইয়া গিয়াছে। রেঙ্গুণেও ঝড় হইয়া নদীতে নৌকা ডুবিয়া মানুষ মরিয়াছে। এত দৈব-দুর্বিপাক দেখিয়াও কি মানব নিত্য স্বার্থ-অর্থের সন্ধান করিবে না? বুদ্ধের বালহারি যাই!

জাপান স্বাধীন দেশ, কিন্তু সেখানেও আভিজাত্য-গৌরবমণ্ডিত জাপানীরা তাঁহাদের ভিতর হইতে 'কমিউনিজমে'র বীজাণু বিধ্বস্ত করিবার জন্ম তাঁহাদের বংশগত খেতাবসংক্রান্ত প্রথার সংস্কার-সাধনে বদ্ধ-পরিকর হইয়াছেন। যতই সম্ভ্রান্ত বংশে জন্ম হউক, পদমর্য্যাদার দোহাই দিয়া কোন কমিউনিষ্টের নিষ্কৃতি লাভের আশা নাই। সেখানেও পুত্রের অপরাধে পিতাকে দণ্ড-ভোগ করিতে হইতেছে। সম্প্রতি টোকিওর পৌরজন সভার সভাপতি ভাইকাউণ্ট মোরীর পঁচিশ বৎসর বয়স্ক উত্তরাধিকারী, এবং ভাইকাউণ্ট হাচিকোর দ্বিতীয় পুত্র কমিউনিষ্ট বলিয়া ধরা পড়ায়, যথাক্রমে দুই ও তিন বৎসরের জন্ম কারাগারে প্রেরিত হইয়াছে; এবং তাহাদের অপরাধের জন্ম ভাইকাউণ্ট হাচিকোকে অভিজাতবর্গের মহাসভার সদস্য ত্যাগ করিতে হইয়াছে। ভাইকাউণ্ট মোরীর খেতাবও শীঘ্র সরকারে বাজেয়াপ্ত হইবে। সুতরাং সে দেশেও ছেলে জল ঘোলা করিলে বাপকে সেজন্য দণ্ডভোগ করিতে হয়। শুধু ধর্ম্মের তত্ত্ব যে গুহায় নিহিত তাহা নহে, রাজনীতির তত্ত্বও গুহায় নিহিত দেখিতেছি।

সিংহলের রেলপথসমূহের অধ্যক্ষ ঘোষণা করিয়াছেন যে, রেলের নিম্নপদস্থ কর্ম্মচারীরা তাঁহাদের দায়িত্ব সম্বন্ধে কৈফিয়ৎ দিতে বাধ্য হইলে তাহা ইংরাজী ভাষায় না লিখিয়া অতঃপর স্থানীয় ভাষায় লিখিতে পারিবেন। এই সুন্দর নিয়মটি আমাদের দেশের কেবল নিম্নপদস্থ রেলের কর্ম্মচারী কেন, সরকারের সকল বিভাগেই প্রবর্ত্তিত হওয়া কর্ত্তব্য। কারণ ইহাতে কোন ক্ষতি নাই; পক্ষান্তরে সুবিধা যথেষ্ট আছে।

বিগত সূর্য্যগ্রহণ উপলক্ষে সকল সরকারী অফিস ছুটী হইয়াছিল, কিন্তু প্রেসিডেন্সী কলেজে ছুটী হয় নাই। প্রিন্সিপাল মহাশয় হুকুম দিয়াছিলেন যে, সূর্য্যগ্রহণ শেষ হইবার এক ঘণ্টা পরে নিয়মিত কলেজ বসিবে। গত শিবরাত্রিতেও প্রেসিডেন্সী কলেজে ছুটী হয় নাই, শিব-রাত্রির পরের দিন বেলা ১টার সময় কলেজ বসিবে, কলেজের প্রিন্সিপাল এইরূপ ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। সাধারণতঃ সরকারী অফিস অপেক্ষা স্কুল কলেজে ছুটী বেশী হয়। কিন্তু এই উভয় ক্ষেত্রেই প্রেসিডেন্সী কলেজের প্রিন্সিপাল কম ছুটী দিয়াছেন। হিন্দুর পূজা-পার্ব্বণে ছুটী দেওয়া সম্বন্ধে প্রিন্সিপাল মহাশয় এত মিতব্যয়িতার পরিচয় দিলেন কেন?

যুক্তপ্রদেশের সরকার সেই প্রদেশের কয়েকজন অধিবাসীকে কয়েকটি বৃত্তি দান করিয়া য়ুরোপে পাঠাইয়াছেন। মিঃ হরকুমার প্রসাদ বর্ম্মা একবৎসর ২১৬ পাউণ্ড অর্থাৎ প্রায় সাড়ে তিন হাজার টাকা বৃত্তি পাইবেন; য়ুরোপ হইতে তাঁহাকে গুড়ের সর্ব্বোৎকৃষ্ট ব্যবহার শিখিয়া আসিতে হইবে। এতদ্ভিন্ন, মিঃ জি, পি, মাথুর ও মিঃ ডি, এস র স্তাগ ছয়মাসের জন্ম আড়াই হাজার টাকা হিসাবে বৃত্তি পাইয়াছেন। তাঁহাদের একজন রাসায়নিক ঔষধ প্রস্তুতপ্রণালী, এবং অন্য ব্যক্তি লোহালক্কড়ের যন্ত্রপাতির কাজ শিখিতে যাইতেছেন। যুক্তপ্রদেশের সরকারের এই কার্যটী অন্যান্য প্রাদেশিক সরকারের অনুধাবনের বিষয়।

দাঙ্গা

ব্রাহ্মণবাড়িয়া হইতে প্রকাশ, এই মহকুমার ধামচৈল গ্রাম হইতে এক গুরুতর হাঙ্গামার সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। প্রকাশ, ঐ হাঙ্গামায় উক্ত গ্রামের সকল পুরুষই সংশ্লিষ্ট হয়।

ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, গ্রামে দুইটি প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী দল আছে। গ্রামটির অধিকাংশ অধিবাসীই মুসলমান। ঘটনার দিন একই দলের এক বালিকা এক পুকুরে জল আনিতে যায়। সেই সময় অপর দলের কতিপয় ব্যক্তি ঐ বালিকাকে বলপূর্ব্বক ধরিয়া লইয়া যায়। ইহাতে দলের প্রধানরা আক্রমণকারীদের প্রতিপালকগণকে দস্যুগণকে ভর্ৎসনা করেন এবং বালিকাকে প্রত্যার্পণ করিতে বলেন। কিন্তু প্রতিপক্ষ উহাতে অস্বীকৃত হইলে অপহৃতা বালিকা যে দলের সেই দলের লোকজন লাঠি ও ইষ্টকাদি লইয়া অপর দলের লোকজনকে আক্রমণ করে। ফলে তাহাদের অনেকে আহত হয়। কয়েকজনের আঘাত কতকটা গুরুতর। ইহার পর নিয়মিতরূপে হাঙ্গামা শুরু হয়। উভয় পক্ষই প্রতিপক্ষকে আক্রমণ ও প্রতি আক্রমণ করে। সংবাদ পাইয়া পুলিস সত্বর ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয় ও কতিপয় হাঙ্গামাকারীকে গেপ্তার করে। গ্রামের সর্ব্বত্র পুলিস পাহারার বন্দোবস্ত হইয়াছে। এই সম্পর্কে এ পর্য্যন্ত ঐ গ্রামের ৮০জন মুসলমানকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। অপহৃতা বালিকার সন্ধান পার্শ্ববর্ত্তী এক গ্রামে পাওয়া গিয়াছে এবং পুলিস তাহার উদ্ধার সাধন করিয়াছে।

ঘটনা সম্বন্ধে আরও পুলিস তদন্ত চলিতেছে।

ইটালীর পল্লীপ্রাণতা ও চাষ

গম ইটালীবাসিগণের প্রধান খাদ্য কিন্তু ৮ বৎসর পূর্ব্বেও ইটালীর অধিকাংশ গম বিদেশ হইতে আসিত। কেবলমাত্র পার্ব্বত্য কৃষকগণের মধ্যে এক বদ্ধমূল প্রথা আছে যে, তাহাদের নিজেকে উৎপন্ন করিতেই হইবে। গম কিনিবার অর্থ থাকিলেও তাহারা কখনই গম কিনিয়া খাইবে না। তদ্ব্যতীত দেশের অন্যান্য স্থানে যে গম হয়, তাহাও দেশবাসীগণের পক্ষে পর্য্যাপ্ত নহে। তাই বিদেশ হইতে আমদানী গমে ইটালীবাসীগণকে জীবন ধারণ করিতে হইত। মুসোলিনী দেখিলেন যে ইহা দেশের পক্ষে ভয়ানক সঙ্কটাপন্ন অবস্থা। এমন দিন আসিতে পারে যেদিন হয়ত বিদেশী জাহাজ আসা বন্ধ হইয়া যাইবে। তখন ইটালীকে শুকাইয়া মরিতে হইবে এই অবস্থার পরিবর্ত্তন জন্যই মুসোলিনী দেশে অধিক পরিমাণে গম উৎপন্ন করিবার জন্ম ব্যবস্থা করিলেন।

ইটালীর জমি আমাদের দেশের ন্যায় সমতল নহে। ইহার শতকরা প্রায় ৯০ ভাগ জমি পার্ব্বত্য। সুতরাং ইহাদের চাষ অতিশয় কষ্টকর। বৃষ্টিপাত মোটেই সুবিধা-জনক নয়, আকস্মিক আবহাওয়ার পরিবর্ত্তন প্রায়ই হইয়া থাকে, গরম হাওয়ায় গ্রীষ্ম ফসলের অনিষ্ট করে। পূর্ব্বে এদেশের চাষাদের কৃষিজ্ঞানও খুব কম ছিল। এখন তাহাদিগকে বিশেষ আগ্রহসহকারে এই সকল বিষয় শিক্ষা দেওয়া হইতেছে। যে সকল জমিতে গম হয়, সেই সকল জমির ফসল যাহাতে আরও বৃদ্ধি হয়, তাহার জন্ম ব্যবস্থা করা হইতেছে চাষের জমির পরিমাণ বৃদ্ধি করা অপেক্ষা সম-পরিমাণ জমিতে অধিক ফসল উৎপন্ন করিবার জন্ম সমধিক চেষ্টা হই-তেছে। ইটালী আর বিদেশ হইতে কোন ফসল আমদানী করিবে না, এইরূপ উদ্দেশ্য লইয়া কাজ হইতেছে।

দেশ মধ্যে গম চাষের উন্নতি সাধন করিবার জন্ম মুসোলিনী একটী কেন্দ্রীয় সমিতি গঠন করিয়াছিলেন। তাহার নাম "The Permanent wheat committee—স্থায়ী গম সমিতি।" ইটালীতে ৯২টি প্রদেশ আছে। প্রত্যেক প্রদেশে একটা করিয়া প্রাদেশিক গম সমিতি গঠিত হইয়াছে, ইহারা কেন্দ্রীয় সমিতির কার্য্যে সহায়তা করে। মুসোলিনী নিজে কেন্দ্রীয় সমিতির সভাপতি। বড় বড় কর্ম্মচারীগণ এই সমিতির সভ্য আছেন। এতদ্ব্যতীত ১১ জন বিশেষজ্ঞও (expert) এই সমিতির সভ্য প্রাদেশিক সমিতিতে ১ জন হইতে ২০ জন সভ্য থাকেন তাঁহারা আবশ্যকমত গবর্ণমেণ্টের বিশেষজ্ঞগণের সাহায্য করিতে পারেন। প্রাদেশিক সমিতির সভ্যগণ কাজ করিবার জন্ম সামান্য সামান্য পকেট খরচা পাইয়া থাকেন। আবার আবশ্যক হইলে তাঁহারা অবৈতনিক ভাবের কাজ করিয়া থাকেন মুসোলিনীর বৈদ্যুতিক শক্তিতে সকলে দেশহিতব্রতে অনুপ্রাণিত হইয়াছেন। এই সকল প্রাদেশিক সমিতির অফিস খরচ প্রভৃতি কিছুই নাই বলিলেই হয়। গবর্ণমেণ্টের কৃষিবিভাগের অফিসেই ইহাদের কার্য্য হইয়া থাকে। এই ব্যয়ভার কেন্দ্রীয় সমিতিই বহন করিয়া থাকে।

দুইটী প্রধান নীতিকে ভিত্তি করিয়া এই সকল গমসমিতি কার্য্য করিতেছে,—

(১) যে সকল জমিতে পূর্ব্ব হইতে গম হয়, তদপেক্ষা গমের জমি আর অধিক বাড়াইবার কোন আবশ্যকতা নাই। কিম্বা যে সকল জমিতে অন্য ফসল হয়, তাহাতেও গম উৎপন্ন করিবার আবশ্যকতা নাই।

(২) অপর পক্ষে যে সকল জমিতে গম হয় তাহারই উৎপন্ন ফসলের পরিমাণ যাহাতে আরও বাড়ে তাহাই করা আবশ্যক।

এই দুইটী মূল নীতি অবলম্বন করিয়া সমিতি কাজ করিতেছে। কৃষকদিগকে উন্নত প্রণালীতে চাষ শিক্ষা দেওয়া হইতেছে। দেশমধ্যে চাষের এক বিপুল সাড়া পড়িয়া গিয়াছে; ফলে পূর্ব্বাপেক্ষা ইটালীতে অধিক পরিমাণ গম উৎপন্ন হইতেছে। সমস্ত দেশের মনোযোগ গ্রামের দিকে আকৃষ্ট হওয়ায় ঐ দেশের অবস্থা ক্রমশঃই ভাল হইতেছে। ইটালীতে পল্লী-প্রাণ করিয়া তোলাই (Ruralisation of Italy) মুসোলিনীর প্রধান উদ্দেশ্য। তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস যে, দেশের উন্নতির মূল পল্লীর উন্নতির মধ্যে নিহিত আছে।

ইটালীর ন্যায় আমাদের দেশের দুরবস্থা অচিরে দূরীভূত হইয়া যাক্।

—বঙ্কিম

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

গৌড়ীয়

বিশ্ব একমাত্র দৈনিক
—পারমার্থিক পত্র—
শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশ
তনয়স্তদ্ধাম-বৃন্দাবনম্,
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং
প্রেমা পুমর্থো মহান্,
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং
তত্রাদরো নঃ পরঃ॥

২৫ গোবিন্দ গৌরাব্দ ৪৪৭, ১২ই ফাল্গুন বঙ্গাব্দ ১৩৪০, ২৪শে ফেব্রুয়ারী ইং ১৯৩৪, শনিবার ২৯৮ তম সংখ্যা

পরিক্রমা-প্রসঙ্গ

গত ৮ই ফাল্গুন, ২০শে ফেব্রুয়ারী, মঙ্গলবার শ্রবণাখ্য শ্রীসীমন্তদ্বীপ-পরিক্রমা মঙ্গলময়ের মঙ্গলময়ী ইচ্ছায় সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়াছে। এই দিবস সন্ধ্যারাত্রিকের পর পণ্ডিত শ্রীপাদ বিনোদবিহারী কৃতিরত্ন প্রভু "শ্রবণ ও শ্রবণেন্দ্রিয়ের বৈশিষ্ট্য" সম্বন্ধে একটী নাতিদীর্ঘ সারগর্ভ বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন। কৃতিরত্ন মহাশয় শ্রীল প্রভুপাদের আদেশক্রমে পরিক্রমা-পরিচালন এবং সমাগত সহস্র সহস্র যাত্রীকে মহাপ্রসাদ বিতরণ পর্যবেক্ষণ-কার্য্যেও কৃতিত্বের পরিচয় প্রদান করিতেছেন।

গত ৯ই ফাল্গুন ২১শে ফেব্রুয়ারী বুধবার শ্রীগোদ্রুমদ্বীপ-পরিক্রমা হইয়াছে। পূর্ব দিবসের ন্যায় এই দিনও পরিক্রমা শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের আদেশে ত্রিদণ্ডিপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবৈভব সাগর মহারাজকে অগ্রণী করিয়া শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে প্রাতঃ ৭ঘটিকায় বহির্গত হন এবং বিভিন্ন স্থান পরিভ্রমণ করিয়া বেলা ১-১৫ মিনিটের সময় শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের ভজনস্থলী শ্রীস্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জে উপস্থিত হন।

সহস্র সহস্র যাত্রী যখন খোলের 'তা তা থৈ' রবের ও করতাল, শঙ্খ, ঘণ্টা, শিঙ্গা, প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্রের তানের সহিত সুর মিলাইয়া শ্রেণীবদ্ধভাবে সঙ্কীর্ত্তনমদে প্রমত্ত হইয়া গজেন্দ্রগমনে কীর্ত্তনাখ্য গোদ্রুম-অভিমুখে অভিযান করিতে থাকেন, তখন কাহার মধুর-ভাবে চিত্ত বিগলিত না হয়, এই প্রকার পাপী ব্যক্তি বোধ হয় ধরিত্রী-বক্ষে ...

অম্বরে কাদম্বিনীগণও যেন শ্রেণীবদ্ধভাবে সজ্জিত থাকিয়া নীলাম্বরের গুণগাথা-শ্রবণে অনন্য-কর্ণ হইয়াছিল, অথবা রাত্রিতে নিঃশব্দ থাকিয়াও তাহারা যেন অন্তর্মুখ হইয়া আন্তরিকভাবে কীর্ত্তনে যোগদান করিয়াছিল এবং আতপ-তাপ হইতে যাত্রিগণের রক্ষার নিমিত্ত মরীচিমালার গতিরোধ করিয়া দাঁড়াইয়াছিল।

যাত্রিগণ শ্রীকুঞ্জে পৌঁছিবার পূর্ব্বে শ্রীপাদ মুকুন্দ গোপাল ভক্তিমধুর মহোদয় তাঁহাদের জন্য শ্রীশ্রীগৌরগদাধরের ও শ্রীশ্রীরাধামাধবের মহাপ্রসাদ প্রস্তুত রাখিয়াছিলেন। তাঁহারা পুণ্যতোয়া সরস্বতীতে অবগাহন পূর্ব্বক গুরুগৌরাঙ্গের জয়ধ্বনিতে গগন পবন মুখরিত করিয়া মহানন্দে মহাপ্রসাদ সম্মান করিয়াছেন।

কিছুকাল বিশ্রাম করিয়া যাত্রিগণ শ্রীমদ্ সাগর মহারাজের অনুগমনে সুমধুর স্বরে মহামন্ত্র কীর্ত্তন করিতে করিতে সন্ধ্যার প্রাক্কালে শ্রীচৈতন্যমঠে প্রত্যাবৃত্ত হন। শ্রীমঠে উপস্থিত হইয়া হৃদয়াবেগে কীর্ত্তন করিতে করিতে সঙ্কীর্ত্তনসঙ্ঘ শ্রীশ্রীরাধা ও ও শ্রীশ্রীল গৌরকিশোর দাস গোস্বামী পরমগুরুদেবের শ্রীমন্দির পরিক্রমা করেন। তৎপর ঊনত্রিংশচূড়াযুক্ত মূল মন্দির পরিক্রমা করিয়া শ্রীশ্রীগৌরবিনোদপ্রাণজিউর সম্মুখে উদ্দণ্ড নৃত্যের সহিত কীর্ত্তন করিতে থাকেন।

সন্ধ্যারাত্রিকের পর অন্যান্য দিবসের ন্যায় এই দিবসও শ্রীচৈতন্যমঠের অনিন্দ্য নাট্যমন্দিরে একটী সুমহতী সভার অধিবেশন ...

সিদ্ধস্বরূপ ব্রহ্মচারী ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিবৈভব সাগর মহারাজ 'মনুষ্যজীবনে সফলতা-সম্পাদন' সম্বন্ধে বক্তৃতা করিয়াছেন। শ্রীগুরুমুখপদ্ম হইতে শ্রোতব্য আচারের সহিত কীর্ত্তন করিলেই যে মনুষ্য জীবনের চরম কর্ত্তব্য ভগবৎসেবা সুষ্ঠুরূপে সম্পাদিত হয়, তদ্বিষয়ে দিগ্দর্শন তাঁহাদের বক্তৃতায় পরিস্ফুট হইয়াছে। বক্তৃতা আদিতে ও অন্তে মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন হইয়াছে।

গত ১০ই ফাল্গুন, ২২শে ফেব্রুয়ারী বৃহস্পতিবার পরিক্রমায় যাত্রিগণ শ্রীচৈতন্য-মঠ হইতে ত্রিদণ্ডিপাদ শ্রীমৎ সাগর মহারাজের অনুগমনে প্রাতঃ ৬-৩০ মিনিটের সময় বহির্গত হইয়া শ্রীমধ্যদ্বীপ পরিক্রমা করিয়াছেন। যাত্রিগণের যাহাতে অসুবিধা না হয় তজ্জন্য বিশুদ্ধ পানীয় জল পরিক্রমার সঙ্গে সঙ্গে গাড়ী বোঝাই করিয়া লইয়া যাওয়া হয়। এই দিবসের পরিক্রমার পথ সুদীর্ঘ বলিয়া যাত্রিগণের জন্য পথিমধ্যে মহাপ্রভুর বাল্যভোগের প্রসাদের বন্দোবস্ত হইয়াছে। এই বন্দোবস্তটী প্রতি বৎসরই হইয়া থাকে।

এই দিবসও যাত্রিগণ পরিক্রমা করিয়া স্বানন্দসুখদকুঞ্জে বেলা প্রায় আড়াই ঘটিকার সময় মহাপ্রসাদ-সম্মানান্তে বিশ্রাম করিয়াছেন এবং প্রদোষে শ্রীচৈতন্যমঠে প্রত্যাগত হইয়া শ্রীশ্রীগৌরবিনোদপ্রাণজীউর সন্ধ্যারাত্রিক-কীর্ত্তনে যোগদান করিয়াছেন। পূর্ব্ব দিবসের ন্যায় এই দিবসও আরাত্রিকান্তে বক্তৃতা হইয়াছে।

কালনায় প্রচার

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিস্বরূপ পর্ব্বত মহারাজ ও শ্রীধাম-মায়াপুরের প্রাচীন ...

শ্রীপাদ অতীন্দ্রিয়নাথ ভক্তিগুণাকর মহোদয় গত ১৯শে ফেব্রুয়ারী কতিপয় ব্রহ্মচারিসহ কালনায় প্রচারে গিয়াছিলেন। তথায় দিবসত্রয় হরিকথা কীর্ত্তন করিয়া গত ২১শে ফেব্রুয়ারী শ্রীধাম-মায়াপুরে আগমন পূর্ব্বক পরিক্রমা-উৎসবে যোগদান করিয়াছেন। গত ২০শে ফেব্রুয়ারী শ্রীবিশ্ববৈষ্ণব রাজসভার অন্যতম সম্পাদক মহোপদেশক শ্রীপাদ অতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী প্রভু শ্রীমৎ পর্ব্বত মহারাজের সহিত কালনায় প্রচারে যোগদান করিয়াছিলেন। তিনি কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে কতিপয় মঠসেবকসহ শ্রীমঠের সুরধুনীমোটরলঞ্চযোগে কালনায় উপস্থিত হইয়াছিলেন এবং কালনায় প্রচার সমাপনান্তে স্বামীজীকে সঙ্গে করিয়া উক্ত লঞ্চযোগেই শ্রীধাম-মায়াপুরে উপস্থিত হইয়াছেন।

ভারতী মহারাজ

ত্রিদণ্ডিপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ প্রায় মাসাধিককাল ঢাকা জেলায় বিভিন্ন স্থানে হরিকথা প্রচার করিয়া গত ২২শে ফেব্রুয়ারী বৃহস্পতিবার প্রাতঃকালে শ্রীধাম-মায়াপুরে শ্রীল প্রভুপাদের পাদপদ্ম সমীপে উপস্থিত হইয়াছেন। পরিক্রমার যাত্রিগণ তাঁহাকে পাইয়া অতিশয় আনন্দিত হইবেন, সন্দেহ নাই।

গত ২৯শে মাঘ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ মেদিনীপুর জেলার সুন্দরপুর গ্রামে শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ ... মহাশয়ের বাটীতে শ্রী... অবরোধ মহারাজের দ্বারা ...

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

২৫ গোবিন্দ অবায় গৌরোদশাব্দী ৪৪৭

নবদ্বীপ পরিক্রমা

ষষ্ঠ দিবস

শ্রীগৌরগদাধর

গতকল্য আমরা কোলদ্বীপ পরিক্রমা করিয়া চম্পকহট্ট শ্রীশ্রীগৌরগদাধরমঠে উপস্থিত হইয়াছি। এই স্থানে শ্রীশ্রীগৌর-গদাধরের প্রমাণাকার নয়নমনোভিরাম শ্রীবিগ্রহ দর্শনের সৌভাগ্য লাভ করিতেছি। এই শ্রীবিগ্রহ দ্বিজবাণীনাথ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত। এই দ্বিজবাণীনাথ যে শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের বিশেষ প্রিয়পাত্র ছিলেন তাহা প্রকাশ পূর্ব্বক গৌরগণোদ্দেশদীপিকা বলিতেছেন,—

"বাণীনাথদ্বিজশ্চম্পাহট্টবাসী প্রভুপ্রিয়ঃ।"

শ্রীল বাণীনাথ ব্রজের 'কামলেখা'। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত উক্ত প্রাচীন সেবায় কালক্রমে বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইলে গৌড়ীয়মঠাচার্য্য শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ সেবাভার গ্রহণ করেন। তাঁহার নির্দ্দেশক্রমে আচার্য্য শ্রীপাদ পরমানন্দ ব্রহ্মচারী বিদ্যারত্ন প্রমুখ শ্রীচৈতন্যমঠসেবকগণ গত ১৩২৮ বঙ্গাব্দে এই শ্রীপাটের সংস্কার সাধনপূর্ব্বক এই স্থানে একটী নূতন মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছেন। তাহাতে এখন শ্রীবাণীনাথের প্রতিষ্ঠিত শ্রীশ্রীগৌরগদাধর-বিগ্রহ যথাশাস্ত্র অর্চ্চিত হইতেছেন। বর্ত্তমানে এই শ্রীপাটে শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম-পরিক্রমার ষষ্ঠ দিবস ও শ্রীশ্রীরামনবমী তিথিতে বিশেষ সমারোহে উৎসব হইয়া থাকে।

চম্পাহট্ট

চম্পাহট্টকে সাধারণ ভাষায় চাঁপাহাটী বলা হয়। ইহা বর্দ্ধমান জেলার পূর্ব্বস্থলী থানার অন্তর্গত। ই, আই, আর লাইনের সমুদ্রগড় ও নবদ্বীপ ষ্টেসন হইতে স্থানটী এক ক্রোশ দূরে অবস্থিত। চম্পাহট্ট নবদ্বীপের অন্যতম ঋতুদ্বীপের অন্তর্গত। সত্য-যুগে এক বৃদ্ধ ভক্ত ব্রাহ্মণ এই স্থানে বাস করিতেন। তৎকালে এই স্থানে প্রচুর পরিমাণে চাঁপাফুলের আমদানি হইত বলিয়া ইহার নাম চাঁপাহাটী বা চম্পকহট্ট। এই চম্পকহট্ট নাম হইবার আরও বিশেষ কারণ এই যে, উক্ত ভক্ত ব্রাহ্মণ চম্পকহট্ট হইতে পুষ্প সংগ্রহ করিয়া মনের আনন্দে রাধা-গোবিন্দের পূজা করিবার ফলে ভক্তবৎসল শ্রীগোবিন্দ ব্রাহ্মণের শ্যামসুন্দর-রূপ ধ্যান সময়ে তাঁহাকে চম্পককান্তিবিশিষ্ট গৌররূপে দর্শন দান করেন। বিপ্র শ্রীকৃষ্ণের উক্ত রূপ দর্শন করিয়া ইহার কারণনির্ণয়ে অসমর্থতা-নিবন্ধন ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। অন্তর্যামী ভগবান্ তাঁহার মনোভাব জানিয়া তাঁহার নিকট স্বীয় গৌরাবতারের রহস্য জ্ঞাপন করেন এবং তিনি যে এই ঔদার্য্যময় বিগ্রহ-রূপেই কলিতে অবতীর্ণ হইবেন তাহাও তাঁহাকে বলেন।

শ্রীভগবানের বাক্য শ্রবণ করিয়া, যাহাতে শ্রীগৌরসুন্দরের প্রকটলীলাকালে কলিযুগে তদীয় পার্ষদরূপে আবির্ভূত হইতে পারেন তজ্জন্য তাঁহার প্রাণ বড়ই ব্যাকুল হইয়া উঠিল। শ্রীগৌরহরি বিপ্রের মনোভাব জানিতে পারিয়া তাঁহাকে জানাইলেন যে, তাঁহার মনোবাসনা পূর্ণ হইবে। তিনি মহাপ্রভুর পার্ষদরূপে দ্বিজবাণীনাথ নামে পরিচিত হইয়া এই চম্পাহট্ট গ্রামেই অবস্থান করিবেন। শ্রীকৃষ্ণের প্রধান অষ্টসখীর অন্যতমা চম্পকলতা এই স্থানে চম্পকপুষ্পের মাল্য রচনা করিয়া শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের সেবা করিতেন বলিয়া এই স্থান মধুর-রসাশ্রিত ভক্তগণের অতীব প্রিয় ভজনস্থলী। কথিত আছে লক্ষ্মণসেনের রাজত্বকালে অর্থাৎ দ্বাদশশতাব্দীর শেষভাগে ও ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে গীতগোবিন্দরচয়িতা কবিবর শ্রীল জয়দেব গোস্বামী ঠাকুর এই চম্পকহট্টে পতিপরায়ণা পদ্মাবতীর সহিত অবস্থান পূর্ব্বক রাগমার্গে শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের ভাবসেবা করিতে করিতে স্বরটসুন্দরদ্যুতি শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের দর্শন লাভ করিয়াছিলেন। মহাভারতেও আমরা এই চম্পাহট্টের উল্লেখ দেখিতে পাই। যথা—

"যথা চম্পাং সমাসাদ্য ভাগীরথ্যাং
কৃতোদকঃ"

ঋতুদ্বীপ

ঋতুদ্বীপ বর্ত্তমান চাঁপাহাটী, রাতুপুর বা রাহাদপুর, দক্ষিণবাটী বা কৃষ্ণবাটী প্রভৃতি স্থানসমূহে বিস্তৃত। এইস্থানে ছয় ঋতু সর্ব্ব-সময় বিরাজিত থাকিয়া গৌরগদাধরের সেবা করেন বলিয়া ইহার নাম 'ঋতুদ্বীপ'। শুদ্ধ ভক্তগণ এই দ্বীপটিকে দ্বাদশবনের অন্যতম 'খদির বন' বলিয়াই জানেন।

সমুদ্রগড়

ঋতুদ্বীপের দুইটী দর্শনীয় স্থান যাত্রি-গণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া থাকে। তন্মধ্যে একটীর বিবরণ আমরা উপরে উল্লেখ করিলাম। দ্বিতীয় স্থানটী সমুদ্রগড়। ইহার প্রাচীন ইতিহাস সম্বন্ধে আমরা বর্ত্তমানে কিছু আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতেছি। দ্বাপর-যুগে সমুদ্র সেন নামক একজন কৃষ্ণভক্ত রাজা ছিলেন। কৃষ্ণৈকপ্রাণ পাণ্ডুনন্দন ভীম, দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইয়া বঙ্গ-জয়াভি-লাষে সমুদ্রগড় আক্রমণ করিলে ভক্তবর সমুদ্রসেন মনে করিলেন, শ্রীকৃষ্ণদর্শন পাওয়ার দুর্ব্বর্ণ সুযোগ উপস্থিত হইয়াছে। পাণ্ডবগণের অভিন্ন প্রিয় শ্রীকৃষ্ণ, সুতরাং তিনি তাঁহাদের আপদে বিপদে তাঁহাদের নিকট উপস্থিত না হইয়া থাকিতে পারিবেন না। এখন যদি ভীমকে ভয় প্রদর্শন করা যায় বা বিপদে ফেলা যায়, তাহা হইলে শ্রীকৃষ্ণ নিশ্চয়ই তাঁহার রক্ষার নিমিত্ত এইস্থানে আসিয়া উপস্থিত হইবেন। মনে মনে এইরূপ বিচার করিয়া সমুদ্র সেন শ্রীকৃষ্ণ স্মরণ পূর্ব্বক ভীমের প্রতি বাণ নিক্ষেপ করিলেন। উক্ত বাণে ভীম ভীত হইবার অভিনয় প্রদর্শন পূর্ব্বক নিজ রক্ষার নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণের স্মরণ করিতে লাগিলেন। ফলে পাণ্ডবসখা শ্রীকৃষ্ণ তৎক্ষণাৎ সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন। সমুদ্রসেন স্বীয় ইষ্টদেবকে সম্মুখে দেখিতে পাইয়া আনন্দে প্রেমাশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। তাঁহার কণ্ঠ বাষ্পরুদ্ধ হইল। আরও বিস্ময়ের বিষয়, দেখিতে দেখিতে—

"ক্ষণেকে হইল সেই লীলা আদর্শন।
শ্রীগৌরাঙ্গরূপ হেরে ভরিয়া নয়ন॥
মহা-সংকীর্ত্তন-বেশ সঙ্গে ভক্তগণ।
নাচিয়া নাচিয়া প্রভু করেন কীর্ত্তন॥
সেই রূপ হেরি' রাজা নিজে ধন্য মানে।
বহু স্তব করে ভবে গৌরাঙ্গ-চরণে॥

অম্বুধি-ভাগীরথী-সংলাপ

সমুদ্রগড় সাক্ষাৎ গঙ্গাসাগর তীর্থ। ভক্তিরত্নাকর দ্বাদশ তরঙ্গে এই স্থানকে সমুদ্রগড়ি বা সমুদ্রগড়ি নামে অভিহিত করিয়াছেন। এই স্থান সম্বন্ধে ভক্তি-রত্নাকর সমুদ্র ও জাহ্নবীর মধ্যে যে ইষ্টগোষ্ঠীর প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়াছেন, তাহা পাঠক-গণকে উপহার না দিয়া থাকিতে পারিলাম না।

একদিন সমুদ্র কহেন গঙ্গা প্রতি।
জগতে তোমা সম নাই ভাগ্যবতী॥
পূর্ণ-ব্রহ্ম শ্রীগৌরসুন্দর নদীয়ায়।
করিবেন প্রকট বিহার, সবে গায়॥
তোমার তীরেতে হ'বে অশেষ আনন্দ।
গণ সহ সদা বিলসিবে গৌরচন্দ্র॥
শুনিয়া জাহ্নবী নিজ অন্তর প্রকাশে।
সমুদ্রের প্রতি কহে সুমধুর ভাষে॥
করিয়া সন্ন্যাস প্রভু ছাড়িবে নদীয়া।
তোমার তীরেতে বাস করিবেন গিয়া॥
প্রভুর প্রকটাদি-লীলা দেখিবার তরে।
চিত্তোদ্বেগে সিন্ধু কত কহিলা গঙ্গারে॥
গঙ্গাশ্রয় করিয়া আইসে নিতি নিতি।
দেখে গৌরচন্দ্রের বিহার রঙ্গে মাতি'॥
গঙ্গার সৌভাগ্য প্রশংসয়ে বার বার।
নিতি গতাগতি আর আশ্রয় গঙ্গার॥
গঙ্গা সহ গতিতে 'সমুদ্রগতি' নাম।
এবে লোকে কহয়ে সমুদ্রগড়ি গ্রাম॥

বাণীপূজার অধিকারী কে?

[২৯৭ সংখ্যায় প্রকাশিতাংশের পর]

৫৩। ভাগবত দুই প্রকার—গ্রন্থ-ভাগবত ও ভক্ত-ভাগবত। সকল সময়ে আমরা ভক্ত-ভাগবতের সঙ্গলাভের সুযোগ পাই না, তাহাতে আমরা ঘরে বসিয়াই গ্রন্থভাগবতের সঙ্গ লাভ করিতে পারি তজ্জন্য আচার্য্যপ্রবর মাসিক, পাক্ষিক, সাপ্তাহিক, দৈনিক প্রভৃতি বিভিন্ন ভাষায় ছয়টী পত্রিকা ও বিভিন্ন ভাষায় শতাধিক গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছেন, নিরবচ্ছিন্নভাবে উক্ত গ্রন্থভাগবত অর্থাৎ বিভিন্ন পত্রিকা ও গ্রন্থসমূহ শ্রদ্ধা করিয়া পাঠ করিলে পরিপ্রশ্নের উদয় হইবে, তখন ভক্ত-ভাগবতের সঙ্গলাভের আগ্রহ হইবে এবং আবশ্যকতাও উপলব্ধি করিতে পারিব। কিন্তু বিত্তশাঠ্যদোষটাই ঐসকল পত্রিকা ও গ্রন্থাদি সংগ্রহের পক্ষে বা গ্রন্থভাগবতের সেবা-সৌভাগ্য-গ্রহণের পক্ষে অন্তরায় হয়। কখনও ভাবি—বিত্তশাঠ্য-দোষটী বজায় রাখিয়া, অন্যের পত্রিকা ও গ্রন্থাদি লইয়া পাঠ করিয়া কিম্বা মঠের লাইব্রেরীতে গিয়া পত্রিকা ও গ্রন্থাদি পাঠ করিয়া সিদ্ধান্তবিদ্ হইব; কিন্তু ভাবি না—বিত্তশাঠ্যরূপ অনর্থটী বজায় রাখিবার জন্য যত্ন করিলে সেই বিষয়াবিষ্টচিত্তে, বিষয়মলিনচিত্তে ভক্তি-সিদ্ধান্তের স্ফূর্ত্তি হইবে না। কখনও কিছু মুক্তহস্ত হইয়া যে-কোন একটী পত্রিকা লইয়া বলি—সবই অভিন্ন পত্রিকা সুতরাং একটি লইলেও যাহা হইবে সবগুলি লইলেও তাহাই হইবে, আবার কখনও সময়ের অভাবেই পত্রিকা না লইবার বা একাধিক পত্রিকা ও অন্যান্য গ্রন্থ না লইবার কারণ দেখাইয়া থাকি; কিন্তু আমি ভাবি না—যদি আরও দুই ঘণ্টা চাকরী করিতে হইত তবে কি সময়াভাবে চাকরীতে ইস্তফা দিতাম! অথবা চাকরী বজায় রাখিবার জন্য যদি বৎসর বৎসর একটী পরীক্ষা দিবার ব্যবস্থা থাকিত এবং সেই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে হইলে যদি দৈনিক দুই ঘণ্টা করিয়া অধ্যয়ন করিতে হইত তবে কি আমি সময়াভাবে পরীক্ষায় ফেল হইয়া চাকরী হইতে অবসর গ্রহণ করিতাম! সময় সময় অর্থাভাবের অছিলায় একাধিক পত্রিকা বা গ্রন্থাদি সংগ্রহ করি না কিম্বা মোটেই কোন পত্রিকা বা গ্রন্থ সংগ্রহ না করিয়া গ্রন্থভাগবতের সেবা হইতে বঞ্চিত হই, কিন্তু গ্রাম্যবার্ত্তাবহ সংগ্রহ করিবার জন্য অর্থের অভাব হয় না। শ্রীপত্রিকাদির ও শ্রীগ্রন্থাদির সেবা করিলে অর্থাৎ গ্রন্থভাগবতের সেবা করিলে আনু-ষঙ্গিকভাবে বিত্তশাঠ্যদোষ, অসাধুসঙ্গ, অসচ্চিন্তা, প্রজল্প, চিত্তচাঞ্চল্য, ইন্দ্রিয়-পরায়ণতা, দেহে আত্মবুদ্ধি ও দেহসম্বন্ধীয় বস্তুতে মমতাবুদ্ধি, হৃদয়-দৌর্ব্বল্য, অপরাধ

প্রভৃতি যাবতীয় অনর্থের নিবৃত্তি হইয়া সাধুসঙ্গ ও সাধুসেবায় রুচি এবং কৃষ্ণভক্তি-রূপ মুখ্য ফল লাভ হইবে অর্থাৎ পরমার্থ লাভ হইবে। অতএব প্রত্যেক গৃহস্থ-ভক্তেরই নিরপেক্ষভাবে স্ব-স্ব যোগ্যতা বিচার করিয়া যতদূর সম্ভব গ্রন্থাদি ও পত্রিকাদি সংগ্রহ করিবার চেষ্টা করা একান্ত আবশ্যক, সম্ভব হইলে যাবতীয় পত্রিকা ও যাবতীয় গ্রন্থাদিই গ্রহণ করা কর্ত্তব্য; এমন কি, ধনী গৃহস্থের গৃহে যত জন গুরুসেবক আছেন প্রত্যেকেরই পৃথগ্‌-ভাবে যাবতীয় পত্রিকা এবং একসেট্ করিয়া ভক্তিগ্রন্থ লওয়া অবশ্য কর্ত্তব্য নচেৎ বিত্ত-শাঠ্যদোষ হইবে। পূর্ব্বোক্ত কথাগুলি গ্রাম্যবার্ত্তাবহ ও গ্রাম্যপুস্তক-বিক্রয়ের বিজ্ঞাপনের ন্যায় অতিশয়োক্তি নহে পরন্তু নিত্যমঙ্গলময়ী কুহকশূন্যা বাস্তব-বাণী; এই বাণী শ্রবণ করিলে আমরাই পরমার্থ-ধনে ধনী হইয়া লাভবান্ হইব, অন্যথা করিলে আমাদেরই ক্ষতি, আমাদেরই অসুবিধা, শ্রীগুরুবৈষ্ণবগণের ও গ্রন্থভাগবতের তাহাতে কিছু আসে যায় না।

৫৫। মাদৃশ গৃহব্রতগণের মধ্যে আর এক প্রকারের দোষ দেখা যায়, তাহার নাম—"প্রচ্ছন্ন বিত্তশাঠ্য।" আমরা নিজগৃহে আড়ম্বরের সহিত প্রচুর অর্থব্যয় করিয়া শ্রীবিগ্রহ-সেবায় ঠাটবাট করি; যথা—কারুকার্য্যখচিত অতি মনোরম সুবৃহৎ মন্দিরনির্ম্মাণ, মণিমুক্তা-খচিত সিংহাসনোপরি বহুমূল্য বস্ত্রালঙ্কারাদিদ্বারা ভূষিত, নয়ন-মনোভিরাম শ্রীবিগ্রহ স্থাপন ও শ্রীবিগ্রহের জন্য ছাপ্পান্ন ভোগ ও ছত্রিশ ব্যঞ্জনের ব্যবস্থা, গৃহে সমাগত অতিথি বৈষ্ণবগণকে চর্ব্ব্য-চুষ্য-লেহ্য-পেয় নৈবেদ্য প্রদানের ব্যবস্থা প্রভৃতি বাহ্যদর্শনে ও জাগতিক বিচারে অনেক প্রকারের সুব্যবস্থা প্রভৃতি। এই সব আড়ম্বরের জন্য অজস্র অর্থ ব্যয় করি কিন্তু দিব্যদর্শনরূপ সার্চ্চলাইট দিয়া দর্শন করিলে দেখা যায়—উহার মূলে প্রতিষ্ঠাশা; আমাদের হৃদয়প্রাঙ্গণে প্রতিষ্ঠাশারূপিণী ধৃষ্টা শ্বপচরমণী সর্ব্বক্ষণ উদ্দণ্ড নৃত্য করিতেছে, সেই শ্বপচরমণীদ্বারা চালিত হইয়াই আমরা বিপুলভাবে অর্চ্চনের ঠাটবাট বা অর্চ্চন-ব্যভিচার করিতেছি ও অতিথিবৈষ্ণব-সেবার ছলনা দেখাইতেছি। আমাদের এই অর্চ্চনের অনুষ্ঠানগুলি শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্ম হইতে শ্রৌতবাণী-শ্রবণের দ্বারা নিয়মিত নহে, তাই আমরা অর্চ্চনের ফললাভে বঞ্চিত হই; ফলে শ্রীশ্রীগুরু-বৈষ্ণবের আনুগত্যে কৃষ্ণসেবা, নিজের খেয়াল মত কিছু না করিয়া বৈষ্ণবের ইচ্ছামত কার্য্য করিয়া বৈষ্ণবসেবা বা বৈষ্ণবের প্রীতিবিধান চেষ্টা এবং অর্চ্চনের চরমফল—কীর্ত্তনসেবা বা প্রচার-সেবার জন্য শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মে সর্ব্বস্ব অর্পণ করিবার প্রবৃত্তি আমাদের হয় না। যদি শ্রীগুরুবৈষ্ণবগণ আমার গৃহে বা আমার গ্রামে অথবা আমার দেশে মঠ স্থাপন করেন তাহা হইলে আমি অনেক অর্থ ব্যয় করিয়া মন্দিরনির্ম্মাণ ও সেবার ব্যবস্থা করিতে পারি এবং উক্ত মঠের সেবার জন্য প্রচুর সম্পত্তি দান করিতে, এমন কি সর্ব্বস্ব-প্রদানের অভিনয় করিতে পারি; যদি তাঁহারা আমার বরাত মত কোন মঠের মন্দির, ধর্ম্মশালা, মহোৎসব, ছাপাখানা, সৎশিক্ষা-প্রদর্শনী প্রভৃতি করেন কিম্বা আমার বরাত মত শ্রীবিগ্রহের জন্য বস্ত্রালঙ্কারাদি প্রদান করেন তবে আমি প্রচুর অর্থ ব্যয় করিতে বা সহস্র সহস্র মুদ্রা প্রদান করিতে পারি কিন্তু শ্রীগুরু-বৈষ্ণবের ইচ্ছামত কোন সেবা-কার্য্যের জন্য অথবা প্রচার-সেবার জন্য শত মুদ্রা—এমন কি, একটী মুদ্রা প্রদান করিতেও আমার উৎসাহ হয় না, আমাদের চিত্তবৃত্তি এই প্রকার। ইহাই কি অর্চ্চনের ফল? না অসম্পূর্ণ অর্চ্চন অথবা অর্চ্চন-ব্যভিচারের ফল? তাহা কি আমাদের বিচার করা উচিত নহে? কিয়ৎকালের জন্য নিরপেক্ষ হইয়া বিচার করিলে আমরা বুঝিতে পারিব যে প্রচ্ছন্ন-বিত্তশাঠ্য-দোষেই ঐপ্রকার অর্চ্চন-ব্যভিচার বা অসম্পূর্ণ অর্চ্চন হইতেছে। বিত্তশাঠ্যদোষটী আমাদের ঠিক আছে তবে কেবল প্রতিষ্ঠাশামূলেই বা আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতিবাঞ্ছামূলেই যাহা কিছু আড়ম্বরের বা মুক্তহস্ত হইবার অভিনয় করিতেছি মাত্র; তাই শ্রীগুরু-বৈষ্ণবের ইচ্ছামত বা তাঁহাদের নির্দ্দেশ-মত কিছুই করিতে পারি না। যেদিন শ্রীগুরুপাদপদ্মে অভিগমন পূর্ব্বক সর্ব্বস্ব সমর্পণ করিয়া নিষ্কপটে বলিব—"হে পতিতপাবন প্রভো! আপনার ধন আমার নিকট যাহা গচ্ছিত আছে তাহা আপনার শ্রীচরণেই অর্পণ করিতেছি, কারণ আমি জানি না কি করিলে উক্ত অর্থের সদ্ব্যবহার হইতে পারে, অতএব আপনি কৃপাপূর্ব্বক উহা গ্রহণ করিয়া আমাকে কৃতার্থ করুন এবং আপনি স্বীয় ইচ্ছামত যে-কোন বিষয়ে ব্যয় করুন না কেন সে-সম্বন্ধে আমার বলিবার কিছু নাই" সেই দিনই বুঝিব যে আমি অর্চ্চনের ষোল আনা ফল লাভ করিবার সৌভাগ্যকে বরণ করিয়াছি—সেই দিনই বুঝিব যে আমি প্রকাশ্য বা প্রচ্ছন্ন উভয়বিধ বিত্তশাঠ্যদোষ হইতে মুক্ত হইয়াছি।

৫৬। শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্ম আশ্রয় করিবার পরও—পাঞ্চরাত্রিক বিধানে সংস্কৃত হওয়ার পরও হৃদয়-দৌর্ব্বল্যরূপ অনর্থের বশবর্ত্তী হইয়া—অসুর-সমাজের ভয়ে ভীত হইয়া শৌক্রবর্ণের পুরিচয়-প্রদান, আচার্য্যপ্রদত্ত

(অতঃপর ৪র্থ কলমের ২য় লোকে দ্রষ্টব্য)

লণ্ডনে প্রচার

THE GAUDIYA MISSION

——:o:——

LORD ZETLAND ON SPIRITUAL INDIA

——:o:——

[From "The Times" London, Feb. 3, 1934 Evening Edition)]

Lord Zetland presided yesterday afternoon at a reception given at Grosvenor House, Park Lane by Tridandi Swami B. H. Bon in celebration of the sixtieth Birthday of Paramahansa Saraswati Goswami, the President of the Gaudiya Mission, of which the Swami is the representative in this country.

After speeches by the Swami and the Maharajah of Burdwan Lord Zetland said that India had always been the home of spiritual movements, and history was only repeating itself in the formation of the Gaudiya Mission. Some 450 years ago there was born at Sreedham Mayapur, in the Nadia District of Bengal, Sri Krishna Chaitanya, Who underwent as a young man a great psychological transformation and became a tremendous spiritual force in the life of India. As time went on His teachings were misunderstood or neglected and consequently, thd Gaudiya Mission, took its rise half a century ago. Duriug his time in Bengal he (Lord Zetland) had visited the head-quarters of the Mission, and the scene of the Guru (teacher) and his 12 chelas (disciples) around him seemed taken from ancient India. It could not conceivably have been that of professor and student of twentieth-century university of India. Surely in an age like the present, when the minds of men were so directed to material considerations, it was good to have such evidences as the mission afforded that there were still great spiritual forces stirring the hearts of men.

মঙ্গলানুষ্ঠান

গত কল্য (২রা ফেব্রুয়ারী, ১৯৩৪) গৌড়ীয়-বৈষ্ণবমিশনের আচার্য্যবর্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের ষষ্টিবর্ষপূর্ত্তি আবির্ভাব-তিথিপূজা উপলক্ষে উক্ত মিশনের এতদ্দেশে প্রচারভার প্রাপ্ত প্রচারক ত্রিদণ্ডি-স্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন মহারাজের উদ্‌যোগে যে একটী সভার অধিবেশন হইয়াছিল, তাহাতে লর্ড জেট্‌ল্যাণ্ড সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

স্বামীজী ও বর্দ্ধমানের মহারাজার বক্তৃতা শেষ হইলে লর্ড জেট্‌ল্যাণ্ড বলেন,—'ভারতবর্ষ চিরকালই পরমার্থ-আন্দোলনের বসতিস্থল। বর্ত্তমানে গৌড়ীয়মঠের আবির্ভাবে ইতিহাসের পুনরাবর্ত্তন হইয়াছে। প্রায় ৪৫০ বৎসর অতীত হইল, বঙ্গদেশে নদীয়া জেলার অন্তর্গত শ্রীধাম-মায়াপুরে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য জন্মলীলা আবিষ্কার করেন। অতি অল্প বয়সেই তিনি স্বীয় অতিমর্ত্ত্য স্বরূপের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। তিনি ভারত-বর্ষের পারমার্থিক জীবনে একটী প্রবল-শক্তিরূপে উদিত হইয়াছিলেন। কালক্রমে তাঁহার প্রচারিত ধর্ম্মে গ্লানি উপস্থিত হওয়ায় উহার পুনঃ-সংস্থাপনের জন্য প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দী পূর্ব্ব হইতেই গৌড়ীয়-মঠের অভ্যুদয় হইয়াছে। বঙ্গদেশে অবস্থান-কালে মাননীয় মারকুয়েস অব জেট্‌ল্যাণ্ড মহাশয় মিশনের প্রধান কেন্দ্রে গমনপূর্ব্বক দ্বাদশ-শিষ্য পরিবেষ্টিত গুরুদেবের চিত্র অবলোকন করিয়াছিলেন। তাঁহার মনে হইতেছিল যে, উহা প্রাচীন ভারতের আচার্য্যগৃহের অনুরূপ। বিংশ শতাব্দীর বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রচলিত ভারতীয় গুরু-শিষ্যের চিত্রের সহিত ইহার কোনই সাদৃশ্য দেখা যায় না। বর্ত্তমান যুগে মানবগণ জড়বিষয়ে বদ্ধ। এই সময়েও যে চেতনবৃত্তির প্রেরণা-প্রদানকারী প্রবলশক্তি বর্ত্তমান, ইহা বাস্তবিক মঙ্গলের নিদর্শন।

বাণীপূজায় অধিকারী কে?

(দ্বিতীয় কলমের পর)

নামও ব্রহ্মসূত্র প্রভৃতি গোপনে রাখিবার চেষ্টা, ঊর্দ্ধপুণ্ড্রাদি ধারণ না করা, অসুর সমাজের পাচিত ও প্রদত্ত দ্রব্য ভোজনাদি-রূপ অসদাচার ও অসৎসঙ্গ, স্ত্রী, পুত্র স্বজনাদিকে অমেধ্য-ভোজন ও অনাচারের প্রশ্রয় দেওয়া এবং পিতৃমাতৃবিয়োগের পর অশৌচ-পালনাদি ও স্মার্ত্তবিধানানুসারে শ্রাদ্ধাদির অনুষ্ঠান প্রভৃতি অনর্থযুক্ত সাধক-গৃহস্থগণের পক্ষে বিশেষ ভজন-প্রতিকূল বা ভজনোন্নতির প্রধান কণ্টকস্বরূপ।

কালেক্টর সাহেবের পত্র

কালেক্টর সাহেবের কুঠি,
কৃষ্ণনগর,
২৩শে জানুয়ারী, ১৯৩৪।

মহাশয়,

সম্প্রতি প্রচণ্ড ভূমিকম্পে আমাদের দেশবাসীর যেরূপ ক্ষতি হইয়াছে সে সংবাদ সকলে অবগত আছেন। দুঃস্থ ব্যক্তিগণের সাহায্যার্থে মহামান্য বড়লাট সাহেব আপনাদের নিকট যে আবেদন করিয়াছেন তাহার অনুবাদ নিম্নে প্রদত্ত হইল। ঐ আবেদন যতদূর সম্ভব সর্ব্বসাধারণের নিকট প্রচার করিবেন।

এই মহদুদ্দেশ্যে যিনি যেরূপ সাহায্য করিবেন তাহাই সাদরে গৃহীত হইবে। যদি সাহায্যের পরিমাণ অল্প বিধায় কেহ উহা নয়া দিল্লীতে পাঠাইতে কুণ্ঠিত হন তাহা হইলে তিনি উহা নিঃসঙ্কোচে আমার নিকট পাঠাইতে পারেন।

এইচ, বোস্
ম্যাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর, নদীয়া।
২৩, ১, ৩৪.

মহামান্য বড়লাট বাহাদুরের টেলিগ্রামের সংক্ষিপ্ত অনুবাদ।

-:০:-

"গত সোমবার ১৫ই জানুয়ারী অপরাহ্ণে প্রচণ্ড ভূ-কম্পনের ফলে মুহূর্ত্ত-মধ্যে বহুসংখ্যক দেশবাসীর উপর বিশেষতঃ বিহার ও উড়িষ্যা প্রদেশে সম্প্রতি যে ভীষণ বিপৎপাত হইয়াছে তাহার প্রকৃত বিবরণ অদ্যাবধি পাওয়া যায় নাই। ইহা বলিলে অবশ্য অত্যুক্তি হয় না যে, উহাতে আতঙ্কজনক প্রাণহানি, অসংখ্য গৃহ ভূমিসাৎ এবং বিস্তীর্ণ ভূ-খণ্ডের বহু সম্পত্তি ও দ্রব্যাদি বিধ্বস্ত ও লুপ্তপ্রায় হইয়াছে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, এই ভীষণ দুর্দ্দিনে এতদ্দেশীয় সকল শ্রেণীর অধিবাসিবৃন্দের সহানুভূতির ধারা দুঃস্থ ও বিপন্ন জনগণের প্রতি বর্দ্ধিত হইবে ও তাহাদের দুঃখ বিমোচনের সকল প্রচেষ্টা সর্ব্বসাধারণে সত্বর গ্রহণ করিবেন। এতদুদ্দেশ্যে আমি "ভাইসরয়ের ভূমিকম্প ভাণ্ডার" নামে একটী অর্থ-ভাণ্ডার প্রতিষ্ঠিত করিতে মনস্থ করিয়াছি। সমস্ত সাহায্য ভাইসরয়ের প্রাইভেট সেক্রেটারীর নিকট (ভাইসরয়ের প্রাসাদ—নয়া দিল্লী) বরাবর প্রেরিত হইবে ও প্রত্যেক সাহায্য "উইলিংডন" স্বাক্ষরিত রসিদ দ্বারা স্বীকৃত হইবে।"

রেলওয়ে সময়

ই, বি, আর দিয়া শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইবার ট্রেণ তালিকা

কলিকাতা	ছাঃ	০—৬,	৭—১৬,	১৪—১৪	১৬—৫৬,	২২—২৬
রাণাঘাট	ছাঃ	৫—৫০,	৯—৪৬,	১৩—৪৮,	১৮—৩৯,	০—৩২
কৃষ্ণনগরসিটি	পৌঃ	৬—২৮,	১০—২১	১৭—২৮	১৯—১৫	১—১৪
গাড়ী বদল	ছাঃ	৬—৪৫,	১০—৪৪,	১৩—২২,	১৭—৩৮,	২০—১৬
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৭—২৪,	১১—২১,	১৪—০,	১৮—১,	২০—৪৭
নবদ্বীপঘাট	পৌঃ	৭—৩৩,	১১—৩০,	১৪—৯,	১৮—১৬,	২০—৫৫

মহেশগঞ্জ ষ্টেশন হইতেও শ্রীধাম-মায়াপুরে যাওয়া যায়।

ই, আই, আর, দিয়া শ্রীধাম-মায়াপুর যাইবার ট্রেণ-তালিকা

হাওড়া	ছাঃ	৬—৪৬	১২—৪৬	১৭—৪৬	১৮—৩৬
ব্যাণ্ডেল	ছাঃ	৮—২৫	১৪—১১	১৮—৪৭	১৯—৪৩
নবদ্বীপ	পৌঃ	১০—২২	১৬—১৪	২০—৪৬	২১—৩৭

সহর নবদ্বীপ হইতে গঙ্গা পার হইয়া পূর্ব্বপারে প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইতে হইবে।

কৃষ্ণনগর নবদ্বীপঘাট রেলওয়ে সময়

কৃষ্ণনগর হইতে নবদ্বীপঘাট

কৃষ্ণনগর সিটি—	৬-৪৫	১০-৪৪	১৩-২২	১৭-৩৮	২০-১৬
কৃষ্ণনগর রোড—	৬-৫৬	১০-৫৫	১৩-৩৩	১৭-৪৭	২০-২৫
আমঘাটা—	৭-১৫	১১-১৩	১৩-৫১	১৮-৩	২০-৪১
মহেশগঞ্জ—	৭-২৪	১১-২১	১৪-০	১৮-৯	২০-৪৭
নবদ্বীপঘাট—	৭-৩৩	১১-৩০	১৪-৯	১৮-১৬	২০-৫৫

বিশেষ দ্রষ্টব্য—নবদ্বীপঘাট ষ্টেশন অপেক্ষা মহেশগঞ্জ ষ্টেশন হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরের দূরত্ব অনেক কম। শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে যাঁহাদিগকে রাণাঘাটে ট্রেণ বদল করিতে হয়, তাঁহারা রাণাঘাটে প্রাতঃ ৫-৫০, ৮-১৪, ৯-৪৬, ১৩-৪৮, ১৮-৩৯ এবং ০-৩২ মিনিটের সময় গাড়ী পাইবেন।

শান্তিপুর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে শান্তিপুর ষ্টেশনে ৫-৪০, ৯-২৯, ১২-২৫, ১৬-৪ এবং ১৮-৪১ মিনিটের সময় ট্রেণ পাওয়া যায়।

নবদ্বীপঘাট হইতে কৃষ্ণনগর

নবদ্বীপ ঘাট—	৫-৩৫	৯-২৫	১২-১০	১৫-৩৪	১৮-৪৫
মহেশগঞ্জ—	৫-৪৩	৯-৩৩	১২-১৯	১৫-৪২	১৮-৫৪
আমঘাটা—	৫-৪৯	৯-৩৯	১২-২৬	১৫-৪৮	১৯-৫
কৃষ্ণনগর রোড—	৬-৫	৯-৫৫	১২-৪৩	১৬-৪	১৯-২৪
কৃষ্ণনগর সিটি—	৬-১৩	১০-৩	১২-৫১	১৬-১২	১৯-৩৫

শ্রীধাম মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে—ডাঃ কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী ভক্তিকুসুম ভক্তিশাস্ত্রী এল, এম, এফ কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

তারের ঠিকানা— 'শ্রীমায়াপুর' নবদ্বীপ
ডাকের ঠিকানা—পোঃ শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

দৈনিক

REG. C 1544

বিজ্ঞাপনের হার
প্রতিবারে
প্রতি ইঞ্চি ১৲
প্রতি কলম ৬৲
অর্দ্ধ কলম ৩।০
সিকি কলম ২৲
চুক্তির হার স্বতন্ত্র।

সাহায্যের হার
অগ্রিম দেয়
বার্ষিক ৯৲
ষাণ্মাসিক ৫৲
ত্রৈমাসিক ২৷০
মাসিক ১৲
নগদ বর্ত্তমান সংখ্যা ৫

THE
NADIA-PRAKASH

ভারতের সর্ব্বত্র বহুল প্রচার—নদীয়া জেলার একমাত্র মুখপত্র

৮ম খণ্ড] সম্পাদক—শ্রীঅতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বেদান্তবাচস্পতি [২৯৯শ সংখ্যা

শ্রীচৈতন্যমঠ শ্রীধাম মায়াপুর— ১৪ই ফাল্গুন সোমবার ১৩৪০, ২৬শে ফেব্রুয়ারী ১৯৩৪

নীলাম ইস্তাহার

মোকাম কৃষ্ণনগর

১ম মুন্সেফ আদালত

নীলামের দিন ৮ই মার্চ্চ ১৯৩৪

(১)

৬৯৩ থাংজারী ৩৩ দাবি ১০৬।/৩

ডিঃ বদরী নারায়ণ চেৎলাঙ্গিয়া সাং গোয়াড়ী

দেঃ জেনাব সেখ দিং সাং চ্যাংরা পোঃ স্বরূপগঞ্জ

নবদ্বীপ থানার গাদিগাছা গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ৫৫-৭৬ খতিয়ানে ১৬-৯৪শঃ জমীর ২০৸৶৩ জমা মূল্য আঃ ২৫৲

(২)

৮৭৯ থাংজারী ৩৩ দাবী ১৪৩০৲৯ পাই

ডিঃ সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ দিং

দেঃ গোলাম কাদের সাং জামজামি পোঃ আলমডাঙ্গা

আলমডাঙ্গা থানার জামজামি গ্রামে লালু সুন্দরী দাসী দিং অধীন যশোহর কালেক্টরীর ১২৪৬ খতিয়ানে ১০-০২শঃ জমীর ৫৸৶৩ সেস জমা মায় বাগান ঘর দরজা পুষ্করিণী মহিষের হাট বাজার খাস জমি ও প্রজা বিল জমি সহ মূল্য আঃ ১০০৲

২। ঐ থানার ঐ গ্রামে আলিমদ্দি গং অধীন ১৩৩ খতিয়ানের জমি ৫৶০ জমা দেঃ ৶১০ অংশ ও ১৫৩ খতিয়ানের জমি ১৸৶০ জমা ও মিঞা খাঁ মণ্ডল অধীন ২৮৩ খতিয়ানের -৭১শঃ জমি ৫৸৶০ জমা ও রাধিকা প্রসাদ রাহা গং অধীন ২৫৪ নং জমি ১৪৲৭ জমা মায় পোঃ মহিষ হাট প্রভৃতি দুইজনের হাট মাঠ বাগান, পুষ্করিণী প্রজা প্রভৃতি মূল্য ২৫৲

৩। ঐ থানার ঐ গ্রামে হামিদ মণ্ডল দিং অধীন-১৮শঃ জমি ৫।/৩ জমা দেঃ /১৫ অংশ মূল্য ১০৲

৪। ঐ থানার ঐ গ্রামে কানাইলাল সাহা দিং অধীন ১২২৪ খতিয়ানের ৮শঃ জমি ১৸৶৫ চান্দিনা জমা দেঃ /১৫ অংশ ও কেরামদ্দিন সাহা গং অধীন ১০০৫ খং -১৪শঃ জমি ২৸/৬ জমা প্রভৃতি মূল্য ৫৲

৫। ঐ থানার ঐ গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ৪ খতিয়ানের -১৫শঃ জমি ৯৷০ মধ্যস্বত্ব জমা দেঃ ।০ অংশ মূল্য ১০৲

৬। ঐ থানার ঐ গ্রামে লালু সুন্দরী দাসী গং অধীন ২৯৫-৩২৩ ও ৩২৬।২৯৬-৩২৩।৩২৬ খং ২৪-১২শঃ রায়তী মোকররী ২৯।/৯ জমা মূল্য আঃ ১০০৲

৭। ঐ থানার ঐ গ্রামে ঐ অধীন ৯৫ ও অধিনস্থ খতিয়ানে ৭-৮৯শঃ জমীর ১০৶৬ রায়তী মোকররী জমা মূল্য আঃ ৫০৲

৮। ঐ থানায় ঐ গ্রামে ঐ মালিক অধীন ১১৫।১১৬।১১৮-১২৪।৬২৮।৩২১।৩২০ ৩১৭।৩১৯ খতিয়ানের ৫-২৬শঃ জমি ১০৷৶৯ জমা মূল্য ৫০৲

(৩)

১০৫৮ থাংজারী ৩৩ দাবী ৬৯৸/১৫

ডিঃ সরোজরঞ্জন পালচৌধুরী সাং চকহাতীশালা

দেঃ পাঁচকড়ি মণ্ডল গং সাং হাকরা-পোতা পোঃ কালীগঞ্জ

কালীগঞ্জ থানার উত্তর হাকরাপোতা গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ১৮১।১৮২ খতিয়ানে ২০-৩৪শঃ জমীর ৩৮।/৯ রায়তী জমা মূল্য আঃ ২৫৲

(৪)

১১১৭ থাংজারী ৩৩ দাবী ১৫৲৩

ডিঃ নরেশচন্দ্র বসু সাং ভবানীপুর

দেঃ ক্ষেত্রমণি দাসী দিং সাং ঘূর্ণী পোঃ কৃষ্ণনগর

কোতয়ালি থানার গোয়াড়ী গ্রামে রায় সাহেব সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় অধীন ১৭১৪ খতিয়ানে -১০শঃ জমীর ৬৲ জমা মায় পাকা ইমারৎ মূল্য আঃ ১০০৲

(৫)

১১১৮ থাংজারী ৩৩ দাবী (নাই)

ডিঃ ঐ

দেঃ ঐ

কৃষ্ণনগর থানার গোয়াড়ী গ্রামে ডিঃ অধীন ১৭১৪ খতিয়ানে -১০শঃ জমীর ৬৲ জমা মায় পাকা ঘরসহ মূল্য আঃ ১০০৲

(৬)

১১১৯ থাংজারী ৩৩ দাবী ১০২।/৯

ডিঃ ঐ

দেঃ ঐ

কৃষ্ণনগর থানায় গোয়াড়ী গ্রামে সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় অধীন ১৭১৪ খতিয়ানে -১০শঃ জমীর ৬৲ জমা মায় পাকা ঘর সাজ সরঞ্জাম ইত্যাদি সহ ১০০৲

(৭)

১২৩৭ থাংজারী ৩৩ দাবী ২১৶৬

ডিঃ রণজিৎ পাল চৌধুরী সাং মহেশগঞ্জ

দেঃ মহম্মদ সেখ দিং সাং বাহাদুর-পুর পোঃ কৃষ্ণনগর

কোতয়ালি থানায় বাহাদুরপুর গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ৬৫৯ খতিয়ানে ১।০৷৶০ জমীর মায় ঘর দুয়ার সাজসরঞ্জাম সহ মূল্য আঃ ১০৲

(৮)

১৩৯০ থাংজারী ৩৩ দাবী ৩৪২৷/০

ডিঃ হরিপদ মুখোপাধ্যায় সাং চাঁদ-সড়ক

দেঃ কালীপদ ঘোষ সাং গদখালি পোঃ স্বরূপগঞ্জ

নবদ্বীপ থানার গদখালি গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ৩৪ খতিয়ানে ৯-৫০শঃ জমীর ৩৪/১০ জমা মূল্য আঃ ৫০৲

(৮)

১৫৭৫ থাংজারী ৩৩ দাবী ১৫৩৷/৬

ডিঃ বৈদ্যনাথ চট্টোপাধ্যায় সাং হাটগাছা

দেঃ হরিদাস হাজরা সাং চকবেগে পোঃ কালীগঞ্জ

কালীগঞ্জ থানার বেগে গ্রামে আশুতোষ মল্লিক দিং অধীন ১৮৩ খতিয়ানে ৩-৫৩শঃ জমীর ৭।৬ জমা মূল্য আঃ ৫০৲

২। ঐ থানায় ঐ গ্রামে ঐ অধীন ১৮৪ খতিয়ানে ৮-৯২শঃ জমীর ওটবন্দি জোত জমা মূল্য আঃ ৫০৲

৩। ঐ থানায় ঐ গ্রামে ৩৪৩ খং ১ দাগ জমি ৸/০ জমা মূল্য ৪৲

৪। ঐ থানার গুকুলনগর গ্রামে ২২৩ খতিয়ানের -১৪শঃ জমি কালীনাথ রায় সেরেস্তায় ওটবন্দি জোত জমা মূল্য ২৲

৫। ঐ থানার নিতাই সরকার গং অধীনে ৩৫৯ খতিয়ানের -৪৬শঃ জমি ওটবন্দি জোত মূল্য ৪৲

৬। ঐ থানার চকবেগে গ্রামে শিবদাস মণ্ডল অধীন ১৬৩ খতিয়ানের -১৭শঃ জমি ৶৯ পাই জমা মূল্য ২৲

(১০)

১৫৭৬ থাংজারি ৩৩ দাবী ৭৫৷৶৩

ডিঃ আবদুল গোফুর দপ্তরী সাং দুর্গাপুর

দেঃ পরিষ্কার বিবি গং সাং জাঙ্গিরপুর পোঃ কৃষ্ণনগর

কৃষ্ণনগর থানায় দুর্গাপুর গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ১৪৭।১৪৮।১৫১।১৫৬ খতিয়ানে ৫-৬২শঃ জমীর ৬।৶১১ রায়তী মোকররী জমা দেঃ ৸/৩।১ অংশ, মূল্য আঃ ৫০৲

(১১)

২০১৫ থাংজারী ৩৩ দাবী ১২৪১৸/৩

ডিঃ শ্রীরামচন্দ্র দত্ত সাং আজরাপুর

দেঃ জয়দুর্গা দাসী দিং সাং কাঠালপোতা পোঃ শ্রীমায়াপুর

দামুড়হুদা থানায় বোয়ালমারি গ্রামে সৌরেন্দ্রনাথ খাঁ দিং অধীন ৫২ খতিয়ানে

২০০০১৲ পত্তনী জমা মায় বাড়ী, ঘর দরজা আজলশ্রজাম ইত্যাদি সহ মূল্য আঃ ১০০০৲

(১২)

৪৮ দেঃজারী ৩৪ দাবী ৭৬৮৮৶/১০

ডিঃ কুমারখালি ব্যাঙ্কিং করপোরেশান লিমিটেড কৃষ্ণনগর.

দেঃ উমাশঙ্কর দুবে সাং কৃষ্ণনগর ঘোট্রাপাড়া পোঃ কৃষ্ণনগর

কোতয়ালি থানার কৃষ্ণনগর গ্রামে মিউ-নিসিপ্যালিটী মধ্যে ৪৫৮২ খতিয়ানে -১০শঃ জমীর মধ্যস্বত্ব চিরস্থায়ী নিষ্কর জমি মায় ঘর দরজা ইত্যাদি মূল্য ৪০০৲

(১৩)

৪৯ দেঃজারী ৩৪ দাবী ১৮৩৬৷৵০

ডিঃ ঐ

দেঃ লালমোহন মুখোপাধ্যায় সাং কৃষ্ণ-নগর পোঃ কৃষ্ণনগর

কোতয়ালি থানার কৃষ্ণনগর গ্রামে ৪৪৪৫ খতিয়ানে -১৭শঃ লাখরাজ জমী মায় পাকা ইমারৎ আসবাবপত্র সহ মূল্য আঃ ১০০০৲

(১৪)

৮৬০ দেঃজারী ৩৩ দাবী ২২৮৮৷৶/১০

ডিঃ মহেন্দ্রনাথ বিশ্বাস সাং লোকনাথপুর

দেঃ নরবেশ মণ্ডল সাং কৃষ্ণপুর পোঃ আমুড়হদা

চুয়াডাঙ্গা থানার কৃষ্ণপুর গ্রামে আনাহারআলি বিশ্বাস অধীনে ৬৭-৭৩ খতিয়ানের ৩০।৶৩ রায়তী মোকররী জমা মায় গুরুাদি সহ মূল্য আঃ ২০০৲

২। ঐ থানার ঐ গ্রামে হরিপদ রায় দিং অধীন ৩৮০-৩৮৪ খতিয়ানে ৬-১২শঃ জমীর ৬৲ রায়তী মোকররী জমা মূল্য আঃ ৫০৲

৩। ঐ থানার ঐ গ্রামে বৈদ্যনাথ চট্টোপাধ্যায় অধীন ৩২৬ খতিয়ানের জমি ২৲ রায়তী জমা মূল্য ৪০৲

৪। ঐ গ্রামে আশুতোষ বিশ্বাস দিং অধীন ২৩৪ খং জমি ১।/৭ জমা মূল্য ১০৲

(১৫)

১৩৭৪ থাংজারী ৩৩ দাবী ৪২৮৷৷/১০

ডিঃ প্রভাত কুমারী দাসী সাং কৃষ্ণনগর

দেঃ নিত্যানন্দ পণ্ডিত সাং ঐ পোঃ কৃষ্ণনগর

কোতয়ালি থানার কৃষ্ণনগর গ্রামে কালেক্টরীর অধীন ৬৩নং সিদ্ধ নিষ্কর ।২ জমি মায় পাকা ইমারাৎ দরজা জানালা ইত্যাদি মূল্য আঃ ১০০৲

২। ঐ থানার ঐ গ্রামে ঐ ৬৩নং সিদ্ধ নিষ্কর ৷৷০ জমী মায় কোটাঘর সহ মূল্য আঃ ০

৩। ঐ থানার কৃষ্ণনগর মধ্যে মৌরশী জমায় জমি ৷৷০ কাঠা মায় বৃক্ষাদি লিচু ইত্যাদি দেন্দারের ৷৷৶/১১৷৷০ অংশ মূল্য ২৫৲

৪। ঐ মধ্যে ১/ বিঘা মৌরশী জমায় জমি মায় নারিকেল গাছ ও অন্যান্য গাছ সহ মূল্য ২৫৲

৫। ঐ মধ্যে মৌরশী জমি ৷৵০ কাঠা মায় আম গাছ ৪টী ৷৵০ জমা মূল্য ২৫৲

(১৬)

১৩৭৩ দেঃজারী ৩৩ দাবী ৭৫৯/৫

ডিঃ ঐ

দেঃ ঐ

কোতয়ালি থানার কৃষ্ণনগর মধ্যে কালেক্টরীর অধীন ৬৩নং সিদ্ধ লাখরাজ জমি তদুপরিস্থ পাকা ঘর আসবাবপত্র সহ মূল্য ১০০৲

২। ঐ থানার ঐ গ্রামে ৬৩নং সিদ্ধ লাখরাজ অধীন ৷৷০ কাঠা জমী জমা মায় ঘর দরজা মূল্য আঃ ২৫৲

(১৭)

১৭১০ দেঃজারী ৩৩ দাবী ৩০৫৷৵৩

ডিঃ সতীশচন্দ্র পাল চৌধুরী সাং গোয়াড়ী

নিকলঙ্কচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সাং হৃদয়পুর পোঃ বাঙ্গালঝি

চাপড়া থানার হৃদয়পুর গ্রামে বৈদ্যনাথ বিশ্বাস দিং অধীন ৫৬৩ খতিয়ানে -০২শঃ মধ্যসত্ব নিষ্কর জমী মূল্য আঃ ৫৲

২। ঐ থানার ঐ গ্রামে ঐ অধীন ৫৬৩।১ খতিয়ানে ২-৪০শঃ জমীর মূল্য আঃ ২০৲

৩। ঐ থানার ঐ গ্রামে ঐ মালিক অধীন ৫৬৪খং ২-৩১শঃ নিষ্কর জমি মূল্য ২০৲

৪। ঐ গ্রামে ঐ মালিক অধীন ৫৬৫। ৬২৬ খতিয়ানের ১-৯৮শঃ নিষ্কর জমি মূল্য ১৫৲

(১৮)

১২১৪ দেঃজারী ৩৩ দাবী ৭৩০৶০

ডিঃ শিবদাস সরকার সাং গোয়াড়ী

দেঃ আকবর সর্দ্দার দিং সাং ঝিটকী-পোতা পোঃ মহৎপুর

কোতয়ালি থানার দক্ষিণ ঝিটকীপোতা গ্রামে ৪৫৫।৪৫৬ খতিয়ানে ৪-৮৮শঃ জমী মূল্য আঃ ১০০৲

২। ঐ গ্রামে ১১৬।২৪০ খতিয়ানের ৫-৪৪শঃ জমি ১৬।১০ জমা মূল্য ৫০৲

(১৯)

৬০৪ মনিজারী ৩৩ দাবী ৫০৷৵৩

ডিঃ নৃসিংহচন্দ্র পালচৌধুরী দিং সাং চকহাতীশালা

দেঃ রণধীর সিংহরায় দিং সাং হাজরা-পোতা পোঃ কালীগঞ্জ

কালীগঞ্জ থানার সেজুয়া গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ৪৮৬ খতিয়ানে -১৭শঃ জমীর ১৷৶৩ জমা মূল্য আঃ ২৫৲

(২০)

৩১৫ মনিজারী ৩৩ দাবী ৪৭৮৲৯

ডিঃ রামগোপাল দত্ত দিং সাং দেবগ্রাম

দেঃ কুদিরাম দত্ত দিং সাং কালীগঞ্জ পোঃ ঐ

কালীগঞ্জ থানার কালীগঞ্জ গ্রামে ব্যোমকেশ সান্ন্যাল অধীন ৮০৫ খতিয়ানে -০৯শঃ জমীর ২৶৬ জমা দেঃ অংশ মূল্য আঃ ১০৲

২। ঐ থানার ঐ গ্রামে ঐ মালিক অধিন ৮০৬ খতিয়ানের -৬১শঃ জমি ৩৷৷/১ জমা মূল্য ৫০৲

৩। ঐ থানার ঐ গ্রামে ঐ অধীন ৮০৭ খতিয়ানে -০৭শঃ জমীর ১/০ জমা মূল্য আঃ ১০৲

৪। ঐ থানার ঐ গ্রামে ঐ মালিক অধিন ৮০৮ খতিয়ানের -০২শঃ জমি ৶৫ জমা মূল্য ৩৲

৫। ঐ গ্রামের ঐ মালিক অধীন ৮১১ খতিয়ানের -৯২শঃ জমি ২৷৶৩ জমা মূল্য ১০৲

৬। ঐ থানার ঐ গ্রামে ঐ অধীন ৮১২ খতিয়ানে -৪৫শঃ জমীর ৬৷৵/১১ মৌরশী জমা মায় ইমারৎ মূল্য আঃ ২০০৲

(২১)

৬৭৮ মনিজারী ৩৩ দাবী ২৫১/৩

ডিঃ সতীশচন্দ্র কুণ্ডু সাং বল্লালদিঘী

দেঃ ইচামতি বিবি সাং মোল্লাপাড়া পোঃ শ্রীমায়াপুর

নবদ্বীপ থানার মোল্লাপাড়া গ্রামে খোন্দকার আব্দুল খালেক অধীন দিং ১২৫-১২৮ খতিয়ানে ৮-৩২শঃ জমীর ৬৲ জমা মূল্য আঃ ৫০৲

২। রাজাপুর গ্রামে ঐ মালিক অধীন -২৭৩ খতিয়ানের -৭১শঃ জমি ম৷৷০ রায়তী মোকররী জমা মায় বৃক্ষাদি সহ মূল্য ১৫৲

৩। বামুনপুকুর মৌজায় ঐ মালিক অধীন ৫১৪ খতিয়ানের ১-০১শঃ জমি ২৲৬ জমা মূল্য ২০৲

৪। ঐ থানার বাসিঘাটা গ্রামে ঐ অধীন ৫ খতিয়ানে -৮৭শঃ জমীর ৪৲ জমা মূল্য আঃ ১০৲

৫। ঐ থানার বামুনপুকুর মৌজায় ৫৩০ খতিয়ানের ৬৯শঃ জমি ৷৵০ জমা মূল্য ৩৲

৬। ঐ থানার সরডাঙ্গা গ্রামে অধীন ১৯৮ খতিয়ানে -২৫শঃ জমীর ৷৵০ জমা মূল্য আঃ ২৲

(২২)

১০৮৮ মনিজারী ৩৩ দাবী ৯৫৲

ডিঃ স্নেহলতা দেবী সাং বেলপুকুর

দেঃ মনীন্দ্রনাথ শুকুল সাং কৃষ্ণনগর পোঃ ঐ

কোতয়ালি থানার কৃষ্ণনগর গ্রামে সৌরিন্দকুমার রায়বাহাদুর অধীন ৬১৫০। ৬১৫১-৬১৬৫ খতিয়ানে ৪-৬৯শঃ জমীর ৬৲ মোকররী জমা দেঃ অংশ মূল্য আঃ ১০৲

২। হাসখালি থানার ফুলবেড়িয়া গ্রামে রাখালদাস সিংহ অধীন ৩৪৫-৩৫৯ ৩৮৮।১ খং ৯০-৯৯শঃ জমি ২৪।৮ রায়তী মোকররী জমা মূল্য ২০৲

৩। ঐ থানার ঐ গ্রামে ঐ অধীন ২১০-২১৫ খতিয়ানে ৩-২৯শঃ জমীর ৬৷৵/৪ রায়তী মোকররী জমা মূল্য আঃ ১০৲

(২৩)

৯৯০০ মনিজারী ৩৩ দাবী ৮৯০৲৭

ডিঃ কুসুমকামিনী দেবী সাং দেবগ্রাম

দেঃ নৃসিংহচন্দ্র পালচৌধুরী দিং সাং গোয়াড়ী পোঃ কৃষ্ণনগর

কৃষ্ণনগর থানার গোবিন্দ সড়ক গ্রামে নদীয়া মহারাজা অধীন ৩৬৪ খতিয়ানে ০৭শঃ জমীর ৯৷৷৶৩ জমা মায় পাকা ইমারাৎ কড়ি বরগা ইত্যাদি দেঃ অংশ মূল্য আঃ ৪০০৲

২। ঐ মৌজায় ঐ মালিক অধীন ৩৬৫খং ০৬শঃ জমি ৯৷৷৶৪ জমা দেঃ ।/৬৷৷ = অংশ মায় ইমারাৎ ইত্যাদি মূল্য ৩০০৲

৩। ঐ মৌজায় ঐ সেরেস্তায় ৩৬৬খং -০৫শঃ জমি ১।/৬ জমা দেঃ ।/৬৷৷ = অংশ মায় ইমারাৎ সহ মূল্য ২০০৲

৪। ঐ থানার ঐ গ্রামে ঐ অধীন ৩১৭ খতিয়ানে -১৩শঃ জমীর ৩।/৪ জমা মায় দালানঘর সহ মূল্য আঃ ৫০০৲

৫। ঐ মৌজায় ব্রজেশ্বরী দাসীর অধীন ৩৮৮ খং -০৪শঃ জমি ৩৲ জমা মায় দালানঘর সহ মূল্য ২০০৲

(২৪)

১৯৭৭ মনিজারী ৩৩ দাবী ২৯/০

ডিঃ জহরিলাল দাস সাং গোয়াড়ী

দেঃ সত্যচরণ উপাধ্যায় সাং রাধানগর পোঃ কৃষ্ণনগর

কোতয়ালি থানার রাধানগর গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ৪৯।৫০ খতিয়ানে -৩৭শঃ জমীর ৪।০ জমা মায় দালানঘর সহ মূল্য আঃ ২৫৲

(২৫)

২০০৪ মনিজারী ৩৩ দাবী ২১৫৬৲৯

ডিঃ তারণচন্দ্র মুখার্জ্জি সাং ৩৮ নং মহেন্দ্র গোস্বামী লেন কলিকাতা

দেঃ অমৃত কুমার চাটার্জ্জি ৪৪ সিমলা ষ্ট্রীট কলিকাতা

শান্তিপুর থানার শান্তিপুর গ্রামে ঠাকুরপাড়া মধ্যে অমরনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় অধীন ২ নং ওয়ার্ডের ২২ নং হোল্ডিং মধ্যে -৭শঃ জমীর ৷৵০ জমা মূল্য আঃ ১০০৭৲

২। ঐ থানার ঐ গ্রামে ঐ অধীন ২নং ওয়ার্ডের ৩৯ নং হোল্ডিং -১৪শঃ জমীর ১৷৶০ জমা মায় পাকাবাড়ী আসবাব সহ মূল্য আঃ ২০০৲

(২৬)

২০৬৯ মনিজারী ৩৩ দাবী ৩২৩৷৶০

ডিঃ বলরাম দে দিং সাং ২ নং নূতন সাপগাছী পোষ্ট বড়বাজার কলিকাতা

দেঃ নরেন্দ্রনাথ দাস সাং গোয়াড়ী পোঃ কৃষ্ণনগর

কোতয়ালি থানার গোয়াড়ী গ্রামে বদ্রীনারায়ণ ভেঙ্গাজিয়া অধীন ৯২৪।১২৬ খতিয়ানে -৯৬শঃ জমীর ৬৲ জমা মায় ঘর দুয়ার মায় আসবাব সহ মূল্য আঃ ৫০০৲

(অতঃপর ৮ম পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীনদীয়া-প্রকাশ

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক

—পারমার্থিক পত্র—

শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

অনাসক্তস্য বিষয়ান
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

আরাধ্যো ভগবান ব্রজেশ-
তনয়স্তদ্ধাম-বৃন্দাবনম্,
রম্যা কাচিদুপাসনা,
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং
প্রেমা পুমর্থো মহান্,
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং
তত্রাদরো নঃ পরঃ॥

৮ম বর্ষ { ২৭ গোবিন্দ গৌরাব্দ ৪৪৭, ১৩ই ফাল্গুন বঙ্গাব্দ ১৩৪০, ২৬শে ফেব্রুয়ারী ইং ১৯৩৪, সোমবার } ১৯৯তম সংখ্যা

ভক্তিশাস্ত্রী-পরীক্ষার ফল

শ্রীগৌরাব্দ ৪৪৭ সনে শ্রীধাম-মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠে গৃহীত ভক্তিশাস্ত্রী-পরীক্ষার ফল নিম্নে প্রকাশিত হইল।

মধ্যম বিভাগ

শ্রীঅমৃতলাল দাসাধিকারী
কোলসুর, ২৪পরগণা

সাধারণ বিভাগ

১। শ্রীমণীন্দ্র চন্দ্র আচার্য্য
কলাকোবিদ্, কলিকাতা
২। শ্রীশিবানন্দ ব্রহ্মচারী
৩। শ্রীজীবনকৃষ্ণ দাসাধিকারী
২৪পরগণা
৪। শ্রীনৃসিংহপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী
চাপাহাটী
৫। শ্রীঅবিন্ত্যাহরণ দাসাধিকারী
৬। শ্রীঅনিরুদ্ধ দাসাধিকারী
শ্রীসচ্চিদানন্দমঠ, কটক
৭। শ্রীকুলশেখর ব্রহ্মচারী
৮। শ্রীনবদ্বীপ ব্রহ্মচারী

সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য পরীক্ষার ফল

শ্রীগৌরাব্দ ৪৪৭ সনে শ্রীধাম-মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠে গৃহীত সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য পরীক্ষার ফল নিম্নে প্রকাশিত হইল।

মধ্যম বিভাগ

শ্রীভূদেব দাসাধিকারী—শ্রীধাম মায়াপুর

সাধারণ বিভাগ

১। শ্রীনিশিকান্ত মৌলিক, ধানবাদ
২। শ্রীরাধাগোবিন্দ দাসাধিকারী বি-এ,
কলিকাতা
৩। শ্রীঅনাদিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী

গৌড়ীয়মঠে কমিশনার সাহেব

প্রেসিডেন্সী বিভাগের কমিশনার মিঃ টোয়াইনাম গত ২২শে ফেব্রুয়ারী বৃহস্পতিবারে কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ-দর্শনে গিয়াছিলেন। মঠ-কর্ত্তৃপক্ষ তাঁহাকে বিশেষভাবে অভ্যর্থনা করিয়াছেন। তাঁহাকে প্রদত্ত অভিভাষণের উত্তরে তিনি শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের উদ্দেশ্যে প্রণতি জ্ঞাপন পূর্ব্বক শ্রীগৌড়ীয়মঠের প্রচারের ভূয়সী প্রশংসা করেন এবং জানান যে, বিভিন্ন পত্রিকায় ইংলণ্ড, জার্ম্মাণী প্রভৃতি পাশ্চাত্যদেশসমূহেও শ্রীমঠের প্রচারসাফল্য পাঠ করিয়া তিনি বিশেষ আনন্দিত হইয়াছেন।

গৌড়ীয়মঠে মিঃ দীক্ষিত

গত ২১শে ফেব্রুয়ারী বুধবার অপরাহ্ণ ৫ ঘটিকার সময় আর্কিওলজিকেল বিভাগের সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট (ইষ্টার্ণ সার্কল) মহোদয় সপরিবারে শ্রীগৌড়ীয়মঠ দর্শন করিতে আসিয়াছিলেন। শ্রীমন্দির, শ্রীনাটমন্দির ও শ্রীবিগ্রহ দর্শন করিয়া এবং মঠকর্ত্তৃপক্ষের নিকট গৌরবাণীপ্রচারের সাধুচেষ্টা অবগত হইয়া বিশেষ আনন্দিত হইয়াছেন।

পরিক্রমা-প্রসঙ্গ

গত ১০ই ফাল্গুন ২২শে ফেব্রুয়ারী বৃহস্পতিবার যাত্রিগণ শ্রীমধ্যদ্বীপ পরিক্রমা করিয়া শ্রীগোদ্রুম ও স্বানন্দসুখদকুঞ্জে মহাপ্রসাদ-সম্মানান্তে ত্রিদণ্ডিপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবৈভব সাগর মহারাজের অনুগমনে সঙ্কীর্ত্তনসহ শ্রীচৈতন্য-মঠে প্রত্যাগমন করিলে সন্ধ্যারাত্রিকের পর শ্রীমঠে একটী সুমহতী সভার অধিবেশন হইয়াছিল। যদিও এই দিবস পথশ্রান্তি-বশতঃ অনেক যাত্রী পরিক্রমান্তে বিশ্রাম লাভ করিয়াছিলেন, তথাপি যে-সকল যাত্রী উপস্থিত ছিলেন সুবৃহৎ নাটমন্দিরে তাঁহাদেরও স্থানাভাব পরিদৃষ্ট হইয়াছিল। এই দিবস যাত্রিসংখ্যা প্রথম দিবসত্রয় অপেক্ষা অনেক বেশী হইয়াছে। উক্ত সভায় ত্রিদণ্ডি-স্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রকাশ অরণ্য মহারাজ ওজস্বিনী ভাষায় দেড়ঘণ্টা কাল বক্তৃতা করিয়াছেন। স্থানাভাববশতঃ অনেকে দণ্ডায়মান হইয়া শ্রবণ করিলেও কোনও প্রকার গোলযোগ হয় নাই; সকলেই নিঃশব্দে হরিকথা শ্রবণ করিয়াছেন।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের শুভেচ্ছায় গত ২৩শে ফেব্রুয়ারী যাত্রিগণ নির্ব্বিঘ্নে অপরাধ-ভঞ্জনের পাট শ্রীকোলদ্বীপ (সহর নবদ্বীপ) পরিক্রমা করিয়াছেন। শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের নির্দ্দেশক্রমে শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরিমহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিবৈভব সাগর মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিপ্রকাশ অরণ্য মহারাজ প্রমুখ ত্রিদণ্ডিপাদগণ সুরম্য ও সুসজ্জিত পাল্কীস্থ শ্রীশ্রীরাধামাধবের বিজয়-বিগ্রহ অগ্রণী করিয়া প্রেমভরে বাহু তুলিয়া নৃত্য ও কীর্ত্তন করিতে করিতে চলিতে থাকেন আর সহস্র সহস্র যাত্রী অনুকীর্ত্তনে গগন পবন মুখরিত করিয়া তাঁহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ অগ্রসর হন।

পরিক্রমা শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে প্রাতঃ ৭॥ ঘটিকার সময় বহির্গত হইয়া এক ঘণ্টার মধ্যে নবদ্বীপ-পারঘাটে উপস্থিত হন। বহু-সংখ্যক নৌকা ও শ্রীচৈতন্যমঠের 'সুরধুনী' মোটরলঞ্চখানা পরিক্রমার যাত্রী পার করিতে থাকে, তৎসত্ত্বেও পার হইতে দেড়-ঘণ্টারও অধিক সময় লাগিয়াছে।

বেলা ১০ ঘটিকার সময় যাত্রিগণ কোল-দ্বীপের চড়ায় সমবেত হইয়া শ্রেণীবদ্ধভাবে মহামন্ত্র কীর্ত্তন করিতে করিতে ত্রিদণ্ডিপাদ-গণের অনুগমনে অগ্রসর হইতে থাকেন। সঙ্কীর্ত্তন শোভাযাত্রায় সর্ব্বপ্রথম সুসজ্জিত অশ্বারোহীদ্বয় গৌরনারায়ণের সপরিকরে শুভবিজয়-বার্ত্তা বিঘোষিত করিয়া অগ্রসর হন; তৎপর আশাসোটাধারী সেবকগণ দুই পার্শ্বে প্রভুর জয়গান করিতে করিতে চলিতে থাকেন। তৎপর শ্রীশ্রীরাধামাধবের বিজয়বিগ্রহ বক্ষে ধারণকারী সুরম্য পাল্কী; ৪ জন সেবক পাল্কীবহন-কার্য্যে এবং ২ জন ব্যজন-কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। তৎপর ত্রিদণ্ডিপাদগণ; তাঁহাদের পর খোল-করতাল শঙ্খ-ঘণ্টা-রামশিঙ্গা-বাদকগণ ও সঙ্কীর্ত্তন কারিগণ, সর্ব্বশেষে ব্যাণ্ডপার্টি।

সর্ব্বপ্রথম শ্রীপাদ সর্ব্বেশ্বর ব্রহ্মচারীজীর মূলগায়কত্বে কীর্ত্তন হয়। তাঁহার কীর্ত্তন অতি সুমধুর হইয়াছিল। তৎপর ত্রিদণ্ডি-স্বামী শ্রীপাদ ভারতী মহারাজ সুগম্ভীর-স্বরে কীর্ত্তন ধরেন। সহর নবদ্বীপের অধি-বাসী ও প্রবাসিগণ সঙ্কীর্ত্তন শ্রবণ ও শোভাযাত্রা দর্শন করিতে ছুটিয়া আসেন। পথের উভয় পার্শ্বে অসংখ্য লোক দণ্ডায়মান হইয়া নির্নিমেষ নেত্রে দর্শন করিতে থাকেন। পথিপার্শ্বস্থ অট্টালিকা সমূহের বারান্দা, ছাদ, দ্বিতল-প্রকোষ্ঠ প্রভৃতি লোকে লোকারণ্য হইয়াছিল। মধ্যে মধ্যে সঙ্কীর্ত্তন-মধ্যে পুষ্প ও মিষ্টান্ন বৃষ্টি হইতেছিল।

যাত্রিগণ আনন্দহিল্লোলে প্রমত্ত হইয়া পোড়ামাতলায় উপস্থিত হইলে ত্রিদণ্ডিপাদ শ্রীমদ্ ভারতী মহারাজ সুগম্ভীরস্বরে ভক্তি-

(অতঃপর ৫ম পৃষ্ঠার শেষ কলমে দ্রষ্টব্য)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

২৭ গোবিন্দ সর্ব্বসিদ্ধিব সঙ্কর্ষণ ৪৪৭

নবদ্বীপ পরিক্রমা

সপ্তম দিবস

জন্মনি জন্মনি জহ্নুাশ্রমভুবি
বৃন্দারকেন্দ্র-বন্দ্যায়াম্।
অপি তৃণগুল্মকভাবে
ভবতু মমাশাসমুল্লাসঃ॥

—নবদ্বীপের যে স্থানে জহ্নুমুনির আশ্রম বিরাজিত, সেই দেবেন্দ্রবন্দিতা পবিত্র ভূমি শ্রীজহ্নুদ্বীপে জন্ম জন্ম তৃণগুল্মভাবেও আমার আশার সমুল্লাস হউক।

গত কল্য আমরা শ্রীজহ্নুদ্বীপ পরিক্রমা করিয়াছি। ইহা নবধা ভক্তির অন্যতম দাস্যাখ্য দ্বীপ; এই দ্বীপ বৃন্দাবন-লীলার দ্বাদশ বনের অন্যতম ভদ্রবন। বর্ত্তমান বিদ্যানগর, মজলপুর, রাজাধরপুর, রামচন্দ্রপুর, শ্রীরামপুর ও জান্নগর এই দ্বীপের অন্তর্গত। এই স্থানে জহ্নুমুনি শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের দর্শন পাইয়া তাঁহার তপস্যা সার্থক করিয়াছিলেন। জান্নগর ও বিদ্যানগর এই দ্বীপের প্রধান দর্শনীয় স্থান।

জান্নগরে জহ্নুমুনির তপস্যা

কোন সময় জহ্নুমুনি ভাগীরথী-তীরে উপবেশন পূর্ব্বক সন্ধ্যা করিতেছিলেন, এমন সময় শ্রীভাগীরথী তাঁহার কোশাকুশি প্রভৃতি ভাসাইয়া লইয়া যান। তদ্দর্শনে মুনিবর অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া গণ্ডূষে সমগ্র গঙ্গাজল পান করিয়া ফেলেন। ভগীরথ তাঁহার পিতৃপুরুষগণের উদ্ধারার্থ বহু তপস্যা করিয়া ভাগীরথীকে আনয়ন করিয়াছিলেন; এক্ষণে সুরধুনীর অদর্শনে ভগীরথ ভয়চিত্ত ও ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন এবং উপায়ান্তর না দেখিয়া স্বীয় অভীষ্টসিদ্ধির জন্য জহ্নুমুনির সেবা করিতে লাগিলেন। মুনিবর তাঁহার সেবায় সন্তুষ্ট হইয়া ভাগীরথীকে বাহির করিয়া দিলেন। এই সময় হইতে ভাগীরথীর একটী নাম হইল জাহ্নবী।

উক্ত ঘটনার কিছুকাল পরে দ্বাদশ মহাজনের অন্যতম জাহ্নবীতনয় ভীষ্ম মাতামহ জহ্নুমুনির নিকট ভাগবত-ধর্ম্ম শিক্ষা করেন। পরবর্ত্তীকালে জিজ্ঞাসিত হইয়া তিনি এই ভাগবতধর্ম্মই যুধিষ্ঠির মহারাজের নিকট কীর্ত্তন করিয়াছেন। বিষ্ণুর সহস্রনাম-স্তোত্রে আমরা দেখিতে পাই—শ্রীভীষ্মদেব শ্রীযুধিষ্ঠিরকে উপদেশ করিয়াছিলেন যে, নিষ্কপটে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের ও তদীয় ভক্তগণের সেবাই একমাত্র পরম ধর্ম্ম।

বিদ্যানগর

বিদ্যানগর সর্ব্ববিদ্যার পীঠস্বরূপ। ইহা সারদাপীঠ নামে পরিচিত। ঋষিগণ এই স্থানের আশ্রয়ে অবিদ্যা জয় করেন। সর্ব্ব-যুগের সর্ব্বঋষি এই স্থানেই বিবিধ বিদ্যা শিক্ষা করিয়াছেন। এই স্থানেই বাল্মীকি কাব্যরস, ধন্বন্তরি আয়ুর্ব্বেদ, বিশ্বামিত্র প্রভৃতি ধনুর্ব্বিদ্যা লাভ করিয়াছেন, এবং এই স্থানেই মহাদেব তন্ত্রশাস্ত্র ও শৌনকাদি ঋষিগণ বেদমন্ত্র উদ্গান করিয়াছেন। আবার এইস্থানেই চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মা ঋষিগণের প্রার্থনায় বেদচতুষ্টয় প্রকাশিত করিয়াছেন। কপিলের সাংখ্য-শাস্ত্র, গৌতমের তর্কশাস্ত্র, কণাদের বৈশেষিক শাস্ত্র, পতঞ্জলির যোগশাস্ত্র, জৈমিনীর মীমাংসা-শাস্ত্র, মহামুনি বেদব্যাসের পুরাণাদি শাস্ত্র ও নারদাদি ঋষিগণের পঞ্চরাত্র শাস্ত্র এইস্থানেই প্রকাশিত হইয়াছেন। বিদ্যানগরের সুরম্য উপবনে উপনিষদ্‌গণ দীর্ঘকালব্যাপী গৌরহরির আরাধনা করিয়াছেন। শ্রীগৌরসুন্দর শ্রুতিগণের নিকট অলক্ষ্যে উপস্থিত হইয়া বলেন, নির্ব্বিশেষ-বুদ্ধিতে তাঁহাদের চিত্ত দূষিত হওয়ায় তাঁহারা শীঘ্র তাঁহার (শ্রীগৌরসুন্দরের) দর্শন পাইবেন না। তবে, মহাপ্রভু যখন কলিকালে নবদ্বীপমণ্ডলে আবির্ভূত হইবেন, তখন তাঁহারা মহাপ্রভুর কৃপায় পার্ষদরূপে অবতীর্ণ হইয়া উচ্চ-গৌরকীর্ত্তনের অধিকার পাইবেন এবং শ্রীগৌরসুন্দরের নিত্যচিন্ময়লীলা দর্শন করিয়া ভগবানের নিত্য নাম, রূপ, গুণ, পরিকরবৈশিষ্ট্য ও লীলায় শ্রদ্ধাযুক্ত হইবেন।

বাণীপূজার অধিকারী কে?

[২৯৮ সংখ্যায় প্রকাশিতাংশের পর]

পূর্ব্বোক্ত আচরণগুলি গুণটানা মাঝির ধনী হইবার পরও লেপ বিছাইয়া গুণ টানিবার প্রবৃত্তির ন্যায় মূর্খতা। উক্ত গুণটানা মাঝি যেরূপ ধনী হওয়ার পরও পূর্ব্ব অভিমান পূর্ব্ব অভ্যাস ছাড়িতে পারে নাই এক্ষেত্রে সদ্‌গুরুপাদপদ্ম-আশ্রয়ের অভিনয়কারী, দীক্ষা-গ্রহণের অভিনয়কারীও সেইরূপ স্বতন্ত্রতার অপব্যবহার-ফলে দেহে আত্মবুদ্ধি ও স্বজনগণের প্রতি ও অসুরসমাজের প্রতি মমতাবুদ্ধি প্রভৃতি দ্বিতীয়াভিনিবেশ-জনিত পূর্ব্ব অভিমান এবং অসৎসঙ্গ, অসদাচার, বৈষ্ণবস্মৃতিবিরোধী আচার ও স্বজনাদিকে অসদাচারের প্রশ্রয় দেওয়া প্রভৃতি পূর্ব্ব অভ্যাস ছাড়িতে পারেন নাই, ইহার কারণ হৃদয়-দৌর্ব্বল্য বা দৃঢ়তার অভাব। মহাজনগণের চরিত্র আলোচনা না করিলেই ঐ প্রকার দৃঢ়তার অভাব হয়, বা হৃদয়-দৌর্ব্বল্য উপস্থিত হয়। নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুর যবনকুলে আবির্ভূত হইলেও কুলগত পরিচয় প্রদান করেন নাই হরিদাস নামেই পরিচিত হইয়াছিলেন, যবন-সমাজের সহিত ভোজনাদি কোন প্রকার সঙ্গ করেন নাই, সম্পূর্ণভাবে দুঃসঙ্গ বর্জ্জন করিয়াছিলেন, এমন কি কুলগত পরিচয় না দিয়া হরিদাস নামে পরিচিত হওয়ায় এবং যবন-সমাজের সহিত সর্ব্বপ্রকার সঙ্গ বর্জ্জন করায় মুলুকের পতি ও কাজিসকল তাঁহাকে কঠোর দণ্ডপ্রদানের ভয় প্রদর্শন করিলে তিনি তাহাতে ভীত না হইয়া অবিচলিত-চিত্তে নিম্নলিখিত কথা বলিয়াছিলেন এবং পরে বাইশ বাজারে বেত্রাঘাতরূপ দণ্ডগ্রহণ-লীলাভিনয় করিয়াছিলেন তথাপি ভক্তি-সদাচার ও হরিনাম পরিত্যাগ করিয়া অসৎসঙ্গ করেন নাই। যাঁহারা শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্ম আশ্রয়পূর্ব্বক হরিভজন করিতে ইচ্ছা করেন—কি ত্যাগী, কি গৃহস্থ সকলেই তাঁহার আদর্শের অনুসরণ অবশ্যই করিবেন। তিনি অচল-অটলভাবে বজ্রগম্ভীরস্বরে 'আনুকূল্যস্য সঙ্কল্প' ও প্রাতিকূল্য-বর্জ্জনের আদর্শ দেখাইয়া বলিয়াছিলেন—

"খণ্ড খণ্ড হয় যদি যায় দেহপ্রাণ।
তথাপি বদনে না ছাড়িব হরিনাম॥"

তিনি কৃষ্ণৈকশরণ ছিলেন বলিয়াই যবনসকল বাইশ বাজারে বেত্রাঘাত করা সত্ত্বেও তাঁহার একটী কেশও উৎপাটন করিতে পারে নাই। শ্রীভগবানের সুদর্শনচক্র সর্ব্বক্ষণ ভক্তকে রক্ষা করেন সুতরাং অসুরগণের সাধ্য কি যে ভগবদ্ভক্তের চিদানন্দময় দেহ স্পর্শ করে।

আবার দেখুন পাঁচ বৎসরের বালক ভক্তরাজ প্রহ্লাদের বিষ্ণুভক্তি ছাড়াইবার জন্য প্রবলপরাক্রান্ত অসুর-সম্রাট্ হিরণ্যকশিপু কত প্রকার চেষ্টাই না করিয়াছিল জলন্ত অগ্নিকুণ্ডে, সমুদ্রগর্ভে, সর্ব্বোচ্চ-পর্ব্বতশিখর হইতে ও হস্তি-পদতলে নিক্ষেপ করিয়াছিল, বিষ প্রদান করিয়াছিল এইরূপ নানাপ্রকার প্রবলচেষ্টা করিয়াছিল কিন্তু তিনি বালক হইলেও তাঁহার প্রতিজ্ঞা হইয়াছিল বজ্রাদপি কঠোর, তিনি বিন্দুমাত্র বিচলিত হন নাই, সে-অবস্থায় ভক্তকে রক্ষা করিয়াছিল কে? ভক্তিমার্গের বিঘ্নবিনাশক ও ভক্তিসিদ্ধিদাতা ভগবান্ শ্রীনৃসিংহদেব আবির্ভূত হইয়া তাঁহাকে রক্ষা করিয়াছিলেন। সেখানে জয় হইল কার? ভক্তরাজ বালক প্রহ্লাদের এই প্রকার জলন্ত আদর্শ দেখিয়া শুনিয়াও কি আমাদের প্রাতিকূল্য-বর্জ্জনে ও আনুকূল্য-গ্রহণের জন্য সাহস হইবে না বা আমরা দৃঢ়তা রক্ষা করিতে পারিব না?

আরও দেখুন শ্রীমদ্ অদ্বৈতাচার্য্য প্রভু কুলীন ব্রাহ্মণ-সমাজের মধ্যে বাস করিয়াও শ্রীল হরিদাস ঠাকুরকে (যিনি যবনকুলে আবির্ভূত হইয়াছিলেন বলিয়া সামাজিক অজ্ঞ অপরাধী ব্যক্তিগণের বিচারে যবন (?) ছিলেন ও প্রত্যহ ভোজন করাইতেন। পিতৃশ্রাদ্ধবাসরে শ্রাদ্ধপাত্র সমাজের কুলীনব্রাহ্মণগণকে না দিয়া তিনি ঠাকুর হরিদাসকেই দিয়াছিলেন এবং ঠাকুরের দৈন্যোক্তির প্রত্যুত্তরে বজ্র-গম্ভীরস্বরে বলিয়াছিলেন—

আচার্য্য কহেন—তুমি না করিহ ভয়।
সেই আচরিব, যেই শাস্ত্র মত হয়॥
তুমি খাইলে হয় কোটী-ব্রাহ্মণ-ভোজন।
এত বলি শ্রাদ্ধপাত্র করাইলা ভোজন॥

এই সকল জলন্ত আদর্শ থাকা সত্ত্বেও আমরা তাঁহাদের অনুসরণ না করিয়া হৃদয়-দৌর্ব্বল্যরূপ অনর্থটী বজায় রাখিবার জন্য, দুঃসঙ্গ বজায় রাখিবার জন্য—

"অন্তর নিষ্ঠা কর বাহ্যে লোক ব্যবহার"

—এই শ্রীচৈতন্যবাণীর কদর্থ করিয়া থাকি। শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্ম-আশ্রয়ের পরও পূর্ব্বোক্ত শ্রীচৈতন্যবাণীর দোহাই দিয়া অসৎসঙ্গ ও অসদাচারের বিশেষতঃ বৈষ্ণব-স্মৃতিবিরোধী আচরণের আদর করিয়া স্মার্ত্ত-পদাবলেহন করিলে অনর্থযুক্ত সাধকগণের পক্ষে যদি উহা ভজনপ্রতিকূল না হইত তবে বৈষ্ণবস্মৃতির আচার্য্য শ্রীল গোপালভট্ট গোস্বামী প্রভুর বৈষ্ণবস্মৃতি-প্রণয়নের কোনও আবশ্যকতা থাকিত না। অতএব স্মার্ত্ত-শাসনে শাসিত না হইয়া, অসুর-সমাজের পদাবলেহন না করিয়া, দ্বিতীয়াভিনিবেশজনিত শূদ্রাভিমান পরিত্যাগপূর্ব্বক অশৌচপালনাদি না করিয়া পিতৃমাতৃ-শ্রাদ্ধাদি বৈষ্ণবস্মৃতি-বিধানে বৈষ্ণবাচার্য্যের আনুগত্যে করাই একান্ত কর্ত্তব্য এবং শ্রাদ্ধবাসরে স্মার্ত্ত-পদাবলেহী অসুরসমাজকে অমেধ্য কুখাদ্য ভোজন না করাইয়া যথাসাধ্য অর্থ ব্যয় করিয়া (বিত্তশাঠ্য না করিয়া) হরি-গুরু-বৈষ্ণব-সেবা করা ও সর্ব্বপ্রকার জীবকে ভগবৎপ্রসাদ বিতরণ করা অবশ্য কর্ত্তব্য তাহা না করিয়া অন্য প্রকার আচরণ করিলে হরিভজনের প্রত্যবায় হইবে ও তাহা আশ্রয়-বিড়ম্বনা জানিতে হইবে। এ সম্বন্ধে আমাদের সতর্কতার বিষয় এই যে আমরা কোন মহাভাগবতের অসুর-মোহন-লীলার মর্ম্ম বুঝিতে না পারিয়া তাঁহাকে আমাদেরই মত অনর্থগ্রস্ত স্মার্ত্ত-পদাবলেহী ভাবিয়া যেন তাঁহার চরণে অপরাধ অর্জ্জন না করি অথবা তাঁহার অসুরমোহন-লীলার আদর্শের অনুকরণ করিতে গিয়া স্ব-স্ব অধিকার উল্লঙ্ঘনপূর্ব্বক যেন আমরা বঞ্চিত না হই বা হরিজন-কিঙ্কর হওয়ার পরিবর্ত্তে স্মার্ত্তজন-কিঙ্কর হইয়া না পড়ি।

৫৭। আবার সময় সময় অসুর-সমাজের সঙ্গ বর্জ্জন করিবার অভিনয় করিলেও এবং অশৌচপালনাদি না করিয়া বৈষ্ণবস্মৃতিবিধানে শ্রাদ্ধাদি করিবার অভিনয় করিলেও বৈষ্ণবসঙ্গ, বৈষ্ণবসেবা

করিবার জন্য উৎসাহবিশিষ্ট হই না কারণ উহার মূলে একটী প্রচ্ছন্ন অবান্তর উদ্দেশ্য থাকে। বিত্ত-শাঠ্যদোষটী সেই উদ্দেশ্যের জনক। বিষ্ণুভক্তি বা পরমার্থ-অর্জ্জনই নিষ্কপট গুরুসেবকের উদ্দেশ্য, তাঁহারা বিষ্ণুভক্তি-অর্জ্জনকেই স্বার্থ বলিয়া জানেন, তাহা ছাড়া জাগতিক বিচারে অর্থ বলিয়া পরিচিত যাহা কিছু সবই অনর্থ বা অপস্বার্থ এইরূপ বিচার করেন; তাই বিষ্ণুভক্তির অনুকূল অনুষ্ঠানকেই বরণ করেন এবং ভক্তিপ্রতিকূল কার্য্য বর্জ্জন করেন কিন্তু মাদৃশ ব্যক্তি অর্থাৎ সেবকব্রুবগণ তাঁহাদের আদর্শের অনুকরণ করিলেও বিষ্ণুভক্তিরূপ পরমার্থ-অর্জ্জনের নিষ্কপট উদ্দেশ্য লইয়া সেবাকার্য্যে ব্রতী হন না, তাঁহাদের জাগতিক অর্থ বা অপস্বার্থ-অর্জ্জনের উদ্দেশ্যটী অন্তরে গুপ্ত-ভাবে থাকে। তাঁহারা ভাবেন—অসুর-সমাজের সঙ্গ করিলে, স্মার্ত্তবিধানে শ্রাদ্ধাদি করিলে বহু অর্থ ব্যয় করিতে হইবে কিন্তু যদি অসুর-সমাজের সঙ্গত্যাগের অভিনয়পূর্ব্বক বৈষ্ণবের আনুগত্যের ছলনায় বৈষ্ণব-স্মৃতিবিধানে শ্রাদ্ধাদি করিবার অভিনয় করি তাহা হইলে দুই পাঁচ টাকা এমন কি টাকাটা সিকেটার নৈবেদ্য সংগ্রহ করিয়া দশ পাঁচটী বা দুই একটী বৈষ্ণব ভোজন করাইলে অনেক টাকা বাঁচিয়া যাইবে। এইরূপে কনকের দ্বারা মাধবের সেবা, হরি-গুরু-বৈষ্ণবসেবা করিবার বুদ্ধি না লইয়া যাঁহারা ভোগের জনক কনকের তহবিলটী অক্ষুণ্ণ রাখিবার বুদ্ধি লইয়া বৈষ্ণবসঙ্গ ও বৈষ্ণবস্মৃতির আনুগত্য করিবার ছলনা করেন, তাঁহাদের সেই কার্য্যের মূলেই অবিদ্যা বা কপটতা তাঁহারা প্রকৃত স্বার্থ—'বিষ্ণুভক্তি'-লাভে বঞ্চিত হন অর্থাৎ যুগপৎ সমাজকে ও বৈষ্ণবগণকে বঞ্চনা করিবার ফন্দী আঁটিতে গিয়া নিজেই ফাঁকে পড়েন বা বঞ্চিত হন। তাঁহাদের আচরণটী কামারকে ইস্পাত ফাঁকি দিবার ন্যায় বড় চতুরতার (?) কার্য্য।

৫৮। লৌকিক, বৈদিক প্রভৃতি যাবতীয় কার্য্যই যাহাতে হরিভজনের অনুকূলভাবে অনুষ্ঠিত হয় সে-দিকে দৃষ্টি রাখা মাদৃশ অনর্থযুক্ত গৃহস্থ সাধকের পক্ষে বিশেষ কর্ত্তব্য। কারণ, হরিভজনই মুখ্য উদ্দেশ্য। গৃহস্থাশ্রমে অবস্থান করিলে পুত্র-কন্যার বিবাহ প্রভৃতি কতকগুলি লৌকিক ও বৈদিক কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে হয়। যাহাতে ঐসকল অনুষ্ঠানের মধ্যেও বিষ্ণুবৈষ্ণবের স্মৃতি বা বিষ্ণুবৈষ্ণব-পূজা সাধিত হয় এবং ঐসকল যাহাতে সম্পূর্ণ ভজন-অনুকূলরূপে অনুষ্ঠিত হয় তজ্জন্যই শ্রীমন্মহাপ্রভুর ইচ্ছাক্রমে শ্রীলগোপাল ভট্ট গোস্বামী কর্ত্তৃক বৈষ্ণবস্মৃতি প্রণীত হইয়াছেন, সুতরাং সেই স্মৃতির আনুগত্যে সর্ব্বপ্রকার কার্য্য না-করিলে উহা ভজন-প্রতিকূল হবে সে-বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। তবে অসুরসমাজ কখনই বৈষ্ণবস্মৃতির আনুগত্য স্বীকার করিবে না, কিন্তু বৈষ্ণব-সদাচারে প্রতিষ্ঠিত হইবার জন্য এবং জগৎ-মঙ্গলকর বৈষ্ণবস্মৃতির প্রচারের জন্য বিশেষ চেষ্টা করা সদ্গুরুপাদপদ্মাশ্রিত গৃহস্থভক্তমাত্রেরই অবশ্য কর্ত্তব্য। সতীর্থভ্রাতাগণের পুত্র-কন্যার মধ্যে পরস্পর বিবাহ আদান প্রদান করিলে সে-কার্য্যটী সুষ্ঠুরূপে সাধিত হইতে পারে কিন্তু কনকের নেশাই অনেক সময় সেই ভজন-অনুকূল অনুষ্ঠান-সাধনের পক্ষে অন্তরায় হয়। তখন কাহারও কাহারও এইরূপ বিচার হয় যে—অসুর-সমাজে স্মার্ত্তবিধানে পুত্রকন্যার বিবাহ দিলে বেশী অর্থ পাওয়া যাইবে কিন্তু সতীর্থভ্রাতার পুত্র বা কন্যার সহিত বৈষ্ণবস্মৃতিবিধানে বিবাহ দিলে সেরূপ অর্থ পাওয়া যাইবে না। আর এক দিকে কেহ কেহ বিচার করেন যদি টাকাই দিতে হয় তবে অসুর-সমাজে দেওয়াই ভাল সতীর্থভ্রাতাকে দিব কেন অর্থাৎ অর্থ দিবার সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও সতীর্থ-ভ্রাতার পুত্র বা কন্যার সহিত বিবাহ দিবার প্রস্তাব হইলে কিছুই দিতে চান না ফাঁকি দিয়া কার্য্য সারিতে চান। এইরূপে এক-পক্ষের কিম্বা উভয় পক্ষের কনকাসক্তিরূপ অনিষ্টই ভক্তিসদাচার-পালনের পক্ষে অন্তরায় হয়। তখন তাঁহারা বৈষ্ণবসঙ্গ, ভক্তিসদাচার ও বৈষ্ণবস্মৃতির আনুগত্যরূপ শ্রেয়ঃকে বাদ দিয়া অসৎসঙ্গ, অসদাচার ও আসুরস্মৃতির আনুগত্যরূপ প্রেয়ঃকেই বরণ করেন। অহো! দৈবীমায়ার কি বিক্রম! তাই বহু জন্মজন্মান্তরের ভক্ত্যুন্মুখী সুকৃতি-বশতঃ সদ্গুরুপাদপদ্ম-আশ্রয়রূপ সৌভাগ্য-লাভের পরও স্বতন্ত্রতার অপব্যবহারফলে জীব শ্রীগুরুকৃপা হইতে বঞ্চিত হইয়া অবিদ্যা-কবলিত হইবার এবং পরমার্থের বিনিময়ে জাগতিক অর্থকে বরণ করিবার জন্য প্রবৃত্তি-বিশিষ্ট হয়।

৫৯। কায়মনোবাক্যে সেবা করা যে কোন আশ্রমে অবস্থিত শ্রীগুরুসেবকের পক্ষে কর্ত্তব্য। কাহার পক্ষে কোন্ আশ্রমটী ভজন-অনুকূল তাহা শ্রীগুরুদেব-কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত হইলেই মঙ্গল হয় অর্থাৎ শ্রীগুরুপাদপদ্ম আমাকে যে আশ্রমে অবস্থিত হইয়া সেবা করিবার আদেশ করিবেন আমি সেই আশ্রমকেই বরণ করিব, তাঁহার আজ্ঞা সেই মুহূর্ত্তেই অবনত-মস্তকে অবিচারে পালন করিব, ইহাই নিষ্কপট সেবকের বিচার কিন্তু গৃহব্রত-জীবনটী আমার এতটা প্রিয় হইয়া পড়ে যে শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্ম অহৈতুকী কৃপা প্রকাশ পূর্ব্বক কায়, মন ও বাক্যকে দণ্ডিত করিয়া অন্তরে ও বাহিরে ত্রিদণ্ড ধারণ করিবার জন্য ইঙ্গিত করিলেও আমি তাঁহার আজ্ঞা পালন করিতে পারি-না—আমার দুর্দ্দৈব আমাকে আচার্য্যবর্য্যের চরণে আত্মনিবেদন করিতে দেয় না।

৬০। আমি নিজে গৃহব্রত হইয়াও মঠবাসিগণের বা ব্রহ্মচারী, বাণপ্রস্থ ও সন্ন্যাসিগণের ছিদ্রান্বেষণ করিয়া এবং তাঁহাদের নিন্দারূপ প্রজল্প করিয়া তাঁহাদের চরণে অপরাধ অর্জ্জন করিবার জন্য ব্যস্ত হই। তাঁহাদের আচরণের সহিত আমার আচরণের কতটা তফাৎ তাহা নিরপেক্ষ-ভাবে বিচার করিতে পারি না। তাঁহারা পিতা, মাতা, আত্মীয়স্বজন, পত্নী, পুত্রাদির সঙ্গ সম্পূর্ণভাবে বর্জ্জন পূর্ব্বক কায়মনো-বাক্যে হরিগুরু-বৈষ্ণবসেবা করিবার জন্য জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন, আর আমি গৃহস্থের বেষে গৃহব্রত হইয়া পুনঃ পুনঃ চর্ব্বিত চর্ব্বণ করিতেছি এবং গোখর হইয়াছি তাহা আমি বুঝিতে পারি না. একদিন স্ত্রীপুত্রাদির মুখ দর্শন না করিলে যে আমার প্রাণ ছটফট করে তাহা লক্ষ্য করিতে পারি না, জীবনটা উৎসর্গ করা ত' দূরের কথা একটী রৌপ্যমুদ্রা হরিগুরুবৈষ্ণবসেবায় প্রদান করিতেও যে আমার হাত উঠে না। অতএব আমি মঠবাসিগণের ছিদ্রান্বেষণ না করিয়া যেদিন শ্রীগুরুবৈষ্ণবের কৃপায় নিজের পূর্ব্বোক্ত বিভিন্ন প্রকারের ছিদ্রগুলি অবগত হইয়া তাহার সংশোধনের জন্য যত্ন করিব সেইদিনই কৃষ্ণপাদপদ্মের অবিস্মৃতিফলে আমার দুর্দ্দৈব-অপগত হইবে। আমার বিবেচনা করা উচিত যে আমি নিজে সর্ব্বদোষাকর তাই মঠবাসিগণের কেবল দোষই দেখিতেছি, যদি তাঁহাদের মধ্যে কাহারও কোন প্রকার ক্ষয়াবশিষ্ট দোষ থাকে তাহার চিকিৎসার ব্যবস্থা শ্রীগুরুদেবই করিবেন, সে-ভার আমার উপর অর্পিত হয় নাই সুতরাং অনধিকার চর্চ্চা করিতে গেলে অপরাধ ব্যতীত অন্য কিছু লাভ হইবে না। বৈষ্ণবের স্বাভাবিক দোষ, বপুগত দোষ, ক্ষয়াবশিষ্ট দোষ প্রভৃতি দর্শন করিতে নাই, করিলে অপরাধ হয়

বিশেষ দ্রষ্টব্য

উপসংহারে আমার ন্যায় দুর্দ্দৈবগ্রস্ত পাঠকগণের নিকট করযোড়ে গললগ্নীকৃতবাসে আমার সানুনয় নিবেদন এই যে আমার পূর্ব্বোক্ত ষষ্টিপ্রকার দুর্দ্দৈবের কাহিনী পাঠ করিয়া কেহ যেন ঐগুলিকে বৈষ্ণবের বৈষ্ণবতা মাপিবার মাপকাঠি বা যন্ত্ররূপে ব্যবহার না করেন; কারণ বৈষ্ণবও শ্রীভগবানের ন্যায় অধোক্ষজবস্তু, অক্ষজদর্শনে তাঁহাদিগকে দেখা যায় না, তাঁহারা স্বতঃ-প্রকাশ বস্তু. তাঁহাদের কৃপালোকেই শরণাগতজন তাঁহাদিগের তত্ত্ব জানিতে পারেন, এতদ্ব্যতীত বৈষ্ণবচরিত্র অলৌকিক, অচিন্ত্য ও অগম্য সুতরাং ঐগুলিকে বৈষ্ণব চিনিবার মাপকাঠিরূপে ব্যবহার করিবার ধৃষ্টতা করিলে বিপরীত ফললাভ হইবে অর্থাৎ কোন মঙ্গল না হইয়া বৈষ্ণবাপরাধরূপ বিশেষ অমঙ্গল লাভই হইবে, তাই বৈষ্ণবের আচরণ সম্বন্ধে শাস্ত্র নিম্নলিখিত বাণী কীর্ত্তন করিয়াছেন। তবে ঐগুলি পাঠ করিয়া যাঁহারা অন্যের—বিশেষতঃ বৈষ্ণবের কোন ছিদ্রান্বেষণ না করিয়া কেবল নিজ নিজ ছিদ্রান্বেষণ করিবেন অর্থাৎ উক্ত ষষ্টিপ্রকার দুর্দ্দৈবের মধ্যে আমার কত প্রকারের দুর্দ্দৈব আছে তাহা নিরপেক্ষভাবে বিচার করিবেন তাঁহারাই স্ব স্ব দুর্দ্দৈবসকল অবগত হইয়া নিষ্কপট আর্ত্তির সহিত শ্রীগুরুবৈষ্ণবচরণে শরণাগত হইলে ও শ্রীগুরুবৈষ্ণবসেবায় রত হইলে তাঁহাদের অহৈতুকী কৃপায় দুর্দ্দৈবমুক্ত হইতে ও নিত্যসেবায় প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিবেন

অবোধ্য অগম্য অধিকারীর ব্যবহার।
ইহা বই সিদ্ধান্ত নাহি দেখি আর॥
অধিকারী বৈষ্ণবের না-বুঝি' ব্যবহার।
যে জন নিন্দয়ে তাঁর নাহিক নিস্তার॥
অধম জনের যে আচার যে ধর্ম্ম।
অধিকারী বৈষ্ণবেও করে সেই কর্ম্ম॥
কৃষ্ণের কৃপায় ইহা জানিবারে পারে।
এসব সঙ্কটে কেহ মরে কেহ তরে॥
(চৈঃ ভাঃ অন্ত্য ৯ম অঃ)

শুন শুন 'বপ্র মহা অধিকারী যেবা হয়।
তবে তার দোষগুণ কিছু না জন্মায়॥
এতেকে না জানিয়া নিন্দে তান কর্ম্ম।
নিজ দোষে সেই দুঃখ পায় জন্ম জন্ম॥
গর্হিত করয়ে যদি মহা অধিকারী।
নিন্দার কি দায় তারে হাসিলে সে মরি॥
যে ভক্তিকিঞ্চন-বৈষ্ণবের নিন্দা করে।
জন্ম জন্ম নিরবধি সেই দুঃখে মরে॥
শুন বলি এই শিক্ষা করাই তোমারে।
কভু পাছে নিন্দা হাস্য কর বৈষ্ণবেরে।
(চৈঃ ভাঃ অন্ত্য ৬ষ্ঠ অঃ)

পরিক্রমা-প্রসঙ্গ

[৩য় পৃষ্ঠার পর]

ভক্তিরত্নাকর হইতে কোলদ্বীপ বিবরণ পাঠ করেন। কোলদ্বীপের সজ্জনগণ পাঠ-শ্রবণে ও সঙ্কীর্ত্তন-শোভাযাত্রা-দর্শনে আনন্দ-প্রকাশ করিয়াছেন কিন্তু কয়েকজন খল প্রকৃতির ব্যক্তি স্ব-স্ব স্বভাব-দোষজন্যেই পরিচয় প্রদান করিয়াছে। ইহারা স্বভাব পরিবর্ত্তন করিয়া মনুষ্য-নামে পরিচয় দিবার যোগ্যতা লাভ করুক ইহাই শ্রীগৌরসুন্দরের পাদপদ্মে আমাদের প্রার্থনা।

কোলদ্বীপ প্রান্তে উপস্থিত হইয়া শ্রীপাদ ভারতী মহারাজ কীর্ত্তন-সহযোগে একটী বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন। তৎপর সমবেত যাত্রিগণকে মহাপ্রসাদ প্রদান করা হইয়াছে। প্রসাদ-সম্মানান্তে তাঁহারা পুনরায় সঙ্কীর্ত্তন করিতে করিতে চম্পাহট্ট শ্রীগৌর-গদাধরমঠে উপস্থিত হইয়াছেন। নদীয়ার সুযোগ্য পুলিশ-সাহেব—যাহাতে দুর্জ্জন-গণ যাত্রিগণের কোনও প্রকার অনিষ্ট না করিতে পারে, তজ্জন্য সৈন্য ও পুলিসের ব্যবস্থা করিয়া সজ্জনগণের ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন।

কালেক্টর সাহেবের পত্র

কালেক্টর সাহেবের কুঠি,

কৃষ্ণনগর,

২৩শে জানুয়ারী, ১৯৩৪।

মহাশয়,

সম্প্রতি প্রচণ্ড ভূমিকম্পে আমাদের দেশবাসীর যেরূপ ক্ষতি হইয়াছে সে সংবাদ সকলে অবগত আছেন। দুঃস্থ ব্যক্তিগণের সাহায্যার্থে মহামান্য বড়লাট সাহেব আপনাদের নিকট যে আবেদন করিয়াছেন তাহার অনুবাদ নিম্নে প্রদত্ত হইল। ঐ আবেদন যতদূর সম্ভব সর্ব্বসাধারণের নিকট প্রচার করিবেন।

এই মহদুদ্দেশ্যে যিনি যেরূপ সাহায্য করিবেন তাহাই সাদরে গৃহীত হইবে। যদি সাহায্যের পরিমাণ অল্প বিধায় কেহ উহা দিল্লীতে [illegible]তে কুণ্ঠিত হন তাহা হইলে তিনি উহা নিঃসঙ্কোচে আমার নিকট পা[illegible]ইতে পারেন।

এইচ. বোস্

ম্যাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর, নদীয়া।

২৩, ১, ৩৪.

মহামান্য বড়লাট বাহাদুরের টেলিগ্রামের সংক্ষিপ্ত অনুবাদ।

—:*:—

"গত সোমবার ১৫ই জানুয়ারী অপরাহ্নে প্রচণ্ড ভূ-কম্পনের ফলে মুহূর্ত্তে বহুসংখ্যক দেশবাসীর উপর বিশেষতঃ বিহার ও উড়িষ্যা প্রদেশে সম্প্রতি যে ভীষণ বিপৎপাত হইয়াছে তাহার প্রকৃত বিবরণ অদ্যাবধি পাওয়া যায় নাই। ইহা বলিলে অবশ্য অত্যুক্তি হয় না যে, উহাতে আতঙ্কজনক প্রাণহানি, অসংখ্য গৃহ ভূমিসাৎ এবং বিস্তীর্ণ ভূ-খণ্ডের বহু সম্পত্তি ও দ্রব্যাদি ধ্বংস ও লুপ্তপ্রায় হইয়াছে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, এই ভীষণ দুর্দ্দিনে সকল শ্রেণীর অধিবাসিবৃন্দের সহানুভূতির ধারা দুঃস্থ ও বিপন্ন [illegible]দের প্রতি বর্ষিত হইবে ও তাহাদের দুঃখ বিমোচনের সকল প্রচেষ্টা [illegible] সকল গ্রহণ করিবেন। এতদুদ্দেশ্যে আমি "ভাইসরয়ের ভূমিকম্প ভাণ্ডার" নামে একটী অর্থ-ভাণ্ডার প্রতিষ্ঠিত করিতে মনস্থ করিয়াছি [illegible] সাহায্য ভাইসরয়ের প্রাইভেট সেক্রেটারীর নিকট (ভাইসরয়ের প্রাসাদ—নয়া দিল্লী) বরাবর প্রেরিত হইবে ও প্রত্যেক সাহায্য "উইলিংডন"

রেলওয়ে সময়

ই, বি, আর দিয়া শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইবার ট্রেণ তালিকা

কলিকাতা	ছাঃ	০—৬,	৭—১৬,	১৪—১৪	১৬—৫৬,	২২—২৬
রাণাঘাট	ছাঃ	৫—৫০,	৯—৪৬.	১৬—৪৮,	১৮—৩৯.	০—৩২
কৃষ্ণনগরসিটি	পৌঃ	৬—২৮,	১০—২১	১৭—২৮	১৯—১৫	১—১৪
গাড়ী বদল	ছাঃ	৬—৪৫,	১০—৪৪,	১৩—২২,	১৭—৩৮,	২০—১৬
মহেশগঞ্জ	ছাঃ	৭—২৪,	১১—২১,	১৪—০,	১৮—১,	২০—৪৭
নবদ্বীপঘাট	পৌঃ	৭—৩৩,	১১—৩০,	১৪—৯,	১৮—১৬,	২০—৫৫

মহেশগঞ্জ ষ্টেশন হইতেও শ্রীধাম-মায়াপুরে যাওয়া যায়।

ই, আই, আর. দিয়া শ্রীধাম-মায়াপুর যাইবার ট্রেণ-তালিকা.

হাওড়া	ছাঃ	৬—৪৬	১২—৪৬	১৭—৪৬	১৮—৩৬
ব্যাণ্ডেল	ছাঃ	৮—২৩	১৪—১১	১৮—৪৭	১৯—৪৩
নবদ্বীপ	পৌঃ	১০—২২	১৬—১৪	২০—৪৬	২১—৩৭

সহর নবদ্বীপ হইতে গঙ্গা পার হইয়া পূর্ব্বপারে প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীধাম-মায়াপুরে যাইতে হইবে।

কৃষ্ণনগর নবদ্বীপঘাট রেলওয়ে সময়

কৃষ্ণনগর হইতে নবদ্বীপঘাট

কৃষ্ণনগর সিটি—	৬-৪৫	১০-৪৪	১৩-২২	১৭-৩৮	২০-১৬
কৃষ্ণনগর রোড—	৬-৫৬	১০-৫৫	১৩-৩৩	১৭-৪৭	২০-২৫
আমঘাটা—	৭-১৫	১১-১৩	১৩-৫১	১৮-৩	২০-৪৫
মহেশগঞ্জ—	৭-২৪	১১-২১	১৪-০	১৮-৯	২০-৪৭.
নবদ্বীপঘাট—	৭-৩৩	১১-৩০	১৪-৯	১৮-১৬	২০-৫৫

বিশেষ দ্রষ্টব্য—নবদ্বীপঘাট ষ্টেশন অপেক্ষা মহেশগঞ্জ ষ্টেশন হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরের দূরত্ব অনেক কম। শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে যাঁহাদিগকে রাণাঘাটে ট্রেণ বদল করিতে হয়, তাঁহারা রাণাঘাটে প্রাতঃ ৫-৫০, ৮-১৪, ৯-৪৬. ১৬-৪৮, ১৮-৩৯ এবং ০-৩২ মিনিটের সময় গাড়ী পাইবেন।

শান্তিপুর হইতে শ্রীধাম-মায়াপুরে আসিতে শান্তিপুর ষ্টেশনে ৫-৪০, ৯-২৯, ১২-২৫, ১৬-৪ এবং ১৮-৪১ মিনিটের সময় ট্রেণ পাওয়া যায়।

নবদ্বীপঘাট হইতে কৃষ্ণনগর

নবদ্বীপ ঘাট—	৫-৩৫	৯-২৫	১২-১০	১৫-৩৪	১৮-৫২
মহেশগঞ্জ—	৫-৪৩	৯-৩৩	১২-১৯	১৫-৪২	১৮-৫৩
আমঘাটা—	৫-৪৯	৯-৩৯	১২-২৬	১৫-৪৮	১৯-৫
কৃষ্ণনগর রোড—	৬-৫	৯-৫৫	১২-৪৩	১৬-৪	১৯-২৪
কৃষ্ণনগর সিটি—	৬-১৩	১০-৩	১২-৫১	১৬-১২	১৯-৩৩

নীলাম ইস্তাহার

মোকাং কৃষ্ণনগর

১ম মুন্সেফ আদালত

নীলামের দিন ৮ই মার্চ্চ ১৯৩৪

(১)

১৭৩৬ মনিজারী ৩৩ দাবী ১০৪॥৵

ডিঃ কৃষ্ণ চৈতন্য দাস বৈরাগী সাং নবদ্বীপ

দেঃ উমা চরণ মণ্ডল দিং সাং ঐ পোঃ ঐ

নবদ্বীপ থানায় নবদ্বীপ গ্রামে রণজিৎ পালচৌধুরী অধীন ১০৬৯ খতিয়ানের -৫শঃ জমি ৩৲ মোরশী জমা মুল্য ২৫৲

২। ঐ থানায় ঐ গ্রামে ঐ মালিক অধীন ১০৬৯ খতিয়ানের /১॥৵০ জমি ৩।০ দর মোরশী জমা মায় পাকা কোটা সাজ-সরঞ্জাম ইত্যাদি মুল্য ৪০৲

(২)

১৭২২ মনিজারী ৩৩ দাবী ২০২।৯

ডিঃ হরিপদ চট্টোপাধ্যায় সাং ফরিদপুর

দেঃ বৃন্দাবনচন্দ্র ঠাকুর সাং ঐ পোঃ কালীগঞ্জ

কালীগঞ্জ থানায় বালিডাঙ্গা মৌজায় ১৫৩ খতিয়ানের ৭-২০শঃ নিষ্কর জমি মুল্য ৮০৲

২। ঐ থানায় ফরিদপুর মৌজায় ২৬৫ খতিয়ানের নিষ্কর জমি মুল্য ৫৪৲

৩। ঐ থানায় কাড়াড়িয়া মৌজায় ২২৮-২৩৩ খতিয়ানের ৪-৮৫শঃ নিষ্কর জমি মুল্য ৪০৲

২য় মুন্সেফ আদালত

(১)

২৯৯৩ মনিজারী ৩৩ দাবী ৯৪৸৵০

ডিঃ বিলাতালি বিশ্বাস সাং তেঁতুল-বেড়িয়া

দেঃ ছাবুসেখ মণ্ডল সাং ঐ পোঃ নাকাশীপাড়া

নাকাশীপাড়া থানায় তেঁতুলবেড়িয়া গ্রামে গৌরচন্দ্র রায় অধীন ১৪৩ খতিয়ানে ১-৬১শঃ জমীর ১৬॥৵৯ জমা দেঃ ৵৫৩ – অংশ মুল্য আঃ ১০৲

২। ঐ গ্রামে ঐ মালিক সেরেস্তার ২৪ খতিয়ানের -২১শঃ জমি ৸৬ জমা মুল্য ৫৲

৩। ঐ থানায় ঐ গ্রামে কানাইলাল সিংহরায় অধীন ৭৩ খতিয়ানে -৯৭শঃ জমীর ২।৶১ জমা দেঃ ৵১৩। – অংশ মুল্য আঃ ৩৲

(২)

১৯৫৭ মনিজারী ৩৩ দাবী ২২৫॥৵০

ডিঃ হৃদয়পুর কোঃ অপারেটিভ ব্যাঙ্ক সাং হৃদয়পুর

দেঃ মহেন্দ্রনাথ বিশ্বাস দিং সাং ঐ পোঃ ঐ

কৃষ্ণনগর থানায় হৃদয়পুর গ্রামে সতীশ-চন্দ্র রায় দিং অধীন ২৪৬ খতিয়ানে ১৭-৬৩শঃ জমীর ২৫॥৶১১ জমা দেঃ ॥০ অংশ, মুল্য আঃ ৩০৲

(৩)

১৭৫১ দেঃজারী ৩৩ দাবী ৯০/৩

ডিঃ ক্ষেত্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় দিং সাং ঘূর্ণী

দেঃ তিনকড়ি সর্বকার সাং জয়পুর পোঃ হাঁসখালি

হাঁসখালি থানায় জয়পুর গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ৮৪১ খতিয়ানে -৫৫শঃ জমীর ৩৸০ জমা মায় ঘর দরজা ইত্যাদি মুল্য আঃ ৫০৲

(৪)

১০৩০ খাংজারী ৩৩ দাবী ৫২॥৶৬

ডিঃ শ্রীশচন্দ্র পালচৌধুরী মোং গোয়াড়ী

দেঃ নিবারণ সেখ দিং সাং ধনঞ্জয়পুর পোঃ নাকাশীপাড়া

নাকাশীপাড়া থানায় ধনঞ্জয়পুর গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ১২৮১ খতিয়ানে ২-২৭শঃ জমীর মুল্য আঃ ১০৲

(৫)

১০৮৫ খাংজারি ৩৩ দাবী ৫৮৸৶৩

ডিঃ শ্রীশচন্দ্র পালচৌধুরী সাং গোয়াড়ী

দেঃ ভোলানাথ বিশ্বাস সাং বড়-আন্দুলিয়া পোঃ ঐ

চাপড়া থানায় বড়আন্দুলিয়া গ্রামে ডিঃ অধীন ৩৭০-৩৮৮ খতিয়ানে ৩০-৪৩শঃ জমীর মুল্য আঃ ৫০৲

(৬)

১১১৬ খাংজারী ৩৩ দাবী ২৫৶৯

ডিঃ জিতেন্দ্র প্রসাদ চট্টোপাধ্যায় সাং মুড়াগাছা

দেঃ দ্বিজপদ কোলা সাং জানসুখা পোঃ নাকাশীপাড়া

নাকাশীপাড়া থানায় মাড়িপাড়া গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ৫৯।৬০ খতিয়ানে ২-৮৮শঃ জমীর ৭৸৶০ জমা মুল্য আঃ ৫৲

২। ঐ থানায় ঐ গ্রামে ডিক্রীদার সেরেস্তায় ১৯০ খতিয়ানের -২৩শঃ জমি ২৶০ জমা মুল্য ২৲

(৭)

১১১৮ খাংজারী ৩৩ দাবী ৩৪॥৶০

ডিঃ বৈদ্যনাথ বিশ্বাস দিং সাং হৃদয়-পুর

দেঃ পঞ্চানন মণ্ডল দিং সাং ঐ পোঃ ঐ

চাপড়া থানায় হৃদয়পুর গ্রামে ডিক্রীদার দিং অধীন ১১৩।২৮৮ খতিয়ানে ৮-৩১শঃ জমীর ৯১॥০ জমা মুল্য আঃ ২৫৲

(৮)

১১৮৫ খাংজারী ৩৩ দাবী ৭৯৶০

ডিঃ বিভূতিভূষণ পালচৌধুরী সাং চকহাতীশালা

দেঃ এলাবান মল্লিক দিং সাং হরনগর পোঃ নাকাশীপাড়া

নাকাশীপাড়া থানায় হরনগর গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ৬৪২ খতিয়ানে ৭-৫৭শঃ জমীর ১২৶৯ জমা মুল্য আঃ ১৫৲

(৯)

১২৩৬ খাংজারী ৩৩ দাবী ১১০৸৶০

ডিঃ সরোজরঞ্জন পালচৌধুরী সাং মোঃ গোয়াড়ী

দেঃ রামরঞ্জন মল্লিক দিং সাং অগ্রদ্বীপ পোঃ ঐ বর্দ্ধমান

নাকাশীপাড়া থানায় রায়কালি গ্রামে ডিক্রীদার অধিন ৪৪ খতিয়ানে ১১৮-৯৩শঃ জমীর ৩৩৬৲ রায়তী মোকররী জমা মুল্য আঃ ১০০৲

(১০)

১২৩৮ খাংজারী ৩৩ দাবী ৫৬।/৯

ডিঃ ঐ

দেঃ দ্বিজপদ চট্টোপাধ্যায় সাং বাগুণ্ডা পোঃ নাকাশীপাড়া

নাকাশীপাড়া থানায় বাগুণ্ডা গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ২৯ খতিয়ানে ৬০-৯৯শঃ জমীর ৭৫৲ রায়তী মোকররী জমা মুল্য আঃ ৫০৲

(১১)

১২৯৫ খাংজারী ৩৩ দাবী ৩০৸০

ডিঃ যতীন্দ্রচন্দ্র নাথ সাং সেখপাড়া

দেঃ নিবারণ নাথ সাং মালুমগাছা পোঃ নাকাশীপাড়া

নাকাশীপাড়া থানায় মালুমগাছা গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ১৫৪ খতিয়ানে ২-৩০শঃ নিষ্কর জমি মুল্য আঃ ২০৲

(১২)

১৩০৭ খাংজারী ৩৩ দাবী ৩১৷৶০

ডিঃ কৈলাসকামিনী দেবী সাং বেত-বাড়িয়া

দেঃ আলেপ মোল্লা দিং সাং ঐ পোঃ বাঙ্গালঝি

চাপড়া থানায় বেতবাড়িয়া গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ৫৪ খতিয়ানে ৩-[illegible] জমীর ৯/১৫ জমা মুল্য আঃ ১০৲

(১৩)

১৪০১ খাংজারী ৩৩ দাবী ৩৪।৶[illegible]

ডিঃ সতীশচন্দ্র পালচৌধুরী সাং নাটুদহ

দেঃ করিমবক্স মোল্লা সাং ভাতগাছি পোঃ বাঙ্গালঝি

চাপড়া থানায় ভাতগাছি গ্রামে ডিঃ অধীন ২৪।৪৫ খতিয়ানে ২৪-৭২শঃ জমীর ১৯॥৶৯ জমা দেঃ একের চার অংশ মুল্য আঃ ২৫৲

(১৪)

১৪০২ খাংজারী ৩৩ দাবী ৭৩।৯

ডিঃ ঐ

দেঃ ঐ

চাপড়া থানায় ভাতগাছি গ্রামে ডিঃ দিং অধীন ১০/১। জমীর ৩৪৫শি জমা মুল্য আঃ ২০৲

২। ঐ থানায় ঐ গ্রামে ডিক্রীদার অধীন ৪৭-৪৯ খতিয়ানে ১০-৪৬শঃ জমীর ২২৶১০ জমা দেঃ একের চার অংশ মুল্য আঃ ২০৲

(১৫)

১৫৮৬ খাংজারী ৩৩ দাবী ৮১।৶[illegible]

ডিঃ সুরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় সাং সাধনপাড়া

দেঃ নগেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী সাং [illegible] পোঃ ঐ

নাকাশীপাড়া থানায় পাথঘাটা গ্রামে ধীরেন্দ্রনাথ সরকার অধীন ৬ খাং জমীর জমা ১৪৮৬৸৶৩ মুল্য আঃ ১৫৲

মায়াপুর নদীয়া-প্রকাশ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে—ডাঃ কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী [illegible] এম. এ., [illegible] কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও [illegible]

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

অনাসক্তস্য বিষয়ান্
যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে
যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা
হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো
বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

নদীয়া-প্রকাশ

বিশ্বে একমাত্র দৈনিক
— পারমার্থিক পত্র —
শ্রীধাম-মায়াপুর-নদীয়া

আরাধ্যো ভগবান ব্রজেশ-
তনয়স্তদ্ধাম-বৃন্দাবনম্,
রম্যা কাচিদুপাসনা
ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং
প্রেমা পুমর্থো মহান্,
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং
তত্রাদরো নঃ পরঃ॥

৮ম বর্ষ | ২৮ গোবিন্দ গৌরাব্দ ৪৪৭, ১৫ই ফাল্গুন বঙ্গাব্দ ১৩৪০, ২৭শে ফেব্রুয়ারী ইং ১৯৩৪, মঙ্গলবার | ৩০০ তম সংখ্যা

শ্রীবাসুদেব সার্ব্বভৌম

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবসমাজে শ্রীল বাসুদেব সার্ব্বভৌমের নাম সুপরিচিত। ইনি নীলাচলে অবস্থান পূর্ব্বক মায়াবাদ-শাস্ত্রের অধ্যাপনা-কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। মায়াবাদী সন্ন্যাসিগণের গুরু শ্রীল সার্ব্বভৌম শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরকে অল্পবয়স্ক সন্ন্যাসিজ্ঞানে বেদান্ত শ্রবণ করাইতে যাইয়া সৌভাগ্যবশে মহাপ্রভু-বর্ণিত শুদ্ধভক্তির বিচার-শ্রবণে মুগ্ধ হন, এবং অসচ্ছাস্ত্র মায়াবাদের হেয়তা হৃদয়ঙ্গম করিয়া চিরতরে তাহা পরিত্যাগ পূর্ব্বক মহাপ্রভুর পাদপদ্ম আশ্রয় করেন। পতিতপাবন মহাপ্রভু কৃপা পূর্ব্বক তাঁহাকে ষড়্‌ভুজমূর্ত্তিতে দর্শন দান করিয়াছিলেন। যে স্থানে সার্ব্বভৌমের গৌরভগবানের উক্ত ষড়্‌ভুজ-বিগ্রহ-দর্শনের সৌভাগ্য হইয়াছিল তাহা নীলাচলস্থ গঙ্গামাতা মঠনামে বর্ত্তমানে পরিচিত।

শ্রীল সার্ব্বভৌম শ্রীল বাসুদেবের আবির্ভাব-স্থান — শ্রীবিদ্যানগর। তিনি দেবগুরু বৃহস্পতির অবতার। শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীমায়াপুরে অবতীর্ণ হইবেন জানিয়া ইন্দ্র সভা পরিত্যাগ পূর্ব্বক নিজগণ সহ শ্রীগৌরসেবার্থ নবদ্বীপের অন্যতম ঋতুদ্বীপস্থ নবদ্বীপনগরে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। শ্রীল সার্ব্বভৌম বিদ্যানগরে কিছুকাল অধ্যাপনা করিবার পর নীলাচলে গমন পূর্ব্বক অধ্যাপনা করিতে থাকেন। মহাপ্রভু বিদ্যানগরে শুভবিজয় করিয়া সার্ব্বভৌম-শিষ্যগণকে ন্যায়ের ফাঁকিতে পরাজিত করিয়া হাস্য পরিহাস করিয়াছিলেন। [illegible] বিদ্যানগর বিদ্যাপতি শ্রীশ্রীগৌর-[illegible] ও [illegible] পাদ-পঙ্কজ-সরাগের দ্বারা বিভূষিত [illegible] 'বেদনগর' বা 'ব্যাসপীঠ' বলিয়াও [illegible]চিত।

নবদ্বীপ—পরিক্রমা

অষ্টম দিবস

'মোদদ্রুম' নামের কারণ

গত কল্য আমরা গৌড়ের নৈমিষ শ্রীমোদদ্রুম-দ্বীপ পরিক্রমা করিয়াছি। সাধারণ জনগণ এই দ্বীপকে 'মামগাছি' বলিয়া থাকেন। মামগাছি, একডালা, মহৎপুর, বাবলাড়ি, দেওয়ানগঞ্জ ও গঙ্গাপ্রসাদ এই দ্বীপের অন্তর্গত। এই স্থানটী ব্রজের দ্বাদশবনের অন্যতম শ্রীভাণ্ডির বন। এই পুণ্যতম স্থান দর্শনে যাত্রিগণের সেবা-মোদ বৃদ্ধি হয় বলিয়া ইহার নাম মোদদ্রুম-দ্বীপ।

দর্শনীয় বিষয়-সমূহ

ত্রেতাযুগে রামচন্দ্র বনবাস লীলাভিনয়-সময়ে এই স্থানে আগমন পূর্ব্বক একটী মহাবটমূলে কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া বাস করিয়াছিলেন। এই দ্বীপের দর্শনীয় স্থান — (১) শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুরের আবির্ভাব ভূমি, (২) শ্রীবাসগৃহিণী মালিনীদেবীর পিত্রালয়, (৩) শ্রীল বাসুদেব দত্ত ঠাকুরের শ্রীবিগ্রহ, (৪) শারঙ্গমুরারির শ্রীবিগ্রহ, (৫) বৈকুণ্ঠপুর বা নারায়ণপীঠ, (৬) মহৎপুর বা মাতাপুর।

প্রাচীন ইতিহাস

শ্রীমোদদ্রুম-দ্বীপের প্রাচীন ইতিহাসে জানা যায়, উক্ত স্থানে এক রামোপাসক বিপ্র বাস করিতেন। যেদিন শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীধাম মায়াপুরে জগন্নাথ মিশ্রের গৃহে অবতীর্ণ হন, সেই দিন উক্ত বিপ্র মিশ্রভবনে উপস্থিত হইয়া মহাপ্রভুর কনককান্তি-দর্শনে স্থির করিয়াছিলেন যে, ভগবান্ রামচন্দ্র নিশ্চয়ই স্বীয় দূর্ব্বাদল-শ্যাম কান্তি আবৃত করিয়া প্রচ্ছন্নভাবে জগন্নাথ-তনয়-রূপে প্রকট-লীলা প্রকাশ করিয়াছেন। এই শিশু কখনই প্রাকৃত-দেহ বিশিষ্ট নহেন; প্রাকৃত দেহে কখনও এই প্রকার অলৌকিক লক্ষণ সমূহ থাকিতে পারে না। মিশ্র ও তৎপত্নী সামান্য জীবমাত্র নহেন, ইহাঁরাও দশরথ কৌশল্যার অনুরূপ সন্দেহ নাই।

বিপ্র পূর্ব্বোক্ত প্রকারে চিন্তা করিতে করিতে নিজ ভবন মামগাছিতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। কিন্তু শ্রীভগবানের প্রচ্ছন্নভাবে অবতীর্ণ হইবার কারণ নির্দ্দেশ করিতে না পারিয়া অতিশয় ব্যাকুল হইলেন এবং স্বীয় ইষ্টদেব শ্রীরামচন্দ্রের দূর্ব্বাদলশ্যাম-মূর্ত্তি ধ্যান করিতে করিতে নিদ্রিত হইয়া পড়িলেন। শ্রীগৌরসুন্দর স্বপ্নে বিপ্রকে দর্শন দিলেন। বিপ্র স্বীয় ইষ্টদেবকে গৌরমূর্ত্তিতে দর্শন করিতেছেন, এমন সময় সেই কনককান্তি গৌরহরি বিপ্রকে দূর্ব্বাদল-শ্যাম রামচন্দ্ররূপে দর্শন প্রদান করিয়া তাঁহার বিস্ময় উৎপাদন করিলেন। শ্রীগৌরসুন্দর বিপ্রের আর্ত্তিতে নিগূঢ় রহস্য জ্ঞাপন পূর্ব্বক অন্যের নিকট তাহা উদ্‌ঘাটন করিতে নিষেধ করিয়া অন্তর্হিত হইলেন।

ঠাকুর বৃন্দাবনের প্রকট-ভূমি শ্রীমোদদ্রুমছত্র

বোধ হয় পাঠকগণের কাহারও নিকট 'শ্রীচৈতন্যভাগবত' মহাগ্রন্থের নাম অবিদিত নহে। তাঁহার রচয়িতা শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুরের নামও পাঠকগণ বিশেষরূপে অবগত আছেন। ঠাকুর শ্রীল বৃন্দাবন শ্রীমদ্ভাগবত রচয়িতা শ্রীকৃষ্ণ দ্বৈপায়ন বেদব্যাসের অবতার। এই জন্য গৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণ তাঁহাকে শ্রীচৈতন্যলীলার ব্যাস বলিয়াই জানেন। এই ঠাকুর শ্রীল বৃন্দাবন দাসের সুপবিত্র প্রকট ও লীলাভূমি মোদদ্রুম-ছত্র মাদৃশ সেবাবিমুখ দুর্ভাগাগণের বহির্ম্মুখতা প্রাবল্যবশতঃ কিছুকাল তৃণ-গুল্মাচ্ছাদিত হইয়া লোকলোচনের অন্তরালে অবস্থান করিতেছিলেন। সৌভাগ্যক্রমে গৌর ও গৌরজন-পদাঙ্কপূত লুপ্ততীর্থ সমূহের পুনঃ-প্রকাশকারী কৃপালুবর শ্রীল প্রভুপাদের যত্নে স্থানটী পুনঃ প্রকাশিত হইয়াছে। তথায় একটী সুরম্য মন্দির ও সেবকগৃহ নির্ম্মিত হইয়াছে। এই শ্রীমন্দিরে গত কল্য ঠাকুর শ্রীল বৃন্দাবন-প্রতিষ্ঠিত ও পূজিত শ্রীশ্রীগৌরনিত্যানন্দবিগ্রহ শুভবিজয় করিয়াছেন। শ্রীল প্রভুপাদের এই কার্য্যে গৌড়ীয়-গগনের একটী সুউজ্জ্বল নক্ষত্র আবিষ্কৃত হইলেন, সন্দেহ নাই।

ঠাকুরের প্রচার

ঠাকুর শ্রীল বৃন্দাবন দাসের প্রকটভূমি শুধু বাংলার কেন, সমগ্র বিশ্বের গুরুপীঠ বা ব্যাসপীঠ। এই ব্যাসপীঠ হইতেই সমগ্র জগতে গৌরকৃষ্ণ ভক্ত-মন্দাকিনী-ধারা প্রবাহিত হইয়াছে, হইতেছে ও হইবে। আমাদিগকে এই বিষয়টী জানাইয়া দিবার শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের ভবিষ্যদ্বাণী-রূপে ঠাকুর লিখিয়াছেন—

"পৃথিবীতে আছে যত নগরাদি গ্রাম।
সর্ব্বত্র প্রচার হইবে মোর নাম॥

পরবিদ্যাপতি শ্রীগৌরসুন্দরের বাণী মিথ্যা হইবার নহে। আমরা শ্রীগৌড়ীয়-মঠের প্রচারে ঠাকুরের বাণীর সত্যতা মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি করিতেছি। গৌড়ীয়-আচার্য্য-বর প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ ঠাকুর শ্রীল বৃন্দাবন-

রচিত শ্রীচৈতন্যভাগবত বিশ্বের দ্বারে দ্বারে প্রেরণ দ্বারা ঠাকুরের নাম বিশ্ববাসীর নিকট জ্ঞাপন করিয়া তাঁহার আবির্ভাব-ধাম শ্রীমোদদ্রুম-ছত্র প্রকট করিয়া এবং প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য ভূখণ্ডে সর্বত্র গৌরবাণী প্রচার পূর্বক ঠাকুরের কাম সিদ্ধ করিয়া ঠাকুরের প্রতি প্রাণিতব্য আদর্শ সেবার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছেন। পাঠকগণ শুনিয়া সন্তুষ্ট হইবেন, শ্রীল প্রভুপাদের একান্ত সেবক শ্রীপাদ নারায়ণ দাস অধিকারী ভক্তিশাস্ত্রী ভক্তিসুধাকর সম্প্রদায়-বৈষ্ণবাচার্য্য ও পঞ্চরাত্রাচার্য্য মহোদয় শ্রীচৈতন্যভাগবতের ইংরাজী অনুবাদ করিয়া প্রকাশ করিতেছেন। হিন্দি এবং সংস্কৃত ভাষায়ও গ্রন্থরাজ শীঘ্রই অনূদিত হইবেন।

বাসুদেব দত্ত ঠাকুর

মহাপ্রভুর পার্ষদভক্ত শ্রীল শ্রীবাস পণ্ডিত মহাশয়ের শ্বশুরালয় অর্থাৎ শ্রীযুক্তা মালিনী দেবীর পিত্রালয় ঠাকুর বৃন্দাবনের গৃহের নিকট মোদদ্রুম-দ্বীপেই ছিল। অনতিদূরে চট্টগ্রামবাসী শ্রীল মুকুন্দ দত্ত ঠাকুরের ভ্রাতা পরদুঃখদুঃখী গৌরপার্ষদবর শ্রীল বাসুদেব দত্ত ঠাকুরের প্রতিষ্ঠিত শ্রীমদনগোপাল-বিগ্রহ আজও বিরাজিত রহিয়াছেন। তবে দুঃখের বিষয় এই যে, সেবার প্রতি বর্তমানে বড়ই অনাদর দেখা যাইতেছে। শ্রীল বাসুদেব দত্ত ঠাকুরের-মহিমা কীর্তন করিয়া স্বয়ং মহাপ্রভু বলিয়াছেন—

"[illegible] আমি বাসুদেবের নিশ্চয়।
এ শরীর বাসুদেব দত্তের আমার॥
এ দত্ত আমারে যথা বেচে তথাই বিকাই।
সত্য সত্য ইহাতে অন্যথা কিছুই নাই॥
সত্য আমি কহি শুন বৈষ্ণবমণ্ডল।
এ দেহ আমার বাসুদেবের কেবল॥"

এই বাসুদেব দত্ত ঠাকুরেরই কৃপাপাত্র শ্রীযদুনন্দন আচার্য্য—যিনি শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী প্রভুর দীক্ষা-গুরু বলিয়া কীর্তিত। শ্রীল বাসুদেব বৈষ্ণবসেবায় মুক্তহস্ত ছিলেন। তিনি আগামীর জন্য চিন্তা না করিয়া সর্বক্ষণ গুরুবৈষ্ণব-সেবায় ব্যয় করিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠাবোধ করিতেন না। আবার এই পরদুঃখদুঃখী বৈষ্ণববর জীবের দুঃখ-দর্শনে মহাপ্রভুর নিকট প্রার্থনা করিয়াছিলেন—

'জীবের দুঃখ দেখি' মোর হৃদয় বিদরে।
সর্বজীবের পাপ প্রভু দেহ মোর শিরে॥
জীবের পাপ লইয়া মুঞি করি নরক-ভোগ।
সকল জীবের প্রভু ঘুচাও ভবরোগ॥'

শার্ঙ্গ মুরারি

ঠাকুর শার্ঙ্গ মুরারি শার্ঙ্গপাণি বা শার্ঙ্গধর নামেও পরিচিত। তিনি মোদদ্রুমদ্বীপে গঙ্গাতীরে অবস্থান পূর্বক নির্জ্জনে ভজন করিতেন। শ্রীভগবানের পুনঃ পুনঃ প্রেরণাক্রমে তিনি একদিন স্থির করিয়াছিলেন, কল্য প্রাতে সর্বপ্রথম যাহার সহিত তাঁহার দেখা হইবে তাহাকেই তিনি শিষ্যরূপে গ্রহণ করিবেন। ঘটনাক্রমে পরদিবস প্রত্যূষে ভাগীরথী স্নানকালে তাঁহার পাদদেশে একটী মৃতদেহসংলগ্ন হওয়ায় তিনি তাহাকে পুনর্জীবন দান করিয়া শিষ্যত্বে বরণ করেন। শার্ঙ্গ মুরারি প্রভুর এই শিষ্য শ্রীঠাকুর মুরারি বলিয়া প্রসিদ্ধ। প্রকাশ, ইঁহার অনুগগণ বর্তমানে বংশপরম্পরায় 'সর' নামক গ্রামে বাস করিতেছেন।

বৈকুণ্ঠপুর বা নারায়ণ-পীঠ

একদিন শ্রীনারদ বৈকুণ্ঠে গমন করিয়া লক্ষ্মীনারায়ণের নবদ্বীপে প্রকটলীলার কথা শ্রবণ করিতে পারিলেন। এই সংবাদ লইয়া আনন্দভরে বীণাযন্ত্রে গৌরনাম কীর্তন করিতে করিতে তিনি কৈলাসে উপস্থিত হইয়া শম্ভুর নিকট তাহা নিবেদন করিলেন। মহেশ্বর তচ্ছ্রবণে প্রেমে পুলকাঙ্গ হইলেন। তাঁহার সর্বশরীরে অষ্টসাত্ত্বিক ভাব প্রকাশিত হইল। অতঃপর শ্রীনারদ নবদ্বীপে উপস্থিত হইয়া মনে মনে বৈকুণ্ঠনাথের চিন্তা করিতে লাগিলেন। এতৎস্থানে তাঁহার প্রাপ্তির জন্য শ্রীনারদের চিত্ত বড়ই উদ্বিগ্ন হইল। ভক্তবাঞ্ছাকল্পতরু বৈকুণ্ঠনাথ শ্রীনারায়ণ নারদসমক্ষে সপরিকরে প্রকাশিত হইয়া তাঁহার মনোবাসনা পূর্ণ করিলেন। এই জন্য এই স্থানের নাম 'বৈকুণ্ঠপুর' বা নারায়ণপীঠ। শ্রীনারায়ণের দর্শন পাইয়া শ্রীনারদ প্রেমগদগদস্বরে বীণার সুমধুর তানযোগে তাঁহার পাদপদ্ম বন্দনা করিলেন।

শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ অন্তর্হিত হইলে শ্রীনারদ নবদ্বীপধামকে বন্দনা করিয়া দ্বারকায় উপস্থিত হইলেন। দ্বারকেশ শ্রীকৃষ্ণ তখন নারদকে শ্রীগৌরমূর্তিতে দর্শন দিলেন। নবদ্বীপচন্দ্রের প্রেমময় মূর্তি দর্শন করিয়া শ্রীনারদ প্রেমে অধৈর্য্য হইলেন। সেই সময় সেই গৌরবিগ্রহ নারদকে পুনরায় শ্যামসুন্দররূপে দর্শন প্রদান পূর্বক গৌরকৃষ্ণের নাম, রূপ, গুণ, পরিকরবৈশিষ্ট্য এবং লীলার নিত্যত্ব ও নিত্য বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করিলেন। শ্রীনারদ রুক্মিণীনাথ শ্রীকৃষ্ণের আদেশে কৈলাস পর্বতে আগমন পূর্বক শম্ভুর নিকট সকল ঘটনা বর্ণন করিলেন। তচ্ছ্রবণে শম্ভু আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিলেন। শ্রীনারদ মহেশ্বরের নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া নবদ্বীপের পূর্বোল্লিখিত বৈকুণ্ঠপুরে পুনরায় আগমন পূর্বক দ্বারকায় তিনি শ্রীভগবানের যে রূপ দর্শন করিয়াছিলেন সেই রূপ দর্শনের জন্য ধৈর্য্যহারা হইলে শ্রীনারদ দ্বারকার সমস্ত ঐশ্বর্য্য-বিলসিত শ্রীগৌরসুন্দরকে রত্নসিংহাসনের মধ্যে দেখিতে পাইলেন। মহাপ্রভুর রূপ ও ঐশ্বর্য্য-মাধুরী দর্শন করিয়া শ্রীনারদ আনন্দে বিহ্বল হইলেন। শ্রীগৌরসুন্দর তখন তাঁহাকে শীঘ্রই সপার্ষদে স্বীয় আবির্ভাবের কথা জানাইয়া অন্তর্হিত হইলেন। [illegible] পুর' নাম হইয়াছে। [illegible] বৈকুণ্ঠপুরের [illegible] এই স্থানে শ্রীনারায়ণের সেবা [illegible] করিয়াছিলেন।

বৈকুণ্ঠপুরে একজন প্রবীণ ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ছিলেন। তাঁহার লক্ষ্মীনারায়ণে অসাধারণ প্রীতি ছিল। তিনি শ্রীবল্লভাচার্য্যের গৃহে আগমন করিয়া নিভৃতে লক্ষ্মীনারায়ণের সেবা করিতেন। শ্রীবল্লভাচার্য্য তাঁহাকে গুরুর ন্যায় ভক্তি করিতেন। যে দিবস লক্ষ্মীপ্রিয়া দেবীর সহিত শ্রীগৌরসুন্দরের বিবাহলীলা অনুষ্ঠিত হইয়াছিল, সেই দিবস উক্ত বিপ্র বিবাহ-সময়ে উপস্থিত থাকিয়া শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া ও শ্রীগৌরনারায়ণের নাম উচ্চৈঃস্বরে কীর্তন ও অপূর্ব মাধুর্য্যের সহিত নৃত্য করিয়াছিলেন। বিপ্র সেই রাত্রে স্বীয় জীর্ণকুটীরে আগমন পূর্বক লক্ষ্মী ও গৌরচন্দ্রের লীলা স্মরণ করিতে করিতে প্রেমানন্দে বিভোর হন। তাঁহার অদ্ভুত আর্তি দর্শন করিয়া শ্রীগৌরসুন্দর বিপ্রের কুটীরে চতুর্ভুজমূর্তিতে তাঁহাকে দর্শন দান করেন। বৈকুণ্ঠনাথের আগমনে দরিদ্র বিপ্রের গৃহে বৈকুণ্ঠের মহৈশ্বর্য্য প্রকাশিত হইল। বিপ্র রত্নসিংহাসনে শ্রীশ্রীগৌর ও লক্ষ্মীপ্রিয়া দেবীর বিগ্রহ প্রকাশ করিলেন। শ্রীগৌরসুন্দর বিপ্রকে এই সকল কথা গুপ্ত রাখিবার জন্য আদেশ করিয়া অন্তর্হিত হইলেন।

মহৎপুর বা মাতাপুর

বনবাসকালে পাণ্ডবগণ এই স্থানে কিছুকাল অবস্থান করিয়াছিলেন। মহতের শ্রেষ্ঠ যুধিষ্ঠির মহাশয় এই স্থানে বাস করিয়াছিলেন বলিয়া এই স্থানের নাম মহৎপুর। মহৎপুরের অপভ্রংশ শব্দ মাতাপুর। এই স্থানে বিস্তীর্ণশাখ পঞ্চবটবৃক্ষ ও যুধিষ্ঠির-বেদী নামে একটী উচ্চ ঢীপা বিরাজিত ছিল।

পাণ্ডবগণ ভ্রমণকালে গৌরমণ্ডলের রাঢ়দেশস্থ একচক্রা গ্রামে কিছুকাল অবস্থান করেন। একচক্রা প্রদেশে যে-সকল অসুর ছিল, ভীমসেন তাহাদিগকে বধ করিয়া সুযশ অর্জন করিয়াছিলেন। একচক্রের মনোরম শোভা সন্দর্শন করিয়া মহৎ-শ্রেষ্ঠ যুধিষ্ঠির মুগ্ধ হন এবং ইহা শ্রীকৃষ্ণেরই কোন লীলাস্থান হইবে এইরূপ জ্ঞান করেন। রোহিণীনন্দন শ্রীবলদেব যুধিষ্ঠিরকে স্বপ্নে দর্শন প্রদান পূর্বক বলেন যে, তাঁহার অনুমান সত্য। শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র নদীয়ায় আবির্ভূত হইবেন এবং তিনি (বলদেবপ্রভু) শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছায় এই একচক্রানগরে প্রকটলীলা প্রকাশ করিবেন। অতঃপর পঞ্চপাণ্ডব নবদ্বীপ-মণ্ডলের অন্তর্গত মহৎপুর নামক স্থানে আগমন করেন। পাণ্ডবসখা শ্রীকৃষ্ণ বলদেবের সহিত শ্রীযুধিষ্ঠিরের হৃদয়সিংহাসনে প্রকাশিত হইয়া কলিকালে তাঁহার সঙ্কীর্তনলীলার কথা যুধিষ্ঠির মহারাজকে জানাইয়াছিলেন।

পরিক্রমার নবম দিবস

রুদ্রদ্বীপ

আজ আমাদের রুদ্রদ্বীপ-পরিক্রমা। নীল লোহিতাদি একাদশ রুদ্র এই স্থানে গৌরভজন করিয়াছিলেন বলিয়া ইহার নাম রুদ্রদ্বীপ। কৈলাস ধাম এই রুদ্রদ্বীপেরই প্রকাশমাত্র। অষ্টাবক্র ও দত্তাত্রেয়াদি যোগিগণ অপরাধময়ী অদ্বৈতবুদ্ধি পরিত্যাগপূর্বক এই স্থানে শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্ম ধ্যানে রত হইয়াছিলেন। রুদ্রসম্প্রদায়াচার্য্য শুদ্ধাদ্বৈতবাদী শ্রীবিষ্ণুস্বামী এই স্থানেই শ্রীরুদ্রদেবের কৃপা লাভ করিয়াছিলেন। শ্রীধরস্বামিপাদের হৃদয়ে এই স্থানে অলক্ষ্যে গৌররূপরশ্মি প্রকাশিত হইয়াছিল। তাই তিনি শ্রীমদ্ভাগবত ব্যাখ্যা করিয়া শ্রীগৌরসুন্দরের স্নেহের পাত্র হইয়াছিলেন।

রুদ্রদ্বীপ কিছুকাল গঙ্গাগর্ভে অবস্থান করিয়াছিলেন। ভক্তিরত্নাকর-পাঠে জানা যায়, রুদ্রদ্বীপ অতি প্রাচীনকালে গঙ্গার পশ্চিমে থাকিলেও শ্রীনিবাসাচার্য্য প্রভুর ভ্রমণকালে গঙ্গার চরাভূমিতে পূর্বপারে উদিত হন। যথা,—

গঙ্গার পূর্বধারে রাহুপুর গ্রাম হয়।
কেহ কেহ রাহুপুরে রুদ্রপুর কয়॥
এই রাহুপুর পূর্বে রুদ্রদ্বীপ নাম।
গ্রাম লুপ্ত হইল এবে আছে মাত্র স্থান॥

রুদ্রদ্বীপ বর্তমান ইন্দ্রাকপুর, শঙ্করপুর, রুদ্রপাড়া, নিদয়া ও টোটা প্রভৃতি স্থানসমূহে ব্যাপ্ত ছিল। মহেশ্বর রুদ্রদ্বীপে নিজগণসহ নানাবিধ বাদ্যাদিসংযোগে গৌরগুণগাথা কীর্তন পূর্বক মহাপ্রেমে নৃত্য করিতেন। শ্রীগৌরসুন্দর রুদ্রদেবের আর্তি ও মনোবৃত্তি দর্শন করিয়া অন্যের অলক্ষিতে তাঁহাকে দর্শন দান করেন এবং অচিরেই শ্রীমায়াপুরচন্দ্ররূপে শচীগর্ভ-সিন্ধুতে উদিত হইয়া তাঁহার মনোভিলাষ পূর্ণ করিবেন এই আশ্বাসবাণী প্রদান করেন।

ধামসেবা-লালসা

রুদ্রদ্বীপে চর চরণ
দৃক্! পশ্য মোদদ্রুমশ্রী-
র্জিহ্বে! গৌরস্থলগুণগণান্
কীর্তয় শ্রোত্রগৃহান্।
গৌরাটব্যা ভজ পরিমলং ঘ্রাণ! গাত্র! ত্বমস্মিন্।
গৌড়ারণ্যে লুঠ পুলকিতঃ গৌরকেলিস্থলীষু॥

—হে চরণ, তুমি রুদ্রদ্বীপে বিচরণ কর। হে লোচন, তুমি মোদদ্রুমদ্বীপের শোভা দর্শন কর। হে রসনে, তুমি শ্রুতি[illegible] শ্রীগৌরধাম-গুণাবলী অনুকীর্তন কর। হে নাসিকে, তুমি গৌরবনের সুরভি গ্রহণ কর; হে গাত্র, তুমি এই গৌড়ারণ্যে শ্রীগৌরসুন্দরের ক্রীড়াস্থলীসমূহে পুলকিত হইয়া বিলুণ্ঠিত হও।

কৃষ্ণনাম ভজ জীব আর সব মিছে। পলাইতে পথ নাই যম আছে পিছে॥